Approved by the D. P. I., **Bengal, Bihar** and **Assam** as a Reference Book and Prize & Library Books (vide Cal. Gazette, 7th May, 1940).

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

আশুতোষ দেব

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

ভূমিকা

মানুষের ইতিহাস আজ নূতন করিয়া লেখা হইতেছে। আজিকার ঐতিহাসিকের প্রচণ্ড সুবিধা, তাঁহার চোখের সামনে পাঁচ হাজার বছরের দেশে-দেশে বিক্ষিপ্ত সভ্যতার কাহিনী একজায়গায় একত্রিত হইয়া একটি বিরাট দীপশিখার মতন জ্বলিতেছে। সেই দীপশিখার আলোকে আজ আমরা মানুষের সাধনাকে নূতন রূপে দেখিতেছি, নূতন করিয়া সমস্ত জিনিসকে বিচার করিয়া দেখিতে শিখিতেছি।

আজ আমরা তাই নিঃসংশয়ে জানি, যে-কোন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থায়ী গৌরবের বস্তু হইল তাহার সাহিত্য। জাতির উন্নতির, জাতির ঐশ্বর্য্যের, জাতির সভ্যতার একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় পরিচয় হইল তাহার সাহিত্যে। জাতির সমস্ত সাধনা একমাত্র তাহার সাহিত্যে বাঁচিয়া থাকে, জাতির চলমান জীবনের শত-পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার সাহিত্যেই বাঁচিয়া থাকে অপরিবর্ত্তনীয় তাহার অমর-সত্তা। শত রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে ইংলণ্ড অমর হইয়া থাকিবে তাহার সাহিত্যে···আমরা বাঙ্গালী, আমাদের পরম গর্ব, শত পরিবর্ত্তন শত দৈন্য শত হাহাকারের মধ্যে বাঙ্গালীর নামকে অমর করিয়া রাখিবে বাঙ্গালা-সাহিত্য, বাঙ্গালীর অন্তরের অপরিবর্ত্তনীয় পরিচয় অনন্তকালের জন্যে থাকিয়া গেল তাহার সাহিত্যে।

সাহিত্যের এই কীর্ত্তি নির্ভর করে সাহিত্য-স্রষ্টাদের উপর। ভাষার সাহায্যে তাঁহারা সৃজন করেন সুরের, ভাবের ইন্দ্রজাল। ভাষা হইল তাঁহাদের একমাত্র উপাদান, যাহার দ্বারা তাঁহারা গড়িয়া তোলেন অমরত্বের সৌধ। কিন্তু তাঁহাদের এই কীর্ত্তির আড়ালে একদল নীরব সাধক নিঃশব্দে অতি কঠোর সাধনা করেন, তাঁহাদের এই নীরব সাধনা হইল প্রত্যেক সাহিত্যের প্রত্যেক ভাষার শক্তির প্রধান ভাণ্ডার। এই নীরব সাধকের দল হইলেন অভিধানকারেরা।

আজ যে সব ভাষা জগতের সভ্য ভাষারূপে পরিগণিত, তাহাদের ইতিহাস পড়িতে গেলেই আমরা দেখিতে পাইব, সেই ভাষার অভিধানকারেরা যথাসময়ে

না আসিলে সেই সেই ভাষার সাহিত্য কখনই উন্নত হইত না। অভিধানকারেরা নিঃশব্দে নীরবে সারা জীবন ধরিয়া সাধনা করিয়া নিজেদের ভাষার নূতন ও পুরাতন সমস্ত শব্দকে একত্র সঞ্চয়ন করিয়া রাখেন, সেই সব শব্দের উচ্চারণ, চেহারা ও অর্থকে অপচয় ও বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করেন,—চাষী যেমন সযত্নে তাঁহার গোলাঘরে মাঠ হইতে শস্য কাটিয়া, শুকাইয়া, ঝাড়িয়া বাছিয়া তুলিয়া রাখেন বলিয়া জাতির শস্যভাণ্ডার ও ঐশ্বর্য বাড়িতে পারে, অভিধান-কারেরাও তেমনি একান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে একটি একটি করিয়া শব্দকে চয়ন করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখেন বলিয়া জাতির ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাই তাহার অভিধানের একান্ত সংযোগ। ইংরেজ-শাসনের গোড়ার যুগে যখন প্রথম বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয়, তখন নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গিয়া শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীরা সব চেয়ে বড় বাধা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা হইল দেশী ভাষার অভিধানের অভাব। সেইদিন হইতে আমাদের ভাষার অভিধান-গঠনের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়ে। একান্ত দুঃখের বিষয়, বহুদিন পর্যন্ত আমাদের ভাষায় একটি নির্ভরযোগ্য সকল দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ অভিধান গড়িয়া উঠে নাই। সেই বিরাট অভাব পরিপূরণ করিবার জন্যই বহু বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' গঠিত হয়।

আজ ইংরেজীভাষা-ভাষী জগতে চেম্বার্স ও ওয়েবস্টার ইংরেজী ভাষার একটি স্ট্যাণ্ডার্ড অভিধান গড়িয়া তুলিয়াছেন, সমগ্র সভ্য জগতে আজ তাঁহাদের নাম সুপরিচিত। চেম্বার্স ও ওয়েবস্টার অভিধান-গঠনে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, অভিধান-গঠনের সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলন করিয়াই এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' রচিত হইয়াছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সভ্য ভাষার শব্দ-সম্পদ্ বাড়িতে থাকে। ভাষাতত্ত্ব লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন, প্রত্যেক জাতির ভাষাগত শব্দের মধ্যে সেই জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লুকাইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষার শব্দ আলোচনা করিয়া আজ ঐতিহাসিকেরা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের নূতন মালমসলা আবিষ্কার করিতেছেন। বাঙ্গালী তাহার জন্মের পর হইতে যে-যে বিশিষ্ট জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই সব জাতির ভাষা হইতে বহু শব্দ সে আহরণ করিয়াছে এবং এখনও পর্যন্ত সে-আহরণ-কার্য চলিতেছে। উহাই হইল জীবিত ভাষার প্রাণের লক্ষণ।

সেই জন্য প্রথম সংস্করণের পর আজ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে-সব নূতন শব্দ আসিয়াছে, বর্তমান সংস্করণে তাহাদেরও আহরণ করিয়া একত্র করা হইয়াছে।

এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধানে'র আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা অভিধানের সঙ্গে এন্সাইক্লোপিডিয়া অর্থাৎ বিশ্ব-জ্ঞানের কোষ। প্রত্যেক

উন্নত য়ুরোপীয় ভাষায় আজ বিশ্বের তাবৎ প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা লইয়া এন্‌সাইক্লোপিডিয়া রচিত হইয়াছে। আজকে মানুষকে সাধারণভাবে শিক্ষিত হইতে হইলে, বিশ্বের বহু বিচিত্র জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংবাদ রাখিতেই হয়। সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংকলন হইল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। দুঃখের বিষয়, একমাত্র বহু খণ্ডে বিভক্ত বিরাটদেহ বিশ্ব-কোষ ছাড়া বাঙ্গালা-ভাষায় তেমন কোন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নাই। বিশ্ব-কোষ বহুদিন হইল অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেই জন্য এই **নূতন বাঙ্গালা অভিধানে যথাপরিমিত স্থানের মধ্যে বিশ্বের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়েরও সংযোগ করিয়া বাঙ্গালার শিক্ষা-জগতের এক নিদারুণ অভাব পরিপূরিত করা হইয়াছে। একসঙ্গে অভিধান ও এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই।** আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালা-শিক্ষার জগতে এই 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' একটা চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'নূতন বাঙ্গালা অভিধান'-এর সংকলন-কার্যে যাহাদের নিকট হইতে আমরা উপদেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি—

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
রাজশেখর বসু
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ননীগোপাল আইচ
পরেশচন্দ্র মজুমদার

কৈফিয়ত

বর্ণানুক্রম

এই অভিধানের সর্বত্র স্বরবর্ণের পরেই ং, ঃ, ঁ এবং তাহার পর ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইভাবে 'আঁশ' বসিয়াছে 'আক' শব্দের বহু পূর্বে, কিন্তু 'আশ' শব্দ বসিয়াছে 'আক' হইতে অনেক পরে। বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় 'ব'-এর পৃথক্ রূপ নাই এবং উচ্চারণ-পার্থক্যও বিশেষ নাই। এই জন্য এবং অভিধান-সংকলনের সুবিধার জন্য অন্তঃস্থ 'ব'কে বর্গীয় 'ব'-এর সহিত একত্র করা হইয়াছে।

শব্দ নির্বাচন ও সন্নিবেশন প্রণালী

এই অভিধানে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ, নাটকাদিতে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ, কবিতায় প্রযুক্ত শব্দ, প্রাচীন কবিদের ব্যবহৃত শব্দ, বৈষ্ণব-পদাবলীর শব্দ এবং বাঙ্গালায় প্রচলিত সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী, ফারসী ও অন্যান্য বৈদেশিক শব্দ স্থান পাইয়াছে। আয়ুর্বেদ, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অলংকার ও সংগীতশাস্ত্র প্রভৃতির পারিভাষিক শব্দগুলিকে উদাহরণাদির সাহায্যে যথাসম্ভব বিশদ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন কবি-প্রযুক্ত শব্দে শব্দার্থের পর বন্ধনীমধ্যে সহপ্রযুক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টির নিবেশন দ্বারা উহাদের অর্থ বিশদ করা হইয়াছে।

এই অভিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহাতে বাঙ্গালা বাগ্বিধির (idiom) অনুযায়ী বিশেষার্থ-বাচক শব্দ-সমষ্টির (phrase) সংযোজন। প্রথম শব্দটির সহিতই বর্ণানুক্রমে এইরূপ শব্দ-সমষ্টিকে নিবেশিত করা হইয়াছে, তবে স্থানে স্থানে ক্রিয়াটিকে বা অন্য কোন শব্দ-বিশেষকে প্রধান ধরিয়া তাহার সঙ্গে উক্তরূপ শব্দ-সমষ্টিকে যোজনা করা হইয়াছে। সচরাচর প্রযুক্ত সমাসবদ্ধ শব্দসমূহের যথাসম্ভব সংকলন করা হইয়াছে। অনেক শব্দ অন্য শব্দের সহিত অর্থ, ব্যুৎপত্তি, পদ এবং লিঙ্গ প্রভৃতিতে একরূপ হওয়ায়, এইরূপ শব্দকে

অন্যটির সহিত স্থাপন করা হইয়াছে এবং যথাস্থানে ঐ শব্দটি বসাইয়া, অন্য শব্দটির উল্লেখপূর্বক 'দ্রঃ' (দ্রষ্টব্য) এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—

ধ্বংস, ধ্বংসন—নাশ ; হানি ; ভঙ্গ ; বিলোপ ; পতন ; উচ্ছেদ, খণ্ডন ; গমন। ধ্বন্‌স্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

* ও * * *

ধ্বংসন—'ধ্বংস' দ্রঃ

কোন কোন স্থলে এইরূপ শব্দকে একত্র নিবেশিত না করিয়াও একটির সহিত অন্যটির উল্লেখমাত্র করিয়া বন্ধনীমধ্যে 'তাহা দ্রঃ' এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন—

আশংসিতা (-সিতৃ)—আকাঙ্ক্ষাকারী, ইচ্ছুক ; কথয়িতা। আ—শন্‌স্‌+তৃচ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সিত্রী।

আশংসী (-সি)—আশংসিতা (তাহা দ্রঃ)। আ—শন্‌স্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -সিনী।

মূল শব্দগুলির সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত বানান প্রদত্ত হইয়াছে। ইন্‌, বিন্‌, মৎ ও বৎ প্রভৃতি ভাগান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গ প্রথমা বিভক্তির একবচনে যে রূপ হয় তাহা দিয়া তৎসঙ্গে বন্ধনী-মধ্যে মূল রূপটি (crude form) দেওয়া হইয়াছে। শব্দার্থে সেমিকোলন (;) দ্বারা বিভিন্ন অর্থের, কমা দ্বারা একই অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দের এবং ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা ব্যাকরণগত পার্থক্যের নির্দেশ করা হইয়াছে। ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যাধীন অর্থগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত কোন সাধারণ বিষয় থাকিলে পরবর্তী সংখ্যার শেষে তাহা দেওয়া হইয়াছে। যেমন—

ছাদ—১। চাল, ছাত, ঘরের আচ্ছাদন। ছদ্‌+ঘঞ্‌ করণ।
২। আচ্ছাদিত করণ। ছদ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

এখানে প্রথম অর্থেও শব্দটি বিশেষ্য এবং পুংলিঙ্গ—ইহাই বুঝাইতেছে।

দুইটি একত্র নিবেশিত শব্দের প্রত্যয় বা লিঙ্গাদির পার্থক্য কমা দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে। শব্দগুলির সহিত এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রত্যয়, পদ বা লিঙ্গ যথাক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে। অনেক স্থলে অর্থ পরিস্ফুট করিবার জন্য বন্ধনীমধ্যে ড্যাস (—) চিহ্নের সহিত সহপ্রযুক্ত শব্দটি দেওয়া হইয়াছে। ড্যাস চিহ্নের স্থানে মূল শব্দটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন—'কেন্দ্র' শব্দে 'শাসন—', 'নির্বাচন—', 'শিক্ষা—' ও 'বাণিজ্য—' দ্বারা 'শাসনকেন্দ্র', 'নির্বাচনকেন্দ্র', 'শিক্ষাকেন্দ্র' ও 'বাণিজ্যকেন্দ্র' বুঝাইতেছে।

ব্যুৎপত্তি

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণিনি-ব্যাকরণই প্রচলিত ; সেইজন্য তৎসম শব্দগুলি সাধন করিতে এই অভিধানে পাণিনিরই অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে, যে সকল প্রত্যয় আদেশপ্রাপ্ত অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়, তাহাদের আদিষ্ট রূপগুলিই দেওয়া হইয়াছে। এই অভিধানে প্রযুক্ত আদিষ্ট প্রত্যয়গুলির পাণিনীয় রূপ নিম্নের তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

কৃৎ

এই অভিধানে	পাণিনিমতে
ক্তি	ক্তিন
ণক	ণ্বুল্
অক (ষুন্)	ষুন্
অক (বুঞ্)	বুঞ্
অনট্	
অন	ল্যু, যুচ্

তদ্ধিত

এই অভিধানে	পাণিনিমতে	এই অভিধানে	পাণিনিমতে
আপ্ (স্ত্রী-প্রত্যয়)	টাপ্, ডাপ্	ঈপ্ (স্ত্রী-প্রত্যয়)	ঙীপ্, ঙীষ্
আয়ন	ফক্, ফঞ্	ইয়	ঘ
এয়	ঢক্, ঢঞ্	ইক	ঠক্, ঠঞ্
ঈন (খঞ্)	খঞ্	ইক (ঠন)	ঠন্
ঈন	খ	ইমন্	ইমনিচ্
অক	বুন্	তর	তরপ্
ঈয়	ছ, ছণ্	ঈয়স্	ঈয়সুন্

পাণিনির প্রত্যয়সমূহের মধ্যে যে সকল ইৎ বর্ণ আছে, তাহাদের কয়েকটির ফল এবং শব্দগঠনের দুই একটি নিয়ম পাঠকদের জ্ঞাত থাকিলে শব্দগঠনে এবং শব্দের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচারে তাঁহাদের সুবিধা হইবে ; সেইজন্য পাণিনি ব্যাকরণের কতকগুলি বিধি-নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ট, ষ, উ ও ঋ ইৎ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ হয়।

২। ড ইৎ প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিক বা ধাতুর টি-ভাগের (অন্ত্যস্বরাদি বর্ণসমূহের) এবং বিংশতি শব্দের তি-ভাগের লোপ হয়।

৩। ক, ঙ ও গ ইৎ কৃৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের যে গুণ হইবার কথা, তাহা হয় না।

৪। পাণিনীয় ধাতু-পাঠে যে সকল ধাতুতে ই-কার থাকাতে ন-আগম হয় (যেমন দশি = দন্‌শ্), ক ও ঙ, ইৎ প্রত্যয় হইলে তাহাদের ঐ ন-কারের লোপ হয়।

৫। ক ও ঙ ইৎ প্রত্যয় হইলে হন্-স্থানে ঘ্ন হয়।

৬। ঞ ও ণ ইৎ প্রত্যয় হইলে হন্ ধাতুর হ-স্থানে ঘ হয়, সকল ধাতুর অন্ত্য স্বরের এবং জন্ ও বাধ্ ভিন্ন ধাতুর উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়।

৭। গ্রহ্, জ্যা, ব্যয়, ব্যধ্, প্রচ্ছ্, ভ্রস্‌জ্, বচ্, স্বপ্ ও যজ্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর পর ক ইৎ প্রত্যয় হইলে তাহাদের সম্প্রসারণ-স্থানীয় বর্ণগুলির সম্প্রসারণ (য-স্থানে ই, ব-স্থানে উ এবং র-স্থানে ঋ) হয়।

৮। অমন্ত এবং ঘট্, ব্যথ্, জন্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর পর ণ ও ঞ ইৎ প্রত্যয় হইলেও তাহাদের উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয় না।

৯। ঘ ও ণ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অজ্, ব্রজ্ ও ক-বর্গাদি ধাতু ভিন্ন ধাতুর চ-স্থানে ক ও জ-স্থানে গ হয়।

১০। খ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অ-কারান্ত উপপদের পরে এবং অরুস ও দ্বিষৎ এই উপপদদ্বয়ের স ও ৎ-স্থানে ম্ হয়।

১১। প ইৎ কৃৎ হইলে হ্রস্ব স্বরান্ত ধাতুর পরে ত আগম হয়।

১২। ঞ, ণ ও ক ইৎ তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। অনুশতিক প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের এবং হৃৎ, ভগ ও সিন্ধু ভাগান্ত শব্দের উভয় পদেরই আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়।

১৩। সংখ্যাবাচক শব্দের পর যদি সংবৎসর, বর্ষ এবং অন্য সংখ্যাবাচক শব্দ সমাসবদ্ধ থাকে এবং তাহার পরে যদি ক, ণ ও ঞ ইৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় হয়, তবে তাহাদের পরপদের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ভবিষ্যদর্থে বিহিত প্রত্যয়-যোগে 'বর্ষ' শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি না হইয়া পূর্বের সংখ্যাবাচক শব্দটিরই আদি-স্বরের বৃদ্ধি হয়।

১৪। তদ্ধিত প্রত্যয়ের স্বর ও য পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের অন্ত্য উ-কারের লোপ হয়।

১৫। তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে ন-কারান্ত প্রাতিপদিকের 'টি'র লোপ হয়।

১৬। ট ও খ (ঈন) প্রত্যয় পরে থাকিলে অহন্ শব্দের 'টি'র লোপ হয়।

১৭। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ঈ ও তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের অন্ত্য ই-বর্ণ এবং অ-বর্ণের লোপ হয়।

১৮। ঢ (এয়), অণ্, অঞ্, যঞ্, দ্বয়সচ্, দঘ্নচ্, মাত্রচ্, তয়প্, ঠক্ (ইক), ঠঞ্ (ইক), কঞ্ ও করপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়।

১৯। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কার যুক্ত হইলে শব্দের অন্তস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের য-কারের লোপ হয়।

এই সূত্রগুলি পাণিনিসূত্রানুযায়ী হইলেও সবগুলি পাণিনিসূত্রের অবিকল অনুবাদ নহে। এই অভিধানের প্রয়োজনানুসারে দুই এক স্থলে সূত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সংক্ষেপের জন্য স্থলবিশেষে একাধিক সূত্রের মর্ম নিবদ্ধ হইয়াছে।

তৎসম শব্দগুলির সমাস সম্বন্ধে যথাসম্ভব পাণিনিরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে যে-সকল স্থলে বাঙ্গালা বাগ্বিধিতে সংস্কৃতের অনুযায়ী ব্যাসবাক্য হয় না, সে সকল স্থলে পাণিনির সূত্র ছাড়িয়া বাঙ্গালা বাক্য অনুযায়ী সমাসের নামকরণ করা হইয়াছে। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় একটি ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেগুলিকে সেই অর্থে 'বাং প্র' (বাংলা প্রয়োগ) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার অনেক অজ্ঞাতমূলক শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে। তন্মধ্যে অনেক দেশজ শব্দও আছে। সেই সকল শব্দকেও 'বাং প্র' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। বৈদেশিক শব্দগুলির যথাসম্ভব মূলনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। যেমন—আরবী, ফারসী ইত্যাদি। ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি 'প্রাঃ কপ্র' (প্রাচীন কবিপ্রয়োগ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপভ্রংশ শব্দগুলির যথাসম্ভব মূল নির্ণয় করা হইয়াছে।

চরিতাবলী

এই অংশে পৃথিবীর প্রাচীন এবং আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার, উপন্যাসকার, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ভাস্কর, চিত্রকর, রাজনীতিবিদ্, রাষ্ট্রনায়ক, সংগ্রামবীর প্রভৃতির চরিত-কথা এবং দেশীয় ও বৈদেশিক পুরাণের চরিতাবলী সংকলিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিচয়

এই অংশে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনার সারমর্ম সন্নিবেশ করিয়া তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বিবিধ জ্ঞাতব্য

এই অংশকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) সাধারণ ও (২) ভূকোষ। 'সাধারণ' ভাগে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ, বিজ্ঞানাবিষ্কৃত পদার্থসমূহ, পৃথিবীর বিচিত্র বস্তু, ঘটনা এবং পৌরাণিক কাহিনী-সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে সংযোজিত হইয়াছে।

'ভূকোষ' ভাগে ভৌগোলিক বৃত্তান্তসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবচন-সংগ্রহ

'প্রবচন' বলিতে আমরা সাধারণতঃ লোকমুখে প্রচলিত অলংকারযুক্ত বাক্যগুলিকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই অভিধানে বাঙ্গালা প্রবচন এবং বাঙ্গালায় প্রচলিত হিন্দী প্রবচনের সহিত এমন অনেক সংস্কৃত বাক্যাবলীর সন্নিবেশ করা হইয়াছে, যেগুলি ঠিক প্রবচন-সংজ্ঞায় পড়ে না; তবে, সেগুলি পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্বদাই উদ্ধৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত বাক্যগুলি কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের অর্থান্তর-ন্যাস-নিবদ্ধ শ্লোক হইতেই বেশী গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্টে বাঙ্গালা ধাতু, বিপরীতার্থক শব্দ, এককাবলী, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম, শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা, ঘটনা-পঞ্জী এবং প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী সংযোজিত করা হইয়াছে।

বহুকালের পরিশ্রমে সংকলিত এই অভিধানখানি দ্বারা বঙ্গভাষার আলোচনাকারিগণ এবং বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থিগণের অভীপ্সিত প্রয়োজন-নির্বাহ হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এইরূপ বিরাট কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরিহার্য। সহৃদয় পাঠকগণ এই ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করিলে পরবর্তী সংস্করণের জন্য তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি—

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

বিস্তারিত সূচী নির্দেশ

['চরিতাবলী,' 'সাহিত্য-পরিচয়' ও 'বিবিধ জ্ঞাতব্য']

—চরিতাবলী—

[এইরূপ দুই সহস্রাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন-কথা এই অভিধানে স্থান পাইয়াছে।]

সাহিত্য-পরিচয়

[এইরূপ সহস্রাধিক পুস্তকের পরিচয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

বিবিধ জ্ঞাতব্য

(১) সাধারণ

(২) ভূকোষ

[এইরূপ প্রায় দুই সহস্র সাধারণ ভৌগোলিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।]

অভিধানে ব্যবহৃত সংকেতাবলী

[শব্দাংশ]

অধি	…	অধিকরণবাচ্য	পুং	…	পুংলিঙ্গ
অপা	…	অপাদানবাচ্য	প্রা কপ্র	…	প্রাচীন-কবিপ্রয়োগ
অব্য	…	অব্যয়	প্রাদে	…	প্রাদেশিক
অব্যয়ী	…	অব্যয়ীভাব	বহু	…	বহুব্রীহি
ইং	…	ইংরাজী	বাংপ্র	…	বাংলাপ্রয়োগ
উপতৎ	…	উপপদতৎপুরুষ	বি	…	বিশেষ্য
কপ্র	…	কবিপ্রয়োগ	বিণ	…	বিশেষণ
করণ	…	করণবাচ্য	ভাব	…	ভাববাচ্য
কর্তৃ	…	কর্তৃবাচ্য	ভাবে	…	ভাবার্থে
কর্মধা	…	কর্মধারয়	মধ্যপ কর্মধা	…	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
কর্ম	…	কর্মবাচ্য	সম্প্র	…	সম্প্রদানবাচ্য
ক্রি	…	ক্রিয়া	সর্ব	…	সর্বনাম
ক্রি-বিণ	…	ক্রিয়ার বিশেষণ	স্ত্রী	…	স্ত্রীলিঙ্গ
ক্লী	…	ক্লীবলিঙ্গ	২য়াতৎ	…	দ্বিতীয়াতৎপুরুষ
খ্রীঃ	…	খ্রীষ্টাব্দ	৩য়াতৎ	…	তৃতীয়াতৎপুরুষ
খ্রীঃ পূঃ	…	খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	৪র্থীতৎ	…	চতুর্থীতৎপুরুষ
ত্রি	…	ত্রিলিঙ্গ	৫মীতৎ	…	পঞ্চমীতৎপুরুষ
দ্বন্দ্ব	…	দ্বন্দ্ব সমাস	৬ষ্ঠীতৎ	…	ষষ্ঠীতৎপুরুষ
নঞ্তৎ	…	নঞ্তৎপুরুষ	৭মীতৎ	…	সপ্তমীতৎপুরুষ

[চরিতাবলী]

অগ্নি	…	অগ্নিপুরাণ	ব্রহ্মবৈ	…	ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ
অথ	…	অথর্ববেদ	ভাগ	…	শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ
ঈশ	…	ঈশোপনিষৎ	ভারত	…	মহাভারত
ঋক্	…	ঋগ্বেদ	রাম	…	রামায়ণ
কঠ	…	কঠোপনিষৎ	লিঙ্গ	…	লিঙ্গপুরাণ
কল্কি	…	কল্কিপুরাণ	শিব	…	শিবপুরাণ
কূর্ম	…	কূর্মপুরাণ	সং	…	সংহিতা
গ্রীক পুঃ	…	গ্রীকপুরাণ	হরি	…	হরিবংশ
বিষ্ণু	…	বিষ্ণুপুরাণ			

———

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

[অ]

অ—**১**। বাঙ্গালা বর্ণমালার আদ্যবর্ণ, আদ্যস্বর। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) বিবৃত ('অনন্ত'), (২) সংবৃত বা পূর্ণব্যক্ত ও-কারের মত ('অনুরোধ') এবং (৩) গ্রস্ত ('পাঁচ জন লোক'—এখানে 'চ', 'ন' ও 'ক'-এর উচ্চারণ গ্রস্ত)। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে, অ-কার প্রধানতঃ তিন প্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে তিন প্রকার অর্থাৎ মোট নয় প্রকার। উক্ত নয় প্রকারের প্রত্যেকে অনুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে দুই প্রকার অর্থাৎ অ-কারের প্রকারসংখ্যা মোট আঠার। **২**। জগৎপালক বিষ্ণু। অব্ (রক্ষণে, পালনে)+ড কর্তৃ। বি; পুং। **৩**। ব্রহ্ম ("অ-কার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষর-কোষে"—ভারত)। **৪**। খেদ, অনুকম্পা ও সম্বোধনসূচক শব্দ। অ। **৫**। নঞ্‌সমাসে নঞ্‌-স্থানে যে অ হয়, নঞের্‌ই ন্যায় এই অ এর ছয়টি অর্থ হয়: যথা,

("তৎ সাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্
প্রকীর্তিতাঃ॥")

(১) তৎ সাদৃশ্য: এই অর্থে 'অ'-এর প্রয়োগ বাঙ্গালায় বিরল; সংস্কৃতে 'অব্রাহ্মণ' ব্রাহ্মণ-সদৃশ অন্য-কোন জাতি অর্থে প্রযুক্ত হয়। (২) অভাব: যেমন, অ-বৃষ্টি, বৃষ্টির অভাব; (৩) তদন্যত্ব: যেমন, অনশ্ব, ন অশ্ব (খচ্চর), এখানে অশ্ব ভিন্ন অন্য পশুকে বুঝাইতেছে; (৪) তদল্পতা: যেমন, (ক) অবোধ, অল্পবুদ্ধি ("অবোধে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে"—প্রবাদ); (খ) অনুদরী, ন উদরী, এখানে উদরের অল্পতা বুঝাইতেছে; (৫) অপ্রশাস্ত্য: যেমন, অ-কার্য, অপ্রশস্ত বা কুৎসিত কার্য; (৬) বিরোধ: যেমন, অশাস্ত্রীয়, শাস্ত্র-বিরোধী; অসুর, সুরবিরোধী। নঞের প্রয়োগ স্বার্থেও হয়; যেমন, কূপার=সমুদ্র, অকূপার =সমুদ্র। [সমাসে ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্‌-স্থানে অ, এবং স্বরবর্ণ পরে নঞ্‌-স্থানে অন্ হয়; সুতরাং এই অন্ ও পূর্বোক্ত অ সমার্থক; যেমন, ন+অভিপ্রেত, অনভি-প্রেত]। **৬**। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'এ', 'ও', 'গ', 'চ', 'জ' এবং 'হ'র স্থানে 'অ'র ব্যবহার দেখা যায় ('এখন'-স্থলে 'অখন', 'রাখিও'-স্থলে 'রাখিঅ', 'নায়ক'-স্থলে 'নাঅক', 'হইতে'-স্থলে 'অইতে')। **৭**। প্রাচীন বাঙ্গালায় কথার মাত্রাস্বরূপ ('তুঅ', 'কেঅ')। **৮**। বাঙ্গালায় আধিক্য অর্থে শব্দের পূর্বে যুক্ত (অঘোর, অপর্যাপ্ত)। **৯**। অক্সিজেনের সাংকেতিক চিহ্ন (অ$_{১}$ অ$_{২}$ ইঃ)।

অ-আ—স্বরবর্ণসমষ্টি; সাধারণ লেখাপড়া। বাংপ্র। বি।

অই—**১**। সম্মুখে, দূরে বা অদূরে স্থিত; নির্দিষ্ট; উল্লিখিত। সর্ব; বিণ। ইহা সংস্কৃত অদস্-শব্দোৎপন্ন "অমী" শব্দের অপভ্রংশ। **২**। স্মরণ দোষ ভয় ইঃ-সূচক শব্দ। অ।

অইছন—ঐরূপ, ঐপ্রকার। ("অইছন বচন কহল যব কান"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বিণ।

অইছে—ঐরূপে, ঐরকমে ("অইছে করবি যৈছে বৈরি না হাসই"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অইম—ছোট গাছ; মন্ত বিঃ। প্রাদে। বি।

অইমনি—অমনই, তখনই, তৎক্ষণাৎ ("বালকের মুখে দিতে বাঁচিল অইমনি"—ভক্তমাল)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অইল—অম্লকুচির গাছ (চামড়া পরিষ্কার করিতে, রং করিতে ও নরম করিতে ইহার কষের প্রয়োজন হয়); চালের ছাঁচ। প্রাদে। বি।

অঋণ—**১**। ঋণের অভাব, ঋণশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি। **২**। ঋণশূন্য। বহু। বিণ।

অঋণী (-ণিন্)—ঋণশূন্য, ঋণরহিত, ঋণ-মুক্ত, যাহার কোনরূপ ঋণ নাই বা যে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে এমন। ঋণ+ইন্ (আছে ইহার এই অর্থে)=ঋণিন্ (ঋণী); ন ঋণী, নঞ্‌তৎ। [সংস্কৃতমতে অনৃণী এবং বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অনৃণ পদও হয়।] বিণ। স্ত্রী—**অঋণিনী**।

অও—এবং, আর। প্রা কপ্র। অ।

অওঘর্ষণ—গানের স্বরের ঐক্য। <অব-ঘর্ষণ। বি।

অওধ, অওঁধা—অবনত। প্রা কপ্র। বিণ।

অওব—অবগত। প্রা কপ্র। বিণ।

অওরা, অউরা—সুলভ, সস্তা। প্রাদে। বিণ।

অওরো—অবতরণ; অষ্টম স্বর হইতে ক্রমশঃ নিম্ন স্বরে অবতরণ। <অবরোহ। বি। [বি।

অংকোল—আঁকোড় গাছ। <অঙ্কোল।

অংরূপিণী—হ্রস্বরূপবিশিষ্টা, বিন্দুরূপা। অংরূপ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অংশ—**১**। ভাগ, খণ্ড, part; স্থান; অঙ্গ বা অবয়ব; (সম্পত্তির) ভাগ, share; (গণিত) ভগ্নাংশ; (জ্যামিতি)

পৃথিবীর বা যে কোন বৃত্তের পরিধির তিনশত ষাটি ভাগের একভাগ ; (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ, degree ; এক রাশির নবম ভাগের এক ভাগ ; বিষয় বা সম্বন্ধ ("কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে") ; ভগবানের অংশ, অবতার ("সেই ত অংশের কহি অবতার নাম"—চৈ চ) ; দেবতার তেজ বা প্রভাব ("ইন্দ্রের অংশে জাত")। অন্‌শ্ (ভাগ করা)+ঘঞ্ কর্ম। **২**। বিভাজন বা বণ্টন ; নির্দেশ। অন্‌শ্+ঘঞ্ ভাব। **৩**। স্কন্ধ, কাঁধ। অম্+শ কর্তৃ। বি ; পুং।

অংশক—**১**। জ্ঞাতি ; বণ্টনকারী। অন্‌শ্ (ভাগ করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী—**অংশিকা**। **২**। অল্পভাগ ; খণ্ড ; দিন ; (গণিত) লগারিদমের দশমিকাংশ, mantissa. অন্‌শ+ঘঞ্ কর্ম+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অংশকূট, অংসকূট—ষণ্ডস্কন্ধস্থিত উন্নত মাংসপিণ্ড, ষাঁড়ের ঝুঁটি বা কুঁজ, ককুৎ। অংশস্থিত, অংসস্থিত কূট, মধ্যপ কর্মধা ; বা অংশের, অংসের কূট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী। [কূট=শিখর।]

অংশগত—**১**। ভাগসংক্রান্ত, খণ্ডসম্বন্ধীয়, কোন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অংশকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। **২**। বিভাগ দ্বারা প্রাপ্ত, দায়াধিকারভুক্ত, এক এক জনের ভাগে যাহা পড়ে এইরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

অংশগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—দায়াদ, জ্ঞাতি, অংশীদার, শরিক। অংশ (ভাগ) গ্রহণ করে যে, উপতৎ ; অংশ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অংশগ্রাহিণী**।

অংশতঃ (-তস্) (>অংশত)—আংশিকভাবে ; কিয়ৎপরিমাণে, কতকটা। অংশ+তস্। অ।

অংশন—**১**। খণ্ড খণ্ড করণ, বিভাগ করণ। অন্‌শ্+অনট্ ভাব। **২**। খণ্ড, ভাগ। অন্‌শ্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী। **৩**। অবতার ("তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশন" —চৈ চ)। প্রা কপ্র। বি।

অংশনীয়—খণ্ড করণের যোগ্য, যাহা ভাগ করিতে পারা যায় বা করা উচিত এরূপ। অন্‌শ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অংশপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—বিভাগপ্রার্থনাকারী ; যে ভাগ চায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি, **-প্রার্থিতা**। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

অংশফলকাস্থি—অংসফলকাস্থি (তাহা দ্রঃ)।

অংশবান্ (-বৎ)—ভাগপ্রাপ্ত, ভাগযুক্ত। অংশ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অংশবতী**।

অংশভাক্ (-ভাজ্)—অংশীদার ; উত্তরাধিকারী। অংশ ভজনা করে যে, উপতৎ ; অংশ—ভজ্+ণ্বি কর্তৃ। বিণ।

অংশভাগী (-ভাগিন্)—যে ভাগ গ্রহণ করে বা ভাগ পাইবার যোগ্য এরূপ ; জ্ঞাতি, শরিক। অংশ ভজনা করে যে সে, উপতৎ ; অংশ—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী—**অংশভাগিনী**।

অংশভার—কাঁধের বোঝা ; দায়, দায়িত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অংশমান—**১**। ভাগকারী, যে ভাগ করিতেছে এরূপ। অন্‌শ্+শানচ্ কর্তৃ (অংশয়মান-স্থলে বাংপ্র)। বিণ। **২**। অংশের পরিমাণ ; অংশ কত তাহার স্থিরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অংশয়িতব্য—বিভাজ্য। বিণ।

অংশল—**১**। ভাগগ্রহণকারী, অংশী। উপতৎ ; অংশ—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। **২**। স্থূলস্কন্ধ, বৃষস্কন্ধ ; বলবান্। অংশ (স্কন্ধ, অর্থাৎ স্থূলস্কন্ধ, অর্থাৎ বল)+ল আছে এই অর্থে। বিণ।

অংশহর, অংশহারী (-হারিন্)—ভাগহরণকারী, ভাগগ্রহণকারী, অংশী, দায়াদ, জ্ঞাতি। অংশ হরণ করে যে, উপতৎ ; অংশ—হৃ+অচ্, —হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অংশহরা, অংশহারিণী**।

অংশা-অংশি—অংশাংশি (তাহা দ্রঃ)।

অংশাংশ—**১**। পৃথক্ পৃথক্ ভাগ। অংশ ও অংশ, দ্বন্দ্ব। **২**। ভাগের ভাগ ; কলা। অংশের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অংশাংশি—**১**। উচিতমত ভাগ করণ, যথাযোগ্য ভাগানুরূপ বণ্টন। 'অংশা-অংশি'র দ্রুত উচ্চারিত রূপ। দ্বিরুক্ত শব্দ। বি। **২**। যোগ্য-ভাগানুসারে (যেমন, অংশাংশি অর্থাৎ যোগ্য-ভাগানুসারে এত টাকা পাওয়া গিয়াছে)। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অংশাদ—জ্ঞাতি ; ভাগগ্রহণকারী। অংশ আদান (গ্রহণ) বা অদন (ভোজন) করে যে, উপতৎ ; অংশ—আ—দা+ক কর্তৃ, অথবা অংশ—অদ্ (ভোজন করা)+অণ্ কর্তৃ। বিণ।

অংশানো—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য হওয়া, বর্তানো ; নিজের অধিকার স্থাপিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

অংশান্তর—**১**। অন্য অংশ, অপর ভাগ। অন্য অংশ, নিত্য। **২**। অংশসমূহের পার্থক্য ; দুইটি অংশের (degree) ব্যবধান। অংশের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অংশিত—বিভক্ত, যাহা ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। অন্‌শ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অংশিতা, অংশিত্ব—ভাগ থাকা, বিভাগাধিকার। অংশিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অংশী (অংশিন্)—ভাগের অধিকারী বা যোগ্য ; ভাগী ; অংশযুক্ত ; অংশীদার ; অংশের আশ্রয় বা মূল ("কৃষ্ণ যদি অংশ হইত অংশী নারায়ণ"—চৈ চ)। অংশ+ইন্ আছে এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অংশিনী** ("অংশিনী রাধার হৈতে তিন গণের বিস্তার"—চৈ চ)।

অংশীদার—ভাগী, ভাগ পাইবার অধিকারী ; সম্পত্তি বা কারবারের অংশের মালিক ; দায়াদ, জ্ঞাতি। অংশ+(বাং) দার আছে অর্থে, অন্ত্য অ-কারের স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। বিণ বা বি। বিণ, **অংশীদারী**।

অংশীদারি—অংশীদের অধিকার বা অবস্থা ; অংশবণ্টনের ব্যবস্থা। অংশীদার+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

অংশু—রশ্মি, কিরণ ; ছটা ; কান্তি ; রুচি ; বৃক্ষত্বগাদির সূক্ষ্ম তন্তু বা আঁশ ; সূত্রাদির সূক্ষ্ম অংশ ; সূর্য ; বস্ত্র ; বেগ। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া)+উ কর্তৃ। বি ; পুং।

অংশুক—বস্ত্র ; শুভ্র বস্ত্র ; উত্তরীয় বস্ত্র ; সূক্ষ্ম বস্ত্র ("চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য"—শকু)। যাহা সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা দীপ্তি পায়, উপতৎ ; অংশু (সূত্রাদির সূক্ষ্ম তন্তু)—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অংশুকায়—যাহাদের শরীর হইতে রশ্মি ছুরিত হয় এরূপ প্রাণী [যেমন, প্রবাল-কীট, তারা মৎস্য (rayed animals) প্রঃ]। অংশু কায়ে আছে যাহাদের, বহু। বি ; পুং।

অংশুজাল—রশ্মিমালা, কিরণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অংশুধর—**১**। সূর্য, আকাশস্থিত জ্যোতির্মণ্ডল ; সূর্যবংশীয় সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ। বি ; পুং। **২**। কিরণধারী, জ্যোতির্ময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অংশুপট্ট—সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র, সরু রেশমী কাপড়, পাতলা তসর গরদ প্রঃ। অংশু (সূক্ষ্মসূত্র)-নির্মিত পট্ট, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অংশুপতি—কিরণমালী, সূর্য। অংশুসমূহের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অংশুবাণ—সূর্য। অংশু হইয়াছে বাণ (শর) যাঁহার, বহু। বি ; পুং। [বি ; পুং।

অংশুভর্তা (-ভর্তৃ), **-ভর্তা**—সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ।

অংশুমৎ—'অংশুমান্' দ্রঃ।

অংশুমতী—**১**। কিরণবিশিষ্টা, জ্যোতির্ময়ী। বিণ ; স্ত্রী। **২**। শালপর্ণী, শালপাণী গাছ। অংশু+মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; স্ত্রী।

অংশুমৎফলা—কদলী বৃক্ষ, কলা গাছ। অংশুমৎ অর্থাৎ দীপ্তবর্ণ ফল আছে যাহার সে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অংশুমান্ (-মৎ)—**১**। কিরণবিশিষ্ট,

জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**। ২। সূর্য। অংশু+মতুপ্ আছে অর্থে। ৩। সূর্যবংশীয় সগর রাজার পৌত্র ও অসমঞ্জের পুত্র। বি ; পুং। | তৎ। বি ; স্ত্রী।

অংশুমালা—কিরণসমূহ, রশ্মি সকল। ৬ষ্ঠী-

অংশুমালী (-মালিন্)—১। কিরণবিশিষ্ট, তেজোময়। বিণ। স্ত্রী, **-মালিনী**। ২। সূর্য, কিরণমালী। অংশুমালা+ইন্ আছে অর্থে। ৩। দ্বাদশ সংখ্যা [আদিত্য বা সূর্য দ্বাদশাত্মক বলিয়া সূর্যবাচক শব্দে দ্বাদশ সংখ্যা বুঝায়]। বি ; পুং।

অংশুল—কিরণময়, জ্যোতিষ্মান্, প্রভাময়, উজ্জ্বল। অংশু অর্থাৎ কিরণ+ল আছে অর্থে। বিণ।

অংশুশিরা—অংশুশিরালদেহ (তাহা দ্রঃ)।

অংশুশিরালদেহ—(প্রাণিবিদ্যা) যাহাদের শরীরের শিরাসমূহ এক মূল হইতে চতুর্দিকে রশ্মিচ্ছটাবৎ প্রসারিত হয় তাহারা, অর্থাৎ পুরুভুজ প্রঃ, radiata. অংশুসদৃশ শিরা, মধ্যপ কর্মধা ; তদ্বিশিষ্ট এই অর্থে অংশুশিরা+ল ; অংশুশিরাল দেহ যাহার, বহু। বি ; পুং।

অংশুহস্ত—সূর্য। অংশু হইয়াছে হস্ত অর্থাৎ রসাদি আকর্ষণ করিবার করণ যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অংশ্যমান—বিভজ্যমান, যাহা অংশ করা হইতেছে এরূপ। অন্‌শ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

অংস—১। স্কন্ধ, কাঁধ ; স্কন্ধদ্বয়ের অর্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থান। অম্ (রুগ্ণ হওয়া) +স কর্তৃ, যাহা ভারবহনাদি দ্বারা পীড়িত হয় এই অর্থে ; অথবা অন্‌স্ (বিভাগ করা) +অচ্ কর্তৃ, যাহা দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে এই অর্থে। বি ; পুং বা ক্লী। ২। বণ্টন, বিভাগ ; খণ্ড। অন্‌স্ (ভাগ করা)+ঘণ্ ভাব, কর্ম। বি ; পুং।

অংসকূট—'অংশকূট' দ্রঃ।

অংসত্র—স্কন্ধরক্ষক বর্ম বিঃ। অংসকে (স্কন্ধকে) ত্রাণ করে যাহা, উপতৎ ; অংস—ত্রৈ বা ত্রা (রক্ষা করা)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অংসফলক, অংসফলকাস্থি—স্কন্ধাস্থি, হস্তচালনাকালে স্কন্ধপৃষ্ঠে যে দুইখানি ত্রিকোণ অস্থি সঞ্চালিত হয় তাহা, স্কন্ধপৃষ্ঠস্থ ত্রিকোণাকার অস্থিদ্বয়, scapala. অংসের ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ বা অংসস্থিত ফলক, মধ্যপ কর্মধা ; অংসফলক নামক অস্থি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অংসভার—স্কন্ধস্থাপিত গুরুদ্রব্য, কাঁধের বোঝা ; দায়, দায়িত্ব। অংসধৃত ভার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অংসল—স্থূলস্কন্ধ, অর্থাৎ বলবান্। অংস (স্কন্ধ, অর্থাৎ স্থূল স্কন্ধ, অর্থাৎ বল)+ল আছে অর্থে। বিণ।

অংস্বরূপা—বিন্দুরূপা, সূক্ষ্মরূপিণী ('— মহামায়া')। অং (সূক্ষ্ম) স্বরূপ যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অংহঃ (অংহস্) (>অংহ)—পাপ, পাতক, দুরিত ; স্বধর্মবর্জন। অন্‌হ্ (গমন করা)+অস্ করণ, যদ্দ্বারা (নরকে) গমন করা যায় এই অর্থে। বি ; ক্লী।

অংহতি—উপহার ; ত্যাগ ; দান ; রোগ। অন্‌হ্+অতি ভা। বি ; স্ত্রী।

অংহতী—উপহার ; ত্যাগ ; দান ; রোগ। অংহতি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অংহিতি—উপহার ; ব্যাধি ; ত্যাগ ; দান। বি ; স্ত্রী।

অংহ্রি—পাদ, চরণ ; বৃক্ষমূল ; (সংস্কৃত কবিতার) চতুর্থাংশ। অন্‌হ্ (গমন করা) +ক্রি করণ, যদ্দ্বারা গমন করা (বা চলা) যায় এই অর্থে। বি ; পুং।

অংহ্রিপ—পাদপ, গাছ। অংহ্রি অর্থাৎ মূল দ্বারা (রস) পান করে যে, উপতৎ ; অংহ্রি—পা (পান করা)+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

অংহ্রিস্কন্ধ—গোড়ালি, গুল্ফ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আঁকোল—আঁকড় গাছ। <অঙ্কোল। বি।

আঁটা—হস্ত, হাত ("আঁটা ধরি উঠালেক বাদিয়ার পোকে"—শিবায়ন)। প্রা কপ্র। বি। [প্রা কপ্র। বি।

আঁতর—অন্তর, মন ; ভিতর। <অন্তর।

আঁধার, আঁধিয়ার—আঁধার, অন্ধকারাবৃত। <অন্ধকার। প্রা কপ্র। বিণ।

অক—১। পাপ, দুঃখ। ক (অর্থাৎ সুখ) হইতে অন্যরূপ এই অর্থে ন ক, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। বক্রগতি, বাঁকাভাবে গমন। অক (বক্রগমন করা)+অপ্ ভাব। বি ; পুং। ৩। এই স্থান। প্রা কপ্র। বি।

অকচ—১। কেশহীন, নেড়া। ন (নাই) কচ (চুল) যাহার সে, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-চা**। ২। কেতুগ্রহ। ন (নাই) কচ (কেশ, অর্থাৎ মস্তক) যাহার, বহু [কেতুগ্রহ মস্তকহীন]। বি ; পুং।

অকঞ্চুক—খোলসবিহীন। ন (নাই) কঞ্চুক যাহার, বহু। বিণ।

অকট, অক্কট—আশ্চর্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অকটকিনা, -কেনা—১। বাঁধাবাঁধি-নিয়মহীনতা, কঠোর নিয়মপালনের অভাব ; আচারবিচারে খুব কড়াকড়ির অভাব। কটকিনার (কঠোর নিয়ম পালনের ধরাবাঁধার) অভাব এই অর্থে, ন কটকিনা, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি। ২। অকঠিন ; অকঠোর ; অপ্রতিবন্ধক। <অকঠিন। বিণ।

অকটবিকট—ভয়ে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী বা ছটফট ("অকটবিকট করে পড়িয়া তরাসে" —কৃত্তি)। প্রা কপ্র। বি।

অকটু—কটুস্বাদশূন্য, যাহা খাইতে ঝাল নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকঠিন—যাহা শক্ত নয় এরূপ, কঠিনতা-বর্জিত, কোমল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকঠোর—সহজ ; সুখবোধ্য ; সরল ; সদয় ; প্রশ্রয়শীল ; অকষ্টকর ; অকর্কশ ; মৃদু। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকড়িয়া, অক'ড়ে—যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় নাই এরূপ, বিনামূল্যে প্রাপ্ত ; মূল্যহীন ; কপর্দকশূন্য, নিঃস্ব। ন কড়িয়া, ক'ড়ে (অর্থাৎ কড়ি বা মূল্য দ্বারা ক্রীত, বা অর্থসম্পন্ন), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকণ্টক—কণ্টকশূন্য ; বিঘ্নহীন, নিরুপদ্রব ; শত্রুশূন্য। ন (নাই) কণ্টক (কাঁটা, বা বিঘ্ন বা শত্রু) যাহাতে, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অকণ্টকে**।

অকণ্ঠস্থ—যাহা কণ্ঠে ধারণ করা হয় নাই এমন ; যাহা মুখস্থ হয় নাই এরূপ, অনায়ত্ত, অনভ্যস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

অকত্থন—নিরহংকার, আত্মশ্লাঘাশূন্য। নঞ্-

অকথন—১। দুর্বাক্য ; না বলা। ন (অনুচিত বা না) কথন (কথা বা কথা বলা), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। অবক্তব্য, অকথ্য, যাহা মুখে আনা যায় না এমন ; যাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না এমন ("অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়"—চণ্ডী)। অনুচিত কথন (কথা) যাহার, বহু। বিণ।

অকথনীয়—যাহা বলা অনুচিত এরূপ ; যাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না এরূপ ; অনির্বচনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-তা**।

অকথা—নিন্দনীয় বাক্য, কুবাক্য, কুৎসিত কথা, অশ্লীলবাক্য, অনুচিত কথা ; গালমন্দ। ন (অপ্রশস্তা) কথা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অকথা কুকথা—গালাগালি।

অকথিত—বলা হয় নাই এমন, অনুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকথ্য—১। যাহা বলিতে লজ্জিত হইতে হয় এরূপ ; অবক্তব্য, যাহা বলা উচিত নয় এরূপ ; বলিয়া প্রকাশ করা যায় না এরূপ। বিণ। ২। দুর্বাক্য ; অশ্লীলবাক্য। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অকথ্য-কথন—দুর্বাক্য বা অশ্লীল বিষয় বর্ণনা ("সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন"—চৈ চ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অকনিষ্ঠ—১। যে কনিষ্ঠ নয় এরূপ, জ্যেষ্ঠ বা মধ্যম। নঞ্‌তৎ। ২। কনিষ্ঠরহিত, যাহার কনিষ্ঠ নাই এমন। ন (নাই) কনিষ্ঠ যাহার, বহু। ৩। কনিষ্ঠাঙ্গুলিহীন। ন (নাই) কনিষ্ঠা যাহার, বহু। ৪। পাপপরায়ণ, পাপী। বিণ। ৫। বুদ্ধদেব। অকে (পাপে বা বেদনিন্দারূপ গর্হিত কার্যে) নিষ্ঠা (আসক্তি) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অকপট—১। চাতুরীশূন্য, ছলনাবর্জ্জিত, সরল, অমায়িক। নঞ্তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—**অকপটে**। ২। আর্জ্জব, সরলতা, অমায়িকত্ব। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকপটচিত্ত—সরলমনা, অমায়িকস্বভাব। অকপট চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অকপটচিত্তে, -ভাবে—ছলনা না করিয়া, সরল অন্তরে; স্পষ্ট কথায়। বহু। ক্রি-বিণ।

অকপটতা—চাতুরীহীনতা, অমায়িকতা, সরলতা। অকপট + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অকপটী (-টিন্)—প্রতারণাবিহীন, সরল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অকপটিনী**।

অকবজ—অনধিগত, অনায়ত্ত। ন (নাই) কবজ (= আ কব্জ্ = অধিকার) যাহাতে, বহু। বিণ।

অকবি—অপকৃষ্ট কবি, কবিপ্রতিভাশূন্য; অরসিক। নঞ্তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অকমনীয়—অস্পৃহণীয়, অবাঞ্ছনীয়; অসুন্দর, কুৎসিত, বিশ্রী। নঞ্তৎ। বিণ।

অকম্প—১। স্পন্দনাভাব, নিঃস্পন্দতা, স্থিরতা। নঞ্তৎ। বি, পুং। ২। স্পন্দনহীন, নিঃস্পন্দ, যে কাঁপে না এমন; অবিচলিত, নির্ভীক। ন (নাই) কম্প যাহার, বহু। বিণ।

অকম্পন—১। স্পন্দনাভাব, নিঃস্পন্দতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ—**অকম্পনীয়, অকম্প্য**। ২। কম্পনশূন্য, স্থির, অটল। ন (নাই) কম্পন যাহার, বহু। বিণ। ৩। লঙ্কেশ্বর রাবণের একজন সেনাপতি। বি; পুং।

অকম্পিত—১। কম্পরহিত, স্থির, অটল। নঞ্তৎ। বিণ। ২। বৌদ্ধগণাধিপতি বিঃ; (নাটা শাস্ত্র) উপদেশ; অনুসন্ধান ইঃর স্থলে কম্পিত মস্তকের ধীর গতি। বি; পুং।

অকম্প্র—অকম্পনশীল, স্থির, দৃঢ়, অটল; নির্ভীক। নঞ্তৎ। বিণ।

অকর—হস্তহীন; শুল্কহীন; রাজস্বহীন, যাহার খাজনা দিতে হয় না এমন, নিষ্কর; কিরণহীন। ন (নাই) কর (হস্ত, রাজস্ব, কিরণ বা শুল্ক) যাহার, বহু। বিণ।

অকরণ—১। না করা, ক্রিয়াভাব, নিবৃত্তি। করণের অভাব এই অর্থে, ন করণ, নঞ্তৎ। ২। অপ্রশস্ত কর্ম, নিন্দনীয় কার্য। অপ্রশস্ত করণ এই অর্থে, ন করণ, নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ৩। ইন্দ্রিয়রহিত; ক্রিয়ারহিত, নিষ্ক্রিয়। বিণ। ৪। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা। ন (নাই) করণ (ইন্দ্রিয় কার্য) যাহার, বহু। বি; পুং।

অকরণি—ক্রোধে অধীর হইয়া কাহারও প্রতি অনিষ্টসূচক বাক্যপ্রয়োগ; অভিশাপ; আক্রোশ। বি; স্ত্রী।

অকরণিক—যে কেরানী নয়। বি।

অকরণী—বর্গ ঘন ইঃ মূলাকর্ষণকালে যাহার কোন ভাগশেষ অবশিষ্ট থাকে না এরূপ রাশি, rational quantity (অর্থাৎ যাহার মূল ভগ্নাংশবিহীন কোন পূর্ণ সংখ্যা এরূপ রাশি; যেমন, চারি, পঁচিশ, সাতাশ ইঃ; ইহার সাংকেতিক চিহ্ন √ এইরূপ। যথা,—√১৬=৪)। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকরণীয়—যাহা করা উচিত নয় এরূপ, অকর্তব্য; বিবাহাদি সম্বন্ধের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ। **অকরণীয় ঘর**—যে ঘরে (বংশে) বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন উচিত নহে তাহা।

অকরা—আমলকী। বহু। বি; স্ত্রী।

অকরুণ—দয়াহীন, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। ন (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ।

অকরুণা—১। দয়ার অভাব; নিষ্ঠুরতা। নঞ্তৎ। বি। ২। নির্দয়া। অকরুণ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অকরোটি, -টী—যাহাদের করোটি বা মাথার খুলি নাই একপ জন্তু, acrania. ন (নাই) করোটি, করোটী যাহার, বহু। বি; পুং বা স্ত্রী বা বিণ।

অকর্কশ—অকঠোর, অপরুষ, মিষ্ট; কোমল, নরম; মৃদু; মসৃণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অকর্ণ—১। কর্ণহীন; শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত, বধির; হালিশূন্য; কর্ণশূন্য ("অকর্ণ বা অনর্জুন হবে ভব আজি")। বিণ। ২। সাপ। ন (নাই) কর্ণ যাহার বা যাহাতে, বহু। বি; পুং।

অকর্ণধার—১। অযোগ্য নৌকাচালক, আনাড়ী মাঝি। ন (অপ্রশস্ত) কর্ণধার, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। কর্ণধারবিহীন, মাঝিশূন্য; চালকশূন্য। ন (নাই) কর্ণধার যাহার, বহু। বিণ।

অকর্ত(র্ত্ত)ন—১। কর্তনহীন, যাহা কেহ কখনও কাটে নাই এরূপ। ন (নাই) কর্তন (কাটাকাটি) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। না কাটা; কর্তনাভাব। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ৩। বামন। ন (নাই) কর্তন (উচ্চস্থানস্থিত পদার্থ কাটিবার ক্ষমতা) যাহার, বহু। বি; পুং।

অকর্ত(র্ত্ত)ব্য—করিবার পক্ষে অপ্রশস্ত, অনুচিত, গর্হিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকর্তা (-র্তৃ), **অকর্ত্তা**—যে কার্যকারক নহে এরূপ ব্যক্তি; কর্তৃত্বহীন ব্যক্তি; ক্রিয়াহীন ব্যক্তি, অনির্মাতা; অপ্রধান। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অকর্তৃ(র্ত্তৃ)ক—কর্তৃহীন, সুশৃঙ্খলতাশূন্য, বিশৃঙ্খল; স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা সম্পন্ন হইতে কর্তার সাহায্য আবশ্যক হয় না এরূপ। ন (নাই) কর্তা যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ।

অকর্তৃ(র্ত্তৃ)ত্ব—প্রভুত্বহীনতা, কর্তৃত্বাভাব; কর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অকর্দ(র্দ্দ)ম—কর্দমহীন, কাদাশূন্য, নির্মল। ন (নাই) কর্দম যাহাতে, বহু। বিণ।

অকর্ম (-কর্মন্), **অকর্ম্ম**—১। নিন্দনীয় কার্য, কুকার্য; অপটুর হাতে নষ্ট কাজ। ন (অপ্রশস্ত) কর্ম, নঞ্তৎ। ২। কর্মাভাব, নিষ্ক্রিয়তা; কর্মত্যাগ। কর্মের অভাব এই অর্থে, ন কর্ম, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অকর্ম(র্ম্ম)ক—কার্যহীন, কর্মের অযোগ্য; (ব্যাকরণ) কর্মপদবিহীন, intransitive. ন (নাই) কর্ম যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী—**অকর্মিকা**।

অকর্ম(র্ম্ম)কৃৎ—১। কুকার্যকারী, দুর্বৃত্ত। অকর্ম করে যে, উপতৎ; অকর্ম—কৃ + ক্বিপ্ কর্তৃ। ২। নিষ্ক্রিয়, বেকার; অলস। নঞ্তৎ। বিণ।

অকর্ম(র্ম্ম)ঠ—কর্মে অপটু; অকার্যতৎপর, দীর্ঘ-সূত্রী; অলস। নঞ্তৎ। বিণ।

অকর্ম(র্ম্ম)ণ্য—কর্মাক্ষম, কার্যের অনুপযুক্ত, অকেজো; বিকল, অনুপযুক্ত; শক্তিহীন। নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অকর্মণ্যতা**।

অকর্ম(র্ম্ম)ভোগ—১। কাহারও মন্দ কাজের ফল ভোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জাগতিক দুঃখকষ্ট হইতে হিন্দুদের কাম্য মুক্তি। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অকর্মা (-কর্মন্), **অকর্ম্মা**—১। কার্যশক্তিশূন্য, কার্যাক্ষম; অলস, কর্মবিমুখ; বেকার। ন (নাই) কর্ম যাহার, বহু। ২। বিপরীত বা অপ্রশস্ত কার্যকারী। ন (অপ্রশস্ত) কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অকর্মা(র্ম্মা)ন্বিত—১। কর্মহীন, বেকার, যে কোন কার্যে নিযুক্ত নাই এমন। নঞ্তৎ। ২। অকাজে রত; মন্দ কার্যে রত। অকর্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অকর্মি(র্ম্মি)ষ্ঠ—অকর্মে নিরত; অকর্মণ্য। নঞ্তৎ। বিণ। [গ্রাম্য— অকর্মিষ্ঠি।]

অকলঙ্ক—১। কলঙ্কহীন; নির্মল; পবিত্র; অনিন্দিত, অনিন্দ্য; শুভ্র; নিখুঁত; বেদাগ; নির্দোষ। ন (নাই) কলঙ্ক যাহাতে, বহু। বিণ। ২। কলঙ্কের অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অকলঙ্কিত—অকলঙ্ক ১ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্তৎ। বিণ।

অকলঙ্কী (-ঙ্কিন্)—অকলঙ্ক ১ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্কিনী**।

অকলুষ—১। পাপরহিত, নিষ্পাপ; নির্দোষ; পবিত্র। ন (নাই) কলুষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অপাপ। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অকলুষিত—অকলুষ ১ (তাহা দ্রঃ)।

অকঙ্ক, অকঙ্কন—মলহীন ; সরল ; দম্ভহীন ; নিষ্পাপ ; কাইটশূন্য, শিটাশূন্য। ন (নাই) কঙ্ক, কঙ্কন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অকঙ্কা—জ্যোৎস্না। ন (নাই) কঙ্ক (অন্ধকার, মলিনতা) যাহাতে, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অকল্পন, অকল্পনা—মন্দ মতলব ; অসংগত চিন্তা ; চিন্তার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অকল্পিত—অকাল্পনিক, যথার্থ, প্রকৃত, অকৃত্রিম, অস্তিত্বশীল। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অকল্মষ—পাপশূন্য, নিষ্পাপ ; নির্দোষ ; পবিত্র, সাধু ; নির্মল। ন (নাই) কল্মষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অকল্য—অসুস্থ, রুগ্‌ণ, পীড়িত ; অসমর্থ। ন কল্য (সুস্থ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকল্যাণ—১। অশুভ, অমঙ্গল। কল্যাণের বিপরীত এই অর্থে, ন কল্যাণ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। শুভহীন। ন (নাই) কল্যাণ যাহার, বহু। বিণ।

অকল্যাণকর—অমঙ্গলজনক, অশুভকর, ক্ষতিকর। অকল্যাণ করে যে, উপতৎ ; অকল্যাণ—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

অকল্যাণকরী দিক্—পশ্চিম দিক্।

অকষায়—যাহা কষায় (ক'ষো)-স্বাদযুক্ত নহে এমন, কষায়ত্বহীন ; সুস্বাদ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকষ্ট—১। কষ্টহীন, ক্লেশশূন্য। ন (নাই) কষ্ট যাহার, বহু। বিণ। ২। ক্লেশাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অকষ্টকল্পনা—সহজ কল্পনা, অনায়াসরচিত রচনা। ন কষ্টকল্পনা, নঞ্‌তৎ ; অথবা অকষ্টা কল্পনা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-কল্পিত**।

অকষ্টবদ্ধ—১। অপ্রতিকার্য দুঃখ বা বিপদ্ ; উভয় সংকট ; অত্যধিক দুঃখ বা সংকট। বি। ২। অত্যন্ত বিপন্ন। ন (নাই) কষ্টবদ্ধ যাহা হইতে, বহু। বাংপ্র। বিণ। বি, **-বন্ধন, -বদ্ধতা**।

অকসার—যখন-তখন, প্রায়ই, সকল সময়েই। আ। ক্রি-বিণ।

অকস্মাৎ—অচিন্তিতপূর্বরূপে, অতর্কিত-ভাবে, হঠাৎ, সহসা, কোন কারণ ব্যতিরেকে ; অজানিতভাবে। ন + কস্মাৎ [কাহা হইতে, কোন স্থান হইতে]। (সং) কিম্ + ৫মী ১ব। অ।

অকা—কাণ্ডজ্ঞানহীন, বোকা, নির্বোধ। (< অজ্ঞ > অগা > অগা) । বিণ।

অকাজ—কুৎসিত কার্য, কুকার্য ; অসার্থক কাজ ; অনুপযুক্ত কাজ ; অনাবশ্যক কাজ, বৃথা কাজ (অপ্রশস্ত)। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি। বিণ—**অকেজো**।

অকাট—মূর্খ। বাংপ্র। বিণ।

অকাটমূর্খ—অত্যন্ত নির্বোধ, যাহাকে যুক্তিতর্ক দ্বারা কিছুতেই বুঝাইতে পারা যায় না এমন। অকাট (> আকাট দ্রঃ) মূর্খ। বাংপ্র। বিণ।

অকাটা—আস্ত, যাহা কাটা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অকাট্য—যুক্তিতর্ক দ্বারা অখণ্ডনীয়, সুনিশ্চিত ; কাটিবার অযোগ্য। (বাং) কাট্ ধাতু + (সং) ণ্যৎ কর্ম = কাট্য (= কাটিবার বা খণ্ডনের যোগ্য) ; ন কাট্য, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অকাঠা—বাজে কাঠ, যে কাঠে কোন দীর্ঘ-স্থায়ী আসবাব তৈয়ারি করা যায় না তাহা। ন (অপ্রশস্ত) কাঠ (< কাষ্ঠ), নঞ্‌তৎ = অকাঠ ; তদুত্তরে তুচ্ছার্থে + আ। বাংপ্র। বি।

অকাঠিন্য—অকঠিনতা, কোমলতা, তরলতা ; নম্রতা, অকর্কশতা, মৃদুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অকাণ্ড—১। অসময়, অনবসর, অকাল। ন (অনুপযুক্ত, অপ্রশস্ত) কাণ্ড (সময়), নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। কাণ্ডহীন, গুঁড়ি-শূন্য ; শরশূন্য ; আকস্মিক। ন (নাই) কাণ্ড (গুঁড়ি ; শর ; সময়) যাহার, বহু। বিণ। ৩। কুকাণ্ড, অশুভ ব্যাপার, অনর্থ, বিপত্তি ("অকাণ্ড ঘটাইয়াছ")। ন (অপ্রশস্ত) কাণ্ড (ব্যাপার), নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অকাণ্ডজাত—১। অসময়ে জাত, হঠাৎ উৎপন্ন। অকাণ্ডে (অসময়ে) জাত, ৭মীতৎ। ২। যাহা কাণ্ড (গাছের গুঁড়ি) হইতে জন্মে নাই এমন। কাণ্ড হইতে জাত, ৫মীতৎ ; ন কাণ্ডজাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাতর—দুঃখে অনভিভূত, অব্যাকুল, নিরুদ্বেগ, অসংকোচ ; নির্ভীক ; সহিষ্ণু। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অকাতর্য, অকাতরতা**। ক্রি-বিণ—**অকাতরে**।

অকান্দনে—আর্তনাদ করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অকাপট্য—সারল্য, ছলনাশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অকাম—১। কামনাবর্জিত, নিরভিলাষ ; ইন্দ্রিয়সুখপ্রবৃত্তিশূন্য। ন (নাই) কাম যাহার, বহু। বিণ। ২। কামনা বা ইচ্ছার অভাব ('অকামকৃত')। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ৩। অনাবশ্যক কাজ, অকাজ। ন (অপকৃষ্ট) কাম (< কর্ম), নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অকামিক—সহসা, বিনা কারণে ("বিধিক ঘটনে ভেল অকামিক লোচনে লোচনে মেলা" —বিদ্যা)। < অকস্মাৎ। প্রা কপ্র। অ।

অকামী (-মিন্)—অকাম ১ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী**।

অকামুক—কামভাববর্জিত, জিতেন্দ্রিয় ; ভোগেচ্ছাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাম্য—অনভিলষণীয়, অস্পৃহণীয়, অভি-লাষের অযোগ্য ; অকমনীয়, অসুন্দর, কুৎসিত, বিশ্রী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকায়—১। দেহশূন্য, অশরীরী, যাহার শরীর নাই এরূপ ; রূপহীন। বিণ। ২। পরমাত্মা, ব্রহ্ম (নিরাকার বলিয়া)। বি ; ক্লী। ৩। কন্দর্প, অনঙ্গ, মন্মথ (কন্দর্প কেবল সংকল্প দ্বারা মনেই জন্মে) ; রাহু (রাহু ছদ্মবেশে দেবগণের সহিত অমৃতপান আরম্ভ করিলে নারায়ণ ইহার মস্তক ছেদন করেন ; কিন্তু অমৃত কণ্ঠদেশ পর্যন্ত গমন করায় রাহু শরীরবিহীন হইয়াও অমরতা লাভ করে। ইহার মস্তকাংশটি 'রাহু' নামে ও কণ্ঠ হইতে নিম্ন শরীর পর্যন্ত অংশটি 'কেতু' নামে কথিত হয়।—মহাভারত)। ন (নাই) কায় যাহার, বহু। বি ; পুং।

অকার—১। বর্ণমালার আদ্য স্বর। অ + কার স্বার্থে। ২। ব্রহ্ম। বি ; পুং। ৩। নিষ্কর্মা, কর্মশূন্য, কার্যরহিত। ন (নাই) কার (কার্য) যাহার, বহু। বিণ।

অকারণ—১। অহেতুক, কারণহীন ; উদ্দেশ্য-বিহীন। ন (নাই) কারণ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অকারণে**। ২। নিষ্প্রয়োজনে, হেতু বিনা, অনর্থক ভাবে। ন (নাই) কারণ যাহাতে, বহু, সেরূপে। ক্রি-বিণ।

অকারাদি—অকার হইতে আরব্ধ, অকার-প্রভৃতিক (বর্ণসমূহ) ; আদিতে অকার-বিশিষ্ট, যাহার আদিতে 'অ' এই স্বরবর্ণ আছে এরূপ (শব্দ)। অকার আদিতে বা আদি যাহার, বহু। বিণ।

অকারান্ত—যাহার শেষে অকার আছে এরূপ (শব্দ)। অকার অন্তে যাহার বহু। বিণ।

অকার্পণ্য—অকৃপণতা, বায়কুণ্ঠতার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অকার্য(র্য্য)—১। কুৎসিত কর্ম, কুকাজ ; কার্যাভাব। ন কার্য, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। অকরণীয়, করিবার অযোগ্য। ন কার্য (করণীয়), নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্যা**।

অকার্য(র্য্য)কর—১। অকর্মকারক, যে কোন কার্য করে না এমন ; কর্মপ্রবৃত্তিশূন্য, অলস, অকেজো ; বৃথা, নিষ্ফল, যাহাতে কোন ফল হয় না এরূপ, যাহাতে কাজ দেয় না এমন, inellective. নঞ্‌তৎ। ২। কুৎসিত-কার্যকারী, দুষ্কর্মা। অকার্য (কুকার্য) করে যে, উপতৎ ; অকার্য—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অকার্য(র্য্য)কারক—অকার্যকর (তাহা দ্রঃ)। অকার্যের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ, বা ন কার্যকারক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অকার্য-কারিকা**।

অকার্য(র্য্য)কারী (-কারিন্)—অকার্যকর (তাহা দ্রঃ)। ন কার্যকারী, নঞ্‌তৎ, বা অকার্য করে যে, উপতৎ; অকার্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অকার্যকারিণী**। বি—**অকার্যকারিতা**।

অকার্য(র্য্য)ক্ষম—১। কুকর্মা, মন্দ কার্যে নিপুণ, যে খারাপ কাজ করিতে পারে এমন। ন কার্য, নঞ্‌তৎ; তাহাতে ক্ষম, ৭মীতৎ। **২**। অনিপুণ, কার্য করিতে অসমর্থ। কার্যে ক্ষম, ৭মীতৎ; ন কার্যক্ষম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকার্য(র্য্য)চিন্তা—দুর্ভাবনা; অসম্ভব ভাবনা, অনাবশ্যক চিন্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অকাল—অপ্রশস্ত কাল; অযোগ্য সময়; বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের বৃদ্ধাস্তবাল্য হেতু শুভকর্মানুষ্ঠানপক্ষে অশুদ্ধ কাল; মলমাসজনিত অশুদ্ধ কাল; অপূর্ণ সময়; আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব সময়, অপরিণত বয়স; (বাংপ্র) দুর্ভিক্ষ। ন কাল (সময়), নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অকাল—অ-কৃষ্ণবর্ণ, কাল রং ভিন্ন অন্য রঙের। ন কাল (কৃষ্ণবর্ণ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকালকুষ্মাণ্ড—অসময়জাত কুমড়া (ফল); (ইহা দৈবকর্মাদির পক্ষে অনুপযুক্ত, এজন্য) যে কোন কর্মের অযোগ্য ব্যক্তি, অপদার্থ (তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত); সমাজ বা নিজ পরিবারের ক্ষতিকারী (ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী অকালে কুষ্মাণ্ডের ন্যায় একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। সেই মাংসপিণ্ড হইতে দুর্যোধনাদি শতপুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই শতপুত্র কুরুকুল বিনষ্ট করে।—মহাভারত। ইহা হইতে 'অকালকুষ্মাণ্ড' শব্দের প্রচলন হইয়াছে।) অকালজাত কুষ্মাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অকালকুসুম—অসময়ের ফুল, অসময়জাত পুষ্প; অসম্ভব ব্যাপার। অকালজাত কুসুম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অকালজ—অসময়োদ্ভূত, অসময়ে জাত। অকালে জন্মিয়াছে যাহা এই বাক্যে উপতৎ; অকাল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অকালজলদোদয়—অসময়ে মেঘের সঞ্চার; কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। জলদের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ; অকালে (অসময়ে) জলদোদয়, ৭মীতৎ। বি; পুং।

অকালজাত—অসময়ে উৎপন্ন। ৭মীতৎ। বিণ।

অকালজ্ঞ—যাহার ঠিক সময় জানা নাই এমন, যাহার সময় অসময় জ্ঞান নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকালপক্ব—অসময়ে পরিণতিপ্রাপ্ত, সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই যাহা পাকিয়া উঠিয়াছে এরূপ; (তিরস্কার অর্থে) বৃদ্ধবৎ ব্যবহারকারী, এঁচোড়ে-পাকা ('—বালক')। ৭মীতৎ। বিণ। বি, -**তা**।

অকালবর্ষণ, -বৃষ্টি—অসময়ে জলবর্ষণ, বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে বৃষ্টি। ৭মীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অকাল-বার্ধ(র্দ্ধ)ক, -বার্ধ(র্দ্ধ)ক্য—অসময়ে উপস্থিত বৃদ্ধাবস্থা, রোগশোকাদি হেতু যৌবনেই আগত বৃদ্ধত্ব। অকালাগত বার্ধক, বার্ধক্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অকালবৃদ্ধ—রোগ শোক ইঃর ফলে অকালে বৃদ্ধ হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

অকালবৃষ্টি—'অকালবর্ষণ' দ্রঃ।

অকালবোধন—অসময়ে জাগরণ, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেওয়া; শরৎকালে দুর্গাদেবীর পূজার জন্য তাঁহার নিদ্রাভঙ্গকরণ; বিশেষ প্রয়োজনে অসময়ে কোন কার্যের অনুষ্ঠান [শরৎকাল (দক্ষিণায়ন) দেবতাদিগের নিদ্রার সময়; কিন্তু প্রসিদ্ধি আছে যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অসময়েই দেবীপূজা করিতে বাধ্য হন, এজন্য অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দেবীর বোধন করিতে হইয়াছিল]। অকালে বোধন (জাগরণ), ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

অকালমরণ, -মৃত্যু—অনুপযুক্ত সময়ে মরণ; অল্পবয়সে মৃত্যু, বার্ধক্য উপস্থিতির পূর্বেই দেহত্যাগ। ৭মীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

অকালমৃত—অসময়ে বা পরিণত বয়সের পূর্বে মারা গিয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

অকালমেঘোদয়—অকালজলদোদয় (তাহা দ্রঃ)। মেঘের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ; অকালে মেঘোদয়, ৭মীতৎ। বি; পুং।

অকালসন্ধ্যা—অসময়জাত সন্ধ্যা; মেঘাদি হেতু সূর্যাস্তের পূর্বেই দিবাবসানভ্রম। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অকালসহ—যাহার সময়ের অপেক্ষা সহ্য হয় না এরূপ, অস্থিরচিত্ত, অধৈর্য; যাহাতে বিলম্ব সয় না এরূপ; অবিলম্বে কর্তব্য। কাল অর্থাৎ কালবিলম্ব সহ্য করে যাহা এই অর্থে উপতৎ; কাল—সহ্+অচ্ কর্তৃ; ন কালসহ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাল্পনিক—অকল্পনাসম্ভূত, যাহা কল্পনাপ্রসূত নয় এরূপ, যাহা মনগড়া নয় এমন; প্রকৃত ঘটিয়াছে এমন, বাস্তবিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-তা**। স্ত্রী—**অকাল্পনিকী**।

অকাশফুলিআ—আকাশকুসুম। বৌ বাং। বি।

অকিঞ্চন—১। নির্ধন, দরিদ্র, যাহার কিছুই নাই এরূপ; ইতর; সামান্য; অধম; অনাসক্ত; বিষয়বিরাগী; মূঢ়; মত্ত। বিণ। **২**। বিষয়-বিরাগী ব্যক্তি; দীনহীন জন (বিনয়ে নিজ সম্বন্ধে)। ন (নাই) কিঞ্চন যাহার, বহু [পাণিনিমতে তৎপুরুষ]। বি, পুং।

অকিঞ্চনতা, -ত্ব—নির্ধনত্ব; সামান্যত্ব, অসারতা। অকিঞ্চন+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী। [নঞ্‌তৎ। অ।

অকিঞ্চিৎ—অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য।

অকিঞ্চিৎকর—তুচ্ছ, সামান্য, হেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অকিঞ্চিৎকরী**।

অকিত্তিরি—>অকীর্তি, অখ্যাতি। প্রা কপ্র। বি।

অকিলেসে—অক্লেশে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অকিল্বিষ—পাপশূন্য, দোষহীন। ন (নাই) কিল্বিষ (পাপ) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অকীক-পাথর—(রসায়ন) ভারতে জাত একপ্রকার অল্পমূল্য প্রস্তর বিঃ, agate. বি।

অকীর্তি(র্ত্তি)—অখ্যাতি, অপযশ, দুর্নাম। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অকীর্তি(র্ত্তি)কর—অযশস্কর, অখ্যাতিজনক, সুনাম বা যশের হানিকর। অকীর্তি করে অর্থাৎ জন্মায় যে এই অর্থে, উপতৎ; অকীর্তি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অকীর্তিকরী**।

অকীর্তি(র্ত্তি)মান্ (-মৎ)—**১**। কীর্তিহীন, যাহার প্রশস্ত কীর্তি নাই এরূপ। ন কীর্তিমান্, নঞ্‌তৎ। **২**। অযশঃসম্পন্ন, নিন্দাজনক, কুখ্যাতিযুক্ত। অকীর্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অকীর্তিমতী**।

অকু—ঘটনা, ব্যাপার; দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রঃ কাণ্ড; কুস্থান। <আ 'বকু'। বি।

অকুআৎ—দোষসমূহ; ঘটনাসমূহ। <আ 'বকুআৎ'। বি।

অকুটিল—অবক্র, সোজা; অক্রূর, সরল, যে প্যাঁচকের জানে না এমন; অজটিল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকুণ্ঠ—১। অব্যাহত, অপ্রতিহত। প্রতিভাযুক্ত; জড়তাশূন্য; তেজস্বী। নঞ্—কুণ্ঠ্ (আলস্য করা)+অচ্ কর্তৃ। **২**। অক্ষুব্ধ; অসংকুচিত; দ্বিধাহীন। ন (নাই) কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

অকুণ্ঠা—১। অসংকোচ, অক্ষোভ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। **২**। অসংকুচিতা; প্রতিভাবতী। অকুণ্ঠ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অকুণ্ঠিত—অসংকুচিত; মুক্ত; দ্বিধাহীন; উদার; অব্যাহত; অক্ষুব্ধ; প্রশান্ত; অনমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকুণ্ঠিতচিত্ত—১। অসংকুচিতহৃদয়, অকাতরহৃদয়; দ্বিধাহীন চিত্ত; উদারমনাঃ। অকুণ্ঠিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অকুণ্ঠিতচিত্তে**। **২**। অসংকুচিত হৃদয়, অকাতর মন; উদার হৃদয়; দ্বিধাশূন্য মন। অকুণ্ঠিত চিত্ত, কর্মধা; বি; ক্লী।

অকুণ্ঠিতমনাঃ (-মনস্) (>-মনা)—অকুণ্ঠিতচিত্ত, অদীনচিত্ত; উদারচিত্ত, প্রশস্ত-হৃদয়। অকুণ্ঠিত মনস্ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অকুণ্ঠিতমনে।**

অকুণ্ঠিতহৃদয়—'অকুণ্ঠিতচিত্ত' (সকল অর্থে)। বহু বা কর্মধা। বি; ক্লী বা বিণ। ক্রি-বিণ—**অকুণ্ঠিতহৃদয়ে।**

অকুতোভয়—যাহার কিছুতেই ভয় নাই এরূপ; সম্পূর্ণ নির্ভীক; অত্যধিক সাহসযুক্ত। ন (নাই) কুতঃ (কোন কিছু হইতে) ভয় যাহার, বহু [পাণিনি মতে ময়ূরব্যংসকাদি তৎপুরুষ]। বিণ। ক্রি-বিণ—**অকুতোভয়ে।**

অকুতোভয়তা—সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কতা, কোন ব্যক্তি বা কোন স্থান হইতে ভয় না পাওয়া। অকুতোভয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অকুৎসা—নিন্দার অভাব, নিন্দাহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অকুৎসিত—অনিন্দিত; শোভন; প্রশস্ত; সম্ভ্রান্ত। নঞ্‌তৎ। গ্রাম্য প্রঃ 'অকুচ্ছিত'। বিণ।

অকুপিত—অক্রুদ্ধ, অরুষ্ট, যিনি রাগ করেন নাই এমন; অনুত্তেজিত; অবিকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকুপ্য—হেম, কাঞ্চন, স্বর্ণ; রজত, রূপা। ন কুপ্য (স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধন), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকুফ, অকুব—বুদ্ধি, আক্কেল; কাণ্ডজ্ঞান; প্রতিভা। <আ 'বুকুফ'। বি।

অকুমার—বিবাহিত পুরুষ; তরুণ, যুবা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অকুমারী—দ্বাদশ বর্ষের কম বয়স্কা বালিকা; যুবতী, তরুণী; বিবাহিতা নারী; শক্তিহীনা রমণী। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অকুমারীব্রত—'কুমারীব্রত' দ্রঃ। বি; ক্লী।

অকুর—অক্রূর (তাহা দ্রঃ)। প্রা কপ্র। বি।

অকুল—১। কুলভ্রষ্ট, বংশহীন, কুলগৌরব-হীন, নীচবংশজাত, অকুলীন। বিণ। স্ত্রী, **-লা।** ২। মহাদেব, শিব। ন (নাই) কুল যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। নীচ বংশ, অধম। নঞ্‌তৎ। ৪। বিপদ ("সখি হে, অব অকুল শঙ্ক নাহি মানি।"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বি।

অকুলন—অভাব, অনটন, অপ্রতুল। কুল্ (রাশি করা)+অনট্ ভাব=কুলন; ন কুলন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকুলান—অভাব, অনটন, না কুলানো। <অকুলন। বি।

অকুলীন—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি তপঃ ও দান এই নয়টি গুণ যাহার নাই এরূপ; কুলীন নহে এমন, বল্লালসেনপ্রবর্তিত সামাজিক কুলবন্ধনের বহির্ভূত, অর্থাৎ মৌলিক; কুলমর্যাদাহীন, নীচবংশজাত; তন্ত্রোক্ত কুলাচারবর্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকুশল—১। অমঙ্গল, অশুভ; বিবাদ। ন কুশল (মঙ্গল), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। অদক্ষ, অনিপুণ, আনাড়ী। ন কুশল (দক্ষ), নঞ্‌তৎ। ৩। অশুভভাগী; অশুভজনক, অকল্যাণকর। ন (নাই) কুশল যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অকুশলী (-লিন্)—অমঙ্গলপূর্ণ; পীড়াগ্রস্ত; অসুখী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী।**

অকুস্থল, -স্থান—ঘটনাস্থল, যে স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রঃ সংঘটিত হইয়াছে সেই স্থান। অকুর স্থল, স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ (আ-স)। বি।

অকূপার—১। সমুদ্র; সূর্য; পর্বত। নঞ্—কু (পৃথিবী)—পৃ (পূর্ণ করা, পালন করা)+অণ্ কর্তৃ (উকার দীর্ঘ)। ২। কচ্ছপ। নঞ্—কূপ (কূয়া)—ঋ (গমন করা)+অণ্ কর্তৃ, যে কূপে গমন করে না এই অর্থে। বি; পুং।

অকূবার—সমুদ্র; সূর্য। নঞ্—কু (পৃথিবী)—বৃ+অণ্ কর্তৃ (উকার দীর্ঘ)। বি; পুং।

অকূর—অক্রূর (তাহা দ্রঃ)।

অকূর্চ(র্চ্চ)—১। কপটতাবর্জিত, সরল। বিণ। স্ত্রী, **-র্চা।** ২। বুদ্ধদেব। ন (নাই) কূর্চ (কপটতা) যাহার, বহুব্রী। বি; পুং।

অকূল—১। অপার, যাহার তীর বা কিনারা নাই এরূপ, অসীমবিস্তৃত; অসীম। বিণ। ২। সাগর; বিপদ্; ভরসাহীনতা, সহায়-শূন্যতা; শোকতাপ; ভবযন্ত্রণা। ন (নাই অর্থাৎ দৃষ্ট হয় না) কূল যাহার, বহু। বি; পুং। **অকূল পাথার**—অসীম জলরাশি; মহাসমুদ্র; (সমুদ্রের ন্যায়) অনন্ত বিপদ্, নিরুপায় অবস্থা। **অকূলে ভাসানো**—বিপদ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করা, অসহায় অবস্থায় বা ভীষণ বিপদে ফেলা। **অকূলের ভেলা**—একান্ত নিরুপায় অবস্থার অবলম্বন।

অকৃত—১। অননুষ্ঠিত, অনিষ্পাদিত; অস্থিরীকৃত। নঞ্‌তৎ। ২। বিফল, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) কৃত (কার্য, ফল) যাহাতে, বহু। বিণ।

অকৃতকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা**—অসিদ্ধ-প্রয়াস, যে কৃতকার্য হয় নাই এরূপ; অদক্ষ; অকর্মণ্য। অকৃত কর্ম যাহার, বহু; যা কৃত কর্ম যৎ কর্তৃক, বহু; ন কৃতকর্মা, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃতকার্য(র্য্য)—অপারগ, ব্যর্থপ্রয়াস, বিফলমনোরথ। কৃত কার্য যৎকর্তৃক, বহু; ন কৃতকার্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অকৃত-কার্যতা।**

অকৃতকীর্তি(র্ত্তি)—অপ্রাপ্তযশাঃ, যিনি কীর্তিলাভ করেন নাই এরূপ; কীর্তিরহিত, যশোহীন। অকৃত (অনর্জিত) কীর্তি যৎ-কর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃতকৃত্য—কর্তব্যপালনে অক্ষম; অকৃত-কার্য, ব্যর্থযত্ন; বিফলপ্রয়াস। কৃত কৃত্য (কার্য) যৎকর্তৃক, বহু; ন কৃতকৃত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃতঘ্ন—যে কৃত উপকার ভুলিয়া যায় না এরূপ, কৃতজ্ঞ, উপকারীর উপকার স্বীকার-কারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অকৃতঘ্নতা, অকৃতঘ্নত্ব।**

অকৃতজ্ঞ—যে কৃত উপকার স্মরণ রাখে না এরূপ, উপকারীর প্রতি অপকারী, কৃতঘ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃতজ্ঞতা—উপকারকের উপকার অস্বী-কার, উপকারকের প্রতি অসদ্ব্যবহার, নিমক-হারামি। অকৃতজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অকৃতদার—অবিবাহিত, কুমার। কৃত (গৃহীত) দার (পত্নী) যৎকর্তৃক, বহু; ন কৃতদার, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অকৃত-দারতা।**

অকৃতধী—অস্থিরচিত্ত; অস্থিরবুদ্ধি; যে শাস্ত্রের উপদেশ মন দিয়া শ্রবণ করে না এমন; যে শাস্ত্রের উপদেশ বুঝিতে অসমর্থ এমন; যাহার বুদ্ধি কম এমন। কৃতা (লব্ধা) ধী যৎকর্তৃক, বহু; ন কৃতধী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃতনিশ্চয়—যাহার সংকল্প দৃঢ় নহে এমন, অস্থিরসংকল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অকৃতনিশ্চয়তা।**

অকৃতবিবাহ—অকৃতদার, অপরিণীত, কুমার। কৃত হইয়াছে বিবাহ যৎকর্তৃক, বহু; ন কৃতবিবাহ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃতাত্মা (-ত্মন্)—অপবিত্রচিত্ত, অসং-স্কৃতমনাঃ; আত্মজ্ঞানশূন্য; অনাত্মবান্। অকৃত (বিফল) আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

অকৃতাদর—১। অনাদৃত, যাহাকে আদর করা হয় নাই এরূপ, অনভ্যর্থিত, অপূজিত। অকৃত আদর যাহার প্রতি, বহু। ২। যে অন্যের প্রতি আদর দেখায় নাই এরূপ, অদর্শিতাদর, অনাদরকারী। অকৃত আদর যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃতাপরাধ—নির্দোষ, যে কোন অপরাধ করে নাই এরূপ। অকৃত অপরাধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃতার্থ—যাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই এমন, অপূর্ণ-মনোরথ; ব্যর্থজীবন; নিঃস্ব, যে অর্থোপার্জন বা অর্থসঞ্চয় করে নাই এরূপ। কৃত অর্থ (প্রয়োজন; ধন) যৎকর্তৃক, বহুব্রী; ন কৃতার্থ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃতাহ্নিক—যিনি দিনকৃত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করেন নাই এরূপ; সন্ধ্যা-

বন্দনাদিহীন। অকৃত আহ্নিক যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃতিত্ব—অকার্য-কুশলতা, কার্যে অনৈপুণ্য; অক্ষমতা; অযোগ্যতা; অকৃতার্থতা; অগৌরব। অকৃতিন্+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

অকৃতী (-তিন্)—কার্যে যোগ্যতাশূন্য, কার্যে অনিপুণ, আনাড়ী; অধন্য, অধম; গুণহীন; অক্ষম; অজ্ঞ; অকৃতার্থ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অকৃতিনী**।

অকৃতোত্তর—১। যে জবাব দেয় নাই এমন। অকৃত উত্তর যৎকর্তৃক, বহু। ২। যে বিষয়ের উত্তর দেওয়া হয় নাই এমন। অকৃত উত্তর যাহার, বহু। বিণ।

অকৃতোদ্বাহ—অকৃতবিবাহ, অপরিণীত, যে বিবাহ করে নাই এরূপ। কৃত উদ্বাহ (বিবাহ) যৎকর্তৃক, বহু; ন কৃতোদ্বাহ, নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃত্ত—অচ্ছিন্ন; অখণ্ডিত, যাহা কাটা নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃত্য—১। অকার্য, কুকার্য। ন (অপ্রশস্ত) কৃত্য, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অকরণীয়। ন কৃত্য (করণীয়), নঞ্তৎ। ৩। কর্তব্যবিহীন। ন (নাই) কৃত্য যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ত্যা।

অকৃত্যকারী (-কারিন্)—কুকর্মকারী। অকৃত্য করে যে, উপতৎ; অকৃত্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অকৃত্যকারিণী**।

অকৃত্রিম—বিশুদ্ধ, অমিশ্রিত, ভেজালশূন্য; স্বাভাবিক; যথার্থ; অকপট, আন্তরিক। নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃপ—নির্দয়, দয়াহীন, নিষ্ঠুর। ন (নাই) কৃপা যাহার, বহু। বিণ।

অকৃপণ—অ-ব্যয়কুণ্ঠ, উদার, মুক্তহস্ত; মিতব্যয়ী; অদীন, যাহার দৈন্য নাই এমন; প্রচুর; অকপট। নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃপা—১। করুণাভাব, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা; বিমুখতা; প্রতিকূলতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। কৃপাহীনা, নিষ্ঠুরা (রমণী)। অকৃপ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অকৃশ—অরুগ্ণ; অশীর্ণ; অদুর্বল; স্থূল, মোটা। নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃষ্ট—যাহা কর্ষণ করা হয় নাই এরূপ, আচষা, পতিত ('—ভূমি'); অস্থানান্তরিত; একই স্থানে স্থিত; অনাকৃষ্ট; অনমুশীলিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃষ্টপচ্য—আচষা মাটিতে যাহা আপনিই জন্মিয়া থাকে এরূপ, পতিত জমিতে আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া পক্ব হয় এরূপ ('—নীবার')। অকৃষ্টে পচ্য (পচ্+ক্যপ্ কর্মকর্তৃ), ৭মীতৎ। বিণ।

অকৃষ্ণ—১। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ, যাহা কৃষ্ণবর্ণ নয় এরূপ; শ্বেত; পীত; নিখুঁত, নির্দোষ, সুন্দর। নঞ্তৎ। ২। শ্রীকৃষ্ণবিহীন। ন (নাই) কৃষ্ণ যাহাতে, বহু। বিণ।

অকৃষ্ণকর্মা (-কর্মন্), -**কর্মা**—সদাচারী, পবিত্রাচার; অকলঙ্ক; পাপানুষ্ঠানশূন্য, নিষ্পাপ। কৃষ্ণ (অসৎ) কর্ম যাহার, বহু; ন কৃষ্ণকর্মা, নঞ্তৎ। বিণ।

অকেজুয়া, অকেজো—অকর্মণ্য, কর্মের অযোগ্য; অপদার্থ, অসার; অব্যবহার্য। না কেজুয়া, কেজো (কার্যের যোগ্য—কাজ+উয়া=কাজুয়া >কেজুয়া >কেজো), নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অকেশ—কেশশূন্য; অল্প-কেশযুক্ত; কুৎসিত কেশযুক্ত। ন (নাই বা অল্প বা অপ্রশস্ত) কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অকেশী, অকেশা**।

অকেশর—কেশরশূন্য, যাহার কেশর নাই এমন ('—পুষ্প')। ন (নাই) কেশর যাহার, বহু। বিণ।

অকেশরপরাগকোষ—কেশরশূন্য পরাগকোষ; যে ফুলের পরাগকোষে কেশর নাই, sessile anther. ন (নাই) কেশর যাহার, বহু; ১ম অর্থে অকেশর পরাগকোষ, কর্মধা; ২য় অর্থে অকেশর পরাগকোষ যাহার, বহু। বি; পুং বা স্ত্রী।

অকৈতব—১। ছলশূন্য, অকপট, সরল; অকৃত্রিম। ন (নাই) কৈতব (ছল) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অকপটতা; অকৃত্রিমতা; মিথ্যাভাব। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকৈবল্য—কেবল বা ব্রহ্মকে না পাইবার অবস্থা, সংসার-মুক্তির অভাব, মোক্ষহীনতা, সংসারের মায়া-মোহ ও দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণ না পাওয়া। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকোট—গুবাকবৃক্ষ, সুপারি গাছ। ন—কুট্ (বক্র হওয়া)+অচ্ কর্তৃ, যে বক্র না হইয়া সরলভাবে বাড়ে এই অর্থে। বি; পুং।

অকোপ—১। কোপাভাব, ক্রোধশূন্যতা, রাগ না করা। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। ক্রোধহীন, রোষশূন্য, যাহার রাগ নাই এমন। ন (নাই) কোপ যাহার, বহু। বিণ। ৩। রাজা দশরথের জনৈক মন্ত্রী (ইঁহার অন্য নাম অশোক)। বি; পুং।

অকোপী (-পিন্)—ক্রোধহীন, যাহার সহজে রাগ হয় না এমন, শান্তপ্রকৃতি। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অকোপিনী**।

অকোবিদ—অপণ্ডিত, মূর্খ। ন কোবিদ (পণ্ডিত), নঞ্তৎ। বিণ।

অকোমল—কঠোর, কোমলতাশূন্য, কঠিন, শক্ত; নির্দয়, নিষ্ঠুর; উদ্ধত, অনম্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অকৌটিল্য—কুটিলতার অভাব, সরলাশূন্যতা, সারল্য, ঋজুতা, সাধুতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকৌশল—কৌশলাভাব, অপটুতা; মনোমালিন্য; ঝগড়া ("এইরূপে দুইজনে হল অকৌশল"—কাশী)। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্কট—অকট (তাহা দ্রঃ)।

অক্কা—১। জননী, মা। অক (দুঃখ)—কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ+আপ্, যিনি (সন্তানের দুঃখে) দুঃখধ্বনি করেন এই অর্থে। বি; স্ত্রী। ২। মৃত্যু; মরণ। <ফা 'আকা' (=ঈশ্বর)। বি। **অক্কা পাওয়া**—ঈশ্বরপ্রাপ্তি, মরা।

অক্টোবর—ইংরেজী বৎসরের দশম মাস (আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। <ইং 'October'. বি।

অক্ত—১। মিশ্রিত; মাখা, লেপিত। অঞ্জ্ (মাখা)+ক্ত কর্ম। [অক্ত শব্দটি সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত সমাসযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। যথা, রক্তাক্ত, কর্দমাক্ত, ঘর্মাক্ত।] ২। প্রকাশিত; গত। অন্চ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। সময়, বার। <ফা 'বক্ত'। বি।

অক্তু—রাত্রি। বৈদিক শব্দ। বি; স্ত্রী।

অক্ত—বর্ম, সাঁজোয়া, mail. বি।

অক্য—মিল, একতা। <ঐক্য। বি।

অক্রম—১। পরম্পরাহীন, ক্রমশূন্য; বিশৃঙ্খল, এলোমেলো; গতিরহিত, স্থির, নিশ্চল; নিরুদ্যোগ, নিশ্চেষ্ট। ন (নাই) ক্রম যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্যতিক্রম, বিপর্যাস; ক্রমের অভাব; বিশৃঙ্খলা; এলোমেলো ভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অক্রমিক—ক্রমিকভাবে পর পর সজ্জিত নহে এমন; বেসরকারী; যাহা অফিসের নিয়মকানুনের মধ্যে নহে; ব্যক্তিগত, unofficial. নঞ্তৎ। বিণ।

অক্রান্ত—যাহাকে আক্রমণ করা হয় নাই এমন; অনতীত; অনতিবাহিত; অনুল্লঙ্ঘিত, অপরাজিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অক্রান্তা—বৃহতী, ছোট বেগুন; কণ্টকারী। বি; স্ত্রী।

অক্রিয়—১। কর্মশূন্য, বেকার, নিষ্ক্রিয়; সৎক্রিয়াহীন, ধর্মকর্মশূন্য; কুক্রিয়াসক্ত। বিণ। ২। কর্মবর্জিত পরমাত্মা। ন (নাই, অথবা অপ্রশস্ত) ক্রিয়া যাহার, বহু। বি; পুং।

অক্রিয়কর্মা (-কর্মন্), -**কর্মা**—কুকর্মকারী, অকার্যকারী। নঞ্তৎ। বিণ।

অক্রিয়মাণ—যাহা করা হইতেছে না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অক্রিয়া—নিষ্ক্রিয়তা, কর্মাভাব; অন্যায় কর্ম, ধর্মবিরুদ্ধ কার্য। ক্রিয়ার অভাব বা অপ্রশস্ত ক্রিয়া এই অর্থে, ন ক্রিয়া, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্রিয়াচরণ—১। অশিষ্ট আচরণ, অবৈধ ব্যবহার; কুকার্যের অনুষ্ঠান। অক্রিয়ার আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কার্যের অনুষ্ঠানের অভাব। ক্রিয়ার আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ; ন ক্রিয়াচরণ, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্রিয়ানিরত, -নিষ্ঠ—১। অসৎ কার্যে প্রসক্ত, কুকার্যরত, অসৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। অক্রিয়াতে নিরত (প্রসক্ত), ৭মীতৎ; অক্রিয়ায় নিষ্ঠা যাহার, বহু। ২। যে কার্যে রত নহে এমন; অলস; বেকার। ন ক্রিয়ানিরত, ক্রিয়ানিষ্ঠ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রিয়ানুষ্ঠান—১। অসৎ কার্যের অনুষ্ঠান, কুকার্যের আচরণ। অক্রিয়ার অনুষ্ঠান, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কার্যানুষ্ঠানের অভাব; নিষ্ক্রিয়তা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্রিয়ান্বিত—১। অসৎকর্মযুক্ত, কুকার্যের অনুষ্ঠানকারী, নিন্দিতকর্মা। অক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। ২। অনমুষ্ঠানকারী; যে ক্রিয়ান্বিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রিয়াময়—১। কুকার্যপূর্ণ; দুষ্ট। অক্রিয়া+ময়ট্ পূর্ণার্থে। ২। যে ক্রিয়াময় নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

অক্রিয়ারত—অক্রিয়ানিরত (তাহা দ্রঃ)। অক্রিয়াতে রত (আসক্ত), ৭মীতৎ; বা ন ক্রিয়ারত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রিয়াসক্ত, -শক্ত—১। অসৎ কার্যে রত, কুকর্মকারী, দুরাচার। অক্রিয়াতে আসক্ত, আশক্ত, ৭মীতৎ। ২। যে কার্যে লিপ্ত নহে এরূপ; কার্যে যাহার অনুরাগ নাই এরূপ; যে ক্রিয়াসক্ত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-সক্তি, -শক্তি, -তা**।

অক্রীড়া—কুৎসিত খেলা, অযোগ্য খেলা; খেলার অভাব। অপ্রশস্তা ক্রীড়া বা ক্রীড়ার অভাব এই অর্থে, ন ক্রীড়া, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্রীত—যাহা ক্রয় করা হয় নাই এরূপ; বিনামূল্যে প্রাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রুদ্ধ—অকুপিত, অরুষ্ট, ক্রোধশূন্য, শান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রূর—১। অকুটিল, সরল; অকঠিন, কোমল; অনিষ্ঠুর; দয়ালু। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

অক্রূরসংবাদ—অক্রূর কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণবলরামকে কংসবধের জন্য মথুরায় লইয়া যাওয়ার ব্যাপার। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অক্রেয়—অধিক মূল্য বলিয়া যাহা ক্রয় করিতে পারা যায় না এরূপ; দুর্মূল্য, মহার্ঘ, আক্রা; ক্রয়ের যোগ্য নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রোধ—১। কোপহীনতা, ক্রোধাভাব; গৃহস্থদিগের প্রতিপাল্য দশটি ধর্মের অন্তর্গত একটি ধর্ম ["ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।"—মনু। ধৃতি (ধৈর্য), ক্ষমা, দম, অস্তেয় (অনপহরণ), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ—মনু]। ক্রোধের অভাব এই অর্থে, ন ক্রোধ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। কোপশূন্য, যাহার রাগ নাই এরূপ ("অক্রোধ যে লোক তারে সর্বলোকে পূজে"—কাশী)। ন (নাই) ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ।

অক্রোধন—১। কোপনস্বভাবরহিত, রোষহীন; যিনি সহসা ক্রুদ্ধ হন না এমন; জিতক্রোধ। বিণ। ২। (মহাভারত) কুরুবংশজাত অযুতায়ুসের পুত্র। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। বিণ—**অক্রোধিত**।

অক্রোধী (-ধিন্)—ক্রোধশূন্য, অকোপ, যিনি সহজে ক্রুদ্ধ হন না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিনী**। বি, **-ধিতা**।

অক্লম—১। অক্লান্ত, শ্রমশূন্য। ন (নাই) ক্লম (ক্লান্তি, অবসন্নতা) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। শ্রমের অভাব, অশ্রান্তি। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অক্লান্ত—১। অনবসন্ন, শ্রমে অক্লিষ্ট, ক্লান্তিহীন। নঞ্‌তৎ। ২। শ্রান্তিশূন্য, অবসাদরহিত ('—পরিশ্রম')। ন (নাই) ক্লান্ত (ক্লান্তি, অবসাদ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অক্লান্তকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা**—যে কাজ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না এরূপ; অতিশয় পরিশ্রমী। অক্লান্ত (২) কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অক্লান্তভাবে—অকাতরে, একটুও ক্লান্তি বোধ না করিয়া। অক্লান্ত ভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অক্লান্তি—ক্লান্তিহীনতা, অনবসন্নতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্লিন্ন—ক্লেদরহিত, মলিনতাশূন্য; অসিক্ত, অনার্দ্র, যাহা ভিজা নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্লিষ্ট—যে ক্লেশ পায় নাই এমন; অদুঃখিত; যাহার ক্লেশবোধ নাই এমন; ক্লান্তিহীন; অদম্য, নিবৃত্তিহীন ('—যত্ন'); অম্লান ('—কান্তি')। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্টা**।

অক্লিষ্টকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা**—অক্লেশে কর্ম-সম্পাদন করিতে পারে এরূপ, অনায়াসে কার্য-সম্পাদক; সর্বদা কর্মে উৎসাহসম্পন্ন; অত্যন্ত পরিশ্রমক্ষম, যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না এরূপ। অক্লিষ্ট (ক্লান্তিশূন্য) কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অক্লিষ্টকান্তি—অম্লানদেহলাবণ্য, যাহার দেহশ্রী বিবর্ণ হয় নাই এরূপ। অক্লিষ্ট (অবিবর্ণ, অম্লান) কান্তি যাহার, বহু। বিণ।

অক্লীব—বীর্যবান্, পুরুষত্বযুক্ত; অবন্ধ্য; কর্মিষ্ঠ; ধৈর্যসম্পন্ন; অকাতর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্লেদ্য—যাহা মলিন হইবার নহে এরূপ; যাহা আর্দ্র হয় না এরূপ; যাহা জলে গোলা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্যা**।

অক্লেশ—১। ক্লেশশূন্যতা, ক্লেশের অভাব; অনায়াস। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ক্লেশহীন, দুঃখশূন্য, কষ্টহীন। ন (নাই) ক্লেশ যাহার, বহু। বিণ।

অক্লেশে—অনায়াসে, বিনা কষ্টে, সহজে। ন (নাই) ক্লেশ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অক্ষ—১। পাশক, পাশা ('—ক্রীড়া'); ইন্দ্রাক্ষ; রুদ্রাক্ষ; জপমালা; জ্ঞাতার্থ; জন্মান্ধ; ব্যায়াম, কুস্তি; বিবাদ-বিজ্ঞানতত্ত্ব; ব্যবহার, আইন; আত্মা; জ্ঞান; ক্রয়বিক্রয়-চিন্তা; (ভূগোল) বিষুবরেখার উত্তর পার্শ্বের যে-কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব, latitude; মেরুদণ্ড, axis; (বাণিজ্য) এক ভরি ওজন; (খগোল) রবিমার্গ হইতে গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাণ; গ্রহগণের পরিভ্রমণ-পথ; রাশিচক্রের অবয়ব; (যন্ত্রশিল্প) রথ; শকট; চক্র; চক্রের মধ্যাংশ; চক্রদণ্ড, axle; (পুরাণ) গরুড়; ভুজঙ্গ; (রামায়ণ) রাবণের পুত্র। অক্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। রুদ্রাক্ষবীজ ('অক্ষমালা'); ইন্দ্রিয় ('প্রত্যক্ষ'); চক্ষু; (বৈদ্যক) তুথাঞ্জন; তুঁতিয়া; রসাঞ্জন; বহেড়া গাছ। অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+স করণ। বি; ক্লী।

অক্ষক—১। অক্ষক্রীড়াকারী, যে পাশা খেলে; তিনিশ গাছ। বি; পুং। ২। ব্যাপক। অক্ষ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অক্ষিকা**। ৩। (শারীরবিজ্ঞান) কণ্ঠাস্থি, collar bone. বি; ক্লী।

অক্ষকর্ণ—(জ্যামিতি-শাস্ত্র) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু, অতিভুজ, hypotenuse. বি; পুং।

অক্ষকাস্থি—(শারীরবিজ্ঞান) কণ্ঠের নিম্নে অবস্থিত উরঃফলকের সহিত দুই বাহুর সংযোগকারী অস্থিদ্বয়, collar bone. অক্ষকই অস্থি; কর্মধা। বি; ক্লী।

অক্ষকিতব—পাশাখেলায় নিপুণ, জুয়াড়ী। ৭মীতৎ। বিণ। [৭মীতৎ। বিণ।

অক্ষকুশল—'অক্ষকিতব' (সকল অর্থে)

অক্ষকূট—চক্ষুর তারা, নেত্রমণি। অক্ষের (চক্ষুর) কূট (তারা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষকোবিদ—'অক্ষকিতব' (সকল অর্থে)। অক্ষে কোবিদ (পণ্ডিত, নিপুণ), ৭মীতৎ। বিণ।

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া, পাশা খেলা। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষচক্র—সহজে অধিক ভারী দ্রব্য উপরে তুলিবার যন্ত্র বিঃ। [কুয়া হইতে জল তুলিতে ও জাহাজের নঙ্গর উঠাইতে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন আছে (wheel and axle)।] অক্ষ এবং চক্রের সমাহার এই অর্থে, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

অক্ষজ—১। অশনি, বজ্র [বৃত্রাসুরবধকালে ইন্দ্র দধীচিমুনির শরণাপন্ন হইলে, দধীচি নিজদেহ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রকে আপন অক্ষ বা অস্থি দান করেন ; উহা হইতেই বজ্র নির্মিত হইয়াছিল। এইজন্য কেহ কেহ বজ্রকে অক্ষজ বা অস্থিজ বলেন]। বি.; পুং। ২। ইন্দ্রিয়জাত। অক্ষ (অস্থি বা ইন্দ্রিয়) হইতে জন্মিয়াছে যাহা, উপতৎ ; অক্ষ—জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

অক্ষজন—(রসায়ন) অম্লজান, অক্সিজেন, oxygen. বি। [কপ্র। বি।

অক্ষটী—শিকারী। <আখেটিক। প্রা

অক্ষণ—কুক্ষণ, অশুভসময়। ন (অপ্রশস্ত) ক্ষণ, নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অক্ষণভেদী—যার শর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না এমন ; যে বিদ্যুতের আলোকে লক্ষ্য বেধ করিতে পারে এমন ; ক্ষিপ্রহস্ত ; লঘুহস্ত। বিণ। [নঞ্তৎ ; বিণ।

অক্ষণিক—চিরস্থায়ী ; অচঞ্চল, ধীর, প্রশান্ত।

অক্ষত—১। অনাহত ; অখণ্ডিত ; অবিসংবাদিত ; ছিদ্রাদিদোষপরিশূন্য, নির্দোষ ; বেদাগ ; আঁচড়শূন্য। নঞ্তৎ। বিণ। ২। যে কোন শস্য। বি ; স্ত্রী। ৩। আতপ তণ্ডুল ; যব ; লাজ বা খই। বি ; পুং।

অক্ষতত্ত্ব—অক্ষশাস্ত্র, পাশাখেলার বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষতদেহ, অক্ষতাঙ্গ—১। অবিকৃত অঙ্গ ; অনাহত শরীর ; যাহার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই এরূপ শরীর। অক্ষত দেহ, অঙ্গ, কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী, স্ত্রী। ২। অবিকৃতাঙ্গ ; অক্ষতশরীরযুক্ত, যাহার শরীরে কোন ক্ষত নাই বা কোনরূপ আঘাত লাগে নাই এরূপ। অক্ষত দেহ, অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-দেহা, -তাঙ্গী, -তাঙ্গা।**

অক্ষতদেহে—অনাহতশরীরে ; শরীরে কোনরূপ আঘাত না পাইয়া ; সম্পূর্ণ সুস্থশরীরে। অক্ষত দেহ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অক্ষতযোনি—১। যাহার পুরুষসংসর্গ ঘটে নাই এরূপ রমণী ; যাহার রজোদর্শন হয় নাই এরূপ কুমারী। বি ; স্ত্রী। ২। অবিদারিতযোনিকা, পুরুষসংসর্গহীনা ; কুমারী। অক্ষত (অবিদারিত) যোনি যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অক্ষতা—১। অনাহতা ; অখণ্ডিতা। অক্ষত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পুরুষসংসর্গহীনা রমণী ; (বৈদ্যক) কর্কটশৃঙ্গী বৃক্ষ, কাঁকড়াশিঙা গাছ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষতাঙ্গ—'অক্ষতদেহ' দ্রঃ।

অক্ষত্র—১। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি। ন ক্ষত্র, নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। যেস্থানে ক্ষত্রিয় নাই এরূপ, ক্ষত্রিয়হীন। ন (নাই) ক্ষত্র যেখানে, বহু। বিণ।

অক্ষদণ্ড—(ভূগোল) পৃথিবীর মেরুদণ্ড, যে কাল্পনিক সরলরেখা পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদপূর্বক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহার উপরে পৃথিবী প্রতিদিন পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে আবর্তিত হইয়া থাকে সেই সরল রেখা, axis ; চাকার ধুরো, axle. কর্মধা। বি ; পুং।

অক্ষদর্শক—১। বিচারক; পাশকদ্রষ্টা। বি ; পুং। ২। ব্যবহার (মকদ্দমা) বা পাশকক্রীড়াদর্শনকারী। অক্ষের (ব্যবহারের, পাশার) দর্শক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিকা।**

অক্ষদর্শন—বিবাদমীমাংসাপূর্বক বিচার ; ব্যবহারপরিজ্ঞান ; পাশা খেলা দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষদৃক্ (-দৃশ্)—বিচারক, বিবাদের মীমাংসাকারী ; ব্যবহারবিজ্ঞাতা ; পাশকক্রীড়াদ্রষ্টা। অক্ষ দর্শন করেন যিনি, উপতৎ ; অক্ষ—দৃশ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অক্ষদেবন—পাশকক্রীড়া, পাশাখেলা। অক্ষ দ্বারা দেবন (ক্রীড়া, খেলা), ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষদেবী (-দেবিন্)—পাশকক্রীড়ক, যে পাশা খেলে, দ্যূতক্রীড়ক। অক্ষ দ্বারা দেবন (ক্রীড়া) করেন যিনি, উপতৎ ; অক্ষ—দিব্ (ক্রীড়া করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দেবিনী।**

অক্ষদ্যূ—অক্ষক্রীড়ক, দ্যূতক্রীড়ক, যে পাশা খেলে এমন। অক্ষ দ্বারা দেবন (ক্রীড়া) করেন যিনি, উপতৎ ; অক্ষ—দিব্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অক্ষদ্যূত—অক্ষ দ্বারা দ্যূতক্রীড়া, পাশা দ্বারা জুয়া খেলা। ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষদ্যূতিক—জুয়াখেলার বিবাদ। বি।

অক্ষধর—১। বিষ্ণু ; চক্র ; শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ। বি ; পুং। ২। চক্রধারী ; পাশাধারণকারী, পাশকক্রীড়ক। অক্ষের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ ; অক্ষ—ধৃ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অক্ষধুরা—চক্রের অগ্রভাগ। অক্ষের ধুরা (অগ্রভাগ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষধূঃ (-ধুর্)—চক্রের অগ্রভাগ ; চাকার ধুরা। অক্ষের ধূঃ (অগ্রভাগ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষধূর্ত(র্ত্ত)—দ্যূতনিপুণ, যে খুব ভাল পাশা খেলিতে পারে এমন, জুয়াড়ী। অক্ষে (পাশকক্রীড়ায়) ধূর্ত (নিপুণ), ৭মীতৎ। বিণ।

অক্ষধূর্তি(র্ত্তি)ল—শকটবাহী বলদ, ষণ্ড, বৃষভ। অক্ষ (শকট)—ধুর্ব্ + তিল্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অক্ষপটল—ছানি, cataract ; চোখের পাতা। অক্ষের (চক্ষুর) পটল (আবরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষপাটক—বিচারকর্তা, ধর্মাধিকারী। অক্ষের (বিবাদকারণের) পাটক (ছেদক, মীমাংসক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-পাটিকা।**

অক্ষপাটি—পাশা, খেলিবার হাড়ের পাশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অক্ষপাত, -পাতন—পাশা ফেলা, পাশা নিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষপাদ—১। তার্কিক, ন্যায়গ্রন্থপ্রণেতা। অক্ষ (জ্ঞান) দ্বারা পাদ (গমন) যাঁহার, বহু। বিণ। ২। চক্রের অঙ্গ। অক্ষের (চক্রের) পাদ (অংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। (চরণ দ্বারা দৃষ্টিকারী) গৌতমমুনির নাম [ব্যাসদেব গৌতমমুনির ন্যায়গ্রন্থের দোষ ধরিলে মুনি রুষ্ট হন ও বলেন, তিনি ব্যাসের মুখ দেখিবেন না। পরে ব্যাসদেবের অনুনয়ে গৌতমমুনি আপন পায়ে চক্ষু সৃষ্টি করিয়া ব্যাসের মুখ দেখেন ; এইরূপে পাদ দ্বারা দর্শন করায় তাঁহার নাম 'অক্ষপাদ' হয়]। অক্ষ (চক্ষু) পাদে (চরণে) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অক্ষবতী—১। দ্যূতক্রীড়া, পাশকখেলা, পাশা খেলা। বি। ২। পাশার অধিকারিণী। অক্ষ+মতুপ্ (আছে ইহাতে বা ইহার এই অর্থে) + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অক্ষবাট—মল্লভূমি, ব্যায়ামচর্চার স্থান, কুস্তির আখড়া ; দ্যূতক্রীড়ার স্থান ; পাশাখেলার ছক। অক্ষের (যুদ্ধের বা পাশাখেলার) বাট (স্থান, ছক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অক্ষবান্ (-বৎ)—অক্ষসমন্বিত, অক্ষযুক্ত, পাশার অধিকারী। অক্ষ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-বতী।**

অক্ষবিচলন—(জ্যোতিষ) চন্দ্রাকর্ষণ-হেতু ভূ-মেরুদণ্ড কর্তৃক সৌর অয়নবৃত্তের উপর গঠিত কোণের সাময়িক ও নিয়মিত পরিবর্তন, nutation. অক্ষের (মেরুদণ্ডের) বিচলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষবিৎ (-বিদ্)—দ্যূতনিপুণ, পাশা খেলায় পণ্ডিত ; ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, উকিল ; বিচারক। অক্ষ (পাশকক্রীড়া বা ব্যবহার-শাস্ত্র) বিদিত হন যিনি, উপতৎ ; অক্ষ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অক্ষবৃত্ত—অক্ষরেখা (তাহা দ্রঃ)। অক্ষনির্ণায়ক বৃত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অক্ষম—১। সামর্থ্যহীন, দুর্বল ; অযোগ্য, যোগ্যতাহীন, অকৃতী, অপটু। ন ক্ষম (পারগ, সামর্থ্যবান্, যোগ্য), নঞ্তৎ। ২।

ক্ষমাহীন। ন (নাই) ক্ষমা যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষমতা, -ত্ব—সামর্থ্যাভাব, দুর্বলতা; ক্ষমাহীনতা। অক্ষম+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অক্ষমদ—অক্ষক্রীড়ার নেশা, জুয়া খেলার নেশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষমা—১। 'অক্ষম' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। অসহিষ্ণুতা; ঈর্ষ্যা; ক্রোধ; ক্ষমাশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষমালা—১। রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা; অ হইতে হ পর্যন্ত বর্ণের তান্ত্রিক মতে জপ করিবার গুটিযুক্ত মালা; অ হইতে হ পর্যন্ত বর্ণমালা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বশিষ্ঠপত্নী, অরুন্ধতী। অক্ষ (রবিমণ্ডল হইতে সপ্তর্ষি-নামক নক্ষত্র-সমূহের দূরত্ব, অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ) মালা যাঁহার, বহু+আপ্ (—আকাশে উত্তরদিকে সপ্তর্ষি-মণ্ডল মালার ন্যায় বশিষ্ঠপত্নীকল্পিতা অরুন্ধতীকে বেষ্টন করিয়া আছে)। বি; স্ত্রী।

অক্ষমালী (-লিন্)—মহাদেব; রুদ্রাক্ষ-মালাসমন্বিত। অক্ষমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-মালিনী**।

অক্ষয়—১। যাহার ক্ষয় বা নাশ নাই এরূপ, ক্ষয়হীন; অব্যয়; কল্পান্তস্থায়ী, অবিনশ্বর; চিরবর্তমান; অফুরন্ত; গৃহহীন; নিঃস্ব; নিরবচ্ছিন্ন। বিণ। বি, **-তা, -ত্ব**। ২। পরমাত্মা। ন (নাই) ক্ষয় যাঁহার, বহু। ৩। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ('অক্ষয়কুমার' ও 'অক্ষকুমার'—এই দুই নামেই ইনি পরিচিত)। বি; পুং।

অক্ষয়কীর্তি(র্ত্তি)—১। চিরস্থায়ী যশঃ, অবিনশ্বর যশঃ, যাহা চিরদিন বর্তমান থাকে এরূপ কীর্তি। অক্ষয়া কীর্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চিরস্মরণীয়। অক্ষয়া কীর্তি যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষয়তূণ—যাহা নিঃশেষিত হয় না এরূপ শরে পূর্ণ বাণাধার [(মহাভারত) মহাবীর অর্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া অগ্নির নিকট হইতে গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয়তূণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। অক্ষয় (অনিঃশেষযোগ্য) তূণ, কর্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়তৃতীয়া—চান্দ্রবৈশাখের শুক্লতৃতীয়া তিথি [এই তিথিতে সত্যযুগারম্ভ ও যবোৎপত্তি হইয়াছিল। এই তিথিতে শিব, গঙ্গা, কৈলাস, হিমালয় ও ভগীরথের পূজা এবং যবদান ও যবহোম দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিতে হয়। ইহাতে সতোয় জলপূর্ণ ঘটদানে সূর্য-লোকগমন ও অক্ষয়পুণ্যলাভ ঘটে]। অক্ষয়া (অর্থাৎ অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মের চিরস্থায়িফলদাত্রী) তৃতীয়া, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষয়বট—গয়া প্রয়াগ পুরী ভুবনেশ্বর প্রঃ তীর্থস্থানে অবস্থিত প্রাচীন বটবৃক্ষ [শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ঐ সকল বটবৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে ও উহাদের পূজা করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়]। অক্ষয় (অর্থাৎ পূজাকারীকে চিরস্থায়িপুণ্যদানকারী) বট, কর্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়ললিতা—হরগৌরী পূজার দিন, ৭ই ভাদ্র। বি; স্ত্রী।

অক্ষয়লোক—স্বর্গ, নিত্যধাম। অক্ষয় লোক, কর্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়স্বর্গ, -স্বর্গলোক—নিত্য বিদ্যমান স্বর্গ, চিরস্থায়ী দেবলোক। অক্ষয় স্বর্গ, স্বর্গলোক, কর্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়স্বর্গবাস—অনন্তকাল স্বর্গে অবস্থান, চিরদিন স্বর্গে থাকা। স্বর্গে বাস, ৭মীতৎ; অক্ষয় স্বর্গবাস, কর্মধা। বি; পুং।

অক্ষয়া—১। অক্ষয়তৃতীয়া; বার ও তিথির মিলনে সংঘটিত যোগ বিঃ [সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথির যোগ হইলে ইহা হয়; ইহাতে অনুষ্ঠিত পুণ্য বা পাপ ষাট হাজার জন্ম অক্ষয় থাকে]। ন (নাই) ক্ষয় (লব্ধ পুণ্যের বা পাপের ধ্বংস) যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। 'অক্ষয়' (১) দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী।

অক্ষয্য—১। ক্ষয়ের অযোগ্য, যাহা ক্ষয় পাইবার নহে এমন, অবিনাশী, অনশ্বর, চিরস্থায়ী। ন—ক্ষি (ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া)+যৎ (যোগ্যার্থে)। বিণ। ২। শ্রাদ্ধে দেয় ঘৃত-মধুযুক্ত জল। অক্ষয়+যৎ হিতার্থে। বি; ক্লী।

অক্ষর—১। পরব্রহ্ম; পরমাত্মা; মুক্ত জীবাত্মা (জীবাত্মা যখন প্রকৃতিকে সগুণ, এবং আপনাকে নির্গুণ ও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিয়া তাঁহাতে বিলীন হন, তখনই তিনি 'অক্ষর' পদবাচ্য); শিব; বিষ্ণু; (দর্শনশাস্ত্র) প্রকৃতি; আকাশ; ধর্ম; তপস্যা; অপামার্গ বা আপাং বৃক্ষ; মোক্ষ; জল। ন ক্ষর (ক্ষর্+অচ্), নঞ্‌তৎ। ২। (ব্যাকরণ) শব্দের ক্ষুদ্রতম উচ্চার্য অংশ, অকারাদি বর্ণ; (তাহা হইতে) কীর্তন গানের আখর; (ছন্দঃশাস্ত্র) একসঙ্গে উচ্চারিত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি, syllable; সীসক-নির্মিত হরফ, type; হাতের লেখা ("সবার অক্ষর আমি চিনি"—কবিকঙ্কণ)। অশ্ (ব্যাপ্ত করা)+সরক্ কর্তৃ, যাহা শব্দশাস্ত্র ব্যাপ্ত করে এই অর্থে। বি; ক্লী। বিণ—**আক্ষরিক**। ৩। নাশ-শূন্য; নিত্য; স্থির; ক্ষরণশূন্য; ক্রিয়াশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অক্ষরে অক্ষরে**—হুবহু, ঠিক ঠিক।

অক্ষরচণ, -চন, -চুঞ্চু—লিপিকুশল, সুলেখক, লিখনপ্রসিদ্ধ, মুনশী। অক্ষর+চণপ্, চনপ্, চুঞ্চু, তদ্দ্বারা বিত্ত বা খ্যাত এই অর্থে। বিণ।

অক্ষরজননী—লেখনী, কলম। অক্ষরের জননী (উৎপাদয়িত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরজীবক, -জীবিক—লিখনকার্যদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, লেখক, কেরানী। অক্ষরাবলম্বী জীবক, মধ্যপ কর্মধা; অক্ষর জীবিকা (জীবনোপায়) যাহার, বহু। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-জীবিকা**।

অক্ষরজীবিকা—১। 'অক্ষরজীবক' দ্রঃ। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। লিখনবৃত্তি, মসি-জীবিত্ব, কেরানীগিরি। অক্ষরনিষ্পাদ্য জীবিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষরজীবী (-জীবিন্)—লিপিকর; মুদ্রাকর; লেখক; মসীজীবী। অক্ষর দ্বারা জীবনধারণ করে যে, উপতৎ; অক্ষর—জীব+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

অক্ষরণ—ক্ষরণের অভাব, স্রাবহীনতা। ন ক্ষরণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

অক্ষরতূলিকা—লেখনী, কলম। ৬ষ্ঠীতৎ।

অক্ষরধাম (-ধামন্)—নিত্যধাম, বিষ্ণু-লোক। অক্ষর ধাম (স্থান), কর্মধা। বি; ক্লী।

অক্ষরনিবদ্ধ, -বদ্ধ—লিপিবদ্ধ, লিখিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অক্ষরন্যাস, -বিন্যাস—১। লিখন; বর্ণযোজনা; শ্রেণীবদ্ধভাবে অক্ষর সাজানো; ছাপিবার জন্য হরফ সাজানো। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। লিপি, পত্রিকা, চিঠি। অক্ষরের ন্যাস, বিন্যাস (সংস্থাপন) আছে যাহাতে, বহু। বি; পুং।

অক্ষরপরিচয়—বর্ণজ্ঞান, অকারাদি বর্ণ-সমুদয় জানা বা চেনা; প্রথম শিক্ষা; প্রথম জ্ঞানলাভ; হাতে খড়ি ("আজ তাহার অক্ষরপরিচয় হইবে")। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষরবদ্ধ—'অক্ষরনিবদ্ধ' দ্রঃ।

অক্ষরবিন্যাস—'অক্ষরন্যাস' দ্রঃ।

অক্ষরবৃত্ত—অক্ষরসংখ্যা দ্বারা নিরূপিত ছন্দ বিঃ। অক্ষরগণিত বৃত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অক্ষরভ্রান্তি—অক্ষরবিন্যাসে ভুল, এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষর সংস্থাপন; ঘুণাদি কীটের কর্তিত কাষ্ঠাদির ছিদ্রকে অক্ষর বলিয়া মনে করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরমালা—বর্ণশ্রেণী, বর্ণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরমুখ—১। বর্ণব্যুৎপন্ন; শাস্ত্রাভিজ্ঞ; শিষ্য, ছাত্র। অক্ষর (বর্ণবিজ্ঞান, শাস্ত্রতত্ত্ব) মুখে যাঁহার, বহু। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-মুখী, -মুখা**। ২। সকল অক্ষরের আদ্য অক্ষর "অ"। অক্ষরসমূহের মুখ (আদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অক্ষরসংস্থান—১। পত্র, লিপি; লিখন। অক্ষরের সংস্থান (স্থিতি) আছে যাহাতে,

বহু। ২। অক্ষরলিখন; অক্ষরসাজানো, কম্পোজ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরা—১। সাংখ্যকথিতা প্রকৃতি। (সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ানিবন্ধন) ন (নাই) ক্ষর (ক্রিয়াহীনতা) যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষয়হীনা, নাশশূন্যা, নিত্যা। অক্ষর(৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অক্ষরান্তর—এক ভাষার শব্দকে অন্য ভাষার অক্ষরে প্রকাশ, লিপ্যন্তর। অন্য অক্ষর, নিত্য। বি; স্ত্রী। বিণ—**অক্ষরান্তরিত**।

অক্ষরান্তরীকরণ—প্রতিবর্ণীকরণ, লিপ্যন্তরীকরণ, এক লিপি হইতে অন্য লিপিতে প্রকাশ করিবার প্রক্রিয়া, transliteration. অক্ষরান্তর+চ্বি (অভূততদ্ভাবে)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-কৃত**।

অক্ষরার্থ—বাক্যের অর্থ; শব্দের অর্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষরুচক—স্বচ্ছ লবণ বিঃ, সৌবর্চল। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষরেখা—ভূগোলকের নিরক্ষরেখা হইতে উহার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই সমান্তরাল ভাবে ঐ গোলককে পূর্ব-পশ্চিমে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত কল্পিত রেখা, অক্ষবৃত্ত, parallel of latitude. অক্ষনির্ণায়িকা রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষশক্তি—হিটলার-শাসনাধীন জার্মানী ও মুসোলিনী-শাসিত ইটালী, axis power. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত নবগঠিত শব্দ। বি।

অক্ষসমান্তরাল—অক্ষবৃত্ত (তাহা দ্রঃ)। অক্ষনির্ণায়ক সমান্তরাল, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষসূত্র—১। জপমালা; যজ্ঞসূত্র, উপবীত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জপমালার অক্ষে গ্রথিত সূত্র, যে সূতায় জপের মালা গাঁথা হয়। অক্ষ-গ্রথিত সূত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষাংশ—(ভূগোল) বিষুবরেখা হইতে ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য কল্পিত ভাগ, degree of latitude. অক্ষের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষাগ্র—শকটের অগ্রভাগ। অক্ষের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষাগ্রকীলক—চক্ররোধক শঙ্কু বা খিল, চাকা আটকাইয়া রাখিবার খিল। অগ্রস্থ কীলক (শঙ্কু, খিল), মধ্যপ কর্মধা; অক্ষের (চক্রের) অগ্রকীলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

অক্ষান্তি—ক্ষমার অভাব, ঈর্ষ্যা, অসহিষ্ণুতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষাম—অদুর্বল; অকৃশ; বলবান্; সুস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষার—ক্ষাররহিত, ক্ষারবর্জিত, ক্ষারলবণ-শূন্য। ন (নাই) ক্ষার যাহাতে, বহু। বিণ।

অক্ষারজল—লবণাদিশূন্য জল, soft water. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষারলবণ—১। সমুদ্রজলজাত লবণ, সৈন্ধবাদি লবণ, rock salt. অক্ষার যে লবণ, কর্মধা। ২। মহাগুরুনিপাতে ভক্ষ্য দ্রব্যাদি, পিতামাতাদির মরণাশৌচে ভক্ষ্য ঘৃত দুগ্ধ আতপতণ্ডুল মুগ যব তিল প্রঃ হবিষ্য দ্রব্য। অক্ষার লবণ আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

অক্ষি—চক্ষু, নয়ন। অশ্ (ব্যাপ্ত করা) +ক্সি, কর্তৃ, যাহা (রূপাদি দৃশ্যকে) ব্যাপ্ত করে এই অর্থে। বি; স্ত্রী।

অক্ষিক, অক্ষীক—রঞ্জন পুষ্পের বৃক্ষ, আচফুলের গাছ। অক্ষ্ (ব্যাপ্ত করা)+ ইক, ঈক কর্তৃ, যাহা চক্ষুকে ব্যাপ্ত (অর্থাৎ আপন দৃশ্য দ্বারা মুগ্ধ) করে এই অর্থে। বি; পুং।

অক্ষিকাচ—পরকলা কাচ, অচ্ছক লেন্স, lens. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিকূটক—নেত্রমণি, চক্ষুর তারা। অক্ষির (চক্ষুর) কূটক (গোলক, মণি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিকোটর, -কোষ—চোখের খোল।

অক্ষিগত—প্রত্যক্ষ, দৃষ্ট, দৃষ্টিগোচর; চক্ষুঃ-শূল; শত্রু, দ্বেষ্য। অক্ষিকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অক্ষিগোল, -গোলক—চক্ষুর গোলাকার অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিজল—অশ্রু, চোখের জল। অক্ষিনির্গত জল, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষিণ্ণ—অম্লান; অদুঃখিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষিতারকা, -তারা—কনীনিকা, চোখের তারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষিপক্ষ্ম (-পক্ষ্মন্)—নেত্রলোম, চোখের পাতার লোম, eyelash. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষিপট, -পট্ট—চক্ষুর মধ্যস্থিত সূক্ষ্মচর্ম—যাহার উপর আলোক পড়িলে দৃষ্টির অনুভূতি জন্মে, retina. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিপটল—ছানি, cataract; চোখের পাতা। অক্ষির পটল (আবরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী। [বাংপ্র। বি।

অক্ষিপর্দা—অক্ষিপট (তাহা দ্রঃ)।

অক্ষিপাক—চোখের জ্বালা, চক্ষুর যন্ত্রণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিপুট—নেত্রপল্লব, চোখের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষিব—অক্ষীব (১,২) (তাহা দ্রঃ)। অক্ষি—বা (প্রীত করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অক্ষিবিকূণিত—কটাক্ষদৃষ্ট, আড়নয়নে দেখা, অপাঙ্গদর্শন। অক্ষি (চক্ষুঃ) বিকূণিত (সংকুচিত) হয় যাহাতে, বহু; অথবা অক্ষির বিকূণিত [সংকোচ; বি—কুণ্ (সংকোচ করা)+ক্ত ভাব], ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষিবিক্ষেপ—দৃষ্টিপাত, অবলোকন, তাকান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিবিভ্রম—চোখের ভুল, দেখার ভুল, দৃষ্টিব্যত্যয়, দৃষ্টিবিভ্রম, illusion. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিবিলাস—চক্ষুর বিলাস, সুদৃশ্য বস্তু দর্শনে চক্ষুর তৃপ্তিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিভিষক্ (-ভিষজ্)—চক্ষুচিকিৎসক, চোখের ডাক্তার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিভেষজ—১। চক্ষুর ঔষধ; অঞ্জন, সুরমা। বি; স্ত্রী। ২। রক্তলোধ বা তাহার গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অক্ষিমালা—নেত্রপংক্তি; অক্ষমালা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষীকরণ—(জ্যোতিষ) দূরবীক্ষণের দৃষ্টিরেখা স্থিরীকরণ, collimation. অক্ষ+ চ্বি অভূততদ্ভাবে (=অক্ষী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অক্ষীণ—অদুর্বল, অকৃশ; শক্তিমান্, সবল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষীণবৃত্ত—বেদ-বিহিত আচারে নিষ্ঠাবান, স্বধর্মে অতি আস্থাবান্; চরিত্রবান্। অক্ষীণ বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষীব—১। শোভাঞ্জন বৃক্ষ, শজিনা গাছ। ন—ক্ষীব্ (কফাদি ত্যাগ করা)+ক কর্তৃ, যাহার (সেবন) দ্বারা কফাদি ত্যাগ রুদ্ধ হয় এই অর্থে। ২। সৈন্ধব, সামুদ্র লবণ। ন—ক্ষীব্ (দর্প করা)+ঘঞ্ করণ, যদ্দ্বারা (অর্থাৎ যাহার তুলনায়) দর্প করা যায় না এই অর্থে [লবণকান্তি বা লাবণ্য অন্য পদার্থশ্রীকে পরাভূত করে, ইহাই সূচিতার্থ]। বি; পুং। ৩। অদৃপ্ত; অমত্ত। ন ক্ষীব (দৃপ্ত, মত্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষুণ্ণ—অদুঃখিত, অক্ষুব্ধ ('— হৃদয়'); অবিকৃত ('— ভাব'); অচ্ছিন্ন, পূর্ণ, অখণ্ড; অপরিশীলিত, অননুশীলিত ('— জ্ঞানার্ণব'); বজায়, পূর্ববৎ; অনালোড়িত ('— হ্রদ'); অস্পৃষ্ট; সুস্থ; অখণ্ডিত, অটুট ('— শক্তি'); অচূর্ণিত; অপরাজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষুণ্ণক্ষুর, -খুর, -শফ—(অশ্বাদি পশুর) অবিভক্ত খুর। কর্মধা। বি; পুং।

অক্ষুণ্ণপ্রতাপ, -প্রভাব—অখণ্ড তেজ, পূর্ণ বিক্রম। কর্মধা। বি; পুং।

অক্ষুণ্ণশক্তি—অটুট বল। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষুধ—ক্ষুধাশূন্য, আহারে রুচিহীন, যাহার খাইবার ইচ্ছা নাই এরূপ। ন (নাই) ক্ষুধা যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষুধা—১। ক্ষুধারহিতা, আহারে রুচি-শূন্যা। অক্ষুধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষুধার অভাব, অগ্নিমান্দ্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষুধিত—অক্ষুধার্ত, যাহার ক্ষুধা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অক্ষুব্ধ—দুঃখজাতচাঞ্চল্যহীন, চিত্তচাঞ্চল্যহীন; ক্ষোভহীন; অব্যাকুল, অনাকুলিত, ধীর ('— মন'); অনালোড়িত; তরঙ্গহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অক্ষুভিত—অক্ষুব্ধ (তাহা দ্রঃ)।
অক্ষেত্র—শস্যোৎপত্তিরহিত ভূমি; মরুভূমি; অপাত্র, অযোগ্য ব্যক্তি; অযোগ্য স্থান। ন (অপ্রশস্ত) ক্ষেত্র (স্থান বা পাত্র), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।
অক্ষেম—১। অশিব, অকল্যাণ, অমঙ্গল। ন ক্ষেম (মঙ্গল), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। মঙ্গলরহিত, অকল্যাণভাগী। ন (নাই) ক্ষেম যাহার, বহু। বিণ।
অক্ষোট, অক্ষোড়—১। আখরোট গাছ [ইহার জন্মস্থান হিমালয়। এই বৃক্ষ কাবুল, পারস্য ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে]। বি; পুং। ২। আখরোট ফল। অক্ষ (ব্যাপ্ত করা) + ওট, ওড় কর্তৃ। বি; ক্লী। [>অক্ষোড়> আখরোট]।
অক্ষোভ—১। দুঃখবিহীন; অনুশোচনাশূন্য; ক্ষোভরহিত; প্রশান্ত; সপ্রতিভ, যে অপ্রস্তুত হয় না এরূপ; অনায়াস, অক্লেশ। বিণ। ক্রি-বিণ—**অক্ষোভে**। ২। হাতি বাঁধিবার খোঁটা বা থাম, আলান। ন (নাই) ক্ষোভ (দুঃখ, অদৃঢ়তা) যাহার, বহু। ৩। ক্ষোভাভাব, দুঃখহীনতা, ভয়োদ্যমহীনতা, ক্লেশশূন্যতা; প্রশান্তি। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।
অক্ষোভণীয়—অনালোড়নীয়, অবিচলনীয়; অধৃষ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অক্ষোভিত—অনালোড়িত, অবিচলিত, অনুদ্বেজিত, অনাকুলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অক্ষোভী (-ভিন্)—অক্ষুব্ধ (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ভিণী**।
অক্ষোভ্য—১। অপরাভবনীয়, অনালোড়নীয়, অধৃষ্য, অবিচলনীয়। বিণ। ২। তারাদেবীর শিরঃস্থিত সর্প বিঃ। ৩। শিব; পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম [ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শিব মদন-কর্তৃক এবং বুদ্ধদেব মার-কর্তৃক ক্ষোভিত বা চঞ্চলচিত্ত হন নাই বলিয়া তাঁহারা 'অক্ষোভ্য' নামে খ্যাত]। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।
অক্ষৌহিণী—১,০৯,৩৫০ পদাতি, ৬৫,৬১০ অশ্ব, ২১,৮৭০ হস্তী এবং ২১,৮৭০ রথ—সমুদায়ে ২,১৮,৭০০ এতৎসংখ্যক সৈন্য। [অমরকোষানুসারে—
"একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণী—।"
১ হস্তী, ১ রথ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতি—এইগুলির সমবায়ের নাম পত্তি; ৩ পত্তি=১ সেনামুখ; ৩ সেনামুখ=১ গুল্ম; ৩ গুল্ম=১ গণ; ৩ গণ=১ বাহিনী; ৩ বাহিনী=১ পৃতনা; ৩ পৃতনা=১ চমূ; ৩ চমূ=১ অনীকিনী; ১০ অনীকিনী=১ অক্ষৌহিণী। অক্ষ (হস্তী)—উহ (প্রাপ্ত হওয়া) + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্ (যাহা হস্তী প্রঃ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের সমবায়ে গঠিত এই অর্থে)। [অক্ষ + ঊহিনী, অক্ষ শব্দের অন্ত্য অকার তাহার পরবর্তী ঊহিনী শব্দের ঊকারের সহিত মিলিত হইয়া ঔকার হয় এবং দন্ত্য(ন) মূর্ধণ্য(ণ) হইয়াছে। বি; স্ত্রী।
অক্ষৌহিণীপতি—অক্ষৌহিণী পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি, অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
অক্সিজেন—(রসায়ন) একটি মৌলিক গ্যাস, বাতাসের একটি উপাদান, অম্লজানবাষ্প। <ইং 'oxygen'. বি। [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ।]
অখট্ট—পিয়ালগাছ। বি; পুং।
অখট্টি, অখট্টী—অশান্ত ব্যবহার; অন্যায় আবদার, আখোট বা আখুটি, বায়না। নঞ্—খট্ (স্থিতি করা) + ই ভাব; অখট্টি + ঈপ্=অখট্টী। বি; স্ত্রী।
অখণ্ড—সমগ্র, আস্ত, গোটা, পূর্ণ; অংশশূন্য; পূর্ববৎ স্থায়ী; অক্ষুণ্ণ; অবিভক্ত; নির্দোষ, অক্ষত। ন (নাই) খণ্ড (অংশ) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা, -ত্ব**।
অখণ্ডদণ্ড—১। সর্বময় কর্তৃত্ব, একাধিপত্য, অবাধশাসন। অখণ্ড যে দণ্ড (শাসন), কর্মধা। বি; পুং। ২। অখণ্ড প্রতাপশালী, অবাধশাসনকারী। অখণ্ড দণ্ড যাহার, বহু। বিণ।
অখণ্ডদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী [এই দ্বাদশীতে কোন কর্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফল চির অখণ্ডিত থাকে, ইহাই শাস্ত্রোক্তি]। অখণ্ডা (অর্থাৎ অখণ্ডফলপ্রদা) দ্বাদশী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
অখণ্ডন—১। পরমাত্মা, ব্রহ্ম; সময়, কাল। বি; পুং। ২। অখণ্ড; অপরিহার্য; অমুল্লঙ্ঘনীয়। ন (নাই) খণ্ডন যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা, -ত্ব**। ৩। খণ্ডিত না করা; অটুট রাখা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।
অখণ্ডনীয়—যাহা খণ্ডন করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে এরূপ, অপরিবর্তনীয়, অমুল্লঙ্ঘনীয়, অকাট্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অখণ্ডপ্রতাপ—১। অপরিমিত-শক্তিসম্পন্ন; অব্যাহত ক্ষমতাযুক্ত। অখণ্ড প্রতাপ যাহার, বহু। বিণ। ২। অপরিমিত শক্তি; অব্যাহত ক্ষমতা। কর্মধা। বি; পুং।
অখণ্ডমণ্ডলাকার—সম্পূর্ণ গোলাকার ("অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্"।) অখণ্ড এমন মণ্ডল, কর্মধা; তদ্রূপ আকার যাহার, বহু। বিণ।
অখণ্ডিত—যাহা কাটা বা চেরা নয় এরূপ, অবিভক্ত; একটি; লিপ্ত; যাহা খণ্ডন করা হয় নাই এরূপ; অবিরুদ্ধকথিত; অবিসংবাদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অখণ্ডিতক্ষুর, -খুর—১। অকর্তিত ক্ষুর, অজোড়া ক্ষুর, যাহা দুই ভাগে বিভক্ত নহে এরূপ ক্ষুর। অখণ্ডিত এমন ক্ষুর, খুর, কর্মধা। বি; পুং। ২। একশফ একটি মাত্র খুরবিশিষ্ট (অশ্ব, গর্দভ প্রঃ)। অখণ্ডিত ক্ষুর, খুর যাহার, বহু। বিণ।
অখণ্ডিতপত্র—১। যাহার পার্শ্বদেশ খণ্ডিত বা বিভক্ত নহে এরূপ পত্র, আম কাঁটাল প্রঃর পাতা। অখণ্ডিত যে পত্র, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার পত্রগুলি বিভক্ত নয় এরূপ। অখণ্ডিত হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। বিণ।
অখণ্ডিতবাহু—(জ্যামিতি) যে ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা বিভক্ত নহে এরূপ। অখণ্ডিত বাহু যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।
অখণ্ড্য—অখণ্ডনীয় (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ।
অখদ্যে—অপদার্থ, অসার, তুচ্ছ; অকেজো, বাজে। বিণ। <অখাদ্য।
অখদ্যে-অবদ্যে—অখাদ্য-অবাদ্য (তাহা দ্রঃ)। [ক্রি-বিণ।
অখন—এক্ষণে, এখন। <ইক্ষণ।
অখনন—১। না খোঁড়া, খননের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। অখণিত, যাহা খোঁড়া হয় নাই এরূপ। ন (নাই) খনন যাহার, বহু। বিণ।
অখরোট—আখরোট ('অক্ষোট' দ্রঃ)। বি।
অখর্ব(র্ব্ব)—দীর্ঘ; অক্ষুদ্র; যাহা বেঁটে নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অখল—খলতাশূন্য, অকুটিল, সরলপ্রকৃতি, কপটতাহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অখাত—১। যাহা মনুষ্যখনিত নয় এরূপ জলাশয়, দেবখাত, স্বাভাবিক জলাশয়; (ভূগোল) উপসাগর, খাঁড়ি বা সমুদ্রাংশ। বি; পুং বা ক্লী। ২। অখনিত, যাহা খনন করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অখাদিত—অনুপভুক্ত, অভক্ষিত, যাহা খাওয়া হয় নাই এরূপ; অভুক্তাহার, উপবাসী। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অখাদ্য—১। ভোজনের অযোগ্য, আহারের অনুপযুক্ত। বিণ। ২। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য; নিন্দিত খাদ্য; ধর্মবিরুদ্ধ খাদ্য। ন (অপ্রশস্ত) খাদ্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।
অখাদ্য-অবাদ্য—যাহা কোন কাজেই লাগে না; যাহা অতি নিকৃষ্ট, এরূপ খারাপ যে মুখে দেওয়া যায় না বা মুখে আনাও যায়

না এমন। 'অগত্যে-অবত্নে'র মার্জিত রূপ। বিণ।

অখাদ্য-কুখাদ্য—আজে-বাজে খাদ্য। বি; স্ত্রী।

অখি—চক্ষু। বৌ বাঃ। বি।

অখিন্ন—খেদহীন, অশোচ্য; খেদরহিত; অশ্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিন্নম্লান—অননুশোচ্য; অমলিন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিন্ন—অখিন্ন, দুঃখহীন; অপরাজিত। প্রা কপ্র। বিণ।

অখিন্ন—দুঃখবিহীন; অশ্রান্ত; খেদরহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিল—১। সমগ্র, সমস্ত, সমুদায়; চষা ('—ভূমি')। ন (নাই) খিল (শূন্য) যাহাতে, বহু। বিণ। **২**। জগৎ, ভুবন; আকাঙ্ক্ষা; অভাব; শূন্য। ন খিল (সীমা দ্বারা বদ্ধ), নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অখিলখণ্ড—ভূখণ্ড। অখিলের (ভূমণ্ডলের) খণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অখিলপ্রিয়—সকলের প্রিয়; জগতের প্রিয় ["কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে।"—ঈশ্বর] অখিলের (বিশ্ববাসীর) প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অখিলা—১। হলাদি দ্বারা কৃষ্টভূমি, লাঙ্গল দিয়া চষা জমি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। **২**। সমগ্রা, পূর্ণা। অখিল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অখিলাত্মা (-ত্মন্)—বিশ্ববিধাতা; পরব্রহ্ম। অখিল আত্মা যাহার, বহু; অথবা অখিলের (ব্রহ্মাণ্ডের) আত্মা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অখুশি—অসন্তোষ, বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অখুশী—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অখেদ—১। আক্ষেপহীন, যে দুঃখিত নহে এরূপ, পরিতাপহীন। ন (নাই) খেদ যাহার, বহু। বিণ। **২**। দুঃখের অভাব, খেদহীনতা, পরিতাপরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অখেয়াল—অনিচ্ছা; অমনোযোগ। প্রাদে। বি। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখ্যাত—অপ্রসিদ্ধ; অপ্রতিষ্ঠিত; নিন্দিত।

অখ্যাতনামা (-নামন্)—অপরিচিতনামবিশিষ্ট, যে তেমন পরিচিত নহে এমন, যাহার নাম সকলে জানে না এরূপ। অখ্যাত নাম যাহার, বহু; অথবা ন খ্যাতনামা, নঞ্‌তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-নাম্নী**।

অখ্যাতি—দুর্নাম, নিন্দা, অপবাদ, অপযশ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অখ্যাতিকর, -কারক, -জনক—অখ্যাতি বা দুর্নামের কারণ ঘটায় এরূপ, অযশস্কর, নিন্দাজনক। অখ্যাতি করে যে, উপতৎ; অখ্যাতি—কৃ+ট কর্তৃ; অখ্যাতির কারক, জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -কারিকা, -জনিকা**।

অখ্যাতিবোধ—অসম্মানবোধ; নিন্দাবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অখ্যাপন—অকীর্তন, অঘোষণ; অনুচ্চারণ, না বলা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, **-পিত**।

অগ—১। অচল, পর্বত; তরু; সূর্য। ন—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ, যে গমন করে না [আর্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে সূর্য গতিবিহীন বলিয়া অগ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বক্রগমনার্থক অগ্ ধাতু হইতে অগ পদ (অগ+অচ্ কর্তৃ) নিষ্পন্ন হইয়াছে। সূর্যের বক্রগতি দ্বারা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হয়]। **২**। সর্প, ভুজগ। অগ্ (বক্রভাবে গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। **৩**। গতিশূন্য, নিশ্চল, স্থির, একস্থানে স্থিত। ন—গম্ +ড কর্তৃ। বিণ।

অগই—একপ্রকার ফলের গাছ। প্রাদে। বি।

অগঙ্গ—গঙ্গাহীন, যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত নাই এরূপ ('— দেশ') [যে দেশ গঙ্গা হইতে চারিক্রোশের অধিক দূরবর্তী, তাহাকে অগঙ্গ দেশ বলে]। ন (নাই) গঙ্গা যেখানে, বহু। বিণ।

অগচ্ছ—১। ক্ষুদ্র বৃক্ষ, আগাছা। ন (অপ্রশস্ত) গচ্ছ (গাছ, বৃক্ষ), নঞ্‌তৎ। বি; পুং। **২**। বৃক্ষহীন। ন (নাই) গচ্ছ (গাছ, বৃক্ষ) যেখানে, বহু। বিণ।

অগচ্ছিন্ত—যাহা ছিন্ন্যায় নাই এরূপ; অক্ষত। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অগজ—১। শিলাজতু। বি; স্ত্রী। **২**। গিরিজাত, গৈরিক, বৃক্ষজাত। উপতৎ; অগ (পর্বত, বৃক্ষ)—জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ ড কর্তৃ; যাহা পর্বত বা বৃক্ষ হইতে জন্মে এই অর্থে। **৩**। হস্তিশূন্য। ন (নাই) গজ (হস্তী) যেখানে, বহু। বিণ।

অগঠন—১। যাহা ঠিক গড়া হয় নাই এমন। ন (নাই) গঠন (<ঘটন) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। **২**। অসুন্দর জিনিস, অনিয়মিত বা অশৃঙ্খলভাবে গঠিত জিনিস; গঠনের অভাব। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি। বিণ—**অগঠিত**।

অগড়-বগড়, অগড়ম-বগড়ম—বড় বড় কথা; অসার বাক্যাড়ম্বর; আবোল-তাবোল, বাজে কথা। অনুকার শব্দ। বাংপ্র। বি। [<আগড়ুম বাগড়ুম।]

অগণন—যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না এরূপ, অসংখ্য, অসংখ্যেয়, বহু। ন (নাই) গণনা (সংখ্যা) যাহার, বহু। বিণ।

অগণনীয়—অসংখ্য; অগ্রাহ্য, অবর্তব্য; নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগণিত—১। অসংখ্য, অনেক; যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না এমন। ন (নাই) গণিত (গণনা) যাহার, বহু। **২**। যাহা গণনা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগণিতব্য—অগণনীয় (তাহা দ্রঃ)।

অগণ্য—অগণনীয় (তাহা দ্রঃ)।

অগত—অনতীত, যাহা গত হয় নাই এমন, উপস্থিত, বর্তমান; অনধিগত, অলব্ধ। ন গত (অতীত বা প্রাপ্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগতি—১। উপায়হীন, নিরুপায়; নিরাশ্রয়; অনাথ; ধীর; গতিহীন। ন (নাই) গতি যাহার, বহু। বিণ। **অগতির গতি**—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ ('অগতির গতি ভগবান্')। **২**। উপায়ের অভাব; গতির অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। **৩**। অসংকার, মৃতব্যক্তির সংকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অভাব। বাংপ্র। বি।

অগতিক—অসহায়; নিরাশ্রয়; স্থির, অচল। ন (নাই) গতি যাহার, বহু (সমাসান্ত ক-আগম)। বিণ।

অগত্যা—অন্য উপায় না থাকাতে, গত্যন্তরহীন হওয়ায়, কোন উপায় না থাকায় বাধ্য হইয়া, সুতরাং, কাজে কাজে। অব্য; ক্রি-বিণ। [সংস্কৃতে 'অগতি' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'অগত্যা' পদ হয়, উহাই অবিকলভাবে বাংলাভাষায় চলিয়া গিয়াছে।]

অগদ—১। ভেষজ, ঔষধ; বিষনাশক দ্রব্য; ধন্বন্তরিপ্রণীত অষ্টভাগের ষষ্ঠভাগ। ন (নাই অর্থাৎ হয় না) গদ (পীড়া, রোগ) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। **২**। সুস্থ, রোগশূন্য, নিরাময়, নীরোগ। ন (নাই) গদ যাহার, বহু। **৩**। গদাহীন, যাহার গদা নাই এরূপ। ন (নাই) গদা যাহার, বহু। বিণ।

অগদঙ্কা(ংকা)র—ভিষক্, বৈদ্য, চিকিৎসক। অগদ (অর্থাৎ নীরোগ) করেন যিনি, উপতৎ; অগদ—কৃ+অণ্ কর্তৃ (ম-আগম)। বি; পুং।

অগদতন্ত্র—বিষবিজ্ঞান, বিষক্রিয়া প্রনাশক বা প্রতিষেধক বিদ্যা, *toxicology*. অগদবিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অগদ্য—দোষযুক্ত গদ্য; কবিতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অগধ—বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ। বি।

অগনতি, অগুনতি—অসংখ্য। <অগণিত। বিণ।

অগন্তব্য—গমনের অযোগ্য, দুর্গম, দুষ্প্রবেশ; যেখানে যাওয়া উচিত নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগভীর—অল্প গভীর; অগভীর; সামান্য খাতবিশিষ্ট; অপ্রসার, ভাসা-ভাসা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগম—১। চলনশূন্য, নিশ্চল, গতিহীন ; অস্থায়ী। ন (নাই) গম (গমন) যাহার, বহু। ২। দুষ্প্রবেশ, অত্যন্ত গভীর, অথই ('— জল')। ন (নাই) গম (গতি) যাহাতে, বহু। প্রাদে। বিণ। ৩। পর্বত, বৃক্ষ। নঞ্—গম্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অগমতা—১। মান্যব্যক্তির প্রতি অনাদর, অসম্মান, অমর্যাদা, অপমান। বাংপ্র। বি। ২। দুষ্প্রবেশত্ব ; গতিহীনতা। অগম (১, ২) +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অগমন—১। না-যাওয়া ; গমনের অভাব ; স্থিরতা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। গতি-হীন, স্থির। ন (নাই) গমন যাহার, বহু। বিণ।

অগমনীয়, অগম্য—গমনাযোগ্য, গমনের পক্ষে অপ্রশস্ত, যেখানে যাওয়া অকর্তব্য এরূপ ; যেখানে যাওয়া যায় না এরূপ ; অবোধ্য, দুর্বোধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অগম্যরূপ—যাহার স্বরূপের উপলব্ধি হয় না এমন। অগম্য রূপ যাহার, বহু। বিণ। বি, -তা।

অগম্যা—গমনের অযোগ্যা ; যাহার সহিত সংগম করা কর্তব্য নহে এরূপ স্ত্রী, যাহার সহিত সম্ভোগে পাপ জন্মে এরূপ রমণী [নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অপর স্ত্রী মাত্রই অগম্যা। বিশেষতঃ উত্তমবর্ণের নারী, মাতা, বিমাতা, কন্যা, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী, রজস্বলা, ভ্রাতৃজায়া, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়-স্ত্রী, শিষ্যা, শিষ্যভার্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রপত্নী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী, পুত্রবধূ, ভগিনী, শরণাগতা রমণী শাস্ত্রে অগম্যা বলিয়া কথিত]। নঞ্তৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অগম্যাগমন—অগম্যা স্ত্রীর সহিত সংগম, ব্যভিচার। অগম্যাতে গমন, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

অগম্যাগামী (-গামিন্) — অগম্যা রমণীর সহিত সম্ভোগকারী, শাস্ত্রনিষিদ্ধ রমণীর সহিত সংগমকারী। অগম্যাতে গমন করে যে, উপতৎ ; অগম্যা—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অগর—১। বিষনাশক, বিষহারক, যাহা বিষ নষ্ট করে এরূপ। ন (থাকে না) গর (বিষ) যাহা হইতে, বহু। বিণ। স্ত্রী, -রা, -রী। ২। অগুরু-নামক গন্ধদ্রব্য। বাংপ্র। বি। ৩। যদি। হি। অ।

অগরী—মূষিকবিষনাশক দেবতাড় বৃক্ষ। অগর (১)+ঙীপ্ সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

অগরু—অগুরু চন্দন, কৃষ্ণচন্দন। নঞ্—গৄ+উ কর্তৃ, (দুর্গন্ধ) উদ্গিরণ করে না ইহা এই অর্থে। বি ; ক্লী।

অগর্ব(র্ব্ব)—১। গর্বরহিত, অহঙ্কারশূন্য ; অনুদ্ধত, নম্র। ন (নাই) গর্ব যাহার, বহু। বিণ। ২। গর্বের অভাব, নিরহংকারত্ব। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অগর্বি(র্ব্বি)ত—অহংকারশূন্য, নিরহংকার ; বিনয়ী, নম্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অগর্বী(র্ব্বী)—অগর্বিত (তাহা দ্রঃ)। স্ত্রী, -গর্বিণী।

অগর্ভবতী, -গর্ভা, -গর্ভিণী—যে রমণীর গর্ভ হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অগর্হ—গর্হাশূন্য ; অনিন্দ্য, নিন্দারহিত। ন (নাই) গর্হা (নিন্দা) যাহার, বহু। বিণ।

অগর্হিত—অনিন্দিত, প্রশস্ত, উত্তম ; বৈধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অগল—অগ্রগামী, অগ্রগণ্য ; শ্রেষ্ঠ ; দক্ষ। <অগ্রল। প্রা কপ্র। বিণ।

অগস্ট—ইংরেজী বৎসরের অষ্টম মাস। <ইং 'August'. বি। [রোমক সম্রাট্ Augustus Cæsar-এর নাম হইতে এই মাসের নাম হইয়াছে।]

অগস্তি, অগস্ত্য—১। মুনি বিঃ ; অগস্ত্য-নামক নক্ষত্র, Canopus ; বক ফুল। অগ—অস্ (গমন করা)+তি কর্তৃ যিনি পর্বত-সকাশে গমন করিয়াছিলেন এই অর্থে। উপতৎ ; অগ (পর্বত)—স্তৈ (স্তম্ভিত করা)+ক কর্তৃ, যিনি পর্বতকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। (চরিতাবলীতে 'অগস্ত্য দ্রঃ'।) বি ; পুং।

অগস্তিদ্রু—বকফুলের গাছ। অগস্তি প্রিয় দ্রু (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্মধা ; অথবা অগস্তির (বকপুষ্পের) দ্রু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগস্তী—দক্ষিণদিক্, অগস্তি ঋষির আশ্রিতা দিক্। অগস্তি নিবাসার্থে লক্ষণায়+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্য—'অগস্তি' দ্রঃ।

অগস্ত্যযাত্রা—ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে যাত্রা বা ঐ দিন ; (ঐ দিনে অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্য-গিরিকে নতশির রাখিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেন এবং আর ফিরেন নাই—এজন্য প্রচলিত মতে) প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে গমন বা সেই দিন ; চিরকালের মত যাওয়া, অপ্রত্যাবর্তনীয় গমন (কারণ, অগস্ত্য তাঁহার দক্ষিণযাত্রার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই) ; অপ্রশস্ত বা নিষিদ্ধ যাত্রা। [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ।] ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্যসংহিতা—অগস্ত্যসংগৃহীত ধর্ম-শাস্ত্র। অগস্ত্যসংকলিতা সংহিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্যোদয়—ভাদ্রমাসের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দিবসে অগস্ত্য নক্ষত্রের বা নক্ষত্ররূপী অগস্ত্যমুনির আকাশে প্রকাশ। [অগস্ত্যোদয় হইলে শরৎ ঋতুর চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং জল ও আকাশ পরিষ্কৃত হয়।] ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগহিন—১। অগভীর, অল্প গভীর। <অগভীর। ২। গভীর, অতিগভীর। <গভীর ['অ' নিরর্থক]। বিণ।

অগা—১। নির্বোধ, বোকা ; অকর্মণ্য ; হাদা। <অজ্ঞ। বিণ। ২। গতিরহিতা, নিশ্চলা। অগ (৩)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অগাই—অগাধ, দুরবগাহ ; দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় ("অনাদি অনন্ত অগাই" শ্রীকৃষ্ণ)। <অগাহ। প্রা কপ্র। বিণ।

অগাকান্ত, -চণ্ডী, -মারা, -রাম—[গালাগালি বা সস্নেহ তিরস্কারে] নির্বোধ ; অকর্মণ্য, অপদার্থ। বাংপ্র। বিণ।

অগাজি—সঙ্গ, সংসর্গ। <অঙ্গাজি। প্রা কপ্র। বি।

অগাচণ্ডী—'অগাকান্ত' দ্রঃ।

অগাত্মজা—পার্বতী, উমা ; নদী। অগের (পর্বতের) আত্মজা (কন্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগাত্র—দেহরহিত, শরীরশূন্য, অঙ্গহীন। ন (নাই) গাত্র যাহার, বহু। বিণ।

অগাধ—১। অতলস্পর্শ, গভীর ; প্রগাঢ় ; অধিক ; অসামান্য ; অনন্ত ; অপরিমেয়। ন (নাই) গাধ (প্রকৃষ্টস্থিতি) যাহার, বহু। বিণ। ২। গর্ত। ন—গাধ্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া)+ঘঞ্ অধি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না এই অর্থে। বি ; ক্লী।

অগাধজল—১। সুগভীর জল, সহজে যাহার তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না এরূপ জলরাশি। অগাধ এমন জল, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। সুগভীর জলবিশিষ্ট, যাহাতে অনেক জল আছে এরূপ। বিণ। ৩। হ্রদ, সরোবর। অগাধ জল যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; পুং। **অগাধজলের মাছ**—যাহার মনের কথা টের পাওয়া যায় না ; কূটনীতিজ্ঞ।

অগাধীয়—তল পাওয়া যায় না এমন গভীর, abyssal. বিণ।

অগামারা—'অগাকান্ত' দ্রঃ।

অগার, আগার—গৃহ, ঘর। অগ (স্তম্ভ, খুঁটি) গ্রহণ করে যে (অর্থাৎ আছে যাহাতে), উপতৎ ; অগ (স্তম্ভ)—ঋ (গ্রহণ করা)+অণ্ কর্তৃ ; অথবা, অগ—আ—রা (গ্রহণ করা+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অগারাম—'অগাকান্ত' দ্রঃ।

অগিম—গ্রীবা পর্যন্ত, ঘাড় অবধি ("কপোলে চুম্বন করে অগিম দোলনে"—জ্ঞান)। <অগ্রীব। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অগির—আগুন, সূর্য ; রাক্ষস। বি ; পুং।

অগুণ—১। অমঙ্গল, অহিত ; গুণাভাব ; অমুপকার ; দোষ ; (ব্যাকরণ) ই-ঈ স্থানে এ, উ-ঊ-স্থানে ও, ঋ-স্থানে অর্ এবং ৯-স্থানে অল্ না হওয়া। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২।

প্রশংসনীয় ধর্মবিহীন, গুণশূন্য, বিদ্যাবিনয়াদি-রহিত, নির্গুণ; গুণাতীত; জ্যাবিহীন, ছিলাশূন্য। ন (নাই) গুণ যাহার, বহু। বিণ।

অগুণকারক—অপকারক, অনুপকারী; দোষোৎপাদক, গুণহীনতাজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

অগুণজ্ঞ—১। গুণ বুঝিতে অসমর্থ, যে গুণ বুঝিতে পারে না এমন। ন গুণজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। ২। যে দোষ জানে এমন। অগুণ জানে যে, উপতৎ; অগুণ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অগুণগ্রাহী (-হিন্)—১। যে অপরের গুণগ্রহণ করে না এমন। ন গুণগ্রাহী, নঞ্‌তৎ। ২। যে দোষ গ্রহণ করে এমন। উপতৎ; অগুণ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অগুণবাচক—১। অগুণপ্রকাশক, যাহা ব্যক্তি বা বস্তুর কোন গুণ প্রকাশ করে না এমন। গুণের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ; ন গুণবাচক, নঞ্‌তৎ। ২। দোষপ্রকাশক। অগুণের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচিকা**।

অগুণবাদী (-বাদিন্)—১। যে গুণ-কীর্তন করে না এমন। নঞ্‌তৎ। ২। যে দোষ কীর্তন করে এমন। অগুণ—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অগুণী (-ণিন্)—গুণহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, যে লোক কাজের নয় এরূপ, অকেজো। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ণিনী**।

অগুনতি—অগনতি, অসংখ্য। বাংপ্র। বিণ।

অগুপ্ত—অপ্রচ্ছন্ন, অগূঢ়, যাহা লুক্কায়িত নহে এরূপ, প্রকাশিত, বিস্পষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগুম্ফ—গুম্ফবিহীন, যাহার গোঁফ নাই এমন। ন (নাই) গুম্ফ (গোঁফ) যাহার, বহু। বিণ।

অগুরু—১। শিংশপা-বৃক্ষ, শিশুগাছ। বি; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণাগুরুনামক চন্দনকাষ্ঠ, হরিদ্রাবর্ণ চন্দনকাঠ, অগুরুচন্দন (অগরু, অগুরু ও অগুরুচন্দন তিনটি শব্দই সমার্থক)। ন (নাই) গুরু (ভারী) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। ৩। যাহা ভারী নয় এরূপ, হালকা, লঘু; গৌরবশূন্য। নঞ্‌তৎ। ৪। গুরু-হীন, উপদেশকশূন্য। ন (নাই) গুরু (উপদেশক) যাহার, বহু। বিণ।

অগুহ্য—অগোপনীয়, গোপন করিবার অযোগ্য; প্রকাশ করিয়া বলিবার যোগ্য, প্রকাশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগূঢ়—অগুপ্ত; ব্যক্ত, প্রকাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগূঢ়গন্ধ—হিঙ্গু, হিং। অগূঢ় (সুব্যক্ত) গন্ধ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অগূঢ়ভাব—১। ব্যক্ত অবস্থা, স্পষ্ট ভাব। অগূঢ় ভাব, কর্মধা। বি; পুং। ২। সরল, অমায়িক। গূঢ় ভাব, কর্মধা; ন (নাই) গূঢ়ভাব যাহার, বহু। বিণ।

অগৃহ—১। অপ্রশস্ত গৃহ, কুৎসিত গৃহ। ন (অপ্রশস্ত) গৃহ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লীব। ২। গৃহহীন; বানপ্রস্থাশ্রমী। ন (নাই) গৃহ যাহার, বহু। বিণ।

অগৃহজ—গৃহে উৎপন্ন নয় এমন। গৃহ—জন্+ড কর্তৃ=গৃহজ; ন গৃহজ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগৃহ্য—১। অনায়ত্ত, স্বতন্ত্র; বিপক্ষীয়; প্রতিকূল। নঞ্—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। ২। অগৃহজাত, যাহা গৃহে উৎপন্ন হয় নাই এমন; আরণ্য, বন্য। ন গৃহ্য (গৃহ শব্দ+যৎ ভবার্থে), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগেঁয়ান, অগেয়ান—১। নির্বোধ, মূর্খ। বিণ। ২। জ্ঞানহীনতা। <অজ্ঞান। প্রা কপ্র। বি।

অগেয়ানী—জ্ঞানশূন্যা, মূর্খা ('বিদ্যাপতি কহ তুঁহু অগেয়ানী'—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

অগো—হে, ওগো, ও। প্রা বাং। অ।

অগোচর—ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত; পরোক্ষ; জ্ঞানাতীত; অতীন্দ্রিয়; অজ্ঞেয়; অপ্রত্যক্ষ; অজ্ঞাত; অপ্রকাশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—**অগোচরে**।

অগোপন—১। গোপনাভাব, প্রকাশ, জ্ঞান-গোচরতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। প্রকাশিত, জ্ঞানগোচর। ন (নাই) গোপন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। বি, **-তা**। ক্রি-বিণ—**অগোপনে**।

অগোপনীয়—গোপনের অযোগ্য, যাহা গোপন করিতে পারা যায় না এমন, প্রকাশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগোর—১। <অগুরু ('সুবাসিত অঙ্গ আদি অগোর চন্দন'—কবিকঙ্কণ)। বি। ২। মেঘাচ্ছন্ন, মোহিত; অজ্ঞান, অচেতন ("অব তিন ভুবন অগোর"—বিদ্যা)। <অঘোর। প্রা কপ্র। বিণ।

অগৌণ—মুখ্য, প্রধান। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অগৌণী**।

অগৌণে—শীঘ্র, সত্বর, অবিলম্বে। ন (নাই) গৌণ (বিলম্ব) যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অগৌর—১। অগুরু। <অগুরু। বি। ২। অশ্বেত, যাহা ফরসা নহে এরূপ; অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অগৌরী**।

অগৌরব—১। অসম্মান, অমর্যাদা; গৌরবহীনতা; প্রয়োজনশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। অসম্মানিত, মর্যাদাহীন; গুরুত্বশূন্য; লঘু; নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) গৌরব যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নায়ী—১। অগ্নির পত্নী, স্বাহা। অগ্নি+ঐপ্ (পত্নী অর্থে)। ২। ত্রেতাযুগ। বি; স্ত্রী।

অগ্নি—১। আগুন, অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন, কৃশানু, বৈশ্বানর (চরিতাবলী প্রঃ)। [অগ্নি তিনপ্রকার, যথা—ভৌম, দিব্য ও জাঠর। কাষ্ঠাদি পার্থিব দ্রব্যে সমুদ্ভূত অগ্নিকে ভৌমাগ্নি, জল বা বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বজ্র প্রভৃতিকে দিব্যাগ্নি এবং জঠর বা উদরে অবস্থিত অন্নাদি পরিপাককারী অগ্নিকে জাঠরাগ্নি বা জঠরাগ্নি বলে]; হজম করিবার শক্তি, ক্ষুধা। অন্গ্ (ঊর্ধ্বে গমন করা)+নি কর্তৃ; যিনি ঊর্ধ্বদিকে গমন করেন এই অর্থে। ২। [অগ্নিদেবতা এই কোণের অধিপতি বলিয়া] অগ্নিকোণ, পূর্ব ও দক্ষিণদিকের মধ্যবর্তী কোণ। বি; পুং।

অগ্নি-অবতার—মূর্তিমান্ অগ্নি বিঃ; ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখধারী ব্যক্তি, অগ্নিশর্মা। অগ্নির অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [শ্রুতি-কটুত্ব হেতু সন্ধি করা হয় নাই।]

অগ্নিক—ইন্দ্রগোপনামক রক্তবর্ণ কীট বিঃ। বি; পুং।

অগ্নিকণ, -কণা—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফিনকি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

অগ্নিকর—১। অগ্নিকারক; অগ্ন্যুৎপাদক; অগ্নিকর্তা, অগ্নিদাতা; দাহজনক; সন্তাপন। অগ্নি করে যে, উপতৎ; অগ্নি—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**। ২। অগ্নিময়-কিরণবিশিষ্ট সূর্য। অগ্নিময় কর (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। অগ্নিহস্ত (ব্যক্তি), যাহার হাতে আগুন আছে এরূপ। অগ্নি করে (হস্তে) যাহার, বহু। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-করা**।

অগ্নিকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা**—অগ্নির জ্বালক, যে আগুন জ্বালে; মৃতের মুখে অগ্নিদাতা, শাস্ত্রানুসারে যে মৃতের মুখাগ্নি করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

অগ্নিকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—অগ্নিহোত্র প্রঃ কর্ম; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান; আগুন জ্বালানো; অগ্নিযোগে শবসংকার, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া; শবমুখে অগ্নিদান; (বৈদ্যশাস্ত্র) কষ্টিক অথবা তপ্তলৌহাদি দ্বারা দগ্ধ করণ। অগ্নিসম্বন্ধীয় বা অগ্নিশোধন বা অগ্নিসাধ্য কর্ম, মধ্যপদ কর্মধা; বা অগ্নি দ্বারা কর্ম, ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিকলা—ধূম্রার্চিঃ উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবহা কব্যবহা—অগ্নির এই দশপ্রকার অবয়ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিকল্প—অনলতুল্য; অতিশয় উষ্ণ; তেজস্বী; উগ্র; কোপোদ্দীপ্ত; উষ্ণ। অগ্নি+কল্পপ্ ঈষদূন অর্থে। বিণ।

অগ্নিকাণ্ড—গৃহাদির দাহ ; অগ্নির বিস্তার ; গোলাগুলিবর্ষণ ; মহৎ ব্যাপার ; বিষম ঝগড়া, প্রচণ্ড মারামারি কাটাকাটি। অগ্নিকৃত কাণ্ড বা অগ্নিঘটক কাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অগ্নিকারক—১। অনলোৎপাদক ; পরিপাকশক্তিবর্ধক ; মৃতব্যক্তির সংকারকারী। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**। ২। অগ্ন্যুৎপাদক পদার্থ বিঃ, চকমকি, অরণি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নি-কার্পাস—আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহার্য তীব্রশক্তিশালী অতিবিস্ফোরক পদার্থ বিঃ, gun-cotton [কার্পাসতুলা নাইট্রিক্ ও সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়]। অগ্নিগর্ভ কার্পাস, মধ্যপ কর্মধা। বি , স্ত্রী।

অগ্নিকার্য—অগ্নিকর্ম (তাহা দ্রঃ)।

অগ্নিকাষ্ঠ—১। অগুরু চন্দন। অগ্নির (জন্য) কাষ্ঠ, ৬ষ্ঠীতৎ (তাদর্থ্যে)। ২। অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ, অরণি। অগ্নিজনক কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা ৩। ইন্ধন, জ্বালানী কাঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি , স্ত্রী।

অগ্নিকিরণ—১। অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত রশ্মি, অতি তীব্র কর। অগ্নিতুল্য কিরণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। সূর্য। অগ্নিতুল্য কিরণ যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। আগুনের শিখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিকুক্কুট—জ্বলন্ত তৃণগুচ্ছ, আগুনের নুড়া, fire-brand. অগ্নি কুক্কুটসদৃশ, উপমিত। বি ; পুং।

অগ্নিকুণ্ড—অগ্নিরক্ষার স্থান ; হোমকুণ্ড ; আগুন জ্বালিবার গর্ত , অতি উত্তপ্ত স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অগ্নিকুমার—কার্তিকেয় [অগ্নিদেব একদা বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণের পত্নীদিগের রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হন। দক্ষদুহিতা (পরে অগ্নিপত্নী) স্বাহা তাহার মনোবিকার বুঝিতে পারিয়া অরুন্ধতী ভিন্ন অন্য ছয় ঋষিভার্যার রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত ছয় বার সংগম করেন, এবং স্বামীর স্খলিত বীর্য একটি স্বর্ণকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন ; এই স্খলিত বীর্য হইতে কার্তিকেয় উদ্ভূত হন বলিয়া তাঁহার অপর নাম 'অগ্নিকুমার' ; ইহার অপর কাহিনীও আছে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিকুল—রাজপুতকুল বিঃ ; রাজপুত-জাতির পরমার, প্রতিহার, শোলাঙ্কি ও চৌহান—এই চারি শাখা। [পৌরাণিক প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, রাজপুতানার অন্তর্গত অর্বুদ পর্বতে (আবু পাহাড়ে) ঋষিদিগের আশ্রম ছিল। দানবগণ উক্ত ঋষিদিগের প্রতি উপদ্রব করায় তাঁহারা পরিত্রাণের নিমিত্ত পর্বতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ যজ্ঞস্থল হইতে চারিশ্রেণীর ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয়। উঁহারাই অগ্নিকুল রাজপুত নামে বিখ্যাত।] অগ্নিজাত কুল (বংশ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিকোণ—পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যস্থিত কোণ. অগ্নিদেবাধিষ্ঠিত পূর্ব-দক্ষিণ কোণ (এই কোণটি অগ্নিদেব কর্তৃক অধিষ্ঠিত)। অগ্ন্যাধিষ্ঠিত কোণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিক্রিয়া—অগ্নিকর্ম (তাহা দ্রঃ)। অগ্নিসম্পাদ্য ক্রিয়া (মৃতসংকার), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিক্রীড়া—আতসবাজি, আগুন-খেলা, বাজি পোড়ানো। অগ্নিসাধ্য ক্রীড়া, মধ্যপ কর্মধা। বি , স্ত্রী।

অগ্নিগর্জন—অনলের শব্দ আগুন জ্বলিবার সময় হুহু শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিগর্ভ—১। অগ্নিজারবৃক্ষ ; সূর্যকান্তমণি ; আতশীকাচ ; অরণি। বি ; পুং। ২। মধ্যে অগ্নিবিশিষ্ট, যাহার মধ্যে আগুন আছে এরূপ। অগ্নি গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিগর্ভা—১। শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ [কথিত আছে, এই বৃক্ষের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত ছিলেন] , মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার ভিতরে অগ্নি আছে এরূপ। অগ্নি গর্ভে যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অগ্নিগৃহ—অগ্নিশালা , সাগ্নিকদিগের অগ্নিপূজার গৃহ ; যজ্ঞশালা ; হোমের ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিচয়ন—১। অগ্ন্যাধ্যান, অগ্নির আহরণপূর্বক স্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। মন্ত্র বিঃ ; কাষ্ঠ। অগ্নি—চি+অনট্ করণ। বি ; পুং।

অগ্নিচিৎ—১। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, অগ্নিহোত্রী। বি , পুং। ২। মন্ত্রপূর্বক অগ্নি স্থাপনকরতঃ নিত্য হোমকারী। অগ্নিকে চয়ন (অর্থাৎ আহরণপূর্বক স্থাপন) করিয়াছেন যিনি, উপতৎ ; অগ্নি - চি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। বহ্নিস্থাপন, অগ্ন্যাধান। অগ্নি—চি+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিচিত্যা—বহ্নিস্থাপন, অগ্নির আহরণপূর্বক স্থাপন। অগ্নির চিত্যা (চয়ন), ৬ষ্ঠীতৎ [চিত্যা=চি+ক্যপ্ ভাব+স্ত্রী আপ্]। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিচূড়—কুক্কুট, মোরগ। অগ্নিবর্ণ চূড়া যাহার, বহু। বি ; পুং।

অগ্নিচূর্ণ, -চূর্ণক—অঙ্গার গন্ধকাদি সংযোগে প্রস্তুত দাহ্য চূর্ণ, বারুদ, gun-powder. অগ্নিকারক চূর্ণ, চূর্ণক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিজ—১। অগ্নিজার বৃক্ষ ; কার্তিকেয়। বি ; পুং। ২। কাঞ্চন, স্বর্ণ (মহাভারতমতে অনলসম্ভব)। বি ; স্ত্রী। ৩। অগ্নি হইতে উৎপন্ন, বহ্নিজাত। অগ্নি হইতে জন্মিয়াছে যে, উপতৎ ; অগ্নি—জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

অগ্নিজনক—অগ্নির উৎপাদক ; হজমশক্তিবর্ধক, পাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অগ্নিজন্মা (-জন্মন্)—কার্তিকেয়। অগ্নি হইতে জন্ম যাহার, বহু। বি , পু।

অগ্নিজাত—১। অগ্নি হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। (পুরাণ) কার্তিকেয় ; (বৈদ্যক) অগ্নিজার নামক ঔষধীয় বৃক্ষ। ৫মীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিজার, -জাল—অগ্নিজ বৃক্ষ। অগ্নি জারিত করে যাহা, উপতৎ ; অগ্নি—জৄ+ণিচ্ স্বার্থে+অন্ কর্তৃ ; ২য় পক্ষে র-স্থানে ল। বি ; পু।

অগ্নিজিহ্ব—১। অগ্নিবৎ জিহ্বাবিশিষ্ট। অগ্নির জিহ্বার ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ। ২। দেবতা [দেবতারা অগ্নিরূপ জিহ্বা দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন] ; বিষ্ণু [ইনি বরাহমূর্তি পরিগ্রহ সময়ে অগ্নিজিহ্ব হইয়াছিলেন]। অগ্নি জিহ্বা যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অগ্নিজিহ্বা—১। অগ্নিবৎজিহ্বাবিশিষ্টা। অগ্নিজিহ্ব (১)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বহ্নির সপ্ত শিখা [ইহাদের নাম—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা ; মতান্তরে করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগ ও সুবর্ণা]। ৩। লাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়ার গাছ। অগ্নির জিহ্বার ন্যায় জিহ্বা (পত্র) যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিজ্বালা—১। অগ্নিশিখা, আগুনের তেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জলপিপ্পলী ; ধাতকীবৃক্ষ, ধাই গাছ [এই বৃক্ষের পুষ্প অগ্নিজ্বালা সদৃশ লোহিতবর্ণ]। অগ্নির জ্বালার ন্যায় জ্বালা যাহার, বহু+আপ্। বি , স্ত্রী।

অগ্নিতপ্ত—১। অনলোত্তপ্ত, যাহা আগুনে গরম করা হইয়াছে এরূপ। ৩য়াতৎ। ২। অনলবৎ উষ্ণ, আগুনের মত গরম। অগ্নিসদৃশ তপ্ত, মধ্যপ কর্মধা। বিণ।

অগ্নিতরঙ্গ—আগুনের ঢেউ, ঢেউয়ের আকারে প্রজ্বলিত অগ্নি , রোদের বা আগুনের হলকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিতাপ—অনলের উষ্ণতা, আগুনের গরম, আগুনের হলকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-তপ্ত**।

অগ্নিতুল্য—বহ্নিসদৃশ, আগুনের মত ; অতিশয় উত্তপ্ত ; অতিশয় ক্রোধী ; অতিশয় তেজস্বী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অগ্নিতুলা—বিস্ফোরণকারী তুলা, gun-

cotton ['অগ্নিকার্পাস' দ্রঃ]। অগ্ন্যুৎপাদিকা তুলা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই ত্রিবিধ অগ্নি [গৃহপতি বা গৃহস্বামীর সমর্পিত অগ্নিকে গার্হপত্য, গার্হপত্য হইতে উদ্ধারপূর্বক সংস্কৃত অগ্নিকে আহবনীয় এবং দক্ষিণদিকের অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নি বলে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নিত্রেতা—অগ্নিত্রয় (তাহা দ্রঃ)। ত্রি অর্থাৎ তিনকে ইতা (প্রাপ্তা), ২য়াতৎ= ত্রেতা ; অগ্নির ত্রেতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিদ—১। গৃহাদিতে অনলসংযোগকারী শত্রু, যে ঘরে আগুন দেয়। বি ; পুং। ২। অগ্নিদাতা, মৃতের অগ্নিসৎকারে অধিকারী ; শবদাহক ; গৃহাদিদাহক। অগ্নি দান করে যে, উপতৎ ; অগ্নি—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অগ্নিদগ্ধ—১। যে বা যাহা আগুনে পুড়িয়াছে এরূপ ; শাস্ত্রবিধানানুসারে অগ্নিদ্বারা সংস্কৃত ; জ্বলিত, আগুন পোড়া ; সন্তপ্ত। বিণ। ২। পিতৃলোক। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর—আগ্নেয় বা অগ্নির ক্রিয়াবশে উৎপন্ন প্রস্তর, আগ্নেয় শিলা, igneous rock. [ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে প্রস্তর সকল আগ্নেয় শিলা (igneous rock) ও পাললিক শিলা (sedimentary rock)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তরল পদার্থ তাপ হারাইয়া জমাট বাঁধিবার ফলে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হইয়াছে]। অগ্নিদগ্ধ যে প্রস্তর, কর্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিদমনা, -দমনী—বৃক্ষ বিঃ, গণিকারী বৃক্ষ। অগ্নির দমন হয় যাহা হইতে, বহু+আপ্ ও ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিদাতা (-দাতৃ)—মৃতের দাহনকারী ; মৃত-সৎকারকালে মৃতের মুখে অগ্নিসংযোগকারী ; গৃহাদিতে অগ্নিদানকারী ; যে আগুন লাগায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অগ্নিদান—আগুন দেওয়া, আগুন লাগান ; দাহকরণ ; মৃতের মুখাগ্নিকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নিদাহ—আগুনে পুড়িয়া যাওয়া, ভস্মীভূত হওয়া, আগুন লাগা। ৩য়াতৎ, ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিদাহ্য—যাহা আগুনে পুড়িয়া যায় এরূপ, combustible. ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিদীপক—অগ্নিজ্বালক, অগ্নির উত্তেজক; উদরের পাচকাগ্নিবর্ধক, পরিপাকশক্তির বর্ধক, ক্ষুধাবর্ধক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দীপিকা**।

অগ্নিদীপন—১। অগ্নি-প্রজ্বলন ; জঠরাগ্নির পরিবর্ধন, ক্ষুধাবর্ধন। বি ; ক্লী। ২। 'অগ্নিদীপক' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অগ্নিদীপ্ত—অগ্নিসংযোগে উজ্জ্বল, জ্বলন্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিদূত—যজ্ঞ। অগ্নি দূত যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

অগ্নিদেব—১। অনলদেব, দেবরূপী অগ্নি। অগ্নিই দেব, কর্মধা। বি ; পুং। ২। অগ্নির উপাসক। অগ্নি দেব যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিদেবতা—১। অনলদেব, দেবরূপী অগ্নি। অগ্নিই দেবতা, কর্মধা। ২। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নি দেবতা যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিদেবা—১। অগ্নিপূজিকা, অগ্নির উপাসিকা। অগ্নিদেব (২)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কৃত্তিকানক্ষত্র। অগ্নি দেব (অধিদেবতা) যাহার, বহু+আপ্। [জ্যোতিষমতে অশ্বিনী প্রঃ সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের এক একটি করিয়া অধিদেবতা আছেন ; ইঁহাদের মধ্যে কৃত্তিকানক্ষত্রের অধিদেবতা অগ্নি।] বি ; স্ত্রী।

অগ্নিদৈবত্য—অগ্নিদেবের আধিপত্য ; অগ্নিকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া স্বীকার। অগ্নির দৈবত্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নিদ্রবার্হ—অগ্নিতাপে গলিয়া যাইবার উপযুক্ত, যাহা আগুনের তাপে গলিয়া যায় এরূপ। অগ্নি দ্বারা দ্রবার্হ (দ্রব—অর্হ্+অচ্ কর্তৃ), ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিধমন—যোড়ানিম। বি।

অগ্নিনাশ—অগ্নির নির্বাপন ; পরিপাকশক্তির বিনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিনির্যা(র্য্যা)স—১। অগ্নিজারবৃক্ষ। অগ্নির (জঠরানলের) মত নির্যাস যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। স্বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নিপক্ব—যাহা আগুনে পাক করা (রাঁধা) হইয়াছে এরূপ, আগুনে পোড়া বা সিদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিপরিশুদ্ধ—আগুনে পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইয়াছে এমন ; অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিপরিশুদ্ধি—আগুনে পোড়াইয়া খাদ বাহির করা ; অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত করা। ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিপরীক্ষা—কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অগ্নিমধ্যে স্থাপন করিয়া বা অন্য প্রকারে অগ্নিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার শুদ্ধাশুদ্ধি স্থিরীকরণ ; আগুনে স্বর্ণাদি বস্তুর পরখ ; দারুণ বিপদ্ বা প্রলোভনের মধ্যে কোন ব্যক্তির ধৈর্যাদি পরীক্ষা ; কঠোর পরীক্ষা [পুরাকালে রমণীর চরিত্রস্খলন-সন্দেহে তাহাকে অগ্নিসাহায্যে পরীক্ষা করা হইত ; যেমন সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল]। অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা, ৩য়াতৎ ; বা অগ্নিসহকৃতা পরীক্ষা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিপুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম [ইহাতে বক্তা অগ্নি, শ্রোতা বশিষ্ঠ ; ঈশানকল্পের বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ; ইহার শ্লোকসংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ হাজার]। অগ্নিকথিত পুরাণ, মধ্যপ-কর্মধা। বি ; ক্লী।

অগ্নিপূজা—অনলকে দেবতারূপে পূজা করা, অগ্নির অর্চনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিপ্রদ—অগ্নিদানকারী। ['অগ্নিদ' দ্রঃ।] অগ্নি প্রদান করে যে, উপতৎ ; অগ্নি—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অগ্নিপ্রদান—অগ্নিদান (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নিপ্রবেশ—আগুনে প্রবেশ করা ; মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া সতী রমণীর দেহত্যাগ, সহমরণ। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিপ্রভ—অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট ; অগ্নিবর্ণ। অগ্নির প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিপ্রভা—১। অগ্নির উজ্জ্বলতা ; আগুনের তেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্টা, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলা। অগ্নিপ্রভ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অগ্নিপ্রয়োগ—অগ্নিদান, আগুন লাগানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিপ্রবর্জন—যজ্ঞ বা হোম বর্জন ; অগ্নিসাধ্য কর্মপরিত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নিপ্রস্তর—যে পাথর ঠুকিয়া বা ঘষিয়া আগুন জ্বালানো হয়, চকমকি পাথর, flint. অগ্নিজনক প্রস্তর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অগ্নিফলা—লতাফটকী। অগ্নিজনক ফল যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিবৎ—আগুনের মত, অগ্নির মত উজ্জ্বল, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। অগ্নি+বৎ তুল্যার্থে। বিণ।

অগ্নিবর্ণ—১। অগ্নিবৎবর্ণবিশিষ্ট ; অত্যন্ত উত্তপ্ত ; লোহিতবর্ণ, রক্তবর্ণ। অগ্নির বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। অগ্নির প্রভা, আগুনের রং। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। সূর্যবংশীয় রাজা বিঃ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং।

অগ্নিবর্ধ(র্দ্ধ)ক—অগ্নির উত্তেজক, অনলের উদ্দীপক ; পরিপাকশক্তিবর্ধক, অত্যন্ত পাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ধিকা**।

অগ্নিবর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। অগ্ন্যুদ্দীপক ; পরিপাচক। অগ্নির বর্ধন হয় যদ্দ্বারা, বহু ; অথবা অগ্নির বর্ধন (বৃদ্ধিকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ধনী, -বর্ধনা**। ২। অগ্নির উদ্দীপন ; পরিপাকশক্তিবর্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নিবল্লভ—১। অগ্নিপ্রিয়, আগুনের প্রিয় বা সখা। বিণ। ২। বায়ু ; সরল বৃক্ষ,

শাল, শাহ; ধুনা। অগ্নির মনুজ (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিবাণ—পুরাণোক্ত আগ্নেয় অস্ত্র, অনল-বর্ষক শর; কামান, বন্দুক। অগ্নিবর্ষী বাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অগ্নিবাহ, -বাহন—অজ, ছাগ [ছাগ অগ্নির বাহন বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে]; ধুম। অগ্নিকে বহন করে যে, উপতৎ; অগ্নি—বহ্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ; অগ্নির বাহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অগ্নিবাহু—১। ধুম। অগ্নির বাহু (অর্থাৎ বাহুস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রাজপুত্র বিঃ [রাজা প্রিয়ব্রত ও কাম্যার পুত্র]। বি; পুং।

অগ্নিবিৎ (-বিদ্)—অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, অগ্নিসংস্কারজ্ঞ, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিকে বিদিত হন যিনি, উপতৎ; অগ্নি—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অগ্নিবিসর্প—চর্মপ্রদাহ; চর্মপ্রদাহযুক্ত জ্বর, erysipelas. অগ্নিসদৃশ বিসর্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অগ্নিবীজ—অগ্নির বীজমন্ত্র "রং"; স্বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিবীর্য(র্য্য)—অনলের প্রভাব, আগুনের তেজ; স্বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী বা পুং।

অগ্নিবৃদ্ধি—পরিপাক শক্তির আধিক্য, হজমের ক্ষমতা বাড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিবৃষ্টি—অনলবর্ষণ; আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় আকাশ হইতে জ্বলন্ত দ্রব্যাদির পতন (শাস্ত্রমতে আকাশ হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার, ভস্ম প্রঃ বর্ষিত হইলে প্রলয়ের সূচনা হইবে); সূর্যোত্তাপের অতিশয় আধিক্য, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম; গোলাগুলির বর্ষণ বা নিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিবেশ—১। আত্রেয় মুনির শিষ্য আয়ুর্বেদতন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বিঃ। অগ্নির ন্যায় (রক্তবর্ণ) বেশ যাঁহার, বহু। ২। অগ্নির আকার। অগ্নির বেশ, ৬ষ্ঠীতৎ বা অগ্নিসদৃশ বেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অগ্নিবেশ্ম (-বেশ্মন্)—অগ্নিগৃহ, হোমাগার, হোম করিবার ঘর। অগ্নির বেশ্ম (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিবেশ্য—ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী মুনি বিঃ, দ্রোণাচার্যের গুরু। অগ্নিবেশ (২)+যৎ অর্হার্থে। বি; পুং।

অগ্নিভ—১। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নিরক্ষিত ভ (নক্ষত্র), মধ্যপ কর্মধা। ('অগ্নিদেবা' (২) দ্রঃ)। বি; ক্লী। ২। অগ্নিবর্ণ। বিণ। ৩। কাঞ্চন, স্বর্ণ। অগ্নিতুল্য ভা (দীপ্তি) যাহার বহু। বি; ক্লী।

অগ্নিভূ—১। কার্তিকেয়, ষড়ানন [তারকা-সুরবধকালে দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, তিনি দেবসেনাপতির যোগ্য অমিত-বীর্য-পুত্রোৎপাদনের মানসে দেবী ভগবতীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেবী তাঁহার সেই অমিত তেজঃ ধারণ করিতে অশক্তা দেখিয়া শেষে তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, এবং তাহা হইতে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। এই বিষয়ে মতান্তরও আছে,—'অগ্নিকুমার' শব্দ দ্রঃ]। বি; পুং। ২। জল [জল অগ্নিজাত]। বি; ক্লী। ৩। অগ্ন্যুৎপন্ন। অগ্নি হইতে ভূত (জাত) হয় যাহা, উপতৎ; অগ্নি—ভূ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্নিভূতি—১। বৌদ্ধ বিঃ; জৈনদিগের শেষ আচার্য। অগ্নি ভূতি (ঐশ্বর্য) যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। অগ্নির প্রভাব, আগুনের তেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ৩। অগ্ন্যুৎপন্ন, বহ্নিজাত। অগ্নি হইতে ভূতি (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিমণি—সূর্যকান্ত মণি; আতশীকাচ। অগ্ন্যুদ্দীপক বা অগ্নিজনক মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অগ্নিমথন—গণিকারিকা বৃক্ষ, গণিয়ারি গাছ; অগ্নিমন্থন মন্ত্র। অগ্নি (অগ্নির জন্ম)—মন্থ্+অনট্ কর্ম। বি; পুং।

অগ্নিমন্ত্র—তেজোযুক্ত মন্ত্র বা নীতি; মৃত্যু-পণ সংকল্প; তেজস্বিতার উদ্দীপক বাণী; সশস্ত্র বিপ্লবের নীতি, সন্ত্রাসবাদ। অগ্নিসদৃশ মন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। **অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত**—মৃত্যুপণ করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিতে আস্থাবান্।

অগ্নিমন্থ—গণিকারিকা বৃক্ষ, গণিয়ারি গাছ; শমীবৃক্ষ; অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ, অরণি। অগ্নি (অগ্নির জন্ম)—মন্থ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

অগ্নিমন্দা—পরিপাকশক্তির হ্রাস, ক্ষুধার অভাব। অগ্নির মন্দা (<মান্দ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অগ্নিময়—অগ্নিপূর্ণ, অগ্নিব্যাপ্ত; প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত; তেজপূর্ণ। অগ্নি+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

অগ্নিমান্ (-মৎ)—বহ্নিযুক্ত, অনলবিশিষ্ট; তেজোময়, প্রজ্বলিত; প্রচণ্ড। অগ্নি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

অগ্নিমান্দ্য—পরিপাকশক্তির লাঘব, অজীর্ণ রোগ; ক্ষুধার অল্পতা। অগ্নির মান্দ্য (হ্রাস, লাঘব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিমারুতি—(জ্যোতিষ) অগস্ত্য নক্ষত্র, অগস্ত্য ঋষি [সূর্য সিংহরাশির শেষভাগে গমন করিলে উষাকালে অগস্ত্য নক্ষত্র উদিত হয়; অধিকন্তু বৈদিক যুগে কুম্ভরাশির অন্তর্গত শতভিষা নক্ষত্রের উদয় দ্বারা যে রাত্রির আরম্ভ হইত, তাহার শেষভাগে অগস্ত্যোদয় হইত; এই কারণে উহা 'কুম্ভ-সম্ভব'। জ্যোতিষমতে সিংহ অগ্নিরাশি এবং কুম্ভ বায়ুরাশি। সুতরাং অগস্ত্য কুম্ভ-সম্ভব হইলে উহা মারুতি (মরুৎ অর্থাৎ বায়ু হইতে উৎপন্ন), পক্ষান্তরে সূর্যের সিংহরাশিতে অবস্থানকালে উহার উদয় হওয়ায় উহা অগ্নিসম্ভবও বটে। এই কারণে উহা 'অগ্নি-মারুতি']। অগ্নি ও মরুৎ, দ্বন্দ্ব; অগ্নিমরুৎ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

অগ্নিমিত্র—১। অগ্নির বন্ধু, বায়ু [কারণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই বায়ু বহিতে আরম্ভ করে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। প্রাচীন নরপতি বিঃ। বি; পুং।

অগ্নিমুখ—১। দেবতা [দেবগণ স্ব স্ব প্রাপ্য যজ্ঞভাগ অগ্ন্যাহুত হব্যাদি অগ্নিরূপ মুখ দ্বারাই গ্রহণ করিয়া থাকেন]। অগ্নি হইয়াছেন মুখ যাঁহাদের, বহু। ২। ব্রাহ্মণ [পুরাকালে ব্রাহ্মণগণের মুখের অভিশাপসূচক বাক্য অগ্নির ন্যায় দাহক বা ক্ষতিকারক হইত]। অগ্নি মুখে যাঁহাদের, বহু। ৩। চিত্রকবৃক্ষ বা চিতা গাছ; ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ; কুঙ্কুম বৃক্ষ; কুসুম্ভ বৃক্ষ, কুসুম গাছ। বি; পুং। ৪। রক্তবর্ণ-মুখবিশিষ্ট। অগ্নিবর্ণ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী। ৫। আগ্নেয়গিরির শিখরদেশ। আগ্নেয় পর্বতের শিখরদেশস্থ ছিদ্র, crater. অগ্ন্যুদ্-গারী মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্নিমুখী—ভেলা গাছ; বিষলাঙ্গলিয়ার গাছ; কাঁচড়া; গুড়ূচী; গায়ত্রীমন্ত্র। অগ্নি-তুল্য মুখ (অগ্রভাগ) যাহার, বহু+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্নিমূর্তি(র্ত্তি)—১। অগ্নির আকৃতি; অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা; অগ্নিসদৃশ উগ্র মূর্তি বা চেহারা; ক্রোধান্বিত স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নির ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন; অতিক্রুদ্ধভাবযুক্ত; অতিশয় ক্রুদ্ধ। অগ্নির ন্যায় মূর্তি যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিমূল্য—১। খুব চড়া দামের জন্য যাহা কেনা যায় না এমন, অতি মহার্ঘ, অতি দুর্মূল্য, অত্যন্ত আক্রা। অগ্নিবৎ (অর্থাৎ স্পর্শ করিতে ক্লেশকর) মূল্য যাহার, বহু। বিণ। ২। অত্যুচ্চ মূল্য, ভয়ানক চড়া দাম। অগ্নিতুল্য মূল্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্নিযন্ত্র—আগ্নেয় অস্ত্র, কামান, বন্দুক। অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্নিযুগ—বিপ্লবময় যুগ, বিপ্লবের সময়; ভারতে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের যুগ (১৯০৫-১৯২০ খ্রীঃ)। অগ্নিসদৃশ যুগ (কাল), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্নিরক্ষণ—১। আগুন জ্বালিয়া রাখা; অগ্ন্যাধান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অগ্নিহোত্রগৃহ। অগ্নির রক্ষণ হয় যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

অগ্নিরজাঃ (-রজস্), (> -রজা)—ইন্দ্রগোপ-নামক কীট ; অগ্নিবীর্য, স্বর্ণ। অগ্নির ন্যায় রজঃ (দীপ্তি) যাহার, বহু। বি ; পুং

অগ্নিরহস্য—অগ্নিসংহিতা ; অগ্নিসংক্রান্ত মন্ত্রাদি ; অগ্নিপ্রদর্শনকারিণী ভোজবিদ্যা, রহস্যময় অগ্নিক্রীড়া। অগ্নির রহস্য (গূঢ় মন্ত্রাদি) আছে যাহাতে, বহু ; অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিরহিত—অগ্নিশূন্য, নিরগ্নিক, অনলহীন ; ক্ষুধাবর্জিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অগ্নিরাহিত্য—অগ্নিশূন্যতা, অগ্নির অভাব ; ক্ষুধাহীনতা ; পরিপাকশক্তির অভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিরেতঃ (-রেতস্), (> -রেত)—বহ্নি-বীর্য ; কাঞ্চন, স্বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা অগ্নির রেতঃ (শক্তি) আছে যাহাতে, বহু ; [অগ্নিকুমারের জন্মকালে অগ্নিবীর্য কাঞ্চনপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।—'অগ্নিকুমার' দ্রঃ।] বি ; স্ত্রী।

অগ্নিলোক—সুমেরু পর্বতের অধোভাগস্থিত স্থান বিঃ [এই স্থানের লোকেরা পূর্বে অগ্নির উপাসনা করিত, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কাশীখণ্ডের মতে অগ্নিলোক ইন্দ্রপুরীর দক্ষিণে অবস্থিত। পুরাণমতে ইহা অন্তরীক্ষপ্রদেশে অবস্থিত]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিশরণ—১। অগ্নিগৃহ, হোমশালা, অগ্ন্যাগার। অগ্নির শরণ (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অগ্ন্যাশ্রিত (ব্রাহ্মণ)। অগ্নি শরণ (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিশর্ম (-র্ম্ম)—'অগ্নিশর্মা' (১)-স্থলে রবীন্দ্র প্রয়োগ। (তাহা দ্রঃ)।

অগ্নিশর্মা (-শর্মন্), **-শর্ম্মা**—১। অতি কোপন-স্বভাব, মহাক্রোধী। অগ্নিসদৃশ (উগ্রস্বভাব) শর্মা (অর্থাৎ ব্যক্তি), মধ্যপ কর্মধা। বিণ। ২। ঋষি বিঃ। অগ্নি হইতে শর্ম (সুখ, কল্যাণ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অগ্নিশিখ—১। কুসুম্ভপুষ্প ; কুঙ্কুম ; দীপ, বাণ। বি ; পুং। ২। অগ্নিতুল্য রক্তবর্ণ অগ্রভাগযুক্ত। অগ্নির শিখার ন্যায় শিখা (রক্তবর্ণ কেশর বা অগ্রভাগ) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিশিখা—১। আগুনের শীষ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। লাঙ্গলিকানামক ঔষধবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়ার গাছ। অগ্নির ন্যায় শিখা (দীপ্তি) যাহার, বহু। ৩। ঝুঁঝাভা শাক ; ওল গাছ ; বিশল্যা, বিশল্যকরণীর গাছ। অগ্নির শিখা (অর্থাৎ শিখাতুল্যা), ৬ষ্ঠীতৎ [অগ্নির শিখা যেরূপ দাহকত্ববিশিষ্ট, ইহাও সেইরূপ অতি তীক্ষত্বযুক্ত এই অর্থে]। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিশুদ্ধ—অগ্নির দ্বারা বা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পরিশোধিত, অগ্নিসংযোগে নির্মলীকৃত। ৩য়াতৎ। বিণ। বি, **-শুদ্ধি**।

অগ্নিশেখর—১। মহাদেব, শিব। অগ্নি শেখরে (শিরে) যাঁহার, বহু। ২। কুঙ্কুমবৃক্ষ ; কুসুম্ভবৃক্ষ ; নটেশাক। অগ্নিতুল্য শেখর (অগ্রভাগ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অগ্নিষ্টুৎ—দেবজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠেয় বসন্তকালীন পঞ্চদিনব্যাপী যজ্ঞ বিঃ [এই যজ্ঞসাধনে ষোড়শসংখ্যক ঋত্বিক্ আবশ্যক ; অগ্নিই ইহাতে প্রধান উপাস্য, এবং সোমরস ইহাতে পানীয় ; এই যাগ সর্বপ্রথম প্রজাপতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল]। অগ্নির স্তব করা হয় ইহাতে এই অর্থে, অগ্নি—স্তু (স্তব করা)+ক্বিপ্ অধি। বি ; পুং।

অগ্নিষ্টোম—১। যজ্ঞ বিঃ, ইহার অন্য নাম অগ্নিষ্টুৎ (পূর্বে দ্রঃ)। অগ্নির স্তোম (স্তুতি) আছে যাহাতে, বহু। ২। মনু চাক্ষুষ ও নকুলের পুত্র ; ঋষি বিঃ। অগ্নির স্তোম আছে যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অগ্নিষ্ঠ—কটাহ, কড়া। অগ্নিতে স্থিতি করে যাহা, উপতৎ ; অগ্নি—স্থা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

অগ্নিষ্বাত্ত, -ষ্বাত্ত—বেদোল্লিখিত সপ্ত পিতৃগণের অন্যতম [ইঁহারা মরীচিসন্তান, চন্দ্রলোক ইঁহাদের বাসস্থান। পিতৃতর্পণকালে "অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরঃ তৃপ্যন্তাম্ ; এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।"—এই বলিয়া ইঁহাদের তর্পণ করিতে হয়]। অগ্নি হইতে স্ব (আপন আপন প্রাপ্য অংশ) অথবা সু (সুষ্ঠুভাবে) আত্ত (গৃহীত) হয় যৎকর্তৃক, বহু (বিকল্পে ষত্ব)। [পিতৃপুরুষোদ্দিষ্ট অগ্ন্যাহুত দান ইঁহারা গ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহাদের নাম "অগ্নিষ্বাত্ত" হইয়াছে।] বি ; পুং। সংস্কৃতে ইহা নিত্যবহুবচনান্ত শব্দ।

অগ্নিসংযোগ—আগুন লাগানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিসংস্কার—১। অগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধিসম্পাদন ; শাস্ত্রনির্দেশানুযায়ী দাহাদি কার্য। অগ্নির সাহায্যে সংস্কার (শোধন), মধ্যপ কর্মধা ; বা অগ্নি দ্বারা সংস্কার, ৩য়াতৎ। ২। মন্ত্রপাঠাদি সহকারে অগ্নির বিশুদ্ধিসম্পাদন, অগ্নির যজ্ঞিয়ত্বসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিসখ, -সখা (-সখি)—পবন, বাতাস, বায়ু। [আগুন জ্বলিবার সময়ে বাতাস তাহাকে সাহায্য করে, অর্থাৎ বায়ুস্থ অম্লজান ব্যতিরেকে আগুন জ্বলে না, এজন্য বায়ুর নাম অগ্নিসখ হইয়াছে।] অগ্নির সখা (সখি শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ। অগ্নিসখি+টচ্=অগ্নিসখ ; অগ্নি সখা যাহার, বহু [বহুব্রীহি সমাস বলিয়া টচ্ প্রত্যয় হয় নাই]। বি ; পুং।

অগ্নিসৎকার—শবদাহকরণ। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিসদন—অগ্নিগৃহ, অগ্ন্যাগার। অগ্নির সদন (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিসন্দীপন—১। অগ্নির উদ্দীপন ; পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। পরিপাচক ঔষধ বিঃ। সন্দীপিত করে যে, সন্দীপন (সম্—দীপ্+ণিচ্+অন) ; অগ্নির সন্দীপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

অগ্নিসম্ভব—১। আগুন হইতে উৎপন্ন, অগ্নি হইতে জাত। অগ্নি হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ। ২। আরণ্য কুসুম্ভ বৃক্ষ, বনজাত কুসুম ফুলের গাছ। অগ্নি (অগ্নির ন্যায়)—সম্—ভূ+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অগ্নিসহ—যাহা আগুনে পোড়ে না এমন, অদাহ্য, fire-proof. অগ্নির সহ (সহনকারী, —সহ্+অচ্ কর্তৃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অগ্নিসহায়—বায়ু ; বনকপোত, ঘুঘুপাখি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিসাক্ষী (-ক্ষিন্), **অগ্নিসাক্ষিক**—অগ্নির সম্মুখে কৃত (শপথ, কর্ম ইঃ)। অগ্নি সাক্ষী যাহাতে, বহু, বিকল্পে সমাসান্ত ক। বিণ।

অগ্নিসাৎ—বহ্নিসাৎ, বহ্নিতে পরিণত, সমস্ত পুড়িয়া অগ্নিময় হইয়া যাওয়া। অগ্নি+সাতিচ্। অ।

অগ্নিসার—রসাঞ্জন। অগ্নির ন্যায় সার (তীক্ষবীর্য) যাহার, অথবা অগ্নিতেও সার (অদাহ্য) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিসেবন—অগ্নির উত্তাপগ্রহণ, বহ্নিসেবা, অগ্নির উত্তাপ উপভোগ, আগুন পোহানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিস্তম্ভ—১। মন্ত্রৌষধিপ্রয়োগে অগ্নির দাহিকা-শক্তির নিরোধ। অগ্নির স্তম্ভ (নিরোধ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্তম্ভাকার অনল, থামসদৃশ আগুন। অগ্নির স্তম্ভ (থাম), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্নিস্তম্ভন—মন্ত্রাদি দ্বারা অগ্নির দাহিকা-শক্তির নিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—বহ্নিকণা, আগুনের ফিনকি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অগ্নিস্বাত্ত—'অগ্নিষ্বাত্ত' দ্রঃ।

অগ্নিহোত্র—১। সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রতিদিন করণীয় হোমকার্য [ইহা যাবসাধ্য ও যাবজ্জীবনসাধ্য" ভেদে দ্বিবিধ ; এই শেষোক্ত হোমের অগ্নি দ্বারা হোমানুষ্ঠাতার মৃতদেহসংস্কার হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রীকে দারপরিগ্রহান্তে শরৎ, বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে অগ্নিস্থাপনপূর্বক প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই হোম-যাগ করিতে হইত ; ইহার অগ্নি তৎকর্তৃক চিরজীবন অনির্বাপিতভাবে রক্ষিতও হইত]। অগ্নির হোত্র (হোম) যাহাতে, বহু। ২। ঘৃত। অগ্নি—হু+ত্র করণ। বি ; স্ত্রী।

অগ্নিহোত্রী (-হোত্রিন্)—প্রত্যহ হোমানুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিহোত্র +ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

অগ্নীৎ (অগ্নীধ্), **অগ্নীধ্র**—অগ্নিরক্ষাকারী ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ ; জম্বুদ্বীপপতি রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠপুত্র। অগ্নিকে দীপ্ত করেন যিনি, উপতৎ ; অগ্নি—ইন্ধ্ (দীপ্ত করা)+ ক্বিপ্, রক্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অগ্নীধ্রা—অগ্নিকর্ম, ঘৃতাদি হব্যযোগে যজ্ঞাগ্নির প্রজ্বলন। অগ্নি—ইন্ধ্ (দীপ্ত করা) +রন্ ভাবে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্নীন্ধন—১। অগ্নিপ্রজ্বলন, আগুন জ্বালা ; ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিপ্রজ্বলন। অগ্নির ইন্ধন (প্রদীপন ; ইন্ধ্+অনট্ ভাব), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সমিৎ, অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ-তৃণাদি, জ্বালানী কাঠ ; দগ্ধ কাষ্ঠ। অগ্নির ইন্ধন (প্রদীপক ; ইন্ধ্+অন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্নীয়—আগ্নেয়, অনল-সম্বন্ধীয় ; আগুনের কাছাকাছি। অগ্নি+ঈয় তৎসম্বন্ধার্থে। বিণ।

অগ্নীষোম—একত্র হবির্ভোজনকারী অগ্নি ও চন্দ্র ; (লক্ষণা) অগ্নীষোমীয় যজ্ঞ বিঃ। অগ্নি ও সোম, দ্বন্দ্ব (দীর্ঘ ও ষৎ আদেশ)। বি ; পুং।

অগ্ন্যগার, **অগ্ন্যাগার**—অগ্নিহোত্রীর অগ্নিরক্ষাগৃহ, সাগ্নিকের হোমগৃহ, আগুন রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ ; বারুদখানা ; কারখানায় আগুন জ্বালাইবার ঘর। অগ্নির অগার, আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্ন্যবতার—মূর্তিমান্ অগ্নিসদৃশ, অতি কোপনস্বভাব, ক্রুদ্ধ-প্রকৃতিক। অগ্নির অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

অগ্ন্যভাব—আগুন না থাকা ; আগুনের অভাব ; মন্দাগ্নি, অগ্নিমান্দ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্ন্যস্ত্র—আগ্নেয়াস্ত্র, কামান বন্দুক ইঃ। অগ্নিময় বা অগ্নিচালিত বা অগ্ন্যুৎপাদক বা অগ্নিবর্ষক অস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অগ্ন্যাত্মক—অতি কোপনস্বভাব, কর্কশস্বভাববিশিষ্ট। অগ্নি আত্মা যাহার, বহু+ক-আগম। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

অগ্ন্যাধান—বেদমন্ত্র দ্বারা বেদবিহিত অগ্নিস্থাপন, অগ্নিরক্ষা, অগ্নিহোত্র ; অগ্নিরক্ষার স্থান বা পাত্র। অগ্নির আধান (স্থাপন বা স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্ন্যালয়—'অগ্ন্যাগার' (সকল অর্থে)। অগ্নির আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্ন্যাশয়—(শারীর-বিদ্যা) পরিপাকযন্ত্র বিঃ, pancreas. অগ্নির আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্ন্যাহিত—অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নি আহিত (স্থাপিত) যৎকর্তৃক, বহু ; [বিকল্পে 'আহিতাগ্নি' পদও হয়]। বি ; পুং।

অগ্ন্যুৎপাত—আগ্নেয়গিরি হইতে জ্বলন্ত বস্তু ও গলিত ধাতু-প্রস্তরাদির নির্গম ; আকাশ হইতে অগ্নির পতন-জনিত অশুভসূচক উপদ্রব ; ধূমকেতু, উল্কা ও বজ্রের পতন ; অগ্নিসম্ভূত উপদ্রব ; আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিনির্গম। অগ্নির উৎপাত (উৎপতন) ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা অগ্নিকৃত উৎপাত (উপদ্রব), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অগ্ন্যুৎসব—অগ্নিপ্রজ্বলন দ্বারা আমোদকরণ ; বাজি পোড়ানো ; দোলপূর্ণিমার পূর্বদিন করণীয় উৎসব বিঃ, চাঁচর। অগ্নিসাধ্য উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অগ্ন্যুদ্গম, **অগ্ন্যুদ্গার**—আগ্নেয় পর্বতের অগ্নিনিঃসরণ, আগ্নেয় গিরির মধ্য হইতে উত্থিত গলিত ধাতু ভস্ম কর্দমাদির সবেগে নির্গম। অগ্নির উদ্গম, উদ্গার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্ন্যুদ্ধার—দুইটি কাষ্ঠের বা চকমকি পাথরের ঘর্ষণে অগ্নির সৃষ্টিকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অগ্ন্যুপস্থান—১। অগ্নিনমস্কারমন্ত্র, অগ্নিবন্দনার মন্ত্র। অগ্নির উপস্থান হয় যদ্দ্বারা, বহু। ২। অগ্নিকে নমস্কারকরণ, অগ্নিবন্দনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্র—১। ডগা, আগা ; উপরিভাগ ; প্রান্ত, শেষভাগ ; অবলম্বন ; পূর্ব, পূর্বভাগ ; সম্মুখ ; সন্নিধান, সমীপ ; সমূহ ; শিখর ; শৃঙ্গ ; লক্ষ্য ('একাগ্র') ; পল পরিমাণ। বি ; ক্লী। ২। পুরোবর্তী ; প্রথম, আদ্য ; উত্তম ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; প্রাপ্য ; অধিক। অন্গ্ বা অগ্ (গমন করা ; প্রাপ্ত হওয়া)+রক্ কর্তৃ বা কর্ম (যে গমন করে, বা যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই অর্থে)। বিণ।

অগ্রকর—১। দক্ষিণ হস্ত, ডান হাত ; চালক ; হস্তের অগ্রভাগ, অঙ্গুলি। অগ্র (প্রধান) কর (হস্ত), কর্মধা। ২। রশ্মির প্রথম বা শেষ অংশ। করের (রশ্মির) অগ্র (প্রথম বা শেষ ভাগ), একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্মধা)। ৩। অধিশ্রয়ণবিন্দু, focal point. করের অগ্র (শেষ ভাগ) যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

অগ্রকায়—পূর্বদেহ, শরীরের পূর্বাংশ, নাভি হইতে শির পর্যন্ত অংশ। কায়ের অগ্র (ঊর্ধ্বভাগ), একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্মধা)। বি, পুং।

অগ্রগ—পুরোগামী, সর্বাগ্রে গমনকারী, অগ্রসর, অগ্রগামী। অগ্রে গমন করে যে, উপতৎ ; অগ্র—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

অগ্রগণি—অগ্রগণ্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অগ্রগণ্য—সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৭মীতৎ। বিণ।

অগ্রগতি, **-গমন**—পুরোভাগে গমন ; সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ; সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া ; (গণিত) ক্রমবৃদ্ধি, ক্রমোন্নতি, progressive motion, progression. ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অগ্রগামী (-গামিন্)—প্রথমে গমনকারী ; পুরোগামী, সম্মুখে গমনকারী। অগ্রে গমন করে যে, উপতৎ ; অগ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-গামিতা**। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অগ্রগোড়া—অগ্রমাংস, বুকের কলিজার সম্মুখভাগের মাংস। বাংপ্র। বি।

অগ্রজ—১। প্রথমজাত, যে প্রথমে জন্মিয়াছে এরূপ, অগ্রোৎপন্ন। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠ সহোদর, বড় ভাই ; (পুরাণমতে) ব্রাহ্মণ (কারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন)। অগ্রে জন্মিয়াছেন যিনি, উপতৎ ; অগ্র—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

অগ্রজঙ্ঘা—জঙ্ঘার প্রথমাংশ। অগ্রা জঙ্ঘা, কর্মধা ; (বাংলা মতে) জঙ্ঘার অগ্র, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

অগ্রজন্মা (-জন্মন্)—১। প্রথমজাত, প্রথমে উৎপন্ন ; জ্যেষ্ঠ। বিণ। ২। ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ। অগ্রে জন্ম যাহার, বহু। বি ; পুং।

অগ্রজা—১। জ্যেষ্ঠা সহোদরা, বড় বোন, দিদি। বি ; স্ত্রী। ২। প্রথমোৎপন্না। অগ্রজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অগ্রজাত—১। ব্রাহ্মণ। বি ; পুং। ২। অগ্রোৎপন্ন, আগে জন্মিয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

অগ্রজাতক—ব্রাহ্মণ। অগ্রজাত+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

অগ্রজাতি—ব্রাহ্মণ ; অগ্রজন্মা। অগ্র (প্রথম, প্রধান) অথবা অগ্রে জাতি (জন্ম বা কুল) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অগ্রজিহ্বা—জিহ্বার অগ্রভাগ, আলজিভ। জিহ্বার অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্মধা)। বি ; স্ত্রী।

অগ্রজ্ঞান—পূর্বেই বুঝিতে পারা বা জানা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

অগ্রণী—১। সেনাপতি ; অগ্নি ; প্রধান নেতা। বি ; পুং। ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; চালক ; অধ্যক্ষ ; নিপুণ, পটু। অগ্রে নয়ন (চালন) করেন যিনি, উপতৎ ; অগ্র—নী+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্রতঃ (-তস্), (>-ত)—পূর্বে ; অগ্রে ; প্রথমে ; পুরোভাগে, সম্মুখে। অগ্র+তস্ (৭মী-স্থানে)। অ, ক্রি-বিণ।

অগ্রতঃসর—পুরোগামী, অগ্রসর, অগ্রগামী। অগ্রতঃ সরণ (গমন) করে যে, উপতৎ ; অগ্রতঃ—সৃ (গমন করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সরী**।

অগ্রদত্ত—১। আগে দেওয়া হইয়াছে এমন। বিণ। ২। খরচের জন্য আগে হইতে দেওয়া টাকা, imprest money. ৭মীতৎ। বি; পুং।

অগ্রদান—১। আগে দেওয়া; শ্রাদ্ধকার্যের প্রথম দান। ৭মীতৎ। ২। আগাম টাকা; দাদন, advance payment. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অগ্রদানী (-দানিন্)—শ্রাদ্ধীয়-প্রেতোদ্দিষ্ট অগ্রদানের গ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ (ইহারা প্রেতোদ্দিষ্ট ষড়ঙ্গদানদ্রব্য তিলাদি গ্রহণ করে)। অগ্রদান+ইন্ গ্রহণ করে অর্থে। বি; পুং।

অগ্রদূত—প্রথম-সংবাদবাহক; প্রভুর আগমনের পূর্বেই সংবাদদানকারী; প্রথম-চিহ্ন-সূচক; পথিপ্রদর্শক, পথিকৃৎ, pioneer; সৈন্যদের যাইবার পথ পরিষ্কারকারী। অগ্রগামী দূত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-দূতী**।

অগ্রদেশ—সম্মুখভাগ; কোন বস্তুর সম্মুখস্থ স্থান; আগা, ডগা। অগ্রস্থিত দেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্রদ্বীপ—১। গঙ্গাগর্ভোৎপন্ন প্রথম দ্বীপ অন্য নাম আগ্রা। অগ্রজাত দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী। ২। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বি।

অগ্রধান্য—ধান্য বিঃ; বাজরা; জাওয়ার। অগ্র ধান্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্রনায়ক—প্রধান চালক; পুরোবর্তী নেতা, অগ্রনায়ক; অধ্যক্ষ; সেনাপতি। অগ্র এমন নায়ক, কর্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-নায়িকা**।

অগ্রনিরূপণ—অগ্রেই স্থিরীকরণ, কার্যের পূর্বেই অবধারণ; ভাবী বিষয়ের কথন। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

অগ্রনেতা (-নেতৃ)—অগ্রচালক, যিনি অগ্রে লইয়া যান তিনি; সৈন্যাধ্যক্ষ। অগ্রে নেতা, সুপ্। বি; পুং। স্ত্রী, **-নেত্রী**।

অগ্রপর্ণী—অজলোমা বৃক্ষ, আলকুশী গাছ। অগ্র পর্ণ (পত্র) যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্রপশ্চাৎ—পূর্বাপর, আগ পাছ বা আগু পিছু; যাহা অগ্রে আছে ও যাহা পরে আছে এ উভয়; ভালমন্দ; আবহমানকাল; ভূত-ভবিষ্যৎ। দ্বন্দ্ব। অ। **অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা**—পূর্বে এবং পরে ভাল কি মন্দ হইবে তাহার বিচার; বিশেষ বিবেচনা।

অগ্রপাণি—১। দক্ষিণহস্ত, ডান হাত। অগ্র এমন পাণি, কর্মধা। ২। করাগ্র। পাণির অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্মধা)। বি; পুং।

অগ্রপাতী (-তিন্)—অগ্রে সংঘটনশীল, পূর্বগামী। অগ্রে পতিত হয় (ঘটে) যাহা; উপতৎ; অগ্র—পত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্রবক্তা (-বক্তৃ)—প্রথমেই বাক্যোচ্চারণ-কারী; কিছু না শুনিয়া বা না বুঝিয়া যে প্রথমেই কথা বলে এরূপ ব্যক্তি; ধৃষ্ট ব্যক্তি। অগ্রে বক্তা, ৭মীতৎ বা সুপ্। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-বক্ত্রী**।

অগ্রবন—আগ্রা শহরের প্রাচীন নাম ["ব্রজমণ্ডলের অন্যতম বন। ব্রজের তীর্থ-যাত্রিগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার অন্যতম ক্ষেত্র বলিয়া ব্রজপরিক্রমার সময় ইহাকে সর্বপ্রথম সন্দর্শন করে; এজন্য ইহা 'অগ্রবন' বলিয়া আখ্যাত।" —ডাঃ বিমলাচরণ লাহা।—পূর্বে এই স্থান অরণ্যময় ছিল]। অগ্র বন, কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্রবর্তী (বর্তিন্), **-বর্ত্তী**—পুরোগামী; সম্মুখস্থিত; প্রথমে স্থিত; অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ। অগ্রে বর্তে যে, উপতৎ; অগ্র—বৃৎ (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

অগ্রবাল—পশ্চিম-ভারতের হিন্দুসম্প্রদায় বিঃ; আগরওয়ালা। বি।

অগ্রবাহু—১। ভুজাগ্র, হস্তের অগ্রভাগ। বাহুর অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্মধা)। বি। ২। যে হাত বাড়াইয়াছে এমন। প্রসারিতহস্ত। অগ্রে বাহু যাহার, বহু। বিণ।

অগ্রবীজ—কলমের গাছ, শাখাপ্রজাত বৃক্ষ; কাণ্ডজাত বৃক্ষ; পরগাছা; কলমের গাছ। অগ্র (শাখাগ্র) বীজ (উৎপত্তিকারণ) যাহার, বহু। বি; পুং।

অগ্রভাগ—আগা, ডগা; চূড়া; শিখর; প্রথমাংশ, প্রথমোদ্ধৃত অংশ; শ্রেষ্ঠ অংশ। কর্ম। বি; পুং।

অগ্রভাগী (-ভাগিন্)—অগ্রভাগের অধিকারী, যে প্রথম বা প্রধান অংশ গ্রহণ করে এরূপ। অগ্রভাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

অগ্রভুক্ (-ভুজ্)—ঔদরিক, পেটুক। অগ্রে ভোজন করে যে, উপতৎ; অগ্র—ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্রভূ—১। অগ্রোৎপন্ন, প্রথমজাত। বিণ। ২। ব্রাহ্মণ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রজ। অগ্রে ভূত (উৎপন্ন) হয় যে, উপতৎ; অগ্র—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অগ্রভূমি—প্রধান স্থান; পূর্বস্থান; প্রধান আশ্রয়; প্রাপ্যবস্তু; প্রাপ্য স্থান। অগ্রা (প্রধান, পূর্ব, বা প্রাপ্য) ভূমি (স্থান, আশ্রয়, বস্তু), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রমন্দিরা—প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-পোত বিঃ। বি; স্ত্রী।

অগ্রমহিষী—সর্বশ্রেষ্ঠা রাজ্ঞী, পাটরাণী। অগ্রা মহিষী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রমাংস—বক্ষঃস্থলের অগ্রস্থ স্তনাকার মাংস, ফুলকা, বুকের কলিজার অগ্রভাগস্থ মাংস; হৃদয়; (লাক্ষণিক অর্থে) অগ্রমাস রোগ, বক্ষের মাংসবৃদ্ধিরোগ। অগ্রস্থিত মাংস, মধ্যপ কর্মধা; অথবা অগ্র মাংস, কর্মধা। বি; ক্লী।

অগ্রমাস—'অগ্রমাংস' (সকল অর্থে)। <অগ্রমাংস। বি।

অগ্রযান—১। (সৈন্যগণের) অগ্রগমন। অগ্রে যান (গমন), ৭মীতৎ। ২। পুরোবর্তী শকটাদি। অগ্র যে যান (শকটাদি), কর্মধা। বি; ক্লী। ৩। অগ্রগামী, পুরোগামী। অগ্রে যান (গমন) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্রযায়ী (-যায়িন্)—পুরোগামী, অগ্রসর। অগ্রে যায় যে, উপতৎ; অগ্র—যা (গমন করা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী**।

অগ্রলোহিতা—চিল্লীশাক, বেথো শাক। অগ্র লোহিত যাহার, বহু+আপ্; অথবা অগ্রে (উপরিভাগে) লোহিতা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্রসন্ধান—প্রথমে অন্বেষণ, পূর্বান্বেষণ। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

অগ্রসন্ধানী (-নিন্)—অগ্রে অনুসন্ধান-কারী, প্রথমে গিয়া খোঁজখবর লয় এরূপ। ৭মীতৎ বা সুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-সন্ধানিনী**।

অগ্রসন্ধানী—যমপঞ্জিকা, চিত্রগুপ্তের খাতা। [ইহাতে প্রাণীদিগের শুভাশুভ কর্মের বিবরণ থাকে]। অগ্রে সন্ধান যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্রসন্ধ্যা—ঊষা, রাত্রি ও দিবার প্রথম মিলনকাল, পূর্বসন্ধিকাল, পূর্বসন্ধ্যা [সন্ধ্যা তিনটি—ঊষা প্রথম সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় সন্ধ্যা, প্রদোষ তৃতীয় বা শেষ সন্ধ্যা]। অগ্রা সন্ধ্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রসর—পুরোগামী, অগ্রবর্তী, অগ্রে গমন-কারী। সর্বাগ্রে উদ্যুক্ত বা কার্যরত। অগ্রে সরে (গমন করে) যে, উপতৎ; অগ্র—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সরী**।

অগ্রসরণ, -সৃতি—অগ্রে গমন, আগাইয়া যাওয়া। অগ্র—সৃ+অনট্, ক্তি ভাব। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অগ্রসামান্যবন্ধনী—(শারীর-বিদ্যা) মেরু-দণ্ডের সম্মুখবর্তী কশেরুকাযোজক উপাস্থিময় শুভ্র পদার্থ বিঃ; অর্থাৎ মেরুদণ্ড বা পৃষ্ঠবংশের সংগঠক অঙ্গুরীয়াকার অস্থিখণ্ড সকল (কশেরুকা সকল) পরস্পর যে বন্ধনী বা এক প্রকার স্থিতিস্থাপক, অনপসরণীয় ও নমনীয় উপাস্থিময় ক্ষুদ্র পদার্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট, তাহাদের যেগুলি মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে অবস্থিত, সেই বন্ধনী সকল, anterior common ligament. সামান্যা বন্ধনী, কর্মধা; অগ্রা সামান্যবন্ধনী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রসার—১। অগ্রগমন। অগ্র—সৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। অগ্রগামী। অগ্র—সৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সারী।

অগ্রসূচক—প্রথমজ্ঞাপক, পূর্বসূচনাকারী, পূর্বনির্দেশক। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সূচিকা।

অগ্রসূচনা—পূর্বলক্ষণ; প্রথম নির্দেশ; ভাবী ঘটনার চিহ্ন পূর্বাভাস। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্রসূচী—সূচের আগা, সূচ্যগ্র। সূচীর অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্মধা)। বি; স্ত্রী।

অগ্রস্ত্রী—পূর্বপত্নী, প্রথমবিবাহিতা পত্নী। অগ্রা স্ত্রী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অগ্রস্থ, -স্থিত—সম্মুখস্থিত, পুরোভাগস্থিত; প্রথমস্থিত, পূর্বস্থিত; ভবিষ্যৎ, পরবর্তী। অগ্র—স্থা (থাকা)+ক কর্তৃ; অগ্রে স্থিত, ৭মী-তৎ। বিণ।

অগ্রহ—১। অশুভ গ্রহের অন্তর্ধান; অপরিগ্রহ, অনাসক্তি; বানপ্রস্থ, সংসারাশ্রমত্যাগ। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। গ্রহপীড়নশূন্য; গৃহত্যাগী; কোন বিষয়ে অনাসক্ত; কোন বিষয়ের জ্ঞানশূন্য। ন (নাই) গ্রহ (গ্রহপীড়ন, কুগ্রহ; সংসারে আগ্রহ; কোন বিষয়ে আসক্তি; অথবা, কোন বিষয়ের জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্রহণীয়—গ্রহণের অযোগ্য; গ্রহণ করা উচিত নহে এরূপ; তুচ্ছ, সামান্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অগ্রহর—১। প্রথম দেয় বস্তু; ভাগাগ্র। অগ্রে হৃত (প্রদত্ত) হয় ইহা এই অর্থে অগ্র—হৃ+অপ্ কর্ম। বি; পুং। ২। অগ্রে গ্রহণকারী, প্রথমগ্রাহক। অগ্রে হরণ করে যে, উপতৎ; অগ্র—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্রহস্ত—দক্ষিণ কর, ডান হাত; হস্তের অগ্রভাগ; অঙ্গুলি; করিশুণ্ডের অগ্রভাগ। অগ্র হস্ত, কর্মধা; হস্তের (করের; হস্তিশুণ্ডের) অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে উভয় অর্থে কর্মধা)। বি; পুং।

অগ্রহায়ণ—হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস, মার্গশীর্ষ মাস। অগ্র (পূর্ব) হায়ন (বর্ষ), কর্মধা (বাংলা মতে হায়নের অগ্র, একদেশী)। [পূর্বকালে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই নূতন বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত, এজন্য বৎসরের প্রথম মাস 'অগ্রহায়ণ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ 'হায়ন' অর্থে ব্রীহি (বা ধান্য) ধরিয়া, সেই ধান্যোৎপত্তির সময় অগ্রহায়ণ মাসই সাধারণ কৃষিজীবী লোকের বৎসর গণনার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল বলিয়া অনুমান করিয়া 'অগ্রহায়ণ' শব্দের "ধান্যোৎপত্তির প্রধান সময়, অর্থাৎ বৎসর-গণনার প্রথম মাস" এইরূপ অর্থ নিদ্ধান্ত করেন; এরূপ স্থলে, অগ্র (প্রথম) হায়ন (ধান্য) হয় যে সময়ে, বহু—এরূপ ব্যাসবাক্য হইতে পারে।] বি; পুং।

অগ্রহায়ণী—মৃগশিরা নক্ষত্র। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হায়ন (শস্য, ধান্য) যাহাতে, বহু (এই নক্ষত্রের উদয়কালে ধান্য পরিপক্ব হয়); তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্রহার—১। অগ্রহর; ব্রহ্মোত্তর ভূমি, ব্রাহ্মণকে দেয় ভূমি প্রঃ। অগ্র—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ২। প্রথমগ্রাহী, যে প্রথম ভাগ গ্রহণ করে এমন। উপতৎ; অগ্র—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হারী।

অগ্রাক্ষি—চক্ষুর অগ্রভাগ, কটাক্ষ। অক্ষির অগ্র, একদেশী (সংস্কৃত মতে কর্মধা)। বি; স্ত্রী।

অগ্রাধিকার—অগ্রে সুবিধালাভের অধিকার, priority. কর্মধা। বি; পুং।

অগ্রাহ্য—১। গ্রহণের অযোগ্য; অস্বীকার্য, গ্রহণের পক্ষে অবৈধ; হেয়, অবজ্ঞেয়। নঞ্তৎ।" ২। না মঞ্জুর। বিণ। ৩। উপেক্ষা। বাংপ্র। বি।

অগ্রিম—১। অগ্রজাত, পূর্বতর, প্রথম, জ্যেষ্ঠ, প্রধান; অগ্রে দেয়। বি; পুং বা স্ত্রী বা বিণ। ২। কোন বস্তু ক্রয় করিবার পূর্বে অগ্রদেয় সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য, আগাম, দাদন, বায়না। অগ্র+ডিম ভবার্থে। বি। [>আগাম।]

অগ্রিমা—১। লবলী, নোনা ফল। অগ্র+ডিম ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। প্রথমজাতা, প্রথমোৎপন্না। অগ্রিম (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অগ্রিয়, অগ্রীয়—১। অগ্রোৎপন্ন, প্রথম; উত্তম, শ্রেষ্ঠ; প্রধান; অগ্রে কৃত। বিণ।

অগ্রিম প্রদান—হিসাব-নিকাশের আগেই দেওয়া, payment on account.

২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অগ্র+ইয়, ঈয় ভবার্থে। বি; পুং।

অগ্রীয়-গর্ভতন্তু—পুষ্পের , গর্ভকেশরের নিম্নস্থ শূন্যগর্ভ অংশের অগ্রভাগ হইতে উত্থিত দীর্ঘসূত্রাকার পদার্থ, apical style. [পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগস্থ পুংকেশর সকলের মধ্যে রূপান্তরিত পত্রবৎ একটি পদার্থ থাকে, ইহাই পুষ্পের গর্ভকেশর বা কলাপু; এই কলাপুর নিম্নস্থ যে শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা অংশ, তাহার নাম ডিম্বকোষ এবং তদুপরি যে দীর্ঘসূত্রাকার অংশ থাকে, তাহার নাম গর্ভতন্তু; এই গর্ভতন্তুর যেটি ঐ ডিম্বকোষের অগ্রভাগ হইতে উপরদিকে উঠে, তাহাকেই অগ্রীয়-গর্ভতন্তু বলে।] গর্ভস্থিত তন্তু (সূত্রবৎ পদার্থ), মধ্যপ কর্মধা; অগ্রীয় গর্ভতন্তু, কর্মধা। বি; পুং।

অগ্রে—প্রথমে, পুরোভাগে; তুলনায়। ক্রি-বিণ।

অগ্রেগ—পুরোগামী, অগ্রগামী। অগ্রে গমন করে যে, অলুক্ উপতৎ; অগ্র—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

অগ্রেগূ—অগ্রগামী, পুরঃসর। অগ্রে—গম্+ডু কর্তৃ। বিণ।

অগ্রেদিধিষু—১। পুনর্ভূর স্বামী, যে রমণীর পূর্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল তাহার ভর্তা। দিধি (ধৈর্য)—সো (ত্যাগ করা)+কু কর্তৃ; অগ্রে (প্রধান) দিধিষূ (দ্বিবিবাহিতা স্ত্রী) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের পূর্বে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী। ["জ্যেষ্ঠায়াং যদ্যনূঢায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা। সা চাগ্রেদিধিষূর্জ্ঞেয়া পূর্বা তু দিধিষূঃ স্মৃতা॥"—(মনু)। যদি জ্যেষ্ঠা কন্যা অবিবাহিতা থাকা অবস্থায় কনিষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা হয়, তাহা হইলে সেই কনিষ্ঠা কন্যাকে অগ্রেদিধিষূ এবং প্রথমোক্ত জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দিধিষূ বলা হয়।] অগ্রে দিধিষূ যাহার, অলুক্ বহু [অগ্রেদিধিষু পদও হয়]। বি; স্ত্রী।

অগ্রেবণ—বনের পূর্বাংশ, বনাগ্রভাগ; আগ্রা শহর ('অগ্রবন' দ্রঃ)। অগ্রে বন, অলুক্ ৭মীতৎ (মতান্তরে বনের অগ্রে, এই বাক্যে মধ্যে গত্বৎ, অব্যয়ী)। বি; স্ত্রী।

অগ্রেসর—পুরোগামী, অগ্রসর; যে আগে গমন করে এমন। অগ্র—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

অগ্র্য—১। প্রথম, আদ্য; পূর্ববর্তী; প্রধান; উত্তম; অগ্রিম। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অগ্র+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

অগ্লানি—১। গ্লানিহীনতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। গ্লানিশূন্য; অশ্রান্ত; অবিরক্ত। ন (নাই) গ্লানি যাহার, বহু। বিণ।

অঘ—১। অধর্ম, পাপ; অখ্যাতি; কলঙ্ক; পাপজনিত দুঃখ বা বিপদ্। অঘ (পাপ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অসুর বিঃ। পূতনা ও বকাসুরের ভ্রাতা অঘাসুর (তাহা দ্রঃ)। অঘ (পাপ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অঘট—১। ঘটিবার অযোগ্য; ঘটিবার পক্ষে অসম্ভব, যাহা ঘটে না বা যাহা ঘটা সম্ভব নয় এরূপ। ন—ঘট্ (ঘটা, হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ঘট ভিন্ন অন্য বস্তু। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অঘটন—১। যাহা ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায় এমন; যাহা ঘটে না এমন। ন—ঘট্ (ঘটা)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। অসম্ভব ব্যাপার, অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অঘটনঘটন, -ঘটনা—অসম্ভব ব্যাপারের সংঘটন, অসম্ভব কাণ্ড ঘটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অঘটনঘটনকুশল—অসম্ভব কাণ্ড ঘটা-

ইতে পটু, অসম্ভব ব্যাপারে মজবুত। অঘটনের ঘটন, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

অঘটনঘটনপটীয়সী—অসম্ভব কাণ্ড ঘটাইতে অতিশয় পটুতরা, অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করিতে সুনিপুণা ('—মায়া')। অঘটনঘটনে পটীয়সী (পটুতরা), ৭মীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অঘটনঘটনপটু—অঘটনঘটনকুশল (তাহা দ্রঃ)। ৭মীতৎ। বিণ।

অঘটনঘটনা—'অঘটনঘটন' দ্রঃ।

অঘটনীয়—অসম্ভবনীয়, অসম্ভাব্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অঘটমান—যাহা ঘটিতেছে না এমন; অসংলগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘটিত—অসংজাত, অভূত, যাহা ঘটে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘট্ট—১। জলাশয়াদিতে অবতরণ-সোপানের অভাব, ঘাটের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ঘট্টশূন্য, ঘাটরহিত, যাহাতে ঘাট নাই এরূপ। ন (নাই) ঘট্ট (ঘাট) যাহাতে, বহু। বিণ

অঘন—১। পাতলা, যা নিবিড় নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। ২। মেঘশূন্য। ন (নাই) ঘন (মেঘ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অঘনাশক—পাপনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

অঘনাশন—১। পাপ নষ্টকরণ। অঘের নাশন (নাশি+অনট্ ভাব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। পাপনাশকারী। বিণ। ৩। বিষ্ণু। অঘের নাশন (নাশি+অন কর্তৃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঘবান্ (-বৎ)—দুঃখবিশিষ্ট, দুঃখী; পাপী। অঘ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অঘবৃদ্ধি—পাপবৃদ্ধি; অপবিত্রতার আধিক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অঘবৃদ্ধিমৎ—অপবিত্রতার বৃদ্ধিকারক, সাধারণ অপেক্ষা গুরু ('অশৌচ') [যথা—নিকট জ্ঞাতির জন্মে পূর্ণ অশৌচ হয়; কিন্তু নিজ পুত্রের জন্মে পূর্ণ অশৌচ ত হয়ই, অধিকন্তু একরাত্র দেহ অস্পৃশ্য থাকে। অতএব নিজ পুত্রের জন্মাশৌচ অঘবৃদ্ধিমৎ। এই পদটি সাধারণতঃ 'অশৌচে'র বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হয়]। অঘবৃদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

অঘময়—পাপময়, অধর্মবিশিষ্ট। অঘ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ।

অঘমর্ষণ—১। অধর্মনাশক। বিণ। স্ত্রী, **-মর্ষণী**। ২। বেদের মন্ত্র বিঃ। বি; ক্লী। ৩। বেদের অঘমর্ষণ-নামক মন্ত্রের প্রণেতা ঋষি। অঘের মর্ষণ (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঘর—(বিবাহবিষয়ে) অনুপযুক্ত ঘর, অসমান ঘর, হীন কুল। ন (অপ্রশস্ত) ঘর (<গৃহ), নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অঘর্ম—১। ঘর্মাভাব, স্বেদহীনতা, ঘাম না থাকা; অনুষ্ণভাব; শৈত্য; তাপশূন্যতা। ঘর্মের অভাব এই অর্থে ন ঘর্ম, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ঘর্মশূন্য, স্বেদহীন; অনুষ্ণ; শীতল; তাপশূন্য। ন (নাই) ঘর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অঘর্মধামা (-ধামন্)—শীতরশ্মি, শীতগু, চন্দ্র। অঘর্ম (শীতল) ধাম (রশ্মি) যাহার, বহু। বি; পুং।

অঘর্ষণ—ঘর্ষণাভাব, ঘর্ষণ না করা, না ঘষা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অঘা—অগা, নির্বোধ, বোকা। <অজ্ঞ। বিণ।

অঘাট, অঘাটা—পুষ্করিণী প্রঃর ঘাটের পার্শ্বস্থিত স্থান; নির্দিষ্ট ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান; নিকৃষ্ট ঘাট। ন (অপ্রশস্ত) ঘাট, ঘাটা (ঘট্ট), নঞ্‌তৎ। বি। **অঘাটে জল খাওয়া**—অযোগ্য স্থানে সাহায্য চাওয়া বা সেই স্থান হইতে সাহায্য পাওয়া; মন্দ কাজ করা।

অঘাটি, অঘাটী—ঘাটশূন্য; নির্দোষ, নিখুঁত। ন (নাই) ঘাটি, ঘাটী যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

অঘাতক, অঘাতুক—অহিংসক; অনাশক, যে হত্যা করে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তিকা, -তুকা**।

অঘাতী (-তিন্)—যে প্রাণনাশক নহে এমন; অনপকারক। ন ঘাতী (ঘাতিন্), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘাসা—১। খারাপ ঘাস। বি। ২। যেখানে ঘাস নাই এরূপ, তৃণহীন। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

অঘাসি—খারাপ ঘাস, কাঁচড়া ঘাস।

অঘাসুর—বকাসুর ও পূতনার কনিষ্ঠ সহোদর এবং কংসের অনুচর অঘ-নামক দৈত্য। অঘ-নামক অসুর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অঘাহ—অপবিত্র দিন, অশুভ দিবস। অঘবিশিষ্ট অহন্ (দিন), মধ্যপ কর্মধা+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অঘৃণ—ঘৃণারহিত, জুগুপ্সাশূন্য; নির্লজ্জ; নির্দয়, নিষ্ঠুর। ন (নাই) ঘৃণা (জুগুপ্সা বা দয়া) যাহার, বহু। বিণ।

অঘৃণ্য—ঘৃণার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘৃষ্ট—আনঘা, যাহা ঘষা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘৃষ্য—ঘর্ষণের অযোগ্য, যাহা ঘর্ষণীয় নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘোর—১। যাহা ভয়ংকর নয় এরূপ, অভয়ংকর, সৌম্যমূর্তি। ন ঘোর (ভয়ানক), নঞ্‌তৎ। ২। অতি ভয়ংকর; অতি-প্রগাঢ়, অতিগভীর; প্রচণ্ড; দুর্ধর্ষ। বিণ। ৩। মহাদেব, শিব। ন (নাই) ঘোর (ভয়ংকর) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। ৪। বেহুঁশ; প্রগাঢ় ('— নিদ্রা')। বাংপ্র। বিণ। ক্রি-বিণ—**অঘোরে** (সে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে)।

অঘোরপন্থা—অঘোরী-নামক শিবোপাসক সম্প্রদায়ের বীভৎস ধর্মাচরণ-পদ্ধতি বা মতবাদ। অঘোর (অতি ভয়ানক) পন্থা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

অঘোরপন্থী (-পন্থিন্)—১। শিবোপাসক সম্প্রদায় বিঃ, অঘোরী [পরিশিষ্ট দ্রঃ]। বি; পুং। ২। (এই সম্প্রদায়ের জঘন্য আচার-ব্যবহার হইতেই এই শব্দের অন্য অর্থ) দুরাচার, উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গগামী। অঘোরপন্থা+ইন্ আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-পন্থিনী**।

অঘোরা—১। ভাদ্রীয় কৃষ্ণা চতুর্দশী [এই তিথিতে শিবের অর্চনা করিলে অর্চকের শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে]। অঘোর (শিব) পূজিত হন এই তিথিতে এই অর্থে, অঘোর+অচ্+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অতি ভীষণা; প্রগাঢ়া; সুগভীরা। অঘোর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অঘোরী (-ঘোরিন্)—অঘোরপন্থী (তাহা দ্রঃ)। অঘোর অর্থাৎ অঘোরের (শিবের) উপাসনা আছে ইহাদের এই অর্থে, অঘোর+ইন্। বি; পুং।

অঘোষ—১। শব্দবিহীন, নিঃশব্দ; চাপা আওয়াজবিশিষ্ট; গোপ-পল্লীশূন্য ('— গ্রাম')। ন (নাই) ঘোষ (শব্দ বা গোপপল্লী) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। (ব্যাক) বর্ণোচ্চারণার্থ প্রযত্ন, চাপা উচ্চারণ। বি; পুং। ৩। মৃদু ও অগভীর উচ্চারণযুক্ত। ন (নাই) ঘোষ যাহাতে, বহু। বিণ।

অঘোষবর্ণ—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ ষ স—এই কয়টি, surds. কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

অঘোষবান্ (-বৎ)—১। ঘোষহীন বর্ণ (বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ)। বি; পুং। ২। যাহাতে ধ্বনি নাই এমন। বিণ।

অঘ্ন—অঘ্ন্য (তাহা দ্রঃ)।

অঘ্না—অঘ্ন্যা (তাহা দ্রঃ)।

অঘ্ন্য—১। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা [হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন; সুতরাং ব্রহ্মা নাশ করেন না]। নাশ করেন না ইনি এই অর্থে ন—হন্ (বধ করা)+যক্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। বধের অযোগ্য। ন—হন্ (বধ করা)+যক্। বিণ।

অঘ্ন্যা—১। গবী, গাভী [ইহারা নিরীহ, কাহারও হনন করে না, এবং হিন্দুশাস্ত্র মতে অবধ্য]। বি ; স্ত্রী। ২। হননের অযোগ্যা, অবধ্যা। অঘ্ন্য (২)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঘ্রাণ—১। ঘ্রাণাভাব, গন্ধরাহিত্য, গন্ধ না থাকা ; ঘ্রাণ না লওয়া, না শোঁকা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ঘ্রাণশূন্য, গন্ধহীন। ন (নাই) ঘ্রাণ (গন্ধ) যাহার, বহু। বিণ। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। <অগ্রহায়ণ। বি।

অঘ্রাত—অকৃতঘ্রাণ, অনাঘ্রাত, যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হয় নাই এরূপ, যাহা শোঁকা হয় নাই এমন ('— পুষ্প')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘ্রাতব্য—ঘ্রাণগ্রহণের অযোগ্য, যাহা শোঁকা যায় না বা শোঁকা উচিত নয় এরূপ ; দুর্গন্ধবিশিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঘ্রান—অঘ্রাণ (৩) (তাহা দ্রঃ)।

অঘ্রেয়—অঘ্রাতব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অঙাগি—সঙ্গ। প্রা কপ্র। বি।

অঙ্ক—১। রেখা ; দাগ, চিহ্ন ; কলঙ্ক ; আঁক ('—কষা') ; ভূষণ (যেমন, শশাঙ্ক অর্থাৎ শশভূষণ চন্দ্র) ; গণিতের রাশি, number ; সংখ্যা ; ১ ২ ৩ ৪ ইঃ সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন ; অপরাধ, দোষ। অন্‌ক্+ঘঞ্ করণ। ২। চিত্র ; কৃত্রিম যুদ্ধ ; নাটকের প্রধান প্রধান পরিচ্ছেদ ('পঞ্চাঙ্ক' নাটক) ; পাতার উপর পিঠ ; উদরের দিক্ ; (কোন কোন দেশ-প্রচলিত অর্থে) সিংহাসনারোহণ হইতে বর্ষগণনা ('বিক্রমাঙ্ক') ; রূপক বা দৃশ্যকাব্য বিঃ (দৃশ্যকাব্যের অঙ্কে মূল বিষয়ের স্থূল স্থূল অংশের অভিনয় শেষ হয় বলিয়া অঙ্ককেও রূপক বিঃ বলা যায়) ; শরীর। অন্‌ক্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। সমীপ ; ক্রোড়, কোল ; স্থান। অন্‌ক্+ঘঞ্ অধি। ৪। সংখ্যাসংস্থাপন ; চিহ্নিত করণ ; চিত্রাঙ্কন ; গণনা। অন্‌ক্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অঙ্কক্রম—অঙ্কপর্যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কক্রমে—চিহ্নক্রমে। অঙ্কের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অঙ্কগ—১। ক্রোড়স্থিত। বিণ। ২। ক্রোড়স্থিত শিশু, কোলের ছেলে ; অতি শিশু। অঙ্কে গমন করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—গম্ (গমন করা)+ড কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অঙ্কগত—ক্রোড়স্থিত ; সমীপস্থ ; আয়ত্ত ; হস্তগত ; অতি আদরের। অঙ্ককে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অঙ্কগর্ভ—(প্রাণিবিদ্যা)। উদরে শাবক বহনের থলিবিশিষ্ট, উপজঠরী (যেমন, ক্যাঙ্গারু), marsupial. অঙ্ক (ক্রোড়) গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

অঙ্কতত্ত্ব—সংখ্যারহস্য ; সংখ্যাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, পাটীগণিত বীজগণিত প্রঃ। অঙ্কের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা অঙ্কবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কতন্ত্র—গণিতশাস্ত্র, পাটীগণিত বীজগণিত প্রঃ। অঙ্কবিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কতল—উদরের উপরকার দিক্, ventral surface. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কদেশ—কোল ; গাছের পাতার উপর পিঠ। কর্মধা। বি ; পুং।

অঙ্কন—চিত্রকরণ, আঁকা ; চিহ্নকরণ ; সংখ্যালিখন ; (জ্যামিতি) রেখাপাতন ; রেখা ইঃ আঁকা। অন্‌ক্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কন-তুলিকা—ছবি আঁকিবার তুলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কনীয়—চিত্রণীয় ; লেখনীয় ; আঁকিবার যোগ্য। অন্‌ক্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অঙ্কপরিবর্ত(র্ত্ত)ন—পার্শ্বপরিবর্তন, পাশ বদলানো ; কোল বদলানো ; সংখ্যার পরিবর্তন, রাশির পরিবর্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কপাত—অঙ্কলিখন, সংখ্যালিখন, আঁক রাখা, অঙ্কসংস্থাপন। অঙ্কের পাত (পাতন, অর্থাৎ স্থাপন, লিখন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কপাতন—অঙ্কদ্বারা নির্ধারিতকরণ, notation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কপালি, -পালিকা, -পালী—১। ক্রোড়ে ধারণ, আলিঙ্গন। পা+ণিচ্ (পালি-ধাতু) বা পাল্ ধাতু (রক্ষা করা)+ই বা ঈ ভাব=পালি, পালী (রক্ষা) ; পালি+ক স্বার্থে+স্ত্রী আপ্ ; অঙ্কে (ক্রোড়ে) পালি, পালিকা, পালী, ৭মীতৎ। ২। ক্রোড়ে ধারণ দ্বারা পালনকারিণী, ধাত্রী ; আমলকী। অঙ্ক দ্বারা পালি, পালিকা, পালী, ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কপাশ—অঙ্কস্থাপন, অঙ্কপাত ; অঙ্কের পরিবৃত্তি ; অঙ্কের বিবিধ বিন্যাস (সিদ্ধান্ত শিরোমণি-নামক গ্রন্থের পাটীগণিত-বিষয়ক 'লীলাবতী' অধ্যায়ে উক্ত পরিভাষা দৃষ্ট হয়), permutation of digits. অঙ্কই পাশ যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

অঙ্কপূরণ—১। অঙ্ক দ্বারা গুণ করা, অঙ্কের গুণন। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সংখ্যা বা চিহ্ন স্থাপন দ্বারা শূন্য স্থানের পূরণ। ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কবাচক—১ ২ ইঃ সংখ্যার বোধক, cardinal. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচিকা**।

অঙ্কবিৎ (-বিদ্)—অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ, অঙ্ক কষিতে পটু, অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। অঙ্ক বিদিত আছে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অঙ্কবিদ্যা—গণিতশাস্ত্র, সংখ্যাবিজ্ঞান, পাটীগণিত বীজগণিত প্রঃ। অঙ্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কবিদ্যাবিৎ (-বিদ্)—অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ, গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। অঙ্কবিদ্যা বিদিত হয় (জানে) যে, উপতৎ ; অঙ্কবিদ্যা—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অঙ্কবিদ্যাবেত্তা (-বেতৃ)—গণিতজ্ঞ, আঁক কষিতে পটু। অঙ্কবিদ্যার বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

অঙ্কবিদ্যাব্যবসায়ী (-সায়িন্)—যিনি অঙ্ক শিক্ষা দিয়া থাকেন, অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। অঙ্কবিদ্যার ব্যবসায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যবসায়িনী**।

অঙ্কবৃদ্ধি—সংখ্যা বৃদ্ধি, অঙ্কের গুণ, অঙ্ক বাড়ানো ; বেশী আঁক ; নাটকের অঙ্কের সংখ্যা বাড়ানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কবেত্তা (-বেতৃ)—অঙ্কবিৎ (তাহা দ্রঃ)।

অঙ্কভাক্ (-ভাজ্)—অঙ্কভাগী, ক্রোড়সেবী, ক্রোড়ে উপবেশনকারী ; ক্রোড়স্থিত। অঙ্ক (ক্রোড়) ভজনা (সেবা বা আশ্রয়) করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—ভজ্ (সেবা করা)+ণ্বি কর্ত্তৃ। বিণ।

অঙ্কভাগ—ভাগহার, গণিতের ভাগ। ৩য়াতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কভাগী (-ভাগিন্)—অঙ্কভাক্ (তাহা দ্রঃ)। অঙ্ক ভজনা করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

অঙ্কমান—অঙ্কের পরিমাণ ; ১ ২ ৩ ইঃ সংখ্যাসমূহের স্থানীয় মান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কলক্ষ্মী—পত্নী, স্ত্রী। অঙ্কের লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কলগ্ন—ক্রোড়ে সংসক্ত, ক্রোড়স্থ ; সমীপ-স্থিত। ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্কশায়ী (-শায়িন্)—ক্রোড়ে স্থিতিকারী, অঙ্কস্থিত, ক্রোড়স্থ ; হস্তগত, আয়ত্ত। অঙ্কে শয়ন করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অঙ্কশাস্ত্র—গণিতবিজ্ঞান, অর্থাৎ বীজগণিত পাটীগণিত ইঃ। অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কশাস্ত্রবিৎ (-বিদ্)—গণিতবিদ্যাভিজ্ঞ, যিনি গণিতশাস্ত্র ভাল জানেন এরূপ। অঙ্কশাস্ত্র বিদিত হয় যে, উপতৎ ; অঙ্কশাস্ত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা (-বেতৃ)—অঙ্কশাস্ত্রবিৎ (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

অঙ্কস্থ—ক্রোড়স্থিত ; সমীপস্থ, নিকটে উপস্থিত ; আয়ত্ত, হস্তগত। অঙ্কে স্থিতি করে যে, উপতৎ ; অঙ্ক—স্থা (থাকা)+ক কর্ত্তৃ। বিণ।

অঙ্কস্থিত—অঙ্কস্থ (তাহা দ্রঃ)। ৭মীতৎ। [বিণ।

অঙ্কহরণ—ভাগহার, রাশিসমূহের ভাগক্রিয়া। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্কা—চিহ্ন। <অঙ্ক। প্রা কপ্র। বি।

অঙ্কাগত—অঙ্কগত (তাহা দ্রঃ)। অঙ্ককে আগত, ২য়াতৎ। বিণ।

অঙ্কিত—চিত্রিত ; ক্ষোদিত ; লিখিত ; দাগযুক্ত, চিহ্নিত ; লক্ষিত ; গণিত, সংখ্যাত ; বর্ণিত, বিবৃত ; গ্রথিত ; ছাপ-পড়া। অন্‌ক্‌+ ক্ত কর্ম। বিণ।

অঙ্কী (অঙ্কিন্)—১। পাশক, অক্ষ, পার্টি ; মৃদঙ্গ বিঃ, অঙ্ক্য। বি ; পুং। ২। কলঙ্কী। অঙ্ক (কলঙ্ক)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অঙ্কিনী**।

অঙ্কীয়—উদরের দিকের, ventral ; অঙ্ক-সম্বন্ধীয়। অঙ্ক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অঙ্কুট—কুঞ্চিকা, চাবি। অন্‌ক্‌+উট কর্তৃ। বি ; পুং।

অঙ্কুর, অঙ্কূর—বীজ হইতে সর্বপ্রথম উৎপন্ন উদ্ভিদ্, অচিরজাত উদ্ভিদ্, কুঁড়ি, কলা, আঁকুর, মুকুল ; অগ্রভাগ ; নবোৎপন্ন বস্তু (যেমন, প্রেমাঙ্কুর অর্থাৎ নবোদ্গত প্রেম) ; প্রকাশ, উন্মেষ ; সূচনা, আদি, প্রারম্ভ ; জল ; আব ; রক্ত ; লোম। লক্ষ করা হয় যদ্দারা এই অর্থে, অন্‌ক্‌+উর, উর করণ। বি ; পুং।

অঙ্কুরক—কুলায়, নীড়, পাখির বাসা। যাহা (তৃণাদি) দ্বারা পরিবর্ধিত হয় এই অর্থে অন্‌ক্ (বৃদ্ধি করা)+উর কর্ম+ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অঙ্কুরিত—উদ্গতাঙ্কুর, যাহার আঁকুর বাহির হইয়াছে এরূপ ; মুকুলিত ; রোমাঞ্চিত ; প্রকাশিত, আবির্ভূত। অঙ্কুর+ইত জাত অর্থে। বিণ।

অঙ্কুরোদয়, অঙ্কুরোদ্গম, অঙ্কুরোদ্ভব—অঙ্কুরের নির্গম, আঁকুর বাহির হওয়া। অঙ্কুরের উদয়, উদ্গম, উদ্ভব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কুশ, অঙ্কূষ—হাতি চালাইবার লৌহ-গঠিত সূক্ষ্মাগ্র দণ্ড বিঃ, হস্তিতাড়নদণ্ড, ডাঙ্গশ ; বক্রাগ্র লৌহদণ্ড, হুক ; যাহা সংযত রাখিতে পারে এমন নিয়ম ইঃ ('নিরঙ্কুশ')। যাহা মর্মস্থলে গমন করে এই অর্থে, অন্‌ক্ (গমন করা)+উশ বা উষ কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

অঙ্কুশগ্রহ—১। হস্তিপক, হস্তিচালক, মাহুত। অঙ্কুশ গ্রহণ করে যে, উপতৎ ; অঙ্কুশ—গ্রহ্‌+অচ্ কর্ম। ২। অঙ্কুশগ্রহণ, অঙ্কুশধারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কুশগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—হস্তিপক, মাহুত। অঙ্কুশ গ্রহণ করে যে, উপতৎ ; অঙ্কুশ—গ্রহ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

অঙ্কুশদুর্ধ(র্দ্ধ)র—দুর্দমনীয় হস্তী, পাগলা হাতি। দুঃখে ধারণ করা যায় ইহাকে এই বাক্যে, দুর্—ধৃ+খল্ কর্ম ; অঙ্কুশ দ্বারা দুর্ধর, ৩য়াতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

অঙ্কুশমুদ্রা—জলশুদ্ধিকালে জলে তীর্থা-বাহনের নিমিত্ত করণীয় অঙ্গুলিসংস্থান বিঃ ['মুদ্রা' দ্রঃ]। অঙ্কুশাকারা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কুশী—অঙ্কুশধারণকারিণী ; জৈনধর্মাব-লম্বীদের দেবী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্কূয়ৎ—আঁকাবাঁকাভাবে গমনকারী। বৈদিক সং। বিণ। স্ত্রী, **-য়ন্তী** ('অঙ্কূয়ন্তী নদী')।

অঙ্কূর—'অঙ্কুর' দ্রঃ।

অঙ্কূষ—'অঙ্কুশ' দ্রঃ।

অঙ্কোট, অঙ্কোঠ, অঙ্কোল—আঁইশ ফলের গাছ, আঁকোড় গাছ [এই বৃক্ষের সারভাগ পীতবর্ণ, পুষ্প গন্ধযুক্ত, গাত্র দীর্ঘ-কণ্টকময় এবং ফলগুলি রক্তবর্ণ]। কীলকা-কার কণ্টক দ্বারা লক্ষ্য করা যায় যাহাকে এই অর্থে অন্‌ক্‌+ওট, ওঠ, ওল কর্ম। বি ; পুং।

অঙ্কোপরি—কোলের উপর। অঙ্কের উপরি, ৬ষ্ঠীতৎ। অ।

অঙ্কোলক—অঙ্কোট বৃক্ষ, আঁকোড় গাছ। অঙ্কোল+ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অঙ্কোলসার—আঁকোড় গাছ হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্কোলিকা—ক্রোড়ে গ্রহণ, আলিঙ্গন। অন্‌ক্‌+ওল ভাববা+ক স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ক্য—১। মৃদঙ্গ, ঢোল ; পাখোয়াজ [যে বাদ্যযন্ত্র সাড়ে তিন তাল (অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি বিস্তৃত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহার নাম তাল) দীর্ঘ, যাহার মুখ চৌদ্দ আঙ্গুল এবং আকার হরীতকীর ন্যায়, যাহা কোলে রাখিয়া বাজাইতে হয়, তাহার নাম অঙ্ক্য]। বি ; পুং। ২। কোলের উপযুক্ত। অঙ্কে সাধু এই অর্থে অঙ্ক শব্দ+যৎ। ৩। অঙ্কনীয়, অঙ্কনযোগ্য। অন্‌ক্‌+যৎ কর্ম। বিণ।

অঙ্গ—১। হস্তপদাদি দেহাংশ, অবয়ব ; দেহ ; মূর্তি ; কোন কর্মের অপরিহার্য অংশ অর্থাৎ যাহা ভিন্ন তাহা সমাহিত হয় না ; কোন বস্তুর একাংশ বা একদেশ ; উপায় ; উপকরণ ; মন ; স্ত্রীলোকের স্তন ; সদৃশ আকৃতি বা অবয়ব ; অংশ ; বেদের মন্ত্র বিঃ ; শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দঃ নিরুক্ত জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদের অবয়বগ্রন্থ ; প্রধানোপ-যোগী উপকরণ (যেমন—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চারিটি সেনার অঙ্গ, এবং স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল—এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ) ; (জ্যোতিষ) জন্মাদিলগ্ন ; (ব্যাকরণ) প্রত্যয়পূর্ববর্তী প্রকৃতি ; বৌদ্ধদিগের ধর্মশাস্ত্র বিঃ ; দ্রব্য-বিশেষে আপন অর্থের জ্ঞাপক। বি ; ক্লী। ২। অধীন ; অমুখ্য, অপ্রধান, গৌণ। অন্‌গ্ (গমন করা বা রোধ করা)+অচ্ কর্তৃ, অথবা অম্‌+গন্ কর্ম, করণ। বিণ। ৩। বলির ক্ষেত্রজ তনয় ; উক্ত রাজার পুত্র ; ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজ্য বিঃ (বর্তমান ভাগলপুর অঞ্চল) ; উপদ্বীপ বিঃ। [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ।] বি ; পুং।

অঙ্গক—দেহ, শরীর, গাত্র। অঙ্গ+ক স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অঙ্গকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—১। শরীর-সংবাহন কার্য, হস্তপদাদি মর্দন ; অঙ্গসেবা ; দেব-বিগ্রহাদির পরিমার্জন ; অঙ্গে তৈল-গন্ধাদিলেপন। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রধান কার্যের অঙ্গীভূত কার্য ; কার্যের উদ্যোগ আয়োজনাদি। অঙ্গ (অপ্রধান) এমন কর্ম, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অঙ্গক্রিয়া—অঙ্গকর্ম (তাহা দ্রঃ)। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গগ্রহ—শরীরবেদনা ; আক্ষেপ বা খেঁচুনি রোগ, শরীরের কোন অংশের সহসা কুঞ্চন, ধনুষ্টংকার। অঙ্গের গ্রহ (গ্রহ্‌+অচ্ কর্তৃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গগ্লানি—দৈহিক অবসন্নতা, দেহের ক্লান্তি, অঙ্গের জড়তা ; শরীরের ময়লা ঘর্ম ইঃ দূষিত পদার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গচালন, -চালনা—হাত-পা নাড়া, হস্তপদাদি অবয়বের সঞ্চালন ; ব্যায়াম ; শারীরিক পরিশ্রম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অঙ্গচ্ছেদ, -চ্ছেদন—হস্তপদাদি অবয়বের কর্তন, হাত-পা কাটিয়া ফেলা ; অংশ-বিঃর পরিবর্জন, কোন অংশ বাদ দেওয়া ; অঙ্গহানিকরণ। অঙ্গের ছেদ, ছেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী।

অঙ্গচ্ছেদক—১। যে হাত-পা ইঃ কাটিয়া ফেলে এমন ; অঙ্গহানিকারক। বিণ। স্ত্রী, **-চ্ছেদিকা**। ২। নাড়ি কাটিবার অস্ত্রাদি বিঃ। অঙ্গের ছেদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গজ—১। তনয়, সুত, পুত্র ; কেশ, লোম ; বাসনা ; কাম, মনোভাব ; রোগ। বি ; পুং। ২। শোণিত, রক্ত। বি ; ক্লী। ৩। শরীর-জাত, দেহজ। অঙ্গ (দেহ, আত্মা বা মনঃ) হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ ; অঙ্গ—জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গজন্ম—১। পুত্র বা কন্যা। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। দেহজাত, শরীরোৎপন্ন ; উদ্ভিদ্‌ধর্মী, vegetative. অঙ্গ হইতে জন্ম (জন্ম) যাহার; বহু। বিণ।

অঙ্গজা—১। তনয়া, পুত্রী, কন্যা। বি ; স্ত্রী। ২। শরীরোৎপন্না। অঙ্গজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গজ্ঞান—দেহের বিভিন্ন অংশসম্বন্ধীয় জ্ঞান। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অঙ্গজ্বর—(বৈদ্যক) যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ [এই

জ্বরে সকল অঙ্গে সর্বাঙ্গব্যাপী জ্বর থাকে। 'অঙ্গঃ সর্বাঙ্গসন্তপ্তি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ'—নিদান]। অঙ্গব্যাপী জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গজ্বালা—১। জ্বরাদি হেতু সর্বাঙ্গব্যাপী অত্যধিক উষ্ণতাবোধ, গা-জ্বালা। অঙ্গব্যাপিনী জ্বালা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। বিরক্তি, অপ্রীতি, অসন্তোষ। বাংপ্র। বি।

অঙ্গঝাড়া—গা ঝাড়া, আলস্য ত্যাগ ("অঙ্গঝাড়া দিয়া এবে উঠিল যুবক"—রঙ্গমতী)। বাংপ্র। বি।

অঙ্গঠা—অঙ্গার রাখিবার পাত্র। হি-মু (<অঙ্গেঠী)। বি।

অঙ্গণ, অঙ্গন—১। চত্বর, চাতাল, অজির, প্রাঙ্গণ, উঠান, আঙিনা ; রাজবাটী ; কাছারি। অন্গ্ (গমন করা)+অনট্ অধি (অঙ্গণ পক্ষে পৃষোদরাদি হেতু ন-স্থানে ণ)। ২। গতি, গমন। অন্গ্+অনট্ ভাব। ৩। যান, শকটাদি। অন্গ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অঙ্গতি—১। যান, বাহন। অন্জ্ (গমন করা)+অতি করণ। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; অগ্নি। অন্জ্ (পূজা করা)+অতি কর্ম। বি ; পুং। ৩। অগ্নিহোত্রী। অন্জ্ (পূজা করা)+অতি কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গত্যাগ—দেহত্যাগ, শরীরবিসর্জন, মৃত্যু ; ইচ্ছামৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গত্র, -ত্রাণ—যাহা দ্বারা শরীরকে অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা করা যায়, কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া। অঙ্গকে ত্রাণ (রক্ষা) করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ—ত্রৈ (ত্রাণ করা, রক্ষা করা)+ক কর্তৃ=অঙ্গত্র ; অঙ্গের ত্রাণ হয় যদ্দারা, বহু=অঙ্গত্রাণ। বি ; ক্লী।

অঙ্গদ—১। তাগা, বাজু, কেয়ূর, বাহুভূষণ। অঙ্গ—দৈ (শোধন করা)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। অঙ্গদাতা, জনক, উৎপাদক। অঙ্গ দান করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ—দা (দান করা)+ক কর্তৃ। বিণ। ৩। বালিরাজার পুত্র ; লক্ষ্মণের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং।

অঙ্গদা—১। দক্ষিণ-দিগ্‌হস্তীর পত্নী, পিঙ্গলা। যাহিদেহের পোষণ বা দিগ্‌রক্ষা করে এই অর্থে, উপতৎ ; অঙ্গ—দয়্ বা দে বা দৈ+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ১। অঙ্গদানকারিণী ; উৎপাদিকা ; জননী। অঙ্গদ (২)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গন—১। 'অঙ্গণ' দ্রঃ। ২। (পদার্থবিদ্যা) বিদ্যুৎ-পরিচালক না হইলেও যাহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি কার্য করে, dielectric. বি।

অঙ্গনা—১। সুন্দরী রমণী ; সুলক্ষণা নারী ; পত্নী, ভার্যা ; নারী ; উত্তরদিগ্‌হস্তিনী ; কন্যারাশি ; অঙ্গনাসংজ্ঞক বৃষ কর্কট বৃশ্চিক মীন ও মকর রাশি [জ্যোতিষ—মেষ রাশি পুংসংজ্ঞক, বৃষরাশি স্ত্রীসংজ্ঞক, এইরূপে সমস্ত যুগ্ম রাশিগুলি স্ত্রীসংজ্ঞক]। প্রশস্ত অঙ্গ আছে ইহার এই অর্থে, অঙ্গ+ন+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। আঙিনা। প্রা কপ্র। বি।

অঙ্গনাজন—স্ত্রীলোক। অঙ্গনাই জন, কর্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গনাজনসুলভ—নারীজনোচিত, যাহা স্ত্রীলোকেই দৃষ্ট হয় এরূপ। অঙ্গনাজনে সুলভ, ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গনাজনোচিত—নারীর উপযুক্ত, স্ত্রীলোকের যোগ্য। অঙ্গনাজনে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গনাপ্রিয়—১। অশোকবৃক্ষ, অশোকফুলের গাছ। অঙ্গনার (রমণীর) প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ [অশোক গাছের ছালের রস স্ত্রীলোকদিগের বাধক নামক ব্যাধির অমোঘ ঔষধ বলিয়া এই গাছ স্ত্রীলোকদিগের প্রিয় ; স্ত্রীলোকেরা অশোক ফুল পরিতেও ভালবাসে] ; অথবা, অঙ্গনা প্রিয়া (প্রীতিদায়িনী) যাহার, বহু [কবিসময়-প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, রমণীগণের পদাঘাতে অশোক পুষ্প বিকসিত হয় ; "পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি বকুলং যো ষি তা মাস্য মদ্যৈঃ"—সা হি ত্য দর্প ণ]। ২। দক্ষিণ-দিগ্‌গজ বিঃ। অঙ্গনার (দক্ষিণ-দিগ্‌হস্তিনীর) প্রিয় (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ৩। রমণীগণের প্রীতিদায়ক, স্ত্রীলোকের আনন্দদায়ক। অঙ্গনার (রমণীর) প্রিয় (প্রীতিদায়ক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অঙ্গনিগ্রহ—শারীরিক ক্লেশসাধন ; তপস্যাদি দ্বারা শরীরকে ক্লেশপ্রদান, আত্মশুদ্ধির জন্য অনশন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গন্যাস—হিন্দু দেবদেবীদের পূজাপ্রারম্ভে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হৃদয় মস্তক শিখা নেত্র বাহু ও করতলের অঙ্গুল্যাদি দ্বারা স্পর্শ। অঙ্গে ন্যাস (অঙ্গুল্যাদিস্থাপন), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গপালি—১। পরিষঙ্গ, আলিঙ্গন, কোলাকুলি ('অঙ্কপালি' শব্দ দ্রঃ)। অঙ্গ দ্বারা বা অঙ্গে পালি (ধারণ, রক্ষা), ৩য়া বা ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। (বৌদ্ধপুরাণ) একজন বিখ্যাত বারাঙ্গনা ; বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া ইনি দেবদ্যালন করেন। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গপালিকা—১। উপমাতা, ধাত্রী, ধাইমা। বি ; স্ত্রী। ২। দেহরক্ষাকারিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গপালিত—১। আলিঙ্গিত, আশ্লিষ্ট। অঙ্গ—পা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। অঙ্গে ধৃত ; অলঙ্কৃত, পরিহিত। ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—১। হস্তপদাদি সকল অবয়ব এবং অঙ্গুলি চক্ষু ইঃ অংশ। [অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রভেদ এই—শরীরের এক একটি প্রধান অংশ অঙ্গ ; যেমন—হস্ত, পদ, মস্তক প্রঃ। অঙ্গের অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ ; যেমন—হস্তপদের অঙ্গুলি, মস্তকের চক্ষু, কর্ণ প্রঃ।] দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অঙ্গপ্রসাধন—দেহের সাজসজ্জা বা তাহার উপকরণ, অঙ্গরাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত—অশৌচান্তে শ্রাদ্ধকার্যারম্ভের পূর্বে করণীয় দেহশুদ্ধিকর অনুষ্ঠান বিঃ, অশৌচকালে সম্ভূত দেহাশুদ্ধির শোধনার্থ করণীয় প্রায়শ্চিত্ত [এই প্রায়শ্চিত্তে বস্ত্র ও দক্ষিণার সহিত স্বর্ণদান করিতে হয়]। অঙ্গশোধক প্রায়শ্চিত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অঙ্গবর্ণ—শরীরের বিলেপনদ্রব্য, অঙ্গরাগ, কুঙ্কুমাদি ; দেহের কান্তি, সৌন্দর্য, শরীরলাবণ্য। অঙ্গের বর্ণ (রঞ্জনদ্রব্য, কান্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গবিকার, -বিকৃতি—১। অবয়ববৈকল্য, বিকলাঙ্গতা, অন্ধতা, খঞ্জতা ইঃ শরীরের বিকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অপস্মার, মৃগী রোগ। অঙ্গের বিকার, বিকৃতি যাহাতে, বহু। বি ; পুং, স্ত্রী।

অঙ্গবিক্ষেপ—হস্তপদাদির বেগে সঞ্চালন, হাত-পা খেঁচা, spasm ; অঙ্গভঙ্গী ; নৃত্যাদিসময়ে অঙ্গসঞ্চালন ; শরীরাভিনয়, কৌতুক দেখাইবার নিমিত্ত হস্তপদাদি অঙ্গের চালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গবিদ্যা—১। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। কর্মধা। ২। অবয়ব হস্তরেখা ইঃ হইতে ভাগ্যগণনা-বিদ্যা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গবিধি—আনুষঙ্গিক বিধান। অঙ্গবোধক বিধি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গবিন্যাস—দেহভঙ্গী, posture. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গবিহীন—অঙ্গশূন্য, বিকৃতাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, ত্রুটীযুক্ত ; অসম্পূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, -না।

অঙ্গবৈকল্য—অঙ্গবিকৃতি, বিকলাঙ্গতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গবৈকৃত—দেহবিকৃতি, অঙ্গবিকার ; অঙ্গভঙ্গী ; ইঙ্গিত, ইশারা। বিকৃত+অণ্ ভাবে ; অঙ্গের বৈকৃত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গবৈগুণ্য—প্রধান অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অনুষ্ঠানাদির ত্রুটি, অঙ্গহানি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গভঙ্গ, -ভঙ্গি, -ভঙ্গী—অঙ্গের বিশেষ বিশেষ সঞ্চালন দ্বারা বিশেষ বিশেষ মনোভাবপ্রকাশ ; অঙ্গের সঞ্চালন ; দেহবিকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী। [প্রা কপ্র—**অঙ্গভঙ্গিমা**—অঙ্গভঙ্গি করিয়া।]

অঙ্গভঙ্গিমা—অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গের ভঙ্গিমা (<ভঙ্গী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অঙ্গজ—১। পুত্র ; কাম, কন্দর্প। বি ; পুং। ২। অঙ্গজাত, শরীরোৎপন্ন। অঙ্গ হইতে জাত (উৎপন্ন) যে, উপতৎ ; অঙ্গ—জন্ (হওয়া) + ড কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গমর্দ(র্দ্দ), -মর্দ(র্দ্দ)ক—দেহমর্দন-কারক, যে গা টিপিয়া দেয় এরূপ ভৃত্য, গাত্রসংবাহক, সেবক। অঙ্গ মর্দন করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ—মৃদ্ (মর্দন করা) + অচ্ কর্তৃ=অঙ্গমর্দ ; অঙ্গের মর্দক, ৬ষ্ঠীতৎ= অঙ্গমর্দক। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -মর্দী, -মর্দিকা।

অঙ্গমর্দ(র্দ্দ)ন—গাত্রসংবাহন, গা-টেপা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গমর্দী (-মর্দিন্), **-মর্দ্দী**—গাত্রসংবাহক, যে গা টিপিয়া দেয় এরূপ ভৃত্য। অঙ্গ মর্দন করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ—মৃদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-ম-র্দিনী**

অঙ্গমার্জ(র্জ্জ)ন, -মার্জ(র্জ্জ)না—শরীর-পরিষ্করণ ; দেহপ্রক্ষালন ; শরীরের মল দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অঙ্গমোটন—গা মটকানো, আড়মোড়া ভাঙ্গা, আলস্য ত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গমোড়া—গা-মাড়া, আলস্য-ত্যাগ ; জড়তাবর্জন। <অঙ্গমোটন। বি।

অঙ্গরক্ত—বৃক্ষ বিঃ, গুণ্ডারোচনী। অঙ্গ রক্ত (লালবর্ণ) হয় যদ্দারা, বহু। বি।

অঙ্গরক্ষণী, -রক্ষিণী—১। সন্নাহ, কবচ, অঙ্গত্রাণ, সাঁজোয়া ; জামা কোট পিরান আঙরাখা ইঃ। বি ; স্ত্রী। ২। দেহরক্ষিকা, শরীর-রক্ষাকারিণী। অঙ্গ রক্ষিত হয় ইহা দ্বারা এই অর্থে, অঙ্গ—রক্ষ্+অনট্ করণ +ঈপ্ ; অঙ্গকে রক্ষা করে যে, উপতৎ ; অঙ্গ—রক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গরক্ষা—১। অঙ্গরক্ষণী, বর্ম। অঙ্গের রক্ষা হয় যদ্দারা, বহু ; অথবা অঙ্গ রক্ষা করে যাহা, উপতৎ ; অঙ্গ—রক্ষ্+অচ্ কর্তৃ+ আপ্। ২। দেহের পরিত্রাণ ; শরীর বাঁচান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গরাখা—আঙরাখা, লম্বা ঢিলা জামা, অঙ্গরক্ষণী। <অঙ্গ-রক্ষা। বি।

অঙ্গরাগ—১। সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য শরীরে চন্দনকুঙ্কুমাদি লেপন। অঙ্গের রাগ (রন্জ্+ ঘঞ্ ভাব), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শরীরের সৌন্দর্য-বিধায়ক দ্রব্য, কুঙ্কুমাদি রঞ্জনসামগ্রী ; প্রসাধন দ্রব্য, toilet. অঙ্গের রাগ (রন্জ্+ঘঞ্ করণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গরাজ—অঙ্গদেশের রাজা, কর্ণ। অঙ্গের রাজা (রাজন্ শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ ; অঙ্গরাজন্+ টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

অঙ্গরাট্ (-রাজ্)—অঙ্গদেশাধিপতি, অঙ্গ-দেশের রাজা, কর্ণ। অঙ্গে (অঙ্গদেশে) রাজিত (শোভিত) হয় যে, উপতৎ ; অঙ্গ—রাজ্ শোভা পাওয়া) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অঙ্গরুহ—১। পালক ; লোম ; পশম। বি ; পুং। ২। দেহে উৎপন্ন। অঙ্গে রূঢ় হয় (জন্মে) যে, উপতৎ ; অঙ্গ—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া) + ক কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গরোম (-রোমন্)—গাত্রলোম, কেশ ; পশম ; পালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গলেপ—বিলেপন দ্রব্য, কুঙ্কুম-চন্দনাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গলোম (-লোমন্)—'অঙ্গরোম' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গসংবাহন—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দলাই-মলাই করা, massage. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গসংবাহনাগার—(ক্লান্তি দূর করিবার বা রোগ সারাইবার জন্য) গা টিপিবার জায়গা, দলাইমলাই-এর স্থান, massage clinic. অঙ্গসংবাহনের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গসংস্কার—১। দেহশোধন, শরীরমার্জন ; চন্দনকুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীরলেপন। অঙ্গের সংস্কার (সম্—কৃ+ঘঞ্ ভাবে), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কুঙ্কুমাদি বিলেপনদ্রব্য ; দেহসজ্জা, সাজ-গোজ। অঙ্গের সংস্কার (সম্—কৃ+ঘঞ্ করণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গসংস্থান—জীবদেহ গঠনতত্ত্ব, mor-phology. অঙ্গের (জীবদেহের) সংস্থান (অর্থাৎ গঠনতত্ত্ব) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

অঙ্গসঙ্গ—দৈহিক মিলন, অঙ্গের সহিত অঙ্গের সংযোগ ; শরীর-সংস্পর্শ ; সম্ভোগ, মৈথুন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গসঞ্চালন—শরীরচালনা ; ব্যায়াম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গসেবা—শরীরের প্রসাধন, কুঙ্কুমচন্দন-মাল্যাদি দ্বারা দেহের শোভাবর্ধন ; গাত্র-সংবাহন, গা-টেপা ; দেবমূর্তির সাজসজ্জা, প্রতিমাসংস্কার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গসৌষ্ঠব—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠন ; অঙ্গের সৌন্দর্য ; অবয়বের গঠনে সম্পূর্ণতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গস্থ—শরীরস্থিত ; দেহে নিবেশিত, অঙ্গস্থিত। অঙ্গে স্থিতি করে যাহা, উপতৎ ; অঙ্গ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গস্থিতি—দৈহিক অবস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গস্পর্শ—শরীর-স্পর্শন, গা ছোঁওয়া (শপথাদিকালে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গস্পৃষ্ট—শরীর দ্বারা স্পৃষ্ট, গা দিয়া যাহাকে ছোঁওয়া হইয়াছে এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গস্বভাব—প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, সহজক্রিয়া, instinct. অঙ্গগত স্বভাব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গহরণ, -হার—অঙ্গচালন ; অঙ্গের ইতস্ততঃ বিক্ষেপ ; নৃত্যাদির সময়ে অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গের হরণ, হার (অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, পুং।

অঙ্গহানি—অঙ্গহীনতা, হস্তপদাদি অবয়বের মধ্যে কোনটির অভাব ; অঙ্গবৈকল্য, অঙ্গতা-খঞ্জতাদি কোন প্রধান বিষয়ের অংশবিশেষের অভাব ; অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি। অঙ্গের হানি, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা অঙ্গ-বিষয়ক হানি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গহার—'অঙ্গহরণ' দ্রঃ।

অঙ্গহীন—যাহার হস্তপদাদি অঙ্গের কোন একটি বা একাধিক নাই এরূপ ; অবয়বহীন ; হস্তপদাদি অঙ্গের যথোপযুক্ত-পরিমাণশূন্য ; বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ, কোন অংশে ত্রুটিযুক্ত ; ন্যূন অনুষ্ঠানযুক্ত ; দ্রব্যকালাদি উপকরণশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গহীনতা—অবয়বের ন্যূনতা, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোপযুক্ত পরিমাণশূন্যতা ; এক বা একাধিক অঙ্গ না থাকা ; বিকলাঙ্গতা ; অসম্পূর্ণতা ; ত্রুটি। অঙ্গহীন+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গাঙ্গি—১। (যুদ্ধাদিতে) পরস্পরের অঙ্গে প্রহার ; গায়ে গায়ে, ঠেসাঠেসি, অত্যন্ত নিকটবর্তিতা, ঘনিষ্ঠতা। অঙ্গে অঙ্গে প্রবৃত্ত কার্য এই অর্থে, ব্যতিহার বহু (অঙ্গ+অঙ্গ +সমাসান্ত ই)। বি ; ক্লী। ২। আপনার পক্ষের লোকের প্রতি পক্ষপাত। বাংপ্র। বি।

অঙ্গাঙ্গিভাব—১। পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা, corelation, গলাগলি ভাব, আত্মীয়তা। অঙ্গাঙ্গিই ভাব, কর্মধা। ২। গৌণ-মুখ্যভাব, উপকৃত-উপকারক আশ্রিত-আশ্রয় ইঃ সম্বন্ধ। অঙ্গ এবং অঙ্গী (অঙ্গিন্), দ্বন্দ্ব ; তাহাদের ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গাঙ্গী—অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিশিষ্ট, অতি ঘনিষ্ঠ ('—সম্বন্ধ')। বাংপ্র। বিণ।

অঙ্গাধিপ, অঙ্গাধিপতি—অঙ্গদেশের রাজা, কর্ণ। অঙ্গের (অঙ্গদেশের) অধিপ, অধিপতি (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অঙ্গাবরণ—১। দেহাচ্ছাদন-বস্ত্র, যাহা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখা যায় সেইরূপ কাপড়-চোপড় প্রঃ, উত্তরীয়, প্রাবরণ ; জামা কোট ইঃ। অঙ্গের আবরণ হয় যদ্দারা, বহু ; অথবা অঙ্গের আবরণ (আচ্ছাদন-বস্ত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দেহ ঢাকিয়া রাখা, দেহের আচ্ছাদন। অঙ্গের আবরণ (আচ্ছাদন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গামী—নাগা পর্বতের অসভ্য জাতি। বি।

অঙ্গার—১। কয়লা, আঙরা ; জ্বলন্ত কয়লা, অলাত ; কলঙ্ক, গ্লানিস্বরূপ ('কুলাঙ্গার')।

বি ; পুং বা ক্লী। ২। মঙ্গলগ্রহ। বি ; পুং। ৩। লোহিতবর্ণ, লালরং, রক্তবর্ণ। বি ; ক্লী। ৪। লাল রঙের, রক্তবর্ণবিশিষ্ট। যে (রক্তবর্ণত্ব) প্রাপ্ত হয় এই অর্থে, অন্‌গ্ (প্রাপ্ত হওয়া)+আরন্ কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গারক—১। বিশুদ্ধ অঙ্গার, কার্বন, carbon. ২। অঙ্গার, কয়লা। বি ; পুং বা ক্লী। ৩। (বৈদ্যক) জ্বরঘ্ন-ঔষধপ্রস্তুত তৈল বিঃ (ইহা দেহে মর্দন করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়,—"তৈলমঙ্গারকং নাম সর্বজ্বর-বিমোক্ষণম্"—সুখবোধ)। বি ; ক্লী। ৪। পীতঝিণ্টী বৃক্ষ, কুরণ্টক বৃক্ষ ; ভীমরাজের গাছ ; কেশুরিয়ার গাছ ; (জ্যোতিষ) মঙ্গলগ্রহ ['অঙ্গারকরবী রক্তৌ'—মঙ্গল এবং রবি রক্তবর্ণ] ; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফিনকি। অঙ্গার (রক্তবর্ণ)+ক তুল্যার্থে (যেমন, কুরণ্টক বৃক্ষ), স্বার্থে (যেমন, মঙ্গলগ্রহ কার্বন), অল্পার্থে (যেমন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ), আছে এই অর্থে (যেমন, অঙ্গারক তৈল)। বি ; পুং। **অঙ্গারক রসায়ন**—জৈব রসায়ন, organic chemistry.

অঙ্গারকমণি—প্রবাল, রক্ত পলা। অঙ্গারকপ্রিয় (মঙ্গলগ্রহের প্রিয়) মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গারকৃষ্ণ—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কয়লার মত কাল। অঙ্গারসদৃশ কৃষ্ণ, উপমান কর্মধা। বিণ।

অঙ্গারতুল্য—কয়লার মত, অঙ্গারবৎ। অঙ্গারসম তুল্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গারধানিকা, -ধানী—আগুন রাখিবার পাত্র, আগুনের মালসা, ধুনচি, কয়লা রাখিবার পাত্র, আংটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারপক্ক, -পরিপাচিত—১। কয়লার আগুনে সিদ্ধ। বিণ। ২। কয়লার আগুনের উপরে সিদ্ধ বা ঝলসানো মাংস, শূল্য মাংস, সিককাবাব। ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গারপর্ণ—১। (মহা) চিত্ররথ গন্ধর্বের উদ্যান। অঙ্গার (রক্তবর্ণ) পর্ণ (পত্র) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ২। চিত্ররথ গন্ধর্ব। অঙ্গারতুল্য (রক্তবর্ণ) পর্ণ আছে ইহার এই অর্থে, অঙ্গারপর্ণ+অচ্। বি ; পুং।

অঙ্গারপর্ণী—বামুনহাটীর গাছ [এই গাছের ডাঁটা ও পাতার শিরাগুলি লালবর্ণ। এই গাছে দুই রকমের ফুল হয়—সাদা ও নীল]। অঙ্গারতুল্য (রক্তবর্ণ) পর্ণ (পাতা) যাহার, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারপুষ্প—ইঙ্গুদীবৃক্ষ ; অঙ্গারতুল্য (রক্তবর্ণ) পুষ্প যাহার, বহু। বি ; পুং।

অঙ্গারবর্ণা—অঙ্গারপর্ণী (তাহা দ্রঃ)। অঙ্গারতুল্য বর্ণ যাহার, বহু (সংজ্ঞার্থে ঈপ্-প্রত্যয়)। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারবল্লরী, -বল্লী—গুঞ্জা, কুঁচগাছ ; করমচা, করঞ্জ ; ভার্গী, বামুনহাটীগাছ। অঙ্গারতুল্য (রক্তবর্ণ) বল্লরী, বল্লী (মঞ্জরী) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারমঞ্জরী—করঞ্জবৃক্ষ, করমচা গাছ। অঙ্গারবৎ (রক্তবর্ণ) মঞ্জরী যাহার, বহু (সংজ্ঞাহেতু সমাসান্ত ক-প্রত্যয় এবং ঈকার হ্রস্ব হইল না)। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারমঞ্জী—ডালকরমচা, ডহর করঞ্জ। সংজ্ঞার্থে মঞ্জরী-স্থানে মঞ্জী। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারমলিন—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কয়লার মত কাল। অঙ্গারসদৃশ মলিন, মধ্যপ কর্মধা। বিণ।

অঙ্গারশকটী—আগুন রাখিবার পাত্র, আগুনের মালসা ; আঙটা ; ধুনচি। অঙ্গারের শকটী (ক্ষুদ্র শকট, অর্থাৎ পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারাম্ল—(রসায়ন) অঙ্গার ও বায়ুস্থ অম্লজান—এতদুভয়ের রাসায়নিক সমবায়ে উৎপন্ন বাষ্প, carbonic acid gas, carbon dioxide. অঙ্গারযুক্ত অম্ল (অম্লজান), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অঙ্গারি—অগ্নিরক্ষার পাত্র, আগুনের আঙটা। অঙ্গার+ইক আছে ইহাতে এই অর্থে (নিপাতনে ক-লোপ)। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারিকা—অগ্নিপাত্র, আগুনের আঙটা ; লাল রঙের আখ ; কাশতৃণ ; মজসার ; পলাশফুলের কুঁড়ি। অঙ্গার+ইক (ঠন্) আছে ইহাতে এই অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গারিণী—১। আগুনের পাত্র, আগুনের মালসা, আগুনের আঙটা। বি ; স্ত্রী। ২। অঙ্গারবিশিষ্টা। অঙ্গার+ইন্ আছে ইহাতে এই অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গারিত—১। অঙ্গারত্বপ্রাপ্ত, charred ; যাহা কয়লা হইয়া আসিয়াছে এরূপ, দগ্ধপ্রায়। অঙ্গার+ণিচ্ (=অঙ্গারি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পলাশকলিকার উৎপত্তি। অঙ্গারের ন্যায় আচরণ করে এই অর্থে, অঙ্গার+ক্বিপ্=অঙ্গার নামধাতু, অঙ্গার+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অঙ্গারীয়—অঙ্গারঘটিত ; অঙ্গারসম্বন্ধীয়। অঙ্গার+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অঙ্গিক—দৈহিক, শারীরিক। অঙ্গ+ইক (ঠন্)। বিণ।

অঙ্গিকা—১। 'অঙ্গিক' দ্রঃ। অঙ্গিক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কঞ্চুক, কাঁচুলী, আঙ্রাখা। অঙ্গ+ইন্ আচ্ছাদনার্থে+ক স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গিয়া—অঙ্গ। প্রা কপ্র। বি।

অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরস্) (>**অঙ্গিরা**)—সপ্তর্ষির একজন [ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। শ্রদ্ধা (মতান্তরে 'স্মৃতি') ইঁহার পত্নী। ইঁহার দুই পুত্র—বৃহস্পতি ও উতথ্য এবং রাকা প্রঃ চারি কন্যা। ইনি ঋগ্বেদের বহু শ্লোকের রচয়িতা। (রামায়ণমতে এই অঙ্গিরা মুনি কশ্যপের পুত্র)। ইনি অঙ্গিরঃ-সংহিতার রচয়িতা] ; উরুর পুত্র (ইঁহার মাতা আগ্নেয়ী)। জ্ঞান আছে ইঁহার এই অর্থে অঙ্গ (জ্ঞান)+ইরস্ ; অথবা গমন করেন ইনি এই অর্থে, অন্‌গ্ (গমন করা)+ইরস্ কর্তৃ, নামার্থে। বি ; পুং।

অঙ্গী (অঙ্গিন্)—দেহধারী, শরীরী, মুখ্য, প্রধান। অঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অঙ্গিনী**।

অঙ্গীকরণ—স্বীকরণ, স্বীকার, প্রতিশ্রুতি। অনঙ্গকে (অ-স্বকে) অঙ্গ (স্ব) করা এই অর্থে, অঙ্গ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অঙ্গী (চ্বি-প্রত্যয়ে অ-কারের ঈত্ব) ; অঙ্গী—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [প্রা কপ্র—**অঙ্গীকরু**—স্বীকার কর। **অঙ্গীকরি**—স্বীকার করিয়া।]

অঙ্গীকরণীয়, -কর্ত(র্ত্ত)ব্য—স্বীকর্তব্য, স্বীকারযোগ্য। অঙ্গ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অঙ্গী ; অঙ্গী—কৃ+অনীয়, তব্য কর্ম। বিণ।

অঙ্গীকার—যাহা পূর্বে অঙ্গ ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গকরণ, অঙ্গে ধারণ ও প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, স্বীকার। অঙ্গ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অঙ্গী ; অঙ্গী—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি।

অঙ্গীকারবদ্ধ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গীকৃত—স্বীকৃত, প্রতিশ্রুত। অঙ্গ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অঙ্গী ; অঙ্গী—কৃ+ক্ত কর্মবা। বিণ।

অঙ্গীকৃতি—প্রতিশ্রুতি, স্বীকৃতি, স্বীকার, প্রতিজ্ঞা। অঙ্গ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অঙ্গী ; অঙ্গী—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গীভূত—অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত ; প্রধানের সহ মিলিত, অঙ্গস্থগত ; শরীরস্থ, যাহা পূর্বে অঙ্গ ছিল না এক্ষণে হইয়াছে এরূপ। অঙ্গ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অঙ্গী ; অঙ্গী—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -**ভবন**।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী—১। আংটি, অঙ্গুলি-ভূষণ। ভূষণ জন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাকে এই অর্থে, অন্‌গ্+উরি, উরী কর্ম। ২। অঙ্গুলি, আঙুল ; পদাঙ্গুষ্ঠ, পায়ের বুড়া আঙুল। অন্‌গ্ (প্রাপ্ত হওয়া, গ্রহণ করা)+উরি, উরী কর্তৃ বা করণ, কোন বস্তু গ্রহণ করে এ, বা করা যায় ইহা দ্বারা এই অর্থে। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গুরীজাল—(প্রাণিতত্ত্ব) যাহার দেহ

বলয়াকার খণ্ডে বিভক্ত এরূপ, annelida (জোঁক, কেঁচো ইঃ)। অঙ্গুরীয় মালা আছে যাহার, বহু। বিণ।

অঙ্গুরীয়, -রীয়ক—আংটি, অঙ্গুলিভূষণ; শনিগ্রহের চতুর্দিকস্থ তিনটি মণ্ডল বা বেড়, rings of the planet Saturn; সমকেন্দ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃত্তদ্বয়ের পরিধিমধ্যবর্তী স্থান। অঙ্গুলির ইহা এই অর্থে, অঙ্গুরি+ঈয়; পক্ষে+ক স্বার্থে; ইহা হইতেই অঙ্গুরীয়াকার পদার্থকেও বুঝায়। বি; পুং বা ক্লী, ক্লী।

অঙ্গুল—১। আঙুল, অঙ্গুলি, করশাখা; বুড়া আঙুল; অঙ্গুষ্ঠ; বাৎস্যায়ন মুনি। যে গ্রহণের নিমিত্ত গমন করে এই অর্থে, অন্‌গ্‌+উল কর্তৃ। বি; পুং। ২। অষ্ট-যবোদর-পরিমাণ, অর্থাৎ আটটি যব একত্র রাখিলে তাহাদের মধ্যস্থান স্থূলত্বসমষ্টি। বি; ক্লী।

অঙ্গুলাকার—হাতের আঙুলের মত বিভক্ত। অঙ্গুলের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

অঙ্গুলাঙ্ক(ঙ্ক)নিবোধক—আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, যে আঙুলের ছাপ দেখিয়া বুঝিতে পারে, finger print expert. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গুলাস্থি—অঙ্গুল্যস্থি (তাহা দ্রঃ)। অঙ্গুলের অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী—হস্তপদশাখা, হাত বা পায়ের আঙুল; গজকর্ণিকার বৃক্ষ, হাতি-শুঁড়ার গাছ; হাতির শুঁড়ের অগ্রভাগ। যে গ্রহণের নিমিত্ত গমন করে বা যদ্দ্বারা গ্রহণ করা যায় এই অর্থে, অন্‌গ্‌+উলি, উলী কর্তৃ বা করণ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গুলিগ—অঙ্গুলিসাহায্যে গমনকারী (প্রাণী), অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া গমনকারী (জীব)। অঙ্গুলি দ্বারা গমন করে যে, উপতৎ; অঙ্গুলি—গম্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গুলিগলি—দুই আঙুলের মাঝখানের ফাঁক, অঙ্গুলিগুলির মধ্যবর্তী ব্যবধান। অঙ্গুলির গলি, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

অঙ্গুলিগ্রন্থি—আঙুলের গাঁট, অঙ্গুলিপর্বের সংযোগস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গুলিচালন—আঙুল চালা; আঙুল প্রবেশ করানো; অঙ্গুলি-সংকেতে মনোভাব প্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিঠার—অঙ্গুলি-সংকেতে মনোভাব ব্যক্তকরণ, অঙ্গুলি-সংকেতে ইশারা। অঙ্গুলি দ্বারা ঠার, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

অঙ্গুলিতাড়ন, -না—আঙুল দ্বারা আঘাত, অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন; আঙুল উঠাইয়া শাসন। অঙ্গুলিদ্বারা তাড়ন, তাড়না, ৩য়াতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অঙ্গুলিতোরণ—ললাটস্থ অর্ধচন্দ্রাকার-তিলক (হিন্দু শাক্তেরা এই তিলক সর্বদা ধারণ করেন)। অঙ্গুলিকৃত তোরণ (তোরণাকার চিহ্ন), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

অঙ্গুলিত্র, -ত্রাণ—ধনুকের ছিলা টানিবার কালে অঙ্গুলিকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে চর্মাবরণ ব্যবহৃত হয় তাহা; অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম, চামাটি; আঙুস্তানা, দস্তানা। অঙ্গুলিত্র=অঙ্গুলিকে ত্রাণ করে যে, উপতৎ; অঙ্গুলি—ত্রৈ+ক কর্তৃ; অঙ্গুলিত্রাণ=অঙ্গুলির ত্রাণ (ত্রৈ+অনট্‌ করণ), ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, অঙ্গুলির ত্রাণ (রক্ষা) হয় যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিত্রোটন—আঙুল মটকানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিধ্বনি—তুড়ি; আঙুল মটকাইবার শব্দ। অঙ্গুলিকৃত বা অঙ্গুলিজাত ধ্বনি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অঙ্গুলিনলক—(শারীরবিদ্যা) আঙুলের ছোট ছোট হাড়, phalanges. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিনিপীড়িত—যাহাকে আঙুল দিয়া আঘাত করা হইয়াছে এমন, অঙ্গুলিতাড়িত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অঙ্গুলিনির্দে(র্দ্দে)শ—অঙ্গুলি প্রসারণ পূর্বক প্রদর্শন, আঙুল বাড়াইয়া দেখান; অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত। অঙ্গুলিকৃত নির্দেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অঙ্গুলিন্যস্ত—অঙ্গুলিতে পরিহিত। অঙ্গুলিতে ন্যস্ত (অর্পিত), ৭মীতৎ। বিণ।

অঙ্গুলিন্যাস—অঙ্গুলিস্থাপন, আঙুল দেওয়া; মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গুলিপঞ্চক, অঙ্গুলীপঞ্চক—হাত বা পায়ের পাঁচটি আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা। অঙ্গুলির, অঙ্গুলীর পঞ্চক (পাঁচটি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিপর্ব (-পর্বন্‌), **-পর্ব্ব**—অঙ্গুলির গ্রন্থিসমূহের মধ্যস্থিত অংশ, আঙুলের পাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিপীড়ন, -লিপীড়ন—অঙ্গুলি-তাড়ন। ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিমাল—দস্যু বিঃ (চরিতাবলী দ্র.)। বি।

অঙ্গুলিমুখ—আঙুলের মুখ, আঙুলের ডগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিমুদ্রা—১। স্বনামক্ষোদিত অঙ্গুরীয়ক, যাহাতে নিজের নাম লেখা আছে এরূপ আংটি, স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুলিভূষণ। অঙ্গুলিধৃতা মুদ্রা (অঙ্কিত ভূষণ), মধ্যপ কর্মধা; অথবা অঙ্গুলির মুদ্রা, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দেবপূজাকালে করণীয় অঙ্গুলি-সংস্থান বিঃ। অঙ্গুলিকৃতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমুদ্রিকা—নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুলিমুদ্রা। অঙ্গুলিমুদ্রা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমূল—করতলের সহিত অঙ্গুলির সংযোগস্থল, আঙুলের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিমোটন—দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা কৃত মর্দনশব্দ; আঙুল মটকানো। অঙ্গুলির মোটন যাহাতে, বহু; বা অঙ্গুলির মোটন (মটকানো), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিযন্ত্র—(সুশ্রুত) আঙুলের আকার-বিশিষ্ট বস্তিযন্ত্র। বি।

অঙ্গুলিষঙ্গ—১। অঙ্গুলিত্র, আঙুস্তানা, দস্তানা। বি; পুং। ২। অঙ্গুলিসংযুক্ত, অঙ্গুলিতে পরিহিত। অঙ্গুলিতে সঙ্গ (সম্পর্ক) যাহার, বহুব্রী ('সঙ্গ'শব্দের স-স্থানে ষ)। বিণ।

অঙ্গুলিষঙ্গা—১। অঙ্গুলিসংযোগকারক যবাগূ, ঘন যাউ। অঙ্গুলির সঙ্গ যাহার, বহু+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। অঙ্গুলিসংযুক্তা। অঙ্গুলিষঙ্গ (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অঙ্গুলিসংজ্ঞা—অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত, আঙুল দিয়া ইশারা। অঙ্গুলিকৃতা সংজ্ঞা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অঙ্গুলিসংকে(ঙ্কে)ত—অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত, আঙুল দিয়া ইশারা। অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত, ৩য়াতৎ; অথবা অঙ্গুলিকৃত সংকেত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অঙ্গুলিসন্দেশ—অঙ্গুলিকৃত সংকেত, আঙুল দ্বারা ইশারা। অঙ্গুলিকৃত সন্দেশ (সংবাদ-জ্ঞাপন), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অঙ্গুলিসন্ধি—অঙ্গুলির পর্বসমূহের সংযোগস্থল, আঙুলের গাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঙ্গুলিসম্ভূত—'অঙ্গুলীসম্ভূত' দ্রঃ।

অঙ্গুলিস্পর্শ—অঙ্গুলি দ্বারা আমর্দন, আঙুল দিয়া ছোঁওয়া। অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অঙ্গুলিস্ফোটন—আঙুল ফুটানো, আঙুল মটকানো, তুড়ি দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলিহেলন—অঙ্গুলিনির্দেশ, আঙুলের ঠার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গুলীক—আংটি, অঙ্গুলীভূষণ। অঙ্গুলী+কন্‌ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং বা ক্লী।

অঙ্গুলীয়ক—অঙ্গুলীভূষণ, আংটি। অঙ্গুলি+ঈয় সম্বন্ধীয়ার্থে+কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

অঙ্গুলীসম্ভূত, অঙ্গুলিসম্ভূত—১। নখ। বি; পুং। ২। আঙুল হইতে উৎপন্ন, অঙ্গুলিজাত। ৫মীতৎ। বিণ।

অঙ্গুল্যগ্র—অঙ্গুলির অগ্রভাগ, আঙ্গুলের ডগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুল্যস্থি—আঙুলের হাড়। অঙ্গুলীর অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুষ্ঠ—বৃদ্ধাঙ্গুলি, বুড়া আঙুল। অঙ্গুতে (হস্তে) (প্রধানরূপে) থাকে ইহা এই বাক্যে, অঙ্গু—স্থা+ক (বহু)। বি ; পুং।

অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন—বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো ; বঞ্চনা, প্রতারণা ; ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র—অঙ্গুষ্ঠের মধ্যপর্ব-পরিমিত। অঙ্গুষ্ঠ+মাত্রচ্‌ পরিমাণার্থে। বিণ।

অঙ্গুষ্ঠানা, অঙ্গুস্তানা—দস্তানা, অঙ্গুলিত্র, আঙুলের ঠুলি বা ঠুলি যাহা আঙুলে পরিয়া দরজিরা সেলাই করে, থিম্বল, thimble. <অঙ্গুষ্ঠত্রাণ বা ফা 'অঙ্গুস্তানা'। বি।

অঙ্ঘঃ (অঙ্ঘস্), (>অঙ্ঘ)—দুরিত, অধর্ম, পাপ। নরকে গমন করে ইহা দ্বারা এই অর্থে অন্‌ঘ্‌ (গমন করা)+অস্‌ করণ। বি ; ক্লী।

অঙ্ঘ্রি—পদ, পা, চরণ ; শিকড়, বৃক্ষমূল ; চতুর্থ ভাগ ; শ্লোকের চরণ বা এক এক পঙ্‌ক্তি। গমন করা যায় ইহা দ্বারা এই অর্থে, অন্‌ঘ্‌ (গমন করা)+ক্রিণ্‌ করণ। বি ; পুং।

অঙ্ঘ্রিকমল, -পদ্ম—পাদপদ্ম, চরণকমল। অঙ্ঘ্রি কমলপ্রায়, পদ্মপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

অঙ্ঘ্রিপ—পাদপ ; জল ; বৃক্ষ, গাছ। অঙ্ঘ্রি (পদ, মূল) দ্বারা (রস) পান করে যে, উপতৎ ; অঙ্ঘ্রি—পা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

অঙ্ঘ্রিপর্ণী—সিংহপুচ্ছাকার পুষ্পযুক্ত বৃক্ষ বিঃ, চাকুলিয়া গাছ। অঙ্ঘ্রিতে (মূলে) পর্ণ (পত্র) যাহার, বহু+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অঙ্ঘ্রিবল্লি, -বল্লী, -বল্লিকা—চাকুলিয়া গাছ। অঙ্ঘ্রিতে (মূলে) বল্লি, বল্লী, বল্লিকা (লতা, পত্রবিশিষ্টতা হেতু লতার ন্যায়), ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অচকিত—অবিস্মিত ; অশঙ্কিত ; অনাকুল, অসুখিত ; নিশ্চল, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচক্র—চক্ররহিত, চাকাশূন্য। ন (নাই) চক্র যাহার, বহু। বিণ।

অচক্রী (অচক্রিন্‌)—সরল ; অচক্র ; অখল ; অকপট। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ক্রিণী।

অচক্ষুঃ (অচক্ষুস্), (>অচক্ষু)—১। যাহার চোখ নাই এমন, নয়নহীন, দর্শনেন্দ্রিয়শূন্য। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। ন (নাই) চক্ষুঃ যাহার, বহু [ব্রহ্ম নিরাকার, সুতরাং অচক্ষু]। ৩। কুৎসিত চক্ষু। ন (অপ্রশস্ত) চক্ষুঃ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচঞ্চল—নিশ্চল, নিষ্কম্প, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচট—অক্লিষ্ট, আচম্বা ('অচট ভূমের ভাষে ঘিল'—রামপ্রসাদ)। প্রা কপ্র। বিণ।

অচণ্ড—শান্ত ; নম্র, কোপশূন্য, নিষ্ক্রোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচণ্ডী—১। শান্তপ্রকৃতি গাভী, ঠাণ্ডা গাই। ন চণ্ডী (উগ্রস্বভাবা গবী), নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শান্তস্বভাবা, নিরীহা ; অকুপিতা। ন চণ্ডী (উগ্রস্বভাবা), নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অচতুর—সাদাসিধা ; সরল ; ছলশূন্য ; অপটু, অকৌশলী, যে চটপটে নয় এমন। ন চতুর, (দক্ষ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচন্দ্রিক—জ্যোৎস্নাহীন। ন (নাই) চন্দ্রিকা যাহাতে, বহু। বিণ।

অচপল—চাঞ্চল্যশূন্য ; ধীরবুদ্ধি ; স্থির, শান্তপ্রকৃতি। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচর—গতিহীন, নিশ্চল ; স্থাবর, স্থিতিশীল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচরণ—চরণশূন্য, পদবিহীন, খঞ্জ, খোঁড়া ; পাদোন (শ্লোক)। ন (নাই) চরণ যাহার, বহু। বিণ।

অচরিত—অপূর্ব, অদ্ভুত ('অচরিত কাহিনী'—মৈম)। প্রা কপ্র। বিণ।

অচরিতার্থ—অধন্য ; ব্যর্থমনোরথ, অকৃতার্থ, বিফলকাম ; অপরিতুষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচরিত্র—১। দুঃশীল, অসৎস্বভাব ; চরিত্রহীন। ন (অপ্রশস্ত, নিন্দনীয়) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। কুৎসিত চরিত্র, অসৎ স্বভাব, দুষ্ট প্রকৃতি। ন (অপ্রশস্ত) চরিত্র, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচরিষ্ণু—অচল, চলৎশক্তিরহিত, স্থির, স্থাবর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচর্চ(র্চ্চ)—চর্চাহীন ; বিবেচনাহীন। ন (নাই) চর্চা যাহার, বহু। বিণ।

অচর্চা(র্চ্চা)—চর্চার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচর্ব(র্ব্ব)ণ—না চিবানো। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচর্ব(র্ব্ব)ণীয়, -চর্ব্য(র্ব্ব্য)—চিবানোর পক্ষে অনুপযুক্ত, চর্বণের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচর্বি(র্ব্বি)ত—যাহা চিবানো হয় নাই এরূপ, অদন্তপিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচল—১। গমনশূন্য ; স্থির ; চলিবার শক্তিশূন্য, পঙ্গু ; দৃঢ়, অটল, অবিচলিত ; অপ্রচলিত ; অগ্রাহ্য ; ব্যবহারের অযোগ্য ('—টাকা') ; অব্যবহৃত ; কাজের অনুপযুক্ত ; দোষযুক্ত ; নির্বাহের উপায়বিহীন, যাহা চালানো দুঃসাধ্য ('—সংসার') ; নিষ্ক্রিয় ; স্পন্দহীন। বিণ। ২। অদ্রি, পর্বত ; প্রস্তর, পাথর ; কীলক, শঙ্কু, খোঁটা, গোঁজ ; স্থাণু ; শিব ; আত্মা। বি ; পুং। ৩। ব্রহ্ম। ন চল, নঞ্‌তৎ ; অথবা ন (নাই) চল (গমন) যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অচলকন্যা—পর্বতনন্দিনী, হৈমবতী, পার্বতী ; নদী। অচলের (পর্বতের) কন্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অচলকীলা—মহী, পৃথিবী। অচল (এখানে সুমেরু পর্বত) হইয়াছে কীল (শঙ্কু, খোঁটা, অর্থাৎ স্থিরত্ব-বিধায়ক স্তম্ভ) যাহার, বহু+আপ্‌। [পর্বত সকল পৃথিবীর ভারকেন্দ্র স্থির রাখিয়াছে বলিয়া প্রাচীন ভারতীয়গণ মনে করিতেন, এজন্য তাহাদিগের ভূধর, মহীধর ইঃ নাম হইয়াছে।] বি ; স্ত্রী।

অচলজা—'অচলজাতা' (সকল অর্থে)। অচল—জন্‌+ড কর্তৃ+আপ্‌। বিণ ও বি ; স্ত্রী।

অচলজাত—পর্বতোদ্ভূত, পর্বত হইতে বা পর্বতে উৎপন্ন, পার্বত্য, পাহাড়িয়া। ৫মীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

অচলজাতা—১। পর্বতোদ্ভূতা, পর্বত হইতে উৎপন্না। অচলজাত+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। হিমালয়কন্যা, পার্বতী, গঙ্গা। অচল হইতে জাতা, ৫মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অচলতড়িৎ—(পদার্থবিদ্যা) স্থিরবিদ্যুৎ, statical electricity ; অতি রূপবতী নারী। অচলা তড়িৎ (বিদ্যুৎ), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অচলতা, -ত্ব—নিশ্চলতা, গতিশূন্যতা ; স্থিতিশীলতা। অচল+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অচলত্বিট্‌ (-ত্বিষ্‌)—১। পিক, কোকিল (কাল রং যায় না বলিয়া)। বি ; পুং। ২। স্থিরকান্তিবিশিষ্ট, অম্লানকান্তি। অচলা (স্থিরা) ত্বিট্‌ (কান্তি) যাহার, বহু। বিণ। ৩। স্থির কান্তি, অম্লান সৌন্দর্য। অচলা ত্বিট্‌, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অচলত্রাতা (-ত্রাতৃ)—বৌদ্ধপ্রধানের উপাধি বিঃ। বি ; পুং।

অচলন—১। গতিশূন্য, গতিহীন, নিশ্চল ; অপ্রচলিত। ন (নাই) চলন যাহার, বহু। বিণ। ২। গতির অভাব, গতিহীনতা ; অপ্রচলন ; অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচলনীয়—চলিবার অযোগ্য, যাহার প্রচলন অসম্ভব এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচলপতি—পর্বতশ্রেষ্ঠ, গিরিরাজ, হিমালয়। অচলদিগের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অচলভিৎ[১] (-ভিদ্‌)—গোত্রভিৎ, ইন্দ্র, দেবরাজ। অচল ভেদ করে অচল—ভিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। [পুরাণে এইরূপ কথিত আছে, সমূহের পাখা ছিল ; তাহারা ই হইতে অন্যদেশে গিয়া পতিত

দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া দিত ; এজন্য ইন্দ্র তাহাদের পাখা কাটিয়া দেন।]

অচলমতি—১। স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ়মনা, অ-চঞ্চলচিত্ত। অচলা (স্থিরা) মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ। ২। অচপল বুদ্ধি, স্থিরবুদ্ধি। অচলা মতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অচলয়—অচঞ্চল। প্রা কপ্র। বিণ।

অচলা—১। পৃথিবী [প্রাচীনকালের কোন কোন পণ্ডিতের ভুল ধারণা ছিল যে পৃথিবী গতিশূন্য]। বি ; স্ত্রী। ২। গতিহীনা, স্থিরা। অচল(১)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। (বিরুদ্ধ লক্ষণায়) লক্ষ্মী। ন (নাই) চলা (চঞ্চলা) যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অচলাধিপ, -ধিপতি—পর্বতরাজ, হিমালয়। অচলদিগের অধিপ, অধিপতি (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অচলায়তন—১। যাহাকে সহজে নড়ানো যায় না এমন প্রতিষ্ঠান বা সমাজ-ব্যবস্থা ; অতিরক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থা। অচল যে আয়তন, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। স্থির ; অনড়, অপরিবর্তনীয়। অচল আয়তন (আবাস) যাহার, বহু। বিণ।

অচলিত—নিশ্চল, স্থির ; অপ্রচলিত ; পুরাতন। নঞ্তৎ। বিণ।

অচলিতব্য—প্রচলনের অযোগ্য, অব্যবহার্য। বিণ।

অচলিষ্ণু—অগতিশীল ; স্থিতিশীল, যাহা এক স্থানেই স্থির থাকে এরূপ ; অলস। নঞ্তৎ। বিণ।

অচাক্ষুষ—অদৃষ্টিগোচর, অপ্রত্যক্ষ। নঞ্-তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-চাক্ষুষী**।

অচাঞ্চল্য—অচপলতা, গাম্ভীর্য ; স্থিরবুদ্ধি-শালিতা, দৃঢ়মতিত্ব। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অচাতুরী—শঠতাশূন্যতা, অকাপট্য। নঞ্-তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচাতুর্য(র্য্য)—অনৈপুণ্য, অকৌশল ; অদক্ষতা, অচতুরতা ; নির্বুদ্ধিতা ; সারল্য। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অচাত্মক—সহসা সংঘটিত, অদ্ভুত, বিস্ময়-কর। হিন্দি। বিণ।

অচাপল্য—অচাঞ্চল্য, চিত্তস্থৈর্য, ধীর প্রকৃতি ; গাম্ভীর্য। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অচালন—না চালানো ; অপ্রয়োগ ; অ-ব্যবহার। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অচালনীয়, অচালয়িতব্য, অচাল্য—চালনার অযোগ্য, অপ্রযোজ্য ; অব্যব-হার্য ; যাহা চালানো যায় না বা চালানো অনুচিত এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচালিত—অপ্রযুক্ত ; অব্যবহৃত ; যাহা স্থানান্তরিত করা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচাহে—হঠাৎ ; অনিচ্ছাক্রমে। প্রা কপ্র ("শ্যামর কায় অচাহে হিলায়ত"— —কৃষ্ণকান্ত)। অ।

অচিকিৎসক—অযোগ্য চিকিৎসক, আনাড়ী বৈদ্য। নঞ্তৎ। বি ; পুং বা বিণ।

অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য—চিকিৎসা-বহির্ভূত, অপ্রতিকরণীয়, চিকিৎসা দ্বারা যাহার প্রতিকার হইতে পারে না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচিকিৎসা—চিকিৎসার অভাব ; কু-চিকিৎসা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচিকিৎসিত—যাহার চিকিৎসা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচিকিৎস্য—'অচিকিৎসনীয়' দ্রঃ।

অচিকীর্ষু—করণে অনিচ্ছুক, যাহার করিবার ইচ্ছা নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচিক্কণ—চাকচিক্যশূন্য, অনুজ্জ্বল ; অমসৃণ, খসখসে। নঞ্তৎ। বিণ।

অচিৎ—১। অচেতন, অজ্ঞান, মূর্খ। বিণ। ২। রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের মতে ত্রিবিধ পদার্থের একতম [এই মতে পদার্থ চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ ; জীবাত্মা চিৎ, এবং প্রত্যক্ষ সমস্ত পদার্থ অচিৎ ; জড়াত্মক অচিৎ আবার অন্নজলাদি ভোজ্যবস্তু, ভোজনপাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত]। ন (নাই) চিৎ (জ্ঞান, চৈতন্য) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অচিত্ত—জ্ঞানশূন্য, চেতনাশূন্য ; মূঢ় ; অচিন্তিত, আকস্মিক। ন (নাই) চিত্ত (জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

অচিত্তচিত্ত—অজ্ঞানান্তঃকরণ, যাহার মনে জ্ঞান নাই এরূপ ("যে জন অচিত্তচিত্ত সেই সদা দুখী"—ভারত)। অচিত্ত (অজ্ঞান) চিত্ত (মন) যাহার, বহু। বিণ।

অচিন—১। অপরিচিত, অজ্ঞাত, অজানা ; অনির্দিষ্ট। 'অচিনা' শব্দের পদ্যরূপ। ২। নিশ্চিহ্ন। ন (নাই) চিন' (<চিহ্ন) যাহার, বহু। কপ্র। বিণ।

অচিনা, অচেনা—অজ্ঞাত, অজানা, অপরিচিত। ন চিনা, চেনা (পরিচিত), নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অচিন্ত—চিন্তাশূন্য, ভাবনাহীন ; অবিবেকী ; অবিমৃষ্যকারী ; নির্বোধ, অজ্ঞান ; অচেতন। ন (নাই) চিন্তা যাহার, বহু। বিণ।

অচিন্তনীয়, অচিন্তয়িতব্য—কল্পনা-তীত, যাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না এরূপ, অভাবনীয়, আকস্মিক। নঞ্তৎ। বিণ।

অচিন্তা—১। চিন্তার অভাব, চিন্তাশূন্যতা ; অবিমৃষ্যকারিতা ; উপেক্ষা ; অমনোযোগ ; অচেষ্টা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী ; ২। চিন্তাশূন্যা, ভাবনারহিতা ; অবিবেকিনী। অচিন্ত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অচিন্তিত—অভাবিত, যাহা ভাবা যায় নাই এরূপ, যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই এরূপ ; অতর্কিত ; নিশ্চিন্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অচিন্তিতপূর্ব(র্ব্ব)—অপ্রত্যাশিত, যাহা পূর্বে চিন্তা করা হয় নাই এরূপ। পূর্বে চিন্তিত, সুপ্—চিন্তিতপূর্ব ; ন চিন্তিতপূর্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অচিন্ত্য—১। অভাবনীয় ; চিন্তার দ্বারা যাহার তত্ত্ব বোঝা যায় না এমন ; যাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই এমন, চিন্তাতীত। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অচিন্ত্যপূর্ব(র্ব্ব)—যাহা পূর্বে ভাবা যাইত না এমন, অপ্রত্যাশিত। পূর্বে অচিন্ত্য, সুপ্। বিণ।

অচির—১। দীর্ঘকালাভাব ; অবিলম্ব, অল্প-কাল। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। সত্বর, শীঘ্র ; অল্পকালব্যাপী ; ক্ষণস্থায়ী। ন (নাই) চির (দীর্ঘকাল) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অচিরে**।

অচিরকারী (-কারিন্)—ক্ষিপ্রকারী, লঘুহস্ত, যে সত্বর কার্য সম্পাদন করে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

অচিরকাল—অল্পকাল, অল্প সময়। অচির এমন কাল, কর্মধা। বি ; পুং। ক্রি-বিণ, **-কালে**।

অচিরক্রিয়—চটপটে, যে তাড়াতাড়ি কাজ করে এমন, শীঘ্র কর্মসম্পাদক। নঞ্তৎ। বিণ।

অচিরগামী (-গামিন্)—ক্ষিপ্রগামী, শীঘ্র-গামী, দ্রুতগামী। অচিরে গমন করে যে, উপতৎ ; অচির—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অচিরজীবী (-জীবিন্)—অদীর্ঘজীবী ; স্বল্পায়ু ; অচিরস্থায়ী, অল্পকালস্থায়ী, নশ্বর। নঞ্তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

অচিরতা, -ত্ব—অল্পকালস্থায়িত্ব, ক্ষণিকতা ; নশ্বরতা ; বেশী দিন না থাকা। অচির+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অচিরদ্যুতি, -প্রভা—১। ক্ষণপ্রভা, চপলা, বিদ্যুৎ। অচিরা (অল্পস্থায়িনী) দ্যুতি, প্রভা (দীপ্তি) যাহার, বহু, ২য় পক্ষে+আপ্। ২। অল্পকালস্থায়ী জ্যোতিঃ, ক্ষণস্থায়িনী কান্তি। অচিরা দ্যুতি, প্রভা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অচিররোচিঃ (-রোচিস্), (>**-রোচি**) —ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। (অচির ক্ষণস্থায়িনী) রোচি (প্রভা বা কান্তি) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অচিরস্থায়ী (-স্থায়িন্)—অল্পকাল ব্যাপিয়া

বর্তমান, ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণিক, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী. -স্থায়িনী। বি, -স্থায়িতা, -স্থায়িত্ব।

অচিরা—১। জৈনদিগের মাতৃ বিঃ। অচি (আলোপভোগ) রাতি (দান করে) যে, উপতৎ; অচি—রা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষণস্থায়িনী, অদীর্ঘা। ন চিরা (চিরস্থায়িনী), নঞ্‌তৎ; অথবা অচির (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অচিরাংশু—১। সৌদামিনী, চপলা, বিদ্যুৎ। বি; স্ত্রী। ২। অল্পকালস্থায়ি-কিরণ-বিশিষ্ট, ক্ষণপ্রভাসম্পন্ন। অচির অংশু (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ। ৩। অল্পকালস্থায়ী কিরণ। অচির এমন অংশু, কর্মধা। বি; পুং।

অচিরাৎ—সত্বর, শীঘ্র, অবিলম্বে। অচির—অত্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ বা ভাব। অ; ক্রি-বিণ।

অচিরাতে—অচিরাৎ, সত্বর, আশু ("অচিরাতে হবে তোর ছাগল বদন"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অচিরাভা—১। চপলা, বিদ্যুৎ। অচিরা আভা (দীপ্তি) যাহার, বহু+আপ্। ২। অল্পকালস্থায়িনী প্রভা। অচিরা আভা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অচিরে—শীঘ্র, অচিরাৎ। বাংপ্র। অ।

অচিহ্ন—১। নিশ্চিহ্ন, চিহ্নরহিত, দাগশূন্য; অনির্দিষ্ট। ন (নাই) চিহ্ন যাহার, বহু। বিণ। ২। অল্প ক্ষতের দাগ। ন (অল্প) চিহ্ন, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অচিহ্নিত—চিহ্নরহিত, যাহা চিনিবার জন্য দাগযুক্ত নয় এরূপ; অচেনা, অপরিচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিহ্নিতকর্ম(র্ম্ম)চারী (-চারিন্)—প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পাস না করিয়া এবং কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ না হইয়া সরকারী কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, যে সমস্ত কার্যনির্বাহক ব্যক্তির সহিত সরকারের কোনরূপ শর্ত নাই এরূপ ব্যক্তি, uncovenanted servant. অচিহ্নিত কর্মচারী, কর্মধা। বি; পুং।

অচীর্ণ—অকৃত, অনুষ্ঠিত, অনাচরিত; অনভ্যস্ত; অনশীলিত; অসঞ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূড়—১। চূড়াশূন্য; শিখাবিহীন; কেশহীন, টাকযুক্ত; শৃঙ্গরহিত। ন (নাই) চূড়া যাহার, বহু। ২। অকৃতচূড়, চূড়াকরণ-সংস্কাররহিত, যাহার চূড়াকরণ হয় নাই এরূপ। ন (হয় নাই) চূড়া (চূড়াকরণ-সংস্কার) যাহার, বহু। বিণ।

অচূর্ণ—যাহা গুঁড়া নহে এমন; আস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূর্ণন—অপেষণ, পিষিয়া না ফেলা, গুঁড়া না করা; অপীড়ন; অবিধ্বংসন; সম্পূর্ণভাবে রক্ষণ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অচূর্ণনীয়, -চূর্ণ্য—পেষণের বা গুঁড়া করিবার অযোগ্য; অপীড়নীয়; অনভিভবনীয়; অবিধ্বংসনীয়; সম্পূর্ণভাবে রক্ষণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূর্ণিত—যাহা গুঁড়া করা হয় নাই এমন, অবিধ্বস্ত; অপিষ্ট; অপীড়িত; অনভিভূত; সম্যক্ রক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূষিত—যাহা চোষণ করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূষ্য—চুষিয়া খাইবার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচেত—চিত্তবৃত্তিহীন; অজ্ঞান, জ্ঞানশূন্য; তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত। < অচেতাঃ (-তস্)। বিণ।

অচেতন—চেতনাহীন, জড়, নির্জীব; সংজ্ঞাহীন, আচ্ছন্নজ্ঞান, মূর্ছিত, যাহার জীবন আছে কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নাই এরূপ, ন (নাই) চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

অচেতাঃ (-তস্), (>**অচেতা**)—বিবেকশূন্য, বিচারশক্তিহীন; জ্ঞানহীন, অজ্ঞান; সহৃদয়তাশূন্য, নির্দয়, হৃদয়হীন, সহানুভূতিরহিত। ন (নাই) চেতঃ (চিত্তবিবেক, সহৃদয়তা) যাহার, বহু। বিণ।

অচেনা—'অচিনা' দ্রঃ।

অচেল—বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) চেল (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অচেলক—নগ্ন সন্ন্যাসী। অচেল+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অচেষ্ট—চেষ্টাশূন্য, নিশ্চেষ্ট; অলস; উদাসীন; অবশ; অজ্ঞান। ন (নাই) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ।

অচেষ্টক—যে উদ্যোগী নহে এরূপ; যাহাতে চেষ্টার উদ্দীপনকারী কোন দ্রব্য নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী. -ষ্টিকা।

অচেষ্টা—১। চেষ্টার অভাব, নিষ্ক্রিয়তা; আলস্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। চেষ্টাশূন্যা, উদ্যমরহিতা; অলসা। অচেষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অচেষ্টিত—চেষ্টাশূন্য, নিরুদ্যম; অলস; নিরীহ; অনন্বেষিত; অপরীক্ষিত; অনারব্ধ, অপ্রস্তুত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচৈতন্য—১। চেতনাশূন্য, বিচেতন, সংজ্ঞাহীন; মূর্ছিত। ন (নাই) চৈতন্য যাহার, বহু। বিণ। ২। চেতনাহীনতা, সংজ্ঞাশূন্যতা, মূর্ছিতভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অচ্ছ—১। যাহাতে দৃষ্টিব্যাঘাত ঘটে না এরূপ, যাহার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি চলে এরূপ, transparent; অতি নির্মল, পরিষ্কৃত; প্রতিবিম্বধারণক্ষম। বিণ। ২। ভল্লুক; সূর্যকান্তমণি; স্ফটিক। দৃষ্টিনাশ করে না ইহা, উপতৎ; নঞ্—ছো (দৃষ্টিনাশ করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অচ্ছত্র—ছত্রবিহীন, ছাতাশূন্য; অরাজক, শাসনশূন্য। ন (নাই) ছত্র (ছাতা বা রাজছত্র অর্থাৎ রাজশাসন) যাহার বা যেখানে, বহু। বিণ।

অচ্ছদ—ছাদবিহীন, অনাবৃত; উন্মুক্ত; পত্রশূন্য, দলরহিত। ন (নাই) ছদ (ছাদ, আবরণ, দল) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অচ্ছদ্ম (-দ্মন্)—১। অকাপট্য, অকৈতব, ছলনাহীনতা, সরলতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। অকপট, সরল, ছলনাহীন। বহু। বিণ। (সংস্কৃত মতে পুং ও স্ত্রীতে অচ্ছদ্মা।)

অচ্ছদ্মা (-দ্মন্)—ছদ্মরহিত; অকপট, সরল, ছলনাশূন্য। ন (নাই) ছদ্ম যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছন্ন—অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, যাহা ঢাকা নয় এরূপ, খোলা, আলগা; নির্জনতাশূন্য, জনবহুল। ন ছন্ন (আবৃত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচ্ছভল্ল—ভল্লুক। অচ্ছ (নির্মল) ভল্ল (শস্ত্রের ন্যায় নখ) যাহার, বহু। বি; পুং।

অচ্ছর—দুই আঙুলে যতটুকু তোলা যায় তার পরিমাণ। <অক্ষর। বি।

অচ্ছল—সাধু; অকপট; ছলনাশূন্য। ন (নাই) ছল যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছায়—ছায়াহীন, অনাতপশূন্য; আতপযুক্ত; কান্তিহীন, কুৎসিত, বিশ্রী। ন (নাই) ছায়া (অনাতপ, কান্তি) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অচ্ছায়া—১। অল্পছায়া, আবছায়া। ন (অল্প) ছায়া, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ছায়াহীনা। অচ্ছায়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অচ্ছিদ্র—রন্ধ্রহীন, ছিদ্রশূন্য; নিখুঁত, নির্দোষ; অঙ্গহীনতাশূন্য, অর্থাৎ সাঙ্গ, সম্পূর্ণ। ন (নাই) ছিদ্র (রন্ধ্র, ফোঁদা, ফুটা বা দোষ, অঙ্গহীনতা, গলদ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে অঙ্গহীনতাশূন্য হইয়াছে এইরূপ নির্ধারণ, সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা; নির্দোষ; সম্পূর্ণতা। অচ্ছিদ্রের (অর্থাৎ অচ্ছিদ্রতার) অবধারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অচ্ছিন্ন—অখণ্ডিত, অকর্তিত, অবিভক্ত; সম্পূর্ণ, গোটা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচ্ছিন্নত্বক্ (-ত্বচ্)—যাহার 'সুন্নৎ' হয় নাই এরূপ, যাহার লিঙ্গত্বক্‌ছেদন-সংস্কার হয় নাই এরূপ, uncircumcized (মুসলমান ও ইহুদী)। অচ্ছিন্ন ত্বক্ যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছিন্নসংশয়—শাস্ত্রাদিতে সন্দিহান; গুরুবাক্যে সন্দেহযুক্ত; যাহার সন্দেহ দূর হয় নাই এমন। অচ্ছিন্ন হইয়াছে সংশয় যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছুৎ, অচ্ছুত—অস্পৃশ্য, যাহাকে ছোঁওয়া যায় না এরূপ। <অশুদ্ধ। বিণ।

অচ্ছেদ—১। বিরামবিহীন; খণ্ডহীন; পরিচ্ছেদহীন। ন (নাই) ছেদ যাহার, বহু। বিণ। ২। ছেদনাভাব; বিরামাভাব; পরিচ্ছেদহীনতা; খণ্ডহীনতা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অচ্ছেদনীয়—অচ্ছেদিতব্য (তাহা দ্রঃ)।

অচ্ছেদিত—অচ্ছিন্ন (তাহা দ্রঃ)।

অচ্ছেদিতব্য, অচ্ছেদ্য—যাহা কাটিতে পারা যায় না এরূপ, ছেদনাতীত; ছেদনাযোগ্য, যাহা কাটা উচিত নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচ্ছোদ—১। নির্মলসলিল, যাহার জল স্বচ্ছ এমন। বিণ। ২। হিমালয়-প্রদেশস্থ অচ্ছোদ-নামক সরোবর; কিম্পুরুষবর্ষের কিম্পুরুষপর্বতস্থ স্বচ্ছজল মনোহর সরোবর [ইহার তীরে কাদম্বরীবর্ণিত মহাশ্বেতার আশ্রম ছিল]। অচ্ছ (নির্মল) হইয়াছে উদক (জল) যাহার, বহু (ক-লোপ)। বি; স্ত্রী।

অচ্ছোদপটল—(শারীরবিদ্যা) অক্ষিগোলকের সম্মুখস্থ কঠিন স্বচ্ছ ত্বক্, cornea কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অচ্যুত—১। কেশব, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। যিনি ক্ষরিত বা ভ্রষ্ট হন না এই অর্থে, নঞ্—চ্যুৎ (ক্ষরিত হওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া)+ক কর্তৃ; অথবা, যিনি গমন করেন না, অর্থাৎ সনাতন এই অর্থে, ন—চ্যু (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং। ২। স্থির, অটল; অবিনাশী, অনশ্বর; অক্ষয়, অব্যয়। ন (নাই) চ্যুত (নাশ বা ভ্রংশ) যাহার, বহু; অথবা, নঞ্—চ্যুৎ বা চ্যু (ক্ষরিত হওয়া)+যথাক্রমে ক বা ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। পরমভক্ত অদ্বৈতপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। বি; পুং।

অচ্যুতাগ্রজ—কৃষ্ণের বড় ভাই, বলরাম; ইন্দ্র। অচ্যুতের (কৃষ্ণের বা বামনরূপী নারায়ণের) অগ্রজ (জ্যেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। [নারায়ণ কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে বামনরূপে জন্মিবার অগ্রে ইন্দ্র অদিতির পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন; এজন্য ইন্দ্র নারায়ণের অগ্রজ।] বি; পুং।

অচ্যুতাত্মজ, -তাত্মজ—কামদেব। অচ্যুতের অঙ্গজ, আত্মজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অচ্যুতাবাস—দ্বারকা; বৈকুণ্ঠ; অশ্বত্থ বৃক্ষ; যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ। অচ্যুতের (নারায়ণের) আবাস (বাসস্থান) আছে যাহাতে, বহু। বি; পুং।

অচ্যুতি—১। বিচ্যুত না হওয়া, অভ্রংশ। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অচ্যুত (সকল অর্থে)। বহু। বি; পুং।

অছ—আছ; আছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছইতে—থাকিতে। প্রা কপ্র। অসমাক্রি।

অছয়—আছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছল, অছলো, অছলোঁ—আছিল, ছিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছলিহ, অছলোঁ—আছিলাম, ছিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছা—থাকা। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছি—১। উইলে নিযুক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী: ন্যাসরক্ষক, কোন গচ্ছিত সম্পত্তি যিনি দেখাশুনা করেন, executor, trustee; নাবালকের অভিভাবক, guardian. <আ 'বসি'। বি। ২। আছি। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছিগিরি—অছির কাজ; ন্যাসরক্ষকের কাজ। অছি+গিরি কর্মার্থে (আ-মূ)। বি।

অছিপছি—উদ্বেলিত অবস্থা। প্রা বাং। বি।

অছিয়ৎনামা—ইচ্ছাপত্র, উইল। <আ 'বসিয়ৎ'+ফা 'নামা'। বি।

অছিলা—হেতু, নিমিত্ত; ছল, ছুতা। <আ 'বসীলা'। বি।

অছু—১। উহার। সর্ব। ২। এইরূপ। অব্য। ৩। আছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছুত, অছুৎ—১। অশুদ্ধ, অপবিত্র। <অশুদ্ধ। ২। অস্পৃশ্য। ন ছুত, ছুৎ (<ছুপ্ ধাতু), নঞ্তৎ। বিণ।

অজ—১। ব্রহ্ম; ঈশ্বর; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; জীবাত্মা। যিনি জন্মেন নাই এই বাক্যে, উপতৎ; নঞ্—জন্ (উৎপন্ন হওয়া) +ড কর্তৃ। [পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা জন্মরহিত, জীবাত্মাও পরমাত্মার অংশ, সুতরাং ইঁহারা অজ, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইঁহারাও একই পরব্রহ্মের গুণপ্রকাশক মূর্তিভেদমাত্র, সুতরাং ইঁহারাও অজ।] ২। সূর্যবংশীয় নৃপতি, রামচন্দ্রের পিতামহ [চরিতাবলী দ্রঃ]। দিগ্বিজয়ে গমন করেন ইনি এই অর্থে অজ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। ৩। ছাগ, ছাগল; মেষ; [দক্ষযজ্ঞনাশের সময়ে ব্রহ্মা অর্থাৎ অজ মেষরূপ ধরিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; এইজন্য অজ অর্থে মেষকে বুঝায়; ইহা হইতে] রাশিচক্রের আদ্যরাশি মেষ, মেষরাশি। তৃণাদি ভক্ষণের নিমিত্ত গমন করে এই অর্থে, অজ্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। [ইহা জাতিবাচক অ-কারান্ত শব্দ হইলেও ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'অজী' হইবে না, 'অজা' হইবে।] ৪। মন্মথ, কন্দর্প; চন্দ্র। বিষ্ণু হইতে জন্মিয়াছেন ইনি এই অর্থে, অ (বিষ্ণু)—জন্+ড কর্তৃ। [কন্দর্প বিষ্ণুর ঔরসে এবং চন্দ্র তাঁহার মন হইতে জন্মিয়াছেন।] ৫। ধাতু বিঃ, মাক্ষিকধাতু। [সকল পদার্থ অজ বা ঈশ্বরোৎপন্ন হইলেও, ইহার অজ সংজ্ঞা যোগরূঢ়ত্বহেতু।] বি; পুং। ৬। স্বয়ং উৎপন্ন; জন্মরহিত। নঞ্—জন্+ড কর্তৃ। ৭। খাঁটি; প্রকৃত; একেবারে; নিরেট; আসল; সম্পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ। [কথ্য ভাষায় অজ শব্দের বহু অর্থ প্রচলন আছে; যথা, অজ পাড়াগাঁ, অজ মূর্খ প্রঃ। আদালতের ভাষায়ও অজ শব্দের প্রচলন দেখা যায়। যথা, অজ জমা—আসল জমা।]

অজকব, -কাব—১। শিবের ধনুঃ পিনাক। [শিবধনুতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অবস্থান করেন, ইহাই শাস্ত্রোক্তি; এইজন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আছেন ইহাতে এই অর্থে] অজ (বিষ্ণু) +ক (ব্রহ্মা)+ব; অথবা, [শিব যখন ত্রিপুরদাহপূর্বক ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন, তখন শিবধনুর প্রভাবে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এইজন্য বিষ্ণু ও ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন ইহা দ্বারা এই অর্থে।] অজ (বিষ্ণু)+ক (ব্রহ্মা)—বা (সন্তুষ্ট হওয়া)+ক করণ। অজকাব পক্ষে—অজক অর্থাৎ বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকে (অসুর বধ দ্বারা) রক্ষা করে যে এই অর্থে; অজক—অব্ (রক্ষা করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। বাবুই গাছ, বর্বরা বা বর্বরীবৃক্ষ। ছাগকে সন্তুষ্ট করে ইহা এই অর্থে, অজক (ছাগ)—বা (সন্তুষ্ট করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অজকর্ণ, -কর্ণক—১। ছাগলের কান, মেষের কান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শাল বৃক্ষ; পিয়াশাল গাছ। অজকর্ণ (অজকর্ণতুল্য পত্র)+অচ্ আছে অর্থে; অজকর্ণক=অজকর্ণ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অজকা—১। অজাগল-স্তন, ছাগগলস্থিত স্তনবৃন্তের মত মাংসপিণ্ড; ছাগপুরীষ। অজ+ক বিকার বা পুরীষার্থে+আপ্। ২। ক্ষুদ্র ছাগী। অজ+ক ক্ষুদ্রার্থে+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অজক্ষীর—ছাগদুগ্ধ, ছাগলদুধ। অজার ক্ষীর, ৬ষ্ঠীতৎ (পূর্বপদের পুংবদ্ভাব)। বি; স্ত্রী।

অজগ—১। শিবধনুঃ। অজ অর্থাৎ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয় যে, উপতৎ; অজ (বিষ্ণু)—গম্ (প্রাপ্ত হওয়া)+ড কর্তৃ। [বিষ্ণু শিবধনুতে বর্তমান; সুতরাং এই অর্থে শিবধনুকে বুঝায়।] বি; স্ত্রী। ২। অগ্নি; (যজ্ঞবলিরূপে) অজ অর্থাৎ ছাগ প্রাপ্ত হন যিনি, উপতৎ; অজ (ছাগ)—গম্+ড কর্তৃ। ৩। বিষ্ণু। [ব্রহ্মা দ্বারা গীত বা প্রাপ্ত হন যিনি এই অর্থে] অজ (ব্রহ্মা)—গৈ (গান করা, স্তব করা)+ক বা গম্ (প্রাপ্ত হওয়া) +ড কর্ম। বি; পুং।

অজগন্ধা—বনযমানী, বনযোয়ান, বাবুই তুলসী। অজের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অজগন্ধিকা—বর্বরী শাক, বাবুইশাক, বাবুই তুলসী। অজগন্ধা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজগন্ধিনী—অজশৃঙ্গী বৃক্ষ, গাড়রশিঙ্গা গাছ। অজের (মেষের) গন্ধ (লেশ, একদেশ, অর্থাৎ শৃঙ্গাকার ফল), ৬ষ্ঠীতৎ ; অজগন্ধ (মেষশৃঙ্গাকার ফল)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অজগব—শিবের ধনুঃ, পিনাক। [বেণ রাজার দক্ষিণ হস্ত মন্থন দ্বারা তৎপুত্র পৃথুর উৎপত্তিকালে শিবের এই ধনুঃ স্বর্গ হইতে ভূতলে পড়িয়াছিল।] প্রলয়কালে অজ অর্থাৎ বিষ্ণু শিবের গো অর্থাৎ বৃষ হইয়াছিলেন ; ইহা হইতে, অজ হইয়াছেন গো যাঁহার, বহু, অজগু অর্থাৎ শিব ; শিবের (ধনুঃ) ইহা এই অর্থে, অজগু+অচ্ ; অথবা, ত্রিপুরদাহকালে বিষ্ণু শিবধনুতে অবস্থান করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শিবধনুর বাণস্বরূপ হইয়াছিলেন ; ইহা হইতে, অজ (বিষ্ণু)-রূপ গো (বাণ), রূপক কর্মধা (সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয়)। বি ; ক্লী।

অজগর—একপ্রকার বৃহৎ সর্প (ইহারা একটা ছাগল আস্ত গিলিতে পারে) ; বোড়া সাপ, boa constrictor. অজ (ছাগ) গিলে ইহা এই বাক্যে, উপতৎ ; অজ (ছাগ)—গৄ (গিলিয়া খাওয়া)+অচ্ কর্তৃ ; অথবা, অজ (নিত্য) গর (বিষ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অজগরবৃত্তি—১। সমীপাগত বস্তু দ্বারা জীবিকানির্বাহ, একস্থানে থাকিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই জীবিকা-সংস্থান ; অত্যধিক আলস্যপরায়ণতা ; শ্রমকাতরতা। [অজগর সর্প অত্যন্ত অলসপ্রকৃতির। এমন কি খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারেও ইহারা খুব অলস।] ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। যে একস্থানে থাকিয়া অতিকষ্টে জীবিকা-নির্বাহ করে ; অত্যন্ত অলস ; অতিশয় শ্রমকাতর। অজগরের বৃত্তির স্থায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অজগরব্রত—১। অজগরের স্থায় চেষ্টাশূন্যতা, অত্যধিক আলস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। একস্থানে স্থিতিশীল, নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছুক ; অত্যন্ত অলস ; অতিশয় শ্রমবিমুখ। অজগরের ব্রতের স্থায় ব্রত যাহার, বহু। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

অজগল্লিকা—(সুশ্রুত) শিশুদের ব্রণ বিশেষ।

অজগাব—শিবধনুঃ, পিনাক। অজগ (বিষ্ণু)—অব্ (রক্ষা করা)+অণ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অজঘন্য—উত্তম ; শ্রেষ্ঠ। নঞ্তৎ। বিণ।

অজচ্ছল—অতিপ্রচুর, অপর্যাপ্ত, অপরিমিত ; সর্বদা, অজস্রভাবে। <অজস্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অজজীবক, -জীবিক—ছাগমেষব্যবসায়ী, ছাগপালক, মেষপালক। অজ দ্বারা জীবনধারণ করে যে এই অর্থে, অজ—জীব্ (জীবনধারণ করা)+ণক কর্তৃ ; বা, অজ—জীব্+অচ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে= অজজীবক ; অজ হইয়াছে জীবিকা যাহার, বহু=অজজীবিক। বি ; পুং বা বিণ।

অজটা, অজ্ঝটা—ভূমি-আমলকী, ভুঁই-আমলা। ন (নাই) জটা (বৃক্ষঝুরি) যাহাতে, বহু ; অথবা, অত্ (গমন করা)+ক্বিপ্ ভাব ; ঝট্ (সংহত হওয়া)+অচ্ কর্তৃ+আপ্ ; অৎ (গমন) দ্বারা ঝটা (সংহতা), ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অজড়—জড়ভিন্ন অন্য, চেতন ; সক্রিয় ; সচেষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অজড়া—১। কপিকচ্ছু, আলকুশী গাছ। যে জড় অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট করে না এই অর্থে, ন—জড়+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্ [আলকুশীর স্পর্শে লোকে অস্থির হয় বলিয়া]। বি ; স্ত্রী। ২। সচেতনা, সক্রিয়া। অজড়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অজদণ্ডী—ব্রহ্মদণ্ডী বৃক্ষ, বামুনহাটী গাছ। অজের (ব্রহ্মার) দণ্ড যাহা হইতে, বহু+ঈপ্ [এই বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা ব্রহ্মার যজ্ঞদণ্ড নির্মিত হইয়াছিল]। বি ; স্ত্রী।

অজদেবতা—১। অগ্নি। অজবাহনা দেবতা, মধ্যপ কর্মধা [ছাগ অগ্নির বাহন]। ২। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র [এই নক্ষত্র ঘটাকার ও ইহার চরণ ছাগপদাকৃতি]। বহু। বি ; স্ত্রী।

অজন—১। নিকৃষ্ট ব্যক্তি, অমানুষ। ন (অপ্রশস্ত, মন্দ) জন, নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। জনহীন, বিজন। ন (নাই) জন যেথানে, বহু। বিণ। ৩। ব্রহ্মা। বি ; পুং। ৪। জন্মহীন। ন (নাই) জনা (জন্ম) যাহার, বহু। বিণ। ৫। গমন ; ক্ষেপণ। অজ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অজনক—১। পিতৃহীন, জনকরহিত। ন (নাই) জনক যাহার, বহু। ২। অনুৎপাদক ; নপুংসক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -নিকা।

অজননি—১। অসম্ভব, অনুৎপত্তি। নঞ্—জন্+অনি ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। মাতৃহীনতা। জননীর অভাব, অব্যয়ী। বি ; স্ত্রী।

অজনি—না জন্মানো, অনুৎপত্তি। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অজন্ত—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) স্বরান্ত (নর মুনি ধেনু ইঃ শব্দ)। অচ্ (স্বরবর্ণ) অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

অজন্ম (-জন্মন্)—জন্মের অভাব, অসম্ভব, অনুৎপত্তি ; অপুনর্জন্ম, মুক্তি ; হীনজন্ম, কুৎসিত জন্ম। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অজন্মা (-জন্মন্)—১। জন্মরহিত, উৎপত্তিশূন্য ; নিত্য, সনাতন। ন (নাই) জন্ম যাহার, বহু। বিণ। ২। অপুনর্জন্ম, মোক্ষ, নির্বাণ। ন (নাই) জন্ম যাহাতে, বহু। [হিন্দুদর্শনে কথিত হইয়াছে, মোক্ষপ্রাপ্তির পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।] বি ; পুং। ৩। শস্যের অনুৎপত্তি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রঃ হেতু শস্যনাশ। ন জন্মা (শস্যোৎপত্তি), নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি। ৪। হীনজন্মা, জারজ। ন (অপ্রশস্ত) জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

অজন্মিত—জারজ, বেজন্মা ; শস্যাদি না হওয়া, আকাল। বাংপ্র। বিণ বা বি।

অজন্য—১। ভূমিকম্প প্রঃ প্রাকৃতিক উৎপাত। ন জন্য (জনিত, পুরুষকার দ্বারা কৃত), নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। অনুৎপাদ্য, স্বয়ম্ উৎপন্ন। ন জন্য (উৎপাদ্য), নঞ্তৎ। বিণ।

অজপ—১। মন্দ পাঠক, কুপাঠক। ন (কুৎসিত) জপ (উচ্চারণ) যাহার, বহু। ২। জপরহিত, যে জপ করে না এরূপ। ন (নাই) জপ যাহার, বহু। ৩। মেষছাগপালক। অজ (মেষ বা ছাগ) পালন করে যে, উপতৎ ; অজ—পা+ক কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অজপা—১। নিয়ত প্রশ্বাসগ্রহণ ও নিঃশ্বাসত্যাগ সহ অজ্ঞাতসারে স্বতঃই "হংসঃ" এই মন্ত্র জপ [স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা "হংসঃ" এই মন্ত্র দিবারাত্রি নিয়তই বিনা চেষ্টায় জপিত হইতেছে ; চেষ্টায় জপিতে হয় না বলিয়া, এই মন্ত্রের "অজপা" নাম হইয়াছে ; ইহা হইতেই "অজপা" শব্দে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াকেও বুঝায়। দিবারাত্রি নিরবচ্ছেদে কৃত এই অজপামন্ত্রোচ্চারণের সংখ্যা একুশ হাজার ছয়শত] ; স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ; জীবন ; প্রাণবায়ু ; তান্ত্রিকদিগের আরাধ্যা দেবী। নঞ্—জপ্ (জপ করা)+অপ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। জপশূন্যা, জপবর্জিতা। অজপ (২)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অজপাৎ, -পাদ—একাদশ রুদ্রের মধ্যে একটি রুদ্র, অজৈকপাৎ [রুদ্রগণ শিবাংশসম্ভূত] ; পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ; অজপাদ বলিয়া পূর্বভাদ্রপদের অধিদেবতা। অজের (ছাগের) পাদের স্থায় পাদ যাহার, বহু ; পাদস্থানে বিকল্পে পাৎ। [পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ঘটাকার, এবং তাহার পাদ ছাগপাদাকৃতি।] বি ; পুং।

অজবীথি, -বীথী—১। সূর্যের দক্ষিণ অবস্থানের এক অংশ ; ইহাতে মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া—এই তিনটি নক্ষত্র আছে। অজের বীথি, বীথী আছে যাহাতে, বহু।

[ইহা দেখিতে অজপদশ্রেণীর ন্যায় এই অর্থে।] ২। ছায়াপথ, Milky Way. অজনির্মিতা (ব্রহ্মসৃষ্টা) বীথি, বীথী (পদবী), মধ্যপদ কর্মধা, অথবা, অজা (জন্মরহিতা, নিত্যকালব্যাপিনী) বীথি, বীথী (নক্ষত্র-শ্রেণী), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অজবুক—আহাম্মক, বোকা, নির্বোধ। <তুর্কী 'উজবেক'। বিণ।

অজভক্ষ—ছাগলের খাদ্য; বর্ব্বুর বা বর্বর বৃক্ষ, বাবুই গাছ (ছাগলে ইহা খাইতে ভালবাসে, এই জন্য ইহার নাম অজভক্ষ হইয়াছে)। অজের (ছাগের) ভক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অজমীঢ়—১। যুধিষ্ঠির; চন্দ্রবংশীয় হস্তী রাজার পুত্র ও সম্বরণের পিতা। কৃষ্ণকে বা বিষ্ণুকে পাইতে চেষ্টা করেন বা ভালবাসেন ইনি এই বাক্যে, অলুক্ সমাস; অজম্ (কৃষ্ণকে, বিষ্ণুকে)—ঈহ্ (পাইতে চেষ্টা করা)+ক্ত কর্তৃ। [যুধিষ্ঠির ও অজমীঢ় রাজা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন।] ২। আধুনিক আজমীর দেশ। <অজমেরু (>অজমের >অজমীর)। বি; পুং। [ঢ়-স্থানে র অধিক প্রচলিত।]

অজমুখ—১। ছাগলের মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। দক্ষপ্রজাপতি [শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞনাশকালে দক্ষ নিহত হন এবং শিবানুচরগণ তাঁহার মস্তকটি যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; অতঃপর দক্ষপত্নী প্রসূতির স্তবে তুষ্ট হইয়া শিব ইহার পুনর্জীবন দান করিলে স্বীয়-মস্তকাভাবে ইহার স্কন্ধে ছাগমুণ্ড সংযোজিত করা হয়]। অজমুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি; পুং।

অজমোদা, -মোদিকা—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট বনযোয়ান, যোয়ান; রাঁধুনী। অজের (ছাগের) মোদের ন্যায় মোদ (গন্ধ) যাহার, বহু; অজমোদ+আপ্; অথবা, অজকে মোদিত (আনন্দিত) করে যে, উপতৎ; অজ—মুদ্+ণিচ্ (প্রীত করা)+অচ্ কর্তৃ+আপ্ (=অজমোদা); অজমোদ+ক স্বার্থে+আপ্ (=অজমোদিকা)। বি; স্ত্রী।

অজম্ভ—১। ভেক, ব্যাং; সূর্য। [ভেকের দন্ত নাই, এবং সূর্যও দক্ষযজ্ঞনাশের সময়ে দন্তহীন হইয়াছিলেন; এজন্য ভেক ও সূর্যের নাম অজম্ভ হইয়াছে।] বি; পুং। ২। দন্তহীন, দন্তশূন্য; অজাতদন্ত। ন (নাই) জম্ভ (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ।

অজন্মিত—অজন্মিত (তাহা দ্রঃ)।

অজয়—১। পরাভব, জয়াভাব, পরাজয়। নঞ্তৎ। ২। অজবাহন, অগ্নি। অজে (ছাগপৃষ্ঠে) গমন করেন যিনি, উপতৎ; অজ—যা (গমন করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং। ৩। জয়াযোগ্য, অজেয়, দুর্জয়। ন (নাই) জয় (শত্রু কর্তৃক) যাহার, বহু। বিণ। ৪। নদ বিঃ। বি; পুং।

অজয়া—১। বিজয়া, সিদ্ধি, ভাঙ; অবিদ্যা, মায়া। নঞ্—জি+অচ্ কর্ম+আপ্; অথবা, ন (নাই) জয় (পরাভব) যাহা হইতে বা যাহার, বহু+আপ্ [সিদ্ধি সর্বকার্যে শুভপ্রদা, ইহা সর্বত্র জয়দান করে; এজন্য ইহার নাম অজয়া হইয়াছে; অথবা, ইহাকে কেহ পরাভূত করিতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক সেবনকারীই ইহার বশীভূত হয়]। বি; স্ত্রী। ২। অপরাজেয়া, দুর্জয়া। অজয় (৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অজয়ী (-জয়িন্)—অজয়শীল, যে জয়ী নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অজয্য—যাহাকে জয় করিতে পারা যায় না এরূপ, জয়াযোগ্য, অনভিভবনীয়, অজেয়, অপরাভবনীয়, দুর্জয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অজর—১। দেবতা। বি; পুং। ২। জরারহিত, বার্ধক্যশূন্য; নির্বিকার; চিরনূতন, অতিশয় শক্ত; অবিনশ্বর; অজীর্ণ। ন (নাই) জরা (বার্ধক্য, বা জীর্ণাবস্থা) যাহার, বহু। বিণ।

অজরা—১। ঘৃতকুমারী। ন (নাই) জরা যাহার, বহু [ঘৃতকুমারীর গাছ চিরসরস থাকে, এজন্য ইহার এরূপ নাম হইয়াছে]। বি; স্ত্রী। ২। জরারহিত। অজর (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। যৌবন; শৈশব। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অজরামর—জরামৃত্যুরহিত, যাহার বার্ধক্য এবং মরণ নাই এরূপ। যে অজর সেই অমর, কর্মধা। বিণ।

অজরামরবৎ—জরামৃত্যুরহিত ব্যক্তির ন্যায়। অজরামর+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

অজর্য(র্য্য)—১। সৌহার্দ্য; সঙ্গসুখ। জীর্ণ অর্থাৎ মন্দীভূত হয় না ইহা এই অর্থে, নঞ্—জৄ+যৎ কর্তৃ। ২। নাশাভাব, অনপায়। জীর্ণ না হওয়া এই অর্থে, নঞ্—জৄ+যৎ ভাব। বি; ক্লী। ৩। অপায়রহিত, অবিনাশী; অক্ষয়, যাহা জীর্ণ বা বিনষ্ট হইবার নহে এরূপ। নঞ্—জৄ+যৎ কর্তৃ। বিণ।

অজল—১। জলরহিত; নির্জল; নীরস, শুষ্ক। ন (নাই) জল যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অপকৃষ্ট জল, দূষিত জল। ন (অপ্রশস্ত) জল, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অজল-অস্থল—না জল না ডাঙ্গা, আশ্রয়-শূন্যতা, নিঃসহায় অবস্থা। বাংপ্র। বি।

অজলোমা (-লোমন্)—শূকশিম্বী গাছ, আলকুশী গাছ। অজের লোমের ন্যায় লোম (মঞ্জরী) যাহার, বহু। বি; পুং।

অজশৃঙ্গী—গাড়লশিঙার গাছ; কোঁপা; বিষাণী। অজের (মেষের) শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ (অর্থাৎ শুঁয়া) যাহার, বহু+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

অজস্র—১। অবিরত, নিরন্তর, সতত, নিয়ত। ন—জস্ (ত্যাগ করা)+র অধি। ক্রি-বিণ। ২। সততস্থায়ী, নিত্য, সনাতন। ন—জস্ (ত্যাগ করা)+র কর্তৃ। ৩। প্রচুর, দেদার, অফুরন্ত। বাংপ্র। বিণ।

অজহৎ—অপরিত্যাগশীল; যে বা যাহা ত্যাগ করিতেছে না এরূপ। নঞ্—হা (ত্যাগ করা)+শতৃ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-হতী**।

অজহৎস্বার্থা—স্বার্থবল্লক্ষণা, যে আপন স্বার্থ ত্যাগ করে না এরূপ লক্ষণা, metonymy. [শব্দের তিন প্রকার শক্তি দ্বারা অর্থ-বোধ হয়; যথা—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। তন্মধ্যে মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে, মুখ্যার্থসংযুক্ত অন্য অর্থ যে শক্তি দ্বারা প্রতীত হয়, তাহার নাম লক্ষণা; বোমা পড়ায় সারা 'কলিকাতা' আতঙ্কগ্রস্ত হইল। এখানে কলিকাতা শব্দে 'একটি শহরের নাম' এই অর্থ পরিত্যাগ না করিয়াও 'কলিকাতার অধিবাসী' এই অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব এইটি 'অজহৎস্বার্থা' লক্ষণা।] অজহৎ (অপরিত্যাগী) স্বার্থ যাহার বা যাহাকে, বহু+আপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।

অজহল্লিঙ্গ—(ব্যাকরণ) যে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না, এরূপ শব্দ [বিশেষণশব্দ সাধারণতঃ বিশেষ্যের লিঙ্গ গ্রহণ করে। কিন্তু এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহারা বিশেষণ হইয়াও আপন লিঙ্গ ত্যাগ করে না। যেমন, মূল্যবান্ দ্রব্য। 'দ্রব্য' ক্লীবলিঙ্গ হইলেও উহার বিশেষণ 'মূল্যবান্' পুংলিঙ্গ রহিল। এইহেতু 'মূল্যবান্' অজহল্লিঙ্গ। মূল্যবান্, বাংলা মতে অজহল্লিঙ্গ; সংস্কৃত মতে পাত্র, প্রমাণ, ভাজন প্রঃ বিধেয় বিশেষণ অজহল্লিঙ্গ]। অজহৎ (অপরিত্যাগী) লিঙ্গকে যে, বহু; অথবা, ন জহৎ (ত্যাগ করিতেছে) লিঙ্গ যাহাকে, বহু। বি; পুং বা বিণ।

অজহা—শূকশিম্বী, আলকুশী গাছ। অজকে হনন করে যে, উপতৎ; অজ—হন্+ড কর্তৃ+স্ত্রী আপ্; অথবা, যে শূক (শুঁয়া) ত্যাগ করে না এই অর্থে, নঞ্—হা+শ কর্তৃ+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অজা—১। ছাগী; ওষধি বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। জন্মরহিতা, নিত্যা, সনাতনী। অজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। (সাংখ্য) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, মায়া। [সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি ও অজ অর্থাৎ অনুৎপন্ন, এবং এতদুভয়ের সংযোগ ঘটিলেই সৃষ্টিক্রিয়া সাধিত হয়, অন্যথা হয় না এইজন্য।] জন্মের নাই ইনি

কিছু হইতে এই অর্থে, নঞ্‌—জন্‌+ত কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ৪। ছাগ। <অজ। বি; পুং। স্ত্রী—অজী।

অজাগর—১। জাগরণের অভাব; নিদ্রা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। জাগরণশূন্য, সর্বদা সুপ্ত, সদা নিদ্রিত। ন (নাই) জাগর (জাগরণ) যাহার, বহু। বিণ। ৩। নিদ্রা-নাশক ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ন (নাই) জাগর (জাগরণকারক) যাহা হইতে, বহু। [ভৃঙ্গরাজ সেবনে নিদ্রা একেবারেই নষ্ট হয়।] বি; পুং। ৪। প্রকাণ্ড পাহাড়িয়া সাপ। <অজগর। বি।

অজাগলস্তন—অজকা, ছাগলের গলদেশে লম্বিত স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, অনাবশ্যক পদার্থ। ২বার ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অজাচার—অবৈধ সহবাস, নিষিদ্ধ সম্পর্কীয় অর্থাৎ ভ্রাতা ভগিনী ইঃব মধ্যে সহবাস, incest. অজের (ন্যায়) আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অজাজি, অজাজী—জীরা। অজ্‌ (ক্ষেপণ করা, আনয়ন করা)+ই, ঈ কর্তৃ; অজ (ছাগ)—অজ্‌ (ত্যাগ করা)+ই, ঈ কর্ম। বি; স্ত্রী।

অজাজীব—ছাগাদির পালন ও বিক্রয়াদি দ্বারা যাহারা জীবিকানির্বাহ করে এরূপ ব্যক্তি, ছাগোপজীবী, ছাগ-মেষ ব্যবসায়ী। অজ হইয়াছে আজীব (জীবনোপায়) যাহার, বহু; অথবা, অজ দ্বারা আজীব (জীবিকা-নির্বাহকারী), ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অজাণ্ড—ত্রিলোক, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব। অজের (ব্রহ্মার) অণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অজাত—১। অনুদ্ভূত, অনুৎপন্ন, যাহা জন্মে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অধম, অবংশ; নীচজাতি। বি। ৩। বেজন্মা, দুষ্ট। <অজাতি। বিণ।

অজাতককুৎ (-ককুদ্‌)—অল্পবয়স্ক গোবৎস, যাহার ঝুঁটি হয় নাই এরূপ বাছুর। অজাত ককুদ (ষাঁড়ের ঝুঁটি) যাহার, বহু (অন্ত্য-অকারলোপ)। বি; পুং বা স্ত্রী বা বিণ।

অজাতক্রোধ—অক্রোধিত, অকোপিত, যাহার ক্রোধ জন্মে নাই এরূপ। অজাত ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ।

অজাতব্যবহার—অপ্রাপ্তবয়স্ক, ব্যবহার-কার্যের উপযুক্ত বয়স যাহার হয় নাই এমন, আইন সম্পর্কিত নাবালক। ন জাতব্যবহার, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজাতশত্রু, অজাতারি—১। শিব; শমীকপুত্র; যুধিষ্ঠির; মগধদেশীয় নৃপতি বিঃ [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং। ২। যাহার শত্রু কেহ জন্মে নাই এরূপ, শত্রুহীন; পরম সাধু। অজাত (অনুৎপন্ন) শত্রু, অরি যাহার, বহু। বিণ।

অজাতশ্মশ্রু—যাহার দাড়ি উঠে নাই এরূপ; অল্পবয়স্ক। অজাত শ্মশ্রু (দাড়ি) যাহার, বহু। বিণ।

অজাতি—১। অপকৃষ্ট জাতি, হীন জাতি; বিকলাঙ্গ; নপুংসক। ন (অপ্রশস্ত) জাতি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। জাতিশূন্য, যাহার কোন জাতি নাই এমন; জন্মহীন, নিত্য, সনাতন। ন (নাই) জাতি (ব্রাহ্মণত্বাদি, অথবা জন্ম) যাহার, বহু। বিণ।

অজাদনী—দুরালভা বৃক্ষ, বিছুটি গাছ। অজ—অদ্‌ (ভক্ষণ করা)+অনট্‌ কর্ম+ঈপ্‌ (কেবল ছাগগণ ইহাকে ভক্ষণ করে, অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া)। বি; স্ত্রী।

অজান—অবোধ; জ্ঞানহীন; অনভিজ্ঞ। <অজ্ঞান। প্রা কপ্র। বিণ।

অজানত, অজানতে—অজ্ঞানতঃ, না জানা হেতু, অজ্ঞাতসারে। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

অজানা—১। অবিদিত, অজ্ঞাত, না-জানা; অপরিচিত। বিণ। ২। অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু। ন জানা (< জ্ঞা), নঞ্‌তৎ। বি।

অজানি—পত্নীহীন ব্যক্তি, বিপত্নীক; অকৃত-দার। ন (নাই) জায়া যাহার, বহু (জায়া শব্দের স্থানে জানি আদেশ)। বি বা. বিণ; পুং।

অজানিত—অজ্ঞাত, অবিদিত, অজানা, অপরিচিত। নঞ্‌তৎ (বাংপ্র)। বিণ।

অজানু—<আজানু; জানু পর্যন্ত। প্রা কপ্র। অ।

অজানেয়—১। উত্তম ঘোটক; উৎকৃষ্ট যুদ্ধাশ্ব। আ—নী+যৎ কর্ম; অজসদৃশ আনেয় (সহজচালনীয়), মধ্যপ কর্মধা (যাহাকে আরোহী ইচ্ছানুরূপ চালিত করিতে পারেন এরূপ ঘোটক); অথবা, অজ্‌+অপ্‌ ভাববা—অজ (বিক্ষেপ); অজে (বিক্ষেপে) আনেয় (আনয়নযোগ্য) আরোহী যৎ-কর্তৃক, বহু (আরোহী অস্ত্রপ্রহারে স্থান-ভ্রষ্ট হইলেও যে অশ্ব নির্ভয়ে পুনরায় তাহাকে সেইস্থানে আনিয়া দেয় এই অর্থে)। বি; পুং। ২। ভয়শূন্য, নির্ভীক, শঙ্কারহিত বা উত্তম বংশজাত ('—ঘোটক')। বিণ।

অজান্তে—না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে, না জানায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অজাপালক—ছাগরক্ষক, মেষরক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

অজামিল—কান্যকুব্জদেশীয় এক ব্রাহ্মণ [চরিতাবলী দ্রঃ]। জামি অর্থাৎ পতিব্রতা পত্নীকে গ্রহণ করেন ইনি এই অর্থে, জামি—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ; ন জামিল, নঞ্‌তৎ (যিনি আপন পতিব্রতা স্ত্রীকে গ্রহণ করেন নাই এই অর্থে)। বি; পুং।

অজাযুদ্ধ—ছাগলের লড়াই; বহ্বাড়ম্বর। বি; ক্লী।

অজাশাল—ছাগলের থাকিবার স্থান, ছাগল-শালা; মেষশালা। <অজশালা। বি।

অজিজ্ঞাস—যাহার জানিবার ইচ্ছা নাই, যে কুতুহলী নহে। ন (নাই) জিজ্ঞাসা যাহার, বহু। বিণ।

অজিজ্ঞাসনীয়, -সিতব্য, -স্যাস্ত—অপ্রষ্টব্য, জিজ্ঞাসার অযোগ্য, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না বা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাসিত—অপৃষ্ট, যাহা বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাসিতব্য—'অজিজ্ঞাসনীয়' দ্রঃ।

অজিজ্ঞাসু—প্রশ্ন করিতে অনিচ্ছুক, যে জানিতে চায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাস্য—'অজিজ্ঞাসনীয়' দ্রঃ।

অজিত—১। বিষ্ণু; শিব; বুদ্ধদেব; স্বারোচিষ-মন্বন্তরে বিষ্ণুর অজিতনামক অবতার, ব্রহ্মার শাপে অজিত নামে লব্ধজন্মা জয়নামক দেবগণ; জৈনতীর্থংকর। বি; পুং। ২। অবশ, অনায়ত্ত, অবশীভূত; অবিজিত, অপরাজিত, অবশীকৃত; অমোঘ, অব্যর্থ। ন জিত (মায়াদি কর্তৃক বশীকৃত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিতবল্লভা—বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মী। অজি-তের বল্লভা (প্রিয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অজিতা—১। আদ্যাশক্তি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অনায়ত্তা; অপরাজিতা। অজিত (২)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অজিতাত্মা (-ত্মন্‌)—অজিতেন্দ্রিয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিতেন্দ্রিয়—যাহার ইন্দ্রিয় সকল আপন আয়ত্ত নয় এরূপ, যে ইন্দ্রিয়ের নিরোধ করিতে অশক্ত একপ; রিপুপরবশ, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র; কামক্রোধলোভাদির বশীভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজিন—১। হরিণছাল, মৃগচর্ম, পশুচর্ম; চর্মনির্মিত আসন। ব্রতধারীরা যাহা গ্রহণ করেন এই অর্থে, অজ্‌ (গ্রহণ করা)+ইনচ্‌ কর্ম। বি; ক্লীব। ২। নৃপতি বিঃ। বি; পুং।

অজিনধারী (-ধারিন্‌)—পশুচর্মধারী; মৃগচর্মপরিহিত। অজিন ধারণ করেন যিনি, উপতৎ; অজিন—ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

অজিনপত্রা, -পত্রিকা, -পত্রী—চর্ম-চটী, চামচিকা; বাদুড়। অজিনময় (চর্মাবৃত) হইয়াছে পত্র (পক্ষ) যাহার, বহু+আপ্‌, ঈপ্‌—অজিনপত্রা, অজিনপত্রী; অজিনপত্রী +ক স্বার্থে+আপ্‌—অজিনপত্রিকা (ঈকার হ্রস্ব হইয়াছে)। বি; স্ত্রী।

অজিনফলা—টেপারিগাছ। অজিনের (অর্থাৎ চর্মনির্মিত জাঁতার) ন্যায় ফল যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজিনযোনি—মৃগ, হরিণ। অজিনের যোনি (উৎপত্তি স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অজিন্দা—ভরণপোষণ, খোরপোশ, ভৃতি, maintenance ; নিত্য ধর্মশাস্ত্রপাঠ। <ফা 'বর্জিকা'। বি।

অজির—১। চত্বর, প্রাঙ্গণ, অঙ্গন, উঠান ; ক্রীড়াস্থান ; বিবর ; শরীর। যাতায়াত করা যায় ইহাতে এই অর্থে, অজ্ (গমন করা)+কিরচ্ অধি। বি ; ক্লী। ২। বায়ু ; ভেক। গমন করে ইহা এই অর্থে, অজ্+কিরচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অজিহ্ব—১। ভেক [ইহা জিহ্বাহীন। পুরাণে কথিত আছে যে, অগ্নি রসাতলে লুকায়িত আছেন ভেক এই সংবাদ দেবগণকে দিয়াছিল বলিয়া অগ্নির অভিশাপে ইহার জিহ্বা নষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ভেকের জিহ্বা থাকে ; তবে তাহা মুখের ভিতর উলটানো অবস্থায় থাকে। জিহ্বাবিহীন ভেকও পৃথিবীতে আছে। আফ্রিকার জেনোপস (xenopus), আমেরিকার পাইপা (pipa) এই শ্রেণীর ভেক]। বি ; পুং। ২। জিহ্বারহিত। ন (নাই) জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ।

অজিহ্ম—অবক্র, সরল, ঋজু ; অকপট। ন জিহ্ম (বক্র), নঞ্তৎ। বিণ।

অজিহ্মগ—১। ইষু, বাণ, শর। বি ; পুং। ২। সরলগামী। অজিহ্মভাবে গমন করে যে, উপতৎ ; অজিহ্ম (সরল)—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

অজীগর্ত(র্ত্ত)—শুনঃশেফের পিতা ঋষি বিঃ (রামায়ণে ঋচিক বা ঋচীক)। বি ; পুং।

অজীব—১। জীবভিন্ন অন্য পদার্থ ; জড় পদার্থ। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। জীবনশূন্য, মৃত ; অবসন্ন ; নির্জীব। ন (নাই) জীব (জীবন) যাহার, বহু। বিণ।

অজীবজনি—(প্রাণিবিদ্যা) অজীব অর্থাৎ জড় পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি, abiogenesis. অজীব হইতে জনি (উৎপত্তি), ৫মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অজীবনি—অভিশাপ ; অভিশাপজনিত মৃত্যু ; বিগ্জীবন। নঞ্—জীব্ (জীবনধারণ করা)+অনি করণ বা ভাব আক্রোশার্থে। বি ; স্ত্রী।

অজীবিক—নিঃস্ব, জীবিকাহীন ; জড় ; জীবনশূন্য। ন (নাই) জীবিকা যাহার, বহু। বিণ।

অজীবীয়—(ভূবিদ্যা) জীবোৎপত্তির পূর্ববর্তী, azoic. নঞ্তৎ। বিণ।

অজীর্ণ—১। অপাক, মন্দাগ্নি, পরিপাকের অভাব, বদহজম, হজমের গোলমাল, dyspepsia, indigestion. ন—জৄ (জীর্ণ হওয়া, পরিপাক পাওয়া)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। যাহা হজম হয় নাই এরূপ, যাহা পরিপাক পায় নাই এরূপ, অপরিপাচিত ; অজররোগগ্রস্ত, যে বৃদ্ধ বা দুর্বল নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অজীর্ণী (-জীর্ণিন্)—অজীর্ণরোগগ্রস্ত। অজীর্ণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-জীর্ণিনী**।

অজু, ওজু—মুসলমানদের অনুষ্ঠের নিত্যকর্ম বিঃ, নামাজাদির পূর্বে হাতমুখ ধোওয়া। <আ 'বুজু' (প্রক্ষালনস্থান)। বি।

অজুগুপ্সিত—অনিন্দিত, অঘৃণিত ; প্রশস্ত, উত্তম। নঞ্তৎ। বিণ।

অজুরদার—শ্রমজীবী, মজুর। ফা। বি।

অজুরা, আজুরা—বেতন, পারিশ্রমিক, মজুরি। ফা। বি।

অজুহনামা—মকদ্দমার কারণ লিখিত পত্রাদি, যে কাগজপত্রে মকদ্দমার কারণ লিখিত আছে। ফা। বি।

অজুহাত, ওজুহাত—কারণ, ওজর ; হেতু, নিমিত্ত। <ফা 'বুজুহাত'। বি।

অজেয়—যাহাকে জয় করা যায় না এরূপ, অপরাজেয়নীয়, জয়াযোগ্য ; দুর্জয়, দুর্দম। নঞ্তৎ। বিণ।

অজৈকপাৎ (-পাদ্), **-পাদ**—১। একাদশ রুদ্রের অন্যতম। অজের (শিবের) একপাদ (অংশ) আছে যাঁহার, বহু (বহুব্রীহি সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দের পরবর্তী পাদ শব্দের স্থানে বিকল্পে পাৎ হয়)। ২। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র (অজৈকপাৎ এই নক্ষত্রের অধিপতি বলিয়া)। অজের (ছাগের) পাদের ন্যায় পাদ যাহার, বহু (এই নক্ষত্র ঘটাকার এবং ছাগপাদের ন্যায় ইহার পা)। বি ; পুং।

অজৈব—অজীবোৎপন্ন ; অজীবসম্বন্ধীয়, যাহা জীব হইতে উৎপন্ন বা জীবসম্বন্ধীয় নহে এরূপ, inorganic. নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

অজৈব অভিব্যক্তি—জীবভিন্ন বস্তুর ক্রমবিবর্ত, inorganic evolution.

অজৈব রসায়ন—জীব ভিন্ন বস্তুবিষয়ক রসায়ন বিদ্যা, inorganic chemistry.

অজ্জুকা—বেশ্যা (সংস্কৃত নাট্যোক্তিতেই ব্যবহৃত হয়)। নায়কের নিকট হইতে ধনাদি প্রাপ্ত হয় এই অর্থে অর্জ্ (উপার্জন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+উক কর্তৃ+আপ্ (অর্জ্ ধাতুর র-স্থানে জ্ হইয়াছে)। বি ; স্ত্রী।

অজ্ঝটা—'অজটা' দ্রঃ।

অজ্ঞ—মূর্খ, নির্বোধ, যে জানে না এরূপ, জ্ঞানহীন ; অনভিজ্ঞ, সামান্য-জ্ঞান-সম্পন্ন ; জড়, চেতনাহীন ; আত্মজ্ঞানহীন। জানে না এ এই অর্থে, নঞ্—জ্ঞা (জানা)+ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জ্ঞা**।

অজ্ঞতা, -ত্ব—মূর্খতা, জ্ঞানশূন্যতা ; অনভিজ্ঞতা। অজ্ঞ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অজ্ঞতামূলক—মূর্খতাহেতুক, না জানার জন্য। অজ্ঞতা মূলে যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অজ্ঞাত—১। যাহা জানা যায় নাই এরূপ, অবিদিত, অজানিত ; অপ্রকাশিত, গুপ্ত। জ্ঞা+ক্ত কর্ম=জ্ঞাত ; ন জ্ঞাত, নঞ্তৎ। ২। যে জানিতে পারে নাই এরূপ, অনবগত। জ্ঞা+ক্ত কর্তৃ=জ্ঞাত ; ন জ্ঞাত, নঞ্তৎ। বিণ।

অজ্ঞাতকুলশীল—যাহার বংশ এবং চরিত্র জানা নাই এরূপ ; সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব ; অজ্ঞাত হইয়াছে কুলশীল যাহার, বহু। বিণ।

অজ্ঞাতচরিত্র—১। যাহার চরিত্র জানা নাই এরূপ, যাহার আচরণ অজ্ঞাত এরূপ। অজ্ঞাত হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। অজ্ঞাত স্বভাব, অজানা ব্যবহার। অজ্ঞাত চরিত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অজ্ঞাতনামা (-নামন্)—অবিদিতনামা, অবিখ্যাতনামা, যাহার নাম জানা যায় নাই এরূপ। অজ্ঞাত নাম (নামন্) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নাম্নী**।

অজ্ঞাতপিতৃক—যাহার পিতাকে কেহ জানে না এরূপ ; বেজাজাত। অজ্ঞাত পিতা যাহার, বহু (সমাসে ক-আগম)। বিণ।

অজ্ঞাতপূর্ব(র্ব্ব)—পূর্বে অবিদিত, যাহা আগে জানা যায় নাই এরূপ। পূর্বে জ্ঞাত, সুপ্ (নিপা)=জ্ঞাতপূর্ব ; ন জ্ঞাতপূর্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অজ্ঞাতবাস—গুপ্তভাবে অবস্থান, ছদ্মবেশে থাকা। অজ্ঞাত যে বাস, কর্মধা। বি ; পুং।

অজ্ঞাতযৌবনা—যাহার (যে নারীর) যৌবন অনুভব করিতে পারা যায় না এরূপ, অননুভূতযৌবনা, অপ্রকাশিতযৌবনা ; মুগ্ধনায়িকার প্রকারভেদ ["হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব ; অজ্ঞাতযৌবনা তাকে বলে কবি সব।"—রসমঞ্জরী]। অজ্ঞাত (অননুভূত, অপ্রকাশিত) যৌবন যাহার, বহু+আপ্। বিণ বা বি ; স্ত্রী। পুং, **-যৌবন**।

অজ্ঞাতসার—জানিতে পারা যায় না এরূপ ভাব, অজানিতভাব, অগোচর। অজ্ঞাত হইয়াছে সার (গমন ; সৃ+ঘঞ্ ভাবে) যাহার, বহু। বি ; পুং। ক্রি-বিণ—**অজ্ঞাতসারে** (অজানিতভাবে)।

অজ্ঞাতা—অবিদিতা, অপরিচিতা ; অনবগতা। অজ্ঞাত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অজ্ঞাতা (-তৃ)—যে জানে না এরূপ ; অজ্ঞ।

যার অভাব নয় এরূপ। ন জাতা (জ্ঞাত্‌), নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

অজ্ঞাতি—১। অসগোত্র, যে একবংশীয় নয়। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। জ্ঞাতি-শূন্য, জ্ঞাতিবর্জিত। ন (নাই) জ্ঞাতি যাহার, বহু। বিণ।

অজ্ঞাতে—অগোচরে, গুপ্তভাবে, অন্যে না জানিতে পারে এরূপ ভাবে; অজ্ঞানত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞান—১। জ্ঞানশূন্য, অজ্ঞ; চৈতন্যশূন্য, মূর্ছিত, অচেতন। ন (নাই) জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ। ২। জ্ঞানাভাব; মায়া; মোহ; অবিদ্যা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অজ্ঞানকৃত—১। অজ্ঞতাহেতু অনুষ্ঠিত, মোহবশতঃ আচরিত, যাহা না জানিয়া বা ভুলে করা হইয়াছে এমন। অজ্ঞানে কৃত, সুপ্‌। ২। অজ্ঞ লোক কর্তৃক অনুষ্ঠিত, জ্ঞানহীন লোকের করা। ৩য়াতৎ। বিণ।

অজ্ঞানজনিত—অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন, না জানার জন্য সংঘটিত। ৩যাতৎ। বিণ।

অজ্ঞানতঃ (-তস্‌), (>-ত)—অজ্ঞতাবশতঃ, জ্ঞান না থাকার জন্য; অজ্ঞানভাবে, অবগত না হইয়া। অজ্ঞান+তস্‌ (৩যা বা ৫মী-স্থানে)। অ।

অজ্ঞানতা, -ত্ব—জ্ঞানশূন্যতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা, মূঢ়তা। অজ্ঞান+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী ক্লী।

অজ্ঞানতিমির—মোহান্ধকার, অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার, অন্ধকারের ন্যায় আচরণকারী অজ্ঞান। [আলোক প্রকাশক, অন্ধকার অপ্রকাশক। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারা যায়, এজন্য জ্ঞান প্রকাশক, অজ্ঞান তাহার বিপরীত বলিয়া অপ্রকাশক। এই হেতু আলোকের সহিত জ্ঞানের এবং অন্ধকারের সহিত অজ্ঞানের তুলনা করা হয়।] অজ্ঞানরূপ তিমির, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, -রান্ধ—অজ্ঞতা-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বা দৃষ্টিশক্তিহীন; মায়ামুগ্ধ। অজ্ঞানতিমিরদ্বারা আচ্ছন্ন, অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অজ্ঞানবাদ, অজ্ঞাবাদ—অজ্ঞেয়বাদ (তাহা দ্রঃ)। অজ্ঞানাত্মক, অজ্ঞাত্মক (নঞ্‌—জ্ঞা+ক্বিপ্‌ অথবা—অজ্ঞা) বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অজ্ঞানান্ধকার—অজ্ঞানতিমির (তাহা দ্রঃ)। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

অজ্ঞানী (-নিন্‌)—জ্ঞানহীন, জ্ঞানশূন্য, মূর্খ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অজ্ঞানিনী**।

অজ্ঞানে—অজ্ঞতাহেতু, না জানিয়া। ন (নাই) জ্ঞান যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞাপনীয়, অজ্ঞাপ্য—অপ্রকাশ্য; অনিবেদনীয়, জানাইবার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজ্ঞাপিত—যাহা জানানো হয় নাই এমন, অনিবেদিত; অপ্রকাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজ্ঞাবাদ—'অজ্ঞানবাদ' দ্রঃ।

অজ্ঞেয়—জ্ঞানাতীত, যাহা জানিতে পারা যায় না এরূপ; অবোধগম্য, যাহা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, অনবগম্য। ন জ্ঞেয় (জানিবার যোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজ্ঞেয়বাদ—'জগৎ-কারণ দুর্বোধ্য' এইরূপ মতবাদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ব্যতীত বা তাহার পশ্চাতে অপর কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা মানুষ জানে না ও জানিতে পারে না—এই মত বা সিদ্ধান্ত, agnosticism অজ্ঞেয়নামা বাদ (উক্তি, কথন), মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং। বিণ. **-বাদী**।

অজ্বর—জ্বরশূন্য, জ্বর-রোগরহিত, সুস্থ। ন (নাই) জ্বর যাহার, বহু। বিণ।

অজ্যেষ্ঠ—১। জ্যেষ্ঠ নামের অযোগ্য, জ্যেষ্ঠোচিতকর্তব্যহীন; যিনি জ্যেষ্ঠ নহেন এরূপ। অপ্রশস্ত জ্যেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ হইতে অন্যরূপ এই অর্থে, ন জ্যেষ্ঠ, নঞ্‌তৎ। ২। সর্বজ্যেষ্ঠ; সর্বপ্রধান। ন (নাই) জ্যেষ্ঠ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অজ্যেষ্ঠবৃত্তি—যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করে না এমন। জ্যেষ্ঠের বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ; ন (নাই) জ্যেষ্ঠবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অজ্যোতিঃ (-তিস্‌), (>-তি)—জ্যোতিবিহীন। ন (নাই) জ্যোতিঃ যাহার, বহু। বিণ।

অঝর, অঝোর—অবিশ্রান্ত, অনবরত, অজস্র, অবিরল ধারা বা বর্ষণযুক্ত। <অজস্র। বিণ।

অঝরু—১। অশ্রুপ্রবাহ, নির্ঝর। বি। ২। ঝরঝর করিয়া, অবিরামভাবে ("অঝরু ঝরয়ে আঁখি"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অঝরে—অবিরল ধারায়, অবিশ্রান্তভাবে, ঝরঝর করিয়া ("অঝরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়নে"—রবীন্দ্র)। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অঝোরে—অবিশ্রান্তভাবে, নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অঞ্চ—উদগাম, ঊর্ধ্বগমন। অন্‌চ্‌+ঘঞ্‌ ভাবে। বি; পুং।

অঞ্চতি—বায়ু, সদাগতি। গমন করেন ইনি এই অর্থে, অন্‌চ্‌ (গমন করা)+অতি কর্তৃ। বি; পুং।

অঞ্চল—১। আঁচল, বস্ত্রপ্রান্ত, স্ত্রীলোকের বস্ত্রের প্রান্তভাগ; প্রান্তভাগ, আবরণ ("কেন গো বসন কেন ঘুচাও অঞ্চল"—রবীন্দ্র)। যে সীমা পর্যন্ত গমন করে এই অর্থে, অন্‌চ্‌ (গমন করা)+অলচ্‌ কর্তৃ। ২। দেশাংশ, তল্লাট, প্রদেশ, region ('সুন্দরবন—')। অন্‌চ্‌+অলচ্‌ অধি (কাহারও মতে বাংপ্র)। বি; পুং।

অঞ্চলনিধি—অতিপ্রিয়জন, অতি আদরের ধন। অঞ্চলের নিধি (অর্থাৎ তৎসদৃশ প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঞ্চলপ্রভাব—১। স্বামীর উপরে স্ত্রীর কর্তৃত্ব, প্রণয়িনীর প্রভাব। অঞ্চলের (অঞ্চল-ধারিণীর, অর্থাৎ পত্নীর) প্রভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রাদেশিক প্রতিপত্তি। অঞ্চলের (প্রদেশের) প্রভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঞ্চিত—১। অর্চিত, পূজিত ("বিরিঞ্চি-অঞ্চিত পদ"—মাইকেল)। অন্‌ (পূজা করা) +ক্ত কর্ম। ২। আকুঞ্চিত, বক্রীকৃত। অন্‌ (কুঞ্চিত করা)+ক্ত বা অন্‌চ্‌+ণিচ্‌ (বক্র করা)+ক্ত কর্ম। ৩। উত্থিত। অন্‌চ্‌ (উত্থিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ৪। গ্রথিত; ভূষিত। অন্‌চ্‌ (গ্রথিত করা, ভূষিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**অঞ্চন**।

অঞ্চিতভ্রূ—১। সুভ্রূ রমণী, মনোহর ভ্রূবিশিষ্টা নারী। অঞ্চিত (ভূষিত, মনোহর) হইয়াছে ভ্রূ যাহার, বহু। ২। সুন্দর বা কুটিল ভ্রূ। অঞ্চিতা ভ্রূ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অঞ্চিতললাট—১। কুঞ্চিত ললাট; উঁচু কপাল। অঞ্চিত ললাট, কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার কপাল কুঞ্চিত বা উন্নত এমন। অঞ্চিত ললাট যাহার, বহু। বিণ।

অঞ্জইতে—অঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত করিতে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অঞ্জন—১। চক্ষুরঞ্জনের দ্রব্য, আঁজন, কজ্জল, কাজল; সুর্মা, ভুসা, প্রদীপশিখার কালি; মসি, মালিন্য, কালিমা; বিকার ও চক্ষুরোগাদিতে বৈদ্যকমতে ব্যবহার্য গুড়িকাঞ্জন, চূর্ণাঞ্জন ও স্রোতোঽঞ্জন প্রঃ; রসাঞ্জন, দেবার্চনায় ব্যবহৃত সৌবীর, জাঙ্গল, তুখ, ময়ূরগ্রীবক, দার্বিকা, নীলমেঘ এই ছয় প্রকার দ্রব্য। চক্ষু দীপ্তি পায় যদ্দ্বারা এই অর্থে, অন্‌জ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্‌ করণ। ২। লেপন; গমন; ব্যক্তীকরণ। অন্‌জ্‌ (লিপ্ত বা ম্রক্ষিত করা, ব্যক্ত করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ৩। পশ্চিমদিগ্‌গজ; নাগ বিঃ; পর্বত বিঃ; কাশীরাজ কুশধ্বজের বংশোৎপন্ন কুণি বা শকুনির পুত্র। অঞ্জন (কৃষ্ণবর্ণ)+অচ্‌ আছে অর্থে। ৪। অগ্নি; আঞ্জিনা বা আঁজনাই; জেঠী বা জ্যেঠী, টিকটিকি। দীপ্তি পায় ইহা এই অর্থে, অন্‌জ্‌+অন কর্তৃ। বি, পুং।

অঞ্জনকেশিকা—অঞ্জনকেশী (তাহা দ্রঃ)। অঞ্জনকেশী+ক স্বার্থে+আপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অঞ্জনকেশী—১। হট্টবিলাসিনী নামক গন্ধদ্রব্য বিঃ। অঞ্জনের ন্যায় কেশ যাহা হইতে,

বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সুকেশা, যাহার কেশ (চুল) অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এমন (স্ত্রী)। অঞ্জনের ন্যায় কেশ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অঞ্জনশলাকা—কজ্জলকাষ্ঠিকা, চোখে কাজল লাগাইবার কাঠি। অঞ্জনলেপনী শলাকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনা—১। (রামায়ণ) হনুমানের মাতা, কেশরী বানরের স্ত্রী [চরিতাবলী দ্রঃ]; উত্তর-দিগ্‌হস্তিনী; পশ্চিমদিগ্‌হস্তিনী। কৃষ্ণবর্ণ আছে ইহার এই অর্থে, অঞ্জন (কৃষ্ণবর্ণ)+অচ্+আপ্। ২। অলংকারশাস্ত্রের শব্দশক্তি-ভেদ, ব্যঞ্জনাবৃত্তি ['ব্যঞ্জনা' দ্রঃ]। ভাষা প্রদীপ্ত করে ইহা এই অর্থে, অন্জ্+ণিচ্ (দীপ্ত করা)+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনাতনয়, -নন্দন, -পুত্র(ত্র)—অঞ্জনা বানরীর পুত্র, হনূমান্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অঞ্জনাদ্রি—নীলগিরি। অঞ্জনসদৃশ অদ্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অঞ্জনাধিকা—আঞ্জিনা, আঁজনাই। অঞ্জন (বৈদ্যকশাস্ত্রবিহিত ঔষধ বিঃ) হইয়াছে অধিক (অতিপ্রয়োজনীয়) যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনাবতী—ঈশানকোণ-হস্তিনী, অঞ্জন নামে দিগ্‌গজের পত্নী; পশ্চিমদিগ্‌হস্তিনী। অঞ্জন+মতুপ্ আছে ইহার এই অর্থে (ম-স্থানে ব এবং অকার দীর্ঘ)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনিকা—১। আঞ্জিনা, আঁজনাই। অঞ্জন (বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিঃ) আছে ইহাতে অর্থাৎ প্রযুক্ত হয় ইহাতে এই অর্থে, অঞ্জন+কন্+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। ২। প্রতীক নামে দিগ্‌গজের স্ত্রী। অঞ্জনা+ক স্বার্থে+আপ্ (আকার-স্থানে অকার ও অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনিত—অঞ্জনযুক্ত; অঞ্জনের মত কালো ('—তনু')। অঞ্জন+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

অঞ্জনিয়া—অঞ্জন লাগাইয়া, কাজল পরিয়া ("ধায় কোন্ শশিমুখী অঞ্জনিয়া এক আঁখি" —কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অঞ্জনী—১। চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্তা নারী। অন্জ্ (লেপিত করা)+অনট্ কর্ম+ঈপ্। ২। কটুকা বৃক্ষ, কালাঞ্জন বৃক্ষ। অন্জ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জলি—উত্তানভাবে পরস্পর পাশাপাশি স্থাপিত করপুট, যুক্তপাণি, আঁজলা; (তাহা হইতে) যুক্তপাণিদ্বারা অর্পিত পুষ্পজলাদি ('ঠাকুরকে—দেওয়া'); পরিমাণ বিঃ। অন্জ্ (ব্যক্ত হওয়া)+অলি করণ। বি; পুং।

অঞ্জলিকর্ম (-কর্মন্), **-কর্মা**—হাত জোড় করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অঞ্জলিকা—ক্ষুদ্র মূষিকা। অন্জ্+অলি কর্তৃ+ক স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জলিকারিকা—১। লজ্জাবতী লতা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পুত্তলিকা, পুতুল। অঞ্জলির কার (করণ), ৬ষ্ঠীতৎ; অঞ্জলিকার+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। অঞ্জলিকারিণী, বিনীতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অঞ্জলিপুট—করপুট, পাত্রাকারে সম্মিলিত করতলদ্বয়, ঠোঙ্গার আকারে সংযুক্ত করতল দুইটি। অঞ্জলিরূপ পুট (ঠোঙ্গা), রূপক কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

অঞ্জলিপুটে—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, হাত জোড় করিয়া। অঞ্জলিকৃত পুট যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অঞ্জলিবদ্ধ—কৃতাঞ্জলি, কৃতকরপুট। বদ্ধ (কৃত) হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু ('বদ্ধাঞ্জলি' পদও হয়)। বিণ।

অঞ্জলিবন্ধ, -বন্ধন—অঞ্জলিকরণ, আঁজলা বাঁধা, অঞ্জলি করা। অঞ্জলির বন্ধ, বন্ধন (অর্থাৎ করণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

অঞ্জস—অবক্র, সরল, ঋজু; সমান; প্রকৃত, যথার্থ। অন্জ্+অসচ্ কর্তৃ। বিণ।

অঞ্জাম—আয়োজন, উদ্যোগ, যোগাড়; সঙ্কর, সংগ্রহ। ফা। বি।

অঞ্জি—প্রেরক, প্রেরণকারী। অন্জ্+ণি+ই কর্তৃ। বি; পুং।

অঞ্জিষ্ঠ, অঞ্জিষ্ণু—সবিতা, সূর্য। অন্জ্+অচ্ কর্তৃ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে; অন্জ্ (ব্যক্ত করা)+ইষ্ণু কর্তৃ। বি; পুং।

অঞ্জীর—সুমিষ্ট বড় ডুমুর বিঃ; পেয়ারা। <ফা 'আনজীর'। বি; ক্লী।

অঞ্জীল—স্বর্গদূত। <ইং 'angel'. বি; পুং। [ফা। বি।

অঞ্জুমান, আঞ্জুমান—সমিতি, সভা।

অট-অট, অট্টট্ট—অতি উচ্চ বা প্রবল-ভাবে। প্রা কপ্র। অ।

অটন—বিচরণ, গমন, ভ্রমণ। অট্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—অটিত।

অটনি, -নী—কার্মুকাগ্র, ধনুকের অগ্রভাগ; কোটি। অট্ (গমন করা)+অনি কর্তৃ, পক্ষে ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

অটবি, -বী—কানন, অরণ্য, বন। অট (গমনকারী; অট্+অচ্ কর্তৃ)—বি (বিহঙ্গ) যাহাতে, অর্থাৎ পক্ষীরা চলাচল করে যাহাতে, বহু; অথবা, বানপ্রস্থে গমন করে যেথানে এই অর্থে, অট্+অবি অধি, পক্ষে ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

অটবিক—ব্যাধ, কিরাত, অরণ্যচারী। অটবি—কৃ (হিংসা করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অটবীপাল—বনরক্ষক। বি। অটবী (বনকে) পালন (রক্ষা) করে যে, উপপদ তৎ। অটবী—পা+ণিচ্ (=পালি)+অন্ কর্তৃ। বি; পুং।

অটমান—বিচরণশীল, গমনশীল। অট্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ। [আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় হয়। অট্ ধাতু পরস্মৈপদী; পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় হয়। এইজন্য অটমান পদটি অসাধু। তবে কোন কোন স্থলে শিষ্টপ্রয়োগে পরস্মৈপদী ধাতুও আত্মনেপদী হয়। ("আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদীনাং কচিৎ।") অথবা শানচ্-স্থানে চানশ্ প্রত্যয় করা হয়।]

অটমি, -মী—অষ্টমী। প্রা কপ্র। বি।

অটল—দৃঢ়; অবিহ্বল, অচঞ্চল, স্থির। ন—টল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অটা—ভ্রমণ, বিচরণ, পর্যটন। অট্ (গমন করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অটাট্যমান—পুনঃপুনঃ পর্যটনশীল, অন-বরত ভ্রমণকারী, যে সকল সময়ে বেড়াইয়া বেড়ায়। অট্+যঙ্ পৌনঃপুন্যার্থে=অটাট্য; অটাট্য+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অটাট্যা—অবিরত পর্যটন, অনবরত ভ্রমণ, টোটো করিয়া বেড়ানো। অট+যঙ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অটাল—অস্থান; কুস্থান। অ (অপ্রশস্ত) টাল (<স্থান), নঞ্‌তৎ। <হি 'অটালা'=(কসাইবস্তি)। বি।

অটুট—অভগ্ন, সম্পূর্ণ, আস্ত; অবিকৃত, ত্রুটিহীন, নির্দোষ, নিখুঁত। <অত্রুটি। বিণ।

অটো—গন্ধদ্রব্য বিঃ, সুরভিসার, আতর। <ইং 'otto'. বি।

অটোগ্রাফ—স্বহস্তলেখ, নিজের হাতের লেখা [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। <ইং 'autograph'. বি।

অটোল—অবিকৃত; অনাহত; পুষ্ট; সর্বাঙ্গসুন্দর; পূর্ণ; নিটোল, যাহাতে টোল পড়ে নাই এরূপ। ন (নাই) টোল (<সং তড়্ ধাতু) যাহাতে, বহু। বিণ।

অট্ট—১। প্রাসাদ, অট্টালিকা; প্রাসাদো-পরিস্থিত গৃহ, চিলাঘর, চিলে কোঠা; প্রাকারপৃষ্ঠ; প্রাকারের নিকটবর্তী সৈন্যগৃহ অর্থাৎ গুমটি ঘর। অট্ট্+ঘঞ্ করণ। ২। হাট, বাজার, বিপণি। অট্ট্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। ৩। অন্ন, খাদ্য; ক্ষৌমবস্ত্র; পট্টবস্ত্র। অট্ট্ (অনাদর করা)+ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী। ৪। শুষ্ক; অতিশয়, সমধিক; উচ্চ। অট্ট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অট্ট-অট্ট—১। বিকটহাস্যশব্দে শব্দিত। বিণ। ২। অতি উচ্চ। বাংপ্র। অ।

অট্টকলরব—উচ্চ কলরব ("বিদীর্ণ তরঙ্গ-

হাসি অট্টহাসের ন্যায় শুভ্র, পুষ্পের উজ্জ্বলতাকে তুচ্ছ করিতে পারিল [illegible]। অট্ট [illegible] কর্মধা। বি ; পুং।

অট্ট—অতিশয় উচ্চ। অট্ট শব্দের দ্বিরুক্তি প্রকাশার্থে, অট্ট + অট্ট (দ্বিত্ব [illegible])।

অট্টরব, -নিনাদ—উচ্চরব। কর্মধা। বি ; পুং।

অট্টরোল—উচ্চকলধ্বনি। কর্মধা। বি ; পুং।

অট্টহসিত, -হাস, -হাস্য—উচ্চহাস্য, হোহো করিয়া হাসি। অট্ট (উচ্চ) হসিত, হাস, হাস্য, কর্মধা। বি ; ক্লী, পুং, ক্লী।

অট্টহাসক—১। কুন্দপুষ্প, কুঁদ ফুলের গাছ। [কবিরা হাস্যকে শুভ্র বলিয়া বর্ণনা করেন ; এজন্য অট্ট বা উচ্চ হাস্য অতিশয় শুভ্রত্বের জ্ঞাপক]। অট্টহাসের ন্যায় অতিশুভ্র এই সাদৃশ্যার্থে, অট্টহাস + ক ; বা অট্টহাসের ন্যায় অতিশুভ্রতা প্রকাশ করে এই অর্থে, অট্টহাস—কৈ (প্রকাশ করা) + ক কর্তৃ [কুন্দ পুষ্প অতি শুভ্র বলিয়া তাহার গাছকে অতিশুভ্রতাময় বা অট্টহাসক বলা হয়]। বি ; পুং। ২। উচ্চহাস্যকারী। অট্ট—হস্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হাসিকা।

অট্টহাসি—উচ্চহাস্য, হোহো করিয়া হাসি। <অট্টহাস্য। বি।

অট্টহাসী (-হাসিন্)—১। মহাদেব, শিব। বি ; পুং। ২। উচ্চহাস্যকারী। অট্টহাস্ আছে ইহার এই অর্থে, অট্টহাস + ইন্ ; বা অট্ট হাস্য করেন যিনি, উপপদ ; অট্ট—হস্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হাসিনী।

অট্টহাস্য—'অট্টহসিত' দ্রঃ।

অট্টাল, -লক—প্রাসাদ ; অট্টালিকোপরিস্থিত গৃহ ; ইষ্টকাদিরচিত গৃহ ; প্রাকারাদির উপরিস্থ উচ্চ স্থান। অট্ট—অল্ + অচ্ কর্তৃ ; অথবা, অট্ট + আল স্বার্থে ; অট্টাল + ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অট্টালিকা, **অট্টালী**—ইষ্টকরচিত বা প্রস্তরনির্মিত গৃহ, পাকাবাড়ি, প্রাসাদ। অট্টালক + আপ্ (অক-স্থানে ইক) ; অট্টাল + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অট্টালিকাকার—১। প্রাসাদনির্মাতা, রাজমিস্ত্রী ; (পূর্বকালে চিত্রকরের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন সংকর জাতিই প্রাসাদনির্মাণের কার্য করিত ; ইহা 'ব্রহ্মবৈবর্ত') চিত্রকরের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সংকর জাতি। অট্টালিকা [illegible] উপপদ ; অট্টালিকা—কৃ + অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। [illegible] অট্টালিকার আকার, [illegible] অট্টালিকার [illegible] আকার যাহার, বহু। বিণ।

অড্ডা—[illegible] + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অড্ডীন—১। যাহা ঠেলা বা সরানো যায় না, এত, অর্থাৎ যথেষ্ট, প্রচুর ; অজস্র, [illegible] ; ন—ঠেল্ (বাং ক্রি) + অ কর্ম [illegible]। ২। একরকম হরিদ্রাভ কাঠ (এই কাঠ হইতে নানা জেব্রা হইয়া থাকে)। বাংপ্র। বি। [illegible] বাংপ্র। বি।

অড়বড়-অড়বড়—বাজে কথা, অসংলগ্ন বাক্য ; **অড়বড়ে**—অর্থহীন কথা ; দ্রুত উচ্চারিত অবোধ্য কথা। প্রাদে। বি।

অড়র, -হর—কলাই বিঃ ডাল বিঃ, অড়র ডাল। <আঢ়কী। বি।

অডিট—হিসাবাদির খাতাপত্রে পরীক্ষা। <ইং 'audit'. বি।

অঢেল—ঢালাও, ঢের, প্রচুর, অফুরন্ত। <বাং 'অঢেল' বা অ (স্বার্থে) + ঢের (>ঢেল)। বিণ।

অণক—অধম, নীচ ; নিন্দনীয় ; কুৎসিত। অণ্ + অচ্ কর্তৃ কুৎসা অর্থে। বি ; পুং, ক্লী।

অণব্য—চীনাজাতক সূক্ষ্ম ধান্যের উৎপাদক ক্ষেত্র ; সর্ষপাদিশস্যের ক্ষেত্র ; সূনা জমি, ডাঙা জমি। অণু (সূক্ষ্ম ধান্য বা অল্প শস্য) + যৎ ভবন বা স্থান অর্থে। বি ; ক্লী।

অণি, -ণী—অক্ষাগ্রকীলক, চক্রের ধুরার প্রান্তস্থ খিল, আল্লা ; সূচ্যাদির অগ্রভাগ ; পশুবন্ধস্থান ; প্রান্ত, সীমা। অণ্ (শব্দ করা) + ইন্ কর্তৃ ; (স্ত্রীলিঙ্গ পক্ষে বিকল্পে ঙীপ্)। বি ; পুং, স্ত্রী।

অণিমা (মন্)—অণুত্ব, অতি সূক্ষ্ম অবস্থা, সূক্ষ্ম পরিমাণ ; ঐশ্বর্য বিঃ (অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই আটটি ঐশ্বর্য), দেবগণ ও সিদ্ধগণের নিজ শরীর স্বেচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা। অণু + ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

অণী—'অণি' দ্রঃ।

অণীক—বাণের লৌহ-নির্মিত শল্যাংশ ; সেনাপতি। বি।

অণীমাণ্ডব্য—জনৈক ব্রহ্মর্ষি [চরিতাবলী দ্রঃ]। অণীবিদ্ধ (অর্থাৎ শূলবিদ্ধ) মাণ্ডব্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অণীয়ান্ (-য়স্)—সূক্ষ্মতর, অতি ক্ষুদ্র ('অণোরণীয়ান্')। অণু + ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

অণু—১। অত্যল্প, অতি ক্ষুদ্র, ঈষৎ ; সূক্ষ্ম। বিণ। স্ত্রী—অণু, অণ্বী। ২। মাত্রার চতুর্থাংশ বা মতান্তরে অষ্টমাংশ ; রেখা। বি ; স্ত্রী। ৩। যৌগিক পদার্থের বিশিষ্ট ধর্মযুক্ত ক্ষুদ্রতম অংশ, molecule ; অতি সূক্ষ্ম অংশ, কণা, particle. অণ্ (প্রাণ ধারণ করা) + উ কর্তৃ। ৪। সূক্ষ্ম ধান্য বিঃ চীনাধান্য ; মাসকলাই শস্য, সর্ষপাদি। অণ্ (শব্দ করা) + উ করণ। বি ; পুং।

অণুক—চতুর, নিপুণ ; ক্ষুদ্র ; অল্প। অণু (নিপুণ, ক্ষুদ্র) + ক স্বার্থে। বিণ।

অণুচ্ছেদ—পরিচ্ছেদের ক্ষুদ্র অংশ, paragraph ; ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। অণু (ক্ষুদ্র) ছেদ (অংশ), কর্মধা। বি ; পুং। ['অনুচ্ছেদ' বানান অধিকতর সমীচীন]

অণুজীব—অতি সূক্ষ্ম প্রাণী, জীবাণু, microbe. অণু (সূক্ষ্ম) এমন জীব, কর্মধা। বি ; পুং।

অণুতা, -ত্ব—অণিমা, সূক্ষ্মত্ব, অতিক্ষুদ্রতা। অণু + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অণুদর্শন, -দৃষ্টি—১। অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি ; অন্তর্দৃষ্টি। ষষ্ঠীতৎ। ২। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর দর্শনসহায়ক যন্ত্র, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, microscope. অণু—দৃশ্ (দেখা) + অনট্ করণ, ক্তি ভাব। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অণুবটিকা—অতিক্ষুদ্র বটি খুব ছোট বড়ি, globule. অণুপরিমিতা বটিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অণুবাদ—মতবাদ বিঃ, অণুর আদি নাই অন্তও নাই, অণুসমূহের মিলন দ্বারাই সকল পদার্থের সৃষ্টি—এই মতবাদ, atomic theory. অণুবিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অণুবীক্ষণ—চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ অতিক্ষুদ্র পদার্থ সকল যে যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, সেই যন্ত্র, অতিক্ষুদ্র বস্তুর দর্শনসাধক যন্ত্র, microscope. অণুর বীক্ষণ (দর্শন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি ; ক্লী।

অণুব্রীহি—সূক্ষ্ম ধান্য, সরু ধান। অণু (অতি ক্ষুদ্র) ব্রীহি (ধান্য), কর্মধা। বি ; পুং।

অণুভা—বিদ্যুৎ। অণু (সূক্ষ্ম) ভা (দীপ্তি) যাহার, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অণুমাত্র—অল্পপরিমাণ ; বিন্দুমাত্র। অণু + মাত্রচ্ পরিমাণার্থে ; বা অণু মাত্রা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মাত্রী, -মাত্রা।

অণুমাত্রা—সংগীতচ্ছন্দে একমাত্রার অষ্টম বা মতান্তরে চতুর্থ ভাগ। বাংপ্র। বি।

অণুমাত্রিক—অল্পপরিমাণ ; অতিক্ষুদ্র ; অতি সূক্ষ্ম। অণুই মাত্রা, কর্মধা ; অণুমাত্রা + ইক (ঠন্)। বিণ।

অণুরাশি—(বীজগণিত) ক্ষুদ্ররাশি। অণু (ক্ষুদ্র) যে রাশি, কর্মধা। বি ; পুং।

অণুরেণু—অতি সূক্ষ্ম কণা ; ধূলিকণা। অণু এমন রেণু, কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অণোরণীয়ান্—অণু হইতেও ছোট, ছোট হইতেও ছোট। অণোঃ (সং ৫মী বিভক্তি) + অণীয়ান্। বিণ।

অণ্ড—ডিম্ব, ডিম ; মুষ্ক, অণ্ডকোষ ; শুক্র ; মৃগনাভি। অম্ (নির্গত হওয়া, যেমন কণা) + ঔণাদিক ড অপা, করণ। বি ; ক্লী।

অণ্ডক—বৃষণ, অণ্ডকোষ; কস্তুরী; ছোট ডিম। অণ্ড+ক স্বার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে। বি; পুং।

অণ্ডকটাহ—জীবের কর্মফল ভোগের স্থান, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব। অণ্ডই (ব্রহ্মাণ্ডই) কটাহ (কড়া), কর্মধা (কটাহে যেমন তৈলাদির পাক হয়, ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ জীবকৃত পাপপুণ্য কর্মের পাক বা পরিণতি অর্থাৎ ফলভোগ ঘটে; এজন্য অণ্ডকটাহ অর্থে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়)। বি; পুং।

অণ্ডকোশ, -কোষ—মুষ্ক, বৃষণ। অণ্ডের কোশ, কোষ (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [স্বার্থে। বি; পুং।

অণ্ডকোষক—অণ্ডকোষ। অণ্ডকোষ+ক

অণ্ডজ—১। যাহা ডিম হইতে জন্মিয়াছে এরূপ, ডিম্বোৎপন্ন, ডিম্বজাত। বিণ। ২। পক্ষী; সর্প; মৎস্য; কুম্ভীর; কচ্ছপ; কৃকলাস ইঃ। অণ্ড হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ; অণ্ড—জন্+ড কর্তৃ বি; পুং।

অণ্ডজা—১। কস্তুরী, মৃগনাভি। বি; স্ত্রী। ২। ডিম্বোৎপন্না। অণ্ডজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অণ্ডজেশ্বর—গরুড়। অণ্ডজের (পক্ষীদিগের) ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অণ্ডপ্রদা—অণ্ডপ্রসূ (তাহা দ্রঃ)।

অণ্ডপ্রসূ—ডিম্বোৎপাদিকা। অণ্ডের প্রসূ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অণ্ডবর্ধ(র্দ্ধ)ন, -বৃদ্ধি—অণ্ডকোষবৃদ্ধি, কুরণ্ড, hydrocele. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অণ্ডমূত্র—মূত্রের সহিত অত্যধিক অণ্ডলালা ক্ষরণ, albuminuria. অণ্ডযুক্ত মূত্র যাহাতে, বহু। বি; ক্লী। [বি।

অণ্ডলাল—অণ্ডলালা (তাহা দ্রঃ)। বাংলা।

অণ্ডলালা—ডিম্বের মধ্যস্থিত লালাবৎ বর্ণহীন অংশ; (তৎসদৃশ বলিয়া) জীবদেহের বা উদ্ভিদের লালা সদৃশ শ্বেত অংশ, albumen. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অণ্ডাকর্ষণ—খাসি করণ, খোজা করণ, অণ্ডকোষ হইতে অণ্ড বহিষ্করণ; বার্ধক্যকরণ। অণ্ডের আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অণ্ডাকার, -কৃতি—ডিমের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, ডিম্বাকার, oval. অণ্ডের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অণ্ডালু—১। ডিমযুক্ত মৎস্য, ডিমাল মাছ; ডিমবিক্রেতা। বি; পুং। ২। ডিমযুক্ত; ডিমওয়ালা। অণ্ড+আলুচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অণ্ডাশয়—স্ত্রীজননযন্ত্র বিঃ, ডিম্বাশয়, ovary. অণ্ডের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অণ্ডাস্থি(?)—ডিম্বের মধ্যকার শ্বেতাংশ, albumen. বি।

অণ্ডীর—শক্তিশালী ব্যক্তি, বলবান্ পুরুষ; পরাক্রমশালী ব্যক্তি। অণ্ড বীর্যাধার, ইহা হইতেই অণ্ড অর্থে শক্তি; অণ্ড+ঈর বিশিষ্টার্থে। বি; পুং বা বিণ।

অণ্ডীন—ধনবান্, ঐশ্বর্যশালী। < অণ্ডীর। বিণ।

অণ্বী—১। অঙ্গুলি (বৈদিক প্রয়োগ)। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষীণা, সূক্ষ্মা। অণু+ঈপ্ বিকল্পে (পক্ষে অণু)। বিণ; স্ত্রী।

অত—১। এ-পরিমাণ; প্রচুর-পরিমাণ; বহুল। বিণ। ২। আধিক্য; প্রাচুর্য; এ-পরিমাণ দ্রব্য। < ইয়ৎ। বি। অত অত—এত বিষয়; অত প্রকার।

অতএ, -য়ে—অতএব ("অতএ ছোড়াহ্নি বিশোয়াস"—বিদ্যা); অতঃপর, এই। প্রা কপ্র। অ।

অতএব—এই কারণে, এইজন্য, এই হেতু, সুতরাং, কাজেকাজেই। অতঃ+এব। অ।

অতও—তদবধি ("অতও সে মধু মম জগতহি অনুখন"—গোবিন্দ); অতএব। প্রা কপ্র। অ।

অতঃ (অতস্), অত—এই হেতু, এইজন্য। ইদম্+তস্ (৫মী-স্থানে)। অ।

অতঃপর—পশ্চাৎ, ইহার পর। অতঃ (ইহা হইতে)+পর, সুপ্। ক্রি-বিণ।

অতট—১। নদী প্রঃর খাড়া পাড়, আড়া, আড়ালি; পর্বতাদির উচ্চস্থান, তুঙ্গপ্রদেশ; প্রপাত; পর্বতাদির উচ্চ পার্শ্বস্থান, precipice; ভূমির অধোভাগ। বি; পুং। ২। খাড়া; তটশূন্য; অসীম, বিপুল। ন (নাই) তট যেখানে, বহু। বিণ।

অতত্ত্ব—১। তত্ত্বহীন, সারশূন্য; বাজে। ন (নাই) তত্ত্ব যাহাতে, বহু। বিণ। ২। তত্ত্ব ভিন্ন অন্য। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অতথোচিত—তাহার অযোগ্য, সেই অবস্থার অনুপযুক্ত। তথা অর্থাৎ তাহাতে উচিত, ৭মীতৎ; ন তথোচিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অতথ্য—১। মিথ্যা, অসত্য, অবাস্তব, অলীক। ন (নাই) তথ্য (যাথার্থ্য) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। মিথ্যা বিষয়। তথ্য হইতে অন্যরূপ এই অর্থে ন তথ্য, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অতথ্যবাদী (-বাদিন্)—অনৃতভাষী, মিথ্যাবাদী। অতথ্য বাদ করে (বলে) যে, উপতৎ; অতথ্য—বদ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা**।

অতথ্যভাষী (-ভাষিন্)—অনৃতবাদী, মিথ্যাবাদী। অতথ্য (মিথ্যা) ভাষণ করে যে, উপতৎ; অতথ্য—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**। বি, **-ভাষিতা**।

অতদর্হ(?)—অনুপযুক্ত, ভাল করিয়া দেখাশুনার অভাব। ... তদর্হ (...), নঞ্তৎ। বি।

অতদ্গুণ—১। অর্থালংকার বিঃ (কারণসত্ত্বেও তাহা হইতে তদ্গুণ না পাইলে অতদ্গুণ অলংকার হয়)। বি; পুং। ২। ন+তদ্গুণ; গুণহীন, যাহাতে সেই গুণ নাই এমন। ন (নাই) তদ্গুণ যাহাতে, বহু। বিণ।

অতদ্গুণসংবিজ্ঞান—(ব্যাকরণ) এক প্রকার বহুব্রীহি সমাস; ইহাতে সমাসনিষ্পন্ন অন্য পদার্থের ন্যায় সমস্যমান পদার্থেরও ক্রিয়া প্রভৃতির সহিত অন্বয় হয় না; যেমন, 'দৃষ্টসমুদ্রকে' আনয়ন কর। এখানে আনয়ন ক্রিয়ার সঙ্গে দৃষ্ট বা সমুদ্রের অন্বয় নাই]। তাহার (অর্থাৎ বিশেষ্যের—তদ্ শব্দ) গুণ (অর্থাৎ বিশেষণ), ৬ষ্ঠীতৎ; তদ্গুণের সংবিজ্ঞান (বোধন) আছে যাহাতে, বহু (=তদ্গুণসংবিজ্ঞান); ন তদ্গুণসংবিজ্ঞান, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অতনিমা (-মন্)—অক্ষীণতা; স্থূলতা; বিশালতা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অতনু—১। কামদেব, অনঙ্গ [মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে ইনি ভস্ম হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম অতনু বা অনঙ্গ]। বি; পুং। ২। দেহশূন্য, অশরীরী। ন (নাই) তনু যাহার, বহু। ৩। অস্বল্প, অকৃশ, স্থূল, বিপুল, বিশাল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অতনু, অতন্বী**।

অতন্ত্র—অপ্রধান; তন্ত্রহীন; তারশূন্য ('—বাদ্যযন্ত্র'); অনর্থক। ন (নাই) তন্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

অতন্দ্র—তন্দ্রাশূন্য, সজাগ; অবহিত; কার্যে উৎসাহবিশিষ্ট; অনলস; সতর্ক, সাবধান ('—প্রহরী'); মনোযোগী। ন (নাই) তন্দ্রা (অল্প নিদ্রা, কার্যানুৎসাহ) যাহার, বহু। বিণ।

অতন্দ্রিত—তন্দ্রাহীন, সজাগ; কার্যোৎসাহী, অনলস; সতর্ক, সাবধান, অবহিত; অবিরাম। তন্দ্রা+ইত জাতার্থে; ন তন্দ্রিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অতন্দ্রী (-ন্দ্রিন্)—তন্দ্রাহীন, নিদ্রাহীন; অনলস; সতর্ক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দ্রিণী**।

অতন্বঙ্গ—১। অকৃশাঙ্গ, অক্ষীণকায়, স্থূলদেহ, পীবরতনু। অতনু (অকৃশ বা স্থূল) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-অঙ্গী, -অঙ্গা**। ২। অকৃশ দেহ; স্থূল শরীর, পীবর অঙ্গ। অতনু এমন অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

অতন্বঙ্গী (-ঙ্গিন্)—অতন্বঙ্গ (১) (তাহা দ্রঃ)। অতন্বঙ্গ (২)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গিনী**।

অতন্বঙ্গী—অতন্বঙ্গ (১) (তাহা দ্রঃ)।

অতপাঃ (অতপস্), অতপা—অতপস্বী, তপস্যাবিহীন, অনাচারী; ন (নাই) তপঃ (তপস্যা) যাহার, বহু। বিণ।

অতপিত—অতাপিত। প্রা কপ্র। বিণ।

অতনু—[illegible]। ন (নাই) তনু শরীর যাহার, বহু। বিণ।

অতরণীয়—অনুত্তার্য; দুস্তর, যাহা অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতরল—যাহা তরল নয় এমন; জমাট; কঠিন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতরু—১। বৃক্ষবর্জিত, নিষ্পাদপ; তরু ন (নাই) তরু যেখানে, বহু। বিণ। ২। কুবৃক্ষ, বাজে গাছ; পরগাছা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অতরুণ—অনবীন, অনূতন; প্রাচীন পুরাতন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ণী, -ণা।

অতরে—অন্তরে। প্রা কপ্র। বি।

অতর্ক—১। অহেতুক; অযৌক্তিক; বাদানুবাদশূন্য; চিন্তাতীত। ন (নাই) তর্ক যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ২। অসাবধানতা; অবিবেচনা; যুক্তিহীনতা; কুতর্ক। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অতর্কণীয়—অভাবনীয় অচিন্তনীয়; যাহা তর্ক দ্বারা স্থির করিতে পারা যায় না এরূপ; বাদানুবাদের অযোগ্য; যাহা ঘটিবে বলিয়া পূর্বে অনুমান করিতে পারা যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্কিত—অচিন্তিত, অপ্রত্যাশিত যাহা ঘটিবে বলিয়া চিন্তা করা যায় নাই এরূপ, অসম্ভাবিত, সহসা সংঘটিত; অলক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্কিতচর—অচিন্তিতপূর্ব, যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া পূর্বে কেহ কখনও ভাবে নাই এরূপ। অতর্কিত+চরট্‌ ভূতপূর্ব অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -চরী।

অতর্কিতে—অসতর্ক অবস্থায়, হঠাৎ, অলক্ষিতে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অতর্ক্য—অচিন্ত্য, অভাবনীয়; বাদানুবাদের বহির্ভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্পণ—১। অতৃপ্তিজনন, বিরক্তি জন্মানো; তর্পণ না করা। ন তর্পণ (তৃপ্‌+অনট্‌ ভাব), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। অতৃপ্তিজনক, বিরক্তিকর। ন তর্পণ (তৃপ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃ) নঞ্‌তৎ। ৩। পিতৃযজ্ঞহীন, যে পিতৃপিতামহাদির তর্পণ করে না এমন। ন (নাই) তর্পণ যাহার, বহু। বিণ।

অতর্পণীয়—অতোষণীয়, যাহাকে তৃপ্ত করা যাইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্পণেচ্ছু—যে তর্পণ করিতে অনিচ্ছুক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্পিত—অতোষিত, যাহাকে তুষ্ট করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতল—১। সপ্তপাতালের প্রথম পাতাল; ভূমির অধোভাগ। ইহার (অর্থাৎ পৃথিবীর—ইদম্‌ শব্দ) তল, ৬ষ্ঠীতৎ (ইদম্‌-স্থানে অ, নিপা)। বি, ক্লী। ২। অগাধ, তলরহিত, গভীর। ন (নাই) তল যাহার, বহু। বিণ।

অতলতল—অগাধ জলের তল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

অতলস্পর্শ—যাহার তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না এরূপ, অগাধ, অতিগভীর। তলের স্পর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ; ন (নাই) তলস্পর্শ যাহার, বহু। বিণ।

অতলস্পৃক্‌ (-স্পৃশ্‌)—১। অতলস্পর্শ, সুগভীর। তল—স্পৃশ্‌+ক্বিপ্‌ ভাব; ন (নাই) তলস্পৃক্‌ (তলস্পর্শ) যাহার, বহু। ২। যে বা যাহা তলদেশ স্পর্শ করে না এরূপ, উপরি ভাসমান। তল স্পর্শ করে যে উপতৎ; তল—স্পৃশ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ; ন তলস্পৃক্‌, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতলান্তিক—মহাসাগর বিঃ, Atlantic Ocean. বাংপ্র। [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ।] বি।

অতস—বায়ু; আত্মা। অত্‌ (সর্বদা গমন করা)+অসচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

অতসী—অতসী ফুলের গাছ, অতসী ফুল, মসিনা; শণ। অত্‌+অসচ্‌ অধি+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

অতসীপুষ্পবর্ণ—১। অতসী ফুলের রং। অতসীপুষ্পের বর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। অতসীপুষ্পবর্ণাভ (১) (তাহা দ্রঃ)। অতসীপুষ্পের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। স্ত্রী. -র্ণা।

অতসীপুষ্পবর্ণাভ—১। হরিতাল বর্ণবিশিষ্ট, যাহার রং অতসী ফুলের মত এমন, অতসী-পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, হরিতালবর্ণ-বিশিষ্ট। বিণ। ২। কার্তিকেয়। অতসীপুষ্প-বর্ণের (১) আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বি; পুং।

অতসীপুষ্পবর্ণাভা—১। অতসীফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা যাহার রং শণফুলের মত এরূপ (স্ত্রী), সুবর্ণবর্ণা, অতীব গৌরাঙ্গী। বিণ, স্ত্রী। ২। দুর্গাদেবী (কারণ তাঁহারও বর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায়)। অতসীপুষ্পবর্ণের (১) আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু+আপ্‌। বি, স্ত্রী।

অতি—১। উপসর্গ বিঃ [অতীত; অধিক, অতিশয়, অসংগত, অনুচিত; উৎকর্ষ, অতিক্রম; অসীম; অসম্ভাবন; পূজন, প্রশংসা]। অত্‌+ই কর্তৃ। অ, উপ। ২। উৎকৃষ্ট, বিশিষ্ট। প্রা কপ্র। ৩। অত্যন্ত, খুব; একেবারে। বাংপ্র। বিণ।

অতি-অঙ্কন—অঙ্কনরীতির সীমার অতিরিক্ত চিত্রণ, overpainting বি; ক্লী। বিণ, -অঙ্কিত।

অতি-আধুনিক—বর্তমান যুগের মধ্যেও যাহা সর্বাপেক্ষা নূতন এমন, ultramodern অতি আধুনিক, প্রাদি (সন্ধি হয় নাই)। বিণ।

অতিকথ—১। অতিরঞ্জিত; কথনের অযোগ্য, অকথ্য; অশ্রদ্ধেয়। কথাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। নষ্ট, বিলুপ্ত। অতীত কথা যাহার, বহু। বিণ।

অতিকথা—১। অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জিত বাক্য; ব্যর্থভাষণ, বৃথা বাক্য; কল্পকথা, পৌরাণিক কাহিনী, myth অতিরঞ্জিতা কথা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। নষ্টা, বিলুপ্তা। অতিকথ (২)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অতিকথিত—অতিরঞ্জিত, যাহা বাড়াইয়া বলা হইয়াছে এমন exaggerated. প্রাদি। বিণ। বি, -কথন, -কথা।

অতিকরুণ—অতিশয় দুঃখব্যঞ্জক, অতি-কাতর। অতি (অতিশয়ভাবে) করুণ, প্রাদি। বিণ।

অতিকায়—১। (রামায়ণ) রাবণের পুত্র (ইনি লক্ষ্মণের হাতে নিহত হন)। বি; পুং। ২। প্রকাণ্ডদেহবিশিষ্ট। অতিরিক্ত (অর্থাৎ বিপুল) হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বি।

অতিকাল—বহুবিলম্ব, অনেক বেলা ("অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।" —চৈ চ। প্রাদি। বি; পুং।

অতিকৃচ্ছ্র—১। প্রায়শ্চিত্ত বিঃ [ইহাতে ছয় দিন এক এক গ্রাস ভোজন ও তৎপরে তিন দিন উপবাস করিতে হয়]। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র (কষ্ট) যাহাতে, বহু। ২। অতি-কষ্ট। অতিশয়িত কৃচ্ছ্র, প্রাদি। বি, ক্লী। ৩। সুকঠিন, অত্যন্ত কষ্টকর। বহু। বিণ।

অতিকৃত—অতিরঞ্জিত, অতিরিক্তভাবে বর্ণিত, exaggerated; যাহা বাড়াবাড়ি করিয়া করা হইয়াছে এমন, অতিক্রান্ত। প্রাদি। বিণ। বি, -তি।

অতিকৃশ—অত্যন্ত ক্ষীণকায়, অতিদুর্বল-দেহ। অতিরিক্ত কৃশ, প্রাদি। বিণ।

অতিকেশ—দীর্ঘ ও প্রচুর কেশবিশিষ্ট, কেশ-বহুল। অতিশয়িত কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -শী, -শা।

অতিকেশর—কুব্জক বৃক্ষ। অতিরিক্ত কেশর যাহার, বহু। বি, পুং।

অতিক্রম, -ক্রমণ—সীমার বাহিরে গমন, সীমালঙ্ঘন, উল্লঙ্ঘন, supersession, অধিক হওয়া; বিপর্যয়, বিপরীতাচরণ, অন্যথাচরণ; শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারা, কর্মসমাপ্তির পরেও ক্রিয়াপ্রবৃত্তি, অনাদর, উপেক্ষা; পদোন্নতির সময় উপরিতন কর্মচারীকে বাদ দিয়া তাহার অধস্তন কর্মচারীর উন্নয়ন, supersession অতি (সীমাবহির্ভাগে) —ক্রম্‌ (গমন করা)+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি, পুং, ক্লী। বিণ, -ক্রম্য,

-ক্রান্ত। [ইহা হইতে কবিপ্রয়োগে অতিক্রম করা অর্থে নাম ধাতুজ ক্রিয়া—অতিক্রমে, অতিক্রমি, অতিক্রমিয়া ইত্যাদি।]

অতিক্রমণীয়, -ক্রম্য—পার হইবার যোগ্য, যাহা ছাড়াইয়া যাওয়া যাইতে পারে এরূপ; যাহা অতিক্রম করা উচিত এরূপ; লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘনীয়। অতি—ক্রম্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

অতিক্রমী (-ক্রমিন্)—অতিক্রামক (তাহা দ্রঃ)। অতি—ক্রম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্রমিণী**।

অতিক্রম্য—'অতিক্রমণীয়' দ্রঃ।

অতিক্রান্ত—লঙ্ঘিত; গত, অতীত; অভিভূত, আক্রান্ত; অনাদৃত, পরাবৃত্ত। অতি—ক্রম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিক্রামক—লঙ্ঘনকারী; বৈপরীত্য-কারক, বিপর্যয়সাধক; উল্লঙ্ঘনকারী; অবমাননাকারক; উৎকর্ষসম্পন্ন। অতি—ক্রম্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্রামিকা**।

অতিক্ষেত্র—(ক্ষেত্রতত্ত্ব) যন্ত্রবৈধিক ক্ষেত্র বিঃ, ক্ষেপণী ক্ষেত্র, পরাবৃত্ত, hyperbola. অতিরিক্ত ক্ষেত্র যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অতিক্ষেত্রিক—রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমকারী extra-territorial. বিণ।

অতিক্ষেপ—অতিভব, তিরস্কার, অধিক্ষেপ। অতি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-ক্ষিপ্ত**।

অতিখণ্ডিত—অতিমাত্রায় কাটা; (উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) যাহার কিনারা অতিমাত্রায় খাঁজকাটা এমন, pinnatisect. অতিরিক্ত খণ্ডিত, প্রাদি। বিণ।

অতিখণ—এতক্ষণ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অতিগ—১। অতিক্রামক, অতিক্রম করিয়া গমনকারী; উত্তীর্ণ; উৎকৃষ্ট; অতিশয় পরিবর্তনশীল। বিণ। ২। পদ্মগাছ। অতি—গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বি।

অতিগণ্ড—(জ্যোতিষ) বিষ্কুম্ভ প্রঃ সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে ষষ্ঠযোগ। বি; পুং।

অতিগন্তা (-গন্তৃ) -অতিগ (তাহা দ্রঃ)। অতি—গম্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গন্ত্রী**।

অতিগন্ধ—১। চম্পক-বৃক্ষ, চাঁপাফুলের গাছ; গন্ধক; মুগদর-বৃক্ষ, মুগরো গাছ; গন্ধতৃণ। বি; পুং। ২। তীব্র গন্ধযুক্ত। অতিশয়িত গন্ধ যাহার, বহু। বিণ। ৩। অত্যন্ত গন্ধ। প্রাদি। বি; পুং।

অতিগব—নির্বোধ; মূর্খ। বি।

অতিগর্ব (র্ব্ব)—অতিশয় অহংকার, অত্যন্ত দর্প। অতিশয়িত গর্ব, প্রাদি। বি; পুং।

অতিগর্বি(র্ব্বি)ত—অতিশয় অহংকৃত, অত্যন্ত উদ্ধত। অতিশয় গর্বিত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী **-গর্বিতা**।

অতিগর্বী (-গর্বিন্), **-গর্ব্বী**—অতিশয় অহংকারী অত্যন্ত গর্বিত। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-গর্বিণী**।

অতিগর্হিত—অতিশয় জঘন্য; অতিশয় নিন্দনীয়; একান্ত অসংগত। প্রাদি। বিণ।

অতিগুহ—১। অ ধি ক-গু হা বি শি ষ্ট ('—পর্বত')। অতিরিক্তা গুহা যাহার, বহু। ২। গুহাতিক্রমকারী ('—জীব')। গুহাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিগুহা—১। অধিক-গুহাবিশিষ্টা। অতিগুহ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ছোট চাকুলিয়ার গাছ। অতি—গুহ্ (গোপন করা) +ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অতিগৃহকর্ত্রী—বিবাহের পূর্বেই অত্যধিক গৃহকর্মনিপুণা; ঘরের কাজে যাহার খুবই মন ('—না পায় বর')। বাংপ্র। বি বা বিণ, স্ত্রী।

অতিচর—অতিগ, অতিক্রমপূর্বক গমনকারী। অতি—চর্+অচ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অতিচরা—১। স্থলপদ্মিনী। অতি—চর্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অতিগামিনী, অতিক্রমকারিণী। অতিচর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অতিচার—(জ্যোতিষ) রাশির ভোগকাল সমাপ্তির পূর্বেই মঙ্গলাদি পাঁচটি গ্রহের আপন আপন রাশি অতিক্রম করিয়া (পরবর্তী রাশিতে গমন; পূর্ববর্তী রাশিতে গেলে 'বক্রাতিচার'); দ্রুত গমন; অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন। অতি—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অতিচারী (-চারিন্)—১। অতিচার-বিশিষ্ট গ্রহ। বি; পুং; ২। অতিক্রমপূর্বক গমনকারী। অতি—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অতিচ্ছত্র—১। রক্তবর্ণ কুলিয়াখাড়ার গাছ; ভুঁইছাতি, ব্যাঙের ছাতা, mushroom; শুলতৃণ, ছাতিয়া; জলতৃণ তালমাখনা; মৌরী। ছত্রকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। ছত্রাতিক্রমকারী, যে রাজশাসন অতিক্রম করে এরূপ। অতিক্রান্ত হইয়াছে ছত্র (রাজশাসন) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অতিচ্ছত্রক অতিচ্ছত্র (তাহা দ্রঃ); ছাতারিয়াবিষ নামক গাছ। অতিচ্ছত্র+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অতিচ্ছত্রা—মৌরী; শুলফা বা শলুফা শাক। অতিচ্ছত্র+আপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

অতিচ্ছায়—১। ছায়াতিক্রমকারী, যে ছায়ার মধ্যে নাই এরূপ। ছায়াকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। ছায়াবহুল, অতিরিক্ত ছায়াসম্পন্ন (বটাদি বৃক্ষ); অতিশয় কান্তিসম্পন্ন, অতিলাবণ্যযুক্ত। অতিরিক্তা ছায়া (অনাতপ, কান্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অতিজগতী—অতিজগতী ত্রয়োদশ অক্ষর-বিশিষ্ট সং ছন্দ। বি; স্ত্রী।

অতিজট—অতিশয় জটাযুক্ত, জটাজুটধারী। অতিশয় জটা যাহার, বহু। বিণ।

অতিজড়—অত্যন্ত জড়ক; অতিমূর্খ, হতবুদ্ধি, নিরেট বোকা। অতিশয় জড়, প্রাদি। বিণ।

অতিজন—১। জনাতিগ লোকাতিশায়ী, লোকাতীত, অসাধারণ। জনকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। বহুজনবিশিষ্ট, সংখ্যা-গরিষ্ঠ, জনবহুল ('—সম্প্রদায়')। অতিরিক্ত জন যাহাতে, বহু। বিণ।

অতিজপ—১। পুনঃপুনঃ বা অত্যন্ত জপকারী। অতিরিক্ত জপ যাহার, বহু। বিণ। ২। অধিক জপ, অভীষ্টমন্ত্রাদির অধিক-সংখ্যক উচ্চারণ। কাহারও নাম বার বার মনে মনে উচ্চারণ। অতিরিক্ত জপ, প্রাদি। বি; পুং।

অতিজব—১। অতিশয় বেগশালী; অতি-দ্রুতগামী। অতিশয়িত হইয়াছে জব (বেগ) যাহার, বহু। বিণ। ২। অতি বেগ। অতিশয়িত জব, প্রাদি। বি; পুং।

অতিজাগর—১। কৃষ্ণ বক, নীলক্রৌঞ্চ। বি; পুং। ২। অতিশয় জাগরণশীল; অতিসতর্ক, অত্যন্ত সজাগ। অতি জাগর (সাবধানতা) যাহার, বহু। বিণ।

অতিজাগরণ—অতিশয় জাগিয়া থাকা, অতিরিক্ত জাগরণ। অতিশয় জাগরণ, প্রাদি। বি; ক্লী।

অতিজাত—উৎকৃষ্টজন্মা, অভিজাত; গুণে পিতার অপেক্ষা উত্তম হইয়া জাত। অতি (প্রশংসারূপে) জাত, প্রাদি। বিণ। [বিপ —অপজাত]।

অতিজীবন—অন্যের অপেক্ষা অধিককাল বাঁচিয়া থাকা; উদ্বর্তন, survival. অতি (অতিরিক্তরূপে) জীবন (প্রাণধারণ), প্রাদি। বি; ক্লী।

অতিডীন—বিহঙ্গের অতি ঊর্ধ্বে উড্ডয়ন; শূন্যপথে ব্যোমযানের গতি। অতি (অর্থাৎ ত্বরিত) ডীন (ডী+ক্ত ভাব), প্রাদি। বি; ক্লী।

অতিতম—অতিশয়, সর্বাধিক। অতি+তম। বিণ।

অতিতর—অত্যধিক। অতি+তরপ অতিশয়ার্থে। বিণ।

অতিতিথি—দুই দিনে এক তিথি পড়িলে শেষ দিনের তিথি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিতীক্ষ্ণ—১। অত্যন্ত উগ্র, অতি-তেজোময়; প্রখর; শাণিত; ধারাল; অত্যন্ত অসহ; অত্যন্ত কটুরসবিশিষ্ট, অতিঝাল (মরিচাদি)। বিণ। ২। শোভাঞ্জন-বৃক্ষ, সজিনা গাছ। অতি (অতিশয়ভাবে) তীক্ষ্ণ, প্রাদি। বি; পুং।

অতিতীব্র—অত্যন্ত প্রখর, দুঃসহ ; অতি-প্রবল ; অত্যুগ্র বলবান্ ; অতিতেজঃসম্পন্ন। প্রাদি। বিণ।

অতিতীব্রা—১। অত্যন্ত প্রখরা (অতি-তীব্র দ্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থিদূর্ব্বা দূর্ব্বা, গাঁট-দূর্ব্বা (তীব্রগুণবিশিষ্ট বলিয়া)। অতিতীব্র+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতিথ—আগন্তুক ব্যক্তি, গৃহাগত জন ; ভিক্ষুক ; ফকির ; সন্ন্যাসী। <অতিথি। বি।

অতিথশালা—অতিথিশালা, পান্থনিবাস। বাংপ্র। বি।

অতিথবৈষ্ণব—অতিথি ও দুঃখী ভিক্ষুক, অতিথি অভ্যাগত। বাংপ্র। বি।

অতিথি—১। অভ্যাগত, আগন্তুক ব্যক্তি ; যিনি অকস্মাৎ গৃহস্থগৃহে আশ্রয়ার্থে আসিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু স্থায়ী ভাবে থাকেন না, এবং যাঁহার নাম ও গোত্র অবিদিত এরূপ ব্যক্তি। অত্ (গমন করা)+ইথিন্ বা ইথি কর্ত্তৃ ; অথবা, ন (নাই) তিথি (আগমনের নির্দিষ্ট দিন) যাঁহার, বহু, অথবা, ন (নাই) স্থিতি ইহার এই বাক্যে, পৃষোদরাদি বা নিপাতন সমাস। [বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী বিদ্বান্, হিতোপদেশ দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গলকারী, ভ্রমণকারী পথিকের নাম অতিথি ; তাঁহার যাতায়াতের নির্দ্ধারিত তিথি থাকে না।] ২। সূর্য্যবংশীয় রাজা বিঃ [ইনি রামপুত্র কুশ রাজার ঔরসে এবং নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি অতি রাজনীতি-কুশল ছিলেন]। বি, পুং। ৩। গোচর, প্রত্যক্ষ। অত্+ইথিন্ বা ইথি কর্ত্তৃ। বি।

অতিথিকর্ম্ম (কর্মন্), **-কর্ম্ম, -ক্রিয়া**—অতিথিসংকার, অতিথিসেবারূপ ধর্মকার্য। অতিথিসংক্রান্ত কর্ম, ক্রিয়া, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অতিথিদেব—১। অতিথিরূপী দেবতা। কর্মধা। বি, পুং। ২। অতিথি যাহার কাছে দেবতার মত এমন। বহু। বিণ।

অতিথিদ্বেষ, -বিদ্বেষ—অতিথিসেবায় অনাসক্তি, অতিথির প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ। অতিথিতে দ্বেষ, বিদ্বেষ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অতিথিনিয়ন্ত্রণ—অতিথিসংখ্যা সীমিত-করণ, guest control বি ; ক্লী।

অতিথিপরায়ণ—অতিথিপূজক, অতিথি-সেবক। অতিথি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহু। বিণ।

অতিথিপরিচর্য্যা (র্য্যা)—অতিথিসেবা, গৃহাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনা। অতিথিদিগের পরিচর্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অতিথিপূজক—অতিথিসেবক, অতিথির সেবাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিপূজন, -পূজা—অতিথির পরিচর্যা, অতিথিসেবা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অতিথিপ্রিয়—১। অতিথিবৎসল, আতিথেয়। অতিথি প্রিয় যাহার, বহু। ২। অতিথির তৃপ্তিজনক, অভ্যাগতদিগের আনন্দদায়ক। অতিথিদিগের প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিবৎসল—আতিথেয়, অতিথিদিগের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। অতিথিতে বৎসল, ৭মীতৎ। বিণ।

অতিথিভক্ত—অতিথিপূজক, অতিথিপ্রিয়, অতিথির প্রতি অনুরক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অতিথিভক্তি—অতিথিসেবা, অতিথির প্রতি অনুরাগ। অতিথিতে ভক্তি ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অতিথিশালা—আশ্রয়প্রার্থী অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের আহার ও আশ্রয় পাইবার আলয়, পান্থনিবাস। অতিথিদিগের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অতিথিসৎকার—অভ্যাগতজনের অভ্যর্থনা গৃহাগত ব্যক্তির আদর, অতিথিপরিচর্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অতিথিসেবক—অতিথিপূজক, অতিথির পরিচর্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিকা**।

অতিথিসেবন, -সেবা—অভ্যাগতসৎকার, অতিথির পরিচর্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অতিদর্প—অত্যধিক গর্ব ("অতিদর্পে হতা লঙ্কা")। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিদর্পী (-দর্পিন্)—অতিশয় অহংকারী। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-দর্পিণী**।

অতিদর্শী (-দর্শিন)—অনেকদূর পর্যন্ত যাহার দৃষ্টি চলে এমন, অতিদূরদর্শনে সমর্থ। অতি—দৃশ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

অতিদাতা (-দাতৃ) অতিশয় বদান্য, অপরিমিত দানশীল। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অতিদান—সত্ত্বাতিরিক্ত দান, অপরিমিত দান। অতিরিক্ত দান, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিদাহ—অতিশয় তাপ ; অত্যধিক গা-জ্বালা ; খুব পোড়া। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিদিষ্ট—ভিন্ন বস্তুর ধর্মপ্রাপ্ত এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে আরোপিত ; অন্যের সহিত উপমিত ; স্থানান্তর হইতে প্রাপ্ত ; অবাস্তব বা আরোপিত ধর্মবিশিষ্ট ; যাহা রদ বা বাতিল করা হইয়াছে এমন, over-ruled অতি—দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিদীন—অত্যন্ত দরিদ্র ; যার-পর-নাই হীনাবস্থাসম্পন্ন, অতিশয় বিনীত, অত্যধিক দুঃখিত ; খুব দুঃখজনক। প্রাদি। বিণ।

অতিদীপ্ত—অত্যুজ্জ্বল ; অত্যধিক প্রজ্বলিত ; প্রখর কিরণবিশিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

অতিদীপ্য—রক্তচিত্রক বৃক্ষ, রক্তচিতা বা রাংচিতা। অতি—দীপ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ যৎ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অতিদীর্ঘ—খুব লম্বা, অতিশয় দীর্ঘ। প্রাদি। বিণ।

অতিদুঃখ—অসহ্য শোক ; যার-পর-নাই কষ্ট, অত্যন্ত ক্লেশ ; খুব দৈন্য। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিদুঃখিত—অতিশয় দুঃখ ; অত্যধিক দুঃখযুক্ত ; যার-পর-নাই দৈন্যপীড়িত। প্রাদি। বিণ।

অতিদুঃখী (-দুঃখিন্)—যার-পর-নাই ব্যথিত ; নিতান্ত দরিদ্র ; অতিশয় দুঃখ। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-দুঃখিনী**।

অতিদুঃসহ—একান্ত অসহ্য। প্রাদি। বিণ।

অতিদুরূহ—অতিশয় শক্ত ; যার-পর-নাই দুর্বোধ, অতি দুর্জ্ঞেয় ; অতিশয় দুষ্কর। প্রাদি। বিণ।

অতিদুর্গত—অতিশয় দরিদ্র, নিতান্ত দীন ; অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন ; অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। অতিশয়িতভাবে দুর্গত (দীন), প্রাদি। বিণ।

অতিদুর্গতি—অতিদৈন্য ; অতিশয় দুরবস্থা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিদুষ্কর—একান্ত দুরূহ, অতিশয় দুঃসাধ্য ; খুব কঠিন। প্রাদি। বিণ।

অতিদুষ্ট—খুব পাজী, অতিশয় দুর্বৃত্ত। প্রাদি। বিণ।

অতিদূর—১। অত্যন্ত ব্যবহিত ; সম্পূর্ণ ভিন্ন ; একেবারে সম্পর্কশূন্য, নিঃসম্পর্ক ; ঘনিষ্ঠতারহিত ; যথাযোগ্য ব্যবহারশূন্য। বিণ। ২। অত্যন্ত ব্যবধান ; সম্পূর্ণ ভিন্নতা ; নিঃসম্পর্কতা, অঘনিষ্ঠতা। প্রাদি। বি, ক্লী।

অতিদেব—দেবশ্রেষ্ঠ, সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। প্রাদি। বি, পুং।

অতিদেশ—এক ধর্মের অন্যত্র আরোপ ; (ব্যাকরণ) সূত্রের ছয় প্রকার লক্ষণের মধ্যে একটি। বি, পুং। অতি—দিশ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-দিষ্ট** (over-ruled)।

অতিদৈন্য—অতিদুঃখ, ভীষণ দারিদ্র্য ; দারুণ হীনাবস্থা। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিদৈব, -দৈবিক—দেবতাদিগেরও অসাধ্য ; সম্পূর্ণ ক্ষমতাতীত। দৈবকে, দৈবিককে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-দৈবী, -দৈবিকী**।

অতিদোহ—নিঃশেষে গবাদির দুগ্ধদোহন। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিদ্বয়—দ্বয়াতীত, অদ্বিতীয়, অসাধারণ ; অনুপম ; যে ব্যক্তি দুইজনকে অতিক্রম করিয়াছে এমন। দ্বয়কে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিক্রুত—খুব তাড়াতাড়ি, অতি শীঘ্র, খুব জোরে। প্রাদি। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অতিধৃতি—১। (সংস্কৃত) ছন্দ বিং, যাহার প্রত্যেক পাদে উনিশটি অক্ষর থাকে এরূপ ছন্দঃ। ধৃতিকে (আঠারোক্ষর ছন্দোবিশেষকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত ধৈর্যসম্পন্ন, অতি ধীর; অতিশয় সন্তুষ্ট। অতিরিক্ত ধৃতি (ধৈর্য বা সন্তোষ) যাহার, বহু। ৩। ধৈর্যাতিক্রমকারী, অধীর; অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। ধৃতিকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্র—১। অতিশয় নিদ্রাপরায়ণ, ঘুমাইতে অত্যন্ত অভ্যস্ত। অতিরিক্ত নিদ্রা যাহার, বহু। ২। নিদ্রাবিহীন; জাগরণশীল। নিদ্রাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্রা—১। অত্যধিক নিদ্রা, অত্যন্ত ঘুম। অতিরিক্ত নিদ্রা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণা। অতিনিদ্র (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অতিনিমিষ, -নিমেষ—নির্নিমেষ, পলকহীন staring. অতিক্রান্ত নিমিষকে, নিমেষকে, প্রাদি। বিণ।

অতিনির্হারী (-রিন্)—অত্যন্ত আকর্ষক, বহুদূরবিসারী। অতি—নির্—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, -র্হারিণী।

অতিনীল—১। ঘননীলবিশিষ্ট। বিণ। ২। গাঢ় নীল বর্ণ, সাত রঙের বেগুনী ও নীল রং-এর মাঝের রং, indigo, প্রাদি। বি, পুং।

অতিনু, -নৌ—নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ। নৌকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনৈতিকতা—নীতির প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠা, গোঁড়ামি, puritanism. প্রাদি। বি, স্ত্রী।

অতিপক্ব—খুব পাকা; সুরঞ্জিত; খুব বেশী রঞ্জিত। প্রাদি। বিণ।

অতিপতন—১। অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন, লঙ্ঘন; কর্তব্যকর্মে অনাদর, বা অকর্তব্যকর্মে আস্থা; ক্ষতি, হানি। অতি—পত্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। ২। বেগে নিপতন; অতিমাত্রায় চরিত্রদোষ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিপত্তি—অনিষ্পত্তি, অমীমাংসা, অত্যয়, অতিক্রম, মেয়াদ, শেষ, ত্রুটি ইঃর জন্য অধিকার লোপ, lapse অতি—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, -পন্ন (lapsed)

অতিপত্র—হস্তিকন্দ বৃক্ষ; সেগুন গাছ। অতিরিক্ত (অর্থাৎ বৃহৎ) হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। বি, পুং।

অতিপথ—১। পথ অতিক্রমকারী, যে রাস্তা হাঁটিয়াছে এরূপ। অতিক্রান্ত পথ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। সুন্দর পথ; সন্মার্গ উত্তম পথ। প্রাদি। বি, পুং।

অতিপন্থা (-পথিন্) উত্তম পথ, উৎকৃষ্ট মার্গ, রাজপথ। অতিশয়িত (সুন্দর) পন্থা, প্রাদি (পূজার্থক অতির সহিত সমাস বলিয়া সমাসান্ত প্রত্যয় হইল না)। বি; পুং।

অতিপন্ন—যাহার অতিপত্তি হইয়াছে এমন। অতি—পদ্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

অতিপর—১। পরম শত্রু; একেবারে পর। প্রাদি। বি; পুং। ২। বিজয়ী। অতিক্রান্ত পর যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অতিপরোক্ষ—দৃষ্টি-বহির্ভূত; অতিশয় দূরে অবস্থিত। প্রাদি। বিণ।

অতিপাত—অতিপতন, অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন, যাপন, ক্ষেপণ; কর্তব্যে অনাদর, বা অকর্তব্যে যত্ন; ক্ষতি, হানি। অতি—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

অতিপাতক—মহাপাতক হইতেও গুরুতর পাপ, পুরুষের পক্ষে মাতা দুহিতা ও পুত্রবধূতে সংগমরূপ ত্রিবিধ গুরুতর পাপ এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র পিতা ও শ্বশুর সহ সংগমরূপ তিন প্রকার গুরুতর পাপ। অতিশয়িত পাতক (পাপ), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিপাতকী (-কিন্)—উৎকট-পাপাচারী, গুরুতরপাপযুক্ত, অতিপাতক-বিশিষ্ট। অতিপাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কিনী।

অতিপাতী (-তিন্)—অতিক্রমকারী, যে অতিক্রম করে এরূপ; উপেক্ষাকারী। অতি—পত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -তিনী।

অতিপৃক্তি—তরল পদার্থে যতটুকু অন্য পদার্থ দ্রব হইতে পারে তাহার বেশী হওয়া, supersaturation প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিপেশল—অতিশয় কোমল; সুখদ; অত্যন্ত মৃদু; একান্ত বিনীত; অতি সুন্দর; অতি চতুর। প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রকৃত—১। অস্বাভাবিক। প্রকৃতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। অতিযথার্থ, খুব সত্য। অতিরিক্ত প্রকৃত, প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রজতা, -প্রজন—জনাধিক্য, লোকের সংখ্যাধিক্য, জনবহুলতা, over-population প্রাদি। বি, স্ত্রী, পুং।

অতিপ্রবন্ধ—খুব ঘন ঘন হওয়া; অতিশয় সাতত্য। প্রাদি। বি; পুং।

অতিপ্রবৃত্তি—অতিশয় নিঃস্রব; অত্যধিক প্রবর্তন; যথেষ্ট ধর্ম। প্রাদি। বি; পুং।

অতিপ্রমাণ—বিরাটকায়, বিশ্বরূপ, বিশালকায়, বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। অতিশয়িত প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ।

অতিপ্রসক্তি, -প্রসঙ্গ—অন্যত্র আসক্তি; অত্যন্ত আসক্তি; অলক্ষ্যে লক্ষ্যগমন অতিব্যাপ্তি; বারংবার উক্তি; অতিবিস্তৃতি, বাহুল্য, বিস্তার, আধিক্য, বাড়াবাড়ি। অতিশয়িতা প্রসক্তি, অতিশয়িত প্রসঙ্গ, প্রাদি। বি; স্ত্রী, পুং।

অতিপ্রাকৃত—অসাধারণ, অলৌকিক, অনৈসর্গিক, supernatural. প্রাকৃতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রৌঢ়া—দশ বৎসরের বেশী বয়স্কা বালিকা (আট বৎসরে 'গৌরী', নয় বৎসরে 'রোহিণী', দশ বৎসরে 'কন্যকা', দশ বৎসর পার হইলে 'অতিপ্রৌঢ়া')। প্রাদি। বিণ; স্ত্রী।

অতিবক্তা (-বক্তৃ)—অত্যন্ত কথনশীল; বাগ্মী। অতি—বচ্ (বলা)+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বক্ত্রী।

অতিবড়—অত্যন্ত বৃহৎ; খুব বেশী; সর্বশ্রেষ্ঠ, সব চেয়ে বড়; সর্বোত্তম, সকলের চেয়ে ভাল; কঠিনতম; অত্যুচ্চ। অত্যধিক বড় (<সং বড়), প্রাদি। বিণ।

অতিবয়াঃ (-বয়স্), (>-বয়া)—অধিক-বয়ঃসম্পন্ন, বৃদ্ধ। অতিরিক্ত হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ।

অতিবর্ত(র্ত্ত)ন—উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম; লঙ্ঘন, অতিপাত, অতিবাহন। অতি (বহিঃ)—বৃত্ (থাকা, যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অতিবর্ত(র্ত্ত)নীয়—উল্লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়; লঙ্ঘনীয়, যাপনীয়। অতি—বৃত্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অতিবর্তি(র্ত্তি)ত—অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত, অতিবাহিত। অতি—বর্তি (বা বৃত্+ণিচ)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিবর্তী (-র্তিন্), -বর্ত্তী—অতিক্রমকারী, উল্লঙ্ঘনকারী, অবজ্ঞাকারী, অতিক্রমী। অতি—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্তিনী।

অতিবর্তু(র্ত্তু)ল—১। কলাই বিং, বাটুলা কলাই। বর্তুলকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। অত্যন্ত গোলাকার, সম্পূর্ণ গোল। অতিশয়িতভাবে বর্তুল, প্রাদি। বিণ।

অতিবল—১। প্রবল, অত্যন্ত শক্তিশালী, অতিশক্তিমান্। অতিরিক্ত বল যাহার, বহু। বিণ। ২। অত্যন্ত বল, অধিক সামর্থ্য; অধিক সৈন্য। অতিরিক্ত বল (সামর্থ্য বা সৈন্য), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিবলা ১। পীত বেড়েলা গাছ, গোরক্ষচাকুলিয়া গাছ, বিদ্যা বিং [বিশ্বামিত্রমুনি কৃশাশ্ব-মুনির নিকট ইহা লাভ করেন। তাড়কাদি রাক্ষস বিনাশ করিবার জন্য রামলক্ষ্মণকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়া তিনি এই বিদ্যা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। এই বিদ্যার প্রভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, শ্রম, অঙ্গ-বিকৃতি ইঃ ঘটে না, এবং কি সুপ্ত, কি প্রমত্ত কোন অবস্থাতেই রাক্ষসেরা পরাভব বা অনিষ্টসাধন করিতে পারে না; এই বিদ্যা যাঁহার দেহে থাকে, অন্য কেহই

গ্রহণ, অতিশয় বেশী খাওয়া। অতিরিক্ত ভোজন, প্রাদি। বি, স্ত্রী।

অতিভোজী (-ভোজিন্)—অপরিমিত আহারকারী; পেটুক। অতিভোজন করা শীল যাহার এই অর্থে, অতি—ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, -জিনী।

অতিমঙ্গল্য—১। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। অতিমঙ্গল+যৎ যোগ্য হয় এই অর্থে। বি; পুং। ২। অতিকল্যাণকর, অত্যন্ত মঙ্গলজনক। অতিমঙ্গল+যৎ হিতার্থে। ৩। বিল্ববৃক্ষবহুল, বেলগাছে ভরা (—স্থান)। অতিমঙ্গল্য+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

অতিমতি—অভিমান (তাহা দ্রঃ)।

অতিমন্দা—বাজারদরের আকস্মিক পতন, slump প্রাদি (বাংপ্র)। বি।

অতিমর্ত্য(র্ত্ত্য)—অতিমানব, মানুষাতীত, লোকাতীত, অলৌকিক, অসাধারণ; অপার্থিব, স্বর্গীয়। মর্ত্যকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিমর্যা(র্য্যা)দ—১। অতিক্রান্ত, গুণাদি বিষয়ে যাহাকে অতিক্রম করা হইয়াছে এরূপ। অতিক্রান্ত হইয়াছে মর্যাদা যাহার, বহু। ২। মর্যাদালঙ্ঘনকারী, সীমাতিক্রমকারী; সীমাতীত, অসীম, অত্যধিক। মর্যাদাকে (সীমাকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ৩। সীমাতিক্রম, মর্যাদালঙ্ঘন। মর্যাদার অত্যয়, অব্যয়ী। বি; স্ত্রী।

অতিমাত্র—অতিশয়, অধিক, অত্যন্ত। মাত্রাকে (পরিমাণকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি; বা, অতিশয়িতা মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু; বা অতি+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বিণ।

অতিমাত্রা—১। অত্যধিক পরিমাণ বেশী রকম। প্রাদি। বি, স্ত্রী। ২। অধিক-পরিমাণযুক্তা। অতিমাত্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অতিমান—১। অসংগত আত্মমর্যাদাজ্ঞান, অনুচিত অভিমান; অত্যধিক আত্মগৌরব বা অভিমান। অতিরিক্ত মান, প্রাদি। বি; পুং। ২। প্রমাণাতিরিক্ত, প্রমাণাধিক, অপরিমিত, পরিমাণাধিক। মানকে (পরিমাণকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি; অথবা, অতিরিক্ত মান (পরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ।

অতিমানব—মহামানব, superman. অতিশয়িত মানব, প্রাদি। বি; পুং।

অতিমানস—মনের অতীত; ধারণার বহির্ভূত। মানসকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিমানুষ—১। অমানুষিক, অলৌকিক, লোকাতীত, superhuman. মানুষকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, -মানুষী। ২। মহামানব। অতিশয়িত মানুষ, প্রাদি। বি; পুং।

অতিমানুষিক—অমানুষিক, অলৌকিক। মানুষিককে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, -ষিকী।

অতিমায়—১। মায়াতীত, মায়া হইতে মুক্ত; সংসারনির্মুক্ত; বিষয়বাসনাবিহীন। মায়াকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। অত্যন্ত মায়াসম্পন্ন; অতিশয় স্নেহশীল; সংসারাসক্ত। অতিরিক্তা মায়া যাহার, বহু। বিণ।

অতিমিত—১। অত্যধিকরূপে পরিমিত, অপরিমিত; খুব বেশী। অতিরিক্ত মিত বা মিতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। শুষ্ক, অনার্দ্র। নঞ্-তৎ। বিণ।

অতিমুক্ত—১। মোক্ষপ্রাপ্ত, নির্বাণ-মুক্তিপ্রাপ্ত; নিঃসঙ্গ; বন্ধনশূন্য। অতি—মুচ্ (মুক্ত হওয়া)+ক্ত কর্ম-কর্তৃ। বিণ। ২। তিন্দুক বৃক্ষ, মাধবীলতার গাছ, double j smine; তিনিশ বৃক্ষ, mountain-ebony. (শুভ্রপুষ্পের হেতু) মুক্তাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি, পুং।

অতিমুক্তক—১। তিনিশ বৃক্ষ; তিন্দুক বৃক্ষ, গাবগাছ; বনমল্লিকা, ফুলের গাছ বিঃ; তাল গাছ। অতিশয় মুক্ত (বিস্তার) যাহার, বহু+ক (সমাসান্ত)। বি; পুং। ২। নির্বাণ-মুক্তিপ্রাপ্ত; অতিমুক্ত+ক স্বার্থে। বিণ।

অতিমৃত্যু—১। মরণাতীত, অমৃত। বিণ। ২। মোক্ষ, মুক্তি। মৃত্যুকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং।

অতিমোদ—১। অতিশয় আনন্দযুক্ত। অতি মোদ (আনন্দ) যাহার, বহু। ২। অতিশয় আনন্দদায়ক। অতি আনন্দিত করে যে, উপতৎ; অতি—মুদ্+ণিচ্ (আনন্দিত করা)+অচ্ কর্তৃ; বা, অতি আনন্দিত হওয়া যায় ইহা দ্বারা এই অর্থে, অতি—মুদ্+অল্ করণ। বিণ।

অতিমোদা—১। নবমল্লিকা। অতিরিক্ত মোদ (আনন্দপ্রাপ্তি) যাহা হইতে বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অতিশয় আনন্দদায়িনী। অতিমোদ (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অতিযোগ—আধিক্য, বাহুল্য; অত্যধিক যোগ; অতিশয় নিঃসরণ প্রাদি। বি; পুং।

অতিরক্ত—অতিশয় লোহিতবর্ণ; অত্যন্ত অনুরক্ত, প্রেতাসক্ত। অতিশয়িত রক্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিরঞ্জন—বেশী রং ফলানো; বর্ণনা মনোহর করিবার জন্য বাড়াইয়া বলা অত্যুক্তি, সত্য হইতে অধিক বর্ণনা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিরঞ্জিত—অত্যুক্তিবিশিষ্ট, সত্য হইতে অতিরিক্তভাবে বর্ণিত। প্রাদি। বিণ।

অতিরথ—অসংখ্য যোদ্ধার সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ এরূপ বীর। অতি (অধিক) রথ (যোদ্ধা) যাহার, বহু। বি; পুং।

অতিরম্য—অতিশয় মনোরম, অত্যন্ত মনোরঞ্জক আদি। বিণ।

অতিরসা—১। রাস্না; মূর্বা; লতাকস্তূরী। বি; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত রস-বিশিষ্টা। অতি রস যাহার, বহু+আপ্। বিণ, স্ত্রী।

অতিরাত্র—১। একরাত্রিসাধ্য যাগ বিঃ [ইহা ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দ সপ্তদশস্তোম ও বৈরূপবৃহৎ সামগানের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল]। রাত্রিকে অতিক্রান্ত, প্রাদি (সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়)। ২। চাক্ষুষমনু ও নড্বলার পুত্র। বি; পুং।

অতিরাষ্ট্রিক—রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমকারী, extra territorial বিণ। বি, -তা।

অতিরিক্ত—ভিন্ন; অধিক, বেশী, শ্রেষ্ঠ; শূন্য; উদ্বৃত্ত। অতি—রিচ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -রিক্ততা, -রেক। [**অতিরিক্ত ব্যয়**—আয়ের বেশী খরচ, নির্দিষ্ট খরচের বেশী খরচ, excess expenditure.]

অতিরুক্ (-রুজ্)—জানুদেশ। অতি—রুজ্ (ভগ্ন করা)+ক্বিপ্ কর্ম। বি, পুং।

অতিরূক্ষ—১। অত্যন্ত কর্কশ, অতিশয় স্নেহশূন্য; অত্যন্ত অমসৃণ। বিণ। ২। কোদ্রব ধান্য, কোদ্রু ধান। প্রাদি। বি, পুং।

অতিরূপ—১। অতি সুন্দর। অতিশয় রূপ যাহার, বহু। ২। অমূর্ত। অতিক্রান্ত রূপকে, প্রাদি। বিণ। ৩। অপরূপ সৌন্দর্য। অতিশয়িত রূপ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিরেক—১। অতিশয়, আধিক্য, excess; আতিশয্য; প্রাচুর্য; ভেদ; বাড়তি, উদ্বৃত্ত অংশ, surplus, excess অতি—রিচ্+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং। ২। অধিক, প্রচুর ("আজিকার ভিক্ষা মাত্রা অতিরেক নহে"—কাশী)। প্রা কপ্র। বি।

অতিরেকী (-রেকিন্)—অতিরিক্ত; প্রধান। অতিক্রামক। অতিরেক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কিণী।

অতিরোগ—যক্ষা, ক্ষয়রোগ; অত্যুগ্র (দুশ্চিকিৎস্য) রোগ, চিকিৎসায় অসাধ্য ব্যাধি। অতি (প্রবল) রোগ, প্রাদি। বি, পুং।

অতিরোমশ—১। বুনো ছাগ, বন্য ছাগল; বৃহৎ বানর। বি; পুং। ২। অতিশয় রোমযুক্ত। অতিশয় লোমশ, প্রাদি। বিণ।

[illegible]—অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন। অতি—লঙ্ঘ্+অনট্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

অতিলাভ—অত্যধিক পরিমাণে লাভ; অস্বাভাবিক লাভ; প্রাদি। বি; পুং।

অতিলোভ—প্রবল লালসা। অতি (প্রবল) লোভ, প্রাদি। বি ; পুং।

অতিলোমশ—অতিরোমশ (তাহা দ্রঃ)। প্রাদি। বিণ।

অতিলোমা (-মন্)—অতিরোমশ। অতিশয় লোম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-লোমা, -লোম্নী**।

অতিশক্তি—১। অতিসামর্থ্য, বীর্যাতিশয়, অতি বীর্য। অতিশয়িতা শক্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত সামর্থ্যশালী, অতিশয় বলবিক্রান্ত। অতিশয়িত শক্তি যাহার, বহু। বিণ।

অতিশক্তিভাক্ (-ভাজ্)—অতি সামর্থ্যশালী, অতি বলবান্। অতিশক্তিকে ভজনা করে যে, উপতৎ ; অতিশক্তি—ভজ্ + ণ্বি কর্তৃ। বিণ।

অতিশয় ১। অত্যন্ত, অধিক, অতিরিক্ত। অতি—শী + অচ্ কর্তৃ। বিণ। বি—**আতিশয্য**। ২। আধিক্য, অত্যন্ততা ; মহত্ত্ব ; উৎকর্ষ। অতি—শী + অচ্ ভাব। বি ; পুং।

অতিশয়ন—অত্যন্ততা, আধিক্য। অতি—শী + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিশয়িত—অত্যন্ত, অধিক। অতি—শী + ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

অতিশয়ী (-শয়িন্)—অত্যধিক ; বর্ধিত ; অতিরিক্ত। অতিশয + ইন্ আছে অর্থে, অথবা, অতি—শী + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শয়িনী**।

অতিশয়োক্তি—অধিক বলা, স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন, অতিরঞ্জিত বর্ণনা ; কাব্যের অলংকার বিঃ [উপমানের সহিত উপমেয়ের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য জানাইবার নিমিত্ত উপমানকেই উপমেয়রূপে বর্ণনা করাকে অতিশয়োক্তি অলংকার বলে। ইংরেজীতে ইহার নাম hyperbole. উদাহরণ—"হায় শূর্পণখা।
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূটে ভরা
এ 'ভুজগে।'—মাইকেল]। অতিশয়া উক্তি, কর্মধা ; অথবা, অতিশয়া উক্তি যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

অতিশায়ন—অত্যন্ততা, আধিক্য, প্রকর্ষ। অতি—শী + অনট্ ভাব (নিপাতনে দীর্ঘ) ; অথবা, অতি—শী + ণিচ্ (স্বার্থে) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিশায়ী (-শায়িন্)—অতিগামী, অতিক্রমকারী ; সর্বোৎকৃষ্ট ; সর্বোচ্চ। অতি—শী + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অতিশীত—১। অতিশয় শৈত্য, অত্যন্ত শীতলতা, অস্বস্তিকর তীব্র ঠাণ্ডা। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত শৈত্যযুক্ত, অতিশয় ঠাণ্ডা। প্রাদি। বিণ।

অতিশেষ—১। নিঃশেষে শেষ ; লেশমাত্র অবশেষ। অতিশয়িত শেষ, প্রাদি। বি ; পুং। ২। শেষেরও পরবর্তী, সীমাতিক্রান্ত। শেষকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিশোভন—অতি শোভাশালী, অতি সুন্দর ; শ্রেষ্ঠ। অতিশয়রূপে শোভন, প্রাদি। বিণ।

অতিশ্রম—অত্যন্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত শ্রম ; অধিক শ্রান্তি। প্রাদি। বি ; পুং।

অতিশ্রান্ত—অতিশয় পরিশ্রান্ত ; অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রাদি। বিণ।

অতিশ্রান্তি—অতিশয় ক্লান্তি ; অত্যধিক পরিশ্রম। অতিরিক্তা শ্রান্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিষ্ঠ—এক স্থানে অবস্থান করিতে অসমর্থ, অধীর ; আকুল, উদ্বিগ্ন ; উত্ত্যক্ত, বিরক্ত। ন তিষ্ঠে (<স্থা) যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

অতিষ্ঠা—প্রাধান্য ; ঘটনা স্থান বা পদাদির পূর্বতা, precedence অতি—স্থা + ক্বিপ্ কর্তৃ ; বা, অতি—স্থা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—অগ্রাধিকার পাইবার অধিকারী, superior in standing. অতিষ্ঠা + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অতিসংহিত—প্রতারিত ; বি যো বি ত্ত। অতি—সম্—ধা + ক্ত কর্ম (ধা-স্থানে হি)। বিণ।

অতিসক্ত—অত্যন্ত আসক্ত ; দৃঢ় সংলগ্ন। প্রাদি। বিণ। বি, **-সক্তি**।

অতিসন্ধান, -সন্ধি—প্রতারণা ; জাল ; অতিকূট কৌশল ; বিঘোষণ। প্রাদি। বি ; ক্লী, পুং।

অতিসন্ধ্যা—সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তী কাল ; রাত্রির শেষদণ্ড হইতে সূর্যোদয় কাল ও সূর্যাস্তের পূর্বাপর দণ্ডপরিমিত কালের আসন্ন সময়। অত্যাসন্না সন্ধ্যা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিসম্যা, -সাম্যা—যষ্টিমধু লতা। সম (কফাদিশমতাকারক) + ষ্যঞ্ স্বার্থে + আপ্ = সম্যা ; অতিশয়িতা সম্যা, প্রাদি, অতি সাম্য আছে যাহার, বহু + আপ্। বি, স্ত্রী।

অতিসর—অগ্রসর। বিণ।

অতিসর্গ—১। অতিসর্জন (তাহা দ্রঃ)। অতি—সৃজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। সৃষ্টির অতীত ; নিত্য ; মোক্ষপ্রাপ্ত। সর্গকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিসর্জ(র্জ্জ)ন—বিসর্জন, উৎসর্গ, ত্যাগ ; অতিশয় দান ; বদান্যতা ; নিয়োগ ; বিদায় ; বধ ; বিচ্ছেদন। অতি—সৃজ্ (ত্যাগ করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিসর্পণ—গর্ভের মধ্যে অবস্থিত ভ্রূণের সঞ্চলন ; বুকে হাঁটিয়া গড়াইয়া বা পিছলাইয়া চলা। অতি—সৃপ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিসাগরিক—সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত ; সমুদ্র অতিক্রমকারী, transmarine. অতিসাগর + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিকী**।

অতিসান্তপন—ব্রত বিঃ [ইহাতে দিনান্তে ঘৃত, গোময়, দুগ্ধ, ছানা ও গোমূত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হয়]। অতিরিক্ত সান্তপন (ক্লেশভোগ) আছে যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

অতিসাম্যা—'অতিসম্যা' দ্রঃ।

অতিসার, অতীসার—অত্যন্ত তরল মলনিঃসরণ, উদরাময়। অতি—সৃ + ঘঞ্ ভাব (ই-কার বিকল্পে দীর্ঘ)। বি ; পুং।

অতিসারক—অত্যন্ত বিরেচক, অতিশয় মলনিঃসারক। অতি—সৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

অতিসারকী (-কিন্)—অতিসার রোগ যুক্ত, পেটরোগা। অতিসার + কিন্। বিণ। স্ত্রী, **-কিণী**।

অতিসারিত—চালিত। অতি—সৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিসারী (-সারিন্)—১। উদরের পীড়াযুক্ত, উদরাময়ী, অতিসাররোগগ্রস্ত। অতিসার + ইন্ আছে ইহার এই অর্থে। ২। অত্যন্ত বিরেচক, অত্যন্ত মলনিঃসারক। অতি—সৃ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অতিসৃষ্ট—উৎসৃষ্ট, দত্ত ; ত্যক্ত ; নিযুক্ত। অতি—সৃজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিসেবা অত্যাসক্তি, অত্যন্ত ভোগ। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিসৌরভ—১। আম্রবৃক্ষ। বি, পুং। ২। অতিশয় গন্ধবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

অতিসৌহিত্য—অতিভোজন ; অতিতৃপ্তি। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিস্তুতি—অবিদ্যমান গুণের কীর্তন, অতি প্রশংসা, খোশামোদ, flattery. প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিস্ত্রি—স্ত্রীপরিত্যাগকারী ; পরস্ত্রীরত। [বিণ।

অতিস্ত্রী—অতিশয় সুন্দরী। বিণ।

অতিস্ত্রীক—যাহার স্ত্রী অতিশয় সুন্দর এমন। বিণ।

অতিস্থূল—খুব মোটা ; প্রয়োজনের বেশী মোটা ; মহামূর্খ। প্রাদি। বিণ।

অতিস্পর্শ—(ব্যাকরণ) অন্তস্থ ও স্বর ('—বর্ণ')। অতিক্রান্ত স্পর্শকে (স্পর্শবর্ণকে), প্রাদি। বিণ।

অতিস্ফীতি—অত্যন্ত বৃদ্ধি ; অতিশয় উন্নতি, অত্যন্ত অভ্যুদয়। অতিরিক্তা স্ফীতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিক্রন্ত—বহমান, যাহা উপচাইয়া পড়িতেছে এমন। অতি—ক্রন্দ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অতিহসিত, -হাস, -হাস্য—উচ্চহাস্য, ভয়ানক হাসি; বিকৃত হাস্য, অশ্বধ্বনির ন্যায় হাস্য। অতিরিক্ত হসিত, হাস, হাস্য, প্রাদি। বি; ক্লী, পুং, ক্লী।

অতিহুঁ—অতিশয়, অত্যন্ত ('অতিহুঁ লাজ ভয়'—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অ।

অতীক্ষ্ণ—অতীব্র; যাহা ধাবালো নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অতীচ্ছু—ব্যগ্র; অতিশয় ইচ্ছুক। অতি ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ।

অতীত—১। গত, যাহা হইয়া গিয়াছে এরূপ, ভূত; অতিক্রান্ত; মৃত। বিণ। ২। বিগত কাল, গত সময়। অতি—ই+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

অতীতবেত্তা (-বেতৃ)—ভূতকালজ্ঞ, অতীত কালের ঘটনাবিষয়ে অভিজ্ঞ; প্রাচীন, বৃদ্ধ; অভিজ্ঞ; ইতিহাসবেত্তা। অতীতের বেত্তা (জ্ঞানী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

অতীতবেদী (-বেদিন্)—অতীতবেত্তা (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; অতীত বিদ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

অতীন্দ্রিয়—১। ইন্দ্রিয়ের অগম্য, ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানের অগোচর, চক্ষু কর্ণ প্রঃ দ্বারা যাহা জানিতে পারা যায় না এরূপ; পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ; গূঢ় রহস্যময়, গূঢ়ার্থব্যঞ্জক, mystic. বিণ। ২। বিষ্ণু, আত্মা। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং।

অতীব—অতিশয়, অধিক। অতি+ইব অবধারণার্থে; বা, অত্ (গমন করা)+ঈব কর্তৃ। অ।

অতীসার –'অতিসার' দ্রঃ।

অতুঙ্গ—অনুচ্চ, উন্নতিশূন্য; অধোগত; খর্ব। নঞ্তৎ। বিণ।

অতুঙ্গী (-ঙ্গিন্)–(জ্যোতিষ) অনুচ্চস্থানস্থিত, নীচস্থানস্থ ('—গ্রহ')। [তুঙ্গী বা উচ্চস্থানস্থিত গ্রহ অত্যন্ত বলবান্ এবং সম্পূর্ণফলদান করে, কিন্তু অতুঙ্গী বা নীচস্থানস্থিত গ্রহ বলবান্ নহে বা কোন ফলদান করিতে পারে না।] নঞ্তৎ। বিণ।

অতুচ্ছ—১। অসামান্য; বিশেষ; গণনীয়। নঞ্তৎ। বিণ। ২। অবহেলা, অশ্রদ্ধা। প্রাদে। বি।

অতুন্দ অনুদর, ক্ষীণোদর, ক্ষীণমধ্য, ক্ষীণকটি। ন (অপ্রশস্ত, অর্থাৎ ক্ষীণ) তুন্দ (উদর) যাহার, বহু। বিণ।

অতুর—১। সুবিবেচনাপূর্বক কার্যকারী। ন (নাই) তুর (ত্বরা) যাহার, বহু; অথবা, ন তুর, নঞ্তৎ। ২। পীড়িত; আর্ত; অতিশয় কুড়ে; নাচার; উপায়হীন; কাতর; পঙ্গু। <আতুর। প্রা কপ্র। বিণ।

অতুল—১। তুলনারহিত, সাদৃশ্যহীন; অপরিমেয়; অত্যন্ত শোভন, অতিসুন্দর। বিণ। ২। তিলবৃক্ষ। ন (নাই) তুলা (তুলনা) যাহার, বহু। বি, পুং।

অতুলন—তুলনাহীন; অতিসুন্দর। ন (নাই) তুলনা যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

অতুলনীয়—অতুল, অনুপম। নঞ্তৎ।

অতুলিত—যাহার তুলনা করা হয় নাই এরূপ; উপমাহীন; অপরিমিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অতুল্য—সদৃশবস্তুবিহীন, নিরুপম; অদ্বিতীয়। ন (নাই) তুলা যাহার, বহু। বিণ।

অতুষ—তুষবিহীন শস্য; আমান্ন। ন (নাই) তুষ যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

অতুষ্ট—অতৃপ্ত; বিরক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অতুষ্টি—অসন্তোষ; অতৃপ্তি; অপ্রীতি; বিরক্তি। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অতুষ্টিকর—বিরক্তিকর; অতৃপ্তিজনক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অতৃপ্ত—যাহার তৃপ্তি জন্মে নাই এরূপ; অপূর্ণসাধ; অতুষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অতৃপ্তি—আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতা; সাধের অপূর্ণতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অতেক—অত, অত বেশী। বাংপ্র। বিণ।

অতেজঃ (-তেজস্) (>**অতেজ**)—অনাতপ, ছায়া। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অতেজাঃ (-তেজস্), (>**অতেজা**)—তেজঃশূন্য, নিস্তেজ, ক্ষীণ। ন (নাই) তেজঃ যাহার, বহু। বিণ।

অতেজস্বী (-স্বিন্)—নিস্তেজ; ভীরু; কাপুরুষ; অনুজ্জ্বল, প্রভাহীন; ক্ষীণ, দুর্বল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্বিনী**।

অতেব—এই হেতু। 'অতএব' শব্দের সংক্ষেপ। অ।

অতৈল—১। তিলতৈলসদৃশ তৈল, সর্ষপাদিজাত তৈল (তৈল শব্দে প্রকৃত অর্থে তিলতৈলকেই বুঝায়)। তৈল-সদৃশ এই অর্থে, ন তৈল, নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। তৈলবিহীন, রুক্ষ। ন (নাই) তৈল যাহাতে, বহু। বিণ।

অত্তক—অন্য, অপর। প্রা কপ্র। বিণ।

অত্তা (অতৃ)—ভোক্তা, ভোজনকর্তা। অদ +তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অত্ত্রী**।

অত্তু—অতিশয়, খুব। প্রা কপ্র। অ।

অত্ত—অতিশয় ("আমি মূঢ় হীন অত্ত"—ক্ষেমা)। প্রা কপ্র। বিণ।

অত্বর—ত্বরারহিত; অক্ষিপ্রকারী; দীর্ঘসূত্রী; মন্দগামী। ন (নাই) ত্বরা যাহার, বহু। বিণ।

অত্যঙ্কন—অত্যধিকভাবে বর্ণনা; অতিরিক্তভাবে চরিত্রাদি চিত্রণ। অতিরিক্ত অঙ্কন, প্রাদি। বি; ক্লী।

অত্যজনীয়—অপরিহার্য, অবর্জনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অত্যতি—যার-পর-নাই, অত্যন্ত, চরম। অতি হইতেও অতি, ৫মীতৎ। অ; বিণ।

অত্যধিক—অত্যন্ত বেশী, অতিশয় অধিক। অতি অধিক, প্রাদি। বিণ।

অত্যন্ত—১। অধিক, অতিশয়, খুব বেশী; সীমাতিক্রান্ত; অসঙ্গত, অনুচিত, যত হওয়া বা করা উচিত নয় এরূপ; নিঃশেষ। অন্তকে (সীমাকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। সীমাতিক্রম; নাশাতিক্রম। অন্তের অত্যয়, অব্যয়ী। বি; ক্লী।

অত্যন্তগত—সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক; সদা প্রযোজ্য; সকল সময়ে ব্যবহার্য। অত্যন্তকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অত্যন্তগর্হিত—১। যাহার পরিণাম খুব খারাপ হয় এমন। অন্তে গর্হিত, ৭মীতৎ; অতি অন্তগর্হিত, প্রাদি। ২। অতীব নিন্দিত; অতি মন্দ। সুপ্। বিণ।

অত্যন্তগামী (-গামিন্)—আত্যন্তিক; অতিশয় গমনশীল, অতিশয় দ্রুতগামী। অত্যন্ত (শীঘ্র) গমন করে যে, উপতৎ; অত্যন্ত —গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অত্যন্তসংযোগ—ব্যাপ্তি; সম্পূর্ণরূপে সর্বত্র ব্যাপ্তি। অত্যন্তদ্বারা (সাকল্যদ্বারা) সংযোগ, ৩য়াতৎ; বা, অত্যন্ত ভাবে সংযোগ, সুপ্। বি; পুং।

অত্যন্তসুকুমার—১। অতিশয় কোমল অত্যন্ত মৃদু; খুব কমবয়স্ক; খুব কচি। বিণ। ২। কাঙ্গনী বা প্রিয়ঙ্গু; কাঁদাল গাছ। সুপ্। বি; পুং।

অত্যন্তাভাব—সম্পূর্ণ অভাব, একেবারে না থাকা; (ন্যায়মতে) নিত্য সংসর্গাভাব। অত্যন্ত অভাব, কর্মধা। বি; পুং।

অত্যন্তিক—১। অতিগমনকারী। অত্যন্ত +ইক (ঠন্)। ২। অতি নিকট। অতি অন্তিক, প্রাদি। বিণ।

অত্যন্তিম—একেবারে চূড়ান্ত; অতি চরম। অতিশয় অন্তিম, প্রাদি। বিণ।

অত্যন্তীন—অতি বেগবান্, অতি গমনকারী; অত্যধিক। অত্যন্ত+ঈন (খ)। বিণ।

অত্যম্ল—১। তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ; ট্যাবালেবুর গাছ। অতিরিক্ত অম্ল আছে যাহাতে, বহু। বি; পুং। ২। অতিশয় অম্লরসবিশিষ্ট, অতি টক। অতিরিক্ত অম্ল, প্রাদি। বিণ।

অত্যম্লপর্ণী—লতা বিঃ, আমরুলশাক; ট্যাবালেবুর গাছ। অত্যম্ল (২) পর্ণ যাহার, বহু+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

অত্যম্লা—১। তেঁতুল গাছ; ট্যাবালেবুর গাছ। বি; স্ত্রী। ২। খুব টক। অত্যম্ল+ আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অত্যয়—বিনাশ, ধ্বংস, লোপ, মৃত্যু; ক্ষতি, অপচয়; তিরোভাব, অপগম; উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম; দোষ; দণ্ড; দুঃখ; অবিলম্বে প্রতিবিধেয় আকস্মিক সংকট, emergency অতি—ই+অচ ভাব। বি; পুং।

অত্যয়িত—বিনষ্ট; মৃত; তিরোহিত; অতিক্রান্ত। অত্যয+ইত জাতার্থে। বিণ।

অত্যর্থ—১। আতিশয্য, আধিক্য। বি; ক্লী। ২। অতিশয়, অধিক। অর্থকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অত্যল্প—অত্যন্ত কম, যৎকিঞ্চিৎ, যৎসামান্য। অতিশয়িত অল্প, প্রাদি। বিণ।

অত্যশন—অতিশয় ভোজন, অতিরিক্ত আহার। অতিরিক্ত অশন, প্রাদি। বি, ক্লী।

অত্যসম—অতিশয় অসমান; একান্ত অ-মসৃণ; অতিশয় বিসদৃশ। অতিশয়িত অসম, প্রাদি। বিণ।

অত্যস্ত—অতিদূরে নিক্ষিপ্ত। অতি—অস্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

অত্যহিত—১। অতিশয় অমঙ্গল, অতিশয় ক্ষতি। বি; ক্লী। ২। অতিশয় অশুভজনক; অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতিশয় অহিত, প্রাদি। বিণ।

অত্যাকার—১। ধিক্কার, বমন; তিরস্কার। আকারকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। বিশালদেহ। অতিশয়িত আকার যাহার, বহু। বিণ।

অত্যাগসহন—যে বিরহ সহ্য করিতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। ["অত্যাগসহনো বন্ধুঃ।"]

অত্যাগী (-গিন্)—অত্যাজনশীল; যাহা ছাড়ে না এমন, অবিরাম ('—জ্বর'); যে ফলের আশা ত্যাগ না করিয়া কাজ করে এমন, অদাতা, কৃপণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গিনী**।

অত্যাচার—কুব্যবহার, উৎপীড়ন, অসৎ আচরণ, উপদ্রব। অতি—আ—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অত্যাচারপরায়ণ—সকল সময়ে অত্যাচারকারী; উপদ্রবশীল। অত্যাচার হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

অত্যাচারিত—উৎপীড়িত, যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এমন। অতি—আ—চর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অত্যাচারী (-চারিন্)—উৎপীড়ক, অত্যাচারকারী। অতি—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অত্যাজ্য—ত্যাগের অযোগ্য, অপরিহার্য, অপরিত্যাজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যাধান—উপরোধ, একদেশসম্বন্ধ; অতিক্রম; উপরিস্থাপন। অতি—আ—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-হিত**।

অত্যাবশ্যক—অতিশয় প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত দরকারী। অত্যন্ত আবশ্যক, প্রাদি। বিণ।

অত্যায়—অতিশয় লাভ; অতিক্রম। বি; পুং।

অত্যায়ত—অতি-প্রশস্ত, অতি-বিস্তৃত। অতিশয় আয়ত, প্রাদি। বিণ।

অত্যারূঢ়—১। অত্যাধিক্য, অতিবৃদ্ধি। অতি—আ—রুহ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রবৃদ্ধ; অত্যুন্নত। অতি—আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি **-রূঢ়ি**, **-রোহণ**, **-রোহ**।

অত্যারূঢ়ি—অতিশয় বৃদ্ধি, অত্যন্ত উন্নতি। অতি—আ—রুহ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অত্যাশা—অপরিমিত আশা, অপূরণীয় আশা, দুরাকাঙ্ক্ষা। অতিরিক্তা আশা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যাশ্চর্য(র্য্য)—অত্যন্ত বিস্ময়কর, অতি বিচিত্র, অতিশয় অদ্ভুত। অতিরিক্ত আশ্চর্য, প্রাদি। বিণ।

অত্যাসক্ত—অত্যন্ত আসক্ত, নিতান্ত অনুরক্ত; সম্পূর্ণ লিপ্ত। অতিরিক্ত আসক্ত, প্রাদি। বিণ।

অত্যাসক্তি—অত্যন্ত অনুরক্তি, নিতান্ত আসক্তি; অভিনিবেশ। অতিশয়িতা আসক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যাসঙ্গ—অত্যন্ত অনুরক্তি; অতিশয় ঘনিষ্ঠতা। প্রাদি। বি; পুং।

অত্যাসন্ন—অতি নিকটবর্তী। প্রাদি। বিণ।

অত্যাহার—অতিভোজন; অতিরিক্ত খাদ্য-দ্রব্য। প্রাদি। বি; পুং।

অত্যাহারী (-হারিন্)—অতিভোজন-কারী; পেটুক। অত্যাহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অত্যাহিত—অশুভ, অকল্যাণ, অমঙ্গল; মহাভয়; প্রাণভয়জনক দুঃসাহসিক কার্য; সর্বনাশ, মহাবিপদ্। অতি—আ—ধা+ক্ত অধি (নিবারণের উদ্দেশ্যে যাহাতে বিশেষ-ভাবে মন আহিত করা হয়)। বি; ক্লী।

অত্যুক্তি—অধিক বলা, অতিরঞ্জিত বাক্য-কথন, স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বর্ণন, খুব বাড়াইয়া বলা, সত্যাতিরিক্ত বলা, উৎকট বর্ণনা; কাব্যালংকার বিঃ। অতিশয়িতা উক্তি, বা, উক্তিকে অতিক্রান্তা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। বিণ—**অত্যুক্ত**।

অত্যুগ্র—অতি ভীষণ; অত্যন্ত প্রখর; অতিশয় রুক্ষ। অতিরিক্ত উগ্র, প্রাদি। বিণ।

অত্যুচ্চ—খুব উঁচু। <উত্তুঙ্গ বা অতি-তুঙ্গ। বিণ।

অত্যুচ্চ—অতি-তুঙ্গ, অতিশয় উন্নত; অত্যন্ত দাম্ভিক, অতিশয় অহংকারী। অতিশয় উচ্চ, প্রাদি। বিণ।

অত্যুচ্ছ্বাস—অত্যন্ত বৃদ্ধি; প্রবল জোয়ার; অতি প্রকোপ; প্রবৃদ্ধ ভাবের আবেগ। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস, প্রাদি। বি; পুং।

অত্যুজ্জ্বল—অতিশয় দীপ্তিশালী, অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন; প্রখর রশ্মিবিশিষ্ট। অতিশয় উজ্জ্বল, প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎকট—অতি ভয়ানক; অত্যন্ত উগ্র, খুব কঠোর। অতিশয় উৎকট, প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎকৃষ্ট—অতি উত্তম, খুব ভাল। অতিশয় উৎকৃষ্ট, প্রাদি। বিণ। বি, **-কর্ষ**।

অত্যুত্তম—অতিশয় উৎকৃষ্ট, খুব ভাল। অতিশয় উত্তম, প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎপাদন—শ্রমশিল্প কৃষি ইঃ দ্বারা প্রয়োজনের অধিক নির্মাণ করা বা জন্মানো, over-production প্রাদি। বি; ক্লী।

অত্যুদ্দাম—'অত্যুদ্দামা' শব্দের অপভ্রংশ বা ক্লীবলিঙ্গের রূপ। (তাহা দ্রঃ)। বিণ।

অত্যুদ্দামা (-মন্)—অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল, অত্যন্ত অসংযত; সম্পূর্ণরূপে বন্ধনশূন্য; একেবারে অনিয়ন্ত্রিত। অতিশয় উদ্দামা (উদ্দামন্ শব্দ), প্রাদি। বিণ।

অত্যুষ্ণ—অতিশয় গরম। অতিশয় উষ্ণ, প্রাদি। বিণ।

অত্যুর্মি (র্ম্মি)—বুদ্‌বুদানো; টগবগানি, bubbling over. প্রাদি। বি, স্ত্রী।

অত্যূহ—১। ডাহুক পক্ষী, ডাক পাখি। অতি—উহ্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। অত্যন্ত বিতর্ক, অতিরিক্ত বাদানুবাদ। অতিরিক্ত উহ, প্রাদি। বি; পুং।

অত্যূহা—শেফালিকা, শিউলিফুল; নীলিকা বৃক্ষ, নীলগাছ, indigo plant. অতি—উহ্ (তর্ক করা, গর্ব করা)+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অত্র—১। এই স্থানে, এইখানে। ইদম্ বা এতদ+৭মী-স্থানে ত্রল্। অ। ২। এই। বাংপ্র। বিণ।

অত্রত্য—এতদ্দেশীয়, এই স্থানে উৎপন্ন, এখানকার, এই স্থানের। অত্র+ত্য ভবার্থে। বিণ।

অত্রপ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, বেহায়া। ন (নাই) ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ।

অত্রস্ত—অভীত, অশঙ্কিত, আতঙ্কশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অত্রস্ততা**, **অত্রাস**।

অত্রস্থ—এই স্থানে বিদ্যমান, এখানকার। উপতৎ; অত্র—স্থা (থাকা)+ক কর্তৃ। বিণ।

অত্রাস—১। শঙ্কাহীনতা, ভয়াভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ভয়শূন্য, নির্ভয়। ন (নাই) ত্রাস যাহার, বহু। বিণ।

অত্রি, অত্রি—অগ্নি (বৈদিক ভাষায়); সপ্তর্ষির অন্যতম [চরিতাবলী দ্রঃ]। অদ্+

ত্রি কর্তৃ ; অথবা, অদ্ (ভক্ষণে)+ত্রিন্ কর্তৃ, দ্-স্থানে ত্। বি ; পুং।

অত্রিজাত—চন্দ্র, চাঁদ। ৫মীতৎ। [কথিত আছে যে, অত্রি মুনির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল।] বি ; পুং।

অত্রিদৃক্ (-দৃশ্)—অত্রি ঋষির নয়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অত্রিদৃগ্‌জ—চন্দ্র। অত্রিদৃক্ হইতে জন্মে যে, উপতৎ ; অত্রিদৃশ্-জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

অত্রিনেত্রজ—চন্দ্র। অত্রির নেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহা হইতে জন্মে যে, উপতৎ ; অত্রিনেত্র—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

অত্রিনেত্রপ্রসূত—চন্দ্র। অত্রিনেত্র হইতে প্রসূত, ৫মীতৎ। বি ; পুং।

অত্রিনেত্রভূ—চন্দ্র। অত্রিনেত্র হইতে ভূত (জাত) যে, উপতৎ ; অত্রিনেত্র—ভূ+কিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অত্রিভারদ্বাজিকা—বিবাহপদ্ধতি বিঃ। অত্রি এবং ভরদ্বাজ, দ্বন্দ্ব ; তাঁহাদিগের প্রবর্তিত এই অর্থে, অত্রিভরদ্বাজ+ইক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অথ, অথো—মঙ্গল ; অনন্তর ; আরম্ভ ; প্রশ্ন ; সংশয় ; দৃঢ়তা ; সমগ্রতা ; সমুচ্চয়, সাকল্য ; চিহ্ন ; এক্ষণে ; অতএব ; অনুজ্ঞা ; বিকল্প ; প্রকরণ ; যদি, পক্ষান্তরে। অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+ড, ডো কর্তৃ, নিপাতনে র লোপ। অ।

অথই—অতল, অগাধ, অতিগভীর ('—জল')। ন (নাই) থই (<থলী) যেখানে, বহু। বিণ।

অথচ—আবও, অধিকন্তু ; তথাপি, তবুও ; কিন্তু, তৎসত্ত্বেও। অথ (সমুচ্চয়ে)+চ (ও,—সমর্থনে)। অ।

অথবা—কিংবা, অন্য পক্ষে, পক্ষান্তরে। অথ +বা। অ।

অথবেথে, -বেঁথে, -ব্যথে—অতি ব্যস্তভাবে ; ব্যাকুলভাবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অথর্ব (অথর্বন্), **-র্বা**—১। অথর্ববেদ, চারি বেদের চতুর্থ বেদ ; বেদের ব্রাহ্মণ অংশ [এই বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত বলিয়া কথিত]। অথ (মঙ্গল)—ঋ (গমন করা) +বনিপ্ বা বন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। বশিষ্ঠ মুনি (এই অর্থে সমাসে পূর্ব পদ না হইলে অথর্বা—তাহা দ্রঃ)। বি ; পুং। ৩। রোগ বা বার্ধক্যাদি কারণে চলনাদিসামর্থ্যহীন ; অতি বৃদ্ধ ; অকর্মণ্য ; জড় ; নিশ্চেষ্ট। যাহার গমনে সংশয় আছে, অর্থাৎ যে উত্তমরূপে গমন করিতে পারে না এই অর্থে, অথ (সংশয়)—ঋ (গমন করা)+বনিপ্ কর্তৃ (মতান্তরে বাংপ্র)। বিণ।

অথর্ব(র্বা)ণ—শিব। অথর্বন্+ণ স্বার্থে। বি ; পুং।

অথর্ব(র্বা)ণি—অথর্ববেদে ব্যুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, পুরোহিত। অথর্বন্+ণি জানেন ইনি এই অর্থে। বি ; পুং।

অথর্ব(র্বা)বিৎ (-বিদ্)—অথর্ববেদে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; অভিচার-ক্রিয়ানিপুণ বশিষ্ঠাদি। অথর্ব বিদিত হয় যে, উপতৎ ; অথর্ব—বিদ্ (জানা)+কিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অথর্ব(র্বা)ভূত—ধর্ম দক্ষ মরীচি অত্রি পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ গৌতম ভৃগু অঙ্গিরা ও মনু—এই দ্বাদশ মহর্ষি। অথর্ব—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

অথর্বা (-র্বন্), **-র্বা**—বেদের ব্রাহ্মণভাগ ; বশিষ্ঠ ; ঋষি বিঃ [চরিতাবলী দ্রঃ]। অথ—ঋ+বনিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অথল—অতল, সুগভীর, অগাধ ('—জল')। প্রা কপ্র। বিণ।

অথা—ওখানে ; পক্ষান্তরে। প্রা কপ্র। অ।

অথাই—অথই, অস্থায়ী ; দাঁড়াইতে অক্ষম ; অস্থিত। প্রা কপ্র। বিণ।

অথান্তর—মুশকিল, বিপদ, সংকট ; কাঠিন্য। <অবস্থান্তর। বি।

অথিক—হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

অথির, -থীর—অধীর, বিচলিত, চঞ্চল, উদ্বিগ্ন। <অস্থির। বিণ।

অথো—'অথ' দ্রঃ।

অদক্ষ—অনিপুণ, অকুশল, আনাড়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদক্ষিণ—১। দক্ষিণাহীন। ন (নাই) দক্ষিণা যাহাতে, বহু। ২। অকেজো ; প্রতিকূল ; গল ; উদারতাহীন ; বাম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদখিন—বাম। প্রা কপ্র। বিণ।

অদগ্ধ—যাহা পোড়া নহে এরূপ ; অর্ধদগ্ধ ; যথারীতি যাহার অগ্নিসংস্কার হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদড়—অকঠিন, কোমল ; বিচলিত, চঞ্চল ; স্থবির, বৃদ্ধ ; চলচ্ছক্তিশূন্য। <অদৃঢ়। বিণ।

অদণ্ড—১। দণ্ডরহিত, যষ্টিহীন ; শাসনশূন্য, অশাসক, প্রশ্রয়দাতা ; অশাসিত ; স্বেচ্ছাচারী ; উচ্ছৃঙ্খল। ন (নাই) দণ্ড (যষ্টি, শাসন) যাহার, বহু। বিণ। ২। দণ্ডাভাব, যষ্টির অভাব ; শাসনহীনতা ; প্রশ্রয়দান। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অদণ্ডনীয়, অদণ্ড্য—শাস্তির অযোগ্য, দণ্ডভোগের অনুপযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদণ্ডিত—দণ্ডহীন, যাহার দণ্ড হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদত্ত—যাহা দেওয়া হয় নাই এরূপ, অনর্পিত ; ভয় ক্রোধ শোক রোগ প্রঃ হেতু অবৈধভাবে দত্ত। [স্মৃতিশাস্ত্রে ভয় প্রঃ ১৬ প্রকার অদত্ত বলা হইয়াছে] ন (অপ্রশস্ত) দত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদত্তা—১। যাহাকে পাত্রস্থা করা হয় নাই এরূপ কন্যা, অবিবাহিতা কুমারী। বি ; স্ত্রী। ২। অপ্রদত্তা, অনর্পিতা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অদত্তাদায়ী (-দায়িন্)—তস্কর, চোর। উপতৎ ; অদত্ত—আ—দা+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অদন—অশন, ভক্ষণ ; খাদ্য, আহার্য। অদ্ +অনট্ ভাব বা কর্ম। বি ; ক্লী।

অদনীয়—খাদ্য, আহার্য ; ভক্ষণযোগ্য বস্তু। অদ্ (ভক্ষণ করা)+অনীয় কর্ম। বি ; ক্লী বা বিণ।

অদন্ত—১। দন্তহীন, ফোগলা। ন (নাই) দন্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) অকারান্ত শব্দ, নর দেব প্রঃ শব্দ। অৎ (অকার) অন্তে যাহার, বহু। বি ; পুং।

অদন্তক—দন্তহীন। ন (নাই) দন্ত যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিকা**।

অদন্তী (-দন্তিন্)—দন্তহীন ('—প্রাণী')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদদ্ভুত—অদ্ভুত, বিচিত্র। প্রা কপ্র। বিণ।

অদভ্র—যথেষ্ট, প্রচুর, অনেক, অধিক। ন দভ্র (অল্প), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদম—১। ইন্দ্রিয়দমনক্ষমতার অভাব, ইন্দ্রিয়াসক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। ইন্দ্রিয়দমনশূন্য, অদান্ত, ইন্দ্রিয়বশীভূত। ন (নাই) দম যাহার, বহু। বিণ।

অদমনীয়, অদম্য—দমনের অযোগ্য বা অসাধ্য, দুর্দান্ত ; অনিবারণীয়, অপ্রশমনীয় ; অতিভীষণ ; অত্যন্ত প্রবল ; যাহা কিছুতেই কমে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদমিত—অনির্যন্ত্রিত ; অনিবারিত, অপ্রশমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদয়—নির্দয়, নিষ্ঠুর, কৃপারহিত। ন (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ।

অদরকারী—অনাবশ্যক, প্রয়োজনরহিত, বাজে। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অদরশ—অদর্শন। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অদর্শন—১। দর্শনাভাব, তিরোধান ; বিনাশ ; লোপ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। দর্শনাতীত, অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ, দৃষ্টিবহির্ভূত। ন (নাই) দর্শন (প্রত্যক্ষতা) যাহার, বহু। বিণ।

অদল—১। হিজ্জল বৃক্ষ, হিজল গাছ। বি ; পুং। ২। দলশূন্য। ন (নাই) দল (পত্র) যাহার, বহু। বিণ। ৩। সাদৃশ্য ; ন্যায়, বিচার। আ। বি।

অদলবদল—পরিবর্তন ; পরস্পরের আদান-প্রদান, বিনিময়, interchange. <আ 'আদল' (সাদৃশ্য)+'বদল' (পরিবর্তন)। বি।

অদলহুকুমি—যিনি (রাজা ইঃ) আদেশ প্রত্যাহার করেন। আ-মু। বি।

অদলা—১। ঘৃতকুমারী বৃক্ষ। ন (নাই) দল (পত্র) যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পত্ররহিতা। অদল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অদশ—দশাশূন্য, অবস্থাহীন ; নির্বিকার ; প্রান্তভাগশূন্য, পাড়হীন (বস্ত্র) ; বর্তিকা-রহিত, সলিতাশূন্য (প্রদীপ)। ন (নাই) দশা (বাল্যাদি অবস্থা, পাড়, সলিতা) যাহার, বহু। বিণ।

অদষ্ট—অকর্তিত, যাহাকে কামড়ায় নাই এরূপ ; অনাস্বাদিত, অভক্ষিত ; অদন্তস্পৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদহন—১। দহনাভাব, পুড়িয়া না যাওয়া। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। দহনশূন্য, তাপ-হীন, শীতল। ন দহন (দাহকারী), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদহনীয়—দহনের অযোগ্য, যাহা পুড়িবার নহে এরূপ ; যাহা পোড়ানো অনুচিত এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদাতা (-দাতৃ) -দিবার ক্ষমতাসত্ত্বেও যে কাহাকেও কিছু দেয় না এরূপ, দানবর্জিত, কৃপণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

অদান—১। দানাভাব, ক্ষমতাসত্ত্বেও কাহাকেও কিছু না দেওয়া ; অযোগ্য দান। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। দানশূন্য ; শুল্ক বিহীন। বহু (প্রা বপ্র)। বিণ।

অদান্ত—অবশীকৃতেন্দ্রিয়, যিনি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে পারেন নাই এরূপ, তপঃ ক্লেশাদি সহ্য করিতে অক্ষম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদায়—পৈতৃক সম্পত্তি প্রঃতে যাহার অধিকার নাই এরূপ, যাহার দায় নাই এরূপ। ন (নাই) দায় (বিভাজ্য পৈতৃক সম্পত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অদায়িক—১। দায়িত্বহীন, যে দায়ী নহে এরূপ ; যে ঋণী নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। ২। উত্তরাধিকারহীন। বহু। বিণ।

অদাহ্য—দহনের অযোগ্য, যাহাকে পোড়ানো যায় না এরূপ, incombustible ; শাস্ত্র-বিধানানুসারে অগ্নিসংস্কারের অযোগ্য, যাহা পোড়ানো অনুচিত এমন, যাহা সহজে পোড়ে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদিতি—১। পৃথিবী ; আকাশ ; ঐশী শক্তি। ন—দো (ছেদন করা)+ক্তি কর্ম। ২। দেবমাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। ন—দা +ডিতি কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অদিতিজ—দেবতা, সুর। অদিতি হইতে জন্মে যে, উপতৎ ; অদিতি—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং। [বি ; পুং।

অদিতিনন্দন, -পুত্র—দেবতা। ষষ্ঠীতৎ।

অদিন—অপ্রশস্ত দিবস ; অশুভ দিন ; (যাত্রাদিকার্যে) অনুপযুক্ত দিন ; অসময়, অকাল ; অবনতির সময়। ন (অপ্রশস্ত) দিন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অদিব্য—অস্বর্গীয় ; পার্থিব ; অসুন্দর, কুৎ-সিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীক্ষিত—অদীক্ষাপ্রাপ্ত, যাহার দীক্ষা হয় নাই এরূপ ; অনুপদিষ্ট ; অসংস্কৃত ; অব্রতী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীন—ধনী ; অভাবহীন, অকাতর ; অদুঃখী ; নির্ভীক ; মহান্। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীনপুণ্য—মহাত্মা, পুণ্যবান্, যাহার পুণ্য কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই এমন। দীন পুণ্য যাহার, বহু—দীনপুণ্য ; ন দীনপুণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীনসত্ত্ব—উচ্চাশয় মহাপ্রাণ ; নির্ভীক, তেজস্বী ; দাতা ; ধর্মাত্মা। দীন (হীন) সত্ত্ব (আত্মা, প্রাণ) যাহার, বহু—দীনসত্ত্ব, ন দীনসত্ত্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীর্ঘ—খর্ব, বেঁটে ; স্বল্প ; দীর্ঘ নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীর্ঘদর্শী (-দর্শিন্)—অদূরদর্শী, পরিণাম-চিন্তনে অসমর্থ, অনভিজ্ঞ। দীর্ঘ (দূর ভবিষ্যৎ) দর্শন করে যে, উপতৎ, দীর্ঘ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ—দীর্ঘদর্শী ; ন দীর্ঘদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

অদীর্ঘসূত্র, -সূত্রী (-সূত্রিন্)—অচির-কারী, ক্ষিপ্রকারী, ক্ষিপ্রহস্ত, লঘুহস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সূত্রা, -সূত্রিণী**।

অদুনা, উদুনা—১। আদরের নাম, আদরিণী। <উদয়না। ২। মাণিকচন্দ্র গানের এক নায়িকা। বি, স্ত্রী।

অদূর—১। সন্নিহিত, অতি নিকটস্থ ; অল্প-দূরবর্তী। বিণ। ২। নিকট, সমীপ। ন দূর, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। <অদুর (প্রা কপ্র)।

অদূরগামী (-গামিন্)—সমীপচারী, নিকট-বর্তী, সন্নিহিত, আসন্ন ; যাহা শীঘ্র হইবে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অদূরদর্শী (-দর্শিন্)—অপরিণামদর্শী, ভাবিফলবিষয়ে উদাসীন, শেষে কি হইবে যে ভাবে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

অদূরবদ্ধদৃষ্টি—বেশী দূরে দেখিতে না পাওয়া, short sightedness. অদূরে বদ্ধা, ৭মীতৎ, অদূরবদ্ধা যে দৃষ্টি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অদূরবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী**—সন্নিহিত ; নিকটস্থ। অদূরে বর্তে (থাকে) যে, উপতৎ ; অদূর—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

অদূরস্থ—সমীপস্থ, অল্পদূরবর্তী, নিকটস্থ। উপতৎ ; অদূর—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অদূরভবিষ্যৎ—১। শীঘ্রই যাহা হইবে এমন, অচিরভাবী। অদূরে (শীঘ্র) ভবিষ্যৎ, সুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তী, -ন্তী**। ২। আসন্ন ভাবীকাল, অতি নিকটবর্তী আগামী সময়। কর্মধা। বি ; পুং (সংস্কৃত মতে অদূরভবিষ্যন্)।

অদৃক্ (অদৃশ্)—দর্শনক্ষমতাশূন্য, দৃষ্টি-বিরহিত, অন্ধ। ন (নাই) দৃক (দৃষ্টি, চক্ষু) যাহার, বহু। বিণ।

অদৃশ্য—অদর্শনীয়, দর্শনাতীত, দৃষ্টির অগোচর, অপ্রত্যক্ষ, অন্তর্হিত। ন দৃশ্য (দর্শনযোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠ মুনির পুত্র শক্তি ঋষির ভার্যা এবং পরাশরের মাতা। বি, স্ত্রী।

অদৃষ্ট—১। অনবলোকিত, অপ্রত্যক্ষ, দৃষ্টি-বহির্ভূত। বিণ। ২। ভাগ্য, নিয়তি [হিন্দুশাস্ত্রের মতে পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল এজন্মে ভোগ হয়, ভোগ হইতে হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পর পর জন্মে ভোগ হইতে থাকে, আবার এজন্মের কর্মফল কতক এই জন্মে ভোগ হয় এবং কতক পর পর জন্মের জন্য সঞ্চিত হইতে থাকে ; এজন্মে পূর্বজন্মের যে কর্মফল ভোগ হইতেছে তাহাই অদৃষ্ট বা দৈব] ; ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য। ন দৃষ্ট (লক্ষিত), নঞ্‌তৎ। বি, ক্লী। **অদৃষ্টের পরিহাস**—ভাগ্যের বিড়ম্বনা, irony of fate.

অদৃষ্টক্রমে—কপালক্রমে, ভাগ্যবশতঃ। ষষ্ঠীতৎ। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অদৃষ্টচক্র—ভাগ্যচক্র, চক্রের ন্যায় নিয়ত পরিবর্তনশীল ভাগ্য। অদৃষ্ট চক্রপ্রায়, উপমিত কর্মধা ; অথবা, অদৃষ্টরূপ চক্র, রূপক কর্মধা। বি, ক্লী।

অদৃষ্টচর, -পূর্ব(র্ব্ব)—যাহা অগ্রে কখন দেখা যায় নাই এরূপ, অলক্ষিতপূর্ব। অদৃষ্ট +চরট্ ভূতপূর্বার্থে ; পূর্বে অদৃষ্ট, সুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-রী, -র্বা**।

অদৃষ্টপরায়ণ—অদৃষ্টবাদী, ভাগ্যাপেক্ষী, ভাগ্যের উপর নির্ভরকারী। অদৃষ্ট হইয়াছে পরায়ণ (শ্রেষ্ঠ গতি) যাহার, বহু। বিণ।

অদৃষ্টপরীক্ষা—ভাগ্যপরীক্ষা, ভাগ্যের শুভাশুভ যাচাই করিয়া দেখা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অদৃষ্টপুরুষ—ভাগ্যবিধাতা, ভাগ্যের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা। অদৃষ্টনিয়ামক পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অদৃষ্টপূর্ব(র্ব্ব)—'অদৃষ্টচর' দ্রঃ।

অদৃষ্টবাদ—ভাগ্যপরায়ণতা, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে—এইরূপ মতবাদ। অদৃষ্টাত্মক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অদৃষ্টবাদী (-বাদিন্)—ভাগ্যপরায়ণ, ভাগ্যাপেক্ষী, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ উক্তিকারী। উপতৎ ; অদৃষ্ট—বদ্+ণিন্ কর্তৃ ; অথবা, অদৃষ্টবাদ +ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অদৃষ্টবান্ (-বৎ)—ভাগ্যবান্, শুভাদৃষ্টশালী, যাহার বরাত ভাল এমন। অদৃষ্ট+মতুপ্ প্রাশস্ত্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। বি, **-বত্তা**।

অদৃষ্টবিৎ (-বিদ)—ভাগ্যাভিজ্ঞ, ভাগ্যের শুভাশুভ যিনি বলিতে পারেন এরূপ। অদৃষ্ট বিদিত হয় যে, উপতৎ, অদৃষ্ট—বিদ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অদৃষ্টবিদ্যা—ভাগ্যপরীক্ষাবিষয়িণী বিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা। অদৃষ্টবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অদৃষ্টলিপি—কপালের লেখা [জাতকের জন্মকালে বিধাতাপুরুষ অলক্ষিতে তাহার অদৃষ্টে যেরূপ লিখিয়া দেন, তদনুসারে তাহার জীবন নিয়মিত হয়—এইরূপ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন শব্দ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অদৃষ্টাকাশ—অদৃষ্টগগন, ভাগ্যাকাশ। অদৃষ্টরূপ আকাশ, রূপক কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

অদৃষ্টাধীন, -য়ত্ত—দৈবাধীন, নিয়তির বশীভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অদৃষ্টি—১। কুটিলদৃষ্টি, ক্রূরদৃষ্টি, ক্রুদ্ধদৃষ্টি, অসন্তোষসূচকদৃষ্টি ; দর্শনাভাব। ন (অপ্রশস্ত, মন্দ ; নয়) দৃষ্টি, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। দৃষ্টিশূন্য। বহু। বিণ।

অদেখা—অদৃষ্ট, অলক্ষিত, যাহা দেখা হয় নাই এরূপ ; দৃষ্টির অগোচর। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অদেবমাতৃক—যেথানে দৈবসংঘটিত বৃষ্টিজলের উপর কৃষিকার্য নির্ভর করে না এরূপ অর্থাৎ নদীমাতৃক ('—দেশ')। নঞ্তৎ। বিণ।

অদেয়—দেওয়ার অযোগ্য, যাহা দিতে পারা যায় না বা দেওয়া উচিত নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অদেশ—অস্থান, কুৎসিত স্থান ; স্পর্শের অযোগ্য স্থান। ন (অপ্রশস্ত) দেশ, নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অদেহ—১। দেহশূন্য, শরীরবর্জিত ; অনঙ্গ। ন (নাই) দেহ যাহার, বহু। ২। কুৎসিতদেহবিশিষ্ট, কদাকার। ন (অপ্রশস্ত) দেহ যাহার, বহু। বিণ।

অদেহবন্ধ—যে দেহের ইন্দ্রিয়াদি সুগঠিত নয় এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অদৈব—অদেবাগত, অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, কৃত্রিম। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

অদোষ—১। নির্দোষ ; ত্রুটিশূন্য ; নিষ্কলঙ্ক। ন (নাই) দোষ যাহার, বহু। বিণ। ২। দোষ না থাকা, নির্দোষতা। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অদ্দ, অদ্দেক, অদ্ধেক—আধা, অর্ধ। 'অর্ধ' বা 'অর্ধেক' শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ। বিণ।

অদ্বয়—১। ব্রহ্ম। বি ; ক্লী। ২। বৌদ্ধ। বি ; পুং। ৩। দ্বিতীয়শূন্য, যাহার সদৃশ আর নাই এরূপ। ন (নাই) দ্বয় যাহার, বহু। বিণ।

অদ্বয়বাদ—একেশ্বরবাদ, ঈশ্বর এক এইরূপ মতপ্রকাশ বা উক্তি ; ব্রহ্মবাদ, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এবং জীবসমূহ ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এইরূপ মতবাদ, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই এবং ব্রহ্ম ও জীব একই—এই মত, অদ্বৈতবাদ। অদ্বয়াত্মক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অদ্বয়বাদী (-বাদিন)—১। বৌদ্ধ। বি ; পুং। ২। অদ্বৈতবাদী, একেশ্বরবাদী, একব্রহ্মবাদী ; ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন—এই মত স্বীকারকারী [ইঁহারা জগতের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন, সর্বত্র চিরসৎ শুদ্ধ নির্মল মহাশূন্যরূপী পরব্রহ্মই বর্তমান, এবং এই যে জগদাদি প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অবিদ্যা বা মায়া মাত্র, ও সেই একমাত্র পরব্রহ্মই প্রতিভাসিত। প্রাক্তন অদৃষ্টবাসনাদির সাময়িক বিকাশ ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। যেমন রজ্জু প্রকৃত সর্প না হইলেও সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই বিশ্বের সমুদয় দ্রব্যাদি এক ব্রহ্মেরই মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ। শঙ্করাচার্য এই মতের প্রতিষ্ঠাতা]। অদ্বয় বাদ করে (বলে) যে, উপতৎ ; অদ্বয়—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অদ্বয়সিদ্ধি—পরমা সিদ্ধি ; যে সিদ্ধির কোন দ্বিতীয় নাই। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অদ্বার—১। দ্বাররহিত। ন (নাই) দ্বার যাহার, বহু। বিণ। ২। দ্বার ভিন্ন প্রবেশপথ ; গুপ্তপথ। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অদ্বিতীয়—১। ব্রহ্ম। বি ; ক্লী। ২। দ্বিতীয়রহিত, যাহার সদৃশ অপর নাই এরূপ, অসমকক্ষ, অসদৃশ, অতুল্য ; অসাধারণ। ন (নাই) দ্বিতীয় যাহার, বহু। বিণ।

অদ্বেষ্টা (অদ্বেষ্টৃ)—অহিংস ; দ্বেষশূন্য ; শান্তিপ্রিয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ট্রী**।

অদ্বৈত—১। ব্রহ্ম। বি ; ক্লী। ২। দ্বিতীয়তাবিহীন, দ্বৈত-রহিত, অভেদ। ন (নাই) দ্বৈত (দ্বিতীয়ত্ব) যাহার, বহু। বিণ। ৩। অদ্বৈত প্রভু নামে পরিচিত চৈতন্যদেবানুচর [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি, পুং।

অদ্বৈতবাদ—অদ্বয়বাদ (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অদ্বৈতবাদী (-বাদিন্)—অদ্বয়বাদী (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; অদ্বৈত—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অদ্বৈতসিদ্ধি—অদ্বয়সিদ্ধি (তাহা দ্রঃ)।

অদ্বৈতানন্দ—১। বেদান্তের একজন ভাষ্যকার, এবং বেদান্তসার-প্রণেতা সদানন্দের গুরু। অদ্বৈতে আনন্দ যাঁহার, বহু। ২। ব্রহ্মজ্ঞানজনিত আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ। অদ্বৈতজ্ঞানজনিত আনন্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অদ্বৈধ—দ্বিধারহিত, নিঃসংশয়, একাগ্র। ন (নাই) দ্বৈধ যাহাতে, বহু। বিণ।

অদ্ভুত—১। আশ্চর্য, বিস্ময়, চমৎকার। বি ; ক্লী। ২। কাব্যের রস বিঃ [ইহার স্থায়ী ভাব বিস্ময়। ইহা চিত্তকে বিস্ময়াপ্লুত করে। যথা—

"থির বিজুরী সঞে, চঞ্চল জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার।"—গোবিন্দ]

অৎ (আশ্চর্য রূপে)—ভূ+ডুতচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। আশ্চর্যকর, বিস্ময়জনক, আকস্মিক। অদ্ভুত+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অদ্ভুতকর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা**—অপরূপকার্যকারী, যে বিস্ময়কর কার্য করে এরূপ ; অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন। বহু। বিণ।

অদ্ভুত-রামায়ণ—সহস্রস্কন্ধ রাবণ-বধ কাহিনী সমন্বিত রামায়ণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

অদ্ভুতসার—খদিরসার, খয়ের। অদ্ভুত সার যাহার, বহু। বি ; পুং।

অদ্ভুতস্বন—১। মহাদেব, শিব। বি ; পুং। ২। আশ্চর্যশব্দকারী। অদ্ভুত স্বন (শব্দ) যাহার, বহু। বিণ। ৩। আশ্চর্য শব্দ, বিস্ময়কর ধ্বনি। অদ্ভুত স্বন, কর্মধা। বি ; পুং।

অদ্য—আজি, বর্তমান দিন। ইদম্+দ্য সপ্তম্যর্থে। অ।

অদ্যকার—আজিকার, অদ্যতন। অদ্য+কার ৬ষ্ঠী বিভক্তির অর্থে (বাংপ্র)। বিণ।

অদ্যতন—অদ্যকার, আজিকার, বর্তমানদিবসীয়। অদ্য+তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তনী**। **অদ্যতন ভূতকাল**—(ব্যাকরণ) যাহা সদ্য ঘটিয়াছে তাহার সময়, present perfect tense

অদ্যপ্রভৃতি—আজ হইতে। সুপ্। ক্রি-বিণ।

অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ—আজ ধনুকের ছিলা খাইব (খাদ্যের অভাবসূচক উক্তি বিঃ) ; হীন অবস্থা, দারিদ্র্য ; অতিসঞ্চয়শীলতা [হিতোপদেশের গল্পে আছে যে এক ক্ষুধার্ত শৃগাল দৈবক্রমে একটি ব্যাধ, একটি হরিণ, একটি শূকর ও একটি সাপের মৃতদেহ দেখিতে পায় ; কিন্তু সে সেগুলি না খাইয়া ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্য রাখিয়া দেয় এবং ব্যাধের ধনুকের ছিলা খাইতে যায়। ছিলা কাটিয়া গেলে ধনুকটি প্রচণ্ড বেগে লাফাইয়া ওঠে এবং তাহার আঘাতে সে মারা যায়]। <অদ্য-ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ। বি।

অদ্যশ্বীন—যাহা আজি কালি হইবে এরূপ। অদ্য+শ্বস্ (কল্য)+ঈন (খ) ভবার্থে। বিণ।

অদ্যশ্বীনা—১। যে অদ্য কিম্বা কল্য প্রসব করিবে এরূপ গাভী, আসন্নপ্রসবা গাভী। বি ; স্ত্রী। ২। অদ্য বা কল্য সংঘটনীয়া ; আসন্নপ্রসবা ('—গর্ভিণী')। অদ্যশ্বীন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অদ্যাপি—আজি পর্যন্ত, আজিও ; এখন পর্যন্ত, এখনও। অদ্য+অপি (ও)। অ। [অদ্যাপিও অশুদ্ধ।]

অদ্যাবধি—আজি হইতে, অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া, আজি অবধি। অদ্য হইয়াছে অবধি (সীমা) যাহাতে, বহু। অ (সংস্কৃত-মতে ক্রিণ বা ক্রি-বিণ)।

অদ্রব—অক্ষরণশীল, যাহা গলিয়া যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রবণীয়, অদ্রাব্য—যাহা গলানো যায় না এমন, insoluble. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রব্য—মন্দ দ্রব্য, খারাপ বস্তু। ন (অপ্রশস্ত, মন্দ) দ্রব্য, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অদ্রাব্য—'অদ্রবণীয়' দ্রঃ।

অদ্রি—পর্বত ; বৃক্ষ, সূর্য, পর্বতমূষিকা ; পরিমাণ বিঃ। নঞ্—দ্রা (পলায়ন করা) +কি কর্তৃ ; অথবা, অদ (ভক্ষণ করা)+ ক্রিন্ কর্তৃ। বি, পুং।

অদ্রিকর্ণী—অপরাজিতা। অদ্রির (পর্বত-মূষিকার) কর্ণের ন্যায় কর্ণ (পত্র) যাহার, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিকীলা—মেদিনী, পৃথ্বী, পৃথিবী, ভূমি। অদ্রি (মহেন্দ্র, মলয় প্রভৃ সপ্ত কুলপর্বত) কীল (স্বস্থানে রাখিবার খোঁটা) যাহার, বহু+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিজ—১। শৈলেয়নামক গন্ধদ্রব্য বিঃ, শিলাজতু ; গৈরিক, গিরিমাটি। বি ; ক্লী। ২। গিরিজ, পর্বতজাত, পর্বতীয়, পর্বতোৎপন্ন। অদ্রি হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ ; অদ্রি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অদ্রিজা—১। শৈলসুতা, হিমালয়নন্দিনী পার্বতী, দুর্গা [পার্বতী গিরিরাজ হিমালয়ের নন্দিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা] ; নদী ; সৈংহলী-বৃক্ষ। বি ; স্ত্রী। ২। পর্বতোৎপন্না, পর্বতজাতা। অদ্রিজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অদ্রিতনয়া, -নন্দিনী—গিরিজা, শৈলসুতা, পার্বতী, দুর্গা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিভিৎ (-ভিদ্)—ইন্দ্র। অদ্রি (পর্বত-সমূহকে) ভেদ করে যে, উপতৎ ; অদ্রি —ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ [পূর্বকালে পর্বতগণ সপক্ষ থাকায় ইতস্ততঃ উড্ডীন হইয়া গ্রামনগরাদির ধ্বংস করিত, এইজন্য ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে তাহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দেন, ইহাই পৌরাণিক উক্তি ; ইহা হইতেই ইন্দ্রের অদ্রিভিৎ বা গোত্রভিৎ নাম হইয়াছে]। বি ; পুং।

অদ্রিভূ—১। অপরাজিতা লতা। বি ; স্ত্রী। ২। পর্বতোৎপন্ন, পার্বত্য। অদ্রিতে ভূত (জাত) হয় যাহা, উপতৎ ; অদ্রি—ভূ+ ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অদ্রিরাজ, -রাট্ (-রাজ্)—পর্বতাধিপ হিমালয়, গিরিরাজ, হিমালয়পর্বত। অদ্রি-দিগের রাজা, ষষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত, অদ্রি—রাজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অদ্রিশ—শিব, মহাদেব, গিরিশ। অদ্রিতে শয়ন করেন যিনি, উপতৎ ; অদ্রি শী+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

অদ্রিশিখর, -শৃঙ্গ—গিরিশিখর, পর্বত-চূড়া। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অদ্রিসার—১। লৌহ। অদ্রির সার (সারাংশ, মজ্জা), ষষ্ঠীতৎ [লৌহপাথর গলাইয়া তাহার ভিতর হইতে লোহা বাহির করা হয়]। বি ; পুং। ২। পাষাণবৎ অতি কঠিন। অদ্রির ন্যায় সার (অর্থাৎ স্থিরাংশ, উপাদান) যাহার, বহু। বিণ।

অদ্রীশ—শিব ; হিমালয়পর্বত। অদ্রির ঈশ (কর্তা, রাজা), ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অদ্রুত—অশীঘ্র, বিলম্বিত ; ধীর, অক্ষরিত ; অবিগলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রুম—দ্রুমরহিত, বৃক্ষশূন্য, তরুবর্জিত। বহু। বিণ।

অদ্রোহ—১। অবিদ্বেষ ; অবিপক্ষতা ; অনিষ্টাচরণহীনতা, অহিংসা ; সদ্ব্যবহার। দ্রোহের (অনিষ্ট-চিন্তার) অভাব এই অর্থে, ন দ্রোহ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। দ্রোহ-রহিত, বিদ্বেষহীন ; অহিংস ; শত্রুতাবর্জিত ; অনপকারী। ন (নাই) দ্রোহ যাহার, বহু। বিণ।

অদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—অহিংস ; শান্তি-প্রিয়, নিরীহ ; সদ্ব্যবহারকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, -হিতা। স্ত্রী -হিণী।

অধ—অধ, আধ ; নিম্ন। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অধঃ (অধস্), <**অধ**—নিম্নভাগে, অধো-ভাগে নিম্নদেশে। অধর (নিম্নস্থান)+অস্ সম্বন্ধার্থে, (র-লোপ)। অ।

অধঃকরণ—নিম্নীকরণ ; নিক্ষেপ ; তিরস্কার-করণ ; পরাজিত করা। অধস্—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধঃকাণ্ড—১। কাণ্ডের নিম্নস্থ অংশ। অধঃ কাণ্ডের, একদেশী (মতান্তরে অধঃস্থিত কাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা)। ২। ভূনিম্নস্থ কাণ্ড। সুপ্। বি ; পুং, ক্লী।

অধঃকায়—শরীরের নিম্নভাগ, কটিদেশ হইতে পদতল পর্যন্ত অংশ। অধঃ কায়ের, একদেশী (বা 'অধঃকাণ্ড' বৎ, মধ্যপ কর্মধা)। বি ; পুং।

অধঃকৃত—নিম্নীকৃত ; নিক্ষিপ্ত ; পরাভূত। অধস্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধঃক্রম—ক্রমশঃ, নিম্নগামী ক্রম বা পরম্পরা, descending order. অধোগামী ক্রম, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অধঃক্ষিপ্ত—অধোদেশে স্থাপিত, নিম্নভাগে নিক্ষিপ্ত ; যাহা তলানিরূপে পড়িয়াছে এমন ; অধোমুখীকৃত, উপুড়-করা। অধস্—ক্ষিপ্+ ক্ত কর্মণ। বিণ।

অধঃক্ষেপ—যাহা তলানিরূপে পড়িয়াছে এমন দ্রব্য, precipitate. সুপ্। বি ; পুং।

অধঃক্ষেপণ—যাহাতে তলানিরূপে নীচে জমে এরূপ করা, precipitation ; নিম্নে নিষেক। সুপ্। বি ; ক্লী।

অধঃখনন—নিম্নে খনন, নীচে গর্ত করা। সুপ্। বি ; ক্লী।

অধঃখাত—খনিতভিত্তি, যাহার তলায় গর্ত করা হইয়াছে এমন, undermined. সুপ্। বিণ।

অধঃপতন—নিম্নে পতন ; হীনতাপ্রাপ্তি, নীচতাপ্রাপ্তি ; নৈতিক অবনতি ; উৎসন্নে যাওয়া। অধঃ (নিম্নে) পতন, সুপ্। বি ; ক্লীব।

অধঃপতিত—নিম্নে পতিত, উৎসন্ন ; অব-নতিপ্রাপ্ত। অধঃ পতিত, সুপ্। বিণ।

অধঃপাত—অধঃপতন। অধঃ পাত, সুপ্। বি ; পুং। **অধঃপাতে যাওয়া**—ধ্বংস পাওয়া।

অধঃপুষ্পী—গোজিহ্বা নামক তৃণ বিঃ, চোর-খড়িকা, ভাঁটুই ; সুলুফা। অধোমুখ পুষ্প যাহার, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অধঃপেতে—নরকগত ; উৎসন্ন, সর্বনাশ-গ্রস্ত ; মহাপাপী (তিরস্কার অর্থে)। অধঃপাত +ইয়া, এ (বাং প্রত্যয়)। বিণ।

অধঃশিরাঃ (-শিরস্)—১। নিম্নমস্তক ; ঊর্ধ্বাসনকালে যাহার মস্তক নিম্নদিকে রহিয়াছে এরূপ। বহু। বিণ। ২। সূর্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু-নামক রাজা। অধঃ শিরঃ যাহার, বহু। ৩। নরক বিঃ (শাস্ত্রবিরুদ্ধাদি প্রঃ পাপের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ পরলোকে এই নরকে অধঃশিরাঃ হইয়া বাস করিয়া থাকে)। অধঃ (নিম্নীকৃত) শিরঃ যেখানে, বহু। বি ; পুং।

অধঃস্থ, অধস্থ—নিম্নস্থ, নিম্নে অবস্থিত, অধস্তন। উপতৎ ; অধস্—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অধঃস্থিত, অধস্থিত—নিম্ন নিম্নে অব-স্থিত। সুপ্। বিণ।

অধঃস্বস্তিক—(জ্যোতিষ) পৃথিবীর কোন স্থানে একটি লোক দাঁড়াইলে তাহার পায়ের সোজাসুজি পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের আকাশ-বিন্দু ; অধোবিন্দু ; কুবিন্দু, nadir. বি ; পুং বা ক্লী।

অধন—১। বিত্তহীন, সামান্য অর্থশালী :

যাহাদের নিজস্ব কিছুই নাই এমন। বহু। বিণ। ২। ধনের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অধন্য—মন্দভাগ্য ; অকৃতার্থ ; অপ্রশংসনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ন্যা। বি, -তা।

অধম—১। হীন, তুচ্ছ, জঘন্য। বিণ। ২। উপপতি বিঃ (কামচরিতার্থতাবিষয়ে যাহার কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান, ভয়, লজ্জা, দয়ামায়া প্রঃ কিছুই থাকে না)। অধস্‌+ম ভবার্থে সকার-লোপ। বি ; পুং। ৩। নিজের বিষয় বিনীতভাবে উল্লেখ ('এ অধমের নাম অমুক', '—সন্তান')। বাংপ্র। বি।

অধমভৃতক—অতি নীচ ভৃত্য ; মুটে মজুর। অধম—ভৃ+ক্ত+ক স্বার্থে। বি।

অধমর্ণ—ঋণী, দেনদার, খাতক। অধম ঋণ যাহার, বহু ; অথবা ঋণে অধম, ৭মীতৎ। বিণ।

অধমাঙ্গ—পদ, চরণ। অধম অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধমাধম—অতিশয় অধম, অত্যন্ত হীন, অতি নিকৃষ্ট, অতি নীচ। অধম হইতে অধম, ৫মীতৎ। বিণ।

অধম্ম—অধর্ম ; বিড়ম্বনা। <অধর্ম। বি।

অধম্মে—অধার্মিক ; শঠ ; অন্যায়কারী। অধম্ম (<অধর্ম)+ইয়া, এ আচরণকারী অর্থে। বিণ।

অধর—১। নীচের ঠোঁট [কখনও কখনও নীচের ও উপরের দুই ঠোঁটকেই বুঝায়]। বি ; পুং। ২। নীচ, নিম্ন, অধম ; নিম্নস্থ ; পরবর্তী ; ধরিবার অযোগ্য বা অতীত। ন—ধৃ+অপ্‌ কর্ম। বিণ। ৩। মুখ ('যে জন অধরে রাজা নাম ধরে')। বাংপ্র। বি।

অধরচুম্বন—মুখচুম্বন, ঠোঁটে চুমো খাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অধরজন্মা (-জন্মন্‌)—হীনজন্মা, কুৎসিত-জন্মা ; নীচবংশজাত। বহু। বিণ।

অধরতঃ (-তস্‌)—নিম্নে, নীচে অধোভাগে। অধর+৭মী-স্থানে তস্‌। অ।

অধরপল্লব—পত্রবৎ কোমল ওষ্ঠদ্বয়, কচি পাতার মত নরম ঠোঁট দুইটি। অধর পল্লব-প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

অধরপুট—পুটাকার ওষ্ঠদ্বয়, পাতার ঠোঙার মত ঠোঁট দুইটি ; নীচের ও উপরের ঠোঁট। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধরপ্রান্ত—ওষ্ঠের প্রান্তভাগ, ঠোঁট দুইটির দুই পার্শ্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অধরম—অধর্ম। প্রা কপ্র। বি।

অধরমদিরা, -মধু—১। অধরসুধা, মুখামৃত ; থুতু। অধরের মদিরা, মধু (মদিরা বা মধুতুল্য উৎকৃষ্ট লালারস), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মুখমদ্য, মুখগৃহীত সুধা। অধরস্পৃষ্ট মদিরা, মধু, মধ্যাপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অধররস—অধরমধু ; লালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অধরসুধা, -সীধু—১। অধরামৃত, লালা-রস। অধরের সুধা, সীধু (সুধা বা সীধুতুল্য উৎকৃষ্ট লালারস), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মুখাসব, মুখমদ্য, মুখগৃহীত সুরা। অধরস্পৃষ্ট সুধা সীধু, মধ্যাপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী, পুং।

অধরা—১। যাহাকে ধরা যায় না বা যায় নাই এমন। ন ধরা (<ধৃত), নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। নিম্নস্থা ; হীনা, নিম্নশ্রেণীভুক্তা। অধর (২)+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। **অধরা মহাশিরা**—মানবদেহের নিম্নাংশের শিরা-গুলি মিলিত হইয়া যে স্থূল শিরা গঠন করিয়াছে এবং যাহা হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করিয়াছে তাহা। ইহার অপর নাম 'নিম্ন মহাশিরা', inferior vana cava.

অধরামৃত—অধর-রস, অধরসুধা, মুখামৃত, থুতু। অধরের অমৃত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অধরিক—নিম্নবর্তী, নিম্নশ্রেণীর, inferior. অধর+ইকন্‌ যোগ্যার্থে। বিণ।

অধরীকৃত—অধঃকৃত, পরাভূত। অধর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অধরী ; অধরী—কৃ+ক্ত কর্ম (যাহাকে এক্ষণে নিম্ন করা হইয়াছে এই অর্থে)। বিণ।

অধরীণ—তিরস্কৃত, ধিকৃত। অধর+ঈন। বিণ।

অধরু—১। ধৈর্যহারা, চঞ্চল। বিণ। ২। অধরে। প্রা কপ্র। বি।

অধরেদ্যুঃ (-দ্যুস্‌), (>-দ্যু)—পরদিন। অধর+এদ্যুস্‌। অ।

অধরোষ্ঠ, -রৌষ্ঠ—উভয় ওষ্ঠ, উপর ও নীচের ঠোঁট। অধর এবং ওষ্ঠের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অধর্ম(র্ম্ম)—১। পাপ, দুষ্কৃত, ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম। নঞ্‌তৎ। ২। ব্রহ্মার মানস পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং। ৩। ধর্মহীন, পাপাচারী, পুণ্যশূন্য। ন (নাই) ধর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অধর্ম(র্ম্ম)চারী (-চারিন্‌), **-র্মা(র্ম্মা)-চারী** (-চারিন্‌)—পাপাচারী, পাপকর্মা ; অসৎ-কর্মের অনুষ্ঠানকারী। উপতৎ ; অধর্ম—চর্‌, আ—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অধর্ম(র্ম্ম)নিষ্ঠ—পাপী, পাপাত্মা। অধর্মে (পাপে) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

অধর্মা(র্ম্মা)চরণ, -র্মা(র্ম্মা)চার—পাপাচার, অসৎ-কার্যানুষ্ঠান, পাপাচরণ। অধর্মের আচরণ, আচার, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, অধর্ম (৩) এমন আচরণ, আচার, কর্মধা। বি ; ক্লী, পুং।

অধর্মা(র্ম্মা)ত্মা (-ত্মন্)—অধার্মিক, পাপাত্মা ; পাপলিপ্ত, অত্যন্ত পাপপরায়ণ। নঞ্‌তৎ ; অথবা, অধর্ম (পাপ) আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

অধর্মা(র্ম্মা)নুষ্ঠান—অধর্মাচরণ (তাহা দ্রঃ)। অধর্মের অনুষ্ঠান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অধর্মি(র্ম্মি)ষ্ঠ—অধর্মপরায়ণ, পাপনিষ্ঠ, পাপপরায়ণ, অত্যন্ত পাপী। অধর্মিন্‌+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

অধর্মী (-র্মিন্‌), **-র্ম্মী**—ধর্মহীন, পাপাচারী, ধর্মভ্রষ্ট, অধার্মিক। অধর্ম+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্মিণী**।

অধর্মে—অধার্মিক, পাপী ; প্রতারক ; বিশ্বাস-হন্তা। অধর্ম+ইয়া, এ (বাং প্রত্যয়) করে অর্থে। বিণ।

অধর্ম্য(র্ম্ম্য)—ধর্মনিষিদ্ধ, ধর্মাচারপ্রতিকূল, গর্হিত, ধর্মবিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধর্ষণীয়—অপরাজয়ণীয়, অজেয় ; ধর্ষণ-যোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধশ্চর—১। নিম্নগামী। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। তস্কর। উপতৎ ; অধস্‌—চর্‌+ট কর্তৃ। বি ; পুং।

অধশ্চৌর—ছেঁচড়া চোর ; সিঁদেল চোর। অধঃ (নীচ) চৌর, কর্মধা। বি ; পুং।

অধস্‌—'অধঃ' দ্রঃ।

অধস্তন—(বংশপরম্পরা, পদমর্যাদা প্রঃতে) পরবর্তী ; পশ্চাৎজাত ; নিম্নস্থিত ; নিম্নবর্তী ('—কর্মচারী' প্রঃ)। অধস্‌ (নিম্নস্থান) +তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

অধস্ত্বক্‌ (-ত্বচ্‌)—(শারীরবিদ্যা) ত্বকের অধোভাগস্থিত সূক্ষ্মচর্ম, শরীরচর্মের নিম্নস্থিত পরদা, hypodermis. অধঃ (নিম্নবর্তিনী) ত্বক্‌, সুপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অধস্থ—'অধঃস্থ' দ্রঃ।

অধস্থিত—'অধঃস্থিত' দ্রঃ।

অধাতু—ধাতু ছাড়া অন্য জিনিস, ধাতু ভিন্ন পদার্থ, non-metal. নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অধার্মি(র্ম্মি)ক—পাপাচারী, অধর্মরত, পাপিষ্ঠ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী** (সংস্কৃতে), **-কা** (বাংলা)।

অধি—১। উপরি ; ঐশ্বর্য ; আধিক্য ; প্রাধান্য ; অতিক্রম ; আধিপত্য ; অধিকার। ন-ধা+কি ভাববা। অ, উপসর্গ। ২। মনঃকষ্ট, আধি। আ—ধা+কি করণ (আ উপসর্গের বিকল্পে হ্রস্বত্ব)। বি ; পুং।

অধিক—১। বেশী, অতিরিক্ত ; বলবান্‌ ; উত্তম। অধি+ক বিশিষ্টার্থে। বিণ। বি—**আধিক্য**। ২। অর্থালংকার বিঃ [ইহাতে আধার ও আধেয় এ উভয়ের মধ্যে একের আধিক্যের বর্ণনা থাকে। যথা—'নারায়ণ সমস্ত জগৎকে আপন উদরে নিক্ষেপ করতঃ যে সমুদ্রে অজ্ঞাত হইয়াই শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সমুদ্রের মহিমা অধিক কি বর্ণনা করিব ?'—এস্থলে আধার সমুদ্রের, আধেয়

বাহুল্য অপেক্ষা আধিক্য বর্ণনাহেতু অধিকালংকার হইল]। যে বাহুল্য করে এই অর্থে, অধি (আধিক্য)—কৈ (শব্দ করা, বলা) + ক কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অধিকতম—সর্বাপেক্ষা অধিক, সব চেয়ে বেশী। অধিক + তম উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অধিকতর—দুইয়ের মধ্যে অধিক, অপেক্ষাকৃত অধিক ; বলীয়ান্। অধিক + তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অধিকন্তু—উপরন্তু, আরও, বেশির ভাগে, বাড়ার ভাগে। অধিকম্ + তু। অব্য।

অধিকম্প—স্পন্দন, beat. প্রাদি। বি ; পুং।

অধিকর—বেশী রাজস্ব, অত্যধিক আয়ের উপর প্রদেয় অতিরিক্ত হারে কর, super tax. প্রাদি। বি ; পুং।

অধিকরণ—১। সামীপ্য একদেশসম্বন্ধ বিষয় ও ব্যাপ্তি—এই চতুর্বিধ আধার ; বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ, court of justice ; দ্রব্য ; মীমাংসা-দর্শনের গ্রন্থ বিঃ ; মীমাংসা-শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পঞ্চাঙ্গবোধক বাক্য সমুদায় [পঞ্চাঙ্গ, যথা—বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও নির্ণয়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। বিষয়ের অর্থে সন্দেহের নাম সংশয়। সন্দিগ্ধ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অসৎ-পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শনের নাম পূর্বপক্ষ। পূর্বপক্ষের যুক্তি-খণ্ডনপূর্বক সৎপক্ষে যুক্তি-প্রদর্শনের নাম সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তসিদ্ধ বিষয়ের উপসংহারের নাম নির্ণয়] ; (ব্যাকরণ) কারক বিঃ। অধি—কৃ + অনট অধি। ২। অধিকার ; আধিপত্য। অধি—কৃ + অনট ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধিকরণিক—ধর্মাধিকারী, বিচারকর্তা, প্রাড্বিবাক। অধিকরণ + ইক (ঠন) অধিকৃতার্থে। বি ; পুং।

অধিকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রী**—কোনও বিষয়ে পূর্ণ স্বামিত্ব বা আধিপত্যযুক্ত ব্যক্তি ; যাঁহার অধিকারে কোন সরকারী বিভাগ থাকে, director. প্রাদি। বি ; পুং।

অধিকর্ধি(র্দ্ধি)—১। অতিসম্পত্তিশালী, অত্যন্ত ধনশালী ; সর্বাংশে সুখী। অধিকা ঋদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। অতিশয় সম্পদ, অধিক ঐশ্বর্য। অধিকা ঋদ্ধি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অধিকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম**—তত্ত্বাবধান-কার্য, অধ্যক্ষতা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিকর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা**—অধ্যক্ষ, প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, superintendent. অধি (প্রাধান্যসূচক) কর্ম যাহার, বহু। বি ; পুং।

অধিকর্মি(র্ম্মি)ক—হাটের তত্ত্বাবধায়ক, হাটের দারোগা ; কারখানা ইঃর কোন কর্ম যে বুঝিয়া লয় এবং বুঝাইয়া দেয়, foreman. অধিকর্মন্ + ইক (ঠন্)। বি ; পুং।

অধিকাই—১। অধিক। বিণ। ২। আধিক্য। প্রা কপ্র। বি।

অধিকাংশ—১। বেশী ভাগ, অনেক অংশ। অধিক এমন অংশ, কর্মধা। বি ; পুং। ২। বহুপরিমাণ, অনেকটা। অধিক অংশ যাহার, বহু। বিণ।

অধিকাঙ্গ—১। যোদ্ধ, কর্তৃক কটিদেশে ধৃত পট্টিকা, কটিবন্ধন। অধিক অঙ্গ, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। বিংশতি অঙ্গুলি অপেক্ষা অতিরিক্ত অঙ্গবিশিষ্ট ; অধিক-অবয়বযুক্ত, অতিরিক্ত-অঙ্গবিশিষ্ট, স্থূলদেহ। অধিক অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী. **-ঙ্গী**, **-ঙ্গা**।

অধিকায়ল—অধিক হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অধিকার, অধীকার—১। আয়ত্ততা, দখল, স্বত্ব, স্বামিত্ব ; প্রভুত্ব, আধিপত্য ; ক্ষমতা ; সম্পর্ক ; কর্তৃত্ব ; নিজ কর্তৃত্বের অন্তর্গত বিষয়, এখতিয়ার ; শাসনমধ্যগতস্থান ; শাসন, রাজত্ব ; প্রবেশ, জ্ঞানগম্যতা ; যোগ্যতা ; দায়িত্ব, ভার ; কর্তৃত্ব ; নিয়োগ ; আরম্ভ ; কার্যের অবতারণা, অনুষ্ঠান ; স্বীকার ; রাজাদের ছত্রচামরাদিধারণ ; সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ অনুবৃত্তি [কোন সূত্রে যে বিধান কৃত হয়, তাহার পরবর্তী সূত্রেরও সেই বিধান-প্রাপ্তিকে অধিকার বলে] ; বিভাগ, অধ্যায়, প্রকরণ। অধি—কৃ + ঘঞ্ ভাব বা করণ (ই-কার বিকল্পে দীর্ঘ)। ২। স্থান, পদ, office. অধি—কৃ + ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

অধিকারগত—দখলীকৃত, অধিকারভুক্ত। অধিকারকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অধিকারচ্যুত, -ভ্রষ্ট—অধিকার হইতে অপসৃত বা বঞ্চিত, অনায়ত্ত ; অধিকার-বিহীন ; বেদখলী। ৫মীতৎ। বিণ।

অধিকারণিক—অধিকরণিক (তাহা দ্রঃ)।

অধিকার-ভাগদেয়—গ্রন্থকারাদির প্রাপ্যাংশ, royalty. বি।

অধিকারস্থ—অধিকারে স্থিত। উপতৎ ; অধিকার—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

অধিকারী (-কারিন্)—১। দখলিকার, মালিক, স্বামী, স্বত্ববান্ ; অভিজ্ঞ, যোগ্য ; অধিকারবিশিষ্ট ('শ্রাদ্ধের—')। বিণ। স্ত্রী. **-রিণী**। ২। কর্তা, অধ্যক্ষ ; বেদান্ত-শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ ; প্রতিমাদির বেশকারক ব্রাহ্মণ, পূজারী ; উপাধি বিঃ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বা আখড়ার কর্তা ; গায়কদলের দলপতি, যাত্রাদল থিয়েটার প্রঃর মালিক। অধিকার + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্যরূপক—কাব্যের অলংকার বিঃ। [ইহাতে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা করিয়াও উপমেয়ের গুণাদির আধিক্য বা বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়। যথা—

"গঞ্জন গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর।"—মুকুন্দ।

এখানে মুখকে শশীর সঙ্গে এবং শিরোরুহ অর্থাৎ কেশকে চামরের সঙ্গে অভেদরূপে কল্পনা করিয়াও উপমেয়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—অকলঙ্ক শশী এবং অসিত (কৃষ্ণবর্ণ) চামর।] অধিক ভাবে আরূঢ়, সুপ্ ; অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য যাহাতে, বহু ; সেই রূপ, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অধিকাল—অতিরিক্ত সময়, overtime. প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিকৃত—১। আপনবশে আনীত, আয়ত্ত ; নিযুক্ত, পরিচালিত ; শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা-দ্বারা লব্ধ। অধি—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অধ্যক্ষ, অধিকারী, কার্যনির্বাহের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ; আয়ব্যয়াদির হিসাবপরিদর্শক। অধি কৃ + ক্ত ভাব + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি, পুং।

অধিকৃতি—অধিকার। অধি—কৃ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধিকেশ—পরচুলা। প্রাদি। বি ; পুং।

অধিকোষ—ব্যাঙ্ক, bank. প্রাদি। বি ; পুং।

অধিকোষ-করণিক—ব্যাঙ্কের কেরানী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অধিকোষস্থিতি—ব্যাঙ্কে জমা টাকা, bank balance. ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অধিক্রম—আক্রমণ। অধি—ক্রম্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অধিক্ষিপ্ত—তিরস্কৃত, নিন্দিত চালিত ; প্রেরিত ; রক্ষিত, স্থাপিত ; নিক্ষিপ্ত। অধি—ক্ষিপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিক্ষেপ—ভর্ৎসনা, তিরস্কার ; অবহেলা ; নিন্দা ; প্রেরণ ; স্থাপন, নিক্ষেপ, পাতন। অধি—ক্ষিপ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অধিগত—প্রতিপাদিত, গৃহীত, স্বীকৃত ; লব্ধ, প্রাপ্ত ; জ্ঞাত, বিদিত ; অধীত, শিক্ষা-দ্বারা লব্ধ। অধি—গম্ (প্রাপ্ত হওয়া) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিগম—প্রতিপাদন, গ্রহণ, স্বীকার ; প্রাপ্তি, লাভ, উপার্জন ; জ্ঞান ; শিক্ষা, অধ্যয়ন ; প্রবেশ। অধি—গম্ + অপ্ ভাব। বি, পুং।

অধিগম্য—লভ্য, প্রাপ্য ; জ্ঞেয়। অধি—গম্ + যৎ কর্ম। বিণ।

অধিচাপ—(জ্যামিতি) বৃত্তপরিধিকে দুইটি অসমান চাপে বিভক্ত করিলে তন্মধ্যে বৃহত্তর চাপ, major arc. অধি (প্রধান) চাপ, কর্মধা। বি ; পুং।

অধিজন—সংখ্যাগুরু, majority. বিণ।

অধিজনন—১। উৎপত্তি, জন্ম, উদ্ভব। অধি—জন্+অনট্ ভাব। ২। সংজনন, উৎপাদন। অধি—জন্+ণিচ্ (=জনি—উৎপাদন করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অধিজানু—হাঁটু গাড়িয়া, on the knees. অব্যয়ী। ক্রি-বিণ বা বিণ।

অধিজিহ্ব—জিহ্বার উপরে উৎপন্ন ফোটকাদি, জিভের ঘা। অধিকৃত জিহ্বাকে, প্রাদি। বি; পুং।

অধিজিহ্বা—জিহ্বামূলে অবস্থিত শ্বাসনালীর আবরণী, epiglottis. অধিগত জিহ্বাকে, প্রাদি+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধিজ্য—গুণযুক্ত, জ্যাযুক্ত, ছিলাপরানো ('—ধনুক')। জ্যাকে (অর্থাৎ ধনুর্গুণকে) অধিগত, প্রাদি। বিণ।

অধিজ্যোতিষ—জগতের জ্যোতির্ময় অংশসমূহ। বি; স্ত্রী।

অধিত্বক্ (-ত্বচ্)—ত্বকের উপরিস্থিত চর্ম, অধিক চর্ম, dermis. অধিকা ত্বক্, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধিত্যকা—পর্বতের সানুদেশ, পর্বতের উপরিস্থিত সমতল ভূমি, tableland. অধি+ত্যকন্ ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধিদন্ত—দন্তোপরি উৎপন্ন দন্ত, গজ-দাঁত। অধিক দন্ত, প্রাদি। বি; পুং।

অধিদেব—সূর্যমণ্ডল (সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থ বৈরাজপুরুষ দেবগণের অধিপতি; এই জন্য সূর্যমণ্ডলকে অধিদেব বলে); অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অন্তর্যামী পুরুষ। অধিক দেব, প্রাদি। বি; পুং। বিণ—**আধিদৈবিক**।

অধিদেবতা—অধিদেব। অধিকা দেবতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধিদেবা—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রা কপ্র। বি। [স্ত্রী।

অধিদেবী—অধীশ্বরী। প্রা কপ্র। বি;

অধিদেয়—ভাতা, allowance. প্রাদি। বি।

অধিদৈবত—অধিদেব। অধিষ্ঠিত বা অধিক দৈবত, প্রাদি। বি; ক্লী।

অধিনায়ক—অধিপতি; সভাপতি; দলপতি; চালক; সর্বপ্রধান; কর্তা। অধি—নী+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

অধিনিয়ম—বিধানসভাদি দ্বারা বিধিবদ্ধ আইন, act, enactment. প্রাদি। বি; পুং।

অধিনিয়মন—বিধিবদ্ধকরণ, enactment. প্রাদি। বি; ক্লী।

অধিনেতা (-নেতৃ)—অধিনায়ক। অধি—নী+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -নেত্রী।

অধিপ, -পতি—কর্তা, ঈশ, স্বামী, অধিকারী, প্রভু, রাজা। অধি—পা (পালন করা, রক্ষা করা)+ক, ডতি কর্তৃ। বি; পুং।

অধিপদ—অধিকার। অধি (অধিক) পদ, প্রাদি। বি; ক্লী।

অধিপাল—বিশ্ববিদ্যালয়ের নায়ক, Vice-Chancellor. অধি—পা+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অধিপুরুষ—সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, পরমেশ্বর; স্বায়ম্ভুব মনু; স্কুল ইঃর প্রধান কর্মকর্তা, rector অধিক (সর্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষ, প্রাদি। বি; পুং।

অধিপ্রাণবাদ—সৃষ্টি হয় জড়শক্তির অতীত কোনও প্রাণশক্তির প্রভাবে—এই মতবাদ, vitalistic theory. প্রাণকে অধিগত, প্রাদি; অধিপ্রাণ যে বাদ, কর্মধা। বি; পুং।

অধিবক্তা (-বক্তৃ)—সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিশেষতঃ হাইকোর্টে কাজ করিবার অধিকারী ব্যবহারাজীব, advocate. অধিক বক্তা, প্রাদি। বি; পুং।

অধিবচন—অভিধা, সংজ্ঞা, নাম। অধি—বচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

অধিবৎসর, -বর্ষ—যে বৎসরে দিনসংখ্যা একটি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ৩৬৬ দিনে বৎসর হয়, leap-year. প্রাদি। বি।

অধিবাস—১। বাসস্থান, নিবাস, অবস্থান। অধি—বস্+ঘঞ্ অধি। ২। বাস করা। অধি—বস্+ঘঞ্ ভাব। ৩। সুগন্ধের সংসর্গে সুগন্ধীকরণ; গন্ধমাল্য ধূপাদিসহযোগে সংস্কারকরণ; কোন পূজার বা শুভকর্মের পূর্বদিবসে সম্পাদ্য কর্ম বিঃ [কোন পূজার পূর্বদিবসে বা কখনও কখনও পূজার দিনে প্রতিমার ও বিবাহদিবসে বরকন্যার এই সংস্কার বা অধিবাস হইয়া থাকে]; বিবাহের পূর্বদিন শেষরাত্রিতে দধি-মঙ্গলাদি সম্পাদন করা, অথবা বিবাহ যে দিবসের রাত্রিতে হইবে, সেই দিবসে বর পক্ষীয়েরা যে বস্ত্রগন্ধদ্রব্যাদি কন্যাপক্ষের নিকট প্রেরণ করে তাহা। অধি—বস্+ণিচ্ (=বাসি)+ঘঞ্ ভাব। ৪। পরিমল। অধি—বাসি+ঘঞ্ করণ। ৫। স্থাপন। অধি—বস্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অধিবাসন—অধিবাস, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারকরণ; যজ্ঞারম্ভের পূর্বে দেবতাস্থাপন; সুরভি-করণ; স্থাপন। অধি—বস্ (গন্ধযুক্ত বা স্থাপিত করা)+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

অধিবাসিত—গন্ধমাল্যাদি দ্বারা কৃতসংস্কার; সুবাসিত; স্থাপিত। অধি—বস্+ণিচ্ (সুগন্ধ করা, বা স্থাপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিবাসী (-বাসিন্)—বাসকারী ব্যক্তি, নিবাসী লোক, বাসিন্দা। অধি—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সিনী।

অধিবিদ্য—অতি পণ্ডিত, অতিশয় বিদ্বান্; বিদ্যাবিষয়ক, academic. অধিকা বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ।

অধিবিদ্যা—১। অতিপণ্ডিতা, অতিশয় বিদুষী। অধিবিদ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদ্যালাভের উপায়। অধি—বিদ্+ক্যপ্ করণ+আপ্। ৩। পরা-বিদ্যা; বাহ্যজগতের অতীত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞানজনক শাস্ত্র, metaphysics. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধিবিন্না—যে পত্নী জীবিতা থাকিতে ভর্তা পুনরায় অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করেন সেই পত্নী; একাধিক বিবাহকারী স্বামীর প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী; অধ্যূঢ়া। অধি (পূর্ব)—বিদ্+ক্ত কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধিবৃত্ত—কেপণীক্ষেত্র, parabola. বি; স্ত্রী।

অধিবৃত্তি—কোনও কোম্পানির লভ্যাংশ, bonus. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধিবেত্তা (-বেত্তৃ)—প্রথমা স্ত্রী বর্তমান থাকিতে যে পুনর্বার বিবাহ করে এরূপ ব্যক্তি। অধি—বিদ্ (লাভ করা)+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অধিবেদন—প্রথমা স্ত্রী বর্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ, স্ত্রী থাকিতে পুনরায় বিবাহ করা। অধি—বিদ্ (লাভ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধিবেশন—সমাবেশ; অধিষ্ঠান; (সভাদির) অনুষ্ঠান, বৈঠক, বসা। অধি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধিভার—কোন বিশেষ কার্য বা কারণের জন্য দেয় অতিরিক্ত শুল্ক বা কর, super charge. প্রাদি। বি; পুং।

অধিভূ—কর্তা, ঈশ, স্বামী, রাজা। অধি—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অধিভূত—যাহা ভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া থাকে তাহা; বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ; দৃষ্টিবিষয়ীভূত স্থূলশরীরের উৎপত্তিকারণ-স্বরূপ পদার্থ। ভূতকে অধিগত, প্রাদি। বি; ক্লী। বিণ—**আধিভৌতিক**।

অধিমন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)—কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী, prime minister. প্রাদি। বি; পুং।

অধিমন্থ—রোগ বিঃ (ইহাতে মস্তকের একাংশ স্ফীত ও সেই দিকের অক্ষিগোলক অতি বেদনাযুক্ত ও যাতনাদায়ক হয়)। মন্থ অর্থাৎ মস্তককে অধিগত, প্রাদি। বি; পুং।

অধিমাংস—মাংসবৃদ্ধি; বিস্ফোটক, ফোঁড়া; চক্ষুরোগ বিঃ, অক্ষিগোলকের অর্বুদ বা আব। অধিক মাংস, প্রাদি। বি; ক্লী।

অধিমাংসক—দন্তরোগ বিঃ। মাংসকে অধিগত, প্রাদি+স্বার্থে ক। বি; পুং।

অধিমাস—অধিসংক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যবর্তী চান্দ্রমাস, মলমাস [বারটি সৌরমাসে যেমন এক বৎসর হয়, বারটি চান্দ্রমাসেও তেমনি এক চান্দ্রবৎসর হয়। কোন কোন সৌর-বৎসরে তেরটি চান্দ্রমাস হয়। যে সৌরমাসে দুইটি অমাবস্যা এবং তিনটি প্রতিপদ হয়, তাহাকে অধিমাস বা মলমাস কহে। মলমাসে কোন শুভকার্য হয় না]। অধিক মাস, প্রাদি। বি ; পুং।

অধিমূল্য—নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্য, অধিহার, above par. প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিযজ্ঞ—বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ। অধিকৃত যজ্ঞ যাঁহা দ্বারা, বহু। বি ; পুং।

অধিযন্ত্রিক—মেসিনের কাজ যে বুঝিয়া লইয়া কারিকরদিগকে নির্দেশ দেয়, machine foreman প্রাদি। বি ; পুং।

অধিযোগ—১। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ শুভযাত্রিক যোগ বিঃ। অধি—যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। (ব্যাকরণ) ইক্ এবং ইঙ্ ধাতুর নিত্য 'অধি' এই উপসর্গের সহিত যোগ। অধির যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অধিরথ—১। (মহাভারত) কর্ণের পালকপিতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। অধিশ্রিত রথকে, প্রাদি। ২। অতিরথ, মহারথী, অত্যন্ত বীরপুরুষ। অধিকৃত রথ যৎকর্তৃক, বহু। বি ; পুং।

অধিরাজ—রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্, সার্বভৌম। অধিক রাজা, প্রাদি+টচ্। বি ; পুং।

অধিরাজ্য—১। সাম্রাজ্য। অধিরাজ+ষ্যঞ্ অধিকারার্থে। ২। সার্বভৌমত্ব। অধিরাজ+ষ্যঞ্ ভাবে। ৩। অন্য বহি-র্রাজ্যের সহিত যে রাজ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, dominion. বি ; স্ত্রী।

অধিরাজ্যভাক্ (-জ্)—সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, অন্যান্য রাজাদের উপর যিনি প্রভুত্ব করেন। অধিরাজ্য ভজনা করেন যিনি, উপতৎ ; অধিরাজ্য—ভজ্+ণ্বি কর্তৃ। বি।

অধিরাট্ (-রাজ্)—রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্। অধি—রাজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অধিরাণী—সম্রাজ্ঞী ; ধনীর আদরিণী পত্নী। প্রাদি (বাংপ্র)। বি ; স্ত্রী।

অধিরাষ্ট্রীয়—সর্বজাতিক, আন্তর্জাতিক, international. অধিরাষ্ট্র (সর্বরাষ্ট্র)+ ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধিরূঢ়—১। অধিষ্ঠিত, আরূঢ়। অধি—রুহ্+ক্ত কর্তৃ। ২। আক্রান্ত, আবিষ্ট। অধি—রুহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিরোপণ—স্থাপন ; আরোহণ করানো, চড়ানো ; ধনুতে বাণযোজনা। অধি—রুহ্+ণিচ্ (রোপি ধাতু)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধিরোপিত—স্থাপিত ; আরোপিত, কৃতারোহণ ; উত্থাপিত। অধি—রুহ্+ণিচ্ ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিরোহণ—উপরে উঠা, আরোহণ। অধি—রুহ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধিরোহণী—কাষ্ঠময় বা ইষ্টকাদিরচিত সোপান, সিঁড়ি ; বাঁশের মই। অধি—রুহ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অধিরোহিণী—১। আরোহণকারিণী, আরোহিণী। অধি—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ+ +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সোপানাবলী, সিঁড়ি, মই। অধি—রুহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অধিরোহী (-রোহিন্)—আরোহণকারী। অধি—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অধিলাভ—বাণিজ্য ইঃ জাত লভ্যাংশ হইতে কর্মীদিগকে প্রদেয় বেতনের অতিরিক্ত লভ্যাংশ, bonus. প্রাদি। বি ; পুং।

অধিলোক—বিশ্ব ; পৃথিবী ; মর্ত্যলোক। প্রাদি। বি ; পুং।

অধিশয়ন—উপরি শয়ন, উপরি অবস্থান ; আরোহণ। অধি—শী+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধিশয়িত—অধিষ্ঠিত ; যে শুইয়াছে এমন ; উপরি শয়িত। অধি—শী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অধিশায়িত—যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে এমন ; স্থাপিত, আরোপিত ; অধিষ্ঠিত। অধি—শী+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিশিক্ষক—অধিপুরুষ, rector. প্রাদি। বি ; পুং।

অধিশ্রয়—স্থান, আশ্রয়। অধি—শ্রি (আশ্রয় করা)+অচ্ অধি। বি ; পুং। বিণ, -শ্রয়ী, -শ্রিত।

অধিশ্রয়ণ—১। রাঁধিবার জন্য উনুনের উপরে রাখা ; রন্ধন। অধি—শ্রি+অনট্ ভাব। ২। (পদার্থ-বিদ্যা) আলোকরশ্মি সকল পরকলার মধ্য দিয়া গমনপূর্বক যে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় সেই স্থান, focus. অধি—শ্রি (আশ্রয় করা)+অনট্ অধি। বি ; স্ত্রী।

অধিশ্রয়ণবিন্দু—(পদার্থ-বিদ্যা) যে বিন্দুতে আলোকরশ্মি সকল কেন্দ্রীভূত হয় তাহা, focus. অধিশ্রয়ণই বিন্দু, কর্মধা। বি ; পুং।

অধিশ্রয়ণী, -শ্রয়িণী—চুল্লী, উনুন, আখা। অধি—শ্রি+অনট্ অধি+ঈপ্ ; অধিশ্রয় +ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অধিশ্রিত—অবলম্বিত, আশ্রিত, প্রাপ্ত, গৃহীত ; স্থাপিত। অধি—শ্রি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিষৎ (-দ্)—বিশিষ্ট সদস্যসম্বলিত সমিতি, senate. বি ; স্ত্রী।

অধিষ্ঠাতা (-ষ্ঠাতৃ)—অধিষ্ঠানকারী, অবস্থিত ; অধ্যক্ষ। অধি—স্থা+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ।

অধিষ্ঠাত্রী—স্থিতিকারিণী ; আশ্রয়দাত্রী। অধিষ্ঠাতৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অধিষ্ঠান—১। অবস্থান ; দেবতাদির আবির্ভাব বা প্রভাব বিস্তার ; স্বভাবগত হইয়া থাকা, inherence ; সন্নিধান ; উপস্থিতি ; থাকা ; উপবেশন। অধি—স্থা+অনট্ ভাব। ২। আশ্রয়, অবস্থিতিস্থান, অধিকরণ, আধার ; নগর ; বাহন। অধি—স্থা+অনট্ অধি। ৩। প্রভাব ; চক্র। অধি—স্থা+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী। ৪। আবির্ভূত ; উপবিষ্ট ; স্থিত ; ধৃত ; মূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

অধিষ্ঠানভূমি, -স্থল, -স্থান—অবস্থান-স্থল, আশ্রয়স্থল, থাকিবার জায়গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী, ক্লী।

অধিষ্ঠাপক—যে অধিষ্ঠান করায় এমন। অধি—স্থা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ঠাপিকা।

অধিষ্ঠাপন—প্রতিষ্ঠিত করানো, অধিষ্ঠান করানো। অধি—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -ষ্ঠাপিত।

অধিষ্ঠায়ক—শাসক। অধি—স্থা+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

অধিষ্ঠায়কবর্গ—শাসকবর্গ, governing body. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অধিষ্ঠিত—অধ্যুষিত, অবস্থিত ; অবস্থিতির ফলে প্রভাবান্বিত ; আবিষ্ট ; আক্রান্ত ; আবির্ভূত ; আশ্রিত ; বেষ্টিত ; রক্ষিত ; অধিকৃত ; স্থাপিত। অধি—স্থা+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অধিসংক্রান্তি, -সঞ্চার—কয়েক পুরুষ পর বংশগত পীড়ার প্রকাশ, atavism. বি ; স্ত্রী, পুং।

অধিসূচনা—প্রজ্ঞাপন, notification. বি ; স্ত্রী। বিণ, -সূচিত।

অধিস্পৃহা—অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা ; উচ্চ অভিলাষ, aspiration প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিহারে—অতিরিক্ত মূল্যে, above par. হারে অধিক করিয়া, অব্যয়ী। বাংপ্র। অ, ক্রি-বিণ।

অধীকার—'অধিকার' দ্রঃ।

অধীক্ষক—উপরিতন তত্ত্বাবধায়ক, supervisor. অধি—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

অধীত—যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে এরূপ, পঠিত। অধি—ই (অধ্যয়ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধীতা—১। পণ্ডিতা। প্রা কপ্র। ২। পঠিতা। অধীত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অধীতি—অধ্যয়ন, পাঠ। অধি—ই+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধীতী (ধীতিন্)—ছাত্র, অধ্যয়নকারী; কৃতাধ্যয়ন, যাহার পাঠ শেষ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি। অধীত (পাঠ) + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -তিনী।

অধীন—১। বশবর্তী, আয়ত্ত, বশ ; অনুগত ; বাধ্য ; আজ্ঞাকারী ; আশ্রিত ; শাসনের অন্তর্গত, নিম্নপদস্থ, অধস্তন, subordinate ; নির্ভরশীল, সাপেক্ষ, dependent ইন অর্থাৎ প্রভুকে অধিগত, প্রাদি। বিণ। ২। নিজের বিষয়ে বিনীত উল্লেখে ('অধীনের নিবেদন')। বাংপ্র। বি।

অধীনতা—আনুগত্য, পরবশে অবস্থান, অপরের আজ্ঞাকারিতা, পরবশতা। অধীন + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অধীননদী—উপনদী করদনদী, কোন প্রধান নদীতে আসিয়া পতিতা নদী, tributary river অধীনা নদী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অধীনস্থ—অধীন, অধস্তন। অধীন—স্থা + ক কর্তৃ [অশুদ্ধ, শুদ্ধ—অধীন]। বিণ।

অধীয়ান পাঠকারী, অধ্যয়নকারী, ছাত্র, বিদ্যার্থী। অধি—ই (অধ্যয়ন করা) + শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অধীর—অস্থির, উদ্বিগ্ন, চঞ্চল, উতলা ; ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু, সন্ত্রস্ত, ভীত ; আকুল ; কাতর। নঞ্তৎ। বিণ।

অধীরচিত্ত—অস্থিরহৃদয়, চপলমতি ; উদ্বিগ্নচিত্ত ; কাতরহৃদয়। অধীর চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অধীরতা—উদ্বেগ ; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ; ধৈর্যশূন্যতা, অসহিষ্ণুতা। অধীর + তা ভাবে ; অথবা, ন ধীরতা, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অধীরপ্রকৃতি—১। অস্থিরস্বভাব, যে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না এরূপ। অধীর প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। অস্থির স্বভাব, চঞ্চল প্রকৃতি। অধীরা প্রকৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অধীরা—১। অস্থিরা, চপলা, ধৈর্যহীনা। বিণ ; স্ত্রী। ২। চপলা, বিদ্যুৎ ; (অলংকারশাস্ত্র) নায়িকা বিঃ [অধীরা নায়িকা দুই প্রকার : মধ্যা অধীরা ও প্রগল্‌ভা বা প্রৌঢ়া অধীরা। যে নায়িকা রোষপরবশা হইয়া কঠোর বাক্য দ্বারা নায়ককে কষ্ট দেয়, সে মধ্যা অধীরা। যে নায়িকা ক্রুদ্ধ হইয়া নায়ককে বর্জন করে বা তাড়না করে, তাহার নাম প্রগল্‌ভা অধীরা। মধ্যা অধীরা ও প্রগল্‌ভা অধীরা আবার প্রত্যেকে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং অধীরা নায়িকা সাকল্যে চারিপ্রকার]। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অধীশ, -শ্বর—১। অধিরাজ, মহারাজ, সম্রাট্, যাঁহাকে সমস্ত সামন্ত রাজা প্রণাম করেন এরূপ প্রধান রাজা, রাজ-চক্রবর্তী। বি ; পুং। ২। কর্তা, পতি, প্রভু। অধিক ঈশ, ঈশ্বর, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, -শা, -শ্বরী।

অধুত, -ধূত—অবিচলিত, অকম্পিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অধুনা—ইদানীং, সম্প্রতি, বর্তমানকালে, এক্ষণে। ইদম্ + ধুনা (নিপা)। অ।

অধুনাতন—বর্তমানকালোৎপন্ন, আধুনিক, ইদানীন্তন। অধুনাভব এই অর্থে, অধুনা + তন। বিণ। স্ত্রী, -নী।

অধূত—অকম্পিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অধৃত—১। বিষ্ণু। বি ; পুং। ২। যাহা ধরা হয় নাই এরূপ ; অগৃহীত। নঞ্তৎ। বিণ।

অধৃতি—১। অধীরতা, ধৈর্যহীনতা ; ধারণ না করা, অগ্রহণ। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী। ২। ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু। ন (নাই) ধৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অধৃষ্ট—অনুদ্ধত, বিনীত, অপ্রগল্‌ভ ; সলজ্জ ; অহংকারশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অধৃষ্য—দুর্জয়, অপরাভবনীয়, অনভিভবনীয়, যাহার নিকটে যাওয়া যায় না বা যাইতে ভয় হয় এরূপ দুর্ধর্ষ, inaccessible ; অতি প্রগল্‌ভ। ন ধৃষ্য (পরাভবনীয়), নঞ্তৎ। বিণ।

অধৃষ্যা—১। নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। অধর্ষণীয়া, অনভিভবনীয়া। অধৃষ্য + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অধৈর্য(র্য্য)—১। অধীর ; অস্থির ; উদ্বিগ্ন ; ব্যাকুল ; উতলা ; অকালসহ, যাহার কালাপেক্ষা বা বিলম্ব সহ্য হয় না এরূপ ; ব্যস্তবাগীশ। ন (নাই) ধৈর্য যাহার, বহু। বিণ। ২। ধৈর্যাভাব ; অশান্তি ; ব্যাকুলতা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অধোংশুক—ধুতি প্যাণ্ট ইঃ পরিধানবস্ত্র, নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বসন। অধঃ অর্থাৎ নিম্নাঙ্গে পরিধেয় অংশুক (বস্ত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধোক্ষজ—বিষ্ণু ; অতীন্দ্রিয় পুরুষ। অধঃ (হীন) হইয়াছে অক্ষজ (ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান) যাঁহার বহু ; অথবা অধোক্ষ (পাদ) হইতে জন্মিয়াছেন যিনি, উপতৎ ; অধোক্ষ—জন্ + ড কর্তৃ (পুরাণে কথিত আছে, বিষ্ণু এক কল্পে মহাদেবের পাদ হইতে জন্মিয়াছিলেন)। বি ; পুং।

অধোগত—নিম্নে পতিত, নীচে অবস্থিত ; দুর্দশাপন্ন, হীনাবস্থ ; উচ্চস্থান হইতে নিম্নে আগত, অবরূঢ় ; নিরয়গত, নরকপ্রাপ্ত। অধঃ (নিম্নস্থলকে) গত (প্রাপ্ত), সুপ্। বিণ।

অধোগতি, -গমন—১। নিম্নদিকে গমন, নীচগতি ; অধঃপতন ; অপকৃষ্ট-দশাপ্রাপ্তি ; অবনতি ; নরকে গমন ; নীচযোনিতে জন্ম। অধঃ গতি, গমন, সুপ্। ২। (জৈনমতে) পৃথিবীর সর্বনিম্নদেশস্থিত নরকতুল্য স্থান। অধঃ গতি হয় যেখানে, বহু। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অধোগামী (-গামিন্)—নিম্নগামী, নিম্নদেশে গমনকারী, অবতরণকারী ; পতনশীল ; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্ত ; পাপগ্রস্ত ; উৎসাদপ্রাপ্ত ; নরকগামী, পাপী। অধঃ গমন করে যে, উপতৎ ; অধস্—গম্ (যাওয়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -মিনী।

অধোঙ্গ—গুহ্যদেশ ; উপস্থ ; ভগ। অধঃস্থিত অঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধোজিহ্বা, -জিহ্বিকা—তালুমূলস্থ ক্ষুদ্রজিহ্বা, আলজিভ। অধঃস্থিতা জিহ্বা, মধ্যপ কর্মধা ; দ্বিতীয়পক্ষে তদুত্তরে কন্ অল্পার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধোদারু—চৌকাঠের পায়া, গোবরাট। অধঃস্থিত দারু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধোদৃষ্টি—১। যোগাভ্যাসকালে নাসিকার অগ্রভাগে ন্যস্তদৃষ্টি ; নিম্নদিকে দৃষ্টিবিশিষ্ট ; নীচমনাঃ। অধঃ দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। নিম্নদিকে দৃষ্টি ; সামান্য বিষয়ে মনঃসংযোগ। অধঃ (নিম্নে) দৃষ্টি, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অধোবদন—নিম্নমুখ, অবনতমুখ, হেঁটমুখ ; অপ্রতিভ। অধঃ বদন যাহার, বহু। বিণ।

অধোবায়ু—অপানবায়ু, বাতকর্ম। অধোগামী বায়ু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অধোবাসঃ (-বাসস্) (>অধোবাস)—নিম্নাঙ্গের আবরণ বস্ত্র, ধুতি ইঃ। অধোযোগ্য বাসঃ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধোবিন্দু—অধঃস্বস্তিক (তাহা দ্রঃ)। অধঃস্থিত বিন্দু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অধোভঙ্গ—(ভূতত্ত্ব) নিয়মিতভাবে তাপ হারাইবার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের সংকোচনহেতু ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরে যে তরঙ্গ-ভঙ্গ হয়, তাহার নিম্নদিকের ভাঁজ, downfold. অধঃ ভঙ্গ, সুপ্। বি ; পুং।

অধোভাগ—নিম্নদিক, তলদেশ। অধঃস্থিত ভাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অধোভুবন—পাতাল। অধঃস্থিত ভুবন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধোমর্ম (-মর্মন্)—গুহ্যদ্বার। অধঃস্থিত মর্ম (সন্ধিস্থল), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধোমুখ—নতমুখ, হেঁটমুখ, যে নিম্নদিকে মুখ করিয়া আছে এরূপ, অধোবদন ; অপ্রতিভ ; (জ্যোতিষ) নক্ষত্রগণ বিঃ [মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ—এইগুলি অধোমুখ নক্ষত্র]। অধঃ হইয়াছে মুখ যাহার বা যাহাদের, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী।

অধোলোক—পাতাল। অধঃস্থিত লোক মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [(তাহা দ্রঃ)।

অধ্ব—সমাসে পূর্বপদস্থ 'অধ্বা' (অধ্বন্) শব্দ

অধ্বগ—১। পথগামী, পথিক। বিণ। ২। দিবাকর, সূর্য; উষ্ট্র। উপতৎ; অধ্বন্ (পথ) —গম্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অধ্বগা—১। ভাগীরথী, গঙ্গা। অধ্বন্ (পথ) —গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পথগামিনী। অধ্বগ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধ্বগামী (-গামিন্)—পথগামী, পথিক। উপতৎ; অধ্বন্ (পথ)—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অধ্বজ—ধ্বজরহিত, পতাকাশূন্য (রথ ইঃ)। ন (নাই) ধ্বজ যাহার, বহু। বিণ।

অধ্বর—১। যজ্ঞ। উপতৎ; অধ্বন্—রা+ক কর্তৃ। ২। অষ্টবসুর অন্যতম। বি; পুং। ৩। মনোযোগী, অবহিতচিত্ত, সাবধান। নঞ্—ধ্বৃ (কুটিল হওয়া)+অচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অধ্বরথ—১। পথাভিজ্ঞ দূত। অধ্বাই রথ যাহার, বহু। ২। পথগমনের উপযুক্ত রথ। অধ্বগামী রথ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অধ্বর্যু (র্য্যু)—যজুর্বেদবিৎ ঋত্বিক, যজুর্বেদীয় হোমকারী ব্রাহ্মণ। অধ্বর—যু+ক্বিপ্ কর্তৃ, অথবা, অধ্বর+ক্যচ্ (ইচ্ছা করে অর্থে)+যুচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অধ্বা (অধ্বন্)—১। পথ। অত্ (গমন করা)+ক্বনিপ্ অধি। ২। সময়, কাল। অত্+ক্বনিপ্ কর্তৃ। ৩। অবয়ব; উপায়। অত্+ক্বনিপ্ করণ। বি; পুং।

অধ্বান্ত—১। অন্ধকারাভাব; অল্প অন্ধকার; গোধূলি, twilight. ন (নয় অথবা ঈষৎ) ধ্বান্ত (অন্ধকার), নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অন্ধকারহীন। ন (নাই) ধ্বান্ত যেখানে, বহু। বিণ।

অধ্যক্ষ—১। প্রধান কর্মসম্পাদক, কর্তা, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর; প্রভু; পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক, manager; কার্যনির্বাহক। অধি—অক্ষ্ (ব্যাপিয়া থাকা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জ্ঞানগোচর। অক্ষকে (ইন্দ্রিয়কে) অধিগত, প্রাদি। বিণ।

অধ্যক্ষতা—কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, তত্ত্বাবধারণ; পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়কতা; ইন্দ্রিয়গোচরতা; দৃষ্টিগোচরতা। অধ্যক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অধ্যক্ষর—প্রণব, ওংকার। অধিক (প্রধান) অক্ষর, প্রাদি। বি; পুং।

অধ্যগ্নি—১। বিবাহকালে কন্যাকে প্রদত্ত যৌতুক ধনাদি। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নিসমীপে, বহ্নিনিকটে। অগ্নির সমীপে, অব্যয়ী। অ।

অধ্যধীন—১। অতিশয় বশীভূত, নিতান্ত অনুগত। বিণ। ২। ভৃত্য, দাস। অধিকভাবে অধীন, প্রাদি। বি; পুং।

অধ্যবসান—অধ্যবসায়, উদ্যম; (অলংকার) একীভাব, অভেদ। অধি—অব—সো+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অধ্যবসায়—কার্যে দৃঢ় যত্ন, অবিশ্রান্ত চেষ্টা, কর্ম-সম্পাদনে অবিচলিত উৎসাহ, একান্ত কার্যতৎপরতা; এই কাজ আমাকে করিতেই হইবে এইরূপ নিশ্চয়; (অলংকারশাস্ত্র) উপমেয়ের অধঃকরণ করিয়া উপমানের অভেদ স্থাপন। অধি—অব—সো (নাশ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-সায়ী**।

অধ্যবসায়শীল—অবিরাম উৎসাহশীল, দৃঢ়প্রযত্ন, অধ্যবসায়ী। অধ্যবসায় শীল যাহার, বহু। বিণ।

অধ্যবসায়ারূঢ়—কার্যসাধনে দৃঢ়সংকল্প। অধ্যবসায়কে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

অধ্যবসায়ী (-য়িন্)—আরব্ধ কার্যসাধনে দৃঢ়যত্ন, কার্যনির্বাহে একান্ত উদ্যমশীল। অধ্যবসায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অধ্যবসিত—সংকল্পিত; আরব্ধ, অবলম্বিত। অধি—অব—সো+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যবহার—যাহা কিছু পাইবামাত্র যে গিলিয়া ফেলে, মহাকায় মৎস্য বিঃ। বি।

অধ্যয়ন—পাঠ, পঠন, পড়া; মনোযোগ-পূর্বক পাঠ; বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা। অধি—ই+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধ্যয়ননিরত, -রত—পাঠে নিযুক্ত। অধ্যয়নে নিরত, রত, ৭মীতৎ। বিণ।

অধ্যয়নমগ্ন—পাঠে তন্ময়; পাঠনিরত। ৭মীতৎ। বিণ।

অধ্যয়নশীল—পাঠনিরত, পড়িতে রত; পঠনশীল। বহু। বিণ।

অধ্যয়নীয়—পঠনীয়, পাঠ্য। অধি—ই+অনীয় কর্ম। বিণ।

অধ্যর্ধ(র্দ্ধ)—সার্ধ, অর্ধাধিক এক, দেড়। অর্ধকে অধিগত, প্রাদি। বিণ।

অধ্যশন—ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন। অধিক অশন, প্রাদি। বি; ক্লী।

অধ্যস্ত—অধিরোপিত, আরোপিত, substituted. অধি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যস্য—অনুকল্পিত; আরোপিত, substituted. বিণ।

অধ্যাত্ম—১। পরমাত্মবিষয়ক, আত্ম-সম্বন্ধীয়; মনঃসংক্রান্ত, চিত্তবিষয়ক; শরীর-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। স্বভাব; চৈতন্য; আত্মতত্ত্ব; পরব্রহ্ম। আত্মাকে অধিকার করিয়া এই বাক্যে, অব্যয়ী—অধ্যাত্ম, তদুত্তরে অচ্ বিশিষ্টার্থে। অ বা বি; ক্লী।

অধ্যাত্মতত্ত্ব—পরমেশ্বরবিষয়ক রহস্য, ঈশ্বরতত্ত্ব; ব্রহ্মজিজ্ঞাসা; দেহতত্ত্ব। অধ্যাত্মের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, অধ্যাত্মবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ (-বিদ)—পরমাত্মবিষয়ক গূঢ়রহস্যবেত্তা। উপতৎ; অধ্যাত্মতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অধ্যাত্মরামায়ণ—বেদব্যাস-রচিত কাব্য গ্রন্থ বিঃ [ইহাতে রামচরিত্রের আধ্যাত্মিক বর্ণনা ইঃ আছে]। কর্মধা। বি; ক্লী।

অধ্যাত্মা (-ত্মন্)—আত্মা; জীবাত্মা, পরমাত্মা। প্রাদি। বি; পুং।

অধ্যাত্মিক—অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক। অধ্যাত্ম+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধ্যাত্মীয়—কাহারও নিজের সম্বন্ধীয় আত্মসম্বন্ধীয়, subjective. অধ্যাত্মন্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধ্যাপক—শিক্ষক, উপদেশক, শিক্ষাগুরু, শাস্ত্রাদিশিক্ষক, আচার্য, উপাধ্যায়, কলেজের শিক্ষক। অধি—ই+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-পিকা**।

অধ্যাপন—শিক্ষাদান, পড়ানো। অধি—ই+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধ্যাপনা—শিক্ষাদান, পড়ানো। অধি—ই+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধ্যাপনীয়—শিক্ষণীয়, পাঠনীয়। অধি—ই+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অধ্যাপয়িতা (-য়িতৃ)—অধ্যাপক, শিক্ষক। অধি—ই+ণিচ্+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

অধ্যাপিকা—মহিলা অধ্যাপক; অধ্যাপক-পত্নী। অধ্যাপক+আপ্। বি; স্ত্রী।

অধ্যাপিত—পাঠিত, যাহা বা যাহাকে পড়ানো হইয়াছে এরূপ। অধি—ই+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যাবাহনিক—বিবাহের পর স্বামিগৃহে যাইবার সময়ে বধূ পিতৃগৃহ হইতে যে ধন প্রাপ্ত হয় সেই স্ত্রীধন। অধি—আবাহন (আহ্বান)+ইক। বি; ক্লী।

অধ্যায়—গ্রন্থের বিভাগ, গ্রন্থপরিচ্ছেদ, chapter. [পুরাণাদিতে সর্গ, বর্গ, পরিচ্ছেদ, উদ্ঘাত, অধ্যায়, স্কন্ধ, অঙ্ক, সংগ্রহ, উচ্ছ্বাস, পরিবর্ত, পটল, কাণ্ড, স্থান, প্রকরণ, পর্ব, উল্লাস, আহ্নিক—এইগুলি সাধারণতঃ অধ্যায় নামে উক্ত। সংকলিত স্তোত্রাদির পাঠে নির্দিষ্ট সংখ্যা লইয়া কৃত বিভাগকে অধ্যায় বলে।] অধি—ই+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

অধ্যারূঢ়—কৃতারোহণ, যে আরোহণ করিয়াছে এমন; অধিক। অধি—আ—রুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অধ্যারোপ, -রোপণ—স্থাপন; অধ্যাস, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করা, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান, transference of

epithet. [যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, অথবা নির্বিকার ব্রহ্মে সবিকারত্বের আরোপ।] অধি—আ—রুহ্ + ণিচ্ (=রোপি) + অচ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

অধ্যারোহণ—উপরে উঠা, আরোহণ ; স্কন্ধে উঠা। অধি—আ—রুহ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যাস—১। অধ্যারোপ, মিথ্যা জ্ঞান, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা ; একে অপরের ধর্মস্থাপন ; মায়া, প্রপঞ্চ ; ফাঁকি, illusion. অধি—অস্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ—**অধ্যস্ত**। ২। উপবেশন, বসা ; অধিষ্ঠান ; আধিপত্য। অধি—আস্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অধ্যাসন—উপবেশন, অধিষ্ঠান, অধিরোহণ। অধি—আস্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যাসিত—১। অধিষ্ঠিত। অধি—আস্ + ক্ত কর্তৃ। ২। নিবেশিত। অধি—আস্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যাসীন যে বসিয়া আছে এরূপ, উপবিষ্ট। অধি—আস্ + শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অধ্যাহরণ, -হার—উহ্য করা অর্থাৎ অর্থবোধের প্রয়োজন হেতু কোন পদ ব্যবহৃত না থাকিলেও ধরিয়া লওয়া, কোন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনানুরূপ পদের বিন্যাস, উহ্যবাক্যপূরণ ; বিতর্ক, অনুমান। অধি—আ—হৃ + অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি ; ক্লী, পুং।

অধ্যাহার্য(র্য্য)—উহ্য ; তর্ক্য। অধি—আ—হৃ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অধ্যাহৃত—উহ্য বলিয়া যাহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এমন ; তর্কিত, বিচারিত। অধি—আ—হৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যুষিত—১। যেখানে বাস করা হইয়াছে এরূপ। অধি—বস্ + ক্ত কর্ম। ২। উপবিষ্ট ; অধিষ্ঠিত। অধি—বস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অধ্যুষ্ট—খ্যাত, প্রথিত, প্রসিদ্ধ। অধি—বস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অধ্যুষ্ট্র—উষ্ট্রচালিত রথ বা দোলা। অধিকৃত উষ্ট্রকে, প্রাদি। বি ; পুং।

অধ্যূঢ়—১। মহেশ্বর, শিব। অধি—বহ্ + ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং। ২। বৃদ্ধিশীল ; সমৃদ্ধ। অধি—বহ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যূঢ়া—১। অধিবিন্না, পত্নী জীবিত থাকিতে যাহার স্বামী পুনরায় বিবাহ করে ; বহু বিবাহকারী পুরুষের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। অধি (উপরে) ঊঢ় (বিবাহ) যাহার, বহু + আপ্। বি, স্ত্রী। ২। বৃদ্ধিশীলা ; সমৃদ্ধা। অধ্যূঢ় (২) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অধ্যেতব্য—পঠিতব্য, পঠনীয়। অধি—ই + তব্য কর্ম। বিণ।

অধ্যেতা (অধ্যেতৃ)—অধ্যয়নকারী, পাঠক, বিদ্যার্থী, ছাত্র, শিষ্য। অধি—ই + তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

অধ্যেষণ—বিনীত নিবেদন, সবিনয় জিজ্ঞাসা ; আদরের সহিত নিয়োগ, প্রার্থনা। অধি—ইষ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**অধীষ্ট**।

অধ্যেষণা—সবিনয় জিজ্ঞাসা ; সবিনয় প্রার্থনা। অধি—ইষ্ + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধ্রুব—অনিশ্চিত, অনবধারিত, অস্থির, পরিবর্তনশীল, অনিত্য, চঞ্চল। নঞ্তৎ। বিণ।

অন্ (নঞ্)—সাদৃশ্য অভাব অন্যত্ব অল্পতা অপ্রাশস্ত্য বিরোধ ইঃ সূচক অব্যয়। ['অ' দ্রঃ।]

অন—অন্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অন-অন -অন্যোন্য, পরস্পর। প্রা কপ্র। বিণ।

অনংশ—১। ভাগের অযোগ্য ; অনধিকারী ; সম্পত্তির ভাগে যাহার অধিকার নাই এমন। ন (হয় না) অংশ যাহার, বহু। বিণ। ২। অংশ ভিন্ন বস্তু, অংশের অভাব। ন অংশ, নঞ্তৎ। বি, পুং।

অনংশা—১। বিভাগের অযোগ্যা, অনধিকারিণী। অনংশ (১) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নন্দ ও যশোদার কন্যা। বি ; স্ত্রী।

অনংশুমৎফলা—কলাগাছ। অনংশু + মতুপ আছে অর্থে ; সেরূপ ফল যাহার, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনক—অধম, নীচ, নিন্দনীয়। অন্ + অচ্ কর্তৃ + ক নিন্দা অর্থে। বিণ।

অনক্ষ—১। নয়নহীন, অন্ধ। ন (নাই) অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু (সমাসান্ত ষচ্-প্রত্যয়)। স্ত্রী, -ক্ষী। ২। চক্রশূন্য ('রথ') ; ইন্দ্রিয়রহিত। ন (নাই) অক্ষ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষা।

অনক্ষর—১। অবাচ্য উক্তি, কুৎসা, নিন্দা ; লুপ্তাক্ষর ; যাহা অক্ষরে বা লেখায় প্রকাশিত হয় নাই। ন (অপ্রশস্ত, নাই) অক্ষর যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ২। বর্ণজ্ঞানহীন, মূর্খ। ন (নাই) অক্ষর (বর্ণজ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

অনক্ষি—কুৎসিত চক্ষু। ন (অপ্রশস্ত) অক্ষি (চক্ষু), নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অনগ—বৃক্ষরহিত ; পর্বতশূন্য। ন (নাই) অগ (বৃক্ষ বা পর্বত) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনগণি—অগণ্য, অসংখ্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অনগার—১। ঋষি, মুনি। বি ; পুং। ২। গৃহহীন। ন (নাই) অগার (গৃহ) যাহার, বহু। বিণ।

অনগ্ন—অবিবস্ত্র, যে উলঙ্গ নহে এরূপ, সবস্ত্র, বস্ত্রপরিহিত। ন নগ্ন (উলঙ্গ), নঞ্তৎ। বিণ।

অনগ্নি—১। অগ্নিহীন, দাহকার্য রহিত ; শ্রুতিস্মৃতিসম্মতকর্মশূন্য। বিণ। ২। সন্ন্যাসী ; নিরগ্নি ব্রাহ্মণ। ন (নাই) অগ্নি যাহার, বহু। বি ; পুং।

অনঘ—১। মুনি বিঃ, বশিষ্ঠ ও ঊর্জার পুত্র। বি ; পুং। ২। নিষ্পাপ, নির্মল, পবিত্র ; সুন্দর ; বাধাবিপত্তিহীন ; দুঃখহীন। ন (নাই) অঘ (পাপ, মলিনতা) যাহার, বহু। বিণ।

অনঙ্কুশ—উচ্ছৃঙ্খল ; বল্গাহীন ; বাধাবন্ধহীন। বহু। বিণ।

অনঙ্গ -১। কামদেব, মদন, কন্দর্প [শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়া কামদেব তাঁহার নয়ননিঃসৃত রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য অবয়বশূন্য হওয়ায় তাঁহার নাম অনঙ্গ হইয়াছে]। বি ; পুং। ২। শূন্য, আকাশ, চিত্ত [আকাশের কোন অঙ্গ নাই, এজন্য তাহাও অনঙ্গ ; আর ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে চিত্ত সূক্ষ্মত্ব হেতু অঙ্গহীন, এজন্য তাহাও অনঙ্গ নামে অভিহিত]। বি, ক্লী। ৩। অঙ্গহীন, নিরবয়ব। ন (নাই) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। [বি ; ক্লী।

অনঙ্গক—চিত্ত, মন। অনঙ্গ + ক স্বার্থে।

অনঙ্গমোহন—১। মদনমোহন, শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। ২। অতি সুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অনঙ্গলেখ—প্রেমপত্র, প্রণয়লিপি। অনঙ্গপ্রণোদিত লেখ (লিখন), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অনঙ্গারি—কামের শত্রু, মহাদেব, শিব। অনঙ্গের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [অনঙ্গ' দ্রঃ।]

অনঙ্গুলি—অঙ্গুলিহীন ; ঠুঁটা। ন (নাই) অঙ্গুলি যাহার, বহু। বিণ।

অনচ্ছ—অপরিষ্কৃত, অনির্মল, ঘোলা, আবিল ; অস্বচ্ছ, যাহার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি ভেদ করিতে পারে না এবং এপার হইতে ওপার দেখা যায় না এমন, opaque. ন অচ্ছ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনচ্ছন—আচ্ছন্ন, অধীর। <আচ্ছন্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

অনঞ্জন—১। অঞ্জনশূন্য, কজ্জলশূন্য ; নিষ্পাপ, নির্দোষ, দোষরহিত। বিণ। ২। পরব্রহ্ম ; শূন্য, আকাশ। ন (নাই) অঞ্জন যাহার, বহু। [ব্রহ্ম মলিনত্ববর্জিত, আকাশও তদ্রূপ।] বি ; ক্লী।

অনটন—(সংসারব্যয়াদি) না চলা, টানাটানি, অভাব, অপ্রতুল। ন অটন, নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অনড়—স্থিতিশীল, যাহা নড়ে না এমন,

অচল ; অপরিবর্তনীয় ; অটল । না নড়ে যাহা, উপতৎ । বাংপ্র । বিণ ।

অনড্বান্ (অনডুহ্)—বৃষ, বলদ । অনস্ (শকট)—বহ্ (বহন করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ দিপা । বি ; পুং । স্ত্রী—**অনডুহী**, **অনড্বাহী** (গাভী) ।

অনত—১ । অপ্রণত ; অবিনীত ; উদ্ধত, অহংকৃত ; অনম্রীভূত ; অবক্রীভূত । ন নত, নঞ্তৎ । বিণ । ২ । স্থানান্তরে, অন্যস্থানে ('অনত অনত চলি যাউ'—গোবিন্দ) । <অন্যত্র । অ । ৩ । অবনত । প্রা কপ্র । বিণ ।

অনতহি—অন্যদিকে, অন্যত্র, অপর স্থানে ('অনতহি গমনে এতহি নিহার'—বিদ্যা) । প্রা কপ্র । অ ।

অনতি ১ । অনধিক, মাঝারি । ন অতি, নঞ্তৎ । অ ; বিণ । ২ । অবিনয় । ন নতি, নঞ্তৎ । বি ; স্ত্রী ।

অনতিকাল—কমসময় । ন অতিকাল, নঞ্তৎ । বি ; পুং ।

অনতিক্রম, -ক্রমণ—অলঙ্ঘন, অনতিবর্তন । ন অতিক্রম, অতিক্রমণ, নঞ্তৎ । বি ; পুং, স্ত্রী ।

অনতিক্রমণীয়, -ক্রম্য — অতিক্রম করিবার পক্ষে অসাধ্য ; অতিক্রমের অযোগ্য, অলঙ্ঘনীয় ; অনুল্লঙ্ঘনীয় , অনতিবর্তনীয় । ন অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিক্রান্ত—অনতীত , অনতিবাহিত অযাপিত, অলঙ্ঘিত ; অনতিবর্তিত । ন অতিক্রান্ত, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিতপ্ত—যাহা অধিক উত্তপ্ত নয় এরূপ, ঈষদুষ্ণ । ন অতিতপ্ত, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিদীর্ঘ যাহা অধিক দীর্ঘ নয় এরূপ, অল্প লম্বা । ন অতিদীর্ঘ, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিদূর ১ । যাহা অধিক দূর নয় এরূপ অল্পদূরবর্তী ; নিকটস্থ । বিণ । ২ । নিকট, সমীপ । ন অতিদূর, নঞ্তৎ । বি ; ক্লী ।

অনতিদূরবর্ত্তী (-বর্তিন্) **-বর্ত্তী**--নিকটস্থ, অল্পদূরস্থ, অধিক দূরে অবস্থিত নহে এরূপ । অনতিদূরে বর্তে যে, উপতৎ ; অনতিদূর—বৃৎ+ণিন্ কর্ত্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-বর্ত্তিনী** ।

অনতিপূর্ব(র্ব্ব)—যাহা অনেক আগে নয় এরূপ, বহুপূর্বে নয় এরূপ । ন অতিপূর্ব, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিবর্ত(র্ত্ত)ক—অনুল্লঙ্ঘক, অনতিক্রমকারী । ন অতিবর্তক, নঞ্তৎ । বিণ । স্ত্রী, **-বর্তিকা** ।

অনতিবর্ত(র্ত্ত)ন—অনতিক্রম, অনুল্লঙ্ঘন ; পালন, রক্ষা । ন অতিবর্তন, নঞ্তৎ । বি ; ক্লী ।

অনতিবর্ত(র্ত্ত)নীয়—অনতিক্রমণীয়, অলঙ্ঘনীয় ; অবশ্যপালনীয় । ন অতিবর্তনীয়, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিবর্তি(র্ত্তি)ত—অনতিক্রান্ত, অলঙ্ঘিত । ন অতিবর্তিত, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিবিলম্ব—অধিক বিলম্বের অভাব । ন অতিবিলম্ব, নঞ্তৎ । বি ; পুং । বিণ, **-বিলম্বিত** ।

অনতিবিলম্বে—অধিক গৌণ ব্যতিরেকে, অগৌণে । ন (নাই) অতিবিলম্ব যাহাতে, বহু, এরূপে । ক্রি-বিণ ।

অনতিবিস্তৃত—যাহা অধিক বিস্তৃত নয় এরূপ, অল্পপ্রসর, অল্পব্যাপী । ন অতিবিস্তৃত নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতিযত্ন—১ । সামান্য যত্ন । নঞ্তৎ । বি ; পুং । ২ । সামান্য যত্নে সমধিক যত্ন ব্যতীত । বহু । ক্রি বিণ ।

অনতিরিক্ত—যাহা অতিরিক্ত নহে এরূপ, যাহা খুব বেশী নহে এরূপ ; অভিন্ন । ন অতিরিক্ত, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনতীতবাল্য যাহার বাল্যকাল শেষ হয় নাই এমন ; যে এখনও ছেলেমানুষ এমন । বহু । বিণ ।

অনত্য—ধ্বংস ; বিপদ্ ; সর্বনাশ । <অনর্থ । বি । **অনত্যপাত করা**—বিপদ্ ঘটানো , সর্বনাশ সাধন করা ।

অনত্যয়—যাহার হানি বা শেষ নাই এমন, অনন্ত । ন (নাই) অত্যয় যাহার, বহু । বিণ ।

অনন্ত—১ । গৌরসর্ষপ, শ্বেত সরিষা, রাই-সরিষা । বি , পুং । ২ । অভগ্ন । ন অন্ত (ভঙ্গ), নঞ্তৎ । বিণ ।

অনদ্যতন—অদ্যতন ব্যতীত কাল, গত রাত্রির শেষ প্রহরের পূর্ববর্তী কাল [গত রাত্রির শেষ প্রহর, আগামী রাত্রির প্রথম প্রহর এবং মধ্যবর্তী দিনের চারি প্রহর এই সময়ের নাম অদ্যতন এতদ্ভিন্ন কালের নাম অনদ্যতন] । ন অদ্যতন, নঞ্তৎ । বি ; পুং ।

অনধিক—যাহা অধিক নয় এরূপ, কিঞ্চিৎ, অল্প, ঈষৎ । ন অধিক, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধিকার—১ । অধিকারের অভাব, স্বত্বহীনতা ; অনায়ত্ততা ; ক্ষমতাশূন্যতা । নঞ্তৎ । বি ; পুং । ২ । অধিকারহীন । ন (নাই) অধিকার যাহাতে, বহু । বিণ ।

অনধিকারচর্চা(র্চ্চা)—ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়ের অনুশীলন ; যাহাতে অধিকার বা জ্ঞান নাই এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ; যে বিষয়ে যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নাই অথবা যাহা কর্তব্যবহির্ভূত তাহাতে হস্তক্ষেপ বা তাহার আলোচনা । অনধিকার (২) চর্চা, কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

অনধিকারচর্চী, (-চর্চিন্), **-চর্চ্চী**—অভিজ্ঞতা যোগ্যতা বা কর্তব্যের বহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপকারী বা আলোচনাকারী । উপতৎ ; অনধিকার—চর্চ্+ণিন্ কর্ত্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-চর্চিনী** ।

অনধিকারপ্রবেশ—অধিকার ব্যতিরেকে প্রবেশ ; বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ; নিষিদ্ধ বা অননুমত স্থানে প্রবেশ, trespass. অনধিকার (২) এমন প্রবেশ, কর্মধা । বি ; পুং ।

অনধিকারী (-কারিন্)—অস্বত্ববান্, অধিকারশূন্য ; সম্পর্করহিত ; অযোগ্য ; শক্তিরহিত । নঞ্তৎ । বিণ । স্ত্রী, **-রিণী** ।

অনধিকৃত—অনায়ত্ত ; ক্ষমতাবহির্ভূত ; যাহাতে প্রবেশলাভ ঘটে নাই এরূপ , অসম্পর্কিত ; অপ্রাপ্ত । নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধিগত—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত ; অজ্ঞাত, অবিদিত ; অনায়ত্ত ; অনধীত অপঠিত । নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধিগম—অলাভ, অপ্রাপ্তি ; অনবগম, না বোঝা , অপঠন ; অনায়ত্ততা । নঞ্তৎ । বি ; পুং ।

অনধিগম্য—অলভ্য, অপ্রাপ্য ; অবোধ্য ; দুর্জ্ঞেয়, অবশীকরণীয় ; দুরারোহ ; দুষ্প্রবেশ । নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধিন—অবশ । প্রা কপ্র । বিণ ।

অনধিষ্ঠিত—অনারোপিত, অস্থাপিত ; অপ্রতিষ্ঠিত , অনাগত, অনুপস্থিত ; অনাসীন; অনবস্থিত । নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধীত—যাহা পড়া হয় নাই এরূপ, অপঠিত । নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধীন—অনায়ত্ত ; অবশীভূত , অপরতন্ত্র, independent ; স্ববশ, স্বাধীন । নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধীশ—১ । অধীশ্বরশূন্য ; অনিয়ন্ত্রিত ; অরাজক । ন (নাই) অধীশ যাহার, বহু । বিণ । ২ । পরমেশ্বর, জগদীশ্বর । ন (নাই) অধীশ যাহা হইতে, বহু । বি ; পুং ।

অনধ্যক্ষ—অপ্রত্যক্ষ, অগোচর ; অধ্যক্ষভিন্ন ; অধ্যক্ষ হইবার অযোগ্য । অক্ষকে অধিগত, প্রাদি—অধ্যক্ষ ; ন অধ্যক্ষ, নঞ্তৎ । বিণ ।

অনধ্যায়—১ । পাঠবিরাম, অধ্যয়নাভাব , বচনাভাব । নঞ্তৎ । ২ । যে সময়ে বেদাদিপাঠ নিষিদ্ধ সে সময় , বিদ্যালয়ের ছুটির সময় । ন (নাই) অধ্যায় (পাঠ) যাহাতে, বহু । বি , পুং ।

অননুকরণীয়—যাহা অনুকরণীয় নয় এরূপ, অনুকরণের অযোগ্য; যাহা অনুকরণ করা দুঃসাধ্য এমন । নঞ্তৎ । বিণ ।

অননুকূল—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপক্ষ । নঞ্তৎ । বিণ ।

অননুগত—অবাধ্য, অবশীভূত ; অসহগামী , অপশ্চাদ্গামী । নঞ্তৎ । বিণ ।

অননুজ্ঞাত -অননুমোদিত, যাহাতে অনু-

মতি দেওয়া হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুধ্যাত—অনালোচিত, অননুশীলিত; অচিন্তিত; অস্মৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভবনীয়—অনুভবের অযোগ্য, ধারণার অতীত, অচিন্তনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভাবুক—যে অনুভব করিতে পারে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভূত—অনুপলব্ধ, যাহা অনুভব করা যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভূতপূর্ব(র্ব) পূর্বে অনুপলব্ধ, যাহা পূর্বে কখনও অনুভব করা হয় নাই এরূপ। পূর্বে অনুভূত, ৭মীতৎ=অনুভূতপূর্ব; ন অনুভূতপূর্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমত—অননুমোদিত, অননুজ্ঞাত; মতের বিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমান—কার্যকারণাদি দেখিয়া কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কল্পনাকৃত অবধারণের অভাব, বে-আন্দাজ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অননুমিত—কার্যকারণাদি দেখিয়া যাহার অবধারণ করা যায় নাই এরূপ, পূর্বে অনবধারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমেয় অনুমানের অযোগ্য, পূর্ব হইতে ধারণার অতীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমোদন—অসম্মতি; সমর্থনাভাব, অনুমোদন না করা; অগ্রাহ্য করা। নঞ্‌তৎ। বি, ক্লী।

অননুমোদিত—যাহাতে সম্মতি দেওয়া হয় নাই এরূপ, যাহাতে অনুমোদন করা হয় নাই এরূপ, অননুমত অসমর্থিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুরূপ—বিসদৃশ, অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুশীলন—চর্চা না করা, চর্চাশূন্যতা, অনালোচনা, অনুশীলনাভাব, অনুশীলন-বর্জন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অননুশীলিত—যাহার চর্চা করা হয় নাই এরূপ, অনালোচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুষ্ঠান—অকরণ, কার্যতঃ না করা, অবিধান। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অননুষ্ঠিত—যাহার অনুষ্ঠান করা হয় নাই এরূপ, অকৃত, অবিহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্ত—১। অশেষ, অন্তহীন; চির, অসীম; নাশহীন; মৃত্যুহীন; অক্ষয়, অবিনশ্বর; ইয়ত্তাশূন্য, অসংখ্য। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহু। বিণ। বি, -ত্তা, -ত্ব। ২। ভগবান্‌, বিষ্ণু। ন (নাই) অন্ত (শেষ) যাঁহার, বহু। [চতুর্বেদ, পুরাণ ও অন্য শাস্ত্র যোগে ইহার অন্ত পাওয়া যায় নাই; এজন্য পণ্ডিতেরা ইঁহাকে অনন্ত বলিয়াছেন।] অথবা, ন (নাই) অন্ত (অর্থাৎ গুণের অন্ত) যাঁহার, বহু। [গন্ধর্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ, চারণ প্রঃ ইঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকে।] ৩। শেষনাগ, সর্পরাজ। [চরিতাবলী দ্রঃ।] ৪। বলদেব [ইনি বিষ্ণুরই অষ্টম অবতার, এজন্য অনন্ত নামে আখ্যাত]। ৫। মেঘ [মেঘের সীমা কেহ পায় না, এবং ইহা অনন্তব্যাপী, এজন্য ইহার নাম অনন্ত]। ৬। বৃক্ষ বিঃ, সিন্দুবার বৃক্ষ, নিসিন্দাগাছ [ইহার গুণ অনন্ত, এজন্য নামও 'অনন্ত']। বি; পুং। ৭। ব্রহ্ম ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত]। ৮। আকাশ [ইহার অন্ত বা ধ্বংস নাই, ইহা নিত্য, এজন্য ইহা অনন্ত]। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহু। বি, ক্লী। ৯। (সর্পাকৃতি বলিয়া) রমণীগণের বাহুভূষণ বিঃ, তাগা। বা°প্র। বি।

অনন্তকাল—চিরদিন, আবহমান কাল। অনন্ত এমন কাল, কর্মধা। বি; পুং।

অনন্তকালব্যাপী (-ব্যাপিন্‌)—চিরস্থায়ী, চিরদিন স্থিতিশীল, অবিনশ্বর। উপতৎ, অনন্তকাল—বি—আপ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ব্যাপিনী।

অনন্তকালস্থায়ী (-স্থায়িন্‌)—চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর। অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, -স্থায়িনী।

অনন্তগতি—১। চিরপ্রবাহিত, যাহার গতির কখনও বিরাম হয় না ('—নদী', '—বায়ু')। অনন্তা গতি যাহার, বহু। ২। বন্ধনমুক্ত; মুক্ত। অনন্তে (ব্রহ্মে) গতি যাহার, বহু। ৩। সর্বত্রগ, সকলস্থানগামী। অনন্তে (বিশ্বে) গতি যাহার, বহু। বিণ। ৪। নিরবচ্ছিন্ন গমন। অনন্তা গতি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অনন্তচতুর্দ(র্দ)শী ভাদ্রমাসের শুক্ল পক্ষীয় চতুর্দশী [এই তিথিতে হিন্দুরমণীরা অনন্তব্রত করিয়া থাকেন]। অনন্ত সংক্রান্ত চতুর্দশী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তজিৎ—চতুর্দশ জৈন তীর্থংকর। উপতৎ, অনন্ত—জি+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি, পুং।

অনন্ততৃতীয়া—বৈশাখ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণের শুক্লা তৃতীয়া। অনন্তপ্রিয়া তৃতীয়া, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তদেব—নারায়ণ, বিষ্ণু; জগদীশ্বর; শেষনাগ। অনন্তই দেব, কর্মধা। বি; পুং।

অনন্তনিদ্রা—অন্তহীন নিদ্রা, যে ঘুম আর ভাঙ্গে না এমন, মৃত্যু। অনন্তা নিদ্রা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তপ্রকার—অশেষবিধ, বহুরকম। অনন্ত (অশেষ) প্রকার যাহার, বহু। বিণ।

অনন্তপ্রবাহ—১। বায়ু; নদী। অনন্ত প্রবাহ যাহার, বহু। ২। যে স্রোতের শেষ নাই। অনন্ত প্রবাহ, কর্মধা। বি; পুং। বিণ, -বাহী (-হিন্‌)।

অনন্তবাহু—অসংখ্য-ভুজবিশিষ্ট ('—জগদীশ্বর')। অনন্ত বাহু যাঁহার, বহু। বিণ।

অনন্তবিজয়—যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ। অনন্তের বিজয় হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

অনন্তবীর্য(র্য)—১। অসীমপরাক্রমসম্পন্ন, অমিততেজাঃ। অনন্ত বীর্য যাঁহার, বহু। বিণ। ২। অসীম পরাক্রম। অনন্ত এমন বীর্য, কর্মধা। বি; ক্লী। ৩। ভাবী কল্পের জিনদিগের ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর। বি; পুং।

অনন্তব্রত অনন্তচতুর্দশী ব্রত। বি; ক্লী।

অনন্তমূল ওষধি বিঃ। অনন্ত মূল যাহার, বহু। বি, পুং।

অনন্তযাত্রা—যে যাত্রার কখনও শেষ হয় না, মহাযাত্রা। অনন্তা যাত্রা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তর—১। ব্যবধানাভাব, অব্যবধান, সমীপ। ন অন্তর, নঞ্‌তৎ। বি, ক্লী। ২। অব্যবহিত, ঠিক পরবর্তী পশ্চাদ্বর্তী; নিকটবর্তী, সন্নিহিত। ন (নাই) অন্তর যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। অতঃপর, ইহার পরে। ন (নাই) অন্তর যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনন্তরজ—পশ্চাদুৎপন্ন, অতঃপর জাত, অনুজ; অনুলোমজাত; পুরুষ অপেক্ষা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত। উপতৎ; । বিণ।

অনন্তরায়—১। বাধার অভাব। ন অন্তরায়, নঞ্‌তৎ। বি, পুং। ২। বাধাহীন। ন (নাই) অন্তরায় যাহাতে, বহু। বিণ।

অনন্তরাশি—(অঙ্কশাস্ত্র) যাহার সীমা নির্ণয় হয় না এরূপ রাশি, infinity. অনন্ত এমন রাশি, কর্মধা। বি; পুং।

অনন্তরূপ—১। অনন্তদেব, বিষ্ণু। বি; পুং। ২। ব্রহ্ম। বি; ক্লী। ৩। অসংখ্য আকারযুক্ত; অশেষপ্রকার। অনন্ত রূপ যাঁহার, বহু। বিণ। ৪। অসংখ্য আকার, অনেক রকম। অনন্ত এমন রূপ, কর্মধা। বি; ক্লী।

অনন্তরূপী (-রূপিন্‌)—বহুমূর্তিধারী। অনন্তরূপ (৪)+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রূপিণী।

অনন্তশয়ন, -শয্যা—১। নারায়ণের ক্ষীরোদ সাগরস্থিত অনন্তনাগরূপ শয্যা। অনন্তরূপ শয়ন, শয্যা, রূপক কর্মধা। ২। অন্তহীন শয্যা, যাহা চিরদিনের জন্য পাতা থাকে এরূপ শয্যা, যে বিছানা পাতাই থাকে; অন্তহীন নিদ্রা, যে ঘুম কখনও ভাঙ্গে না, মৃত্যু। অনন্ত (১) এমন শয়ন, শয্যা, কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অনন্তশয্যাশায়ী (-য়িন্‌)—অনন্তনাগরূপ শয্যায় শয়নকারী; মৃত্যুশয্যায় শয়নকারী;

সর্পরূপ শয্যায় শয়নকারী। উপপদ তৎ ; অনন্ত-শয্যা—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শায়িনী।

অনন্তশীর্ষ, -শীর্ষা (-শীর্ষন্)—১। বাসুকি। বি ; পুং। ২। অসীমমস্তক, বহুমস্তকযুক্ত। অনন্ত (অশেষ) শিরঃ যাহার, বহু, (শিরস্-স্থানে শীর্ষ ও শীর্ষন্)। বিণ।

অনন্তশীর্ষা—১। বাসুকিপত্নী, নাগরাজ বাসুকির ভার্যা। বি ; স্ত্রী। ২। বহুমস্তক-সম্পন্না, অসংখ্যমস্তকযুক্তা। অনন্তশীর্ষ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনন্তা—১। অন্তহীনা। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী ; দুর্গা ; শ্বেতদূর্বা ; দূর্বা ; গুড়ুচি ; আমলকী ; শ্যামালতা ; অনন্তমূল ; অগ্নিশিখা বৃক্ষ ; পিপ্পলী ; শ্বেত বা কৃষ্ণ দুরালভা ; হরীতকী, অগ্নিমন্থ বৃক্ষ ; স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনন্বয়—১। অর্থালংকার বিঃ [যেখানে এক বস্তুতেই উপমান ও উপমেয় উভয়ের ধর্ম পর্যবসিত হয়, তথায় এই অলংকার হয় ; যেমন,—"জগদানন্দ কহ পহুঁক তুলনা পহুঁ নিরুপম গৌরকিশোর"—জগদানন্দ]। বি, পুং। ২। অন্বয়শূন্য, সম্বন্ধবিরহিত ; বংশহীন, নির্বংশ। ন (নাই) অন্বয় যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ৩। পরস্পর সম্বন্ধাভাব ; অসংগতি। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনন্বয়ী (-য়িন্)—অন্বয়শূন্য, যাহার অন্বয় হয় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ। **অনন্বয়ী অব্যয়**—(ব্যাকরণ) যে সকল অব্যয় শব্দের সহিত বাক্যান্তর্গত অন্য কোন শব্দের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ থাকে না, তাহারা, interjection.

অনন্বিত—পূর্বাপরসম্বন্ধশূন্য ; নিঃসম্পর্ক ; বিযুক্ত, অযুক্ত ; পূর্বাপরবিরুদ্ধ, অসংলগ্ন অসম্বদ্ধ ; অসংগত ; শূন্য, বিরহিত, বর্জিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্য—১। অদ্বিতীয় ; অভিন্ন ; অন্য-সম্পর্কশূন্য, অন্য কোন বিষয়ের সহিত সংস্রব-শূন্য ; একমাত্র, unique. নঞ্তৎ। বিণ। ২। বিষ্ণু। ন (নাই) অন্য অর্থাৎ সদৃশ ব্যক্তি যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অনন্যকর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা**—অন্যকর্মশূন্য, কোন বিশেষ কর্মের নিমিত্ত যে অন্য সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ ; একমাত্র কর্মে রত। অন্য কর্ম, কর্মধা—অন্যকর্ম ; ন (নাই) অন্যকর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যগতি—১। উপায়ান্তরবিহীন, গত্যন্তর-শূন্য ; একান্ত নিরুপায়, নিতান্ত নিরাশ্রয়। অন্যা গতি, কর্মধা—অন্যগতি ; ন (নাই) অন্যগতি যাহার, বহু। বিণ। ২। অন্য উপায়ের অভাব। অন্যা গতি, কর্মধা ; ন অন্যগতি, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনন্যগতিক—উপায়ান্তররহিত, গত্যন্তর-শূন্য, একাশ্রয়। ন (নাই) অন্যা গতি যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ।

অনন্যগামী (-গামিন্)—অন্যসম্পর্করহিত, যে অন্য স্থানাদিতে গমন করে না এরূপ ; একনিবিষ্ট, একানুরক্ত। অন্যে গমন করে যে, উপপদ তৎ—অন্যগামী ; ন অন্যগামী, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।

অনন্যচিত্ত—এক বিষয়ে নিবিষ্টমনা, বিষয়ান্তরে অনাসক্ত ; একাগ্রহৃদয়, তদ্গতমনা। অন্যে চিত্ত যাহার, বহু—অন্যচিত্ত ; ন অন্যচিত্ত, নঞ্তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—**অনন্য-চিত্তে।**

অনন্যচিন্তা—বিষয়ান্তরের ভাবনা না করা, অন্য বিষয় না ভাবা ; একই বিষয় ভাবা। অন্যা চিন্তা, কর্মধা, অথবা, অন্যের (অন্য বিষয়ের) চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ—অন্যচিন্তা ; ন অন্য-চিন্তা, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনন্যজ—বিষ্ণুজাত অনঙ্গ, মদন। অনন্য (২) হইতে জন্মে যে, উপপদ তৎ ; অনন্য—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

অনন্যতন্ত্র—অপরতন্ত্র, অপরাধীন ; স্ববশ, স্বাধীন ; মৌলিক। অন্যের তন্ত্র (প্রাধান্য) যাহাতে, বহু—অন্যতন্ত্র, ন অন্যতন্ত্র নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যদৃষ্টি—যাহার অন্য কোন দিকে বা বিষয়ে দৃষ্টি নাই এরূপ, একলক্ষ্য। অন্যে দৃষ্টি যাহার, বহু—অন্যদৃষ্টি ; ন অন্যদৃষ্টি, নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যধর্মা (-ধর্মন্) **-ধর্মা**—যাহার অন্য কোন ধর্ম নাই এরূপ, একমাত্রধর্মবিশিষ্ট ; একই গুণযুক্ত। অন্য ধর্ম যাহার, বহু—অন্যধর্মা ; ন অন্যধর্মা, নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যনিবৃত্তি—অন্য হইতে যাহার বিরতি বা নিবারণ হয় না এরূপ। ন (নাই) অন্য হইতে বা অন্য দ্বারা নিবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যপূর্ব(র্বা)—যাহার পূর্বে অপর কিছুই নাই এরূপ। অন্য পূর্বে যাহার, বহু—অন্য-পূর্ব ; ন অন্যপূর্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যপূর্বা(র্বা)—১। অন্যের দ্বারা অনুপভুক্তা রমণী ; অবাগ্দত্তা বালিকা, কুমারী। ন (ছিল না) অন্য (অপর স্বামী) পূর্বে যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। যে অন্যপূর্বা নহে এমন ; যাহার পূর্বে অন্য কিছু বা কেহ নাই এমন। অনন্যপূর্ব+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনন্যবৃত্তি—একমাত্রবৃত্তি, একাগ্র, একমন ; একমাত্রকার্যযুক্ত ; যাহার অন্য কর্ম বা প্রচেষ্টা নাই এমন ; একাগ্রচিত্ত। অন্যা বৃত্তি (কার্য), কর্মধা—অন্যবৃত্তি ; ন (নাই) অন্যবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যব্রত—একমাত্রব্রতপরায়ণ ; একমাত্র-কার্যনিষ্ঠ, যে নির্দিষ্টকার্যকেই একমাত্র ব্রত স্থির করিয়াছে এরূপ। অন্য ব্রত, কর্মধা—অন্যব্রত ; ন (নাই) অন্যব্রত যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যব্রতা—১। একমাত্রব্রতপরায়ণা ; একনিষ্ঠা। বিণ ; স্ত্রী। ২। পতিব্রতা রমণী। অনন্যব্রত+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনন্যমতি—একাগ্রচিত্ত, যাহার অন্য বিষয়ে মন নাই। ন (নাই) অন্যে (অন্যবিষয়ে) মতি যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যমন—<অনন্যমনাঃ। বিণ।

অনন্যমনস্ক—অনন্যমনা, একাগ্রচিত্ত। ন অন্যমনস্ক, নঞ্তৎ ; অথবা, ন (নাই) অন্যে (অন্যবিষয়ে) মন যাহার, বহু (সমাসে বিকল্পে ক-আগম)। বিণ।

অনন্যমনাঃ (-মনস্) (>অনন্যমনা)—যাহার অন্য কোন দিকে মন নাই এরূপ, অনন্যচিত্ত, একাগ্রচিত্ত। ন (নাই) অন্যে (অন্যবিষয়ে) মনঃ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অনন্যমনে।**

অনন্যশরণ—আশ্রয়ান্তররহিত, যাহার অন্য আশ্রয় নাই, অন্যগৃহশূন্য, গৃহান্তরহীন। অন্য এমন শরণ (আশ্রয় বা গৃহ), কর্মধা—অন্যশরণ ; ন (নাই) অন্যশরণ যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যসম্ভাবিতা—অবশ্যম্ভাবিতা ; অবশ্যই ঘটিবে এইরূপ সম্ভাবনার ভাব, inevitability. অন্য সম্ভাবিতা, কর্মধা-অন্য-সম্ভাবিতা ; ন অন্যসম্ভাবিতা, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনন্যসহায়—সহায়ান্তররহিত, দ্বিতীয়-সাহায্যকারিশূন্য, যাহার অন্য কেহ সহায় নাই। অন্য এমন সহায়, কর্মধা ; ন (নাই) অন্যসহায় যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যসাধারণ—যাহা অন্যের সহিত এক-রূপ নয় এরূপ, অসামান্য, অসাধারণ ; যাহাতে অন্যের অংশ বা অধিকার নাই এরূপ। অন্য সহ সাধারণ, ৩য়াতৎ—অন্য-সাধারণ ; ন অন্যসাধারণ, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রণী।

অনন্যসাপেক্ষ—স্বাধীন, যাহা বা যে অন্যের উপর নির্ভরশীল নহে এরূপ, অন্য দ্রব্যের কথা না ভাবিয়াও যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, absolute (যেমন, জল বলিলে তাহার সম্বন্ধে সোজাসুজি ধারণা জন্মে)। অন্যের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ—অন্যসাপেক্ষ ; ন অন্যসাপেক্ষ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যসুলভ—১। অসাধারণ, যাহা অন্যে সহজে পাওয়া বা দেখা যায় না এরূপ। অন্যে সুলভ, ৭মীতৎ—অন্যসুলভ ; ন অন্যসুলভ, নঞ্তৎ। ২। অন্যদুর্লভ, যাহা অন্যে সহজে পাইতে পারে না এমন। অন্য কর্তৃক

সুলভ, ৩য়াতৎ ; ন অন্তসুলভ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্তোপায়—উপায়ান্তররহিত, অনন্যগতি, যাহার অন্য কোন উপায় নাই। অন্য এমন উপায়, কর্মধা অন্তোপায় ; ন (নাই) অন্তোপায় যাহার, বহু। বিণ।

অনপকর্মা (-কর্মন্), -**কর্মা**—হীনকার্যরহিত, যে খারাপ কাজ করে না এরূপ। ন (নাই) অপকর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অনপকার—অনিষ্টহীনতা, ক্ষতিশূন্যতা, দ্বেষাদিহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনপকারক—অননিষ্টকারী, যে অনিষ্ট করে না এমন ; অবিপক্ষ, অদ্বেষ্টা। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী -**কারিকা**।

অনপকারী (-কারিন্)—অননিষ্টসাধক, যে বা যাহা ক্ষতি করে না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**কারিণী**।

অনপক্ষেপ—অপ্রত্যাখ্যান। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনপক্ষেপ্য—অপ্রত্যাখ্যানীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অনপচয়—অপচয়ের অভাব, ক্ষয়াভাব, ক্ষয়শূন্যতা। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনপচিত—যাহা নষ্ট করা হয় নাই এরূপ, ক্ষয়রহিত, অক্ষীণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনপত্য—নিঃসন্তান, পুত্রকন্যাহীন ; মৃতাপত্য, অজাতাপত্য, যাহার পুত্রকন্যা জন্মে নাই এরূপ। ন (নাই) অপত্য যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -**ত্যা**।

অনপত্যতা—সন্তানহীনতা। অনপত্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনপত্রপ—অনির্লজ্জ, লজ্জাহীনতাশূন্য ; সলজ্জ, সসংকোচ। অপগতা ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু = অপত্রপ ; ন অপত্রপ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনপভ্রংশ—যাহা বিকৃত নহে ; শুদ্ধ শব্দ। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনপরাধ—১। অপরাধের অভাব ; নির্দোষতা। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। নির্দোষ, অপরাধশূন্য। ন (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ।

অনপরাধী (-রাধিন্)—নির্দোষ, নিরপরাধ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**রাধিনী**।

অনপহৃত—অচোরিত, অলুণ্ঠিত ; অগৃহীত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনপায়ী (-পায়িন্)—নাশহীন, ধ্বংসশূন্য, অপায়-রহিত, অবিনশ্বর ; অব্যর্থ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**য়িনী**।

অনপেক্ষ—কোন বিষয়ে অপেক্ষাশূন্য, নিরপেক্ষ, নির্ভরতাহীন। ন (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

অনপেক্ষকারী—স্বয়ং কার্যকারী, যিনি অপরের অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেই কর্ম করেন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনপেক্ষিত—অপ্রত্যাশিত, যাহার প্রত্যাশা করা যায় নাই এরূপ, অচিন্তিতপূর্ব, যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই এরূপ, অসম্ভাবিত, অতর্কিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনপেক্ষী (-পেক্ষিন্)—অপেক্ষাশূন্য, কাহারও বা কোন বিষয়ের প্রত্যাশাহীন ; স্বাবলম্বী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**ক্ষিণী**। বি, -**ক্ষিতা**।

অনপেত—যাহা অপগত নয় এরূপ, অচ্যুত, অভ্রষ্ট ; বিদ্যমান ; সংবলিত, যুক্ত, বিশিষ্ট। ন অপেত (অপগত), নঞ্তৎ। বিণ।

অনবকাশ—১। অবকাশের অভাব ; অব্যবধান ; অনবসর, ফুরসুত বা ফাঁক না থাকা। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। অবকাশশূন্য ; অব্যবহিত ; ঘনসন্নিবিষ্ট। ন (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অনবগত—অজ্ঞাত, অবিদিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনবগীত—দোষশূন্য, দোষারোপশূন্য, অনিন্দিত, নির্দোষ, অবিগর্হিত ; পরিশুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনবগুণ্ঠিতা—অবগুণ্ঠনশূন্যা, অনাবৃতা, ঘোমটা না-দেওয়া। নঞ্তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অনবগ্রহ—১। অবাধ, অপ্রতিবন্ধ। ন (নাই) অবগ্রহ (বাধা) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ২। বৃষ্টির প্রতিবন্ধের অভাব। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনবচ্ছিন্ন—নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক, যাহা বিরামহীন ভাবে চলে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনবচ্ছেদ—ধারাবাহিকতা, continuity. নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনবদ্য—অনিন্দনীয়, নির্দোষ ; হৃদয়গ্রাহী ; অনুমোদনীয় ; সুন্দর। ন অবদ্য (নিন্দা), নঞ্তৎ। বিণ।

অনবদ্যাঙ্গ—সুশ্রী, সর্বাঙ্গসুন্দর। অনবদ্য অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -**ঙ্গী**, -**ঙ্গা**।

অনবধান—১। মনোযোগের অভাব, অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা, তাচ্ছীল্য, অপ্রণিধান। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। অমনোযোগী, উপেক্ষাকারী, অযত্নশীল। ন (নাই) অবধান যাহার, বহু। বিণ।

অনবধানতা—অবধানহীনতা, অমনোযোগ, উপেক্ষা, তাচ্ছীল্য। অনবধান+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনবধি—অবধিহীন, অন্তহীন ; নিরবধি। ন (নাই) অবধি যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অনববাদক—উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, আদেশ অমান্যকারী ('সেই অনববাদক পোষা রাজকুমার'—জাতক)। ন অববাদক, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবমাননীয়—পূজনীয়, সম্মানের যোগ্য ; যাহার কোনরূপ অসম্মান করা উচিত নয় এমন ; যে অবজ্ঞার পাত্র নহে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনবর—অকনিষ্ঠ, প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; অনুপম। ন অবর (কনিষ্ঠ), নঞ্তৎ। বিণ।

অনবরত—১। অবিরত, অনবচ্ছিন্ন, নিরন্তর, ক্রমাগত। ন অবরত (বিরামযুক্ত), নঞ্তৎ ; অথবা, ন (নাই) অবরত (বিরাম) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ২। অবিরাম ভাবে, অজস্র, অবিশ্রামে, সর্বদা, নিরন্তর, অবাধে। ন (নাই) অবরত যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনবরুদ্ধ—অবরোধহীন, অবরোধশূন্য, যে বা যাহা আটক নহে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনবরোধ—১। অবরোধশূন্যতা, অবরোধহীনতা, আটক না করা ; বিঘ্নাভাব ; স্বাধীনতাদান। নঞ্তৎ। বি, পুং। ২। অবরোধশূন্য ; অবাধ ; নির্বিঘ্ন, বিপত্নীক। ন (নাই) অবরোধ যাহার, বহু। বিণ।

অনবলম্ব, -**লম্বন**—১। আশ্রয়শূন্যতা, অবলম্বনহীনতা, নিরাশ্রয়তা। নঞ্তৎ। বি ; পুং, ক্লী। ২। আশ্রয়শূন্য অবলম্বনহীন। ন (নাই) অবলম্ব, অবলম্বন যাহার, বহু। বিণ।

অনবলোভন—সীমন্তোন্নয়নপরবর্তী চতুর্থ মাস-কর্তব্য গর্ভসংস্কার। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অনবসর—১। অবসরাভাব, অবসর না থাকা, অনবকাশ ; অপ্রশস্তকাল, অসময়, অযোগ্য সময়, অনুপযুক্তকাল। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। অনুপযুক্তকালে কৃত বা ঘটিত। ন (নাই) অবসর (যোগ্য কাল) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনবসাদ—অবসাদের অভাব ; তেজস্বিতা। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনবসান—অসমাপ্তি ; অনিষ্পত্তি। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অনবসিত—অসমাপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনবস্কর—মলশূন্য, শোধিত, নির্মল, পরিষ্কৃত। ন (নাই) অবস্কর (মল) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনবস্থ—অস্থায়ী ; অপ্রতিষ্ঠ, অস্থিতিশীল, unstable. ন (নাই) অবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

অনবস্থা—অব্যবস্থিততা, অবস্থাভাব ; অস্থিরতা, চঞ্চলতা ; অনিয়ম, নিয়মহীনতা ; অবিশ্রান্তি ; তর্কদোষ বিঃ, যে তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম থাকে না (অর্থাৎ যাহাতে একটি অপরের উপর নির্ভর করে, সেইটি আর একটির উপর নির্ভর করে—

এইভাবে তর্কের সমাপ্তি ঘটে না)। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনবস্থান—১। বায়ু। বি ; পুং। ২। চঞ্চল। ন (নাই) অবস্থান যাহার, বহু। বিণ। ৩। না থাকা, অবস্থানের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনবস্থিত—অব্যবস্থিত, স্থিরতাহীন ; চঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবস্থিতচিত্ত—যাহার মনের দৃঢ়তা নাই এরূপ, অব্যবস্থিতমনা, অস্থিরসংকল্প, অস্থির-চিত্ত। অনবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অনবস্থিতি—অস্থিরতা, চঞ্চলতা, চাপল্য। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনবহিত—অবধানবিহীন, মনোযোগশূন্য, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উপেক্ষাকারী, প্রণিধানশূন্য, অপ্রণিহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবাপ্ত—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ, যাহা পাওয়া যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবেক্ষক—উদাসীন, যত্নহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজাত—যে ভদ্রবংশোৎপন্ন নহে এরূপ, অকুলীন, হীনকুলোদ্ভব, নীচবংশীয় ; সমাজের নিম্নস্তরের। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞতাহীন, কোন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য, আনাড়ী, মূর্খ ; অপারদর্শী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজ্ঞতা—অব্যুৎপত্তি ; অপারদর্শিতা, অদক্ষতা ; অজ্ঞানতা। অনভিজ্ঞ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনভিধেয়—অবাচ্য, অকথ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিপ্রায়—অসংকল্প, অনিচ্ছা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনভিপ্রেত—অবাঞ্ছিত, অনীপ্সিত : অনুদ্দিষ্ট ; অনভিমত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিব্যক্ত—অপ্রকাশিত, অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, অব্যক্ত, অস্ফুট, অবিস্পষ্ট ; গুপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিব্যক্তি—অপ্রকাশ, অপরিস্ফুটতা, অস্পষ্টতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনভিভব—অপরাজয়। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনভিভবনীয়—অভিভবাযোগ্য, অপরা-জেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিভূত—অনাক্রান্ত ; অনাকুল ; অনা-চ্ছন্ন ; অপরাজিত ; অব্যাহত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিমত—ইচ্ছাবিরুদ্ধ, অসম্মত, অনভি-প্রেত, অননুমোদিত ; অপ্রিয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিমান—১। অভিমানশূন্যতা, গর্ব-শূন্যতা, নিরহংকারতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নিরভিমান, নিরহংকার। ন (নাই) অভিমান যাহার, বহু। বিণ।

অনভিলষণীয়—অবাঞ্ছনীয়, অস্পৃহণীয়, ইচ্ছাবিরুদ্ধ, অকামনীয়, যাহা বাসনা করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিলষিত—অনীপ্সিত, অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিলাষ—অবাঞ্ছা অনিচ্ছা, বাসনাভাব, অস্পৃহা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনভিলাষী (-লাষিন্)—অনিচ্ছুক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-লাষিণী**।

অনভিস্যন্দী (-ন্দিন্)—অক্ষরণশীল ; যাহা চুয়াইয়া পড়ে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিহিত—যাহাকে প্রধান ভাবে নির্দেশ করা হয় নাই এমন ; অনুক্ত ; যাহার নাম দেওয়া হয় নাই এমন, অনাখ্যাত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভীষ্ট—অবাঞ্ছিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভ্যস্ত—অনাবৃত্ত, পুনরাবৃত্তিশূন্য ; অনা-চরিত ; অনধীত, অপঠিত ; অকৃতাভ্যাস ; যাহার বা যে বিষয়ের অভ্যাস নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভ্যাস—অভ্যাসাভাব, পুনরাবৃত্তির অভাব, অনধ্যয়ন ; অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনভ্র—মেঘহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনম—১। ব্রাহ্মণ। বি ; পুং। ২। যে নত হয় না এরূপ, যাহাকে নোয়ানো যায় না এরূপ ; উদ্ধত। ন—নম্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অনমনীয়, -নম্য—যাহাকে নত করা বা নোয়ানো যায় না এমন, অতি কঠিন ; কঠোরপ্রকৃতি ; দুর্দমনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমস্ত—অপ্রণম্য, নমস্কারের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমিত—যাহাকে নত করা হয় নাই এমন ; অজিত, অপরাভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমিত্র—১। বৃষ্ণির পৌত্র [বিষ্ণুপুরাণমতে ইঁহার পিতার নাম সুমিত্র, কিন্তু ভাগবতমতে ইঁহার পিতা যুধাজিৎ]। ন (নাই) অমিত্র (শত্রু) যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। অ-শত্রু, মিত্র। ন অমিত্র, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং বা বিণ।

অনম্বর—১। বস্ত্রহীন, আবরণহীন, দিগম্বর, উলঙ্গ, নগ্ন। ন (নাই) অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ। ২। আকাশ ("অনম্বর-পথে সুকেশিনী"—মাইকেল)। ন (নাই) অম্বর (শব্দোৎপাদক) যাহা হইতে, বহু। বি ; স্ত্রী। ৩। বৌদ্ধ বিঃ ; বৈষ্ণব বিঃ ; যাহারা কাছা দেওয়া কাপড় পরে না। ন (নাই) অম্বর (অর্থাৎ কচ্ছবদ্ধ বস্ত্র) যাহাদের, বহু। বি ; পুং।

অনম্র—অবিনীত, উদ্ধত। ন নম্র, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনয়—১। দুর্নীতি ; দুর্দৈব, ব্যসন, বিপৎ। ন নয় বা অয় নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নীতিশূন্য ; দুর্ভাগ্য। ন (নাই) নয় (নীতি) বা অয় (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ।

অনরণ্য—১। সূর্যবংশীয় বাণের পুত্র। ন (নাই) অরণ্য যাঁহার, বহু। বি ; পুং। ২। বনশূন্য। ন (নাই) অরণ্য যথায়, বহু। বিণ।

অনরথ—অনর্থ। প্রা কপ্র। বি।

অনর্কচতুর্দশী—কার্তিকী শুক্লা চতুর্দশী (হনুমানের জন্মতিথি)। বি, স্ত্রী।

অনর্গল—১। বাধাশূন্য, অপ্রতিবন্ধ, অবাধ ; স্বচ্ছন্দচারী ; অর্গলহীন, যাহাতে খিল নাই এরূপ, খিলশূন্য ('—কপাট')। ন (নাই) অর্গল (খিল অর্থাৎ বাধা) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অবাধে, ক্রমাগত ; অবিরল, অবিরতভাবে। ন (নাই) অর্গল যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনর্ঘ—মূল্যহীন, অমূল্য ; বহুমূল্য ; সর্ব-শ্রেষ্ঠ। ন (নাই) অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ।

অনর্ঘ্য—১। পূজাহীন, যাহার পূজা নাই এরূপ। ন (নাই) অর্ঘ্য (পূজা) যাহার, বহু। ২। অপূজ্য, অপূজনীয়, অনর্চনীয়। ন অর্ঘ্য (পূজ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনর্থ—১। প্রয়োজনহীন বিষয়, অনভি-লষিত বিষয় ; বিপত্তি, অনিষ্ট, অশুভ। ন অর্থ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। প্রয়োজন-শূন্য, অর্থহীন, নিরর্থক, নিষ্ফল। ন (নাই) অর্থ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনর্থক—১। প্রয়োজনহীন, নিরর্থক, বৃথা, ব্যর্থ অহেতুক, নিষ্ফল। অনর্থ (২)+ক বিকল্পে সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিকা**। ২। অসম্বদ্ধ প্রলাপ। ন (নাই) অর্থ যাহার, বহু (ক-আগম)। বি, স্ত্রী। ৩। বৃথা, মিথ্যা, নিষ্প্রয়োজনে, মিছামিছি, অকারণে। ন (নাই) অর্থ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনর্থকর—১। বিপত্তিজনক, অশুভজনক ; ক্ষতিকারক, অপকারক। অনর্থ করে (জন্মায়) যে, উপতৎ ; অনর্থ—কৃ (করা) +ট কর্তৃ। ২। যাহাতে অর্থোপায় হয় না এমন, লাভহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অনর্থদর্শী (-দর্শিন্)—দুঃখবাদী, pessimist. উপতৎ ; অনর্থ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

অনর্থপাত—বিপত্তিঘটন, অনিষ্টসংঘটন, অশুভঘটন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনর্থহেতু—বিপত্তির কারণ, অশুভমূল, যে অনর্থ ঘটায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অনর্থী (-র্থিন্)—অযাচক; নিস্পৃহ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনর্পণ—অত্যাগ; দেবোদ্দেশে অনিবেদন। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অনর্হ—অনুপযুক্ত; অযোগ্য, disqualified. ন অর্হ (অর্হ্ + অচ্ কর্তৃ), নঞ্তৎ। বিণ।

অনল—বহ্নি, অগ্নি, পাবক, আগুন, অষ্টবসুর মধ্যে ষষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বসু, পীঠস্থান বিঃ; পিত্ত; চিত্রকবৃক্ষ, রাংচিতা গাছ; ভল্লাতক, ভেলাগাছ। ন (নাই) অল (পর্যাপ্তি, তৃপ্তি) যাহার, বহু, অথবা অন্ (বাঁচা) + কলচ্ করণ। বি; পুং।

অনলংকা(ঙ্কা)র—১। অলংকারের অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। অলংকারশূন্য। ন (নাই) অলংকার যাহার, বহু। বিণ।

অনলচূর্ণ—বারুদ। অনলগর্ভ চূর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অনলদ্যুতি—১। অগ্নিপ্রভ, অগ্নির মত দীপ্তিযুক্ত। অনলের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি যাহার, বহু। বিণ। ২। অগ্নির কিরণ, আগুনের তেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনলপ্রতিম—অগ্নিতুল্য, অগ্নিসদৃশ, আগুনের মত। অনল প্রতিমা (প্রতিকৃতি) যাহার, বহু। বিণ।

অনলপ্রভ—অগ্নিতুল্য প্রভাসম্পন্ন, অগ্নিবর্ণ; অতিশয় উজ্জ্বল, অত্যন্ত তেজস্বী। অনলের (অগ্নির) প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

অনলপ্রভা—১। জ্যোতিষ্মতী লতা। অনলের ন্যায় প্রভা যাহার, বহু + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নিবর্ণা, অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্না। অনলপ্রভ + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। অগ্নির তেজ, অনলের দীপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনলপ্রিয়া—অগ্নিপত্নী স্বাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনলশিখা—আগুনের শীষ; অতি প্রখর রশ্মি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অনলশিলা—উল্কাপিণ্ড, meteor. অনলপূর্ণা শিলা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনলস—আলস্যরহিত; সর্বদা প্রমোদ্যত; কর্মে উৎসাহী। নঞ্তৎ। বিণ।

অনল্প—অধিক; মহৎ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনশন—১। আহারাভাব, অভোজন, অনাহার, উপবাস। ন অশন (ভক্ষণ), নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। উপবাসী, অনাহারী, ভোজনশূন্য। ন (নাই) অশন যাহার, বহু। বিণ।

অনশনক্লিষ্ট, -পীড়িত—উপবাসকাতর, খাইতে না পাওয়ার জন্য কষ্টপ্রাপ্ত। অনশন হেতু ক্লিষ্ট, অনশন দ্বারা পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অনশন-ধর্ম(র্ম্ম)ঘট—কাহারও কার্যের নৈতিক প্রতিবাদস্বরূপ অনশন-অবলম্বন, hunger-strike. অনশনদ্বারা ধর্মঘট, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

অনশনব্রত—উপবাসরূপ নিয়ম, অভোজনরূপ ব্রত। অনশনরূপ ব্রত, রূপক কর্মধা। বি, ক্লী। বিণ, -**ব্রতী**।

অনশ্বর—নাশহীন, অক্ষয়, ধ্বংসশূন্য, অবিনাশী; চিরস্থায়ী, নিত্য। ন নশ্বর (নাশশীল), নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**রী**।

অনষ্ট—অক্ষত, যাহা নষ্ট হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনসূয়—অসূয়াবিহীন, পরশ্রীকাতরতাশূন্য, হিংসাশূন্য। ন (নাই) অসূয়া যাহার, বহু। বিণ।

অনসূয়া—১। অত্রিপত্নী [চরিতাবলী দ্রঃ]; শকুন্তলার সখী। বি, স্ত্রী। ২। অসূয়াহীনা। ন (নাই) অসূয়া যাহার, বহু + আপ্। বিণ, স্ত্রী। ৩। অসূয়াভাব, পরশ্রীকাতরতাহীনতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনস্তমিত—যাহা অস্ত যায় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনস্তিত্ব—অবর্তমানতা, অসত্তা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অনহ—অনাহত। বৌ বাং। বিণ।

অনহংকা(ঙ্কা)র—১। গর্বহীনতা, অহংকারশূন্যতা। নঞ্তৎ। বি, পুং। ২। অহংকারশূন্য, গর্বহীন। ন (নাই) অহংকার যাহার, বহু। বিণ।

অনহংকা(ঙ্কা)রী (-রিন্)—গর্বহীন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**রিণী**।

অনহংকৃ(ঙ্কৃ)ত—অগর্বিত, অহংকারশূন্য, নিরহংকার, গর্ববিহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনহংকৃ(ঙ্কৃ)তি—গর্বাভাব, গর্বশূন্যতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনা—অমঙ্গল বিরূপ অভাব প্রঃ-বাচক বাঙ্গালা উপসর্গ (যথা,—'অনামুখো', 'অনাসৃষ্টি', 'অনাকারণ' ইঃ)। অ।

অনাকর্ণনীয়—শ্রবণের অযোগ্য, যাহা শুনিতে পাওয়া যায় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকার—আকারশূন্য। ন (নাই) আকার যাহার, বহু। বিণ।

অনাকাল—দুর্ভিক্ষের অভাব, সুভিক্ষ। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি।

অনাকীর্ণ—অসংকুল, অব্যাপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকুল—অব্যগ্র, অচঞ্চল, স্থির, প্রশান্ত; অব্যাকুল; একাগ্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকুলিত—যে আকুল হইয়া উঠে নাই এমন, অনাকুল, অব্যাকুল; অচঞ্চল, স্থির, অবিচলিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকৃষ্ট—যাহা আকৃষ্ট হয় নাই এরূপ; আটানা। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাক্রমণ—অনভিভব; অগ্রহণ; অনাবেশ; আক্রমণ না করা, উপরে গিয়া না পড়া। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অনাক্রম্য—যাহাকে আক্রমণ করা অনুচিত বা অসম্ভব এমন; (চিকিৎসাশাস্ত্র) রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতাবিশিষ্ট, immune. নঞ্তৎ। বিণ।

অনাক্রান্ত—অনভিভূত; অনাবিষ্ট; অগৃহীত; অধৃত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাগত—যাহা আসে নাই এরূপ, অনুপস্থিত; ভবিষ্যৎ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাগতবিধাতা (-বিধাতৃ)—পরিণামচিন্তা করিয়া কার্যকারী, বিমৃশ্যকারী, পরিণামদর্শী; ভাবী বিপদের প্রতিকারকর্তা। অনাগতের (ভাবী বিপদাদির) বিধাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**বিধাত্রী**।

অনাগতাবেক্ষণ—কোন কিছু পরে বা ভবিষ্যতে লেখা বা বলা হইবে তাহার উল্লেখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অনাগতার্ত(র্ত্ত)বা—যে ঋতুমতী হয় নাই এরূপ কন্যা; কুমারী। অনাগত আর্তব যাহার, বহু + আপ্। বি; স্ত্রী বা বিণ।

অনাগম—১। অনুপস্থিতি, অবিদ্যমানতা; অনাগমন, না আসা; অপ্রাপ্তি, অলাভ; অনুপলব্ধি, অননুভব। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। আগমবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অবিদ্যমান; অনাগত; অপ্রাপ্ত; অনুপলব্ধ। ন (নাই) আগম যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। বি, -**গমন**।

অনাগমন—না আসা, অনুপস্থিতি। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অনাগম্য—অলভ্য, দুষ্প্রাপ্য; অনুপলব্ধব্য, অননুভবনীয়; অনধিগম্য, দুর্গম। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাগরিক—যিনি নাগরিক নহেন, বিদেশী। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাগারিক—গৃহত্যাগী; গৃহহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাঘাত—সংগীতচ্ছন্দ ও পদ্যচ্ছন্দে প্রথমের স্থানে প্রথানিত বর্ণের লোপ; আঘাতের বা স্পষ্টবাদীর অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অনাঘ্রাত—যাহা আঘ্রাণ করা হয় নাই এরূপ, অ-শোঁকা; অনুপভুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাঘ্রাতা—যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন; অনুপভুক্তা ('—নারী'); কুমারী। অনাঘ্রাত + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনাচরণ—কদাচার, অভদ্র ব্যবহার ; অশাস্ত্রীয় ব্যবহার ; না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অনাচরণীয়—আচরণের অযোগ্য, অব্যবহার্য ; যাহার জলাদি গ্রহণ করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাচার—জঘন্য আচার, কদাচার, নিন্দনীয় আচার, সমাজবিরুদ্ধ আচার ; অভদ্র কার্য। ন (অযোগ্য) আচার, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাচারী (-চারিন্)—কদাচারী, জঘন্য আচারবিশিষ্ট, যাহার আচার-ব্যবহার গর্হিত এরূপ, সদাচারভ্রষ্ট। অনাচার + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। বি, **-চারিতা**।

অনাচ্ছন্ন—অনাবৃত, অবিমূঢ়, অনভিভূত, অবিজড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাচ্ছাদন—আবরণহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি, ক্লী।

অনাচ্ছাদিত—আচ্ছাদনরহিত, অনাবৃত, উন্মুক্ত, খোলা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাছিষ্টি—সৃষ্টিবহির্ভূত, সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত, বিচিত্র, তাজ্জব। <অনাসৃষ্টি। বিণ।

অনাটন, অনটন—টানাটানি, অকুলান, অপ্রতুল, অভাব। আ—অট্, অট্ + অনট্ = আটন, অটন, ন আটন (কাহারও মতে বা°), অটন, নঞ্‌তৎ। বি, ক্লী।

অনাড়ম্বর—১। আড়ম্বরশূন্য, ঘটাহীন, জাঁকজমকশূন্য ; সরল, সাদাসিধে। ন (নাই) আড়ম্বর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। আড়ম্বরের অভাব আড়ম্বরহীনতা, ঘটার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অনাঢ্য—ধনরহিত, সংগতিহীন, অসমৃদ্ধ, সম্পত্তিশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাতপ—রৌদ্রহীনতা, রৌদ্রাভাব, আতপাভাব, ছায়া। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অনাতুর—অরুগ্ণ, অপীড়িত, অকাতর, অক্লিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্ত—১। অগৃহীত, অনাদায়ী, যাহা লওয়া হয় নাই বা আদায় করা হয় নাই এরূপ। আ—দা + ক্ত কর্ম = আত্ত, ন আত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অবলীভূত ; হস্তচ্যুত, হাতছুট। <অনায়ত্ত। বিণ।

অনাত্ম, -ত্ম্য—ব্যক্তিসম্পর্কশূন্য ; সম্বন্ধবিহীন, impersonal. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মজ্ঞ—যে আপনাকে জানে না এরূপ, আপনার প্রকৃত অবস্থাবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অনাত্মবেদী ; পরমাত্মজ্ঞানশূন্য। আত্মাকে জ্ঞাত হয় যে, উপতৎ, আত্মন্—জ্ঞা + ক কর্তৃ ; ন আত্মজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মনীন—নিজের ইষ্টচিন্তাশূন্য, নিজাহিতকর, স্বানিষ্টজনক। আত্মন্ + ঈন হিতার্থে, ন আত্মনীন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মবান্ (-বৎ)—অজিতেন্দ্রিয়, অসংযতচিত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মবেদিতা, -ত্ব—অনাত্মজ্ঞতা, আপনার অবস্থা বা ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞতা। 'আত্মন্—বিদ্ + ণিন্ কর্তৃ ; ন আত্মবেদী, নঞ্‌তৎ, অনাত্মবেদিন্ + ত্ব ভাবে, অথবা, আত্মবেদিন্ + তা, ত্ব ভাবে, ন আত্মবেদিতা, ত্ব, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অনাত্মবেদী (-বেদিন্)—অনাত্মজ্ঞ, আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, আপনার অবস্থা বা ক্ষমতাদি বিষয়ে জ্ঞানশূন্য। উপতৎ, আত্মন্—বিদ (জানা) + ণিন কর্তৃ ; ন আত্মবেদী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী **-বেদিনী**।

অনাত্মা (অনাত্মন্)—আত্মা ভিন্ন অন্য, অপর, পর। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অনাত্মীয়—আত্মীয়তা শূন্য, পর ; শত্রু, বিপক্ষ, বিদ্বেষী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মীয়তা, -ত্ব—আত্মীয়তার অভাব ; শত্রুতা, বিপক্ষতা। অনাত্মীয় + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অনাথ—রক্ষকহীন, যাহার রক্ষণাবেক্ষণের কর্তা কেহ নাই এরূপ, নিরাশ্রয় অস্বামিক, সহায়হীন নাথহীন। ন (নাই) নাথ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-থা, (বা°) -থিনী, -থী**।

অনাথনাথ—নিরাশ্রয়ের পালনকর্তা, অশরণের শরণ, জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অনাথ-নিবাস—নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের অবস্থিতিস্থান, মাতাপিতৃহীন বালকদের আশ্রয়স্থান, orphanage. অনাথদিগের নিবাস (বাসস্থান) ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অনাথপালক—নিরাশ্রয়ের প্রতিপালনকর্তা ; অসহায়ের রক্ষক ; জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। স্ত্রী, **-পালিকা**।

অনাথপালন—নিরাশ্রয়ের প্রতিপালন, অসহায়দিগের রক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অনাথপিণ্ডদ—১। শ্রাবস্তী নগরীর বুদ্ধশিষ্যা সুপ্রিয়ার পিতা (অন্য নাম সুদত্ত)। ইনি শ্রেষ্ঠী ছিলেন)। বি, পুং। ২। নিরাশ্রয়ের অন্নদাতা, অনাথগণকে যিনি আহার দানে প্রতিপালন করেন। অনাথের পিণ্ড (অন্ন, সাহায্য), ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহা দান করেন যিনি, উপতৎ ; অনাথপিণ্ড—দা + ক কর্তৃ। বিণ।

অনাথরক্ষণ—১। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথশরণ, জগদীশ্বর। বি, পুং। ২। নিরাশ্রয়ের প্রতিপালন, আশ্রয়হীনকে গৃহে স্থান দিয়া প্রতিপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অনাথশরণ, -সহায়—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অসহায়ের সাহায্যকারী, জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী, পুং।

অনাথা—অসহায়া নিরাশ্রয়া, স্বামিহীনা বিধবা। অনাথ + আপ্। বিণ, স্ত্রী।

অনাথাবাস, -থালয়—অনাথশালা, নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্থান। অনাথদের আবাস, আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অনাথাশ্রম, অনাথাশ্রয়—অনাথনিবাস (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অনাথিনী—অসহায়া, নিরাশ্রয়া, দুঃখিনী স্বামিহীনা, বিধবা। কপ্র। অনাথ + ইনী (বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়)। বিণ, স্ত্রী।

অনাথী—'অনাথা' (সকল অর্থে)। প্রা কপ্র। বিণ, স্ত্রী।

অনাদর—অযত্ন, অবজ্ঞা, অবহেলা, অমনোযোগ, অমর্যাদা অসম্মান, অপমান। ন আদর, নঞ্‌তৎ। বি, পুং। বিণ, **-দৃত**।

অনাদরণীয়—আদর করিবার অযোগ্য, অযত্নযোগ্য, অবহেলনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদায়—অসংগ্রহ, আদায় না করা ; অপ্রাপ্তি, অপরিশোধ, অসম্পাদন। নঞ্‌তৎ। বি পুং।

অনাদায়ী—অসংগৃহীত, আদায় না করা, বাকী, যাহা আদায় হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অনাদি—১। আদি-হীন, উৎপত্তি শূন্য, যাহা কিছু হইতে জন্মে নাই এরূপ, নিত্য, শাশ্বত। বিণ। ২। স্বয়ম্ভূ, ভগবান্ পরমেশ্বর। ন (নাই) আদি যাঁহার, বহু। বি পুং।

অনাদিক—১। অনাদিসম্বন্ধীয় ঈশ্বরবিষয়ক, ঐশ্বরিক। অনাদি + কন্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। অনাদির, সনাতনের ['আদি অনাদিক নাথ কহায়সি"—বিদ্যা]। প্রা কপ্র। অনাদি + ক (= র, ৬ষ্ঠী বিভক্তি)। বি।

অনাদিপরম্পরা—অনাদি কাল পর্যন্ত ; অনাদি সংখ্যা পর্যন্ত, *ad infinitum* ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অনাদিম—অনাদ্য, অপ্রথম, অপ্রধান, অর্বাচীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদিমধ্যান্ত—আদি মধ্য-অন্তহীন, উৎপত্তি স্থিতি-প্রলয়হীন। আদি ও মধ্য ও অন্ত, দ্বন্দ্ব = আদিমধ্যান্ত, ন (নাই) আদিমধ্যান্ত যাহার, বহু। বিণ।

অনাদীনব—নির্দোষ, নিরপরাধ। ন (নাই) আদীনব (দোষ) যাহার বহু। বিণ।

অনাদৃত—অনাদরপ্রাপ্ত, হতাদর, উপেক্ষিত, অবহেলিত, অবমানিত, অবজ্ঞাত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদেয়—অগ্রাহ্য, আদানের বা গ্রহণের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদ্য—১। অপ্রথম, অপ্রধান। নঞ্‌তৎ। ২। সর্বপ্রথম, সর্বপ্রথমজাত, সর্বাদিম। ন (নাই) আদ্য যাহা হইতে, বহু। ৩। অনদীজাত, যাহা নদীতে উৎপন্ন হয় নাই এরূপ। ন নাদ্য (নদীজাত), নঞ্‌তৎ।

৪। অখাদ্য, অভোজ্য, শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ খাদ্য। নঞ্—অদ্ (ভক্ষণ করা)+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। ৫। আদিদেব, ধর্ম, নিরঞ্জন। ন (নাই) আদ্য যাহা হইতে, বহু। ৬। অপ্রধান দেবতা। ন আদ্য, নঞ্তৎ। বি, পুং।

অনাদ্যন্ত—আদি-অন্ত-হীন, যাহার আদি ও অন্ত নাই এমন, যাহার আরম্ভও নাই শেষও নাই এমন। ন (নাই) আদ্যন্ত যাহার, বহু। বিণ।

অনাদ্যা—১। অপ্রথমা; সর্বপ্রথমজাতা, অনদীজাতা; অভোজ্যা। অনাদ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সর্বাদিভূতা প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, দুর্গা। ন (নাই) আদ্য যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনাধি—১। আধিরহিত, মনঃপীড়াশূন্য, উদ্বেগরহিত। ন (নাই) আধি (মনঃপীড়া) যাহার, বহু। বিণ। ২। মনঃপীড়ার অভাব, মানসিক অশান্তির অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অনাধৃষ্য—১। আধর্ষণের অযোগ্য, দুর্দমনীয়, দুর্দম। আ (ঈষৎ) ধৃষ্য, প্রাদি=আধৃষ্য; ন আধৃষ্য, নঞ্তৎ। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক পুত্র। বি; পুং।

অনাপন্ন—অপ্রাপ্ত, unattained; অবিপন্ন, বিপদে অপতিত, অবিপদ্গ্রস্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাপ্ত—অলব্ধ অপ্রাপ্ত, অনধিগত, অনাত্মীয়; অবিশ্বস্ত, অসম্পাদিত, অসংসাধিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাপ্য—অপ্রাপ্য, unattainable নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবশ্যক—অপ্রয়োজনীয়, অদরকারী, যাহাতে কিছুমাত্র দরকার নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবাটা—যাহাকে আর ঘুরিয়া আসিতে হয় না। বৌ বাং। বি বা বিণ।

অনাবাসিক—যে বাস করে না এমন, non resident; যাহাতে বাস করা হয় না এমন, non-residential. নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবিদ্ধ—বেধনত্বাদিদোষশূন্য, যাহাকে বিদ্ধ করা হয় নাই এরূপ; অপরিক্ষত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবিল—নির্মল, কলুষহীন; আবিলতাশূন্য; অসংশয়িত, অসন্দিগ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবিষ্কৃত—যাহা আবিষ্কৃত হয় নাই এরূপ, যাহা জ্ঞানগোচরে আনীত হয় নাই এরূপ, অপ্রকাশিত, অনুদ্ভাবিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবিষ্কৃতপূর্ব(র্ব)—যাহা পূর্বে কেহ জ্ঞানগোচর করিতে পারে নাই এরূপ, পূর্বে অপ্রকাশিত। পূর্ব আবিষ্কৃত, সুপ্; ন আবিষ্কৃতপূর্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবিষ্ট—যাহার আবেশ নাই এরূপ, অনবহিত, অমনোযোগী; অবিমূঢ়; অনাচ্ছন্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবিষ্টতা—অনবহিতত্ব, অনবধান, অমনোযোগিতা, ঔদাস্য; মোহাচ্ছন্নতা। অনাবিষ্ট+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত, আবরণহীন, খোলা। নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবৃত্তি—অপুনরাগমন; পুনরায় না ঘটা; পুনর্জন্ম না হওয়া; অনুচ্চারণ; অনভ্যাস। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী। বিণ, -বৃত্ত।

অনাবৃষ্টি—বর্ষণাভাব; পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়া, বর্ষাকালীন প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টির অভাব, ঈতিবিশেষ। আ (ঈষৎ বা সম্যক) বৃষ্টি, প্রাদি; ন আবৃষ্টি, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনাবেদিত—অবিজ্ঞাপিত, not notified. নঞ্তৎ। বিণ।

অনাবেশ—আবেশশূন্যতা; অবহেলা, অমনোযোগ; অযত্ন, উপেক্ষা; মোহাচ্ছন্নতা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অনাব্য—জলযান দ্বারা অনুত্তরণযোগ্য, যাহাতে জলযান চলিতে পারে না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনামক—১। নামহীন, সংজ্ঞাশূন্য, অখ্যাতনামা। বিণ। ২। মলমাস। ন (নাই) নাম যাহার, বহু+ক সমাসান্ত [দৈবাদি কার্যে মলমাসের গণনা বা নাম নাই]। বি; পুং। ৩। অর্শরোগ। অন (জীবন)—অম্+ণিচ্ (কম্পন করা)+অনি+ক স্বার্থে কর্তৃ। বি; ক্লী। স্ত্রী. **-মকা, -মিকা**।

অনাময়—১। নীরোগতা, রোগশূন্যতা, আরোগ্য, সুস্থ অবস্থা, স্বাস্থ্য। নঞ্তৎ। বি, পুং। ২। রোগশূন্য, নীরোগ, সুস্থ। ন (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা**।

অনামা (-নামন্)—নামহীন, যাহার নাম নাই এরূপ, অভিধাশূন্য, অখ্যাত। ন (নাই) নাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী. **-মা, -ম্নী**।

অনামা—মধ্যমা ও কনিষ্ঠা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অঙ্গুলি। ন (নাই) (অন্য) নাম যাহার, বহু+আপ্ [পঞ্চ অঙ্গুলির মধ্যে অন্য চারিটির নাম 'বৃদ্ধা, তর্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা', কিন্তু ইহার সেরূপ কোন নাম নাই, সেজন্য ইহার নাম অনামা। মতান্তরে, মহাদেব রুষ্ট হইয়া এই অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নামগ্রহণ অকর্তব্য হইয়াছে; এইজন্য ইহার নাম অনামা বা অনামিকা হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।

অনামিকা—১। মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যস্থিত অঙ্গুলি, কড়ে আঙুলের আগের আঙুল, ring-finger. অনামা+কন স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নামরহিতা, নামশূন্যা; অখ্যাতনাম্নী। অনামক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনামুখ, -মুখো—অশুভ মুখ-বিশিষ্ট, যাহার মুখ দেখিলে দিন ভাল যায় না এরূপ [তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত]। অনা (অশুভ) মুখ যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী. **-মুখী**।

অনায়ক—নেতৃহীন, having no leader; সেনানায়কহীন; অরাজক। ন (নাই) নায়ক যাহার, বহু। বিণ।

অনায়ত—অবিস্তৃত, অপ্রশস্ত; অদীর্ঘ; অসংযত; নিকটস্থ, সন্নিহিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনায়ত্ত—অনধিগত, অনধীন, অবশীভূত, অবাধ্য, যাহাকে আপন ক্ষমতানুবর্তী রাখিতে পারা যায় না এরূপ, অসামাল। নঞ্তৎ। বিণ। **অনায়ত্ত পেশী**—(শারীর-বিদ্যা) যে পেশীর কার্য মস্তিষ্ক-প্রসূত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

অনায়াস—১। আয়াসাভাব; অল্পায়াস, অক্লেশ, অল্প পরিশ্রম; ক্লেশকর কার্যের অসম্পাদন। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। শ্রমবিহীন, প্রযত্নশূন্য; সহজসাধ্য। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহু। বিণ।

অনায়াসকৃত—সহজে যাহা করা হইয়াছে এমন, যাহা বিনা ক্লেশে করা হইয়াছে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনায়াসলব্ধ—সহজে প্রাপ্ত, বিনা কষ্টে অর্জিত। ন আয়াসলব্ধ, নঞ্তৎ; বা, অনায়াস দ্বারা লব্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অনায়াসলভ্য—সহজপ্রাপ্য, সুলভ, যাহা বিনা কষ্টে পাওয়া যাইতে পারে এরূপ। অনায়াসে লভ্য, সুপ্; অথবা, আয়াস দ্বারা লভ্য, ৩য়াতৎ; ন আয়াসলভ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অনায়াসসাধ্য—সহজে সম্পাদনীয়, যাহা করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনায়াসসিদ্ধ—অনায়াসে সম্পাদিত, অযত্নসম্পন্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনায়াসে—বিনা ক্লেশে, ক্লেশস্বীকার ব্যতিরেকে, বিনা চেষ্টায়, অক্লেশে, বিনা পরিশ্রমে, সহজে। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহু, একপে। ক্রি-বিণ।

অনায়ুঃ (অনায়ুস্) (>অনায়ু) ১। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। অল্পায়ু, আসন্নমৃত্যু। ন (নাই বা অল্প) আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ।

অনায়ুষ্য—যাহা আয়ুর্বৃদ্ধিকর নহে এরূপ, fatal to long life. নঞ্তৎ। বিণ।

অনার—সম্মান, গৌরব; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষার বিশেষ পাঠক্রম বা তাহা পাঠ করিয়া যে পাস (এই অর্থে সাধারণতঃ অনার্স বহুবচন)। <ইং 'honour'. বি।

অনারত—অবিরত, নিরন্তর, অবিশ্রান্ত। ন (নাই) আরত (বিরাম, বিশ্রাম) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনারব্ধ—অনুপক্রান্ত, অপ্রস্তুত, যাহা আরম্ভ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনারম্ভ—আরম্ভাভাব, সূচনাশূন্যতা। নঞ্‌-তৎ। বি ; পুং।

অনারারি, অনর‍্যারি, -রী—অবৈতনিক ভাবে গৌরবজনক কার্যে নিয়োজিত ('—ম্যাজিস্ট্রেট')। <ইং 'honorary'. বিণ।

অনারেবল—সম্মানিত, মাননীয় (হাই-কোর্টের জজ, মন্ত্রিসভার সদস্য প্রভৃর সম্মান-সূচক উপাধি ; নামের পূর্বে বসে।) <ইং 'honourable'. বিণ।

অনারোগ্য—আরোগ্যাভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, অসুস্থতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনারোগ্যকর, -জনক—অস্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর ; রোগকর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা।**

অনারোপ্য—আরোপণের অযোগ্য ; অ-স্থাপনীয়, অপ্রতিষ্ঠেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্জ(র্জ)ব—১। ঋজুতাহীনতা, কপটতা, অসরলতা। নঞ্‌তৎ। ২। পীড়া, রোগ। ন (নাই) আর্জব (স্বাচ্ছন্দ্য) যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী। ৩। অসরল, কপট, কুটিল। ন (নাই) আর্জব যাহার, বহু। বিণ।

অনার্ত(র্ত্ত)ব—অকালোৎপন্ন, অসাময়িক, যাহা অকালে উৎপন্ন হয় এমন, unseasonable. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্ত(র্ত্ত)বা—১। রজঃপ্রকাশশূন্যা, যে ঋতুমতী হয় নাই এরূপ, অজাতরজস্কা কুমারী। ন (নাই) আর্তব (স্ত্রীরজঃপ্রকাশ) যাহার, বহু+আপ্। ২। অসময়োৎপন্না, অসাময়িকী। অনার্তব+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনার্দ্র—(রসায়ন) জলবিহীন, anhydrous. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্য(র্য্য)—১। যিনি আর্য নহেন এরূপ, আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহির্ভূত সমাজ-ভুক্ত ; অপূজ্য [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] ; অশিষ্টাচারী, অভদ্র, অসাধু ; অপ্রধান ; অসৎকুলজাত, অভদ্রবংশীয়। বিণ। ২। যে কর্তব্য আচরণ করে না, অকর্তব্য অনুষ্ঠান করে এবং প্রকৃত আচারে থাকে না এরূপ ব্যক্তি ; প্রাক্-আর্যযুগের ভারতীয় জাতি বিঃ। ন আর্য (মান্য, পূজনীয়), নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনার্য(র্য্য)ক—অগুরুকাষ্ঠ। অনার্য+ক স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

অনার্য(র্য্য)চরিত, -শীল—অভদ্র, অশিষ্ট; দুরাত্মা ; দুশ্চরিত্র। অনার্য (১) চরিত, শীল যাহার, বহু। বিণ।

অনার্য(র্য্য)জ—অগুরু। অনার্য অর্থাৎ অপ্রশস্তরূপে জন্মিয়াছে ইহা, উপতৎ ; অনার্য—জন্+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অনার্য(র্য্য)জাতি—আর্যদের ভারতে আসিবার আগেকার ভারতীয় জাতি বিঃ ; আর্যেতর জাতি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অনার্য(র্য্য)জাতীয়—অনার্য জাতি-সম্বন্ধীয়। অনার্যজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অনার্য(র্য্য)তা—অভদ্রতা, অসাধুতা। অনার্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনার্য(র্য্য)তিক্ত—চিরতা। বি।

অনার্য(র্য্য)দেশ—অনার্যদের বাসস্থান, আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বের ভারতবর্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনার্য(র্য্য)নিবাস, -বাস—অনার্যদেশ, আর্যেতর জাতির বাসস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনার্য(র্য্য)ভূমি—অনার্যদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনার্য(র্য্য)শীল—'অনার্যচরিত' দ্রঃ।

অনার্য(র্য্য)সুলভ—জঘন্য, অনার্যোচিত। ৭মীতৎ। বিণ।

অনার্যো(র্য্যো)চিত—হেয়, জঘন্য ; অনার্যের উপযোগী। অনার্যে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অনালম্ব—অবলম্বনহীন, unsupported. ন (নাই) আলম্ব যাহার, বহু। বিণ।

অনালাপ—১। আলাপ-আলোচনার অভাব, নীরবতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নীরব, নিস্তব্ধ। ন (নাই) আলাপ যাহাতে, বহু। বিণ।

অনালাপী (-পিন্)—১। কথোপকথন-রহিত, নীরব ; লাজুক। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অপরিচিত ; আগন্তুক, অচেনা ('—লোক') বাংপ্র। বিণ।

অনালোকিত—অদৃষ্ট, অনবলোকিত, যাহা দেখা হয় নাই এরূপ ; আলোকাভাব-যুক্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোচনীয়, -লোচ্য—আলোচনার অযোগ্য, অনুশীলনীয়, যাহা আলোচনা করা যাইতে পারে না বা করা উচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোচিত—যাহার চর্চা করা হয় নাই এরূপ, অনমুশীলিত, অপরিশীলিত, অবিবে-চিত ; অপরীক্ষিত, অদৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোড়িত—অবিক্ষোভিত ; অমথিত, যাহা আলোড়িত করা হয় নাই এরূপ ; অক্ষুণ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশ—১। নাশের অভাব ; ধ্বংসাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নিরাশ, হতাশ। ন (নাই) আশা যাহার, বহু। বিণ।

অনাশী (-শিন্)—নাশহীন, চিরস্থায়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশ্য—অবিনাশী, যাহার নাশ হইতে পারে না, অধ্বংসনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশ্রম—১। আশ্রমবিহীন, আশ্রমশূন্য, যাহার কোন আশ্রম নাই। ন (নাই) আশ্রম যাহার, বহু। বিণ। ২। আশ্রমের অভাব, আশ্রম না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনাশ্রমব্রত—১। আশ্রমনির্ধারিত ব্রতের অভাব। আশ্রম-নির্ধারিত ব্রত, মধ্যপ কর্মধা —আশ্রমব্রত ; ন আশ্রমব্রত, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। আশ্রমের আচারব্যবহার-হীন, আশ্রমব্রতহীন। ন (নাই) আশ্রমব্রত যাহার, বহু। বিণ।

অনাশ্রমী (-শ্রমিন্)—আশ্রমবর্তিত, আশ্রমশূন্য ; অগৃহী, বিপত্নীক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-মিণী।**

অনাশ্রয়—১। আশ্রয়শূন্য, অসহায়, অশরণ; নিরবলম্ব, নিরাশ্রয়। ন (নাই) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ। ২। আশ্রয়াভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। বিণ, **-শ্রয়ী।**

অনাশ্লিষ্ট—অনালিপ্ত ; অসংবদ্ধ ; অসং-যুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসক্ত—অনুরাগহীন, নির্লিপ্ত, যাহার আসক্তি নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসক্তি—নির্লিপ্ততা, অনুরাগহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাসন্ন—শীঘ্র ঘটিতেছে না এরূপ, অনিকটস্থ ; দূরবর্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-সন্নতা, -সত্তি।**

অনাসাদিত—অনধিগত, অপ্রাপ্ত, অবিদ্য-মান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসিক—নাসাহীন, নাকশূন্য, খাঁদা। ন (নাই) নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

অনাসৃষ্টি—সৃষ্টিবহির্ভূত, সৃষ্টিছাড়া ; অপরূপ, বিচিত্র, আজগুবি। বাংপ্র। বিণ।

অনাসে, -সেতে—অনায়াসে, সহজে। <অনায়াসে। ক্রি-বিণ।

অনাস্থ—আস্থাশূন্য। ন (নাই) আস্থা যাহার, বহু। বিণ।

অনাস্থা—উপেক্ষা, অবহেলা, অমনোযোগ, আস্থাশূন্যতা ; অনির্ভর ; বিশ্বাসের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাস্থান—ভিত্তিহীন, having no basis or fulcrum. ন (নাই) আস্থান যাহার, বহু। বিণ।

অনাস্থা-প্রস্তাব—গবর্নমেন্ট বা পরিচালক সমিতির কার্যক্ষমতায় অবিশ্বাস (no-confidence)-জ্ঞাপক প্রস্তাব। অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অনাস্বাদ—১। স্বাদবিহীন। বহু। বিণ। ২। স্বাদরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি।

অনাস্বাদিত—যাহার আস্বাদন করা হয় নাই এরূপ, যাহার রসগ্রহণ করা হয় নাই

এরূপ; অপ্রাদিত, অভক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহত—১। যাহা আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অপ্রহৃত; নূতন। বিণ। ২। অধৌত নূতন বস্ত্র; তন্ত্রোক্তিমতে হৃৎপ্রদেশে অবস্থিত সুষুম্না নামক নাড়ীর মধ্যবর্তী দ্বাদশদলপদ্মাকার স্থান; অজপা মন্ত্র। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনাহরণ—সংগ্রহ না করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনাহরণীয়—আহরণের অযোগ্য, অসংগ্রাহ্য, যাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে না এরূপ; অখাদ্য, অভোজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহার—আহারাভাব, অভোজন, অনশন, উপবাস, অচয়ন, অসংগ্রহ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনাহারী (-হারিন্)—যাহার আহার হয় নাই এরূপ, অকৃতভোজন, উপবাসী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**। বি, **-হারিতা, -হার**।

অনাহার্য(র্য্য)—অখাদ্য, ভক্ষণের অযোগ্য; অসংগ্রাহ্য; গ্রহণের অযোগ্য; সত্তৃ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহুত—অসংগত; অপ্রাসঙ্গিক। বাংপ্র। বিণ।

অনাহূত—অনিমন্ত্রিত, যাহাকে ডাকা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহৃত—অসংগৃহীত, অসংকলিত; অস্বীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহ্লাদ—আনন্দাভাব, অপ্রীতি, অসন্তোষ, বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনাহ্লাদিত—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, নিরানন্দ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনি—অন্য, অপর। প্রা কপ্র। সর্ব, বিণ।

অনিঁদ—নিদ্রাহীন। প্রা কপ্র। বিণ।

অনিঃসরণ—অনির্গমন, অবহির্গমন। ন নিঃসরণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনিঃসরবচন—নির্বাক্, বাক্যহারা ('অনিঃসরবচন হইল গোপশিশু'—ভাগবত)। নঞ্—নির-সৃ+অচ্ কর্তৃ; অনিঃসর বচন যাহার, বহু। বিণ।

অনিঃসৃত—অনিষ্ক্রান্ত, অনির্গত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিকেত—গৃহহীন; ত্যক্তসংসার; পরিব্রাজক। ন (নাই) নিকেত (গৃহ) যাহার, বহু। বিণ।

অনিগীর্ণ—অভক্ষিত; অকথিত; অপ্রকাশিত। ন নিগীর্ণ (ভক্ষিত, উক্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিগ্রহ—নিগ্রহের অভাব, পীড়নাভাব; অনুগ্রহ, আনুকূল্যপ্রদর্শন; অনিয়মণ, অসংযম। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনিচ্ছা—অবাঞ্ছা, ইচ্ছার অভাব, ইচ্ছারাহিত্য; অনভিলাষ, অপ্রবৃত্তি; ঔদাসীন্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনিচ্ছাকৃত—ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদিত, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সাধিত। ইচ্ছা দ্বারা কৃত, ৩য়াতৎ; ন ইচ্ছাকৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিচ্ছালব্ধ—ইচ্ছা না করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন। ইচ্ছাদ্বারা লব্ধ, ৩য়াতৎ; ন ইচ্ছালব্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিচ্ছাসত্ত্বে—ইচ্ছা না থাকাতে, ইচ্ছার অবিদ্যমানতায়। অনিচ্ছার সত্ত্ব (বিদ্যমানতা), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে (ভাবে ৭মী)। বি; ক্লী।

অনিচ্ছু—ইচ্ছাশূন্য, বাসনাহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিচ্ছুক—বাসনাহীন, অনভিলাষী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিজক—যাহা নিজের নয় এমন, not one's own. ন (নাই) নিজ যাহাতে, বহু+ক সমাসান্ত। বাংপ্র। বিণ।

অনিট্—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) যে সকল ধাতুর পরে ইট্ আগম হয় না এরূপ ('—ধাতু')। ন (নাই) ইট্ যাহাদের, বহু। বিণ।

অনিত—মন্দ, অনিষ্ট। কপ্র। বিণ।

অনিত্য—অচিরস্থায়ী, যাহা চিরকাল থাকে না এরূপ, ধ্বংসশীল, নাশশীল, ভঙ্গুর, ক্ষণবিধ্বংসী, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিত্যতা—অচিরস্থায়িত্ব, অচিরবর্তমানতা, নশ্বরতা। অনিত্য+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অনিদান—১। অমূলক, অহেতুক, হেতুহীন, অকারণ, কারণশূন্য; ভিত্তিহীন। ন (নাই) নিদান (হেতু, কারণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। নিদানাভাব, কারণের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনিদ্র—নিদ্রাহীন, প্রবুদ্ধ, জাগরিত, জাগ্রৎ; অনলস। ন (নাই) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

অনিদ্রা—১। নিদ্রাভাব, নিদ্রারাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। নিদ্রাহীনা, নিদ্রারহিতা। অনিদ্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনিন—শূন্য, রিক্ত; ক্ষীণ, inane, feeble. বিণ।

অনিন্দনীয়, -নিন্দ্য—নিন্দার অযোগ্য, অদূষণীয়, উত্তম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিন্দা—নিন্দাভাব, অনখ্যাতি, অদূষ্যতা; প্রাশস্ত্য; প্রশংসা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনিন্দিত—অগর্হিত, অদূষণীয়, অবিগর্হিত, অনখ্যাতিকর; প্রশস্ত, উত্তম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিন্দ্য—'অনিন্দনীয়' দ্রঃ।

অনিন্দ্যতা—অগর্হণীয়তা; প্রাশস্ত্য; প্রশংসনীয়তা। অনিন্দ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অনিন্দ্যসুন্দর—সর্বাঙ্গসুন্দর, যাহার সৌন্দর্যে খুঁত নাই এমন। অনিন্দ্যরূপে সুন্দর, সুপ্। বিণ।

অনিন্দ্যাঙ্গী—অনবদ্যাঙ্গী, সর্বাঙ্গসুন্দরী, পরমাসুন্দরী। অনিন্দ্য অঙ্গ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং, **-ন্দ্যাঙ্গ**।

অনিপুণ—অদক্ষ, অকুশল, অপটু; নির্দিষ্ট আকারশূন্য, অনিবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-তা, -নৈপুণ্য**।

অনিবদ্ধ—বন্ধনহীন; অসংযত; উদ্দাম; অরচিত, অগ্রথিত; যাহাতে কোন কথা বা বাঁধা তাল নাই শুধু সুর আছে এমন ('—সংগীত')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবন্ধ—অগ্রন্থ, হীন রচনা; অসংযম, অনিয়ম; বন্ধনাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনিবন্ধী (-ন্ধিন্)—(রসায়ন) বিকৃতাকার; অবয়বশূন্য, amorphous. বিণ।

অনিবর্তী (-র্তিন্), **-বর্তী**—অপরাঙ্মুখ; অপ্রত্যাবর্তনশীল ('—যৌবন'), যাহা অতীত হইলে আর ফিরে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবার—১। অপ্রতিরোধনীয়; অনিবার্য; অবিরত। ন (নাই) নিবার (নিবারণ) যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। অবিরতভাবে, নিরন্তর; বারবার, ক্রমাগত; অজস্রধারায়। ন (নাই) নিবার যাহা হইতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনিবারণীয়—অনিবার্য, অনিরোধনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবারিত—অনিরুদ্ধ, অনিষিদ্ধ, অপ্রতিবিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবার্য(র্য্য)—নিবারণের অযোগ্য, অনিরোধনীয়, অপ্রতিষেধনীয়; অত্যন্ত আবশ্যক, অতিশয় জরুরী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবেদিত—অনুৎসর্গীকৃত; অবিজ্ঞাপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিভৃত—চঞ্চল; অগুপ্ত, প্রকাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিমন্ত্রিত—অনাহূত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিমিক, -মিখ—১। নির্নিমেষ, অপলক, পলকশূন্য। বিণ। ২। একদৃষ্টিতে; মুগ্ধভাবে। <অনিমিষ। ক্রি-বিণ।

অনিমিকে, -মিখে—নির্নিমেষ নয়নে, পলকহীন দৃষ্টিতে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অনিমিষ, -মেষ—১। অমর, দেবতা; মীন, মৎস্য; অতি সূক্ষ্ম কালপরিমাণ। বি; পুং। ২। পলকহীন, নিমেষশূন্য, যাহার চক্ষুর পলক পড়ে না এরূপ, স্থির, স্পন্দহীন, অচঞ্চল। ন (নাই) নিমিষ, নিমেষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অনিমি(মে)ষনয়নে, -নেত্রে, -লোচনে—অপলকদৃষ্টিতে। অনিমি(মে)ষ নয়ন, নেত্র, লোচন যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনিমিষাচার্য(র্য্য)—সুরগুরু, বৃহস্পতি।

অনিমিষদিগের (দেবগণের) আচার্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
অনিমিষে, -মেষে—স্থিরদৃষ্টিতে, স্থিরভাবে, নির্নিমেষনেত্রে। ন (নাই) নিমিষ, নিমেষ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।
অনিয়ত—অনিয়ন্ত্রিত; অনির্দিষ্ট; অনিশ্চিত, স্থিরতাশূন্য, অস্থির; যাহা নিয়ত নহে এরূপ; উচ্ছৃঙ্খল। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিয়তাকার—(রসায়ন) নিরবয়ব, অনাকৃত; সর্বাকার; নির্দিষ্ট আকারশূন্য, অনিবদ্ধ, amorphous. অনিয়ত আকার যাহার, বহু। বিণ।
অনিয়ন্ত্রিত—অদমিত; উচ্ছৃঙ্খল; স্বাধীন; স্বতন্ত্র; অনিবারিত; অগোছাল। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিয়ম—১। নিয়মাতিক্রম, নিয়মলঙ্ঘন, নিয়মরাহিত্য, নিয়ম অনুসারে না চলা; অসংযম; বিশৃঙ্খলা; অনিয়ন্ত্রণ; অনিশ্চয়, অস্থিরতা। নঞ্তৎ। বি; পুং। বিণ, -নিয়মিত। ২। নিয়মশূন্য, বিশৃঙ্খল; অসংযত; অনিয়ন্ত্রিত; অনিশ্চিত। ন (নাই) নিয়ম যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।
অনিয়মিত—যাহা নিয়মিত নহে এরূপ, নিয়মশূন্য; অনির্দিষ্ট, অনির্ধারিত, অনিরূপিত; অসংযমিত, অনিয়ন্ত্রিত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিরাকরণ—অপ্রত্যাখ্যান, অদূরীকরণ; অনিবারণ, অপ্রতিষেধ; না ঘুচানো; না মিটানো; অস্থিরীকরণ, অনির্ধারণ। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।
অনিরাকরণীয়—দূরীকরণাযোগ্য; অনিবারণীয়, অপ্রতিষেধনীয়, অপ্রতিরোধনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিরাকৃত—অদূরীকৃত; অনিবারিত; যাহার নিবারণ হয় নাই এরূপ, অপ্রতিরুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিরুদ্ধ—১। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র; দূত, চর। বি; পুং। ২। অনিবারিত; অপ্রতিরুদ্ধ, অবাধ; অদম্য। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিরুদ্ধপথ—১। গগন, শূন্য, আকাশ। অনিরুদ্ধ পথ যেখানে, বহু। বি; ক্লী। ২। মুক্ত পথ। অনিরুদ্ধ পথ, কর্মধা। বি; পুং। ৩। অব্যাহতগতি, অবিরামগতি। অনিরুদ্ধ হইয়াছে পথ যাহার, বহু। বিণ।
অনিরূপণ—অনির্ধারণ; অনির্বাচন; অনির্দেশ। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।
অনিরূপণীয়—নির্ধারণের অযোগ্য, অনির্ধার্য; অনির্দেশ্য। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিরূপিত—অনির্দিষ্ট; অনিয়মিত; অনির্ধারিত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্গত—অনিঃসৃত, অনিষ্ক্রান্ত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্গম, -র্গমন—বাহির না হওয়া, অনিষ্ক্রমণ। নঞ্তৎ। বি; পুং, ক্লী।
অনির্ণয়—অনবধারণ, অনির্ধারণ, অনিশ্চয়, স্থিরীকরণের অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।
অনির্ণায়ক—অনিশ্চায়ক, অনির্ধারক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।
অনির্ণীত—অনিরূপিত, অস্থিরীকৃত, অনির্ধারিত; অনিশ্চিত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্ণেতব্য, -র্ণেয়—অনিরূপয়িতব্য, অনির্ধার্য; স্থিরীকরণের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্দি(র্দ্দি)ষ্ট—অনির্ধারিত, স্থিরতাহীন, অনিরূপিত, অনিয়মিত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্দে(র্দ্দে)শ—অনির্ধারণ, অনিরূপণ; না বুঝানো। নঞ্তৎ। বি; পুং।
অনির্দে(র্দ্দে)শক—অনির্ধারক, অজ্ঞাপক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -শিকা।
অনির্দে(র্দ্দে)শনীয়, অনির্দে(র্দ্দে)শ্য—অনির্ধারণীয়, অজ্ঞাপনীয়; যে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্ধা(র্দ্ধা)রণীয়—অনির্ণেয়, অনিরূপণীয়। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্ধা(র্দ্ধা)রিত—অনির্ণীত, অনিরূপিত; অনিয়মিত; অনিশ্চিত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্ধার্য(র্য্য)—অনিরূপণীয়, অনির্দেশ্য, স্থিরীকরণের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্ব(র্ব্ব)চনীয়—বাক্-প্রকাশের অতীত, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এরূপ, বর্ণনার অসাধ্য, যাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না এরূপ। ন নির্বচনীয় (বর্ণনীয়), নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্বা(র্ব্বা)চ্য—যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না এরূপ, বাক্যাতীত, বাক্প্রকাশাযোগ্য; অনিরূপণীয়; নির্বাচনের অযোগ্য; নির্গুণ। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্বা(র্ব্বা)চ্যবাদ—মায়াবাদ। অনির্বাচ্য বিষয়ক (বাক্যাতীত ব্রহ্মবিষয়ক) বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
অনির্বা(র্ব্বা)ণ—১। নির্বাণশূন্য; মুক্তিহীন; অক্ষয়, নাশহীন; অনির্বৃত্ত, অশান্ত; যাহা নিবিয়া যায় নাই এরূপ, জ্বলন্ত; অস্নাত, অনিমগ্ন, মজ্জন-রহিত ('— হস্তী')। ন (নাই) নির্বাণ যাহার, বহু। ২। বাণযুক্ত। নির্ (নাই) বাণ যাহার, বহু; ন নির্বাণ (বাণশূন্য), নঞ্তৎ। বিণ। ৩। মুক্তির অভাব; নাশাভাব; না নিবিয়া যাওয়া, প্রজ্বলন; মজ্জনাভাব। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।
অনির্বা(র্ব্বা)ত—বায়ুরাহিত্যশূন্য, যাহা বায়ুশূন্য নহে এরূপ; বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্বা(র্ব্বা)দ—১। নির্বিরোধ, নির্বিবাদ; অবজ্ঞার অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। কলহহীন, অবজ্ঞাশূন্য। ন (নাই) নির্বাদ যাহার, বহু। বিণ।
অনির্বা(র্ব্বা)পণ—নির্বাপণের অভাব, নিবাইয়া না দেওয়া। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।
অনির্বা(র্ব্বা)পিত—যাহা নিবানো হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্বা(র্ব্বা)হ—নির্বাহাভাব, অসমাধা, অনির্বৃত্তি; অপ্রতুল, অসংস্থান। নঞ্তৎ। বি; পুং।
অনির্বা(র্ব্বা)হিত—যাহা নির্বাহ করা হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্বি(র্ব্বি)ণ্ণ—নির্বেদশূন্য, ভয়-শোকাদি দ্বারা অকাতর; অখিন্ন; অদুঃখী; অবিনীত; অনুদাসীন। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্বি(র্ব্বি)ৎ, (-দ)—আত্মগ্লানিহীন, নির্বেদশূন্য; অকাতর; অদুঃখী; ভয়শোকাদি হইতে বিমুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্বৃ(র্ব্বৃ)তি—স্বাচ্ছন্দ্যাভাব, অসুখ; অসংস্থান, দারিদ্র্য। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।
অনির্বে(র্ব্বে)য়—নির্বাণের অযোগ্য, নির্বাণাতীত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্ভর—১। অল্প, লঘু; অপেক্ষাশূন্য, নিরপেক্ষ; প্রত্যাশাহীন। ন (নাই) নির্ভর যাহার, বহু। বিণ। ২। নির্ভর না করা, কাহারও অপেক্ষা না করা। নঞ্তৎ। বি; পুং।
অনির্ম(র্ম্ম)ম—অনির্দয়, অনিষ্ঠুর; অক্রূর; মমতাযুক্ত, যাহার স্নেহ আছে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্ম(র্ম্ম)ল—অপরিসৃত; অবিশুদ্ধ, দূষিত। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্মা(র্ম্মা)ণ—অগঠন, অপ্রস্তুতকরণ, অরচনা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। বিণ, -র্মিত।
অনির্মা(র্ম্মা)ল্য—যে ফুল দেবতাকে নিবেদন করা হয় না, অনিবেদিত পুষ্পাভরণ। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।
অনির্মি(র্ম্মি)ত—অগঠিত, অরচিত, যাহা গড়া হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।
অনির্মে(র্ম্মে)য়—অগঠনীয়, গঠনের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।
অনিল—১। অষ্টবসুর পঞ্চম বসু; বায়ু, পবন, বাতাস। অন্ (প্রাণধারণ করা)+ইল করণ। বি; পুং। ২। ইলাশূন্য, নির্বাক্; ভূমিরহিত; ধেনুহীন। ন (নাই) ইলা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।
অনিলজ—বায়ুজাত, বাতাসে উৎপন্ন। অনিল হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অনিল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।
অনিলসখ—বায়ুর সখা, অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

অনিলাময়—বাতব্যাধি, বাতরোগ। অনিল-জনিত আময় (রোগ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অনিলাশন—সর্প। অনিল অশন যাহার, বহু। বি ; পুং।

অনিলাশিনী—১। সর্পী। বি ; স্ত্রী। ২। বায়ুভক্ষণকারিণী ; উপবাসিনী। অনিলাশিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনিলাশী (-শিন্)—১। বায়ুভুক্, সর্প। বি ; পুং। ২। বায়ুভক্ষণকারী ; উপবাসী। অনিল অশন (ভক্ষণ) করে যে, উপতৎ ; অনিল—অশ্ + গিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

অনিলিন—(রসায়ন) রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন লাল বা পিঙ্গল বর্ণের তৈল বিঃ। <ইং 'aniline'. বি।

অনিলোচিত—১। অনালোচিত, যে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই এমন, অসম্যক্ বিবেচিত। নঞ্তৎ। ২। বায়ুর উপযুক্ত, বাতোপযোগী। অনিলে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

অনিশ—অবিরত, নিরন্তর, সতত, অনবরত, সর্বদা। ন (নাই) নিশা (বিরাম, নিবৃত্তি) যাহাতে, বহু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অনিশ্চয়—১। অনির্ণয় ; স্থিরতাভাব ; সন্দেহ। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। স্থিরতা-হীন ; সন্দেহযুক্ত। ন (নাই) নিশ্চয় যাহাতে, বহু। বিণ।

অনিশ্চয়তা—স্থিরতাশূন্যতা, সন্দেহযুক্ততা, সংশয়। অনিশ্চয় + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনিশ্চিত—অধ্রুব, স্থিরতাশূন্য, অস্থির ; সন্দেহপূর্ণ; অনির্ণীত, অনিয়মিত, অনির্ধারিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিশ্চিন্ত্য—দুর্বোধ, চিন্তার দ্বারা যাহা নির্ণয় করিবার নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিষিদ্ধ—যাহার নিষেধ করা হয় নাই এরূপ, অপ্রতিষিদ্ধ, অনিবারিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিষ্ট—১। অমঙ্গল, অপকার, ক্ষতি, হানি। বি ; স্ত্রী। ২। অবাঞ্ছিত, অনভি-লষিত, অপ্রিয়। নঞ্তৎ। বিণ। ৩। দুঃখ ; পাপ। ন—ইষ্ + ক্ত কর্ম। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টকর, -কারক, -জনক—অহিত-কর, অপকারক, ক্ষতিকারক। অনিষ্ট করে যে, উপতৎ ; অনিষ্ট—কৃ + ট কর্তৃ— অনিষ্টকর ; অনিষ্টের কারক, জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -কারিকা, -জনিকা**।

অনিষ্টকারী (-কারিন্)—অহিতকারী, ক্ষতিকারক। উপতৎ ; অনিষ্ট—কৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

অনিষ্টচিন্তা—ক্ষতি করিবার জন্য ভাবনা, অপকার করিবার চিন্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টজনক—'অনিষ্টকর' দ্রঃ।

অনিষ্টপাত—অশুভসংঘটন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনিষ্টভয়—ক্ষতির আশঙ্কা, অহিত হইবার ভয়। ৫মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টরত—অহিত কার্যে রত, ক্ষতি করিতেছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

অনিষ্টসম্ভাবনা—অপকার-সম্ভাবনা, ক্ষতি হইতে পারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টসাধন—অনিষ্ট করা, অহিতসাধন, ক্ষতি করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টা—অবাঞ্ছিতা, অনভিলষিতা। অনিষ্ট (২) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনিষ্টাচরণ—অপকারানুষ্ঠান ; ক্ষতি করা ; অপ্রিয়কার্যসম্পাদন। অনিষ্টের আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টাপাত—অমঙ্গলসংঘটন ; অশুভ-ঘটনা, অপ্রিয়সমাগম। অনিষ্টের আপাত (সংঘটন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অনিষ্টাশঙ্কা—ক্ষতির ভয়, অমঙ্গলাশঙ্কা, অপকারের ভয়। অনিষ্টের আশঙ্কা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্ঠ—নিষ্ঠাহীন। ন (নাই) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

অনিষ্ঠা—নিষ্ঠার অভাব, অনাস্থা, অভক্তি ; অপ্রত্যয়, অবিশ্বাস ; অমনোযোগিতা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্ণাত—অপ্রবীণ, অবিজ্ঞ, অকুশল ; অপ্রধান। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিষ্পত্তি—সম্পাদনের অভাব, অনির্বাহ ; অমীমাংসা ; অসমাপ্তি ; অসম্পূর্ণতা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্পন্ন—অসম্পন্ন, অনির্বাহিত ; অ-মীমাংসিত ; অসমাপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিষ্ফল—ফলশূন্যতার অভাবযুক্ত, অ-বিফল, সফল। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিসর্গ—অপ্রাকৃতিক, স্বভাবপ্রতিকূল, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ন (নাই) নিসর্গ (স্বাভাবি-কতা) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনিস্তব্ধ—অনীরব ; শব্দময় ; কোলাহল-ময় ; অনভিভূত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনিস্তার—অপরিত্রাণ, রক্ষাভাব ; অমুক্তি ; অনুত্তরণ। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অনিস্তীর্ণ—অপরিত্রাত ; অনুত্তীর্ণ, যাহা পার হওয়া যায় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনীক—১। সৈনিক পুরুষ, সিপাহী, যোদ্ধা ; সৈন্য। অন্ (জীবিত থাকা) + ঈকন্ করণ ; শ্রেণী, পঙ্ক্তি ; যুদ্ধাগ্র। ২। সংগ্রাম, যুদ্ধ ; সমূহ। ন—নী + ক্বিপ্ অপা + কন্ বা ক স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

অনীকস্থ—১। রাজরক্ষক, রাজরক্ষি-সৈন্য ; সৈন্য ; হস্তিশিক্ষানিপুণ, হস্তিপক ; ধ্বজাদি যুদ্ধচিহ্ন ; চিহ্ন ; বীরমর্দলক, জয়-ঢক্কা ; রণবাদ্য ; প্রাচীন আনদ্ধ-যন্ত্র বিঃ। বি ; পুং। ২। রণগত, যুদ্ধস্থিত, সংগ্রামলিপ্ত। অনীকে (সৈন্যমধ্যে) আছে যে বা যাহা, উপতৎ ; অনীক—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

অনীকিনী—চতুরঙ্গিণী সেনার সংখ্যা-বিশেষ, অক্ষৌহিণীর দশমাংশ সৈন্যদল (২১৮৭ হস্তী, ২১৮৭ রথ, ৬৫৬১ অশ্ব, ১০৯৩৫ পদাতিক—সর্বসমেত ২১৮৭০)। অনীক + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অনীত—১। অবাহিত, যাহা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয় নাই এরূপ ; নীতি-বিরুদ্ধ ; অনুচিত ; অপকৃষ্ট। ন নীত, নঞ্তৎ। বিণ। ২। কুরীতি, অনুচিত কর্ম। <অনীতি। বি।

অনীতি—কুনীতি ; নীতির অভাব ; নীতি-বিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনীতিজ্ঞ—১। নীতিজ্ঞানশূন্য, নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। ন নীতিজ্ঞ, নঞ্তৎ। ২। দুর্নীতিনিপুণ ; কুক্রিয়াকুশল, অসৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ। অনীতি (দুর্নীতি) জানে যে, উপতৎ ; অনীতি—জ্ঞা + ক কর্তৃ। বিণ।

অনীতিপরায়ণ—সর্বদা দুষ্ক্রিয়ান্বিত, সকল সময়ে কুক্রিয়াসক্ত। অনীতি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

অনীদৃক্ (-দৃশ্), **-দৃশ**—ঈদৃশ হইতে অন্যরূপ, যাহা এইপ্রকার নয় এরূপ, ইহা হইতে অন্যবিধ, ভিন্নরূপ, ভিন্নপ্রকার, বিসদৃশ। ন ঈদৃক্, ঈদৃশ, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অনীদৃশী**।

অনীপ্সা—অনভিলাষ, প্রার্থনাভাব। ন ঈপ্সা, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ—**অনীপ্সিত**। [কর্মধা। বি ; পুং।

অনীমাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য ঋষি। মধ্যপ

অনীল—যাহা নীল নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনীশ—১। বিষ্ণু। ন (নাই) ঈশ যাহা হইতে, বহু। বি ; পুং। ২। ঈশ্বরহীন ; প্রভুশূন্য, অস্বামিক। ন (নাই) ঈশ যাহার, বহু। বিণ।

অনীশা—দীনভাব। ন ঈশা, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনীশাত্মা (অন্)—স্বতন্ত্র স্বভাব, স্বাধীনচিত্ত। অনীশ আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

অনীশ্বর—১। ঈশ্বরবিহীন, ঈশ্বরে বিশ্বাস-শূন্য, নাস্তিক ; প্রভুহীন, প্রভুবর্জিত। ন (নাই) ঈশ্বর যাহার, বহু। বিণ। ২।

অপ্রভু ; অসমর্থ ; অধনী, নির্ধন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -শ্বরী।

অনীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই এইরূপ উক্তি, নাস্তিক্যবাদ। অনীশ্বর এই বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অনীশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বর নাই এইরূপ উক্তিকারী, নাস্তিক্যবাদী ; নাস্তিক, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন। উপতৎ ; অনীশ্বর—বদ্ +ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

অনীহ—চেষ্টাশূন্য, স্পৃহাশূন্য, নিরীহ। ন (নাই) ঈহা যাহার, বহু। বিণ।

অনীহা—১। চেষ্টাভাব, অনুৎসাহিতা, চেষ্টাশূন্যতা ; স্পৃহাশূন্যতা, apathy. ন ঈহা, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। নিরীহা, নিশ্চেষ্টা। অনীহ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনু—১। পশ্চাৎ ; তুল্য ; সদৃশ ; নিকৃষ্ট ; অধীন, হীন ; সহ, সহিত, ভাগ, অংশ ; সমীপ ; বহিঃ, বহির্ভাগ ; পরম্পরা ; অনুক্রম ; পুনঃ, বীপ্সা ; সামর্থ্য ; সাকল্য ; যোগ্য ; চিহ্ন ; আয়াস। অ ; উপসর্গ। ২। রাজা যযাতির চতুর্থ পুত্র [ইনি শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হন, এবং ইহা হইতেই ম্লেচ্ছজাতি উদ্ভূত হইয়াছিল]। অন্ (বিদ্যমান থাকা)+উ কর্তৃ। বি ; পুং।

অনুক—কামুক, কামাসক্ত। অনু—কম্+ড কর্তৃ। বিণ।

অনুকথন—পশ্চাদুক্তি, পরে বলা ; অনুবাদ, ভাষান্তর-করণ ; পরম্পর কথা বলা ; পুনরুল্লেখ ; যথাক্রমে বর্ণন। অনু—কথ্ (বলা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -কথিত।

অনুকম্পনীয়—অনুকম্প্য, কৃপাপাত্র। অনু—কম্প্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুকম্পা—কৃপা, দয়া, করুণা ; স্নেহ ; অপরের সুখদুঃখে সহানুভূতি, অন্যের অবস্থা দেখিয়া আপনাকে তদবস্থ জ্ঞান করা, অন্যের দুঃখে দুঃখানুভব, সুখে সুখবোধ। অনু (সহ) কম্প্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুকম্পী (-ম্পিন্)—অনুকম্পাকারী, দয়াবান্। অনু—কম্প্+ণিন্ কর্তৃ অথবা, অনুকম্পা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ম্পিনী।

অনুকম্প্য—দয়াভাজন, কৃপাপাত্র, অনুগ্রাহ্য। অনুকম্পা+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অনুকরণ—নকল করা, সদৃশীকরণ, অনুরূপ কার্যকরণ, প্রতিকরণ, অন্যের কার্যাদি দেখিয়া নিজেও কার্যতঃ সেইরূপ করা। অনু (সদৃশ)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—অনুকৃত, অনুকরণীয়, অনুকার্য, অনুকর্তব্য, আনুকরণিক।

অনুকরণকারী (-রিন্)—যে অনুকরণ করে এরূপ। অনুকরণ করে যে, উপতৎ ; অনুকরণ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

অনুকরণক্ষম, -দক্ষ, -পটু—অনুকরণ করিতে নিপুণ ; নকল করিতে দক্ষ। ৭মীতৎ। বিণ।

অনুকরণপ্রবৃত্তি—নকল করিবার ইচ্ছা, অনুকরণ করিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুকরণপ্রিয়—অনুকরণানুরাগী, যে নকল করিতে ভালবাসে এরূপ। অনুকরণ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

অনুকরণবৃত্তি—১। তুল্যকার্যকরণবৃত্তি, কোন কিছু নকল করিবার কার্য ; অনুকরণ-প্রবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। নকল করাই যাহার কাজ বা পেশা। বহু। বিণ।

অনুকরণশব্দ—অনুরূপ ধ্বনি, অনুকার শব্দ, কোন শব্দের তুল্য শব্দ। অনুকরণজাত শব্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অনুকরণশীল—অনুকরণ স্বভাব-সম্পন্ন ; অনুকরণপরায়ণ। অনুকরণই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

অনুকরণীয়—অনুকরণযোগ্য, যাহা দেখিয়া সেইরূপ করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। অনু—কৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুকর্ত(র্ত্ত)ব্য—অনুকরণযোগ্য। অনু (সদৃশ)—কৃ+তব্য কর্ম। বিণ।

অনুকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা**—অনুকরণকারী, সদৃশকার্যকারী ; অভিনেতা। অনু—কৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কর্ত্রী।

অনুকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—তুল্যকর্ম, সদৃশ-কর্ম, অনুকরণ ; নিকৃষ্ট কর্ম, হীন কর্ম, পরের কাজ। অনুরূপ বা অনুগত কর্ম, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অনুকর্ষ—১। রথের অধোবর্তী চক্রবন্ধ কাষ্ঠ। অনু—কৃষ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। (ব্যাকরণাদি) পূর্বসূত্রোক্ত পদাদির পরসূত্রাদিতে অনুবৃত্তি ; আকর্ষণ ; প্রার্থনাপূর্বক দেবতাকে আহ্বান। অনু—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, -কৃষ্ট।

অনুকর্ষণ—অনুকর্ষ ; আকর্ষণ। অনু—কৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -কৃষ্ট।

অনুকল্প—গৌণ কল্প, হীনকল্প, অপ্রধান বিধি ; মুখ্য নিয়মের ব্যতিক্রম ; প্রতিনিধি, একটির স্থলে অন্যটি, alternative. অনুগত (নিকৃষ্ট, হীন, গৌণ) কল্প (মুখ্যবিধি, পক্ষ), প্রাদি ; বা, অনু (সদৃশ)—কৃপ্+ণিচ্+অচ্ কর্ম। বি ; পুং বা বিণ।

অনুকাঙ্ক্ষা—অতিস্পৃহা ; অভিলাষ, ইচ্ছা, longing. অনু—কাঙ্ক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—ইচ্ছুক, অভিলাষকারী, অভিলাষী। অনু—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কাঙ্ক্ষিণী।

অনুকাম—যথাকাম, যথেচ্ছ। অব্যয়ী। অ।

অনুকামী (-মিন্)—অতিশয় কামুক। বিণ।

অনুকামীন—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছবিহারী। অনুকাম+ঈন। বিণ।

অনুকামীনতা—স্বেচ্ছানুসারিতা। অনু-কামীন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনুকার—১। অনুকরণ, সদৃশীকরণ। অনু—কৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। সংগীতশাস্ত্রে অব্যুৎপন্ন অথচ গানানুকরণে সুপটু এরূপ মধুরকণ্ঠ গায়ক। অনু—কৃ+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

অনুকার-অব্যয়—(ব্যাকরণ) কোন ধ্বনির অনুকরণে গঠিত অব্যয় শব্দ [যেমন,—ঝনঝন, টনটন টকটক ইঃ]। অনুকার-জাত অব্যয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অনুকারশব্দ—অনুকরণধ্বনি, অন্যশব্দের কোনও ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দ [যথা,—টুংটাং, কিচিরমিচির ইঃ]। অনুকারজাত শব্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অনুকারা—অনুকরণ করা। কপ্র। ক্রি। [অনুকারিছে—অনুকরণ করিতেছে]।

অনুকারিতা, -ত্ব—অনুকরণ, সদৃশীকরণ। অনুকারিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অনুকারী (-কারিন্)—অনুকরণকারী, সদৃশকার্যকারী ; যে নকল করে এমন ; যে জাল করে এমন। অনু—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

অনুকার্য (র্য্য)—অনুকরণযোগ্য। অনু—কৃ+ণ্যৎ কর্মবা। বিণ।

অনুকাল—১। সময়োপযোগী, opportune. অনুগত কালকে, প্রাদি। বিণ। ২। সেই সময়ে, তৎকালে। কালকে অনুসরণ করিয়া, অব্যয়ী। অ।

অনুকীর্ণ—ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ; বিক্ষিপ্ত। অনু—কৃ+ক্ত কর্ম ; বিণ।

অনুকীর্ত(র্ত্ত)ন—বিঘোষণ, proclaiming ; ক্রমানুযায়ী বর্ণন ; উচ্চারণ ; প্রকাশন। অনু—কৄত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -কীর্তিত।

অনুকূল—১। সপক্ষ, পোষকতাকারী, সহায়, সদয়, অনুগ্রহকারী, সুবিধাজনক ; সমর্থনকর ; অনুরক্ত ; উপযুক্ত, যোগ্য। বিণ। ২। নিজ স্ত্রীতে অনুরক্ত নায়ক বিঃ ; কাব্যের অলংকার বিঃ। কূলকে অনুগত, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুকূলগলহস্ত—যে গলাধাকা বা অপমান কার্যতঃ মঙ্গলজনক হয়। কর্মধা। বি ; পুং।

অনুকূলতা—সপক্ষতা, সদয়তা, অনুগ্রহ। অনুকূল (১)+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনুকূলা—১। সদয়া, সহায়া, অনুগ্রহ-

সম্পন্না। অনুকূল (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দণ্ডী বৃক্ষ। বি; স্ত্রী।

অনুকৃত—কৃতানুকরণ, যাহার নকল করা হইয়াছে এমন। অনু (সদৃশ)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-কৃতি**।

অনুক্ত—অকথিত, অনুল্লিখিত, অভাষিত; অনির্দ্দিশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুক্তকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা**—(ব্যাক) যে কর্ত্তা উক্ত হয় নাই, কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে তৃতীয়ান্ত কর্তৃপদ। অনুক্ত এমন কর্ত্তা, কর্মধা। বি; পুং।

অনুক্তকর্ম্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—(ব্যাক) অকথিত কর্ম, কর্তৃবাচ্যে দ্বিতীয়ান্ত কর্মপদ। কর্মধা। বি; ক্লী।

অনুক্তি—অভাষণ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনুক্রকচ—করাতের ন্যায় কাটা, serrate. অনুগত ক্রকচকে, প্রাদি। বিণ।

অনুক্রম—১। ক্রমানুগত, অনুপূর্ব, যথাক্রম। অনুগত ক্রমকে, প্রাদি। বিণ। ২। পরম্পরা, ধারা, পর্য্যায়, sequence; কার্য্যতালিকা, programme. অনু—ক্রম্। ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অনুক্রমণ—অনুগমন, অনুসরণ, পশ্চাদ্গমন; পর্য্যায়ানুসারে গমন। অনু—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অনুক্রমণিকা—ভূমিকা, গ্রন্থের অবতরণিকা, মুখবন্ধ; সূচীপত্র; নির্ঘণ্ট, বেদপুরাণাদি গ্রন্থের শেষে সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিপূর্ণ অংশ বা ভাগ। অনু—ক্রম্+অনট্ করণ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুক্রমণী—বেদপুরাণাদি গ্রন্থের পূর্বকৃত বর্ণনার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিপূর্ণ অংশ। অনু-ক্রম্+অনট্ অধি+ঈপ্। [কতকগুলি প্রসিদ্ধ অনুক্রমণীর নাম, যথা,—ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণী, মহর্ষি শৌনককৃত আর্ষানুক্রমণী, দেবানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী, ছন্দোনুক্রমণী, সূক্তানুক্রমণী ইঃ; এতদ্ভিন্ন পুরাণেরও বহু অনুক্রমণী আছে।] বি; স্ত্রী।

অনুক্রমা—অনুকরণ করা; ক্রমপর্য্যায় অনুসরণ করা, পর পর কাজ করিয়া যাওয়া। কপ্র। ক্রি।

অনুক্রিয়া—'অনুকর্ম' (সকল অর্থে)। অনুরূপা ক্রিয়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুক্রোশ—অন্যের দুঃখে দুঃখপ্রকাশ; দয়া, করুণা, অনুকম্পা। অনু—ক্রুশ, (দুঃখ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অনুক্ষণ—অবিরত, নিরন্তর, সর্বদা। ক্ষণে ক্ষণে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুখন—নিরন্তর, সকল সময় ('অনুখন তোহে হেরি আনচিত'—ঘনশ্যাম)। 'অনুক্ষণ'-শব্দজ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুগ—পশ্চাৎগমনকারী, অনুযায়ী, পশ্চাদ্গামী। অনু গমন করে যে, উপতৎ; অনু—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

অনুগত—১। মতানুসারে কার্য্যকারী, মতানুবর্ত্তী; অনুজীবী; অধীন, আশ্রিত। অনু—গম্+ক্ত কর্তৃ। ২। কৃতানুসরণ, অনুসৃত, যাহার পশ্চাদ্গমন করা হইয়াছে এমন। অনু—গম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুগতি—আনুগত্য, অনুগতভাব, অনুসরণ; অনুকরণ। অনু—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুগন্তব্য—পশ্চাৎগম্য, অনুসরণীয়; অনুকরণযোগ্য। অনু—গম্+তব্য কর্ম। বিণ।

অনুগবীন—রাখাল। অনুগব+ঈন (খ) গন্তার্থে। বি; পুং।

অনুগম, -গমন—অনুসরণ; অনুকরণ, সদৃশীকরণ; মীমাংসা; পরস্পর অবিরোধসম্পাদন; সহমরণ; আনুগত্য, সংগতি; অনুলোম। অনু—গম্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি, পুং, ক্লী।

অনুগমনীয়, -গম্য—অনুসরণীয়, অনুবর্ত্তনীয়। অনু—গম্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

অনুগা—১। পশ্চাৎগমনকারিণী। অনুগ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনুজ্ঞা। প্রা কপ্র। বি।

অনুগামক—সর্বদা গতিশীল; সর্বদা অনুগমনকারী, habitually moving. অনু—গম্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিকা**।

অনুগামী (-গামিন্)—অনুগমনকারী, পশ্চাদ্গামী, অনুসারী, সহচর। অনু (পশ্চাৎ) গমন করে যে, উপতৎ; অনু—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অনুগীত—১। অনুরূপ গুঞ্জন, অনুগান। অনু—গৈ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। পশ্চাৎ গীত, পরে গীত। অনু—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুগুণ—গুণানুযায়ী, অনুকূল; অনুরূপ; অনুগত। অনুগত গুণকে, প্রাদি। বিণ।

অনুগৃহীত—যাহাকে কৃপা করা হইয়াছে এমন, উপকৃত; প্রতিপালিত। অনু—গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুগ্র—উগ্রতাহীন; নিস্তেজ; অতীক্ষ্ণ; অক্রোধী; অনিষ্ঠুর; ভদ্র; অনুদ্ধত, ধীরস্বভাব, শান্তপ্রকৃতি; বিনয়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুগ্রহ—১। অন্যের বাঞ্ছিতপূরণের বা অপকারনিবারণের বাসনা; কৃপা, দয়া, করুণা; উপকার; প্রসাদ, প্রসন্নতা; সাহায্য, আনুকূল্য। অনু—গ্রহ্+অপ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-গৃহীত**। ২। বিপর্য্যয় (স্থাবরসৃষ্টি) অশক্তি (পশুপক্ষ্যাদিসৃষ্টি) সিদ্ধি (মানবসৃষ্টি) ও তুষ্টি (দেবসৃষ্টি)—এই চতুর্বিধ সৃষ্টিরূপ অষ্টম সৃষ্টি। অনু—গ্রহ্+অপ্ কর্ম। বি; পুং।

অনুগ্রহপাত্র, -ভাজন—দয়ার পাত্র, কৃপার পাত্র, দয়ার্হ, দয়া করিবার যোগ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী বা বিণ।

অনুগ্রহপ্রদর্শন—কৃপা প্রদর্শন, দয়া দেখানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অনুগ্রহপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—কৃপাপ্রার্থনাকারী, দয়ার ভিক্ষুক, যে দয়া চায় এরূপ। উপতৎ; অনুগ্রহ—প্র—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

অনুগ্রহবিহীন, -শূন্য, -হীন—যে অনুগ্রহ করে না, কৃপাহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

অনুগ্রহভাজন—'অনুগ্রহপাত্র' দ্রঃ।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—কৃপালিপ্সু, দয়ালাভেচ্ছু। অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করে যে, উপতৎ; অনুগ্রহ—আ—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কাঙ্ক্ষিণী**।

অনুগ্রাহক—অনুগ্রহকারী। অনু—গ্রহ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা**।

অনুগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—অনুগ্রাহক, অনুগ্রহকারী। অনু—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

অনুগ্রাহ্য—অনুগ্রহের পাত্র, দয়াযোগ্য, কৃপাভাজন, যাহাকে দয়া করা উচিত এমন। অনু—গ্রহ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অনুঘটক—(রসায়ন) যাহা নিজের বিকৃতি না ঘটাইয়া কোন রাসায়নিক সংযোগবিয়োগাদি সাধন করে, catalytic, catalyser, catalyst. অনু—ঘট্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। বি, **-ঘটন** catalysis.

অনুচর—১। পশ্চাদ্গামী; সহগামী, সহচর। বিণ। ২। সেবক, দাস, ভৃত্য, যে সঙ্গে যায় আসে এরূপ ব্যক্তি, আজ্ঞাবহ। অনু—চর্+অচ্ কর্তৃ। বি, পুং। স্ত্রী, **-চরী**।

অনুচরিত—অনুগত, অনুসৃত। অনু—চর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুচরী—১। অনুগামিনী, সহচরী, বান্ধবী। বিণ; স্ত্রী। ২। দাসী। অনুচর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুচারিণী—১। অনুচরী, অনুগামিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। দাসী, পরিচারিকা। অনুচারিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুচারী (-চারিন্)—১। অনুচর, আজ্ঞাবহ, সহচর। অনু—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। ২। দাস, পরিচারক। বি; পুং। ৩। অনুচারিণী, পরিচারিকা। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

অনুচিকীর্ষা—সদৃশীকরণাভিলাষ, অনুকরণ করিবার বাসনা। অনু—কৃ+সন্ (=চিকর্ষ্ ধাতু)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুচিকীর্ষিত—যে বিষয়ের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা করা গিয়াছে এরূপ। অনু—কৃ+সন্ (=চিকীর্ষ্ ধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুচিকীর্ষু—অনুকরণ করিতে অভিলাষী। অনু—কৃ+সন্+উ কর্তৃ। বিণ।

অনুচিত—অবৈধ, অন্যায্য, অকর্তব্য, অ-বিহিত; অনভ্যস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচিন্তন—অনুধ্যান, পশ্চাৎ চিন্তা; সর্বক্ষণ চিন্তন; সর্বদা আন্দোলন, গভীর ধ্যান। অনু—চিন্ত্‌+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-চিন্তিত, -চিন্তনীয়, -চিন্ত্য, -চিন্তিতব্য।**

অনুচিন্তা—অনুচিন্তন। অনু—চিন্ত্‌+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুচ্চ—অনুত্তুঙ্গ, অনুন্নত অল্প উঁচু, নীচু; মৃদু, কোমল; অস্পষ্ট, অন্যের অশ্রাব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্চারণ—অকথন, মুখ হইতে কথা বাহির না করা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, **-চ্চারিত, -চ্চারণীয়, -চ্চার্য।**

অনুচ্চারণীয়—অকথনীয়, উচ্চারণের অযোগ্য, যাহা উচ্চারণ করা কঠিন এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্চারিত—অকথিত, যে কথা মুখ হইতে বাহির করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্চার্য(র্য্য)—১। অকথ্য, যাহা উচ্চারণ করা অসাধ্য বা উচিত নয় এরূপ। বিণ। ২। অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ (অর্ধমাত্রার উচ্চারণ করা যায় না)। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনুচ্ছিষ্ট—যাহা ভুক্তাবশিষ্ট নয় এরূপ; অব্যবহৃত; শুদ্ধ, পবিত্র। ন উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট, এঁটো), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুচ্ছেদ—ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ, paragraph. প্রাদি। বি; পুং।

অনুজ—১। যে পরে জন্মিয়াছে এরূপ, অনুজাত, পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই। অনু—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অনুজঙ্ঘাস্থি—(শারীর-বিদ্যা) অন্তর্জঙ্ঘাস্থি, হাঁটু ও গোড়ালির মধ্যস্থ হাড় দুইটির মধ্যে বড় হাড়টি, tibia. বি।

অনুজন্মা (-জন্মন্)—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনু জন্ম যাহার, বহু। বি; পুং।

অনুজা—১। কনিষ্ঠা ভগিনী; দক্ষকন্যা সতী; বলাডুমুর; গজভাদুলিয়া, বনভাদুলিয়া। অনু—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পশ্চাজ্জাতা, পরে উৎপন্না। অনুজ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অনুজাত—১। পশ্চাজ্জাত, পশ্চাদুৎপন্ন। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনু—জন্+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং।

অনুজাতা—১। পশ্চাজ্জাতা, পশ্চাদুৎপন্না। বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী। অনুজাত+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুজিঘৃক্ষা—অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা। অনু—সনন্ত গ্রহ্‌+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, **-জিঘৃক্ষু।**

অনুজীবী (-জীবিন্)—অন্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহকারী, পোষ্য; ভৃত্য; অনুবর্তী; সহচর; আশ্রিত; অনুচর; চার। অনু—জীব্‌+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী।**

অনুজীব্য—সেবক, আশ্রয়দানের যোগ্য। অনু—জীব্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুজ্জ্বল—উজ্জ্বলতাশূন্য, দীপ্তিরহিত; অস্পষ্ট, অবিশদ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুজ্ঝিত—অপরিহৃত, অপরিত্যক্ত; অব্যাহত; অখণ্ড, সমগ্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুজ্ঞা—অনুমতি, আজ্ঞা, আদেশ; (ব্যাক) ক্রিয়ার নিয়োজক প্রকার, Imperative Mood. অনু—জ্ঞা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুজ্ঞাত—অনুমতিপ্রাপ্ত, আজ্ঞাপ্রাপ্ত, যাহাকে বা যাহাতে সম্মতিদান করা হইয়াছে এরূপ; আদিষ্ট, অনুমত, allowed. অনু—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুজ্ঞান—অনুজ্ঞা; চেতনা; অনুমান করিয়া বুঝা; পূর্ব হইতে আভাস পাওয়া। অনু—জ্ঞা+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুজ্ঞাপত্র—কোন কর্ম করিবার সরকারী সনদ, licence. অনুজ্ঞা-সূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনুজ্যেষ্ঠ—১। জ্যেষ্ঠের পর। জ্যেষ্ঠকে অনুগত, প্রাদি। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠানুক্রমে। অব্যয়ী। অ।

অনুতপ্ত—অনুশোচনাযুক্ত, অনুতাপগ্রস্ত, কৃত কুকার্যের জন্য যাহার মনে পশ্চাৎ দুঃখ ঘটিয়াছে এরূপ। অনু—তপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুতর—খেয়ার কড়ি, তরপণ্য, পারাণি কড়ি। অনু—তৃ+অচ্ করণ। বি; স্ত্রী।

অনুতর্ষ—১। তৃষ্ণা, পিপাসা; বাসনা, অভিলাষ, ইচ্ছা। অনু—তৃষ্‌+ঘঞ্ ভাব। ২। পানপাত্র, মদের গেলাস। অনু—তৃষ্‌+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

অনুতর্ষণ—১। জলপানেচ্ছা, তৃষ্ণা; বাসনা, ইচ্ছা। অনু—তৃষ্‌+অনট্ ভাব। ২। মদ্যপানের পাত্র। অনু—তৃষ্‌+অনট্ অধি। বি; স্ত্রী।

অনুতাপ—পশ্চাত্তাপ, অনুশোচনা, কৃত কার্যের জন্য পরিতাপ। অনু—তপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-তপ্ত, -তাপিত।**

অনুতাপিত—পশ্চাদ্দুঃখপ্রাপ্ত, অনুশোচনা-প্রাপ্ত। অনুতাপ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অনুতাপী (-তাপিন্)—১। অনুতাপকারী, অনুশোচক। অনুতাপ+ইন্ আছে অর্থে। ২। অনুশোচনাজনক। অনু—তপ্+ণিচ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তাপিনী।**

অনুৎক—অনুৎকণ্ঠিত, অনুদ্বিগ্ন, নিরুদ্বেগ; অব্যগ্র; অনাকুল। ন উৎক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুৎকণ্ঠিত—উৎকণ্ঠাশূন্য, উদ্বেগবর্জ্জিত; অনাকুল; অব্যগ্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুৎকর্ষ—উৎকর্ষহীনতা, নিকৃষ্টতা, অপকৃষ্টতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনুত্তম—১। অনুৎকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ; অপকৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। ২। সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ। ন (নাই) উত্তম যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনুত্তর—১। সর্বপ্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) উত্তর (পর, শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহু। ২। উত্তরদানে অসমর্থ, উত্তরহীন; যাহার জবাব দেওয়া যাইতে পারে না এরূপ (বাক্য বা প্রশ্ন)। ন (নাই) উত্তর (জবাব) যাহার, বহু। ৩। নিকৃষ্ট, হীন, অধম; রক্তসম্বন্ধের নিকটতাহেতু অকরণীয় ('— সম্বন্ধ'); দক্ষিণদিগ্‌বর্তী। বিণ। ৪। উত্তর না দেওয়া। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনুত্তরঙ্গ—যাহাতে উত্তাল তরঙ্গ নাই, অতরঙ্গিত, অতরঙ্গ-সংকুল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুত্তান—যাহা চিত হইয়া নাই এরূপ, উপুড়; ন উত্তান (চিত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুত্তোলিত—যাহা উপরে তোলা হয় নাই এরূপ; অনুন্নীত; অজাগরিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুৎপত্তি—অনুদ্ভব, জন্মরাহিত্য, অজন্ম। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনুৎপন্ন—অনুদ্ভূত, অজাত, যাহা জন্মে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুৎপাদ, -পাদন—অজন্ম, অনুৎপত্তি; অজনন, অনুদ্ভাবন। নঞ্‌তৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

অনুত্রিকাস্থি—(শারীর-বিদ্যা) মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত ত্রি-কোণাকার অস্থির নিম্নভাগ, coccyx. বি; স্ত্রী।

অনুৎসাহ—১। নিরুৎসাহ, উদ্যমহীন। ন (নাই) উৎসাহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। উৎসাহহীনতা, উদ্যমহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অনুৎসাহী (-সাহিন্)—উদ্যমহীন, নিরুদ্যম। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সাহিনী।**

অনুৎসেক—দর্পহীনতা; অভিমানহীনতা; অনুদ্রেক। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। বিণ, **-সেকী।**

অনুদক—উদকবিহীন, জলশূন্য, নির্জ্জল। ন (নাই) উদক (জল) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনুদগ্র—যাহা উচ্চ নয় এরূপ, অনুচ্চ, খর্ব। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদয়—১। অপ্রকাশ ; অনুৎপত্তি ; অ-সমৃদ্ধি ; সূর্যোদয়ের আগেকার সময়। নঞ্‌-তৎ। বি ; পুং। ২। অপ্রকাশিত ; অনুৎ-পন্ন ; সমৃদ্ধিরহিত। ন (নাই) উদয় যাহার, বহু। বিণ। **অনুদয়ে স্নান**—সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান।

অনুদর—রোগা, ক্ষীণ, দুর্বল, কৃশ, ক্ষীণমধ্য। ন অর্থাৎ ক্ষীণ হইয়াছে উদর যাহার, বহু। বিণ।

অনুদরা, -দরী—ক্ষীণমধ্যা, সুন্দরী। অনুদর +আপ্‌, ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অনুদর্শন—বারবার আলোচনা। অনু—দৃশ্‌ +অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুদর্শী (-দর্শিন্‌)—বারবার আলোচনা-কারী ; ('ত্রুটি-') অন্বেষণকারী। অনু—দৃশ্‌ +ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

অনুদাত্ত—১। (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বেদগানের এই ত্রিস্বরমধ্যে) নিম্ন স্বর ; নীচু আওয়াজ ; বেদের মন্ত্র বিঃ। বি ; পুং। ২। উদাত্তভিন্ন ; নিম্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদান—বিদ্যালয় প্রঃ জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে সরকারের দান, grant. অনু (লক্ষ্য করিয়া) দান, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অনুদার—১। অমহান্‌ ; অদাতা ; কৃপণ ; সংকীর্ণমনা ; অসাধু, অসৎ, ক্ষুদ্র, নীচাশয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। পতিব্রতাপত্নীযুক্ত, অনুগতদার ; সস্ত্রীক ; স্ত্রী-বশীভূত, স্ত্রৈণ। অনুগত দার (পত্নী) যাহার, বহু, অথবা, দারকে অনুগত, প্রাদি। বিণ ; পুং। ৩। (সংগীত) উদারা-নামক গ্রামশূন্য। ন (নাই) উদারা যাহাতে, বহু। বিণ।

অনুদাস—একান্ত বশীভূত ভৃত্য। অনুগত দাস, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুদিত—১। অনুত্থিত, অনুদ্গত ; অ-প্রকাশিত। উৎ—ই (উদিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ—উদিত ; ন উদিত, নঞ্‌তৎ। ২। অকথিত, অনুক্ত। বদ (বলা)+ক্ত কর্ম—উদিত , ন উদিত (কথিত), নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-দয়**, (২য় পক্ষে) **-বাদ**।

অনুদিন—প্রতিদিন, প্রত্যহ, রোজ ; সর্বদা, অবিরাম ; দীর্ঘকাল। দিনে দিনে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুদিশ—দিকে দিকে, প্রতিদিকে, সকল দিকে। দিকে দিকে (দিশ্‌ শব্দ), বীপ্সার্থে অব্যয়ী (সমাসান্ত অ-প্রত্যয়)। ক্রি-বিণ।

অনুদেশ—উপদেশ ; যথাক্রমে কথন ; আদেশ ; অনুমতি। অনু—দিশ্‌ +ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অনুদ্গত -অনুত্থিত, যাহা উপরে উঠে নাই এমন ; অনুদ্ভিন্ন, অপ্রকাশিত ; অনুড্ডীন, যাহা উড়ে নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্ঘাতি, অনুদ্ঘাতী (-তিন্‌)—সমতল। ন (নাই) উদ্ঘাত যাহাতে, বহু ; ন উদ্ঘাতী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

অনুদ্দিষ্ট—১। যাহার খোঁজ-খবর নাই এরূপ, যে বিদেশপ্রস্থিত ব্যক্তির বহুদিন কোন সন্ধান বা সংবাদ পাওয়া যায় নাই এরূপ। ন উদ্দিষ্ট (উদ্দেশযুক্ত), নঞ্‌তৎ। ২। অ-লক্ষিত, যাহা লক্ষ্যের বিষয় নয় এমন ; অনভিপ্রেত। ন—উৎ—দিশ্‌ +ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুদ্দেশ—১। কোন উদ্দেশ না পাওয়া, বিদেশপ্রস্থিত ব্যক্তির বহুদিন কোন সন্ধান বা সংবাদ না পাওয়া ; অলক্ষ্যকরণ ; অনভি-প্রায়। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। উদ্দেশহীন, নিরুদ্দেশ, যাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই এরূপ। ন (নাই) উদ্দেশ যাহার, বহু। বিণ।

অনুদ্ধত—ঔদ্ধত্যহীন, অবিনয়বর্জিত ; নম্র, বিনীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্ধরণ, -দ্ধার—উদ্ধারাভাব, অপরি-ত্রাণ ; অনুত্তোলন ; অপরের লেখা ঠিক ঠিক তুলিয়া না লওয়া। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী, পুং।

অনুদ্ধৃত—অনুত্তোলিত, যাহা উঠান যায় নাই এরূপ ; অপরিত্রাত, যাহার উদ্ধার হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্বাহ—পরিণয়াভাব, বিবাহ না হওয়া। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনুদ্বিগ্ন—উদ্বেগরহিত, অনুৎকণ্ঠিত ; অ-ব্যাকুল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্বেগ—১। উদ্বেগশূন্যতা, সুস্থিরচিত্ততা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। উদ্বেগশূন্য, প্রশান্ত-চিত্ত। ন (নাই) উদ্বেগ যাহার, বহু। বিণ।

অনুদ্বেগকর—অব্যাকুলতাজনক, অদুঃখ-জনক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অনুদ্বেল—অনুচ্ছলিত, যাহা কূলাতিক্রান্ত নয় এরূপ ; অনুদ্বিগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্বেলিত—অনুচ্ছলিত ; অনুদ্বেল্লিত ; অচঞ্চলীকৃত ; প্রশমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্ভব—অনুৎপত্তি, জন্মাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনুদ্ভিন্ন -অনুদ্গত, অনুত্থিত, যাহা উঠে নাই এরূপ ; অপ্রকাশিত ; অপবিস্ফুট ; অবর্ধিত, অপরিপুষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্ভিন্নদেহ—১। যাহার দেহ সর্বতো-ভাবে পুষ্ট হয় নাই এরূপ, অপুষ্টদেহ। অনু-দ্ভিন্ন দেহ যাহার, বহু। বিণ। ২। অপুষ্ট দেহ, অপরিপুষ্ট শরীর। অনুদ্ভিন্ন এমন দেহ, কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লীব।

অনুদ্ভূত—প্রচ্ছন্ন ; অজ্ঞাত ; অপ্রকাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অনুদ্ভূত বৃত্তিশক্তি**—ভিতরে আছে অথচ বাহিরে অপ্রকাশিত মানসিক বা দৈহিক কর্মশক্তি, protentia.

অনুদ্যত—উদ্যমহীন, অনুদ্যুক্ত, অপ্রস্তুত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্যূত—পরে পাশাখেলা, পুনরায় পাশা খেলা। অনু—দিব্‌ +ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অনুদ্যোগ—১। উদ্যোগাভাব, চেষ্টা-হীনতা, আলস্য, ঔদাস্য, উপেক্ষা, অবহেলা। ন উদ্যোগ, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। নিশ্চেষ্ট, অলস। ন (নাই) উদ্যোগ যাহার, বহু। বিণ।

অনুদ্যোগী (-দ্যোগিন্‌)—চেষ্টাশূন্য, নিশ্চেষ্ট, অলস। অনুদ্যোগ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-গিনী**। বি, **-গিতা**।

অনুদ্রুত—১। অনুসৃত, পশ্চাদ্‌ধাবিত, অনুগত। অনু—দ্রু+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ। ২। (সংগীত) তালের সিকিমাত্রা, দ্রুতের অর্ধ-মাত্রা (অর্ধমাত্রং দ্রুতং জ্ঞেয়ং তদর্ধকানুদ্রুতকম্‌—সংগীত দামোদর) সূক্ষ্ম-কালপরিমাণ। অনু—দ্রু+ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অনুধর্ম(র্ম্ম)ক—তুল্যধর্মবিশিষ্ট, সমানধর্মা, analogous. অনুগত ধর্ম যাহার, বহু+ স্বার্থে ক। বিণ।

অনুধাই—১। অনুধ্যান করি ; অনুধাবন করি। ক্রি (উত্তম পুরুষ)। ২। চিন্তা করিয়া, অনুধ্যান করিয়া। প্রা কপ্র। অসমা-ক্রি।

অনুধাবন – তত্ত্বনিশ্চয়ানুসরণ ; মনোযোগ, মনোনিবেশ, পর্যালোচনা ; অনুসরণ, পশ্চাদ্গ-মন, অনুবর্তন ; অনুসন্ধান। অনু—ধাব্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুধাবিত—পশ্চাদনুসৃত ; পশ্চাদ্ধাবিত ; অভিনিবিষ্ট। অনু—ধাব্‌ +ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

অনুধ্যান —শুভভাবনা, মঙ্গলচিন্তা ; সর্বক্ষণ চিন্তা ; অনুচিন্তন ; স্মরণ। অনু—ধ্যৈ+ অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-ধ্যাত, -ধ্যানীয়, -ধ্যাতব্য, -ধ্যেয়**।

অনুধ্যায়ী (-ধ্যায়িন্‌)—ইষ্টচিন্তাকারী ; অনুধ্যানকারী ; স্মরণকারী। অনু—ধ্যৈ +ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধ্যায়িনী**।

অনুধ্যেয়—অনুচিন্ত্য, ইষ্ট চিন্তার যোগ্য, স্মরণযোগ্য। অনু—ধ্যৈ+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুনয়—কাতরপ্রার্থনা, বিনীত অনুরোধ ; বিনয় ; স্তব ; প্রার্থনা ; প্রণতি, শিষ্টতা ; উত্তেজিত ব্যক্তিদিগকে মিষ্ট বাক্যে শান্ত বা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা ; রোষপ্রশমন, ক্রোধাপনয়ন। অনু—নী+অচ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অনুনয়বিনয়—স্তবস্তুতি ; কাতরপ্রার্থনা ; একান্ত অনুরোধ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

['বন্ধুবান্ধব'বৎ একার্থক শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ।]

অনুনয়ী (-য়িন্)—নম্র ; প্রার্থী ; অনুনয়কারী। অনুনয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অনুনাদ—প্রতিরূপ শব্দ, প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ। অনুরূপ নাদ, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুনাদিত—শব্দিত ; অনুরণিত ; একই সময়ে শব্দিত ; প্রতিধ্বনিত, সদৃশশব্দবিশিষ্ট। অনুনাদ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অনুনাসিক—১। নাসিকাসহযোগে উচ্চারণীয় বর্ণ (যথা—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এবং ঁ)। বি ; পুং। ২। নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত, নাকী সুর-যুক্ত। নাসিকাকে অনুগত, প্রাদি। বিণ।

অনুনীত—অনুরুদ্ধ, অনুনয়প্রাপ্ত, বিনয়বাক্যে সন্তোষিত, প্রসাদিত ; শিক্ষিত ; লব্ধ, পূজিত। অনু—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুনেয়—অনুনয়ার্হ, অনুনয়যোগ্য। অনু—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুস্নেহ—অনুকূল স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।

অনুন্নত—অনুচ্চ, নীচ ; অসমৃদ্ধ ; অনভ্যুদিত ; অনুদার। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অনুন্নত শ্রেণী** বা **সম্প্রদায়**—সভ্যতা ও সমৃদ্ধির পথে অনগ্রসর জনসমূহ, depressed class.

অনুন্মত্ত—অক্ষিপ্ত, যে পাগল নয় এমন ; প্রকৃতিস্থ ; অমত্ত, যে মাতাল নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুন্মীলিত—অপ্রকাশিত, নিমীলিত, মুদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুন্মূলিত—অনুৎপাটিত, যাহা উপড়ানো হয় নাই এরূপ ; অবিধ্বস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপ—তুলনাবিহীন। <অনুপম। কপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-পা**।

অনুপকার—অনিষ্ট, অপকার, ক্ষতি, হানি ; অগুণ। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনুপকারক—অহিতজনক, অপকারী, যে ব্যক্তি হইতে প্রত্যুপকারের সম্ভাবনা নাই এমন ; অগুণকারক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

অনুপকারিতা—অপকারিতা, অনিষ্টকারিতা ; অগুণকারিতা। অনুপকারিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনুপকারী (-কারিন্)—অনুপকারক (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অনুপকৃত—যাহার উপকার করা হয় নাই এমন, যে উপকার প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অপ্রাপ্তোপকার। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপচার—রীতিবিরুদ্ধ ভাব ; অনিয়ম, informality. নঞ্‌তৎ। বি, পুং। বিণ, **-চারিক** (informal).

অনুপঠিত—গুরুর নির্দেশমত পঠিত। অনু—পঠ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুপদ—১। পদে পদে, প্রতিপদে ; পদপরম্পরাক্রমে প্রত্যেক পদ বা শব্দ ধরিয়া ধরিয়া (word for word) ; পশ্চাৎ ; বারংবার ; অনন্তর ; সত্বর, অবিলম্বে। পদের অনু, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ ; স্ত্রী। ২। পশ্চাদ্‌গামী, অনুগামী। পদকে অনুগত, প্রাদি। বিণ। ৩। পুনঃ পুনঃ নির্দিষ্ট ব্যবধানে উচ্চারিত পদ, সংগীতাদির ধুয়া। অনুচ্চারিত পদ, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুপদিষ্ট—যে উপদেশ পায় নাই এরূপ, অশিক্ষিত, অপ্রাপ্তোপদেশ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপদী (-পদিন্)—অনুসন্ধানকারী, অন্বেষক ; অনুগামী। অনুপদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

অনুপদীনা—পদাবরণী, উপানৎ, বুটজুতা ; মোজা প্রঃ পদাচ্ছাদন। অনু—পদ্+ঈন্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুপধি—অকপট, ছলশূন্য। ন (নাই) উপধি যাহার, বহু। বিণ।

অনুপনীত—অকৃতব্রত, যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই এমন, যাহার পইতা হয় নাই এমন ; অশিক্ষিত, অনুপস্থিত, যে পৌঁছে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপনেয়—উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্য ; যাহার উপনয়ন-সংস্কারের কাল অতীত হইয়াছে এমন, ব্রাত্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপপত্তি—সিদ্ধান্তের অভাব, উপপত্তির অভাব ; অপ্রমাণ ; অযুক্তি ; অনুৎপত্তি ; অভাব, অসচ্ছলতা ; অসংগতি, অসংলগ্নতা ; অকৃতকার্যতা ; অসিদ্ধি ; অসমাপ্তি, অপ্রাপ্তি, অলাভ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপপন্ন—অপ্রমাণিত ; অসিদ্ধান্তিত, অযুক্ত, অসংগত ; অনুৎপন্ন ; অসিদ্ধ, অসমাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপবীতী (-তিন্)—অযজ্ঞসূত্রধারী, যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপভুক্ত—অসেবিত ; অজুষ্ট ; অনাস্বাদিত, অভুক্ত ; যাহার উপভোগ করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপম—১। তুলনাহীন, উপমারহিত, নিরুপম ; অত্যুত্তম, অত্যুৎকৃষ্ট। ন (নাই) উপমা যাহার, বহু। বিণ। ২। একপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট কলা। বাংপ্র। বি।

অনুপমা—১। সাদৃশ্যরহিতা, তুলনাশূন্যা, উপমাহীনা ; অত্যুত্তমা, অত্যুৎকৃষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। দক্ষিণদিগ্‌হস্তিনী ; দক্ষিণ-পশ্চিমদিগ্‌হস্তিনী। অনুপম (১)+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। উপমাহীনতা, উপমার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপমিত—অতুলিত, সর্বোৎকৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপমিতি—উপমাভাব ; তুলনাহীনতা, অতুলতা ; সর্বোৎকৃষ্টতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপমেয়—যাহার উপমা দিবার বস্তু নাই এরূপ, নিরুপম, অতুলনীয় ; অত্যুৎকৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপযুক্ত—অপ্রশস্ত ; মন্দ ; অযোগ্য ; অযুক্ত ; অকর্তব্য, অনুচিত ; অক্ষম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপযোগ—১। অপদার্থতা ; অকর্মণ্যতা ; অনাহার। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অনুপযোগী ; উপবাসী। ন (নাই) উপযোগ যাহার, বহু। বিণ।

অনুপযোগিতা—অযোগ্যতা, অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপযোগী (-যোগিন্)—অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অপদার্থ ; অকর্মণ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**। বি, **-যোগিতা**।

অনুপরতি—অনিবৃত্তি ; মৃত্যুহীনতা ; অসমাপ্তি ; বৈরাগ্যহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-রত**।

অনুপল—১। এক বিপলের ষাট ভাগের এক ভাগ, এক সেকেণ্ডের এক শত পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পলকে অনুগত, প্রাদি। বি ; পুং। ২। উপলহীন, শিলারহিত, প্রস্তরশূন্য। ন (নাই) উপল (প্রস্তর) যথায়, বহু। বিণ।

অনুপলক্ষণ—অদর্শন, অবিবেচনা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপলক্ষিত—অদৃষ্ট, যাহা দেখা যায় নাই এরূপ ; অবিবেচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপলব্ধ—অননুভূত ; অপ্রাপ্ত, অপ্রত্যক্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপলব্ধি—অননুভূতি ; অপ্রাপ্তি ; প্রত্যক্ষতাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ **-লব্ধ**।

অনুপশম—উপশান্তির অভাব, অনিবৃত্তি, অপ্রশমন ; অনারোগ্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। বিণ, **-শান্ত**।

অনুপশমনীয়—উপশমনের অযোগ্য, অদম্য, অনিবর্তনীয় ; দুরারোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপস্কৃত—অসংস্কৃত, যাহা মসলাদিযোগে উপাদেয় করিয়া রন্ধন করা হয় নাই এরূপ ; অসম্পূর্ণ, অনিন্দিত ; যাহার বেশভূষা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপস্থিতি—উপস্থিতির অভাব, অনুপস্থিতি, না আসা, অনাগমন ; অপূরণ, অনুপাদনা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপস্থাপক—যে উপস্থাপন করে না। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-স্থাপিকা**।

অনুপস্থাপন—স্থাপন না করা, না রাখা, প্রস্তাব না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপস্থাপিত—অপ্রস্তাবিত ; যাহা উপস্থিত করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপস্থায়ী (স্থায়িন্)—দূরস্থ ; অনুপস্থিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থায়িনী**।

অনুপস্থিত—অনাগত, গরহাজির, অপূজিত, অনারাধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপস্থিতি—উপস্থিতির অভাব, না আসা, অনাগমন, হাজির না হওয়া। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী। বিণ, **-স্থিত**।

অনুপহত—অনাহত ; অবিনাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপাকৃত—অনুপনীত ; অসংস্কৃত (যজ্ঞীয় বলি)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপাত—পশ্চাৎ পশ্চাৎ পতন, অনুগমন, পশ্চাদ্গমন ; (গণিত) পূর্বাঙ্কপাতানুসারে পরাঙ্কপাত ; এক রাশির সহিত অন্য এক রাশির ভাগ সম্বন্ধ, ratio ; একের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে অন্যের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধ, proportion ; ত্রৈরাশিক। অনু—পত্‌+ঘঞ্‌ ভাব, করণ। বি ; পুং।

অনুপাতক—ব্রহ্মহত্যা ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি সুরাপান গুরুপত্নীহরণ ও ইহাদের সংসর্গজ পঞ্চ মহাপাতকের অনুরূপ পঞ্চত্রিংশদ্বিধ পাতক। [(১) মিথ্যা বচন অর্থাৎ বৃথা আত্মগর্ব ও অকারণ পরনিন্দা ; (২) রাজদ্রোহ অর্থাৎ রাজার প্রতি খলতা ও অনিষ্টাচরণের সংকল্প ; (৩) পিত্রপবাদঘোষণ অর্থাৎ পিতার মিথ্যাদোষকথন—ব্রহ্মহত্যাসদৃশ এই ত্রিবিধ পাপ। (৪) বেদত্যাগ অর্থাৎ বেদ বিস্মৃত হওয়া, (৫) বেদনিন্দা ; (৬) মিথ্যা সাক্ষ্য দান অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয় না বলা বা বিপরীত বলা ; (৭) বন্ধুদ্রোহ অর্থাৎ বন্ধুর অনিষ্টসাধন, বন্ধুবধ ; (৮) অন্ত্যজান্নভোজন ; (৯) অভক্ষ্যভক্ষণ—সুরাপানসদৃশ এই ষড়্‌বিধ পাপ। (১০) গচ্ছিতদ্রব্যাপলাপ বা নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিতদ্রব্যাহরণ ; (১১) মনুষ্যহরণ ; (১২) অশ্বহরণ ; (১৩) রজতহরণ ; (১) ভূমিহরণ ; (১৫) হীরকহরণ ; (১৬) মণিহরণ—স্বর্ণহরণসদৃশ এই সপ্তবিধ পাপ। (১৭) সপিণ্ডপত্নীহরণ ; (১৮) কুমারীগমন ; (১৯) অন্ত্যজাগমন ; (২০) বন্ধুভার্যাগমন ; (২১) ঔরসেতরপুত্রবধূগমন ; (২২) পুত্রের অসবর্ণাস্ত্রীগমন—বিমাতৃগমনসদৃশ এই ষড়্‌বিধ পাপ ; (২৩) মাতৃষ্বসৃগমন ; (২৪) পিতৃষ্বসৃগমন ; (২৫) শ্বশ্রূগমন ; (২৬) মাতুলানীগমন ; (২৭) শিষ্যপত্নীগমন ; (২৮) ভগিনীগমন ; (২৯) আচার্যপত্নীগমন ; (৩০) শরণাগতাগমন ; (৩১) রাজ্ঞীগমন ; (৩২) প্রব্রজিতাগমন ; (৩৩) ধাত্রীগমন ; (৩৪) সাধ্বীগমন ; (৩৫) বর্ণোত্তমাগমন—গুরুপত্নীগমনসদৃশ এই ত্রয়োদশবিধ পাপ।] অনুরূপ পাতক, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-পাতকী**।

অনুপান—ঔষধের সহযোগে বা ঔষধসেবনের শেষে পানীয় রসাদি, প্রধান ঔষধের সহিত সেবনীয় অন্য দ্রব্য। (ঔষধের) অনু (পশ্চাৎ, বা সহিত) পান (সেবন) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অনুপাম—অতুলনীয়, উপমারহিত ("বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম"—বৃন্দাবন)। < অনুপম প্রা কপ্র। বিণ।

অনুপায়—১। উপায়রহিত, নিরুপায়, অগতি ; নিরবলম্ব। ন (নাই) উপায় যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-পায়া**। ২। উপায়ের অভাব ; অবলম্বনশূন্যতা ; কোনরূপ সংগতি না থাকা। উপায়ের অভাব এই অর্থে, ন উপায়, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অনুপার্শ্ব—পার্শ্বস্থ, পার্শ্বিক, পাশের দিকের, lateral. পার্শ্বকে অনুগত, প্রাদি। বিণ।

অনুপালন—প্রতিপালন, পোষণ ; সংরক্ষণ। অনু—পা+ণিচ্‌ (=পালি)+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুপাল্য—প্রতিপাল্য, সংরক্ষণীয়, আশ্রয়দানযোগ্য। অনু—পা+ণিচ্‌ (=পালি)+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুপাসিত—যাহার উপাসনা প্রশংসা বা তোষামোদ করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-পাসনা**।

অনুপুষ্প—শর, খাগড়া, বেত। অনু পুষ্প যাহার, বহু। বি ; পুং।

অনুপূরক—অতিরিক্ত ; অবশিষ্ট ; পূরক, পরিপূরক, supplementy অনু—পূ+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ।

অনুপূর্ব(র্ব্ব)—১। আনুক্রমিক, যথাক্রম, আনুপূর্বিক, পর পর নিয়মমত। বিণ। ২। অনুক্রম। পূর্বকে অনুগত, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুপেত—অসংযুক্ত ; বিরহিত বিযুক্ত, উপবীতবিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপ্ত—যাহা বপন করা হয় নাই এরূপ, অবোনা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপ্রবিষ্ট—অন্তঃপ্রবিষ্ট, মধ্যবর্তী, মধ্যগত ; সর্বস্থানগত ; প্রতিবিম্বিত, অধিষ্ঠিত ; পশ্চাৎ প্রবিষ্ট। অনু—প্র—বিশ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুপ্রবেশ—অন্তঃপ্রবেশ ; প্রতিবিম্বরূপে পতন, অনুরূপ প্রবেশ ; অধিষ্ঠান ; পশ্চাৎ প্রবেশ। অনু—প্র—বিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অনুপ্রভা—(রসায়ন) অন্ধকারে আলোক প্রকাশ বা জ্বলনশীলতা, phosphorescence. প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-প্রভ**।

অনুপ্রয়াত—অনুসৃত, অনুপ্রস্থিত, অনুগত। অনু—প্র—যা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুপ্রশ্ন—পূর্ববর্তী প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী প্রশ্ন। প্রাদি। বি ; পুং।

অনুপ্রস্থ—প্রস্থানুগত, চওড়াদিকের, আড়াআড়ি। প্রস্থকে অনুগত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-প্রস্থা**।

অনুপ্রাণক—সঞ্জীবক ; প্রোৎসাহক ; উদ্দীপনাকারী। অনু—প্র—অন্ (জীবিত থাকা) +ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ।

অনুপ্রাণন, -প্রাণনা—প্রাণসঞ্চার করা, জীবনশক্তিদান, সঞ্জীবন ; তেজোবর্ধন, প্রোৎসাহন, উৎসাহ বা প্রেরণা দান ; উদ্দীপনা ; দৃঢ়তাসম্পাদন ; বিষয়ান্তর দ্বারা সমর্থন, প্রত্যাদেশ-প্রদান। অনু—প্র—অন্ (জীবিত থাকা)+ণিচ্‌+অনট্‌, অন ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী, স্ত্রী।

অনুপ্রাণিত—সঞ্জীবিত ; সংবর্ধিত, প্রোৎসাহিত ; উদ্দীপিত ; দৃঢ়ীকৃত ; বিষয়ান্তর দ্বারা সমর্থিত ; প্রত্যাদিষ্ট। অনু—প্র—অন্ (জীবিত থাকা)+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুপ্রাপ্ত ১। লব্ধ ; আরব্ধ। অনু—প্র—আপ্‌+ক্ত কর্ম। ২। গত, প্রস্থিত। অনু—প্র—আপ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুপ্রাস—কাব্যে একই ব্যঞ্জনবর্ণের পুন পুনঃ বিন্যাসরূপ অলংকার বিঃ, রচনাতে একরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাস, alliteration. [স্বরবর্ণের প্রভেদ থাকিলেও ব্যঞ্জনবর্ণের যে সমতা, তাহার নাম অনুপ্রাস। যথা—"দামিনীদাম দমন রুচি দরশনে দূরে গেও দরপকি দাপ"—জগদানন্দ]। অনু—প্র—অস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অনুপ্রেরণা—অনুপ্রাণনা, inspiration ; উৎসাহদান। অনু—প্র—ঈর্‌+অন্‌ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-প্রেরিত**।

অনুপ্লব—অনুচর, সহায়। অনু—প্লু+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

অনুফলক—(উদ্ভিদতত্ত্ব) ক্ষুদ্র পত্রফলক। অনুরূপ ফলক, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুবংশ—১। বংশানুক্রমে। বংশের অনু, অব্যয়ী। অ। ২। শাখাবংশ। বংশকে অনুগত, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুবচন—তুল্যবাক্য, একরূপ বাক্য ; অঙ্গীভূতবাক্য ; অধ্যায় ; অভ্যাস ; আবৃত্তি ; অনুভাষণ, পুনরুক্তি ; ঋত্বিকের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পড়া ; গৌণবাক্য, clause. অনুগত বচন, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুবৎসর—সংবৎসর পরিবৎসর ইদাবৎসর অনুবৎসর ও উদাবৎসর—এই বর্ষপঞ্চকের চতুর্থ বৎসর ; চান্দ্রবৎসর, বারটি চান্দ্রমাস, lunar year. অনুগত বৎসর, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুবদ্ধ—পশ্চাৎগ্রথিত ; পরপরবদ্ধ ; শ্রেণীবদ্ধ ; সাতত্যযুক্ত ; সতত ; সংযুক্ত, সংবদ্ধ, সম্পৃক্ত। অনু—বন্ধ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুবধি—সর্বদা, অবিরাম ("যেই কথা অনুবধি কহে মুনিগণ"—কাশী)। <অনবধি অথবা <অনুবন্ধি। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুবন্ধ—১। সূচনা, প্রারম্ভ, উপক্রম : পূর্বলক্ষণ ; দোষোৎপত্তি ; বন্ধন ; আরোপ ; সম্বন্ধ ; পরস্পর সম্বন্ধ ; প্রক্রান্ত বিষয়ের অনিবর্তন ; অনুবৃত্তি ; সতত সম্বন্ধ, অবিচ্ছেদ ; পরিণাম ; লেশ, আশ্রয় ; অবলম্বন, অভিলাষ, সংকল্প ; উপলক্ষ ; চেষ্টা ; অনুরোধ ; কৌশল ; শ্রেণী ; রচনা ; ভগ্নাংশের যোগ বা সমীকরণ ; শাস্ত্রাধ্যয়নের পক্ষে চারিটি অপরিহার্য গুণ ; (বৈদ্যকশাস্ত্র) বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য, (সংস্কৃত ব্যাক) ইৎসংজ্ঞক বর্ণ (অর্থাৎ কোন কার্য নিমিত্ত কল্পিত বর্ণ যাহা কার্যকালে থাকে না)। অনু—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ ভাবাদি বাচ্যে। ২। শিষ্য, শিশু ; মুখ্যানুযায়ী বিষয়। অনু—বন্ধ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

অনুবন্ধিত্ব—সম্পর্ক, সংশ্রব। অনুবন্ধিন্‌+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

অনুবন্ধী (-বন্ধিন্)—১। সহগামী, অনুবর্তী, সহচারী ; অনুবন্ধযুক্ত ; অবিযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন ; সম্বন্ধ ; সম্পৃক্ত ; রত, নিরত ; পরিণামযুক্ত ; অনুরোধী। অনু—বন্ধ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। ২। (গণিত) প্রতিযোগী, conjugate. বিণ। স্ত্রী, **-বন্ধিনী**।

অনুবন্ধী—হিক্কা ; তৃষ্ণা। অনু—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ করণ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুবর্ত(র্ত্ত)ন—অনুকরণ ; অনুসরণ, অনুগমন, পশ্চাদ্‌গমন ; অনুবৃত্তি, সেবা ; বাধ্যতা, আনুগত্য, বশীভাব ; অবিচ্ছেদ, অনুবন্ধ ; স্থানান্তরে অপসরণ ; পশ্চান্নয়ন ; পূর্বসূত্রস্থ পদের পরসূত্রে বর্তমানতা। অনু—বৃত্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুবর্ত(র্ত্ত)নীয়—অনুকরণীয় ; অনুবর্তনের যোগ্য, অনুসরণীয়। অনু—বৃত্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুবর্তি(র্ত্তি)তা—অনুসারিতা, অনুগামিতা ; অনুবর্তন ; আনুগত্য। অনুবর্তিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অনুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী**—অনুসরণকারী ; অনুকারী ; স্বল্প স্বরূপে আগত বা ঘটিত ; অন্যের মতানুসারী ; পশ্চাদ্‌বর্তী, অনুযায়ী ; সহগামী ; বাধ্য, বশীভূত, অনুগত ; সেবাকারী, সেবক। অনু—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

অনুবল—১। বলানুযায়ী, সামর্থ্যানুরূপ, শক্তিমত ; শক্তিবর্ধক ; শক্তির অধীন। অনুগত বল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অনুগ্রহ ; সহায় ; সাহায্য ; পৃষ্ঠরক্ষক সেনা ; প্রভাব। অনু—বল্‌+অচ্‌ করণ। বি ; ক্লী।

অনুবলে—অনুসারে, অনুমোদনক্রমে ; প্রভাবে, জোরে, ক্ষমতায় ["ব্যাস' জপে অনশনে, অন্নদা জানিলে মনে, ব্যাসের তপের অনুবলে।"—অন্নদা]। বলের অনুসারে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুবশ—বশবর্তী। বশকে অনুগত, প্রাদি। বিণ।

অনুবাক (-বাচ্)—১। বেদের অধ্যায় ; সাম বা যজুর্বেদের অংশ বিঃ। অনু—বচ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। অনুবচন ; পশ্চাদ্‌ভাষণ ; আবৃত্তি। অনু—বচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অনুবাক্যা—ঋগ্বেদের অন্তর্গত দেবতাহ্বান-সাধিকা মন্ত্র বিঃ। অনু—বচ্‌+ণ্যৎ করণ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুবাচন—বেদমন্ত্রের পাঠন ; অধ্যাপনা। অনু—বচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুবাত—১। বায়ুর অনুকূল, বায়ুবর্ধক ; বায়ুর অভিমুখী। বাতকে (বায়ুকে) অনুগত, প্রাদি। বিণ। ২। বায়ুর অভিমুখে, বায়ু যেদিকে প্রবাহিত হয় সেই দিকে। বাতের (বায়ুর) অভিমুখে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ৩। অনুকূল বাতাস ; শিষ্য হইতে গুরুর দিকে প্রবাহিত বাতাস। অনুগত বাত, প্রাদি। বি ; পুং।

অনুবাদ—১। বারংবার কথন, পুনঃপুনঃ ভাষণ ; ভাষান্তরিতকরণ, একভাষার বাক্যসমূহ অনুরূপ তাৎপর্যে অন্য ভাষায় ব্যক্তীকরণ, তরজমা, translation ; অনুকরণ ; অখ্যাতি, নিন্দা, অপবাদ, কিংবদন্তী, প্রবাদ ; প্রশংসা ; প্রত্যুত্তর ('বাদানুবাদ'), বাক্য দ্বারা কেবল আরম্ভমাত্র করণ ; উদ্দেশ্য বা জ্ঞাত বিষয়ের বিবরণ ("অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত")। অনু—বদ্‌ (বলা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **অনূদিত**। ২। শত্রুতা, প্রতিকূলতা। প্রা কপ্র। বি।

অনুবাদক—ভাষান্তরকারী, তরজমাকারক, translator ; পুনঃপুনঃ কথক ; নিন্দক। অনু—বদ্‌+ণক কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-বাদিকা**।

অনুবাদিত—যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে এরূপ, ভাষান্তরিত ; পুনঃপুনঃ কথিত ; নিন্দিত। অনুবাদ+ইত যুক্তার্থে, অথবা বাংপ্র। বিণ।

অনুবাদী (-বাদিন্)—তরজমাকারক, অনুবাদক ; সদৃশ, অনুরূপ ; সদৃশভাষী ; পুনঃপুনঃ ভাষক ; নিন্দক ; (সংগীত) বাদী সুরের অনুগামী ('— সুর')। অনু—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অনুবাদ্য—১। অনুবদনীয়, অনুবাদযোগ্য, যাহার তরজমা করা চলে বা করা উচিত এমন ; অনুকরণীয় ; উদ্দেশ্যের সহগামী (অনুবাদ্য বিশেষণ—attributive adjective). বিণ। ২। বাক্যের উদ্দেশ্য, subject. অনু—বদ+ণ্যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

অনুবার—পুনঃপুনঃ, বারংবার। বারে বারে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুবাস—স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি, ভালবাসা ; সুরভিকরণ। অনু—বস্‌+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অনুবাসন—স্নেহবস্তি ; স্নেহন, তৈলাদি মাখানো ; বস্ত্রাদিতে গন্ধতৈল দেওয়া ; সুরভিকরণ, ধূপিতকরণ, ধূপন, ধূপ জ্বালাইয়া সুরভিত করা। অনু—বস্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুবিদ্ধ—১। সম্বন্ধ, সম্পৃক্ত ; বিশিষ্ট, যুক্ত ; ভূষিত, খচিত ; ব্যাপ্ত, গুম্ফিত ; গ্রথিত ; প্রতিরুদ্ধ, পরাহত। অনু—ব্যধ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গ্রথন। অনু—ব্যধ্‌+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অনুবিধান—সদৃশকরণ ; অনুরূপ উপায়। অনুগত বিধান, প্রাদি। বি, ক্লী।

অনুবিধায়ী (-ধায়িন্)—পশ্চাদ্বর্তী, অনুগামী ; অনুকারী। অনু বি—ধা+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধায়িনী**।

অনুবিধি—দলিলাদিতে লিখিত শর্ত বা নিয়ম, উপবিধি, proviso. প্রাদি। বি, পুং।

অনুবিধিৎসা—আনুবিধিৎসা (তাহা দ্রঃ)।

অনুবিভাগ—বিভাগের বিভাগ, section. প্রাদি। বি ; পুং।

অনুবিম্ব—প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ। অনুরূপ বিম্ব, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অনুবীক্ষণ—অণুবীক্ষণ শব্দের অশুদ্ধ বানান ('অণুবীক্ষণ' দ্রঃ)।

অনুবৃত্ত—বশ ; অনুগত ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) পূর্বসূত্র হইতে পরসূত্রে বিদ্যমান ; পরসূত্রে ব্যাপ্ত। অনু—বৃত্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুবৃত্তি—অনুগমন, অনুবর্তন, পশ্চাদ্‌গমন ; পূর্বপ্রসঙ্গের জের ; অনুকরণ ; (সংস্কৃত ব্যাক) পূর্বসূত্রবিহিত বিধির বা পূর্বসূত্রস্থ শব্দাদির পরসূত্রে বিদ্যমানতা ; অনুষঙ্গ ; অনুরোধ ; সেবা। অনু—বৃত্‌+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুবৃত্তিক্রমে—ধারাবাহিক ভাবে চলিতে চলিতে ; ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইতে। অনুবৃত্তির ক্রম যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনুবেদন—সমবেদনা ; জ্ঞানদান ; জ্ঞাপন। অনু—বেদি+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুবেধ—ছিদ্র করা ; বিদ্ধ করা। অনু—বিধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অনুবেল—১। সর্বদা, নিরন্তর, অনুক্ষণ ; সমুদ্রের তীরে তীরে, প্রতিসাগরকূলে।

বেলায় বেলায়, অব্যয়ী। ২। উপকূলে। বেলার সমীপে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুবোধ—১। ঘ্রানান্তে মন্দীভূত চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের পুনরুদ্দীপন। অনু—বুধ্ + ণিচ্ বা বোধি (উদ্দীপন, প্রবোধিতকরণ)+ ঘঞ্ ভাব। ২। পশ্চাৎ জ্ঞান ; স্মরণ। অনু—বুধ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অনুবোল—মঙ্গল-বচন, অনুকূল বাক্য। প্রা কপ্র। বি ; ক্লী।

অনুব্যবসায়– দর্শনশাস্ত্রীয় জ্ঞান, (ন্যায়) প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, (বেদান্ত) সিদ্ধান্তজ্ঞান ; সমোদ্যোগ, তুল্য ব্যবসায়। অনু—বি —অব—সো + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-সায়ী**।

অনুব্যাধ—সম্পর্ক, মিলন, সংযোগ, সংসর্গ। অনু—ব্যধ্ + ঘঞ্ ভাব। বি, পুং। বিণ, **-বিদ্ধ**।

অনুব্রজ, -ব্রজন—অনুগমন ; কাহারও সম্ভ্রম-প্রদর্শনার্থে তৎপশ্চাৎ গমন। অনু - ব্রজ্ + ক (ঘঞর্থে), অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী। [প্রা কপ্র—**অনুব্রজি**—অনুগমন করিয়া।]

অনুব্রজী (-জিন্)—পিছনে পিছনে গমনকারী ("অনুব্রজী নরপতি পিছু পিছু যায়"—কবিকঙ্কন)। অনু—ব্রজ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অনুব্রজে—প্রত্যুদগমন করিয়া, আগ বাড়াইয়া ("অনুব্রজে রামেরে লইল সমাদরে" —কৃত্তি)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুব্রজ্যা—১। অনুগমন, পশ্চাদগমন ; বেদাদির অধ্যয়নকালে গুরুর পশ্চাদগমনরূপ শিষ্টাচার। অনু—ব্রজ্ + ক্যপ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সঙ্গে গিয়া ; সঙ্গে লইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অনুব্রত—১। সদৃশ ব্রত, তুল্য ব্রত। অনুরূপ ব্রত, প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। তুল্য-ব্রতধারী, একই ব্রতের উপাসক। অনুরূপ (সদৃশ) ব্রত যাহার, বহু। বিণ। ৩। অনবরত, নিরন্তর, সর্বদা। ব্রতে ব্রতে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুভব—১। বোধ, উপলব্ধি, ইন্দ্রিয়প্রতীতি জ্ঞান ; প্রভাব ; মহিমা ; আবির্ভাব। অনু— ভূ + অপ্ ভাব। বি ; পুং। [প্রা কপ্র— **অনুভবি**—অনুভব করিয়া।] ২। অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব, অনুভাব। প্রা কপ্র। বি।

অনুভাগ—অনুরূপ ভাগ ; যোগ্য অংশ। প্রাদি। বি ; পুং।

অনুভাব—প্রভাব, সামর্থ্য ; রাজক্ষমতা ; নৃপতিদিগের কোষদণ্ডাদিসম্ভূত তেজো-বিশেষ ; তেজ, মহিমা ; উদারতা, উচ্চাশয়তা, মনের মহত্ত্ব ; নিশ্চয় ; ইঙ্গিত, সংকেত, ইশারা ; সুখানুভূতি ; (অলংকারশাস্ত্র) মনোভাবব্যঞ্জক ভ্রূভঙ্গাদি ; ক্রন্দন, রোমাঞ্চ প্রঃ স্থায়ী ভাবের কার্য। ভূ + ঘঞ্—ভাব ; অনুজাত ভাব, প্রাদি (উপসর্গ পূর্বে থাকিলে ভূ-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় হয় না)। বি ; পুং।

অনুভাবক—বোধক, বোধয়িতা। অনু— ভূ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিকা**।

অনুভাবন—উদ্বোধন, প্রকাশন, ব্যঞ্জন। অনু—ভূ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুভাবি—অনুভব করিয়া ; অনুভব করাইয়া ; ভাব সঞ্চারিত করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অনুভাবিত—যাহা অনুভব করানো হইয়াছে এমন। অনু—ভূ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুভাবী (-বিন্)—১। কোনও ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত পশ্চাদ্ঘটনা। অনু—ভূ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। অনুভবকারী ; সাক্ষাৎদ্রষ্টা ; পশ্চাৎজাত, অনুজ। অনু— ভূ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিনী**।

অনুভাব্য—অনুভবযোগ্য, অনুচিন্তনীয়। অনু—ভূ + ণিচ্ + যৎ কর্ম। বিণ।

অনুভাষণ—পুনঃ কথন ; সম্ভাষণ। অনু— ভাষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুভূ—১। অনুভূতিময়। অনু —ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। (জ্যোতিষ) গ্রহের ভ্রমণপথের যে বিন্দুটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তাহা, perigee. অনু—ভূ + ক্বিপ্ অধি। বি, পুং।

অনুভূত—প্রতীত, উপলব্ধ, অবগত, জ্ঞান-গত, জ্ঞাত। অনু—ভূ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুভূতি—প্রতীতি, উপলব্ধি, অনুভব, ধারণা, জ্ঞান [প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ ভেদে অনুভূতি চারিপ্রকার] ; (ন্যায়-শাস্ত্রমতে) বুদ্ধির এক বিভাগ [বুদ্ধি দুই-প্রকার—অনুভূতি ও স্মৃতি]। অনু—ভূ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুভূতিবাহী (-হিন্)—(দেহতত্ত্ব) যাহা অনুভূতিকে মস্তিষ্কে বহন করে এমন, sensory. উপতৎ ; অনুভূতি—বহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিনী**।

অনুভূমিক—(পদার্থ-বিদ্যা) পৃথিবীপৃষ্ঠের সমান্তরাল, horizontal ; জলসম, level. বিণ।

অনুমগন—নিমগ্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

অনুমত—১। অনুমোদিত, যে বিষয়ে অনু-মতি দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অনুজ্ঞাত ; সম্মত, স্বীকৃত। অনু—মন্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অনুমতি, অনুজ্ঞা ; অনুমোদন। অনু—মন্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অনুমতকর্ম(র্ম)কারী (-কারিন্)— লিখিত পত্রের (অর্থাৎ আম্‌মোক্তারনামা ইঃর) অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মনির্বাহক, অছি। উপতৎ ; অনুমতকর্ম—কৃ (করা)+ ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অনুমতি—১। অনুমোদন, অনুজ্ঞা, আদেশ, সম্মতি। অনু—মন্ + ক্তি ভাব। ২। যে পূর্ণিমাতে এককলাহীন চন্দ্রের উদয় হয় সেই পূর্ণিমা, শুক্লচতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা। অনু—মন্ + ক্তি অধি। ৩। অঙ্গিরার ঔরসে স্মৃতিগর্ভে জাতা কন্যা। বি ; স্ত্রী।

অনুমতিজ্ঞাপক, -সূচক—যাহা তে অনুমতি বুঝায়। অনুমতির জ্ঞাপক, সূচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জ্ঞাপিকা, -সূচিকা**।

অনুমতিপত্র—আদেশলিপি, হুকুমনামা, permit. অনুমতিসূচক পত্র, মধ্যপ কর্ম। বি ; ক্লী।

অনুমনন -অনুধ্যান, অনুচিন্তন ; সম্মতি-দান, অনুমোদন। অনু—মন্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুমন্তা (-স্তৃ)—অনুমতিদাতা, আজ্ঞা-কারক, আদেশকর্তা। অনু—মন্ + তৃচ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-মন্ত্রী**।

অনুমন্ত্রণ—মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যজ্ঞ-সংস্কার বিঃ ; পশ্চাৎ পরামর্শকরণ। অনু—মন্ত্র + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বিণ, **-মন্ত্রিত, -মন্ত্রণীয়**।

অনুমন্ত্রিত—মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সংস্কৃত ; পশ্চাৎ পরামৃষ্ট। অনু—মন্ত্র + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুমরণ, -মৃত্যু—সহমরণ, পতির মৃত্যুর পরে তাঁহার মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া জলন্ত চিতানলে পত্নীর দেহত্যাগ ; দেশান্তরে পতির বিয়োগান্তে তাঁহার পরিচ্ছদ বক্ষে ধারণ-পূর্বক স্ত্রীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ ; স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ। অনু—মৃ + অনট্, ত্যুক্ ভাব। বি ; ক্লী, পুং।

অনুমরণপ্রথা—সহমরণপদ্ধতি, মৃতস্বামীর চিতায় সাধ্বী নারীর দেহ বিসর্জনের নিয়ম। অনুমরণের প্রথা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুমস্তিষ্ক—(শারীর-বিদ্যা) মস্তিষ্কের যে অংশ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত থাকে তাহা, cerebellum. প্রাদি। বি ; ক্লী।

অনুমা—অনুসিদ্ধান্ত ; এক সিদ্ধান্ত হইতে অন্য সিদ্ধান্তে গমন, inference. অনু—মা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুমাতা (-তৃ)—অনুমানকারী। অনু—মা + তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মাত্রী**।

অনুমাতে—অনুমান করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অনুমান—আন্দাজ, ধারণা ; হেতুলিঙ্গ জ্ঞান, ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয় ; কার্য দেখিয়া কারণজ্ঞান ; কারণ দেখিয়া কার্য-

জ্ঞান ; কোন সিদ্ধান্ত হইতে সহচরস্বরূপ অন্ত জ্ঞান [যথা—হাসি দেখিয়া আনন্দ হইয়াছে এই অনুমান ; সর্পদংশন-দর্শনে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর বা যন্ত্রণাভোগের অনুমান ; অগ্নিকাণ্ড-দর্শনে গৃহাদিদাহের অনুমান ইঃ] ; অর্থালংকার বিঃ [বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থাৎ উপমানাদিজ্ঞাপক অনুমান দ্বারা অনুমানালংকার হয়। যথা—"মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী নীলগিরি শিখর বহিয়া।"—জ্ঞান] ; (জ্যামিতিশাস্ত্র) কোন উপপাদ্যের প্রতিজ্ঞা হইতে যে ফলের উপলব্ধি হয় সেই ফল, অনুসিদ্ধান্ত, corollary. অনু—মা+অনট্ ভাব, করণ, কর্ম। বি ; ক্লী।

অনুমানতন্ত্র—আরোহিক ন্যায়শাস্ত্র ; যে তর্কশাস্ত্রে বিশেষ হইতে সামান্যের অনুমান হয়, Inductive Logic অনুমান-বিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অনুমানসিদ্ধ—১। আনুমানিক, অনুমানসম্পন্ন, আন্দাজী। ৩য়াতৎ। ২। অনুমাননিপুণ, কল্পনাপরায়ণ। ৭মীতৎ। বিণ।

অনুমানা—অনুমান করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [প্রয়োগ—**অনুমান(ই)**—অনুমান করে। **অনুমানল**—অনুমান করিল। **অনুমানলুঁ**—অনুমান করিলাম। **অনুমানি**—অনুমান করিয়া ; অনুমান করি। **অনুমানিয়ে**—অনুমান করি।]

অনুমানোক্তি—তর্ক, কার্যকারণ-দর্শনে চিন্তালব্ধ ফল ; আন্দাজী কথা। অনুমানলব্ধা উক্তি (ফল), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অনুমাপক—১। অনুমানজনক, অনুমানের হেতুভূত ; নির্ণায়ক। বিণ। স্ত্রী, **-মাপিকা।** ২। অনুমানের কারণ। অনু—মা+ণিচ্ +ণক কর্তৃ। বি , পুং।

অনুমাস—পরবর্তী মাস। প্রাদি। বি ; পুং।

অনুমিত—অনুমান দ্বারা স্থিরীকৃত ; অনুমানলব্ধ ; বিবেচিত ; বিতর্কিত। অনু—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুমিতি—অনুমান , আন্দাজ , ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপকবস্তুর অবধারণ, inference. অনু—মা+ক্তি ভাব, করণ। বি ; স্ত্রী।

অনুমৃত—পশ্চাৎ মৃত ; সহমৃত। অনু—মৃ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুমৃতা—স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণকারিণী ; যে স্ত্রী স্বামী মারা গেলে তাঁহার চিতায় উঠিয়া প্রাণবিসর্জন করেন এমন, সহমৃতা। অনু—মৃ+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনুমৃত্যু—'অনুমরণ' দ্রঃ।

অনুমেয়—কার্যকারণাদি দ্বারা কারণকার্যাদিবিষয়ে অবধারণযোগ্য, অনুমানজ্ঞেয়, অনুমানবোধ্য। অনু—মা+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুমোদক—অনুমোদনকর্তা, সমর্থক, যে অপরের মতের সমর্থন করে এমন, যে মতে মত দেয় এমন ; প্রবর্তয়িতা ; প্রচলনকারী। অনু—মুদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মোদিকা।**

অনুমোদন—সসন্তোষে সম্মতিদান ; মত দেওয়া, কর্তব্য বলিয়া স্বীকার ; অনুকূল মত প্রকাশ, সমর্থন ; প্রবর্তন, প্রবৃত্তিপ্রদান। অনু—মুদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। (প্রা কপ্র—**অনুমোদই**—অনুমোদন করে।)

অনুমোদিত—যাহাতে অনুমোদন করা হইয়াছে এরূপ, সমর্থিত ; অনুমত ; অনুজ্ঞাত ; প্রবর্তিত ; প্রণোদিত। অনু—মুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। **অনুমোদিত ব্যয়**—সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে ব্যয় বা খরচের অনুমোদন করা হইয়াছে, authorized expenditure.

অনুযাত—পশ্চাৎ চলিত, পশ্চাদ্গত ; অনুসৃত ; অনুকৃত ; পশ্চাৎ প্রাপ্ত। অনু—যা+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অনুযাতা (-যাতৃ)—সহচর ; পশ্চাৎ গমনকারী। অনু—যা+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যাত্রী।**

অনুযাত্র—সহগামী, সহচর, অনুচর, সঙ্গে গমনকারী। অনু (সহ বা পশ্চাতে) যাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

অনুযাত্রক—সহগামী। অনু যাত্রা যাহার, বহু+ক স্বার্থে। বিণ ; পুং।

অনুযাত্রা—১। সহগমন, পশ্চাৎ গমন। অনুরূপা বা অনুকৃতা যাত্রা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। সহচারিণী, পশ্চাদ্গামিনী। অনুযাত্র+আপ্। বিণ , স্ত্রী।

অনুযাত্রিক—পশ্চাদ্গামী ; সহযাত্রী, সমভিব্যাহারী, অনুচর। অনুযাত্রা+ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রিকী।**

অনুযাত্রী (-যাত্রিন্)—সহগামী, সহচারী, পশ্চাদ্গামী, সমভিব্যাহারী। অনুযাত্রা+ইন্ করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-যাত্রিণী।**

অনুযাত্রী—পশ্চাদ্গমনকারিণী ; সহচরী। বিণ ; স্ত্রী।

অনুযান—সহযাত্রা ; অনুগমন। অনু—যা +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুযায়ী (-যায়িন্)—১। সহগামী, অনুগামী, সহচর, সমভিব্যাহারী ; সেবক, অনুচর ; সদৃশ ; অনুসারী। অনু—যা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-যায়িনী।** ২। অনুসারে, অবিকলভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুযুক্ত—নিযুক্ত ; জিজ্ঞাসিত ; তিরস্কৃত। অনু—যুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুযুগ—১। যুগোপযোগী। যুগের অনুরূপ, অব্যয়ী। বিণ। ২। যুগে যুগে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুযোক্তা (-যোক্তৃ)—পশ্চাৎ যোজনাকারী ; প্রশ্নকারী ; তিরস্কারক, অনুযোগকারী। অনু—যুজ্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যোক্ত্রী।**

অনুযোগ—অভিযোগ, নালিশ ; দুঃখজ্ঞাপন, আক্ষেপপ্রকাশ ; জিজ্ঞাসা ; তিরস্কার ; নিন্দা ; দোষারোপ , শিক্ষা ; উপদেশ ; প্রবোধ ; সাধন ; ধর্মচিন্তা ; আবেদন ; নিবেদন ; উদ্যোগ। অনু—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অনুযোগী (-যোগিন্)—সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধাধার ; অনুযোগকারী, নিন্দাকারী ; সংযোগসাধক, প্রশ্নকারী। অনুযোগ+ইন্ আছে অর্থে ; অথবা, অনু—যুজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী।**

অনুযোজক—অনুযোগকারী ; পশ্চাৎ যোজনাকারী ; তিরস্কারক। অনু—যুজ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যোজিকা।**

অনুযোজন, -যোজনা—পশ্চাৎ যোগকরণ ; প্রশ্ন ; তিরস্কার ; আক্ষেপপ্রকাশ। অনু—যুজ্+অনট্, অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অনুযোজ্য—অনুযোগযোগ্য, যাহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করা যাইতে পারে এমন ; জিজ্ঞাসনীয় ; তিরস্করণীয়। অনু—যুজ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অনুরক্ত—১। অনুরাগযুক্ত, আসক্ত ; রত ; প্রীতিযুক্ত, প্রীত। অনু—রন্জ্+ক্ত কর্তৃ। ২। রঞ্জিত। অনু—রন্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুরক্তি—অনুরাগ, আসক্তি ; রতি ; প্রীতি। অনু—রন্জ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুরঞ্জক—চিত্ততোষক, চিত্তবিনোদক, প্রীতিসাধক ; রঞ্জনকারক, যে রং করে এরূপ। অনু—রন্জ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রঞ্জিকা।**

অনুরঞ্জন—চিত্তবিনোদন, প্রীতিসম্পাদন, সন্তোষোৎপাদন, অনুরাগ জন্মানো ; রং করা। অনু—রন্জ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি , ক্লী।

অনুরঞ্জিত—রং-মাখানো, বর্ণ-রঞ্জিত ; যাহাকে প্রসন্ন করা হইয়াছে এরূপ। অনু—রন্জ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুরণন—প্রতিধ্বনন, ধ্বনির পশ্চাৎ ধ্বনিকরণ, প্রতিশব্দ ; অনুগত স্বর ; কোন বস্তুতে আঘাত করিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া যে শব্দ হয় তাহা। অনু—রণ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-রণিত।**

অনুরত—অনুরক্ত, আসক্ত। অনু—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুরতি—আসক্তি, অনুরক্তি ; প্রীতি ; ভক্তি। অনু—রম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুরথ্যা—১। ক্ষুদ্রপথ , অপ্রশস্ত পথ ;

গলিপথ, bye-lane, side-road. অনুগতা রথ্যা, প্রাদি। ২। পথের ধার। অনুগত রথ্যাকে, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুরাগ—১। ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহ, প্রণয় ; আদর, আসক্তি, যত্ন, সোহাগ ; যে প্রেমে চিরদিনের প্রিয়জনকেও নিত্যনূতন করিয়া অনুভব করায় ('সদানুভূতমপি কুর্য্যান্নবং নবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবোনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥"—উজ্জ্বল নীলমণি) ; শ্রদ্ধা, আস্থা, প্রবৃত্তি ; অঙ্গরাগ। অনু—রন্জ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। কোপ, বিরাগ, অভিমান। কপ্র। বি।

অনুরাগবান্ (-বৎ)—আসক্ত, অনুরক্ত ; প্রেমিক। অনুরাগ + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অনুরাগবিহীন, -হীন—প্রেমহীন, অনুরাগশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

অনুরাগানল—প্রেমানল, অত্যধিক ভালবাসা, কামানল। অনুরাগরূপ অনল, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

অনুরাগান্ধ—ভালবাসায় বিবেচনাশক্তিহীন, প্রীতির আধিক্যবশতঃ রূপগুণ বুঝিতে অক্ষম। অনুরাগ হেতু অন্ধ, ৫মীতৎ। বিণ।

অনুরাগার্হ—প্রণয়পাত্র, ভালবাসার যোগ্য, অনুরাগের উপযুক্ত। অনুরাগ—অর্হ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অনুরাগী (-রাগিন্)—আসক্তিযুক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত, যত্নবান্ ; প্রীতিযুক্ত। অনুরাগ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রাগিণী**।

অনুরাধা—সর্পাকার ও সপ্ততারকাবিশিষ্ট নক্ষত্র বিঃ, অশ্বিনী প্রঃ সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের সপ্তদশ নক্ষত্র (অনুরাধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিত্র। দীপিকার টীকাকারের অভিমত, অনুরাধায় সাতটির স্থলে চারিটি তারা দেখা যায়) ; বিশাখা। অনুগতা রাধাকে (বিশাখাকে, রাইকে), প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুরুদ্ধ—উপরুদ্ধ, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে এরূপ ; যে বিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে এরূপ, অনুস্হত ; নিবারিত, শাসিত ; শমিত, শান্ত। অনু—রুধ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুরূপ—সদৃশ, তুল্য ; অনুযায়ী, অনুসারী ; যোগ্য ; তুল্যাকৃতি। রূপের সাদৃশ্য বা যোগ্যত্ব, অব্যয়ী, তদুত্তরে + অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

অনুরোধ—সবিনয় প্রার্থনা, উপরোধ ; অভীষ্টসাধনের জন্য কার্যে প্রবর্তন, সাধনার্থ প্রবৃত্তিপ্রদান ; সুপারিশ ; মর্যাদার বাধ্যতা, খাতির ; নিবারণ, প্রতিরোধ ; প্রতীক্ষা ; পক্ষপাত ; অনুসরণ ; হেতু (যেমন—কর্তব্যের 'অনুরোধে')। অনু—রুধ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। (প্রা কপ্র—**অনুরোধই**—অনুরোধ বা প্রত্যাশা করে।)

অনুরোধক—অনুরোধকারী, উপরোধকারী ; প্রার্থয়িতা ; প্রতীক্ষাকারী ; প্রতিরোধক, বাধক ; প্রবর্তক। অনু—রুধ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিকা**।

অনুরোধী (-ধিন্)—অনুবর্তী, অনুগামী। অনু—রুধ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ।

অনুরোল—কাতর চিৎকার, কোলাহল। প্রা কপ্র। বি।

অনুর্ব(র্ব্ব)র—উর্বর নয় এমন, উষর। ন উর্বর, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুল—১। বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত ; ন্যূন। বিণ। ২। অভাব। প্রা কপ্র। বি।

অনুলগ্ন—নিবিষ্ট। অনু—লগ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুলম্ব—লম্বভাবে, লম্বালম্বি ; খাড়াইয়ের দিকে। লম্বকে অনুগত, প্রাদি। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অনুলাপ—বারবার বলা, পুনঃপুনঃ ভাষণ, পুনরুক্তি, repetition. অনু—লপ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অনুলিখন, -লিপি, -লেখ—অক্ষরান্তর, এক ভাষায় শব্দকে অন্য ভাষার অক্ষরে লিখন, transliteration ; কোন লেখার অবিকল নকল ; শ্রুতবাক্য যথাযথ লিখন, শ্রুতলিখন, dictation. অনু (পশ্চাৎ) লিখন, লিপি, লেখ, প্রাদি। বি ; ক্লী, স্ত্রী, পুং।

অনুলিখিত—ভাষান্তরিত, যাহা নকল করা হইয়াছে এমন ; শ্রুতবাক্য যথাযথ লেখা হইয়াছে এমন। প্রাদি। বিণ।

অনুলিপ্ত—১। যাহা লেপন করা হইয়াছে এরূপ, লিপ্ত অনুরঞ্জিত, রং-করা। অনু—লিপ্ + ক্ত কর্ম। ২। আসক্ত, ব্যাপৃত, কৃতাঙ্গরাগ, যে অঙ্গে গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়াছে এমন। অনু—লিপ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুলেখক—যিনি লিপান্তর করেন বা শুনিয়া শুনিয়া লেখেন। বি ; পুং। স্ত্রী, **-লেখিকা**।

অনুলেপ—১। লেপন, লেপিয়া বা মাখাইয়া দেওয়া। অনু—লিপ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। অনুলেপনীয় চন্দন প্রঃ। অনু—লিপ্ + ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

অনুলেপক—অনুলেপনকর্তা, যে চন্দনাদি লেপিয়া দেয়। অনু—লিপ্ + ণক কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-লেপিকা**।

অনুলেপন—১। গাত্রাদিতে গন্ধদ্রব্যাদির লেপন। অনু—লিপ্ + অনট্ ভাব। ২। যাহা গাত্রাদিতে লেপন করা যায় এরূপ দ্রব্য, লেপনসাধন চন্দন প্রঃ দ্রব্য। অনু—লিপ্ + অনট্ করণ। বি, ক্লী। (প্রা কপ্র—**অনুলেপহ**—অনুলিপ্ত কর।)

অনুলেপী (-লেপিন্)—অনুলেপনকারী, অনুলেপক। অনু—লিপ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লেপিনী**।

অনুলেহ—স্নেহ, ভালবাসা ; সদ্ভাব। প্রা কপ্র ("তেজল অব জগজন অনুলেহ"—বিদ্যা)। বি।

অনুলোম—১। অনুক্রম, যথাক্রম, উচ্চ হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর—এইরূপ ক্রম ; শরীরের নিম্নাভিমুখ। লোমের অনুসারে, অব্যয়ী + অচ্ (সমাসান্ত)। বি ; ক্লী। ২। নিয়ক্রমিক ; সহায়, অনুকূল। অনুগত লোমকে, প্রাদি। বিণ। ৩। প্রতিলোমে। লোমে লোমে, অব্যয়ী। ৪। সহজ দিকে, বিপরীত দিকে নয়—এরূপ ভাবে, প্রকৃত প্রণালীতে, বিপরীত প্রণালীতে নয়—এরূপ ভাবে, যথাক্রমে, ঠিক পর পর—এইরূপ নিয়মে। লোমের অনুক্রমে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। **অনুলোম বিবাহ**—উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণা কন্যার বিবাহ (যেমন,—ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কন্যার বিবাহ, এইরূপ ক্ষত্রিয় পুরুষের সহিত বৈশ্য বা শূদ্র কন্যার বিবাহ ইঃ। ইহার বিপরীত ক্রমকে অর্থাৎ শূদ্রাদি পুরুষের সহিত ব্রাহ্মণাদির কন্যার বিবাহকে 'প্রতিলোম বিবাহ' বলে)।

অনুলোমজ—ক্রমানুসারে উৎপন্ন, যথাক্রমে জাত ; ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের ঔরসে ক্ষত্রিয়াদি অধমবর্ণার গর্ভে জাত। উপতৎ ; অনুলোম—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ।

অনুল্লঙ্ঘন—উল্লঙ্ঘনাভাব, অতিক্রমাভাব, অনতিক্রম, অনতিবর্তন, মানিয়া চলা। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অনুল্লঙ্ঘনীয়—যাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে এরূপ, অনতিক্রমণীয়, অনতিবর্তনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুশয়—পশ্চাদ্দুঃখ, পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ ; পূর্ববৈর, পূর্বশত্রুতা ; দ্বেষ ; অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ; অনুবন্ধ, অনুধাবন, অনুসরণ ; মনোনিবেশ। অনু—শী + অচ্ ভাব। বি ; পুং।

অনুশয়ান—অনুশয়কারী, পশ্চাদ্দুঃখকারী, অনুতাপী ; পশ্চাৎ শয়নকারী। অনু—শী + শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অনুশয়ানা—১। পরকীয় নায়িকা বিঃ ; সংকেত স্থানের পরিবর্তন ও অভাব বা তথায় পতির উপস্থিতির শঙ্কাদি হেতু দুঃখিতা নায়িকা। বি, স্ত্রী। ২। অনুতপ্তা, পশ্চাদ্দুঃখকারিণী। অনু—শী + শানচ্ কর্তৃ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনুশয়িত—অনুতাপিত, অনুতপ্ত, অনুতাপগ্রস্ত। অনুশয় জন্মিয়াছে ইহার এই অর্থে, অনুশয় + ইত। বিণ।

অনুশয়ী (-শয়িন্)—অনুতাপী, পশ্চাৎ দুঃখকারী। অনুশয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শয়িনী**।

অনুশয়ী—পাদরোগ বিঃ। অনু—শী + অচ্ করণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুশর—নিশাচর, রাক্ষস। অনু—শৃ + অচ্ কর্তৃ। বি।

অনুশল্য—কৃষ্ণবিদ্বেষপরায়ণ একজন দৈত্য [চরিতাবলী দ্রঃ]। অনুরূপ শল্য যাহার, বহু। বি; পুং।

অনুশস্ত্র—(বৈদ্যক) কাচ জলৌকা নখ প্রঃ আয়ুর্বেদোক্ত চতুর্দশপ্রকার দ্রব্য, শস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার্য বাঁশের চেঁচাড়ি প্রঃ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুশায়ী (-শায়িন্)—অনুশোচনাকারী; দ্বেষপরায়ণ; অনুরক্ত। অনু—শী + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অনুশাসক—অনুশাসনকারী, উপদেষ্টা; নিয়ন্তা। অনু—শাস্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শাসিকা**।

অনুশাসন—আদেশ, আজ্ঞা; উপদেশ, ব্যুৎপাদন, নিয়োগ; শিক্ষাদান; দান, ধাতু বা প্রস্তরফলকে খোদিত আদেশ। অনু—শাস্ + অনট্ ভাব, করণ। বি; স্ত্রী।

অনুশাসিতা (-তৃ), **-শাস্তা** (-স্তৃ)—অনুশাসক (তাহা দ্রঃ)। অনু—শাস্ + তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শাসিত্রী, -শাস্ত্রী**।

অনুশিষ্ট—আদিষ্ট, অনুজ্ঞাত; উপদিষ্ট; ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত, শিক্ষিত; কথিত; ব্যুৎপাদিত। অনু—শাস্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুশিষ্টি—উপদেশ, শিক্ষা, আদেশ, নির্দেশ। অনু—শাস্ + ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

অনুশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য, প্রশিষ্য। শিষ্যকে অনুগত, প্রাদি। বি; পুং।

অনুশীলন—পুনঃপুনঃ চর্চা, বারংবার আলোচনা; আন্দোলন; অভ্যাস; অবিরত সেবা। অনু—শীল্ + অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুশীলনবৃত্তি—গবেষণাবৃত্তি, research scholarship. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অনুশীলনসাপেক্ষ—চর্চা ব্যতিরেকে যাহা সম্পন্ন হয় না এমন, চর্চাসাপেক্ষ। অপেক্ষার সহ বর্তমান, বহুব্রী—সাপেক্ষ; অনুশীলনের সাপেক্ষ (অপেক্ষাবিশিষ্ট), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অনুশীলনী—পুনঃপুনঃ চর্চা; (জ্যামিতি) এক বা তদধিক প্রতিজ্ঞাসাহায্যে প্রতিপাদয়িতব্য প্রতিজ্ঞা; অধীত বিষয়ের চর্চার জন্য পাঠ্যপুস্তকে অধ্যায়শেষে সন্নিবিষ্ট প্রশ্নমালা, exercise. অনু—শীল্ + অনট্ ভাব, করণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুশীলনীয়—চর্চাযোগ্য, অনুশীলন করিবার উপযুক্ত, যাহা পুনঃপুনঃ আলোচনা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। অনু—শীল্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুশীলিত—যাহার চর্চা করা গিয়াছে এরূপ, পুনঃপুনঃ আলোচিত। অনু—শীল্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুশোক—অনুতাপ, অনুশোচনা; পশ্চাৎ শোক। প্রাদি। বি; পুং।

অনুশোচ—অনুশোচনা। প্রা কপ্র। বি।

অনুশোচন, -শোচনা—পশ্চাৎ দুঃখপ্রকাশ, শোক; পশ্চাত্তাপ, গত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ বা খেদ, গতালোচনা। অনু—শুচ্ + অনট্, ণিচ্ + অন ভাব + আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অনুশোচিত—১। অনুতপ্ত, গত বিষয়ের জন্য দুঃখিত। অনু (পশ্চাৎ) শোচিত, প্রাদি। ২। পশ্চাত্তাপিত, যাহার অনুশোচনা করা হইয়াছে এরূপ। অনু—শুচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুষক্ত—আসক্ত; সংলগ্ন; অনুগত। অনু—সন্জ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুষঙ্গ—অনুকম্পা, দয়া; প্রণয়; স্নেহ, প্রসঙ্গ, সম্বন্ধ, association; সম্পর্ক, আসক্তি; প্রধান কর্তব্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কর্তব্য। অনু—সন্জ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অনুষঙ্গী (-ঙ্গিন্)—সম্বন্ধযুক্ত। অনুষঙ্গ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

অনুষদ—বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনসংসদ, faculty. অনু—সদ্ + কিপ্ অধিকা। বি, স্ত্রী।

অনুষ্টুপ্ (-ভ্)—(সংস্কৃত কাব্য) অষ্টাক্ষরা বৃত্তি, অষ্টাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ, চারিচরণে গঠিত আট অক্ষরের ছন্দ [সকল চরণেরই পঞ্চম বর্ণ লঘু ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু হইবে; অন্য বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই], সরস্বতী। অনু—স্তুভ্ + কিপ্ করণ। বি; স্ত্রী।

অনুষ্ঠাতব্য—অনুষ্ঠেয়, করণীয়। অনু—স্থা + তব্য কর্ম। বিণ।

অনুষ্ঠাতা (-ঠাতৃ)—অনুষ্ঠানকারী, যে কার্যতঃ করে সে। অনু—স্থা + তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

অনুষ্ঠান—১। করণ, আরম্ভ, সূচনা; প্রথম উদ্যোগ; নির্বাহ, সম্পাদন, সমাধা; প্রদান; যাগযজ্ঞপূজাবিবাহাদি বা সভাধিবেশন ইঃ জনহিতকর কার্য। অনু—স্থা + অনট্ ভাব। ২। করণীয় ব্যাপার। অনু—স্থা + অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

অনুষ্ঠানপত্র—অনুষ্ঠাতব্য বিষয়সমূহের বিশদ-বর্ণনাপূর্ণ পত্র, prospectus. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অনুষ্ঠিত—আরব্ধ; সমাহিত, সম্পাদিত, কৃত। অনু—স্থা + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুষ্ঠেয়—করণীয়, অনুষ্ঠানযোগ্য, সম্পাদ্য, কার্যতঃ যাহা করিতে হইবে এরূপ। অনু—স্থা + যৎ কর্ম। বিণ।

অনুষ্ঠ্যূত—পরম্পরসম্বদ্ধ, অবিচ্ছিন্ন। অনু—ষিব্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুষ্ণ—শীতল, স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা; নিশ্চেষ্ট, জড়, অলস, নিরুদ্যম। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুসংহিত—অন্বিষ্ট, যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে এরূপ, যাহার খোঁজ করা হইয়াছে এমন। অনু—সম্—ধা + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুসন্ত—উদ্যম, উদ্যোগ। প্রা কপ্র। বি।

অনুসন্ধিয়া—সম্বন্ধযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

অনুসন্ধান—কোন তথ্যের নির্ণয় বিষয়ে চেষ্টা বা যত্ন, অন্বেষণ, তল্লাশ, খোঁজ-খবর, খোঁজ। অনু—সম্—ধা + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অনুসন্ধানাত্মক—সূক্ষ্মভাবে জানিবার প্রচেষ্টামূলক, গবেষণাসম্বন্ধীয়। অনুসন্ধান আত্মা (স্বভাব বা ধর্ম) যাহার, বহু + কসমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

অনুসন্ধানী (-নিন্)—অনুসন্ধানযুক্ত; অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত; যে উত্তমরূপ অনুসন্ধান করিতে পারে এরূপ, অনুসন্ধানপটু, অন্বেষণদক্ষ। অনুসন্ধান + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নিনী**।

অনুসন্ধায়ী (-য়িন্)—অনুসন্ধানকারী, অন্বেষক। অনু—সম্—ধা + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অনুসন্ধিত—যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে এমন ('মধুপ অনুসন্ধিত'—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বিণ।

অনুসন্ধিৎসা—অনুসন্ধানেচ্ছা; খোঁজ করিবার ইচ্ছা। অনু—সম্—ধা + সন্ + অ ভাব + আপ্। বি, স্ত্রী।

অনুসন্ধিৎসু—অনুসন্ধানেচ্ছু, খোঁজ করিতে ব্যগ্র। অনু—সম্—ধা + সন্ + উ কর্তৃ। বিণ।

অনুসন্ধেয়—অনুসন্ধানের যোগ্য, অন্বেষণীয়, যাহার খোঁজ করিতে হইবে এরূপ। অনু—সম্—ধা + যৎ কর্ম। বিণ।

অনুসর—অনুসরণকারী; সঙ্গী; ভৃত্য। বি, পুং।

অনুসরণ—অনুবর্তন, অনুগমন, পশ্চাদ্গমন, কোন আদর্শ বা প্রণালী ধরিয়া চলা; সদৃশ কার্যকরণ; আচার। অনু—সৃ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-সৃত**।

অনুসরণীয়—অনুসর্তব্য, অনুসরণযোগ্য; লক্ষ্য করিয়া গমন, অনুগন্তব্য; প্রতিপালনীয়, যাহা প্রতিপালন করা উচিত এমন। অনু—সৃ + অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুসর্গ—(ব্যাক) বিশেষার্থ-প্রকাশের নিমিত্ত শব্দ বা ধাতুর শেষে যোজ্য বিভক্তি প্রত্যয় ইঃ, suffix; কর্মপ্রবচনীয়। অনু—সৃজ্ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

অনুসরা—অনুসরণ করা, পিছন পিছন যাওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

অনুসার—অনুসরণ, পশ্চাদ্‌গমন, অনুবর্তন; সদৃশীকরণ; আচার। অনু—সৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অনুসারই, -সরই—অনুসরণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অনুসারি, -সরি—অনুসরণ করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অনুসারী (-রিন্)—অনুসরণকারী, অনুগামী; অনুরূপ। অনু—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সারিণী**।

অনুসারে—১। অবলম্বন করিয়া, ধরিয়া, আশ্রয় করিয়া; অনুকরণে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী। ২। বিস্তার করে, বাড়ায় ("জল দেহ বলি মুনি হস্ত অনুসারে।"—কৃত্তি)। প্রা কপ্র। ক্রি।

অনুসিদ্ধান্ত—(জ্যামিতি) উপপাদ্য হইতে অতি সহজে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, corollary. অনুযাত সিদ্ধান্তকে, প্রাদি। বি; পুং।

অনুসূচক—নির্দেশক; অনুষ্ঠাতা। অনু—সূচি+ণক কর্তৃ। বিণ।

অনুসূচন—নির্দেশন; নিদর্শন; দ্যোতন। অনু—সূচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-সূচিত, -সূচক**।

অনুসূচনা—অনুষ্ঠান; আলোচনা। অনু—সূচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুসূচী—তালিকা, ফর্দ; তপশীল, schedule. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুসূদন—অনুসন্ধান; ভালমন্দ বিচার। প্রাদে। বি।

অনুসূয়া—অত্রি মুনির পত্নী; শকুন্তলার সখী ['অনসূয়া' দ্রঃ]। অনু—সৃ+ক্যপ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুসূর—(জ্যোতিষ) গ্রহের ভ্রমণ-কক্ষের যে বিন্দুটি সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তাহা, perihelion. বি; পুং।

অনুসৃত—যাহার অনুসরণ করা হইয়াছে এমন; পশ্চাদ্‌গত; প্রতিপালিত। অনু—সৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুসৃতি—অনুসরণ; পিছনে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া। অনু—সৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুস্বর, -স্বার—একবিন্দুমাত্রবর্ণ, পূর্ববর্তী স্বরের অনুগামী অনুনাসিক বর্ণ, 'ং' [এই বর্ণ সর্বদাই কোনও স্বরবর্ণের পশ্চাতে বসে বলিয়া এই নাম]। অনু—স্বৃ+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অনুস্বান—প্রতিধ্বনি। অনু—স্বন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অনুস্মরণ, -স্মৃতি—পশ্চাৎস্মরণ, অনুধ্যান, কোন বিষয় পরে মনে করা; সর্বদা চিন্তন। অনু—স্মৃ+অনট্, ক্তি ভাব। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অনুস্মারক—স্মরণলিপি; যাহা মনে করাইয়া দেয়, reminder. অনু—স্মৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

অনুস্যূত—গ্রথিত; ভালভাবে সেলাই করা; সুসংলগ্ন; নিরন্তরসম্বদ্ধ। অনু—সিব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুস্রবণ—ছাঁকা; গলন; চুয়াইয়া তরল পদার্থের নিঃসরণ, percolation. অনু—স্রু+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-স্রুত**।

অনুহরণ, -হার—অনুকরণ, সদৃশীকরণ; তুলনা; অনুগমন। অনু—হৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী, পুং।

অনুহিত—অহিত, অনুচিত। বাংপ্র। বিণ।

অনূক—১। বংশ; স্বভাব। বি; ক্লী। ২। পূর্ব জন্ম। অনু—উচ্+ক কর্তৃ। ৩। (শারীর-বিদ্যা) মূত্রাশয়, মূত্রবস্তি, urinal bladder. বি; পুং।

অনূচান—১। শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গসহিত বেদাধ্যায়ী; মার্জিতরুচি। বি; পুং। ২। বিচক্ষণ পণ্ডিত; নম্র। অনু—বচ্+কানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অনূঢ়—অবিবাহিত। ন ঊঢ়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনূঢ়া—কুমারী, অপরিণীতা। ন ঊঢ়া, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অনূঢ়ান্ন—আইবুড়ো-ভাত, বিবাহের পূর্বে শুভকামনায় গাত্রহরিদ্রাক্রিয়ার শেষে কন্যাকে দেয় অন্ন। অনূঢ়ার্থক অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অনূদিত—১। অনুবাদিত, ভাষান্তরিত; পশ্চাৎ উক্ত। অনু—বদ্+ক্ত কর্ম। ২। পরে উদিত, পশ্চাৎ প্রকাশিত। অনু—উৎ—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনূদ্য—পশ্চাৎ কথনীয়। অনু—বদ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

অনূন, অনূনক—সমগ্র, অখণ্ড; অন্যূন। ন ঊন, নঞ্‌তৎ; অনূন+কন্ স্বার্থে। বিণ।

অনূপ—১। জলময় ('— দেশাদি'), জলসমীপস্থ ('— গ্রামাদি'), জলা ('— জায়গা')। বিণ। ২। মহিষ; জলা জায়গা। অনুগত অপ্ যথায়, বহু; অনুগত অপ্‌কে, প্রাদি+অচ্ (সমাসান্ত)। বি; পুং। ৩। তুলনাবিহীন। প্রা কপ্র। বিণ।

অনূপজ—আর্দ্রক, আদা। উপতৎ; অনূপ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

অনূপদেশ—জলা জায়গা, জলাভূমি; নদী খাল বিলে ভরা স্থান। কর্মধা। বি; পুং।

অনূরু—১। অরুণ, সূর্যের সারথি। বি; পুং। ২। উরুহীন। ন (নাই) উরু যাঁহার, বহু। বিণ।

অনূরুসারথি—রবি, সূর্য। অনূরু সারথি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অনূর্ধ্ব (র্দ্ধ)—১। নীচু, নিম্ন; অনধিক। ন ঊর্ধ্ব, নঞ্‌তৎ। ২। উচ্চতম, শ্রেষ্ঠ। ন (নাই) ঊর্ধ্ব যাহার, বহু। বিণ।

অনৃচ—যে বালকের উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই। ন (নাই) ঋক্ (ঋচ্) যাহার, বহু (সমাসান্ত অ)। বি; পুং।

অনৃজু—কুটিল; ধূর্ত; বক্র। ন ঋজু, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনৃণ—১। ঋণশূন্য, যাহার দেনা নাই এমন। ন (নাই) ঋণ যাহার, বহু। বিণ। ২। দেনা না-থাকা। ন ঋণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনৃণী (-ণিন্)—ঋণশূন্য, যাহার দেনা নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নৃণিনী**।

অনৃত—১। অসত্য, মিথ্যা। ন ঋত (সত্য), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী, বিণ। ২। অধর্মের ঔরসে হিংসার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র। বি; পুং। ৩। কৃষিকর্ম। ন (নাই) ঋত (হিংসা) যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

অনৃতবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—মিথ্যাবাদী। অনৃত—বদ্, ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

অনেক—একভিন্ন; বহু, একাধিক, বহুল; নানা; প্রচুর, প্রভূত, ভূরি, যথেষ্ট। ন এক, নঞ্‌তৎ। সর্ব, বিণ। ['অনেক' পদটি মতান্তরে সর্বনাম হয় না; তখন ইহা বিশেষণ-পদ, এবং ন (নাই) এক (একত্ব) যাহাতে, এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন হইবে।]

অনেক ক'রে বলা—খুব অনুনয়বিনয় করা।

অনেকপ্রথিতপত্র—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) তেঁতুলাদি পত্রের এক ডাঁটায় বহুফলকযুক্ত পত্র, যৌগিক পত্র, compound leaf. বি; ক্লী।

অনেকজ—বিহঙ্গ, পক্ষী। উপতৎ; অনেক—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অনেকধা—বহুধা, নানাপ্রকার, বহুবিধ, অনেকরকম। অনেক+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

অনেকপ—করী, হস্তী, দ্বিপ। উপতৎ; অনেক—পা (পান করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অনেকপ্রকার—নানারকম, বহুবিধ। অনেক প্রকার যাহাদের, বহু। বিণ।

অনেকবিধ—বহুবিধ, নানাপ্রকার, অনেকরকম। অনেক বিধা (প্রকার) যাহাদের, বহু। বিণ।

অনেকরূপ—বহুপ্রকার, নানাপ্রকার। বহু। বিণ।

অনেকাংশ—যথেষ্ট পরিমাণ, বহু সংখ্যা; অনেক বিষয় ('অনেকাংশে' নিকৃষ্ট)। অনেক অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

অনেকানেক—ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা অনেক জিনিস; অত্যন্ত বেশী। বাংপ্র। বিণ।

অনেকান্ত—যাহা দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা ও অন্যত্র অনিশ্চয়তা বুঝায়। পরিভাষা (জৈনশাস্ত্র)। বি।

অনেকার্থ—নানার্থযুক্ত। বিণ।

অনেডমূক—বধির ও বাক্‌শক্তিবর্জিত, কালা ও বোবা, প্রবঞ্চক, শঠ। ন (নাই) এড়মূক যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনৈকান্তিক—চঞ্চল, অস্থির; ব্যভিচারী, দুষ্ট। ন ঐকান্তিক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কান্তিকী**।

অনৈক্য—একতার অভাব, সামঞ্জস্য না থাকা, মতবিরোধিতা, পরস্পর অসম্মিলন, বিরোধ; দ্বন্দ্ব, অনেকত্ব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনৈচ্ছিক—(শারীর-বিদ্যা) যাহা মনের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে চালিত হয় না এমন, involuntary. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনৈতিক—নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ; নীতি-বিগর্হিত; নীতিজ্ঞানশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তিকী**।

অনৈতিহাসিক—যাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নহে এরূপ; ইতিহাসবিরুদ্ধ; ঐতিহাসিক-জ্ঞানশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হাসিকী**।

অনৈপুণ্য—অনিপুণতা, অকুশলতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনৈসর্গিক—অপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক; কৃত্রিম; অসাধারণ; অলৌকিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্গিকী**।

অনৈস্লামিক—ইসলামবিরোধী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অন্যোন্য—পরস্পর। <অন্যোন্য। প্রা কপ্র। সর্ব।

অনৌচিত্য—অকর্তব্যতা; অযৌক্তিকতা, ন্যায়বিরুদ্ধতা; অলংকারদোষ বিঃ, যাহাকে যে বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত তাহা না করিয়া বিপরীত বা অযথা বর্ণনা করা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনৌদ্ধত্য—বিনয়, নম্রতা; শান্তভাব; ঔদ্ধত্যহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অন্ত—১। অবসান, সমাপ্তি; কার্যশেষ; নিশ্চয়, অবধারণ; (ব্যাক) শব্দের শেষাবয়ব, সীমা, প্রান্ত, অবধি। অম্‌+তন্‌ ভাব। বি; পুং। ২। স্বরূপ; প্রকৃতি, স্বভাব; সন্নিধি, সমীপ। বি; স্ত্রী। ৩। পর্যবসান, শেষ; মরণ, মৃত্যু। বি; পুং বা স্ত্রী। ৪। সমীপস্থ, নিকটস্থ; সুন্দর। অম্‌+তন্‌ কর্তৃ। বিণ। ৫। (ব্যাক) বাঙালার শব্দ-শাসনের অর্থযুক্তপ্রত্যয় ('ফুটন্ত', 'জলন্ত' ইঃ)। ৬। ভিতরের কথা; মনের কথা বা ভাব; (সর্বনামাদি) স্বত্ব। ৭। শীত; প্রদেশ; পরাকাষ্ঠা; প্রান্তে, ধারে। প্রা কপ্র। বি।

অন্তঃ (অন্তর্‌)—চিত্ত, মন; অন্দর; মধ্য; স্বীকার। অম্‌ (গমন করা)+অর্‌ (অরন্‌) কর্তৃ, ত আগম। অ।

অন্তঃকঙ্কাল—(জীববিদ্যা) মেরুদণ্ডী জীবের দেহের ভিতরের কাঠাম, endo-skeleton. অন্তঃস্থিত কঙ্কাল, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তঃকরণ—চিত্ত, অন্তরিন্দ্রিয়। [সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ—এই চারি কার্যভেদে অন্তঃকরণ চারিটি নাম প্রাপ্ত হয়; যথা,—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত।] অন্তঃস্থিত করণ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তঃকলি—আত্মীয়গণমধ্যে বিবাদ, অন্তঃ-কলহ। অন্তঃসংঘটিত কলি (কলহ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অন্তঃকুটিল—১। ক্রূরমনা, কুটিলান্তঃকরণ। বিণ। ২। (মধ্যদেশ কুটিল বলিয়া) শঙ্খ, শাঁখ। অন্তঃ (অন্তঃকরণ) কুটিল যাহার, বহু। বি; পুং।

অন্তঃকুপিত—ভিতরে ভিতরে রাগান্বিত, মনে মনে রুষ্ট। অন্তঃ কুপিত, সুপ্‌। বিণ।

অন্তঃকেন্দ্র—(জ্যামিতি) ত্রিভুজের বাহু তিনটিকে স্পর্শ করিয়া ত্রিভুজটির ভিতরে গঠিত বৃত্তের কেন্দ্র, in-centre. অন্তঃস্থিত কেন্দ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তঃকোণ—(জ্যামিতি) কোন সরল-রৈখিক ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কোণ; দুইটি সমান্তর সরলরেখা কোন সরলরেখা দ্বারা ছিন্ন হইলে সমান্তর সরলরেখা দুইটির মধ্যবর্তী কোণ, interior angle. অন্তঃস্থিত কোণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অন্তঃক্রুদ্ধ—মনে মনে অসন্তুষ্ট, ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ। অন্তঃ ক্রুদ্ধ, সুপ্‌। বিণ।

অন্তঃক্ষেপ—সূচীবৎ সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে দেহমধ্যে ঔষধাদি প্রবিষ্ট করানো, সূচিপ্রয়োগ, injection. সুপ্‌। বি; পুং।

অন্তঃপট—১। অন্তর্বাস, অভ্যন্তরে পরিধেয় বস্ত্র; কৌপীন। অন্তঃস্থিত পট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। পর্দা ("অন্তঃপট ঘুচাইল, চারি চক্ষে দেখা হৈল"—চৈ ম)। প্রা কপ্র। বি।

অন্তঃপাতিত—যাহা ভিতরে প্রবিষ্ট করানো হইয়াছে এমন, inserted. অন্তঃ পাতিত, সুপ্‌। বিণ।

অন্তঃপাতী (-পাতিন্‌)—অন্তর্বর্তী, অন্তর্গত, মধ্যস্থিত। অন্তর্‌—পত্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পাতিনী**।

অন্তঃপুর—বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা বাস করে সেই অংশ, স্ত্রীমহল, অন্দরমহল। অন্তঃস্থিত পুর, মধ্যপ কর্মধা; বা, অন্তঃ পুরের, একদেশী। বি; স্ত্রী।

অন্তঃপুরচর—১। অন্তঃপুরবিহারী; অন্তঃ-পুররক্ষক। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। অন্তঃপুর-চারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কঞ্চুকী। অন্তঃপুরে চরে যে, উপতৎ; অন্তঃপুর—চর্‌+ট কর্তৃ। বি; পুং।

অন্তঃপুরচারী (-চারিন্‌)—অন্দরমহলে থাকিবার অধিকারপ্রাপ্ত, অন্তঃপুররক্ষী। অন্তঃপুরে চরে যে, উপতৎ, অন্তঃপুর—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অন্তঃপুরিকা—অন্তঃপুরচারিণী রমণী; প্রতিহারিণী। অন্তঃপুর+ইক (ঠন্‌) আছে অর্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অন্তঃপ্রকৃতি—মানুষের আভ্যন্তরীণ গঠন বা প্রকৃতি; মন্ত্রিপর্ষদ্‌। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—(শারীর-বিদ্যা) কনুইয়ের নিম্নে কবজি পর্যন্ত প্রসারিত অস্থি-দ্বয়ের অন্যতম, ulna. অন্তঃ প্রকোষ্ঠের, একদেশী=অন্তঃপ্রকোষ্ঠ; অন্তঃপ্রকোষ্ঠস্থিত অস্থি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তঃপ্রবিষ্ট—ভিতরে প্রবিষ্ট, অন্তর্গত। অন্তঃ প্রবিষ্ট, সুপ্‌। বিণ।

অন্তঃপ্রবেশন—ভিতরে প্রবেশ করানো; একের রচনার মধ্যে অপরের রচনা সংযোজন, প্রক্ষেপ, interpolation. অন্তঃ প্রবেশন, সুপ্‌। বি; স্ত্রী।

অন্তঃশত্রু—দেশমধ্যস্থিত অরি, বিদ্রোহী দেশবাসী; অন্তরস্থ শত্রু—কাম প্রঃ রিপু সকল; ঘরের শত্রু। অন্তঃস্থিত শত্রু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অন্তঃশীলা—অন্তঃসলিলা (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃশুল্ক—মাদকদ্রব্য ইঃর উপর ধার্য কর, excise. সুপ্‌। বি; স্ত্রী।

অন্তঃশুল্কসমাহর্তা (-হর্তৃ), **-হর্তা**—অন্তঃশুল্ক আহরণের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম-চারী, Collector of Excise. অন্তঃশুল্কের সমাহর্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্তঃশূন্য—রিক্ত, ফাঁকা, খালি, যাহার ভিতরে কিছু নাই এমন। অন্তঃ (ভিতরে) শূন্য, সুপ্‌। বিণ।

অন্তঃশ্বসন, -শ্বাস—যে বায়ু শ্বাসরূপে গ্রহণ করা হয়, প্রশ্বাস, inspiration. অন্তঃ শ্বসন, শ্বাস, সুপ্‌। বি; স্ত্রী, পুং।

অন্তঃসংজ্ঞ—যাহার ভিতরে জ্ঞান আছে এরূপ। অন্তঃ সংজ্ঞা আছে যাহার, বহু। বিণ।

অন্তঃসংজ্ঞা—১। চৈতন্য, জ্ঞান। অন্তঃ-স্থিতা সংজ্ঞা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অন্তঃসংজ্ঞাসম্পন্না। অন্তঃসংজ্ঞ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসত্তা—ভিতরে কোন বস্তুর বিদ্যমানতা; আত্মা; আমি। অন্তর্‌—সৎ (বিদ্যমান)+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অন্তঃসত্ত্বা—গর্ভিণী, গর্ভবতী। অন্তঃ (মধ্যে) সত্ত্ব (প্রাণী) যাহার, বহু+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসলিল—১। ভূমধ্যস্থ বারি, মৃত্তিকার নিম্নস্থিত জল। অন্তঃস্থিত সলিল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। নিম্নে জলবিশিষ্ট, যাহার নীচে জল আছে এরূপ। অন্তঃ সলিল যাহার, বহু। বিণ।

অন্তঃসলিলবাহিনী—যে আপনার মধ্য দিয়া অদৃশ্যভাবে জল প্রবাহিত করে এরূপ, (যে নদী) বালুকাস্তরাদির মধ্য দিয়া অদৃশ্যভাবে বহিয়া যায় এরূপ (গয়ার ফল্গু নদী এইরূপ)। অন্তঃসলিল(১)—বহ্ + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তঃসলিলা—মধ্যে জলসম্পন্না, যাহার উপরিভাগে জলের চিহ্ন নাই কিন্তু সামান্য পরিমাণে বালুকাদি অপসৃত করিলেই জল পাওয়া যায় এরূপ। অন্তঃ সলিল যাহার, বহু + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তঃসাগরীয়—সমুদ্রজলের নীচেকার, submarine. অন্তঃসাগর + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তঃসার—১। মধ্যস্থিত সারাংশ, ভিতরের সারভাগ ; অন্তঃকরণের স্থৈর্য। অন্তঃস্থিত সার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। মধ্যে সারবিশিষ্ট ; অন্তরে তেজঃসম্পন্ন। অন্তঃ (মধ্যে) সার যাহার, বহু। বিণ। **অন্তঃসার বীজ**—যে বীজের ভিতরে চারার খাদ্য থাকে তাহা—যেমন,—তেঁতুলবীজ, কলাই ইঃ, nonendospermic seed.

অন্তঃসারশূন্য, -হীন—যাহার ভিতরে সার নাই এরূপ ; যাহার মনের স্থিরতা বা তেজ নাই এরূপ ; অপদার্থ ; অকর্মণ্য, অকেজো। অন্তঃসার দ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শূন্যা, -হীনা**।

অন্তঃস্থ, অন্তস্থ—১। অন্তর্বর্তী, মধ্যস্থিত। বিণ। ২। (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ এই উভয়ের মধ্যস্থিত বলিয়া) য র ল ব এই চারিটি বর্ণ [সংস্কৃত ব্যাকরণে অন্তঃস্থা, অন্তস্থা (অন্তর্—স্থা + ক্বিপ্)]। অন্তর্—স্থা + ক কর্তৃ। বি ; পুং।

অন্তঃস্থল—অন্তস্তল, মনের ভিতর ; মধ্যস্থিত স্থান। অন্তঃ স্থল, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তঃস্থিত, অন্তস্থিত—মধ্যবর্তী, মধ্যস্থ, অভ্যন্তরস্থ। অন্তঃ স্থিত, সুপ্। বিণ।

অন্তঃস্পর্শ—(জ্যামিতি) একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজের মধ্যে অপর একটি বৃত্ত বা ত্রিভুজ অঙ্কিত হইলে যদি প্রথমটির পরিধিকে দ্বিতীয়টির পরিধি স্পর্শ করে তবে সেই স্পর্শকার্য, internal contact. পরি। বি ; পুং।

অন্তঃস্বেদ—মদস্রাবী হস্তী। অন্তঃ স্বেদ যাহার, বহু। বি ; পুং।

অন্তঃস্রাবী (-বিন্)—যাহা দেহাভ্যন্তরে রসক্ষরণ করে এমন। অন্তঃস্রাব + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্রাবিণী**।

অন্তক—১। কাল, যম। বি ; পুং। ২। নিহন্তা, নাশকারী, ধ্বংসকারী, নাশক। অন্ত + ণিচ্ (= অন্তি নামধাতু) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অন্তিকা, অন্তকা**।

অন্তকর—বিনাশক, ধ্বংসকর, নাশকারী। উপতৎ ; অন্ত—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অন্তকাল—চরমসময়, নিধনসময়, মৃত্যুকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-কালীন**।

অন্তগ—পারগ, পারগামী ; পারগত ; প্রান্তস্থিত ; নিধনপ্রাপ্ত, মৃত। উপতৎ ; অন্ত—গম্ + ড কর্তৃ। বিণ।

অন্ততঃ (-তস্) (>অন্তত)—ন্যূনকল্পে, কমপক্ষে, পরে, শেষে। অন্ত + তস্ ৭মী-স্থানে। অ।

অন্তদন্তহীন—যৌবনহীন ; সৌন্দর্যহীন ; যাহার শেষ দাঁতটিও গিয়াছে এমন, অতিবৃদ্ধ। অন্ত (যৌবনোচিত সৌন্দর্যস্বরূপ) যে দন্ত, কর্মধা = অন্তদন্ত ; তদ্দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্তপাল—১। রাজ্যসীমান্তের রক্ষক। অন্ত—পালি + অণ কর্তৃ। ২। অন্তঃপুরের প্রহরী। বাংপ্র। বি ; পুং।

অন্তবর্গ—প্রধান বর্গের অন্তর্গত বর্গ গণ বা শ্রেণী, sub-order. পরি। বি ; পুং।

অন্তবান্ (-বৎ)—শেষবিশিষ্ট, সান্ত ; সীমাবিশিষ্ট, সসীম। অন্ত + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অন্তবাসী (-বাসিন্)—১। ছাত্র, শিষ্য ; চণ্ডাল। বি ; পুং। ২। সমীপে বাসকারী, নিকটাবস্থিত ; প্রান্তবর্তী, শেষস্থিত। উপতৎ ; অন্ত—বস্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অন্তর্—'অন্তঃ' দ্রঃ।

অন্তর—১। মন। <অন্তর্। বি। ২। অবকাশ, মধ্যভাগ ; আড়াল ; ফাঁক ; অভ্যন্তর, মধ্য, ব্যবহিত স্থান ; ছিদ্র, মধ্যবর্তী কাল, অবসর ; সমাবেশস্থান ; অবধি ; বহির্দেশ, বাহিরের জায়গা। অন্ত—রা + ক অধি। ৩। আচ্ছাদন, পরিধেয়, পরিধানবস্ত্র, পরিবার কাপড়। অন্ত—রা + ক করণ। ৪। অদৃশ্য হওয়া, তিরোধান, অন্তর্ধান ; ভিন্নতা প্রভেদ ; বিনা, ব্যতিরেক ; তাদর্থ্য ; আধিক্য ; তারতম্য ; ব্যবধান। অন্ত—রা + ক ভাব। ৫। আত্মা। বি ; ক্লী। ৬। তুল্য, সদৃশ ; ভিতরে স্থিত, ভিতরকার ; স্বীয়, আত্মীয় ; নিকট, আসন্ন ; অন্তর্হিত ; (অন্য শব্দসহযোগে) ভিন্ন, অন্য, অপর (যেমন,—লোকান্তর, দেশান্তর ইঃ)। অন্ত—রা + ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অন্তরক—(পদার্থ-বিদ্যা) বিদ্যুতাদির পরিচালক লৌহ তাম্র ইঃর উপর যে অপরিচালক পদার্থের আস্তরণ দেওয়া হয় তাহা, বৈদ্যুতিক তারের উপর যে রবার-রেশমাদির বেষ্টনী থাকে তাহা, insulator. পরি। বি।

অন্তরকলন—(গণিত) নিরত পরিবর্তনশীল সংখ্যার পার্থক্য বা বৃদ্ধির অনুপাত নির্ণায়ক গণনাপ্রণালী বিঃ, differential calculus. পরি। বি ; ক্লী।

অন্তরঙ্গ—১। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ; গুপ্তমন্ত্রণাকারী। বি ; পুং। ২। (ব্যাক) প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য। অন্তঃ (মধ্যে) অঙ্গ যাহার, বহু। ৩। চিত্ত ; ভিতরের অঙ্গ। অন্তর (মধ্যস্থ) অঙ্গ, কর্মধা। বি, ক্লী। ৪। মধ্যস্থিত ; ঘনিষ্ঠ। অন্তরে (মধ্যে) গমন করে যে, উপতৎ ; অন্তর—গম্ + (ড্) খচ্ কর্তৃ। বিণ।

অন্তরঙ্গতা—আত্মীয়তা ; মাখামাখি। অন্তরঙ্গ (১) + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অন্তরঙ্গোপরিক—ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; পুং।

অন্তরজ্ঞ—অন্তর্যামী যিনি ভিতরের কথা জানেন এরূপ, বিশেষজ্ঞ ; দূরদর্শী। উপতৎ ; অন্তর—জ্ঞা + ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জ্ঞা**।

অন্তরটিপনি, -টিপুনি, -টিপ্পনি—ভিতরে ভিতরে চিমটি কাটা ; অলক্ষিতভাবে পীড়াপ্রদান ; গূঢ়শ্লেষবাক্য। বাংপ্র। বি।

অন্তরণ—১। (পদার্থ-বিদ্যা) বিদ্যুৎ তাপ ইঃর অপরিচালক পদার্থদ্বারা পৃথক্করণ, বিদ্যুৎবাহী তারের উপর রবার-রেশমাদির আস্তরণ দেওয়া, insulation. পরি। বি ; ক্লী। ২। রাজাজ্ঞায় নির্দিষ্ট স্থানে আটক, internment. বি ; ক্লী।

অন্তরতম—ঘনিষ্ঠতম ; প্রিয়তম ("ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম"—রবীন্দ্র)। অন্তর (৬) + তম। বি ; পুং বা বিণ।

অন্তরতর—ঘনিষ্ঠতর ; প্রিয়তর ("অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে!"—রবীন্দ্র)। অন্তর (৬) + তর। বি ; পুং বা বিণ।

অন্তরধাম—অন্তর্যামী। গ্রা কপ্র। বিণ।

অন্তরবাস—ছোট কাপড়, লুঙ্গি ; কৌপীন ; শেমিজ ইঃ। <অন্তর্বাসস্। বি।

অন্তরযামী (-যামিন্)—অন্তর্যামী, যিনি মনের কথা বুঝিতে পারেন এরূপ। <অন্তর্যামিন্। বিণ। স্ত্রী, **-যামিনী**।

অন্তররহস্য—গূঢ় রহস্য, গুপ্ত রহস্য, ভিতরের কথা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অন্তরস্থ—মনোমধ্যস্থ, আন্তরিক, মনোগত, যাহা ভিতরে থাকে বাহিরে প্রকাশ পায় না এরূপ। উপতৎ ; অন্তর—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

অন্তরা—গানের চারি অংশের দ্বিতীয় অংশ

(চারি অংশ—আত্মারী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ)। বাংপ্র। বি।

অন্তরাত্মা (-ত্মন্)—দেহমধ্যস্থিত জীব-চৈতন্য, জীবাত্মা ; সর্বান্তর্যামী ঈশ্বর ; চিত্ত অন্তঃকরণ। অন্তর্গত আত্মা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অন্তরাপত্যা—গর্ভবতী। অন্তঃ অপত্য যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তরাবরণ—(উদ্ভিদ্-বিদ্যা) পুষ্পমধ্যস্থ জননাঙ্গের আচ্ছাদন পাপড়ি ইঃ, corolla অন্তঃস্থিত আবরণ, মধ্যপ কর্মধ। বি ; স্ত্রী।

অন্তরাবর্ত(র্ত্ত)ন—বিপর্যয়, বৈপরীত্য, তর্কবিজ্ঞানের একপ্রকার নিরপেক্ষ অনুমান। অন্তঃ আবর্তন, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তরায়—১। বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। বি ; পুং। ২। ব্যবধানকারক। অন্তর্—ই বা অয়্+অচ্ কর্তৃ। ৩। বিদূরিত। প্রা কপ্র। বিণ।

অন্তরায়ণ—রাজাদেশে নির্দিষ্ট স্থানে অবরোধ, internment বাংপ্র। বি।

অন্তরায়িত—রাজাদেশে নির্দিষ্ট স্থানে অবরুদ্ধ, interned বাংপ্র। বিণ।

অন্তরাল—আড়াল, ব্যবধান ; মধ্য, অভ্যন্তর, অবকাশ, মধ্যবর্তী স্থান। অন্তরা—লা+ক কর্তৃ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অন্তরালবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—মধ্যস্থিত ; আড়ালে স্থিত। উপতৎ ; অন্তরাল—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

অন্তরালস্থিত—মধ্যস্থিত, আড়ালস্থিত। ৭মীতৎ। বিণ।

অন্তরি—মধ্যবর্তী ; মনোগত। প্রা কপ্র। বিণ।

অন্তরিক্ষ—আকাশ। অন্তর্ (মধ্যে) ঋক্ষ (নক্ষত্র) আছে যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অন্তরিত—ব্যবহিত ; অন্তর্গত ; গর্ভদেশে আবদ্ধ, অন্তর্নিহিত ; আবৃত ; মৃত ; পৃথগ্-ভূত ; অন্তর্হিত ; অপবারিত ; বিদ্যুতাদির অপরিচালক পদার্থদ্বারা পৃথককৃত, insulated, দূরগত ; লুক্কায়িত ; অপসারিত ; অবশিষ্ট, বাকী, তিরস্কৃত, রাজাদেশে আটক, অন্তরায়িত, interned অন্তর—ই+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অন্তরিন্দ্রিয়—অন্তঃকরণ, মন। অন্তর্গত ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তরীক্ষ—আকাশ, গগন। অন্তর্—ঈক্ষ্+অচ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

অন্তরীক্ষচর—১। আকাশচারী, গগন-বিহারী, যে শূন্যে ভ্রমণ করে এমন। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। গ্রহনক্ষত্র ; উল্কা, ধূমকেতু ; পক্ষী, খেচর। উপতৎ ; অন্তরীক্ষ—চর্+ট কর্তৃ। বি, স্ত্রী।

অন্তরীক্ষজল—আকাশবারি, বৃষ্টি, দিব্যোদক ; শিশির। অন্তরীক্ষপতিত জল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তরীক্ষবাসী (বাসিন্)—শূন্যবিহারী, আকাশস্থ। উপতৎ ; অন্তরীক্ষ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অন্তরীক্ষবিদ্যা—আকাশতত্ত্ব, আকাশ-সম্বন্ধীয় বিবিধ রহস্য, meteorology. অন্তরীক্ষবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তরীক্ষমণ্ডল—নভোমণ্ডল, আকাশ-মণ্ডল, খলোক, বায়ুমণ্ডল, atmosphere. অন্তরীক্ষ মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তরীণ—১। রাজাদেশে স্থানবিশেষে অবরুদ্ধ, বন্দী। <ইং 'interned'. বি বা বিণ। ২। অন্তরঙ্গ, অতি প্রিয়। প্রা কপ্র। বিণ।

অন্তরীপ—তিনদিকে জলবেষ্টিত ভূভাগ, যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহার সেই জলপ্রবিষ্ট অগ্রভাগ, cape. অন্তর্গত অপ যাহার, বহু (সমাসান্ত অ-প্রত্যয়, অপ্-স্থানে ঈপ্)। বি ; পুং।

অন্তরীয়, -রীয়ক—পরিধানবস্ত্র, অধোবস্ত্র, ধুতি ইত্যের ইঃ পরিধেয় বসন, under-garment. অন্তর্+ঈয়, পক্ষে ক স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

অন্তরু—আবৃত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অন্তরূপ্য—সীসা, সীসক। অন্তকারক রূপ্য, মধ্যপ কর্মধা (বিষাক্ত বলিয়া)। বি ; স্ত্রী।

অন্তরে—মধ্যে। অন্তর্—ই+বিচ্ কর্তৃ। অ।

অন্তর্গত—অন্তর্বর্তী, মধ্যবর্তী, অন্তর্ভূত ; মনোগত ; বিস্মৃত। অন্তঃ গত, সুপ্। বিণ।

অন্তর্গতি—অদৃশ্য হওন। অন্তর্—গম্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

অন্তর্গূঢ়—মনে গুপ্ত ; মধ্যে লুকায়িত, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত। অন্তঃ গূঢ়, সুপ্। বিণ।

অন্তর্গৃহ, -র্গেহ—গৃহের অভ্যন্তর, অন্তঃপুর ; গৃহের মধ্যস্থিত গৃহ ; চোরা-কুঠরি। অন্তঃ গৃহের, গেহের, অব্যয়ী, অথবা, অন্তর্বর্তী গৃহ, গেহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্গেহ-ক্রীড়া—ঘরে বসিয়া যে খেলা করা হয়, indoor game. মধ্যপ কর্মধা ও ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

অন্তর্গ্রহ—ক্ষুদ্রতর গ্রহ। অন্তঃ গ্রহ, সুপ্।

অন্তর্ঘণ—অভ্যন্তরপ্রদেশ ; বাড়ির মধ্যের উঠান, গৃহমধ্যস্থিত প্রাঙ্গণ। অন্তর্-হন্+অপ্ কর্ম। বি ; পুং।

অন্তর্ঘাত—ভিতরে থাকিয়া কার্যনাশের চেষ্টা, নাশকতামূলক কার্য, sabotage অন্তর্—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ—**অন্তর্ঘাতক**, saboteur, **অন্তর্ঘাতী** (-তিন্)।

অন্তর্জগৎ—ভিতরের বিশ্ব, মধ্যস্থিত জগৎ ; মনোজগৎ, ভাবলোক। অন্তর্গত জগৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্জঠর—কুক্ষিমধ্য, উদরাভ্যন্তর ; পাকাশয়। অন্তঃ জঠরের, অব্যয়ী। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্জনিষ্ণু—(উদ্ভিদ্-বিদ্যা) যাহা ভিতর হইতে জন্মে এমন, endogenous. অন্তর্—জন্+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

অন্তর্জল—১। জলাভ্যন্তর ; স্থলজলের মধ্য ; স্নানের সময়ে করণীয় অঘমর্ষণ জপ। জলের অন্তঃ, অব্যয়ী। বি ; স্ত্রী। ২। জলাভ্যন্তরস্থ। অন্তর্জল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। **অন্তর্জল জাহাজ**—ডুবো জাহাজ, submarine.

অন্তর্জলি—পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য মরণোন্মুখ ব্যক্তির নিম্নাঙ্গ গঙ্গাদিতে জলমগ্ন করা। বাংপ্র। বি।

অন্তর্জলী—মৃত্যুকালে যাহার অধোঙ্গ অন্তর্জলি করা হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

অন্তর্জলোৎস—(ভূ-বিদ্যা) ভূগর্ভস্থিত উৎস, artesian fountain জলের উৎস, ৬ষ্ঠীতৎ =জলোৎস ; অন্তঃস্থ জলোৎস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অন্তর্জাত—অভ্যন্তরোৎপন্ন, endogenetic ; আন্তরিক ; সহজ, স্বাভাবিক ; জন্মগত, inborn অন্তঃ জাত, সুপ্। বিণ।

অন্তর্জা(র্জা)তীয়—সার্বজাতিক, সমস্ত জাতির মধ্যে পারস্পরিকভাবে প্রচলিত, আন্তর্জাতিক, international অন্তর্জাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্জ্ঞান—অবচেতনা, মনের প্রচ্ছন্ন অংশ। অন্তঃ জ্ঞান, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্জ্ঞানীয়—যাহা মনে অবস্থান করিয়াও অজ্ঞাত এমন, subconscious. অন্তর্জ্ঞান+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্জ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্)—অন্তরাত্মা। অন্তঃস্থিত জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ আত্মা), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দ(র্দ্দ)র্শন—মনোগত ভাবসমূহের অবধারণ, আত্মপরীক্ষা, introspection. অন্তঃ দর্শন, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দ(র্দ্দ)শা—(জ্যোতিষ) কোন গ্রহের প্রধানভাবে ভোগকালের মধ্যে অন্য গ্রহের ভোগকাল বা আধিপত্য করিবার সময়। অন্তর্গতা দশা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দা(র্দ্দা)হ—ভিতরে পুড়িয়া যাওয়া, ভিতরে জ্বলিয়া মরা, আভ্যন্তরিক তাপ ; মনে মনে খুব কষ্ট পাওয়া। অন্তঃ দাহ, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্দা(র্দ্দা)হন—মধ্যে ভস্মীকরণ ; আভ্যন্তরিক মানসিক সন্তাপপ্রদান। অন্তর্—দহ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অন্তদু(র্দু)ষ্ট—ভিতরে মন্দ, ভিতরে দোষযুক্ত ; স্বভাবতঃ মন্দ। অন্তঃ দুষ্ট, সুপ্। বিণ।

অন্তর্দৃ(দ্দৃ)ষ্টি—সম্যক দর্শন, আত্মদর্শন ; নিজেকে বুঝিবার ক্ষমতা ; অন্তর্দর্শন, introspection. অন্তর—দৃশ্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দে(র্দ্দে)শ—দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান valley ; মধ্যস্থান, অভ্যন্তরপ্রদেশ। অন্তঃস্থিত দেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি , পুং।

অন্তর্দে(র্দ্দে)শীয়—দেশের ভিতরে যাহা হয়, inland অন্তঃ দেশের, একদেশী ; অন্তর্দেশ + ঈয়। বিণ।

অন্তর্দে(র্দ্দে)হ—শরীরের ভিতর। অন্তঃস্থিত দেহ, মধ্যপ কর্মধা। বি , পুং।

অন্তর্দৈ(র্দ্দৈ)হিক—দেহের অভ্যন্তরস্থ, শরীরের ভিতরের। অন্তর্দেহ + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্দ্বার—গৃহের মধ্যস্থিত গুপ্ত দ্বার, খিড়কির দরজা। অন্তঃস্থিত দ্বার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দ্বিখণ্ডক—(জ্যামিতি) যে সরল রেখা কোন কোণকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে তাহা, internal bisector অন্তঃ দ্বিখণ্ডক, সুপ্। বি।

অন্তর্ধা(র্দ্ধা)—তিরোধান, দৃষ্টির বাহিরে গমন ; অন্তরাল। অন্তর—ধা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ধা(র্দ্ধা)ন -১। তিরোধান, দর্শনাতীত স্থানে গমন, দৃষ্টির অগোচর হওয়া ; ব্যবধান ; মুনি প্রভৃতির মৃত্যু। অন্তর—ধা + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। রাজা পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ; ব্রহ্মার আকার বিঃ। অন্তর—ধা + অন কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। অন্তর্হিত। বাংপ্র। বিণ।

অন্তর্ধি(র্দ্ধি)—১। অদৃশ্য হওয়া, তিরোধান ; অন্তরাল। অন্তর—ধা + কি ভাববা। ২। পৃথু রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অন্তর—ধা + কি কর্তৃ। বি ; পুং।

অন্তর্ধূমপাতন—(রসায়ন) আবদ্ধ পাত্রে কোন পদার্থকে উত্তাপে দগ্ধ করিলে তাহা হইতে পাত্রের গায়ে উদ্বায়ী পদার্থের সঞ্চয়, destructive distillation. ধূমের পাতন, ৬ষ্ঠীতৎ ; অন্তঃ ধূমপাতন, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ধৃতি—(রসায়ন) কোন ধাতু কর্তৃক কোন বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখা, occlusion. অন্তঃ ধৃতি, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ধ্যান—মনে মনে চিন্তন। অন্তর—ধ্যৈ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্নিবিষ্ট—মধ্যস্থিত, মধ্যবর্তী, অন্তর্গত। অন্তঃ নিবিষ্ট, সুপ্। বিণ।

অন্তর্নিহিত—মধ্যে স্থাপিত, অন্তর্নিবিষ্ট ; মধ্যস্থিত ; মনোগত। অন্তঃ নিহিত, সুপ্। বিণ।

অন্তর্ব(র্ব্ব)ংশিক—অন্তঃপুর অধিকার করিয়া অবস্থিত প্রহরী, অন্তঃপুররক্ষক ; অন্তঃপুরে অধিষ্ঠিত। অন্তর্বংশ (অন্তঃপুর) + ইক। বি ; পুং বা বিণ।

অন্তর্ব(র্ব্ব)ৎ—মধ্যবিশিষ্ট ; অন্তর্গত। অন্তর + বতুপ্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

অন্তর্ব(র্ব্ব)ত্নী—অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী। অন্তর + মতুপ্ + ঈপ্ নিপা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অন্তর্ব(র্ব্ব)হ্নি—মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, অপাক। অন্তঃ (উদর-মধ্য হইতে) বহ্নি হয় যদ্দারা, বহু। বি ; পুং।

অন্তর্ব(র্ব্ব)র্গ—বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর শ্রেণী। অন্তঃ বর্গ, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্বর্তী (-বর্তিন্) **-র্ব্বর্ত্তী** (-র্ব্বর্ত্তিন্) —মধ্যস্থিত, মধ্যবর্তী, অন্তর্গত। উপতৎ ; অন্তর—বৃত্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী।**

অন্তর্ব(র্ব্ব)স্ত্র—অন্তর্বাসঃ (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বা(র্ব্বা)ণি—শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। অন্তঃ (চিত্তে) বাণী যাহার, বহু। বিণ।

অন্তর্বা(র্ব্বা)ণিজ্য—দেশমধ্যে ক্রয়বিক্রয়-ব্যাপার, কোন দেশের দ্রব্য সেই দেশের মধ্যেই কেনাবেচা করা। অন্তর্বর্তী বাণিজ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি , স্ত্রী।

অন্তর্বা(র্ব্বা)ষ্প—যে অশ্রু চাপিয়া রাখা হইয়াছে। অন্তঃ বাষ্প, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্বা(র্ব্বা)স—অন্তর্বাসঃ (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অন্তর্বা(র্ব্বা)সঃ (-সস্)—কৌপীন, বৈষ্ণবদিগের উপরিস্থ আচ্ছাদনবস্ত্রের নিম্নের পরিধেয় ; অন্তঃপরিধেয় বস্ত্র, শেমিজ জাঙ্গিয়া প্রঃ। অন্তর্ধৃত বাসঃ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বা(র্ব্বা)হ—(পদার্থ-বিদ্যা) তরল পদার্থপূর্ণ পাত্রের অন্তর্দেশে গমনশীল অপর তরল পদার্থের প্রবাহ [যদি কোন তরল পদার্থপূর্ণ পাত্রের একমুখ শুষ্ক চর্মে আচ্ছাদিত করিয়া অন্যবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ কোন পাত্রমধ্যে নিমজ্জিত করা যায় এবং যদি ঐ তরল-পদার্থদ্বয়ের পরস্পরের সহিত সংসক্তি থাকে তাহা হইলে নিমজ্জিত-পাত্রমুখস্থ চর্মের সচ্ছিদ্রতাগুণপ্রযুক্ত তন্মধ্য দিয়া একটি প্রবাহ বহির্দেশ হইতে অন্তর্দেশাভিমুখে প্রবেশ করে ও অন্য একটি প্রবাহ অন্তর্দেশ হইতে বহির্দেশাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহদ্বয়ের যেটি অন্তর্দেশাভিমুখী, পদার্থ-বিদ্যা শাস্ত্রে তাহাকে অন্তর্বাহ, ও যেটি বহির্দেশাভিমুখী তাহাকে বহির্বাহ বলে]। অন্তরভিমুখ বাহ (প্রবাহ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অন্তর্বি(র্ব্বি)গ্রহ—আত্মীয়স্বজনের সহিত কলহ, গৃহবিবাদ, ঘরোয়া ঝগড়া। অন্তঃ বিগ্রহ, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্বি(র্ব্বি)প্লব—আত্মকলহ ; আত্মীয়স্বজনের সহিত শত্রুতা, গৃহবিবাদ ; স্বদেশীয়গণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ, civil war. অন্তঃ বিপ্লব, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্বি(র্ব্বি)বাহ—আপন কুলে বিবাহ, স্বগোত্রে বিবাহ, endogamy অন্তঃ বিবাহ, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্বি(র্ব্বি)রোধ, -র্বি(র্ব্বি)বাদ—আত্মকলহ, গৃহবিবাদ, আত্মীয়স্বজনের সহিত শত্রুতা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি। অন্তঃ বিরোধ, বিবাদ, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্বী(র্ব্বী)জ—ভিতরের শাঁস, kernel অন্তঃস্থ বীজ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বৃ(র্ব্বৃ)ত্ত—(জ্যামিতি) একটি বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত অপর একটি বৃত্ত, incircle. অন্তঃস্থ বৃত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বেগ—হৃদয়ের আবেগ, emotion. অন্তঃ বেগ, সুপ্। বি ; পুং।

অন্তর্বে(র্ব্বে)দনা—মনোবেদনা, মানসিক যাতনা। অন্তঃ বেদনা, সুপ। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বে(র্ব্বে)দি, অন্তর্বে(র্ব্বে)দী—দুই নদীর মধ্য অবস্থিত অঞ্চল, দোয়াব ; সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই নদীদ্বয়ের মধ্য অবস্থিত ব্রহ্মাবর্ত দেশ ; প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশ। অন্তর্বর্তিনী বেদি, বেদী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বে(র্ব্বে)দী (-দিন্)—অন্তর্বেত্তা অন্তরজ্ঞ, গূঢ়রহস্যবিৎ, যিনি ভিতরের কথা জানেন। উপতৎ ; অন্তর—বিদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্বেদিনী।**

অন্তর্বেশ্ম (-বেশ্মন্) **-র্ব্বেশ্ম** (-র্ব্বেশ্মন্) —অন্দর, অন্তঃপুর। অন্তর্বর্তী বেশ্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ব্যাসার্ধ(র্দ্ধ)—(জ্যামিতি) একটি সরলরৈখিক ক্ষেত্রের অন্তর্লিখিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ, in-radius বি।

অন্তর্ভব—অন্তর্জাত ; চিত্তসম্ভূত। অন্তঃ (মধ্যে) ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অন্তর্ভাব—মধ্যে অবস্থান, অভ্যন্তরে পতন, অন্তঃস্থিতি, অন্তর্নিবেশ, অন্তর্গত হওয়া, অন্তর্ভুক্তি ; মনোভাব, আন্তরিক অবস্থা। অন্তর—ভূ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অন্তর্ভাবনা—দুর্ভাবনা, মানসিক উদ্বেগ ; মনে মনে চিন্তা। অন্তঃস্থিতা ভাবনা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ভুক্ত—অন্তর্গত, অন্তর্নিবিষ্ট, মধ্যগত ; মধ্যে সন্নিবেশিত। অন্তঃ ভুক্ত, সুপ্। বিণ।

অন্তর্ভূত—মধ্যবর্তী, মধ্যস্থিত, অন্তর্গত ; অন্তরে উৎপন্ন ; মনোগত। অন্তর—ভূ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। **অন্তর্ভূত কোণ**—(জ্যামিতি) দুইটি বিশেষ বাহুর মধ্যবর্তী কোণ, included angle.

অন্তর্ভূমি—নীচের বা অভ্যন্তরের মাটি, subsoil: অন্তঃস্থিতা ভূমি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [ভেদ, সুপ্। বি; পুং।

অন্তর্ভেদ—ঘরোয়া ঝগড়া, গৃহকলহ। অন্তঃ

অন্তর্ভৌম—ক্ষিতিভিতরস্থ, subterranean. অন্তঃ ভৌম, সুপ্। বিণ।

অন্তর্মনাঃ (-মনস্)—বিমন; ব্যাকুল; একাগ্রমনা; সংসারবিরাগী; যাহার মনোভাব বাহিরে প্রকাশ পায় না এরূপ, গূঢ়সংকল্প। অন্তঃ মন যাহার, বহু। বিণ।

অন্তর্মুখ, -মুখী—যাহার মুখ বা প্রবেশ-পথ ভিতরে এরূপ, যে বাহিরে যায় না এরূপ; যে বহির্জগতের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মবিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছে এরূপ, পরব্রহ্মধ্যাননিরত, আত্মবিষয়ে চিন্তালীন, introspecting; শব্দস্পর্শাদির বোধ মস্তিষ্কে বহনকারী, afferent. অন্তঃ মুখ যাহার, বহু (অন্তর্মুখী বাংলা অথবা স্ত্রীরূপ)। বিণ। **অন্তর্মুখ নার্ভ**—(শারীর বিদ্যা) দেহের কোন অংশের স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া যে স্নায়ু মস্তিষ্কে লইয়া গিয়া তাহার অনুভূতি জন্মায় সেই স্নায়ু afferent nerve

অন্তর্যা(র্যা)মী (-মিন্)—১। অন্তরাত্মা জীবচৈতন্য; জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিনিয়ামক বা চিত্তবৃত্তিনিয়ামক পুরুষ, পরমেশ্বর। বি; পুং। ২। ভাববেত্তা, যে মানব ভাব জানিতে পারে এরূপ। উপতৎ; অন্তর—যম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্যামিণী, -নী**।

অন্তর্যুদ্ধ—গৃহযুদ্ধ স্বজাতীয়ের সহিত কলহ। অন্তঃ যুদ্ধ, সুপ্। বি; ক্লী।

অন্তর্লিখিত—(জ্যামিতি) ভিতরে অঙ্কিত, inscribed অন্তঃ লিখিত, সুপ। বিণ।

অন্তর্লীন—ভিতরে লীন, গুপ্ত অন্তর্নিহিত। অন্তঃ লীন, সুপ্। বিণ।

অন্তর্হাস—মনে মনে হাসি, অব্যক্ত হাসি; আত্মপ্রসাদ; কুটিল হাসি; কপটতা। অন্তঃ হাস সুপ্। বি; পুং।

অন্তর্হিত—১। তিরোহিত, লুক্কায়িত, অদৃষ্ট। অন্তর্—ধা+ক্ত কর্তৃ। ২। আচ্ছাদিত, আবৃত। অন্তর্—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্তশয্যা—চরম সময়ের ভূমিশয়ন, মৃত্যুকালীন মৃত্তিকাশয়ন; মৃত্যু; মড়ার খাটিয়া; চিতা; সমাধি; কবর; শ্মশান। অন্তকালীনা শয্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তস্তর—(শারীর-বিদ্যা) ত্বকের দুইটি স্তরের মধ্যে নিম্নস্তর, dermis. অন্তর্গত স্তর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অন্তস্তল—মনোমধ্য, মনের ভিতর; মন; অন্তর্বাস, মধ্যস্থিত স্থান। অন্তর্গত তল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অন্তস্তাপ—ভিতরের তাপ, মানসিক জ্বালা। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্তস্ত্বক্ (-ত্বচ্)—(উদ্ভিদ্-বিদ্যা) ফলের ভিতরে বীজের আবরক, endocarp; (শারীর-বিদ্যা) দেহের উপরের অতিসূক্ষ্ম চর্মাবরণ, dermis. অন্তঃ যে ত্বক্, সুপ্। বি; স্ত্রী।

অন্তস্থ—'অন্তঃস্থ' দ্রঃ।

অন্তস্পট—অন্তঃপুরের পর্দা ("শশীপ্রভা আগু হৈল অন্তস্পট তুলি"—মনসা)। প্রা কপ্র। বি পুং।

অন্তস্পুরী—অন্তঃপুরিকা, পুরমহিলা ('যত সব অন্তস্পুরী সবে মিলি দ্রৌপদী সেবিবা'—মহা)। প্রা রূপ্র। বি; স্ত্রী।

অন্তাবশায়ী (-শায়িন্)—গ্রামান্তে বাসকারী চণ্ডাল ইঃ জাতি; নাপিত। অন্ত—অব—শী+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অন্তাবসায়ী (-সায়িন্)—সপ্ত জাতি [চণ্ডাল (নিষাদ), শ্বপচ (ব্যাধ), ক্ষত্তা (ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত), ছুতার, বৈদেহক (শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত), মাগধ (বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত) এবং অয়োগব (শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত)]। অন্ত—অব—সো (নাশ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি। স্ত্রী, **-সায়িনী**।

অন্তি—১। (নাট্যে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বি; স্ত্রী। ২। সমীপে। অ।

অন্তিক—১। নিকটস্থ, সন্নিহিত। বিণ। ২। সন্নিধান, নৈকট্য। অন্ত+ইক (ঠন্) আছে অর্থে, স্বার্থে। বি; পুং।

অন্তিকতম—অতি নিকট। অন্তিক+তম। বিণ। স্ত্রী, **-তমা**।

অন্তিকা—১। (নাট্যে) বড় বোন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী; উনান, চুলা। বি; স্ত্রী। ২। নিকট-বর্তিনী, সমীপস্থা। অন্তি+ক স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তিম—১। শেষ, চরম; অতিনিকটস্থ। বিণ। **অন্তিম অবস্থা, দশা**—মরণ-দশা, মরণের অবস্থা; চরমকালীন কর্তব্য, অন্তিম সংস্কার। ২। অতি নৈকট্য। অন্ত+ডিমচ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

অন্তিমকাল, -সময়—চরম সময়, মৃত্যু-কাল। অন্তিম কাল, সময়, কর্মধা। বি; পুং।

অন্তিমবাণী—শেষের কথা; মৃত্যুকালীন জবানবন্দি; মরণকালীন কথা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তিমশয্যা—মৃত্যুশয্যা, যে বিছানা হইতে আর উঠিতে হয় না। অন্তিমা শয্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বিণ।

অন্তেজ—নীচকুলজাত, ইতর। ‹অন্ত্যজ।

অন্তেবাসী (-বাসিন্)—১। ছাত্র, শিষ্য; চণ্ডাল; নীচজাতি। বি; পুং। ২। সমীপবর্তী, প্রান্তস্থিত। অলুক্ উপতৎ; অন্তে—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অন্ত্য—১। শেষ অন্তিম, চরম; অবশিষ্ট; নীচ, হীনজাতীয়। বিণ। ২। ম্লেচ্ছ; চণ্ডাল; মুথাঘাস। বি; পুং। ৩। পরার্ধের দশভাগ সংখ্যা, দশ কোটি-কোটি। অন্ত+যৎ ভবার্থে। বি; ক্লী।

অন্ত্যকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—শেষ কাজ, দাহশ্রাদ্ধাদি; ঔর্ধ্বদৈহিক কর্ম। কর্মধা। বি; ক্লী।

অন্ত্যজ—১। চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। বি; পুং। ২। হীনবংশোৎপন্ন, নীচকুলজাত; নীচাশয়, হীন। উপতৎ; অন্ত্য—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অন্ত্যজন্মা (-জন্মন্)—১। নীচজাতি; শূদ্র। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। হীনবংশজাত; নীচ, নীচাশয়। অন্ত্য জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

অন্ত্যবর্ণ—শেষ অক্ষর; শূদ্র, চতুর্থ বর্ণ। অন্ত্য বর্ণ, কর্মধা। বি; পুং।

অন্ত্যভ—শেষ নক্ষত্র, রেবতী নক্ষত্র; শেষ রাশি; মীনরাশি। অন্ত্য—ভা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অন্ত্যানুপ্রাস—একপ্রকার অনুপ্রাস অলংকার, যে অনুপ্রাস পদ্যের অন্তে ঘটে; মিল। অন্ত্য অনুপ্রাস, কর্মধা। বি; পুং।

অন্ত্যাবসায়ী (-সায়িন্)—অন্তাবসায়ী (তাহা দ্রঃ)। অন্ত্য—অব—সো+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

অন্ত্যাশ্রম—সন্ন্যাস আশ্রম, (চারিটির মধ্যে) শেষ আশ্রম। অন্ত্য আশ্রম, কর্মধা। বি; পুং।

অন্ত্যেষ্টি—শেষ যজ্ঞ, মৃতের দাহাদি কার্য। অন্ত্য ইষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—মৃতের দাহাদি কার্য। অন্ত্যেষ্টিই ক্রিয়া, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্ত্র—আঁতড়ি, নাড়ীভুঁড়ি; পাকস্থলীর নিম্ন হইতে মলদ্বার পর্যন্ত নল, intestine. অন্ত্+ত্রন্ করণ অথবা অন্ (রূপণ হওয়া)+ক্ত্র করণ। বি; ক্লী।

অন্ত্রজ্বর—সান্নিপাতিক জ্বর, enteric fever. অন্ত্র ঘটিত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অন্ত্রপ্রদাহ—উদরাময়; আমাশয়, enteritis. ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্ত্রবৃদ্ধি—রোগ বিঃ, hernia. ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অন্দর—ভিতর; অন্তঃপুর। ফা। বি।

অন্দরমহল—অন্তঃপুর, ভিতরবাটী, বাটীর ভিতরের যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকেন। ফা-আ। বি।

অন্দু, অন্দূ—শৃঙ্খল, নিগড়, বেড়ি; হাতির

পা বাঁধিবার শিকল; মেয়েদের পায়ের গহনা বিঃ। অনদ্+উ, উ বরণ। বি; স্ত্রী।

অন্দুক, অন্দূক—অন্দু (তাহা দ্রঃ)। অন্দু, অন্দ্+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অন্দেশা, আন্দেশা—চিন্তা, ভাবনা। <ফা 'অন্‌দেশা'। বি।

অন্ধ—১। যাহার দুই চোখ নাই এমন, দৃষ্টিহীন; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য; রিপুর বশীভূত; স্নেহ ভালবাসাহেতু দোষত্রুটির বিষয়ে উদাসীন। অন্ধি+অচ্ কর্তৃ। বিণ। **অন্ধ হওয়া**—দৃষ্টিশক্তি হারানো; কাহারও দোষগুণ না দেখা; প্রেমানুরাগাদিতে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হওয়া। **অন্ধের নড়ি বা যষ্টি**—অসহায়ের একমাত্র সহায় বা অবলম্বন। ২। অন্ধকারময় ('—কূপ')। অন্ধি+অচ্ অধি। বিণ। ৩। অন্ধকার; অজ্ঞান; জল; নরক বিঃ। অন্ধি+অচ্ করণ। বি; ক্লী।

অন্ধক—১। অন্ধমুনি; যদুবংশীয় সাত্বতের পুত্র; অসুর বিঃ. উতথ্যের পুত্র। বি; পুং। ২। দৃষ্টিশক্তিহীন। অন্ধ+ক স্বার্থে। বিণ। ৩। অন্ধকার। অন্ধ্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অন্ধকরিপু—১। অগ্নি; চন্দ্র; সূর্য। অন্ধকের (অন্ধকারের) রিপু, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মহাদেব। অন্ধকের (অন্ধক-নামক অসুরের) রিপু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্ধকার—১। তিমির, আঁধার। উপতৎ; অন্ধ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং। বিণ—**অন্ধকারিত**। **অন্ধকার দেখা**—আকস্মিক বিপৎপাতে দিশেহারা হওয়া। **অন্ধকার দেখানো**—কাহাকেও বিপদে ফেলিয়া বা বিপদের খবর দিয়া বিব্রত করিয়া তোলা; বিপন্ন করিয়া দিশেহারা করানো। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—কোন বিষয় প্রমাণিত কবিবার জন্য বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করা—যেটি ঠিক খাটিয়া যায; ঠিক না জানিয়া শুনিয়া আন্দাজে কিছু করিয়া বসা। **অন্ধকারে থাকা**—সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকা, কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছুই না জানা। **অন্ধকারে হাতড়ানো**—হাত চালাইয়া দেখা; অনুসন্ধানের সূত্র না পাইয়াও কোন অজ্ঞাত বিষযের আন্দাজে অনুসন্ধান। ২। আঁধারময়, অন্ধকারপূর্ণ। অন্ধকার+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অন্ধকারক—পৌরাণিক দেশ বিঃ [ইহা ক্রৌঞ্চ দ্বীপে প্রাবরক ও মুনিনামক দেশদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীরা গৌরবর্ণ। এখানে সিদ্ধ, চারণ, দেব ও গন্ধর্বেরা বাস করিয়া থাকেন]। সকলকে অন্ধ বা মোহ-মুগ্ধ করে ইহা, এই অর্থে, অন্ধ—কৃ+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

অন্ধকারময়—তিমিরময়, তমসাচ্ছন্ন, আঁধারে ভরা। অন্ধকার+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন, -কারাবৃত—তমসাবৃত, তিমিরময়, আঁধারে ঢাকা। অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্ধকারি—মহাদেব। অন্ধকের (অন্ধকাসুরের) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্ধকাসুহৃদ্—মহাদেব। অন্ধকের (দৈত্য বিঃ) অসুহৃদ্ (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অন্ধকূপ—এঁধো কুয়া, অন্ধকারময় কূপ; নরকবিশেষ; এঁধো ঘর, অল্পপরিসর অন্ধকার ঘর, blackhole. অন্ধ কূপ, কর্মধা। বি; পুং।

অন্ধকূপহত্যা—সিরাজদ্দৌলার আদেশে একটি ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ ১৪৬ জন ইংরেজের মধ্যে ১২০ জনের প্রাণনাশ। অন্ধ কূপ, কর্মধা; অন্ধকূপে হত্যা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অন্ধ-গোলাঙ্গুলন্যায়—এক শঠের বাক্যানুসারে ধৃতগোলাঙ্গুল এক অন্ধের দুর্গতিভোগের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন। অন্ধ এবং গোলাঙ্গুল, দ্বন্দ্ব; তদাশ্রিত ন্যায় (যুক্তি), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [অন্ধ-গোলাঙ্গুলের বিবরণ এইরূপ,—এক অন্ধ কোথাও যাইতে যাইতে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। এক শঠ একটি বৃষ ধরিয়া আনিয়া অন্ধকে বলে, সে বৃষের লাঙ্গুল ধরিয়া গেলে অভীষ্ট স্থানে যাইতে পারিবে। অন্ধ শঠের কথায় ভুলিয়া লাঙ্গুল ধরে। বৃষ ভয় পাইয়া ছুটিতে থাকে; ফলে অন্ধ আহত হয়।—অন্য বিবরণ,—এক অন্ধ শ্বশুরবাড়ি যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলে। সে এক ধূর্ত রাখালের পরামর্শে তাহার শ্বশুরের একটি গরুর লাঙ্গুল ধরিলে গরুটি ছুটিয়া বাড়িতে যায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তখন অন্ধকে গরু-চোর মনে করিয়া প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

এই গল্পের উদ্দেশ্য—দুষ্টবুদ্ধি লোকের পরামর্শ শুনিয়া কাজ করিলে কষ্ট পাইতে হয়।] [বিণ।

অন্ধতম—অতিশয় অন্ধকার। অন্ধ+তম।

অন্ধতমস—গাঢ় অন্ধকার; ঘোর অজ্ঞতা। অন্ধ তমস্, কর্মধা (সমাসান্ত অ-প্রত্যয়)। বি; ক্লী।

অন্ধতমসাচ্ছন্ন, -তমসাবৃত—গাঢ় আঁধারে ঢাকা; ঘোর অজ্ঞতাপূর্ণ। অন্ধতমস দ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্ধতমোময়—গভীর অন্ধকারে আবৃত। <অন্ধতমসময়। বিণ।

অন্ধতা, -ত্ব—দৃষ্টিশক্তিহীনতা। অন্ধ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অন্ধতামসী—নিবিড় অন্ধকারাবৃত রাত্রি। অন্ধকারিণী তামসী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্ধতামিস্র—১। গাঢ় আঁধার, নিবিড় অন্ধকার; পঞ্চ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার অন্যতম, দেহধ্বংসে আমার আর কিছুই থাকিবে না—এইরূপ বুদ্ধি। তমিস্র+অণ্ স্বার্থে—তামিস্র; অন্ধ এমন তামিস্র (অন্ধকার), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নিবিড় অন্ধকারময় নরক বিঃ। অন্ধ তামিস্র যেখানে, বহু। বি; পুং।

অন্ধলী—দৃষ্টিশক্তিহীনা নারী ["আন্ধার-মাণিক বাছা অন্ধলীর নড়ি।"—ঘনরাম]। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

অন্ধপঙ্গুন্যায়—দুই জনের স্বতন্ত্ররূপে অসাধ্য কার্য উভয়ের চেষ্টাসমবায়ে সিদ্ধ হইতে পারে—ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এক অন্ধ ও এক পঙ্গু কি করিয়া পরস্পরের সাহায্যে তাহাদের প্রভুর কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত। অন্ধ এবং পঙ্গু, দ্বন্দ্ব; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [অন্ধপঙ্গুর উপাখ্যান এইরূপ,—এক ব্যক্তির ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙ্গুভৃত্য এবং প্রকৃতিনাম্নী এক অন্ধভৃত্যা ছিল। একদা প্রভু উহাদের প্রত্যেককে গৃহকার্যতত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন, কিন্তু পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্ব বশতঃ উহাদের কাহারও স্বতন্ত্ররূপে কার্য করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবার সামর্থ্য ছিল না। ইহার পরে উহারা পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের মনোভাব অবগত হয়, এবং কি করিলে প্রভুকার্য সমাহিত হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে থাকে। অনন্তর তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পঙ্গুভৃত্য অন্ধদাসীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কার্য করিবে; তাহা হইলে একজনের চলিবার ক্ষমতা ও অন্যের দৃষ্টিশক্তি—এতদুভয়ের সমবায়ে সকল কার্যই সুসম্পন্ন হইবে। বলা বাহুল্য, তাহাদের উভয়ের এই সমবেত চেষ্টার ফলে প্রভুর কার্য সুসমাপ্ত হইয়াছিল। পাতঞ্জল দার্শনিক, সাংখ্য দার্শনিক প্রঃ দার্শনিকগণ এই দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্বক বলিয়া থাকেন, এই পঙ্গু ও অন্ধের সমবেত ক্রিয়া-শক্তিতে যেমন কার্য সিদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের একত্র সমবায়েই ভোগ-মোক্ষাদিক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে,—তাহাদের বিয়োগে হইতে পারে না।]

অন্ধপরম্পরান্যায়—শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে চলিতে অন্ধদিগের একজন কূপাদিতে পতিত হইলে দলস্থ সকলেরই সেইরূপ অবস্থা ঘটে—এই যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত। অন্ধদিগের পরম্পরা (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অন্ধপ্রায়—অন্ধসদৃশ, অন্ধের তুল্য ; বিবেক-শূন্য ; জ্ঞানহীন। প্রায় অন্ধ, সুপ্। বিণ।

অন্ধবিন্দু—অক্ষিপটের দৃষ্টিশক্তিহীন অংশ, blind spot. অন্ধ বিন্দু কর্মধা। বি ; পুং।

অন্ধবিশ্বাস—গভীর বিশ্বাস, বিবেচনাহীন দৃঢ়বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস, কর্মধা। বি ; পুং।

অন্ধবেগ—হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বেগ। কর্মধা। বি ; পুং।

অন্ধভাবে—অন্ধের মত ; হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

অন্ধরাজ—জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ রাজা, কর্মধা+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

অন্ধলা—দৃষ্টিশক্তিহীন ; আলো-আঁধারি। হি। বি।

অন্ধহস্তিন্যায়, অন্ধগজন্যায়—কোন পদার্থের সমগ্রত্বের উপলব্ধি না করিয়া তাহার আংশিক স্বরূপকেই সমগ্র জ্ঞান করা। অন্ধ এবং হস্তী, দ্বন্দ্ব ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। [অন্ধ ও হস্তীর উপাখ্যান এইরূপ,—একদা কয়েকটি অন্ধ হস্তিদর্শন করিতে গিয়া, কেহ তাহার শুণ্ড, কেহ তাহার লাঙ্গুল, কেহ তাহার পদ—এবংবিধক্রমে এক এক জন তাহার দেহের এক এক দেশ স্পর্শপূর্বক তাহার সমগ্র আকারসম্বন্ধে পৃথক পৃথক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যে শুণ্ড স্পর্শ করিয়াছিল, তাহার ধারণা হইল হস্তী সর্পাকার, লাঙ্গুলস্পর্শকারী মনে করিল—হস্তীর আকার রজ্জুসদৃশ, পাদস্পর্শকারী ভাবিল—উহা স্তম্ভাকার ইঃ। এইরূপে তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে হস্তীর আকারের এক এক অংশমাত্রকেই সমগ্র জ্ঞান করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। অনন্তর একজন মধ্যস্থ আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, তাহাদের প্রত্যেকের জ্ঞান হস্তীর সমগ্র আকারের একাংশেরই অনুভূতি মাত্র। বৈদান্তিকেরা এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করেন সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, মীমাংসক প্রঃ দার্শনিকদিগের জগৎকারণসম্বন্ধীয় জ্ঞান অনন্তপ্রকাশ অনন্তরূপ ভগবৎস্বরূপের সমগ্রত্বের আংশিক গ্রহণ মাত্র।]

অন্ধা—১। অন্ধ, চক্ষুর্হীন, দৃষ্টিশক্তিহীন ; আচ্ছন্ন। হি। বিণ। ২। আঁধার। ["অন্ধা মিলায়ল বারিধর-আঁচরে।"
—মাধবদাস।] প্রা কপ্র। বি।

অন্ধায়ল—অন্ধ হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অন্ধার—আঁধার। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অন্ধাহি—কুঁচে মাছ। অন্ধ যে অহি, কর্মধা। বি ; পুং।

অম্বিকা—রাত্রি ; সপী ; ক্ষুদ্র সর্ষপ বিঃ ; দ্যূতক্রীড়া বিঃ ; নেত্ররোগ বিঃ। অন্ধ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্ধিয়ার, -য়ারা—অন্ধকার। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অন্ধি-সন্ধি—গুপ্ত পথ ; অলিগলি ; ছিদ্র ; অবকাশ ; সুযোগ ; রহস্য। সন্ধি+(পূর্বগামী সহচর শব্দ) অন্ধি। বি।

অন্ধীকরণ—অন্ধ করিয়া দেওয়া, দৃষ্টিশক্তি-নাশ করা। অন্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবে (=অন্ধী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অন্ধীকৃত—যাহাকে অন্ধ করা হইয়াছে এমন, যাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। অন্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অন্ধী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্ধীভূত—দৃষ্টিশক্তিহীন, যাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এরূপ। অন্ধ+চ্বি অভূত-তদ্ভাবে (=অন্ধী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অন্ধু—কূপ, পাতকুয়া। অন্ধ+কু অধি। বি ; পুং।

অন্ধুল—শিরীষ বৃক্ষ। অন্ধ+উলচ্ করণ। বি ; পুং।

অন্ধ্র—ব্যাধ ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য বিঃ ; প্রাচীন ভারতের রাজ্য বিঃ ও তাহার অধিবাসী জাতি বিঃ। অন্ধ্+র কর্তৃ। বি ; পুং। **অন্ধ্রে রন্ধ্রে**—প্রতি নিভৃত কোণে।

অন্ন—১। আহার্য ; ভাত ; ধান্য, শস্য। বি ; ক্লী। ২। ভক্ষিত, ভুক্ত। অদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্নকষ্ট—আহার্যের অভাবজনিত ক্লেশ, অন্নাভাবজনিত দুঃখ ; দুর্ভিক্ষ, আকাল। অন্ন বিষয়ক কষ্ট, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

অন্নকূট—১। আহার্যস্তূপ, অন্নের রাশি, ভাতের বাঁড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। উৎসব বিঃ [এই উৎসবে প্রচুর অন্ন দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়]। অন্নের কূট (রাশি) যাহাতে বহু। বি ; পুং।

অন্নকোট—উৎসব বিঃ। <অন্নকূট। বি।

অন্নকোষ্ঠ, -কোষ্ঠক—তণ্ডুলাদি রাখিবার স্থান, ধানের গোলা। অন্নরক্ষণ কোষ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা, ২য় পক্ষে+কন্ অল্পার্থে। বি ; পুং।

অন্নকোষ্ঠা, -কোষ্ঠে—অন্নাভাবক্লিষ্ট ; অন্নদানে বিমুখ। প্রাদে। বিণ।

অন্নক্ষেত্র—অন্নপ্রাপ্তির স্থান, অন্নসত্র, সদাব্রত, যেখানে বহুলোক ভোজন করে এরূপ স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অন্নগত—আহার্যের উপর নির্ভরকারী ; অন্নসম্বন্ধীয়। ২য়াতৎ। বিণ।

অন্নগতপ্রাণ—১। আহার্যের উপর নির্ভরকারী জীবন, যে প্রাণ ভাত খাওয়াতে বাঁচিয়া থাকে। অন্নগত প্রাণ, কর্মধা। বি ; পুং। ২। যে বা যাহারা আহার্য গ্রহণ দ্বারা বাঁচিয়া থাকে এরূপ ; ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এমন। অন্নগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

অন্নগন্ধি—অতীসার, উদরাময় রোগ, পেটের পীড়া। অন্নের গন্ধের ন্যায় গন্ধ আছে যাহাতে, বহু+ই সমাসান্ত। বি ; পুং।

অন্নচিন্তা—জীবিকার্জনের নিমিত্ত ভাবনা। অন্ননিমিত্তিকা চিন্তা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্নছত্র—অন্নদানশালা। <অন্নসত্র। বি।

অন্নজ—আহার্যজাত, অন্ন হইতে উৎপন্ন। উপতৎ, অন্ন—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অন্নজল—খাদ্য ও পানীয়, কোন স্থানে বাস ও আহার করিবার ব্যবস্থা বা অদৃষ্ট। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নদ—অন্নদানকর্তা। উপতৎ ; অন্ন—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অন্নদা—১। ভগবতী, বিশ্বেশ্বরী, অন্নপূর্ণা। বি, স্ত্রী। ২। অন্নদানকারিণী, অন্নদানে প্রতিপালিকা। অন্ন—দা+ক কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্নদাতা (-দাতৃ) - প্রতিপালক, অন্ন-দানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অন্নদান—খাদ্য-বিতরণ। ৬ষ্ঠী তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নদাস—যে উদরান্নের জন্য অন্যের দাসত্ব করে এরূপ ব্যক্তি, দাসবৎ অন্যের অন্নগ্রহণ-কারী ব্যক্তি, ভাতুড়ে। অন্নার্থী দাস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অন্নদোষ—অন্নগ্রহণজনিত পাপ বা অপরাধ ; অখাদ্যভোজন। অন্নঘটিত দোষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অন্নধ্বংস - অপাত্র কর্তৃক আহাররূপ অন্নের অপব্যয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্ননালী—(শারীর-বিদ্যা) ভুক্তপদার্থ যে নালী দিয়া পরিপাকযন্ত্রে উপস্থিত হয় তাহা, oesophagus, gullet. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নপাক—ভাত রাঁধা, অন্নরন্ধন। ৬ষ্ঠী তৎ। বি, পুং।

অন্নপান—ভোজ্য ও পানীয় ("ভাগ করে খেতে হবে তাহাদের সাথে অন্নপান"—রবীন্দ্র)। অন্ন ও পান, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নপূর্ণ—আহার্যপূরিত, খাদ্যে ভরা। ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্নপূর্ণা—১। আদ্যা শক্তি ভগবতীর মূর্তি বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। অন্নে পরিপূর্ণা। অন্নপূর্ণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্নপ্রাশন—হিন্দুর দশবিধসংস্কারের মধ্যে প্রথম অন্নভক্ষণরূপ সংস্কার, ভাত [বালকের ষষ্ঠ বা অষ্টম, এবং বালিকার পঞ্চম বা সপ্তম মাসে এই সংস্কার করিতে হয়]। অন্নের প্রাশন (অর্থাৎ প্রথম ভক্ষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অন্নবর্জ(র্জ্জ)ন—আহার্য-পরিত্যাগ, খাদ্য-গ্রহণ না করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নবস্ত্র—অশনবসন, আহার্য এবং পরিধেয়, ভাত-কাপড়। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নবহ, -বাহী (-বাহিন্)—অন্ন বহন করে যে এমন। অন্নের বহ, ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; অন্ন—বহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অন্নবহনালী—অন্ননালী (তাহা দ্রঃ)। অন্নবহ যে নালী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্নবিকার—শুক্র ; মল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নব্যঞ্জন—ভাত তরকারি ; প্রধান খাদ্য এবং তাহার উপচার বা আনুষঙ্গিক খাদ্য। অন্ন ও ব্যঞ্জনের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে কল্পিত অন্ন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অন্নভোক্তা (-ভোক্তৃ)—অন্নভোজনকারী ; যাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া অন্নভোজন করা যায় এরূপ ব্যক্তি ; যাহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্নভোজন প্রচলিত আছে এরূপ ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-ভোক্ত্রী**।

অন্নভোজী (-ভোজিন্)—অন্নভোজনকারী ; যাহারা প্রধানতঃ ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন ('— বাঙ্গালী') ; পাঙ্‌ক্তেয়, যাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করা যায় এমন ; যাহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্নভোজন চলিত আছে এরূপ। অন্ন ভোজন করে যে, উপতৎ ; অন্ন—ভুজ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

অন্নময়—অন্নপূর্ণ ; অন্ন দ্বারা গঠিত ; আহার্য-রক্ষিত। অন্ন + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ।

অন্নময়কোষ—(দর্শনমতে) স্থূল শরীর ; অন্ন দ্বারা রক্ষিত কোষ। অন্নময় কোষ, কর্মধা। বি ; পুং।

অন্নমল—সুরা, মদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নরস—ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়মধ্যে জীর্ণ হইলে উহা হইতে যে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ নির্গত হয় সেই পদার্থ, chyle. অন্নজাত রস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অন্নলিপ্সা—রোগ হইতে উঠিবার পর ভাত খাইবার ইচ্ছা ; ক্ষুধা ; অন্নস্পৃহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-লিপ্সু**।

অন্নশালা—অন্নসত্র অতিথি ভোজনাগার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নশেষ—ভুক্তাবশেষ, উচ্ছিষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নসংস্থান—খাদ্যসঞ্চয় ; খাদ্যসংগ্রহের উপযুক্ত সংগতি ; খাওয়ার ব্যবস্থা বা যোগাড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অন্নসত্র—অন্নদানশালা, অতিথিভোজনাগার, সদাব্রত, অন্নছত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অন্নসমস্যা—জীবিকা-নির্বাহের প্রশ্ন, কিরূপে জীবিকার্জন করা যায় এই চিন্তা। অন্নগতা সমস্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্নস্পৃহা—অন্নলিপ্সা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নহীন—নিরন্ন, সংস্থানশূন্য যাহার খাইবার সংগতি নাই এমন ; অন্নদরিদ্র ; ভিক্ষুক ; উপবাসী। ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্নাকাল—দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট। অপ্রশস্ত কাল এই অর্থে, ন কাল, নঞ্‌তৎ = আকাল ; অন্নের আকাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নাচ্ছাদন—ভাতকাপড়, অন্নবস্ত্র। অন্ন ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নাদ—অন্নভোজী, অন্নগ্রাহী। উপতৎ ; অন্ন—অদ + অণ্ কর্তৃ। বিণ।

অন্নাভাব—আহার্যের অভাব, আহার্য না থাকা। অন্নের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্নার্জ(র্জ্জ)ন—অন্নসংস্থান। অন্নের অর্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অন্নার্থী (-র্থিন্)—খাদ্যপ্রার্থী। উপতৎ ; অন্ন—অর্থ + ণিচ্ (= অর্থি) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিনী**।

অন্নাহার—অন্নগ্রহণ ভাত খাওয়া। অন্নের আহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্বক্ (অন্বচ্)—১। অনুগামী। অনু—অন্চ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অনূচী**। ২। পশ্চাৎ। অ।

অন্বঙ্ (অন্বঞ্চ্)—অনুগমনকারী। অনু—অন্চ্ + বিচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অনূচী**।

অন্ববসর্গ—যথেচ্ছপ্রবৃত্তি, কামচারানুজ্ঞা। অনু—অব—সৃজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অন্ববায়—বংশ, গোত্র। অনু—অব—ই + ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

অন্বয়—১। আদিপুরুষ। অনু—ই (গমন করা) + অচ্ কর্ম। ২। বংশ বংশপরম্পরা। অনু ই + অচ অধি। ৩। সন্তান। অনু —ই + অচ্ কর্তৃ। ৪। ধারা পরম্পরসম্বন্ধ বাক্য বা পদের শ্রেণীবিন্যাস ; পদ্যের গদ্যাবস্থায় পরিবর্তন ; তৎসত্ত্বে তৎসত্তারূপ দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধ বিঃ ; সংস্রব, সম্বন্ধ ; সাহচর্য ; অনুবৃত্তি ; বিদ্যমানতা ; গোচরতা, আনুকূল্য, দুইটি বস্তু বা বিষয়ের পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বা সংগতি, agreement. অনু—ই + অচ্ ভাব। বি ; পুং।

অন্বয়জ্ঞ—রাজার কুলপরিচায়ক ; রাজবংশের স্তুতিপাঠক। উপতৎ ; অন্বয়—জ্ঞা + ক কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অন্বয়বোধ—পদ ও পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ-নির্ণয় ; (ন্যায়মতে) শব্দজন্য শাব্দনামক বোধ ; (বৈশেষিকমতে) শব্দজন্য অনুমানাত্মক বোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অন্বয়-ব্যতিরেক—অনুমান বিঃ, কোন বস্তু থাকিলে কোন বস্তুর থাকা ও কোন বস্তু না থাকিলে কোন বস্তুর না থাকা [যেমন,—কোন ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয় পরস্পর সমান হইলে বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হইবে, ইহার নাম অন্বয়। আর কোণদ্বয় পরস্পর সমান না হইলে বাহুদ্বয়ও সমান হইবে না, ইহার নাম ব্যতিরেক]। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

অন্বয়ব্যতিরেকী (-কিন্)—সাধ্যসাধক হেতু বিঃ, যাহাতে অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে এরূপ হেতু [যেমন,—কোন স্থান হইতে ধূম উত্থিত হইলে বলা হয়—ঐস্থানে অগ্নি আছে ; এই ধূমদর্শনে অগ্নির বোধ 'অন্বয়ী' হেতুতে হইল। অপরপক্ষে বলা যাইতে পারে, যদি ঐস্থানে অগ্নি না থাকিয়া জলাদি পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে ধূম উত্থিত হইত না, সুতরাং, অগ্নি নিশ্চিতই আছে। এইরূপ হেতু দ্বারা অগ্নির সত্তা-নিরূপণের নাম 'ব্যতিরেকী' হেতু]। অন্বয়-ব্যতিরেক + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং বা বিণ।

অন্বয়-ব্যাপ্তি—সাধ্যসাধনের অন্বয়মুখে নিয়ত সম্বন্ধ, affirmative agreement. ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্বয়মুখ—বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ কথন ; (সাংখ্যে) ব্যাপ্য-ব্যাপকের নিয়তসম্বন্ধের কথন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অন্বয়মুখী (-খিন্)—অন্বয়মুখবিশিষ্ট। অন্বয়মুখ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী **-খিনী**।

অন্বয়যোজনা—বাক্যের অন্তর্বর্তী কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রঃ পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়, parsing. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্বয়াগত—বংশক্রমাগত। অন্বয় দ্বারা আগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্বয়ী (-য়িন্)—সংস্রবযুক্ত, অনুযায়ী ; বংশসম্বন্ধী ; অন্বয়বিশিষ্ট, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অন্বয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অন্বয়ী প্রমাণ—(জ্যামিতি) কোন কল্পনা ধরিয়া লইয়া যুক্তিপরম্পরাদ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, direct proof.

অন্বর্থ—যথার্থ ; প্রকৃতার্থযুক্ত (যেমন,—কাহারও নাম সুশীল ; সে যদি সৎস্বভাব হয়, তবে তাহার নামটিকে অন্বর্থ বলা যায়) ; সংগত ; কৃতার্থ ; সার্থক। অনুগত অর্থ যাহাতে, বহু। বিণ।

অন্বর্থনামা (-নামন্)—সার্থকনামা, নামের অর্থানুযায়ী গুণসম্পন্ন, যাহার নামের সহিত স্বভাবের মিল আছে এমন। অন্বর্থ হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নাম্নী**।

অন্বষ্টকা—গৌণ চান্দ্র পৌষ মাঘ ফাল্গুন ও আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী (এই তিথিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা মাতৃপক্ষশ্রাদ্ধ করিয়া

থাকেন)। অষ্টকাকে অনুগতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অন্বহ—অনুদিন, প্রত্যহ। অহনি অহনি অর্থাৎ দিনে দিনে এই বাক্যে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী (সমাসান্ত অচ্)। ক্রি-বিণ।

অন্বাচয়—উদ্দেশ্যের সহিত অনুদ্দেশ্যেরও সিদ্ধি, অনুষঙ্গ, আনুষঙ্গিকতা (যেমন,—'ভিক্ষায় গমন কর; যদি গরুটি দেখ, তাহা হইলে তাহাকে আনিও।' এখানে ভিক্ষাই উদ্দিষ্ট; তাহার সিদ্ধির সহিত অনুদ্দিষ্ট গাভী-আনয়নও সিদ্ধ হইল)। অনু—আ—চি+অচ্ ভাব। বি; পুং।

অন্বাদেশ—গৌণ নির্দেশ, পূর্বকথিতের কার্যান্তরবিধানার্থ পুনরুপদেশ; পুনরুল্লেখ। অনু—আ—দিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অন্বাধি—১। "অমুক ব্যক্তিকে ইহা দান করিবে"—এই বলিয়া অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা কোন বস্তু। অনু—আ—ধা+কি কর্ম। ২। পুনর্বন্ধক, দ্বিতীয়বার বন্ধক দেওয়া; অনুশোচনা, অনুতাপ। অনুগত আধি, প্রাদি। বি; পুং।

অন্বাধেয়—একশ্রেণীর স্ত্রীধন বিবাহের পরে স্বামিকুল বা পিতৃকুল হইতে লব্ধ স্ত্রীধন। অনু—আ—ধা+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

অন্বাসন—১। পশ্চাৎ উপবেশন, পরে বসা; উপাসনা; অনুশোচনা। অনু—আস্+অনট্ ভাব। ২। স্নেহবস্তু। অনু—আস্+ণিচ্+অনট্ কর্ম। ৩। শিল্পগৃহ, কর্মশালা, workshop. অনু—আস্+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

অন্বাসিত—পশ্চাদুপবেশিত; আরাধিত, পূজিত, সেবিত। অনু—আস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্বাহার্য(র্য্য)—১। পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। ২। যাগদক্ষিণা। অনু—আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

অন্বাহিত—পুনরায় গচ্ছিত, একজনের নিকট হইতে অপরের কাছে গচ্ছিত। অনু—আ—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্বিত—যুক্ত, বিশিষ্ট; মিলিত; সংলগ্ন; পরস্পর অন্বয়যুক্ত। অনু—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অন্বিষ্ট—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে এরূপ; কথিত; আকাঙ্ক্ষিত। অনু—ইষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্বীক্ষণ—অন্বেষণ। অনু—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অন্বীক্ষা—বেদবাক্য শুনিবার পর তাহার অর্থ লইয়া আলোচনা; পর্যালোচনা; অন্বেষণ; অনুমান। অনু—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্বেষক—অন্বেষণকারী, অনুসন্ধায়ী। অনু—ইষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ষিকা।

অন্বেষণ—খোঁজ, তল্লাশ; গবেষণা; আকাঙ্ক্ষা। অনু—ইষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অন্বেষণা—অনুসন্ধান, তর্কাদি দ্বারা যথাবোধিত ধর্মাদি অন্বেষণ; আকাঙ্ক্ষা। অনু—ইষ্+অন্ (যুচ্) ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্বেষণীয়—অনুসন্ধেয়; আকাঙ্ক্ষণীয়। অনু—ইষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অন্বেষিত—যাহার অন্বেষণ বা খোঁজ করা হইয়াছে এরূপ, অন্বিষ্ট, গবেষিত; আকাঙ্ক্ষিত। অনু—ইষ্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্বেষী (-ষিন্)—অন্বেষণকারী, অনুসন্ধানকারী। অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

অন্বেষ্টব্য—অন্বেষণীয়। অনু—ইষ্+তব্য কর্ম। বিণ।

অন্বেষ্টা (অন্বেষ্টৃ)—অনুসন্ধানকারী; আকাঙ্ক্ষাকারী। অনু—ইষ্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ট্রী**।

অন্য—ভিন্ন অপর; সদৃশ। অন্ (থাকা)+য কর্তৃ। সর্ব, বিণ। **অন্যে পরে কা কথা**—(সংস্কৃত বাক্য) অপরের কথা আর বলিয়া লাভ কি। অর্থাৎ অন্যের সম্বন্ধে ত এ কথা খাটিবেই।

অন্যকাম—যে অন্য কাহাকেও চায়, অন্যে আসক্ত। অন্য—কম্+ণ কর্তৃ। বিণ।

অন্যকৃত অন্যের দ্বারা নিষ্পন্ন, অপরের দ্বারা কৃত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যগত—অন্যবিষয়ক, অপর-সম্পর্কীয়, অন্যের; অন্যাসক্ত, অপরসংসক্ত। অন্যকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অন্যগতপ্রাণ—অপরের অভাবে যাহার প্রাণরক্ষা হয় না এরূপ, অপরের প্রতি একান্ত অনুরাগী। অন্যগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

অন্যগামী (-গামিন্)—অন্যত্রযায়ী, অন্যত্র প্রস্থানকারী; পরস্ত্রীসংসর্গকারী। অন্য—গম্+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**। বি, **-গামিতা**।

অন্যৎ—অপর অন্য। অ।

অন্যতঃ (-তস্) (>**অন্যত**)—অন্য স্থান হইতে, স্থানান্তর হইতে; অন্যস্থানে। অন্য শব্দ+তস্ (৫মী বা ৭মীস্থানে)। অ।

অন্যতম—অনেকের মধ্যে একটি। অন্য+তম। বিণ।

অন্যতর—ভিন্ন; দুয়ের মধ্যে একটি। অন্য+তর। বিণ।

অন্যতরে—অন্যত্র, অপরস্থানে। বাংপ্র। অ।

অন্যত্র—ভিন্ন স্থানে; অপর বিষয়ে; তদ্ভিন্ন, তদ্ব্যতিরেকে। অন্য+ত্রল্ ৭মীস্থানে। অ।

অন্যথা—১। অন্যবিধ, অন্যপ্রকার; বিপরীত, বিরুদ্ধ; নতুবা, নহিলে; বিনা; অসত্য। অন্য+থাচ্ প্রকারার্থে। অ। ২। ব্যতিক্রম। বাংপ্র। বি।

অন্যথাকরণ—অন্যপ্রকার আচরণ; বিরুদ্ধাচরণ, বিপরীত কার্যকরণ, অপালন, উল্লঙ্ঘন। অন্যথা—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অন্যথাকারী (-কারিন্)—বিরুদ্ধাচারী; অন্যপ্রকার ব্যবহারকারী। উপতৎ; অন্যথা—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অন্যথাচরণ, -চার—অন্যপ্রকার আচরণ; বিরুদ্ধাচরণ, বৈপরীত্যকরণ, বিরুদ্ধ ব্যবহার। অন্যথা যে আচরণ, আচার, সুপ্। বি; ক্লী, পুং।

অন্যথাবাদী (-বাদিন্) যে অন্যপ্রকার কথা বলে, বিপরীতভাষী। উপতৎ; অন্যথা—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অন্যথাভাব—অন্যরূপ হওয়া, যেরূপ হওয়া উচিত বা আবশ্যক তাহার বিপরীত হওয়া। অন্যথা—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অন্যথাসিদ্ধি—(ন্যায়মতে) হেতুর দোষ, হেত্বাভাস বিঃ [কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্ব ঘটায় কার্যের অনুৎপাদকতা; যেমন,—ঘটজন্মকালে গর্দভের উপস্থিতি। এখানে গর্দভের উপস্থিতি ঘটোৎপত্তিরূপ কার্যের পূর্ববর্তী হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা ঘটের উৎপাদক নহে। অতএব, ঘটে গর্দভের অন্যথাসিদ্ধি হইল]; অভাবনীয় কর্মের উৎপত্তি; অন্যপ্রকারে সিদ্ধি। অন্যথা সিদ্ধি, সুপ্। বি; স্ত্রী।

অন্যদা—অন্যসময়ে, সময়ান্তরে। অন্য+দা কালার্থে। অ।

অন্যদীয়—অন্যসংক্রান্ত, অপরবিষয়ক, অপরের। অন্য+ঈয় সম্বন্ধার্থে (দ আগম)। বিণ।

অন্যদেশ—বিদেশ, অপর দেশ। কর্মধা। বি; পুং। বিণ, **-দেশীয়**।

অন্যধর্মা(র্ম্মা)বলম্বী (-লম্বিন্)—অপর ধর্মাশ্রয়ী, ভিন্নধর্মগ্রহণকারী। অন্য ধর্ম, কর্মধা; তাহা অবলম্বন করে যে, উপতৎ; অন্যধর্ম—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

অন্যপুষ্ট—১। পরভৃত, কোকিল (কোকিল-শাবক কাকের দ্বারা পালিত হয়)। বি; পুং। ২। অপর কর্তৃক প্রতিপালিত, অপর-বর্ধিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যপূর্বা(র্ব্বা)—১। দ্বিরূঢ়া, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা, পূর্বে অন্যের সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছে এরূপ (স্ত্রী); একের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে পর অন্যের সহিত যে কন্যার বিবাহ হয় সেই কন্যা, মৃতবাগ্দান-পতিকা, যে বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহের পূর্বে বরের মৃত্যু হয় সেই কন্যা। অন্যপূর্বা সাত প্রকার—(১) বাগ্দত্তা, (২) মনোদত্তা,

(৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, (৪) উদকস্পর্শিতা, (৫) পাণিগৃহীতকা, (৬) অগ্নিপরিগতা এবং (৭) পুনর্ভূ প্রসবা। অন্য পূর্ব যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী বা বিণ। ২। যাহার অগ্রে অপর কিছু আছে এরূপ। অন্য পূর্বে যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্যপূর্বা(র্বা)গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—অন্যপূর্বা কন্যাকে বিবাহকারী ব্যক্তি। উপতৎ ; অন্যপূর্বা—গ্রহ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অন্যবর্ধি(র্দ্ধি)ত—১। অপরপালিত, পরপুষ্ট। বিণ। ২। পরভৃত, কোকিল। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

অন্যবাদী (-বাদিন্)—অন্যভাষী, ইতরবাদী ; অন্যথাভাষী ; অস্থিরবাদী। উপতৎ, অন্য—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অন্যবিধ—অন্যপ্রকার, আর একরকম। অন্যা বিধা যাহার, বহু। বিণ।

অন্যভৃৎ—বায়স, কাক। উপতৎ ; অন্য—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি, পুং বা স্ত্রী।

অন্যভৃত—১। কোকিল। বি, পুং। ২। পরপুষ্ট, অন্য-কর্তৃক প্রতিপালিত। অন্যকর্তৃক ভৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যমত—১। মতান্তর, ভিন্নমত ; বিরুদ্ধমত। অন্য এমন মত, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অন্য কর্তৃক অভিমত অপর কর্তৃক স্বীকৃত। অন্য কর্তৃক মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অন্যমনস্ক—অন্যমনা, অনিবিষ্টচিত্ত, অন্যাসক্তচিত্ত। অন্যে মন যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ।

অন্যমনাঃ (-মনস্) (>**-মনা**)—যাহার মন অন্যদিকে আছে এরূপ, অন্যমনস্ক। অন্যে মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

অন্যমাতৃজ—অন্যজননীগর্ভে জাত ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অন্যা মাতা, কর্মধা ; অন্যমাতৃ—জন্+ড কর্তৃ। বি, পুং।

অন্যসাপেক্ষ অন্যের উপর নির্ভরকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অন্যাদৃক্ (-দৃশ্)—অন্যপ্রকার, বিভিন্ন আকার। অন্য—দৃশ্+ক্বিপ্ কর্ম। বিণ।

অন্যাদৃশ—অপরের তুল্য ; অন্যবিধ। অন্য—দৃশ্+কঞ্ কর্মকর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-দৃশী**।

অন্যাধীন—অপরের আয়ত্ত, পরতন্ত্র, পরাধীন। অন্যের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অন্যান্তর—অপর স্থানে, অন্যত্র ; অন্য নায়িকায় আসক্ত। প্রা কপ্র। অ।

অন্যান্য—অপরাপর, ভিন্ন ভিন্ন, আর আর। বহুবচনার্থে দ্বিত্ব। সর্ব, বিণ।

অন্যায়—১। অনৌচিত্য ; অবিচার। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অন্যায্য, ন্যায়বিরুদ্ধ, গর্হিত। ন (নাই) ন্যায় যাহাতে, বহু। বিণ।

অন্যায়তঃ (-তস্) (>**অন্যায়ত**)—অন্যায়পূর্বক, অন্যায়ভাবে। অন্যায়+ক্রিবিণে ৩য়া স্থানে তস্। অ।

অন্যায়াচরণ—অসংগত ব্যবহার ; অনুচিত কার্য-করণ। অন্যায় এমন আচরণ, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অন্যায়োপজীবী (-জীবিন্)—গর্হিত বা অসৎ উপায়ে জীবিকানির্বাহকারী। উপতৎ, অন্যায়—উপ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

অন্যায্য—ন্যায়বিরুদ্ধ যুক্তিবিরুদ্ধ ; অনুচিত, গর্হিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অন্যাসক্ত—অন্যের প্রতি অনুরক্ত ; অনবহিত, অমনোযোগী, অন্যমনস্ক। অন্যে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

অন্যূন—যাহা কম নয় এরূপ, প্রায় ; সমগ্র, সম্পূর্ণ ; অন্ততঃ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অন্যেদ্যুঃ (-দ্যুস্)—অন্যদিনে ; পরদিনে। অন্য+এদ্যুস্। অ।

অন্যোদর্য(র্য্য)—বৈমাত্রেয়, বিমাতার গর্ভজাত। অন্য—উদর+য। বিণ।

অন্যোন্য—১। পরস্পর, ইতরেতর। অন্য শব্দের কর্মব্যতিহারে দ্বিত্ব, পূর্বপদে স্ আগম (=অন্যঃ+অন্য)। সর্ব, বিণ। ২। অর্থালংকার বিঃ [একজাতীয় দুইটি ক্রিয়া বা দুইটি গুণ যদি পরস্পরের কারণস্বরূপ হয়, তাহা হইলে অন্যোন্য অলংকার হয় ; যথা,—"সেই সুন্দরী তোমাদ্বারা শোভা পাইতেছে এবং তুমিও তাহাদ্বারা শোভা পাইতেছ।"—এখানে পরস্পর পরস্পরের শোভাপ্রাপ্তির কারণ হওয়ায় অন্যোন্যালংকার হইল]। বি, স্ত্রী।

অন্যোন্যবিরোধী (-ধিন)—পরস্পরের প্রতিকূল বা অনিষ্টকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিনী**।

অন্যোন্যভেদ—পরস্পর-বিচ্ছেদ, পরস্পর-বিবাদ, পরস্পর শত্রুতা। অন্যোন্যের ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অন্যোন্য-সাপেক্ষ—পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অন্যোন্যাভাব—পরস্পরে অভাব [যেমন,—ঘটে পটের এবং পটে ঘটের অভাব]। অন্যোন্যের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অন্যোন্যাশ্রয়—পরস্পরের অবলম্বন, পরস্পর সাপেক্ষতা ; তর্কদোষ বিঃ, পরস্পরের জ্ঞানোৎপত্তির জন্য পরস্পরের জ্ঞানের অপেক্ষারূপ অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ [যেমন,—"রামচন্দ্র মহারাজ দশরথের পুত্র ; দশরথ পরমপুরুষ রামচন্দ্রের পিতা।"—এস্থলে দশরথের জ্ঞান ব্যতিরেকে রামচন্দ্রের এবং রামচন্দ্রের জ্ঞান ব্যতিরেকে দশরথের প্রতীতি না হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইল]। অন্যোন্যের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অপ্—বারি, জল। আপ্+ক্বিপ্ কর্ম, নিপা। বি ; স্ত্রী।

অপ—অপকৃষ্ট, অধম ; বিহীন, রহিত ; বিপরীত, বিরুদ্ধ ; কুৎসিত ; অনাদর ; অপকর্ষ ; তিরোভাব, অপগম ; ত্যাগ, বর্জন ; বিচ্ছেদ, বিয়োগ ; বৈপরীত্য ; বিকৃতি ; হর্ষ, আনন্দ, নির্দেশ, চৌর্য, অধঃ-প্রদেশ। ন—পা+ক কর্তৃ। অ ; উপসর্গ।

অপঅ—অর্পণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অপঃ (অপস্)—যজ্ঞকর্ম। আপ্+অসুন্ করণ। বি ; স্ত্রী।

অপকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (কর্তৃ)—অপকারক, অনিষ্টকারী ; কুৎসিতকার্যকারী। অপ—কৃ+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ।

অপকর্ম (-কর্মন), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন)—কুকর্ম, দুষ্ক্রিয়া। অপকৃষ্ট কর্ম, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপকর্মা (-কর্মন), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন)—কুকার্যকারী, নিন্দিতকর্মকারী। অপকৃষ্ট কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অপকর্ষ—অপকৃষ্টতা, হীনতা ; অপ্রধানতা, নীচতা, অযত্নতা ; নিম্নাকর্ষণ, হ্রস্বীকরণ ; করণীয় সময়ের পূর্বে কোন কারণবশতঃ শ্রাদ্ধাদি কার্যের অনুষ্ঠান। অপ—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপকর্ষণ—১। অপসারণ ; মোচন ; অপকরণ। অপ—কৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। অপসারক ; মোচক, উদ্ধারক ; অপহারক। অপ—কৃষ্+অন কর্তৃ। বিণ।

অপকলঙ্ক—মিথ্যা অখ্যাতি, মিথ্যাপবাদ, অমূলক কলঙ্ক। অপকৃষ্ট কলঙ্ক, প্রাদি। বি ; পুং।

অপকার—অমঙ্গল, অনিষ্ট, হানি, ক্ষতি ; দ্বেষ। অপ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপকারক—অপকারী, অমঙ্গলকারক, ক্ষতিকারক, অহিতকারী। অপ—কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

অপকারার্থী (-র্থিন্)—অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ; অপকার করিতে ইচ্ছুক। উপতৎ ; অপকার—অর্থ (চাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিনী**।

অপকারী (-কারিন্)—অনিষ্টকারী, মন্দকারী। অপ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অপকীর্তি(র্ত্তি)—অপযশঃ, দুর্নাম, অখ্যাতি। অপকৃষ্টা কীর্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপকৃত—১। অপকারপ্রাপ্ত, যাহার অপকার করা হইয়াছে এরূপ, ক্ষতিগ্রস্ত।

অপ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ ২। অপকার। অপ—কৃ+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপকৃতি—অপকার। অপ—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, অধম ; বিহিতকালের পূর্বে কৃত ; অপনীত ; নিম্নাকৃষ্ট। অপ—কৃষ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

অপকেন্দ্র—(পদার্থ-বিদ্যা) কেন্দ্র হইতে অপসরণশীল, centrifugal. অপগামী কেন্দ্র হইতে, প্রাদি। বিণ।

অপক্তি—অপাক, অজীর্ণতা ; অপক্কতা। ন—পক্ +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপক্ক—যাহা পাকা নয় এরূপ, কাঁচা ; যাহা পাক করা নয় এরূপ ; অনিপুণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপক্রম, -ক্রমণ—পলায়ন, প্রস্থান। অপ—ক্রম্+ঘঞ্, অনট্, ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

অপক্রান্ত—অপসৃত, পলায়িত, অপগত। অপ - ক্রম্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপক্রিয়া—অনিষ্ট, অপকার ; মন্দকার্য, কুকর্ম, অপকার্য। অপকৃষ্টা ক্রিয়া, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপক্রোশ—নিন্দা, ভর্ৎসনা। অপ—ক্রুশ্ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপক্ষপাত—১। পক্ষপাতহীনতা ; ন্যায়োচিত কার্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। পক্ষপাতশূন্য। ন (নাই) পক্ষপাত যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অপক্ষপাতী (-পাতিন্)—নিরপেক্ষ, যিনি কোন এক দিক্ টানিয়া কাজ করেন না এরূপ ; যথার্থবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পাতিনী**। বি, **-পাতিতা, -পাতিত্ব**।

অপক্ষেপ—অগ্রাহ্যকরণ ; প্রত্যাখ্যান। অপ—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপগত—দূরীভূত, পলায়িত ; মৃত ; নষ্ট ; অন্তর্হিত। অপ—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপগম, -গমন—তিরোভাব ; প্রস্থান, পলায়ন ; নাশ, ধ্বংস। অপ—গম্+অপ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

অপগা—নদী। অপ—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অপগুণ—দোষ। অপকৃষ্ট গুণ, প্রাদি। বি ; পুং।

অপগ্রহ—প্রতিকূল গ্রহ, বিরুদ্ধ গ্রহ। অপকৃষ্ট গ্রহ, প্রাদি। বি ; পুং।

অপঘন—১। অবয়ব, অঙ্গ। অপ—হন্+অপ্ কর্ম (হ-স্থানে ঘ)। ২। শরৎকাল। অপগত ঘন যাহাতে (যে সময়ে), বহু। বি ; পুং। ৩। নির্মেঘ, মেঘহীন। অপগত ঘন যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অপঘাত—অপমরণ, রোগ ভিন্ন অন্য কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু, ট্রাম বাস মোটরের ধাকায় মৃত্যু, আগুনে পুড়িয়া বা গাছ হইতে পড়িয়া বা জলে ডুবিয়া মৃত্যু ; আকস্মিক দুর্ঘটনা, accident ('—মৃত্যু')। অপ—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপঘাতক—অপঘাতকারী, আঘাত দ্বারা জীবননাশকারী। অপ—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ণক কর্তৃ (হন্-স্থানে ঘাত্)। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

অপঘাতী (-ঘাতিন্)—অপঘাতকারী, আঘাতাদিপ্রয়োগে জীবননাশক। অপ—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

অপঘৃণ—দয়াহীন, নির্দয় ; লজ্জাশূন্য, নির্লজ্জ। অপগত ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ণা**। [বিণ।

অপঘেতে—অপঘাতকারী। <অপঘাতী।

অপচয়—ক্ষতি, হ্রাস, নাশ, ক্ষয় ; বৃথা ব্যয়। অপ—চি+অচ্ ভাব। বি, পুং।

অপচায়িত—১। অর্চিত, সমাদৃত, পূজিত। অপ—চায়্+ক্ত কর্ম। ২। শাণিত। অপ—চায়্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ৩। অপব্যয়িত, যাহা বৃথা ব্যয় করানো হইয়াছে এমন। অপ—চি+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপচার—স্বধর্মব্যতিক্রম ; বংশানুগত ধর্মের ব্যতিক্রম ; অত্যাচার ; অপাক, অজীর্ণরোগ ; দুর্নীতি, corruption. অপ—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপচি—গণ্ডমালা, scrofula. বি।

অপচিকীর্ষা—অহিতসাধনেচ্ছা, অপকারেচ্ছা। অপ—কৃ+সন্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অপচিকীর্ষু—অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক, ক্ষতি করিতে অভিলাষী। অপ—কৃ+সন্+উ কর্তৃ। বিণ।

অপচিত—১। ব্যয়িত ; মন্দীভূত, ক্ষীণ ; জিত। অপ—চি+ক্ত কর্ম। ২। পূজিত। অপ—চায়্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপচিতি—১। পৌর্ণমাসের কনিষ্ঠা কন্যা। অপ—চি+ক্তি কর্তৃ। ২। পূজা। অপ—চায়্+ক্তি ভাব। ৩। নাশ ; দেহস্থ কলার ক্ষয়, katabolism ; অপব্যয়, ব্যয় ; নিষ্কৃতি। অপ—চি+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপচী—চর্মে বেগুনী রঙের পীড়কা ও কালিমাযুক্ত দন্তের রক্তস্রাবশীলতা রোগ, scurvy. বি।

অপচীয়মান—নাশশীল ; যাহা ব্যয়িত হইতেছে এমন ; যাহা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ছোট হইতেছে এমন। অপ—চি+শানচ্ কর্মকর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অপচেতা (-চেতৃ)—অপচায়ক, অপচয়কারী, অনিষ্টকারী ; নাশকারী ; অপব্যয়কারী। অপ—চি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চেত্রী**।

অপচেতাঃ (-চেতস্) (>চেতা)—হীনচিত্ত, নীচাত্মা দুরাত্মা ; অনুদার। অপকৃষ্ট চেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

অপচেষ্টা—হীন উদ্দেশ্যমূলক চেষ্টা। অপকৃষ্টা চেষ্টা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপচ্ছরা—অপ্সরা। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

অপচ্ছায়—১। ছায়াশূন্য, যেখানে ছায়া নাই এমন। বিণ। ২। দেবতা ; দেবযোনি। অপগতা ছায়া যাহার, বহু। বি ; পুং।

অপচ্ছায়া—১। বিকৃত ছায়া, আবছায়া। অপকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। ছায়াহীনা, ছায়ারহিতা। অপচ্ছায়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপজয়—পরাজয়। অপ—জি+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

অপজাত—অনভিজাত, আভিজাত্যশূন্য ; যে বংশমর্যাদা বা নিজ জাতির বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে এরূপ, degenerate ; হীনাবস্থাপ্রাপ্ত। অপ—জন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপজাতি—হীন-জাতি ; গুণভ্রষ্ট জাতি ; হীন বংশ। অপ (হীন) জাতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপজ্ঞান—অবজ্ঞা। <অজ্ঞান। প্রা কপ্র। বি ; ক্লী।

অপঞ্চীকৃত—১। সূক্ষ্মভূত, অভেদ্য আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত [পুরাণমতে সৃষ্টির পূর্বে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম বা আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় ছিল। তৎপরে প্রত্যেকটিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একার্ধকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা হয় এবং অপরার্ধকে চারি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার এক এক ভাগ অপর চারিটি মহাভূতের সহিত সম্মিলিত করা হয়। এইরূপে সম্মিলিত প্রত্যেক মহাভূতকে পঞ্চীকৃত মহাভূত বলে। এই পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে পরস্পর অসম্মিলিত পঞ্চ মহাভূতের নাম 'অপঞ্চীকৃত']। ন—পঞ্চন্+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=অপঞ্চী)+কৃ+ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী। ২। যাহা পঞ্চীকৃত নয় এরূপ। ন পঞ্চীকৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অপঞ্জরী (-রিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) পঞ্জরহীন ('—প্রাণী') ; মেরুদণ্ডহীন, invertebrate. নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অপটান্তর—অব্যবহিত ; সংযুক্ত ; কাপড় দিয়া ব্যবধান করা হয় নাই এমন। বহু। বিণ।

অপটী—বস্ত্রাবরণ, কানাত, পর্দা ; তাঁবু। ন—পট্+অচ্ অপা+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অপটীক্ষেপ, -টাক্ষেপ—(অভিনয়),

পটাক্ষেপ বা পটক্ষেপ বিনা রঙ্গমঞ্চে সসম্ভ্রমে প্রবেশ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।
অপটু—অনিপুণ, অশক্ত, অক্ষম, অসমর্থ; অসুস্থ, পীড়িত, অপটু। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী -পটু, -পট্বী। বি, -পটুতা, -পাটব।
অপটুতা, -ত্ব—অশক্ততা, অশক্তি, অক্ষমতা; রুগ্নতা। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী, ক্লী।
অপঠিত—যাহা পঠিত নয় এরূপ, অনধীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপড়—যাহা পড়ে না এমন, যাহা পড়ে নাই এমন; ধ্বংসহীন। গ্রাম্য, প্রাদে। বিণ।
অপণ্ডিত—মূর্খ, অশাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রাদিজ্ঞান-বর্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপণ্য—১। কুৎসিত দ্রব্য, যাহা বিক্রয় করা যাইতে পারে না এরূপ জিনিস। বি; ক্লী। ২। অবিক্রেয়, যাহা বিক্রয় করা যাইতে পারে না একপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপতর্পণ—লঙ্ঘন, রোগাদির প্রশমনার্থ উপবাস। অপগত হয় তর্পণ যদ্দারা, বহু। বি; ক্লী।
অপতি, অপতিকা—যাহার স্বামী নাই এমন, বিধবা বা কুমারী। ন (নাই) পতি যাহার, বহু; অপতি+(সমাসান্ত)ক+ আপ্। বিণ; স্ত্রী।
অপতিব্রতা—অসতী, কুলটা, ব্যভিচারিণী। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।
অপত্নীক—পত্নীরহিত, মৃতদার; যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে এমন, অকৃতদার, যাহার বিবাহ হয় নাই এমন। ন (নাই) পত্নী যাহার, বহু (ক আগম)। বিণ।
অপত্য—সন্তান, সন্ততি (ইহা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে)। ন—পত্‌+যৎ করণ, যাহার জন্ম হেতু বংশ পতিত (অর্থাৎ লুপ্ত) হয় না। বি, ক্লী।
অপত্যঘাতক, -ঘাতী (-ঘাতিন্)—সন্তাননাশক, যে আপনার বা অন্যের পুত্র কন্যাকে মারিয়া ফেলে এরূপ। অপত্যের ঘাতক, ৬ষ্ঠীতৎ, অপত্য হনন করে যে, উপতৎ; অপত্য—হন্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ঘাতিকা, -ঘাতিনী।
অপত্যদ—সন্তানদায়ক। অপত্য দান করে যে, উপতৎ, অপত্য—দা+ক কর্তৃ। বিণ।
অপত্যদা—১। সন্তানদায়িকা। বিণ। ২। গর্ভদাত্রী লতা, লক্ষণা; (সন্তানদাত্রী) ভার্যা, ধাত্রী। অপত্যদ+আপ্। বি; স্ত্রী।
অপত্যনির্বি(র্বি)শেষে—স্বসন্তানতুল্য-রূপে, আপনার পুত্রকন্যা হইতে কোনরূপ পার্থক্য না রাখিয়া, আপন পুত্রকন্যার ন্যায়। নির্গত হইয়াছে বিশেষ যাহা হইতে, বহু—নির্বিশেষ; অপত্য হইতে নির্বিশেষ, ৫মীতৎ, সেরূপভাবে। ক্রি-বিণ।
অপত্যপথ—স্ত্রীযোনি, ভগ, প্রসবদ্বার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
অপত্যবিক্রয়—সন্তানবিক্রয়, আপনার ছেলেমেয়ে বেচা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
অপত্যশত্রু—১। অপত্যঘাতক (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। কর্কট, কাঁকড়া। অপত্য হইয়াছে শত্রু যাহার, বহু [কাঁকড়ারা অপত্য প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করে]। বি; পুং বা স্ত্রী।
অপত্যসংস্কারবিধি—নবজাত পুত্রকন্যার বিশোধনবিধি, জাতকর্মাদি অনুষ্ঠানের নিয়ম। অপত্যের সংস্কার, ৬ষ্ঠীতৎ—অপত্যসংস্কার; তাহার বিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
অপত্যস্নেহ—সন্তানবাৎসল্য, সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ। ৭মীতৎ। বি; পুং।
অপত্যহীন—সন্তানহীন, নিঃসন্তান। ৩য়াতৎ। বিণ।
অপত্র—১। অঙ্কুর। বি, পুং। ২। পত্র-বিহীন, নিষ্পত্র। ন (নাই) পত্র যাহার, বহু। বিণ।
অপত্রপ—লজ্জাশূন্য, নির্লজ্জ। অপগতা ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ।
অপত্রপা—১। লজ্জাশূন্যা। অপত্রপ+ আপ্। বিণ, স্ত্রী। ২। অন্যহেতু লজ্জা। অপ—ত্রপ্‌+অ ভাব+আপ্। ৩। নির্লজ্জতা; ধৃষ্টতা। অপগতা ত্রপা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।
অপত্রপিষ্ণু—লজ্জাশীল, লাজুক। অপ—ত্রপ্‌+ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ।
অপত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, ভীত। অপ—ত্রস্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
অপত্রী (ত্রিন্)—পক্ষবিহীন; মাকড়সা, কীট পতঙ্গ প্রঃ, aptera নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।
অপথ—১। কুপথ, অপ্রশস্ত পথ। নঞ্‌তৎ। ২। পথের অভাব; উপায়াভাব। অব্যয়ী। বি; ক্লী। ৩। পথরহিত, পথশূন্য। ন (নাই) পথ যাহাতে, বহু। বিণ।
অপথ্য—১। কুপথ্য, মন্দ পথ্য। বি; ক্লী। ২। রোগীর পক্ষে অহিতকর, ভোজনের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপদ—পদবিহীন, যাহার পা নাই এমন। ন (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ।
অপদস্থ—পরাজিত; পদচ্যুত; অনাদৃত, অবমানিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।
অপদান—প্রশংসনীয় কার্য, কীর্তিজনক অদ্ভুত কার্য, অবদান; যেরূপ কর্মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়; যে কর্মহেতু সকলে সৎ বলিয়া জানে। অপ—দো বা দৈ+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।
অপদান্তর—অব্যবহিত, সংযুক্ত। ন (নাই) পদান্তর যাহাতে, বহু। বিণ।
অপদার্থ—১। অযোগ্য; সারহীন, অসার; অকর্মণ্য; পদার্থহীন। ন (নাই) পদার্থ যাহাতে, বহু। বিণ। ২। নগণ্য বস্তু, তুচ্ছ জিনিস; অমানুষ। ন (অপ্রশস্ত) পদার্থ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।
অপদিশ—দুইটি সন্নিহিত দিকের মধ্যবর্তী স্থান, অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত ও বায়ু—এই চারিটি কোণ। দিশার (দিকের) মধ্যে, অব্যয়ী। বি; ক্লী।
অপদী (-দিন্)—১। যাহার পদ নাই এমন, চরণহীন। বিণ। স্ত্রী, -দিনী। ২। সরীসৃপ, পদহীন প্রাণী, apoda. নঞ্‌তৎ। বি; পুং।
অপদেবতা—ভূত প্রেত পিশাচ প্রঃ। অপকৃষ্টা দেবতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।
অপদেশ ১। ছল; চিহ্ন; ব্যপদেশ, নাম; নিমিত্ত। অপ—দিশ্‌+ঘঞ্ করণ। ২। স্থান; লক্ষ্য। অপ—দিশ্‌+ঘঞ্ কর্ম। ৩। নির্দেশ; যুক্তিযুক্ত উপদেশ; প্রত্যাদেশ। অপ—দিশ্‌+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৪। অপকৃষ্ট দেশ। প্রাদি। বি; পু।
অপদোষ নির্দোষ। অপগত দোষ যাহা হইতে, বহু। বিণ।
অপদ্রব্য—অপকৃষ্ট দ্রব্য; কৃত্রিম উপায়ে সুরতসাধনে ব্যবহৃত দ্রব্য। প্রাদি। বি; ক্লী।
অপদ্রাবক—অপসারক, যাহা দূরে সরাইয়া দেয় এমন। অপ—দ্রু+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ।
অপধ্বংস—১। ধিক্কার, নিন্দা, বর্জন, ত্যাগ; অপঘাত। অপ—ধ্বন্‌স্‌+ঘঞ্ ভাব। ২। সংকরজাতি, মিশ্রবর্ণ। অপ—ধ্বন্‌স্‌+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।
অপধ্বংসজ—হীনবংশোৎপন্ন, সংকর-জাতীয়। উপতৎ; অপধ্বংস (২)—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।
অপধ্বস্ত—বর্জিত, পরিত্যক্ত; ছেন্ন, নিন্দিত; চূর্ণিত; পাতিত। অপ—ধ্বন্‌স্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।
অপধ্যান—অনিষ্টচিন্তা, অমঙ্গলচিন্তা; অসৎ সংকল্প, দুষ্টাভিপ্রায়। অপকৃষ্ট ধ্যান (চিন্তা), প্রাদি। বি; ক্লী।
অপনয়, -অয়ন—দূরীকরণ, বর্জন, পরিত্যাগ; খণ্ডন; নিবারণ; নিরাকরণ, অপনোদন; অপহরণ; অপকার; প্রমার্জন, মোছা; স্মরণ; বিনাশন; ঋণমোচন। অপ—নী+অচ্, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী।
অপনয়ন—কোন সংখ্যাকে বাদ দেওয়া, উঠাইয়া দেওয়া, elimination; নিরাকরণ; মুছিয়া ফেলা। অপ—নী+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।
অপনীত—নিরাকৃত, দূরীকৃত, অপসারিত; ত্যক্ত; অপহৃত; খণ্ডিত; নিবারিত; বিনা-

পিত; প্রমার্জিত; খণ্ডনোচিত। অপ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপনুব—অপূর্ব, অপরূপ ('অপনুব তুব ব্যবহারে'—বিদ্যা)। প্রা অপ্র। বিণ।

অপনেতা (-তৃ)—১। অপকৃষ্ট নেতা। বি; পুং। ২। অপনয়নকারী। অপ—নী+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-নেত্রী**।

অপনেয়—অপনোদনীয়, দূরীকরণীয়; খণ্ডনীয়; নিরাকরণীয়। অপ—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

অপনোদ, -নোদন—নিরাকরণ, খণ্ডন, দূরীকরণ, অপসারণ; অপচয়। অপ—নুদ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

অপনোদিত—অপসারিত, দূরীকৃত, নিরাকৃত; অপচিত। অপ—নুদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপন্থা (-পথিন্)—কুপথ; অসংগত উপায়। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অপন্যায়—১। অন্যায়। অপকৃষ্ট ন্যায়, প্রাদি। বি; পুং। ২। ন্যায়বিরুদ্ধ ('—কার্য'), বিচারশূন্য ('—কার্য')। অপগত হইয়া ছে ন্যায় যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অপপণন—আনাড়ীর মত কেনাবেচা করা; চোরাবাজারে কেনাবেচা, blackmarketing অপকৃষ্ট পণন, প্রাদি। বি; ক্লী।

অপপাঠ—অপ্রকৃত পাঠ, বিকৃতলিপি; অশুদ্ধ পাঠ, ভ্রান্ত পাঠ। অপকৃষ্ট পাঠ, প্রাদি। বি; পুং।

অপপ্রয়োগ—অশুদ্ধ প্রয়োগ; অর্থবিরুদ্ধ প্রয়োগ; ব্যাকরণবিরুদ্ধ ব্যবহার; অন্যায় বা অনুপযুক্ত ভাবে কার্যে প্রয়োগ। অপকৃষ্ট প্রয়োগ, প্রাদি। বি; পুং।

অপবরক—গর্ভগৃহ, অন্তর্গৃহ; সভাগৃহ; শয়নস্থান। অপ—বৃ+অচ্ কর্তৃ+ক স্বার্থে। বি; পুং।

অপবর্গ—মুক্তি, মোক্ষ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন, সংসার-বন্ধনমোচন; পরিত্যাগ; ফলসাধন, কোন কর্মের পরিসমাপ্তি-সম্পাদন; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) ক্রিয়াসমাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি; নিষ্পত্তি; সমাপ্তি; দান। অপ—বৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অপবর্গদ—মুক্তিদায়ক, মোক্ষদাতা। উপতৎ; অপবর্গ—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অপবর্জ(র্জ্জ)ন—দান, বিতরণ; ত্যাগ, বিসর্জন, পরিহার; ছেদন; মুক্তি। অপ—বৃজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপবর্জি(র্জ্জি)ত—দত্ত; পরিত্যক্ত, বিসৃষ্ট, পরিহৃত; অপচিত। অপ—বৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবর্ত(র্ত্ত)ক—গুরু ভাজক [যে রাশি দ্বারা অপর একটি রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না তাহাকে ঐ রাশির অপবর্তক কহে, measure. যথা,—৪, ১৬-এর অপবর্তক ২, ৪, ৮, ইঃ]। অপ—বৃত্+ণক কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী. **-র্তিকা**।

অপবর্ত(র্ত্ত)ন—১। সংক্ষিপ্ত করণ; বক্রীকরণ; কোন অঙ্ককে ক্ষুদ্র অঙ্ক দ্বারা বিভক্ত করণ, তুল্যরূপ অঙ্ক দ্বারা ভাজ্য-ভাজকের বিভাজন; অপরাধজন্য অধিকার হরণ; বাজেয়াপ্তকরণ, forfeiture. অপ—বৃত্+অনট্ ভাব। ২। পরিবর্তন; বিচালন। অপ—বৃত্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপবর্তি(র্ত্তি)ত—পরিবর্তিত; বিভক্ত; অন্নীকৃত; বক্রীকৃত; বাজেয়াপ্ত। অপ—বৃত্+ণিচ্ বা বৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবর্ত্য(র্ত্ত্য)—কোন রাশির গুরু ভাজ্য [যে রাশিকে অপর কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না তাহাকে ঐ রাশির অপবর্ত্য কহে, multiple. যথা,—১৬, ৪-এর অপবর্ত্য, কারণ ১৬-কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না]। অপ—বৃত্+যৎ কর্ম। বিণ।

অপবাদ—নিন্দা, অপযশঃ; দোষারোপ; কুৎসা; নিয়ম; আজ্ঞা; কুৎসিত বাদ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) বিশেষবিধি; (বেদান্ত) ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে নিশ্চিত জ্ঞান; অপহ্নব। অপ—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অপবাদক—নিন্দক, অপবাদঘোষক, দুর্নামকারী। অপ—বদ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-বাদিকা**।

অপবাদী (-বাদিন্)—১। কুৎসাকারী, নিন্দক, দুর্নামকারী। অপ—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। ২। দুর্নামগ্রস্ত, অপবাদান্বিত। অপবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-বাদিনী**।

অপবারণ—তিরোধান, অন্তর্ধান; ব্যবধান; ত্যাগ, বর্জন; আচ্ছাদন। অপ—বৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপবারিত—আচ্ছাদিত; ব্যবহিত; অন্তর্হিত; ত্যক্ত, বর্জিত। অপ—বৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবাহন—মানুষ চুরি করা, kidnapping; স্থানান্তরে আনয়ন। অপ—বহ্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-বাহিত**।

অপবাহিত—তাড়িত, অপসারিত। অপ—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবিত্র—অশুচি, অশুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপবিদ্ধ—১। প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত; বর্জিত, পরিত্যক্ত; প্রক্ষিপ্ত; প্রেরিত; চূর্ণিত। বিণ। ২। দ্বাদশবিধ পুত্রমধ্যে পুত্রবিঃ, মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় পর যে বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায় সেই পুত্র। অপ—ব্যধ্+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

অপবিদ্যা—অপকৃষ্ট বিদ্যা; বৌদ্ধশাস্ত্র; অবিদ্যা, অজ্ঞান। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অপবৃত্ত—বিপরীত, উলটা; বঞ্চিত; পরাঙ্মুখীভূত; অনাচ্ছাদিত; অপজাত, অনভ্যস্ত। অপ—বৃত্+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

অপবেধ—কোন বস্তুর অযথাস্থান বিদ্ধকরণ, কোন বস্তুর অলক্ষিত স্থানে বেঁধন; অন্যায়ভাবে বিদ্ধকরণ। অপ—বিধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অপব্যবহার—অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার, নিন্দনীয় আচার; অযথা প্রয়োগ, অনুচিতভাবে নিয়োজন; অসৎকার্যে প্রয়োগ। অপকৃষ্ট ব্যবহার, প্রাদি। বি; পুং।

অপব্যয়—অপকৃষ্ট ব্যয়, কুকর্মে অর্থব্যয়; বৃথা ব্যয়, অন্যায় খরচ, বাজে খরচ। অপকৃষ্ট ব্যয়, প্রাদি। বি; পুং।

অপব্যয়িত—অযথাভাবে ব্যয়িত, বৃথা নষ্ট; অসৎ কার্যে ব্যয়িত। অপকৃষ্টভাবে ব্যয়িত, প্রাদি। বিণ।

অপব্যয়িতা—১। অযথা ব্যয়শীলতা, অর্থের অসদ্ব্যয়। অপব্যয়িন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। অযথাভাবে ব্যয়িতা। অপব্যয়িত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অপব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—অপব্যয়কারী, বৃথাব্যয়ী, অসদ্ব্যয়ী। অপব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-ব্যয়িনী**।

অপভয়—নির্ভীক, ভয়হীন। অপগত ভয় যাহার, বহু। বিণ।

অপভাষ—নিন্দার কথা, অসাধু উক্তি; নিন্দা। অপ—ভাষ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

অপভাষা—অশিষ্ট বচন, নীচজনোচিত বাক্য, ইতর ভাষা; অসংস্কৃত ভাষা (পূর্বে বঙ্গভাষাকেও অপভাষা বলা হইত); গ্রাম্য ভাষা; নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের ভাষা, নিন্দা। অপকৃষ্টা ভাষা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অপভূ—(জ্যোতিষ) সূর্য হইতে কোন গ্রহের ভ্রমণকক্ষের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী বিন্দু, apogee. অপ—ভূ+ক্বিপ্ অধি। বি; পুং।

অপভ্রংশ—কুৎসিত বাক্য, অপভাষা; রূপান্তরিত ভাষা; প্রাকৃত ব্যাকরণে যে ভাষা কুলায় না; ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ; প্রকৃত আকার হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রযুক্ত শব্দ; ধ্বংস, বিচ্যুতি; অধঃপতন। অপ—ভ্রন্শ্+ঘঞ্ করণ বা ভাব। বি; পুং।

অপভ্রষ্ট—স্খলিত, বিচ্যুত; অধঃপতিত; বিকৃত; ব্যাকরণদুষ্ট; মূল শব্দ হইতে বিকৃতভাবে উৎপন্ন। অপ—ভ্রন্শ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপমর্শ, -মর্ষ—স্পর্শ; সংঘর্ষ; নিন্দা; অপহরণ। অপ—মৃশ্, মৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-মৃষ্ট**।

অপমান—অনাদর, অমর্যাদা, অবজ্ঞা। অপ—মন্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপমানকর, -জনক—সম্ভ্রমহানিকর, অমর্যাদাকর, অসম্মানজনক, যাহাতে মর্যাদা নষ্ট হয় এরূপ। অপমান করে যাহা, উপতৎ; অপমান—কৃ + ট কর্তৃ ; অপমানের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী, -জনিকা।

অপমানসূচক-অসম্মানপ্রকাশক, যাহা অনাদর প্রকাশ করে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অপমানাত্মক—অপমানের কারণযুক্ত, অপমানজনক। অপমান আত্মা (স্বরূপ ইঃ) যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ত্মিকা।

অপমানিত—অবমানিত, হৃতসম্মান, অনাদৃত। অপমান + ইত জাতার্থে। বিণ।

অপমিত—১। যাহার শরীর বা পরিচ্ছদাদি বিষয়ে কোন যত্ন বা পারিপাট্য নাই এরূপ, অপরিচ্ছন্ন। অপ—মা + ক্ত কর্তৃ। ২। অবজ্ঞাত, অনাদৃত; অসজ্জিত, অভূষিত। অপ—মা + ক্ত কর্ম। বিণ।

অপমিশ্রণ—খাদ্যাদিতে ভেজাল দেওয়া। অপকৃষ্ট মিশ্রণ, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপমৃত্যু—অপঘাতমরণ, রোগ ভিন্ন অন্য কোন আকস্মিক কারণে মৃত্যু, উদ্বন্ধন বিষপান অস্ত্রাঘাত সর্পাঘাত জলমজ্জন ইঃ কারণঘটিত মৃত্যু। অপকৃষ্ট মৃত্যু, প্রাদি। বি ; পুং।

অপযশঃ (-যশস্) (>-যশ)—কলঙ্ক, অখ্যাতি, দুর্নাম, অকীর্তি, অপকীর্তি, কুযশঃ। অপকৃষ্ট যশঃ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপযশস্কর—অখ্যাতিকর, দুর্নামজনক। উপতৎ ; অপযশস্—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -যশস্করী।

অপয়া—শুভচিহ্নহীন, অলক্ষণা; অভাগা, সৌভাগ্যশূন্য। ন (নাই) পয় (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বা°প্র। বিণ।

অপযাত্রী (-যাত্রিন্)—পলায়নকারী, পলায়মান। অপকৃষ্ট যাত্রা, প্রাদি = অপযাত্রা; অপযাত্রা + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -যাত্রিণী।

অপযান—অপসরণ, অপগমন, পলায়ন; দূরে প্রস্থান। অপ—যা + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -যাত।

অপর—১। অন্য, পর, ভিন্ন; বিপরীত, প্রতিকূল; শত্রু; অনুবর্তী, পশ্চাদ্বর্তী; শেষ; পশ্চিম। নঞ্—পৃ + অচ্ কর্তৃ। ২। শত্রুভিন্ন; স্বপক্ষ, আত্মীয়। ন পর (শত্রু), নঞ্তৎ। ৩। হীন, অধম; অতিরিক্ত, additional. ন পর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্তৎ। বিণ।

অপরক্ত—বিরক্ত, অনুরাগশূন্য। অপ—রন্জ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপরঞ্চ—অপিচ, আরও, কিঞ্চ। অপরম্ (আর) + চ (ও)। অ।

অপরত—বিরত, নিবৃত্ত। অপ—রম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপরতা—অপরত্ব (তাহা দ্রঃ)। অপর + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অপরতি—ক্ষান্তি, বিরতি। অপ—রম্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপরত্ব—শত্রুতা, প্রতিকূলতা; ভিন্নতা; পশ্চাদ্বর্তিতা; হীনতা; (ন্যায়মতে) নিকটত্ব, অন্তিকত্ব; কনিষ্ঠত্ব; অল্পদেশ-মাত্রবৃত্তিত্ব। অপর + ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

অপরত্র—অন্যত্র; পরকালে; অপরপক্ষে বা বিষয়ে। অপর + ত্রল্ সপ্তম্যর্থে। অ।

অপরন্তু—অপিচ, আরও। অপরম্ + তু। অ।

অপরপক্ষ—অন্যদিক; পক্ষান্তর; শত্রুপক্ষ; (শাস্ত্র-বিচারস্থলে) উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর; কৃষ্ণপক্ষ (ইহাই পিতৃপক্ষ)। অপর পক্ষ, কর্মধা। বি ; পুং।

অপররাত্র—শেষরাত্রি, রাত্রির শেষ প্রহর। রাত্রির অপর (শেষভাগ), একদেশী + সমাসান্ত অচ্। বি ; পুং।

অপরশ—স্পর্শহীন। <অস্পর্শ। বিণ।

অপরম্পর—যাহা পর পর নয় এমন, অক্রমাগত। বিণ।

অপরা—১। পশ্চিমদিক; জরায়ু। ন (নাই) পরা যাহা হইতে, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অন্যা; অশ্রেষ্ঠা, হীনা; মায়িক; জাগতিক; (পদার্থ-বিদ্যা) ঋণাত্মক, negative. অপর + আপ্। সর্ব, বিণ।

অপরা তড়িৎ—ঋণাত্মক বিদ্যুৎ, negative electricity. **অপরা বিদ্যা**—যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ নয় [বড়ঙ্গ সহিত কর্মকাণ্ডের নাম অপরা বিদ্যা]।

অপরাগ—অননুরাগ, বিরাগ, দ্বেষ। অপ—রন্জ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপরাঙ্মুখ—অপশ্চাৎপদ; উদ্যোগী। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরাজিত—১। অজিত, অপরাভূত। নঞ্তৎ। বিণ। ২। শিব; বিষ্ণু; ঋষি বিঃ। বি ; পুং।

অপরাজিতা—১। দুর্গা; প্রসিদ্ধ পুষ্পলতা, clitoria; দূর্বা; জয়ন্তী বৃক্ষ; অশনপর্ণী; নারী বিঃ, শঙ্খিনী; ছন্দ বিঃ; ঈশান কোণ। বি ; স্ত্রী। ২। অপরাভূতা। নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অপরাজেয়—পরাজয়ের অযোগ্য, যাহাকে পরাস্ত করা যায় না এমন, অদম্য, দুর্দমনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরাদ্ধ—দোষী, অপরাধী; স্খলিত; ভ্রান্ত। অপ—রাধ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপরাধ—দুষ্কার্যজনিত দোষ, ত্রুটি, পাপ; নিয়মলঙ্ঘন; আইনবিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান বা তজ্জনিত দোষ। অপ—রাধ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপরাধজনক—যাহাতে অপরাধ হয় এমন, দোষজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অপরাধিনী—দোষিণী, কৃতাপরাধা। অপরাধিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপরাধিয়া—অপরাধী। প্রা কপ্র। বিণ।

অপরাধী (-রাধিন্)—অপরাধকারী, দোষী। অপরাধ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রাধিনী।

অপরাধীন—১। অ-পরতন্ত্র, স্বাধীন, আত্মবশ। নঞ্তৎ। ২। অপরের বশীভূত, অন্যতন্ত্র, অন্যাধীন, অন্যায়ত্ত। অপরের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অপরান্ত—১। পশ্চিমদিগন্ত; শেষ সীমা; মৃত্যু। অপরার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। পাশ্চাত্য, পশ্চিমদেশীয়। অপরান্ত + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অপরাপর—অন্যান্য, আর আর। অপর ও অপর, বহুবচনার্থে দ্বিত্ব। সর্ব, বিণ।

অপরামর্শ—কুপরামর্শ, অসৎ পরামর্শ। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অপরার্ধ—অবশিষ্ট অর্ধাংশ, অপর আধখানা। অপর যে অর্ধ, কর্মধা। বি ; পুং।

অপরাহ্ণ—দিবসের তৃতীয় ভাগ, মধ্যাহ্ন হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল, বৈকাল। অহ্নের (দিনের—অহন্ শব্দ) অপর (শেষভাগ), একদেশী (অহন্-স্থানে অহ্ন)। বি ; পুং।

অপরাহ্ণতন—অপরাহ্ণকালজাত, দিবসের শেষভাগে উৎপন্ন, আপরাহ্ণিক, সায়ন্তন। অপরাহ্ণ + তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তনী।

অপরিকল্পিত—অচিন্তিত; অসংকল্পিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরিক্লিন্ন—অনার্দ্র, শুষ্ক; ক্লেদহীন, নির্মল। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরিক্লিষ্ট—অনায়াসসাধ্য; যাহা ক্লিষ্ট নয় এরূপ, অক্লান্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরিগৃহীত—অগৃহীত; অস্বীকৃত, অনঙ্গীকৃত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরিগ্রহ—১। গ্রহণাভাব, অস্বীকার, গ্রহণে অস্বীকৃতি। নঞ্তৎ। ২। পরিব্রাজক। বি ; পুং। ৩। পরিজনরহিত, নিঃসঙ্গ; বিপত্নীক, অকৃতদার, মৃতদার। ন (নাই) পরিগ্রহ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -গ্রহা (পরিজনরহিতা রমণী)।

অপরিচয়—১। পরিচয়হীনতা, জানাশোনা না থাকা। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। পরিচয়হীন, যাহার সঙ্গে চেনাশোনা নাই এমন। ন (নাই) পরিচয় যাহার, বহু। বিণ।

অপরিচালক—১। অনির্বাহক, অভাব-

ধারক, যে কার্য চালাইতে বা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে পারে না এরূপ; যাহার ভিতর দিয়া উত্তাপ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতে পারে না এরূপ, non-conductor. নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -চালিকা। ২। পরিচালকশূন্য, অধিপতিরহিত, অভিভাবকহীন। ন (নাই) পরিচালক যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী -চালকা।

অপরিচিত—যাহার সহিত জানাশুনা নাই এরূপ, অজ্ঞাত, অবিদিত, অজানা, অচেনা। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অপরিচয়।**

অপরিচ্ছন্ন—মলিন, অপরিষ্কৃত, পরিচ্ছদ-হীন, বিবস্ত্র, নগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিচ্ছিন্ন—অসীম, অনন্ত, পরিচ্ছেদাতীত, অবিভক্ত, অনির্দিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ন্না।

অপরিজ্ঞাত—অজ্ঞাত, অবিদিত, অজানা, যাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিজ্ঞান—অপরিচয়, না জানা। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপরিজ্ঞেয়—দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিণত—যাহা পরিমিতি বা পূর্ণতা লাভ করে নাই এমন, তরুণ, অপরিপক্ব, অপুষ্ট, কাঁচা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিণতবয়স্ক, -বয়াঃ (-বয়স্) (>বয়া)—অল্পবয়স্ক, তরুণবয়স্ক, নবীন। অপরিণত বয়ঃ যাহার বহু (বিকল্পে ক আগম, ক-শূন্যপক্ষে অপরিণত-বয়াঃ)। বিণ। স্ত্রী, -স্কা (১ম পক্ষে)।

অপরিণতবুদ্ধি—১। চপল মতি, চঞ্চল বুদ্ধি। অপরিণতা বুদ্ধি, কর্মধা। বি, স্ত্রী। ২। যাহার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই এমন। অপরিণত বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

অপরিণয়—বিবাহের অভাব, অবিবাহ, কৌমার্য। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অপরিণামদর্শিতা—অবিবেচকতা, অদূরদর্শিতা। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপরিণামদর্শী (-দর্শিন্)—যে পরিণাম ভাবিয়া কার্য করে না এরূপ, অবিবেচক, অদূরদর্শী, হঠকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী।**

অপরিণীত—অনূঢ়, অবিবাহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিতুষ্ট—অসন্তুষ্ট; বিরক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিতৃপ্ত—অপরিতুষ্ট, অতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিত্যাজ্য—যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না এরূপ, অপরিহার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিপক্ব—অপরিণত, অপুষ্ট; অপক্ব; যাহা সিদ্ধ বা রান্না হয় নাই এমন; যাহা পাকা নয় এমন, কাঁচা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিপন্থী (-পন্থিন্)—অপ্রতিকূল, অনুকূল; অপ্রতিবন্ধক, অবিরোধী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পন্থিনী।**

অপরিপাক—১। অপরিপক্বতা, অপরিপতি, অজীর্ণ, বদহজম; অপটুতা, অনৈপুণ্য। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অপরিণত, অপক্ব, কাঁচা, অজীর্ণ। ন (নাই) পরিপাক যাহার, বহু। বিণ।

অপরিপূর্ণ—অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, অবিস্তৃত, অব্যাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবর্ত(র্ত্ত)ন—পরিবর্তনের অভাব, না বদলানো, একই অবস্থায় অবস্থান। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপরিবর্ত(র্ত্ত)নশীল—যাহা চিরকাল একরূপ থাকে এমন, যাহার পরিবর্তন হয় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবর্ত(র্ত্ত)নীয়—পরিবর্তনের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা বদলানো যাইতে পারে না বা বদলানো উচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহার বদল হয় নাই এমন, অবিকৃত, যথাযথ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবাহী (-বাহিন্)—অপরিচালক; যাহার মধ্য দিয়া তাপ কিংবা বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে না এমন, non-conductor নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিনী।**

অপরিবৃত—অনাবৃত, অপরিবেষ্টিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবেষ্টিত—যাহা ঘেরা নয় এমন; মুক্ত, অনাবৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিমাণ—১। পরিমাণের অভাব, প্রাচুর্য। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী। ২। সুপ্রচুর, অত্যধিক। ন (নাই) পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ।

অপরিমিত—১। পরিমাণাতিরিক্ত, প্রচুর, অপর্যাপ্ত, ন্যায্যের অধিক। ন (নাই) পরিমিত (পরিমাণ) যাহার, বহু। ২। যাহা পরিমিত নয় এরূপ, অপ্রচুর, সামান্য, অল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিমেয়—যাহার পরিমাণ করা যায় না এরূপ, প্রচুর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিম্লান—অম্লান, প্রফুল্ল, অবসাদহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশীলন—অননুশীলন, চর্চার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপরিশীলিত—অননুশীলিত, অনালোচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশুদ্ধ—অবিশুদ্ধ, অপবিত্র; দোষপূর্ণ; ভ্রমাদিপূর্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশোধনীয়, -শোধ্য—পরিশোধের অযোগ্য, যাহা পরিশোধ করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশোধিত—যাহা শোধ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিষ্কার—১। পরিচ্ছন্নতার অভাব, মলিনতা। নঞ্‌তৎ। বি, পুং। ২। অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অপরিষ্কৃত—যাহা পরিষ্কার করা হয় নাই এমন, মলিন; অমার্জিত, অভূষিত; নোংরা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিষ্কৃতি—অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্নতা। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপরিসর—অপ্রশস্ত, কম চওড়া, সংকীর্ণ। ন (নাই) পরিসর যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অপরিসীম—অসীম; অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) পরিসীমা যাহার, বহু। বিণ।

অপরিস্ফুট—অস্পষ্ট, অবিশদ; অব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিহরণীয়—অপরিহার্য, অত্যাজ্য; যাহা না হইলে নয় এমন, অনিবার্য; অখণ্ডনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিহার্য(র্য্য)—অনিবার্য, অত্যাজ্য, যাহা পরিত্যাগ করা বা এড়ানো যায় না এরূপ; যাহা না হইলে নয় এমন; অবশ্য-প্রয়োজনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরীক্ষিত—যাহা পরীক্ষা করা হয় নাই এমন; অনিরীক্ষিত, অনালোচিত; অবিচারিত; অনিরূপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -তা।

অপরূব—অপরূপ, বিচিত্র। <অপূর্ব। বিণ।

অপরূপ—কুরূপ, বেয়াড়া, অদ্ভুত, আশ্চর্য, বিস্ময়কর, উৎকৃষ্ট। <অপূর্ব। বিণ।

অপরে—অন্য লোকে; অন্য সময়ে। প্রা কপ্র। সর্ব।

অপরেদ্যুঃ (-দ্যুস্)—অন্য দিনে, পরশু। অপর+এদ্যুস্ দিনার্থে। অ।

অপরোক্ষ—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগোচর; সোজাসুজি যাহা পাওয়া যায় এমন, direct. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপর্ণ—পত্ররহিত, পত্রশূন্য। ন (নাই) পর্ণ (পত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অপর্ণা—১। পার্বতী, দুর্গা [পার্বতী কুমারীকালে শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য যখন কঠোর তপস্যা করেন, তখন একটি গলিত পত্রও তিনি আহার করেন নাই; ইহা হইতেই তাঁহার অপর্ণা নাম হইয়াছে]। (তপস্যাকালে) ন (ভুক্ত হয় নাই) পর্ণ (পত্র) যৎকর্তৃক, বহু+আপ্। বি, স্ত্রী। ২। পত্ররহিতা ('— লতিকা')। অপর্ণ+আপ্। বিণ, স্ত্রী।

অপর্ব (-পর্বন্), **-পর্ব্ব**—১। পর্ব ভিন্ন অন্য কাল; চতুর্দশী অষ্টমী পূর্ণিমা অমাবস্যা সংক্রান্তি ভিন্ন অন্য সময়; উৎসবাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। পর্বরহিত, গ্রন্থি-শূন্য, পাবহীন। ন (নাই) পর্ব যাহাতে, বহু। বিণ (পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাকরণমতে—অপর্বা)।

অপর্যা(র্য্যা)প্ত—১। সুপ্রচুর, পর্যাপ্ত অপেক্ষা অধিক, অপরিমিত; অসীম। ন—পরি—আপ্+ক্ত কর্ম (যাহার সীমা পাওয়া যায় নাই)। ২। অসমর্থ; অসম্পূর্ণ; অপ্রচুর। ন পর্যাপ্ত (প্রচুর), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপর্যা(র্য্যা)প্তি—অতি প্রাচুর্য; অ-সম্পূর্ণতা; অসামর্থ্য; অপ্রাচুর্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপর্যা(র্য্যা)য়—১। ক্রমবাহিত্য, নিয়ম-হীনতা; শৃঙ্খলাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ক্রমরহিত; শৃঙ্খলাহীন, বিশৃঙ্খল। ন (নাই) পর্যায় যাহাতে, বহু। বিণ।

অপর্যু(র্য্যু)ষিত—যাহা বাসী নহে এমন, টাটকা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপল—১। কীলক, খোঁটা; আলপিন। অপ—লা+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। যে দ্রব্যের গায়ে উঁচু রেখা বা শির তোলা হয় নাই এমন, পলরহিত, মাংসশূন্য। ন (নাই) পল যাহাতে, বহু। বিণ।

অপলক—পলকহীন, নিমেষশূন্য, নির্নিমেষ। ন (নাই) পলক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অপলকা—ভঙ্গপ্রবণ, যাহা সহজেই ভাঙিয়া যায় এমন। অ (অতিশয়ার্থে)+পলকা। বাংপ্র। বিণ।

অপলপিত—যাহার অপলাপ করা হইয়াছে এরূপ, অস্বীকৃত; গোপিত। অপ—লপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপলাপ—অস্বীকার; গোপন; মিথ্যা-ভাষণ, ভাঁড়ানো, কোন কথা কহিয়া অথবা কোন কর্ম করিয়া শেষে তাহা অস্বীকার করা, অপহ্নব। অপ—লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অপলাপী (-লাপিন্)—মিথ্যাবাদী; সত্য-গোপনকারী। অপ—লপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লাপিনী**।

অপলাষিকা—তৃষ্ণা, পিপাসা। অপ—লষ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অপলিখন—চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলা। অপ—লিখ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপশঙ্ক—শঙ্কাহীন, নির্ভয়, নিশ্চিন্ত। অপগতা শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

অপশঙ্কা—১। অপকৃষ্ট শঙ্কা, দুঃশঙ্কা। অপকৃষ্টা শঙ্কা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। ভয়-রহিতা, শঙ্কাবিহীনা। অপশঙ্ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অপশদ, -সদ—১। নীচ ব্যক্তি, অধম পুরুষ। বি; পুং। ২। নীচ, অধম। অপ—শদ্; সদ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অপশব্দ—অপকৃষ্ট ভাষার শব্দ; অশ্লীল শব্দ; ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ; অপভ্রংশ। অপকৃষ্ট শব্দ, প্রাদি। বি; পুং।

অপশোক—১। দুঃখহীন, শোকরহিত। অপগত শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। অপগত শোক যাহা হইতে, বহু। বি, পুং।

অপশোকই, -শোসই—অনুতাপ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অপশ্রী—বিশ্রী; হতশ্রী। অপগত শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

অপশ্রুতি—ক্রমিক ধ্বনি পরিবর্তন-সংক্রান্ত ভাষাতত্ত্বের নিয়ম বিঃ, ablaut. বি; স্ত্রী।

অপষ্ঠ—অঙ্কুশের অগ্রভাগ। অপ—ষ্ঠন্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অপসব্য—১। দক্ষিণ ভাগ; বিপরীত দিক। অপগত হইয়াছে সব্য (বামভাগ) যাহাতে, বহু। বি; পুং। ২। প্রতিকূল; দক্ষিণ; বিপরীত। অপ—সু (পীড়া দেওয়া)+যৎ কর্তৃ। বিণ।

অপসর, -সরি—অপসরী (তাহা দ্রঃ)।

অপসর, -সরণ—স্থানান্তরে গমন, অপ-সর্পণ, সরিয়া যাওয়া, পলায়ন, অপক্রমণ, অপগম। অপ—সৃ+অপ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

অপসরী—অপ্সরা। <অপ্সরা। বি; স্ত্রী।

অপসর্জ(র্জ্জ)ন—দান, ত্যাগ, বিসর্জন; অপবর্গ, মুক্তি; বিনাশন, মারণ, হত্যা। অপ—সৃজ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপসর্প—১। গুপ্তচর; দূত। অপ—সৃপ্+অচ্ কর্তৃ। ২। পলায়ন। অপ—সৃপ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

অপসর্পক—গুপ্তচর, গোয়েন্দা; সংবাদ-বাহক, দূত। অপ—সৃপ্+ণক কর্তৃ; অথবা, অপসর্প+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অপসর্পণ—প্রস্থান; অপসরণ, পলায়ন। অপ—সৃপ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-সর্পিত**।

অপসার—১। বহির্গমন-দ্বার, নির্গমপথ, দুর্গাদির বহির্গমনপথ। অপ—সৃ+ঘঞ্ করণ। ২। পলায়ন, তিরোধান, অপসরণ। অপ—সৃ+ঘঞ্ ভাব। ৩। অপসারণ, দূরীকরণ। অপ—সৃ+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অপসারণ—স্থানান্তরকরণ, চালানো, সরানো; বহিষ্করণ, দূরীকরণ, নিষ্কাশন। অপ—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপসারা—দূর করা; সরানো। কপ্র। ক্রি।

অপসারিত—দূরীকৃত, বহিষ্কৃত; তাড়িত, চালিত; উন্মুক্ত, খোলা; বিতাড়িত। অপ—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপসারী—(পদার্থ-বিদ্যা) দূরে গমনশীল, যাহা ক্রমে দূরে সরিয়া যায় এমন, divergent. অপ—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অপসিদ্ধান্ত—কুসিদ্ধান্ত; ভ্রান্ত ধারণা। অপ (বিপরীত) সিদ্ধান্ত, প্রাদি। বি।

অপসীমক—সীমার বিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ। পরি। বিণ।

অপসূর—(জ্যোতিষ) সূর্য হইতে কোন গ্রহ-কক্ষের সর্বদূরবর্তী বিন্দু, aphelion. বি।

অপসৃত—দূরে প্রস্থিত, অপগত, চলিত; পলায়িত। অপ—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-সৃতি, -সরণ**।

অপস্থান—অক্ষ দ্রুপ প্রঃ রথাঙ্গ; গুহ্যদেশ, anus; মল, পুরীষ, foeces. অপ—কৃ+অপ্ কর্ম (স-আগম)। বি; পুং।

অপস্নান—মৃত্যুর পর শবের স্নান; অশৌচান্তে স্নান। অপ—স্না+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-স্নাত**।

অপস্মার—মূর্ছারোগ, মৃগীরোগ, epilepsy; ভূতাদির আবেশ হেতু বিহ্বলতা। অপগত হয় স্মার (স্মরণ) যাহা দ্বারা, বহু। বি; পুং।

অপহত—নিহত, বিনষ্ট; সাংঘাতিকভাবে আহত। অপ—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-হতি, -ঘাত**।

অপহতা—১। বিনষ্টা; নিহতা। অপহত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যাহাদের মৃত্যুর পর পিণ্ডদান করিবার কেহ নাই এমন; অনাথ, অসহায়; হতভাগা। গ্রাম্য। বিণ।

অপহতি—বিনাশ; অপসারণ। অপ—হন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অপহরণ—চুরি; অন্যায়রূপে অন্যের বস্তু গ্রহণ, কাড়িয়া লওয়া; দত্তদ্রব্যের পুনর্গ্রহণ। অপ—হৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপহরা—চুরি করা। কপ্র। ক্রি।

অপহর্তা (-হর্তৃ), **-হর্ত্তা**—অপলাপকারী; যে অপহরণ করে, চোর। অপ—হৃ+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-হর্ত্রী**।

অপহসিত—১। অকারণ হাস্য, বিকৃত হাস্য; অশ্রু-উৎপাদক হাস্য; বিকট হাস্য। অপ—হস্+ক্ত ভাব। বি, স্ত্রী। ২। উপ-হসিত, উপহাসপ্রাপ্ত। অপ—হস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপহস্ত—১। যাহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। অপ (অর্থাৎ অপসারণার্থ) হস্ত যাহাতে (যে ব্যক্তিতে), বহু। ২। হস্তবহির্ভূত; অপহৃত। হস্ত হইতে অপগত, প্রাদি। বিণ।

অপহা (-হন্)—বিনাশক; উচ্ছেদকারক; হননকারী। অপ—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অপহার—অপসরণ ; অপহরণ, চুরি ; অপচয়, ক্ষতি ; দূরীকরণ ; সংগোপন ; অযথা অর্থব্যয়। অপ—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপহারক—অপহরণকারী, চোর ; ক্ষতি-কারক ; যে স্থানান্তরে লইয়া যায় এরূপ ব্যক্তি। অপ—হৃ+ণক কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-হারিকা**।

অপহারা—চুরি করা। কপ্র। ক্রি।

অপহারিত—যাহা হারাইয়া গিয়াছে এরূপ ; নাশিত, বিনাশিত, চোরিত, লুণ্ঠিত। অপ—হৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপহারী (-হারিন্)—হরণকারী, চোর ; অপহারক। অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

অপহাস—উপহাস ; অকারণ হাস্য, বৃথা হাস্য ; বিকৃত হাস্য, বিকট হাস্য। অপকৃষ্ট হাস, প্রাদি। বি ; পুং।

অপহৃত—যাহা চুরি করা হইয়াছে এমন, চোরিত ; অপচিত। অপ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপহ্নব—১। অপলাপ, অস্বীকার, জানিয়া গোপন করা, চৌর্য। অপ—হ্নু+অপ্ ভাব। ২। প্রেম ; স্নেহ ; ভালবাসা। অপ—হ্নু+অপ্ অপা। বি ; পুং।

অপহ্নুত—অস্বীকৃত ; গোপিত ; চোরিত। অপ—হ্নু+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপহ্নুতি—অপলাপ, অস্বীকার, জানিয়া গোপন করণ ; অর্থালংকার বিঃ [ইহাতে উপমেয়ের অপহ্নবপূর্বক উপমানেরই সত্যতা ব্যবস্থাপিত হয় :—

"নীল নভঃ নহে অই স্বচ্ছ জলরাশি ;
ও নহে নক্ষত্রপুঞ্জ, ফেন রহে ভাসি ;
ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত নাগরাজ ;
ও নহে কলঙ্ক, হরি করিছে বিরাজ।"

এখানে, আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্র এবং চন্দ্রের কলঙ্ককে গোপন করিয়া যথাক্রমে সমুদ্র, ফেন, সর্পরাজ এবং হরির আরোপ করা হইতেছে। অতএব, অপহ্নুতি অলংকার হইল]। অপ—হ্নু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপাংক্তেয়, অপাঙ্ক্তেয়—এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য, জাতিচ্যুত, একঘরে ; অতিপাপী, পতিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপাংনাথ, অপান্নাথ—সাগর ; বরুণ। অপাং (জলরাশির) নাথ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অপাংনিধি, অপান্নিধি, অপাংপতি—সমুদ্র ; বিষ্ণু। অপাং (জলরাশির) নিধি, পতি, অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অপাংপিত্ত, অপাম্পিত্ত—আপাং গাছ, চিত্রকবৃক্ষ ; অগ্নি। অপাং (জলরাশির) পিত্ত, অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অপাংশুলা—পতিব্রতা, সাধ্বী। নঞ্তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অপাক—১। পাকাভাব, অজীর্ণ রোগ, উদরাময় ; অপক্বাবস্থা। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। অজীর্ণ ; অপক্ব, কাঁচা। ন (হয় নাই) পাক যাহার, বহু। ৩। অশুচি, অপবিত্র। প্রা কপ্র। বিণ।

অপাকরণ—প্রকৃতির অন্যথাভাব ; বিকৃতকরণ ; নিরাকরণ, প্রশমন, নিবারণ ; অপসারণ ; দূরীকরণ ; পরিশোধ। অপ—আ—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপাকী—যিনি অন্ন পাক করিয়া খান না। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অপাকীর্ণ—পরিত্যক্ত ; দূরীকৃত। অপ—আ—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপাকৃত—নিরাকৃত ; প্রশমিত, নিবারিত ; অপসারিত ; দূরীকৃত ; তিরস্কৃত। অপ—আ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপাকৃতি—বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথাভাব ; নিবারণ, প্রশমন ; অপসারণ ; পরিশোধ। অপ—আ—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপাক্ষ—১। কুচক্ষু, কুৎসিতচক্ষুঃ। অপকৃষ্ট অর্থাৎ কুৎসিত অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত। ২। নেত্রহীন, লোচনশূন্য, অন্ধ। অপগত অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্। বিণ। স্ত্রী—**অপাক্ষী**। ৩। কুৎসিত ইন্দ্রিয়। অপকৃষ্ট অক্ষ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপাঙ্‌ক্তেয়—'অপাংক্তেয়' দ্রঃ।

অপাঙ্গ—১। চক্ষুর প্রান্তভাগ, চক্ষুর কোণ ; কটাক্ষ ; তিলক, কপালের ফোঁটা। অপ—অন্‌গ্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং। ২। অঙ্গ-হীন। অপগত হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**।

অপাঙ্গক—১। আপাংগাছ, অপামার্গ বৃক্ষ। বি ; পুং। ২। অঙ্গহীন। অপাঙ্গ+ক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গিকা**।

অপাঙ্গদর্শন, -দৃষ্টি—কটাক্ষপাত, আড়-চোখে চাওয়া। ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অপাচ্য—পরিপাকের অযোগ্য, যাহা জীর্ণ বা হজম হয় না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপাট—অগোছালো ভাব, বিশৃঙ্খলতা। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি।

অপাটব—অপটুতা ; আনাড়ির ভাব, জড়তা ; অসুস্থতা, রোগ ; বিশ্রী বা লজ্জা-জনক অবস্থা, awkwardness. নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অপাঠ্য—পাঠের অযোগ্য, যাহা পাঠ করা যাইতে পারে না বা পাঠ করা উচিত নহে এরূপ ; অত্যন্ত অশ্লীল। নঞ্তৎ। বিণ।

অপাত্র—কুপাত্র, অসৎপাত্র, খারাপ বর ; (দানাদির) অযোগ্য পাত্র। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অপাত্রন্যস্ত অপাত্রে স্থাপিত, অযোগ্য ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত। ৭মীতৎ। বিণ। বি, **-ন্যাস**।

অপাত্রস্থ—অযোগ্য পাত্রে অর্পিত ; অযোগ্য পাত্রে রক্ষিত। উপতৎ ; অপাত্র—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অপাত্রীকরণ—নয় প্রকার পাপমধ্যে পাপ-বিঃ [ইহা চারি প্রকার : নিন্দিত ব্যক্তি-দিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের ধনগ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা ও অসত্যভাষণ]। অপাত্র+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=অপাত্রী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-কৃত**।

অপাদ—পাদশূন্য ; চরণবিহীন। ন (নাই) পাদ যাহার, বহু। বিণ।

অপাদপ—তরুহীন, বৃক্ষশূন্য। ন (নাই) পাদপ (বৃক্ষ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অপাদান—১। অপকৃষ্ট দান ; অপকৃষ্ট গ্রহণ। অপ—আ—দা+অনট্ ভাব। ২। (ব্যাকরণ) বাচ্য বা কারক বিঃ (যাহাতে ৫মী বিভক্তি হয়) ; যাহা হইতে কিছু হয়। অপ—আ—দা+অনট্ অপা। বি ; ক্লী।

অপান—১। অধোগামী বায়ু, গুহ্যদেশে স্থিত বায়ু, বাতকর্ম। অপ—অন্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। মলদ্বার, গুহ্যদ্বার। অপান+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; ক্লী।

অপাপ—১। পাপের অভাব। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। পাপহীন, কলুষশূন্য। ন (নাই) পাপ যাহার, বহু। বিণ।

অপাপবিদ্ধ—পাপস্পর্শহীন, পবিত্র, নির্মল। পাপ দ্বারা বিদ্ধ, ৩য়াতৎ=পাপবিদ্ধ ; ন পাপবিদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ।

অপাপী (-পিন্)—নিষ্পাপ, পাপহীন ; নির-পরাধ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

অপাবরণ—১। আচ্ছাদন ; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি ; উদ্‌ঘাটন, খোলা। অপ—আ—বৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। আবরণশূন্য ; উন্মুক্ত ; প্রকাশিত। অপ (অপগত) আবরণ যাহার, বহু। বিণ।

অপাবর্ত(র্ত্ত)ন—প্রত্যাবর্তন ; ভূমিলুণ্ঠন, মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া। অপ—আ—বৃৎ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপাবৃত—অনাচ্ছাদিত, প্রকাশিত, উদ্‌ঘা-টিত ; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ; অপ্রতিবদ্ধ ; স্বতন্ত্র, স্বাধীন ; তিরোহিত ; অবরুদ্ধ। অপ—আ—বৃ+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

অপাবৃত্ত—ভূমিলুণ্ঠিত, যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এরূপ ; প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত, যে ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ। অপ—আ—বৃৎ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপাবৃত্তি—প্রত্যাবর্তন, অপাবর্তন। অপ—আ—বৃৎ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপামার্গ—আপাং গাছ। অপ—আ—মৃজ্ + ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

অপাম্পতি—বিষ্ণু ; সমুদ্র। অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ (অপাম্—জলের)। বি ; পুং।

অপায়—বিশ্লেষ, বিয়োগ ; হানি, ক্ষতি ; মৃত্যু ; অমঙ্গল ; স্থানভ্রংশ, চলন ; অতিক্রম ; অন্তগমন ; বিনাশ ; প্রতিবন্ধক ; পলায়ন ; ন্যূনতা ; বিপদ্ ; দুঃখ। অপ—ই + অচ্ বা অয়্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপায়ন—১। উপায়। অপ—অয়্ বা ই + অনট্ করণ। ২। পলায়ন। অপ—অয়্ বা ই + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপায়ী (-য়িন্)—নাশযুক্ত, নাশশীল ; অপগমনশীল। অপায় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অপার—১। পারহীন, অকূল ; অসীম, অশেষ ; অগাধ ; দূরপার ; যাহা সহজে পার হওয়া যায় না এরূপ, দুস্তর ; অধিক। ন (নাই) পার যাহার, বহু। ২। শাসনের বহির্ভূত ; যাহার সঙ্গে পারা যায় না এমন, যাহাকে আঁটিয়া উঠা যায় না এমন। বাংপ্র। বিণ। ৩। নদী প্রঃর অপর তীর। অনধিগত পার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অপারক—যে পারক নয় এরূপ, অশক্ত, অক্ষম। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

অপারগ—অপারদর্শী, অনিপুণ ; অক্ষম, অসমর্থ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপারেটর, -রেটার—যন্ত্রচালক ; টেলিফোনের নম্বর সংযোগকারী, টেলিফোন-যন্ত্রের একজনের তার তাহার নির্দেশক্রমে অন্যের সহিত যে যোগ করিয়া দেয়। <ইং 'operator'. বি।

অপার্থ—১। ব্যর্থ, বিফল, নিষ্ফল ; অর্থ-হীন, অসম্বদ্ধ ; অকর্মণ্য। অপগত অর্থ যাহা হইতে, বহু। ২। পার্থহীন ('— ভুবন')। ন (নাই) পার্থ (অর্জুন) যাহাতে, বহু। বিণ।

অপার্থিব—অলৌকিক, যাহা জড়জগৎ-সম্বন্ধীয় নহে এরূপ, দিব্য, স্বর্গীয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

অপার্য(র্য্য)মাণ—যাহা পারা যাইতেছে না এমন, অসাধ্য, অশক্য ; অপোহনীয়। ন—পৃ + ণিচ্ (—পারি) + শানচ্ কর্ম। বিণ।

অপার্য(র্য্য)মাণে—নাপারত পক্ষে, অসমর্থ পক্ষে, নেহাত না পারিলে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অপালন—পালন না করা, অরক্ষণ ; অতিক্রম। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপাশ্রয়—১। শামিয়ানা, চাঁদোয়া। অপ—আ—শ্রি + অচ্ করণ। ২। অভ্যন্তর, মধ্য। অপ—আ—শ্রি + অচ্ অধি। বি ; পুং। ৩। নিরাশ্রয়। অপগত আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

অপাসঙ্গ—তূণ ; শরাসন, যাহা বীরের পৃষ্ঠদেশে ঝুলানো থাকে। অপ—আ—সন্জ্ + ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

অপাসন—বর্জন, ত্যাগকরণ ; নাশন, মারণ, বধ ; অপক্ষেপণ, দূরীকরণ। অপ—অস্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপাসু—মৃত, প্রাণহীন। অপগত অসু যাহার, বহু। বিণ।

অপাস্ত—১। অপগত, নিরস্ত। অপ—অস্ + ক্ত কর্তৃ। ২। নিক্ষিপ্ত, দূরীকৃত ; খণ্ডিত ; অবধারিত। অপ—অস্ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অপাহরণ—আকর্ষণ ; বলে গ্রহণ ; দূরী-করণ, অপনোদন। অপ—আ—হৃ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-হৃত**।

অপি—সম্ভাবনা ; নিশ্চয়, অবধারণ ; সংশয়, সন্দেহ ; সমুচ্চয় ; নিন্দা ; অনুসন্ধান, প্রশ্ন ; শঙ্কা ; কামচারানুজ্ঞা ; অপর ; অন্বয়-যুক্তপদার্থ ; পুনঃ ; পাদপূরণ। নঞ্—পি + ক্বিপ্ কর্তৃ। অ ; উপসর্গ।

অপিগীর্ণ—কথিত ; স্তুত ; বর্ণিত। অপি—গৄ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অপিচ—আরও, অপরঞ্চ, কিঞ্চ। অ।

অপিচ্ছল, -চ্ছিল—পিচ্ছিলতাশূন্য, যাহা পিছল নহে এরূপ ; পরিষ্কার। নঞ্তৎ। বিণ।

অপিছল—যাহা পিছল বা হড়কানো নহে এরূপ। <অপিচ্ছল। বিণ।

অপিতু—কিন্তু, যদি। সংস্কৃত অ।

অপিতৃক—পিতৃশূন্য। ন (নাই) পিতা যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ।

অপিধান—আবরণ ; তিরোধান। অপি—ধা + অনট্ ভাব। বি, স্ত্রী। বিণ, **-হিত**।

অপিনদ্ধ—পরিহিত ; আচ্ছাদিত ; ধৃত। অপি—নহ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অপিনিহিতি—(ব্যাকরণ) শব্দমধ্যে পরবর্তী ই-কার বা উ-কারের পূর্বে উচ্চারণ (যেমন,— 'রাখিয়া'-স্থানে 'রাইখ্যা'), epenthesis অপি—নি—ধা + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপিশুন—খলতাহীন, সরলচিত্ত ; ধার্মিক। নঞ্তৎ। বিণ।

অপীত—১। পীতভিন্ন অন্তবর্ণযুক্ত ; যে পান করে নাই এরূপ ; যাহা পান করা হয় নাই এরূপ। বিণ। ২। পীতভিন্ন অন্য বর্ণ, হলদে ছাড়া অন্য রং। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অপুংজনি—(জীববিদ্যা) পুংকেশর বা পুংবীর্য ইঃ ছাড়া শুধু স্ত্রীজাতি হইতে উৎপত্তি, parthenogenesis. ন (নাই) পুং (পুরুষ) যাহাতে, বহু—অপুং ; সেরূপ জনি (জন্ম), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অপুচ্ছ—পুচ্ছশূন্য, লাঙ্গুলরহিত ; অগ্রভাগ-শূন্য। ন (নাই) পুচ্ছ যাহার, বহু। বিণ।

অপুচ্ছা—১। শিংশপাবৃক্ষ, শিশুগাছ। বি ; স্ত্রী। ২। পুচ্ছরহিতা। অপুচ্ছ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপুচ্ছাঙ্কুর—যাহাদের মস্তক বৃহৎ, মুখ-গহ্বর প্রশস্ত, পুচ্ছ নাই, পশ্চাৎ পদ অপেক্ষা সম্মুখ পদ অতি খর্ব এবং লম্ফপ্রদানের বিশেষ উপযুক্ত এরূপ ; যেমন,—মণ্ডুকাদি প্রাণী, anura. ন (নাই) পুচ্ছাঙ্কুর (লেজের চিহ্নমাত্র) যাহাদের, বহু। বি ; পুং।

অপুচ্ছী (-চ্ছিন্)—লেজহীন ; পুচ্ছহীন উভচর প্রাণী, anura. নঞ্তৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-চ্ছিনী**।

অপুণ্য—১। পুণ্যাভাব, পাপ। বি ; স্ত্রী। ২। অপবিত্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অপুত্র(ত্র)—১। যাহার পুত্র জন্মে নাই এরূপ, পুত্রহীন, নিঃসন্তান। ন (নাই) পুত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। অপ্রশস্ত পুত্র, কুপুত্র। ন (অপ্রশস্ত) পুত্র, নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অপুত্র(ত্র)ক—পুত্রশূন্য। ন (নাই) পুত্র যাহার, বহু (বিকল্পে ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রিকা**।

অপুনরাবৃত্তি—১। অপুনরাগমন। নঞ্-তৎ। ২। নির্বাণমুক্তি, পুনর্জন্মাভাব, পুনর্বার আবৃত্তি না করা। ন (নাই) পুনরাবৃত্তি যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

অপুনর্ভব—১। কৈবল্য, মোক্ষ, নির্বাণমুক্তি, পুনর্জন্ম না হওয়া। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। পুনর্জন্মশূন্য। ন (নাই) পুনর্ভব যাহার, বহু। বিণ।

অপুরোদন্তী (-দন্তিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) যে সকল প্রাণীর মুখে সম্মুখদন্ত ও তৎপার্শ্বস্থ ছেদন-দন্ত নাই সেই সকল প্রাণী (পিপীলিকাভুক্, বজ্রকীট প্রঃ), edentate. নঞ্তৎ। বি, পুং। স্ত্রী, **-দন্তিনী**।

অপুষ্ট—অপরিণত, অপরিপক্ব ; কৃশ, দুর্বল। নঞ্তৎ। বিণ।

অপুষ্প, -পুষ্পক—পুষ্পরহিত, কুসুমশূন্য, যে সকল গাছের ফুল হয় না, cryptogams. ন (নাই) পুষ্প যাহার, বহু, পক্ষে + কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্পা, -ষ্পিকা**।

অপুষ্পফলদ, -ফলপ্রদ—১। পুষ্পব্যতীত ফল উৎপাদনকারী ('— বৃক্ষ')। বিণ। ২। পুষ্প ব্যতীত যে বৃক্ষের ফল জন্মে ; বনস্পতি ; কাঁটাল গাছ। অপুষ্প অথচ ফলদ, ফলপ্রদ, কর্মধা। বি ; পুং।

অপুষ্টি—কুপোষ্য ('অপুষ্টি অনেক, খয়তে কুলায় না')। বাংপ্র। বি।

অপূত—অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, অশুচি। নঞ্-তৎ। বিণ।

অপূপ—পিষ্টক, পিঠা, রুটি। নঞ্—পূয়্ + প কর্ম। বি ; পুং।

অপূপাষ্টকা—পৌষের কৃষ্ণাষ্টমীতে করণীয় শ্রাদ্ধ বিঃ। অপূপসাধ্যা অষ্টকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অপূপ্য—গোধূমচূর্ণ, আটা, ময়দা। অপূপ +যৎ যোগ্যার্থে। বি ; পুং।

অপূরণ—১। পূর্ণ না করণ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অসম্পূর্ণ। <অপূর্ণ। বিণ।

অপূর্ণ—অসম্পূর্ণ ; অসাধিত ; অতৃপ্ত ('— কামনা') ; অপুষ্ট ; ভগ্নাংশ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপূর্ব(র্ব্ব)—১। যাহা পূর্বে হয় নাই এরূপ, অভূতপূর্ব, আশ্চর্য ; চমৎকার, উৎকৃষ্ট। ন (অর্থাৎ ছিল না) পূর্বে যাহা, সুপ্। বিণ। ২। অদৃষ্ট ; পরমাত্মা। ন (নাই) পূর্ব যাহার, বহু। বি ; পুং।

অপৃক্ত—অসংপৃক্ত, আলগা ; পৃথক ; একটি মাত্র বর্ণবিশিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপৃষ্ট—অজিজ্ঞাসিত, অকথিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপৃষ্ঠবংশী (-বংশিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) অপঞ্জরী, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, invertebrate. নঞ্‌তৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

অপেক্ষক—১। অপেক্ষাকারক, প্রতীক্ষাকারী, নির্ভরশীল ; অভিলাষী। অপ—ঈক্ষ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষিকা**। ২। (গণিত) যে সংখ্যা বা রাশি অপরের সহিত এরূপ সম্বন্ধযুক্ত যে একটির পরিবর্তনে অপরটির তদনুযায়ী পরিবর্তন হয়, function. বি।

অপেক্ষণ—প্রতীক্ষা, কাহারও আশায় অবস্থান করণ, অপেক্ষা ; পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ। অপ—ঈক্ষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপেক্ষণীয়—প্রতীক্ষণীয় ; অভিলষণীয় ; প্রতিপাল্য, যাহা শেষ হয় নাই, বাকী। অপ —ঈক্ষ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

অপেক্ষবাদ—অপেক্ষাবাদ (তাহা দ্রঃ)।

অপেক্ষমাণ—প্রতীক্ষাকারী। অপ—ঈক্ষ্ +শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অপেক্ষা—১। প্রতীক্ষা, প্রত্যাশায় থাকা, মুখ চাহিয়া থাকা ; সবুর, বিলম্ব ; তুলনা ; অনুরোধ ; প্রযত্ন ; প্রয়োজন ; অভিলাষ ; খাতির ; পর্যালোচন, সম্যক্ দর্শন ; বিচার-বিবেচনা ; কার্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ, উৎকর্ষবোধক বা অপকর্ষবোধক সম্বন্ধ ; সম্বন্ধ। অপ —ঈক্ষ্ + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। হইতে, চেয়ে, থেকে। বাংপ্র। অ।

অপেক্ষাকৃত—১। তুলনাকৃত, পূর্বের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ; সাধারণতঃ যাহা হয় তাহার তুলনায়। বিশেষণীয় বিণ। ২। পর্যবেক্ষণ দ্বারা সম্পাদিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অপেক্ষাবাদ—জগতের কিছুই নিরপেক্ষ নহে, সব কিছুই স্থানকালাদির সাপেক্ষ—জার্মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই মতবাদ, theory of relativity. অপেক্ষাবিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অপেক্ষিত—প্রতীক্ষিত, যাহার অপেক্ষা করা যাইতেছে এরূপ, প্রত্যাশিত ; অনুরুদ্ধ ; আকাঙ্ক্ষিত ; পর্যালোচিত ; পর্যবেক্ষিত ; দৃষ্ট ; পরস্পর সম্বদ্ধ ; জিজ্ঞাসিত, আদৃত। অপ—ঈক্ষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অপেক্ষিতব্য, অপেক্ষ্য—'অপেক্ষণীয়' (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ্ + তব্য, যৎ কর্ম। বিণ।

অপেক্ষী (-ক্ষিন্)—নির্ভরশীল, অপেক্ষাকারী। অপ—ঈক্ষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষিণী** (মুখাপেক্ষী)।

অপেক্ষ্যসূচী—যে তালিকা শেষ হয় নাই, পরবর্তী কালের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, pending list. নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপেত—প্রস্থিত ; নির্গত ; ত্যক্ত, বর্জিত ; প্রনষ্ট ; আবরণহীন। অপ—ই + ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

অপেতরাক্ষসী—তুলসী গাছ। অপেতা (অপগতা) রাক্ষসী (রাক্ষসপ্রকৃতি) যাহা হইতে, বহু + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অপেয়—১। পানাযোগ্য, যাহা পান করা উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। ২। পরিহর্তব্য, ত্যক্তব্য, ত্যাগ করিবার যোগ্য। অপ—ই + যৎ কর্ম। বিণ।

অপেরণ—(জ্যোতিষ) দর্শকের চক্ষুতে গ্রহাদির স্থান-ভ্রংশ, aberration. অপ —ঈর্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপেশল—অদক্ষ, অনিপুণ ; অকোমল ; কঠোর ; কঠিন। ন পেশল (দক্ষ, কোমল), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপৈতক—যাহার পৈতা হয় নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

অপৈশুন্য—খলতার অভাব ; সাধুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অপোগণ্ড—শিশু ; অ প্রা প্ত ব্য ব য় স্ক ; নাবালক ; যাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই এরূপ ; বিকলাঙ্গ ; ভয়শীল, ভীরু ; বলিযুক্ত। অপ—গম্ + ড সংজ্ঞার্থে কর্তৃ (অপ শব্দের অ-কার স্থানে ও-কার)। বিণ।

অপোড়, -পোড়া—অদগ্ধ, যাহা পুড়ে নাই এমন, কাঁচা ; অর্ধদগ্ধ, আধপোড়া। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অপোদিকা—পুঁইশাক। বি ; স্ত্রী।

অপোষ্য—যাহাকে পোষণ করা চলে না এরূপ, পোষণের অনুপযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপোহ—তর্ক ; নিরসন, যুক্তিদ্বারা খণ্ডন ; অপনোদন। অপ—উহ্ + ঘঞ্ করণ বা ভাব। বি ; পুং।

অপোহিত—অপনোদিত, নিরস্ত ; তর্কিত। অপ—উহ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অপৌরুষ—১। পৌরুষহীনতা, কাপুরুষতা ; অগৌরব। ন পৌরুষ (পুরুষত্ব), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। পৌরুষহীন, বিক্রমশূন্য। ন (নাই) পৌরুষ যাহার, বহু। ৩। অমনুষ্যকৃত, যাহা মানুষের করা নয় এমন। ন পৌরুষ (মনুষ্যকৃত), নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রুষী**।

অপৌরুষেয়—যাহা পুরুষক্ষমতায় কৃত বা রচিত নহে এরূপ, যাহা মানবের কৃত নয় এমন, অমানুষিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ষেয়ী**।

অপ্‌চ—অপচয়, নষ্ট। <অপচয়। বি।

অপ্যয়—তিরোধান, অপগমন। অপি—ই +অচ্ ভাব। বি ; পুং।

অপ্রকট—১। অপ্রকাশ ; অব্যক্ত, অপ্রত্যক্ষ ; পরলোকগত। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অন্তর্ধান বা অন্তর্হিত। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অপ্রকম্প—স্থির, নিশ্চল, অটল, দৃঢ় ; অনুত্তর। ন (নাই) প্রকম্প (বিচলন) যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রকর্ষিত—অনতিক্রান্ত। ন (অ)—প্র—কর্ষি + ক্ত কর্ম। বিণ।

অপ্রকাণ্ড—১। অবৃহৎ, অবিশাল। ন প্রকাণ্ড (বিশাল), নঞ্‌তৎ। ২। কাণ্ডশূন্য, গুঁড়িরহিত। বিণ। ৩। কাণ্ডরহিতবৃক্ষ ; ঝিন্টীগাছ ; গুল্ম, ঝোপ। ন (নাই) প্রকাণ্ড (গাছের গুঁড়ি) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অপ্রকাশ—১। অনুদয়, প্রকাশাভাব ; অগোচরে অবস্থিতি ; গোপন। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অব্যক্ত, যাহার প্রকাশ হয় নাই এরূপ, গুপ্ত। ন (নাই) প্রকাশ যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রকাশিত—অব্যক্ত, গুপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রকাশ্য—প্রকাশের অযোগ্য, গোপনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রকৃত—অযথার্থ, কল্পিত, অবাস্তব, মিথ্যা। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অপ্রকৃত ভগ্নাংশ** —(গণিত) যে ভগ্নাংশ একের কম নহে, improper fraction. যেমন,— $\frac{৩}{২}$ বা $\frac{৫}{২}$।

অপ্রকৃতিস্থ—বিকারাপন্ন, রুগ্ণ ; বিকৃত, বিকল, যাহার মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রকৃষ্ট—অনুত্তম, অধম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রখর—অতীক্ষ্ণ ; মৃদু। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রগল্‌ভ—অনুদ্ধত ; বিনীত ; সরল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রগুণ—ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত। ন (নাই) প্রগুণ যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রচলন—অচলন, চালু না থাকা বা না হওয়া। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপ্রচলিত—অপ্রবর্তিত; অব্যবহৃত, যাহা জনসমাজে চলে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রচার—প্রচার না থাকা, অপ্রকাশ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রচারিত—যাহার প্রচার হয় নাই এমন; অপ্রকাশিত; অপ্রচলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রচুর-অল্পপরিমাণ, সামান্য, কম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রজ—অপ্রজাঃ (তাহা দ্রঃ)। ন (নাই) প্রজা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অপ্রজাঃ (-প্রজস্), **-প্রজা**—বন্ধ্যা; পুত্রশূন্য, নির্বংশ, সন্ততিহীন; প্রজাশূন্য, অধিবাসিহীন। ন (নাই) প্রজা যাহার বা যাহাতে, বহু (সমাসান্ত অসিচ্)। বিণ। [নঞ্ পূর্বে থাকিলে, বহুব্রীহি সমাসে প্রজা-শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয় হয় বলিয়া অ-কারান্ত অপ্রজ শব্দ শিষ্ট নহে।]

অপ্রজ্ঞ—অবিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ। ন (নাই) প্রজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রণয়—অপ্রীতি, অসদ্ভাব, ভালবাসার অভাব; বিরোধ, কলহ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রণয়ী (-য়িন্)—অপ্রেমিক, প্রীতিশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অপ্রণালী—অনিয়ম; শৃঙ্খলাহীনতা, বিশৃঙ্খলা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রণিধান—১। অমনোযোগ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অমনোযোগী। ন (নাই) প্রণিধান যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রণিহিত—অনবহিত, মনোযোগশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রণীত—অপবিত্র, কলুষিত, অবিহিত; অনিবেশিত; অরচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতর্ক্য—তর্কের অযোগ্য, অচিন্ত্য, অনমু-মেয়, বুদ্ধিবহির্ভূত; যাহা বিচার বা অনুমান দ্বারা স্থির করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিকরণীয়—অপ্রতিকার্য (তাহা দ্রঃ)।

অপ্রতি(তী)কার—অপ্রতিবিধান, অদূরী-করণ; অপ্রতিশোধ; অনিবারণ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রতি(তী)কার্য(র্য্য) — অপ্রতিবিধেয়; অচিকিৎসনীয়; অনিবার্য; অপ্রতিশোধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিকূল—অবিরোধী, অপ্রতিপক্ষ; অনুকূল, সপক্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিগ্রহ, -গ্রহণ—দান গ্রহণ না করা, দত্তবস্তু প্রত্যাখ্যান করা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

অপ্রতিজ্ঞ—অব্যবস্থিতচিত্ত, কোনও বিষয়ে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে এরূপ। ন (নাই) প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব—প্রতিদ্বন্দ্বরহিত, শত্রুতাহীন, প্রতিযোগিতাহীন। ন (নাই) প্রতিদ্বন্দ্ব যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী (-দ্বন্দ্বিন্)—১। প্রতিপক্ষহীন, শত্রুরহিত; অদ্বিতীয়; একমাত্র। ন (নাই) প্রতিদ্বন্দ্বী (প্রতিপক্ষ) যাহার, বহু। ২। অবিপক্ষ, অশত্রু, সপক্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বন্দ্বিনী**। বি, **-দ্বন্দ্বিতা**।

অপ্রতিপক্ষ—১। বিপক্ষহীন। ন (নাই) প্রতিপক্ষ যাহার, বহু। বিণ। ২। অবিপক্ষ, সপক্ষ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অপ্রতিপত্তি—অসম্পাদন; প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞানাভাব; অযশঃ; অপ্রমাণ। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপ্রতিপন্ন—অপ্রমাণিত; অসম্পাদিত; অখ্যাত; অজ্ঞাত; অনিশ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিপাদিত—অনবধারিত; অজ্ঞাত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবদ্ধ—অব্যাহত, অপ্রতিহত; শর্ত-বিহীন, unconditional. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবদ্ধ দায়—(মিতাক্ষরা মতে) যে দায় অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি জন্মমাত্রে জাতকে অর্সায়, unobstructed inheritance.

অপ্রতিবন্ধ—১। প্রতিবন্ধকহীনতা, বাধা-শূন্যতা, অপ্রতিঘাত। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। প্রতিবন্ধকশূন্য, অবাধ; অপ্রতিহত। ন (নাই) প্রতিবন্ধ যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিবন্ধক—অবিঘ্নকারক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবিধান—প্রতিবিধানের অভাব, অপ্রতিকার। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিবিধিৎসা—প্রতিবিধানে অনিচ্ছা; প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিবিধেয়—প্রতিকারের অযোগ্য, অপ্রতিকার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবিহিত—যাহার প্রতিবিধান করা হয় নাই এরূপ; অকৃতপ্রতিশোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবীর্য(র্য্য)—অজেয়, যাহাকে জয় করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিভ—প্রতিভাশূন্য; হতবুদ্ধি, অপ্রস্তুত; দীপ্তিহীন; অপ্রত্যুৎপন্নমতি; অপ্রগল্ভ। ন (নাই) প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিভাত—অপ্রতীত; অপ্রকাশিত; অ-জ্ঞানগোচর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিম—তুলনাহীন, অনুপম। ন (নাই) প্রতিমা (সাদৃশ্য) যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিযোগী (-যোগিন্)—১। যাহার শত্রু নাই এমন, প্রতিপক্ষহীন; অতুল। ন (নাই) প্রতিযোগী যাহার, বহু। ২। যে প্রতিযোগী নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

অপ্রতিরথ—১। অতুল্য যোদ্ধা। বি; পুং। ২। প্রতিযোদ্ধহীন, যাহার সমান যোদ্ধা আর নাই এমন; অতুল্য। ন (নাই) প্রতিরথ যাহার, বহু। বিণ। ৩। সামবেদোক্ত প্রাস্থানিক মন্ত্র; যুদ্ধোদ্দেশ্যে গমন; যুদ্ধার্থ যান; যুদ্ধ সময়ে যাত্রাকৃত মঙ্গল। ন (নাই, অর্থাৎ থাকে না) প্রতিরথ যাহা দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিরুদ্ধ—অনিরুদ্ধ; অবাধিত; অ-নিবারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিরূপ—সদৃশহীন, সমকক্ষবিহীন। ন (নাই) প্রতিরূপ (সদৃশ) যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিরোধ—প্রতিরোধের অভাব; বাধা-হীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিরোধ্য—যাহা প্রতিরোধ করা যায় না এমন; যাহা প্রতিরোধের যোগ্য নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিশ্রুত—যে প্রতিশ্রুতিদ্বারা আবদ্ধ নহে এরূপ; অস্বীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষিদ্ধ—অনিষিদ্ধ, অনিবারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষেধ—অনিষেধ, অনিবারণ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রতিষেধনীয়, -ষেধ্য—যাহা নিষেধ করা যায় না বা নিষেধ করা উচিত নয় এরূপ, অনিষেধনীয়, অনিবার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাহীন, যশোহীন; যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এমন; স্থিতিরহিত; অদৃঢ়ভাবে স্থিত বা স্থাপিত, সহজেই বিচলিত বা রূপান্তরিত হইতে পারে এমন, unstable; অস্থায়ী; অনির্ণীত। ন (নাই) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠার অভাব; অখ্যাতি; অসম্মান; না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিষ্ঠিত—অস্থাপিত, স্থিতিহীন; যশো-হীন; অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট; অজ্ঞাত; অ-নিশ্চিত; অপবিত্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিসম—যাহার উভয় দিক্ সমান নহে এরূপ, asymmetric. নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-সাম্য**।

অপ্রতিসমাধেয়—যাহার সমাধান সম্ভব নহে এমন; অপ্রতিকার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিহত—অবাধ, অব্যাহত, অপ্রতিবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিহতপ্রভাবে—অবাধ ক্ষমতায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপে। অপ্রতিহত প্রভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অপ্রতীক—অবয়বহীন, শরীরহীন; অপ্রতি-রূপ। ন (নাই) প্রতীক যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতীকার—'অপ্রতিকার' দ্রঃ।

অপ্রতীকার্য(র্য্য)—'অপ্রতিকার্য' দ্রঃ।

অপ্রতীত—অজ্ঞাত; অ-জ্ঞানবান্; অবিদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতীতি—অবিশ্বাস, অপ্রত্যয়; জ্ঞানাভাব; অস্পষ্ট ভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতুল—১। প্রচুর পরিমাণাভাব; অনির্বৃতি; অভাব; অসংগতি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। প্রকৃষ্টপরিমাণরহিত, অল্পপরিমাণ, সামান্য। ন (নাই) প্রতুল (প্রকৃষ্ট পরিমাণ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অপ্রত্যক্ষ—১। জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, পরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। প্রত্যক্ষজ্ঞানাভাব। ন (নাই) প্রত্যক্ষ যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

অপ্রত্যক্ষবাদ—১। পরোক্ষবাদ, প্রত্যক্ষাতীত কিছু আছে ইহা স্বীকার করা। অপ্রত্যক্ষবিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। ২। পরোক্ষে কথা বলা, অগোচরে কথা বলা। অপ্রত্যক্ষ এমন বাদ (উক্তি), কর্মধা। বি; পুং।

অপ্রত্যক্ষবাদী (-দিন্)—প্রত্যক্ষাতীত-বিষয় স্বীকারকারী, অতীন্দ্রিয়বাদী, পরোক্ষে কথনকারী, গুপ্ত সংবাদদাতা। উপতৎ; অপ্রত্যক্ষ—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অপ্রত্যক্ষভাষী (-ষিন্)—যে আড়ালে থাকিয়া কথা বলে এমন, যে অগোচরে কথা বলে এমন, গুপ্তভাষী। উপতৎ; অপ্রত্যক্ষ—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

অপ্রত্যয়—১। প্রত্যয়াভাব, অবিশ্বাস; (ব্যাকরণ) যাহা প্রত্যয় নহে। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বিশ্বাসহীন, অবিশ্বাসী সংশয়িত, সন্দিগ্ধ। ন (নাই) প্রত্যয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অপ্রত্যয়ী (-য়িন্)—অবিশ্বাসী, সন্দিহান, প্রত্যয়হীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অপ্রত্যাখ্যান—ত্যাগ না করা; স্বীকার। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, **-খ্যাত**, **-খ্যেয়**।

অপ্রত্যাশা—অনাকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা না করা, প্রত্যাশাহীনতা; অনপেক্ষা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রত্যাশিত—অচিন্তিত, অভাবিত, যাহার প্রত্যাশা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রত্যাশী (-শিন্)—যে প্রত্যাশা করে না। নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

অপ্রথিত—অপ্রসিদ্ধ, অবিখ্যাত; অজ্ঞাত, অবিদিত; অপ্রকাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রদত্ত—যাহা দেওয়া হয় নাই এমন; অসমর্পিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রদীপ—প্রদীপের অভাব, আলোকশূন্যতা, অন্ধকার; নিষ্প্রদীপ, নৈশ-আক্রমণকারী শত্রুর লক্ষ্য নির্দিষ্টে বাধা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণ ভাবে আলোক নির্বাপণ, black-out. নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রধান—অনুৎকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, গৌণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রধৃষ্য—অপরাজেয়, অনতিক্রমনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রফুল্ল—অপ্রকাশিত, অবিকসিত; অপ্রসন্ন, গ্লানিযুক্ত, ম্লান, বিষণ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবর্ত(র্ত্ত)ক—অপ্রবৃত্তিজনক, যে কোন কার্যে প্রবৃত্তি জন্মায় না এরূপ; অপ্রয়োজক, অনিয়োগকারী; অনাবিষ্কর্তা, অনুদ্ভাবক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্তিকা**।

অপ্রবর্তি(র্ত্তি)ত—অনিযুক্ত, অনাবিষ্কৃত, অনুদ্ভাবিত, অনুত্তেজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবল—অধিকশক্তিশূন্য, দুর্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবাস—ভিন্নদেশে বাস না করা, নিজজন্মভূমিতে অবস্থান, আপন গৃহে বাস। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অপ্রবাসী (-সিন্)—প্রবাসী নহে এমন, নিজগৃহে অবস্থানকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অপ্রবীণ—প্রবীণতাহীন, অর্বাচীন, অবিজ্ঞ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবৃত্ত—কার্যে অনুদ্যুক্ত, প্রবৃত্তিশূন্য; নিশ্চেষ্ট, কার্যপরাঙ্মুখ; উৎসাহশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবৃত্তি—অরুচি, অনিচ্ছা; কার্যপরাঙ্মুখতা, অনুদ্যম, অনুৎসাহ, (বৈদ্যকশাস্ত্র) শরীরাভ্যন্তরস্থ মলাদির স্বাভাবিক গতিরোধ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রবেশ্য—প্রবেশের অযোগ্য, যাহাতে প্রবেশ করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অপ্রবেশ্য শিলা**—যে প্রস্তরের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না তাহা, impervious rock.

অপ্রভ—প্রভাহীন, দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল; হীন, নীচ। ন (নাই) প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রমত্ত—প্রমাদশূন্য; মনোযোগবিশিষ্ট, সাবধান, অবহিত, সতর্ক; ধীর; মাদকপ্রভাবমুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রমা—প্রমাজ্ঞানের অভাব, অনিশ্চয়জ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রমাণ—১। প্রমাণাভাব, প্রমাণ না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। প্রমাণরহিত, অপ্রামাণ্য; অগ্রাহ্য। ন (নাই) প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রমাদ—১। প্রমাদাভাব; অবধান। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। প্রমাদশূন্য, অপ্রমত্ত; অবহিত। ন (নাই) প্রমাদ যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রমাদী (-দিন্)—প্রমাদরহিত, অপ্রমত্ত; সতর্ক, সাবধান; ভ্রান্তিশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

অপ্রমিত—অপর্যাপ্ত, প্রচুর; অগণিত; অপ্রমাণিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রমেয়—১। অপরিমেয়, অপর্যাপ্ত; প্রচুর; অগণনীয়; অজ্ঞেয়; অক্ষেপ্য; প্রমাণের অতীত, যাহা প্রমাণ করা যায় না এমন। বিণ। ২। ব্রহ্ম। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অপ্রযত্ন—১। কার্যে উদাসীন, নিশ্চেষ্ট, অলস। ন (নাই) প্রযত্ন যাহার, বহু। বিণ। ২। নিশ্চেষ্টতা, ঔদাসীন্য, উপযুক্ত যত্নের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অপ্রয়াস—চেষ্টাহীনতা, নিরুদ্যম। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রযুক্ত—অনিয়োজিত, অপ্রেরিত; অব্যবহৃত; অনুপযুক্ত, অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রযুক্ততা—অব্যবহৃতত্ব; অনুপযুক্ততা; অসংগতি; (অলংকারশাস্ত্র) অব্যবহৃত কোন শব্দের প্রয়োগরূপ দোষ বিঃ [যেমন,—

"ঈশাক্ষের উর্ধ্বে হত যবে মার,
নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার।"

এখানে ঈশাক্ষ (শিবের চক্ষু), উর্ধ্ব (অগ্নি), মার (কামদেব), নাক (স্বর্গ), নির্জর (দেবতা) প্রঃ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অপ্রযুক্ততা দোষ ঘটিয়াছে]। অপ্রযুক্ত+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অপ্রয়োগ—প্রয়োগের অভাব; অব্যবহার, অপব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অপ্রয়োজন—প্রয়োজনাভাব, অনাবশ্যকতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রয়োজনীয়—অনাবশ্যক, যাহার কিছুমাত্র দরকার নাই এমন, অনর্থক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রলম্ব—১। বিলম্বের অভাব, শীঘ্রতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বিলম্বহীন, শীঘ্র। ন (নাই) বিলম্ব যাহাতে, বহু। বিণ।

অপ্রশংসনীয়—অশ্লাঘনীয়, নিন্দার্হ, সুখ্যাতির অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রশংসা—প্রশংসার অভাব, অসুখ্যাতি; অখ্যাতি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রশংসিত—অকীর্তিত, নিন্দিত; জঘন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রশস্ত—অপরিসর, সংকীর্ণ; অপকৃষ্ট, মন্দ; নিন্দিত; অবিহিত, নিষিদ্ধ; অযোগ্য অনুচিত; অশুভ; প্রতিকূল; অনুদার অবদান্য; অপ্রচলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রশুদ্ধ—অপরিশুদ্ধ, অপবিত্র। প্রকৃষ্টরূপে শুদ্ধ, প্রাদি—প্রশুদ্ধ; ন প্রশুদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রসক্ত—অনাসক্ত; প্রসঙ্গরহিত; ঢালিত

হইতে মুক্ত ; অসংবদ্ধ ; অসংলগ্ন ; অনভিনিবিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রসক্তি—বিমুক্তি ; কোনরূপ দায়িত্ব হইতে মুক্তি ; অনাক্রম্যতা, immunity. নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রসন্ন—বিরক্ত, অসন্তুষ্ট ; অপ্রফুল্ল ; ম্লান ; ক্ষুব্ধ, দুঃখিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রসন্নতা—বিরক্তি ; ক্ষোভ, দুঃখ ; ম্লানতা। অপ্রসন্ন + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অপ্রসাদ—বিরক্তি, অসন্তোষ। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অপ্রসিদ্ধ—অবিখ্যাত, নগণ্য ; যাহা কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই এরূপ ; ভিত্তিহীন, অমূলক ; অপ্রামাণিক ; কাল্পনিক, কপোলকল্পিত, অনিষ্পন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রসিদ্ধি—অবিখ্যাতি, অপ্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠাহীনতা ; প্রমাণাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রসূত—অনুৎপন্ন, যাহা প্রসব করা হয় নাই এরূপ ; অসৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রস্তুত—অকৃত ; অনুপস্থিত ; অনারব্ধ ; অসম্বদ্ধ ; অনিষ্পন্ন ; লজ্জিত, অপ্রতিভ, অপ্রকৃত ; অপ্রাকরণিক ; যাহা প্রসঙ্গ বা বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে এমন ; অপ্রশস্ত ; অপ্রসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রস্তুত-প্রশংসা—(অলংকারশাস্ত্র) অপ্রস্তুত বিষয় হইতে প্রস্তুত বিষয়ের জ্ঞানরূপ অর্থালংকার বিঃ, প্রস্তুত বিষয়ের অপহ্নব অর্থাৎ গোপন বা অনুল্লেখ করিয়া অপ্রস্তুত বিষয়ের কথন [যেমন,—

"ধূলি'পরে যদি কেহ পদাঘাত করে।
প্রতিশোধ দিতে উঠে মাথার উপরে॥
অপমান সহি যেই রহে নির্বিকার।
তার চেয়ে ধূলি ভাল, বৃথা জন্ম তার॥"

এখানে বক্তা অপ্রস্তুত বিষয় ধূলির প্রশংসা বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয় আপন পক্ষের অপকর্ষ বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং, অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হইল]। ন প্রস্তুত, নঞ্‌তৎ= অপ্রস্তুত ; তাহার প্রশংসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অপ্রহত—অতাড়িত, অনাহত ; অক্ষুণ্ণ ; অকৃষ্ট, খিল বা পতিত ('— জমি') ; লোকচলাচলহীন, অমর্দিত, যাহা পা দিয়া মাড়ানো হয় নাই এরূপ, untrodden. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রাকরণিক—অপ্রাস্তাবিক, অপ্রাসঙ্গিক, যাহার সহিত আলোচ্য বিষয়ের কোনরূপ সংস্রব নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অপ্রাকৃত—অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, কৃত্রিম ; অসাধারণ ; অসামান্য, অলোকসামান্য, প্রাকৃত বা মায়িক জগতের বহির্ভূত ; অপ্রাসঙ্গিক ; সংস্কৃত ; যাহা প্রকৃতির বা প্রজাদিগের নহে এমন, অপ্রজাসংক্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

অপ্রাচীন—অপুরানো, নবীন ; অবৃদ্ধ ; আধুনিক, যাহা পূর্বদেশীয় নহে এমন নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রাচুর্য—অল্পতা, অপর্যাপ্ততা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রাজ্ঞ—মূর্খ ; জ্ঞানশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রাণ—জীবনহীন, নির্জীব। ন (নাই) প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রাণী (-ণিন্)—জীবনরহিত, নির্জীব, অচেতন, অজীব, জড়পদার্থ। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-ণিনী**।

অপ্রাপণীয়—অপ্রাপ্য, যাহা পাওয়া যাইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্ত—যাহা পাওয়া যায় নাই এরূপ, অলব্ধ, অনধিগত ; যে পায় নাই এরূপ, যে প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্তকাল—১। যাহা উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অনবসরে বা অসময়ে উপস্থিত বা সংঘটিত ; অসাময়িক ; অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক ; অপ্রাপ্তব্যবহার ; অনাসন্নমৃত্যু, যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় নাই এরূপ। অপ্রাপ্ত কাল যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু ; অথবা, প্রাপ্ত হইয়াছে কাল যৎকর্তৃক, বহু =প্রাপ্তকাল ; ন প্রাপ্তকাল, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অনুপস্থিত সময়, অনবসর ; অনুপযুক্ত কাল। অপ্রাপ্ত এমন কাল, কর্মধা। বি ; পুং।

অপ্রাপ্তবয়স্ক—যে ব্যবহারকার্যের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, আঠার (বর্তমান আইনানুসারে একুশ) বৎসরের অনধিকবয়স্ক, নাবালক, minor. প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহু (ক-আগম)=প্রাপ্তবয়স্ক, ন প্রাপ্তবয়স্ক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্তবয়াঃ (-বয়স্) (>**-বয়া**)—অপ্রাপ্তবয়স্ক (তাহা দ্রঃ)।

অপ্রাপ্তব্যবহার—যে ব্যবহারযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক ; যে দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপযুক্ত বয়স পায় নাই এরূপ। অপ্রাপ্ত ব্যবহার (ঋণদানাদি অষ্টাদশ প্রকার ব্যাপার) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্তযৌবন—যৌবনসীমায় অনুপস্থিত, যে এখনও যৌবন লাভ করে নাই এরূপ ; অল্পবয়স্ক। অপ্রাপ্ত যৌবন যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্তলক্ষণ—অলব্ধলক্ষণ, অপ্রাপ্তচিহ্ন। অপ্রাপ্ত লক্ষণ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্তি—না পাওয়া ; অভাব, অসদ্ভাব, অসম্ভব ; অনুপপত্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রাপ্য—যাহা পাওয়া যায় না এরূপ ; যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় না এরূপ, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্যতা—দুর্লভতা, দুষ্প্রাপ্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রামাণিক, -প্রামাণ্য—যাহা প্রমাণসিদ্ধ নয় এরূপ, প্রমাণাসিদ্ধ, unauthentic ; হেয় ; বিশ্বাসাযোগ্য, অযৌক্তিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী, -ণ্যা**।

অপ্রাসঙ্গিক—আলোচ্য বিষয়-বহির্ভূত, অবান্তর, irrelevant. নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অপ্রিয়—অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক, বিরাগভাজন ; কর্কশ ; অশুভ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রিয়কারী (-কারিন্)—অপ্রীতিকর-কার্যকারী ; অনিষ্টকারী। ন প্রিয়কারী, নঞ্‌তৎ ; অথবা, অপ্রিয় করে যে, উপতৎ ; অপ্রিয়—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অপ্রিয়বাদ—কড়া কথা, কটু বাক্য, অপ্রীতিকর কথা। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্মধা। বি ; পুং।

অপ্রিয়বাদী (-বাদিন্)—রূঢ়ভাষী, কর্কশভাষী। ন প্রিয়বাদী, নঞ্‌তৎ ; অথবা, উপতৎ ; অপ্রিয়—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা**।

অপ্রিয়ভাব, -ভাষা—অপ্রীতিকর কথা, পরুষবাক্য, কর্কশ বাক্য, কটু কথা। অপ্রিয় এমন ভাব, ভাষা, কর্মধা। বি ; পুং, স্ত্রী।

অপ্রিয়ভাষী (-ভাষিন্)—অপ্রিয়বাদী। ন প্রিয়ভাষী, নঞ্‌তৎ ; অথবা, উপতৎ ; অপ্রিয়—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**। বি, **-ভাষিতা**।

অপ্রিয়ংবদ—দুর্মুখ। ন প্রিয়ংবদ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রিয়া—বিদ্বেষভাগিনী ; অপ্রীতিকরী। ন প্রিয়া, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অপ্রীত—অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট ; অতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রীতি—অপ্রণয়, বিরোধ, বিবাদ ; বিরক্তি, অসন্তোষ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রীতিকর—অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। ন প্রীতিকর, নঞ্‌তৎ ; অথবা, অপ্রীতি করে যে, উপতৎ ; অপ্রীতি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অপ্রীতিজনক—অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। ন প্রীতিজনক, নঞ্‌তৎ ; অথবা, অপ্রীতির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অপ্রীতিপাত্র, -ভাজন—অপ্রণয়াস্পদ ; বিরক্তির আধার, যাহাকে দেখিলে মনে অসন্তোষ হয়। অপ্রীতির পাত্র, ভাজন,

ভক্তীতৎ ; অথবা, ন প্রীতিপাত্র, প্রীতিভাজন, নঞ্‌তৎ । বি , স্ত্রী ।

অপ্রেক্ষণ—অদর্শন, না দেখা । নঞ্‌তৎ । বি ; স্ত্রী । বিণ, -**ক্ষণীয়, -ক্ষিত** ।

অপ্রেত—অপ্রয়াত, অমৃত, যে মরে নাই এরূপ ; যে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় নাই এমন । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অপ্রোক্ষণ—অসেচন ; যজ্ঞীয় পশুর হত্যা-সাধনে বিরত হওয়া । নঞ্‌তৎ । বি ; স্ত্রী ।

অপ্লুত—ধীর, অদ্রুত , বিলম্বিত । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অপ্সর—দেবযোনি বিঃ । <অপ্সরস্ । বি ।

অপ্সরা—সুরসুন্দরী, স্বর্গবেশ্যা । অপ্—সৃ + অচ্ কর্তৃ + আপ্ । বি , স্ত্রী ।

অপ্সরাঃ (অপ্সরস্)—স্বর্গবেশ্যা, সুরসুন্দরী [উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, সুকেশী, রুচিরা, ঘৃতাচী, সুমধ্যা, মিত্রকেশী, নাগদত্তা, হেমা, সুবাহু, বিশ্বাচী, পুঞ্জিকাস্থলা, অলম্বুষা, সোমা প্রঃ স্বর্গবেশ্যা প্রসিদ্ধ]। অপ—সৃ + অস্ কর্তৃ । বি ; স্ত্রী ।

অপ্সরী—স্বর্গবেশ্যা, স্বর্গের নর্তকী ; অতিশয় রূপবতী রমণী । <অপ্সরা । বি ; স্ত্রী ।

অপ্সরোনিন্দিত, -লাঞ্ছিত—অপ্সরা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট , অনিন্দ্যসুন্দরী । অপ্সরাঃ নিন্দিত, লাঞ্ছিত যৎ-কর্তৃক বহু । বিণ ।

অফল—১ । নিষ্ফল, বিফল । বিণ । ২ । ঝাউগাছ । ন (নাই) ফল যাহার, বহু । বি ; পুং ।

অফলদর্শী (-দর্শিন্)—ফললাভের আকাঙ্ক্ষাশূন্য ; নিষ্ফল, বৃথা । নঞ্‌তৎ । বিণ । স্ত্রী, -**দর্শিনী** ।

অফলদাতা (-তৃ)—যাহাতে ফল হয় না এমন । নঞ্‌তৎ । বিণ । স্ত্রী, -**দাত্রী** ।

অফলদায়ক—নিষ্ফল ; যাহাতে ফল হয় না এমন । নঞ্‌তৎ । বিণ । স্ত্রী, -**দায়িকা** ।

অফলদায়ী (-য়িন্)—অফলদায়ক । নঞ্‌তৎ । বিণ । স্ত্রী, -**দায়িনী** ।

অফলন্ত—ফলশূন্য, যাহা ফলে না বা ফল প্রসব করে না এমন । নঞ্‌তৎ । বাংপ্র । বিণ ।

অফলপ্রেপ্সু—ফলপ্রাপ্তিতে অনিচ্ছুক, নিষ্কাম । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অফলা—১ । ভুঁই-আমলা ; ঘৃতকুমারী । বি ; স্ত্রী । ২ । ফলহীনা ; সন্তানহীনা ('— নারী') । ন (নাই) ফল যাহার, বহু + আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ৩ । ফলবিহীন, যাহাতে ফল হয় না এরূপ, রাঁড়া ('— গাছ') । ন (নাই) ফল যাহাতে, বহু ; অথবা, ন (না) ফলে যাহা, উপতৎ । বাংপ্র । বিণ ।

অফলাকাঙ্ক্ষ—যে ফলের আশা রাখে না এমন, নিষ্কাম । ন (নাই) ফলাকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু । বিণ ।

অফলোৎপাদক—অফলোৎপাদক, বিফল, ব্যর্থ । নঞ্‌তৎ । বিণ । স্ত্রী, -**দায়িকা** ।

অফিরা—অপ্রস্ফুটিত । <অফুটন্ত । বিণ ।

অফিস, আফিস—দপ্তরখানা ; কাছারি ; কেরাণীদের কাজ করিবার স্থান , কার্যালয় । <ইং 'office'. বি ।

অফুট—১ । অস্ফুট, অবিশদ, অব্যক্ত , অবিকসিত, অফুটন্ত । <অস্ফুট । ২ । ছিদ্রহীন, ফুটাশূন্য । ন (নাই) ফুটা যাহার, বহু । বাংপ্র । বিণ ।

অফুটন্ত—অবিকসিত ; যাহা তাপে ফুটিতেছে না এমন । নঞ্‌তৎ । বাংপ্র । বিণ ।

অফুরন্ত—যাহা ফুরায় না এমন । নঞ্‌তৎ । বাংপ্র । বিণ ।

অফুরান—যাহার শেষ হয় না এমন, অফুরন্ত , অনতিক্রম্য । ন (নাই) ফুরান যাহার, বহু । বাংপ্র । বিণ ।

অফুল্ল—অপ্রস্ফুটিত ; নিমীলিত । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অফেন—১ । অহিফেন, আফিম । <অহিফেন । বি ; স্ত্রী । ২ । ফেনশূন্য । ন (নাই) ফেন যাহাতে, বহু । বিণ ।

অফেরু—পেয়ারা । প্রা কপ্র । বি ।

অব—১ । বিস্তার , ন্যূনতা ; বিশ্রাম ; বিজ্ঞাপন , আদেশ , শোধন ; জ্ঞান ; অ-সম্মান , অনাদর , পুষ্টি , নিয়তা , নিশ্চয় , ব্যাপ্তি , আলম্বন ; নিয়োগ ; বিয়োগ ; পরিভব ; পালন , শুদ্ধি , বিজ্ঞান । অব্ + অচ্ কর্তৃ । অ, উপ । ২ । অধুনা, এখন । অ । ৩ । রক্ষা করা ["অপরাধ ক্ষম মাগো অব গো অব্যয়া"—ভারত] । প্রা কপ্র । ক্রি ।

অবইতে—আসিতে । প্রা কপ্র । অস-ক্রি ।

অবংশ—নীচ কুল, হীন বংশ । নঞ্‌তৎ । বি ; পুং ।

অবক—এখনই । প্রা কপ্র । বিণ ।

অবকট—১ । বিপরীত , নিম্ন । অব (রক্ষা করা) + কটচ্ । বিণ । ২ । বৈপরীত্য ; বিরূপতা । বি ; স্ত্রী ।

অবকথন—চাটুবাক্য । অবকৃষ্ট কথন, প্রাদি । বি ; স্ত্রী ।

অবকর—সম্মার্জনী দ্বারা বিক্ষিপ্ত ধূলি প্রঃ, আবর্জনা, ওঁচলা, জঞ্জাল । অব—কৄ + অপ্ কর্ম । বি ; পুং ।

অবকর্ত(র্ত্ত)—কাটা অংশ, খণ্ডিত অংশ । অব—কৃত্ + ঘঞ্ কর্ম । বি ; পুং ।

অবকর্ত(র্ত্ত)ন—১ । ছেদন, খণ্ডন, কাটা ; সূত্র প্রস্তুত করণ, কাটনা কাটা । অব—কৃত্ + অনট্ ভাব । বিণ, -**কর্তিত** । ২ । সূত্রনির্মাণ-যন্ত্র, চরকা । অব—কৃত্ + অনট্ করণ । বি ; স্ত্রী ।

অবকর্ষণ—স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য বলপূর্বক আকর্ষণ ; অধোনয়ন, নীচে লইয়া যাওয়া । অব—কৃষ্ + অনট্ ভাব । বি , স্ত্রী । বিণ, -**কৃষ্ট** ।

অবকলন—বিয়োগ, subtraction অব—কল্ + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অবকলিত—দৃষ্ট , জ্ঞাত ; সংকলিত ; বদ্ধ । অব—কল্ + ক্ত কর্ম । বিণ ।

অবকাশ—অবসরকাল ; ছুটি, কর্ম হইতে বিরাম , দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময় ; ফাঁক ; মধ্যস্থান , দ্রব্যসঞ্চয়-স্থান , প্রশস্তপ্রদেশ , অবস্থিতির যোগ্য স্থান । অব—কাশ্ + ঘঞ্ অধি । বি , পুং । বিণ—**আবকাশিক** ।

অবকীর্ণ—১ । চূর্ণিত , ধ্বস্ত , চারিদিকে ছড়ানো , স্তব্ধ । অব—কৄ + ক্ত কর্ম । বিণ । ২ । উল্লঙ্ঘন , ব্রতভঙ্গ । অব—কৄ + ক্ত ভাব । বি , স্ত্রী ।

অবকীর্ণী (কীর্ণিন)—ব্রতোল্লঙ্ঘনকারী, ব্রতভ্রষ্ট । অবকীর্ণ (২) + ইন্ আছে অর্থে । বিণ । স্ত্রী, -**কীর্ণিনী** ।

অবকীলক—ভিতরে প্রবিষ্ট কীলক বা খিল । প্রাদি । বি , পুং ।

অবকুঞ্চন—আকুঞ্চন, বক্রীকরণ, কোঁকড়ানো । অব—কুন্চ + অনট্ ভাব । বি , স্ত্রী । বিণ, -**কুঞ্চিত** ।

অবকুণ্ঠন—পরিবেষ্টন, চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলা , আকর্ষণকাতর হওয়া ; কাতর্য । অব—কুনঠ্ + অনট্ ভাব । বি , স্ত্রী ।

অবকুণ্ঠিত—পরিবেষ্টিত , আকৃষ্ট । অব—কুণ্ঠ্ + ক্ত কর্ম । বিণ ।

অবকুম্ভন—কুম্ভন, কোঁৎ দেওয়া । অব—কুম্ভ্ + অনট ভাব । বি , স্ত্রী ।

অবকৃষ্ট—১ । আকৃষ্ট , তাড়িত, বহিষ্কৃত , অধম, জঘন্য , হীনজাতীয় । অব—কৃষ + ক্ত কর্ম । বিণ । ২ । সামান্য ভৃত্য, যে ব্যক্তি গৃহপরিষ্কার এবং জলবহন কার্য করে ; ঝাড়ুদার, মেথর । বি , পুং ।

অবকে—এখনই , ইহার পর । প্রা কপ্র । <হি 'অবকি' । অ ।

অবকেশী (-শিন্)—১ । বন্ধ্যা, নিষ্ফল , বিরলকেশ । বিণ , পুং । স্ত্রী, -**কেশিনী** । ২ । রাঁড়া গাছ, যে গাছে ফল হয় না । অবকেশ (ফলহীনতা) + ইন্ আছে অর্থে । বি , পুং ।

অবকোটক—বক । অব—কুট (বক্র হওয়া) + ণক কর্তৃ । বি , পুং ।

অবক্তব্য—অকথ্য, অবাচ্য ; অপ্রকাশ্য, অনির্বচনীয় । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অবক্তা (-বক্তৃ)—নিকৃষ্ট বক্তা । ন (অপ্রশস্ত) বক্তা, নঞ্‌তৎ । বি ; পুং । স্ত্রী, -**ক্ত্রী** ।

অবক্ত্র—মুখহীন ('—পাত্রাদি'), মুখশূন্য ('— ফোটকাদি') । ন (নাই) বক্ত্র যাহার, বহু । বিণ ।

অবক্কাথ—নিকৃষ্ট নির্ঘাস। বি ; পুং।

অবক্র—যাহা বাঁকা নয় এমন, সরল, সোজা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবক্রন্দন—বিলাপ, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন। অব—ক্রন্দ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবক্রম—নিম্নে নামা, অবরোহণ। অব—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অবক্রয়—১। ভাড়া; মূল্য, দাম, বাণিজ্যার্থ রাজাকে প্রদেয় শুল্ক। অব—ক্রী+অচ্‌ করণ। ২। অনুচিতভাবে ক্রয়; লোকসান দিয়া কেনা। অবকৃষ্ট ক্রয়, প্রাদি। বি ; পুং।

অবক্রান্তি—নিম্নদিকে গমন, অবতরণ; নিকটে গমন। অব—ক্রম্‌+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবক্রিয়া—অনাদর, অবজ্ঞা, অপকার, অপকর্ম। অবজ্ঞাপিকা বা অপকৃষ্টা ক্রিয়া, প্রাদি। বি, স্ত্রী।

অবক্রীড়ন—বিপজ্জনক বা নিকৃষ্ট খেলা; যে খেলায় অন্যায় উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অবক্রীত—অনুচিতভাবে ক্রীত, অন্যায়রূপে কেনা, অসৎপথে কেনা হইয়াছে এমন। অব—ক্রী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবক্রুষ্ট—কু-শব্দিত ; ভর্ৎসিত ; অভিশপ্ত। অব—ক্রুশ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবক্রোধ—অত্যন্ত কোপ, দারুণ রাগ। অব (হীন) যে ক্রোধ, প্রাদি। বি ; পুং।

অবক্রোশ—চিৎকার; অভিশাপ; ভর্ৎসনা। অব—ক্রুশ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অবক্লেদ—ক্ষতাদি হইতে রস বা পুঁজ পড়া। প্রাদি। বি ; পুং।

অবক্ষয়—অপচয়; ধ্বংস, নাশ; ক্রমে ক্রমে নষ্ট হওয়া। অব—ক্ষি+অচ্‌ ভাব। বি ; পুং।

অবক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; যাহাকে ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এরূপ, উপহসিত, তিরস্কৃত; যাহা নীচে তলানিরূপে প'ড়য়াছে এমন। অব—ক্ষিপ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবক্ষীণ—অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত; বিধ্বস্ত, নষ্ট; কৃশ। অব—ক্ষি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবক্ষুত—১। যাহার উপরে হাঁচা হইয়াছে এরূপ। অব—ক্ষু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। হাঁচি। অব—ক্ষু+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবক্ষুধা—রাক্ষসী ক্ষুধা, ঔদরিকতা। অবকৃষ্টা ক্ষুধা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-ক্ষুধিত**।

অবক্ষেত্র—বৃত্তাভাস; অণ্ডাকার ; ডিমের আকারের মত আকারবিশিষ্ট ক্ষেত্র, ellipse. প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অবক্ষেপ—১। অযথাক্ষেপণ; বিক্ষেপ; অধঃক্ষেপণ; ব্যঙ্গোক্তি, শ্লেষোক্তি; তিরস্কার। অব—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। তলানিরূপে সঞ্চয়, deposition. অব—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

অবক্ষেপক—যে অবক্ষেপ করে বা করিতে ভালবাসে এরূপ; অধোনিক্ষেপক; তিরস্কারক; শ্লেষোক্তিকারী। অব—ক্ষিপ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষেপিকা**।

অবক্ষেপণ—(ন্যায়শাস্ত্র) উৎক্ষেপণাদি পঞ্চ কর্ম মধ্যে পরিগণিত অধোনিক্ষেপরূপ কর্ম, নিন্দা, অপবাদ, তিরস্কার; (ভূগোল) ক্ষয়িত শিলারাশির নদীস্রোতে বাহিত হইয়া সমুদ্রতলে স্তূপীভবন, deposition. অব—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবক্ষেপণী—অশ্বমুখরশ্মি, বল্গা, লাগাম। অব—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অবখণ্ডন—বিনাশ; বিভাজন, অবচ্ছেদ। অব—খনড্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবগণন—গণনার মধ্যে না ধরা; অশ্রদ্ধাকরণ। অব—গণ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবগণিত—অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, অবমানিত, তিরস্কৃত। অব—গণ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগণ্ড—১। গণ্ডস্থ ব্রণ, বয়সফোঁড়া। অব—গম্‌+ড কর্তৃ নিপা। বি ; পুং। ২। শিশু। <অপোগণ্ড। বিণ।

অবগত—১। জ্ঞাত, বিদিত, যাহা জানা হইয়াছে এরূপ। অব—গম্‌+ক্ত কর্ম। ২। প্রস্থিত, অপসৃত; যে জানিয়াছে এরূপ; নিম্নগত। অব—গম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবগতি—বোধ, জ্ঞান; অপগম, অপসরণ; বিচার, judgement. অব—গম্‌+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবগথ—প্রাতঃস্নায়ী। অব—গম্‌+থক্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবগদিত—অনুক্ত, অনুচ্চারিত, অপবাদযুক্ত, নিন্দিত। অব—গদ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগন্তব্য—জ্ঞেয়, বোদ্ধব্য, জ্ঞাতব্য; গমনযোগ্য। অব—গম্‌+তব্য কর্ম। বিণ।

অবগম, -গমন—বোধ, উপলব্ধি; প্রস্থান। অব—গম্‌+অপ্‌, অনট্‌ ভাব। বি, পুং, স্ত্রী।

অবগর—১। বিলম্ব, গৌণ, দেরি; বিলম্বের হেতু। প্রাদে। বি। ২। ইহা ভিন্ন, ইহা ছাড়া। প্রা কপ্র। অ। ৩। পাপ, কলুষ। <অবকর। বি।

অবগাই—১। অবগাহন করিয়া, স্নান করিয়া; অবগাহন করে বা করিতেছে, শান্ত করিয়া, থামাইয়া; তলাইয়া বুঝিয়া। ক্রি। ২। কাজের বিশ্রাম। প্রা কপ্র। বি।

অবগাঢ়—মগ্ন, নিম্ন; নিমগ্ন; অতিরিক্ত; নিবিড়, নীরন্ধ্র; অন্তঃপ্রবিষ্ট, স্নাত। অব—গাহ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবগাঢ়ি—নিমগ্ন ("আছনু অবগাঢ়ি সংসার-যেরানে"—মাধবদাস); বিহ্বল, অভিভূত। প্রা কপ্র। বিণ।

অবগাও—অবগাহন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবগাহ—নৌকা হইতে জল তুলিবার পাত্র, নৌকার জলসেচনপাত্র। অব—গাহ্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি ; পুং।

অবগান—স্নান। <অবগাহন। প্রা কপ্র। বি।

অবগাহ, -গাহন—১। জলে নামিয়া স্নান, জলে সর্বশরীর ডুবাইয়া স্নান; জলমধ্যে প্রবেশ; মজ্জন; গভীরতায় প্রবেশ, অন্তঃপ্রবেশ। অব—গাহ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। ২। স্নানঘাট। অব—গাহ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ অধি। বি ; পুং, স্ত্রী। ৩। অবগাঢ়, নিমগ্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

অবগাহ, -গাহই—স্নান করে; তলাইয়া বুঝে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবগাহক—অবগাহনকারী, স্নানকারী। অব—গাহ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গাহিকা**।

অবগাহি—অবগাহন করিয়া, অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, তলাইয়া। কপ্র। ক্রি।

অবগাহিত—স্নাপিত; নিমজ্জিত; অন্তঃপ্রবেশিত। অব—গাহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগাহ্য—স্নানযোগ্য; ভিতরে প্রবেশের উপযুক্ত। অবগাহ্‌+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অবগীত—১। নিন্দিত, গর্হিত; বেসুরে গীত। অব—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অপবাদ, গীতাদি দ্বারা নিন্দাখ্যাপন; খারাপ গান গাওয়া। অব—গৈ+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবগুণ—দোষ, গুণরাহিত্য; ন্যূনতা; অনিষ্ট, ক্ষতি; ক্রোধ। অব (হীন) গুণ, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ, **-গুণিত**।

অবগুণ্ঠন—১। স্ত্রীলোকের মুখের আচ্ছাদনবস্ত্র, ঘোমটা। অব—গুন্ঠ্‌+অনট্‌ করণ। ২। ঘোমটা দেওয়া; সম্মার্জন। অব—গুন্ঠ্‌+অনট্‌ ভাব। বি, স্ত্রী।

অবগুণ্ঠনবতী—অবগুণ্ঠন-বস্ত্রে আবৃতমুখী, অবগুণ্ঠিতা। অবগুণ্ঠন+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—অবগুণ্ঠন জন্য অঙ্গুলিমুদ্রা, অবগুণ্ঠনের আকারে অঙ্গুলি দ্বারা রচিত মুদ্রা বিঃ। অবগুণ্ঠনসাধিকা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠআবৃত—ঘোমটায় ঢাকা। অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অবগুণ্ঠিকা—ঘোমটা; যবনিকা। অব—গুন্ঠ্‌+ণক কর্তৃ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠিত—ঘোমটা-দেওয়া; আচ্ছাদিত, আবৃত। অব—গুন্ঠ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগৃহ্য—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) প্রগৃহ্যমান পদ। অব—গ্রহ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

অবগোরণ—মারিবার জন্য লাঠি তোলা;

হত্যার জন্ত অস্ত্রাদি উত্তোলন। অব—গুর্ (উত্তোলন করা) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবগ্রহ, -গ্রাহ—১। বৃষ্টিরোধ, অনাবৃষ্টি ; গ্রহণ, স্বীকার ; হরণ, অপসারণ ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) পাঠকালীন কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ; অনাদর ; প্রতিবন্ধক, বাধা। অব—গ্রহ্ + অপ্, ঘঞ্ ভাব। ২। হস্তীর ললাট ; গজসমূহ। অব—গ্রহ্ + অপ্, ঘঞ্ কর্ম। ৩। ভাব বিঃ, ভ্রমজ্ঞান ; শাপ ; নিন্দাসূচক বাক্যপ্রয়োগ ; স্বভাব, প্রকৃতি ; তিরস্কার। অব—গ্রহ্ + অপ্, ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। বিণ, -গৃহীত, -গ্রাহ্য।

অবগ্রহণ—প্রতিরোধ, অবজ্ঞা, অনাদর ; অপাকরণ। অব—গ্রহ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবগ্রাহ্য—অবজ্ঞেয়, অনাদরযোগ্য ; দূরীকরণীয়। অব—গ্রহ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবঘট্ট—ঘরট্ট, জাঁতা, বদ্ধ ; গর্ত। অব—ঘট্ (চালিত করা) + অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অবঘট্টন—ঘর্ষণ, সংঘর্ষ। অব—ঘট্ট + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবঘর্ষণ—ঘর্ষণ, বিমর্দন, রগড়ানো। অব—ঘৃষ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবঘর্ষিত, -ঘৃষ্ট—পিষ্ট, মর্দিত। অবঘর্ষ (অব—ঘৃষ্ + ঘঞ্) + ইতচ্, অব—ঘৃষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবঘাত—১। অপহত্যা, অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ; তুষবিহীন করা, চাল কাঁড়া, ধান হইতে চাল বাহির করা ; অবহনন, তাড়ন, আঘাত ; সাংঘাতিক প্রহার। অব—হন্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। আকস্মিক। প্রা কপ্র। বিণ।

অবঘাতন—(গণিত) কোন সংখ্যার যে কোন মূল নির্ণয়, evolution. অব—হন্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবঘাতী (-ঘাতিন্)—অবঘাতকারক। অব—হন্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ঘাতিনী।

অবঘুষ্ট, -ঘুষিত—যাহা ঘোষণা করা হইয়াছে এরূপ ; শব্দিত। অব—ঘুষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবঘূর্ণ, -ঘূর্ণন—মণ্ডলাকারে ঘুরানো। অব—ঘূর্ণ্ + অচ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী।

অবঘূর্ণিত—মণ্ডলাকারে ভ্রমিত, চক্রাকারে ঘূর্ণিত। অব—ঘূর্ণ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবঘৃষ্ট—'অবঘর্ষিত' দ্রঃ।

অবঘোষণা—প্রচার, রটনা, announcement. অব—ঘুষ্ + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবচনীয়—অবক্তব্য, অকথ্য, কথনাযোগ্য ; অনিন্দ্য, রমণীয় ; আক্রোশসূচক। নঞ্তৎ। বিণ।

অবচয়, -চয়ন—পুষ্পফলাদি বৃক্ষ হইতে ছেদন করিয়া সংগ্রহ করণ, চয়ন ; অপচয় ; কোন বস্তুর মূল্য কমিয়া যাওয়া বা কম করিয়া ধরা, depreciation অব—চি + অচ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী।

অবচয়ি—চয়ন করিয়া, তুলিয়া। কপ্র। ক্রি।

অবচক্ষর—কথার অবাধ্য। বচঃ (বাক্য) করে যে সে বচক্ষর, উপতৎ ; বচস্—কৃ + টক কর্তৃ—বচক্ষর, ন বচক্ষর, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

অবচায়ী (-চায়িন্)—যে চয়ন করে এমন, চয়নকারী। অব—চি + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চায়িনী।

অবচিত—চয়ন-করা ; আহৃত, সঞ্চিত, অপব্যয়িত। অব—চি + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবচূড়—ধ্বজাপ্রবদ্ধ অধোলম্বমান বস্ত্র, মাল্য ; চামর ; শিরোভূষণ। অবনতা চূড়া (অগ্র) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অবচূর্ণন—পেষণ, চূর্ণীকরণ, গুঁড়ানো ; ক্ষেপণ। অব—চূর্ণ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবচূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, পিষ্ট ; ক্ষিপ্ত। অব—চূর্ণ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবচূল—ধ্বজার অধোবদ্ধবস্ত্র, পতাকাংশুক, চামর। অবনতা চূড়া যাহার, বহু (ড স্থানে ল)। বি ; পুং।

অবচূলক—চামর। অবচূল + কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

অবচেতন—চেতনার অন্তরালে স্থিত, অন্তঃসংজ্ঞাবিশিষ্ট, subconscious. অব—চিৎ + অন কর্তৃ। বিণ।

অবচেতনা—অন্তর্জ্ঞান, চেতনার যে অংশ সাধারণতঃ অক্রিয় থাকে, the subconscious. অব—চিৎ + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবচ্ছদ—পরিচ্ছদ। অব—ছাদি + ঘ করণ। বি ; পুং।

অবচ্ছায়া—আবছায়া, অস্পষ্ট আকৃতি। অবকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অবচ্ছিন্ন—যুক্ত, বিশিষ্ট ('শোকাবচ্ছিন্ন') ; সীমাবদ্ধ ('নিরবচ্ছিন্ন') ; মিলিত, মিশ্রিত ; সংকুচিত ; ছিন্ন, বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট, পৃথককৃত ; (ন্যায়মতে) অবচ্ছেদকতা-নিরূপক, অবচ্ছেদের আশ্রয় ; নির্বিষয়, abstract অব—ছিদ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবচ্ছুরিত—হ্রেষা, ঘোটকের শব্দ ; অট্টহাস, ঘোড়ার মত চিঁহি চিঁহি করিয়া হাসা। অব—ছুর্ + ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবচ্ছেদ—পরিচ্ছেদ ; সীমা, ইয়ত্তা ; ছিন্নাংশ, খণ্ড, বিরাম ; একদেশ ; অবধারণ ; বিচ্ছেদ ; কর্তন ; (ন্যায়মতে) বিশেষণত্ব। অব—ছিদ্ + ঘঞ্ করণ, কর্ম, ভাব। বি ; পুং।

অবচ্ছেদক—১। অবচ্ছেদকারক, প্রভেদক ; বিশেষক, নিয়ামক ; বিভাজক, পরিচ্ছেদক। বিণ। স্ত্রী, -চ্ছেদিকা। ২। সীমা ; (ন্যায়মতে) ব্যাবর্তক বিশেষণ। অব—ছিদ্ + ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

অবচ্ছেদন—ছেদন, কাটা ; ভাগ করণ ; বিশ্লেষণ। অব—ছিদ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদ—১। প্রভেদনিবারণপূর্বক সামান্যস্থাপন। অবচ্ছেদের অবচ্ছেদ, ৬তৎ। ২। ব্যাপকত্ব, সর্বসাকল্য। অবচ্ছেদ এবং অবচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

অবছায়া—আবছায়া, ছায়ামূর্তি ("তুমি মাত্র অনন্তকালের অবছায়া"—রঙ্গলাল)। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অবজনিত—যাহা জন্মানো হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত। অব—জন্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবজয়—পরাজয় ; জয়লাভ। অব—জি + অচ্ ভাব। বি ; পুং।

অবজান—অবজ্ঞান, উপেক্ষা, অনাদর, বিশেষরূপে চিন্তন। প্রা কপ্র। বি।

অবজিত—বিজিত, পরাজিত, পরাভূত। অব—জি + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবজিতি—বিজয়, পরাজয়সাধন। অব—জি + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবজ্ঞা—তিরস্কার, অবমাননা, ঘৃণা, হেয়জ্ঞান, অনাদর, তাচ্ছীল্য। অব—জ্ঞা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবজ্ঞাত—যাহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে এরূপ, অনাদৃত, অবমানিত। অব—জ্ঞা + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবজ্ঞাতা (-জ্ঞাতৃ)—অবজ্ঞাকারী, অনাদরকারক, উপেক্ষাকারী। অব—জ্ঞা + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জ্ঞাত্রী।

অবজ্ঞান—অবজ্ঞা, অনাদর, অবমাননা। অব—জ্ঞা + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবজ্ঞেয়—অবজ্ঞার পাত্র, হেয়, অশ্রদ্ধেয়, অনাদরণীয়। অব—জ্ঞা + যৎ কর্ম। বিণ।

অবট—ভূগর্ত, গহ্বর ; কূপ ; অকৃত্রিম গর্ত ; ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, জাদুকর, শরীরস্থিত ব্রণাদিজনিত ক্ষত। অব্ + অটন্ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি, পুং।

অবটি—কূপ ; গর্ত, দেহস্থিত ছিদ্রাদি। অব + অটিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অবটী—অবটি (সকল অর্থে)। অবটি + ঙীপ্। বি, স্ত্রী।

অবটীট—অবনাসিক, খাঁদা। অব (নত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহু (নাসিকাস্থানে টীট আদেশ)। বিণ।

অবটু—১। গ্রীবা, ঘাড়। বি ; স্ত্রী। ২। কূপ, ভূগর্ত ; বৃক্ষ বিঃ। অব—টীক্ + ডু কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

অবতংস, -তংস—হাট, বাজার। অব—তন্—কৈ + ড, গৈ + ড কর্তৃ। বি ; পুং।

অবডীন ১। পক্ষীর অবরোহণরূপ গতি বিঃ, পক্ষীদিগের অধোগমন, উড়িয়া নীচে নামা। অব—ডী+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। উড়িয়া নিম্নে অবরোহণকারী। অব—ডী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবতংস—ভূষণ, কর্ণালংকার, কর্ণভূষণ ; শিরোভূষণ, কিরীট। অব—তনস্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

অবতংসই—কর্ণভূষণ বা শিরোভূষণ রচনা কর। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবতংসিত—১। ভূষিত, অলংকৃত। অব—তনস্+ক্ত কর্ম। ২। আভরণযুক্ত, অলংকারশোভিত ; কর্ণভূষণযুক্ত ; কিরীট-ভূষিত। অবতংস+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

অবতত—আবৃত, ব্যাপ্ত ; প্রসারিত, বিস্তারিত। অব—তন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবততি—সংহতি, সমূহ ; ব্যাপ্তি। অব—তন্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবতমস—ঈষৎ অন্ধকার। অবতত (ব্যাপ্ত) তমঃ, প্রাদি (সমাসান্ত অচ্প্রত্যয়)। বি ; ক্লী। [গাঢ় অন্ধকারকে 'অন্ধতমস' এবং অল্পান্ধকারকে 'অবতমস' বলে।]

অবতর, -তরণ—ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে যাওয়া, অবরোহণ, নীচে নামা ; উৎপত্তি ; অবতার ; নদীর পরপারে গমন, উত্তরণ। অব—তৃ+অপ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

অবতরণিকা—ভূমিকা, গ্রন্থের প্রস্তাবনা, আভাস ; সোপান, সিঁড়ি। অব—তৃ+অনট্ করণ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি, স্ত্রী।

অবতরা—অবতরণ করা, নামা। কপ্র। ক্রি।

অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অবতরী—অবতার। প্রা কপ্র। বি।

অবতরু—অবতীর্ণ, নিম্নাগত। প্রা কপ্র। বিণ।

অবতল—(পদার্থ-বিদ্যা) নতোদর, যাহার মাঝখানটা চাটুর মত নীচু, concave. অবনত তল যাহার, বহু। বিণ।

অবতলভঙ্গ—(ভূ-বিদ্যা) ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাস্তরের কোনটির ধ্বসিয়া পড়া, syncline. অবকৃষ্ট তল, প্রাদি ; তাহার ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অবতান—বিতান, বিস্তার ; লতাপ্রতান, শাখাপত্রচয় ; অধোমুখ ; আচ্ছাদন, আবরণ ; চন্দ্রাতপ, পটমণ্ডপ। অব—তন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অবতার—১। স্বর্গাদি হইতে মনুষ্যলোকে আগত দেবাদি, মর্ত্যলোকে আবির্ভূত দেবতা। [বিষ্ণুর দশ অবতার ; যথা,—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী। অথবা, অবতার অসংখ্য, তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান ; যথা,—ব্রহ্মা, বরাহ, নারদ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভদেব, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, বেদব্যাস, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী] ; মূর্তরূপ, আকৃতিবিশিষ্ট অবস্থা ('দয়ার —')। অবতার (প্রাদুর্ভাব)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। ২। উৎপত্তি ; প্রাদুর্ভাব ; অপসারণ, হরণ ; অবতরণ, নামা। অব—তৃ+ঘঞ্ ভাব। ৩। তীর্থ, ঘাট ; নৌকা ইঃ হইতে যেখানে নামা হয়। অব—তৃ+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

অবতারণ—১। ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে আনয়ন, নীচে নামানো, অবরোপণ, প্রস্তাবন, কোনও বিষয় উত্থাপন ; অর্চনা ; অপসারণ, হরণ ; প্রেতাদির আবির্ভাবকরণ। অব—তৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। বস্ত্রাঞ্চল, কাপড়ের খুঁট। অব—তৃ+ণিচ্+অনট্ কর্ম। বি, ক্লী।

অবতারণা—'অবতারণ' (সকল অর্থে)। অব—তারি+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবতারণিকা—উপক্রমণিকা, ভূমিকা ; সোপান, সিঁড়ি। অব—তৃ+ণিচ্+অনট্ করণ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবতারণী—উপক্রমণিকা ; সোপান, সিঁড়ি। অব—তারি+অনট্ কর্তৃ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অবতারবাদ—যে ধর্মমতে বিশ্বাস করা হয় যে স্বয়ং ভগবান্ যুগে যুগে ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত পৃথিবীতে জীবদেহে অবতীর্ণ হন তাহা, doctrine of incarnation. অবতার-বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অবতারা—অবতার ("মুরতি শিরার লখিমী অবতারা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

অবতারিত—অবরোপিত, যাহা বা যাহাকে নীচে নামানো হইয়াছে এরূপ। অব—তৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবতারী (-রিন্)-১। অবতারক, আবির্ভাবক। অব—তৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -তারিণী। ২। যাহার শরীর সকল অবতারের আশ্রয়। প্রা কপ্র। বি।

অবতীর্ণ—পৃথিবীতে আবির্ভূত ; অবতার-রূপে আবির্ভূত ; উচ্চ হইতে নীচে আগত, অবরূঢ় ; প্রবিষ্ট ; অতিক্রান্ত ; অবগাঢ়। অব—তৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবতোকা—দৈবাৎ গর্ভস্রাবযুক্তা গবী। অবপতিত তোক যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবথর, -থরু—অবসাদযুক্ত ; স্ফূর্তিহীন ; জড়সড় ; দুর্বল। প্রাদে। বিণ।

অবদংশ—মদের চাট, উদ্দীপক আহার্য। অব—দন্শ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

অবদত্ত—প্রদত্ত ; সম্পন্ন ; ছিন্নভিন্ন। অব—দা+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

অবদমন—উৎপাত থামানো ; শান্তরক্ষা করণ, বলপ্রয়োগ দ্বারা দমাইয়া রাখা, repression. অব—দমি+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -দমিত।

অবদাত—১। শ্বেতবর্ণ ; পীতবর্ণ। অব—দৈ+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং। ২। শ্বেত, শুভ্র-গুণ-বিশিষ্ট ; পীতবর্ণযুক্ত, হরিদ্রাবর্ণ ; নির্মল ; সুন্দর ; মনোজ্ঞ। অবদাত(১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অবদান—১। মহৎ কার্য ; কীর্তি ; সর্বজনপ্রশংসনীয় কর্ম ; পূজাদির জন্য দান ; পৌরুষ, পরাক্রম। অব—দা+অনট্ কর্ম, ভাব। ২। ছেদন ; পরাক্রম প্রকাশ ; পরাক্রম। অব—দো (ছেদন করা)+অনট্ ভাব। ৩। ছেদ, খণ্ড। অব—দো+অনট্ কর্ম। ৪। শোধন, শুদ্ধীকরণ। অব—দৈ (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভাব। ৫। পালন। অব—দে (পালন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবদারক—১। বিদারণকারী, বিদারণ-কর্তা। বিণ। স্ত্রী, -দারিকা। ২। খননাস্ত্র, খনিত্র, খন্তা, শাবল। অব—দৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

অবদারণ—১। খনন, বিদারণ, খোঁড়া। অব—দৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। খননাস্ত্র, কোদালি খন্তা শাবল প্রঃ। অব—দৃ+ণিচ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অবদারিত—বিভাজিত, বিদারিত, খনিত। অব—দারি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবদাহ—১। জ্বরাদিহেতু দাহ, প্রদাহ। অব—দহ্+ঘঞ্ ভাব। ২। দাহনাশক উশীর-মূল, বেনার মূল, খসখস। অবসাদিত হয় দাহ যৎকর্তৃক, বহু। বি ; পুং।

অবদাহেষ্ট—উশীর, বেনার মূল। অবদাহে ইষ্ট, ৭মীতৎ। বি, ক্লী।

অবদীর্ণ—গলিত, দ্রবীভূত ; বিদীর্ণ, ভিন্ন, বিদলিত। অব—দৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবদোহ—দুগ্ধ। অব—দুহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

অবদ্ধ—১। সম্বন্ধহীন, অসংযত ('— বাক্য'); আবোলতাবোল ; নিরর্থক ; প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী ; বৃথা। নঞ্তৎ। বিণ। ২। নিরর্থক বাক্য, বাজে কথা। ন—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

অবদ্ধমুখ—অপ্রিয়বাদী, দুর্মুখ ; অসংযতভাষী, যে যা-তা বলে এমন। ন বদ্ধমুখ, নঞ্তৎ ; অথবা, অবদ্ধ (অসংযত) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখী, -মুখা।

অবদ্য—১। নীচ, হীন ; পাপী ; নিন্দনীয় ; অবাচ্য, অকথ্য, কথনাযোগ্য। বিণ। ২। অনিষ্ট ; পাপ ; দোষ ; নিন্দা। ন—বদ্+যৎ কর্ম নিন্দার্থে। বি ; ক্লী।

অবদ্রব—(চিকিৎসাশাস্ত্র) জলীয় ও তৈলময় পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত ঔষধ বিঃ, emulsion. প্রাদি। বি ; পুং।

অবধ—অবিনাশ ; অহিংসা ; যজ্ঞে পশুবধ হইতে বিরতি। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবধান—১। মনোযোগ, অভিনিবেশ, মনঃসংযোগ, প্রণিধান, চিত্তের একাগ্রতা ; সাবধানতা ; মনোগত ভাব। অব—ধা+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। নমস্কার, প্রণাম ; শুনিতে আজ্ঞা হউক। কপ্র। অ।

অবধানপর—সাবধান, অত্যন্ত সতর্ক, বিশেষ মনোযোগী। অবধান পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

অবধানপরায়ণ—যে সব দিক্‌ ভালো করিয়া দেখিতে চায় এমন, সকল ব্যাপার বিশেষভাবে দর্শনেচ্ছু ; বিশেষ মনোযোগী। অবধান পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

অবধানী (-নিন্)—মনোযোগী, সাবধান। অবধান+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ।

অবধাবন—পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ; প্রক্ষালন। অব—ধাব্‌+অনট্‌ ভাব। বি, স্ত্রী। বিণ, **-ধাবিত**।

অবধায়—অবধান করে ; লক্ষ্য করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবধায়ক—যে দেখাশুনা করে, caretaker. অব—ধা+ণক কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-ধায়িকা**।

অবধারক—অবধারণকারী, নিরূপণকারী। অব—ধারি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিকা**।

অবধারণ—নিরূপণ, নির্ণয়, স্থিরীকরণ, ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ, পরিমাণনির্ণয়। অব—ধারি+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী। (প্রা কপ্র— **অবধারল, অবধারলি, অবধারলুঁ, অবধারি**—নিশ্চয় বা নিরূপণ করিল, করিতেছ, করিলাম, করিয়া।)

অবধারণীয়, -ধার্য(র্য্য)—নির্ধারণীয়, নির্ধারণযোগ্য, নির্ণেয়, স্থিরীকরণীয়। অব—ধৃ+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

অবধারা—অবধারণ করা। কপ্র। ক্রি।

অবধারি—অবধারণ। প্রা কপ্র। বি।

অবধারিত—যাহা অবধারণ করা হইয়াছে এরূপ, নির্ধারিত, নির্ণীত, স্থিরীকৃত, কৃতাবধারণ। অব—ধৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধারিয়া—অবধারণ বা ধারণ করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অবধি—১। সীমা, অন্ত ; অবসান ; অবধারণ ; নিয়ম। অব—ধা+কি কর্তৃ, ভাব। ২। সময়। অব—ধা+কি করণ। ৩। গর্ত। অব—ধা+কি অধি। বি ; পুং। ৪। হইতে, যাবৎ ("জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ—বিদ্যা) ; পর্যন্ত ('মরণাবধি')। অব—ধা+কি ভাব। ৫। প্রতিশ্রুত কাল ; প্রতীক্ষা ; শেষ ; আধার। প্রা কপ্র। বি।

অবধিবারিত—(আইন) নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া যাওয়াতে যাহা তামাদি হইয়া গিয়াছে, barred by limitation. ৩তৎ। বিণ।

অবধিয়া—অবোধ, মূঢ়। প্রা কপ্র। বিণ।

অবধীরণ, -ধীরণা—অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান, অবমাননা। অবধীর+অনট্‌, অন ভাব+আপ্‌। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অবধীরণীয়—অবজ্ঞেয়, উপেক্ষণীয়, অবহেলনীয়। অবধীর+অনীয় কর্ম। বিণ।

অবধীরিত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত। অবধীর+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধুত—অবধূত শব্দের বানানবিকৃতি।

অবধূত—১। কম্পিত, আন্দোলিত ; নিবৃত্ত। অব—ধূ+ক্ত কর্তৃ। ২। বিক্ষিপ্ত, চালিত, প্রসারিত ; তিরস্কৃত, অনাদৃত, অবমানিত ; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত ; অভিভূত ; আহত, পাদাদি দ্বারা স্পৃষ্ট ; সংসারমায়ামুক্ত ; বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগী ; উদাসীন। অব—ধূ+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ বিঃ ; শৈবসম্প্রদায় বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। [যে সমস্ত শৈব উদাসীন দণ্ডীদের ন্যায় অমাবস্যায় মস্তকাদি মুণ্ডন না করিয়া সচরাচর জটা ও শ্মশ্রুধারণ করেন এবং যাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণ, ষট্‌কর্মসাধন ও নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকেই 'শৈব অবধূত' ও তাঁহাদের বৃত্তিকেই 'অবধূতী বৃত্তি' বলে। তন্ত্রে চারি প্রকার অবধূতের বিষয় অবগত হওয়া যায় ; যথা,—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, কুলাবধূত ও বীরাবধূত। বৈষ্ণব অবধূতগণ রামানন্দের শিষ্য। বাঙ্গালাদেশের বর্তমান বাউলগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শংকরবিজয়ে দশপ্রকার অবধূতের উল্লেখ আছে। যথা,—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী।] অব—ধূ+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-ধূতী** (সংস্কৃত), **-তানী** (বাং)।

অবধূতানী—পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় সন্ন্যাসিনী (ইহারা কতকটা বাঙ্গালাদেশের ভেকধারিণী বৈষ্ণবীদের মত)। অবধূত+আনী (বাং)। বি ; স্ত্রী।

অবধূতী—শিবাদেবী, দুর্গা ; সন্ন্যাসিনী। অবধূত(৩)+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অবধূনন—কম্পন, আন্দোলন ; অপসারণ, চালন। অব—ধূ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-ধূনিত**।

অবধূপিত—ধূপের ধোঁয়ায় ভরা, ধূপের গন্ধে আমোদিত। অব—ধূপি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধৃত—নির্ধারিত, নিশ্চিত ; রক্ষিত। অব—ধৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধেয়—অবধানযোগ্য, যে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য এরূপ ; শ্রদ্ধেয় ; শ্লাঘনীয়। অব—ধা+যৎ কর্ম। বিণ।

অবধৌত—১। প্রক্ষালিত, ধৌত। অব—ধাব্‌+ক্ত কর্ম। ২। অবধূতবিষয়ক, অবধূতসম্বন্ধীয়। অবধূত+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ। ৩। সন্ন্যাসী ; (বৈষ্ণব সাহিত্যে) শ্রীনিত্যানন্দ। প্রা কপ্র। বি।

অবধৌতিক—অবধূত সম্বন্ধীয় ; অস্বাভাবিক। অবধূত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তিকী**।

অবধ্বংস, -ধ্বংসন—ত্যাগ, পরিহার ; চূর্ণন ; নিন্দা, পরিবাদ ; বিনাশ। অব—ধ্বন্‌স্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি ; পুং।

অবধ্বস্ত—বিনষ্ট ; চূর্ণিত, নিন্দিত, বর্জিত, ত্যক্ত ; প্রস্থিত, গত। অব—ধ্বন্‌স্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধ্য—বধাযোগ্য, অহন্তব্য, যাহাকে বধ করা উচিত নয় বা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবধ্যাত—অবহেলিত, অবজ্ঞাত। অব—ধ্যৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবন—তৃপ্তিদান ; রক্ষণ, স্নেহপ্রকাশ ; আলিঙ্গন ; গমন ; প্রবেশ ; প্রাপ্তি ; প্রার্থনা ; গ্রহণ ; হিংসন ; শক্তি ; বৃদ্ধি ; সত্তা ; ক্রিয়া ; স্পৃহা ; শোষণ ; বহন ; শ্রবণ ; জ্ঞান। অব্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অবনটে—নতনাসিক, খাঁদা। প্রাদে। বিণ।

অবনত—আনত, নম্রীভূত ; পতিত ('— জাতি') ; প্রণত। অব—নম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবনতনস—নতনাসিক, যাহার নাক চেপটা এমন ; যাহার নাক নীচু দিকে বাঁকা এমন। অবনতা নাসিকা যাহার, বহু (নাসিকা-স্থানে নস আদেশ)। বিণ।

অবনতবদন—'অবনতমুখ' দ্রঃ।

অবনতমস্তক—১। নতশিরাঃ, হেঁটমুণ্ড। অবনত হইয়াছে মস্তক যাহার, বহু। বিণ। ২। নত শির। অবনত মস্তক, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অবনতমুখ, -বদন—১। নতানন, অধোমুখ। অবনত হইয়াছে মুখ, বদন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী, -মুখা, -বদনা**। ২। নিম্ন মুখ। অবনত মুখ, বদন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অবনতি—অনুন্নতি, অসমৃদ্ধি ; অধোগতি, নিম্নীভূততা ; অধোগমন ; সূর্যাদির অস্তগমন ; অধোনমন, নমন ; প্রণতি, বিনয়, অনৌদ্ধত্য ; চরিত্রস্খলন ; হেলিয়া থাকার অবস্থা বা পরিমাণ, inclination. অব—নম্‌+ক্তি ভাব। **চৌম্বক অবনতি**—দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের চুম্বক কাটাটির "উত্তর"-প্রান্ত

মাটির দিকে একটু হেলিয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তরমেরুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে কাঁটাটির ঐ মুখ ক্রমশঃ বেশী হেলিতে থাকে। উহার এই নিম্নমুখ হওয়াকেই 'চৌম্বক অবনতি' (magnetic dip) বলে।

অবনদ্ধ—১। আবদ্ধ, আচ্ছাদিত ; প্রত্যুপ্ত, বসানো, খচিত ; লিপ্ত। বিণ। ২। মৃদঙ্গাদি বাদ্য ; ঢকা। অব—নহ্ + ক্ত কর্ম। ৩। বসন-ভূষণ-পরিধান। অব—নহ্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অবনমন—নিম্নাভিমুখীকরণ, নীচু করা, নোয়ানো। অব—নম্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবনমিত—বক্রীকৃত, নিম্নীকৃত ; নোয়ানো ; নিম্নে আনীত। অব—নম্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবনম্র—অবনত ; অতিনম্র। অব—নম্ + রক্ কর্তৃ। বিণ।

অবনয়, -নয়ন—অবনতি, নমন ; অধোনয়ন, অধঃপাতন, নিপাতন। অব—নী + অচ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

অবনাট—নতনাসিক, থাঁদা। অব (অবনত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহু (নাসিকা-স্থানে নাট আদেশ)। বিণ।

অ-বনাবনি—মনোমালিন্য, মনের অমিল। ন বনাবনি, নঞ্‌তৎ। বি।

অবনাম—নতভাব ; প্রণতি ; অধোনয়ন। অব—নম্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অবনামিত—নম্রীকৃত, নিম্নীকৃত ; অধোনমিত। অবনাম + ণিচ্ (=অবনামি নাম ধাতু) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবনায়—নমন, অবনতি ; অধোনয়ন, অধঃপাতন, নিপাতন। অব—নী + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অবনাহ—বন্ধন ; আচ্ছাদন ; বেষ্টন ; পরিধান। অব—নহ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, -নদ্ধ।

অবনি, -নী—পৃথিবী, ভূমি। অব্ + অনি কর্তৃ, পক্ষে ঈ। বি ; স্ত্রী।

অবনি(নী)তল—ধরাতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অবনি(নী)দেব—ব্রাহ্মণ ; ধরণীর মধ্যে দেবতাস্থানীয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অবনি(নী)পতি—ভূপতি, রাজা, ভূমিপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অ-বনিবনাও—অসদ্ভাব, মনোমালিন্য, পরস্পরের মধ্যে মিল না থাকা। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অবনি(নী)মণ্ডল—ভূগোলক, ভূমণ্ডল, গোলাকার পৃথিবী। অবনী মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

অবনী—'অবনি' দ্রঃ।

অবনীধ্র—পর্বত,,, হিমালয়। উপতৎ ; অবনী—ধৃ + খক্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অবনীমুখ—অধোমুখ। বহু। বিণ।

অবনীশ, -শ্বর—ধরণীপতি, রাজা। অবনির, অবনীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অবনেজন—প্রক্ষালন ; শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশের উপরে জলসেচন ; পিণ্ডোপরি জলসেচন। অব—নিজ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -নেজিত।

অবন্তি—১। মালবদেশবাসী জাতি বিঃ। বি, পুং। ২। মালব দেশ ; উজ্জয়িনী নগরী : নদী বিঃ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। অব্ + অন্তি কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী। ৩। অ-বনিবনাও, পরস্পর অমিল। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অবন্তিকা, অবন্তী—উজ্জয়িনীর প্রাচীন নাম। অবন্তি + কন্ স্বার্থে + আপ্, অবন্তি + ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অবন্তিসোম—কাঞ্জিক, কাঁজি, আমানি। অবন্তি—সু + ম কর্ম। বি ; ক্লী।

অবন্ধক—বন্ধহীন ; বন্ধকবিহীন। ন (নাই) বন্ধক যাহাতে, বহু। বিণ।

অবন্ধকপ্রয়োগ—কোন বস্তু বন্ধক না রাখিয়া ঋণদান, শুধু হাতে ধার দেওয়া। অবন্ধক প্রয়োগ, কর্মধা। বি ; পুং।

অবন্ধন—মুক্তি, আবাধা, বন্ধনের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অবন্ধুর—অকর্কশ, মসৃণ, সমোচ্চ, সমতল ; অরম্য, অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবন্ধ্য—সফল, সার্থক ; ফলবান্। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবপতন—১। অধঃপতন। অব—পত্ + অনট্ ভাব। ২। বিল, গর্ত। অব—পত্ + অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

অবপতিত—অস্ফুট ; অধঃপতিত ; অবনত। অব—পত্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবপন্ন—অধঃপতিত। অব—পদ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবপাত—১। বন্য হস্তী ধরিবার নিমিত্ত প্রস্তুত তৃণাদির দ্বারা প্রচ্ছন্ন গর্ত, চোরাখাদ। অব—পত + ঘঞ্ অধি। ২। অবতরণ, নিম্নে পতন, অধঃপতন ; (নাট্য) ভয়াদিজনিত পলায়ন সম্ভ্রমাদি বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের পরিবর্তন ; (অর্থনীতি) মুদ্রাসংকোচ ; প্রচলিত মুদ্রাসংখ্যার হ্রাস, deflation. অব—পত্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অবপ্লুত—১। সহসা অবতীর্ণ, যে লাফ দিয়া নীচে নামিয়াছে এমন। অব—প্লু + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। হঠাৎ নামা, সহসা অবতরণ। অব—প্লু + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অববাদ—অপবাদ, নিন্দা ; আদেশ ; বিশ্বাস। অব—বদ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অববাহিকা—কোন নদীর উভয় দিকের বহুদূরের জল আসিয়া সেই নদীতে পড়ে ততদূরের ভূমি, পর্বত, basin. < অব্-বাহিকা। বি ; স্ত্রী।

অববিন্দু—(জ্যোতিষ) গ্রহকক্ষ ও ক্রান্তিবৃত্তের নিম্নতর ছেদবিন্দু, descending node. অবকৃষ্ট বিন্দু, প্রাদি। বি ; পুং।

অববুদ্ধ—জ্ঞাত ; প্রবুদ্ধ ; জাগরিত ; অনুভূত। অব—বুধ্ + ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অববোধ—১। জ্ঞান, বিবেক ; তত্ত্বজ্ঞান ; পরিজ্ঞান, অনুভব ; উদ্বোধন ; জাগরণ, নিদ্রাভাব ; শিক্ষা, উপদেশ। অব—বুধ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। জ্ঞাপন ; জাগরণ, জাগানো। অব—বুধ্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অববোধক—১। যে জাগায় ; সূচনাকারী ; উপদেষ্টা। বিণ। স্ত্রী, -বোধিকা। ২। ভাস্কর ; বৈতালিক ; উপদেশক। অব—বোধি + ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

অববোধন—জ্ঞাপন ; জাগরিতকরণ, জাগানো। অব—বুধ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অববোধিত—জাগরিত, সান্ত্বনিত, যাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে এমন। অব—বোধি + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবভাষণ—অকথ্য কথন ; নিন্দন ; ভাষণ। অব—ভাষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবভাস—প্রকাশ, স্ফুরণ ; দীপ্তি ; সাক্ষাৎকার ; একের অন্যরূপে প্রকাশরূপ মিথ্যাজ্ঞান ; অধ্যাস, আরোপ। অব—ভাস্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অবভৃথ—যজ্ঞান্তকৃত যজ্ঞ, প্রধান যজ্ঞপূরণার্থ যাগ বিঃ ; অনুষ্ঠিত যজ্ঞের আশঙ্কিত ন্যূনতা-পরিহারার্থে পুনঃকৃত যজ্ঞ ; স্নান ; যজ্ঞাবশেষ-স্নান, সোমযাগের পর সপত্নীক স্নান। অব—ভৃ + কথন কর্তৃ, ভাব। বি, পুং।

অবভ্রট—নতনাসিক, থাঁদা। অব (অবনতা) নাসিকা যাহার, বহু (নাসিকা-স্থানে ভ্রট আদেশ)। বিণ।

অবম—অধম, নিকৃষ্ট ; ন্যূন ; সর্বাপেক্ষা কম, minimum, যাহাতে এক তিথির শেষ এবং পরবর্তী তিথির আরম্ভ ও শেষ হয় এমন ('—দিন'—ত্র্যহস্পর্শ)। অব্ + অম অপা। বিণ।

অবমত—অনাদৃত, অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত। অব—মন্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবমতাঙ্কুশ—পাগলা হাতি, দুর্দান্ত হস্তী, ডাঙ্গশের ঘা মারিয়াও যে হাতিকে বশে আনা যায় না। অবমত হইয়াছে অঙ্কুশ যদ্দারা, বহু। বি ; পুং।

অবমতি—১। অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান। অব—

মন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। প্রভু, স্বামী, নেতা, পতি। অব—মন্+ক্তি কর্তৃ। বি; পুং।

অবমন্তব্য—হেয়, অবমাননার যোগ্য; ভর্ৎসনীয়। অব—মন্+তব্য কর্ম। বিণ।

অবমন্তা (-মন্তৃ)—অবমানকারী, অবজ্ঞাকারী, তিরস্কর্তা। অব—মন্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মন্ত্রী**।

অবমর্দ—১। পীড়ন, দলন, শত্রুকৃত প্রহার; শত্রুনগরাদির উচ্ছেদ। অব—মৃদ্+ঘঞ্ ভাব। ২। জনতা, জনসংঘ, ভিড়। অব—মৃদ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

অবমর্দন—১। দলন, ধ্বংস; পীড়া, পীড়ন। অব—মৃদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ধ্বংসকারী; পীড়ক, পীড়নকারী। অব—মৃদ্+অন কর্তৃ। বিণ।

অবমর্দিত—বিদলিত; বিনাশিত; নিপীড়িত। অব—মর্দি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবমর্দী (-মর্দিন্)—বিদলনকারী; প্রমাথী; পীড়নকারী, উচ্ছেদকারী। অব—মর্দি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মর্দিনী**।

অবমর্শ(র্ষ), **-মর্শ(র্ষ)ণ**—পর্যালোচনা; অধৈর্য, অক্ষমা, অসহন; বিলোপ, বিলুপ্তি; বিস্মৃতি, (নাট্য) সন্ধির অংশ বিঃ। অব—মৃশ্ বা মৃষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

অবমর্ষিত—অসহিষ্ণু, অধীর; পর্যালোচিত; জাতামর্ষ। অবমর্ষ+ইতচ্ সঞ্জাতার্থে। বিণ।

অবমান—অপমান, অবজ্ঞা, অনাদর। অব—মন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবমানন, **-মাননা**—অপমানকরণ, অনাদরকরণ, অবজ্ঞাকরণ। অব—মন্+ণিচ্+অন ভাব, পক্ষে+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অবমাননীয়, **-মান্য**—অবজ্ঞাযোগ্য, উপেক্ষণীয়, অনাদরণীয়। অব—মন্+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

অবমানয়িতা (-য়িতৃ)—অন্যের দ্বারা অবমাননাকারী, অবমাননশীল, অন্যের অপমান করিতে সর্বদা উদ্যত। অব—মন্+ণিচ্+তৃন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

অবমানিত—অনাদৃত, অপমানিত, অবজ্ঞাত। অব—মন্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবমান্য—'অবমাননীয়' দ্রঃ।

অবমার্জন—প্রক্ষালন; শোধিতকরণ। অব—মৃজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লী।

অবমূর্ধশয়—অধোমুখশায়ী, যে উপুড় হইয়া শয়ন করে এরূপ। অবমূর্ধন্—শী+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অবমূর্ধশায়ী (-শায়িন্)—অবমূর্ধশয়, অধোমুখশায়ী। অবমূর্ধন্—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অবমূর্ধা (-মূর্ধন্), **-মূর্ধা** (-মূর্ধন্)—অবনতমস্তক, অধোমুখ। অবনত মূর্ধা (মূর্ধন্) যাহার, বহু। বিণ।

অবমোচন—উন্মোচন, পরিত্যাগ, ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্ত করা। অব—মুচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবমোটন—মোচড়ানো, মটকানো; আক্ষেপকরণ। অব—মুট্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী। বিণ, **-মোটিত**।

অবয়ব—অঙ্গ, হস্তপদাদি; অংশ; উপকরণ; দ্রব্যের সমবায়িকরণ; (ন্যায়) প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চক (প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন); (ব্যাক) শব্দের অর্থসাধক ভিন্ন ভিন্ন অংশ। অব—যু+অ কর্ম। বি; পুং। বিণ—**আবয়বিক**।

অবয়বী (-বিন্)—অবয়বযুক্ত, অঙ্গী; সাকার; অংশবান্; সোপকরণ, উপকরণবিশিষ্ট; (ন্যায়মতে) প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট। অবয়ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বিনী**।

অবর—১। নিকৃষ্ট, অধম; অশ্রেষ্ঠ; পশ্চাদ্বর্তী, junior; নিম্নবর্তী, lower; শেষ; অপর; চরম, পশ্চিম; কনিষ্ঠ, পশ্চাজ্জাত। ন বর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্তৎ। ২। স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন; বিরহিণী। প্রাদে। কপ্র। বিণ।

অবরকর্ম(র্ম্ম)সচিব—উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বিঃ, প্রধান কর্মসচিবের নিম্নতন কর্মসচিব, Under Secretary. অবর (অশ্রেষ্ঠ) যে কর্মসচিব, কর্মধা। বি; পুং।

অবরজ—১। অনুজ, অনুজাত, কনিষ্ঠ, পশ্চাজ্জাত; হীন, নিকৃষ্ট; নিকৃষ্টবংশজাত। বিণ। ২। কনিষ্ঠভ্রাতা; অবরবর্ণ শূদ্র। উপতৎ, অবর—জন্+ড কর্তৃ। বি, পুং।

অবরজা—১। কনিষ্ঠা ভগিনী। বি; স্ত্রী। ২। হীনা, নিকৃষ্টা, কনিষ্ঠা। অবরজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবরত—নিবৃত্ত, বিশ্রান্ত। অব—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবরতি—বিরতি, নিবৃত্তি; বিশ্রাম; ত্যাগ; ক্রীড়া। অব—রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অবরধাতু—(রসায়ন) স্বর্ণ রৌপ্য প্লাটিনাম ইঃ মূল্যবান্ ধাতু ভিন্ন অন্য ধাতু, base metal. অবর এমন ধাতু, কর্মধা। বি; পুং।

অবরপুরুষ—সন্তানসন্ততি, descendant. অবর যে পুরুষ, কর্মধা। বি; পুং।

অবরবর্ণ—চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র, বৃষল। অবর যে বর্ণ, কর্মধা। বি; পুং।

অবরবর্ণক—শূদ্র, চতুর্থ বর্ণ। অবরবর্ণ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অবরস্তাৎ—পশ্চাৎ, পরে। অবর+স্তাৎ। অ।

অবরা—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। সর্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) বর (শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবরার্ধ—শেষার্ধ; নিম্নার্ধ। অবর যে অর্ধ, কর্মধা। বি; পুং।

অবরার্ধ্য—শেষার্ধজাত; নিম্নার্ধভব। অবরার্ধ+যৎ ভবার্থে। বিণ।

অবরীণ—ধিকৃত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। অব—রী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবরুগ্ণ—রুগ্ন; পীড়িত, রোগগ্রস্ত। অব—রুজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবরুদ্ধ—প্রতিরুদ্ধ; প্রতিহত, ব্যাহত; বেষ্টিত, আচ্ছাদিত; কয়েদী, বন্দী। অব—রুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবরূঢ়—ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে আগত, অবতীর্ণ। অব—রুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবরেণ্য—অশ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট; অপূজনীয় ("মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি"—মাইকেল)। নঞ্তৎ। বিণ।

অবরে-সবরে—কদাচিৎ, দৈবাৎ, কালেভদ্রে; অসময়ে দরকার হইলে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অবরোধ—১। প্রতিবন্ধ; আটক, detention, বাধা, প্রতিরোধ; সেনাদি দ্বারা নগরাদি ঘেরাও; অন্তর্ধান; ঘেরা, বেষ্টন; আচ্ছাদন। অব—রুধ্+ঘঞ্ ভাব। ২। অন্তঃপুর। অব—রুধ্+ঘঞ্ অধি। ৩। অন্তঃপুর স্ত্রী; রাজপত্নী। অব—রুধ্+ঘঞ্ কর্ম। বি, পুং। [প্রা কপ্র—**অবরোধল**—অবরুদ্ধ করিল। **অবরোধে**—আক্রমণ করে।]

অবরোধক—১। নিরোধকারী, অবরোধকারী; অন্তঃপুররক্ষক; বিপক্ষাদিনিবারক। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিকা**। ২। বেড়া। অব—রুধ্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অবরোধন—অবরোধ (১ ও ২-চিহ্নিত অর্থে)। অব—রুধ্+অনট্ ভাব, অধি। বি; ক্লী।

অবরোধপ্রথা—স্ত্রীলোকদের বাটীর অভ্যন্তরে রাখিবার প্রথা, যে রীতিতে স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যাইতে পারে না ও বাহিরের কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে পারে না তাহা, পর্দাপ্রথা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অবরোধিক—১। অন্তঃপুররক্ষক। অবরোধ+ইক (ঠন্) নিযুক্তার্থে। বি; পুং বা বিণ। ২। অবরোধসম্বন্ধীয়। অবরোধ+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অবরোধী (-রোধিন্)—অবরোধকারী; প্রতিবন্ধক, বাধাদায়ক। অব—রুধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিনী**।

অবরোপণ—অবতারণ, নামানো; অপ-

সারণ, অপনয়ন, উৎপাটন। অব—রুহ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবরোপিত—অবতারিত, উৎপাটিত, অপসারিত, দূরীকৃত। অব—রুহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবরোহ—১। অবতরণ, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন; পরিত্যাগ; আরোহণ; লতোদ্গম; (দর্শন) যুক্তির প্রণালী বিঃ (কারণ হইতে কার্যে, নিদান হইতে ফলে, সামান্য হইতে বিশেষে উপস্থিত হওয়ার পন্থা), এক সিদ্ধান্ত হইতে অপর সিদ্ধান্তে গমন, deduction অব—রুহ্+ঘঞ্ ভাব। ২। শাখা হইতে লম্বমান শিকড়, নামনা, ঝুরি। অব—রুহ্+অচ্ কর্তৃ। ৩। স্বর্গ, চন্দ্রাদি লোক। অব—রুহ্+ঘঞ্ অপা। বি; পুং।

অবরোহক—অবরোহণকারী, নিম্নে আগমনকারী। অব—রুহ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রোহিকা।

অবরোহণ—ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে গমন, অবতরণ; পরিত্যাগ; আরোহণ, অধিরোহণ, (সংগীত) চড়া সুর হইতে খাদের সুরে যাওয়া। অব—রুহ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অবরোহপত্র—জাহাজ হইতে নামিবার অনুমতিপত্র, landing permit. অবরোহ জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

অবরোহিকা—১। অশ্বগন্ধা লতা। বি; স্ত্রী। ২। অবতরণকারিণী, আরোহণকারিণী। অব—রুহ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবরোহী (-হিন্)—১। অবতরণকারী; আরোহণকারী, কারণ হইতে কার্য অনুমানকারী, deducting অব—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রোহিণী। ২। সুরের নিম্নগমনক্রম (যথা—নি ধা পা মা গা রে সা), বটবৃক্ষ। অবরোহ+ইন্ আছে অর্থে। বি, পুং।

অবর্জ(র্জ্জ)নীয়, অবর্জ্য(র্জ্জ্য)—অপরিহার্য, যাহা ত্যাগ করা যায় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবর্ণ—১। নিন্দা, অপবাদ, অযশঃ। ন (বিরোধার্থে) বর্ণ (প্রশংসা), নঞ্তৎ। ২। 'অ' এই অক্ষর। অ-ই বর্ণ, কর্মধা। ৩। নীচ জাতি। নঞ্তৎ। বি; পুং। ৪। বর্ণহীন। ন (নাই) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

অবর্ণনীয়—অনির্বচনীয়, অপ্রকাশ্য, যাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না এরূপ; বর্ণনার অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অবর্ত(র্ত্ত)মান—১। অস্থিত, অনুপস্থিত; প্রস্থিত, গত; মৃত। বিণ। ২। বর্তমান ভিন্ন অন্য কাল, ভূত বা ভবিষ্যৎ কাল। নঞ্তৎ। বি; পুং। **অবর্তমানে**—মৃত্যুর পরে, অনুপস্থিতিতে।

অবর্ষ, অবর্ষণ, অবর্ষা—অনাবৃষ্টি, বৃষ্টি না হওয়া। নঞ্তৎ। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

অবল—১। বলহীন, দুর্বল। ন (নাই) বল যাহার, বহু। বিণ। ২। বলহীনতা, দুর্বলতা। ন (না অথবা নিন্দিত) বল, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অবলক্ষ—১। শুক্লবর্ণ, শুভ্রবর্ণ। বি; পুং। ২। শুক্লবর্ণবিশিষ্ট; মূর্খ। অব—লক্ষ্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

অবলগিত—দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনা বিঃ। অব—লগ্+ক্ত কর্ম। বি; স্ত্রী।

অবলগ্ন—১। কটিদেশ, কোমর, কাঁকাল, মাজা। অব—লগ্+ক্ত অধি। বি, পুং। ২। সংলগ্ন, দৃঢ়-সংযুক্ত। অব—লগ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবলম্ব—১। অধিষ্ঠান, নির্ভর; আশ্রয়; জীবিকা, বৃত্তি; উদ্যম, প্রকাশ। অব—লম্ব্+ঘঞ্ অধি। ২। গ্রহণ, ধারণ। অব—লম্ব্+ঘঞ্ ভাব। ৩। আশ্রয়সাধন যষ্টি প্রঃ, হাতের লাঠি। অব—লম্ব্+ঘঞ্ করণ। বি, পুং, ক্লীব। ৪। ধারণ করিল ('পুলকমুকুল অবলম্ব'—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবলম্বই—অবলম্বন করে বা করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবলম্বন—১। অবলম্ব (১) সকল অর্থে। অব—লম্ব্+অনট্ অধি। ২। ধারণ, গ্রহণ। অব—লম্ব্+ঘঞ্ ভাব। ৩। অবলম্বনস্বরূপ লাঠি, হাতের লাঠি। অব—লম্ব্+ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী।

অবলম্বিত—১। শরণাগত, অবনত, অধোগত; অধোলম্বমান। অব—লম্ব্+ক্ত কর্তৃ। ২। ধৃত; আশ্রিত; গৃহীত, রক্ষিত, পালিত। অব—লম্ব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবলম্বী (-লম্বিন্)—আশ্রয়কারী, অবলম্বনকারী; উচ্চ স্থান হইতে নিম্নগামী, অধোলম্বী। অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -লম্বিনী।

অবলা—১। রমণী, নারী। বি; স্ত্রী। ২। বলশূন্যা, শক্তিহীনা। অবল (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। যে কথা বলে না বা বলিতে পারে না এমন, বাক্‌শক্তিশূন্য, মূক, বোবা। <বাং 'অবোলা'। বিণ।

অবলিখন—নিম্নে লেখা, নিম্নে স্বাক্ষরকরণ, কোন কিছুর নীচে সহি করা। অব—লিখ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলিপ্ত—১। প্রলিপ্ত, কৃতলেপন। অব—লিপ্+ক্ত কর্ম। ২। গর্বিত, অহংকৃত; ধনগর্বিত। অব—লিপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবলী (-বলিন্)—বলশূন্য, দুর্বল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -বলিনী।

অবলীঢ়—ভক্ষিত; যাহা চাটা হইয়াছে এরূপ, কৃতাবলেহ; আস্বাদিত; বিনাশিত; দগ্ধ; ব্যাপ্ত। অব—লিহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবলীন—গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন; প্রাপ্ত; আশ্রিত। অব—লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবলীলা—অনায়াস, অক্লেশ; অনাদর; অসংকোচ। অবরা লীলা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অবলীলাক্রমে—অক্লেশে, অনায়াসে, সহজে। অবলীলার ক্রম, ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অবলুণ্ঠন—মাটিতে লুটানো বা গড়াগড়ি দেওয়া, ভূলুণ্ঠন। অব—লুণ্ঠ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অবলুণ্ঠিত—যে অবলুণ্ঠন করে বা করিয়াছে এরূপ, যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এমন, ভূলুণ্ঠিত। অব—লুণ্ঠ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবলুপ্ত—অদৃশ্য, লোপপ্রাপ্ত। অব—লুপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবলেখ—উল্লেখকরণ, রেখাপাতকরণ; আঁচড়ানো। অব—লিখ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

অবলেখন—চুল আঁচড়ানো, চুল পরিষ্কারকরণ; আঁচড় কাটা। অব—লিখ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলেখনী—চিরুনি, কাঁকুই, কেশপ্রসাধনী। অব—লিখ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

অবলেখা—লেখা; আঁকা; যথা; পত্রপুষ্পাদিদ্বারা দেহের প্রসাধন। অব—লিখ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবলেপ—গর্ব; দর্প, বিদ্বেষ; দূষণ, নিন্দন; অধিক্ষেপ; আক্ষেপ; ক্ষেপণ, প্রলেপ, লেপন, সঙ্গ, সম্বন্ধ, ভূষণ। অব—লিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

অবলেপন—প্রলেপ, বিলেপন, ম্রক্ষণ; অধিক্ষেপ, আক্ষেপ, ক্ষেপণ; সংকল্প, সঙ্গ; গর্বপ্রকাশ, অহংকার, ভূষণ। অব—লিপ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অবলেহ—১। জিহ্বা দ্বারা লেহন, চাটা। অব—লিহ্+ঘঞ্ ভাব। ২। লেহ্য ঔষধাদি, যাহা চাটিয়া খাইতে হয় এরূপ ঔষধ প্রঃ। অব—লিহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

অবলেহন—জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, চাটা। অব—লিহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলেহনীয়, -লেহ্য—অবলেহনের যোগ্য, যাহা চাটিয়া খাইতে হয় এরূপ। অব—লিহ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবলেহিকা—লেহ্য ঔষধ। বি; স্ত্রী।

অবলোক, -লোকন—১। দৃষ্টি, দর্শন। অব—লোক্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং। ২। নয়ন, নেত্র; আলোক। লোক্+ঘঞ্, অনট্ করণ। বি; পুং, ক্লী।

অবলোকই—দেখে, তাকায়। প্রা কগ্র। ক্রি।

অবলোকনীয়—দর্শনযোগ্য, দর্শনীয়, নিরীক্ষণীয়। অব—লোক্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অবলোকয়িতা (-য়িতৃ)—দর্শনকারী, নিরীক্ষণকারী, দর্শক। অব—লোকি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

অবলোকিত—১। দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। অব—লোক্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দর্শন, দেখা; অভিনয়কালে নতদৃষ্টি। অব—লোক্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। জৈনমুনি লোকনাথ। অবলোকিত+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

অবলোকিতেশ্বর—বৌদ্ধ দেবতা বিঃ, লোকনাথ। অবলোকিতই ঈশ্বর, কর্মধা। বি; পুং।

অবলোকী (-কিন্)—নিরীক্ষণকারী, দর্শক। অব—লোক্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কিনী।

অবলোক্য—অবলোকনীয়। অব—লোক+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবলোপ—তিরোভাব; দংশন; ছেদন, বিনাশ। অব—লুপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবলোহিত—(পদার্থ-বিদ্যা) বর্ণালির বা রামধনুর বর্ণ সপ্তকের মধ্যে লোহিত বর্ণের শেষে যে অদৃশ্য লোহিত বর্ণ থাকে তাহা, infra-red. অব (হীন) লোহিত হইতে, প্রাদি। বি, পুং।

অবশ ১। অনায়ত্ত, অবশীভূত, অবাধ্য; শিথিল, নিস্তেজ; জড়ীভূত, নিস্পন্দ, যাহা নাড়িতে পারা যায় না এরূপ। ন (নাই) বশ যাহাতে, বহু। ২। অস্বাধীন, কামাদি-পরবশ, পরাধীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবশক্থিক—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় একত্র বন্ধনপূর্বক উপবিষ্ট। বিণ।

অবশ(স)ক্থিকা—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ জানু ও জঙ্ঘাদ্বয় বন্ধনপূর্বক উপবেশন। অবশক্থি +কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবশগ—অনায়ত্ত, অবশীভূত। বিণ।

অবশাঙ্গ—১। শিথিলদেহ, যে অবয়ব সঞ্চালন করিতে পারে না এরূপ। অবশ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গী, -ঙ্গা। ২। অবসন্ন দেহ, শিথিল শরীর। অবশ এমন অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

অবশাতন—কাটা, ছেদন; নাশন; ছোট করা; সংক্ষেপ করা। অব—শদ্+ণিচ্ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবশাবিত—অবশীকৃত। প্রা কগ্র। বিণ।

অবশিষ্ট—১। পরিশিষ্ট, বাকি, যাহা শেষ থাকে এরূপ, উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত। বিণ। ২। বিয়োগফল; ভাগশেষ। অব—শিষ্+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

অবশী (-শিন্)—অজিতেন্দ্রিয়, কামাদির অত্যন্ত অধীন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -শিনী। বি, -শিতা।

অবশীকৃত—অনিয়ন্ত্রিত, অদমিত, অনায়ত্তী-কৃত, যাহাকে বশ করা হয় নাই এমন। নঞ্-তৎ। বিণ।

অবশীভাব—বশীভূত না হওয়ার ভাব, অনায়ত্ততা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অবশীভূত—অনায়ত্ত অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। নঞ্তৎ। বিণ।

অবশীর্ণ—ভগ্ন; জীর্ণ; শীর্ণ; ছিন্ন। অব—শৄ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবশীর্ষ, -শীর্ষক—১। অধোমস্তক, নত-মস্তক। বিণ। স্ত্রী, -শীর্ষা, -শীর্ষিকা। ২। চক্ষুরোগ বিঃ। অবনত শীর্ষ যাহার, বহু, পক্ষে সমাসান্ত ক। বি; পুং।

অবশেন্দ্রিয়—অজিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। অবশ ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

অবশেষ—১। উদ্বৃত্ত, বাকি অংশ; অন্ত; গ্রন্থের বা প্রস্তাবের সমাপ্তিকাল; নিঃশেষ। অব—শিষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। অবশিষ্ট; ভুক্তাবশিষ্ট। অব—শিষ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অবশেষিত—অশিষ্ট। অব—শেষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবশ্চ্যুত—ক্ষরিত, trickled down. অব—শ্চ্যুৎ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবশ্য—১। বশীকরণের অযোগ্য, অদম্য, অবাধ্য, অনায়ত্ত। নঞ্তৎ। বিণ। ২। নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ, নিঃসংশয়; পরিণামস্বরূপ, সিদ্ধান্ত-স্বরূপ। <সং 'অবশ্যম্'। অ; বিণ বা ক্রি বিণ। **অবশ্য অবশ্য**—অতি নিশ্চয়।

অবশ্যক—অবশ্যকরণীয়, compulsory. বিণ।

অবশ্যকরণীয়, -কর্ত(র্ত)ব্য—যাহা নিশ্চিতই করিতে হইবে এরূপ, যাহা না করিয়া উপায় নাই। (ময়ূরব্যংসকাদি) নিপাতন সমাস। বিণ।

অবশ্যপালনীয়, -পাল্য—যাহা নিশ্চিতই করিতে হইবে এমন, অবশ্যকরণীয়। সুপ্। বিণ।

অবশ্যম্ভাবিতা, -ত্ব—হইবার নিশ্চয়তা, অনিবার্যতা। অবশ্যম্ভাবিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অবশ্যম্ভাবী (-বিন্), **অবশ্যম্ভাব্য**—যাহা নিশ্চয় ঘটিবে এরূপ, যাহা কখনই অন্যথা হইবার নহে এরূপ। অবশ্যম্—ভূ+ণিন্, ণ্যৎ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ম্ভাবিনী, -ম্ভাব্যা।

অবশ্যম্ভাব্যতা—অবশ্যম্ভাবিতা, অ-নিবার্যতা। অবশ্যম্ভাব্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অবশ্যা—১। কুজ্ঝটিকা। অব—শ্যৈ+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনায়ত্তা। অবশ্য (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবশ্যায়—১। শিশির; কুজ্ঝটিকা। অব—শ্যৈ+ণ কর্তৃ। ২। অভিমান, গর্ব, অহংকার। অব—শ্যৈ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবশ্রয়ণ—চুলী হইতে অবতারণ, উনান হইতে নামান। অব—শ্রি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবষ্কয়ণী—চিরপ্রসূতা গাভী, যে গাই দীর্ঘকাল ব্যবধানে বৎস প্রসব করে। ন বষ্কয়ণী, নঞ্তৎ স্বার্থে। বি, স্ত্রী।

অবষ্টব্ধ—১। বদ্ধ, সংযত, রুদ্ধ, প্রতিবদ্ধ; বেষ্টিত, জড়িত; রক্ষিত; আক্রান্ত, অভি-ভূত; স্তব্ধীকৃত; জড়ীকৃত; আশ্রিত, অব-লম্বিত, ঝুলানো। অব—স্তন্ভ্+ক্ত কর্ম। ২। আসন্ন, সমীপ। অব—স্তন্ভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবষ্টম্ভ—১। রোধ; স্তম্ভ; প্রতিরোধ; আশ্রয়; প্রারম্ভ; আক্রমণ; সৌষ্ঠব; স্থিরতা, খাড়া হইয়া থাকা; অভিমান। অব—স্তন্ভ্+ঘঞ্ ভাব। ২। সুবর্ণ, স্বর্ণ। অব—স্তন্ভ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অবস—১। রাজা; সূর্য। অব+অস কর্তৃ। বি; পুং। ২। রক্ষণ। অব+অস ভাব। বি। ৩। ব্যতিরেকে। অ।

অবসক্ত—আসক্ত, নিযুক্ত; লগ্ন, সংশ্লিষ্ট; স্থাপিত; নিক্ষিপ্ত; আবদ্ধ। অব—সন্জ্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবসক্তি—আসক্তি; সংসক্তি, সংশ্লেষ, ব্যাহতি; নিক্ষেপ; আরম্ভ। অব—সন্জ্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

অবসক্থিকা—'অবশকথিকা' দ্রঃ।

অবসঞ্জন—আলিঙ্গন; আসক্তি; সংসক্তি। অব—সন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবসথ, -সথ্য—গ্রাম, আবাস, গৃহ; ছাত্রাবাস; চতুষ্পাঠী; পাঠশালা; আড্ডা, আখড়া। অব—সো+অথন্ অধি, পক্ষে যৎ স্বার্থে, অথবা, ন (নাই) বসথ যাহা হইতে, বহু; পক্ষে অবসথ+যৎ স্বার্থে। বি; পুং।

অবসন্ন—ক্লান্ত, গ্লানিযুক্ত; শ্রান্ত; স্ফূর্তি-রহিত; শিথিল, দুর্বল, নিস্তেজ; সমাপ্ত; ক্ষয়প্রাপ্ত; বিষণ্ন, ম্রিয়মাণ; অবনত, বিনষ্ট; অবসাদপ্রাপ্ত। অব—সদ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -তা, -সাদ।

অবসব্য—বামেতর, দক্ষিণ; বিরুদ্ধ, প্রতি-কূল। অবরুদ্ধ (বিরুদ্ধ) সব্য, প্রাদি। বিণ।

অবসর—১। গোপনে পরামর্শ; বৃষ্টি; প্রারম্ভ; প্রবেশ; প্রস্তাব। অব—সৃ+অপ্ ভাব। বিণ, -প্রাপ্ত। ২। বৎসর; অবকাশ, ছুটি, যোগ্যকাল; বার, পর্যায়; ক্ষণ; ফাঁক; কর্মকালের শেষ, কর্মজীবন হইতে বিদায়। অব—সৃ+অপ্ অধি। বি; পুং।

অবসরবৃত্তি—১। পেনশন, পূর্বকৃত সেবার্থ অবসরকালে প্রদত্ত বৃত্তি, pension. অবসর-প্রাপ্য বৃত্তি, মধ্যপ কর্মধা। ২। অবসরকালে করণীয় কাজ; কাজের ফাঁকে যাহা করা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অবসর্গ—মোচন; ত্যাগ; অপ্রতিবন্ধ; যথেচ্ছা করিবার অনুজ্ঞা। অব—সৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবসর্জ(র্জ্জ)ন—মোচন। অব—সৃজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবসর্প—গুপ্তচর। অব-সৃপ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অবসর্পিণী—জৈনগণের কালপরিমাণ বিঃ দশ কোটি সাগর বর্ষ। অব—সৃপ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবসহন—সহকরণ; সহিষ্ণুতা। অব—সহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবসাই—শেষ করিয়া বা হইয়া; শেষ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবসাদ—অবসন্নতা, শিথিলতা; শ্রান্তি; পরাজয়; অপমান; জড়তা; বিনাশ; ভ্রংশ, স্খলন; বিষাদ; নিরুৎসাহতা; দৈন্য; সমাপ্তি। অব—সদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবসাদক—অ ব সা দ জ ন ক, অবসন্নতা-কারক; অনুৎসাহকর। অব—সদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সাদিকা।

অবসাদন—নিঃশেষীকরণ, সমাপন, বিনাশন; দুর্বলীকরণ; উৎসাহনাশন। অব—সদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবসাদিত—জড়ীকৃত; অ নু ৎ সা হি ত; ক্ষয়িত, নাশিত; অবসাদপ্রাপিত; বিষাদিত। অব—সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবসাধ—ক্লান্তি অবসাদ। প্রা কপ্র। বি।

অবসান—১। বিরাম, শেষ; ক্রিয়া-সমাপ্তি; মরণ; সীমা; নিশ্চয়। অব—সো+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অবস্থান, স্থিতি। অব—সো+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ৩। সমাপ্ত; অবসন্ন; স্পন্দনহীন; গণনাবহির্ভূত; নীচ। কপ্র। বিণ।

অবসান-জাতি—গ্রামের শেষে বাসকারী কামার চাঁড়াল প্রঃ জাতি। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অবসান-স্থিতি—নির্দিষ্ট সময় অন্তে ব্যবসায় ইঃর হিসাব নিকাশ শেষে হাতে যাহা থাকে তাহা, closing balance. ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অবসানা—অবসান, অন্ত, শেষ ["ন তুয়া আদি অবসানা"—বিদ্যা]। প্রা কপ্র। বি।

অবসায়—১। শেষ, সমাপ্তি; অবসাদ; নিগ্রহ; সংযম; নিশ্চয়। অব—সো+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। সমাপন করিয়া, নিশ্চিত করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবসার—অবপাত (তাহা প্রঃ)। অব—সৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবসারণ—অপসারণ, দূরীকরণ, সরান। অব—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -সারিত, -সার্য, -সারণীয়।

অবসিক্ত—সিক্ত; আপ্লুত; দূষিত। অব—সিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবসিত—১। সমাপিত, নিঃশেষিত; বর্ধিত; সঞ্চিত; নিশ্চিত। অব—সো+ক্ত কর্ম। ২। জ্ঞাত, খিদিত; স্নাত; গত; পরিণত। অব—সো+ক্ত কর্তৃ। ৩। বদ্ধ। অব—সি+ক্ত কর্ম। বিণ। ৪। অবসান, শেষ। অব—সো+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অবসৃত—অবসরপ্রাপ্ত; প্রস্থিত, দূরগত; অপসৃত; দূরীকৃত। অব—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবসৃষ্ট—১। গলিত, বহির্গত। অব—সৃজ্+ক্ত কর্তৃ। ২। পরিত্যক্ত; দত্ত; নিয়ে পাতিত। অব—সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবসেক—আর্দ্রীকরণ, জলসেচন; ভিজান। অব—সিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবসেচন—১। জলসেচন; (জলদ্বারা) রক্তনিষ্কাশন। অব—সিচ্+অনট্ ভাব। ২। (পদাদি) ধুইবার জল। অব—সিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

অবস্কন্দ—১। সৈন্যের ছাউনি, শিবির, সেনানিবেশ; স্কন্ধাবার। অব—স্কন্দ্+ঘঞ্ অধি। ২। অবরোধ; আক্রমণ; অবগাহন; অবতরণ। অব—স্কন্দ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবস্কন্দন—অবগাহন; অবতরণ; আক্রমণ; অবরোধ। অব—স্কন্দ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবস্কন্দিত—১। অবতীর্ণ; স্নাত; অবরূঢ়। অব—স্কন্দ্+ক্ত কর্তৃ। ২। আক্রান্ত। অব—স্কন্দ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবস্কন্দী (-স্কন্দিন্)—ধর্ষণকারী; আক্রমণকারী। অব—স্কন্দ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -স্কন্দিনী।

অবস্কর—১। আবর্জনা, জঞ্জাল; বিষ্ঠা; ময়লা। অব—কৃ+অপ্ কর্ম (নিপা স-আগম)। ২। পায়ু, গুহ্যদেশ। অব—কৃ+অপ্ অপা। ৩। আস্তাকুঁড়, পায়খানা, ভাগাড়। অব—কৃ+অপ্ অধি। বি; পুং।

অবস্তার—যবনিকা, পর্দা; আস্তরণ। অব—স্তৃ+ঘঞ্ করণ, ভাব। বি; পুং।

অবস্তু—১। যাহাতে সার নাই এরূপ, অসার, অপদার্থ। ন (নাই) বস্তু যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অপকৃষ্ট পদার্থ; তুচ্ছ জিনিস; (বেদান্তমতে) অজ্ঞানাদি জড়স্বরূপ মহাপ্রপঞ্চ সকল; অবিদ্যমানতা; বস্তুর অভাব, non-entity. ন (মুক্তশিষ্ট) বস্তু, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবস্ত্র—নগ্ন, বসনহীন, পরিচ্ছেদহীন। ন (নাই) বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

অবস্থা—১। দশা, কালকৃত বৈলক্ষণ্য; সঙ্গতি, সমৃদ্ধি; আর্থিক অবস্থা; প্রতিষ্ঠা; ভাব, প্রকার; স্থিতি; পরিমাণ; ক্লেশ; সময়; সুযোগ, সুবিধা; ক্ষেত্র; লক্ষণ, গতিক; (বৈদ্যকশাস্ত্রমতে) দেহাদির বাল্য কৌমার যৌবন ও বার্ধক্য—এই চারিপ্রকার কালকৃত দশা (অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাল্য, ৩০ বৎসর পর্যন্ত কৌমার, ৫০ বৎসর পর্যন্ত যৌবন, পঞ্চাশদূর্ধ্বে বার্ধক্য); (স্মৃতিমতে) কৌমার পৌগণ্ড কৈশোর বাল্য যৌবন বার্ধক্য ও বর্ষীয়স্ত্ব—জীবনের এই সপ্তপ্রকার দশা (অর্থাৎ ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কৌমার, ১০ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর, ১৬ বৎসর পর্যন্ত বাল্য, ৭০ বৎসর পর্যন্ত যৌবন, তৎপরে বার্ধক্য এবং ৯০ বৎসরের পর বর্ষীয়ান্ অবস্থা)। অব—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অশেষ দুর্গতি। প্রা কপ্র। বি। **অবস্থা ফিরানো**—সংগতিপন্ন হওয়া, মন্দ অবস্থা হইতে ভাল অবস্থা লাভ করা।

অবস্থাচতুষ্টয়—কালকৃত বাল্য কৌমার যৌবন ও বার্ধক্য এই চতুর্বিধ (মতান্তরে বাল্য যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য) দশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অবস্থাতিরিক্ত, অবস্থাতীত—কাহারও সংগতি বা আর্থিক সামর্থ্যের বহির্ভূত। অবস্থা হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ; অবস্থাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাত্রয়—জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ দশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অবস্থাদশক—জীবের গর্ভবাসাবধি মৃত্যু পর্যন্ত দশ দশা; (অলংকারশাস্ত্রানুযায়ী) প্রেমজনিত দশটি অবস্থা; যথা,—অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণকথন উদ্বেগ প্রলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা ও মৃত্যু; (মতান্তরে) লালসা উদ্বেগ জাগরণ চিন্তা জড়ত্ব প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মোহ ও মৃত্যু

["লালসোদ্বেগ জাগর্যা চিন্তাত্র জড়িমাত্রতু।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু র্দশা দশ।"
—উজ্জ্বলনীলমণি]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অবস্থাদ্বয়—জীবের দুই অবস্থা (সুখ ও দুঃখ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অবস্থান—১। স্থিতি; দশা, অবস্থা। অব—স্থা+অনট্ ভাব। ২। অবস্থিতিস্থান; অবস্থিতিস্থান, আবাস। অব—স্থা+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

অবস্থান-ধর্ম(র্ম্ম)ঘট—কর্মীরা কর্মস্থলে

বসিয়া থাকিয়া যে ধর্মঘট করে তাহা। অবস্থানকৃত ধর্মঘট ; মধ্যপদ কর্মধা। বি ; পুং।

অবস্থানবিন্দু—নির্দিষ্ট স্থান ; দাঁড়াইয়া দেখিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অবস্থানুযায়ী (-যায়িন্)—১। অবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত, আর্থিক সংগতিমত সম্পাদিত। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-যায়িনী**। ২। যেমন অবস্থা সেই মত, টাকাপয়সার সামর্থ্যানুসারে। ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি বিণ।

অবস্থানুসারে—অবস্থানুযায়ী, আর্থিক ক্ষমতা-অনুযায়ী। অবস্থার অনুসার আছে যাহাতে, বহু, সেরূপে। ক্রি-বিণ।

অবস্থান্তর—অন্য দশা, অপর অবস্থা। অন্যা অবস্থা, নিত্য। বি ; ক্লী। বিণ, **-ন্তরিত**।

অবস্থাপক, -স্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—স্থাপনকারী, প্রতিষ্ঠাপক। অব—স্থা+ণিচ্ (=স্থাপি)+ণক, তৃন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা, -য়িত্রী**।

অবস্থাপন—রক্ষণ ; স্থাপিতকরণ ; নির্ধারণ, স্থিরীকরণ, বিক্রয়ের জন্য রাখা। অব—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবস্থাপন্ন—সংগতিপন্ন, অর্থবান, ধনী। অবস্থা কে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—'অবস্থাপক' দ্রঃ।

অবস্থাপিত—রক্ষিত ; স্থাপিত ; স্থিরীকৃত, নির্ধারিত। অব—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবস্থাবিশেষ, -ভেদ—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, বিশেষ বিশেষ অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অবস্থায়ী (-য়িন্)—স্থিতিকারী, স্থিতিশীল। অব—স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থায়িনী**।

অবস্থাষট্‌ক—(দর্শনশাস্ত্র) বস্তুর ছয় অবস্থা (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অবস্থাসংগত—অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সংগতিযুক্ত। অবস্থার সহিত সংগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাসম্পন্ন—ধনবান্, বিত্তশালী। ৩য়াতৎ। বিণ।

অবস্থাহীন—দুরবস্থাপন্ন, দুর্গত, দরিদ্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

অবস্থিত—যে স্থিতি করিয়াছে বা করিয়া রহিয়াছে এরূপ ; অচঞ্চল ; নিযুক্ত ; অধ্যবসিত, উদ্যুক্ত, অবিচলিত ; আশ্রিত ; নিবিষ্ট। অব—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবস্থিতচিত্ত—১। নিবিষ্টমনাঃ, যাহার চিত্তের স্থিরতা আছে এরূপ, দৃঢ়চিত্ত, স্থিরচেতাঃ, প্রশান্তমনাঃ। অবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। ধীর চিত্ত, প্রশান্ত মন। অবস্থিত চিত্ত, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অবস্থিতি—অবস্থান, position ; বাস ; অনুদমন ; অভ্যাস। অব—স্থা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবস্তম্ভন—হিংসা ; করণ। অব—স্তম্ভ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-স্তম্ভিত**।

অবস্রংসন—অধঃপতন ; ক্ষরণ ; স্খলন, চ্যুতি ; অধোলম্বমানতা। অব—স্রন্‌স্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবস্রস্ত—অধঃপতিত ; ক্ষরিত, চ্যুত, গলিত। অব—স্রন্‌স্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবহত—পদাদি দ্বারা দলিত, পা দিয়া থেঁতলানো হইয়াছে এমন ; চূর্ণিত ; বিধ্বস্ত ; তুষ ছাড়াইবার জন্য যাহাতে আঘাত করা হইয়াছে এমন। অব—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহতি—অবহনন, তুষ ছাড়াইবার জন্য আঘাত ; ধ্বংস, বিনাশ। অব—হন্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

অবহন—এমন। প্রা কপ্র। অ।

অবহনন—১। তাড়ন, আঘাতকরণ, তুষ ঝাড়া। অব—হন্+অনট্ ভাব। ২। ফুসফুস (ফুসফুসে রক্ত আঘাত করে বলিয়া)। অব—হন্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

অবহরণ—প্রতিগ্রহ ; অপহরণ, চৌর্য ; প্রত্যর্পণ ; অর্থদণ্ড-করণ। অব—হৃ+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অবহসিত—১। উচ্চহাস্য। অব—হস্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। উপহসিত ; যাহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশের জন্য হাসা হইয়াছে এরূপ। অব—হস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহস্ত—হস্তপৃষ্ঠ, হাতের উলটা পিঠ। অবনত (উপুড়) হস্ত, প্রাদি। বি ; পুং।

অবহার—১। হাঙর ; জলহস্তী ; তস্কর। অব—হৃ+ণ কর্তৃ। ২। ক্রীড়াবিরতি ; যুদ্ধাদির বিশ্রাম ; সাময়িক যুদ্ধবিরতি, armistice ; স্থানান্তরে নয়ন ; যুদ্ধস্থান হইতে সৈন্যদিগকে শিবিরে আনয়ন ; নিমন্ত্রণ, আহ্বান, স্বধর্মপরিত্যাগপূর্বক অন্যধর্মগ্রহণ ; প্রত্যর্পণ। অব—হৃ+ঘঞ্ ভাব। ৩। দূত, পাশা ; সমীপ, উপহার, দেয় বস্তু ; বাটা, মূল্য হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয়, discount. অব—হৃ+ঘঞ্ করণ, কর্ম। বি ; পুং।

অবহারক—১। স্থানান্তরপ্রাপক ; যুদ্ধনিবর্তক। বিণ। ২। চোর, তস্কর ; হাঙর ; জলহস্তী। অব—হৃ+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

অবহার্য(র্য্য)—স্থানান্তর নয়নের যোগ্য ; আহ্বানযোগ্য, নিমন্ত্রণীয় ; সমর্পণীয়। অব—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবহাস—পরিহাস, উপহাস। অব—হস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অবহি—এখনই ; এখনও। প্রা কপ্র। অ।

অবহিত—১। বিদিত, জ্ঞাত, পরিচিত। অব—ধা+ক্ত কর্ম। ২। অপ্রমত্ত ; সাবধান, সতর্ক, অবধানযুক্ত, মনোযোগী। অব—ধা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবহিঁ—এখনই। প্রা কপ্র। অ।

অবহিত্থ—মনোভাব গোপন ; আকারগুপ্তি। ন—বহিস্ (বাহিরে)—স্থা (থাকা)+ত ভাব। বি, ক্লী।

অবহিত্থা—আকারগোপন, বাহিরে আর একরূপ ভাব দেখাইয়া অন্তরের প্রকৃতভাব গোপন করা ; আকারগুপ্তি। বহিস্—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্ (নিপা) বহিত্থা ; ন বহিত্থা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবহীন—পশ্চাৎ পাতিত। অব—হা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহুজ্ঞ—যাহার বিশেষ জানাশোনা নাই ; অবহুদর্শী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবহুঁ—এখনই, এক্ষণে। প্রা কপ্র। অ।

অবহৃত—চোরিত, অপহৃত ; অর্থদণ্ডে দণ্ডিত, স্থানান্তরনীত, উদ্ধৃত, quoted. অব—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহৃতক—যাহা প্রাপ্য হইতে বা নির্দিষ্ট মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হয়, rebate. অব—হৃ+ক্ত কর্ম+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অবহেল, -হেলন—অবজ্ঞা, অনাদর, অযত্ন, অবধীরণা ; অনায়াস। অব—হেড্+ক ঘঞর্থে, অনট্ ভাব (ড্-স্থানে ল)। বি ; ক্লী।

অবহেলনীয়—অবজ্ঞেয়, উপেক্ষণীয়, অবধীরণীয়। অব—হেড্+অনীয় কর্ম (ড্-স্থানে ল)। বিণ।

অবহেলা—অবজ্ঞা, অনাদর, তাচ্ছীল্য। অব—হেড্+অ ভাব+আপ্ (ড্-স্থানে ল)। বি ; স্ত্রী।

অবহেলিত—১। অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, অবধীরিত। অ—হেড্+ক্ত কর্ম (ড্-স্থানে ল)। বিণ। ২। অনাদর, অবজ্ঞা। অব—হেড্+ক্ত ভাব (ড্-স্থানে ল)। বি ; ক্লী।

অবহেলে—অনায়াসে, সহজে, হেলায়। প্রা কপ্র। ক্রি বিণ।

অবা—বোকা, নির্বোধ। প্রা কপ্র। বিণ।

অবাক্ (-বাচ্)—১। মূক, বোবা ; বিস্ময়াদিহেতু নির্বাক্। ন (নাই) বাক্ যাহার বা যাহাতে, বহু। ২। অধোবদন, নিম্নাভিমুখ। বিণ। ৩। দক্ষিণ দিক্। বি ; স্ত্রী। ৪। অধঃ, নিম্নপ্রদেশ ; নিকৃষ্ট কাল, পরবর্তী কাল। অব—অন্‌চ্+ক্বিন্ কর্তৃ। অ। ৫। বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত ; বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক। বাংপ্র। বিণ।

অবাক্‌কাণ্ড—আশ্চর্যজনক ব্যাপার, বিস্ময়কর ঘটনা, তাজ্জব ব্যাপার। অবাক্ এমন কাণ্ড, কর্মধা। বি ; পুং।

অবাক্‌-কারখানা—আশ্চর্য ব্যাপার। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

অবাক্‌-জলপান—আশ্চর্য জলখাবার, অদ্ভুত খাবার, তেল নুন ঝাল মিশানো ভাজা চাল-ছোলা-চিনাবাদাম। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

অবাক্‌পটু—যে কথাবার্তায় দক্ষ নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাক্‌পুষ্পী—হেঁটমুণ্ডী বৃক্ষ; শতপুষ্পী, শুল্‌ফা শাক; মৌরী; হেঁটকলী, চোরকাঁটা, চোরথড়কি। অবাক্‌ (অধোমুখ) পুষ্প যাহার, বহু+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

অবাক্‌শিরাঃ (-শিরস্‌), (>-**শিরা**)—অবনতমস্তক, নতশীর্ষ; অধোমুখ। অবাক্‌ (অধোগত) শিরঃ যাহার, বহু। বিণ।

অবাক্ষ—রক্ষক, অভিভাবক। অব—অক্ষ্‌+অক্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবাগ্র—অধোমুখ, অবনত, নম্র। অব (অবনত) অগ্র যাহার, বহু। বিণ।

অবাঙ্‌ (-বাচ্‌)—নিম্ন। অব—অন্‌চ্‌+কিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচী**।

অবাঙালী—১। বাঙালী ভিন্ন অন্য জাতি বা অন্য জাতির ব্যক্তি, non-Bengali. বি; পুং। ২। বাঙালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, un-Bengali. নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অবাঙ্‌মনসগোচর—অনির্বচনীয় ও অ-ভাবনীয়, বাক্য ও মনের বহির্ভূত। ন বাঙ্‌-মনসগোচর, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাঙ্‌মুখ—অধোমুখ, নতমুখ; লজ্জায় অধো-বদন। অবাক্‌ (অধোগত) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

অবাচিকা—কুমেরুপ্রদেশ, পৃথিবীর সর্ব-দক্ষিণ প্রান্তদেশ, Antarctica. অবাচী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

অবাচী—১। দক্ষিণদিক্‌, দাক্ষিণাত্য; অধোদিক্‌। বি; স্ত্রী। ২। নতাননা, নিম্ন-মুখী। অবাচ্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অবাচীন—দক্ষিণদেশীয়; দক্ষিণদিক্‌স্থ; দাক্ষিণাত্যসম্বন্ধীয়; অধোমুখ; অধোগত। অবাচ্‌ (দক্ষিণদিক্‌)+ঈন (খ) ভবার্থে। বিণ।

অবাচ্য—১। নিন্দিতবাক্য, দুর্বচন, নিন্দা। বি; স্ত্রী। ২। অবক্তব্য, অকথ্য; অনিন্দ্য; নিন্দাযোগ্য; অনির্বচনীয়, যাহা বলিয়া বুঝানো যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। ৩। দক্ষিণদেশীয়, দক্ষিণদেশজাত; পরবর্তী কালে জাত। অবাচ্‌+যৎ ভবার্থে। বিণ।

অবাচ্যদেশ—যোনি। অবাচ্য দেশ, কর্মধা। বি; পুং।

অবাঞ্চাই—বাঁকা করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবাঞ্চৎ—অধোবদন; অধোগামী। অব—অন্‌চ্‌+শতৃ কর্তৃ। বিণ।

অবাত—নির্বাত, বায়ুরহিত, যেখানে বাতাস নাই এমন। ন (নাই) বাত যেখানে, বহু। বিণ।

অবাতবিক্ষোভ—বিনা বাতাসে আলোড়ন, বায়ুব্যতিরেকে সঞ্চালন। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। বিণ, **-বিক্ষোভিত**।

অবাদী (-দিন্‌)—অবক্তা, অকথনশীল; অবিবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

অবাধ—বাধাহীন, নির্বিঘ্ন; পীড়াশূন্য। ন (নাই) বাধা যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অবাধে**।

অবাধক—অপীড়ক; যে বাধা জন্মায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাধিকা**।

অবাধনীতি—সরকারের কোন ব্যক্তি-বিশেষের কার্যে হস্তক্ষেপ না করার নীতি, laissez-faire. অবাধা নীতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অবাধবাণিজ্য—বাধাহীন বাণিজ্য, শুল্ক-হীন আমদানি-রপ্তানি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অবাধিত—নির্বিঘ্ন, অন্তরায়শূন্য; অ-পীড়িত; অনিয়ন্ত্রিত; বাধ্যবাধকতাশূন্য; অঋণবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাধ্য—যাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় বা দিতে পারা যায় না এমন; অবশীভূত, অবশ্য; যে কথা শোনে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাধ্যতা—অবশীভূতত্তা, অবশীভাব; আদেশ অমান্য করা; নিষেধ মানিয়া না চলা। অবাধ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অবান্তর—১। অন্তঃপাতী, প্রধানের অন্ত-ভূত, অপ্রধান, গৌণ; আনুষঙ্গিক; বাজে, অপ্রাসঙ্গিক। অন্তরকে অবগত, প্রাদি। বিণ। ২। বৃত্তান্ত, বিবরণ, ইতিকথা ("জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর"—কাশী-দাস)। প্রা কপ্র। বি।

অবান্তর-বিভাগ—বিভাগের বিভাগ, উপবিভাগ। অবান্তর যে বিভাগ, কর্মধা। বি; পুং।

অবান্তর-শাসন—রাজ্যের অন্তর্গত বিষয়-সকল যে রাজতন্ত্রের অধীন তাহা। অবান্তর শাসন, কর্মধা। বি; ক্লী।

অবান্ধব—যেখানে বন্ধু নাই এরূপ; বন্ধুহীন, মিত্রশূন্য। ন (নাই) বান্ধব যেখানে বা যাহার, বহু। বিণ।

অবাপিত—১। প্রাপিত, অধিগমিত। অব—আপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। ২। যাহা বপন করান নহে এরূপ, অকৃতবাপন; অমুণ্ডিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাপ্ত—লব্ধ, প্রাপ্ত, অধিগত। অব—আপ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অবাপ্তি—প্রাপ্তি। অব—আপ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অবায়ুজীবী (-বিন্‌)—(জীব-বিদ্যা) যে জীবাণু বায়ু বা অম্লান ব্যতীত জীবিত থাকে, anaerobic. অবায়ু (বায়ুর অভাব)—জীব+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবার—১। নিকটবর্তী তীর, পূর্বপার, এপার। অব—বৃ+ঘঞ্‌ অধি। বি; ক্লী। ২। অনিবারণীয়, অবারণীয়। ন—বৃ+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ। ৩। অপ্রশস্ত দিন, খারাপ দিন। ন (অপ্রশস্ত) বার, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবারণীয়—বারণাতীত, অনিবার্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অবারপার—১। এপার এবং ওপার। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। ২। সমুদ্র, পারাবার। অবার-পার+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

অবারপারীণ—সমুদ্রাদির অপরপারে গমনকুশল; পারগত; পরপারগামী। অবার-পার+ঈন কুশলার্থে। বিণ।

অবারিকা—ধন্যাক ধনিয়া। ন (নাই) বারি (জল) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

অবারিত—অনিবারিত, অনিষিদ্ধ; অনব-রুদ্ধ; উন্মুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবারীণ—পারগত, পরপারে উত্তীর্ণ। অবার+ঈন। বিণ।

অবার্য(র্য)—অনিবারণীয়, যাহা বারণ করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবার্ণ—(পদার্থ-বিদ্যা) বর্ণহীন, achromatic. ন বার্ণ (বর্ণ+অণ্‌), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাসাঃ (-সস্‌), (>-**বাসা**)—বিবস্ত্র, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অবাস্তব, -বাস্তবিক—যাহা বাস্তবিক নয় এরূপ, অলীক, অপ্রকৃত, অমূলক, মিথ্যা, অযথার্থ; অযৌক্তিক; ভ্রমাত্মক। ন বাস্তব, বাস্তবিক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বী, -বিকী**।

অবাহ্য—বহির্দেশহীন; অবহনীয়; মধ্যস্থ। ন বাহ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবি—১। প্রভু; সূর্য; পর্বত; মেষ; ছাগ; মূষিক; মৎস্যভেদ; কম্বল; প্রাচীর; বায়ু। বি; পুং। ২। রজস্বলা স্ত্রী। অব্‌+ইন্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অবিক—হীরা, diamond. বি।

অবিকচ, -বিকচিত—অবিকসিত, অ-প্রস্ফুটিত; অপ্রকাশিত; নিমীলিত। ন বিকচ, বিকচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিকট—অনুগ্র, অভীষণ, সৌম্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ।

অবিকত্থ—আত্মশ্লাঘারহিত, নিরহঙ্কার। ন—বি—কত্থ্‌+অন্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবিকত্থন—১। নিরহঙ্কার, যে আত্মশ্লাঘা করে না এরূপ, শ্লাঘাহীন; আত্মপ্রশংসা-রহিত ['অবিকত্থ'ও হয়]। ন (নাই)

বিকথন যাহার, বহু। বিণ। ২। আত্ম-প্রশংসার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিকল্প—নিঃসন্দেহ ; অচঞ্চল ; নির্বিকল্পক। ন (নাই) বিকল্প যাহার, বহু। বিণ।

অবিকল—১। যাহা বিকল নয় এরূপ, যাহা অঙ্গহীন নয় এরূপ ; অভগ্ন, অখণ্ড ; সম্পূর্ণ, অবিকৃত ; অবিসংবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। হুবহু, ঠিক ঠিক ভাবে। ন বিকল, নঞ্‌তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিকল্প—১। নিঃসন্দেহ ; পক্ষান্তরহীন। ন (নাই) বিকল্প যাহার, বহু। বিণ। ২। সংশয়হীনতা, সন্দেহরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অবিকার—১। ভাবান্তরবিহীন, বিকাররহিত ; অপরিবর্তিত ; স্থির। ন (নাই) বিকার যাহার, বহু। বিণ। ২। অপরিবর্তিত অবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিকারী (-কারিন)—বিকাররহিত, নির্বিকার, অবস্থান্তরশূন্য ; সকল সময় একরূপ ; অব্যভিচারী, অবিকারসাধক ; অপরিবর্তক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী **-কারিণী**।

অবিকার্য—বিকৃত করিবার অযোগ্য, কোনরূপে যাহার বিকারসাধন করা যায় না এরূপ, অপরিবর্তনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিকৃত—যাহা বিকৃত করা হয় নাই এরূপ, অচঞ্চল, বিকারশূন্য ; পূর্বাবস্থ ; খাঁটী, অমিশ্র। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-তি**।

অবিক্রম—১। বিক্রমহীনতা, কাপুরুষতা। নঞ্‌তৎ। বি, পুং। ২। বিক্রমহীন, কাপুরুষ। ন (নাই) বিক্রম যাহার, বহু। বিণ।

অবিক্রয়—না বেচা, বিক্রয়হীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিক্রান্ত—বিক্রমশূন্য, সাহসহীন, পৌরুষবর্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্রিয়—১। ব্রহ্ম। বি ; স্ত্রী। ২। নির্বিকার। ন (নাই) বিক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

অবিক্রিয়া—১। ভাবান্তরহীনতা ; বিকারশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। বিকারশূন্যা। অবিক্রিয় (২)+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অবিক্রী—যাহা বিক্রীত হয় নাই এরূপ ; বিক্রয়ের অনুপযুক্ত। <অবিক্রীত। বিণ।

অবিক্রীত—যাহা বিক্রীত হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্রেয়—বিক্রয়ের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্লব—স্থির, অব্যাকুল, অচঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্ষত—অক্ষত ; অনাহত, আঘাতশূন্য ; আবদ্ধ ; সমগ্র, অখণ্ডিত, পরিপূর্ণ ; অদূষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্ষিৎ—১। সূর্যবংশীয় জনৈক নরপতি। বি ; পুং। ২। বিক্ষেপরূপ কর্মশূন্য, অবিক্ষীণ। ন বিক্ষিৎ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্ষিপ্ত—অচঞ্চল ; সাবধান ; যাহা বিছানো নয় এরূপ ; অনিক্ষিপ্ত ; ধৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্ষুব্ধ—অচঞ্চল ; অব্যগ্র, অব্যাকুল ; স্থির, প্রশান্ত ; অনান্দোলিত, অনালোড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্ষোভ—অক্ষুব্ধতা ; প্রশান্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিগত—যাহা গত বা অতীত হয় নাই এমন ; উপস্থিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিগর্হিত—অদূষিত ; অনিন্দিত ; উত্তম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিগীত—যাহা বিশেষ ভাবে গীত হয় নাই ; অবিগর্হিত, অনিন্দিত ; প্রশংসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিগ্র—করমর্দক বৃক্ষ, পানি আমলার গাছ। ন (অ)—বিজ্‌+ক্ত করণ। বি ; পুং।

অবিগ্রহ—দেহহীন, শরীরশূন্য, অশরীর ; যুদ্ধরহিত, নির্বিরোধ ; (ব্যাকরণ) ব্যাসবাক্যশূন্য। ন (নাই) বিগ্রহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিঘন, -ঘ্নিন—নির্বিঘ্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিঘাত—১। বাধাহীনতা। ন বিঘাত, নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অবাধ, বাধাহীন ; বিঘ্নহীন। ন (নাই) বিঘাত যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিঘ্নে—নিরাপদে, নির্বিঘ্নে। <অবিঘ্নে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অবিঘ্ন—১। বিঘ্নাভাব, প্রতিবন্ধশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। বিঘ্নশূন্য, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ। ন (নাই) বিঘ্ন যাহার, বহু। বিণ।

অবিঘ্নেশ্বর—ব্যবসাবাণিজ্যের মঙ্গলকারী গণেশ। অবিঘ্নের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অবিচক্ষণ—অনিপুণ, অদক্ষ, অকুশল ; অপণ্ডিত, অজ্ঞান ; বিবেকরহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচল—অচঞ্চল, অব্যাকুল, স্থির ; অটল, দৃঢ়। ন—বি—চল্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবিচলিত—যাহা বিচলিত নয় এরূপ, অচঞ্চল, স্থির, দৃঢ়, অব্যাকুল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচলিতচিত্ত, -হৃদয়—১। দৃঢ়মনা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অবিচলিত চিত্ত, হৃদয় যাহার, বহু। বিণ। ২। দৃঢ় মন, অচঞ্চল অন্তর। অবিচলিত যে চিত্ত, হৃদয়, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অবিচার—অন্যায় বিচার ; বিচারাভাব, অবিবেচনা ; অত্যাচার। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিচারক—অযোগ্য বিচারকারী, অনুপযুক্ত বিচারক। ন (অপ্রশস্ত) বিচারক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচারণ—বিচার না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিচারিত—অসিদ্ধান্তিত ; যাহার বিচার করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচারে—নিঃসংশয়ে ; অন্যায়পূর্বক। ক্রি-বিণ।

অবিচার্য(র্য্য)—যাহা বিচারের যোগ্য বা বিষয় নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচিন্ত্য—অভাবনীয়, অচিন্ত্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচ্ছিন্ন—যাহার বিচ্ছেদ নাই এরূপ, অবাধ, অবিরাম, ধারাবাহিক ; যাহাতে ফাঁক নাই এমন, অখণ্ডিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচ্ছেদ—১। অখণ্ডতা, সম্পূর্ণতা ; অবিরামভাব ; সংগতি ; সংশ্লেষ ; সম্বন্ধ। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। বিচ্ছেদশূন্য, অবিরাম, অখণ্ড ; ধারাবাহী। ন (নাই) বিচ্ছেদ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিচ্ছেদনীয়, অবিচ্ছেদ্য—অচ্ছেদ্য, অমোচনীয় ; অপরিত্যাজ্য ; অবিভাজ্য, অখণ্ডনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিচ্ছেদে—বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে, একাদিক্রমে, ধারাবাহিকরূপে। ন (নাই) বিচ্ছেদ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিচ্যুত—অস্খলিত, অভ্রষ্ট ; সংলগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিজ্ঞ—অবিচক্ষণ ; অপ্রবীণ, অর্বাচীন ; মূর্খ, অশিক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিজ্ঞাত—১। যাহা জানা যায় নাই এরূপ, অবিদিত। বিণ। ২। পরমেশ্বর (কারণ জীব তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না)। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিজ্ঞেয়—১। যাহা জানা অসাধ্য এরূপ, জ্ঞানের অতীত, অজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়, অনবগম্য। বিণ। ২। পরমেশ্বর (কারণ তিনি জ্ঞানের অতীত)। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অবিডীন—পক্ষীদিগের কোন বস্তুর অভিমুখে গমন, পাখিদের সোজা আকাশে উড়িয়া যাওয়া। নঞ্‌ বি—ডী+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবিত—১। রক্ষিত, পালিত। অব্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। রক্ষণ। অব্‌+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবিতথ, -তথ্য—১। যথার্থ, সত্য ; সার্থক। বিণ। ২। যাথার্থ্য, সত্য কথা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিতর্কিত—অভাবিত ; যাহার বিষয় পূর্বে ভাবা হয় নাই এমন, অদৃষ্টপূর্ব ; unforeseen. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিতৃপ্ত—অপরিতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিতৃষ্ণ—বিতৃষ্ণাশূন্য; সতৃষ্ণ, সাভিলাষ। ন (নাই) বিতৃষ্ণা যাহার, বহু। বিণ।

অবিত্ত—১। ধনশূন্য, নির্ধন, সম্পত্তিরহিত। ন (নাই) বিত্ত যাহার, বহু। ২। অখ্যাত; অপ্রাপ্ত; অজ্ঞাত; অবিচারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিত্যজ—পারদ, পারা। ন (অ)—বি—ত্যজ্‌+অন্‌ কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

অবিথ্য—মেষের যোগ্য। অবি (মেষ)+থ্যন্‌। বিণ।

অবিদগ্ধ—অপণ্ডিত; অরসিক; অজীর্ণ, যাহা ভালরূপে পোড়া নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদিত—অজ্ঞাত, অনবগত; অপরিচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদীর্ণ—যাহা চেরা হয় নাই এমন; যাহা চিরিয়া যায় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদূর—১। নিকটবর্তী, সমীপস্থ। বিণ। ২। অতিনিকটস্থ স্থান, সন্নিকট। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবিদুস্‌—মেষদুগ্ধ। অবি+দুস্‌। বি, ক্লী।

অবিদ্ধ—অচ্ছিদ্রিত, যাহাতে ছিদ্র করা হয় নাই এরূপ; অবাধিত; অতাড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদ্ধকর্ণা, -কর্ণী—নিমুইগাছ; অম্বষ্ঠা, আকনাদি; ভৃঙ্গরাজ। ন (নাই) বিদ্ধকর্ণ যাহার, বহু+আপ্‌, ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

অবিদ্বান্‌ (-দ্বস্‌)—অপণ্ডিত; মূর্খ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিদুষী**।

অবিদ্য—১। বিদ্যাহীন, মূর্খ। ন (নাই) বিদ্যা (জ্ঞান) যাহার, বহু। ২। বিদ্যার অবিষয়ীভূত, জ্ঞানের অবিষয়। ন (নাই) বিদ্যা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিদ্যমান—যাহা বিদ্যমান নয় এরূপ, অবর্তমান, অনুপস্থিত; সত্তাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিদ্যা—১। অজ্ঞান; মায়া; ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত তমঃ মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—এই পাঁচপ্রকার অবিদ্যা; 'আমি এই দেহধারী জীব'—এইরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান; (সাংখ্যের) প্রকৃতি; ভ্রান্তবুদ্ধি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বিদ্যাহীনা। অবিদ্য (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। রক্ষিতা নারী, বেশ্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

অবিধবা—সধবা, বিধবা নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অবৈধব্য**।

অবিধা—অসুবিধা; সুযোগাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবিধান—অবিধি, অব্যবস্থা, অন্যায় বিধান। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবিধি—অশাস্ত্র, অনিয়ম; কুবিধি, মন্দ-ব্যবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিধেয়—অনুচিত, অকর্তব্য; অযোগ্য; অসংগত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিধ্বংসী (-সিন্‌)—যাহা ধ্বংসকারক নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

অবিন—১। যজ্ঞকর্তা। বিণ। ২। বহ্নি; বায়ু; রাজা; সমুদ্র। অব+ইনচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

অবিনত—অবিনয়ী, উদ্ধত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিনয়—বিনয়ের অভাব, শিষ্টাচারহীনতা; ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা; অত্যাচার; অনাচার, দোষ, অপরাধ। নঞ্‌তৎ। বি, পুং; বিণ, **-বিনীত**।

অবিনয়ী (-য়িন্‌)—বিনয়শূন্য, উদ্ধত, ধৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অবিনশ্বর—অক্ষয়, নাশহীন, মরণধর্মবর্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী, **-রী**।

অবিনাভাব—(দর্শনশাস্ত্র) ব্যাপ্তি, কোন একটি না থাকিলে অন্য একটি না থাকা; নিত্যসম্বন্ধ। ন বিনাভাব, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিনাশ—১। বিনাশাভাব, চিরস্থায়িত্ব, চিরজীবিত্ব। নঞ্‌তৎ। বি, পুং। ২। বিনাশশূন্য। ন (নাই) বিনাশ যাহার, বহু। বিণ।

অবিনাশিতা—সংরক্ষণ, conservation; অবিনশ্বরত্ব। অবিনাশিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অবিনাশী (-নাশিন্‌)—যাহার বিনাশ নাই এরূপ, ধ্বংসহীন, অক্ষয়, অবিনশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিনী**।

অবিনির্ণয়—বিনির্ণনের অভাব, সংশয়। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অবিনীত—অশিষ্ট, উদ্ধত; অশিক্ষিত; অসংযত; অসৎ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিনীতা—অনম্রা; অসতী, কুলটা; দুষ্টা, ধৃষ্টা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অবিন্ধন—বাড়বাগ্নি; বজ্রাগ্নি। অপ্‌ (জল) ইন্ধন যাহার, বহু। বি; পুং।

অবিন্যস্ত—বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত, যাহাকে পরিপাটীরূপে রাখা হয় নাই এমন; অসজ্জিত; অগোছাল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিন্যাস—বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপন; সজ্জিত না রাখা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিপক্ষ—১। শত্রুহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। ন (নাই) বিপক্ষ যাহার বহু। বিণ। ২। অপ্রতিদ্বন্দ্বী; সপক্ষ, মিত্র। ন বিপক্ষ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিপট—পশমী কাপড়; কম্বলাদি। অবিজাত পট, মধ্যপ-কর্মধা। বি; পুং।

অবিপন্ন—অবিপদগ্রস্ত, অনাহত; অবিনাশিত; অদূষিত; অমলিন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিপশ্চিৎ—মূর্খ; অপণ্ডিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিপাক—অপক্কতা; অজীর্ণতা; ভাব অবস্থা; অপরিণতি; অফলোদয়; কর্মের সদৃশ ফল। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিপ্রকৃষ্ট—নিকটবর্তী, সন্নিহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিপ্রতিহত—যেখান দিয়া লোকে চলাচল করে না এমন ('— পথ'); অক্ষুণ্ণ; গোমহিষাদির পদ দ্বারা অনাক্রান্ত ('—স্থান')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিপ্রিয়—১। অবিরক্তিকর, প্রীতিকর; ইষ্ট; অনবজ্ঞাত। ন বিপ্রিয়, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। শ্যামাকতৃণ, শ্যামাঘাস। অবির (মেষের) প্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অবিপ্লুত—অবিনষ্ট, অক্ষত; অনুপদ্রুত; অবাধে প্রবর্তিত; আচরিত, অনুষ্ঠিত; অবিপর্যস্ত; অদূষিত; অপ্লাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবক্ষা—বলিবার অনিচ্ছা, কথনেচ্ছারাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবিবক্ষিত—বক্তার অনভিপ্রেত, যাহা বলিবার ইচ্ছা নাই এরূপ; অনুপলক্ষিত, অনুপলব্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবাদ—অবিরোধ, বিরোধহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অবিবাদী (-দিন্‌) বিরোধহীন, শান্তিপ্রিয়, অবিরোধী, নিরীহ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অবিবাহিত—যাহার বিবাহ হয় নাই এরূপ; অনূঢ়, অকৃতদার, কুমার। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অবিবিক্ত—অবিজন, যাহা নির্জন নহে এমন, অবিশুদ্ধ, অপূত, অপবিত্র; বিবেকশূন্য; ভেদাভেদভাবশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবেক—১। সদসদ্বিবেচনাভাব, অজ্ঞান; ভ্রম, ব্যাকুলতা হেতু মোহ; সাহসিকতা; অভেদজ্ঞান। ন বিবেক, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বিবেচনাশূন্য, মূঢ়, অজ্ঞ। ন (নাই) বিবেক যাহার, বহু। বিণ।

অবিবেকতা, -কিতা—মূঢ়তা, অজ্ঞতা, অবিমৃশ্যকারিতা। অবিবেক (২), অবিবেকিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অবিবেকী (-কিন্‌)—হিতাহিতবিচারহীন, ভালমন্দ বিষয়ের জ্ঞানশূন্য, মূঢ়, শাস্ত্রাদির উপদেশশূন্য, অবিবেচক; অভিন্ন; (সাংখ্যমতে) প্রধান। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেকিনী**।

অবিবেচক—বিবেচনাহীন, যাহার বিবেচনা নাই এরূপ, যাহার ন্যায়-অন্যায়-বোধ নাই এরূপ, হিতাহিত বিবেচনাশূন্য; যে বিবেচনা

করিয়া কাজ করে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -বেচিকা।

অবিবেচনা—অভাব বিবেচনা; হিতাহিত বিচারশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবিবেচনীয়, -বেচ্য—বিবেচনার অযোগ্য, যাহার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবেচিত—অবিচারিত; যাহা বিবেচনা করা হয় নাই এরূপ; অনালোচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিব্রত—ব্যস্ততাহীন, স্থির, অব্যাকুল; অবিপন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভক্ত—যাহা বিভক্ত অর্থাৎ ভাগ করা নয় এরূপ, অপৃথক্‌কৃত, অখণ্ডিত, অকর্তিত; যাহারা ধন বিভাগ করিয়া লয় নাই এরূপ; যাহারা পৃথক্ হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাই—অবিবাহিত। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিভাজ্য—যাহা ভাগ করা উচিত নয় এরূপ, অবণ্টনীয়; বিভাগের অযোগ্য, indivisible. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাত—অপ্রকাশিত, অস্ফুরিত; অদীপ্ত, অনুজ্জ্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাতি—অবিবাহিত ("অবিভাতি কন্যা প্রায় লয় মোর মনে"—কাশী)। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিভাবনীয়, -ভাব্য—অচিন্তনীয়, অতর্ক্য, যাহা ভাবা যাইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাবিত—অচিন্তিত; অলক্ষিত; অনুদ্ভাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভ্রম—বিভ্রমহীনতা; ধীরতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিমিশ্র—অমিশ্রিত; পবিত্র, বিশুদ্ধ, খাঁটী, ভেজালশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিমুক্ত—১। অপরিত্যক্ত; মোচনরহিত; বদ্ধ। বিণ। ২। বারাণসী, কাশী (কারণ ইহা শিবদুর্গা বা মোক্ষান্বেষী ব্যক্তি কর্তৃক অপরিত্যক্ত)। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবিমুক্তেশ্বর—বিশ্বেশ্বর, কাশীর শিবলিঙ্গ। অবিমুক্তের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অবিমৃশ্য(ষ্য)—১। অবিবেচক; সন্দেহশূন্য। ন (নাই) বিমৃশ্য(ষ্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। (সমাসে পূর্বপদ) চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়া।

অবিমৃশ্য(ষ্য)কারিতা, -ত্ব—বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া কার্য করা, অপরিণামদর্শিতা, অবিবেকিতা, হঠকারিতা। অবিমৃশ্য(ষ্য)কারিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অবিমৃশ্য(ষ্য)কারী (-কারিন্)—অপরিণামদর্শী, যে সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাজ করে, গোঁয়ার, হঠকারী। অবিমৃশ্য(ষ্য) (২)—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

অবিমৃশ্য(ষ্য)বাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—যে পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া কোন কথা বলে এরূপ ('—ব্যক্তি')। অবিমৃশ্য(ষ্য) (২)—বদ্, ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী, -ভাষিণী।

অবিয়ত—অবিবাহিত, অবিবাহিতা। প্রাদে। বিণ।

অবিয়াইত—অবিবাহিত ("চৌদ্দ বছরের কন্যা অবিয়াইত রৈল"—মৈমন্ত)। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিযুক্ত—অবিচ্ছিন্ন; অব্যবহিত; সংযুক্ত, মিলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিয়োগ—অবিচ্ছেদ; অব্যবধান, সংযোগ, সম্মেলন। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিরক্ত—বিরক্তিহীন; অনুরক্ত, আসক্ত; যে উদাসীন নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিরত—১। অনিবৃত্ত, অক্লান্ত; অবিশ্রান্ত, অবিরাম। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অনবরত, সতত। নঞ্‌তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিরতি—অনিবৃত্তি; বিষয়াদিতে চিত্তের স্থিরতা; বিরামভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবিরল—নিবিড়; ঘেঁষ-ঘেঁষ, ঘন; নিরন্তর; অজস্র। নঞ্‌তৎ। বিণ, অথবা ক্রি-বিণ।

অবিরাম—যাহার বিশ্রাম নাই এরূপ, অবিশ্রান্ত; অনবরত। ন (নাই) বিরাম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ, অথবা ক্রি-বিণ।

অবিরুদ্ধ—যাহা বিরুদ্ধ নয় এরূপ; অনুযায়ী; অনুকূল; অনুরক্ত; নির্দোষ; সঙ্গত; অপ্রতিবিদ্ধ; অনুমোদিত; শ্লাঘ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিরোধ—১। বিরোধাভাব, বিবাদাভাব; সম্মতি; সমন্বয়। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বিরোধরহিত। ন (নাই) বিরোধ যাহার, বহু। বিণ।

অবিরোধি—বিরোধহীন। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিরোধী (-ধিন্)—যে বিরোধী নয় এরূপ, অপ্রতিকূল, অবিরুদ্ধ; অনুযায়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ধিনী।

অবিলক্ষ্য—লক্ষ্যহীন; উদ্দেশ্যহীন; অপ্রতিবিধেয়। ন (নাই) বিলক্ষ্য যাহার, বহু। বিণ।

অবিলম্ব—১। অগৌণ, বিলম্বাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। বিলম্বশূন্য, সত্বর। ন (নাই) বিলম্ব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—অবিলম্বে।

অবিলম্বন—শীঘ্রতা ["অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশি করল ব্রজনা"—গোকুলানন্দ]; দেরী না করা; না ঝুলানো। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবিলম্বিত—ত্বরিত, শীঘ্রঘটিত, ত্বরায় নিষ্পন্ন; যাহা ঝুলানো হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিলম্বী (-ম্বিন্)—যে বিলম্ব করে না এমন, শীঘ্রকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিলম্বে—ত্বরায়, দেরী না করিয়া, শীঘ্র। ন (নাই) বিলম্ব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিলাস—১। বিলাসহীনতা, অশৌখিনতা, বাবুগিরি না করার ভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। ভোগসুখ-বর্জিত, যাহার ইন্দ্রিয়-সুখের ইচ্ছা নাই এরূপ। ন (নাই) বিলাস যাহার, বহু। বিণ।

অবিলাসী (-সিন্)—অশৌখিন, অভোগাসক্ত, যে বাবুগিরি করে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -সিনী। বি, -সিতা।

অবিলুপ্ত—অক্ষত, অনষ্ট, যাহা অন্তর্হিত হয় নাই এরূপ; বিদ্যমান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিলোল—অচঞ্চল, অনান্দোলিত; শান্ত, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশঙ্ক—ভয়হীন; সন্দেহহীন, নিঃসংশয়। ন (নাই) বিশঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

অবিশঙ্কা—১। শঙ্কাহীনতা, ভয়শূন্যতা; সন্দেহহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। শঙ্কাহীনা। অবিশঙ্ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবিশঙ্কিত—অনিষ্টাশঙ্কারহিত, ভয়শূন্য, অভয়; সন্দেহহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশীর্ণ—অক্ষীণ; অম্লান; অপ্রনষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশুদ্ধ—অনির্দোষ, অনির্মল, সদোষ; অপবিত্র; যাহা খাঁটি নয় এরূপ, মিশ্রিত, ভেজাল; অস্ফুট, অব্যক্ত; দুষ্ট, খল; ভ্রমসংকুল; অশাস্ত্রীয়; আচারবিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশেষ—১। অভেদ, বিশেষাভাব, ভেদরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। ২। (সাংখ্যমতে) সূক্ষ্মভূতপদার্থ। ন (নাই) বিশেষ যাহাদের, বহু। বি; পুং। ৩। প্রভেদশূন্য, বিশেষরহিত, অভিন্ন, তুল্য, অপৃথক্। ন (নাই) বিশেষ যাহার, বহু। বিণ।

অবিশেষজ্ঞ—বিশেষজ্ঞানশূন্য; মর্মানভিজ্ঞ; অবহুদর্শী, অনভিজ্ঞ; ভেদজ্ঞানবর্জিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বসনীয়—বিশ্বাসের অনুপযুক্ত, যাহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না এরূপ, অবিশ্বাস্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বস্ত—যে বিশ্বস্ত নয় এরূপ; বিশ্বাসঘাতক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বাস—বিশ্বাস না থাকা, বিশ্বাস না করা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিশ্বাসজনক, -যোগ্য—যাহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মে এমন, যাহা বিশ্বাস করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অবিশ্বাসী (-সিন্)—যে কাহাকেও বিশ্বাস করে না এরূপ; বিশ্বাসহীন; বিশ্বাসের অযোগ্য, যাহাকে বিশ্বাস করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

অবিশ্বাস্য—অবিশ্বসনীয়, বিশ্বাসস্থাপনের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্যি, অবিশ্যি—নিশ্চয়। <অবশ্য। ক্রি-বিণ।

অবিশ্রান্ত—১। বিশ্রাম ব্যতিরেকে; অনবরত। ন বিশ্রান্ত (বিশ্রামযুক্ত), নঞ্‌তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ। ২। বিশ্রামরহিত; অবিরত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্রাম—বিশ্রামহীন, বিরামহীন, অবিরাম। ন (নাই) বিশ্রাম যাহার, বহু। বিণ।

অবিশ্রুত—যাহা বিখ্যাত বা বিশ্রুত নহে। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষ—১। বিষহীন। ন (নাই) বিষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। সমুদ্র; আকাশ; রাজা। অব (গমন করা)+টিষ কর্তৃ। বি; পুং।

অবিষণ্ণ—অদুঃখিত, অবিমর্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষম—জোড়, সম; সুখবোধ্য; অকুটিল, তুল্য; সুগম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষয়—১। অদর্শন; অপ্রকাশ; অস্থিতি; দর্শনাদিবিষয়াভাব; ইন্দ্রিয়াদিকৃতবিষয়জ্ঞানাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অজ্ঞাত; বিষয়াতীত; ইন্দ্রিয়জ্ঞানরহিত, পার্থিবপদার্থ গ্রহণে অসমর্থ। ন (নাই) বিষয় যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অবিষয়ী (-য়িন্)—অবিষয়াসক্ত, বিষয়কর্মে অনভিজ্ঞ; অসংসারী; সম্পত্তিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িণী**।

অবিষহ্য—অসহনীয়; প্রচণ্ড, প্রবল, দারুণ, দুর্ধর্ষ; দুষ্কর; অগোচর; অনির্ণেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষাদ—দুঃখহীনতা, খেদরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিষী—নদী; পৃথিবী; স্বর্গ। অব (গমন করা, রক্ষা করা)—টিষ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবিসংবাদ—অবিরোধ; মিলন। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিসংবাদিত—অবিরুদ্ধ, সর্বপ্রকারবিরোধরহিত; সর্ববাদিসম্মত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিসংবাদিতভাবে — নির্বিরোধে, সর্বসম্মতিক্রমে। অবিসংবাদিত ভাব, কর্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অবিসংবাদিতরূপে — সর্বসম্মতভাবে। অবিসংবাদীর রূপ আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিসংবাদিরূপে—সর্বসম্মতিক্রমে। অবিসংবাদীর রূপ আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিসংবাদী (-দিন্)—অবিরোধী, মতদ্বৈধশূন্য, সর্বসম্মত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

অবিসংবাদে—সর্বসম্মতভাবে, সর্বসম্মতিক্রমে। ন (নাই) বিসংবাদ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিসর্গী (-র্গিন্)—১। অদাতা, অদানকারী, যে দানশীল নয় এরূপ; অপরিত্যাগী, যাহা ছাড়ে না এমন; অবর্ধনশীল। বিণ। স্ত্রী, **-র্গিণী**। ২। অবিরাম জ্বর, যে জ্বর কোন সময়েই একেবারে ছাড়ে না। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিসর্পণ—অপ্রসার, চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়া। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, **-সর্পিত**।

অবিসার—১। অপ্রসার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অত্যুৎকৃষ্ট, প্রভাময়। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিস্তীর্ণ, -স্তৃত—বিস্তারশূন্য; অল্পপরিমিত, সামান্য; অপ্রায়তন; যাহা অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে না এমন; অনুদার। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিস্পষ্ট—১। অস্ফুট, অব্যক্ত। বিণ। ২। অস্পষ্ট বাক্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবিস্ময়—বিস্ময়াভাব, অনাশ্চর্য। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবিস্মরণ—স্মরণ, মনে রাখা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবিস্মিত—অচমৎকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিস্মৃত—যাহা ভোলা যায় নাই এরূপ; যে ভুলে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিস্মৃতি—অবিস্মরণ, ভুলিয়া না যাওয়া, মনে রাখা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবিহত—অপ্রতিহত; অদমিত; অবিচ্ছিন্ন; অপ্রতিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিহিত—অবৈধ, বিধিবিরুদ্ধ; নিষিদ্ধ; অন্যায্য; অশাস্ত্রীয়; অনুচিত; অকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিহ্বল—অনাকুল; অনভিভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবী—রজস্বলা স্ত্রী, ঋতুমতী। অব্+ই কর্তৃ সংজ্ঞার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবীক্ষণ—১। দৃষ্টিহীনতা, অদর্শন; অপরীক্ষা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। দৃষ্টিহীন; দর্শনশূন্য। ন (নাই) বীক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

অবীক্ষিত—অনবলোকিত, অদৃষ্ট; অপরীক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবীচি—১। তরঙ্গহীন। ন (নাই) বীচি (তরঙ্গ) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। তরঙ্গরাহিত্য; সুখাভাব; অনবকাশ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য নির্দিষ্ট নরক বিঃ। ন (নাই) বীচি (সুখ) যেখানে, বহু। বি; পুং।

অবীজ—১। বীজরহিত, বীজশূন্য; নপুংসক; অল্পবীজবিশিষ্ট। ন (নাই বা অল্প) বীজ যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বীজরাহিত্য, বীচি না থাকা; অপকৃষ্ট বীজ, মন্দ বীচি। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবীজক—বীজশূন্য ('—ক্ষেত্রাদি')। ন (নাই) বীজ যাহার বা যাহাতে, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অবীজপত্রী (-ত্রিন্)—(উদ্ভিদ্-বিদ্যা) বীজপত্রশূন্য উদ্ভিদ্, acotyledon. নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অবীজা—১। বীজরহিতা; অল্পবীজা। বিণ; স্ত্রী। ২। দ্রাক্ষা। অবীজ (১)+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবীর—১। দুর্বল, নির্বীর্য, সত্ত্বরহিত। নঞ্‌তৎ। ২। বীরশূন্য। ন (নাই) বীর যাহাতে, বহু। বিণ। [বি; ক্লী।

অবীরত্ব—দুর্বলতা, পৌরুষহীনতা। নঞ্‌তৎ।

অবীরা—১। বীরশূন্যা। অবীর (২)+আপ্। ২। অনাথা, অসহায়া; স্বামিপুত্রাদি অভিভাবকহীনা, পতিপুত্রহীনা। ন (নাই) (পতিপুত্ররূপ) বীর যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবুঝ—১। নির্বোধ, বোকা; বিবেচনাহীন; যাহাকে বুঝাইলেও বুঝে না এরূপ। ন (নাই) বুঝ (<বোধ) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। ২। অসৎ বুদ্ধি। প্রা কপ্র। বি।

অবুঝা—১। অবুঝ, নির্বোধ; যে প্রবোধ মানে না এমন ("আমার বচন শুন না হয়ো অবুঝা"—ঘন)। প্রা কপ্র। বিণ। ২। না বোঝা, অজ্ঞতা। বাংপ্র। বি।

অবুতবু—তোমাদিগকে রক্ষা করুন। সংস্কৃত 'অবতু বঃ'-এর অপভ্রংশ।

অবুথবু—জবুথবু, আড়ষ্ট, জড়বৎ, নিষ্ক্রিয়। বাংপ্র। বিণ।

অবুদ্ধিয়া—অবোধ। প্রা কপ্র। বিণ।

অবুদ্ধি—১। বুদ্ধির অভাব; অপরিণতবুদ্ধি; কুবুদ্ধি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বুদ্ধিরহিত, নির্বোধ, বোকা। ন (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

অবুদ্ধিপূর্ব(র্বক)—কার্যারম্ভের পূর্বে যাহা বুদ্ধি করিয়া করা হয় নাই এমন, not preceded by intelligence. ন বুদ্ধিপূর্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবুদ্ধিমান্ (-মৎ)—যাহার বুদ্ধি নাই এরূপ, অবোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

অবুধ—১। অপণ্ডিত; অশিক্ষিত; অবিবেচক। নঞ্‌তৎ। ২। অবুঝ, নির্বোধ। প্রা কপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-বুধিনী**।

অবুরে-সবুরে—অবরে-সবরে (তাহা দ্রঃ)।

অবৃত্ত—অঘটিত ; জীবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৃত্তি—১। বৃত্তিহীন, কাজ বা জীবিকার উপায় নাই এমন। ন (নাই) বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। জীবিকাহীনতা ; বেতনহীনতা, অন্নবস্ত্রের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবৃত্তিক—বেতনহীন, honorary. ন (নাই) বৃত্তি যাহাতে বা যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অবৃদ্ধ—অপরিণত, অবৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; অপ্রাচীন, নবীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিরহিত ('—ধনাদি'), কুসীদ-রহিত, যাহার সুদ নাই এরূপ। ন (নাই) বৃদ্ধি যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অবৃষ্টি—১। বৃষ্টিহীন, বর্ষণহীন ('—মেঘ')। ন (নাই) বৃষ্টি যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অনাবৃষ্টি, বৃষ্টিহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবেকত—অব্যক্ত, অপরিস্ফুট, অপ্রকাশিত। প্রা কপ্র। বিণ।

অবেক্ষক—পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধানকর্তা, পর্যবেক্ষক supervisor, দ্রষ্টা, দর্শনকারী, প্রতীক্ষাকারী ; পরীক্ষক। অব—ঈক্ষ্‌ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**ক্ষিকা**।

অবেক্ষণ—দর্শন, নিরীক্ষণ, অবলোকন, observation, পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, supervision, মনোযোগ, অবধান, প্রতি-জাগরণ ; বিচার ; অনুসন্ধান, পালন ; অনুরোধ ; প্রতীক্ষা। অব—ঈক্ষ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবেক্ষণীয়—দর্শনযোগ্য, যাহা দেখিতে হইবে এরূপ ; আলোচনীয়, অবধারণের যোগ্য ; অনুসন্ধেয়। অব—ঈক্ষ্‌ + অনীয় কর্ম। বিণ।

অবেক্ষমাণ—যে দর্শন করিতেছে এরূপ, দর্শনকারী, নিরীক্ষমাণ ; অনুসন্ধানপর। অব—ঈক্ষ্‌ + শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবেক্ষা—অবেক্ষণ (তাহা দ্রঃ)। অব—ঈক্ষ্‌ + অ ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অবেক্ষাধীন—কর্মে নিয়োগের পূর্বে কর্তৃ-পক্ষের পরীক্ষার অধীন, probationary. অবেক্ষার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অবেক্ষিত—দৃষ্ট, নিরীক্ষিত, অবলোকিত ; পর্যালোচিত ; পালিত। অব—ঈক্ষ্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অবেক্ষ্য—দর্শনীয় ; বিবেচনার যোগ্য ; অনু-সন্ধেয় ; পালনীয়। অব—ঈক্ষ্‌ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবেক্ষ্যমাণ—যাহাকে দেখা হইতেছে এমন। অব—ঈক্ষ্‌ + শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

অবেণীবদ্ধ, -সংবদ্ধ—আলুলায়িত, আলু-থালু, খোলা ('—চুল')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেদন—১। অবোধ জ্ঞানাভাব, না জানা ; অননুভূতি, anæsthesia ; অপরিণয়, বিবাহ না করা। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী। ২। জ্ঞানশূন্য ; সুখদুঃখের অনুভূতিরহিত ; অপরিণীত ; ব্যথাশূন্য। ন (নাই) বেদন যাহার, বহু। বিণ।

অবেদনিক—১। (চিকিৎসাশাস্ত্র) অ-সাড়তাজনক, anæsthetic. বিণ। ২। বেদনাবোধ নষ্ট করে এমন পদার্থ (যথা—ক্লোরোফর্ম)। অবেদন + ইক (ঠন্‌) জন্মার অর্থে। বি।

অবেদনীয়, -বেদ্য—অজ্ঞেয়, অনবগম্য, জ্ঞানাযোগ্য ; বিবাহের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেদবিৎ (-বিদ্‌)—বেদজ্ঞানহীন, যিনি বেদ জানেন না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেদবিহিত—যাহা বেদসম্মত নহে এমন অবৈদিক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেধ্য—বিঁধিবার অযোগ্য ; (জ্যোতিষ) বিবাহাদি-নিষেধক গ্রহ সংস্থাপনের অনুপ-যুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবেভার—অব্যবহার, অশিষ্ট আচরণ। <অব্যবহার। কপ্র। বি।

অবেরণ—চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ, discharge. অব—ঈর + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি, স্ত্রী। বিণ, -**বেরিত** (discharged)।

অবেল—১। অপহ্নব, অপলাপ, অস্বীকার বা গোপন করা। অব (অনাদর) ইলার (বাণীর) যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। তটশূন্য, বেলারহিত ; অসাময়িক। ন (নাই) বেলা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবেলা—শেষ বেলা ; দিনশেষ, অসময়। ন (অপ্রশস্ত) বেলা, নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অবৈজ্ঞানিক—যাহা বিজ্ঞানসম্মত নয় এমন, unscientific নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৈতনিক—যে বেতনভোগী নহে এরূপ, honorary, যাহাতে বেতন দিতে হয় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৈদিক—যাহা বেদোক্ত নয় এরূপ, বেদ-বিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দিকী**।

অবৈদ্য—অচিকিৎসক, কুচিকিৎসক, হাতুড়ে ডাক্তার। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অবৈধ—বিধিবহির্ভূত, অনিয়মিত, বে-আইনী ; অবিহিত, অশাস্ত্রীয় ; অনুচিত, অসংগত, অন্যায়, undue ; নিষিদ্ধ ; যুক্তিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**ধী**।

অবৈধ জনতা—আইন অমান্য করিয়া বহু লোকের জটলা, unlawful assembly

অবৈধব্য—সধবা অবস্থা, স্বামী বাঁচিয়া থাকা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবোদ—১। বিফলবাক্য। অব—বদ্‌ (বলা) + ক ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। আর্দ্র, ভিজা। অব—উন্দ্‌ (আর্দ্র হওয়া) + ক কর্তৃ। বিণ।

অবোধ—১। অবুঝ, নির্বোধ ; জ্ঞানহীন, যাহার বোধ জন্মে নাই এমন ('—শিশু')। ন (নাই) বোধ যাহার, বহু। বিণ। ২। জ্ঞানাভাব। নঞ্‌তৎ। ৩। নিতান্ত শিশু, বালক। প্রাদে। বি, পুং।

অবোধগম্য—বুদ্ধির অতীত, জ্ঞানের অগোচর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবোধিয়া—মূর্খ, বোকা। অবোধ + ইয়া যুক্তার্থে। প্রা কপ্র। প্রাদে। বিণ।

অবোধী, অবোধিনী—বুদ্ধিহীনা, মূঢ়া। প্রা কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

অবোধ্য—যাহা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ ; অস্পষ্ট, অবিশদ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবোল, -বোলা—মূক, প্র ত্তি বা দে অক্ষম ; নিরীহ। বা°প্র। বিণ।

অবোলা—বাক্‌শক্তিহীনা ; প্র ত্তি বা দে অক্ষমা স্ত্রীলোক, পশু। প্রা কপ্র। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অব্জ—১। পদ্ম, দশ অর্বুদ, শতকোটি। বি, স্ত্রী। ২। (সমুদ্রের জল হইতে জাত বলিয়া) চন্দ্র ; ধন্বন্তরি ; নিচুল বৃক্ষ, হিজল গাছ। বি, পুং। ৩। শঙ্খ। অপ্‌ (জল, সমুদ্র) হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ ; অপ্‌—জন + ড কর্তৃ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অব্জজ—১। পদ্মজাত। বিণ। ২। (নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জাত বলিয়া) পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। অব্জ হইতে জন্মে যে, উপতৎ ; অব্জ—জন + ড কর্তৃ। বি, পুং।

অব্জনয়ন, -নেত্র, -লোচন—পদ্মনেত্র, যাহার চক্ষু পদ্মের ন্যায়। অব্জের ন্যায় নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহু। বিণ।

অব্জবাহন—মহাদেব, শিব। অব্জতুল্য (চন্দ্রের ন্যায় শ্বেত) বাহন (বৃষ) যাঁহার, বহু। বি, পুং।

অব্জভোগ—১। পদ্মবীজকোষ, পদ্মকন্দ, পদ্মের গেঁড়। অব্জের (পদ্মের) ভোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বরাটক, কড়ি। অব্জের (শঙ্খের) ভোগের (আকারের) ন্যায় ভোগ যাহার, বহু। বি ; পুং।

অব্জযোনি—ব্রহ্মা [ইনি বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া অব্জযোনি নামে খ্যাত]। অব্জ হইয়াছে যোনি (উৎপত্তি-স্থল) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অব্জলোচন—'অব্জনয়ন' দ্রঃ।

অব্জহস্ত—রবি, সূর্য। অব্জে (চন্দ্রে) হস্ত (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অব্জাক্ষ—যাহার চক্ষু পদ্মপলাশের ন্যায়। অব্জের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু + ষচ্‌ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -**জাক্ষী**।

অব্জিনী—১। পদ্মের ঝাড়, পদ্মসমূহ।

অব্জ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। ২। পদ্মযুক্ত লতা, পদ্মিনী; পদ্মযুক্ত দেশ। অব্জ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অব্জিনীপতি—সূর্য। অব্জিনীর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (সূর্য উঠিলে পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া)। বি; পুং।

অব্দ—১। বৎসর, সংবৎসর; বিশেষ কোনও ঘটনা বা সময় হইতে গণিত বৎসরশ্রেণী, era, পর্বত বিঃ। অব্+দ সংজ্ঞার্থে। ২। জলদ; মুথা। উপতৎ; অপ্—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অব্দসার—কর্পূর বিঃ। অব্দের (মুথার) সার (রস-পরিপাক), ৬ষ্ঠ তৎ। বি; পুং।

অব্দার্ধ(র্দ্ধ)—বৎসরের অর্ধেক সময়, ছয় মাস। অব্দের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অব্দুর্গ—জলবেষ্টিত কেল্লা। অপ্-বেষ্টিত দুর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অব্ধি—জলধি, সমুদ্র। অপ্ (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ। বি; পুং।

অব্ধিকফ—সমুদ্রফেন। ৬ষ্ঠ তৎ। বি; পুং।

অব্ধিগৃহ—জলটুঙি, জলবেষ্টিত ঘর। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অব্ধিজ—১। অশ্বিনীকুমারদ্বয়; চন্দ্র। বি; পুং। ২। সমুদ্রজাত, সাগরে উৎপন্ন। অব্ধি হইতে জন্মে যে, উপতৎ; অব্ধি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অব্ধিজা—১। সুধা, লক্ষ্মী, সুরা। অব্ধি—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রজাতা। অব্ধিজ (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অব্ধিতট—বেলাভূমি, সাগরতীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

অব্ধিফেন—সমুদ্রের ফেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অব্ধিমেখলা—সমুদ্র পরিবৃতা('—পৃথিবী')। অব্ধি (সমুদ্র) মেখলা (কটিহার) যাহার, বহু+আপ্। বিণ, স্ত্রী।

অব্ধিশয়ন—বিষ্ণু। অব্ধি হইয়াছে শয়ন যাঁহার, বহু। বি, পুং।

অব্ধ্যগ্নি—বাড়বানল। অব্ধিসম্ভূত অগ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অভ্র—জলধর, মেঘ; মুস্তা, মুথা; অভ্রক ধাতু। উপতৎ; অপ্ (জল)—ভৃ (ধারণ করা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অভ্রমাতঙ্গ—করিরাজ; ঐরাবত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভ্রিয়—জলদসম্বন্ধীয়; মেঘোদ্ভব। অভ্র+ইয় ইদমর্থে। বিণ।

অব্যক্ত—১। বিষ্ণু; শিব; কন্দর্প, মূর্খ-লোক। বি, পুং। ২। (সাংখ্যমতে) রূপাদিহীনতা হেতু চক্ষুর অগোচর সর্বকারণ-প্রধান, (বেদান্তমতে) নির্বিকার নিরাকার ব্রহ্ম, পরমাত্মা; প্রকৃতি; কারণ; আত্মা। বি; ক্লী। ৩। অপ্রকাশিত; যাহা ভাষায় বলা যায় না এমন; অকথিত; অনুক্ত; অস্ফুট, অদৃশ্য, গুপ্ত; অন্তর্নিহিত, latent; নিরাকার, অস্পষ্ট; অতিসূক্ষ্ম; অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত, (গণিত) অজ্ঞাত ('—রাশি')। নঞ্তৎ। বিণ।

অব্যক্তপুষ্পক—অদৃষ্টকুসুম ('—বৃক্ষ'), যাহার (যে বৃক্ষের) পুষ্প দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ (যেমন,—কাঁটাল—cryptogamous). অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) পুষ্প যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, **-পুষ্পিকা**।

অব্যক্তবেদনা—যাহার বেদনা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই এমন ["হায় অব্যক্ত-বেদনা দেবী উর্মিলা"—রবীন্দ্র]। অব্যক্ত বেদনা যাহার, বহু+আপ্। বিণ, স্ত্রী।

অব্যক্তরাগ—ঈষৎ লোহিত বর্ণ, অরুণিমা। অব্যক্ত রাগ কর্মধা। বি, পুং।

অব্যক্তরাশি—(গণিত) অজ্ঞাতরাশি, unknown quantity. অব্যক্ত রাশি, কর্মধা। বি; পুং।

অব্যক্তশক্তি—জড়পদার্থে ও জীবে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি রহিয়াছে তাহা, potential energy. অব্যক্তা শক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অব্যক্তশিরস্ক—যেসব জীবের কোন্‌টি মস্তক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না এমন (যেমন,—ঝিনুক), acephalous. অব্যক্ত শিরঃ যাহাদের, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অব্যক্তিক—যাহার কর্তা নাই, ব্যক্তিশূন্য, নৈর্ব্যক্তিক, impersonal ন (নাই) ব্যক্তি যাহাতে, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অব্যগ্র—ধীর, প্রশান্ত, অভিনিবিষ্ট; উদাস; অনিযুক্ত, অব্যস্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অব্যঙ্গ—১। অবিকৃতদেহ, অবিকল-শরীর, সর্বাঙ্গসম্পন্ন। ন ব্যঙ্গ (বিকৃতাঙ্গ), নঞ্তৎ। ২। ব্যঙ্গরহিত, পরিহাসশূন্য; অচিহ্ন, অস্পষ্ট। ন (নাই) ব্যঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ।

অব্যঞ্জন—১। তরকারিশূন্য, ব্যঞ্জনাবিহীন; বেদাগ। ন (নাই) ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনা যাহার, বহু। বিণ। ২। মন্দ তরকারি; তরকারি নয় এমন বস্তু, স্বরবর্ণ। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অব্যণ্ডা—আলকুশী। ন (অ) বি (বিনির্গত) অণ্ড যাহা হইতে, বহু। বি, স্ত্রী।

অব্যতিক্রম—অন্যথা না হওয়া। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অব্যথ—১। পীড়ারহিত, ব্যথাশূন্য। ন (নাই) ব্যথা যাহার, বহু। ২। যে পীড়া দেয় না এরূপ, পরপীড়াবিমুখ। ন (নাই) ব্যথা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অব্যথা—১। পীড়ারহিতা; অপীড়াদায়িনী। বিণ, স্ত্রী। ২। হরীতকী; পদ্মচারিণী; শুঁঠ। অব্যথ+আপ্। ৩। ব্যথাহীনতা, বেদনাশূন্যতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যথিত—যে ব্যথা পায় নাই এমন, অদুঃখিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অব্যথী (-থিন্)—১। ব্যথাশূন্য, পীড়া-হীন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-থিনী**। ২। অশ্ব, ঘোটক। ন—ব্যথ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

অব্যথ্য—ব্যথারহিত; যে ব্যথা দেয় না এমন। ন (অ)—ব্যথ্+ক্যপ্ কর্তৃ। বিণ।

অব্যপদেশ্য—১। অনির্বাচ্য। বিণ। ২। ব্রহ্ম। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অব্যপেক্ষ—অপেক্ষাহীন, অনপেক্ষ। ন (নাই) ব্যপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

অব্যপেক্ষা—অপেক্ষাহীনতা; নিঃস্পৃহতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যবধান—১। ব্যবধানহীন, অব্যবহিত, অনবহিত, প্রমত্ত। ন (নাই) ব্যবধান যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। ব্যবধানের অভাব, অদূরত্ব, আসক্তি, অভেদ। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অব্যবসায়—ব্যবসায়ের অভাব; অননু-শীলন; চেষ্টাহীনতা, উদ্যোগাভাব; অনধিকার, অসংস্রব। নঞ্তৎ। বি; পুং। বিণ, **-সায়ী**।

অব্যবসায়ী (-সায়িন্)—যে ব্যবসায়ী নয় এরূপ, যে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ, ব্যবসায়ীর প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে এমন; ব্যবসায় করিবার পক্ষে অনুপযুক্ত; চর্চাহীন, অননু-শীলক; যে বিশেষজ্ঞ নয় এমন; উদ্যোগ-রহিত; অভ্যাসরহিত; অনধিকারী; সংস্রব-হীন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সায়িনী**।

অব্যবসিত—উদ্যমহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অব্যবস্থ—অনিশ্চিত, বিধিরহিত; শৃঙ্খলা-শূন্য। ন (নাই) ব্যবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

অব্যবস্থা—১। অশুদ্ধি; শাস্ত্রে বিধান না থাকা; শাস্ত্রবিরুদ্ধতা; বন্দোবস্ত না থাকা; শৃঙ্খলাহীনতা; অস্থৈর্য। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ব্যবস্থাহীনা। অব্যবস্থ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অব্যবস্থিত—মীমাংসাহীন; অকর্তব্য; অস্থির, পরিবর্তনশীল, অনিশ্চিত; বিশৃঙ্খল; শাস্ত্রে যাহার বিধান নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অব্যবস্থিতচিত্ত—১। চপলমতি। অ-ব্যবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। চঞ্চল মন, অস্থির চিত্ত। ন ব্যবস্থিতচিত্ত, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অব্যবহার—অযথাপ্রয়োগ, অপপ্রয়োগ; অসদাচার; অত্যাচার; ব্যবহার না করণ; আইনের অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অব্যবহার্য(র্য্য)—ব্যবহারের অনুপযোগী ; অকর্মণ্য ; সমাজচ্যুত ; অনাচরণীয় ; অনুপ-ভোগ্য ; আদালতে অগ্রাহ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবহিত—কোনরূপ ব্যবধানশূন্য, সংলগ্ন ('—পূর্বে') ; নিকটস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবহৃত—যাহার ব্যবহার করা হয় নাই এরূপ ; প্রচলনশূন্য, অপ্রচলিত ; ধর্মাধিকরণে ব্যবহাররহিত ; অভুক্ত ; অনুপভুক্ত ; অনাচরিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাবু—অভিভূত, মোহিত, মায়ামুগ্ধ ["অব্যাবু করিয়া মোরে ছলিয়া যাবেক ঘরে" —শিবায়ন] ; অজ্ঞান। প্রা কপ্র। বিণ।

অব্যভার, -ব্যাভার—অসদাচরণ, অনুচিত আচরণ। <অব্যবহার। বি।

অব্যভিচার—ব্যভিচারের অভাব, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীতে অনাসক্তি ; বিধির অনতিক্রম ; অনুচিত বা অসৎ আচরণের অভাব, স্থিরতা ; একনিষ্ঠত্ব ; অচ্যুতি ; অবিচলিত অবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অব্যভিচারিণী—ব্যভিচারশূন্যা, পতিব্রতা, সতী, বিধিসংগতা, সদাচারপালিকা ; স্থিরা ; নিশ্চিতা ; সত্যা ; অবিসংবাদিনী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অব্যভিচারিত—বাধাশূন্য, প্রতিবন্ধকহীন, অবাধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যভিচারী (-চারিন্)—ব্যভিচাররহিত, অবিচল ; ব্যভিচার দোষশূন্য, ধর্ম হইতে অবিচলিত ; অটল, নিত্য ; সত্য ; অবিসংবাদী, constant ; (দর্শন) কোনরূপ বিরুদ্ধ কারণ দ্বারা অনিবার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অব্যভিচারে—অনায়াসে, অবাধে, ব্যতিক্রম না করিয়া। ন ব্যভিচার, নঞ্‌তৎ, এরূপে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অব্যয়—১। (ব্যাকরণ) তিন লিঙ্গ সকল বিভক্তি ও সকল বচনে একরূপ শব্দ। [বিনা যদি অথবা বরং ঈষৎ সদা কদাপি যেহেতু কেননা কেন ইঃ অব্যয় শব্দ ; প্র পরা প্রঃ কুড়িটি শব্দ, স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হইলে অব্যয়, কিন্তু ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হইলে উপসর্গ নাম প্রাপ্ত হয়।] ২। বিষ্ণু ; শিব। বি ; পুং। ৩। অনাদি অন্তরহিত বিকারশূন্য পরব্রহ্ম। বি ; ক্লী। ৪। ব্যয়শূন্য ; কৃপণ ; চিরস্থায়ী, অক্ষয় ; অপরিচ্ছিন্ন ; আদ্যন্তরহিত ; নির্বিকার, বিকারশূন্য। ন (নাই) ব্যয় যাহার, বহু। বিণ।

অব্যয়া—১। দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। ব্যয়শূন্যা, ব্যয়রহিতা। অব্যয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অব্যয়ী (-য়িন্)—ব্যয়রহিত ; ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অব্যয়ীভাব—যে সমাসে অনব্যয় শব্দ অব্যয় হয় সেই সমাস ; ব্যয়হীনতা ; চিরবিদ্যমানতা, মরণধর্মরাহিত্য। অব্যয়+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অব্যয়ী)—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অব্যর্থ—অমোঘ, সফল, সার্থক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যলীক—যাহা অসত্য নহে এমন, সত্য ; সত্যপ্রিয় ; সত্যবাদী ; প্রীতিকর, মনোরম। ন ব্যলীক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যসন—১। ব্যসনাভাব, কাম বা ক্রোধ হইতে উৎপন্ন দোষসমূহের অভাব ; অবিপত্তি, অস্খলন। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। ব্যসন রহিত, নির্দোষ ; বিপত্তিশূন্য ; অস্খলিত। ন (নাই) ব্যসন যাহার, বহু। বিণ।

অব্যসনী (-নিন্)—ব্যসনরহিত, সর্ববিধদোষশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নিনী**।

অব্যস্ত—স্থির, যে ব্যস্ত নয় এমন, অবিভক্ত, সমস্ত, সমাজবদ্ধ ; অনাকুল, অনুদ্বেগ, ত্বরারহিত, অনাগ্রহ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাকুল—ব্যাকুলতাহীন, অচঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাকৃত—১। অপৃথককৃত, অবিভক্ত। বিণ। ২। বেদান্তোক্ত ব্রহ্মভিন্ন জগদুৎপত্তিবীজ, অজ্ঞান ; (সাংখ্যমতে) অব্যক্ত, প্রধান। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অব্যাকৃতি—১। অব্যাকৃতভাব। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী। ২। অব্যাকৃত। ন (নাই) ব্যাকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অব্যাখ্যাত—যাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই এরূপ ; যাহা বিশেষরূপে বলা হয় নাই এরূপ ; যাহা বুঝানো হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাখ্যেয়—বুঝাইবার অতীত ; যাহা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন ; অপ্রকাশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাঘাত—১। অপ্রতিবন্ধক, বাধাশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। প্রতিবন্ধকহীন ; অবাধ। ন (নাই) ব্যাঘাত যাহাতে, বহু। বিণ। ক্রি বিণ—**অব্যাঘাতে** (নির্বিঘ্নে, অবাধে)।

অব্যাজ—১। ব্যাজাভাব, কপটরাহিত্য, সরলতা, ছলাভাব ; অগৌণ, অবিলম্ব। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অকপট ; অবাধ ; বিলম্বশূন্য। ন (নাই) ব্যাজ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অব্যাজে**।

অব্যাপক—অবিস্তীর্ণ, একদেশে স্থিতিশীল ; সীমাবদ্ধ ; সংকীর্ণ, যাহা সকল স্থান বা বিষয় ব্যাপিয়া থাকে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

অব্যাপন—অবিস্তার। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অব্যাপনীয়, -ব্যাপ্য—ব্যাপ্তির অযোগ্য, যাহা ব্যাপ্ত করা যাইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাপন্ন—নিরাপদ্ ; সুস্থ ; জীবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাপার—১। অযথা ব্যাপার, অনুচিত কার্য, অধিকারশূন্য কার্য ; পরাধিকার ; ব্যাপারাভাব, কার্যরাহিত্য ; অনভ্যাস। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। ব্যাপারশূন্য ; নিষ্কর্মা ; নির্বিষয়। ন (নাই) ব্যাপার যাহার, বহু। বিণ।

অব্যাপ্ত—অবিস্তৃত, যাহা বহুস্থান ব্যাপিয়া নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাপ্তি—ব্যাপ্তিহীনতা, বহুস্থান ব্যাপিয়া না থাকা ; (ন্যায়মতে) লক্ষ্য বিষয়ে লক্ষণের অসংগতি। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অব্যাপ্য—'অব্যাপনীয়' দ্রঃ।

অব্যাপ্যবৃত্তি—১। একদেশস্থিত, কোথাও স্থিত কোথাও অস্থিত, যাহা কখন আছে কখন নাই এরূপ। ন (নাই) ব্যাপ্যবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। কিয়দংশে স্থিতি, একাংশে অবস্থান ; দ্বাদশটি বৃত্তি (আত্মার বিশেষ গুণ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার ; আকাশের বিশেষ গুণ—শব্দ ; সামান্য গুণ—সংযোগ ও বিভাগ)। অব্যাপ্যা বৃত্তি, কর্মধা। বি, স্ত্রী। বিণ, **-বৃত্ত**।

অব্যাভার—অবৈধ অনুষ্ঠান ; অসামাজিক কার্য। <অব্যবহার। বি।

অব্যাহত—অপ্রতিহত, প্রতিবন্ধকবিহীন, অবাধ, অবারিত ; অব্যর্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাহতগতি—১। অবাধগমন, স্বচ্ছন্দচারী, সর্বত্রসঞ্চারী। অব্যাহতা গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। অবাধ গমন, স্বচ্ছন্দ সঞ্চার, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া। অব্যাহতা গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অব্যাহতভাবে, -রূপে—বাধাবন্ধহীনভাবে, অবাধে ; মুক্তকণ্ঠে। অব্যাহত ভাব, রূপ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অব্যাহতি—অব্যাঘাত ; নির্বিঘ্নতা ; নিস্তার, পরিত্রাণ। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অব্যাহৃত—অনুক্ত, অনুচ্চারিত, অকথিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিশূন্য ; অজ্ঞান, শব্দার্থানভিজ্ঞ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যূঢ়—অবিবাহিত, অপরিণীত, যাহার বিবাহ হয় নাই এরূপ, অকৃতোদ্বাহ, বিক্ষিপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যূঢ়ান্ন—পুত্রকন্যার বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠেয় উৎসব বিঃ, আইবুড়ো ভাত। অব্যূঢ়ভোজ্য অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অব্রণ—ব্রণশূন্য ; ক্ষতরহিত ; অক্ষত ; পূর্ণ, perfect. ন (নাই) ব্রণ যাহার, বহু। বিণ।

অব্রত—ব্রতহীন ; নিয়মবিহীন ; ব্রহ্মচারি-ব্রতহীন, অনুপনীত। ন (নাই) ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

অব্রতী (-তিন্)—ব্রতানুষ্ঠানবিহীন, ব্রতাচরণ-পরাঙ্মুখ ; অনিয়োজিত ; অসংস্পৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

অব্রহ্মচর্য(র্য্য)—ব্রহ্মচর্যের অভাব ; মৈথুন। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অব্রহ্মণ্য—১। (সংস্কৃত নাট্য) "অবধ্য" এই উক্তি, 'বধ করিও না'—এই কথা বলা ; শাস্ত্রগর্হিত কর্ম। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মণ্যরহিত। ন (নাই) ব্রহ্মণ্য যাহাতে, বহু। বিণ।

অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণেতর জাতি, শূদ্রাদি ; আচারশূন্য ব্রাহ্মণ ["অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত। তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত"—রবীন্দ্র]। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অব্রুবাণ—১। বাক্‌শক্তিহীন। বিণ। ২। শিশু। নঞ্‌—ব্রূ+কানচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অভেথা—বৃথা, অনর্থক। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অভক্ত—ভক্তিহীন ; অনমুরাগী ; অবিভক্ত, সংলগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভক্তি—ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অভক্ষণ—না খাওয়া, অনাহার ; অনশন। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অভক্ষণীয়, -ভক্ষ্য—অখাদ্য, যাহা ভোজন করা যায় না এরূপ ; কুৎসিত বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভক্ষিত—অখাদিত, অভুক্ত ; অকৃত-ভোজন, উপবাসী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভক্ষ্য—'অভক্ষণীয়' দ্রঃ।

অভক্ষ্যভক্ষণ—নিষিদ্ধ খাদ্য বা কুখাদ্য ভোজন, যাহা খাওয়া উচিত নয় এরূপ খাদ্য ভোজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অভগ্ন—যাহা ভাঙ্গে নাই এরূপ, অটুট, পূর্ণ, গোটা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভঙ্গ—না ভাঙ্গা, গোটা থাকা, মহারাষ্ট্রে প্রচলিত একপ্রকার ছন্দোবদ্ধ রচনা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অভঙ্গুর—যাহা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় না এরূপ ; দৃঢ়, কঠিন ; অবিনশ্বর ; যাহা সহজে নষ্ট হয় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভদ্র—১। যে ভদ্র নয় এরূপ, ভদ্রতাশূন্য, অসভ্য ; নিন্দিত, অশিষ্ট ; দুষ্ট ; ক্লেশদায়ক ; ইতর ; অশিক্ষিত ; নিম্নজাতীয়, অহিতকর। বিণ। ২। দুঃখ ; অমঙ্গল, অশুভ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অভদ্রতা—অশিষ্ট ব্যবহার, অভদ্র আচরণ, অসভ্যতা। অভদ্র (১)+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অভদ্রভাবে—অশিষ্টরূপে, অভদ্রের মত ; অসংগত উপায়ে। বহু। ক্রি বিণ।

অভদ্রা—দুর্যোগ ; বিঘ্ন, বাধা ; অমঙ্গল। বাংপ্র। বি।

অভব—১। অনুৎপত্তি, অজন্ম ; প্রলয় ; বিনাশ ; মোক্ষ। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। উৎপত্তিহীন, জন্মরহিত ; বিনশ্বর, অস্থায়ী। ন (নাই) ভব যাহার, বহু। বিণ।

অভব্য—১। অমঙ্গল, অশুভ ; মন্দভাগ্য। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা হইবার বা জন্মিবার নয় এমন ; দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট ; (বাংপ্র) অসভ্য, ভদ্রসমাজের অনুপযুক্ত। ('সভ্য' শব্দের সহগ শব্দ 'ভব্য'।) নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভয়—১। ভয়াভাব, নির্ভয়তা ; ভয় নাই বলিয়া সাহস দান। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ধর্মের পুত্র। ন (নাই) ভয় যাঁহার, বহু। ৩। পরমাত্মা। বি ; পুং। ৪। পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ; ভক্ত বা সেবককে অভয় দান করিবার নিমিত্ত করসংস্থিতি বিঃ, অভয়মুদ্রা ; দেবের অনুগ্রহ, বর ; বেনামূল ; নলদবৃক্ষ। বি ; স্ত্রী। ৫। যে ভয়ংকর নহে এরূপ ; ভয়শূন্য, অভীক। ন (নাই) ভয় যাহা হইতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অভয়ংকর(ঙ্কর)—১। অভয়জনক, যাহা ভয় দূর করে এমন। উপতৎ ; অভয়—কৃ+খচ্ কর্তৃ। ২। ভয়ংকর নহে এমন, সৌম্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভয়ডিণ্ডিম—প্রাচীন সামরিক আনদ্ধ-যন্ত্র বিঃ, যুদ্ধঢক্কা, জয়ঢাক। অভয়জনক ডিণ্ডিম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অভয়দ—অভয়দানকারী ; ভয়হারক। অভয় দান করে যে, উপতৎ ; অভয়—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অভয়দক্ষিণা—অভয়দান, ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত আশ্বাস-প্রদান। অভয়রূপা দক্ষিণা, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অভয়দাতা (-দাতৃ)—অভয়দানকারী, ভয়-দূরীকরণার্থ আশ্বাসদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অভয়দান, -প্রদান—অভয় দেওয়া, আশ্বাস বা সাহস দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অভয়পত্র—যে পত্র বা সনন্দবলে নিরাপদে ভ্রমণ করা যায়, safe conduct. অভয়-জনক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অভয়পদ—যে পায়ে আশ্রয় লইলে সব ভয় দূরে যায়। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অভয়প্রদ—অভয়দাতা, ভয়নাশনার্থ আশ্বাসদানকারী। অভয় প্রদান করে যে, উপতৎ ; অভয়—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অভয়বাক্য, -বাণী—'কোন ভয় নাই' এইরূপ কথা ; আশ্বাসবাক্য। অভয়সূচক বাক্য, বাণী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী, স্ত্রী।

অভয়মুদ্রা—ভক্ত বা সেবককে অভয়দান করিবার নিমিত্ত কালিকার দক্ষিণের ঊর্ধ্ব-করস্থিত মুদ্রা বিঃ। অভয়সূচিকা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অভয়া—১। ভগবতীর সিংহবাহিনী মূর্তি, অষ্টভুজা ; হরীতকী। ন (নাই) ভয় যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ভয়-শূন্যা ; অভয়দাত্রী। অভয় (৫)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অভরণ—আভরণ, অলংকার, গহনা। প্রা কপ্র। বি।

অভরস, -রসা—অবিশ্বাস ; ভরসাহীনতা। প্রা কপ্র। বি।

অভাগ—১। যাহার ভাগ নাই এমন, অংশহীন ; অখণ্ড, বিভাগবিহীন ; পূর্ণ। ন (নাই) ভাগ যাহার, বহু। বিণ। ২। ভাগের অভাব, অংশ না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ৩। মন্দ ভাগ্য। প্রা কপ্র। বি।

অভাগা—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট, লক্ষ্মীছাড়া ; অতি দীন, নিঃসম্বল। ন (নাই) ভাগ (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-গী, -গিনী**।

অভাগি—দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ।

অভাগিনী—১। হতভাগ্যা, দুর্ভাগ্যসম্পন্না ; দীনা। অভাগিন্+ঈপ্। ২। ভাগে অনধিকারিণী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অভাগিয়া—অভাগা (তাহা দ্রঃ)।

অভাগী (-গিন্)—দুরদৃষ্ট, হতভাগ্য ; অংশ-রহিত, অংশে অনধিকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভাগী—হতভাগিনী ; দীনা, পতিতা ; পাপিষ্ঠা। অভাগা+ঈ। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

অভাগে—মন্দ ভাগ্য। প্রা কপ্র। বি।

অভাগ্য—১। দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য। ন (অপ্রশস্ত) ভাগ্য, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ভাগ্যহীন, হতভাগ্য। ন (মন্দ) ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

অভাগ্যি—হতাদৃষ্ট, পোড়া কপাল। <অভাগ্য। বি।

অভাজন—১। অযোগ্য ব্যক্তি, অপাত্র, অযোগ্য, নির্গুণ, ক্ষমতাহীন ; হীন। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী বা বিধেয় বিণ। ২। হতভাগ্য, মন্দভাগ্য। কপ্র। ৩। পাত্রহীন। ন (নাই) ভাজন যাহার, বহু। বিণ।

অভাত—অপ্রতিভাত, অদীপ্ত, অপ্রকাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভাব—১। না থাকা, অবিদ্যমানতা ; অসংগতি ; প্রয়োজন ; ধ্বংস, মৃত্যু ; অনটন, অর্থকষ্ট, দারিদ্র্য, টানাটানি। [ন্যায়মতে 'অভাব' অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য বস্তুর অনুপলব্ধি। ইহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ,—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব।] নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। অ-বনিবনাও, মনো-

মালিন্য, শত্রুতা ; প্রাদে। বি। **অভাব দূর করা, অভাব মেটানো**—অভাব মোচন করা, অর্থকষ্ট দূর করা।

অভাবগ্রস্ত—অভাবাক্রান্ত, অর্থকষ্টে পতিত, দীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

অভাবনা—অচিন্তা, চিন্তারাহিত্য, ভাবনা না করা। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অভাবনীয়—অচিন্তনীয়, যাহা ভাবা যায় না এমন, কল্পনাবহির্ভূত, অসম্ভাবনীয়, অঘটনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অভাবপক্ষে—ন্যূনকল্পে, কমপক্ষে, অন্ততঃ। ক্রি বিণ।

অভাবপূরণ—অনস্থিতবস্তু প্রদান, যাহা নাই তাহা দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অভাবপূর্ণ—অভাবে ভরা, অর্থকষ্টে পীড়িত, অভাবগ্রস্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অভাবমুক্ত—অর্থকষ্টাদি হইতে পরিত্রাণ-প্রাপ্ত, যাহার অভাব দূর হইয়াছে এরূপ। ৫মীতৎ। বিণ।

অভাবমোচন—অভাবদূরীকরণ, অর্থকষ্টাদি নিবারণ, অভাব ঘুচানো। ৫মীতৎ। বি ; ক্লী।

অভাবিত—অচিন্তিত, অসম্ভাবিত, অ-প্রত্যাশিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অভাবী (বিণ)—যাহা হইবে না ঘটিবে না বা জন্মিবে না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অভাব্য—অভাবা অভাবনীয় ; অঘটনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অভার—১। ভারশূন্য, লঘু, হালকা। ন (নাই) ভার যাহার, বহু। বিণ। ২। দায়িত্বের অভাব, দায়িত্বহীনতা, ভার না থাকা। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অভাষণ—১। অকথন, মৌন ; চুপ থাকা, কথা না বলা। ন ভাষণ, নঞ্তৎ। বি, ক্লী। ২। কথনশূন্য, নির্বাক। ন (নাই) ভাষণ যাহার, বহু। বিণ।

অভি—আভিমুখ্য, সম্মুখ ('—যান', '—সার'), সমীপ ; নিকট ('—মুখ') ; চতুর্দিকে ('—বীক্ষণ') ; সর্বতোভাবে ('—ব্যাপ্ত') ; উৎকৃষ্ট, উত্তম ('—জাত'), নির্ভয় ('—মন্যু') ; বিরুদ্ধ ('—যান', '—বাদ', '—শাপ') ; নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট ('—ভব') ; বীপ্সা, পুনঃপুনঃ ('অভীষ্ট', 'অভীপ্সিত') ; চিহ্ন ('—জ্ঞান') ; অভিলাষ ; সাদৃশ্য ; পূজা ; বিভিন্নতা ; একীকরণ ; বিশেষকরণ। ন—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+কি কর্তৃ। অ ; উপসর্গ।

অভিক—কামুক, লম্পট। অভি—কম্ (কামনা করা)+ড কর্তৃ বা অভি+কন্ নিপা। বিণ।

অভিকর—মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পো-রেশনে দেয় ট্যাক্স, পৌরসভা কর্তৃক ধার্য কর বা ট্যাক্স, municipal rate. প্রাদি। বি ; পুং।

অভিকর্ষ—পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে জড়-পদার্থের আকর্ষণ, gravity. অভি—কৃষ্ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভিকেন্দ্র—(পদার্থ-বিদ্যা) চুম্বকাদির টান ; পদার্থমাত্রেরই অপর পদার্থকে নিজের দিকে টানিবার শক্তি ; কেন্দ্রের অভিমুখে গমনকারী বা আকর্ষণকারী, centripetal অভিগত কেন্দ্রকে, প্রাদি। বিণ।

অভিক্রম—যুদ্ধযাত্রা, আক্রমণ ; আরোহণ ; আরম্ভ ; স্থানচ্যুতি, displacement. অভি—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-ক্রান্ত**।

অভিক্রমণ, -ক্রান্তি—'অভিক্রম' (সকল অর্থে)। অভি—ক্রম্+অনট্, ক্তি ভাব। বি ; ক্লী স্ত্রী। বিণ, **-ক্রান্ত**।

অভিক্রোশ—আক্রোশ ; অখ্যাতি। অভি—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভিক্ষিপ্ত—সম্মুখে নিক্ষিপ্ত, অভিমুখে নিক্ষিপ্ত, বহির্গত, বাহির হইয়া আছে এমন, projected. অভি—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিক্ষেপ—১। অভিভব, পরাজয় ; আক্রমণ অনাদর, অপমান ; সামনের দিকে ছোড়া। অভি—ক্ষিপ+ঘঞ্ ভাব। ২। বহির্গত অংশ, projection. অভি—ক্ষিপ্ +ঘঞ্ কর্ম। বি, পুং।

অভিখ্যা—১। নাম ; প্রতিশব্দ। অভি—খ্যা+অঙ্ করণ+আপ্। ২। খ্যাতি, উপাধি, শোভা ; কীর্তি ; আখ্যান ; মাহাত্ম্য ; প্রসিদ্ধি। অভি—খ্যা+অঙ্ ভাব, কর্ম+আপ। বি ; স্ত্রী।

অভিগত—নিকটবর্তী, সমীপস্থ, সম্মুখে উপস্থিত ; সংগমরত। অভি—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিগম, -গমন—১। আশ্রয়। অভি—গম্+অপ, অনট অধি। ২। প্রত্যুদ্গমন ; প্রাপ্তি ; সেবা ; সংগম। অভি—গম্+অপ, অনট্ ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী।

অভিগামী (-গামিন্)—প্রত্যুদ্গমনকারী ; সংগমকারী, সম্ভোগকারী ; আশ্রয়কারী। অভি—গম+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অভিগৃহীত—অপহৃত, লুণ্ঠিত, যোজিত। অভি—গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিগ্রস্ত—আক্রান্ত ; কবলীকৃত, যাহা গ্রাস করা হইয়াছে এমন ; লুণ্ঠিত। অভি—গ্রস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিগ্রহ—অভিযান, আক্রমণ ; লুণ্ঠন ; স্পর্ধা ; গৌরব ; অভিযোগ ; সাহস, বল-পরীক্ষার্থ আহ্বান। অভি—গ্রহ্+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

অভিগ্রহণ—চৌর্য, সম্মুখে হরণ, লুণ্ঠন ; যুদ্ধ করিয়া অধিকার করণ। অভি—গ্রহ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিঘাত—আঘাত ; হত্যা ; ঘর্ষণ ; ক্ষয় ; তাড়না ; যাতনা, পীড়ন ; প্রতিকার। অভি—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং। বিণ, **-হত**।

অভিঘাতক, -ঘাতী (-ঘাতিন্)—১। শত্রু। বি ; পুং। ২। আঘাতকারী ; নাশক ; পীড়াকারক ; প্রতিকারক। অভি—হন্+ণক, ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তিকা, -তিনী**।

অভিঘার—১। হোম। অভি—ঘৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। হোমের ঘৃত ; হবনীয় দ্রব্য। অভি—ঘৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

অভিচর—ভৃত্য, অনুচর, সেবক ; হাস-পাতালের পুরুষ নার্স। অভি—চর্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অভিচার—অন্যের অনিষ্ট অভিসন্ধিতে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র ও তন্ত্রাদি দ্বারা মারণ মোহন স্তম্ভন বিদ্বেষণ উচ্চাটন বশীকরণ—এই ছয় প্রকার প্রক্রিয়া ; পরহিংসা ; উপপাতক বিঃ ; শ্যেনযজ্ঞাদি দ্বারা প্রাণনাশ করণ। অভি—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভিচারক, -চারী (-চারিন্)—অভি-চারকারী, অভিচারক্রিয়া দ্বারা হিংসাকারী। অভি—চর+ণক, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিকা, -চারিণী**।

অভিচারিক—জাদুকর, বাজিকর ; হিংসাদি-ক্রিয়ানিপুণ। অভিচার+ইক (ঠন্) কুশলার্থে। বিণ।

অভিচারী (-রিন্)—'অভিচারক' দ্রঃ।

অভিজন—১। বংশ ; প্রসিদ্ধ বংশ ; জন্ম-ভূমি। অভি—জন্+ক অধি। ২। খ্যাতি, কীর্তি। অভি—জন্+ক করণ। ৩। পূর্ব-বন্ধু ; পিত্রাদি ; কুলশ্রেষ্ঠ ; উচ্চবংশজাত, অভিজাত। অভি—জন্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অভিজাত—সদ্বংশজাত, কুলীন, সুজাত, aristocrat ; জ্ঞানী, পণ্ডিত ; যোগ্য ; মনোহর ; সুশ্রী ; মধুর ; উচিত ; ভাগ্যবান্ ; স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ; চতুর্দিকে জাত। অভি—জন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**আভিজাত্য**।

অভিজাত-তন্ত্র—প্রধান ব্যক্তিদের কৃত রাজ্যশাসন, উচ্চবংশজাত ব্যক্তিগণকর্তৃক রাজ্যশাসন, aristocracy. অভিজাত-চালিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অভিজাতত্ব—আভিজাত্য, কৌলীন্য ; বুদ্ধি-মত্তা ; বিশুদ্ধি ; মাধুর্য। অভিজাত+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

অভিজিৎ—১। (জ্যোতিষ) উত্তরাষাঢ়ার শেষ ১৫ দণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম ৪ দণ্ড—মোট

এই ১৯ দণ্ড ; নক্ষত্র বিঃ, Vega ; প্রায়শ্চিত্ত বিঃ। অভি—জি+ক্বিপ্ করণ। ২। যাত্রানুকূল লগ্ন বিঃ ; কুতুপ বা কুতপ লগ্ন ; দিবসকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার অষ্টম ভাগ বা মুহূর্ত্ত। অভি—জি+ক্বিপ্ অধি। বি ; স্ত্রী। ৩। যদুবংশীয় ভবের পুত্র ; শত্রুজয়কারী। অভি—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অভিজ্ঞ—বহুদর্শী, অনেক দেখিয়া শুনিয়া অথবা স্বহস্তে অনুষ্ঠান করিয়া যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে এরূপ, যে ঠেকিয়া শিখিয়াছে এরূপ, experienced ; জ্ঞানবান ; নিপুণ ; বিদ্বান্। অভি—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অভিজ্ঞতা—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে সেই জ্ঞান, বহুদর্শিতা ; নিপুণতা ; পাণ্ডিত্য। অভিজ্ঞ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অভিজ্ঞা—১। প্রথমলব্ধ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান ; স্মৃতি ; পরিচয়। অভি—জ্ঞা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। **অভিজ্ঞাপত্র**—ব্যক্তিবিশেষের পরিচায়জ্ঞাপক পত্র, certificate of identity. ২। বহুদর্শিনী ; নিপুণা, বিদুষী। অভিজ্ঞ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অভিজ্ঞাত—সম্পূর্ণরূপে বিদিত ; চিহ্নদ্বারা জ্ঞাত, নিদর্শন দ্বারা পরিচিত, অনুসন্ধান দ্বারা পরিজ্ঞাত। অভি—জ্ঞা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিজ্ঞান—১। স্মরণের উদ্বোধক বস্তু, স্মারক-চিহ্ন, পরিচায়ক বস্তু token, symbol ; নাম ; লিঙ্গ ; স্বরূপ ; জ্ঞানসাধন। অভি—জ্ঞা+অনট্ করণ। ২। সম্যক্ জ্ঞান ; অভি—জ্ঞা+অনট ভাব। বি ; ক্লী।

অভিজ্ঞান-পত্র, -লিপি—যে পত্রে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া জানা যায় এরূপ পত্র, পরিচায়ক-লিপি ; নিদর্শনপত্র ; প্রশংসাপত্র, certificate. অভিজ্ঞানসূচক পত্র, লিপি. মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অভিতঃ (-তস্)—সম্মুখে ; অভিমুখে ; সকল দিকে ; উভয় দিকে ; নিকটে। অভি+তস্। অ।

অভিতপ্ত—১। দগ্ধ, অগ্নিসন্তপ্ত ; ঝলসানো ; দুঃখিত ; শোকাদি দ্বারা পীড়িত ; উদ্বিগ্ন। অভি—তপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। উপাঙ্গাভিষয় বিঃ (যাহাতে চোখের পাতা পড়ে ওঠে কিন্তু চোখের তারা অবসন্নভাবে স্থির থাকে)। বি।

অভিতাপ—মনস্তাপ, শোক ; উদ্বেগ ; অতিশয় উত্তাপ, সন্তাপ ; অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া। অভি—তপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভিদ্যোতক—প্রকাশক, অভিব্যঞ্জক। অভি—দ্যুৎ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দ্যোতিকা।

অভিদ্যোতন, -দ্যোতনা—প্রকাশন, প্রকটন ; অভিব্যক্তি। অভি—দ্যুৎ+ণিচ্+অনট্, অন ভাব+আপ্ (২য় পক্ষে)। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অভিদ্যোতিত—শোভিত ; প্রকাশিত ; উদ্ভাসিত ; যাহার আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে এমন ; দত্তোপদেশ। অভি—দ্যুত্+ণিচ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিদ্রবণ—বেগে গমন, সত্বর প্রস্থান ; সর্বতোভাবে গলিয়া যাওয়া। অভি—দ্রু+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিদ্রুত—বেগে পলায়িত ; সম্যগ্‌রূপে গলিত, ভালভাবে গলিয়া গিয়াছে এমন। অভি—দ্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিদ্রোহ—বিরুদ্ধাচরণ ; অনিষ্টচিন্তা, আক্রোশ ; অপকার ; পীড়ন। অভি—দ্রুহ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-দ্রোহী**।

অভিধর্ষণ—অত্যধিক তিরস্কার বা পীড়ন ; ভূতাদির আবেশ ; বলাৎকার। অভি—ধৃষ্+অনট্ ভাব। বি, স্ত্রী। বিণ, **-ধর্ষিত**।

অভিধা—১। নাম, সংজ্ঞা। অভি—ধা+অঙ্ করণ+আপ্। ২। যে শক্তি দ্বারা শব্দের কোন ব্যাকরণাদি-প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয় সেই শক্তি, শব্দের মুখ্যার্থের বোধক শক্তি (এই অভিধাশক্তি ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ও সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য দ্বারা প্রকাশিত হয়)। অভি—ধা+ক্বিপ্ কর্তৃ। ৩। অভিধান কথন। অভি—ধা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভিধান—১। কথন ; নির্দেশ, দ্যোতন। অভি—ধা+অনট্ ভাব। ২। অভিধা, নাম, উপাধি ; পরিচয়। অভি—ধা+অনট্ করণ। ৩। শব্দার্থকোষ, শব্দার্থপ্রকাশক গ্রন্থ, dictionary. অভি—ধা+অনট্ অধি। বি ; ক্লী। **অভিধান দেখা**—শব্দকোষ দেখিয়া শব্দের অর্থ সংগ্রহ করা।

অভিধাবন—অনুসরণ ; মৃগয়ার্থ পশ্চাদ্ধাবন, সম্মুখে গমন। অভি—ধাব্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিধেয়—১। নামধারী ; অভিধাপ্রতিপাদ্য, বাচ্য, প্রতিপাদ্য ; শব্দার্থবোধক ; বক্তব্য, বর্ণনীয়। অভি—ধা+যৎ কর্ম। বিণ। ২। আখ্যা, নাম। অভি—ধা+যৎ করণ। ৩। শব্দের উচ্চারণমাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহা ; প্রতিপাদ্য বিষয়। অভি—ধা+যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

অভিধ্যা—অভিলাষ ; ধ্যান ; স্পৃহা ; সংকল্প ; চিন্তা। অভি—ধ্যৈ+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভিধ্যান—প্রগাঢ় চিন্তা, ধ্যান ; অধিষ্ঠান ; স্পৃহা। অভি—ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিন—অভিন্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

অভিনদ্ধ—চতুর্দিকে সম্যক্ বদ্ধ, সংবদ্ধ ; সংযুক্ত ; সংগ্রথিত। অভি—নহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনন্দন—১। প্রশংসা দ্বারা সম্মান ; সানন্দে গুণকীর্তন ; অভ্যর্থনা ; সেবা ; অনুমোদন ; নিজে আনন্দিত হইয়া অন্যকে আনন্দিত করণ ; কোন বিষয়ে হর্ষ-প্রদর্শন ; অন্যের মঙ্গলদর্শনে আহ্লাদপ্রকাশ ; সংবর্ধন ; আনন্দ ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ; স্তব ; স্বীকার। অভি—নন্দ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী। ২। সম্যক প্রীতিপ্রদ, সর্বতোভাবে আনন্দদায়ক। অভি—নন্দ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। গুণদর্শনে সন্তোষপ্রকাশক পত্র, অভিনন্দন-পত্র। অভি—নন্দ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ৪। চতুর্থ জৈন অবতার ; চতুর্থ তীর্থংকর। বি ; পুং।

অভিনন্দনপত্র—কাহারও কার্যাদিতে সাফল্য হেতু সসন্তোষে গুণকীর্তনসমন্বিত পত্র ; কাহারও আগমন বা বিদায় উপলক্ষে প্রদত্ত সম্মানসূচক পত্র, সম্মান ও প্রশংসাসূচক উপহাররূপে প্রদত্ত লিখিত কাগজ। অভিনন্দনসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অভিনন্দিত—প্রশংসাদ্বারা সম্মানিত ; সসন্তোষে প্রশংসিত, গুণকীর্তনাদি দ্বারা যাহাকে প্রীত করা হইয়াছে এরূপ, যাহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইয়াছে এমন ; বন্দিত ; অনুমোদিত ; হর্ষোৎফুল্ল। অভি—নন্দ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনব—১। সম্পূর্ণ নূতন, সদ্যোজাত, নব্য। অভি—নু (স্তুতি করা)+অপ্ কর্ম। বিণ। ২। স্তব ; স্তুতি। অভি—নু+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

অভিনয়—নাটোক্ত ব্যক্তিগণের বেশ ভাবভঙ্গী কথোপকথনাদির অনুকরণ ; কৃত্রিমবেশ ও শরীরচেষ্টাদি দ্বারা অন্যের অবস্থানুকরণ ; শরীরসজ্জা ; সং সাজা ; প্রসাধন ; সামাজিকতা ; দৃশ্যকাব্য ; কৃত্রিম ভাবপ্রকাশক চেষ্টা, ভান ; লোকদেখানো কার্যকলাপ ; নকল। অভি—নী+অচ্ ভাব, অধি। বি ; পুং।

অভিনহন—দৃঢ় বন্ধন। অভি—নহ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিনিবিষ্ট—অন্তঃপ্রবিষ্ট ; মধ্যগত ; আগ্রহযুক্ত ; শাস্ত্রাদিতে তন্ময়চিত্ত ; অত্যন্ত মনোযোগী ; নিপুণ। অভি-নি—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিনিবেশ—শাস্ত্রাদিতে প্রবেশ ; আগ্রহ ; মনোনিবেশ ; প্রণিধান ; একাগ্রতা ; সবিশেষ যত্ন ; আবেশ ; অনুরাগ ; সংস্কার ; দৃঢ়সংকল্প ; (সাঙ্খ্যদর্শন) ভয় ; আশঙ্কা ; (যোগশাস্ত্রমতে) মরণজন্য ভয়জনক অবিদ্যা বিঃ। অভি—নি—বিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভিনিবেশশালী (-শালিন্)—অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী। অভিনিবেশ সহ শালিত (শোভিত) হয় যে, উপপদ; অভিনিবেশ—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

অভিনির্মু(র্ম্ম)ক্ত—১। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত শয়নকারী; সন্ধ্যাবন্দনাদিসায়ন্তনকর্মহীন ব্যক্তি। বি; পুং। ২। সূর্যাস্তকালে নিদ্রিত; পরিত্যক্ত। অভি—নির্—মুচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনির্যা(র্য্যা)ণ—শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান। অভি—নির্—যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিনিষ্ক্রমণ—বহির্গমন, প্রস্থান, দ্রুতবেগে নির্গম। অভি নির্—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিনিষ্ক্রান্ত—বহির্গত, প্রস্থিত, সবেগে নির্গত। অভি—নির্—ক্রম্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

অভিনিষ্পতন—নিগমন, বহির্গমন; সবেগে নিষ্ক্রমণ, যুদ্ধাদির নিমিত্ত ত্বরিত গতিতে বাহিরাগমন। অভি—নির—পত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিনিষ্পত্তি—নির্বাহ, সমাপ্তি। অভি—নির্—পদ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভিনিষ্পন্ন—সমাপ্ত; নির্বাহিত। অভি—নির্—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনীত—যাহার অভিনয় করা হইয়াছে এরূপ, অভিনয়যোগ্য বা অভিনয়ের বিষয়ীভূত; অতিভূষিত, সুসজ্জিত, ভূষিত; অনুকৃত, ন্যায্য। অভি—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনীতি—১। অভিনয়; অনুকরণ। অভি—নী+ক্তি ভাব। ২। প্রিয়বাক্যাদিযুক্ত যুক্তি, ভদ্রতা; দয়া, বন্ধুতা। অভি—নী+ক্তি করণ। বি, স্ত্রী।

অভিনেতা (-নেতৃ)—নট, অভিনয়কর্তা, actor, সজ্জাকারী, সংওয়ালা। অভি—নী+তৃন্ কর্ত্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-নেত্রী**।

অভিনেত্রী—অভিনয়কারিণী, নটী। অভি-নেতৃ+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

অভিনেয়—অভিনয় বিষয়ীভূত, অভিনয়ের যোগ্য, যাহার অভিনয় করা উচিত বা করিতে হইবে এরূপ। অভি—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

অভিন্ন—সামান্য; যুক্ত; অপৃথক্, একীভূত, অবিদারিত; অবিদলিত; অভগ্ন; দৃঢ়; একরূপ; অবিভক্ত; অপরিবর্তিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভিন্নপদশ্লেষ—শ্লেষালংকার বিঃ, অভঙ্গ শ্লেষ [যে শ্লেষালংকারে পদভঙ্গ না করিয়াই একাধিক অর্থের উপলব্ধি হয়, তাহাকে অভিন্নপদশ্লেষ বলে। যথা,—

উদয়ে আরূঢ় কান্তিসমন্বিত
সুরক্তমণ্ডল রাজা।
মৃদু কর হেতু তুষিছে সতত
রাজ্যবাসী যত প্রজা॥

এই স্থানে পদভঙ্গ না করিয়াই অর্থাৎ পদগুলি যেরূপ আছে সেরূপ রাখিয়াই অর্থবোধ হয়; এজন্য অভঙ্গশ্লেষ হইল। এস্থলে রাজা শব্দের অর্থ চন্দ্র এবং নরপতি। বিশেষণগুলিরও দুইটি করিয়া অর্থ। উদয়ে আরূঢ়=উদয়াচলগত, অভ্যুদয়সম্পন্ন। কান্তিসমন্বিত=শুভ্রবর্ণ, রূপবান্। সুরক্তমণ্ডল=সম্পূর্ণলোহিতবিম্ব, অনুরক্তপ্রজাবান্। মৃদু কর=অনুগ্র বা শীতলকিরণ, অল্প খাজনা]। অভিন্ন পদ যাহাতে, বহু; তাদৃশ শ্লেষ, কর্মধা। বি; পুং।

অভিন্নপরিবার-একান্নবর্তী পরিবার, joint family. অভিন্ন পরিবার, কর্মধা। বি, পুং।

অভিন্নহৃদয়—একাত্মা, সমপ্রাণ, একচিত্ত। অভিন্ন হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

অভিপতন—উপসর্পণ; প্রস্থান; আক্রমণ। অভি—পত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-পতিত**।

অভিপন্ন—১। বিপদগ্রস্ত বিপন্ন; অপরাদ্ধ, অপরাধী, নিকটে বা সম্মুখে আগত; স্বীকৃত; পলায়িত, প্রস্থিত; মৃত, রক্ষিত, শরণাগত; সরল। অভি—পদ্+ক্ত কর্ত্তৃ। ২। অভিগ্রস্ত, অভিভূত, আক্রান্ত। অভি—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিপায়া—অভিপ্রায়। কপ্র। বি।

অভিপূজিত—সম্যক্ আদৃত, সম্যক্ পূজিত। অভি—পূজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিপৃষ্ট—যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এরূপ, জিজ্ঞাসিত। অভি—প্রচ্ছ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিপ্রণীত—বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত, মন্ত্র দ্বারা যাহাকে ক্ষমা করানো হইয়াছে এরূপ; আরাধিত; সম্যক্ রচিত; আকৃষ্ট। অভি—প্র—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিপ্রয়াণ—অভিমুখে প্রস্থান, অভিগমন; দেশান্তরগমন, migration. অভি—প্র—যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-প্রয়াত**।

অভিপ্রায়—উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, অভিসন্ধি, মনোভাব; প্রতিপাদ্য বিষয়; অভিমত। অভি—প্র—ই+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অভিপ্রায়সিদ্ধি—ইচ্ছাপূরণ, উদ্দেশ্যের সফলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অভিপ্রেত—১। অভীষ্ট, বাঞ্ছিত, যে বিষয়ের অভিপ্রায় করা গিয়াছে এরূপ, উদ্দিষ্ট; সম্মত; মনোমত। অভি—প্র—ই+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অভিপ্রায়ের বিষয়; উদ্দিষ্ট বিষয়। অভি—প্র—ই+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অভিপ্রেপ্সু—পাইতে ইচ্ছুক, লিপ্সু। অভি—প্র—আপ্+সন্+উ কর্ত্তৃ। বিণ।

অভিপ্লুত—পরিপ্লুত, প্লাবিত; সম্পূর্ণ জলাচ্ছন্ন; উচ্ছলিত; আচ্ছন্ন; অভিভূত; আক্রান্ত। অভি—প্লু+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিবন্দন, -বন্দনা—নমস্কার, প্রণাম; সম্যক আরাধনা, সম্মুখে বসিয়া পূজা করণ। অভি—বন্দ্+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অভিবর্ণিত—সম্যক বর্ণিত। অভি—বর্ণ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিবর্ষণ—সর্বত্র বৃষ্টিপাত, প্রচুর বারিবর্ষণ। অভি—বৃষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিবাদ—১। অপ্রিয়বাক্য; অপবাদ, অপযশ, অখ্যাতি। অভি—বদ্+ঘঞ্ ভাব বা কর্ম। ২। বন্দনা, অভিবাদন। অভি—বদ+ণিচ+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

অভিবাদক—অভিবাদনকারী, বন্দনশীল, নমস্কারকারী, অপ্রিয়বক্তা। অভি+বাদি (বদ্+ণিচ্ বন্দনা অর্থে) বা বদ্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিকা**।

অভিবাদন—নামোচ্চারণপূর্বক নমস্কার; পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম, বন্দনা। অভি—বাদি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিবাদ্য—যাহাকে অভিবাদন করা যায় এরূপ, অভিবাদনযোগ্য, নমস্য। অভি—বাদি+যৎ কর্ম। বিণ।

অভিবাসন—একদেশ হইতে অন্যদেশে গিয়া বসবাস, immigration. অভি—বস্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিবাসী (সিন)—যে একদেশ হইতে অন্যদেশে বাস করিতে আসিয়াছে, immigrant অভি—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অভিবাহ্য—অভিমুখে বহনীয়, সম্মুখের দিকে বহিয়া লইয়া যাওয়ার যোগ্য। অভি—বহ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অভিবিদ্রুত—পলায়িত; গত। অভি—বি—দ্রু+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

অভিবিধি—সর্বতোভাবে ব্যাপ্তি, অভিব্যাপ্তি, ব্যাপ্তিসীমা, মর্যাদা। অভি—বি—ধা+কি ভাব। বি; পুং।

অভিবিনীত—সুশিক্ষিত, ধার্মিক, অতিশয় নম্র। অভি—বি—নী+ক্ত কর্ম বা কর্ত্তৃ। বিণ।

অভিবিশ্রুত—সকল স্থানে খ্যাত, সর্বত্র বিদিত। অভি—বি—শ্রু+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিবীক্ষণ—সম্যক্ অবলোকন, পর্যবেক্ষণ। অভি—বি—ঈক্ষ্ + অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অভিবৃদ্ধি—বিবৃতি, বৃদ্ধি; সুপ্রকাশ। অভি—বৃধ্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভিব্যক্ত—প্রকাশিত; স্পষ্ট; সুপরিস্ফুট। অভি—বি—অন্জ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিব্যক্তি—প্রকাশ, বিকাশ; সুপরিস্ফুটতা, স্পষ্টতা; ক্রমবিবর্তন, পূর্বতন জাতির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে নূতন জাতির সৃষ্টি, evolution. অভি—বি—অন্জ্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভিব্যক্তিবাদ—ক্রমবিকাশ বা বিবর্তননীতি; জগতের জীবসমূহ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া সূক্ষ্মজীবকণিকা হইতে ক্রমে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে এই মত, theory of evolution. অভিব্যক্তি-বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অভিব্যঞ্জক—দ্যোতক, প্রকাশক; উত্তমরূপে প্রকাশক। অভি—বি—অন্জ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যঞ্জিকা**।

অভিব্যঞ্জন—প্রকাশ সুপ্রকাশ। অভি—বি—অন্জ্ + অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অভিব্যাপক—১। সর্বাবয়ব ব্যাপ্তিকারক। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যাপিকা**। ২। অধিকরণ বিঃ। অভি—বি—আপ্ + ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অভিব্যাপ্ত—পরিব্যাপ্ত; সবতোভাবে বিস্তৃত, সকল স্থানে ব্যাপ্ত; সর্বত্র বিদ্যমান। অভি—বি—আপ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিব্যাপ্তি—সবত্র বিদ্যমানতা সবত্র বিস্তৃতি। অভি-বি—আপ্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভিভব—পরাভব; তিরস্কার; অবমাননা; আকুলীভাব; আক্রমণ; অন্য কর্তৃক অভিযোগ; গবনাশ; ভাবাবেশ; বিহ্বলতা। অভি—ভূ + অপ্ ভাব। বি; পুং।

অভিভবনীয়—দম্য, পরাজেয়, দমনযোগ্য। অভি—ভূ + অনীয় কর্ম। বিণ।

অভিভাব—অভিভব (তাহা দ্রঃ)। অভিভূত ভাব, প্রাদি। বি; পুং।

অভিভাব, -ভাবন—ভাবাবেশ, ভাবাবিষ্ট করণ, hypnotic suggestion. অভি—ভূ + ণিচ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

অভিভাবক—রক্ষণাবেক্ষণকারী, দুর্বলের রক্ষক, নাবালক ইঃর তত্ত্বাবধায়ক guardian; আশ্রয়দাতা; অভিভবকারী। অভি—ভূ + ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ভাবিকা**।

অভিভাবী (-বিন্)—পরাজয়কারী; ব্যাপী। অভি—ভূ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিনী**।

অভিভাষণ—সভায় সমবেত জনগণকে সম্ভাষণ, বক্তৃতা, address; আনুকূল্যে কথন; সম্বোধন। অভি—ভাষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিভূ—যে পরাস্ত করে এমন, অভিভাবী। অভি—ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অভিভূত—পরাভূত; আক্রান্ত; আচ্ছন্ন, আবৃত; বিহ্বল; ভাবাবিষ্ট; আকুল; আয়ত্ত; অবশ; তিরস্কৃত; জ্ঞানরহিত, অজ্ঞান; হতমান। অভি—ভূ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিভূতি—পরাভব; মাননাশ, অবমাননা। অভি—ভূ + ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

অভিমত—১। সম্মত; অনুমত, অনুমোদিত; মনোনীত; অভিপ্রেত, অভিলষিত; হৃদয়ংগম। অভি—মন্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বাসনা; মত, অভিপ্রায়, opinion. অভি—মন্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অভিমতি—সম্মতি, অনুমোদন, অভিপ্রায়, মত। অভি—মন্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভিমনাঃ (-মনস্) (>**-মনা**)—তৃপ্ত, তুষ্ট; অভি উৎসুক; উৎকণ্ঠিতচিত্ত। অভিমুখ মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

অভিমন্তব্য—গণ্য, জ্ঞেয়; বোধ্য। অভি—মন + তব্য কর্ম। বিণ।

অভিমন্ত্রণ—আমন্ত্রণ, আহ্বান, সম্বোধন; মন্ত্রপাঠপূর্বক সংস্কারকরণ; উপদেশদান; নিকটে বা সম্মুখে মন্ত্রণা করণ, অভিপ্রণয়ন। অভি—মন্ত্র্ + অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অভিমন্ত্রিত—আমন্ত্রিত, সম্বোধিত, আহূত, মন্ত্রপাঠপূর্বক সংস্কৃত, উপদিষ্ট। অভি—মন্ত্র্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিমন্থ—চক্ষুরোগ বিঃ, opthalmia. অভি—মন্থ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

অভিমন্যু—অর্জুনের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]; শ্রীরাধার স্বামী আয়ানের নামান্তর। অভিভূত মন্যুকে (ক্রোধকে বা দৈন্যকে), প্রাদি। বি, পুং।

অভিমর—যুদ্ধ, স্বীনস্য হইতে বিশ্বাসঘাতকতার ভয়, বন্ধন। অভি—মৃ + অপ্ ভাব। বি; পুং।

অভিমর্দ(র্দ্দ)—১। শত্রু কর্তৃক পীড়ন; যুদ্ধ; মর্দন, চূর্ণীকরণ। অভি—মৃদ + ঘঞ্ ভাব। ২। যুদ্ধ; মদ্য। অভি—মৃদ + ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

অভিমর্শ, -মর্শন—সংস্পর্শ; আক্রমণ, ধর্ষণ; সম্ভোগ। অভি—মৃশ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

অভিমর্ষণ—জলসেচন; অভ্যুক্ষণ; ওষ্ঠাধর লেহন দ্বারা অপরাধ জ্ঞাপন; দীপ্তি; স্পর্শন; ধর্ষণ; সম্ভোগ; অভিভব। অভি—মৃষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিমাতি—শত্রু, বৈরী। অভি—মা + ক্তি করণ। বি; পুং।

অভিমান—অহংকার, pride; অহংজ্ঞান, egoism; প্রিয়জনের কোন ত্রুটিতে অল্প কারণেই দুঃখ ক্ষোভ অনাদর বা অপমানের বোধ, মনের ভাব বিঃ; প্রতীতি; মান, আত্মমর্যাদা বোধ; প্রেম-প্রার্থনা; প্রণয়; হিংসা; জ্ঞান। অভি—মন্ (বা মন্ + ণিচ্) + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অভিমানবতী—অভিমানিনী, প্রিয়জনের ত্রুটির জন্য ক্ষুব্ধা। অভিমান + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অভিমানলি—অভিমান করিলি। প্রা কপ্র। ক্রি।

অভিমানিতা, -ত্ব—অভিমান। অভিমানিন্ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অভিমানী (-মানিন্)—সামান্য কারণে যাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এমন, touchy, যাহাদের কাছে আদর পাইবার আশা করা যায় এরূপ ব্যক্তিদের অল্প ত্রুটিতেই যাহার দুঃখ ক্ষোভ অনাদর বা অপমান বোধ হয় এরূপ, গর্বিত, অহংকারী। অভিমান + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মানিনী**।

অভিমায়—অভিভূত, ইতিকর্তব্যবিমূঢ়, বিহ্বল। অভিগত মায়াকে, প্রাদি। বিণ।

অভিমুখ—১। সম্মুখবর্তী, সম্মুখীন; উদ্দেশ্যে ধাবমান ('গৃহাভিমুখ'), উদ্যত; অনুকূল; সদয়; ঊর্ধ্বমুখ। অভিগত মুখকে, প্রাদি। বিণ। ২। সম্মুখ; অন্তিক, সমীপ; উদ্দেশ; দিক্। মুখের সমীপ, অব্যয়ী। বি; ক্লী।

অভিমুখী (-খিন্)—'অভিমুখ' (১ম অর্থে)। অভিমুখ(২) + ইন্। বিণ। স্ত্রী, **-খিনী**।

অভিমুখীন—পুরোবর্তী, সম্মুখস্থিত, সম্মুখবর্তী। অভিমুখ (২) + ঈন (খ) ভবার্থে। বিণ।

অভিমুখে—দিকে, প্রতি, towards. মুখের অভি, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অভিমৃষ্ট—মিলিত, সম্বদ্ধ; স্পৃষ্ট; ধর্ষিত; মার্জিত, শুদ্ধীকৃত। অভি—মৃজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিযাচন—তাগিদ, চাওয়া, দাবিকরণ, demand. অভি—যাচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিযাচিত—সম্মুখে প্রার্থিত; যাহাকে বা যাহার জন্য তাগিদ দেওয়া হইয়াছে বা দাবি করা হইয়াছে এমন। অভি—যাচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিযাত—আক্রান্ত; শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ; অভিযুক্ত; ভর্ৎসিত; কথিত; আবিষ্ট; গত। অভি—যা + ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

অভিযাত্রা—অভিযান, যুদ্ধ-আবিষ্কারাদির উদ্দেশ্যে সদলে গমন। অভি—যা+ত্র ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভিযাত্রী (-ত্রিন্)—অভিযানকারী, যে ব্যক্তি অভিযান করে। অভিযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

অভিযান—অভিগমন; আক্রমণ; যুদ্ধ-যাত্রা, আবিষ্কারাদির উদ্দেশ্যে সদলবলে যাত্রা, expedition. অভি—যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিযুক্ত—শত্রুকর্তৃক অবরুদ্ধ, আক্রান্ত; আসক্ত অভিনিবিষ্ট, যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হইয়াছে এমন, প্রতিবাদী; আসামী, ভর্ৎসিত; কথিত; আবিষ্ট; ধ্যানাসক্ত, বৃদ্ধতম, পরাক্রান্ত। অভি—যুজ্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

অভিযোক্তা (-যোক্তৃ)—অভিযোগকর্তা, বাদী, ফরিয়াদী, দোষারোপকারী, আক্রমণকারী, শত্রু। অভি—যুজ্+তৃন কর্তৃ। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-যোক্ত্রী**।

অভিযোগ—অপকারেচ্ছায় আক্রমণ, নালিশ, বধ, যুদ্ধার্থ আহ্বান, অভিনিবেশ, শপথ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, দোষারোপ, উদ্যোগ, নিবারণ, সম্বন্ধ, নায়িকার বশীকরণার্থ ইঙ্গিতাদি। অভি—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

অভিযোগী (-যোগিন্)—বাদী। অভিযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বি, পুং, বা বিণ।

অভিযোগ্য—মকদ্দমা করিবার হেতু-বিশিষ্ট, যাহার জন্য বা যাহার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় বা উচিত, actionable অভিযোগ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অভিযোজন—কোন উদ্দেশ্য সাধনের বা অবস্থার উপযোগী করণ, adaptation. অভি—যুজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব বি, ক্লী।

অভিযোজিত—অবস্থা বিঃর অনুরূপীকৃত, adapted অভি—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিযোজ্য—যাহাকে অবস্থা বিঃর সঙ্গে মানানসই করা যায় এমন, adaptable অভি—যুজ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ। বি, **-তা** (adaptability)

অভিরক্ষণ, -রক্ষা—বিপদাদি হইতে রক্ষণ; সর্বতোভাবে রক্ষণ। অভি—রক্ষ্+অনট্ ভাব, অ ভাব, ২য় পক্ষে+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অভিরক্ষিত—সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত; সর্বতোভাবে গুপ্ত। অভি—রক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিরক্ষিতা (-তৃ)—অভিভাবক guardian. অভি—রক্ষ্+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-রক্ষিত্রী**।

অভিরত—অত্যন্ত আসক্ত, অনুরক্ত; তুষ্ট; নিযুক্ত; মনোযোগী। অভি—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিরতি, -রমণ—আসক্তি, অনুরাগ, সুখ; আনন্দ; উদ্যোগ। অভি—রম্+ক্তি, অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অভিরাদ্ধ—আরাধিত; কৃতপ্রসন্ন, প্রসাদিত। অভি—রাধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিরাম—রম্য, সুন্দর, মনোহর, প্রিয়, প্রীতিজনক। অভি রম্+ঘঞ্ অধি। বিণ।

অভিরুচি—ইচ্ছা; অভিলাষ; অনুরাগ, দীপ্তি; প্রিয় বস্তু বা বিষয়। অভি—রুচ্+কি ভাব, অধি। বি; স্ত্রী।

অভিরূপ—১। মনোহর, প্রিয়, অনুরূপ। অভিমত রূপ যাহার, বহু। ২। বিদ্বান, পণ্ডিত। অভি—রূপ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। বিষ্ণু শিব, কামদেব। বি, পুং।

অভিরোধ—পীড়ন। অভি—রুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অভিরোষ অত্যন্ত কোপ, অত্যধিক ক্রোধ; অভিমানজনিত কোপ। অভি—রুষ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

অভিরোষা—রাগ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

অভিলক্ষণ—সদৃশ লক্ষণ। প্রাদি। বি, পুং।

অভিলক্ষিত—উদ্দিষ্ট; জ্ঞাত; দৃষ্ট, লক্ষিত। অভি—লক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিলম্ব—পরকলা ইঃ বস্তুর উপরের কোন বিন্দুতে অঙ্কিত বা কল্পিত লম্ব, normal. অভি—লম্ব্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অভিলষণীয়—বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়। অভি—লষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অভিলষিত—১। বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত। অভি—লষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বাঞ্ছা, বাসনা। অভি—লষ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অভিলষিতদর্শন—যাহার দর্শনলাভ আকাঙ্ক্ষণীয়। অভিলষিত দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

অভিলাক্ষণিক—সদৃশ লক্ষণাত্মক, symptomatic অভিলক্ষণ+ইক। বিণ।

অভিলাপ—১। সংকল্পের অঙ্গীভূত বাক্য। অভি—লপ্+ঘঞ্ করণ। ২। শব্দ। অভি—লপ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। কথন। অভি—লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অভিলাব—কাটা, ছেদন; ধ্বংস। অভি—লূ (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অভিলাষ, -লাস—ইচ্ছা; অনুরাগ, স্পৃহা, লোভ। অভি—লষ্, লস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অভিলাষই—আকাঙ্ক্ষা করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অভিলাষবতী—অভিলাষিণী; কামুকী, আকাঙ্ক্ষাকারিণী। অভিলাষ+বতুপ্+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

অভিলাষী (-লাষিন্)—ইচ্ছুক; লোভী। অভি—লষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লাষিণী**।

অভিলাষুক—ইচ্ছুক; লোভী। অভি—লষ্+উক কর্তৃ। বিণ।

অভিলাস—'অভিলাষ' দ্রঃ।

অভিলিখিত—লিখিত; খোদিত, inscribed অভি—লিখ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিলীন অভিব্যাপ্ত, সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত। অভি—লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিলেখন—খোদাই করা; পুস্তকের পৃষ্ঠায় সন্নিবেশ করণ, inscription অভি—লিখ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অভিশংসক—অপরাধীর বিপক্ষে কার্যকারী সরকারী উকিল, Public Prosecutor. অভি—শন্স্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

অভিশংসন—আক্রোশ; মিথ্যা অপবাদ; পরুষ বাক্যকথন; সরকারী কার্যে অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের অভিযোগ; আইনতঃ অপরাধী বলিয়া অভিযোগ, impeachment অভি—শন্স্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী। বিণ, **-শংসিত**।

অভিশঙ্কা—সর্বথা ভয়, সংশয়, ভ্রম। অভি—শঙ্ক+অ ভাব+আপ। বি; স্ত্রী।

অভিশঙ্কিত—অত্যন্ত শঙ্কাযুক্ত, সন্ত্রস্ত, ভীত; সন্দিগ্ধ সন্দিহান। অভিশঙ্কা+ইত জাতার্থে। বিণ।

অভিশঙ্কী (-শঙ্কিন্)—অভিশঙ্কাবিশিষ্ট, সংশয়িত। অভিশঙ্কা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী **-শঙ্কিনী**।

অভিশপন—অভিসম্পাত, মিথ্যাপবাদ। অভি—শপ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অভিশপ্ত—অভিশাপপ্রাপ্ত, শাপগ্রস্ত, অযথা দোষে দূষিত, মিথ্যাপবাদে কলঙ্কিত। অভি—শপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিশব্দিত—উচ্চারিত, বিঘোষিত, সম্যক ধ্বনিত। অভি—শব্দ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিশস্ত—মৈথুনব্যাপারে মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত, অপবাদিত সমাজে কলঙ্কিত, আক্রান্ত; হিংসিত, অভিশপ্ত। অভি—শন্স্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিশস্তি অভিশাপ, হিংসা, মিথ্যাপবাদ, প্রার্থনা। অভি—শন্স্ অথবা শস্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

অভিশাপ মিথ্যা দোষারোপ, কোন কারণে রুষ্ট হইয়া অন্যের অনিষ্ট প্রার্থনা, অভিসম্পাত। অভি—শপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অভিশ্রুতি—(ব্যাক) উচ্চারণের পরিবর্তন বিঃ ('ই' বা 'উ' ধ্বনি একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে পূর্ব স্বরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উচ্চারণ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। পূর্ব-

স্বরের এইরূপ পরিবর্তনই 'অভিশ্রুতি' নামে কথিত, umlaut যথা,—রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে)। অভি—শ্রু+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

অভিষঙ্গ, -ভীষঙ্গ—অভিশাপ; দিব্য, শপথ, পরাজয়, অপবাদ, আলিঙ্গন, মৈথুন; সংকল্প সম্পর্ক, শোক, দুঃখ, ব্যসন, বিপদ, আক্রোশ, আসক্তি। অভি—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাব (বিকল্পে উপসর্গের 'ই' দীর্ঘ)। বি, পুং।

অভিষব, -ষবণ—১। স্নান, যজ্ঞাদি-কর্ম পূর্ব স্নান, যজ্ঞান্ত-স্নান ও সোমরসপান, মদ্য সন্ধান, মদ চোলাই করা বা চোয়ানো কিণ্ব, খমির, কাঞ্জি। অভি—সু+অপ্, অনট ভাব। ২। যজ্ঞ। অভি—সু+অপ, অনট্‌ সম্প্র। বি, পুং, ক্লী।

অভিষিক্ত—স্নাত, বিধিপূর্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নাপিত, আর্দ্র, সিঞ্চিত, কৃতাভিষেক, যথাবিধি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত কোন পদে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত। অভি—সিচ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অভিষিঞ্চই—অভিষিক্ত করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অভিষিঞ্চন—অভিষেচন। বা প্র। বি।

অভিষুত—১। যাহা চুয়ান হইয়াছে এমন, distilled বিণ। ২। সোমরস, কাঞ্জিক, কাঞ্জি। অভি—সু+ক্ত কর্ম। বি, ক্লী।

অভিষেক স্নান ভিজ্ঞানে। যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পবিত্র জলাদি দ্বারা স্নাপন, রাজার প্রথম সিংহাসনারোহণকালীন অনুষ্ঠান বিঃ, রাজপদাদিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত স্নানাদি অনুষ্ঠান, কর্মে নিয়োগ বামাচারী শাক্তদিগের দীক্ষায় অধিকারলাভার্থ স্নান বিঃ, স্নাপন। অভি—সিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি পুং।

অভিষেচন অভিষেক, যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তীর্থজলাদি দ্বারা স্নান, স্নাপন, কর্মে নিয়োগ। অভি—সিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি, ক্লী।

অভিষেণন—যুদ্ধযাত্রা। অভি—সেনি নাম ধাতু+অনট ভাব। বি, ক্লী।

অভিষ্টুত—১। প্রশংসিত স্তুত, বর্ণিত। অভি—স্তু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। স্তব, স্তুতি। অভি—স্তু+ক্ত ভাব। বি, ক্লী।

অভিষ্বঙ্গ—আলিঙ্গন, অনুরাগ, আসক্তি। অভি—স্বন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি, পুং।

অভিষ্যন্দ, -স্যন্দ—১। অতিস্ফীততা, আধিক্য, অতিশয় উন্নতি, লোকাধিক্য, জলাদির ক্ষরণ, জলের প্রবাহ, চক্ষুরোগ বিঃ, পিঁচুটি পড়া। অভি—স্যন্দ্‌+ঘঞ্‌ ভাব, করণ (বিকল্পে ষত্ব)। বি, পুং। ২। অধিক, উদ্বৃত্ত। অভি—স্যন্দ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ।

অভিষ্যন্দ-নগর, অভিস্যন্দ-নগর—প্রধান নগরের উদ্বৃত্ত লোকদ্বারা কৃত নগর, শহরতলী, নবস্থাপিত নগর। অভিষ্য(স্য)ন্দকৃত বা অভিষ্য(স্য)ন্দপূর্ণ নগর, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অভিষ্যন্দ-বমন, অভিস্যন্দ-বমন—দেশের উদ্বৃত্ত লোকদিগের নিঃসারণ। ষষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অভিষ্যন্দি-রমণ, অভিস্যন্দি-রমণ—প্রধান নগরের উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত লোক লইয়া প্রতিষ্ঠিত নূতন নগর, শহরতলী, উপনগর, প্রধান নগরের সন্নিহিত নগর। অভিষ্য(স্য)ন্দীদিগের রমণ (প্রতিষ্ঠাজনিত আনন্দ) হয় যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

অভিষ্যন্দী (-ন্দিন্), **-স্যন্দী** (-ন্দিন্)—১। যাহা অনবরত ক্ষরিত হইতেছে এরূপ ক্ষরণশীল, যাহার চক্ষু দিয়া জল বা শ্লেষ্মা নির্গত হইতেছে এরূপ, স্রাবী, প্রবাহশীল, নিঃসারক, রেচক, laxative, প্রস্রাবহুল, অতিরিক্ত। অভি—স্যন্দ্‌+ণিন কর্তৃ (বিকল্পে ষত্ব)। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দিনী**। ২। কোন স্থান বা নগর পূর্ণ হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এরূপ অধিক লোক উদ্বৃত্ত লোক। অভিষ্য(স্য)ন্দ+ইন্‌ আছে অর্থে। বি, পুং।

অভিসংখ্যা—গণনা, সংখ্যান। অভি—সম্‌—খ্যা+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি, স্ত্রী। বিণ, **-খ্যাত, -খ্যেয়**।

অভিসংহিত—স্পর্শযুক্ত, সংলগ্ন, সম্মত, আগ্রহপূর্বক নিযুক্ত, আসক্ত, অভিপ্রেত; প্রতারিত। অভি—সম্‌—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিসন্তাপ—১। যুদ্ধ সংগ্রাম। অভি—সম্‌—তপ্‌+ঘঞ্‌ অধি। ২। মনস্তাপ, অত্যন্ত দুঃখ। অভি—সম্‌—তপ+ঘঞ্‌ করণ। ৩। উত্তাপ; অভিশাপ। অভি—সম্‌—তপ+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি, পুং।

অভিসন্ধান—উদ্দেশ; প্রবঞ্চনা, ঠকানো; সমুদ্যোগ, সন্ধি, অভিসন্ধি। অভি—সম্‌—ধা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

অভিসন্ধি—গুপ্ত অভিপ্রায; সম্ভাবনা, ফলাদির উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, তাৎপর্য, বঞ্চনা, প্রতারণা; সমুদ্যোগ; মতলব, সন্ধি। অভি—সম্‌—ধা+কি ভাব। বি; পুং।

অভিসময়—অভিধর্ম; বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের পুঁথি (হীনযানে যাহা অভিধর্ম, মহাযানে তাহাই অভিসময়)। প্রাদি। বি; পুং।

অভিসম্পাত—১। শাপ, অভিশাপ। অভি—সম্‌—পত্‌+ঘঞ্‌ করণ। ২। যুদ্ধ, বিগ্রহ। অভি—সম্‌—পত্‌+ঘঞ্‌ অধি। ৩। সম্পূর্ণরূপে পতন। অভি—সম্‌—পত্‌+ঘঞ ভাব। বি, পুং।

অভিসর—১। সহায়; অনুচর। অভি—সৃ+ট কর্তৃ। ২। পশ্চাৎ গমন। অভি—সৃ+অপ্‌ ভাব। বি; পুং। ৩। অভিসারে গমন কর। প্রা কপ্র। ক্রি।

অভিসরণ—অনুগমন; অভিসার। অভি—সৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

অভিসর্গ(র্জ্জ)ন—দান; ত্যাগ, বিসর্জন; বধ। অভি—সৃজ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

অভিসার—১। সম্ভোগাভিলাষে নায়ক বা নায়িকার সংকেতস্থানে গমন; যুদ্ধ; সম্মুখে গমন, সহগমন, পশ্চাৎ গমন। অভি—সৃ+ঘঞ্‌ ভাব। ২। বল; সাধন। অভি—সৃ+ঘঞ্‌ করণ। ৩। সহায়; জাতি বিঃ (ইহারা কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত)। অভিসার+অচ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং। (প্রা কপ্র—**অভিসারই**—অভিসারে যায়। **অভিসারবি**—অভিসারে যাইবি বা পাঠাইবি। **অভিসারল**—অভিসারে গেল।)

অভিসারক—প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে সংকেতস্থানগামী, অভিমুখে গমনকারী। অভি—সৃ+ণক কর্তৃ। বিণ।

অভিসারিকা—প্রণয়ীর উদ্দেশে গৃহ হইতে সংকেতস্থানে গমনকারিণী নারী ["কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং সাভিসারিকা"]। অভিসারক+আপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অভিসারিণী—অভিসারিকা; অভিমুখে গমনকারিণী। অভিসারিন্‌+ঙপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অভিসারী (-সারিন্)—কান্তার উদ্দেশ্যে সংকেতস্থানে গমনকারী; অভিমুখে গমনকারী, (পদার্থ-বিদ্যা) একবিন্দুগামী, convergent অভি—সৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সারিণী**।

অভিসিঞ্চই—অভিষিক্ত করে, অভিষেক করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অভিসৃষ্ট—দত্ত; পরিত্যক্ত; বিসৃষ্ট। অভি—সৃজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিস্যন্দ—চক্ষুরোগ বিঃ, opthalmia. বি; পুং।

অভিস্যন্দ—'অভিষ্যন্দ' দ্রঃ।

অভিস্রবণ—(রসায়ন) দ্রববস্তুর ঝিল্লী বা সচ্ছিদ্র তন্তুর ভিতর দিয়া সমভাবে ব্যাপ্ত হওয়া বা শুষিয়া যাওয়া, osmosis. অভি—স্রু+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

অভিহত—আঘাতপ্রাপ্ত, আহত; প্রহৃত; পীড়িত; তাড়িত; ক্ষুব্ধ; পরাজিত; বিনষ্ট; গুণিত। অভি—হন্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিহরণ—অপহরণ, সাক্ষাতে চুরি; বিবাহকালীন যৌতুকদান আহরণ, আনয়ন। অভি—হৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

অভিহার—লুণ্ঠন, ডাকাতি, আক্রমণ, পৌনঃপুন্য; অভিযোগ; বর্মাদি ধারণ।

অভি—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, -কর্তা (-কর্তৃ), -হৃত।

অভিহিত—কথিত, উক্ত ; নির্দিষ্ট ; উল্লিখিত ; যাহার নামকরণ হইয়াছে এরূপ নামযুক্ত। অভি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিহিত মূল্য—উপরে-যে মূল্য লিখিত আছে তাহা, face value.

অভী—নির্ভয়, ভয়শূন্য, অকুতোভয়, নিঃশঙ্ক। ন (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।

অভীক—১। ইচ্ছুক ; কামুক। অভি+কন্ কামুকার্থে নিপা। ২। ক্রূর ; নির্ভয়। ন (নাই) ভী যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ। ৩। গৃহসমীপ। অভি—কম্+ড অধি। বি ; স্ত্রী। ৪। কবি ; স্বামী, প্রণয়ী। ন (নাই) ভী যাহার বা যাহা হইতে, বহু (ক-আগম)। বি ; পুং।

অভীক্ষ্ণ—বারবার কৃত পৌনঃপুনিক ; অতিশয়, অবিরত। অভি—ক্ষ্ণু (তীক্ষ্ণ করা)+ডম্ কর্তৃ। বিণ।

অভীতি—সাহস, উদ্বেগহীনতা। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী। বিণ, -ভীত।

অভীপ্সা—পাইবার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনা। অভি—আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভীপ্সিত—অভিলষিত ; বাঞ্ছিত, অভীষ্ট। অভি—আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভীপ্সু—ইচ্ছুক, অভিলাষী, অভিলাষুক। অভি—আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

অভীর—১। আভীর, গোপজাতি, আভির গোয়ালা। অভি—ঈর+অচ্ কর্তৃ। ২। দাক্ষিণাত্যস্থ দেশ বিঃ। অভি—ঈর+ক গত্যর্থে অধি। বি ; পুং।

অভীরু—১। নিবাতঙ্ক, নিঃশঙ্ক। বিণ। ২। শতমূলী। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অভীরুপত্রী—শতমূলী। অভীরু পত্র যাহার, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অভীশু—১। প্রগ্রহ, ঘোড়ার লাগাম ; রশ্মি, কিরণ। অভি—অশ্+কু কর্তৃ, নিপা। বি ; পুং। ২। অঙ্গুলি। বি ; স্ত্রী।

অভীষঙ্গ—'অভিষঙ্গ' দ্রঃ।

অভীষু—১। লাগাম ; কিরণ, রশ্মি। অভি—ইষ্+কু কর্ম। ২। কাম ; অনুরাগ। অভি—ইষ্+কু ভাব। বি ; পুং।

অভীষুমান্ (-মৎ)-১। সূর্য। অভীষু (কিরণ)+মতুপ্ অস্ত্যর্থে। বি ; পুং। ২। দীপ্তিশালী ; কামুক। বিণ ; পুং। স্ত্রী, -মতী।

অভীষ্ট—বাঞ্ছিত, অভিলষিত ; প্রিয়। অভি—ইষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভীষ্টকর, -জনক, -দায়ক—যাহা দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু বা বিষয় লাভ করা যায় এমন। অভীষ্ট করে যে, উপতৎ ; অভীষ্ট—কৃ+ট কর্তৃ, অভীষ্টের জনক, দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, করী, -জনিকা, -দায়িকা।

অভীষ্টদেব—উপাস্যদেবতা, ইষ্টদেবতা, দীক্ষাদাতা গুরু। অভীষ্ট এমন দেব, কর্মধা। বি ; পুং।

অভীষ্টদেবতা—উপাস্যদেবতা, ইষ্টদেবতা। অভীষ্টা দেবতা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অভীষ্টপূর্তি—ইচ্ছাপূরণ ; ঈপ্সিত বিষয়ের লাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অভীষ্টপ্রদ—আকাঙ্ক্ষিত-ফলদানকারী। উপতৎ ; অভীষ্ট প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অভীষ্টলাভ—আকাঙ্ক্ষিত-বিষয়প্রাপ্তি, বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অভীষ্টসিদ্ধি—ইষ্টলাভ, বাঞ্ছাপূরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অভীষ্টা—১। অভিলষিতা, ইষ্টা ; প্রিয়া, প্রিয়া। অভীষ্ট+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। অভি—ইষ্+ক্ত কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভীসঙ্গ—অভিষঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

অভুক্ত—১। অভক্ষিত, যাহা ভোগ করা হয় নাই বা উচ্ছিষ্ট নয় এরূপ ; অতৃপ্ত। নঞ্তৎ। ২। যে ভোজন করে নাই এমন, উপবাসী। ভুজ্+ক্ত কর্তৃ, অথবা ভুক্ত (ভোজন)+অচ্ আছে অর্থে, অথবা ভুক্তার পদের অন্ত লোপ—অতঃপর ন ভুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অভুগ্ন—অবক্র, সরল ; সুস্থ। নঞ্তৎ। বিণ।

অভুজ—ভুজহীন, নির্বাহু, মুলা। ন (নাই) ভুজ যাহার, বহু। বিণ।

অভূত—অজাত, অনুৎপন্ন ; অনতীত, যাহা গত হয় নাই এমন ; অবিদ্যমান। নঞ্তৎ। বিণ।

অভূততদ্ভাব—যাহা পূর্বে ছিল না তাহা হওয়া। তাহার ভাব (উৎপত্তি), ৬ষ্ঠীতৎ=তদ্ভাব ; অভূতের তদ্ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অভূতপূর্ব—যাহা পূর্বে হয় নাই এরূপ ; যাহা পূর্বে ছিল না এরূপ ; অভিনব। পূর্ব ভূত, সুপ্ সুপা ; ভূতপূর্ব ; ন ভূতপূর্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অভূমি—স্থানাভাব, আশ্রয়াভাব ; অবিষয়, অপ্রশস্ত ভূমি ; অপাত্র, অযোগ্য ব্যক্তি। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অভূয়িষ্ঠ—অবহুল ; অল্প। নঞ্তৎ। বিণ।

অভূষিত—অনলঙ্কৃত ; অনলংকৃত। নঞ্তৎ। বিণ।

অভেদ—১। যাহার সঙ্গে পার্থক্য নাই এরূপ ; অভিন্ন, নির্বিশেষ। ন (নাই) ভেদ যাহার, যাহাতে, বা যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। অপার্থক্য, ভেদ না থাকা, ঐক্য, একত্ব। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অভেদজ্ঞান—১। তুল্য বোধ, একরূপ ভাবা, পৃথক্ মনে না করণ। ন ভেদজ্ঞান, নঞ্তৎ ; অথবা, অভেদের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ভেদজ্ঞানরহিত, তুল্যদর্শী, সমদর্শী। ন (নাই) ভেদজ্ঞান যাহার, বহু। বিণ।

অভেদাত্মা (-আত্মন্)—একাত্মা, অভিন্নস্বরূপ, একরূপ ; একমন একপ্রাণ ; তুল্যমনোভাব-সম্পন্ন। অভেদ আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

অভেদী (-দিন্)—নির্বিশেষ, ভেদভাব-রহিত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -দিনী।

অভেদে—ভেদ না করিয়া, নির্বিশেষে, ভিন্ন জ্ঞান না করিয়া ['অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী"—রাম দত্ত]। ন (নাই) ভেদ যাহাতে, বহু, একরূপে। ক্রি-বিণ।

অভেদ্য, -ভেদনীয়—১। যাহা ভেদ করিতে পারা যায় না এরূপ ; অপ্রবেশ্য। বিণ। ২। হীরক। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অভেদ্যতা—পদার্থধর্ম বিঃ ; একাধিক পদার্থের একই সময়ে একই স্থান অধিকারের অক্ষমতা, impenetrability অভেদ্য+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অভোক্তা (-ক্তৃ)—অভুক্ত, উপবাসী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ক্ত্রী।

অভোগ—ভোগাভাব, অসেবন ; সুখদুঃখাদির অননুভূতি ; অব্যবহার। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অভোগ্য—যাহা ভোগ করা যায় না বা উচিত নয় এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অভোগ্যা—সম্ভোগের অযোগ্যা, অগম্যা। নঞ্তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অভোজন ১। ভোজনাভাব, অনাহার। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। অখাদ্য ; অভক্ষ্য। ন (অর্থাৎ অনুচিত) ভোজন যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

অভোজ্য—অভক্ষ্য, অখাদ্য। নঞ্তৎ।

অভ্যক্ত—আপাদমস্তক তৈলাক্ত। অভি—অনজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যগ্র—১। আসন্ন, সমীপবর্তী ; অগ্রবর্তী, নূতন, অভিনব। অভিগত অগ্র যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। সমীপ নিকট। অগ্রের অভি, অব্যয়ী। বি ; ক্লী।

অভ্যঞ্জ—তিলকল্ক, তিলের খৈল, তিলের কাইট। অভি—অনচ্+স অধি। বি, পুং।

অভ্যঙ্গ—১। তৈল বা তৈলসদৃশ পদার্থ দ্বারা অঙ্গমর্দন, আভাং করিয়া তেল মাখা। অভি—অনজ্+ঘঞ্ ভাব। ২। যাহা দ্বারা অঙ্গ মর্দিত হয় এরূপ স্নেহপদার্থ, তৈলাদি। অভি—অনজ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

অভ্যঞ্জন—অভ্যঙ্গ' (সকল অর্থে)। অভি—অনজ্+অনট্ ভাব, করণ। বি ; ক্লী।

অভ্যধিক—অতিশয় অধিক ; সর্বোত্তম। অভিতঃ অধিক, সুপ। বিণ।

অভ্যনুজ্ঞা—সুস্পষ্ট আজ্ঞা ; আদেশ ; সম্মতি। অভি—অনু—জ্ঞা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভ্যনুজ্ঞাত—আদিষ্ট, অনুমতিপ্রাপ্ত। অভি—অনু—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যন্তর—১। অন্তরাল, মধ্য, ভিতর। বি ; ক্লীব। ২। মধ্যবর্তী, অন্তর্গত। অভিগত অন্তরকে, প্রাদি। বিণ।

অভ্যন্তরীণ—অন্তর্বর্তী ; ভিতরের। অভ্যন্তর+ঈন (খ) বিদ্যমানার্থে। বিণ।

অভ্যন্তরীণ-বিবাদ—গৃহ-বিচ্ছেদ, ঘরোয়া ঝগড়া। অভ্যন্তরীণ বিবাদ, কর্মধা। বি ; পুং।

অভ্যবকর্ষণ—আকর্ষণ ; শল্যাদি উৎপাটন, কাঁটা তোলা, উদ্ধারণ। অভি—অব—কৃষ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভ্যবস্কন্দ, -স্কন্দন শত্রুর প্রতি প্রহার ; অভিযান ; আক্রমণ ; অবরোধ। অভি—অব—স্কন্দ+ঘঞ্ অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

অভ্যবহরণ, -হার—ভক্ষণ, ভোজন, আহার। অভি—অব—হৃ+অনট ঘঞ্ ভাব। বি ; ক্লী, পুং।

অভ্যবহার্য—আহার্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য। অভি—অব—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অভ্যবহৃত—ভক্ষিত, ভুক্ত, খাদিত। অভি—অব—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যমিত—১। রোগী, পীড়িত, আর্ত। অভি—অম্ (কগ্ণ হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। অভিগত। অভি—অম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

অভ্যমিত্রীণ, অভ্যমিত্রীয়, অভ্যমিত্র্য—১। সম্মুখীন যোদ্ধা, স্বীয় ক্ষমতায় শত্রুর সম্মুখগামী ব্যক্তি। অভি—অমিত্র (শত্রু)+ঈন্ ঈয়, য গমনার্থে। বি ; পু। ২। শত্রুর সম্মুখবর্তী। বিণ।

অভ্যর্ণ—সমীপস্থিত, নিকটবর্তী। বিণ।

অভ্যর্থন, -না—প্রার্থনা ; সম্ভাষণ ; স্বাগত জানানো, সংবর্ধনা, সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সম্মান-সহকারে গ্রহণ। অভি—অর্থি+অনট, অন ভাব+আপ (২য় পক্ষে)। বি, ক্লী, স্ত্রী।

অভ্যর্থনাসভা-সমিতি—স্বাগতকারিণী সভা, অভ্যাগতদিগকে সাদরে গ্রহণ ও তাঁহাদের সৎকার করিবার নিমিত্ত সভা, reception committee. অভ্যর্থনাকারিণী সভা-সমিতি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অভ্যর্থনীয়—প্রার্থনীয় ; সম্ভাষণীয় ; সংবর্ধনীয়। অভি—অর্থি+অনীয় কর্ম। বিণ।

অভ্যর্থিত—প্রার্থিত ; সম্ভাষিত ; সংবর্ধিত। অভি—অর্থি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যর্হিত—উচিত ; শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত, পূজিত। অভি—অর্হ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -র্হণ, -র্হণা।

অভ্যসন—পুনঃপুনঃ আলোচনা, অভ্যাস, অনুশীলন। অভি—অস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভ্যসনীয়—অনুশীলনীয়, অভ্যাস করিবার যোগ্য ; পুনঃপুনঃ আলোচ্য। অভি—অস্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অভ্যসূয়—অসূয়ান্বিত, নিন্দাপরায়ণ। অভিগত হইয়াছে অসূয়া যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অভ্যসূয়া—১। পরের গুণে দোষারোপ ; দ্বেষ, নিন্দা। অভি—অসু+যক্ (কণ্ড্বাদি) +অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অসূয়াসম্পন্না ('—রমণী')। অভ্যসূয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অভ্যস্ত—১। শিক্ষিত, যাহা অভ্যাস করা হইয়াছে এরূপ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ ; পুনঃপুনঃ কৃত ; (ব্যাক) দ্বিরুক্ত। অভি—অস্+ক্ত কর্ম। ২। যে বারংবার কোন কার্য করিয়া তাহা সহজসাধ্য করিয়াছে এমন, যে কোন অবস্থা বা ক্রিয়া অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃতিগত করিয়া লইয়াছে এমন, কৃতাভ্যাস, habituated. অভি অস্+ক্ত ভাব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

অভ্যাকাঙ্ক্ষিত—১। মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা দাবি। অভিপন্ন আকাঙ্ক্ষিত, প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। সম্পূর্ণ অভিলষিত, সর্বতোভাবে অভীষ্ট। অভি—আ—কাঙ্ক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যাখ্যান—মিথ্যা অভিযোগ, false accusation, মিথ্যা দাবি ; মিথ্যা উদ্ভাবন। অভি—আ—খ্যা+অনট ভাব। বি ; ক্লী।

অভ্যাগত—১। অতিথি, গৃহাগত ; নিমন্ত্রিত। বি, পুং। ২। সম্মুখাগত। অভি—আ গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যাগম, -গমন—১। নাশ, মারণ ; নিকট বা সম্মুখে আগমন ; উপস্থিতি ; নিকট ; স্বীকার ; ফলোদয়, ফলপ্রাপ্তি ; প্রাপ্তি ; অভ্যুত্থান ; দৈবদুর্বিপাক। অভি-আ—গম্+অপ্, অনট্ ভাব। ২। সমর, যুদ্ধ। অভি—আ—গম্+অপ্, অনট অধি। বি ; পুং, ক্লী।

অভ্যাগারিক—পরিবারপালনে মনোযোগী ; পরিজন ব্যাপৃত। অভিগত অগারকে, প্রাদি=অভ্যাগার (গৃহকর্ম) ; তদন্তরে ইক (ঠন্) ব্যাপৃতার্থে। বিণ।

অভ্যাঘাত—আক্রমণ ; সম্মুখে আঘাত ; বাধাপ্রদান, interruption. অভিগত আঘাত, প্রাদি। বি ; পুং।

অভ্যাদান—সম্মুখবর্তী হইয়া গ্রহণ, আরম্ভ, সূত্রপাত, প্রথমারম্ভ। অভি—আ—দা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভ্যাপাত—বিপৎপাত ; উৎপাত, উপদ্রব। অভি—আ—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভ্যাবৃত্তি—পুনঃপুনঃ আসা পৌনঃপুন্য। অভি—আ—বৃত্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অভ্যামর্দ(র্দ্দ)—১। যুদ্ধ, সংগ্রাম। অভি—আ—মৃদ্+ঘঞ্ অধি। ২। নিষ্পীড়ন। অভি—আ—মৃদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভ্যাশ—১। নিকট। অভি—অশ্+ঘঞ্ করণ। ২। আবৃত্তি। অভি-অশ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভ্যাস—১। অনবরত কিছু করার ফলে প্রাপ্ত স্বভাব, habit ('মিথ্যা বলার—') ; চর্চা, অনুশীলন, practice ; পুনঃপুনঃ করণ ; পুনঃপুনঃ আবৃত্তি ; মুখস্থ করিবার জন্য উচ্চারণ ; অভিজ্ঞতা ; সুপরিচয় ; ধ্যানাদিকরণ ; শরক্ষেপণ ; (গণিত) গুণন ; (ব্যাক) দ্বিত্ব, সামীপ্য, দ্বিরুক্তি। অভি—অস্+ঘঞ্ ভাব। ২। নিকট ; (ব্যাক) দ্বিরুক্ত ধাতুর পূর্বভাগ। অভি—অস্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

অভ্যাসগত—অভ্যস্ত ; চিন্তাদি ব্যতিরেকে সমুৎপন্ন, স্বতঃ উৎপন্ন। অভ্যাসকে গত, ২যাতৎ। বিণ।

অভ্যাসযোগ—অনুশীলন বা চর্চা দ্বারা যুক্ত থাকার অবস্থা। ৩যাতৎ। বি ; পুং।

অভ্যাসসাপেক্ষ—যাহা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে এমন, অভ্যাসাধীন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অভ্যাসাদন প্রহার ; হানা দেওয়া, আক্রমণ ; অরাতিসমীপে গমন। অভি—আ—ণিজন্ত সদ (=সাদি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভ্যাসী (-সিন্)—অভ্যাসকারী। অভি—অস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সিনী।

অভ্যাহত—মুখোমুখি আহত, অভিভূত ; দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদিত। অভি—হন+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যাহার—দস্যুতা, ডাকাতি, আক্রমণ ; পৌনঃপুন্য ; ভোজন। অভি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অভ্যুক্ষণ—জলসেচন, কোন দ্রব্যে জলপ্রক্ষেপ, হাত উপুড় করিয়া জল ছড়ানো। অভি—উক্ষ্ (আর্দ্র করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভ্যুক্ষণীয়—যাহাতে অভ্যুক্ষণ বা জলপ্রক্ষেপ করিতে হইবে এরূপ। +অনীয় কর্ম। বিণ।

অভ্যুক্ষিত—সিক্ত, জল ছিটাইয়া ভিজানো, যাহাতে জলসেচন করা হইয়াছে এরূপ। অভি—উক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুচ্চয় -পুঞ্জ, সমূহ ; বৃদ্ধি ; আধিক্য ;

সমৃদ্ধি। অভি—উৎ—চি+অচ্ ভাব। বি; পুং। [—শ্রি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যুচ্ছ্রিত—সমুন্নত; সমর্থ। অভি-উৎ

অভ্যুত্থান—উদয়, উত্থান, উঠা; উত্তম; উন্নতি, সমৃদ্ধি, সুখ্যাতি; প্রত্যুদ্গমন, মর্যাদা-প্রদর্শনার্থ উত্থান, প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ, প্রত্যুত্থান, বিদ্রোহ। অভি—উৎ—স্থা+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

অভ্যুত্থায়ী (-য়িন্)—অভ্যুত্থানকারী, প্রত্যুদ্গামী। অভি—উৎ—স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অভ্যুত্থিত—উত্থিত, উদিত; প্রবৃত্ত; প্র-জ্বলিত; অভ্যুদ্গত; প্রতিকূলে ধৃতাস্ত্র; যে বিদ্রোহ করিতেছে এমন; সংবর্ধনার্থ আসন হইতে উত্থিত, সমুন্নত, সন্নদ্ধ। অভি—উৎ—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যুদয়—উত্থান, উঠা; উন্নতি; সমৃদ্ধি, মঙ্গল; চূড়াকরণাদি সংস্কারকার্য, উৎসব; ইষ্টলাভ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। অভি—উৎ—ই+অচ্ ভাব। বি; পুং।

অভ্যুদয়হেতু—উন্নতির কারণ, (দর্শন) যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্মসাধন হয় তাহা (ইহা দ্বারা ইহকাল ও পরকালের সুখসমৃদ্ধি সাধিত হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভ্যুদাহরণ—প্রতিকূলে উদাহরণ, বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত কথন। অভি—উৎ—আ—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-হৃত**।

অভ্যুদিত—উদিত, উদয়প্রাপ্ত; সর্বতো-ভাবে প্রকাশিত, উন্নত, শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত; মঙ্গলার্থ প্রবৃত্ত, সূর্যোদয়ের পরেও যে নিদ্রিত থাকে এরূপ ব্রহ্মচারী, সূর্যোদয়কালশায়ী। অভি—উৎ—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যুদীরিত—যাহাকে স্তব করা হইয়াছে এমন, স্তুত; উচ্চারিত, কথিত, বিক্ষিপ্ত; আক্ষিপ্ত। অভি—উৎ—ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুদ্ধৃত—সম্যক্ উদ্ধৃত। অভি—উৎ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুদ্যত—উদিত; উত্থিত; প্রবৃত্ত; উদ্যুক্ত; প্রার্থনা না করা সত্ত্বেও উপস্থিত। অভি—উৎ—যম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যুপগত—অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত, অধিগত, প্রাপ্ত, রত; নিকটাগত; নির্ণীত, স্থিরী-কৃত। অভি—উপ—গম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুপগম, -গমন—স্বীকার, অঙ্গীকার; ধরিয়া লওয়া, assumption; নিকটে গমন, উপস্থিতি; প্রাপ্তি; আসক্তি; স্থিরীকরণ, নির্ণয়। অভি—উপ—গম্+অপ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

অভ্যুপগমিত—১। নির্ধারিত সময়ের জন্ত নিযুক্ত সেবক। বি; পুং। ২। অঙ্গী-কারের পরে প্রাপ্ত। অভি—উপ—গম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুপপত্তি—অনিষ্ট-নিবারণপূর্বক অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ অনুগ্রহ; সান্ত্বনা; অঙ্গীকার; রক্ষা; উপকার। অভি—উপ—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভ্যুপপন্ন—রাজী, অঙ্গীকৃত, উপকৃত। অভি—উপ—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুপাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত। অভি—উপ—আ—বৃৎ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুপায়—অঙ্গীকার, স্বীকার, সদুপায়। অভি—উপ—ই+অচ্ ভাব, করণ। বি; পুং।

অভ্যুপায়ন—উপঢৌকন, ভেট। অভি—উপ—ই+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

অভ্যুপেত—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত; উপাগত, সমুপাগত, প্রাপ্ত। অভি—উপ—ই+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

অভ্যূষ, অভ্যূষ—অল্প ভাজা কলায়াদি; রুটি; পাতলা রুটি। অভি—উষ্, উষ্ (দগ্ধ করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অভ্যুষিত—যে কাছে বাস করিয়াছে এমন; অতিক্রান্ত। অভি—বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্র—১। আকাশ। নঞ্—ভৃ+ক কর্তৃ। ২। মেঘ। অপ্—ভৃ+ক কর্তৃ (অব্‌ভ্র, মতান্তরে বিকল্পে ব্ লোপ)। ৩। বেতস বৃক্ষ; মুস্তক, মুতা; কর্পূর; স্বর্ণ; কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অথচ অনেকটা কাগজের মত নমনীয় স্তর বা খাঁজযুক্ত খনিজ পদার্থ বিঃ mica, অভ্রক ধাতু [ভাবপ্রকাশমতে অভ্র শ্বেত পীত রক্ত ও কৃষ্ণ—এই চতুর্বর্ণ এবং পিনাক দর্দুর নাগ ও বজ্র—এই চতুঃশ্রেণীতে বিভক্ত। এই অভ্রসমূহের মধ্যে বজ্র অভ্রই সর্বোৎকৃষ্ট। অশোধিত অভ্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ]। অভ্র (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। বিণ—**অভ্রিয়** (মেঘ-সংক্রান্ত)।

অভ্রংকষ—১। আকাশস্পর্শী; অত্যু-ন্নত, অতিশয় উচ্চ। বিণ। ২। বায়ু। অভ্র—কষ্+খ কর্তৃ। বি; পুং।

অভ্রংলিহ—১। গগনস্পর্শী, অতি উচ্চ, অত্যুন্নত ('—প্রাসাদ')। বিণ। ২। বায়ু। উপতৎ, অভ্র—লিহ (লেহন করা)+খ কর্তৃ। বি, পুং। **অভ্রংলিহ প্রাসাদ**—আকাশচুম্বী বা অত্যুচ্চ সৌধ।

অভ্রক—নমনীয় কাচবৎ খনিজ পদার্থ বিঃ, অভ্র। অভ্র+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

অভ্রঘন—মেঘের সমবায়; মেঘসংঘাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভ্রচুম্বী (-ম্বিন্)—গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ। উপতৎ; অভ্র—চুম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ম্বিনী**।

অভ্রপিশাচ, -পিশাচক—রাহুগ্রহ। অভ্রস্থিত পিশাচ, মধ্যপ কর্মধা; অভ্রপিশাচ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অভ্রপুষ্প—১। বেতসবৃক্ষ। অভ্র হইতে (অর্থাৎ মেঘাগম হইলে) পুষ্প হয় যাহার, বহু। বি; পুং। ২। জল। অভ্রের (মেঘের) পুষ্প (অর্থাৎ পুষ্পসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। আকাশকুসুম অর্থাৎ অলীক মধুর কল্পনা, chimera অভ্রজাত (আকাশজাত) পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অভ্রবাটিক—আম্রাতক, আমড়া। অভ্র (আকাশ) বাটি (বাড়ি) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

অভ্রভেদী (-দিন্)—আকাশভেদকারী, মেঘলোকভেদকারী, গগনস্পর্শী; অত্যুন্নত, অতিশয় উচ্চ। উপতৎ, অভ্র—ভিদ (ভেদ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

অভ্রম—১। ভ্রমশূন্য, নির্ভুল। ন (নাই) ভ্রম যাহাতে, বহু। ২। ভ্রমের অভাব, ভুল না করা, অপ্রমাদ; নিশ্চলত্ব; অসম্ভ্রম, অমর্যাদা, অসম্মান। নঞ্তৎ। বি; পুং। ৩। সম্ভ্রমহীন, তুচ্ছ। কপ্র। বিণ।

অভ্রমাংসী—(বৈদ্যক) আকাশমাংসী লতা। অভ্রতুল্য মাংস যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্রমাতঙ্গ—পূর্বদিঙ্‌নাগ, ঐরাবত হস্তী। অভ্রাত্মক মাতঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অভ্রমু—পূর্বদিকের হস্তিনী, ঐরাবতের স্ত্রী। নঞ্—ভ্রম্+উ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অভ্রমু-প্রিয়, -বল্লভ—ঐরাবত হস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অভ্ররোহ—বৈদূর্যমণি, lapis. অভ্র—রুহ্+অচ্ কর্তৃ। বি, পুং।

অভ্রাতৃক—ভ্রাতৃহীন, যাহার ভাই নাই এমন। ন (নাই) ভ্রাতা যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অভ্রান্ত—নির্ভুল, ভ্রমশূন্য, যাহাতে ভুল নাই এমন; যে ভুল করে নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অভ্রান্তলক্ষ্য—১। লক্ষ্যবিষয়ে ভ্রান্তিহীন। বহু। বিণ। ২। অব্যর্থ সন্ধান। কর্মধা। বি, ক্লী।

অভ্রান্তি—অভ্রম, ভুল না করা, অভ্রমণ, অচলন। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অভ্রাবকাশ—১। ফাঁকা জায়গা, আকাশ-রূপ অবকাশ। কর্মধা। ২। বৃষ্টি, বারিপাত। অভ্র (গগন) অবকাশ (স্থান) যাহার, বহু। বি; পুং। [বা ক্লী।

অভ্রামিষ—আঁবফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং

অভ্রি, অভ্রী—নৌকার মলপরিষ্কারক কাষ্ঠ; কুদ্দাল, কেঠো; তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদণ্ড বিঃ। অভ্র (গমন করা)+ই কর্তৃ; অভ্রি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্রিত—মেঘে ঢাকা, মেঘাবৃত। অভ্র+ইতচ্ সঞ্জাতার্থে। বিণ।

অভ্রিয়—১। মেঘসম্বন্ধীয়, মেঘোৎপন্ন; আকাশীয়, অভ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। মেঘজল; বজ্র। অভ্র+ইয় সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বি; ক্লী।

অভ্রী—'অভ্রি' দ্রঃ।

অভ্রেষ—১। ন্যায়, ঔচিত্য; পক্ষপাত-রাহিত্য। ন (অ)—ভ্রেষ্ (গমন করা)+অচ্ ভাব। বি; পুং। ২। গতিশূন্য, অচল। ন (নাই) ভ্রেষ (গমন) যাহার, বহু। বিণ।

অভ্রোত্থ—বজ্র, অশনি। উপতৎ; অভ্র—উৎ—স্থা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অম্—শীঘ্র বা শীঘ্রতা; অল্প। অ।

অম—১। রোগ, আময়, পীড়া। অম্+ক, ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং। ২। অপক্ক ফলাদি। বি; ক্লী। ৩। অপক্ক। অম্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অমঙ্গল—১। কল্যাণহীন। ন (নাই) মঙ্গল যাহার, বহু। বিণ। ২। মঙ্গলাভাব। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ৩। এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরেণ্ডা-গাছ। ন (নাই) মঙ্গল যাহা হইতে, বহু। বি, পুং।

অমঙ্গলকর—অশুভজনক। উপতৎ; অমঙ্গল—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অমঙ্গলজনক—অশুভোৎপাদক, অকল্যাণকর, যাহা হইতে মঙ্গল হয় না এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অমঙ্গলসূচক—অশুভপ্রকাশক, অনিষ্টজ্ঞাপক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সূচিকা**।

অমঙ্গলাশঙ্কা—অকল্যাণের ভয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমঙ্গল্য—অমঙ্গলজনক; অশুভ। নঞ্তৎ। বিণ।

অমণ্ডিত—অভূষিত, অলংকারশূন্য, অনাচ্ছাদিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অমত—১। অভাবিত, অতর্কিত, অসম্মত; অমনোমত। বিণ। ২। মত না থাকা, অসম্মতি। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অমতি—১। দুর্মতি, দুষ্টবুদ্ধি। ন (অপ্রশস্ত) মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ। ২। বুদ্ধির অভাব, বুদ্ধিহীনতা; কুবুদ্ধি; অসম্মতি; অস্বীকৃতি; অনভিসন্ধি; (ঋগ্বেদ) নির্ধনতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অমতে—অসম্মতিতে; ইচ্ছার বিরুদ্ধে; মত না লইয়া ["গুরুজনের অমতে কোন কাজ করিতে নাই"]। ন (নাই) মত যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অমত্ত—অনুন্মত্ত, অক্ষিপ্ত; অপানমত্ত; অপ্রমত্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অমত্র—ভোজনপাত্র; জলপাত্র। অম্ (ভোজন করা)+অত্রন্ অধি। বি; ক্লী।

অমৎসর—উদার, অসূয়াশূন্য, যে পরশ্রী দেখিয়া কাতর হয় না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অমন—ঠিক ঐ প্রকার, ঐরূপ। ও+মন সদৃশার্থে (বাং)। বিণ।

অমনই—অমনি (তাহা দ্রঃ)।

অমনধারা—ও রকম, ঐ ধরনের। বাংপ্র। বিণ।

অমনস্ক, অমনাঃ (-নস্), (>-মনা)—অমনোযোগী; বিক্ষিপ্তচিত্ত; উদাসচিত্ত; নীচমনাঃ; সংকীর্ণহৃদয়। ন (নাই, অর্থাৎ অ-প্রকৃতিস্থ বা অপ্রশস্ত) মনঃ যাহার, বহু—অমনা; ১ম পক্ষে সমাসান্ত ক। বিণ।

অমনি—ঐপ্রকারই, ঠিক ঐরকম; তৎক্ষণাৎ, শূন্য, খালি; অনাবৃত; তরকারি ব্যতীত ('—ভাত'); অবলম্বনহীন; শুধু হাতে; অনন্যসহায়ে; বিনা চেষ্টায়; বিনা কারণে, শুধুশুধু, বিনামূল্যে, কিছু না দিয়া; নিঃসম্বলভাবে, রিক্তহস্তে, কোন কিছু না ভাবিয়া, নির্বিচারে। অমন+ই নিশ্চয়াদি অর্থে (বাংপ্র)। বিণ বা ক্রি-বিণ। **অমনি অমনি**—শুধু শুধু, অকারণ। **অমনি একরকম**—বড় ভালও নহে, বড় মন্দও নহে; মাঝামাঝি অবস্থায়, so so. **অমনি মুখে যাওয়া**—জলগ্রহণ না করিয়া শুধুমুখে চলিয়া যাওয়া।

অমনুষ্য—১। মনুষ্যভিন্ন প্রাণী, রাক্ষসাদি, দেবতাদি; কাপুরুষ; মনুষ্যোচিত-কর্তব্যহীন মনুষ্য। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। জনহীন, মানবহীন। ন (নাই) মনুষ্য যথায়, বহু। বিণ।

অমনুষ্যত্ব—মনুষ্যত্বের অভাব, মানবোচিত সদ্গুণের অভাব। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অমনে—ওরূপ ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অমনোনীত—অননুমোদিত, অপছন্দসই; অমনোজ্ঞ। নঞ্তৎ। বিণ।

অমনোযোগ—মনোযোগের অভাব, অনবধানতা, মনোযোগ না থাকা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অমনোযোগী (-গিন্)—মনোযোগশূন্য, যাহার মনোযোগ নাই এরূপ, যে মন দেয় না এমন, careless. নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গিনী**। বি, **-গিতা**।

অমন্ত্র—১। 'অমন্ত্রক' (সকল অর্থে)। ন (নাই) মন্ত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। নিকৃষ্ট মন্ত্র; মন্ত্রের অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অমন্ত্রক—যে ইষ্টমন্ত্র পায় নাই এরূপ; যে মন্ত্র গ্রহণ করে নাই এমন; মন্ত্রশূন্য; অদীক্ষিত। ন (নাই) মন্ত্র যাহার বা যাহাতে, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ন্ত্রিকা**।

অমন্ত্রা—১। চারিগ্রাসপ্রমাণ ভিক্ষান্ন। অম্ (ভোজন করা)+অত্র কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মন্ত্ররহিতা, মন্ত্রশূন্যা। অমন্ত্র (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমন্থর—অমৃদু, অশিথিল; দ্রুত, ক্ষিপ্র, সত্বর। নঞ্তৎ। বিণ।

অমন্দ—১। যাহা খারাপ নয় এমন; অমন্থর; ত্বরিত, দ্রুত। ন মন্দ, নঞ্তৎ। ২। খারাপ; দুষ্ট। প্রাদে। বিণ।

অমম—মমতাহীন, মায়াশূন্য, সাংসারিক মায়া হইতে মুক্ত; নির্মম, নিষ্ঠুর। ন (নাই) মম (মমত্ববোধ) যাহার, বহু। বিণ।

অমর—১। দেবতা। বি; পুং। ২। মরণশূন্য, মৃত্যুহীন, চির-খ্যাতনামা; চিরস্থায়ী; চির-স্মরণীয়; অফুরন্ত; অব্যর্থ। ন (নাই) মর (মৃত্যু) যাহার, বহু; অথবা, ন মর (মৃ+অচ্ কর্তৃ), নঞ্তৎ। বিণ।

অমরকোষ—অমরসিংহকৃত সংস্কৃত অভিধান। অমরলিখিত কোষ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অমরজ—দেবদারু; বিটখদির, বাবলাগাছ বিঃ। উপতৎ; অমর—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অমরতটিনী—সুরধুনী, গঙ্গা। অমরদিগের তটিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমরতরু—অমরদারু, পারিজাতাদি পঞ্চ-দেবদারু। অমরপ্রিয় তরু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অমরতা, -ত্ব—দেবত্ব, দেবধর্ম; মৃত্যুঞ্জয়, অক্ষয়ত্ব, অবিনশ্বরত্ব, কীর্তিস্থাপনাদি দ্বারা চিরস্থায়িত্ব; চিরস্মরণীয়ত্ব। অমর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অমরদারু—দেবদারু বৃক্ষ। অমরপ্রিয় দারু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অমরদ্বিজ—দেবল, পূজারী ব্রাহ্মণ। অমরপূজক দ্বিজ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অমরনগর—স্বর্গ, সুরনগর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অমরনাথ, -পতি—দেবরাজ, সুরপতি, ইন্দ্র; মহাদেব। অমরদিগের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরপুষ্পক—১। কল্পবৃক্ষ। অমরপ্রিয় পুষ্প যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। ২। কাশ-তৃণ, কেশে ঘাস। অমর পুষ্প যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি, পুং।

অমরপুষ্পিকা, -পুষ্পী—কেশে ঘাস; চোর খড়কে। অমরপুষ্পক (২)+আপ্; অমরপুষ্প+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অমরপ্রভু—ইন্দ্র; বিষ্ণু। অমরদিগের প্রভু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমরবল্লী—আকাশবল্লী লতা; আলোক-লতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমরবাঞ্ছিত—দেবগণেরও অভিলষিত,

সুরপ্রার্থিত। অমর কর্তৃক বাঞ্ছিত, ৩য়াতৎ। বিণ। [তৎ। বি ; পুং।

অমরভর্তা (-র্তৃ)—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬ষ্ঠী-

অমর-মন্ত্র—স্ফটিক মণি, কাচ। অমরাদৃত মন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অমররাজ—ইন্দ্র। অমরদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ + টচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

অমরলোক—দেবাবাস, স্বর্গ ; পরলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমরসেবিত—দেবগণকর্তৃক উপাসিত, দেবপূজিত ; দেবগণের উপভুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অমরস্ত্রী—১। স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। অমরোপভোগ্যা স্ত্রী, মধ্যপ কর্মধা। ২। দেবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অমরা—১। দূর্বা ; গুড়ূচী, রাখালশশা ; ঘৃতকুমারী ; মহানীলী বৃক্ষ ; বটবৃক্ষ, বিছাটী লতা, জরায়ু ; নাভিনাল ; অপত্যপ্রসবের পর নির্গত ফুল, placenta ; খুঁটি। ন (নাই) মর (মৃত্যু) যাহা হইতে, বহু + আপ্। ২। ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী। অমর + অচ্ বিশিষ্টার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। মরণ-রহিতা, অবিনশ্বরী, অক্ষয়া। অমর (২) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অমরাঙ্গনা—দেবাঙ্গনা, দেবকন্যা, দেবী ; অপ্সরা। অমরের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অমরাত্মা (-ত্মন্) –১। চিরকীর্তিমান, অক্ষয়যশাঃ ; পরমধার্মিক। অমর আত্মা যাহার, বহু। বিণ। ২। অবিনাশী আত্মা, চিরস্থায়ী আত্মা। অমর এমন আত্মা, কর্মধা। বি ; পুং।

অমরাদ্রি—সুমেরু। অমরাধ্যুষিত অদ্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অমরাধিপ—ইন্দ্র ; শিব। অমরদিগের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমরাধীশ—সুরপতি। অমরদিগের অধীশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমরানগর—১। অমরাবতী, দেবনগরী। অমরাই নগর, কর্মধা। ২। অমরাপুরীর ন্যায় উন্নতিশালী নগর। অমরাতুল্য নগর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অমরাপগা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। অমর-দিগের আপগা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অমরাপতি—সুরপতি, ইন্দ্র, দেবরাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমরাপুরী—অমরাবতী, দেবনগরী। অমরানাম্নী পুরী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অমরাবতী—ইন্দ্রনগরী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। অমর + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্ (অ-কার দীর্ঘ)। বি ; স্ত্রী।

অমরালয়—স্বর্গ। অমরদিগের আলয়, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

অমরী—দেবনারী, দেবকন্যা ["অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে আমরা সবে।"—মাইকেল]। অমর + ঈ। বি ; স্ত্রী।

অমরেন্দ্র—দেবেন্দ্র, ইন্দ্র ; মহাদেব ; বিষ্ণু। অমর মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অমরেশ, -রেশ্বর—দেবরাজ, ইন্দ্র ; অমর-নাথ নামে স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ ; অমরকণ্টক-তীর্থস্থিত দেবতা। অমরদিগের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমর্ত(র্ত্ত)—সুধা। 'অমৃত'-শব্দজ। বি।

অমর্ত্য(র্ত্ত্য)—১। দেবতা, অমর। বি ; পুং। ২। যাহা মর্ত্ত্যের নহে এমন, স্বর্গীয় ; অতীব সুন্দর। নঞ্তৎ। বিণ। [স্ত্রী।

অমর্ত্য(র্ত্ত্য)-নদী—গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

অমর্ত্য(র্ত্ত্য)-বধূ—অপ্সরা ; পরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

অমর্ত্য(র্ত্ত্য)-ভাব—দেবত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ।

অমর্ত্য(র্ত্ত্য)ভুবন—স্বর্গ, দেবলোক। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লী।

অমর্দি(র্দ্দি)ত—অনিষ্পীড়িত, যাহা মাড়ান হয় নাই এরূপ ; অক্ষুণ্ণ ; অপরাজিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অমর্যা(র্য্যা)দ—মর্যাদাহীন ; অশিষ্ট, ধৃষ্ট ; সীমারহিত, সীমালঙ্ঘনকারী। ন (নাই) মর্যাদা যাহার, বহু। বিণ।

অমর্যা(র্য্যা)দক—যে লোকের মর্যাদা রক্ষা করে না এরূপ ; অমানদ। ন (নাই) মর্যাদা যাহা হইতে, বহু (অ-কার হ্রস্ব ও ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**।

অমর্যা(র্য্যা)দা—অনাদর, অপমান, অ-সম্মান, অবমাননা ; সীমালঙ্ঘন। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমর্ষ—১। ক্রোধ ; অসহিষ্ণুতা ; অক্ষমা ; (অলংকারশাস্ত্র) ক্রোধরূপ ব্যভিচারী ভাব বিঃ। নঞ্—মৃষ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। ক্রোধী, অসহিষ্ণু ; অক্ষমী। ন (নাই) মর্ষ যাহার, বহু। বিণ।

অমর্ষণ—১। ক্রোধ ; অক্ষমা ; অসহিষ্ণুতা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। ক্রুদ্ধ, ক্রোধী ; অসহিষ্ণু ; যে ক্ষমা করিতে পারে না এরূপ ; ক্রোধসংবরণে অক্ষম। ন (নাই) মর্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

অমর্ষপরায়ণ—অক্ষমাশীল ; অত্যন্ত ক্রোধ-পরবশ। অমর্ষ (ক্রোধ) পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

অমর্ষবান্ (-বৎ), **অমর্ষী** (-র্ষিন্)—ক্রোধান্বিত, কোপবিশিষ্ট ; অসহিষ্ণু, অধীর। অমর্ষ + মতুপ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী, -র্ষিণী**।

অমর্ষিত—অমর্ষযুক্ত ; ক্রুদ্ধ ; ক্ষমাশূন্য। অমর্ষ + ইত জাতার্থে। বিণ।

অমর্ষী (-র্ষিন্)—'অমর্ষবান্' দ্রঃ।

অমল—১। স্বচ্ছ, নির্মল, পরিষ্কৃত ; শুভ্র। বিণ। ২। অভ্রক ধাতু ; স্ফটিক ; সমুদ্রফেন ; কর্পূর ; নির্মলী গাছ ; পিত্ত ; গন্ধদ্রব্য বিঃ। ন (নাই) মল যাহাতে, বহু ; অথবা, অম্ + কাপচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অমলক—আমলকী ; অধিত্যকাবাসস্থান। অম—লু + ড কর্তৃ + স্বার্থে কন্। বি ; পুং বা ক্লী।

অমলধবল—অতিশুভ্র, অতিশয় সাদা ["অমলধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া"—রবীন্দ্র]। অমল এমন ধবল, সুপ্। বিণ।

অমলা—১। ভূমি-আমলকী ; লক্ষ্মী ; সাতলাবৃক্ষ ; নাভিনালা ; বড় নীল। ন (নাই) মল যাহা হইতে, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মলশূন্যা, পরিষ্কৃতা, স্বচ্ছা ; নিষ্পাপা ; বিশদা। অমল (১) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অমলিন—উজ্জ্বল ; নির্দোষ ; নিষ্কলঙ্ক ; শুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অমসৃণ—অসমতল, বন্ধুর, কর্কশ। নঞ্তৎ। বিণ।

অমস্তক—মুণ্ডহীন, মস্তকহীন। ন (নাই) মস্তক যাহার, বহু। বিণ।

অমা—১। অমাবস্যা ; চন্দ্রের অদৃশ্য ষোড়শ কলা ; চন্দ্রমণ্ডলস্থ সূর্যকিরণ ; দুর্গা। ম—মা (পরিমাণ করা) + ক্বিপ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী। ২। সহিত ; নিকট। অ।

অমাংস—১। মাংসের অভাব ; নিন্দিত মাংস। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। মাংসবিহীন, কৃশ, যাহার শরীরে অল্প মাংস আছে এমন। ন (নাই) মাংস যাহার, বহু। বিণ।

অমাংসল—মাংসরহিত ; ক্ষীণ, কৃশ ; দুর্বল। নঞ্তৎ। বিণ।

অমাতৃক—মাতৃহীন। ন (নাই) মাতা (মাতৃ শব্দ) যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অমাত্য—রাজকার্যনির্বাহে সহায়তাকারী, মন্ত্রী ; সহচর। অমা (সহ) + ত্যপ্ থাকে অর্থে। বি ; পুং।

অমাত্র—১। মাত্রাহীন ওংকার। বি ; ক্লী। ২। মাত্রাহীন, পরিমাণশূন্য, অপরিমিত ; অপরিচ্ছিন্ন। ন (নাই) মাত্রা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অমান, অমানন, অমাননা—অনাদর, অবজ্ঞা ; অসম্মান ; তিরস্কার। নঞ্তৎ। বি ; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

অমানব—১। মনুষ্যভিন্ন জীব ; অমানুষ, কুৎসিত মানব। নঞ্তৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-বী**। ২। অলৌকিক, লোকাতীত ; মনুষ্যত্বহীন। ন মানব (মানব + অণ্ সম্বন্ধার্থে), নঞ্তৎ। ৩। মনুষ্যহীন। ন (নাই) মানব যেখানে, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-বা**।

অমানস্য—মনঃপীড়া, ব্যথা। বি ; ক্লী।

অমানান—বেমানান, বিসদৃশ। বাংপ্র। বিণ।

অমানিশা, -নিশি—অমাবস্তার রাত্রি; দুঃখজনক অবস্থা। অমার (অমাবস্তার) নিশা, নিশি, ৬ষ্ঠীতৎ, ২য় পক্ষে বাংপ্র (অমানিশা শব্দের ৭মী একবচন)। বি; স্ত্রী।

অমানী (-নিন্)—নিরভিমান, বিনয়ী; আত্মশ্লাঘাশূন্য, অহংকারশূন্য; অশ্রদ্ধেয়, নগণ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ: স্ত্রী, **-নিনী**।

অমানুষ—১। মনুষ্যাতীত, অলৌকিক। বিণ। স্ত্রী, **-ষী**। ২। মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীব; অসজ্জন, দুষ্টলোক, মনুষ্যত্ববর্জিত লোক। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অমানুষিক, -ষী—অলৌকিক, লোকাতীত, অসাধারণ, superhuman; মনুষ্যের অযোগ্য বা অতীত; নিষ্ঠুর, পাশব। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিকী**।

অমানুষী—১। অমানুষিক, অলৌকিক। বাংপ্র। বিণ। ২। স্ত্রী-পশু। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অমান্ত—যে মাসের শেষে বা সংক্রান্তিতে অমাবস্তা হয়। অমা অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

অমান্য—১। মানহীন, অপূজ্য; অশ্রদ্ধেয়; অনাদরণীয়, অবমাননীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অমর্যাদা; লঙ্ঘন, না মানা। বাংপ্র। বি। **অমান্য করা**—অগ্রাহ্য করা; লঙ্ঘন করা; উপেক্ষা করা; না মানা।

অমাবসী, -বাসী—অমাবস্তা। অমা (সহ)—বস্+ষৎ, ণ্যৎ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অমাবস্তা, -বাস্তা—কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, কৃষ্ণপঞ্চদশী। রবি ও চন্দ্র সমসূত্রপাতে অবস্থান করেন ইহাতে এই অর্থে, অমা (সহ)—বস্+ষৎ, ণ্যৎ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী। **অমাবস্তার চাঁদ**—অদর্শনীয় ব্যক্তি বা দ্রব্য, অতিদুর্লভ পদার্থ।

অমাবাস্ত—অমাবস্তাজাত। অমাবস্তা+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্তী**।

অমামসী, -মাসী—কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, অমাবস্তা। অমা (সহিত)—মস্ (পরিমাণ করা)+অচ্, ই কর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অমায়—অকপট, সরল; অপ্রতারক; মায়াশূন্য; সত্য। ন (নাই) মায়া যাহাতে, বহু। বিণ।

অমায়া—১। সরলতা, মায়াহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। সরলা, মায়াহীনা। অমায়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমায়িক—সরল, অকপট; সরল-ব্যবহারকারী; সরলান্তঃকরণ; নিরহংকার; স্নেহশীল; ভদ্র। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকী**।

অমায়িকতা—অকপট ব্যবহার, সরলহৃদয়তা। অমায়িক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অমার্গ—পথাভাব; কুপথ; অসদুপায়। ন (না বা অপ্রশস্ত) মার্গ (পথ), নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অমার্গিত—অপ্রার্থিত; অননুসংহিত, যাহা প্রার্থনা করা বা চাওয়া হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমার্জি(র্জ্জি)ত—অপরিষ্কৃত; অশোধিত, অসংস্কৃত; অসভ্য; অশিষ্ট; অনলংকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমিখিয়া—দেখিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অমিঞা, অমিঞা—অমৃত, সুধা। প্রা কপ্র। বি।

অমিত—১। অপরিমিত, অসীম; প্রচুর ('—সাহস')। নঞ্‌তৎ। ২। রুগ্ণ; গত। অম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অমিততেজাঃ (-তেজস্) (>-তেজা)—অপরিমিত-বলশালী, অতিতেজঃসম্পন্ন, যাহার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই এরূপ। অমিত তেজঃ যাহার, বহু। বিণ।

অমিতবল—১। অসীমশক্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত সামর্থ্যশালী। অমিত বল যাহার, বহু। বিণ। ২। অপরিমিত সামর্থ্য, অত্যধিক শক্তি। অমিত এমন বল, কর্মধা। বি; ক্লী।

অমিতব্যয়—অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থ-ব্যয়, বেশী বাজে খরচ; আয়ের অনুপাতে অধিক খরচ। অমিত ব্যয়, কর্মধা। বি; পুং।

অমিতব্যয়িতা—অতিরিক্ত ব্যয়শীলতা, আয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া অধিক বা অনুচিত ব্যয় করা। অমিতব্যয়িন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অমিতব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—অযথা অতিরিক্ত ব্যয়কারী, অপরিমিত ব্যয়শীল; উড়নচণ্ডে। অমিতব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যয়িনী**।

অমিতশক্তি—১। অসীম শক্তিসম্পন্ন। বহু। বিণ। ২। অসীম বল। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অমিতহস্ত—অপরিমিত হস্ত, যাহার হস্তের পরিমাণ অধিক বা অল্প। অমিত হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

অমিতাক্ষর—অমিত্রাক্ষর (তাহা দ্রঃ)।

অমিতাচার—১। পান-ভোজন-ভোগ-বিলাসাদিতে অসংযম; অযথা আচরণ। অমিত আচার, কর্মধা। বি; পুং। ২। অসংযত-ব্যবহারকারী। অমিত আচার যাহার, বহু। বিণ।

অমিতাচারী (-চারিন্)—আহার-বিহারে অসংযমী। উপতৎ; অমিত—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অমিতাভ—১। মহাপ্রভ, অত্যন্ত তেজোযুক্ত। বিণ। ২। সাবর্ণি মন্বন্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ও রৈবত মন্বন্তরের প্রথম শ্রেণীর দেবতা; বুদ্ধদেব। অমিতা আভা যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অমিতাশন—১। যে মিতাহারী নহে এমন। বিণ। ২। সর্বভুক্; বিষ্ণু। অমিত অশন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অমিতৌজাঃ (-জস্), (>-তৌজা)—অপরিমিত-বলশালী। অমিত ওজঃ (বল) যাহার, বহু। বিণ।

অমিত্র—১। শত্রু, বৈরী, রিপু। অম্ (পীড়িত করা)+ইত্র কর্তৃ। বি; পুং। ২। বন্ধুহীন। ন (নাই) মিত্র যাহার, বহু। বিণ।

অমিত্রজিৎ—অরিন্দম, শত্রুজয়ী। উপতৎ; অমিত্র—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অমিত্রহা (-হন্)—শত্রুনাশক, শত্রুনাশকারী। উপতৎ; অমিত্র—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**।

অমিত্রাক্ষর—যাহাতে চরণ দুইটির শেষ বর্ণের মিল থাকে না এরূপ ('—ছন্দঃ', blank verse)। অমিত্র (পরস্পর বিসদৃশ) অক্ষর (বর্ণ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অমিময়—অমৃতময়, সুধাপূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

অমিয়, অমিয়া—১। সুধা। বি। ২। সুমিষ্ট; অতুলনীয়। <অমৃত। বিণ।

অমিয়াদিঠ—সুধার ন্যায় মধুর দৃষ্টি, সুধাবর্ষী দৃষ্টিপাত। অমিয়াসদৃশ দিঠ, মধ্যপ কর্মধা। প্রা কপ্র। বি।

অমিয়ামিঠ—অমৃতমধুর, সুধাস্বাদ ("কিবা সে বচন অমিয়ামিঠ"—বিদ্যা)। অমিয়া-সদৃশ মিঠ, উপমান কর্মধা। প্রা কপ্র। বিণ।

অমিল—অসাদৃশ্য, পার্থক্য; বিরোধ; গরমিল, মিল না হওয়া। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অমিলন—গরমিল; বিচ্ছেদ; পার্থক্য; বিরোধ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অমিশ্র—যাহা মিশ্রিত নয় এরূপ, বিশুদ্ধ, খাঁটী; পৃথক্; (অঙ্কশাস্ত্রে) মিশ্র-ভিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমিশ্রণ—অসংযোগ, মিশ্রণের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অমিশ্রণীয়—মিশ্রণের অনুপযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমিশ্রবর্ণ—অযুক্তাক্ষর। কর্মধা। বি; পুং।

অমিশ্ররাশি—অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যা, whole number. কর্মধা। বি; পুং।

অমিশ্রিত—অমিশ্র, বিশুদ্ধ; খাঁটী; পৃথক্। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমিষ—১। লৌকিক সুখ। অম্ (ভোগ করা)+ইষন্ কর্ম। ২। ছলের অভাব; অচ্ছদ্ম। ন মিষ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অমী (অমিন্)—রোগী। অম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী**।

অমীব, অমীবা—দুঃখ, কষ্ট; পাপ। অম+ঈব করণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অমীমাংসা—অনিষ্পত্তি, সিদ্ধান্তের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমীমাংসিত—অসিদ্ধান্তিত, অনিষ্পাদিত ; অবিচারিত, যাহা বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই এমন, যাহার কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমীমাংস্য—মীমাংসার অযোগ্য, যাহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমুক—অজ্ঞাতনামা, অনির্দিষ্টনামা বা উদ্দিষ্টনামা (কোন ব্যক্তি বা বস্তু), ঐ, সে ; তিনি। (এই শব্দটি অনিশ্চয়স্থলে এবং নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।) অদস্+কন্ স্বার্থে, নিপা। সর্ব। স্ত্রী, -কী।

অমুক্ত—১। অপরিত্যক্ত ; অমোক্ষপ্রাপ্ত ('—জীব')। বিণ। ২। হস্তে সর্বদা ধার্য ছুরি প্রঃ অস্ত্র। নঞ্‌তৎ। বি, ক্লী।

অমুক্তহস্ত—সঞ্চয়ী, কৃপণ ; মিতব্যয়ী। অমুক্ত হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

অমুখ্য—অপ্রধান, গৌণ, secondary, অপ্রশস্ত, inferior. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমুগ্ধ—অমোহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমুণ্ডিত—অকৃতমুণ্ডন, অনাবৃত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমুত্র—পরলোকে, পরত্র। অদস্+ত্রল্ ৭মী-স্থানে। অ।

অমুষ্যপুত্র, অমুষ্যায়ণ—কুলীনপুত্র। বি, পুং।

অমুদৃক্ (-দৃশ্), **অমুদৃক্ষ**—এইরূপ, এইপ্রকার। অদস্—দৃশ্+ক্বিপ্ সক্ কর্ম। বি।

অমুদৃশ—এইরূপ, এতদ্রূপ। অদস্—দৃশ্+টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -শী।

অমূর্ত(র্ত্ত)—১। মূর্তিশূন্য, অবয়বশূন্য, আকৃতিরহিত, নিরাকার। বিণ। ২। (ন্যায়মতে) আকাশ কাল দিক্ আত্মা প্রঃ অমূর্ত-দ্রব্য ; (বেদান্তমতে) বায়ু, অন্তরীক্ষ, শিবের নামভেদ। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অমূর্ত(র্ত্ত)গুণ—(ন্যায়মতে) অমূর্ত দ্রব্যসমূহের বিশেষ বিশেষ গুণ [আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ ; কাল এবং দিকের কোন বিশেষগুণহীনতা ; আত্মার বিশেষগুণ বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ভাবনাখ্যসংস্কার ধর্ম এবং অধর্ম]। অমূর্তাশ্রিত গুণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অমূল—মহামূল্য। <অমূল্য। কপ্র। বিণ।

অমূল, -লক—আদিকারণশূন্য ; ভিত্তিহীন, কল্পিত, কাল্পনিক, মিথ্যা। ন (নাই) মূল যাহার, বহু, ২য় পক্ষে ক-আগম। বিণ। স্ত্রী, -লা, -লিকা।

অমূলদ—যাহার নির্ণেয় মূল নির্ণীত হয় না এমন ; যেমন, √৬, ৩√১৬, irrational. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমূলে প্রত্যক্ষ—কাল্পনিক বা ভ্রমাত্মক দর্শন, hallucination. কর্মধা। বি, ক্লী।

অমূলা—১। অগ্নিশিখা বৃক্ষ। ন (নাই) মূল যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। কারণরহিতা, ভিত্তিহীনা। অমূল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অমূলে—মূল্যহীন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অমূল্য—মূল্য দিয়াও অপ্রাপ্য ; যাহার মূল্য নিরূপণ করা যায় না এরূপ ; অধিকমূল্যতা হেতু ক্রয় করার অযোগ্য। ন (নাই) মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

অমৃণাল—সুগন্ধি তৃণ বিঃ, বেণা। ন (নাই) মৃণাল যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অমৃত—১। যে পরম সুস্বাদু বস্তু পান করিলে মৃত্যু হইতে অব্যাহতিলাভ ঘটে তাহা, দেবতার ভোগ্যবস্তু বিঃ, সুধা, পীযূষ [দেবতারা প্রথমে পৃথুপদিষ্ট ইন্দ্রকে বৎস এবং পৃথিবীকে গোস্থানীয়া করিয়া হিরণ্ময় পাত্রে অমৃতরূপ পয়ঃ দোহন করেন ; এই অমৃত পরিশেষে দুর্বাসার অভিশাপে সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হয়। অনন্তর দুর্বাসা কর্তৃক অভিশপ্ত ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে তিনি স্বয়ং কূর্মরূপধারণ করতঃ মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিলেন। ইহা হইতে পুনরায় অমৃত উৎপন্ন হয় ; অনন্তর দৈত্যগণ ঐ অমৃত হরণে সচেষ্ট হইলে, বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণপূর্বক তাহাদিগকে মোহিত করিয়া দেবগণকে ইহা প্রদান করেন] ; পরমব্রহ্ম ; (প্রাণের হেতুভূত পদার্থ বলিয়া) জল ; (আয়ুর্বর্ধকত্ব হেতু) দুগ্ধ ; ঘৃত ; অন্ন, নবনীত ; খাদ্যবস্তু ; (রসায়নাদি দ্বারা পীত হইলে দীর্ঘায়ু করে বলিয়া) পারদ ; যজ্ঞশেষ দ্রব্য, (দেহ পোষণ করে বলিয়া) স্বর্ণ ; বিষ ; বৎসনাভ ; মুক্তি, মোক্ষ ; অযাচিত-লব্ধ বস্তু ; ঔষধ ; ভক্ষণীয়দ্রব্য ; হৃদ্য বস্তু ; স্বাদুদ্রব্য, পরমানন্দ ; যোগ বিঃ, তিথ্যমৃতযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগ ; তীর্থ বিঃ ; স্থায়ী কল্যাণ, মঙ্গল ["উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তাহার বিরোধ"—রবীন্দ্র]। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহু। বি ; ক্লী। ২। স্বর্গ ; ধন্বন্তরি, (অমৃত ভক্ষণ করেন বলিয়া) দেবতা ; (বহু ছেদন করিলেও যাহার নাশ না হইয়া পুনঃপুনঃ উৎপত্তি হয় এইজন্য) বারাহীকন্দ ; বনমুদগ ; একপ্রকার প্রাচীন স্তবযন্ত্র ; কপিলাগর্ভোৎপন্ন কশ্যপতনয়। বি ; পুং। ৩। মরণহীন ; সুন্দর, অমৃততুল্য আনন্দজনক, প্রিয়। ন (নাই) মৃত (মৃত্যু) যাহার, বহু। বিণ।

অমৃতকণা—সুধাকণা, পীযূষবিন্দু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অমৃতকর—চন্দ্র। অমৃতবৎ কর (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অমৃতকল্প—সুধাসদৃশ, সুধার মত। অমৃত+কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ।

অমৃতকুণ্ড—অমৃতকূপ ; যাহাতে অমৃত থাকে সেই পাত্র, সুধাকলস ; (বাংপ্র) দেবমূর্তির পা-ধোয়া জল যে গর্তে গিয়া জমে। অমৃতের কুণ্ড (পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমৃতকেলি, -কেলিকা—এক প্রকার লাড়ু। প্রা কপ্র। বি।

অমৃতজটা—জটামাংসী। অমৃতা (মনোহরা) জটা যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অমৃতত্ব—অমরত্ব, মুক্তি, চিরস্মরণীয়তা। অমৃত+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

অমৃততরঙ্গিণী—জ্যোৎস্না, চন্দ্রিকা। অমৃততরঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

অমৃততুল্য—সুধাসদৃশ, সুমিষ্ট ; অতিমধুর। অমৃতসহ তুল্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

অমৃতদীধিতি, -দ্যুতি—চন্দ্র। অমৃতসদৃশ দীধিতি, দ্যুতি (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অমৃতদ্রব—১। সুধাস্নিগ্ধ, সুশীতল, সুধাসিক্ত। অমৃতের দ্রব (প্রবাহ) আছে যাহাতে, বহু। বিণ। ২। গলিত সুধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অমৃতধারা—সুধাপ্রবাহ, নিরবচ্ছিন্ন সুখস্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অমৃতমালিকা—জিলিপি, অমৃতি নামক মিষ্টান্ন। অমৃতসদৃশী নালিকা যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অমৃতনির্ঝর—সুধাপ্রস্রবণ, সুধার ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অমৃতনিষ্যন্দী (-ন্দিন্)—সুধাস্রাবী, সুধাবর্ষী ; অনবরত তৃপ্তিদায়ক। অমৃতের নিষ্যন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ ; অমৃতনিষ্যন্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -নিষ্যন্দিনী।

অমৃতপ—১। দেবতা, বিষ্ণু। বি ; পুং। ২। অমৃতপায়ী, সুধাপানকারী। অমৃত পান করেন যিনি, উপতৎ ; অমৃত—পা+ক কর্তৃ। বিণ।

অমৃতপ্রাশ—১। প্রধানতঃ ঘৃতসংযোগে প্রস্তুত শরীরের পুষ্টিসাধক আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ বিঃ। অমৃতসদৃশ প্রাশ (খাদ্য), মধ্যপ কর্মধা। ২। অমৃতভোজন, অমৃতসেবন। অমৃতের প্রাশ (ভোজন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অমৃতফল—আম ; নাশপাতি ; পেঁপে, আনারস। অমৃততুল্য ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অমৃতফলা—দ্রাক্ষা ; আমলকী। অমৃততুল্য ফল যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অমৃতকেশী—আম-কাঁটালের রসের সহিত মধু ও চিনি মিশাইয়া প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টদ্রব্য। অমৃতের কেশ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ঈ। বাংপ্র। বি।

অমৃতবর্ষ, -বর্ষণ—অমৃতবৃষ্টি, সুধাবর্ষণ; অনর্গল মধুর বাক্য বলিয়া বা সুমধুর সংগীতের দ্বারা সুখোৎপাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

অমৃতবর্ষী (-বর্ষিন্)—সুধাবর্ষণকারী; সুমধুর। উপতৎ; অমৃত—বৃষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ষিণী**।

অমৃতবল্লী—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। অমৃততুল্যা বল্লী, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অমৃতবিন্দু—সুধাকণা, অমৃতের ফোঁটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অমৃতবৃষ্টি—অমৃতবর্ষণ; প্রখর গ্রীষ্মের পর বারিবর্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অমৃতভাণ্ড—সুধাপাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অমৃতভাষী (-ভাষিন্)—মধুরবাদী, যাহার কথা সুমধুর এমন। উপতৎ, অমৃত—ভাষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী** (সরস্বতীদেবী)।

অমৃতমণি—মণি বিঃ। অমৃতপূর্ণ মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

অমৃতমদিরা—অমৃতের ন্যায় মত্ত, অমৃততুল্য সুরা। অমৃততুল্যা মদিরা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অমৃতমধুর—সুধাবৎ অতীব সুখকর। অমৃতবৎ মধুর, উপমান কর্মধা। বিণ।

অমৃতময়—সুধাপূর্ণ; অতিমিষ্ট। অমৃত+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

অমৃতমূর্তি(র্ত্তি)—চন্দ্র, সুধাকর; যাহাকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। অমৃততুল্য মূর্তি যাহার, বহু। বি; পুং।

অমৃতযোগ—জ্যোতিষশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ নক্ষত্র ও বার বিঃর যোগযুক্ত তিথি [রবিতে মূলা, সোমে শ্রবণা, মঙ্গলে উত্তরভাদ্রপদা, বুধে কৃত্তিকা, বৃহস্পতিতে পুনর্বসু, শুক্রে পূর্বফল্গুনী, শনিতে স্বাতী নক্ষত্র যুক্ত হইলে অমৃতযোগ হয়। ইহাকে নক্ষত্রামৃতযোগ বলে। আর রবি এবং সোমবারে পূর্ণাতিথি, মঙ্গলবারে ভদ্রা, বুধ এবং শনিবারে নন্দা, গুরুবারে জয়া, এবং শুক্রবারে রিক্তা হইলে তিথ্যমৃতযোগ হয়]। অমৃততুল্য (শুভকর) যোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অমৃতরস—১। সুধা; সুধাতুল্য আস্বাদ। অমৃতই রস, কর্মধা; বা, অমৃততুল্য রস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। সুধাতুল্য-স্বাদসম্পন্ন, অত্যন্ত মিষ্ট। বিণ। ৩। পরমাত্মা। অমৃততুল্য রস যাহার, বহু। বি; পুং।

অমৃতরসা—কাল আঙ্গুর। অমৃততুল্য রস যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অমৃতলোক—স্বর্গ, সুরপুর বি; পুং।

অমৃতসমান—সুধাতুল্য ["মহাভারতের কথা অমৃতসমান"—কাশী]। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অমৃতসম্ভবা—গুড়ূচী। অমৃতের সম্ভব হয় যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অমৃতসহোদর, -সোদর—উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। বি; পুং।

অমৃতসাগর, -সিন্ধু—সুধাসমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতসারজ—গুড়, খাঁড়। অমৃতের সার, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহা হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ; অমৃতসার—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অমৃতসূ—১। চন্দ্র। বি; পুং। ২। দেবমাতা, অদিতি। উপতৎ; অমৃত—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অমৃতস্রবা—রুদন্তীবৃক্ষ; লতা বিঃ, উপবল্লিকা; বলা ডুমুর, বনভাদুলিয়া। অমৃতের স্রব (ক্ষরণ) হয় যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অমৃতস্রাব—অমৃতক্ষরণ, সুধাক্ষরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতস্রাবী (-বিন্)—সুধানিষ্যন্দী, সুধাক্ষরণকারী। অমৃত—স্রু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্রাবিণী**।

অমৃতস্রুৎ—অমৃতক্ষরণশীল, সুধাবর্ষী, অমৃতবর্ষণকারী; অতীব সুমিষ্ট। উপতৎ; অমৃত—স্রু+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অমৃতা—১। আনন্দা মেধ্যা ভূতনা পূতনা—এই চারিটি জলবাহী সূর্যরশ্মি; গুড়ূচী; ইন্দ্রবারুণী; জ্যোতিষ্মতী; গোরক্ষদুগ্ধা; অতিবিষা, আতইচ; রক্তত্রিবৃৎ; দূর্বা; আমলকী; হরীতকী; তুলসী; পিপ্পলী; সুরা। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মৃত্যুশূন্যা, অক্ষয়া, অবিনশ্বরী। অমৃত (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অমৃতান্ধাঃ (-ন্ধস্)—সুধাভুক্, দেবতা। অমৃত অন্ধঃ (অন্ন) যাহার, বহু। বি; পুং।

অমৃতায়মান—যাহা অমৃতের ন্যায় বোধ হয় এরূপ, অমৃততুল্য, অমৃতোপম, সুমধুর। অমৃত+ক্যঙ্ (অমৃতায় নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অমৃতাশ, -শী (-শিন্)—সুর; অমৃতভক্ষণকারী। অমৃত—অশ্+অণ্, ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ।

অমৃতাশন—দেবতা, অমর। অমৃত অশন (ভক্ষ্য) যাঁহাদের, বহু। বি; পুং।

অমৃতাষ্টক—হরীতকী কটুকা অরিষ্ট পটোল যব চন্দন নাগর ও ইন্দ্রযব—এই অষ্টদ্রব্যের সমবায়। অমৃতদিগের অষ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অমৃতাহরণ—১। সুধাসংগ্রহ। অমৃতের আহরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। গরুড়। অমৃতের আহরণ হইয়াছিল যৎকর্তৃক, বহু। বি; পুং।

অমৃতাহ্ব—আপেল; মাখনপাতি। অমৃত আহ্বা (আখ্যা) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

অমৃতি, -তী—বহু পাপড়িবিশিষ্ট একপ্রকার জিলাপী; পানপাত্র বিঃ। অমৃত+ই, ঈ সদৃশার্থে (বাংপ্র)। বি।

অমৃতোৎপন্ন—১। সুধা হইতে জাত। বিণ। ২। তুঁতে। অমৃত হইতে উৎপন্ন, ৫মীতৎ। বি; ক্লী।

অমৃতোৎপন্না—১। মক্ষিকা। বি; স্ত্রী। ২। সুধাজাতা। ৫মীতৎ। বিণ।

অমৃতোদ্ভব—১। সুধাসমুৎপন্ন, সুধাজাত। অমৃত হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষবৃক্ষ। অমৃতের উদ্ভব (উৎপত্তি-স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অমৃতোপম—অমৃতায়মান, সুধাসদৃশ। অমৃত সহ উপমা যাহার, বহু। বিণ।

অমৃষ্ট—১। ময়লা দ্রব্য, অপরিষ্কৃত পদার্থ। বি; ক্লী। ২। অপরিমৃষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অমেঘ—১। মেঘাভাব, মেঘশূন্যতা। ন (নয়) মেঘ, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। মেঘমুক্ত, নির্মেঘ। ন (নাই) মেঘ যাহাতে, বহু। বিণ।

অমেধাঃ (-ধস্), (>-মেধা)—মেধাহীন, নির্বুদ্ধি, মূঢ়, মূর্খ; স্মৃতিশক্তিহীন। ন (নাই) মেধা যাহার, বহু (সমাসান্ত অস্)। বিণ।

অমেধ্য—১। অপবিত্র; যজ্ঞের অযোগ্য, অযজ্ঞিয়। বিণ। ২। বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তু; আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া খাদ্য। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অমেয়—অপরিমেয়, অপরিচ্ছেদ্য, ইয়ত্তাশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অমেয়াত্মা (-ত্মন্)—১। অমিতাত্মা, অসাধারণ মানসিকশক্তিবিশিষ্ট; প্রকাণ্ড, বৃহৎ; অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপ। বিণ। ২। বিষ্ণু। অমেয় আত্মা যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অমেরুদণ্ডী (-দণ্ডিন্)—(জীব-বিদ্যা) মেরুদণ্ডশূন্য, কশেরুকবিহীন, invertebrate. নঞ্তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-দণ্ডিনী**।

অমেল—মিলনাভাব, অমিল, অনৈক্য; বিবাদ। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি।

অমোঘ—১। অব্যর্থ; নিশ্চিত, যাহা নিষ্ফল হয় না এমন; সফল, সার্থক। বিণ। ২। (সর্বফলদাতা বলিয়া) পরমেশ্বর; বিষ্ণু; নদ বিঃ। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অমোঘবীর্য(র্য্য)—অখণ্ডপ্রতাপ; অমোঘরেতাঃ, যাহার বীর্য বিফল হয় না এমন। অমোঘ (১) বীর্য যাহার, বহু। বিণ।

অমোঘরেতাঃ (-তস্), (> -রেতা)—যাহার বীর্য নিষ্ফল হয় না এমন। অমোঘ রেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

অমোঘা—১। নদী বিঃ; শক্তি বিঃ [তাড়কানিধনকালে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অমোঘা ও বিজয়া নামে দুইটি শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন]; দেবমাতা; দুর্গা; মাতৃকা বিঃ; শান্তনু ঋষির পত্নী [পুরাণমতে ইনি ব্রহ্মপুত্রনদের জননী]; বিড়ঙ্গবৃক্ষ; পটোলগাছ পলতা; পাটলা বৃক্ষ; পারুলগাছ; হরীতকী; পদ্মিনী। বি; স্ত্রী। ২। অব্যর্থা সফলা। নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অমোচনীয়, -মোচ্য—দূরপনেয়, যাহা দূর করা যাইতে পারে না এরূপ; অপবিশোধনীয়; অপরিত্যাজ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অমোহিত—অমুগ্ধ, অবিহ্বল। নঞ্তৎ। বিণ।

অম্‌নি—অমনি (তাহা দ্রঃ)।

অম্ব—১। আহ্বান; সম্বোধন; গমন। অ। ২। পিতা, শব্দ, বেদ। বি; পুং। ৩। জল; চক্ষু। বি; ক্লী। ৪। হে মাতঃ (অম্বা শব্দের সম্বোধন)। বি; স্ত্রী।

অম্বক—১। চক্ষুঃ, নেত্র। অম্ব্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। পিতা। অম্ব্+ঘঞ্ কর্ম +ক স্বার্থে। বি; পুং।

অম্বর—১। আকাশ, শূন্য; বস্ত্র; কুঙ্কুম; কার্পাস; অভ্রক ধাতু। অম্ব—রা+ক কর্তৃ। ২। তিমির অন্ত্রজাত গন্ধদ্রব্য বিঃ, ambergris; অম্বর দ্বারা সুগন্ধযুক্ত তামাক। <আ 'অম্বর্'। ৩। রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুরের প্রাচীন নাম [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি; ক্লী।

অম্বরচর আকাশবিহারী, নভশ্চর। অম্বরে চরে যে, উপতৎ; অম্বর—চর+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

অম্বরচারী (-চারিন্)—অম্বরচর, গগনবিহারী। অম্বরে চরে যে, উপতৎ; অম্বর—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অম্বরপুষ্প—আকাশকুসুম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অম্বরবিহারী (-হারিন্)—আকাশচারী, আকাশে ভ্রমণকারী। উপতৎ; অম্বর—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অম্বরমণি—সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বরযুগ—একজোড়া কাপড়; পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অম্বরলেখী (-লেখিন্)—অভ্রংলিহ, গগনস্পর্শী; অত্যুন্নত। অম্বর—লিখ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লেখিনী**।

অম্বরান্ত—আকাশ ও পৃথিবী যেখানে মিলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই বৃত্তাকার রেখা, চক্রবাল, horizon; বস্ত্রপ্রান্ত, অঞ্চল। অম্বরের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বরিষ, -রীষ—ভর্জনপাত্র, ভাজনাখোলা। অম্ব্+ইষন্, ঈষন্ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে (নিপা অরট্ আগম)। বি; ক্লী।

অম্বরী, অম্বুরী—অম্বর দ্বারা সুবাসিত ('—তামাক')। আ-সূ। বিণ।

অম্বরীষ—১। শিব; বিষ্ণু, সূর্য; বালক; কিশোর; অশ্বশাবক; অনুতাপ; আমড়াগাছ; নরক বিঃ। বি; পুং। ২। যুদ্ধ; আকাশ, অন্তরীক্ষ। অম্ব্+ঈষন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (নিপা অরট্-আগম)। বি; ক্লী। ৩। সূর্যবংশীয় রাজা বিঃ, জনৈক ঋষি, মান্ধাতার পুত্র; শুশ্রূকের পুত্র। বি; পুং।

অম্বরৌকাঃ (-কস্), (> -রৌকা)—দেবতা; আকাশবৎ উচ্চমেরুশৃঙ্গবাসী। অম্বর ওকঃ যাহার, বহু। বি; পুং।

অম্বল—১। অম্লরসবিশিষ্ট, টক। বিণ। ২। অম্লরসবিশিষ্ট ব্যঞ্জন; অম্লরোগ, অজীর্ণতা। <অম্ল। বি।

অম্বলে—অম্লরসবিশিষ্ট; অজীর্ণতারোগগ্রস্ত। অম্বল+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ।

অম্বষ্ঠ—১। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত জাতি বিঃ, চিকিৎসক জাতি, বৈদ্য; হস্তিপক, মাহুত। অম্বা—স্থা+ক কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। ২। পঞ্জাবের অন্তঃপাতী প্রাচীন দেশ বিঃ; পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ জাতি বিঃ। বি; পুং।

অম্বষ্ঠা, -ষ্ঠিকা—অম্বষ্ঠজাতীয়া নারী, বৈদ্যজাতীয়া স্ত্রী, জুঁইগাছ; নিমুই গাছ; আমরুলশাক; আমড়া; ব্রাহ্মীলতা, বামনহাটী। অম্ব—স্থা+ক কর্তৃ+আপ্; ২য় পক্ষে অম্বষ্ঠা+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

অম্বা—১। মাতা, দুর্গা; (নাট্য) প্রাচীনা ও মাননীয়া মহিলা। অম্ব্ (গমন করা) +ঘঞ্ কর্ম+আপ্। ২। (মহাভারত) কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অম্বালা—মাতা; দুর্গা; আকনাদি; পুদিনা। অম্ব—অল্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বালিকা—১। মাতা; দুর্গা। অম্বালা+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। (মহাভারত) কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা; পাণ্ডুর মাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অম্বিকা—১। মাতা; দুর্গা, দেবমাতা; জৈনদেবী বিঃ; কটুকী; অম্বষ্ঠা। অম্বা+কন্ স্বার্থে। ২। (মহাভারত) কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা; ধৃতরাষ্ট্রের মাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

অম্বিকানাথ, -পতি—শিব; (মহাভারত) বিচিত্রবীর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অম্বিকেয়—কার্তিকেয়; গণেশ; (মহাভারত) ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

অম্বু—১। জল; রক্তের জলীয় অংশ; লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান; ৪ এই সংখ্যা। বি; ক্লী। ২। কাঁটা আমরুল; বালা, একপ্রকার ওষধি। অম্ব্+উণ্ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

অম্বুকণ, -কণা—জলবিন্দু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

অম্বুকণ্টক—১। কুম্ভীর, কুমির; শৃঙ্গাটকবৃক্ষ, পানিফলের গাছ। বি; পুং। ২। শৃঙ্গাটক ফল, পানিফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অম্বুকিরাত—কুম্ভীর। অম্বুতে কিরাত (সদৃশার্থে), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অম্বুকীশ—শিশুমার, শুশুক। অম্বুতে কীশ (বানর—সদৃশার্থে), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অম্বুকূর্ম(র্ম্ম)—শিশুমার, শুশুক। অম্বুতে কূর্ম (সদৃশার্থে), ৭মীতৎ। বি; পুং।

অম্বুকেশর—১। ছোলঙ্গনেবু। অম্বুপূর্ণ কেশর যাহার, বহু। বি; ক্লী। ২। ছোলঙ্গনেবুর গাছ। অম্বুকেশর+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

অম্বুক্রিয়া—তর্পণ। অম্বুসাধ্য ক্রিয়া, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অম্বুঘন—জলের কঠিন রূপ, করকা, শিল, hail. বি; পুং।

অম্বুচর, -চারী (-চারিন্)—জলচর, জলবিহারী। উপতৎ; অম্বু—চর্+ট, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী, -চারিণী**।

অম্বুচামর—শৈবাল, শেওলা। অম্বুতে চামর (চামরসদৃশ), ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

অম্বুজ—১। জলজ, পদ্ম, বজ্র। বি; ক্লী। ২। চন্দ্র; হিজল বৃক্ষ। বি; পুং। ৩। শঙ্খ। বি, পুং বা ক্লী। ৪। জলজাত। উপতৎ; অম্বু—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অম্বুজনাভ—বিষ্ণু, পদ্মনাভ। অম্বুজ (পদ্ম) নাভিতে যাঁহার, বহু+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অম্বুজন্ম (-জন্মন্)—১। জলজ, পদ্ম। বি; ক্লী। ২। জলজাত। অম্বুতে জন্ম যাহার, বহু। বিণ (পুং ও স্ত্রীতে অম্বুজন্মা)।

অম্বুজা—লক্ষ্মী; পদ্মিনী। অম্বুজ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বুজাসন—ব্রহ্মা। অম্বুজ (পদ্ম) আসন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অম্বুজাসনা—লক্ষ্মী, পদ্মাসনা। অম্বুজ (পদ্ম) আসন যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বুতাল—শৈবাল, শেওলা। অম্বুতে তাল, ৭মীতৎ। বি, পুং।

অম্বুদ—১। জলদ, মেঘ; মুস্তক, মুথা ঘাস; অভ্রক ধাতু। বি; পুং। ২। জলদানকারী। অম্বু দান করে যে, উপতৎ; অম্বু—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অম্বুদাগম—১। মেঘাগম, মেঘোদয়।

অম্বুদের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বর্ষাকাল। অম্বুদের আগম যাহাতে (যে কালে), বহু। বি ; পুং।

অম্বুদানীক—জলদসমূহ, মেঘজাল। অম্বুদের অনীক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

অম্বুধর—জলধর, মেঘ। অম্বুর ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্বুধি—সাগর ; জলাধার ; ৪ বা ৭ সংখ্যা। উপতৎ ; অম্বু—ধা + কি কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অম্বুধিস্রবা—ঘৃতকুমারী। অম্বুধি—স্রু + অচ্ কর্ত্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুনাথ—অম্বুনিধি, সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্বুনিধি—তোয়নিধি, সাগর, সমুদ্র ; ৪ বা ৭ সংখ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্বুপ—১। জলেশ্বর, বরুণ ; শতভিষা নক্ষত্র ; চক্রমর্দক গাছ, চাকুন্দা গাছ। বি ; পুং। ২। জলপায়ী। উপতৎ ; অম্বু—পা + ক কর্ত্তৃ। বিণ।

অম্বুপতি—বরুণ ; সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্বুপত্রা—আমরুল শাক। বহু। বি ; স্ত্রী।

অম্বুপদ্ধতি—জলপ্রণালী, জলপ্রবাহ, জলস্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অম্বুপায়ী (-পায়িন্)—যে জলপান করে এমন, জলপানশীল। উপতৎ ; অম্বু—পা + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পায়িনী**।

অম্বুপ্রসাদ, -প্রসাদন—নির্ম্মলী ফল। অম্বু—প্র—ণিজন্ত সদ্ (= সাদি) + ঙ, অনট্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং, ক্লী।

অম্বুবাচি, -বাচী—আষাঢ়-কৃষ্ণপক্ষে মিথুনরাশিস্থ সূর্য্যের আর্দ্রানক্ষত্র-প্রথমপাদ-ভোগকাল [জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাংশে সূর্য যে বারে ও যে কালে মিথুন রাশিতে গমন করেন, তাহার পরের সেই বারে ও সেই সময়ে পৃথিবী রজঃস্বলা হন, অর্থাৎ সম্ভবতঃ বৃষ্টিপাতপ্রযুক্ত পৃথিবী রসযুক্তা হইয়া বীজাদি ধারণ অর্থাৎ শস্যাদি প্রসব করিবার উপযোগী হন ; ইহার নাম অম্বুবাচী। সাধারণতঃ আষাঢ় মাসের ৭ তারিখে ইহার আরম্ভ ও ১০ তারিখে সমাপ্তি হয়—(স্মৃতি)]। অম্বু—বচ্ + ণি কর্ত্তৃ, (২য় পক্ষে) + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাসিনী—১। পাটলা পুষ্প, পারুল ফুল। বি ; স্ত্রী। ২। জলে বাসকারিণী। বিণ।

অম্বুবাসী (-সিন্)—জলচারী, জলচর, জলে বাসকারী। উপতৎ ; অম্বু—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অম্বুবাসী—পাটলা বৃক্ষ, পারুল গাছ। অম্বুতে বাস যাহার, বহু + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাহ—১। মেঘ ; মুস্তক, মুথা ঘাস ; অভ্রক ধাতু। বি ; পুং। ২। বারিবহনকারী। উপতৎ ; অম্বু—বহ্ + অণ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহী**।

অম্বুবাহনী—জলসেচনী, জল সেঁচিবার ডোঙ্গা। উপতৎ ; অম্বু—বহ্ + ণিচ্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাহিনী—১। কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত জলসেচনপাত্র ; নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। জলবহনকারিণী। উপতৎ ; অম্বু—বহ্ + ণিন্ কর্ত্তৃ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অম্বুবাহী (-বাহিন্)—জলবহনকারী ; মেঘ। উপতৎ ; অম্বু—বহ্ + ণিন্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-হিনী**।

অম্বুবিম্ব—জলবুদ্বুদ, জলবিম্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

অম্বুবেতস—জলবেতস। অম্বুজাত বেতস, মধ্যপ কর্ম্মধা। বি ; পুং।

অম্বুভৃৎ—মেঘ ; মুস্তক, মুথা ; অভ্রক ধাতু। উপতৎ ; অম্বু—ভৃ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অম্বুমান্ (-মৎ)—১। কচ্ছ, কূল, নদীর তট ; জলবহুল স্থান। বি ; পুং। ২। জলবিশিষ্ট। অম্বু + মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

অম্বুমুক্ (-মুচ্)—জলধর, মেঘ ; মুথা। উপতৎ ; অম্বু—মুচ্ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অম্বুর—দ্বারাধঃকাষ্ঠ, গোবরাট। অম্বু—রা + ক বা রাজ্ + ড কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অম্বুরাশি—১। জলরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জলনিধি, সমুদ্র ["যথা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে"—মাইকেল]। অম্বুর রাশি যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

অম্বুরাশিবসনা — সমুদ্রপরিবৃতা ('—ধরা')। অম্বুরাশি বসন যাহার, বহু + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অম্বুরাশিরব—সাগরের ডাক, সমুদ্রতরঙ্গের গর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্বুরী—'অম্বরী' দ্রঃ।

অম্বুরুহ—পদ্ম, কমল। উপতৎ ; অম্বু—রুহ্ + ক কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

অম্বুরুহা—পদ্মিনী। অম্বুরুহ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুরুহিনী—পদ্মসমূহ। অম্বুরুহ + ইন্ সমূহার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুরোহিণী—নলিনী, পদ্মিনী। উপতৎ ; অম্বু—রুহ্ + ণিন্ কর্ত্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুলে—অম্লরোগী। <অম্বলে (বাংপ্র)। বিণ।

অম্বুসর্পিণী—জলৌকা, জোঁক। অম্বু—সৃপ্ + ণিন্ কর্ত্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুসেচনী—জলসেচনী, সিউনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অম্বূকৃত—নিষ্ঠীবনযুক্ত, থুৎকারযুক্ত। অম্বু + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= অম্বূ)—কৃ + ক্ত কর্ম্ম। বিণ।

অম্ভ্র—অম্ল, টক, অম্বল। অম্ব্ + র কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অম্ভঃ (অম্ভস্), (>অম্ভ)—জল ; 'বালা'-নামক ওষধি ; (জন্মলগ্ন) চতুর্থসংখ্যা ; (জ্যোতিষ) লগ্নাদি হইতে চতুর্থ রাশি ; (সাংখ্যমতে) নববিধ তুষ্টির মধ্যে প্রকৃত্যাখ্যা আধ্যাত্মিক তুষ্টি ; বৈদিক ছন্দ বিঃ। অম্ভি (শব্দ করা) + অসুন্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

অম্ভঃপতি—বরুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্ভঃসরণ, অম্ভস্সরণ—জলপ্রবাহ, জলস্রোত। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) সরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অম্ভঃসার, অম্ভস্সার—মুক্তা। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) সার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অম্ভঃসূ, অম্ভস্সূ—ধূম। অম্ভস্—সূ (উৎপাদন করা) + ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অম্ভোজ—১। পদ্ম, জলজ ; শর, নলখাগড়া ; বেত। বি ; ক্লী। ২। চন্দ্র ; সারসপক্ষী। বি ; পুং। ৩। শঙ্খ। বি ; পুং বা ক্লী। ৪। জলজাত। উপতৎ ; অম্ভস্—জন্ + ড কর্ত্তৃবা। বিণ।

অম্ভোজন্ম (-জন্মন্)—জলজ, কমল, পদ্ম। অম্ভে (অম্ভস্ শব্দ) জন্ম যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অম্ভোজন্মজনি—ব্রহ্মা। অম্ভোজন্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইতে জনি (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অম্ভোজন্মযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। অম্ভোজন্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অম্ভোজা—লক্ষ্মী। অম্ভোজ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্ভোজিনী—পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী ; পদ্মলতা ; পদ্মযুক্ত দেশ। অম্ভোজ (১) + ইন আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্ভোদ—জলধর, মেঘ ; মুস্তক, মুথা। উপতৎ : অম্ভস্—দা + ক কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অম্ভোধর—জলধর, মেঘ ; সমুদ্র ; মুস্তক, মুথা। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্ভোধি, -নিধি—সমুদ্র। অম্ভস্—ধা + কি অধি ; অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্ভোধিবল্লভ—প্রবাল। অম্ভোধি বল্লভ (প্রিয়) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অম্ভোযোনি—পদ্ম। অম্ভঃ (জল) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অম্ভোরাশি—১। জলরাশি। অম্ভের (অম্ভস্ শব্দ) রাশি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সমুদ্র। বহু। বি ; পুং।

অম্ভোরুহ—১। পদ্ম, জলজ। বি ; ক্লী। ২। সারস পক্ষী। বি ; পুং। ৩। জলজাত। অম্ভস্—রুহ্+ক কর্তৃ। বিণ।

অম্ময়—জলময় (ফেনাদি) ; জলরূপ (তীর্থ)। অপ্ (জল)+ময়ট্ তদ্রূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

অম্র—১। আম্রবৃক্ষ। বি ; পুং। ২। আম্র ফল, আম। অম্+র কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অম্রাত, -তক—১। আমড়া গাছ। বি ; পুং। ২। আমড়া ফল। অম্র—অত্ +অণ্ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে ; ২য় পক্ষে অম্রাত+ কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অম্ল—১। রস বিঃ, টক ; (সুশ্রুতমতে) ষড়্রসমধ্যে রস বিঃ ; উদরস্থ টক রস ; মাতুলুঙ্গবৃক্ষ ; কোকম্বীবৃক্ষ ; অম্লবেতস ; চুকা-পালং, টক পালং। বি ; পুং। ২। অম্লরস-যুক্ত, টক। বিণ। ৩। দধ্যম্ল, ঘোল। অম্+ ল বা ক্ল করণ সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লী।

অম্লক—১। মাদার গাছ, ডাঁফল গাছ ; লকুচ। বি, পুং। ২। ডেয়ো বা ডেফল। অম্ল+কন্ অল্পার্থে। বি ; ক্লী।

অম্লকাণ্ড—লবণতৃণ। অম্লনাশক কাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অম্লকেশর—বীজপূর, টাবা লেবু ; কলম্বা লেবু, গোঁড়ালেবু। অম্ল কেশরে যাহার, বহু। বি ; পুং।

অম্লগোরস—তক্র, ঘোল। গোজাত রস (দুগ্ধ), মধ্যপ কর্মধা ; অম্ল গোরস, কর্মধা। বি ; পুং।

অম্লচুক্রিকা—টকশাক ; আমরুল। অম্লা চুক্রিকা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অম্লচূড়—অম্লশাক, চুকাপালং। অম্লা চূড়া যাহার, বহু। বি, পুং।

অম্লজনক—১। অম্লকারক, অম্লোৎপাদক ; অজীর্ণরোগোৎপাদক। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা। ২। অম্লজান বাষ্প। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্লজম্বীর—অম্লনিম্বুক, গোঁড়ালেবু। অম্ল জম্বীর, কর্মধা। বি ; পুং।

অম্লজান—বর্ণহীন অদৃশ্য বাষ্প বিঃ [বিবিধ জাতব্যে 'অক্সিজেন' দ্রঃ]। অম্লে জান (জন্ম) যাহার, বহু। বি।

অম্লপঞ্চফল—অম্লরসযুক্ত পঞ্চপ্রকার ফল [কুল, দাড়িম্ব, তেঁতুল, চুকাপালং অথবা আমরুল, অম্লবেতস। (অন্যমতে) জম্বীর, নারঙ্গ, অম্লবেতস, তেঁতুল, টাবা লেবু]। পঞ্চ-ফলের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব—পঞ্চফল ; অম্ল পঞ্চফল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অম্লপনস—মাদার ; ডাঁফল। কর্মধা। বি ; পুং।

অম্লপিত্ত—রোগ বিঃ, অম্বলের পীড়া, অম্ল ও পিত্তের আধিক্যজনিত বদহজমের অসুখ। অম্লদূষিত পিত্ত যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

অম্লপিষ্ট—আমরুল শাক। বি ; স্ত্রী।

অম্লফল—১। তেঁতুল। অম্ল এমন ফল, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ। অম্ল ফল যাহার, বহু। বি ; পুং।

অম্লবতী—১। আমরুল। বি ; স্ত্রী। ২। অম্লরসবিশিষ্টা। অম্ল+মতুপ্ আছে অর্থে+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অম্লবর্গ—চাঙ্গেরী লকুচ অম্লবেতস জম্বীর বীজপুর নাগরঙ্গ দাড়িম্ব কপিত্থ (কয়েত বেল) অম্ল বীজাম্লক (চুক্র, আমরুল, তিন্তিড়ী) অম্লষ্ঠা কর্মমর্দক (কামরাঙ্গা) নিম্বুক— এই কয়টি অম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ। অম্ল-দিগের বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অম্লবাটক—আম্রাতক, আমড়া। অম্ল—বট (বেষ্টন করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

অম্লবাস্তুক—চুক্র, চুকাপালং। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অম্লবীজ—তিন্তিড়ী, তেঁতুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অম্লবৃক্ষ—তিন্তিড়ী, তেঁতুলগাছ। অম্লদায়ক বৃক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অম্লবেতস—টকপালং, চুকাপালং ; আমল-কুচি। অম্ল বেতস সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

অম্লমধু—টক ও মিষ্ট ব্যঞ্জন, গুড়-টক, টক মধু। অম্লযুক্ত মধু যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

অম্লমধুর—টক ও মিষ্ট, সামান্য টক ও অধিক মিষ্ট। অম্ল অথচ মধুর, কর্মধা। বিণ।

অম্লরস—১। অম্ল আস্বাদ, টক রস। অম্ল রস, কর্মধা। বি ; পুং। ২। অম্লস্বাদ-বিশিষ্ট, টক। অম্ল রস যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অম্ললোনি(ণি)কা, -লোণী(নী)— আমরুল শাক। অম্ল—লা (গ্রহণ করা)+ ক কর্তৃ=অম্লল ; ঊন (হীন)+ণিচ্ (ঊনি, নামধাতু=কমান)+ণক (অচ্) কর্তৃ= ঊনক, ঊন ; অম্ললের ঊনক, ঊন, কর্তৃ ১ম পক্ষে আপ্, ২য় পক্ষে ঈপ্ (নিপা বিকল্পে ণত্ব)। বি ; স্ত্রী।

অম্লশাক—বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ী, তেঁতুল ; চুক্র, টক পালং। অম্ল শাক যাহার, বহু। বি ; পুং।

অম্লসার—১। অম্লবেতস ; নিম্বুক, লেবু ; হিন্তাল। বি ; পুং। ২। কাঞ্জিক, কাঁজি। অম্ল সার যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অম্লহরিদ্রা—শটী ; আম-আদা। অম্লা হরিদ্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অম্লা—তিন্তিড়ী, তেঁতুল। অম্ল+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্লাক্ত—টক ; অম্লযুক্ত। অম্ল দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অম্লাঙ্কুশ—অম্লবেতস। অম্ল অঙ্কুশ, কর্মধা। বি ; পুং।

অম্লান—অমলিন, বিমল ; প্রফুল্ল ; অবিষণ্ণ ; অকুণ্ঠিত, দ্বিধাহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অম্লান-কুসুম—অবিশুষ্ক পুষ্প ; চিরপ্রফুল্ল কুসুম, যে ফুল কখনও শুকাইয়া যায় না ; (রূপকার্থে) অনিন্দ্যসুন্দরী নারী ; সহাস্য-বদনা নারী ; পরমেশ্বর। অম্লান কুসুম, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অম্লানবদনে, -মুখে—বিনা সংকোচে, কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ না করিয়া। অম্লান বদন, মুখ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অম্লানমুখ—প্রফুল্লমুখ। বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী।

অম্লানি—১। ম্লানতার অভাব, সতেজ-ভাব ; সবুজবর্ণ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। গ্লানিহীন ; প্রসন্ন ; নির্মল। বহু। বিণ।

অম্লিকা, -ম্লীকা—তেঁতুলগাছ ; পলাশী-লতা ; শ্বেতাম্লিকা ; ক্ষুদ্রাম্লিকা ; অম্লোদ্গার। অম্লা+ক স্বার্থে+২য় পক্ষে ই-কার দীর্ঘ। বি ; স্ত্রী।

অম্লী—তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ। অম্+ক্ল করণ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্লোটক—আমরুল শাক। বি ; পুং।

অম্লোদ্গার—অম্বল ঢেকুর, চোঁয়া ঢেকুর। অম্ল এমন উদ্গার, কর্মধা। বি ; পুং।

অয়—১। সৌভাগ্য, শুভাদৃষ্ট ; শুভদায়ক দৈব বা বিধি। ই (গমন করা)+অচ্ করণ। ২। দ্যূতক্রীড়ায় পাশকের গতি বিঃ। ই+অচ্ ভাব। ৩। নরক বিঃ। ই+অচ্ অধি। ৪। লাভ। ই+অচ্ কর্ম। বি ; পুং।

অয়ং—এই। সং ; কপ্র। বি বা বিণ।

অয়ঃ (অয়স্), **অয়**—লৌহ ; তীক্ষ্ণ লৌহ, ইস্পাত ; লৌহগঠিত বস্তু ; (বৈদিক সংহিতায় সায়নাচার্যের মতে) স্বর্ণ। ই+ অসুন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

অয়ঃকণপ—লৌহগুলিকাক্ষেপক অস্ত্র বিঃ ; বন্দুক। বি।

অয়ঃপিণ্ড—লৌহপিণ্ড, লোহার তাল। অয়ের (অয়স্ শব্দ) পিণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অযজ্ঞ—১। অপ্রশস্ত যজ্ঞ, অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ যজ্ঞ। ন (অপ্রশস্ত) যজ্ঞ, নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। যজ্ঞরহিত। বহু। বিণ।

অযজ্ঞিয়—১। যজ্ঞানর্হ, যজ্ঞের অনুপযুক্ত ; অপবিত্র, অমেধ্য। বিণ। ২। মাষকলায়। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অযজ্ঞীয়—অযজ্ঞসম্বন্ধীয়, যাহার সহিত যজ্ঞের কোন সম্বন্ধ নাই এমন ; অপবিত্র ; যজ্ঞের অনুপযুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অযত—অজিতেন্দ্রিয়, অসংযত ; যত্নহীন। নঞ্তৎ। বিণ

অযতী (-তিন্), **অযতি**—যতিভিন্ন অন্য ব্যক্তি ; ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি । নঞ্‌তৎ । বি , পুং বা বিণ । স্ত্রী, **-তিনী** ।

অযত্ন—১ । যত্নের অভাব, অনাদর, অবহেলা , অনায়াস । নঞ্‌তৎ । বি ; পুং । ২ । যত্নহীন । ন (নাই) যত্ন যাহার, বহু । বিণ ।

অযত্নকারী (-রিন্)—অবহেলা বা উপেক্ষাকারী ; তুল । উপতৎ ; অযত্ন—কৃ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-কারিণী** ।

অযত্নকৃত—যাহা যত্ন দ্বারা কৃত নয় এরূপ, বিনা চেষ্টায় সম্পন্ন, অযত্নসম্পন্ন, অনায়াস-সম্পাদিত । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযত্নজাত—অযত্নসম্ভূত (তাহা দ্রঃ) ।

অযত্নপালিত—অনাদরে প্রতিপালিত, যাহা যত্ন করিয়া পালিত হয় নাই এমন । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযত্নলব্ধ—যাহা বিনা চেষ্টায় পাওয়া গিয়াছে এমন । ৩য়াতৎ । বিণ ।

অযত্নলভ্য—সহজে প্রাপ্য, অনায়াসলভ্য । ৩য়াতৎ । বিণ ।

অযত্নসম্ভূত—যাহা যত্ন দ্বারা সম্ভূত নয় এরূপ, বিনা যত্নে উৎপন্ন, বিনা চেষ্টায় উৎপন্ন, স্বাভাবিক, অনায়াসসিদ্ধ । যত্নদ্বারা সম্ভূত, ৩য়াতৎ = যত্নসম্ভূত ; ন যত্নসম্ভূত, নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযত্নসাধ্য—সহজে সম্পাদনযোগ্য । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযত্নসিদ্ধ—বিনা চেষ্টায় কলিত সম্পন্ন বা সফলকাম । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযত্নসুলভ—অনায়াসে প্রাপ্য ; যাহা চেষ্টা ব্যতিরেকেই পাওয়া যায় এমন । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযথা—১ । মিথ্যা, অমূলক, অপ্রামাণিক ; অন্যায্য । অ , বিণ । ২ । অনুপযুক্তরূপে, অন্যায়রূপে ; মিছামিছি । ন যথা, নঞ্‌তৎ । অ , ক্রি-বিণ ।

অযথাকৃত—অনপযুক্তরূপে সম্পাদিত । অযথা কৃত, সুপ্ । বিণ ।

অযথাতথ—অযথার্থ, অনর্থক । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযথাপূর্ব—আগেকার মত নয় এমন । নঞ্‌তৎ । অ ।

অযথাবৎ—অনুচিতভাবে , অসম্যক । নঞ্‌তৎ । অ । [ক্রি-বিণ ।

অযথাভাবে—অসংগত উপায়ে । বহু ।

অযথাভূত—যাহা যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে এমন, যাহা অনেক অংশে ন্যূন বা দোষযুক্ত এরূপ ; অসম্পূর্ণ ; উদ্দেশ্যের বিপরীতার্থ প্রতিপাদক । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযথার্থ—অপ্রকৃত, অবাস্তব, অলীক, কৃত্রিম ; অসংগত ; মিথ্যা । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অয়ন—১ । পথ , সাধনার মার্গ ; স্থান, ভূমি ; যুদ্ধভূমি ; বাসস্থান, গৃহ । ই বা অয়্ + অনট্ অধি । ২ । উপায় ; পথ ; শাস্ত্র , ভাবসাধন গ্রন্থ ; যজ্ঞাদিক্রিয়ানুষ্ঠান-পদ্ধতি । ই বা অয়্ + অনট্ করণ । ৩ । আশ্রয়, অবলম্বন ; বিশ্রামস্থান । ই বা অয়্ + অনট্ কর্ম । ৪ । গমন, গতি ; উদ্ভব, জন্ম ; (জ্যোতিষ) বিষুবরেখা হইতে সূর্যের উত্তরে অথবা দক্ষিণে গমন [অয়ন দুইটি :—মাঘাদি ছয় মাস উত্তরায়ণ, এবং শ্রাবণাদি ছয় মাস দক্ষিণায়ন ; সূর্যের আপাতগতির পথে যে দুই বিন্দু নিরক্ষরেখা হইতে দূরতম তাহা, solstice ; ক্রান্তি (কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি) । ই বা অয়্ + অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

অয়নকাল—(জ্যোতিষ) সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের সময় । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

অয়নক্রান্তি—সূর্যের উত্তরে বা দক্ষিণে গতি, solstice. অয়নই ক্রান্তি, কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

অয়নচলন—যুদ্ধে গমন ; গৃহে যাত্রা ; পথে গমন ; (জ্যোতিষ) সৌর ও চান্দ্র আকর্ষণহেতু ক্রান্তিবৃত্ত-পথে খ-বৃত্তের বিন্দু-সমূহের পশ্চাদ্‌গতি, precession. ৭মীতৎ । বি ; ক্লী ।

অয়নবিন্দু—অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু বিষুব-রেখা হইতে চরম দূরবর্তী । বি ; পুং ।

অয়নবৃত্ত—(জ্যোতিষ) সূর্যসংক্রমণের গোলাকার পথ, ক্রান্তিবৃত্ত । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

অয়ন-মণ্ডল—(জ্যোতিষ) রাশিচক্র , রাশিচক্রস্থ সূর্যের দৃশ্যমান গমনীয় পথ, Zodiac. ৬ষ্ঠীতৎ । বি , ক্লী ।

অয়নসংক্রান্তি—সূর্যের উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের সমাপ্তি , কর্কট সংক্রান্তি ; মকর সংক্রান্তি । অয়নঘটিত সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

অয়নাংশ—(প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে) সূর্যের অয়নের (গতির বা ভ্রমণপথের) এক এক ভাগ [বিষুবরেখা হইতে উত্তর দিকে সুমেরু ও কুমেরু পর্যন্ত ভূভাগ ১৮০ কাল্পনিক ভাগে বিভক্ত করা হয়, এইগুলি সূর্যের গতির এক একটি অংশ প্রকাশ করে বলিয়া অয়নাংশ নামে অভিহিত হয়] । অয়নের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

অয়নান্ত—অয়নসংক্রান্তি (তাহা দ্রঃ) । অয়নের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

অয়নান্তপ্রদেশ—সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের গতির সীমানিরূপক রেখার মধ্যবর্তী স্থান, tropical region. অয়নান্ত-সংলগ্ন প্রদেশ, মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

অয়নান্তবৃত্ত—সূর্যের উত্তর-দক্ষিণ গতির সীমানিরূপক গোলাকার রেখা, tropics. [খ-বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে ২৩°২৮′ অক্ষাংশ অন্তরে অপর যে দুই বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়, সেই রেখাদ্বয় সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের সীমানিরূপক বলিয়া তাহাদের নাম অয়নান্তবৃত্ত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে উত্তর-দিকের রেখাটিকে উত্তরায়ণান্তবৃত্ত বা কর্কট-ক্রান্তি, Tropic of Cancer এবং দক্ষিণ-দিকের রেখাটিকে দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত বা মকর-ক্রান্তি, Tropic of Capricorn বলে] । অয়নের অন্ত (শেষ), ৬ষ্ঠীতৎ ; তৎপ্রকাশক বৃত্ত, মধ্যপ কর্মধা । বি ; ক্লী ।

অযন্ত্রিত—অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল ; অনর্গল । নঞ্‌তৎ । বিণ ।

অযশঃ (-শস্) (>-**যশ**)—অখ্যাতি, নিন্দা, দুর্নাম, অকীর্তি, অপযশঃ । নঞ্‌তৎ । বি ; ক্লী ।

অযশস্কর—অখ্যাতিজনক, যাহা যশঃ উৎ-পাদন করে না এমন, অকীর্তিকর । নঞ্‌তৎ । বিণ । স্ত্রী, **-রী** ।

অযশস্য—যাহাতে অপযশঃ হয় এরূপ, অখ্যাতিকর, অকীর্তিকর । ন যশস্য (যশঃসাধন), নঞ্‌তৎ । বিণ

অযশস্বী (-স্বিন্)—অপ্রসিদ্ধ, কীর্তিহীন । নঞ্‌তৎ । বিণ । স্ত্রী, **-স্বিনী** ।

অযশাঃ (-শস্) (>**অযশা**)—যশোহীন, খ্যাতিশূন্য । ন (নাই) যশঃ যাহার, বহু । বিণ ।

অয়স—লৌহ ; লৌহনির্মিত অস্ত্রাদি ; ইস্পাত ; লৌহবর্ম ; লৌহদ্বারা প্রস্তুত ঔষধাদি ; ধাতু । <অয়স্ । বি ।

অয়সাধার—লোহার সিন্দুক । অয়োনির্মিত আধার, মধ্যপ কর্মধা । বি ; ক্লী ।

অয়স্কঙ্কণ—লৌহবলয় ; হাতকড়া, hand-cuffs. অয়োনির্মিত কঙ্কণ, মধ্যপ কর্মধা । বি ; ক্লী ।

অয়স্কান্ত—১ । লৌহাকর্ষক মণি, চুম্বক-পাথর । অয়সের কান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ । ২ । কান্তিলৌহ । অয়োমধ্যে কান্ত, ৭মীতৎ । বি ; পুং ।

অয়স্কার—১ । লৌহকার, লোহা-পেটা কামার । উপতৎ ; অয়স্ কৃ + অণ্ কর্তৃ । ২ । জঙ্ঘার ঊর্ধ্বভাগ । অয়ঃসদৃশ কার (অর্থাৎ গঠন) যাহার, বহু । বি ; পুং ।

অয়স্কুম্ভ—লৌহময় ঘট, লৌহকলস, লোহার কলসী । অয়োনির্মিত কুম্ভ, মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

অয়স্পাত্র—লোহার পাত্র, কটাহ প্রঃ । অয়োনির্মিত পাত্র, মধ্যপ কর্মধা । বি ; ক্লী ।

অয়াঃ (অয়াস্), (>**অয়া**)—বহ্নি, অগ্নি । অয় বা ই + অস্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

অযাচক—অপ্রার্থী, যাচ্ঞাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যাচিকা**।

অযাচনীয়, -যাচ্য—অপ্রার্থনীয়, প্রার্থনার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযাচিত—১। অপ্রার্থিত; প্রার্থনা না করিয়া প্রাপ্ত; অনভ্যর্থিত। বিণ। ২। অপ্রার্থিত ভক্ষ্য দ্রব্য। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অযাচিতভাবে—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

অযাচ্য—'অযাচনীয়' দ্রঃ।

অযাজনীয়, -যাজ্য—যাজনপক্ষে শ্রুতি-স্মৃতিনিষিদ্ধ জাতিকর্মদুষ্ট, জাতিচ্যুত, যাহার পৌরোহিত্য করা উচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযাজ্যযাজন—নিষিদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান; পতিতদিগের পৌরোহিত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অযাজ্যযাজী (-যাজিন্)—যে অযাজ্য-যাজন করে এরূপ; পতিতদিগের পৌরোহিত্য-কারী, নিষিদ্ধ পৌরোহিত্যকারী। উপতৎ, অযাজ্য—যজ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিনী**।

অযাত্রা—অপ্রশস্ত যাত্রা, অনিষ্ট বা অশুভ যাত্রা; অশুভক্ষণে গৃহ হইতে বহির্গমন, যাত্রা না করা; যাত্রাকালে দৃষ্ট অশুভ চিহ্ন, যাত্রাকালীন অলক্ষণ। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অযাত্রিক—যাত্রার পক্ষে অনুপযুক্ত, যাহাতে যাত্রা করা শুভ নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অযাথার্থ্য—অযথার্থতা, অবাস্তবিকতা, অ-সত্যতা, কৃত্রিমতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অয়ান—স্বভাব; স্থিতি। ন—যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**অয়ানিক**।

অয়ি, অয়ে—প্রীতি বা স্নেহসূচক সম্বোধন, কোমল সম্বোধন ['অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী" —রবীন্দ্র]। ই+ই, এ করণ। অ।

অযুক্ (-যুজ্)—অযুগ্ম, বিযোড় সংখ্যা (১৩৫৭ ইঃ), অযোগকারী। ন—যুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অযুক্ছদ, অযুগ্মচ্ছদ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিমগাছ। অযুক্, অযুগ্ম ছদ যাহার, বহু। বি; পুং।

অযুক্ত—অসংলগ্ন, স্বতন্ত্র, পৃথক্; অন্যায্য, অনুচিত, অসংগত; যুক্তিবিরুদ্ধ; বিষয়াসক্ত-চিত্ততা হেতু কর্তব্যপালনে অনবহিত; অনিয়োজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুক্তি—অসদ্যুক্তি, কুপরামর্শ; বিয়োগ, সংযোগাভাব; (দর্শন) উপপত্তিবিহীনতা, অনুপপত্তি; অন্যায্যতা, অনুপযোগিতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অযুক্তিযুক্ত, -সংগ(ঙ্গ)ত, -সিদ্ধ—অনুচিত, অন্যায্য, যুক্তিবিরুদ্ধ, অযৌক্তিক। ন যুক্তিযুক্ত, যুক্তিসংগত, যুক্তিসিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুগ, -গল—বিযোড়, যুগ্মভিন্ন, বিষম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুগশর—পঞ্চশর, মদন, অনঙ্গ। অযুগ শর যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অযুগার্চি, অযুগ্মবাহ, অযুগ্মাচি—সপ্তাশ্ব, সূর্য। বহু। বি; পুং।

অযুগার্চিঃ (-র্চিস্), **অযুগার্চিঃ** (-র্চিস্)—অগ্নি। অযুগ হইয়াছে অর্চিঃ যাহার, বহু। বি; পুং।

অযুগ্ম—যাহা যুগ্ম নয় এরূপ, বিষম, বিজোড় ('—সংখ্যা'; যথা,—১৩৫৭ ইঃ); যাহা জোড়া নয় এরূপ, পৃথক্, স্বতন্ত্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুগ্মচ্ছদ, -পত্র, -পর্ণ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। অযুগ্ম ছদ, পত্র, পর্ণ যাহার, বহু। বি; পুং।

অযুগ্মশর—অযুগশর, পঞ্চশর, মদন। অযুগ্ম শর যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অযুত—১। দশসহস্র সংখ্যা। বি; স্ত্রী বা বিণ। ২। অসংযুক্ত, সংযোগশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযুতনায়ী (-নায়িন্)—চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ। উপতৎ; অযুত—নী+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

অযুদ্ধ—১। যুদ্ধ না করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। রণে অপটু। কপ্র। বিণ।

অযুদ্ধা—রণে অপটু। কপ্র। বিণ।

অয়ে—'অয়ি' দ্রঃ।

অয়েল—তৈল, তেল। <ইং 'oil'. বি।

অয়েল করা—যন্ত্রাদিতে তেল দেওয়া।

অয়েলক্লথ—তেলা কাপড় বিঃ। <ইং 'oil-cloth'. বি।

অয়েলপেপার—তেলা কাগজ, নকল নকশা ইঃ করিবার জন্য রসায়নদ্রব্য দ্বারা স্বচ্ছীকৃত কাগজ। <ইং 'oil-paper' বি।

অযোগ—১। যোগাভাব, বিচ্ছেদ, নায়ক-নায়িকার পরস্পর-বিচ্ছেদ; অননুরাগ; যোগ্যতাভাব, অসম্বদ্ধতা, অসম্ভাব্যতা; কঠিনোদ্যম, কষ্ট; কূটবিগ্রহ; বিরাগ, বিদ্বেষ; (বৈদ্যকশাস্ত্র) বমন-বিরেচনাদি-কারক ঔষধের প্রতিলোমপ্রবৃত্তি অথবা অপ্রবৃত্তি, (জ্যোতিষ-শাস্ত্র) প্রাণীদিগের অশুভসূচক যোগ বিঃ, কুযোগ; দুর্যোগ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অসংলগ্ন, বিযুক্ত। ন (নাই) যোগ যাহার, বহু। বিণ।

অয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে জাত জাতি বিঃ [ইহারা শাস্ত্রানুসারে অস্পৃশ্য নহে; কিন্তু আধুনিক জাতিদের মধ্যে ইহারা কোন্‌টি, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য]; উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি। অয়োবৎ (কঠিন) গো (বাক্য) যাহার, বহু+সমাসান্ত অচ্। বি; পুং।

অযোগবাহ—(ব্যাক) অনুস্বার বিসর্গাদি বর্ণ [অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটি বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত যুক্ত না হইয়া উচ্চারিত হয় না। এইজন্য উহাদিগকে অযোগবাহ বলে]। ন (নাই) যোগ (পাঠাদিরূপ সম্বন্ধ) যাহার, বহু; স্বস্বরূপ কার্য বাহন অর্থাৎ নিষ্পাদন করে এই অর্থে বহ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ; অযোগ অথচ বাহ, কর্মধা। বি; পুং। **অযোগবাহ বর্ণ**—ং ঃ।

অয়োগুড়, -গুল—লৌহগুলিকা, লোহার গুলি; লৌহচূর্ণাদিনির্মিত ঔষধগুটিকা। অয়োনির্মিত গুড়, গুল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অয়োগোলক—লৌহনির্মিত গোলাকার বস্তু; কামানের গোলা; বলবেয়ারিং-এর বল। অয়োনির্মিত গোলক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অযোগ্য—অনুপযুক্ত, অনুপযোগী; অক্ষম, অকর্মণ্য, অসমর্থ, অনুচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযোগ্যতা, -ত্ব—গুণহীনতা; যোগ্যতার অভাব, অনুপযুক্ততা, অনুপযোগিতা। অযোগ্য+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অযোগ্যন্মন্য—যে আপনাকে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে এরূপ। অযোগ্য—মন্+খশ্ (ম) কর্তৃ। বিণ।

অয়োগ্র—লৌহমুষল, ঢেঁকির মুষল; বাণাদি অস্ত্র; লৌহবদ্ধ মুদ্গর এবং লগুড়াদি; হাতুড়ি। অয়স্ অগ্রে যাহার, বহু। বি; ক্লী।

অয়োঘন—লৌহপিণ্ড; লোহার হাতুড়ি প্রঃ। অয়স্—হন্+অপ্ করণ। বি; পুং।

অযোত্র—১। যোত্রহীন, নিঃসম্বল, নির্ধন, দরিদ্র; যোতদড়িশূন্য ('—বলদ' প্রঃ)। ন (নাই) যোত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। যোত্রাভাব, সম্পত্তিহীনতা, নিঃস্বতা; যোতদড়ি না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অযোদ্ধা (-দ্ধৃ)—অরণকুশল; অপটু যোদ্ধা। নঞ্‌তৎ। বি, পুং বা বিণ।

অযোধ্য—অজেয়, দুর্ধর্ষ, যাহার প্রতিযোদ্ধা নাই এরূপ; যুদ্ধের অযোগ্য। ন যোধ্য (যুধ্+ণ্যৎ কর্ম), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযোধ্যা—১। অপরাজেয়া, দুর্ধর্ষা। অযোধ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তর-কোশলরাজ্যের রাজধানী [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। বি, স্ত্রী।

অযোধ্যানাথ, -পতি—শ্রীরামচন্দ্র, অযোধ্যার নৃপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অযোনি—১। যোনিভিন্নস্থান, স্ত্রীদিগের যোনিভিন্ন অন্য প্রদেশ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। অনাদিকারণ; অযোনিজ; আদিম; নিত্য; উৎপত্তিহীন। বিণ। ৩। ব্রহ্মা; মহাদেব; মুষল। ন (নাই) যোনি (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বি; পুং।

অযোনিজ—১। যাহা যোনি হইতে উৎপন্ন হয় নাই এরূপ, অগর্ভজাত [ন্যায়মতে অযোনিজ শরীর দুইপ্রকার :—স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। স্বেদজ, যেমন,—কৃমিদংশাদি ; উদ্ভিজ্জ, যেমন,—তরুগুল্মাদি। নারকীদিগের শরীরকেও অযোনিজ বলে। বর্তমান মতে কোন প্রাণীই অযোনিজ নহে]। বিণ। ২। ব্রহ্মা ; শিব ; পরমেশ্বর। যোনি হইতে জন্মে যাহা, উপতৎ ; যোনি—জন্+ড কর্তৃ—যোনিজ ; ন যোনিজ, নঞ্তৎ। বি : পুং।

অযোনিজা—১। সীতা, দ্রৌপদী। বি ; স্ত্রী। ২। অযোনিসম্ভূতা, অগর্ভজাতা। অযোনিজ (১)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভব—অযোনিজ, অগর্ভজাত। নঞ্তৎ। বিণ।

অযোনিসম্ভবা—১। অগর্ভজাতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। সীতা ; দ্রৌপদী। ন (হয় নাই) যোনি হইতে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভূত—১। ধৃষ্টদ্যুম্ন ; অগস্ত্য ; দ্রোণ। বি ; পুং। ২। যাহা যোনি হইতে উৎপন্ন হয় নাই এরূপ, অগর্ভজাত। যোনি হইতে সম্ভূত, ৫মীতৎ=যোনিসম্ভূত ; ন যোনিসম্ভূত, নঞ্তৎ। বিণ।

অয়োময়—লৌহঘটিত, লৌহনির্মিত। অয়স্+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

অয়োমল—লৌহমল ; লোহার মরিচা। অয়ের (অয়স্-শব্দ) মল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অয়োমুখ—১। লৌহাগ্র বাণ ; দানব বিঃ (কশ্যপের তৃতীয় পুত্র, দনুর গর্ভজাত) ; পর্বত বিঃ। বি ; পুং। ২। লৌহময়-মুখ-বিশিষ্ট। অয়ঃ মুখে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী, -মুখা** (অপ্রাণিবাচকের বিশেষণ হইলে)।

অয়োহৃদয়—১। নির্দয় অন্তঃকরণ, কঠিন হৃদয়। অয়ঃসদৃশ হৃদয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। নিষ্ঠুর, নির্দয়চিত্ত। বহু। বিণ।

অযৌক্তিক—অযুক্তিযুক্ত, যুক্তিবিরুদ্ধ, যুক্তিবহির্ভূত, অসংগত, অন্যায়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অযৌগিক—যাহা প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে সিদ্ধ নহে, অব্যুৎপন্ন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অযৌন—জননশক্তিহীন, জননযন্ত্রবিহীন, asexual. নঞ্তৎ। বিণ।

অর্—রেফ, র-কার ; অনুকার শব্দ ; অ, অরে। বাংপ্র। অ।

অর—১। চক্রের নাভি এবং নেমিতে সংযোজিত কাষ্ঠ, চাকার পাখি, spoke ; ব্যাসার্ধ, radius. ঋ+অপ্ করণ। বি ; ক্লী। ২। শীঘ্রগামী ; ক্ষিপ্রতা গুণ-বিশিষ্ট। বিণ। ৩। আশু, শীঘ্র, ক্ষিপ্রভাবে। ক্রি-বিণ। ৪। জৈনদিগের কালচক্রের দ্বাদশাংশ ; জৈনদিগের অষ্টাদশ তীর্থংকর ; শৈবাল ; পর্পটবৃক্ষ ; পাপড়ি ; ব্রহ্মলোকস্থিত সমুদ্রবৎ বৃহৎ সরোবর। ঋ+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অরক—শেওলা, শৈবাল ; পর্পটবৃক্ষ। ঋ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

অরক্ত—লোহিত বর্ণ, আরক্তিমত্ব। প্রা কপ্র। বি।

অরক্ষণীয়—যাহাকে রক্ষা করা যায় না বা উচিত নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অরক্ষণীয়া—যে কন্যা প্রঃকে আর অবিবাহিত রাখা অসংগত, যে কন্যার বিবাহ না দিয়া আর রাখা উচিত নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অরক্ষিত—যাহা রক্ষিত নয় এরূপ, যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নাই এরূপ, অপালিত, অপ্রতিপালিত ; অসক্ষিত, যাহা যত্নে রাখা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অরক্ষিতা (-তৃ)—অরক্ষক, অপালক। নঞ্তৎ। বি ; পুং বা বিণ।

অরক্ষ্য—অরক্ষণীয়। ন রক্ষ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অরগুণ—অমঙ্গল-হরণের গুণ। <হরগুণ। বি। **অরগুণ নাই বরগুণ আছে**—প্রবাদ দ্রঃ।

অরঘধ—আরগ্বধ, সোঁদালী। অরগ্—হন্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অরঘট্ট, -ঘট্টক—পাতকুয়া, ইঁদারা ; কূপ হইতে জল তুলিবার চক্রাকার যন্ত্র। অর—ঘট্+ঘঞ্ কর্ম বা করণ, ২য় পক্ষে+ক স্বার্থে। বি ; পুং।

অরঘট্টঘটিকা—কূপের পাড় ; কূপের দেয়ালের গর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অরঙ্গ—রঙ্গহীন। ন (নাই) রঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

অরজস্কা, -রজস্বলা—অনার্তবা, নগ্নিকা, যে বালিকার ঋতু হয় নাই এরূপ ; (অত্যধিক বয়স হেতু) যে রমণীর ঋতু বন্ধ হইয়াছে এরূপ। ন (নাই) রজঃ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত+আপ্ ; ২য় পক্ষে ন রজস্বলা, নঞ্তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অরজাঃ (-জস্) (>-রজা)—১। যে ঋতুমতী হয় নাই এরূপ বালিকা, নগ্নিকা। বি ; স্ত্রী। ২। রজোগুণকার্যহীন—অর্থাৎ কামক্রোধাদিরহিত ; রজোরহিত, ধূলিশূন্য, নির্মল। ন (নাই) রজঃ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; পুং বা স্ত্রী। স্ত্রী—**অরজাঃ**।

অরণ—১। যুদ্ধহীন। ন (নাই) রণ যাহার বা যেখানে, বহু। বিণ। ২। আশ্রয়, শরণ। ঋ+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

অরণি—১। ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ, অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। (বৈদ্যক) গণিকারিকাবৃক্ষ, গণিয়ারি গাছ ; ছুরালতা ; চকমকি পাথর, flint ; সূর্য ; অগ্নি। ঋ+অনি কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। পথ, মার্গ। ঋ+অনি করণ। বি ; স্ত্রী।

অরণী—অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ, যাহার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এরূপ কাষ্ঠ, অরণি। ঋ+অনি কর্তৃ+ঈপ্ বিকল্পে। বি ; স্ত্রী।

অরণীকেতু—গণিকারিকা বৃক্ষ, মহাগ্নিমন্থ বৃক্ষ। অরণীমধ্যে কেতু, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্য—১। বন, কানন, জঙ্গল। ঋ+অন্য অধি। বি ; ক্লী। **অরণ্যে রোদন**—হৃদয়হীনের নিকট দুঃখজ্ঞাপন, নিষ্ফল ক্রন্দন ; ব্যর্থ আবেদন। ২। কট্‌ফলবৃক্ষ ; শঙ্করাচার্যপন্থী পরিব্রাজক ব্রহ্মচারীদের দশটি উপাধির একটি। ঋ+অন্য কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। অরণ্যষষ্ঠী। কপ্র। বি।

অরণ্যক—বন। অরণ্য+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অরণ্যকদলী—গিরিকদলী, পাহাড়ী কলা। অরণ্যজাতা কদলী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যকার্পাসী—বনকাপাস। অরণ্য-জাতা কার্পাসী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যকাণ্ড—রামায়ণের তৃতীয় কাণ্ড বা পরিচ্ছেদ যাহাতে রামসীতার বনবাসের কথা আছে। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

অরণ্যকেলী—বনফুল। অরণ্যজাতা কেলী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যচটক—নাগর চড়ুই ; ছাতার পাখি। অরণ্যজাত চটক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যচন্দ্রিকা—বনজ্যোৎস্না ; (সদৃশার্থে) নিষ্ফল সজ্জা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যচম্পক—বনচাঁপা। অরণ্যের চম্পক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অরণ্যচর, -চারী (-চারিন্)—বনবিহারী, বনে ভ্রমণকারী ; বন্য। উপতৎ ; অরণ্য—চর্+ট, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী, -চারিণী**।

অরণ্যজ—বনোৎপন্ন, বন্য, বুনো। উপতৎ ; অরণ্য—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অরণ্যজাত—বন্য, বনোদ্ভব। ৭মীতৎ। বিণ।

অরণ্যজীর, -জীরক—বনজীরা। অরণ্য-জাত জীর, জীরক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যতুলসী—বনতুলসী। অরণ্যজাতা তুলসী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যদুহিতা—বনের মেয়ে, বনাঞ্চলের বালিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যধর্ম(র্ম্ম)—বানপ্রস্থধর্ম ; বন্যস্বভাব, জঙ্গল স্বভাব। অরণ্যোচিত ধর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যধান্য—নীবার, উড়িধান। অরণ্যজাত ধান্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যপাল—বনরক্ষক। উপতৎ ; অরণ্য—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃবা। বি ; পুং।

অরণ্যবহ্নি—দাবানল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্যবায়স—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। অরণ্যবিহারী বায়স, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যবাস—বনে অবস্থান, বনবাস ; বনস্থিত আশ্রম। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্যবাসী (-বাসিন্)—বনে অবস্থানকারী, বনবাসী। উপতৎ ; অরণ্য—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

অরণ্যভব—অরণ্যজ, বন্য। অরণ্যে ভব (উৎপন্ন), ৭মীতৎ। বিণ।

অরণ্যমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। অরণ্যবাসিনী মক্ষিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যময়—বনবহুল, বনে পরিপূর্ণ। অরণ্য+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

অরণ্যমার্জা(র্জা)র—বনবিড়াল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অরণ্যমুদ্গ—বনমুগ, ঘোড়ামুগ। অরণ্যজাত মুদ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যরক্ষক—বনরক্ষক, অরণ্যরক্ষাকারী কর্মচারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং বা বিণ।

অরণ্যরাট্ (-রাজ্)—ব্যাঘ্র ; সিংহ। বি ; পুং।

অরণ্য(ণ্যে)রুদিত—নিষ্ফল ক্রন্দন বা আবেদন। ৭মীতৎ, বিকল্পে অলুক্। বি ; ক্লী।

অরণ্যরোদন—ব্যর্থ আবেদন, হৃদয়হীনের নিকট দুঃখজ্ঞাপন। ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

অরণ্যশালি—নীবার, বনধান্য। অরণ্যজ শালি, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অরণ্যশুনী—নেকড়ে বাঘিনী, বৃকী। অরণ্যশ্বন্+ঙীপ্। বি, স্ত্রী। ('অরণ্যশ্বা' দ্রঃ।)

অরণ্যশূরণ—বন-ওল। অরণ্যজাত শূরণ (ওল), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যশ্বা (-শ্বন্)—বৃক, নেকড়ে বাঘ। অরণ্যবাসী শ্বা (কুকুর, সদৃশার্থে), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, বাঁটা-ষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী [সুন্দর সন্তানলাভ কামনায় রমণীরা এই দিনে এক হস্তে ব্যজন ধরিয়া অরণ্যে গমন করে এবং ফলমূলাদি আহার করিয়া ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করিয়া থাকে]। অরণ্যপূজ্যা ষষ্ঠী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যহরিদ্রা—বনহলুদ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যানী—মহাবন, বৃহৎ বন, অতি বিস্তৃত বন। অরণ্য+আনীপ্ মহদর্থে। বি ; স্ত্রী।

অরণ্যৌকাঃ (-কস্)—বনবাসী। অরণ্য ওকঃ যাহার, বহু। বিণ।

অরত—অপ্রবৃত্ত, অনাসক্ত ; অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ; উদাসীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অরতত্রপ—১। কুকুর। বি ; পুং। ২। রমণবিষয়ে নির্লজ্জ। ন (নাই) রতে (রমণ বিষয়ে) ত্রপা যাহার, বহু। বিণ।

অরতন—অনুরাগী, আসক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

অরতি—১। বিরক্তি, প্রীতিহীনতা, অননুরাগ ; উৎসাহহীনতা, জড়তা ; দুঃখ, ক্লেশ, ব্যথা, ঔৎসুক্য ; চিত্তের আকুলতা, উদ্বেগ, সুস্থতাভাব ; পিত্তরোগ বিঃ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ক্রোধ, কোপ ; ঘৃণা। ঋ+অতি ভাব। বি ; পুং। ৩। রতিশক্তিহীন ; নিরুৎসাহ ; প্রীতিরহিত। ন (নাই) রতি যাহার, বহু। বিণ।

অরতী—ঔৎসুক্য। প্রা কপ্র। বি।

অরত্নি—কনিষ্ঠাঙ্গুলিভিন্ন মুষ্টি ; কফোণি, কূর্পর, কনুই ; হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কেবল কনিষ্ঠা অঙ্গুলি বাহির করিয়া রাখিলে কনুই হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যে হস্ত বা দৈর্ঘ্যের পরিমাণ তাহা। ন (নাই) রত্নি যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

অরথিত—অর্থিত, যাচিত। কপ্র। বিণ।

অরন্ধন—১। পাকাভাব, রন্ধন না করা। নঞ্তৎ। ২। ভাদ্র সংক্রান্তির দিবসে পূর্বদিনে রন্ধন-করা খাদ্যগ্রহণপূর্বক পর্ব বিঃ। ন (নাই) রন্ধন যাহাতে (যে পর্বে), বহু। বি ; ক্লী।

অরপিত—অর্পিত, প্রদত্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

অরব—১। রবাভাব, শব্দহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। নিঃশব্দ, রবশূন্য, মূক। ন (নাই) রব যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ —অরবে ["বসেছে অরবে শাখে পাখী"—মাইকেল]।

অরবিন্দ—পদ্ম ; নীলপদ্ম ; রক্তোৎপল ; সারসপক্ষী ; তাম্র। অর—বিদ্+শ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অরবিন্দসুন্দর—পদ্মের ন্যায় অতিসুন্দর। অরবিন্দবৎ সুন্দর, উপমান কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-সুন্দরী**।

অরবিন্দাক্ষ—কমললোচন। অরবিন্দসদৃশ অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**।

অরবিন্দিনী—পদ্মিনী ; পদ্মযুক্ত দেশ। অরবিন্দ+ইন্ আছে অর্থে+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অরম—অপকৃষ্ট, গর্হিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অরমণীয়, -রম্য—অসুন্দর, অমনোহর, অনুৎকৃষ্ট ; বিশ্রী, কুৎসিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অররি—১। কবাট ; বংশকোষ, বাঁশের কপাট, আগড়। ঋ+অরন্ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। ২। ছদ, আবরণ, কোষ, খাপ। ঋ+অরন্ অধি। বি ; ক্লী। ৩। চামড়া কাটিবার ছুরি ; অস্ত্র। ঋ+অরন্ কর্তৃ। ৪। যুদ্ধ। ঋ+অরন্ ভাব। বি ; পুং।

অরুরু—১। শত্রু ["কে আছে সীতার আর এ অরুরুপুরে"—মাইকেল] ; অসুর বিঃ ; অস্ত্রভেদ। বি ; পুং। ২। চলিষ্ণু, গমনশীল ; হিংস্র। ঋ+অরু কর্তৃ। বিণ।

অরস—১। রসবিহীন, নীরস, শুষ্ক, কর্কশ ; বিস্বাদ। ন (নাই) রস যাহাতে, বহু। বিণ। ২। রসহীনতা ; স্বাদহীনতা। ন (অপ্রশস্ত) রস, নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অরসজ্ঞ—অরসিক, রসবোধশূন্য, বেরসিক। নঞ্তৎ। বিণ।

অরসিক—রসিকতা-বোধশূন্য, অরসজ্ঞ ; রসহীন, নীরস। নঞ্তৎ। বিণ।

অরহর—অড়হর ডাল। বাংপ্র। বি।

অরাজক—১। রাজশূন্য, যেখানে রাজা নাই এরূপ ; যেখানে প্রকৃত রাজশাসন না থাকায় যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে এরূপ ('—দেশ')। ন (নাই) রাজা যেখানে, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**। ২। অরাজকতা, রাজশক্তির অভাবে রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা। বাংপ্র। বি।

অরাজকতা—রাজ্যমধ্যে রাজ্যশাসনের অভাবজনিত বিশৃঙ্খলা। অরাজক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অরাজকতা-তন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—রাজার শাসন থাকা উচিত নয় এরূপ মনোভাববিশিষ্ট ব্যক্তি, anarchist. অরাজকতার তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং বা বিণ।

অরাতি—অরি, শত্রু। ন—রা+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অরাতিতপন, -বিনাশন—শত্রুপীড়ক, শত্রুনাশকারী, বিপক্ষদমনকারী, অরিন্দম। অরাতির তপন (পীড়ন), বিনাশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরাতিদমন—১। শত্রুদমন, বিপক্ষনাশ ; শত্রুনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। অরাতিবিনাশন। অরাতির দমন (দমনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরাতিভঙ্গ—অরিপরাভব, শত্রুপরাজয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অরাবণ—রাবণশূন্য ; যেখানে লঙ্কেশ্বর রাবণ নাই এমন। ন (নাই) রাবণ যেখানে, বহু। বিণ।

অরাম—রামশূন্য ["অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি"—মাইকেল]। ন (নাই) রাম যেখানে, বহু। বিণ।

অরাল—১। বক্র, কুটিল; নত। অর্—আ—রা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। ধুনা; মত্ত-হস্তী, মত্তহস্তী; বক্রহস্ত। ন—রা+ল কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

অরালা—১। মত্তস্বভাবা স্ত্রী; কুলটা, বেশ্যা। বি; স্ত্রী। ২। কুটিলা; নতা। অরাল +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অরি—শত্রু, বিপক্ষ; রথাঙ্গ, চক্র; কামাদি ছয় রিপু; বিট্‌খদির; (গণিত) ছয় সংখ্যা; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে ষষ্ঠস্থান; যে কুলীন ব্রাহ্মণের কুল ভঙ্গ হইয়াছে। ঋ+ই কর্তৃ। বি; পুং।

অরিঘ্নী—'অরিহা' (-হন্) দ্রঃ।

অরিত্র—নৌকার হাইল, দাঁড়; গমনসাধন বাহনাদি; রথাদির চক্র। ঋ+ইত্র করণ। বি; ক্লী।

অরিনন্দন—১। শত্রুর পুত্র। বি; পুং। ২। শত্রুর হর্ষবর্ধক, শত্রুর পক্ষে আনন্দ-জনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। উপতৎ; অরি—দম্ (দমন করা)+খ কর্তৃ। বিণ।

অরিন্দমী (-মিন্)—শত্রুদমনকারী, শত্রু-বিজয়ী। অলুক্ উপতৎ; অরিম্—দম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী**।

অরিমর্দ(র্দ্দ)—১। কাসমর্দবৃক্ষ, কাল-কাসন্দা। বি; পুং। ২। শত্রুতাপক, শত্রু-নাশক। উপতৎ; অরি—মৃদ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মর্দী**।

অরিমর্দ(র্দ্দ)ন—১। শত্রুদমনকারক, বিপক্ষবিনাশক। বিণ। ২। শত্রুদলন। বি; ক্লী। ৩। অর্জুনের নামান্তর; কৃষ্ণের নামান্তর। অরির মর্দন (বিদলনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরিমিত্র—শত্রুর বন্ধু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অরিমেদ, -মেদক—১। বিট্‌খদির; কৃমি বিঃ। অরি—মিদ+অচ্ কর্তৃ; অরিমেদ+ক স্বার্থে। ২। গুয়ে বাবলা। অরির (বিট্‌খদিরের) ন্যায় মেদ যাহার, বহু+বিকল্পে ক সমাসান্ত। বি; পুং।

অরিষড়্‌বর্গ—কামাদি ছয় রিপু। অরিদের ষড়্‌বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরিষ্ট—১। সূতিকাগৃহ, আঁতুড়ঘর; অন্তঃ-পুর, অবরোধগৃহ; দেবালয়; শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট; তক্র, ঘোল; মদ্য; মৃত্যুচিহ্ন; গুড়-মিশ্রিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিঃ। বি; ক্লী। ২। লশুনবৃক্ষ, রসুনগাছ; নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ; ফেনিলবৃক্ষ, রীঠাগাছ; কাক; কঙ্কপক্ষী, কাঁক পাখি; বৈবস্বতমনুর পুত্র (ইঁহার অন্য নাম নাভাগ); দানব বিঃ; অনিষ্টস্থানে স্থিত গ্রহ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ৩। নিপুণ, সমর্থ; অক্ষত; অমর; মৃত্যুহীন; মনোযোগী; নির্বিঘ্ন, শুভ। ন (নাই) রিষ্ট যাহার, বহু। বিণ।

অরিষ্টতাতি—মঙ্গলকর, সুখকর, শুভ-জনক। অরিষ্ট+তাতি। বিণ।

অরিষ্টদুষ্ট—সুরাপান দ্বারা বিকৃত; মরণ-চিহ্নকলুষিত; মৃত্যুভয়ে ভীত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অরিষ্টদুষ্টধী—মরণভীত-চিত্ত, যাহার মরণ-কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে এরূপ। অরিষ্টদুষ্টা ধী যাহার, বহু। বিণ।

অরিষ্টনেমি—কশ্যপপুত্র বিঃ; জৈন তীর্থংকর বিঃ। বি; পুং।

অরিষ্টসূদন—১। শ্রীকৃষ্ণ; বিষ্ণু। বি; পুং। ২। অরিষ্টনাশক। উপতৎ; অরিষ্ট—সূদি +অন কর্তৃ, অথবা, অরিষ্টের সূদন (সূদি+ অন কর্তৃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অরিষ্টা—১। দক্ষকন্যা (ইনি কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে চতুর্থী); কণ্টকীফলবৃক্ষ। ন (নাই) রিষ্ট যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নিপুণা ইঃ ('অরিষ্ট' দ্রঃ)। অরিষ্ট (৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অরিহা (-হন্)—১। শত্রুঘ্ন, শত্রুনাশক। বিণ। স্ত্রী—**অরিঘ্নী**। ২। সূর্য। অরি—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অরিহিংসক—শত্রুর অপকার-সাধক; বৈরিবিনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হিংসিকা**।

অরীতি—অনিয়ম, অপ্রথা, কুপ্রথা। ন রীতি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অরু- ১। লোহিতবর্ণ ("সুন্দর বদন চারু অরু লোচন"—বিদ্যা)। <অরুণ। বি বা বিণ। ২। আরও, অপর। প্রা কপ্র। বিণ।

অরুঃ (-স্), (>**অরু**)—১। সূর্য; রক্তখদির। বি; পুং। ২। ব্রণ, ক্ষত। বি; পুং বা ক্লী। ৩। মর্ম, সন্ধিস্থান। ঋ+উস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অরুক্ (-রুজ্)—নীরোগ, সুস্থ। ন (নাই) রুক্ যাহার, বহু। বিণ।

অরুগ্ণ—নীরোগ; সুস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরুচি—১। অপ্রীতি; অপ্রবৃত্তি; অনভি-লাষ, বিরাগ; অশ্রদ্ধা; রুচির অভাব; আহারে অপ্রবৃত্তি; সকল দ্রব্যেই বিতৃষ্ণা; আহারে অপ্রবৃত্তিরূপ রোগ বিঃ; (অলংকার-শাস্ত্র) বস্তুবৈরাগ্যরূপ স্মরদশা বিঃ। নঞ্-তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ইচ্ছাহীন; দীপ্তিহীন; বিতৃষ্ণা হেতু পরিত্যক্ত ('যমের—')। ন (নাই) রুচি যাহার, বহু। বিণ।

অরুচিকর—অপ্রবৃত্তিজনক; অপ্রীতিকর, অসন্তোষজনক। উপতৎ; অরুচি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অরুচিজনক—অরুচিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অরুচির—অহৃদ্য, অমনোহর, অসুন্দর; বিরক্তিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরুন্ধি—বেড়িয়া, জড়াইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অরুণ—১। নবোদিত সূর্য; সূর্যসারথি; শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; সূর্যবংশীয় ত্রিধন্বার পুত্র; চন্দ্রবংশীয় উরুক্ষনামা নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র; শাল্মলীদ্বীপস্থ ক্ষত্রিয়গণ; (সংগীত) রাগ বিঃ (ইহা কামাড়া, মল্লার ও নট—এই তিনটি রাগিণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন); কৃষ্ণলোহিতবর্ণ; কপিলবর্ণ; সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে প্রকাশমান রক্তিমা, উষারাগ; সন্ধ্যারাগ; কুষ্ঠ বিঃ; নিঃশব্দব্যক্তি, মূক, বোবা; পুন্নাগবৃক্ষ; গুড়; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। বি; পুং। ২। কপিলবর্ণ; রক্তবর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। কুঙ্কুম; সিন্দূর। ঋ+উনন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অরুণকমল—রক্তপদ্ম। অরুণ (২) এমন কমল, কর্মধা। বি; ক্লী।

অরুণজ্যোতিঃ (-তিস্) (>**জ্যোতি**)—সূর্যসারথির দীপ্তি; প্রভাতের আলো, প্রভাতসূর্যের দ্যুতি; রৌদ্র। অরুণের (১) জ্যোতিঃ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অরুণদ্যুতি, -প্রভা—উষার আলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অরুণনয়ন, -নেত্র—১। ঈষৎ রক্তবর্ণ লোচনবিশিষ্ট, আরক্তনয়ন। অরুণ (২) নয়ন, নেত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। রক্তবর্ণ নেত্র। অরুণ (২) নয়ন, নেত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

অরুণবসন—১। রক্তবস্ত্র, লোহিতবর্ণ বস্ত্র। অরুণ (২) বসন, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। রক্তবস্ত্রপরিহিত। অরুণ (২) হইয়াছে বসন যাহার, বহু। বিণ।

অরুণলোচন—১। রক্তনেত্র। বিণ। ২। পারাবত; কোকিল। অরুণ (২) লোচন যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। রক্তবর্ণ নেত্র। অরুণ লোচন, কর্মধা। বি; ক্লী।

অরুণসারথি—সূর্য। অরুণ (১) সারথি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অরুণা—১। অতিবিষা; শ্যামা; মঞ্জিষ্ঠা; ত্রিবৃতা, তেউড়ীগাছ; ইন্দ্রবারুণী; গুঞ্জা; মুণ্ডিতিকা; অপ্সরা বিঃ; প্লক্ষদ্বীপস্থ সাতটি নদীর মধ্যে সর্বপ্রধান নদী। অরুণ+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রক্ত-বর্ণা, লোহিতবর্ণা। অরুণ (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অরুণাগ্রজ—গরুড়। অরুণ অগ্রজ যাহার, বহু। বি; পুং।

অরুণাত্মজ—জটায়ুপক্ষী; সম্পাতিপক্ষী।

অরুণের (সূর্যসারথির) আত্মজ (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরুণানুজ, -অবরজ—গরুড়পক্ষী। অরুণের অনুজ, অবরজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অরুণাভ—লোহিত, রক্তিম। অরুণ (২) আভা যাহার, বহু। বিণ।

অরুণারুণ—নবোদিত সূর্যের ন্যায় লাল বর্ণ। অরুণবৎ অরুণ, উপমানতৎ। বিণ।

অরুণিত—অরুণীকৃত, রক্তবর্ণপ্রাপ্ত; নবোদিত সূর্যের লাল আলোয় রঞ্জিত; রাঙা, রাঙুল। অরুণ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অরুণিম—অরুণাভ, রক্তাভ। <অরুণিমা। বিণ।

অরুণিমা (-ণিমন্)—লৌহিত্য, রক্তিমা; গোলাপী আভা। অরুণ+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

অরুণোদয়—সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল, সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী দুই মুহূর্ত অর্থাৎ ৪দণ্ড কাল, প্রভাত, অভ্যুদয়। অরুণের উদয় যখন, বহু। বি; পুং।

অরুণোদয়-সপ্তমী—মাঘী শুক্লসপ্তমী- [এই তিথিতে অরুণোদয়কালে স্নান করিলে সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফললাভ এবং আয়ুর্বৃদ্ধি, আরোগ্য ও সম্পৎপ্রাপ্তি ঘটে]। অরুণোদয়স্থিতা সপ্তমী, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অরুণোপল—রক্তবর্ণ মণি বিঃ, পদ্মরাগমণি, চুনি। অরুণ (২) উপল, কর্মধা। বি; পুং।

অরুদ্ধ—অনাবদ্ধ, যাহাকে আটক করা হয় নাই এরূপ, অবাধিত; অবিঘ্নিত; মুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অরুদ্র—১। অনুগ্র, যাহা ভয়ংকর নহে এরূপ। বিণ। ২। অশিব, শিবভিন্ন অপর কেহ। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অরুন্তুদ—মর্মভেদী, অন্তরে অতিশয় পীড়াদায়ক; ক্লেশদায়ক; শ্রুতিকটু। অরুস্—তুদ্ +খশ্ কর্তৃ। বিণ।

অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী; দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও ধর্মের জ্যেষ্ঠা পত্নী, সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যবর্তী নক্ষত্র বিঃ। ন—রুধ্ +শতৃ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অরুন্ধতীজানি—বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী জায়া যাহার, বহু। বি; পুং।

অরুষ্ক—১। মর্মন্তুদ, পীড়াদায়ক। অরুস্ (মর্মস্থান)—কৈ (পীড়া দেওয়া)+ক কর্তৃ। বিণ। ২। ভেলা গাছ। বি; পুং।

অরুষ্কর—১। ভেলা গাছ, ভল্লাতক বৃক্ষ। বি; পুং। ২। ভল্লাতক, ভেলা ফল। বি; ক্লী। ৩। ব্রণজনক, ক্ষতকারক; ক্ষতসাধক। অরুস্—কৃ+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

অরুষ্ট—অক্রুদ্ধ; শান্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অরুহা—ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। নঞ্—রুহ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অরুংষিকা—রোগ বিঃ (এই রোগে মাথায় বহুমুখযুক্ত ব্রণ হয়), porrigo. বি; স্ত্রী।

অরূপ—রূপহীন, নিরাকার; কুৎসিত, বিসদৃশ। ন (নাই) রূপ (সৌন্দর্য) যাহার, বহু। বিণ।

অরূপরাশি—করণী, যাহার বর্গমূল ঘনমূল প্রঃ ঠিক বাহির হয় না এরূপ রাশি [যেমন √৬ √৯ (surds).]। অরূপ এমন রাশি, কর্মধা। বি; পুং।

অরূষ—নাগ বিঃ; সূর্য। ঋ+উষন্ কর্তৃ। বি; পুং।

অরে—ক্রোধজ্ঞাপক বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন; অনিষ্ট বা নিন্দা প্রকাশক শব্দ। ঋ+এ করণ। অ।

অরেরে—নীচ সম্বোধন, সক্রোধ আহ্বান ["অরেরে অরে দক্ষ, দেরে সতীরে।"—ভারত]। দ্বিরুক্ত 'অরে' শব্দের দ্রুত উচ্চারিত রূপ। অ।

অরোক—নিষ্প্রভ, দীপ্তিহীন; ছিদ্রশূন্য। ন (নাই) রোক যাহার, বহু। বিণ।

অরোগ—১। নীরোগ; রোগমুক্ত। ন (নাই) রোগ যাহার, বহু। বিণ। ২। রোগাভাব, স্বাস্থ্য। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অরোগী (-গিন্)—নীরোগ, স্বাস্থ্যবান্। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গিণী**।

অরোচক—১। রোগ বিঃ, অরুচিরোগ। বি; স্ত্রী। ২। অরুচিজনক, যাহা অন্নে স্পৃহা নষ্ট করে এরূপ, অপ্রীতিকর। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-চিকা**।

অরোধ্য—রোধের অযোগ্য, যাহা রুদ্ধ করিতে পারা যায় না এরূপ; অবাধ্য, দুর্দমনীয়, উচ্ছৃঙ্খল। নঞ্তৎ। বিণ।

অরোপিত—যাহা রোপণ করা হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অরোষ—১। ক্রোধহীন, অক্রুদ্ধ। ন (নাই) রোষ যাহার, বহু। বিণ। ২। ক্রোধের অভাব, ক্রোধহীনতা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অরৌদ্র ১। অভীষণ; অনুগ্র; রৌদ্রবিহীন, অরুদ্রসম্বন্ধীয়, যাহা রুদ্রের নহে এরূপ। বিণ। ২। রৌদ্রাভাব, আলোকাভাব, অনাতপ। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অর্ক—১। সূর্য; (জ্যোতিষ) রবিবার; স্ফটিকমণি; কিরণ, আলোক; আকন্দগাছ; তাম্র। অর্ক+অচ্ কর্তৃ। ২। ইন্দ্র; সুধী, পণ্ডিত; কবি; বিষ্ণু, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সর্বদর্শী, রামচন্দ্রের সেনাপতি বানর বিঃ। অর্চ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। নির্যাস, আরক। অর্ক্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

অর্ককান্তা—সূর্যপ্রিয়া, সংজ্ঞা বা ছায়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কচন্দন—রক্তচন্দন। অর্কবর্ণ চন্দন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অর্কজ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। উপপদ; অর্ক—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং। (সংস্কৃতে সর্বদা দ্বিবচনান্ত।)

অর্কতনয়, -নন্দন—কর্ণ, মনু; শনি; যম; সুগ্রীব, (সংস্কৃতে দ্বিবচনে) অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্কতনয়া—যমুনা; তপতী, তাপ্তী নদী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অর্কতাপত্তি—স্ফটিকভবন, crystallization. বি।

অর্ক-দুগ্ধ—আকন্দের আঠা (দেখিতে দুধের মত সাদা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অর্কনন্দন—'অর্কতনয়' দ্রঃ।

অর্কপত্র—১। আকন্দগাছ। অর্কবৎ (তীক্ষ্ণ) পত্র যাহার, বহু। বি; পুং। ২। আকন্দের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অর্কপত্রা—ঈশেরমূলবৃক্ষ, অর্কমূলা। অর্কসদৃশ পত্র যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্কপর্ণ—আকন্দবৃক্ষ। অর্কসদৃশ পর্ণ যাহার, বহু। বি; পুং।

অর্কপাদপ—নিম্ববৃক্ষ। অর্কপ্রিয় পাদপ (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অর্কপুষ্পিকা, -পুষ্পী—কুটুম্বিনীনামক বৃক্ষ; হলীফুলের গাছ। অর্কের পুষ্পের ন্যায় পুষ্প যাহার, বহু+আপ্; অর্কপুষ্পা+ক স্বার্থে; পক্ষে অর্কপুষ্প+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অর্কপ্রিয়া—রক্তজবাফুল; হুড়হুড়ে; পদ্মিনী, সূর্যপত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কফলা—রেফ্; টিকি; বাংপ্র। বি।

অর্কবৎসর, -বর্ষ—সৌরবৎসর, সূর্যের মেষাদি দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে তাহা। অর্কসম্বন্ধীয় বৎসর, বর্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, ক্লী।

অর্কবন্ধু, অর্কবান্ধব—বুদ্ধদেব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্কবিদ্যা—স্ফটিকমণিবিষয়ক তত্ত্ব। অর্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অর্কব্রত—১। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রঃ তিথিতে করণীয় সূর্যারাধনারূপ ব্রত। অর্কোদ্দিষ্ট ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। ২। প্রজাদিগের কর-আদায়স্বরূপ রাজাদিগের কর্তব্য কর্ম। অর্কসদৃশ ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অর্কভক্তা—আদিত্যভক্তা, হুড়হুড়িয়া গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কমণ্ডল—সূর্যমণ্ডল, রবিবিম্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি; ক্লী।

অর্করেতোজ—সূর্যতনয় রেবন্ত। অর্কের রেতঃ, ৬ষ্ঠীতৎ=অর্করেতঃ; উপপদ; অর্করেতস্—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অর্কসিদ্ধি—আরক প্রস্তুতকরণ। অর্কের (আরকের) সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ বি। স্ত্রী।

অর্কসুত, -সূনু—যম; শনি। অর্কের (সূর্যের) সুত, সূনু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্কসোদর—ঐরাবত হস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্কাশ্মা (-শ্মন্)—সূর্যকান্তমণি, চুনি। অর্কানুগত অশ্মা (প্রস্তর), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অর্কিড—একপ্রকার সুদৃশ্য পুষ্পবিশিষ্ট নানা-জাতীয় ছোট গাছ [যথা, রাস্না]; ভুঁই চাঁপার গাছ। <ইং 'orchid' বি।

অর্কোপল—সূর্যকান্তমণি, চুনি। অর্কানু-গত উপল (প্রস্তর), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অর্গল, -লা—খিল, হুড়কা; গোঁজ; প্রতি-বন্ধক, দেবীমাহাত্ম্যের পূর্বে পাঠ্য স্তোত্র বিঃ; কল্লোল। অর্জ্+কলচ্ করণ; ২য় পক্ষে অর্গল+আপ্। বি, ক্লী, স্ত্রী।

অর্গলিকা, -লী—ক্ষুদ্র অর্গল, হুড়কা। অর্গল+ঈপ্ ক্ষুদ্রার্থে, ১ম পক্ষে অর্গলী+ক স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্গলিত—অর্গলযুক্ত, খিল-দেওয়া। অর্গল +ইত যুক্তার্থে। বিণ। [বি।

অর্গ্যান—বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <ইং 'organ'.

অর্ঘ—১। মূল্য। অর্ঘ+ঘঞ্ করণ। ২। পূজা; পূজাবিধি। অর্হ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। পূজার উপকরণ বিঃ। অর্হ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

অর্ঘঘাস - গন্ধতৃণ বিঃ (ইহাতে সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত হয়)। বাংপ্র। বি।

অর্ঘভাক্ (-ভাজ্)—পূজ্য, মাননীয়। উপতৎ; অর্ঘ—ভজ্+ণ্বি কর্তৃ। বিণ।

অর্ঘার্হ—মূল্যবান্, দামী, পূজাযোগ্য, পূজনীয়। উপতৎ; অর্ঘ—অর্হ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্ঘ্য—১। পূজার সামগ্রী; পূজ্য ব্যক্তিকে সংবর্ধনার জন্য মাল্যাদি উপহার [দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তির পূজার নিমিত্ত আতপতণ্ডুল দূর্বা পুষ্প চন্দন ও জল এইগুলিকে পঞ্চাঙ্গ অর্ঘ্য বলে; দূর্বা আতপতণ্ডুল চন্দন পুষ্প জল লবঙ্গ জায়ফল ও কুশ—এইগুলি অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যদ্রব্য; অথবা জল ক্ষীর কুশাগ্র দধি ঘৃত তণ্ডুল তিল ও যব—এই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যদ্রব্য। পূর্বকালে যজ্ঞাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য ব্যক্তিকে আধুনিক মাল্যচন্দনদানের ন্যায় অর্ঘ্যদান করিবার প্রথা ছিল]; বনমধু। বি; ক্লী। ২। অর্ঘদান-যোগ্য, পূজনীয়, পূজ্য। অর্ঘ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অর্চ(র্চ্চ)ক—পূজক, পূজাকারক। অর্চ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-র্চিকা**।

অর্চ(র্চ্চ)ন—পূজা, সেবাদিপূজন। অর্চ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অর্চ(র্চ্চ)না—পূজা। অর্চ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্চ(র্চ্চ)নীয়—উপাস্য, পূজনীয়। অর্চ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অর্চা(র্চ্চা)—১। প্রতিমা। অর্চ্+অ অধি+আপ্। ২। পূজা। অর্চ্+অ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্চি(র্চ্চি), অর্চিঃ (-র্চিস্), **অর্চ্চিঃ** (-র্চ্চিস্)—জ্বালা, অগ্নিশিখা; তেজঃ, প্রভা; সূর্যকিরণ, অংশু; কৃশাশ্বের পত্নী (ইঁহার গর্ভে ধূমকেতুর জন্ম হয়)। অর্চ্+ইন্, ইস্ ভাব, কর্তৃ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অর্চি(র্চ্চি)ত—পূজিত, উপাসিত; মান্য; দীপ্ত। অর্চ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অর্চি(র্চ্চি)ষ্মান্ (-ষ্মৎ)—১। সূর্য; অগ্নি; দেবর্ষি বিঃ। বি; পুং। ২। তেজস্বী, দীপ্তিমান্, প্রজ্বলিত। অর্চিস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্মতী**।

অর্চি(র্চ্চি)সন্তান—আলোকতরঙ্গ, light-wave. অর্চির সন্তান (বিস্তার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [কর্ম। বিণ।

অর্চ্য(র্চ্চ্য)—পূজ্য, আরাধ্য। অর্চ্+ণ্যৎ

অর্জ(র্জ্জ)ক—অর্জনকারী, উপার্জক, রোজ-কারী। অর্জ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্জিকা**।

অর্জ(র্জ্জ)ন—উপার্জন, আয়; চেষ্টা দ্বারা লাভ। অর্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অর্জ(র্জ্জ)য়িতা (-য়িতৃ)—অর্জক, উপার্জন-কারী। অর্জ্+ণিচ্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**। [কর্ম। বিণ।

অর্জি(র্জ্জি)ত—উপার্জিত, লব্ধ। অর্জ্+ক্ত

অর্জু(র্জ্জু)ন—১। তৃতীয় পাণ্ডব ['চরিতাবলী' দ্রঃ]; অর্জুন গাছ; শ্বেত বর্ণ; রাগ বিঃ; তীর্থ বিঃ; জনৈক গন্ধর্ব; মাহিষ্মতী পুরীর নরপতি, গাভী, কুট্টিনী; ময়ূর, মাতার একমাত্র পুত্র। বি; পুং। ২। শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, **-না, -নী**। ৩। চোখের অশ্রুনিরোগ; তৃণ। অর্জ্+উনন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অর্জু(র্জ্জু)নচ্ছবি—শ্বেতবর্ণ, শুভ্র। অর্জুন ছবি যাহার, বহু। বিণ।

অর্জু(র্জ্জু)নদ্রুম—ককুভ বৃক্ষ, অর্জুন গাছ। অর্জুন-নামক দ্রুম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অর্জু(র্জ্জু)নধ্বজ—হনুমান্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্জু(র্জ্জু)নী—১। করতোয়া নদী, উষা, অনিরুদ্ধপত্নী; গাভী; কুট্টিনী। বি; স্ত্রী। ২। শ্বেতবর্ণা, শুভ্রা। অর্জুন+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

অর্জু(র্জ্জু)নোপম—১। অর্জুনসদৃশ, অর্জুনতুল্য। বিণ। ২। শাকবৃক্ষ, সেগুন-গাছ। অর্জুন উপমা যাহার, বহু। বি; পুং।

অর্ণ—১। অ-কারাদি বর্ণ, অক্ষর। বি; পুং বা ক্লী। ২। শাকগাছ; সেগুনগাছ। বি; পুং। ৩। জল। ঋ+ন কর্তৃ। বি; ক্লী।

অর্ণঃ (অর্ণস্), **অর্ণ**—জল, বারি। ঋ+অসুন্ কর্তৃ (ন-আগম এবং ণত্ব)। বি; ক্লী।

অর্ণজ—জলজাত; জল হইতে উৎপন্ন। উপ-তৎ; অর্ণ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অর্ণব—সমুদ্র, জলধি। অর্ণস্+ব আছে অর্থে (স-লোপ)। বি; পুং।

অর্ণবজ—১। সমুদ্রের ফেনা। বি, পুং বা ক্লী। ২। সমুদ্রজাত। উপতৎ; অর্ণব—জন+ড কর্তৃ। বিণ।

অর্ণবতরণি, -তরণী, -তরি, -তরী—জাহাজ। অর্ণবগামী তরণি, তরণী, তরি, তরী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্ণবনেমি—পৃথিবী; সাগরপ্রান্ত, সিন্ধু-প্রান্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্ণবপোত—সমুদ্রযান, জাহাজ। অর্ণব-গামী পোত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অর্ণবমন্দির—বরুণ। বহু। বি; পুং।

অর্ণবযান—সমুদ্রপোত, জলযান, জাহাজ অর্ণবগামী যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অর্ণবপুষ্প—মেঘ; আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

অর্ণবোদ্ভব—চন্দ্র; অমৃত; অগ্নিজার বৃক্ষ। অর্ণব (সমুদ্র) উদ্ভব যাহার, বহু। বি; পুং।

অর্ণোদ—মেঘ; মুস্তা, মুথা। উপতৎ; অর্ণস্—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অর্ণোদ্ভব—১। শঙ্খ, শাঁখ। বি; পুং। ২। জলে উৎপন্ন। অর্ণে (অর্ণস্ শব্দ) ভব, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্ত(র্ত্ত)ন—নিন্দা, অপবাদ। ঋত্+অনট ভাব। বি; ক্লী।

অর্তি(র্ত্তি)—১। পীড়া, যাতনা। অর্দ্+ক্তি ভাব। ২। ধনুকোটি, ধনুকের অগ্রভাগ। অর্দ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

অর্তি(র্ত্তি)ক—১। আসকে পিঠা। বি; পুং। ২। পীড়াযুক্ত, ব্যাধিযুক্ত। অর্তি+কণ্ আছে অর্থে। বিণ।

অর্তি(র্ত্তি)কা—১। (নাট্যে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বি; স্ত্রী। ২। পীড়িতা। অর্তিক +আপ্। বিণ।

অর্থ—১। প্রার্থনা; অভিলাষ; প্রয়োজন; প্রকার, প্রণালী; নিবৃত্তি। অর্থ্+অচ্ ভাব। ২। ধন, ঐশ্বর্য; টাকাকড়ি; সরকারী তহবিল, finance; ধর্মার্থকাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গমধ্যে ঐহিকমঙ্গলনিমিত্ত সৌভাগ্য; বস্তু, পদার্থ, ধনাদি দ্রব্য; মধু-পর্কাদি পদার্থ। অর্থ+অচ্ কর্ম। ৩। শব্দের অভিধেয়, শব্দের প্রতিপাদ্য, 'মানে'। ঋ+থন্ কর্ম সংজ্ঞার্থে। [অলংকারশাস্ত্রে অর্থ

ত্রিবিধ ; যথা,—বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য। অভিধা অর্থাৎ ব্যাকরণ, অভিধান, ব্যবহার প্রঃ দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাকে বাচ্য বলে ; লক্ষণা অর্থাৎ বাচ্যার্থের বাধা ঘটিলে তদ্বিষয়ক অন্তার্থপ্রতিপাদিকাশক্তি দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাকে লক্ষ্য বলে ; এবং ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ভিন্ন অন্তার্থ-প্রকাশিকা শক্তি দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাকে ব্যঙ্গ্য কহে। যথা, বাচ্যার্থ ;—বৃক্ষ, জল, মনুষ্য ইঃ, ইহারা ইহাদের প্রতিপাদ্য অর্থেরই সূচনা করে। লক্ষ্যার্থ ;—দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যা উৎসন্ন হইয়াছে। এখানে 'উড়িষ্যা' শব্দে একটি দেশ বুঝাইতেছে ; ইহাই উড়িষ্যা শব্দের বাচ্যার্থ ; কিন্তু দুর্ভিক্ষে একটা দেশ বিলুপ্ত হইয়া যায় না, সেখানকার লোকগুলিই মরিয়া যায়। অতএব, এখানে বাচ্যার্থের বাধা ঘটায় ঐ অর্থসংযুক্ত অপর একটি অর্থ, অর্থাৎ 'তদ্দেশবাসী' বুঝাইতেছে। ব্যঙ্গার্থে, —তোমার সোনার দোয়াত কলম হউক ; এই বাক্যের ব্যঙ্গার্থ, তোমার সৌভাগ্যলাভ হউক ; এখানে বাচ্যার্থ সোনায় প্রস্তুত দোয়াত বা কলম লাভ করা ; কিন্তু তাহা বক্তার অভিপ্রেত নহে। সেইরূপ এই অর্থের সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অর্থ, অর্থাৎ লক্ষ্যার্থও অনভিপ্রেত। এইস্থানে সৌভাগ্যলাভরূপ আশীর্বাদই বক্তার অভিপ্রেত, এইজন্য ইহা ব্যঙ্গার্থ।] ৪। স্বরাজ্যের রক্ষা এবং পররাজ্যের অনুসন্ধানাদিরূপ রাজনীতি ; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি ; অভীষ্ট বা কাম্য বস্তু। ঋ+থন্ কর্ম। ৫। কারণ, হেতু, নিমিত্ত। ঋ+থন্ করণ। ৬। তাৎপর্য ; তত্ত্ব ; সত্য ; বিষয় ; জ্ঞানবিষয়, ইন্দ্রিয়বিষয় ; সমর্থন ; প্রকাশ ; ফল ; সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ; হিত, কল্যাণ ; কার্য ; (ব্যবহার-শাস্ত্র) অভিযোগাদি, বিবাদবিষয়, নালিশ ; লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান। অর্থ+অচ্ কর্মাদি-বাচ্যে। ৭। ধর্মের পুত্র (দক্ষকন্যা ক্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন)। বি ; পুং।

অর্থকর—প্রয়োজনোপযোগী, উদ্দেশ্যসাধক, কার্যকারক ; অর্থপ্রদ, ধনপ্রদ, উপার্জনসাধক। উপতৎ ; অর্থ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী** [**অর্থকরী বিদ্যা**—যে বিদ্যা দ্বারা ধন উপার্জন করা যায়]।

অর্থকষ্ট, -কৃচ্ছ্র—ধনকষ্ট, ধনাভাবজনিত দুর্দশা ; দুরূহবিষয়ে কার্যাকার্যজিজ্ঞাসা। অর্থবিষয়ক কষ্ট, কৃচ্ছ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্থকাম—১। ধনস্পৃহা, অর্থাকাঙ্ক্ষা। অর্থে কাম, ৭মীতৎ। বি ; পুং। ২। ধনাভিলাষী, অর্থগৃধ্নু। উপতৎ ; অর্থ—কামি+ণ কর্তৃ, অথবা অর্থে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মা**।

অর্থকামী (-মিন্)—অর্থাভিলাষী, অর্থগৃধ্নু। উপতৎ ; অর্থ—কম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কামিনী**।

অর্থকারক—ব্যাখ্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অর্থকার্শ্য—দারিদ্র্য, টাকা কমিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অর্থকৃচ্ছ্র—'অর্থকষ্ট' দ্রঃ।

অর্থকোবিদ—কর্মসম্পাদনপটু কার্যসাধনে তৎপর। ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থক্রম—প্রয়োজনমত ক্রমনির্ধারণ, ক্রম-নিরূপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থক্লেশ—অর্থকষ্ট, ধনাভাবজনিত কষ্ট। অর্থবিষয়ক ক্লেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অর্থগরীয়ান্ (-গরীয়স্)—অর্থের গৌরবে গৌরবযুক্ত ; ভাববিশিষ্ট, ভাবময়। অর্থ দ্বারা গরীয়ান্, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গরীয়সী**।

অর্থগৃধ্নু—ধনলোভী, ধনলুব্ধ, কৃপণ। অর্থকে গৃধ্নু (লোভী), ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থগৃহ—অর্থভাণ্ডার, ধনকোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অর্থগৌরব—অর্থের গুরুত্ব ; ভাবের উচ্চতা, তাৎপর্যের গভীরতা ; ধনগরিমা, অধিক-অর্থলাভজনিত গর্ব। অর্থগত গৌরব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অর্থগ্রহ—তাৎপর্যবোধ, অর্থবোধ, মানে বুঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অর্থগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—ধনগ্রহণকারী, ভাববোদ্ধা, তাৎপর্যের বোদ্ধা। উপতৎ ; অর্থ —গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

অর্থঘ্ন—১। অর্থের অপব্যয়কারী, ধননাশক। উপতৎ ; অর্থ—হন্+ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্না**। ২। অর্থনাশজনক। উপতৎ ; অর্থ —হন্+টক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**।

অর্থচিন্তন, -চিন্তা—উপার্জনচিন্তা ; টাকার ভাবনা ; স্বরাজ্যরক্ষা ও পররাজ্যানুসন্ধানরূপ রাজকার্যচিন্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অর্থচেষ্টা—ধনের নিমিত্ত চেষ্টা ; ব্যাখ্যার জন্য চেষ্টা। ৪র্থীতৎ। বি, স্ত্রী।

অর্থজ—অর্থহেতুক, ধনহেতুক। উপতৎ ; অর্থ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। [বিণ।

অর্থজনক—আয়প্রদ ; লাভজনক। ৬ষ্ঠীতৎ।

অর্থজাত—১। বস্তুসমূহ ; বিষয়সমূহ ; ধনরাশি ; পুরুষার্থসমূহ ; অভিধেয়ত্রয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। ধনহেতুক, ধন হইতে উৎপন্ন। ৫মীতৎ। বিণ।

অর্থজ্ঞ—প্রয়োজনব্যুৎপন্ন ; জ্ঞানী, মর্মবিৎ। উপতৎ ; অর্থ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অর্থজ্ঞাপক—ভাবদ্যোতক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অর্থতঃ (-তস্) (>**অর্থত**)—বস্তুতঃ, ফলতঃ ; অর্থাৎ ; কারণে ; ধনলাভের উদ্দেশ্যে ; পুরুষার্থবশে। অর্থ+তস্ (৩য়া-স্থানে)। অ।

অর্থতত্ত্ব—প্রকৃত বিষয়, যাথার্থ্য, স্বরূপ ; অর্থশাস্ত্র, ধনবিজ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থতত্ত্বজ্ঞ—অর্থনীতিবিশারদ, ধনবিজ্ঞানে পারদর্শী। উপতৎ ; অর্থতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা)+ক কর্তৃ। বিণ।

অর্থদ—ধনদ, অর্থকর ; বদান্য ; কৃপাপরায়ণ। উপতৎ ; অর্থ—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অর্থদণ্ড—জরিমানা, বৃথা অর্থব্যয়। ৩য়াতৎ। বি, পুং।

অর্থদাতা (-দাতৃ)—ধনদানকারী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অর্থদান—টাকা দেওয়া, ধনদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অর্থদায়ক—'অর্থদ' (সকল অর্থে)। অর্থের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

অর্থদূষণ—অপব্যয় ; পরধনের অপহরণ, দেয় অর্থের অপ্রদান ইঃ ; রাজাদিগের ক্রোধাদি অষ্টপ্রকার ব্যসনমধ্যে ব্যসন বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অর্থদোষ—শব্দ প্রতিপাদ্যের হীনতা, (অলংকারশাস্ত্র) কাব্যাপকর্ষসাধক অপুষ্টতা দুষ্ক্রমতা প্রঃ দোষ। অর্থঘটিত দোষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অর্থন—প্রার্থনা, যাচ্ঞা। অর্থ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অর্থনা—প্রার্থনা, যাচ্ঞা। অর্থ+অন ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী।

অর্থনাশ—ধনক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অর্থনীতি—অর্থব্যবহারবিষয়ক নিয়ম, ধন-বিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব, অর্থবিদ্যা, economics. অর্থবিষয়িণী নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অর্থনীতিজ্ঞ, -নীতিবিদ্—অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উপতৎ ; অর্থনীতি—জ্ঞা (জানা)+ক, বিদ (বিদিত থাকা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্থপতি—ধনাধিপ, কুবের ; অর্থশালী, ধনী, রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অর্থপর—ধনলোভী, ধনোপার্জনে আসক্ত ; কৃপণ, ব্যয়ভীত। অর্থ পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহু। বিণ।

অর্থপরায়ণ—অতিশয় অর্থপ্রিয়, অর্থই যাহার পরম পদার্থ এরূপ, ধনাসক্ত। অর্থ পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বনীয় বস্তু) যাহার, বহু। বিণ।

অর্থপাল—ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ ; খাজাঞ্চী, treasurer. উপতৎ ; অর্থ—পালি+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অর্থপিপাসা—ধনাকাঙ্ক্ষা, অর্থলাভে প্রবল আগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থপিপাসু—ধনলিপ্সু, অর্থলুব্ধ, ধন-লোভী। ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থপিশাচ—যে ন্যায়ান্যায় ধর্মাধর্ম বিচারে বিমুখ হইয়া যে-কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন

করে এরূপ, অত্যন্ত ধনলোভী। অর্থ-বিষয়ে পিশাচ, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থপ্রদ—অর্থপ্রদানকারী ধনদ; লাভজনক। উপতৎ, অর্থ—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অর্থপ্রয়োগ—বৃদ্ধির মানসে বাণিজ্যাদিতে অর্থের নিয়োগ, ব্যবসায়ে টাকা খাটানো কুসীদব্যবহার মহাজনি, তেজারতি; ধান্যাদি ফসল বাড়ি দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থপ্রাপ্তি—বিত্তলাভ; ধনলাভ অর্থার্জন; প্রয়োজনসিদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ,

অর্থবণ্টন—ধন ভাগ করিয়া বিতরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থবন্ধ—বস্তুসম্পর্ক, বিষয়সংসর্গ; প্রবন্ধ, সন্দর্ভ; তাৎপর্যের মিল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থবল—ধনবল। অর্থজাত বল, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্থবাদ—গুণকীর্তন, প্রশংসা, স্তুতিবাদ; নিন্দাবাদ; ব্যঞ্জনা; বিশেষ তাৎপর্যযুক্ত উক্তি; সাভিপ্রায় উক্তি [ইহা দ্বিবিধ, যথা,—স্তুত্যর্থবাদ, নিন্দার্থবাদ]; বেদের ব্রাহ্মণভাগের একাংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থবান্ (-বৎ)—অর্থশালী, ধনী, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন; সার্থক, অর্থযুক্ত; উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। অর্থ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অর্থবিজ্ঞান—শব্দার্থজ্ঞান, শব্দশক্তিগ্রহ; অর্থশাস্ত্র, অর্থনীতি, ধনবিজ্ঞান। অর্থবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্থবিৎ (-বিদ্)—শব্দার্থজ্ঞ, অর্থজ্ঞানবান্; তত্ত্বজ্ঞ; আয়ব্যয়বিষয়ক-শাস্ত্রজ্ঞ; জ্ঞানী; কার্যাভিজ্ঞ। উপতৎ; অর্থ—বিদ (বিদিত থাকা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্থবিদ্যা—ধনের উৎপত্তি রক্ষা প্রসার ইঃ বিষয়ক বিদ্যা, economics. অর্থবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্থবিনিয়োগ—অর্থপ্রয়োগ, ধনব্যবহার, ব্যবসায়ে বা সুদে টাকাকড়ি খাটানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থবিরোধ—তাৎপর্যের অসামঞ্জস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থবৃদ্ধি—ধনের আধিক্য, সম্পদের আতিশয্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থবেত্তা (-বেতৃ)—অর্থজ্ঞ, ভাবগ্রাহী, তাৎপর্যগ্রহণে সমর্থ; অর্থনীতিজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

অর্থ-বৈকল্য—কথার ফাঁকি; ব্যপদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থ-বৈলক্ষণ্য—অর্থান্তর; ভিন্ন অর্থ; তাৎপর্যের পার্থক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থবোধ—অভিধেয়জ্ঞান, তাৎপর্যগ্রহণ, মানে বুঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থব্যবহার—ধনপ্রয়োগ; প্রয়োজনীয় বিষয়ে টাকাকড়ি খরচ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র—অর্থশাস্ত্র, অর্থনীতিশাস্ত্র। অর্থব্যবহারবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্থব্যয়—ধনব্যয়, টাকাকড়ি খরচ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থভাক্ (-ভাজ্)—অর্থভাগী, ধনভাগী। অর্থ—ভজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্থভাগী (-ভাগিন্)—১। অর্থসেবী, অর্থভাক; তাৎপর্যবিশিষ্ট। উপতৎ; অর্থ—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। ২। অংশীদার, অর্থের ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্থভাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

অর্থভাগ্য—ধনলাভের সৌভাগ্য টাকাকড়ি পাওয়ার কপাল। অর্থবিষয়ক ভাগ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অর্থভাণ্ডার—ধনভাণ্ডার, তহবিল, অর্থগৃহ, ধনাগার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অর্থভেদ—অর্থ বুঝিতে পারা, অর্থের মীমাংসা; অর্থের পার্থক্য, তাৎপর্যের ভেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থমন্ত্রক—সরকারী ধনের ব্যবস্থাকারী মন্ত্রিদপ্তর, finance ministry. অর্থবিষয়ক মন্ত্রক, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্), **-সচিব**—সরকারী টাকাকড়ির বিলি ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, Finance Minister. অর্থবিষয়ক মন্ত্রী, সচিব, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অর্থলাভ—অর্থপ্রাপ্তি, টাকাকড়ি পাওয়া, অর্থগ্রহ, তাৎপর্যবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থলালসা, -লিপ্সা—ধনাকাঙ্ক্ষা, অর্থের প্রতি একান্ত আগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থলিপ্সু—ধনলাভেচ্ছু, অর্থাকাঙ্ক্ষী। ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থলুব্ধ—ধনলুব্ধ, অর্থগৃধ্নু, ধনলোভী। ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থলোভ—ধনস্পৃহা, ধনলিপ্সা, অর্থলালসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থলোভী (-লোভিন্)—অর্থগৃধ্নু, অর্থপিপাসু, অর্থের প্রতি একান্ত আসক্তিবিশিষ্ট। অর্থলোভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লোভিনী**।

অর্থলোলুপ—অর্থলোভী, অর্থগৃধ্নু। ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থশালী (-শালিন্)—ধনী, অবস্থাপন্ন। অর্থ দ্বারা শালিত (শোভিত) হয় যে, উপতৎ; অর্থ—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

অর্থশাস্ত্র—অর্থসম্বন্ধীয় শাস্ত্র; কৌটিল্য প্রণীত রাজ্যশাসনবিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ; বৃহস্পতি শুক্রাচার্য প্রঃ প্রণীত নীতিশাস্ত্র; কৃষিশাস্ত্র; ধনবিজ্ঞান; শিল্পশাস্ত্র [বৃহস্পতিপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে দণ্ডনীতি বর্ণিত আছে। অর্থশাস্ত্র নানাবিধ—নীতিশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সূপকারশাস্ত্র, চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্র ইঃ। চাণক্য প্রঃ মহাত্মারা ঐ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন]। অর্থবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অর্থশাস্ত্রঘটিত—অর্থনীতিঘটিত, নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত। অর্থশাস্ত্র দ্বারা ঘটিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থশাস্ত্রজ্ঞ—অর্থনীতিবিদ. অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত। উপতৎ; অর্থশাস্ত্র—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অর্থশাস্ত্রবিৎ (-বিদ্), **-বিশারদ**—ধনবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। উপতৎ; অর্থশাস্ত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে অর্থশাস্ত্র বিশারদ, ৭মীতৎ। বিণ।

অর্থশাস্ত্রী (-স্ত্রিন্)—অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত। অর্থশাস্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

অর্থশুচি—ধর্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জনকারী; সৎভাবে অর্থব্যয়কারী। অর্থে শুচি (নির্মলচরিত্র), ৭মীতৎ। বিণ। বি, **-শৌচ**।

অর্থশূন্য—অর্থহীন, তাৎপর্যরহিত; নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, বৃথা; নিঃস্ব, দরিদ্র; অসম্বল; অকৃতকার্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থশৌচ—ধনব্যাপারে সাধুতা, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাউখুড়ি; ধর্মপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জন। অর্থে (অর্থবিষয়ে) শৌচ (শুদ্ধি), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থশ্লোক—শ্লোকের অর্থাবলম্বনে রচিত শ্লোক। অর্থসূচক শ্লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অর্থসংক(ঙ্ক)ট—টাকাকড়ির অভাবজনিত দুরবস্থা; মর্মগ্রহণে অক্ষমতা হেতু বিপদ্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থসংগ(ঙ্গ)ত—যাহার মানে হয় এমন; অর্থবিশিষ্ট। অর্থের সহিত সংগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থসংগ(ঙ্গ)তি—আর্থিক সচ্ছলতা, উত্তম আর্থিক অবস্থা; আয় অনুসারে ব্যয়, যথার্থ তাৎপর্যজ্ঞান, ঠিক মানে বুঝা; মানের মিল, অর্থসৌষ্ঠব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থসংগ্রহ—ধনাহরণ, ধনসঞ্চয়, টাকাকড়ি যোগাড় করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অর্থ-সংস্থান, -সংস্থিতি—অর্থসংগ্রহ, ধনসঞ্চয়; সংগতি; ধন উপার্জন করিয়া রাখা; টাকাকড়ি জমা করা; আয় অপেক্ষা

ধার অল্প করিয়া টাকা জমানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, স্ত্রী।

অর্থসচিব—'অর্থমন্ত্রী' দ্রঃ।

অর্থসঞ্চয়—ধনাহরণ, টাকাকড়ি যোগাড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থসমস্যা—অর্থসংকট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থসমাধান—তাৎপর্য ঠিক করা ; মর্ম-নিরূপণ ; সিদ্ধান্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থসাধন—১। ধনপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা, ধনার্জন-প্রচেষ্টা ; প্রয়োজনসিদ্ধকরণ। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা দিয়া প্রয়োজনসিদ্ধি বা অর্থলাভ হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অর্থসাপেক্ষ—যাহা টাকাকড়ির উপর নির্ভরশীল ; ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অর্থসামর্থ্য—আর্থিক ক্ষমতা, ধনবল। অর্থ বিষয়ক সামর্থ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্থসার—শ্রেষ্ঠ ধন ; সারার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অর্থসাহায্য—ধন দান দ্বারা সহায়তা, টাকাকড়ি দিয়া উপকার করণ। ৩য়াতৎ। বি, স্ত্রী।

অর্থসিদ্ধ—১। কৃতকার্য। অর্থবিষয়ে সিদ্ধ, ৭মীতৎ। ২। অর্থদ্বারা সম্পন্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থসিদ্ধি—ইষ্টসিদ্ধি, প্রয়োজনসিদ্ধি ; সফলতা, সিদ্ধার্থতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থস্পৃহা—ধনাকাঙ্ক্ষা, অর্থলালসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অর্থহর—উত্তরাধিকারী, পৈতৃক-ধনগ্রাহী, ধনাধিকারী, ধনাপহরণকারী। উপতৎ ; অর্থ—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্থহানি—ধনক্ষয়, অর্থনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থহীন—নিরর্থক, ব্যর্থ ; নির্ধন, নিঃস্ব ; উদ্দেশ্যবিহীন ; যাহার মানে নাই এমন, তাৎপর্যহীন ; দুর্বোধ্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থহ্রাস—টাকাকড়ি কমিয়া যাওয়া, ধন-ক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থাগম—ধনপ্রাপ্তি, বিত্তলাভ, ধনাগম আয়, উপার্জন। অর্থের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ বি ; পুং।

অর্থাৎ—অর্থবশতঃ, তাৎপর্যবশতঃ, তাৎপর্যাধীন ; ফলতঃ, বস্তুতঃ, ইহার মানে এই অর্থ+৫মী-স্থানে আৎ। অ।

অর্থাধিকার—টাকাকড়ি থাকা, অর্থের অধিকার ; অর্থাধ্যক্ষ, ধনরক্ষক। অর্থের অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থাধিকারী (-কারিন্)—ধনস্বামী, ধনের মালিক ; ধনী, ধনবান্ ; অর্থাধ্যক্ষ ; অর্থের অধিকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী -কারিণী।

অর্থানুকূল্য—আর্থিক সহায়তা ; টাকা-কড়ি দিয়া সাহায্য। অর্থদ্বারা আনুকূল্য, ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থান্তর—অপর অর্থ, দ্বিতীয় অর্থ ; অন্য-বিধ তাৎপর্য ; অর্থভেদ, উদ্দেশ্য-ভেদ ; অন্য কারণ প্রকার বস্তু বা বিষয় ; (ন্যায়) পূর্ব বাক্যের পোষকতা করে না এমন কিছু বলা, উপযুক্ত অর্থ উপেক্ষা করিয়া অসম্বদ্ধ অর্থের সিদ্ধান্ত। অন্য অর্থ, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

অর্থান্তর-ন্যাস—কাব্যের অলংকার বিঃ [ইহাতে সামান্য দ্বারা বিশেষের, বিশেষ দ্বারা সামান্যের, কার্য দ্বারা কারণের এবং কারণ দ্বারা কার্যের সমর্থন করা হইয়া থাকে। যথা,—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"
—কৃষ্ণচন্দ্র।

এখানে বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন হইতেছে]। অর্থান্তরের ন্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থান্তরাক্ষেপ—অর্থালংকার বিঃ [ইহাতে অন্য অর্থ দ্বারা প্রকৃত অর্থের যেন প্রতিষেধ হইয়া থাকে। যথা,—'হে রাজন্! আপনার বিক্রম ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াও শান্ত হইতেছে না,—ইহা অতিশয় বিচিত্র। অথবা, উদ্দীপ্ত অগ্নির তৃপ্তি কোথায় দৃষ্ট হয় ?"—এখানে অগ্নির তৃপ্ত্যভাবরূপ অর্থান্তর দ্বারা প্রকৃত বিষয় 'বিক্রমের' যেন প্রতিষেধ হইতেছে, অতএব উক্ত অলংকার হইল]। অর্থান্তর দ্বারা আক্ষেপ, ৩য়াতৎ। বি, পুং।

অর্থান্বিত—অর্থবিশিষ্ট ; চরিতার্থ, উদ্দেশ্য যুক্ত ; ধনশালী। অর্থ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অর্থাপত্তি—(মীমাংসামতে) সুতরাং প্রাপ্তি ; সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রাপ্তি ; অনুমান বিঃ ; (ন্যায়মতে) ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তি জন্য অনুমান ; অনুক্ত অর্থের সিদ্ধি ; কাব্যালংকার বিঃ [এক অর্থ দ্বারা অপরার্থের উপলব্ধি হইলে তাহাকে অর্থাপত্তি কহে। যথা,—

"মুক্তাবলী রমণীর আলিঙ্গনভরে,
বিলুণ্ঠিত হয় তার পয়োধর'পরে।
তাদের এ দশা যদি, কোথা যাই বল।
কন্দর্পের দাস মোরা সদাই চঞ্চল।"

এখানে 'মুক্তাবলী' শব্দের অর্থ মুক্তাহার (মুক্তার আবলী) এবং মুক্ত জনসমূহ। মুক্তাবলীরই যখন এই দশা, তখন কামাক্ত জনগণের ত কথাই নাই। এই স্থানে প্রথমার্থ দ্বারা দ্বিতীয়ার্থের উপলব্ধি হইতেছে]। অর্থের (অনুক্ত বিষয়ের) আপত্তি (সিদ্ধি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থারি—নিঃস্ব, দীনদরিদ্র। কপ্র। বিণ।

অর্থার্থী (-র্থিন্)—অর্থান্বেষী, ধনপ্রার্থী। অর্থের অর্থী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

অর্থিক—১। নিদ্রিত রাজগণের জাগরণার্থে নিযুক্ত স্তুতিপাঠকাদি, বৈতালিক। বি ; পুং। ২। যাচক, ভিক্ষুক। অর্থিন্+কন্ কুৎসিতার্থে। বিণ।

অর্থিত—প্রার্থিত, যাচিত ; জিজ্ঞাসিত। অর্থ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অর্থিতা, -ত্ব—অর্থীর ভাব বা ধর্ম ; প্রার্থনা ; অভিলাষ ; ইচ্ছা। অর্থিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি, স্ত্রী, ক্লী।

অর্থী (-র্থিন্)—১। প্রার্থী, যাচক, ভিক্ষুক ; অভিলাষী, ভৃত্য, সহায়, সহচর, বিচারালয়ে অভিযোগকারী, বাদী। অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বি, পুং বা বিণ। ২। ধনস্বামী, ধনের মালিক। অর্থ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

অর্থীয়—অর্থবিষয়ক ; বিষয়ক, সম্বন্ধীয় অর্থ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অর্থে—নিমিত্তে। অর্থ+ডে কর্তৃ। অ।

অর্থেপ্সু—ধনলোভী, অর্থলিপ্সু। অর্থকে ঈপ্সু, ২য়াতৎ। বিণ।

অর্থোদ্ভেদ—রহস্যোদ্ভেদ, জটিল বিষয়ের অর্থ নিরূপণ, interpretation. অর্থের উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অর্থোপমা—(অলংকার) একপ্রকার উপমা যাহা তুল্য সদৃশ সমান ইঃ শব্দ অথবা বৎ প্রত্যয় দ্বারা সূচিত হয়। অর্থগত উপমা, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অর্থোপার্জ(র্জ্জ)ন বিত্তলাভ, পরিশ্রম দ্বারা ধনলাভ, ধনসংগ্রহ। অর্থের উপার্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অর্থ্য—১। ন্যায্য, যুক্তিসংগত। অর্থ+যৎ সাধু অর্থে। ২। অর্থযুক্ত, সপ্রয়োজন। অর্থ+যৎ অনপেত অর্থে। ৩। বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত। অর্থ+যৎ যোগ্যার্থে। ৪। প্রার্থনীয়, জিজ্ঞাসা-যোগ্য। অর্থ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অর্দ(র্দ্দ)ন—১। প্রার্থনা, যাচ্ঞা ; পীড়া ; রণ, হিংসা, হনন। অর্দ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লী। ২। পীড়ক, নাশক, হন্তা। অর্দ্+অন কর্তৃ। বিণ।

অর্দি(র্দ্দি)ত—১। প্রার্থিত, পীড়িত, হত। অর্দ্+ক্ত কর্ম। ২। গত। অর্দ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। বায়ুরোগ বিঃ, মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত, facial paralysis. অর্দ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)—১। অংশ, একদেশ, খণ্ড। বি ; পুং। ২। সমান অর্ধাংশ, ঠিক অর্ধেক। ঋধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ঘঞ্ করণ। বি ; ক্লী। ৩। দুইভাগে বিভক্ত। ঋধ্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)ক—অর্ধ, আধ। অর্ধ+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। [উক্তি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)কথন—অসম্পূর্ণ কথন, অসম্পূর্ণ

অর্ধ(র্দ্ধ)কথিত—অসম্পূর্ণভাবে কথিত, অর্ধেক উক্ত। অর্ধরূপে কথিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)কৃত—দ্বিখণ্ডিত দুই ভাগে বিভক্ত, দ্বিধা বিভক্ত। অর্ধ কৃত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)গঙ্গা—কাবেরী নদী [যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা অর্ধরূপে কাবেরী নামে তদীয় কন্যা হন ; ইহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্ধফল হয় ; এই জন্য কাবেরীর নাম অর্ধগঙ্গা হইয়াছে]। গঙ্গার অর্ধ, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)গুচ্ছ—আধগোছা ; চতুর্বিংশতি-গুচ্ছ হার, চব্বিশনর হার। গুচ্ছের অর্ধ, একদেশী। বি ; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)গ্রস্ত—গ্রহণকালে অর্ধপরিমাণে আবৃত ('—সূর্য', '—চন্দ্র') ; আংশিকভাবে আচ্ছন্ন। অর্ধভাবে গ্রস্ত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)গ্রাস—অর্ধকবল, আধগাল ; গ্রহণ-সময়ে চন্দ্র সূর্যের অর্ধাংশের অদর্শন। অর্ধ যে গ্রাস, কর্মধা। বি ; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)ঘটিকা—আধঘণ্টা। ঘটিকার অর্ধ, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)চক্র—১। অর্ধেক চক্র, আধখানা চাকা। চক্রের অর্ধ, একদেশী। বি ; পুং। ২। আধখানা চাকার মত বাঁকা, আধবাঁকা, আংশিকভাবে বাঁকা। অর্ধচক্র (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)চন্দ্র—চন্দ্রের অর্ধ, চন্দ্রখণ্ড ; চন্দ্র-কলা (দ্বিতীয়া, তৃতীয়ার চন্দ্র) সদৃশ বৃত্তাংশ, crescent ; (তৎসদৃশার্থে) ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক ; অর্ধচন্দ্রাকৃতি অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণ ; গলাভরণ বিঃ ; স্ত্রীলোকদিগের ললাটদেশে অর্ধচন্দ্রাকার তিলক ; (কামশাস্ত্র) অর্ধ-চন্দ্রাকার নখক্ষত, (অপরাধীকে গলা ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার সময় করতলের আকৃতি অর্ধচন্দ্রের মতন হয় বলিয়া) গলাধাক্কা ; (অর্ধচন্দ্রচিহ্নিত বলিয়া) মুসলমানদের জাতীয় পতাকা ["ঘূর্ণিল একাকী, হস্তস উজ্জ্বল যবনের অর্ধচন্দ্র"—নবীন সেন] ; অর্ধচন্দ্রাকৃতি সৈন্যব্যূহ ; (নাট্যশাস্ত্রে) আঙ্গিকাভিনয়ে যাহাতে পতাক হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত থাকে তাহা। চন্দ্রের অর্ধ, একদেশী। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)চন্দ্র-কপাটিকা—(শারীরবিদ্যা) হৃদয়ের দক্ষিণ নিলয়ের যে ছিদ্রপথটি ফুসফুসের ধমনীর পথে বর্তমান তাহা, semilunar valve. **অর্ধ(র্দ্ধ)চন্দ্র-তারকা**—তুরস্কের জাতীয় পতাকার চিহ্ন ; (তদনুকরণে) ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় চিহ্ন।

অর্ধ(র্দ্ধ)চন্দ্রাকার, -চন্দ্রাকৃতি—আধ-খানা চাঁদের মত চেহারাযুক্ত, অর্ধগোলাকার ; চন্দ্রকলাসদৃশ, crescent shaped. অর্ধ-চন্দ্রের আকারের ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)চোলক—বক্ষাবরণ, কাঁচুলি। চোলের (বস্ত্র বিঃ) অর্ধ, একদেশী+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)জরতীয়-ন্যায়—বাদী ও প্রতি-বাদীর উক্তি সকলের কিছু অংশ গ্রহণ এবং কিছু অংশ অগ্রহণ করিবার বিষয়ে যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিঃ (ফলতঃ ইহাতে সম্পূর্ণ উক্তিটিই অর্থহীন হয়)। [ইহার গল্পটি এইরূপ,—এক বৃদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের একটি অল্পবয়স্কা দুগ্ধবতী গাভী ছিল। সাংসারিক ক্লেশ ঘটায় তিনি ঐ গাভীটিকে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত নিকটবর্তী এক হাটে লইয়া যান। অনন্তর তিনি মনে মনে এই আলোচনা করেন,—মানুষের বয়স অধিক হইলে যেমন তাহার আদর বাড়ে, সেইরূপ আমার এই নবীনা গাভীটিকে বৃদ্ধা বলিলে ইহার আদর বাড়িবে এবং ইহা অধিকতর মূল্যে বিক্রীতও হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের পরে, জনৈক ক্রেতা গাভীটির বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে অধিক-বয়স্কাই বলেন ; তাহা শুনিয়া ঐ ক্রেতা চলিয়া যায়, এবং অন্য ক্রেতারাও ঐ কথা শুনিয়া গাভীটিকে বৃদ্ধা জানে ক্রয় করে না। এইরূপে সে দিবস ব্রাহ্মণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলেন, "আপনি এই গাভীটির বয়স অল্প বলিবেন ; তাহা হইলেই ইহার ক্রেতা জুটিবে, অন্যথা জুটিবে না।" এই উপদেশক্রমে ব্রাহ্মণ অন্য দিন হাটে ঐ গাভীটিকে বিক্রয় করিতে লইয়া যান ও তাহার বয়স অতি অল্প, এই কথা বলেন। তাহা শুনিয়া ক্রেতারা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলে, "আপনি পূর্বদিন ইহার বয়স অধিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অদ্য বলিতেছেন, অল্প,—ইহা কিরূপে সম্ভব? আপনি তবে মিথ্যাবাদী?" এই কথায় ব্রাহ্মণ উত্তর করেন,—"বাপু হে, আমি মিথ্যা বলি নাই। এই গাভীটির দেহে যে আত্মা আছেন, তিনি পুরাতন পুরুষ ; সুতরাং, সে হিসাবে ইহা অর্ধজরতী ; আর, এই দেহসম্বন্ধে ইহা অর্ধতরুণী।" ব্রাহ্মণের এই কথায় জনৈক ক্রেতা তাঁহাকে বিষয়মূর্খ বুঝিতে পারিয়া গাভীটি ক্রয় করিয়া লইয়া গেল]। কর্মধা। বি ; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)জীবিত—প্রায় মরণাপন্ন, আধ-মরা। অর্ধরূপে জীবিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)দৃষ্টি—অর্ধেক দেখা, অসম্পূর্ণভাবে দেখা, কটাক্ষ, আড়চোখে বা আধবোজা চোখে দেখা। দৃষ্টির অর্ধ, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)নাব—নৌকার অর্ধেক। নৌ-এর অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)নারীশ, -নারীশ্বর—হরগৌরী-রূপে শিবের মূর্তিভেদ, উমামহেশ্বর [এই মূর্তির একার্ধ পুরুষ এবং অপরার্ধ নারী। এই মূর্তি নীল মণির ন্যায় চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ। ইঁহার হস্তে পাশ, রক্তপদ্ম, নরকপাল ও শূল। ইঁনি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত, ললাটে অর্ধচন্দ্রধারী]। অর্ধনারী-সহিত ঈশ, ঈশ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)নিদ্রা—আধ-ঘুম, তন্দ্রা, বাহ্যজ্ঞান-সম্পন্না বিশ্রামসুখকরী নিদ্রা। অর্ধ যে নিদ্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)নিদ্রিত—আধঘুমন্ত, তন্দ্রাযুক্ত। অর্ধরূপে নিদ্রিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)নিমগ্ন—অর্ধভাগ জলমধ্যে গত, যাহার অর্ধেক অংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে এমন। অর্ধরূপে নিমগ্ন, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)নিমীলিত—অর্ধমুদ্রিত, আধ-বোজা ; অর্ধবিকসিত, আধ-ফোটা। অর্ধ নিমীলিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)নির্মি(র্ম্মি)ত—অসম্পূর্ণরূপে গঠিত, আধগড়া। অর্ধরূপে নির্মিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)পতাকা—(নাট্যশাস্ত্র) আঙ্গিকা-ভিনয়ে ত্রিপতাক হস্তের কনিষ্ঠা যাহাতে নত থাকে তাহা। পতাকার অর্ধ, একদেশী। বি, স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)পথ—পথের অর্ধ, আধাপথ ; মধ্য-পথ, পথের মধ্যস্থল। পথের (পথিন্ শব্দ) অর্ধ, একদেশী+অচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)পরিস্ফুট—অংশতঃ ব্যক্ত ; ঈষদ্-বিকাশিত, আধ-ফোটা ; অর্ধোচ্চারিত, আধ-আধ। অর্ধরূপে পরিস্ফুট, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)পাদ—কপাট বিঃ ; আধ-ফুট পরিমাণ। পাদের অর্ধ, একদেশী। বি ; ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)পারাবত—তিত্তির পক্ষী। সুপ্। বি ; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)পুলায়িত—অশ্বের গতি বিঃ। পুলায়িতের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)প্রহর—দেড় ঘণ্টা, প্রহরের অর্ধেক। প্রহরের অর্ধ, একদেশী। বি ; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)বক্র—আধবাঁকা ; কুঁজো। সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)বয়স্ক—আধাবয়সী, প্রৌঢ়। অর্ধ হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)বীক্ষণ—অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ। অর্ধ বীক্ষণ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)বৃত্ত—বৃত্তের অর্ধেক, ব্যাস দ্বারা কর্তিত বৃত্তের অর্ধাংশ, semi-circle বৃত্তের অর্ধ, একদেশী। বি, স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)ব্যক্ত—অর্ধোচ্চারিত, আধ-আধ; অর্ধপ্রস্ফুটিত। অর্ধভাবে ব্যক্ত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)ব্রাহ্মণ—আংশিক ব্রাহ্মণ আধ-বামুন [কেরল উৎপত্তিতে লিখিত আছে, পরশুরাম সমুদ্রের নিকটস্থ স্থান লইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণকে সেই অঞ্চলের লোকেদের কাজে নিযুক্ত করেন, ইহারা অর্ধব্রাহ্মণ]। কর্মধা। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)ভাক্ (-ভাজ্)—অর্ধাংশভাগী, অর্ধেকের মালিক। উপতৎ, অর্ধ ভজ্+ ণ্বি কর্তৃ। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)ভাগ-অর্ধাংশ অর্ধেক ভাগ কিছু অংশ, কিছু। অর্ধ এমন ভাগ কর্মধা। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)ভাস্কর—মধ্যাহ্ন। অর্ধ (গগনার্ধে) থাকেন ভাস্কর যে সময়ে বহু। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)ভূমণ্ডল—কাল্পনিক দুই ভাগে বিভক্ত ভূমণ্ডলের অর্ধাংশ hemisphere [ভূগোলবেত্তারা সমগ্র পৃথিবীকে কাল্পনিক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এসিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতিকে অর্ধপণ্ড এবং আমেরিকাকে অপরার্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এই প্রত্যেক অর্ধাংশকে অর্ধভূমণ্ডল বলে]। ভূমণ্ডলের অর্ধ, একদেশী। বি স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)মাণব, অর্ধ(র্দ্ধ)মাণবক বারনর হার। মাণবের ব মাণবকের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি পু।

অর্ধ(র্দ্ধ)মাত্র—১। কেবল অর্ধাংশ, শুধু আধখানি। কেবল অর্ধ, নিত্য। ২। অর্ধমাত্রাবিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ। অর্ধ মাত্রা যাহার, বহু। বি, বা।

অর্ধমাত্রক-ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্র (২), আধমাত্রাবিশিষ্ট। অর্ধ মাত্রা যাহার, বহু+ সমাসান্ত ক। বি, পুং বা বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)মাত্রা—১। অর্ধপরিমাণ, পূর্ণ বয়স্কের যতটুকু ঔষধ এককালে সেবন করিবার বিধি তাহার অর্ধেক, (সংগীত এবং ছন্দ) মাত্রার অর্ধভাগ, ক্রতমাত্রা। মাত্রার অর্ধ, একদেশী। ২। অর্ধচন্দ্রাকারে ব্রহ্মরূপিণী মহেশ্বরী [যেমন—ওঁ শব্দে ঁ এই চিহ্ন]। অর্ধ মাত্রা যাঁহার, বহু+আপ্। বি, স্ত্রী।

অর্ধ(র্দ্ধ)মুকুল—অভিনয়বিশেষে অর্ধ মুকুলিত নেত্র বা ঢুলুঢুলু চক্ষু, স্মিতমুখ। সুপ্। বি; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)মূর্ছি(র্চ্ছি)ত—অর্ধেক মূর্ছিত, মূর্ছাহেতু যাহার অর্ধেক জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে এরূপ। অর্ধ মূর্ছিত, সুপ্। বিণ

অর্ধ(র্দ্ধ)মৃত—মৃতপ্রায়, আধমরা, মর মর। অর্ধ মৃত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)মৌলি—চন্দ্রচূড়, শিব। অর্ধ (অর্ধচন্দ্র) মৌলিতে আছে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)রথ—অসম্পূর্ণ রথী, অপরের সাহায্য ভিন্ন যে যুদ্ধ করিতে পারে না, নিকৃষ্ট যোদ্ধা। রথ+অচ বিশিষ্টার্থে=রথ (=রথী), অর্ধ (অসম্পূর্ণ) রথ, কর্মধা। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)রাত্র—নিশীথ, মধ্যরাত্র, দ্বিপ্রহর রাত্রি, মহানিশা, রাত্রির অষ্টম মুহূর্ত। রাত্রির অর্ধ, একদেশী+অচ্ সমাসান্ত। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)র্চ(র্চ্চ)—বেদমন্ত্রের অর্ধভাগ। কর্মধা। বি, পুং বা ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)লক্ষ্মীহরি—বিষ্ণুর মূর্তিভেদ। অর্ধ লক্ষ্মী যাঁহার, বহু, সেরূপ হরি কর্মধা। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)লুক্কায়িত—আধ লুকানো, আংশিক গোপন। সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)শত—আধ-শ, পঞ্চাশ। শতের অর্ধ, একদেশী। বি, ক্লী।

অর্ধ(র্দ্ধ)শফর, অর্ধ(র্দ্ধ)শকর—দণ্ডপাল মৎস্য, দাঁড়ি বা দাড়িক মাছ। অর্ধ শফর, সফর, কর্মধা। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)সিক্ত—আধ-ভিজা। অর্ধ সিক্ত, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)সীরী (রিন্)—সীরের (হলকর্ষণ জাত কৃষিফলের) তুল্য ভাগগ্রাহী, বৈশ্য কন্যাজাত ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত ব্রাহ্মণপুত্র। অর্ধসীর+ইন আছে অর্থে। বি, পুং।

অর্ধ(র্দ্ধ)স্ফুট—আধ-ফুটা, অস্পষ্ট উচ্চারিত, আধ-আধ। অর্ধ স্ফুট, সুপ্। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)হর—অর্ধভাক অর্ধাংশভাগী। উপতৎ, অর্ধ—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্ধ(র্দ্ধ)হার চৌষট্টিনর হার। হারের অর্ধ একদেশী। বি, পুং।

অর্ধা(র্দ্ধা)-অর্ধি(র্দ্ধি)—আধাআধি। বাং-প্র। ক্রি-বিণ।

অর্ধা(র্দ্ধা)ংশ—অর্ধভাগ, আধখানা। অর্ধই অংশ, কর্মধা। বি, পুং।

অর্ধা(র্দ্ধা)ংশী (-শিন্)—অর্ধেক ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্ধাংশ+ইন্ আছে অর্থে। বি। স্ত্রী, **-শিনী**।

অর্ধা(র্দ্ধা)ঙ্গ—১। শরীরের অর্ধ, পত্নী। অঙ্গের অর্ধ, একদেশী। বি, ক্লী। ২। শরীরের অর্ধ অবশ হওয়া, পক্ষাঘাত রোগ বিঃ, paralysis প্রাদে। বি।

অর্ধা(র্দ্ধা)ঙ্গা, অর্ধা(র্দ্ধা)ঙ্গী—সহধর্মিণী, পত্নী। অর্ধ অঙ্গ যাহার, বহু+আপ্, ঈপ্। বি, স্ত্রী।

অর্ধা(র্দ্ধা)ঙ্গিনী—সহধর্মিণী, পত্নী। অর্ধাঙ্গ +ইন্ অধিকৃতার্থে+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

অর্ধা(র্দ্ধা)চ্ছাদিত—অর্ধাবৃত, আধ-ঢাকা, অর্ধাবগুণ্ঠিত। অর্ধরূপে আচ্ছাদিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধা(র্দ্ধা)বভেদক—আধকপালে মাথা-ব্যথা। অর্ধ অবভেদক, সুপ্। বি, পুং।

অর্ধা(র্দ্ধা)বশিষ্ট—যাহার আর আধখানা বাকী আছে এমন। অধ অবশিষ্ট, সুপ্। বিণ।

অর্ধা(র্দ্ধা)বৃত—অর্ধাচ্ছাদিত, আধ ঢাকা; অর্ধাবগুণ্ঠিত। অর্ধভাবে আবৃত, সুপ। বিণ।

অর্ধা(র্দ্ধা)র্ধ(র্দ্ধ)—অর্ধেকের অর্ধেক, সিকি, চতুর্থাংশ। অর্ধের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অর্ধা(র্দ্ধা)র্ধি(র্দ্ধি)—অর্ধ অর্ধ করিয়া, দুই সমান অংশ করিয়া, আধা আধি। 'অর্ধা-অধি'র দ্রুত উচ্চারিত রূপ। ক্রি-বিণ।

অর্ধা(র্দ্ধা)শন—অর্ধভোজন, আধপেটা খাওয়া, অর্ধাংশব্যাপ্তি। অর্ধ অশন, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অর্ধা(র্দ্ধা)সন—১। আসনের অর্ধাংশ। আসনের অর্ধ, একদেশী। ২। স্নেহদান, স্নেহপ্রকাশ। অর্ধে (আসনার্ধে) আসন (উপবেশন করানো) ৭মীতৎ। ৩। নিন্দা-মোচন। অর্ধের (অসম্যক খ্যাতির অর্থাৎ নিন্দার) অসন (দূরীকরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অর্ধি(র্দ্ধি)ক—অর্ধভাক, যে অর্ধেক অংশ পায় এমন। অর্ধ+ইক (ঠন্) সহায়ার্থে। বিণ।

অর্ধী (-র্ধিন্, **অর্দ্ধী** (র্দ্ধিন)—অর্ধেক ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্ধিনী**।

অর্ধে(র্দ্ধে)ক—একার্ধ, আধখানা, কোন বস্তুর সমান দুই ভাগের এক ভাগ। <অর্ধক-শব্দজ, অথবা, একের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ (বাং)। বি।

অর্ধে(র্দ্ধে)ন্দু—চন্দ্রের অর্ধভাগ, অর্ধচন্দ্র, নখচিহ্ন, গলহস্ত, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ। ইন্দুর অর্ধ, একদেশী। বি, পুং।

অর্ধে(র্দ্ধে)ন্দুমৌলি—মহাদেব, চন্দ্র-শেখর। অর্ধেন্দু মৌলিতে যাহার, বহু। বি, পুং।

অর্ধে(র্দ্ধে)ন্দুশেখর—মহাদেব। অর্ধেন্দু শেখর বা শেখরে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অর্ধৈ(র্দ্ধৈ)ক—আধখানা। একের অর্ধ, একদেশী। বি, স্ত্রী।

অর্ধো(র্দ্ধো)ক্ত—অর্ধকথিত, অসম্যক্ উচ্চারিত। অর্ধ উক্ত, সুপ্। বিণ।

অর্ধো(র্দ্ধো)ক্তি—অর্ধকথন, সমুদয় না

বলা, অসম্পূর্ণ কথন। অর্ধা উক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধো(র্দ্ধো)চ্চারিত—অর্ধকথিত, যাহার অর্ধেক মাত্র বলা হইয়াছে এরূপ। অর্ধ উচ্চারিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধো(র্দ্ধো)ত্তোলন—অর্ধেক খাড়া করা, অর্ধেক উঠানো। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অর্ধো(র্দ্ধো)ত্তোলিত—আধ-উঠানো, আংশিকভাবে উত্থাপিত। অর্ধ উত্তোলিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধো(র্দ্ধো)দয়—১। অর্ধপ্রকাশ, অর্ধেক উদয়। অর্ধ এমন উদয়, কর্মধা। ২। বার-তিথি নক্ষত্র-সংযুক্ত যোগ বিঃ [পৌষ কিংবা মাঘ মাসে রবিবার ব্যতীপাতযোগ এবং শ্রবণানক্ষত্র দ্বারা যুক্ত হইলে অর্ধোদয়-যোগ হয়। ইহা কোটিসূর্যগ্রহণসদৃশ ফলদায়ক। এই যোগ আধুনিক কালে ১২৭০, ১২৯৭, ১৩০৯, ১৩১৪ এবং ১৩৪১ বঙ্গাব্দে ঘটিয়াছিল। এই যোগ দিবাতেই হইয়া থাকে, কখনও রাত্রিতে হয় না]। অর্ধেব (সম্যক্ পুণ্যের) উদয় যাহা'ত, বহু। বি ; পুং।

অর্ধো(র্দ্ধো)দিত—অর্ধোত্থিত ; অর্ধ-কথিত। অর্ধ উদিত, সুপ্। বিণ।

অর্ধো(র্দ্ধো)রুক- -স্ত্রীদিগের অর্ধোরু পর্যন্ত আচ্ছাদন বস্ত্র ; কঞ্চুক বিঃ, ঘাগরা। উরুর অর্ধ, একদেশী,—অর্ধোরু ; অর্ধোরু+কাশ্ +ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অর্পণ—দান, দেওয়া ; ন্যাস, স্থাপন, রাখা, স্বত্বত্যাগ ; পরিত্যাগ ; নিক্ষেপ। ঋ+ণিচ্ (=অর্পি ধাতু)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অর্পণা—১। 'অর্পণ' (সকল অর্থে)। অর্পি +অন ভাব+আপ্। ২। জুহূ, অগ্নিতে আহুতি দিবার হাতা। অর্পি+অন করণ +আপ্। বি ; স্ত্রী।

অর্পণীয়—অর্পণ করিবার যোগ্য ; দেয় ; ত্যাজ্য। অর্পি+অনীয় কর্ম। বিণ।

অর্পয়িতা (-য়িতৃ)—অর্পণকারী, দাতা। অর্পি+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

অর্পিত—যাহা অর্পণ করা হইয়াছে এরূপ, প্রদত্ত, রক্ষিত ; লিখিত ; ধৃত ; লিপ্ত ; গচ্ছিত। অর্পি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অর্পিতকর—দত্তপাণি পরিণীত। অর্পিত হইয়াছে কর যাহার, বহু। বিণ।

অর্পিশ—হৃদয়। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+ইশ কর্তৃ। বি ; পুং।

অর্পিস—হৃদয় ; বক্ষঃ ; অগ্রমাংস। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+ইসন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অর্ব(র্ব্ব)তী—১। কুৎসিতা ; অধমা। বিণ। ২। ঘোটকী ; দূতী, কুট্টনী। বি ; স্ত্রী।

অর্বা (-র্বন্), **অর্ব্বা** (-র্ব্বন্)—১। কুৎসিত, বিশ্রী ; অধম, হীন। বিণ। ২। অশ্ব ঘোটক ; ইন্দ্র। ঋ+বনিপ কর্তৃ। বি ; পুং।

অর্বাক্ (-র্বাচ্), **অর্ব্বাক্** (-র্ব্বাচ্)—১। পরবর্তী কাল, সমীপ। বি ; ক্লী। ২। পরবর্তী ; নিকৃষ্ট ; অধোগামী, বিপর্যস্ত। বিণ ; ক্লী। পুং—**অর্বাঙ্**, স্ত্রী—**অর্বাচী**। ৩। পরে, পশ্চাৎকালে ; সমীপে, নিকটে। অবর—অনচ+ক্বিন কর্তৃ। অ।

অর্বা(র্ব্বা)ক্কালিক—ইদানীন্তন। বিণ।

অর্বা(র্ব্বা)ক্কূল—এই পার বা তীর। বি ; স্ত্রী।

অর্বা(র্ব্বা)ক্স্রোতাঃ (-তস্)—ইন্দ্রিয়-প্রসক্ত। বিণ।

অর্বা(র্ব্বা)চীন—বিরুদ্ধ, বিপরীত ; অধো-ভাগস্থিত ; পরবর্তী ; পশ্চাদবর্তী ; পরবর্তী কালের ; নূতন ; অপ্রবীণ ; যাহার বয়স হইয়াছে অথচ পরিণত বুদ্ধি ও সদসদ্বিবেচনা-শক্তি জন্মে নাই এরূপ, অপক্কবুদ্ধি ; অধম নীচ। অর্বাচ্ (পরবর্তী কাল)+ঈন ভবার্থে। বিণ।

অর্বু(র্ব্বু)দ—১। দশকোটি সংখ্যা। বি ; ক্লী। ২। রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতের উচ্চতম শিখর বিঃ, আবুপাহাড় ; জাতি বিঃ, যদুবংশের শাখা বিঃ। বি ; পুং। ৩। স্ত্রীগর্ভস্থিত শুক্রশোণিতাত্মক পদার্থ [গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাসে ইহাকে অর্বুদ বলে, তৎপরে মাংসপিণ্ড ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া শিশুরূপে পরিণত হয়] ; রোগ বিঃ, আব, tumour. অর্ব—উৎ—ঈ+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অর্ভ(র্ব্ভ)—১। শিশু, বালক, শাবক : শিষ্য, ছাত্র, শিশির, শাকশস্যাদি, ওষধি। বি ; পুং। ২। প্রভাহীন মলিন ; কৃশ ; মূর্খ, তুল্য। ঋ+ভ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বিণ।

অর্ভ(র্ব্ভ)ক—১। বালক, শিশু ; পশুশাবক, মূর্খ, অজ্ঞ। বি ; পুং। ২। স্বল্প, ক্ষুদ্র, কৃশ, ক্ষীণ ; সদৃশ, তুল্য। অর্ভ+কন্ স্বার্থে। বিণ।

অর্ভ(র্ব্ভ)লীলা—শিশুদের খেলা ; ছেলে খেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্ম(র্ম্ম), অর্ম(র্ম্ম)ন্—নেত্ররোগ বিঃ। ঋ+ম, মন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

অর্ম(র্ম্ম)ণ—দ্রোণপরিমাণ, আঢকচতুষ্টয়-পরিমাণ, বত্রিশ সের। ঋ+মন কর্ম। বি ; পুং।

অর্য(র্য্য)—১। স্বামী ; বৈশ্য। বি ; পুং। স্ত্রী—**অর্যী** (বৈশ্যপত্নী অর্থে), **অর্যা**, **অর্যাণী** (বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী অর্থে)। ২। শ্রেষ্ঠ ; ন্যায্য। ঋ+যৎ কর্তৃ। বিণ।

অর্য(র্য্য)মা (-মন্)—সূর্য ; অর্ক বিঃ ; পিতৃলোক বিঃ ; পিতৃগণদেবতা ; ঋষ্ বিঃ ; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ ; উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। অর্য (শ্রেষ্ঠ)—মা (শব্দ করা)+কনিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

অর্শ, অর্শঃ (-র্শস্)—মলনালীর রোগ বিঃ ; গুহ্যদেশে মাংসাঙ্কুরবৎ গুটিকার উৎপত্তি, piles. ঋ+অসুন্ কর্তৃ, নিপা ১ম পক্ষে স-লোপ। বি ; ক্লী।

অর্শস—অর্শরোগযুক্ত। অর্শস্+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

অর্শী (-র্শিন্)—অর্শরোগগ্রস্ত, অর্শরোগযুক্ত। অর্শ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -র্শিনী।

অর্শোঘ্ন—১। শূরণ, ওল ; ভল্লাতকবৃক্ষ, ভেলাগাছ। বি ; পুং। ২। অর্শনাশক। অর্শ হনন করে যাহা উপপদ ; অর্শস্—হন্+টক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী।

অর্শোঘ্নী—১। তালমূলী। অর্শস্—হন্+টক কর্তৃ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অর্শ-নাশিকা। অর্শোঘ্ন+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অর্সঃ (অর্সস্)—অর্শরোগ। ঋ+অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অর্সানো—প্রাপ্য হওয়া, বর্তানো ; স্পর্শ করা, লাগা। <ফা 'ইস্' ধাতু। ক্রি [বি, বিণ]।

অর্হ—১। যোগ্য, উপযুক্ত (সমাসের পরে, যেমন,—পূজার্হ, ধন্যবাদার্হ), ন্যায্য। অর্হ্+অচ্ কর্তৃ। ২। পূজ্য, মান্য। বিণ। ৩। ইন্দ্র ; পরমেশ্বর ; মূল্য (সাধারণতঃ মহৎ শব্দের সহিতই ব্যবহৃত হয়)। অর্হ্+ঘঞ্ কর্ম। বি, পুং।

অর্হণ, -ণা—পূজা ; সম্মান, পূজার সামগ্রী, যোগ্যতা। অর্হ্+অনট্ ভাববা, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অর্হণীয়—পূজনীয়, সম্মাননীয়। অর্হ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অর্হৎ—১। 'অর্হন্' দ্রঃ। ২। বৌদ্ধ বা জৈন সন্ন্যাসী বিঃ। অর্হন্-স্থানে বাংপ্র। বি।

অর্হত্তম—সর্বোৎকৃষ্ট ; যোগ্যতম। অর্হৎ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

অর্হত্তর—অধিকতর ভাল ; যোগ্যতর। অর্হৎ+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অর্হন্ (অর্হৎ)—১। বুদ্ধ ; বৌদ্ধ ; জৈন-মতাবলম্বী ; বৌদ্ধক্ষপণক ; জৈনসন্ন্যাসী। বি ; পুং। ২। পূজার্হ ; প্রশংসার্হ ; যোগ্য, প্রশস্ত। অর্হ্+শতৃ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্হন্তী।

অর্হন্ত—বুদ্ধ ; বৌদ্ধক্ষপণক ; বৌদ্ধমতাব-লম্বী ; জৈনমতাবলম্বী ; জিন ; শিব। অর্হ্ +অন্ত (ঝচ্) কর্তৃ। বি ; পুং।

অর্হা—১। পূজা, যোগ্যতা, সম্মাননা। অর্হ্ +অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। (উপপদ

সমাসে পরপদ) সম্মাননীয়া; যোগ্যা, পূজনীয়া। অর্হ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অর্হিত—পূজিত, সম্মানিত। অর্হ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অল—বৃশ্চিকপুচ্ছ, বিছার হুল; হরিদ্বর্ণ গন্ধচূর্ণ; হরিতাল। অল্+অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অলংক(ঙ্ক)রণ—১। অলংকার দ্বারা সজ্জিত করণ, ভূষিত করণ; নকশা কাটা; প্রসাধন; অতিরঞ্জন। অলম্—কৃ+অনট্ ভাব। ২। ভূষণ, আভরণ, গহনা, অলংকার। অলম্- কৃ+অনট্ করণ। বি, স্ত্রী।

অলংক(ঙ্ক)রিষ্ণু—অলংকরণশীল; ভূষক, সজ্জাকারী; অলংকারপ্রিয়; ভূষিত, মণ্ডিত। অলম্—কৃ+ইষ্ণু কর্তৃ শীলার্থে। বিণ।

অলংকর্তা (-তৃ), **অলঙ্কর্ত্রী** (-র্ত্রৃ)—প্রসাধক, সজ্জাকারী। অলম্ —কৃ+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ত্রী**।

অলংক(ঙ্ক)র্মীণ—কার্যদক্ষ, কর্মপটু। অলম্—কর্মন্+ঈন তবার্থে। বিণ।

অলংকা(ঙ্কা)র—১। ভূষণ, আভরণ, গহনা। অলম্—কৃ+ঘঞ্ করণ। ২। ভূষিতকরণ। অলম্—কৃ+ঘঞ ভাব। ৩। রচনার দোষগুণ বিচারের সূত্রনির্দেশক শাস্ত্র, রচনার শোভাবর্ধক বিভিন্ন কৌশল [অলংকার দুই প্রকার—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। শব্দালংকার পাঁচটি, যথা,—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু ও বক্রোক্তি। অর্থালংকার অনেকগুলি; যথা,—উপমা, রূপক, অর্থান্তরন্যাস অপহ্নুতি ইঃ]। অলম্—কৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। **অলংকার হওয়া**—'গা-সওয়া' হওয়া, লজ্জার বা অপমানের বলিয়া মনে না হওয়া।

অলংকা(ঙ্কা)রশাস্ত্র—অলংকারের প্রতিপাদক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে শব্দ ও অর্থের অলংকারের বিষয় আলোচিত হয় এরূপ শাস্ত্র। অলংকার-প্রতিপাদক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অলংকৃ(ঙ্কৃ)ত—অলংকার দ্বারা সজ্জিত, ভূষিত, শোভিত; (কাব্যে) অলংকারযুক্ত। অলম্—কৃ+ক্ত কর্মবা। বিণ।

অলংকৃ(ঙ্কৃ)তি—১। অলংকৃতকরণ, সজ্জিতকরণ। অলম্—কৃ+ক্তি ভাব। ২। ভূষণ, অলংকার। অলম্—কৃ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

অলংক্রি(ঙ্ক্রি)য়া—ভূষিতকরণ, সাজানো। অলম্—কৃ+শ ভাব+আপ্।

অলক—১। স্ত্রীলোকের গণ্ডস্থলে লম্বমান কেশ; ললাটস্থ ছিন্নাগ্র কুঞ্চিত কেশ, চূর্ণকুন্তল, কোঁকড়ানো চুল, ঝাপটা; অগ্রশিখ কুসুম; মেঘ বিঃ cirrus. বি; পুং স্ত্রী ক্লী ২। ক্ষিপ্ত কুকুর। অল্ (ভূষিত করা)+অক (ক্ন্) কর্তৃ। বি; পুং।

অলক-তিলক—অলকা তিলকা (তাহা দ্রঃ)।

অলকদাম (-দামন্)—চূর্ণকুন্তলরাশি, কবরীবন্ধনের পর যে কেশগুলি আলগা থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অলকনন্দা—আট হইতে দশ বৎসরের মেয়ে, (ভূগোল) গঙ্গার একটি উপনদী; (পুরাণ) স্বর্গগঙ্গা। অলকা (প্রাচুর্যবতী) অথচ নন্দা (আনন্দদায়িনী), কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অলকপ্রভা—অলকা, কুবেরনগরী। অলকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলকবন্ধন—খোলা চুল বাঁধা; চূর্ণকুন্তলবন্ধন, কেশবন্ধনের দড়ি বা ফিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অলকমেঘ—আকাশে অলকের ন্যায় অথবা বিক্ষিপ্ত কার্পাসের ন্যায় দৃষ্ট মেঘ সকল, cirrus. অলক-সদৃশ মেঘ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অলকরাজি—চূর্ণকুন্তলসমূহ; অলকমেঘসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলকসংহতি—অলকরাজি, চূর্ণকুন্তলসমষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলকস্তর—মেঘ বিঃ, যে সকল মেঘ প্রথমতঃ অলকাকারে উৎপন্ন হইয়া স্তরমেঘ অর্থাৎ ছাড়াছাড়া মেঘের সহিত মিশ্রিত হয় তাহারা, cirrus stratus. অলকসদৃশ স্তর আছে যাহাদের, বহু। বি, পুং।

অলকস্তূপ—যে সকল মেঘ প্রথমতঃ অলকাকারে উৎপন্ন হইয়া স্তূপমেঘের সহিত মিশ্রিত হয় তাহারা, cirro-cumulus. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অলকস্পর্শী (-স্পর্শিন্)—অলকস্পর্শকারী, মেঘস্পর্শকারী, চূর্ণকুন্তলস্পর্শী। উপতৎ; অলক—স্পৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্পর্শিনী**।

অলকা—১। পুরাণবর্ণিত অলকনন্দার তীরে অবস্থিত কুবেরের পুরী (ইহা হিমালয়ের উপরিভাগে অলকনন্দা নদীর তটে অবস্থিত); আট হইতে দশ বৎসর বয়স্কা কুমারী, অলকনন্দা; অলর্ক, শ্বেত আকন্দ; মুখের উপর কৃত চন্দনের চিত্র। অলক+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অলক, চূর্ণকুন্তল। <অলক। বি।

অলকা-তিলকা—চন্দন কুঙ্কুমাদি দ্বারা কৃত রচনা বিঃ, পত্রপুষ্পাদির আকারে মুখে চন্দন কুঙ্কুমবিলেপন। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি, স্ত্রী।

অলকাধিপ, -ধিপতি—কুবের। অলকার অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অলকানন্দা—অলকনন্দা (তাহা দ্রঃ)। অলকা—নন্দি+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলকাবলকা—ললাটস্থ চন্দনতিলকসমূহ। প্রা কপ্র। বি।

অলকাবলী অলকরাশি, অলকসমূহ। অলকের বা অলকার আবলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলকারি—স্পর্ধার সহিত ডাকিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অলক্ত, -ক্তক—লাক্ষারস, আলতা; জতু, জৌ, লাক্ষা। ন (নাই) রক্ত যাহা হইতে, বহু (র-স্থানে ল); অলক্ত+ক স্বার্থে। বি, পুং।

অলক্তকদ্রব, -রস—তরল আলতা, জলের সহিত মিশ্রিত আলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অলক্তকরাগ—লাক্ষারাগ, আলতার লাল রং। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অলক্তক-লাঞ্ছিত, অলক্তকাঙ্কিত—লাক্ষারসভূষিত, আলতা-পরা, আলতা-দেওয়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

অলক্তবর্ণ—১। আলতার রং। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং। ২। যাহার রং আলতার মত এমন। বহু। বিণ।

অলক্ষণ—১। কুলক্ষণ, অশুভচিহ্ন, মন্দচিহ্ন, দুর্ভাগ্য। ন (অপ্রশস্ত) লক্ষণ, নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। লক্ষণশূন্য, চিহ্নহীন; দুর্লক্ষণবিশিষ্ট, দুর্ভাগ্যসূচক চিহ্নসম্পন্ন। ন (নাই বা অপ্রশস্ত) লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

অলক্ষণা—অলক্ষণবিশিষ্টা, দুর্ভাগ্যসূচক চিহ্নসম্পন্না। অলক্ষণ (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অলক্ষণে, -লক্ষুণে—অশুভচিহ্নযুক্ত, দুর্ভাগা, অপয়া, অভাগা। অলক্ষণ+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

অলক্ষিত—অনিরীক্ষিত; অজ্ঞাত; অতর্কিত; লক্ষণাদি দ্বারা অসূচিত; অকৃতলক্ষণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অলক্ষিতভাবে—অতর্কিতভাবে, অসতর্ক অবস্থায়; অজ্ঞাতসারে। বহু। ক্রি-বিণ।

অলক্ষুণে—'অলক্ষণে' দ্রঃ।

অলক্ষ্মী—১। লক্ষ্মীর বিরোধিনী দেবতা, দুষ্টলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহার আবির্ভাব হইলে বিপদ্ ও দুরবস্থা ঘটে সেই দেবতা। ২। দুর্ভাগা, দুর্দশা নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী। **অলক্ষ্মীর দশা**—শ্রীহীনতা; দারিদ্র্য। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—নিদারুণ অভাব, সকল সময় ও অবস্থায় অনটন।

অলক্ষীক—হতভাগ্য, নির্ধন, লক্ষীছাড়া; অপ্রিয়দর্শন; মর্মপীড়ক; পরুষভাষী। ন (নাই) লক্ষী যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অলক্ষ্য—১। অসমকক্ষ, যাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। এরূপ; অদৃশ্য, দৃষ্টির অগোচর; অচিহ্নিত, অনিরূপণীয়, অনির্ণেয়। নঞ্‌তৎ। ২। উদ্দেশ্যবিহীন অর্থহীন। ন (নাই) লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। আড়াল, অদৃশ্য অবস্থা বা বিষয়। বাংপ্র। বি। ক্রি-বিণ—**অলক্ষ্যে**।

অলক্ষ্যগতি—অদৃশ্যগমন, যাহাকে যাইবার সময়ে দেখা যায় না এমন। অলক্ষ্য গতি যাহার, বহু। বিণ।

অলক্ষ্যজন্মা (-জন্মন্)—অজ্ঞাতজন্মা ('— মহাদেব')। অলক্ষ্য জন্ম যাঁহার, বহু। বিণ। [বাংপ্র। ক্রি বিণ।

অলক্ষ্যে—অলক্ষিতভাবে, আড়ালে।

অলখ—ইন্দ্রিয়াতীত, দৃষ্টির অগম্য; নিরবয়ব, নিরাকার। <অলক্ষ্য। বিণ।

অলখনিরঞ্জন—অলক্ষ্য ও অকলঙ্ক (ঈশ্বরের মহিমাবোধক বাক্য বিঃ)। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ বা বি।

অলখি, অলখা—অলক্ষী। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

অলখিতে—অজ্ঞাতসারে, গোপনে। <অলক্ষিতে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অলগর্দ(র্জ)—১। নির্বিষ সর্প, ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া সাপ। অব—গৃধ্+অচ্ কর্তৃ, অথবা লগ্ (লগ্+ক্বিপ্-স্পর্শকারী) তথা অর্দ (অর্দ্+অচ্=সংহারকারী), কর্মধা, ন লগর্দ, নঞ্‌তৎ। ২। কেউটে সাপ। অল—গৃধ্+অচ্ কর্তৃ। বি, পুং।

অলগ্ন—১। অসংশ্লিষ্ট, অসংযুক্ত অনাবদ্ধ। ন (নয়) লগ্ন (সংযুক্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অশুভ লগ্ন, অমঙ্গলজনক সময়। ন (অপ্রশস্ত) লগ্ন (সময়), নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী।

অলঘু—গুরু, দুর্ভর, ভারী; অশীঘ্র, অসামান্য; প্রচণ্ড; দীর্ঘ; গম্ভীর; সাবধান্। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলঙ্ঘন—লঙ্ঘন না করা, অনতিবর্তন; উপবাস না করা, অনুপবাস। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অলঙ্ঘনীয়, -ঙ্ঘ্য—লঙ্ঘনের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা পার হওয়া বা অমান্য করা যায় না বা উচিত নহে এমন, অনতিক্রমণীয়; অবশ্য প্রতিপাল্য; অনতিবর্তনীয়; অব্যর্থ ('—বাক্য')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলছতলছ—উদ্দাম, উচ্ছল ["বিষম নদীর ঢেউয়ে অলছতলছ পানি"—বৈ গী]। প্রাদে। বিণ।

'—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, ধৃষ্ট, বেহায়া। ন (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

অলজ্জা—১। লজ্জার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। লজ্জাহীনা। অলজ্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অলজ্জিত—যে লজ্জা পায় নাই এমন, অপ্রতিভ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলঞ্জর—জলপাত্র, মাটির জালা, মাটির কলসী। অলম্ (শীঘ্র)—জৄ (জীর্ণ হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বি, পুং।

অলঞ্জাল—উপদ্রব, উৎপাত। প্রা কপ্র। হি-মু। বি।

অলঞ্জীবক—জীবিকার পক্ষে পর্যাপ্ত। অলং (পর্যাপ্ত) জীবিকার জন্য, সুপ্। বিণ।

অলত, -ত্তক—অলক্ত, অলক্তক, আলতা। <অলক্ত ও অলক্তক। বি।

অলন্ধুম—প্রভূত ধূম, ধূমসংহতি। অলম্ (বহুল) ধূম, কর্মধা। বি; পুং।

অলপ—সামান্য, কম। <অল্প। কপ্র। বিণ।

অলপদ্ম—অভিনয়ে মুদ্রা বিঃ (ইহাতে আঙুলগুলিকে পদ্মের আকার করা হয়)। বি; ক্লী।

অলপ্পেয়ে, অল্পেয়ে—(গালি বিঃ) অদীর্ঘজীবী; অচিরজীবী; অল্পকালস্থায়ী; হতভাগা। <অল্পায়ু। প্রা কপ্র। বিণ।

অলবড্ডে, অলবড্ডা, -বড্ডে—শৃঙ্খলাজ্ঞানশূন্য; অগোছাল; অসাবধান, অসতর্ক, আনাড়ী, বোকা। প্রাদে। <অল্পবুদ্ধি। বিণ।

অলবণ—আলুনী, লবণহীন। ন (নাই) লবণ যাহাতে, বহু। বিণ।

অলবাল, -বালক—বৃক্ষমূলে জল ধারণ করিবার জন্য মৃত্তিকাবেষ্টনী, আলি আলবাল; ময়দা। ন লব—আ—লা+ক কর্তৃ, ২য় পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী। বিণ -**আলবালিক**।

অলব্ধ—অপ্রাপ্ত, অনধিগত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলভ্য—অপ্রাপ্য, অনধিগম্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলম্পুরুষীণ—পুরুষোচিত পৌরুষ। অলম্—পুরুষ+ঈন্ অর্হার্থে। বিণ।

অলন্তুষ্টি—পরিতোষ, তৃপ্তিবোধ; ভরপুর-ভাব; যথেষ্ট হইয়াছে আর প্রয়োজন নাই এইরূপ জ্ঞান। অলম্-এর অর্থাৎ পর্যাপ্তির বুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলম্বুষ—১। (রামায়ণ) রাক্ষস বিঃ (ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র); রাবণের মন্ত্রী প্রহস্ত নামক রাক্ষস; (মহাভারত) জনৈক রাজা (ইনি কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত হন); তীর্থ বিঃ। অলম্—বুস্+ক কর্তৃ (নিপা)। ২। বিস্তৃতাঙ্গুলি করতল। অলম্—বুস্+ক ঘঞর্থে কর্ম। ৩। বমন। অলম্—বুস্ বা পুষ্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং।

অলম্বুষা—খর্বেক্ষ্যা বিঃ [চরিতাবলী দ্রঃ]; লজ্জাবতী লতা; মুণ্ডীরী ভূঁইকদম; কুকশিম; অঙ্গের প্রবেশ-নিবারণার্থ অঙ্কিত চক্রাকার মন্ত্রপূত রেখা গণ্ডী। অলম্—বুস্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলয়—১। গৃহশূন্য, ধ্বংসরহিত, অক্ষয়; লয়বর্জিত, মিলশূন্য, বেতাল ('—সংগীত')। ন (নাই) লয় যাহার, বহু। বিণ। ২। ধ্বংসাভাব, সংস্থিতি; উদ্ভব, জন্ম। নঞ্‌তৎ; বি; পুং।

অলর্ক—ক্ষিপ্ত কুকুর; শ্বেত আকন্দ; (মহাভারত) অষ্টপাদ তীক্ষ্ণদন্ত সূচ্যাকৃতি-লোম-বিশিষ্ট শূকরাকার অসুর বিঃ; রাজা কুবলাশ্বের পুত্র; কীটরূপী দানব বিঃ; কাশীরাজ (বৎসরাজের পুত্র)। অলম্—অর্ক্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

অলল—শৃঙ্খলাহীন, উচ্ছৃঙ্খল, গোলমেলে, অনির্দিষ্ট; মোটামুটি, থাউকো ('—হিসাব')। বা প্র। বিণ।

অলস, আলস—১। আলস্যযুক্ত, জড়, কাতর, শ্রমবিমুখ; কোন কার্যনির্বাহবিষয়ে যত্নহীন ও উৎসাহশূন্য। বিণ। ২। বৃক্ষ বিঃ; পাদরোগ বিঃ, পাকুই। ন—লস্+অচ্ কর্তৃ, অলস+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৩। আলস্য। প্রা কপ্র। বি।

অলসক—১। অলস। অলস+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**সিকা**। ২। উদরাময় বিঃ। অলস—কৃ+ড কর্তৃ। বি, পুং।

অলসতা, -ত্ব—আলস্য, কুড়েমি, শ্রমবিমুখতা। অলস+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অলসপরতন্ত্র—১। আলস্যহেতু পরের অধীন। যে অলস সেই পরতন্ত্র কর্মধা। ২। আলস্যপরায়ণ। বাংপ্র। বিণ।

অলস-প্রকৃতি—১। স্বভাবতঃ অলস, অত্যন্ত কুড়ে। অলসা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। কুড়ে স্বভাব। অলসের প্রকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। অথবা অলসা প্রকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অলস-প্রধান—অত্যন্ত অলস। অলস-মধ্যে প্রধান, ৭মীতৎ। বিণ।

অলসবিন্যস্ত—অযত্নসজ্জিত, শিথিলভাবে সাজানো। অলসভাবে বিন্যস্ত, সুপ্। বিণ।

অলসল—আলস্যপূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

অলসা—১। হংসপদী লতা। ন—লস্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শ্রমবিমুখী, পরিশ্রম করিতে নারাজ ('—নারী')। অলস (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [ক্রি।

অলসাই—আলস্য করিয়া। প্রা কপ্র। অ-

অলসিত—তন্দ্রামগ্ন, অলস। কপ্র। বিণ।

অলসিয়া, অলিসিয়া, আলসে—আলস্য-পরায়ণ। বাংপ্র। বিণ।

অলসেক্ষণা—অচঞ্চলনয়না, নিশ্চলনেত্রা। অলস ঈক্ষণ যাহার, বহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অলা, অলো—নারীগণের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতাসূচক সম্বোধন। <হলা। অ।

অলাত, আলাত—অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, অঙ্গার, জ্বলন্ত বা নিবন্ত কয়লা; কুমারের চাক। ন—লা+ক্ত কর্ম, সংজ্ঞার্থে; অলাত+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

অলাতচক্র—চক্রাকার বহ্নি; অঙ্গারচক্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অলাত-শিলা—পাথুরে কয়লা। অলাত শিলাসদৃশ, উপমিত কমধা। বি; স্ত্রী।

অলাপ—আলাপ। বাংপ্র। বি।

অলাপি—আলাপ করিয়া ["শুতি রহল উহি কিছু না অলাপি'—বিদ্যা]। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অলাবু, -বু তুম্বী, লাউ; তিতলাউ, লাউয়ের খোলার ভিক্ষাপাত্র। ন—লম্ব্+উ, উ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে নিপা। বি, স্ত্রী।

অলাভ—অপ্রাপ্তি; ক্ষতি, নাশ, অপগম। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অলার—দ্বার, কপাট। অল্ (সমর্থ)—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ করণ। বি, পুং।

অলি—১। ভ্রমর, কোকিল; কাক, বৃশ্চিক; বৃশ্চিকরাশি; মদ্য। অল্+ইন্ কর্তৃ। বি, পুং। ২। অভিভাবক, রক্ষক। <আ 'বলী'। বি।

অলি-অছি—অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালকের মাতা, অভিভাবিকা; নাবালকের অভিভাবক, অপ্রাপ্তবয়স্কের সম্পত্তিরক্ষক, অভিভাবক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। <আ 'বলি বসি'। বি।

অলিক—ললাটদেশ, কপাল। প্রা কপ্র। বি। [বি, ক্লী।

অলিকুল—ভ্রমরকুল, ভৃঙ্গসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ।

অলিকুলসংকু(ঙ্কু)ল—১। ভ্রমরসমূহে পূর্ণ। বিণ। ২। কুব্জকবৃক্ষ, গোলাপগাছ। অলিকুল দ্বারা সংকুল, ৩য়াতৎ। বি, পুং।

অলিকেশ—গাঢ় কৃষ্ণকেশ, ভ্রমরের মত কাল চুল। অলি সদৃশ কেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অলিগলি—সংকীর্ণ পথ, ঘুড়ি রাস্তা; গুপ্ত পথ, সাধারণের অজানা রাস্তা বা দরজা। অলি (সহচর শব্দ)+গলি (বাং)। বি।

অলিঙ্গ—১। অননুমেয়, অনুমানের অযোগ্য; অচিহ্ন। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। ন (নাই) লিঙ্গ (অনুমাপক চিহ্ন) যাহার, বহু। ৩। লিঙ্গের অভাব; দুষ্ট চিহ্ন। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অলিঙ্গী (-ঙ্গিন্)—ছদ্মবেশধারী ভিন্ন (ব্রহ্মচারী প্রঃ)। নঞ্তৎ। বিণ।

অলিজিহ্বা, -জিহ্বিকা—জিহ্বামূলের উপরে লম্বমান ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ্। অলিসদৃশী জিহ্বা, মধ্যপ কর্মধা; অলিজিহ্বা +কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলিঞ্জর—মৃন্ময় জলাধার, মাটির জালা, জলের কলসি। অলি (পর্যাপ্তি)—জৄ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ (নিপা ম আগম)। বি; পুং।

অলিদূর্বা(র্ব্বা)—মালদূর্বা, গাঁটযুক্ত দূর্বা। অলিসদৃশী দূর্বা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অলিন—ভ্রমর, ভৃঙ্গ। কপ্র। বি।

অলিনী—স্ত্রী-অলি। কপ্র। বি।

অলিন্দ (শারীর বিদ্যা) হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠ, auricle. বি; পুং।

অলিন্দ, আলিন্দ—দ্বারের বহিঃস্থিত রক, চাতাল, বাটীর সম্মুখস্থ বাঁধানো উঠান; বারান্দা; জাতি বিঃ (ইহাদের অন্য নাম অলিন্দ)। অল্+কিন্দচ্ করণ, সংজ্ঞার্থে; পক্ষে অলিন্দ+অণ্ স্বার্থে। বি, পুং।

অলিপক, -ম্পক—ভ্রমর; কোকিল; কুকুর। নঞ্—লিপ্+অক কর্তৃ, পক্ষে ম-আগম। বি; পুং।

অলিপর্ণী—বৃশ্চিকালী বৃক্ষ, বিছুটি গাছ। অলিসদৃশ পর্ণ যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অলিপিজ্ঞ—লিখনপঠনাক্ষম ('—ব্যক্তি'); নিরক্ষর, মূর্খ। নঞ্তৎ। বিণ।

অলিপ্ত—সংস্রবরহিত; অজড়িত; যাহা লিপ্ত নয় এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অলিপ্রিয়—১। রক্তপদ্ম, কোকনদ। বি; ক্লী। ২। ভ্রমরের প্রীতিদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অলিপ্রিয়া—১। পাটলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। বি; স্ত্রী। ২। ভ্রমরের প্রীতিদায়িনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

অলিপ্সা—অলোভ, লোভশূন্যতা, আকাঙ্ক্ষাহীনতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অলিমক—পদ্মকেশর; ভেক; ভ্রমর; কোকিল; মধুকবৃক্ষ, মউয়া গাছ। অলি—মা+ক কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

অলী (লিন্), আলী (-লিন্)—ভ্রমর; বৃশ্চিক, বিছা। অল, আল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-লিনী, -লিনী**।

অলীক—১। মিথ্যা, অসত্য; ললাট; স্বর্গ, আকাশ। অল্+ঈকন্ করণ, অপা। বি; ক্লী। ২। মিথ্যা; অমূলক; অপ্রামাণিক; অসুখকর; অপ্রিয়, ক্ষুদ্র, স্বল্প; বৃথা গর্বিত, অহংকৃত, অসার। অল্+ঈকন্ কর্ম। বিণ।

অলীকমৎস্য—তিল তৈলে ভাজা মাষকলায়ের পিঠা। কর্মধা। বি; পুং।

অলুক্ (-লুচ্)—১। লোপরহিত, যাহার লোপ হয় না এরূপ। ন (নাই) লুক্ (লোপ) যাহার, বহু। বিণ। ২। লোপাভাব, লোপ না হওয়া। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অলুক্‌সমাস—(ব্যাকরণ) যাহাতে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না এরূপ সমাস [যথা,—যুধিষ্ঠির, পায়ে চলা ইঃ]। অলুক এমন সমাস, কর্মধা। বি; পুং।

অলুপ্ত—অলোপপ্রাপ্ত; অব্যাহত, অক্ষুণ্ণ, নির্বিঘ্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অলুব্ধ—লোভরহিত, নির্লোভ। নঞ্তৎ। বিণ।

অলূন—অছিন্ন, অখণ্ডিত, অকর্তিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অলেখি—অগণিত, যাহার লেখাজোখা নাই। প্রা কপ্র। বিণ।

অলো—'অলা' দ্রঃ।

অলোক—১। পাতাল। ন (অপ্রশস্ত) লোক, নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। লোকরহিত, নির্জন। ন (নাই) লোক যথায়, বহু। ৩। অদৃশ্য। নঞ্—লোকি+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

অলোকদৃষ্টি—অদৃশ্যবস্তুর তথাকথিত দর্শন, clairvoyance. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অলোকন—অদর্শন, না দেখা; তিরোভাব। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অলোকনীয়—অদৃশ্য, অদর্শনীয়, অলক্ষ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অলোকসাধারণ, -সামান্য—যাহা সচরাচর পাওয়া বা দেখা যায় না এরূপ, মনুষ্যসমাজে দুষ্প্রাপ্য; যাহা সাধারণতঃ ঘটে না এরূপ। লোকে সাধারণ, সামান্য (=লোকসাধারণ, লোকসামান্য), ৭মীতৎ; ন লোকসাধারণ, লোকসামান্য, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ণী, -ন্যা**।

অলোকসুন্দর—অসামান্য সুন্দর, অদ্বিতীয় সুন্দর, যাহার ন্যায় সুন্দর মনুষ্যসমাজে দুর্লভ। লোকে সুন্দর, ৭মীতৎ; ন লোকসুন্দর, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

অলোকস্পন্দন—অতিশয় আরামপ্রদ স্পন্দন। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অলোকিত—অদৃষ্ট, অন্যের দৃষ্টির অতীত। নঞ্তৎ। বিণ।

অলোভ—১। লোভশূন্য, নির্লোভ। ন (নাই) লোভ যাহার, বহু। বিণ। ২। লোভাভাব, লোভরাহিত্য। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অলোভী (-ভিন্)—লোভরহিত, নিরাকাঙ্ক্ষ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ভিনী**।

অলোমক, অলোমা (মন)—লোমহীন। বহু। বিণ।

অলোল—অচঞ্চল, স্থির; অশিথিল, দৃঢ়, যাহা আলগা নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অলোলিত—অশিথিলীকৃত; আঁট। নঞ্তৎ। বিণ।

অলোহিত—১। রক্তপদ্ম, কোকনদ। ন (নাই) লোহিত যাহা হইতে, বহু। বি ; স্ত্রী। ২। রক্তবর্ণ ভিন্ন লাল নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলৌকিক—১। অপার্থিব, লোকাতীত, যাহা পৃথিবীতে দুর্লভ, অত্যন্ত বিস্ময়কর ; অসম্ভাব্য ; অসামাজিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। গুরুতর অপরাধ, সাংঘাতিক দোষ। কপ্র। বি।

অল্প ক্ষুদ্র, ঈষৎ ; তুচ্ছ, অতি সামান্য, কিঞ্চিৎ, কিছু ; কম। অল্‌+প কর্তৃ। বিণ। **অল্প জলের মাছ**—অল্পজ্ঞানী কিংবা অল্পধনী অথচ বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তি। **অল্পে অল্পে**—একটু একটু করিয়া ; ক্রমে ক্রমে ; আস্তে আস্তে।

অল্পক—ক্ষুদ্র। অল্প+কন্‌ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ল্পিকা**।

অল্পকাল—ক্ষণকাল, কম সময়, কম বয়স। অল্প কাল, কর্মধা। বি ; পুং।

অল্পকেশী (-শিন্‌)—যাহার চুল কম এমন। অল্প কেশ, কর্মধা, তদুত্তরে ইন্‌। বিণ। স্ত্রী, **-কেশিনী**।

অল্পক্ষণ—ক্ষণকাল, সামান্য সময়। অল্প ক্ষণ, কর্মধা। বি, পুং।

অল্পগন্ধ—১। রক্তকৈরব। বি, স্ত্রী। ২। অল্পসৌরভযুক্ত। অল্প গন্ধ যাহার, বহু। বিণ।

অল্পচেতাঃ (-তস্‌) (>**-চেতা**)—লঘুচেতাঃ, ক্ষুদ্র প্রাণ, হীনচিত্ত, সংকীর্ণমনাঃ। অল্প চেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

অল্পজীবী (-জীবিন্‌)—অচিরজীবী, অদীর্ঘজীবী, অল্পকালস্থায়ী। উপতৎ, অল্প—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

অল্পজ্ঞ—যে অল্প জানে এরূপ, সামান্যজ্ঞানবিশিষ্ট ; কোন বিষয়ে অপারদর্শী, মূর্খ, নির্বোধ। উপতৎ। অল্প—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অল্পজ্ঞান—১। অল্প বুদ্ধি। অল্প জ্ঞান, কর্মধা। বি ; পুং। ২। যাহার জ্ঞান কম এমন। অল্প জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ।

অল্পতনু—খর্বদেহ, বামন ; দুর্বল ; অল্পাস্থিযুক্ত। অল্প তনু যাহার, বহু। বিণ।

অল্পতম—সবচেয়ে কম, যাহার অপেক্ষা কম হইতে পারে না এমন। অল্প+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

অল্পতর অপেক্ষাকৃত অল্প, দুইয়ের মধ্যে কম। অল্প+তর। বিণ।

অল্পতা, -ত্ব—সামান্যতা ; ক্ষুদ্রতা ; অজ্ঞানত্ব, হীনতা। অল্প+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অল্পদক্ষিণ—যে সামান্য দক্ষিণা দেয় এমন ; যে ক্রিয়ায় অল্প দক্ষিণা দান করা হয় এমন। অল্প দক্ষিণা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অল্পদর্শন, -দৃষ্টি—অদূরদৃষ্টি, অবিমৃশ্যকারী। বহু। বিণ।

অল্পদর্শিতা, -ত্ব—অবিচক্ষণতা ; অনভিজ্ঞতা ; অদূরদর্শিতা। অল্পদর্শিন্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অল্পদর্শী (-দর্শিন্‌)—অদূরদর্শী, অবিজ্ঞ, যে বহুদর্শী নয় এমন। উপতৎ ; অল্প—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

অল্পধী—১। অল্পবুদ্ধি ; ক্ষীণবুদ্ধি ; অপরিণতমতি। অল্প ধী যাহার, বহু। বিণ। ২। সামান্যবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি। অল্পা ধী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পপত্র—ক্ষুদ্রপত্র তুলসী। অল্প পত্র যাহার, বহু। বি, পুং।

অল্পপদ্ম—রক্তপদ্ম। অল্প (অসম্পূর্ণ) পদ্ম, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অল্পপ্রমাণক—১। তরমুজ ; খরমুজ। বি ; পুং। ২। ক্ষীণপরিমাণ, ক্ষুদ্রপরিমাণ ; খর্ব, ক্ষুদ্র ; স্বল্পপ্রমাণবিশিষ্ট। অল্প প্রমাণ যাহার, বহু (ক আগম)। বিণ। স্ত্রী, **-প্রমাণিকা**।

অল্পপ্রাণ ১। ক্ষীণজীবী, দুর্বল ; ক্ষুদ্রপ্রাণ, অনুদার। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) বর্ণভেদ, যাহাদিগের উচ্চারণে অল্প প্রাণবায়ুর কার্য হয় এরূপ বর্ণ (বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চমবর্ণ এবং য র ল ব অল্পপ্রাণ বর্ণ)। অল্প প্রাণ যাহার, বহু। বি ; পুং।

অল্পবয়ঃ (-বয়স্‌), (>**-বয়**)—সামান্য বয়স কম বয়স। অল্প বয়ঃ, কর্মধা। বি, ক্লী।

অল্পবয়স অল্পবয়ঃ (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি। [বিণ ; স্ত্রী।

অল্পবয়সী—কম বয়সী ; অল্পবয়স্কা। বাংপ্র।

অল্পবয়স্ক, -বয়াঃ (বয়স্‌) (>**বয়া**)—যাহার বয়স অল্প এরূপ ; শিশু। অল্প বয়ঃ যাহার, বহু (১ম পক্ষে বিকল্পে ক আগম)। বিণ। ১ম পক্ষে স্ত্রী, **-স্কা**।

অল্পবল—১। সামান্য শক্তি, অল্প সামর্থ্য। অল্প বল, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। ক্ষীণশক্তি, দুর্বল। অল্প বল যাহার, বহু। বিণ।

অল্পবাদিতা, -ত্ব—মিতভাষিতা। অল্পবাদিন্‌+তা ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অল্পবাদী (বাদিন্‌)—অল্পভাষী, যে অল্প কথা বলে এরূপ। উপতৎ ; অল্প—বদ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অল্পবিৎ (-বিদ্‌)—অল্পজ্ঞ, অবহুজ্ঞ, যে সামান্যমাত্র জানে এরূপ। উপতৎ ; অল্প—বিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বিণ।

অল্পবিদ্য—সামান্য-জ্ঞানসম্পন্ন, অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট। অল্পা বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ।

অল্পবিদ্যা—১। সামান্য বিদ্যা, সামান্য জ্ঞান, কম লেখাপড়া জানা। অল্পা বিদ্যা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অল্পজ্ঞানবিশিষ্টা। অল্পবিদ্য+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অল্পবুদ্ধি—১। যাহার বুদ্ধি অল্প এরূপ, জড়বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। সামান্য বুদ্ধি, কম বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পভাগ্য—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। অল্প ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

অল্পভাষিতা, -ত্ব—পরিমিতভাষিতা, কম কথা বলার স্বভাব। অল্পভাষিন্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অল্পভাষী (-ষিন্‌)—যে কম কথা বলে এরূপ মিতভাষী, অবাচাল। উপতৎ ; অল্প—ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

অল্পমতি—১। অল্পবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি। অল্পা মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। সামান্য বুদ্ধি, ক্ষীণবুদ্ধি। অল্পা মতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পমাত্র—সামান্য-পরিমাণ, অত্যল্প, অতি কম। অল্পা মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

অল্পমাত্রা—১। অল্প পরিমাণ, কম পরিমাণ। অল্পা মাত্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। সামান্যপরিমাণবিশিষ্টা। অল্পমাত্র+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

অল্পমারিষ—ছোট নটে শাক। কর্মধা।

অল্পমূল্য ১। কমদামী, যাহার দাম অধিক নয় এরূপ। অল্প মূল্য যাহার, বহু। বিণ। ২। অল্প দাম কম দাম। অল্প মূল্য, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অল্পমেধাঃ (-মেধস্‌) (>**-মেধা**)—ক্ষীণবুদ্ধি, দুর্বলস্মৃতি, যাহার মনে রাখিবার শক্তি কম এরূপ। অল্পা মেধা যাহার, বহু+সমাসান্ত অস্‌। বিণ।

অল্পশঃ (-শস্‌), **-শ**—অল্পে অল্পে, অল্প অল্প করিয়া অল্প পরিমাণে। অল্প+শস্‌ বীপ্সার্থে। অ।

অল্পশক্তি—১। অল্প সামর্থ্য, সামান্য ক্ষমতা, কম জোর। অল্পা শক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। হীনবল, দুর্বল, সামান্য শক্তিসম্পন্ন। অল্পা শক্তি যাহার, বহু। বিণ।

অল্পসরঃ (-সরস্‌) (>**-সর**)—পল্বল, ক্ষুদ্র সরোবর, অল্পজল জলাশয়, ডোবা, গেড়ে। অল্প (ক্ষুদ্র) সরঃ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অল্পসল্প, -স্বল্প—যৎসামান্য, সামান্য কিছু, অতি কম। অল্প+সহচর শব্দ সল্প স্বল্প। বিণ।

অল্পসার অল্পবল, দুর্বল, সামর্থ্যহীন ; যাহার মধ্যে শস্য কম আছে এমন, সামান্য শাঁসযুক্ত ; প্রায় ফোঁপরা, অসার। অল্প সার যাহার, বহু। বিণ।

অল্পস্থায়ী (-স্থায়িন্‌)—যাহা কম সময় থাকে এমন, ক্ষণস্থায়ী। অল্প—স্থা+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। বি, **-স্থায়িত্ব, -স্থায়িতা**।

অল্পায়ু—অল্পজীবী, অদীর্ঘজীবী, যে বেশী দিন বাঁচে না এরূপ। <অল্পায়ুঃ। বিণ।

অল্পাকাঙ্ক্ষা—ক্ষুদ্র আশা ; অল্পে সন্তোষ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্), **-কাংক্ষী**— যে অল্প বাসনা করে এরূপ, অল্পেই সন্তুষ্ট। উপপদং ; অল্প—আ—কাঙ্ক্ষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কাঙ্ক্ষিণী**।

অল্পাধিক—ন্যূন বা অতিরিক্ত, কমবেশী। অল্প বা অধিক যাহাতে, বহু ('ক্রিয়া' বৎ), অথবা, অল্প বা অধিক যাহা, কর্মধা (একই বিশেষ্যের বিশেষণ বলিয়া)। বিণ।

অল্পাধিকপরিমাণ—১। কিছু কম বা কিছু বেশী মাত্রাবিশিষ্ট। অল্পাধিক হইয়াছে পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। কিছু কম বা কিছু বেশী মাত্রা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অল্পায়ত -কম চওড়া, সংকীর্ণ, অল্পবিস্তৃত। অল্প পরিমাণে আয়ত, সুপ্। বিণ।

অল্পায়ুঃ (-যুস্) (> **-আয়ু**)—১। যাহার আয়ু অল্প এরূপ, যে অধিক দিন বাঁচে না এরূপ ; ক্ষণজীবী। বিণ। ২। ছাগ, ছাগল। অল্প হইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। বি ; পুং।

অল্পার্থ—অল্পপ্রকার ; খুব কম। অল্প + অল্প প্রকারার্থে। বিণ।

অল্পাশয় -১। হীনমতি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ; যাহার উচ্চাশা নাই এরূপ, অল্পাকাঙ্ক্ষী। অল্প আশয় যাহার, বহু। বিণ। ২। সামান্ত আশা, অল্প আকাঙ্ক্ষা। অল্প আশয়, কর্মধা। বি ; পুং।

অল্পাসু—অল্পপ্রাণ, ক্ষীণজীবী। অল্প অসু যাহার, বহু। বিণ।

অল্পাহার—১। পরিমিত ভোজন, লঘু আহার, কম খাওয়া। অল্প আহার, কর্মধা। বি ; পুং। ২। পরিমিতভোজী। অল্প আহার যাহার, বহু। বিণ।

অল্পাহারী (-রিন্)—যে অল্প খায় এরূপ, মিতভোজী। উপপদং ; অল্প—আ—হৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-রিণী**।

অল্পিত—যাহাকে কমানো হইয়াছে এরূপ অল্প—ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অল্পিষ্ঠ—অত্যল্প ; ক্ষুদ্রতম। অল্প + ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

অল্পীয়ান্ (-য়স্)—অল্পতর, তুলনায় কম অতি অল্প, অতি ক্ষুদ্র। অল্প + ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়সী**।

অল্লেয়ে—'অলপেয়ে' দ্রঃ।

অল্পোপভুক্ত—যাহা কম পরিমাণে ভোগ করা হইয়াছে এমন। অল্প এমনভাবে উপভুক্ত, সুপ্। বিণ। [কর্তৃ। বি ; পুং।

অল্ল—পরমেশ্বর ; আল্লা। অল্—লা + ক

অল্লা—১। (সংস্কৃত নাটক) মাতা পরম দেবতা। অল্ল + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, খোদা, আল্লা। আ মূ বি।

অশকতি—১। শক্তিহীনতা। বি। ২ শক্তিহীন। প্রা কপ্র। বিণ।

অশকুন—অশুভ, অমঙ্গল ; অযাত্রা, অনিষ্ট-সূচক কাকাদিদর্শন ; অলক্ষণ। ন (অপ্রশস্ত) শকুন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অশকুম্ভী—জলের পানা ; কচুরিপানা। অশ্ + অস কর্তৃ=অশ (ব্যাপক) ; অশা যে কুম্ভী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অশক্ত—১। সামর্থ্যহীন, অসমর্থ, অপারগ, শক্তিহীন ; কোমল, নরম। নঞ্‌তৎ। ২। শক্ত বা দৃঢ় নয় এমন, কোমল, নরম। কা-মূ। বিণ।

অশক্তি—অসামর্থ্য, শক্তিহীনতা, অপটুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশক্য—অসাধ্য, সাধ্যাতীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশঙ্ক—নির্ভয়, নিঃশঙ্ক ; নিশ্চিন্ত ; নিঃসন্দেহ। ন (নাই) শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

অশঙ্কনীয়—যাহাতে শঙ্কা করিবার হেতু নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশঙ্কা—১। শঙ্কাভাব, ভয়হেতুর অবিদ্য-মানতা, ভয়হীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শঙ্কাহীনা। অশঙ্ক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অশঙ্কিত—অভীত, অত্রস্ত ; নিরুদ্বেগ ; নিশ্চিন্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশঠ—অকপট, শঠতাহীন, সরল ; অক্রূর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশত্রু—১। শত্রুহীন, যাহার শত্রু নাই এমন ; সর্বলোকপ্রীতিকর। ন (নাই) শত্রু যাহার, বহু। ২। যে নিজে কাহারও শত্রু নয় এরূপ, অবিরোধী, অপ্রতিকূল ; অক্ষতিকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশথ—অশ্বত্থ। <অশ্বত্থ। বি।

অশন—১। ভোজন। অশ্ (ভোজন করা) + অনট্ ভাব। ২। ব্যাপন। অশ্ (ব্যাপা) + অনট্ ভাব। ৩। ভক্ষ্যবস্তু। অশ্ (ভোজন করা) + অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী। ৪। অশনবৃক্ষ, পীতশালবৃক্ষ, পিয়াশালগাছ। অশ্ (ব্যাপা) + অন কর্তৃ। বি ; পুং।

অশননলী -যে নলী দ্বারা গিলিত বস্তু মুখ হইতে জঠরে নীত হয় তাহা, অন্ননালী, gullet. ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অশনপর্ণী—অপরাজিতা গাছ। অশনের পর্ণের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অশন-বসন—অন্নবস্ত্র, ভাত-কাপড় ; খাওয়া-পরা। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অশনা ক্ষুধা। <অশনায়া। বি।

অশনাচ্ছাদন—গ্রাসাচ্ছাদন, অন্নবস্ত্র, ভাত-কাপড়। অশন এবং আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অশনায়া—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। অশন + ক্যচ্ (=অশনায় নামধাতু) + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অশনায়িত—ক্ষুধিত। অশন + ক্যচ্ (=অশনায় নামধাতু) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অশনি—বজ্র, মেঘাগ্নি, বিদ্যুৎ, বৃক্ষাদি-বিনাশক মেঘোৎপন্ন শক্তি ; প্রস্তরবর্ষী উল্কা বিঃ। অশ্ + অনি কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অশনি-পতন, -পাত, -সম্পাত—বজ্র-পাত, বাজ পড়া ; মহান্ অনর্থপাত। ষষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লী, পুং, পুং।

অশন্ত—অশান্ত। প্রা বাংপ্র। বিণ।

অশবার—ঘোড়সওয়ার, অশ্বারোহী। <অশ্ববার। বি।

অশব্দ- ১। শব্দহীন, নিঃশব্দ। বিণ। ২। অব্যক্ত ব্রহ্ম। ন (নাই) শব্দ যাঁহার, বহু। বি ; ক্লী।

অশম—শমরাহিত্য, অশান্তি ; অস্থিরতা ; ক্ষোভ। নঞ্‌তৎ। বি ; পুং।

অশরণ—নিরাশ্রয়, অনাথ, অসহায়, গৃহশূন্য। ন (নাই) শরণ যাহার, বহু। বিণ।

অশরীর ১। শরীরশূন্য, দেহরহিত ; শরীরের অভিমানশূন্য, জীবন্মুক্ত। বিণ। ২। কামদেব ; পরমাত্মা। ন (নাই) শরীর যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। দেহাভাব, দেহের অবিদ্যমানতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অশরীরিবাক্ (-বাচ্), **-বাণী**—আকাশ-বাণী, দৈববাণী। অশরীরীর বাক্, বাণী, ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অশরীরী (-রিন্)—যাহার শরীর নাই এরূপ, নিরাকার, দেহহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অশর্ম (-শর্মন্), **-শর্ম্ম** (-শর্ম্মন্)—ক্লেশ, দুঃখ। ন শর্ম, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অশর্মা (-শর্মন্), **-শর্ম্মা** (-শর্ম্মন্)— দুঃখিত, পীড়াযুক্ত, অস্বচ্ছন্দ। ন (নাই) শর্ম (সুখ) যাহার, বহু। বিণ।

অশাখ—শাখাহীন, ডালশূন্য। ন (নাই) শাখা যাহার, বহু। বিণ।

অশাখা—১। শাখার অভাব, ডালশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শাখাহীনা। অশাখ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অশাত—অমঙ্গল, অসুখ। ন শাত (সুখ), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অশান—অশান্ত ; উদ্বিগ্ন ; অস্থির, চঞ্চল। কপ্র। বিণ।

অশান্ত অস্থির, চঞ্চল ; উদ্বিগ্ন ; উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ; দুর্দান্ত। ন শান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শান্তা**।

অশান্তি—উপদ্রব, অত্যাচার ; উদ্বেগ, অস্থিরতা ; বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশারীরিক—অদৈহিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অশাশ্বত অচিরস্থন, অনিত্য ; অস্থায়ী ;

অল্পকালস্থায়ী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

অশাসন—শাসনের অভাব, শাসন না থাকা, অরাজকতা; অপকৃষ্ট শাসন। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশাসনীয়—শাসনাতীত, শাসনবহির্ভূত, দুর্দমনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অশাসিত—যাহা শাসন করা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশাস্ত্র—১। অসৎ শাস্ত্র, সাধুলোকের অগ্রাহ্য শাস্ত্র; বেদাদিবিরুদ্ধ শাস্ত্র; শাস্ত্রাভাব; অবিধি। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। শাস্ত্রহীন; শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবহির্ভূত। ন (নাই) শাস্ত্র যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অশাস্ত্রবিহিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিগর্হিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অশাস্ত্রীয়—যাহা শাস্ত্রীয় নয় এরূপ, শাস্ত্রবিগর্হিত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশিক্ষা—অসৎশিক্ষা, কুশিক্ষা; শিক্ষাভাব। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশিক্ষিত—যে শিক্ষিত নয় এরূপ, যে লেখাপড়া শিখে নাই এরূপ, অনভিজ্ঞ; মূর্খ; অসভ্য; যাহা শিক্ষা করা হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অশিত—১। ভক্ষিত। অশ্+ক্ত কর্ম। ২। তৃপ্ত, প্রীত। অশ্+ক্ত কর্তৃ। ৩। অশাণিত। ন শিত (শাণিত), নঞ্তৎ। বিণ।

অশিতা (-তৃ) -ভক্ষক। অশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

অশিত্র—তস্কর; চোর; চর। অশ্ (ব্যাপ্ত বিষয়)+ইত্র কর্তৃ। বি, পুং।

অশিথিল অশ্লথ; দৃঢ়; গাঢ়, ঘনিষ্ঠ; অনলস। নঞ্তৎ। বিণ।

অশিব—১। অমঙ্গল, অকল্যাণ। ন শিব, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অশুভকর, অনিষ্টজনক; শিবহীন। ন (নাই) শিব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অশির—১। সূর্য; অগ্নি; রাক্ষস; বায়ু। বি; পুং। ২। বজ্র। অশ্+ইর কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৩। যাহার শিরা নাই এমন। ন (নাই) শিরা যাহার, বহু। বিণ।

অশিরঃস্নান—জলে শুধু গা ডোবানো, মাথা না ডোবাইয়া গা ধোওয়া। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশিরস্ক, -শিরাঃ (-রস্), (>**-শিরা**)—মস্তকহীন; ছিন্নশীর্ষ। ন (নাই) শিরঃ যাহার, বহু (১ম পক্ষে ক-আগম)। বিণ। ১ম পক্ষে স্ত্রী, **-স্কা**।

অশিরা—রাক্ষসী। অশির(১)+আপ্। বি; স্ত্রী। [নঞ্তৎ। বিণ।

অশিশির—তপ্ত, যাহা ঠাণ্ডা নহে এরূপ।

অশিশির-কর, -কিরণ, -রশ্মি—তপন, সূর্য; উষ্ণরশ্মি। অশিশির কর, কিরণ, রশ্মি যাহার, বহু। বি; পুং বা বিণ।

অশিশু—১। শিশুভিন্ন ব্যক্তি। ন শিশু নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। শিশুহীন, নিঃসন্তান। ন (নাই) শিশু যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-শিশ্বী**, (সমাসান্ত ক-যোগে) **অশিশ্বিকা**।

অশিশ্বিকা—শিশুরহিতা, সন্তানহীনা, আঁটকুড়ী। অশিশ্বী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অশিশ্বী—শিশুরহিতা, সন্তানহীনা, পুত্রকন্যাহীনা। ন (নাই) শিশু যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

অশিষ্ট—অসাধু, দুর্বৃত্ত; অভদ্র, অসভ্য; নাস্তিক; উদ্ধত, ধৃষ্ট; দুরন্ত; অকৃতশাসন; ব্যভিচারবান্; অশান্ত, দুর্দান্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অশিষ্টাচার, -চরণ—১। অভদ্র ব্যবহার, অসাধু আচরণ, দুর্ব্যবহার; দুরন্তপনা। অশিষ্ট আচার, আচরণ, কর্মধা। বি; পুং। ২। দুর্ব্যবহার পরায়ণ, দুরাচার, দুর্বৃত্ত। অশিষ্ট আচার, আচরণ যাহার, বহু। বিণ।

অশিষ্য—১। শিষ্যহীন। ন (নাই) শিষ্য যাহার, বহু। বিণ। ২। শিষ্যাভাব, শিষ্য না থাকা; অপ্রশস্ত শিষ্য। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অশীত—অশীতল, শীতগুণবর্জিত, ঠাণ্ডা নহে এরূপ; উষ্ণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশীত-কর -কিরণ, -দীধিতি, -মরীচি—সূর্য। অশীত কর, কিরণ, দীধিতি, মরীচি যাহার, বহু। বি; পুং।

অশীতি—১। আশি সংখ্যা; ৮০। বি; স্ত্রী। ২। ৮০ সংখ্যক। অষ্টগুণিতা দশতি (দশক), মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বিণ।

অশীতিক—অশীতিবর্ষবয়স্ক, আশি বছরের। অশীতি+ক যুক্তার্থে। বিণ।

অশীতিকাবর—ঊনাশীতিবর্ষবয়স্ক। বিণ।

অশীতিতম—অশীতিসংখ্যার পূরক, যাহা আশি এই সংখ্যায় স্থান পূর্ণ করে এমন, উন আশির পরেরটি। অশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

অশীতিপর—আশি বৎসরের অধিক-বয়স্ক অতিবৃদ্ধ। অশীতি হইতে পর (উত্তর, অধিক), ৫মীতৎ। বিণ।

অশীর্ষক, -র্ষিক, -র্ষী (র্ষিন্)—মস্তকহীন, মুণ্ডহীন; ডগাশূন্য। প্রথমটিতে, ন (নাই) শীর্ষ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত; পরের দুইটিতে, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ষিকা, -র্ষিকী, -র্ষিণী**।

অশীল—১। অশিষ্ট, অসভ্য; দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র। ন (অপ্রশস্ত) শীল যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্ট স্বভাব; মন্দ চালচলন। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশুক্ (-শুচ্)—শোকরহিত, শোকহীন। ন (নাই) শুক্ যাহার, বহু। বিণ।

অশুচ—১। আত্মীয়ের জন্মমৃত্যুহেতু অশুদ্ধি। <অশৌচ। বি। ২। অশুদ্ধ, অপবিত্র। <অশুচি। বিণ।

অশুচি—১। যাহা শুচি নয় এরূপ, অশুদ্ধ, অপবিত্র, শাস্ত্রোক্তশৌচহীন; কপট। নঞ্তৎ। বিণ। ২। কৃষ্ণবর্ণ। নঞ্তৎ। বি; পুং। ৩। ঋতুমতী। বাংপ্র। বিণ।

অশুচিতা, -ত্ব—শুচির অভাব, অপবিত্রতা; অশুদ্ধি। অশুচি+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অশুদ্ধ—১। অপবিত্র, অশুচি; অনির্মল; অসংস্কৃত; দোষযুক্ত; ভ্রমযুক্ত; বর্ণাদির অশুদ্ধিযুক্ত; শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী যাহা শোধন করা হয় নাই এমন; রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যাহা শোধিত নয় এরূপ। নঞ্তৎ। ২। রজস্বলা, 'নোংরা'। বাংপ্র। বিণ।

অশুদ্ধা—অশুচি, ঋতুমতী। বিণ; স্ত্রী।

অশুদ্ধি—অপবিত্রতা, শৌচাভাব, অশৌচ; অশোধিত অবস্থা; ভ্রম, ভুল। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশুদ্ধিপত্র—পুস্তকসংলগ্ন ভ্রমনির্দেশক পৃষ্ঠা, যে পৃষ্ঠায় পুস্তকের ভ্রমগুলি প্রদর্শিত থাকে তাহা। অশুদ্ধিপ্রদর্শক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অশুদ্ধিশোধন, -সংশোধন—ভ্রমনিরসন, ভুল শোধরানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশুভ—১। অকল্যাণ, অমঙ্গল; পাপ। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অমঙ্গলযুক্ত; অকল্যাণজনক; অসাধু; বিশ্রী। ন (নাই) শুভ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অশুভকর, -ংক(ঙ্ক)র, -জনক—অমঙ্গলকারী; ক্ষতিকারী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -ংকরী, -জনিকা**।

অশুভক্ষণ—কুক্ষণ, খারাপ সময়, অকল্যাণজনক সময়। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অশুভসূচক—অমঙ্গলজ্ঞাপক, অনিষ্টসূচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সূচিকা**।

অশৃত—কাঁচা, অপক্ব। নঞ্তৎ। বিণ।

অশেষ—১। শেষহীন; অসীম; সম্পূর্ণ; বহুবিধ। ন (নাই) শেষ যাহার, বহু। বিণ। ২। শেষাভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অশেষজ্ঞ—যাঁহার কিছুই জানিতে বাকি নাই এরূপ, বহুজ্ঞ, সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিশারদ। উপতৎ; অশেষ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অশেষতত্ত্বজ্ঞ—সকল-জ্ঞানসম্পন্ন। উপতৎ; অশেষতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অশেষ-প্রকার, -বিধ—বহুবিধ, নানারকমের। অশেষ প্রকার, বিধা যাহার, বহু। বিণ।

অশেষবিৎ (-বিদ্)—যিনি অশেষ বিদ্যা জানেন, সর্ববিদ্যাবিৎ। উপতৎ ; অশেষ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অশেষবিশেষে—বহুপ্রকারে, অসংখ্য উপায়ে এবং বিশেষভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অশৈক্য—অসম্ভব। বাংপ্র। বিণ।

অশোক—১। অশোক গাছ [এই বৃক্ষতলে তপস্যা করিতে করিতে গৌরী মনোরথসিদ্ধি লাভ করিয়া নষ্টশোকা হইয়াছিলেন]; বকুলগাছ ; দশরথের মন্ত্রী ; কাশ্মীরের স্বনামখ্যাত রাজা ; মৌর্যবংশীয় তৃতীয় নৃপতি [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি ; পুং। ২। পারদ। ন (নাই) শোক (দুঃখ, রোগ-ক্লেশ) যাহা হইতে, বহু। বি ; ক্লী। ৩। শোক-দুঃখশূন্য। ন (নাই) শোক যাহার, বহু। বিণ।

অশোককানন—অশোকবন (তাহা দ্রঃ) ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অশোকপূর্ণিমা—ফাল্গুনের পূর্ণিমায় করণীয় ব্রত বিঃ ; ফাল্গুনপূর্ণিমা। অশোক-দায়িনী পূর্ণিমা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অশোকবন, -বনিকা—রাবণের লঙ্কাপুরীস্থিত কানন বিঃ, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাস্থিত বিলাসকানন। অশোকের বন, ষষ্ঠীতৎ, অশোকবন+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অশোকমঞ্জরী—অশোকের মুকুল, অশোকের পল্লবাঙ্কুর। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অশোকষষ্ঠী—চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী [বঙ্গদেশীয় হিন্দু পুত্রবতী নারীরা এই দিনে পুত্রের মঙ্গলার্থ ষষ্ঠীপূজা করেন ও দুগ্ধ বা জলের সহযোগে ছয়টি অশোককলিকা ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এরূপ করিলে তাঁহারা অশোকা থাকিবেন। শাস্ত্রোক্তিমতে এই তিথিতে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিলে সুখ ও পুত্রলাভ ঘটে]। অশোকদায়িনী ষষ্ঠী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অশোকসুন্দরী—পার্বতীর কন্যা নহুষের পত্নী ও যযাতির জননী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অশোকা—১। কটকী ; অশোকষষ্ঠী ; জৈনদিগের গৃহদেবতা। ন (নাই) শোক যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। শোকরহিতা। অশোক (৩)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অশোকারি—কদম্ববৃক্ষ। অশোকের অরি, [ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অশোকাষ্টমী—চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী [এই তিথিতে আটটি অশোকফুলের কলিকাসহ জল পান এবং লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান করা উচিত। লিঙ্গপুরাণে কথিত আছে, এই তিথিতে অষ্টকলিকাযুক্ত জল পান এবং ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলে কেহ শোক পায় না]। অশোকদায়িনী অষ্টমী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অশোচনীয়, -শোচ্য—শোকের অযোগ্য, যাহার নিমিত্ত শোক করিতে হয় না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশোচিত—অশোকপ্রাপ্ত ; যাহার জন্য শোক করা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশোথ, অশোদ—অশ্বত্থবৃক্ষ। প্রাদে। বি।

অশোধন—অপবিত্রীকরণ ; অসংস্করণ ; অমার্জন, অপরিশোধন। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অশোধনীয়, অশোধ্য—পবিত্র করিবার অযোগ্য ; অসংস্কার্য ; অমার্জনীয় ; অপরিশোধ্য। নঞ্তৎ। বিণ। **অশোধ্য ঋণ**—যে ধার শোধ করা যায় না।

অশোধিত—অ-পবিত্রীকৃত ; অসংস্কৃত ; অমার্জিত ; অপরিশোধিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অশোভন—অসুন্দর, শোভারহিত, কুৎসিত ; অনুচিত ; বেমানান, অসাজন্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অশোষ্য—অশোষণীয়, রসগ্রহণের অনুপযুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অশৌচ—অশুদ্ধি, অশুচিতা, যাহাতে শাস্ত্রীয় কার্য করিতে পারা যায় না এরূপ অবস্থা [অশৌচ নানাবিধ ; যথা,—জননাশৌচ, মরণাশৌচ, কালাশৌচ, কন্যাশৌচ ইত্যাদি]। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অশৌচসংক(ঙ্ক)র—দুই বা ততোধিক অশৌচের সংমিশ্রণ, এক অশৌচের মধ্যে পুনরায় অশৌচ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অশৌচান্ত—অশৌচনিবৃত্তি, অশৌচের শেষ, অশৌচের সমাপ্তি [সম্পূর্ণ জনন-মরণাশৌচ ব্রাহ্মণের দশ দিনে, ক্ষত্রিয়ের বার দিনে, বৈশ্যের পনর দিনে এবং শূদ্রের ত্রিশ দিনে নিবৃত্ত হয়]। অশৌচের অন্ত, ষষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অশ্ব—ঘোটক। অশ্+কন্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, -অশ্বা (ঘোটকী)।

অশ্বক—ঘোড়া ; ছোট ঘোড়া, টাট্টু। অশ্ব+কন্ স্বার্থে বা হ্রস্বার্থে। বি ; পুং।

অশ্বকর্ণ, -কর্ণক—১। ঘোড়ার কান। ষষ্ঠীতৎ। ২। শালবৃক্ষ। অশ্বকর্ণ-তুল্য কর্ণ (অর্থাৎ পত্র) যাহার, বহু ; পক্ষে স্বার্থে কন্। বি ; পুং।

অশ্বকিনী—অশ্বিনী নক্ষত্র, অশ্বমুখাকৃতি তারা। অশ্ব+কন্ স্বার্থে+ইন্+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অশ্বকুটী—অশ্বশালা, আস্তাবল। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অশ্বকোবিদ—অশ্বতত্ত্বে নিপুণ ; অশ্বারোহণে নিপুণ। অশ্বে কোবিদ, ৭মীতৎ। বিণ।

অশ্বখুর—ঘোড়ার খুর ; (অশ্বখুরের আকৃতি বলিয়া) নখীনামক গন্ধদ্রব্য। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অশ্বখুরা, -খুরী—অপরাজিতা লতা। অশ্বখুর (তৎসদৃশ মূল)+অচ্+আপ্, ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অশ্বখুরাকৃতি—ঘোড়ার খুরের ন্যায় আকারযুক্ত। অশ্বখুরের আকৃতির ন্যায় আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অশ্বগতি—১। ঘোটকের গমন। ষষ্ঠীতৎ। ২। ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ৩। অশ্বের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, অতি দ্রুতগামী। অশ্বের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ।

অশ্বগন্ধা—বরাহকর্ণের ন্যায় পত্রবিশিষ্ট স্বনামখ্যাত ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিঃ। অশ্বের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অশ্বগোযুগ—অশ্বদ্বয়, এক জোড়া ঘোড়া। অশ্ব+গোযুগ প্রত্যয়। বি ; ক্লী।

অশ্বগোষ্ঠ—অশ্বশালা, আস্তাবল। অশ্ব+গোষ্ঠ প্রত্যয়। বি ; ক্লী।

অশ্বগ্রীব—১। অশ্বের ন্যায় গ্রীবাযুক্ত। বিণ। ২। বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতি ; বিষ্ণুদ্বেষ্টা অসুর বিঃ, হয়গ্রীব। অশ্বের (গ্রীবার) ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বি ; পুং।

অশ্বঘ্ন—করবীবৃক্ষ। উপতৎ ; অশ্ব—হন্+টক্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

অশ্বচক্র—১। অশ্বসমূহ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। দাবা খেলায় 'ঘোড়া'র চালের একপ্রকার কৌশল। বাংপ্র। বি।

অশ্বচালনা—অশ্বকে চালিত করণ, ঘোড়াকে ছুটান। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অশ্বচিকিৎসক—অশ্ববৈদ্য, ঘোড়ার ডাক্তার। ষষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অশ্বচেষ্টিত—অশ্বের গতি। ষষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অশ্বডিম্ব—অস্তিত্বহীন অলীক পদার্থ, মিথ্যা বস্তু (অশ্বের ডিম্ব যেরূপ অসম্ভব, 'অশ্বডিম্ব' বলিলে সেইরূপ কল্পিত বা মিথ্যা বস্তুর প্রতীতি হয়)। 'ঘোড়ার ডিম'-এর মার্জিত রূপ। বাংপ্র। বি।

অশ্বতর—গর্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভে অথবা অশ্বের ঔরসে গর্দভীর গর্ভে জাত পশু, খচ্চর ; নাগ বিঃ, গন্ধর্ব বিঃ ; পুংবৎস। অশ্ব+ষ্টরচ্ (তর) অল্প বা অপ্রশস্ত অর্থে। বি ; পুং।

অশ্বতরী—অশ্বতর-স্ত্রী, খচ্চরী। অশ্বতর+ [ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অশ্বতীর্থ—তীর্থ বিঃ [কান্যকুব্জে যে স্থানে কালীনদী গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান অশ্বতীর্থ নামে অভিহিত। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এই স্থানে মহারাজ গাধি বরুণের নিকট হইতে একটি অতি অপূর্ব অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। অশ্বপ্রাপক তীর্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অশ্বত্থ—১। অশথ বা "আশথ' গাছ [পদ্মপুরাণে অশ্বত্থবৃক্ষের উৎপত্তিবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—জলন্ধর নামে এক রাক্ষস ইন্দ্রত্ব-লাভ-কামনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হইয়া শিবের শরণাপন্ন হইলে, শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই জলন্ধর রাক্ষসের বিন্দানাম্নী এক পতিব্রতা পত্নী ছিল। শিবের সহিত জলন্ধরের সংগ্রাম আরম্ভ হইলে বিন্দা স্বামীর প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর তপস্যা করিতে লাগিল। ইহার ফলে জলন্ধরের বধ কোনরূপেই সিদ্ধ হইল না। তাহা দেখিয়া দেবতারাও ভয়ে বিষ্ণুর শরণগ্রহণ করিলেন। তখন বিষ্ণু দেবতাদিগের কল্যাণার্থ জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বিন্দার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাহার কর ধরিলেন। এই উপায়ে বিন্দার তপোভঙ্গ হইলে জলন্ধর যুদ্ধে শিবকর্ত্তৃক নিহত হইল। এই ঘটনায় বিন্দা বিষ্ণুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু ভীত হইয়া তাহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—তুমি জলন্ধরের সহমৃতা হও, তোমার এই দেহভস্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ—এই চারিটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। তাহারা আমার স্বরূপ হইবে, এবং ঐ ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে।

অশ্বত্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একপ্রকার কথা প্রচলিত আছে,—হরগৌরী একদিন বিজনস্থানে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সময়ে দেবতাদিগের আদেশে অগ্নি সেখানে উপস্থিত হইলে গৌরী দেবতাদের প্রতি অভিশাপ দেন। ফলে ব্রহ্মা পলাশ, বিষ্ণু অশ্বত্থ ও রুদ্র বটবৃক্ষ হন। এইরূপ পুরাণোক্তি এবং লোকতঃ ও মানবাদি সর্বজীবের মহোপকারিত্ব হেতু অশ্বত্থবৃক্ষ হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য, বিশেষতঃ বৈশাখমাসে, ইহার মূলে জল দান করে]। ন+শ্বঃ (কল্য), নঞ্তৎ; অশ্বঃ (অর্থাৎ কল্য নহে, অর্থাৎ বহুদিন—অনেক কাল)—স্থা+ক কর্ত্তৃ (নিপা)। বি; পুং। ২। চিরস্থায়ী, সনাতন। ন শ্বত্থ (শ্বস্=আগামীকাল—স্থা+ক কর্ত্তৃ), নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্বত্থা—পূর্ণিমা তিথি। অশ্বত্থ (জল)+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বত্থামা (-মন্)—(মহাভারত) দ্রোণাচার্যের পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]; সাবর্ণি মনুর পুত্র। অশ্ব—স্থা+মনিন্ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

অশ্বত্থী—পিপ্পলীবৃক্ষ, পিপলী বা পিপুল গাছ। অশ্বত্থ+ঈপ্ ক্ষুদ্র অর্থে। বি; স্ত্রী।

অশ্বদংষ্ট্রা—ঘোটক-দন্ত; গোক্ষুর বৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বপ—অশ্বপালক, সহিস, অশ্বরক্ষক। উপতৎ; অশ্ব—পা+ক কর্ত্তৃ। বি; পুং।

অশ্বপতি—মদ্রদেশের অধিপতি; কেকয়ের রাজা; অশ্বস্বামী, ঘোড়ার মালিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বপাল, -পালক—অশ্বরক্ষক, সহিস। উপতৎ; অশ্ব—পা+ণিচ্ (=পালি ধাতু)+অণ্ কর্ত্তৃ, ২য় পক্ষে অশ্বের পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্ববক্ত্র—১। কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। বি; পুং। স্ত্রী, **-বক্ত্রী**। ২। ঘোড়ার মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অশ্ববড়ব—ঘোটক এবং ঘোটকী, অশ্ব এবং অশ্বা। অশ্ব এবং বড়বা (ঘোটকী), সমাহার দ্বন্দ্ব (সংস্কৃতে একবচনান্ত; ইতরেতর দ্বন্দ্বে দ্বিবচনান্তও হইতে পারে)। বি, ক্লী।

অশ্ববদন—অশ্বমুখ (তাহা দ্রঃ)। বহু। বি, পুং।

অশ্ববহ, -বাহ, -বাহন—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। অশ্ব বহ, বাহ, বাহন যাহার বহু। বি; পুং।

অশ্ববার—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। উপতৎ; অশ্ব—বৃ+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃ। বি, পুং।

অশ্ববারণ- গবয়। অশ্ব—ণিজন্ত বৃ (বারি)+অন কর্ত্তৃ। বি, পুং।

অশ্ববাল—ঘোড়ার কেশর; (তত্তুল্য বলিয়া) কেশে ঘাস ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্ববাহ, -বাহন—'অশ্ববহ' দ্রঃ।

অশ্ববিৎ (বিদ)—১। অশ্ববিদ্যাবিশারদ, নল রাজা। বি; পুং। ২। অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; অশ্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অশ্ববৈদ্য—অশ্বচিকিৎসক, ঘোড়ার ডাক্তার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অশ্বমহিষিকা—চিরশক্রতা, অশ্ব ও মহিষের ন্যায় নিত্য বিরোধ। অশ্ব ও মহিষ, দ্বন্দ্ব অশ্বমহিষ; অশ্বমহিষ+ইক+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বমার, -মারক—করবীর গাছ। অশ্ব—ণিজন্ত মৃ (=মারি)+অণ্, ণক কর্ত্তৃ। বি, পুং।

অশ্বমুখ কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি; পুং। স্ত্রী, **-মুখী** (কিন্নরী)।

অশ্বমেধ—যজ্ঞ বিঃ [এই যজ্ঞে বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত অশ্বকে সংপ্রোক্ষণ করিয়া কপালে জয়পত্র বন্ধনপূর্বক পৃথিবীতে অবাধে ভ্রমণার্থ বহু রক্ষকসহ ত্যাগ করিতে হইত, এবং এক বৎসরান্তে সেই অশ্ব পুনরাগত হইলে তাহাকে বধ করিয়া তাহার বক্ষোমেদ দ্বারা অগ্নির সংস্কার এবং অবশিষ্ট দেহমাংসে হোম করা হইত। চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতে এই যজ্ঞ আরম্ভ হইত এবং যজ্ঞশেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠাতাকে অভুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় থাকিতে এবং রাত্রিতে সস্ত্রীক ভূমিতে শয়ন করিতে হইত। প্রসিদ্ধি আছে, এই যজ্ঞের ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়, মোক্ষলাভ ও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ শত যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইলে যজ্ঞকর্ত্তা ইন্দ্রপদ লাভ করেন। পৌরাণিক যুগে সগর, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রঃ নৃপতিগণ এবং ঐতিহাসিক যুগে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ, গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁহার পৌত্র প্রথম কুমারগুপ্ত এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন]। অশ্ব মেধ (বলি) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

অশ্বমেধিক—অশ্বমেধযজ্ঞের উপযোগী অশ্ব, মেধ্যাশ্ব; মহাভারতীয় 'অশ্বমেধিকপর্ব' নামক চতুর্দশপর্ব। অশ্বমেধ+ইক হিতার্থে, অধিকৃতার্থে। বি; পুং।

অশ্বমেধীয়—১। অশ্বমেধযজ্ঞীয় অশ্ব। অশ্বমেধ+ঈয় হিতার্থে। বি; পুং। ২। অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। অশ্বমেধ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অশ্বযান—ঘোড়ার গাড়ি। অশ্ববাহিত যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অশ্বযুক্ (-যুজ্)—অশ্বিনীনক্ষত্র; আশ্বিন মাস। অশ্ব—যুজ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ, অধিবা। বি, স্ত্রী।

অশ্বযুজ চান্দ্র আশ্বিন মাস। অশ্বযুজ্+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

অশ্বরক্ষক -অশ্বরক্ষাকর্ত্তা, ঘোড়ার সহিস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বরজ্জু, -রশ্মি—ঘোড়ার রাশ, লাগাম। অশ্বনিয়ামক রজ্জু, রশ্মি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, পুং।

অশ্বরত্ন—শ্রেষ্ঠ অশ্ব, ঘোটকশ্রেষ্ঠ; উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। অশ্ব রত্নতুল্য, উপমিত সমাস। বি; ক্লী।

অশ্বরোধক—করবীর বৃক্ষ, করবী গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অশ্বলালা—অশ্বমুখনির্গত ফেন; একপ্রকার সর্প। অশ্বের লালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বশাখোট আশ শ্যাওড়া গাছ। অশ্বপ্রিয় শাখোট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অশ্বশাব, -শাবক—ঘোটকশিশু, বাচ্চা ঘোড়া। অশ্বার শাবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বশালা—মন্দুরা, ঘোড়ার ঘর, আস্তাবল। অশ্বের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বশৃগালিকা—অশ্ব শৃগালের শক্রতা; স্বভাব-শক্রতা। অশ্বশৃগাল+ইক শক্রতার্থে+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বষড়্গব—ছয় ঘোড়া। অশ্ব+ষড়্গব প্রত্যয়। বি; ক্লী।

অশ্বসাদি—অশ্বারোহী। উপতৎ; অশ্ব—সদ্ (গমন করা)+ইঞ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অশ্বসাদী (-সাদিন্)—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। উপতৎ; অশ্ব—সদ্+ণিন্ কর্তৃ। স্ত্রী, -সাদিনী।

অশ্বসেন—সনৎকুমারের শিষ্য; দ্রোণাচার্যের সারথি; সর্প বিঃ; তক্ষকের পুত্র। অশ্ব—সি+ন কর্তৃ। বি; পুং।

অশ্বস্তন—অসঞ্চয়ী, যে কল্যকার জন্য সঞ্চয় করে না এমন। শ্বঃ (পরদিনে) ভব এই অর্থে শ্বস্+তন=শ্বস্তন, ন (নাই) শ্বস্তন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -স্তা, -স্তী।

অশ্বা—ঘোটকী। অশ্ব+আপ্। বি, স্ত্রী।

অশ্বাক্ষ—সরিষা গাছ। অশ্বের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বি; পুং।

অশ্বাধ্যক্ষ—অশ্বপরিচালক, অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক। অশ্বের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বাবরোহক- অশ্বগন্ধা। অশ্ব—অব—রুহ্+ণক কর্তৃ। বি, পুং।

অশ্বারি—মহিষ। অশ্বের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বারূঢ়—যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছে এরূপ, ঘোটকপৃষ্ঠে সমাসীন। অশ্বকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

অশ্বারোহ—১। অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধকারী সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য। বি; পুং। ২। ঘোটকে আসীন। অশ্ব—আ—রুহ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ।

অশ্বারোহণ—ঘোটকে আরোহণ, ঘোড়ায় চড়া। অশ্বে আরোহণ, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

অশ্বারোহা- ১। অশ্বারোহিণী। অশ্বারোহ+আপ। বিণ। ২। অশ্বগন্ধা গাছ। অশ্বের ন্যায় আরোহ যাহার, বহু। বি, স্ত্রী।

অশ্বারোহী (-হিন্)—১। অশ্বে আরোহণকারী; ঘোড়ায় চড়িতে নিপুণ। বিণ। ২। ঘোড়সওয়ার। অশ্ব—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -হিণী।

অশ্বাশন—নাগ বিঃ। উপতৎ; অশ্ব—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অন কর্তৃ, অথবা অশ্ব আসন যাহার, বহু। বি; পুং।

অশ্বাহ্বা—অশ্বগন্ধা। অশ্ব আহ্বা (নাম) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বিদ্বয়—(পুরাণমতে) অশ্বিনীকুমারদ্বয়, স্বর্গবৈদ্যদ্বয়; (কাহারও কাহারও মতে) শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা। অশ্বীদিগের দ্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্বিম—অশ্বের একদিনে গমনযোগ্য। অশ্ব+ইন্। বিণ।

অশ্বিনী—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা; চন্দ্রের পত্নী; সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে প্রথম নক্ষত্র; ঘোটকী-রূপধারিণী স্বর্বেশ্যা বিঃ, বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার অপর নাম। অশ্ব (ঘোটকাকার)+ইন্ আছে অর্থে+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বিনীকুমার, -পুত্র, -সুত—স্বর্গবৈদ্যদ্বয়, যমজ দেববৈদ্য, নাসত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অশ্বী—ঘোটকী, মাদী ঘোড়া ('অশ্বী বড় তেজস্বিনী'—বঙ্কিম)। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

অশ্বী (-শ্বিন্)—স্বর্গবৈদ্যদ্বয়। অশ্ব+ইন্ আছে অর্থে। বি, পুং।

অশ্বীয়—১। অশ্বসমূহ। অশ্ব+ঈয় সমূহার্থে। বি; ক্লী। ২। অশ্বকল্যাণকর, ঘোটকসম্বন্ধীয়। অশ্ব+ঈয় হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অশ্ম—১। পর্বত, মেঘ। বৈদিক শব্দ। বি, পুং। ২। সমাসে পূর্বপদে 'অশ্মন্' শব্দের রূপ ('অশ্মা' দ্রঃ)।

অশ্মক—সূর্যবংশীয় রাজা বিঃ, দাক্ষিণাত্যবাসী প্রাচীনকালের জাতি বিঃ ও তাহাদের দেশ। অশ্মন্+কন্। বি, পুং।

অশ্মকুট্ট, -কুট্টক—১। প্রস্তরোপরি ধান্যাদি পেষণকারী। উপতৎ, অশ্মন্+কুট্ট+অণ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রস্তরকুট্টিত। অশ্ম দ্বারা কুট্ট, ৩য়াতৎ; অশ্মকুট্ট+ক স্বার্থে। বিণ।

অশ্মকেতু—ক্ষুদ্র পাষাণভেদী বৃক্ষ [হিন্দীতে ইহাকে 'শিলকোড়' বলে]। ইহা কঠিন পাথরের গায়ে জন্মিয়া থাকে। এই গাছ দেখিলে মনে হয় পর্বতের মৃত্তিকাহীন নীরস গাত্রে এক একটি পাতা লাগিয়া রহিয়াছে]। অশ্মের কেতু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অশ্মগর্ভ(র্ভ)—মরকতমণি, সবুজবর্ণ রত্ন বিঃ; পান্না। অশ্ম (পর্বত) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি, পুং।

অশ্মগর্ভ(র্ভ)জ—মরকতমণি, পান্না। উপতৎ; অশ্মগর্ভ—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অশ্মঘ্ন—পাষাণভেদী বৃক্ষ, হাথাজুড়ি; শ্বেত করবীর গাছ। উপতৎ; অশ্মন্—হন্+টক কর্তৃ। বি; পুং।

অশ্মজ—১। শৈলেয়, গিরিজাত গন্ধদ্রব্য-বিঃ; শিলাজতু; গৈরিক, গিরিমাটি; লৌহ। বি; পুং। ২। পর্বতোৎপন্ন, শিলাজাত। উপতৎ; অশ্মন্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অশ্মজতু, -জতুক—শিলাজতু। অশ্মজাত জতু, জতুক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, ক্লী।

অশ্মদারণ—১। পাষাণভেদক অস্ত্র টঙ্ক। অশ্ম—দৄ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। প্রস্তর বিদীর্ণকরণ, প্রস্তরবিদারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অশ্মন্ত—১। অগ্নিস্থান, উনান; মৃত্যু; অশুভ ক্ষেত্র; অশুভ, অমঙ্গল। অশ্মন্ অর্থাৎ পাথরের অন্ত যেখানে, বহু (নিপা পূর্বপদের টি-লোপ)। বি; ক্লী। ২। অন্তহীন, অনবধি, অসীম। অশ্মের অর্থাৎ মেঘের অন্ত হয় যেখানে, বহু (নিপা)। বিণ।

অশ্মন্তক—১। অম্লকুচাই, আমলকুচি, পশ্চিম দেশে আবুটা নামে খ্যাত বৃক্ষ বিঃ। বি, পুং। ২। অগ্নিস্থান, চুল্লী; দীপাধারের আচ্ছাদন। অশ্মন্ত+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

অশ্মপুষ্প—শৈলেয়, শিলাজতু [পাথর ঘামিয়া একপ্রকার গাঢ় রস বাহির হয়। সেই রস কিছুক্ষণ পরে বাতাসের সংস্পর্শে জমিয়া যায়। এই জমাট পদার্থই অশ্মপুষ্প]। অশ্মজাত পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অশ্মভাল—হামানদিস্তা। উপতৎ; অশ্মন্ (প্রস্তর)—ভাজ্ (গুঁড়ানো)+অন্ কর্তৃ, জ-স্থানে ল। বি, ক্লী।

অশ্মভিৎ (-ভিদ্), **-ভিদ**—১। পাষাণভেদী বৃক্ষ। বি, পুং। ২। পাষাণভেদক, পর্বতবিদারক। অশ্ম—ভিদ্+ক্বিপ্, ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভেদা।

অশ্মযোনি—মরকতমণি, পান্না। অশ্ম (পর্বত) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি; পুং।

অশ্মর—প্রস্তরময়, পাথুরে; প্রস্তরসম্বন্ধীয়। অশ্মন্+র বিকার বা স্বরূপ অর্থে। বিণ।

অশ্মরী—পাথরী রোগ, stone. [নিদানমতে ইহা ত্রিদোষজ, এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ ভেদে চতুর্বিধ।] অশ্মর+ঙীপ্। বি, স্ত্রী।

অশ্মরীঘ্ন—বরুণবৃক্ষ, পাথরী রোগনাশক। উপতৎ; অশ্মরী—হন্+টক্ কর্তৃ। বি, পুং বা বিণ।

অশ্মরীহর—দেধান; পাথরী রোগনাশক। উপতৎ; অশ্মরী—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ।

অশ্মসার—১। লৌহ, লৌহমল, লোহার মরিচা; ইন্দ্রনীলমণি; হীরক; পদ্মরাগাদি মণি। বি, পুং বা ক্লী। ২। পাথরের সারের ন্যায় শক্ত ('—প্রাণাদি')। অশ্মের ন্যায় সার যাহার, বহু। বিণ।

অশ্মা (-শ্মন্)—প্রস্তর, পাথর; চকমকি পাথর; করকা; পর্বত; মেঘ। অশ্ (ব্যাপা)+মন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

অশ্মীভবন—বৃক্ষ অস্থি প্রঃ প্রস্তরে পরিণতি, fossilization. অশ্মন্+চ্বি+ভূ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -ভূত।

অশ্মীভূত—শিলীভূত, প্রস্তরীভূত, পাথরে পরিণত, petrified, fossilized. অশ্মন শব্দ অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অশ্মী; অশ্মী—ভূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অশ্মীর—পাথরী রোগ। অশ্মন্+ঈর জাতার্থে। বি; পুং বা ক্লী।

অশ্মোত্থ—শিলাজতু। উপতৎ; অশ্মন্—উৎ—স্থা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অশ্র—চক্ষুর্জল, অশ্রু; শোণিত; কোণ। অশ্+রক্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

অশ্রদ্দধান—শ্রদ্ধাহীন, যে শ্রদ্ধা করিতেছে না। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধারহিত, বীতশ্রদ্ধ; বিশ্বাসহীন, আস্থাশূন্য। ন (নাই) শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রদ্ধা—১। ঘৃণা; অভক্তি; অবজ্ঞা; অযত্ন; অনাদর; অবিশ্বাস। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। শ্রদ্ধারহিতা। অশ্রদ্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অশ্রদ্ধিত—অনাদৃত, অবজ্ঞাত। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রদ্ধেয়—অশ্রদ্ধাযোগ্য; বিশ্বাসের অনুপযুক্ত; অনাদরণীয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়া।

অশ্রপ—১। রুধিরপায়ী, রক্তপানকারী। বিণ। ২। রাক্ষস, পিশাচ। উপতৎ; অশ্র (রক্ত)—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অশ্রবণ—১। শ্রবণাভাব, না শোনা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। শ্রবণশক্তিশূন্য, বধির, যে শুনিতে পায় না এমন, কালা। ন (নাই) শ্রবণ যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রম—১। শ্রমাভাব, পরিশ্রম না করা; অনবসাদ। নঞ্তৎ। বি, পুং। ২। শ্রমরহিত, অলস; নিশ্চেষ্ট; অক্লান্ত, অনবসন্ন। ন (নাই) শ্রম যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধহীন, যে ক্রিয়াতে শ্রাদ্ধ করা হয় নাই এরূপ। ন (নাই) শ্রাদ্ধ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অশ্রাদ্ধভোজী (-ভোজিন্)—অশ্রাদ্ধভোক্তা, যিনি শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করেন না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ভোজিনী।

অশ্রাদ্ধী (-দ্ধিন্)—শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ; পুং।

অশ্রান্ত—১। অনবরত, সতত। ক্রি-বিণ। ২। শ্রান্তিহীন, অবিরত; ক্রমাগত, ধারাবাহিক। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রান্তি—অক্লান্তি, শ্রান্তিহীনতা; অবিরাম। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্রাব্য—শ্রবণের অযোগ্য; শ্রুতিকটু; অশ্লীল। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রি, -শ্রী—অস্ত্রের অগ্রভাগ, খড়্গাদির ধার; গৃহাদির বা কোন বস্তুর কোণ। অশ্+ক্রি কর্তৃ, অথবা নঞ্—শ্রি+ক্বিপ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্রীক—শোভাহীন, সৌন্দর্যহীন; উন্নতিহীন। ন (নাই) শ্রী যাহার, বহু (সমাসান্ত ক-আগম)। বিণ।

অশ্রু—চোখের জল, বাষ্প, নেত্রজল। অশ্+রু কর্তৃ। বি; ক্লী।

অশ্রু-আঁখি—অশ্রুপূর্ণ লোচনা। অশ্রু আঁখিতে যাহার, বহু (বাং)। কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

অশ্রুকণা—অশ্রুবিন্দু, চোখের জলের ফোঁটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্রুগদ্গদ—বাষ্পকণ্ঠ, বাষ্পজড়িত, বাষ্পাগম হেতু অস্পষ্ট ('—কণ্ঠ', '—স্বর')। অশ্রুদ্বারা গদগদ, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুগদ্গদকণ্ঠ—ক্রন্দনের জন্য যাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না এরূপ, বাষ্পজড়িতকণ্ঠ। বহু। বিণ। স্ত্রী -কণ্ঠা, -কণ্ঠী। [জল, কর্মধা। বি; ক্লী।

অশ্রুজল—নয়নবারি, চোখের জল। অশ্রুই

অশ্রুত—১। যাহা শোনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতিগোচর। নঞ্তৎ। ২। শ্রুতিবিরুদ্ধ, বেদবিরুদ্ধ। ন শ্রুত (শ্রুতিসংগত), নঞ্তৎ। ৩। শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, মূর্খ। ন (নাই) শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান) যাহার, বহু। ৪। অশ্রুপূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

অশ্রুতচর—যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -চরী।

অশ্রুতপূর্ব(র্ব)—যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতচর। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রুতরঙ্গ—প্রবলবেগে অশ্রুপাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুতস্বর—১। অপরিচিত কণ্ঠস্বর; অতি মৃদু কণ্ঠধ্বনি। অশ্রুত স্বর, কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার গলার স্বর কখনও শোনা যায় নাই এরূপ; অতি ধীর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। অশ্রুত স্বর যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রুতি—১। না শোনা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। কর্ণহীন; কালা, বধির। ন (নাই) শ্রুতি যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রুধারা—অশ্রুপ্রবাহ, অশ্রুর অবিশ্রান্ত পতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্রুধৌত—অশ্রুপ্লাবিত, চোখের জলে ভাসিয়া যাওয়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুনয়ন, -নেত্র—১। জলপূর্ণ চক্ষু, জলভরা চোখ। অশ্রুপূর্ণ নয়ন, নেত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। জলপূর্ণ-নেত্রবিশিষ্ট, যাহার চোখ জলভরা এমন। অশ্রু নয়নে, নেত্রে যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রুপাত—চক্ষু হইতে জলবিসর্জন, ক্রন্দন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুপূর্ণ—নেত্রজলে পরিপূর্ণ, বাষ্পপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুপ্রবাহ—অশ্রুধারা, নিরন্তর পতিত অশ্রু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুপ্লুত, -প্লাবিত—অশ্রুসিক্ত, চোখের জলে ধৌত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুবর্ষণ—চোখের জল ফেলা; ক্রন্দন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অশ্রুবারি—অশ্রুজল, চোখের জল। কর্মধা। বি; ক্লী।

অশ্রুবিন্দু—চোখের জলের ফোঁটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুবিমোচন, -বিসর্জ(র্জ)ন—নয়নবারিত্যাগ, চোখের জল ফেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অশ্রুভরা—চোখের জলে ভরা। অশ্রুদ্বারা ভরা, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

অশ্রুভার—চোখের জলের আধিক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অশ্রুভারাক্রান্ত—অশ্রুরাশিতে রুদ্ধ, বাষ্পের আধিক্যে জড়িত। অশ্রুর ভার, ৬ষ্ঠীতৎ; তদ্দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুময়—অশ্রুপূর্ণ; চোখের জলে ভরা। অশ্রু+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

অশ্রুমান্ (-মৎ)—অশ্রুযুক্ত, অশ্রুপরিপূর্ণ। অশ্রু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

অশ্রুমুখ—১। অশ্রুপ্লুত বদন। অশ্রুসিক্ত মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার মুখ বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছে এরূপ। অশ্রু মুখে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখী।

অশ্রুমোচন—অশ্রুবিসর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অশ্রুরুদ্ধ—বাষ্পরুদ্ধ; অশ্রুদ্বারা অস্পষ্টীকৃত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রুলোচন—জলভরা চোখ। অশ্রুপূর্ণ লোচন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

অশ্রুসংবরণ—ক্রন্দন বন্ধকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অশ্রুসিক্ত—বাষ্পার্দ্র, চোখের জলে ভিজা। ৩য়াতৎ। বিণ।

অশ্রেয়ঃ (-য়স্), (>-শ্রেয়)—১। অমঙ্গল, অহিত, অধর্ম; অনর্থ। ন শ্রেয়ঃ, নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। অপ্রশস্ত, অনুৎকৃষ্ট, অনিষ্টকর; অধম। ন (নাই) শ্রেয়ঃ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অশ্রেয়স্ক—শ্রেয়োহীন, অশুভ, অহিতকর। অশ্রেয়স্+কপ্ সমাসান্ত। বিণ।

অশ্রেয়স্কর—অপ্রশস্ত; অনুচিত, অনুত্তম। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

অশ্রেয়ান্ (-শ্রেয়স্)—অপ্রশস্ত, অনুৎকৃষ্ট; অনিষ্টকর; হীন, অধম। ন (নাই) শ্রেয়ঃ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

অশ্রোতব্য—শুনিবার অযোগ্য, অশ্রাব্য; অশ্লীল; অতি কর্কশ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রোত্রিয়—১। বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ। নঞ্তৎ। বি; পুং। ২। শ্রোত্রিয়হীন, বেদজ্ঞ-

ব্রাহ্মণশূন্য। ন (নাই) শ্রোত্রিয় যেখানে, বহু। বিণ।

অশ্লাঘনীয়, -শ্লাঘ্য—অপ্রশংসনীয়, প্রশংসার অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্লাঘা—নিন্দা; জুগুপ্সা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্লিষ্ট—শ্লেষরহিত; অসংঘটিত, অসম্পৃক্ত; পরস্পর অসংবদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্লীক—অশ্লাঘ্য। বিণ।

অশ্লীল—১। নীচ, জঘন্য, অভদ্র, কাম-বিষয়ক, লজ্জাজনক; কুরুচিসম্পন্ন; কুৎসিত। বিণ। ২। লজ্জাজনক গ্রাম্যবাক্য। ন শ্রীল (র-স্থানে ল), নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্লীলতা, -ত্ব—জঘন্যতা; অভদ্রতা, লজ্জাজনক ঘৃণাজনক ও অমঙ্গলজনক পদ-প্রযোগরূপ কাব্যদোষ। অশ্লীল+তা, ত্ব ভাবে। বি, স্ত্রী, ক্লী।

অশ্লীলবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—অশ্লীল কথা ব্যবহারকারী। উপতৎ; অশ্লীল—বদ্, ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

অশ্লেষা—১। যাত্রার পক্ষে অশুভসূচক নক্ষত্র বিঃ, অশ্বিনী প্রঃ সাতাইশটি নক্ষত্রের মধ্যে নবম [ইহার আকার চক্রের ন্যায়। এই নক্ষত্রে জন্মিলে জাতকের বৃথা-ভ্রমণ, দুষ্টচিত্ততা এবং সর্বদা ক্রোধে ও অসন্তোষে বৃথা কষ্টভোগ ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে]। বি, স্ত্রী। ২। শ্লেষালংকাররহিতা, যাহাতে (যে রচনাতে) শ্লেষ অলংকার নাই এরূপ, বাক্যাক্তিশূন্য; আলিঙ্গনরহিতা, যাহার আলিঙ্গনের শক্তি নাই এরূপ। ন (নাই) শ্লেষ যাহাতে বা যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অশ্লেষাভব, -ভূ—কেতু। অশ্লেষা হইতে ভব যাহার, বহু; ২য় পক্ষে অশ্লেষা—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি, পুং।

অষড়ক্ষীণ—ষট্‌চক্ষুর অদৃষ্ট, অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির অগোচর—কেবল দুই ব্যক্তির গোচর বা জ্ঞাত; গুপ্ত। ন (নাই) ষড়ক্ষি (ষট্ অক্ষি অর্থাৎ ছয় চক্ষু) যাহাতে, বহু। বিণ।

অষাঢ়—১। বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। আষাঢ়ী (আষাঢ়াযুক্তা পূর্ণিমা)+অণ্ (বিকল্পে হ্রস্ব)। ২। ব্রহ্মচারীর ধার্য দণ্ড, আষাঢ়দণ্ড। আষাঢ়ী+অণ্ প্রয়োজনার্থে। বি, পুং।

অষুধ, -ষুধ—ঔষধ। < ঔষধ। বি।

অষুধবিষুধ—ঔষধ ও গাছগাছড়া প্রঃ, বশীকরণ ঔষধ ও মন্ত্রতন্ত্রাদি। প্রাদে। বি।

অষ্ট (অষ্টন্)—আটসংখ্যা বা তৎসংখ্যক [যোগাঙ্গ, বসু, শিবমূর্তি, দিগ্‌গজ, সিদ্ধি, ব্রহ্মশ্রুতি, ব্যাকরণ, দিক্‌পাল, নাগ বা অহি, কুলাচল ও ঐশ্বর্য—ইহাদের প্রত্যেকটিই অষ্টসংখ্যক, এজন্য অষ্ট নামে খ্যাত]। অণ্+কনিন্ কর্তৃ [প্রত্যয়ের পূর্বে তুট্ (তুট্) আগম]। বিণ।

অষ্টক—১। অষ্টাধ্যায়যুক্ত বা অষ্টশ্লোকাত্মক গ্রন্থ, পাণিনিমুনিপ্রণীত অষ্টাধ্যায়যুক্ত ব্যাকরণ রচনা; (সংগীত) এক ষড়্‌জ হইতে তৎপরবর্তী ষড়্‌জ পর্যন্ত আটটি স্বরের সমষ্টি, octavo. বি; ক্লী। ২। ঋগ্বেদস্থক বিঃ, প্রত্যেক অষ্টাধ্যায়াত্মক ঋগ্বেদাংশ; ঋষি বিঃ, নৃপতি বিঃ। বি; পুং। ৩। অষ্টসংখ্যা-পরিমিত; অষ্ট সংখ্যার সমষ্টি, আটটি। অষ্টন্+কন্ পরিমাণার্থে। বিণ। ৪। গান বিঃ (এই গান সারিবদ্ধ তিন জনে পশ্চাদ্বর্তী সংগীত নায়কের নির্দেশমত গাহিয়া থাকে)। বাংপ্র। বি।

অষ্টকর্ণ—ব্রহ্মা (ব্রহ্মার চারিটি মুখে আটটি কান)। অষ্ট কর্ণ যাঁহার, বহু। বি, পুং।

অষ্টকলাই—আটকড়াই (কলায়, মুগ, ছোলা, মটর, তিল, খই, চিঁড়ে ও চাল ভাজা); শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে করণীয় লৌকিক খাবার বিঃ। বাংপ্র। বি।

অষ্টকা—১। সপ্তম্যাদি তিথিত্রয়; পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন—এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে করণীয় শ্রাদ্ধ বিঃ। অশ্+তকন্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অষ্টপরিমিতা। অষ্টক (৩)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অষ্টকাঙ্ক—পাশার ছক। অষ্টক অঙ্ক যাহার, বহু। বি; ক্লী।

অষ্টকাল—প্রাতঃ পূর্বাহ্ণ মধ্যাহ্ণ অপরাহ্ণ প্রদোষ সায়াহ্ণ মধ্যরাত্রি ও নিশান্তক এই আট সময়। কর্মধা। বি; পুং।

অষ্টকুলাচল—আটটি কুলপর্বত [মহেন্দ্র, মলয় সহ্য শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র এবং হিমালয়। মৎস্য-পুরাণে হিমালয় ভিন্ন অপর সাতটিকেই কুলপর্বত বলা হইয়াছে]। অষ্ট কুলাচল, কর্মধা। বি; পুং।

অষ্টক্ষীর—ছাগী মেষী গবী মানুষী হস্তিনী ঘোটকী উষ্ট্রী ও মহিষী—এই আটটির দুগ্ধ। অষ্ট ক্ষীরের (দুগ্ধের) সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি, ক্লী।

অষ্টগব—আটটি গরুর সমষ্টি। অষ্ট গোর সমাহার, সমা-দ্বিগু+সমাসান্ত টচ্ (অ)। বি, ক্লী।

অষ্টগুণ—১। দয়া ক্ষান্তি অনসূয়া শৌচ অনায়াস মঙ্গল অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—এই অষ্টগুণান্বিত ('—ব্রাহ্মণ')। অষ্ট গুণ যাঁহার, বহু। বিণ। ২। আটগুণ, আটবার গুণিত। অষ্ট গুণ (আবৃত্তি) যাহাতে, বহু। বিণ।

অষ্টচণ্ডী—চণ্ডীর অষ্টমূর্তি (যথা,—মঙ্গলা, কালী, বিমলা, বিকটা, কামাখ্যা, সর্বমঙ্গলা, রাত্রিকালিকা ও ভবানী)। অষ্ট চণ্ডী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টচত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম—আট-চল্লিশের পূরক, সাতচল্লিশের পরবর্তীটি। অষ্ট-চত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

অষ্টচত্বারিংশৎ—আটচল্লিশ। অষ্টাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টজ্বর—(বৈদ্যক) আটপ্রকার জ্বর (যথা,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাত-পৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সংঘাত ও আগন্তুক)। অষ্ট জ্বর, কর্মধা। বি; পুং।

অষ্টতলক—আটটি পৃষ্ঠযুক্ত ঘন ক্ষেত্র, octahedron. অষ্ট তল যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি; ক্লী।

অষ্টতারিণী—দুর্গার অষ্টমূর্তি (যথা,—কালী, তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও চামুণ্ডা)। অষ্ট তারিণী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টদল—যোগশাস্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের দ্বিতীয় চক্র; অষ্টদলপদ্ম, যে পদ্মের আটটি পাপড়ি আছে তাহা। বি; ক্লী। ২। আটটি পাপড়িযুক্ত। বহু। বিণ।

অষ্টদিক্ (-দিশ্)—পূর্ব ঈশান উত্তর বায়ু পশ্চিম নৈর্ঋত দক্ষিণ ও অগ্নি—এই আটটি দিক। অষ্ট দিক, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টদিক্‌পাল—আটদিকের আটজন দেবতা [যথা,—ইন্দ্র পূর্বদিক্, বহ্নি অগ্নিকোণ, যম দক্ষিণদিক্, নির্ঋতি নৈর্ঋতকোণ, বরুণ পশ্চিমদিক, মরুৎ বায়ুকোণ, কুবের উত্তরদিক ও ঈশ ঈশানকোণের রক্ষক]। অষ্ট দিক্‌পাল, কর্মধা। বি; পুং।

অষ্টদিগ্‌গজ—ঐরাবত পুণ্ডরীক বামন কুমুদ অঞ্জন পুষ্পদন্ত সার্বভৌম ও সুপ্রতীক—এই আট দিগ্‌গজ বা দিগ্‌হস্তী। কর্মধা। বি; পুং।

অষ্টদৃষ্টি—(নাট্যশাস্ত্র) সম সাচি আলোকিত প্রলোকিত উল্লোকিত অবলোকিত নিমীলিত ও অনুবৃত্ত—এই অষ্টবিধ উপাঙ্গাভিনয়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টদ্রব্য—হোমের আটটি দ্রব্য (অশ্বত্থ ডুমুর পাকুড় বটগাছের সমিধ এবং তিল সিদ্ধার্থ পায়স ও ভোজ্য)। কর্মধা। বি; ক্লী।

অষ্টধর্ম(র্ম্ম)—সত্য শৌচ অহিংসা অনসূয়া ক্ষমা আনৃশংস্য অকার্পণ্য ও সন্তোষ—এই আটটি ধর্ম। অষ্ট ধর্ম, কর্মধা। বি; পুং।

অষ্টধা—অষ্টপ্রকার; আট বার; আট-ভাগে; আট দিকে, আট রকমে। অষ্ট+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

অষ্টধাতু—সোনা রূপা তামা দস্তা পিতল (বা পারদ) রাঙ সীসা লোহা—এই আট প্রকার ধাতু। অষ্ট ধাতুর সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লী।

অষ্টনবতি—আটানব্বই। অষ্টাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অষ্টনবতিতম—আটানব্বই সংখ্যার পূরক,

সাতানব্বইএর পরেরটি। অষ্টনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

অষ্টনাগ—অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট ও শঙ্খ—এই আটটি নাগ বা সর্প। অষ্ট নাগ, কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী অপরাজিতা নন্দিনী নারসিংহী ও কৌমারী —এই আটটি নায়িকা ; (রসশাস্ত্র) অভিসারিকা বাসকসজ্জা উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা কলহান্তরিতা স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা এই অষ্টপ্রকার নায়িকা। অষ্ট নায়িকা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অষ্টনিধি—কুবেরের আটটি রত্ন (পদ্ম মহাপদ্ম প্রঃ)। কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টপঞ্চাশ, -পঞ্চাশত্তম—আটান্ন সংখ্যার পূরক, সাতান্ন সংখ্যার পরেরটি। অষ্টপঞ্চাশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পঞ্চাশী, -পঞ্চাশত্তমী।**

অষ্টপঞ্চাশৎ—আটান্ন। অষ্টাধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অষ্টপদিকা—হাপরমালী লতা। অষ্ট পাদ যাহার, বহু+ঈপ্=অষ্টপদী, অষ্টপদী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অষ্টপাৎ (-পাদ)—(পুরাণমতে) শরভ, মৃগ বিঃ ; লূতা মাকড়সা। অষ্ট পাদ যাহার, বহু (পাদ-শব্দের অ-কার-লোপ)। বি, পুং।

অষ্টপাদ—'অষ্টপাৎ' (সকল অর্থ)। অষ্ট পাদ যাহার, বহু। বি ; পুং।

অষ্টপাশ—ঘৃণা লজ্জা ভয় শঙ্কা জুগুপ্সা মোহ দম্ভ দ্বেষ ও পৈশুন্য—এই অষ্টবিধ মায়াবন্ধন। অষ্ট পাশ, কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টপৃষ্ঠে—অষ্টাঙ্গে, সর্বাঙ্গে আপৃষ্ঠ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অষ্টপ্রণাম—মাটিতে শরীরের আটটি অবয়ব (হস্ত, পদ, উরু, বক্ষ, চক্ষু মস্তক, বাচিক ও মানসিক অঙ্গ) ঠেকাইয়া প্রণাম। কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টপ্রধান— ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজীর আজ্ঞাধীন মন্ত্রিসভা অষ্ট প্রধান যাহাতে, বহু। বি, পুং।

অষ্টপ্রহর—১। সমস্তক্ষণ, অহোরাত্র, সারাদিনরাত। অষ্ট প্রহরের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি, স্ত্রী। ২। সর্বক্ষণ ব্যাপিয়া, সারা দিন রাত ধরিয়া। ক্রি-বিণ। ৩। অহোরাত্রব্যাপী হরিনাম-সংকীর্তন। বাংপ্র। বি।

অষ্টবজ্র—অষ্ট দেবাস্ত্র (যথা,—বিষ্ণুর সুদর্শন, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি)। অষ্ট বজ্র, কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

অষ্টবজ্র-মিলন—১। অষ্ট দেবাস্ত্রের মিলন (ইহাদের মিলনে উর্বশীর অধজন্ম হইতে মুক্তি হয়) ; কার্যে সফল হওয়ার উপযোগী দুর্ঘট কারণসমূহের একত্র সমাবেশ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমাবেশ। বাংপ্র। বি।

অষ্টবর্গ—জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ ঋদ্ধি বৃদ্ধি কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী—এই আটটি ঔষধদ্রব্য, (জ্যোতিষ) জাতকের জন্মকালীন শুভাশুভ-ফলসূচক গ্রহচক্র বিঃ, রেখাবিশেষের শুভাশুভ চক্র বিঃ ; (তন্ত্র) মন্ত্রের শুভাশুভজ্ঞানার্থ পক্ষী মার্জার সিংহ কুকুর সর্প মূষিক হস্তী ও মেষ—এ অষ্ট প্রাণী ; (নীতিশাস্ত্র) কৃষি বাণিজ্য দুর্গ সেতু কুঞ্জর বন্ধন আকর বন ও সৈন্যনিবেশ—এই আটটি। অষ্ট বর্গের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

অষ্টবসু আপ বা সাবিত্র ধ্রুব সোম অনল অনিল ধর প্রত্যুষ প্রভাব বা প্রভাস—এই আটজন স্বর্গবাসী দেবতা বিঃ। কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টবিধ—অষ্টপ্রকার, আট রকমের। অষ্ট বিধা যাহার, বহু। বিণ।

অষ্টভুজ—১। অষ্টবাহু, (পরিমাণে) আট হাত। অষ্টসংখ্যক ভুজ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। আটহাতযুক্ত, আটহাতবিশিষ্ট, (জ্যামিতি) অষ্ট সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। বিণ। ৩। (জ্যামিতি) সমতলৈকিক ক্ষেত্র বিঃ, আটটি সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, octagon. অষ্ট ভুজ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অষ্টভুজা ১। অষ্টবাহুবিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। অষ্টবাহুযুক্তা দুর্গামূর্তি [দুর্গাদেবী শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে অষ্টভুজা মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন]। অষ্টভুজ (২)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অষ্টভৈরব অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধোন্মত্ত ভয়ংকর কপালী ভীষণ ও সংহার—এই আটজন ভৈরব। অষ্ট ভৈরব, কর্মধা। বি, পুং।

অষ্টম—১। আট এই সংখ্যার স্থানীয়, আটের পূরক। অষ্টন্+মট পূরণার্থে। বিণ। ২। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮নং আইনের বিধান অনুসারে বাকী খাজানার নিমিত্ত পত্তনী তালুকের নিলাম ; জমিদারী পরিভাষা। বি।

অষ্টমকালিক -তিন দিবস অনশনের পর চতুর্থ দিবসে রাত্রিতে আহার্যগ্রহণকারী। অষ্টমকাল+ইক (ভোজনবিষয়ে) আছে ইহার এই অর্থে। বিণ।

অষ্টমঙ্গল—১। অশ্ব বিঃ [ইহার খুরচতুষ্টয়, পুচ্ছ, মুখ, বক্ষঃ এবং পৃষ্ঠস্থ কেশ —এই আটটি স্থান শুক্লবর্ণ]। অষ্ট মঙ্গল (কল্যাণজনক চিহ্ন) যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। অষ্টপ্রকার মাঙ্গল্যদ্রব্য [ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, সুবর্ণ, ঘৃত, সূর্য, জল ও রাজা ; অথবা, মৃগরাজ বা সিংহ, বৃষ, নাগ বা হস্তী, কলস বা জলকুম্ভ ব্যজন, বৈজয়ন্তী বা ধ্বজ, ভেরী বা শঙ্খ ও দীপ।] অষ্ট মঙ্গলের (মাঙ্গল্যদ্রব্যের) সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি, স্ত্রী।

অষ্টমঙ্গলা—১। ভগবতীর মূর্তি বিঃ। অষ্টমঙ্গল (২)+অচ্+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পালাগানের শেষে গেয় সংক্ষিপ্ত গান বিঃ (আটভাগে বিভক্ত) ; বিবাহের পর হইতে আট দিন পর্যন্ত সময়। বাংপ্র। বি।

অষ্টমতঃ (-তস), (>-মত)— আটের দফায় আটের স্থলে। অষ্টম+তস্ (৭মী স্থানে)। অ।

অষ্টমবর্ষীয়, -বার্ষিক - অষ্টম-বৎসরসম্বন্ধীয় ; অষ্টম বৎসরে কর্তব্য ; আট বৎসর বয়সের। অষ্টমবর্ষ+ঈয়, ইক সম্বন্ধার্থে বা ভবার্থে বা বয়স্কার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ষীয়া, -বার্ষিকী।** [অংশ, কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টমাংশ—আটভাগের এক ভাগ। অষ্টম

অষ্টমান –(বৈদ্যকশাস্ত্র) পরিমাণ বিঃ, বত্রিশ তোলা। অষ্ট (আট মুষ্টি) মান যাহার, বহু। বি · স্ত্রী।

অষ্টমার্গ—(বৌদ্ধ) সৎদৃষ্টি সৎসংকল্প সদলাক্য সদব্যবহার সৎবৃত্তি সৎচেষ্টা সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি—ধর্মসাধনের এই আটটি পথ। কর্মধা। বি, পুং।

অষ্টমিকা -(বৈদ্যকশাস্ত্র) চারি তোলা পরিমাণ। অষ্টম+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি, স্ত্রী।

অষ্টমী ১। যাহাতে চন্দ্রের অষ্টকলা পূর্ণ বা ক্ষীণ হয় সেই তিথি ; ক্ষীরকাকোলী বৃক্ষ। বি, স্ত্রী। ২। প্রথম সাতটির পর বর্তিনী। অষ্টম+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

অষ্টমূত্র—ছাগ মেষ গো মহিষ ঘোটক হস্তী গর্দভ ও উষ্ট্র—ইহাদের স্ত্রী-জাতির মূত্র। অষ্ট মূত্রের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

অষ্টমূর্তি(র্ত্তি) -১। শিব। অষ্ট মূর্তি যাঁহার, বহু। বি, পুং। ২। শিবের অষ্টমূর্তি [সর্ব নামে ক্ষিতিমূর্তি, ভব নামে জলমূর্তি, রুদ্র নামে অগ্নিমূর্তি, উগ্র নামে বায়ুমূর্তি, ভীম নামে আকাশমূর্তি, পশুপতি নামে যজমানমূর্তি, মহাদেব নামে সোমমূর্তি বা চন্দ্রমূর্তি, এবং ঈশান নামে সূর্যমূর্তি।—তন্ত্রসার। কিন্তু স্কন্দপুরাণের টীকাকার বলেন,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি, এই আটটি শিবের মূর্তি। কালিকাপুরাণমতে ইহারা শরভরূপী শিবের অষ্টপদ]। অষ্ট মূর্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অষ্টমূর্তি(র্ত্তি)ধর—অষ্টমূর্তিবিশিষ্ট মহাদেব। অষ্টমূর্তির ধর (ধারণকারী), ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অষ্টযোগিনী—দুর্গার অষ্ট সখী (চণ্ডিকা, শৈলপুত্রী, কুষ্মাণ্ডী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, মহাগৌরী, কালরাত্রি ও কাত্যায়নী)। অষ্ট যোগিনী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অষ্টরম্ভা—অলীক বস্তু, ফাঁকি। বাংপ্র। বি।

অষ্টরস—শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস ও রৌদ্র—এই আটটি রস। অষ্ট রস, কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টলোকধর্ম(র্ম্ম)—মানুষ যে অষ্টধর্মের বশ তাহা (লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, প্রশংসা নিন্দা, সুখ-দুঃখ)। অষ্ট লোকধর্ম, কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্টলোকপাল—ইন্দ্রাদি অষ্ট দিক্‌পালগণ। অষ্ট লোকপাল, কর্মধা। বি , পুং।

অষ্টলোহক, -লৌহক—অষ্টধাতু (তাহা দ্রঃ)। অষ্ট লোহের, লৌহের (অর্থাৎ ধাতুর) সমাহার, সমা-দ্বিগু+কন্ স্বার্থে। বি , ক্লী।

অষ্টশ্রবাঃ (-বস্) (> -শ্রবা)—ব্রহ্মা, অষ্টকর্ণ। অষ্ট শ্রবস্ (কর্ণ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অষ্টষষ্টি—আটষট্টি, ৬৮। অষ্টাধিকা ষষ্টি মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ স্ত্রী।

অষ্টষষ্টিতম—আটষট্টির পূরক, সাতষট্টির পরবর্তীটি। অষ্টষষ্টি+তমট পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

অষ্টসখী—(১) গদাধর পণ্ডিত (শ্রীমতী রাধা) (২) স্বরূপ গোস্বামী (ললিতা) (৩) রায় রামানন্দ (বিশাখা) (৪) শিবানন্দ (সুচিত্রা) (৫) রামানন্দ (চম্পকলতা) (৬) গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী) (৭) বাসু ঘোষ (সুদেবী) (৮) প্রাণনাথ ঘোষ (তুঙ্গবিদ্যা)—এই আটজন ভাগবত লীলাসঙ্গী (নবদ্বীপ লীলায় ও বৃন্দাবন লীলায়)। অষ্ট সখী, কর্মধা। বি , স্ত্রী।

অষ্টসপ্ততি আটাত্তর ৭৮। অষ্টাধিকা সপ্ততি (সত্তর), মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অষ্টসপ্ততিতম—আটাত্তরের পূরক, ৭৮-সংখ্যক, আটাত্তরেরটি। অষ্টসপ্ততি+তমট পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

অষ্টসাত্ত্বিক—প্রেম বা অনুরাগের প্রাবল্য-জনিত অশ্রু কম্প বা বেপথু পুলক বৈবর্ণ্য (শরীর বিবর্ণ হওয়া) স্বেদ (ঘাম) স্তম্ভ (স্তব্ধতা) স্বরভঙ্গ ও প্রলয় (মূর্ছা)—এই আটটি অবস্থা। [তুঃ—

স্বেদঃ স্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ॥
—ভরত]।

অষ্ট সংখ্যক সাত্ত্বিক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

অষ্ট-সিদ্ধি—অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি (কিংবা প্রাপ্তি) প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই আটপ্রকার সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অষ্টাংশিত—আটভাগে বিভক্ত ; (মুদ্রণে) আটপেজী, যে কাগজ ভাঁজ করিয়া ষোল পৃষ্ঠা বা আট পাতা করা হইয়াছে এমন, octavo. অষ্ট (আটভাগে) অংশিত, সুপ্। বিণ।

অষ্টাকপাল—১। অষ্টকপালে বা মৃৎপাত্রে কৃতপাক যজ্ঞীয় পিষ্টক অথবা তদ্দ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞ বিঃ। অষ্ট কপাল (কলসীর অর্ধ পরিমাণ) তাহাতে সংস্কৃত এই অর্থে তদ্ধিতের লোপ। বি ; পুং। ২। দুঃখী আট-কপালে। অষ্ট (নানাবিধ) কপাল (অদৃষ্ট-জ্ঞাপক মাথার খুলি অর্থাৎ অবস্থাভোগ) আছে যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

অষ্টাকষ্টে কড়ি দ্বারা সাধ্য শিশুদের ক্রীড়া [দুই জন বা দুই পক্ষ ৪টি কড়ি চালিয়া খেলিয়া থাকে। ২৫টি ঘরকাটা ছক পাতিয়া এই খেলা খেলিতে হয়। কড়ি চারিটি চালিতে চালিতে সব ক'টাই উপুড় হইলে ঘুঁটি এক চালেই আট ঘর উঠিয়া থাকে]। বাংপ্র। বি।

অষ্টাঙ্গ—১। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা ও সমাধি—এই আটপ্রকার যোগ , জানু পদ হস্ত উরঃ বুদ্ধি শিরঃ বাক্য ও চক্ষুঃ—এই অষ্টাঙ্গের সহিত প্রণাম। বি , পুং। ২। সারিফলক। বি , ক্লী। ৩। আটটি অবয়বযুক্ত। অষ্ট অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী -ঙ্গা -ঙ্গী। ৪। রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত উপায়াষ্টক, রথ হস্তী অশ্ব যোধ পত্তি কর্মকারক চার দেশিক-মুখ্য—সেনার এই আটটি বিভাগ , জল ক্ষীর কুশাগ্র দধি আতপতণ্ডুল ঘৃত যব শ্বেতসর্ষপ —পূজার এই আটটি উপচার , দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই চক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড ; দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই জানু ও দুই চরণ ; দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই চক্ষুঃ মনঃ এবং বাক্য—শরীরের এই অষ্ট অবয়ব , শল্য শালাক্য কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমার-ভৃত্য অগদতন্ত্র রসায়ন ও বাজীকরণ —আয়ুর্বেদের এই আটটি বিভাগ। কর্মধা। বি ; ক্লী। **অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য**—জল দুগ্ধ কুশাগ্র দধি ঘৃত তণ্ডুল যব ও শ্বেত-সরিষা—এই আটটি পূজাদ্রব্য [মতান্তরে জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, মধু, দধি, রক্তকরবী ও রক্তচন্দন]। **অষ্টাঙ্গ ধূপ**—নিম্বপত্র বচা প্রঃ আটটি উপাদানে প্রস্তুত জ্বরনাশক ধূপ বিঃ। **অষ্টাঙ্গ মৈথুন**—স্মরণ কীর্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সংকল্প অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিবৃত্তি -এই আটপ্রকার স্ত্রীসম্ভোগ।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—শল্যাদিবিষয়ক আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র। বি , ক্লী।

অষ্টাত্রিংশ, -শত্তম—আটত্রিশ এই সংখ্যার পূরক, আটত্রিশেরটি। অষ্টাত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

অষ্টাত্রিংশৎ—আটত্রিশ, ৩৮। অষ্টাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অষ্টাদশ (-দশন্)- আঠার সংখ্যা, ১৮ অঙ্ক বা পরিমাণ ; ১৮ সংখ্যার পূরক। অষ্টাধিক দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ।

অষ্টাদশ—আঠার সংখ্যার পূরক, সতেরর পরেরটি। অষ্টাদশন+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

অষ্টাদশধান্য—ধান্য যব গোধূম তিল কঙ্গু কুলত্থ মাষ মুদ্গ মসুর নিষ্পাব শ্যামাক সর্ষপ গাবধুক নীবার আঢ়কী সতীনক চণক চীনক। অষ্টাদশসংখ্যক ধান্য, মধ্যপ কর্মধা। বি , ক্লী।

অষ্টাদশপুরাণ—আঠারটি পুরাণ (ব্রাহ্ম, পাদ্ম বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই আঠারটি)। অষ্টাদশসংখ্যক পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অষ্টাদশবিদ্যা—আঠার প্রকার বিদ্যা (ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এই চারি বেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃ বেদের এই ছয়টি অঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম-শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ এবং অর্থনীতি এই আঠারপ্রকার বিদ্যা)। অষ্টাদশসংখ্যক বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি , স্ত্রী।

অষ্টাদশভুজা—দুর্গামূর্তি বিঃ [অসুরবধের সময় দেবী এই মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন]। অষ্টাদশ ভুজ যাহার বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অষ্টাদশাঙ্গ—পাচন বিঃ [ইহা দশমূলাদি, ভূনিম্বাদি, দ্রাক্ষাদি ও মুস্তাদি ভেদে চতুর্বিধ]। অষ্টাদশ অঙ্গ (উপকরণভূত দ্রব্য) আছে যাহাতে বহু। বি ; ক্লী।

অষ্টাপদ ১। সারিফলক, পাশা বা সতরঞ্চের ছক ; চিত্রবিচিত্র ফলক বা বস্ত্র। অষ্ট পদ (স্থান) যাহার, বহু। ২। স্বর্ণ ("কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ"—ভারত)। অষ্ট (আটপ্রকার ধাতুর) মধ্যে পদ (স্থান, প্রতিষ্ঠা) যাহার, বহু। বি ; ক্লী। ৩। ধুস্তুর। বি ; পুং বা ক্লী। ৪। কৈলাসপর্বত ; শরভনামক মৃগ ; অক্টোপাস, octopus ; কৃমি, কীট ; কীলক, খোঁটা, লূতা মাকড়শা ; মর্কট। অষ্ট পদ (স্থান বা চরণ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অষ্টাপদপত্র—সোনার পাত, সুবর্ণপত্র। অষ্টাপদের (২) পত্র ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অষ্টাপদী—বনমল্লিকা। অষ্ট পদ যাহার, বহু+ঙীপ্। বি , স্ত্রী।

অষ্টাবক্র—কাহোড় মুনির পুত্র (চরিতাবলী

ক্র:)। অষ্ট (দেহের আট জায়গা) বক্র যাহার, বহু (নিপা)। বি ; পুং।

অষ্টাবক্রসংহিতা—যোগশাস্ত্র বি: [অষ্টাবক্র ঋষি জনক রাজাকে মোক্ষধর্মে যে উপদেশ দেন তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে]। অষ্টাবক্র কৃত সংহিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অষ্টাবিংশ, -বিংশতিতম—আটাইশ এই সংখ্যার পূরক। অষ্টাবিংশতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**শী**, -**মী**।

অষ্টাবিংশতি—আটাইশ, ২৮। অষ্টাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অষ্টাবিংশতিতম—অষ্টাবিংশ, ২৮ সংখ্যার পূরক, ২৭ ও ২৯ এই দুইয়ের মধ্যে যেটি সেই একটি। অষ্টবিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তমা**।

অষ্টাশি, অষ্টাশী—৮৮ সংখ্যা। <অষ্টাশীতি। বি বা বিণ।

অষ্টাশীতি—অষ্টাশী, ৮৮। অষ্টাধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অষ্টাশীতিতম—৮৮ সংখ্যার পূরক। অষ্টাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**মী**।

অষ্টাস্রি—অষ্টকোণ ; আটপল-কোণা। অষ্ট অস্রি যাহাতে, বহু। বিণ।

অষ্টাহ—আট দিন। অষ্ট অহের (অহন্ শব্দ) সমাহার, সমা দ্বিগু+টচ্। বি, পুং।

অষ্টি—আঁটি, বীচি; (সংস্কৃত কাব্য) ষোড়শাক্ষর-পাদক ছন্দ বি:। অস্+তি কর্মবা (নিপা)। বি, স্ত্রী।

অষ্টে-পৃষ্ঠে, অষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে—আট দিকে, সকল দিকে, সবাঙ্গে। বাং‍প্র। ক্রি-বিণ।

অষ্টোত্তর—অষ্টাধিক। অষ্ট উত্তরে যাহার, বহু। বিণ।

অষ্টোত্তরশত—একশত আট, ১০৮। অষ্টোত্তর শত, কর্মধা। বি ; ক্লী, বা বিণ।

অষ্টোত্তরী—(জ্যোতিষ) একশত আট বৎসরে সমস্ত দশায় ভোগকাল পূর্ণ হয়—এইরূপ হিসাবে গণনীয়া ('-দশা')। বিণ ; স্ত্রী।

অষ্টোত্তরীয়—অষ্টাধিক-সম্বন্ধীয়, অষ্টোত্তর-সম্বন্ধীয়। অষ্টোত্তর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অষ্ঠি—ফলের বীচি, আঁটি। নঞ্—স্থা+ক্তিচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

অষ্ঠীবান্ (-বৎ)—জানু, হাঁটু। অস্থি+মতুপ্ আছে অর্থে (নিপা)। বি, পুং।

অষ্ঠীলা—বর্তুলাকার পাষাণখণ্ড, গোল নুড়ি ; বীজ, আঁটি ; নাভির অধোদেশে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় বাতজনিত ব্যাধি বি: ; আঘাতজনিত নীলিকা, কালশিরা। অষ্ঠি বা+ক কর্তৃ (নিপা)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অসং(ঙ্)কল্পিত—অনভিপ্রেত, যাহা মনস্থ করা হয় নাই এমন ; অনবধারিত ; অপ্রস্তাবিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংকী(ঙ্কী)র্ণ—বিস্তৃত, প্রসারিত ; অদ্বিধাগ্রস্ত, অমিশ্রিত ; অসংকুচিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংকু(ঙ্কু)চিত—সংকোচহীন, অকুণ্ঠিত ; যাহা কোঁচকানো নয় এরূপ, অকুঞ্চিত ; অনম্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংকু(ঙ্কু)ল—১। পরস্পর অবিরুদ্ধ, অমিশ্র ; প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**লা**। ২। বিস্তৃত পন্থা। ন (হয় না) সঙ্কুল (লোকের ভিড়) যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

অসংকো(ঙ্কো)চ—১। সংকোচের অভাব, সন্দেহ না করা, দ্বিধাহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; পুং। ২। সংকোচশূন্য, দ্বিধাহীন, অপ্রস্তুতভাবরহিত। ন (নাই) সঙ্কোচ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি বিণ—**অসংকোচে**।

অসংক্রান্তমাস—মলমাস। অসংক্রান্ত মাস, কর্মধা। বি ; পুং।

অসংখ্য(খ্য) অগণ্য, সংখ্যাতীত, innumerable. ন (নাই) সংখ্যা যাহাদের, বহু। বিণ। [infinity. বি, পুং।

অসংখ্য(খ্য)রাশি—গণনাতীত সংখ্যা,

অসংখ্যা(খ্যা)ত—অগণিত, অনেক, বহু। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংখ্যে(খ্যে)য়—অসংখ্য, অগণনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংগ(ঙ্গ)ত—যুক্তিবিরুদ্ধ ; অসংলগ্ন, বেখাপ্পা ; খাপছাড়া, সংযোগবর্জিত, পরস্পর সম্পর্কশূন্য ; পূর্বাপরবিরুদ্ধ ; অসম্ভব, অসভ্য ; অশিক্ষিত ; অনুচিত ; অসদৃশ। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংগ(ঙ্গ)তি—সম্পর্করাহিত্য, অসংলগ্নতা ; পূর্বাপরবিরোধ ; সংসর্গাভাব ; (অর্থাদির) অভাব ; অর্থালংকার বি: [যদি কার্য ও কারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে তবে এই অলংকার হয় ; যথা,—

"নখপদ হৃদয়ে তোঁহারি।
অন্তর জলত হামারি।"
—গোবিন্দ।

মানিনী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, তোমার বক্ষস্থলে নখের চিহ্ন রহিয়াছে কিন্তু অন্তর জ্বলিতেছে আমার।" এখানে কার্য ও কারণের ভিন্নদেশবর্তিতা হেতু অসংগতি অলংকার হইল]। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসংগ(ঙ্গ)ম—সংগমাভাব, সংগ না করা ; মৈথুনাভাব, সুরতরাহিত্য ; অসংগতি, অসংলগ্নতা ; অমিলন, অসংযোগ, বিয়োগ বিচ্ছেদ। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অসংগ্রহ—ত্যাগ, বর্জন। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অসংঘট—অসম্ভব, অঘটনীয়। বাংপ্র। বিণ।

অসংজ্ঞ—চেতনাশূন্য ; জ্ঞানবর্জিত। ন (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

অসংবদ্ধ—যাহা ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই এরূপ ; অসংলগ্ন ; অর্থহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংবর—অনিবার্য, অবারণীয় ; অলোপনীয়। ন (নাই) সংবর যাহার, বহু। বিণ।

অসংবরণীয়, -বার্য(র্য্য)—অনিবার্য, অবারণীয় ; অলোপনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংবিদান—অজ্ঞ ; স্বীকারবর্জিত, যে অঙ্গীকার করে নাই। নঞ্—সম্—বিদ+কানচ কর্তৃ। বিণ।

অসংবীত—উত্তরীয়বিহীন, একবস্ত্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংবৃত—অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, অকুণ্ঠিত দোষোদঘাটক, অসংকুচিত, সম্প্রসারিত ; নগ্ন, যাহার পরিধেয় বস্ত্র আলগা হইয়া পড়িয়াছে। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযত—অবদ্ধ, অনিয়মিত, উচ্ছৃঙ্খল ; অবৃতসংগম, অজিতেন্দ্রিয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযত রসনা—যে জিহ্বায় কোন কথাই আটকায় না তাহা।

অসংযম—অজিতেন্দ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়বশতা, বিপুসংযমের অভাব, যথেচ্ছাচার। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অসংযমী (-মিন্)—অসংযত, অজিতেন্দ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**মিনী**।

অসংযুক্ত—যোগহীন, অমিলিত, একক। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযোগ—বিচ্ছেদ, বিয়োগ বিশ্লেষ। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অসংলগ্ন—যাহা সংলগ্ন নয় এরূপ ; অসংগত, পূর্বাপরবিরুদ্ধ ; পরস্পরবিচ্ছিন্ন, পরস্পর যোগশূন্য, প্রসঙ্গ-বহির্ভূত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশয়—১। নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত। ন (নাই) সংশয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। সন্দেহাভাব, সংশয় না থাকা। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অসংশয়নীয়—যাহাতে সংশয় হইতে পারে না এরূপ, সন্দেহের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশয়ান—সন্দেহশূন্য, অসন্দিহান। নঞ্তৎ। বিণ। [নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশয়িত—অসন্দিগ্ধ, সন্দেহপরিশূন্য।

অসংশোধন—শুদ্ধি না করা ; না শোধরানো। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অসংশোধিত—যাহার সংশোধন করা হয় নাই এরূপ ; যাহার দোষ দূর করা হয় নাই এরূপ, যাহা শোধরানো হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশ্লিষ্ট—অসবদ্ধ, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। নঞ্-তৎ। বিণ।

অসংসক্ত—সংযোগহীন, সংসর্গরহিত, বিচ্ছিন্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংসৃষ্ট—অমিলিত, অসংযুক্ত, সম্পর্কবিহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংস্কৃত—১। যাহার সংস্কার করা হয় নাই এরূপ, গর্ভাধানাদি-সংস্কারশূন্য, অনুপনীত, অপরিষ্কৃত, অশোধিত, অমার্জিত, সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ('—ভাষা')। বিণ। ২। অপকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষা, যে সংস্কৃত সংস্কৃতপদবাচ্য নহে তাহা, সংস্কৃতের অপভ্রংশ। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অসংস্কৃতবাক্য—সংস্কৃত ভিন্ন অন্য বাক্য অপভাষা। কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অসংস্থান—অসদ্ভাব, অভাব, অসংগতি, প্রণালীরাহিত্য। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অসংস্থিত—বিশৃঙ্খল, অধীর অসংগত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংস্থিতি—বিশৃঙ্খলা হট্টগোল। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অসংহত—১। পরস্পর সংগতিশূন্য অনংলগ্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অসংবদ্ধ অমিলিত। বিণ। ২। বাহ বিঃ, সেনাদিগের পৃথক বৃত্তি। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অসংহতি—একতার অভাব অমিল বিশৃঙ্খলা, অনংলগ্নতা অসংবদ্ধতা। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী। [কপ্র। বিণ।

অসঁভার—অবলম্বনশূন্য। < অসম্ভাব। প্রা

অসকতি—অনাসক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

অসকাল—অপরাহ্ণ বিকাল সন্ধ্যা, অবসান, অসময় বিলম্ব, গৌণ, দেরি। নসকাল নঞ্তৎ। প্রা কপ্র। বি।

অসকৃৎ—বহুবার, মুহুর্মুহুঃ পুনঃপুনঃ। নঞ্তৎ। অ।

অসকৃদ্গর্ভবাস—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ। গর্ভে বাস, ৭মীতৎ—গর্ভবাস, অসকৃৎ গর্ভবাস, সুপ্। বি, পুং।

অসক্ত—অসংলগ্ন, অনাসক্ত, প্রতিবদ্ধ বিষয়বিরাগী, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসক্থ—সক্থিবিহীন, অনূরু উরুরহিত। ন (নাই) সক্থি (উরু) যাহার, বহু+সমাসান্ত অচ্। বিণ।

অসখ্য—অমিত্রতা, অসৌহৃদ্য। নঞ্তৎ। বি স্ত্রী।

অসগোত্র—যাহারা সগোত্র নয় এরূপ, ভিন্নগোত্র, ভিন্নবংশীয়। ন সগোত্র (এক-গোত্রোৎপন্ন), নঞ্তৎ। বিণ।

অসঙ্কল্পিত—'অসংকল্পিত' দ্রঃ।

অসঙ্কীর্ণ—'অসংকীর্ণ' দ্রঃ।

অসঙ্কুচিত—'অসংকুচিত' দ্রঃ।

অসঙ্কুল—'অসংকুল' দ্রঃ।

অসঙ্কোচ—'অসংকোচ' দ্রঃ।

অসংখ্য, -খ্যাত, অসংখ্যরাশি, -খ্যেয়—অসংখ্য ইঃ দ্রঃ।

অসঙ্গ—১। একাকী, সঙ্গহীন, নির্লিপ্ত, অনাসক্ত। ন (নাই) সঙ্গ যাহার বা যাহাতে বহু। বিণ। ২। স্ত্রী পুত্র-বিষয়াদির ত্যাগরূপ বৈরাগ্য, নির্বিষয় পরমাত্মা, চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুত্র। ন (নাই) সঙ্গ (বিষয়াসক্তি) যাহার বহু। বি, পুং।

অসঙ্গ-কুসঙ্গ—নীতিবিহীন সমাজ, নীতিহীন নরনারীর সাহচর্য। বাংপ্র। বি।

অসঙ্গত—অসংগত দ্রঃ।

অসঙ্গতি—'অসংগতি দ্রঃ।

অসঙ্গম—অসংগম দ্রঃ।

অসচ্চরিত্র—কুস্বভাব দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র। অসৎ চরিত্র যাহার বহু বা ন সচ্চরিত্র নঞ্তৎ। বিণ।

অসচ্ছল অভাবযুক্ত, অনটনযুক্ত, (বিপরীতার্থে গ্রাম্য প) অধিক অপরিমিত। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অসজ্জন—দুষ্ট লোক, অসাধু ব্যক্তি অশিষ্ট জন। অসৎ জন কর্মধা, বা ন সজ্জন নঞ্তৎ। বি পুং।

অসঞ্চয়িক—সঞ্চয়হীন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী -কা।

অসঞ্চিত—যাহা জমানো হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসৎ—পাপী, অসাধু, মন্দ, গর্হিত, অস্তিত্বহীন সত্তারহিত, অবিদ্যমান, নিষ্কপ, (পদার্থবিদ্যা) দৃশ্যমান অথচ অবাস্তব virtual বিণ, পুং (সংস্কৃত অসন্) বা স্ত্রী। বি—**অসত্তা**।

অসত—মন্দ অসৎ। প্রা কপ্র। বিণ।

অসভতা—অসাধুতা। < অসত্তা। বি, স্ত্রী।

অসতক—অসাবধান অমনোযোগী, অবধানরহিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসতী—১। কুলটা স্ত্রী ব্যভিচারিণী রমণী। বি, স্ত্রী। ২। দুশ্চরিত্রা, দুষ্টা, গর্হিতা, অবিদ্যমানা। নঞ্তৎ। বিণ, স্ত্রী।

অসৎকর্ম (কর্মন্), **-কর্ম্ম** (কর্ম্মন্)—কুকর্ম, নিন্দিতকর্ম খারাপ কাজ। কর্মধা। বি, ক্লী।

অসৎকর্মা (-কর্মন্) **-কর্ম্মা** (কর্ম্মন্)—দুষ্কর্মান্বিত গর্হিতকার্যকারী, নিন্দিতকর্মা। অসৎ কর্ম যাহার বহু। বিণ।

অসৎকৃত—যাহার সৎকার করা হয় নাই এমন, অসম্মানিত, অনাদৃত অবহেলিত, অপুরস্কৃত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসত্তা—অবিদ্যমানতা, না থাকা, অসাধুতা দুষ্টতা। অসৎ+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অসত্ত্ব—১। সত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু, অপ্রাণী অচেতন পদার্থ। নঞ্তৎ। বি, ক্লী। ২। প্রাণহীন, নির্জীব, নিস্তেজ, কাপুরুষ। ন (নাই) সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ।

অসৎপথাবলম্বী (-ম্বিন্)—কুমার্গগামী, যে কুপথে চলে এমন, যে খারাপ কাজ করে এমন। উপতৎ, অসৎপথ—অব—লম্ব্+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

অসৎপরিগ্রহ, -প্রতিগ্রহ ১। অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ। অসৎ হইতে পরিগ্রহ প্রতিগ্রহ ৫মীতৎ। ২। দানরূপে গ্রহণের অযোগ্য দ্রব্যগ্রহণ। অসৎ পরিগ্রহ, প্রতিগ্রহ কর্মধা। বি পুং।

অসৎপুত্র(ত্র)—১। কুপুত্র অসৎ তনয়। অসৎ (কু) পুত্র কর্মধা, অথবা ন সৎপুত্র, নঞ্তৎ। ২। অপুত্রক নিঃসন্তান। অসৎ (অবিদ্যমান) পুত্র যাহার বহু। বিণ।

অসৎপ্রতিগ্রহ—'অসৎপরিগ্রহ' দ্রঃ।

অসত্য ১। মিথ্যা, অলীক বাক্য। বি, ক্লী। ২। মিথ্যা অবাস্তব। নঞ্তৎ। বিণ।

অসত্যবাদী (-বাদিন) **-ভাষী** (ভাষিন)—মিথ্যাবাদী। উপতৎ, অসত্য—বদ ভাষ্+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

অসত্যসন্ধ—যাহার সত্য ধর্ম ও গুলাব নাই এমন, কৃতঘ্ন, দুরাত্মা কপটাচার, দুরভিসন্ধ। অসত্যে সন্ধা (অভিসন্ধি) যাহার, বহু, বা ন সত্যসন্ধ নঞ্তৎ। বিণ।

অসৎসংসর্গ, -সঙ্গ—দুষ্টলোকের সহবাস অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ। অসৎ সংসর্গ সঙ্গ কর্মধ, অথবা, অসতের সংসর্গ সঙ্গ ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অসদাগম—১। বেদবিরোধী শাস্ত্র, অর্থাদি লাভের মন্দ উপায়। অসৎ (বেদবিরোধী, নিন্দিত) আগম (শাস্ত্র, উপায়) কর্মধা। বি, পুং। ২। শাস্ত্রবিরোধী দ্রব্যাদির লাভ, অপহৃত দ্রব্যাদির লাভ। অসতের আগম, ৬ষ্ঠী তৎ। বি, পুং।

অসদাচরণ—দুর্ব্যবহার, অভদ্র ব্যবহার অসচ্চরিত্রতা, দুর্বৃত্ততা। অসৎ আচরণ কর্মধা, অথবা ন সদাচরণ নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অসদাচার—১। দুর্বৃত্ততা দুর্ব্যবহার, দুর্ব্যবহার। অসৎ যে আচার, কর্মধা। বি, পুং। ২। কদাচারী, দুর্বৃত্ত। বহু। বিণ।

অসদাচারী (রিন্)—দুরাচার দুঃশীল, দুর্বৃত্ত। ন সদাচারী নঞ্তৎ, অথবা, অসৎ আচরণ করে যে উপতৎ, অসৎ—আ—চর+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-রিণী**।

অসদুপদেশ কুপরামর্শ, কুশিক্ষা। অসৎ উপদেশ কর্মধা। বি, পুং।

অসদুপদেষ্টা (দেষ্টৃ)—কুপরামর্শদাতা,

কুশিক্ষক। অসৎ উপদেষ্টা, কর্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী -ষ্ট্রী।

অসদৃশ—অযোগ্য; অনুচিত, বিরুদ্ধ; ভিন্নপ্রকার; বিসদৃশ, সাদৃশ্যহীন বিষম; অনুপম, অসাধারণ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -শী।

অসদ্‌গ্রহ—কুবিষয়ে মন্দ ইচ্ছা আগ্রহ বা উৎসাহ, বালকাদির আবদার, অখুটি, আখুটি। অসতে গ্রহ (আগ্রহ), ৭মীতৎ। বি, পুং।

অসদ্‌গ্রাহী (গ্রাহিন্)—যে নিন্দনীয় দানাদি গ্রহণ করে এরূপ, অবৈধদানগ্রহীতা, অন্যায্য ধনাদিতে লোভযুক্ত, অসত্তের দান গ্রাহী। নঞ্তৎ; বা উপতৎ; অসৎ—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হিণী। বি, -হিতা।

অসদ্বিম্ব (পদার্থবিদ্যা) যে প্রতিবিম্ব বা ছায়া দেখা যায় অথচ অবাস্তব তাহা virtual image কর্মধা। বি স্ত্রী।

অসদ্‌বৃত্তি—১। অভদ্র আচরণ, গর্হিত আচরণ। অসতী বৃত্তি, কর্মধা, বা, ন সদ্‌বৃত্তি, নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী। ২। দুরাচার, দুর্বৃত্ত, দুঃশীল। অসতী বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অসদ্ব্যবহার—দুর্ব্যবহার, দুর্বৃত্ততা, অসাধু আচরণ। অসৎ ব্যবহার, কর্মধা, বা ন সদ্ব্যবহার নঞ্তৎ। বি, পুং।

অসদ্ভাব—অবিদ্যমানতা না থাকা, অভাব, মন্দ চরিত্র, দুরভিসন্ধি, অপ্রণয়, বিবাদ মনোমালিন্য। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অসন্ (অসৎ)—১। অসৎ (তাহা দ্র.)। বিণ, পুং। স্ত্রী, **অসতী**। ২। ইন্দ্র। বি; পুং। [স্ত্রী।

অসন—ক্ষেপণ। অস্ + অনট্ ভাব। বি,

অসন্তুষ্ট—অপ্রীত, অতৃপ্ত, সন্তোষশূন্য, বিরক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসন্তুষ্টি—অসন্তোষ, বিরক্তি, ক্রোধ। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অসন্তোষ—বিরক্তি, অপ্রীতি, ক্রোধ। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অসন্দিগ্ধ—সন্দেহহীন বিশ্বস্ত, স্থির, নিশ্চিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসন্দিহান সন্দেহশূন্য, বিশ্বস্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসন্দেহ—১। সন্দেহের অভাব, নিঃসংশয়তা। নঞ্তৎ। বি, পুং। ২। সংশয়হীন, নিঃসন্দেহ। ন (নাই) সন্দেহ যাহার, বহু। বিণ।

অসন্ধি—১। অবদ্ধ, মুক্ত; (ব্যাক) সন্ধিহীন; বিশ্লিষ্ট ('—শব্দ')। বহু। বিণ। ২। সন্ধিকার্যের অভাব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অসন্নদ্ধ—মুক্ত, খোলা, আলগা; কর্মশূন্য; পরিচ্ছদশূন্য; অশ্রেণীবদ্ধ; বর্মকবচাদিহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসন্নিকর্ষ—মনঃসংযোগ-জনিত জ্ঞানের অভাব; দূরত্ব। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অসন্নিকৃষ্ট—দূরবর্তী, দূরস্থ। নঞ্তৎ। বিণ।

অসন্নিধান—নিকটে উপস্থিত না থাকা, অনুপস্থিতি। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অসন্নিবৃত্তি—অপুনরাগমন, অপ্রত্যাগমন। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অসন্নিহিত—দূরবর্তী। নঞ্তৎ। বিণ।

অসপত্ন—শত্রুরহিত; নিষ্কণ্টক। ন (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহু। বিণ।

অসপিণ্ড—সপিণ্ডভিন্ন, সপ্তমপুরুষেতর, যে সাতপুরুষের অন্তর্গত নয় এরূপ (স্ত্রী কিংবা পুরুষ)। নঞ্তৎ। বিণ।

অসবর্ণ—ভিন্নশ্রেণীর অন্তর্গত, ভিন্নজাতীয়, সবর্ণভিন্ন, ভিন্নবর্ণবিশিষ্ট, অন্য রঙের। নঞ্তৎ। বিণ।

অসবর্ণবিবাহ ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির মধ্যে পরস্পর বিবাহ একজাতীয় বরের সহিত ভিন্নজাতীয়া কন্যার বিবাহ, intercaste marriage কর্মধা। বি, পুং।

অসভ্য—অভদ্র ভদ্রসমাজের অযোগ্য, বর্বর; অশিষ্ট দুর্বিনীত; বন্য, যে সভ্যতার আলোক পায় নাই এমন, যে সদস্য নয় এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অসভ্যতা—অশিষ্টতা অভদ্রতা, অভদ্র আচরণ অসভ্যের ব্যবহার। অসভ্য + তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অসম—১। অতুল্য, অনুপম, উচ্চনীচ, বন্ধুর, বিসম, অযুগ্ম বিজোড়, পঞ্চসংখ্যক। নঞ্তৎ। বিণ। ২। বুদ্ধ। ন (নাই) সম যাহার, বহু। বি, পুং।

অসমকক্ষ—অসমান। নঞ্তৎ। বিণ।

অসমক্ষ—অনেত্রগোচর, পরোক্ষ, অগোচর, অদেখা। নঞ্তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ - **অসমক্ষে** (অগোচরে)।

অসমগ্র—অপূর্ণ, অসমাপ্ত অসমস্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসমঞ্জস -১। অসংগত, অস্বরূপযুক্ত, অসদৃশ, অযৌক্তিক; বেখাপ্পা। নঞ্তৎ। বিণ। ২। (রামায়ণ) সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ন (নাই) সমঞ্জস যাহার, বহু। বি: পুং।

অসমতল বন্ধুর, উঁচনীচু। নঞ্তৎ। বিণ।

অসমতা, -ত্ব—অসাদৃশ্য, বৈষম্য, অযুগ্মত্ব। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী ক্লী।

অসমতি অসম্মতি, অনিচ্ছা। প্রা কপ্র। বি।

অসমদর্শী (-দর্শিন্)—যে সকলকে সমান দেখে না এমন, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরক্ত, পক্ষপাতী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -র্শিনী। বি, -র্শিতা।

অসমবায়িকারণ—(ন্যায়মতে) সমবায়িকারণের আসন্নতর কারণ, সমবায়িকারণের প্রত্যাসন্ন হইয়া যে কারণ হয় সেই কারণ। [কারণ ত্রিবিধ:—সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত; যথা—ঘটের সমবায়িকারণ মৃৎপিণ্ড, অসমবায়িকারণ ঘটের দুই অর্ধভাগের সংযোগ, নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার]। অসমবায়ী কারণ, কর্মধা। বি, ক্লী।

অসমবায়ী (-য়িন্)—সম্পর্কশূন্য; আগন্তুক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

অসময়—অপ্রশস্ত কাল, অনুপযুক্ত কাল, অকাল; দুঃসময়, অভাবের সময়। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অসমর্থ—অশক্ত, অক্ষম, দুর্বল, অপটু; (ব্যাক) অসংগত অর্থবিশিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অসমর্থতা—অক্ষমতা, অলংকার দোষ বি: (যে শব্দের কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশের শক্তি নাই, সেই শব্দকে সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ ঘটে)। অসমর্থ + তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অসমর্থন—অননুমোদন, পোষকতা না করা, সমর্থন না করা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। বিণ **অসমর্থিত** (=যাহার সত্যাসত্য নির্ণীত হয় নাই)।

অসমর্থসমাস—যে শব্দের সহিত যাহার অন্বয় হওয়া উচিত তাহার ব্যতিক্রম করিয়া অন্য শব্দের সহিত সমাস। অসমর্থ সমাস, কর্মধা। বি; পুং।

অসমর্পিত—অনর্পিত; অপ্রদত্ত, অদত্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসমশীর্ষ—যাহাদের উপরিভাগ সমান নহে এরূপ, যাহাদের মস্তক একরেখায় নহে এরূপ ('—বর্ণসমূহ')। নঞ্তৎ। বিণ।

অসমসত্ত্ব—বিরুদ্ধপ্রকৃতিক; ভিন্নজাতীয়, heterogeneous. অসম সত্ত্ব যাহাতে, বহু। বিণ।

অসমসাময়িক—যাহা এককালে উৎপন্ন বা বর্তমান নহে এরূপ, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -কী।

অসমসাহস—বিষম সাহস, দুঃসাহস, অতুলনীয় সাহস; গোঁয়ারতমি। কর্মধা। বি; পুং।

অসমসাহসিক—যাহার সাহসের তুলনা নাই এরূপ; যে বিপজ্জনক কার্য করিতেও কোনরূপ ভয় পায় না বা সংকোচ করে না এরূপ। অসম সাহসিক, সুপ্‌। বিণ।

অসমসাহসী (সিন্)—দুঃসাহসসম্পন্ন, অতিশয় সাহসযুক্ত। অসমসাহস + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -সিনী।

অসমস্ত—(ব্যাক) সমাসবিহীন, সমাসে অযুক্ত, অসম্পূর্ণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অসমাঙ্গ—যাহার সকল অবয়ব বা সব দিক্ সমান নহে এমন; সুশৃঙ্খলতাহীন, unsymmetrical. অসম অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গী, -ঙ্গা।

অসমাদর—অনাদর, অবজ্ঞা, উপেক্ষা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসমান—অসদৃশ; বিজাতীয়; অসমোচ্চ, উঁচুনীচু; যাহা আকার গুণ সংখ্যা পরিমাণ ইঃত্তে কম বা বেশী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপক—অসমাপ্তিকারক, যাহা সমাপ্তি ঘটায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**। **অসমাপিকা ক্রিয়া**—যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি হয় না।

অসমাপন—অসমাপ্তি; অসম্পূর্ণতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসমাপিত—অসম্পূর্ণ, যাহা শেষ করা হয় নাই এরূপ, অনিষ্পাদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপ্ত—অসম্পূর্ণ; অনিষ্পন্ন; অবসানহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপ্তি—অসম্পূর্ণতা; অবসানহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসমীক্ষণ—সম্যক্ পর্যবেক্ষণের অভাব; অননুসন্ধান। নঞ্—সম্—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অসমীক্ষা—বুদ্ধিহীনতা;; চতুর্বিংশতিতত্ত্ব; মীমাংসাদর্শন, বিচারের অভাব, অন্বেষণের অভাব। নঞ্—সম্—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি, স্ত্রী।

অসমীক্ষ্য—সব দিক বিবেচনা না করিয়া, সব দিক না দেখিয়া। নঞ্ সম্—ঈক্ষ্+যপ্ (অনন্তরার্থে)। অ।

অসমীক্ষ্যকারিতা—অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কার্যকরণ। অসমীক্ষ্যকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অসমীক্ষ্যকারী (-কারিন্)—যে সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম করে এরূপ, অবিমৃষ্যকারী; হঠকারী; অপরিণামদর্শী; গোঁয়ার; মূর্খ। অসমীক্ষ্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**। বি, **-রিতা**।

অসমীক্ষ্যভাষী (-ভাষিন্)—যে সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন কথা বলে এরূপ। অসমীক্ষ্য—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**। বি, **-ষিতা**।

অসমীচী—অসৌষ্ঠবা; অনুপযুক্তা; অসম্পূর্ণা। অসম্যক্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অসমীচীন—অনুপযোগী; অনুত্তম; অসংগত; অযুক্তিযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমীয়া—আসামবাসী; আসাম-সংক্রান্ত; আসামবাসীদের ভাষা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

অসমৃদ্ধি—উন্নতিহীনতা; সৌভাগ্যরাহিত্য, বৃদ্ধিহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসম্পর্ক—১। সম্পর্কাভাব, সম্বন্ধহীনতা, কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। সম্বন্ধহীন, নিঃসম্পর্ক। ন (নাই) সম্পর্ক যাহার, বহু। বিণ।

অসম্পর্কিত—সম্পর্কশূন্য, সম্বন্ধবিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পর্কীয়—সম্বন্ধরহিত, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পূর্ণ—অসমগ্র, অসমস্ত; অপূর্ণ; অসমাপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পৃক্ত—সম্পর্করহিত, সম্বন্ধহীন, অসংশ্লিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্বদ্ধ—পরস্পরসম্পর্করহিত; অর্থহীন, এলোমেলো, incoherent; অসংলগ্ন; পূর্বাপরসম্বন্ধবিরহিত; যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই একপ, unaffiliated. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্বদ্ধপ্রলাপ—পূর্বাপরসম্বন্ধশূন্য বাক্যকথন, অসংগত কথা বলা, আবল-তাবল বকা। অসম্বদ্ধ প্রলাপ, কর্মধা। বি; পুং।

অসম্বদ্ধপ্রলাপী (-লাপিন্)—যে আবল-তাবল বকে এরূপ। অসম্বদ্ধপ্রলাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

অসম্বর, অসম্বরি—অধৈর্য, অসহিষ্ণু, অস্থির; বেসামাল; সংবরণহীন। প্রা কপ্র। বিণ।

অসম্বাধ—অবাধ, বাধাশূন্য, নিষ্কণ্টক; নিরুপদ্রব; অসংকুল; জনতাশূন্য। ন (নাই) সম্বাধা যাহাতে, বহু। বিণ।

অসম্বীত—অচেতন। প্রা কপ্র। বিণ।

অসম্ভব—১। সম্ভবরাহিত্য; অঘটনীয়তা; অলৌকিকত্ব। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। অঘটনীয়; অসাধ্য; বিস্ময়জনক, অলৌকিক। বিণ। ৩। অবাক্ কাণ্ড, আশ্চর্য ব্যাপার। ন (নাই) সম্ভব যাহার, বহু। বি; পুং। [তৎ। বিণ।

অসম্ভবপর—যাহা হইতে পারে না। নঞ্‌-

অসম্ভাবনা—অঘটন; ঘটিতে পারে না এমন ভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসম্ভাবনীয়, -ভাব্য—অঘটনীয়, যাহা ঘটিতে পারে না এরূপ, যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এরূপ, improbable. ন—সম্—ভূ+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনীয়, ণ্যৎ কর্তৃ। বিণ।

অসম্ভাবিত—যাহার সম্ভাবনা করা হয় নাই, অভাবিত; অপ্রত্যাশিত, unexpected. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ভাব্য—'অসম্ভাবনীয়' দ্রঃ।

অসম্ভূত—অজাত, অনুদ্ভূত, অনুৎপন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ভোগ—ভোগ না করা, অনুপভোগ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসম্ভ্রম—১। অব্যস্ততা, অনাকুলতা, স্থিরতা, অমর্যাদা অসম্মান। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। মর্যাদাশূন্য, অসম্মানিত, অপদস্থ; অনাকুল; স্থির। ন (নাই) সম্ভ্রম যাহার, বহু। বিণ।

অসম্ভ্রান্ত—মর্যাদাশূন্য, সম্মানহীন; অব্যস্ত, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মত—অস্বীকৃত, গররাজী যে স্বীকার করে নাই বা যাহা স্বীকার করা হয় নাই এরূপ; অনভিমত, অননুকূল; অপ্রীতিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মতি—অনভিমত, অমত, অনিচ্ছা; অস্বীকৃতি; বিরক্তি, বিরাগ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসম্মান—অমর্যাদা, অপমান; অনাদর অবজ্ঞা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসম্মানিত—অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবহেলিত, অপমানিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মোহ—ভ্রান্তিশূন্যতা; যথার্থ জ্ঞান; ধীরতা; উদ্যম। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অসম্যক্ (-সম্যচ্)—যাহা সম্যক্ নয় এরূপ, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত; অপ্রচুর, অপর্যাপ্ত; অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্যক্‌কারী (-কারিন্)—যে সম্পূর্ণরূপে কার্য করে না এরূপ, অসম্পূর্ণরূপে কার্যকারী। উপ্‌তৎ, অসম্যক—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**। বি, **-রিতা**।

অসম্যঙ্ (অসম্যঞ্চ্)—অসম্যক্ (সকল অর্থে)। বিণ। স্ত্রী—**অসমীচী**।

অসম্মিষ্ট—অমিশ, অসংযুক্ত, সম্পর্কশূন্য, সংশ্রবরহিত। ন সম্মিষ্ট (সংসৃষ্ট), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসরল—বক্র, বাঁকা; কুটিল, কপটাচার। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসরু—১। কুকুরশোঁকা গাছ। বি; পুং। ২। যাহা সরু নহে এমন, স্থূল। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অসহ—১। যে সহ্য বা ক্ষমা করিতে পারে না এমন; ক্ষমাহীন; অসহিষ্ণু। নঞ্ সহ্+অচ্ কর্তৃ। ২। যাহা সহ্য করা যায় না এমন; দুঃসহ। বাংপ্র। বিণ।

অসহন—১। শত্রু। ন—সহ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। অধীর, অসহিষ্ণু। বিণ। ৩। সহনাভাব, অসহিষ্ণুতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অসহনশীল—অসহিষ্ণু; অধীর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহনীয়—সহিবার অযোগ্য, অসহ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহমান—সহ্য করিতে অসমর্থ, ক্ষমা করিতে অপারগ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহযোগ -সহযোগের অভাব, সহযোগিতা না করা, non-co-operation. নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অসহযোগী (-গিন্)—সহযোগিতাহীন, যে সহযোগ করে না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -গিনী।

অসহায়—নিঃসহায় সহায়হীন, নিঃসঙ্গ, একক। ন (নাই) সহায় যাহার, বহু। বিণ।

অসহিষ্ণু—অসহনশীল, সহ্য করিতে অপারগ, অধৈর্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসহিষ্ণুতা -অসহনশীলতা, ধৈর্যহীনতা। অসহিষ্ণু+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অসহ্য—অসহনীয়, দুঃসহ, unbearable নঞ্তৎ। বিণ।

অসাক্ষাৎ -পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, অগোচর ; দর্শনাভাব। নঞ্তৎ। অ। ক্রি-বিণ —**অসাক্ষাতে**।

অসাক্ষাৎকার—দর্শনাভাব, পরোক্ষজ্ঞান, প্রত্যক্ষের অবিষয়। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অসাক্ষিক—সাক্ষিশূন্য ; অপ্রামাণিক। ন (নাই) সাক্ষী (সাক্ষিন্ শব্দ) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অসাক্ষী (-ক্ষিন্)—অসাক্ষাৎদ্রষ্টা, অপ্রত্যক্ষদর্শী, অনুপযুক্ত সাক্ষী, সাক্ষী হইবার অনুপযুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী **অসাক্ষিণী**।

অসাজন্ত—বেমানান, অসংগত যাহা খাপ খায় না এমন। ন সাজন্ত, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অসাড় -নিঃশব্দ ; নিস্পন্দ, বোধহীন, অনুভূতিশূন্য ; অজ্ঞান। ন (নাই) সাড়া যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। ক্রি-বি। —**অসাড়ে** (অজ্ঞাতসারে, অসাড় অবস্থায়)। [বাংপ্র। বি।

অসাড়তা—অসাড় অবস্থা, অসাড় হওয়া।

অসাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণশূন্য, ধর্মরহিত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -কী।

অসাদৃশ্য—সাদৃশ্যের অভাব, অমিল ; অনৈক্য। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অসাধ—অনিচ্ছা, শখ না থাকা। ন সাধ (> শ্রদ্ধা), নঞ্তৎ (বাং)। বি।

অসাধন—অকরণ, অসম্পাদন। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অসাধনীয়—সাধনের অযোগ্য যাহা সাধন করিতে পারা যায় না বা সাধন করা উচিত নয় এরূপ, অসম্পাদ্য, অকর্তব্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসাধারণ—যাহা সচরাচর ঘটে না এরূপ ; অসামান্য, অনন্যসাধারণ, যাহা সকল লোকের মধ্যে নাই এরূপ ; বিশেষ ; অতুল্য। বিণ। স্ত্রী, -ণী।

অসাধারণতা, -ত্ব—অসামান্যতা, অলৌকিকত্ব ; বিশিষ্টতা, বিশেষত্ব। অসাধারণ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অসাধিত—অসম্পাদিত, অনিষ্পাদিত, অকৃত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসাধু অসৎ ; মন্দ ; অভদ্র ; দুর্বৃত্ত ; নিন্দিত ; প্রতারক ; অপ্রিয় ; গ্রাম্য ; ব্যাকরণদুষ্ট ; অশ্লীল ; অসংস্কৃত ; অপভ্রষ্ট ('—শব্দ')। নঞ্তৎ। বিণ।

অসাধ্বস ভয়শূন্য, অভ্রান্ত। ন (নাই) সাধ্বস (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।

অসাধ্বী—অপতিব্রতা, কুলটা, অসতী। নঞ্তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অসাধ্য—করণাতীত, দুঃসাধ্য অনধিগম্য, চিকিৎসাতীত ; প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থনের অযোগ্য, দুর্দম। নঞ্তৎ। বিণ।

অসাধ্যসাধন—দুষ্কর কর্ম-সম্পাদন, যাহা অন্যে করিতে পারে না এরূপ কার্য করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অসান—অচেতন, সংজ্ঞাহীন, বোধহীন, অনুভূতিহীন। ন (নাই) সান (সংজ্ঞা) যাহার, বহু। প্রাদে। বিণ।

অসান্দ্র—অনিবিড়, অঘন, বিরল। নঞ্তৎ। বিণ।

অসাবধান—অসতর্ক ; অমনোযোগী, অনবহিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসাবধানতা—অসতর্কতা ; অমনোযোগিতা প্রমাদ। নঞ্তৎ। বি, স্ত্রী।

অসামঞ্জস্য—অমিল অসংগতি, অযোগ্যতা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অসাময়িক সময়ের অনুপযুক্ত, আকাশিক, যাহা কালোপযোগী নয় এমন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -কী।

অসামর্থ্য—অশক্তি, শক্তিহীনতা অক্ষমতা। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অসামাজিক—সমাজবিধিবহির্ভূত, অভদ্র, অমিশুক, সমাজরীতিজ্ঞানশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী -কী।

অসামান্য—অসাধারণ, বিশেষ, অতিপ্রচুর, অলৌকিক উপমারহিত, অনুপম। নঞ্তৎ। বিণ।

অসামাল—অসাবধান, প্রতিকারে অসমর্থ, আত্মরক্ষায় অপারগ, অধীর, অসংগত, বেসামাল, যে আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা পরিচ্ছদাদি ধারণ করিতে পারে না এরূপ ; মলমূত্রের বেগধারণে অসমর্থ। ন (নাই) সামাল যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। **অসামাল হওয়া** -মলবেগ ধারণে অসমর্থ হওয়া ; নিজেকে সংযত করিতে বা সামলাইতে না পারা। [অ।

অসাম্প্রতম্—অকর্তব্য, অনুচিত। নঞ্তৎ।

অসাম্প্রদায়িক—যাহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহে এরূপ, সর্বজনীন, যাহা কোন দলের নহে এরূপ ; যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা দোষ নাই এমন, noncommunal ; সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -কী।

অসাম্য -সমতাভাব, বৈষম্য, পার্থক্য ; অসাম্যকারিত্ব ; অযোগ্যতা। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অসার—সাররহিত ; যাহার অভ্যন্তরভাগ শক্ত নহে ('—কাঠ'), অপদার্থ ; দুর্বল ; অকর্মণ্য, তুচ্ছ ; অযথা, মিথ্যা, বাজে। ন (নাই) সার যাহার, বহু। বিণ।

অসারতা—সারহীনতা, অস্থিরতা ; অকর্মণ্যতা, অযোগ্যতা ; দুর্বলতা। অসার+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অসার-সুসার—অসুবিধা-সুবিধা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

অসি - ১। খড়্গ, খাঁড়া, তরবারি। অস্+ই কর্মবা, সংজ্ঞার্থে। বি, পুং। ২। কাশীধাম-প্রবাহিত নদী বিঃ। অস+ই কর্তৃ। বি, স্ত্রী। ৩। অস্থি। আ-মু। বি।

অসিক—অধর ও চিবুকের মধ্যভাগ। অস্+ইকন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি, ক্লী।

অসিক্লিকা—অসিক্নী, দাসী। অসিক্নী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অসিক্নী—অন্তঃপুরচারিণী যুবতী ভৃত্যা, কৃষ্ণকেশা স্ত্রী, নদী বিঃ, চেনাব নদীর প্রাচীন নাম, দক্ষপত্নী বিঃ। অসিত+ঙীপ্। বি, স্ত্রী।

অসিগণ্ড—ক্ষুদ্র উপাধান, ছোট বালিশ, কানবালিশ। অসি (নিক্ষিপ্ত) গণ্ড যাহাতে, বহু। বি, পুং।

অসিচর্ম(র্ম্ম)—ঢাল-তলোয়ার। অসি এবং চর্ম উভয়ের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি, ক্লী।

অসিচর্যা(র্য্যা)—অসিচালনা শিক্ষা, অসির ব্যবহার বা প্রয়োগের অভ্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অসিচালন, -না—তরবারি চালানো, তলোয়ার খেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী, স্ত্রী।

অসিত—১। কৃষ্ণবর্ণ, কাল বং ; শনিগ্রহ ; কৃষ্ণপক্ষ ; ব্যাসশিষ্য মুনি বিঃ, সূর্যবংশীয় ভরতপুত্র নৃপতি বিঃ (ইনি ধ্রুবসন্ধির পৌত্র) ; বুদ্ধদেবের সমসময়কার ঋষি বিঃ (ইনি বুদ্ধদেবের জন্মকালে হিমালয় হইতে তাঁহাকে দেখিতে যান), পর্বত বিঃ। বি ; পুং। ২। শ্যামল ; কাল। নঞ্তৎ। বিণ।

অসিতগ্রীব—ময়ূর ; অগ্নি ; নীলকণ্ঠ, মহাদেব। অসিতা গ্রীবা যাহার, বহু। বি ; পুং।

অসিতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। অসিত এমন পক্ষ, কর্মধা। বি ; পুং।

অসিতবরণ, -বর্ণ—১। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, কাল রঙের। অসিত বরণ, বর্ণ যাহার, বহু।

বিণ। ২। কৃষ্ণবর্ণ, কাল রং। অসিত বরণ, বর্ণ, কর্মধা। বি ; পুং।

অসিতলোমা (-লোমন্)—একজন দানব (পিতা কশ্যপ, মাতা দনু। মহালক্ষ্মী ইঁহাকে বধ করেন)। অসিত লোম যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অসিতা—১। অবৃদ্ধা অন্তঃপুরচারিণী দাসী ; শেঁচুল ; নীলীবৃক্ষ ; স্বনামখ্যাতা স্বর্বেশ্যা ; অসিক্নী নদী। বি ; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। অসিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অসিতাঙ্গ—কৃষ্ণকায়। অসিত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গী**, **-ঙ্গা**।

অসিতাপাঙ্গী—যাহার চক্ষুঃপ্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ এরূপ ('—রমণী')। অসিত অপাঙ্গ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অসিতার্চিঃ (-র্চিস্), **-তার্চ্চি** (-র্চ্চিস্) - অগ্নি, ধূমশিখা। অসিত অর্চিঃ (প্রভা) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

অসিতালু—নীল আলু। কর্মধা। বি ; পুং।

অসিতাশ্ম (-শ্মন্)—নীলকান্তমণি, নীলমণি। অসিত (কৃষ্ণ) অশ্ম (পাথর), কর্মধা। বি ; ক্লী।

অসিতোৎপল —নীলোৎপল, নীলপদ্ম ইন্দীবর। অসিত উৎপল, কর্মধা। বি , ক্লী।

অসিতোপল—নীলাশ্ম, নীলকান্তমণি। অসিত এমন উপল, কর্মধা। বি ; পুং।

অসিদংষ্ট্র, -দংষ্ট্রক—হাঙ্গর, মকর। অসির ন্যায় দংষ্ট্রা যাহার, বহু , ২য় পক্ষে অসিদংষ্ট্র+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

অসিদ্ধ—অবদ্ধিত, অপক্ব ; অসম্পন্ন ; অসম্পূর্ণ ; বিফল , অকৃতকার্য ; যে সাধনার ফল পায় নাই এরূপ ; অপ্রমাণিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসিদ্ধি—অনিষ্পত্তি ; অসাফল্য , বিফলতা ; অপ্রামাণিকতা ; অপ্রসিদ্ধি ; হেতুদোষ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসিধাব, -ধাবক—অসিধারকর্তা, শাণকার, শিলকর। উপতৎ ; অসি—ধাব্+অণ্ কর্তৃ ; অসিধাব+কন্ স্বার্থে। বি , পুং।

অসিধারক—খড়্গধারী ; তরবারি-পরিষ্কারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অসিধারণ—যুদ্ধকরণ ; যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

অসিধারা—খড়্গের অগ্রভাগ, খড়্গের ধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

অসিধারাব্রত—যুবক-যুবতীর চিত্তসংযমপূর্বক একত্র অবস্থানরূপ ব্রত, পরস্পর সংযোগ নিবারণের জন্য মধ্যস্থলে তীক্ষ্ণধার অসিস্থাপনপূর্বক স্ত্রীপুরুষের একশয্যায় শয়ন। অসিধারাসাধনীয় ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অসিধেনু, -ধেনুকা—ছুরিকা, ছুরি। অসি ধেনুসদৃশ যাহার, বহু ; অসিধেনু+ক সমাসান্ত+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অসিপত্র—১। খড়্গবৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষ, ইক্ষু, আকগাছ ; নরক বিঃ। অসির ন্যায় পত্র যাহার, যেখানে, বহু। বি ; পুং। ২। খড়্গকোষ, তলোয়ারের খাপ ; তলোয়ারের ফলা। অসির পত্র (আচ্ছাদক ; পাত), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। ইক্ষুপত্রের আকারের ন্যায় উভয়দিকে ধারবিশিষ্ট খড়্গ ; গুণ্ডনামক তৃণ। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অসিপত্রক—ইক্ষু, আখ। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি ; পুং।

অসিপত্রবন—নরক বিঃ [এই নরকস্থ বৃক্ষের পত্র সকল খড়্গাকার। যে ব্যক্তি শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কুপথগামী হয়, সে এই নরকে যায়, এবং এই নরকস্থ বৃক্ষের খড়্গাকার পত্র নিয়ত তাহার গাত্র ছেদন করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা অকারণে বৃক্ষচ্ছেদন করে তাহারা এই অসিপত্রবন নরকে যায়]। অসিপত্রসদৃশ বন আছে যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

অসিপত্রব্রত—অসিধারাব্রত (তাতা দ্রঃ)। অসিপত্রসাধনীয় ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

অসিপুচ্ছ, -পুচ্ছক—শিশুমার, শুশুক। অসির ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু (বিকল্পে+ক সমাসান্ত)। বি ; পুং।

অসিপুত্রিকা, -পুত্রী—ছুরি, ছুরিকা। অসির পুত্রিকা, পুত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি ; স্ত্রী।

অসিমেদ—বিট্‌খদির। অসির ন্যায় (তীব্র) মেদ যাহার, বহু। বি ; পুং।

অসিযুদ্ধ—তলোয়ারের যুদ্ধ। ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।

অসিলতা—তলোয়ার ; তলোয়ারের ফলা। অসি লতা তুল্য, উপমিত। বি ; স্ত্রী।

অসিলোমা (-লোমন্)—দানব বিঃ, মহিষাসুরের জনৈক সেনাপতি। অসির ন্যায় লোম যাহার, বহু। বি ; পুং।

অসিসাধক—খড়্গের সাহায্যে সাধনাকারী ; অসিব্যবসায়ী ; যোদ্ধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিকা**।

অসিহেতি—অসিচর্মধারী যোদ্ধা ; খড়্গধারী সৈনিক। অসি হইয়াছে হেতি (অস্ত্র) যাহার, বহু। বি ; পুং। । বি ; স্ত্রী।

অসী—নদী বিঃ। অস্+ই কর্তৃ+ঈপ্।

অসীম—১। সীমাহীন, অনন্ত, infinite ; প্রভূত। বিণ। ২। অনন্ত ব্রহ্ম ; অন্তহীন বিস্তার। ন (নাই) সীমা যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অসু—১। প্রাণ [শরীরান্তর্গত প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—এই পঞ্চ বায়ু] ; এক পলের এক-ষষ্ঠাংশ সময়। অস্ (হওয়া)+উ করণ, সংজ্ঞার্থে। ২। চিত্ত ; চিন্তা। অস্+উ কর্ম। ৩। দুঃখ, উপতাপ। অস্+উ কর্তৃ। বি ; পুং।

অসুকর—দুঃসাধ্য, কষ্টকর। ন সুকর (সহজ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুক্ষণ—অবজ্ঞা, অনাদর। বি ; ক্লী।

অসুখ—১। দুঃখ, ক্লেশ, সন্তাপ ; অশান্তি ; অমঙ্গল ; অতৃপ্তি ; পীড়া ('—বিসুখ')। নঞ্‌তৎ। বি , ক্লী। ২। দুঃখিত, পীড়িত, দুঃখজনক। ন (নাই) সুখ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। **অসুখ করা**—রোগ হওয়া। **অসুখ-বিসুখ**—রোগ ও তাহার সঙ্গে অন্যরূপ কষ্ট ; নানারূপ পীড়া।

অসুখকর—দুষ্কর, কষ্টসাধ্য ; পীড়াদায়ক ; ক্লেশপ্রদ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অসুখড়—কষ্টপ্রদ, দুঃখদায়ক। <অসুখদ। বিণ।

অসুখদ—অসুখপ্রদ, ক্লেশপ্রদ, কষ্টদায়ক। উপতৎ ; অসুখ—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অসুখদায়ক—ক্লেশপ্রদ ; পীড়াজনক ; বিরক্তিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

অসুখাবহ—অসুখকারক, দুঃখকর। অসুখের আবহ (আ—বহ্+অচ্ কর্তৃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অসুখিত—অসুখগ্রস্ত, পীড়িত। অসুখ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অসুখী (-খিন্)—যে সুখী নয় এরূপ, দুঃখী ; অসুখগ্রস্ত। বিণ। স্ত্রী, **-খিনী**।

অসুগম—দুর্গম ; দুর্বোধ্য ; কঠিন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুন্দর—কুরূপ, কুৎসিত ; অনুচিত ; অপ্রিয় ; অশোভন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

অসুপ্ত—অনিদ্রিত, বিনিদ্র ; জাগরিত, সজাগ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুবিধা—সুবিধার অভাব ; অন্তরায় ; অস্বাচ্ছন্দ্য ; বাধাবিঘ্ন। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসুভৃৎ—প্রাণী ; জীবন্ত। উপতৎ ; অসু (প্রাণ)—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

অসুমান্ (মৎ)—সজীব, জীবন্ত। অসু (প্রাণ)+মতুপ্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং।

অসুমার -অগণিত, অসংখ্য, অনেক, অফুরন্ত, অপর্যাপ্ত। ন (নাই) সুমার (ফারসী শব্দ=গণনা) যাহার, বহু। বিণ।

অসুর—১। দেববিরোধী ব্যক্তি ; দৈত্য, দানব ; ময়দানবের পুত্র। নঞ্‌তৎ। [ভাগবতে কথিত আছে, ব্রহ্মা অম্ভোনামক প্রসিদ্ধ চতুর্বিধ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব-সংস্কারবশতঃ তমোগুণ আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে, এবং

সেই সময়ে তাঁহার জঘন হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হয়, ইহারা সুরা অর্থাৎ বারুণীকে অগ্রাহ্য করায় ইহাদের নাম অসুর হইয়াছে।] ২। সূর্য, রাহু। বি, পুং। ৩। মহাপরাক্রমশালী ও শত্রুনাশক। অস্+উর কর্তৃ। বিণ।

অসুরদলন—দৈত্যনাশ, দানবদমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অসুরনাশিনী—১। দানবদলনী। বিণ, স্ত্রী। ২। দুর্গা। উপতৎ; অসুর—নশ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

অসুররিপু—বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অসুরসা—বর্বরী, বাবুই তুলসী। ন (নাই) সুরস যাহার, বহু+আপ্। বি, স্ত্রী।

অসুরা—রাত্রি, রাশি, বেশ্যা। নঞ্—সু—রা+ক কর্তৃ+আপ্। বি, স্ত্রী।

অসুরারি—দেবতা। অসুরের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অসুরাহ্ব-কাঁসা, কাংস্য। অসুরের আহ্বার (ডাকের) ন্যায় আহ্বা (ডাক) যাহার, বহু। বি, ক্লী।

অসুরী—১। অসুরপত্নী। অসুর (১)+ঈপ্। ২। রাজিকা, রাইসরিষা। অস্+উর কর্ম+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

অসুলভ—দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসুসার—অসচ্ছল অবস্থা, দৈন্য, অর্থকষ্ট, অসুবিধা, কষ্ট। নঞ্তৎ। বা'প্র। বি।

অসুস্থ—রুগ্ণ, রোগী, যাহার শরীর বা মন ভাল নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসুস্থতা—রুগ্ণাবস্থা, অস্বাস্থ্য, অশান্তি। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অসুহৃৎ (-হৃদ্)—অসৎ। অমিত্র শত্রু, প্রতিপক্ষ। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অসূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সহজবোধ্য, স্থূল মোটা। নঞ্তৎ। বিণ, স্ত্রী।

অসূক্ষ্মদর্শী (-দর্শিন্) তীক্ষ্ণবুদ্ধিহীন স্থূলবুদ্ধি, যে অতিশয় বুদ্ধিমান্ নয় একপ যাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নাই একপ। ন সূক্ষ্মদর্শী, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দর্শিনী**। বি, -**দর্শিতা**।

অসূনু—নিরপত্য, অপুত্রক। ন (নাই) সূনু (পুত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অসূয়ক—অসূয়াকারী, পরগুণে দোষাবিধারক, ছিদ্রান্বেষী, বিঘ্ননিন্দুক, দ্বেষক অসূ+যক্ (কণ্ড্বাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -**য়িকা**।

অসূয়া—পরগুণে দোষারোপণ, নিন্দা, ক্রোধ, স্পর্ধা; দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা। অসূ+যক (কণ্ড্বাদি)+অ ভাব+আপ্। বি, স্ত্রী।

অসূয়া-পর, -পরতন্ত্র, -পরবশ, -পরায়ণ—পরগুণাসহিষ্ণু, পরগুণে ঈর্ষাপরবশ, ঈর্ষাযুক্ত। অসূয়া পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহু; অসূয়ার পরতন্ত্র, পরবশ, ৬ষ্ঠীতৎ; অসূয়া পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

অসূর্য(র্য্য)স্পশ্য—যে সূর্যের মুখ দেখে না একপ, যাহার গাত্রে সূর্যকিরণস্পর্শ হয় না একপ, যেখানে সূর্যের কিরণপাত হয় না একপ। নঞ্—স—দৃশ্+শশ্ কর্তৃ। বিণ।

অসূর্য(র্য্য)স্পশ্যরূপা যে নারী সূর্যকে দেখে নাই এমন, যে কখনও গৃহের বাহির হয় না একপ অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী। অসূর্যস্পশ্য রূপ যাহার, বহু+আপ্। বি বা বিণ, স্ত্রী।

অসূর্য(র্য্য)স্পশ্যা—অন্তঃপুরে সতত অবস্থানবশতঃ অসূর্যদর্শিনী, অন্তঃপুরচারিণী ('—নারী'); যেখানে সূর্যের কিরণ পড়ে না একপ। ন সূর্য দৃশ্+খশ্ কর্তৃ+আপ্। বি বা বিণ, স্ত্রী।

অসৃক (সৃজ্) রক্ত, কঙ্কুম, বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগান্তর্গত ষোড়শযোগ। নঞ্—সৃজ্+কিপ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি, ক্লী।

অসৃজ্য অসর্জনীয়, যাহা সৃষ্টি করিতে হয় না এমন নিত্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসৃণি নিরঙ্কুশ, উচ্ছৃঙ্খল। ন (নাই) সৃণি যাহার, বহু। বিণ।

অসৃষ্ট—অরচিত, অকৃত্রিম, অব্যক্ত; অদত্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসেবন—অশুশ্রূষা, সেবা না করা; অনাদর; বিষয়াদি ভোগ না করা, ঔষধাদি গ্রহণ না করা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অসেবনীয়, অসেব্য—অনারাধনীয়, সেবার অযোগ্য, অনাদরণীয়, অনুপভোগ্য; অগ্রাহ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসেবিত—অনারাধিত, অনাদৃত অব জ্ঞাত, অনুপভুক্ত, অগৃহীত, অভুক্ত; অপীত। নঞ্তৎ। বিণ। [স্ত্রি।

অসৈনিক অসামরিক, [illegible] নঞ্তৎ।

অসৈরণ—অনঙ্গ বিষয়, অন্যায় কার্য যাহা সহ্য করা যায় না একপ ব্যাপার, মন্দ চরিত্র। প্রাদে। বি। [বা'প্র। বি।

অসোয়াস্তি—অস্বস্তি (তাহা দ্রঃ)।

অসৌজন্য ঔদ্ধত্য, অশিষ্টাচার, অভদ্রতা ইতরামি। নঞ্তৎ। বি, ক্লী।

অসৌম্য অসুন্দর, ক্রূর, বিরক্তিকর। নঞ্তৎ। বিণ।

অসৌম্য-দর্শন, -মূর্তি(র্ত্তি)—কুরূপ কদাকার, বিশ্রী, কদাকৃতি, যাহাকে দেখিলে মনে বিরক্তির ভাব আসে একপ। অসৌম্য দর্শন মূর্তি যাহার, বহু। বিণ।

অসৌরস—মনোমালিন্য, বিবাদ। প্রাদে। বি।

অসৌষ্ঠব—১। সুষ্ঠুতাশূন্য, অসুন্দর; সামঞ্জস্যহীন; অগোছাল। ন (নাই) সৌষ্ঠব যাহার, বহু। বিণ। ২। সামঞ্জস্যহীনতা, কদাকারতা; মন্দান্তর; (অলংকারশাস্ত্র) কামজনিত দশা বিঃ। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অসৌহার্দ(র্দ্দ), -র্দ্য(র্দ্দ্য), -হৃদ, -হৃদ্য—অমিত্রতা, বৈর, শত্রুতা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অস্খলিত—অভ্রষ্ট; অপ্রতিহত; অচঞ্চল, অব্যাহত। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্ত—১। পশ্চিমাচল; (রাশিচক্র) লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। অস্+ক্ত অধি। বি; পুং। ২। চন্দ্রসূর্যাদির পশ্চিম দিক্চক্রবালের নীচে অদৃশ্য হওয়া; মৃত্যু; অবসান শেষ। অস্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। নিক্ষিপ্ত, পাতিত, চালিত; প্রেরিত; ত্যক্ত; অবসিত। অস্+ক্ত কর্ম। ৪। অস্তমিত, অস্তগত। বা'প্র। বিণ।

অস্তক—মুক্তি, নির্বাণ, মোক্ষ। অস্ত+ণিচ্ (অস্তি নামধাতু)+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

অস্তগত—অদর্শনপ্রাপ্ত, দৃষ্টিবহির্ভূত; অস্তমিত। অস্তকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

অস্তগমন—অস্তপর্বতে গতি; পশ্চিমাকাশে অদৃশ্য হওয়া; অবসানপ্রাপ্ত হওয়া। অস্তে গমন, ৭মীতৎ। বি, ক্লী।

অস্তগমনোন্মুখ—অস্তমিতপ্রায়, যাহা একটু পরেই অদৃশ্য হইবে একপ। অস্তগমনে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**খী**, -**খা**।

অস্তগামী (-গামিন্)—অস্তগমনশীল; অস্তমিতপ্রায়। উপতৎ; অস্ত—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -**মিনী**।

অস্তগিরি—অস্তাচল, পশ্চিমাচল। অস্তবিধায়ক গিরি বা অস্তনামা গিরি, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অস্তপ্রায় প্রায় অস্তমিত, অস্তগত হয়-হয় একপ। সুপ। বিণ।

অস্তব্ধ—অবিহ্বল, প্রশান্ত; অবিস্মিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্তব্যস্ত—অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, অস্থির, বিশৃঙ্খল, এলোমেলো; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। প্রা কপ্র। বিণ। ক্রি-বিণ—**অস্তব্যস্তে** (—ব্যস্তভাবে)।

অস্তম্—অদর্শন; বিনাশ। অস্+তম ভাব। অ।

অস্তমন—অস্তাচলগমন; অদৃশ্য হওয়া। অস্তম্ (নামধাতু)+অনট ভাব; বা, অস্তম্ (অস্তে) অন (গতি), সুপ্; বা, 'অস্তময়ন' শব্দের সংক্ষেপ। বি; ক্লী।

অস্তময়—ধ্বংস, বিনাশ; শেষ; ক্ষয়; অস্তাচলে গমন; মহাপ্রলয়। অস্তম্—ই+অচ ভাববা, বা, অস্ত—মি+অচ্ অধি। বি; পুং।

অস্তময়ন—অস্তাচলে গমন; অদৃশ্য হওয়া; অবসান; বিনাশ, বিধ্বংস। অস্তম্—ই বা অয়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অস্তমান—অস্তগমনোন্মুখ। বাংপ্র। বিণ।

অস্তমিত—অস্তগত; নষ্ট; অদৃশ্য, বিলুপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত। অস্ত্‌—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অস্তর—১। জামার ভিতরের কাপড়, মূল্যবান্ কোটের ভিতর যে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের কাপড় থাকে তাহা, lining; রঙের প্রথম লেপ, চুন সুরকি ইঃর প্রলেপ, plaster < ফাঃ 'অস্তর'। ২। হাতিয়ার; চিকিৎসকের ব্যবহার্য অস্ত্র, যন্ত্রাস্ত্র। < অস্ত্র। বি। **অস্তর করা**—চিকিৎসার জন্য শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ করা। ৩। পলস্তারা। < ইং 'plaster' বি।

অস্তরীভূত—যাহা স্তরে পরিণত হয় নাই এমন, unstratified নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্তশিখরী (-শিখরিন্)—অস্তগিরি ('হায় অব্যক্তবেদনা দেবী উর্মিলা, কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী"—রবীন্দ্র)। অস্ত-নামা শিখরী (পর্বত), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অস্তাচল—অস্তগিরি, পশ্চিমাচল, কল্পিত পর্বত যাহার আড়ালে সূর্যাদি অস্ত যায়। অস্ত নামক অচল মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অস্তাচলগত—অস্তগত অস্তমিত, তিরোহিত। অস্তাচলকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

অস্তাচলগামী (-গামিন্)—অস্তগমনোন্মুখ, অস্তমিত হইতেছে এরূপ। উপতৎ, অস্তাচল—গম্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অস্তাচলচূড়া—অস্তগিরির শিখর। অস্তাচলের চূড়া, ৬ষ্ঠতৎ। বি, স্ত্রী।

অস্তাচলচূড়াবলম্বী (-ম্বিন্)—অস্তগিরিশিখরারূঢ়, অস্তপর্বতের শিরোদেশে উপস্থিত, অস্তগমনোন্মুখ, অস্ত যাইতেছে এমন। উপতৎ, অস্তাচলচূড়া—অব+লম্ব্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ম্বিনী**।

অস্তাচলবর্তী(র্ত্তী)—অস্তাচলস্থ, অস্তগত। উপতৎ, অস্তাচল—বৃত্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

অস্তায়মান—অস্তগমনোন্মুখ। অস্ত+কাঙ (অস্তায় নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃবা। বিণ।

অস্তি—১। বিদ্যমানতা, স্থিতি। অ। ২। বিদ্যমান আছে, আছে, হইতেছে। অস্‌+তিপ্। সংস্কৃত ক্রি। ৩। কংস রাজার পত্নী। বি, স্ত্রী।

অস্তিত্ব—স্থায়িত্ব, বিদ্যমানতা, সত্তা existence. অস্তি+ত্ব ভাবে। বি, ক্লী।

অস্তি-নাস্তি—সত্তা ও অসত্তা, থাকা ও না থাকা। দ্বন্দ্ব। অ।

অস্তু—১। অনুজ্ঞা; অসূয়া, পীড়া, প্রশংসা; প্রকর্ষ, লক্ষণ; প্রতিক্ষেপ। অস্‌+তুন্ ভাব। অ। ২। হউক ('তথাস্তু')। অস্‌+তু। সংস্কৃত ক্রি।

অস্তুত—অপ্রশংসিত, অকীর্তিত; যাহার স্তব করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্তুবস্তু—বস্তুর অস্তিত্ব; সার পদার্থের বিদ্যমানতা, রসকষ; বস্তুলক্ষণ;' বিশেষ কিছুই। বাংপ্র। বি।

অস্তেব্যস্তে—তাড়াতাড়ি, ব্যাকুলতাপূর্বক। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অস্তেয়—অনপহরণ, চুরি না করা; সাধুতা। নঞ্‌তৎ। বি, পুং।

অস্তোদয়—১। সূর্যের অস্ত হইতে উদয় পর্যন্ত কাল। অস্তাবধিক উদয়, মধ্যপ কর্মধা। ২। সূর্যের অস্ত হইতে উদয় পর্যন্ত নিয়ম করিয়া সমাপনীয় কর্ম। অস্তোদয়+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

অস্তোন্মুখ—অস্তগমনে উন্মুখ, অস্তাচলগামী। অস্তে (২) উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খী**।

অস্ত্যথ আছে, রহিয়াছে, থাকিবে, রহিবে। অস্তি+অথ। অ।

অস্ত্যর্থ 'আছে' এই অর্থ, বিদ্যমানতার্থ। অস্তির অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অস্ত্যর্থক—'আছে' এই অর্থবিশিষ্ট, 'আছে' এই অর্থের দ্যোতক। অস্তি অর্থ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অস্ত্র—১। যাহা বিপক্ষের উপর নিক্ষেপ করা যায় এরূপ প্রহারসাধন দ্রব্য; ক্ষেপণযোগ্য শর ইঃ, ধারাল যন্ত্র তীক্ষ্ণ সাধিত্র, হাতিয়ার। অস্‌+ষ্ট্রন্ বা ত্র কর্ম সংজ্ঞার্থে। ২। চাপ ধনু খড়্গ প্রঃ; শস্ত্রমাত্র। অস্‌+ষ্ট্রন্ করণ। বি, ক্লী। **অস্ত্র করা**—চিকিৎসার জন্য ধারাল যন্ত্র দ্বারা দেহের উপরে কাটা-ছেঁড়া করা।

অস্ত্রকণ্টক—শর, বাণ। অস্ত্র কণ্টকপ্রায়, উপমিত। বি; পুং।

অস্ত্রকার, -কারক—অস্ত্রনির্মাতা, অস্ত্র প্রস্তুতকারক। উপতৎ; অস্ত্র—কৃ+অণ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে, অস্ত্রের কারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

অস্ত্রক্ষত—অস্ত্রাঘাতজনিত ব্রণ, অস্ত্রপ্রহারে উৎপন্ন ঘা। অস্ত্রজনিত ক্ষত, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

অস্ত্রক্ষেপ, -ক্ষেপণ—শরাদি নিক্ষেপ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং, ক্লী।

অস্ত্রক্ষেপক—শরাদি নিক্ষেপকারী, শরাদি মোচনকারী, যে বাণ প্রঃ ছোড়ে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষেপিকা**।

অস্ত্রক্ষেপণ—'অস্ত্রক্ষেপ' দ্রঃ।

অস্ত্রগুরু—অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষক। মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অস্ত্রচালনা—শরাদির প্রয়োগ, অস্ত্রপ্রহার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রচিকিৎসক—অস্ত্রপ্রয়োগদ্বারা ক্ষতাদিপ্রতিকারক, যিনি ছুরি প্রঃ দ্বারা ক্ষতাদি রোগের চিকিৎসা করেন, surgeon. অস্ত্রব্যবহারী চিকিৎসক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অস্ত্রচিকিৎসা—অস্ত্রপ্রয়োগাদি দ্বারা ক্ষতাদিরোগের প্রতিকারকরণ, অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা, surgery. ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রজীব, অস্ত্রাজীব—অস্ত্রব্যবসায়ী, অসিজীবী, বেতনভোগী যোদ্ধা। উপতৎ; অস্ত্র—জীব্‌+অচ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে, অস্ত্র আজীব যাহার, বহু। বি; পুং বা বিণ।

অস্ত্রজ্ঞ—অস্ত্রপ্রয়োগকুশল, অস্ত্রব্যবহারে নিপুণ। উপতৎ; অস্ত্র—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অস্ত্রত্যাগ-অস্ত্রাদিনিক্ষেপ, অস্ত্রপ্রয়োগ, অস্ত্রমোচন; অস্ত্রপরিহার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রধারণ—অস্ত্রগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অস্ত্রধারী (-ধারিন্)—অস্ত্রধারণকারী, যাহার হাতে অস্ত্র আছে এমন। উপতৎ; অস্ত্র—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অস্ত্রনিক্ষেপ—অস্ত্রক্ষেপ (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্ত্রনিবারণ—শত্রু কর্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অস্ত্রবর্জ(র্জ্জ)ন—অস্ত্র পরিত্যাগ, disarmament. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অস্ত্রবর্ষণ—অস্ত্রবৃষ্টি, বৃষ্টিধারার মত অবিরল অস্ত্রনিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অস্ত্রবিৎ (বিদ্)—অস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রপ্রয়োগকুশল। উপতৎ; অস্ত্র—বিদ্‌+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অস্ত্রবিদ্যা—যুদ্ধবিষয়ক শাস্ত্র; ধনুর্বেদ। অস্ত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রবৃষ্টি—অস্ত্রবর্ষণ, অজস্র অস্ত্রক্ষেপণ, বৃষ্টিধারার ন্যায় নিরন্তর অস্ত্রনিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অস্ত্রবেদ—অস্ত্রবিদ্যা, সমরশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা; ধনুর্বেদ। অস্ত্রবিষয়ক বেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অস্ত্রবেশ্ম (বেশ্মন্)—অস্ত্রাগার। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি, ক্লী।

অস্ত্রবৈদ্য—অস্ত্রচিকিৎসক। অস্ত্রপ্রয়োগকারী বৈদ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

অস্ত্রমার্গ—অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অস্ত্রমার্জ(র্জ্জ), -মার্জ(র্জ্জ)ক—শাণকর। উপতৎ, অস্ত্র—মৃজ্‌+ণিচ্‌+অণ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ।

অস্ত্রযুদ্ধ—অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা সংগ্রাম, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই। ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

অস্ত্রযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—অস্ত্রপ্রহর্তা, অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকারী। অস্ত্রব্যবহারী যোদ্ধা, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-যোদ্ধ্রী**।

অস্ত্রলেখা—অস্ত্রপ্রহারচিহ্ন, অস্ত্রাঘাতের দাগ; অস্ত্রসমূহ। অস্ত্রকৃতা লেখা, মধ্যপ কর্মধা; অথবা, অস্ত্রের লেখা (চিহ্ন, শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

অস্ত্রশস্ত্র—ক্ষেপণীয় ও হস্তধার্য আয়ুধসমূহ, শর বর্শা ও তরবারি খড়্গ প্রঃ, হাতিয়ারপত্তি। অস্ত্র ও শস্ত্র, দ্বন্দ্ব, বা, অস্ত্র ও শস্ত্রের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

অস্ত্রশালা—অস্ত্রাগার, অস্ত্ররক্ষণগৃহ, সেলাখানা, armoury. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ত্রশিক্ষা—অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল; অস্ত্রপ্রয়োগের তথ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্ত্রসায়ক—লৌহময় বাণ। উপতৎ; অস্ত্র—সো+ণক কর্তৃ। বি; পু।

অস্ত্রহীন—অস্ত্রবর্জিত, নিরস্ত্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

অস্ত্রাগার—অস্ত্র রাখিবার স্থান, আয়ুধাগার, সেলাখানা, arsenal. অস্ত্রের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

অস্ত্রাঘাত—অস্ত্র দ্বারা আঘাত, অস্ত্রপ্রহার। অস্ত্র দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অস্ত্রাজীব—'অস্ত্রজীব' দ্রঃ।

অস্ত্রালয়—অস্ত্রশালা (তাহা দ্রঃ)। অস্ত্রের আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অস্ত্রাহত—অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত, যে অস্ত্রের আঘাত পাইয়াছে একপ। অস্ত্র দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

অস্ত্রী (অস্ত্রিন্)—অস্ত্রধারী। অস্ত্র+ইন আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী **অস্ত্রিণী**।

অস্ত্রীক—পত্নীশূন্য, বিপত্নীক, অবিবাহিত। ন (নাই) স্ত্রী যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অস্ত্রোপচার—চিকিৎসার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ। অস্ত্র দ্বারা উপচার, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

অস্থান—১। কুস্থান, অযোগ্যস্থান, অপাত্র, অপবিত্রদেশ; স্থানের অভাব; স্থানের সংকীর্ণতা; পুরুষাঙ্গ; যোনি। নঞ্তৎ, কুৎসিতার্থে, অপ্রশস্তার্থে বা অবিদ্যমানার্থে। বি; ক্লী। ২। অতিগভীর, অতলস্পর্শ। ন (নাই) স্থান যাহার, বহু। বিণ।

অস্থান কুস্থান—যে জঘন্য স্থানে যাওয়া যায় না বা যাওয়া উচিত নয় তাহা।

অস্থানজ, -নিক—বহিরাগত; বৃক্ষকাণ্ডে জাত ('—মূল'), adventitious. নঞ্তৎ। বিণ।

অস্থাবর—১। স্থাবরভিন্ন, যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে বা বাহিত হইতে পারে একপ; জঙ্গম। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। (ব্যবহারশাস্ত্র) যাহাকে স্থানান্তরিত করা যায় এমন দ্রব্য, অলংকার তৈজসপত্র টাকাকড়ি প্রঃ, movables ন স্থাবর, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। **অস্থাবর সম্পত্তি**—অস্থিতিশীল বিষয়, জমি জায়গা ভিন্ন অন্য বিষয়, ঘটিবাটি টাকাকড়ি প্রঃ, movable property.

অস্থায়—অগাধ, অতল, অথই। ন (নাই) স্থায় (স্থিতি) যাহার, বহু। বিণ।

অস্থায়িতা, -য়িত্ব—স্থায়ী না হওয়া, অচিরস্থায়িতা, নশ্বরতা, ক্ষণভঙ্গুরতা। অস্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অস্থায়ী (-য়িন্)—বিনাশী, নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর, ধ্বংসশীল, অল্পকালস্থায়ী, temporary. নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**। বি, **-য়িতা, -য়িত্ব**। **অস্থায়ী ভাব**—যে ভাব চিরস্থায়ী হয় না তাহা; (অলংকারশাস্ত্র) যে ভাব মনে স্থায়ী হয় না—কখনও উদিত, কখনও অন্তর্হিত হয় তাহা।

অস্থি—হাড়, ফলমধ্যস্থ বীজ, আঁটি। অস্+ক্থিন্ কর্ম। বি, ক্লী।

অস্থিগ্রন্থি—শরীরস্থ অস্থিপঞ্জরের সংযোগস্থল, হাড়ের গাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থি-চর্ব(র্ব)ণ—হাড় চিবানো। ৬ষ্ঠী তৎ। বি, ক্লী।

অস্থি-চর্ম (-চমন্), **-চর্ম**—অস্থি এবং ত্বক্, হাড় ও চামড়া। অস্থি এবং চর্ম এই উভয়ের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

অস্থি-চর্ম(র্ম)বিশিষ্ট—যাহার অস্থি ও চর্ম আছে একপ। অস্থি এবং চর্ম, সমা-দ্বন্দ্ব; তদ্দ্বারা বিশিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

অস্থি-চর্ম(র্ম)সার—কঙ্কালসার, খুব রোগা, যাহার কেবল হাড় এবং চামড়ামাত্র আছে একপ, অত্যন্ত কৃশ। অস্থিচর্ম সার যাহার, বহু। বিণ।

অস্থি-চর্মা(র্মা)বশিষ্ট, -বশেষ—যাহার শরীরের কেবল অস্থি ও চর্ম অবশিষ্ট আছে একপ, অতি কৃশ। অস্থি-চর্ম অবশিষ্ট, অবশেষ যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিজ—মজ্জা। উপতৎ, অস্থি—জন্+ড কর্তৃ। বি, পুং।

অস্থিত—১। অনুপস্থিত, যাহা নাই একপ, অস্থির, অনিশ্চিত। নঞ্তৎ। বিণ। ২। অস্থিতি, ধনাদির অবিদ্যমানতা; দৈন্য। ন স্থিত (স্থিতি), নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অস্থিতন্ত্র—জীবদেহে অস্থিসন্নিবেশ-প্রণালী, কঙ্কালতন্ত্র, skeletal system. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অস্থিত-পঞ্চক, -পঞ্চম—১। পাটীগণিতের অঙ্ক বিঃ, indeterminative equation; পঞ্চভূতময় নশ্বর সৃষ্টি; চিন্তাকুলতা; কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা; কঠিন সমস্যা, অত্যন্ত মুশকিলের বিষয়। অস্থিত পঞ্চক, পঞ্চম যাহাতে, বহু। বি; পুং। ২। একেবারে ধৈর্যহীন, অত্যন্ত অধীর। বাংপ্র। বিণ।

অস্থিত-পাটীগণিত—একপ্রকার অঙ্কশাস্ত্র, Arithmetic of infinites. অস্থিতা পাটী (সংখ্যা), কর্মধা; তাহার গণিত হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

অস্থিতি—অবিদ্যমানতা, না থাকা; অস্থিরতা; অসংগতি। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্থিতিস্থাপক—যাহা স্থিতিস্থাপকতা-গুণযুক্ত নহে একপ, যাহার আকারের পরিবর্তন করিলে আর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না একপ non-elastic. নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থাপিকা**।

অস্থিনিক্ষেপ—মৃতব্যক্তির সদ্গতির জন্য গঙ্গাজলে তাহার ললাটের অস্থি-বিসর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিপঞ্জর—পঞ্জরাকার শরীরাস্থিসমূহ, কঙ্কাল, দেহের হাড়সমষ্টি। অস্থি পঞ্জর (পিঞ্জর)-সদৃশ, উপমিত। বি; পুং।

অস্থি-বিজ্ঞান, -বিদ্যা—অস্থিতত্ত্ব, শরীরের কোন্ স্থানে কিরূপ অস্থি আছে—কিরূপে তাহারা সংযুক্ত ইঃ বিষয়ক তত্ত্ব, osteology. অস্থিবিষয়ক বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অস্থিবিসর্জ(র্জ)ন, -সমর্পণ—মৃত দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ। অস্থির বিসর্জন, সমর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অস্থিভঙ্গ—১। জীবশরীরের হাড় ভাঙ্গা, অস্থিভেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া গাছ। অস্থির (অর্থাৎ দেহের) ভঙ্গ আছে যাহার, বহু। বি; পুং।

অস্থিভেদ—অস্থিভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অস্থিভেদী (-ভেদিন্)—যে অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয় একপ, যাহাতে অস্থি ভাঙ্গিয়া যায় একপ, হাড়ভাঙ্গা। উপতৎ; অস্থি—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভেদিনী**।

অস্থিমজ্জা—অস্থি ও তাহার মধ্যবর্তী সার-পদার্থ; হাড় ও হাড়ের শাঁস। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। **অস্থিমজ্জায় বসিয়া যাওয়া**—কোন কিছু অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া।

অস্থিমজ্জাগত—হাড়ে মাসে জড়িত; জন্মগত বা অভ্যাসজনিতরূপে অপরিহার্য। অস্থি ও মজ্জা, দ্বন্দ্ব—অস্থিমজ্জা; অস্থিমজ্জাকে গত, ২য়াতৎ। বিণ।

অস্থিময়—অস্থিপূর্ণ, অস্থিবহুল; অস্থিগঠিত, হাড় দিয়া তৈয়ারী। অস্থি+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে বা অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

অস্থিমান্ (-মৎ)—অস্থিবিশিষ্ট, যাহার হাড় আছে এমন, মেরুদণ্ডযুক্ত। অস্থি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

অস্থিমালা—অস্থির রাশি; হাড়ের মালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

অস্থিমালী (-মালিন্)—১। শিব। বি; পুং। ২। অস্থিমালাধারী। অস্থিমালা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী** (কালী)।

অস্থির—চঞ্চল; চপলপ্রকৃতি; ব্যাকুল; অনির্ধারিত, অনিশ্চিত; চঞ্চলবুদ্ধি হেতু বিশ্বাসের অযোগ্য; অস্থায়ী; নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্থিরচিত্ত—১। চঞ্চল মন। অস্থির চিত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। চঞ্চলমনাঃ, আকুল-হৃদয়; অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থির চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিরতা, -ত্ব—চাঞ্চল্য; ব্যাকুলতা; অনিশ্চয়; নশ্বরতা; উদ্দেশ্যের নিত্য-পরিবর্তনশীলতা; সন্দেহ। অস্থির+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অস্থির-পঞ্চক, -পঞ্চম—অস্থিত-পঞ্চক (তাহা দ্রঃ)।

অস্থিরপ্রকৃতি—চঞ্চলস্বভাব, অধীর। অস্থিরা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অস্থির-বায়ুমণ্ডল—বায়ুরাশির যে অংশ কখনও বাত্যাবিশিষ্ট এবং কখনও বা নিবাত থাকে সেই অংশ। অস্থির বায়ুমণ্ডল, কর্মধা। বি; ক্লী।

অস্থির-বুদ্ধি, -মতি—১। চঞ্চলবুদ্ধি, অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থিরা বুদ্ধি, মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। চপল মন। অস্থিরা বুদ্ধি, মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অস্থিরমনাঃ (মনস) (>**-মনা**)—চপলমতি, অব্যবস্থিত চিত্ত। অস্থির মন যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিশৃঙ্খলা—গ্রন্থিমান্ বৃক্ষ, হাড়জোড়া গাছ। অস্থির শৃঙ্খল (অর্থাৎ তাদৃশ গ্রন্থি) আছে যাহার, বহু+আপ্; অথবা, অস্থির শৃঙ্খলা, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; স্ত্রী।

অস্থিশেষ—কঙ্কালসার, যাহার হাড়মাত্র অবশিষ্ট আছে এরূপ। অস্থি শেষ যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিসংযোগ—অস্থিসন্ধি, হাড়ের গাঁট; অস্থিসন্নিবেশ; হাড় জোড়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিসংহার—গ্রন্থিমান্ বৃক্ষ, হাড়জোড়া গাছ। উপতৎ; অস্থি—সম্—হৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অস্থিসংহারক—১। অস্থিবিনাশক, অস্থি-ধ্বংসকারক; অস্থিভক্ষক। বিণ। স্ত্রী, **-হারিকা**। ২। হাড়গিলা পাখি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অস্থিসংহারী—গ্রন্থিমান্ বৃক্ষ, হাড়জোড়া গাছ। অস্থিসংহার+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অস্থিসঞ্চয়—অস্থি সংগ্রহ; হাড়ের স্তূপ; শবদাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় গঙ্গায় নিক্ষেপার্থ দগ্ধদেহের অস্থিসংগ্রহরূপ কার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিসন্ধি—অস্থিদ্বয়ের মিলনস্থান; দুইটি ভগ্নাস্থির সংযোজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অস্থিসমর্পণ—'অস্থিবিসর্জন' দ্রঃ।

অস্থিসার—১। মজ্জা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। হাড়সার, কঙ্কালবিশিষ্ট, রক্তমাংসশূন্য। অস্থিই সার যাহার, বহু। বিণ।

অস্থূল—সূক্ষ্ম, স্থূলতাশূন্য; কৃশ; অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্থূলা—সূক্ষ্মকারণস্বরূপা পরমা প্রকৃতি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্থৈর্য(র্য্য)—অস্থিরতা; অস্থায়িতা, ক্ষয়-শীলতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অস্নাত—অকৃতস্নান, যে স্নান করে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্নাতক—যাহার ব্রহ্মচর্য সমাপন হয় নাই এমন ব্যক্তি, ব্রহ্মচর্য সমাপনপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন নাই এমন ব্যক্তি; যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হয় নাই এরূপ ব্যক্তি। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অস্নান—স্নানাভাব, অনবগাহন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অস্নিগ্ধ—অশীতল; অশৈত্যকারক, অমসৃণ, কর্কশ; অপ্রীতিকর; তৈলাদিস্নেহপদার্থশূন্য, স্নেহশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্নেহ—১। স্নেহাভাব, তৈলাদিপদার্থ-হীনতা, অমসৃণতা; অপ্রণয়; শৈত্যাভাব। নঞ্‌তৎ। বি, পু। ২। অস্নিগ্ধ, অশীতল, তৈলাদিপদার্থহীন; প্রীতিহীন; অমসৃণ। ন (নাই) স্নেহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অস্পন্দ—১। স্পন্দনাভাব, কম্পনহীনতা, অচেতনত্ব, সংজ্ঞাহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ২। স্পন্দনশূন্য, অচল; স্তব্ধ; অচেতন, সংজ্ঞাহীন, অসাড়। ন (নাই) স্পন্দ যাহার, বহু। বিণ।

অস্পন্দিত—অকম্পিত, অসাড়; স্তব্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পর্শ, -স্পর্শন—১। স্পর্শাভাব, অ-সংস্রব, অশুচিসংস্পর্শ ত্যাগ করা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং, ক্লী। ২। স্পর্শরহিত, যাহা কেহ ছোঁয় নাই এরূপ; যাহাকে স্পর্শ করা অনুচিত এরূপ, অপবিত্র। ন (নাই) স্পর্শ, স্পর্শন যাহার, বহু। বিণ।

অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অশুচি, অস্পৃশ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পষ্ট—যাহা সহজে বোঝা যায় না এমন; অস্ফুট, অপরিস্ফুট; যাহা স্পষ্ট নয় এরূপ, অব্যক্ত; দুর্লক্ষ্য, ঝাপসা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পষ্টগর্ভা(র্ব্ভা)—যে স্ত্রীলোকের গর্ভের লক্ষণ ভালরূপে প্রকাশ পায় নাই। অস্পষ্ট গর্ভ যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অস্পষ্টতা, -ত্ব—স্পষ্টতার অভাব; ঝাপসা ভাব, অস্ফুটতা, অব্যক্ততা। অস্পষ্ট+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অস্পষ্টবাক্ (-বাচ্)—অস্ফুটবাক্ (তাহা দ্রঃ)।

অস্পষ্টবাদ—যে মত সুস্পষ্ট বা সুগম নহে তাহা। অস্পষ্ট যে বাদ, কর্মধা। বি; পুং।

অস্পষ্টবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্)—যে অস্পষ্ট কথা বলে এরূপ; লজ্জাদিবশতঃ মন খুলিয়া কথা বলিতে নারাজ; যাহার কথা বা মত ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী**। বি, **-বাদিতা, -ভাষিতা**।

অস্পষ্টলক্ষ্য—যাহার উদ্দেশ্য বা দৃষ্টি পরিষ্কার নয় এরূপ। অস্পষ্ট লক্ষ্য যাহার, বহু। বিণ।

অস্পষ্টালোক—যে আলোকে স্পষ্টরূপে দেখা যায় না তাহা, আবছা আলো। অস্পষ্ট যে আলোক, কর্মধা। বি; পুং।

অস্পৃশ্য—যাহাকে ছুঁইতে নাই এরূপ, অশুচি, নীচ জাতি বা সামাজিক নিকৃষ্ট অবস্থার জন্য স্পর্শের অযোগ্য, অচ্ছুত; যাহা ছোঁয়া অসাধ্য এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পৃশ্যতা—স্পর্শাযোগ্যতা, অপবিত্রতা; সামাজিক হীনাবস্থাদি কারণে স্পর্শের অযোগ্যতা, untouchability. অস্পৃশ্য+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অস্পৃশ্যতাবর্জ(র্জ্জ)ন—সামাজিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য কাহাকেও অস্পৃশ্য করিয়া না রাখা, ছুঁৎমার্গ-পরিহার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

অস্পৃশ্যা—১। স্পর্শের অযোগ্যা। বিণ, স্ত্রী। ২। রজস্বলা নারী, ঋতুমতী রমণী। নঞ্‌তৎ। বি, স্ত্রী। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পৃষ্ট—যাহা ছোঁওয়া হয় নাই এরূপ।

অস্পৃহ—স্পৃহারহিত, বাসনাশূন্য, নিরাকাঙ্ক্ষ, উদাসীন। ন (নাই) স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

অস্পৃহণীয় অনভিলষণীয়, অবাঞ্ছনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্পৃহা—বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, অনিচ্ছা, অনভিলাষ, অরুচি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ফীত—অবর্ধিত; অনুচ্ছ্বসিত; অগর্বিত; যাহা ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্ফীতি—স্ফীতিহীনতা, ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া না উঠা; অবৃদ্ধি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্ফুট—১। অব্যক্ত, অস্পষ্ট; অদৃষ্ট; অ-প্রকাশিত; অবিকসিত; অফুটন্ত, অফোটা; অতি মৃদু ('ক্রন্দন'); কলরবময় ('—আরাব')। বিণ। ২। জড়িত বাক্য; অব্যক্তবচন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অস্ফুটকণ্ঠ—১। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, অব্যক্ত বা ক্ষীণ গলার আওয়াজ। অস্ফুট এমন কণ্ঠ, কর্মধা। বি; পুং। ২। অব্যক্ত বা ক্ষীণ-কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট। অস্ফুট কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**। ক্রি-বিণ—**অস্ফুটকণ্ঠে**।

অস্ফুটতা, -ত্ব অস্পষ্টতা; অপ্রকাশ, অব্যক্ততা। অস্ফুট+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অস্ফুটফল—অস্পষ্ট ফল, কর্মাদির অপ্রকাশিত ফল; ক্ষেত্রাদির মোটামুটি কালি। অস্ফুট ফল, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

অস্ফুটবাক্ (-বাচ্)—১। অস্পষ্টভাষী, গদগদভাষী; যাহার জিহ্বার জড়তা যায় নাই এমন; তোতলা। অস্ফুটা বাক্ যাহার, বহু। বিণ। ২। অস্পষ্ট কথা, গদগদবাক্য, জড়ানো কথা। অস্ফুটা বাক্, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অস্ফুটবাচা—যাহার কথা ফোটে নাই এমন (স্ত্রী)। অস্ফুটবাচ+আপ্। বিণ।

অস্ফুটস্বর—১। অস্পষ্ট শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি। অস্ফুট স্বর, কর্মধা। বি; পুং। ২। অস্পষ্ট-কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট, যাহার গলার আওয়াজ ভাল বোঝা যায় না এরূপ। অস্ফুট স্বর যাহার, বহু। বিণ।

অস্ব, অস্বক—১। অস্বকীয়, অনিজ, যাহা আপনার নহে এমন; পরকীয়, অন্যদীয়। নঞ্তৎ। ২। নিঃস্ব, নির্ধন, দরিদ্র। ন (নাই) স্ব যাহার, বহু। বিণ।

অস্বকীয়—পরকীয়, অন্যদীয়, যাহা আপনার নহে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বচ্ছ—যাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলে না এমন অনচ্ছ, opaque, মলিন। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বচ্ছন্দ—১। পরাধীন, অনায়ত্ত। ন (নাই) স্বচ্ছন্দ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। স্বচ্ছন্দাভাব, আরামের অভাব, অসুখ। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অস্বতন্ত্র—পরবশ, পরাধীন, আজ্ঞাবহ। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বত্ব—১। স্বামিত্বের অভাব, অনধিকার। ন স্বত্ব, নঞ্তৎ। বি, ক্লী। ২। স্বত্বরহিত, অধিকারবর্জিত। ন (নাই) স্বত্ব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অস্বপ্ন—১। অমর, দেব, দেবতা। বি, পুং। ২। বিনিদ্র, নিদ্রারহিত ("বিধি স্বজে অস্বপ্ন করিয়া"—হেমচন্দ্র)। ন (নাই) স্বপ্ন (নিদ্রা) যাহার, বহু। বিণ। ৩। স্বপ্নাভাব, নিদ্রাহীনতা, জাগরণ। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অস্বভাবী (-বিন্)—অসাধারণ; অস্বাভাবিক, abnormal. নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিনী**।

অস্বর—১। কুস্বর, মন্দস্বরযুক্ত; নিঃশব্দ, নীরব। ন (অপ্রশস্ত বা অবিদ্যমান) স্বর যাহার, বহু। বিণ। ২। স্বরবর্ণরহিত ব্যঞ্জনবর্ণমাত্র; উদাত্তাদিরহিত লৌকিক উচ্চারণ। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অস্বরস—অকৌশল, মনোভঙ্গ, মনোমালিন্য; (দর্শন) অপছন্দ, অরুচি। বাংপ্র। বি।

অস্বর্গ্য—স্বর্গগমনের প্রতিবন্ধক, যদ্দ্বারা স্বর্গগমনের ব্যাঘাত জন্মে একরূপ; নরক-সাধক, অধোগতিহেতু; অস্বর্গীয়, অসুন্দর। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বস্তি—অমঙ্গল, অশান্তি; অসুখ; অস্বাচ্ছন্দ্য। নঞ্তৎ। অ।

অস্বস্থ—অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বাতন্ত্র্য—পরাধীনতা; অপার্থক্য। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অস্বাদু—স্বাদহীন, বিস্বাদ; উত্তম-স্বাদহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বাধ্যায় ১। যে যে দিনে বেদ ও বেদাঙ্গের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ সেই সেই দিন, অনধ্যায়কাল, অষ্টমী প্রঃ তিথি। ন (নাই) স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) যাহাতে, বহু। বি; পুং। ২। বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়নহীন। ন (নাই) স্বাধ্যায় যাহার, বহু। বিণ।

অস্বাভাবিক—অনৈসর্গিক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অলৌকিক, অসাধারণ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অস্বামিক—স্বামিরহিত, কর্তৃহীন, সাধারণের অধিকারভুক্ত, বে-ওয়ারিশ ('—ধন')। ন (নাই) স্বামী (স্বামিন্) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অস্বামিবিক্রয়—স্বামিভিন্ন অন্য কর্তৃক বিক্রয়; স্বত্বহীন ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয়, অন্যের যে দ্রব্য পড়িয়া বা হারাইয়া গিয়াছে তাহা পাইয়া বা চুরি করিয়া গোপনে বিক্রয়। অস্বামিকৃত বিক্রয়, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

অস্বামী (মিন্)—১। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ; যাহার কোন স্বত্ব নাই এরূপ লোক। বি; পুং। ২। স্বত্বহীন, অনধিকারী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী**। বি, **-মিতা, -মিত্ব**। [বি; স্ত্রী।

অস্বাম্য স্বত্বাভাব, অনধিকার। নঞ্তৎ।

অস্বার্থ—১। স্বার্থশূন্য; নিরুদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য-বিহীন; ভিন্নার্থক। ন (নাই) স্বার্থ যাহাতে, বহু। বিণ। ২। স্বার্থাভাব; আপন উদ্দেশ্যহীনতা; নিজের ব্যুৎপত্তিহীনতা। নঞ্তৎ। বি, পুং।

অস্বাস্থ্য—১। অসুস্থতা, পীড়া, উপদ্রব। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। স্বাস্থ্যহীন, অসুস্থ। ন (নাই) স্বাস্থ্য যাহার, বহু। বিণ।

অস্বীকার—অপলাপ, না মানা ('অপরাধ—করা'); অসম্মতিপ্রদর্শন, প্রত্যাখ্যান ('নিমন্ত্রণ—')। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অস্বীকার্য(র্য্য)—স্বীকারের অযোগ্য, মানিয়া লওয়ায় অনুপযুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বীকৃত—যাহা মানিয়া লওয়া হয় নাই একরূপ, অননুমোদিত; অপহ্নুত, অপলপিত; যে অস্বীকার করে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বীকৃতি—অসম্মতি, অস্বীকার। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্বৈরিণী—অব্যভিচারিণী, পতিব্রতা; পরাধীনা। অস্বৈরিন্+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

অস্বৈরী (-রিন্)—পরাধীন, পরবশ, স্বাধীনতাবর্জিত; স্বস্ত্রীতে অনুরক্ত; অস্বেচ্ছাচারী, সংযতাচার। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**। বি, **-রিতা**।

অস্মদ্—(সংস্কৃত) আত্মবাচী সর্বনাম শব্দ, উত্তমপুরুষ, আমি, দেহাভিমানী জীব। অস্ (হওয়া)+মদিক্ কর্তৃ। সব।

অস্মদাদি—আমরা প্রঃ, আমরা ও আমাদের ন্যায় লোক। অস্মদ্ আদি যাহাদের, বহু। বিণ (বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়)।

অস্মদীয়—আমাদের সম্বন্ধীয়, আমাদিগের। অস্মদ্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অস্মরণ—স্মরণাভাব, বিস্মৃতি, মনে না করা, মনে না পড়া। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্মরণীয়, অস্মর্ত(র্ত্ত)ব্য—স্মরণের অযোগ্য বা অশক্য, যাহা মনে করা যাইতে পারে না বা উচিত নহে এরূপ, স্মরণাতীত। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্মার—স্মৃতিহীনতা, স্মৃতিবিলোপ, amnesia ন স্মার, নঞ্তৎ। বি; পুং।

অস্মার্ত(র্ত্ত)—যে স্মৃতি জানে না এরূপ, স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধী, যে স্মৃতিশাস্ত্র মান্য করে না এরূপ; অবৈধ; স্মৃতির অতীত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্তী**।

অস্মি—১। (সংস্কৃত) আমি। অস+মিন্ কর্তৃ। অ। ২। আছি, হইয়াছি। অস্+মিপ্। সংস্কৃত ক্রি।

অস্মিতা—ব্যক্তিত্ব, personality; অহমিকা, অহংজ্ঞান, গর্ব, egoism; (সাংখ্যমতে) প্রধানপুরুষের অভেদরূপ অভিমান, মোহ। অস্মি+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

অস্মৃত—অনাধ্যাত, বিস্মৃত, যাহা স্মরণ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্মৃতি—স্মরণাভাব; স্মৃতিশক্তিহীনতা, বিস্মরণ, স্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্র, অশাস্ত্র। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্র—১। রক্ত, রুধির; চোখের জল, অশ্রু। বি; ক্লী। ২। কেশ; কোন বস্তু বা গৃহাদির কোণ। অস্+র কর্ম। বি; পুং।

অস্ররোধিণী—লজ্জাবতী লতা; যাহাতে রক্ত বন্ধ হয় এমন। অস্র—রুধ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী বা বিণ।

অহ—প্রশংসা ; আক্ষেপ ; নিয়োগ ; বিনিগ্রহ ; নিশ্চয় ; ক্ষমা ; আচারাতিক্রম। নঞ্—হন্+ড কর্তৃ। অ।

অহ—প্রশংসা-শোক-খেদ-আক্ষেপ ইঃ সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

অহং (অহম্)—১। আমি, আমিত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন সত্তা ; অহংকার। প্রথমান্ত অস্মদ-শব্দ। সর্ব। ২। রাগিণী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

অহংকা(ঙ্কা)র, অহংকৃ(ঙ্কৃ)তি—আপনাকে বড় জ্ঞান করা, গর্ব ; অভিমান ; (দর্শনে) নিজের ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান। অহম্—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাববা। বি ; পুং, স্ত্রী।

অহংকারে অন্ধ -যে অতিশয় গর্বে হিতাহিত বুঝিতে পারে না এমন।

অহংকারে মাটিতে পা না পড়া—অতিশয় গর্বিত ভাব প্রকাশ পাওয়া।

অহংকা(ঙ্কা)রযুক্ত, -পূর্ণ, -মত্ত—মদমত্ত, অভিমানে গর্বিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

অহংকা(ঙ্কা)রী (-রিন্)—অহংকারকারী, অভিমানী, গর্বিত। উপতৎ ; অহম্—কৃ+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অহংকৃ(ঙ্কৃ)ত—গর্বিত, অহংকারযুক্ত। অহম্—কৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অহংকৃ(ঙ্কৃ)তি—'অহংকার' দ্রঃ।

অহংবাদী (-দিন্)—আমিই কর্তা এ কথা যে বলে। উপতৎ ; অহম—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-দিনী**।

অহংবুদ্ধি—অহম্বুদ্ধি (তাহা দ্রঃ)।

অহংমতি—অহম্মতি (তাহা দ্রঃ)।

অহংম(ম্ম)দ—"আমি বড়'—এই প্রকার অভিমান, অহংকার। অহং এইরূপ মদ, কর্মধা। বি, পুং।

অহঃ (অহন্), (>**অহ**) দিন, দিবস। নঞ্—হা+কনিন্ কর্তৃ। বি, স্ত্রী।

অহঃপতি, অহর্পতি—সূর্য। অহন অর্থাৎ দিনের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (বিকল্পে ন স্থানে : অথবা র্)। বি, পুং।

অহঃশেষ—সন্ধ্যাকাল, দিনের শেষ। অহের (দিনের) শেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অহত -১। যে আঘাত পায় নাই একপ, অনাহত, অক্ষত, অতাড়িত ('—বাদ্যযন্ত্র') ; অবিনাশিত। বিণ। ২। নূতন কাপড়, নববস্ত্র। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অহন্—অহঃ (তাহা দ্রঃ)।

অহম্—'অহং' দ্রঃ।

অহমহমিকা—পরস্পরের বড়াই, 'আমিই বড় আমিই বড়' এইরূপ পরস্পরে অহংকার প্রকাশ। অহম্—অহম্+কন্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অহমিকা—অহংকার, গর্ব ; অহংসর্বস্বভাব, egoism, egotism. অহম্+ইকন্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অহম্পূর্বি(র্বি)কা—'আমার দাবি সর্বাগ্রে' বা 'আমি সর্বপ্রধান'—এইরূপ ধারণা বা উক্তি। অহম্ (আমি) পূর্বে যাহাতে, বহ+ক সমাসান্ত+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অহম্বুদ্ধি—আপনাকে বড় বলিয়া জ্ঞান করা, অহংকার, গর্ব। অহম্-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অহম্মতি -অবিদ্যা, অজ্ঞান ; অহংকার ,'অহং' এই বুদ্ধি , অহংকার-প্রধানা বুদ্ধি। অহম্-যুক্তা মতি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অহরহঃ, অহরহ—প্রতিদিন , সর্বদা। অহঃ এবং অহঃ, তাহাদের সমাহার, সমাদ্বন্দ্ব ; অথবা, অসমস্ত পদদ্বয়, অহঃ+অহঃ বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি। ক্রি-বিণ।

অহর্দিব -অহরহঃ , নিয়ত। অহঃ এবং দিবা, সমা-দ্বন্দ্ব+অচ্ সমাসান্ত। ক্রি-বিণ।

অহর্নিশ—দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া, অহোরাত্র, দিনরাত। অহঃ এবং নিশা, সমা-দ্বন্দ্ব+অচ্ সমাসান্ত। ক্রি-বিণ।

অহর্পতি—'অহঃপতি' দ্রঃ।

অহর্মু(র্মু)খ—দিনাদি, প্রত্যূষ, প্রভাত। অহের মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি , স্ত্রী।

অহল্য—হলাদি দ্বারা অকৃষ্ট, যাহা লাঙ্গল দ্বারা চষা হয় নাই একপ ('—ভূমি')। নঞ্তৎ। বিণ।

অহল্যা—১। গৌতম ঋষির পত্নী ; একজন অপ্সরা ; রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী ; ইন্দোররাজ মলহর রাওএর পুত্রবধূ (চরিতাবলী দ্রঃ)। ন হল্যা (বৈরূপ্যযুক্তা), নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অকৃষ্টা। অহল্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অহল্যাহ্রদ—গৌতমাশ্রমস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থ। অহল্যাপ্রতিষ্ঠিত হ্রদ মধ্যপ কর্মধা। বি , পুং।

অহহ, -হা—আঃ , হায় হায়, খেদ আনন্দ সম্বোধন আশ্চর্য বিস্ময় প্রকম্প প্রঃ প্রকাশক উক্তি। অহম্—হা+ক, ক্বিপ্ কর্তৃ (নিপা)। অ।

অহার্য(র্য্য)—১। পর্বত। বি , পুং। ২। অহরণীয়, অপহরণের অযোগ্য ; অনড়, অভেদ্য , বহনাযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অহি—১। সর্প ; বৃত্রাসুর। আ—হন্+ডিন্ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে (নিপা)। ২। সূর্য ; পথিক ; রাহু ; খল ; সীসা ; অহিফেন ; সর্প-স্বামিক অশ্লেষানক্ষত্র। অহ+কি কর্তৃ সংজ্ঞার্থে (নিপা)। বি ; পুং। ৩। প্রত্যাদেশ। আ। বি।

অহিংস—হিংসাশূন্য ; ক্ষমতাপ্রয়োগে অপ্রবৃত্ত, বলপ্রয়োগে অনিচ্ছুক ; নিরুপদ্রব , অপীড়ক ; জীবহত্যাবর্জিত। ন (নাই) হিংসা যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। **অহিংস অসহযোগ**—হিংসা বর্জন করিয়া কাহারও সহিত অসহযোগিতা করা অর্থাৎ বস্তুর ভাব গ্রহণ ; গান্ধীজী-প্রবর্তিত আন্দোলন বিঃ, অহিংস থাকিয়া ইংরেজের সকল সংস্রব ত্যাগ, non-violent non-co-operation.

অহিংসক—যে হিংসা করে না একপ, অহিংস্র ("অহিংসক জীব যত"—মাইকেল) ; অদ্বেষ্টা। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সিকা**।

অহিংসনীয়—অহিংস্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অহিংসা—১। হিংসার অভাব , জীব বধ হইতে বিরতি ; কায়মনোবাক্যে পরপীড়া-বর্জন ; কাহারও অনিষ্ট না করা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। হিংসাশূন্যা। অহিংস+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অহিংসিত—অবিদ্বিষ্ট ; যাহার হিংসা করা হয় নাই একপ ; অনাহত। নঞ্তৎ। বিণ।

অহিংস্য—হিংসার অযোগ্য, যাহার অনিষ্ট-চেষ্টা কেহ করে না একপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অহিংস্র—যে হিংস্র নয় একপ, যে কাহারও অনিষ্ট করে না একপ, অহিংসক, শত্রুভাব-বর্জিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অহিকোষ—সাপের খোলস, নির্মোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অহিচ্ছত্র—১। আর্যাবর্তের অন্তঃপাতী পঞ্চালরাজ্যের উত্তর-অর্ধাংশ, অহিক্ষেত্র। অহিপ্রদত্ত ছত্র যাহাতে, বহু। ২। মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ। অহির ছত্র (ছত্রপ্রায়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

অহিচ্ছত্রা—১। কান্যকুব্জদেশ-প্রসিদ্ধা পুরী (ইহা অহিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্র প্রদেশের রাজধানী)। অহি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল ছত্র যেখানে, বহ+আপ্। ২। শর্করা, চিনি। বি ; স্ত্রী।

অহিজিৎ—কালিয় সর্পদমনকারী শ্রীকৃষ্ণ , বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্র। উপতৎ ; অহি—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি , পুং।

অহিত—১। অমঙ্গল, অশুভ হানি। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। শত্রু। বি, পুং। ৩। প্রতিকূল, শত্রুভাবাপন্ন ; অশুভকর , অস্বাস্থ্যকর। ন (নাই) হিত যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অহিতকর—অনিষ্টকর, অপকারক ; অমঙ্গলজনক, অশুভকর। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

অহিতকারী (-কারিন্)—অনিষ্টকারী, অপকারী। উপতৎ ; অহিত কৃ+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অহিতাচরণ, -চার—অমিত ব্যবহার, ক্ষতিজনক আচরণ। অহিত আচরণ, আচার, কর্মধা। বি ; ক্লী, পুং।

অহিতাচারী (-রিন্)—অমিতাচারী ; অপকারী। উপতৎ ; অহিত—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অহিতুণ্ডিক—সর্পধারক, সাপুড়ে। অহি-তুণ্ড (সর্পমুখ)+ইক (ঠন্) ক্রীড়কার্থে। বি; পুং।

অহিনকুল—সর্প এবং বেজী; (সর্প এবং বেজীর ন্যায়) স্বভাববৈরী ব্যক্তিদ্বয়। অহি এবং নকুলের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

অহিনকুল সম্বন্ধ—সাপ আর বেজীব যেমন সম্বন্ধ সেইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ মারাত্মক শত্রুতা।

অহিনকুলতা, -নকুলিকা—সর্পের ও নকুলের চিরশত্রুতা; সর্প ও নকুলের যেরূপ শত্রুতা সেইরূপ শত্রুতা, চিরবিরোধ, স্বভাব-বৈরিতা। অহিনকুল+তা ভাবে, অহি-নকুল+ইক (ঠন্) ভাবে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অহিনাথ, -পতি—নাগরাজ, বাসুকি। অহিদের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহিফেন—১। আফিম। <ফা 'আফিম' শব্দ হইতে অনুকৃত সংস্কৃত। ২। সর্পগরল, সর্পফেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহিভয়—রাজাদিগেব স্বীয পক্ষ হইতে ভীতি বা অনিষ্টাশঙ্কা; সর্পভয়। অহি হইতে ভয়, ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

অহিভুক্ (-ভুজ্)—গরুড়; ময়ুর; নকুল। উপতৎ; অহি—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অহিভূষণ—মহাদেব, শিব। অহি ভূষণ যাঁহার, বহু। বি; পুং। [বিণ।

অহিম—অশীতল, উত্তপ্ত, গরম। নঞ্তৎ।

অহিমকর, -তেজাঃ (-তেজস্) (>তেজা)—সূর্য। অহিম কর, তেজ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অহিমার—অরিমেদকবৃক্ষ, গুয়ে বাবলা; সর্পনাশক গরুড় ময়ূর নকুল ইঃ; কালিয়দমন-কারী শ্রীকৃষ্ণ; বৃত্রহন্তা ইন্দ্র। অহি—মৃ+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অহিরাজ—সর্পরাজ, সর্পশ্রেষ্ঠ, শঙ্খচূড সাপ। অহিদিগের রাজা (রাজন্), ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অহীন—১। অনন্ত, মহাসর্প, অজগর। অহিমধ্যে ইন (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং। ২। যে হীন নহে এরূপ, হীনবর্ণেতর; অনূন; অত্যক্ত, অবর্জিত, যুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অহীন্দ্র—অনন্তনাগ; সর্পরাজ বাসুকি। অহিদের ইন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

অহীর—গোয়ালা। গ্রা কপ্র। বি।

অহীশ, -শ্বর—অনন্তনাগ; বাসুকি; সর্পরাজ। অহিদের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

অহুত—১। হোমরহিত বেদপাঠ। ন (নাই) হুত (হোম) যাহাতে, বহু। বি; পুং। ২। অগ্নিতে অপ্রদত্ত, যাহা আগুনে হোম করা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অহূত—অনাকারিত, অনাহূত; অনিমন্ত্রিত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা বা ডাকা হয় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অহৃত—অনীত, যাহা স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয় নাই এরূপ; অনপহৃত, অচোরিত। নঞ্-তৎ। বিণ।

অহৃদ্য—অমনোজ্ঞ, অনভিলষণীয়; অপ্রীতি-কর। নঞ্তৎ। বিণ।

অহৃষ্ট—নিরাপদ, বিষন্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অহে—আপনার সমান বা আপনার অপেক্ষা হীনমর্যাদ ব্যক্তিদিগের সম্বোধন শব্দ (পত্তে স্ত্রীলোকদিগের সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয়), ওহে। ন—হা+ডে করণ। অ।

অহেতু—১। হেতুশূন্য, কারণশূন্য। ন (নাই) হেতু যাহার, বহু। বিণ। ২। কারণ-শূন্যতা, হেতু না থাকা। নঞ্তৎ। বি; পুং।

অহেতুক—হেতুশূন্য, অকারণ, মূলশূন্য; অনর্থক; আকস্মিক; নিঃস্বার্থ। ন (নাই) হেতু যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অহেতুকী—কারণহীন; নিঃস্বার্থ; নিষ্কাম। অহেতুক+ঈপ্। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

অহেয়—অঘৃণ্য; অত্যাজ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অহৈতুক—অকারণ, স্বভাবজ; ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত, কপটতাশূন্য; নিঃস্বার্থ; প্রত্যাশাশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তুকী** ('—ভক্তি')।

অহো—সম্বোধন নিন্দা দয়া অনুতাপ শোক বিষাদ প্রশংসা শ্রান্তি আশ্চর্য দ্বৈধ বিতর্ক অতএব অসূয়া ইং বাচক শব্দ। নঞ্—হা+ডো কর্তৃ। অ।

অহোবত—খেদ; বিস্ময়; সম্বোধন। অ।

অহোরাত্র—দিনরাত। অহঃ এবং রাত্রি, দ্বন্দ্ব+সমাসান্ত অচ্। বি; পুং।

অহোহো—সম্বোধন অনুতাপ খেদ বিস্ময় ইঃ প্রকাশক শব্দ। অ।

অহ্ন—(একদেশবাচক শব্দের পর সমাসে) দিন; দিনমানের তিন ভাগের এক ভাগ (যথা—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ)। অহন্+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অ্যা

অ্যা—[কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালযের নূতন বাংলা-বানানের নিয়ম অনুসারে] দ্বিতীয স্বরবর্ণ। ইহার উচ্চারণ বক্র 'আ' বা বিকৃত 'এ'র মত। সাধারণতঃ ইংরেজী শব্দ বাংলায় লিখিতে হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়। যথা—অ্যাসিড (acid), ব্যাজ (badge), ইঃ।

অ্যাঁ—কাহারও কথার উত্তরে সাড়া দেওয়া বা বিস্ময় আতঙ্ক ইঃ প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ। বাংপ্র। অ।

অ্যাক্সিস—জার্মানি ও ইতালি; (বিশেষ-মতে) জার্মানি, ইতালি ও জাপান, axis. সামরিক পরিভাষা [মুসোলিনী একদা বলেন যে, তাঁহাদের নীতি "রোম-বার্লিন অ্যাক্সিস"এর উপরে আবর্তিত হয় অর্থাৎ ইতালি ও জার্মানি যুক্তভাবে নীতি-পরিচালনা করে। ইহা হইতেই Axis শব্দের প্রচলন। বাংলায় ইহাকে কেহ কেহ 'চক্রশক্তি', 'অক্ষশক্তি' প্রঃ বলিয়া থাকেন।]

অ্যাটমবোমা—পারমাণবিক বোমা, atom bomb ইং-মূ। বি।

অ্যাটর্নি—একশ্রেণীর ব্যবহারাজীব। <ইং 'attorney'. বি।

অ্যাটল—(ভূগোল) বলয় অথবা অশ্বখুরের আকৃতিবিশিষ্ট এবং মধ্যভাগে উপহ্রদবিশিষ্ট প্রবালদ্বীপ। <ইং 'atoll'. বি।

অ্যাডভোকেট—উচ্চ আদালতের উকিল, অধিবক্তা। <ইং 'advocate'. বি।

অ্যাতো—এত ("অ্যাতো কম যে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়"—দ্বিজেন্দ্র ঠাকুর); এরূপ। বাংপ্র। বিণ। ['ammonia'. বি।

অ্যামোনিয়া—বাষ্পীয় পদার্থ বিঃ। <ইং

অ্যালিউমিনিয়ম—একপ্রকার ধাতু (সাধারণতঃ 'আলুমিনিয়ম' বা 'এলুমিনিয়ম' বানান লেখা লইয়া থাকে)। <ইং 'aluminium'. বি।

অ্যাসিড—দ্রাবক, রাসায়নিক অম্লরস দ্রব্য (সাধারণতঃ 'এসিড' বানান লেখা হইয়া থাকে)। <ইং 'acid'. বি।

অ্যাসেটিলীন—ক্যালসিয়ম কারবাইড ও জলযোগে উৎপন্ন উজ্জ্বল আলোকপ্রদ গ্যাস বিঃ। <ইং 'acetylene'. বি।

আ ১। আ-কার, দ্বিতীয় স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহা অ-কারের দীর্ঘ অবস্থা ('অ' দ্রঃ)। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ তিনপ্রকার—'আঠা'র আ, 'আম'-এর আ ও সংগীতের আ—া—া [ধ্বনি]। **২**। মহাদেব শিব, লোকপিতামহ, ব্রহ্মা। আপ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ডা কর্তৃ। বি, পুং। **৩**। বাক্য অনুকম্পা সমুচ্চয় জ্ঞান নিশ্চয় স্মরণবোধ সস্নেহবিস্ময় বিস্ময় সন্তাপ সহানুভূতি ঘৃণা লজ্জাক্রোধাদি মিশ্রিত বিদ্রূপ ধিক্কার প্রশংসা ইঃ বাচক শব্দ। অ। **৪**। ঈষৎ অল্পতা, সীমা মর্যাদা ব্যাপ্তি, নিষেধ, না, ক্রিয়াযোগে বিভিন্ন অর্থ [যথা, (১) বিস্তৃতি (যথা—রুহ্ উঠা, আরোহ উপরে উঠা), (২) বৈপরীত্য (যথা—গমন যাওয়া —'আগমন' আসা), (৩) সম্যক (যথা—'আপীড়ন অর্থাৎ সম্যক পীড়ন)]। উপসর্গ। **৫**। বাঙ্গালায় বিভক্তি বিঃ (প্রাচীন বাঙ্গালায় বকক+আ—বাপকা অসমা-বি—চিঠিগুলা, মৈথিলী বাঙ্গালায় কথার মাত্রা—নয়না, কহলা, আধুনিক বাঙ্গালায়—দোলনা, খেলনা, বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ করিতে—করা, খাওয়া দেখা ইঃ)। **৬**। বাঙ্গালা প্রত্যয় বিঃ [স্বার্থে গোয়ালা সাদৃশ্যার্থে—(জামার) হাতা, সম্বন্ধার্থে—ঘরোয়া, জাতার্থে—পানা, বৃহদর্থে—হাদা, অবজ্ঞায় বা অতিপরিচয়ে পটলা, বিশিষ্টার্থে—লোনা, বিশেষণে—আধা]। অ।

আই—১। মাতা, মাতামহী দিদিমা মাতার মাতা; যে কোন মহিলা; প্রভু মালিক। <আর্যিকা। বি। **২**। নিন্দার্থক, ধিক, ছিঃ, আহা মরি; ও কি (আই-আই পড়ায়েছে রূপে কাজরের শোভা —চণ্ডী)। গ্রাম্য কপ্র। অ। **৩**। পরমায়ু ('আই হাঁড়ি')। <আয়ুঃ। বি। **৪**। আয় ("আই আই চাঁদ আই"—ছড়া)। গ্রাম্য ক্রি। **৫**। বাঙ্গালা প্রত্যয় (স্নেহ অর্থে —মাধাই; স্বভাব অর্থে—লড়াই, ক্রিয়াবাচক অর্থে—যাচাই; বস্তু অর্থে—মিঠাই; সম্বন্ধবাচক অর্থে—ঘরাই প্রঃ)।

আইও, আইয়ো—এয়োতী বা এয়ো-নারী, সধবা রমণী। <আয়ুষ্মতী। বি, স্ত্রী।

আইচ—আচফুল, আচফুলের গাছ, কায়স্থদের উপাধি বিঃ। <আদিত্য। বি।

আইচাই—আনচান, অস্থির, এলোমেলো। বাংপ্র। বিণ।

আইটোটা—পুরীধামের উদ্যান বিঃ (গুণ্ডিচা বাড়ির সন্নিকটে অবস্থিত)। অস। বি।

আইঠা—উচ্ছিষ্ট। প্রাদে। বিণ।

আইড়, আড়—১। আলি বাঁধ, ক্ষেত্রের সীমাচিহ্ন, একপ্রকার মৎস্য, আড়মাছ, অন্তরাল, পার্শ্ব। বি। **২**। বক্র, বাঁকা, কাত। গ্রাম্য। বিণ।

আইড়ি—অড়হর। বাংপ্র। বি।

আইডিন—যৌগিক পদার্থ বিঃ, আইওডিন। <ইং 'iodine' বি।

আইঢাই ১। অস্থির, ব্যাকুল। বিণ। **২**। অস্থিরভাব, ছটফট। বাংপ্র। বি।

আইন—নিয়মকানুন, শাস্ত্রবিধি বা রাজবিধি, ব্যবহারতত্ত্ব। ফা। বি।

আইনকানুন—বিধিব্যবস্থা ব্যবহারশাস্ত্র। ফা। বি।

আইনজীবী (-জীবিন্) ব্যবহারাজীব, আইনব্যবসায়ী, আইনব্যবসায় দ্বারা যাঁহারা জীবিকানির্বাহ করেন, উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার প্রঃ। উপতৎ, আইন—জীব + ণিন্ কর্তৃ। ফা মু। বিণ। স্ত্রী, -**বিনী**।

আইনজ্ঞ—ব্যবহারতত্ত্ববিৎ, আইনে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন। উপতৎ, আইন—জ্ঞা + ক কর্তৃ। ফা মু। বিণ।

আইনতঃ (-তস্)। (> **নত**)—আইন অনুযায়ী। আইন + তস্। ফা মু। অ।

আইন-পেশা ওকালতি, আইন ব্যবসায়। আইনবিষয়ক পেশা, মধ্যপ কর্মধা। ফা মু। বি।

আইনবাজ—আইনবিশারদ, ব্যবহারতত্ত্ববিৎ। আইন + বাজ জ্ঞাতার্থে। ফা মু। বিণ।

আইনব্যবসায়ী (-য়িন্)—ব্যবহারাজীব আইনজীবী, উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা মু। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী, -**য়িনী**।

আইনমত আইন অনুযায়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আইন-মাফিক বিধিসংগত, আইন অনুসারে। ফা। বিণ বা ক্রি বিণ।

আইনসংগ(ঙ্গ)ত, -সম্মত—বিধিসংগত, আইনানুযায়ী। আইন (ফা) দ্বারা সংগত, সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আইন-সচিব—আইন-বিষয়ক-মন্ত্রণাদাতা, law-member. আইনের (ফা) সচিব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আইনানুগ—আইনসংগত, বৈধ, lawful. আইনের (ফা) অনুগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আইন্দা—১। ভবিষ্যৎ। বি। **২**। আগামী। বিণ। **৩**। ভবিষ্যতে, পুনরায়। <ফা 'আএন্দা'। অ, ক্রি বিণ।

আইবড়, -বুড়ো—অপরিণীত, অবিবাহিত, যাহার বিবাহ হয় নাই এমন। <আয়ুর্বৃদ্ধ অথবা 'অনূঢ'। বিণ। **আইবুড়ো পথ বদলানো** বিবাহ করিবার জন্য যে পথে যাওয়া হয় সে পথ ছাড়া অন্য পথ দিয়া ফিরিয়া আসা, বিবাহ করা, কোন প্রচলিত ধারার পরিবর্তন করা।

আইবড়-ভাত—অব্যূঢ়ান্ন (তাহা দ্রঃ)।

আইমঙ্গল—আইহাঁড়ি (তাহা দ্রঃ)।

আইমা—১। মাতামহী, মাতার মাতা, দিদিমা। <আর্যমাতা। বি। **২**। লজ্জা-বিস্ময়াদিসূচক শব্দ ("আইমা এলাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে —ভারত)। অ।

আইরি—অড়হর। প্রাদে। বি।

আইল—আলি, ক্ষেত্রের সীমা। <আলবাল। বি।

আইলাম—আসিলাম। কপ্র। প্রাদে। ক্রি। [বৈষ্ণবসাহিত্যে 'আইলাঙ'; ব্রজবুলিতে আইলুঁ, পশ্চিমবঙ্গে 'এলাম', 'এলেম', 'আইনু' সংক্ষেপে 'এনু', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'আইলাঙ'। মধ্যম পুরুষের রূপ —'আইলেন, আইলে, আইলি'।]

আইশাশ—শ্বশ্রূর জননী, শাশুড়ীর মাতা। <আর্যশ্বশ্রূ। বি, স্ত্রী।

আইহ—আইয়ো, সধবা রমণী ('যতেক আইহ যোগ করেন হুলাহুলি —কবিকঙ্কণ)। প্রাদে। বি।

আইহাঁড়ি আইমঙ্গল হাঁড়ি, বিবাহকার্যে ব্যবহৃত, একপ্রকার মাঙ্গলিক ছোট ছোট হাঁড়ি, আট হাঁড়ি, আয়ুর মঙ্গলজনক আটটি হাঁড়ি (স্থানভেদে চারিটিও হয়। মেয়েলী কথায় আইমুংলি হাঁড়ি)। বাংপ্র। বি।

আউ—১। আয়ুঃ, জন্ম। প্রাচীন গ্রাম্য

বাঙ্গালা। বি। ২। বিস্ময়ক্লেশাদিসূচক শব্দ, আর, ইহার অধিক। বাংপ্র। অ।

আউওল, আওল প্রথম, প্রথমশ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট, যাহাতে সর্ববিধ শস্যই উৎপন্ন হয় এরূপ ('জমি')। আ। বি।

আউচালি—চতুর্থ অর্থাৎ, অপায়। প্রা কপ্র। বিণ।

আউজানো, আওজানো—অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করা বেশী করিয়া যোগাইয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, (কপাটাদি) ভেজাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি বিণ]।

আউট, ওট—চতুর্থ, বাহির, সর্ববিষয়ে নিপুণ, ফাজিল, ডেঁপো। <ইং 'out' বিণ।

আউটানো, আওটানো—আলোড়িত করা, কাঠি দিয়া নাড়িয়া দেওয়া, কাঠি দিয়া নাড়িয়া দুধ জ্বাল দেওয়া। 'আ—বৃৎ ধাতুজ। বাংপ্র। ক্রি।

আউড়ি—১। ধানের ছোট গোলা, সূতিকা গৃহের অগ্র। প্রাদে। বি। ২। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া। গ্রাম্য। <আবৃত্তি। অস-ক্রি।

আউটাউ—আইটাই, হাপুড়ুপু। কপ্র, বাংপ্র। বিণ।

আউদড়, আউদর, আদুড়—অসংবদ্ধ শিথিল, আলগা, আলুথালু আলুথালু ("আউদর কেশে ধায় বসন না রহে গায়'—বাসুদেব), উন্মুক্ত গোল। প্রা কপ্র। <অদৃঢ়। বিণ।

আউন্স—পরিমাণ। বি। <ইং ounce বি।

আউপাতালি—আপাতাপিতাল। কিছু বাঁধুনে যে সহজেই অধীর হয় একপ। প্রাদে। ক্রি বিণ অথবা বিণ।

আউমাউ—হাউমাউ দুঃখকাতরসূচক অব্যক্ত ধ্বনি, উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি। প্রাদে। অ।

আউয়াল—অতি উৎকৃষ্ট, প্রথম শ্রেণীর। আ। বিণ।

আউর—১। অপর অন্য, আর। হি-মু। বিণ। ২। বিচালি, খড়। প্রাদে। বি।

আউরত, আওরত—স্ত্রীলোক। আ। বি।

আউরানো—আওরানো (তাহা দ্রঃ)।

আউল—১। মহাত্মা আউলচাঁদ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিঃ, কর্তাভজা। আ মু। বি। ২। অস্থির; অত্যন্ত চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল, এলোমেলো, আলুথালু। <আকুল। বিণ।

আউলানো—অস্থির করা বা হওয়া, উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলা; খুলিয়া ফেলা, আলুথালু হওয়া বা করা, শৃঙ্খলাশূন্য করিয়া তোলা। প্রা কপ্র। ক্রি।

আউলিয়া, আউলী—১। আউল সম্প্রদায়ভুক্ত, উদাসীন, উচ্ছৃঙ্খল, ব্যাকুল, অধীর, হতবুদ্ধি, পাগল, বিশৃঙ্খল। বিণ। ২। দেব বিগ্রহের সেবাকারী, ফকির, দেবদূত। আ-মু। বি।

আউশ—১। আশু, বর্ষাকালে উৎপন্ন, শীঘ্র পাকে বা পরিণতি লাভ করে এমন। বিণ। ২। বর্ষাকালের শেষে পাকে এমন একশ্রেণীর ধান। <আশু। বি।

আও—আগমন কর, এস আসে। প্রা কপ্র। হি। দি। (**আওই**—আসে, **আওলু, আওলুঁ**—আসিলাম, **আওব** আসিবে **আওয়ে**—আসে, **আওল**—আসিল, **আওলি**—আসিলি।)

আওজানো—'আউজানো' দ্রঃ।

আওটানো—'আউটানো' দ্রঃ।

আওড়—১। ঘূর্ণাবর্ত জলের পাক নদীর ঘূর্ণি। <আবর্ত। ২। আড়াল আড়। প্রা কপ্র। বি।

আওড়ানো—আবৃত্তি করা, বারবার পাঠ করা অর্থ না বুঝিয়া তাড়াতাড়ি পড়িয়া যাওয়া, কোন বিষয় মুখস্থ বলিয়া যাওয়া। <আবৃত্তি। বাংপ। ক্রি [বি বিণ]।

আওত—এস (আওত গোপত বেশ উতারিয়া' মাধবদাস), আসিতেছে (দূরেতে আওত নাগর রায়'—শেখর)। প্রা কপ্র। দি।

আওতা—১। আতপরহিত, রৌদ্রহীন (—স্থান)। বিণ। ২। ছায়া, বৃহৎ বৃক্ষাদির অন্তরাল, প্রভাবশালী ব্যক্তি আশ্রয়। <আবৃত। বি।

আওতানো—মুষড়িয়া যাওয়া শুকাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। দি [বি বিণ]।

আওভাগত—অভ্যর্থনা সমাদরে গ্রহণ। <আহ্বান। বি।

আওয়া—দাবর রোগ দাবের মধ্যের ঘা নাগা। প্রাদে। বি।

আওয়াজ—শব্দ রব, ধ্বনি স্বর। ফা। বি।

আওয়াজি—দেওয়ালের উপর দিকে ছোট জানালা। বাংপ্র। বি।

আওয়াড়ি, আওয়ারি—বাড়ি গৃহ। <ফা 'আওয়ারা'। বি।

আওয়াল—আওহাল (তাহা দ্রঃ)।

আওরত—'আউরত' দ্রঃ।

আওরানো—টাটাইয়া উঠা, (ব্রণাদি হইবার পূর্বে) শরীরের অংশ বিঃ বেদনাযুক্ত বা স্ফীত হইয়া উঠা, (জলাদি) বিক্ষোভিত করা, শুকানো, ম্লান হওয়া (মস্তকেতে পককুণ্ড সেহ না আওরে কৃত্তি)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

আওলা—১। বন, জঙ্গল। বি। ২। এলেমেলো। প্রাদে। বিণ।

আওলাত—১। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাগান, ফলকর বৃক্ষাদি, বেড়বাগিচা; স্রোতজমা। বি। ২। অধীন, অন্তর্ভুক্ত। <আ 'আওলাদ'। বিণ।

আওলিয়া—আউলিয়া (তাহা দ্রঃ)।

আওসত—বড় জমিদারির অধীন খাজনা-করা জমিজমা। আ। বি।

আওসত-তালুক—বড় তালুকের অধীন ছোট তালুক। আ। বি।

আওসা—গরুর একপ্রকার অসুখ, গরুর খুরের সন্ধিস্থানের ঘা, গরুর মুখের একপ্রকার রোগ, মহামারী। প্রাদে। বি।

আওসানি—গরুর মুখে আওসা হইলে মুখ ফুলিয়া লালা নির্গত হওয়া। প্রাদে। বি।

আওসানো—(ধান্যাদি) ভিজাইয়া দেওয়া, শুকাইয়া যাওয়া, শুকাইতে দেওয়া, ভেজাইয়া দেওয়া। প্রাদে। ক্রি [, বি, বিণ]।

আওহাল—শান অবস্থা দশা সম্পত্তি, বিষয়। <আ অহবাল'। বি।

আং—গায় শরীর। <অঙ্গ। বি।

আংটা, আওটা—লৌহাদিনির্মিত গোলা কার স্তু, কপাটাদির কড়া, আগুন নাগার পাত্র। আংটি আংটি + আ বৃহদর্থে। বাংপ্র। বি।

আংটি, আওটি—ছোট বড়া, অঙ্গুরীয়ক। <অঙ্গুরী। বি।

আংরা, আঙরা—কয়লা। <অঙ্গার। বি।

আংরাখা, আঙরাখা—চাপকানের মত একপ্রকার ছোট জামা। <অঙ্গরক্ষক। বি।

আংশিক—একদেশসম্বন্ধীয় অংশসম্বন্ধীয়, বিশেষ্যর্থান্তর্গত কতক খানিক। অংশ + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী **-কী**।

আঃ (আঃ)—বেশ বিরক্তি ক্ষোভ আত্মগ্লানি শব্দ দূর্জন আরাম ইঃ সূচক শব্দ। আস্+বিণ ভাব। অ। **আঃ মলো**—বিরক্তি রোষ ভৎসনা ইঃ সূচক শব্দ।

আঁ—প্রশ্নসূচক সম্মতিসূচক, ভয়প্রদর্শক, বেশ হইয়াছে—এই অর্থসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

আঁ-আঁ—ক্রন্দনধ্বনি। বাংপ্র। অ।

আঁই-আঁই—ক্রন্দনধ্বনি বিরক্তি উৎপাদক কান্না। বাংপ্র। অ।

আঁইশ—শস্য তন্তু, শস্য। <অংশু। বি।

আঁইষ—আমিষ মৎস্য-মাংস ভিন্ন মৎস্যের শল্ক। <আমিষ। বি।

আঁওত, আঁওদ, আওন্দ—যে রজ্জু দ্বারা লাঙ্গলদণ্ড জোয়ালের সহিত আবদ্ধ থাকে তাহা। প্রা কপ্র। বি।

আঁওলা—আমলকী। প্রাদে। বি।

আঁক—চিহ্ন, দাগ, অঙ্ক, সংখ্যা। <অঙ্ক। বি। **আঁক করা**—ভয়ে বা

বিস্ময়ে 'আঁ' এই শব্দমাত্র করিয়া চুপ করা, আঁতকানো। **আঁক কষা**—গণিতের ফল বাহির করা। **আঁক কাটা**—দাগ দেওয়া। **আঁক ধরা**—কাল দাগ পড়া। **আঁক রাখা**—সংখ্যাপাত করা।

আঁককাটা—যে কেবল হিজিবিজি আঁকই কাটিতে পারে এমন, নিরক্ষর, যাহাতে দাগ কাটা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আঁকড়শি—দূরবর্তী স্থান হইতে কোন কিছু টানিয়া আনিবার জন্য লগা বা লগি, আঁকশি। <আকর্ষী। বি।

আঁকড়া—যাহা দ্বারা কোন দ্রব্য ঝুলানো যায়, যে গোলাকার বক্র কোন বস্তুকে ধরিয়া রাখে; বাঙ্গালা 'ক' 'ফ' ইঃ অক্ষরের শীর্ষস্থ বক্রচিহ্ন। <আকর্ষ। বি।

আঁকড়া-আঁকড়ি—জড়াজড়ি, টানাটানি বাংপ্র। বি।

আঁকড়ানো আলিঙ্গন করা জড়াইয়া ধরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **আঁকড়ে ধরা**—দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরা বা বদ্ধমুষ্টিতে জোর করিয়া ধরা।

আঁকড়ি—যাহা দ্বারা লতাদি কোন কঠিন পদার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া উঠে তাহা, বাঙ্গালা 'ক' 'ফ' প্র অক্ষরের শীর্ষস্থ বক্রচিহ্ন, দণ্ডাদির অঙ্কশাকৃতি অগ্রভাগ; আকশি। <আকর্ষী। বি।

আঁকবাড়ি—মাপকাঠি যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহারা যে কাঠিতে দাগ দিয়া হিসাব রাখে, দোকানদারের জিনিসবিক্রয়ের দাগ দেওয়া কাঠি। আঁকের (চিহ্নের) বাড়ি (লাঠি), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আঁকশলা, -শলি, -সলি—ঢেঁকির মধ্যভেদী যে কাষ্ঠখণ্ড উভয়পার্শ্বস্থ পায়ার উপরে অবস্থিত থাকে তাহা ঢেঁকির তসিল। <অক্ষশলাকা। বি।

আঁকশি, -শী, -ষি, -ষী, -সি, -সী—কোন বস্তু আপনার নিকট টানিয়া আনিবার জন্য ব্যবহৃত বক্রাগ্র দীর্ঘ দণ্ড, লগা বা লগি, অঙ্কুশ, হাস্তিতাড়ন-দণ্ড। <অঙ্কুশ বি।

আঁকা—১। চিত্র করা; চিহ্ন করা, রেখা টানা। <'অন্‌ক' ধাতু। ক্রি [, বি] ২। অঙ্কিত, অঙ্কবিশিষ্ট যাহাতে দাগ হইয়াছে এরূপ। <অঙ্কিত। ৩। চোঁয়া রন্ধনকালে অতিরিক্ত উত্তাপবশতঃ যে দ্রব্য আঁকিয়া বা ধরিয়া গিয়াছে এরূপ, ধরে-যাওয়া। প্রাদে। বিণ।

আঁকাজোঁখা—১। চিত্রবিচিত্র করণ ছবি আঁকা। বি। ২। চিত্রিত, চিহ্নিত বাংপ্র। বিণ।

আঁকাড়—১। স্তূপ, রাশি, যে পরিমাণ দুই বাহুবেষ্টনের মধ্যে আঁটে। বি। ২ ...ইয়া ধরা, আঁকড়াইয়া ধরা। <আ-পূর্বক 'কাণ্ড'-শব্দ। বাংপ্র। ক্রি।

আঁকাড়ি—১। রাশি; বেষ্টন। বি। ২। আঁকড়িয়া ধরিয়া, জড়াইয়া ধরিয়া; দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

আঁকানো—১। অপরের দ্বারা চিত্রিত করানো; কলঙ্ক ধরানো, প্রায় পুড়াইয়া ফেলা, চুঁয়ানো; অস্ত্রের দ্বারা অঙ্ক কষাইয়া লওয়া, পুড়াইয়া দাগ করানো। ক্রি [, বি]। ২। অপরের দ্বারা অঙ্কিত; ধরে-যাওয়া। আঁকা+আন কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

আঁকাবাঁকা—ফেরানো ঘুরানো; বহুস্থানে বক্র। বাঁকা+পূর্বগামী সহচর শব্দ 'আঁকা'। বাংপ্র। বিণ।

আঁকুড়, আঁকুর—প্ররোহ, বীজ হইতে নূতন উৎপন্ন উদ্ভিদ, কলা। <অঙ্কুর। বি।

আঁকুড়ি—১। আঁকড়া বা আঁকড়ি। বি। ২। আঁকড়াইয়া ধরিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

আঁকুপাঁকু, -বাঁকু—১। চঞ্চল, ব্যস্ত, অস্থির, ছটফটে। বিণ। ২। ব্যস্ততা, অস্থিরতা, ব্যাকুলতাপ্রকাশ। বাংপ্র। বি।

আঁকুর—'আঁকুড়' দ্রঃ।

আঁকুশি -শী, -ষি, -ষী, -সি, -সী—আঁকশি (তাহা দ্রঃ)।

আঁকোড়—পাশসার, বাঘ-আঁচড়া, ধলা আঁকড়া, একপ্রকার ওষধি (ইহার সাদা সাদা ছোট ফল হয়)। <অঙ্কোট। বি।

আঁখ—চক্ষু নেত্র। <অক্ষি। বি।

আঁখর—অ আ ক খ ইঃ বর্ণ; কীর্তনগানে প্রযুক্ত অলংকারস্বরূপ অতিরিক্ত কথা। <অক্ষর। বি।

আঁখরিয়া—লেখক, কীর্তনগানে আখর যোজনায় পটু। আখর+ইয়া পটু অর্থে বাংপ্র। বি বা বিণ।

আঁখি—নয়ন, চক্ষু। <অক্ষি। বি।

আঁখি-আড়—চক্ষুর আড়াল, চোখের আড়। আঁখির আড় (<আড়াল), ৬ষ্ঠী তৎ বাংপ্র। বি।

আঁখিঠার—চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করা, চোখের ইশারা। আঁখির দ্বারা ঠার, ৩য়াতৎ বাংপ্র। বি।

আঁখিপালট—চক্ষুর অপসারণ, চোখ পাল-টানো, চোখের পাতা ফেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আঁচ—১। উত্তাপ, উষ্ণতা। <অর্চিঃ ২। অনুমান; আন্দাজ। <'অন্‌চ্‌'-ধাতু বি।

আঁচড়—নখাদি দ্বারা কোন দ্রব্যে দাগ দেওয়া, চিহ্ন, দাগ, ইশারা; স্বল্পপরীক্ষা আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রণা হইলে হস্ত দ্বারা মাটি বা গা আঁচড়ানো; তাড়াতাড়ি হিজিবিজি লেখা; কেশসংস্কার। 'আ-কর্ষণ' (ঈষদর্থে আ+কর্ষণ) হইতে জাত। বি।

আঁচড় কাটা, আঁচড় দেওয়া—রেখাপাত করা; হিজিবিজি করিয়া লেখা; তাড়াতাড়ি লেখা; আঁচড়ানো। **এক আঁচড়েই পরিচয় পাওয়া বা বোঝা বা চেনা**—(কষ্টিপাথরে সোনা কষিবার উপমা হইতে) অল্প চেষ্টাতেই সারবত্তা জানিতে পারা।

আঁচড়-কামড়, আঁচড়া-কামড়া—নখ ও দাঁত দিয়া বারবার আঘাত; বিশেষ চেষ্টা, বিশেষ ঝুলাঝুলি। বাংপ্র। বি।

আঁচড়-পাঁচড়—মুক্ত হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি। বাংপ্র। বি।

আঁচড়া—ভূমি-কর্ষণের নিমিত্ত বহু লৌহ-শলাকাযুক্ত যন্ত্র, শাণ, বিদে; ক্ষেত্রে সামান্য হলকর্ষণ; আঁচড় কাটিবার যন্ত্র; ছুতারের ব্যবহার্য রেখা টানিবার যন্ত্র বিঃ; চিহ্ন, দাগ। বাংপ্র। বি।

আঁচড়া-আঁচড়ি—পরস্পর পরস্পরের গায়ে আঁচড়ানো। ব্যতিহার বহু। বাংপ্র। বি।

আঁচড়ানো—আঁচড় দেওয়া; চিহ্ন দেওয়া, দাগ কাটা, নখ দিয়া চিরিয়া দেওয়া; চিরুনি দ্বারা চুল পরিষ্কার করা; আঁচড়া দিয়া মাটি খোঁড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

আঁচপাঁচ—নানাপ্রকার ফিকির, বিবিধ অনুমান বা প্রবন্ধ। বাংপ্র। বি।

আঁচর, আঁচোর—বস্ত্রের প্রান্তভাগ, আঁচল। <অঞ্চল। বি।

আঁচল—স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রের প্রান্তভাগ। <অঞ্চল। বি। **আঁচল ধরিয়া বেড়ানো**—স্ত্রীলোকের অধীনে চলা, স্ত্রীর পরিচালনায় চলা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা।

আঁচলা—কাপড়ের ছিলা বা ছিলার অতিরিক্ত অংশ, দেব প্রতিমাদির সাজ। আঁচল+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।

আঁচা—আন্দাজ করা, অনুমান করা, কল্পনা করা, আঁকা ধরিয়া যাওয়া, চুঁইয়া যাওয়া। <'অন্‌চ্‌'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি।

আঁচা-আঁচি—পরস্পরকৃত অনুমান বা আলোচনা, পরস্পরের মনোভাব জানিবার ইচ্ছা। ব্যতিহার বহু। বাংপ্র। বি।

আঁচানো—১। ভোজনানন্তর হস্তমুখ-প্রক্ষালন; প্রারব্ধ কার্যের সমাপন ('না আঁচালে বিশ্বাস নাই')। <আচমন। বি বা ক্রি। ২। চুঁয়াইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

আঁচিল—উপমাংসরোগ বিঃ, শরীরোপরি জাত ব্যথাহীন ক্ষুদ্র এণাকার মাংসপিণ্ড। <চর্মকীল। বি।

আঁজন—কজ্জল, কাজল। <অঞ্জন। বি।

আঁজনাই—চক্ষুর পাতার প্রদাহরূপ রোগ বিঃ, আঞ্জিনা, টিকটিকিজাতীয় প্রাণী বিঃ, আঞ্জনি। < অঞ্জনা বা অঞ্জনিকা। বি।

আঁজল—আঁজলা, করপুট। <অঞ্জলি। বি।

আঁজল-পাঁজল—আলোড়িত; বিপর্যস্ত। বিণ।

আঁজলা—যুক্তকরদ্বয়, করপুট। আঁজল+আ স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

আঁজি-ডোরা, রেখা, কাপড়ের ধারের সূত্ররেখা; খণ্ড; জমি প্র.র খণ্ড; পাতলা প্রলেপ। বা'প্র। বি। **আঁজি কখ পড়া** বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা; কোন কাজে শিক্ষানবিসি করিতে আরম্ভ করা। **আঁজি দেওয়া, ধরানো**—চুন, সুরকি, সিমেণ্ট, বালি ইঃ দ্বারা ইট পাথরাদির জোড়ের মুখ বন্ধ করা, পড়া মারা।

আঁজিপুঁজি, আঁজুপাঁজু—কালীপূজার রাত্রে পাকাটি জ্বালিয়া বাস্তায় ও উঠানে বালকদের একপ্রকার আমোদজনক খেলা। বাংপ্র। বি।

আঁজুল—অঞ্জলি পরিমাণ, সামান্যপরিমাণ। <অঞ্জলি। বিণ।

আঁট—১। খাট, ছোট, যাহা ঢিলে বা আলগা নয় এরূপ, কষা। বিণ। **২**। দৃঢ়তা; হাতটান; যত্ন, মনোযোগ; উদ্যম, আড়ম্বর; ঘটা, সমারোহ, হাট; চটি। বা'প্র। বি।

আঁটকুড়—১। আঁটকুড়, আদাড়। বি। **২**। আঁটকুড়া, নির্বংশ। আঁট (সং আত্ত =গৃহীত) কুড (=সং কুল) যাহার, বংশ (যাহার বংশ কাল দ্বারা গৃহীত হইয়াছে)। বাংপ্র। বিণ।

আঁটকুড়া, -কুড়ো—নিঃসন্তান, সন্তানহীন, নির্বংশ। আঁটকুড(২)+আ স্বার্থে। বাংপ্র। বি, পুং বা বিণ।

আঁটকুড়ী—নিঃসন্তানা রমণী, পুত্রকন্যাহীনা নারী, যে স্ত্রীর সন্তান হয় নাই এমন নারী; যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত নাই এরূপ। আঁটকুড, -কুড়া+ঈ। বা'প্র। বি বা বিণ, স্ত্রী।

আঁটন—কষিয়া বাঁধন, বন্ধন দৃঢ়করণ। <'আঁট্'-ধাতু। বি।

আঁটনি, আঁটুনি—আড়ম্বর, ঘটা, সমারোহ; যুক্তির বন্ধন; দৃঢ়তা; কষুনি, কষিয়া বাঁধা, বন্ধনের দৃঢ়তা (বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো')। আঁট্+অনি, উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

আঁটসাঁট—১। দৃঢ়তা, কষাকষি; মনোযোগ; প্রযত্ন। বি। **২**। দৃঢ়বদ্ধ, অশিথিল। আঁট+সহচর শব্দ সাঁট। বাংপ্র। বিণ।

আঁটা—১। দৃঢ়রূপে লগ্ন, যাহা সহজে পৃথক্ করা যায় না এরূপ। আঁট্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। **২**। টানিয়া বাঁধা, শক্ত করিয়া বাঁধা, লাগাইয়া দেওয়া; জুড়িয়া দেওয়া, সংকুলান হওয়া, ভিতরে স্থানলাভে সমর্থ হওয়া, ধরা; পাল্লা দেওয়া, সমকক্ষতা করা। বা'প্র। ক্রি, [, বি, বিণ]।

আঁটা-আঁটি—১। দৃঢ়; সুরক্ষিত। বিণ। **২**। বাঁধাবাঁধি, অলঙ্ঘ্য নিয়ম, দৃঢ় অনুশাসন; পরস্পর প্রতিযোগিতা; পরস্পর ভালবাসা। ব্যতিহার বহু। বা'প্র। বি।

আঁটানো—সংকুলান করা; সমকক্ষ করিয়া তোলা; কোন জিনিস পাত্রে ধরাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

আঁটাল, আঁটালো—আঠাযুক্ত, শক্ত, দৃঢ়, কঠিন; দৃঢ়চিত্ত, সাহসী, অত্যন্ত হিসাবী; বায়কুণ্ঠ কৃপণ। আঁট+আল, আলো। বা'প্র। বিণ।

আঁটি—১। বড় বীজ ('আমের—')। <অষ্টি। **২**। তৃণাদির কিয়ৎপরিমিত মুষ্টি, তাড়া, গুড়ুপা, গোছা ('এক আঁটি শড')। বা'প্র। বি। **৩**। শক্ত হইয়া, সমকক্ষ হইয়া; জুড়িয়া; মুখবদ্ধ করিয়া, পারিয়া উঠিয়া, ভর্ৎসনা করিয়া, মিলিত হইয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

আঁটিসাঁটি, -সুঁটি—কষাকষি, হাত টান, আপনার স্বার্থ বুঝিয়া লইতে বড়াকড়ি। বা'প্র। বি।

আঁটুনি—'আঁটনি' দ্রঃ।

আঁটুনে, আঁটুন্যা—দৃঢ়চিত্ত, সাহসী; শক্ত, কঠিন, মিতব্যয়ী, কৃপণ। আঁটন+এ, যা করে অর্থে। বা'প্র। বিণ।

আঁটুবাঁটু—১। কোন কর্ম করিতে অক্ষম হইলেও তাহার জন্য উদ্যম, প্রচেষ্টা, অত্যধিক যত্ন। বি। **২**। শক্ত, কঠিন। বা'প্র। বিণ।

আঁটুল-বাঁটুল—শিশুদের পরস্পর হাঁটু স্পর্শ পূর্বক খেলা বিঃ। বা'প। বি।

আঁটুলি, এঁটুলি—চর্মকীট, গরু কুকুর প্রঃ প্রাণীর গাত্রে লগ্ন একপ্রকার কীট। যে আঁটিয়া থাকে, এই অর্থে আঁট+উলি কর্তৃ; ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের প্রাদে রূপ। বি।

আঁঠি—বড় বীজ, আঁটি। <অস্থি। বি।

আঁঠু—হাঁটু, জানু। প্রাদে। বি।

আঁড়রা—১। একগুঁয়ে, অবাধ্য, কঠিন; অধিক বয়সে ছিন্নমুষ্ক (গবাদি)। বিণ। **২**। মুষ্ক। বা'প্র। বি।

আঁড়িয়া—১। বৃষ, এঁড়ে গরু। বি। **২**। এঁড়ে ('—বাছুর')। আড় (<অণ্ড =অণ্ডকোষ)+ইয়া আছে অর্থে। বিণ। **৩**। মাতা অন্তঃসত্ত্বা হইলে স্তন্যাভাবে শিশুর কৃশতা রোগ; উক্ত কারণে কৃশ শিশু। প্রাদে। বি। **আঁড়িয়া লাগা, এঁড়ে লাগা**—শিশুর স্তন্যপানকালের মধ্যে যদি মাতা অন্তঃসত্ত্বা হন তাহা হইলে স্তন্যদুগ্ধাভাবে শিশু যখন দুর্বল হয় তখন তাহাকে আঁড়িয়া লাগা বা এঁড়ে লাগা বলে।

আঁড়ুল-বাঁড়ুল—গা-বমিবমি, বমনেচ্ছা। প্রাদে। বি।

আঁত—১। নাড়ীভুঁড়ি; উদর, জঠর, পেট; গর্ভ। <অন্ত্র। **২**। আপনি, স্বয়ং; অন্তর; আত্মা। <আত্মন্। **৩**। হৃদয়, মর্ম। <অন্তর। বি। **আঁত উঠা**—অত্যধিক বমনেচ্ছা হওয়া। **আঁত খালি হওয়া**—পেটে ভাত না থাকা। **আঁত পড়া, বসা**—পেট খালি হওয়া; অত্যধিক ক্ষুধা হেতু পেট নামিয়া খোলে পড়া। **আঁতে আঁতে**—মমে মমে; গোপনে; শঠে শঠে। **আঁতে ঘা দেওয়া**—মর্মস্থানে আঘাত দেওয়া, মর্মভেদী কথা বলা। **আঁতের টান**—রক্তের টান, নাড়ীর টান, সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক মমতা।

আঁতকানো—ভীত হইয়া উঠা, ভয়ে চমকানো, ডরানো, ভয় করা। <'আ-তনব্'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **আঁতকে উঠা**—চমকাইয়া উঠা, হঠাৎ ভয়ে শব্দ করিয়া উঠা।

আঁতড়ি, আঁতুড়ি—নাড়ীভুঁড়ি, অন্ত্রসমূহ, (সদৃশার্থে) পেটা সুতা বা কাপড়ের পাড়। <অন্ত্র। বি।

আঁতপুত—পিতাপুত্র। আত (<আত্মন্) ও পুত (<পুত্র), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আঁত-মরা—নাড়ীমরা, দীর্ঘকাল ধরিয়া অল্পাহার করিতে করিতে যাহার নাড়ী ক্ষীণ হইয়া ক্ষুধার তেজ কমিয়া গিয়াছে এমন। বা'প্র। বিণ।

আঁতর—ব্যবধান, তফাত, দূরত্ব, আড়াল; চাষের সময় যে জায়গায় লাঙ্গল পড়ে নাই এমন জমি। <অন্তর। প্রা কপ্র। বি।

আঁতাত—পরস্পর সম্প্রীতিবিশিষ্ট একাধিক রাষ্ট্র, একাধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্প্রীতি। <ফ্রে 'entente'। বি।

আঁতি—ফলের মধ্যস্থ বীজসমেত অংশ, বুকো। আঁত (<অন্ত্র অভ্যন্তরস্থ কোমলাংশ) +ই আছে অর্থে। বা'প্র। বি।

আঁতিপাঁতি—বিছানার মাথার দিক ও পায়ের দিক, সর্বত্র। বা প্র। অ, ক্রি-বিণ।

আঁতুড়—সূতিকাগৃহ, নবপ্রসূতির আবাস। <আতুর। বি। **আঁতুড়ে খোকা**—নিতান্ত শিশু (বিদ্রূপচ্ছলে)। **আঁতুড়ে ছেলে**—সদ্যঃপ্রসূত সন্তান।

আঁতুড়ি—১। আঁতুড়ের আগুন, সূতিকাঘরের অগ্নিকুণ্ড। বাংপ্র। বি। **২**। 'আঁতড়ি' দ্রঃ।

আঁদাড়-পাঁদাড়—অপরিষ্কৃত স্থান সকল। বাংপ্র। বি।

আঁদি—১। মূল; গোড়া; কেন্দ্র; সর্দার। <আদি। বি। ২। অন্ধকার; ঘূর্ণি-ঝড়; পাকজল; লুকোচুরি খেলায় যাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। <অন্ধিকা। বি।

আঁদিসাঁদি—কোনা-কানাচ, ফাঁক; কোণ; শ্রেণীবদ্ধতা, শৃঙ্খলা। <অন্ধিসন্ধি। বি।

আঁধল—১। অন্ধ; অদোষদর্শী; বিচারমূঢ়; হীন; প্রেমান্ধ। বি বা বিণ। ২। অন্ধ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আঁধলা—যাহার চক্ষু নাই এরূপ, দৃষ্টিহীন। বাংপ্র। বিণ।

আঁধা—দৃষ্টিশক্তিহীন। <অন্ধ। বিণ।

আঁধায়ল—অন্ধকার করিল; অন্ধ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি। (**আঁধায়লু**—অন্ধ করিলাম।)

আঁধার—১। অন্ধকার, তিমির, তমঃ। বি। ২। অন্ধকারময়; শূন্য; বিষণ্ণ; গম্ভীর। <অন্ধকার। বিণ। **আঁধার ঘরের মানিক**—মানিক যেরূপ অন্ধকার গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ প্রিয় বা বাঞ্ছিত জন। **আঁধারে ঢিল ছোড়া**—আন্দাজে কিছু করা বা বলা। **আঁধারের বাতি**—হৃদয়ের আনন্দকর বস্তু; যাহাকে দেখিলে অন্তরে অতিশয় আনন্দ হয় এরূপ ব্যক্তি। **আঁধারে সাপ ধরা**—বিশেষভাবে না জানিয়া লইয়া বিপজ্জনক কাজে হাত দেওয়া।

আঁধার-মানিক—যে মানিকের আলো অন্ধকারেই ভাল জ্বলে। বাংপ্র। বি।

আঁধারি—১। অস্পষ্ট অন্ধকার; খড়ের চালে মটকার নীচের খড়; তক্তা জুড়িবার জন্য পেরেক বিঃ। বি। ২। অন্ধকারময়, কৃষ্ণ ('— পক্ষ')। বিণ। ৩। অন্ধকার করিয়া ("দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণপ্রভা-দানে"—মাইকেল)। কপ্র। অস-ক্রি।

আঁধারে—আলো-আঁধারি, পুলিসপ্রহরী বা রেলস্টেশনের কর্মচারীদের একপ্রকার লণ্ঠন, যে লণ্ঠনের তিনপাশ এরূপভাবে ঢাকা যে তাহা দিয়া আলোকের জ্যোতিঃ বাহির হয় না এবং যাহার চতুর্থ পার্শ্বটিও ইচ্ছামত আবৃত করিয়া লণ্ঠনের আলোক-নিঃসরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায়; মশারির খেরের মাথার দিকে যে অন্য রকমের কাপড়ের পটি লাগানো হয় তাহা। আঁধার+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বি।

আঁধি—প্রবল ঝড়, যে ঝড় উঠিয়া চারিদিক্ ধূলিময় করিয়া দেয়; চোরাই মাল গচ্ছিত-কর্তা, যে চোরাই মাল নিজের কাছে রাখে; লুকোচুরি খেলায় যাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাংপ্র। বি।

আঁধিয়ার, -য়ারা—আঁধার, অন্ধকারময় ("আজু আঁধিয়ারা শাঙন-রাতিয়া"—মাধব-দাস)। প্রা কপ্র। বিণ।

আঁধিসাঁধি—আঁদিসাঁদি (তাহা দ্রঃ)।

আঁধু—ধূম হইতে উৎপন্ন ঝুল। বাংপ্র। বি।

আঁধুয়া, এঁধো—১। জঙ্গলাবৃত পুষ্করিণী। বি। ২। অন্ধকারময়; জঙ্গলময়; স্যাঁত-সেঁতে। <অন্ধক। বিণ।

আঁধুল—অতিশয় ময়লা; খুব কালো; অন্ধকারময়। গ্রাম্য। বিণ।

আঁধুলন্যাতা—খুব ময়লা বস্ত্রখণ্ড, রান্না-ঘরের ময়লা কাপড়ের টুকরা। গ্রাম্য। বি।

আঁব—আম। বাংপ্র। বি।

আঁবুই, আঁবুইমা—ভ্রাতা কিংবা ভগিনীর শাশুড়ী। প্রাদে। বি; স্ত্রী। পুং—**তাঐই**।

আঁশ—আম্রাদি ফলের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম তন্তু বা চোঁচ; কাপড়ের উপরের অংশু বা সূত্রবৎ পদার্থ; মৎস্যাদির শল্ক বা ছাল। <অংশু। বি।

আঁশানো—ঈষৎ শুষ্ককরণ; আঁশ তোলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

আঁশাল, আঁশালো—আঁশযুক্ত। <অংশুল। বিণ।

আঁষ—১। আমিষ; শল্ক। বি। ২। আমিষসংক্রান্ত, মাছ-মাংস-ডিম্ব সম্বন্ধীয়। <আমিষ। বিণ।

আঁষজল—মাছ-ধোওয়া জল; যে জলে মাছ জীয়ান থাকে। আঁষ (২) জল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আঁষটে—আমিষযুক্ত; মাছের তুল্য গন্ধযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

আঁষপান্না—সংস্কার বিঃ, শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে যে জ্ঞাতিভোজন হয় তাহাতে মাছ খাইয়া নিয়মভঙ্গ করা-রূপ সংস্কার। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

আঁষফল—আমিষগন্ধি একপ্রকার ছোট ফল (ইহা গোলাকার; ভিতরটা অনেকটা তিচুর মত)। আঁষগন্ধি ফল, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আঁষবঁটি—যে বঁটি দ্বারা মাছ কোটা হইয়া থাকে তাহা। আঁষ (২) বঁটি, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আঁষহাঁড়ি—যে হাঁড়িতে করিয়া মাছ রাঁধা হয় তাহা, যে ভাতের হাঁড়ির সহিত আঁষ তরকারি প্রঃর ছোঁয়াছুঁয়ি করা হয় তাহা। আঁষ (২) হাঁড়ি, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আঁষহেঁসেল—যে রান্নাঘরে মাছ রাঁধা হয় তাহা, আমিষ-রন্ধনের ঘর। আঁষ (২) হেঁসেল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আঁস্তাকুড়—বাড়ির যে-স্থানে আবর্জনা ফেলা হয়, যে-স্থানে হাতমুখ ধোওয়া প্রঃ করা হয়, ওঁচলাকুড়। বাংপ্র। বি।

আঁস্তাকুড়ের পাতা—ময়লাস্থানের পাতা; নীচ লোক। **আঁস্তাকুড়ের পাতা স্বর্গে যায় না**—নীচ ব্যক্তি উচ্চ মনের পরিচয় দেয় না; নীচ বংশে যাহার জন্ম সে মহৎ কাজ করিতে পারে না।

আঁহাঁ—অসম্মতিসূচক শব্দ না। বাংপ্র। অ।

আহাঁ-হাঁ—নিষেধসূচক ও আসন্ন বিপৎ-পাতের আশঙ্কাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

আক, -খ—সুমিষ্ট তৃণকাণ্ড, ইক্ষু। <ইক্ষু। বি।

আককাটা—চাষা, অভদ্র, ইতর; নীরেট মূর্খ; গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

আককুটে, -খুটে, আখুটে—উড়নচড়ে, অমিতব্যয়ী, যে জিনিসপত্রের আদৌ যত্ন করে না এরূপ, লক্ষ্মীছাড়া। বাংপ্র। বিণ।

আকচ, -জ—শত্রুতা, কলহ, আক্রোশ, বৈরভাব। <আ 'আখজ'। বি।

আকচকানো—খতমত খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

আকচা-আকচি—পরস্পরের বৈরভাব, রেষারেষি; পারস্পরিক শত্রুতা। <আ 'আখজ'। ব্যতিহার বহু। বি।

আকচার, -ছার—হামেশা, প্রায়ই, সদা-সর্বদা। <প্রা 'অক্খর'। ক্রি-বিণ।

আকজ—'আকচ' দ্রঃ।

আকড়—কঠিন; দুঃসাধ্য। বাংপ্র। বিণ।

আকড়ানো—দুই হাত মেলিয়া ধরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

আকড়ে—মূল্যহীন, বিনাদামের; এককড়া দামের; সামান্য দামের; অতি তুচ্ছ, নগণ্য। আ (না, এক)+কড়ি+এ মূল্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আক'ড়ে-দোক'ড়ে—দুই হাতে; বিনা বিবেচনায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আকণ্ঠ—গলদেশ পর্যন্ত, গলায় গলায়; সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে, একেবারে। কণ্ঠ পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আকণ্ঠভোজন—গলা পর্যন্ত খাওয়া, অ-পরিমিত ভোজন, অত্যধিক আহার। আকণ্ঠ ভোজন, সুপ্। বি; ক্লী।

আকণ্ঠমগ্ন—যাহার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত ডুবিয়াছে এরূপ। আকণ্ঠ মগ্ন, সুপ্। বিণ।

আকথা—নিন্দা; মন্দ বাক্য; গালাগালি; মরণ প্রঃ অমঙ্গলসূচক কথা। না (মন্দ) কথা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি। **আকথা কুকথা**—খারাপ কথা; বাজে কথা, গালগল্প।

আক-থু—থুকারজনক শব্দ, ঘৃণাসূচক শব্দ; থুতু ফেলার শব্দ। অনুকার শব্দ। অ।

আকনি, আখনি—পোলাও রাঁধিবার জন্য মসলার ক্বাথ। <ফা 'য়খ্‌নী'। বি।

আকন্দ—অর্কবৃক্ষ। <অর্কমন্দার। বি।

আকপিল—ঈষৎ কপিলবর্ণ আপিঙ্গল। আ (ঈষৎ) কপিল, প্রাদি। বিণ।

আকপিশ ঈষৎ কপিলবর্ণ। আ (ঈষৎ) কপিশ, প্রাদি। বিণ।

আকবর সর্বশক্তিমান্, শক্তিশালী; মহত্তর। আ। বিণ। **আল্লাহো আকবর**—ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

আকবরী—সম্রাট্ আকবরের আমলের; আকবর বাদশাহের প্রবর্তিত। আকবর+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ মু। বিণ।

আকমাড়া, আখমাড়া—যাহাকে পাক পিষিয়া রস বাহির করা হয় এমন ('— কল')। বাংপ্র। বিণ।

আকম্প, -কম্পন—আবর্তন, অনুকম্প, অল্প কাঁপা ঈষৎ বিচলিত হওয়া। আ—কম্প্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং ক্লী।

আকম্পিত—ঈষৎকম্পিত, আবৃত, অল্প কম্পবিশিষ্ট ঈষৎ আন্দোলিত। আ (ঈষৎ) কম্পিত, প্রাদি। বিণ।

আকম্প্র—ঈষৎ কম্পনশীল; কম্পবিশিষ্ট; ভয়-হর্ষাদিকৃত কম্পবিশিষ্ট। আ—কম্প্+র কর্তৃ। বিণ।

আকর—১। ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপত্তি স্থান, খনি; উৎপত্তিস্থান, আদি, মূল; আধার, আস্পদ ('গুণাকর')। আ—কৃ+অপ্ অধি। ২। সমূহ, নিবহ। বি, পুং। ৩। শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আ—কৃ+ঘ অধি। বিণ। ৪। আখর, গানে স্বরবৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য বাক্য যোগ করিয়া আলাপ। বাংপ্র। বি। ৫। কর বা খাজনা আদায় হয় না যেখানে এমন। বা প্র। বিণ।

আকরজ—খনিজ, খনি হইতে উৎপন্ন। উপপদ তৎ; আকর—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

আকরজাত—খনিজ। আকর হইতে জাত, ৫মীতৎ, অথবা, আকরে জাত, ৭মীতৎ। বিণ।

আকরবিক্রয়—কর বা খাজনা আদায় হয় না এমন স্থানে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আকরিক—১। খনিজাত, খনিসম্বন্ধীয়; খনিতে নিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী -কী। ২। খনিখনক, খনক। আকর+ইক জাতার্থে, নিযুক্তার্থে, খনকার্থে। বি; পুং।

আকরীয়—খনিসম্বন্ধীয়, খনিসংক্রান্ত; খনিজ। আকর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আকরোৎপন্ন, -উদ্ভূত—খনি হইতে উৎপন্ন, খনিজ। আকর হইতে উৎপন্ন, উদ্ভূত, ৫মীতৎ। বিণ।

আকর্ণ—কর্ণ পর্যন্ত। কর্ণ পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আকর্ণন—শ্রবণ, শোনা। আ—কর্ণি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আকর্ণনয়ন, -নেত্র, -লোচন—টানা চোখ। আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, নেত্র, লোচন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

আকর্ণনীয়—যাহা শুনিতে হইবে এরূপ, শুনিবার যোগ্য। আ—কর্ণি+অনীয় কর্ম। বিণ।

আকর্ণপূরিত—কর্ণপ্রান্ত পর্যন্ত আকৃষ্ট, কানের কাছ পর্যন্ত টানা (ধনুর্গুণাদি)। আকর্ণ পূরিত, সুপ্। বিণ।

আকর্ণবিশ্রান্ত, -বিস্তৃত—কর্ণপ্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত কান পর্যন্ত টানা, সুদীর্ঘ, আয়ত। আকর্ণ বিশ্রান্ত, বিস্তৃত, সুপ্। বিণ।

আকর্ণয়িতা (-য়িতৃ)—শ্রবণকারী, শ্রোতা; শ্রাবক। আ—কর্ণি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

আকর্ণসন্ধান—কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য করা, ধনুকে শরসংযোগ করিয়া গুণ কানের কাছ পর্যন্ত টানিয়া লক্ষ্য করা। আকর্ণাপ্ত সন্ধান মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

আকর্ণিত—শ্রুত, যাহা শোনা গিয়াছে এরূপ, কর্ণগোচর। আ—কর্ণি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকর্ষ—১। আকর্ষণ; টানিয়া আনা, আক্ষেপ, টেনি; ধনুর্ধরদিগের ধনুর জ্যা আকর্ষণ; পাশাখেলা। আ—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। পাশা; পাশফলক, ইন্দ্রিয়। আ—কৃষ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। আকর্ষণী, আঁকশি; লাউ প্রভৃতির লতার অগ্রভাগের জড়ানো শুঁড় এবং অঙ্গ। আ—কৃষ্+ঘঞ্ করণ। ৪। অয়স্কান্ত, চুম্বকপাথর। আ—কৃষ্+অচ্ কর্তৃ। ৫। কষ্টিপাথর। আ—কৃষ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

আকর্ষক—১। অয়স্কান্ত, চুম্বকপাথর। বি, পুং। ২। আকর্ষণকর্তা, আকর্ষণকারী, যে বা যাহা টানে একপ ('চিত্তাকর্ষক')। আ—কৃষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ষিকা**।

আকর্ষণ—১। টানিয়া আনা, টানিয়া লইয়া যাওয়া, প্রলোভন; জড়পদার্থের যে গুণ দ্বারা পরমাণুসমুদায় পরস্পরকে পরস্পরের অভিমুখে আনয়নার্থ বল প্রকাশ করে সেই গুণ বা শক্তি। আ—কৃষ্+অনট্ ভাব, করণ। বি; ক্লী। ২। বাণ। আ—কৃষ্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

আকর্ষণী—১। আঁকশি। আ—কৃষ্+অনট করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। আকর্ষণকারিণী, যাহা দ্বারা টানা যায় এমন। আ—কৃষ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আকর্ষিক—১। চুম্বকপাথর। বি; পুং। ২। আকর্ষণকারী। আকর্ষে নিযুক্ত এই অর্থে আকর্ষ+ইক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আকর্ষিণী—১। আকর্ষণকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। আঁকশি। আকর্ষিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আকর্ষিত—যাহাকে আকর্ষণ করানো হইয়াছে একপ, টানানো। আ—কৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকর্ষী (-র্ষিন্)—১। আকর্ষণকারী। বিণ। স্ত্রী, **-র্ষিণী**। ২। আঁকুশি; আকর্ষণী শক্তি। আ—কৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

আকলন—ইচ্ছা; আকর্ষণ; গণন; গ্রহণ; সংগ্রহ; বন্ধন; পরিধান; ধারণ; অনুসন্ধান; জমা credit. আ—কল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আকলিত—আকৃষ্ট, বদ্ধ; সংকলিত, গণিত; বাঞ্ছিত; গাঁথা; যাহা জমায় ধরে লেখা হইয়াছে একপ, credited. আ—কল্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকল্প—১। বেশ ভূষা, ভূষণ। আ—কৢপ্+ণিচ্+ঘঞ্ করণ। ২। উৎকর্ষসাধন, উন্নয়ন; পীড়া; কল্পনা। আ—কৢপ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। পরিকল্পনা, পরিকল্পিত নক্সা, নকশা ইং. design. আ—কৢপ্+ণিচ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৪। কল্পান্ত পর্যন্ত, প্রলয়কাল অবধি। কল্প পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আকল্পক—উৎকণ্ঠা; মোহ, অজ্ঞান; বোধহীনতা; আগ্রহ, আনন্দ; গ্রন্থি। আ—কৢপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

আকষ—কষ্টিপাথর নিকষপ্রস্তর। আ—কষ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

আকষিক—যে ধাতু কষে, যে কষ্টিপাথরে ধাতুর পরীক্ষা করে। আকষ+ইক তাহার ব্যবহার করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষিকী**।

আকসার প্রায়ই, যখন তখন। <আ 'অকসর'। ক্রি-বিণ।

আকস্মিক—অকস্মাৎ উৎপন্ন, হঠাৎ সংঘটিত; অচিন্তিতপূর্ব, অপ্রত্যাশিত। অকস্মাৎ+ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আকস্মিকতা—দৈবযোগ; অনিশ্চয়তা, chance. আকস্মিক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আকা, -খা—চুল্লী, উনান। <অগ্নিকা। বি।

আকাঁড়া যাহা কাঁড়া হয় নাই একপ, সতুষ ('—তণ্ডুল'), অপরিষ্কৃত ('—চাউল'), যাহা কাঁড়া অর্থাৎ ঢেঁকিতে ছাঁটা হয় নাই একপ; যাহার বলের ব্যয় বা অপচয় ঘটে নাই একপ; মহাবল; নিরেট; অন্তর্ভেদী; অপরিমিত; অনাজিত, কাচা। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আকাঙ্ক্ষণীয়—অভিলষণীয়, প্রার্থনীয়। আ—কাঙ্ক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা, বাসনা; রমণীয় বস্তুতে স্পৃহা; অপেক্ষা; জিজ্ঞাসা; অনুসন্ধান; (ন্যায়শাস্ত্র) বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু বিঃ, এক পদ

বিনা অপর পদের অন্বয় বুঝা যায় না এইরূপ সম্বন্ধ; (শব্দশাস্ত্র) বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণের নিমিত্ত এক বা একাধিক শব্দ উচ্চারণের পরই শ্রোতার পুনরায় অন্য শব্দ শ্রবণের ইচ্ছা [যেমন, 'ধাবন করিতেছে' কথাটি বলিলেই তাহার কর্তৃবাচক কোন শব্দ শ্রবণের ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার নামই আকাঙ্ক্ষা]। আ—কাঙ্ক্ষ্ + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

আকাঙ্ক্ষিত—বাঞ্ছিত, অভীষ্ট; জিজ্ঞাসিত; অপেক্ষিত, নিরীক্ষিত; আবশ্যক। আ—কাঙ্ক্ষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আকাঙ্ক্ষী (-ক্ষিন্)—ইচ্ছুক; জিজ্ঞাসু। আ—কাঙ্ক্ষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষিণী**।

আকাট—১। অতি দৃঢ়, অত্যন্ত শক্ত; স্তম্ভিত; নিশ্চল; অসাড়; শুষ্ক; সম্পূর্ণ, একেবারে ('—বাজা'); নিরেট; বোকা; গোঁয়ার। আ (সদৃশ) কাট (কাঠ), প্রাদি (অর্থাৎ কাষ্ঠবৎ জড়)। বাংপ্র। বিণ। **আকাট মূর্খ**—অতিশয় মূর্খ; যে বিন্দুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করে নাই এমন। ২। আখা, উনান। <অন্তিকা। বি।

আকাটা—অখণ্ডিত, যাহা কাটা নহে এমন, অকর্তিত। নয় কাটা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আকাঠা—অকেজো কাঠ, বাজে কাঠ। আ (নয়, মন্দ) কাঠ + আ তুচ্ছার্থে। বাংপ্র। বি।

আকাঠা-কুকাঠা—বাজে কাঠ। বাংপ্র। বি।

আকামানো—অমুণ্ডিত, যাহা কামানো হয় নাই এরূপ; যাহা রোজগার করিয়া পাইতে হয় নাই এরূপ, অনুপার্জিত; যে সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গা হয় নাই এরূপ; অতিশয় ক্রোধী। নয় কামানো, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আকায়—নিবাস, বাসস্থান; চিতা। আ—চি + ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

আকার—১। আকৃতি, মূর্তি; গঠন; শরীর। আ—কৃ + ঘঞ্ কর্ম। ২। স্বরবর্ণের দ্বিতীয়বর্ণ, 'আ' এই অক্ষর। আ + কার স্বার্থে। ৩। ইঙ্গিত; শোকহর্ষাদিসূচক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী; চিহ্ন। আ—কৃ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং। **আকার ইঙ্গিত**—চেহারা ও চোখমুখাদির ভঙ্গী; ভাবভঙ্গী।

আকারগুপ্তি, -গোপন—ভয়হর্ষাদি-জনিত হৃদগতভাব বা মুখবিকারাদি গোপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

আকারপ্রকার—শরীর এবং স্বভাব, আকৃতি-প্রকৃতি; ভাবভঙ্গী। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আকারবান্ (-বৎ)—সাকার, মূর্তিবিশিষ্ট, শরীরী; সুগঠিতদেহ, সুশ্রী। আকার + মতুপ্ আছে অর্থে বা প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

আকারাদি—আকার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অন্যান্য ('—বর্ণ'); আদিতে আকারবিশিষ্ট, যাহার গোড়ায় 'আ' আছে এরূপ ('—শব্দ')। আকার আদি যাহাদের বা যাহার, বহু। বিণ।

আকারানুভাবকতা—মনের যে শক্তি দ্বারা দ্রব্যাদির আকারের অনুভব হয় তাহা, faculty of form. আকারের অনু-ভাবকতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আকারান্ত—শেষে আকারবিশিষ্ট, যাহার শেষে 'আ' আছে এরূপ ('—শব্দ')। আকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

আকারিক—সমন জারি করার জন্য নিযুক্ত পেয়াদা, summons bailiff. আকার (আহ্বান) + ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

আকারিত—আহূত; অনুমোদিত; জিজ্ঞাসিত। আ—কৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আকারেঙ্গিত—ভাবভঙ্গী। আকার ও ইঙ্গিত, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

আকারোপলক্ষিত—আকারধারী; সাকার। আকার দ্বারা উপলক্ষিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আকাল—দুর্ভিক্ষ; দুঃসময়। <অকাল। বি।

আকালিক—অকালে উৎপন্ন, অচিরস্থায়ী। অকাল + ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আকালিকপ্রলয়—স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে কপিল-শাপে অকালে জগৎপ্লাবনরূপ প্রলয় বিঃ। কর্মধা। বি; পুং।

আকালিকী—অসময়োৎপন্না, অকালে জাতা। অকাল + ইক ভবার্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আকাশ—গগন, অন্তরীক্ষ, শূন্য; (প্রাচীন-মতে) পঞ্চমহাভূতের অন্যতম; ব্যোম, ether; (বেদান্তদর্শন) জগতের বীজাবস্থা (বেদান্তমতে আকাশ চতুর্বিধ—মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ, মেঘাকাশ); (বৈশেষিক) নয় প্রকার পদার্থের একতম যাহার বিশেষগুণ শব্দবহন; (চিকিৎসাশাস্ত্র) প্রাণ; স্বর্গ; নভোমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, atmosphere; আবহাওয়া, weather ('আকাশের অবস্থা ভালো নয়')। আ—কাশ্ + ঘঞ্ অধি। বি; পুং বা ক্লী। **আকাশ হইতে পড়া**—আকস্মিক বিপদে আঁতকাইয়া ওঠা; অজ্ঞতার ভান করিয়া চমকাইয়া ওঠা। **আকাশ (বা আকাশের চাঁদ) হাতে পাওয়া**—অতিদুর্লভ বস্তু লাভ করা; দুরাশা পূর্ণ হওয়া; অসম্ভব সম্ভব হওয়া। **আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া**—দারুণ অনর্থপাত। **আকাশ ঘোর করা**—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়া। **আকাশ ধরা**—বৃষ্টি বন্ধ হওয়া। **আকাশে তোলা**—কাহাকেও অতিরিক্ত আশা দেওয়া; কাহারও অতিরিক্ত প্রশংসা করা।

আকাশকক্ষা—গগনপ্রান্তস্থ বৃত্তাকার গোল ক্ষেত্র, গগনান্তরাল, চক্রবাল, horizon. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশকল্প—আকাশগত পরমাত্মা। আকাশ + কল্প তুল্যার্থে। বি; পুং।

আকাশকুসুম—গগনপুষ্প, (তত্তুল্য) অবাস্তব কল্পনা; অসম্ভব বা অপূরণীয় আশা [আকাশে যেরূপ পুষ্পের উৎপত্তি হইতে পারে না, সেইরূপ যে কল্পনা বা আশা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহাকেই 'আকাশকুসুম' বলে। অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ বা অতিরিক্ত আশাবাদীই এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে]। আকাশজাত কুসুম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

আকাশগ—১। আকাশগামী, ব্যোমচর। বিণ। ২। পক্ষী, খেচর। উপতৎ; আকাশ—গম্ + ড কর্তৃ। বি; পুং।

আকাশগঙ্গা—স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী; ছায়া-পথ, milky way; গয়াধামের পর্বত বিঃ। আকাশবাহিনী গঙ্গা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আকাশচর—১। আকাশগামী, খেচর, গগনবিহারী। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। পক্ষী, বিহগ। উপতৎ; আকাশ—চর্ + ট কর্তৃ। বি; পুং।

আকাশ-চাওয়া—আকাশের দিকে চাহিয়া যাহার অপেক্ষা করা হইয়াছে এরূপ। আকাশ—চা + ওয়া কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

আকাশচিত্র—গগনের মানচিত্র, জ্যোতিষ্ক-সমূহের অবস্থান-নিরূপক চিত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আকাশচুম্বী (-ম্বিন্)—গগনস্পর্শী, অতি উচ্চ। উপতৎ; আকাশ—চুম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চুম্বিনী**।

আকাশজ, -জাত—গগনোৎপন্ন, শূন্যো-দ্ভব। উপতৎ; আকাশ—জন্ + ড কর্তৃ; ২য় পক্ষে, ৫মীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

আকাশজননী (-নিন্)—দুর্গপ্রাচীর বা জাহাজের গাত্রের ক্ষুদ্র ছিদ্র (এই ছিদ্রপথে বন্দুকাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া গুলি ছোড়া হয় এবং বাহিরের দিকে সংগোপনে লক্ষ্য রাখা হয়), loophole. আকাশজনন + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

আকাশদীপ, -প্রদীপ—লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কার্তিক মাসে উন্মুক্ত স্থানে বংশ-দণ্ডাদির উপর স্থাপিত প্রদীপ; ফানুস। আকাশস্থাপিত দীপ, প্রদীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আকাশদুহিতা (-দুহিতৃ), **-নন্দিনী**—শব্দ, প্রতিধ্বনি ("আকাশদুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি।"—মাইকেল)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশপট—১। আকাশের প্রতিচ্ছবি, আকাশচিত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আকাশমণ্ডল, নভোমণ্ডল। আকাশরূপ পট (বস্ত্র), রূপক কর্মধা। বি, পুং।

আকাশপথ—শূন্যপথ, অন্তরীক্ষ, গগনমার্গ। আকাশই পন্থা (পথিন্), কর্মধা+সমাসান্ত অচ্। বি, পুং।

আকাশপরমাণু, আকাশাণু—আণবিক ব্যূহ, অণুসমষ্টি, ether atom, groups of atom ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আকাশ-পাতাল—১। নভস্তল ও ভূতল, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর অধোভাগ। আকাশ ও পাতাল—উভয়ের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বি, স্ত্রী। **আকাশ-পাতাল তোলপাড় করা**—তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা, সমস্ত ওলট-পালট করা। **আকাশ-পাতাল ভাবা**—ব্যাকুলভাবে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম বিষয়ের চিন্তা করা। ২। অসংখ্য-প্রকার, নানারকম, খুব বেশী ('—প্রভেদ')। বাংপ্র। বিণ।

আকাশপ্রদীপ—'আকাশদীপ' দ্রঃ।

আকাশপ্রান্ত—গগনের শেষ সীমা, যেখানে আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় সেই স্থান, দিক্‌চক্রবাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আকাশ-ফোঁড়া—ভিত্তিহীন, অমূলক, গগনভেদী। বাংপ্র। বিণ।

আকাশবচন, -বাণী—শূন্য হইতে অদৃশ্য-ভাবে কথন, অশরীরী বাণী, দৈববাণী ("কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশবচনে"—ভারত)। আকাশোচ্চারিত বচন, বাণী, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী স্ত্রী।

আকাশভাঙ্গা, -ভাঙা—অত্যধিক ('—বৃষ্টি'), ভীষণ ('—বিপদ'), একেবারে স্তম্ভিত। আকাশ ভাঙ্গিয়াছে যাহাতে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

আকাশভাষিত—(নাট্যোক্তিতে) কল্পিত বাক্য শুনিয়া "কি বলিতেছ?" ইত্যাদি কথন; দৈববাণী আকাশবাণী। আকাশোৎপন্ন ভাষিত, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

আকাশমণ্ডল—নভোমণ্ডল, গোলাকারে দৃশ্যমান আকাশ; আকাশ। আকাশ মণ্ডল প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি, ক্লী।

আকাশমুখী—১। ঊর্ধ্বমুখী সাধু সতত ঊর্ধ্বমুখে অবস্থানকারী সন্ন্যাসী। বি। ২। আকাশের দিকে মুখ করিয়া আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আকাশযন্ত্র, -যান—ব্যোমযান, বেলুন। আকাশগামী যন্ত্র, যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

আকাশরক্ষী (-রক্ষিন্)—দুর্গের বহির্ভাগস্থ প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান প্রহরী। আকাশস্থিত (উপবিস্থিত) রক্ষী, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

আকাশসলিল—মেঘজল; শিশির। আকাশক্ষরিত সলিল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

আকাশস্থ, -স্থিত—আকাশে অবস্থিত, গগনে স্থিতিশীল। উপতৎ, আকাশ—স্থা+ক কর্তৃ, আকাশে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

আকাশস্ফটিক—শিল, করকা। আকাশ-পতিত স্ফটিক, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

আকাশাণু—'আকাশপরমাণু' দ্রঃ।

আকাশে—১। (নাট্যশাস্ত্র) নেপথ্যে অবস্থিত কাহারও প্রতি (সম্ভাষণ), রঙ্গমঞ্চে অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি (সম্ভাষণ)। অ। ২। আকাশসম্বন্ধীয়, আকাশের ('—রং')। বিণ।

আকিঞ্চন—১। দারিদ্র্য। অকিঞ্চন (দরিদ্র)+অণ্ ভাবে। বি, ক্লী। ২। আগ্রহ, চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

আকীর্ণ—ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ; বিক্ষিপ্ত। আ—কৄ+ক্ত কর্তৃ কর্ম। বিণ।

আকুঞ্চন—বিস্তৃত বস্তুর সঙ্কুচিত হওয়া, কোঁকড়ানো, কোচকানো, গুটানো, ঈষৎ বক্র করণ। আ—কুন্‌চ্+অনট ভাব। বি; ক্লী।

আকুঞ্চনীয়—সংকোচনীয়, যাহার আয়তন কমাইতে পারা যায় এরূপ। আ—কুনচ+অনীয় কর্ম। বিণ।

আকুঞ্চিত—ঈষৎ কুঞ্চিত বা বক্রীকৃত, নমিত, সংকুচিত। আ—কুনচ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকুট, -কোট—অন্যায় আবদার, অসংগত জিদ, আখুটি। <অঁটি। বি।

আকুড়া—বড়শি, লাঙ্গলের বক্রাগ্র; আঁকড়া, বঁড়শির ন্যায় বাঁকা অস্ত্র কামারশালের আগুন খোঁচাইবার কাটা, আকর্ষী, লতার শুঁয়া। <আকর্ষ। বি।

আকুড়ি—অঙ্কুর; শুঁয়া; লতাতন্তু; ক-এর আঁকড়ি। আকড়া+ই স্বার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

আকুতি—১। আবেগ, আগ্রহ, বাসনা, ইচ্ছা। <আকূতি। বি, স্ত্রী। ২। আকার, ইঙ্গিত। <আকৃতি। বি।

আকুতি-ব্যাকুতি—ভাবভঙ্গীদ্বারা মনোভাব প্রকাশ; ঠার বা ইঙ্গিতে বলা। বাংপ্র। বি।

আকুতে—আগ্রহে, আনন্দে। কপ্র। ক্রি বিণ।

আকুমার—কিশোর কাল হইতে, কৌমার হইতে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আকুল—ব্যাপৃত; উদ্বিগ্ন; পীড়িত, উৎসুক, অস্থির; আলুলায়িত ('—কুন্তল'); বিহ্বল; সন্দিহান; ভয়চকিত, আবিষ্ট; সসম্ভ্রম, সংকীর্ণ, অস্পষ্ট; পরিপূর্ণ; বিকৃত; বিলোল; বিপর্যস্ত, ব্যাপ্ত; ইতস্ততঃ সঞ্চালিত। আ—কুল্+ক কর্তৃ, কর্ম। বিণ। (প্রা কপ্র—**আকুলি, আকুলিয়া**—আকুল করিয়া, উথলিয়া। **আকুলে**—আকুল করে)।

আকুলায়িত—আকুলিত। বাংপ্র। বিণ।

আকুলি—ব্যাকুলা। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

আকুলিত—বিপর্যস্ত, চঞ্চলীকৃত, ব্যাকুলিত, বিক্ষিপ্ত; বিধ্বস্ত; পীড়িত; অস্থিরীকৃত, উদ্‌ভ্রান্ত, আন্দোলিত, সঞ্চালিত; কম্পিত। আ—কুল্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

আকুলিবিকুলি, -ব্যাকুলি—১। অত্যন্ত কাতরতা, অতিশয় অস্থিরতা; কাতর নিবেদন, করুণ প্রার্থনা। বি। ২। তাড়াতাড়ি, বিহ্বল-চিত্ত উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে; করুণভাবে। ক্রি বিণ। ৩। অত্যন্ত ব্যাকুল, চঞ্চল। বাংপ্র। বিণ।

আকুলীকৃত—চঞ্চলীকৃত, ব্যাকুলীকৃত। আকুল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকুলীভূত—চঞ্চলীভূত, ব্যাকুলীভূত, কাতরীভূত। আকুল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আকূত, আকূতি—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য সংকল্প, মনের ভাব; আশয়, ইচ্ছা। আ—কূ+ক্ত, ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

আকৃতি—রূপ, শরীর, মূর্তি, চেহারা, জাতি, প্রকার; দ্বাবিংশতি অক্ষরযুক্ত ছন্দ বিঃ। আ—কৃ+ক্তি করণ। বি, স্ত্রী।

আকৃতিগণ—(ব্যাক) সূত্রে আদি ইঃ দ্বারা নির্দিষ্ট যে গণের শব্দসমূহ সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হয় নাই অথচ প্রয়োগ দেখিয়া ঐ গণভুক্ত বলিয়া জানা যায় তাহা। আকৃতি নির্দিষ্ট গণ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

আকৃতিগত—আকারগত, রূপসম্বন্ধীয়; বাহ্য। আকৃতিকে গত (প্রাপ্ত) ২য়াতৎ। বিণ।

আকৃতি-প্রকৃতি আকার-প্রকার, মূর্তি ও চরিত্র। দ্বন্দ্ব। বি, স্ত্রী।

আকৃষ্ট—যাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে এরূপ, গৃহীত, বশীকৃত, মোহিত; প্রলুব্ধ। আ—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকৃষ্টি—আকর্ষণ, টানিয়া আনা, প্রলোভন। আ—কৃষ্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

আকৃষ্যমাণ—যাহাকে আকর্ষণ করা হইতেছে এরূপ। আ—কৃষ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

আক্কারা—আক্রা, মহার্ঘ। <অক্রেয়। বিণ।

আক্কুটে, আখুটে—আককুটে (তাহা দ্রঃ)।

আক্কেল—বুদ্ধি, বিবেচনা; জ্ঞান, শিক্ষালাভ। <আ 'অকল্'। বি।

আক্কেল-গুড়ুম—১। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অভিভূত, বিহ্বল, হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত। বিণ। ২। হতবুদ্ধিতা, বিহ্বলতা। আ-মু। বি।

আক্কেল-দাঁত—বয়োদন্ত, পূর্ণ বয়সে যে দাঁত ওঠে, জ্ঞানদন্ত, wisdom-tooth. আক্কেলসূচক দাঁত, মধ্যপ কর্মধা। বি।

আক্কেলমন্ত—প্রাজ্ঞ, জ্ঞানবান্। আ মু। বিণ।

আক্কেল-সেলামি—নির্বুদ্ধিতার দণ্ড, বোকামির শাস্তি। আক্কেলজনিত সেলামি, মধ্যপ কর্মধা। আ মু। বি।

আক্রন্দ—১। আহ্বান, দূর হইতে সম্বোধন; উচ্চৈঃশব্দ; বিলাপপূর্বক ক্রন্দন। আ—ক্রন্দ্+ঘঞ্ ভাব। ২। ভীষণযুদ্ধ, ঘোররণ। আ—ক্রন্দ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

আক্রন্দিত—আর্তনাদ, ক্রন্দন। আ—ক্রন্দ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আক্রম—অতিক্রম, পরাভব, ব্যাপ্তি, বিক্ষেপ, লাভ; আক্রমণ, প্রভাব; অধিকার, উদয়, পরাক্রম। আ—ক্রম্+ঘঞ ভাব। বি, পুং।

আক্রমণ—হিংসা অপহরণ বা অনিষ্ট প্রঃ করিবার সংকল্পে বলপ্রয়োগ, চড়াও হওয়া, হানা, হামলা; অধিষ্ঠান, অতিক্রম, ছাড়াইয়া উঠা; আরোহণ; ব্যাপ্ত করণ, বিক্ষেপ, আবির্ভাব, উদয়। আ—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আক্রমণীয়—আক্রমণযোগ্য। আ—ক্রম্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আক্রা—দুর্মূল্য, মহার্ঘ। <আক্রেয়। বিণ।

আক্রান্ত—অতিক্রান্ত, অভিভূত; যাহার উপর চড়াও হইয়াছে এরূপ; পূর্ণ, সংকুল, আবৃত, পীড়িত, মিলিত; প্রাপ্ত, বিহ্বল, অধিষ্ঠিত। আ—ক্রম্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**আক্রান্তি**।

আক্রামক—আক্রমণকারী, বিক্ষেপক, অতিক্রামক। আ—ক্রম্+ণক কর্তৃ। বিণ।

আক্রীড়—১। রাজকীয় উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, gymnasium. আ—ক্রীড়্+ঘঞ্ অধি। ২। লীলা, বিহার; ক্রীড়া, খেলা। আ—ক্রীড়্+ঘঞ্ ভাব। ৩। পুরুবংশীয় নৃপতি। আ—ক্রীড়্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

আক্রীড়ন—লীলা, বিহার; ক্রীড়া। আ—ক্রীড়্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আক্রীড়পর্ব(র্ব্ব)ত—রাজাদিগের বিহারের নিমিত্ত কৃত্রিম শৈল, কেলিপর্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আক্রীড়ভূমি—ক্রীড়াস্থান, বিহারস্থান, লীলাক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আক্রুষ্ট—তিরস্কৃত; নিন্দিত, অভিশপ্ত; অভিযুক্ত; আহূত। আ—ক্রুশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আক্রোশ, -শন—বিদ্বেষ; ক্রোধ; তিরস্কার; অভিসম্পাত; অভিযোগ; নিন্দা; উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। আ—ক্রুশ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি, পুং, ক্লী।

আক্রোশক—আক্রোশকারী, অভিযোক্তা; নিন্দক; তিরস্কারক। আ—ক্রুশ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**।

আক্রোশনীয়—নিন্দনীয়, ভর্ৎসনীয়, তিরস্কার্য; অভিশপ্তব্য, শাপ দিবার যোগ্য। আ—ক্রুশ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আক্লান্ত—১। ঈষৎ শ্রান্ত। আ (ঈষৎ) ক্লান্ত, প্রাদি। ২। অতিশয় ক্লান্ত। আ—ক্লম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আক্ষপাটিক—বিচারক; অক্ষদর্শক। অক্ষপট+ইক। বি; পুং।

আক্ষপাদ—১। নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রাভিজ্ঞ। আক্ষপাদ (ন্যায়শাস্ত্র)+অণ্ জানে অর্থে। বি; পুং। ২। ন্যায়শাস্ত্র। অক্ষপাদ (গৌতম)+অণ্ প্রণীতার্থে। বি; ক্লী।

আক্ষরিক—বর্ণসংক্রান্ত, অক্ষরসম্বন্ধীয়, অক্ষরানুযায়ী, প্রত্যক্ষর, প্রতিবর্ণের; শব্দশঃ, literal। অক্ষর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিকী**। **আক্ষরিক অনুবাদ**—সম্পূর্ণরূপে মূলানুযায়ী অনুবাদ, কোন ভাষায় যে যে শব্দ থাকে অন্য ভাষায় ঠিক সেই সেই শব্দের প্রতিশব্দপ্রদান, সম্যক্ ভাষান্তর, literal translation.

আক্ষার, -রণ, -রণা—পরপুরুষ অথবা পরস্ত্রীসংসর্গজন্য অপবাদ প্রদান। আ—ক্ষর+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব; আ—ক্ষর+ণিচ্+অনট্ ভাব; আ—ক্ষর+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

আক্ষারিত—অপবাদগ্রস্ত, ব্যভিচারদোষে অপবাদিত; দূষিত; নিন্দিত। আ—ক্ষর্+ণিচ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আক্ষিক—পাশাখেলাসংক্রান্ত, পাশাখেলা দ্বারা প্রাপ্ত। অক্ষ+ইক সম্বন্ধার্থে, অধিকৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আক্ষিপ্ত—যাহাতে আক্ষেপ জন্মিয়াছে এরূপ, দুঃখে অধীর; নিক্ষিপ্ত; অধঃক্ষিপ্ত; অবধূত; বাহিত; আকৃষ্ট, ভর্ৎসিত, নিন্দিত। আ—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আক্ষিপ্তচিত্ত—বিহ্বলচিত্ত, দুঃখে অধীর। বহু। বিণ।

আক্ষেটি—ব্যাধ, শিকারী। বাংপ্র। বি।

আক্ষেপ—বিলাপ, ক্ষোভ, খেদ; নিক্ষেপ; দ্রুতপ্রেরণ; বিন্যাস; আকর্ষণ; অপহরণ; তিরস্কার; অখ্যাতি; উপস্থিতি; শ্লেষ; হস্তপদাদির বিক্ষেপ, খেঁচুনি, convulsion; কাব্যের অলংকার বিঃ [বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত আপাততঃ প্রতীয়মান বিধি অথবা নিষেধ সহকারে উক্তি; যথা,—"হে প্রিয়তম! তোমার বিদেশ-গমনে আমি অধিককাল দুঃখ পাইব না; সুতরাং যদি যাও তবে আর আশঙ্কার প্রয়োজন নাই।" তোমার বিরহে আমি অধিককাল বাঁচিব না; সুতরাং তোমার যাওয়া উচিত নয়—এই কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে। এখানে গমন-ক্রিয়ার আপাততঃ বিধি মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে নিষেধই বুঝাইতেছে]। আ—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা, খেদ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

আক্ষেপক—১। খেদকারী; নিন্দাকারী, অপবাদ-কর্তা; বিক্ষেপক; তিরস্কারক। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**। ২। ব্যাধ; বাতরোগ বিঃ। আ—ক্ষিপ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

আক্ষোট, -ড়—আখরোট গাছ অথবা ফল। অক্ষোট, অক্ষোড় শব্দ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আখ—১। খননাস্ত্র, মাটি খুঁড়িবার যন্ত্র, খনিত্র, খন্তা। আ—খন্+ড করণ। বি, পুং। ২। আক, ইক্ষু। <ইক্ষু। বি।

আখচা-আখচি—আকচা-আকচি (তাহা দ্রঃ)।

আখজ, আখেজ, আখোজ—ঈর্ষ্যা, দ্বেষ; শত্রুতা; হিংসা, মনোমালিন্য। <আ 'অখেজ'। বি।

আখট, -টি, আখুট, -টি—শিশুদিগের আবদার, বায়না। <অখট্ট। বি।

আখড়বাজ—গোঁয়ার, কড়ামেজাজী, এক-গুঁয়ে। হি-মু। বিণ।

আখড়া মঠ, সন্ন্যাসীদের আবাসস্থান; নৃত্য গীত বাদ্য মল্লক্রীড়া প্রঃ অভ্যাসের স্থান, নাচ গান কুস্তি ইঃ শিখিবার আড্ডা। <অক্ষবাট। বি। **আখড়া দেওয়া**—গানবাজনার মহলা দেওয়া।

আখড়াই—সংগীতের প্রাথমিক অনুষ্ঠান, গৌরচন্দ্রিকা, অভিনয়াদির সূচনা; অভিনয়াদি অভ্যাস, মহলা, rehearsal. হি-মু। বি।

আখড়াধারী (-রিন্)—মঠাধ্যক্ষ, আখড়ার প্রধান কর্তা, ওস্তাদ। আখড়া (বাং)—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি, পুং বা বিণ।

আখণ্ডল—ইন্দ্র, সুরনাথ, সহস্রাক্ষ। আ—খনড্+ডল কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি, পুং। **আখণ্ডলের ফল**—কদলী বা নারিকেল।

আখতা—আকতা (তাহা দ্রঃ)।

আখন—খন্তা, শাবল প্রঃ। আ—খন্+ঘ করণ। বি, পুং।

আখনি—'আকনি' দ্রঃ।

আখনিক—১। তস্কর; মূষিক, ইঁদুর; শূকর। বি, পুং। ২। খনক, খননকারী। আ—খন্+ই কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী,

-নিকা। ৩। খন্তা, শাবল। আ—খন্ +ইক করণ। বি, পুং।

আখম্বা, আখাম্বা—স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘাকার, খুঁটির মত লম্বা, আছোলা, অতি-ভীষণ। আ (সদৃশ) খম্বা, খাম্বা (<স্তম্ভ), অব্যয়ী। বা·প্র। বিণ।

আখর—১। অক্ষর, বর্ণ, সংকেত, কীর্ত্তনের পদে গায়ককর্ত্তৃক সংযোজিত অতিরিক্ত পদ। <অক্ষর। ২। খননাস্ত্র, খনিত্র, খন্তা। আ—খন্+ডর করণ। বি; পুং। **আখর কাটা**—অক্ষরপাত করা; দাগ কাটা; লেখা। **আখর দেওয়া**—কীর্ত্তন গান করিবার সময় সংগীতের মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য পদের ভাবানুযায়ী অতিরিক্ত কথা সংযোজন করা।

আখরিয়া—লেখক, লিপিকারক, বিদ্বান্; কীর্ত্তনের পদে আখরদানে নিপুণ। আখর+ইয়া নিপুণার্থে। বা·প্র। বি বা বিণ।

আখরোট—একপ্রকার ফল, walnut <আক্ষোট। বি।

আখা—চুল্লী, উনান। <অস্তিকা। বি।

আখাড়া—১। আখড়া (তাহা দ্রঃ)। বি। ২। যাহা খাড়া নহে এরূপ। নয় খাড়া, নঞ্তৎ। বা·প্র। বিণ।

আখাত—স্বতঃ উৎপন্ন খাত, অকৃত্রিম জলাশয়। অখাত+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

আখাম্বা—'আখম্বা' দ্রঃ।

আখির—আখের (তাহা দ্রঃ)।

আখিরী—১। আখেরী (তাহা দ্রঃ)। বিণ। ২। বৎসরের হিসাব-নিকাশের শেষ সময়, জমিদারদের পুণ্যাহের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়। আ-মু। বি।

আখু—১। মূষিক, ইঁদুর; শূকর; তস্কর, কৃপণ বিঃ। আ—খন্+ডু কর্ত্তৃ। ২। দেবতাড়বৃক্ষ। আ—খন্+ডু কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

আখুজি—শত্রুতা ("আখুজি করিল বেনে তাহার কারণে"—কবিকঙ্কণ), দ্বেষ, মনোমালিন্য। <আ 'অখেজ'। বি।

আখুট, -টি—'আখট' দ্রঃ।

আখুটে, আক্খুটে—আবদেরে; উড়নচড়ে; অপব্যয়ী। আখুটি, আকখুটি+এ (<ইয়া)। বা·প্র। বিণ।

আখেজ—'আখজ' দ্রঃ। বি।

আখেটক—১। শিকারী, ভীতিকর। আ—খিট্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -টিকা। ২। মৃগয়া। আখেট+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

আখেটিক—১। শিকারী ব্যাধ, শিকারী কুকুর। আখেট+ইক নিপুণার্থে। বি; পুং। ২। মৃগয়া-সংক্রান্ত; মৃগয়াযোগ্য; মৃগয়াকারী; ভীতিজনক। আখেট+ইক যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -টিকী।

আখের—পরিণাম, শেষ, ভবিষ্যৎ। <আ 'আখির'। বি।

আখেরী—অন্তিম, শেষ। আখের+ঈ ভবার্থে। আ। বিণ।

আখেরীচাহার-শুম্বা—মুসলমান পর্বদিন বিঃ (হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পূর্বের বুধবার)। আ। বি।

আখ্যা—১। নাম, সংজ্ঞা, উপাধি। আ—খ্যা+অঙ্ করণ+আপ্। ২। কথন, উক্তি। আ—খ্যা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

আখ্যাত—১। বর্ণিত, কথিত, নির্দিষ্ট; ব্যাখ্যাত; আহূত; প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত; সূচিত। আ—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। (ব্যাকরণ) তিঙন্তপদ। বি, ক্লী।

আখ্যাতব্য—বক্তব্য, আখ্যেয়, কথনীয়। আ—খ্যা+তব্য কর্ম। বিণ।

আখ্যাতা (-তৃ)—বক্তা, উপদেশক, শিক্ষক, গুরু। আ—খ্যা+তৃচ্ কর্ত্তৃ। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

আখ্যান—১। কথন, উল্লেখ, বর্ণন। আ—খ্যা+অনট্ ভাব। ২। ইতিহাস, উপন্যাস; কাহিনী, কল্পিত বৃত্তান্ত, আখ্যায়িকা। আ—খ্যা+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী। ৩। নাম, পরিচয়। প্রা কপ্র। বি।

আখ্যানবস্তু—বর্ণনার বিষয়, theme. ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আখ্যাপত্র—গ্রন্থের প্রথমে যে পৃষ্ঠায় গ্রন্থের এবং গ্রন্থপ্রণেতার নামাদি লিখিত থাকে তাহা, title-page আখ্যাযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

আখ্যায়ক—বর্ণনাকারী, কথক; প্রচারক, প্রকাশক, সংবাদবাহক, বার্তাহর। আ—খ্যা+ণক কর্ত্তৃ। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী -য়িকা।

আখ্যায়িকা—১। কাহিনী। বি, স্ত্রী। ২। বর্ণনাকারিণী; প্রকাশিকা। আ—খ্যা+ণক কর্ত্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আখ্যায়ী (-য়িন্)—বর্ণনাকারী, কথক, বক্তা; আবেদনকারী (দূতাদি)। আ—খ্যা+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

আখ্যেয়—আখ্যাবিশিষ্ট, নামযুক্ত, কথনীয়, বাচ্য, বক্তব্য। আ—খ্যা+যৎ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -য়া।

আগ—১। অগ্র, প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ; অগ্রবর্তী, আগুয়ান; সর্বোচ্চ। বিণ। ২। অগ্রভাগ, শ্রেষ্ঠ অংশ; অগ্রবর্তিতা; খাদ্যাদি দ্বারা গ্রাম্য নারীদের শুভাশুভ গণনা; অগ্রিম আভাস; <অগ্র। বি। ৩। অগ্নি, আগুন। হি। বি। ৪। ওগো। প্রা কপ্র। অ। **আগ তোলা**—দেবপূজার উদ্দেশে কোন কিছু তুলিয়া রাখা; প্রথম ফল তোলা। **আগ বাড়ানো**—অগ্রসর হওয়া।

আগচ্ছমান—আগমনশীল, যে আসিতেছে এরূপ। আ—গম্+চানশ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

আগড়—গৃহের বংশাদিনির্মিত কপাট, ঝাঁপ; আটক, বেড়া। <অর্গল। বি।

আগড়বাগড়—নানাপ্রকার বাজে জিনিস; বাজে কাজ; আবোল-তাবোল কথা; আদাড়-বাদাড়। হি-মু। বি।

আগড়ম-বাগড়ম—১। বা-ভা, অতিতুচ্ছ, নগণ্য, বাজে, অকেজো। বিণ। ২। আবোল-তাবোল; বড় বড় কথা, চাল। বাংপ্র। বি।

আগডম-বাগডম, আগডুম-বাগডুম—আগডোম-বাগডোম (তাহা দ্রঃ)।

আগড়া—শস্যহীন ধান্য, চিটা, খোসাসার ধান। আগ+ড়া তুচ্ছার্থে। বা·প্র। বি।

আগড়ী, আগুড়ী—অগগামী, অগ্রসর, যাহা আগাইয়া আসে এরূপ। বা·প্র। বিণ।

আগডোম-বাগডোম—শিশুক্রীড়ার নিরর্থক শব্দ, অসংলগ্ন কথা, ঘোড়ার সাজ। বা·প্র। বি।

আগণা—অসংখ্য, অগণিত। নয় গণা, নঞ্তৎ। বা·প্র। বিণ।

আগত—১। উপস্থিত, যে আসিয়াছে এরূপ। আ—গম্+ক্ত কর্ত্তৃ। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত। আ—গম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আগতপ্রায়—আসন্ন, নিকটবর্তী, আসে-আসে এরূপ। প্রায় আগত, সুপ্। বিণ।

আগদড়ি—ঘোড়ার সামনের পায়ে বাঁধা দড়ি। ষষ্ঠীতৎ। বা·প্র। বি।

আগদুয়ার—বাহিরমহল, বহির্বাটী। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আগন্তুক—১। আকস্মিক; হঠাৎ উপস্থিত, অনিত্য-স্থায়ী, আগমনশীল, আগত। বিণ। ২। অতিথি; নবাগত ব্যক্তি। বি, পুং। ৩। আকস্মিক রোগ; শল্যভেদ। আগন্তু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

আগন্যাংলা—বড়, অগ্রজ; অগ্রগামী ভেড়া ('আগন্যাংলা যেদিকে যায়, পিছন্যাংলাও সেদিকে যায়'—প্রবচন)। বা·প্র। বি।

আগপাছু—অগ্রপশ্চাৎ; আগুপিছু। বাংপ্র। বি।

আগম—১। বেদাদি শাস্ত্র; সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্র; পুরাণাদি শাস্ত্র; তন্ত্রশাস্ত্র; শাস্ত্রজ্ঞান; লেখ্যাদি প্রমাণ, সাক্ষ্যপত্র, affidavit. আ—গম্+অপ্ করণ। বি; পুং বা ক্লী। ২। আগমন ('শীতাগম'); আমদানি, import; উপার্জন, আয়; উপদেশপরম্পরা; আশ্রয়। আ—গম্+অপ্ ভাব। বি; পুং। ৩। (ব্যাকরণ) প্রকৃতিপ্রত্যয়কে অবিকৃত রাখিয়া তন্মধ্যে অন্য বর্ণের প্রবেশ (যেমন,

ক্বিপ্‌ প্রত্যয়যোগে 'ত্‌' আগম ; বিশ্ব—জি+ক্বিপ্‌=বিশ্বজিৎ) ; ধারা, প্রবাহ। আ—গম্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। ৪। অগাধ, অথই। <অগম্য। প্রা কপ্র। বিণ।

আগমন—উপস্থিত হওয়া, আসা। আ—গম্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

আগম-নিয়ামক—যে রাজকর্মচারী বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করেন, Controller of Import. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আগমনী—অভ্যর্থনাসূচক গান, শরৎকালে দুর্গাদেবীর আগমন উপলক্ষে গীত গান। আগমন+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি।

আগমবাগীশ—তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের উপাধি বিঃ, তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আগমে বাগীশ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

আগম-শুল্ক-সমাহর্তা (-র্তৃ), **-হর্তা** (-র্তৃ)—বিদেশাগত পণ্যের উপর ধার্য শুল্কের আদায়কর্তা, Collector of Customs আগমের শুল্ক, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহার সমাহর্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আগর—১। অগ্রণী, আগুয়ান, সর্বোত্তম ; দক্ষ, পটু। <অগ্র। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। গৃহ ; খনি, আধার। <আগার বা আকর। ৩। ডালা। <আগল। ৪। কাঠাদিতে ছিদ্র করিবার যন্ত্র, তুরপুন, ভ্রমর। <ই 'auger'. বি।

আগরওয়ালা, -বালা—আগ্রা দিল্লী প্রঃ স্থানের বৈশ্য সম্প্রদায় বিঃ। আগর (আগ্রা) +বালা (ওয়ালা) নিবাসার্থে। হি-মু। বি।

আগরি—গৃহ, ঘর। <আগার। বি।

আগল—১। প্রধান, অগ্রসর, দক্ষ, নিপুণ ("তুমি বিবাদে আগল।"—বিজয়)। <অগ্র। প্রা কপ্র। বিণ। ২। অবরোধ, আটক ; আগড়, বাঁশের কপাট, ঝাঁপ, খিল, বেড়া ; পর্দা। <অর্গল। বি। **আগল কাটা**—ভিড় ঠেলিয়া আগে যাওয়া।

আগলদিঘল—১। লম্বাচওড়া। বিণ। ২। লম্বাচওড়া কথা। বাংপ্র। বি।

আগলনো, -লানো—রক্ষা করা, রক্ষার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা ; অধিকার করা, আলগা করা ; ঢাকনা খোলা। <'আগল'-নামধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

আগলা—মুক্ত, অনাবৃত, খোলা। <আলগা (<অলগ্ন)। বিণ।

আগলি—অগ্রভাগ, প্রথমাংশ ; সম্মুখের অংশ। <অগ্র। বি। **আগলি কাটা**—সকলকে পিছাইয়া অগ্রসর হওয়া ; ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া।

আগলিত—খলিত ; আমুক্ত ; অবনত। আ—গল্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আগলী—অগ্রবর্তী। <অগ্রণী। বিণ।

আগা—১। অগ্র, ধার ; বৃক্ষপত্রের প্রান্ত, apex ; উপরিভাগ ; ভাবী অবস্থা, পরিণাম <অগ্র। ২। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক ; আঘাত। <আঘাত। বি। ৩। মুসলমান ওমরাহ বিঃ ; কাবুলী, পাঠান। তু। বি।

আগাও—আগাম, অগ্রিম ; অগ্রে। <অগ্রিম। বিণ।

আগাকার, আগেকার—ডগার, অগ্রভাগের ; পূর্ববর্তী। আগা, আগে+কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আগাগোড়া—১। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত, আনুপূর্বিক সমস্ত। আগা-অবধিক গোড়া, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। ২। আগা ও গোড়া। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আগাছা—প্রয়োজনীয় গাছের পক্ষে অনিষ্টকর গাছ, কণ্টকাদির গাছ। আ (নঞ=অপ্রয়োজনীয়) গাছ, নঞ্‌তৎ+আ তুচ্ছার্থে। বাংপ্র। বি।

আগাড়—সম্মুখের, আগের ; অগ্রিম ; পশুর সামনের পায়ের ('—লাথি') ; সম্মুখের পায়ে বাঁধিবার ('— দড়ি')। হি-মু। বিণ।

আগাড়ী—১। অগ্রবর্তী, অগ্রগামী ('—লোক')। <অগ্রণী। বিণ। ২। অগ্রিমহিসাবে, আগাম। ক্রি-বিণ। ৩। 'আগাড়' (সকল অর্থে)। হি-মু। বিণ।

আগানো—অগ্রসর হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া। <'আগ'-নামধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

আগা-পাছতলা, -পাস্তলা, -পাস্তাড়া—আপাদমস্তক, মাথা হইতে পা পর্যন্ত। আগা। (<অগ্র)-অবধিক পাছতলা, পাস্তলা, পাস্তাড়া (<পদতল), মধ্যপ কর্মধা বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আগাম—১। অগ্রে, প্রথমে। ক্রি-বিণ। ২। দ্রব্যক্রয়াদি করিবার জন্য অগ্রে প্রদত্ত ('—অর্থ')। <অগ্রিম। বিণ।

আগামিক—আগামী, in-coming বাংপ্র। বিণ। বিপরীত শব্দ—**নির্গামিক**, outgoing.

আগামী (-মিন্‌)—ভবিষ্যৎ, ভাবী ; অব্যবহিত পরবর্তী। আ—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী**।

আগার—গৃহ, বাড়ি, আধার। অগার+অণ্‌ স্বার্থে। বি, ক্লী।

আগাল—শেষভাগ ('—খুদ') ; ডগা। আগা+ল স্বার্থে বা জাতার্থে। বাংপ্র। বি।

আগি—আগুন। <অগ্নি। বি।

আগিলা—অগ্রগামী, আগুয়ান ; প্রথমে উৎপন্ন ; পূর্বের ; উজানের ("বো যদি নাইতাম আগিলা ঘাটেতে, পিছনের ঘাটে নাইত")। প্রা কপ্র। বিণ।

আগ্নী—অগ্নিশর্মা, অতি ক্রুদ্ধ ("ঘরে গুরু তুরঙ্গম, ননদিনী আগ্নী।"—চণ্ডী)। <অগ্নি। বিণ।

আগু—১। অগ্রে, প্রথমে ("আগু গিয়া রাবণের গলে দিব ফাঁস।"—কৃত্তি)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ। ২। অগ্র, প্রথম। বি। ৩। অগ্রগামী, আগুয়ান। <অগ্র। বিণ।

আগুড়ী—'আগড়ী' তাহা দ্রঃ।

আগুন—১। অনল, অগ্নি, দুঃখের জ্বালা ; দুর্ভাগ্য ; ক্রোধাগ্নি, সর্বনাশ, বিনাশ। বি। ২। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, অগ্নিসংযুক্ত, ক্রুদ্ধ। <অগ্নি। বিণ। **আগুন উঠা, ওঠা**—আগুন বাহির হওয়া ; ঝগড়া হওয়া, তুমুল কাণ্ড বাধিয়া যাওয়া। **আগুন করা**—কয়লা কাঠ ইঃ জ্বালাইয়া আগুন প্রস্তুত করা। **আগুন দেওয়া**—অগ্নিসংযুক্ত করা, দগ্ধ করা, নষ্ট করা। **আগুন ধরা**—আগুন লাগা জ্বলা। **আগুন ধরানো**—আগুন জ্বালা, অগ্নিসংযোগ করা। **আগুন পোহানো**—শীতনিবারণের জন্য আগুনের তাপ লওয়া। **আগুন লাগা**—অগ্নিসংযুক্ত হওয়া, গোলযোগ হওয়া, ধ্বংস হইতে আরম্ভ করা। **আগুন লাগানো**—অগ্নিসংযোগ করা, উত্তেজিত করা ; ধ্বংস করা ; তুমুল ঝগড়া বাধানো। **আগুন হওয়া**—খুব রাগিয়া যাওয়া ("আগুন হয়ে বাপ, বারে বারে দিলেন অভিশাপ।"—রবীন্দ্র) ; ঘর প্রঃ পুড়িয়া যাওয়া ('ওপাড়ায় আগুন হইয়াছে'), অত্যন্ত গরম হওয়া, অত্যন্ত বেশী দর হওয়া, দাম খুব বাড়িয়া যাওয়া ('জিনিসপত্র আগুন হইয়া উঠিল')। **মুখে আগুন**—মৃত্যুকামনাসূচক গালিবাক্য।

আগুন-কপালে—যাহার অদৃষ্টে আগুন অর্থাৎ অগ্নিদাহবৎ মহাকষ্ট এরূপ, দুরদৃষ্ট। আগুনদগ্ধ কপাল, মধ্যপ কর্মধা+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে বাংপ্র। বিণ।

আগুনি—অগ্নি, বহ্নি ; যন্ত্রণা ; দাহ। <অগ্নি। কপ্র। বি।

আগুপাছু, -পাছ, -পিছু—১। সম্মুখে ও পশ্চাতে। ক্রি-বিণ। ২। ভূত-ভবিষ্যৎ ; অগ্রপশ্চাৎ, কারণ ও কার্যের বিষয়। <অগ্রপশ্চাৎ। বি।

আগুয়ান—অগ্রসর, অগ্রে গমনকারী। <অগ্রযান। বিণ।

আগুরী—হিন্দু জাতি বিঃ ; উগ্রক্ষত্রিয় জাতি। <উগ্র। বি।

আগুলানো—আগলনো (সকল অর্থে)। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

আগুল্‌ফ—গোড়ালি পর্যন্ত। গুল্‌ফ পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আগুল্‌ফলম্বিত—গুল্‌ফ পর্যন্ত লম্বমান,

গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলানো। আগুল্ফ লম্বিত, সুপ্। বিণ।

আগুসর—অগ্রসর, অগ্রগামী। <অগ্রসর। কপ্র। বিণ।

আগুসরি, -সরে—অগ্রসর হইয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

আগুসার—অগ্রগামী, আগুয়ান। <অগ্রসর। কপ্র। বিণ।

আগে—১। প্রথমে, অগ্রে, পূর্বে; সম্মুখে; অতঃপর। <অগ্র। ক্রি-বিণ। ২। প্রথম। বিণ। ৩। ফিরিয়া আয়। 'আয় গিয়ে' হইতে জাত। প্রা কপ্র। ক্রি। **আগে পাছে**—সম্মুখে ও পশ্চাতে; পূর্বে ও পরে।

আগেকার—'আগাকার' দ্রঃ।

আগেভাগে—সর্বাগ্রে, সকলের প্রথমে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আগো—ওগো, সম্বোধনসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

আগোছালো—যাহা গোছালো নয় এমন, শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যহীন। বাংপ্র। বিণ।

আগোল—আলি বা নির্দিষ্ট সীমাদ্বারা আবদ্ধ খণ্ড খণ্ড ধানজমি। বাংপ্র। বি।

আগোলদার—পাকা ধানের রক্ষক। বাংপ্র। বি।

আগ্নিক—অগ্নিসম্বন্ধীয়। অগ্নি+ইক। বিণ।

আগ্নেয়—অগ্নিজাত, অগ্নিসম্বন্ধীয়, অগ্নিগর্ভ, অগ্নিমান্; অগ্নিসংসৃষ্ট; অগ্ন্যুৎপাদক; অগ্নিচালিত; অগ্নিবর্ধক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্; অত্যধিক তাপে গলিত হইয়া উৎপন্ন, igneous ('—শিলা')। অগ্নি+এয় উৎপন্নার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে, বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী

আগ্নেয়-গিরি, -পর্ব(র্ব্ব)ত—যে পর্বত হইতে মধ্যে মধ্যে ধূম অগ্নিশিখা ধাতুনিঃস্রব কর্দমাদি নির্গত হয় তাহা, volcano. কর্মধা। বি; পুং।

আগ্নেয়-প্রস্তর, -শিলা—অগ্নি দ্বারা দ্রব হইবার পরে শীতল হইয়া বর্তমান রূপধারী প্রস্তর, igneous rock, অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর, চকমকি পাথর। কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

আগ্নেয়াস্ত্র—অগ্নিবর্ষী যন্ত্র, কামান বন্দুক প্রঃ [বর্তমান কালের কামান বন্দুক প্রঃর ন্যায় শতঘ্নী নামে একপ্রকার ভয়ানক আগ্নেয় অস্ত্র পুরাকালে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন গ্রন্থে ইহা 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'একঘ্নী' বা 'পাশুপত' নামেও উক্ত হইয়াছে]। আগ্নেয় অস্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

আগ্রন্থন—গাঁথা; বন্ধন। আ—গ্রন্থ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী। বিণ, -থিত।

আগ্রহ—সবিশেষ ব্যগ্রতা, ঝোঁক; অভিনিবেশ, অতিযত্ন; আক্রমণ; অনুগ্রহ; সাহায্য; ক্ষমতা; গ্রহণ; মনঃসংযোগ; আসক্তি, প্রবৃত্তি; অতিক্রম। আ—গ্রহ্+অপ্ ভাব। বি; পুং।

আগ্রহাতিশয়, -শয্য—অতিশয় আগ্রহ, অত্যন্ত জেদ। আগ্রহের অতিশয়, আতিশয্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

আগ্রহান্বিত—আগ্রহসম্পন্ন; যত্নবান্। আগ্রহদ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আগ্রহায়ণী—অগ্রহায়ণমাসের পূর্ণিমা; মৃগশিরা নক্ষত্র। অগ্রহায়ণ+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আঘট্টন—আলোড়ন; আঘাত; কম্পন, সঞ্চালন। আ—ঘট্ট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আঘট্টিত—আলোড়িত; সঞ্চালিত, স্পৃষ্ট। আ—ঘট্ট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আঘন—অগ্রহায়ণ মাস। প্রা কপ্র। বি।

আঘাট—কুঘাট। আ (নঞ—মন্দ) ঘাট, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি।

আঘাটা—অঘাট, ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান; যে ঘাট আর কেহ ব্যবহার করে না। আঘাট+আ তুচ্ছার্থে। বাংপ্র। বি।

আঘাত—প্রহার, হনন, চোট, কোপ, কর্তন, তাড়ন। আ—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

আঘাতক—প্রহারক, আঘাতকারী। আ—হন্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -তিকা।

আঘাতন—আঘাতদান, আহনন, তাড়না। আ—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [কবিপ্র—**আঘাতি**—আঘাত করি। **আঘাতিতে**—আঘাত করিতে ("নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।"—মাইকেল)। **আঘাতিব**—আঘাত করিব। **আঘাতিল**—আঘাত করিল, মারিল।]

আঘাতসহ—প্রহার সহ্য করিতে সমর্থ; যাহাতে আঘাত করিলে ভগ্ন না হইয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয় এরূপ, malleable (ধাতু প্রঃ)। উপতৎ; আঘাত—সহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

আঘাতিত—যাহাকে আঘাত করা হইয়াছে এমন। আ—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আঘাতে—আঘাতকারী, প্রহারক; দারুণ। আঘাত+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

আঘাতী (-তিন্)—১। আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। আঘাত+ইন্ আছে অর্থে। ২। আঘাতক, আঘাতকারী। আ—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -তিনী।

আঘাবিঘা—বাধা, প্রতিবন্ধক। আঘা (<আঘাত) এবং বিঘা (<বিঘ্ন), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আঘাসা—ঘাসের মত দেখিতে আগাছা, বাজে ঘাস। আ (নঞ—বাজে) ঘাস, নঞ্তৎ+আ তুচ্ছার্থে। বাংপ্র। বি।

আঘূর্ণন—১। ঘূর্ণিত হওয়া, চাকার মত ঘোরা; পরিভ্রমণ। আ—ঘূর্ণ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পরিভ্রামণ, ঘোরানো। আ—ঘূর্ণ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আঘূর্ণিত—ঈষদ্‌ঘূর্ণিত; ভ্রামিত। আ—ঘূর্ণ্ (বা ঘূর্ণ্+ণিচ্)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

আঘোষিত—প্রচারিত; শব্দিত। আ—ঘুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আঘ্রাণ—১। নাসিকা দ্বারা গন্ধগ্রহণ, শোঁকা। আ—ঘ্রা+অনট্ ভাব। ২। গন্ধ; সৌরভ; তৃপ্তি। আ—ঘ্রা+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

আঘ্রাত—১। যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ; আক্রান্ত। আ—ঘ্রা+ক্ত কর্ম। ২। সন্তুষ্ট; অতিক্রান্ত। আ—ঘ্রা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আঘ্রায়ক—আঘ্রাণকারী, গন্ধগ্রহণকারী। আ ঘ্রা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

আঙ্—১। অল্পতা অভিব্যাপ্তি সীমা সাকল্য প্রঃর সূচক 'আ' এই উপসর্গ। ২। অঙ্গ, অঙ্গার, কয়লা। 'অঙ্গ' বা <অঙ্গার। বি। ৩। অর্ধদগ্ধ, আধপোড়া; কাঁচা। <আম। বিণ।

আঙট—১। সমগ্র, অখণ্ডিত, গোটা। <অখণ্ড। বিণ। **আঙট পাত**—কলাগাছের অখণ্ড পত্র বা আগ পাতা। ২। স্ত্রীলোকদিগের পদাঙ্গুলির অঙ্গুরীয়। <অঙ্গুষ্ঠী। বি।

আঙটা—'আংটা' দ্রঃ।

আঙন—আঙিনা। <অঙ্গন। বি।

আঙরা, আঙার—১। অর্ধদগ্ধ কাঠ, কয়লা। বি। ২। (জ্বলন্ত কয়লার মত) রক্তবর্ণ, লাল। <অঙ্গার। বিণ।

আঙরাখা—দেহাবরণ, ছোট জামা; কবচ। <অঙ্গরক্ষা। বি।

আঙলানো—আঙুল দ্বারা সঞ্চালন, আঙুল দিয়া ঘাঁটা। <'আঙুল'-নামধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

আঙা—আধপোড়া; রক্তবর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

আ,ঙার—'আঙরা' দ্রঃ।

আঙিনা—চত্বর, উঠান। <অঙ্গন। বি।

আঙিয়া—উঠান; ছোট জামা, আঁটসাঁট জামা, কাঁচুলি। <অঙ্গিকা। বি।

আঙুর—দ্রাক্ষাফল। <ফা 'অঙ্গুর'। বি।

আঙুল—অঙ্গুলি। <অঙ্গুল। বি।

আঙুল ফুলে কলাগাছ—দরিদ্রাবস্থা হইতে হঠাৎ ধনী হওয়া। **আঙুল**

মটকানো—আঙুল টানিয়া বা মোচড় দিয়া মট মট শব্দ করা।

আঙুলহাড়া—অঙ্গুলিজাত ফোটক, আঙুলে উৎপন্ন ফোড়া, whitlow. আঙুল —হাড় (ব্যাপ্ত করা)+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

আঙেঠি—আগুন রাখিবার পাত্র; লোহার তোলা উনুন; কর্মশালার আগুন। হি-মু। বি।

আঙোট—আঙট (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্ক—'ঙ্ক' এই যুক্তবর্ণ। বাংপ্র। বি।

আঙ্কফলা—ক-কারাদি বর্ণের সহিত ঙ ঞ ণ ন ম বর্ণের যোগে গঠিত বর্ণমালা, সংযুক্ত বর্ণ। বাংপ্র। বি।

আঙ্কুশিক—অঙ্কুশধারী, অঙ্কুশচালক। অঙ্কুশ+ইক আছে অর্থে। বি, পুং।

আঙ্গ—অঙ্গসম্বন্ধীয়, দৈহিক; নাটকাঙ্গ-সংক্রান্ত, বেদাঙ্গসম্বন্ধীয়। অঙ্গ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ঙ্গী**।

আঙ্গট—'আঙট' দ্রঃ।

আঙ্গটা—আংটা' দ্রঃ।

আঙ্গটি—আংটি (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গরা—'আঙরা' দ্রঃ।

আঙ্গরাখা—আঙরাখা (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গলানো—আঙলানো (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গা—আঙা (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গার—১। অঙ্গাররাশি, কয়লা-সমূহ। অঙ্গার+অণ্ সমূহার্থে। বি, ক্লী। ২। অঙ্গারসম্বন্ধীয়। অঙ্গার+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আঙ্গার্য(র্য্য)স্তর—(ভূ তত্ত্ব) ভূ-গর্ভের পঞ্চম জাতীয় মৃৎস্তর; carboniferous formation. আঙ্গার্য (অঙ্গার-ঘটিত) স্তর, কর্মধা। বি; পুং।

আঙ্গিক—১। অঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন, অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সূচিত, নটনটীদিগের অঙ্গ-নিষ্পন্ন ভাবব্যঞ্জক (ভ্রূবিক্ষেপাদি)। অঙ্গ+ইক কৃতার্থে। ২। অঙ্গজাত; অঙ্গসম্বন্ধীয়। অঙ্গ+ইক উৎপন্ন বা সম্বন্ধীয় অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**। ৩। কৌশল, পদ্ধতি, technique. বাংপ্র। বি।

আঙ্গিনা—আঙিনা (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গিয়া—আঙিয়া (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গিরস—১। অঙ্গিরা মুনির পুত্র, বৃহস্পতি, দেবগুরু। অঙ্গিরস্+অণ্ অপত্যার্থে। ২। গোত্র বিঃ। অঙ্গিরস্+অণ্ গোত্রার্থে। বি; পুং।

আঙ্গুটি—আংটি (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গুঠি—আঙুল-ঠুলি, সূচ যাহাতে বিঁধিয়া না যায় এজন্য যে অঙ্গুলিত্রাণ পরা হয় তাহা। <অঙ্গুলিত্র। বি।

আঙ্গুর—আঙুর (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গুরী—১। আঙুল ঠুলি, আঙুঠি। বি। ২। আঙ্গুরজাত, আঙুরের ('হায় সখি, এ আঙুরী খুন'—নজরুল)। বাংপ্র। বিণ।

আঙ্গুল—আঙুল (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গুলহাড়া—আঙুলহাড়া (তাহা দ্রঃ)।

আঙ্গোট—আঙট (তাহা দ্রঃ)।

আচকা—১। হঠাৎ, আন্দাজমত। ক্রি-বিণ। ২। অগণিত, অপরিমিত। বাংপ্র। বিণ।

আচকান—জামা বিঃ, চাপকানের মত একধরনের জামা। ফা মু। বি।

আচঞ্চল—ঈষৎ চঞ্চল, অল্প বিচলিত। আ (ঈষৎ) চঞ্চল, প্রাদি। বিণ।

আচমকা—হঠাৎ, অ ত র্কি ত ভা বে; আচম্বিতে। <আচনক। ক্রি-বিণ।

আচমন—ভোজনের পরে জলদ্বারা হস্তমুখ-প্রক্ষালন, আঁচানো; সন্ধ্যাবন্দনাদির পূর্বে হস্তদ্বারা মুখে তিন বার জল দিয়া ওষ্ঠ নাসিকা চক্ষু কর্ণ প্রঃ অষ্ট অঙ্গে হস্ত-স্পর্শ করা। আ—চম্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আচমনক—নিষ্ঠীবনপাত্র, পিকদানি, ডাবর। আচমনের ক (জল) আছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

আচমনীয়—মুখপ্রক্ষালনের জল; যাহা খাইলে আঁচাইতে হয় তাহা, ভক্ষ্যদ্রব্য। আ—চম্+অনীয় করণ, কর্ম। বি; ক্লী।

আচম্বা—সহসা, অতর্কিতভাবে, হঠাৎ। <অসম্ভব। ক্রি-বিণ।

আচম্বিত—চঞ্চল, সংক্ষুব্ধ, অতর্কিত। <অসম্ভাবিত। বিণ।

আচম্বিতে—অতর্কিতভাবে, সহসা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আচয়—সংগ্রহ। আ-চি+অচ্ ভাব। বি, পুং।

আচর—আঁচল, বস্ত্রপ্রান্ত ("ক্ষণে আচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর।"—বিদ্যা)। <অঞ্চল। প্রা কপ্র। বি।

আচরণ—অনুষ্ঠান; আচার-ব্যবহার, চাল-চলন; রীতি। আ—চর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আচরণীয়—অনুষ্ঠেয়; যাহা করা উচিত এমন; ব্যবহার্য, পাঙ্‌ক্তেয়। আ—চর্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আচরা—আচরণ করা। কপ্র। ক্রি।

আচরিত—১। আচরণ, অনুষ্ঠান। আ—চর্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। কৃত; ব্যবহৃত, অনুষ্ঠিত। আ—চর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আচষা—অকৃষ্ট, পতিত। নয় চষা, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আচাভুয়া, -ভুয়ো—অদ্ভুত, আশ্চর্য; নির্বোধ; হতবুদ্ধি, বিহ্বল। <আশ্চর্যভূত। বিণ।

আচার—১। চালচলন; স্নান আচমনাদি ব্যবহার; শিষ্টাচার, ভদ্রতা; নিষ্ঠা; সংস্কার ('স্ত্রী-আচার'); রীতি, চরিত্র। আ—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। তৈল-সর্ষপাদিযোগে জারিত আম্রাদি ফল ('জলপাইয়ের —')। <'achar'. বি।

আচারচ্যুত—সদাচারভ্রষ্ট। ৫মীতৎ। বিণ।

আচারনিষ্ঠ—সদাচারপরায়ণ, শাস্ত্রবিহিত আচারে শ্রদ্ধাবান্। আচারে (সদাচারে) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

আচারবান্ (-বৎ)—নিয়মবান্, আচার-বিশিষ্ট, সদাচারী। আচার+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**বতী**।

আচারবিচার—ধর্ম বা শাস্ত্রসংগত বিধি-নিষেধ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আচারবিরুদ্ধ, -বিরোধী (-ধিন্)—সামাজিক প্রথার বিরোধী, প্রচলিত নিয়মের বিপরীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আচারবিহীন, -হীন—অসদাচার, সদা-চারভ্রষ্ট, সদাচারবর্জিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

আচারব্যবহার—রীতিনীতি, আচার-পদ্ধতি, স্বকৃত অনুষ্ঠানাদি ও অন্যের সহিত আচরণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আচারভ্রষ্ট—যাহার আচার ভাল নয় একরূপ, সদাচারবর্জিত। ৫মীতৎ। বিণ।

আচারী (-রিন্)—১। সদাচারী। আচার+ইন্ আছে অর্থে। ২। আচরণ-কারী, অনুষ্ঠানকর্তা। আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রিণী**।

আচার্য(র্য্য)—শিক্ষাগুরু, বেদাধ্যাপক; শাস্ত্রাধ্যাপক; বৈদিকমন্ত্রব্যাখ্যাকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, পুরোহিত, দেবপূজক, ব্রাহ্মণজাতি বিঃ, গ্রহবিপ্র, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ; যিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পরিচালনা করেন। আ—চর্+ণ্যৎ কর্তৃ। বি, পুং।

আচার্যা(র্য্যা)—শিক্ষাদাত্রী; শিক্ষা-দায়িনী। আচার্য+আপ্। বি; স্ত্রী।

আচার্যা(র্য্যা)নী—আচার্যপত্নী, গুরুপত্নী। আচার্য+আনীপ্ (পত্নীবিধেয়)। বিণ; স্ত্রী।

আচালা—অপরিষ্কৃত, আছাঁকা, যাহা ধান্য বা অঙ্গারাদি হইতে পৃথক্ করা হয় নাই একরূপ (খই বালি প্রঃ)। আ (নয়) চালা, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আচিত—১। সঞ্চিত, একত্র সন্নিবেশিত; গ্রথিত, গুম্ফিত। আ—চি+ক্ত কর্ম। ২। আচ্ছন্ন, আকীর্ণ, ব্যাপ্ত। আ—চি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আচোট—অকৃষ্ট, যাহা চষা হয় নাই এরূপ, অচষা; অনাহত। আ (লাগে নাই) চোট (লাঙ্গলের আঘাত) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

আচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত, ঢাকা, বিহ্বল, অভিভূত, অচৈতন্য; ব্যাপ্ত। আ—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আচ্ছা—১। স্বীকৃতি; অঙ্গীকার প্রঃ সূচক শব্দ। <অস্তু। অ। ২। উৎকৃষ্ট, অতিশয়, বিলক্ষণ; অশ্রদ্ধেয়; বিরক্তিকর। হি। বিণ। **আচ্ছা বেশ**—তাহা হইলে; যেমন তাহাই হইল ভালই।

আচ্ছাদ, -দন—১। আবরণ, পরিধান, পরা। আ—ছদ+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। ২। ঢাকনি; বস্ত্র; ছাউনি। আ—ছদ্+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ করণ। বি, পুং, স্ত্রী।

আচ্ছাদক—আচ্ছাদনকারী, আবরক; আবর্তক। আ—ছদ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**। **আচ্ছাদক তন্তু**—(শারীরবিদ্যা) যে তন্তু (tissue) দ্বারা শরীরের (চর্মের উপরাংশ প্রঃ) অনাবৃত অংশ আবৃত থাকে তাহা, epithelial tissue

আচ্ছাদন—'আচ্ছাদ' দ্রঃ।

আচ্ছাদনীয়—আচ্ছাদনযোগ্য, আবরণীয়। আ—ছদ্+ণিচ+অনীয় কর্ম। বিণ।

আচ্ছাদিত—আবৃত, ঢাকা, ছাওয়া, ছাদওয়ালা। আ—ছদ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আচ্ছাদ্য—আচ্ছাদনীয়, আবরণীয়। আ—ছদ+ণিচ+যৎ কর্ম। বিণ।

আচ্ছিন্ন—যাহা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ, অস্ত্রাদি দ্বারা কর্তিত, সবলে গৃহীত, বিচ্ছিন্ন। আ ছিদ্+ক্ত কর্মবা। বিণ।

আচ্ছুরিত—ক্ষত, নখাদি দ্বারা আহত, আঁচড়ানো, মাখানো, লেপিত, মর্দিত। আ—ছুর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আছড়া—পগলা, ছড়া, শস্যাদির আঁটি, ছিটা ('জলের —')। বাংপ্র। বি।

আছড়া-আছড়ি—বার বার আছাড়, আছাড়-পাছাড়। বাংপ্র। বি।

আছড়ানো—আছাড় দেওয়া, বলপূর্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

আছনু—ছিলাম ("আছনু অবগাহি সংসার-ধেয়ানে।"—মাধব দাস)। প্রা কপ্র। ক্রি।

আছয়, -ছয়ে, -ছএ, -ছিয়ে, -ছিএ—আছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

আছল—ছিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আছা—থাকা, বাঁচিয়া থাকা, বাস করা; হাজির থাকা; সহায় হওয়া; অবৈধপ্রণয়ে লিপ্ত থাকা; অবস্থা-বিশেষে থাকা, হওয়া। < 'অস্'-ধাতু। ক্রি।

আছাঁকা—যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ, অপরিষ্কৃত। আ (নয়) ছাঁকা, নঞ্-তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আছাঁটা—অকর্তিত, অপরিষ্কৃত; যাহা কাড়া বা ছাঁটা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) ছাঁটা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আছাড়—সবলে ভূমিতে পাতন, নিক্ষেপ, সহসা মাটিতে পড়িয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি। **আছাড় খাইয়া পড়া**—অতিশয় শোক বা দুঃখের জন্য ভূমিতে লুণ্ঠিত হওয়া। **আছাড় খাওয়া**—পদস্খলন-জনিত ভূপতন।

আছাড়-কাছাড়, -পাছাড়, -পিছাড়, -বিছাড়—বার বার মাটিতে পড়া; অত্যন্ত ছটফট করা। প্রাদে। ক্রি।

আছানা যাহা ছানিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ। আ (নয়) ছানা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আছাপা—অমুদ্রিত, যাহা ছাপা হয় নাই এরূপ, অগুপ্ত, প্রকাশিত। আ (নয়) ছাপা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আছিদ্দর—দোষহীন, ত্রুটিহীন, দুষ্ট, শঠ, প্রগল্ভ। < অচ্ছিদ্র। প্রা কপ্র। বিণ। বি, **-দরি**।

আছিদরী—অসতী। প্রা কপ্র। বিণ।

আছিল—ছিল। বাংপ্র। ক্রি।

আছুক—থাকুক। কপ্র। ক্রি।

আছোলা—অপরিষ্কৃত, অমার্জিত, অমসৃণ, কর্কশ, গ্রন্থ্যাদিযুক্ত, গাঁটযুক্ত ('— বাঁশ')। আ (নয়) ছোলা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আজ ১। অদ্য, আজি, এই দিন, এই দিনে, অধুনা। < অদ্য। অ। **আজ নগদ কাল বাকী**—জিনিসের দাম বাকী রাখিয়া অর্থাৎ ধারে জিনিস বিক্রয় করা হয় না। **আজ নয় কাল**—দেরি, দীর্ঘসূত্রতা। **আজ বাদে কাল**—নিকট ভবিষ্যতে, শীঘ্র। ২। অজ-সম্বন্ধীয়, ছাগসম্বন্ধীয়, ছাগমাংসাদিনির্মিত (ভক্ষ্যদ্রব্য)। অজ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-জী**।

আজকার—অদ্যতন, অদ্যকার। আজ+কার। বাংপ্র। বিণ।

আজকাল—অদ্য অথবা কল্য, দুই-এক দিনের মধ্যেই; ইদানীম, এক্ষণে, এখন। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। অ।

আজকালকার, -কালের -এখনকার, বর্তমান সময়ের, ইদানীন্তন। আজকাল+কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আজকে—আজ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আজগবী, -গুবী—হঠাৎ আগত, আচম্বিতে সংঘটিত; আচমকা প্রাপ্ত; অতি বিস্ময়কর, অদ্ভুত, বিশ্বাসের অযোগ্য, উদ্ভট, বাজে। ফা-মূ। বিণ।

আজগৈবিক—আজগুবি। আজগব (অদ্ভুত)+ইক সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আজড়ানো—আজাড় করা, (পাত্রাদি) রিক্ত বা খালি করা; কাপড় ছাড়া, বস্ত্রান্তর গ্রহণ করা। <হি 'উজাড়'। ক্রি [, বি]।

আজন—১। অঞ্জন, কাজল। <অঞ্জন। ২। আজনাই, চক্ষুরোগ বিঃ। <অঞ্জনী। বি।

আজনই, -নাই—একপ্রকার সরীসৃপ, গিরগিটি; চক্ষুরোগ বিঃ। আঞ্জনি। <অঞ্জনিকা। বি।

আজন্ম—জন্মাবধি, জন্মক্ষণ হইতে; যাবজ্জীবন, আজীবন। জন্ম অবধি এই অর্থে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজন্মকাল—জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, যাবজ্জীবন। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজব—অদ্ভুত, আশ্চর্য। <আ 'অজব'। বিণ।

আজব-ঘর—আশ্চর্যগৃহ, জাদুঘর, museum. কমধা। বি।

আজবোজ—অবুঝ, বোকা। <অবোধ। বিণ।

আজল—মূর্খ, বোকা। প্রাদে। বিণ।

আজলী—নেকী। প্রা কপ্র। বিণ।

আজা—মাতামহ, মাতার পিতা। <আর্যক। বি।

আজাড়—১। মোচন; অবসর, শূন্যত্ব। বি। ২। দ্রব্যশূন্য, খালি, নিঃশেষ। <হি উজাড়'। বিণ

আজাদ—১। স্বাধীন ব্যক্তি। বি। ২। স্বাধীন, মুক্ত; খালি। ফা। বিণ।

আজাদি—স্বাধীনতা। ফা। বি। বিণ, **-দী**।

আজান, আ'যান—মুসলমানদের নমাজের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। <আ 'অজ্জান'। বি।

আজানত—অজানায়। আ (নয়) জানত, নঞ্তৎ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আজানা—অজ্ঞাত, অনবগত; অপরিচিত। আ (নয়) জানা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আজানু—জানুদেশ পর্যন্ত, হাঁটু পর্যন্ত। জানু পর্যন্ত এই অর্থে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজানুলম্বিত—জানুদেশপর্যন্ত লম্বমান, হাঁটু পর্যন্ত ঝুলানো। আজানু লম্বিত, সুপ্‌। বিণ।

আজানুলম্বিতবাহু—যাহার বাহু জানু-

দেশ পর্যন্ত লম্বমান এরূপ, দীর্ঘবাহু। আজানু-লম্বিত বাহু যাহার, বহু। বিণ।

আজা-মৌজা—যথেচ্ছ ; খামখেয়ালী। হি-মু। বিণ।

আজি—১। অদ্য, এই দিন ; এই দিনে। <অদ্য। ক্রি-বিণ। ২। মাতামহী। আজা + ই।

আজিকার—বর্তমান দিনের, আজকার। আজি + কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আজিকালি—আজকাল। আজি ও কালি, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আজিকে—আজ, অদ্য। <অদ্য। ক্রি-বিণ।

আজিমা, -জীমা—আইমা, দিদিমা, মাতামহী। <'আর্যিকা'-মাতৃ। বি।

আজী—মাতামহী, দিদিমা। আজা + ঈ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

আজীব—প্রাণধারণ করিবার উপায়। আ—জীব্ + ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

আজীবন—১। যাবজ্জীবন, চিরজীবন। জীবন ব্যাপিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। প্রাণধারণোপায়, জীবিকা। আ—জীব্ + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

আজীব্য—১। সহায় ; উপজীব্য, জীবিকা-নির্বাহের অবলম্বন। আ—জীব্ + ণ্যৎ অধি, করণ। বিণ। ২। জীবিকা, আজীবন। আ—জীব্ + ণ্যৎ করণ। বি ; ক্লী।

আজু—১। অবৈতনিক ভৃত্য, বেতন বিনা কার্যকারী। <আজ্। ২। আজ, অদ্য ("আজু আঁধিয়ারা শাওন রাতিয়া"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। অ।

আজুক—১। অদ্যতন, আজিকার ("কি কহব রে সখি আজুক বিচার"—বিদ্যা)। বিণ। ২। আজিকে, অদ্য। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

আজুল, -জুলী—আজল, বোকা ; সরল ; বাউল বা বাতুল। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

আজে-বাজে—তুচ্ছ ; বিভিন্ন। বাংপ্র। বিণ।

আজ্জানো—গাছ পোতা ; বপন করা, রোপণ করা। <আবজা (<আবাদ)। ক্রি, [বি, বিণ।]

আজ্জার—যে জমি জলে ডুবিয়া যায় না এমন, উঁচু জায়গা। অসং। বিণ।

আজ্ঞপ্ত—আদিষ্ট ; অনুমতিপ্রাপ্ত। আ—জ্ঞা + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আজ্ঞপ্তি—আজ্ঞা। আ—জ্ঞা + ণিচ্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আজ্ঞা—১। আদেশ, অনুমতি। আ—জ্ঞা + অঙ্ ভাব + আপ্। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দশমস্থান। আ—জ্ঞা + অঙ্ অধি + আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। মান্য ব্যক্তির কথায় সাড়া। বাংপ্র। অ।

আজ্ঞাকর্তা (-কর্তৃ), -কর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—আদেশ-প্রদানকারী, আজ্ঞাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-কর্ত্রী, -কর্ত্ত্রী**।

আজ্ঞাকারিতা—আদেশপালন, বাধ্যতা। আজ্ঞাকারিন্ + তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

আজ্ঞাকারী (-কারিন্)—আদেশদাতা ; অন্যের আদেশানুসারে কর্মকারী, আজ্ঞাবহ। উপতৎ ; আজ্ঞা—কৃ + ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

আজ্ঞাক্রমে, -নুক্রমে—আদেশ অনুসারে, হুকুমানুযায়ী। আজ্ঞার ক্রম, অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আজ্ঞাচক্র—(তন্ত্রশাস্ত্র) ষট্চক্রান্তর্গত ষষ্ঠ চক্র। আজ্ঞাখ্য চক্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

আজ্ঞাধীন—আদেশের অধীন, আদেশানুবর্তী, আদেশপালক। আজ্ঞার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞানুগত—আজ্ঞাধীন (তাহা দ্রঃ)। আজ্ঞার অনুগত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞানুবর্ত(র্ত্ত)ন, -বর্তি(র্ত্তি)তা—হুকুম মানা, আদেশ মত চলা। ৬ষ্ঠীতৎ ; (২য় পক্ষে) আজ্ঞানুবর্তিন + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আজ্ঞানুবর্তী (বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্),—আদেশমত কার্যকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী **-বর্তিনী**।

আজ্ঞানুযায়ী (-যায়িন্)—১। আজ্ঞানুসারে কার্যকারী, আদেশপালক ; আদেশানুরূপ। আজ্ঞার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী**। ২। আদেশ অনুসারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আজ্ঞানুরূপ—আদেশমত, আদেশানুযায়ী। আজ্ঞার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞানুসারী (-সারিন্)—আজ্ঞানুযায়ী ; আদেশপালক। আজ্ঞার অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সারিণী**। বি, **-সারিতা**।

আজ্ঞানুসারে—আদেশক্রমে, হুকুমমত। আজ্ঞার অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আজ্ঞাপক—আজ্ঞাদাতা, আদেশপ্রদানকারী ; শাসনকর্তা ; নিয়োগকর্তা। আ—জ্ঞা + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

আজ্ঞাপত্র, -লিপি—আদেশপত্র, হুকুমনামা ; সরকার-নিয়ন্ত্রিত বস্তুক্রয়ের অনুমতি-পত্র, permit. আজ্ঞাসূচক পত্র, লিপি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আজ্ঞাপন—আজ্ঞাদান, আদেশপ্রদান। আ—জ্ঞা + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আজ্ঞাপিত—আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট, কৃতাদেশ। আ—জ্ঞাপি + ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

আজ্ঞাপিতে—আদেশ করিতে, আজ্ঞা করিতে। কপ্র। অস-ক্রি।

আজ্ঞাবহ—অন্যের আদেশ পালনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আজ্ঞালিপি—'আজ্ঞাপত্র' দ্রঃ।

আজ্ঞে—প্রভু গুরুজন বা মাননীয় লোকের আহ্বানের উত্তরসূচক শব্দ ; সম্মতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

আজ্য—ঘৃত, হোমাদিসাধন হবিঃ ; তার্পিন। আ—অন্জ্ + ক্যপ্ করণ (ন-লোপ)। বি, ক্লী।

আঝাড়া—১। অপরিষ্কৃত, যাহা ঝাড়া হয় নাই এরূপ ('—চাউল')। বিণ। ২। সাংঘাতিক ('— বিষ'), যাহার বিষ নামানো যায় না এরূপ ('—সাপ')। আ (নয় বা যায় না) ঝাড়া, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আঝাল, -লা—১। কটুরসবিহীন, ঝালশূন্য, জ্বালাশূন্য, প্রদাহহীন। আ (নাই) ঝাল যাহাতে, বহু ; (২য় পক্ষে) + আ (তুচ্ছার্থে)। বাংপ্র। ২। যাহা ঝালানো নয় একপ, যাহা জোড়া হয় নাই একপ ; যাহা আবার অভ্যাস করা হয় নাই এমন। আ (নয়) ঝালা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আঝোড়া—যাহার ডালপালা কাটা হয় নাই এরূপ, যাহার ঝাড় কাটা হয় নাই এরূপ ; যাহার হাড় হইতে মাংস টানিয়া জড় করা হয় নাই একপ। আ (নয়) ঝোড়া, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আঞ্জনি, আঞ্জুনি—সরীসৃপ বিঃ, টিকটিকি জাতীয় প্রাণী বিঃ, চোখের পাতায় উৎপন্ন ব্রণ। <অঞ্জনিকা। বি।

আঞ্জনেয়—অঞ্জনানাম্নী বানরীর পুত্র, হনুমান্। অঞ্জনা + এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

আঞ্জা—যে-পরিমাণ সময় অন্তর অন্তর স্ত্রীলোকদিগের সন্তান জন্মে তাহা, আঁড়ি। বাংপ্র। বি।

আঞ্জাম—নির্বাহ ; সম্পূর্ণকরণ, সমাপ্তি ; বন্দোবস্ত, সরবরাহ। ফা। বি।

আঞ্জিনেয়—টিকটিকিজাতীয় সরীসৃপ জন্তু বিঃ ; আজনাই, আঞ্জনী। আঞ্জিনী + এয় ভবার্থে। বি ; পুং।

আঞ্জুনি—'আঞ্জনি' দ্রঃ।

আঞ্জুমন, -মান—'অঞ্জুমান' দ্রঃ।

আট—অষ্টসংখ্যক, ৮। <অষ্টন্। বিণ বা বি।

আটক—১। বন্ধ, আবরণ ; বাধা, প্রতিবন্ধক, কয়েদ, অবরোধ। বি। ২। আবদ্ধ, রুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

আটকড়াই, -কলাই—আট প্রকার কড়াই-এর সমষ্টি, শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে অনুষ্ঠিত আটপ্রকার কলাইভাজা বিতরণরূপ

উৎসব ('আটকৌড়ে' দ্রঃ)। আট কড়াই, কলাই আছে যাহাতে, বহ। বাংপ্র। বি।

আটকপালে—হতভাগা, দুরদৃষ্ট, অশেষ-সৌভাগ্যসম্পন্ন, অতি ভাগ্যবান্ [এক কপালে বা অদৃষ্টে অনেক সুখ বা দুঃখ থাকে; আট কপালে তাহার পরিমাণ আরও অধিক, এইজন্য বহুসুখদুঃখভোগী ব্যক্তিকে 'আটকপালে' বলে]। আটকপাল। এ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আটকা—বদ্ধ, বাঁধা, রুদ্ধ। <আটক। বিণ।

আটকাট, -কাঠ—আটদিক, সকলদিক; সর্ববিষয়, সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তির দ্বার ('— বাঁধা')। আট+সহচর শব্দ কাট, কাঠ। বাংপ্র। বি।

আটকানো—১। বদ্ধকরণ, আসিতে না দেওয়া, প্রতিবন্ধ, রোধ। ক্রি [, বি]। ২। রুদ্ধ। আটকা+আন কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

আটকিল—আটক করিল, রুদ্ধ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আটকে—১। পুরীধামে জগন্নাথদেবের নিয়মিত ভোগ; জগন্নাথ ধামাদিতে ভোগের জন্য অর্থদান যাহাতে একজন নিত্য প্রসাদ পাইতে পারে; একজনের মত অন্ন পাকের হাঁড়ি। <উড়িয়া 'এ কাটিয়া'। বি। ২। আটকাইয়া, রুদ্ধ করিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

আটকৌড়ে—নবজাত শিশুর মঙ্গলার্থ উৎসব বিঃ, আটকড়াই। প্রাদে। বি।

আটখানা—গদগদ, আকুল, অস্থির ('আহ্লাদে —')। <অষ্টখণ্ড। বিণ।

আটঘাট—বাদ্যযন্ত্রের স্বরপ্রকাশক সমস্ত দ্বার; চতুর্দিকের রন্ধ্র; সকল প্রতিকূল অবস্থা। বাংপ্র। বি। **আটঘাট বাঁধা**—সুবন্দোবস্ত করা; সকলপ্রকার বাধা দূর করা; বিপদের সকল সম্ভাবনা দূর করা।

আটচল্লিশ—৪৮-সংখ্যা বা তৎপরিমিত। <অষ্টচত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।

আটচালা—১। আটটি চালবিশিষ্ট। বিণ। ২। আটটিচালবিশিষ্ট ঘর; যাহার উপরিভাগ আচ্ছাদিত—কোনদিকে দেওয়াল নাই এরূপ স্থান; দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ নৃত্যগীতাদির স্থান, নাটমন্দির। আট চাল, কর্মধা+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি।

আটত্রিশ—৩৮ সংখ্যা; ৩৮-সংখ্যক। <অষ্টত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

আটন—১। বেদী। প্রা কপ্র। ২। আইল, আলি; সীমা; সত্যনারায়ণের শিরনিতে পঞ্চদেবতার ভোগের পাঁচ ভাগের একভাগ। বাংপ্র। বি।

আটপর, -পহর—দিনরাত, সর্বদা। <অষ্টপ্রহর। বি বা ক্রি-বিণ।

আটপ'লে—অষ্টকোণ, অষ্টপৃষ্ঠ, আটটি পলযুক্ত—অর্থাৎ অষ্টপৃষ্ঠবিশিষ্ট, আটটি শিরাযুক্ত, octagonal. আট পল, কর্মধা; তদুত্তরে এ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আটপিটে, -ঠে—সর্বকর্মনিপুণ; পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু; উদ্যোগী; দুর্বৃত্ত, দুষ্ট, গোঁয়ার। আট (<আট=শক্ত) পিট, পিঠ যাহার, বহ। বাংপ্র। বিণ।

আটপৌরে—অষ্টপ্রহর ধারণীয়, সর্বদা পরিধানযোগ্য; সাধারণ, সামান্য ('— কাপড়'); চলিত ('— ভাষা')। আটপর (<অষ্টপ্রহর)+এ (<ইয়া) বাংপ্র। বিণ।

আটপ্রহর—অষ্টযাম, সমস্ত দিন ও রাত্রি; অহোরাত্রব্যাপী হরিনাম-সংকীর্তন। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আটবিক—১। অটবীসম্বন্ধীয়, বন্য। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। বন্যজাতি (ব্যাধাদি); বনরক্ষক। অটবী+ইক ভবার্থে। বি; পুং।

আটলা—আঁটি, গোছা; বিঁড়ে। <অষ্টীলা। বি।

আটষট্টি—৬৮-সংখ্যা; ৬৮-সংখ্যক। <অষ্টষষ্টি। বি বা বিণ।

আটসত্তর—আটাত্তর (৭৮)। <অষ্টসপ্ততি। বি বা বিণ।

আটসাট—মোটামুটি হিসাব ও তাহার বিবরণ; আনুমানিক মূল্য স্থিরকরণ; হিসাবে বাড়াবাড়ি। বাংপ্র। বি।

আটহাঁড়ি—বিবাহকালে একপ্রকার স্ত্রী-আচার, বিবাহের সময়ে বর-কন্যা যে ছোট ছোট আটটি হাঁড়ি লইয়া ঢাকাঢাকি করে তাহা। বাংপ্র। বি।

আটা—১। অপেক্ষাকৃত স্থূল ময়দার মত গোধূমচূর্ণ। হি-মু। ২। বৃক্ষাদির নির্যাস, আঠা, যত্ন; মনোযোগ। আঁট+আ করণ, ভাব। বাংপ্র। ৩। আটকৌটা-চিহ্নিত তাস। আট+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

আটাইশ, -টাশ—২৮-সংখ্যা; ২৮-সংখ্যক। <অষ্টাবিংশতি। বি বা বিণ।

আটা-কাটি, -কাঠি—পাখি-ধরিবার জন্য আঠাদেওয়া কাঠি; কাহাকেও জব্দ করিবার জন্য কৌশল; ফাঁদ। আটা মাখানো কাটি, কাঠি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আটাত্তর—৭৮-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <অষ্টসপ্ততি। বি বা বিণ।

আটানব্বই—৯৮-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <অষ্টনবতি। বিণ।

আটান্ন—৫৮-সংখ্যা; ৫৮-সংখ্যক। <অষ্টপঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।

আটাপেষা—১। যাহাতে আটা পেষা হয়, আটা চূর্ণ করিবার যন্ত্র। আটা পেষা হয় যাহাতে, উপতৎ; আটা—পেষ্+আ করণ। বাংপ্র। ২। যেমন প্রহার। বি। ৩। ভীষণ ভাবে প্রহৃত। আটার ন্যায় পেষা, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

আটাল, আটালো—১। আঠাযুক্ত। আটা+আল, আলো যুক্তার্থে। বাংপ্র। ২। শক্ত, কষা। প্রাদে। যাহা আঁটিয়া থাকে এই অর্থে আট্+আল, আলো কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

আটাশ—২৮-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <অষ্টাবিংশতি। বি বা বিণ।

আটাশী—৮৮ সংখ্যা; ৮৮-সংখ্যক, অষ্টাশী। <অষ্টাশীতি। বি বা বিণ।

আটাশে—১। যে সন্তান আটমাসে জন্মগ্রহণ করে এমন; দুর্বল; অল্পে ভীত। বিণ। ২। মাসের ২৮ তারিখ। বাংপ্র। বি। [বি।

আটি—তাড়ি, গোছা; বিড়ে। <অষ্টী।

আটুলি—যে চর্মকীট শক্ত করিয়া কামড়াইয়া থাকে তাহা। বাংপ্র। বি।

আটুপাটু—হাঁকপাঁক, আকুল। বাংপ্র। বিণ।

আটেকাটে, -পিঠে—অষ্টেপৃষ্ঠে, সম্যক্ প্রকারে, সর্বাঙ্গে। বাংপ্র। অ।

আটোপ—১। গর্ব; সম্ভ্রম; পেটফাঁপা। আ—তুপ্+ঘঞ্ ভাব (নিপা ত-স্থানে ট)। বি; পুং। বিণ, -পী। ২। শব্দ, গোলমাল; টুপি, পাগড়ি। বাংপ্র। বি।

আটোপটংকার—আস্ফালন, সগর্বোক্তি, দম্ভোক্তি। বাংপ্র। বি।

আঠা—কাগজ জুড়িবার লেই, গঁদ, কাই; বৃক্ষের নির্যাস; চটচটে জিনিস; আগ্রহ, মন ('কাজে — নেই')। বাংপ্র। বি।

আঠার, -রো—১৮-সংখ্যা; ১৮-সংখ্যক। <অষ্টাদশন্। বি বা বিণ। **আঠার ঘা** (বাঘে ছুঁলে)—শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বা আঘাতচিহ্ন; (তাহা হইতে) নানারূপ বিপদ্। **আঠার মাসে বছর**—এক বৎসরের কাজ যে দেড় বৎসরে (আঠার মাসে) শেষ করে, তাহার সেই দীর্ঘসূত্রিতার প্রতি প্রযুক্ত ব্যঙ্গোক্তি; (তাহা হইতে) অলস প্রকৃতি; কুঁড়েমি; দীর্ঘসূত্রতা।

আঠারুই—মাসের ১৮ তারিখ। আঠার+ই। বাংপ্র। বি।

আঠাল, -লো—আঠাযুক্ত, চটচটে ; দৃঢ়-বদ্ধ। আঠা+ল, লো যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আঠালু—জন্তুর গাত্রলোমস্থ কীট বিঃ। প্রাদে। বি।

আঠাশ—আটাশ (তাহা দ্রঃ)।

আঠি—বীজ, বীচি। <অষ্ঠি। বি।

আড়—১। প্রস্থ ; পরিসর, পার্শ্ব ; আশ্রয় (ব্যঙ্গনার্থে)। হি-মু। ২। অন্তরাল, আড়াল, গর্ত (হাতি 'আড়ে' পড়েছে)। <অন্তরাল। ৩। অস্পষ্টতা ; অসরলতা, জড়তা ('জিভের —')। <অরাল। ৪। বাঁশের আলনা ; পাখি বসিবার দাঁড়, আড়মাছ। প্রাদে। বি। ৫। বক্র, বাঁকা ; ঈষৎ, অল্প, অর্ধ, আংশিক। <অরাল বা অর্ধ। বিণ। ৬। দশমাত্রিক তাল বিঃ। বি ; পুং। **আড় ভাঙ্গা**—সোজা করা, সোজা পথে চালানো ; দুর্বৃত্তকে দমন করা, জিহ্বার জড়তা দূর করা। **আড় হওয়া**—চিত হইয়া শুইয়া পড়া।

আড়ওড়—গোপনস্থান, অন্তরাল, ঘাঁত ঘোঁত, ঘুঁজিঘাঁজি। বাংপ্র। বি।

আড়ং—ব্যবসায়ের কেন্দ্র, গঞ্জ, গোলা, আড্ডা, হাট, কারখানা ; মেলায় বিক্রয়ার্থ পুতুলের বাণি, কোন চিত্রাকর্ষক দৃশ্য দেখিবার নিমিত্ত লোকসমাগম, জনতা (যেমন,—বিজয়ার আড়ং) ; মেলা, প্রদর্শনী। হি মু। বি।

আড়ংঘাট, -ঘাটা—গঞ্জে বা মেলায় নৌকায় উঠিবার ঘাট। বাংপ্র। বি।

আড়ংছাঁটা—ব্যবসায়ী বা চাষীর ঘরে পরিষ্কার-করা ফরসা ; কলে ছাঁটা ('— চাউল')। বাংপ্র। বিণ।

আড়ংধোপ, -ধোলাই—কোরা কাপড়ের রং ও মাড় উঠাইয়া ধৌতকরণ। বাংপ্র। বি।

আড়ংবাড়ং—বাঁকাচোরা ; বাজে। প্রাদে। বিণ।

আড়কাটি, -কাঠি—কাপড় বুনিবার যন্ত্র বিঃ, তাঁতের মাকু। আড়ের (প্রস্থদিকের) কাটি, কাঠি, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আড়কাটী, -কাঠী—কাণ্ডারী ; জাহাজের জলমাপকারী ; যে ব্যক্তি বন্দরের নিকটে জাহাজ চালাইবার ভার লয়, pilot ; প্রলোভন দ্বারা লোকসংগ্রাহক ; শ্রমিক বা সৈন্যাদি সংগ্রহকারী। <ইং 'recruiter'. বি।

আড়কাঠ, -কাঠা—গৃহের উপরিস্থ প্রস্থ-কাষ্ঠ, কড়িকাঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আড়কালা—ঈষৎ বধির। আড় (অর্ধ) যে কালা, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আড়কোলা—চিত করাইয়া শোয়াইয়া পিঠ ও জানুদ্বয়ের নীচে হাত রাখিয়া তোলা ; পাথালি কোলা। বাংপ্র। বি।

আড়ক্ষেপা—আধক্ষেপা, পাগলের মত। সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আড়খেমটা—সংগীতের দ্বাদশমাত্রিক তাল বিঃ। আড় (<অর্ধ) খেমটা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আড়গড়া—আস্তাবল ; অশিক্ষিত অশ্বদিগকে শিক্ষা দিবার ও পালন করিবার অশ্বশালা ; কাষ্ঠবেষ্টনীর মধ্যস্থ স্থান, কাঠগড়া ; বেড়ার গায়ে লাগানো মোটা সিঁড়ি। হি-মু। বি।

আড়ঘোমটা—আধঘোমটা, অর্ধাবগুণ্ঠন। আড় (<অর্ধ) ঘোমটা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আড়ঙ্গ—আড়ং (তাহা দ্রঃ)।

আড়ঙ্গঘাটা—আড়ংঘাট (তাহা দ্রঃ)।

আড়ঙ্গছাঁটা—আড়ংছাঁটা (তাহা দ্রঃ)।

আড়ঙ্গধোপ, -ধোলাই—আড়ংধোপ (তাহা দ্রঃ)।

আড়চা—১। লোভ, লালসা, ঈষৎ সংকেত। <লালসা। বি। ২। বক্র, বাঁকা ; ঈষৎ বক্র। আড+চা ঈষদর্থে, প্রকারার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আড়চাল—গৃহের আড়দিকের চাল ; বক্র ব্যবহার, কুটিল ব্যবহার। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আড়চোক, -চোখ—কটাক্ষ ; টেরা চোখ ; বক্র দৃষ্টি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আড়ত—গঞ্জ, গোলা ; ব্যবসায়স্থান ; পাইকারী বিক্রয়ের স্থান বা দোকান ; গুদাম। হি-মু। বি।

আড়তদার—আড়তের মালিক, যে অন্যের জিনিসপত্র নিজের গোলায় রাখিয়া বিক্রয় করে। আড়ত+দার স্বামী অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আড়তদারি—আড়তদারের কার্য বা ব্যবসায়, অপরের জিনিস বেচিয়া আড়তদার যে দস্তুরি পায় তাহা। আড়তদার+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

আড়নয়ন—আড়চোখ ; কটাক্ষ, বাঁকা চাহনি। কর্মধা। বাংপ্র। বি ; পুং।

আড়পাগল, -পাগলা—অর্ধক্ষিপ্ত, আধখেপা। সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আড়পার—নদীর অপর তট, ওপার, পরপার। হি মু। বি।

আড়বাঁক—সামান্য বক্রতা। কর্ম। বাংপ্র। বি। বিণ, **-বাঁকা**।

আড়বাঁশি—এড়োভাবে ধরিয়া বাজানো হয় এমন বাঁশের বা কাঠের বাঁশি। বাংপ্র। বি।

আড়বুঝা—যে উলটা বোঝে এমন, বিপরীতবুদ্ধি, একগুঁয়ে, গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

আড়ভাঙ্গা(ঙা)—সোজা, সরল। বহু। বাংপ্র। বিণ।

আড়মাজলা—দৈর্ঘ্যের তুলনায় অধিক-বিস্তার-বিশিষ্ট বা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান ; বেখাপ্পা রকমের চওড়া ('— মশারি') ; আড়া-আড়ি। বাংপ্র। বিণ।

আড়মোড়া—অঙ্গভঙ্গ, নিদ্রাদির পর আলস্য দূর করিবার জন্য হাত পা মোড়া। <অর্ধমোটন। বি। **আড়মোড়া ভাঙ্গা**—সংকোচন ও বিস্তারের দ্বারা শরীরের জড়তা ভাঙ্গা ; আলস্য দূর করা।

আড়ম্বর ১।—সমারোহ, ঘটা, জাঁকজমক ; বাহুল্য, তূর্যাদি বাদ্যধ্বনি ; হস্তিধ্বনি ; যুদ্ধের বাজনা, মেঘের ডাক ; আরম্ভ, দর্প ; হর্ষ, আয়োজন ; ক্রোধ, বাহু প্রঃ অঙ্গের মর্দন। আ—ডম্ব্+অরন্ ভাব। ২। জয়ঢাক। আ—ডম্ব্+অরন্ অধি। বি ; পুং।

আড়ম্বরি—আস্ফালন ; সমারোহ, ঘটা, বহ্বারম্ভ। বাংপ্র। বি।

আড়ম্বরী (-রিন্)—আড়ম্বরবিশিষ্ট ; গর্বিত, অহংকৃত ; ধুমধামযুক্ত। আড়ম্বর+ইন্ আছে অর্থে+ঈ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

আড়ম্রি—আড়্রি (তাহা দ্রঃ)।

আড়ষ্ট—অবশপ্রায়, বিবশ ; স্তব্ধ, বিহ্বল, স্বাচ্ছন্দ্যহীন ; সংকুচিত। <অঙ্গাকৃষ্ট। বিণ।

আড়া—১। মেটে ঘরের বংশনির্মিত কড়ি বা চালরক্ষক দণ্ড ; গড়ন, আকার ; ধরন ; আয়তন, ডাঙ্গা, পাড় ; বাঁশ বা বেতের তৈয়ারী পাত্র ; ঘরের আড়দিকে ঝুলানো বাঁশের আলনা ; মাছ ধরিবার গর্ত ও সাজ-সজ্জা, মাছ ধরিবার যন্ত্র বিঃ ; সেঁউতি, জলসেচক পাত্র ; সংগীতের তাল বিঃ। আড়াঠেকা, প্রস্থদিকের বিস্তার, ধান্যাদির পরিমাণ বিঃ, দুই মন (কোথাও কোথাও চারি মন)। <আঢক। বি। ২। অর্ধ ; বাঁকা। <অর্ধ বা অরাল। বিণ।

আড়া-আড়ি—১। হিংসাহিংসি, রেষারেষি, শত্রুতা ; একসময়ে দুই বিপরীত দিকে যাওয়া, এদিক্-ওদিক্, আগুপিছু। বি ; ২। কোনাকুনি ; আড়ভাবে ; চওড়ার দিকে, crosswise. বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আড়াই—অর্ধসহিত দুই, সার্ধ দুই, দুই এবং আধ। <সার্ধদ্বয় (>অর্ধ দ্বি> আধাই >আড়াই)। বিণ।

আড়াইয়া—আড়াইয়ের সহিত গুণনের আর্যা। আড়াই+আ। বাংপ্র। বি।

আড়াখেমটা—আড়খেমটা (তাহা দ্রঃ)।

আড়াচৌতাল—সাত মাত্রার তাল [ইহার অন্য নাম ছোট চৌতাল। ইহাতে চারিটি তাল ও তিনটি ফাঁক আছে]। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আড়াঠেকা—ষোল মাত্রার তাল [ইহাতে

তিনটি তাল ও একটি ফাঁক আছে]। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আড়ানা—রাগিণী বিঃ [ইহা সুঘরাই, কানাড়া ও সারঙ্গ, অথবা সুরট বা মল্লার এবং কানাড়ার মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহা একটি আধুনিক রাগিণী]। বাংপ্র। বি, স্ত্রী।

আড়ানি—একপ্রকার ছাতা, চাঁদোয়া, শোভাযাত্রাদিতে ব্যবহৃত একপ্রকার বড় পাখা। বাংপ্র। বি।

আড়াভাঙ্গা, -মোড়া—আড়মোড়া, গাত্র বক্র করিয়া আলস্যত্যাগ। বাংপ্র। বি।

আড়ারি—আড়্‌রি (তাহা দ্রঃ)।

আড়াল—অন্তরাল, আচ্ছাদন; পর্দা। <অন্তরাল। বি।

আড়ি—১। আড়ি বা আড় মাছ, মাছ-মাপা ঝুড়ি; ধান মাপিবার বেতের খুঁচি বা কুনকে, পণ; দ্বেষ, অপ্রণয়, কলহ; অত্যন্ত আগ্রহ, জিদ; আড়াল; শিশুদের আবদার, সংগীতচ্ছন্দের প্রতিমাত্রাকে সমান তিন বা দেড় ভাগে ভাগ করিয়া অথবা যে কোনরূপ বক্রভাবে বাণী বা স্বর সন্নিবেশ, অন্য লোক-দিগের কথোপকথন গোপনে শুনিবার জন্য গুপ্তভাবে অবস্থিতি, কটাক্ষ; উঁকি, পথ। বাংপ্র। ২। পরিমাণ বিঃ, ধান্যাদির তিন কাঠা ("ধান্য ধারি দুই আড়ি"—মুকুন্দ)। <আঢক। বি। **আড়ি আড়ি**—প্রচুর পরিমাণে। **আড়ি করা**—'তোর সঙ্গে সদ্ভাব থাকিল না' এইরূপ ঘোষণা করা, গোঁ ধরা। **আড়ি ধরা**—জিদ করা, গোঁ ধরা। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া শোনা। **আড়ি বাঁধা**—বাজি রাখা। **আড়ি মারা**—পাশাখেলায় বিপক্ষের ঘুঁটিকে জোড়াজেদি করিয়া মারা।

আড়িউড়ি—উঁকিঝুঁকি। বাংপ্র। বি।

আড়িপাতুনে—যে গোপনে অপরের কথা শুনে এরূপ, যে গোপনে হত্যা করে একরূপ। আড়িপাতন+এ। বাংপ্র। বিণ।

আড়ুবাড়ু, -মাড়ু -গা বমি-বমি, পেটের ভিতর পাকাইয়া উঠা। বাংপ্র। বি।

আড়ুরা—ছল। প্রাদে। বি।

আড়ুরি, -লি—ধার, তটস্থ উচ্চস্থান, নদ্যাদির গর্ভস্থিত ক্রমনিম্ন স্থান। বাংপ্র। বি।

আড়ে—আড়ালে, প্রস্থের দিকে, আধা-চিবানো করিয়া ('— গেলা')। বাংপ্র। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আড়ে-হাতে—উঠিয়া পড়িয়া, কোনরূপ বাধা না মানিয়া, সর্বান্তঃকরণে; সজোরে; আড়ালে ও প্রকাশ্যে, সর্বতোভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আড্ডা—একধর্মভুক্ত লোকের উপবেশনস্থল; আখড়া, উত্তরণ-স্থান; সরাই; ঠিকানা, বাসা; গাড়ি প্রঃ থাকিবার স্থান; মদ্য-লোকের মিলনস্থল; আমোদ-প্রমোদের বৈঠক; আড্ডায় যোগ। বাংপ্র। বি।

আড্ডা গাড়া—বাসা করা; বাসা করিয়া থাকা। **আড্ডা দেওয়া, আড্ডা মারা**—ইয়ারবন্ধুদের সহিত মিলিয়া বাজে গল্প পরিহাসাদি করিয়া সময় কাটানো।

আড্ডাধারী (রিন্)—আড্ডার মোড়ল, আড্ডার প্রধান লোক; যে আড্ডায় গিয়া প্রায় সব সময় অকাজে কাটায়; উচ্ছৃঙ্খল। উপতৎ, আড্ডা -ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আড্ডাবাজ—ইয়ারবন্ধুদের দলে যে বেশী সময় কাটায়। বাংপ্র। বিণ।

আঢ়ক—ধান্যাদির পরিমাণপাত্র বিঃ, আড়ি, চারিপ্রস্থ, দুইমন পরিমাণ (স্থানভেদে চারিমন), (বৈদ্যকশাস্ত্র) অষ্টশরাব-পরিমাণ, (জ্যোতিষ) পরিমাণ বিঃ, আঢ়া। আ—ঢৌক+অচ্ কর্ম (নিপা)। বি, পুং বা ক্লী।

আঢ়কী—শালীধান্য বিঃ; অড়হর কলায়। আ—ঢৌক+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

আঢ়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিঃ (৩০ যোজন বিস্তার, ১০০ যোজন আয়তন ও ২০ যোজন গভীর)। <আঢ়ক। বি।

আঢাকা—অনাবৃত, খোলা। আ (নয়) ঢাকা, নঞতৎ। বাংপ্র। বিণ।

আঢ়ি—আড়া, আড়ি। <আঢক। বি।

আঢ্য—ধনশালী, ঐশ্বর্যশালী; বিশিষ্ট, সম্পন্ন। আ—ধ্যৈ+ক কর্তৃ (ধ স্থানে ঢ)। বিণ।

আণব অণু-বিষয়ক। অণু+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

আণবিক অণুকৃত, অণুমধ্যে সংঘটিত, অণুসম্বন্ধীয়, molecular অণু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আণবিক-বিপ্রকর্ষণ—অণুসকলের পর-স্পরকে দূরীকরণের এবং পরস্পর হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়ার চেষ্টা, molecular re-pulsion আণবিক বিপ্রকর্ষণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

আণবিকাকর্ষণ—জড়পদার্থের অণুসকলের পরস্পরকে আত্মসংলগ্ন করিবার চেষ্টা, molecular attraction আণবিক আকর্ষণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

আণ্ডা—ডিম্ব, ডিম। <অণ্ড। বি।

আণ্ডাবাচ্চা—ছেলেপুলে, ছানাপোনা। বাংপ্র। বি।

আণ্ডিল—আণ্ডীল (তাহা দ্রঃ)।

আণ্ডীর—বহুডিম্বযুক্ত। আণ্ড (অণ্ড+অণ্ স্বার্থে)+ঈর আছে অর্থে। বিণ।

আণ্ডীল, -ণ্ডেল—অতিশয় ধনী, প্রচুর ঐশ্বর্যশালী। <আণ্ডীর। বিণ।

আৎ—হইতে, সংস্কৃত অপাদান কারকের বিভক্তি ('প্রমুখাৎ')। অ।

আত—১। আতপ, প্রখর রৌদ্র ("প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল"—বিদ্যা)। কণ্ঠরোধ-হেতু 'আতপ'-শব্দের প-লোপ। প্রা কপ্র। বি। ২। সমূহ, প্রভৃতি ('কাগজাত', 'দলিলাত')। ফা। অ।

আতঙ্ক—ভয়, কোন বস্তু হইতে ভীতিজনক রোগ বিঃ phobia; পীড়া; যাতনা, সন্তাপ। আ—তন্‌ক+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

আতঙ্কিত—ভীত; পীড়িত; সন্তপ্ত। আতঙ্ক+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

আতত ১। আরোপিত, প্রসারিত; বিস্তৃত। আ—তন্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। ২। কল্পিত, উদ্ভাবিত, অতিরঞ্জিত ("তোমার বচন রাধা সবই আতত"—শ্রীকৃষ্ণ)। প্রা কপ্র। বিণ।

আততায়ী (-য়িন্) যে ব্যক্তি গৃহে অগ্নিদান বিষপ্রদান প্রাণবধ অর্থহরণ ভূমি-হরণ দারহরণ প্রঃ উৎকট অনিষ্ট করে বা করিতে উদ্যত হয় এরূপ, বধোদ্যত, আক্র-মণকারী, শত্রু। উপতৎ, আতত—ই+ণিন্ কর্তৃ। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী **-য়িনী**।

আতন্তর—দুরবস্থা, অপ্রস্তুত অবস্থা ('আমি কি ওঁদের দুষছি? হঠাৎ কিনা, তাই 'আতন্তরে' পড়তে হয়"—কেদার বন্দ্যো)। <অবস্থান্তর। বি।

আতপ—১। সূর্যকিরণ, রৌদ্র। আ—তপ্+অচ কর্তৃ। বি, পুং। ২। আতপ চাউল। <আতপ তণ্ডুল। বি।

আতপ-তণ্ডুল—আলো-চাউল। আতপ-প্রস্তুত তণ্ডুল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আতপত্র, -ত্রক, -বারণ—ছত্র ছাতা। উপতৎ; আতপ—ত্রৈ+ক কর্তৃ, আতপত্র+কন্ স্বার্থে, আতপ—বৃ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

আতপ-স্নান—নগ্ন শরীরে সূর্যের উত্তাপ লাগানো; রৌদ্রসেবন, sunbath. আতপ-কৃত স্নান, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

আতর -১। খেয়াড়ি, খেয়ার কড়ি, পারানি, নদী পার হইবার নৌকাভাড়া। আ—তৃ+অচ্ করণ। বি, পুং। ২। সুগন্ধি-দ্রব্য বিঃ, সুগন্ধি পুষ্পের সারাংশ, otto; চন্দনাদির সুগন্ধি নির্যাস। < আ 'ইতর্'। ৩। অস্ত্র। <অস্ত্র। প্রা কপ্র। বি।

আতর্পণ—১। সন্তোষ। আ—তৃপ্+অনট্ ভাব। ২। আলিপনা। আ—তৃপ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

আতশ—আগুন। ফা। বি।

আতশবাজি—তুবড়ি হাউই ইঃ, fire-work. ফা। বি।

আতশী—১। আগ্নেয়। বিণ। ২। অগ্নুৎপাদক কাচ। ফা-মূ। বি। **আতশী কাচ**—যে কাচ দ্বারা সূর্যের আলো কেন্দ্রীভূত করিয়া আগুন জ্বালানো যায়, burning glass.

আতস—১। অতসীসূত্রনির্মিত, মসীনাসূত্র হইতে প্রস্তুত ; ক্ষৌম। অতসী+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সী**। ২। উত্তাপ ; ঝাঁজ, অগ্নি। <আতপ। বি।

আতা—১। স্বনামখ্যাত ফল বিঃ, custard apple. < পো 'ata'. ২। মাতা ("আছিল আমার আতা কিছুই না জানি"—পদ্ম)। প্রা কপ্র। বি।

আতান্তর, -থান্তর—দুর্দশা, দুরবস্থা ; সংকট, বিপদ। বাংপ্র। বি।

আতাম্র—ঈষৎ রক্তবর্ণ, রক্তাভ ; অত্যন্ত লোহিত। আ (ঈষৎ বা সম্যক্) তাম্র (রক্তবর্ণ), প্রাদি। বিণ।

আতারি-কাতারি—ছটফট করা, যাতনা, অতিব্যাকুলতাপ্রকাশ। বাংপ্র। বি।

আতালি—উচ্চস্থান ; মাচা, ভার ; ছাদের নীচের কার্নিস ; আলিপনা। প্রাদে। বি।

আতালি-পাতালি—সর্বত্র ; সর্বাঙ্গে, চারিদিকে। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

আতিক্ত—ঈষৎ তিক্ত, অল্প তিক্ত। আ (ঈষৎ) তিক্ত, প্রাদি। বিণ।

আতিত, -তা—ঈষৎ তিক্ত। <আতিক্ত। বিণ।

আতিথেয়—অতিথিসেবাপরায়ণ, অতিথিপরিচর্যায় রত ; অতিথিসেবার উপযুক্ত, hospitable. অতিথি+এয়। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**। বি, **-য়তা**।

আতিথ্য—অতিথিসেবা, অতিথিসৎকার ; অতিথিসেবার উপযুক্ত দ্রব্য আশ্রয় খাদ্য ইঃ। অতিথি+ঞ্য প্রয়োজনার্থে। বি ; ক্লী।

আতিথ্যস্বীকার—অতিথিসৎকার গ্রহণ, আতিথ্যগ্রহণ, অতিথি হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আতিপাতি—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তন্ন-তন্নভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আতিবিতি—আস্তেব্যস্তে, অতি সত্বর, অতি দ্রুত। <অতিব্যস্ত। ক্রি-বিণ।

আতিশয্য—আধিক্য ; প্রাবল্য। অতিশয়+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

আতু—১। কুকুরকে ডাকিবার শব্দ। অ। ২। অতিরিক্ত যত্ন বা আত্মীয়তা ; সংকোচের সহিত ব্যবহার ; অতি সাবধানতার সঙ্গে যত্ন। বাংপ্র। বি। **আতু আতু**—অত্যন্ত আদর। **আতু আতু করা**—শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য অযথা অত্যধিক যত্ন করা।

আতুথাতু, -পুতু—অতিশয় স্নেহ, রক্ষার্থ মহাযত্ন। বাংপ্র। বি।

আতুর—১। কাতর, অধীর, অভিভূত ; রোগী। আ—অত্+উরচ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ ২। সূতিকাগৃহ। বাংপ্র। বি।

আতুরনিবাস, আতুরাবাস, আতুরালয়—হাসপাতাল, দাতব্য-চিকিৎসালয়, hospital. আতুরদিগের নিবাস, আবাস, আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আতৃপ্য—১। আতাগাছ। বি ; পুং। ২। আতাফল। বি ; ক্লী। ৩। তৃপ্তিযোগ্য, প্রীতিকর। আ—তৃপ্+ক্যপ্ করণ। বিণ।

আতেলা—তৈলবিহীন ; রুক্ষ ; শুষ্ক। আ (নয়) তেলা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আতোদ্য—বীণাদি চতুর্বিধ বাদ্য [বীণাদিবাদ্যকে তত, মুরজাদিবাদ্যকে আনদ্ধ, বংশাদিবাদ্যকে শুষির ও কাংস্যতালাদিবাদ্যকে ঘন বলে। আতোদ্য অর্থে এই চারিপ্রকার বাদ্যকেই বুঝায়]। আ—তুদ+ণ্যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

আত্ত—১। গৃহীত, প্রাপ্ত। আ—দা+ক্ত কর্ম। ২। অধীন, বশীভূত ; সাধ্য। <আয়ত্ত। বিণ।

আত্তি—১। স্বজন, আপন লোক। <আত্মীয়। ২। আত্মীয়তা, খাতির, মমতা। <আত্মন্। ৩। বশ, অধীনতা। <আয়ত্ততা বা আয়ত্তি। ৪। ঔৎসুক্য, আগ্রহ ; কাতরতা, ক্ষোভ। <আর্তি। বি।

আত্তীকরণ—আত্মকরণ (তাহা দ্রঃ)। আত্ত (গৃহীত)+চ্বি—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আত্ম—স্বয়ং, আপনি ; আপনার। <আত্মন্। বি বা বিণ।

আত্মকরণ—নিজের করিয়া লওয়া ; শরীর মধ্যে গ্রহণ, assimilation. আত্মন্—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আত্মকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—স্বকর্ম, আপন কর্তব্য কার্য ; আপনার কৃত কার্য। আত্মকর্তব্য কর্ম বা আত্মকৃত কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

আত্মকলহ—স্বজন বিরোধ, স্বজাতির মধ্যে বিবাদ, গৃহ-বিবাদ ; আপনা-আপনির মধ্যে ঝগড়া। আত্মজাত কলহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আত্মকুটুম্ব—আত্মীয়কুটুম্ব, জ্ঞাতি, স্বজন, নিজের পোষ্যবর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মকৃত—আপনার-করা, স্বকৃত। আত্ম-কর্তৃক কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মগত—১। আত্মনিষ্ঠ ; আপনার আয়ত্ত। বিণ। ২। (নাট্য) স্বগত, মনে মনে, অন্যের অগোচরে, প্রকাশ না করিয়া। আত্মাকে গত, ২য়াতৎ। ক্রি-বিণ।

আত্মগরিমা (-গরিমন্), **-গর্ব(র্ব্ব)**—স্বকীয় গুরুত্ব, আপন গৌরব, স্বগর্ব। আত্মার গরিমা, গর্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মগুণ—নিজের গুণ, আপনার বিদ্যা-বিনয়-সৌজন্যাদি ; বুদ্ধি হর্ষ কষ্ট অভিলাষ ঘৃণা চেষ্টা সংখ্যা পরিমাণ বিচ্ছেদ মিলন বিরহ ধারণা গুণরাহিত্য ও স্মৃতি—এই চতুর্দশ গুণ। আত্মার গুণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মগুপ্তি, -গোপন—আপনাকে লুকাইয়া রাখা ; মনোভাবগোপন, মনের ভাব প্রকাশ না করা। আত্মার গুপ্তি, গোপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

আত্মগৌরব—আপনার গৌরব, আত্মশ্লাঘা। আত্মার গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—আত্মম্ভরি, স্বার্থপর। উপতৎ ; আত্মন্—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-হিণী**। বি, **-হিতা**।

আত্মগ্লানি—অসৎকর্মের অনুষ্ঠান জন্য স্বয়ং বিষাদ অনুভব, অনুতাপ। আত্মার গ্লানি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

আত্মঘাত—১। আত্মহত্যা। আত্মার ঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-তী**। ২। অজ্ঞান। আত্মার (আত্মতত্ত্বজ্ঞানের) ঘাত (নাশ) হয় যদ্দারা, বহু। বি ; ক্লী।

আত্মঘাতক—স্বহন্তা, আপন প্রাণনাশকারী। আত্মার ঘাতক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তিকা**।

আত্মঘাতী (-ঘাতিন্)—আত্মহত্যাকারী। উপতৎ, আত্মন্—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

আত্মচিন্তা—আত্মার স্বরূপ বিষয়ে মনন বা আলোচনা, আত্মানুসন্ধান। আত্মার চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

আত্মচৈতন্য—আত্মবোধ ; আত্মজ্ঞান, self-consciousness. আত্মার চৈতন্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মজ—পুত্র। উপতৎ, আত্মন্ (নিজ হইতে)—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

আত্মজন—আপনার লোক। আত্মার (আপনার) জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মজয়ী (-জয়িন্)—আত্মজিৎ, জিতেন্দ্রিয়, অসাধারণ-মনোবলসম্পন্ন। আত্মজয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

আত্মজা—১। দুহিতা, কন্যা ; মনোভবা বুদ্ধি। বি ; স্ত্রী। ২। স্বদেহ হইতে জাতা ; স্বয়ম্ উৎপন্না। আত্মজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আত্মজিৎ—আত্মজয়কারী, জিতেন্দ্রিয়। উপতৎ ; আত্মন্—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

আত্মজীবনী—স্বজীবনবৃত্তান্ত, autobiography. আত্মার (নিজের) জীবনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

আত্মজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট, পরমাত্মজ্ঞানী ; যে আপনাকে জানে এরূপ ; যে আপনার দোষ গুণ ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে পারে

এরূপ ; আত্মবেদী ; পণ্ডিত। উপতৎ ; আত্মন্—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

আত্মজ্ঞান—আপনার স্বরূপ জানা ; আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি। আত্মবিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-জ্ঞানী**।

আত্মতত্ত্ব—আপনার স্বরূপ, আপনার যথার্থ অবস্থা ; আত্মার স্বরূপ। আত্মার তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মতুল্য—আত্মবৎ, স্বসদৃশ, আপনার মত। আত্মাসহ তুল্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মতুষ্টি, -তৃপ্তি—আত্মানন্দ, আপনার সুখশান্তি। আত্মার তুষ্টি, তৃপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মতৃপ্ত—স্বয়ং সন্তুষ্ট, সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট। আত্মা (আত্মন্) কর্তৃক তৃপ্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মত্যাগ—আত্মবিসর্জন, আত্মোৎসর্গ ; অন্যের উপকারার্থ আপনার সমস্ত পরিহার, স্বার্থত্যাগ। আত্মার ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মত্যাগী (-গিন্)—সুখভোগেচ্ছা-পরিহারকারী ; আত্মবিসর্জনকারী ; স্বার্থ-বিসর্জনকারী। উপতৎ ; আত্মন্—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

আত্মত্রাণ—আত্মরক্ষা, আপনার পরিত্রাণ, আপনাকে বিপদ্ হইতে বাঁচানো। আত্মার ত্রাণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মদমন—আত্মসংযম, আপন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বা রিপুগণের সংকোচসাধন। আত্মার দমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মদর্শন—আপনার স্বরূপ জানা, আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা ; সর্বপ্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখা ; আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বা অনুসন্ধান ; মুক্তি, ঈশ্বরলাভ। আত্মার দর্শন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

আত্মদর্শী (-র্শিন্)—যে আপনাকে দেখে এরূপ, যে আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখে এরূপ ; আত্মার তত্ত্ববিষয়ে অনুসন্ধান-শীল ; আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিকারী, ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ; মোক্ষলাভকারী। উপতৎ ; আত্মন্—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্শিনী**। বি, **-র্শিতা**।

আত্মদান—আত্মোৎসর্গ, অন্যের উপকারার্থ আপনার জীবন বা সর্বস্ব অর্পণ, (রমণী-দিগের) সম্ভোগার্থ নিজদেহ সঁপিয়া দেওয়া। আত্মার দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মদোষ—আপন দোষ, নিজের দোষ। আত্মার দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মদ্রোহ—আপনার অনিষ্ট সাধন, আত্মপীড়ন ; আত্মকলহ। আত্মার দ্রোহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মদ্রোহী (-হিন্)—আত্মপীড়নকারী ; আত্মঘাতী ; আপনার অনিষ্টসাধক। উপতৎ ; আত্মন্—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হিণী**। বি, **-হিতা**।

আত্মনাশ—আত্মহত্যা ; নিজের অনিষ্টা-চরণ। আত্মার নাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মনাশক—আত্মঘাতী ; আত্মদ্রোহী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

আত্মনাশী (-শিন্)—আত্মঘাতী, আত্ম-হত্যাকারী। উপতৎ ; আত্মন্—নশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

আত্মনিগ্রহ—আত্মদমন, ইন্দ্রিয়-সংযম ; তপস্যাদি দ্বারা আপনাকে ক্লেশপ্রদান, আত্ম-পীড়ন। আত্মার নিগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মনিবিষ্ট—আপনাতে নিমগ্ন, আত্ম-চিন্তায় বিভোর ; পরমাত্মধ্যানপরায়ণ। আত্মাতে নিবিষ্ট, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মনিবেদন—আত্মসমর্পণ ; স্বার্থ-বিসর্জন ; আপনার বিনীত অনুরোধ। আত্মার নিবেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মনিবেশ—আত্মচিন্তায় তন্ময়তা, আপনার বিষয় সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তন। আত্মার নিবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মনিমগ্ন—আত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট, আত্ম-চিন্তায় তৎপর ; আপন কাজে ব্যস্ত। আত্মাতে নিমগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মনিয়োগ—নিজেকে লাগানো ; আত্মদান ; আত্মোৎসর্গ। আত্মার নিয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মনির্ভর—১। আপনার উপর ভরসা, স্বাবলম্বন, self-reliance. আত্মাতে নির্ভর, ৭মীতৎ। বি ; পুং। ২। স্বাবলম্বী। আত্মায় নির্ভর যাহার, বহু। বিণ।

আত্মনির্ভরকারী (-রিন্)—স্বাবলম্বী। আত্মনির্ভর—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

আত্মনির্ভরশীল—স্বাবলম্বী। আত্মনির্ভর শীল যাহার, বহু। বিণ।

আত্মনিষ্ঠ—১। আত্মজ্ঞানান্বেষী ; ব্রহ্মনিষ্ঠ। আত্মায় নিষ্ঠা (একাগ্র শ্রদ্ধা) যাহার, বহু। ২। যাহার আপনাতে আস্থা আছে এরূপ ; আত্মগত। আত্মায় নিষ্ঠা (বিশ্বাস, পরি-সমাপ্তি) যাহার, বহু। বিণ।

আত্মনিষ্ঠা—১। আত্মপরায়ণা, আত্মগতা। আত্মনিষ্ঠ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আপনার উপর শ্রদ্ধা ; ঈশ্বরে বিশ্বাস। আত্মাতে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মনেপদ—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) যে তিঙ্ আত্মফলভাগিত্ব প্রকাশ করে সেই তিঙ্ (অর্থাৎ, তে, আতে, অন্তে ইঃ রূপ বিভক্তি), পরস্মৈপদের ইতরপদ। আত্মনে পদ, অলুক্ ৪র্থীতৎ। বি ; ক্লী। বিণ, **-দী**।

আত্মপর—১। স্বপক্ষ ও বিপক্ষ, আপনি বা আপনার জন এবং অপর ব্যক্তি ("বিশ্ব-জগৎ আমারে চাহিলে কে মোর আত্মপর ?" —রবীন্দ্র)। আত্মা (আত্মন্) এবং পর (অপর), দ্বন্দ্ব। সর্ব। ২। স্বার্থপর ; আত্মনিষ্ঠ ; ঈশ্বরপরায়ণ। আত্মা পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

আত্মপরায়ণ—অত্যন্ত স্বার্থপর ; আত্মনিষ্ঠ। আত্মা পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

আত্মপরিচয়—আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত নিজ বংশাদির বিবরণ। আত্মার পরিচয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপরিজন ১। আপনি এবং পরিবারবর্গ। আত্মা (আত্মন্) ও পরিজন, দ্বন্দ্ব। ২। আপন পরিবারবর্গ। আত্মার পরিজন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আত্মপরীক্ষা—আপনাকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া, আপনার সদসদ্ বিচার-বুদ্ধি ও সামর্থ্যাদি ভাল করিয়া জানা। আত্মার পরীক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপীড়ন, -পীড়া—আত্মনিগ্রহ, কৃচ্ছ্র-সাধন, কঠোর তপস্যাদি দ্বারা আপনাকে ক্লেশ-প্রদান। আত্মার পীড়ন, পীড়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আত্মপোষণ—আপনার পেট ভরানো ; আত্মম্ভরিত্ব। আত্মার পোষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মপ্রকাশ আপনাকে জাহির করা ; নিজমূর্তি ধারণ ; নিজের যথার্থ পরিচয় প্রদান ; দেখা দেওয়া, গোপন স্থান বা অদৃশ্য অবস্থা হইতে চোখের সামনে আসা। আত্মার প্রকাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপ্রতারক—আত্মপ্রবঞ্চনাকারী ; যে নিজের বিবেকের বা মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ কথা বলে অথবা কার্য করে এমন। আত্মার প্রতারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

আত্মপ্রতারণা—আপনাকে ঠকানো ; দানভোগহীন জীবনযাপন। আত্মার প্রতারণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রতিষ্ঠা—স্বকীয় প্রাধান্য, নিজের প্রতিপত্তি। আত্মার প্রতিষ্ঠা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রত্যয়—আপনাতে বিশ্বাস, আপনার শক্তিসামর্থ্যে আস্থা ; নিজের মনে সত্যের উপলব্ধি, আত্মপ্রমাণ ; আত্মনির্ভর। আত্মাতে প্রত্যয়, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপ্রত্যয়শীল—আত্মবিশ্বাসী ; আত্ম-নির্ভরশীল। আত্মপ্রত্যয় শীল যাহার, বহু। বিণ।

আত্মপ্রত্যয়ী (-য়িন্)—আত্মপ্রত্যয়শীল (তাহা দ্রঃ)। আত্মপ্রত্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

আত্ম-প্রবঞ্চন, -প্রবঞ্চনা—আপনাকে

ঠকানো ; স্ববিবেকবিরুদ্ধ কার্য করণ। আত্মার প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আত্মপ্রশংসা—আত্মশ্লাঘা, নিজের গুণ নিজেই গাহিয়া বেড়ানো। আত্মার প্রশংসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রসাদ—নিজের মনে তৃপ্তি ; সৎকর্মানুষ্ঠানে নিজ মনে জাত আনন্দ। আত্মার প্রসাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মপ্রাধান্য—আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, নিজ কর্তৃত্ব। আত্মার প্রাধান্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মবঞ্চক—'আত্মপ্রতারক' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। স্ত্রী, **-ঞ্চিকা**।

আত্মবঞ্চন, -বঞ্চনা—আত্মপ্রবঞ্চনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী, স্ত্রী।

আত্মবৎ—আত্মসদৃশ, আপনার মত। আত্মন্+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

আত্মবন্ধু—১। আপনার বন্ধু, নিজবন্ধু। আত্মার বন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। আত্মীয়-স্বজন ; ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। <আত্মীয়বন্ধু। বি।

আত্মবর্গ—স্বজনগণ। আত্মার বর্গ (জনগণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবলি—আত্মোৎসর্গ, নিজেকে পরের সুখের জন্য বিলাইয়া দেওয়া ; স্বার্থত্যাগ ; কোন মহদুদ্দেশ্যে জীবন-দান, martyrdom. আত্মার বলি (বলিদান অর্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবশ—১। স্বাধীন, স্ববশ। বিণ। ২। আত্মসংযম। আত্মার বশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী। বিণ, **-শী** (-শিন্)।

আত্মবান্ (-বৎ)-অপ্রমত্ত, ভ্রমশূন্য ; সর্বদা সাবধান ; জ্ঞানী ; আপন মহিমায় সদাপ্রতিষ্ঠিত ; জিতেন্দ্রিয় ; উদারাশয় ; আত্মহিতৈষী। আত্মন্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। বি, **-বত্তা**।

আত্মবিকাশ—আত্মোন্নতি, আপন বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতির উৎকর্ষ ; স্বরূপ-প্রকাশ। আত্মার বিকাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবিক্রয়—অর্থের জন্য আপন বিবেক বিসর্জন দিয়া কার্য করা ; অপরের ইচ্ছাধীন হইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বর্জন ; ক্রীতদাসত্ব ; বেশ্যাবৃত্তি। আত্মার বিক্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবিক্রয়ী (-য়িন্), **-বিক্রেতা** (-বিক্রেতৃ)--যে স্বার্থের জন্য অন্যের ক্রীতদাসত্ব বরণ করে। আত্মার বিক্রয়ী, বিক্রেতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িণী**, **-য়িত্রী**।

আত্মবিচ্ছেদ—স্বজনের সহিত সম্বন্ধ-লোপ ; ঘরোয়া বিবাদ। আত্ম (-মধ্যে) সংঘটিত বিচ্ছেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আত্মবিৎ (-বিদ্), **-বেদী** (-বেদিন্) —পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ ; আত্মজ্ঞ ; সুধী ; স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞ ; স্বপক্ষজ্ঞাতা। উপতৎ ; আত্মন্—বিদ্ +ক্বিপ্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

আত্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা, পরমার্থবিদ্যা, যোগ-শাস্ত্রাদি ; অধ্যাত্মবিদ্যা, theosophy. আত্মবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আত্মবিনাশ -আত্মনাশ (তাহা দ্রঃ)। বি ; পুং।

আত্মবিরোধ—আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঝগড়া, নিজের লোকের সহিত কলহ। আত্ম-সম্বন্ধীয় বিরোধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আত্মবিলোপ—আত্মগোপন ; নিজের নামযশাদি পরিত্যাগ, self-effacement ; আপনার নাম-গোপন। আত্মার বিলোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মবিশুদ্ধি—আপন নির্দোষতা ; চিত্ত-শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা স্বকৃত পাপের নিরাকরণ। আত্মার বিশুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবিশ্বাস—আপনাতে প্রত্যয়, নিজ শক্তি-সামর্থ্যের উপর আস্থা। আত্মাতে বিশ্বাস, ৭মীতৎ। বি, পুং।

আত্মবিসর্গ(র্জ্জ)ন—স্বজীবনদান, পরোপ-কারার্থ আপনার সর্বস্ববিসর্জন। আত্মার বিসর্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মবিস্মরণ, -বিস্মৃতি—আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যাওয়া, নিজের অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য গুণাগুণ ভুলিয়া যাওয়া, তন্ময়তা, আপন-ভোলা ভাব ; আপন দোষ গুণ ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে না পারা। আত্মার বিস্মরণ, বিস্মৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত—যে আপনার গুণ দোষ ক্ষমতা বা অবস্থা বুঝিতে পারে না এরূপ ; যে আপন স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে এমন ; তন্ময়। আত্মাকে বিস্মৃত, ২য়াতৎ (বাংলা মতে)। বিণ। বি, **-তি**।

আত্মবিস্মৃতি—'আত্মবিস্মরণ' দ্রঃ।

আত্মবিহ্বল—যে নিজের বিষয় লইয়া অভিভূত থাকে এমন। আত্মাতে বিহ্বল, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মবুদ্ধি—আপনার বুদ্ধি, নিজবুদ্ধি, স্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান। আত্মার (আপনার) বুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবেদী (-বেদিন্)—'আত্মবিৎ' দ্রঃ।

আত্মবোধ -তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ; আপনাকে জানা। আত্মবিষয়ক বোধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আত্মভাব—স্বভাব, স্বপ্রকৃতি ; স্ববিত্ত-মানতা, আপনার অস্তিত্ব। আত্মার ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মমর্যা(র্য্যা)দা—আপনার সম্ভ্রম, আপনার সম্মান, self-respect. আত্মার মর্যাদা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মম্ভরি—নিজের পেট ভরিতে ব্যস্ত ; স্বার্থপর, স্বকার্যসাধনরত ; দেমাকযুক্ত। উপতৎ ; আত্মন্—ভৃ+ইন্ কর্তৃ (নিপা)। বাংপ্র। বিণ।

আত্মম্ভরিতা, -ত্ব—স্বার্থপরতা ; বড়াই, অহমিকা। আত্মম্ভরি+তা, ত্ব ভাবে। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

আত্মরক্ষা -বিপদ্ হইতে আপনাকে নির্বিঘ্নে রাখা, আপনার ত্রাণ, নিজেকে বাঁচানো, self-preservation, self-defence. আত্মার রক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মরতি—১। আত্মায় প্রীতি, আত্মারাম অবস্থা। আত্মায় রতি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। আত্মারাম। আত্মায় রতি যাহার, বহু। বিণ।

আত্মলীন—আত্মচিন্তানিবিষ্ট, স্বচিন্তায় তৎ-পর ; মুক্ত, পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত। আত্মায় লীন, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মশক্তি—স্বসামর্থ্য, আপনার ক্ষমতা। আত্মার শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মশাসন—ইন্দ্রিয়দমন, আত্মনিগ্রহ, self-control ; আপন শিক্ষা ; স্বায়ত্তশাসন, দেশবাসীর ইচ্ছানুসারে শাসনকার্যনির্বাহ, self-government. আত্মার শাসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মশুদ্ধি, -শোধন -আপনার শুদ্ধতা ; আত্মপবিত্রতা ; আপন নির্দোষতা ; চিত্ত-শুদ্ধি। আত্মার শুদ্ধি, শোধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

আত্মশ্লাঘা—আত্মপ্রশংসা, আপনি আপনাকে বড় বলিয়া বর্ণনা করা, বড়াই। আত্মার শ্লাঘা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মশ্লাঘী (-ঘিন্)—আত্মপ্রশংসাকারী, আপনি আপনাকে বড় বলিয়া বর্ণনাকারী। উপতৎ ; আত্মন্—শ্লাঘ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘিনী**। বি, **-ঘিতা**।

আত্মসংবরণ—আপনাকে প্রকৃতিস্থ করা, আপনাকে সামলাইয়া লওয়া। আত্মার সংবরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মসংযম—মনঃসংযম, self-control ; আপন চিত্তবৃত্তির দমন, জিতেন্দ্রিয়তা। আত্মার সংযম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আত্মসংযমী (-মিন্)—জিতেন্দ্রিয়, আপন চিত্তবৃত্তির দমনকারী। আত্মসংযম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী**।

আত্মসমর্থন স্বমতপোষণ, আপনার অভি-প্রায় বা উক্তি সংগত বলিয়া প্রকাশ করা। আত্মার সমর্থন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আত্মসমর্পণ —সম্পূর্ণভাবে অপরের বশ্যতা

স্বীকার; আত্মনিবেদন, আপনাকে সঁপিয়া দেওয়া; ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া আপনার কর্মফলাদি ঈশ্বরে প্রদান; কাহারও অনুগ্রহের উপর নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া; ধরা দেওয়া। আত্মার সমর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আত্মসমাহিত—আপনার চিন্তায় বা পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন; বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আত্মাতে সমাহিত, ৭মীতৎ। বিণ।

আত্মসম্ভ্রম—আত্মাদর, আত্মপ্রশংসা, আপনার গৌরব; নিজের সম্মান। আত্মার সম্ভ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মসম্মান—আত্মমর্যাদা, স্বগৌরব। আত্মার সম্মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মসম্মান-জ্ঞান, -বোধ—আপনার গৌরব সম্বন্ধে সচেতন ভাব। আত্মসম্মানের জ্ঞান, বোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

আত্মসম্মানী (-নিন্)—আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট, স্বগৌরববিশিষ্ট। আত্মসম্মান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নিনী**।

আত্মসাৎ—আপনার হস্তগত, স্বায়ত্ত; নিজের সহিত একীভূত। আত্মন্ (আপনি)+চসাৎ। অ। **আত্মসাৎ করা**—অন্যায় উপায়ে গ্রহণ করা।

আত্মসাৎকৃত—অন্যায়ভাবে হস্তগত; স্বায়ত্তীকৃত। আত্মসাৎ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আত্মসার—১। স্বার্থপর, আপন উদ্দেশ্য-সাধনরত। আত্মাই সার যাহার, বহু। বিণ। ২। আপনাকে রক্ষা করা, নিজেকে সামলানো। আত্মার (আপনাকে) সার (>সারা=সামলানো), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আত্মসিদ্ধ—স্বকীয় চেষ্টায় নিষ্পন্ন; স্বয়ং-সিদ্ধ। আত্মকর্তৃক সিদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

আত্মসিদ্ধি—মোক্ষ, মুক্তি, salvation. আত্মার সিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মসুখ—আপনার স্বাচ্ছন্দ্য, নিজ সুখ। আত্মার সুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। বিণ, **-সুখী** (-খিন্)।

আত্মস্তুতি—নিজের গুণকীর্তন, আত্মশ্লাঘা। আত্মার স্তুতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মস্থ—প্রকৃতিস্থ, আপন স্বরূপে অবস্থিত; হৃদয়স্থ; মুক্ত। উপতৎ; আত্মন্—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

আত্মহত্যা, -হনন—স্বহস্তে আপনার প্রাণবধ করা, আত্মঘাত, suicide. আত্মার হত্যা, হনন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

আত্মহন্তা (-হন্তৃ) -আত্মঘাতী, স্বজীবন-নাশকারী। আত্মার হন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

আত্মহা (-হন্)—আত্মঘাতী (যথা—"কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে।"—মাইকেল)। উপতৎ; আত্মন্—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আত্মঘ্নী**।

আত্মহারা—আত্মসংযমশূন্য, বিহ্বল; আত্ম-বিস্মৃত। আত্মাকে হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

আত্মহিত—আপনার মঙ্গল, নিজ কুশল। আত্মার হিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আত্মা (আত্মন্)—জীবাত্মা, soul; আপনি নিজে, self; স্বরূপ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা; জীব; কায়; যত্ন; ধৈর্য; বুদ্ধি; চিত্ত; রবি; অনল; পুত্র; স্বভাব; মন; বৃত্তি; বায়ু; অধিষ্ঠাত্রীদেবতা; (ন্যায়মতে) সংসারী আত্মা [আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা]। অত্+মনিণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

আত্মাদর—আত্মবিষয়ে যত্ন ও আদর; আপনার মান-অপমানের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আত্মাতে আদর, বা আত্মার আদর, ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মানন্দ—১। ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দেই মগ্ন, আপনার আনন্দেই বিভোর। আত্মায় আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দ; নিজের আনন্দ। আত্মার আনন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মানুশাসন—আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ; আত্মতত্ত্বোপদেশ। আত্মার অনুশাসন, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী।

আত্মানুসন্ধান—ঈশ্বরের বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান-লাভচেষ্টা; পরমাত্মা-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভের চেষ্টা; স্বরূপান্বেষণ; আপনার সামর্থ্যাদি বুঝিবার চেষ্টা। আত্মবিষয়ক অনুসন্ধান, মধ্যপ-কর্মধা। বি; ক্লী।

আত্মান্বেষণ—'আ ত্মা নু স ন্ধা ন' (সকল অর্থে)। আত্মার অন্বেষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আত্মান্বেষী (-ষিন্)—আ ত্ম দ র্শী; স্বরূপান্বেষণকারী; নিজ সামর্থ্যাদি বুঝিবার জন্য চেষ্টাকারী; তত্ত্বজ্ঞানলাভের চেষ্টাকারী। উপতৎ; আত্মন্—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

আত্মাপরাধ—আপনার দোষ, স্বকৃত ত্রুটি। আত্মকৃত অপরাধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আত্মাপহার—নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া মিথ্যা পরিচয় দান। আত্মার অপহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মাপহারক—আত্মগোপনকারী, আপ-নার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া প্রবঞ্চনাকারী; কপট, বঞ্চক। আত্মার অপহারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

আত্মাপহারী (-হারিন্)—আত্মপরিচয়-গোপনকারী, আত্মাপহারক। উপতৎ; আত্মন্—অপ-হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

আত্মাপুরুষ—জীবাত্মা, প্রাণ। <আত্ম-পুরুষ। বি। **আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাওয়া**—ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যাওয়া; ভীষণ ভীত হওয়া।

আত্মাবমাননা—আপনার অমর্যাদা, আপনার অসম্মান। আত্মার অবমাননা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মাভিমান—আত্মমর্যাদাবোধ; অযথা আত্মসম্মানজ্ঞান, 'আমি বড়' এইরূপ অহংকার। আত্মবিষয়ক অভিমান, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আত্মাভিমানী (-নিন্)—আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন; আপনার অযথা শ্রেষ্ঠবিষয়ে অহংকারযুক্ত। আত্মাভিমান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নিনী**।

আত্মারাম—১। ব্রহ্মজ্ঞানাদির সঞ্চার হেতু আপনার আত্মাতেই পরমানন্দ অনুভবকারী; যে আপন অবস্থায় তৃপ্ত এরূপ, সদাসন্তুষ্টচিত্ত। আত্মাতে আরাম (আনন্দভোগ) যাহার, বহু। বিণ। ২। অন্তরাত্মা; জীব; প্রাণ; টিয়া ময়না প্রঃ বুলিবলা পাখি। বাংপ্র। ৩। হৃদয়স্থিত পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। প্রাকপ্র। বি। **আত্মারাম শুকাইয়া যাওয়া, আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়া**—ভীষণ ভয় পাওয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া।

আত্মাহুতি—আত্মদেহবিসর্জন; সম্পূর্ণরূপে আপনাকে সমর্পণ করা। আত্মার আহুতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মীয়—১। আত্মসম্পর্কীয়, নিজ, আপন। বিণ। ২। বান্ধব, অন্তরঙ্গ বন্ধু; জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বজন। আত্মন্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

আত্মীয়তা—বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, হৃদ্যতা; কুটুম্বিতা; আত্মীয়ের কর্ম বা ব্যবহার। আত্মীয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

আত্মীয়স্বজন—আপনার লোক, নিজ জন। আত্মীয় ও স্বজন, (একার্থক শব্দদ্বয়ের) দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আত্মোৎকর্ষ—আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, আপন উন্নতি, স্বকীয় উৎকৃষ্টতা। আত্মার উৎকর্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মোৎসর্গ—মহৎকার্যে জীবনদান; সকল প্রকারে স্বার্থত্যাগ, সৎকার্যের জন্য আত্ম-নিয়োগ; আত্মবিসর্জন, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। আত্মার উৎসর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আত্মোন্নতি—আত্মোৎকর্ষ, স্বীয় অভ্যুদয়, আপন শ্রীবৃদ্ধি; নিজের স্বভাবের উন্নতি। আত্মার উন্নতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মোপকার, -কৃতি—স্বহিতসাধন, আপন কল্যাণকরণ, আপনার মঙ্গল করা।

আত্মার উপকার, উপকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

আত্মোপকারক, -কারী (-রিন্)—আপন কল্যাণকর, আপনার মঙ্গলজনক; স্বার্থপর। আত্মার উপকারক, উপকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা, -রিণী**।

আত্মোপম—নিজের তুল্য, স্বসদৃশ; পরমাত্মীয়। আত্মা (আত্মন্ = আপনি) উপমা যাহার, বহু। বিণ।

আত্যন্তিক—অতিশয়িত, অত্যন্ত অধিক; সম্পূর্ণ; অসীম, যার-পর-নাই; ধারাবাহিক; অনন্ত; মরণপর্যন্ত। অত্যন্ত+ইক ভবার্থে, ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আত্যন্তীন—আত্যন্তিক (তাহা দ্রঃ)। অত্যন্ত+ঈন ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আত্যয়িক—১। ধ্বংসসংক্রান্ত, বিনাশ-সম্বন্ধীয়, ক্লেশকর, পীড়াজনক; প্রাণান্তকর, বিপজ্জনক, বিপৎ-সূচক, অশুভ, অমঙ্গ-লার্থক; জরুরী, urgent. বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। কোন জরুরী কার্যের জন্য নিযুক্ত উর্ধ্বতন কর্মচারী, emergency officer. অত্যয় +ইক সম্বন্ধার্থে। বি, পুং।

আত্রেয়ী ১। নদী বিঃ, অত্রিবংশীয়া স্ত্রী; অত্রিমুনির পত্নী। অত্রি+এয় অপত্যার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। ২। রজস্বলা নারী, ঋতুমতী স্ত্রী। ন (কর্মযোগ্য নহে) ত্রি (তিন দিন) যাহার, বহু+আপ্+এয় স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আথরপাথর—পাথর ইঃ সব কিছু ("আথরপাথর কাট, কেটে ফেল হাড়"—ভারত)। প্রা কপ্র। বি।

আথান্তর—দুর্দশা, দুরবস্থা; বিপত্তি, সংকট। < অবস্থান্তর। বি।

আথাল গোশালা; গোষ্ঠ, গোঠ; গরু রাখিবার জন্য প্রধান গৃহের সংলগ্ন চালা, আলিপনা। প্রাদে। বি।

আথাল-পাথাল—১। এপাশ ওপাশ, সকল দিক্। বি। ২। চতুর্দিকে, এলো-ধাবাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আথালি-পাথালি—আঁতালি-পাতালি (তাহা দ্রঃ)।

আথিবিথি, আথেব্যথে-ব্যস্তসমস্ত-ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আদ—১। অর্ধ, আধখানা; খণ্ড, টুকরা। < অর্ধ। ২। আদি, মূল, গোড়া। <আদি। বি। ৩। প্রথম, গোড়ার, আদিম। <আদ্য। বিণ।

আদ-কপালি,-কপালিয়া,-কপালে—অর্ধকপালব্যাপিনী শিরঃপীড়া। <অর্ধ-কপালী। বি।

আদখানা—অর্ধভাগ, অর্ধাংশ। <অর্ধ-খণ্ড। বিণ।

আদড়া, -ড়া—ক্ষীণ সাদৃশ্য; চিত্রাদির প্রথম রেখাপাত; পত্র বা দলিল প্রঃর প্রথম লিখন, খসড়া; চিত্ররচনাদির সংক্ষিপ্ত প্রথম অবস্থা, sketch; ছাঁচ, চিহ্ন; সূত্রপাত, আরম্ভ। < আদর্শ। বি।

আদৎ, -ত—১। খাঁটী, বিশুদ্ধ; সমগ্র, সমস্ত; সম্পূর্ণ; যথার্থ। < আদিতঃ। বিণ। ২। অভ্যাস, প্রকৃতি; মোট, সাকল্য। আ। বি। ক্রি-বিণ—**আদতে**।

আদত্ত—আত্ত, গৃহীত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ। আ (সম্যক্) দত্ত, প্রাদি। বিণ।

আদপে, -বে—স্বাভাবিকরূপে; আদৌ, গোড়াতেই। < আদৌ। ক্রি-বিণ।

আদব—রীতি, ব্যবহার, পদ্ধতি; শিষ্টাচার, etiquette. < আ 'অদব'। বি।

আদব-কায়দা—রীতি-নীতি; আচার-ব্যবহার; শিষ্টাচার। আদব ও কায়দা, দ্বন্দ্ব। আদব (<আ 'অদব')+কায়দা (<আ 'কাইদহ্')। বি।

আদব-কায়দাদুরস্ত, -দোরস্ত—বাহ্যিক ভদ্রতাসম্পন্ন, শিষ্টাচারসম্মত। আদব-কায়দা হইয়াছে দুরস্ত (অভ্যস্ত) যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। আ-মু। বিণ।

আদম—মানুষ; ইহুদী খ্রীষ্টান ও মুসলমানের পুরাণে উক্ত আদি মানব, Adam. আ। বি; পুং। স্ত্রী—**হবা** (হাওয়া), Eve. **বাবা আদমের আমল**—বহু প্রাচীন যুগ, মান্ধাতার আমল।

আদম-শুমারি—দেশবাসী জনসমূহের সংখ্যাকরণ, লোকগণনা, census আদমের (লোকের) শুমারি (সংখ্যাগণনা), ৬ষ্ঠীতৎ। আ ফা মু। বি।

আদমি, -মী—আদমের সন্তানসন্ততি, মানুষ, ব্যক্তি; স্বামী। আদম+ই, ঈ জাতার্থে। আ। বি।

আদর—স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়; সোহাগ; সম্মান, মর্যাদা; ভক্তি; আস্থা, অনুরাগ; আসক্তি; আরম্ভ। আ—দৃ+অপ্ ভাব। বি, পুং। **আদর অভ্যর্থনা**—খাতির যত্ন। **আদর আপ্যায়ন**—খাতির যত্ন ও তুষ্টিবিধান। **আদর করা**—যত্ন করা, সোহাগ করা।

আদরক—আদা। <আর্দ্রক। বি।

আদরণীয়—আদরের যোগ্য, যাহার আদর করা উচিত এরূপ; পূজনীয়; অবলম্বনীয়। আ—দৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

আদরবাদর—আদরাতিশয়। প্রা কপ্র। বি।

আদরযত্ন—যথেষ্ট সমাদর ও আত্মীয়তা। (একার্থক শব্দদ্বয়ের) দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আদরা—'আদড়া' দ্রঃ।

আদরিণী—অভিমানিনী; সোহাগিনী, আদুরে। আদরিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আদরী (-রিন্)—আদরপ্রাপ্ত, যে সর্বদা আদর পাইয়া নষ্ট হইয়া যায় এরূপ, আদুরে। আদর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

আদর্শ—১। দর্পণ; অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তু, ideal; উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা; দৃষ্টান্ত, নমুনা, sample; যে গ্রন্থ দেখিয়া অন্য পুস্তক লেখা যায় তাহা; টীকা। বি; পুং। ২। অনুকরণযোগ্য; শ্রেষ্ঠ, মহৎ। আ—দৃশ্+ঘঞ্ অধি। বিণ।

আদর্শচরিত, -চরিত্র—১। যাহার স্বভাব অতিশয় উৎকৃষ্ট এমন। আদর্শ (২) চরিত, চরিত্র, যাহার, বহু। বিণ। ২। অতিশয় উৎকৃষ্ট চরিত্র, যে স্বভাব দেখিয়া অপরের চরিত্র ভাল হওয়া উচিত তাহা। আদর্শ (২) চরিত, চরিত্র, কর্মধা। বি স্ত্রী।

আদর্শ-বিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা-দান প্রণালী প্রদর্শিত হয় সেই বিদ্যালয়, model school, শিক্ষা-বিষয়ে অপরের পক্ষে অনুকরণীয় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যাভবন; সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষামন্দির। আদর্শ (২) বিদ্যালয়, কর্মধা। বি; পুং।

আদর্শস্থানীয়—আদর্শীভূত, আদর্শের উপযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আদর্শস্বভাব—১। যাহার স্বভাব অতিশয় উৎকৃষ্ট, আদর্শচরিত্র। আদর্শ (২) স্বভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। অতিশয় উৎকৃষ্ট স্বভাব, যে স্বভাব দেখিয়া অপরের স্বভাব ভাল হওয়া উচিত তাহা। আদর্শ (২) স্বভাব, কর্মধা। বি, পুং।

আদল—আভাস; সাদৃশ্য; ভাব। <আদর্শ। বি।

আদলা, -ধলা—অর্ধভাগ; আধপয়সা; আধখানা ইট। <অর্ধ। বি।

আদলী—হাঁড়ির নিম্নদিকের মত আকার-যুক্ত পাত্র বিঃ; (তাহা হইতে) নিতম্ব, পাছা। <অর্ধস্থালী। বি।

আদা—১। মূল বিঃ, শৃঙ্গবের, ginger. <আর্দ্রক। বি। **আদাজল খেয়ে লাগা**- দৃঢ়পণ করিয়া কাজে লাগা, বিশেষ-রূপ অধ্যবসায়ের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া। **আদায় কাঁচকলায়**—বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত; পরস্পরের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষ বা শত্রুতা-যুক্ত। **আদার ব্যাপারী**—নগণ্য লোক, সামান্য কাজের লোক। ২। অর্ধ, আধা। <অর্ধ। বিণ।

আদাই—সাধন, হাসিল ("হুকুম পাইলে এখন করিব আদাই"—পূ-ব গী)। প্রা কপ্র। বি।

আদাঙ্গা, -বেঙ্গা—অর্ধ; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। <অর্ধাঙ্গ। বিণ।

আদাড়—কুস্থান, জঞ্জাল-স্থান, আঁস্তাকুড় ; জলা জায়গা। <আর্দ্র। বি।

আদাড়-পাঁদাড়, আদাড়-বাদাড়—গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ অপরিষ্কৃত স্থান ; বাজে জিনিস। বাংপ্র। বি।

আদাড়ে—অপরিষ্কৃত ; আদাড় জাত, জঞ্জালে বা বনে জঙ্গলে উৎপন্ন, আদাড়-সম্বন্ধীয় ; অদম্য, দুর্দমা, অশিষ্ট ; অর্ধ-সভ্য ; বন্য, বুনো। আদাড়+এ জাতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আদান—গ্রহণ, স্বীকার ; অঙ্গীকরণ ; অর্জন ; ছেদন ; রোগলক্ষণ। আ—দা+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আদানপ্রদান—লওয়া ও দেওয়া, দেওয়া নেওয়া, লেনদেন, বিবাহসম্বন্ধে কন্যাদান ও গ্রহণ ; সামাজিক আচার ব্যবহার। দ্বন্দ্ব। বি, ক্লী।

আদাব—মুসলমানী প্রথায় অভিবাদন বিঃ, সেলাম। আ। বি।

আদায়—১। গ্রহণ, লওয়া, সংগ্রহ। আ—দা+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং। ২। পরিশোধ ; (কণ্ঠে বা যন্ত্রে) নিখুঁতভাবে প্রকাশ, সম্পাদন। <আ 'অদা'। বি।

আদায় হওয়া—সংগৃহীত হওয়া ; মরা, নিহত হওয়া।

আদায়ী (-য়িন্)—১। গ্রহণশীল, গ্রাহী। আ—দা+ণিন্ কর্তৃ। ২। যাহা আদায় করা হইয়াছে এমন ; যাহাতে আদায়ের হিসাব লেখা থাকে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আদার—পাখির ছানার খাদ্য। প্রাদে। বি।

আদালত, আদালৎ—বিচারস্থান বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ, court of justice আ। বি। **আদালত ঘর করা**—মকদ্দমা লইয়া সর্বসময় ব্যস্ত থাকা।

আদি—১। প্রথম, প্রারম্ভ, উৎপত্তি-নিদান ; (পদান্তে) গণসূচক শব্দ ; সামীপ্য ; অবয়ব। বি ; পুং। ২। আদিম, আদ্য, প্রথম, সর্বপ্রথম, প্রাচীন, পূর্বতন ('—নিবাস') ; (সমাসে পরপদে) ইঃ প্রমুখ ('ব্রাহ্মণাদি')। আ—দা+কি কর্ম। বিণ।

আদিকবি—প্রথমকবি, ব্রহ্মা, বাল্মীকি। আদি কবি, কর্মধা। বি ; পুং।

আদিকাণ্ড—রামায়ণের বালকাণ্ড। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

আদিকাল—প্রথমকাল ; সৃষ্টির প্রারম্ভ-কাল ; সত্যযুগ। কর্মধা। বি ; পুং।

আদিক্যেতা—বাড়াবাড়ি ; ন্যাকামি ; ভান। <অদীক্ষিত বা অশুদ্ধ 'আধিক্যতা'। বি।

আদিতাল—সংগীতের একটি লঘুমাত্রা-বিশিষ্ট তাল বিঃ। কর্মধা। বি ; পুং।

আদিতেয়—অদিতি সন্তান, দেবতা। অদিতি+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

আদিত্য—দেবতা ; সূর্য ; অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ ; দ্বাদশ সংখ্যা ; সূর্যমণ্ডলস্থিত হিরণ্ময় বিষ্ণু ; পুনর্বসুনক্ষত্র ; কায়স্থের উপাধি বিঃ (ইহা হইতে 'আইচ' উপাধির উৎপত্তি) ; (সমাসে পরপদে) শ্রেষ্ঠতাবাচক শব্দ বিঃ ; কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জাত ধাতা মিত্র অর্যমা রুদ্র বরুণ সূর্য ভগ বিবস্বান্ পূষা সবিতা ত্বষ্টা ও বিষ্ণু—এই দ্বাদশ আদিত্য [মহাভারতে রুদ্র ও সূর্যের পরিবর্তে অংশ (বা পর্জন্য) ও ইন্দ্র (বা শক্র) আছে, হরিবংশে রুদ্র, সূর্য ও সবিতার পরিবর্তে অংশ, পর্জন্য ও ইন্দ্র (বা শক্র) আছে]। অদিতি+ণ্য অপত্যার্থে, দেবতার্থে। বি ; পুং। [ঋগ্বেদে আদিত্যসংখ্যা ছয় ; যথা—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। তৈত্তিরীয়ে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্—এই অষ্ট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদিগকে অদিতির পুত্র না বলিয়া দ্বাদশ মাসের স্বরূপ বলা হইয়াছে। ভাগবতমতে আদিত্যগণ স্বর্গদাতা এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। কল্পান্তরে সূর্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহ্য করিতে অসমর্থা হইলে তৎ-পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদিত হন। ইঁহাদের নাম অরুণ (মাঘ), সূর্য (ফাল্গুন), বেদজ্ঞ (চৈত্র), তপন (বৈশাখ), ইন্দ্র (জ্যৈষ্ঠ), রবি (আষাঢ়), গভস্তি (শ্রাবণ), যম (ভাদ্র), হিরণ্যরেতাঃ বা স্বর্ণরেতাঃ (আশ্বিন), দিবা-কর (কার্তিক), চিত্র বা মিত্র (অগ্রহায়ণ) ও বিষ্ণু (পৌষ)। মতান্তরে দ্বাদশ আদিত্যের নাম,—আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, সহস্রাংশু, ত্রিলোচন, হরিদশ্ব, অহঃপতি, দিনকৃৎ, দ্বাদশাত্মক, ত্রয়ীমূর্তি ও সূর্য]।

আদিদেব—নারায়ণ ; সূর্যের নাম বিঃ, মহাদেব ; ব্রহ্মা। কর্মধা। বি ; পুং।

আদিপর্ব (-পর্বন্), **-পর্ব্ব** (-পর্ব্বন্)—মহাভারতের প্রথম পর্ব। আদি পর্ব, কর্মধা। বি ; ক্লী।

আদিপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ। আদি পুরাণ, কর্মধা। বি, ক্লী।

আদিপুরুষ—প্রথমপুরুষ, যাঁহা হইতে বংশের গণনা আরম্ভ হয় তিনি ; পূর্বপুরুষ ; বিষ্ণু। আদি পুরুষ, কর্মধা। বি ; পুং।

আদিবাসী (-সিন্)—১। আদিম নিবাসী। বিণ। ২। ভারতের প্রাক্-আর্যযুগের অধিবাসিগণের বর্তমান বংশধরগণ। উপতৎ ; আদি—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

আদিভূত-১। আদিস্বরূপ, আদ্য, প্রথম। আদির সমান বা স্বরূপ, নিত্য বা আদিতে ভূত, ৭মীতৎ। বিণ। ২। পঞ্চভূতের প্রথম ভূত, পৃথিবী। বি ; স্ত্রী। ৩। আদিপুরুষ ; প্রথম জীব ; ব্রহ্মা। আদি ভূত, কর্মধা। বি ; পুং।

আদিম—প্রথম, আদ্য, প্রথমভব (বস্তু) ; অতি প্রাচীন, aboriginal ('—জাতি')। আদি+ম ভবার্থে। বিণ। **আদিম অধি-বাসী, আদিম নিবাসী** (-সিন্)—কোন দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী, প্রথম বাসিন্দা, aborigines

আদিমানব—প্রথমসৃষ্ট মানুষ ; আদম, Adam. আদি মানব, কর্মধা। বি ; পুং।

আদিরস—(অলংকারশাস্ত্র) নবপ্রকার রসের প্রথম রস, শৃঙ্গাররস, স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়বর্ণনাত্মক রস। আদি রস, কর্মধা। বি, পুং।

আদিরসাত্মক, -রসাশ্রিত—শৃঙ্গাররস-পরিপূর্ণ, শৃঙ্গারভাবোদ্দীপক। আদিরস আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু (ক-সমাসান্ত) ; ২য় পক্ষে, আদিরসকে আশ্রিত, ২যাতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা, -তা**।

আদিষ্ট—আজ্ঞাপ্রাপ্ত, নিযুক্ত, উপদিষ্ট, অনুশাসিত ; অনুজ্ঞাত, অভিহিত, (ব্যাক) রূপান্তরপ্রাপ্ত। আ—দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আদীর্ঘ—ঈষৎ দীর্ঘ, পদ্মপত্রাকৃতি। আ (ঈষৎ) দীর্ঘ, প্রাদি। বিণ।

আদুড়, -ল—১। অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, আঢাকা, আলগা, নগ্ন। <উদার (>উদলা>)। ২। আলুলায়িত। প্রা কপ্র। বিণ।

আদুড়ে, -ধুড়ে—অপরিপক্ক, অপরিণত ; অসমাপ্ত, অর্ধকৃত। বাংপ্র। বিণ।

আদুরে—অত্যধিক আদরপ্রাপ্ত, অতি-স্নেহভাজন, বেশী আদরে নষ্ট, spoilt. আদর+এ প্রাপ্ত অর্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**আদুরী**। **আদুরে গোপাল**—অতিশয় আদুরে ছেলে, অত্যধিক আদরের সহিত লালিত-পালিত বালক।

আদুল—'আদুড়' দ্রঃ।

আদুলি—অর্ধরূপক, আধুলি, আট আনা, পঞ্চাশ পয়সা। <অর্ধ। বি।

আদৃত—অভিনন্দিত ; সম্মানিত, যে আদর পাইয়াছে এরূপ ; পূজিত ; অনুমোদিত, সাগ্রহে সানন্দে গৃহীত, prized, cherished. আ—দৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আদেখলা, -লে—যে কখনও দেখে নাই এরূপ ; যে কখনও কোন ভাল জিনিস দেখে নাই বা ভোগ করে নাই এরূপ ; দেখিবার বা পাইবার জন্য অতি ব্যগ্র, হ্যাংলা,

ক্যাংলা, অভিলোভী, পেটুক ; যে জিনিস পূর্বে কেহ দেখে নাই এরূপ। আ (নঞ্) দেখলা, দেখলে, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আদেখলেপনা—আদেখলের ভাব ; যাহা দেখে তাহাতেই অবাক্ হওয়ার ভাব ; যাহা দেখে তাহাই পাইতে চাওয়ার ইচ্ছা। আদেখলে+পনা ভাবে। বাংপ্র। বি।

আদেখা—অদৃষ্টপূর্ব, যাহা দেখা হয় নাই এরূপ। আ (নঞ্) দেখা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আদেজ্ঞা—'আদাজ্ঞা' দ্রঃ।

আদেয়—আদানযোগ্য, গ্রহণযোগ্য, আদানের উপযুক্ত। আ—দা+যৎ কর্ম। বিণ।

আদেশ—১। আজ্ঞা ; উপদেশ ; কথন ; নিয়োগ ; অনুশাসন, দৈববাণী ; অন্তের অজ্ঞাত যে বিশেষ দৈবভাব মনোমধ্যে উদিত হয় তাহা ('দেবতার —') ; নির্দেশ ; (ব্যাক) শব্দ বা বর্ণের আকারান্তর প্রাপ্তি, এক শব্দস্থলে অপর শব্দ প্রয়োগের বিধি। আ—দিশ্+ঘঞ্ ভাব। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্রফল। আ—দিশ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

আদেশক—১। আদেশকারী, আজ্ঞাদাতা, উপদেষ্টা ; শাসক। আ—দিশ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**। ২। যতিচিহ্ন বিঃ, '—' এই চিহ্নের অনুরূপ চিহ্ন। বি।

আদেশকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রী** (-কর্তৃ)—আদেশক, আজ্ঞাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

আদেশকারী—'আদেশকর্তা' (সকল অর্থে)। উপতৎ, আদেশ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

আদেশক্রমে—আদেশানুযায়ী, আদেশমত। আদেশের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আদেশদাতা (-দাতৃ)—হুকুমকারী, আজ্ঞাকারী, আদেশক। আদেশের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

আদেশপত্র—অনুমতিলিপি, হুকুমনামা। আদেশসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

আদেশপালক—আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাবহ, অনুমতিক্রমে কার্যকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-লিকা**।

আদেশপালন—আজ্ঞানুসারে কার্যকরণ, হুকুমমত কাজ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আদেশমত—আজ্ঞানুযায়ী, হুকুমমত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আদেশানুবর্ত(র্ত্ত)ন—আদেশপালন, হুকুমমত চলা, অপরের নির্দেশ অনুযায়ী চলা। আদেশের অনুবর্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আদেশানুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—আদেশানুসারী, আদেশমত কার্যকারী। আদেশের অনুবর্তী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা, -বর্তিত্ব**।

আদেশানুযায়ী (-যায়িন্)—১। আদেশানুসারী, আদেশমত কার্যকারী। আদেশের অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**। ২। আদেশানুসারে, আদেশমত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আদেশানুরূপ—আজ্ঞানুযায়ী। আদেশের অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আদেশানুসারে—আদেশানুযায়ী, আজ্ঞাক্রমে। আদেশের অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—উপদেশক ; আদেশকর্তা ; শাসক ; যজমান। আ—দিশ্+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ট্রী**।

আদোবে—আদপে (তাহা দ্রঃ)।

আদৌ—প্রথমে ; আগে, আরম্ভে, উপক্রমে ; (বাংপ্র) কিছুমাত্র, মোটেই। আদি+(সংস্কৃত) ৭মী ১ব হইতে। অ।

আদ্দব—আদব (তাহা দ্রঃ)।

আদ্দাশ—নিবেদন ; অভিযোগ ; আপসোস ; সন্তাপ ; মনের দুঃখ। <ফা 'আর্জ দাশ্ত্'। বি।

আদ্দি—আদ্ধি (তাহা দ্রঃ)।

আদ্ধি—কার্পাসসূত্রনির্মিত সূক্ষ্মবস্ত্র বিঃ। <আর্ধিক। বি।

আদ্য—১। প্রথম, আদিম, আদিভব ; প্রধান। আদি+যৎ ভবার্থে। ২। ভক্ষ্য। বিণ। ৩। খাদ্যদ্রব্য ; ধান্য। অদ্+ণ্যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

আদ্যকৃত্য—আদ্যশ্রাদ্ধ। আদ্য কৃত্য, কর্মধা। বি ; ক্লী।

আদ্যন্ত—১। প্রথম ও শেষ। আদি এবং অন্ত, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। ২। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, আগাগোড়া। আদি হইতে, এই অর্থে, আ আদি=আদি, অব্যয়ী ; আদি অন্ত, সুপ্। বিণ বা ক্রি-বিণ। ৩। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত সমস্ত। আদ্যন্ত (২)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; ক্লী।

আদ্যপ্রাণী (-ণিন্)—যে অবস্থায় জীবের উন্মেষমাত্র হয়, জীবজগতের সর্বাপেক্ষা নিম্নবিভাগীয় প্রাণী, amoeba. কর্মধা। বি ; পুং।

আদ্যপ্রান্ত—১। প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত, পূর্বাপর, আগাগোড়া। ('আদ্যন্ত'বৎ) অব্যয়ী ও সুপ্। ক্রি-বিণ। ২। প্রথম সীমা। আদ্য প্রান্ত (সীমা), কর্মধা। বি ; পুং।

আদ্যরস—শৃঙ্গাররস, আদিরস ; বিবাহে কুলীনদের একপ্রকার সংস্কার ; দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থের জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রথমে কুলরকার্থ কুলীনকন্যা বিবাহ (অর্থাৎ কুলকর্ম) করিয়া পরে মৌলিক-গৃহে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ ; পরিণয়। কর্মধা। বি ; পুং।

আদ্যলীলা—বাল্যক্রীড়া ; ভগবদবতারের বাল্যাবস্থার কার্যাবলী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আদ্যশ্রাদ্ধ—অশৌচান্তের পরদিনে কর্তব্য শ্রাদ্ধ, মৃতের প্রথমকৃত্য বা শ্রাদ্ধ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

আদ্যা—১। প্রধানা শক্তি ; মহাবিদ্যা ; ভগবতী ; নারায়ণী ; মহামায়া ; মহাদুর্গা ; কালী ; জগৎকর্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। আদিভূতা, প্রথমা। আদি+যৎ ভবার্থে+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। **আদ্যা শক্তি**—কালী, ভগবতী, মহামায়া, সনাতনী।

আদ্যি—আদ্য (১) (তাহা দ্রঃ)।

আদ্যিকাল—অতি প্রাচীন কাল, বহুপূর্বকাল। <আদ্যকাল। বি। **আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো**—অতি প্রাচীন ব্যক্তি।

আদ্যিরস—'আদ্যরস' নামক বিবাহসংস্কার। বাংপ্র। বি।

আদ্যোপলীয়—(ভূবিদ্যা) প্রস্তর যুগের আগেকার, eolithic. আদ্য যে উপল, কর্মধা ; তদুত্তরে+ঈয়। বিণ।

আদ্যোপান্ত—১। পূর্বাপর, প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত সমস্ত, ইস্তক-নাগাদ। আদ্যাবধি উপান্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। ক্রি-বিণ।

আদ্রক—আদা। <আর্দ্রক। বি।

আদ্রিয়মাণ—যাহাকে আদর করা হইতেছে এরূপ ; পূজ্যমান, আরাধ্যমান। আ—দৃ+শানচ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-মাণা**।

আধ—আধা, অর্ধেক ; অস্পষ্ট ; অসম্পূর্ণ, আংশিক। <অর্ধ। বিণ।

আধ-আধ—অস্ফুট ; অর্ধোচ্চারিত ; অসম্পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

আধ-আনা—দুই পয়সা। আধ আনা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আধ-আনি—দুই পয়সা মূল্যের মুদ্রাখণ্ড। আধ-আনা+ই মুদ্রা অর্থে। বাংপ্র। বি।

আধক—অর্ধ, অসমাপ্ত। <অর্ধক। বিণ।

আধকড়িয়া, -কড়ে—কমমূল্যের, কমদামী। আধ (অর্ধ) কড়ি (মূল্য), কর্মধা= আধকড়ি ; তদুত্তরে ইয়া, এ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আধকপালি, -লিয়া, -লে—আদকপালি (তাহা দ্রঃ)।

আধ-কাঁচা—যাহা ভাল করিয়া পাকে নাই এমন। আধ (অর্ধেক পরিমাণে) কাঁচা, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধক্ষেপা, -খেপা—আধপাগলা। আধ (অর্ধেক পরিমাণে) ক্ষেপা, খেপা, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধখানা—অর্ধখণ্ড, কিছুপরিমাণ; অর্ধাবশিষ্ট শরীর। <অর্ধখণ্ড। বিণ।

আধখেঁচড়া—'আধাখেঁচড়া' দ্রঃ।

আধজানা—অসম্পূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট, অল্পপরিমাণ-জানা। সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধদিঠি—কটাক্ষ, অর্ধদৃষ্টি। কর্মধা। প্রা কপ্র। বি।

আধধেড়ে—প্রায় সাবালক; আধবুড়ো। আধ (অর্ধেক পরিমাণে) ধেড়ে ('ধাড়ী'-শব্দজ), সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধপাকা—অর্ধপক্ক। আধ (অর্ধেক পরিমাণে) পাকা, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধপাগল, -পাগলা, -পাগলাটে—অর্ধক্ষিপ্ত, অর্ধোন্মত্ত। আধ (অর্ধেক মাত্রায়) পাগল, পাগলা, পাগলাটে, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধপেটা—অর্ধোদরপূরক, যাহাতে ভালভাবে পেট ভরে নাই এমন বা এমনভাবে। আধ পেটের, একদেশী—আধপেট; তদুত্তরে আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আধপোড়া—অর্ধদগ্ধ, আংশিকভাবে দগ্ধ। আধ (অর্ধেক পরিমাণে, অসম্পূর্ণরূপে) পোড়া, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধফোটা—যাহা সম্পূর্ণরূপে ফুটে নাই এমন, অর্ধবিকশিত। <অর্ধস্ফুট। বিণ।

আধবয়সী, আধাবয়সী—বৃদ্ধপ্রায়, প্রৌঢ়। আধ, আধা বয়স, কর্মধা+ঈ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আধবুড়া, -বুড়ো—প্রৌঢ়, পরিণতবয়স্ক, প্রায়বৃদ্ধ। আধ (অর্ধমাত্রায়) বুড়া, বুড়ো (<বৃদ্ধ), সুপ্। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-বুড়ী**।

আধভরা—প্রায়পূর্ণ, অর্ধপূর্ণ। সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধমন—২০ সের ওজন, অর্ধমন। আধ মন, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আধমনী—২০ সের ওজনের ('— পাথর')। আধমন+ঈ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আধমরা—মৃতপ্রায়; শুষ্কপ্রায়। আধ (অর্ধপরিমাণে, অর্থাৎ প্রায়) মরা, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধমাতাল—যে পুরাপুরি মাতাল হয় নাই এরূপ। আধ (অর্ধপরিমাণে, অসম্পূর্ণরূপে) মাতাল, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধমুনে—আধমনী; যে আধ মন খাদ্য খাইতে পারে এমন ('— কৈলাস')। বাংপ্র। বিণ।

আধলা—ইষ্টকার্ধ, আধ পয়সা; অর্ধেক। আধল (<অর্ধ)+আ তুচ্ছার্থে। বাংপ্র। বি।

আধলি, -ধুলি, -ধুলী—অর্ধমুদ্রা, আধটাকা। আধ+অলি, উলি, উলী। বাংপ্র। বি।

আধশোয়া—অর্ধশয়ান, যে হেলান দিয়া শুইয়া আছে এমন ("আধশোয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি"—রবীন্দ্র)। আধ শোয়া, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধহারা—অতিকৃশ। আধ (অর্ধ) হার (পরিমাণ), কর্মধা; তদুত্তরে আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আধা—অর্ধেক। <অর্ধ। বিণ।

আধা-আধি—অর্ধ অর্ধ ভাগ, অর্ধেক, অর্ধেক ভাগ, অর্ধাংশ। <অর্ধার্ধ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আধাখেঁচড়া, আধখেঁচড়া—অর্ধসম্পন্ন, অসম্পূর্ণ, যেমন-তেমন করিয়া সম্পন্ন। আধা, আধ খেঁচড়া, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধাঙ্গা, -ধেঙ্গা—অর্ধাঙ্গ, অর্ধেক; অসম্পূর্ণ; অর্ধশয়িত; আড়ভাবে শয়ান। <অর্ধাঙ্গ। বিণ।

আধান—১। নির্বাহকরণ, সাধন; গ্রহণ; নিষেক; স্থাপন; রক্ষা; সঞ্চার; ধারণ; প্রাপ্তি; শাস্ত্রবিধিমত অগ্নিরক্ষা; যজন, হোম, হোমীয়বহ্নির স্থাপন; গর্ভাধান সংস্কার; বন্ধক দেওয়া; উৎপাদন; তড়িৎসঞ্চারণ, বিদ্যুৎপূর্ণকরণ, charge. আ—ধা+অনট্ ভাব। বিণ—**আহিত**। **২**। আধার, পাত্র ('গীতে সমর্পিত মন, ত্রব হৈল নারায়ণ, বিধিরূপে করঙ্গ আধান'—কবিকঙ্কণ)। আ—ধা+অনট্ অধি। **৩**। আধি, বন্ধকী দ্রব্য। আ—ধা+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

আধানিক—গর্ভাধানসংস্কার। আধান+ইক হিতার্থে। বি; ক্লী।

আধাবয়সী—'আধবয়সী' দ্রঃ।

আধায়ক—স্থাপয়িতা; জনক; প্রযোজক। আ—ধা+ণক কর্তৃ। বি।

আধার—১। স্থান, আশ্রয়, পাত্র; ধারণকারী; ক্ষেত্রাদিতে জল রাখিবার আলবাল, বাঁধ; (ব্যাক) অধিকরণ কারক, (তন্ত্র) ষট্‌চক্রের মধ্যে আদ্যচক্রের অবস্থিতিস্থান। আ—ধৃ+ঘঞ্ অধি। **২**। গ্রহণ; আশ্রয়; জলধারণ; স্থাপন। আ—ধৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **৩**। পাখির খাদ্য। 'আহার'-শব্দজ। প্রাদে। বি। **আধার দেওয়া**—পাখিকে জল ছোলা দানা প্রঃ খাইতে দেওয়া।

আধাসরকারী—যাহা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নহে এমন, demi-official. সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

আধাসার, -সারি—অর্ধাবশিষ্ট, যাহার অর্ধেকমাত্র বাকী আছে এরূপ। <অর্ধসার। বিণ।

আধি—১। মনঃপীড়া, ব্যসন, বিপত্তি; অত্যাশা; বিশেষণ ('উপাধি')। আ—ধা+কি করণ। **২**। গচ্ছিত রাখা; বন্ধক দেওয়া; বন্ধকী জিনিস; অধিষ্ঠান, থাকা। আ—ধা+কি ভাব। বি; পুং।

আধিকরণিক—বিচারক, হাকিম প্রঃ। অধিকরণ (বিচারালয়)+ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

আধিকারিক—১। অধিকারসংক্রান্ত, অধিকারবিষয়ক, স্বত্ববিষয়ক। অধিকার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **২**। কোন আফিসের কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, officer-in-charge. অধিকার+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

আধিক্য—আতিশয্য, অধিকতা; প্রাবল্য; উৎকর্ষ। অধিক+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

আধিক্যেতা, -খ্যেতা—বাহুল্য, বাড়াবাড়ি; বেশী দরদ, অসংগত মমতা। <অশুদ্ধ 'আধিক্যতা'। বি।

আধিক্ষীণ- চিন্তাজীর্ণ; মানসিক পীড়ায় রুগ্ণ ('— শরীর')। ৩য়াতৎ। বিণ।

আধিজ—মনোবেদনাজনিত, চিত্তক্লেশসম্ভূত। উপতৎ; আধি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

আধিদৈবিক—দৈবজাত অতিবাত অতিবৃষ্টি বজ্রপাত প্রঃ দৈব-উৎপাতজনিত ('— দুঃখ')। অধিদেব+ইক নির্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আধিপত্য—প্রভুত্ব কর্তৃত্ব, ঐশ্বর্য, শ্রেষ্ঠত্ব; প্রজাপালন প্রঃ রাজকার্য, রাজত্ব। অধিপতি+যক্ ভাবে। বি, ক্লী।

আধিবিদ্যক—অধিবিদ্যাসংক্রান্ত, metaphysical. অধিবিদ্যা+অক (বুঞ্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আধিবেদনিক—অধিবেদনলব্ধ, অধিবেদনসময়ে বা সেই সূত্রে কৃত বা দত্ত, দ্বিতীয়বার দারগ্রহণকালে প্রথমা পত্নীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দত্ত (ধন প্রঃ)। অধিবেদন+ইক তৎকালদত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আধিব্যাধি—শারীরিক এবং মানসিক পীড়া, শরীরের ও মনের সন্তাপ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আধিভৌতিক—প্রাণী হইতে সংঘটিত, জন্তুগণ হইতে উৎপন্ন, ভূতাধীন; (সাংখ্যমতে) জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ জীবজাত ('— দুঃখ')। অধিভূত+ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আধিরাজ্য—অধিরাজের পদ বা রাজ্য; অধিকার; রাজপদ, রাজ্যাধিকারিত্ব; আধিপত্য, প্রভুত্ব। অধিরাজ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

আধিশ্রয়ণ, -শ্রয়ণিক—অধিশ্রয়ণসংক্রান্ত, কাচ প্রঃ দ্বারা যে বিন্দুতে কিরণ সংগ্রহ করা হয় তৎসম্বন্ধীয়, focal; পাককার্যসম্বন্ধীয়।

অধিশ্রয়ণ+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শ্রয়ণী, -শ্রয়ণিকী**।

আধিশ্রয়ণ-ব্যবধি—আলোকরশ্মি সকল দর্পণীকাচ হইতে প্রতিফলিত হইয়া স্ব স্ব পথে সঞ্চরণকালে যে বিন্দুতে মিলিত হয় দর্পণীকাচ হইতে সেই বিন্দুর আঙ্কিক দূরত্ব, focal length. আধিশ্রয়ণ ব্যবধি, কর্মধা। বি ; পুং।

আধুত, -ধূত—অল্পকম্পিত, ঈষৎ কম্পনযুক্ত, আন্দোলিত ; বিক্ষিপ্ত ; চঞ্চলীকৃত। আ (ঈষৎ)—ধু, ধূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আধুনিক—সাম্প্রতিক, হালের, অধুনাতন, বর্তমান কালের, ইদানীন্তন, নব্য, modern. অধুনা+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আধুনিকতা—নব্য ধরনের চালচলন, হাল ফ্যাশনের রীতিনীতি। আধুনিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আধুনিকা—আধুনিকী, নব্যা, (ব্যঙ্গে) প্রগতিশীলা। বাংপ্র। বিণ।

আধুনিকীকরণ—বর্তমান যুগের বা ব্যবস্থার উপযোগীকরণ। আধুনিকী—কৃ+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আধুলি, -লী—'আধলি' দ্রঃ।

আধুত— আধুত' দ্রঃ।

আধৃত—গৃহীত। আ—ধৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আধেক—একার্ধ। <অর্ধেক। বি বা বিণ।

আধেঙ্গা—'আধাঙ্গা' দ্রঃ।

আধেয়—১। স্থাপনযোগ্য, আধারস্থিত ('— দ্রব্য'), আশ্রিত ; উৎপাদ্য ; বন্ধক রাখিবার যোগ্য। বিণ। ২। আধারে স্থাপনযোগ্য দ্রব্য, আধারস্থ দ্রব্য, content. আ—ধা+যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

আধেলা—আধ পয়সা, আধলা। <আধলা। বি।

আধোওয়া, আধোয়া—যাহা ধোওয়া বা জলে কাচা হয় নাই এরূপ, অধৌত ; কোরা, আনকোরা, নূতন। আ (নয়) ধোওয়া, ধোয়া, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আধ্মাত—১। ধ্বনিযুক্ত, শব্দিত। আ—ধ্মা+ক্ত কর্ম। ২। বায়ুপূরিত, স্ফীত, মানদর্পাদি দ্বারা উদ্ধত ; দগ্ধ ; প্রসারিত ; বাতরোগজনিত স্ফীতিবিশিষ্ট। আ—ধ্মা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আধ্মান—স্ফীতি, ফুলিয়া উঠা ; নিনাদ ; বাদ্যশব্দ ; উচ্চারণ ; আপ্যায়ন ; বায়ুরোগ বিঃ ; পেট-ফাঁপা। আ—ধ্মা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আধ্যাত্মিক—আত্মসংক্রান্ত, আত্মা হইতে জাত, spiritual ; ব্রহ্মবিষয়ক, ঈশ্বরসংক্রান্ত ; মানসিক ; অন্তর্মুখ, subjective. অধ্যাত্ম+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আধ্যান—চিন্তন, স্মরণ ; দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা। আ—ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আন—১। অপর, অন্য ; অন্যথা ; অন্যত্র ("আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া"—চণ্ডী)। <অন্য। কপ্র। সর্ব, বিণ বা অ। ২। লইয়া আইস। বাংপ্র। ক্রি। ৩। অন্ন ("আন পানী নাহি খাও"—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। <অন্ন। প্রা কপ্র। ৪। বহুবচনবোধার্থক প্রত্যয় ('শরিকান', 'মালিকান')। ফা। বি।

আনক—১। ঢাক ; মৃদঙ্গ ; পাখোয়াজ ; গর্জনযুক্ত মেঘ। বি ; পুং। ২। উৎসাহজনক ; শব্দায়মান, শব্দকারী। অন্+ণিচ্ (=আনি—উৎসাহযুক্ত করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নিকা**।

আনকা, -কো—অদ্ভুত, বিচিত্র, অপরিচিত, অজানা ('— লোক'), অদেখা ; নূতন ; অস্পষ্ট ("আনকো আলোয় যায় দেখা ঐ পদ্মকলির হাই তোলা"—সত্যেন্দ্র)। <অনীক্ষিতা। কপ্র। বিণ।

আনকরা, -কোরা—অব্যবহৃত, নূতন, আধোওয়া ; টাটকা, brand new ; অসভ্য, দুর্বিনীত, অবশীভূত, বন্য। বাংপ্র। বিণ।

আনখ—নখ পর্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আনখা, -নখা—আনকা (তাহা দ্রঃ)।

আনচান—অস্থির, ব্যাকুল। বাংপ্র। বিণ।

আনছান—আনচান। প্রা কপ্র। বিণ।

আনত—১। নম্রীভূত, অবনত ; পতিত ; বিনীত। আ—নম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। আনয়ন করে। ক্রি। ৩। অন্যত্র। প্রা কপ্র। অ।

আনতি—ঈষৎ নমন, অল্প নুইয়া থাকা, নম্রতা, প্রণাম। আ—নম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আনদ্ধ—১। মুরজমৃদঙ্গাদি চর্মযন্ত্র। আ—নহ্+ক্ত কর্ম। ২। সজ্জাভূষণাদি, বেশভূষাদি। আ—নহ্+ক্ত করণ। বি ; ক্লী। ৩। আবদ্ধ, সংযত, গ্রথিত ; যন্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত ; ব্যাপ্ত, চর্মাবৃত ('— বাদ্য')। আ—নহ্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

আনন—মুখ, বদন, face, mouth. আ—অন্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

আনন্তর্য(র্য্য)—পশ্চাৎ সংঘটন, পরে হওয়া বা থাকা, অনন্তরত্ব, ব্যবধানহীনতা, continuity, contiguity. অনন্তর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

আনন্ত্য—অন্তহীনতা, অসীমতা, শেষরাহিত্য ; অবিনাশিতা। অনন্ত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

আনন্দ—১। সন্তোষ, হর্ষ, তৃপ্তি, joy ; সুখময় অবস্থা, happiness. আ—নন্দ্+ঘঞ্ ভাব। ২। আত্মা, পরমাত্মা ; ব্রহ্ম। আ—নন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি।

আনন্দ-কর, -জনক—হর্ষোৎপাদক, প্রীতিপ্রদ, যাহাতে আনন্দ হয় এরূপ। উপতৎ ; আনন্দ—কৃ+ট কর্তৃ ; ২য় পক্ষে, আনন্দের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

আনন্দকানন—প্রমোদোদ্যান ; পবিত্র কাশীক্ষেত্র। আনন্দজনক কানন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

আনন্দঘন—আনন্দস্বরূপ ; আনন্দে পরিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

আনন্দদায়ক—প্রীতিপ্রদ, আমোদজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

আনন্দধাম (-ধামন্)—সুখময় গৃহ, প্রীতিজনক স্থান, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ। আনন্দপূর্ণ ধাম, মধ্যপ কর্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আনন্দন—অভিনন্দন, সংবর্ধনা ; সন্তোষদান ; কুশলপ্রশ্ন। আ—নন্দ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আনন্দ-নাড়ু, -লাড়ু—মিষ্টান্ন বিঃ, একপ্রকার মিঠাই (ইহা চাউলের গুঁড়া ও তিলের সহিত গুড় মিশাইয়া প্রস্তুত হয় এবং বিবাহাদি উৎসব-ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়)। আনন্দদায়ক নাড়ু, লাড়ু, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আনন্দবর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। হর্ষবৃদ্ধিকরণ, আনন্দ বাড়াইয়া দেওয়া। বি ; ক্লী। ২। প্রীতিবর্ধক, হর্ষবৃদ্ধিকারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আনন্দবিহ্বল—সুখবিহ্বল, আহ্লাদে আটখানা, অতিশয় আনন্দিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

আনন্দভবন—সুখনিবাস, সুখকর বাসস্থান ; জওহরলাল নেহরুর পৈতৃক বাসভবন (ইহা এলাহাবাদে অবস্থিত একটি সুরম্য অট্টালিকা)। আনন্দজনক ভবন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

আনন্দভরে—হর্ষে পূর্ণ হইয়া, পরমানন্দে। আনন্দের ভর (আধিক্য), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বাংপ্র। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

আনন্দময়—১। আহ্লাদপূর্ণ, সর্বদা উল্লসিত। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**। ২। পরব্রহ্ম। আনন্দ+ময়ট্ পূর্ণ বা স্বরূপ অর্থে। বি ; ক্লী।

আনন্দময় কোষ—(বেদান্তমতে) পঞ্চকোষমধ্যে পঞ্চমকোষ, অবিদ্যাস্বরূপ কারণদেহ, সত্ত্বপ্রধান জ্ঞান ; সুষুপ্তি।

আনন্দময়ী—১। সর্বদা আনন্দপূর্ণা আদ্যা শক্তি, দুর্গা ("আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে"—রবীন্দ্র)। বি ; স্ত্রী। ২। নিয়ত আনন্দযুক্তা। আনন্দময়+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

আনন্দমেলা—আনন্দজনক ব্যাপারের

জন্ত লোকসমাগম। আনন্দজনক মেলা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

আনন্দরস—প্রেমরস; সহস্রদল পদ্ম হইতে নিঃসৃত অমৃত; ব্রহ্মানন্দ; চিদানন্দ। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

আনন্দলহরী—আনন্দতরঙ্গ, আহ্লাদের ঢেউ, নব নব আনন্দ; আহ্লাদজনিত রব ("রাজহংস শত শত যাইছে ভাসিয়া সুখে আনন্দলহরীপূর্ণ করিয়া গগন"—নবীন সেন); বাদ্যযন্ত্র বিঃ, গাব গুপাগুব নামক বাদ্যযন্ত্র; শংকরাচার্য-প্রণীত বিখ্যাত স্তোত্র-গ্রন্থ; রসলীলা; প্রেমতরঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আনন্দলাড়ু—'আনন্দনাড়ু' দ্রঃ।

আনন্দলোক—আনন্দময় ভুবন; সুখকর স্থান; স্বর্গ। আনন্দপূর্ণ লোক (ভুবন), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আনন্দসলিল—হর্ষবারি; প্রেম, ভক্তি; পুলকাশ্রু; ভক্তিভাবের চরম অবস্থায় ব্রহ্মানন্দজনিত স্বেদ। আনন্দরূপ সলিল, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আনন্দসাগর—সুগভীর আনন্দ, অপরিসীম আনন্দ। আনন্দ সাগরপ্রায, উপমিত কর্মধা; বা, আনন্দরূপ সাগর, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

আনন্দস্রোত—অখণ্ড আনন্দ, একটানা সুখ। আনন্দের স্রোত, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, আনন্দরূপ স্রোত, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আনন্দাশ্রু—আনন্দজনিত নেত্রজল, হর্ষবাষ্প। আনন্দজনিত অশ্রু, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আনন্দিত—আহ্লাদিত, সন্তুষ্ট। আনন্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

আনন্দী (-ন্দিন্)—আনন্দিত, হৃষ্ট। আনন্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দিনী**।

আনন্দোচ্ছ্বাস—হর্ষজনিত উচ্ছ্বাস, আনন্দবিহ্বল ভাব; আনন্দের আধিক্য। আনন্দজনিত উচ্ছ্বাস, মধ্যপ কর্মধা, বা আনন্দের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আনমন—বক্রীকরণ, বাঁকাইয়া দেওয়া; নত করা, নোয়ানো; ঈষৎ নোয়ানো। আ—নম্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি, স্ত্রী।

আনমন, -মনা—অন্যবিষয়ে মনোযোগী, অন্যমনস্ক। আনে (অন্য বিষয়ে) মন যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। ক্রি-বিণ—**আনমনে** (অন্যমনস্কভাবে)।

আনমনীয়—যাহা নোয়ানো বা বাঁকানো যায় এরূপ। আ—নম্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আনমিত—বক্রীকৃত, বাঁকানো, নোয়ানো। আ—নম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আনম্য—আনমনীয়, আনমনযোগ্য। আ—নম্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

আনম্র—অল্পনত; ঈষৎ আনমনশীল। আ (ঈষৎ) নম্র, প্রাদি। বিণ।

আনয়ন—লইয়া আসা, আনা। আ—নী+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আনয়নীয়, আনেতব্য, আনেয়—যাহা আনা উচিত এরূপ; যাহা আনিতে পারা যায় এরূপ। আ—নী+অনীয়, তব্য, যৎ কর্ম। বিণ।

আনর্থক্য—অনর্থকতা, ব্যর্থতা। অনর্থক+য্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

আনল—১। অগ্নি, আগুন। প্রা কপ্র। বি। ২। অনলসম্বন্ধীয়, অগ্নিসংক্রান্ত, আগ্নেয়। অনল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লী**। ৩। আনয়ন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আনসার—সাহায্যকারী, হিজরতের সময় হজরত মোহাম্মদকে সাহায্যকারী ব্যক্তি। আ। বি।

আনহ—১। আনয়ন কর। কপ্র। ক্রি। ২। স্বতন্ত্র, ভিন্ন; অপর। <অন্য। বিণ।

আনা—১। আনীত। আন্+আ কর্ম। বিণ। ২। আনয়ন করা। <'আ—নী'-ধাতু। ক্রি। ৩। পূর্বে প্রচলিত এক টাকার ষোড়শ ভাগের এক ভাগ, কোন দ্রব্য বা বিষয়ের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ, ছয় রতি পরিমাণ; অতি সামান্যপরিমাণ। <আনক। ৪। আসা ('আনা'-গোনা—'আসা'-যাওয়া)। হি। বি। ৫। ব্যবহার কর্ম অনুকরণ প্রঃ-সূচক ফা প্রত্যয় ('নবাবী-আনা', 'মুনশী'-আনা', 'গরিবানা' প্রঃ)।

আনাগোনা—ক্রমাগত যাওয়া-আসা, অবিরত যাতায়াত। আনা (আসা) ও গোনা (যাওয়া), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আনাচ-কানাচ—গলি-ঘুঁজি, অস্থান-কুস্থান, আশপাশ, আদাড়পাঁদাড়। আনাচ (সদর পর্যন্ত) ও কানাচ (ঘরের পিছন), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আনাজ—কাঁচা তরকারি, বেগুন মুলা উচ্ছে ইঃ রান্নাপোযোগী ফলমূল। <অন্নাদ্য। বি।

আনাজপত্র, -পাত, -পাতি—তরকারি-প্রভৃতি, রান্নার উপযোগী কাঁচা ফলমূল শাকসবজি। বাংপ্র। বি।

আনাজীকলা—কাঁচকলা। বাংপ্র। বি।

আনাড়—১। গুপ্তস্থান, অজ্ঞাত স্থল। বি। ২। গোপন, নিভৃত। বাংপ্র। বিণ।

আনাড়া—যাহা সরানো হয় নাই এরূপ; যাহা নাড়ানো হয় নাই এরূপ; অচঞ্চল, ধীর। আ (নয়) নাড়া, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আনাড়ী—অজ্ঞ, মূর্খ, অনভিজ্ঞ; হাতুড়ে, যাহার নাড়ীজ্ঞান নাই এরূপ ('— বৈদ্য')। <অজ্ঞানী। বিণ।

আনাড়ীপনা—বোকামি, অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা। আনাড়ী+পনা ভাবার্থে। বাংপ্র। বি।

আনায়—১। জাল; ফাঁদ। আ—নী+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ২। আনয়ন করায়। বাংপ্র। প্রযোজক ক্রি।

আনায়ী (-য়িন্)—জালিক, ধীবর; ব্যাধ। আনায়+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

আনার—দাড়িম্ব, ডালিম। ফা। বি।

আনারস—স্বনামখ্যাত ফল বিঃ, বহুনেত্র, pine-apple. <পো 'ananas'. বি।

আনারসী—আনারসের স্বাদযুক্ত, সামান্য মিষ্টতা ও টকযুক্ত; আনারসের মত রঙের। আনারস+ঈ তুল্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আনি—১। এক আনা মূল্যের মুদ্রা, ষোড়শ ভাগের এক ভাগ। আনা+ই মুদ্রা অর্থে। বাংপ্র। বি। ২। বাঙ্গালা প্রত্যয় বিঃ (যথা,—'বাবুআনি')। ফা 'আনা'-হইতে বাং প্রত্যয়।

আনিল—১। পবননন্দন, ভীম বা হনুমান্। অনিল+অণ্ অপত্যার্থে। বি, পুং। ২। বাতাসসম্বন্ধীয়, বায়বীয়। অনিল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লী**।

আনীত—যাহা আনয়ন করা হইয়াছে এরূপ, উপস্থাপিত। আ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

আনীল—১। ঈষৎ নীলবর্ণ ঘোড়া। বি; পুং। ২। ঈষৎ নীলবর্ণ, light blue. আ (ঈষৎ) নীল, প্রাদি। বিণ।

আনু—অন্য, অপর, আর। প্রা কপ্র। বিণ।

আনুকূল্য—অনুকূল কার্য, সাহায্য; উপকার; অনুগ্রহ, পোষকতা, patronage, auspices. অনুকূল+য্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

আনুগত্য—বশতা, বাধ্য হইয়া থাকা, আত্মীয়তাজ্ঞাপন; তোষামোদ; অনুগমন; সদ্ভাব; সঙ্গপ্রিয়তা; সাহচর্য। অনুগত+য্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

আনুপাতিক—অপর কোন পরিবর্তনশীল রাশির সহিত স্থিরসম্বন্ধযুক্ত; অনুপাতে নির্ধারিত, proportional. অনুপাত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আনুপূর্ব(র্ব্ব), -পূর্ব্য(র্ব্ব্য)—যথাক্রমতা, পরম্পরা, sequence; অনুক্রম, পরিপাটী। অনুপূর্ব+অণ্, য্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

আনুপূর্বি(র্ব্বি)ক—১। যথাক্রমে অবস্থিত; যাহার পরে যেটি—এইরূপ নিয়মে স্থিত সংঘটিত বা অনুষ্ঠিত; অনুপূর্ব, যথাক্রম, consecutive. অনুপূর্ব+ইক স্থিতার্থে বা

নির্দ্ধারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। যথাক্রমে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আনুমানিক—১। অনুমান দ্বারা স্থিরী-কৃত, অনুমানসিদ্ধ, আন্দাজী ; প্রায় কাছা-কাছি, approximate ; অনুমানসংক্রান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। (সাংখ্যমতে) প্রধান। অনুমান+ইক আগতার্থে। বি ; পুং।

আনুযাত্রিক—অনুচর, অনুগামী। অনু-যাত্রিক+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

আনুরক্তি—আসক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা। আ—অনু—রন্জ্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

আনুরূপ্য—সাদৃশ্য, যথৌচিত্য। অনুরূপ +ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আনুশাসনিক—১। রাজনীতিক-অনু-শাসনসংক্রান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। মহাভারতীয় পর্ব বিঃ। অনুশাসন+ইক সম্বন্ধার্থে। বি, ক্লী।

আনুষঙ্গিক—মূল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, connected, যাহা অন্য বিষয়ের সঙ্গে ঘটে বা সম্পন্ন হয় এরূপ, আবশ্যক, অপ্রধান। অনুষঙ্গ +ইক সম্বন্ধার্থে ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আনুষঙ্গিক বস্তু—যে বস্তু অন্য কোন প্রধান বস্তুর সঙ্গে আসে তাহা, byproduct

আনুষ্ঠানিক, -ষ্ঠিক—অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয়, শাস্ত্রবিধিসম্মত, আচারসংক্রান্ত, আরম্ভ-বিষয়ক, প্রাথমিক। অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নিকী, -ষ্ঠিকী**।

আনূপ—১। মহিষগণ্ডারাদি যে সব জন্তু জল ভালবাসে। বি, পুং। ২। অনূপ-দেশস্থ জল। অনূপ+অণ্ ভবার্থে। বি ; ক্লী। ৩। জলময়, জলবহুল স্থানসম্বন্ধীয়। অনূপ +অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পী**।

আনৃণ্য—ঋণমুক্তি ; ঋণশূন্যতা, দেনা না থাকা, প্রত্যুপকার দ্বারা অন্যের নিকট প্রাপ্ত উপকারের পরিশোধ। অনৃণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

আনেতব্য—'আনয়নীয়' দ্রঃ।

আনেতা (আনেতৃ)—আনয়নকারী, যে লইয়া আসে এরূপ। আ—নী। তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

আনেয়—'আনয়নীয়' দ্রঃ।

আন্ত—১। অন্তসংক্রান্ত, শেষসম্বন্ধীয়। অন্ত +অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আন্তী**। ২। (ব্যাক) অ-কারান্ত, বা আ-কারান্ত। অ বা আ অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

আন্তঃকলেজীয়—বিভিন্ন কলেজের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত, বিভিন্ন-কলেজ-সম্পর্কিত, intercollegiate. অন্তঃকলেজ +ঈয় সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আন্তঃপুরিক—অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ, অন্দর-মহলের কর্তা। অন্তঃপুর+ইক নিযুক্তার্থে। বি ; পুং।

আন্তঃপ্রাদেশিক—বিভিন্ন প্রদেশের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত ('— ক্রীড়া') ; বিভিন্ন-প্রদেশ-সম্পর্কীয়, interprovincial. অন্তঃপ্রদেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আন্তর—১। মধ্যস্থ, অন্তর্গত, আভ্যন্তরিক, internal ; মনোগত। অন্তর্ (মধ্য, মনঃ) +অণ্ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। ব্যবধান, দূর। <অন্তর। বি।

আন্তরযন্ত্র—জীবদেহের অভ্যন্তরভাগের যন্ত্র, নাড়ীভুঁড়ি, viscera. কর্মধা। বি ; ক্লী।

আন্তরিক—অন্তঃস্থিত, মধ্যবর্তী, আভ্যন্ত-রিক ; মানসিক ; মনোযোগপূর্বক কৃত, অকৃত্রিম, অকপট ; মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল। অন্তর্+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আন্তরিকতা—অকপটতা, sincerity ; মনোগত ভাব, আভ্যন্তরীণতা। আন্তরিক +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আন্তরিক স্রোতঃ (-স্রোতস্) (>-স্রোত)—পৃথিবীর অবিরাম গতি ও সমুদ্রের আভ্যন্তরিক কারণবশতঃ সমুদ্রজল-মধ্যে যে স্রোত অবিরত প্রবাহিত হইতেছে সেই স্রোতঃ, সমুদ্রের অভ্যন্তরবাহী অবিরাম প্রবাহ। আন্তরিক স্রোতঃ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

আন্তরীক্ষ—আকাশজাত, নভঃসম্বন্ধীয়। অন্তরীক্ষ+অণ্ ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**।

আন্তরীণ—মাধ্য, অন্তর্গত, অভ্যন্তরীণ। অন্তর্+ঈন (খঞ্) সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ।

আন্তর্জ(র্জ্জ)নীন—অন্তর্জাত ; আভ্যন্ত-রীণ। অন্তর্জন+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তর্জা(র্জ্জা)তিক, -র্জা(র্জ্জা)তীয়—বিভিন্নজাতিসম্পর্কীয়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক, international. অন্তর্জাতি+ ইক, ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়িক—বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পর্কিত ; inter-university. অন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তর্য(র্য্য)—সাম্য, সদৃশতা, একরূপতা। অন্তর্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

আন্ত্র—১। নাড়ী বিঃ। অম্+ত্র করণ। বি, ক্লী। ২। অন্ত্রসম্বন্ধীয়। অন্ত্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আন্ত্রী**।

আন্ত্রিক—১। অন্ত্রসম্বন্ধীয় ; অন্ত্রের পীড়া-ঘটিত, enteric. অন্ত্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। আন্তরিক। বাংপ্র। বিণ। **আন্ত্রিক জ্বর**—অন্ত্রপ্রদাহঘটিত জ্বর, enteric fever. **আন্ত্রিক রস**—(শরীরবিদ্যা) যে রস অন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া উদরস্থ আমিষজাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে (protein) জীর্ণ করে তাহা, succus entericus.

আন্দাজ—১। আভাস, অনুভব, আঁচ, অনুমান, guess. বি। ২। আনুমানিক। <ফা 'অন্দাজ'। বিণ।

আন্দাজী—আনুমানিক, অনুমান দ্বারা সাব্যস্ত। আন্দাজ+ঈ নিষ্পন্নার্থে। ফা মু। বিণ।

আন্দি—এঁদো, অব্যবহৃত ('— পুষ্করিণী')। প্রাদে। বিণ।

আন্দু—হস্তীর পদবন্ধনশৃঙ্খল। <অন্দু। বি।

আন্দোলন—১। অনুশীলন ; কোন কথা লইয়া তর্ক বা বাদানুবাদ ; প্রচার বা বহুল আলোচনা দ্বারা উত্তেজনা সঞ্চার, agitation ; কম্পন ; বিক্ষোভ ; দোলন ; এদিক্ ওদিক গমন ; তরঙ্গায়িত গতি, undulation আন্দোলি+অনট্ ভাব। ২। দোলনা। আন্দোলি+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

আন্দোলনীয়—অনুশীলনীয়, কম্পনীয় ; যাহাকে অগ্রে ও পশ্চাতে দোলানো কর্তব্য এরূপ। আন্দোলি+অনীয় কর্ম। বিণ।

আন্দোলায়মান—যাহা আন্দোলিত হইতেছে এমন ("পীন বক্ষে মণিহার আন্দোলায়মান"—ভক্তমাল)। বাংপ্র। বিণ।

আন্দোলিত—১। অনুশীলিত ; কম্পিত ; চালিত। আন্দোলি+ক্ত কর্ম। ২। যাহা দুলিতেছে এরূপ, দোদুল্যমান ; কম্পমান। আন্দোলি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আন্ধল—অন্ধ ; দুঃখবিহ্বল ; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, অভিভূত। প্রা কপ্র। বিণ।

আন্ধার—আঁধার। <'অন্ধকার'। বি।

আন্ধারিয়া—১। আঁধারে, অন্ধকারাচ্ছন্ন। আন্ধার (অন্ধকার)+ইয়া বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। অন্ধকার। প্রা কপ্র। ৩। খড়ের চালের মটকার ভিতরের খড়। প্রাদে। বি।

আন্ধিয়ার, -রী—আঁধার, অন্ধকার। প্রা কপ্র। বি।

আন্বীক্ষিকী—গৌতম প্রঃ মুনিকৃত ন্যায়-শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ; অধ্যাত্মশাস্ত্র, দেবী চণ্ডিকা, দুর্গা। অন্বীক্ষা+ইক প্রয়োজনীয়ার্থে বা সাধু অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আপ—১। জলরাশি। অপ্+অণ্ সমূহার্থে। বি ; ক্লী। ২। অষ্টবসুর চতুর্থ বসু। আপ্ +ঘঞ্ কর্ম। বি, পুং। ৩। আপনি, স্বয়ং। প্রা কপ্র। হি-মু। সর্ব।

আপকেওয়াস্তে—[হিন্দী: অর্থ—"আপনারই জন্য"। ইহা হইতে] খোশামুদে ; চাটুকার। বিণ।

আপক—আধ-পাকা, ডাঁশা; অল্পসিদ্ধ; ভাজা। আ পক্ব, প্রাদি। বিণ।

আপখোরাকি—খোরাকিসহ, খাইখরচসহ; খোরাকিবাদে। প্রাদে। বিণ।

আপগা—নদী। উপতৎ, আপ—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

আপজাত্য—অপকৃষ্ট বংশে জন্ম, নীচজন্ম; জারজন্ম; বংশমর্যাদার অভাব, পূর্বউৎকর্ষের অভাব, degeneration. অপজাত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

আপটকা—কম মজবুত; যাহা সহজেই ভাঙিয়া যায় এমন; দুর্বল; পতনপ্রবণ। প্রাদে। বিণ।

আপড়া—অশিক্ষিত; অপঠিত; অপতিত। আ (নয়) পড়া, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আপণ—১। বিপণি, দোকান; হট্ট, হাট। আ—পণ্+ঘ অধি। ২। বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়ব্যবহার। আ—পণ্+ঘ ভাব। বি; পুং।

আপণিক—১। বিপণিসংক্রান্ত, দোকানসম্বন্ধীয়, ক্রয়বিক্রয়সম্বন্ধীয়। আপণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবসায়ী, দোকানদার। আপণ+ইক জীবিকার্থে। ৩। বাণিজ্যহেতু দেয় কর শুল্ক প্রঃ। আপণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

আপৎ (আপদ)—১। বিপদ্; দুর্দশা; দুর্যোগ, দুর্ঘটনা; অপ্রীতিকর বিষয়। আ—পদ্+ক্বিপ্ ভাব। বি, স্ত্রী। ২। ঝঞ্ঝাট; বিরক্তিকর ব্যক্তি বা বিষয়। বাংপ্র। বি।

আপতন—আগমন; অভিধাবন; পতন; নিম্নে অবতরণ; সংঘটন; রেখার উপর বিন্দুর বা সমতলক্ষেত্রের উপর রেখার পতন; আলোকরশ্মি বা তাপরেখার কোন বস্তুর পৃষ্ঠোপরি পতন, incidence; আকস্মিক ঘটনা, accident. আ—পত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আপতিক—১। সহসা উপস্থিত, দৈবাৎ সংঘটিত, accidental, casual. বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। শ্যেনপক্ষী, বাজপাখি। আ—পত্+ই কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বি, পুং।

আপতিত—সহসা পতিত, আগত; সংঘটিত; অবতীর্ণ। আ—পত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **আপতিত রশ্মি**—যে রশ্মি দীপশিখাদি উৎস হইতে আসিয়া কোন মসৃণ পদার্থের উপর পড়ে তাহা, incident ray.

আপৎকাল—বিপদের সময়, সংকটকাল। আপদের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আপত্তি—১। বিপদ্। আ—পদ্+ক্তি কর্ম। ২। প্রাপ্তি; বাধা দান, তর্ক; বিরুদ্ধ-যুক্তি-প্রদর্শন; অমত, অসম্মতি, objection, protest. আ—পদ্+ক্তি ভাব। ৩। তিরস্কার, ভর্ৎসনা। আ—পদ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

আপত্তিকর, -জনক, -যোগ্য—আপত্তির উপযুক্ত, যাহাতে আপত্তি করা উচিত বা করা যাইতে পারে এরূপ; অপমানজনক; অশ্লীল। উপতৎ; আপত্তি—কৃ+ট কর্তৃ; আপত্তির জনক, যোগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আপত্য—১। অপত্য-সম্বন্ধীয়, সন্তান-সংক্রান্ত। অপত্য+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। ওজর, অমত। <আপত্তি। বি।

আপদ্—'আপৎ' দ্রঃ।

আপদ—চরণাবধি, পা পর্যন্ত। পদ পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আপদুদ্ধার—বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ, সংকট হইতে মুক্তি। আপৎ হইতে উদ্ধার, ৫মীতৎ। বি, পুং।

আপদ্গ্রস্ত—বিপন্ন, বিপদ্গ্রস্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

আপদ্ধর্ম(র্ম্ম)—১। বিপৎকালীন কর্তব্য; মহাভারতের পর্বাধ্যায় বিঃ। আপদ্-পালনীয় ধর্ম, মধ্যপ কর্মধা। ২। বিপদের রীতি। আপদের ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আপদ্বিপদ্—বিপত্তিরাশি, সমূহ বিপৎ। দ্বন্দ্ব। বি।

আপন—১। নিজ, স্বীয়; আত্মীয়, প্রিয়জন। <আত্মন্। বিণ বা বি। ২। প্রাপ্তি। আপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। **আপন** বা **আপনা খাওয়া**—আত্মহত্যা করা; নিজের সর্বনাশ করা।

আপনহারা—তন্ময়, একান্ত অভিনিবিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

আপনা—নিজে; স্বয়ং। বাংপ্র। সর্ব।

আপনা-আপনি—স্বগত, নিজে নিজে, স্বভাবতঃ, পরস্পর। বাংপ্র। বিণ।

আপনা-বিস্মৃত—তন্ময়, আপনহারা। ২য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

আপনার—১। ভবদীয়; নিজের। সর্ব, সম্ব-৬ষ্ঠী। ২। আত্মীয়। বাংপ্র। সর্ব; বিশেষণার্থে ৬ষ্ঠী। **আপনার পায়ে কুড়াল মারা**—নিজের হাতে নিজের অনিষ্ট করা।

আপনি—স্বয়ং, নিজে; মধ্যমপুরুষের সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন; আপনা হইতে। আপনা+ই। বাংপ্র। সর্ব।

আপন্ন—বিপদ্গ্রস্ত, বিপন্ন, সংকটাপন্ন; প্রাপ্ত, পুনঃপ্রাপ্ত। আ—পদ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

আপন্নসত্ত্বা—গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। আপন্ন (লব্ধ) সত্ত্ব (জীব অর্থাৎ অপত্য) যৎকর্তৃক, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আপরাহ্ণিক—বৈকালিক, বৈকাল-সংক্রান্ত; অপরাহ্ণে সংঘটিত; অপরাহ্ণে করণীয়; দিনমানের তৃতীয় বা শেষ ভাগে করণীয় (শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া)। অপরাহ্ণ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আপরুচি—১। নিজের রুচি। বি। ২। স্বীয় রুচিমত। বিণ। ৩। আপনার রুচি অনুযায়ী, নিজ ইচ্ছামত। হি-মু। ক্রি-বিণ।

আপস—১। আপনা-আপনি মিটানো, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে মীমাংসিত; পরস্পর। বিণ। ২। আপনা-আপনি নিষ্পত্তি; উভয়পক্ষের সম্মতি; রফা, মিটমাট ('— করা')। হি-মু। বি।

আপসানি—পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ; আস্ফালন। বাংপ্র। বি।

আপসানো—দুঃখ করা, অনুতাপ করা, আস্ফালন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

আপসোস—আক্ষেপ, অনুতাপ, মনস্তাপ, আপন দুঃখ। ফা। বি।

আপা—আপাগাড়ি (তাহা দ্রঃ)।

আপাং—অপামার্গ বৃক্ষ, চিড়চিড়ে গাছ। <অপামার্গ। বি।

আপাকা—আধপাকা, ডাঁসা, কাঁচা। আ (নয়) পাকা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আপাগাড়ি—বর্ষাকালে মাঠের মধ্যে যে গর্তে মৎস্য জিয়াইয়া রাখা হয় তাহা। প্রাদে ('আপা'ও বলে)। বি।

আপাঙ্গ—আপাং (তাহা দ্রঃ)।

আপাটল—ঈষৎ পাটলবর্ণ, অল্প পাটকিলে। আ (ঈষৎ) পাটল, প্রাদি। বিণ।

আপাণ্ডর, -ণ্ডুর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। আ (ঈষৎ) পাণ্ডর, পাণ্ডুর, প্রাদি। বিণ।

আপাত—১। পতন, সংঘটন; উপস্থিতি, আগমন। আ—পত্+ঘঞ্ ভাব। ২। সেই-সময়ে, প্রথমসময়, সংঘটনকাল। আ—পত্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। ৩। প্রকৃত না হইলেও প্রতীয়মান, apparent. বাংপ্র। বিণ।

আপাতকঠিন, -কঠোর—যাহা প্রথমে দুরূহ কিন্তু তৎপরে নহে এরূপ। আপাতে (প্রথমে, তৎকালে) কঠিন, কঠোর, ৭মীতৎ। বিণ।

আপাতগতি—প্রথম দৃষ্টিতে যাহা গতি বলিয়া মনে হয় তাহা, apparent motion. আপাতদৃষ্ট গতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আপাততঃ (-তস্) (>-তত)—প্রথমে, প্রথম-প্রথম, এক্ষণে, ইদানীং, সম্প্রতি; বিনা কারণে। আপাত (প্রথম সময়)+৭মী-স্থানে তস্। অ।

আপাতদৃশ্যমান—উপস্থিত যাহা দেখা যাইতেছে এমন। আপাতে দৃশ্যমান, ৭মী-তৎ। বিণ।

আপাতদৃষ্টি—প্রথম দৃষ্টি; হঠাৎ দর্শন অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য দর্শন; ভাসা-ভাসা দেখা। আপাতে দৃষ্টি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

আপাতমধুর—যাহা প্রথম দৃষ্টিতে বা প্রথম সময়ে সুখকর বোধ হয় কিন্তু পরিণামে নয় এরূপ। আপাতে মধুর, ৭মীতৎ। বিণ।

আপাতমনোরম, -মনোহর, -রমণীয়—আপাতসুন্দর, গোড়ায় ভাল। আপাতে মনোরম, মনোহর, রমণীয়, ৭মীতৎ। বিণ।

আপাতসুন্দর গোড়ায় ভাল, যাহা আপাততঃ সুন্দর মনে হয় কিন্তু পরিণামে নয় এরূপ। আপাতে সুন্দর, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

আপাতিক-পরিচর—আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য নিযুক্ত ভৃত্য, contingency menial. আপাত+ইক। বি, পুং।

আপাতী (-তিন্)—যাহা ঘটে এমন, আক্রমণকারী। আ—পত্+ণিন কর্তৃ। বিণ।

আপাদ—চরণাবধি, পদ হইতে বা পদ পর্যন্ত। পাদ পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি বিণ।

আপাদমস্তক—পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত। আপাদ মস্তক, সুপ্। ক্রি বিণ।

আপামর—পামর পর্যন্ত সকলেই, নীচ পর্যন্ত সকলেই, নীচ পর্যন্ত। পামর পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি বিণ।

আপামর-জন, -সাধারণ—উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোক। আপামর জন, সাধারণ, সুপ্। বি, পুং বা বিণ।

আপিঙ্গ, আপিঙ্গল—ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, আকপিলবর্ণ। আ (ঈষৎ) পিঙ্গ পিঙ্গল, প্রাদি। বিণ।

আপিল, আপীল—আবেদন, নিম্ন আদালতের আদেশ বাতিল করিবার জন্য উচ্চতর আদালতে প্রার্থনা, পুনর্বিচারের জন্য আবেদন। <ইং 'appeal'. বি।

আপিস, -ফিস—কার্যালয়, কর্মস্থান, দপ্তরখানা। <ইং 'office' বি।

আপি(ফি)সওয়ালা—আপিসের কর্মচারী। আপিস+ওয়ালা নিযুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

আপিসার, আফিসার—আপিসের উচ্চকর্মচারী, কেরানী। <ইং 'officer'. বি।

আপীড়—কিরীট, মস্তক-শিখাবদ্ধ মাল্য, পাগড়ি। আ—পীড়্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

আপীড়ন—ঈষৎ পীড়ন, নিষ্পেষণ, ক্লেশদান; দৃঢ়বন্ধন, প্রগাঢ় আলিঙ্গন। আ—পীড়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আপীড়িত—নিষ্পেষিত; অতিশয় পীড়িত; দৃঢ়বদ্ধ, প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত, ভারাক্রান্ত; ভূষিত। আ—পীড়্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আপীত—১। যাহা নিঃশেষে পান করা হইয়াছে এরূপ; অল্পপীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ। বিণ। ২। মাক্ষিকধাতু। আ (সম্যক্ ঈষৎ) পীত, প্রাদি। বি, ক্লী। **আপীত হরিৎ**—যে বর্ণে ঈষৎ হরিদ্রা ও সবুজের মিশ্রণ আছে, yellowish green.

আপীন—১। গরুর বাঁট। আ (সম্যক)—প্যায়্+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। অল্প মোটা, ঈষৎ স্থূল; সম্পূর্ণ মোটা। আ (ঈষৎ, সম্যক) পীন (স্থূল), প্রাদি। বিণ।

আপীল—'আপিল' দ্রঃ।

আপূপিক—১। পিষ্টকব্যবসায়ী, রুটি-বিক্রেতা, ময়রা; হালুইকর। অপূপ (পিষ্টক)+ইক কর্তা অর্থে। বি, পুং। ২। পিষ্টক-প্রিয়, যে পিঠা খাইতে ভালবাসে এরূপ। অপূপ+ইক প্রিয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী **-কী**। ৩। পিষ্টকসমূহ, পিঠাসকল। অপূপ+ইক সমূহার্থে। বি, ক্লী।

আপূপ্য—ময়দা বেসম ইঃ পিষ্টকোপাদান দ্রব্য। অপূপ+য (ঞ্য) প্রয়োজনার্থে। বি, পুং।

আপৃচ্ছা—প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা; আলাপ, আবাহন। আ—প্রচ্ছ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি, স্ত্রী। বিণ—**আপৃষ্ট**।

আপেক্ষিক—সাপেক্ষ, অপর বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, conditional, relative, dependent; তুলনায় নির্ধারিত, তুলনাকৃত, অপেক্ষাকৃত, comparative. অপেক্ষা+ইক নিষ্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **আপেক্ষিক গুরুত্ব**—তুল্য-আয়তনবিশিষ্ট পৃথক পৃথক দ্রব্যের গুরুত্বের বা ওজনের যে সম্বন্ধ, জলাদি বস্তুর তুলনায় গুরুত্ব, specific gravity.

আপেক্ষিকতা—সাপেক্ষতা, অন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীলতা, relativity. আপেক্ষিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

আপেল—আপেল নামক ফল। <ইং 'apple'. বি।

আপোড়া—কাঁচা, যাহা পোড়া নয় এরূপ, যেখানে মড়া পোড়ানো হয় না এমন। আ (নয়) পোড়া, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আপোস, আপোষ—আপস (তাহা দ্রঃ)।

আপ্ত—১। বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন, আপন, বিশিষ্ট, যুক্ত; সত্য, প্রকৃত-জ্ঞানবাদী; কুশল, নিপুণ, নিকট আত্মীয়; সম্পূর্ণ, দূষিত, ভ্রমপ্রমাদবিহীন তত্ত্বার্থজ্ঞানী; অভ্রান্ত, প্রামাণিকরূপে গ্রাহ্য; হিতোপদেশক, ক্রোধ দ্বেষাদিবিহীন; ব্যাপ্ত; ন্যায্য; অভিযুক্ত। আপ্+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ। আপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। (গণিত) ভাগফল প্রঃ। আপ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী। ৪। স্বকীয়, আপন; আত্মীয়; মিত্র। <আত্মন্। বিণ।

আপ্তকর্মিক—গোপনীয় বিষয়ে সাহায্যকারী কেরানী, confidential clerk. কর্মধা। বি, পুং।

আপ্তকাম—১। সফলকাম, পূর্ণমনোরথ। বিণ। ২। (নিত্যতৃপ্ত বলিয়া) পরমেশ্বর। আপ্ত কাম যৎকর্তৃক, বহু। বি, পুং।

আপ্তকারী (-কারিন্)—যাহার উপরে বিশ্বাসস্থাপনপূর্বক সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া যায় এরূপ। উপতৎ। আপ্ত—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

আপ্তগণ—স্বগণ, নিজের দলবল। আপ্ত (<আত্মন্) গণ, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আপ্তগরজী—অত্যন্ত স্বার্থপর, আপন বিষয়টাই যে বেশী বুঝে এরূপ। আপ্ত (<আত্মন্)+গরজ+ঈ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আপ্ততা—আত্মীয়তা, বন্ধুপ্রীতি। <আত্মতা। বি।

আপ্তদূতী—নায়ক বা নায়িকার নিকট পরস্পরের প্রণয় নিবেদনে নিযুক্তা বিশ্বস্তা স্ত্রী। আপ্তা দূতী, কর্মধা। বি; স্ত্রী। [রসশাস্ত্রে স্বয়ংদৌত্য ও আপ্তদৌত্য ভেদে দৌত্য দুই প্রকার।]

আপ্তপর—আত্মীয় এবং অনাত্মীয়, আপন লোক এবং পর। <আত্মপর। বিণ।

আপ্তবচন—আপ্তবাক (তাহা দ্রঃ)।

আপ্তবন্ধু—১। বিশ্বস্ত সুহৃৎ, প্রত্যয়ভাজন মিত্র। বি, পুং। ২। আপনার বন্ধু; আপনার লোকজন। আপ্ত (<আত্মন্) যে বন্ধু, কর্মধা। বি।

আপ্তবাক্ (-বাচ্), **-বাক্য**—বেদবাক্য; আগমাদি শাস্ত্রকথা, প্রত্যাদেশ, revelation. আপ্ত (প্রামাণিকরূপে গ্রাহ্য) বাক, বাক্য, কর্মধা; অথবা, আপ্তদিগের (ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য মুনিগণের) বাক্, বাক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী, ক্লী।

আপ্তভাব—১। বিশ্বস্ততা। কর্মধা। বি; পুং। ২। নিজের ভাব ("আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা"—রাম)। <আত্মভাব। বি।

আপ্তসার—১। আপনাকে সারিয়া রাখা, আত্মরক্ষা [সাধারণতঃ গুণিন বা রোজারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ নামাইবার এবং ভূতাবিষ্ট লোকের ভূত ছাড়াইবার পূর্বে মন্ত্রাদি পাঠ দ্বারা আত্মরক্ষা করে, এই প্রক্রিয়াকে 'আপ্তসার' বলে]। <আত্মসংস্কার। বি। ২। স্বার্থপর। বাংপ্র। বিণ। ৩। লব্ধ শ্রেষ্ঠ বস্তু। কর্মধা। বি, পুং।

আপ্তসুখী—আত্মসুখী, যে কেবল আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে এমন। আপ্ত (<আত্মন্) সুখ+ঈ। বাংপ্র। বিণ।

আপ্তি—লাভ, প্রাপ্তি; মিলন; সম্বন্ধ; যোগ্যতা, ব্যাপ্তি। আপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আপ্য—১। জলসম্বন্ধীয়, জলীয় ; জলময় ; জলদ। আপ (জল-সম্বন্ধীয়)+ষ্যঞ্ স্বার্থে। ২। লভ্য, প্রাপ্য ; ব্যাপ্য। আপ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আপ্যায়ন—১। সন্তোষসাধন, প্রীতি-সম্পাদন ; সংবর্ধনা, অভ্যর্থনা ; পোষণ ; অভ্যুদয়সাধন। আ—প্যায়্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। তুষ্টি, পরিতৃপ্তি ; স্ফীতি ; অভ্যুদয় ; পুষ্টি। আ—প্যায়্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

আপ্যায়িত—১। পরিতোষিত ; সংবর্ধিত ; আদরপ্রাপ্ত। আ—প্যায়্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। সন্তুষ্ট ; বর্ধিত ; স্ফীত। আ—প্যায়্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আপ্রাণ—প্রাণপর্যন্ত ; আজীবন ; (বা'প্র) প্রাণপণপূর্বক ('— চেষ্টা')। প্রাণ পর্যন্ত, অব্যয়ী। বিণ।

আপ্লব, আপ্লাব—স্নান ; জলে ভাসিয়া যাওয়া ; জলপ্লাবন, বন্যা, জলসেচন, উল্লম্ফন ; গমন ; সম্পূর্ণ আচ্ছাদন। আ—প্লু+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

আপ্লাবন—প্লাবন, জলে ভাসাইয়া দেওয়া। আ—প্লু+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-বিত**।

আপ্লাবিত—সম্পূর্ণরূপে সিক্ত ; জলপ্লাবিত। আ (সম্যক্) প্লাবিত, প্রাদি। বিণ।

আপ্লুত—১। স্নাত ; জলে ভাসমান ; প্লাবিত ; সিক্ত ; উৎপতিত। আ—প্লু+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। স্নান ; আপ্লাব ; উচ্চে লম্ফপ্রদান। আ—প্লু+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

আফগান, -ঘান—১। আফগানিস্তানের অধিবাসী। বি। ২। আফগানিস্তান-সম্বন্ধীয়। ফা। বিণ।

আফরা—ধানের একপ্রকার পোকাধরা রোগ। প্রাদে। বি।

আফলন্ত, আফলা—অফলবান্, যাহাতে ফল ধরে না এরূপ, বাঁজা ('— গাছ') ; যাহা ফলে না এরূপ। আ (নয়) ফলন্ত, নঞ্তৎ ; ২য় পক্ষে, না ফলে যাহা, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

আফলোদয়—ফলোদয় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না ফললাভ হয় সে পর্যন্ত, ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত। ফলোদয় পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আফলোদয়কর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা** (-কর্মন্)—ফললাভ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকারী, অধ্যবসায়ী। আফলোদয় কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

আফসানি—আপসানি (তাহা দ্রঃ)।

আফসানো—আপসানো (তাহা দ্রঃ)।

আফসোস—আপসোস (তাহা দ্রঃ)।

আফাটা—ছিদ্রহীন, যাহা ফাটা নহে এরূপ। আ (নয়) ফাটা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আফালি—আস্ফালন ; মৎস্যের দ্রুত সন্তরণ। বাংপ্র। বি।

আফিঙ্, আফিম—অহিফেন, পোস্ত-ফলের মাদক-নির্যাস, opium. <আ 'আফয়ুন'। বি।

আফিম-খোর—যে বেশী আফিম খায়। আফিম+খোর আসক্তার্থে। আ-মু। বি বা বিণ।

আফুটা—১। ছিদ্রহীন। আ (নাই) ফুটা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। ২। অপ্রস্ফুটিত ; অপ্রকাশিত। আ (নয়) ফুটা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আফুটন্ত—অপ্রস্ফুটিত ; অপ্রকাশিত ; যাহা ফুটিতেছে না এরূপ (জল, দুধ প্রঃ)। আ (নয়) ফুটন্ত, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আফুলা—অপুষ্পিত, যাহাতে ফুল ধরে নাই এরূপ ; যাহা স্ফীত হয় নাই বা ফুলিয়া উঠে নাই এরূপ। আ (নয়) ফুলা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আফোটা—অপ্রস্ফুটিত, যাহা ফুটে নাই এরূপ। আ (নয়) ফোটা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আব—১। দেহের যে কোন স্থানে উৎপন্ন বর্ধিত মাংসপিণ্ড, tumour. <অর্বুদ। ২। জল ; ঔজ্জ্বল্য ; তীক্ষ্ণতা। <'অপ্'। হি। ৩। মেঘ। বি। ৪। এখন, এখনই। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

আবওয়াব—নির্ধারিত কর ভিন্ন গৃহীত অন্যবিধ কর। ফা-মু। বি।

আবকার, -গার—মদ্যপ্রস্তুতকারী ; মদ্যাদি বিক্রয়কারী ; নেশার দ্রব্য প্রস্তুত-কারী। ফা। বি।

আবকারি, -গারি—মাদকদ্রব্যের কর, মদ্য ভাঙ আফিঙ্ প্রঃর উপর ধার্য শুল্ক, excise duty ; মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় রাজকীয় বিভাগ। ফা-মু। বি।

আবকারী, -গারী—মাদকদ্রব্যসম্বন্ধীয় ('— বিভাগ')। আবকার, আবগার+ঈ সম্বন্ধার্থে। ফা-মু। বিণ। **আবগারী দারোগা**—আবগারী বিভাগের পরিদর্শক, excise inspector. **আবগারী মহাল**—মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, ব্যবসায় ও মাশুলাদি নিয়ন্ত্রণকারক বিভাগ, excise department.

আবকাশিক—কেহ ছুটি লইলে তাহার স্থলে কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি, leave reservist. অবকাশ+ইক। বি ; পুং।

আবখোরা—গলাসরু জলপাত্র ; পাথরের জলপানপাত্র। ফা। বি।

আবছা, আবছায়া—১। ভূতপ্রেতাদির ভীতিজনক ছায়ামূর্তি ; যে কোনও অস্পষ্ট মূর্তি ; অস্পষ্ট আকার। বি। ২। অস্পষ্ট ; ছায়াবৎ। <অপচ্ছায়া। বিণ।

আবজানো—ভেজাইয়া দেওয়া, (দুয়ার) বন্ধ করা। প্রাদে। ক্রি।

আবড়তাবড়—আবোলতাবোল কথা, অসংলগ্ন বাক্য। বা'প্র। বি। [দ্রঃ)।

আবড়াখাবড়া—আবুড়াখাবুড়া (তাহা

আবডাল—ব্যবধান, অন্তরাল, আড়াল। <অন্তরাল। প্রাদে। বি।

আবথু—আগমন করিতেছি। প্রা কপ্র। ক্রি।

আবদা—১। লাখিরাজ, নিষ্কর। বিণ। ২। নিষ্কর জমি। প্রাদে। বি।

আবদার—আখটি, বায়না, আড়ি, অত্যন্ত জেদ, উৎকট অনুরোধ। বা'প্র। বি।

আবদারে, -দেরে—যে আবদার করে বা বায়না ধরে এমন ; আখুটে, খেয়ালী ; অত্যন্ত জেদী। আবদার+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। ফা-মু। বিণ।

আবদ্ধ—বাঁধা ('শৃঙ্খলে —') ; সংরুদ্ধ, আটকানো, বদ্ধ ('দ্বার —') ; কল্পিত ; বিরচিত ; জড়িত, ব্যাপৃত ('নানা কাজে —') ; আরূঢ় ; পরিহিত ; প্রাপ্ত, বন্ধকী, mortgaged. আ—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবন্ধ—১। বন্ধনরজ্জু, জোতদড়ি ; জোয়াল ; সম্পর্ক ; প্রেম, ভালবাসা ; অলংকার। আ—বন্ধ্+ঘঞ্ করণ। ২। ঈষৎ বন্ধন ; সম্যক্ বা দৃঢ় বন্ধন। আ—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

আবর—১। পরিচ্ছদের উপরিভাগ। ফা-মু। ২। মেঘ, ভেড়া। হি। বি। ৩। নির্বোধ, বোকা ; অবুঝ ; অসভ্য। <'অবর'। বিণ ; ৪। আবরণ কর, ঢাক। কপ্র। ক্রি।

আবরক—আচ্ছাদক, ঢাকনি, আবরণ। আ—বৃ+অপ্ করণ+ক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

আবরণ—১। ঢাকনি ; চর্মফলক, ঢাল ; গাত্রবস্ত্র ; আচ্ছাদন-সাধন (প্রাচীর, বেড়া প্রঃ) ; অবরোধ ; (বেদান্তমতে) চৈতন্যের আবরণরূপ অজ্ঞান বিঃ। আ—বৃ+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ২। আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। আ—বৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। ভক্ত-বৃন্দ : দেবতার সহচর। প্রা বাংপ্র। বি।

আবরণী—ঢাকনি ; খোল ; আচ্ছাদন। আ—বৃ+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আবরিত—ঢাকা। <আবৃত। বিণ।

আবরু—যথোচিত লজ্জারক্ষা ; সতীত্ব ; আবরণ, পর্দা ; সম্ভ্রম ; শ্লীলতা ; বংশ-মর্যাদা, আভিজাত্য ; পদ্ধতি। ফা (—মান)। বি।

আবরোঁয়া—একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র, ঢাকাই মসলিন। <ফা 'আব—ই—রয়াঁ'। বি।

আবর্জ(র্জ্জ)ন—সম্যগরূপে ত্যাগ; দান; নিক্ষেপ; প্রক্ষেপ; দূরে পরিহার; আনয়ন। আ—বর্জি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আবর্জ(র্জ্জ)না—১। 'আবর্জন' (সকল অর্থে)। আ—বর্জি+অন ভাব+আপ্। ২। দূরে পরিহার্য বস্তু, নিক্ষেপণীয় দ্রব্য; জঞ্জাল, ওঁচলা। আ—বর্জি+অন কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

আবর্জি(র্জ্জি)ত—ত্যক্ত, আনমিত, নোয়ানো; আহৃত, সংবমিত; নির্গমিত। আ—বর্জি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবর্ত(র্ত্ত)—১। ঘূর্ণি, কুণ্ডলী; ঘূর্ণিজল, whirlpool; মেঘ বিঃ; মেঘপতি বিঃ; জলভ্রম, দেহের মধ্যস্থ আবর্তাকার নাড়ী সন্নিবেশ বিঃ, (উদ্ভিদতত্ত্ব) বোঁটার পাশে বৃত্তাকারে সংলগ্ন পত্রসমষ্টি, whorl. আ—বৃত্+অচ্ কর্তৃ। ২। বিবেচনা, চিন্তা, পরিবর্তন; ঘূর্ণন আবর্তন, আওটানো, ধাতু গলানো। আ—বৃত্+ণিচ+ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। আবাস বাসভূমি ('আর্যাবর্ত')। আ বৃত+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

আবর্ত(র্ত্ত)ক—১। ঘূর্ণিজল, মেঘ বিঃ; মেরুদণ্ডে যে সকল অস্থি আছে তাহাদের এক একটি খণ্ড। আবর্ত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। আচ্ছাদক; আবৃত্তিকারক। আ—বৃত্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-র্তিকা**।

আবর্ত(র্ত্ত)ন—ঘূর্ণন, বেষ্টন; দুগ্ধাদির আলোড়ন, আওটানো, দ্রবীকরণ, গলানো; গুণন, বারংবার অনুষ্ঠান; চক্রাকারে ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, rotation, আবরণ, আচ্ছাদন; ফিরিয়া আসা। আ—বৃত্ (বা বৃত্+ণিচ্)+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আবর্ত(র্ত্ত)নী—১। ধাতুদ্রব্য-দ্রাবণার্থ মৃৎপাত্র, মুচি। আ—বৃত্+ণিচ্+অনট্ অধি+ঈপ্। ২। আবর্তনযষ্টি, ঘুঁটিবার কাঠি, ঘোঁটনা, আওটাইবার হাতা। আ—বৃত্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

আবর্ত(র্ত্ত)নীয়—ঘূর্ণনীয়, আলোড়নীয়; দ্রাবণীয়; অভ্যর্থনীয়, গুণনীয়। আ—বৃত+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আবর্ত(র্ত্ত)বাত্যা—ঘূর্ণিবায়ু, আবর্তাকারে বহমান ঝটিকা, বিশৃঙ্খল ঝটিকা, cyclone. আবর্তাকারা বাত্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আবর্ত(র্ত্ত)মণি—স্ফটিকজাতীয় উপরত্ন, ময়ূরকণ্ঠের মত নানাবর্ণক্ষেপক মণি বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আবর্ত(র্ত্ত)মান—যে বা যাহা পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতেছে এরূপ, পুনঃপুনঃ আবর্তনশীল। আ—বৃত্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

আবর্তি(র্ত্তি)ত—অভ্যস্ত; গুণিত; আলোড়িত; প্রত্যাবর্তিত; আবৃত্ত। আ—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবর্তী (র্তিন্), **-র্ত্তী** (-র্ত্তিন্)—আবর্তনশীল; জলাবর্তযুক্ত; দ্রাবক; আবর্তনকারী। আবর্ত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-র্তিনী**।

আবল—আসিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আবলি, -লী—শ্রেণী, পঙক্তি, সারি; সমূহ, সমষ্টি; সংগ্রহ। আ—বল্+ই ভাব, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আবলু—আসিয়াছে; আসিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

আবলুস অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠ বিঃ, ebony <আ আবনূস'। বি।

আবল্য অবলতা, দুর্বলতা, বলহীনতা; আলস্য, জড়তা জিহ্বার জড়তা; তন্দ্রাঘোর, অচৈতন্য; স্ফূর্তিহীনতা। ন (নাই) বল যাহার বহ, অবল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

আবশ্যক—১। প্রয়োজনীয়; উচিত। অবশ্যম্+অক (বুঞ্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী. **-কী**। ২। অবশ্যভাব; প্রয়োজনীয়তা দরকার; নিরবকাশত্ব। অবশ্যম্+অক (বুঞ্) ভাবে। বি; ক্লী।

আবশ্যকতা—প্রয়োজন; প্রয়োজনীয়তা, usefulness, utility. আবশ্যক(১)+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

আবশ্যকীয়—প্রয়োজনীয়। আবশ্যক(২)+ঈয়। [কাহারও কাহারও মতে অশুদ্ধ প্রয়োগ।] বিণ।

আবশ্যিক—যাহা অবশ্যই হইবে এমন; বাধ্যতামূলক, অবশ্যকরণীয়, compulsory. অবশ্যম্+ইক। নবগঠিত শব্দ। বিণ। স্ত্রী. **-কী**।

আবসানিক—অন্তিম। অবসান+ইক ভবার্থে। বিণ।

আবহ—১। (সমাসে পরপদে) ধারণকারী; জনক, উৎপাদক; আনয়নকারী; বহনকারী। বিণ। ২। দাতা; জনক; সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ, ভূবায়ু, আবহাওয়া, weather; বায়ুমণ্ডল, atmosphere. আ—বহ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

আবহ-চিত্র—যে নকশায় আবহাওয়ার অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় তাহা, weather chart. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আবহ-বিজ্ঞান, -বিদ্যা—বায়ুতত্ত্ব, আবহাওয়া-তত্ত্ব, meteorology. আবহ-সংক্রান্ত বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

আবহমণ্ডল—বায়ুমণ্ডল; পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ, atmosphere ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আবহমান—ক্রমাগত, ধারাবাহী, চিরপ্রচলিত। আ—বহ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

আবহ-সংগীত—অভিনয়াদির কালে নেপথ্যে কৃত গীতবাদ্যাদি। বি, ক্লী।

আবহ-সংবাদ—জলঝড়বায়ুর গতি ইঃ বিষয়ক বিবরণ, meteorological report. আবহ-সংক্রান্ত সংবাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আবহাওয়া—জলবায়ুর জন্য স্থানবিঃ-র অবস্থা; জলবায়ু, climate. আব্ (জল) ও হাওয়া (বায়ু), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আবহি, আবি—এখনই, এই মুহূর্তেই। হি। অ।

আবা—১। একপ্রকার জামা, গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢিলা জামা। আ। বি। ২। মুখে বারবার করতল দিয়া উচ্চারিত আবা-আবা শব্দ (সাধারণতঃ খেলায় সাময়িক বিরতিসূচক)। বাংপ্র। অ।

আবাঁধা—অবদ্ধ, উন্মুক্ত, খোলা; অবিন্যস্ত, আলুলায়িত ('— চুল'); যাহা মলাট দিয়া বাঁধানো হয় নাই এমন ('— খাতা')।–আ (নয়) বাঁধা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আবাগী—অভাগী, হতভাগিনী, দুরদৃষ্টসম্পন্না, পোড়াকপালী। <অভাগী। বিণ; স্ত্রী।

আবাগে—অভাগা, হতভাগা, দুরদৃষ্ট; দুর্দান্ত, দুষ্ট। <অভাগা। বিণ; পুং।

আবাছা—অপরিষ্কৃত; অপৃথক্কৃত, যাহা বাছা হয় নাই এরূপ; অনির্বাচিত। আ (নয়) বাছা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আবাটা—১। অপেষিত, যাহা বাটা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) বাটা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ। ২। মাঙ্গলিক কার্যে ব্যবহার্য সুগন্ধি ওষধি বিঃ; অঙ্গপরিষ্কারক আমলকী হরিদ্রা ইঃ বাটা বিঃ। বাংপ্র। বি।

আবা-থাবা—১। তাড়াতাড়ি, অতিশীঘ্র; যে কোন রকমে। ক্রি-বিণ। ২। সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ; অবিস্তীর্ণ, ঢাকা, গোপন। <অবিস্তারবতা। বিণ।

আবাদ—১। চষা, কৃষ্ট, যে বিস্তৃত ভূখণ্ডের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এরূপ ('— জমি')। বিণ। ২। চষা জমি; চাষ, ফসল জন্মানো; বাসস্থান; লোকালয়, জনপদ। ফা। বি। **আবাদ করা**—চাষ করা, জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া প্রজা বসানো।

আবাদযোগ্য—কর্ষণাধীন, যাহা কর্ষিত হইতেছে এমন। ফা। বিণ।

আবাদী—১। বাসস্থান; গ্রামের সমীপবর্তী স্থান। বি। ২। চষা, কর্ষিত; চাষের উপযুক্ত; আবাদের উপযোগী। আবাদ+ঈ। ফা মূ। বিণ।

আবাপ—১। পরিক্ষেপ, নিক্ষেপ; একত্রাবস্থান, তাণ্ডবপন, বীজবপন। আ—

বপ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। পাত্র বিঃ, থলিয়া, আলবাল; নিম্নোন্নত স্থান, উন্নতানত ভূমি, অম্বর; প্রধান হোম; ভাণ্ড। আ—বপ্‌+ঘঞ্‌ অধি। বি; পুং।

আবাপন—১। সূত্রযন্ত্র, তাঁত। আ—বাপি+অনট্‌ করণ। ২। কেশাদির সম্যক মুণ্ডন। আ—বাপি+অনট্‌ ভাব। ৩। নাটাই বা চরকায় সুতা জড়ানো, reeling. আ—বপ+ণিচ্‌+অনট করণ। বি; স্ত্রী।

আবার—সন্দেহসূচক শব্দ ('তুমি — মাছ ধরবে'।), পুনর্বার ('— যাইও'), আরও, তদুপরি, অধিকন্তু ('জল,— ঝড়ের উপদ্রব'); এবং; সাবধানসূচক শব্দ। <অপর। অ।

আবাল—১। বালক হইতে আরম্ভ করিয়া, বালকে পর্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি বিণ। ২। ছেলেমানুষ। প্রা কপ্র। বি।

আবালবৃদ্ধ—বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত, ছেলে বুড়ো সকলেই। আবাল বৃদ্ধ, সুপ্‌। বি; পুং।

আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক ও বৃদ্ধ হইতে স্ত্রীলোক পর্যন্ত। বৃদ্ধ ও বনিতা, দ্বন্দ্ব—বৃদ্ধবনিতা; আবাল বৃদ্ধবনিতা, সুপ্‌। বি, স্ত্রী।

আবাল্য—বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, বাল্যাবধি, আশৈশব। বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আবাস—১। গৃহ, ভবন, বাসস্থান। আ—বস্‌+ঘঞ্‌ অধি। ২। বাস করা, অবস্থান। আ—বস্‌+ঘঞ্‌ ভাববা। বি; পুং।

আবাস-ভবন, -ভূমি, -স্থান—বাসগৃহ, বাস করিবার স্থান, থাকিবার জায়গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী, ক্লী।

আবাসিক—ছাত্রাবাসে বাসকারী ('— ছাত্র'); অধিবাসী, resident, বৌদ্ধবিহারের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত। আবাস+ইক আছে অর্থে। বিণ। **আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়**—যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগোয়া ছাত্রভবনে থাকিয়া পড়াশুনা করে।

আবাহন—আহ্বান, নিমন্ত্রণ; মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হস্তের প্রক্রিয়া বিঃ দ্বারা যজ্ঞস্থলে দেবতার আমন্ত্রণ, invocation আ—বাহি+অনট্‌ ভাব। বি, ক্লী।

আবাহনী—দেবতার আহ্বানার্থ মুদ্রা বিঃ; অভ্যর্থনা-সংগীত। আ—বাহি+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

আবাহিত—যাহার আবাহন করা হইয়াছে এরূপ, কৃতাবাহন, আহূত, নিমন্ত্রিত। আ—বাহি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবিদ্ধ—বক্রীকৃত, ছিদ্রিত, বক্র, কুটিল; নিক্ষিপ্ত, প্রেরিত; ভগ্ন, মূর্খ, ক্ষান্ত; আচ্ছন্ন। আ—ব্যধ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবির—লোহিত চূর্ণ বিঃ, ফাগ। <আবীর। বি।

আবির্ভবন—আবির্ভাব, প্রকাশ। আবিস্‌—ভূ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

আবির্ভাব—উদয়; প্রকাশ; অবতরণ; অধিষ্ঠান; উৎপত্তি, উদ্ভব; প্রাদুর্ভাব। আবিস্‌—ভূ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

আবির্ভূত—প্রকাশিত; অধিষ্ঠিত; অবতীর্ণ, উৎপন্ন। আবিস্‌—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আবিল—কলুষিত, ঘোলা; দুর্বোধ, নিষ্প্রভ মলিন, আকুল; সন্দিগ্ধ। আ—বিল+ক কর্তৃ। বিণ।

আবিলতা—কলুষিততা, নির্মলতার অভাব, মালিন্য। আবিল+তা ভাবে। বি স্ত্রী।

আবিষ্করণ—আবিষ্কার। আবিস্‌—কৃ+অনট্‌ ভাব। বি, ক্লী।

আবিষ্করণীয়, -কার্য(র্য্য)—যাহার আবিষ্কার করিতে হইবে এরূপ, যাহার আবিষ্কার করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। আবিস্‌—কৃ+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আবিষ্কর্তা (র্ত্তৃ), -কর্ত্রী (র্তৃ)—আবিষ্কারকারী, উদ্ভাবক, নূতন প্রকাশক। আবিস্‌—কৃ+তৃচ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

আবিষ্কার, -ক্রিয়া—নবপ্রকাশ, অপ্রকাশিত বা অপরিজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধানলাভ বা প্রকাশ, discovery আবিস্‌—কৃ+ঘঞ্‌ ভাব; আবিস্‌—কৃ+শ ভাব+আপ্‌। বি; পুং, স্ত্রী।

আবিষ্কারক—আবিষ্কারকারী, নূতন প্রকাশক, আবিষ্কর্তা, উদ্ভাবক। আবিস্‌—কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিকা।

আবিষ্কৃত—যাহা আবিষ্কার করা হইয়াছে এরূপ, প্রকটিত, নবপ্রকাশিত, উদ্ভাবিত। আবিস্‌—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবিষ্ক্রিয়া—'আবিষ্কার' দ্রঃ।

আবিষ্ট—১। অভিভূত ('ক্রোধাবিষ্ট'), অধিষ্ঠিত ('ভূতাবিষ্ট'); পরিব্যাপ্ত ('মেঘাবিষ্ট'); প্রবেশিত; প্রেমাবেশযুক্ত, ভাবগদগদ। আ—বিশ্‌+ক্ত কর্ম। ২। বিহ্বল, যাহার আবেশ হইয়াছে এরূপ, সবিশেষ যত্নশীল, অতিশয় মনোযোগী অভিনিবিষ্ট। আ—বিশ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আবীর—রঞ্জকদ্রব্য বিঃ, ফাগ। আ—বি—ঈর্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি, পুং।

আবীরচূর্ণ—ফল্গু, ফাগ, আবীর। আবীরই চূর্ণ, কর্মধা। বি, পুং।

আবুড়াখাবুড়া—অসমতল, উচ্চাবচ, উঁচুনীচু, বন্ধুর। বাং প্র। বিণ।

আবুদ্ধিয়া, আবুধী—অবুঝ, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ। প্রা কপ্র। বিণ।

আবৃত—আচ্ছাদিত, ঢাকা; বেষ্টিত; বলয়িত, বিস্তারিত; রুদ্ধ; ঢাকা, তিরোহিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, আকীর্ণ ব্যাপ্ত; পূরিত। আ—বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবৃতি—১। আবরণ; অন্তর্ধান; বেষ্টন। আ—বৃ+ক্তি ভাব। ২। প্রাচীর, বেড়া। আ—বৃ+ক্তি করণ। ৩। বেষ্টিত স্থান, ঘেরা জায়গা। আ—বৃ+ক্তি কর্ম। বি, স্ত্রী।

আবৃত্ত—১। পঠিত; পুনঃপুনঃ অভ্যস্ত; গুণিত। আ—বৃত্‌+ক্ত কর্ম ণিজন্ত অর্থে। ২। যে ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ; প্রতিনিবৃত্ত, পৌনঃপুনিক, recurring. আ—বৃত+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **আবৃত্ত দশমিক**—(গণিত) যে দশমিক ভগ্নাংশে এক বা ততোধিক অঙ্ক পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয় তাহা, recurring decimal.

আবৃত্তি—অধীত বিষয়ের শুদ্ধ উচ্চারণ বা পঠন; অভ্যাস, অভ্যাসের নিমিত্ত বারবার পাঠ, পুন পুনঃ আগমন; গুণন; পুনরাগমন, ছন্দ ভাব ইঃ ব্যঞ্জনা করিয়া পাঠ, recitation আ—বৃত্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আবেগ চিত্তের ব্যাকুলতা, উদ্বেগ, চিত্তচাঞ্চল্য, ভাবাবেশ, বেগ, ব্যগ্রতা, শীঘ্রতা। আ—বিজ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

আবেদক—আবেদনকারী, নিবেদক; প্রার্থয়িতা, প্রার্থী; যে নালিশ করে। আ—বিদ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-দিকা।**

আবেদন—নিবেদন, বিজ্ঞাপন; অভিযোগ, নালিশ; প্রার্থনা; আরজি, দরখাস্ত; মনে ভাব উৎপাদন, চিত্তাকর্ষণ, appeal. আ—বিদ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি, ক্লী।

আবেদনপত্র—লিখিত প্রার্থনা; বিচারালয়ে উপস্থাপিত অভিযোগপত্র, আরজি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

আবেদনীয়—আবেদনের যোগ্য, বিজ্ঞাপনীয়; নিবেদনীয়, প্রার্থনীয়। আ—বিদ+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

আবেদিত—নিবেদিত, প্রার্থিত; বিজ্ঞাপিত; অভিযুক্ত। আ—বিদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবেদ্য—আবেদনীয়, সবিনয়ে জানাইবার যোগ্য। আ—বিদ+ণিচ্‌+যৎ কর্ম। বিণ।

আবেধ্য—বেধনযোগ্য, ছিদ্রীকরণীয়। আ—বিধ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আবেশ—আবিষ্টভাব, বিহ্বলতা; আবেগ; অহংকার বিঃ; অধিষ্ঠান; আসক্তি; অনুপ্রবেশ; অপস্মার রোগ; ভূতসঞ্চার; আরক্তীকরণ, চিত্ত অধিকার; আন্তরিক যত্ন, অভিনিবেশ; অনুরাগ, সঞ্চার; বিপরীত তাড়িত পদার্থদ্বয়ের সন্নিধাপন দ্বারা তড়িত সঞ্চার, induction. আ—বিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

আবেশক—অনুপ্রবেশক ; আসক্ত। আ—বিশ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

আবেশন—১। শিল্পশালা, শিল্পাগার, সূর্যাদির পরিধি। আ—বিশ্+অনট্ অধি। ২। প্রবেশ ; ভূতাবেশ, কোপ, ক্রোধ ; পরিবেশ। আ—বিশ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আবেশিত—প্রবেশিত ; সমাহিত। আ—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবেশিনী—বিহ্বলা। আবেশ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আবেষ্ট—আবেষ্টন ; বেড়, বেড়া ; প্রাচীর। আ—বেষ্ট্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

আবেষ্টক—প্রাচীর, পাঁচিল, বেড়া ; পরিবেষ্টক। আ—বেষ্ট্+ণক কর্তৃ। বি, পুং।

আবেষ্টন—ঘিরিয়া ধরা, আলিঙ্গন, ঘেরাও, প্রতিবেশ, চতুর্দিকের অবস্থা, ঘের, বেড়া। আ—বেষ্ট+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**আবেষ্টিত**।

আবেষ্টনী—ঘেরা, বেড়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিধি, বৃত্ত। আ—বেষ্ট্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

আবোল-তাবোল—অসংবদ্ধ প্রলাপ, অসংলগ্ন বাক্যাবলী, পরস্পর সম্বন্ধশূন্য কথা, যা-তা কথা, nonsense বা°প্র বি। **আবোল-তাবোল বকা**—অসংবদ্ধ কথা কহা, অর্থহীন বাক্য বলা।

আব্দিক—অব্দ-সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। অব্দ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আব্বা—বাবা, পিতা। আ। বি, পুং। সম্মান-প্রদর্শনে—**আব্বাজান**।

আব্রহ্ম—ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া। ব্রহ্ম অবধি, অব্যয়ী। অ।

আব্রহ্মস্তম্ব—ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত, মহত্তম বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া নিকৃষ্টতম বস্তু পর্যন্ত। ব্রহ্ম অবধি, অব্যয়ী—আব্রহ্ম, আব্রহ্ম স্তম্ব, সুপ্। বি ; পুং।

আব্রু—আবরু (তাহা দ্রঃ)।

আভরণ—১। গহনা। আ—ভৃ+অনট্ কর্ম। ২। সম্যক পোষণ। আ—ভৃ+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আভরিত—ভূষিত। বা°প্র। বিণ।

আভা—প্রভা, দীপ্তি, glow, বর্ণ, কান্তি, শোভা, সাদৃশ্য, উপমা ; বাতরোগ বিঃ ; বাবলা গাছ। আ—ভা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

আভাং, আভাঙ—তাল করিয়া তেল মাখা। <অভ্যঙ্গ। বি।

আভাঙ্গা, -ভাঙা—সমগ্র, সমস্ত, অটুট, গোটা। আ (নয়) ভাঙ্গা, ভাঙা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ। **আভাঙ্গা জমি**—অকর্ষিত পতিত ভূমি। **আভাঙ্গা জল**—পুকুরের যে জল কেহ সকালবেলায় ছোঁয় নাই (বিবাহকার্যে ব্যবহৃত)।

আভাষ—উপক্রমণিকা, ভূমিকা ; অনুষ্ঠান ; প্রবেশিকা ; অভিভাষণ ; সম্ভাষণ, আলাপ। আ—ভাষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

আভাষণ—অভিভাষণ ; সম্ভাষণ, কথন, আলাপ, কথোপকথন, উক্তি, কথাবার্তা। আ—ভাষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আভাষিত—সম্ভাষিত, কথিত, প্রসাদিত। আ—ভাষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আভাষ্য—সম্ভাষ্য, সম্ভাষণযোগ্য, আলাপনীয়, কথা বলিবার যোগ্য ; প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাস্য। আ—ভাষ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আভাস—অস্পষ্টপ্রকাশ ; ইঙ্গিত ; সাদৃশ্য, উপমা, তুল্যতা, আদরা ; প্রভা, দীপ্তি ; ছায়া, প্রতিবিম্ব ; উদ্দেশ্য, (ন্যায়শাস্ত্র) প্রতিবিম্বাদির ন্যায় অযাথার্থ্যরূপ অবিদ্যাকার্য, মৃষাবুদ্ধি, ফাঁকি, কুতর্ক, অবতারণা ; মেরু ও বিষুবরেখার মধ্যস্থ ব্যবধান, ellipticity আ—ভাস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

আভাসন—প্রকাশন, দীপন ; ব্যাখ্যান। আ—ভাসি+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আভাসমান—প্রতীয়মান, যাহা কাহারও সদৃশ দেখায় এরূপ ; দীপ্যমান ; যাহা ব্যক্ত হইতেছে এরূপ, প্রকাশমান। আ—ভাস্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

আভাস্বর—১। চতুঃষষ্টি গণদেবতা বিঃ ; আত্মা জ্ঞাতা দম দান্ত শান্তি জ্ঞান শম তপ কাম ক্রোধ মদ ও মোহ—এই বারটি গণদেবতা। বি ; পুং। ২। সম্পূর্ণ প্রদীপ্ত, দীপ্তিশালী। আ—ভাস্+বরচ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

আভিজাতিক—অভিজাত-সম্বন্ধীয়, বংশমর্যাদা-সম্বন্ধীয় ; বংশঘটিত, কৌলিক। অভিজাত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **আভিজাতিক চিহ্ন**—কৌলিন্য-পরিচায়ক চিহ্ন ; বংশমর্যাদা-পরিচায়ক চিহ্ন।

আভিজাত্য—কৌলীন্য, জন্মগত প্রতিপত্তি, বংশমর্যাদা, পাণ্ডিত্য ; লজ্জা। অভিজাত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

আভিধানিক—১। অভিধানকার। বি, পুং। ২। শব্দার্থগ্রন্থে লিখিত বা ব্যবহৃত, অভিধান-সম্বন্ধীয়, শব্দকোষসংক্রান্ত। অভিধান+ইক সম্বন্ধাদি-অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **আভিধানিক শব্দ**—অভিধানের মধ্যস্থিত শব্দ, দুরূহ বা অপ্রচলিত শব্দ।

আভিমুখ্য—অভিমুখীনত্ব, সম্মুখবর্তিতা ; সাহায্য, প্রসাদ, দয়া। অভিমুখ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

আভিষেচনিক—১। রাজাদিগের অভিষেকোপযোগী, অভিষেকনিমিত্তক। অভিষেচন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। মহাভারতীয় পর্ব বিঃ (ইহাতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে)। অভিষেচন+ইক আছে অর্থে। বি ; ক্লী।

আভীর—ঘোষজাতি বিঃ, আহীর, গোয়ালা ; খ্রীঃ পূর্ব ২০০ বৎসর পূর্বে মগধে বাসকারী রাজবংশ বিঃ, (পৌরাণিক) দেশ বিঃ ; আভীরদেশবাসী জন। আ—অভি—ঈর্+অচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

আভীর-পল্লি, -পল্লী—ঘোষপল্লী, গোয়ালাপাড়া। আভীরদের পল্লি, পল্লী, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী।

আভীরী—আভীরপত্নী, আহীরিণী, গোয়ালিনী ; আভীর ভাষা। আভীর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আভূমি—১। মাটি পর্যন্ত, মাটি স্পর্শ করিয়া। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। কুস্থান। প্রা কপ্র। বি।

আভোগ—সম্পূর্ণতা, পরিপূর্ণতা ; ঈষৎ ভোগ, উপভোগ ; যত্ন, প্রয়াস ; সংগীতালাপের চতুর্থ চরণ [(সংগীতসার-মতে) কোন শ্লোক কিংবা কোন গান অথবা কোন ছন্দের যেমন চারিটি করিয়া চরণ থাকে, তেমনি আলাপেরও চারিটি চরণ নির্দিষ্ট আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমে যেটি দ্বারা মুখবন্ধন করা যায়, অথবা যেটি প্রথম চরণ হয়, তাহার নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয় চরণের নাম সঞ্চারী এবং চতুর্থ চরণের নাম আভোগ] ; বিমর্দ, গানসমাপ্তি ; কবিনামযুক্ত কবিতা, ভণিতা [উদাহরণ,—"বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে। ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভনে।"], বিস্তার, বরুণছত্র, সর্পফণা। আ—ভুজ্+ঘঞ্ ভাব, কর্ম, করণ। বি ; পুং।

আভ্যন্তর, -ভ্যন্তরিক—অভ্যন্তর-সম্বন্ধীয়, অভ্যন্তরজাত, আন্তর, মানসিক, মনঃসম্বন্ধীয়, যাহা বাহ্য নয় এমন, internal. অভ্যন্তর+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রী, -কী**।

আভ্যন্তরীণ—অভ্যন্তরসংক্রান্ত, মধ্যস্থ, অন্তর্বর্তী। অভ্যন্তর+ঈন ভবার্থে (ব্যাকরণ-মতে 'অভ্যন্তরীণ')। বিণ।

আভ্যাসিক—অভ্যাসকারী, সাধারণ, অভ্যস্ত, অভ্যাসসম্বন্ধীয়, সন্নিকট, নিকটবর্তী। অভ্যাস+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আভ্যুত্তি, আভ্যুত্তিক—অভ্যুদয়-নিমিত্ত শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি শুভকার্যের পূর্বে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধকার্য। <আভ্যুদয়িক। বি।

আভ্যুদয়িক—১। কল্যাণজনক, অভ্যুদয়-সংক্রান্ত, শুভকার্যসম্বন্ধীয়, উন্নতিকর, কল্যাণলাভার্থ অবশ্যকরণীয়। অভ্যুদয়

(মঙ্গল)+ ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। অভ্যুদয়-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি শুভ ক্রিয়ার পূর্বে পিতৃপিতামহ প্রঃ-র তৃপ্তির উদ্দেশ্যে করণীয় শ্রাদ্ধকার্য। অভ্যুদয়+ইক জননার্থে। বি ; ক্লী।

আভ্যুদিক—আভ্যুতি (তাহা দ্রঃ)। <আভ্যুদয়িক। বি।

আম—১। ফল বিঃ, রসালফল। <আম্র। বি। ২। অগ্নিতে অপক্ক ; অসিদ্ধ, অপরিণত, কাঁচা। আ—অম্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ। ৩। অজীর্ণরোগ, অপক্ক দুষ্টরস-জনিত ঔদরিক রোগ, রোগমাত্র, উদরপীড়া বিশেষে মলসহ নির্গত পিচ্ছিল পদার্থ বিঃ, mucus. আ—অমি+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৪। সাধারণ, জনসাধারণের, public. আ। বিণ।

আম-আচার—সর্ষপাদিসংযোগে প্রস্তুত আমের চাটনি, কাসন্দি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

আম-আদা—আম্রগন্ধি মূল বিঃ, আমের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার হরিদ্রা। আমসদৃশ আদা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আমগন্ধি—মন্দগন্ধবিশিষ্ট, দুর্গন্ধ, অপক্ক মাংসাদির গন্ধযুক্ত। আমের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু+ইচ্ সমাসান্ত। বিণ।

আম-ঘট—আপোড়া মাটির ছোট কলসী বিঃ, কাঁচা মাটির ঘট। আম (২) ঘট, কর্মধা। বি ; পুং।

আমচুর—সরু সরু আমসি, শুষ্ক অপক্ব আম্রখণ্ড। <আম্রচূর্ণ। বি।

আমজ—আমরসজাত, ভুক্তপদার্থের অপক্ক রস হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; আম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

আমড়া—অম্লফল বিঃ, hogplum. <আম্রাতক। বি।

আমড়াগাছি—স্তুতি, অত্যধিক তোষামোদ। বাংপ্র। বি। **আমড়াগাছি করা**—তোষামোদ করিয়া বা অযথা প্রশংসা করিয়া ভুলাইয়া দেওয়া।

আমড়াগেছে—১। তোষামোদে আত্ম-বিস্মৃত, অযথা প্রশংসায় গর্বিত। বিণ। ২। চাটুবাক্য বলা, তোষামোদ। বাংপ্র। বি।

আমতা-আমতা—স্পষ্ট করিয়া না বলা, ইতস্ততঃ করণ। বাংপ্র। বি। **আমতা-আমতা করা**—অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করা।

আমতেল—মসলামাখানো আমের ফালি রৌদ্রে শুকাইয়া এব তৎপরে সরিষার তৈলে ডুবাইয়া প্রস্তুত একপ্রকার আচার। আমযুক্ত তেল, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আমদরবার—প্রকাশ্য সভা ; বিচারার্থ সাধারণ দরবার বা রাজসভা। আম (সাধারণ) দরবার, কর্মধা। ফা। বি ; ক্লী।

আমদা—সুলভ ; অধিক, প্রচুর। ফা। বিণ।

আমদানি—আসা, আগম ; আয়, লাভ ; অন্যদেশ হইতে বাণিজ্যদ্রব্যাদি আনয়ন, বিদেশ হইতে আনয়ন ও বিদেশে প্রেরণ। <ফা 'আমদন্'। বি।

আমদানি-রপ্তানি—অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, মাল লইয়া আসা এবং চালান দেওয়া। <ফা 'আমদরফ্ত্'। বি।

আমদানী—আমদানি-করা ; আমদানি-সম্বন্ধীয়। ফা মু। বিণ।

আমদানীশুমার—আয়ের পরিমাণ, মোট আয়। আমদানীর শুমার, ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মু। বি।

আমন—ধান্য বিঃ, হৈমন্তিক ধান্য। <হৈমন (হেমন্ত+অণ্ ভবার্থে নিপা)। বি।

আমন্ত্রণ, -ণা—ভোজন ইঃ-র জন্য আহ্বান ; সম্বোধন ; অভিনন্দন ; নিয়োজন ; কামাচারানুজ্ঞা ; পরস্পর মন্ত্রণা করণ, পরামর্শ। আ—মন্ত্রি+অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আমন্ত্রয়িতা (-তৃ)—আমন্ত্রণকর্তা, আহ্বানকারক, পরামর্শকর্তা ; নিযোজক। আ—মন্ত্রি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

আমন্ত্রিত—সম্বোধিত, আহূত ; অভিনন্দিত, নিয়োজিত। আ—মন্ত্রি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আমন্দ্র—১। ঈষৎ বা সম্যক গম্ভীর, অতি-গুরু। বিণ। ২। গম্ভীর ধ্বনি। আ—মন্দ্+রক কর্তৃ। বি, পুং।

আমবাত—বাতরোগ বিঃ ; চুলকানির মত রোগ, nettlerash. আমজনিত বাত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আমবিকার—আমরসোৎপন্ন রোগ বিঃ, আমাশয়। আমজনিত বিকার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আমমহল—সাধারণ মহল, বহির্ভাগ। আ। বি।

আমমোক্তার—সর্বপ্রকার বৈষয়িক কার্য সম্পাদনের জন্য আইনানুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি, attorney. আ-মু। বি।

আমমোক্তারনামা — আমমোক্তারকে প্রদত্ত অধিকার-পত্র, যে দলিল দ্বারা আমমোক্তারকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তাহা, power of attorney. <আ 'আম্মুখ্তার' +ফা 'নামা' লিপি অর্থে। বি।

আময়—১। রোগ, পীড়া, ব্যাধি। বি, পুং। ২। কুষ্ঠনামক ওষধি, কুড়। আম—যা+ক ঘ অর্থে করণ। বি ; পুং।

আময়দা—অপর্যাপ্ত, প্রচুর। ফা-মু। বিণ।

আময়িক—রোগসম্বন্ধীয়, রোগচিকিৎসার্থে ঔষধপ্রয়োগবিষয়ক। আময়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আ-মর—বিরক্তি, ক্রোধ ইঃ ব্যঞ্জক গালি। বাংপ্র। অ।

আমরক্ত—উদরাময় বিঃ, রক্তমিশ্র আম-স্রাবের পীড়া, রক্তামাশয়, blood dysentery. আমযুক্ত রক্ত যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

আমরণ—মরণ পর্যন্ত। মরণ পর্যন্ত, অব্যয়ী। অ নি-বিণ।

আমরস—ভুক্তপদার্থ হইতে উৎপন্ন অপক্ক রস, কাঁচা রস। কর্মধা। বি, পুং।

আমরা—১। 'আমি' শব্দের বহুবচন। সর্ব। ২। গরমে ঝলসিয়া যাওয়া, তাপে মরার মত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আমরাস্তা—সদর রাস্তা, রাজপথ। আম (সদর) রাস্তা, কর্মধা। ফা-মু। বি।

আ-মরি—আহামরি, প্রশংসা বিদ্রূপ-বিস্ময়-সমবেদনা-সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

আমরুল—অম্ল-শাক বিঃ। <অম্ললোনী। বি।

আমর্শ, আমর্শন—স্পর্শ ; ধর্ষণ ; ভোজন ; পরামর্শ, মন্ত্রণা ; চিন্তা। আ—মৃশ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

আমর্ষ—ক্রোধ। অমষ+অণ্ স্বার্থে। বি, পুং।

আমল—অধিকারকাল, শাসনসময় ; অধিকার, দখল, প্রশ্রয়। আ-মু। বি। **আমল দেওয়া**—অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা, গ্রাহ্য করা, প্রশ্রয় দেওয়া ; কাহারও কথায় কর্ণপাত করা। **আমলে আনা**—কার্যে পরিণত করা ; কাজ হাতে লওয়া বা আরম্ভ করা।

আমলক, -মলকী—১। আমলকী-নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বি, পুং, স্ত্রী। ২। আমলকী বৃক্ষের ফল, আমলা। আ—মল্+অক কর্ম ; পক্ষে+ঙীপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আমলনামা—জমি কিংবা অন্য বিষয়ে অধিকার বা দখল দিবার জন্য লিখিত আজ্ঞা-পত্রাদি, বিষয়াধিকারের হুকুমনামা ; কেরানীর কাজের সরকারী বই। আমল (আ)+নামা (<ফা নামহ্')। বি।

আমলা—১। আমলকীফল। <আমলক। বি। ২। বেতনভোগী কর্মচারী ; রাজ-কর্মচারী ; কেরানী। আ মু। বি।

আমলাতন্ত্র—আমলাদিগের শাসন, রাজ-কর্মচারীদিগের ইচ্ছানুরূপ শাসন, bureaucracy. আমলাদের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মু। বি।

আমলানো—১। টাটাইয়া উঠা, ক্রমশঃ বেদনাযুক্ত হওয়া ; ঝলসাইয়া যাওয়া ; রোদে চুপসাইয়া যাওয়া ; রোদে মুখ লাল হইয়া

ওঠা। <অম্লায়। ২। টকগন্ধ ও অম্ল-ফেনযুক্ত হওয়া। <অম্ল। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

আমলা-ফয়লা—কর্মচারিবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী। আ-মু। বি।

আমলেট—১। মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। ২। বাহুর অলংকার বিঃ। <ইং 'armlet'. বি।

আমশূল—উদরে সঞ্চিত আমজন্য শূল বেদনা, আমনিমিত্ত উদরের বেদনা বিঃ, colic. আমজনিত শূল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আমশ্রাদ্ধ—আমায় দ্বারা করণীয় শ্রাদ্ধ। ৩য়াতৎ। বি, স্ত্রী।

আমসত, -সত্ত্ব—সূর্যতাপে শুষ্ক আম্ররস, আমট। <আম্রসত্ব বা আম্রাবর্ত। বি।

আমসি—রৌদ্রে শুষ্ক আমের খণ্ডসমূহ, আমচুর। <অম্লপেশী। বি।

আমহরিদ্রা—আম আদা। আম (>আম্র)-সদৃশী হরিদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি।

আমা—১। কাঁচা বা অসম্পূর্ণ পোড়ের ইট। বাংপ্র। বি। ২। অদগ্ধ, কাঁচা। আম+আপ্। বিণ, স্ত্রী। ৩। আমি বা আমাকে। <অহম্। সর্ব।

আমাতিসার, -তীসার—অতিসার বিঃ, অধিক পরিমাণে আম নির্গত হওয়া, আমাশয় রোগ। আমযুক্ত অতিসার, অতীসার, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

আমাত্য—অমাত্য মন্ত্রী, বলাধ্যক্ষ। অমাত্য+অণ্ স্বার্থে। বি, পুং।

আমানত—জমা, গচ্ছিত রাখা। আ। বি।

আমানি—কাঞ্জিকা, কাঁজি, পান্তা ভাতের জল। বাংপ্র। বি।

আমান্ন—অপক্ক, তণ্ডুল, আতপ চাউল। আম যে অন্ন, কর্মধা। বি, স্ত্রী। বিণ, **-ন্নীয়**।

আমাবাস্য—অমাবস্যার কর্তব্য, অমাবস্যা-জাত; অমাবস্যাসংক্রান্ত। অমাবস্যা+অণ্ কর্তব্যার্থে, ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আমামা—একপ্রকার শিরস্ত্রাণ, মুসলমান-আমলে ব্যবহৃত পাগড়ি বিঃ। আ। বি।

আমার—মদীয়, নিজের, নিজস্ব, নিজের অধিকৃত; আত্মীয়। 'আমি'-শব্দের ৬ষ্ঠীর ১ বচন। সর্ব।

আমাশয়—১। আমস্থলী, উদরমধ্যস্থ আমরসের স্থান, পাকস্থলী, stomach. আমের আশয় (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং। বিণ, **-য়িক**। ২। প্রবাহিকা-রোগ, আমাতিসার রোগ, dysentery. বাংপ্র। বি।

আমাশয়-স্কন্ধ—পাকস্থলীর মধ্য অংশ, fundro. আমাশয়ের স্কন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আমি—নিজ দেহাবচ্ছিন্ন জীব, বক্তা স্বয়ং; অহংকার; পরমাত্মা। <সং 'অস্মদ্'। সর্ব; উত্তমপুরুষ।

আমিত্ব—'আমি করি' বা 'আমি প্রধান'—এইরূপ ভাব, অহংকার। আমি+ত্ব ভাবে। বাংপ্র। বি।

আমিত্ববোধ—আমিত্বের জ্ঞান; নিজের মধ্যে কি আছে তাহা বিশেষরূপে জানা, অহংকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আমিন, আমীন—জমিজরিপকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী, তত্ত্বাবধায়ক; মামলাতদ্বিরকারী কর্মচারী। আ। বি।

আমিন—স্বস্তিবচন অর্থাৎ ইহা এইরূপই হউক, প্রার্থনা সত্য হউক (উপাসনার শেষে ইহা উচ্চারিত হয়)। আমু, অথবা, <ইং 'amen'. অ।

আমিনি—আমিনের পদ বা কাজ। আমিন+ই কর্মার্থে। আ-মু। বি।

আমির, আমীর—রাজসভাসদ্, সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান; ধনী, রাজা, শাসনকর্তা, আফগানিস্তানের রাজার উপাধি। আ। বি।

আমিরি, আমীরি—আমিরের কার্য, শাসনকার্য, উচ্চ চালচলন, নবাবি, বড়-মানুষি। আমির+ই কর্মার্থে, ভাবে। আ-মু। বি। **আমিরি করা**—বড়মানুষি করা, বড় বড় চাল দেখানো, ঐশ্বর্যভোগ করা।

আমিরী, আমীরী—আমীরের যোগ্য; যাহা ধনী লোকের পক্ষে সাজে এমন। আমির, আমীর+ঈ যোগ্যার্থে। আ-মু। বিণ।

আমিষ—মাংস, মৎস্য মাংস ডিম্বাদি, ভোগ্যবস্তু, লোভনীয় বস্তু; ঘুষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, রূপাদিবিষয়, সুন্দরবস্তু। আ—মিষ্+ক কর্তৃ। বি, পুং বা ক্লী।

আমিষভোজী (-জিন্)—মৎস্যমাংস-ডিম্বভোজী, যে আমিষজাতীয় খাদ্য খায় এমন। উপতৎ, আমিষ—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-ভোজিনী**।

আমিষাশী (-শিন্)—মৎস্য মাংস ডিম্ব-ভক্ষক। উপতৎ, আমিষ—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-শিনী**।

আমীক্ষা—'আমিক্ষা' দ্রঃ।

আমীন—'আমিন' দ্রঃ।

আমীনী—আমিনী (তাহা দ্রঃ)।

আমীর—'আমির' দ্রঃ।

আমীরওমরাহ্—বড় লোক, সম্ভ্রান্ত ধনী লোকেরা; আমীর ও তাঁহার তুল্য বা তাঁহার অব্যবহিত নিম্নপদস্থ লোক। দ্বন্দ্ব। আ। বি।

আমীরী—আমিরী (তাহা দ্রঃ)।

আমুক্তি—১। মোচন, ত্যাগ; উদ্ধার। আ—মুচ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। মুক্তি পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ।

আমুদিত—হৃষ্ট, আনন্দিত। আ (সম্যক) মুদা (হর্ষ), প্রাদি; আমুদা+ইত জাতার্থে। বিণ।

আমুদে—সদানন্দ, আমোদপ্রিয়, কৌতুক-প্রিয়, খোশমেজাজী; রসিক। আমোদ+এ শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আমূল—মূল অবধি, প্রথমাবধি, গোড়া হইতে, আগাগোড়া। মূল অবধি, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আমৃষ্ট—১। মর্দিত, প্রমার্জিত, পরিশুত। আ—মৃজ্ (শুদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। ২। মন্থিত, চিন্তিত, বিবেচিত, অবলুপ্ত, বিনাশিত, উচ্ছিন্ন, এঁটো। আ মৃশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আমেজ—অনুভব; ঈষৎ উদ্ভব; উপলব্ধির শেষ; আবেশ, আভাস, লেশ, trace, tinge; অল্পমিশ্রণ। ফা। বি।

আমোক্ষ—মুক্তি পর্যন্ত, যতদিন মোক্ষ না হয় ততদিন। মোক্ষ পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আমোট, -টন—আমর্দন, মটকানো। আ—মুট+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

আমোদ—১। হর্ষ, আহ্লাদ; উৎসব। আ—মুদ্+ঘঞ্ ভাব। ২। কৌতুক, রঙ্গ, মজা, fun; অতি দূরগামী গন্ধ; অতি সুগন্ধ। আ—মুদ্+ঘঞ্ করণ। বি, পুং। ৩। আমোদিত, সুগন্ধে ভরপুর। প্রাদি। বিণ।

আমোদ-আহ্লাদ, -প্রমোদ—বহুজনের মিলিতভাবে উৎসবাদি করা, কয়েক-জনে মিলিয়া আনন্দ উপভোগ করা। আমোদ ও আহ্লাদ, প্রমোদ, দ্বন্দ্ব। বি, পুং।

আমোদন—১। হর্ষদায়ক। আ—মুদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। আনন্দদান; সুগন্ধবিস্তার। আ—মুদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আমোদ-প্রমোদ—'আমোদ-আহ্লাদ' দ্রঃ।

আমোদপ্রিয়—কৌতুকপ্রিয়, যে আমোদ ভালবাসে এরূপ; ফূর্তিবাজ। আমোদ প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

আমোদা—আমোদিত করা, আহ্লাদিত করা, আমোদ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

আমোদিত—আনন্দিত, হৃষ্ট; আমোদ-প্রাপ্ত, মনোহর, সুগন্ধে পূর্ণ, সুরভিত। আমোদ+ইত জাতার্থে। বিণ।

আমোদী (-দিন্)—১। হৃষ্ট, সহর্ষ, হর্ষ-বিশিষ্ট, সানন্দ, গন্ধযুক্ত। আমোদ+ইন্ আছে অর্থে। ২। আমোদকারী, আমোদ-প্রিয়; সৌরভবিকিরণকারী, সুগন্ধজনক।

বিণ। স্ত্রী, -ম্নিনী। ৩। মুখের সুগন্ধকর দ্রব্য, কর্পূরাদিবটিকাকৃত মুখসৌরভ। আ—মুদ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

আম্নায়—বেদ, শ্রুতি; আগম, নিগম, তন্ত্রশাস্ত্র; সম্প্রদায়; কুল; কুলাচার। আ—ম্না+ঘঞ করণ, কর্তৃ, কর্ম (য আগম)। বি; পুং।

আম্বা—আস্ফালন, বড়াই, স্পর্ধা; উৎসাহ, উদ্যম, উচ্চ আশা, দুরাশা; শক্তি, পরাক্রম, আড়ম্বর, জাঁকজমক। < 'অহং-ভাব'। বি।

আম্বিকেয়—অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র; (অম্বিকা অর্থাৎ দুর্গার পুত্র বলিয়া) কার্তিকেয়। অম্বিকা+এয় অপত্যার্থে। বি, পুং।

আম্ভস—জলসম্বন্ধীয়, জলীয়, জলময়। অম্ভস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে, ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ।

আম্মা—মা, মাতা; প্রভুপত্নী বা তত্তুল্যা মহিলা। উর্দু (তুঃ সংস্কৃত অম্বা)। বি, স্ত্রী।

আম্মাজান—(সম্ভ্রমে) মা। উর্দু। বি।

আম্র—১। আমগাছ। বি; পুং। ২। আমফল। অম্র+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

আম্রকানন—আম্রোদ্যান, আমগাছের বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আম্রকুঞ্জ—আম্রবৃক্ষতললম্বিত ছায়াময় স্থান। আম্রমধ্যস্থ কুঞ্জ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

আম্রমুকুল—চূতমঞ্জরী, আম্রকলিকা আমের বউল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আম্রলেহ—আমের চাটনি। আম্রজাত লেহ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

আম্রসার—আমগাছের পাতা বা শাখা, আম্রপল্লব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আম্রাত, আম্রাতক—১। আমড়াগাছ। উপতৎ, আম্র—অত+অণ্, পক কর্তৃ। বি; পুং। ২। আমড়াফল। আম্রাত, আম্রাতক+অণ্ জাতার্থে। ৩। আমসত্ত্ব। বি; ক্লী। ৪। কামরূপান্তর্গত তীর্থ বিঃ [এখানে আম্রাতকেশ্বর নামে শিব এবং সিদ্ধিগঙ্গা নামে গঙ্গাদেবী আছেন]। আম্রাত বা আম্রাতক+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি, পুং।

আম্ল—অম্লরসযুক্ত, টক। আ (সম্যক) অম্ল যাহাতে, বহু। বিণ।

আম্লা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ, শ্রীবল্লী। আ (সম্যক) অম্ল যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

আম্লান—ঈষৎ ম্লান। আ (ঈষৎ) ম্লান, প্রাদি। বিণ।

আম্লানো—টকিয়া যাওয়া, অম্লরসযুক্ত হওয়া; অবসাদগ্রস্ত হওয়া, শক্তিহীন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আম্লিকা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ, অম্লোদ্গার। আম্লা+কন্ স্বার্থে। বি, স্ত্রী।

আয়—১। উপস্বত্ব, ধনাগম, অর্থলাভ; প্রাপ্তি, লাভ, রোজগার। আ—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভাব। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে একাদশ স্থান। আ—ই বা অয়্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। ৩। আগমন কর্। বাংপ্র। ক্রি।

আয়কর—১। অর্থকারক; লাভজনক। উপতৎ, আয়—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী। ২। উপার্জিত অর্থের উপর ধার্য রাজকর, income-tax. আয়নিমিত্তক কর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আয়ত—১। দীর্ঘ, বিস্তৃত ('— লোচন'); বৃহৎ; দূর, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। আ—যম্+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রসারিত; আকৃষ্ট, সংযত। আ—যম্+ক্ত কর্ম। ৩। সম্যক যত্নশীল। আ—যত্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৪। (জ্যামিতি) সমকোণ-বিশিষ্ট সামান্তরিক চতুর্ভুজ ক্ষেত্র যাহার বিপরীত বাহুদ্বয় সমান কিন্তু পার্শ্ববর্তী বাহুদ্বয় সমান নয়, rectangle. আ—যম+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী। ৫। সধবা-অবস্থা এয়োতি, নারীর পতি-বিদ্যমানতা। বাংপ্র। বি।

আয়তক্ষেত্র আয়ত (৪) (তাহা দ্রঃ)। আয়ত ক্ষেত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

আয়ততল—প্রশস্ত তলযুক্ত। আয়ত (১) তল যাহার, বহু। বিণ।

আয়তন—পরিসর, প্রশস্ততা, (জ্যামিতি) মাপ, ক্ষেত্রমান, area; বিস্তার; আকার, size, (গণিত) পরিমাণ, volume; যজ্ঞস্থান; আলয়; বিশ্রামস্থান, আধার; দেবালয়, পুণ্যতীর্থ প্রঃ; ভদ্রাসন, ভিটা, বাস্তু, বৌদ্ধমতে দ্বাদশটি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও ধর্ম)। আ (সম্যক)-যত্+অনট্ অধি। বি, ক্লী।

আয়তলোচন—১। দীর্ঘনেত্র, আকর্ণ-বিস্তৃতচক্ষুঃ। আয়ত লোচন যাহার, বহু। বিণ। ২। দীর্ঘ চক্ষুঃ। আয়ত লোচন, কর্মধা। বি, ক্লী।

আয়তাক্ষী—আয়তলোচনা, বিশালাক্ষী, যাহার নয়ন সুবিস্তৃত এমন ('— নারী'); সুন্দরী। আয়ত (প্রসারিত) অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

আয়তি, আয়তী—১। উত্তরকাল, ভাবী কাল, ভাবী শুভসম্ভাবনা; ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। আ—যা+ডতি কর্তৃ, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সধবার লক্ষণ বা চিহ্ন (শাঁখা সিঁদুর শাড়ি প্রঃ)। আয়ত (<অবিধবাত্ব)+ই, ঈ আছে অর্থে, স্বার্থে। কপ্র। বি।

আয়তী—সধবা স্ত্রী, এয়ো। বাংপ্র। বি।

আয়ত্ত—বশগত, অধীন; হস্তগত; শিক্ষালব্ধ mastered. আ—যত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আয়ত্ত পেশী—সাধারণতঃ অস্থিগাত্রে সংলগ্ন থাকিয়া আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সংকুচিত ও প্রসারিত হইয়া আমাদের নড়া-চড়ার সহায়তা করে এরূপ পেশী, voluntary muscles.

আয়ত্তাধীন—আয়ত্ত, বশবর্তী, অধীন ('স্বামীর —'); অধিকারভুক্ত। সংযুক্ত একার্থক শব্দদ্বয় (অসাধু প্রয়োগ)। বিণ।

আয়ত্তি—বশবর্তিতা, অধীনতা; দখল; ক্ষমতা, সামর্থ্য। আ—যত্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আয়না—আরশি, দর্পণ; কাচ। < ফা 'আঈনহ্'। বি। **আয়নায় মুখ দেখা**—অপরের প্রতি অনুষ্ঠিত ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার করা বা পাওয়া।

আয়ন্দা, আয়েন্দা—উপস্থিত, আগত; আগামী, ভবিষ্যৎ; পরবর্তী। <ফা 'আয়ন্দ্'। বিণ।

আয়ব—আসিবে ("পিয়া যব আয়ব"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

আয়ব্যয়—অর্থাদির আগম এবং অপগম, উপায় এবং অপায়, জমাখরচ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আয়ব্যয়ক—সরকারী আয়ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব, budget. বি।

আয়মা—মুসলমান নবাবদের প্রদত্ত পুরস্কার বা বৃত্তিস্বরূপ নিষ্কর ভূমি। আ। বি।

আয়মাদার—আয়মা জমির অধিকারী। আ-মু। বি।

আয়মাদারি—আয়মা জমির ভোগদখল। আ-মু। বি।

আয়ল—আসিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আয়লুঁ—আসিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

আয়স—১। লৌহনির্মিত; লৌহসম্বন্ধীয়। অয়স্+অণ্ বিকারার্থে অথবা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -সী। ২। লৌহময় বাণের ফলক, লৌহগঠিত অস্ত্র। অয়স্+অণ্ অবয়বার্থে। ৩। লৌহ, লোহা। অয়স্+অণ্ স্বার্থে। বি, ক্লী।

আয়সী—লৌহময় কবচ, লোহার বর্ম। অয়স্+অণ্ বিকারার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আয়স্ত্রী—এয়োস্ত্রী, সধবা রমণী। আয় (= এয়ো) স্ত্রী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আয়স্থান—ধনাগমস্থান, সরকারী শুল্ক-শালা, মণি প্রঃ-র আকরস্থান; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে একাদশ স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

আয়া—১। পিতামহ বা মাতামহ। <আর্যক। বি। ২। মেমের পরিচারিকা, শিশুপালনকারিণী দাসী। <পো 'aya'. বি।

আয়াগিরি—আয়ার চাকরি, আয়ার কাজ। <পো 'আয়া'+ফা 'গির'+বাং 'ই'। বি।

আয়াত—১। আগত, উপস্থিত। আ—যা +ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। আগমন, উপস্থিতি। আ—যা+ক্ত ভাব। বি, ক্লী। ৩। সথবার চিহ্ন। প্রাদে। ৪। কোরানের ক্ষুদ্রতম বাক্য। আ। বি।

আয়ান—১। আগমন, উপস্থিতি। আ—যা +অনট্ ভাব। ২। ব্রজপুরবাসী একজন গোপ। <অভিমন্যু। বি; পুং।

আয়াম—১। দৈর্ঘ্য, লম্বতা; বিস্তৃতি; নিয়ন্ত্রণ; সংযম। আ—যম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। সময়; ঋতু; দিন; উপযুক্ত সময়। <আ 'আইয়াম'। বি।

আয়ামী—আয়েশী (তাহা দ্রঃ)।

আয়ামে—আরামকারী, আরামপ্রিয়। আ-মূ। বিণ।

আয়াস—১। ক্লেশ, শ্রান্তি; পরিশ্রম; দৈহিক শ্রমজনিত দুর্বলতা; প্রয়াস, অতিযত্ন; ব্যায়াম। আ—যস্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং। বিণ, **-সী**। ২। সুখ, আরাম; বিশ্রাম। <আ 'আইশ'। বি।

আয়াসসাধ্য—অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, ক্লেশ-সম্পাদ্য, যাহার সম্পাদনে কষ্ট পাইতে হয় এরূপ; দুষ্কর। ৩য়াতৎ। বিণ।

আয়াসী (-সিন) -আয়াসকারী, পরিশ্রম-কারী, উদ্যোগী, পরিশ্রান্ত। আযাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

আয়ি, আয়ী—মাতামহী। <আর্যিকা। বি, স্ত্রী।

আয়ীবুড়ী—মাতামহী, (ব্যঙ্গার্থে) বাচাল বালিকা, কম বয়সে যে মেয়ে অধিকবয়স্কার উপযোগী কথা বলে। বুড়ী যে আয়ী, কর্মধা। বাংপ্র। বি, স্ত্রী।

আয়ুঃ (আযুস্) (>**আয়ু**)—জীবিতকাল, পরমায়ু, স্থিতিকাল; জীবন, ঘৃত; জ্যোতিষ-প্রসিদ্ধ অষ্টমভবন। ই+উস্ কর্তৃ। বি, ক্লী।

আয়ুঃক্ষয়—পরমায়ুনাশ, জীবনকালের অল্পতা। আয়ুর ক্ষয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আয়ুঃক্ষেত্র—আয়ুর পরিমাণ-কাল ["প্রাণী বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে"—রবীন্দ্র]। আয়ুর ক্ষেত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আয়ুঃপ্রদ -আয়ুর্বর্ধক, আয়ুর্বৃদ্ধিকর, আয়ুষ্কর। উপতৎ; আয়ুস্—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

আয়ুঃশেষ—মরণ, জীবনাবসান, জীবনশেষ। আয়ুর শেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আয়ুক্ত—১। কর্মাধ্যক্ষ, নিপুণ; ব্যাপৃত। আ—যুজ্+ক্ত কর্তৃ। ২। ব্যাপারিত, নিয়োজিত। আ—যুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আয়ুক্তক, আয়ুক্ত আধিকারিক—আফিসের কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারী, officer-in-charge.

আয়ুজড়—আলুলায়িত, উন্মুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

আয়ুধ—অস্ত্রশস্ত্র, প্রহরণ, যুদ্ধাস্ত্র। আ—যুধ +ক ঘঞর্থে করণ। বি; ক্লী।

আয়ুধাগার—অস্ত্রাগার, armoury, arsenal. আয়ুধের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আয়ুধিক, আয়ুধীয়—অস্ত্রজীবী, শস্ত্র-ধারী, শস্ত্রজীবী; যোদ্ধা। আযুধ+ইক, ঈয় তাহা দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বিণ।

আয়ুর্(র্ব্)দ্ধি—পরমায়ুর আধিক্য, পরমায়ু বাড়া। আয়ুর বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আয়ুর্(র্ব্)দ্ধিকর—যাহাতে আয়ু বাড়িয়া যায় এমন, আয়ুষ্কর। উপতৎ; আয়ুর্বৃদ্ধি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

আয়ুর্(র্ব্)দ্ধ্যন্ন—বিবাহের পূর্বে আয়ুর্বৃদ্ধিকল্পে যথাবিধানে মাঙ্গলিক অন্নগ্রহণ, আইবুড়া ভাত। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী (অব্যূঢ়ান্ন দ্রঃ)।

আয়ুর্বে(র্ব্বে)দ—চিকিৎসাশাস্ত্র, বৈদ্যক-শাস্ত্র, অষ্টাদশবিদ্যান্তর্গত ধন্বন্তরি-প্রণীত বিদ্যা বিঃ [ইহা অথর্ববেদের অন্তর্গত। চরণব্যূহ-মতে আয়ুর্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ। ব্রহ্মবৈবর্তে আয়ুর্বেদের লক্ষণ,—যাহাতে আয়ুর্হিতাহিত, ব্যাধিনিদান ও ব্যাধিশমন বর্ণিত আছে, তাহাকেই আয়ুর্বেদ বলে]। ইহার উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ—"প্রজাপতি ঋগাদি চতুর্বেদ সৃষ্টি করিয়া সেই সমুদায়ের অর্থচিন্তা করিতে করিতে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর এই পঞ্চম বেদ সৃষ্ট হইলে, ইহা ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর সেই বেদ হইতে সংহিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় ষোড়শ শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহারাও গুরুদত্ত সংহিতা হইতে প্রত্যেকে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন।" যথা,—ধন্বন্তরি "চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান", দিবোদাস "চিকিৎসাদর্পণ", কাশীরাজ 'চিকিৎসাকৌমুদী", দুই অশ্বিনী-কুমার 'চিকিৎসাসারতন্ত্র", নকুল "বৈদ্যক-সর্বস্বতন্ত্র", সহদেব "ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দন", আর্কি বা যম "জ্ঞানার্ণবমহাতন্ত্র", চ্যবন "জীবদানতন্ত্র", জনক "বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন", বুধ "সর্বসার", জাবাল "তন্ত্রসার", জাজলি "বেদাঙ্গসারতন্ত্র", পৈল "নিদান", করথ "সর্বধরতন্ত্র" এবং অগস্ত্য "দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র"। তৎকালে ভারদ্বাজ, অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ পরাশর, হারীত, চ্যবন, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, জমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, শৌনক, আশ্বলায়ন, বৈখানস, গোভিল, বালখিল্য প্রঃ ঋষি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন]। আয়ুর বেদ (জ্ঞান) হয় যদ্দ্বারা, বহু, অথবা আয়ুর্বিষয়ক বেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আয়ুর্বে(র্ব্বে)দজ্ঞ—চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী, আয়ুর্বেদবিৎ। উপতৎ; আয়ুর্বেদ—জ্ঞা +ক কর্তৃ। বিণ।

আয়ুর্বে(র্ব্বে)দবিৎ (-বিদ্)—চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, বৈদ্যকশাস্ত্রনিপুণ। উপতৎ; আয়ুর্বেদ—বিদ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

আয়ুর্বে(র্ব্বে)দবেত্তা (বেত্তৃ)—চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। আয়ুর্বেদের বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

আয়ুর্বে(র্ব্বে)দিক—১। আয়ুর্বেদসম্বন্ধীয়, আয়ুর্বেদীয়। আয়ুর্বেদ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। বৈদ্য। আয়ুর্বেদ +ইক জানে অর্থে। বি; পুং।

আয়ুর্বে(র্ব্বে)দী (-র্বেদিন্) চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, কবিরাজ; আয়ুর্বেদজ্ঞ। আয়ুর্বেদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

আয়ুর্বে(র্ব্বে)দীয়—আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত, চিকিৎসা শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। আযর্বেদ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আয়ুষ্কর—পরমায়ুজনক, জীবনবৃদ্ধিকর; আয়ুর্বৃদ্ধিকর। উপতৎ; আয়ুস্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

আয়ুষ্কাম—আয়ুর্বৃদ্ধির অভিলাষী, দীর্ঘ জীবিতাকাঙ্ক্ষী। আয়ুতে কাম যাহার, বহু। বিণ।

আয়ুষ্কাল -জীবনকাল। আয়ুই কাল, কর্মধা। বি, পুং।

আয়ুষ্মতী—দীর্ঘজীবিনী। আয়ুষ্মৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আয়ুষ্মান্ (ষ্মৎ)—১। দীর্ঘজীবী, দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্মতী**। ২। বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত তৃতীয় যোগ, সুনৃতাব গভজাত উত্তানপ্রজাপতির পুত্র। আয়ুস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

আয়ুষ্য—১। আয়ুর হিতকারক, আয়ুষ্কর, আয়ুর্বর্ধক। আয়ুস্+যৎ প্রয়োজনার্থে। বিণ। ২। আয়ুঃ। আয়ুস্+যৎ স্বার্থে। ৩। অন্ন, পথ্য। আয়ুস্+যৎ প্রয়োজনার্থে। বি; ক্লী। [বি।

আয়েত—কোরানের অংশ বিঃ। আ।

আয়েন্দা—আএন্দা (তাহা দ্রঃ)।

আয়েমা—আয়মা (তাহা দ্রঃ)।

আয়েশ -আরাম, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস। আ। বি।

আয়েশী সুখী, আরামপ্রিয়; যে শ্রম বা ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া চলে এমন; ভোগবিলাসী, ভোগী। বিণ।

আযোগ -১। গন্ধমাল্যোপহার; ব্যাপার। আ-যুজ+ঘঞ্ ভাব। ২। রোধ,

তীর। আ—যুজ্‌+ঘঞ্ অধি। ৩। ঈষৎ যোগ। আ (ঈষৎ) যোগ, প্রাদি। বি, পুং।

আয়োজক—আয়োজনকারী, সংগ্রহকারক; উদ্যোগী, উদ্যোক্তা। আ—যুজ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -জিকা।

আয়োজন—চেষ্টা, যোগাড়, উদ্যোগ; আহরণ, সংগ্রহ; সংগৃহীত উপকরণ। আ—যুজ্‌+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

আয়োজিত—যাহার আয়োজন করা হইয়াছে এরূপ; সংগৃহীত, সংকলিত। আ—যুজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

আয়োতুয়ো—সধবারা; সধী সাধী। বাংপ্র। বি।

আর—অন্য ('— কেহ'), এবং, ও ('সে — তুমি'); পক্ষান্তরে ('— যদি সে আসেই'), অতঃপর ('— পারিব না'); এখন ('— সেদিন নাই'), যুগপৎ, পুনরায় ('—'আসিও না') স্বতন্ত্র, সুতরাং; তদবধি; অথবা ('যাও — না যাও'), ইহা ভিন্ন ('— কিছু'), পূর্ববৎ; অবশ্য; বিগত ('— বছরে'); আক্ষেপ অবসাদ ক্রোধ বিনয় ইঃ-বোধক শব্দ। <অপর। সর্ব; অ। **আর আর**—অপরাপর, অনেকে। **আর একটু হইলে**—সামান্যের জন্য, সীমা অতিক্রম করিলেই। **আরও**—ইহা ছাড়া, অধিকন্তু, অধিকতর। **আর কত, আর কতই**—খুব কম, খুব বেশী নয়। **আর কি**—তাই; প্রায় তদ্রূপ; অভিন্ন। **আর বার**—আর একবার, আবার। **আর যায় কোথা**—অমনি, সঙ্গে সঙ্গে।

আরক—নির্যাস, বাষ্প, extract, তরল তেজস্কর ঔষধ, চুয়ানো মদ, spirit, arrack <আ 'অরক'। বি।

আরক্ত—১। অল্প রক্তবর্ণ, ঈষৎ লোহিত, প্রগাঢ় রক্তবর্ণ, টকটকে লাল। আ রন্‌জ্‌+ক্ত কর্ম। ২। সম্যক বা ঈষৎ অনুরক্ত। আ—রন্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আরক্তনয়ন, -নেত্র, -লোচন—রক্তবর্ণ চক্ষু; যাহার চোখ রাগে লাল হইয়াছে এমন। বহু। বিণ।

আরক্তিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ, অল্প লোহিত, সম্যক্ লোহিত, টকটকে লাল। বাংপ্র। বিণ [শব্দটি 'আরক্তিমা' এবং ইহা বিশেষ্য; ইহাকে অ-কারান্ত এবং বিশেষণরূপে ব্যবহার করা ব্যাকরণসংগত নহে। ন-কারান্ত (আরক্তিমন্) শব্দ বলিয়া সমাসে অন্ত পদ পরে থাকিলে ন-কারের লোপে 'আরক্তিম' হয়]।

আরক্ষক—১। রক্ষাকর্তা, রক্ষক। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষিকা। ২। রক্ষাকার্যে নিযুক্ত প্রহরী, পাহারাওয়ালা; শান্তিরক্ষাকারী, পুলিস, police. আ—রক্ষ্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

আরক্ষা ১। নগরশাসন, শান্তিরক্ষা। আ—রক্ষ্‌+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পুলিস, শান্তিরক্ষার জন্য সরকারী বিভাগ, police. বি।

আরক্ষাধ্যক্ষ—শান্তিরক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, Police Superintendent. আরক্ষার অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আরক্ষিক—পুলিসের কর্মচারী, পুলিসের লোক। আরক্ষা+ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

আরক্ষী (-ক্ষিন্)—কনেস্টবল, পুলিসের লোক; প্রহরী। আ—রক্ষ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বি।

আরচিত—সম্যক রচিত; গ্রথিত, নির্মিত। আ—রচ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

আরজ—আবেদন, নিবেদন, দরখাস্ত। <আ 'অর্জ্‌'। বি।

আরজদস্ত—লিখিত প্রার্থনা; দরখাস্ত। আ। মূ। বি।

আরজবেগ, -বেগী—বিচারপতির নিকটে আবেদনপত্রদানকারী ব্যক্তি, পেশকার, বেঞ্চ ক্লার্ক, bench clerk. আ। বি।

আরজি—বিচারপতির নিকট উপস্থাপিত আবেদনপত্র, দরখাস্ত; আবেদন, প্রার্থনা। <আ 'অর্জ্‌'। বি।

আরণ্য—বনজাত, বন্য; বনসংক্রান্ত, অরণ্য সম্বন্ধীয় (পশু প্রঃ)। অরণ্য+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আরণ্যক—১। বনজাত ('— বৃক্ষ')। বিণ। ২। বনপথ; হস্তী; অধ্যায়, বিহার, বিহারস্থান, ন্যায়শাস্ত্র; গোবর। বি; পুং। ৩। বেদের অংশ বিঃ, ব্রাহ্মণগ্রন্থের উপসংহারভাগ। অরণ্য+অক (বুঞ্) ভবার্থে। বি ক্লী। **আরণ্যক সভ্যতা**—উপনিষদের সময়কার সভ্যতা।

আরত—অত্যন্ত আসক্ত, অনুরক্ত; মৃত; ক্ষান্ত, নিবৃত্ত। আ—রম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আরতি—১। উপরম; বিরতি, নিবৃত্তি, ক্ষান্তি। আ—রম্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। নীরাজন, প্রদীপাদি দ্বারা প্রতিমাদি বরণ। <আরাত্রিক। বি। ৩। সম্মান, পূজা; আদেশ; আসক্তি; প্রগাঢ় অনুরাগ; আকাঙ্ক্ষা; আগ্রহ; নিবেদন, আহ্বান, মনোযোগ; নিয়োগ; সহবাস; আর্তি। প্রা কপ্র। বি।

আরদালী—আদেশবাহক, চাপরাসী; পেয়াদা; পিয়ন; পত্রবাহক, ভৃত্য। <ইং 'orderly'. বি।

আরদ—হরিদ্রা, হলুদ। প্রা কপ্র। বি।

আরব—১। নাদ, ধ্বনি, শব্দ ("দেশ পূরিল আরবে"—মাইকেল)। আ—রু+অপ্ ভাব। বি; পুং। ২। আরবদেশ; আরবের লোক। আ। বি।

আরবী—আরবনামক দেশের ভাষা; আরবদেশীয়। আরব+ঈ। আ-মূ। বি বা বিণ।

আরব্ধ—কৃতারম্ভ, যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে এমন। আ—রভ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

আরব্য—আরবদেশীয়; আরবসম্বন্ধীয়। আরব (আ)+য্য ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আরভমাণ—আরম্ভকারী, যে আরম্ভ করিতেছে এমন। আ—রভ্‌+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

আরমানী—১। আরমিনিয়া দেশের লোক। বি। ২। আরমিনিয়া দেশসম্বন্ধীয়। অসং। বিণ।

আরমাল-ঢেঁকির ছিদ্রস্থ ছোট গোল কাঠ বিঃ, ঢেঁকির মুষল। প্রাদে। বি।

আরম্ভ—১। শুরু; উপক্রম; প্রথম কৃতি, প্রথম চেষ্টা; অনুষ্ঠান; প্রস্তাবনা; উদ্যম; কর্ম; উৎপত্তি; ত্বরা; দর্প, হনন, হিংসা। আ—রভ্‌+ঘঞ্ ভাব। ২। উপায়, সাধনপথ। আ—রভ্‌+ঘঞ্ করণ। ৩। ব্যাপার, কার্য। আ—রভ্‌+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

আরম্ভক—আরম্ভকারী; জনক, উৎপাদক; প্রস্তাবক। আ—রভ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ম্ভিকা।

আরম্ভিল—আরম্ভ করিল। কপ্র। ক্রি।

আরশ-রাজতক্ত, সিংহাসন; ভগবানের আসন; উচ্চতম স্বর্গ। <আ 'আর্শ্‌'। বি।

আরশি-মুকুর, আয়না। <আদর্শিকা। বি।

আরসলা, -সোলা, -শলা, -শোলা—তেলাপোকা। <অশ্রপদা। বি।

আরসা—রসহীন, শুষ্ক। আ (নাই) রস যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

আরা—১। চর্মভেদনাস্ত্র, চর্মভেদক শস্ত্র, জুতা প্রঃ সেলাই করিবার জন্য 'টেকো' নামক যন্ত্র, awl. আ—ঋ+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। স্বতন্ত্র; অন্য। প্রা কপ্র। বিণ। ৩। করাত। ফা। ৪। চাকার কাঠের পাখি, spoke. প্রাদে। বি।

আরাকশ, -কষ—করাতী। ফা-মূ। বি।

আরাত্রিক—নীরাজননিমিত্তক দীপ; নীরাজনপাত্র; আরতি, নীরাজন। অরাত্রি (রাত্রি ভিন্ন সময়েও)+ইক নিষ্পন্ন হয় এই অর্থে। বি; ক্লী।

আরাধক—আরাধনাকারী; সেবক; উপাসক। আ—রাধ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধিকা।

আরাধন, -ধনা—উপাসনা; তুষ্টিসাধন, প্রসাদন; শুশ্রূষা, সেবা; অভ্যাস; পচন;

প্রাপ্তি ; সাধ ; প্রার্থনা ; বন্দন। আ—রাধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব ; আ—রাধ্‌+ণিচ্‌+অন ভাব+আপ্‌। বি, ক্লী, স্ত্রী।

আরাধনীয়, আরাধ্য—আরাধনার যোগ্য, উপাস্য, পূজার্হ। আ—রাধ্‌+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

আরাধয়িতা (-য়িতৃ)—আরাধক ; শুশ্রূষাকারক। আ—রাধ্‌+ণিচ্‌+তৃচ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

আরাধিত—উপাসিত ; সেবিত ; অভ্যস্ত ; প্রাপ্ত ; সাধিত ; আয়ত্ত। আ—রাধ্‌+ণিচ +ক্ত কর্ম। বিণ।

আরাধ্য—'আরাধনীয়' দ্রঃ।

আরাধ্যমান—যাহার আরাধনা করা হইতেছে এরূপ, উপাস্যমান ; সাধ্যমান। আ—রাধ্‌+ণিচ +শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

আরাব—ধ্বনি, শব্দ ('পশিল সেস্থলে আরাব"—মাইকেল)। আ—রু+ঘঞ্‌ ভাব। বি, পুং।

আরাবী (-বিন্‌)—নাদকারী, উচ্চরবকারী (উন্নতকবুধ মেঘগম্ভীর-আরাবী'—যদুগোপাল)। আরাব+ইন আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বিণী**।

আরাম—১। উদ্যান, উপবন, বৃক্ষবাটিকা, বিশ্রামভবন ; আশ্রয়। আ—রম্‌+ঘঞ্‌ অধি। ২। বিরাম ; আয়েশ, সুখ ; নীরোগতা ; স্বাস্থ্য ; স্বাচ্ছন্দ্য। আ—রম+ঘঞ্‌ ভাব, অথবা ফা। বি, পুং।

আরাম-কেদারা, -চেয়ার, -চৌকি—অর্ধশায়িতভাবে থাকিবার চেয়ার বা কেদারা, easy-chair. আরামদায়ক কেদারা (<পো 'caderia'), চেয়ার, চৌকি (<সং 'চতুষ্কী'), মধ্যপ কর্মধা। [আরাম চেয়ার, মতান্তরে ইং 'arm-chair' শব্দ হইতে জাত।] বি।

আরামপ্রিয়—সুখপ্রিয়, যে সুখভোগ করিতে ভালবাসে এরূপ। আরাম প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

আরামশয়ন—প্রীতিপ্রদ বিছানা ; সুখে শুইয়া থাকা। আরামদায়ক শয়ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

আরামী (-মিন্‌)—আরামপ্রিয়, সুখপ্রিয়। আরাম+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ।

আরারুট—হরিদ্রাজাতীয় গাছের মূল হইতে লব্ধ শ্বেতসারচূর্ণ (রোগীর পথ্যরূপে ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত)। <ইং 'arrowroot'. বি।

আরাশ—চুনকামের উপর মাজিয়া ঘষিয়া সৌন্দর্য-সম্পাদন। <ফা 'আরায়েশ'। বি।

আরিন্দা—পত্রবাহক ; পেয়াদা ; খাজনাবাহক। ফা-মু। বি।

আরুণি—১। অরুণ বা সূর্যের পুত্র, যম ; শনি ; কর্ণ ; বিনতাপুত্র ; বিনতাসুত অরুণের পুত্র। অরুণ+ইঞ্‌ অপত্যার্থে। ২। মুনিসম্প্রদায় বিঃ ; উদ্দালক মুনি ; একজন গুরুভক্ত ব্রাহ্মণকুমার। বি ; পুং।

আরুণ্য—অরুণভাব, রক্তিমা। অরুণ+ষ্যণ্‌ ভাবে। বি ; ক্লী।

আরূঢ়—যে আরোহণ করিয়াছে এরূপ, অধিরূঢ় ; যাহাতে উঠা হইয়াছে এরূপ ; প্রাপ্ত ; অতীত ; উচ্চ। আ—রুহ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

আরূঢ়যৌবনা—নবযুবতী ; যে নারীর পতিপ্রসঙ্গ ভাল লাগে এরূপ। আরূঢ় যৌবন যৎকর্তৃক, বহু+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

আরে—১। বিস্ময় ভয় ঘৃণা ক্রোধ শোক বিরক্তি সম্ভাষণ বিদ্রূপাদিপ্রকাশক শব্দ ; ঐ যা' বিস্মৃত ব্যাপার স্মরণসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। **আরে আরে, আরে-রে**—ব্যাকুল ভাব বুঝাইতে 'আরে' শব্দের দুইবার প্রয়োগ। ২। অপর লোকে অন্য জনে। <অপরে। কপ্র। সর্ব।

আরোগ্য—রোগহীনতা, স্বাস্থ্য ; পীড়ামুক্তি। অরোগ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; ক্লী।

আরোগ্যকর, -জনক, -দায়ক—সুস্থতাজনক, রোগনিবৃত্তিকারক। উপতৎ ; আরোগ্য—কৃ+ট কর্তৃ ৬ষ্ঠীতৎ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আরোগ্য-প্রাপ্তি, -লাভ—সুস্থতাপ্রাপ্তি, সুস্থ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী পুং।

আরোগ্যশালা—আরোগ্যদান গৃহ চিকিৎসালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আরোগ্যসত্র—বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইবার স্থান, হাসপাতাল, hospital. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

আরোগ্যসাধক—রোগনাশক, সুস্থতাজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সাধিকা**।

আরোগ্যস্নান—রোগপ্রতিকারের পর করণীয় স্নান। আরোগ্যান্তর স্নান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

আরোগ্যাশ্রম—আরোগ্যসত্র (তাহা দ্রঃ)। আরোগ্যের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আরোপ—কোন বস্তুতে অন্য কোন বস্তুর ধর্মের নির্দেশ ; অবভাস, অধ্যাস ; মিথ্যাজ্ঞান ; অযথা দোষগুণাদি অর্পণ ; কল্পনা ; উদ্ভাবন ; কল্পনা-সাহায্যে সংঘটন ; অভেদজ্ঞান ; স্থাপন ; আধান ; অর্পণ ; চাপানো। আ—রুহ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাব (হ-স্থানে প)। বি, পুং।

আরোপক—আরোপকারী, আরোপণকর্তা। আ—রুহ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

আরোপণ—ন্যাস, সংস্থাপন ; আরোপকরণ, কোন বস্তুতে অন্য বস্তুধর্মের অবভাস, আভাস ; আরোহণ করানো ; শরাসন প্রঃতে জ্যা ইঃর সংযোজন ; উন্নমন, সমুত্থাপন, শস্যাদির রোপণ। আ—রুহ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি, ক্লী।

আরোপিত—স্থাপিত, ন্যস্ত ; নিহিত, গচ্ছিত, উন্নমিত, উত্থাপিত ; কল্পিত ; প্রকাশিত, অবভাসিত। আ—রুহ্‌+ণিচ্‌ ক্ত কর্ম। বিণ।

আরোপ্য—আরোপযোগ্য ; উদ্ভাবনীয় ; কল্পনীয়। আ রুহ্‌+ণিচ্‌+যৎ কর্ম। বিণ।

আরোপ্যমাণ—স্থাপ্যমান, যাহা আরোপিত হইতেছে এরূপ। আ—রুহ্‌+ণিচ্‌+শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

আরোয়া—১। অপ্রোথিত, যাহা রোয়া বা পোতা হয় নাই এরূপ। আ (নয়) রোয়া, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ। ২। আতপ চাল। হি-মু। বি।

আরোহ—দৈর্ঘ্য ; রাশি ; বরস্ত্রীদিগের নিতম্ব, উচ্চতা, আরোহণ ; ভার ; পরিমাণ বিঃ ; কার্য হইতে কারণ বা বিশেষ হইতে সামান্যে গমন, induction ; (সংগীতে) স্বরের উচ্চ দিকে গমনের ক্রম ; অঙ্কুরের উদ্গম। আ—রুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব, কর্ম। বি, পুং। **আরোহ প্রণালী**—যে প্রণালীতে ফল দেখাইয়া কারণ নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ উদাহরণ হইতে সাধারণ সূত্র (formula) ঠিক করা হয় তাহা, inductive method.

আরোহক—আরোহণকারী, আরোহী ; উপরে উত্থানকারী। আ রুহ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হিকা**।

আরোহণ—নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বে গমন, উপরে উঠা, চড়া ; সমারোহ ; প্ররোহণ, অঙ্কুরাদিজনন। আ—রুহ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

আরোহণী—সোপান, সিঁড়ি ; মই। আ—রুহ্‌+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

আরোহণীয়—আরোহণযোগ্য। আ—রুহ্‌ +অনীয় কর্ম। বিণ।

আরোহিত—যাহাকে আরোহণ করানো গিয়াছে এরূপ ; যাহাতে আরোহণ করা হইয়াছে এমন। আ—রোহি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আরোহী (-হিন্‌)—১। আরোহণকারী ; (সংগীতে) চড়ার দিকে যাইতেছে এমন ('—স্বর')। বিণ। স্ত্রী, **-হিণী**। **আরোহী মূল**—গজপিপুল প্রঃ লতা যে সকল মূলের সাহায্যে আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপরে উঠে তাহা, climbing root. ২। সংগীতে উপরের দিকে গমনকারী সুরের ক্রম। আ—রুহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

আরোহ্যমাণ—যাহাকে চড়ানো হইতেছে এমন। আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোহি)+ শানচ্ কর্ম। বিণ।

আর্ক—সৌর, সূর্যসম্বন্ধীয়। অর্ক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আর্কী**।

আর্কফলা—কোন বর্ণের শীর্ষস্থিত র-বর্ণ, রেফ (´); (বিদ্রূপার্থে) মস্তকের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, শিখা, টিকি। বাংপ্র। বি।

আর্জ(র্জ্জ)ব—ঋজুতা, সরলতা, সারল্য। ঋজু+অণ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

আর্জু(র্জ্জু)নি—অর্জুনের পুত্র, অভিমন্যু। অর্জুন+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

আর্ট—কলাবিদ্যা, শিল্প ; অনুভূতির রূপদান-বিষয়ক ব্যাপার ; রসাত্মক রচনা ; সাহিত্য-চিত্রাদি কলা জ্ঞান ; রসসৃষ্টি ; যে গুণসমূহের জন্ত রচনাদি গুণিজনের হৃদয়গ্রাহী হয় ; ছলাকলা। <ইং 'art'. বি।

আর্টস্কুল—শিল্প-বিদ্যালয়, চিত্রভাস্কর্যাদি কলা-শিক্ষার আলয়, যে বিদ্যালয়ে ছবি আঁকা শেখানো হয়। <ইং 'art-school'. বি।

আর্টিস্ট—চিত্রশিল্পী ; রূপদক্ষ ; অভিনেতা ; সংগীতজ্ঞ, সুরশিল্পী ; গায়ক। <ইং 'artist' বা 'artiste'. বি।

আর্ত(র্ত্ত)—পীড়িত, অসুস্থ ; দুঃখী ; দুঃখিত, কাতর ; শোকাভিভূত ; বিহ্বল, আকুল ; বিরক্ত ; উৎপীড়িত ; বিপন্ন। আ—ঋ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আর্ত(র্ত্ত)নাদ—আর্তের চিৎকার, আকুল ক্রন্দন ; দুঃখসূচক চিৎকার, কাতর নিনাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্ত(র্ত্ত)ব—১। স্ত্রীরজঃ ; পুষ্প। ঋতু+অণ্ আগতার্থে। বি ; ক্লী। ২। স্ত্রীরজঃ-সম্বন্ধীয় ; গ্রীষ্মাদি ঋতুসম্বন্ধীয়, ঋতুসংক্রান্ত। ঋতু (কালবিভাগ)+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -বী।

আর্ত(র্ত্ত)স্বর—কাতরধ্বনি, কাতরশব্দ ; রোগদুঃখবিপদসূচক চিৎকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্তি(র্ত্তি)—১। পীড়া, রোগ ; কাতরতা ; মনোব্যথা ; বিপত্তি ; (বাংপ্র) ব্যাকুলতা। আ—ঋ+ক্তি ভাব। ২। ধনুকোটি, ধনুকের অগ্র। আ—ঋ+ক্তি করণ। বি, স্ত্রী।

আর্থ—অর্থসম্বন্ধীয় ; কথার মানে সম্বন্ধীয় ; অর্থগত ; অর্থ দ্বারা সাধ্য। অর্থ+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আর্থী**।

আর্থনীতিক—অর্থনীতিসম্বন্ধীয়। অর্থনীতি +ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আর্থিক—অর্থসম্বন্ধীয় ; ধনবিষয়ক, financial ; উত্তমর্ণ, মহাজন ; অর্থগ্রাহী। অর্থ+ইক ব্যুৎপত্ত্যন্তর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আর্থিক বৎসর—সরকারী অর্থের আয়ব্যয়-হিসাব-নিকাশাদি নির্বাহের বৎসর ; ইংরেজী ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ-পর্যন্ত এক বৎসর পরিমিত কাল, financial year.

আর্দালি, -লী—'আরদালি' দ্রঃ।

আর্দ্র—সজল, ভিজা, স্যাঁতসেঁতে ; স্তিমিত ; নূতন ; মৃদু ; শিথিল ; কোমল। অর্দ+রক কর্তৃ। বিণ।

আর্দ্রক—শৃঙ্গবের, আদা, ginger. আর্দ্র +কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

আর্দ্রতা—সিক্ততা, ভিজে ভাব। আর্দ্র+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আর্দ্রা—১। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত ষষ্ঠ নক্ষত্র। বি ; স্ত্রী। ২। সিক্তা, জলক্লিন্না। আর্দ্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আর্ধ(র্দ্ধ)মাসিক—পাক্ষিক, অর্ধমাসে দেয় বা করণীয়। অর্ধমাস+ইক সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

আর্ধসাপ্তাহিক—যাহা সপ্তাহের অর্ধেকে অর্থাৎ তিন দিনে একবার প্রকাশিত হয় বা ঘটে এমন। অর্ধসপ্তাহ+ইক সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

আর্ধি(র্দ্ধি)ক—অর্ধাংশসংক্রান্ত, অর্ধাংশ-ভাগী। অর্ধ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,-কী।

আর্বী—১। আরবদেশ-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। আরবদেশীয় ভাষা। আরব+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বি।

আর্য(র্য্য)—১। প্রাচীন জাতি বিঃ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ] ; (ঋগ্বেদমতে) প্রাচীন হিন্দুমাত্র ; শ্বশুর ('আর্যপুত্র') ; আচার্য ; স্বামী, প্রভু ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; পিতামহ ; বুদ্ধদেব ; দ্বিজ ; (নাট্যোক্তিতে) মান্ত ব্যক্তিকে সম্বোধনসূচক পদ। বি ; পুং। ২। সৎকুলোদ্ভব ; মান্ত ; পূজ্য ; সুহৃৎ ; বৃদ্ধ ; শ্রেষ্ঠ ; গুরু ; উচিত ; ন্যায্য ; উদারচরিত, শান্তচিত্ত ; ন্যায়-পথাবলম্বী ; সতত কর্তব্যকর্মানুষ্ঠাতা ; ধার্মিক। ঋ+ণ্যৎ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আর্যা**।

আর্যচরিত—১। সাধুস্বভাব ; আর্যের উপযুক্ত চরিত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। সদাচারবিশিষ্ট ; আর্যের স্বভাবসম্পন্ন। বহু। বিণ।

আর্য(র্য্য)জাতি—প্রাচীন জাতি বিঃ ; ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি ভারতের প্রাচীন জাতি বিঃ। আর্য-নামক জাতি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আর্য(র্য্য)তা—আর্যের ভাব, সদাচার, ধর্ম-শীলতা। আর্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আর্য(র্য্য)ধর্ম(র্ম্ম)—হিন্দুধর্ম ; আর্যজাতির আচরণীয় ধর্ম ; শ্রেষ্ঠ আচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্য(র্য্য)পুত্র, -পুত্র—(স্ত্রীদিগের) স্বামী ; গুরুপুত্র ; মান্তব্যক্তির পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্য(র্য্য)ভাষা—প্রাচীন আর্যজাতির ভাষা ; আর্যবংশীয়দিগের ভাষা ; সংস্কৃত ভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আর্য(র্য্য)সমাজ—দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজসংস্কারপ্রয়াসী সংঘ বিঃ। আর্যদের সমাজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আর্য(র্য্য)সমাজী—আর্যসমাজভুক্ত, আর্য-সমাজের নিয়মানুসারে চলিত ; আর্যসমাজের সভ্য বা প্রচারক। আর্যসমাজ+ঈ অন্তর্ভুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

আর্যা(র্য্যা)—১। পার্বতী ; শ্রেষ্ঠা এবং মান্যা নারী, শাশুড়ী প্রঃ ; মাতামহী ; মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। মান্যা, পূজনীয়া। আর্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। ছড়া ; পদ্যে রচিত সূত্র ; শুভংকর-দাস কর্তৃক পদ্যছন্দে রচিত গণিত-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

আর্যা(র্য্যা)বর্ত(র্ত্ত)—হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্বতের মধ্যবর্তী দেশ [বিবিধ জ্ঞাতব্য দ্রঃ]। আর্যদিগের আবর্ত (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, -বর্তীয়।

আর্শি—মুকুর, দর্পণ। <আদর্শিকা। বি।

আর্ষ—ঋষিরচিত (পুরাণ কাব্যাদি) ; ঋষিসম্পর্কিত ('— বিবাহ') ; ঋষিপ্রযুক্ত ('— শব্দ') ; ঋষিপ্রোক্ত ; পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কিন্তু ব্যাকরণবিরুদ্ধ ('— প্রয়োগ')। বিণ। স্ত্রী—**আর্ষী**।

আর্ষ বিবাহ—মুনিঋষিদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহপদ্ধতি বিঃ (ইহাতে বর দুইটি গাড়ি দিয়া কন্যাকে লাভ করে)।

আর্হত—১। জৈনদিগের সম্প্রদায় বিঃ ["আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বলে, প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান করে। ইহাদের মতে জীবের পরিমাণ দেহ-সদৃশ, অর্হৎই পরমেশ্বর। তিনি সর্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য। ইহাদের মতে সম্যগ্দর্শন, সম্যগ্জ্ঞান ও সম্যক্চারিত্র—এই তিনটির নাম রত্নত্রয়। আর্হতদিগের মধ্যে মতের অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। কোন আর্হত-মতে, তত্ত্ব দুইটি,—জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক ও অজীব অবোধাত্মক। কোন মতে পঞ্চতত্ত্বও কথিত আছে।"—ভারতকোষ]। অর্হৎ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং। ২। আর্হতসম্বন্ধীয়, জৈনসম্বন্ধীয়। আর্হত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী।

আল—১। জমির আলি, আইল ; সীমা, বেড়া। <আলি। ২। হুক ; ছিদ্র করিবার অস্ত্র ; পেরেকাদির সরু মুখ ; লাটিমের লৌহমুখ ; বোলতা ভিমরুল প্রঃ বিষাক্ত কীটপতঙ্গের হুল ; খোঁচা ; অলক্ষ্যে খোঁচা দেওয়ার প্রবৃত্তি। <অল বা ইং 'awl'. ৩। যাহা অন্য কাঠখণ্ডের খাঁজে জুড়িয়া

দেওয়া যায় এইরূপ সরু কাষ্ঠমুখ, tenon ; সর্পাদির দাড়া; গাড়ির ধুরার অগ্রভাগ ; হাল, দাঁড় ; কূল, তীর। বাংপ্র। ৪। হরিতাল ; বিষধর জন্তুর গাত্র-নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ ; কপটতা। বি ; স্ত্রী। ৫। অধিক, বহুল ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। অল্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৬। ভাব, সম্বন্ধ, ব্যবসায়, বৃত্তি ইঃ-সূচক প্রত্যয় বিঃ ('মাতাল')।

আলওয়ান—শীতবস্ত্র, পশমী চাদর। <আ আলবন্। বি।

আলংকা(ঙ্কা)রিক—অলংকার-শাস্ত্রে নিপুণ, অলংকার-শাস্ত্রজ্ঞ, অলংকার-শাস্ত্রের রচয়িতা ; অলংকার-সম্বন্ধীয় ; অলংকার-নির্মাতা। অলংকার+ইক জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিকী**।

আলকাতরা—পিচ, পাথুরিয়া কয়লা প্রঃর কৃষ্ণবর্ণ নির্যাস। <পো 'alca-trao'. বি।

আলকুশী—একপ্রকার উদ্ভিদ, শূকশিম্বী [ইহা গায়ে লাগিলে অত্যন্ত চুলকায় এবং জ্বালা করে]। বাংপ্র। বি।

আলখাল্লা, -খিল্লা—আপাদলম্বিত গাত্রাবরণ, পা পর্যন্ত ঝুলানো ঢিলে জামা বিঃ। <আ 'আল্খালিক'। বি।

আলগ—পৃথক্, ভিন্ন। <অলগ্ন। বিণ।

আলগা—অবদ্ধ ; এলো, খোলা, অনাবৃত ; লোকদেখানো, যাহা আন্তরিক নহে এমন, শিথিল ; অপরিচিত ; সন্দিগ্ধচরিত্র ; খাপ-ছাড়া, অসম্বদ্ধ, গাম্ভীর্যহীন ; অসংযত, বেফাঁস ; আলাদা, পৃথক ; অসাবধান। <অলগ্ন। বিণ। **আলগা দেওয়া**—শৈথিল্য করা ; প্রশ্রয় দেওয়া ; চাপ না দেওয়া।

আলগুছী—আলগোছী (তাহা দ্রঃ)।

আলগোছ—১। অস্পর্শ, না ছোঁয়া, স্পর্শদোষ বাঁচানো ; আলম্বনশূন্যতা। হি-মূ। বি। ক্রি-বিণ—**আলগোছে**। ২। উদ্গ্রীব ; প্রস্তুত ; গমনোন্মুখ। বাংপ্র। বিণ।

আলগোছী, -গুচ্ছী—কোন কিছুর সাহায্য না লইয়া শিশুদের প্রথম হাঁটা, শিশুদের নিরালম্বভাবে প্রথম হাঁটার চেষ্টা ; কাঠের পিলসুজ। প্রাদে। বি।

আলজিব, -জিভ—ক্ষুদ্র জিহ্বা, জিহ্বার মূলস্থিত ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড। <অলিজিহ্বা। বি। **আলজিব টেনে ছেঁড়া**—অনুচিত কথার জন্য তীব্র তিরস্কার।

আলটপকা, -টপ্পা—সহসা, আচম্বিতে ; অনায়াসে, বিনা পরিশ্রমে ; আলগোছে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আলটাকরা—আলজিব যেখানে থাকে তালুর সেই অংশ। বাংপ্র। বি।

আলটি—কুটিলতা, আড়ি ("আলটি করিল বেনে ভথির কারণে"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

আলতপালত—১। অনাবশ্যক ('—কথা')। বাংপ্র। বিণ। ২। পোষ্য। 'লালিত-পালিত'-শব্দজ (লালিত>আলত, পালিত>পালত)। বি।

আলতা—লাক্ষারস, স্ত্রীলোকদিগের পদতল রঞ্জিত করিবার লাল রং ; লাক্ষারসরঞ্জিত তুলা। <অলক্ত। বি।

আলতারাফ—আলমারি প্রঃ তালা দিয়া বন্ধ করিবার জন্য একপ্রকার কবজাওয়ালা খিল। <আ 'আল্তর্ফা'। বি।

আলতো—১। ফাঁপা, ঢিলা ('—খোঁপা') ; অলগ্ন। বিণ। ২। সন্তর্পণে, না ছুঁইয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আলনা—পরিচ্ছদাদি রাখিবার জন্য কাষ্ঠাদি-নির্মিত আসবাব বিঃ। <আলম্বন। বি।

আলপনা—মঙ্গলালেপন। <আলিম্পন। বি।

আলপাকা—একপ্রকার মসৃণ পশমী কাপড় ; পেরুদেশীয় মেষশ্রেণীর পশু বিঃ। < স্পে 'alpacca' বি।

আলপিন—কাগজ আটকাইবার পিন। <পো 'alfinete'. বি।

আলপো—অনায়াসলব্ধ, অমনি-পাওয়া। <আ 'অল্ফহ্'। বিণ।

আলফা—১। একপ্রকার মিষ্টান্ন। প্রাদে। ২। গ্রীক বর্ণমালার আদ্য অক্ষর। গ্রীক। বি।

আলবড্ডো—উচ্ছৃঙ্খল, শিথিলচরিত্র। বাংপ্র। বিণ।

আলবত, -বাত—নিশ্চয়ই, অবশ্যই। <আ 'অল্বত্তহ্'। অ।

আলবাত—'আলবত' দ্রঃ।

আলবার্ট-কাটা—ডানদিকে ও সিঁথির সামনের দিকের চুল ফাঁপাইয়া সিঁথি কাটা হইয়াছে এমন (মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্টের অনুকরণে কৃত)। বাংপ্র। বিণ।

আলবাল—বৃক্ষমূলে জল দিবার নিমিত্ত মাটির ঘের, চারমাদা, আবাল। আ—লূ+আল কর্ম, সংজ্ঞার্থে ; বি ; ক্লী।

আলবোলা—ফরসি, তামাকু সেবন করিবার গুড়গুড়ি। ফা। বি।

আলমারি—জিনিসপত্র রাখিবার জন্য কাষ্ঠাদিনির্মিত কপাটযুক্ত আধার বিঃ। <পো 'almario'. বি।

আলম্ব—অবলম্ব, অবলম্বন, শরণ, গতি, আশ্রয় ; আধার। আ—লম্ব্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

আলম্বন—১। অবলম্বন, আশ্রয়করণ ; ধারণ। আ—লম্ব্+অনট্ ভাব। ২। সহায় ; শরণ ; কারণ ; ভূমি, ভিত্তি ; শৃঙ্গারাদি রসের বিভাব বিঃ, যাহা অবলম্বন করিয়া রসের অবতারণা করা হয় ; বৌদ্ধমতসিদ্ধ প্রত্যয় বিঃ। আ—লম্ব্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

আলম্বিত—ধৃত ; আশ্রিত, অবলম্বিত ; লম্বিত, ঝোলা। আ—লম্ব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলম্বী (-ম্বিন্)—অবলম্বী, আশ্রয়কারী ; লম্ববান্। আ—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ম্বিনী**।

আলয়—১। গৃহ বাড়ি, বাসস্থান ; আশ্রয় ; আধার। আ—লী+অচ্ অধি। বি ; পুং। ২। লয়পর্যন্ত। আ লয়, অব্যয়ী। অ।

আলর্ক—১। অলর্কসম্বন্ধীয়, ক্ষিপ্ত কুকুর হইতে সঞ্চারিত। বিণ। ২। ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষ। অলর্ক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী।

আলস—১। অলস, জড়তাযুক্ত। অলস+অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সী**। ২। আলস্য। <আলস্য। প্রা কপ্র। বি।

আলসহি—আলস্যে। প্রা কপ্র। বি।

আলসে—১। অলস, কর্মপ্রবৃত্তিশূন্য। আলস্য+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বিণ। ২। আলিসা, ছাদের প্রান্ত, কার্নিস, ছাদের প্রাচীর। বাংপ্র। বি।

আলসেমি, আলসেমো—কুড়েমি। বাংপ্র। বি।

আলস্য—কার্যনির্বাহবিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা ; অলসতা, জড়তা। অলস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

আলস্যত্যাগ—জৃম্ভণ, আড়ামোড়া ভাঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

আলস্য-পরতন্ত্র, -পরবশ—আলস্যের অধীন, অত্যন্ত অলস, অতিশয় কুড়ে। আলস্যের পরতন্ত্র, পরবশ (অধীন), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আলস্যপরায়ণ—অত্যন্ত অলস, অতিশয় কুড়ে। আলস্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

আলা—১। আলোক, আলো ; অগ্নিশিখা। বি। ২। আলোকিত ; আলোময় ; উজ্জ্বল ; উদ্ভাসিত। <আলোক। ৩। অকেজো, ব্যবহারের পর অকেজো বলিয়া পরিত্যক্ত ; অবহেলিত, বিরক্ত ; জাল ; মেকী ; অলস ; ক্লান্ত ; অবসন্ন ; সম্পর্কশূন্য ; পর্যুষিত ('—ভাত'), বিনা পরিশ্রমে লব্ধ ('—টাকা')। বাংপ্র। ৪। উচ্চ ;

প্রথম; সমুন্নত; প্রধান। আ। **সদর আলা**—সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কর্মচারী। ৫। শিথিল, এলো ('— চুল')। <অলগ্ন। ৬। সূর্যতাপে প্রস্তুত ('— চাল')। <আতপ। বিণ। ৭। বিশিষ্ট যুক্ত অধিকারী নিবাসী ইঃ-বাচক প্রত্যয় বিঃ [দিল্লী-আলা (ওয়ালা), বলনে-আলা (ওয়ালা), টাকা-আলা (ওলা), কিরি-আলা (ওলা) ইঃ]। হি-মু। অ। ৮। দাবি না রাখা; অন্যায়বোধে পরিত্যাগ করা; স্বত্বত্যাগ করা; এলাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আলাই—আপদ, বিপত্তি, অমঙ্গল। বাংপ্র। বি।

আলাইবালাই—অশুভ; আপদ্বিপদ; রোগশোক, দুর্নিমিত্ত; শপথ বিঃ; জঞ্জাল। বাংপ্র। বি।

আলাও—গাড়ির চাকার ধুরায় যে কীলক লাগানো থাকে; আলিবন্ধন, বাঁধ, embankment. প্রাদে। বি।

আলাত—১। জ্বলন্ত অঙ্গার। অলাত+অণ্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী। ২। জাহাজের কাছি; খুব মোটা দড়ি। <অলগর্দ। বি।

আলাত-পালাত—এপাশ-ওপাশ; যাহা তাহা, অসংলগ্ন বাক্য। বাংপ্র। বি।

আলাদা—পৃথক, স্বতন্ত্র। <আ 'অলাহিদহ'। বিণ। **আলাদা হওয়া**—পৃথক্ হওয়া।

আলান—১। গজবন্ধন স্তম্ভ; পশুবন্ধনের গোঁজ। আ—লী+অনট্ অধি। ২। গজবন্ধনরজ্জু; পশুবন্ধনের দড়ি; রজ্জু। আ—লী+অনট্ করণ। ৩। বন্ধন। আ—লী+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আলানো—১। আলাইয়া দেওয়া; গোলা; আলগা করা; আলুলায়িত করা; বিরক্ত করা; বিরক্তি উৎপাদন বা অসামর্থ্য প্রকাশ দ্বারা ত্যাগ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। পর্যুষিত, বাসী ('— ভাত'); দূষিত, অম্লীভূত। বাংপ্র। বিণ।

আলাপ—সম্ভাষণ, কথোপকথন; জানাশুনা, পরিচয়; উচ্চারণ; গানের সুর ভাঁজা, রাগরাগিণীর স্বরসাধন। আ—লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **আলাপ করা**—কথাবার্তা কওয়া; প্রারম্ভিক আলোচনা করা; সুর সাধা। **আলাপ বন্ধ করা**—মনোমালিন্য হেতু কথাবার্তা না বলা।

আলাপচারি—গানের পূর্বে সুর ভাঁজা। বাংপ্র। বি।

আলাপচারী—যে ভালভাবে কথাবার্তা বলিতে পারে এমন ('— রবীন্দ্রনাথ')। বিণ।

আলাপন—পরস্পর কথোপকথন, আভাষণ; স্বস্তিবাচন। আ—লপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আলাপনীয়—আলাপের যোগ্য, যাহার সঙ্গে আলাপ করা উচিত এরূপ; যে সম্বন্ধে আলাপ করা উচিত এমন, আলাপ্য। আ—লপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আলাপ-পরিচয়—পরস্পরের সম্ভাষণ ও জানাশুনা। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আলাপ-প্রলাপ—কথোপকথন। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আলাপ-সালাপ—গল্পগুজব; কথাবার্তা। (সালাপ—অর্থহীন সহচর শব্দ।) বাংপ্র। বি।

আলাপিত—যাহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছে এরূপ, সম্ভাষিত; যে বিষয়ে আলাপ করা হইয়াছে এরূপ, পরিচিত, জ্ঞাত। আ—লপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলাপিনী—আলাপকারিণী। আ—লপ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আলাপী—পরিচিত, চেনা। আলাপ+ঈ। বাংপ্র। বিণ।

আলাপী (-পিন্)—১। পরিচিত, জানাশুনা। আলাপ+ইন্ আছে অর্থে। ২। যে অন্যের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করে এরূপ; যে আলাপ করে এমন; আলাপ করিতে তৎপর। আ—লপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

আলাপ্য—আলাপনীয়, আলাপযোগ্য; কথনীয়। আ—লপ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আলাভুলা, -ভোলা—আপনভোলা, আত্মবিস্মৃত; অত্যন্ত সরল, সাদাসিধে; কাণ্ডজ্ঞানহীন; অচতুর। বাংপ্র। বিণ।

আলায় ১। জ্বালাতন করে; আলোকিত করে, এলায়। ক্রি। ২। আলোকে। বাংপ্র। বি; অধিকরণ। **আলায় আলায়**—আলোকে আলোকে, আলোক থাকিতে থাকিতে, দিনের বেলায়; যথাসময়ে; অনায়াসে; অবাধে, নির্বিঘ্নে; বেশী ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে না দিতে।

আলাল—ধনী, বড লোক। হি-মু। বি বা বিণ। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর একমাত্র আদরের সন্তান; অতিশয় আদুরে ছেলে।

আলাহিদা—পৃথক, স্বতন্ত্র। <আ 'আলাহ্দা'। বিণ।

আলাহিয়া—বেলাবল ঠাটের রাগিণী বিঃ [ইহার চলিত নাম 'আলেয়া'। পূর্বাহ্ণ আট হইতে দশ ঘটিকা পর্যন্ত সময়ে ইহা গেয়]। বি; স্ত্রী।

আলি—১। সীমা; রাস্তা। বাংপ্র। বি। ২। ভাব কর্ম ধর্ম ইঃ-সূচক বাং প্রত্যয় ('মিতালি', ঠাকুরালি')।

আলি, আলী—১। ভূমির বাঁধ, ক্ষেত্রের আলি; বংশ। আ—অল্+ইন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে; ২য় পক্ষে+ঈপ্। ২। পঙ্ক্তি, শ্রেণী; মালা ('গীতালী'); রেখা। অল্+ইঞ্ করণ। ৩। বয়স্যা, স্ত্রীলোকের সখী। আ—লী+কি অধি, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৪। ভ্রমর; বৃশ্চিক। আ—অল্+কি কর্তৃ, পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং।

আলিকালি—বর্ণমালা, স্বরবর্ণমালা ও ব্যঞ্জনবর্ণমালা। বাংপ্র। বি।

আলিখিত—বর্ণিত; যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ, অঙ্কিত। আ—লিখ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলিঙ্গন—সানুরাগে বরণ; প্রীতিপূর্বক পরস্পর আশ্লেষ, পরিরম্ভ, অঙ্গমিলন, কোলাকুলি। [কামশাস্ত্রে আলিঙ্গন সপ্তপ্রকার; যথা,—আমোদালিঙ্গন, মুদিতালিঙ্গন, প্রেমালিঙ্গন, আনন্দালিঙ্গন বা মানসালিঙ্গন, কণ্ঠালিঙ্গন, মদনালিঙ্গন, বিনোদালিঙ্গন।] আ—লিন্গ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আলিঙ্গনীয়—আলিঙ্গনযোগ্য, আশ্লেষণীয়, যাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে বা করা যাইতে পারে এরূপ। আ—লিন্গ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আলিঙ্গিত—যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে এরূপ, আশ্লিষ্ট, পরিবদ্ধ। আ—লিন্গ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলিঙ্গী (-ঙ্গিন্)—১। মৃদঙ্গ বিঃ। আ—লিন্গ্+ইন্ কর্ম। বি; পুং। ২। আলিঙ্গনকারী, আশ্লেষকারী। আ—লিন্গ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গিনী**।

আলিঙ্গ্য—১। আলিঙ্গনীয় (তাহা দ্রঃ)। বিণ। ২। মৃদঙ্গ বিঃ, মাদোল। আ—লিন্গ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; পুং।

আলিন্দ—অলিন্দ, বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠ, বারান্দা। অলিন্দ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

আলিপন, -পনা—মঙ্গলার্থ পিটুলি দিয়া দেবস্থান লেপন বা চিত্রকরণ। <আলিম্পন। বি।

আলিপ্ত—চর্চিত, আলপনা দেওয়া। আ—লিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলিম্পন, -ম্পনা—মঙ্গলালেপন, আলিপনা; আস্তপর্ণ, আদীপন। আ—লিপ্+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে, অন+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

আলিসা—১। অলস, কুড়ে। <অলস। বিণ। ২। আলস্য, কুড়েমি। প্রা কথ্য। ৩। ছাদের কার্নিস; সেতুর পার্শ্ব বেষ্টক; রেলিং। আলি+সা সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।

আলিসান—মহৎ, শ্রেষ্ঠ। আ। বিণ।

আলী (-লিন্)—'অলী' দ্রঃ।

আলী—১। আলি (তাড়া দ্রঃ)। ২। নির্মলচিত্ত, সরল; উদার; অবাধ; খোলা ('— হুকুম')। বাংপ্র। বিণ।

আলীঢ়—১। ভক্ষিত, আস্বাদিত, চাটা, যাহা লেহন করা হইয়াছে এমন; বাম জানু মুড়িয়া উপবিষ্ট; অগ্রকৃত। আ—লিহ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সম্যক লেহন; শরাদিক্ষেপণ-সময়ে দক্ষিণ জানু পশ্চাদ্ভাগে ও বাম জানু সম্মুখভাগে স্থাপনপূর্বক উপবেশন। আ—লিহ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আলীন—ব্যাপ্ত, লয়প্রাপ্ত। আ—লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আলু—১। মূল বা কন্দ বিঃ। ফা। বি। ২। মোলায়েম, নরম; এলো-মেলো; শিথিল। প্রা কপ্র। বিণ। ৩। শীলার্থক বা বিশিষ্টার্থক প্রত্যয় (কৃপালু, দয়ালু প্রঃ)। ৪। অণ্ডকোষ (আলু সদৃশ বলিয়া)। গ্রাম্য। বি।

আলুথালু—অসংযত, যাহার কেশবেশ অসংবৃত, উন্মুক্ত, বিপর্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

আলুদোষ—লাম্পট্য, ব্যভিচার চরিত্রদোষ। গ্রাম্য। বি।

আলুনী, -নো—একেবারে লবণশূন্য, পরিমিত-লবণবর্জিত। আ (নয) লুনী, লুনো (লবণাক্ত), নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আলুফা—অনায়াসে লব্ধ, বিনা ব্যয়ে প্রাপ্ত, উপরি-পাওয়া। <আ 'আলুফফা'। বিণ।

আলুবখরা, -বোখারা—একপ্রকার ফল (অম্লাস্বাদ কুলজাতীয় মেওয়া ফল), prune. ফা। বি।

আলুল—আলোড়িত, উন্মুক্ত। আ—লুল্+ক কর্তৃ। বিণ।

আলুলায়িত—উন্মুক্ত, খোলা, এলানো, অসংযত। আলুল+ক্যঙ্ (= আলুলায় নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলুলায়িতকুন্তলা, -কেশা, -কেশী—অসংযতবেণী, এলোকেশী। আলুলায়িত কুন্তল, কেশ যাহার, বহু+আপ+৩য় পক্ষে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আলেকম, আলেকুম, আলায়কোম—মুসলমানদিগের প্রত্যভিবাদনসূচক শব্দ [বাংলায় সাধারণতঃ নমস্কারকালে বলা হয়—'সালাম আলেকুম', আর প্রতিনমস্কারে বলা হয় 'আলেকুম সালাম' বা শুধু 'আলেকুম']। <আ 'আলায়কুমুম্'। অ।

আলেখা—যাহা লিখিত হয় নাই এরূপ, অচিত্রিত। আ (নয়) লেখা, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আলেখ্য—১। ছবি, চিত্রিত প্রতিমূর্তি প্রঃ, চিত্রপট। আ—লিখ্+ণ্যৎ কর্ম। ২। লিখন, চিত্রকরণ। আ—লিখ্+ণ্যৎ ভাব। বি; ক্লী। ৩। লেখনীয়। আ—লিখ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আলেপ, -লেপন—আলিপনা, লেপন, plastering. আ—লিপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি, পুং, ক্লী।

আলেম—পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ। আ। বিণ।

আলেয়া—১। রাগিণী বিঃ ('আলাহিয়া' দ্রঃ)। বি, স্ত্রী। ২। অপদেবতা, অপচ্ছায়া, জলাভূমিতে দৃষ্ট একপ্রকার বাষ্পোদ্ভূত আলোক, will o'-the-wisp [অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস, ইহা একপ্রকার ভূতযোনি। এই আলোক আর্দ্রভূমি হইতে নিশাকালে উত্থিত প্রস্ফুরক বাষ্প ও বায়ুস্থ অম্লজানবাষ্পের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়; এই বাষ্পকে ইংরেজীতে marsh-gas বলে। এই বাষ্প অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। বায়ু প্রবাহিত হইলেই ইহা জ্বলিয়া উঠে এবং পথিকের পদবিক্ষেপে বায়ু কম্পিত হইলেই ইহা ক্রমশঃ দূরবর্তী হইতে থাকে।] < আলো। বি।

আলো—১। দীপ্তি, প্রকাশ। <আলোক। বি। **আলোয় আলোয়**—আলো থাকিতে থাকিতে, দিন থাকিতে থাকিতে সময় বা সুযোগ থাকিতে থাকিতে। ২। আলোকিত, আলোকময়, সূর্যতাপে প্রস্তুত, আতপ। <আতপ। বিণ। ৩। ও সই, ওলো ("সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী'—কেতকা)। <হলা। কপ্র। অ। **আলো আলুনী খাওয়া**—আতপচালের ভাত ও আলুনী তরকারি খাওয়া। **আলো খই**—গুড় না মাখা বা সাদা খই। **আলো গুড়**—অ-জমাট বা পাতলা গুড়। **আলো তামাক**—গুড় না মাখা তামাক। **আলো বাঁশ**—যাহা জলে পচানো নহে এমন বাঁশ।

আলো-আঁধারি—আলোক ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ, অস্পষ্ট আলোক। আলো (<আলোক)+আঁধার (<অন্ধকার)+ই। বা প্র। বি।

আলোক—আভা, আলো, দীপ্তি, দর্শন, দৃষ্টি, প্রকাশ। আ—লোক+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

আলোকগৃহ, -স্তম্ভ—অর্ণবপোতের পথ-প্রদর্শক আলোকাধার, lighthouse. [সমুদ্রের মধ্যে অনেক জলমগ্ন পর্বত থাকে; সেই সকল পর্বতের চূড়ায় জাহাজের তলদেশ আহত হইলে জাহাজ বিদীর্ণ এবং জলমগ্ন হয়। এই আকস্মিক বিপদ্ হইতে জাহাজকে নিরাপদ্ করিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে একরূপ আলোকস্তম্ভ নির্মিত করিয়া রাখা হয়। বিপদ্সংকুল স্থানে উচ্চ স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরি-ভাগে এরূপ কৌশলে আলোক রক্ষিত হয় যে, নাবিকগণ বহুদূর হইতে তাহা দেখিয়া সতর্ক হইতে পারে।] আলোক-রক্ষক গৃহ, স্তম্ভ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, পুং।

আলোকচিত্র—আলোকের সাহায্যে গৃহীত প্রতিকৃতি, ফোটোগ্রাফ, photograph. আলোকলব্ধ চিত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

আলোকচ্ছটা—আলোক-রশ্মি; আলোক-স্ফুরণ। আলোকের ছটা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

আলোকন—১। দর্শন, দেখা। আ—লোক্+অনট্ ভাব। ২। প্রদর্শন, দেখানো। আ—লোক+ণিচ+অনট ভাব। বি, ক্লী।

আলোক-নিয়ন্ত্রণ—আলোকরশ্মি সংযত করণ, যুদ্ধকালে গৃহের বাহিরে যাহাতে দীপালোক যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করণ, black-out [যুদ্ধকালে যাহাতে রাত্রিকালে শত্রুপক্ষীয় বিমান আসিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া বোমা ফেলিতে না পারে তদুদ্দেশ্যে ইহার ব্যবস্থা করা হয়।] ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

আলোকনীয়—অবলোকনীয়, দর্শনযোগ্য, দ্রষ্টব্য। আ—লোক+অনীয় কর্ম। বিণ।

আলোক-বৎসর, -বর্ষ—(জ্যোতিষে) আলোকশিখা এক বৎসরে যত পথ যায় তাহার দৈর্ঘ, light-year [আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৮২ মাইল যায়।] আলোকের বৎসর, বর্ষ ৬ষ্ঠীতৎ (তৎপরিমিত দূরত্ব অর্থে)। বি, ক্লী।

আলোক-বিজ্ঞান, -বিদ্যা—আলোক ও দর্শন এই উভয়সংক্রান্ত বিদ্যা, দৃষ্টিবিদ্যা, optics. আলোক বিষয়ক বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী, স্ত্রী।

আলোকমণ্ডল—সূর্যের উপরিস্থিত যে আবরণ হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয় তাহা, photosphere ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

আলোকময়—আলোকব্যাপ্ত, অতিশয় আলোকযুক্ত, অত্যন্ত আলোকিত। আলোক+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে, স্বরূপার্থে। বিণ।

আলোক-রশ্মি, -শিখা—আলোর দীপ্তিরেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

আলোকশক্তি—আলোকরূপ ওজনশূন্য অনুভূতি-সাপেক্ষ বিষয়, light energy. আলোকই শক্তি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

আলোক-শিখা—'আলোক-রশ্মি' দ্রঃ।

আলোকস্তম্ভ—'আলোকগৃহ' দ্রঃ।

আলোকিত—১। দৃষ্ট, নিরীক্ষিত, অব-লোকিত। আ—লোক্+ক্ত কর্ম। ২।

আলোকময়, দীপ্ত, উজ্জ্বল ; আলোক দ্বারা প্রকাশিত ; উদ্ভাসিত। আলোক+ইত জাতার্থে। বিণ।

আলোচন, -চনা—অনুশীলন, চর্চা ; বিচার ; দর্শন ; নিরূপণ ; আন্দোলন। আ—লোচ্+অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আলোচনীয়—আলোচনার যোগ্য, অনুশীলনীয় ; আলোচনার জন্য উপস্থাপিত। আ—লোচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আলো-চাল—আতপতণ্ডুল, সূর্যাতপে শুষ্ক ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল। আলো-শুকানো চাল, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আলোচিত—অনুশীলিত ; যাহার আলোচনা করা হইয়াছে এরূপ ; ইতিকর্তব্যতা দ্বারা অবধারিত। আ—লোচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলোচ্য—আলোচনার যোগ্য, আলোচনার বিষয়ীভূত। আ—লোচ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আলো-ছায়া—ছবির আলোকিত অংশ ও অনুজ্জ্বল অংশ, light and shade ; আলোক ও ছায়া, chiaroscuro. দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

আলোড়ন—মন্থন, ঘাঁটা, আবর্তন ; সম্মিলন ; বিক্ষোভ ; আলোচনা। আ—লুড্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আলোড়িত—মথিত, মর্দিত ; সম্মিলিত ; আলোচিত। আ—লুড্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলোনা—লবণবর্জিত, অল্পলবণবিশিষ্ট। আ (নঞ) লোনা, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আলোয়ান—পশুর লোমে তৈয়ারী একপ্রকার গায়ের কাপড়, পাড়বিহীন শাল। <আ 'আলবান'। বি।

আলোল—ঈষৎ চঞ্চল ; বিলোল, ঈষৎ লোল বা শিথিল ; লকলক ('— রসনা')। আ (ঈষৎ) লোল (চঞ্চল), প্রাদি। বিণ।

আলোহিত—ঈষৎ লোহিত বর্ণ, আরক্ত। আ (ঈষৎ) লোহিত, প্রাদি। বিণ।

আল্যা—বালকের আবদার ; সোহাগ ; আহ্লাদ। প্রা কপ্র। বি।

আল্লা, আল্লাহ্—খোদা, জগদীশ্বর। আ। বি।

আশ—১। ভোজন ('প্রাতরাশ')। অশ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। ভোজনকারী [এই শব্দটি সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত হয় ; যেমন—হুতাশ প্রঃ]। অশ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। (সংগীতশাস্ত্র) ঘর্ষণ [কোন সারিকায় তার চাপিয়া আঘাত করিবার পর সেই আঘাতের অনুরণন থাকিতে থাকিতে বাঁ হাতের আঙুলের ঘর্ষণযোগে এক বা ততোধিক সুরে ক্রমান্বয়ে যাওয়ার নাম ঘর্ষণ বা আশ]। আ—অশ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ৪। অভিপ্রায় ; আকাঙ্ক্ষা, মনস্কামনা, সাধ। <আশা। ৫। ধান্য বিঃ, আউশ ধান্য। <আশু। বি।

আশংসন, -শংসা—আশা ; ইচ্ছা ; কথন ; সম্ভাবনা, প্রত্যাশা। আ—শন্‌স্+অনট্ ভাব, পক্ষে অ ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

আশংসিত—অভিলষিত ; প্রার্থিত ; উক্ত ; সম্ভাবিত। আ—শন্‌স্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আশংসিতা (-সিতৃ)—আকাঙ্ক্ষাকারী, ইচ্ছুক ; কথয়িতা। আ—শন্‌স্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিত্রী**।

আশংসী (-সিন্)—আশংসিতা (তাহা দ্রঃ)। আ—শন্‌স্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

আশংসু—আকাঙ্ক্ষী, ইচ্ছুক ; প্রার্থয়িতা ; শুভেচ্ছু ; কথয়িতা। আ—শন্‌স্+উ কর্তৃ। বিণ।

আশক, আশখ—১। অনুরাগী, আসক্ত, অনুরক্ত ; প্রণয়ী। বিণ। ২। আসক্তি, অনুরাগ। <আ 'আশিক্'। প্রা কপ্র। বি।

আশকারা—প্রশ্রয়, অতিশয় আবদার করিতে দেওয়া ; গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ, রহস্যপ্রকাশ, গুপ্তহত্যা প্রঃর কিনারা হওয়ার সুব্যবস্থা ; ফয়সালা। ফা। বি।

আশঙ্কনীয়—আশঙ্কাযোগ্য, যে বিষয়ে আশঙ্কা করিতে হয় এরূপ, ত্রাসযোগ্য। আ—শন্‌ক্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আশঙ্কা—ভয় ; ভাবী অনিষ্টের সম্ভাবনা-হেতু দুশ্চিন্তা ; সন্দেহ ; সংকোচ ; বিতর্ক। আ—শন্‌ক্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

আশঙ্কাস্থল—ভয়ের বিষয় ; সন্দেহস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

আশঙ্কিত—ভীত, ত্রস্ত ; সন্দিগ্ধ, সংশয়িত। আশঙ্কা+ইত্ জাতার্থে। বিণ।

আশঙ্কী (-ঙ্কিন্)—সংশয়কারক ; ভীরু। আ—শন্‌ক্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্কিনী**।

আশথ—অশ্বত্থ বৃক্ষ। <অশ্বত্থ। বি।

আশপাশ—চতুর্দিকের স্থান, নিকটবর্তী চতুর্দিক। পাশ (<পার্শ্ব)+পূর্বগামী সহচর শব্দ 'আশ'। বাংপ্র। বি।

আশমান, আসমান—আকাশ, গগন ; স্বর্গ। ফা। বি। **আশমান জমিন ফারাক**—স্বর্গমর্ত্য প্রভেদ ; অত্যন্ত পার্থক্য, বিষম ব্যবধান।

আশমানী, আসমানী—স্বর্গীয়, আকাশসম্বন্ধীয় ; অকস্মাৎ সংঘটিত ; অহেতুক ; আজগবী ; আকাশসদৃশ, ফিকে নীল ('— রং')। আশমান, আসমান+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। ফা-মু। বিণ। **আশমানী পোলাও পাক করা**—সুখোল্লাস রচনা, অসম্ভব বস্তুর অলীক কল্পনা করা।

আশয়—১। অভিপ্রায়, তাৎপর্য ; মনের প্রবৃত্তি ; বাসনা ; শয়ন। আ—শী+অচ্ ভাব। ২। স্থান, আধার ('জলাশয়') ; চিত্ত ; অভ্যন্তর ; ধর্মাধর্ম ; বিভব ; শয্যাগৃহ ; আশ্রয় ; ভাঁড়ার ; জঠর, কোষ্ঠাগার ; (সুশ্রুতমতে) বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয় ও স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়—এই অষ্টবিধ শরীরযন্ত্র ; অজীর্ণ রোগ। আ—শী+অচ্ অধি। ৩। কর্মজনিত বাসনানামক সংস্কার। আ—শী+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

আশরফি—স্বর্ণমুদ্রা, মোহর (শাহ্ আশরফ খান কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত)। ফা। বি।

আশা—১। আকাঙ্ক্ষা ; অভিলষিত বস্তু-লাভের সম্ভাবনা বা তজ্জন্য অপেক্ষা ; অভিতৃষ্ণা ; ইচ্ছা ; অভিলষণীয় বিষয় ঘটিতে পারিবে এই বিশ্বাসে সেই বিষয়ে ভরসা ; ভবিষ্যবিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্বপশ্চিমাদি দিক্। আ—অশ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। লাঠি, দণ্ড ; আশাসোঁটা ; রাজদণ্ড ; সন্ন্যাসী ও ফকিরের ব্যবহার্য দণ্ড ; যোগীদিগের অবলম্বন-দণ্ড। আ-মু। বি।

আশাতরু—আশাপাদপ, আশারূপ বৃক্ষ। আশারূপ তরু, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

আশাতিরিক্ত, -তীত—প্রত্যাশা অপেক্ষাও অধিক, যাহা আশা করা হইয়াছে তদপেক্ষাও বেশী। আশার অতিরিক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ ; আশাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

আশানড়ি—যষ্টি, লাঠি। আশাই নড়ি, কর্মধা। আ-মু। বি।

আশানুরূপ—আশামত, যেমন আশা করা যায় সেইরূপ। আশার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

আশান্বিত—আশাযুক্ত, আশাবান্। আশা দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

আশাপথ—আশারূপ পথ, আগ্রহের সহিত অপেক্ষমাণ ব্যক্তির পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আগমনপথ। রূপক কর্মধা ; অথবা, আশা-প্রদায়ক পথ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আশাপ্রাপ্ত—আশান্বিত ; কৃতার্থ ; যে আশা পাইয়াছে এরূপ। ২য়াতৎ। বিণ।

আশাবরদার—আসাবরদার (তাহা দ্রঃ)।

আশাবরী—আশোয়ারী রাগিণী, মালব রাগের অন্তর্গত বেলা দ্বিতীয় প্রহরের পরে গেয় কোমল ঠাটের রাগিণী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

আশাবাড়ি—আশা-নামক বাড়ি বা লাঠি, আশানড়ি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

আশাবান্ (-বৎ)—আশান্বিত, আশাযুক্ত,

যে পর্যাপ্তরূপে আশা পোষণ করে এরূপ। আশা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

আশাভঙ্গ—আশানাশ, নৈরাশ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশাভরসা—আকাঙ্ক্ষা এবং সাহস, আশা এবং উদ্যম; সম্বল; নির্ভর। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আশা-মরীচিকা—আশারূপ মৃগতৃষ্ণিকা। মৃগতৃষ্ণিকার মত অলীক মোহকারিণী আশা। আশারূপ মরীচিকা রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আশালতা—আশাবল্লী, পুষ্পিতলতার ন্যায় মনোরম আশা ("তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।"—রবীন্দ্র)। আশারূপ লতা, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আশাশূন্য, -হত, -হীন—হতাশ, নিরাশ, যাহার কোন আশা নাই এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শূন্যা, -হতা, -হীনা**।

আশাসোঁটা—রাজদণ্ড, রাজচিহ্ন; ক্ষমতার নিদর্শন। (আ) আশা (রাজদণ্ড) ও (হিন্দী) সোঁটা (লাঠি), দ্বন্দ্ব। বা'প্র। বি।

আশাহত—'আশাশূন্য' দ্রঃ।

আশাহানি—আশাভঙ্গ, নৈরাশ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আশাহীন—'আশাশূন্য' দ্রঃ।

আশি, আশী—৮০-সংখ্যা; ৮০-সংখ্যক। <অশীতি। বি বা বিণ। **আশী সিক্কা ওজন**—পাকি এক সের। **আশী সিক্কা ওজনের চড়**—ভীষণ চপেটাঘাত খুব জোরে চড় মারা।

আশিঞ্জিত—অলংকারের রুণু রুণু শব্দ, কঙ্কণঝংকার। আ—শিঞ্জ্+ক্ত ভাব। বি, ক্লী।

আশিন—আশ্বিন মাস। কপ্র। বি।

আশিস্—আশীর্বাদ ('আশীঃ' দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

আশী—১। সর্পদন্ত, সর্পের বিষদন্ত; সর্পবিষ। আ—শৃ+ক্বিপ্ ভাব, করণ (নিপা)। বি, স্ত্রী। ২। 'আশি' দ্রঃ। বি বা বিণ।

আশীঃ (-শিস্), আশী—১। আশীর্বাদ, শুভাকাঙ্ক্ষা। আ—শাস্+ক্বিপ্ ভাব। ২। সর্পের বিষদাঁত। আ—শাস্+ক্বিপ্ করণ। বি; স্ত্রী।

আশীবিষ—সর্প। আশীতে (বিষদন্তে) বিষ যাহার, বহু। বি; পুং।

আশীর্বচন, -র্বা(র্ব্বা)দ—বাক্য দ্বারা অন্যের মঙ্গল প্রার্থনা; শুভ কামনা; বরদান। আশীঃসূচক বচন, বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, পুং।

আশীর্বা(র্ব্বা)ণী—আশীর্বাদ, শুভ কামনা। আশীঃসূচিকা বাণী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আশীর্বা(র্ব্বা)দ—'আশীর্বচন' দ্রঃ।

আশীর্বা(র্ব্বা)দক—আশীর্বাদ বিষয়ক; আশীর্বাদকারী, কল্যাণকর বাক্যের উচ্চারক। আশিস্—বদ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**।

আশীর্বা(র্ব্বা)দী—১। আশীর্বাদকালে দেয় ('—পুষ্প')। বিণ। ২। আশীর্বাদকালে দত্ত দ্রব্য। আশীর্বাদ+ঈ। বাংপ্র। বি। [বি।

আশীষ—আশিস্, আশীর্বাদ। <আশিস্।

আশীষি, -ষিয়া—আশীর্বাদ করিয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

আশু—১। বর্ষার প্রারম্ভে কাটা হয় এমন একশ্রেণীর ধান, আউশ ধান। বি, পুং বা ক্লী। ২। ক্ষিপ্রতাযুক্ত, দ্রুত। বিণ। ৩। সত্বর, তাড়াতাড়ি। অশ্+উণ্ কর্তৃ। ক্রি-বিণ।

আশুকারী (-কারিন্)—ক্ষিপ্রকারী, শীঘ্রকারী, লঘুহস্ত, চটপটে। উপতৎ; আশু—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

আশুগ—শীঘ্রগামী, শীঘ্র গমন করিতে সমর্থ। উপতৎ, আশু—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

আশুগতি—১। দ্রুতগামী, ক্ষিপ্রগামী। আশু গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। শীঘ্র গমন। আশু গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ৩। সত্বরগমনে। আশু গতি যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

আশুগামী (-গামিন্)—শীঘ্রগামী। উপতৎ, আশু—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**। বি, **-গামিতা**।

আশুতর—অতি শীঘ্র ("পবন অমনি চালাইলা আশুতরে"—মাইকেল)। আশু+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

আশুতোষ—১। শিব। বি; পুং। ২। যে শীঘ্র তুষ্ট হয় এরূপ। আশু (শীঘ্র) তোষ যাহার, বহু। বিণ।

আশুধান্য—ষষ্টিক ধান্য বিঃ, আউশ ধান। আশুলভ্য ধান্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

আশুব্রীহি—আউশ ধান। আশুলভ্য ব্রীহি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

আশুমৃতপরীক্ষক—অপঘাত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানকারী এবং শবপরীক্ষাকারী কর্মচারী, Coroner. আশু মৃত, লুপ্; তাহার পরীক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আশুশুক্ষণি—অগ্নি ("চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি, দক্ষিণে আশুশুক্ষণি"—কবিকঙ্কণ)। আ—শুষ্+সন্+অনি কর্তৃ। বি; পুং।

আশেপাশে—চারিদিকে, এদিকে ও ওদিকে। বাংপ্র। বি।

আশৈশব—বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, আবাল্য। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া, অব্যয়ী। অ, ক্রি-বিণ।

আশোয়াস—সান্ত্বনা, প্রবোধ; আশা-ভরসা সাহস। <আশ্বাস। প্রা কপ্র। বি।

আশোষণ—চোষণ; লোপ, absorption প্রাদি। বি; স্ত্রী।

আশ্চর্য(র্য্য)—১। অদ্ভুত, অপূর্ব; বিস্ময়জনক। বিণ। ২। বিস্ময়। আ—চর্+যৎ কর্ম (স আগম)। বি; ক্লী। ৩। বিস্মিত। বা'প্র। বিণ। ৪। বিস্ময়ের বিষয়। বাংপ্র। বি।

আশ্চর্য(র্য্য)জনক—অদ্ভুত, বিচিত্র, বিস্ময়কর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী **-জনিকা**।

আশ্চর্যা(র্য্যা)ন্বিত—বিস্মিত চমৎকৃত, চমকিত। আশ্চর্য দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

আশ্বত্থ—১। অশ্বত্থ গাছের ফল। অশ্বত্থ+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী। ২। অশ্বত্থসম্বন্ধীয়। অশ্বত্থ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আশ্বমেধিক—অশ্বমেধসম্বন্ধীয়, মহাভারতান্তর্গত যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-অধিকৃত পর্ব বিঃ। অশ্বমেধ+ইক সম্বন্ধার্থে, অধিকৃতার্থে। বি; ক্লী বা বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আশ্বস্ত—আশ্বাসপ্রাপ্ত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত। আ—শ্বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আশ্বাস—১। আশাদান, অভয় দান, ভরসা দেওয়া; অনুনয়; সান্ত্বনা; উৎসাহদান, স্নেহ-প্রদর্শন; বিশ্রাম। আ—শ্বস্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং। ২। আশঙ্কা, ভয়। প্রা কপ্র। বি।

আশ্বাসক—আশ্বাসদায়ক; সান্ত্বনাদাতা। আ—শ্বস্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিকা**।

আশ্বাসন—১। সান্ত্বনাদান, প্রবোধদান। আ—শ্বস্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। আশ্বাসদায়ক; আশ্বাসজনক। আ—শ্বস্+ণিচ্+অন বা অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

আশ্বাসনীয়—যাহাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ। আ—শ্বস্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আশ্বাসিত—আশ্বাস-প্রদত্ত; অনুনীত; প্রবোধিত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত। আ—শ্বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আশ্বিক—১। অশ্বসম্বন্ধীয়, ঘোটকবাহ্য। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। অশ্বারোহী। অশ্ব+ইক সম্বন্ধার্থে, বাহার্থে। বি; পুং।

আশ্বিন—সৌর বৎসরের ষষ্ঠ মাস, অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা যাহাতে সেই মাস; আশ্বিনের দ্বয়ের বৈদিক নাম। আশ্বিনী+

অণ্ যুক্তার্থে বা অশ্বিনী + অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

আশ্বিনী—অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। অশ্বিনী + অণ্ যুক্তার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আশ্বিনেয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয় (নাসত্য ও দস্র); (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জাতত্ব বলিয়া) নকুল ও সহদেব এই মাদ্রীপুত্রদ্বয়। অশ্বিনী + এয় অপত্যার্থে ; আশ্বিনেয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) + অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

আশ্বীন—একটি ঘোটক একদিনে যতটা পথ যাইতে পারে ততটা, অশ্বের একদিনগম্য ('— পথ')। অশ্ব + ঈন (খঞ্) একাহ-গম্যার্থে। বিণ।

আশ্মন—১। প্রস্তরভব ; প্রস্তরসম্বন্ধীয়, পাথুরে। অশ্মন + অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ন্মী**। ২। প্রস্তরসমূহ। অশ্মন্ + অণ সমূহার্থে। বি ; স্ত্রী।

আশ্রব—১। অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, স্বীকার ; ক্লেশ ; দোষ। আ—শ্রু + অপ্ ভাব। বি ; পুং। ২। আজ্ঞানুবর্তী, কথার বাধ্য, obedient ; বশ্য ; অনুগত, বিনীত। আ—শ্রু + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

আশ্রম—শাস্ত্রোক্ত ধর্ম বিঃ, হিন্দুজীবনের চতুর্বিধ অবস্থা [যথা,—ব্রহ্মচর্য আশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম, সন্ন্যাস ও ভৈক্ষ্য আশ্রম। (কূর্মপুরাণমতে) গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস, আরও বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও মাহেশ্বর] ; ঋষিগণের অথবা সংসারবিরত ব্যক্তিদিগের অরণ্য প্রঃ বিজন প্রদেশের বাসস্থান, তপোবন ; মঠ, চতুষ্পাঠী ; আশ্রয়স্থল, গৃহ ; সাধুসন্ন্যাসী প্রঃর আস্তানা, শিক্ষা ও ধর্মচর্চাদির স্থান ; বন। আ—শ্রম্ + ঘঞ্ অধি (ধাতুর উপধা-অকারের বৃদ্ধির অভাব)। বি ; পুং।

আশ্রমগুরু—আশ্রমবিহিত কার্যের উপদেষ্টা ; মঠাদির অধ্যক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আশ্রমতরু—তাপসবৃক্ষ, তপোবনের বৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আশ্রমধর্ম(র্ম্ম)—ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমসমূহের কর্তব্যকর্মসমূহ ; আশ্রমবাসীদের পালনীয় কর্তব্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আশ্রমবাসিক—আশ্রমে অবস্থানবিষয়ক ; বনবাসসম্বন্ধীয় ; ধৃতরাষ্ট্রাদির আশ্রমবাস-সম্বন্ধীয়। আশ্রমবাস + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আশ্রমবাসী (-বাসিন্)—আশ্রমে বাস-কারী ; তপোবনে স্থিতিশীল। উপতৎ ; আশ্রম—বস্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বাসিনী**।

আশ্রমভ্রষ্ট—আশ্রমচ্যুত, আশ্রমবিহিত-কর্তব্যপালনে বিমুখ ; আশ্রম হইতে বহির্গত। ৫মীতৎ। বিণ।

আশ্রমস্থ, -স্থিত—তপোবনে স্থিত ; আশ্রমে অবস্থিত। উপতৎ, আশ্রম—স্থা + ক কর্তৃ ; আশ্রমে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

আশ্রমিক, -শ্রমী (-মিন্)—যে আশ্রমে থাকে এরূপ ; যে চতুরাশ্রমের মধ্যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া আছে এরূপ ; আশ্রমধর্মাচারী ; আশ্রমবিশিষ্ট। আশ্রম + ইক + নিবাসার্থে, আশ্রম + ইন আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**মিকী, -মিণী**।

আশ্রয়—১। অবলম্বন, সংশ্রয়, শরণ ; রক্ষণাবেক্ষণ ; সামীপ্য ; ব্যপদেশ। আ—শ্রি + অচ্ ভাব। ২। গৃহ, থাকিবার জায়গা ; আধার ; বিপদাদি হইতে আত্ম রক্ষার স্থান, বিষয় ; কারণ ; রক্ষক, গৃহে স্থানদাতা ; সহায় ; রাজাদিগের সন্ধি প্রঃ ষড়্‌নয়ান্তর্গত নয় বিঃ। আ—শ্রি + অচ্ কর্ম। বি ; পুং।

আশ্রয়ণ—১। আশ্রয়গ্রহণ, অবলম্বন। আ—শ্রি + অনট্ ভাব। ২। আশ্রয়, অবলম্বন, আধার। আ—শ্রি + অনট কর্ম। বি ; স্ত্রী।

আশ্রয়ণীয়—আশ্রয়যোগ্য, আশ্রয় লওয়ার মত, যাহাকে আশ্রয় করা যায় এরূপ। আ—শ্রি + অনীয় কর্ম। বিণ।

আশ্রয়তরু—লতা যে গাছে আরোহণ করে। আশ্রয়দায়ক তরু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

আশ্রয়দাতা (-দাতৃ)—আশ্রয়দানকর্তা, আবাসদাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দাত্রী**।

আশ্রয়দান—ঘরে থাকিতে দেওয়া, থাকিবার স্থান দেওয়া ; আত্মরক্ষার উপযুক্ত স্থান দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

আশ্রয়প্রার্থী (-প্রার্থিন্), **-য়ার্থী** (-য়ার্থিন্)—আশ্রয়যাচক, যে আশ্রয় চায় এরূপ ; যে থাকিবার বা আত্মরক্ষার স্থান চায়। আশ্রয়ের প্রার্থী, ৬ষ্ঠীতৎ, উপতৎ ; আশ্রয়—অর্থ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী, -য়ার্থিনী**।

আশ্রয়ভুক্ (-ভুজ্)—যে পক্ষীরা কিছু-দিন মাতাপিতার আশ্রয়ে পালিত হয় তাহারা, কাক চিল প্রঃ পাখি। উপতৎ ; আশ্রয়—ভুজ + কিপ্ কর্তৃ। বি বা বিণ।

আশ্রয়ভূত—আশ্রয়সদৃশ, অবলম্বনস্বরূপ। নিত্য। বিণ।

আশ্রয়লাভ—আশ্রয়প্রাপ্তি, থাকিবার স্থান পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

আশ্রয়হীন—নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব ; অনাথ। ৩য়াতৎ। বিণ।

আশ্রয়ার্থী—'আশ্রয়প্রার্থী' দ্রঃ।

আশ্রয়ী (-য়িন্)—আশ্রয়কারী, আশ্রয় লইয়াছে এমন ("রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী।"—মাইকেল)। আশ্রয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**য়িণী**।

আশ্রিত—আশ্রয়প্রাপ্ত, শরণাগত ; সেবক ; অনুগত ; অনুপ্রবিষ্ট ; স্থিত ; আধেয় ; ইন্দ্রিয়গোচর ; ব্যাপ্ত ; প্রাপ্ত ; বিশিষ্ট ; বিষয়ক। আ—শ্রি + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আশ্রিতপালক—শরণাগতরক্ষক, যিনি শরণাগত ব্যক্তিকে পোষণ করেন এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**পালিকা**।

আশ্রিতবৎসল—আশ্রিতের প্রতি স্নেহ-শীল, শরণাগত জনের প্রতি স্নেহসম্পন্ন। আশ্রিতে বৎসল, ৭মীতৎ। বিণ।

আশ্রিতবাৎসল্য—আশ্রিতের প্রতি স্নেহ, শরণাগত জনের প্রতি স্নেহ। আশ্রিতে বাৎসল্য, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

আশ্রুত—প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত ; আকর্ণিত ; শ্রুত। আ—শ্রু + ক্ত কর্ম। বিণ।

আশ্রেয়—আশ্রয়ণীয়। আ—শ্রি + যৎ কর্ম। বিণ।

আশ্লিষ্ট—আলিঙ্গিত ; সংশ্লিষ্ট ; ব্যাপ্ত ; সংযুক্ত, শ্লেষোক্তিবিশিষ্ট। আ—শ্লিষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আশ্লেষ—১। আলিঙ্গন ; মিলন ; একদেশ-সম্বন্ধ ; অন্বয়, শ্লেষ। আ—শ্লিষ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। অশ্লেষানক্ষত্র। অশ্লেষা + অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং। ৩। অশ্লেষানক্ষত্রসম্বন্ধীয়। অশ্লেষা + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ষী**।

আষাঢ়—১। সৌর বৎসরের তৃতীয় মাস। আষাঢ়ী + অণ্ তদ্‌যুক্তার্থে। বি ; পুং। ২। যতি বা ব্রতীদের ব্যবহার্য পলাশ-কাষ্ঠের দণ্ড ; দণ্ড। আষাঢ় + অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

আষাঢ়া—পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র ; উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। আ—সহ্ + অচ্ কর্তৃ + আপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

আষাঢ়াস্তবেলা—দীর্ঘতম আষাঢ় দিবসের শেষ বেলা। অস্ত যে বেলা, কর্মধা—অস্তবেলা ; আষাঢ়ের অস্তবেলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

আষাঢ়িয়া, -ঢ়ে—আষাঢ় মাসে উৎপন্ন ; আষাঢ়মাস-সম্বন্ধীয় ; (আষাঢ়-মাসের দিন অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া) সুদীর্ঘ, অফুরন্ত ; একান্ত অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ('— গল্প')। বাংপ্র। বিণ। **আষাঢ়ে গল্প**—অদ্ভুত গল্প ; আষাঢ়ের দীর্ঘ বৃষ্টির সময়ে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের নিকট শোনা রূপকথা ; কাল্পনিক কাহিনী।

আট—৮-সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। <অষ্ট। প্রাদে। বি বা বিণ।

আটা—প্রভৃতি, ইত্যাদি ("জিনিসটা আটা")। প্রাদে। অ।

আটে—আট দ্বারা গুণিত। বাংপ্র। বিণ।

আটেক—প্রায় আটটি। বাংপ্র। বিণ।

আটেপৃষ্ঠে, -পিঠে—আষ্টেপৃষ্ঠে (তাহা দ্রঃ)।

আস—১। ধনুঃ, ধনুক। অস্ + ঘঞ্ করণ। ২। উপবেশনস্থান ; আসন। আস্ + ঘঞ্

অধি। ৩। স্থিতি। আস্ বা অস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৪। এস, আগমন কর। প্রাদে। ক্রি।

আসওয়ার—যে ঘোড়ায় চড়িয়াছে এরূপ, আরূঢ়। কা-ফা। বি বা বিণ।

আসক—'আশক' দ্রঃ।

আসক্ত—অনুরক্ত; প্রীত; বিষয়ান্তরপরিহারে সর্বদা নিবিষ্ট; লগ্ন; নিরত; সংসক্ত, আবিষ্ট; যত্নবান্। আ সন্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আসক্তচিত্ত—১। একাগ্রচিত্ত; অনুরক্তমনা। বহুঃ বিণ। ২। অভিনিবিষ্ট মন; অনুরক্ত হৃদয়। কর্মধা। বি, ক্লী।

আসক্তি, আসঙ্গ—অনুরাগ, অভিনিবেশ; সাতিশয় মনোযোগ, সংসর্গ, সহবাস, ভোগাভিলাষ, সম্যকসম্বন্ধ। আ সন্জ্+ক্তি, ঘঞ্ ভাব। বি, স্ত্রী, পুং।

আসঙ্গ—'আসক্তি' দ্রঃ।

আসঙ্গলিপ্সা—সহবাসকামনা, মৈথুনেচ্ছা, সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা। আসঙ্গের নিমিত্ত লিপ্সা, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, -লিপ্সু।

আসছে—১। আসিতেছে। ক্রি। ২। আগামী ('— রবিবার')। বাংপ্র। বিণ।

আসত্তি—সান্নিহিত্য, নৈকট্য, মিলন, লাভ, বুদ্ধির অবিচ্ছেদ; (শব্দশাস্ত্র) বাক্যমধ্যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদসমূহের সান্নিধ্য (যেমন—"রাম অদ্য বিদ্যালয়ে যাইবে না"—এই বাক্যটির কোন এক বা একাধিক পদ বিলম্বে উচ্চারণ করিলে অথবা অযথা স্থানে সন্নিবেশিত করিলে আসত্তি থাকিবে না, অর্থবোধে অসুবিধা ঘটিবে); (ন্যায়মতে) পদসন্নিধানকারণ, প্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ। আ—সদ্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

আসন—১। বসিবার স্থান, পিঁড়ি চৌকি ইঃ; কম্বলাদি, সম্মানের স্থান, পূজা স্থান, হস্তিস্কন্ধদেশে মাহুতের উপবেশনস্থান; দেবতার পীঠ; বাসস্থান, গৃহ, রাজতক্ত, দেবতাপূজার উপচার বিঃ। আস্+অনট্ অধি। ২। উপবেশন, অবস্থিতি, শত্রুপক্ষের দুর্গাদি অবরোধপূর্বক অবস্থান; রতিবন্ধ অর্থাৎ রতিক্রিয়ার নরনারীর অবস্থানপ্রকার; মল্লের ব্যায়াম বিঃ; বৈঠক; পদ্মাসনাদি উপনিবেশ বিঃ [ইহা অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় যোগ। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন ভেদে ইহা পঞ্চবিধ]। আস্+অনট্ ভাব, করণ। বি; ক্লী। ৩। আগমন। প্রা কপ্র। বি।

আসনগ্রহণ, -পরিগ্রহ—উপবেশন, বসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

আসনপিঁড়ি, -পীঁড়ি—উপবেশন-স্থান, বসিবার পীঁড়ি; পায়ের উপর পা মুড়িয়া বসা, ভাল করিয়া বসা। <আসনপীঠ। বি।

আসনবন্ধ—পদ্মাসনাদি উপবেশন-বিন্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

আসনাঙ্গুরীয়—দেবপূজার উপচার রৌপ্যনির্মিত আসন এবং অঙ্গুরীয়। আসন ও অঙ্গুরীয়,—ইহাদের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি ক্লী।

আসন্ন—উপস্থিত আগত; অন্তিম মুমূর্ষু; সমীপাগত নিকটবর্তী; কাছা কাছি, approximate. আ—সদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আসন্ন-করণিক—খাস কামরার কেরানী chamber clerk কর্মধা। বি; পুং।

আসন্নকাল—অন্তিম সময় মৃত্যুসময়; বিপৎকাল। কর্মধা। বি; পুং।

আসন্ন-পরিচারক—সতত নিকটে অবস্থানকারী ভৃত্য যে ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে থাকে, personal attendant. কর্মধা। বি; পুং।

আসন্নপ্রসবা—যাহার প্রসবকাল নিকটবর্তী হইয়াছে এরূপ ('— রমণী')। আসন্ন প্রসব (প্রসবকাল) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আসন্নমান—(গণিত) সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আনুমানিক মূল, নির্ণেয় রাশির কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক রাশি, approximate value. কর্মধা। বি; ক্লী।

আসন্নমৃত্যু—১। সন্নিহিত মরণ, নিকটবর্তী মৃত্যু। আসন্ন মৃত্যু কর্মধা। বি; পুং। ২। মুমূর্ষু, ম্রিয়মাণ, যাহার মৃত্যুকাল নিকট হইয়াছে এরূপ। আসন্ন মৃত্যু যাহার, বহু। বিণ।

আসব—১। মদ্য সুরা, চুয়ানো মদ· তাড়ি· মধু। আ-সু+অপ্ কর্ম। ২। মদ্যপাত্র মদ্যাদি চোয়াইবার বকযন্ত্র। আ—সু+অপ অধি। বি; পুং।

আসবপায়ী (-পায়িন্)—সুরাপানকারী, মদ্যপ, মাতাল। উপতৎ; আসব—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -পায়িনী।

আসবসেবী (-সেবিন্)—সুরাপায়ী, মাতাল। উপতৎ; আসব— সব+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সেবিনী।

আসবাব—দ্রব্যসামগ্রী; সরঞ্জাম; গৃহস্থালির দ্রব্যাদি, খাট আলমারি ইঃ গৃহসজ্জা, furniture আ। বি।

আসবাবপত্র—আসবাবাদি; গৃহস্থালির সমস্ত আসবাব। আসবাব (আ)+পত্র (ইঃ অর্থে)। বি।

আসবার—যানারোহী; অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার, আসওয়ার। ফা। বি।

আসমান—'আশমান' দ্রঃ।

আসমানী—'আশমানী' দ্রঃ।

আসমুদ্র—সমুদ্র পর্যন্ত, সমুদ্রের তীর পর্যন্ত। সমুদ্র পর্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আসমুদ্রকরগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যিনি সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজচক্রবর্তী। আসমুদ্র করগ্রাহী, সুপ্। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

আসমুদ্র-হিমাচল, -হিমালয়—সমুদ্রতীর হইতে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। আসমুদ্র হিমাচল, হিমালয়, সুপ্। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আসর—১। সভা, মজলিস, রঙ্গস্থল। ফা। বি। **আসর গরম করা, -গুলজার করা, -জমকাল করা, -সরগরম করা**—রসাল ও অপরূপ কথাবার্তা দ্বারা সভার লোকদিগকে মুগ্ধ করা। **আসর জমানো**—কৃতিত্ব দেখাইয়া বা অপরূপ কথাবার্তা বলিয়া সভার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা। **আসরে নামা**—অভিনয়-স্থানে উপস্থিত হওয়া; সভাস্থলে হাজির হওয়া, প্রকৃত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া। ২। যজ্ঞস্থল, দেবারাধনার স্থল। প্রা কপ্র। ৩। অপরাহ্ণের নমাজ বা তাহার সময়। আ। বি। ৪। রাক্ষস। আ—সৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

আসরফি—'আশরফি' দ্রঃ।

আসল—১। মূল; প্রকৃত; অকৃত্রিম; সার; যথার্থ; খাঁটী, বিশুদ্ধ। বিণ। ২। বাণিজ্যাদির মূলধন; মহাজনের ঋণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ। <আ 'অস্‌ল্'। বি। ৩। আগমন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আসলে—মূলতঃ, আদৌ; প্রকৃতপক্ষে। আ-মূ। ক্রি-বিণ।

আসশেওড়া—একপ্রকার গাছ (এই গাছে ভাল দাঁতন হয়)। <আস্তশাখোট। বি।

আসা—১। আগমন করা, উপস্থিত হওয়া; কর্মে উদ্যত হওয়া; অভ্যাস থাকা; উপযোগী হওয়া; যোগানো; উদয় হওয়া; আয় হওয়া; আমদানী হওয়া; পরিণত হওয়া; পতিত হওয়া। <'আ—বিশ'-ধাতু। ক্রি। **আসিয়া যাওয়া**—লাভ বা ক্ষতি হওয়া। **উড়ে আসা**—আকাশ দিয়া আসা; অতি দ্রুত আসা; বিনা কারণে ঘটা। **কাজে আসা**—কাজে লাগা। **কানে আসা**—শ্রুতিগোচর হওয়া। **নিবে আসা**—নিবিয়া যাওয়ার মত হওয়া। **পেটে আসা**—গর্ভস্থ হওয়া; সামান্য মনে আসা। **ভেসে আসা**—বিনা কারণে ঘটা; নিঃসম্পর্কভাবে আসা। **মনে আসা**—মনে পড়া, স্মরণ হওয়া। **মাথায় আসা**—বোধগম্য হওয়া; বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া। **মুখে আসা**—উচ্চারিত হওয়া। **হ'য়ে আসা**—প্রায় শেষ হওয়া; মরণোন্মুখ হওয়া; উঠিয়া যাওয়ার

মত হওয়া। **হাতে আসা**—হস্তগত হওয়া। বশীভূত হওয়া। ২। আগমন। বি। ৩। উপস্থিত, আগত। বাংপ্র। বিণ। ৪। রাজদণ্ড। আ। বি।

আসা-আসি—বার বার আসা, পুনঃ পুনঃ আগমন। বাংপ্র। বি।

আসাঁতলানো যাহা তৈলে বা ঘৃতে ভাজা হয় নাই এমন। নয় সাঁতলানো, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আসাদন—প্রাপ্তি, পাওয়া; স্থাপন; নিকটে স্থাপন; পৌঁছানো; মর্দন। আ—সদ্+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

আসাদিত—প্রাপ্ত, লব্ধ; নিকটে স্থাপিত, সন্নিধাপিত; আয়োজিত; কৃত; সম্পাদিত। আ—সদ্+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

আসান—অবসান ('মুশকিল —'); রেহাই; লাঘব; অভাবনিবৃত্তি। ফা। বি।

আসানড়ি—লাঠি। প্রা বাং। বি।

আসাবরদার—আশাসোঁটাবাহক। (আ) আসা+(ফা) বরদার। বি।

আসাবরদারী—আসাবরদারের কাজ; আসাবরদারের পদ। আসাবরদার+ঈ কর্মার্থে। আ-ফা-মূ। বি।

আসাবরী—রাগিণী বিঃ, আশাবরী। বি; স্ত্রী।

আসাবাড়ি—দণ্ড; রাজদণ্ড; আসাসোঁটা। আ-মূ। বি।

আসামী—১। অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিবাদী; রায়ত, প্রজা; খাতক, অধমর্ণ। আ। বি বা বিণ। ২। আসাম-প্রদেশবাসী; আসাম-প্রদেশসম্বন্ধীয়। অসং। বিণ। ৩। আসামের ভাষা, অসমীয়া। আসাম+ঈ নিবাসাদি অর্থে। অসং। বি।

আসা-যাওয়া—যাতায়াত, গমনাগমন, আনাগোনা; জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আসার—১। মুষলধার বৃষ্টি; সবেগবৃষ্টি; বৃষ্টিপাত; শত্রুকে বেষ্টন; প্রবেশ; বিস্তার; প্রসরণ। আ—সৃ+ঘঞ্‌ ভাব। ২। জলকণা; সুহৃদ্‌বল। আ—সৃ+অণ্‌ করণ। বি; পুং। ৩। সাবেক নিশানা, জমির নিশানা। আ। বি।

আসারবর্ষী (-বর্ষিন্‌)—মুষলধারে বৃষ্টিপাতকারী ('— মেঘ')। উপতৎ; আসার—বৃষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

আসি—আগমন করি; (বিদায় লইবার সময়ে) এক্ষণে গমন করি। বাংপ্র। ক্রি।

আসিক—১। উপবেশনকারী। আস্‌+ইক কর্তৃ। ২। অসিযোদ্ধা, তরবারিচালক খড়্গধারী। অসি+ইক চালকার্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

আসিদ্ধ—অসিদ্ধ; অনিষ্পন্ন। নয় সিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

আসিধার—যুবক-যুবতীর একত্র অবিকৃতচিত্তে অবস্থানরূপ ব্রত। অসিধারা+অণ্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

আসীন—উপবিষ্ট; অবস্থিত; অনুভোগী। আস্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

আসুর—১। অসুরসম্বন্ধীয়; অশুচি; নিন্দিত; অহিতকর, ভয়ংকর। অসুর+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**রী**। ২। অসুর। অসুর+অণ্‌ স্বার্থে। ৩। ব্রাহ্ম প্রঃ অষ্টবিধ বিবাহমধ্যে বিবাহ বিঃ (কন্যাকে ও কন্যার পিতা ভ্রাতা প্রঃকে যথাশক্তি ধনদানপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে কন্যা গ্রহণ করাকে আসুর-বিবাহ বলে)। অসুর+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং। ৪। অসুরভাব, অসুরত্ব। অসুর+অণ্‌ ভাবে। বি; ক্লী।

আসুরিক—অসুরসম্বন্ধীয়; অসুরদের প্রথামত; অসুরের ন্যায় অতি ভীষণ। অসুর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

আসুরী—১। অসুরসম্বন্ধিনী, দানবীয়া; অতিভীষণা; নিন্দিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়িসংহিতান্তর্গত আসুরী গায়ত্রী, আসুরী পঙ্‌ক্তি, আসুরী অনুষ্টুভ্‌ ইঃ কতকগুলি ছন্দঃ; রাজিকা, রাইসরিষা; ত্রিবিধ চিকিৎসান্তর্গত ছেদন-ভেদনাদিরূপ চিকিৎসা বিঃ, surgery. আসুর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

আসেক—ভিজাইয়া বা ছিটাইয়া দেওয়া। আ—সিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

আসেধ—রাজবিধি ও বিচারকর্তার আদেশ —উত্তরানুসারে অপরাধীর অবরোধ; প্রতিষেধ। আ—সিধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

আসেধক—১। অবরোধকারক। আ—সিধ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**ধিকা**। ২। যে গ্রেফতারী পরোয়ানা লইয়া যায়, warrant bailiff বি; পুং।

আসেধনীয়, আসেধ্য—রাজাদেশে বা বিচারকাদেশে অবরোধনীয়; প্রতিষেধ্য। আ—সিধ্‌+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আসোয়ার—আসবার (তাহা দ্রঃ)।

আসোয়ারী—১। অশ্বারোহী সেনা-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। অশ্বারোহী সেনার কাজ। আসোয়ার+ঈ সম্বন্ধার্থে, কর্মার্থে। ফা। বি।

আস্ক—যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ বিঃ, 'স্ক'। মুদ্রাকর পরিভাষা। বি।

আস্কন্দিত—অশ্বের গতি বিঃ, সম্যক্‌-গতি, বল্গন, দ্রুতগতি। আ—স্কন্দ্‌+ণিচ্‌ (—স্কন্দি ধাতু)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আস্কারা—'আশকারা' (সকল অর্থে)। বি।

আস্কে—পিষ্টক বিঃ, চিতই পিঠা। বাংপ্র। বি। **আস্কে খাও তার কোঁড় গোণ না**—কর্ম কর মাত্র, কিন্তু তাহার পরিণাম ভাব না; সুখের দিক্‌টা ভাবিয়াছ, দুঃখের দিক্‌ তো ভাব নাই।

আস্ত—সমগ্র, গোটা; একেবারে সম্পূর্ণ; পুরোপুরি; প্রকৃত; জীবন্ত; অটুট; অক্ষত। <সং 'অস্তি'। বিণ বা ক্রি-বিণ। **আস্ত কেউটে**—যে কেউটে সাপের বিষদাঁত ভাঙে নাই তাহা; সদ্যঃপ্রাণনাশক ব্যক্তি; অত্যন্ত অনিষ্টকারী ব্যক্তি। **আস্ত না রাখা**—হাড়ভাঙা মার দেওয়া, মারের চোটে হাড় চূর্ণ করা; কঠোর শাস্তি দেওয়া।

আস্তব্যস্ত—অতিশয় ব্যস্ত; অতিশয় আগ্রহান্বিত; ব্যগ্রভাবে ত্বরান্বিত। ব্যস্ত+আস্ত সহচর শব্দ। বাংপ্র। বিণ।

আস্তর—১। শয্যা; বিছানার চাদর; উপরিচ্ছদ; আচ্ছাদনবস্ত্র; কম্বলাদি যাহা পাতিয়া বসা যায়; কুশাসন; করিকম্বল, হস্তীর পৃষ্ঠস্থ চিত্র-কম্বলাদি। আ—স্তৃ+অপ্‌ অধি, করণ, কর্ম। বি; পুং। ২। মূল্যবান্‌ জামার ভিতরের কাপড়; রঙের প্রথম পোঁচ দেওয়ালে প্রলেপ দেওয়ার পলস্তারা, plaster. ফা। ৩। পর্দা। প্রাদে। বি।

আস্তরণ—আস্তর (১)। আ—স্তৃ+অনট্‌ কর্ম, অধি, করণ। বি; ক্লী।

আস্তান, -না—স্থান; আড্ডা; আশ্রম; আস্তাবল। <ফা 'আস্তানহ্‌'। বি।

আস্তাবল—অশ্বশালা, অশ্বাদি থাকিবার স্থান। <ইং 'stable'. বি।

আস্তিক, আস্তীক—১। ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসকারী, যে বেদ মানে এমন, শাস্ত্রবিহিত কর্মে শ্রদ্ধাবান্‌। অস্তি+ইক পরলোকে মতি আছে ইহার এই অর্থে (বিকল্পে ই-কার দীর্ঘ)। বিণ। স্ত্রী, -**কী**। ২। মুনি বিঃ। অস্তি+ইক, ঈক 'অস্তি' বলিয়া গত এই অর্থে। বি; পুং।

আস্তিকতা, -স্তিক্য—বৈদিকধর্মে শ্রদ্ধা; আস্তিকের ব্যবহার; ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস। আস্তিক+তা, ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

আস্তিন—জামার হাতা, sleeve. ফা। বি।

আস্তীক—'আস্তিক' দ্রঃ।

আস্তীর্ণ—বিস্তীর্ণ, বিছানো; বিস্তৃত; প্রসারিত; পীড়িত; আবৃত। আ—স্তৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্তৃত—বিস্তৃত; আচ্ছাদিত; প্রসারিত; রক্ষিত। আ—স্তৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্তে—ধীরে, মৃদুগতিতে; কোন আঘাত বা শব্দ না করিয়া; মৃদুস্বরে; সন্তর্পণে; অল্পে অল্পে। <ফা 'অহিস্তহ্‌'। ক্রি-বিণ।

আস্তে আস্তে—ধীরে ধীরে, মৃদুভাবে; চুপে চুপে।

আস্তেব্যস্তে—ব্যাকুলভাবে; সসম্ভ্রমে; অতিসত্বর। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আস্থা—১। বিশ্বাস; অবলম্বন, আশ্রয়; শ্রদ্ধা; যত্ন; নিষ্ঠা; আদর; অপেক্ষা; মনোযোগ; স্থিতি; প্রতিষ্ঠা। আ—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্। ২। সভা; সমিতি; স্থান। আ—স্থা+অঙ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

আস্থান—১। সভা, সমাজ; বিশ্রামস্থান; আশ্রম; আড্ডা। আ—স্থা+অনট্ অধি। ২। যত্ন; অবলম্বন; আরোহণ; অবস্থিতি; আস্থা; শ্রদ্ধা। আ—স্থা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। অসৎস্থল, কুস্থান। <অস্থান। বি।

আস্থানিক—আস্থানজাত। অস্থান+ইক ভবার্থে। বিণ। **আস্থানিক মূল**—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে মূল অঙ্কুর হইতে জন্মে না তাহা, শাখা প্রঃস্তে উৎপন্ন শিকড়, adventitious root (বট, কেয়া, বাঁশ, আখ, দোপাটি, দূর্বা ইঃর আস্থানিক মূল থাকে)।

আস্থাপত্র—লিখিত দলিলপত্র প্রঃ; যাহা দেখিয়া কোনও ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা যায়, credential. মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

আস্থায়ী (-য়িন্)—সংগীতে প্রথমে যেটি দ্বারা মুখবন্ধ করা যায় তাহা, সংগীতে যেটি প্রথম চরণ হয় তাহা [ইহাকে 'স্থায়ী'ও বলে]। আ—স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

আস্থিত—১। আশ্রিত; প্রাপ্ত; আরূঢ়। আ—স্থা+ক্ত কর্তৃ। ২। অধিষ্ঠিত; আক্রান্ত; ব্যাপ্ত। আ—স্থা+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্পদ—১। স্থান; আধার; ভাজন, পাত্র; অধিষ্ঠান; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দশম স্থান। আ—পদ্+ঘ অধি (স-আগম)। ২। প্রতিষ্ঠা; কার্য; পদ; বিষয়, প্রভুত্ব। আ—পদ+ঘ ভাব। বি; ক্লী।

আস্পর্ধা(-র্দ্ধা)—আপনাকে বড় মনে করিয়া দর্পে কাহাকেও লক্ষ্য না করা; স্পর্ধা; আস্ফালন; মাৎসর্যপ্রকাশ; পরাভিভবেচ্ছা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা। আ—স্পর্ধ+অ ভাব+আপ্; অথবা, বাংলা উচ্চারণে স্পর্ধা শব্দের পূর্বে আ-কার-আগম। বি; স্ত্রী।

আস্পর্ধী (-র্ধিন্), **-র্দ্ধী** (-র্দ্ধিন্)—আস্পর্ধাকারী; দুঃসাহসপ্রকাশক। আ—স্পর্ধ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ধিনী**।

আস্ফালন—প্রাগল্‌ভ্য, আপনার গুণক্ষমতাদির উল্লেখপূর্বক গর্বপ্রদর্শন; আত্মগৌরবকীর্তন, দম্ভ; জোরে সঞ্চালন, বিক্ষেপ; লম্ফঝম্প; তাড়ন, চালনা; কম্পন; সংঘর্ষ; কোপপ্রকাশ। আ—স্ফল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্ফালিত—বেগে ও গর্বভরে সঞ্চালিত; তাড়িত। আ—স্ফল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্ফোট, -টন—১। সংঘর্ষণের শব্দ, ঠোকাঠুকি বা আছড়াইবার শব্দ; আঘাত; বীর প্রঃর বাহুশব্দ, মল্লদিগের তালঠোকা; ধান্য আছড়ানো; আন্দোলন; বিকাশ, প্রস্ফুটন; মুকুল। আ—স্ফুট্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী। ২। আস্ফোট-বৃক্ষ, আকন্দগাছ। আ—স্ফুট্+অচ্, অন কর্তৃ। বি; পুং।

আস্ফোটক—১। পর্বতজ পীলুবৃক্ষ, আখরোট গাছ। বি; পুং। ২। আখরোট ফল। বি; ক্লী। ৩। বাহুশব্দকারক ('— মল্ল')। আ—স্ফুট্+ণক কর্তৃ। বিণ।

আস্ফোটন—বাহুতাড়ন; বাহুতাড়ন শব্দ; তুষ ঝাড়া; প্রসারণ; ফুটা করা; বিকাশন। আ—স্ফুট্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্বচ্ছ—ঈষৎ স্বচ্ছ। প্রাদি। বিণ।

আস্বাদ—১। মধুরাদি রস। আ—স্বদ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। স্বাদ, তার; আস্বাদন; পান; ভোগ; ভোজন। আ—স্বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

আস্বাদক—আস্বাদগ্রহণকারী। আ—স্বদ্ ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**।

আস্বাদন—আস্বাদগ্রহণ, স্বাদগ্রহণ, চাখা; রসাস্বাদন; পান; ভোজন। আ—স্বদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্বাদনীয়—আস্বাদগ্রহণের যোগ্য, আস্বাদ্য। আ—স্বদ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -য়া।

আস্বাদিত—যাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, গৃহীতস্বাদ; পীত বা ভুক্ত। আ—স্বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্বাদ্য—আস্বাদনযোগ্য, স্বাদ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। আ—স্বদ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

আস্য—বদন, মুখ; মুখমধ্য; মুখমণ্ডল। অস্+ণ্যৎ অধি। বি; ক্লী।

আস্রাবণ—জল থিতাইতে দিয়া তলানি বাদ দিয়া উপরের পরিষ্কার জল পৃথক্ করা, decantation. আ—স্রু+ণিচ্+অনট্ ভাব। বিণ, **-বিত**।

আহত—আঘাতপ্রাপ্ত, আঘাতিত; প্রহৃত; তাড়িত; মর্দিত; গুণিত; জ্ঞাত; অভিভূত; প্রতিহত; আক্রান্ত; ধ্বনিত, বাদিত। আ—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আহতি—তাড়ন; আঘাত; গুণন; বাদন। আ—হন্ (আঘাত করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আহব—১। যুদ্ধ। আ—হ্বে+অপ্ অধি। ২। যজ্ঞ। আ—হু+অপ্ অধি। বি; পুং।

আহবনীয়—১। যজ্ঞাগ্নি বিঃ, গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায় সেই অগ্নি। আ—হু+অনীয় অধি। বি; পুং। ২। হোম করিবার যোগ্য; হোমের জন্য সংস্কৃত ('— অগ্নি')। আ—হু+অনীয় কর্ম। বিণ।

আহরণ—১। সংগ্রহ, সঞ্চয়; সংকলন; আয়োজন; অনুষ্ঠান; একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনয়ন; উপার্জন; নির্বাহকরণ; (বৈদ্যকশাস্ত্র) নিষ্কর্ষণ। আ—হৃ+অনট্ ভাব। ২। বিবাহাদির উপঢৌকন-পদার্থ; যৌতুক। আ—হৃ+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

আহরণী—সমষ্টি; দ্রব্যাদির চয়নমালা; সংগ্রহগ্রন্থ। আ—হৃ+অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আহরণীয়—যাহার আহরণ করিতে হইবে এরূপ, আহরণযোগ্য। আ—হৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

আহরিৎ—১। ঈষৎ হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, সবুজের সামান্য আভাযুক্ত, greenish. বিণ। ২। সামান্য হরিদ্বর্ণ, ফ্যাকাশে সবুজ রং। আ (ঈষৎ) হরিৎ, প্রাদি। বি; পুং।

আহরিত—আনীত, সংগৃহীত। <আহৃত। বাংপ্র। বিণ।

আহর্ত(র্ত্ত)ব্য—আহরণীয়, আহরণযোগ্য, সংগ্রাহ্য। আ—হৃ+তব্য কর্ম। বিণ।

আহর্তা (-র্তৃ), **-র্ত্তা** (-র্ত্তৃ)—আহরণকারী, সংকলয়িতা; অনুষ্ঠাতা; আয়োজনকারী। আ—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ত্রী**।

আহা—আনন্দ দুঃখ বিস্ময় শোক সহানুভূতি বিরক্তি বিদ্রূপ ঘৃণা পরিতাপ প্রঃ-বোধক শব্দ। <অহহ। অ। **আহা মরি**—অনুকম্পা প্রশংসা বিদ্রূপ ইঃ-সূচক।

আহাব—কূপসমীপস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়; গরু প্রঃর জলপানার্থ প্রস্তরাদিনির্মিত চৌবাচ্চা; যুদ্ধ। আ—হ্বে+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

আহাম্মক, -ম্মুক, -ম্মুখ—নির্বোধ, বোকা, বেকুফ। <আ 'আহ্‌মক'। বিণ।

আহার—১। ভোজন; বহন; আহরণ। আ—হৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। খাদ্য, ভক্ষ্যবস্তু ("হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার" —ভারত)। আ—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

আহারদাতা (-তৃ)—খাদ্যদানকারী; প্রতিপালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

আহারনিদ্রা—ভোজন এবং শয়ন, খাওয়া আর ঘুমানো। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

আহারপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—ভোজ্যপ্রার্থনাকারী, আহার্যযাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

আহারবিহার—ভোজন এবং ভ্রমণ;

ভোজনাদিকার্য; খাওয়া-দাওয়া। বি; পুং।

আহারব্যবহার—এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন ও সামাজিক ক্রিয়া। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

আহারার্থী (-র্থিন্)—ভোজনাভিলাষী, যে খাইতে চায় এমন, ভোজনাভিলাষে উপস্থিত। উপভৎ; আহার—অর্থি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**র্থিনী**।

আহারী (-রিন্)—১। আহার করিতে বিলক্ষণ পটু; যে খায় এমন। আহার+ইন্ আছে অর্থে। ২। আহরণশীল, সঞ্চয়শীল। আ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রিণী**।

আহারীয়—আহার্য; ভোজ্য। আহার+ঈয় যোগ্যার্থে। বি; স্ত্রী বা বিণ।

আহার্য(র্য্য)—১। ভক্ষ্য, ভোজ্য; আহরণীয়, যত্নসাধ্য, কৃত্রিম, অস্বাভাবিক; নৈমিত্তিক, আরোপিত। বিণ। ২। খাদ্য, ভোজ্য, খাবার জিনিস। আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। ভণ্ডামি, কপটতা। প্রা কপ্র। বি।

আহা-হা—দুঃখ পরিতাপ অনুকম্পা-সূচক শব্দ। <অহহ। অ।

আহিঞ্জে, আহিঞ্জে—আশা, আকাঙ্ক্ষা। <আকাঙ্ক্ষা। বি।

আহিত—ন্যস্ত; অর্পিত; স্থাপিত; যাহা বন্ধক দেওয়া গিয়াছে এরূপ; নিক্ষিপ্ত; কৃত; কৃতাধানসংস্কার; জনিত; নিষিক্ত; সংহিত সম্পাদিত; আরোপিত; অনুভূত; যাহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করা হইয়াছে এমন, charged. আ—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

আহিতলক্ষণ—আহৃতলক্ষণ, নিজ গুণ দ্বারা খ্যাত; গুণচিহ্ন; কৃতসন্ধান। আহিত লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

আহিতাগ্নি—সাগ্নিক, অগ্নিহোত্রী। আ-হিত (স্থাপিত) অগ্নি যৎকর্তৃক, বহু (পক্ষে 'অগ্ন্যাহিত' পদও হইতে পারে)। বি, পুং বা বিণ।

আহিতুণ্ডিক—সর্পবিদ্যায় নিপুণ; ব্যাল-গ্রাহী, সাপুড়ে। অহিতুণ্ড (সর্পমুখ)+ইক ক্রীড়কার্থে। বি, পুং বা বিণ।

আহীর—গোপ, গোয়ালা, পশ্চিমা গোয়ালা। <আভীর। বি।

আহীরণী, -রিণী—আহীরী, গোয়ালিনী। প্রা কপ্র। বি।

আহীরী—গোপী, গোয়ালিনী। <আভীরী। বি; স্ত্রী।

আহুত—সম্যক্ হুত, যাহা বা যাহাতে আহুতি দেওয়া হইয়াছে এরূপ। আ—হু+ক্ত কর্ম। বিণ।

আহুতি—১। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক অগ্নিতে ঘৃত প্রঃ দ্রব্যের নিক্ষেপ, হোম। আ—হু+ক্তি ভাব। ২। আহবনীয় দ্রব্য; মহৎকার্যে আত্মদান। আ—হু+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

আহূত—আমন্ত্রিত, যাহাকে ডাকা হইয়াছে এমন ('রবাহূত')। আ—হ্বে+ক্ত কর্ম। বিণ।

আহূতি—আহ্বান, ডাকা। আ—হ্বে+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আহৃত—সংগৃহীত; সংকলিত, সঞ্চিত; আনীত। আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আহে—সম্ভাষণসূচক শব্দ। প্রা কপ্র। অ।

আহেড়িয়া, -ড়িয়া—১। মৃগয়া; রাজস্থানের বিখ্যাত মৃগয়াক্রীড়া। আহেড় (<আখেট-মৃগয়া)+ইয়া স্বার্থে। অসং। বি। ২। মৃগয়াকারী, শিকারী। আহেড়+ইয়া করে অর্থে। অসং। বিণ বা বি।

আহেয়—সর্পসম্বন্ধীয় (সর্পবিষচর্মাদি)। অহি+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আহেল, -লা, -লী—খাঁটী, আসল; নূতন। <আ 'আহ্‌ল্'। বিণ।

আহেল-ই-ইসলাম—ইসলামের লোক, মুসলমান। আ। বি।

আহেলবেলাত, -লিবিলাত—বিদেশ হইতে নবাগত লোক, নূতন দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, নূতন দেশ; ভারতবর্ষ। <আ আহলবিলায়েৎ'। বি।

আহ্ন—১। দিনসমূহ। অহন্+অণ্ সমূহার্থে। বি; স্ত্রী। ২। দৈনিক। অহন্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আহ্নী**।

আহ্নিক—১। দিনসাধ্য; দিবাকৃত্য, দৈনিক; দিনসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

আহ্নিক গতি—পৃথিবীর দৈনিক গতি, পৃথিবীর চব্বিশ ঘণ্টায় নিজ কক্ষের উপর আবর্তন, diurnal rotation. ২। ভোজন; নিত্যক্রিয়া, দৈনিক করণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য; প্রকরণসমূহ, গ্রন্থের অংশ বিঃ। অহন্ (দিন)+ইক নির্বৃত্তার্থে। বি; স্ত্রী।

আহ্বয়িতব্য—আহ্বানীয়, আমন্ত্রণের যোগ্য। আ—হ্বে+ণিচ্+তব্য কর্ম। বিণ।

আহ্বান—ডাকা; সম্বোধন; স্তবন; নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, যুদ্ধে ডাকা। আ—হ্বে+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আহ্বায়ক—১। আহ্বানকারী। বিণ। স্ত্রী, -**য়িকা**। ২। দূত। আ—হ্বে+ণক কর্তৃ। বি, পুং।

আহ্বা, আজ্ঞি, আজ্ঞে- আমি (তাহা প্রঃ)। প্রা বাং। সর্ব।

আহ্লাদ—আমোদ, আনন্দ, হর্ষ। আ—হ্লাদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **আহ্লাদে আটখানা**—অসংগতরূপে উল্লসিত; নির্বোধের মত অতিরিক্ত আনন্দে আত্মহারা। **আহ্লাদে ডগমগ**—আনন্দে বিহ্বল, অতিশয় আনন্দিত।

আহ্লাদক—আনন্দপ্রদ, প্রীতিদায়ক। আ—হ্লাদ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**দিকা**।

আহ্লাদজনক—প্রীতিপ্রদ, আনন্দদায়ক। ৬তীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**জনিকা**।

আহ্লাদন—আহ্লাদজনন, সন্তোষণ, প্রীণন, আহ্লাদিতকরণ। আ—হ্লাদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আহ্লাদিত—আনন্দিত, হৃষ্ট। আ—হ্লাদ্+ক্ত কর্তৃ, বা, আহ্লাদ+ইত জাতার্থে। বিণ।

আহ্লাদী (-দিন্)—হৃষ্টস্বভাব। আ—হ্লাদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**দিনী**।

আহ্লাদী—সর্বদা হৃষ্টা রমণী, যে নারী অকারণে আহ্লাদ দেখায়, আদুরে মেয়ে; নেকী। আহ্লাদে+ঈ স্ত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী বা বিণ।

আহ্লাদে—সদানন্দ; আদুরে, আবদেরে; ন্যাকা। আহ্লাদ+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ। **আহ্লাদে গোপাল**—অতিশয় আদুরে ছেলে (যশোদা কৃষ্ণকে অতিশয় আদর দিতেন। 'গোপাল' শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়। আদুরে বা আহ্লাদে গোপাল হইতে এই অর্থ আসিয়াছে)। **আহ্লাদে পুতুল**—অতিশয় আদুরে ছেলে।

[ই]

ই—১। তৃতীয় স্বরবর্ণ (ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু। ইহার হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই তিন অবস্থা। ইহারা আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে ত্রিবিধ; পুনশ্চ ইহাদের প্রত্যেকটি আবার অনুনাসিক, অননুনাসিক ভেদে দ্বিবিধ)। ২। কামদেব। অ+ইঞ্ অপত্যার্থে। ৩। চন্দ্র; পূষা; রুদ্র; পাবক। ই+ক্বিপ্ কর্তৃ। ৪। খেদ; ক্রোধোক্তি, কোপ; নিরাকরণ; অপাকরণ; নিন্দা; বিস্ময়; সম্বোধন; আহ্বান; অনুকম্পা; (বাংপ্র) সমর্থন; কেবল, মাত্র। অ। ৫। ই ধাতুর অর্থ—গতি, উদয়, সমুন্নতি [অভি+উৎ-পূর্ব—অভ্যুদয়, সমুন্নতি, প্রাপ্তি; অতি-পূর্ব—অতিক্রম, পরাভব; অনু-পূর্ব—অনুকরণ, যোগ; অপ-পূর্ব—অপগমন, পলায়ন; সম্-আ-পূর্ব—সম্মিলন; অধি-পূর্ব—স্মরণ; অধ্যয়ন]। ৬। এই; ইহা। সর্ব। ৭। বাঙ্গালা প্রত্যয় (ভাবে—হাসি; ব্যবসায়-অর্থে—গোলদারি; তদুৎপন্নার্থে—পাটনাই; ক্ষুদ্রার্থে—হাঁড়ি; দিন নির্ধারণার্থে—দশই ইঃ)। ৮। প্রাচীন কবিতায় কথার মাত্রাস্বরূপ ("যেমতি করিয়া 'শপথি' করিল"—চণ্ডী)। ৯। প্রাচীন কবিতায় সপ্তমী 'হি' বিভক্তি মৃদু উচ্চারণ ('সমুখহি' স্থলে 'সমুখই'=সম্মুখে)। ১০। প্রাচীন কবিতায় ক্রিয়ার স্ত্রী-প্রত্যয় (" 'গেলি' কামিনী গজহু গামিনী"—বিদ্যা)। ১১। সংযুক্ত উষ্মবর্ণাদি শব্দের প্রথমে আগম (যথা—ইস্কুল, ইস্টেশন ইঃ)। ১২। শব্দের মধ্যে আগম (যথা—ডাইল=ডাল)। ১৩। পরস্পর একরূপ কার্য করা অর্থে একাকৃতি শব্দদ্বয়ের অন্তে প্রযুক্ত (যথা—আকচা-আকচি, হাতাহাতি ইঃ)। ১৪। কথার মাত্রার স্বরূপ কেবল উচ্চারণের জন্য (মনের আলানি মনে নিবাইতে)। ১৫। ব্রজবুলির ক্রিয়াবিভক্তি গঠনে (গেলই=খেলে)। ১৬। 'তন্মুহূর্তেই' এই ভাববোধক শব্দ ('বলিতে না বলিতেই চোরটা ভাগিয়া গেল')। ১৭। ইচ্ছাধীন এই ভাবদ্যোতক ('বাড়িটা কিনলেই হয়'); পদবিশেষের উপর উচ্চারণের গুরুত্ব বোধক ('আমিই এই কাজ করিয়াছিলাম')। বাংপ্র। অ।

ইউনানী, য়ুনানী—গ্রাক; হাকিমী চিকিৎসাসম্বন্ধীয়; হাকিমী। <আ 'য়ুনান' +ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ইউরেশিয়ান, -রেশীয়—ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বাসিন্দার সংমিশ্রণে জাত সংকরজাতি; ফিরিঙ্গী। <ইং 'Eurasian'. বি বা বিণ।

ইউরোপীয়, য়ুরোপীয়—ইউরোপ-মহাদেশ-সম্বন্ধীয়; ইউরোপে উৎপন্ন; ইউরোপের বাসিন্দা, European. ইউরোপ (Europe) +ঈয় সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

ইউরোপীয়তা, য়ুরোপীয়তা—ইউরোপের ধর্ম ও বিশেষত্ব, ইউরোপের আচারব্যবহার চালচলন। ইং-মূ। বি।

ইওরেশিয়ান, ইওরেশীয়, ইওরোপীয়, ইওরোপীয়তা—যথাক্রমে ইউরেশিয়ান, ইউরেশীয়, ইউরোপীয়, ইউরোপীয়তা (তাহা দ্রঃ)।

ইংরাজ, ইংরেজ—ইংলণ্ডের বাসিন্দা, ইংলণ্ডের লোক। <পোর্তুগিজ 'Ingles' বা 'Anglaise'. বি।

ইংরাজী, ইংরেজী—১। ইংরেজজাতীয়; ইংরেজ-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ইংরেজের ভাষা। ইংরাজ, ইংরেজ+ঈ। বি।

ইংলিশ—১। ইংলণ্ডীয়, বিলাতী। বিণ। ২। হরপ বিঃ-এর নাম, English type. ৩। কর্মে অসমর্থ সিপাহীদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। <ইং 'English'. বি।

ইংলিস্তান—ইংরেজ জাতির নিবাসস্থান। উর্দু। বি।

ইঃ (ইস্)—কোপ দুঃখ ভাবনা বিস্ময় অবজ্ঞা অধীরতা বা সন্তাপবোধক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ইঁচড়—অপক্ব কাঁটাল, কচি কাঁটাল। বাংপ্র। বি।

ইঁচড়ে-পাকা—অকাল-পক্ব, (ব্যঙ্গার্থে) বাল্যে বৃদ্ধবৎ আচরণকারী; বকাটে। অলুক্ ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ইঁট, ইঁটখোলা, ইঁটাল—'ইট, ইটখোলা ইঃ' দ্রঃ।

ইঁদারা—বৃহৎ কূপ, গভীর কুয়া। <ইন্দ্রাগার। বি।

ইঁদুর—মূষিক। <উন্দুর। বি।

ইঁদুরকানি, -নী—ইন্দুরকানি (তাহাদ্রঃ)।

ইঁদুরজালি—যে ফলের কচি অবস্থাতেই অভ্যন্তরভাগ কুরকুটে হইয়া যায় তাহা। বাংপ্র। বি।

ইঁদুরে—অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট; যাহা ইঁদুরের দ্বারা খোঁড়া হইয়াছে এমন, ঝুরঝুরে ('—মাটি'); ইঁদুরের ন্যায় ('—দাঁত')। ইঁদুর+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ইকড়ি-মিকড়ি—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একরকম খেলা (এই খেলায় "ইকড়ি-মিকড়ি চাম-চিকড়ি" ইঃ বলিয়া ছড়া বলা হয়)। বাংপ্র। বি।

ইকরার—স্বীকার, কবুল। আ। বি।

ইকরারনামা—স্বীকৃতিপত্র। আ 'ইকরার' +ফা 'নামা'। বি।

ইকার—'ই' এই অক্ষর। ই+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ইকারাদি—আদিতে 'ই' এই অক্ষরবিশিষ্ট ('—শব্দ'); ইকার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত। ইকার আদি বা আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

ইকারান্ত—শেষে ই-বর্ণ-বিশিষ্ট। ইকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ইক্ষু—আকগাছ; অসিপত্র-বৃক্ষ। ইষ্+ক্সু কর্ম সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ইক্ষুকাণ্ড—১। আকের গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী। ২। মুঞ্জক, শরমুঞ্জ; কাশতৃণ, কেশে ঘাস। ইক্ষুর কাণ্ডের ন্যায় কাণ্ড (অর্থাৎ গুঁড়ি) যাহার, বহু। বি; পুং।

ইক্ষুদণ্ড—ইক্ষুকাণ্ড, আকগাছ। ইক্ষুই দণ্ড, কর্মধা। বি; পুং।

ইক্ষুপত্র—১। আকের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। যাবনাল নামে ধান বিঃ, জোয়ার। ইক্ষুর পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি; পুং।

ইক্ষুমূল—১। আকের গোড়া বা গাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী। ২। বৃক্ষ বিঃ; ইক্ষুনেত্র, বংশনেত্র। ইক্ষুর মূলের ন্যায় মূল যাহার, বহু। বি; পুং।

ইক্ষুযন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা ইক্ষু নিষ্পীড়িত করিয়া রস নির্গত করা হয় তাহা, আকমাড়া কল। ইক্ষুনিষ্পেষক যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ইক্ষুরস—আকের রস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইক্ষুসমুদ্র—পৌরাণিক সপ্তসমুদ্রের অন্যতম। ইক্ষুনামা সমুদ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ইক্ষুসার—আকের গুড়, একো গুড়, খাঁড়। ইক্ষুর সার (স্থিরাংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইখতিয়ার—এখতিয়ার (তাহা দ্রঃ)।

ইঙ্গ—১। ইঙ্গিত, জ্ঞান। ইনগ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। ইংলণ্ড দেশ বা ইংরেজজাতি। <ইং 'Eng.' বি।

ইঙ্গ-বঙ্গ—ইংরেজী-বাঙ্গালা-মিশ্রিত; ইংরেজী ভাবাপন্ন বাঙ্গালী; সাহেবী চালচলন ও সাজপোশাকের অনুকারী বাঙ্গালী বা তৎসম্বন্ধীয়। <ইং 'Anglo-Bengali'. বিণ বা বি।

ইঙ্গ-ভারতীয়—১। ইংরেজ-ভারতীয়-মিশ্রিত। বিণ। ২। ফিরিঙ্গী জাতি; ইংরেজ ও ভারতীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি বিঃ। <ইং 'Anglo-Indian'. বি।

ইঙ্গিত—মনের ভাব-প্রকাশক আঙুল ও চোখের ঠার ইঃ; ইশারা; সংকেত, অভিপ্রায়; ব্যঞ্জনা; চলন, চাল; অন্বেষণ; চেষ্টা; তাৎপর্য; (অভিনয়) আনন্দব্যঞ্জক বঙ্কিম দৃষ্টি। ইন্‌গ্‌+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

ইঙ্গিতজ্ঞ—যে ইঙ্গিত বুঝিতে পারে এরূপ, ইঙ্গিত দেখিয়া যে মনের ভাব বুঝিয়া লইতে পারে এরূপ। উপতৎ; ইঙ্গিত—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

ইঙ্গুদ—তাপসতরু [ইহার ফলে তৈল হয়; পূর্বকালে ঋষিরা এই ফলের তৈল ব্যবহার করিতেন]; এরণ্ডগাছ; জ্যোতিষ্মতী, লতাফটকী। ইঙ্গ (রোগ)—দো (ছেদন করা)+ক কর্তৃ (অ-স্থানে উ)। বি; পুং।

ইঙ্গুদী—তাপসতরু। ইঙ্গুদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ইঙ্গুদীফল—তাপসতরুর ফল, বাদামের ন্যায় একপ্রকার তৈলাক্ত ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইঙ্গুল—বৃক্ষ বিঃ, ইঙ্গুদী; হিঙ্গুন [ইহার ফলে তৈল জন্মে]; জীয়াপুতা, পুত্রজীব। উপতৎ; ইঙ্গ (রোগ)—গ্লা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ইঙ্গুলী—ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তাপসতরু। ইঙ্গুল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ইচড়—কাঁচা কাঁটাল। বাংপ্র। বি।

ইচড়ে-পাকা—অকালপক্ব, (ব্যঙ্গার্থে) বাল্যে বৃদ্ধবৎ আচরণকারী; বকাটে। অলুক্ ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ইচলা, -লি, -লী—১। চিংড়িমাছ ("খোড় উড়ুম্বর ইচলি মাছে"—কবিকঙ্কণ), চুনোমাছ। বি। ২। ছ্যাবলা, চপলমতি। প্রাদে। বিণ।

ইচ্ছ—ইচ্ছা কর ("তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি।

ইচ্ছক—ইচ্ছাকারী, ইচ্ছুক, অভিলাষী। ইষ্+শক কর্তৃ। বিণ।

ইচ্ছা—অভিলাষ, স্পৃহা; উৎসাহ। ইষ্+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছাকৃত—নিজ ইচ্ছায় সম্পাদিত যাহা জানিয়া করা হইয়াছে এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ইচ্ছাতন্ত্রশাসন—রাজার ইচ্ছানুসারে দেশশাসন, জনমতের কোন মর্যাদা না রাখিয়া আপন ইচ্ছানুসারে শাসন। ইচ্ছাই তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহু; ইচ্ছাতন্ত্র এমন শাসন, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছাধীন—বাসনার বশ, ইচ্ছা করিলেই যাহা সম্পাদিত হইতে পারে এমন। ইচ্ছার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইচ্ছানিবৃত্তি—বাসনার বিরতি, বাসনার অবসান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছানুগত—ইচ্ছাধীন। ইচ্ছাকে অনুগত, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, -তা।

ইচ্ছানুগামী (-গামিন্)—ইচ্ছানুযায়ী; স্বেচ্ছাচারী; যথেচ্ছ; ইচ্ছাধীন। ইচ্ছার অনুগামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।

ইচ্ছানুযায়ী (-যায়িন্)—১। ইচ্ছাধীন; স্বেচ্ছাচারী, আপন ইচ্ছামত কার্যকারী। ইচ্ছার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -যায়িনী। ২। ইচ্ছামত। ইচ্ছার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছানুরূপ—ইচ্ছামত, যথেচ্ছ। ইচ্ছার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইচ্ছানুসার—ইচ্ছামত কার্যকরণ; যথেচ্ছাচারিতা। ইচ্ছার অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ক্রি-বিণ অর্থে ব্যবহৃত—**ইচ্ছানুসারে**।

ইচ্ছাপত্র—বিষয়ীর ইচ্ছানুসারে বিষয়ার্পণ-পত্র, 'উইল' (এই পত্র দ্বারা বিষয়ী স্বোপার্জিত সম্পত্তি যাহাকে যে-পরিমাণ ইচ্ছা দান করিতে পারেন)। ইচ্ছাপ্রকাশক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছাপূর্ব(র্ব্ব)ক—ইচ্ছা করিয়া, অভিপ্রায় করিয়া, মনে মতলব আঁটিয়া। ইচ্ছা পূর্বে যাহাতে, বহু, এরূপে (সমাসে ক-আগম)। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাবরী—স্বয়ংবরা ("ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী"—কাশী)। ইচ্ছালভ্য বর যাহার, বহু+ঈ। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

ইচ্ছাবসন্ত—আসল বসন্তরোগ, small-pox বাংপ্র। বি।

ইচ্ছাবান্ (-বৎ)—অভিলাষী; লোভী; কামুক, স্পৃহাযুক্ত। ইচ্ছা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

ইচ্ছাবিরুদ্ধ—ইচ্ছার বিপরীত, বাসনার বিরুদ্ধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইচ্ছামত—ইচ্ছানুরূপ, যেমন ইচ্ছা সেইরূপ। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাময়—১। অভিলাষযুক্ত। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী। ২। যাঁহার ইচ্ছায় সব হয়, ঈশ্বর। ইচ্ছা+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বি, পুং।

ইচ্ছাময়ী—১। অভিলাষযুক্তা। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। ইচ্ছা+ময়ট্+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

ইচ্ছামরণ, -মৃত্যু ১। আপন ইচ্ছানুসারে দেহবিসর্জন; যোগান্ত তনুত্যাগ; আত্মহত্যা। ইচ্ছানুগত মরণ, মৃত্যু, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, পুং। ২। (কাহারও বর বা আশীর্বাদের প্রভাবে) যিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারেন এরূপ। ইচ্ছাধীন মরণ, মৃত্যু যাঁহার, বহু। বিণ।

ইচ্ছাশক্তি—অভীষ্টসাধনী শক্তি; ইচ্ছা দ্বারা কার্যসাধনের ক্ষমতা। ইচ্ছাই শক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ইচ্ছাসুখে—ইচ্ছাপূর্বক সুখের সহিত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছি—ইচ্ছা করি ("তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি।

ইচ্ছিত—১। অভিলাষী। ইচ্ছা+ইত জাতার্থে। ২। বাঞ্ছিত। <ঈপ্সিত। বিণ।

ইচ্ছু, ইচ্ছুক—ইচ্ছাবিশিষ্ট, ইচ্ছাশীল। ইষ্+উ, উক কর্তৃ। বিণ।

ইজমালী—এজমালী (তাহা দ্রঃ)।

ইজলাস—এজলাস (তাহা দ্রঃ)।

ইজার—১। ঢিলা পায়জামা, প্যান্টালুন। ফা। ২। জোতজমি; অধিকার, স্বত্ব। <আ 'ইজারা'। বি।

ইজারদার—ইজারা সম্পত্তির দখলকারী, ইজারা-গ্রহীতা ঠিকাদার। <আ 'ইজারা' +ফা 'দার' অধিকারী অর্থে। বি।

ইজারবন্ধ—পায়জামা আঁটিবার কটিবন্ধ, ইজার কোমরে বাঁধিবার ফিতা। ইজার (১) +বন্ধ। বি।

ইজারা—১। একাধিক বৎসরের জন্য মিয়াদী করিয়া কোন ভূসম্পত্তি হস্তবুদ খাজানার নিয়মে জমিদারের নিকট হইতে গ্রহণ, ঠিকা বন্দোবস্ত। বি। ২। ইজারা বন্দোবস্তে গৃহীত বা প্রদত্ত। আ। বিণ। ৩। একচেটে অধিকার। বাংপ্র। বি।

ইজারাদার—ইজারদার (তাহা দ্রঃ)। আ। বি।

ইজারামহল—ইজারা জমিজমা। ইজারাই মহল, কর্মধা। আ-মু। বি।

ইজাহার—এজাহার (তাহা দ্রঃ)।

ইজাহারনবিস—জবানবন্দি লেখক, আসামী ফরিয়াদীর সাক্ষ্যগ্রহণকারী ব্যক্তি। ফা। বি।

ইজের—ইজার (১) (তাহা দ্রঃ)।

ইজ্জত—মানসম্ভ্রম: উদারতা; আবরু; সতীত্ব। <আ 'ইজ্জৎ'। বি।

ইজ্ম্ মতবাদ। <ইং 'ism'. বি।

ইজ্যা-১। দান; যজ্ঞ; পূজা; সংগম। যজ্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শিক্ষয়িত্রী; পূজা। যজ্+ক্যপ্ কর্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ইঞ্চ, ইঞ্চি—এক ফুটের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ, এক হাতের আঠার ভাগের এক ভাগ। <ইং 'inch' বি।

ইঞ্জিন, এঞ্জিন—যে যন্ত্রচালিত গাড়ি রেলগাড়িকে টানে; বাষ্পাদি-পরিচালিত গতিসম্পাদক যন্ত্র, যাহার বলে কোন কল চলে এরূপ যন্ত্র। <ইং 'engine'. বি।

ইঞ্জিনচালক—যে ইঞ্জিন চালায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ইঞ্জিনিয়র, -য়ার—যন্ত্রবিজ্ঞানবিৎ ; পূর্তকার্যে দক্ষ ব্যক্তি ; ইঞ্জিনপরিচালক। <ইং 'engineer'. বি।

ইঞ্জিনিয়ারি—যন্ত্রবিজ্ঞানীর কার্য, ইঞ্জিনিয়ারের কার্য। ইঞ্জিনিয়ার (ইং)+ই ভাবার্থে, কর্মার্থে। বি।

ইট—অট্টালিকাদি নির্মাণের উপাদান চতুষ্কোণাকার দগ্ধমৃত্তিকা। <ইষ্টক। বি।

ইট কাটানো—ইট তৈরি করা। **ইট-পাটকেল**—আস্ত ও খণ্ড ইট (ইটটি মারিলে পাটকেলটি খাইতে হয়=আঘাত করিলেই প্রতিঘাত আসে ; মন্দ ব্যবহারের পরিবর্তে মন্দ ব্যবহারই পাওয়া যায়)।

ইটখোলা—ইষ্টকক্ষেত্র, পাঁজাখোলা, ইট তৈয়ারির স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ইটচুর—সুরকি, ইটের গুঁড়া। ইটের চুর (<চূর্ণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ইটনো—'ইটানো' দ্রঃ।

ইটা—ইট, ইষ্টক ; মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। অ।

ইটানো, ইটনো—ইষ্টক দ্বারা আঘাত করা, ইট ছুড়িয়া মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ইটাল—ইষ্টকখণ্ড, ইটের টুকরা। প্রাদে। বি।

ইটিমিটি—এ জিনিস সে জিনিস ; বাজে জিনিস বা কাজ। বাংপ্র। বি।

ইড়া—ইক্ষ্বাকুকন্যা ও বুধপত্নী (ইঁহার অন্য নাম ইলা), দক্ষকন্যা ও কশ্যপপত্নী ; মনুর কন্যা ও পত্নী ; পৃথিবী ; গাভী ; শাস্ত্রমতে শরীরের বামভাগস্থ রক্তবাহিকা নাড়ী বিঃ [ইহা মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্বে অবস্থিত—সাধকগণ এই ইড়া নাড়ীকে গঙ্গাস্বরূপ এবং মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীকে যমুনাস্বরূপ জ্ঞান করেন। এতদুভয়ের মধ্যে সরস্বতীরূপা সুষুম্নানাড়ী। এই নাড়ী তিনটির মিলনস্থানকে 'ত্রিবেণী' বলে] ; বাণী, সরস্বতী ; স্বর্গ। ইল্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ইতঃ (ইতস্)—এদিক্ হইতে, এখান হইতে, ইহা হইতে ; এখানে, এদিকে। ইদম্+তস্ (৫মী-স্থানে বা ৭মী-স্থানে)। অ।

ইতঃপর—ইহার পর। ইতঃ পর, সুপ্। ক্রি-বিণ।

ইতঃপূর্বে (র্ব্বে)—ইহার পূর্বে, ইহার অগ্রে। সুপ্। ক্রি-বিণ।

ইতবার—ইতুপূজার বার, রবিবার। <ইতুবার। বি।

ইতর—১। নীচ, অধম ('—প্রকৃতি') ; নিম্নশ্রেণীর ('—লোক') ; পশুশ্রেণীর ('—জন্তু') ; ভিন্ন, অপর ("প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল"—মাইকেল)। বিণ। ২। অন্য, ভিন্ন, অপর। ই (কাম)—তৃ+অচ্ কর্তৃ। সর্ব।

ইতরজন—নীচ ব্যক্তি ; অন্য ব্যক্তি। কর্মধা। বি ; পুং।

ইতরজাতি—১। নিকৃষ্টজাতি, হীনজাতি ; মনুষ্য ভিন্ন অন্য জাতি। ইতরা জাতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। নিকৃষ্টজাতীয় ; মনুষ্য ভিন্ন অন্য জাতীয়। ইতরা জাতি যাহার, বহু। বিণ।

ইতরজাতীয়—নিকৃষ্টজাতীয়, হীনজাতিভুক্ত ; মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইতরজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ইতরতা—নিকৃষ্টতা, নীচতা, ছোট লোকের কাজ। ইতর+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ইতরবিশেষ—১। নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট-ভেদ, ভিন্নতা ; কমিবেশি। দ্বন্দ্ব। ২। অন্য হইতে প্রভেদ, তুলনা দ্বারা এক হইতে অন্যের পার্থক্য। ৫মীতৎ। বি ; পুং।

ইতরভাষা—নীচ লোকের ভাষা, অপভাষা ; অকথ্য বাক্য, কটূক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ, বা কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ইতরামো, -মি—নীচতা, ছোটলোকের ন্যায় ব্যবহার। ইতর+আমো, আমি ভাবার্থে। বাংপ্র। বি।

ইতরেতর—পরস্পর, অন্যোন্য। ইতর+ইতর (কর্মব্যতীহারে দ্বিরুক্তি, সমাসবদ্ভাব)। সর্ব। **ইতরেতর দ্বন্দ্ব**—(ব্যাকরণ) কতকগুলি বিশেষ পদের সমাস, সমাহারার্থ ভিন্ন দ্বন্দ্বসমাস বিঃ।

ইতরেতর-যোগ—দ্বন্দ্বসমাস বিঃ, যে দ্বন্দ্বসমাসে পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝায় তাহা। ইতরেতরের যোগ হয় যদ্দ্বারা বা যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

ইতলা—এত্তেলা, সংবাদ। <আ 'ইত্তিলা'। বি।

ইতস্ততঃ (-তস্)—১। অত্র তত্র, এখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে ; চারিদিকে, চতুর্দিকে, সকল দিকে। ইতস্ (এখানে)+ততস্ (সেখানে)। অ। ২। দ্বিধা, করিব কি না করিব এই ভাব, সংকোচবোধ। বাংপ্র। বি। **ইতস্ততঃ করা**—দ্বিধা করা, কুণ্ঠিত হওয়া ; গড়িমসি করা।

ইতি—এই, ইহা ; অতএব ; এই-প্রকার ; প্রকরণ ; সমাপ্তি ; সমাপ্তিসূচক শব্দ ; ইত্যাদি, প্রভৃতি ; উপক্রম ; প্রকাশ ; অনুকর্ষ ; প্রকর্ষ ; সান্নিধ্য ; বিবক্ষানিয়ম ; প্রত্যক্ষ ; অবধারণ ; পরামর্শ ; মান। ই+ক্তি ভাব। অ। **ইতি করা**—শেষ করা, ক্ষান্ত হওয়া। **ইতি দেওয়া**—নগণ্যবোধে ছাড়িয়া দেওয়া।

ইতি-উতি—এদিকে ওদিকে, চারিদিকে, চারিধারে ("বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া 'ইতি-উতি' চায়"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ইতিকথা—অর্থশূন্য বাক্য, উপকথা ; (বাংপ্র) ইতিহাস। ইতি (ইহাই) কথা, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

ইতিকর্ত(র্ত্ত)ব্য—১। ইহাই করণের যোগ্য, ইহাই করা উচিত বা আবশ্যক ; কোন কার্যের সম্পাদনে আনুষঙ্গিকরূপে করণীয়। বিণ। ২। অনুষ্ঠাতব্য কার্য ; কর্তব্য। ইতি (ইহাই) কর্তব্য, সুপ্। বি, স্ত্রী।

ইতিকর্ত(র্ত্ত)ব্যতা—ইহাই কর্তব্য—এইপ্রকার জ্ঞান ; কোন কার্যসম্পাদনের ঔচিত্য। ইতিকর্তব্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ইতিকর্ত(র্ত্ত)ব্যবিমূঢ়—কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কর্তব্যনির্ধারণে অসমর্থ। ইতিকর্তব্যবিষয়ে বিমূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

ইতিকাহিনী—ইতিহাস। ইতি (এই) কাহিনী (<হি 'কহনিয়া'), সুপ্। বি।

ইতিপূর্বে (র্ব্বে)—ইহার আগে। ইতি (ইহার—অব্যয় শব্দ) পূর্ব, সুপ্, তাহাতে। বি ; অধি-৭মী (ক্রি-বিণরূপে প্রযুক্ত)।

ইতিবৃত্ত—পূর্ববৃত্তান্ত, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস। ইতি (এই প্রকার) বৃত্ত (অতীত), সুপ্। বি ; ক্লী।

ইতিবৃত্তকথা—প্রাচীন ঘটনার বিবরণ, ইতিহাসকথা। ইতিবৃত্তের কথা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ইতিবৃত্তকার—ইতিহাসলেখক, পুরাবৃত্তরচয়িতা, ঐতিহাসিক। উপতৎ ; ইতিবৃত্ত—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি বা বিণ। স্ত্রী. **-কারী**।

ইতিবৃত্তলেখক—ইতিহাসরচয়িতা, পুরাবৃত্তলেখক। ইতিবৃত্তের লেখক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী. **-লেখিকা**।

ইতিমধ্যে—এই সময়ের মধ্যে, ইত্যবসরে ; ইহাদের মধ্যে। ইতি (ইহার) মধ্য, সুপ্, তাহাতে। বি ; অধি-৭মী (ক্রি-বিণরূপে প্রযুক্ত)। [কোন কোন মতে অশু প্র।]

ইতিমাত্র—এতৎপরিমাণ, এতাবৎ। ইতি মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

ইতিলা, ইতালা—এত্তালা (তাহা দ্রঃ)।

ইতিহ—লোকপরম্পরাক্রমে প্রচলিত কথা, পুরাতন কথা, ঐতিহ্য, tradition. ইতি (এইপ্রকার বা তদ্রূপ)+হ (সমাচার)। অ।

ইতিহাস—পূর্ববৃত্তান্ত, প্রাচীন কথা, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, পূর্ববৃত্ত-বর্ণন-গ্রন্থ। ইতিহ—আস্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

ইতিহাসকার—পুরাবৃত্তরচয়িতা, প্রাচীনকালের ঘটনাবলীর লেখক। উপতৎ ; ইতিহাস—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ।

ইতিহাসজ্ঞ—যে ইতিহাস জানে এরূপ। উপতৎ ; ইতিহাস—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

ইতিহাসবিৎ (-বিদ্)—ইতিহাসজ্ঞ, পুরাতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ ; ইতিহাস—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ইতিহাসবেত্তা (-বেতৃ)—ইতিহাসজ্ঞ, ইতিহাসনিপুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

ইতিহাসলেখক—ইতিহাসকার, পুরাবৃত্ত-রচনাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইতু—দেবতা বিঃ, কার্তিকমাসের সংক্রান্তি-দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি পর্যন্ত পূজ্য দেবতা ['মিত্র' শব্দ হইতে 'মিতু' বা 'ইতু'র নামকরণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে অবস্থানকালে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। মার্গশীর্ষে তপে-মিত্রঃ' ইঃ বচনানুসারে বৃশ্চিকরাশিতে বা অগ্রহায়ণমাসে স্থিত সূর্যের নাম 'মিত্র'। দেখিতে পাওয়া যায়, ইতু নিত্য পূজিত হইলেও অগ্রহায়ণের প্রতিরবিবারে বিশেষ-ভাবে পূজিত হন]। <মিত্র। বি, পুং।

ইতুপূজা—অগ্রহায়ণমাসের প্রতিরবিবারে শস্যবৃদ্ধিকামনায় সূর্যদেবের পূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি, স্ত্রী।

ইতুবার—রবিবার। ইতুর (<মিত্র) বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

ইতোমধ্যে—ইহার মধ্যে, ইতিমধ্যে। ইতঃ+মধ্য, সুপ্, তাহাতে। বি; অধি-৭মী (ক্রি-বিণ অর্থে প্রযুক্ত অশুদ্ধ শব্দ)।

ইত্তিলা—এত্তেলা (তাহা দ্রঃ)।

ইত্তিহাদ—সংঘ, সভা, সমন্বয়; সন্ধি। আ। বি।

ইত্থম্ভূত—এবম্ভূত, ঈদৃশ; এইপ্রকারে জাত। ইত্থম্ (এইরূপে) ভূত (জাত), সুপ্। বিণ।

ইত্যবকাশে, ইত্যবসরে—এই অবসরে, এই সময়ে; এই সুযোগে। সুপ। বি, অধি-৭মী।

ইত্যাকার—ঈদৃশ, এইপ্রকার, এইরূপ। ইতি (এইরূপ) আকার যাহার, বহু। বিণ।

ইত্যাদি—প্রভৃতি, এবং এইরূপ, ইহা এবং আরও আরও, ইহা ও এইরূপ অন্য সমস্ত। ইতি (ইহা) আদি বা আদিতে যাহাদের, বহু। বিণ (অব্যয়রূপে প্রযুক্ত)।

ইথে—ইহাতে, এ বিষয়ে; এইহেতু; এতদ্দ্বারা, ইহা। কপ্র। অ।

ইদ—ঈদ (তাহা দ্রঃ)।

ইদানীং (-নীম্)—অধুনা, সম্প্রতি, এক্ষণে। ইদম্+দানীম্ কালার্থে। অ।

ইদানীন্তন—অধুনাতন, বর্তমানকালীন, আধুনিক, নব্য, এখনকার। ইদানীম্+তন তবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

ইদ্দত—মুসলমান-বিধবার যে পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না সেই সময়; মেয়াদ। আ। বি।

ইনকম—উপার্জন, আয়। <ইং 'income'. বি।

ইনকম-ট্যাক্স—উপার্জনের উপর ধার্য রাজস্ব, আয়কর। <ইং 'income-tax'. বি।

ইনক্লাব—বিপ্লব, বিদ্রোহ। অসং। বি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ—বিদ্রোহ জয়যুক্ত হোক।

ইনসলভেন্ট—দেউলিয়া, ঋণপরিশোধে অসমর্থ, যোত্রহীন। <ইং 'insolvent' বিণ।

ইনসাফ—ন্যায়বিচার, সুবিচার। আ। বি।

ইনাম—বকশিশ, সন্তোষপূর্বক দান; পুরস্কার দান, ভাল কাজের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর ভূমি বা অর্থ প্রঃ। আ। বি।

ইনামেল—এনামেল (তাহা দ্রঃ)।

ইনি—এই ব্যক্তি, এই জন। <ইদম্। সর্ব।

ইন্তাকাল—মকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্বে মালকোক, হস্তান্তর, পরলোকগমন। আ। বি।

ইন্তাজার—এন্তাজার (তাহা দ্রঃ)।

ইন্তাজারি—ইন্তিজার (তাহা দ্রঃ)।

ইন্তাহাম, ইন্তিহাম পরীক্ষা। <আ 'ইম্‌তেহান'। বি।

ইন্তিজাম—নিয়ম; ব্যবস্থা। <আ 'ইন্তজাম'। বি।

ইন্তিজার, -রি—প্রতীক্ষা, ভরসা। আ। বি।

ইন্তিহা—শেষ, সীমা। <আ 'ইন্ত‌্হা'। বি।

ইন্তেহাম, ইন্তেহান—পরীক্ষা। <আ 'ইম্‌তহান'। বি।

ইন্দারা—ক্ষুদ্র জলাশয়, কূপ, ইঁদারা। <ইন্দ্রাগার। বি।

ইন্দিবর, ইন্দীবর—নীলপদ্ম। ইন্দির, ইন্দীর (লক্ষ্মীর) বর (অভীষ্ট, প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

ইন্দিরা—লক্ষ্মী, বিষ্ণুপত্নী, শোভা। উপতৎ; ইন্দি (ঐশ্বর্য)—রা+ক কর্তৃ+আপ্। বি, স্ত্রী।

ইন্দু চন্দ্র; (চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রত্ব হেতু) কর্পূর, মৃগশিরা নক্ষত্র (ঐ নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র বলিয়া); (সমাসে উত্তরপদে) শ্রেষ্ঠত্ববাচক ('রাজেন্দু')। উন্দ (ক্লিন্ন করা)+উ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (জ্যোৎস্না দ্বারা জগৎকে ক্লিন্ন করে বলিয়া)। বি; পুং।

ইন্দুকলা—চন্দ্রকলা, চন্দ্রের ষোল ভাগের এক ভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুনিভ—চন্দ্রতুল্য, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। ইন্দুর সদৃশ, নিত্য। বিণ।

ইন্দুনিভানন—চন্দ্রবদন, যাহার মুখ চাঁদের মত সুন্দর এমন। ইন্দুনিভ আনন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ননা** ("তবে কেন কাঁদ তুমি ইন্দুনিভাননে"—মাইকেল)।

ইন্দুপুত্র—বুধগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দুবদন—চন্দ্রানন। ইন্দুসদৃশ বদন যাহার, বহু। বিণ।

ইন্দুভূষণ—চন্দ্রচূড়, মহাদেব। ইন্দু ভূষণ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ইন্দুমুখী—চন্দ্রাননা, চন্দ্রবদনা। ইন্দুসদৃশ মুখ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

ইন্দুমৌলি—মহাদেব। ইন্দু মৌলিতে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ইন্দুর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ্+উর কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (উ-স্থানে ই)। বি, পুং।

ইন্দুরকানি, -নী—মূষিককর্ণীলতা, মূষা-কানী; একপ্রকার জলজ পানা। ইন্দুরের কান (অর্থাৎ সেই রকমের পাতা), ৬ষ্ঠীতৎ, তদুত্তরে ই, ঈ, আছে অর্থে। বাংপ্র। বি।

ইন্দুরেখা, -লেখা—চন্দ্রকলা, চন্দ্রখণ্ড; সোমলতা, গুলঞ্চ, যমানী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুশেখর—চন্দ্রচূড়, মহাদেব। ইন্দু (চন্দ্র) শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। বি, পুং।

ইন্দুর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ্+উর কর্তৃ (উ-স্থানে ই)। বি; পুং।

ইন্দ্র—সুরনাথ, দেবরাজ [চরিতাবলী দ্রঃ], ইন্দ্রিয়, ঐশ্বর্য, পরমেশ্বর, ভারতবর্ষের নব-খণ্ডের একখণ্ড, ডান চোখের তারা; মেঘ; জল, কেশ; (শব্দের শেষে বসিলে) প্রভু, অধিপতি; ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইন্দ (ঐশ্বর্যশালী হওয়া)+র কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী- **ইন্দ্রাণী** (ইন্দ্রপত্নী)।

ইন্দ্রকল্প—ইন্দ্রতুল্য, ইন্দ্রসদৃশ। ইন্দ্র+কল্পপ্ ঈষদূন অর্থে। বিণ।

ইন্দ্রকীল—মন্দর পর্বত [ইহা হিমাদ্রি-প্রদেশে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা মহেন্দ্র-পর্বতের অপর নাম। অর্জুন এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন; এইখানেই কিরাত-বেশী মহাদেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়]। ইন্দ্রের কীল অর্থাৎ শঙ্কু সদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

ইন্দ্রগোপ—রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট বিঃ, মখমলী পোকা। ইন্দ্র গোপ (রক্ষক) যাহার, বহু (বর্ষায় জাত বলিয়া)। বি; পুং।

ইন্দ্রচাপ—ইন্দ্রধনু, রামধনু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

ইন্দ্রজাল—কুহক, ভোজবাজি; মায়া, প্রতারণা। ইন্দ্রদ্বারা (কৌশলাদি ঐশ্বর্য দ্বারা) জাল (দ্রষ্টার নেত্রাবরণ), ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর, বাজিকর। ইন্দ্রজাল—কৃ+ড কর্তৃ। বি; পুং।

ইন্দ্রজালিক—বাজিকর জাদুকর ইন্দ্রজাল

সম্ভূত। ইন্দ্রজাল+ইক (ঠন্) জাতার্থে, জাতার্থে। বিণ।

ইন্দ্রজিৎ—মন্দোদরীসুত, রাবণপুত্র, মেঘনাদ [চরিতাবলী দ্রঃ]। উপতৎ; ইন্দ্র—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ইন্দ্রত্ব—ইন্দ্রের পদ, স্বর্গের আধিপত্য। ইন্দ্র+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

ইন্দ্রদারু—দেবদারু বৃক্ষ। ইন্দ্রপ্রিয় দারু, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ইন্দ্রদ্বীপ—পুরাণোক্ত ভারতবর্ষের নয় ভাগের এক ভাগ, 'ভারতবর্ষ বিচার' গ্রন্থমতে ইংলণ্ড। বি; পুং বা স্ত্রী।

ইন্দ্রধনুঃ (-ধনুস্), >**-ধনু**—রামধনু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রধ্বজ—ভাদ্রমাসে শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে রাজারা প্রজাবৃদ্ধির মানসে ইন্দ্রদেবতার প্রীত্যর্থে যে ধ্বজের পূজা করাইয়া উত্তোলন করাইতেন তাহা ইঁদ, ইঁদকাঠ [বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—একদা দেবতারা দানবগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলে, তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহারা বিষ্ণুকে প্রীত করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে এক ধ্বজ প্রদান করেন, এবং ইন্দ্রও তদ্দারা অসুরদলনে সমর্থ হন। অনন্তর চেদিরাজ বেণুময় এক ধ্বজ উত্তোলনপূর্বক বিহিতবিধানে তাহার অর্চনা করিলে, ইন্দ্রদেব তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া বলেন, "অতঃপর যে নরপতি এইপ্রকার ইন্দ্রধ্বজের অর্চনা করিবেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রজাবিস্তার ও শস্যবৃদ্ধি হইবে, এবং সেই রাজ্যের প্রজারা আরোগ্যলাভ করিবে"]। ইন্দ্রপ্রীত্যর্থক ধ্বজ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

ইন্দ্রনীল—নীলা, নীলকান্তমণি, sapphire, পান্না, মরকত। ইন্দ্রসদৃশ নীল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ইন্দ্রনীলক—ইন্দ্রনীল (তাহা দ্রঃ)। ইন্দ্রনীল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ইন্দ্রনীলমণি—মরকতমণি, পান্না। ইন্দ্রনীলই মণি, কর্মধা। বি, পুং।

ইন্দ্রপাত—ইন্দ্রের নাশ; প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রপুর, -পুরী—দেবরাজনগর, অমরাবতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ইন্দ্রপ্রসাদী—ইন্দ্রের কৃপাধীন; দৈবাধীন; যাহা বর্ষণের উপর নির্ভর করে এমন ('— কৃষিকার্য')। বাংপ্র। বিণ।

ইন্দ্রবীজ—ইন্দ্রযব, কুটজের বীজ, কুরচির ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ইন্দ্রবৃক্ষ—দেবদারু। ইন্দ্রপ্রিয় বৃক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ইন্দ্রব্রত—১। প্রত্যহ বিহিতবিধানে ইন্দ্রদেবের অর্চন (ইহার ফলে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি ঘটে)। ইন্দ্রপ্রীত্যর্থক ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। ২। প্রজাপালনরূপ রাজকর্তব্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রযব—যবাকৃতি তিক্ত বীজ বিঃ, কুরচির বীজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

ইন্দ্রলুপ্ত—কেশনাশক রোগ, টাকরোগ। ইন্দ্রদিগের অর্থাৎ ইন্দ্রনীলবর্ণ কেশ সকলের লুপ্ত অর্থাৎ লোপ হয় যদ্দারা, বহু। বি; ক্লী।

ইন্দ্রলুপ্তিক—ইন্দ্রলুপ্ত-রোগবিশিষ্ট, টাকরোগী, টেকো। ইন্দ্রলুপ্ত+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লুপ্তিকা**।

ইন্দ্রলোক—অমরাবতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি পুং।

ইন্দ্রসভা—অমরাবতীর দেবসভা, দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভা (বিশ্বকর্মা-নির্মিত এই সভা ৪৮০ ক্রোশ পরিধিযুক্ত ও ২ ক্রোশ উচ্চ। তেত্রিশ কোটি দেবতা ও আটচল্লিশ হাজার ঋষির বসিবার স্থান এখানে আছে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ইন্দ্রাগার—বৃহৎ কূপ, ইঁদারা। ইন্দ্রের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রাণী—১। ইন্দ্রপত্নী, শচী, ইন্দ্রশক্তি। ইন্দ্র+আনীপ্ পত্নী অর্থে। ২। অষ্টমাতৃকার একজন, দুর্গা; রতিবন্ধ বিঃ; নিসিন্দা-বৃক্ষ। ইন্দ্র-অন্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রায়ুধ—রামধনু। ইন্দ্রের আয়ুধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রারি—অসুর, দৈত্য। ইন্দ্রের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রালয় স্বর্গ, অমরাবতী, রাজপুরী, রাজভবন। ইন্দ্রের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রাসন—ইন্দ্রের বসিবার আসন; রাজাসন। ইন্দ্রের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রিয়—জ্ঞানকর্মসাধন, যাহাদ্বারা পদার্থের জ্ঞানলাভ এবং কর্মসাধন করা যায় তাহা [ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ; যথা,—জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। অন্তরিন্দ্রিয় চারিটি; যথা,—মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি; যথা,—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক]; শারীরিক ভোগ; কামরিপু; ৫ এই সংখ্যা। ইন্দ্র (ঈশ্বর)+ইয় সৃষ্টার্থে। বি; ক্লী। বিণ—**ঐন্দ্রিয়িক**।

ইন্দ্রিয়ক্ষোভ—ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য, অজিতেন্দ্রিয়তা; চিত্তবিভ্রম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়গম্য—ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি বা গ্রহণের যোগ্য, জ্ঞানগম্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়গোচর—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জ্ঞানগম্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়গ্রাম—ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়সমুদয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের যোগ্য, বোধগম্য, প্রত্যক্ষ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা—ভোগের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ, ইন্দ্রিয় বশে না থাকা, অজিতেন্দ্রিয়তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

ইন্দ্রিয়জয়—ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়বশীকরণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সংযম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়জয়ী (-য়িন্)—ইন্দ্রিয়ের দমনকারী, ইন্দ্রিয়সংযমী। উপতৎ; ইন্দ্রিয়—জি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জয়িনী**।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান—প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, -পরিতৃপ্তি—রমণ; ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়দমন—ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তীকরণ, ইন্দ্রিয় বশে রাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রিয়দোষ—ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা; স্ত্রী-সম্ভোগবিষয়ে যথেচ্ছাচার, লাম্পট্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—ইন্দ্রিয়সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং। বিণ, **-নিগ্রহী** (-হিন্)।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—ইন্দ্রিয়দমন, ইন্দ্রিয়কে আয়ত্ত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়পর—ইন্দ্রিয়াসক্ত, ভোগপ্রবণ। ইন্দ্রিয় পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহু। বিণ।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, -পরবশ—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সেবী, অসংযত; ভোগপরায়ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ইন্দ্রিয়সেবায় তৎপর, যে কেবল ভোগসুখকেই সংসারের সার পদার্থ মনে করে এরূপ। ইন্দ্রিয় পর (প্রধান) অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

ইন্দ্রিয়বর্গ—ইন্দ্রিয়সমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়বশ—ইন্দ্রিয়াধীন, ইন্দ্রিয়ের বশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি—দর্শন শ্রবণ প্রঃ ইন্দ্রিয়কার্য, বিষয়ানুভূতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়লালসা—প্রবল ভোগেচ্ছা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার তীব্র বাসনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সংযম—ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়সেবক—'ইন্দ্রিয়সেবী' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়সেবা—ইন্দ্রিয়ের সুখভোগেচ্ছা চরিতার্থ করা, বিষয়সম্ভোগ, ভোগসুখে আসক্তি; কাম প্রঃর সেবা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সেবী (-সেবিন্)—ইন্দ্রিয়চরিতার্থতায় ব্যাপৃত, ভোগসুখে আসক্ত। উপতৎ, ইন্দ্রিয়—সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-সেবিনী**।

ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানবিষয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চ)। ইন্দ্রিয়ের অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইন্দ্রিয়াসক্ত—ভোগনিরত, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে সতত চেষ্টিত। ইন্দ্রিয়ে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়াসঙ্গ—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনাসক্তি, বিষয়-সঙ্গ পরিহার। ইন্দ্রিয়ে অসঙ্গ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ইন্ধন—১। অগ্নিসন্দীপক তৃণকাষ্ঠাদি, জ্বালানিকাঠ, পাথুরে কয়লা প্রঃ। ইন্ধ্+অনট্ করণ। ২। উদ্দীপন। ইন্ধ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। **ইন্ধন যোগানো**—আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য কাঠ ইঃ যোগানো; শত্রুতা,বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা, মনোমালিন্য জিয়াইয়া রাখা।

ইন্নি—এদিকে। প্রা কপ্র। অ। **ইন্নি-বিন্নি**—এদিকে ওদিকে।

ইপিকা—ঔষধ বিঃ, ওষধি বিঃর মূলের নির্যাস ('তিনি রামসদয়ের কাসিতে ইপিকা'—বঙ্কিম)। <ইং 'ipecac'. বি।

ইমন—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ইমনকল্যাণ—মিশ্ররাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ইমনকেদারা—মিশ্ররাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ইমান, ঈমান—ধর্ম; ধর্মবিশ্বাস, আস্তিকতা; বিবেক। আ। বি।

ইমানদার—ধর্মবিশ্বাসী, ধার্মিক; আস্তিক; বিশ্বস্ত। আ ইমান+ফা দার আছে অর্থে। বিণ।

ইমানদারি—ধর্মশীলতা, সাধুতা, বিশ্বস্ততা। ইমানদার+ই ভাবার্থে। আ ফা-মূ। বি।

ইমাম, এমাম—ভগবৎপ্রেরিত দূত; মসজিদে নমাজ করিবার জন্য আহ্বানকারী; নেতা; ধর্মগুরু। আ। বি।

ইমামবারা—মহরমের তাজিয়া রাখিবার স্থান, শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগৃহ। আ। বি।

ইমারত, এমারত—অট্টালিকা, প্রাসাদ, দালান, কোঠাবাড়ি। আ। বি।

ইয়ৎ—'ইয়ান্' দ্রঃ।

ইয়ত্তা—এত পরিমাণ; সীমা, সংখ্যা। ইয়ৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ইয়া—১। এত বড়; এরূপ। 'ইয়ান্' (ইয়ৎ)-শব্দজ। বিণ। **ইয়া ইয়া**—এত বড় বড় ("ইয়া ইয়া কপি, আলু, কড়াইশুঁটি"—কেদার বন্দ্যো)। ২। অসমাপিকা-ক্রিয়াদ্যোতক বিভক্তি বিঃ। যথা,—কর্+ইয়া=করিয়া; হ+ইয়া=হইয়া ইঃ। বাংপ্র।

ইয়াদ—স্মরণ, মনন। ফা। বি।

ইয়াদমন্দির—স্মৃতিমন্দির। ফা-মূ। বি।

ইয়াদদস্ত—মনে করিয়া দেওয়ার জন্য লিখন, স্মারকলিপি, memo. ফা। বি।

ইয়ান্ (ইয়ৎ)—এতৎপরিমিত, এত, এতাবৎ। ইদম্+বতুপ্ পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ইয়তী**।

ইয়ার, এয়ার—১। আমোদপ্রিয়, বৃথা আমোদে তৎপর; ফাজিল। বিণ। ২। বন্ধু, বয়স্য। ফা। বি।

ইয়ারকি, এয়ারকি—রহস্যপ্রিয়তা, ফাজলামি, বৃথা আমোদতৎপরতা; বন্ধুদের সহিত তুচ্ছ আলাপ, বন্ধুতা। ইয়ার, এয়ার+কি ভাবে। ফা-মূ। বি।

ইয়ারবক্সী—ইয়ার বন্ধু, বন্ধুবান্ধব। ফা। বি।

ইয়ারিং—কর্ণভূষণ, দুলযুক্ত কানবালা। <ইং 'earring'. বি।

ইয়ুনানী—যবনজাতীয়, গ্রীসদেশীয়, আইওনিয়ার অধিবাসী। <ইং 'Ionian'. বিণ।

ইয়ে—১। মনে পড়িতেছে না এমন কিছু। বাংপ্র। অ। ২। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় বিঃ (যেমন—'বলিয়ে', 'খাইয়ে')। বাংপ্র।

ইরম্মদ—মেঘাগ্নি বজ্রাগ্নি; বাড়বাগ্নি, হস্তী। উপতৎ; ইরা (জল অর্থাৎ মেঘ)—মদ্ (ক্রীড়া করা)+খশ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ইরশাদ—আদেশ; ইচ্ছা; অভিপ্রায়। আ। বি।

ইরা—বাণী; সরস্বতী; পৃথিবী; মদ্য, জল; অন্ন; কশ্যপের ধর্মপত্নীগণের মধ্যে একজন। ই+রন কর্তৃ+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

ইরাকী—১। পারস্য ও আরবের মধ্যস্থ ইরাক দেশে জাত ('—অশ্ব')। বিণ। ২। ইরাক দেশজাত অশ্ব। আ মূ। বি।

ইরাণী, -নী—১। পারস্যদেশীয়; পারস্য দেশ সম্পর্কিত। বিণ। ২। পারসিক লোক; পারসিক নারী। ইরাণ (ন)+ঈ। বাংপ্র। বি।

ইলবিল—সর্পাদি সরীসৃপের কুটিলগতি; ক্রিমি বা ক্ষুদ্র কীটাদির সঞ্চলন। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। বাংপ্র। বি।

ইলবিষ—শজারুজাতীয় একপ্রকার প্রাণী ("বাঁশমুড়ির ইলবিষ যেন কড়কিয়া উঠিল"—পূর্ব গী)। প্রাদে। বি।

ইলম—এলেম (তাহা দ্রঃ)।

ইলশা—ইলিশ মাছ। <ইলীশ। বি।

ইলশা গুঁড়ি, ইলশা গুঁড়ুমি—গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি (এইরূপ বৃষ্টিতে ইলিশ মাছ ধরার বেশ সুবিধা হয়)।

ইলাকা—এলাকা (তাহা দ্রঃ)।

ইলাবৃত—১। জম্বুদ্বীপের নব বর্ষের মধ্যে চতুর্থ বর্ষ (অনেকের মতে মঙ্গোলিয়া); যেখানে অভিশপ্ত স্ত্রীরূপী ইল (অর্থাৎ ইলা) বুধের সহিত বাস করিতেন সেই স্থান ("ইলাবৃত্তে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী"—কবিকঙ্কণ)। ইলার আবৃত (মনোনীত অংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অগ্নীধ্রের স্বনামখ্যাত পুত্র। ইলাবৃত+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ইলাহী—সুপ্রচুর, আড়ম্বরপূর্ণ; রাজোচিত; অতিরিক্ত; দীর্ঘ; বিরাট। আ। বিণ। **ইলাহী কাণ্ড, ইলাহী কাণ্ড-কারখানা**—দিব্য বা অলৌকিক ব্যাপার; বিরাট আয়োজন, মহাধুমধাম। **ইলাহী খরচ**—বেহিসাব খরচ। **ইলাহী গজ**—আকবর-প্রবর্তিত ৪১ ইঞ্চি-পরিমিত গজ। **ইলাহী রাত**—মহরমের জাগরণ-নিশা। **ইলাহী সন**—আকবর তাঁহার রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে যে সালের প্রবর্তন করেন তাহা।

ইলিবিলি—১। এলোমেলো, আঁকাবাঁকা। বিণ। ২। কিলবিল, কীটাদির ইতস্ততঃ সঞ্চার। বাংপ্র। বি বা অ।

ইলিম, এলেম—বিদ্যা। আ। বি।

ইলিমদার, এলেমদার—বিদ্বান্। ইলিম, এলেম+দার আছে অর্থে। আ-মূ। বিণ; পুং।

ইলিমিলি, -লিলি—অস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের নাম জপের মন্ত্র; অর্থহীন অস্পষ্ট বাক্য। প্রা কপ্র। বি।

ইলিশ—একপ্রকার মাছ। <ইলীশ। বাংপ্র। বি।

ইলেক—টাকার গণ্ডা প্রঃর জ্ঞাপক অঙ্কের পার্শ্বস্থ বক্রচিহ্ন বিঃ (৻; ৲); এই সকল চিহ্ন গণ্ডা কড়া প্রঃর অঙ্কের বামে এবং টাকার অঙ্কের দক্ষিণ দিকে বসে; যেমন—৻৴ গণ্ডা, ৻ কড়া; ১৲ টাকা। বাংপ্র। বি।

ইলেকট্রিক—বৈদ্যুতিক, বিজলী সম্বন্ধীয়। <ইং 'electric'. বিণ। **ইলেকট্রিক লাইট**—বৈদ্যুতিক আলোক, বিজলী বাতি, electric light.

ইলেকশন—নির্বাচন, ভোট দিয়া প্রতিনিধি স্থির করা। <ইং 'election'. বি।

ইল্লৎ—মলিনতা, নোংরামি; মলিন বস্তু, খারাপ জিনিস। আ। বি।

ইল্লৎখানা—পায়খানা; আঁস্তাকুড়। আ 'ইল্লৎ'+ফা 'খানা'। বি।

ইল্লতে, ইল্লুতে—মলিন, অপরিষ্কৃত;

অপরিস্কৃতস্বভাব, যে সর্বদা মলিন থাকিতে ভালবাসে এরূপ। ইল্বৎ+এ মৃত্বার্থে, (২য় পক্ষে) ইল্বৎ+এ মৃত্বার্থে। আ-মৃ। বিণ।

ইল্লিশ, ইল্লীশ—স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্য বিঃ। ইল্—লিশ্, লীশ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ইশকাপন, -বন—তাসের চিহ্ন বিঃ। <ডাচ 'schopen'. বি।

ইশপিশ, ইসপিস—নিশপিশ, অস্থিরতা-প্রকাশ, চাঞ্চল্য-প্রকাশ; আকুলতা দেখান। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ইশা, ঈশা—যীশুখৃষ্ট। হিব্রু। বি।

ইশাদী, ইসাদী—সাক্ষী। <আ 'ইশ্‌হাদ'। বি।

ইশারা, ইসারা—সংকেত, ইঙ্গিত। <আ 'ইশারৎ'। বি।

ইশেরমূল—'ইষেরমূল' দ্রঃ।

ইশ্‌তিহার, ইশ্‌তেহার—ইস্তাহার, বিজ্ঞাপনপত্র। আ। বি।

ইষণা—মনন; অন্বেষণ; ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। বি; স্ত্রী।

ইষু—শর, বাণ, তীর, পাঁচসংখ্যার সংকেত। ইষ্+উ কর্তৃ। বি, পুং।

ইষেরমূল, ইশেরমূল—ইসরমূল (তাহা দ্রঃ)।

ইষ্ট—১। অভিলষিত, অভিপ্রেত; প্রিয়, আত্মীয়; প্রশংসিত; প্রার্থিত। ইষ+ক্ত কর্ম। ২। পূজিত, অর্চিত; অনুষ্ঠিত। যজ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। অভিলাষ, ইচ্ছা, প্রার্থনা। ইষ্+ক্ত ভাব। ৪। কল্যাণ; যজ্ঞ, যজ্ঞাদি কর্ম (অগ্নিহোত্র তপঃ সত্য বেদ সকলের অর্থপালন আতিথ্য বৈশ্বদেব এই কয়টিকে ইষ্ট বলে); বন্ধু, পতি। যজ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

ইষ্টক, ইষ্টকা—ইট। ইষ্+তকন্ কর্ম, পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

ইষ্টকখণ্ড—একখানি ইট, ভাঙ্গা ইট, ইটের টুকরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইষ্টকগৃহ—অট্টালিকা, কোঠাবাড়ি। ইষ্টক-নির্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ইষ্টকবচ—অভীষ্ট বা আপন আরাধ্য দেবতার মন্ত্রসংবলিত কবচ, ইষ্টমন্ত্রসংবলিত মাদুলি। ইষ্টের (অভীষ্ট দেবতার) কবচ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

ইষ্টকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—অভিলষিত কার্য; যজ্ঞ কার্য, যাগ; (অঙ্কশাস্ত্র) ইষ্টফল বা নির্দেয়রাশি বাহির করিবার নিমিত্ত প্রক্রিয়া বিঃ। ইষ্ট কর্ম, কর্মধা। বি; ক্লী।

ইষ্টকা—'ইষ্টক' দ্রঃ।

ইষ্টকান্যাস—ভিত্তিপ্রোথন, ভিত-গাঁথা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ইষ্টকামনা—আশীর্বাদ; অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তির জন্য বাসনা; হিতাকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টকালয়—ইষ্টকনির্মিত গৃহ, পাকাবাড়ি, কোঠাবাড়ি। ইষ্টক রচিত আলয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ইষ্টগোষ্ঠী—অভীষ্ট বিষয়ে আলাপ; বন্ধুদের আলাপ, ইষ্টজনের সঙ্গসুখ উপভোগ। বাংপ্র। বি।

ইষ্টজন -আত্মীয় ব্যক্তি, অভিপ্রেত ব্যক্তি; হিতকারী লোক, উপকারী বন্ধু। ইষ্ট জন, কর্মধা। বি; পুং।

ইষ্টতম—সর্বাপেক্ষা অভিলষিত, অত্যন্ত অভিলষিত; প্রিয়তম। ইষ্ট+তম অতি-শয়ার্থে। বিণ।

ইষ্টতর—উভয়ের মধ্যে অধিকতর অভি-লষিত, প্রিয়তর। ইষ্ট+তরপ্ উৎকর্ষার্থে। বিণ।

ইষ্টদেব—মন্ত্রদাতা গুরু, গুরুদেব, ইষ্ট-দেবতা, উপাস্য দেবতা। কর্মধা। বি, পুং।

ইষ্টদেবতা—উপাস্যদেবতা, দীক্ষাগুরু, মন্ত্র-দাতা। ইষ্টা দেবতা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ইষ্টফল—অভিলষিত ফল, অভিপ্রেত ফল। ইষ্ট ফল, কর্মধা। বি, ক্লী।

ইষ্টবিয়োগ, -বিয়োজন—স্বজনবিরহ; আত্মীয়বিচ্ছেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

ইষ্টসাধন—অভিপ্রেত বিষয়ের সম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

ইষ্টসিদ্ধি—অভিলষিত বিষয়ে সাফল্য, মনোবাঞ্ছা পূরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টানিষ্ট—হিতাহিত; লাভ এবং ক্ষতি; উপকার এবং অপকার। ইষ্ট ও অনিষ্টের সমাহার, সমা-দ্বন্দ্ব। বি, ক্লী।

ইষ্টাপত্তি—(দর্শনশাস্ত্র) অনুকূল বা স্বীকার্য আপত্তি; বাঞ্ছিত বস্তু বা বিষয় লাভ। ইষ্টের আপত্তি (প্রাপ্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

ইষ্টাপূর্ত(র্ত্ত)—যজ্ঞ ও লোকহিতকর জলাশয় খনন ইঃ। ইষ্ট (উৎসর্গীকৃত) আপূর্ত (খননাদি), কর্মধা। বি, ক্লী।

ইষ্টার্থ—অভিলষিত বিষয়, অভিপ্রেত বিষয়। ইষ্ট এমন অর্থ, কর্মধা। বি; পুং।

ইষ্টালাপ—সদালাপ, পরস্পর ভদ্র আলাপ। কর্মধা। বি, পুং। বিণ, **-লাপী** (-পিন্)।

ইষ্টি—১। অভিলাষ, ইচ্ছা। ইষ্+ক্তি ভাব। ২। যাগ, যজ্ঞ। যজ্+ক্তি ভাব। ৩। বন্ধুবান্ধব, ইষ্টদেব, মন্ত্রদাতা গুরু ("ইষ্ট আর পুরোহিত, যাহা হতে অর্থহিত" —রবীন্দ্র)। কপ্র। বি।

ইষ্টিকবচ—ইষ্টদেবতার নামোদ্দিষ্ট বড় মাদুলি। <ইষ্টকবচ। বি।

ইষ্টিকা—১। যজ্ঞ। যজ্+ক্তি ভাব+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি, স্ত্রী। ২। সুরকি, ইটের গুঁড়া। বাংপ্র। বি।

ইষ্টিকুটুম—বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্ব। বা'প্র। বি।

ইষ্টিঠাকুর—ইষ্টদেবতা। <বাং 'ইষ্টঠাকুর'। বি।

ইষ্টিপত্র—উইল, নিজ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থাসূচক দলিল বিঃ, will. ইষ্ট জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ইষ্টী (ইষ্টিন্)—যজ্ঞকারী, যাজ্ঞিক, ইচ্ছুক, অভিলাষী। ইষ্ট+ইন্ আছে অর্থে। বিণ, পুং।

ইস্—ক্রোধসূচক বা আশ্চর্যবোধক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ইসদন্ত—বিষদাঁত। প্রা কপ্র। বি।

ইসপগুল, ইসবগুল—ওষধিবীজ বিঃ [ইহা জলে ভিজাইলে অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়, মিছরির সহিত সেবন করিলে ইহাতে আমাশয় রোগ দূরীভূত হয়]। <ফা 'ইস্প্‌গোল'। বি।

ইসপিস—'ইশপিশ' দ্রঃ।

ইসরমূল, ইসেরমূল—সর্পবিষনাশক এবং সর্পকে নিস্তেজকারী একপ্রকার মূল। বা'প্র। বি।

ইসলাম—মুসলমান ধর্ম বা জাতি। আ। বি।

ইসলামী, -মীয়—ইসলাম সম্বন্ধীয়। আ-মৃ। বিণ। [বি।

ইসাদ, ইসাদী—ঘটনাদর্শী, সাক্ষী। ফা।

ইসারা—সংকেত, ইঙ্গিত। আ। বি।

ইস্কাপন, ইস্কাবন—তাসের চিহ্ন বিঃ; কাল রঙের পান-পত্র-সদৃশ চিহ্নযুক্ত, spade. <ডাচ schophen'. বি।

ইস্কুল—বিদ্যালয়। <ইং 'school'. বি।

ইস্ক্রুপ—স্ক্রু, পাক-দেওয়া পেরেক, পেঁচ। <ইং 'screw'. বি। **ইস্ক্রুপের পাক, ইস্ক্রুপের পেঁচ**—কুটিল মনোভাব, কুটিল লোকের চক্রান্ত।

ইস্টাকিং, ইস্টাকিন—মোজা। <ইং 'stocking'. বি।

ইস্টাট, ইস্টেট—জমিদারি; পরিমিত ভূসম্পত্তি। <ইং 'state' বা 'estate' বি।

ইস্টাম্প—রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্র, দলিলপত্র লিখিবার কাগজ; মুদ্রাচিহ্ন, ডাকঘরের টিকিট প্রঃ। <ইং 'stamp'. বি। **ইস্টাম্প কাগজ**—আদালতের গ্রাহ্য ন্যায্য মূল্যের স্ট্যাম্প দেওয়া কাগজ।

ইস্টিক—ছড়ি, পরিমাণমত টাইপ রাখিয়া কম্পোজ করিবার লম্বা আধার বিঃ। <ইং 'stick' বি।

ইস্টিম—বাষ্প। <ইং 'steam'. বি।

ইস্টিমার—বাষ্পচালিত জলযান। <ইং 'steamer'. বি।

ইস্টিল—ইস্পাত। <ইং 'steel'. বি।

ইস্টিলপেন—নিবলাগানো ইস্পাতের কলম। <ইং 'steel pen'. বি।

ইস্টিশন, ইস্টিশান, ইস্টিশেন, ইস্টেশন—থাকিবার স্থল, আস্তানা; রেলগাড়ি, স্টীমার প্রঃ দাঁড়াইবার নির্দিষ্ট স্থান; থানা। ইং 'station'. বি।

ইস্টুপিড—নির্বোধ, বোকা (তিরস্কার অর্থে)। <ইং 'stupid' বি বা বিণ।

ইস্ট্রিট—গলি অপেক্ষা বড় রাজপথ। <ইং 'street' বি।

ইস্তক—১। হইতে অবধি পর্যন্ত। ২। (তাসের বিস্তি খেলায়) রঙের সাহেব ও বিবির এক হাতে মিলন। হি ইস্ (এই) +তক (পর্যন্ত)। বি। **ইস্তক জুতা সেলাই নাগাত চণ্ডীপাঠ**—সংসারের ছোটবড় ভালমন্দ সকলপ্রকার কাজ। **ইস্তক পঞ্চাশ**—তাসখেলায় রঙের গোলাম বিবি সাহেব টেকা বা দশ গোলাম বিবি সাহেব। **ইস্তক পুণ্যাহ নাগাত আখেরী**—জমিদারের নববর্ষের প্রারম্ভ হইতে অন্ত পর্যন্ত, কোন ব্যবসায়কার্যের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। **ইস্তক নাগাত**—গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত।

ইস্তক-বিস্তি—রঙের বিবি সাহেব টেক্কা বা গোলাম বিবি সাহেব। হি মু। বি।

ইস্তফা—সমাপ্তি, শেষ, কর্মত্যাগ চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া, পরিত্যাগ, প্রজা কর্তৃক জমিদারকে জমি ফিরাইয়া দেওয়া, surrender; ক্ষমা। <আ 'ইস্তেফা'। বি।

ইস্তমকরারি—চিরস্থায়ী ('—জমা')। <আ মু। বিণ।

ইস্তমাল—অভ্যাস, অনুশীলন, প্রয়োগ। আ। বি।

ইস্তমুরার—চিরস্থায়ী। আ। বিণ।

ইস্তামাল—ইস্তেমাল' দ্রঃ।

ইস্তাহার—বিজ্ঞাপন, ঘোষণা। <আ 'ইশ্‌তিহার'। বি।

ইস্তিমারারী, -মুরারী—চিরস্থায়ী। আ। বিণ।

ইস্তিরি, ইস্ত্রি—১। কাপড় জামা প্রঃর কোঁচ দূর করিয়া মসৃণ করিবার যন্ত্র। <পো 'estirar'. ২। পত্নী। <স্ত্রী। বি।

ইস্তেমাল, ইস্তামাল—আদব-কায়দা, চাল, রীতি। আ। বি।

ইস্পাত—তীক্ষ্ণ লৌহ লৌহযন্ত্রাদিতে ধার দিবার জন্য কঠিন লৌহ। <পো 'espada'. বি।

ইস্পিরিট—সুরাসার। <ইং 'spirit'. বি।

ইস্প্রিং—স্থিতিস্থাপক লৌহতার প্রঃ। <ইং 'spring'. বি।

ইস্‌লাম—ইসলাম (তাহা দ্রঃ)।

ইহ—১। এই স্থানে, এই জগতে নরলোকে, এই কালে। ইদম্+৭মী-স্থানে হ। অ। বিণ ঐহিক। ২। বর্তমান, উপস্থিত; এই ("ইহ নব যৌবন বিরহে গমাওব"—বিদ্যা)। বিণ। ৩। ইনি; ইহা; ইহাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

ইহকাল—যতদিন নরলোকে থাকা যায় ততকাল, জন্মাবধি মৃত্যুপর্যন্ত সময়। ইহ কাল, সুপ্। বি; পুং।

ইহজগৎ—এই পৃথিবী, মর্ত্যলোক। ইহ জগৎ, সুপ্। বি; ক্লী।

ইহজন্ম (জন্মন্)—এই জন্ম, বর্তমান জীবন। ইহ জন্ম, সুপ্। বি, ক্লী।

ইহজীবন—বর্তমান জীবন, এই জন্ম। ইহ জীবন, সুপ্। বি, ক্লী।

ইহবাদী (-বাদিন্)—এই জন্মই সব—এই মতপোষণকারী, পরলোক সম্বন্ধে আস্থাহীন। উপতৎ, ইহ—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

ইহলোক—এই জগৎ, নরলোক। ইহ (এখানে) যে লোক, সুপ্। বি, পুং।

ইহসংসার—ইহলোক, এই জগৎ। ইহ (এখানে) যে সংসার (জগৎ), সুপ্। বি, পুং।

ইহা—এই, এই বস্তু। <ইদম্। সর্ব।

ইহুদী—প্রাচীন জুডিয়াদেশের লোক, 'জু'-নামক জাতি, Jew. <আ 'য়হুদ'। বি, পুং। স্ত্রী, **-দিনী**।

ইহো—ইহাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

ঈ

ঈ—১। ঈ-কার, চতুর্থ স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু। ইহা দীর্ঘ এবং দ্বিমাত্রক]। ২। কন্দর্প, কামদেব। ঈ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। লক্ষ্মী, মহামায়া। অ (বিষ্ণু)+ঈপ্। ৪। রতি, কামপ্রিয়া। ই, ঈ (কামদেব)+ঈপ্। বি, স্ত্রী। ৫। বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয় ('মাসী', 'বেবী', 'খুকী')। ৬। বাংলা বিশেষণবাচক প্রত্যয় (তৎসম্বন্ধীয়—'সরকারী', 'দেশী', তত্রজাত—'হিন্দুস্থানী', 'পাহাড়ী'; তদ্দেশীয়—'কাশ্মীরী', কুশলার্থে—'পাপোয়াজী', 'আলাপী'; তৎপরিমাণ—'পাঁচহাতী', তদ্বিশিষ্ট—'পোড়ারমুখী, 'দরদী', তদ্বর্ণবিশিষ্ট বা তদ্গন্ধবিশিষ্ট—গোলাপী', 'কাঁটালী', তৎকৃত—'কাশীদাসী' ইঃ)।

ঈঃ—যন্ত্রণা বা ক্রোধাদিব্যঞ্জক শব্দ, তুচ্ছতা-সূচক বা সন্দেহপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঈকার—ঈবর্ণ, ঈ। ঈ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঈকারাদি—আদিতে ঈ-বর্ণবিশিষ্ট; ঈ-কার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত। ঈ-কার আদি বা আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

ঈকারান্ত—অন্তে ঈ-কারবিশিষ্ট। ঈ কার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ঈক্ষণ—১। দর্শন, নিরূপণ, পর্যবেক্ষণ। ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। ২। চক্ষুঃ। ঈক্ষ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ঈক্ষণীয়—দর্শনীয়, নিরূপণীয়, পর্যবেক্ষণীয়, ঈক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

ঈক্ষমাণ—যে দেখিতেছে এরূপ, দর্শনকারী। ঈক্ষ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঈক্ষা—দর্শন, দেখা। ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঈক্ষিত—১। অবলোকিত, দৃষ্ট। ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দর্শন। ঈক্ষ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ঈক্ষিতব্য—দ্রষ্টব্য, নিরূপয়িতব্য; পর্য-বেক্ষিতব্য। ঈক্ষ্+তব্য কর্ম। বিণ।

ঈক্ষিতা (ঈক্ষিতৃ)-দ্রষ্টা, দর্শক। ঈক্ষ্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

ঈগল—একপ্রকার শ্যেনপক্ষী, প্রকাণ্ড বাজ পাখি। <ইং 'eagle'. বি।

ঈতি—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি মূষিক পতঙ্গ পক্ষী এবং নিকটস্থ শত্রু রাজা—শস্যের এই ষট্‌প্রকার উপদ্রব। ঈ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

ঈদ—মুসলমান পর্ব বিঃ। আ। বি।

ঈদগা, ঈদ্‌গা—মুসলমানেরা যেখানে ঈদের দিন নমাজ পড়ে তাহা, ঈদের দিন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাধারণ ভজনার উন্মুক্ত স্থান। <আ 'ঈদ্‌গাহ্'। বি।

ঈদলফেতর—মুসলমানদের পর্ব বিঃ। <আ 'ঈদ্-উল্-ফেৎর্'। বি।

ঈদী—ঈদের সময়ে প্রদত্ত দান বা পুরস্কার। আ। বি।

ঈদুজ্জোহা—মুসলমান-পর্ব বিঃ, বকরীদ। আ। বি।

ঈদৃক্ (-শ্), **ঈদৃক্ষ, ঈদৃশ**—এই-রূপ, এতাদৃশ, এবম্ভূত। ইদম্—দৃশ্+ক্বিন্, ক্স, কঞ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী-(১ম ও ৩য় পক্ষে) **ঈদৃশী**।

ঈপতি—কমলাপতি; বিষ্ণু; শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঈপতি-জায়া—লক্ষ্মী; দুর্গা ("ঈশ্বরী ঈপতি-জায়া ঈষদ্‌হাসিনী"—অন্নদা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈপ্সা—লাভেচ্ছা, প্রাপ্তীচ্ছা; বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বাসনা। আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে (=ঈপ্স্ ধাতু) +অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঈপ্সিত—১। আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত, অভি-লষিত। আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে (=ঈপ্স্ ধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মনোরথ, বাসনা। ঈপ্স্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ঈপ্সু—পাইতে ইচ্ছুক, অভিলাষী। আপ্+ সন ইচ্ছার্থে (=ঈপ্স্ ধাতু)+উ কর্তৃ। বিণ।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ; অক্ষমা; স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর ব্যভি-চারশঙ্কা; পতির অন্যপ্রিয়াসন্দর্শনে পত্নীর অসহিষ্ণুতা; (বৌদ্ধশাস্ত্র) চালচলন; স্বভাব। ঈর্ষ্, ঈর্ষ্য্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)নল—ঈর্ষারূপ অগ্নি, হিংসার আগুন। ঈর্ষা(র্ষ্যা)রূপ অনল, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)ন্বিত—ঈর্ষাযুক্ত, ঈর্ষাবিশিষ্ট, ঈর্ষী; পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)পর—ঈর্ষাবশ, হিংসার বশবর্তী, বিদ্বেষপরায়ণ। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)পরবশ—ঈর্ষাবশ ঈর্ষান্বিত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)পরায়ণ—অত্যন্ত ঈর্ষাযুক্ত, অতিশয় পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)বশ—১। 'ঈর্ষাপর' (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। ঈর্ষাপরায়ণতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)বশতঃ (>-বশত)—হিংসা-বশতঃ, পরশ্রীকাতরতাহেতু। ঈর্ষা(র্ষ্যা)বশ (২)+তস্ ৫মী-স্থানে। অ।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)মূলক—হিংসাই যাহার মূল এরূপ, হিংসাজনিত, ঈর্ষা হইতে উৎপন্ন। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা মূল যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-মূলিকা**।

ঈর্ষা(র্ষ্যা)লু—ঈর্ষা করা যাহার স্বভাব এরূপ, পরশ্রীকাতর, অক্ষমাযুক্ত, ঈর্ষাযুক্ত, ঈর্ষাপরায়ণ, হিংসাবিশিষ্ট। উপতৎ; ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—আ+লু কর্তৃ। বিণ।

ঈর্ষী (ঈর্ষিন্), **ঈর্ষ্যী** (ঈর্ষ্যিন্)—ঈর্ষাযুক্ত; পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঈর্ষিণী, ঈর্ষ্যিণী**।

ঈলা—১। পৃথিবী; বাণী, সরস্বতী, ধেনু। ঈড্+ক কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। 'ঈড়া' দ্রঃ।

ঈশ—১। ঈশ্বর; শিব, ঈশানকোণাধিপতি। বি; পুং। ২। প্রভু, স্বামী; রক্ষক, পালক; নিয়ন্তা; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; সমর্থ। ঈশ্+ক কর্তৃ। বিণ।

ঈশবগুল—ইসপগুল (তাহা দ্রঃ)।

ঈশা—১। লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ; লাঙ্গল-খনিত লম্বাকৃতি ভূভাগ, সীতা। ঈশ্+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। ২। দুর্গা। বি, স্ত্রী। ৩। ঈশ্বরী; নিয়ন্ত্রী। ঈশ্+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৪। যীশুখ্রীষ্ট। <হিব্র 'যীশু'। বি।

ঈশাদণ্ড—লাঙ্গলদণ্ড; অক্ষযুগ-ধারণার্থ দণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঈশান—১। মহাদেব, মহেশ্বর; একাদশ রুদ্রের অষ্টম রুদ্র; শিবের অষ্ট মূর্তির অন্ত-গত সূর্যমূর্তি; দূতমূর্তিধর শিব (ইনি ধূম্র-জটিল)। বি; পুং। ২। প্রভু। ঈশ্+ শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঈশানকোণ—পূর্ব ও উত্তরদিকের মধ্য-বর্তী কোণ (এই কোণের অধিপতি শিব)। ঈশানাধিষ্ঠিত কোণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ঈশানী—দুর্গা, মহেশ্বরী। ঈশান+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঈশিতা, ঈশিত্ব—ঈশ্বরত্ব, সর্বপ্রাধান্য; আধিপত্য; সামর্থ্য; অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের মধ্যে স্বামিত্বরূপ ঐশ্বর্য [যথা,—"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা"। এই ঐশ্বর্য আছে বলিয়া স্থাবরাদি সর্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী]। ঈশ্+ণিন্ কর্তৃ; ঈশিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

ঈশী (ঈশিন্)—ঈশ্বর, প্রভু, সর্বনিয়ন্তা; অধিপতি; সমর্থ। ঈশ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ।

ঈশীয়—খ্রীষ্টীয়। ঈশা+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঈশ্বর—১। ভগবান্; ব্রহ্ম; শিব; একাদশ রুদ্রের অন্যতম; শ্রীহরি; কন্দর্প; ভগবানের সৃষ্টিশক্তি; ঐশ্বরিক গুণ; ক্লেশ কর্মবিপাক আশ্রয় দ্বারা অপরামৃত চৈতন্য; বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানোপহত চৈতন্য। বি, পুং। ২। অধিপতি, স্বামী; ধনী; শ্রেষ্ঠ; সমর্থ; ৮ চিহ্ন (মৃত ব্যক্তির নাম, দেবতার নাম বা তীর্থক্ষেত্রের নামের পূর্বে ইহা ব্যবহৃত হয়)। ঈশ্+বরচ্ কর্তৃ; বা, অশ্+বরট্ কর্তৃ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রী, -রা**।

ঈশ্বরতত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্ব; জগদীশ্বরের মহিমা। ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ঈশ্বরত্ব—ভগবদ্ভাব; দেবত্ব; ঐশ্বর্য; প্রভুত্ব, আধিপত্য, সামর্থ্য; রাজত্ব। ঈশ্বর+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

ঈশ্বরদত্ত—১। ভগবদ্দত্ত, ভগবানের দেওয়া। ৩য়াতৎ। ২। জগদীশ্বরে সমর্পিত, ভগবানের প্রতি নিবেদিত। ঈশ্বরকে দত্ত, ৪র্থীতৎ। বিণ।

ঈশ্বরনিষ্ঠ—ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল, ঈশ্বরপরায়ণ, আস্তিক। ঈশ্বরে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

ঈশ্বরনিষ্ঠা—১। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা-ধীন,—এই ভাবিয়া চলা, ঈশ্বরপরায়ণতা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। ঈশ্বরপরায়ণা। ঈশ্বরনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঈশ্বরপরায়ণ—একান্ত ভগবদ্ভক্ত, অত্যন্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী। ঈশ্বর পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

ঈশ্বরপ্রণোদিত—ভগবানের প্রেরিত; ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঈশ্বরপ্রসাদ—জগদীশ্বরের অনুগ্রহ, ভগ-বানের কৃপা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঈশ্বরপ্রসাদাৎ—জগদীশ্বরের অনুগ্রহে, ভগবানের কৃপায়। ঈশ্বরপ্রসাদ+৫মীর ১ব (সং)। অ।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি—মোক্ষলাভ; মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরপ্রীতি—ভগবদ্ভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম। ৭মী-তৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরপ্রেম (-প্রেমন্)—ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ; ঈশ্বরে বিশ্বাস। ৭মীতৎ। বি; ক্লী। বিণ, **-প্রেমিক**।

ঈশ্বরবাদ—যে মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রঃ সংস্থাপন করে সেই মত, আস্তিক্য, অস্তি-বাদিত্ব। ঈশ্বরস্বীকারী বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ঈশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রঃ স্বীকারকারী, আস্তিক, অস্তিবাদী। উপতৎ; ঈশ্বর—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

ঈশ্বরবিরোধী (-ধিন্)—ঈশ্বরে ভক্তিহীন; ঈশ্বরের নিয়মের অন্যথাকারী; নাস্তিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিরোধিনী**।

ঈশ্বরবৃত্তি—দেবকার্যের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি; ব্যবসায়ীদিগের হিসাবে ধর্মকার্যাদির জন্য নিরূপিত অর্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরভক্ত—ভগবানে ভক্তিমান্, আস্তিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঈশ্বরভক্তি—ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। ৭মীতৎ। বি, স্ত্রী।

ঈশ্বরসৃষ্ট—ভগবানের রচিত, জগদীশ্বর-নির্মিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঈশ্বরাজ্ঞা, ঈশ্বরাদেশ—ভগবৎপ্রেরণা, দৈবাদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

ঈশ্বরাধীন, ঈশ্বরায়ত্ত—ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নির্ভরকারী, ঈশ্বরের ক্ষমতার বশবর্তী। ঈশ্বরের অধীন, আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঈশ্বরারাধনা—ভগবানের উপাসনা, ভগবৎ-সেবা। ঈশ্বরের আরাধনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরাশীর্বা(র্ব্বা)দ—ভগবৎকৃপা, জগদীশ্বরের অনুগ্রহ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

ঈশ্বরী—১। অধিকারিণী, সমর্থা। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রঃ শক্তি; প্রভুপত্নী। ঈশ্বর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরেচ্ছা—জগদীশ্বরের অভিপ্রায়, ভগবানের অভিলাষ; প্রভুর ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরোপাসক—ভগবানের আরাধনা-কারী। ঈশ্বরের উপাসক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সিকা।

ঈশ্বরোপাসনা—ভগবানের ভজনা, জগদীশ্বরের আরাধনা। ঈশ্বরের উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঈষ—লাঙ্গলের ফলা; আশ্বিনমাস। ঈষ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ঈষৎ—অল্প, কিঞ্চিৎ, কিছু। ঈষ্+অতি কর্তৃ। অ।

ঈষদচ্ছ—(পদার্থবিদ্যা) অল্প স্বচ্ছ, translucent. ঈষৎ অচ্ছ, সুপ্। বিণ।

ঈষদুচ্চ অল্প উঁচু, অল্প উত্থিত। ঈষৎ উচ্চ, সুপ্। বিণ।

ঈষদুদ্ভিন্ন—অল্প বিকশিত, অল্প দলিত। ঈষৎ উদ্ভিন্ন, সুপ্। বিণ।

ঈষদুষ্ণ—অত্যল্প উষ্ণ, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, অল্প গরম। ঈষৎ উষ্ণ, সুপ্। বিণ।

ঈষদূন—কিঞ্চিৎ ন্যূন, সামান্য কম। ঈষৎ উন, সুপ্। বিণ।

ঈষদ্দীর্ঘ—অদীর্ঘ; অল্প লম্বা। ঈষৎ দীর্ঘ, সুপ্। বিণ।

ঈষদ্ভিন্ন—সামান্য-বিকশিত, অল্প-প্রস্ফুটিত, আধফোটা; সামান্যরূপে পৃথক, অল্প ফাঁক। ঈষৎ ভিন্ন, সুপ্। বিণ।

ঈষন্মাত্র—সামান্যমাত্র, অত্যল্প, অতিশয় কম। ঈষৎ+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। -বিণ। স্ত্রী, -মাত্রী।

ঈষা—১। লাঙ্গলপদ্ধতি; সীতা। ঈষ্+ক অধি+আপ্। ২। লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ; শকটের দীর্ঘ কাঠা; রথাবয়ব বিঃ। ঈষ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঈষিকা, ঈষীকা—হস্তীর নেত্রগোলক; তুলিকা, তুলি; কাশতৃণ; খড়কে; অস্ত্র বিঃ; গলিত ধাতু পরীক্ষা করিবার জন্য মুচিতে প্রবেশিত শলাকা। ঈষা+কন্ প্রতিকৃত্যর্থে, নিপাতনে বিকল্পে ইকারের দীর্ঘত্ব। বি; স্ত্রী।

ঈস্—আশ্চর্যবৈপরীত্যাদিবোধক শব্দ, অবিশ্বাসসূচক শব্দ। অ।

ঈসা—যীশুখ্রীষ্ট। <হিব্রু 'ঈসু'। বি।

ঈহমান—যে চেষ্টা করিতেছে এরূপ, চেষ্টমান। ঈহ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঈহা—চেষ্টা, উদ্যম; ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। ঈহ্+অ ভাব+আপ্। বি, স্ত্রী।

ঈহিত—১। চেষ্টিত; আকাঙ্ক্ষিত। ঈহ্+ক্ত কর্ম। ২। উদ্যত। ঈহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ঈহিনী—অভিলাষবতী, আকাঙ্ক্ষাকারিণী; অভিলষিতা। ঈহা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

[উ]

উ—১। উকার, পঞ্চম স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ; ইহার হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত এই তিন অবস্থা; এই প্রত্যেক অবস্থা আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতভেদে ত্রিবিধ এবং ত্রিবিধ স্বরভেদের প্রত্যেকটি আবার অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় ইহা অষ্টাদশবিধ]। ২। শংকর, শিব; ব্রহ্মা, বিষ্ণু; বিশ্বকর্মা। অত্+ডু কর্তৃ। বি; পুং। ৩। সম্বোধন প্রশ্ন বিতর্ক রোষোক্তি অনুকম্পা দয়া অঙ্গীকার বিস্ময় নিয়োগ পাদপূরণ ইংবাচক শব্দ। উ+ক্বিপ্ ভাব। অ। ৪। বাঙ্গালা প্রত্যয় বিঃ (আদর অর্থে—নিমু; বিশিষ্টার্থে—ঢালু)। ৫। ওই ব্যক্তি। প্রাদে। সর্ব। ৬। ও, ওই ('উটি কে'?)। <অদস্। বিণ।

উই—বল্মীক কীট, পিপীলিকাজাতীয় পোকা বিঃ। <উপদিকা। বি।

উইঢারা—উইঢিপি, উইপোকার স্তূপাকৃতি বাসা, বল্মীক; উইরূপ খাদ্য। বাংপ্র। বি।

উইচিংড়া, -চিংড়ি, -চিংড়ে—এক-প্রকার কীট, উচিঙ্গা। <উচ্চিঙ্গট। বি।

উইঢিপি, -ঢিবি—বল্মীক, উইপোকার বাসস্থান, ant-hill. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

উই-ধরা, উয়ে-ধরা—উইপোকায় খাওয়া, উয়ে খাওয়া। ৩য়াতৎ; ২য় পক্ষে অলুক। বাংপ্র। বিণ।

উইপোকা—বল্মীক, পুত্তিকা। উই-নামক পোকা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উইল—বিষয়সম্পত্তি বিনিয়োগ জন্য চরমপত্র, ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির বিনিয়োগ জন্য শেষ পত্র, যে দানপত্র দাতার মৃত্যুর পর বলবৎ হয়। <ইং 'will'. বি।

উইলাগা—উইয়ের দ্বারা আক্রান্ত, উইয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

উঃ—বিস্ময় অধীরতা ক্রোধ বা যন্ত্রণাবোধক শব্দ। বাংপ্র। অ।

উঁ—ডাকের উত্তরে সাড়া। বাংপ্র। অ।

উঁআঁ—যন্ত্রণাপ্রকাশ; উচ্চবাক্য। বাংপ্র। বি।

উঁকি—গোপনদৃষ্টি, গোপনে থাকিয়া দেখা; অপাঙ্গদৃষ্টি, কটাক্ষপাত। <'উদক্ষ' বা *'উদীক্ষণ'। বি।

উঁকিঝুঁকি—গোপনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ, আড়াল হইতে বারবার এদিক্‌ওদিক্ দেখা। উঁকি+ঝুঁকি (সহচর শব্দ)। বাংপ্র। বি।

উঁচ, উঁচা—১। উন্নত, উচ্চ। বিণ। ২। উপরিভাগ। <উচ্চ। বি।

উঁচকপালী—উচ্চললাটবিশিষ্টা, যাহার কপাল উঁচু এরূপ ('— মেয়ে')। উঁচু (উচ্চ) কপাল যাহার, বহু+ঈপ্। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী। পুং—উঁচকপালে।

উঁচট, উঁচোট—হোঁচট, রাস্তায় চলিবার সময় পায়ে ঠোক্কর লাগা। <উচ্চাটন। বি।

উঁচনীচ, উঁচুনীচু—১। অসমতল, উচ্চাবচ; পদস্থ এবং নিম্নপদস্থ; প্রধান এবং অপ্রধান। বিণ। ২। উপরিভাগ এবং অধোভাগ। <উচ্চনীচ। বি।

উঁচনো, উঁচানো—১। উত্তোলন, উত্থাপন। বি। ২। উত্তোলন করা;

উন্নত করা; অতিক্রম করা, টেক্কা দেওয়া অগ্রাহ্য করা; অবস্থাতিরিক্ত ভাবে চলা, অবস্থাপন্ন হওয়া। <উত্তোলন। ক্রি [, বি, বিণ]।

উঁচলানো—ঝাড়া; পরিষ্কার করা; তৃণাদি ঝাড়িয়া শস্য একত্র করা <উঞ্ছন। ক্রি [, বি, বিণ]।

উঁচা—'উঁচ' দ্রঃ।

উঁচু—১। উন্নত, উচ্চ, প্রশস্ত; অসংকীর্ণ, উদার। বিণ। ২। উপরিভাগ। <উচ্চ। বি।

উঁচনো—উত্তোলন করা, উঁচাইয়া লওয়া, উঁচলানো। <'উচ্চয়ন' বা 'উঞ্ছন'। ক্রি।

উঁহা—উমি। <অদস্। সর্ব।

উঁহু—অসম্মতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

উক, উকা—১। স্ফুলিঙ্গ, উড্ডীয়মান অগ্নিকণা; মশাল। <উল্কা। ২। ঘর্ষণে লৌহাদিক্ষয়কর ইস্পাতনির্মিত অস্ত্র বিঃ রেতি। <উদ্ঘর্ষ। বি।

উকটা—খোঁজা ("দশবিশ জন খেলি উকটে মূষিক ধূলি"—কবিকঙ্কণ)। <উদ্ঘাটন। প্রা কপ্র। ক্রি।

উকটানো—তল্লাশ করা, খোঁজ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি বিণ]।

উকড়া, উকড়ো—মুড়কি। প্রাদে। বি।

উকড়ানো—উৎপাটিত করা, উৎপাটিত হওয়া, আলগা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উকলী—মুষল দ্বারা ধান প্রঃ কুটিবার কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র বিঃ। <উদূখল। বি।

উকার—১। উ-বর্ণ, উ। উ+কার স্বার্থে। ২। শিব। উ+কার স্বরূপার্থে। বি; পুং।

উকারাদি—আদিতে উ বর্ণবিশিষ্ট, যাহার গোড়ায় উ আছে এরূপ, উ কার এবং উহা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য (—বর্ণ)। উকার আদি বা আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

উকারান্ত—যাহার শেষে উ-বর্ণ আছে এরূপ। উকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

উকি—১। গোপনে থাকিয়া দর্শন। <উদীক্ষণ। ২। হিক্কা, হেঁচকি; উদ্গার। <হিক্কা। বি।

উকিঝুঁকি—উঁকিঝুঁকি (তাহা দ্রঃ)।

উকিল, উকীল—আইন ব্যবসায়ী, ব্যবহারাজীব; ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, মুসলমানী বিবাহে যে কনের সম্মতি লইয়া বরকে জানায়। <আ 'বকীল্'। বি।

উকুণ, উকুন—কেশকীট, মস্তকজাত কীট। <উৎকুণ। বি।

উকুণবাড়ি—অগ্রভাগে বক্র লৌহশলাকা-যুক্ত দীর্ঘ বংশখণ্ড, কাটা ধানগাছ খড় ইঃ ছড়াইবার বংশদণ্ড বিঃ। প্রাদে। বি।

উকো—অস্ত্র বিঃ, ফাইল, ধাতু প্রঃ ঘষিবার জন্য একপ্রকার লোহার জিনিস। <উদ্ঘর্ষ। বি।

উক্ত—কথিত, ভণিত; নির্দিষ্ট; উচ্চারিত। বচ্ বা ব্রূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উক্তকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রী** (-কর্তৃ) (ব্যাক) কর্তৃবাচ্যের প্রথমান্ত কর্তৃপদ। কর্মধা। বি; পুং।

উক্তকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন)—(ব্যাক) কর্মবাচ্যের প্রথমান্ত কর্মপদ। কর্মধা। বি, ক্লী।

উক্তানুক্ত—কথিত এবং অকথিত, যাহা বলা হইয়াছে এবং যাহা বলা হয় নাই এরূপ। উক্ত এবং অনুক্ত, দ্বন্দ্ব। বিণ।

উক্তি—কথা, বাক্য; কথন, উল্লেখ, নির্দেশ, উচ্চারণ। বচ বা ব্রূ+ক্তি কর্ম ভাব। বি; স্ত্রী।

উক্তি-পরম্পরা—একটির পর একটি করিয়া গ্রথিত বাক্য, ধারাবাহিক কথা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

উখ—কর্মকারদের ঘর্ষণাস্ত্র, রেতি, file <উৎকর্ষণ। বি।

উখড়নো, -ড়ানো—উপড়ানো উন্মূলিত করা, উন্মূলিত হওয়া, ঠিকরানো, উল্টাইয়া পালটাইয়া দেখা। <'উৎখনন' বা 'উৎস্খলন'। ক্রি [, বি, বিণ]।

উখড়ি, উড়খি—নারিকেলমালা প্রঃ ও শলাকাদ্বারা নির্মিত একপ্রকার হাতা। বাংপ্র। বি।

উখল, -লি, -লী—উকলী (তাহা দ্রঃ)।

উখা, উখা—১। পাকস্থালী, পাকপাত্র, হাঁড়ি, উনন, আখা। উখ্+ক অধি+ আপ্ (নিপা)। বি, স্ত্রী। ২। লৌহাস্ত্র ঘর্ষণযন্ত্র, রেতি। <উৎকষ। বি।

উখি—মাথার ময়লা পুসকি। প্রাদে। বি।

উগরনো, -রানো, -লানো—বমি করা, বাধ্য হইয়া গৃহীত দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া, ঢালিয়া দেওয়া। <উদগিরণ। ক্রি [, বি, বিণ]।

উগারই—প্রকাশ করে; খুলিয়া রাখে; বমন করে ("উগারই সুধা জনু গোরা মুখের হাসি"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।

উগারা—১। বমন করা, নির্গত করা; প্রকাশ করা। ক্রি। ২। বান্ত, উদ্গীর্ণ। <উদ্গার। প্রা কপ্র। বিণ।

উগ্র—১। কোপন, তীব্র; প্রখর; রৌদ্র, উৎকট; কটু, কড়া; ঝাঁজালো; ভীষণ, নিদারুণ; উৎকৃষ্ট; বেগবান্; প্রচণ্ড; বহ্ন্যাধিধারী; দারুণকর্মা, ক্রূর; রূঢ়, কর্কশ। বিণ। ২। মহাদেব, শিব; শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে বায়ুমূর্তি; বিষ্ণু; একাদশ রুদ্রের অন্যতম; শূদ্রার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত জাতি বিঃ, উগ্রক্ষত্রিয় [বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া ও বীরভূম জেলার কিয়দংশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে ইহারা রক্ষী প্রহরী ছিল, এখন কৃষিকার্য ও ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে]; পূর্বফল্গুনী পূর্বাষাঢ়া পূর্বভাদ্রপদা মঘা ও ভরণ্যাত্মক নক্ষত্রগণ বিঃ, কেরলদেশ; ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র; উগ্রদেব, স্বনামখ্যাত দানব বিঃ, কাশ্মীররাজ নরেন্দ্রদিত্যির স্বনামখ্যাত গুরু, শোভাঞ্জনবৃক্ষ। উচ্+রক কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি, পুং।

উগ্রকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা** (কর্ম্মন্)—যে অনায়াসে ভয়ানক কর্ম করিতে পারে এরূপ হিংসাত্মক কার্যকারী। উগ্র কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

উগ্রক্ষত্রি(ত্রি)য়—আগুরিজাতি। কর্মধা। বি, পুং।

উগ্রগন্ধী (-ন্ধিন্)—তীব্রগন্ধবিশিষ্ট, যাহার গন্ধ খুব কড়া এমন। উগ্রগন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ, পুং।

উগ্রচণ্ডা—ভগবতীর মূর্তি বিঃ; অতিশয় ক্রুদ্ধা নারী। উগ্রা চণ্ডা, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

উগ্রচণ্ডী—দেবীমূর্তি বিঃ, অতিক্রুদ্ধা নারী। বাংপ্র। বি।

উগ্রতা, -ত্ব উগ্র স্বভাব; তীব্রতা; কঠোরতা, ক্রূরতা। উগ্র+তা, ত্ব ভাবে। বি, স্ত্রী ক্লী।

উগ্রদর্শন—ভীষণাকার, রুদ্রমূর্তি, বিকটাকৃতি। উগ্র দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

উগ্রনীতি—চণ্ডনীতি, অত্যাচারমূলক বা দমনমূলক শাসননিয়ম। উগ্রা নীতি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

উগ্রপ্রকৃতি—১। রুক্ষস্বভাব, যে সহজেই রাগিয়া উঠে এরূপ, কর্কশভাষী। উগ্রা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। কড়া মেজাজ। উগ্রা প্রকৃতি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

উগ্রবীর্য(র্য্য)—১। তীব্র তেজসম্পন্ন, অত্যন্ত তেজস্বী, অতিশয় ঝাঁজযুক্ত। উগ্র বীর্য যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-বীর্যা**। ২। প্রচণ্ড বীরত্ব, অতিশয় তেজঃ, অসহ্য ঝাঁজ। কর্মধা। বি, ক্লী।

উগ্রমূর্তি(র্ত্তি)—১। যে সর্বদা উগ্রভাবে থাকে এরূপ, যাহার মূর্তি দেখিলে ভয় হয় এরূপ, ভীষণমূর্তি, ভয়ানকমূর্তি, অতিশয় ক্রুদ্ধ। উগ্রা মূর্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। ক্রুদ্ধ আকৃতি। উগ্রা মূর্তি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

উগ্রস্বভাব—১। যে সহসা ক্রুদ্ধ হয় এরূপ, ভয়ংকর প্রকৃতিক। উগ্র স্বভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। ক্রুদ্ধ স্বভাব, কড়া মেজাজ। কর্মধা। বি, পুং।

উঘারণ, -রন—উন্মোচন; উদ্ঘাটন। <উদ্ঘাটন। বি।

উখারী—বস্ত্রহীনা, বিবস্ত্রা। প্রা কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

উঙানি উনকি, একপ্রকার অতি ছোট পতঙ্গ। প্রাদে। বি।

উচ, উচু—১। উন্নত। বিণ। ২। ঊর্ধ্ব-ভাগ। <উচ্চ। বি।

উচক্কা, -ক্কা—১। অপরিণতবুদ্ধি ; অবাধ্য ; অবিমৃষ্যকারী, নব্য, উঠ্‌তি। বাংপ্র। বিণ। ২। তস্কর, চোর ; লম্পট। বি। ৩। সহসা, হঠাৎ, অতর্কিতভাবে। হি-মু। ক্রি বিণ।

উচণ্ড্রা—উগ্রস্বভাব ; অসম সাহসসম্পন্ন, সাহসী। বাংপ্র। বিণ।

উচর, -ল—১। উচ্চস্থান। বি। ২। উচ্চ, উন্নত। প্রা কপ্র। বিণ।

উচা—উচ্চ, উন্নত। <উচ্চ। বিণ।

উচাই—উচ্চতা, উন্নতি, খাড়াই। উচা+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

উচাট, -টন—১। অস্থির, অধীর, ব্যাকুল ; অমনোযোগী, অনাবিষ্ট। বিণ। ২। অধীরতা, উৎকণ্ঠা। <উচ্চাটন। বি।

উচানো—১। উচ্চ করা ; উঠানো ; (প্রহারার্থ দণ্ডাদি) উত্তত করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। উচ্চ ; উত্তত। বাংপ্র। বিণ।

উচিঙ্গা—কীট বিঃ, উইচিংড়া। <উচ্চিঙ্গট। বি।

উচিত—ন্যায্য ; যোগ্য, কর্তব্য, পরিচিত, অভ্যস্ত, উপযুক্ত, যথার্থ, যুক্তিসিদ্ধ ; স্তুত, পরিমিত। উচ্‌+ক্ত বা বচ্‌+কিতচ কর্ম। বিণ।

উচিতকারী (-কারিন্‌)—ন্যায্যকর্মকারী, উচিতকর্মকারী, সংগতকার্যকারী। উপতৎ ; উচিত—কৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

উচিতবক্তা (-বক্তৃ)—ন্যায়বাদী, যে ন্যায্য কথা বলে এরূপ, স্পষ্টবাদী। ষষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বক্ত্রী**।

উচিতবাদী (-বাদিন্‌), **-ভাষী** (-ভাষিন্‌)—যে উচিত কথা বলে এরূপ, উচিতবক্তা, স্পষ্টবক্তা। উপতৎ ; উচিত—বদ্‌, ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

উচু—উচ্চ, উন্নত। <উচ্চ। বিণ।

উচুঙ্গ- উইচিংড়া। <উচ্চিঙ্গট। বি।

উচোট—হুঁচোট, চলিবার সময়ে পায়ে চোট লাগা। <উচ্চাটন। বি।

উচ্চ—উন্নত, উঁচু ; মহৎ ; উদার ; প্রশস্ত ; চড়া ; মর্যাদাশালী। উৎ—চি+ড কর্ম। বিণ।

উচ্চকণ্ঠ—উচ্চস্বর, উঁচু গলা, চিৎকার। কর্মধা। বি ; পুং।

উচ্চকণ্ঠে—উচ্চস্বরে, উঁচু গলায়, চিৎকার করিয়া। উচ্চ কণ্ঠ, কর্মধা, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

উচ্চকথা—উচ্চশব্দ ; জোরকথা ; কর্কশ-বাক্য, কড়া কথা। কর্মধা। বি, স্ত্রী।

উচ্চকর্ম(র্মে)চারী—অধিক বেতনের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত চাকুরিয়া। কর্মধা। বি ; পুং।

উচ্চকিত—উৎকণ্ঠিত ; উদ্বিগ্ন ; চমকিত ; চঞ্চল। উৎ (অতি) চকিত, প্রাদি। বিণ।

উচ্চকুল—সম্ভ্রান্তবংশ, মর্যাদাশালী বংশ। উচ্চ কুল, কর্মধা। বি, ক্লী।

উচ্চকুলজাত, -সম্ভূত—মহাকুল, কুলীন, অভিজাত। উচ্চকুলে জাত, সম্ভূত, ৭মী-তৎ। বিণ।

উচ্চক্রমিক—উপরিতন ; বিশেষভাবে নির্বাচিত। উচ্চক্রম+ইক আছে অর্থে। বিণ।

উচ্চক্ষুঃ (ক্ষুস্‌)—ঊর্ধ্বদৃষ্টি ; উৎপাটিত নেত্র। উৎ (ঊর্ধ্ব) চক্ষুঃ যাহার বহু। বিণ।

উচ্চগতি—প্রবল বেগ ; (ভূগোল) পর্বতাদি হইতে অবতরণকালে নদ্যাদির তীব্র গতি। উচ্চা গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উচ্চণ্ড—দুরন্ত, দুর্দান্ত ; প্রচণ্ড ; অতিশয় কুপিত ; উদ্দাম ; ত্বরান্বিত। উৎ (অধিক) চণ্ড, প্রাদি। বিণ।

উচ্চতম—সর্বাপেক্ষা উচ্চ, অতি উচ্চ। উচ্চ+তম বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে। বিণ।

উচ্চতর—দুইএর মধ্যে অধিক উচ্চ। উচ্চ+তরপ্‌ দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে। বিণ।

উচ্চতা—উঁচুভাব, খাড়াই ; ঔন্নত্য, উন্নতি, altitude ; শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য। উচ্চ+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

উচ্চনাদ—উচ্চধ্বনি, উচ্চশব্দ। কর্মধা। বি ; পুং।

উচ্চনীচ—প্রধান ও অপ্রধান, ছোট বড় ; ভদ্র এবং ইতর, উন্নতাবনত, অসমতল। দ্বন্দ্ব। বিণ।

উচ্চপদ—শ্রেষ্ঠস্থান ; উৎকৃষ্ট বস্তু ; বড় চাকুরি। উচ্চ পদ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

উচ্চপদস্থ—শ্রেষ্ঠস্থানস্থিত, সম্ভ্রান্ত ; বড় চাকুরি করে এমন। উপতৎ ; উচ্চপদ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

উচ্চপ্রকৃতি—১। যাহার স্বভাব উন্নত ; প্রশস্তচিত্ত ; মহৎপ্রকৃতি। উচ্চা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। উঁচু মেজাজ ; উন্নত স্বভাব। উচ্চা যে প্রকৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উচ্চ-প্রাথমিক—প্রাথমিক-শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে উচ্চতরগুলি যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন, Upper Primary ('— বিদ্যালয়')। সুপ্‌। বিণ।

উচ্চবাচ্য—কড়া কথা, পরুষবাক্য ; উচ্চ-শব্দপূর্বক কথা ; প্রতিবাদ। <উচ্চাবচ। বি।

উচ্চবাচ্য না করা—কোন বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিবাদ বা হাঁ না কিছুই না বলা।

উচ্চবিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা। <ইং 'high school'. কর্মধা। বি ; পুং।

উচ্চভাব—উদার প্রকৃতি, উন্নত স্বভাব, উঁচু মেজাজ, উচ্চতা, উন্নতি। কর্মধা। বি ; পুং।

উচ্চভাষী (-ভাষিন্‌)- উগ্রবক্তা, কর্কশ-ভাষী ; স্পষ্টবক্তা, উচ্চনাদকারী যে জোরে কথা বলে এরূপ। উপতৎ, উচ্চ—ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

উচ্চমনাঃ (-মনস্‌) (>**-মনা**)—যাঁহার মনঃ উচ্চ এরূপ, উদারহৃদয়, উন্নতচিত্ত। উচ্চ মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চমূল্য ১। অধিকমূল্য, বেশী দাম চড়া দাম। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। আক্রা, মহার্ঘ। উচ্চ মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চয়, উচ্চায়—১। চয়ন, উন্নতি, সমূহ। উৎ—চি+অচ, ঘঞ্‌ ভাব। বি, পুং।

উচ্চয় অবচয়—উন্নতি অবনতি, উত্থান পতন। ২। পরিধানবস্ত্রগ্রন্থি, নীবী ; রাশি, সমষ্টি পুঞ্জ। উৎ—চি+অচ্‌, ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

উচ্চরণ—উচ্চৈঃকীর্তন, ঊর্ধ্বগমন। উৎ—চর+অনট্‌ ভাব। বি, ক্লী। বিণ—**উচ্চরিত**।

উচ্চরায়—উচ্চধ্বনি সহকারে, তারস্বরে, চিৎকার করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

উচ্চরোল—উচ্চশব্দ, চিৎকারধ্বনি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উচ্চশিক্ষা—উন্নততর বিষয়ের জ্ঞান ; উন্নত ধরনের লেখাপড়া ; কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা। উচ্চা শিক্ষা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উচ্চশিক্ষিত—যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে এমন। উচ্চরূপে শিক্ষিত, সুপ্‌, অথবা, উচ্চশিক্ষা+ইত যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

উচ্চশিরঃ (-শিরস্‌), (>**-শির**)—১। উন্নতমস্তক ; অহংকৃতভাব। উচ্চ এমন শিরঃ, কর্মধা। বি ; ক্লীব। ২। গর্বোন্নত-মস্তক ; অহংকৃত ["উচ্চশির যদি তুমি কুলমানধনে"—মাইকেল]। উচ্চ শিরঃ যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চহাস্য—জোর হাসি, 'হো হো' করিয়া হাস্য, উঁচু গলায় হাসি, অট্টহাস্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

উচ্চহৃদয়—১। উন্নত চিত্ত, উদার চিত্ত, মহদন্তঃকরণ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। উদারচিত্ত, মহাশয়। উচ্চ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষ—উচ্চাভিলাষী, অতিশয় অভি-লাষসম্পন্ন, বড় হইবার একান্ত বাসনাযুক্ত। উচ্চা আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা—প্রাধান্যলাভের অভিলাষ, বড়

হইবার সাধ। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী (-ক্ষিন্)—উচ্চাভিলাষী, বড় হইবার বাসনাযুক্ত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষিণী।

উচ্চাটন—উন্মূলন, উৎপাটন, স্বদেশভ্রষ্টকরণ; চঞ্চলকরণ, উৎপীড়ন, অথর্ববেদোক্ত অভিচার-কর্ম বিঃ, দেশছাড়া করাইবার অথবা মতান্তরে মনের ব্যাকুলতা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ষট্‌কর্মান্তর্গত অনুষ্ঠান বিঃ; উৎকণ্ঠা, বিষাদ, ব্যাকুলতা। উৎ—চট্+ণিচ্+অনট ভাব, করণ। বি, স্ত্রী। বিণ—উচ্চাটিত।

উচ্চাবচ—বিবিধ, নানাপ্রকার; অসমান নিম্নোন্নত, ভালমন্দ। উদক্ (উদগত) এবং অবাক্ (অবনত) এই অর্থে উচ্চাবচ ময়ূর ব্যংসকাদি নিপাতন সমাস। বিণ।

উচ্চাভিলাষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উৎকট বাসনা, অত্যধিক আশা। কর্মধা। বি, পুং।

উচ্চাভিলাষী (-লাষিন্)—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বড় হইবার বাসনাযুক্ত। উচ্চাভিলাষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষিণী।

উচ্চায়—'উচ্চয়' দ্রঃ।

উচ্চার—১। মল, বিষ্ঠা। উৎ—চর+ঘঞ কর্ম। ২। মলত্যাগ। উৎ—চর+ঘঞ ভাব। ৩। উচ্চারণ, অপসারণ, গ্রহাদির রাশি-নক্ষত্রান্তরে সঞ্চার। উৎ—চর+ণিচ+ঘঞ ভাব। বি, পুং।

উচ্চারক—উচ্চারণকারী। উৎ—চর+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিকা।

উচ্চারণ—কথন, শব্দপ্রয়োগ, কীর্তন, বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা; মুখ দ্বারা শব্দ নির্গত করা। উৎ—চর+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি, স্ত্রী।

উচ্চারণতত্ত্ব—ধ্বনিবিজ্ঞান, phonetics ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

উচ্চারণবিভ্রাট—উচ্চারণসংকট, উচ্চারণের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক। বাংপ্র। বি।

উচ্চারণস্থান—কণ্ঠ প্রঃ যে স্থান হইতে বর্ণের উচ্চারণ সম্পন্ন হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উচ্চারণীয়—উচ্চারণযোগ্য, যাহা উচ্চারণ করা উচিত বা উচ্চারণ করিতে পারা যায় এরূপ, কথনীয়। উৎ—চর্+ণিচ+অনীয় কর্ম। বিণ।

উচ্চারিত—যাহা উচ্চারণ করা হইয়াছে এরূপ, কৃতোচ্চারণ। উৎ—চর+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্চার্য(র্য্য)—উচ্চারণযোগ্য, কীর্তনীয়, কথনীয়। উৎ—চর্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

উচ্চার্য(র্য্য)মাণ—যাহা উচ্চারণ করা হইতেছে এরূপ। উৎ—চর+ণিচ্+শানচ কর্ম। বিণ।

উচ্চাশয়—উদারস্বভাব, উদারপ্রকৃতি, উদারচিত্ত, উন্নতমনা। উচ্চ আশয় (মনোভাব) যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চাশা—উচ্চ অভিলাষ, বড় হইবার সাধ। উচ্চ আশা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উচ্চিংড়া, উচ্চিংড়ে উইচিংড়ে। <উ'চ্চিঙ্গট। বি।

উচ্চিঙ্গট—তৃণগড় মৎস্য, উইচিংড়ে, কোপনস্বভাব ব্যক্তি। উৎ (উর্ধ্বগামী) চিঙ্গট প্রাদি। বি, পুং।

উচ্চৈ—১। উচ্চস্বরে, চিৎকার করিয়া, চেঁচাইয়া, তীব্রভাবে। ক্রি-বিণ। ২। উর্ধ্বে, উপরিভাগে, উঁচু জায়গায়। বাংপ্র। বিণ, বি-রূপে ব্যবহৃত।

উচ্চৈঃ (উচ্চৈস্)—উচ্চ উন্নত, মহান্, প্রখ্যাত, বিপুল, প্রচুর, যথেষ্ট অধিক। উৎ (অধিক)—চি (একত্র করা)+ডৈস্ কর্ম। অ।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ (শ্রবস্) (>-শ্রবা)—১। ইন্দ্র-ঘোটক [ইহা উন্নতকর্ণ ও সমুদ্রমন্থন হইতে জাত, ইহার বর্ণ শ্বেত, ইহা সপ্তমুখবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রের বাহন]। বি, পুং। ২। অধিক খ্যাতিসম্পন্ন, বধির, উচ্চকর্ণযুক্ত। উচ্চৈঃ (উচ্চ) শ্রবস্ (যশঃ বা কর্ণ) যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চৈঃস্বরে—উচ্চস্বরে, চিৎকার করিয়া, জোর গলায়। উচ্চৈঃ স্বর যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি বিণ।

উচ্ছন্ন—নষ্ট, উৎসন্ন, চরিত্রহীন। <উৎসন্ন। বিণ।

উচ্ছল—সর্বতঃ ব্যাপ্ত, যাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে এরূপ, উচ্ছলিত। উৎ—শল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উচ্ছলন—সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হওয়া, উপচাইয়া পড়া, উদগমন। উৎ—শল্+অনট্ ভাব। বি, স্ত্রী।

উচ্ছলযৌবনা—ভরা যুবতী, পূর্ণযৌবনা। উচ্ছল যৌবন যাহার, বহু+আপ্। বিণ, স্ত্রী।

উচ্ছলিত—উদগত, উত্থিত, উৎক্ষিপ্ত, স্ফীত, উচ্ছ্বসিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। উৎ—শল্+ক্ত কর্তৃ কর্ম। বিণ।

উচ্ছিত্তি—উচ্ছেদ, সমূলে উৎপাটন, ধ্বংস, বিনাশ। উৎ—ছিদ্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

উচ্ছিদ্যমান—যাহার উচ্ছেদ করা হইতেছে এরূপ। উৎ—ছিদ+শানচ্ কর্ম। বিণ।

উচ্ছিন্ন—যাহার উচ্ছেদ হইয়াছে এরূপ, কৃতোচ্ছেদ, বিনাশিত; উৎপাটিত, উন্মূলিত। উৎ—ছিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্ছিষ্ট—ভুক্তাবশিষ্ট, এঁটো; ভোজনের পর জল দ্বারা ক্ষালন করা হয় নাই এরূপ, যাহাতে অন্নব্যঞ্জনাদির সংস্পর্শ হইয়াছে এরূপ, অনুভুক্তাবশিষ্ট; ত্যক্ত। উৎ—শিষ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উচ্ছিষ্টভোক্তা (-ভোক্তৃ)—উচ্ছিষ্টভোজনকর্তা, প্রসাদভোজী, যে অন্যের পাতের এঁটো খায় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ভোক্ত্রী।

উচ্ছিষ্টভোজন—অন্যের ভুক্তাবশেষভক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

উচ্ছিষ্টভোজী (-ভোজিন)—উচ্ছিষ্টসেবী, প্রসাদভুক, যে পাতের এঁটো খায় এরূপ। উপতৎ, উচ্ছিষ্ট—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ, পুং। স্ত্রী, -ভোজিনী।

উচ্ছিষ্টান্ন—ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য, পাতের এঁটো ভাত। উচ্ছিষ্ট অন্ন, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

উচ্ছৃঙ্খল—শৃঙ্খলারহিত, অনর্গল অনিয়ন্ত্রিত, অবাধ, স্বেচ্ছাচারী, উদ্দাম যথেচ্ছাচারী। উৎক্রান্ত শৃঙ্খলকে প্রাদি। বিণ।

উচ্ছে—তিক্তাস্বাদ তরকারী বিঃ ক্ষুদ্র কারবেল্লক, ছোট করোলা। বাংপ্র। বি।

উচ্ছেত্তা (উচ্ছেত্তৃ)—উচ্ছেদকারক, বিনাশকারী, ধ্বংসকারী। উৎ—ছিদ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -ত্রী।

উচ্ছেদ—উৎপাটন উন্মূলন, বিনাশ ধ্বংস। উৎ—ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

উচ্ছেদক—উচ্ছেদকারী নাশক, বিনাশক, উৎসাদক। উৎ—ছিদ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দিকা।

উচ্ছেদকারক—উচ্ছেদসাধক, বিনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী -কারিকা।

উচ্ছেদন—বিনাশ ধ্বংস উৎপাটন, উন্মূলন। উৎ—ছিদ্+অনট ভাব। বি, স্ত্রী।

উচ্ছেদনীয়, উচ্ছেদ্য—উচ্ছেদযোগ্য, নাশ্য, বিনাশ্য, ধ্বংসনীয়। উৎ—ছিদ+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

উচ্ছেদসাধক ধ্বংসকারক বিনাশক, উন্মূলনকর্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সাধিকা।

উচ্ছেদসাধন—বিনাশন, উন্মূলন, উৎপাটন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উচ্ছোষণ—১। উর্ধ্ব শোষক, সন্তাপক। উৎ—শুষ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। উর্ধ্ব-শোষণ, সন্তাপন। উৎ—শুষ্+অনট ভাব। বি, স্ত্রী। বিণ, -ষিত।

উচ্ছ্বসন—উচ্ছ্বাস, বিকাশ, প্রকাশ, প্রাণন। উৎ—শ্বস্+অনট ভাব। বি, স্ত্রী।

উচ্ছ্বসিত—প্রফুল্ল বিকশিত, বর্ধিত, স্ফীত, আবেগপূর্ণ, বিশ্লেষিত, কম্পিত; জীবিত; ক্রন্দিত; হৃষ্ট, আহ্লাদিত, শিথিলীভূত। উৎ—শ্বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উচ্ছ্বাস—বিকাশ, অন্তর্মুখ শ্বাস, নিঃশ্বাস, শোকহেতু দীর্ঘনিঃশ্বাস, উর্ধ্বে উঠা; স্ফীতি; প্রাণন, আশ্বাস; বিশ্লেষ; আকাঙ্ক্ষা;

ফাঁক; উজ্জীবন; হর্ষ, আহ্লাদ; আবেগ; অধ্যায়, আখ্যায়িকা-পরিচ্ছেদ। উৎ—শ্বস্ +ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—উৎসেধ, উচ্চতা, উন্নতি, উৎকর্ষ; মাথা তোলা, খাড়া হওয়া; উদ্রেক। উৎ—শ্রি+অচ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উচ্ছ্রিত—উচ্চ, উন্নত, ঊর্ধ্বদেশপ্রাপ্ত; সমুন্নত; সঞ্জাত; উদিত; উন্নমিত; ত্যক্ত। উৎ—শ্রি+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

উছট—হুঁচট, পদাঙ্গুলিতে আঘাত, ঠোকর। <উচ্চাটন। বি।

উছল—যাহা উথলিয়া উঠিতেছে এরূপ, উদ্বেল। <উচ্ছল। বিণ।

উছলনো, উছলানো—উথলিয়া উঠা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উছলিত—উথলিত, উদ্বেলিত। <উচ্ছলিত। বিণ। [ক্রি।

উছলি, উছলিয়া—উচ্ছ্বসিত হইয়া। কপ্র।

উছাস—উচ্ছ্বাস, স্ফীতি; তরঙ্গ। কপ্র। বি।

উজড়, উজাড়—সমূলে বিধ্বস্ত, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট; শূন্য, খালি; নিঃশেষ; উচ্ছন্ন; জনশূন্য। হি-মু। বিণ।

উজড়নো, উজড়ানো—উত্তোলন করা; পাত্র রিক্ত করা, খালি করা, নিঃশেষ করা; উগরানো, বমি করা। হি-মু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উজন—উজান (তাহা দ্রঃ)।

উজবক, -বুক, -বুগ—১। নির্বোধ, আহম্মক, বোকা। বিণ। ২। তাতার জাতি বিঃ, বা তজ্জাতীয়। <তু 'উজবেগ্'। বি বা বিণ।

উজর, উজোর—প্রদীপ্ত, উজ্জ্বল ("উজরহার-উর পীতবসন-ধর"—ঘনশ্যাম)। প্রা কপ্র। <'উজ্জ্বল'। বিণ।

উজরানো—উজ্জ্বল করা, আলোকিত করা, জ্বালিয়া দেওয়া। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উজরোল—১। প্রদীপ্ত আলোকিত, উজ্জ্বল। <'উজ্জ্বল'। বিণ। ২। প্রদীপ্ত হইল, উজ্জ্বল হইল ('উজরোল রাতি, মণিময় বাতি'—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। ক্রি।

উজল—দীপ্ত, দীপ্যমান। <উজ্জ্বল। কপ্র। বিণ।

উজল-পাঁজল—উপর নীচু করা, উপর হইতে নীচে এবং নীচু হইতে উপরে উলটাইয়া লওয়া। বাংপ্র। বি।

উজলানো—উজ্জ্বল করা; মাড়া; উথলিত হওয়া; উৎক্ষেপণ করা। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উজলি—১। উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত। প্রা কপ্র। বিণ। ২। উজ্জ্বল করিয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

উজাগর—জাগরণ, জাগা; কোজাগর পূর্ণিমা। <উজ্জাগর। বি।

উজাড়—'উজড়' দ্রঃ।

উজান, উজানি—১। স্রোতের বৈপরীত্য, বিপরীত, উলটা। বি বা বিণ। ২। বিপরীত দিকে। ক্রি-বিণ। **উজানে যাওয়া**—প্রবাহ ঠেলিয়া উলটামুখে যাওয়া। **উজানের মাছ**—বর্ষাকালে যে সব মাছ পুকুর হইতে বাহির হইয়া যায়।

উজানভাটি, -ভাটা—স্রোতের প্রতিকূল ও অনুকূল দিক, স্রোতের বিপরীত দিক্ এবং যে দিকে স্রোত যায় সেই দিক; জোয়ারভাঁটা; জীবনের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

উজানি—উজান' দ্রঃ।

উজানিবেলা—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্নের পূর্ববর্তী সময়। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উজানো—নদীর স্রোতের বিপরীতে যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উজালা—১। উজ্জ্বল করা, আলোকময় করা। ক্রি। ২। উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

উজিয়ার, -য়ারা—উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত ["আছয়ে উজিয়ার হিয়া ভরি জানমু।"—মাধবদাস]। প্রা কপ্র। বিণ।

উজির, উজীর—মন্ত্রী, সচিব, অমাত্য। <ফা 'বজীর'। বি; পুং। **রাজা উজির**—বড় বড় লোক। **রাজা উজির মারা**—বড় বড় কথা বলা; মিথ্যা কথা বলিয়া বাহাদুরি করিয়া সময় কাটানো।

উজিরালি, উজীরালি, উজিরি, উজীরী উজিরের কার্য; উজিরের পদ, মন্ত্রিত্ব। আ মু। বি।

উজু—১। সরল, সোজা। <ঋজু। বিণ। ২। মুসলমানদিগের নমাজের পূর্বে হাত পাপ্রঃ ধোওবা; শৌচকর্ম। <আ 'বজু'। বি।

উজুশে—বর্ষার বৃষ্টির স্রোতে উপরদিকে গমনশীল ('— মাছ')। বাংপ্র। বিণ।

উজোড়—১। উজ্জ্বল। প্রা কপ্র। ২। উজাড়। বাংপ্র। বিণ।

উজোর—'উজর' দ্রঃ।

উজ্জীবন—১। চৈতন্যপ্রাপ্তি, সংজ্ঞালাভ; মূর্ছিত বা মৃতপ্রায় হইবার পর চৈতন্যলাভ; লুপ্তপ্রায় হইবার পরে পুনর্বার প্রবল হইয়া উঠা; বিস্মৃত বিষয়ের পুনরায় স্মরণ। উৎ—জীব্+অনট্ ভাব। ২। চৈতন্যদান; প্রাণসঞ্চার, বাঁচাইয়া তোলা, শক্তিমান্ করা। উৎ—জীব্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উজ্জীবিত—১। মূর্ছা বা অচৈতন্যের পর যাহার চৈতন্যলাভ হইয়াছে এরূপ, পুনঃ চৈতন্যপ্রাপ্ত; লুপ্তপ্রায় হইবার পরে যাহা পুনর্বার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এরূপ; (বিস্মৃত ঘটনাকে) পুনরায় স্মরণে আনীত। উৎ—জীব্+ক্ত কর্তৃ। ২। যাহাকে জীবন বা সংজ্ঞা দান করা হইয়াছে এমন; যাহাকে শক্তিমান্ করা হইয়াছে এমন। উৎ—জীব্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উজ্জুগ, উজ্জোগ—আয়োজন, অনুষ্ঠান, যোগাড়। <উদ্যোগ। বি।

উজ্জুগী, উজ্জোগী—উদ্যোক্তা, আয়োজক, অনুষ্ঠানকারী। <উদ্যোগী। বিণ।

উজ্জৃম্ভ—১। বিকাশ, হাই তোলা। উৎ—জৃম্ভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। প্রফুল্ল, প্রকাশিত, বিকসিত। উৎ—জৃম্ভ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উজ্জৃম্ভিত—১। চেষ্টা, বিকাশ; প্রস্ফুটন। উৎ—জৃম্ভ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রস্ফুটিত, বিকসিত, প্রকাশিত। উৎ—জৃম্ভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উজ্জোগ—'উজ্জুগ' দ্রঃ।

উজ্জ্বল—১। দীপ্তিমান্, ভাস্বর, চকচকে, চাকচিক্যবিশিষ্ট; পরিষ্কৃত, নির্মল; লাবণ্যময়; শোভমান। বিণ। ২। শৃঙ্গার রস। বি; পুং। ৩। স্বর্ণ। উৎ—জ্বল্+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

উজ্জ্বলতা—দীপ্তিমত্তা, ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য। উজ্জ্বল+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

উজ্জ্বলন—১। প্রজ্বলিত হওয়া, জ্বলিয়া উঠা, দীপ্ত হওয়া। উৎ—জ্বল্+অনট্ ভাব। ২। প্রজ্বলিত করা, প্রদীপ্ত করা। উৎ—জ্বল্ +ণিচ্+অনট্ ভাব (ঘটাদিত্ব হেতু ধাতুর উপধার অবৃদ্ধি)। বি; ক্লী।

উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ—১। যে শ্যামবর্ণে শ্রী ফুটিয়া উঠে তাহা, যে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণে লাবণ্য দৃষ্ট হয় তাহা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার গাত্রবর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণ অথচ লাবণ্যময় এমন। উজ্জ্বল অথচ শ্যাম, সুপ্; উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

উজ্জ্বলিত—১,। দীপ্ত, প্রজ্বলিত। উৎ—জ্বল্+ক্ত কর্তৃ। ২। যাহা উজ্জ্বল করা হইয়াছে এমন। উৎ—জ্বল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম (উপধার অবৃদ্ধি)। বিণ।

উঞ্ছ—জীবিকানির্বাহের জন্য পক্ষী প্রঃর ন্যায় শস্যক্ষেত্র হইতে শস্যকণাসংগ্রহ, এক একটি শস্যকণা খুঁটিয়া লওয়া; দীনতাসূচক জীবিকা বিঃ, শুধু সামান্য ধার বা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্বাহ। উঞ্ছ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং বা ক্লী।

উঞ্ছজীবী (-বিন্)—তুচ্ছ বা হীন কার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। উপতৎ; উঞ্ছ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

উঞ্ছন—আপণাদিতে পতিত দ্রব্যকণা সকল গ্রহণ, খুঁটিয়া লওয়া, কুড়াইয়া লওয়া; খই মুড়কি ইঃ ভাজিবার সময় খোলায়

বাড়িয়া দেওয়া। উঞ্ছ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উঞ্ছবৃত্তি—১। উঞ্ছ দ্বারা জীবিকানির্বাহ, অপরের পরিত্যক্ত ধান্যকণাদি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবনধারণ ; অযত্ন কার্য বা জীবনোপায় ; নানাস্থান হইতে কিছু কিছু আহরণ করিয়া অতিকষ্টে জীবিকানির্বাহ, ব্রাহ্মণের সর্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি (ঋত, অমৃত ও মৃত—এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি)। উঞ্ছই বৃত্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। উঞ্ছ দ্বারা জীবিকানির্বাহক ; অতিকষ্টে জীবিকানির্বাহকারী, উঞ্ছজীবী। উঞ্ছ বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

উঞ্ছশীল—উঞ্ছবৃত্তি, উঞ্ছ দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী। উঞ্ছই শীল যাহার, বহু। বিণ।

উট—১। উষ্ট্র, ক্রমেলক। <উষ্ট্র। বি ; পুং। ২। তৃণ ; পর্ণ, কুটা, খড়। উ+ট কর্তৃ. সংজ্ঞার্থে। বি, পুং।

উটকনো, -কানো—অন্বেষণ করা, তল্লাস করা, ঘাঁটিয়া দেখা। <সং উৎক্ষেপণ' বা 'অট্-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

উট-কপালী—উন্নত-ললাটবিশিষ্টা, উঁচ-কপালী। উটের কপাল (সদৃশার্থে), ষষ্ঠীতৎ +এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে—উটকপালে, তদুত্তরে+ঈ। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

উটকা, উটকো—সহসা আগত, আগন্তুক, ভবঘুরে ; অচেনা ; অপরিচিত ; বিশ্বাসের অযোগ্য ('— সংবাদ') ; বাজে ; চঞ্চল-চিত্তা, স্বামিগৃহ হইতে সতত পলায়নপরা ('— মেয়ে')। <সং 'অট্'-ধাতু। বিণ।

উটকানো-পাটকানো—তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা, জিনিসপত্র ওলটপালট করিয়া খোঁজা। বাংপ্র। যুগ্ম ক্রি। [, বি, বিণ]।

উটজ—মুনিদিগের পর্ণরচিত গৃহ ; পর্ণশালা, কুটীর, কুঁড়ে। ডপতৎ ; উট (তৃণ)—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

উটজশিল্প—কুটীরশিল্প। উটজ জাত শিল্প, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

উটনা, উটানো—নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য দিবার অঙ্গীকারে ধারে জিনিসপত্র খরিদ। বাংপ্র। বি।

উটনী—স্ত্রী উট। বাংপ্র। বি।

উটপক্ষী—আফ্রিকার বৃহৎ উন্নতগ্রীব পক্ষী বিঃ। উটতুল্য পক্ষী, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উটপক্ষী—উটপাখির আকারের গলুই-বিশিষ্ট নৌকা। বাংপ্র। বি।

উটপাখি, -পাখী—উটপক্ষী (তাহা দ্রঃ)।

উট-পেনসিল—কাগজে লিখিবার জন্য কাষ্ঠাচ্ছাদিত গ্র্যাফাইটের শিষবিশিষ্ট লেখনী। <ইং 'wood-pencil'। বি।

উটমুখো—যে নিচে না তাকাইয়া চলে এমন। উটের মুখ (সদৃশার্থে) ষষ্ঠীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মুখী।

উঠকিস্তি—দাবাখেলার কিস্তি বিঃ। [কোন গুটি সরাইয়া নিলে বিপক্ষের রাজা যদি মায়ের মুখে পড়ে তবে উঠকিস্তি হয়।] বাংপ্র। বি।

উঠত—উঠে দাঁড়ায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

উঠতি—১। দ্রব্যাদি বিক্রয়, উন্নতি ; বৃদ্ধি। উঠ্+তি ভাব। বি। ২। উঠন্ত, বৃদ্ধিশীল, বর্ধমান। উঠ+তি কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। **উঠতি বয়স**—যৌবনের প্রারম্ভ, যুব-বয়সের প্রথমাবস্থা। **উঠতি মুখ**—প্রথম পণ্য আমদানীর সময় ; উন্নতির সূত্রপাত। **উঠতির সময়**—ব্যবসায়-বাণিজ্যের মরশুম, উন্নতির সময়।

উঠতি-পড়তি—উত্থান-পতন, হ্রাস-বৃদ্ধি ; লাভ-ক্ষতি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

উঠন—উঠান' দ্রঃ।

উঠনু—উঠিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

উঠন্ত—উত্থানশীল, যাহা উঠিতেছে এরূপ, বৃদ্ধিশীল ; যাহা প্রখর হইতেছে এমন ('— রোদ') ; উন্নতিশীল। উঠ+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

উঠবন্দী—জমিজমার একরূপ অস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাংপ্র। বি।

উঠবন্দী-প্রজা—যাহাদের জমিতে স্থায়ী স্বত্ব নাই এবং যাহারা বিভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জমি চাষ করিয়া থাকে এমন প্রজা। বাংপ্র। বি।

উঠবোস—উঠ'-বসা, পুনঃ পুনঃ উত্থান এবং উপবেশন ; পরের আদেশ নির্বিচারে পালন। উঠ (উঠা) ও বোস (বসা), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

উঠয়ে—উঠে উৎপন্ন হয়। প্রা কপ্র। ক্রি। [ক্রি।

উঠলু, -লুঁ—উঠিলাম। প্রা কপ্র।

উঠা—১। উত্থিত হওয়া, উচ্চস্থানে আরোহণ করা ; বাসগৃহ বা নিজস্থান ত্যাগ করা, বমি হওয়া ; নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করা ; উদ্ভূত হওয়া ; উদিত হওয়া ; প্রকাশ পাওয়া ; উন্নতিলাভ করা ; উত্তেজিত হওয়া ; বিদ্রোহী হওয়া ; স্খলিত হওয়া ; ক্ষয় পাওয়া ; স্ফীত হওয়া ; অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া ; লোপ পাওয়া ; বন্ধ হওয়া ; ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; বৃদ্ধি পাওয়া ; উপরের শ্রেণীতে যাওয়া ; ফুরাইয়া যাওয়া ; উল্লিখিত হওয়া, উত্থাপিত হওয়া ; উদরস্থ হওয়া ; বাজারে আসা ; খেলার বাজি বা দান শেষ হওয়া ; উদ্গত হওয়া, বাহির হইয়া আসা। < 'উৎ—স্থা'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]। **অন্ন উঠা**—আয়ু ফুরানো ; চাকরি যাওয়া। **অন্ন-জল উঠা**—বিধির বিধানে কোন স্থানে অবস্থানের কাল শেষ হওয়া। **উঠে প'ড়ে লাগা**—উৎসাহের সহিত কার্য সাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। **কথা উঠা**—উল্লেখ হওয়া ; আপত্তি হওয়া। **খড়ি উঠা**—তৈলহীন দেহে মরামাস উঠা। **গলা উঠা**—গানের সুর চড়া হওয়া ; গলার স্বর জোর হওয়া। **চুল উঠা**—চুল ঝরিয়া পড়া। **চোখ উঠা**—চোখের এক-প্রকার রোগ হওয়া। **জমি উঠা**—জলে ডোবা জমি জাগিয়া উঠা। **জল উঠা**—জল নির্গত হওয়া। **জাতে উঠা**—সমাজে চলিত হওয়া ; শুদ্ধির দ্বারা পুনরায় পূর্বধর্ম গ্রহণ করা। **দর উঠা**—পণ্যদ্রব্যের দাম বেশী হওয়া। **নাম উঠা**—সুনাম নষ্ট হওয়া ; বংশলোপের জন্য নাম লোপ পাওয়া ; নামের উল্লেখ হওয়া। **পাট উঠা**—সমূলে উৎপাটিত হওয়া ; স্থান বা আবাস উঠিয়া যাওয়া। **ফাঁপিয়া উঠা**—সমৃদ্ধ হওয়া। **বাজার উঠা**—দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া ; বাজার শেষ হওয়া। **ভোগ উঠা**—মৃত্যু হওয়া ; সুখের কাল ফুরানো। **মন উঠা**—সন্তুষ্ট হওয়া। **রব উঠা**—গুজব রটা। **উঠি তো পড়ি**—ঊর্ধ্বশ্বাসে ; অতি দ্রুত।

উঠা-উঠি—১। পুনঃ পুনঃ উত্থান, বারবার উঠা-বসা ; বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিম্নশ্রেণী বা নিম্নস্থান হইতে উচ্চশ্রেণীতে বা উচ্চস্থানে গমন, ফুটবল খেলায় নিম্নবিভাগ হইতে উচ্চ-বিভাগে স্থানগ্রহণ। বি। ২। ঠিক পর পর ক্রমাগত। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

উঠান, উঠন—প্রাঙ্গণ, আঙ্গিনা। <উত্থান। বি।

উঠান-ঘাটা—নৌকা হইতে আরোহীকে উঠাইবার ঘাট, landing place. বাংপ্র। বি।

উঠানামা—আরোহণ-অবরোহণ ; উত্থান-পতন ; উন্নতি-অবনতি ; ভেদবমি, ওলাউঠা। উঠা ও নামা, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

উঠানি—উত্থান ; আরোহণী ; ঢালু জায়গা ; আক্রমণ ; আক্রোশ ; বিক্রমপ্রকাশ ; উদ্যোগ, সজ্জা ; যুদ্ধোদ্যম ; শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে প্রসূতির আঁতুড় ঘর হইতে বাসগৃহে উঠার অনুষ্ঠান বিঃ। <উত্থান। বি।

উঠানো—উত্তোলন করা ; উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা ; জাগানো ; উৎসাহিত করা ; উন্নত করা ; উপড়ানো ; গৃহচ্যুত বা স্থানভ্রষ্ট করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উঠা-পড়া—উঠতি-পড়তি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

উঠা-বসা—গাত্রোত্থান ও উপবেশন; আজ্ঞানুসারে কার্য করা; ব্যায়ামার্থ বৈঠক করা। বাংপ্র। যুগ্ম ক্রি [, বি]।

উঠিত—আবাদী, যাহাতে চাষ করা হইতেছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

উঠিত-পতিত—আবাদী ও অনাবাদী, কর্ষিত ও অকর্ষিত, হাসিল ও খিল ('—জমি')। উঠিত ও পতিত, দ্বন্দ্ব; অথবা, কোথায়ও উঠিত কোথায়ও পতিত, কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

উড়কি—ধান্য বিঃ, উড়িধান; তরল পদার্থ তুলিবার জন্য নারিকেলমালার হাতা; খই; মক্ষ; উসকি। বাংপ্র। বি।

উড়কুড়-আগস্ত, শেষ, পরিসীমা (কাজের আর 'উড়কুড়' নাই); কুলকিনারা; ঠিকঠিকানা; চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

উড়তি—লোকপরম্পরায় শ্রুত ('—খবর'); উড্ডীয়মান; অস্থির; অনিশ্চিত। উড়্+তি কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

উড়ন—শূন্যে গমন, আকাশে গমন; পরিধান; অস্থিরতা; চাঞ্চল্য; বাহিরের আবরণ। <উড্ডয়ন। বি।

উড়ন-চড়ে, -চণ্ডে—অপব্যয়কারী, অযথাব্যয়ে সঞ্চিতধননাশকারী, টাকাপয়সা উড়াইতে পটু। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, -চণ্ডী।

উড়নি, উড়ানি—গাত্রবস্ত্র বিঃ, উত্তরীয়বস্ত্র, একপাটা চাদর, ঘোমটা দেওয়ার চাদর। <অববেষ্টন। বি।

উড়ন্ত—উড্ডীয়মান, যাহা উড়িতেছে এরূপ; অপব্যয়কারী। উড়্+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

উড়ুশ—ছারপোকা। <উদ্দংশ। প্রাদে। বি।

উড়া—১। আকাশে গমন করা, ঊর্ধ্বদিকে উঠা; দ্রুত যাওয়া; ত্যাগ করা; চলিতে থাকা; প্রচারিত হওয়া; খরচ হওয়া; নষ্ট হইয়া যাওয়া; অদৃশ্য হওয়া। ক্রি। [, বি]। ২। উড়ন্ত, উড্ডীয়মান, অমূলক ('—খবর'); নামশূন্য ('—চিঠি')। <উৎ—ডী-ধাতু। বিণ। ৩। পরিধান করা, পরা। প্রা কপ্র। ক্রি।

উড়া-উড়া—ভাসাভাসা; অস্থায়ী; পলায়নপর; অনিশ্চিত; উড্ডয়নোন্মুখ। বাংপ্র। বিণ।

উড়াজাহাজ—আকাশযান, উড়াকল, airship. উড়া জাহাজ, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উড়ানো—১। উড়াইয়া দেওয়া; অযথা অপব্যয় করা; অর্থ নষ্ট করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া**—অযথাভাবে নষ্ট করা, অযথা অপব্যয় করা। ২। যাহা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; অপব্যয়িত। বাংপ্র। বিণ। ৩। উপেক্ষা, অবহেলা। প্রা কপ্র। বি।

উড়ানিয়া—যে উড়াইয়া দেয় এরূপ; অযথা অপব্যয়কারী। উড়ান+ইয়া স্বভাবার্থে। বাংপ্র। বিণ।

উড়াপাক—দ্বন্দ্বযুদ্ধে বীর পুরুষদিগের পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশের জন্য চক্রাকারে ঘূর্ণন; উল্লম্ফন। বাংপ্র। বি।

উড়ি, উড়ী—তৃণধান্য, নীবার, অকর্ষিত ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্য। বাংপ্র। বি।

উড়িয়া—১। উৎকলদেশের লোক, উড়িষ্যার লোক; উৎকলদেশীয় ভাষা। 'ওড্র'-শব্দজ। ২। উড়িধান। <ওড়িকা। বি। ৩। উড্ডীন হইয়া, আকাশপথে উঠিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

উড়ী—'উড়ি' দ্রঃ।

উড়ু উড়ু- উড়িতে উন্মুখ; চঞ্চল, অশান্ত; উদ্বিগ্ন। বাং। বিণ।

উড়ুক্কু—যে উড়িতে পারে এরূপ, উড়িতে সমর্থ। বাংপ্র। বিণ।

উড়ুক্কু মাছ—মৎস্য বিঃ, flying-fish [এই মাছ সমুদ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা লাফ দিয়া জল ছাড়িয়া উপরে উঠে এবং পাখায় ভর করিয়া বাতাসের সাহায্যে কিছুদূর গিয়া পুনরায় জলে পড়িয়া যায়। বাস্তবিক ইহাদের উড়িবার শক্তি নাই]। উড়ুক্কু মাছ, কর্মধা। বি।

উড়ুপ, উড়ূপ—১। তারক; ভেলা, ডোঙ্গা। বি; পুং বা ক্লী। ২। উড়ুপতি, চন্দ্র। উপতৎ; উড়ু বা উড়ূ—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

উড়ুম্বর—১। উদুম্বর, যজ্ঞডুমুর গাছ। বি; পুং। ২। তাম্র, তামা; কর্ষ, দুই তোলা পরিমাণ; যজ্ঞডুম্বরবৃক্ষের ফল; দেহলী; গোবরাটের নীচের কাঠ; নপুংসক; কুষ্ঠরোগ বিঃ। উ (মহাদেব)—বৃ+শ কর্তৃ —উম্বর; উৎকৃষ্ট উম্বর, প্রাদি (নিপা)। বি; ক্লী।

উড়ূপ—'উড়ুপ' দ্রঃ।

উড়ে—উড়িষ্যাবাসী, উড়িয়া। বি বা বিণ। স্ত্রী—**উড়েনী**।

উড়ো—যাহা উড়িতেছে এরূপ, উড়ন্ত; অমূলক; নামশূন্য, বেনামী; যুক্তিতর্কহীন। বাংপ্র। বিণ। **উড়ো উড়ো শোনা**—গুজব শোনা, লোকের মুখে শোনা। **উড়ো খই**—যে খই বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে তাহা। **উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ**—যে খই উড়িয়া যাইতেছে তাহা পাইবার উপায় নাই জানিয়া ঈশ্বরে নিবেদন অর্থাৎ বাধ্য হইয়া কিছু সৎকার্যে অর্পণ করা। **উড়ো খবর**—গুজব। **উড়ো চিঠি**—লেখকের পরিচয়শূন্য চিঠি।

উড়োজাহাজ—উড়াজাহাজ (তাহা দ্রঃ)। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উড্ডয়ন—আকাশবিহার, শূন্যে গমন, উড়া। উৎ—ডী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উড্ডীন—১। যে উড়িয়াছে এরূপ, উৎপতিত, ঊর্ধ্বগত, শূন্যগামী। উৎ—ডী+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শূন্যে গমন, উড়ন। উৎ—ডী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উড্ডীয়মান—যে উড়িতেছে এরূপ, শূন্যে গমনকারী, আকাশগামী, উড়ন্ত। উৎ—ডী+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

উৎ (উদ্)—উপর ('উৎক্ষিপ্ত'); উত্তম; বাহিরে ('উৎপিঞ্জর'); অতিশয় ('উত্তপ্ত'); ব্যতিক্রম; নিন্দনীয় ('উৎকোচ'); বিরুদ্ধ ('উন্মার্গ'); অভাব ('উচ্ছৃঙ্খল'); অকস্মাৎ ('উৎপাত'); অতিক্রান্ত ইঃ বুঝাইতে ব্যবহৃত উপসর্গ বিঃ। অ।

উতপত—১। উত্তপ্ত, গরম। <উত্তপ্ত। বিণ। ২। উৎপন্ন, সঞ্জাত, উদ্ভূত। প্রা কপ্র। বিণ।

উতর—উত্তর; দোষখণ্ডন; আপত্তি-খণ্ডন। প্রা কপ্র। বি। **উতর কাটা**—উত্তর দেওয়া; প্রতিবাদ করা; মুখের মত জবাব দেওয়া।

উতরখানা—নামিবার জায়গা; সরাই। উতরের (নামিবার) খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। হি-মু। বি।

উতরনো—পার হওয়া; অবতরণ করা, নামা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

উতরা—উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; কাটানো, অবতরণ করা, নামা; উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা। কপ্র। ক্রি।

উতরাই—পার্বত্য পথে উচ্চস্থান হইতে নিম্নে গমন। উতরা+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

উতরানো—নামা; উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; সফলকাম হওয়া; আশানুরূপ হওয়া; কার্যোপযোগী হওয়া। <উত্তরণ। ক্রি [, বি, বিণ]।

উতরোল—১। উচ্চশব্দ, গণ্ডগোল। বি। ২। বিহ্বল, অভিভূত; প্রবল, বেগবান্; অশান্ত; উৎকণ্ঠিত। বিণ। ৩। গণ্ডগোল করিল, উচ্চ শব্দ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উতরোল—উচ্ছল; চঞ্চল; প্রবল; বেগবান্। বাংপ্র। বিণ।

উতলপাতল—তোলপাড়; উচ্চনীচ। <প্রাকৃত 'উথল্লপাথল্ল'। বি বা বিণ।

উতলা—১। ব্যস্ত, অস্থির, চঞ্চল; উদ্বিগ্ন, কাতর; বেগবান্; আনন্দ-চঞ্চল। বাংপ্র। বিণ। ২। উপচিত হওয়া, ফুলিয়া উঠা, উছলিয়া উঠা। কপ্র। ক্রি।

উতার—১। নিম্নতা; আদর্শ, নকল। বি। ২। নামাও; ঢাল। হি-মু। ক্রি।

উত্তারিল—নামাইল ; খুলিয়া লইল। কপ্র। ক্রি।

উতোর—উত্তর, জবাব, কাটানো, খণ্ডন ; (কবিগানে) বিপক্ষের চাপান বা প্রশ্নের জবাব। <উত্তর। বি।

উৎক—উন্মনাঃ, উদ্বিগ্ন ; অন্যমনস্ক ; উৎসুক। উৎ+ক উদ্‌গত মন ইহার এই অর্থে। বিণ। বি,। -তা।

উৎকট—তীব্র, অতিপ্রবল ; কঠোর, বিকট, অতিপ্রগাঢ় ; অসহ্য, দুঃসহ, অত্যধিক, উদগ্র ; দুঃসাধ্য ; বিষম। উৎ—কট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উৎকণ্ঠ—১। উদ্‌গ্রীব, অত্যন্ত উৎসুক, উদ্বিগ্ন। উৎ (উন্নত) কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। ২। শৃঙ্গারের ষোড়শবন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশবন্ধ। উৎক্রান্ত কণ্ঠ যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

উৎকণ্ঠা—১। উদ্বেগ, চিন্তা, আশঙ্কা, ব্যাকুলতা ; বেদনা, অসহিষ্ণুতা, কামাদি-জনিত অস্থিরতা, বার বার স্মরণ, ব্যাকুলতাসহ দয়িতস্মরণ, প্রিয়াভিলাষ হেতু উন্মনস্কঃ। উৎ—কণ্ঠ্+অ ভাব+আপ্। বি, স্ত্রী। ২। উৎসুকা, উদ্বিগ্না। উৎকণ্ঠ (১)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উৎকণ্ঠিত—যাহার উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে এরূপ, উদ্বিগ্ন, উৎক, উন্মনাঃ, উৎসুক। উৎকণ্ঠা+ইত জাতার্থে। বিণ।

উৎকণ্ঠিতা—১। নায়িকা বিঃ, সংকেত-স্থানস্থিতা যে নায়িকা নায়কের অনাগমন জন্য ব্যাকুলা হয় সে ; নির্দিষ্টকালে বাসস্থানে স্বামীর অনাগমন জন্য নানা কারণ চিন্তা করিয়া যে নারী অতিশয় অধীরা হয় সে। বি ; স্ত্রী। ২। উদ্বিগ্না, অতিশয় উৎসুকা। উৎকণ্ঠিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উৎকম্প—১। অতিশয় কম্পিত। উৎ—কম্প্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। চমকানি ; অতিশয় কম্পন। উৎ—কম্প্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

উৎকম্পিত—ঊর্ধ্বদিকে কম্পিত ; যে চমকিত হইয়া উঠিয়াছে এরূপ। উৎ—কম্প্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উৎকর্ণ—কান-খাড়া, শ্রবণোৎসুক, শুনিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত। উন্নমিত কর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

উৎকর্ষ—উৎকৃষ্টতা, উত্তমতা ; প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা ; আধিক্য, আতিশয্য ; বৃদ্ধি, উন্নতি ; (স্মৃতিমতে) ইহকাল হইতে পরকাল-কর্তব্যতা ; সমগ্র মানবজাতির আপেক্ষিক উন্নতি, civilization. উৎ—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উৎকর্ষক—উৎকর্ষণকারী ; অপসারক ; উৎপাটয়িতা ; উদ্ধারকারক। উৎ—কৃষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্ষিকা।

উৎকর্ষণ—অপসারণ ; আকর্ষণ, টানিয়া লওয়া। উৎ—কৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎকল—১। ওড্রদেশ, উড়িষ্যাদেশ। উৎ—কল্+ক ষঞর্থে অধি। ২। সুদ্যুম্ন বা ইলার পুত্র (পুরুষ অবস্থায় ইলার ঔরসে ইহার জন্ম হয়)- ; ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উৎ—কল+অচ্ কর্তৃ। ৩। ব্যাধ ; ভারবাহক, মুটে। উপস্তৎ ; উৎক—লা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

উৎকলিকা—১। তরঙ্গ, ঊর্মি ; ফুলের কুঁড়ি। উৎ—কল+অচ্ কর্তৃ+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। ২। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ; হেলা ; গন্ধরচনা বিঃ। উৎ—কল+অক (ক্‌ন্) ভাব+আপ্। বি, স্ত্রী।

উৎকলিত—উৎকণ্ঠিত, উন্মনাঃ ; প্রবুদ্ধ, বুদ্ধিমান্, তরঙ্গিত। উৎ—কল+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উৎকাঙ্ক্ষা -অত্যধিক উচ্চ আশা, aspiration. উৎ—কাঙ্ক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উৎকিরণ—ক্ষোদন, engraving. উৎ—কৄ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎকীর্ণ—ক্ষত, যাহা ক্ষোদা হইয়াছে এরূপ, ক্ষোদিত, উৎক্ষিপ্ত ; উল্লিখিত ; বিদ্ধ, ছিদ্রিত ; চিত্রিত, লিখিত ; যাহা ইতস্ততঃ ছড়ান হইয়াছে এরূপ, বিক্ষিপ্ত। উৎ—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকীর্ত(র্ত্ত)ন- বর্ণন ; প্রচার, ঘোষণা, চারিদিকে রাষ্ট্র করা ; উচ্চপ্রশংসা। উৎ—কৃৎ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎকীর্তি(র্ত্তি)ত—বর্ণিত : প্রচারিত, ঘোষিত। উৎ—কৃৎ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকুণ—কেশকীট, উকুন, ডেঙ্গর, মৎকুণ। উৎ—কুণ্+ক কর্ম। বি ; পুং।

উৎকূলিত—কূলে উত্তোলিত, কূলপ্রাপ্ত, উদ্বেল। উৎ—কূল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকৃত্ত—ছিন্ন, উৎক্ষত, উৎখাত ; যাহা খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে এরূপ। উৎ—কৃৎ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকৃত্য—উৎকর্তনীয়, ছেদনীয়। উৎ—কৃৎ+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ, প্রধান, প্রকৃষ্ট ; প্রশস্ত ; উত্তম, ভাল ; সম্যক্ আকৃষ্ট ; ঊর্ধ্বে কৃষ্ট, উপরদিকে টানা। উৎ—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকৃষ্টতা—উত্তমতা, শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য। উৎকৃষ্ট+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

উৎকেন্দ্র—বিভিন্নকেন্দ্রিক, eccentric ; (জ্যামিতি) যাহা একটি মাত্র বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া অঙ্কিত নয় এরূপ ('— বৃত্ত') ; (জ্যোতিষ) অবৃত্তাকার কক্ষে ভ্রমণশীল। উৎক্রান্ত কেন্দ্রকে, প্রাদি। বিণ।

উৎকেন্দ্রতা—পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্তের নাভি হইতে তাহার পরিসীমার দূরত্ব, eccentricity. বি ; স্ত্রী।

উৎকোচ—অপপ্রদান, ঘুষ। উৎ—কুচ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উৎকোচক—অপপ্রদাতা, যে ঘুষ দেয় এরূপ। উৎ—কুচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কোচিকা।**

উৎকোচগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—উৎকোচ-গ্রহণকারী, ঘুষখোর। উপস্তৎ ; উৎকোচ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী।**

উৎকোচদাতা (-দাতৃ)—যে ঘুষ দেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী।**

উৎক্রম, -ক্রান্তি—ব্যতিক্রম ; ক্রমভঙ্গ ; বিপর্যয় ; লঙ্ঘন, উচ্চলন, নিঃসরণ, নির্গমন ; মরণ। উৎ—ক্রম্+ঘঞ্, ক্তি ভাব। বি, পুং, স্ত্রী।

উৎক্রমণ—ঊর্ধ্বগমন ; অপসরণ ; দেহ হইতে জীবাত্মার প্রয়াণ ; ক্রমবিপর্যয় ; ক্রমোন্নতি ; (ব্যাকরণ) বাক্যে শব্দ-বিন্যাস-বিপর্যয়। উৎ—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎক্রমণীয়—অতিক্রমণীয় ; লঙ্ঘনীয় ; নির্গমনীয়। উৎ—ক্রম্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎক্রান্ত—উদ্গত ; অতিক্রান্ত, উল্লঙ্ঘিত, বিপর্যস্ত, মৃত। উৎ—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

উৎক্রান্তি—'উৎক্রম' দ্রঃ।

উৎক্রোশ—১। কুররপক্ষী, ঈগলজাতীয় শিকারী পাখি বিঃ। উৎ—ক্রুশ্+অন্ কর্তৃ। ২। চিৎকার। উৎ—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং ;

উৎক্ষিপ্ত—১। ঊর্ধ্বে ক্ষিপ্ত ; উৎপাটিত, উন্নীত, অভিভূত। উৎ—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। **উৎক্ষিপ্ত কম্পন**—ভূমিকম্প বিঃ (এইপ্রকার কম্পনসময়ে বোধ হয় যেন ভূমি প্রবলবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে)। ২। ধুস্তূরফল, ধুতুরা। উৎ—ক্ষিপ্+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

উৎক্ষেপ, -ক্ষেপণ—ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ ; উদঞ্চন ; ব্যজন। উৎ—ক্ষিপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

উৎক্ষেপক—ঊর্ধ্বে ক্ষেপণকারী। উৎ—ক্ষিপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষেপিকা।**

উৎক্ষেপণ—'উৎক্ষেপ' দ্রঃ।

উৎখাত—১। উৎপাটিত, উন্মূলিত, উপড়ান ; সমূলে বিনাশিত ; বিদারিত ; ভ্রংশিতপদ ; অবদারিত ; বাস্তুভিটা বা চাষের জমি হইতে বিতাড়িত। বিণ। ২। গর্ত ; বন্ধুরভূমি। উৎ—খন্+ক্ত কর্ম। ৩। উৎখনন। উৎ—খন্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

উৎখাতকেলি, -কেলী—বপ্রক্রীড়া, শৃঙ্গাদি দ্বারা বৃষাদির মৃত্তিকাখনন। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

উত্তপ্ত—উত্তাপবিশিষ্ট, উষ্ণ; দগ্ধ; ম্লাত। উৎ—তপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্তম—১। উৎকৃষ্ট, উপাদেয়; শ্রেষ্ঠ, পরম, প্রধান; সর্বশ্রেষ্ঠ; চরম। উৎ—তম্+অচ্ কর্ম। বিণ। ২। বিষ্ণু; উত্তানপাদরাজপুত্র; বৈশিকনায়ক নায়ক বিঃ; তৃতীয় মনু; একবিংশতিতম দ্বাপরের ব্যাসের নাম। উৎ+তমপ্ অতিশয়ার্থে। বি; পুং। ৩। বেশ, ভালই। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

উত্তমপুরুষ—১। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ; পরমাত্মা, জগদীশ্বর; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধুলোক। উত্তম পুরুষ, কর্মধা। বি; পুং। ২। (ব্যাকরণ) আমি আমরা প্রঃ পদসমূহ। বি; পুং।

উত্তমমধ্যম—বিশিষ্টরূপ প্রহারাদি দ্বারা লাঞ্ছন-প্রদান; বিলক্ষণ প্রহার। বাংপ্র। বি।

উত্তমমধ্যম দেওয়া—বিলক্ষণ প্রহার করা।

উত্তমর্ণ—ঋণদাতা, মহাজন। উত্তম (প্রধান) ঋণ যাহার, বহু। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -মর্ণা।

উত্তমা—১। বরবর্ণিনী, উৎকৃষ্টা স্ত্রী, স্বীয়াদি নায়িকা বিঃ (নায়ক অহিতকারী হইলেও যে তাহার হিত করিয়া থাকে)। বি; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠা, উৎকৃষ্টা, প্রধানা। উত্তম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উত্তমাঙ্গ—প্রধান অঙ্গ; মস্তক, শির; মুখ। কর্মধা। বি; ক্লী। বিণ, -ঙ্গীয়।

উত্তমাশা—১। যথেষ্ট ভরসা, ভাল আশা, উৎকৃষ্ট আশা। উত্তমা আশা, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। আফ্রিকার দক্ষিণ-প্রান্তস্থিত অন্তরীপ। Cape of Good Hope—এই ইংরেজী কথার অনুবাদে রচিত শব্দ। বি।

উত্তমোত্তম—অতিশয় উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উত্তম হইতে উত্তম। উত্তম হইতে উত্তম, ৫মীতৎ। বিণ।

উত্তর—১। প্রতিবচন, জবাব; সিদ্ধান্ত; প্রতিকার; জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আপন মত বা বক্তব্য নির্দেশ; আপত্তিখণ্ডন; কেহ আহ্বান করিলে তৎ-শ্রবণসূচক 'যাই' 'আজ্ঞে' ইঃ বাক্য; অর্থালংকার বিঃ। উৎ—তৃ+অপ্ ভাব, করণ। বি; ক্লী। ২। (মহাভারত) বিরাটরাজপুত্র; স্বনামখ্যাত পর্বত বিঃ। উৎ—তৃ+অচ্ কর্তৃ। ৩। শিব, হরি। উৎ—তৃ (পিছের অর্থযুক্ত)+অচ্ কর্তৃ। ৪। অব্যবহিত পরবর্তী দেশ বা কাল। বি; পুং। ৫। প্রধান, শ্রেষ্ঠ senior; যোগ্য; উত্তম; দুর্লভ, অসাধারণ; পরবর্তী, ভবিষ্যৎ; অতীত, অতিক্রান্ত। উৎ—তৃ+অচ্ কর্তৃ। ৬। উত্তরদেশসম্বন্ধীয়, উদীচ্য; ঊর্ধ্ব, উপরিস্থ। উত্তর+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ৭। অনন্তর, পশ্চাৎ। ক্রি-বিণ। ৮। উত্তরদিক্। <উত্তরা। বি।

উত্তর করা—জবাব করা; চোপা করা।

উত্তর দেওয়া—জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া; সাড়া দেওয়া।

উত্তরকাণ্ড—বাল্মীকি-রামায়ণের সপ্তম ও শেষ কাণ্ড। উত্তর (অর্থাৎ শেষ) কাণ্ড, কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরকাল—ভবিষ্যৎ সময়, যে সময় আসিবে সেই সময়, ভাবী সময়। উত্তর (পশ্চাদ্‌গামী, পরবর্তী) কাল, কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরকালীন—যাহা পরবর্তী কালে ঘটিবে এরূপ, পরবর্তী কালসম্বন্ধীয়, ভবিষ্যৎ কাল সংক্রান্ত। উত্তরকাল+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ।

উত্তর-কেন্দ্র—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, সুমেরু, North Pole. কর্মধা। বি; ক্লী।

উত্তরক্রিয়া—অন্তিমা ক্রিয়া, শেষ কাজ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্য; প্রতিবচন প্রদানরূপ কার্য; কথার জবাব দেওয়া। উত্তরা ক্রিয়া, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরখণ্ডন—প্রতিবাদনিরসন, প্রতিপক্ষের জবাবের পালটা জবাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী;

উত্তরগামী (-গামিন্)—উত্তরদিকে গমনকারী; পশ্চাদ্‌গামী। উপতৎ; উত্তর—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।

উত্তরঙ্গ—১। তরঙ্গিত; উচ্চতরঙ্গবিশিষ্ট। উৎ (উত্থিত) তরঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। ২। দ্বারোর্ধ্বস্থিত বক্রকাষ্ঠ, কুম্ভীরকা। উত্তর—গম্+খ কর্তৃ। বি; ক্লী।

উত্তরচ্ছদ—উপরিস্থ আস্তরণবস্ত্র, বিছানার চাদর, উত্তরীয়। উত্তর (উপরিস্থিত) ছদ (আচ্ছাদনবস্ত্র), কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরণ—নদ্যাদি পার হওয়া, উত্তরণ; কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া; পথিকদিগের কোন স্থানে কোন দিবসের নিমিত্ত অবস্থিতি। উৎ—তৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উত্তরণ-স্থান—যে স্থানে গিয়া উপস্থিত হওয়া যায় সেই স্থান, সরাই, আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

উত্তরণীয়—অতিক্রমণীয়; গম্য; প্রাপ্য। উৎ—তৃ+অনীয় কর্মবা। বিণ।

উত্তরতঃ (-তস্) (>উত্তরত)—উত্তরে; উত্তর হইতে; উত্তর দিক্, দেশ বা কাল হইতে। উত্তর+৫মী বা ৭মী স্থানে তস্। অ।

উত্তরদাতা (-দাতৃ)—প্রতিবক্তা, জবাবদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দাত্রী।

উত্তরদান—প্রতিবচনকথন, জবাব দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

উত্তরদায়ক—প্রতিবক্তা, যে জবাব দেয় এরূপ; যে সঙ্গে সঙ্গে কথার উত্তর দেয় এরূপ; অবাধ্য, উদ্ধত। উত্তরের দায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িকা।

উত্তরদিক্ (-দিশ্)—উদীচী, দিক্ বিঃ। উত্তরা দিক্, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরপক্ষ—পূর্ব পক্ষের নিরাসক পক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ; সিদ্ধান্তানুকূল তর্কোপন্যাস; বিচারসিদ্ধান্ত; প্রশ্নের উত্তর, সমাধান; শুক্লপক্ষে মাসারম্ভ হইলে কৃষ্ণপক্ষ। কর্মধা। বি; পুং। বিণ, -পক্ষীয়।

উত্তরপত্র—প্রশ্নোত্তরের পত্র, যাহাতে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেওয়া হয় এরূপ কাগজ বা খাতা, answer-paper. ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

উত্তরপদ—(ব্যাকরণ) সমাসবদ্ধ পদের সর্বশেষ পদ, ভিন্ন ভিন্ন পদে সমাস হইলে যে পদটি সকলের শেষে থাকে তাহা। কর্মধা। বি, ক্লী।

উত্তরপশ্চিমকোণ—বায়ুকোণ, উত্তর ও পশ্চিমদিকের মধ্যবর্তী কোণ। কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরপুরুষ—পরবর্তী বংশধর; পরজাত ব্যক্তি; (ব্যাকরণ) প্রথম পুরুষ। কর্মধা। বি; পুং।

উত্তর-পূর্ব(র্ব্ব)কোণ—ঈশানকোণ, উত্তর এবং পূর্ব এই উভয়দিকের মধ্যবর্তী কোণ। উত্তর-পূর্ব কোণ, কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরপ্রত্যুত্তর—১। প্রতিবচন এবং প্রতিবচনের প্রতিবচন, জবাবের জবাব। উত্তরের প্রত্যুত্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

উত্তরফল্গুনী, -ফাল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত দ্বাদশ নক্ষত্র [ইহা দক্ষিণোত্তরমিলিত পর্যঙ্করূপ তারকাদ্বয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্যমা]। উত্তরা ফল্গুনী, ফাল্গুনী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—উত্তর-দেশাস্থিত; সুমেরুস্থিত; উত্তরদিকে অবস্থিত; পরবর্তী। উপতৎ; উত্তর—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বর্তিনী।

উত্তরবাহিনী—উত্তর দিক্ অভিমুখে বহিতেছে এমন। উত্তর—বহ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উত্তরবিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—নিরুত্তর, ভাষাহীন; যাহার কিছু জবাব দিবার নাই এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

উত্তরভাদ্রপৎ (-পদ্), **-পদা**—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ষড়্‌বিংশ নক্ষত্র [ইহা পর্যঙ্করূপ অষ্টতারকাত্মক]। উত্তরভাদ্র-পৎ, পদা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরমীমাংসা—মহর্ষি ব্যাসদেবপ্রণীত বেদান্তশাস্ত্র। উত্তর মীমাংসা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরমেরু—পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত, সুমেরু, North Pole; (পদার্থবিদ্যা) চুম্বকের

যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে তাহা। বি; পুং।

উত্তরমেরুবৃত্ত—উদীচ্যবৃত্ত, সুমেরুর দক্ষিণ সীমানির্দেশক ২৩½ ডিগ্রী অন্তরে কল্পিত বৃত্তরেখা (ইহা প্রায় ১৫০০ মাইল বিস্তৃত), Arctic Circle. উত্তর মেরুবৃত্ত, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরযোগ্য—জবাব দিবার মত, উত্তরের উপযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। **উত্তরযোগ্য প্রশ্ন**—সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় জিজ্ঞাসাকালেই কিরূপ উত্তর দিতে হইবে তাহা যদ্দ্বারা বুঝা যায় এরূপ প্রশ্ন, leading question.

উত্তরয়, উত্তরয়ে—উত্তীর্ণ হয়, উপস্থিত হয়, নামে। কপ্র। ক্রি।

উত্তর-রহিত, -শূন্য—'উত্তরবিহীন' দ্রঃ।

উত্তররাশি—(গণিত) অনুপাতের দ্বিতীয় রাশি, consequent. উত্তর রাশি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরসঞ্চারী (-রিন্)—(পদার্থবিদ্যা) যাহা উত্তর দিকে ঘুরিয়া থাকে (চুম্বকের দক্ষিণ মেরু) এমন, north-seeking. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

উত্তরসমুদ্র—পৃথিবীর সর্বোত্তর দিকে উত্তরমেরুর নিকটবর্তী সমুদ্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—বিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী; সাক্ষীদিগের কথা শুনিয়া সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি, পরসাক্ষী। উত্তরপক্ষীয় সাক্ষী, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ, পুং।

উত্তরসাধক—তান্ত্রিক সাধনায় সাধককে সাহায্যকারী; কেহ আপাততঃ কোন কার্য আরম্ভ করিলে পরে যাহার সহায়তায় সেই কার্য সম্পন্ন হয় সে। কর্মধা। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-সাধিকা**।

উত্তরহীন—'উত্তরবিহীন' দ্রঃ।

উত্তরা—১। (মহাভারত) বিরাটরাজের কন্যা ও অভিমন্যুর পত্নী; উত্তরদিক। বি; স্ত্রী। ২। 'উত্তর' ৫, ৬, ৭ দ্রঃ। উত্তর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **উত্তরা মহাশিরা**-(শারীরবিদ্যা) মস্তক ও হস্তদ্বয়ের শিরাগুলি ক্রমশঃ মিলিত হইয়া হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দের উপরে যে স্থূল শিরায় পরিণত হইয়াছে তাহা, superior vena cava. ৩। পার হওয়া; উপস্থিত হওয়া; অবতীর্ণ হওয়া। কপ্র। ক্রি।

উত্তরাকাণ্ড—রামায়ণের সপ্তম কাণ্ড। উত্তরাবর্তী কাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

উত্তরাখণ্ড—হিমাচলের পাদদেশস্থ গাড়োয়াল প্রঃ প্রদেশ। উত্তরাস্থিত খণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরাধিকার—পরবর্তী স্বামিত্ব, ওয়ারিসী স্বত্ব, মৃত ব্যক্তির ধনে তৎস্বত্বে স্বত্ববান্ হইবার যোগ্যতা। উত্তর অধিকার, কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরাধিকারী (-কারিন্)—কাহারও মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির যে মালিক হইবে, মৃতের সম্পত্তির অধিকারী, ওয়ারিস। উত্তরাধিকার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

উত্তরাপথ—উত্তরদেশ, আর্যাবর্ত। উত্তরাবর্তী পন্থা (পথিন্), মধ্যপ কর্মধা+অ সমাসান্ত। বি; পুং।

উত্তরাভাস—দুষ্ট উত্তর, অপ্রকৃত উত্তর, (ব্যবহার অর্থাৎ আইন) অসদুত্তর। উত্তরের (দোষখণ্ডনের) আভাস (সদৃশ হওন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উত্তরায়ণ—সূর্যের উত্তরদিকে গমনকাল, ২২এ ডিসেম্বর হইতে ২১এ জুন পর্যন্ত ছয় মাস [এই সময়ে সূর্য উত্তরাভিমুখে গমন করে বলিয়া মনে হয়]। উত্তরে অয়ন (পথ, গতি) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী। বিণ, **-য়ণীয়, -য়ণিক**।

উত্তরায়ণবৃত্ত, উত্তরায়ণান্তবৃত্ত—সূর্যের উত্তরে গতির সীমা-নিরূপক রেখা, বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে যে অক্ষরেখা কল্পিত হয় সেই রেখা, কর্কটক্রান্তি, Tropic of Cancer. উত্তরায়ণের বৃত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ; উত্তরায়ণের অন্ত (শেষ) হয় যেখানে, বহু; সেই বৃত্ত, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরার্ধ(র্দ্ধ)—১। পরার্ধ, শেষার্ধ; শেষের দিকের অর্ধেক। বি; স্ত্রী। ২। পুস্তকাদির শেষ খণ্ড। উত্তর অর্ধ কর্মধা। বি; পুং।

উত্তরাশা—১। উত্তরদিক। উত্তরা আশা (দিক), কর্মধা। ২। প্রতিবচন পাইবার প্রত্যাশা, জবাব পাইবার আশা। উত্তরের আশা (প্রত্যাশা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উত্তরাষাঢ়া—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একবিংশ নক্ষত্র (ইহা সূর্পাকৃতিতারাচতুষ্টয়াত্মক বা গজদন্তবৎ অষ্টতারকাময়। ইহার অধিদেবতা বিশ্ব)। উত্তরা (পশ্চাদ্গামী) আষাঢ়া (নক্ষত্র বিঃ), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরাস্য—যাহার মুখ উত্তর দিকে ফিরান এমন, উত্তরমুখো; উত্তরে আস্য যাহার, বহু। বিণ।

উত্তরী—দোহোট, উড়ানি, উপবীতের আকারে লম্বমান বস্ত্র; গাজনের সন্ন্যাসীর গলায় সুতার মালা। <উত্তরীয়। বি।

উত্তরীয়—স্বাঙ্গিদেশের ঊর্ধ্বস্থিত অঙ্গের আচ্ছাদন-বস্ত্র, উড়ানি, দোহোট, প্রাবার। উত্তর (উপর)+ঈয় ভবার্থে। বি; স্ত্রী।

উত্তরে—১। উত্তরদিকে; পরে, ভবিষ্যতে; জবাবে। ক্রি-বিণ। ২। উপস্থিত হয়; উত্তর বা জবাব করে। বাংপ্র। ক্রি।

উত্তরোত্তর—পর পর, ক্রমে ক্রমে, ক্রমশঃ। উত্তর (পশ্চাৎ) হইতে উত্তর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

উত্তল—(পদার্থবিদ্যা) ন্যুব্জপৃষ্ঠ, কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি, যাহার প্রান্ত হইতে মধ্যভাগ ক্রমশঃ উন্নত এমন, convex. উদ্গত তল যাহার, বহু। বিণ।

উত্তান—ঊর্ধ্বমুখে স্থিত, চিৎ ভাবে স্থিত; বিস্তার রহিত; অগভীর; ঊর্ধ্বতল। বিকাশিত, উল্লসিত। উদ্গত তান (বিস্তার) যাহা হইতে, বহু। বিণ।

উত্তানপাদ—১। (পুরাণ) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদ্বয়ের অন্যতর; পরমেশ্বর। বি; পুং। ২। ঊর্ধ্বমুখচরণবিশিষ্ট ('— ভ্রূণ')। উত্তান পাদ যাহার, বহু। বিণ। ৩। ঊর্ধ্বমুখ চরণ। কর্মধা। বি; পুং।

উত্তানশায়ী (-শায়িন্)—চিৎ হইয়া শয়নকারী। উপতৎ; উত্তান—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

উত্তাপ—তেজঃ, তাপ, উষ্মা; উষ্ণতা। উৎ—তপ্+ঘঞ্ ভাব, করণ। বি; পুং।

উত্তাপন—সন্তাপন, উষ্ণীকরণ, তাপিত করণ। উৎ—তপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উত্তাপিত—উত্তাপপ্রাপ্ত, যাহাকে উষ্ণ করা হইয়াছে এরূপ, উষ্ণীকৃত, সন্তাপিত; উত্তাপযুক্ত। উৎ—তপ্+ণিচ্+ক্ত কর্মবা, অথবা, উত্তাপ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

উত্তার—১। বমন; উত্তরণ। উৎ—তৃ (পার হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। (উচ্চশব্দ প্রঃ) মহান্, উৎকৃষ্ট, উত্তম। উৎক্রান্ত তারকে (অর্থাৎ উচ্চকে), প্রাদি। ৩। ঊর্ধ্বগত-তারকাবিশিষ্ট ('— চক্ষু')। উৎ (উদ্গতা) তারা যাহার, বহু। বিণ।

উত্তারক—উদ্ধারকর্তা; পারপ্রাপক। উৎ—তৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

উত্তারণ—উদ্ধার করণ; উত্তোলন; পারে লইয়া যাওয়া। উৎ—তৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উত্তাল—উৎকট; মহৎ, শ্রেষ্ঠ, উন্নত, ত্বরিত; তালপ্রমাণ; তাল গাছ অপেক্ষা উচ্চ; ভয়ানক; প্রতিষ্ঠিত; বিকটশব্দকারী। উৎ—তল্ (প্রতিষ্ঠা করা বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া)+ণিচ্ স্বার্থে+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উত্তিষ্ঠ—উত্থিত হও, উঠ। সংস্কৃতমূলক ক্রি। **উত্তিষ্ঠ করা**—তিষ্ঠিতে না দেওয়া, অস্থির করা।

উত্তিষ্ঠত—উত্থিত হও, প্রচেষ্টা কর, উদ্যোগী হও। সংস্কৃত ক্রি।

উত্তিষ্ঠমান—উত্থানশীল, যে উঠিতেছে

এরূপ ; বর্তমান, বৃদ্ধিশীল, উদ্যোগশীল। উৎ—স্থা+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

উত্তীর্ণ—যে পার হইয়াছে এরূপ ; নদ্যাদি হইতে উত্থিত ; অতিক্রান্ত ; বহির্গত ; উপস্থিত ; পরিত্রাণপ্রাপ্ত ; সফলকাম। উৎ—তৄ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**উত্তরণ**।

উত্তুঙ্গ—উচ্চ, উন্নত। উৎ (উৎকটরূপে) তুঙ্গ (উচ্চ), প্রাদি। বিণ।

উত্তুরে—উত্তরদিকের, উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত ('— হাওয়া')। বাংপ্র। বিণ।

উত্তেজক—উদ্দীপক ; উগ্রতাসাধক ; তেজস্কর ; শক্তিবর্ধক ; উৎসাহদানকারী ; প্রেরণাদাতা, প্রবর্তক ; তীক্ষ্ণতাসাধক ; জীবনীশক্তিবর্ধক। উৎ—তিজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**। **উত্তেজক কারণ**—রোগ প্রঃ বৃদ্ধির মুখ্য কারণ।

উত্তেজন—ব্যগ্রকরণ, শাণাদি দ্বারা তীক্ষ্ণকরণ ; উসকানো ; উদ্দীপন, impulse ; প্রেরণা, প্রবর্তন ; উৎসাহদান ; উৎসাহবর্ধন ; সঞ্জীবকরণ ; উদ্‌যুক্ত করণ ; উৎপীড়ন ; তিরস্কার ; উপদ্রবকরণ ; পীড়াপীড়ি করণ। উৎ—তিজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উত্তেজনা—উত্তেজন (সকল অর্থে) ; উদ্দীপন ; চিত্তবিক্ষোভ ; প্রবল প্রেরণা। উৎ—তিজ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উত্তেজিত—যাহাকে উত্তেজনা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উদ্দীপিত ; শাণিত ; উত্ত্যক্ত ; উৎপীড়িত ; প্রেরিত ; প্রবর্তিত ; প্রোৎসাহিত। উৎ—তিজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্তেজিতা—উত্তেজনাপ্রবণতা, irritability. উৎ—তিজ্+ঘঞ্ ভাব=উত্তেজ ; উত্তেজ+ইন্=উত্তেজিন্ ; উত্তেজিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

উত্তোলক—উত্থাপনকর্তা, উত্থাপয়িতা ; উৎক্ষেপক, যে উপরে তুলিয়া দেয় এরূপ ; অপসারক, অপসারণকারী। উৎ—তুল্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লিকা**।

উত্তোলন—উত্থাপন, তোলা, ঊর্ধ্বে উঠানো ; অপসারণ, সরাইয়া দেওয়া। উৎ—তুল্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উত্তোলিত—যাহা তোলা হইয়াছে এমন ; উন্নমিত, উৎক্ষিপ্ত, উত্থাপিত। উৎ—তুল্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্ত্যক্ত—ঊর্ধ্বে প্রেরিত, উৎক্ষিপ্ত ; বিসৃষ্ট, পরিত্যক্ত ; বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত। উৎ—ত্যজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্থ—উত্থিত ; জাত। উপতৎ ; উৎ (উপরি)—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

উত্থান—১। উদ্‌গম ; উদয় ; উত্থিতি ; উন্নতি ; উৎপত্তি ; বিদ্রোহ ; শ্রীবৃদ্ধি ; মরণান্তর পুনর্জীবনলাভ ; যত্ন, উদ্যম, উৎসাহ ; শয্যা বা আসন হইতে উঠা, গাত্রোত্তোলন। উৎ—স্থা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বরণ করা ; বরণডালা। প্রাদে। বি।

উত্থান-একাদশী—উত্থানৈকাদশী (তাহা দ্রঃ)।

উত্থানকড়ি, -কৌড়ি—বাসরঘরে বর-বধূর উত্থানের পর বিছানাতোলার জন্য বরপক্ষের দেয় অর্থ, শেজতোলানি। উত্থান-প্রাপ্য কড়ি, কৌড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উত্থানপতন—উন্নতি ও অবনতি ; হ্রাস-বৃদ্ধি ; উঠা-পড়া। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

উত্থানপতনশীল—বর্ধিষ্ণু ও ক্ষয়িষ্ণু, হ্রাস-বৃদ্ধিরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট, উঠাপড়াই যাহার স্বভাব এরূপ। উত্থানপতন শীল যাহার, বহু। বিণ।

উত্থানশক্তি—উন্নতিলাভের সামর্থ্য ; উঠিবার ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্থানশক্তিবিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—উঠিবার সামর্থ্যহীন, যাহার উঠিবার শক্তি নাই এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

উত্থানৈকাদশী—কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী [এই দিনে ভগবান বিষ্ণু ক্ষীরোদ-শয়ন হইতে যোগনিদ্রা ত্যাগপূর্বক উত্থিত হন। এই তিথিতে বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়]। উত্থানের (শ্রীহরির নিদ্রা হইতে জাগরণের) একাদশী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্থাপক—উত্থাপনকারী, উত্থাপনকারক, কোন বিষয়ের প্রস্তাবক ; যে উত্তোলন করে এমন। উৎ—স্থা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

উত্থাপন—উঠান, তুলিয়া ধরা ; প্রসঙ্গের অবতারণা ; উল্লেখ ; প্রেরণ ; প্রবোধন ; প্রস্তাবনা ; উপস্থিত করা ; উন্নমন ; ক্ষোভণ। উৎ—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উত্থাপনীয়, উত্থাপ্য—উত্থাপনযোগ্য, উত্তোলনীয়, প্রস্তাবনীয়। উৎ—স্থা+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

উত্থাপিত—উত্তোলিত ; প্রেরিত ; প্রবোধিত ; ক্ষোভিত ; প্রস্তাবিত। উৎ—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্থাপ্য—'উত্থাপনীয়' দ্রঃ।

উত্থায়ী (-য়িন্)—উত্থাপনকারী। উৎ—স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

উত্থিত—উদ্‌গত ; উৎপন্ন ; উন্নত ; বর্ধিত ; যে বা যাহা উঠিয়াছে এরূপ ; বিপক্ষে দণ্ডায়মান। উৎ—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উত্থিতি—'উত্থান' (সকল অর্থে)। উৎ—স্থা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উৎপতন—উৎপত্তি ; উদয় ; উৎপ্লবন ; উড়িয়া আসিয়া পড়া ; উত্থান ; ঊর্ধ্বগমন, উড়া ; উৎক্ষেপ। উৎ—পত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎপতিত—উত্থিত ; উদিত ; উদ্‌গত ; উড্ডীন। উৎ—পত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উৎপত্তি—উদ্ভব, জন্ম ; উদ্‌গম ; আবির্ভাব ; নির্মাণ। উৎ—পদ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উৎপত্তিক্রম—বিশ্বের উৎপত্তির পর্যায়, উৎপত্তির ধারা [ব্রহ্ম হইতে আত্মা, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষের উৎপত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উৎপত্তিস্থল, -স্থান—জন্মস্থান ; নিদান ; আবির্ভাবের স্থল ; প্রকাশভূমি ; যে সকল স্থান হইতে নদী সকল বাহির হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

উৎপথ—বিরুদ্ধপথ, অসৎপথ, কুপথ। উৎ (অর্থাৎ বিরুদ্ধ) পন্থা, প্রাদি+অ সমাসান্ত। বি ; পুং।

উৎপথগামী (-গামিন্)—উন্মার্গগামী, উচ্ছৃঙ্খলাচারী, অসৎপথপ্রস্থিত। উপতৎ ; উৎপথ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

উৎপথাশ্রয়—অসৎ পথাবলম্বন। উৎপথের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উৎপথাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—অসৎপথাবলম্বী। সদাচারভ্রষ্ট, কদাচার। উৎপথের আশ্রয়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শ্রয়িণী**।

উৎপদ্যমান—জায়মান, যে জন্মিতেছে এমন, যাহার উৎপত্তি হইতেছে এরূপ। উৎ—পদ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

উৎপন্ন—১। উদ্ভূত, জাত ; উত্থিত। উৎ—পদ্+ক্ত কর্তৃ। ২। লব্ধ, প্রাপ্ত। উৎ—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপন্নবুদ্ধি, -মতি—১। উপস্থিত বুদ্ধি ; ঝটিতি বুদ্ধি ; presence of mind. কর্মধা। বি ; পুং। ২। কার্যকালে যাহার বুদ্ধির উদয় হয় এরূপ, উপস্থিতবুদ্ধি-সম্পন্ন। উৎপন্না বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

উৎপল—১। পদ্ম ; নীলপদ্ম ; কুবলয় পুষ্প ; নাল, কুমুদ ; কুষ্ঠবৃক্ষ, কুড়। উৎ (উপরি)—পল্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। নির্মাংস, মাংসশূন্য। উৎক্রান্ত পলকে (মাংসকে), প্রাদি। বিণ।

উৎপলিনী—পদ্মিনী, পদ্মবন ; পদ্মসমূহ ; জলপুষ্প বিঃ ; অমরকোষের একখানি টীকা-গ্রন্থ ; একপ্রকার ছন্দ। উৎপল+ইন্ সমূহার্থে বা আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উৎপাটক—উৎপাটনকারী, উন্মূলনকারী। উৎ—পট্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-টিকা**।

উৎপাটন—উন্মূলন, উত্তোলন, উপড়াইয়া ফেলা। উৎ (ঊর্ধ্ব)—পট্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

উৎপাটনীয়—উৎপাটনযোগ্য, উন্মূলনযোগ্য। উৎ—পট্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎপাটিত—উন্মূলিত। উৎ—পট্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপাটী (-টিন্‌)—উৎপাটক, উন্মূলনকারী। উৎ—পট্‌+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

উৎপাত—উপদ্রব, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার; প্রাণীদিগের শুভাশুভসূচক মহাভূতবিকার, ভূকম্পাদি দৈব অমঙ্গলঘটনা, দৈব-নিগ্রহ (ইহা ত্রিবিধ; যথা—দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। দিব্য, যথা—অপর্বে চন্দ্রসূর্যগ্রহণ। আন্তরীক্ষ, যথা—উল্কাপাত। ভৌম, যথা—(ভূকম্প); উৎপতন, উল্লম্ফ; উন্নতি; বৃদ্ধি; উৎপত্তি; (বাংপ্র) ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা। উৎ (অকস্মাৎ)—পত্‌ (গমন করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

উৎপাতক—উৎপাতকারী, ঊর্ধ্বগামী। উৎ—পত্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-তিকা**।

উৎপাদ—১। ঊর্ধ্বচরণ, যে পা উঁচু করিয়া আছে এমন উৎ (ঊর্ধ্ব) পাদ (চরণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। উৎপাদিত বস্তু, yield. বাংপ্র। বি।

উৎপাদক—উৎপত্তিকারক; জনক; (গণিত) গুণক, factor. উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-দিকা**।

উৎপাদন—উৎপত্তিকরণ, জন্মানো; নির্মাণ। উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

উৎপাদনীয়, -পাদ্য—উৎপাদনযোগ্য, জননীয়। উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

উৎপাদয়িতা (-য়িতৃ)—যে উৎপাদন করে এরূপ, উৎপাদনকারী, নির্মাতা; জনক। উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী. **-য়িত্রী**।

উৎপাদিকা—উৎপাদনকারিণী। উৎপাদক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

উৎপাদিত—জনিত, যাহা জন্মান হইয়াছে এমন। উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপাদী (-দিন্‌)—১। জন্যপদার্থ, যাহা উৎপন্ন হয় তাহা, উৎপত্তিশীল পদার্থ। উৎ—পদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং। ২। উৎপাদয়িতা, উৎপাদনকারী। উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-দিনী**।

উৎপাদ্য—'উৎপাদনীয়' দ্রঃ।

উৎপাদ্যমান—যাহার উৎপাদন হইতেছে এরূপ, জন্যমান। উৎ—পদ্‌+ণিচ্‌+শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

উৎপিঞ্জর—পিঞ্জরমুক্ত; বন্ধনমুক্ত, কারামুক্ত; উচ্ছৃঙ্খল। উৎক্রান্ত পিঞ্জরকে, প্রাদি। বিণ।

উৎপিপাসু—অত্যন্ত পিপাসিত; উৎকণ্ঠিত। উৎ—পা+সন্‌+উ কর্তৃ। বিণ।

উৎপিষ্ট—সংচূর্ণিত, বিমর্দিত। উৎ—পিষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপীড়ক—উৎপীড়নকারী, ক্লেশদানকারী, যে উপদ্রব করে এমন, অত্যাচারী। উৎ—পীড়্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-ড়িকা**।

উৎপীড়ন—বাধা; প্রবর্তন; নিগ্রহ, ক্লেশদান; অত্যাচার; উত্তেজন; আধিক্য। উৎ—পীড়্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

উৎপীড়নকারী (-কারিন্‌)—উৎপীড়ক, অত্যাচারী, উপদ্রবকর্তা। উপতৎ; উৎপীড়ন—কৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-কারিণী**।

উৎপীড়িত—উপদ্রুত, অত্যাচারিত, ক্লেশিত; প্রবর্তিত; উত্তেজিত। উৎ—পীড়্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপুচ্ছ—ঊর্ধ্বলাঙ্গুল, ঊর্ধ্বপুচ্ছ। উদ্‌গত পুচ্ছ যাহার, বহু। বিণ।

উৎপেতে—উৎপাতকারী, জ্বালাতনকারী; দুষ্ট। উৎপাত+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

উৎপ্রাস, -প্রাসন—ঈষৎ হাস্য; অট্টহাস্য; উপহাস; উৎক্ষেপ। উৎ—প্র—অস্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

উৎপ্রেক্ষণ—বিতর্ক; অনুমান; উপেক্ষণ। উদ্ভাবন; সংশয়; শঙ্কা; প্রকৃত বস্তুতে অপ্রকৃতের আরোপকরণ; দর্শন; ক্ষমা; অনবধান। উৎ—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ. **-ক্ষিত**।

উৎপ্রেক্ষা—অর্থালংকার বি০ [প্রকৃত বস্তুতে অন্যপ্রকার সম্ভাবনা। উৎপ্রেক্ষা অলংকার দুইপ্রকার: বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং গম্যোৎপ্রেক্ষা বা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। 'মনে করি', 'বোধ হয়', 'যেন', 'বুঝি' ইঃ পদ বা পদসমষ্টি উৎপ্রেক্ষা-দ্যোতক। এই পদগুলির মধ্যে কোন একটির প্রয়োগ থাকিলে তথায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়; যথা,—"ক্রমে দিবাবসান হইল; মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ ধারণ করিলেন।"—কাদম্বরী (তারাকুমার)। যে স্থলে 'মনে করি', 'যেন', 'বুঝি' প্রঃ পদের প্রয়োগ না থাকে, শুধু অর্থের দ্বারাই উৎপ্রেক্ষা বুঝিয়া লইতে হয়, তথায় গম্যোৎপ্রেক্ষা হয়; যথা—"টুপ টুপ পড়িছে শিশির-বিন্দুচয়, প্রকৃতির আনন্দাশ্রু অনুভূত হয়।"]; বিতর্ক; অনুমান; অনবধান, উপেক্ষা; উদ্ভাবন; দর্শন, দেখা। উৎ—প্র—ঈক্ষ্‌+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

উৎপ্লব, -প্লবন—উল্লম্ফন, লাফানো; উন্মজ্জন, জলের উপরে ভাসা; সন্তরণ; উদ্রেক। উৎ (ঊর্ধ্ব)—প্লু+অপ্‌, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী। বিণ.—**উৎপ্লুত**।

উৎফাল—লম্ফ, লাফানো; বৃদ্ধি। উৎ—ফল্‌ (চলা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

উৎফুল্ল—প্রফুল্ল, বিকসিত; স্ফীত, বর্ধিত, আনন্দে উচ্ছ্বসিত; প্রস্ফুটিত; উত্তান। উৎ—ফুল্ল্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উৎরাই, উতরাই—নিম্নতা, ঢাল; পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিবার পথ। হি-মূ। বি।

উৎরানো, -রনো—উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; পৌঁছনো, উপস্থিত হওয়া; সুসম্পন্ন হওয়া; নামা; সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া ('তার কাজ বেশ উতরায়'); দাঁড়ানো; বাধাবিঘ্ন ছাড়াইয়া উঠা। <'উৎ—তৃ'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

উত্রী—মাতাপিতার মৃত্যু প্রঃতে গলদেশে ধার্য বস্ত্রখণ্ড; গাজনের সন্ন্যাসীর গলার সুতার গোছা। <উত্তরীয়। বি।

উৎলনো, -লানো—উথলিয়া উঠা, স্ফীত হওয়া; বৃদ্ধি পাওয়া; উন্নতিলাভ করা। বাংপ্র। ক্রি।

উৎস—প্রস্রবণ, পর্বতের ঝরনা, ফোয়ারা; নির্গমকেন্দ্র। উন্দ্‌ (আর্দ্র হওয়া)+স কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

উৎসঙ্গ—১। ক্রোড়; অধিত্যকা, পর্বতের সানুদেশ; বহির্ভাগ; মধ্যভাগ; গৃহাদির উপরিভাগ, ছাদ, ঊর্ধ্বভাগ; ঊর্ধ্বতল; ব্রণাধোভাগ, শোথ; গর্ত; শৈলকটক। উৎ—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ অধি। ২। ঊরু। উৎ—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। ৩। সংগম; আলিঙ্গন; সংযোগ। উৎ—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

উৎসঙ্গিত—উৎসঙ্গে স্থাপিত, উৎসঙ্গপ্রাপ্ত; সম্পৃক্ত, সংসর্গযুক্ত, মিলিত। উৎসঙ্গ+ইত প্রাপ্তার্থে। বিণ।

উৎসজ্জন—উৎক্ষেপণ; ঊর্ধ্বে উত্তোলন। উৎ—সন্‌জ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**উৎসক্ত**।

উৎসন্ন—১। বিনষ্ট; ধ্বংসপ্রাপ্ত; উত্থিত; অধঃপতিত। উৎ—সদ্‌ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বিনাশ, ধ্বংস; উত্থান; অধঃপতন। উৎ—সদ্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উৎসব—১। নিরতাহ্লাদকর ব্যাপার, কোন ঘটনা বা নিমিত্ত উপলক্ষে আনন্দ প্রদর্শনার্থ কর্ম, বিবাহাদি আনন্দজনক ব্যাপার। উৎ—

সৃ + অচ্ কর্তৃ। ২। আনন্দ; উৎসেক; ইচ্ছা। উৎ—সৃ + অপ্ ভাব। বি; পুং।

উৎসবময়—আনন্দপরিপূর্ণ; উৎসবে ভরা। উৎসব + ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী. -ময়ী।

উৎসবামোদ—বিবাহাদিকার্যজনিত হর্ষ। উৎসবজনিত আমোদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উৎসর্গ—পরিত্যাগ, দান; প্রতিষ্ঠা; দেবতার উদ্দেশে দান; কাহারও উদ্দেশে অর্পণ; সমাপ্তি, উদ্‌যাপন; (দর্শনশাস্ত্র) সামান্য-বিধি; অপানবায়ুর ক্রিয়া, মূত্র-পুরীষত্যাগ; সাগ্নিকের কর্তব্য ক্রিয়া বিঃ; যাগ বিঃ। উৎ—সৃজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ **—উৎসৃষ্ট**।

উৎসর্গপত্র—কাহারও উদ্দেশে পুস্তকাদির সমর্পণসূচক পত্র, dedication. উৎসর্গসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

উৎসর্জ(র্জ্জ)ক—উৎসর্গকারী। উৎ—সৃজ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-র্জিকা**।

উৎসর্জ(র্জ্জ)ন—ত্যাগ; দান; নির্বাপণ; সাগ্নিকের করণীয় ক্রিয়া বিঃ। উৎ—সৃজ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎসর্প, -সর্পণ—ঊর্ধ্বগমন; স্ফীতি; উল্লঙ্ঘন। উৎ—সৃপ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী। বিণ, **-সর্পিত**।

উৎসর্পী (-সর্পিন্)—ঊর্ধ্বগামী; উল্লঙ্ঘনকারী; প্রবর্ধমান; ঊর্ধ্বপ্রসারী; সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এমন। উৎসর্প (ঊর্ধ্বগমন) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-সর্পিণী**।

উৎসাদ—ধ্বংস; নাশ; উচ্ছেদ। উৎ—সদ্ অথবা সদ্ + ণিচ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উৎসাদক—উৎসাদনকর্তা, সর্বনাশকারী; উৎসারণকর্তা। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-সাদিকা**।

উৎসাদন—উদ্বাহন; সমুল্লেপ; গায়ের ময়লা তোলা; উদ্বর্তন, তৈলচন্দনাদির দ্বারা পরিষ্করণ; মলশোধন; উৎসন্ন করা, সমূলে বিনাশন; উন্মূলন; ঔষধলেপনাদি দ্বারা ব্রণসংশোধন। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎসাদনীয়, -সাদ্য—উৎসাদনযোগ্য, উচ্ছেদনীয়; বিনাশ্য, বিনাশযোগ্য। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

উৎসাদিত—উৎপাটিত; সমূলে বিনাশিত; চন্দনাদি দ্বারা বিলেপিত; পরিষ্কৃত। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসাদ্য—'উৎসাদনীয়' দ্রঃ।

উৎসার—স্ফীতি, ফাঁপিয়া উঠা, inflation উৎ—সৃ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উৎসারক—উৎসারণকারী, যে দূর করিয়া দেয় এরূপ। উৎ—সৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-সারিকা**।

উৎসারণ—সরাইয়া দেওয়া, স্থানান্তরপ্রাপণ, দূরীকরণ, অপনয়ন; উৎক্ষেপ। উৎ—সৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎসারণীয়—উৎসারণযোগ্য, নীরসনীয়, দূরীকরণযোগ্য। উৎ—সৃ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎসারিত—দূরীকৃত; চালিত, স্থানান্তরিত; উৎক্ষিপ্ত। উৎ—সৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসাহ—উদ্যম, উদ্যোগ; অধ্যবসায়, কোন কার্যে দৃঢ়তর যত্ন; কল্যাণ; বীররসের স্থায়িভাব; সাহস; হর্ষ। উৎ—সহ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উৎসাহক—উৎসাহদাতা। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-সাহিকা**।

উৎসাহজনক—উৎসাহক, আগ্রহোৎপাদক, যাহা কোন কার্যে প্রবল অনুরাগ জন্মাইয়া দেয় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-জনিকা**।

উৎসাহদাতা (-দাতৃ)—প্রোৎসাহক, উৎসাহপ্রদানকারী; প্রেরণাদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-দাত্রী**।

উৎসাহদান, -প্রদান—প্রোৎসাহন, আগ্রহান্বিত করণ, প্রবর্তন, প্রণোদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

উৎসাহদায়ক—উৎসাহজনক (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-দায়িকা**।

উৎসাহন—১। উৎসাহদান। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**উৎসাহিত, উৎসাহনীয়**। ২। যাহা উৎসাহ দেয় এরূপ, উৎসাহজনক। উৎ—সহ্ ণিচ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

উৎসাহনীয়-যে বিষয়ে বা যাহাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ, উৎসাহদানযোগ্য। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎসাহবর্ধ(র্দ্ধ)ক—উদ্যম বা আগ্রহ বৃদ্ধিকারক; যে অপরকে অধিকতর উৎসাহী করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-বর্ধিকা**। বি, **-বর্ধন**।

উৎসাহবর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। বীররস। উৎসাহ—বৃধ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। উদ্যমবৃদ্ধি উৎসাহ বাড়ানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ৩। যাহার দ্বারা উৎসাহ বাড়ানো যায় এমন, উৎসাহ বৃদ্ধিকর। উৎসাহের বর্ধন হয় যদ্দ্বারা, বহু। বিণ।

উৎসাহবান্ (-বৎ)—উৎসাহসম্পন্ন, আগ্রহান্বিত, উৎসাহযুক্ত। উৎসাহ + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-বতী**।

উৎসাহভঙ্গ—উৎসাহনাশ, আগ্রহলোপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উৎসাহশীল—উৎসাহী, উদ্যমসম্পন্ন। উৎসাহ শীল যাহার, বহু। বিণ।

উৎসাহশূন্য, -হীন—নিরুৎসাহ, আগ্রহহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

উৎসাহসম্পন্ন—উদ্যমবিশিষ্ট, আগ্রহান্বিত, উৎসাহযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

উৎসাহান্বিত—উদ্যমযুক্ত, উৎসাহসম্পন্ন, উৎসাহী। উৎসাহ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

উৎসাহিত—উত্তেজিত; উৎসাহপ্রাপ্ত। উৎ—সহ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসাহিতা—১। স্বাভাবিক উৎসাহ থাকা, উৎসাহশীলতা। উৎসাহিন্ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। উৎসাহপ্রাপ্তা। উৎসাহিত + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উৎসাহী (-সাহিন্)—যাহার উৎসাহ আছে এরূপ, উৎসাহশীল; আগ্রহান্বিত। উৎসাহ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-সাহিনী**।

উৎসিক্ত—গর্বিত, উদ্ধত; উপরিসিক্ত; আর্দ্রীকৃত; ভিজানো; বর্ধিত; উদ্রিক্ত। উৎ—সিচ্ + ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

উৎসুক—সাতিশয় যত্নশীল, সবিশেষ উদ্যোগী; আগ্রহান্বিত; অত্যন্ত ব্যগ্র; আকুল; ইচ্ছুক; উৎকণ্ঠিত; প্রিয়, অনুরক্ত। উৎ—সূ (অনুরক্ত হওয়া) + কক্ কর্তৃ। বিণ।

উৎসুকতা—সবিশেষ ব্যগ্রতা; সাতিশয় যত্নশীলতা, অত্যন্ত তৎপরতা; উৎকণ্ঠা, আকুলতা। উৎসুক + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উৎসৃজন—পরিত্যাগ, বর্জন; কাহারও উদ্দেশে সমর্পণ; দান। উৎ—সৃজ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎসৃজ্য—ত্যাজ্য; দেয়। উৎ—সৃজ্ + ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

উৎসৃষ্ট—পরিত্যক্ত; দত্ত, উপহৃত; কৃতোৎসর্গ; নিবেদিত; ত্যক্ত; সদুদ্দেশে অর্পিত; উপভুক্ত; প্রযুক্ত। উৎ—সৃজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসেক—উপরিসেক; উদ্রেক, সঞ্চার; উপচানো, পরিপ্লাবন; আধিক্য; গর্ব। উৎ—সিচ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উৎসেচন—উপরিসেক; গাঁজিয়া ওঠা; উথলনো; উত্তেজন। উৎ—সিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎসেচনক্রিয়া—যে প্রক্রিয়ায় গাঁজলা উঠে, fermentation. উৎসেচনকারিণী ক্রিয়া, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

উৎসেধ—১। উচ্চতা, পর্বত-বৃক্ষাদির দৈর্ঘ্য, altitude; ঔন্নত্য; সংহনন, বধ; স্থূলত্ব; বেধ। উৎ—সিধ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। শরীর, দেহ; উপরিভাগ। উৎ—সিধ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

উথল—১। উচ্ছলন, উচ্ছ্বাস, স্ফীতি; বৃদ্ধি; উপচিত হওয়া। বি। ২। উচ্ছল; উথলিত, উচ্ছলিত। প্রা কপ্র। বিণ।

উথলন—উচ্ছ্বসন, উচ্ছ্বাস, বৃদ্ধি, উপচিয়া উঠা। বাংপ্র। বি।

উথলপাথল—বিপর্যস্ত, এলোমেলো, ওলট-পালট। <উত্থান-পতন। বিণ।

উথলল—উথলিত হইল; উচ্ছলিত হইল ("উথলল মদন পয়োধি তরঙ্গ"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

উথলা—উচ্ছলিত হওয়া, উথলিয়া উঠা; উদ্বেল হওয়া, উপচাইয়া পড়া। কপ্র। ক্রি।

উথলানো—উথলিয়া উঠা; উদ্বেল হওয়া; উৎক্ষিপ্ত হওয়া, উচ্ছ্বসিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

উথলিত—উচ্ছলিত; উদ্বেলিত, পরিপ্লাবিত; উচ্ছ্বসিত, স্ফীত, বর্ধিত, উপচিত। কপ্র। বিণ।

উথাল—১। উথলন, উচ্ছ্বাস, প্রবৃদ্ধভাব; উত্তাল-তরঙ্গ। বি। ২। উত্তুঙ্গ; উথলিত, উচ্ছলিত। প্রা কপ্র। বিণ।

উদ—১। বারি, জল। উন্দ্ + অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী। ২। ভোঁদড়, উদ্বিড়াল, otter. <উদবিড়াল। বি।

উদক্ (উদচ্)—১। উত্তরবর্তী; ঊর্ধ্বস্থিত। উৎ—অনচ্ + ক্বিন্ কর্তৃ। বিণ; ক্লী। পুং—**উদঙ্**। স্ত্রী—**উদীচী**। ২। উত্তরাভিমুখে। অ।

উদক—বারি, জল। উন্দ্ + ণক কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী। বিণ, **-কীয়**।

উদককুম্ভ—জলপূর্ণ কলস। উদকপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উদকাধার—জলপাত্র; চৌবাচ্চা; পুষ্করিণী প্রঃ জলাশয়। উদকের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদকুম্ভ—জলপূর্ণকলস; কমণ্ডলু। উদকপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপ কর্মধা (উদক-শব্দের বিকল্পে ক-লোপ)। বি; পুং।

উদগত—উদ্ঘাটিত; উচ্চাটিত; উৎকণ্ঠিত। <উদ্গত। কপ্র। বিণ।

উদগদ্রি—উত্তরস্থগিরি, হিমালয় পর্বত। উদক্ (উত্তরদিক্) স্থিত অদ্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উদগ্র—১। ঊর্ধ্বাভিমুখ; দীর্ঘ, উন্নত; উদ্ধত; উৎকট; বিশাল, মহৎ; তীব্র। উৎ (ঊর্ধ্বগত, উপরি) অগ্র যাহার, বহু। বিণ। ২। মহিষাসুরের একজন সেনাপতি; রাবণের সেনানী বিঃ। বি; পুং।

উদগ্রাহ—জলকণা শোষণপূর্বক ক্রমে গলিয়া দ্রব পদার্থে পরিণত হওয়া, deliquescence. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-গ্রাহী**।

উদচ্—'উদক্' দ্রঃ।

উদজ—জলজাত, জলজ। উপতৎ; উদক—জন্ + ড কর্তৃ (উদক-শব্দের ক-লোপ)। বিণ।

উদজান—জলজান বাষ্প, hydrogen. বি।

উদঞ্চন—১। ঊর্ধ্বক্ষেপণ, উদ্গমন। উৎ—অন্চ্ + অনট্ ভাব। ২। আচ্ছাদনপাত্র, ঢাকনি; জলোত্তোলন-পাত্র। উৎ—অন্চ্ + অনট্ করণ। বি; ক্লী।

উদঞ্চিত—উৎক্ষিপ্ত; পূজিত; আকুঞ্চিত; উদ্গত। উৎ—অন্চ্ + ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

উদড়ানো—খুলিয়া ফেলা; উন্মোচন করা; অনাবৃত করা। <উদার। ক্রি।

উদত্যাগ—উপরিভাগে শ্বেতচূর্ণদ্বারা আবৃত হওয়া; দানায় পরিণত হওয়া, efflorecence. উদকের (জলের) ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ (ক লোপ)। বি; পুং।

উদধি—জলধি, সমুদ্র। উপতৎ; উদক—ধা + কি অধি (ক-লোপ)। বি; পুং।

উদন্ত—বার্তা, বৃত্তান্ত, সংবাদ। উৎ (উদ্ধৃত) অন্ত (নির্ণয়) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

উদন্যা—উদকপানেচ্ছা, পিপাসা। উদক + ক্যচ্ ইচ্ছার্থে (=উদন্য নামধাতু) + অ ভাব + আপ্ (ক-স্থানে ন)। বি; স্ত্রী।

উদবিড়াল—উদ্র, ধেড়ে, otter. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদবিন্দু—জলকণা। উদকের বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ (ক-লোপ)। বি; পুং।

উদভট, -ভট্ট—অদ্ভুত, বিচিত্র; নবাগত; তালবিশেষ। <উদ্ভট। প্রা কপ্র। বিণ বা বি।

উদম, উদাম—১। উদ্যম, অধ্যবসায়; বিশৃঙ্খলা; উপদ্রব। <উদ্যম ও উদ্দাম। বি। ২। অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল; বন্ধনমুক্ত; অনাবৃত, খোলা; নগ্ন, উলঙ্গ। <উদ্দাম। বিণ।

উদমাদা—নির্বোধ; আতুর; মাথাপাগলা। <উন্মাদ। বিণ।

উদমো—বন্ধনমুক্ত স্বচ্ছন্দবিহারী ('— ষাঁড়'); অপরিণতবয়স্ক। <উদ্দাম। বিণ। **উদমো রাঁড়ী**—অপরিণতবয়স্কা বিধবা, বালবিধবা।

উদয়—১। (পুরাণ) পূর্বপর্বত, উদয়াচল। উৎ—ই + অচ্ অপা। ২। উৎপত্তি; উত্থান; আবির্ভাব; উপস্থিতি; যোগান; লাভ; ফলসিদ্ধি; পরাভবসামর্থ্য; বৃদ্ধি; প্রাদুর্ভাব; উৎকর্ষ। উৎ—ই + অচ্ ভাব। ৩। লগ্ন। উৎ—ই + অচ্ অধি। বি; পুং। ৪। উদিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

উদয়কাল—প্রকাশ সময়; আবির্ভাবকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদয়গামিনী—সূর্যোদয়কালে বর্তমানা ('— তিথি')। উদয়—গম্ + ণিন্ কর্তৃ + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদয়গিরি—উদয়াচল, যে পর্বতে সূর্যের উদয় হয় (বলিয়া মনে হয়), পূর্বদিকের পর্বত; উড়িষ্যার পর্বত বিঃ। উদয়ের গিরি, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, উদয়াখ্য গিরি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উদয়পর্ব(র্ব্ব)ত, -শিখরী (-রিন্), **-শৈল**—উদয়গিরি (তাহা দ্রঃ)। উদয়ের বা উদয়াখ্য পর্বত, শিখরী, শৈল, ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উদয়বেলা—সূর্য উঠার সময়, অরুণোদয়ের কাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উদয়মান—যাহার উদয় হইতেছে এরূপ, প্রকাশমান; উৎপদ্যমান। উৎ—অয়্ + শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

উদয়াচল, -য়াদ্রি—উদয়গিরি (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ; বা মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উদযান—জলযান, তরণী, নৌকা; জাহাজ। উদকের (জলের) যান, ৬ষ্ঠীতৎ (ক-লোপ)। বি; ক্লী।

উদয়াস্ত—১। উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত কাল, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়। উদয়াবধিক অস্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। (সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির) প্রকাশ এবং অদর্শন, উঠা এবং ডুবিয়া যাওয়া, উদয় ও অস্ত। সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। ৩। উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত। ক্রি-বিণ।

উদয়ী (-য়িন্)—উদীয়মান; সমৃদ্ধ; অভ্যুদয়যুক্ত। উদ্—অয়্ বা ই + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

উদয়োন্মুখ—যাহার উদয় হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ; উদিতপ্রায়। উদয়ে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী, -মুখা**।

উদর—জঠর, পেট; মধ্যভাগ, অভ্যন্তর। উৎ (উপর)—ঋ (গমন করা) + অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

উদরগ্রন্থি—গুল্মরোগ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

উদরপর—ঔদরিক, অতিভোজী, পেটুক। উদর পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

উদরপরতা—রোগ বিঃ, পেটুকতা, বহু ভোজনের লোভ। উদরপর + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উদরপরায়ণ—উদরসর্বস্ব, পেটুক। উদর পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ।

উদরভঙ্গ—পেট নামা, তরল ভেদ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদরম্ভরি—আত্মম্ভরি, স্বোদরমাত্রপূরক; পেটুক, ঔদরিক। উপতৎ; উদর—ভৃ + ইন্ কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

উদররস—পাকস্থলীর রস বিঃ, gastric juice. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদর-রোগ—উদরাময়; পেটের পীড়া; জলোদরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদরসর্ব(র্ব্ব)স্ব—ঔদরিক, অতিরিক্ত ভোজনরত, পেটুক। উদর সর্বস্ব যাহার, বহু। বিণ।

উদরসাৎ—উদরে দেয়; উদরপ্রেরিত, ভুক্ত, ভক্ষিত। উদর+সাতি। অ; বিণ।

উদরসার—ঔদরিক, পেটুক; পেট-সার, যাহার কেবল মোটা পেটই আছে আর কোন অঙ্গ সবল নহে এরূপ। বহু। বিণ।

উদরাধ্মান—উদরের স্ফীতি, পেট-ফাঁপা। উদরের আধ্মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উদরান্ন—আহার্যবস্তু, পেটের ভাত। উদরের অন্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

উদরাময়—উদররোগ, পেটের পীড়া, diarrhoea. উদরের আময়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদরিণী—স্থূলোদরবিশিষ্টা; গর্ভবতী। উদরিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদরী (-রিন্)—স্থূলোদর, ভুঁড়েল। উদর+ইন্ অতিশয়িতরূপে আছে অর্থে। বিণ।

উদরী—উদরস্ফীতি রোগ বিঃ, ascitis. উৎ—দৃ+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উদলা—নগ্ন; অনাবৃত; উন্মুখ; মোটা, পুরু। প্রাদে। প্রা কপ্র। বিণ।

উদলাবণিক—লবণাক্ত জল দ্বারা প্রস্তুত ('— মৎস্য')। উদকমিশ্রিত লবণ, মধ্যপ কর্মধা (ক-লোপ); উদলবণ+ইক যুক্তার্থে। বিণ।

উদসল—অনাবৃত করিল বা হইল, উন্মুক্ত করিল বা হইল ("উদসল কুন্তলভারা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

উদস্থিতিবিদ্যা—তরল পদার্থের স্থিরত্ব-বিষয়ক জ্ঞান, hydrostatics. উদকের স্থিতি, ৬ষ্ঠীতৎ; তৎসম্বন্ধিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদা—১। ফিকে লাল রঙের পায়রা। বি। ২। ভিন্ন। হি-মু। বিণ। ৩। উদয় হওয়া। কপ্র। ক্রি।

উদাত্ত—১। বেদের উচ্চস্বর বিঃ, স্বরিত অপেক্ষা উচ্চতর স্বর; দান; বাদ্য বিঃ। উৎ—আ-দা+ক্ত কর্ম। বি; পুং। ২। দাতা; উচ্চ; মহান্; হৃদয়ঙ্গম; বিখ্যাত; দয়ালু; বিপুল, বিশাল; সমর্থ। উৎ—আ—দা+ক্ত অপা, কর্ম। বিণ। ৩। অর্থালংকার বিঃ [অলৌকিক সম্পত্তিবর্ণন, দান অথবা মহৎ ব্যক্তিদের চরিত যদি প্রস্তুত বিষয়ের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে এই অলংকার হইয়া থাকে]। বি; স্ত্রী।

উদান—কণ্ঠস্থ বায়ু; ঊর্ধ্বগমনশীল কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণবায়ু; নাভি। উৎ—অন্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

উদাম—'উদম' দ্রঃ।

উদামাদা—উদমাদা, উন্মত্ত; নির্বোধ, বোকা। <উন্মাদ। বিণ।

উদার—১। দাতা; দয়ালু; মহামতি; মহাত্মা; উৎকৃষ্ট; গম্ভীর; অসংকীর্ণ; সরল; মহৎ; উচ্চ; দক্ষিণ, অনুকূল, প্রশস্ত; উন্মুক্ত; সারগর্ভ; বিশাল; উজ্জ্বল; মধুর; পরমতসহিষ্ণু। বিণ। ২। কাব্যগুণ বিঃ। উৎ—আ—রা+ক কর্তৃ। বি।

উদারচরিত, -চরিত্র—১। রাগদ্বেষাদি-শূন্য; মহাপ্রাণ, উন্নতহৃদয়। উদার চরিত, চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। উদার আচরণ, অকপট ব্যবহার। উদার চরিত, চরিত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

উদারচিত্ত—১। সরলহৃদয়, উন্নতচিত্ত, মহামনাঃ। উদার চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। প্রশস্ত হৃদয়, উন্নত চিত্ত, মহৎ মন। উদার চিত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী।

উদারচেতাঃ (-চেতস্) (>-চেতা)—উন্নতহৃদয়, মহামনাঃ, মহানুভব। উদার চেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

উদারতন্ত্র—উদারনীতি; ভিন্নমতসহিষ্ণুতা। উদার তন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

উদারতন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—উদারমতাবলম্বী; উদারনীতির অনুবর্তী; যিনি সর্বপ্রকার ভিন্নমত-গ্রহণে প্রস্তুত এরূপ। উদারতন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -তন্ত্রিণী।

উদারতা—সরলতা; মহত্ত্ব, ঔন্নত্য; দয়ালুতা, বদান্যতা; পরমতসহিষ্ণুতা। উদার+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উদারদর্শন—রম্যাকৃতি, সুরূপ। উদার দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

উদারধী—১। মহাশয়, সরলচিত্ত, কপটতাশূন্য। উদার (সরল) ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ। ২। মহতী বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদারনীতি—সংকীর্ণ ভাববর্জিত মত। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদারনীতিক—উদারমতাবলম্বী; পরমতসহিষ্ণু; (রাজনীতি প্রঃ বিষয়ে) স্বাতন্ত্র্যবাদী; উদারমত-প্রকাশকারী, liberal. উদার নীতি যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ।

উদারনৈতিক—'উদারনীতিক' (সকল অর্থে)। উদারনীতি+ইক আছে অর্থে। বিণ।

উদারপন্থী—উদারনীতিক, উদারমতের অনুবর্তনকারী। বাংপ্র। বিণ।

উদারপ্রকৃতি—১। অকপটস্বভাব, মহাপ্রাণ, মহানুভব, প্রশস্তচেতাঃ। উদার প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। সরল স্বভাব, মহানুভবতা। উদারা প্রকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদারপ্রাণ—১। সদাশয়, মহাপ্রাণ, মহানুভব। উদার প্রাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। উন্নত চিত্ত, সদাশয়। কর্মধা। বি; পুং।

উদারমতি—মহামনাঃ, মহাশয়। উদার মতি যাহার, বহু। বিণ।

উদারমনাঃ (-মনস্) (>-মনা)—উদারচিত্ত। উদার মন যাহার, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

উদারসত্ত্ব—মহাপ্রাণ, মহামনাঃ, উচ্চহৃদয়। উদার সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ।

উদারস্বভাব—১। সরলপ্রকৃতি; উন্নতস্বভাব; দয়ালুস্বভাব। উদার স্বভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। সরল প্রকৃতি, মহৎ প্রকৃতি। উদার স্বভাব, কর্মধা। বি; পুং।

উদারহৃদয়—উদারচিত্ত (তাহা দ্রঃ)।

উদারা—১। নিম্ন সপ্তকের সুর। বাংপ্র। বি। ২। মহতী, অকপটচিত্তা, দানশীলা। উদার+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদাস—১। সর্ববিষয়ে বিরাগ, সাংসারিক বিষয়ে বিরক্তি, বিষয়বিতৃষ্ণা, উপেক্ষা; নিরুৎসাহতা। উৎ—আস্ (উপবেশন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। উৎক্ষেপ। উৎ—অস্ (নিক্ষেপ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। উদাসীন, বিরাগী; নিরপেক্ষ; ব্যাকুল; অনুরাগশূন্য; মুগ্ধ; আসক্তিহীন; নির্লিপ্ত; বিষণ্ণ; উদ্দেশ্যহীন; এলোমেলো; অনাবৃত; আত্মহারা, বিহ্বল; ঘরছাড়া; অন্যমনস্ক; হতাশ; স্খলিত; শিথিল; ব্যাপ্ত। উৎ—আস্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উদাসিতা—উদাসীনতা, ঔদাস্য, সংসারে অনাসক্তি। উদাসিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উদাসিনী—সংসারে অনাসক্তা, সংসারবিরাগিণী, সন্ন্যাসিনী; আত্মবিস্মৃতা; অন্যমনস্কা; অসহায়া, অনাথা। উদাসিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদাসী (-সিন্)—১। অন্যমনস্ক; আত্মবিস্মৃত; নিরপেক্ষ; শূন্যগর্ভ; অনাসক্ত, নির্লিপ্ত; বিষয়বিরক্ত, বিরাগী; অনুরাগহীন; অজানার উদ্দেশ্যে সমর্পিতচিত্ত। বিণ। ২। সন্ন্যাসী। উৎ—আস্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

উদাসীন—১। নিঃসঙ্গ; সংসারনির্মুক্ত, বৈরাগী; আসক্তিশূন্য; নিরপেক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, neutral. উৎ—আস্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। গৃহত্যাগী ব্যক্তি; সন্ন্যাসী। বি; পুং। ৩। অপরিচিতের মত, উদ্দেশ্যহীন ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। **উদাসীন সাম্যভাব**—যে ভাবে অবস্থিত হইলে অবস্থান্তরবশতঃ সাম্যভাবের নাশ ঘটে না অধিকন্তু সেই নূতন অবস্থাতেও পুনরায় সাম্যভাব হয় তাহা।

উদাসীনতা, -ত্ব—ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য, বিরাগ; সংসারবাসনা পরিহার; উদ্দেশ্যহীনতা; নির্লিপ্ততা। উদাসীন+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

উদাহরণ—দৃষ্টান্ত, নিদর্শন; বর্ণন, উল্লেখ; প্রকৃত বিষয়ের সমর্থক কথাপ্রসঙ্গ; সূত্রের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ দেখানো, সন্দর্ভ। উৎ—আ—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদাহরণস্থল—উদাহরণের ক্ষেত্র, দৃষ্টান্তের বিষয়, আদর্শ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। বিণ, **-স্থলীয়**।

উদাহৃত—উল্লিখিত; দৃষ্টান্তরূপে উক্ত; উচ্চারিত; বিবৃত, বর্ণিত। উৎ—আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদিত—১। উত্থিত, উন্নত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; জাত; উদয়প্রাপ্ত, আবির্ভূত। উৎ—ই+ক্ত কর্ম। ২। উক্ত, নির্দিষ্ট। বদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদীচী—১। উত্তরদিক্। বি; স্ত্রী। ২। পরবর্তিনী; ভাবিনী। উদচ্ (উত্তর)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদীচীন—উত্তরদিক্‌সম্বন্ধীয়; উত্তরদিক্‌সম্ভূত, উত্তরদিক্-নিবাসী; উদীচ্য। উদীচী+ঈন ভবাদ্যর্থে। বিণ।

উদীচ্য—উত্তরদেশীয়; পরবর্তী; শেষস্থ, অন্তিম। বিণ। **উদীচ্য ঊষা**—উত্তরমেরুতে যে বিদ্যুদালোক দৃষ্ট হয় তাহা, Aurora Borealis.

উদীচ্যবৃত্ত—উত্তরমেরুবৃত্ত (তাহা দ্রঃ)। কর্মধা। বি; ক্লী।

উদীচ্যেতরবৃত্ত—দক্ষিণমেরুর ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে যে মণ্ডলাকার অক্ষরেখা আছে সেই অক্ষরেখা, Antarctic circle. উদীচ্য হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫মীতৎ; সেইরূপ বৃত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী।

উদীয়মান—প্রকাশমান, যাহা উদিত হইতেছে এরূপ; যাহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে এমন, অভ্যুদয়োন্মুখ। উৎ—ঈ+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

উদীরণ—উচ্চারণ; কথন; বিজৃম্ভণ; উদ্দীপন; প্রেরণ; উৎপত্তি; উল্লেখ, নির্দেশ, বর্ণনা, প্রকাশন; উৎক্ষেপণ। উৎ—ঈর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদীরিত—উচ্চারিত; কথিত; উদ্দীপিত; বিজৃম্ভিত; প্রেরিত; উৎক্ষিপ্ত। উৎ—ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদীর্ণ—উত্থিত, উদ্গত; উদ্ধত, গর্বিত; উদ্দীপ্ত; উদ্রিক্ত; উদার; প্রগাঢ়; উৎকট; প্রবল। উৎ—ঋ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদুম—উন্মুক্ত, অনাবৃত, খোলা; নগ্ন, উলঙ্গ, নেংটা। <উদ্দাম। বিণ।

উডুম্বর—উডুম্বর (তাহা দ্রঃ; ড-স্থানে দ বৈকল্পিক)।

উদূখল—ধান হইতে চাল বাহির করিবার কাঠের তৈয়ারী চওড়া-মুখ পাত্র বিঃ, কাঠের বড় হামানদিস্তা; উখলি, গড়। উৎ—খ—লা+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং বা ক্লী।

উদ্দেশ—১। অনুসন্ধান, খোঁজ; কারণ, হেতু; লক্ষ্য। <উদ্দেশ। ২। নিমিত্ত। প্রা কপ্র। অ।

উদেস—অনাবৃত, খোলা ("নীবীবন্ধ করল উদেস"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ।

উদো—১। নির্বোধ, আহাম্মক; অধঃপতিত; কলঙ্কিত। বিণ। ২। কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি (একের অপরাধ বা প্রাপ্য অন্যকে বর্তাইলে ইহা প্রযোজ্য। যেমন—'উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে')। বাংপ্র। বি।

উদ্গত—১। উত্থিত; জাত, উৎপন্ন; উদিত। উৎ—গম্+ক্ত কর্তৃ। ২। বান্ত, ঊর্ধ্বে উত্তোলিত। উৎ—গম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গতকার্য(র্য্য)—দেওয়ালের গায়ে উঁচু খোদাই কাজ, relief work. উদ্গত কার্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

উদ্গতি—উদ্গম; ঊর্ধ্বদিকে গমন; উদ্রেক, সঞ্চার, আবির্ভাব। উৎ—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্গম, উদ্গমন—উত্থান; জন্ম; উদয়; হর্ষণ; নির্গম; প্রয়াণ। উৎ (উপরি)—গম্+অপ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

উদ্গলিত—বহিরাগত, নিঃসৃত। উৎ—গল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্গাতা (উদ্গাতৃ)—১। যজ্ঞের ষোড়শ ঋত্বিকের এক, যজ্ঞকালে সামবেদ পাঠক। বি; পুং। ২। উচ্চৈঃস্বরে গানকারক, ঘোষক। উৎ—গৈ+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

উদ্গার—উচ্চারণ; বমন; নিঃসারণ; ঢেঁকুর। উৎ—গৃ (ভোজন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্গারী (-রিন্)—বমনকারী, বর্ষণকারী। উচ্চারণকারী; ঊর্ধ্বে নিক্ষেপক। উৎ—গৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

উদ্গিরণ—বমন, মুখ দিয়া তুলিয়া দেওয়া; ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ; উদ্গার। উৎ—গৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্গীত—উচ্চৈঃস্বরে গীত; নিনাদিত। উৎ—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গীতি—আর্যাচ্ছন্দ বিঃ; উচ্চৈঃস্বরে গান। উৎ—গৈ+ক্তি করণ, ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্গীথ—সামবেদের অংশ বিঃ; প্রণব; সামবেদধ্বনি, সামগান; সামবেদের দ্বিতীয় অধ্যায়। উৎ—গৈ+থক্ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

উদ্গীর্ণ—বমিত; উচ্চারিত; উত্থিত; অনুরঞ্জিত, অনুবিদ্ধ; প্রতিবিম্বিত; নির্গত; উৎক্ষিপ্ত; উৎসৃষ্ট। উৎ—গৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গ্রথিত—ঊর্ধ্বে সংযত, উপরিভাগে বদ্ধ। উৎ—গ্রন্থ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গ্রন্থন—উপরদিকে গাঁথিয়া তোলা; প্রাচীরাদি নির্মাণ। উৎ—গ্রন্থ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্গ্রহ, -গ্রহণ—গ্রহণ, তুলিয়া লওয়া; গিলন। উৎ—গ্রহ্+অপ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী। বিণ, **-গৃহীত**।

উদ্গ্রাহ—গ্রহণ; তন্নির্বন্ধ; বিদ্যাবিচার। উৎ—গ্রহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্গ্রাহিত—উপরে নীত বা বদ্ধ; আক্রান্ত; অন্তঃকরণে অর্পিত; উপন্যস্ত; প্রত্যর্পিত; গ্রাহিত; উন্নমিত। উৎ (উপরি)—গ্রহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গ্রীব—উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল; উৎসুক, অতিশয় আগ্রহান্বিত। উৎ (উন্নত) গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ।

উদ্ঘট্টন—আঘাত, প্রহার; ধাক্কা মারা; উন্মোচন; আলোড়ন, ঘোঁটন। উৎ—ঘট্ট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ঘট্টিত—আহত; উন্মোচিত; আলোড়িত। উৎ—ঘট্ট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ঘর্ষণ—উপরি ঘর্ষণ; ইষ্টকাদি কঠিন দ্রব্যের দ্বারা গাত্রাদি মার্জন। উৎ—ঘৃষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ঘাট—১। উদ্ঘাটন, খোলা। উৎ (অধিক)—ঘট্ (প্রকাশ পাওয়া)+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। ২। পণ্যাদি দ্রব্য প্রদর্শনার্থ উদ্ঘাটিত স্থান, প্রদর্শনী, exhibition; রাজস্বগ্রহণ-স্থান; কুতঘাট। উৎ—ঘট্+ণিচ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

উদ্ঘাটক—১। উন্মোচনকারী; উত্তোলনকারী; উল্লেখক; আবিষ্কারক; প্রকাশক। বিণ। স্ত্রী, **-টিকা**। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্র; চাবি। উৎ—ঘট্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

উদ্ঘাটন—১। খুলিয়া ফেলা, উন্মোচন; উল্লেখ; আবিষ্কার; প্রকাশ। উৎ—ঘট্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। উন্মোচনসাধন, যাহা দ্বারা খোলা যায় এরূপ ('—দ্রব্য')। উৎ—ঘট্+ণিচ্+অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

উদ্ঘাটিত—উন্মোচিত, খোলা; আবিষ্কৃত; প্রকাশিত। উৎ—ঘট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ঘাত—১। প্রতিঘাত, ঠোক্কর লাগা; উচ্চাবচতা, বন্ধুরতা; বাধা; আরম্ভ; পাদস্খলন; কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, কপিকল; উল্লেখ; উত্থান। উৎ—হন্+ঘঞ্

ভাব। বি ; পুং। ২। গ্রন্থপরিচ্ছেদ, অধ্যায় ; উল্লেখ, allusion, reference ; অস্ত্র বিঃ, মুদ্গর প্রঃ ; অরঘট্ট ; নিদর্শন। উৎ—হন্‌ + ঘঞ্‌ করণ। বি ; পুং।

উদ্‌ঘাতন -(গণিত) কোন রাশির বর্গ ঘন প্রঃ নির্ণয়, involution. উৎ—হন্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্‌ঘাতী (-তিন্‌)—উদ্‌ঘাতকারী ; প্রতিঘাতকারী ; বন্ধুর, উঁচু-নীচু। উৎ—হন্‌ + ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

উদ্‌ঘোষ—১। উচ্চ শব্দাদি দ্বারা ইঙ্গিতকারী। উৎ—ঘুষ্‌ + অচ্‌ কর্তৃ। ২। উচ্চশব্দ ; কীর্তন। উৎ—ঘুষ্‌ + ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

উদ্‌ঘোষণ, -ষণা—উচ্চ শব্দে ঘোষণা করা। উৎ—ঘুষ্‌ + অনট্‌ ভাব ; পক্ষে অন ভাব + আপ্‌। বি ; ক্লী, স্ত্রী। বিণ - **উদ্‌ঘোষিত, উদ্‌ঘোষিক**।

উদ্দংশ—কেশকীট, উকুন ; দংশ, ডাঁশ ; ছারপোকা। উৎ—দন্‌শ্‌ + অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

উদ্দণ্ড—১। উৎকট-দণ্ডধারী ; যষ্টিপ্রহারে উদ্যত ; প্রতাপান্বিত ; প্রগাঢ় ; প্রচণ্ড ; মারমুখী, খড়্গহস্ত। উৎ (উন্নত) দণ্ড যাহার, বহু। বিণ। ২। উন্নমিত দণ্ড, উত্তোলিত লাঠি। উৎ (উন্নমিত) দণ্ড, প্রাদি। বি ; পুং।

উদ্দণ্ডনৃত্য—নৃত্য বিঃ, শরীর ও হস্তদ্বয় লাঠির মত সোজা রাখিয়া হাত তুলিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাচা। উদ্দণ্ডবৎ নৃত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

উদ্দাম—উৎকট ; অসংযত ; উচ্ছৃঙ্খল ; দুর্দমনীয়, অতিপ্রবল ; উন্মুক্ত, অবাধ, বন্ধনরহিত ; স্বেচ্ছাবিহারী। উৎ—দম্‌ (দমন করা) + ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ।

উদ্দিষ্ট—১। লক্ষ্যীকৃত ; পূর্বোক্ত, সংকল্পিত ; অভিপ্রেত ; উপদিষ্ট ; প্রাপ্তসন্ধান ; কীর্তিত ; অভিলষিত। বিণ। ২। উপায় বিঃ। উৎ—দিশ্‌ + ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

উদ্দীপক—উদ্দীপনাকারী, যে উদ্দীপন করে এরূপ, উত্তেজক ; প্রবর্তক ; প্রকাশক। উৎ (অধিক)—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

উদ্দীপন—১। উদ্দীপ্ত করণ, উত্তেজন ; দীপ্তকরণ, প্রজ্বলন ; বর্ধিতকরণ ; প্রকাশন ; উস্কন ; (কাম, ক্রোধ প্রঃকে) প্রবল করা। উৎ (অধিক)—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। ২। উদ্দীপক, উত্তেজক। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অন কর্তৃ। বিণ।

উদ্দীপন-বিভাব—(অলংকার) রসের উদ্দীপক বিভাব অর্থাৎ নায়কাদির চেষ্টাদি, স্রক্‌-চন্দন ভ্রমরঝংকারাদি। উদ্দীপন বিভাব, কর্মধা। বি ; পুং।

উদ্দীপনা—উদ্দীপন, উত্তেজনা ; অনুপ্রেরণা ; উৎসাহ ; প্রজ্বলন। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অন ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

উদ্দীপনাপূর্ণ, -ময়—উত্তেজক ; উৎসাহজনক ; তেজস্কর। উদ্দীপনা দ্বারা পূর্ণ, ৩য়াতৎ ; উদ্দীপনা + ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পূর্ণা, -ময়ী**।

উদ্দীপনীয়—যাহার উদ্দীপন করিতে হইবে এরূপ, উদ্দীপনযোগ্য, যাহার উদ্দীপন করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + অনীয় কর্ম। বিণ।

উদ্দীপিত—উত্তেজিত ; প্রজ্বলিত ; প্রকাশিত ; বর্ধিত। উৎ—দীপ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্দীপ্ত—প্রজ্বলিত, যাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ ; আলোকিত ; আলোকে উজ্জ্বল ; সুব্যক্ত ; প্রবুদ্ধ ; উত্তেজনাযুক্ত। উৎ (অধিক)—দীপ্‌ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্দেশ—১। লক্ষ্যকরণ ; অন্বেষণ ; সন্ধান ; ঠিকানা ; লক্ষ্য ; সংবাদ ; নাম দ্বারা কথন ; উল্লেখ। উৎ—দিশ্‌ + ঘঞ্‌ ভাব। ২। মনোগত সংকল্প, অভিসন্ধি, অভিপ্রায় ; স্থান, প্রদেশ। উৎ—দিশ্‌ + ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

উদ্দেশে—লক্ষ্য করিয়া ; মনে করিয়া ; নির্দেশানুযায়ী, সন্ধানার্থে।

উদ্দেশক—১। উদ্দেশকারী ; অনুসন্ধানকারী ; উপদেশদাতা ; প্রবেশক। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**। ২। দৃষ্টান্ত ; প্রশ্ন, problem. উৎ—দিশ্‌ + ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

উদ্দেশ্য—১। লক্ষ্য, লক্ষ্যীভূত ; অভিপ্রেত ; সংকল্পিত। বিণ। ২। অভিপ্রায় ; লক্ষ্য ; সংকল্প ; তাৎপর্য ; প্রয়োজন ; (ব্যাক) বাক্যের কর্তৃপদ, বাক্যের উদ্দিষ্ট অংশ। উৎ—দিশ্‌ + ণ্যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

উদ্দেশ্য-বিহীন, -শূন্য, -হীন—লক্ষ্যশূন্য, যাহার কোনরূপ লক্ষ্য নাই এরূপ ('— ব্যক্তি') ; তাৎপর্যরহিত ; নিষ্প্রয়োজন, বৃথা। ৩য়াতৎ। বিণ।

উদ্দেশ্যানুরূপ—অভিপ্রায়ানুরূপ, মতলবমত। উদ্দেশ্যের অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

উদ্দ্যোতক- উদ্দীপক ; প্রকাশকারী। উৎ—দ্যুৎ + ণিচ্‌ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তিকা**।

উদ্দ্যোতন—প্রকাশকরণ ; উদ্দীপ্তকরণ। উৎ—দ্যুৎ + ণিচ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্ধক—'উদ্‌ক্‌ক' দ্রঃ।

উদ্ধত—অবিনীত, ধৃষ্ট ; গোঁয়ার ; উৎকট ; দুরন্ত ; অহংকৃত, সংক্ষুব্ধ ; উৎক্ষিপ্ত ; আহত। উৎ—হন্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ধতচারিতা—উদ্ধতভাবে চলা, অবিনীত আচরণ, ঔদ্ধত্য। উদ্ধতচারিন্‌ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

উদ্ধতচারী (-চারিন্‌)—যে উদ্ধতভাবে চলে এরূপ, অশিষ্ট-আচরণকারী। উপতৎ ; উদ্ধত—চর্‌ (আচরণ করা) + ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

উদ্ধতপ্রকৃতি—১। উদ্ধতস্বভাব, দুর্বিনীত-ব্যবহারকারী, অহংকৃত, দাম্ভিক ; গোঁয়ার। উদ্ধতা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। উদ্ধত চরিত্র, অবিনীত স্বভাব। উদ্ধতা প্রকৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদ্ধতভাষী (-ভাষিন্‌)—উদ্ধতভাবে বাক্যপ্রয়োগকারী, দাম্ভিকবক্তা ; যে অবিনীতভাবে কথা বলে এরূপ। উপতৎ ; উদ্ধত—ভাষ্‌ + ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**। বি, **-ভাষিতা**।

উদ্ধতমনা (-মনস্‌) (>মনা)—দাম্ভিক ; উগ্রস্বভাব। উদ্ধত মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

উদ্ধতস্বভাব—১। উদ্ধতপ্রকৃতি, রুক্ষপ্রকৃতি, অবিনীত। উদ্ধত স্বভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। অবিনীত প্রকৃতি ; উদ্ধত প্রকৃতি। উদ্ধত স্বভাব, কর্মধা। বি ; পুং।

উদ্ধতি—ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা ; উৎপতন, ঠোকর লাগা ; অহংকার ; উন্নতি। উৎ - হন্‌ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উদ্ধরণ—১। উত্তোলন ; পরিত্রাণ, উদ্ধার, মুক্তি ; ঋণশোধ ; উন্মূলন ; বমন, বমি করা ; অপরের লেখা বা উক্তির অবিকল উল্লেখ। উৎ (উপরি)—ধৃ (লওয়া) + অনট্‌ ভাব। ২। বান্ত অন্নাদি, বমি-করা খাদ্য। উৎ—হৃ বা ধৃ + অনট্‌ কর্ম। বি ; ক্লী। **উদ্ধরণ-চিহ্ন**—উদ্ধারচিহ্ন (তাহা দ্রঃ)।

উদ্ধরণীয়—উৎপাটনীয় ; উত্তোলনীয় ; দূরীকরণীয় ; উদ্ধরণযোগ্য। উৎ—হৃ বা ধৃ + অনীয় কর্ম। বিণ।

উদ্ধর্তা (-র্তৃ), **-র্ত্রী** (-র্তৃ)—উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাণ কর্তা ; ঊর্ধ্বে ধারয়িতা, উত্তোলনকারী ; পৃষ্ঠপোষক ; ঋণশোধকারী। উৎ—হৃ বা ধৃ + তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ।

উদ্ধার—১। উত্তোলন, উন্নতি, প্রতিষ্ঠা ; মুক্তিসাধন ; পরিত্রাণ ; পতিত বা সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে সমাজে গ্রহণ ; নষ্ট বা অপহৃত বস্তুর পুনরায় প্রাপ্তি ; নষ্ট বস্তুকে ব্যবহারোপযোগী করণ ; ঋণশোধন ; অন্যের বাক্য অবিকৃতভাবে নিজ রচনা বা উক্তির মধ্যে সন্নিবেশ। উৎ—হৃ বা ধৃ + ঘঞ্‌ ভাব। ২। ঋণ ; দায়ভাগে বিহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য অতিরিক্ত সম্পদ্‌ ; ভাগ, অংশ। উৎ—হৃ বা ধৃ + ঘঞ্‌ কর্মবা। বি ; পুং।

উদ্ধারক—উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা ; উত্তোলক, উন্নয়িতা। উৎ—হৃ বা ধৃ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

উদ্ধারকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রী** (-কর্তৃ)—

উদ্ধারক, পরিত্রাতা, বিপদ্ হইতে উদ্ধার-কারী ; ভববন্ধনচ্ছেত্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. -কর্ত্রী।

উদ্ধারকার্য(র্য্য)—পরিত্রাণ ; মুক্তিবিধান ; বিপদ্ হইতে রক্ষা ; পরহস্ত হইতে অধিকার। কর্মধা। বি ; ক্লী।

উদ্ধারচিহ্ন—অন্যের বাক্য অবিকল গৃহীত হইয়াছে—ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত বাক্যের উভয়-পার্শ্বস্থ (" ") চিহ্ন, ঊর্ধ্ব কমা, quotation marks. উদ্ধারসূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

উদ্ধারণ—পরিত্রাণ করানো ; ঊর্ধ্বে উত্তোলন। উৎ—ধৃ+ণিচ্ বা হৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্ধারার্থ—১। পরিত্রাণের নিমিত্ত, পরিত্রাণজন্য ; মুক্তির জন্য। উদ্ধারের নিমিত্ত ইহা, এই অর্থে 'অর্থ' শব্দযোগে নিত্যসমাস। ক্রি-বিণ। ২। উদ্ধারই যাহাতে অভিপ্রেত এমন। উদ্ধার অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহাতে, বহু। বিণ।

উদ্ধারার্থে—পরিত্রাণের নিমিত্ত। উদ্ধারই অর্থ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

উদ্ধারিল—উদ্ধার করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উদ্ধারী (-রিন্)—পরিত্রাতা ; উদ্ধারকারী। উৎ—হৃ বা ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -রিণী।

উদ্ধুক, উদ্ধক—পাকস্থলীর উত্তেজনাবশতঃ কুপিত ঊর্ধ্বগামী বায়ু। <ঊর্ধ্বগ। বি।

উদ্ধৃত—কৃতোদ্ধার, পুনর্বার অধিকৃত ; উত্থাপিত, উত্তোলিত ; সমাজে গৃহীত ; যাহাকে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ ; সংগৃহীত ; উল্লিখিত ; পরিত্রাত। উৎ—ধৃ বা হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ধৃতাংশ—১। গৃহীত ভাগ, অপরের লেখা হইতে গৃহীত অংশ, extract. উদ্ধৃত অংশ, কর্মধা। বি ; পুং। ২। উত্তোলিত-ভাগ, যাহার কোন অংশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। উদ্ধৃত অংশ যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

উদ্ধৃতি—১। উদ্ধার ; উৎক্ষেপণ ; উত্তোলন ; মুক্তি। উৎ—ধৃ বা হৃ+ক্তি ভাব। ২। উদ্ধৃত রচনাংশ, উদ্ধৃত শ্লোকাদি। উৎ—ধৃ বা হৃ+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

উদ্ধ্মান—চুল্লী, উনান। উৎ—ধ্মা (অগ্নি-সংযোগ করা)+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

উদ্বদ্ধ—১। ঊর্ধ্বে বদ্ধ, ঝুলানো, টাঙানো। উৎ—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। ২। বন্ধনভ্রষ্ট, ছিন্ন-বন্ধন। উৎক্রান্ত বন্ধ অর্থাৎ বন্ধন যাহার, বহু। বিণ।

উদ্বন্ধক—১। বর্ণসংকর জাতি বিঃ, ধোপা। বি ; পুং। ২। উদ্বন্ধনে আত্মহত্যাকারী, যে গলায় দড়ি দিয়া মরে এমন। উৎ—বন্ধ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

উদ্বন্ধন—১। মরিবার জন্য গলায় দড়ি দেওয়া ; গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করা। উৎ—বন্ধ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বন্ধনভ্রষ্ট, মুক্তবন্ধন। উৎ অর্থাৎ উৎক্রান্ত বন্ধন যাহার, বহু ; বা, উৎক্রান্ত বন্ধনকে, প্রাদি। বিণ।

উদ্বন্ধনরজ্জু—গলায় দড়ি দিবার দড়ি, ফাঁসি দিবার দড়ি, halter. উদ্বন্ধন-সাধক রজ্জু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদ্বমন—উদ্গিরণ, তুলিয়া ফেলা, বমি করা। উৎ—বম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বর্ত(র্ত্ত)—১। প্রয়োজন-সিদ্ধির পরে দ্রব্যের শেষ থাকা, উদ্বৃত্ত হওয়া ; অতিরেক, আধিক্য। উৎ—বৃত্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। উদ্বৃত্ত ; অতিরিক্ত ; ব্যয়াবশিষ্ট। উৎ—বৃত্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্বর্ত(র্ত্ত)ক—বর্ধক ; গাত্রমার্জনাকারী, গাত্রে চূর্ণাদিলেপনকারী। উৎ—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -র্তিকা।

উদ্বর্ত(র্ত্ত)ন—১। গন্ধাদি দ্বারা বিলেপন ; উল্লুণ্ঠন, উলটানো-পালটানো ; উৎপতন ; গাত্রমার্জন, ঘর্ষণ ; জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকা, survival. উৎ—বৃত্+ণিচ্ বা বৃত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। মাখাইয়া ও পরে ঘষিয়া গা পরিষ্কার করিবার জিনিস, অঙ্গমর্দন দ্রব্য (হলুদ তেল কুঙ্কুম মুসুর ডাল ইঃ)। উৎ—বৃত্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

উদ্বর্ত(র্ত্ত)নীয়—মার্জনীয় চূর্ণ (গোধূম-চূর্ণাদি)। উৎ—বৃত্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বি ; ক্লী।

উদ্বর্তি(র্ত্তি)ত—দূরীকৃত ; ঘৃণিত ; চূর্ণাদি দ্বারা লেপিত ; বিনাশিত ; উৎক্ষিপ্ত। উৎ—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বহন—উন্নয়ন, উত্তোলন ; বহন ; ধারণ ; বিবাহ। উৎ—বহ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বান্ত—১। বমিত, কৃতবমন, উদ্গীর্ণ। উৎ—বম্+ক্ত কর্ম। ২। উদ্গত, উত্থিত। বিণ। ৩। মদহীন হস্তী, নির্মদ গজ। উৎ—বম্+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

উদ্বায়ী (-য়িন্)—যাহা উড়িয়া যায় এরূপ ; (রসায়ন) যাহা আপনা হইতে বাষ্পে পরিণত হয় এরূপ, volatile. উৎ—বা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -য়িনী।

উদ্বারিত—প্রকাশিত ; উচ্ছলিত ("পল্লবে উদ্বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ"—রবীন্দ্র)। কপ্র। বিণ।

উদ্বাষ্প—গলদশ্রু, উদ্গতাশ্রু। উদ্গত বাষ্প যাহা হইতে, বহু। বিণ।

উদ্বাসন—বিসর্জন ; নির্বাসন ; মারণ, বধ ; অগ্ন্যাধানের অঙ্গস্বরূপ সংস্কার বিঃ। উৎ (বাহিরে)—বস্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বাসিত—নির্বাসিত, deported. উৎ—বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বাস্তু—১। বাসভূমির সম্মুখস্থ স্থান, যে স্থানের উপর গৃহ নির্মিত হয় নাই এরূপ বাস্তুসংলগ্ন ভূমি। বি ; পুং। ২। বাস্তুহারা, বাসচ্যুত, ভিটাছাড়া [শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে বহুলপ্রচলিত হইয়াছে। ভারতবিভাগের পর যাহারা পাকিস্তান হইতে চিরদিনের মত ঘরবাড়ি ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকেই সাধারণভাবে 'উদ্বাস্তু' বা 'refugee' বলা হয়]। উদ্গত অর্থাৎ দূরীভূত বাস্তু হইতে, প্রাদি। বি ; পুং বা বিণ। ৩। ব্যতিব্যস্ত, জ্বালাতন। <উদ্ব্যস্ত। বিণ।

উদ্বাস্তু-পুনর্বা(র্ব্বা)সন—বাস্তুহারাদের পুনরায় বসবাসের ব্যবস্থা করা, refugee rehabilitation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

উদ্বাস্তু-পুনর্বা(র্ব্বা)সন দপ্তর—বাস্তুহারাদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দিষ্ট সরকারী বিভাগ, Refugee Rehabilitation Department.

উদ্বাস্তু-প্রমাণ-পত্র—যে দলিলে কাহাকেও উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা, refugee certificate. উদ্বাস্তু-বিষয়ক প্রমাণ, মধ্যপ কর্মধা ; তাহার পত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উদ্বাস্তু-সমস্যা—বাস্তুহারাদের বসবাসের ব্যবস্থাকরণরূপ জটিল বিষয়, refugee problem. উদ্বাস্তু-বিষয়িনী সমস্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উদ্বাহ—বিবাহ, পরিণয়। উৎ (উপরি)—বহ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উদ্বাহন—১। দুইবার কর্ষণ ; উত্তোলন। উৎ—বাহ্+অনট্ ভাব। ২। বিবাহদান ; উদ্ধারসাধন। উৎ—বহ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বাহনী—বরাটক, বিবাহের পণের কড়ি। উৎ (উপরি)—বহ্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উদ্বাহিক—বিবাহসম্বন্ধীয়, পরিণয়বিষয়ক। উদ্বাহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী. -কী।

উদ্বাহিত—বিবাহিত ; উন্নীত ; উন্মূলিত। উৎ—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বাহিনী—১। উন্নয়নকারিণী, উত্তোলিকা ; বিবাহকারিণী। উৎ—বহ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রজ্জু, দড়ি। উৎ—বহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উদ্বাহী (-হিন্)—উন্নয়নকারী, উত্তোলক ; বহনকারী, বাহক ; পরিণেতা, বিবাহকারী। উৎ—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -হিনী।

উদ্বাহু—ঊর্ধ্ববাহু, যে উপরে হাত তুলিয়াছে এরূপ। উত্তোলিত বাহু যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

উদ্বিগ্ন—সংশয়াকুল; উৎকণ্ঠিত; ভীত; ক্ষুভিত। উৎ—বিজ্ (ভয় করা, কাঁপা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-গ্নতা; উদ্বেগ**।

উদ্বিড়াল—ভোঁদড়, ভূচর ও জলচর জন্তু বিঃ, উদ্র, খেড়ে, otter (জলের মধ্যে অনায়াসে চলাফেরা করে বলিয়া এই নাম। মাছ ইহাদের প্রধান খাদ্য)। উদের (জলের) বিড়াল, ৬ষ্ঠীতৎ; 'উদবিড়াল' স্থানে বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-লী**।

উদ্বীক্ষণ—ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত; দর্শন। উৎ (ঊর্ধ্বে)—বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্বীত—উদ্গত; প্লাবিত; উচ্ছলিত। উৎ—বি—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্বুদ্ধ—১। প্রবুদ্ধ, জাগরিত; প্রস্ফুটিত; ফলোন্মুখ; প্রকাশিত। উৎ (অধিক)—বুধ্+ক্ত কর্তৃ। ২। যাহা পরে মনে পড়িয়াছে এরূপ; স্মৃতিপথে আগত। উৎ—বুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বৃত্ত—১। জাত; ক্ষুভিত; উন্মত্ত; উচ্ছৃঙ্খল; অবাধ্য; উৎক্ষিপ্ত; উদ্ঘূর্ণিত; উত্থিত; অতিরিক্ত, বাড়তি; প্রয়োজন-সিদ্ধির পর অবশিষ্ট। উৎ (উপরি)—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। ২। বান্ত, বমিত। উৎ—বৃত্+ক্ত কর্ম। ৩। দুর্বৃত্ত, দুরাচার। উৎ (অর্থাৎ উদ্ধত) বৃত্ত (আচরণ) যাহার, বহু। বিণ।

উদ্বেগ—১। দুর্ভাবনা, আকুলতা, চাঞ্চল্য। ভয়; ত্বরা; উদ্গমন; ক্ষোভ; বিরহজন্য দুঃখ; ভাবাবেগ। উৎ—বিজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। গুবাকফল। উৎ—বিজ্+ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী। ৩। বেগবান্। উৎ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা উদ্গত) বেগ যাহার, বহু। বিণ।

উদ্বেগী (উদ্বেগিন্)—উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, দুর্ভাবনাগ্রস্ত। উদ্বেগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-গিনী**।

উদ্বেজক—দুর্ভাবনাজনক, উদ্বেগকর; কষ্টকর; বিরক্তিকর। উৎ—বিজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**।

উদ্বেজন—১। উদ্বেগ; ভয়; কম্পন; কষ্ট। উৎ—বিজ্+অনট্ ভাব। ২। উদ্বেগ জন্মান; উত্যক্তকরণ; কষ্ট দেওয়া; ভয় প্রদর্শন। উৎ—বিজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। উদ্বেজনকারী, ভয়প্রদর্শক; উত্তেজনকারী। উৎ—বিজ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

উদ্বেজনীয়—উদ্বেগজনক; নির্মম; ভীতিপ্রদ। উৎ—বিজ্+অনীয় কর্তৃ। বিণ।

উদ্বেজয়িতা (-য়িতৃ)—উদ্বেগজনক, উদ্বেগকারক, ভীতিপ্রদ। উৎ—বিজ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

উদ্বেজিত—ক্লেশিত; উত্যক্ত; ভয়প্রাপিত। উৎ—বিজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বেজী (-জিন্)—উদ্বেজয়িতা (তাহা দ্রঃ)। উৎ—বিজ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিনী**।

উদ্বেল—উচ্ছলিত, যাহা উথলিয়া উঠিয়াছে এরূপ; সীমাতিক্রান্ত; বিপুল; আকুল। উৎক্রান্ত বেলাকে, প্রাদি। বিণ।

উদ্বেলিত—১। উদ্বেলীকৃত; চরমসীমায় উপস্থাপিত; ব্যাকুলীকৃত। উদ্বেল+ণিচ্ (=উদ্বেলি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। ২। 'উদ্বেল' (সকল অর্থে)। উৎ—বেল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্বেলিয়া—উচ্ছ্বসিত হইয়া; উচ্ছলিত করিয়া। কপ্র। অস ক্রি।

উদ্বোঢ়া (উদ্বোঢ়্)—উদ্বাহকারী, বর, পরিণেতা। উৎ—বহ্+তৃন্+কর্তৃ। বি; পুং।

উদ্বোধ—কিঞ্চিৎ জ্ঞান; সংস্কারোদ্দীপন, বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ; জ্ঞানের উদয়; জাগরণ; হুঁশ, খেয়াল। উৎ (কিঞ্চিৎ)—বুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্বোধক—প্রকাশক; উদ্দীপক; চেতনা-দানকারী; যে জাগায় এমন। উৎ (অধিক)—বুধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিকা**।

উদ্বোধন—১। জ্ঞাপন, বোধ জন্মাইয়া দেওয়া; চেতনা উৎপাদন, জাগান; জাগরণ; প্রেরণা, অনুপ্রাণনা। উৎ (অধিক)—বুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী। বিণ, **-ধিত, -ধনীয়**। ২। বোধক, জ্ঞানোৎপাদক। উৎ—বুধ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভট—১। উৎকট; প্রসিদ্ধ; উদার; শ্রেষ্ঠ; গ্রন্থবহির্ভূত; যে শ্লোক বা রচনার প্রণেতা অজ্ঞাত এমন; অভিনব। বিণ। ২। কচ্ছপ; সূর্য। উৎ—ভট্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। আজগবী, অদ্ভুত। বাংপ্র। বিণ। **উদ্ভট কবিতা**—গ্রন্থবহির্ভূত কিন্তু বহুলপ্রচলিত শ্লোক বা কবিতা।

উদ্ভট্টি, -ট্টী—গ্রন্থবহির্ভূত, শাস্ত্রবহির্ভূত; যাহা বাহির হইতে পাওয়া যায় এরূপ; অদ্ভুত, আজগবী, অশ্রুতপূর্ব। <'উদ্ভট'। বিণ।

উদ্ভব—১। জন্ম, উৎপত্তি। উৎ—ভূ+অপ্ ভাব। ২। জন্মস্থান; যাহা হইতে কোন কিছু জাত হয় তাহা। উৎ—ভূ+অপ্ অপা। বি; পুং।

উদ্ভবকর—উৎপাদক, জনক, উৎপত্তিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

উদ্ভাবক—উদ্ভাবনকর্তা, আবিষ্কারক; প্রথমোৎপাদক; পরিকল্পনাকারী। উৎ—ভূ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিকা**।

উদ্ভাবন—১। কল্পনায় নির্ধারণ; বিরচন; উৎপাদন; উন্নয়ন; অজ্ঞাতবিষয়-প্রকাশকরণ; নূতন কোন কিছু ভাবিয়া বাহির করা, invention; চিন্তন। উৎ (উপরি)—ভূ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। উদ্ভাবন-কারী, চিন্তাকারক, নবপ্রকাশক। উৎ—ভূ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভাবনী—উদ্ভাবনবিষয়ক; উদ্ভাবনে সমর্থ ('— শক্তি')। উদ্ভাবন+ঈ। বাংপ্র। বিণ।

উদ্ভাবনীয়, উদ্ভাব্য—উদ্ভাবনযোগ্য, যে বিষয়ের উদ্ভাবন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উৎ (উপরি)—ভূ+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

উদ্ভাবয়িতা (-য়িতৃ)—উদ্ভাবক (তাহা দ্রঃ)। উৎ—ভূ+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

উদ্ভাবিত—কল্পনাসাহায্যে নূতন স্থিরীকৃত, নূতন কল্পিত; যে বিষয়ের উদ্ভাবন করা হইয়াছে এরূপ; চিন্তিত। উৎ—ভূ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ভাস—দীপ্তি, প্রকাশ, শোভা পাওয়া। উৎ (অধিক)—ভাস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্ভাসক—উদ্দীপক, উদ্ভাসনকারী, শোভা-কারক; প্রকাশক। উৎ (অধিক)—ভাস্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিকা**।

উদ্ভাসন—১। উদ্দীপন, উজ্জ্বলীকরণ, উজ্জ্বল করা, আলোকিতকরণ, আলোকময় করা; শোভাবর্ধন; প্রকাশন। উৎ—ভাস্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। দীপ্তিকারক, উজ্জ্বলতাবর্ধক; প্রকাশক। উৎ—ভাস্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভাসিত—দীপ্ত; প্রকাশিত; শোভিত। উৎ—ভাস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভাসী (-সিন্)—দীপ্তিময়, সমুজ্জ্বল। উৎ—ভাস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

উদ্ভিজ্জ—১। যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে তাহা, তরুলতাগুল্মাদি। বি; ক্লী। ২। উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন, বৃক্ষলতাদিজাত। উপতৎ, উদ্ভিদ্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভিজ্জপ্রদেশ—তরুলতাদি জন্মিবার উপযুক্ত স্থান অর্থাৎ যে স্থানে নানাজাতীয় বৃক্ষাদি জন্মে সেই স্থান, botanical region. উদ্ভিজ্জোপযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

উদ্ভিজ্জবিদ্যা—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (তাহা দ্রঃ)। উদ্ভিজ্জসম্পর্কিতা বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্ভিজ্জভোজী (-জিন্), **উদ্ভিদ্-ভোজী** (-জিন্)—ফলমূলাদিভোজনকারী, নিরামিষাশী। উপতৎ; উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদ্—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

উদ্ভিজ্জ-লবণ—তরুগুল্মাদি হইতে উৎপন্ন লবণ। উদ্ভিজ্জ (২) লবণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

উদ্ভিজ্জাণু—চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিজ্জের অণু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদ্ভিজ্জাশী (-শিন্)—ফলমূলাদিভোজী; তৃণাশী; নিরামিষভোজী। উপতৎ; উদ্ভিজ্জ—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

উদ্ভিদ্, -দ—১। যাহা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া জন্মে এমন। বিণ। ২। যাহা ভূমি ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠে তাহা, বৃক্ষ তৃণ লতা গুল্ম ইঃ। [উদ্ভিদ্ পঞ্চবিধ; যথা—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, বল্লী ও লতা।] উৎ (ঊর্ধ্ব)—ভিদ্+কিপ্, ক কর্তৃ। বি; পুং।

উদ্ভিদ্‌কোষ—উদ্ভিদ্‌দেহের উপাদানস্বরূপ অতিক্ষুদ্র কোষবৎ পদার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ—তরুলতাদির বিষয়ে অভিজ্ঞ, উদ্ভিদ্‌বেত্তা, botanist. উপতৎ; উদ্ভিদ-তত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—তরুলতাদির অবয়বসংস্থান এবং প্রত্যেক অবয়বের কার্য উৎপত্তিস্থান জাতি-বিভাগ ইঃ নির্ণায়ক শাস্ত্র, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান, তরুলতাপুষ্পাদিবিষয়িণী বিদ্যা, botany. উদ্ভিদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্ভিদ্‌বেত্তা (-বেত্তৃ)—উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ, botanist. উপতৎ; উদ্ভিদ্—বিদ্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বেত্রী।

উদ্ভিদ্‌ভোজী (-ভোজিন্)—'উদ্ভিজ্জ-ভোজী' দ্রঃ।

উদ্ভিদ্-সংবিভাগ—তরুলতাদির জাতি-বিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদ্ভিদোদ্যান—উদ্ভিজ্জবিদ্যার অনুশীলনের নিমিত্ত কৃত উদ্যান, যে উদ্যানে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদি রোপিত হইয়াছে তাহা, botanical garden. উদ্ভিদবিষয়ক উদ্যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্ভিন্ন—স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; সুব্যক্ত; প্রস্ফুটিত; অঙ্কুরিত; নির্গত; ক্ষরিত; প্রতিফলিত; বিমর্দিত, বিদলিত; বহুধা বিভক্ত। উৎ (উপরি)—ভিদ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

উদ্ভিন্নযৌবনা—যাহার যৌবনলক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে এমন ('—স্ত্রী')। উদ্ভিন্ন (প্রকাশিত) যৌবন যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদ্ভূত—উৎপন্ন, উদ্‌গত; সংবর্ধিত; প্রকাশিত; উন্নত; উদিত; প্রত্যক্ষযোগ্য। উৎ—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভেদ—ভেদপূর্বক উৎপত্তি; নির্গম; প্রকাশ, প্রকটন; বিকাশ; উদয়; স্ফূর্তি; রোমাঞ্চ; ক্ষরণ; আবিষ্কার; ভূমিতীর উপরে স্তরবিশেষের উদ্ভব, outcrop. উৎ (ঊর্ধ্ব)—ভিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্ভ্রম—উদ্বেগ; বুদ্ধিলোপ; আকুলতা; আবর্তন; পর্যটন; ঊর্ধ্বভ্রমণ। উৎ (অধিক)—ভ্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্ভ্রান্ত—১। উদ্বিগ্ন; হতবুদ্ধি; উন্মত্ত; বিহ্বল; বিকল; আঘূর্ণিত; লক্ষ্যহীন ভাবে ভ্রমণকারী; লক্ষ্যহীন; ব্যস্ত; উচ্ছৃঙ্খল। উৎ (অতিশয়)—ভ্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া মণ্ডলাকারে খড়্গাদি ঘুরানো। উৎ—ভ্রম্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্যত—সচেষ্ট; উন্মুখ; কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে তৎপর; উত্তোলিত; উদ্‌যুক্ত; প্রবৃত্ত; উত্থিত। উৎ (বিপরীত)—যম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্যতদণ্ড—১। যে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছে এরূপ, শাসনোদ্যত, দণ্ডবিধানে তৎপর। উদ্যত দণ্ড যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। উত্তোলিত অস্ত্র। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্যতবাহু—১। যে বাহু উত্তোলন করিয়াছে এরূপ, ঊর্ধ্বোত্তোলিতবাহু। উদ্যত বাহু যৎ-কর্তৃক, বহু। বিণ। ২। উন্নত হস্ত। কর্মধা। বি; পুং।

উদ্যতি—উদ্যম, উদ্যোগ, চেষ্টা; প্রবৃত্তি; উত্তোলন। উৎ—যম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্যম—উদ্যোগ, উপক্রম; প্রয়াস, প্রযত্ন; উৎসাহ; উত্থান; উত্তোলন। উৎ—যম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্যমন—উত্তোলন; উৎসাহদান; উৎ-ক্ষেপণ। উৎ—যম্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্যমশীল—উৎসাহশীল, অধ্যবসায়সম্পন্ন, অনবরত চেষ্টা করাই যাহার স্বভাব এরূপ। উদ্যমই শীল যাহার, বহু। বিণ।

উদ্যমিত—প্রেরিত; উদ্যমযুক্ত; উত্তোলিত। উৎ—যম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্যমী (-মিন্)—যত্নবান্, উদ্যোগী, সচেষ্ট। উদ্যম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মিনী।

উদ্যান—১। উপবন, বাগান। উৎ—যা+অনট্ অধি। ২। নিঃসরণ; উদ্‌গমন। উৎ—যা+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্যান-গৃহ, -বাটিকা, -বাটী—উপ-বনমধ্যস্থিত গৃহ, বাগান-বাড়ি। উদ্যানস্থিত গৃহ, বাটিকা, বাটী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী।

উদ্যানজ, -জাত—যাহা বাগানে জন্মিয়াছে এরূপ। উপতৎ; উদ্যান—জন্+ড কর্তৃ; পক্ষে ৭মীতৎ। বিণ।

উদ্যান-পাল—উদ্যানরক্ষক, বাগানের মালী। উপতৎ; উদ্যান—পালি+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

উদ্যান-পালক, -রক্ষক—যাহার উপর বাগান দেখার ভার থাকে এমন; মালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -পালিকা, -রক্ষিকা।

উদ্যান-বিদ্যা—উপবনজাত পুষ্পাদি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, horticulture. উদ্যান-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্যান-সম্মিলন, -সম্মেলন—উদ্যানে প্রীতিভোজ; আমোদের জন্য বাগানে বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশ, garden-party. ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

উদ্যানাধ্যক্ষ—উদ্যানের তত্ত্বাবধায়ক, উদ্যানরক্ষক। উদ্যানের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উদ্‌যাপন—আরব্ধ ব্রতাদি-কর্মের সাফল্য-সম্পাদন; পরিসমাপন; নির্বাহ। উদ্—যা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্‌যাপিত—যাহা উদ্‌যাপন করা হইয়াছে এরূপ, পরিসমাপিত; নির্বাহিত। উৎ—যা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্‌যুক্ত—উদ্যোগবিশিষ্ট; উৎসাহান্বিত, যত্নবান্; চেষ্টিত। উৎ—যুজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্যোক্তা (-ক্তৃ)—উদ্যোগী (তাহা দ্রঃ)। উৎ—যুজ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ক্ত্রী।

উদ্যোগ—চেষ্টা; আয়োজন; উদ্যম; যত্ন; উৎসাহ। উৎ—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উদ্যোগী (-গিন্)—উদ্যোগকারী, সচেষ্ট, যত্নশীল; উৎসাহী। উদ্যোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -গিনী।

উদ্‌যোজক—প্রবর্তক, উদ্যোগী। উৎ—যুজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জিকা।

উদ্র—উদ্‌বিড়াল, জলমার্জার। উন্দ্+রক্ কর্তৃ। বি; পুং।

উদ্রিক্ত—সঞ্চারিত; উত্থিত; উদ্দীপিত, উত্তেজিত; অতিশয়িত; স্ফুট। উৎ—রিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্রেক—উত্থান; উদয়; সঞ্চার, আবির্ভাব; উত্তেজন; বৃদ্ধি, আধিক্য; উপক্রম। উৎ—রিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উধঃ (উধস্)—গোস্তন, গরুর পালান। বহ্+অস্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

উধাও—১। অদৃশ্য, অন্তর্হিত; ঊর্ধ্বপ্রস্থিত, ঊর্ধ্বে গত; নিরুদ্দেশ। <ঊর্ধ্বাবুক বা উদ্ধাবিত। বিণ। ২। উদ্‌গমন; অনুসরণ। <উদ্ধাবন। বি।

উধার—১। ধার, ঋণ। হি-মু। বি। ২। উদ্ধার, পরিত্রাণ। <উদ্ধার। বি।

উধারা—উদ্ধার করা। প্রা কাব্য। ক্রি। **উধারি**—উদ্ধার কর। **উধারল**—উদ্ধার করিল।

উধো—উদো, কোন অনির্দিষ্ট

বাংপ্র। বি। **উনোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে**—'প্রবচন সংগ্রহ' দ্রঃ।

উন—১। অল্প, কম; খাটো; হীন। <ঊন। বিণ। ২। মেষলোম, পশম। <ঊর্ণা। বি।

উনকুটি, উনকুটি-চৌষট্টি—সম্পূর্ণ, প্রায় কিছুই বাদ পড়ে না এরূপ ('— আয়োজন', '— সংগ্রহ'); তন্নতন্ন; বহু, অশেষ। বাংপ্র। বিণ।

উনন, উনান, উনুন—চুলী, চুলা। <উদগ্মান। বি।

উননমুখী—উনানমুখী (তাহা দ্রঃ)।

উননমুখো—পোড়ারমুখো। উনন মুখে যাহার, বহু। গ্রাম্য গালি। বাংপ্র। বিণ।

উনপাঁজুরে—'উনপাঁজুরে' দ্রঃ।

উনমত্ত, -মত্তি—জ্ঞানহীন, জ্ঞানশূন্য; পাগল। <উন্মত্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

উনা—ভিজিয়া ওঠা; গলা; ঝরা; গলানো। <উন্ ধাতু। ক্রি।

উনান—'উনন' দ্রঃ।

উনানমুখী—(স্ত্রীলোকদিগের গালিতে) যাহার গণ্ডস্থলদ্বয় এবং ললাটদেশ উচ্চ এরূপ নারী; পোড়ারমুখী, হতভাগী। উনানের ন্যায় মুখ যাহার বা উনান মুখে যাহার, বহু+ঈ। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

উনি—(সম্মানসূচক) ঐ ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি; সম্মুখস্থিত লোক; (হিন্দু রমণীদিগের কথায়) স্বামী; কর্তা। <অদস্। সর্ব।

উনিশ, -শে—'ঊনিশ', 'ঊনিশে' দ্রঃ।

উনিশ-বিশ—'ঊনিশ-বিশ' দ্রঃ।

উনুই—উৎস, ঝরনা। বাংপ্র। বি।

উন্দুর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ্+উর কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

উন্নত—তুঙ্গী, উচ্চ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত; গৌরবান্বিত; প্রশস্ত; উদার; উৎকৃষ্ট। উৎ (উপরি)—নম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উন্নতচিত্ত—উদারচিত্ত, উচ্চহৃদয়, মহামনাঃ। উন্নত চিত্ত যাঁহার, বহু। বিণ।

উন্নতচেতাঃ (-চেতস্), (>-চেতা)—মহামনাঃ, উদারচিত্ত। উন্নত চেতঃ (চিত্ত) যাঁহার, বহু। বিণ।

উন্নতমনাঃ (-মনস্), (> -মনা)—উচ্চহৃদয়, উদারাশয়, মহানুভব। উন্নত মন যাঁহার, বহু। বিণ।

উন্নতমস্তক—উন্নতশীর্ষ (তাহা দ্রঃ)।

উন্নতশীর্ষ—উচ্চশির; সর্বাপেক্ষা অধিক মাননীয়, গণনীয়। উন্নত (উচ্চ, অতএব সর্বাগ্রে দৃষ্ট) শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ।

উন্নতহৃদয়—১। উচ্চমনাঃ, মহানুভব, উদারচিত্ত। উন্নত হৃদয় যাঁহার, বহু। বিণ। ২। উচ্চ মন, উদার চিত্ত, মহদাশয়। উন্নত হৃদয়, কর্মধা। বি; ক্লী।

উন্নতানত—বন্ধুর, উচ্চনীচ, অসমতল। কিয়দংশে উন্নত কিয়দংশে আনত, কর্মধা। বিণ।

উন্নতি—১। অভ্যুদয়; সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি, সৌভাগ্য; অগ্রগতি; পদোন্নতি; গৌরব; বৃদ্ধি; উদয়; ঔদ্ধত্য; উচ্চতা, উচ্চ অবস্থা। উৎ—নম্+ক্তি ভাব। ২। (জ্যামিতি) ত্রিভুজের শীর্ষকোণ হইতে ভূমির উপর পাতিত লম্ব বা তাহার দৈর্ঘ্য, altitude. উৎ—নম্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

উন্নতিশীল—বৃদ্ধিশীল, যে বা যাহা নিত্য উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ; উদীয়মান। উন্নতিই শীল যাহার, বহু। বিণ।

উন্নতিসাধক—উৎকর্ষসম্পাদক, শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনকারী। ষষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সাধিকা।

উন্নতিসাধন—শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন, উৎকর্ষ-সম্পাদন। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

উন্নদ্ধ—১। ঊর্ধ্বে বদ্ধ; উৎকট; স্ফীত। উৎ (উপরি)—নহ্+ক্ত কর্ম। ২। বন্ধন হইতে মুক্ত, পরিত্যক্ত। উৎক্রান্ত বদ্ধ অর্থাৎ বন্ধনকে, প্রাদি। বিণ। বি—**উন্নাহ**।

উন্নমন—উত্তোলন, ঊর্ধ্বে ধারণ; উত্থাপন। উৎ (উপরি)—নম্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উন্নমিত—ঊর্ধ্বীকৃত, উত্তোলিত; উন্নীত। উৎ—নম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্নয়, উন্নায়—উত্তোলন; উন্নতি, উত্থান; উচ্চতা; সাদৃশ্য। উৎ—নী+অচ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উন্নয়ন—১। উত্তোলন, উঠানো; উন্নতি-সাধন; অনুমান; তর্ক-বিতর্ক; উদ্ভাবন। উৎ—নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ঊর্ধ্বদৃষ্টি। উৎ (উদ্গত) নয়ন যাহার, বহু। বিণ।

উন্নস—যাহার নাসিকা উচ্চ এরূপ। উৎ (উন্নতা) নাসা যাহার, বহু (নাসা-স্থানে নস)। বিণ।

উন্নাদ—উচ্চরব, উচ্চস্বর, উৎকট শব্দ। উৎ (উচ্চ)—নদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ—**উন্নাদী** (-দিন্)।

উন্নাভ—১। যাহার নাভি উন্নত এরূপ। বিণ। ২। সূর্যবংশীয় নৃপ বিঃ। উৎ (উন্নত) নাভি যাঁহার, বহু+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

উন্নায়—'উন্নয়' দ্রঃ।

উন্নায়ক—উত্তোলক; উত্থাপক; ঊর্ধ্বে স্থাপয়িতা। উৎ—নী+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

উন্নাসিক—আত্মাভিমানী, যে নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করে এমন; যে সব কিছুতে নাক সিঁটকায় এমন; ছিদ্রান্বেষী। উৎ (উন্নত) নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

উন্নিদ্র—নিদ্রাহীন, বিনিদ্র; বিকসিত, প্রস্ফুটিত; সতর্ক। উৎক্রান্ত নিদ্রাকে, প্রাদি। বিণ।

উন্নিদ্রা—নিদ্রাহীনতা, অনিদ্রা। উৎ (উৎক্রান্তা) নিদ্রা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উন্নীত—ঊর্ধ্বে নীত; যাহার উন্নতি বা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এমন; যাহা উপরে উঠানো হইয়াছে এরূপ; তর্কিত; অনুমিত। উৎ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্নেতা (উন্নেতৃ)—যে ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এরূপ, ঊর্ধ্বে নয়নকারী; উন্নতিসাধক; উত্থাপক; বিতর্ককারী। উৎ—নী+তৃন্ কর্তৃ। স্ত্রী, -ত্রী।

উন্নেয়—উন্নয়নযোগ্য, ঊর্ধ্বে স্থাপনীয়; উত্থাপনীয়; বিভাব্য, বিতর্কনীয়। উৎ—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

উন্মগ্ন—জলাদি হইতে উত্থিত। উৎ (উপরি)—মস্জ্ (নিমগ্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উন্মজ্জক—১। উন্মজ্জনকারী, যে জল হইতে উত্থিত হয় এরূপ, জলোপরি ভাসমান। বিণ। স্ত্রী, -জ্জিকা। ২। তাপস বিঃ [ইহারা আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া তপস্যা করেন]। উৎ—মস্জ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

উন্মজ্জন—জলাদি হইতে উত্থান, ভাসিয়া ওঠা। উৎ—মস্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উন্মত্ত—১। ক্ষিপ্ত, পাগল; বাহ্যজ্ঞানশূন্য; আত্মবিস্মৃত, তন্ময়; হিতাহিতবিবেচনারহিত; মাতাল। বিণ। ২। ভৈরব বিঃ। উৎ—মদ্+ক্ত কর্তৃ। ৩। ধুতুর, ধুতুরা গাছ। উৎ—মদ্+ক্ত করণ। বি; পুং।

উন্মত্ততা—রোগ বিঃ, ক্ষিপ্ততা, পাগলামি। উন্মত্ত+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উন্মত্তপ্রলাপ—ক্ষিপ্ত ব্যক্তির অর্থহীন উক্তি; ক্ষিপ্তের বাক্যের ন্যায় পূর্বাপর-সম্বন্ধশূন্য বাক্যাবলী, যা-তা কথা। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উন্মত্তপ্রায়—ক্ষিপ্তপ্রায়, পাগলের মত। প্রায় উন্মত্ত, সুপ্। বিণ।

উন্মত্তবৎ—পাগলের মত। উন্মত্ত+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ। বিণ।

উন্মথন—নিধন, হনন; মন্থন; আলোড়ন; পীড়ন; মর্দন। উৎ—মথ্ (বধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উন্মথিত—বিলোড়িত; নিহত; মর্দিত; ব্যথিত; অভিভূত। উৎ—মথ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্মদ—১। উন্মাদগ্রস্ত, পাগল, ক্ষিপ্ত; জ্ঞানশূন্য। উৎ (উদ্গত) মদ (হর্ষ) যাহার, বহু। বিণ। ২। পাগলামি, ক্ষিপ্ততা। উৎ—মদ্+অচ্ ভাব। বি; পুং।

উন্মনাঃ (উন্মনস্), (>**উন্মনা**)—উৎ-কণ্ঠিতচিত্ত, উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল; উৎসুক;

অন্তঃস্থল, আনমনা। উৎ (উৎকণ্ঠিত, চঞ্চল) মনঃ (মনস্) যাহার, বহু। বিণ।

উন্মথ, -ন্থন—মথন ; হনন ; আলোড়ন ; আন্দোলন। উৎ— মন্থ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

উন্মাদ—১। বায়ুরোগ বিঃ, পাগল হওয়া ; হিতাহিতবোধশূন্যতা ; মস্তিষ্কবিকৃতি, পাগলামি ; সাধ্য-অসাধ্য বিবেচনা না করা ; গুরু-লঘু সম্বন্ধে জ্ঞানরহিত হওয়া ; বাতুলতা ; চিত্তবিভ্রম, বুদ্ধিভ্রংশ। উৎ— মদ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। উন্মত্ত, পাগল, আত্মবিস্মৃত ; ক্ষীত ; স্থূল। উন্মাদ (১) + অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

উন্মাদক—যে বা যাহা উন্মাদ জন্মায় এরূপ, উন্মত্ততাকারী, উন্মাদী ; মত্ততাজনক, যাহা মাতাল করিয়া দেয় এরূপ। উৎ—মদ্ + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দিকা।

উন্মাদকর—উন্মত্ততাজনক, যাহা পাগল করিয়া দেয় এরূপ ; মাদক, যাহাতে নেশা হয় এরূপ ; যাহা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়া দেয় এরূপ। উপতৎ ; উন্মাদ—কৃ + ট কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

উন্মাদগ্রস্ত—ক্ষিপ্ত ; জ্ঞানশূন্য। উন্মাদ (১) দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

উন্মাদন—১। কন্দর্পের পঞ্চ বাণের একটি, মদনের পুষ্পশর বিঃ। উৎ—মদ্ + ণিচ্ + অন কর্ত্তৃ। বি ; পুং। ২। উন্মত্তকরণ, পাগল করিয়া দেওয়া। উৎ—মদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। যদ্দ্বারা উন্মাদ জন্মে এরূপ, যদ্দ্বারা উন্মত্ত করা যায় এরূপ, উন্মত্ততাকারক। উৎ—মদ্ + ণিচ্ + অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী, -নী।

উন্মাদনা—উন্মাদন, উন্মত্তকরণ ; অতিশয় উত্তেজনা। উৎ—মদ্ + ণিচ্ + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

উন্মাদপ্রায়—পাগলের মত। প্রায় উন্মাদ (২), সুপ্। বিণ।

উন্মাদাগার—উন্মাদরোগ চিকিৎসার জন্য গৃহ, পাগলা-গারদ, lunatic asylum. উন্মাদদিগের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

উন্মাদিত—যাহাকে উন্মত্ত করা গিয়াছে এরূপ, উন্মত্তীকৃত। উৎ—মদ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্মাদিনী—১। উন্মাদরোগগ্রস্তা, ক্ষিপ্তা, পাগলী। উন্মাদ (১) + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। ২। উন্মত্ততাকারিণী, উন্মাদিকা। উৎ —মদ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্ত্তৃ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উন্মাদী (-দিন্)—১। উন্মাদযুক্ত, উন্মত্ত। উন্মাদ + ইন্ আছে অর্থে। ২। উন্মাদক, উন্মত্ততাজনক। উৎ—মদ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

উন্মান—১। পরিমাণ বিঃ, দ্রোণপরিমাণ ; ভার নির্ণয় ; উচ্চতা নির্ণয় ; ওজন। উৎ—মা + অনট্ ভাব। ২। তোলা বা তরি প্রঃ পরিমাণসাধক দ্রব্য, বাটখারা। উৎ—মা + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

উন্মার্গ—১। অসৎপথ ; গর্হিত আচরণ, ভ্রষ্টাচার। উৎ (উৎসৃষ্ট অর্থাৎ পরিত্যক্ত) মার্গ, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ, -র্গীয়। ২। কুপথগামী, ভ্রষ্টাচারী। উৎক্রান্ত মার্গকে (অর্থাৎ সাধুপথকে), প্রাদি। বিণ।

উন্মার্গগামী (-গামিন্)—কুপথগামী ; অসদাচারী। উপতৎ ; উন্মার্গ (১)—গম্ + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী। বি, -গামিতা।

উন্মার্গবর্ত্তী (-র্ত্তিন্), **-বর্ত্তী** (-র্ত্তিন্), **-বৃত্তি**—কুপথস্থিত ; দুর্বৃত্ত। উপতৎ ; উন্মার্গ—বৃত্ + ণিন্ কর্ত্তৃ ; ২য় পক্ষে, উন্মার্গ বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

উন্মার্গী (-র্গিন্)—অসৎপথগামী, কুপথগত। উন্মার্গ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -র্গিণী।

উন্মিষিত—উন্মীলিত ; সদ্যোবিকশিত ; প্রস্ফুটিত ; কিঞ্চিৎ প্রকাশিত। উৎ—মিষ্ + ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

উন্মিষিতযৌবন—১। যৌবনের প্রথমাবস্থা। উন্মিষিত যৌবন, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। নবীন যুবা। উন্মিষিত যৌবন যাহার, বহু। বিণ।

উন্মীলন—বিকাশ, উন্মেষ ; প্রকাশ ; উদ্ঘাটন ; চোখ মেলিয়া চাওয়া। উৎ—মীল্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মীলিত—বিকশিত ; প্রকাশিত ; উন্মেষিত ; খোলা, উদ্ঘাটিত। উৎ—মীল্ + ক্ত কর্ত্তৃ, কর্ম। বিণ।

উন্মীলিতনেত্র—১। উন্মুক্ত চক্ষু, খোলা চোখ। উন্মীলিত নেত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যে সমস্তই দেখিতে পাইতেছে এরূপ। উন্মীলিত নেত্র যাহার, বহু। বিণ।

উন্মুক্ত—খোলা ; খালাস-পাওয়া ; বন্ধনরহিত ; অবারিত ; ব্যক্ত, খোলসা ; অনাবৃত ; অবাধ, উদার। উৎ—মুচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্মুক্তি—বন্ধনরাহিত্য, খালাস। উৎ—মুচ্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উন্মুখ—ঊর্দ্ধমুখ, যে মুখ তুলিয়া রহিয়াছে এরূপ ; উদ্যত, ব্যগ্র ; উৎসুক ; উদ্যুক্ত ; প্রবৃত্ত, তৎপর। উন্নমিত মুখ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী।

উন্মুখতা—উন্মুখ ভাব, উদ্যত হওয়া ; ব্যগ্রতা ; প্রকাশ পাওয়া ; উদ্যুক্ত থাকা। উন্মুখ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

উন্মুদ্র—বিকশিত ; প্রকাশিত ; মুদ্রারহিত ; যাহার সীল ভাঙ্গা হইয়াছে এমন। উৎক্রান্ত মুদ্রাকে, প্রাদি ; অথবা, উৎ (উদ্গতা) মুদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

উন্মূলক—উৎপাটক, উৎপাটনকর্ত্তা ; সমূলে নাশক। উৎ—মূলি (নামধাতু) + ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -লিকা।

উন্মূলন—উৎপাটন ; সমূলে বিনাশকরণ, উচ্ছেদ। উৎ (উপরি)—মূলি (নামধাতু) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মূলয়িতা (-য়িতৃ)—উন্মূলনকারী, উৎপাটক। উৎ—মূল্ + ণিচ্ (—মূলি নামধাতু) + তৃচ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

উন্মূলিত—সমূলে উৎপাটিত, উপড়ানো ; সমূলে বিনাশিত। উৎ—মূলি + ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্মেষ—প্রকাশ, উদয় ; উদ্রেক ; ঈষৎ বিকাশ ; উদ্ভব ; চোখ খোলা, উন্মীলন। উৎ—মিষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উন্মেষিত—উন্মীলিত ; প্রকাশিত। উন্মেষ + ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

উন্মোচন—মোচন, খোলা ; মুক্তিদান ; বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া ; কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া ; উদ্ধার ; ছিনাইয়া লওয়া। উৎ—মুচ্ (মোচন করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মোচিত—যাহার উন্মোচন করা হইয়াছে এরূপ, যাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এমন ; উদ্ঘাটিত। উৎ (উপরি)—মুচ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপ—আধিক্য হীনতা আসন্নতা সামীপ্য সাদৃশ্য আরম্ভ সামর্থ্য ভূষণ দোষাখ্যান দান মারণ ইচ্ছা ব্যাপ্তি আশ্চর্যকরণ পূজা তিরস্কার আনুকূল্য উদ্যোগ নিদর্শন ইঃ বাচক উপসর্গ। বপ্ + ক কর্ত্তৃ। অ।

উপকণ্ঠ—১। গ্রামান্ত ; নগরান্ত ; অশ্বগতিবিশেষ, আস্কন্দিতগতি, gallop. উপগত কণ্ঠ (সামীপ্য) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বি ; ক্লী। ২। নিকট, সমীপ ; কণ্ঠাসক্ত, কণ্ঠলগ্ন। উপগত কণ্ঠকে, প্রাদি। বিণ।

উপকণ্ঠবাসী (-বাসিন্)—সমীপে অবস্থানকারী ; গ্রাম বা নগরের সীমান্তবাসী। উপতৎ ; উপকণ্ঠ—বস্ + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাসিনী।

উপকণ্ঠীয়—গ্রাম বা নগরের সীমান্তসম্বন্ধীয় ; সমীপস্থ। উপকণ্ঠ + ঈয় ভবার্থে। বিণ।

উপকথা—উপাখ্যান ; পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ কল্পিত গল্প ; উপন্যাস। উপ (অর্থাৎ উপমিতা) কথা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উপকরণ—১। নির্মাণ-সামগ্রী, অঙ্গদ্রব্য, আনুষঙ্গিক বিষয়সকল, উপাদান, ingredient ; পূজার নৈবেদ্যের বিবিধ অংশ, উপচার ; রাজাদিগের ছত্রচামরাদি চিহ্ন ;

পরিচ্ছদ। উপ (সাহায্য)—কৃ (করা)+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী। বিণ, -ণীয়, **উপকরণিক**। ২। উপকার; মঙ্গলসাধন। উপ—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, -কৃত, -কারক।

উপকর্ণ—বধিরকর্তৃক কর্ণে ব্যবহৃত যন্ত্র বিঃ, শ্রবণশক্তিবর্ধক যন্ত্র। উপ (উপমিত) কর্ণ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্ত্তৃ)—উপকারকর্তা, উপকারী। উপ—কৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**। বি, **-কর্তৃত্ব, -কৃতি, -কার**।

উপকল্প—উপবিধি, অনুকল্প। উপ—কল্পি+অচ্ কর্ম। বি; পুং।

উপকার—১। হিত; অনুগ্রহ; আনুকূল্য, সাহায্য; ফল; প্রয়োজন; উপকৃতি। উপ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বিণ, **-কৃত, -কারী** (-রিন্), **-কারক**। ২। প্রকীর্ণ কুসুমাদি। উপ—কৄ (বিক্ষেপ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

উপকারক—হিতকর্তা, উপকারী, যে উপকার করে এমন। উপ—কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**। বি, **-কার**।

উপকারিকা—১। উপকারকর্ত্রী। উপকারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং, **-কারক**। ২। রাজবাটী; পটভবন, তাঁবু; রাজার বাসযোগ্য গৃহ; ধান্যরক্ষণস্থান, গোলা। উপ—কৃ+ঘঞ্ অধি+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। ৩। পিষ্টক বিঃ। উপ—কৃ+ঘঞ্ করণ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপকারিতা—হিতসাধন ক্ষমতা; উপকার, কল্যাণ, সাহায্য; উপযোগিতা। উপকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-কারী**।

উপকারী (-কারিন্)—উপকারক; উপযোগী। উপ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা, -কার**।

উপকার্য(র্য্য)—যাহার উপকার করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উপ—কৃ+ণ্যৎ কর্ম, যোগ্যার্থে। বিণ।

উপকূপ—১। কূপসমীপে, কূপের নিকটে। কূপের সমীপে, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ। ২। কূপসমীপে খাত জলাশয়; চৌবাচ্চা। উপমিত কূপসহ, প্রাদি। বি; পুং। **উপকূপ জলাশয়**—পশুগণের পানার্থ উদ্ধৃত জল রাখিবার জন্য কূপসমীপস্থ ইষ্টকাদিনির্মিত জলাধার, চৌবাচ্চা।

উপকূল—বেলাভূমি, সমুদ্রতীরবর্তী ভূপ্রান্তভাগ, সমুদ্র নদী ইঃর তীরবর্তী স্থান। উপগত কূলকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপকূল-বাণিজ্য—একই উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে বাণিজ্য কার্য, coasting-trade. ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উপকৃত—যাহার উপকার করা হইয়াছে এরূপ, উপকারপ্রাপ্ত; বাধিত; অনুগৃহীত। উপ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-কৃতা**। বি, **-কৃতি, -কার**।

উপকৃতি—উপকার। উপ—কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-কৃত, -কার্য, -করণীয়**।

উপকেশ—কল্পিত কেশ, পরচুলা। উপ (সদৃশ) কেশ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ—**ঔপকেশিক**।

উপক্রন্তা (-ক্রন্তৃ)—উপক্রমকর্তা, আরম্ভকর্তা; চেষ্টাবান্। উপ (প্রথম)—ক্রম্ (গমন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্রন্ত্রী**।

উপক্রম—আরম্ভ; সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক আরম্ভ; চেষ্টা; বশীকরণ; ধর্ম অর্থ কাম ও ভয় দ্বারা রাজা কর্তৃক ভৃত্য-পরীক্ষা; চিকিৎসা; অভিমুখে বা সমীপে গমন; উপায়; উদ্যম, পলায়ন; পরাক্রম। উপ—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-ক্রান্ত**।

উপক্রমণ—১। আরম্ভ; আগমন। উপ—ক্রম্+অনট্ ভাব। ২। চিকিৎসা। উপ—ক্রম্+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

উপক্রমণিকা—প্রথম সূত্রপাত, ভূমিকা, গ্রন্থাদির মুখবন্ধ, সংক্ষেপে উপস্থিত বিষয়ের অভিপ্রায়-প্রদর্শন, introduction. উপ—ক্রম্+অনট্ ভাব+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।

উপক্রমণী—উপক্রমণিকা (তাহা দ্রঃ)। উপ—ক্রম্+অনট্ ভাব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উপক্রমণীয়—যাহার উপক্রম করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ, আরম্ভ করিবার যোগ্য। উপ—ক্রম্ (আরম্ভ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ। বি, **-ক্রম**।

উপক্রমমাণ—যে আরম্ভ করিতেছে এরূপ, আরভমাণ। উপ—ক্রম্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

উপক্রান্ত—১। যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ, আরব্ধ; চিকিৎসিত। উপ—ক্রম্+ক্ত কর্ম। ২। যে আরম্ভ করিয়াছে এরূপ; উদ্যত; উদ্যোগী। উপ—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ক্রম, -ক্রান্তি**।

উপক্রিয়া—উপকার। উপ—কৃ+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, **-কৃত**।

উপক্রোশ—১। নিন্দা, অপবাদ। উপ—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-ক্রুষ্ট**। ২। আলয়ক্রোশ। উপগত ক্রোশকে, প্রাদি। বিণ। ৩। ক্রোশসমীপে। ক্রোশের সমীপে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

উপক্রোশক, -ক্রোষ্টা (-ক্রোষ্টৃ)—১। নিন্দক, তিরস্কারক। বিণ। স্ত্রী, **-ক্রোশিকা, -ক্রোষ্ট্রী**। ২। গর্দভ। উপ—ক্রুশ্+ণক, তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।

উপক্ষয়—১। অপচয়, হানি। উপ (সমীপ)—ক্ষি (ক্ষয় করা)+অচ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-ক্ষীণ**। ২। বাসকাটির নিকটস্থ প্রদেশ। উপ—ক্ষি+অচ্ অধি। বি; পুং।

উপক্ষার—ক্ষারযুক্ত উদ্ভিদ্-পদার্থ বিঃ, alkaloid. উপমিত ক্ষারসহ, প্রাদি। বি; পুং।

উপক্ষীণ—অপচয়প্রাপ্ত, হানিগ্রস্ত; বাসস্থানের নিকটস্থ। উপ—ক্ষি+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ক্ষয়**।

উপগত—১। স্বীকৃত; লব্ধ; জ্ঞাত। উপ—গম্+ক্ত কর্ম। ২। আসক্ত, অনুরক্ত; সংগত, মৈথুনব্যাপৃত; আগত; সন্নিহিত; অন্বিত; প্রবিষ্ট; অধিগত; মিলিত; প্রাপ্তিসূচক ('— পত্র', '— রসিদ')। উপ—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**উপগম**।

উপগতি—উপগম (তাহা দ্রঃ)। উপ—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপগন্তা (-ন্তৃ)—লাভকারী; অঙ্গীকারক; জ্ঞাতা; মৈথুনকারী। উপ—গম্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গন্ত্রী**।

উপগম—স্বীকার; ঘটনা; উপস্থিতি; প্রাপ্তি; লোভ; জ্ঞান; আসক্তি; সংগম; বিশেষ হইতে সামান্য সিদ্ধান্তে গমন, induction. উপ—গম্+অপ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-গত**।

উপগমন—নিকটে গমন; লাভ; অনুষ্ঠান; জ্ঞান; মৈথুন। উপ—গম্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উপগম্য—লভ্য; মৈথুনযোগ্য; অনুষ্ঠেয়; নিকটে গন্তব্য। উপ—গম্+যৎ কর্ম। বিণ।

উপগান—স্তব; গানের সুরের আলাপ; রাগসংলাপন। উপ—গৈ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-গীত**।

উপগামী (-গামিন্)—জ্ঞাতা; অঙ্গীকারক; অনুষ্ঠাতা; মৈথুনকারী; নিকটে গমনকারী। উপ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

উপগিরি—১। কৃত্রিম পাহাড়, ছোট পাহাড়। উপ (হীন) গিরি, প্রাদি। বি; পুং। ২। পর্বতসমীপে। গিরির সমীপে, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ। ৩। গিরিসমীপবর্তী। উপগত গিরিকে, প্রাদি। বিণ।

উপগীত—সমীপে গীত; স্তুত; কীর্তিত। উপ—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপগুরু—গুরুস্থানীয় ব্যক্তি; সহশিক্ষক; গুরুর প্রতিনিধি, গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হইবার পর যাহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ করা

যায় তিনি। উপ (সদৃশ) যে গুরু, প্রাদি। বি; পুং।

উপগূঢ়—আলিঙ্গিত; গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, লুকানো। উপ—গুহ্ (গোপন করা, আলিঙ্গন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপগৃহীত—অনুগৃহীত। উপ—গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপগ্রহ—১। কারাবন্ধন; উপরোধ, প্রার্থনা; আনুকূল্য; উপযোগ্য। উপ (নিকট)—গ্রহ্+অপ্ ভাব। ২। (জ্যোতিষ) অনুষঙ্গী গ্রহ, প্রধান গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী জ্যোতিষ্ক, satellite. উপ (নিকৃষ্ট) গ্রহ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ, **-গ্রহীয়**। ৩। কারারুদ্ধ, বন্দী। উপ—গ্রহ্+অপ্ কর্ম। বি; পুং বা বিণ।

উপগ্রহণ—সংস্কারপূর্বক বেদাধ্যয়ন; গুরুর নিকট হইতে পাঠগ্রহণ; বন্দীকরণ; বাজেয়াপ্তকরণ, confiscation. উপ—গ্রহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-গৃহীত**।

উপগ্রাহ—উপহার, উপঢৌকন। উপ—গ্রহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

উপগ্রাহ্য—উপঢৌকন, উপায়ন, ভেট, ডালি। উপ—গ্রহ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

উপঘাত—আঘাত; ক্ষতি; বিনাশ, ধ্বংস; বিকলতা, বিকৃতি; পীড়া, রোগ। উপ (অধিক)—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-হত, উপঘাতিক**।

উপঘাতক—বিনাশক; ক্ষতিকারক; পীড়ক। উপ—হন্+ণক কর্তৃ। বিণ; পুং বা স্ত্রী। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**। বি, **-ঘাত, -হনন**।

উপচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), (>-চক্ষু)—১। চক্ষুর নিকট। চক্ষুর ('চক্ষুস্'-শব্দ) নিকটে, অব্যয়ী। অ। ২। উপনেত্র, চশমা। উপমিত চক্ষুর সহিত, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপচয়—১। বৃদ্ধি; মূল্যবৃদ্ধি, appreciation; মূল্যবান্ জ্ঞান; উন্নতি; পুষ্টি; আধিক্য; সংগ্রহ; সমূহ। উপ—চি+অচ্ ভাব। ২। (জ্যোতিষ) রাশিচক্রে জন্মলগ্নের তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ স্থান। উপ—চি+অচ্ অধি। বি; পুং। বিণ, **-চিত**।

উপচরিত—সেবিত, শুশ্রূষিত; উপচারপ্রাপ্ত; আরোপিত, লক্ষণা দ্বারা বোধিত। উপ—চর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপচর্ম (-র্মন্), **-চর্ম্ম** (-র্ম্মন্)—(শারীরবিদ্যা) মূলচর্মের উপরিস্থ সূক্ষ্মচর্ম; সূক্ষ্মছাল, epidermis. উপ (হীন) চর্ম, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপচর্যা (-র্য্যা)—পরিচর্যা, সেবা, শুশ্রূষা; চিকিৎসা। উপ—চর্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপচানো—উপচিত হওয়া, বাড়িয়া ওঠা; উচ্ছ্বসিত হওয়া; ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া ওঠা; অতিরিক্ত হওয়া; ছাপাইয়া পড়া, overflow. <'উপ—চি'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

উপচাপ—(জ্যামিতি) বৃত্তের পরিধির অসমান দুই ভাগের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাগ। উপ (হীন) চাপ (arc), প্রাদি। বি; পুং।

উপচার—শুশ্রূষা; সম্মান, উপকরণ; পূজার সামগ্রী ('ষোড়শ —'); চিকিৎসা, ব্যবসায়; একের ধর্ম অন্যে আরোপ; উৎকোচ; সজ্জা; ব্যবহার; লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ; প্রবঞ্চনা, ছল, চাতুরী, মিথ্যাবাক্য; ধর্মানুষ্ঠানমাত্র। উপ—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-চরিত, উপচারিক**।

উপচারশালা—শুশ্রূষা চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের গৃহ। উপচারের শালা (গৃহ) ৬তৎ। বি; স্ত্রী। **উপচারশালা বরিষ্ঠ পরিষেবিকা**—উপচারশালার প্রধান শুশ্রূষাকারিণী, Staff Nurse.

উপচারী (-চারিন্)—পরিচারক। উপ—চর্—ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

উপচিকীর্ষা—উপকার করিবার ইচ্ছা, পরের দুঃখ-দূরীকরণের অভিলাষ। উপ (সাহায্য)—কৃ+সন্ ইচ্ছার্থে (=উপচিকীর্ষ্ ধাতু)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, **-চিকীর্ষু**।

উপচিকীর্ষু—উপকার করিতে ইচ্ছুক, পরহিতেচ্ছু। উপ—কৃ+সন্ ইচ্ছার্থে (=উপচিকীর্ষ্ ধাতু)+উ কর্তৃ। বিণ। বি, **-চিকীর্ষা**।

উপচিত—সমৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সঞ্চিত; দগ্ধ; মিলিত; সমাহিত; আবৃত; অঙ্কিত; উপ্ত; বিস্তারিত; লেপাদি দ্বারা বর্ধিত; পরিপুষ্ট। উপ—চি+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি, **-চিতি, -চয়**।

উপচিতি—উৎকর্ষ; বৃদ্ধি; সঞ্চয়; সমীপে দাহ করিবার জন্য কাষ্ঠসংগ্রহ; নির্মাণ; (দেহতত্ত্ব) জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ গঠনমূলক প্রক্রিয়া বিঃ, anabolism. উপ—চি+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপচিত্র—ছন্দ বিঃ [ইহা একাদশাক্ষর ও ত্রিষ্টুভ্জাতীয়। ইহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও একাদশ বর্ণ গুরু। যথা,—"বল না বল না বল না সখে"—ইহাতে এইরূপ চারিটি চরণ থাকে]; অর্ধসমজাতীয় ছন্দঃ [ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, একাদশ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও একাদশ বর্ণ গুরু। যথা,—"শুন লো সরলে বসিয়ে সদা, থাক কি কারণ আকুল-পারা"। ইহাতে এইরূপ আরও দুইটি চরণ থাকে]। বি; ক্লী।

উপচীয়মান—বর্ধমান; যাহা সংগৃহীত হইতেছে এরূপ; সঞ্চীয়মান। উপ—চি+শানচ্ কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

উপচেয়—চয়নীয় ('— কুসুম')। উপ—চি+যৎ কর্ম। বিণ।

উপচ্ছদ—ঢাকনি; মলাট; বহিরাবরণ। উপ—ছাদি+ঘ করণ। বি; পুং।

উপচ্ছায়া—আবছায়া; (পদার্থবিদ্যা) খণ্ডচ্ছায়া, প্রচ্ছায়া বা নিবিড় ছায়ার পার্শ্বস্থ অনিবিড় ছায়া, penumbra. উপমিতা ছায়াসহ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপজ—গায়ক বা বাদকদিগের ইচ্ছাধীন রাগানুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তান। বাংপ্র। বি।

উপজঠরী (-রিন্)—(জীববিদ্যা) দ্বিতীয়-গর্ভযুক্ত প্রাণী (ক্যাঙ্গারু, ওপসাম ইঃ), marsupial. উপ (হীন=দ্বিতীয়) জঠর, প্রাদি+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

উপজনন—১। উৎপত্তি, উদ্ভব। উপ—জন্+অনট্ ভাব। বিণ, **-জাত**। ২। উৎপাদন। উপ—জন্—ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-জনিত**।

উপজয়, -জয়ে, উপজে—উৎপন্ন হয়, জন্মে; সংঘটিত হয়। 'উপজাত হয়' ক্রিয়ার সংক্ষেপ। কপ্র। ক্রি।

উপজল—উপস্থিত হইল, জন্মিল; ঘটিল। 'উপজাত হইল' ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। প্রা কপ্র। ক্রি।

উপজাত—১। উৎপন্ন, উদ্ভূত; দ্রব্যান্তর হইতে উৎপন্ন; সংঘটিত; আবির্ভূত। বিণ। বি, **-জনন**। ২। (রসায়ন) কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করিবার সময় তৎসঙ্গে অন্য যে বস্তু জাত হয় তাহা, by-product. উপ—জন্+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। নীচ জাতি। বাংপ্র। বি।

উপজাতি—১। দুইজাতীয় ছন্দের একত্র সম্মিলনে সৃষ্ট ছন্দ বিঃ [ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিলিত, এবং ইন্দ্রবংশা ও বংশস্থবিল-মিলিত ছন্দঃই এই নামে সমধিক চলিত]; সংকরজাতি; এক জাতি হইতে উৎপন্ন অন্য জাতি; ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায়, subnation; ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অধিবাসী আফ্রিদী প্রঃ। উপমিতা জাতিসহ, অথবা উপ (হীন) জাতি, প্রাদি। বিণ—**উপজাতীয়**। ২। উৎপত্তি। উপ—জন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**উপজাত**।

উপজানো—উপস্থিত হওয়া; বোধ হওয়া; ঘটা, জন্মা। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উপজায়ল—উপজাত হইল, উপস্থিত হইল; উৎপন্ন হইল; ঘটিল; উৎপাদন করিল, জন্মাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উপজায়া—উপপত্নী, রক্ষিতা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপজিত—উৎপন্ন। <উপজাত। বিণ।

উপজিল—উপজাত হইল, জন্মিল। কপ্র। ক্রি।

উপজিহ্বা—১। ক্ষুদ্রজিহ্বা, আলজিভ। উপরিস্থিত জিহ্বা, প্রাদি। ২। একপ্রকার স্ত্রী-কাক। উপগতা (উর্দ্ধমুখী) জিহ্বা যাহার, বহ + আপ্। বি; স্ত্রী।

উপজীবক—জীবিকানির্বাহকারী; অবলম্বনকারী, আশ্রয়কারী। উপ—জীব্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিকা**। বি, **-জীবন**।

উপজীবিকা—১। জীবিকানির্বাহকারিণী; অবলম্বনকারিণী। উপ—জীব্ + ণক কর্তৃ + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জীবনোপায়, যাহা দ্বারা জীবনধারণ করা যায় তাহা, বৃত্তি, পেশা। উপ—জীব + ণিচ্ + ণক করণ + আপ্। বি; স্ত্রী।

উপজীবী (-জীবিন্)—জীবিকাবলম্বী, উপজীবিকারূপে অবলম্বনকারী; আশ্রিত। উপ—জীব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**। বি, **-জীবিতা**।

উপজীব্য—আশ্রয়, জীবনধারণের অবলম্বন, যাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করা যায় এমন; প্রয়োজনের জন্য অবলম্বনীয়। উপ—জীব্ + ণ্যৎ করণ। বিণ।

উপজ্ঞা—প্রথম জ্ঞান, উপদেশ ব্যতীত জ্ঞাত প্রথম জ্ঞান, আত্ম বা সহজাত জ্ঞান, instinct; আদিকথন। উপ—জ্ঞা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

উপড়ানো, -ড়ানো—উচ্ছিন্ন করা, সমূলে তুলিয়া ফেলা। <উৎপাটন। ক্রি [, বি, বিণ]।

উপডাল—প্রশাখা। বাংপ্র। বি।

উপঢৌকন—উপহার, উপায়ন, ডালি; উৎকোচ। উপ (সমীপ)—ঢৌক্ (গমন করা) + অনট্ করণ। বি; ক্লী। বিণ, **-ঢৌকনীয়**।

উপতপ্ত—দুঃখিত, কাতর; পীড়িত; উষ্ণ। উপ—তপ্ + ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি, **-তাপ**।

উপতাপ—পীড়া; সন্তাপ; উত্তাপ; দুঃখ, ক্লেশ, মনস্তাপ; অমঙ্গল, অশুভ। উপ—তপ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-তপ্ত**, **-তাপী** (-পিন্)।

উপতাপক—দুঃখকর, ক্লেশকর; পীড়াদায়ক; উত্তাপজনক। উপ—তপ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তাপিকা**। বি, **-তাপ**।

উপতাপন—১। পীড়ন; ক্লেশদান। উপ—তপ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-তাপিত**। ২। পীড়নকারী; সন্তাপক; ক্লেশদায়ক। উপ—তপ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

উপতাপিত—যাহাকে উপতাপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সন্তাপিত। উপ—তপ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-তাপ**।

উপতারা—চক্ষুর তারার চতুর্দিক্‌স্থিত অংশ, iris. উপগতা তারাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপতীর—উপকূল, তীরের সন্নিহিত স্থান। উপগত তীরকে, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপত্বক্ (-ত্বচ্)—উপচর্ম (তাহা দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

উপত্যকা—পর্বতের নিকটস্থ ভূমি; পর্বতের নিম্নদেশস্থিত সমতলভূমি; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি; নদীর উভয়-তীরবর্তী বিস্তৃত সমতল ভূভাগ, valley. উপ্ + ত্যকন্ তদর্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

উপদংশ—১। মদ্যপানকালীন মুখরোচক ভক্ষ্যবস্তু, চাট; ভক্ষ্যদ্রব্য। উপ—দন্শ্ + ঘঞ্ কর্ম। ২। উপস্থরোগ বিঃ, গরমি রোগ, syphilis. উপ—দন্শ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

উপদংশী (-শিন্)—উপদংশ-রোগগ্রস্ত। উপদংশ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

উপদর্শক—১। দ্বারপাল, দ্বারী; সাক্ষাৎদ্রষ্টা, eye-witness; অন্যের কার্য তত্ত্বাবধানকারী কর্মচারী, overseer. বি; পুং। ২। প্রদর্শক, যে দেখাইয়া দেয় এমন। উপ—দৃশ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিকা**। বি, **-দর্শন**।

উপদর্শন—দেখাইয়া দেওয়া, প্রদর্শন, দেখানো। উপ—দৃশ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপদর্শিত—যাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রদর্শিত। উপ—দৃশ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-দর্শন**।

উপদা—উপায়ন, উপঢৌকন; উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা + অঙ্ কর্ম + আপ্। বি; স্ত্রী।

উপদিশ্যমান—যাহাকে বা যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে এরূপ। উপ—দিশ্ + শানচ্ কর্ম। বিণ।

উপদিষ্ট—যাহাকে বা যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, শিক্ষিত; আদিষ্ট; প্রদর্শিত; কথিত। উপ—দিশ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-দেশ**।

উপদুর্গ—দুর্গসমীপস্থ স্থান, দুর্গের নিকটবর্তী স্থল; প্রধান দুর্গের নিকটে বা বহির্ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র দুর্গ। উপগত দুর্গকে, অথবা, উপ (হীন) যে দুর্গ, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপদেব—যক্ষভূতপ্রেতাদি দেবযোনি; যাহার প্রাধান্য নাই এরূপ দেবতা। উপ (হীন) দেব, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী, **-দেবী**।

উপদেবতা—যক্ষ ভূত প্রেত প্রঃ দেবযোনি। উপ (হীন) দেবতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপদেশ—১। পরামর্শদান; উদ্দেশ; অনুশাসন; মন্ত্রদান; কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ, advice; হিতবাক্য কথন; শিক্ষা। উপ—দিশ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-দিষ্ট**, **-দেশ্য**। ২। শিক্ষাবাক্য; প্রবর্তকবাক্য। উপ—দিশ্ + ঘঞ্ কর্ম। ৩। নাম, অভিধা। উপ—দিশ্ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

উপদেশক—হিতশিক্ষক; উপদেশদাতা, সৎপরামর্শদাতা; অধ্যাপক। উপ—দিশ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দেশিকা**। বি, **-দেশ**।

উপদেশগর্ভ(র্ভ)—শিক্ষাত্মক, উপদেশপূর্ণ। উপদেশ গর্ভে যাহার, বহ। বিণ।

উপদেশনীয়, -দেশ্য, -দেষ্টব্য—শিক্ষণীয়, উপদেশ দিবার যোগ্য; অনুশাসনীয়। উপ—দিশ্ + অনীয়, যৎ, তব্য কর্ম। বিণ।

উপদেশমূলক—শিক্ষাগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ। উপদেশ মূলে যাহার, বহ + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-মূলিকা**।

উপদেশাত্মক—উপদেশগর্ভ (তাহা দ্রঃ)। উপদেশ হইয়াছে আত্মা (অর্থাৎ মূল কথা) যাহার, বহ + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

উপদেশ্য, -দেষ্টব্য—'উপদেশনীয়' দ্রঃ।

উপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—১। শিক্ষাদাতা, গুরু। বি; পুং। ২। উপদেশক, উপদেশদাতা। উপ—দিশ্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দেষ্ট্রী**।

উপদ্বীপ—ক্ষুদ্রদ্বীপ; প্রায় দ্বীপের মত স্থান, দ্বীপসদৃশ স্থান, যে ভূমির প্রায় চতুর্দিকে জল সেই ভূমি, peninsula. উপমিত দ্বীপের সহিত, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপদ্রব—উৎপাত, অত্যাচার, দৌরাত্ম্য; বিপদ, অশুভ ঘটনা; রাষ্ট্রবিপ্লব; ক্লেশ, পীড়া; রোগের বিকার বিঃ। উপ—দ্রু + অপ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-দ্রুত**।

উপদ্রবকারী (-কারিন্)—অত্যাচারী, দৌরাত্ম্যকারী। উপদ্রুত; উপদ্রব—কৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

উপদ্রষ্টা (-দ্রষ্টৃ)—দর্শনকারী; উপদর্শক; সাক্ষী। উপ—দৃশ্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রষ্ট্রী**। বি, **-দর্শন**।

উপদ্রুত—১। উপদ্রবগ্রস্ত, অত্যাচারিত; অশুভ; যেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রঃ সংঘটিত হইয়াছে এমন ('— অঞ্চল')। উপ—দ্রু + ক্ত কর্ম। ২। অস্থির, ব্যাকুল। উপ—দ্রু + ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-দ্রব**।

উপধর্ম(র্ম)—অপ্রধান ধর্ম; হীনধর্ম; কাল্পনিক ধর্ম; অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান; কুসংস্কার,

অসঙ্গ ধর্ম। উপ (হীন) ধর্ম, প্রাদি। বি. পুং।

উপধা—১। ধর্মাদির উপন্যাস দ্বারা মন্ত্রী প্রভৃতির পরীক্ষা; ছল। উপ—ধা+অঙ্+ভাব +আপ্ ২। (ব্যাক) অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণ, উপান্ত্যবর্ণ। উপ—ধা+অঙ্ কর্ম+আপ্। ৩। উপায়। উপ—ধা+অঙ্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—**ঔপধিক**।

উপধাতু—স্বর্ণমাক্ষিক তারমাক্ষিক তুথ (তুঁতে) কাংস্য রীতি (পিত্তল) সিন্দূর ও শিলাজতু—এই সপ্তপ্রকার পদার্থ; শরীরস্থ রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন স্তন্য রজঃ বসা ঘাম দন্ত কেশ ও ওজঃ এই সাতটি। উপমিত ধাতুর সহিত, প্রাদি। বি; পুং।

উপধান—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা+অনট্ অধি। ২। সমীপে স্থাপন; ধারণ। উপ—ধা+অনট্ ভাব। ৩। প্রণয়; ব্রত বিঃ। উপ—ধা+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

উপধায়ক—উৎপাদক; উপযোগী। উপ—ধা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধায়িকা**।

উপধারা—আইনের কোন ধারার অন্তর্গত বিধান, sub-section. উপ (নিম্ন) ধারা, প্রাদি। বাংপ্র। বি।

উপধি—১। ছল, চাতুরী; ভয়। উপ—ধা+কি ভাব। ২। রথচক্র। উপ—ধা+কি অধি। বি; পুং।

উপনক্ষত্র—অশ্বিনী প্রঃ নক্ষত্রের অনুগামী ৭২৯ নক্ষত্র। প্রাদি। বি; ক্লী।

উপনগর—১। ছোট শহর। উপমিত নগরসহ, প্রাদি। ২। নগরের প্রান্তস্থিত স্থান, নগরোপকণ্ঠ, শহরতলী, suburb. উপগত নগরকে, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপনদ—ক্ষুদ্র নদ, অপ্রশস্ত নদ; এক নদের সহিত মিলিত অপর নদ। উপগত নদকে, প্রাদি। বি; পুং।

উপনদী—এক নদীর সহিত মিলিত অন্য নদী, করদনদী, tributary; ছোট নদী। উপ (হীন) নদী, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপনদ্ধ—খচিত, inlaid. উপ—নহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপনয়—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যজ্ঞসূত্রধারণ, পইতা হওয়া। উপ—নী+অচ্ করণ। ২। সমীপে আনয়ন; সমর্পণ; আনয়ন; ন্যায়ের প্রতিজ্ঞা বিঃ, অনুমান-সাধক পঞ্চ অবয়বের চতুর্থ অবয়ব। উপ (উপরি)—নী+অচ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-নীত**, **-নেয়**।

উপনয়ন—১। পইতা হওয়া, যজ্ঞোপবীত-সংস্কার [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ উপনয়ন-সংস্কার করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টম বা অষ্টমবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশবর্ষ এবং বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষ উপনয়নের মুখ্য কাল। কিন্তু ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশ বর্ষমধ্যে উপনয়ন হইলে কোন হানি নাই; তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়]। উপ (সমীপ)—নী+অনট্ করণ। ২। উপস্থিতি; অধ্যাপনার্থ বালককে আচার্যসমীপে আনয়ন; নিকটে আনা; লাভ। উপ—নী+অনট্ ভাব। ৩। চশমা। উপগত নয়নকে, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপনাম (-নামন্)—১। কল্পিত নাম, কৃত্রিম নাম, প্রকৃত নামের পরিবর্তে উক্ত অন্য নাম। উপকল্পিত নাম, প্রাদি। ২। উপাখ্যা, উপাধি। উপগত নামকে, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপনায়ক—১। নায়কসহায়, নায়কের পরিপোষক। উপগত নায়ককে, প্রাদি। ২। অপ্রধান নায়ক; উপপতি। উপ (হীন) নায়ক, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী, **-নায়িকা**।

উপনিধান—ন্যাস, গচ্ছিত রাখা। উপ—নি—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-নিহিত**, **-নিধেয়**।

উপনিধি—১। বসুদেবের পুত্র (ভদ্রাগর্ভ-সম্ভূত)। উপ—নি—ধা+কি কর্তৃ। ২। ন্যাস, গচ্ছিত রাখা। উপ—নি—ধা+কি ভাব। বি; পুং। বিণ—**ঔপনিধিক**।

উপনিপাত—সমীপে আগমন; হঠাৎ আগমন; অতর্কিত আক্রমণ। উপ—নি—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

উপনিবদ্ধ—নিবেশিত, সংস্থাপিত; যত্নে লিপিবদ্ধ; প্রণীত, রচিত; সম্পাদিত। উপ—নি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপনিবন্ধন—সম্পাদন, সাধন; নিবেশন, সংস্থাপন। উপ—নি—বন্ধ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-বদ্ধ**।

উপনিবিষ্ট—প্রতিষ্ঠিত; অধিষ্ঠিত; কৃতোপনিবেশ। উপ—নি—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-নিবেশন**।

উপনিবেশ—ভিন্নদেশবাসী কর্তৃক অধ্যুষিত দেশ বা স্থান, বাণিজ্যাদির নিমিত্ত ভিন্নদেশ হইতে লোক আসিয়া যে স্থানে বাস করে, সেই স্থান, colony. উপ—নি—বিশ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। বিণ, **-বেশীয়**, **ঔপনিবেশিক**।

উপনিবেশিত—যেখানে উপনিবেশ করা হইয়াছে এমন; উপনিবেশে স্থিত বা স্থাপিত। উপ—নি—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বি, **-বেশন**, **-বেশ**।

উপনিষৎ (-নিষদ্)—বেদশিরোভাগ, বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, জ্ঞানকাণ্ড [উপনিষদ্‌বিদ্যা আর্যগণের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া কীর্তিত। উপনিষদের প্রভাবে পরব্রহ্ম বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, এবং ইহা দ্বারা ব্রহ্মের আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহাকে উপনিষদ্ বলে। ইহা দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান মূল এবং আর্যশাস্ত্রের ভূষণ-স্বরূপ। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। প্রত্যেক বেদের উপনিষৎ স্বতন্ত্র। এক অথর্ববেদেরই উপনিষৎসংখ্যা দুইশত পঁয়ত্রিশ]; বিদ্যা; ধর্ম; সত্য; বিজনস্থান; সমীপস্থান; তত্ত্ব। উপ—নি—সদ্+কিপ্ অধি। বি; স্ত্রী। বিণ, **-নিষদীয়**, **ঔপনিষদিক**।

উপনিহিত—যাহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে এরূপ, ন্যস্ত। উপ—নি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-নিধান**।

উপনীত—১। যাহার উপনয়নসংস্কার হইয়াছে এরূপ; সমীপে আনীত; উপায়নী-কৃত; উপহারস্বরূপ প্রদত্ত। উপ—নী+ক্ত কর্ম। ২। সমাগত, উপস্থিত। উপ—নী +ক্ত কর্ম-কর্তৃ। বিণ। বি, **-নীতি**, **-নয়**, **-নয়ন**।

উপনীতি—উপনয়ন; আগমন। উপ—নী+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপনেতব্য—সম্মুখে আনয়নযোগ্য; বিজ্ঞাপনীয়। উপ—নী+তব্য কর্ম। বিণ।

উপনেতা (-নেতৃ)—আনয়নকারী, আনেতা; উপনয়নকর্তা; উপায়নদাতা; উপহারদাতা; প্রাপক; উপনায়ক। উপ—নী+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নেত্রী**। বি, **-নেতৃত্ব**, **-নয়ন**।

উপনেত্র—চশমা। নেত্রকে উপগত, অথবা, উপমিত নেত্রের সহিত, প্রাদি। বি; ক্লী। বিণ—**ঔপনেত্রিক**।

উপন্যস্ত—বিন্যস্ত, গচ্ছিত; আবদ্ধ; উদাহরণস্বরূপ কথিত; উপস্থাপিত; উল্লিখিত; দত্ত। উপ—নি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-ন্যাস**।

উপন্যাস—১। বাক্যারম্ভ; উল্লেখ; দান। উপ—নি—অস্+ঘঞ্ ভাব। ২। প্রস্তাব; দৃষ্টান্ত; মিথ্যা বচনবিন্যাস; শ্রোতা বা পাঠকদিগের চিত্তবিনোদনার্থ কল্পিত বৃত্তান্ত, নভেল, উপকথা। উপ—নি—অস্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। বিণ—**উপন্যাসীয়**, **ঔপন্যাসিক**।

উপন্যাসকার—উপকথার রচনাকর্তা, কল্পিত গল্পের লেখক, ঔপন্যাসিক, উপন্যাস-লেখক। উপতৎ; উপন্যাস—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-কারী** (অপ্রঃ)।

উপন্যাসিকা—ছোট উপন্যাস, সংক্ষিপ্ত উপকথা; বড় গল্প। উপন্যাস+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপপতি—পতি ভিন্ন যে পুরুষের প্রতি স্ত্রী অনুরক্তা হয় সেই পুরুষ, জার; অন্যপতি।

উপমিত পতিসহ, বা উপ (হীন) যে পতি, প্রাদি। বি ; পুং। স্ত্রী, **-পত্নী**।

উপপত্তি—উৎপত্তি ; ব্যুৎপত্তি ; সংগতি, সংস্থান ; মীমাংসা ; প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থ-সাধন ; যুক্তি ; সিদ্ধান্ত ; সিদ্ধি ; (গণিত) সপ্রমাণকরণ, proof. উপ—পদ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-পন্ন**।

উপপত্নী—বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন যে নারীর প্রতি পুরুষ অনুরক্ত হয় সেই নারী, উপস্ত্রী, রক্ষিতা। উপমিতা পত্নীসহ, বা, উপ (হীন) পত্নী, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। পুং, **-পতি**।

উপপত্র—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) (মটর প্রঃ গাছের) প্রত্যেকটি পাতার গোড়ায় বোঁটার দুইদিকে ফলকের মত যে একজোড়া পাতা থাকে তাহা, stipules. উপ (হীন) পত্র, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপপথ—১। শাখা-পথ, ফেঁকড়া রাস্তা। পথকে (পথিন্) উপগত, প্রাদি+অ সমাসান্ত। ২। অসৎপথ, কুপথ ; গুপ্তপথ। উপেক্ষিত পন্থা (পথিন্), প্রাদি+অ সমাসান্ত। বি ; পুং।

উপপদ—পদের নিকটস্থ পদ ; পূর্বপদ ; অপ্রধান পদ ; উপাধি ; (ব্যাক) কৃৎ-প্রত্যয়াদির নিমিত্তীভূত পূর্বপদ (যেমন—'কুম্ভকার' এই পদে 'কুম্ভ' উপপদ)। উপোচ্চারিত পদ, প্রাদি। বি ; ক্লী। বিণ, **-পদীয়**, **ঔপপদিক**।

উপপদ-সমাস—উপপদতৎপুরুষ সমাস, কৃৎ-উৎপত্তির নিমিত্তীভূত উপপদের সহিত কৃৎপ্রত্যয়ান্তপদের সমাস (যেমন—কুম্ভকার, দোষদর্শী ইঃ)। উপপদ দ্বারা সমাস, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

উপপন্ন—উৎপন্ন ; উচিত ; ব্যুৎপন্ন ; সিদ্ধ, সম্পন্ন ; ঘটিত ; মিলিত ; আগত ; যুক্তিযুক্ত ; প্রাপ্ত ; সম্ভাবিত ; বিচারান্তে স্থিরীকৃত, কলিত, প্রতিপন্ন ; সংগত, অবিরুদ্ধ। উপ—পদ্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ। বি, **-পন্নতা**, **-পত্তি**।

উপপর্বত—প্রকাণ্ড মাটির ঢিপি ; খুব ছোট পাহাড়। প্রাদি। বি ; পুং।

উপপাত—হঠাৎ আগমন ; আকস্মিক দুর্ঘটনা ইঃ, accident ; ফলোন্মুখতা। উপ—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উপপাতক—ঊনপঞ্চাশপ্রকার পাপ বিঃ, গোবধাদি পাপ [উপপাতকগুলির নাম ; যথা—(১) গোহত্যা, (২) অযাজ্য-যাজন, (৩) পরদারগমন, (৪) আত্মবিক্রয়, (৫) গুরুত্যাগ, (৬) মাতৃত্যাগ, (৭) পিতৃত্যাগ, (৮) স্বাধ্যায়ত্যাগ, (৯) অগ্নিত্যাগ, (১০) সুতত্যাগ (প্রত্যেকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট আছে, তাহা না করাকে ত্যাগ কহে), (১১) পরিবিত্তিতা অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহের পরে জ্যেষ্ঠের বিবাহকরণ, (১২) পরিবেদন অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহকরণ, (১৩) ঐরূপ ব্যক্তিকে কন্যাদান, (১৪) ঐরূপ স্থলে পৌরোহিত্য, (১৫) কন্যাদূষণ, (১৬) বার্দ্ধুষ্য, (১৭) ব্রতলোপ, (১৮) তড়াগবিক্রয়, (১৯) আরামবিক্রয়, (২০) দারবিক্রয়, (২১) অপত্য-বিক্রয়, (২২) ব্রাত্যতা (২৩) বান্ধবত্যাগ, (২৪) ভৃতাধ্যাপন, (২৫) ভৃতাধ্যয়ন, (২৬) অপণ্য-বিক্রয়, (২৭) সর্বাকরাধিকার, (২৮) মহাযন্ত্র-প্রবর্তন, (২৯) ঔষধিহিংসন, (৩০) স্ত্র্যাজীব, (৩১) অভিচার, (৩২) মূলকর্ম অর্থাৎ মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা বশীকরণ, (৩৩) ইন্ধনার্থ অশুষ্ক দ্রুমচ্ছেদ, (৩৪) আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ভ, (৩৫) অবৈধভোজন, (৩৬) অনাহিতাগ্নিতা, (৩৭) স্তেয়, (৩৮) ঋণা শোধন, (৩৯) অসৎ-শাস্ত্রাভিগমন, (৪০) কৌশীলব্য ক্রিয়া, (৪১) ধান্যস্তেয়, (৪২) পশুস্তেয়, (৪৩) কুপ্যস্তেয়, (৪৪) মদ্যপ-স্ত্রী-নিষেবন, (৪৫) স্ত্রীহত্যা, (৪৬) শূদ্রহত্যা, (৪৭) বৈশ্যহত্যা, (৪৮) ক্ষত্রিয়হত্যা ও (৪৯) নাস্তিকতা]। উপমিত পাতক (পাপ) সহ, প্রাদি। বি ; ক্লী। বিণ, **-পাতকী** (-কিন্)।

উপপাতকী (-কিন্)—উপপাতকগ্রস্ত, গোবধাদি পাপের যে কোন প্রকার পাপে পাপী। উপপাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**।

উপপাদক—নির্বাহক, সম্পাদক ; মীমাংসক। উপ—পদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পাদিকা**।

উপপাদন—যুক্তি দ্বারা সমর্থন ; মীমাংসা করা ; সম্পাদন, সাধন ; স্পষ্টীকরণ ; সন্নিকটে আনয়ন। উপ—পদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-পাদিত**, **-পাদ্য**, **-পাদনীয়**।

উপপাদনীয়—সম্পাদনীয় ; যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয় ; প্রতিপাদনীয় ; মীমাংসনীয়। উপ—পদ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ। বি, **-পাদন**।

উপপাদিত—যুক্তি দ্বারা সমর্থিত ; কৃত ; উৎপাদিত ; নির্বাহিত, সম্পাদিত ; মীমাংসিত। উপ—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-পাদন**।

উপপাদ্য—১। (জ্যামিতি) যাথার্থ্য-নির্ধারণ যে প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য তাহা, যে প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে হয়, theorem. বি ; ক্লী। ২। নির্বাহণীয় ; যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয় ; মীমাংসাযোগ্য। উপ—পদ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ। বি, **-পাদন**।

উপপুত্র (ক)—শিশু ; যাহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করা হয়, অথবা স্নেহ করা হয় সেরূপ ব্যক্তি। উপমিত পুত্রসহ, প্রাদি। বি ; পুং।

উপপুর—শাখানগর, বৃহৎ নগরের নিকটবর্তী গ্রাম ; নগরোপকণ্ঠ, suburb. উপগত পুরকে, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপপুরাণ—অষ্টাদশ অপ্রধান পুরাণ [যথা—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিব, ধর্ম, দুর্বাসঃ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর]। উপ (হীন) পুরাণ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপপ্লব—১। প্রতিবন্ধ ; বিপদ্ ; উপদ্রব ; ভয় ; প্রাকৃতিক উৎপাত ; চন্দ্রাদিগ্রহণ ; প্রভুশক্তির প্রতিকূলে প্রজাগণের অভ্যুত্থান, বিপ্লব ; অরাজকতা ; গগন হইতে উল্কাপাত ; অশুভ, অমঙ্গল ; অলক্ষণ। উপ—প্লু+অপ্ ভাব। ২। রাহু। উপ—প্লু+অপ্ করণ। বি ; পুং। বিণ, **-প্লুত**, **ঔপপ্লবিক**।

উপপ্লুত—উপদ্রুত ; রাহুগ্রস্ত ; পীড়িত ; ভীত ; বিপদ্‌গ্রস্ত ; উপদ্রবযুক্ত ; প্লাবিত ; দুর্গত ; নিমগ্ন। উপ—প্লু+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-প্লুতি**, **-প্লব**।

উপবঙ্গ—বঙ্গদেশের সমীপস্থ দেশ। উপগত বঙ্গকে, প্রাদি। বি ; পুং।

উপবন—কৃত্রিম বন, উদ্যান, বৃক্ষবাটিকা ; পুষ্পপ্রধান বন। উপমিত বনসহ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপবর্ণন—সম্যক্ কীর্তন, সম্যক্ বিবরণ ; স্বরূপ লক্ষণ গুণাদি কথন, বিশেষরূপে গুণাদির ব্যাখ্যা। উপ (অতিশয়)—বর্ণ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-বর্ণিত**।

উপবসন—অনশন ; কাছে থাকা। উপ—বস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপবাস—অনশন, অনাহার, না খাওয়া ; বাস ; অগ্ন্যাধান। উপ—বস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-বাসী**, **উপোষিত**।

উপবাসক—১। যে উপবাস করিয়া থাকে এরূপ, অনাহারী, উপোসী। উপ—বস্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিকা**। বি, **-বাস**। ২। ব্রত বিঃ। উপ—বস্+ঘঞ্ অধি+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

উপবাসী (-বাসিন্)—উপবাসকারী, অনাহারী। উপ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**। বি, **-বাসিতা**, **-বাস**।

উপবাহী (-বাহিন্)—নিকটে বহমান ('— নদ')। উপ—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিনী**।

উপবিদ্যা—নিকৃষ্ট বিদ্যা, কুবিদ্যা ; কুহকজাত মন্ত্রতন্ত্র বাজীকর ইঃ ; লোকগ্রাহ্য বিদ্যা ; শিল্পবিদ্যা। উপ (হীনা) বিদ্যা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উপবিধি—আনুষঙ্গিক নিয়ম, মূল নিয়মের অধীন নিয়ম। উপ (হীন) বিধি, প্রাদি। বি ; পুং।

উপবিষ্ট—কৃতোপবেশন, আসীন, যে বসিয়াছে এমন ; নিকটে আসীন ; গত ; বিরত। উপ—বিশ্ (বসা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-বেশন**।

উপবীজন—পাখার বাতাস দেওয়া। উপ—বীজ্+অনট্ ভাব। বিণ, **-বীজিত**।

উপবীজিত—কৃতব্যজন, যাহাকে পাখার বাতাস করা হয় বা হইয়াছে এমন। উপ—বীজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপবীজ্যমান—যাহাকে ব্যজন (বা বাতাস) করা হইতেছে এরূপ। উপ—বীজ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

উপবীত—বামস্কন্ধে স্থাপিত যজ্ঞসূত্র, পৈতা। উপ—অজ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম (অজ-স্থানে বী)। বি; স্ত্রী। বিণ, **-বীতী** (-তিন্)।

উপবীতী (-বীতিন্)—যজ্ঞোপবীতধারী, যে পৈতা ধারণ করিয়াছে এরূপ। উপবীত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

উপবৃক্ষ—পরগাছা, parasite. উপ (হীন) বৃক্ষ, প্রাদি। বি ; পুং।

উপবৃতি—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পের বৃতির নিম্নে যে পত্রগুচ্ছে বিভক্ত ক্ষুদ্রতর বৃতি থাকে তাহা, epicalyx. উপ (হীন) বৃতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উপবৃত্ত—(ত্রিকোণমিতি) হংসডিম্বাকার সমতলক্ষেত্র, ellipse. উপ (সদৃশ) বৃত্ত, প্রাদি। বি।

উপবেদ—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, স্থাপত্যবেদ (মতান্তরে স্থাপত্যবেদ-স্থলে শস্ত্রশাস্ত্র কিংবা তন্ত্রশাস্ত্র)। উপমিত বেদসহ, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ, **-বেদীয়, ঔপবেদিক**।

উপবেশ—১। আসনগ্রহণ, বসা। উপ—বিশ্+ঘঞ্ ভাব। ২। আসনগ্রহণ করানো, বসানো। উপ—বিশ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-বিষ্ট, -বেশিত**।

উপবেশক—১। উপবেশনকারী, যে উপবেশন করে এরূপ। উপ—বিশ্+ণক কর্তৃ। ২। যে উপবেশন করাইয়া দেয়, উপবেশয়িতা। উপ—বিশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেশিকা**।

উপবেশন—১। আসন-পরিগ্রহ, বসা। উপ—বিশ্+অনট্ ভাব। ২। বসানো, বসাইয়া দেওয়া ; রাখা, স্থাপন। উপ—বিশ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-বিষ্ট, -বেশিত**।

উপবেশয়িতা (-য়িতৃ)—যে উপবেশন করায় এরূপ, যে বসাইয়া দেয় এরূপ, স্থাপনকর্তা। উপ—বিশ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

উপবেশিত—যাহাকে বসানো হইয়াছে এরূপ ; স্থাপিত। উপ—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-বেশন**।

উপবেশী (-বেশিন্)—উপবেশক। উপ—বিশ্ বা বিশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেশিনী**।

উপব্যাঘ্র—চিত্রকব্যাঘ্র, চিতাবাঘ ; বৃক, নেকড়ে বাঘ। উপমিত ব্যাঘ্রসহ, প্রাদি। বি ; পুং। স্ত্রী, **-ব্যাঘ্রী**।

উপভাষা—অবান্তর ভাষা, মূলভাষার অঙ্গীভূত ভাষা ; নীচজাতির মধ্যে প্রচলিত ভাষা ; হীন ভাষা ; আঞ্চলিক ভাষা ; প্রাদেশিক ভাষা। উপেক্ষিতা (হীনা) ভাষা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উপভুক্ত—ভক্ষিত ; আস্বাদিত ; ব্যবহৃত ; যাহা ভোগ করা হইয়াছে এরূপ। উপ—ভুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-ভুক্তি, -ভোগ**।

উপভুজ্যমান—যাহা উপভোগ করা হইতেছে এরূপ ; যাহা ব্যবহার করা যাইতেছে এরূপ। উপ—ভুজ্+শানচ্ কর্ম। বিণ। বি, **-ভোগ**।

উপভুঞ্জান—যে উপভোগ করিতেছে এরূপ ; ব্যবহারকারী। উপ—ভুজ্ (ভোগ করা)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-ভোগ**।

উপভোক্তা (-ভোক্তৃ)—উপভোগকারী ; ব্যবহর্তা। উপ—ভুজ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-ভোক্ত্রী**। বি, **-ভোক্তৃত্ব, -ভোগ**।

উপভোগ—সুখাদিভোগ ; সম্ভোগ ; ভক্ষণ ; ব্যবহার। উপ—ভুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-ভুক্ত, -ভোজ্য**।

উপভোগী (-গিন্)—উপভোগকারী। উপভোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ভোগিনী**।

উপভোগ্য—উপভোগ-যোগ্য, যাহা উপভোগ করা যায় বা উচিত এরূপ ; আরামপ্রদ। উপ—ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। বি, **-ভোগ**।

উপভোজী (-জিন্)—উপভোগকারী। উপ—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উপভোজ্য—ভোজনযোগ্য, যাহা খাওয়া যায় বা উচিত এমন। উপ—ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। বি, **-ভোগ**।

উপম—সমাসে সদৃশার্থে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত শব্দ বিঃ (যথা—দেবোপম, অমৃতোপম ইঃ—বহুব্রীহি সমাসে উপসর্জনত্বহেতু উপমা শব্দের আ-কারের হ্রস্বত্ব)। বিণ। স্ত্রী, **-মা**।

উপমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—অপ্রধান মন্ত্রী, সহকারী মন্ত্রী। উপ (হীন) মন্ত্রী, প্রাদি। বি ; পুং।

উপ-মহাধ্যক্ষ—সহকারী কর্তা, রাজকীয় কোন বিভাগের কর্তৃত্বভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সাহায্যকারী, Deputy-Commissioner. উপ (হীন) মহাধ্যক্ষ, প্রাদি। বি ; পুং।

উপমা—১। সাদৃশ্য, তুল্যতা ; অর্থালংকার বিঃ [সাধারণধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্যকথন ; যথা,—"তাহে শোভে রত্নরাজি ; মানসসরসে সরস কমলকুল বিকসিত যথা।"—মাইকেল]। উপ (তুল্য)—মা (পরিমাণ করা)+অঙ্ ভাব+আপ্। ২। উপমান, যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখানো যায় ; দৃষ্টান্ত। উপ—মা+অঙ্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-মিত, -মেয়**। ৩। ধাইমা ; মাতৃতুল্যা নারী। বাংপ্র। বি।

উপমাংস—আঁচিল। উপ (অধিক) মাংস, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপমাতা (-মাতৃ)—১। উপমানকর্তা, যে উপমা দেয় এরূপ ; প্রতিমাকারক ; চিত্রকর। উপ—মা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মাত্রী**। ২। ধাত্রী, ধাই ; মাতৃতুল্যা নারী, মাসী পিসী ইঃ। উপমিতা মাতৃসহ, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উপমান—১। সাদৃশ্য, উপমা, তুলনা। উপ—মা+অনট্ ভাব। ২। যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায় তাহা [যথা—তাহার মুখখানি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখানে 'চন্দ্র' উপমান]। উপ—মা+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

উপমালংকা(ঙ্কা)র—কাব্যের অলংকার বিঃ, সাম্যালংকার ('উপমা'-শব্দ দ্রঃ)। উপমানামক অলংকার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

উপমিত—তুলিত, সদৃশীকৃত, যাহার উপমা বা তুলনা করা হইয়াছে এরূপ। উপ—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপমিত-সমাস—কর্মধারয় সমাস বিঃ [সাধর্ম্যবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে পরবর্তী উপমানবাচক পদের সহিত উপমেয়ের যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাহার নাম উপমিত-সমাস। যথা,—পুরুষব্যাঘ্র]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উপমিতি—উপমা ; সাদৃশ্যজ্ঞান ; সাদৃশ্যজ্ঞান জন্মায় এমন জ্ঞান। উপ—মা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-মিত**।

উপমেয়—১। কোন কিছুর সহিত যাহার তুলনা করা যায় তাহা। বি ; ক্লী। ২। উপমার বিষয়ীভূত, অন্যের সহিত যাহার উপমা দেওয়া যায় বা যাইতে পারে এরূপ, (যথা,—তাহার মুখখানি কমলের ন্যায় সুন্দর। এখানে মুখের তুলনা করায় মুখ উপমেয়)। উপ—মা+যৎ কর্ম। বিণ। বি—**উপমা**।

উপমেয়োপমা—অলংকার বিঃ [যে স্থলে উপমান ও উপমেয়—উভয়েরই পর্যায়-ক্রমে উপমানোপমেয়ভাব বিবক্ষিত হয়, তাহাকে উপমেয়োপমা বলে। যথা.—
"বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি।
এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি॥"
—নিবাতকবচবধ]। উপমেয়ের উপমা, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী।

উপযাচক—স্বয়ংযাচক ; স্বতঃপ্রবৃত্ত ; উপর-পড়া ; অজিজ্ঞাসিতভাবে প্রার্থী ; যে নিজে প্রার্থনা করে বা কিছু প্রদান করিতে চায় এরূপ। উপ—যাচ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যাচিকা**। বি, **-যাচন, -যাচ্ঞা**।

উপযাচন—স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা বা প্রদান করিতে চাওয়া, ভিক্ষা। উপ—যাচ্ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-যাচিত**।

উপযাচিকা—স্বয়ং ভিক্ষাকারিণী ; স্বতঃ-প্রবৃত্তা ; যে পরপুরুষের নিকটে গিয়া অনুরাগ প্রকাশ বা সম্ভোগ প্রার্থনা করে এরূপ ('— রমণী')। উপযাচক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। বি, **-যাচন**।

উপযাচিত—প্রার্থিত ('— বিষয়') ; কেহ আসিয়া স্বয়ং যাচিয়া যাহা দিতেছে এমন ; সমর্পিত ; অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট। উপ—যাচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-যাচন, -যাচ্ঞা**।

উপযাচিতক—প্রার্থিত বস্তু ; ইষ্টসিদ্ধিহেতু দেবোদ্দেশে মানিত বস্তু ; বলির পশু। উপ-যাচিত+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

উপযাত—সমীপাগত ; প্রাপ্ত। উপ—যা +ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি, **-যান**।

উপযান—প্রাপ্তি ; নিকটে গমন। উপ—যা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-যাত**।

উপযায়ী (-যায়িন্)—নিকটগামী, উপ-সর্পণকারী। উপ—যা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী**।

উপযুক্ত—যোগ্য, অনুরূপ, উপযোগী ; সমর্থ ; উচিত ; কুশল, কার্যদক্ষ ; দক্ষ ; পীত ; ভুক্ত ; রচিত ; সৌষ্ঠবসম্পন্ন ; (বাংপ্র) উপার্জনক্ষম। উপ—যুজ্ +ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

উপযুক্ততা—কর্মণ্যতা, কার্যদক্ষতা; ঔচিত্য, ন্যায্যতা ; অনুরূপতা ; উপযোগিতা। উপযুক্ত +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-যুক্ত**।

উপযুক্তি—উপযোগিতা, expediency. উপ—যুজ্ +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-যুক্ত**।

উপযোগ—১। প্রয়োগ ; বিনিয়োগ ; উপকার ; আবশ্যকতা ; উপযোগিতা ; ভোজন ; ভোগ ; আনুকূল্য ; ব্যয় ; নৈকট্য ; ইষ্টসাধক ব্যাপার ; আচরণ ; অনুষ্ঠান। উপ—যুজ্ +ঘঞ্ ভাব। ২। হেতু, কারণ। উপ—যুজ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। বিণ, **-যুক্ত**।

উপযোগবাদ—জগতের সব কিছুই মঙ্গলের নিদান—এই মতবাদ, optimism. উপযোগজ্ঞাপক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

উপযোগিতা—উপযুক্ততা ; সংগতি ; কার্য-কারিতা, কোন কার্যে লাগা ; আবশ্যকতা ; আনুকূল্য। উপযোগিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ. **-যোগী** (-গিন্)।

উপযোগী (-যোগিন্)—ক্রিয়াসাধনের অনুকূল ; প্রয়োজনসাধক ; উপকারী ; উপ-যুক্ত ; সংগত ; অনুরূপ ; কার্যকারক। উপযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**। বি, **-যোগিতা**।

উপযোজক—সামঞ্জস্যবিধায়ক। উপ—যুজ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। বি, **-যোজন**।

উপযোজক হুণ্ডি—কাহাকেও অগ্রিম টাকা দিলে উহার জামিন কর্তৃক গৃহীত বা স্বাক্ষরিত দলিল, accommodation bill.

উপযোজন—সামঞ্জস্য বিধান ; অনুরূপ করণ, adjustment. অবস্থার উপযোগী করণ ; নিজের দায়িত্বে একের টাকা অপরকে দেওয়া। উপ—যুজ্ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-যোজক**।

উপর—১। ঊর্ধ্ব, উচ্চস্থান ; উপরিভাগ ; কোঠা বাড়ির দ্বিতল ত্রিতল প্রঃ। বি। ২। পৃষ্ঠ ; বহির্ভাগ ; প্রতি (যেমন—তাহার 'উপর' রাগ করিও না)। অ। ৩। অধিক, অতিরিক্ত, বেশী ; অসংগত ; উপরিস্থ। <উপরি। বিণ।

উপর-আলা—উপরিতন ('— কর্মচারী') ; অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক ; মালিক, ভগবান্। উপর+আলা (<ওয়ালা)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

উপর-উপর—ভাসা-ভাসা ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

উপর-ওয়ালা—উপর-আলা (তাহা দ্রঃ)।

উপরক্ষ—যে সৈন্যগণের সমীপস্থ হইয়া সেনা রক্ষা করে সে, সৈন্যের সমীপবর্তী রক্ষক। উপ (সমীপ)—রক্ষ্ +অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

উপরক্ষণ—রক্ষাকরণ, চৌকি দেওয়া ; রক্ষণার্থ সৈন্যাদিস্থাপন। উপ—রক্ষ্ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-রক্ষিত, -রক্ষ-ণীয়, -রক্ষিতব্য**।

উপর-চড়া—বহির্ভাগ হইতে আক্রমণ, বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া আক্রমণ। উপরে চড়া, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

উপর-চাপ—১। ঊর্ধ্বস্থিত বস্তুর ভার-প্রদান। উপর হইতে চাপ, ৫মীতৎ। ২। অতিরিক্ত পীড়ন ; যাহা বলা বা করা উচিত তাহা অপেক্ষা বাড়াইয়া অধিক বলা বা করা। উপর (অধিক) চাপ, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উপর-চাল—অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর প্রদর্শন ; শতরঞ্জ খেলার চালের উপর চাল। উপর (অধিক) চাল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উপর-চালাক—অতিশয় ধূর্ত, অতিচতুর ; যতটুকু চালাক হওয়া সংগত তদপেক্ষা বেশী চালাক। উপর চালাক, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

উপর-চালাকি—অতি ধূর্ততা, অতিশয় চাতুর্য। উপর-চালাক+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

উপর-টপকা—ভাসা-ভাসা, উড়ো-উড়ো, উপর-উপর। বাংপ্র। বিণ।

উপর-টান—মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ জ্ঞাপক ঊর্ধ্ব শ্বাস। প্রাদি। বাংপ্র। বি।

উপরত—নিবৃত্ত ; মৃত ; বিগত। উপ—রম্ (বিশ্রাম করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-রতি, -রম**।

উপরতি—বিরাম ; বৈরাগ্য, বাসনাত্যাগ ; মৃত্যু ; বুদ্ধি। উপ—রম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-রত**।

উপরত্ন—অল্পমূল্যের রত্ন (গোমেদ, স্ফটিক, প্রবাল ইঃ) ; রত্নসদৃশ চাকচিক্যময় বস্তু (কাচ, কর্পূর, প্রস্তর, মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ ইঃ)। উপ (নিকৃষ্ট) রত্ন, অথবা, উপমিত রত্নসহ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপরদিষ্টি, -দৃষ্টি—ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টি বা প্রভাব। বাংপ্র। বি।

উপর-নজর—ঊর্ধ্বদৃষ্টি ; স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি অভিলাষ-দৃষ্টি ; অভদ্র ভাবে অবলোকন। প্রাদি। বাংপ্র। বি।

উপর-নজরিয়া, -নজুরে—যাহার দৃষ্টি উপরদিকে এমন ; স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকানো যাহার স্বভাব এমন ; অভদ্র, ইতর। উপর-নজর+ইয়া, এ আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

উপরন্তু, -রন্ত—অধিকন্তু, বেশির ভাগ। বাংপ্র। অ।

উপর-পড়া—অনুরোধ ব্যতিরেকেও উপ-স্থিত ; অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপকারী। উপরে পড়ে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ বা বি।

উপরা-উপরি—অব্যবহিত পরে পরে, পিঠাপিঠি। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

উপরাগ—১। চন্দ্রসূর্যগ্রহণ ; যন্ত্রণা ; উপ-দ্রব ; বিরাগ ; অপবাদ ; প্রবৃত্তি ; সম্বন্ধ ; নিন্দা ; উপরিরঞ্জন, চিত্রণ। উপ—রন্জ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। রাহু ; বিপদ্ ; ব্যসন ; দুর্নীতি ; রক্তিমা। উপ—রন্জ্ +ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

উপরাজ—রাজপ্রতিনিধি, Viceroy. উপ-

রিক রাজার সহিত, প্রাদি+টচ্, সমাসান্ত। বি ; পুং।

উপরাণী, -রাজ্ঞী—রাজার অবিবাহিতা রমণী, রাজার রক্ষিতা। উপ (হীনা) রাণী, রাজ্ঞী, প্রাদি। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

উপরি—১। ঊর্ধ্বে, উপরে ; অনন্তর, পরে। ঊর্ধ্ব+রি (নিপা)। অ। ২। অপ্রত্যাশিত ; বেতনের অতিরিক্ত ; উৎকোচাদির দ্বারা প্রাপ্ত ; প্রকৃত-বিষয়ের অতিরিক্ত। বিণ। ৩। পাওয়া ঘুষ ; বাড়তি লাভ ; বেতনের অতিরিক্ত পাওনা। বাংপ্র। বি।

উপরি-উপরি—উপর্যুপরি ; ক্রমাগত ; ভাসা-ভাসা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ বা বিণ।

উপরিক—ঊর্ধ্বতন, superior. বাংপ্র। বিণ।

উপরি-খরচ—অতিরিক্ত ব্যয় ; নির্দিষ্ট ব্যয় ব্যতীত যে ব্যয় বা খরচ হয় তাহা। সুপ্। বাংপ্র। বি।

উপরিগত—ঊর্ধ্বস্থ, উচ্চস্থানস্থিত। উপরি (উচ্চস্থানকে) গত (প্রাপ্ত), সুপ্। বিণ।

উপরিচর—১। ঊর্ধ্বে বিচরণকারী ; আকাশগামী। উপতৎ ; উপরি—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। পুরুবংশের একজন রাজা। বি ; পুং।

উপরিজাত—ঊর্ধ্বভাগে উৎপন্ন ; উচ্চস্থান হইতে উদ্ভূত। উপরি জাত, সুপ্। বিণ।

উপরিতন—যাহা উপরে আছে এরূপ, ঊর্ধ্বতন ; পদমর্যাদায় উচ্চতর। উপরি+তন তদার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তনী**।

উপরিতল—গৃহের ছাদ ; উপরতলা ; কোন দ্রব্যের উপরিভাগ। উপরিস্থ তল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

উপরিদৃষ্টি, -দিষ্টি—ভূতাবিষ্টতা, ভূতে পাওয়া। বাংপ্র। বি।

উপরি-দেবতা—অপদেবতা, ভূত প্রঃ। বাংপ্র। বি।

উপরিপাত, -পাতন—(জ্যামিতি) একটিকে অপরটির উপর স্থাপন, superposition. উপরি পাত, পাতন, সুপ্। বি ; পুং, ক্লী।

উপরিভাগ—উপরদিক্, উপরিস্থ অংশ ; উপর-পিঠ, surface. উপরিস্থিত ভাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

উপরিভাব—ভূতাবিষ্টতা, ভূতে পাওয়া। বাংপ্র। বি।

উপরিলিখিত—উল্লিখিত, উপরিভাগে যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ। উপরি লিখিত, সুপ্। বিণ।

উপরিস্থ, -স্থিত—ঊর্ধ্বে অবস্থিত, উচ্চস্থানস্থিত। উপরি—স্থা+ক কর্তৃ ; উপরি স্থিত, সুপ্। বিণ।

উপরুদ্ধ—বদ্ধ ; প্রতিবিদ্ধ ; আবৃত ; উৎপীড়িত ; যাহাকে কোন বিষয়ে উপরোধ করা গিয়াছে এরূপ, অনুরুদ্ধ। উপ (-উপরি)—রুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-রোধ**।

উপরে—১। ঊর্ধ্বে, উচ্চস্থানে, উপরি-ভাগে। বি ; অধি-৭মী। ২। প্রতি ; অধিক, অতিরিক্ত, বেশী। <উপরি। অ।

উপরোক্ত—উপরিকথিত, পূর্বোক্ত। উপরি উক্ত বা উপর্যুক্ত-স্থানে বাংপ্র। বিণ।

উপরোধ—অনুরোধ, সুপারিস ; প্রতিবন্ধ ; প্রতিষেধ ; আবরণ ; পীড়া ; হিংসা ; অবরোধ ; অনুগ্রহ ; নিমিত্ত ; মানরক্ষা ; খাতির ; ক্ষমা ; (বাংপ্র) কাতরতাপ্রকাশ ; কর্তব্যাকর্তব্য বিচার। উপ—রুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-রুদ্ধ**। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অবাঞ্ছিত বা অত্যন্ত কষ্টকর কাজ করা।

উপরোধ-অনুরোধ—নির্বন্ধাতিশয়। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

উপরোধক—১। উপরোধকর্তা, অনুরোধকারী। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিকা**। ২। বাসগৃহ ; অন্তঃপুর, অবরোধ। উপ—রুধ্+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

উপর্যু(র্যু)ক্ত—উপরিকথিত, পূর্ববর্ণিত। উপরি উক্ত, সুপ্। বিণ।

উপর্যু(র্যু)পরি—পর পর, ক্রমাগত, উপরি-উপরি, একের উপরে অন্য। অ।

উপল—পাষাণ, শিলা, প্রস্তর ; রত্ন ; বহুমূল্য প্রস্তর ; যুদ্ধে ব্যবহার্য গোল পাথর। উপ—লী+ড করণ (ন-স্থানে ল-আদেশ)। বি ; পুং।

উপলক্ষ, -লক্ষ্য—অবলম্বন ; প্রয়োজন ; ঘটনাক্রম ; ছুতা, ব্যপদেশ ; উদ্দেশ। উপ—লক্ষ্+ঘঞ্, ণ্যৎ কর্ম। বি ; পুং।

উপলক্ষণ—অন্যের উদ্বোধক বা আধিক্য-সূচক চিহ্ন ; সূচনা ; উপক্রম ; লক্ষণা দ্বারা অতিরিক্ত বিষয়েরও বোধক শব্দ ; অনুমানে এক বিষয় দ্বারা তাৎপর্যবশতঃ তৎসংক্রান্ত বা তৎসদৃশ অন্য বিষয়েরও আনুষঙ্গিক বোধন। উপ—লক্ষ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। বিণ, **-লক্ষিত**।

উপলক্ষিত—সূচিত ; উদ্দিষ্ট ; চিহ্নিত ; অনুমিত ; বিশিষ্ট, যুক্ত। উপ—লক্ষ্ (চিহ্ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-লক্ষিতা**। বি, **-লক্ষণ**।

উপলক্ষ্য—'উপলক্ষ' দ্রঃ।

উপলখণ্ড—প্রস্তরখণ্ড, পাথরের টুকরা, নুড়ি ; বালুকাকণা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উপলব্ধ—জ্ঞাত, অনুভূত ; প্রাপ্ত। উপ—লভ্ (পাওয়া, জানা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-লব্ধি**।

উপলব্ধি—১। বোধ, জ্ঞান, অনুভব ; প্রাপ্তি, লাভ ; প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান। উপ—লভ্+ক্তি ভাব। ২। মতি, বুদ্ধি। উপ—লভ্+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-লব্ধ**।

উপলভ্য—জ্ঞেয় ; প্রাপ্য ; সাধ্য। উপ—লভ্+যৎ কর্ম। বিণ। বি, **-লব্ধি**।

উপলিপ্ত—যাহাতে লেপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উপরি ম্রক্ষিত, উপরে মাখানো। উপ—লিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-লেপ, -লেপন**।

উপলেপ, -লেপন—অন্য বস্তু দ্বারা লেপন ; ভিত্তির আবরণার্থ তদুপরি মৃত্তিকাদি লেপন, মৃন্ময় গৃহাদিতে গোময়াদি লেপন ; ইন্দ্রিয়ের অবসাদন। উপ—লিপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী। বিণ, **-লিপ্ত**।

উপশম—শমতা ; নিবৃত্তি ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ; রোগের উপদ্রবনিবৃত্তি ; তৃষ্ণাক্ষয়। উপ—শম্+ঘঞ্ ভাব (উপধার অবৃদ্ধি)। বি ; পুং। বিণ, **-শান্ত, -শমিত**।

উপশমক—উপশমকারী, যাহা দ্বারা উপশম হয় এরূপ। উপ—শম্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শমিকা**। বি, **-শম**।

উপশমন—১। উপশম (তাহা দ্রঃ)। উপ—শম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। উপশমক। উপ—শম্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

উপশমনীয়—যাহার উপশম করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ ; প্রতি-কার্য ; সান্ত্বনীয়। উপ—শম্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ। বি, **-শম**।

উপশমিত—উপশমপ্রাপ্ত। উপ—শম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-শমন**।

উপশয়—১। সমীপশয়ন ; রোগ এবং রোগের হেতু নাশ করিবার জন্য ঔষধ-পথ্যাদির যথাবিধি প্রয়োগ। উপ—শী+অচ্ ভাব। ২। মৃগমারণার্থ ব্যাধের আত্ম-গুপ্তিস্থান, গর্ত বিঃ, ambush ; ক্রোড়। উপ—শী+অচ্ অধি। বি ; পুং।

উপশল্য—গ্রামের প্রান্তভাগ, গ্রামান্ত। উপগত শল্যকে (ভাগাড়কে), প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপশাখা—শাখার শাখা ; শাখা হইতে বহির্গত শাখা ; বিভাগ বা অংশ, section. উপ (হীন) শাখা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

উপশান্ত—১। নিবৃত্ত, যাহার উপশম হইয়াছে এরূপ ; সংযত ; তেজোহীন বিগত। উপ—শম্+ক্ত কর্তৃ। ২। নিবারিত সংযমিত। উপ—শম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-শান্তি, -শম**।

উপশান্তি—নিবৃত্তি, শান্তি, উপশম। উপ—শম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-শান্ত**।

উপশায়ী (-য়িন্)—শয়নশীল; সমীপ-শায়ী। উপ—শী+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

উপশিরা—মূলশিরা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর শিরা, শাখা-শিরা, veinlet. উপ (হীন) শিরা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য; প্রশিষ্যের শিষ্য। উপ (হীন) শিষ্য, প্রাদি। বি; পুং।

উপশোভন—শোভিত করণ; মণ্ডন। উপ—শোভি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপশোভিত—শোভিত, অলংকৃত, সজ্জিত। উপ—শুভ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। বি, **-শোভা**।

উপশ্লিষ্ট—সন্নিকৃষ্ট; সংশ্লিষ্ট। উপ—শ্লিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -শ্লেষ।

উপশ্লেষ—একদেশ সম্বন্ধ; আলিঙ্গন, আশ্লেষ; বঞ্চনা করিবার মানসে শব্দের সহজবোধ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থের সন্ধান; সন্নিকর্ষ; উপহাস, ঠাট্টা। উপ—শ্লিষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-শ্লিষ্ট**।

উপসংক্রমণ—অভিমুখে গমন; সন্নিবেশ। উপ—সম্—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপসংক্ষে(ক্ষে)প—১। সংক্ষেপপূর্বক গ্রহণ, সারসংগ্রহ। উপ—সম্—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাববা। ২। সংগৃহীত সার; সারসংক্ষেপ, চুম্বক। উপ—সম্—ক্ষিপ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

উপসংখ্যা(খ্যা)ন—১। গণনা; সংগ্রহ। উপ (সমীপ)—সম্—খ্যা (গণনা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-সংখ্যাত**, **-সংখ্যেয়**। ২। বিশেষক পদ, বিশেষণ; (ব্যাক) সমানার্থক পদ; কোন সূত্রে সাধারণ অন্যান্য পদের ন্যায় গ্রহণ। উপ—সম্—খ্যা+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

উপসংসদ্—উপসভা; অধীন সমিতি, subcommittee. উপগত সংসদ্‌কে, বা, উপ (হীন) সংসদ্, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপসংহার, -সংহরণ—পরিশেষ; নাশ, মরণ; সংগ্রহ; বস্তুসংক্ষেপ; আরব্ধ বা প্রস্তাবিত বিষয়ের শেষকরণ; (জ্যামিতি) সাধ্য অংশ, সিদ্ধান্ত, conclusion; নিবর্তন; আক্রমণ; সংকোচ। উপ—সম্—হৃ+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লীব। বিণ, **-হৃত**, **-হার্য**, **-হরণীয়**।

উপসংহৃত—যাহার উপসংহার করা হইয়াছে এরূপ, সমাপিত। উপ—সম্—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-হার**।

উপসংগ(ঙ্গ)ত—সমবেত; মিলিত। উপ—সম্—গম্+ক্ত কর্তৃবা। বিণ।

উপসচিব—সচিব বা সেক্রেটারীর নিম্ন ব্যক্তি, Under Secretary. উপ (হীন) সচিব, প্রাদি। বি; পুং।

উপসত্তি—সঙ্গমাত্র; সেবা, উপাসনা; প্রতিপাদন; উপসর্পণ, নিকটে গমন; দান। উপ—সদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপসন্তান—সন্তানসদৃশ ব্যক্তি; উত্তর-পুরুষ, সগোত্র। উপ (সদৃশ) সন্তান, প্রাদি। বি; পুং।

উপসন্ন—উপস্থিত, নিকটাগত, সমীপস্থ, আসন্ন। উপ—সদ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

উপসম্পত্তি—অতিরিক্ত ধনদৌলত। উপ (অধিকা) সম্পত্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপসম্পদা—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি ইহা বলিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। বি; স্ত্রী।

উপসর্গ—১। ভূকম্পাদি উৎপাত, উপদ্রব; প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন, ব্যাঘাত; রোগ, পীড়া; রোগজাতবিকার, রোগলক্ষণ, symptoms; মূল রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ। উপ (উপস্থিত) সর্গ (সৃষ্টি) অর্থাৎ হঠাৎ উপস্থিত সৃষ্টি, প্রাদি; অথবা, উপ—সৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-সৃষ্ট**, **ঔপসর্গিক**। ২। (ব্যাক) প্র পরা অপ প্রঃ বিংশতি অব্যয় শব্দ [এই অব্যয়গুলি ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হইলে 'উপসর্গ' নাম প্রাপ্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থ বিভিন্ন হয়; যেমন, হৃ ধাতুর অর্থ—হরণ; কিন্তু প্র+হৃ=প্রহার করা, মারা; আ+হৃ=ভোজন; সম্+হৃ=বিনাশ; সম্—প্র+হৃ=যুদ্ধ ইঃ। এতদ্ভিন্ন, উপসর্গের আরও দুইটি কার্য আছে; কোন কোন স্থলে ইহারা কেবল ধাতুর অর্থই প্রকাশ করে এবং কোন কোন স্থলে ধাতুর অর্থ বাড়াইয়া দেয়। যেমন, বস্=বাস করা, আ+বস্=বাস করা; নম্=নত হওয়া, প্র+নম্=বিশিষ্টরূপে অর্থাৎ ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত নত হওয়া]। উপ (সমীপে বা সহিত)—সৃজ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

উপসর্পণ—সমীপে উপস্থিতি; প্রবেশ ও নির্গমন; অনুগ্রহলাভ-প্রত্যাশায় অন্যের নিকট যাওয়া; স্তুতি, তোষামোদ; উপাসনা; অনুসরণ, অনুধাবন। উপ—সৃপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-সর্পিত**।

উপসর্পণা—'উপসর্পণ' (সকল অর্থে); বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রেম-নিবেদন, courtship. উপ—সৃপ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপসর্যা(র্য্যা)—ঋতুমতী বা আসন্ন-গর্ভগ্রহণা গবী প্রঃ। উপ—সৃ (গমন করা)+যৎ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপসাগর—যে সাগরাংশের প্রায় চতুর্দিকে স্থল তাহা, gulf, bay; ক্ষুদ্র সাগর। উপমিত সাগরসহ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ, **-রীয়**।

উপসূর্য(র্য্য)ক—সূর্যের চতুর্দিকস্থ মণ্ডলাকার পরিধি; সূর্যমণ্ডল। উপগত সূর্যকে, প্রাদি; উপসূর্য+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

উপসৃষ্ট—১। আক্রান্ত; ব্যাপ্ত; বিশিষ্ট; প্র পরা প্রঃ উপসর্গযুক্ত; পরিত্যক্ত; পীড়িত; ভূতাদির দ্বারা আবিষ্ট; রাহুগ্রস্ত। উপ—সৃজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি, **-সৃষ্টি**, **-সর্জন**। ২। মৈথুন। উপ—সৃজ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। রাহুগ্রস্ত সূর্য বা চন্দ্র। বি; পুং।

উপসেক—জলসেচন দ্বারা কোমল করা; জল ছিটাইয়া ভিজানো। উপ—সিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-সিক্ত**, **সেচ্য**।

উপসেচন—জলসেক, আর্দ্রীকরণ, ভিজাইয়া দেওয়া। উপ—সিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-সিক্ত**।

উপসেবক—উপভোগকর্তা, যে উপভোগ করে এমন, উপভোক্তা; পরস্ত্রীতে আসক্ত। উপ—সেব্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিকা**। বি, **-সেবন**, **-সেবা**।

উপসেবন, -সেবা—উপভোগ; সম্ভোগ; রমণ; আসক্তি, addiction; পরিচর্যা। উপ—সেব্+অনট্ ভাব, অ ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

উপসেবিত—আরাধিত, সম্পূজিত; স্তুত; উপভুক্ত; বিশিষ্ট, যুক্ত; খচিত, জড়িত। উপ—সেব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপসেবী (-সেবিন্)—সেবাকারী, সেবা-কারক, পরিচর্যাকারী; সম্ভোগকারী, উপভোক্তা। উপ—সেব্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিনী**। বি, **-সেবন**, **-সেবা**।

উপস্কর, -স্কার—১। অসম্পূর্ণ বাক্যের বোধার্থে শব্দের অধ্যাহার, ঊহ্য করা; ব্যঞ্জনের মসলা, বাটনা; উপকরণ, গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, উদূখল প্রঃ; কুণ্ডলাদি-ভূষণ; যন্ত্রাদি, apparatus. উপ (সম্পূর্ণ)—কৃ+অপ্, ঘঞ্ করণ (স-আগম)। ২। গুণান্তরাধান; অধ্যাহার; যত্নকরণ; পরিষ্কারকরণ; বিকার; হিংসন; নিন্দা। উপ—কৃ+অপ্, ঘঞ্ ভাব (স-আগম)। বি; পুং। বিণ, **-স্কৃত**।

উপস্ত্রী—উপপত্নী। উপমিতা স্ত্রী সহ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপস্থ—১। সমীপস্থ, সন্নিহিত; উপরিস্থ। বিণ। ২। পুরুষ অথবা স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়, শিশ্ন বা যোনি; গুহ্যদ্বার; ক্রোড়; উপরি-ভাগ। উপ—স্থা+ক কর্ত্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

উপস্থাতা (-স্থাতৃ)—ভৃত্য; সেবক, উপাসক; পূজক; যে উপস্থিত হয় সে। উপ—স্থা+তৃচ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থাত্রী**।

উপস্থাপক, -স্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—যে উপস্থিত করে সে, উপস্থাপনকর্তা, আনয়নকারী ; প্রস্তাবকর্তা, প্রস্তাবক। উপ—স্থা+ণিচ্+ণক, তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা, -য়িত্রী**।

উপস্থাপন—উপস্থিত করা, আনয়ন করা ; অবতারণা। উপ—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-স্থাপিত, -স্থাপ্য**।

উপস্থাপিত—প্রস্তাবিত ; আনীত ; উত্থাপিত। উপ—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-স্থাপন**।

উপস্থিত—১। আগত ; উত্তীর্ণ ; বিদ্যমান, হাজির ; প্রক্রান্ত ; সমীপবর্তী। উপ—স্থা+ক্ত কর্তৃ। ২। উপাসিত, সেবিত ; জ্ঞাত ; প্রাপ্ত। উপ—স্থা+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপস্থিতবক্তা (-বক্তৃ)—যে না ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্যক্ষেত্রে হঠাৎ কোন প্রসঙ্গ করিতে বা কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে পারে এমন। উপস্থিত—বচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বক্ত্রী**।

উপস্থিতবুদ্ধি—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কার্যক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে কোন বুদ্ধি বা মতলব দিবার প্রতিভা। উপস্থিতা বুদ্ধি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উপস্থিতি—বিদ্যমানতা, থাকা ; নিকটে আগমন ; পঁহুছানো, উত্তরণ ; উপাসনা। উপ—স্থা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপস্নাতক—বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-পরীক্ষার পাঠ গ্রহণ করিয়াও যিনি ঐ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই এরূপ ব্যক্তি, under-graduate. উপ (হীন) স্নাতক, প্রাদি। বি ; পুং।

উপস্বত্ব—ভূমি প্রঃ বিষয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ; জমি খাজনা বাটিভাড়া প্রঃ সম্পত্তির আয়। উপমিত স্বত্বসহ, প্রাদি। বি ; ক্লী। বিণ, **-স্বত্বীয়**।

উপহত—আহত ; বিঘ্নিত ; দূষিত ; বিঘট্টিত ; বিনাশিত ; নিবারিত ; তিরস্কৃত ; অপবিত্র ; অভিভূত ; আবিষ্ট ; আপ্লুত ; ক্লিষ্ট। উপ—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপহতি—উপদ্রব ; আঘাত ; বিনাশ। উপ—হন্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-হত**।

উপহন্তা (-হন্তৃ)—নাশকারী ; অহিতকারক। উপ—হন্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

উপহরণ—উপহারদান ; বলিদান ; পূজন ; বলপূর্বক গ্রহণ ; খাদ্যবিভাজন, পরিবেশন। উপ—হৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপহর্তা (-হর্তৃ), **-হর্তা**—উপহারদাতা ; বলিদানকর্তা ; পূজক ; খাদ্যবিভাজক, পরিবেশক। উপ—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হর্ত্রী**।

উপহসিত—যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে এরূপ। উপ—হস্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-হসন, -হাস**।

উপহার—১। সমর্পণ, প্রদান ; উপায়নপ্রদান, ভেট দেওয়া। উপ—হৃ (দান করা) +ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-হৃত, -হার্য**। ২। উপঢৌকন-দ্রব্য, ভেটের দ্রব্য ; পরিবেশনের খাদ্যদ্রব্য ; ধনাদি দান দ্বারা কৃত সন্ধি বিঃ। উপ—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। ৩। হারস্থ শোভাবর্ধক দ্রব্য, মধ্যমণি প্রঃ। উপগত হারকে, প্রাদি। বি ; পুং।

উপহারী (-রিন্)—১। উপহর্তা, উপহারদাতা। উপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। ২। উপহারপ্রাপ্ত, যে ভেট পাইয়াছে এরূপ। উপহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

উপহার্য(র্য্য)—উপহার দেওয়ার যোগ্য। উপ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উপহাস—বিদ্রূপ, ঠাট্টা ; অবজ্ঞা, উপেক্ষা। উপ—হস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।।

উপহাসক—উপহাসকর্তা, পরিহাসকারী ; আমোদপ্রিয় ; অবজ্ঞাকারী। উপ—হস্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হাসিকা**।

উপহাসাস্পদ—উপহাসের পাত্র, পরিহাসভাজন ; অবজ্ঞার যোগ্য। উপহাসের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী বা বিণ।

উপহাস্য—উপহাসযোগ্য, উপহাসাস্পদ। উপ—হস্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। বি, **-হাস**।

উপহাস্যতা—হাস্যাস্পদতা, উপহাসের বিষয়, উপহাসের পাত্র হওয়া। উপহাস্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

উপহিত—প্রদত্ত, অর্পিত ; স্থাপিত, আরোপিত ; গৃহীত। উপ—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-ধান, -ধি**।

উপহৃত—সমর্পিত, উপহারস্বরূপ অর্পিত, সংগৃহীত ; আহৃত ; উৎসৃষ্ট। উপ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-হৃতি, -হার**।

উপহ্রদ—(ভূগোল) সমুদ্রের খাড়ি হইতে জাত জলাশয়, প্রবাল-প্রাচীর ও উপকূলের অন্তর্বর্তী জলভাগ, lagoon. উপমিত হ্রদসহ, প্রাদি। বি ; পুং।

উপা, উবা, উভা—কর্পূরাদির মত বাষ্পীভূত অবস্থায় অন্তর্হিত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

উপাংশু—১। নির্জনে ; গোপনে ; নিগূঢ়ভাবে। অংশুর সমীপে, অব্যয়ী। অ। ২। পরশ্রবণাযোগ্য জপ বিঃ। উপ—অন্শ্+উ কর্তৃ। বি ; পুং।

উপাংশুবধ, -হত্যা—নির্জনে বধ, অন্যের অলক্ষিতে বধ, assassination. উপাংশু (গোপনীয়রূপে) বধ, হত্যা, সুপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

উপাখ্যান—১। গল্প, উপন্যাস, ইতিবৃত্ত, আখ্যান ; মূল আখ্যানের অন্তর্গত গল্প। উপ—আ—খ্যা+অনট্ কর্ম। ২। বিশেষভাবে উল্লেখ, বিশেষভাবে কথন। উপ—আ—খ্যা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপাগত—১। অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত ; অধিগত ; প্রাপ্ত ; সংঘটিত ; অনুভূত। উপ—আ—গম্+ক্ত কর্ম। ২। নিকটাগত, উপস্থিত ; প্রতিশ্রুত। উপ—আ—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-গম**।

উপাগম—স্বীকার ; অনুভব ; সংঘটন ; প্রাপ্তি ; উপস্থিতি। উপ—আ—গম্+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

উপাঙ্গ—১। ললাটে চন্দনাদিচিহ্ন, তিলক ফোঁটা ইঃ ; অঙ্গের অংশ (অঙ্গুলি ইঃ), প্রত্যঙ্গ ; দেহের লাঙ্গুলাদি অংশ, appendage ; পরিশিষ্ট। উপমিত অঙ্গসহ, প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। (সংগীত) অঙ্গের কোন দেশ আশ্রয় করিয়া যাহার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় তাহা। উপাঙ্গ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; পুং।

উপাঙ্গপ্রদাহ—পাকস্থলীর প্রদাহ বিঃ, appendicitis. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উপাচার্য(র্য্য)—সহকারী গুরু, আচার্যের সহকারী ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার। উপমিত আচার্যসহ, প্রাদি। বি ; পুং। স্ত্রী, **-চার্যানী** (পত্নী অর্থে), **-চার্যা** (স্বয়ং দীক্ষাদাত্রী অর্থে)।

উপাড়া—উৎপাটিত করা ; ব্যাকুল করা। <উৎপাটন। প্রা কপ্র। ক্রি।

উপাত্ত—১। গৃহীত ; ধৃত ; প্রাপ্ত ; স্বীকৃত। বিণ। বি—**উপাদান**। ২। (জ্যামিতি) যাহা হইতে কোন কিছু গণনা করা বা বুঝা যায় এরূপ প্রদত্ত বিষয়াবলী, data. উপ—আ—দা+ক্ত কর্ম। বি ; পুং।

উপাত্যয়—প্রচলিত আচারাদি লঙ্ঘন ; ক্রমভঙ্গ ; উল্লঙ্ঘন ; নাশ। উপ—অতি—ই+অচ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-তীত**।

উপাদান—১। সমবায়িকারণ, কোন পদার্থ যে যে বস্তুতে নির্মিত বা প্রস্তুত হয় সেই সেই বস্তু (যেমন—ঘটের মৃত্তিকা, অলংকারের স্বর্ণ) ; মালমসলা। উপ—আ—দা+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। বিণ—**উপাদানীয়**। ২। স্বীকার ; গ্রহণ ; প্রত্যাহার ; আক্ষেপ ; উল্লেখ ; উৎকোচ ; প্রতীতিজনন ; স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তি। উপ—আ—দা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপাদানকারণ—কার্যের অব্যবহিত কারণ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

উপাদানভূত—উপাদানস্বরূপ, নির্মাণ সামগ্রীস্বরূপ। উপাদান—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপাদানসামগ্রী—নির্মাণবস্তু, কোন পদার্থ গঠন করিবার জন্য আহৃত বস্তুসমূহ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

উপাদেয়—মনোরম ; উপভোগ্য ; স্বীকার্য ; গ্রহণীয় ; বিধেয় ('— কর্ম')। উপ—আ—দা+যৎ কর্ম। বিণ।

উপাধান—১। শিরোধান, বালিশ ; তাকিয়া। উপ—আ—ধা+অনট্ অধি। বি ; ক্লী। ২। জ্ঞান ; বিধান, করণ। উপ—আ—ধা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপাধি—১। পদবী ; বংশপরিচায়ক নাম ; আখ্যা, উপনাম ; কারণ ; ছল ; ভেদকধর্ম ; গুণ, (ন্যায়) সাধ্যব্যাপক সাধনাব্যাপক ধর্ম ("ধূমবান্ অগ্নি" বলিলে তাহার উপাধি আর্দ্রকাষ্ঠকে বুঝায়)। উপ—আ—ধা+কি করণ। ২। ধর্মচিন্তা। উপ—আ—ধা+কি ভাব। ৩। অধিক সমৃদ্ধি। উপ—আ—ধা+কি কর্ম। ৪। পাত্র, আধার। উপ—আ—ধা+কি অধি। বি ; পুং। বিণ —ঔপাধিক।

উপাধিক—১। উপাধিপ্রাপ্ত, উপনামবিশিষ্ট ; আরোপিত। উপাধি+কন্ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কা। ২। উপাদেয় ; বিশিষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ।

উপাধিপত্র—যে প্রশংসাপত্রে বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক উপাধি লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা ; certificate, diploma. উপাধিজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

উপাধ্যক্ষ—উপদেষ্টা ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ, Vice-Chancellor [অধুনা এই অর্থে 'অধিপাল'] ; কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ, Vice-Principal. উপ (হীন) অধ্যক্ষ, প্রাদি। বি ; পুং।

উপাধ্যায়—১। অধ্যাপক, উপদেশক ; আচার্যের সহকারী বেতনগ্রাহী অধ্যাপক ; বেদের একদেশ বা বেদাঙ্গ সকল যিনি বৃত্ত্যর্থ অধ্যয়ন করান তিনি। উপ—অধি—ই+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী—(১) **উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী** (শিক্ষয়িত্রী) ; (২) **উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী** (উপাধ্যায়পত্নী)। ২। (বাংলায়) ব্রাহ্মণের উপাধি [বল্লাল সেনের আমলে বিদ্যা, বিনয়, সদাচার প্রঃ নয়টি গুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণগণ এই উপাধি লাভ করিয়াছেন]। বাংপ্র। বি ; পুং।

উপানহ্ (-নহ্)—চামড়ার জুতা, বিনামা। উপ—আ—নহ্ (বন্ধন করা)+কিপ্ করণ। বি ; স্ত্রী।

উপান্ত—নিকট, সমীপ ; প্রান্ত ; পরিসর। উপগত অন্তকে, প্রাদি। বি ; পুং। বিণ, -ন্তীয়।

উপান্ত-টীকা—খাতার বা পুস্তকের ধারে লিখিত মন্তব্য, marginal note. উপান্ত-লিখিতা টীকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উপান্ত্য—অন্তের অব্যবহিত পূর্বস্থ ('— বর্ণ') ; প্রান্তবর্তী। উপান্ত+যৎ ভবার্থে। বিণ।

উপান্ত্যবর্ণ—অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণ। উপান্ত্য বর্ণ, কর্মধা। বি ; পুং।

উপাবর্ত(র্ত)ন—প্রত্যাগমন, ঘূর্ণন ; ভূমিতে লুণ্ঠন ; পার্শ্বপরিবর্তন। উপ—আ—বৃত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপাবৃত্ত—ঘূর্ণমান ; ঘূর্ণিত ; শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ ভূমিতে লুণ্ঠিত ; প্রতিনিবৃত্ত ; প্রত্যাগত। উপ—আ—বৃৎ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -বৃত্তি, -বর্তন।

উপায়—১। সাম দান ভেদ দণ্ড (অর্থাৎ শত্রুর সহিত সন্ধি, শত্রুকে অর্থদানে বশীভূত করা, শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ)—রাজাদের স্বরাজ্যরক্ষার এই চারিপ্রকার পন্থা ; গতি ; কর্ম-সাধন ; কার্যসিদ্ধির পথ ; আয় ; উপগম ; প্রতীকারের পথ ; কৌশল ; পন্থা। উপ—ই বা অয়্+ঘঞ্ করণ। ২। উপাগমন ; উপার্জন। উপ—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ—**উপায়ী** (-য়িন্)।

উপায়ক্ষম—উপার্জনসমর্থ, উপায়ী। সপ্তমীতৎ। বিণ।

উপায়জ্ঞ—রাজ্যশাসন ও শত্রুর সহিত ব্যবহারে কুশল ; যে উপায় করিতে জানে এরূপ, কোন অনিষ্টের প্রতীকার করিবার জ্ঞানসম্পন্ন। উপতৎ ; উপায়—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

উপায়ন—১। উপহার, উপঢৌকন, পারিতোষিক। উপ—ই বা অয়্+অনট্ করণ। ২। নিকটে উপস্থিতি ; ব্রতাদিপ্রতিষ্ঠা। উপ—ই বা অয়্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপায়ান্তর—অন্য উপায়, অন্যবিধ পথ, অন্যগতি। অন্য উপায়, নিত্য। বি ; ক্লী।

উপায়াভাব—উপায় না থাকা ; উপার্জন না থাকা। উপায়ের অভাব, ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উপায়ী (-য়িন্)—উপায়বিশিষ্ট, যাহার বা যাহাতে উপায় আছে এরূপ ; উপার্জনকারী, রোজগারী। উপায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

উপারম্ভ—প্রারম্ভ, সূত্রপাত। উপ—আ—রভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, -রব্ধ।

উপার্জ(র্জ)ক—উপার্জনকারী, উপায়ী, রোজগারী। উপ—অর্জ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্জিকা।

উপার্জ(র্জ)ন—ধনসংগ্রহ, রোজগার ; লাভ ; সঞ্চয় ; কীর্তি, achievement. উপ—অর্জ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপার্জি(র্জি)ত—যাহা উপার্জন করা হইয়াছে এরূপ ; লব্ধ, প্রাপ্ত ; সঞ্চিত, সংগৃহীত। উপ—অর্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -র্জিতা।

উপালব্ধ—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; প্রাপ্ত। উপ—আ—লভ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -লম্ভ।

উপালম্ভ—তিরস্কার ; ক্রোধবচন, সরোষ বাক্য ; দুঃখবাক্য ; প্রাপ্তি। উপ—আ—লভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, -লব্ধ।

উপাশ্রয়—১। জৈন মঠ ; আশ্রয়স্থল। বি ; পুং। ২। আশ্রয়যোগ্য। উপ—আ—শ্রি+অচ্ কর্ম। বিণ। ৩। আশ্রয়কর্তা। উপ—আ—শ্রি+অচ্ কর্তৃ। ৪। আশ্রয়গ্রহণ ; অবলম্বন। উপ—আ—শ্রি+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

উপাশ্রিত—১। অবলম্বিত ; ধৃত। উপ—আ—শ্রি+ক্ত কর্ম। ২। আশ্রয়কারী ; প্রাপ্ত ; গত। উপ—আ—শ্রি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপাস, উপোস—অনাহার, অভোজন, না খাওয়া। <উপবাস। বি।

উপাসক—উপাসনাকারী, সেবক ; উপকার-প্রত্যাশায় অন্যের অনুবর্তক ; চাটুকার। উপ—আস্+ণক কর্তৃ। বিণ।

উপাসন—১। সেবা ; আরাধনা ; পূজা ; উপকার প্রত্যাশায় অন্যের অনুবৃত্তি। উপ—আস্+অনট্ ভাব। ২। সন্নিহিত আসন। উপ—আস্+অনট্ অধি। ৩। শরনিক্ষেপ-শিক্ষা। উপ—আস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপাসনা—শুশ্রূষা ; আরাধনা ; পূজা ; ঈশ্বরচিন্তা ; উপকার-প্রত্যাশায় অন্যানুবৃত্তি। উপ—আস্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ, -সিত, -স্য।

উপাসনার্হ—পূজনীয় ; সেবনীয়। উপতৎ ; উপাসনা—অর্হ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উপাসনীয়—উপাস্য, পূজ্য। উপ—আস্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উপাসিকা—পূজারিণী, উপাসনাকারিণী। উপাসক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উপাসিত—পূজিত, আরাধিত ; শুশ্রূষিত ; উপকার-প্রত্যাশায় কৃতানুবর্তন। উপ—আস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপাসিতব্য—উপাসনীয়, পূজ্য। উপ—আস্+তব্য কর্ম। বিণ।

উপাসিতা (-তৃ)—উপাসক ; শুশ্রূষাকারী। উপ—আস্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

উপাসী—অনাহারী, অভুক্ত; অতৃপ্ত। <উপবাসী। বিণ।

উপাসীন—নিকটস্থিত, সমীপে উপবিষ্ট, সন্নিহিত। উপ—আস্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

উপাস্ত্র—অস্ত্রের উপকরণ; অপ্রধান অস্ত্র। উপমিত অস্ত্রসহ, বা, উপ (হীন) অস্ত্র, প্রাদি। বি; ক্লী।

উপাস্থি—দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থিতুল্য পদার্থ, cartilage. উপমিত অস্থিসহ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপাস্থিক—যাহার দেহের অভ্যন্তর অস্থিতুল্য পদার্থে পরিবৃত এরূপ মৎস্য বা তজ্জাতীয় প্রাণী (যথা—হাঙ্গর, বাইন মাছ)। উপাস্থি+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

উপাস্য—পূজ্য; সেব্য; উপকার-প্রত্যাশায় অনুবর্তনযোগ্য; যাহার তোষামোদ করা হয় এমন। উপ—আস্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -স্যা।

উপাস্যদেবতা—আরাধ্য দেবতা, ইষ্ট দেবতা। উপাস্যা দেবতা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উপাস্যমান—আরাধ্যমান; উপকার-প্রত্যাশায় যাহার অনুবর্তন করা হইতেছে এরূপ। উপ—আস্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

উপাহরণ—সংগ্রহ; কল্পনা। উপ—আ—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -হৃত।

উপাহার—জলযোগ, অল্প আহার। প্রাদি। বি; পুং।

উপাহিত—১। অগ্ন্যুৎপত্তি উল্কাপাত প্রঃ নৈসর্গিক উপদ্রব। উপস্থিত হয় অহিত যাহা হইতে, বহ। বি; পুং। ২। সংযোজিত, একত্রীকৃত; আরোপিত। উপ—আ—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপাহৃত—সংগৃহীত; সমীপে আনীত; অর্পিত; কল্পনায় স্থিরীকৃত, কল্পিত। উপ—আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপু—'উবু' দ্রঃ।

উপুড়, উবুড়—অধোমুখ, উলটানো। <অবমূর্ধা। বিণ।

উপুড়হস্ত—দানপরায়ণ। উপুড় হইয়াছে হস্ত যাহার, বহ। বাংপ্র। বিণ। **উপুড়হস্ত করা**—গৃহীত অর্থাদি ফেরত দেওয়া।

উপুসী, উপোসী—অনাহারী, অভুক্ত, যে খায় নাই এরূপ। <উপবাসী। বিণ।

উপেক্ষক—অবহেলক, উপেক্ষাকারী, উদাসীন। উপ—ঈক্ষ্ (দর্শন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষিকা।

উপেক্ষণ—১। রাজনীতিসম্মত উপায় বিঃ। উপ—ঈক্ষ্+অনট্ করণ। ২। অবহেলা; ত্যাগ। উপ—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপেক্ষণীয়, উপেক্ষ্য—উপেক্ষাযোগ্য; ত্যাজ্য। উপ—ঈক্ষ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উপেক্ষা—অনাদর, অবজ্ঞা, অবহেলা; গ্রাহ্য বা কর্তব্য বলিয়া গণ্য না করা; ঔদাসীন্য; অবহেলাসহ দর্শন; বিসর্জন; অস্বীকার; যে অবস্থায় মানুষ সুখদুঃখে সমভাব প্রাপ্ত হয় তাহা। উপ—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপেক্ষিত—অবহেলিত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত, অবধীরিত; অস্বীকৃত; বর্জিত, ত্যক্ত। উপ—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -ক্ষণ, -ক্ষা।

উপেক্ষ্য—'উপেক্ষণীয়' দ্রঃ।

উপেত—মিলিত; গত; অন্বিত, বিশিষ্ট, যুক্ত; সমৃদ্ধ; উপস্থিত; অধিগত, প্রাপ্ত; সংগত, নারীতে উপগত। উপ—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপেতা (-তৃ)—নিকটে গমনকারী; লাভকারী; সংগমকারী। উপ—ই+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

উপেন্দ্র—বিষ্ণু, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, বামনদেব [পৌরাণিকেরা বলেন,—বিষ্ণু ইন্দ্রলোকের উপরি আছেন বলিয়া তিনি উপেন্দ্র; অথবা, বামনাবতারে বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের পরে জন্মগ্রহণ করায় ইন্দ্র-কনিষ্ঠ বা উপেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হন]। উপগত ইন্দ্রকে, প্রাদি। বি; পুং। স্ত্রী, -ন্দ্রাণী।

উপেন্দ্রবজ্রা—(সংস্কৃত কাব্য) একাদশাক্ষর-পাদ সংস্কৃত ছন্দ বিঃ [প্রায় ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দের ন্যায়; বিশেষ এই যে, ইন্দ্রবজ্রায় প্রথম বর্ণ গুরু, কিন্তু ইহাতে প্রথম বর্ণ লঘু]। উপমিত ইন্দ্রবজ্রাসহ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপেয়—অধিগম্য, লভ্য; উপায়সাধ্য; অন্বেষণপূর্বক গম্য; রমণযোগ্য। উপ—ই+যৎ কর্ম। বিণ।

উপোঢ়—১। বিবাহিত; প্রত্যাসন্ন; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সমীপে আনীত; উদ্ঘাটিত; ধৃত। উপ—বহ্+ক্ত কর্ম। বিণ ২। সৈন্যনিবেশ, ব্যূহ; নিকট। উপ—বহ্+ক্ত অধি। বি; ক্লী।

উপোদ্‌ঘাত—আরম্ভ; প্রস্তাবনা, ভূমিকা; উদাহরণ, দৃষ্টান্ত; গ্রন্থসংগতি বিঃ; প্রকরণের বিষয়বস্তুর সিদ্ধির জন্য চিন্তা। উপ—উৎ—হন্+ঘঞ্ ভাব ('হন্'-স্থানে 'ঘাত')। বি; পুং।

উপোষ, -ষণ—উপবাস, অনাহার। উপ—উষ্+ক ঘঞর্থে, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী। বিণ, -ষিত।

উপোষিত—উপবাসী। উপ—বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—উপোষ।

উপোপ্য—অনপদে বাপনীয় ('— তিথি')। উপ—উষ্+ণ্যৎ অধি। বিণ।

উপোস—'উপাস' দ্রঃ।

উপোসী—'উপুসী' দ্রঃ।

উপ্ত—কৃতবপন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; নিক্ষিপ্ত। বপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপ্তি—বপন, বোনা। বপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপ্য—বপনীয়। বপ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

উফড়ানো—১। উৎপাটন; বিদারণ। বি। ২। উৎপাটন করা; বিদীর্ণ হওয়া; বিদীর্ণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উফড়ানো—উৎপাটন করা; বিদীর্ণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]

উফরি-ঝাঁপরি—ক্রমাগত; উপর্যুপরি। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

উবরানো—অধিক হওয়া, উদ্বৃত্ত হওয়া; এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে রাখা। <উদ্বর্তন। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

উবা—(কর্পূরাদির) উড়িয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া। <'উৎ—বা' ধাতু। বাংপ্র। ক্রি।

উবু, উপু—১। পদের উপর ভর দিয়া উপবেশন, মাটিতে পা দুইটি মাত্র রাখিয়া শূন্যে বসা। বি। ২। পদের উপর ভর দিয়া উপবিষ্ট, উন্নত। প্রাদে। বিণ। **উবুডুবু করা**—হাবুডুবু খাওয়া।

উবুড়—'উপুড়' দ্রঃ।

উভ—১। উভয়, যুগল, দুইজন। উভ্ (পরিপূর্ণ করা)+অচ্ কর্তৃ। সর্ব। ২। উন্নত; উচ্চ; খাড়া; উত্তোলিত, উত্তত; অতি ক্রুদ্ধ। <ঊর্ধ্ব। বিণ।

উভচর—যাহারা জল ও স্থল উভয়স্থানেই বিচরণ করে এরূপ, amphibious. উপতৎ; উভ—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চরী।

উভয়—দুই জন, দুই। উভ+অয়ট্ অবয়বার্থে। সর্ব; বিণ।

উভয়তঃ (-তস্), (>-য়ত)—দুই দিকে, দুই পক্ষে; দুই দিক্ হইতে। উভয়+তস্ (৫মী বা ৭মী-স্থানে)। অ।

উভয়তোমুখ—দুই দিকে মুখবিশিষ্ট, দ্বিমুখ; যে দুই দিকে দেখে এমন। উভয়তঃ মুখ যাহার, বহ। বিণ। স্ত্রী, -মুখী, -মুখা।

উভয়ত্র—দুই স্থানে, দুই দিকে; দুই লোক। উভয়+ত্রল্ (৭মী-স্থানে)। অ।

উভয়থা—দুই প্রকারে। উভয়+থাচ্ প্রকারার্থে। অ।

উভয়পদী (-দিন্)—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) আত্মনেপদপরস্মৈপদযুক্ত। উভয়পদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -পদিনী।

উভয়বিধ—দুইপ্রকারই। উভয় বিধা যাহার, বহ। বিণ।

উভয়সংক(ঙ্ক)ট—দুই দিকেই বিপত্তি, দুইটি বিষয়ের যে কোনও একটি অবলম্বনে বিপদ্, dilemma. ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

উত্তরড়ে—অতি দ্রুতবেগে, অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে। <উত্তরয়। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

উত্তরায়—উচ্চৈঃশব্দে, চিৎকারপূর্বক। উত্ত (পূর্ণ, উচ্চ)+রা ('রব'-শব্দজ), ক্রিয়াবিশেষণে 'য়' হইয়াছে। <উত্তরবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

উত্তরোল—উচ্চশব্দ; অতিশয় কোলাহল: সম্পূর্ণরূপে অনাদর-প্রকাশ, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করা। <উত্তরোড়। বি।

উ ত্ত লি ঙ্গ—স্ত্রী-পুং-স্বভাববিশিষ্ট; (প্রাণিবিদ্যা) (কেঁচো প্রঃ) যাহারা একদেহে দুইপ্রকার জননযন্ত্রই ধারণ করে এমন; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহার পুংকেশর এবং গর্ভকেশর দুইই আছে এমন ('— ফুল'), bi-sexual, hermaphrodite. উভ (দুই) লিঙ্গ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বিণ।

উম—১। উষ্ণতা, তাপ। বি। ২। গরম। <উষ্ম। প্রাদে। বিণ। **উম দেওয়া, উমে বসা**—ডিমে তা দেওয়া।

উমর, উম্মির—বয়স। <আ 'ওমর্'। বি।

উমরভোর, উম্মিরভোর—সমস্ত জীবনকাল ধরিয়া, যাবজ্জীবন। আ-মূ। ক্রি-বিণ।

উমরা, উমরাহ্—ধনী, বড়মানুষ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আ। বি।

উমা—১। পার্বতী, দুর্গা [মেনকা বা মেনা পিতৃগণের মানসী কন্যা এবং হিমালয়ের পত্নী। তাঁহার গর্ভে হিমালয়ের তিন কন্যা হয়;—অপর্ণা, একপর্ণা ও একপাটলা। তাঁহারা সকলেই কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যাকালে প্রথমকন্যা পর্ণাদি কিছুমাত্র আহার করিতেন না বলিয়া ইহার অপর্ণা নাম হয়। ইনি যখন কঠোর তপস্যায় নিমগ্না সেই সময় মাতা ইঁহাকে 'উমা' (উ=হে বৎসে; মা=না—তপস্যা করিও না) শব্দ দ্বারা তপস্যা করিতে নিষেধ করায় ইনি উমা নাম প্রাপ্ত হন]। উ-এর (অর্থাৎ শিবের) মা (লক্ষ্মী), ৬ষ্ঠীতৎ। ["উ-শব্দে বুঝহ শিব মা-শব্দে শ্রী তাঁর। বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার।"—ভারত]; অথবা, উ (হে)+মা (না—তপস্যা করিও না); অথবা, উ (শিবকে)—মা (পতিরূপে বরণ করা)+ক কর্তৃ+আপ্। ২। মসিনা; হরিদ্রা; যশঃ, কীর্তি; শ্রী, কান্তি; শান্তি। বে (বস্ত্রাদি বুনা)+মক্ কর্ম+আপ্; অথবা মা (পরিমাণ করা বা দীপ্তি পাওয়া)+কিপ্ কর্তৃ (আদিতে উ আগম)। বি; স্ত্রী।

উমান—পরিমাণ; গাম্ভীর্য। <উন্মান। বি।

উমানো—১। উষ্ণীকরণ, তপ্তকরণ, তাপ দেওয়া। <উষ্ণাপন। বি। ২। পরিমাণ করা; তাতানো, গরম করা। প্রা কপ্র। ক্রি [. বি, বিণ]।

উমাস্মি—উয়ানি, একপ্রকার ক্ষুদ্র মশক। প্রাদে। বি।

উমাপতি—মহাদেব, শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উম্মিদ—আশা, আকাঙ্ক্ষা; প্রার্থনা। ফা-মূ। বি।

উম্মির—'উমর' দ্রঃ।

উম্মিরভোর—'উমরভোর' দ্রঃ।

উমেদ—উম্মিদ, আশা, আকাঙ্ক্ষা; প্রার্থনা। <ফা 'উম্মেদ'। বি।

উমেদার—প্রত্যাশাকারী, আকাঙ্ক্ষী; উপকার-প্রত্যাশায় অন্যের উপাসনাকারী; কর্মপ্রার্থী। <ফা 'উমেদ্‌বার'। বি।

উমেদারি—আশাপোষণ; প্রার্থনা; কর্মপ্রাপ্তির চেষ্টা, চাকরির জন্য অন্যের তোষামোদ; প্রার্থিত দ্রব্যলাভের জন্য চেষ্টা। উমেদার+ই ভাবে। ফা-মূ। বি।

উমেশ—উমানাথ, মহাদেব। উমার ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উয়, উয়হ—আবির্ভূত হও। কপ্র। ক্রি।

উরঃ (-উরস্), (>**উর**)—১। বক্ষঃস্থল, হৃদয়। বি; ক্লী। বিণ—**ঔরস**। ২। প্রধান; উত্তম। ঋ (গমন করা, পাওয়া)+অস্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

উরঃফলক—(শারীরবিদ্যা) বক্ষোপঞ্জরের সম্মুখাংশ, কণ্ঠ হইতে উপরপেট পর্যন্ত দীর্ঘ যে অস্থিখণ্ডের উভয় পার্শ্বে পঞ্জরাস্থিগুলি সন্নিবেশিত তাহা, sternum. উরের (উরস্ শব্দ) ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

উরঃস্থল—বক্ষঃস্থল, বুক। উরঃই স্থল, কর্মধা। বি; ক্লী।

উরগ, উরংগ(ঙ্গ), উরংগ(ঙ্গ)ম—ভুজঙ্গ, সাপ; অশ্লেষা নক্ষত্র। উরস্ (বক্ষঃ)—গম্+ড, (ড) খচ্ (নিপা), খচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

উরত—উরুত, উরু। <উরু। বি।

উরভ্র—১। মেষ; মেষ; দৈত্য বিঃ; (লাক্ষণিক অর্থে) মেষজাত কম্বলাদি; মেষমাংস। উরু—ভ্রম্+ড কর্তৃ (নিপা উ-কার লোপ)। বি; পুং। ২। শুষ্কমূর্তি। বিণ।

উরশ্ছদ—বর্ম, সাঁজোয়া। উরস্ (বক্ষঃ)—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণ। বি; পুং।

উরস—বক্ষঃস্থল, বুক। <উরস্। বি।

উরসিজ, উরোজ—স্ত্রীপয়োধর, কুচ, স্তন। অলুক্ উপতৎ; উরসি (বক্ষে)—জন্+ড কর্তৃ (বিকল্পে সপ্তমী বিভক্তির লোপ)। বি; পুং।

উরস্ত্র—কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া, অস্ত্রবারণার্থ অঙ্গাবরণ। উপতৎ; উরস্—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

উরস্ত্রাণ—বক্ষঃস্থলের আবরণ, বর্ম, সাঁজোয়া। উরস্—ত্রৈ+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

উরস্থল—বক্ষঃস্থল। উরঃই স্থল, কর্মধা। বি; ক্লী।

উরস্বান্ (উরস্বৎ)—বিস্তৃত-বক্ষঃস্থল-বিশিষ্ট, বিশালবক্ষাঃ। উরস্+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্বতী**।

উরা—উদিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

উরি—আবির্ভূত হইয়া, আসিয়া ("উরি দাসে দেহ পদছায়া"—মাইকেল)। কপ্র। অস-ক্রি।

উরু—১। বিশাল, মহৎ; [illegible]; প্রচুর; প্রবল; উত্তম। ঊর্ণু (আচ্ছাদন করা)+কু কর্তৃ (নিপা)। বিণ। স্ত্রী—**উরু, উর্বী**। ২। চাক্ষুষ মনুর দশ পুত্রের অন্যতম। বি; [illegible]।

উরুক্রম—বিষ্ণু; বামনদেব। উরু (মহান্) ক্রম (বিক্রম বা পাদক্ষেপ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

উরুত, উরূত—উরু। <উরু। বি।

উরুমাল—রুমাল; ঘোড়ার পা বাঁধিবার চামড়া। প্রা কপ্র। বি।

উরোগামী (-গামিন্)—বক্ষঃস্থলসাহায্যে গমনকারী, সরীসৃপ। উপতৎ; উরস্—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-গামিণী, -গামিনী**।

উরোজ—'উরসিজ' দ্রঃ।

উর্ণনাভ—লূতা, মর্কটক, মাকড়সা। ঊর্ণা (সূত্র) নাভিতে যাহার, বহু+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

উর্ণা—মেষাদির লোম, পশুলোম; ললাটস্থ লোমসমূহাত্মক চিহ্ন বিঃ। ঊর্ণু+ড করণ+আপ্ (আত্মস্বর হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

উর্দি—রাজসেবকাদির চিহ্ন বিঃ, কর্মচারীর নির্দিষ্ট পোশাক; প্রহরী প্রঃর জামা, uniform. তু। বি।

উর্দু—ভাষা বিঃ, হিন্দুস্তানী হিন্দী ফারসী ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা। তু। বি।

উর্দুনবিস—যে উর্দুভাষা ভাল জানে; উর্দু রচনায় অভিজ্ঞ। তু-মূ। বি বা বিণ।

উর্দুবাজার—সেনানিবাসের মধ্যস্থিত বাজার। তু 'উর্দু'+ফা 'বাজার'। বি।

উর্ব(র্ব্ব)র—বৃক্ষলতাদি উৎপাদন করিবার উপযুক্ত সমধিক শক্তিবিশিষ্ট, সর্বশস্যোৎপাদক ('— ভূমি', '— ক্ষেত্র')। উরু—ঋ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-রতা**।

উ র্ব (র্ব্ব) রা—শস্যোৎপাদন-শক্তিবিশিষ্টা, সর্বশস্যসম্পন্না। উর্বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উর্বশী—অপ্সরা বা স্বর্গ-বেশ্যা বিঃ। উরু (মহৎ)—অশ্ (বশীভূত করা)+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উর্বী(র্ব্বী)—১। পৃথিবী, পৃথ্বী। বি ; স্ত্রী। ২। অতিবিপুলা ; মহতী। উরু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উল—পশুলোম, পশম। <ইং 'wool'. বি।

উলকি—গায়ে সূচীবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্র, tatoo. <অলংক্রিয়া। বি।

উলঙ্গ—বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন ; অনাবৃত ; নিষ্কোষিত ; সরল ও বীর্যবন্ত ; ভাবুকতা-বর্জিত। <উলগ্ন। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গিনী।

উলঙ্গা—উন্মুক্ত করা ; কোষমুক্ত করা ; অনাবৃত করা ; উলঙ্গ করা ("জয়রাম নাদে রথী উলঙ্গিল অসি"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি।

উলঙ্গিনী—বিবস্ত্রা, দিগম্বরা। উলঙ্গ+ইনী। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

উলট—বিপর্যস্ত, ব্যস্ত ; বিপরীত ভাব-প্রাপ্ত ; উলটা, অধোমুখ। <উল্লোঠ। প্রা কপ্র। বিণ।

উলট-কম্বল—একপ্রকার ঔষধবৃক্ষ। বাংপ্র। বি।

উলট-পালট—১। সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত, অত্যন্ত বিপর্যস্ত, উলটানো-পালটানো। বিণ। ২। বিশৃঙ্খলা ; পরিবর্তন ; ব্যতিক্রম, ঘোরা-ফেরা ; গোলমাল। বাংপ্র। বি।

উলটল—উলটাইয়া গেল ; পরিবর্তিত হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উলটা—বিপরীত ; বিরুদ্ধ, অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ; যাহা সোজা নহে এরূপ। বিণ। **উলটা পিঠ**—ভিতর দিক ; পত্রাদির নীচের দিক। **উলটা বিচার**—ন্যায়বিরুদ্ধ বিচার। **উলটা রথ**—জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। **উলটা রীতি**—ভিন্ন প্রথা।

উলটানো, উলটনো—বিপর্যস্ত করা, অধোমুখ করা ; উবুড় করা ; ঘুরাইয়া দেওয়া ; পৃষ্ঠ পরিবর্তন করা। <উলুণ্ঠন। ক্রি [,বি, বিণ]।

উলটা-পালটা—গোলমেলে ; উলটপালট। বাংপ্র। বিণ।

উলটাবুঝা—১। যে ভুল বুঝে এমন। বহু। বাংপ্র। বিণ। ২। ভ্রান্ত ধারণা। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উলটি—বিপরীত দিকে মুখ করিয়া, ঘুরিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

উলমা, উলেমা—মুসলমান অধ্যাপক বা পণ্ডিতমণ্ডলী। <আ 'ইল্ম্'। বি।

উলস—পুলক। <উল্লাস। বি।

উলসা—উলসিত হওয়া, হৃষ্ট হওয়া ; ব্যাকুল হওয়া। কপ্র। ক্রি। **গা উলসে ওঠা**—রোমাঞ্চ হওয়া।

উলসিত—হৃষ্ট, আনন্দিত, প্রফুল্ল। <উল্লসিত। কপ্র। বিণ।

উলসুতা—পশমের সুতা। উল (wool)-নামক সুতা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উলা—অবতরণ করা, নামা। কপ্র। ক্রি।

উলানো—নামানো। কপ্র। ক্রি [,বি, বিণ]।

উলু—১। স্ত্রীলোকগণের উচ্চারিত মাঙ্গলিক শব্দ। <উলুলু। ২। একপ্রকার তৃণ। বাংপ্র। বি।

উলুই—১। লক্ষ্মীছাড়া, অভাগা অপবাদী। বিণ। ২। উলুধ্বনি ; ঢোড়া সাপের অনু-কার শব্দ। প্রাদে। বি।

উলুখড়, -ছন—তৃণ বিঃ, ঘর ছাইবার জন্য একপ্রকার খড়। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উলুখাগড়া—উলুখড় ও নল ; যাহা সহজে ভাঙ্গা যায় ; অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ; গরিব লোক ; নিরীহ প্রজা, নিরীহ লোক ('রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়')। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

উলূক—১। পেচক। বি ; পুং। স্ত্রী, -কী। ২। ইন্দ্র ; দুর্যোধন-মাতুল শকুনির পুত্র। বি ; পুং। ৩। উলুখড়। বল্+উক কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। ৪। দেশ বিঃ। বল্+উক অধি। বি ; পুং।

উলুলু—মাঙ্গলিক ধ্বনি বিঃ, উলুধ্বনি। 'উরু' শব্দের দ্বিত্ব নিপা (র-স্থানে ল)। বি ; পুং।

উলেমা—'উলমা' দ্রঃ।

উলো—গো-শকটের চক্রমধ্যস্থ গোলাকার কাঠের মুখলগ্ন লৌহবলয়। প্রাদে। বি।

উল্কা—আকাশে ভ্রাম্যমাণ জ্বলন্ত লৌহপ্রস্তর, meteor ; স্ফুলিঙ্গ ; অগ্নিশিখা, অগ্নিকণা ; মশাল। উষ্ (দাহ করা)+ক কর্তৃ+স্ত্রী আপ্ (ষ-স্থানে ল)। বি ; স্ত্রী।

উল্কাপাত—আকাশ হইতে উল্কার পৃথিবীতে পতন, তারা খসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উল্কাপিণ্ড—আকাশচারী জ্যোতিঃপদার্থ বিঃ, গোলাকার উল্কাখণ্ড। উল্কা পিণ্ডপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

উল্কাপ্রস্তর—উল্কাখণ্ড, আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তর। কর্মধা। বি ; পুং।

উল্কাবাহী (-হিন্)—উল্কাধারী, মশাল-বাহক। উপতৎ ; উল্কা—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উল্কাবেগে—অতি তীব্র বেগে। উল্কার ন্যায় বেগ যাহাতে, বহু, সেরূপে। ক্রি-বিণ।

উল্কামুখী—রাত্রিকালে মুখব্যাদান করিলে যে শৃগালীর মুখে অগ্নিবৎ উজ্জ্বল পদার্থ লক্ষিত হয় সেই শৃগালী, খেঁকশিয়ালী ; আলেয়া ; ক্রোধহেতু যে স্ত্রীলোকের মুখ সর্বদা রক্তবর্ণ থাকে সেই স্ত্রীলোক, সদা-কোপনা নারী। উল্কা মুখে যাহার, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উল্কি—উলকি (তাহা দ্রঃ)।

উল্টা—উলটা (তাহা দ্রঃ)।

উল্টানো, উল্টনো—উলটানো (তাহা দ্রঃ)।

উল্টাপাল্টা—উলটা-পালটা (তাহা দ্রঃ)।

উল্টাবুঝা—উলটাবুঝ (তাহা দ্রঃ)।

উল্লঙ্ঘন—লঙ্ঘন, বিরুদ্ধাচরণ ; অতিক্রম ; লম্ফ দিয়া পার হওয়া, লাফানো, নিয়ম ভঙ্গ করা। উৎ—লন্ঘ্ (লঙ্ঘন করা) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লঙ্ঘনীয়, -ঙ্ঘ্য—লম্ফ দিয়া পার হইবার যোগ্য, উল্লম্ফনীয় ; অতিক্রমণীয়, যাহাকে অতিক্রম করা উচিত বা করা যাইতে পারে এরূপ। উৎ—লন্ঘ্ (লঙ্ঘন করা)+ অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উল্লঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত। উৎ—লন্ঘ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -ঙ্ঘন।

উল্লম্ফ, -ম্ফন—লম্ফ দিয়া পার হওয়া, লাফানো ; অতিক্রম-করণ। উৎ (ঊর্ধ্বে)—লম্ফ্ (গমন করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী। বিণ, -ম্ফ্য, -ম্ফনীয়।

উল্লম্ফনীয়—উল্লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়। উৎ—লম্ফ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উল্লম্ব—খাড়া ; ঊর্ধ্বাধোভাবে অবস্থিত, vertical. উৎ—লম্ব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উল্ললিত—আন্দোলিত, চলিত, কম্পমান ; তরঙ্গায়িত ; তরলিত ; চঞ্চল, ব্যাকুলিত। উৎ (অতিশয়)-লল্ (কাঁপা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -লন।

উল্লসন—হর্ষ ; রোমাঞ্চ। উৎ—লস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লসিত—আনন্দিত ; রোমাঞ্চিত ; শোভিত ; উজ্জ্বল ; স্ফুরিত, প্রকাশিত ; উদগত, উত্থিত। উৎ—লস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উল্লা—কেলি, সহবাস। প্রা কপ্র। বি।

উল্লাস—হর্ষ ; সোহাগ ; প্রকাশ ; দীপ্তি ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ; বৃদ্ধি ; উত্তোলন। উৎ—লস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উল্লাসিত—১। হর্ষিত ; নন্দিত, যাহার আনন্দ জন্মানো হইয়াছে এরূপ। উৎ—লস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। হৃষ্ট, আনন্দিত, হর্ষযুক্ত। উল্লাস+ইত জাতার্থে। বিণ।

উল্লাসী (-সিন্)—উল্লাসযুক্ত ; দীপ্তিময়। উল্লাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -সিনী। বি, -সিতা।

উল্লিখিত—উপরে লিখিত ; পূর্বে লিখিত ; যে বিষয়ের পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এমন ; কথিত, উক্ত ; নির্দিষ্ট ; কীর্তিত ; চিত্রিত ;

উৎক্ষিপ্ত ; উৎকীর্ণ ; চাঁচা, ছোলা। উৎ—লিখ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উল্লুক—লেজহীন দীর্ঘবাহু কৃষ্ণবর্ণ বানরজাতীয় পশু বিঃ, gibbon ; নির্বোধ ব্যক্তি (গালি)। বাংপ্র। বি।

উল্লুঞ্চন—উত্তোলন ; উপড়ানো ; দূরীকরণ। উৎ (ঊর্ধ্ব)—লুন্চ্ (উত্তোলন করা, তোলা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লুণ্ঠ, -ণ্ঠন—উলটানো পালটানো, উলটপালট করা ; বিদ্রূপ ; ভূমিতে লুণ্ঠিত হওয়া ; লুঠ করা। উৎ—লুঠ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী। বিণ—**উল্লুণ্ঠিত**।

উল্লেখ—পূর্বে কথন ; প্রসঙ্গক্রমে কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্তি ; বর্ণন ; খনন ; অর্থালংকার বিঃ [এক বস্তুর অনেকপ্রকারে উল্লেখ হইলে, তাহাকে 'উল্লেখ' অলংকার বলে। গ্রহীতার এবং বিষয়ের ভেদানুসারে ইহা দুইপ্রকার। উদাহরণ,—গ্রহীতৃভেদ হেতু—

"ওহে কৃষ্ণ, প্রিয় তোমা বলে গোপীগণ,
শিশু তুমি নন্দ আদি বৃদ্ধগণ কাছে,
দেবে বলে অধীশ্বর, ভক্তে নারায়ণ,
যোগী বলে ব্রহ্ম, তব সম কেবা আছে ?"

এখানে একই কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উল্লেখ করায় উল্লেখালংকার হইল। বিষয়ভেদ হেতু—

"গাম্ভীর্যে সমুদ্র তুমি, গৌরবে ভূধর,
দানে তুমি কল্পতরু, ওহে নরেশ্বর।"

এখানে একই নরপতিকে সমুদ্র ইঃ রূপে বিভিন্ন প্রকারে উল্লেখ করায় উল্লেখালংকার হইল]। উৎ—লিখ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উল্লেখন—খনন ; বমন ; নির্দেশ ; কথন ; চাঁচা, কোঁদা। উৎ—লিখ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লেখনীয়, উল্লেখ্য—উল্লেখযোগ্য, কথনীয়, নির্দেশ্য। উৎ—লিখ্ + অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উল্লেখযোগ্য—উল্লেখনীয়, বক্তব্য, বর্ণনীয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

উল্লোল—১। কল্লোল, বড় ঢেউ ; প্রবল আন্দোলন। বি ; পুং। ২। দোদুল্যমান, যাহা দুলিতেছে এরূপ ; উত্তুঙ্গ ; প্রচণ্ড ; অস্থির ; চঞ্চল। উৎ—লোড়্ + অচ্ কর্তৃ (ড-স্থানে ল)। বিণ।

উশতী, উষতী—অকল্যাণকর বাক্য, অমঙ্গলবাক্য। বশ্, উষ্ + শতৃ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উশনা (-নস্), (>শনা)—শুক্রাচার্য ; শুক্রগ্রহ। বশ্ + কনসি কর্তৃ। বি ; পুং।

উশী—ইচ্ছা। বশ্ + ঈক্ ভাব, সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী। বিণ—**উশীর, ঔশিক**।

উশীনর—চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ। উশীপূরক নর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। বিণ—**ঔশীনর**।

উশীর—বীরণমূল, বেণার মূল, গন্ধতৃণ বিঃর মূল, খশখশ। বশ্ (ইচ্ছা করা) + ঈরক্ কর্ম, স্বার্থে। বি ; পুং বা ক্লী।

উশীরস্তম্ব—বীরণমূলগুচ্ছ, বেণামূলের গোছা, খশখশের গোছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উশো—পঃ স্তারা ইঃ সমান করিবার কাঠের যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি। **উশো মারা**—উশো বুলাইয়া সমান করা।

উষ—১। প্রভাত, রাত্রিশেষ ; দিন ; গুগ্গুল ; ক্ষারমৃত্তিকা। উষ্ + ক কর্তৃ। ২। দাহ। উষ্ + ক ঘঞর্থে ভাব। বি ; পুং। ৩। কামুক। উষ্ (দাহ করা) + ক কর্ম। বিণ।

উষঃ (উষস্), (>উষ)—প্রভাত ; পঞ্চাষ্ট ঘটিকার বেশী সময়। উষ্ + অসিক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

উষণ—মরিচ ; পিপুল, শুঁঠ ; চই। উষ্ + অন (ক্যন্) কর্তৃ। বি ; ক্লী।

উষতী—'উশতী' দ্রঃ।

উষপ—সূর্য ; অগ্নি। উপপতৎ ; উষ (দিন)—পা + ক কর্তৃ। বি ; পুং।

উষর্বুধ—অগ্নি ; রাংচিতা। উষস্—বুধ্ + ক কর্ম। বি ; পুং।

উষসি—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

উষসী—১। সন্ধ্যাকাল। উষ (দিন)—সো (শেষ করা) + ক কর্তৃ + ঈপ্। ২। উষাকাল। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। ৩। প্রভাতী, উষারাগরঞ্জিতা ; সুন্দরী। কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

উষা—১। প্রভাত ; ব্রাহ্মমুহূর্ত ; অরুণোদয়ের পূর্বকাল ; গাভী ; রাত্রি। উষ্ + ক কর্তৃ + আপ্। ২। ভবনামক রুদ্রের পত্নী ; অসুররাজ বাণের কন্যা ; সংগীতশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারিণী জনৈকা কলাবতী রমণী ; বেদোক্তা দেবী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

উষাকল—কুক্কুট, মোরগ। উষার কল (শব্দ) যাহার, বহু। বি ; পুং

উষাপতি, -রমণ—অনিরুদ্ধ (প্রদ্যুম্নের পুত্র, কৃষ্ণের পৌত্র)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

উষাপান—ভোরবেলায় খালি পেটে জল পান। ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

উষিত—১। পর্যুষিত, বাসী ; দগ্ধ। উষ্ + ক্ত কর্ম। ২। ত্বরিত ; স্থিত ; নিবিষ্ট ; কৃতবাস, যে বাস করিয়াছে এরূপ। বস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**বাস**।

উষ্খুষ্—চাঞ্চল্য ; অসাময়িক অধীরতা। প্রাদে। বি।

উষীর—বীরণমূল, বেণার মূল। উষ্ + ঈরক্ কর্ম। বি ; পুং বা ক্লী।

উষ্ক-খুষ্ক—রুক্ষ ; শুষ্ক ; মলিন ; অবিন্যস্ত ('— চুল')। বাংপ্র। বিণ।

উষ্ট্র—পশু বিঃ, উট। উষ্ + ষ্ট্রন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। স্ত্রী—**উষ্ট্রী**।

উষ্ট্রকণ্টকভোজন-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [উষ্ট্র যেমন কাঁটা গাছের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কিঞ্চিৎ সুখজনক সেই গাছের পাতা ভক্ষণ করে, লোকেও সেইরূপ সাংসারিক কিঞ্চিৎ সুখের জন্য সময় সময় নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে]। উষ্ট্রের কণ্টকভোজন, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

উষ্ট্রক্রোশী (-ক্রোশিন্)—উষ্ট্রবৎ উচ্চচিৎকারকারী। উষ্ট্র—ক্রুশ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**ক্রোশিনী**।

উষ্ট্রগ্রীব—১। উষ্ট্রের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, যাহার ঘাড় উটের মত লম্বা এরূপ। উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ। ২। ভগন্দররোগী। উষ্ট্রগ্রীবা + অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

উষ্ট্রপক্ষী (-পক্ষিন্)—মরুভূমিচারী পক্ষী বিঃ ; উটপক্ষী, ostrich. উষ্ট্রাকার পক্ষী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। স্ত্রী, -**পক্ষিণী**।

উষ্ট্রযান—উষ্ট্রবাহিত শকট, উটের গাড়ি। উষ্ট্রবাহিত যান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

উষ্ট্রারূঢ়—উষ্ট্রের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট, যে উটে চড়িয়াছে এরূপ। উষ্ট্রকে বা উষ্ট্রে আরূঢ়, ২য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

উষ্ট্রিকা—১। মৃন্ময় মদ্যভাণ্ড। উষ্ট্র + ইক সদৃশার্থে + আপ্। ২। উষ্ট্রী। উষ্ট্র + কন্ স্বার্থে + আপ্ (অক-স্থানে ইক)। বি ; স্ত্রী।

উষ্ট্রী—স্ত্রী উট, মেয়ে-উট ; মৃন্ময় মদ্যভাণ্ড। উষ্ট্র + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উষ্ণ—১। গ্রীষ্মকাল ; রৌদ্র ; তাপ ; উষ্মা ; পলাণ্ডু। বি ; পুং। ২। তপ্ত ; তীব্র ; তৎপর, দক্ষ ; ক্রুদ্ধ। উষ্ + নক কর্তৃ। বিণ। বি—**উষ্মা, উষ্ণতা**।

উষ্ণক—১। অনলস ; ক্ষিপ্রকারী ; চতুর ; প্রগণ্ড ; উষ্ণ ; দক্ষ। উষ্ণ + কন্ [illegible] কার্য করে অর্থে। ২। উষ্ণতাসাধক, যে গরম করিয়া দেয় এমন ; উত্তেজক। বিণ। স্ত্রী—**উষ্ণিকা**। ৩। জ্বর ; গ্রীষ্মকাল ; উষ্মা ; পলাণ্ডু ; আতপ। উষ্ণ + ণিচ্ (—উষ্ণি নামধাতু) + ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

উষ্ণকটিবন্ধ—কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির অন্তর্বর্তী ভূভাগ, torrid zone. উষ্ণ কটিবন্ধ, কর্মধা। বি ; পুং।

উষ্ণকর—১। সূর্যদেব। উষ্ণ কর (কিরণ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং। ২। উষ্ণকারক। উপপতৎ ; উষ্ণ—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**করী**।

উষ্ণকাল—গ্রীষ্ম ঋতু। কর্মধা। বি ; পুং।

উষ্ণতা—উষ্ণত্ব, গরমভাব ; প্রখরতা ;

তীব্রতা; তাপের পরিমাণ, temperature. উষ্ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
উষ্ণনদী—বৈতরণী নদী। উষ্ণা নদী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
উষ্ণপ্রধান—গ্রীষ্মবহুল, যে স্থানে গরম বেশী এমন। উষ্ণ প্রধান যেখানে, বহু। বিণ।
উষ্ণপ্রস্রবণ—যেস্থানে ভূগর্ভ হইতে অনবরত উষ্ণ জল নির্গত হয় তাহা, গরম জলের ফোয়ারা, hot spring. কর্মধা। বি; স্ত্রী।
উষ্ণবারণ—ছত্র, ছাতা। উষ্ণের (রৌদ্রের) বারণ হয় যদ্দারা, বহু। বি; স্ত্রী।
উষ্ণবীর্য(র্য্য)—১। শুশুক। বি; পুং। ২। উগ্রবীর্য; অতিশয় তেজোযুক্ত; উত্তেজক; গরম; তীক্ষ্ণ উষ্ণ বীর্য (শৌর্য) যাহার, বহু। বিণ। ৩। প্রখর তেজ; তীব্রতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
উষ্ণমণ্ডল—উষ্ণকটিবন্ধ (তাহা দ্রঃ)।
উষ্ণরশ্মি, উষ্ণাংশু—সূর্য; আকন্দগাছ। উষ্ণ রশ্মি, অংশু যাহার, বহু। বি; পুং।
উষ্ণা—১। যক্ষ্মারোগ; সন্তাপ; পিত্ত। উষ্‌+নক্‌ কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। উত্তপ্তা, অশীতলা ইঃ। উষ্ণ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।
উষ্ণাংশু—'উষ্ণরশ্মি' দ্রঃ।
উষ্ণাগম, -ভিগম—১। গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের আগম, অভিগম হয় যাহাতে, বহু। ২। গরম পড়া। উষ্ণের আগম, অভিগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
উষ্ণালু—উত্তাপসহনে অক্ষম; রৌদ্রক্লিষ্ট; শৈত্যপ্রিয়। উষ্ণ—আ—লা+ডু কর্তৃ। বিণ।
উষ্ণাসহ—১। অসহ্যভাবে উষ্ণ। উষ্ণ—নঞ্‌—সহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ। ২। হেমন্তকাল। উষ্ণ—আ—সহ্‌+অচ্‌ অধি। বি; পুং।
উষ্ণিক্‌ (উষ্ণিহ্‌)—শিরোবেষ্টন, পাগড়ি; সপ্তাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। উৎ—স্নিহ্‌+ক্বিন্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।
উষ্ণিকা—যবমণ্ড, যাউ। অল্প অল্প ইহাতে এই অর্থে অল্প+কন্‌+স্ত্রী আপ্‌ (অল্প-স্থানে উষ্ণ)। বি; স্ত্রী।
উষ্ণিমা (-মন্‌)—উষ্ণভাব, তাপ। উষ্ণ+ইমন্‌ ভাবার্থে। বি; পুং।
উষ্ণীষ—শিরোবেষ্টন, পাগড়ি; মুকুট, কিরীট; বিশেষ চিহ্ন। উপতৎ; উষ্ণ—ঈষ্‌+ক কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।
উষ্ণীষধারী (-ধারিন্‌)—উষ্ণীষ ধারণকারী, যাহার মাথায় পাগড়ি আছে এরূপ। উপতৎ; উষ্ণীষ—ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধারিণী।
উষ্ণীষী (-ষিন্‌)—উষ্ণীষধারী, যাহার মাথায় পাগড়ি আছে এরূপ। উষ্ণীষ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষিণী।
উষ্ণোদক—গরম জল। উষ্ণ উদক, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
উষ্ণোপগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের উপগম হয় যাহাতে, বহু। বি; পুং।
উষ্ম, উষ্মা (উষ্মন্‌)—১। গ্রীষ্মকাল; উত্তাপ; তীব্রতা; কোপ, ক্রোধ; বিরক্তি; শ ষ স হ—এই চারি বর্ণ। উষ্‌ (দাহ করা)+মক্‌ কর্তৃ, মন্‌ অধি। বি; পুং। ২। উত্তপ্ত; ক্রুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।
উষ্মক—গ্রীষ্মকাল। উষ্ম+কন্‌ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। বিণ, -কীয়।
উষ্মপ—পিতৃপুরুষ বিঃ (বহুবচনান্ত); উষ্মপানকর্তা তপস্বী বিঃ। উপতৎ; উষ্ম—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।
উষ্মবর্ণ—বায়ুপ্রধান বর্ণ, যে-সকল বর্ণের উচ্চারণে বিশেষরূপে বায়ুর সাহায্য আবশ্যক এরূপ বর্ণ, শ ষ স হ—এই চারিটি বর্ণ, aspirants. উষ্মপ্রধান বর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
উষ্মভাঃ (-ভাস্‌), (>**উষ্মভা**)—সূর্য। উষ্মকর ভাঃ (দীপ্তি) যাহার, বহু। বি; পুং।
উষ্মস্বেদ—গরম ভাপরা, vapour bath. উষ্মকর স্বেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
উষ্মা—'উষ্ম' দ্রঃ।
উষ্মাকার—তেজস্বী; উগ্রমূর্তি। উষ্মময় আকার যাহার, বহু। বিণ।
উষ্মাগম—গ্রীষ্মকাল; উষ্ণাগম। উষ্মের বা উষ্মার আগম হয় যাহাতে, বহু। বি; পুং।
উষ্মান্বিত—ক্রোধান্বিত, রুষ্ট। উষ্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।
উসকানো, উসকনো—বাড়াইয়া দেওয়া, উত্তেজিত করা; খোঁচাইয়া ফোড়া বা ব্রণের মুখ কাটানো; দীপের সলিতা ঠেলিয়া আলো জোর করা; প্ররোচনা দেওয়া। বাংপ্র। বি। ভাব বি, -কানি।
উসখুস, উসখুশ—অধীরতার লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।
উসন—বিস্তার, ব্যাপ্তি। প্রাদে। বি।
উসনা—সিদ্ধ তণ্ডুল। প্রাদে। বি।
উসনো—বিস্তার করা। প্রাদে। **চাল উসনো**—ঢেঁকির সাহায্যে ধান হইতে চাল বাহির করা। **ধান্য উসনো**—ধান সিদ্ধ করিয়া ও শুকাইয়া ভানিবার ব্যবস্থা করা।
উসরি, -রিয়া—সরিয়া গিয়া, একপার্শ্বস্থ হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।
উসরি-পসারি, -পাসরি—একপার্শ্বস্থ হইয়া, আড় হইয়া। কপ্র। অস-ক্রি।
উসাস, উলাস—১। শিথিল, আলগা; অনাবৃত; খোলা। প্রা কপ্র। বিণ। ২। ফাঁক, অবকাশ; বিশ্রাম। বাংপ্র। বি।
উসিখুসি—উসখুস (তাহা দ্রঃ)।
উসিপিসি—চঞ্চলতা, অধীরতা; ব্যস্ততা। বাংপ্র। বি।
উস্তুমি—ছাঁচের জল। বাংপ্র। বি।
উসুল—আদায়; জমা। <আ 'বসুল'। বি।
উস্তম-খুস্তম—জ্বালাতন করা, জ্বালানো-পোড়ানো, ব্যতিব্যস্ত করা। উস্তম (<উত্তম)+খুস্তম (<খুশ্‌তন [ফা])। বি।
উস্তাদ—ওস্তাদ (তাহা দ্রঃ)।
উস্তাদি—ওস্তাদি (তাহা দ্রঃ)।
উহ—উহা, ঐ; ঐ ব্যক্তি। প্রা কপ্র। সর্ব।
উহা—ঐ বস্তু বিষয় বা প্রাণী; তাহা। অদস্‌ (<প্রাকৃত বহা)। সর্ব।
উহু, উহুহু—কাতরতাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।
উহে—উহাতে। কপ্র। সর্ব।
উহ্য— <উহ্য। বিণ।
উহ্যমান—আকৃষ্যমাণ; নীয়মান। বহ্‌ (বহন করা)+শানচ্‌ কর্ম। বিণ। বি—বহন।

[ঊ]

ঊ—১। ষষ্ঠ স্বরবর্ণ (ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ); চন্দ্র; শিব, মহেশ; মধুসূদন; ভৈরব; লক্ষণ। বি; পুং। ২। রক্ষক; পালক। অব্ (গমন করা, রক্ষা করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ (অব্ স্থানে)। বিণ। ৩। শোকদুঃখাদিসূচক সম্বোধন; রক্ষা; দয়া। অব্ (রক্ষা করা ইঃ)+ক্বিপ্ ভাব। অ।

ঊঃ—যন্ত্রণাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঊকার—'ঊ' এই বর্ণ। ঊ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঊকারাদি—আদিতে ঊ বর্ণবিশিষ্ট, যাহার গোড়ায় 'ঊ' আছে এরূপ। ঊকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

ঊকারান্ত—অন্তে ঊ বর্ণবিশিষ্ট, যাহার শেষে 'ঊ' (ূ) আছে এরূপ। ঊকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ঊকি—আগুন। প্রা কপ্র। বি।

ঊখলি—উদূখল, ধান কুটিবার গড়। <উদূখল। বি।

ঊঘাট—পদাগ্রে আঘাত। প্রাদে। বি।

ঊঘাটি—পায়ের আঙুলের গহনা বিঃ। প্রাদে। বি।

ঊঢ়—বিবাহিত; বাহিত; ধৃত; অঙ্গীকৃত। বহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঊঢ়ি—বহন; বিবাহ। বহ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**ঊঢ়, বহনীয়, বাহ্য**।

ঊত—১। কৃতবয়ন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; গ্রথিত। বে+ক্ত কর্ম। ২। স্যূত। উয়্+ক্ত কর্ম। ৩। রক্ষিত। অব্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—(১ম পক্ষে) **বয়ন, ঊতি**।

ঊতি—১। স্যূতি, সেলাই। উয়্+ক্তি ভাব। ২। বস্ত্রাদির বয়ন। বে+ক্তি ভাব। ৩। রক্ষণ; লীলা; ক্ষরণ। অব্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ঊধঃ (ঊধস্), (>**ঊধ**)—পশুস্তন, গাই-এর পালান। উন্দ্+অসুন্ (নিপা)। বি; ক্লী।

ঊধস্য—দুগ্ধ। ঊধস্+য ভবার্থে। বি; ক্লী।

ঊন—হীন, কম, অসম্পূর্ণ; অল্প; হীনবল। ঊন্ (ন্যূন করা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঊন-আশী, ঊনআশি, ঊনআশী—৭৯—এই সংখ্যা; ৭৯ সংখ্যক। <ঊনাশীতি। বি বা বিণ।

ঊনকোটি, -টী, ঊনকোটি—কিছুকম প্রায় এক কোটি; অসংখ্য, অগণিত; বহু। বাংপ্র। বিণ। **ঊনকোটি-চৌষট্টি**—ঊনকোটি-চে ষট্টি (তাহা দ্রঃ)।

ঊনচত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম—ঊন-চল্লিশের পূরক, আটত্রিশের পরবর্তীটি। ঊনচত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী. **-শী, -তমী**।

ঊনচত্বারিংশৎ—ঊনচল্লিশ সংখ্যা (৩৯); ঊনচল্লিশ-সংখ্যক। ঊনা চত্বারিংশৎ, কর্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনচত্বারিংশত্তম—'ঊনচত্বারিংশ' দ্রঃ।

ঊনজন—১। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; সংখ্যালঘুতা। বি; পুং। ২। সংখ্যালঘু, লঘিষ্ঠ। কর্মধা. বিণ।

ঊনতা—অল্পতা, কমতি। ঊন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ঊনত্রিংশ, -ত্রিংশত্তম—ঊনত্রিশের পূরক, ঊনত্রিশেরটি, আটাশের পরবর্তীটি। ঊনত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -তমী**।

ঊনত্রিংশৎ—ঊনত্রিশ সংখ্যা (২৯); ঊন-ত্রিশ-সংখ্যক। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনত্রিশ, ঊনত্রিশ—২৯ সংখ্যা; ২৯-সংখ্যক। <ঊনত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

ঊন-নই, -নব্বই, ঊননব্বুই—৮৯ সংখ্যা; ৮৯-সংখ্যক। <ঊননবতি। বি বা বিণ।

ঊননবতি—ঊননব্বই সংখ্যা (৮৯); ৮৯-সংখ্যক। ঊনা নবতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊননবতিতম—ঊননব্বই-এরটি, অষ্টাশীর পরবর্তীটি। ঊননবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

ঊননব্বই, ঊননব্বুই—'ঊন-নই' দ্রঃ।

ঊনপঞ্চাশ, ঊনপঞ্চাশ—১। ঊন-পঞ্চাশেরটি, আটচল্লিশের পরবর্তীটি। ঊন-পঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**। ২। ৪৯ সংখ্যা; ৪৯-সংখ্যক। <ঊন-পঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।

ঊনপঞ্চাশৎ—৪৯ সংখ্যা; ৪৯-সংখ্যক। ঊনা পঞ্চাশৎ, কর্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনপঞ্চাশত্তম—ঊনপঞ্চাশ, আটচল্লিশের পরবর্তীটি। ঊনপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ঊনপাঁজুরে, ঊনপাঁজুরে—হতভাগা; অলক্ষুণে; লক্ষীছাড়া, বিপথগামী; গণ্ডগোলে অভ্যস্ত। ঊন (অল্প)+পাঁজুর (<পঞ্জর)+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে (যাহার পঞ্জরাস্থি ক্ষীণ, অতএব বিকলাঙ্গ; ইহা হইতেই দুর্লক্ষণাক্রান্ত' অর্থ হইয়াছে)। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

ঊনবিংশ, -বিংশতিতম—ঊনবিংশতির পূরণ, ঊনিশেরটি, আঠারর পরবর্তীটি। ঊন-বিংশতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বিংশী, -তমী**।

ঊনবিংশতি—১৯ সংখ্যা; ১৯-সংখ্যক। ঊনা বিংশতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনবুক ঊনবুক (তাহা দ্রঃ)।

ঊনবুকে—ভয়ে ভয়ে; ভরসাহীন হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ঊনলক্ষ—প্রায় একলক্ষ, ৯৯,৯৯৯। কর্মধা। বি বা বিণ।

ঊনশত—নিরানব্বই। কর্মধা। বি বা বিণ।

ঊনষট্টি, ঊনষট্টি—৫৯ সংখ্যা। <ঊন-ষষ্টি। বি।

ঊনষষ্টি—৫৯-সংখ্যা; ৫৯-সংখ্যক। ঊনা ষষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনষষ্টিতম—৫৯-সংখ্যার পূরক, আটান্নর পরবর্তীটি। ঊনষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ঊনষাট, -ষাটি, ঊনষাট, -ষাটি—৫৯-সংখ্যা; ৫৯-সংখ্যক। <ঊনষষ্টি। বি বা বিণ।

ঊনসত্তর, ঊনসত্তর—৬৯-সংখ্যা; ৬৯-সংখ্যক। <ঊনসপ্ততি। বি বা বিণ।

ঊনসপ্ততি—৬৯-সংখ্যা; ৬৯-সংখ্যক। ঊনা সপ্ততি, কর্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনসপ্ততিতম—৬৯-সংখ্যার পূরক, আট-ষট্টির পরবর্তীটি। ঊনসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

ঊনহারে—নির্ধারিত মূল্যের কমে, below par. বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঊনা—১। বিগলিত হওয়া, গলা। ক্রি। ২। কম; হীন। কপ্র। বিণ।

ঊনাশী, ঊন-আশী, ঊনাশি, ঊন-আশি—'ঊনআশী' দ্রঃ। বি বা বিণ।

ঊনাশীতি—৭৯-সংখ্যা; ৭৯-সংখ্যক। ঊনা অশীতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী বা বিণ।

ঊনাশীতিতম—৭৯-সংখ্যার পূরক, আটা-ত্তরের পরবর্তীটি। ঊনাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

ঊনিশ, ঊনিশ—১৯-সংখ্যা; ১৯-সংখ্যক। <ঊনবিংশ। বি বা বিণ।

উনিশ-বিশ—একটু কম বা বেশী, প্রায় সমান। উনিশ বা বিশ যাহাতে, বহু; অথবা হয় উনিশ নয় বিশ যাহা, কর্মধা। বাংপ্র। ক্রি বা বিণ।

উনিশা, উনিশে, উনিশে—মাসের উনবিংশ দিন। উনিশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

উনো, উনো, উনু, উনো—অল্প, কম। <উন। বিণ।

উপ্—হনুমানের শব্দ। বাংপ্র। অ।

উর্—গর্ব; স্পর্ধা; ক্রোধ; নিন্দা; প্রশ্ন। উর্+মুক্ কর্তৃ। অ।

উর—অবতীর্ণ হও ("উর ঘরে পুর অভিলাষ" —ঘনরাম)। কপ্র। ক্রি।

উরব্য—১। বৈশ্যজাতি। বি; পুং। ২। উরু হইতে উৎপন্ন। উরু+যৎ ভবার্থে। বিণ।

উরল—আবির্ভূত হইল, উদিত হইল। প্র। কপ্র। ক্রি।

উরীকৃত—অঙ্গীকৃত; বিস্তারিত। উরী—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -কৃতি, -করণ।

উরু—জানুর উপরিভাগ, উরৎ। উর্ণু (আচ্ছাদন করা)+কু কর্ম (ণ-র লোপ)। বি; পুং।

উরুগ্রাহ—১। উরুদেশ-গ্রহণকারী। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহী। ২। উরুস্তম্ভ রোগ। উপতৎ; উরু—গ্রহ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

উরুজ—১। বৈশ্য। বি; পুং। ২। উরু হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; উরু—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

উরুপর্ব (-পর্বন্), **-পর্ব্ব** (-পর্ব্বন্)—জানু, হাঁটু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। (পুং 'উরুপর্বা'ও হয়।)

উরুপা—ইওরোপ মহাদেশ ("পুণ্যখণ্ড উরুপায় লভিও জনম"—নবীন)। <ইং 'Europe'. কপ্র। বি।

উরুভঙ্গ—উরুভঞ্জন, উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উরুস্তম্ভ—যে রোগ হইলে উরু অবশ হইয়া যায় তাহা, উরুতে স্ফোটক। উপতৎ; উরু—স্তম্ভ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ঊর্জ(র্জ্জ)—১। দ্বিতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন; কার্তিকমাস। ঊর্জ+ঘঞ্ অধি। ২। যত্ন; উৎসাহ; বল; নিঃশ্বাস। ঊর্জ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ঊর্জঃ (ঊর্জস্), (>**ঊর্জ**)—বল; উৎসাহ; তেজঃ; জীবিত থাকা। ঊর্জ+অস্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ঊর্জ(র্জ্জ)স্কর—তেজস্কর; বলকর; প্রাণশক্তিকারক। উপতৎ; ঊর্জস্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

ঊর্জ(র্জ্জ)স্বতী—১। দক্ষকন্যা (ইনি ধর্মের পত্নী); প্রিয়ব্রতের কন্যা। বি; স্ত্রী। ২। বলবতী; তেজস্বিনী। ঊর্জস্+মতুপ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঊর্জ(র্জ্জ)স্বল—বলবান্, মহাবল; দৃঢ়কায়, তেজস্বী। ঊর্জস্+বলচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ঊর্জ(র্জ্জ)স্বান্ (-বৎ)—বলবান্, শক্তিসম্পন্ন, তেজস্বী, তেজী। ঊর্জস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -স্বতী।

ঊর্জ(র্জ্জ)স্বী (-স্বিন্)—বলবান্, তেজস্বী। ঊর্জস্+বিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -স্বিনী। বি, -স্বিতা।

ঊর্জা(র্জ্জা)—১। দক্ষের (মতান্তরে কর্দমের) কন্যা ও বশিষ্ঠের পত্নী। ঊর্জ্+ক কর্তৃ। ২। বল; তেজ। ঊর্জ্+ঘঞ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঊর্জি(র্জ্জি)ত—১। বিখ্যাত; বলবান্; অধিক; তেজস্বী; উদার; বর্ধিত; অর্থবিশিষ্ট। ঊর্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**ঊর্জা**, **ঊর্জ**। ২। বল, সামর্থ্য; উৎসাহ। ঊর্জ্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

ঊর্ণ—ঊর্ণাযুক্ত, মেষলোমরচিত। ঊর্ণা+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ঊর্ণনাভ, **-নাভি**—লূতা, মাকড়সা। ঊর্ণা নাভিতে যাহার, বহু (বিকল্পে সমাসান্ত অচ্-প্রত্যয়)। বি; পুং।

ঊর্ণা—মেষাদির লোম, পশম; ভ্রূমধ্যস্থ রোমাবর্ত, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী মৃণালতন্তুসদৃশ সূক্ষ্ম রোমরাজির মণ্ডলাকার চিহ্ন বিঃ। ঊর্ণু+ড করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঊর্ণাময়—১। মেষলোমজাত সূত্রাদি। ঊর্ণা+ময়ট্ বিকারার্থে। বি; স্ত্রী। ২। মেষলোমজ সূত্রে নির্মিত। ঊর্ণা+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

ঊর্ণায়ু—১। মেষলোমনির্মিত আসন, কম্বল; মেষ; মাকড়সা; পক্ষ বিঃ। বি; পুং। ২। ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণকালস্থায়ী; পশমবিশিষ্ট, লোমশ। ঊর্ণা+যুচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ঊর্দি—উর্দি (তাহা দ্রঃ)। তু। বি।

ঊর্দু—উর্দু ভাষা। তু। বি।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)—১। উন্নত; উত্তম, উৎকৃষ্ট; অনন্তর; উপরিস্থিত; স্বর্গগত; উত্থিত; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। উৎ(উপরি)—হা বা হন্ (ত্যাগ করা, গমন করা)+ড কর্তৃ (উৎস্থানে ঊর্)। বিণ। ২। উচ্চতা, উপরদিক্; ঊর্ধ্বদেশ, ঊর্ধ্বলোক, স্বর্গাদি। উৎ—হা+ব ভাব, অধি। বি; স্ত্রী।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)ক—মৃদঙ্গ বিঃ, যাহা শূন্যে তুলিয়া বাজানো হয় এরূপ ঢকা। ঊর্ধ্ব—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)কণ্ঠ—উন্নতকণ্ঠ; উদ্গ্রীব; উচ্চকণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। ঊর্ধ্ব কণ্ঠ (গ্রীবা বা কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কণ্ঠা, -কণ্ঠী।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)কণ্ঠী—১। মহাশতাবরী লতা। ঊর্ধ্ব কণ্ঠ (মুখ) যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। উন্নতকণ্ঠা। ঊর্ধ্বকণ্ঠ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)কর্ণ—উন্নতশ্রুতি; উৎকর্ণ, শ্রবণোৎসুক। ঊর্ধ্ব কর্ণ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কর্ণা, -কর্ণী।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)কায়—১। নাভির উপরিস্থিত শরীরভাগ; পূর্বকায়। কায়ের ঊর্ধ্ব, একদেশী। বি; পুং। ২। উন্নতদেহ। ঊর্ধ্ব কায় যাহার, বহু। বিণ।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)কেশ—১। ব্রহ্মা, কুশময় ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। উন্নতাগ্রকেশযুক্ত। ঊর্ধ্বে কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কেশা, -কেশী।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)গ—১। ঊর্ধ্বগামী; সৎপন্থাবলম্বী; ধার্মিক। বিণ। ২। রোগ বিঃ (এই রোগে পাকস্থলী উত্তেজিত হয় এবং উদরস্থ বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়); পরমেশ্বর (যিনি সকলের ঊর্ধ্বে থাকেন এই অর্থে)। উপতৎ; ঊর্ধ্ব—গম্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)গত—স্বর্গাদি শ্রেষ্ঠলোকপ্রাপ্ত; সদ্গতিপ্রাপ্ত; উচ্চস্থানস্থ, উচ্চারূঢ়; উপরিভাগে উপবিষ্ট। ২য়াতৎ। বিণ।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)গতি, **-গমন**—১। ঊর্ধ্বে গমন, উপরে গমন; উন্নত স্থানে আরোহণ; স্বর্গারোহণ; সদ্গতি, পারলৌকিক মঙ্গল। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী। ২। উচ্চাভিমুখে গমনশীল; স্বর্গারূঢ়। ঊর্ধ্বে গতি, গমন যাহার, বহু। বিণ।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)গামী (-গামিন্)—ঊর্ধ্বে গমনকারী; স্বর্গগামী। উপতৎ; ঊর্ধ্ব—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।

ঊর্ধ্বগপুর—আকাশস্থ রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগর; ত্রিপুর নামক অসুরের নগরী। কর্মধা। বি; পুং।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)চরণ—১। ঊর্ধ্বপাদ। বিণ। ২। (উন্নতপাদ হেতু) তপস্বী বিঃ। ঊর্ধ্বে চরণ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)চাপ—উপরদিকে ঠেলা মারিবার বেগ, upward pressure. ৭মীতৎ। বি।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)টান—ঊর্ধ্বশ্বাস, মৃত্যুকালে অথবা শ্বাসরোগের জন্য হাঁপাইতে থাকা। বাংপ্র। বি।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)তন—ঊর্ধ্বস্থিত; উপরিস্থ; উচ্চপদস্থ; পূর্বতন। ঊর্ধ্ব+তনট্ (ট্যু, তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তনী।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)তন্তু—বস্ত্রের দীর্ঘ তন্তু; টানার সুতা, warp. কর্মধা বা সুপ্। বি; পুং।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)তল—উপরিতল, উপরতলা; উপরিভাগ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ঊর্ধ্ব(র্দ্ধ)দৃষ্টি—১। যে উপর দিকে চাহিয়া

আছে এরূপ, উর্ধ্বনেত্র। উর্ধ্বে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। ভ্রূদ্বয়মধ্যে নিবিষ্টা দৃষ্টি, উপরদিকে দৃষ্টিপাত; শিবনেত্র হওয়া (মৃত্যু-কালে জীবের এইরূপ উর্ধ্বনেত্র বা শিবনেত্র হয়); যোগ বিঃ (ইহাতে ঈশ্বরোপাসনারত ব্যক্তি যোগ-সাধনার্থ চক্ষুর্দ্বয় উর্ধ্বভাগে নীত করেন)। উর্ধ্বা দৃষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উধ্ব´(র্দ্ধ)দেব—বিষ্ণু; জগদীশ্বর। উর্ধ্ব (প্রধান) দেব, কর্মধা। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)দেহ—মৃত্যুর পর প্রাপ্ত শরীর, লিঙ্গ-শরীর। উর্ধ্ব (মরণোত্তর) দেহ, কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

উধ্ব´(র্দ্ধ)নেত্র—উর্ধ্বদিকে দৃষ্টি যাহার এমন। উর্ধ্বে নেত্র যাহার, বহু। বিণ।
উধ্ব´নেত্র হওয়া—মরণোন্মুখ হওয়া।

উধ্ব´(র্দ্ধ)পাতন—রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিঃ, তাপদ্বারা শক্ত জিনিসকে বাষ্পীয় করিয়া পরে পুনরায় কঠিন আকারে জমানো, sublimation. ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

উধ্ব´(র্দ্ধ)পাদ—উর্ধ্ব´চরণ; উন্ন তলাক্তেচ্ছু। উর্ধ্বে পাদ যাহার, বহু। বিণ।

উধ্ব´(র্দ্ধ)পুণ্ড্র—চন্দনাদি দ্বারা ললাটাঙ্কিত উর্ধ্বমুখ সরল রেখা, কপালের লম্বা ফোঁটা। উর্ধ্ব (উর্ধ্বমুখ) পুণ্ড্র (ফোঁটা), কর্মধা। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)ফণ—উন্নতফণ, উন্নত ফণাযুক্ত। উর্ধ্বে ফণা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ণা**।

উধ্ব´(র্দ্ধ)বাত—মূত্রাদিবেগধারণজন্ত দেহস্থ উর্ধ্বগত বায়ু। কর্মধা। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)বায়—উত্তোলিত হস্ত, উদ্বাহু। <উর্ধ্ববাহু। কপ্র। বিণ।

উধ্ব´(র্দ্ধ)বাহু—১। উর্ধ্বহস্ত সন্ন্যাসী বিঃ। বি; পুং। ২। যে বাহু উত্তোলন করিয়া আছে এরূপ। উর্ধ্ব বাহু যাহার, বহু। বিণ। ৩। উত্তোলিত হস্ত। কর্মধা। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)ভঙ্গ—(ভূবিদ্যা) ভূত্বকের নিয়মিত সংকোচন এবং কতিপয় অভ্যন্তরীণ কারণে ভূগর্ভের শিলাস্তর তরঙ্গায়িত হইলে সেই তরঙ্গভঙ্গের সর্বোচ্চ অংশ, anticline up-fold. কর্মধা। বি।

উধ্ব´(র্দ্ধ)ভাগ—উপরদিক্; উপরের অংশ; শ্রেষ্ঠ অংশ। কর্মধা। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)মান—১। বাটখারা। উর্ধ্ব—মা (পরিমাণ করা)+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ২। উর্ধ্বতাপরিচ্ছেদক পরিমাণ, উপরদিকের মাপ। উর্ধ্ব—মা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উধ্ব´(র্দ্ধ)মুখ—১। উন্মুখ, যে মুখ তুলিয়া রহিয়াছে এরূপ। উর্ধ্বে মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী, -মুখা**। ২। মুখের উর্ধ্বভাগ। মুখের উর্ধ্ব, একদেশী (মতান্তরে কর্মধা বা সুপ্)। বি; ক্লী।

উধ্ব´(র্দ্ধ)রেতাঃ-(রেতস্), (>-রেতা)—১। মহাদেব, শিব [সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব আপন রেত উর্ধ্বে নীত করিয়া-ছিলেন বলিয়া উর্ধ্বরেতাঃ নাম প্রাপ্ত হন]; ভীষ্ম [ভীষ্ম আমরণ অকৃতদার থাকিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কৌমার ব্রহ্মচর্য আশ্রয় করেন ও উর্ধ্বরেতাঃ বলিয়া বিখ্যাত হন]; মুনি বিঃ [সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎ-কুমার ইঃ ঋষিগণও ঐরূপ ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে উর্ধ্বরেতাঃ হন; এ ভিন্ন অষ্টাশীতিসহস্র ঋষি পরমার্থসাধনের নিমিত্ত নিজ নিজ রেতঃ উর্ধ্বগত করিয়া উর্ধ্বরেতাঃ নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন]। বি; পুং। ২। শুক্রসংযম-কারী, স্ত্রী-সম্ভোগে বিরত; যোগী। উর্ধ্ব রেতঃ যাঁহার, বহু। বিণ।

উধ্ব´(র্দ্ধ)লিঙ্গ—মহাদেব। উর্ধ্ব (উৎকৃষ্ট) লিঙ্গ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)লোক—আকাশ, স্বর্গ। উর্ধ্ব লোক (জগৎ), কর্মধা। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)শায়ী (-শায়িন্)—১। উর্ধ্বে শয়নকারী; যে চিৎ হইয়া শয়ন করে এরূপ ('—শিশু')। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**। ২। মহাদেব। উপতৎ; উর্ধ্ব—শী+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

উধ্ব´(র্দ্ধ)শ্বাস—১। দীর্ঘশ্বাস; মৃত্যুকালীন শ্বাস। কর্মধা। বি; পুং। ২। যে হাঁপাইতেছে এরূপ; মুমূর্ষু। উর্ধ্ব শ্বাস যাহার, বহু। বিণ।

উধ্ব´(র্দ্ধ)শ্বাসে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অতি দ্রুতগতিতে। উর্ধ্ব শ্বাস যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

উধ্ব´(র্দ্ধ)স্থ, -স্থিত—উপরিস্থিত, উপরে বর্তমান, যে বা যাহা উপরে আছে এমন। উপতৎ; উর্ধ্ব—স্থা+ক কর্তৃ; উর্ধ্বে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

উধ্ব´(র্দ্ধ)স্থিতি—উপরিভাগে অবস্থান, উপরে থাকা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

উধ্ব´(র্দ্ধ)স্রোতাঃ (-তস্), (>স্রোতা)—উর্ধ্বরেতা; যোগ বিঃ; বৃক্ষ লতা প্রঃ; শিব। উর্ধ্বে স্রোতঃ যাহার, বহু। বি; পুং বা স্ত্রী।

উধ্ব´া(র্দ্ধা)ধোভাবে—উপরে নীচে, উপর্যধোভাবে, vertically. উধ্ব´াধঃ, (উধ্ব´+অধঃ) ভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

উর্ব(র্ব্ব)র—শস্যশালী, শস্যোৎপাদী ('—ক্ষেত্র')। উরু—ঋ+অচ্ কর্তৃ (নিপাতনে আন্ত উ-কার দীর্ঘ)। বিণ। বি, **-রতা**।

উর্ব(র্ব্ব)শী—স্বর্গীয় অপ্সরা বিঃ ('উর্বশী' দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

উর্ব(র্ব্ব)সী—উর্বশী (তাহা দ্রঃ)।

উর্ব(র্ব্ব)স্থি—(নরদেহের) হাঁটু হইতে কুঁচকি পর্যন্ত বিস্তৃত হাড়, femur. উরুর অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

উর্মি(র্ম্মি)—১। তরঙ্গ, ঢেউ। ঋ (গমন করা)+মি কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। ২। স্রোত; আংটি; কাপড় কোঁচানো; ত্বরা; বেগ; উৎকণ্ঠা; ভ্রান্তি; সঙ্গ; প্রকাশ; পীড়া; দেহের ছয়প্রকার ধর্ম (শোক, মোহ, জরা; মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা); অশ্বগতি বিঃ; শ্রেণী; বেণীর অলংকার বিঃ; রেখা, লেখা। ঋ+মি করণ। ৩। সমূহ। ঋ+মি কর্ম। বি; স্ত্রী।

উর্মি(র্ম্মি)কা—১। তরঙ্গ; ছোট ছোট ঢেউ, উৎকণ্ঠা; কাপড়ের উপর চুনাট করা। উর্মি+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। আংটি; ভ্রমরগুঞ্জন। উর্মি—কৈ+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

উর্মি(র্ম্মি)মান্ (-মৎ)—তরঙ্গযুক্ত, ঢেউ খেলানো; বক্র। উর্মি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

উর্মি(র্ম্মি)মালা—তরঙ্গশ্রেণী, শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

উর্মি(র্ম্মি)মালী (-মালিন্)—সমুদ্র। উর্মি-মালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

উর্মি(র্ম্মি)ল—ঢেউখেলানো, undulating. উর্মি—লা+ক কর্তৃ। বিণ।

উর্মি(র্ম্মি)লা—(রামায়ণ) লক্ষ্মণের পত্নী। উপতৎ; উর্মি—লা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

উর্মি(র্ম্মি)লাকান্ত, -নাথ, -পতি—লক্ষ্মণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

উর্মি(র্ম্মি)লাবিলাসী (-সিন্)—লক্ষ্মণ। উপতৎ; উর্মিলা—বি—লস্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

উল—১। ধারা, পদ্ধতি; কিনারা, সীমা। বাংপ্র। ২। পশম, পশুলোম। <ইং 'wool' বি।

উষ—ক্ষারমৃত্তিকা; প্রত্যুষ ("উধ্ব´জটা উদ্ধ-রক্তা উষপ্রকাশিকা"—অন্নদা); গর্ত; চন্দনাদি; মলয় পর্বত। উষ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

উষর—লবণাক্ত; অনুর্বর। উষ+র আছে অর্থে। বিণ।

উষসী—উষসী (তাহা দ্রঃ)।

উষা—উষা (তাহা দ্রঃ)।

উষাকাল—প্রভাত, প্রাতঃকাল। উষাই কাল, কর্মধা। বি; পুং। বিণ, **-কালীন**।

উষাচর—প্রাতে ভ্রমণকারী। উপতৎ; উষা—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

উষাপান—প্রভাতে জল পান করা। উষায় পান, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

উষ্ণবর্ণ—উষ্ণবর্ণ (তাহা দ্রঃ)।

উস্রা (-স্র্)—উস্রা (তাহা দ্রঃ)।

উহ, উহন—বিতর্ক, অনুমান ; যুক্তি দ্বারা দুরূহ বা অজ্ঞাত বিষয়ের নির্ণয়চেষ্টা ; সন্দেহ ; অধ্যাহার ; সিদ্ধান্ত ; সমূহ । উহ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব । বি ; পুং, ক্লী ।

উহনী—সম্মার্জনী, ঝাঁটা । বহ্ + অনট্ কর্তৃ + ঈপ্, সংজ্ঞার্থে (ব-স্থানে উ) । বি ; স্ত্রী । বিণ, -নীয় ।

উহা—উহ, বিতর্কাদি ; অধ্যাহার । উহ্ + অ ভাব + আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

উহাপোহ—সিদ্ধান্ত ও পূর্বপক্ষ । উহ ও অপোহ, দ্বন্দ্ব । বি ; পুং ।

উহিত—তর্কিত, অধ্যাহৃত ; অনুমিত ; সম্ভাবিত । উহ্ + ক্ত কর্ম । বিণ । বি —উহন ।

উহ্য—অনুক্ত, understood; অধ্যাহার্য ; যুক্তি বা তর্ক দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এরূপ ; আকাঙ্ক্ষাপূরণার্থ উল্লেখনীয়, যে বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলেও অর্থসংগতির অনুরোধে কল্পনা করিয়া লইতে হয় এরূপ । উহ্ + ণ্যৎ কর্ম । বিণ ।

উহ্যমান—১ । সামগান-গ্রন্থ বিঃ । বি ; পুং । ২ । বিতর্ক্যমাণ ; অধ্যাহ্রিয়মাণ, যাহা অনুমান করিয়া বা ধরিয়া লওয়া হইতেছে এমন । উহ্ + শানচ্ কর্ম । বিণ ।

[ঋ]

ঋ—১ । সপ্তম স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা । ইহার হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুত উচ্চারণ আছে] । ২ । স্বর্গ, রুদ্র ; ত্রিবিক্রম ; গণনায়ক । বি ; পুং । ৩ । অদিতি, দেবমাতা ; ক্রিয়া ; রোহিণী ; শিবদূতী ; সপ্তমী । ঋ + ক্বিপ্ কর্তৃ, অধি । বি ; স্ত্রী । ৪ । হাস্য, পরিহাস ; নিন্দা ; বাক্য ; প্রাপ্তি । অ ।

ঋক্ (ঋচ্)—ঋগ্বেদ ; পদ্যময় বেদমন্ত্র ; বেদের এক একটি শ্লোক ; গায়ত্রী । ঋচ্ (স্তুতি করা) + ক্বিপ্ করণ । বি ; স্ত্রী ।

ঋকার—ঋ এই স্বরবর্ণ । ঋ + কার স্বার্থে । বি ; পুং ।

ঋকারাদি—ঋ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তাস্থ ('— বর্গ') ; আদিতে ঋবর্ণবিশিষ্ট । ঋকার আদি বা আদিতে যাহার, বহু । বিণ ।

ঋকারান্ত—অন্তে ঋবর্ণবিশিষ্ট । ঋকার অন্তে যাহার, বহু । বিণ ।

ঋক্থ—ধন, সম্পত্তি ; স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ; দায়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পত্তি ; স্বর্ণ । ঋচ্ (স্তব করা) + থক্ কর্মবা, সংজ্ঞার্থে । বি ; ক্লী ।

ঋক্থগ্রাহ—ধনভাগী ; দায়াদ ; উত্তরাধিকারী । উপতৎ ; ঋক্থ—গ্রহ্ + অণ্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, -গ্রাহী ।

ঋক্থগ্রাহী (-গ্রাহিন্) —ধনহারী, দায়াদ । উপতৎ ; ঋক্থ—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, -গ্রাহিণী ।

ঋক্থহর—উত্তরাধিকারী ; অংশভাগী । উপতৎ ; ঋক্থ—হৃ + অচ্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, -হরা ।

ঋক্থহারী (-হারিন্)—দায়াদ ; উত্তরাধিকারী । উপতৎ ; ঋক্থ—হৃ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, -হারিণী ।

ঋক্ষ—১ । ভল্লুক ; ঋক্ষবান্ পর্বত ; শোণাক-বৃক্ষ ; ভেলাগাছ । বি ; পুং । ২ । নক্ষত্র ; সপ্তর্ষিমণ্ডল ; মেষাদি রাশি । ঋষ্ + সক্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে । বি ; পুং বা ক্লী ।

ঋক্ষবান্ (-বৎ)—গণ্ডোয়ানাদেশস্থিত পর্বত বিঃ । ঋক্ষ + মতুপ্ আছে অর্থে । বি ; পুং ।

ঋক্ষমণ্ডল—সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্র, Great Bear. ঋক্ষাকার মণ্ডল, মধ্যপ কর্মধা । বি ; ক্লী ।

ঋক্ষরাজ, ঋক্ষেশ—চন্দ্র ; জাম্ববান্ । ঋক্ষদের রাজা, ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ ; ১ম পক্ষে + টচ্ সমাসান্ত । বি ; পুং ।

ঋক্‌সংহিতা—ঋগ্বেদসংহিতা । ঋক্‌সম্বন্ধিনী সংহিতা, মধ্যপ কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

ঋগ্বেদ—প্রথম বেদ । ঋক্‌সম্বন্ধীয় বেদ, মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

ঋগ্বেদজ্ঞ—ঋগ্বেদনিপুণ, ঋগ্বেদবিৎ । উপতৎ ; ঋগ্বেদ—জ্ঞা + ক কর্তৃ । বিণ ।

ঋগ্বেদবিৎ (-বিদ্)—ঋগ্বেদজ্ঞ, ঋগ্বেদে নিপুণ । উপতৎ ; ঋগ্বেদ—বিদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ । বিণ ।

ঋগ্বেদী (-দিন্)—ঋগ্বেদজ্ঞ ; ঋগ্বেদানুসারে কার্যকারী, যাঁহারা ঋগ্বেদ-বিধান মানিয়া চলেন এরূপ ; ঋগ্বেদীয় পুরোহিত । ঋগ্বেদ + ইন্ আছে অর্থে । বিণ । স্ত্রী, -দিনী ।

ঋগ্বেদীয়—ঋগ্বেদবিহিত ; ঋগ্বেদসম্বন্ধীয় । ঋগ্বেদ + ঈয় সম্বন্ধার্থে । বিণ ।

ঋঙ্মন্ত্র—ঋগ্বেদের পদ্যছন্দে গ্রথিত মন্ত্র । ঋক্‌ই মন্ত্র, কর্মধা । বি ; ক্লী ।

ঋচীক—সূর্য ; সবিতা বিঃ ; ভৃগুবংশীয় ঋষি বিঃ । ঋচ্ + ঈকক্ কর্ম, কর্তৃ । বি ; পুং ।

ঋচীষ, ঋজীষ—১ । ভর্জনপাত্র, ভাজনা খোলা ; নরক বিঃ । ঋজ্ + ঈষন্ অধি, সংজ্ঞার্থে (জ-স্থানে বিকল্পে চ) । ২ । ধন । ঋজ্ + ঈষন্ কর্ম । বি ; ক্লী ।

ঋজু—অবক্র, সোজা ; খাড়া ; সুসাধ্য ; সহজ ; অকপট । ঋজ্ + কু কর্তৃ । বিণ । বি—ঋজুতা, আর্জব ।

ঋজুকায়—১ । কশ্যপমুনি । বি ; পুং । ২ । সরলদেহ । ঋজু কায় যাহার, বহু । বিণ । ৩ । সরল দেহ, অবক্র শরীর । কর্মধা । বি ; পুং ।

ঋজুগ—যে সোজা চলে এরূপ ; সরলস্বভাব, অকপট । উপতৎ ; ঋজু—গম্ + ড কর্তৃ । বিণ ।

ঋজুতা, -ত্ব—সরলতা ; অবক্রতা । ঋজু + তা, ত্ব ভাবে । বি ; স্ত্রী, ক্লী ।

ঋজুপ্রকৃতি—সরলপ্রকৃতি, সরলস্বভাব । বহু । বিণ ।

ঋজুরেখ—সরলরৈখিক, এক সরল রেখায় অবস্থিত, rectilinear. ঋজু রেখা যাহাতে, বহু । বিণ । **ঋজুরেখ গতি**—(আলোক-রশ্মির) সরল রেখায় গমন, rectilinear propagation.

ঋজুরেখা—দুই বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দূরত্ব, সরল রেখা, straight line. কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

ঋজ্বী—১ । গ্রহদিগের গতি বিঃ । বি ; স্ত্রী । ২ । সরলা । ঋজু + ঈপ্ । বিণ ।

ঋণ—১ । ধার, কর্জ [শাস্ত্রমতে ঋণ চতুর্বিধ ; যথা—পিতৃ-ঋণ ঋষি ঋণ, দেব-ঋণ ও মানব-ঋণ । সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ, পুরাণাদি পাঠ দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞাদিসম্পাদন দ্বারা দেব-ঋণ ও আনৃশংস্য দ্বারা মানব-ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়] ; জল । ঋ (গমন করা, পাওয়া) + ক্ত কর্তৃ । ২ । দুর্গ । ঋ + ক্ত অধি । ৩ । (গণিত) ব্যবকলনের বা বিয়োগের চিহ্ন '—', minus. ঋ + ক্ত করণ । বি ; ক্লী । বিণ—ঋণী ।

ঋণকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্তৃ)—ঋণগ্রহীতা, অধমর্ণ, খাতক, যে টাকা ধার লয় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

ঋণগ্রস্ত—যে দেনায় ডুবিয়াছে এরূপ, ঋণমগ্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঋণগ্রহণ—ধার লওয়া, কর্জ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঋণগ্রহীতা (গ্রহীতৃ)—ঋণকারী, যে ধার লয় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রহীত্রী**।

ঋণগ্রাহক—অধমর্ণ, খাতক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা**।

ঋণগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—ঋণগ্রহণকারী, অধমর্ণ, খাতক। উপতৎ; ঋণ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

ঋণচিহ্ন—(অঙ্কশাস্ত্র) বিয়োগের চিহ্ন, '—' চিহ্ন, minus. ঋণসূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ঋণচোর—যে ধার শোধ করে না। ঋণ বিষয়ে চোর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা বিণ।

ঋণচ্ছেদ—ঋণশোধ। ঋণের ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণজাল—ঋণবন্ধন, ঋণপাশ, দেনার দায়। ঋণরূপ জাল, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

ঋণদ, -দাতা (-দাতৃ)—ঋণদানকারী, উত্তমর্ণ। উপতৎ; ঋণ—দা+ক কর্তৃ; ঋণের দাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দা, -দাত্রী**।

ঋণদান—ঋণপরিশোধ; ধার দেওয়া, কর্জ দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঋণদাস—ঋণমোচনের জন্য যে নিজে দাসত্ব স্বীকার করে এরূপ ব্যক্তি, ঋণ শোধ হওয়া পর্যন্ত যে চাকরি করে। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

ঋণপত্র—খত, তমসুক, ধারের অঙ্গীকারপত্র। ঋণসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ঋণপরিশোধ—ধারশোধ, ঋণ প্রত্যর্পণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—ধার করিতে ইচ্ছুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

ঋণমুক্ত—দেনা হইতে মুক্ত। ৫মীতৎ। বিণ। বি, **-মুক্তি, -মোচন**।

ঋণমুক্তি, -মোক্ষ, -মোচন—ঋণ-পরিশোধকরণ, ধার শোধ দেওয়া। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং, ক্লী।

ঋণলেখ, -লেখ্য—তমসুক, খত। ঋণসূচক লেখ, লেখ্য (পত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ঋণশেষ—ঋণের অবশিষ্ট অংশ, ঋণের কতক অংশ শোধ করিবার পর যাহা বাকী থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণশোধ—ধারশোধ, ঋণের অর্থাদি প্রত্যর্পণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণাত্মক—ঋণসূচক; অভাববোধক, negative. ঋণ আত্মা (আত্মন—স্বরূপ) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**। বিপরীত শব্দ—**ধনাত্মক**, positive.

ঋণাদান—খাতকের নিকট হইতে ধারদেওয়া টাকা আদায় করিয়া লওয়া; সুদশুদ্ধ টাকা লওয়া; কাহারও নিকট ধার লওয়া; (স্মৃতিশাস্ত্র) অষ্টাদশ ব্যবহারের অন্তম। ঋণের আদান (গ্রহণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঋণান্তক—মঙ্গলগ্রহ। ঋণের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋণাপকরণ—ঋণশোধ, ঋণ-প্রত্যর্পণ। ঋণের অপকরণ (শোধ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঋণাপনয়ন, -পনোদন—দেনা শোধ করা। ঋণের অপনয়ন, অপনোদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঋণার্ণ—ঋণের জন্য ঋণ, এক ঋণ শোধ করিবার জন্য পুনরায় গৃহীত ঋণ। ঋণশোধক বা ঋণনিমিত্তক ঋণ, মধ্যপ কর্মধা (ঋণ+ঋণ—নিপা)। বি; ক্লী।

ঋণিক—ঋণী, অধমর্ণ। ঋণ+ঠন্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং।

ঋণী (ঋণিন্)—অধমর্ণ, ঋণগ্রস্ত; উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ; উপকারপ্রাপ্ত, বাধিত। ঋণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী —**ঋণিনী**। বি—**ঋণিতা, ঋণ**।

ঋণোদ্ধার—ধার শোধ, ধার দেওয়া। ঋণ হইতে উদ্ধার, ৫মীতৎ। বি; পুং।

ঋত—১। পরব্রহ্ম; সত্য; জল; উঞ্ছ। ঋ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। পীড়িত; পূজিত। ঋ+ক্ত কর্ম। ৩। দীপ্ত; গত। ঋ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**ঋতি**। ৪। সূর্য; যজ্ঞ; ধর্মপুত্র (ইনি দক্ষকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন); মিথিলারাজ বিজয়ের পুত্র (ইহার পুত্রের নাম শুনক); দেব বিঃ। ঋ+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

ঋতধামা (-ধামন্)—বিষ্ণু; পরমেশ্বর; ত্রয়োদশ মন্বন্তরের মনু। ঋত (সত্য) ধাম (ধামন্) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ঋতব্রত—ব্রত বিঃ (এই ব্রতে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে পুরী প্রদান করিলে সূর্যলোকপ্রাপ্তি হয়)। কর্মধা। বি; ক্লী।

ঋতম্ভর—সত্যপালক ('— পরমেশ্বর')। উপতৎ; ঋত—ভৃ+খ কর্তৃ। বিণ।

ঋতম্ভরা—১। সত্যজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি বিঃ; প্লক্ষদ্বীপস্থ নদী বিঃ। উপতৎ; ঋত—ভৃ+খ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সত্যপালিকা। ঋতম্ভর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঋতসৎ (-সদ্)—১। যজ্ঞে স্থিতিকারী, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা। বিণ। ২। অগ্নি। উপতৎ; ঋত (যজ্ঞ)—সদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ঋতস্পতি—যজ্ঞপতি, যজ্ঞকর্তা। ঋতের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (স-আগম)। বি; পুং।

ঋতানৃত—সত্যাসত্য, সত্যমিথ্যা। ঋত (সত্য) ও অনৃত (মিথ্যা), দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ঋতি—১। সৌভাগ্য; পথ; শুভ। ঋ+ক্তি কর্ম। ২। গতি; কুৎসা; স্পর্ধা; বর্ধন; অবজ্ঞা, ঘৃণা। ঋ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**ঋত**।

ঋতিংক(ঙ্ক)র—কল্যাণকর। উপতৎ; ঋতি—কৃ+খ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ংকরা**।

ঋতু—গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত—এই ছয় কাল; স্ত্রীলোকের মাসিক শোণিতস্রাব, রজঃ; দীপ্তি; ৬ এই সংখ্যা। ঋ (গমন করা)+তুক কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। বিণ—**আর্তব, আর্তবিক**।

ঋতুকাল—যে কয়দিন স্ত্রীলোকের রজঃপ্রবাহ থাকে সেই সময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋতুকালীন—রজঃকাল-সংক্রান্ত, ঋতু সময় সম্বন্ধীয়। ঋতুকাল+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ঋতুগামী (-মিন্)—রজঃকালে স্ত্রীগমনশীল; যে ঋতুকালে স্ত্রীসহবাস করে। উপতৎ; ঋতু—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

ঋতুধর্ম(র্ম্ম)—ঋতুর ধর্ম, ঋতুর আবির্ভাব হইলে যে সকল ভাব অবস্থা বা ঘটনা ঘটিয়া থাকে সেইগুলি; স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃস্রাবরূপ বিশেষ অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋতুনাথ, -পতি—বসন্তকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋতুপরিবর্ত(র্ত্ত), -পরিবর্ত(র্ত্ত)ন—এক ঋতু অতীত হইয়া অন্য ঋতুর আবির্ভাব, ঋতুপর্যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

ঋতুপর্যা(র্য্যা)য়—ঋতুসমূহের ক্রম, একটির পর একটি করিয়া ঋতুর আবির্ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋতুপ্রাপ্ত—অবন্ধ্য, ফলোৎপাদক ('— বৃক্ষাদি')। ঋতুকে (ঋতুযোগ্য পুষ্পাদিকে) প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

ঋতুবিপর্য(র্য্য)য়—ঋতুসমূহের বৈপরীত্য, যে ঋতুর পর যে ঋতু আসা উচিত তাহার অন্যথাভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋতুবৃত্তি—বৎসর, বর্ষ, বছর। ঋতুসমূহের বৃত্তি (পর্যায়ক্রমে আবর্তন) হয় যাহাতে, বহু। বি; পুং।

ঋতুমতী—যে স্ত্রীর ঋতু হইয়াছে এরূপ, রজস্বলা [ষোড়শ দিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকগণের ঋতুকাল। ঐ সময়ের মধ্যে প্রথম তিন দিন বাদ দিয়া যুগ্মদিনায় বালিকার প্রশস্ত। গর্ভাধানের পূর্বে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করা উচিত। ঋতুমতী স্ত্রী চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া প্রথম

এবং পবিত্র চিত্তে অগ্রে স্বামীর মুখ দর্শন করিবেন। পুণ্যাত্মারমুখ দর্শন করিলে তদ্রূপ সন্তান হইবার সম্ভাবনা। রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীলোকের তিন দিন অশৌচ হয়; এই অবস্থায় স্বামী বা অন্য কোন গুরুজনকে স্পর্শ করিতে নাই। চতুর্থ দিনে স্নানান্তে লৌকিক সমস্ত কার্যে অধিকার জন্মে; দৈব ও পৈত্র কার্যে পঞ্চম দিন অধিকার হয়]। ঋতু+মতুপ্ আছে অর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঋতুমুখ—ঋতুর আরম্ভ, প্রতিপদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঋতুযাজী (-যাজিন্)—প্রত্যেক ঋতুর আদিতে যাগকারক। উপতৎ; ঋতু—যজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যাজিনী**।

ঋতুরক্ষা—ঋতুর সময়ে স্ত্রী সংগম করিয়া গর্ভাধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঋতুরাজ—ঋতুর রাজা, সকল ঋতুর প্রধান ঋতু, বসন্তকাল। ঋতুর রাজা (রাজন্ শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ, বা, ঋতুগণমধ্যে রাজা, ৭মীতৎ+ সমাসান্ত টচ্। বি, পুং।

ঋতুসন্ধি—দুই ঋতুর মিলনকাল, মুখ্য চান্দ্রমাসপক্ষে অমাবস্যা; গৌণ চান্দ্রমাসপক্ষে পূর্ণিমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋতুস্নাতা—ঋতুকালের চতুর্থ দিনে কৃতস্নাতা নারী, ঋতুস্নানকারিণী [যে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইয়াও ঋতুস্নাতা পত্নীতে উপগত না হয়, সে বালকহত্যা এবং গোহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু পুত্রোৎপত্তির পর এই নিয়ম প্রতিপালিত না হইলেও কোন দোষ হয় না]। ঋতুতে স্নাতা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঋতুস্নান—ঋতুকালীন স্নান, [ঋতু হইলে স্ত্রী প্রথম তিন দিন অশুচি ও অস্পৃশ্য থাকে, চতুর্থ দিনে তাহাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়; এই স্নানের পর স্বামীর মুখ দর্শন করা উচিত। ভর্তা বিদ্যমান না থাকিলে তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া সূর্যের মুখ দেখিতে হয়। ইহাকে ঋতুস্নান বলে।] ঋতুতে স্নান, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

ঋতুহরীতকী—ঋতুভেদে দ্রব্য বিঃ সংযোগে সেব্য হরীতকী [আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে বর্ষাদি ছয় ঋতুতে পর্যায়ক্রমে সৈন্ধব, শর্করা, শুণ্ঠী, জীরক, মধু ও গুড়সংযোগে হরীতকীভক্ষণের বিধি আছে। ঐ নিয়মানুসারে হরীতকী ভক্ষণ করিলে সকল রোগের শান্তি হয়। এইরূপে সেব্য হরীতকীকে ঋতুহরীতকী বলে]। ঋতুহিতা হরীতকী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ঋত্বিক্ (ঋত্বিজ্)—পুরোহিত [পুরোহিত তিনপ্রকার,—পূর্বপুরুষগণকর্তৃক বৃত, [illegible] যজ্ঞাক্রমে উপস্থিত। যজ্ঞে মুখ্য পুরোহিত চারিজন,—ব্রহ্মা, হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু। ইহাদের অধীনে তিন তিন জন করিয়া আরও বারজন ঋত্বিক্ থাকেন, যথা, ব্রহ্মার—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও পোতা; হোতার—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ; উদ্গাতার—প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য; অধ্বর্যুর—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা]; ঋতুযাজী, ঋতুযাজক। উপতৎ; ঋতু—যজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ঋদ্ধ-১। সমৃদ্ধিযুক্ত, উন্নতিসম্পন্ন; সঞ্চিত; প্রাচুর্যসম্পন্ন। ঋধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বহুলিত ধান্য; সিদ্ধান্ত। ঋধ্+ক্ত করণ। বি; ক্লী। ৩। বিষ্ণু। ঋধ্+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং।

ঋদ্ধি—১। বৃদ্ধি সমৃদ্ধি, উন্নতি; সম্পত্তি; সৌভাগ্য। ঋধ্+ক্তি ভাব। ২। মাতৃকা বিঃ; লক্ষ্মী, পার্বতী; সিদ্ধি, ভঙ্গ; মঙ্গলবিষয়ক কার্য। ঋধ্+ক্তি কর্তৃ, করণ। বি; স্ত্রী।

ঋদ্ধিত-সমৃদ্ধ, উন্নত; বর্ধিত। ঋদ্ধি+ ইতচ্ সঞ্জাতার্থে। বিণ।

ঋদ্ধিমান্ (-মৎ)—সমৃদ্ধ, ভাগ্যবান্; সম্পন্ন; ধনবান্। ঋদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

ঋ-ফলা—ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ঋ-কার (ৃ)। বাংপ্র। বি।

ঋভু—১। দেবতা বিঃ; সতীর দেহত্যাগের পর প্রমথগণ যখন দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করে তখন ভৃগু মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে যে সৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সৈন্য (ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা); ব্রহ্মার মানসপুত্র (ইনি কৌমারসৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন হন; পুলস্ত্য নন্দন নিদাঘ ইঁহার শিষ্য); সুধন্বার পুত্রগণ (ইঁহারা শিল্পবিষয়ে বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন); মুনি বিঃ; হীনজাতি বিঃ। বি, পুং। ২। মেধাবী। ঋ (স্বর্গ)—ভূ+ডু কর্তৃ। বিণ।

ঋষভ—বৃষ (সমাসে উপমেয়বাচক শব্দের পরবর্তী হইলে শ্রেষ্ঠার্থবাচক); ঋষভকূটপর্বতবাসী মুনি বিঃ; কৈলাসের নিকটস্থ স্বর্ণময় পর্বত বিঃ; দক্ষিণসাগরস্থ একটি পর্বত; পূর্বসাগরস্থ একটি ধবলবর্ণ পর্বত; ভগবানের অবতার বিঃ নাভির পুত্র ও ভরতের পিতা; ঋষভ-নামক ঔষধ; কর্ণকুহর; কুম্ভীরপুচ্ছ; সংগীতে সপ্তস্বরের দ্বিতীয়টি, রেখাব; রে। ঋষ্+অভক্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ঋষভকূট—হেমকূট পর্বত। ঋষভসদৃশ কূট যাহার, বহু। বি; পুং।

ঋষভদ্বীপ—পৌরাণিক দ্বীপ বিঃ; শ্বেতদ্বীপ। ঋষভনামা দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ঋষভধ্বজ, -বাহন—শিব, বৃষবাহন। ঋষভ ধ্বজ, বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ঋষভী—গাভী; বিধবা; পৌরুষাকৃতিওয়ালা স্ত্রীলোক। ঋষভ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

ঋষি—১। মুনি [পুরাণমতে যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি এই সকল সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হয়, তিনিই ঋষি; অথবা যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম ঋষি; নীতিশাস্ত্রমতে যিনি পরমার্থে সম্যক্ দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক সর্বতোভাবে পরোপকার করেন, তিনিই ঋষি]; যাঁহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া ধর্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেন এরূপ ব্যক্তি [ঋষি সাতপ্রকার; যথা—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি। শ্রুতর্ষি: যথা—সুশ্রুতাদি। কাণ্ডর্ষি: যথা—জৈমিনি প্রঃ। পরমর্ষি: যথা—পৈল ইঃ। মহর্ষি: যথা—ব্যাসাদি। রাজর্ষি: যথা—বিশ্বামিত্র, জনক ইঃ। (ইঁহারা রাজা হইয়াও ঋষির ন্যায় আচরণ করেন বা পূর্বে রাজা ছিলেন কিন্তু পরে ঋষি হইয়াছিলেন)। ব্রহ্মর্ষি: যথা—বশিষ্ঠাদি (ইঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত)। দেবর্ষি: যথা—নারদ প্রঃ (ইঁহারা দেবতার ন্যায় মান্য)। উক্ত সাতপ্রকার ঋষি ছাড়া রামায়ণে ও মহাভারতে আরও কয়েকপ্রকার ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে—বৈখানস, বালখিল্য, মরীচিপ, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট, আকাশনিলয়, অনবকাশিক, দন্তোলূখল, অশয্য, পত্রাহার, উন্মজ্জক, গাত্রশয্য, বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্রপট্টবাস, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্ধ্ববাস, তপোনিষ্ঠ, পঞ্চতপান্বিত, সজপ। মহাভারতে—ফলাহারী, মূলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য প্রঃ]। ঋষ্ (গমন করা, পরোক্ষ চিন্তা করা)+কি কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। ২। শাস্ত্রপ্রণেতা সূত্রকৃৎ আচার্য; গোত্রপ্রবর্তক মুনি; দীধিতি; বেদাংশ বিঃ। ঋষ্+কি অধি, বা করণ। বিণ—**আর্ষ**। ৩। চামারজাতি বিঃ (যাহারা মৃদঙ্গ বা ঐরূপ বাদ্যযন্ত্রে চামড়া যোজনা করে)। বাংপ্র। বি।

ঋষি-ঋণ—ঋষিগণের নিকট প্রাপ্ত ঋণ বা উপকার; দানকর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ (সন্ধি হয় নাই)। বি; ক্লী।

ঋষিক—ক্ষুদ্র ঋষি; ঋষিপুত্র। ঋষি+ক হীনার্থে। বি; পুং।

ঋষিকল্প—ঋষিতুল্য। ঋষি+কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ।

ঋষিকুল্য—ঋষিকুলের হিতকর বা যোগ্য। ঋষিকুল+যৎ হিতার্থে। বিণ।

ঋষিতুল্য, -সদৃশ—ঋষির মত, ঋষিবৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তুল্যা, -সদৃশী**।

ঋষিপ্রোক্ত—ঋষিকথিত, ঋষি যেরূপ বলিয়াছেন তদ্রূপ, ঋষি কর্তৃক আদিষ্ট। ঋষিকর্তৃক প্রোক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঋষিবর—ঋষিশ্রেষ্ঠ, মুনিপ্রধান। ঋষিগণমধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি; পুং বা বিণ।

ঋষিযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন। ঋষ্যুদ্দেশক যজ্ঞ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ঋষিরাজ—ঋষিশ্রেষ্ঠ, মুনিদিগের মধ্যে প্রধান। ঋষিদিগের (মধ্যে) রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি, পুং।

ঋষিলোক—ঋষিগণ যে লোকে বাস করেন তাহা (এই লোক শনি-লোকের উপরে ধ্রুব-লোকের নিম্নে বর্ত্তমান)। ঋষিদের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঋষিশ্রাদ্ধ—ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ; বর্ণগত ঋষির শ্রাদ্ধ [এইরূপ শ্রাদ্ধে কাজের চেয়ে আড়ম্বর বেশী হয় বলিয়া কথিত আছে—

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥"],

আড়ম্বরসার ব্যাপার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঋষী—মুনিপত্নী। ঋষি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঋষ্ট—১। শ্বেতবিন্দু চিত্রিত হরিণ। ঋষ্+ক্ত কর্ম। বি; পুং। ২। অশুভদায়ক। ঋষ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। বি—ঋষ্টতা, ঋষ্টি। ৩। অমঙ্গল। ঋষ্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

ঋষ্টি—১। গ্রহদোষ; অশুভ। ঋষ্+ক্তি ভাব। ২। দুইদিকে ধারযুক্ত খড়্গ। ঋষ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

ঋষ্য—শ্বেতবিন্দু-চিত্রিত হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ; শ্বেতপাদ মৃগ। ঋষ্+ক্যপ্ কর্ম। বি; পুং।

ঋষ্যমূক—পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত। ঋষ্য মূক যেখানে, বহু; অথবা, ঋষিরা মূক অর্থাৎ বহুশাস্ত্রালাপী যেখানে, বহু। বি; পুং।

ঋষ্যশৃঙ্গ—(রামায়ণ) বিভাণ্ডক মুনির পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। ঋষ্যের (মৃগের) শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

[ৠ]

ৠ—১। ইহা অষ্টম স্বরবর্ণ। ইহা বাঙ্গালায় প্রায় অপ্রচলিত [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহা প্লুত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে]। ২। শিব, ভৈরব; দৈত্য; স্বর্গ ("ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠ-রূপিণী"—ভারতচন্দ্র)। বি; পুং। ৩। দিতি; অদিতি; গতি; স্মৃতি; মাতা; অষ্টমী; বামনাসিকা। বি; স্ত্রী। ৪। ভয়; রক্ষা; নিন্দা; বাক্যারম্ভ। ৠ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। অ।

[ঌ]

ঌ—১। ইহা নবম স্বরবর্ণ। ইহা বাঙ্গালায় সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত। [ইহার উচ্চারণ-স্থান দন্ত; ইহার হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত উচ্চারণ আছে]। ২। কুণ্ডলিনী, পরমা দেবী ("ঌ-কার দেবের নাম তুমি সে ঌকার।"—ভারত); পৃথিবী; অদিতি, নবমী। বি; স্ত্রী। ৩। পর্ব্বত; শ্রীধর; রুদ্র; বিশ্বেশ্বর; মহেন্দ্র। বি; পুং।

[এ]

এ—১। দশম স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; (সংস্কৃতে) ইহার দীর্ঘ এবং প্লুত উচ্চারণ আছে, হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙ্গালায় ইহার হ্রস্ব ('এক'—'একজন'), দীর্ঘ ('একুশ') ও প্লুত ('মেঘ') উচ্চারণ আছে]। ২। বিষ্ণু। বি; পুং। ৩। পৃথিবী। ই (গমন করা)+বিচ্ কর্ত্তৃ। বি; স্ত্রী। ৪। স্মৃতি, সম্বোধন, আহ্বান; দয়া; অনুগ্রহ। অ। ৫। এই, ইহা; এরূপ; বর্ত্তমান; সম্মুখবর্ত্তী; মাঝে। 'ইদম্'-শব্দজ। সর্ব, বিণ। ৬। বাঙ্গালা প্রত্যয়-বিশেষ ['ইয়া' প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ; যথা, প্রকারার্থে—মিটমিটে। তন্নির্ম্মিত-অর্থে—মেটে; দেশবাসি-অর্থে—উড়ে; ব্যবসায়ি-অর্থে—জেলে; কর্ত্তা এই অর্থে—খোসামুদে; আছে অর্থে—জালপেড়ে; সংখ্যার পূরণ-বাচক—বাইশে; ১৯ হইতে ঊর্দ্ধ্ব ৩২ পর্য্যন্ত সংখ্যার বেলায় (তারিখ অর্থে) প্রযুক্ত হয়]। ৭। বাঙ্গালা শব্দ বিভক্তি ('জলে', 'চোখে' প্রঃ) ও ধাতু-বিভক্তি ('করে', 'বলে' প্রঃ)।

এই—১। অগ্রস্থিত, সম্মুখবর্ত্তী; নিকটস্থ; শেষোক্ত; বর্ত্তমান, উপস্থিত। বিণ। ২। এই ব্যক্তি, ইনি; এই বস্তু, ইহা। সর্ব। ৩। এখনই; কিছু আগে; সম্প্রতি;

অতঃপর ; সান্ত্বনাসূচক শব্দ ; কার্য ক্রিয়া বিরতি আনন্দ সমর্থন প্রভৃতি-সূচক শব্দ। বাংপ্র। এ+ই নিশ্চয়ার্থে। অ। **এই অবধি**—এখন হইতে; এ-পর্যন্ত। **এই কতক্ষণ**—কিছু আগে। **এই কত দিন**—দু'চার দিন আগে। **এই কেবল**—কিছু আগে। **এই বেলা**—অবিলম্বে; সুযোগ থাকিতে থাকিতে, এই অবসরে। **এই মাত্র**—শুধু ইহা ; কিছু আগে।

এইমত, -মতে—এইরূপে। কপ্র। ক্রি বিণ।

এইসন, এইসা—এইরূপ। হি-মূ। প্রা কপ্র। বিণ।

এইসাম—এইরকম। হি মূ। বিণ।

এইসে—এইপ্রকার, এইরকম। হি-মূ। প্রা কপ্র। বিণ।

এউটেউ—১। খুব বেশী ('— খাওয়া')। ক্রি-বিণ। ২। খুব বেশী খাওয়ার জন্য উদ্গারশব্দ ; হাঁসফাঁস। অনুকার-বোধক বাং অ।

এউলায়ে—আলুলায়িত করিয়া। পো কপ্র। অস-ক্রি।

এও—১। ইনিও, এই ব্যক্তিও, ইহাও। এ+ও সমুচ্চার্থে। বাংপ্র। সর্ব। ২। সধবা রমণী। <অবিধবা। বি।

এওজ, এওয়াজ—বিনিময়, পরিবর্ত, বদল। <আ 'এবজ'। বি।

এওজী, -য়াজী—পরিবর্তে প্রাপ্ত। আ-মূ। বিণ।

এওত, এওতি—সধবাত্ব, স্বামী বর্তমান থাকা। এও (২)+ত, তি ভাবে। বাংপ্র। বি।

এ-ও-তা—যা-তা ; বাজে কথা, প্রলাপ বাক্য। বাংপ্র। সর্ব।

এ-ও-সে—এ কথা-সেকথা ; বহু ছোটখাট বিষয়। বাংপ্র। সর্ব।

এঃ—বিস্ময়-ঘৃণা-দুঃখাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

এঁ—উত্তরসূচক এবং বিস্ময় অবজ্ঞা ও স্পর্ধাদি-সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

এঁচড়—ইচড় (তাহা দ্রঃ)।

এঁচুলি—'আঁচুলি' দ্রঃ।

এঁটে—১। আঁটিয়া জোরে বাঁধিয়া। অস-ক্রি। ২। কলা কচু প্রঃ গাছের কঠিন মূল, গেঁড়। বাংপ্র। বি।

এঁটেল—আঠাল, আঠার মত চটচটে, বালির অংশহীন ভিজিলে পিচ্ছিল ও শুকাইলে শক্ত ('— মাটি')। বাংপ্র। বিণ।

এঁটো—ভুক্তাবশিষ্ট ; উচ্ছিষ্ট ; উচ্ছিষ্টের সংস্পর্শে দূষিত ; আহার্যের সংস্পর্শে অপরিষ্কৃত ('— হাত') ; আহারান্তে পরিত্যক্ত ('— পাত')। <উচ্ছিষ্ট। বিণ।

এঁটোকাঁটা—ভোজনের পর পাত্রে অবশিষ্ট অন্ন এবং মৎস্যকণ্টকাদি ; এঁটোসংযুক্ত পাত্র বা ভূমি, উচ্ছিষ্টস্থান। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

এঁটোখেকো, -খেগো—উচ্ছিষ্টভোজী ; অতি অধম (গালাগালি)। বাংপ্র। বিণ।

এঁড়ে—১। গোবৎস, মদ্দা বাছুর ; বৃষ, ষাঁড় ; (বিদ্রূপে) পুত্রসন্তান। বি। ২। সাহসী, বিক্রান্ত, একরোখা, একগুঁয়ে ; পুংজাতীয়। এঁড় (<অণ্ড—অণ্ডকোষ)+ এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বিণ। ৩। স্তন্যপায়ী শিশুর ঠিক পূর্বাবস্থার শিশু; শিশুর কৃশতা প্রঃ রোগ। বাংপ্র। বি।

এঁড়ে-গলা—ষাঁড়ের মত উচ্চ চিৎকার ; ভীষণ কর্কশ শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

এঁড়েল—স্বেচ্ছাচারী ; একগুঁয়ে। বাংপ্র। বিণ।

এঁড়ে-লাগা—১। শিশুর কম বয়সে জননীর পুনরায় সন্তান অথবা তৎসম্ভাবনা হইলে যথোপযুক্ত স্তন্যের অভাবে এবং নবজাত সন্তানের প্রতি হিংসাবশতঃ সেই শিশুর যে স্বাস্থ্যহানি হয় তাহা। বি। ২। মাতার পুনরায় সন্তান হইবার কালে বা তাহার সম্ভাবনাকালে স্তনে দুগ্ধাদির অভাবে স্বাস্থ্যহীন (পূর্বজাত শিশু)। বাংপ্র। বিণ।

এঁড়োতো—এঁড়ে-লাগা। বাংপ্র। বিণ।

এঁদো, এঁধো অন্ধকারময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলোকবিহীন ; বনজঙ্গলে ভরা, অতি পুরাতন ; পরিত্যক্ত ; পানা ও কর্দমাদিতে পূর্ণ অব্যবহার্য ('— পুকুর')। আন্ধুয়া' (<অন্ধ)-শব্দজ। বিণ।

এঁশে, এঁষে—গরুর খুরের একপ্রকার ঘা। প্রাদে। বি।

এঁষানি-আঁষ্টে গন্ধ, আমিষগন্ধ। <আমিষ। বি। **এঁষানি মারা**—ঘৃতে বা তৈলে মাংসাদি কষিয়া লওয়া।

এঁষো—আঁইষবিশিষ্ট, আঁইষে, ভরা ; আমিষগন্ধি। এঁষ (আঁইষ>আমিষ)+ও বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

এক ১। একসংখ্যা। সর্ব, ক্লী। ২। একসংখ্যাবিশিষ্ট, একাকী, অসহায়, মিলিত ; অভিন্ন, সাধারণ, একনিষ্ঠ, অখণ্ড, মিশ্রিত, সমবেত ; পূর্ণ ; অবিরাম ; কেবল, অদ্বিতীয় ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান ; তুল্য, সমান, অন্য ; অন্যতম, প্রথম ; অনির্দিষ্ট, কোন। ই+কন্ কর্তৃ। বিণ। বি—একত্ব, একতা। **এক আঁচড়ে বোঝা**—সামান্য পরিচয়ে বিদ্যা বুদ্ধি স্বভাব প্রঃ জানিতে পারা। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো**—একরকম অপরাধে অপরাধী হওয়া। **এক হাত দেখা**—প্রতিদ্বন্দ্বীকে একবার পরীক্ষা করা, একবার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করা। **এক হাত লওয়া**—সুযোগ পাইয়া প্রতিশোধ লওয়া ; সুযোগমত দু'কথা শুনাইয়া দেওয়া। **এক হাতে করা**—একেলা সকল কাজ করা ; অন্যের বিনা সাহায্যে করা।

এক-আড়া—এক-আকার, তুল্যাকৃতি। বাংপ্র। বিণ।

এক-আধ—সামান্য কিছু ; কয়েক। এক বা আধ যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

এক-আধটু—অতি সামান্য। বাংপ্র। বিণ।

এক-আনি—পূর্বের এক আনা বা চারি পয়সা মূল্যের মুদ্রা। এক আনা+ই মুদ্রা অর্থে। বা প্র। বি।

একই—একপ্রকারই, তুল্যই, কেবল একটি। এক+ই অবধারণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একক—১। একাকী ; অসহায়, কেবলমাত্র। এক+কন্ স্বার্থে। বিণ। ২। (গণিত) সংখ্যার দক্ষিণে প্রথম অঙ্ক (যেমন ১৯৫৭ সংখ্যায় ৭ একক) একজাতীয় রাশি-সকলের পরিমাণ বুঝাইবার নিমিত্ত তাহা-দিগকে তজ্জাতীয় যে নির্দিষ্ট রাশির সহিত তুলনা করা হয় তাহা, সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ধারণের জন্য গৃহীত লঘিষ্ঠ পূর্ণ রাশি, unit বি, ক্লী।

এককথা—অপরিবর্তনীয় কথা, যে কথার নড়চড় হয় না। বাংপ্র। বি।

এককরাশি—একক (২) (তাহা দ্রঃ)।

এককর্মা (কর্মন্) -কর্মা (-কর্মন্)—একক্রিয়, সমানকার্যকারী, তুল্যব্যবসায়ী। এক কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

এককলসী—কলসপূর্ণ ; প্রচুর পরিমাণ। বাংপ্র। বিণ।

এককাঁড়ি রাশীকৃত, বহুপরিমিত। এক কাঁড়ি যাহাতে, পরিমাণার্থে বহু। বাংপ্র। বিণ।

এককাটি, -কাঠি—আরও খানিকটা। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

এককাট্টা—একই উদ্দেশ্যে মিলিত, সংঘবদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

এককার্য(র্য্য)—১। সমানকার্যযুক্ত, তুল্য-কর্মকারী। এক (সমান) কার্য যাহার, বহু। বিণ। ২। সমান কর্ম। এক কার্য, কর্মধা। বি ; ক্লী।

এককালিক, -কালীন—১। সম-কালোৎপন্ন, এক সময়ে বা একবারে যাহা ঘটে বা করা যায় এরূপ। এককাল+ইক, ঈন ভবার্থে। বিণ। ২। এককালে, এক-যোগে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এককালীনতা—এককালে হওয়া বা ঘটা ; সমসাময়িকতা। এককালীন+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

এককুড়ি—কুড়িটি ; কুড়ি। বাংপ্র। বিণ বা বি।

এককুণ্ডল—বলরাম ; কুবের। এক (অর্থাৎ এককর্ণপরিহিত, একটিমাত্র) কুণ্ডল (কর্ণভূষণ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

এককেন্দ্রীয়—(জ্যামিতি) যাহাদের (অর্থাৎ যে-সকল বৃত্তের) কেন্দ্রবিন্দু একই এরূপ, অন্যের সহিত এক-কেন্দ্রবিশিষ্ট, concentric. এককেন্দ্র+ঈয় যুক্তার্থে। বিণ।

একক্রিয়—তুল্যকার্যকারী ; সমব্যবসায়ী। এক। ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

এক-গলা—সুবহ, অত্যধিক, বহু-পরিমিত। পরিমাণার্থে বহু। বাংপ্র। বিণ।

এক-গা—সমস্তদেহব্যাপী, গা'-ময় ('— গহনা')। ব্যাপ্তি-অর্থে বহু। বাংপ্র। বিণ।

একগাছ—গাছভরা ; একটা। বাংপ্র। বিণ।

একগাছা—একটা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

এক-গাদা—রাশীকৃত, সুবহ, সুপ্রচুর, অনেক। পরিমাণার্থে বহু। বাংপ্র। বিণ।

একগাল—গালভরা ('— হাসি') ; গ্রাস-পরিমিত ('— ভাত')। ব্যাপ্তি-অর্থে বহু। বাংপ্র। বিণ। **একগাল মাছি**—বিব্রত অবস্থা।

একগুঁয়ে—একরোখা, যে আপন জিদ ছাড়ে না এরূপ। এক (একদিকে) গোঁ, কর্মধা—একগোঁ ; তদুত্তরে এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ। বি, **-গুঁয়েমি**।

একগুটি—একটি। বাংপ্র। বিণ।

একগুরু—সতীর্থ, একগুরুর শিষ্য, সমপাঠী। এক (অভিন্ন) গুরু যাহার, বহু। বি ; পুং। **একগুরুর শিষ্য**—গুরুভাই ; একই রকম স্বভাবের লোক ; সমান দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

একগোছা—কতকগুলি, একতাড়া, এক-খোলো। বাংপ্র। বিণ।

একগোটা—একটা। বাংপ্র। বিণ।

একগ্রামীণ—একগ্রামবাসী, একগ্রামের অধিবাসী। একগ্রাম+ঈন ভবার্থে। বিণ।

একঘরে—জাতিভ্রষ্ট ; সমাজচ্যুত, অপাঙ্‌ক্তেয়। একঘর+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বিণ।

একঘাত—(জ্যোতির্বিদ্যা) একরেখীয়, linear. এক ঘাত যাহার, বহু। বিণ।

একঘেয়ে—একই প্রকারের, অপরিবর্তিত ; পরিবর্তনের অভাবে অরুচিকর ; বৈচিত্র্য-হীন। এক ঘা (তালাঘাত), কর্মধা+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। বি, **-ঘেয়েমি**।

একঘ্নী—একজনকে মারা যায় এমন অস্ত্র ; (মহাভারত) কর্ণের অস্ত্র বিঃ। উপপদ তৎ ; এক—হন্‌+টক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

একচক্র—১। সূর্যরথ ; বিষ্ণুমন্দির ; গণ্ডার। এক চক্র যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। একই রাজা কর্তৃক শাসিত ; (বাংপ্র) একত্র, সম্মিলিত, একজোট। একই চক্র যাহাদের, বহু। বিণ।

একচক্রবর্তী (-র্তিন্), **-চক্রবর্তী** (-র্তিন্)—সার্বভৌম ; একচ্ছত্র অধিপতি। উপপদ তৎ : একচক্র- বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

একচক্রা—মহাভারতোক্ত নগরী বিঃ ; রাঢ়-দেশের গ্রাম বিঃ, নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মস্থান। এক চক্র যাহাতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), (>-চক্ষু)—১। কাক, শুক্রাচার্য ('একেক্ষণ' দ্রঃ)। বি ; পুং। ২। একনেত্র-সম্পন্ন, কানা। এক চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ।

একচত্বারিংশ, -শত্তম—চল্লিশের পর-বর্তীটি ; একচল্লিশেরটি। একচত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

একচত্বারিংশৎ—একচল্লিশ (৪১)-সংখ্যা ; ৪১-সংখ্যক। একাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একচর—১। একাকী অবস্থানকারী ; যে একলা বিচরণ করে এরূপ ; যে অন্য লোকের সহবাসে থাকিতে ভালবাসে না এরূপ, একলষেঁড়ে ; বিজনবাসী ; একচারী। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। গণ্ডার। উপপদ তৎ ; এক—চর্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

একচর্যা(র্য্যা)—অসহায় গমন, কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া যাওয়া। এক—চর্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একচল্লিশ—৪১ সংখ্যা ; ৪১ সংখ্যক। একাধিক চল্লিশ (<চত্বারিংশৎ), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একচাপ—একত্র চাপযুক্ত, মিলিত, সম-বেত। এক চাপ যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

একচাপে—সকলে মিলিয়া, একযোগে। এক চাপ যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একচারী (-চারিন্)—একাকী বিচরণ-কারী ; বিজনবাসী। উপপদ তৎ ; এক—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

একচালা—১। যে ঘরের চাল মোটে একটি, একটি চালযুক্ত ('— ঘর')। বিণ। ২। একটি চালযুক্ত ঘর। একচাল+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি। ৩। একবার চালিয়া-লওয়া ('— খই')। একবার চালা, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

একচিত্ত—১। এক বিষয়ে নিবিষ্টমনাঃ, অনন্যচিত্ত। একে (একবিষয়ে) চিত্ত যাহার, বহু। ২। একমনাঃ, অভিন্নহৃদয়। এক (অভিন্ন) চিত্ত (মনোভাব) যাহার, বহু। বিণ।

একচুল—একটি চুল-পরিমিত ; অতিসূক্ষ্ম, অতি সামান্য। এক চুল যাহাতে, পরিমাণার্থে বহু। বাংপ্র। বিণ।

একচেটিয়া, -চেটে—একায়ত্ত, একাধীন, সম্পূর্ণরূপে একজনের করতলগত, সংঘ-বিশেষের আয়ত্ত, monopolistic. বাংপ্র। বিণ।

একচেতাঃ (-চেতস্), (>-চেতা)—একমনাঃ, একবুদ্ধি। এক চেতঃ (মনঃ) যাহাদের, বহু। বিণ।

একচোখো—একনেত্র, একমাত্র-চক্ষুর্বিশিষ্ট, কানা ; একদেশদর্শী ; পক্ষপাতী, অন্যায়-পূর্বক একজনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। একচোখ+ও বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একচোট—১। এক ঘা, খাঁড়া প্রঃ দিয়া একবারমাত্র প্রহার। এক চোট, কর্মধা। বি। ২। একদম, একবার ; একদফায় প্রচুর। বহু। বাংপ্র। বিণ।

একচ্ছত্র—একরাজার শাসনাধীন, এক সাম্রাজ্যভুক্ত ; দ্বিতীয়প্রভুশক্তিশূন্য ; সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী। এক ছত্র (ছাতা—রাজচিহ্ন) যাহাতে বা যাঁহার, বহু (এক+ছত্র)। বাংপ্র। বিণ।

একচ্ছায়—সমাচ্ছন্ন, অখণ্ড-ছায়াবৃত। এক। ছায়া যাহাতে, বহু। বিণ।

একছত্র—১। এক লাইন বা ছত্র। বি। ২। 'একচ্ছত্র' (সকল অর্থে)। বাংপ্র। বিণ।

একছুট, -ছোট—১। এক দৌড়, মধ্যে না থামিয়া অতিক্রুতবেগে যাওয়া। এক ছুট, ছোট (<ছুটা ক্রিয়া—দৌড়ানো), কর্মধা। ২। একবস্ত্র, কেবল পরিধেয়, উত্তরীয়-বিহীনত্ব, চাদর না থাকা। এক ছুট, ছোট (<suit), কর্মধা। বাংপ্র। বি।

একজ—১। একজন হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। সহোদর। উপপদ তৎ ; এক—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী **-জা** (সহোদরা)।

একজটা—দেবী বিঃ, উগ্রতারা মূর্তি। এক। জটা যাঁহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একজন্মা (-জন্মন্)—১। রাজা। এক (প্রধান) জন্ম (জন্মন্) যাঁহার, বহু। ২। দিক্‌পালগণের অংশজাত। এক অর্থাৎ প্রধান হইতে জন্ম যাহাদের, বহু। ৩। শূদ্র-জাতি। এক অর্থাৎ একবার জন্ম যাহার, বহু (উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন বলিয়া)। বি ; পুং বা বিণ।

একজাই—১। তালিকাবদ্ধ ; একত্রীকৃত, একসঙ্গে করা। বিণ। ২। নিরন্তর ; একাদি-ক্রমে, ক্রমাগত, পরপর। ক্রি-বিণ। ৩।

মোট হিসাব। বাংপ্র। বি। একজাই চালান—একসঙ্গে চালান, বংসরান্তে একুন চালান।

একজাই-নবিস—যিনি সব বিষয়ের এক সঙ্গে হিসাব করিয়া খাতা ঠিক করেন। একজাই+নবিস লেখক অর্থে। বাংপ্র। বি।

একজাত—১। এক মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন। এক (অর্থাৎ এক মাতাপিতা) হইতে জাত, ৭মীতৎ ২। পুরুষসংসর্গ ব্যতীত স্ত্রীলোকের গর্ভে উৎপন্ন। এক অর্থাৎ একমাত্র মাতা হইতে জাত (উৎপন্ন), ৫মীতৎ [খ্রীষ্টান মিশনারীর ভাষা।—কথিত আছে, যীশু খ্রীষ্ট ভগবানের তেজে কুমারী মেরীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইহেতু তাঁহাকে 'একজাত' বলা হয়]। বিণ।

একজাতি—১। শূদ্রজাতি। এক জাতি (জন্ম উপনয়ন, সংস্কার নাই বলিয়া) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। সমশ্রেণীস্থ, এক-প্রকারের; একবর্ণ। এক জাতি (জন্ম) যাহাদের, বহু। বিণ। ৩। এক জন্ম; এক বর্ণ; একপ্রকার, এক শ্রেণী। একা জাতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

একজাতীয়—তুল্যপ্রকার, তুল্যরূপ, এক-বর্ণ, একজাতির অন্তর্ভুক্ত। একজাতি+ঈয় প্রকারার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

একজানি—একপত্নীক, একভার্যায়ুক্ত, যাহার একমাত্র পত্নী এরূপ। একা জায়া (পত্নী) যাহার, বহু (সমাসান্ত ই, জায়া-স্থানে জানি)। বিণ।

একজায়—একজাই, একাদিক্রমে, এমা-গত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একজোট, -জুটি—একত্র দলবদ্ধ, সংঘবদ্ধ, একমত। এক জোট, জুটি যাহাদের, বহু। বাংপ্র। বিণ।

একজোটে—দলবদ্ধ হইয়া, দল বাঁধিয়া; ঐকমত্য-সহকারে। এক জোট যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একজ্বর—১। যে জ্বর ছাড়ে না, অবিরাম জ্বর। এক জ্বর, কর্মধা। বি; পুং। ২। অবিরামজ্বরভোগী। এক জ্বর যাহার, বহু। বিণ।

একজ্বরী (-রিন্)—অবিরামজ্বরভোগী। একজ্বর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -জ্বরিণী।

একটা—এক বস্তু, একমাত্র, একই, কোন এক। এক+টা তুচ্ছার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একটা কথার মত কথা—মনোযোগ দেওয়ার মত বড় এক কথা। একটা কিছু—সুযোগমত যে কোন কাজ।

একটানা—একই দিকে প্রবাহিত ('—স্রোত'); নিরবচ্ছিন্ন; অবিরত; এক-ঘেয়ে; বরাবর একই নিয়মে প্রচলিত। এক-টান+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একটি, -টী—একমাত্র, একবস্তু। এক+টি, টী আদরার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একটিন—১। প্রকৃত কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে তাহার কার্যসাধক অপর কর্মচারী; প্রতিনিধি। বিণ। ২। অভিনয়; আবৃত্তি। < ইং 'acting'. বি।

একটিনি—স্থায়ী কর্মচারীর অবর্তমানে কিছু দিনের মত কাজ। <ইং 'acting'. বি।

একটু, -টুকু—কিঞ্চিন্মাত্র, কিছু; খানিক, একরত্তি। এক+টু, টুকু অল্পার্থে। বিণ।

একটুখানি—সামান্য; কিছুক্ষণ; অল্প বয়স্ক, দেখিতে খুব ছোট। বাংপ্র। বিণ।

একটেরে—একপেশে; একপ্রান্তে; কাজে লাগে না এমন জায়গায় এবং সংকুচিতভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একঠামা—একটুও, অল্পমাত্রও। প্রা কপ্র। বিণ।

একঠাঁই, -ঠাই—১। একস্থানে মিলিত। বিণ। ২। একজায়গা একজায়গায়। বাংপ্র। বি।

একঠোকা—একগুঁয়ে, জেদী। প্রাদে। বিণ।

একডৌল—এক-সমান, একাকার। এক ডৌল যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

একঢল—একাকার, এক-আড়া। বাংপ্র। বিণ।

একঢাল—একরাশ, ক্রমনিম্ন। বাংপ্র। বিণ।

একতঃ (একতস্), (>একত)—এক দিকে, একপার্শ্বে, একপক্ষে; একদিক্ হইতে, এক পার্শ্ব হইতে; এক পক্ষ হইতে। এক+তস্ (সপ্তমী বা পঞ্চমী-স্থানে)। অ।

একতৎপর—অনন্যবিষয়ে নিরত, একাগ্র-চিত্ত। একে তৎপর, ৭মীতৎ। বিণ।

একতন্ত্রী (তন্ত্রিন্)—১। একপ্রভুক; একতন্ত্রযুক্ত; একমতাবলম্বী। বিণ। স্ত্রী, -তন্ত্রিণী। ২। একতারানামক বাদ্যযন্ত্র। একতন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

একতম—অনেকের মধ্যে এক। এক+তমপ্ নির্ধারণার্থে। বিণ।

একতর—১। দুইএর মধ্যে এক। এক+তরপ্। বিণ। ২। একপ্রকার, একরকম, অসাধারণ। বাংপ্র। বিণ।

একতরফ—একপার্শ্ব; একদিক্; একপক্ষ। এক তরফ কর্মধা। ফা-মু। বি।

একতরফা—একপক্ষসংক্রান্ত; একপক্ষ অব-লম্বন করিয়া কৃত; একপক্ষের উপস্থিতিতে মীমাংসিত, exparte ('—ডিক্রি', '—শুনানি')। একতরফ+আ সম্বন্ধার্থে। ফা-মু। বিণ।

একতলা—১। একতলবিশিষ্ট। একতল+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। নীচের তলা, ground floor. এক (প্রথম) তলা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

একতলীয়—একই সমতলে বিদ্যমান, co-planar. একতল+ঈয় বিদ্যমানার্থে। বিণ।

একতা—ঐক্য; মিলন; অভেদ; সাম্য; যুক্তি বিঃ। এক+তা ভাবে। বি, স্ত্রী।

একতান—১। একাগ্র, একবিষয়াসক্ত, তদগতচিত্ত; একই স্বরবিশিষ্ট, সমস্বর। এক তান যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। একঘোষ স্বর, বহু যন্ত্র এক সুরে এক তালে লয়, concert. কর্মধা। বি; পুং।

একতানতা—একাগ্রতা, তন্ময়তা। একতান+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একতানমনাঃ (মনস্), (>-মনা)—একাগ্রচিত্ত, তন্ময়চিত্ত। একতান মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

একতাপন্ন—একতাপ্রাপ্ত; একীভূত; অভিন্ন। একতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়া-তৎ। বিণ।

একতার—১। একটিমাত্র নক্ষত্রযুক্ত ('—আকাশ')। একা তারা (নক্ষত্র) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। একতন্ত্রী, এক-তারা। এক তার যাহাতে, বহু। বি; পুং। ৩। দখল, অধিকার। <আ 'ইখ্‌তিয়ার'। বি।

একতারা—একতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিঃ। এক তার, কর্মধা+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

একতাল—১। সমান তাল, একমিল; সমন্বিত লয়; অবিচ্ছিন্ন নৃত্যগীতাদি। কর্মধা। বিণ, -তালীয়, ঐকতালিক। ২। একস্বরযুক্ত যন্ত্র, 'সংগীতরত্নাকর'-মতে একটি মাত্র তালাঘাতযুক্ত তাল বিঃ। এক তাল যাহার, বহু। বি; পুং।

একতালা—১। বাজনার তাল, দ্বাদশমাত্রার তাল; (মতান্তরে) চতুর্দশমাত্রিক বা ষোড়শ-মাত্রিক তাল বিঃ (কোন মতে নাম এক-তালী)। বি। ২। একতালবিশিষ্ট। <একতাল। বিণ। ৩। বাড়ির সবচেয়ে নীচের তলা। <একতলা। বি।

একতীর্থ—১। সতীর্থ, সহপাঠী। এক তীর্থ (অধ্যাপক, গুরু) যাহার, বহু। ২। এক গুরু। এক তীর্থ, কর্মধা। বি; পুং।

একতীর্থী (-তীর্থিন্)—এক গুরুর শিষ্য, সহাধ্যায়ী, একপাঠী। একতীর্থ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -তীর্থিনী।

একত্তর—সম্মিলিতভাবে; একবিষয়ে; এক-স্থানে। <একত্র। অ।

একত্ব—একতা (তাহা দ্রঃ)। এক+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

একত্র—১। একস্থানে; একবিষয়ে; এক-দিকে। এক+ত্রল্ (সপ্তমী-স্থানে)। অ। ২। একস্থান। বাংপ্র। বি।

একত্রিংশ, -শতম—একত্রিশেরটি, ত্রিশের পরবর্তীটি। একত্রিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -তমী।

একত্রিংশৎ—৩১-সংখ্যা; ৩১-সংখ্যক। একাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একত্রিত—একস্থানে সমবেত; একত্রীকৃত। একত্র+ণিচ্ (=একত্রি নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ্।

একত্রিশ—৩১ সংখ্যা; ৩১ সংখ্যক।<এক-ত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

একথা-ওকথা, একথা-সেকথা—বাজে কথা, নানা কথা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

একথোকে—একবারে; সমষ্টিগতভাবে। এক থোক যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

একদংষ্ট্র, -দন্ত—গণেশ [ক্রীড়াযুদ্ধে ইঁহার একটি দন্ত কার্তিক (কোন মতে, যুদ্ধকালে পরশুরাম) ভগ্ন করিয়াছিলেন। কোন মতে,—এক সময়ে রাবণ পাশকক্রীড়ায় একটি পাকির প্রয়োজন হওয়ায় গণেশের একটি দন্ত উৎ-পাটন করিয়া লইয়াছিল, এইজন্য গণেশের এই নাম হইয়াছে]। এক দংষ্ট্রা, দন্ত যাঁহার, বহু। বি; পুং।

একদম—১। একনিঃশ্বাস। এক দম, কর্মধা। বাংপ্র। বি। ২। একেবারে; সম্পূর্ণরূপে; মোটেই। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

একদমা—যাহাতে একবার আওয়াজ হয় এমন ('— বাজি')। বাংপ্র। বিণ।

একদল—(উদ্ভিদবিদ্যা) যাহাদের (অর্থাৎ যে সকল বীজের) একটি করিয়া দল থাকে এমন, monocot. এক দল যাহার, বহু। বিণ।

একদা—একসময়ে, যুগপৎ; কোন সময়ে, কদাচিৎ। এক+দাচ্ (কালার্থে সপ্তমী-স্থানে)। অ।

এক-দাপটে—একদমে, একনিঃশ্বাসে, একদৌড়ে। এক দাপট যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একদিঠে—একদৃষ্টিতে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

একদিল—অভেদাত্ম, সম মনোভাববিশিষ্ট। এক দিল (অন্তঃকরণ) যাহাদের, বহু। বাংপ্র। বিণ।

একদৃক্ (দৃশ্)—১। কাক। এক দৃক্ (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। ২। শিব। একে (একবিষয়ে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে) দৃক্ যাঁহার, বহু। বি; পুং। ৩। সমদর্শী; কানা। এক (সর্বত্র তুল্য, একমাত্র) দৃক্ যাহার, বহু। বিণ।

একদৃষ্টি—১। অনন্যদৃষ্টি, একলক্ষ্য। একে (অনন্যবিষয়ে) দৃষ্টি (দর্শন) যাহার, বহু। বিণ। ২। কাক। বি; পুং। ৩। কানা। এক দৃষ্টি (নেত্র) যাহার, বহু। বিণ। ৪। এক বিষয়ে দর্শন, একদিকে দৃষ্টিপাত। একা দৃষ্টি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

একদৃষ্টে—অনন্যদৃষ্টিতে, স্থিরনেত্রে। <একদৃষ্টো=একদৃষ্টি+এ করণার্থে। ক্রি বিণ।

একদেব - প্রধান দেব, পরমেশ্বর। কর্মধা। বি; পুং।

একদেশ—একাংশ, কোন অংশ। এক দেশ, কর্মধা। বি; পুং।

একদেশদর্শিতা—সকল অংশ ভাল করিয়া না জানা; সংকীর্ণচিত্ততা; পক্ষপাতিত্ব। একদেশদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

একদেশদর্শী (দর্শিন্)—একাংশমাত্রে নিপুণ; সর্বাংশে অনভিজ্ঞ; অবহুদর্শী; অনুদার; পক্ষপাতী, একচোখো। উপতৎ; একদেশ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

একদেশী (-শিন্)—অবয়বী, অঙ্গী। এক-দেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

একদেশীয়—একদেশবাসী; একদেশজাত। একদেশ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

একদেহ—১। বুধগ্রহ। এক (অত্যুত্তম) দেহ যাহার, বহু। বি; পুং। ২। অভিন্ন-শরীর, একাত্মা। এক দেহ যাহাদের, বহু। বিণ। ৩। একই শরীর, অভিন্ন শরীর। কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী। **একদেহ এক-প্রাণ**—যাহাদের সকল দিক্ দিয়া মিল আছে এরূপ, সব দিক্ দিয়া একতাবদ্ধ।

এক দৌড়—একছুট একবার মাত্র দৌড়ানো। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

একদ্বার—একমাত্রদ্বারবিশিষ্ট, যাহাতে একটিমাত্র দরজা আছে এরূপ ('— গৃহ')। এক দ্বার যাহাতে, বহু। বিণ।

একধর্মা (ধর্মন্), **-ধর্মা** (-ধর্মন্)—তুল্যধর্মবিশিষ্ট, সমানধর্মী। এক (তুল্য) ধর্ম যাহার, বহু+সমাসান্ত অনিচ্। বিণ পুং বা স্ত্রী।

একধর্মী (-ধর্মিন্), **-ধর্মী** (ধর্মিন্) - —একধর্মা, একধর্মভুক্ত। একধর্ম+ইন আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ধর্মিণী**।

একধা—এক প্রকারে; একপ্রকার, এক-রকম। এক+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ; বিণ বা ক্রি-বিণ।

একধুর—একইরূপ ভারবহনকারী; এক-পৃষ্ঠে ভারবহনকারী (গবাদি)। একধুরা (১)+অণ্ বহন করে অর্থে (প্রত্যয়ের লোপ)। বিণ।

একধুরা—১। একই ভার। একা ধু (ধুর্—ভার), কর্ম+অচ্ সমাসান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। একমাত্রভারবিশিষ্টা। একধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

একধুরাবহ, -ধুরীণ - একবিধ-ভারবাহী (গবাদি); একপিঠা (গরু ইঃ)। একধুরা—বহ্+অচ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে একধুরা+ঈন বহন করে অর্থে। বিণ।

একনবতি—একানব্বই-সংখ্যা; একানব্বই-সংখ্যক। একাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একনবতিতম—একানব্বইয়েরটি, নব্বই-য়ের পরবর্তীটি। একনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

একনয়ন—১। একচক্ষু, কানা। বিণ। ২। শিব; কাক। এক নয়ন যাহার, বহু। বি; পুং।

একনর—১। একমাত্র লোক, শ্রেষ্ঠ লোক। কর্মধা। বি; পুং। ২। হার বিঃ, যে হার গলায় একফেরমাত্র জড়ানো থাকে; যে হারে কেবল একটি ফেরে সুতা গাঁথা থাকে। বাংপ্র। বি।

একনলা—একটি নলবিশিষ্ট ('— বন্দুক')। বাংপ্র। বিণ।

একনাগাড়, -নাগাড়ে—অবিরত, ক্রমা-গত, অনবরত, অবিচ্ছেদে। এক নাগাড় যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একনাথ—১। একমাত্র প্রভু; অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। কর্মধা। বি; পুং বা বিণ। ২। অদ্বিতীয় প্রভুবিশিষ্ট, একচ্ছত্র ('— সাম্রাজ্য')। এক নাথ (প্রভু) যাহাতে, বহু। বিণ।

একনায়ক—১। অদ্বিতীয় প্রভু; একমাত্র শাসনকর্তা। কর্মধা। বি; পুং। ২। একমাত্র-প্রভুবিশিষ্ট; এক ব্যক্তির শাসনাধীন। এক নায়ক যাহার বা যথায়, বহু। বিণ।

একনায়কতন্ত্র—একমাত্র শাসনকর্তার নির্দেশ অনুসারে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা। একনায়ক যে তন্ত্র, কর্মধা। বি, ক্লী।

একনায়কত্ব—একমাত্র শাসনকর্তার কর্তৃত্ব। একনায়ক+ত্ব ভাবে। বি; পুং।

একনায়করাজ্যতন্ত্র—যে রাজ্যের শাসন-কার্য একজনের মতানুসারে সম্পন্ন হয় সেই রাজ্যের শাসনপ্রণালী, autocracy. এক-নায়ক রাজ্য, কর্মধা; তাহার তন্ত্র, ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

একনি—একেলা। প্রা কপ্র। বিণ।

একনিষ্ঠ—একে পরিসমাপ্ত; একানুরাগী; একাগ্র; তন্ময়; একের প্রতি নিষ্ঠা বা আস্থা-সম্পন্ন; বিষয়ান্তরে বা ব্যক্ত্যন্তরে উদাসীন; অব্যভিচারী। একে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। বি, **-নিষ্ঠতা, -নিষ্ঠত্ব**।

একনিষ্ঠা—১। একের প্রতি অনুরাগিণী; পতিব্রতা; একবিষয়ে আস্থাসম্পন্না। এক-নিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী ২। এক বিষয়ে

বা ব্যক্তিতে অনুরাগ ; এক আস্থা। ভক্তিত্ব। বি ; স্ত্রী।

একনীড়—একাশ্রয়, একস্থানে বাসকারী। এক নীড় যাহার, বহু। বিণ।

একপক্ষ—১। কোন এক দল বা দিকের আশ্রয়কারী, সহায় ; একটি পক্ষ (ডানা) বিশিষ্ট। এক পক্ষ যাহার, বহু। বিণ। ২। একটি ডানা, এক দল ; এক দিক্ ; শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষ ; বাদী বা প্রতিবাদী। কর্মধা। বি ; পুং।

একপঞ্চাশ—১। একপঞ্চাশত্তম, একান্নতি। একপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**পঞ্চাশী**। ২। একান্ন, ৫১-সংখ্যা। প্রাদে। বি বা বিণ।

একপঞ্চাশৎ—একান্ন-সংখ্যা ; ৫১-সংখ্যক। একাধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একপঞ্চাশত্তম—একান্ন সংখ্যার পূরণ, পঞ্চাশের পরবর্তীটি। একপঞ্চাশৎ+তমট্, পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**মী**।

একপত্নী—১। পতিব্রতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। সপত্নী। এক (একমাত্র ; অভিন্ন) পতি যাহার, বহু (ন-আগম)+ঈপ্। ৩। প্রধান ভার্যা। একা (মুখ্যা) পত্নী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একপত্নীক—একভার্য, একমাত্র-পত্নী-বিশিষ্ট। একা পত্নী যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

একপত্র—১। একমাত্র-পত্রসম্পন্ন। এক পত্র যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -**পত্রী**। ২। একটিমাত্র পত্র, এক পাতা। এক পত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

একপত্রোৎপত্তিক—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যাহা হইতে একটিমাত্র পত্র নির্গত হয় এরূপ ('— বৃক্ষাদি') [যথা— নারিকেল, খর্জুর, তাল, কদলী, তৃণ ইঃ]। এক পত্র, কর্মধা ; তাহা উৎপত্তিতে (উৎপত্তিকালে) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

একপদ—১। এক স্থান ; এক চরণ ; তৎকাল ; ব্যাকরণে একটিমাত্র পদ বা শব্দ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। তৎকালে ; একপদে, এক উদ্যমে ; অকস্মাৎ। ক্রি-বিণ। ৩। একচরণবিশিষ্ট। এক পদ যাহার, বহু। বিণ।

একপদী—সংকীর্ণ পথ ; একপ্রকার পয়ার ছন্দ। এক পদ যাহার বা যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

একপদী (-দিন্)—একপদবিশিষ্ট, এক-পেয়ে। একপদ+ইন্। বিণ।

একপদীকরণ—অনেকগুলি পদ মিলাইয়া একপদ করা, সমসন, সমাসকরণ। একপদ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একপদী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

একপদীভাব—অনেকগুলি পদের একপদ হওয়া, সমাস। একপদ+চ্বি অভূত তদ্ভাবার্থে (=একপদী)—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

একপরামর্শী (-র্শিন্)—যাহারা একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করে এমন ; একমত, একমতাবলম্বী। একপরামর্শ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**র্শিনী**।

একপর্ণা—হিমালয়ের কন্যা। (ভোজনার্থ) এক (কেবল) পর্ণ (পত্র) যাঁহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একপর্ণিকা—দুর্গা, অপর্ণা। একপর্ণা+(অন্ত্য স্বরের পূর্বে) ক সমাসান্ত (অক-স্থানে ইক)। বি ; স্ত্রী।

একপাটলা—হিমালয়ের কন্যা। (ভোজনার্থ) এক পাটল (পারুল) যাঁহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একপাট্টা—উড়ানি, উত্তরীয়, চাদর, এক-বস্ত্র ; একখানি। হি-মু। বি।

একপাট্টা—উড়ানি, একবস্ত্র। হি-মু। বি।

একপাঠী (-পাঠিন্)-সমপাঠী, একই বিষয় যাহারা পাঠ করে এরূপ। একপাঠ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**পাঠিনী**।

একপাৎ (-পাদ্)—রুদ্র বিঃ, শিবমূর্তি বিঃ। এক পাদ যাঁহার, বহু (সমাসে অন্ত্য অ-কারের লোপ)। বি ; পুং।

একপাদ—একপদ, একচরণ; এক-চতুর্থাংশ; শ্লোকের চারি চরণের একচরণ। কর্মধা। বি ; পুং।

একপান—(ঔষধাদির) একমাত্রা, একবার সেবনের যোগ্য। এক (একবার) পান যাহার, বহু। বিণ।

একপার্শ্ব—১। একধার ; একদিক্। কর্মধা। বি ; পুং। ২। একপেশে। বহু। বিণ।

একপাল—১। একদল, একসঙ্গে অনেক-গুলি। এক পাল, কর্মধা ; অথবা এক পাল যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি বা বিণ। ২। একমাত্র পালক, অদ্বিতীয় পালনকর্তা। এক পাল, কর্মধা। বি ; পুং।

একপাশ—১। একধার ; একদিক্। কর্মধা (পাশ<পার্শ্ব)। বি। ২। কাত, একপেশে। বহু। বাংপ্র। বিণ।

একপিঙ্গ, -পিঙ্গল—কুবের ; যক্ষ। এক পিঙ্গ, পিঙ্গল যাহার, বহু [পুরাণ-মতে অম্বুয়ার সহিত গৌরীকে নিরীক্ষণ করাতে, গৌরীর অভিশাপে ইহার বাম চক্ষু নষ্ট হয়, পরে শিবের অনুগ্রহ হওয়াতে দেবী ইহাকে এক পিঙ্গলবর্ণ চিহ্ন দেন]। বি ; পুং।

একপিণ্ড—সপিণ্ড, একবংশোৎপন্ন ; এক-দেহ। এক পিণ্ড যাহাদের, বহু। বিণ।

একপিতৃক—এক পিতার ঔরসে জাত। এক পিতা যাহাদের, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

একপুত্র, -পুত্র—১। একমাত্র তনয়, এক ছেলে। এক পুত্র, কর্মধা। বি ; পুং। ২। একমাত্রপুত্রবিশিষ্ট, যাহার একটিমাত্র ছেলে এরূপ ('— ব্যক্তি')। এক পুত্র যাহার, বহু। বিণ।

একপুরুষ—১। পরমেশ্বর। এক (প্রধান) পুরুষ, কর্মধা। বি ; পুং। বিণ, -**ষীয়**। ২। একপুরুষাশ্রিত, একপুরুষে। এক পুরুষ যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। বংশানুক্রম হিসাবে এক ব্যক্তির জীবনকাল। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

একপুরুষে—যে কুলীন মৌলিক বা বংশজ ঘরে বিবাহ করিয়া নিজে কুলভঙ্গ করে এরূপ ; এক পুরুষের জীবনকালীন। একপুরুষ+এ। বাংপ্র। বিণ।

একপেট—উদর পূর্ণ করিয়া, পেট ভরিয়া। এক (সম্পূর্ণ, পূর্ণ) পেট যাহাতে, পরিমাণার্থে বহু। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একপেশে—একধারে অবস্থিত, যাহা ঠিক মধ্যস্থলে নহে এরূপ, একপাশ-ঘেঁষা, এক-দিকে ঝোঁকা ; একদিকে ভারী ; পক্ষপাতী ; কোণঠাসা। একপাশ+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বিণ।

একপ্রাণ—১। একজীবন, সমপ্রাণ। বিণ। ২। সখা, বন্ধু। এক প্রাণ যাহাদের, বহু। বি ; পুং।

একপ্রিয়—১। একপত্নীক, একভার্য। একা প্রিয়া (পত্নী) যাহার, বহু। ২। একের প্রীতিদায়ক, একজনের ভালবাসার পাত্র। ষষ্ঠীতৎ। ৩। একমাত্র বস্তুতে অনুরাগী। এক প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

এককালা, -ফালি—একটুকরা ; লম্বা-ভাবে কাটা একখণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

এককের, -ফেরতা—একবারমাত্র ঘোরানো ('— রজ্জু', '— হারাদি')। এক ফের, ফেরতা (<ফির্ ধাতু) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

একফোঁড়—(সূচী প্রঃ দ্বারা) একবার-মাত্র বিদ্ধ করা, একবার ফুঁড়িয়া দেওয়া। এক ফোঁড়, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

একবংশ—১। একগোত্র, এক কুল। এক বংশ, কর্মধা। বি ; পুং। ২। একগোত্রোৎ-পন্ন, এককুলজাত। এক (অভিন্ন) বংশ যাহাদের, বহু। বিণ।

একবংশীয়—এককুলোৎপন্ন, সগোত্র। এক-বংশ+ঈয় জাতার্থে। বিণ।

একবগ্‌গা—একগুঁয়ে। <একবর্গী। বিণ।

একবচন—(ব্যাক) একত্বসংখ্যাবাচক বচন, singular number. একসূচক বচন (বচ্ + অনট্ করণ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

একবর্ণী—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, করতাল। বি ; স্ত্রী।

একবর্ষিকা—এক বৎসরের ধেনু, এক বৎসরের বকনা। এক বর্ষ যাহার, বহু + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

একবস্ত্র—১। উত্তরীয়হীন বস্ত্র, পরিধেয়-মাত্র। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। একবস্ত্রাবৃত, পরিধেয়মাত্র সম্বল, যাহার পরিবার কাপড় মোটে একটি ; একজাতীয় বস্ত্রবিশিষ্ট। এক বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

একবাক্যে—কোনরূপ মতদ্বৈধ না রাখিয়া, ঐকমত্য সহকারে ; সমস্বরে, এককথায়। এক বাক্য যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি বিণ।

একবাদ—একব্রহ্মত্ব-কথন (বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম হইতে সমস্ত পদার্থের অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনকেই একবাদরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন)। একের বাদ আছে যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

একবার—একাবৃত্তি ; একসময় ; এক দফা। এক বার, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

একবারে—একদফায় ; হঠাৎ ; সম্পূর্ণ-ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একবাস—১। একমাত্র বস্ত্র ; একমাত্র গৃহ। এক বাস, কর্মধা। বি ; পুং। ২। একবস্ত্রপরিহিত, উত্তরীয়শূন্য ; একমাত্র-গৃহবিশিষ্ট। এক বাস যাহার, বহু। বিণ।

একবাহু—১। একমাত্রভুজবিশিষ্ট, এক-হস্ত। এক বাহু যাহার, বহু। বিণ। ২। এক ভুজ, এক হস্ত। এক বাহু, কর্মধা। বি ; পুং।

একবিংশ, -বিংশতিতম—একুশেরটি, কুড়ির পরবর্তীটি। একবিংশতি + ডট্, তমট্, পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

একবিংশতি—একুশ ; ২১-সংখ্যা ; ২১-সংখ্যক। একাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একবিধ—একপ্রকার ; সমজাতীয়। বহু। বিণ।

একবীজপত্রী (-ত্রিন্)—একদল (তাহা দ্রঃ)।

একভক্ত—১। ব্রত বিঃ (ইহাতে এক-বারমাত্র ভোজনের বিধি আছে)। এক ভক্ত (ভাত, অন্ন) যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। একে ভক্তিযুক্ত ; পরমেশ্বরে ভক্তিমান্। একের ভক্ত (ভক্তিমান্), ৬ষ্ঠী-তৎ। ৩। প্রধান ভক্ত ; অদ্বিতীয় ভক্ত। এক (প্রধান) ভক্ত, কর্মধা। বি ; পুং।

একভাব—১। অভিন্ন ; সদৃশ ; সরল ; ভাবময়। বহু। বিণ। ২। একতা ; সাদৃশ্য ; সরলার্থ ; ঐক্য, ঐকমত্য। কর্মধা। বি ; পুং।

একভার্য(র্য্য)—একপত্নীযুক্ত, যিনি এক পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ ('— ব্যক্তি')। একা ভার্যা যাহার, বহু। বিণ।

একভার্যা(র্য্যা)—একপত্নী ; প্রধানা স্ত্রী। একা ভার্যা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একভূম, -ভূমিক—একতলা। একা ভূমি (তল) যাহার, বহু ; ২য় পক্ষে সমাসান্ত ক আগম। বিণ।

একভোজী (-জিন্)—একাহারী, যে দিনে একবার মাত্র খায় এমন। উপতৎ ; এক—ভুজ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

একমত—১। যাহাদের সহিত মতের ঐক্য আছে এরূপ। এক মত যাহার, বহু। বিণ। ২। তুল্য অভিপ্রায়। এক মত, কর্মধা। বি ; ক্লী।

একমতাবলম্বী (-লম্বিন্)—একই অভিপ্রায়যুক্ত, একমত ; একবাক্য ; একপরামর্শী। উপতৎ ; একমত—অব—লম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -লম্বিনী।

একমতি—১। উত্তম বুদ্ধি। একা (মুখ্যা, উৎকৃষ্টা) মতি, কর্মধা। ২। একজনে মতি ; পরমেশ্বরে বুদ্ধি। একে মতি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। এক বিষয়ে বা একপুরুষে বা এক কার্যে যাহার বুদ্ধি থাকে এরূপ। একা বা একে মতি যাহার, বহু। বিণ।

একমন—একবিষয়ে নিবিষ্ট অন্তঃকরণ। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি। ক্রি-বিণ—একমনে।

একমনঃপ্রাণ—অভেদাত্মা। এক মনঃ-প্রাণ যাহাদের, বহু। বিণ।

একমনাঃ (-মনস্), (> -মনা)—এক-চিত্ত, এক বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত। এক (একাগ্র) মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

একমনে—বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ না করিয়া, একাগ্রচিত্তে। এক মন যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একমাতৃক—একমাতার গর্ভে উৎপন্ন, সহোদর। একা (অভিন্না) মাতা (মাতৃ) যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

একমাত্র—১। কেবল একটি, একটির অনধিক। একই এই বাক্যে, নিত্য। বিণ। ২। একমাত্রাযুক্ত হ্রস্বস্বর, অ ই উ ঋ ঌ—এই কয়টি স্বর। একা মাত্রা যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

একমাত্রা—১। একটি মাত্র, অদ্বিতীয়া। একমাত্র + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। একটি-মাত্র হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ-কাল ; (সংগীত) ছন্দঃপরিমাপক কালবিভাগের একটি বিভাগ। একা মাত্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ৩। একবার সেবনের মত, একপান, একদাগ। কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একমুখ—১। একানন ; একদ্বার। এক মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখী, -মুখা। ('একদ্বার' অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে—একমুখা)। ২। একটিমাত্র মুখ বা প্রবেশদ্বার। এক মুখ, কর্মধা। বি ; ক্লী। ৩। মুখপূর্ণ, মুখভরা ('— জল')। বাংপ্র। বিণ।

একমুঠো—মুষ্টিপরিমিত, যাহা মুঠার মধ্যে থাকে এরূপ ('— চাল')। পরি-মাণার্থে বহু (মুঠো < মুষ্টি)। বাংপ্র। বিণ। **একমুঠো ভাত**—সামান্য পরিমাণ আহার্য।

একমুষ্টি—মুষ্টিপরিমিত, একমুঠো। একা মুষ্টি যাহার বা যাহাতে, বহু (পরিমাণার্থে)। বিণ।

একমূল—১। একস্থান হইতে উৎপন্ন ; একমাত্রমূলবিশিষ্ট। এক মূল যাহার, বহু। বিণ। ২। একমাত্র উৎপত্তিস্থান ; একটি-মাত্র মূল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

একমূলা—১। একমাত্রমূলবিশিষ্টা ; একোৎপন্না। বিণ ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী ; অতসী। এক মূল যাহার, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

একমেটে—একবার মাত্র মাটি-ধরানো ('— প্রতিমা') ; অর্ধগঠিত ; প্রথম আরব্ধ ; অসমাপিত, আংশিকভাবে সম্পূর্ণ ; একহারা। এক মাটি, কর্মধা + এ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একযষ্টিকা—একাবলী, একনর হার বিঃ। একা যষ্টিকা (নর, ছড়া) যাহাতে, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

একযোগে—মিলিতভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একরকম—একরূপ, তুল্যপ্রকার ; ভালও নয় মন্দও নয়। বাংপ্র। বিণ।

একরঙা—এক বর্ণে রঞ্জিত, এক রঙের। বাংপ্র। বিণ।

একরঞ্জ—কেশরঞ্জনদ্রব্য। এক (উত্তমরূপে) —রন্জ্ (রঞ্জন করা) + অচ্ করণ। বি ; পুং।

একরত্তি—একরতি-পরিমিত, একটি কুচ-ফলের সমান ভারবিশিষ্ট ; অতি সামান্য ; অতিক্ষুদ্র, খুব ছোট। পরিমাণার্থে বহু। বাংপ্র। বিণ।

একরার—কবুল, স্বীকার। < আ 'ইকরার'। বি।

একরারনামা—চুক্তিপত্র, স্বীকারপত্র। < আ 'ইকরার' + ফা 'নামা'। বি।

একরাশ—অনেক ; প্রচুর। বাংপ্র। বিণ।

একরূপ—১। সমানরূপ, তুল্যরূপ ; এক-

একাকার, identical. এক (সমান) রূপ যাহার, বহু। ২। মোটামুটি রকম ; মাঝামাঝি রকম, চলনসই। বাংপ্র। বিণ।

একরূপে—একপ্রকারে ; কোন রকমে। বহু। ক্রি-বিণ।

একরেখায়—(জ্যামিতি, এক সরল রেখায় অবস্থিত, collinear. একরেখা+ঈয় বিভিন্নার্থে। বিণ।

একরোকা, -রোখা—জেদী ; একগুঁয়ে, জেদী ; যাহাতে মাত্র একদিকে নকশা আছে এরূপ ('— কাপড়') ; কেবল একভাবে বোনা ('— বস্ত্রাদি')। একে (একদিকে) রোক, রোখ যাহার, বহু ; একরোক, এক-রোখ+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একল—একাকী ; যিনি যন্ত্র কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির আশ্রয় না লইয়া গান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন এরূপ। এক+ল অসহায়ার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একলপ্ত—অভেদ, সংলগ্ন, লাগাও ('— জমি') <ফা 'একলখ্‌ত্‌'। বিণ।

একলষেঁড়ে—(যে ষাঁড় একমাঠে একলা চরিতে চায় তাহার স্বভাব হইতে) অত্যন্ত হিংসুক ; অতিশয় স্বার্থপর, যে নিজেই ভোগ করিতে চায় এরূপ ; অমিশুক। একল ষাঁড়, কর্মধা+এ। বাংপ্র। বিণ।

একলা—১। একাকিনী, সঙ্গিবিহীনা। একল+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। একাকী, একেলা। <একল। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

একলাই—১। সাদা ফুলকাটা চাদর। প্রাদে। বি। ২। বিনা সাহায্যেই। ক্রি-বিণ।

একলাটি—একলা। বাংপ্র। বিণ।

একলা-দুকলা, -দোকলা—একজন-দুইজন ; অল্প লোক ; নিঃসঙ্গ ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

একলি, একলে—একাকী, একলা। প্রা কপ্র। বিণ।

একলিঙ্গ—১। পঞ্চক্রোশের মধ্যে একমাত্র শিবলিঙ্গ যে স্থানে আছে সেই স্থান ; সিদ্ধি-সাধন স্থান বিঃ। এক লিঙ্গ যেখানে, বহু। বি ; স্ত্রী। ২। (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে-সকল ফুলে শুধু পুংকেশর অথবা শুধু গর্ভকেশর থাকে তদ্রূপ, unisexual. এক লিঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

একলে—একাকী, একলা। প্রা কপ্র। বিণ।

একলেডা—(মুদ্রণ) কেবলমাত্র একখানি লেড দিয়া পঙ্‌ক্তি পৃথক্‌ করিয়া ছাপানো। এক লেড (lead) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

একলেপাটো, -ল্যাপটো—এক-লাগাও। বাংপ্র। বিণ।

একশত—১০০-সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। <এক-শত। বি বা বিণ।

একশত—১। ১০০-সংখ্যা ; কোন বস্তুর একশতটি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। শত-সংখ্যক। এক শত যাহাতে, বহু। বিণ।

একশফ—১। একখুরে জন্তু (যথা—খর, অশ্ব, অশ্বতর ইঃ)। বি ; পুং। ২। অখণ্ডখুরযুক্ত। এক শফ (খুর) যাহার, বহু। বিণ। ৩। একমাত্র খুর, অখণ্ডিত খুর। এক শফ, কর্মধা। বি ; পুং।

একশরণ—১। একমাত্র আশ্রয়, অদ্বিতীয় পরিত্রাণস্থল ; একমাত্র গৃহ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। একমাত্র-আশ্রয়বিশিষ্ট ; একের উপর নির্ভরকারী ; একগৃহসম্পন্ন। এক শরণ যাহার, বহু। বিণ।

একশা, -সা—একে পরিণত, একাকার ; একসঙ্গে মিলিত। হি-মু। বিণ।

একশিরা—অণ্ডকোষের একদিকের স্ফীতি রূপ রোগ, orchitis. বাংপ্র। বি।

একশৃঙ্গ—১। বিষ্ণু ; একশৃঙ্গযুক্ত পশু (যথা—গণ্ডার ইঃ), পিতৃগণ বিঃ। এক শৃঙ্গ যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। একমাত্র শৃঙ্গ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একশেষ—১। দ্বন্দ্বসমাস বিঃ—যাহাতে একটিমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে (কোন কোন বৈয়াকরণের মতে ইহা দ্বন্দ্বসমাসেরই একটি ভেদ ; কাহারও মতে ইহা সমাস নহে, সমাসস্থানীয় বৃত্তিমাত্র)। এক শেষ যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। পরাকাষ্ঠা, চরম ; চূড়ান্ত প্রাবল্য ('কষ্টের —')। বাংপ্র। বি।

একষট্টি—৬১-সংখ্যা ; ৬১-সংখ্যক। <এক-ষষ্টি। বি বা বিণ।

একষষ্টি—একষট্টি, ৬১-সংখ্যা ; ৬১-সংখ্যক। একাধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একষষ্টিতম—একষষ্টির পূরণ, একষট্টিতম। একষষ্টি+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

একসপ্ততি—৭১-সংখ্যা ; ৭১-সংখ্যক। একাধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একসপ্ততিতম—একাত্তরের পূরণ, সত্তরের পরবর্তীটি। একসপ্ততি+ডট্‌, তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

একসর—একাকী। এক—সৃ (গমন করা) +অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

একসরণী—একমাত্র পথ, অদ্বিতীয় পথ। একা সরণী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একসরি—একাকী, একলা। প্রা কপ্র। বিণ। স্ত্রী, -রী।

একসর্গ—অনন্যমনাঃ, একাগ্রচিত্ত। একে (একবিষয়ে) সর্গ (নিশ্চয়) যাহার, বহু। বিণ।

একসূত্র—বাদ্য বিঃ, ডমরু। এক সূত্র যাহাতে বা যাহার, বহু। বি পুং।

একস্থ—একস্থানে অবস্থিত, মিলিত। উপ-তৎ ; এক—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

একহাত—সুযোগমত প্রহার, বিদ্রূপ তর্ক ইঃ দ্বারা পরাভূত করা, পুরাতন আক্রোশ মিটানো ('— লওয়া') ; একবাজি ('— খেলা')। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একহায়নী—একবর্ষবয়স্কা গবী, এক-বৎসরের বকনা। এক হায়ন যাহার, বহু+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

একহারা—ছিপছিপে, কৃশ ; অন্য, এক-মাত্র। হি-মু। বিণ।

একা—১। একলা। <একল। বিণ। ২। দুর্গা (অভিন্নরূপে যিনি স্থিতি করেন এই অর্থে) ; দ্বিতীয়রহিতা স্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ৩। অদ্বিতীয়া, মুখ্যা ; একমাত্রা, কেবল একটি (নারী)। এক+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

একাকার—১। একসমান, তুল্যাবয়ব, উচ্চ-নীচ ভেদরহিত ; আচার-বিচারশূন্য ; একশা ; একত্র মিলিত। এক আকার যাহার, বহু। বিণ। ২। একবিধ আকার, একপ্রকার চেহারা। এক আকার, কর্মধা। বি ; পুং।

একাকী (-কিন্‌)—নিঃসঙ্গ, একলা, অসহায়। এক+আকিন্‌ অসহায়ার্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী, -কিনী।

একাক্ষ—১। কাক [শ্রীরাম পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ বনে আগমন করিয়া যখন চিত্রকূট-পর্বতে বাস করেন, তখন জয়ন্ত-নামক কাক জানকীর স্তনে চঞ্চুর আঘাত করিয়াছিল। সেই অপরাধে রামচন্দ্র তাহার বিনাশার্থ শরাসনে ইষীকাস্ত্র সংযোগ করিলে সেই কাক প্রাণভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তাহাতে দয়াময় রাম তাহার প্রাণবধ না করিয়া সেই অমোঘ অস্ত্র দ্বারা তদীয় ইচ্ছানুসারে কেবল তাহার একটি চক্ষু নষ্ট করেন, তদবধি কাকজাতি একাক্ষ হই-য়াছে]। বি ; পুং। ২। একচক্ষুঃ, কানা। এক অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু+সমাসান্ত ষচ্‌। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

একাক্ষর—১। ওঁকার, প্রণব। বি ; পুং। ২। একটিমাত্র বর্ণ যাহাতে আছে এমন, একবর্ণ। বহু। বিণ।

একাক্ষরী—'ক্রীং' এই মন্ত্র ; 'ক্রীং' মন্ত্রে জপনীয়া কালিকা দেবী। একাক্ষর+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

একাগ্র, -গ্র্য—একনিষ্ঠ, এক বিষয়েই আসক্ত ; অনাকুল। এক অগ্র (বিষয়) বা অগ্রে যাহার, বহু ; এক অগ্র্য (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

একাগ্রচিত্ত—অনন্যমনাঃ, তন্ময়হৃদয়। একাগ্র চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

একাগ্রতা—একমাত্র বিষয়ে মনঃসংযোগ, তন্ময়তা। একাগ্র+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

একাঘ্নী—মাত্র একজনকে আঘাত করিতে পারে এমন মহাস্ত্র বিঃ [এই অস্ত্র কর্ণ অর্জুনকে মারিবার জন্য যত্নে রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করেন]। এক—আ—হন্+টক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

একাঙ্গ—১। বুধগ্রহ। এক (প্রধান, উজ্জ্বল) অঙ্গ যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। শ্রেষ্ঠাঙ্গ, উত্তমাঙ্গ, মস্তক। এক (প্রধান, উত্তম) অঙ্গ, কর্মধা। ৩। কোন একটি দেহাংশ ; প্রধানের অঙ্গীভূত অংশ। এক অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

একাণ্ড—অশ্ব। এক অণ্ড (অণ্ডকোষ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

একাত্তর—একসপ্ততি, ৭১-সংখ্যা ; ৭১-সংখ্যক। <একসপ্ততি। বি বা বিণ।

একাত্মতা—একরূপত্ব, ঐক্য ; একপ্রাণতা, সখ্য ; পরমাত্মার অদ্বিতীয়ত্ব ; অভেদ। একাত্মন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

একাত্মবাদ—অদ্বৈতবাদ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ও জগৎ এক এই উক্তি। একাত্ম-বিষয়ক বাদ (উক্তি), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

একাত্মবাদী (-বাদিন্)—১। ব্রহ্ম মাত্র স্বীকারকারী, বেদান্তমতাবলম্বী। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা**। ২। বেদান্তশাস্ত্র। উপতৎ ; একাত্মন্—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

একাত্মা (-ত্মন্)—১। অভিন্নদেহ, একপ্রাণ ; সুহৃৎ ; একপ্রকার, একরূপ। এক আত্মা যাহাদের, বহু। বিণ। ২। অদ্বিতীয় পরমাত্মা। এক আত্মা, কর্মধা। বি ; পুং।

একাদশ (-দশন্)—এগার-সংখ্যা ; ১১-সংখ্যক। একাধিক দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা বিণ।

একাদশ—একাদশের পূরণ, একাদশস্থানীয়। একাদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

একাদশতনু—মহাদেব [কথিত আছে, ভগবান্ শঙ্কর একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া একাদশরুদ্র নামে বিখ্যাত হন। একাদশরুদ্রের নাম, যথা—অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর]। একাদশ তনু (মূর্তি) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

একাদশদ্বার—এগারটি রন্ধ্র-বিশিষ্ট শরীর [দুই নাসিকা, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, মুখ, নাভি, মলদ্বার, মূত্র-দ্বার এবং ব্রহ্মরন্ধ্র—এই এগারটি]। একাদশ দ্বার যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

একাদশভুজ—(জ্যামিতি) এগারটি বাহু-দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, hendecagon. একাদশ ভুজ যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

একাদশরুদ্র—মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন এগারটি মূর্তি [একাদশতনু (তাহা দ্রঃ)]। একাদশ রুদ্র, কর্মধা। বি ; পুং।

একাদশী—১। একাদশ সংখ্যার পূরণী তিথি, হরিবাসর [যে সময়ে চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা সূর্যমণ্ডল হইতে বহির্গমন-নিবন্ধন জ্যোতির্ময়ী হয়, সেই সময় শুক্লা একাদশী, এবং যখন চন্দ্রমণ্ডলের একাদশ কলা সূর্যমণ্ডলে প্রবেশজন্য জ্যোতিঃপ্রকাশ করিতে পারে না সেই সময় কৃষ্ণা একাদশী হয়] ; (বাংপ্র) একাদশী তিথিতে পালনীয় উপবাস ইঃ কৃত্য। বি ; স্ত্রী। ২। একাদশ সংখ্যার পূরণী ; এগার বছর বয়সী। একাদশ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

একাদিক্রম—১। আনুপূর্বিক। একাদি ক্রম যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অনুক্রম ; এক নাগাড়। কর্মধা। বি ; পুং।

একাদিক্রমে—এক অর্থাৎ প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ; অনুক্রমিকভাবে ; নিরবচ্ছিন্নভাবে, এক নাগাড়ে। একাদি ক্রম আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি বিণ।

একা-দুকা, -দোকা—একলাদুকলা (তাহা দ্রঃ)।

একাধার—একমাত্র পাত্র বা স্থান ; অদ্বিতীয় আশ্রয়। এক আধার, কর্মধা। বি ; পুং।

একাধিক—১। একোত্তর, একবেশী (যথা—একাধিকশত=১০১)। এক দ্বারা অধিক, ৩য়াতৎ। ২। একাতিরিক্ত, একের বেশী, অনেক। এক হইতে অধিক, ৫মীতৎ। বিণ।

একাধিকার—একচেটে অধিকার, monopoly. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

একাধিপ, -ধিপতি—একমাত্র অধীশ্বর, অদ্বিতীয় প্রভু ; সর্বোপরি কর্তা, সর্বনিয়ন্তা। এক অধিপ, অধিপতি, কর্মধা। বি ; পুং বা বিণ।

একাধিপত্য—সর্বময়কর্তৃত্ব, কেবল একের প্রভুত্ব ; অদ্বিতীয় প্রভুত্ব। একের আধিপত্য ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

একানই, -নব্বই—৯১-সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। <একনবতি। বি বা বিণ।

একানিয়া, একানে—নিঃসঙ্গ, একাকী ; পৃথক্ ; আলগা ; বিজোড়। বাংপ্র। বিণ।

একান্ত—১। অত্যন্ত ; নিতান্ত ; অবশ্য ; অবধারিত। এক হইয়াছে অন্ত (নিশ্চয়) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। নির্জন স্থান, নিভৃত প্রদেশ। এক অন্ত (অবসান), কর্মধা। ৩। একের অবধারণ। একের অন্ত (নিশ্চয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **একান্ত পক্ষে**—নিতান্তই যদি।

একান্তর—একটির পর একটি করিয়া বাদ দিয়া অবস্থিত, এক ব্যবধানে অবস্থিত, তৃতীয় স্থানবর্তী, alternate. এক অন্তর যাহাতে, বহু। বিণ।

একান্তর কোণ—(জ্যামিতি) দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করিলে যে চারিটি কোণ উৎপন্ন হয় তাহার প্রত্যেকটির পার্শ্বেরটি বাদ দিয়া পরেরটি অর্থাৎ বিপরীত দিকের কোণটি উহার একান্তর কোণ, alternate angle.

একান্তরিত—এক ব্যবহিত, তৃতীয়স্থান-বর্তী। এক দ্বারা অন্তরিত (ব্যবহিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

একান্তসচিব—কাহারও ব্যক্তিগত কার্যে সহায়ক এবং পরামর্শদাতা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, private secretary একান্তে সচিব, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

একান্তে—১। একান্ত পক্ষে, নিতান্তই ; একঠায়ে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। ২। নির্জন স্থানে, বিরলে। কর্মধা। বি, অধি-৭মী।

একান্ন—১। একত্র অন্নগ্রহণকারী ; সংসৃষ্ট ; একভোজী ; একপরিবারভুক্ত। এক অন্ন যাহার বা যাহাদের, বহু। বিণ। ২। ব্রত বিঃ (এই ব্রতে একবারমাত্র খাইতে হয়)। এক অন্ন (ভোজন) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ৩। একপঞ্চাশৎ-সংখ্যা ; ৫১-সংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একান্নবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—একপরিবারভুক্ত, অবিভক্ত। উপতৎ ; একান্ন—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**। **একান্নবর্তী পরিবার**—যৌথ পরিবার, যে সংসারে এক ব্যক্তির উপার্জনে বা কয়েকজনের উপার্জনে সকলের আহারাদি কার্য একসঙ্গে সম্পন্ন হয়, joint family.

একান্নভুক্ত—একান্নসংসৃষ্ট, একান্নভোজী ; একপরিবারের অন্তর্গত। এক (অপৃথক্) অন্ন, কর্মধা ; একান্নদ্বারা ভুক্ত (অধিকৃত), ৩য়াতৎ। বিণ।

একান্নভোজী (-ভোজিন্)—সহভোজী ; একাহারী, যে দিবারাত্রে একবারমাত্র আহার করে এরূপ ; একপরিবারভুক্ত। উপতৎ ; একান্ন—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**। বি, **-ভোজিতা**।

একান্বয়—একমাত্র বস্তু বা বিষয়ের সহিত বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধ ; একঘেয়েমি, monotony. একের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

একাবয়ব—১। অভিন্ন দেহ, একই দেহ। এক অবয়ব, কর্মধা। বি ; পুং। ২। এক-

আত্মাপর, একরূপ। একই অবয়ব যাহাদের, বহু। বিণ।

একাবলী—এক-নর মালা, একযষ্টিকা, এক-নর হার ; অর্থালংকার বিঃ [উত্তরোত্তর পদার্থের বিশেষ্যগুলি যদি পূর্ব পূর্ব পদার্থের বিশেষণরূপে স্থাপিত বা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই অলংকার হয় ; যথা,—

(১ম) "সরোবর বিকসিতপদ্মমনোহর,
প্রতিপদ্ম যথা শোভে ভৃঙ্গসমন্বিত,
ভৃঙ্গ যথা সংগীতের ঝংকারে মুখর,
সংগীত-শ্রবণে যথা মন্মথ উদিত।"

এই স্থানে পদ্ম, ভৃঙ্গ এবং সংগীত এই পর পর তিনটি বিশেষ্যপদ, পূর্ব পূর্ব পদ সরোবর, পদ্ম এবং ভৃঙ্গের বিশেষণরূপে উপন্যস্ত হইল।

(২য়) "না রহে সলিল তথা, যাহা পদ্মহীন,
হেন পদ্ম নাহি, যাহে ভৃঙ্গ নহে লীন,
নাহি ছিল হেন ভৃঙ্গ, যে নাহি গুঞ্জরে,
নহে সে গুঞ্জন, যাহা মন নাহি হরে।"

এই স্থানে পদ্ম, ভৃঙ্গ এবং গুঞ্জন—এই পর পর তিনটি বিশেষ্যপদ, পূর্ব পূর্ব জল, পদ্ম এবং ভৃঙ্গ এই পদত্রয়ের বিশেষণরূপে নিষিদ্ধ হইল]। একা আবলী (শ্রেণী) যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

একাম্র, একাম্রকানন—উড়িষ্যাদেশের অন্তর্বর্তী নীলাচলের চারি ক্রোশ উত্তরস্থিত পবিত্র তীর্থ বিঃ, ভুবনেশ্বর [এই স্থানে উড়িষ্যারাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মিত করান। এই স্থানে একটি আম্র বৃক্ষ ছিল বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। ইহার অন্য নাম ভুবনেশ্বর]। এক আম্র, আম্রকানন যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

একায়ন—১। একাগ্র, অনন্যমনাঃ ; মাত্র একজনের গমনযোগ্য, সংকীর্ণ। এক অয়ন (আশ্রয়) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। একাগ্রতা ; একমাত্র গতি বা পন্থা ; সংকীর্ণ রাস্তা ; ফুটপাথ। এক অয়ন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

একার—'এ' এই অক্ষর ; ব্যঞ্জনবর্ণের পর যুক্ত এ-বর্ণের চিহ্ন (ে) [উচ্চারণ বর্ণের পর হইলেও চিহ্নটি পূর্বে বসে ; যেমন ক্+এ= কে]। এ+কার স্বার্থে। বি ; পুং।

একারাদি—যাহার প্রথমবর্ণে একার আছে এমন ('— শব্দ')। একার আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

একারান্ত—অন্তে এ-বর্ণবিশিষ্ট, যাহার শেষে 'এ' আছে এরূপ। একার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

একার্থ—১। যাহার অর্থ এক এরূপ, একাভিধেয় ; সমান অর্থবিশিষ্ট একমাত্র প্রয়োজনসম্পন্ন। এক অর্থ যাহার বা যাহাদের, বহু। বিণ। ২। এক ব্যুৎপত্তি বা মানে ; তুল্য অভিপ্রায় ; সম প্রয়োজন। এক অর্থ, কর্মধা। বি ; পুং।

একার্থক—একার্থ (১) দ্রঃ। এক অর্থ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -র্থিকা।

একার্থচর্যা—এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিলিতভাবে কর্ম সম্পাদন, সম্মিলিত প্রচেষ্টা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একার্থতা—একার্থবোধকতা, এক প্রতিপাদ্যতা ; একপ্রয়োজনবিশিষ্টতা ; উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের অভিন্নতা। একার্থ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

একার্থ-প্রতিপাদক, -বোধক—এক অর্থের প্রতিপাদনকারী, এক মানে বুঝায় এরূপ (দুই বা বহু শব্দ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -পাদিকা, -বোধিকা।

একাল-ওকাল—ইহকাল ও পরকাল ; বর্তমান কাল ও প্রাচীন কাল। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

একাল-সেকাল—বর্তমান ও অতীত। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

একাশি, -শী—১। ৮১-সংখ্যা ; ৮১ সংখ্যক। <একাশীতি। বি বা বিণ। ২। একপার্শ্বে শয়ান, একপার্শ্বস্থ ; একধারে অবনত। <একপার্শ্বী। বিণ।

একাশীতি—৮১-সংখ্যা ; ৮১-সংখ্যক। একাধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একাশীতিতম—আশির পরবর্তীটি, একাশিরটি। একাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

একাশ্রয়—১। যাহার একটিমাত্র আশ্রয় এরূপ ; একের উপর নির্ভরশীল ; এক-কার্যাবলম্বী ; একজনের আশ্রিত। এক আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ। ২। একমাত্র অবলম্বন বা গতি। এক আশ্রয়, কর্মধা। বি ; পুং।

একাশ্রিত—কেবল একের শরণাপন্ন ; অনন্যগতি ; একমাত্র বিষয়ে আসক্ত। একাকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

একাসন—১। একমাত্র উপবেশনস্থান, অভিন্ন আসন। এক আসন, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। এক আসনে উপবিষ্ট ; যিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠেন না এরূপ। এক আসন যাহার, বহু। বিণ।

একাহ—একদিন, একদিনকাল। এক অহ (অহন্ শব্দ), কর্মধা+সমাসান্ত টচ্। বি ; পুং।

একাহার—১। দিনরাত্রে একবারমাত্র ভোজন। এক আহার, কর্মধা। বি ; পুং। বিণ, -হারী (-রিন্)। ২। একদিনে একবারমাত্র ভোজনকারী, একাহারী। এক আহার যাহার, বহু। বিণ।

একাহারী (-হারিন্)—দিনরাত্রে একবারমাত্র ভোজনকারী। একাহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -হারিণী।

একাহ্নিক—একদিনসাধ্য ; একদিনে উৎপাদ্য। একাহ+ইক সাধ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -হ্নিকী।

একি, একই—একমাত্র ; তুল্য, সমান। এক+ই অবধারণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

একি—ইহা কেমন ; এতাধিক ; আশ্চর্যবোধক শব্দ। এ (ইহা)+কি (প্রশ্নার্থে)। বাংপ্র। অ।

একীকরণ—একত্র সংস্থাপন, বহু দ্রব্য একত্র যোগ করিয়া রাখা, সমষ্টিকরণ ; বহু দ্রব্যকে মিলাইয়া এক দ্রব্য প্রস্তুত করা, সংমিশ্রণ ; সমান করণ। এক+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

একীকৃত—এক রূপে পরিণত ; একত্রীকৃত, সংগৃহীত, রাশীকৃত। এক+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

একীনতা—সমগ্রতা, ঐক্যসম্বন্ধ। এক+ঈন স্বার্থে+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

একীভবন—একাকার হওয়া ; সমান হওয়া, একত্র মিলিত হওয়া। এক+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—ভূ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

একীভাব—একত্ব, মিলিত হইয়া এক হওয়া। এক+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=একী) —ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, -ভূত।

একীভূত—একে পরিণত ; অনেকগুলির মিলনে উৎপন্ন একটি ; একত্র মিলিত, স্তূপীকৃত। এক+চ্বি (=একী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -ভাব, -ভবন।

একীয়—একপক্ষাবলম্বী ; একসম্বন্ধীয়। এক +ঈয় তদর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

একুন—মোট, সমষ্টি, যোগফল। বাংপ্র। বি।

একুনে—সমষ্টিতে, মোটে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একুরাব—একরব, একতান, সমস্বর। প্রা কপ্র। বি।

একুল-ওকুল—শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল ; ইহকাল ও পরকাল ; উভয় অবলম্বন। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

একুশ—একবিংশতি-সংখ্যা ; একবিংশতি-সংখ্যক। <একবিংশতি। বি বা বিণ।

একুশে—মাসের ২১ দিনের দিন। একুশ+এ। বাংপ্র। বিণ।

একূল-ওকূল—উভয় তীর ; উভয় অবলম্বন। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

একে—১। ইহাকে। 'এ'-র একবচন কর্মবিভক্তি। বাংপ্র। সর্ব। ২। (প্রশ্নে) এই ব্যক্তি কে ? এই ব্যক্তির পরিচয় কি ? এ+কে (বাক্য)। ৩। একটিতে, এক

বিষয়ে, এক পক্ষে ; প্রথমতঃ। এক+এ অধিকরণ-বিভক্তি। বাংপ্র। **একে আর হওয়া**—সদুদ্দেশ্যে কৃত কর্মের মন্দ ফল হওয়া। **একে একে**—একটি একটি করিয়া, পরে পরে। **একে চায়, আরে পায়**—প্রার্থিত দ্রব্য ব্যতীত অন্য মনোমত দ্রব্য পাইলে অধিকতর আনন্দ লাভ করে। **একে পায়, আরে চায়**—কিছু পাইলে আরও পাইবার ইচ্ছা হয়।

একেক্ষণ—১। একচক্ষুঃ, কাক ; শুক্রাচার্য [পুরাণে কথিত হইয়াছে, বলি রাজা বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি প্রদান করিতে স্বীকার করিলে তদীয় গুরু শুক্রাচার্য যোগবলে ভাবী ঘটনা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সত্যভঙ্গভয়ে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া সেই ত্রিপাদভূমিদানে প্রস্তুত হইলে, শুক্রাচার্য জলাভাবে দান অসিদ্ধ করিবার মতলবে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া ভৃঙ্গার-মধ্যে প্রবেশপূর্বক তাহার জলপতন-পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সর্বজ্ঞ বামনদেব সেই জলপাত্রের সূক্ষ্মদ্বারে কুশ প্রবেশ করাইয়া তাঁহার এক চক্ষুঃ নষ্ট করাতে তদবধি তিনি একনেত্র হন]। বি ; পুং। ২। একচক্ষুবিশিষ্ট। এক ঈক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

একেবারে—সম্পূর্ণভাবে, একদম ; যুগপৎ ; অপ্রত্যাশিতভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একেলা—একল (তাহা দ্রঃ)।

একেলে—একালের, আধুনিক ; আধুনিকপন্থী। বাংপ্র। বিণ।

একেশ্বর—১। এক ভগবান্ ; একমাত্র অধিপতি, অদ্বিতীয় প্রভু ; সর্বেসর্বা। এক এমন ঈশ্বর, কর্মধা। বি ; পুং। ২। একাকী, একমাত্র। প্রা কপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-রী** ("সদা পরাধীনা ঘরে রহে একেশ্বরী"—পদকল্পতরু)।

একেশ্বরবাদ—ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন—এইরূপ উক্তি বা মত। একেশ্বর-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

একেশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এইরূপ মতাবলম্বী, অদ্বিতীয়-ব্রহ্মবাদী। একেশ্বরবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

ঐকৈক—এক একটি ; একা একা। এক +এক (বীপ্সার্থে দ্বিরুক্তি, সমাসবৎ)। বিণ।

ঐকৈকশঃ (-শস্), (>**ঐকৈকশ**)—একে একে, এক একটি করিয়া, পর্যায়ক্রমে। ঐকৈক+শস্। অ।

একো—আকের, ইক্ষুজাত ('—গুড়')। বাংপ্র। বিণ।

একোদর—১। সহোদর ভ্রাতা। এক উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। সমান উদর। কর্মধা। বি ; ক্লী।

একোদ্দিষ্ট—একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে যে শ্রাদ্ধ করা হয় সেই শ্রাদ্ধ, সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ ; প্রেতোদ্দেশক শ্রাদ্ধ (এই শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নকালে করিতে হয়)। এক উদ্দিষ্ট (লক্ষিত) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

একোন—এক কম। এক দ্বারা উন, ৩য়াতৎ। বিণ।

এক্কা—দুইচাকাওয়ালা এক-ঘোড়ার গাড়ি। হি। বি।

এক্কাওয়ালা—এক্কাগাড়ির চালক। হি-মু। বি।

এক্তার—এখতিয়ার (তাহা দ্রঃ)।

এক্ষণ—এই সময়, বর্তমান কাল, এখন। এ (এই, সর্ব-বিণ) ক্ষণ, কর্মধা। বি।

এক্ষণকার—এখনকার, বর্তমান সময়ের, ইদানীন্তন। এক্ষণ+কার। বাংপ্র। বিণ।

এক্সচেঞ্জ—মহাজনদের বিল বিনিময়ের স্থান ; আন্তঃপ্রাদেশিক বা আন্তর্জাতিক বিনিময়-প্রতিষ্ঠান। <ইং 'exchange'. বি।

এক্সিস—'অ্যাক্সিস' দ্রঃ।

এখতিয়ার—ক্ষমতা, শক্তি, পরাক্রম ; অধিকার, দখল ; ইচ্ছা, বাসনা। <আ 'ইখ্‌তিয়ার'। বি।

এখন—এক্ষণে, সম্প্রতি ; বর্তমান কালে ; এই অবস্থায় ; এতক্ষণে, এতবিলম্বে ; যখন প্রয়োজন নাই তখন, অসময়ে ; সুযোগ হারাইবার পর ; অবসরমত, পরে (তোমাকে একশো টাকা দেব এখন) ; আজকাল (তার এখন বড় বাড় বেড়েছে) ; অবশেষে ("এখন আমারে লহ করুণা করে!"—রবীন্দ্র) ; এইবার, এবার (তখন টাকা চুরি করে পালিয়েছিলে, এখন ?) ; এপর্যন্ত, এতদিনেও ; ইহা সত্ত্বেও, অতঃপর (এখন কি বুঝতে হবে তুমি চোর নও ?) ; আজিও (এখনও আমার ভূতের ভয় যায়নি)। এ (>এই) খন (>ক্ষণ), কর্মধা। বাংপ্র। অ। **এখন-তখন অবস্থা**—মুমূর্ষু অবস্থা।

এখনকার—এই সময়ের, ইদানীন্তন। এখন +কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ। **এখনকার মত**—উপস্থিতের জন্য, বর্তমানের উপযোগী।

এখনি, এখনই—এই মুহূর্তে, অবিলম্বে। এখন+ই নিশ্চয়ার্থে। অ।

এখান—১। এইস্থান, এস্থল। এ থান (>স্থান), কর্মধা। বাংপ্র। ২। এই খণ্ড। এ খান (>খণ্ড), কর্মধা। বাংপ্র। বি।

এখানকার—এইস্থানের, অত্রত্য। এখান+কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

এখো—১। একমাত্র, একটি। প্রা কপ্র। ২। ইক্ষুজাত। আখ+ও (<উয়া) জাতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

এখোঁয়ো—এখনও, এই সময় পর্যন্ত। প্রা কপ্র। অ।

এগজামিন—পরীক্ষা। <ইং 'examination'. বি।

এগজিবিশন—প্রদর্শনী, মেলা। <ইং 'exhibition'. বি।

এগনো, এগুনো—আগাইয়া যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। <অগ্রগমন। ক্রি [, বি]।

এগার—১১-সংখ্যা ; ১১-সংখ্যক। <একাদশন্। বি বা বিণ।

এগু—১। পূর্বে, আগে। গ্রাম্য। ক্রি-বিণ। ২। অগ্রবর্তী। <অগ্র। বিণ। ৩। একপ্রকার কম্প-জ্বর। <ইং 'ague'. বি।

এজন, এজনা—এই লোক। এই জন, জনা, কর্মধা। বাংপ্র। বি ; পুং।

এজন্য—এইনিমিত্ত, এইজন্য। বাংপ্র। অ।

এজমাল—যৌথ অধিকার, সাধারণের মালিকানা। <আ 'ইজ্‌মাল'। বি।

এজমালী—সাধারণের, একাধিক ব্যক্তির, শরিকী, joint. এজমাল+ঈ বিশিষ্টার্থে। আ-মু। বিণ।

এজলাস—ধর্মাধিকরণ, বিচারালয়, কাছারি ; বিচারাসন। <ফা 'ইজ্‌লাস্'। বি।

এজারা—নিয়মিত অধিকার। ফা-মু। বি।

এজাহার, এজেহার—দর্শন ; প্রকাশ করণ, ব্যক্ত করণ ; সাক্ষ্য, বিচারপতির নিকট বর্ণনা ; জানানো ; বিজ্ঞপ্তি। <আ 'ইজ্‌হার'। বি।

এজেন্ট—প্রতিনিধি ; কর্মচারী ; কার্যনির্বাহক ; গোমস্তা ; উকিল। <ইং 'agent'. বি।

এজেন্সি—এজেন্টের কার্য বা কারবার ; এজেন্টের কার্যস্থান ; গোমস্তাগিরি ; প্রতিনিধিত্ব ; এজেন্টরূপে কার্য ; এজেন্টের কার্য করণ। <ইং 'agency'. বি।

এজেহার—'এজাহার' দ্রঃ।

এঞ্জিন—ইঞ্জিন, যন্ত্র বিঃ ; কলবিশিষ্ট চালক-গাড়ি। <ইং 'engine'. বি।

এঞ্জিনিয়ার—স্থপতি, বাস্তুকার ; যন্ত্রবিশারদ। <ইং 'engineer'. বি।

এটর্নি—ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী ; মকদ্দমার তদ্বিরকারক ব্যবহারাজীব। <ইং 'attorney'. বি।

এটা, এটি—এই বস্তু ব্যক্তি বা বিষয়, ইহা। বাংপ্র। সর্ব। (অনাদরে—এটা ; আদরে—এটি।)

এটা-ওটা-সেটা—নানা জিনিস ; অনির্দিষ্ট ব্যাপার ; অবান্তর বিষয়। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

এটা-সেটা—নানা, নানা জিনিস ; বাজে জিনিস। বাংপ্র। বিণ বা বি।

এটে, এঁটে—কদলীর মূল, কলাগাছের গোড়া। আঁটি, আঁটি (<অষ্টি)+এ (<ইয়া) স্বার্থে। বি।

এটেল, এঁটেল—আঠাল, চটচটে। বাংপ্র। বিণ।

এডভোকেট—উচ্চ আদালতের উকিল, ব্যবহারাজীব বিঃ। <ইং 'advocate'. বি।

এড়—থাম ; ছাড়, ত্যাগ কর। বাংপ্র। ক্রি।

এড়াকাড়ি—অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য। প্রাদে। বি।

এড়াটে, এড়া—অতিক্রান্ত ; জাল হইতে পলায়িত ('— মাছ') ; অলস ; অপরিষ্কৃত ; পরিত্যক্ত, পরিবর্জিত ; বাসী ; বাতিল ; অনুপযুক্ত, অকেজো। বাংপ্র। বিণ।

এড়ান—মুক্তি, নিষ্কৃতি ; পলায়ন ; ত্যাগ। বাংপ্র। বি।

এড়ানো—পলায়ন করা ; অতিক্রম করা ; বিসর্জন দেওয়া ; পরিহার করা ; পাশ কাটানো ; কাত করা ; উপেক্ষা করা ; ঢালা ; নিক্ষেপ করা ; রক্ষা পাওয়া ; জড়াইয়া যাওয়া ('কথা 'এড়িয়ে গেছে')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

এড়ি—১। এড়াইয়া ; বিছাইয়া, পাতিয়া (ফাঁদ বা জাল) ; অতিক্রম করিয়া ; ত্যাগ করিয়া, ছাড়িয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি। ২। গুল্ক, গোড়ালি। বাংপ্র। বি। ৩। আসাম-জাত রেশমী বস্ত্র বিঃ। <এণ্ডি। বি।

এডিকং—সেনাপতির আজ্ঞাবাহী অনুচর। <ইং 'aide-de-camp'. বি।

এডিট করা—এক বা একাধিক লেখকের রচনা সংগ্রহ করিয়া সাময়িক পত্র বা পুস্তক সম্পাদন করা ; অপরের রচনাবলী সংস্কার করিয়া প্রকাশ করা।

এডিটর—পুস্তকাদির সংস্কারক ; সংবাদপত্র-সম্পাদক। <ইং 'editor'. বি।

এডিটরি—সম্পাদকতা, সম্পাদকের কার্য। এডিটর+ই কর্মার্থে। ইং-মু। বি।

এডিশন—সংস্করণ। <ইং 'edition'. বি। **পকেট এডিশন**—পকেটে রাখিবার মত ছোট সংস্করণ, pocket edition.

এড়ো—কাত, আড় ; চওড়ার দিকে স্থিত। আড়+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ।

এড়োপাতাড়ি—বিশৃঙ্খলভাবে ; যেদিকে সুবিধা সেই দিকে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এণ, এণক—হরিণ, মৃগ। ই (গমন করা) +ণ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে+স্বার্থে কন্। বি ; পুং।

এণাক্ষী—মৃগনয়না। বহু। বি ; স্ত্রী।

এণ্ট্রান্স—'এনট্রান্স' দ্রঃ।

এণ্ডা—অণ্ড, ডিম। <অণ্ড। বি।

এণ্ডাবাচ্চা—ছোট ছেলেমেয়ে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। এণ্ডা ও বাচ্চা, দ্বন্দ্ব বাংপ্র। বি।

এণ্ডী—আসামী তসর বিঃ। এণ্ড (<এরণ্ড) +ঈ উৎপন্নার্থে। বি।

এত—১। এই পরিমাণ, এই সংখ্যক ; এমন বেশী। <এতাবৎ। বিণ। ২। ইহা ; এই পর্যন্ত। প্রা কপ্র। সর্ব বা ক্রি-বিণ।

এতটুকু—এই পরিমাণ ; খুব কম : সামান্য মাত্র ; সংকুচিত, অপ্রতিভ ; উত্তরহীন ; নিরাশ। বাংপ্র। বিণ।

এতৎ (এতদ্)—(সমাসে ব্যবহৃত) ইহা, এই, ইনি ; সম্মুখস্থ। ই (গমন করা)+তদ্ কর্তৃ। (সং) সর্ব, বিণ।

এতত্তুল্য, এতৎসম—ইহার মত, ইহার সদৃশ, এতাদৃশ। ইহার (এতদ্-শব্দ) তুল্য, সম, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

এতদতিরিক্ত—ইহার বেশী ; ইহা ভিন্ন। ইহা (এতদ্-শব্দ) হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

এতদর্থে—এই উদ্দেশ্যে ; এই মর্মে। এতদ্+অর্থে। ক্রি-বিণ।

এতদীয়—এতৎ-সংক্রান্ত, এই সম্বন্ধীয়। এতদ্ +ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

এতদুদ্দেশ্য—এই অভিপ্রায়, এই মতলব। এতদ্ (এই) উদ্দেশ্য, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ক্রি-বিণ—**এতদুদ্দেশ্যে**।

এতদ্দেশ—এই দেশ, এই স্থান। এতদ্ (এই) দেশ, কর্মধা। বি ; পুং।

এতদ্দেশীয়—এদেশজাত ; এদেশের। এতদ্দেশ+ঈয় ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

এতদ্বৎ—এতৎ-সদৃশ, ইহার ন্যায়, ইহার মত। এতদ্+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ ; বিণ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত, এতদ্ব্যতীত—ইহা ভিন্ন, ইহা ছাড়া। ইহা (এতদ্-শব্দ) হইতে ব্যতিরিক্ত, ৫মীতৎ ; ইহাকে (এতদ্-শব্দ) ব্যতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

এতদ্ভিন্ন—ইহা ব্যতীত, এছাড়া। ইহা (এতদ্-শব্দ) হইতে ভিন্ন, ৫মীতৎ। বিণ।

এতদ্রূপ—এইপ্রকার, এতাদৃশ। ইহার (এতদ্-শব্দ) রূপের ন্যায় রূপ যাহার, বহু। বিণ।

এতবার—১। বিশ্বাস, প্রত্যয়। আ। বি। ২। এতৎসংখ্যক দফা, times. এত+বার। বাংপ্র। অ। ৩। রবিবার। আ অথবা <ইতুবার। বি।

এত্তলা, এত্তালা, এত্তেলা, এত্তেলা—সংবাদ দেওয়া, খবর দেওয়া, জানানো। <আ 'ইৎলা'। বি।

এতহি—এত। প্রা কপ্র। বিণ।

এতহি—এইখানে ; এইদিকে ; এই। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

এতন্ত—এত ; এই সমস্ত ; এই পর্যন্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

এতাদৃক্ (-দৃশ্)—এতাদৃশ, এইপ্রকার। এতদ্—দৃশ্+ক্বিন্ কর্ম। বিণ।

এতাদৃশ—এরূপ, ঈদৃশ, এবংবিধ, এবম্ভূত। এতদ্—দৃশ্+কঞ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -**দৃশী**।

এতাবৎ—এতৎপরিমিত, এত, এই পরিমাণের। এতদ্+বতুপ্ পরিমাণার্থে। বিণ ; ক্লী।

এতাবৎকাল—এতৎপরিমিত সময়, একাল পর্যন্ত। এতাবান্ (এতাবৎ) কাল, কর্মধা। বি ; পুং।

এত্তালা—'এত্তলা' দ্রঃ।

এতিম—মাতাপিতৃহীন ; অনাথ। আ। বিণ।

এতিমখানা—অনাথ-আশ্রম, orphan-age. আ-মু। বি।

এতেক—এ পর্যন্ত ; এই সমস্ত ; এই সকল কথা। কপ্র। বিণ বা বি।

এত্তেলা, এত্তেলা—'এত্তলা' দ্রঃ।

এত্তেলানামা—বিজ্ঞপ্তিপত্র, নোটিশ। <আ 'ইৎলা'+ফা 'নামা'। বি।

এথা—এখান। কপ্র। বি।

এথাকার—এখানকার। কপ্র। বিণ।

এদিক্—এই দিক্ ; এই দেশ ; এই অবস্থা ; এই পক্ষ। বাংপ্র। বি।

এদিক্-ওদিক্—দুই দিক্, চারিদিক্, সকল দিক্ ; দুই পথ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। **এদিক্-ওদিক্ করা**—ইতস্ততঃ করা ; ইতস্ততঃ বেড়ানো।

এদিক্-সেদিক্—এদিক্-ওদিক্। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। **এদিক্-সেদিক্ করা**—ইতস্ততঃ করা ; ঠকাইতে চেষ্টা করা।

এদিন—এতদিন, এতকাল। <এতদিন। বি।

এধ—ইন্ধন, জ্বালানি কাঠ ; তৃণ। এধ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

এধ-অধিকর্তা (-র্তৃ), **-কর্তা** (-র্তৃ)—ইন্ধনকাঠ সরবরাহবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, Director of Fuel. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

এধার—এদিক্। এ+ধার। বাংপ্র। বি।

এনকোর—থিয়েটার-যাত্রাদিতে নাচগানের পুনরাবৃত্তির জন্য দর্শকগণের অনুরোধ। <ফ্রে 'encore'. বি।

এনট্রান্স, এণ্ট্রান্স—প্রবেশিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা [কিছুকাল পূর্বে ইহা 'ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা' নামে অভিহিত হইত ; বর্তমানে ইহার নাম হইয়াছে 'স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা']। ইং 'entrance'. বি।

এনভেলাপ—চিঠি আটকাইবার খাম ; চিঠির আবরণী। <ইং 'envelope'. বি।

এমা—এরূপ, এতাদৃশ, এমন। প্রা কপ্র। অ।

এনামেল—ধাতুর উপর কাচের ন্যায় মসৃণ জিনিসের কলাই; মিনা। <ইং 'enamel'. বি।

এনায়েত—সম্মতি; সমর্থন; অনুগ্রহ। আ। বি।

এনু—আসিলাম। বাংপ্র। ক্রি।

এনে—এক্ষণে, এইসময়ে। প্রা কপ্র। বি।

এন্তাকাল—১। হস্তান্তর; ক্রোক। <আ 'ইন্তকাল'। ২। মৃত্যু। <আ 'ইন্তাকাল'। বি।

এন্তাজার, এন্তেজার—অধীন, আয়ত্ত, বশীভূত, অনুগত। <আ 'ইন্‌তিজার'। বিণ।

এন্তাজারি, এন্তেজারি—অধীনতা, বশ্যতা, আনুগত্য; পরমুখাপেক্ষিতা। এন্তাজার, এন্তেজার+ই ভাবে। আ-মূ। বি।

এন্তার—প্রচুর, অজস্র; যাহা ক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছে এমন, বিরামবিহীন। <পো 'entaro'. । বিণ।

এন্তেকাল—এন্তাকাল (তাহা দ্রঃ)।

এন্তেজার, -জারি—এন্তাজার ও এন্তাজারি তাহা দ্রঃ।

এপার—এই কূল, এই তীর। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

এপার-ওপার—এক পিঠ হইতে অন্য পিঠ পর্যন্ত; সামনে হইতে পিছনে; একূল-ওকূল। বাংপ্র বি।

এপারকার—এপারের, এই পার সম্বন্ধীয়। এপার+কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

এপাশ-ওপাশ—উভয় দিক্‌, সকল দিক্‌। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। **এপাশ-ওপাশ করা**—বিছানার এক পাশ হইতে অপর পাশ পর্যন্ত গড়াগড়ি দেওয়া; যন্ত্রণায় ছটফট করা।

এপিঠ-ওপিঠ—দুই দিক্‌, উপর-নীচ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

এপ্রিল—ইংরেজী বৎসরের চতুর্থ মাস। <ইং 'April'. । বি।

এফ্‌-এ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন দ্বিতীয় পরীক্ষা (F. A.—First Arts). [ইহাকে 'আই. এ.' বা 'আই. এস্‌-সি' পরীক্ষা বলা হইত]। বি।

এফিডেভিট—শপথপূর্বক বর্ণনা; হলফ-করা এজাহার। <ইং 'affidavit'. বি।

এফোঁড়-ওফোঁড়—একদিক্‌ হইতে অপর দিক্‌ পর্যন্ত কোঁড়া; একদিক্‌ দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর দিক্‌ দিয়া বাহির হওয়া। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

এব—নিশ্চয়ার্থ প্রঃ বোধক শব্দ। সং অ।

এবং (এবম্‌)—১। ও, আরও। বাংপ্র। অ। ২। এইপ্রকার, এতাদৃশ। সং অ।

এবংবাদী (-বাদিন্‌)—এইরূপ কথনকারী, যে এইরূপ বলে এমন। উপতৎ; এবম্‌—বদ্‌ (বলা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -বাদিনী।

এবংবিধ—ঈদৃশ, এবম্প্রকার, এইরূপ, এই-রকম। এবম্‌ (ঈদৃশী) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ। ['এবম্বিধ' অশুদ্ধ।]

এবড়োখেবড়ো—অসমতল; উঁচুনীচু। বাংপ্র। বিণ।

এবনে—পুত্র, পুত্রসন্তান। আ। বি।

এবমস্তু—ইহাই হউক। (সং)।

এবম্প্রকার—ঈদৃশ, এইরূপ, এইরকম। এবম্‌ (এই) প্রকার যাহার, বহু। বিণ।

এবম্ভূত—ঈদৃশ, এইপ্রকার, এইরূপ। এবম্‌—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

এবরা—পরিত্যাগ, পরিবর্জন; নামঞ্জুর; নিষ্কৃতি, পরিত্রাণ। <আ 'ইবরা'। বি।

এবাদত—উপাসনা। আ। বি।

এবাদতখানা, -গাহ্‌—মস্‌জিদ; উপাসনালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মূ। বি।

এবার—এই সময়; এই বৎসর; এই দফায়; এই জন্মে; এই অবস্থায়। বাংপ্র। বি।

এবারকার—এবারের। বাংপ্র। বিণ।

এবারৎ—রচনাপদ্ধতি; বাক্যবিন্যাস-প্রণালী। আ। বি।

এবে—এই সময়ে। কপ্র। অ।

এম-এ—বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের উপাধি বিঃ (M. A.—Master of Arts).

এম-এস-সি—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের উপাধি বিঃ (M. Sc.—Master of Science).

এম-ডি—চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি বিঃ (M. D.—Doctor of Medicine.

এমত—১। এইরূপ, এইপ্রকার। এ (এই)+মত সদৃশার্থে। বিণ। ২। এই অভিমত। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

এমতি—১। এপ্রকার, এরূপ। প্রা কপ্র। বিণ। ২। এই মন। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

এমন—১। এরূপ, এইপ্রকার। এ (এই) +মন সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। এই মনোভাব। কর্মধা। বাংপ্র। বি। **এমন কি**—অধিক কি; বিশেষ কিছু নয়; অসামান্য বর্ণনায়। **এমন কিছু**—বিশেষ কিছু, গুরুতর কিছু।

এমনটি—এইরূপ দ্বিতীয়টি। বাংপ্র। বি।

এমনতর, এমনধারা, এমনিতর—এপ্রকার, এরূপ। এমন, এমনি+তর, ধারা প্রকারার্থে। বাংপ্র। বিণ।

এমনতেমন—১। আজেবাজে। বিণ। ২। বেগতিক, বিরূপায় অবস্থা। বাংপ্র। বি।

এমনি, এমনই—১। এইপ্রকার, এই-রকম, এই ভাবের। বিণ। ২। বিনা-ব্যয়ে, বিনামূল্যে; অকারণে, শুধুশুধু। এমন +ই অবধারণার্থে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এম-বি-বি-এস—বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ের উপাধি বিঃ [M. B. B. S.—Bachelor of Medicine and of Surgery]।

এমান—ঈমান; বিশ্বাস; ধর্ম; ধর্মবিশ্বাস। <আ 'ঈমান'। বি।

এমারৎ—অট্টালিকা, পাকাবাড়ি। <আ 'আমারৎ'। বি।

এমুখো—এদিকে আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, এদিকে আসিতে উদ্যত। বাংপ্র। বিণ।

এমুড়ো-ওমুড়ো—একধার হইতে অপর ধার পর্যন্ত; সমস্তটা। বাংপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

এম্নি—এমনি (তাহা দ্রঃ)।

এযাত্রা—এইবার। এ (এই) যাত্রা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

এযাবৎ—এপর্যন্ত, এখন পর্যন্ত। এ (এই) যাবৎ, সুপ্‌। বাংপ্র। অ।

এয়ার—'ইয়ার' দ্রঃ।

এয়ারকি—'ইয়ারকি' দ্রঃ।

এয়ারিং—ইয়ারিং, কর্ণকুণ্ডল। <ইং 'ear-ring'. বি।

এয়ো—সধবা স্ত্রী। <অবিধবা। বি; স্ত্রী।

এয়োজ—প্রতিনিধি; পরিবর্তন। আ। বি।

এয়োত, এয়োতি—অবৈধব্য, সধবাত্ব, সধবা অবস্থা। এয়ো+ত, তি ভাবে। বাংপ্র। বি।

এয়োতী—সধবা রমণী। এয়োত+ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

এর—১। ইহার, এই ব্যক্তির, এই বস্তুর। <ইহার। বাংপ্র। সর্ব; সম-৬ষ্ঠী। ২। সম্বন্ধবিভক্তির চিহ্ন।

এরকা—গ্রন্থিহীন তৃণ বিঃ, নল-খাগড়া, শরগাছ। ঈ (গমন করা)+রক কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [এরকার উৎপত্তি-কাহিনী মহাভারতে এইরূপ আছে,—মুনিবর দুর্বাসা দ্বারকায় গেলে তাঁহার যোগবলের পরীক্ষা করিবার জন্য যাদবেরা শাম্বকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া ও কাপড় দিয়া কৃত্রিম গর্ভ তৈয়ারি করাইয়া দুর্বাসার নিকট গমন করে। কি সন্তান হইবে—এই প্রশ্ন করিয়া তাহারা মুনিবরকে ঠকাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তিনি যোগবলে সব জানিতে পারিয়া অভিশাপ দেন যে, গর্ভ হইতে বংশধ্বংসকারী মুষলের উদ্ভব হইবে। মহর্ষির অভিশাপ সফল হইল। কালক্রমে শাম্বের গর্ভ হইতে একটি

মূল নির্গত হইল। বংশনাশের ভয়ে যাদবগণ প্রস্তরের ন্যায় করিবার চেষ্টা করিলে মর্ষণের ফেনায় সমুদ্রতীরে এরকা বা নলখাগড়ার সৃষ্টি হয়। যাদবগণ মদ্যপান করিয়া সেই নল লইয়া মারামারি করায় যদুকুল ধ্বংস হয়]।

এরণ্ড, এরণ্ডক—ভেরেণ্ডা গাছ। আ—ঈর্ (প্রেরণ করা)+অণ্ডচ্ কর্তৃ. সংজ্ঞার্থে (বিকল্পে স্বার্থে কন্)। বি ; পুং।

এরণ্ডতৈল—এরণ্ডফল হইতে উৎপন্ন তৈল, রেড়ির তেল। এরণ্ডজাত তৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

এরা—১। ইহারা। বাংপ্র। সর্ব। ২। বহুবচনবাচক বাং বিভক্তি বিঃ।

এরারুট, এরোরুট—রোগীর পথ্য এক-প্রকার পালো। <ইং 'arrowroot'. বি।

এরূপ—এপ্রকার, এরকম। এ (এই) রূপ যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

এরোপ্লেন—ব্যোমযান, আকাশযান, আকাশে উড্ডীয়মান যান, উড়োজাহাজ। <ইং 'aeroplane'. বি।

এল—আসিল, উপস্থিত হইল। প্রাদে। ক্রি।

এল-এ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বের পরীক্ষা বিঃ, 'এণ্ট্রান্স ও বি-এ'র মধ্যবর্তী পরীক্ষা (L. A. —Licentiate in Arts) [ইহাকে 'আই-এ' বা 'আই-এস্-সি' পরীক্ষা বলা হইত]।

এল-এম-এস—চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিঃ (L. M. S.—Licentiate in Medicine and Surgery). [বর্তমানে ইহা এম-বি-বি-এস উপাধিতে পরিণত হইয়াছে]।

এলকানো—ভেংচানো, ব্যঙ্গ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

এলজ্ঞা—এরকা (তাহা দ্রঃ)। প্রা কপ্র। বি।

এলতলা—ছাঁচতলা। বাংপ্র। বি।

এলতলা-বেলতলা—এখানে সেখানে, নানা জায়গায়। বাংপ্র। বি।

এলা—১। এলাইচ লতা ও ফল। ইল্ (ক্ষেপণ করা)+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পঞ্চদশাক্ষরযুক্ত 'অতিশক্বরী' নামক ছন্দোজাতির মধ্যে একবিধ [ইহার তৃতীয়, পঞ্চম, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ বর্ণ গুরু ; যথা—"বল না সখে র'ব করি' কত ভব আশা"]। বি ; স্ত্রী। ৩। শিথিল ; অলস ; অকেজো। <আকুলা। বিণ। ৪। ত্যাগ করা ; ফেলা ; সেঁকিয়া দেওয়া ; মেলিয়া দেওয়া ; বিস্তৃত করা ; আলুলায়িত করা ; অবহেলা করা। বাংপ্র। ক্রি।

এলাকা—দখল ; অধিকার ; সংস্রব, সম্পর্ক ; তল্লাট, অঞ্চল। <আ 'ইলাকা'। বি।

এলাকাড়া, -কাড়ি—শিথিলতা ; ঢিলেমি ; অলসকর্মতা। বাংপ্র। বি।

এলাকাধীন—এলাকার অন্তর্ভুক্ত, দখলে। আ-মু। বিণ।

এলাচ, এলাচী—এলালতার ফল, বড় এলাচ বা ছোট এলাচ। <'এলা'। বি।

এলাচদানা—এলাচফলের বীজ ; চিনির আবরণ দেওয়া এলাচবীজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

এলানো—১। প্রসারিত ; শয়িত ; অবসন্ন ; উন্মুক্ত, খোলা, অবদ্ধ, আবাঁধা ('—কেশ')। বিণ। ২। পচিয়া থসথসে হওয়া ; খুলিয়া দেওয়া, খুলিয়া ফেলা, শিথিল করা বা হওয়া ; অবসন্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

এলাম—আসিলাম। প্রাদে। ক্রি।

এলাহি—রাজোচিত, সম্রাটের উপযুক্ত ; রাজকীয় ; সবিশেষ ; খুব বড় রকমের ('—ব্যাপার')। <আ 'ইলাহী'। বিণ।

এলি—উপস্থিত হইলি, আসিলি। প্রাদে। ক্রি।

এলুক—গন্ধদ্রব্য বিঃ। <এলাবালুক। বি ; ক্লী।

এলুমিনিয়ম—শ্বেতবর্ণ হালকা ধাতু বিঃ। <ইং 'aluminium'. বি।

এলে—১। আগমন করিলে। বাংপ্র। ক্রি, মধ্যমপুরুষ। ২। আসিলে পরে ; ত্যাগ করিয়া ; আলগা দিয়া। প্রাদে। অস-ক্রি। **এলে দেওয়া**—শিথিল করিয়া দেওয়া ; ত্যাগ করা ; আশা-ভরসা ছাড়িয়া দেওয়া ; ধান সেঁকে দেওয়া।

এলেকা—এলাকা (তাহা দ্রঃ)। বি।

এলেম—১। গুণবত্তা ; বোধশক্তি ; স্মরণ-শক্তি ; চতুরতা ; বিদ্যা। <আ 'ইল্ম্'। বি। ২। আসিলাম। প্রাদে। ক্রি।

এলেমদার—সুদক্ষ ; সুধী ; অভিজ্ঞ ; বিদ্বান্। <আ 'ইল্ম্'+ফা 'দার'। বিণ।

এলেমবাজ—বুদ্ধিমান্, সুচতুর ; কার্যদক্ষ ; নিপুণ। <আ 'ইল্ম্'+ফা 'বাজ'। বিণ।

এলেমভরা—বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবাগীশ। এলেমদ্বারা ভরা, ৩য়াতৎ। আ-মু। বিণ।

এলো—১। শিথিল ; উন্মুক্ত, আবাঁধা ; খোলা ('—কেশ')। <আলুলায়িত। ২। অবাধ ; অসংবদ্ধ ; গোলমেলে ; অসতর্ক। বিণ। ৩। আসিল। বাংপ্র। ক্রি।

এলোকেশ—১। উন্মুক্ত কেশ, অবদ্ধ বা অসংযত কেশ ; খোলা চুল। কর্মধা। বাংপ্র। বি। ২। যাহার কেশ অসংযত বা খোলা। বহু। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, -কেশী।

এলোকেশী—১। উন্মুক্তকেশা দেবী শ্যামা। বি ; স্ত্রী। ২। উন্মুক্তকেশা, অসংযতকেশা ; যাহার চুল বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে এরূপ ('—রমণী')। এলোকেশ+ঈপ্। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

এলোচুলী—উন্মুক্তকেশা, আলুলায়িত-কুন্তলা। এলো চুল যাহার, বহু+ঈপ্। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

এলোথেলো—আলুথালু, অসংযত, অবিন্যস্ত, বিশৃঙ্খল। বাংপ্র। বিণ।

এলোধাবাড়ি, -ড়ে—যে-কোন প্রকারে, কোন কিছু নির্দেশ বা স্থির না করিয়া, যেমন-তেমন করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এলোপাতাড়ি, -পাত্তাড়ি—এলো-ধাবাড়ি, কোন কিছু স্থির না করিয়া, যেমন-তেমন করিয়া, বিশৃঙ্খলভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এলোপ্যাথি—বিষমগুণ ঔষধ দ্বারা রোগের চিকিৎসা [সমগুণ ঔষধ দ্বারা রোগদূরী-করণের নাম 'হোমিওপ্যাথি' এবং বিষমগুণ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার নাম 'এলোপ্যাথি']। <ইং 'allopathy'. বি।

এলোমেলো—বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত ; নানা-দিক্ হইতে প্রবাহিত ('—বায়ু') ; অসংলগ্ন, অসংবদ্ধ ('—কথা বা প্রলাপ') ; অসংযত। বাংপ্র। বিণ।

এষণ—১। গমন ; চেষ্টা। এষ্+অনট্ ভাব। ২। ইচ্ছা, বাসনা ; অন্বেষণ। ইষ্+অনট্ ভাব। ৩। সিক্তি। এষ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

এষণা—ইচ্ছা, কামনা ; প্রবৃত্তি ; অনুসন্ধান। ইষ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

এষা—১। অন্বেষণ ; ইচ্ছা। এষ্+অ ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বাঞ্ছিতা। বাংপ্র। বিণ।

এষিতা (এষিতৃ), এষ্টা (এষ্টৃ)—অভি-লাষী। ইষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী, এষ্ট্রী।

এস—আগমন কর। বাংপ্র। ক্রি।

এসপার—এই দিক্, এই পার। হি-মু। বি।

এসপার-ওসপার—শুভাশুভ, ভালমন্দ ; জীবন বা মৃত্যু ; লাভ বা ক্ষতি ; চূড়ান্ত ; শেষ মীমাংসা। হি-মু। বি।

এসরাজ—সেতার বা সারেঙ্গির মিশ্রণে প্রস্তুত তার-যুক্ত আধুনিক বাদ্যযন্ত্র বিঃ। অসং। বি।

এসা—মুসলমানদের অপরাহ্নকৃত্য নামাজ। আ। বি।

এসিটিলিন, অ্যাসিটিলিন—এক-প্রকার গ্যাস (হাইড্রোজেন ও কার্বন যোগে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা জ্বালাইলে উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন হয়)। <ইং 'acetylene'. বি।

এসিড—রাসায়নিক অম্লদ্রব্য, দ্রাবক। <ইং 'acid'. বি।

এসেন্স—পুষ্পাদির সুগন্ধ নির্যাস। <ইং 'essence'. বি।

এজেলার—যিনি দায়রায় মকদ্দমায় জজকে

বিচারে সাহায্য করেন ; যিনি কর নির্ধারণ করেন। <ইং 'Assessor'. বি।

এস্তমাল, এস্তেমাল—অভ্যাস ; বার-বার প্রয়োগ, ব্যবহার। <আ 'ইস্‌ত্‌আমাল'। বি।

এস্তাহার—ইস্তাহার, বিজ্ঞাপন, প্রকাশ্য ঘোষণা। <আ 'ইশ্‌তিহার'। বি।

এস্তেমাল—'এস্তমাল' দ্রঃ।

এস্তেমুরারী—চিরস্থায়ী। আ-মূ। বিণ।

এস্পার—এসপার (তাহা দ্রঃ)।

এস্পার-ওস্পার—এসপার-ওসপার (তাহা দ্রঃ)।

এস্রাজ—এসরাজ (তাহা দ্রঃ)।

এহ—১। সম্যক্ চেষ্টাবান, চেষ্টাযুক্ত, উদ্যোগী। আ—ঈহ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ক্রোধ; আ—ঈহ্ + ক ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং। ৩। এই, এই ব্যক্তি বা এই বিষয়। প্রা কপ্র। সর্ব।

এহমি—এমন, এরকম। প্রা কপ্র। বিণ।

এহার—ইহার, এর। কপ্র। সর্ব।

এহি—এই, ইহা। প্রা কপ্র। সর্ব।

এহিমে—ইহাই। প্রা কপ্র। সর্ব।

এহেন—এতাদৃশ, এমন, এরূপ। কপ্র। বিণ।

এহো—ইহাও, এও ("প্রভু কহে. এহো বাহ্য আগে কহ আর"—চৈ চ)। প্রা কপ্র। সর্ব।

[ঐ]

ঐ—১। একাদশ স্বরবর্ণ ; ইহা একটি যুগ্মস্বর (অ + ই) [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু। ইহার দীর্ঘ ও প্লুত উচ্চারণ আছে ; কিন্তু হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ 'অই' ও 'ওই']। ২। আহ্বান আমন্ত্রণ স্মরণ সম্বোধন প্রঃ সূচক শব্দ। অ। ৩। কিঞ্চিৎ দূরস্থ দৃশ্য পদার্থ। সর্ব। ৪। পূর্বোল্লিখিত ; অদূরস্থ ; এই। <ইদম্ বা অদস্। বিণ।

ঐক—একার্থবোধক ; এক-সম্বন্ধীয়। এক + অণ্ স্বার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐকী**।

ঐকতান—ভিন্নজাতীয় অনেকগুলি যন্ত্রের এক সুরে এবং লয়ে মিলন, সমস্বর বাদ্য, concert. একতান + অণ্ ভাবে। বি ; ক্লী। বিণ, **-তানিক**।

ঐকতানবাদন—ভিন্নজাতীয় কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র একসুরে বাঁধিয়া বাজানো। ঐকতান-যুক্ত বাদন, মধ্যপ-কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঐকপত্য—একাধিপত্য ; সার্বভৌমত্ব ; অবাধ শক্তি, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। একপতি + যক্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঐকপদিক—একবিভক্ত্যন্ত-পদজাত। এক-পদ + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পদিকী**।

ঐকপদ্য—অনেক পদের একার্থবোধকত্ব সম্পাদন। একপদ + ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঐকবাক্য—একবাক্যতা, একমত অবলম্বন, অভিন্নমত, সমোক্তি। একবাক্য + ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঐকমত্য—মতৈক্য, একবিধ অভিপ্রায় ; মতের মিল ; অবিরুদ্ধ মত। একমত + ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঐকরাজ্য—সার্বভৌমত্ব, একাধিপত্য। একরাজ + ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঐকল্য—এককত্ব, একাকিত্ব। একল + ষ্ণ্যঞ্ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঐকশতিক—শতী, একশত দ্রব্যের অধিকারী। একশত + ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ঐকাগ্র—একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, একই বিষয়ে আসক্ত। একাগ্র + অণ্ স্বার্থে। বিণ।

ঐকাগ্র্য—একাগ্রতা, একই বিষয়ে আসক্তি। একাগ্র, ঐকাগ্র + ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঐকাত্ম্য—ঐক্য ; অভিন্নতা, অভেদ ; তাদাত্ম্য, identity ; আত্মার একতা, একপ্রাণতা। একাত্মন্ + ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী। বিণ—**একাত্মা**।

ঐকান্তিক—অবশ্য, নিশ্চিত ; প্রগাঢ় ; দৃঢ় ; আত্যন্তিক ; একনিষ্ঠ। একান্ত + ইক ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। বি, **-কতা**।

ঐকান্তিকতা—আন্তরিকতা ; একাগ্রতা ; নিশ্চয়তা ; একান্ত মনঃসংযোগ। ঐকান্তিক + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ঐকার—'ঐ' এই বর্ণ। ঐ + কার স্বার্থে। বি ; পুং।

ঐকারান্ত—যাহার শেষে ঐকার আছে এমন ('— শব্দ')। ঐকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ঐকাহিক—যাহা এক দিন অন্তর হয় এরূপ ; একদিন-সম্বন্ধীয় ; একদিনে নিষ্পাদ্য ; একদিনব্যাপক ; যাহা একদিন ব্যাপিয়া থাকে এরূপ ('— জ্বর')। একাহ + ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ঐক্য—একতা, মিল ; অভেদ ; একীভাব, একরূপতা। এক + ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী। বিণ—**এক**।

ঐক্যতান—ঐকতান (তাহা দ্রঃ)। ঐক্য-যুক্ত তান, মধ্যপ-কর্মধা। বি ; পুং।

ঐগো, ঐরে—আসন্ন বিপদে ভীতিব্যঞ্জক। বাংপ্র। অ।

ঐচ্ছিক—ইচ্ছাধীন, যাহা ইচ্ছা করিলেই করা যায় এরূপ, voluntary, optional ; ইচ্ছানুযায়ী। ইচ্ছা + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **ঐচ্ছিক পেশী**—দেহের যে-সকল মাংসপেশী মস্তিষ্কের ইচ্ছানুসারে চালিত হয় তাহা, voluntary muscle.

ঐছন—ঐপ্রকার, ঐরূপ। প্রা কপ্র। বিণ।

ঐছনে—ঐপ্রকারে, ঐরূপে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ঐছে—ঐপ্রকারে, ঐরূপে ; ঐ কারণে। প্রা কপ্র। অ।

ঐতরেয়—উপনিষদ্ বিঃ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ বিঃ। ইতর (মুনি বিঃ) + এয় প্রণীতার্থে। বি ; পুং বা ক্লী।

ঐতিহাসিক—ইতিহাস-সংক্রান্ত ; ইতিহাসোক্ত ; ইতিহাসবেত্তা ; ইতিহাস-লেখক। ইতিহাস + ইক সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ।

ঐতিহাসী—ইতিহাস-সম্বন্ধীয়া। ইতিহাস + ষণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ঐতিহ্য—কিংবদন্তী ; ঐতিহাসিক কথা ; পরম্পরাগত উপদেশবাক্য ; যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এরূপ কাহিনী, tradition ; ধারাবাহিক প্রথা ; প্রমাণ বিঃ। ইতিহ + ষ্ণ্যঞ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ঐন্দ্র—১। ইন্দ্রের পুত্র ; বানররাজ বালী ; জয়ন্ত ; সুগ্রীব ; অর্জুন। ইন্দ্র + অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং। ২। ব্যাকরণ বিঃ (পাণিনির পূর্বে এই নামে একখানি সূত্র ব্যাকরণ ছিল)। বি ; ক্লী। ৩। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়।

বিণ। স্ত্রী—ঐন্দ্রী। ৩। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ইন্দ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; স্ত্রী।

ঐন্দ্রজালিক—১। কুহকী, জাদুকর, বাজিকর, magician. ইন্দ্রজাল+ইক ব্যবহার করে এই অর্থে। বি; পুং। ২। ইন্দ্রজালসংক্রান্ত। ইন্দ্রজাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঐন্দ্রলুপ্তিক—টাকযুক্ত, টেকো। ইন্দ্রলুপ্ত +ইক আক্রান্ত অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঐন্দ্রিয়ক—১। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান। ইন্দ্রিয়+অক (বুঞ্) সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বি; স্ত্রী।

ঐন্দ্রিয়িক—কামুক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ইন্দ্রিয় +ইক। বিণ।

ঐমতি—ঐপ্রকার, ঐরূপ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ঐ-যা—বিস্ময়সূচক; আক্ষেপবাচক। বাংপ্র। অ।

ঐরাবত—ইন্দ্রহস্তী, পূর্বদিকের হস্তী [সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত বলিয়া এই নাম হইয়াছিল; ইহার বর্ণ শ্বেত]; রাগ বিঃ [ইহা দ্বিতীয়-প্রহর বেলার পর গেয়]; কশ্যপের পুত্র, নাগ বিঃ [ইনি কদ্রুগর্ভসম্ভূত]। ইরাবৎ (সমুদ্র-মেঘ)+অণ্ উৎপন্নার্থে। বি; পুং।

ঐরাবতী—১। বিদ্যুৎ; ঐরাবতের স্ত্রী; সূর্যের অবস্থান বিঃ; ঐরাবত-অবস্থানভুক্ত বীথি বিঃ; পঞ্চনদ-প্রদেশস্থ ইরাবতী নদী [বর্তমানে ইহার অন্য নাম রাবী]। ঐরাবত +ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রসম্বন্ধিনী। ইরাবৎ+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐরি—বৈরী, শত্রু। <'অরি'। কপ্র। বি।

ঐরূপ—ঐরকম, তদ্রূপ। বহ। বিণ।

ঐরে—'ঐগো' দ্রঃ।

ঐল—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবাঃ রাজা (ইনি এলের পুত্র); ইলাপুত্র। ইলা (বুধের স্ত্রী) বা এল (রাজা বিঃ)+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐলবিল—ইলবিলার বংশজ; কুবের। ইলবিলা+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐলাবৃতবর্ষ—জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষ বা অংশের এক অংশ; ইলাবৃত দেশ, কৈলাস-পর্বতের নিকটস্থ দেশ (এখানে অভিশপ্ত ইল ইলা নাম গ্রহণ করিয়া বুধের সঙ্গে বাস করিতেন)। ঐলাবৃত (ইলাবৃতের অধিকৃত বা ইলা দ্বারা আবৃত) যে বর্ষ (দেশ), কর্মধা। বি; পুং।

ঐলিহু—আনিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঐলো—স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধনের ভাষা; অদূরবর্তী কোন বস্তু কোন স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ; ভীতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঐশ, ঐশিক—ঐশ্বরিক। ঈশ+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐশী, ঐশিকী**।

ঐশশক্তি—জগদীশ্বরের ক্ষমতা। ঐশী শক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ঐশানী—১। ঈশান-কোণ; শক্তি বিঃ। ঈশান+অণ্ অধিপতি অর্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। ২। ঈশানপত্নী, পার্বতী। বি; স্ত্রী। ৩। ঈশানসম্বন্ধীয়া, শিবসংক্রান্তা। ঈশান +অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐশিক—'ঐশ' দ্রঃ।

ঐশী—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী, ভাগবতী ('— শক্তি')। ঈশ+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐশ্বর, ঐশ্বরিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়, ভাগবত, ভগবানের। ঈশ্বর+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রী, -রিকী**।

ঐশ্বর্য(র্য্য)—প্রভুত্ব; বিভব, বিত্ত, সম্পত্তি; ঈশ্বরধর্ম, বিভূতি [ইহা শাস্ত্রমতে অষ্টপ্রকার; যথা—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা]। ঈশ্বর (ভগবান, ধনী)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-বান্**।

ঐশ্বর্য(র্য্য)গর্ব(র্ব্ব)—সম্পদ্ অথবা প্রভুত্ব-জন্য অহংকার। ঐশ্বর্যজনিত গর্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ঐশ্বর্য(র্য্য)গর্বি(র্ব্বি)ত—ঐশ্বর্য হেতু অহংকৃত, প্রভুত্ব অথবা সম্পদের জন্য গর্বিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঐশ্বর্য(র্য্য)বান্ (-বৎ)—সম্পন্ন, শক্তিযুক্ত; ধনবান্; প্রভুত্বসম্পন্ন। ঐশ্বর্য+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

ঐশ্বর্য(র্য্য)মত্ত—অত্যধিক ঐশ্বর্য হেতু মোহপ্রাপ্ত, ঐশ্বর্যে জ্ঞানশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঐশ্বর্য(র্য্য)শালী (-শালিন্)—বিত্তশালী, ধনশালী। উপতৎ; ঐশ্বর্য—শাল্ (শোভা পাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

ঐষীক—১। ইষীকাসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব বিঃ। ইষীকা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; স্ত্রী।

ঐষ্টিক—যজ্ঞসম্বন্ধীয়, যজ্ঞসংক্রান্ত, যজ্ঞীয়। ইষ্ট বা ইষ্টি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ঐসে—ঐভাবে, ঐপ্রকারে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ঐহলৌকিক—ইহলোকসম্বন্ধীয়, এই ভুবনের, পার্থিব; এ জগতে জাত। ইহলোক +ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ঐহিক—ইহলোকসম্বন্ধীয়; এই কালের; এই জন্ম-সম্বন্ধীয়। ইহ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। বি, **-কতা**।

ঐহিকদর্শী (-দর্শিন্)—সাংসারিক-ভোগান্বেষী, সংসারাসক্ত। উপতৎ; ঐহিক—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা, -দর্শিত্ব**।

[ও]

ও—১। দ্বাদশ স্বরবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ। ইহা হ্রস্ব হয় না, দীর্ঘ ও প্লুত হয়]। ২। ব্রহ্মা। বি; পুং। ৩। অভিপ্রায়; সম্বোধন, আহ্বান; স্মরণ; দয়া। অ। ৪। এবং, আর; মাত্র; সম্ভাবনা; পর্যন্ত; নির্দেশ; এমন-কি; মোটেও; অতঃপর; তবুও; তাহা ছাড়া। বাংপ্র। অ। ৫। পুরোবর্তী; উনি; তাহা; ঐ প্রাণী বিষয় বা বস্তু; উক্ত; বিপরীত, পর, অন্য ('ওকূল'); নির্দেশ, অনুজ্ঞার্থে ব্যক্তিবিশেষকে নির্দেশকারী শব্দ ('ও ভালো ছেলে নয়'); গতপূর্ব ('ও রবিবার'); পাশের ('ও পাড়া')। <অদস্। সর্ব। ৬। বাঙ্গালা 'উয়া'-প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ (ব্যবসায় অর্থে—মেছো; আছে অর্থে—টেকো; সম্বন্ধার্থে—কেজো; যুক্ত অর্থে—ঝ'লো; আকৃত্যর্থে—ভুলো; বনবাস অর্থে—বুনো; ভক্তিমিশ্রিত অর্থে—মেসো)। ৭। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'য়'-স্থানে 'ও' (যাও—যায়)।

ওই—পুরোদৃশ্যমান, সম্মুখবর্তী, ঐ, অন্তিম, পূর্বোক্ত। <অদস্। বিণ।

ওও—উহাও, সেও, তাহাও; উভয়, দুজনেই। বাংপ্র। সর্ব।

ওঃ—দুঃখ-বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ওংকার—'ওঙ্কার' দ্রঃ।

ওঁ—১। 'উনি' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ('ওঁকে বল', 'ওঁর কাছে যাও' ইঃ)। <উনি। বাংপ্র। সর্ব। ২। প্রণব, ওংকার, আদি-বীজ ('ওম্' দ্রঃ)। অ।

ওঁকানো—চুল্লিতে অগ্নিপ্রদানপূর্বক ফুৎকার দেওয়া। বাংপ্র। বি।

ওঁকার—ওঁ এই শব্দ। ওঁ+কার স্বার্থে। বি, পুং।

ওঁচলা—জঞ্জাল, আগড়া। <উঞ্ছন। বি।

ওঁচা, ওঁছা—উচ্ছিষ্ট; উপেক্ষিত; ত্যক্ত; অতি নিকৃষ্ট, খেলো; ঘৃণ্য, হেয়। <উঞ্ছ। বিণ।

ওঁচানো—উচ্চ হইয়া উঠা, অন্যকে অতিক্রম করা; (অস্ত্রাদি) তুলিয়া ধরা, উত্তোলন করা। উঁচু শব্দজাত-নামধাতুজ। বাংপ্র। ক্রি [, বি বিণ।]।

ওক—১। উদ্গার, হিক্কা; বমনোদ্বেগ। বাংপ্র। বি। ২। ঢেকুর তুলিবার শব্দ। বাংপ্র। অনুকার অ। ৩। বড় গাছ বিঃ বা তাহার কাঠ। <ইং 'oak'. বি।

ওকড়া—পাচন বিঃ; মুড়কি; ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষ বিঃ (ইহার ফলের গায়ে কাঁটা থাকে)। বাংপ্র। বি।

ওকত—কাল, সময়, বেলা। আ-মু। বি।

ওকার—'ও' এই বর্ণ, 'ে া' এই চিহ্নদ্বয়। ও +কার স্বার্থে। বাংপ্র। বি; পুং।

ওকালত, -লতি—উকিলের ব্যবসায় বা কর্ম, ব্যবহারজীবীর কার্য, আইনব্যবসায়। <আ 'বকালৎ'। বি। বিণ, **-লতী**।

ওকালতনামা—উকিলকে ক্ষমতাপ্রদানের পত্র, power of attorney. <আ 'বকালৎ'+ফা 'নামা'। বি।

ওকি—বিস্ময় বা প্রশ্নসূচক কথা। ও (উহা) +কি। বাংপ্র। অ।

ওকু—ঘটনা। <আ 'বকু'। বি।

ওকুস্থল, -স্থান—ঘটনাস্থল। আ-মু। বি।

ওক্ত—সময়, বেলা; নির্দিষ্ট কাল; সুযোগ। <আ 'বখৎ'। বি।

ওখদ—ভেষজ, ঔষধ। প্রা কপ্র। বি।

ওখান—ঐ স্থান, ঐ জায়গা। ও+থান (<স্থান)। বাংপ্র।

ওখানকার—ঐ স্থানের। ওখান (ঐ স্থান) +কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ওগরা—ঘৃতবর্জিত খেচরান্ন, চাউল এবং ডাল একত্র সিদ্ধ করা। হি-মু। বি।

ওগরানো—উদ্গিরণ করা, উগরানো। <উদ্গিরণ। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ওগো—সম্বোধনার্থক শব্দ; মনের আবেগ উল্লাস ব্যাকুলতা-ব্যঞ্জক শব্দ। ও+গো। বাংপ্র। অ-শব্দময়।

ওঘ—১। সমূহ, রাশি; স্রোত; তরঙ্গ; পরম্পরা। উচ্ (একত্র করা)+ঘঞ্ কর্ম (চ-স্থানে ঘ)। ২। দ্রুতনৃত্য, নৃত্যবিষয়ে দ্রুতলয়। উচ্+ঘঞ্ অধি। ৩। উপদেশ। উচ্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

ওঙ্কার, ওংকার—১। প্রণব, ওঁ, আদ্যবীজ। ওম্+কার স্বরূপার্থে। ২। কাশীর শিবলিঙ্গ বিঃ; ওংকারনাথ। বি; পুং।

ওচানো—নূতন করিয়া ছাওয়ার জন্য চালের খড় ফেলিয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ওছাওল—বিছানা। প্রা কপ্র। <হি 'ওসার'। বি।

ওছি—অছি (তাহা দ্রঃ)।

ওছিয়তনামা—অছির নিয়োগপত্র; চরমপত্র, will. <আ 'বসীহৎ'+ফা 'নামা'। বি।

ওজ—১। ওজঃ (তাহা দ্রঃ)। ওজ্ (বাঁচা) +ক ঘঞর্থে, করণ। বি; স্ত্রী। ২। পদ্ম, কমল। <অব্জ। প্রা কপ্র। বি।

ওজঃ (ওজস্) (>ওজ)—১। তেজঃ; বল; দর্প; কাব্যের শ্রোতব্যাদি গুণ, incitement, সমাসবহুল দীর্ঘপদযুক্ত বাক্য; গৌড়ীরীতিকাব্যগুণ (ইহাতে বহুসমাসযুক্ত দীর্ঘপদযুক্ত বাক্য থাকে); প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম একাদশ রাশি; রসাদি সপ্তধাতুসারভাগজ ধাতু বিঃ; শরীরস্থ ধাতুরসপোষক বস্তু বিঃ; শুক্র, বীর্য। ওজ্+অস্ করণ। ২। দীপ্তি, প্রকাশ; শোভা, অবষ্টম্ভ। ওজ্+অস্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**ওজস্বী**।

ওজন—পরিমাণ, তৌল, মাপ; গুরুত্ব; ক্ষমতা; আত্মসম্ভ্রম; তুলনা; পদমর্যাদা। <আ 'বজন'। বি।

ওজন-করা—যাহা ওজন করা হইয়াছে এমন; ভাবিয়া চিন্তিয়া বলা ('— কথা')। ওজন—কর্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ওজন-ছাড়া—বেহিসাবী; আন্দাজী, থাউকো; বিচার-বিবেচনাহীন। বাংপ্র। বিণ।

ওজনদর—তুলাদণ্ডে পরিমাণ হিসাবে মূল্যনির্ধারণ। ওজন-নির্দিষ্ট দর, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ওজর—হেতু; আপত্তি; ছল, মিথ্যা অজুহাত। <আ 'উজর'। বি।

ওজরদার—আপত্তিকারী। ওজর (<আ 'উজর্')+দার্ (ফা) যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

ওজস্বল—বীর্যবান্; তেজস্বী। ওজস্+বল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ওজস্বিতা—বলশালিতা; তেজস্বিতা। ওজস্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—**ওজস্বী** (-স্বিন্)।

ওজস্বী (-স্বিন্)—তেজস্বী; বলবান্; দীপ্ত; দীপ্তিমান্; ওজোগুণ-বিশিষ্ট; ওজোধাতুসম্পন্ন। ওজস্+বিন্। বিণ। স্ত্রী, **-স্বিনী**।

ওঝা—ওঝা, রোজা, সর্পবিষ এবং ভূতাবেশের চিকিৎসক; জাদুকর। বাংপ্র। বি।

ওজিষ্ঠ—অত্যন্ত তেজীয়ান্, ওজোগুণবিশিষ্ট; বলিষ্ঠ; অতি দীপ্ত। ওজস্বিন্+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

ওজীয়ান্ (-য়স্)—ওজস্বী, তেজীয়ান্; বলশালী। ওজস্বিন্+ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়সী**।

ওজু—মুসলমানদিগের প্রার্থনার পূর্বে হস্তমুখাদি-প্রক্ষালন। <আ 'বুজ্'। বি।

ওজুক—ক্ষমতা, শক্তি। প্রা কপ্র। বি।

ওজুহাত—কারণ, হেতু; ওজর, আপত্তি। <আ 'বজুহাৎ'। বি।

ওজোগুণ—কাব্যগুণ বিঃ ['ওজঃ (১) দ্রঃ]। ওজঃই গুণ, কর্মধা। বি; পুং।

ওজোন—ঘনীভূত অম্লজান বাষ্প বিঃ। <ইং 'ozone'. বি।

ওঝা—১। মন্ত্রাদি দ্বারা বিষচিকিৎসাকারী; বৈদ্যনাথ-মন্দিরের পুরোহিতপ্রধান; কুহকী, মায়াবী; বাজিকর; যাহারা ভূত নামায় এরূপ ব্যক্তি। বাংপ্র। ২। ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ (যেমন—কৃত্তিবাস ওঝা)। <উপাধ্যায়। বি।

ওট—ওষ্ঠ। প্রা কপ্র। বি।

ওটকানো—তুলিয়া খোঁজা, অন্বেষণ করা। <উদ্ঘাটন। ক্রি [, বি, বিণ]।

ওটকিস্তি, -সাকিস্তি—দাবা খেলায় অপর পক্ষের বল উঠায় যে কিস্তি পাড়ে তাহা। বাংপ্র। বি।

ওঠবন্দী—উঠবন্দী (তাহা দ্রঃ)।

ওঠবোস—একবার ওঠা আবার বসা (শাস্তি বিঃ বা ব্যায়াম বিঃ)। বাংপ্র। বি।

ওঠবোস করা—হুকুম দিয়া খাটানো।

ওঠা, ওঠানো—উঠা, উঠানো (তাহা দ্রঃ)।

ওড়—১। ওড্র (তাহা দ্রঃ)। ২। ওয়াড়; গর্ত, নাবাল জায়গা। বাংপ্র। বি।

ওড়-আড়—আঁক-বাঁক, কোনরূপ ত্রুটি; গলি-ঘুঁজি, অন্ধি-সন্ধি। প্রা কপ্র। বি।

ওড়ন-পাড়ন—পাতিবার ও গায়ে ঢাকা দিবার বস্ত্র; তোলা ও পাতা; উঠানো ও নামানো; উপাদান; উপায়। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ওড়ন-ষষ্ঠী—অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী (এই ষষ্ঠী হইতে জগন্নাথদেব শীতের উপযোগী বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন)। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ওড়না—স্ত্রীলোকদিগের উত্তরীয়। <অঙ্গবেষ্টন। বি।

ওড়নি—উড়ানি, গাত্রাবরণ, উত্তরীয়, চাদর। প্রা কপ্র। বি।

ওড়ব—রাগের শ্রেণী বিঃ; যে-সকল রাগ পাঁচটি সুরে প্রকাশ পায় (যথা—দুর্গা, হিন্দোল ইঃ)। ওড়বী+অচ্, আছে অর্থে। বি।

ওড়ুয়া—অপব্যয়কারী, উড়নচণ্ডী; লম্পট, দুশ্চরিত্র। আদেশ। বিণ।

ওড়া—১। বাঁশের খুড়ি; ঝাঁকা; চাঙারি; বেতের ধামা। প্রা কপ্র। বি। ২। উড়া (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ওড়িয়া—উড়িষ্যার লোক, উড়িয়া; উড়িষ্যার ভাষা। বাংপ্র। বি।

ওড্র—১। উৎকলদেশ, উড়িষ্যা; জবাপুষ্প-বৃক্ষ। বি; পুং। ২। জবাফুল। আ—উন্দ্‌+রক্‌ কর্তৃ, স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

ওড্র—উড়িষ্যা। <ওড্র। কপ্র। বি।

ওঢ়ন—পা ঢাকা, অঙ্গাবৃতকরণ। হি-মু। বি।

ওঢ়না, ওঢ়নি, ওঢ়নী—উড়নী, পাতলা চাদর। প্রা কপ্র। বি।

ওৎ, ওত—উদ্যোগ; ঘাঁটি; প্রতীক্ষা। <ওতু (বিড়াল)। বি। **ওৎ (ওত) পাতা**—সুযোগের প্রতীক্ষা করা, আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করা।

ওত—১। অন্তর্ব্যাপ্ত; বোনা, যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ। বিণ। বি—**ওতি**। ২। বস্ত্রের দীর্ঘতন্তু, টানা। আ—বে (বয়ন করা) +ক্ত কর্ম। বি, স্ত্রী।

ওতএ—উহাতে, ঐখানে। প্রা কপ্র। অ।

ওতপ্রোত—সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত, পরিব্যাপ্ত; পরস্পরমিশ্রিত। ওত অথচ প্রোত, কর্মধা। বিণ।

ওথা—১। ওখানে, কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থানে; ওদিকে, পক্ষান্তরে। <ওথায়। অ। ২। ওখান; ওদিক্‌। <অমুত্র। সর্ব। ৩। সংগৃহীত, পূর্বলক্ষিত। প্রাদে। বিণ।

ওদন—সিদ্ধতণ্ডুল, অন্ন, ভাত ("শিশু কাঁদে ওদনের তরে"—চণ্ডীমঙ্গল)। উন্দ্‌ (আর্দ্র হওয়া)+অন কর্তৃ। বি; পুং।

ওদনপ্রাশন—অন্নপ্রাশন (তাহা দ্রঃ) ("করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন"—কৃত্তি)। ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ওদা, ওদী—সিক্ত, আর্দ্র, ভিজা। হি-মু। বিণ।

ওদিক্‌—ওই দিক্‌; ওই পক্ষ, ওই দেশ; সেই অবস্থা। বাংপ্র। বি।

ওপড়ানো—মূলোচ্ছেদ করা; তুলিয়া ফেলা। <উৎপাটন। ক্রি [, বি, বিণ]।

ওপর—উপর (তাহা দ্রঃ)।

ওপার—অন্য পার; অন্য দিক্‌; দেশান্তর; সমুদ্রের পরবর্তী দেশ; সংসারের পরপার। ও (অপর) পার, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ওম্‌—প্রণব, স্বীকার; প্রশ্ন; ক্রোধ; অনুমতি; আরম্ভ; অপাকরণ; মঙ্গল; ব্রহ্ম; ব্রহ্মার নাম বিঃ; অ উ ম্‌ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিবর্ণাত্মক বীজ [যথা—"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারস্তেনোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥"]; সামবেদের পদ-অবয়বের প্রথম অবয়ব; কাশীর শিবলিঙ্গ বিঃ। অব্‌ (রক্ষা করা) +মন্‌ কর্তৃ; অথবা, অ (বিষ্ণু)+উ (শিব) +ম্‌ (ব্রহ্মা)—(সন্ধি দ্বারা) ওম্‌। অ।

ওম—তাপ, উষ্ণতা। <উষ্ম। বি।

ওমরা, ওমরাহ্‌—উচ্চবংশজাত, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত; রাজসভার সদস্য। <আ 'আমির'। বি বা বিণ।

ওমা—ঘৃণা লজ্জা ভয় বিস্ময় ইঃ সূচক শব্দ। ও+মা। বাংপ্র। অ।

ওয়াক—বমি করার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ওয়াক-থু—ঘৃণাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ওয়াকফ—ইসলামধর্মমূলক দান, ইসলাম ধর্মসম্বন্ধীয় বৃত্তি। আ। বি।

ওয়াকফনামা—ধর্মার্থে উৎসর্গ করণের দানপত্র। <আ 'ওয়াকফ'+ফা 'নামা'। বি।

ওয়াকিফ—অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন; বিদিত, জ্ঞাত। <আ 'ৱাকিফ্‌'। বিণ।

ওয়াকিফহাল—অবস্থাভিজ্ঞ, অবস্থাসম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন। <আ 'ওয়াকিফ্‌' (অভিজ্ঞ)+হাল (অবস্থা)। বিণ।

ওয়াকিবহাল—ওয়াকিফহাল (তাহা দ্রঃ)।

ওয়াকুফ—বিচারবুদ্ধি, বিবেচনা। আ। বি।

ওয়াক্ত, ওয়াক্তি—কাল, সময়, বেলা, ওক্ত। আ-মু। বি।

ওয়াজ—বক্তৃতা। আ। বি।

ওয়াড়—লেপ বালিশ প্রঃর আবরণ, খোল। <আবেষ্ট। বি।

ওয়াদা—সময়ের সীমা, মিয়াদ; প্রতিশ্রুতি। আ। বি।

ওয়ানি, -নী, ওয়ানকী—একপ্রকার অতিক্ষুদ্র মশক। বাংপ্র। বি।

ওয়াপস—ফেরত। <ফা 'বাপস্‌'। বি।

ওয়াপস করা—ফেরত দেওয়া।

ওয়ার—নষ্ট, খোয়ানো; কর্তিত, ছিন্ন। প্রাদে। বিণ।

ওয়ারিস—উত্তরাধিকারী, সম্পত্তির পরবর্তী অধিকারী। <আ 'বারিস্‌'। বি।

ওয়ারিসান—উত্তরাধিকারিসমূহ। আ মু। বি।

ওয়ারেন্ট—গ্রেফতারী পরোয়ানা। <ইং 'warrant'. বি।

ওয়ালা, ওলা—ব্যবসায় বাসিন্দা নিবাস ইঃ সূচক বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (যথা;—শালওয়ালা, বাড়িওয়ালা, দিল্লীওয়ালা ইঃ)। <হি 'বালা'।

ওয়াসিল—উসুল, বাকী আদায়। <আ 'বাসিল্‌'। বি।

ওয়াসিলাত—প্রাপ্য সম্পত্তি অন্যের অধিকারে থাকার দরুন তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ, mesne profits. <আ 'বাসীলাৎ'। বি।

ওয়াস্তা—কারণ, নিমিত্ত, হেতু; খাতির; অপেক্ষা; নির্ভর। <আ 'বাসিতহ্‌'। বি।

ওয়াস্তে—কারণে, হেতুতে; খাতিরে।

ওয়াহাবী, ওহাবী—অষ্টাদশ শতাব্দীর আরবদেশীয় ধর্মসংস্কারক আবদুল ওয়াহেব-এর মতানুবর্তী। <আ 'বাহ্‌হাবী'। বিণ।

ওর—১। উহার, ঐ ব্যক্তির। 'উহার'-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। সর্ব। ২। সীমা; অবধি; পরিমাণ, ইয়ত্তা; কূল, কিনারা; আদি; গোড়া, মূলদেশ; শেষ, প্রান্ত; আগা, অন্ত। প্রা কপ্র। ৩। বট গাছের ঝুরি। বাংপ্র। বি।

ওরফে—অন্য নামে, বনাম, নামান্তরে। <আ 'উর্ফ্‌'। ক্রি-বিণ।

ওরসা—আর্দ্র, ভিজা। বাংপ্র। বিণ।

ওরে—১। (অবজ্ঞাসূচক) সম্বোধন শব্দ। <অরে। অ। ২। উহাকে, ঐ ব্যক্তিকে। <অদস্‌। সর্ব।

ওল—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ মূল, শূরণ। বি; স্ত্রী। ২। আর্দ্র, ভিজা। আ—উন্দ্‌+ক কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

ওলকপি—শালগমতুল্য কন্দ বিঃ, kohlrabi. বি।

ওলট—উলট (তাহা দ্রঃ)।

ওলটকম্বল—উলটকম্বল (তাহা দ্রঃ)।

ওলট-পালট—উলটপালট (তাহা দ্রঃ)।

ওলটানো—উলটানো (তাহা দ্রঃ)।

ওলতলা—ছাঁচতলা, বর্ষার চালের জল যেখানে পড়ে। বাংপ্র। বি।

ওলন—অবরোহণ, নামা; রাজমিস্ত্রীর লম্বরেখা নির্ণয়ের জন্য নীচে ভার বাঁধা সূতা বিঃ, ওলনদড়ি, plumb line. <অবলম্ব। বি।

ওলনদড়ি—রাজমিস্ত্রীদের ব্যবহার্য প্রান্তভাগে ভারযুক্ত দড়ি বা সূতা। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ওলন্দা—একপ্রকার বড় মটর কলাই। পো-মু। বি।

ওলন্দাজ—১। ইওরোপের অন্তর্গত হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী। বি। ২। হল্যাণ্ডদেশজাত; হল্যাণ্ডসম্বন্ধীয়, Dutch. <পো 'Hollandez'. বিণ।

ওলা—১। ক্লেদ, দাস্ত। ২। একপ্রকার চিনির লাড়ু (ইহা তারকেশ্বর বা বর্ধমান প্রঃ স্থানে সর্বদা পাওয়া যায়); বিসূচিকারোগের দেবী, ওলাদেবী। বাংপ্র। বি। ৩। নামা। প্রাদে। ক্রি। ৪। ওয়ালা (তাহা দ্রঃ)।

ওলাই-চণ্ডী—বিসূচিকারোগের দেবী, ওলাউঠার দেবী। বাংপ্র। বি।

ওলাউঠা—বিসূচিকারোগ, ভেদ-বমন, cho'era. [কেহ কেহ বলেন, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দেই ইহা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে নদীয়া প্রঃ জেলায় প্রাদুর্ভূত হয়, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহাই আয়ুর্বেদোক্ত বিসূচিকা-

রোগ।] ওলা (নাম্না—ভেদ)+উঠা (বমন), বমন। বাংপ্র। বি।

ওলান—গো-স্তন, পালান। বাংপ্র। বি।

ওলানো—নামানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ওলাবিবি—ওলাইচণ্ডী। বাংপ্র। বি।

ওলাহন—তিরস্কার, গঞ্জনা; দোষারোপ। <উপালম্ভন। প্রা কপ্র। বি।

ওলো—নারীগণের পরস্পরের প্রণয়সূচক সম্বোধন। <সং 'হলা' অথবা, ও (আহ্বান-সূচক শব্দ)+লো (এইরূপ ও+হে=ওহে, ও+গো=ওগো ইঃ)। বাংপ্র। অ।

ওষধি, -ধী—জ্যোতির্লতা, যে সকল লতা হইতে রাত্রিকালে মৃদু জ্যোতি বাহির হয়; ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি, ফল পক্ক হইলে যে সকল তরু লতা তৃণ প্রঃ শুষ্ক হইয়া যায় তাহারা (যেমন—ধান্য, কদলী ইঃ)। ওষ (উষ্ণ)—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। বি, স্ত্রী।

ওষুধ, ওষুধ—রোগনাশক দ্রব্য। <ঔষধ। বি। **ওষুধ করা**—চিকিৎসা করানো, প্রতিবিধান করা; মাদুলি ঔষধ মন্ত্রাদি দ্বারা শত্রু বা স্বামীকে বশ করা।

ওষ্ঠ—উপরের ঠোঁট (কোন কোন সময়ে 'ওষ্ঠ' শব্দ দ্বারা ওষ্ঠ এবং অধর দুই-ই বুঝায়)। উষ্+ঠন্ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ওষ্ঠপল্লব—নবপত্রসদৃশ কোমল এবং আরক্ত ওষ্ঠ। ওষ্ঠ পল্লবপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি, পুং।

ওষ্ঠপুট—পুটাকার ওষ্ঠাধর, ঠোঙার মত ঠোঁট দুইটি; উপরের ও নীচের ঠোঁট। ষষ্ঠীতৎ। বি, পুং বা ক্লী।

ওষ্ঠব্রণ—ওষ্ঠের স্ফোটক, ঠোঁটের ফোঁড়া। ওষ্ঠজাত ব্রণ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং বা ক্লী।

ওষ্ঠাকার—ঠোঁটের মত আকৃতিবিশিষ্ট, labiate. ওষ্ঠের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

ওষ্ঠাগত—ওষ্ঠ পর্যন্ত উপস্থিত; বহির্গ-মনোন্মুখ। ওষ্ঠকে আগত, ২য়াতৎ, অথবা, ওষ্ঠে আগত, ৭মীতৎ (বাংলা মতে)। বিণ।

ওষ্ঠাগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ ওষ্ঠ পর্যন্ত আসিয়াছে এরূপ, যাহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ। ওষ্ঠাগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

ওষ্ঠাগতপ্রায়—প্রায় ওষ্ঠ পর্যন্ত উপস্থিত, ওষ্ঠের নিকটবর্তী; বহির্গমনোন্মুখ। প্রায় ওষ্ঠাগত, সুপ্‌। বিণ।

ওষ্ঠাধর—ওষ্ঠ এবং অধর, উপরের এবং নীচের ঠোঁট। ওষ্ঠ এবং অধর, সমা-দ্বন্দ্ব। বি, ক্লী।

ওষ্ঠ্য—ওষ্ঠোচ্চার্য বর্ণ। ওষ্ঠ+যৎ ভবার্থে। বি, পুং বা বিণ।

ওসার—প্রস্থ, চওড়া, পরিসর। <প্রসার। [বি।

ওস্তাগর—সুনিপুণ শিল্পকর; উৎকৃষ্ট দরজী; প্রধান দরজী বা কারিগর; আচার্য, শিক্ষক। <ফা 'উস্তাগর'। বি।

ওস্তাদ—শিক্ষক; নিপুণ ব্যক্তি, সংগীতা-দিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি; সংগীতাচার্য। <আ 'উস্তাদ'। বি।

ওস্তাদি—নৈপুণ্য, দক্ষতা; শিক্ষকতা; বাহাদুরি। আ-মু। বি।

ওস্তাদী—নিপুণ, প্রকৃত গায়কের যোগ্য উৎকৃষ্ট সংগীতজ্ঞ সুরতালসমন্বিত। আ-মু। বিণ।

ওহাবী—'ওয়াহাবী' দ্রঃ।

ওহী—প্রেরণা; বাণী। আ। বি।

ওহে—সম্বোধনসূচক শব্দ। <অহে। অ।

ওহো—বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। <অহো। অ।

[ঔ]

ঔ ১। ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ, ইহা একটি যুগ্মস্বর। [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ, ইহা দীর্ঘ ও প্লুত হয়, হ্রস্ব হয় না। 'অ' এবং 'ও' যোগে উচ্চারিত হয় বলিয়া অনেকের মতে ইহা স্বতন্ত্র বর্ণ নহে। ইহাকে সেই কারণে সন্ধ্যক্ষর বলে, অ+উ]। ২। পৃথিবী। বি, স্ত্রী। ৩। আহ্বান, সম্বোধন; বিরোধ, নির্ণয়; নিষেধ। অ। ৪। অনন্ত শব্দ। বি; পুং।

ঔঁ—শূদ্রের প্রণব, শূদ্রের জপ্য মন্ত্র বিঃ। অ।

ঔকার—'ঔ' এই বর্ণ; 'ৌ' এই চিহ্ন। ঔ+কার স্বার্থে। বি, পুং।

ঔগ্র্য—উগ্রতা। উগ্র+ষ্ণ্য ভাবে। বি, ক্লী।

ঔচিতী—ঔচিত্য, ন্যায্যতা। উচিত+অন্ ভাবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঔচিত্য—উপযুক্ততা; কর্তব্যতা; ন্যায্যতা। উচিত+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী।

ঔচ্চ, ঔচ্চ্য—উন্নতি, উচ্চতা, উচ্ছ্রায়। উচ্চ+অণ্, ষ্ণ্য ভাবে। বি, ক্লী।

ঔজসিক—তেজস্বী, শূর, বলশালী। ওজস্+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔজস্য—তেজস্বিতা, প্রখর ভাব, উগ্রতা। ওজস্+ষ্ণ্য স্বার্থে। বি, ক্লী।

ঔজ্জ্বল্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। উজ্জ্বল+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী।

ঔট—'আউট' দ্রঃ।

ঔড়ব—পঞ্চস্বরযুক্ত রাগরাগিণী। ওড়ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি, পুং।

ঔড্র—১। ওড্রদেশের রাজা। ওড্র+অণ্ অধিপতি অর্থে। ২। উড়িষ্যা দেশ, উৎকল। ওড্র+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ৩। ওড্র সম্বন্ধীয় উড়িষ্যাদেশীয়। ওড্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔড্রী**।

ঔৎকট্য—প্রখরতা, প্রাবল্য, আতিশয্য; কাঠিন্য; দুঃসাধ্যতা। উৎকট+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী।

ঔৎকণ্ঠ্য—উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা। উৎকণ্ঠ+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী।

ঔৎকর্ষ্য—উন্নতি; বৃদ্ধি; উৎকৃষ্টতা। উৎকর্ষ (উৎকৃষ+অচ্, উৎকৃষ্ট)+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী।

ঔৎকোচিক—উৎকোচ সম্বন্ধীয়, ঘুষ-সম্পর্কিত, উৎকোচব্যবহারকারী, ঘুষদাতা; উৎকোচগ্রহীতা, ঘুষখোর। উৎকোচ+ইক ব্যবহার করে অর্থে। বিণ।

ঔত্তরেয়—অভিমন্যু হইতে উত্তরার গর্ভজাত রাজা পরীক্ষিৎ। উত্তরা+এয় অপত্যার্থে। বি, পুং।

ঔৎপাতিক—উৎপাতবিশিষ্ট, উপদ্রবান্বিত, অশুভসূচক। উৎপাত+ইক যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔৎসঙ্গিক—উৎসঙ্গসম্বন্ধীয়, ক্রোড়স্থ, কোলে অবস্থিত। উৎসঙ্গ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔৎসর্গিক—সামান্য বিধিসম্বন্ধীয়; সামান্য বিধিযোগ্য; ত্যাগসম্বন্ধীয়, উৎসর্গনিষ্পন্ন; স্বাভাবিক, সহজ। উৎসর্গ (সামান্যবিধি)+ইক সম্বন্ধার্থে, যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔৎসুক্য—উৎসুকতা ; উৎকণ্ঠা ; আগ্রহ। উৎসুক+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঔদক—জলসম্বন্ধীয়, জলীয় ; জলময় ; জলচর ; জলে স্থিত ; জলবেষ্টিত ; ('— দুর্গ') ; জলের গতি বা চাপ দ্বারা চালিত, hydraulic. উদক+অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔদরিক—উদরপরায়ণ, পেটুক ; উদর-সম্বন্ধীয়। উদর+ইক আসক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔদার্য(র্য্য)—উদারতা, মহানুভবতা ; বিশালতা ; বদান্যতা, দাতৃত্ব। উদার+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঔদাসীন্য—উদাসীনতা ; বৈরাগ্য ; উপেক্ষা ; নিঃসম্পর্কতা ; নির্লিপ্ততা ; নিরপেক্ষতা। উদাসীন+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঔদাস্য—উদাসভাব ; অনুরাগাদিশূন্যতা ; অমনোযোগ ; উপেক্ষা। উদাস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী। বিণ—**উদাস**।

ঔদ্দেশিক—আনুসন্ধানিক ; আভিসন্ধিক। উদ্দেশ+ইক। বিণ।

ঔদ্ধত্য—অহংকার ; ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা ; অবিনয় ; অশিষ্টতা। উদ্ধত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঔদ্ধারিক—উদ্ধারসংক্রান্ত ; বিভাগকালে উদ্ধারার্থ দেয় (বস্তু)। উদ্ধার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔদ্বাহিক—১। বিবাহকালে লব্ধ যৌতুক। বি ; ক্লী। ২। বিবাহবিষয়ক ; বিবাহকালে কৃত বা কর্তব্য। উদ্বাহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔদ্ভিজ্জ—১। উদ্ভিদ্‌সংক্রান্ত, বৃক্ষলতাদি-বিষয়ক ; উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে জাত। উদ্ভিজ্জ +অণ্ সম্বন্ধার্থে, উৎপন্নার্থে। বিণ। ২। পাংশু বা পাংশব লবণ, ভূমি হইতে স্বতঃ উৎপন্ন লবণ ; নিম্ন ভূমি ভেদ করিয়া প্রবল ধারায় যে জল উত্থিত হয় তাহা। উদ্ভিজ্জ+অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ঔদ্ভিদ—ঔদ্ভিজ্জ (১) (তাহা দ্রঃ)। উদ্ভিদ্+অণ্ সম্বন্ধার্থে, উৎপন্নার্থে। বিণ।

ঔন্নত্য—উচ্চতা, উন্নতি। উন্নত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ঔপকূলিক—উপকূলসম্বন্ধীয়, উপকূল-সংক্রান্ত ; উপকূলজাত। উপকূল+ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপগ্রহিক—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য ; গ্রহণ। উপগ্রহ+ইক। বি ; পুং।

ঔপচারিক—১। উপচার ; লক্ষণা ; এক-বস্তুর ধর্মাদির অন্যে আরোপ। উপচার+ইক স্বার্থে। বি ; পুং। ২। লাক্ষণিক ; আরোপ দ্বারা প্রাপ্ত ; আরোপসম্বন্ধীয়। উপচার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপদেশিক—উপদেশসংক্রান্ত ; উপদেশোপজীবী, উপদেশ দেওয়া যাহার কাজ এমন ; উপদেশ দ্বারা প্রাপ্ত। উপদেশ+ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপনিবেশিক—উপনিবেশ সম্বন্ধীয়, colonial ; উপনিবেশের অধিবাসী, colonist. উপনিবেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। **ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন**—ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনি-বেশসমূহে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহা, Dominion Status.

ঔপনিষদ—উপনিষৎ-সংক্রান্ত ; উপনিষৎ-শাস্ত্রনির্ণীত। উপনিষদ্+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -দী।

ঔপন্যাসিক—উপন্যাস সম্বন্ধীয়, উপন্যাস-সংক্রান্ত ; উপন্যাসকার, গল্পলেখক, novel-ist. উপন্যাস+ইক সম্বন্ধার্থে, নিপুণার্থে। বি ; পুং বা বিণ।

ঔপপত্তিক—নিয়ম সিদ্ধান্ত বা গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদিত, যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত ; প্রতি-পাদক ; ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধীয়। উপপত্তি+ইক প্রতিপাদিতাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপমিক—তুলনাদ্বারা বর্ণিত, তুলনা-সংক্রান্ত। উপমা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপম্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। উপমা+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ঔপরোধিক—উপরোধসম্বন্ধীয়। উপরোধ +ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপসর্গিক—১। সন্নিপাত রোগ বিঃ। উপসর্গ (উপদ্রব)+ইক নিষ্পন্ন অর্থে। বি ; পুং। ২। উপসর্গ সম্বন্ধীয়। উপসর্গ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপাধিক—উপাধি সম্বন্ধীয় ; অপ্রকৃত, অবাস্তব ; নামতঃ। উপাধি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔপাধ্যায়ক—উপাধ্যায় সম্বন্ধীয় ; উপা-ধ্যায় হইতে লব্ধ। উপাধ্যায়+অক (বুঞ্) সম্বন্ধার্থে, আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

ঔরত—জেনানা, মহিলা ; পত্নী। <আ 'আওরত'। বি।

ঔরস, ঔরস্য—১। স্বজাত ('— পুত্র'), ধর্মপত্নীর গর্ভে স্বয়মুৎপাদিত ('— সন্তান')। বিণ। স্ত্রী, -সী। ২। ধর্মপত্নীতে স্বয়মুৎ-পাদিত পুত্র ("এই হেতু না আইল তোমার ঔরস"—কাশী) ; বীর্য। উরস্+অণ্ ভবার্থে। বি ; পুং।

ঔরসজাত—স্বয়ম্-উৎপাদিত, আপনা কর্তৃক জনিত। উরস্+অণ্ স্বার্থে ; ঔরস দ্বারা জাত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঔর্ণ—ঊর্ণানির্মিত, পশমী। ঊর্ণা+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔর্ণী**।

ঔর্ধ্ব(র্দ্ধ)দেহিক, ঔর্ধ্ব(র্দ্ধ)দৈহিক—১। মরণদিন হইতে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্যন্ত প্রেততৃপ্তিহেতুক পিণ্ডাদিদান ; অন্ত্যেষ্টি, প্রেতকৃত্য। ঊর্ধ্বদেহ (প্রেতদেহ)+ইক হিতার্থে বা দেয়ার্থে। বি ; ক্লী। ২। প্রেত-দেহ-সংক্রান্ত ; অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধীয়। ঊর্ধ্বদেহ +ইক সম্বন্ধার্থে (বিকল্পে উত্তরপদবৃদ্ধি)। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঔর্ব(র্ব্ব)—১। বাড়বানল, সমুদ্রীয় বহ্নি [মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়হস্তে ভৃগুমুনির অপমান-সংঘটনের পরে ঋষি উর্ব যে সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়গণ ঐ গর্ভ বিনাশে সচেষ্ট হইলে তিনি মাতার ঊরু বিদারণপূর্বক ভূমিষ্ঠ হন ও ক্রোধে সর্বপ্রাণিক্ষয়কর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার এই ভয়ংকর তপস্যায় সর্ব-প্রাণিধ্বংস হইলে, পিতৃগণ আসিয়া তাঁহাকে স্বীয় ক্রোধানল সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিতে উপদেশ দেন। তিনিও তদনুসারে কার্য করিলে, তন্নিক্ষিপ্ত সেই বহ্নি অশ্বিনীরূপ ধারণ করতঃ সমুদ্রজল পান করিতে আরম্ভ করে]। উর্ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ২। পঞ্চ-প্রবরান্তর্গত মুনি বিঃ ; রাজা সগরের গুরু। উর্ব+অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং। ৩। পাংশব বা পাংশু লবণ, পার্থিব লবণ। বি ; ক্লী। ৪। ভূমিজ, পার্থিব। উর্বী+অণ্ জাতার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔর্বী**।

ঔর্বাগ্নি—বাড়বানল ; আগ্নেয়গিরির মধ্যস্থ অগ্নিময় তরলপদার্থ। কর্মধা। বি ; পুং।

ঔর্বানল—ঔর্বাগ্নি। কর্মধা। বি ; পুং।

ঔলূক্য—১। উলূক-প্রণীত বৈশেষিক-দর্শন। বি ; ক্লী। ২। বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা, কণাদমুনি। উলূক+ষ্যঞ্ সাদৃশ্যার্থে। বি ; পুং।

ঔষধ—রোগনাশক বস্তু, ভেষজ ; বশীকরণ-সাধন দ্রব্যাদি। ওষধি (ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্) +অণ্ উৎপন্নার্থে। বি ; ক্লী। **ঔষধ করা**—বশীকরণাদির উদ্দেশ্যে ঔষধাদি প্রয়োগ করা।

ঔষধধারণ—মাদুলি পরা ; মন্ত্রপূত আংটি পরা ; শরীরে সুতা দিয়া গাছগাছড়া বাঁধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ঔষধপত্র—রোগীর উপযুক্ত ভেষজ ও খাদ্যাদি, medicine and diet. দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

ঔষধসেবন—ভেষজগ্রহণ, ওষুধ খাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ঔষধাজীব—ঔষধবিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী, ঔষধব্যবসায়ী। ঔষধ আজীব যাহার, বহু। বিণ।

ঔষধালয়—যেখানে ঔষধ থাকে সেই গৃহ, দাওয়াইখানা, ডাক্তারখানা। ঔষধের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঔষধি—ঔষধ। কপ্র। বি।

ঔষধীয়—ভেষজসম্বন্ধীয়, ঔষধসংক্রান্ত। ঔষধ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

ঔষ্ট্র—১। উষ্ট্র সম্বন্ধীয়। উষ্ট্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔষ্ট্রী**। ২। উষ্ট্রদুগ্ধ। উষ্ট্র+অণ্ ভবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ঔষ্ঠ্য—১। ওষ্ঠোচ্চার্য বর্ণ, উ ঊ এবং পবর্গ। বি ; পুং। ২। ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য। ওষ্ঠ+য়ঞ্ উৎপন্নার্থে। বিণ।

ঔষ্ণ, ঔষ্ণ্য—উষ্ণতা, উত্তাপ। উষ্ণ+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লীব।

[ক]

ক—১। প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ, এইজন্য ইহাকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে। সহজেই উচ্চারিত হয় ও ধ্বনির গাম্ভীর্য নাই বলিয়া ইহাকে অল্পপ্রাণ ও অঘোষবর্ণও বলা হয়]। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু, কামদেব ; অগ্নি ; রুদ্র ; বায়ু ; যম ; সূর্য, আত্মা ; দক্ষ ; প্রজাপতি ; রাজা ; গ্রন্থি ; ময়ূর, পক্ষী ; দীপ্তি ; কাল ; শরীর ; মন ; ধন, প্রকাশ ; শব্দ। বি ; পুং। ৩। মস্তক, জল ; রোগ ; সুখ ; কেশ। কৈ (শব্দ করা) বা কচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী। ৪। বল্, উল্লেখ কর। ক্রি। ৫। কত, কয়টা (ক'জন, ক'বার)। বাংপ্র। বিণ। ৬। বাঙ্গালা প্রত্যয় বিঃ (অনুকার-বোধক—চক-চক, বক-বক, পর্যন্ত বা সীমা-বোধক—সেরেক, মরতক ; স্বার্থে—বালক, মড়ক ; অল্পার্থে—টুক, টাক ; ক্ষুদ্রার্থে—মাণিক ; প্রশ্নে নিশ্চয়তা বুঝাইতে—তুমি যাবেনাক ? সতর্কতা বুঝাইতে—ওখানে যাসনেক যেন।), প্রাচীন বাঙ্গালায় ষষ্ঠী-বিভক্তি (নয়নক নিন্দ—নয়নের নিদ্রা)।

ক-অক্ষর গোমাংস—বিদ্যাশিক্ষায় প্রবল অনিচ্ছা। [গোমাংস যেমন হিন্দুর নিকট অতি অপবিত্র ও সর্বদা পরিত্যাজ্য, সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষাকেও যে এড়াইয়া চলে তাহার ভাব সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য]। ক বলতে খ—মূর্খতা প্রকাশ, এক কথা বলিতে অন্য কথা বলা।

কআ—কহা, বলা। প্রা কপ্র। ক্রি।

কই—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্য। <কবয়ী। বি। ২। বিস্ময়সূচক শব্দ ; প্রশ্নবোধক শব্দ ; বৈপরীত্যবোধক শব্দ ; আদরবোধক শব্দ। বাংপ্র। ৩। কোথায়। প্রাদে। অ। ৪। কহি ; বলি। কপ্র। ক্রি।

কইয়ে—বক্তা, বচন বাগীশ ('বলিয়ে-কইয়ে')। ক (<কহ্ ধাতু)+ইয়ে কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

কইল—কহিল ; বলিল। কপ্র। ক্রি।

কইলা, -লে—১। নবজাত বকনা বাছুর। <কপিলা। বি। ২। কহিলে, বলিলে, কহিল, বলিল। কপ্র। ক্রি।

কইসর—বাদশা ; ভূতপূর্ব জার্মান সম্রাটের উপাধি। <C..ar হইতে আরবী। বি।

কইসে—কিরূপে, কেমনে ("কইসে গোঙাযব হরি বিনু দিন রাতিয়া"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অ।

কউতর—কবুতর, পায়রা। <কবুতর। প্রাদে। বি।

কএ—করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রিয়া।

কওন—কোন। প্রা কপ্র। সর্ব।

কওনে—কে। প্রা কপ্র। সর্ব।

কওয়া—১। বলা, বর্ণনা করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। বর্ণন, কথন। প্রা কপ্র। বি।

কওরে—গ্রামে। প্রা কপ্র। বি।

কওলা—কবালা, বিক্রয়পত্র। আ। বি।

কওসর—বেহেশতের মূল নদী ; অফুরন্ত কল্যাণধারা। <আ 'কওথর'। বি।

কংগ্রেস—রাজনৈতিক সমিতি বিঃ ; ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক মহাসভা ; আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদ্, Congress বি।

কংগ্রেসওয়ালা—কংগ্রেসের লোক, যে কংগ্রেসের কাজ করে। কংগ্রেস+ওয়ালা। বাংপ্র। বি।

কংগ্রেসী—কংগ্রেস সম্বন্ধীয় ; কংগ্রেসের ; কংগ্রেস-অধিকৃত। কংগ্রেস+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কংস, কংশ—১। কাংস্য, কাঁসা ; স্বর্ণ-রজতাদিনির্মিত পানপাত্র। কম্ (কামনা করা)+স কর্ম (নিপা স-স্থানে শ)। বি ; পুং। ২। পরিমাণ বিঃ, আঢ়ক, আড়া। বি ; পুং বা স্ত্রী। ৩। কংসাসুর, মথুরার স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা। বি ; পুং।

কংসকার—বর্ণসংকর জাতি বিঃ, কাংস-বণিক্, কাঁসারি। উপতৎ ; কংস—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কংসবণিক্ (জ্)—কাঁসারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ককানো—কাতরানো, কাতরতা প্রকাশ করা ; শিশুর কাঁদিতে কাঁদিতে দম আটকাইয়া আসা, অতিশয় রোদন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ককানি—কাতরধ্বনি, কাতরতাপ্রকাশ, রোদনশব্দ বিঃ। ককা+আনি ভাব। বাংপ্র। বি।

ককার—'ক' এই বর্ণ। ক+কার স্বার্থে। বি, পুং।

ককুৎ (ককুদ)—বৃষের স্কন্ধের ঝুঁটি ; ধ্বজ ; প্রাধান্য ; ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন, পৃষ্ঠদেশ, পর্বতশৃঙ্গ। ক (সুখ)—কু (শব্দ করা)+ ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ককুদ—১। ককুৎ, ষাঁড়ের ঝুঁটি, ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন ; পর্বতশৃঙ্গ। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। উপতৎ, ককু (সুখভূমি, সুখস্থান)—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

ককুন্দর—পৃষ্ঠদেশের অধঃস্থিত আবর্তবৎ গর্তদ্বয়, নিতম্বস্থ আবর্তবৎ গর্তদ্বয়। ককু—দৃ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; স্ত্রী। বিণ, -রীয়, কাকুন্দরিক।

ককুপ্ (ককুভ্)—দিক্ ; শোভা ; চম্পক-মালা ; চম্পকশাখা, রাগিণী বিঃ [ইহার অপর নাম কোকভ, কুকভ বা কুকুভা ; সংস্কৃত মতে ইহার নামান্তর কুহ], বৈদিক ছন্দ বিঃ। ক—স্কুন্ভ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ককুভ—১। বীণার প্রান্তস্থ বক্রকাষ্ঠ ; বীণার অলাবু। ক—স্কুন্ভ্+ক কর্তৃ। ২। অর্জুন-গাছ ; কুটজবৃক্ষ ; একপ্রকার পাখি। ক (বায়ু)—কু—ভা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

ককখন—কখনই, কোন কালেই। প্রাদে। অ।

কক্ষ—১। প্রকোষ্ঠ, ঘর ; বাহুমূল, বগল

অঞ্চল ; পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ, কাছা, কোঁচা ; নৌকার খোল ; [illegible] ; (জ্যোতিষ) গ্রহগণের পরিভ্রমণের গোলাকার পথ, orbit. কষ্‌+স করণ। ৪। পার্শ্বভাগ ; রাজান্তঃপুর। কষ্‌+স অধিকা। বি ; পুং।

কক্ষচ্যুত—কক্ষভ্রষ্ট, পরিভ্রমণপথ হইতে বিচ্যুত ('— গ্রহ')। কক্ষ হইতে চ্যুত, ৫মীতৎ। বিণ।

কক্ষতল—কাঁখ, বগল ; ঘরের মেঝে, (জ্যোতিষ) গ্রহের ভ্রমণপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, plane of orbit ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কক্ষনো—কখনও, কোন কারণেই ; কোন অবস্থাতেই। বাংপ্র। অ।

কক্ষপুট—বগল, কাঁখ। কক্ষের পুট, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, কক্ষই পুট, কর্মধা। বি।

কক্ষভ্রষ্ট—কক্ষচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

কক্ষস্থ—প্রকোষ্ঠস্থিত, কুঠরির মধ্যে অবস্থিত, পার্শ্বস্থ ; ক্রোড়স্থ। উপতৎ, কক্ষ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

কক্ষা, কক্ষ্যা—হস্তীর গলার বা কক্ষের বন্ধনরজ্জু ; কটিদেশ, স্ত্রীলোকের কটিবন্ধন, চন্দ্রহার ; গৃহপ্রকোষ্ঠ, কুঠরি, মহল ; রথভাগ ; রথের অন্তঃস্থান বিঃ ; গ্রহগণের ভ্রমণের উপবৃত্তাকার পথ ; সাম্য, পরিধানবস্ত্রের পৃষ্ঠে নিহিত অঞ্চল, উদ্‌গ্রাহিণী, কক্ষরজ্জু, কাছদড়ি, চর্মরজ্জু ; রাজগৃহাদির বেষ্টনাবচ্ছিন্ন দেশ, অন্তগৃহ, চিকিৎসালয় প্রঃ প্রতিষ্ঠানের বিভাগ, ward ; রাজান্তঃপুর ; বৃহতিকা ; গুপ্তা ; প্রতিযোগিতা, উত্তরীয়বস্ত্র ; কচ্ছ, গৃহভিত্তি ; দেওয়াল ; কাঁকবেরালী, বিচারে পূর্বপক্ষ। কক্ষ+আপ্‌ ; কক্ষ+যৎ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কক্ষাধিপাল—কক্ষার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী বা তত্ত্বাবধায়ক, ward master. কক্ষার অধিপাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কক্ষান্তর—অন্য প্রকোষ্ঠ, অপর কুঠ্‌রি। অন্য কক্ষ, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কক্ষাপাল—কক্ষার রক্ষী, warder. উপতৎ ; কক্ষা—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

কক্ষাবৃত্ত—কক্ষা, গ্রহ, উপগ্রহ প্রঃর গোলাকার ভ্রমণপথ। কক্ষই আবৃত্ত (ellipse), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কক্ষীকৃত—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। কক্ষ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কক্ষী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

কক্ষ্য—১। কক্ষজাত, কক্ষোদ্ভব ; কক্ষপুরুষ। কক্ষ+যৎ জাতার্থে। বিণ। ২। [illegible] বিঃ ; [illegible] ; [illegible] প্রকোষ্ঠ ; রাজান্তঃপুর ; [illegible] ; মাতুল ; কক্ষরজ্জু ; দেহস্থাদি-বন্ধনের রজ্জু ; পার্শ্বভাগ। কক্ষ+যৎ স্বার্থে। বি ; পুং। ৩। [illegible] কাটী। বি ; স্ত্রী।

ক-খ—লেখাপড়া আরম্ভ ; প্রথম পড়া ; কোন বিষয়ে সামান্যমাত্র জ্ঞান ; বর্ণমালা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কখন্—কোন্ সময়ে, কোন্ কালে। কোন্ (<কিম্) ক্ষণ (ক্ষণ), কর্মধা। অ।

কখন—কোন সময়ে, কোন কালে। ('কখন্' দ্রঃ)। অ।

কখনই—কদাপি ('— নহে')। বাংপ্র। অ। [অ।

কখনও—কদাপি কোন কালেও। বাংপ্র।

কখন-কখন—কোন কোন সময়ে, মধ্যে মধ্যে। বাংপ্র। অ। [অ।

কখন-সখন—দৈবাৎ কোন সময়ে। বাংপ্র।

কঙ্ক—কাঁকপাখি ; যম ; ক্ষত্রিয় ; ছদ্মদ্বিজ, ছদ্মব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবেশী ব্যক্তি ; যুধিষ্ঠিরের নামান্তর [যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা অজ্ঞাতবাসকাল বিরাটরাজ্যে যাপন করিবার বাসনায় বিরাটসভায় উপনীত হইয়া জাতি ও স্ব স্ব নাম গোপনপূর্বক বিরাটরাজের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নামে পরিচয় প্রদান করিয়া পৃথক পৃথক্ কার্যে নিযুক্ত হন, তাহাতে সেই বিরাটরাজ্যে রাজা যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক ও সহদেব তন্ত্রিপাল নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। "কঙ্ক" অর্থে "ক্ষত্রিয়" এবং "দ্বিজবেশী" বুঝায় ; এইজন্যই সত্যবাদী মহারাজ যুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস সময়ে "কঙ্কোঽহং" অর্থাৎ "আমি কঙ্ক" বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন], উগ্রসেনের পুত্র, কংসের ভ্রাতা। কঙ্ক্‌+অচ্‌ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি, পুং।

কঙ্কট, কঙ্কটক—বর্ম, সাঁজোয়া ("গল দেশে প্রতিমুক্ত, উরু কঙ্কটকযুক্ত"—মন্ত্র)। কঙ্ক্‌+অটন্, কর্তৃ, পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

কঙ্কণ—বলয়, কাঁকন ; বিবাহকালীন হস্তসূত্র ; শেখর ; ভূষণমাত্র, যে কোন অলংকার। কম্‌+কণ্‌ অথবা কণ্‌ (যঙ্‌লুগন্ত ধাতু—শব্দ করা)+অচ্‌ কর্তৃ। বি, ক্লী।

কঙ্কণী—কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, ঘুঙুর। কঙ্কণ+ঙীষ্‌। বি, স্ত্রী।

কঙ্কত—১। চিরুনি, কাঁকুই। বি, স্ত্রী। ২। বৃক্ষ ; মাছের কানকো, gill. কঙ্ক্‌ (গমন করা)+অতচ্‌ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—কাঁকুই, চিরুনি, প্রসাধনী। কঙ্কত+কন্ স্বার্থে+আপ্‌ (অৎ-স্থানে ইৎ) ; কঙ্কত+ঙীপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কপুরী—যমপুরী, কাশীপুরী। কঙ্ক (সুখপ্রদা) পুরী, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কঙ্কর—১। কাঁকর ; ছোট ছোট পাথরের টুকরা, gravel ; তক্র, ঘোল। বি ; স্ত্রী। ২। কুৎসিত ; কঠিন, কর্কশ। ক—কৃ+অ কর্তৃ। বিণ।

কঙ্করোল—১। কাঁকরোল গাছ। বি ; পুং। ২। কাঁকরোল ফল। বি, ক্লী।

কঙ্কাল—অস্থিসার দেহ ; অস্থিপঞ্জর, হাড়পাঁজরা, skeleton ; অস্থি ; কাঠি, কাঁকাল। কঙ্ক্‌ (গমন করা)+কালন্ কর্তৃ অথবা ক (মস্তক)—কল্‌+ণিচ্‌ (নিক্ষেপ করা)+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

কঙ্কালমালা—হাড়পাঁজরাসমূহ ; অস্থিমালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কালমালিনী—রুদ্রাণী ; কালী ; কঙ্কালমালাধারিণী। কঙ্কালমালিন্‌+ঙীপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কালমালী (-মালিন্)—অস্থিমালাধারী রুদ্র, শিব। কঙ্কালমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি, পুং।

কঙ্কালসার—অস্থিসার, যাহার শরীরে কেবল হাড় কয়খানি আছে এরূপ, হাড়সার, অতিকৃশ। কঙ্কাল সার যাহার, বহু। বিণ।

কঙ্কালাবশিষ্ট, -বশেষ—'কঙ্কালসার' (সকল অর্থে—তাহা দ্রঃ)। কঙ্কাল অবশিষ্ট, অবশেষ যাহার, বহু। বিণ।

কঙ্কালী (-লিন্)—কঙ্কালবিশিষ্ট ; যক্ষ বিঃ। কঙ্কাল+ইন্। বিণ বা বি।

কঙ্গু, কঙ্গুকা—পীততণ্ডুলা, কাঙনি ধান্য। কঙ্ক্‌+উ কর্তৃ (নিপা)+কন্ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কঙ্গুরা—দুর্গপ্রাচীরের উপরিস্থিত বুরুজ। প্রা কগ্র। বি।

কচ্—ধারাল অস্ত্র বা দাঁত দিয়া সহজভাবে নরম জিনিস কাটার শব্দ। বাংপ্র। অনুকার-অ।

কচ—১। কেশ, চুল। কচ্‌+অচ্‌ কর্ম। ২। বন্ধন ; শোভা। কচ্‌+ঘ ভাব। ৩। মেঘ, শুকব্রণ ; বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। কচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। ৪। বাঁকা, টেড়া। বিণ। ৫। বাঁকাভাব, বক্রতা ; বাড়ি জমি ইঃর পাশছাড়াভাবে বাহির হইয়া আসা অংশ ; কলমের সরু মুখ। <ফা 'কজ'। বি।

কচ ভাঙা, কচ মারা—কোন পাশছাড়া বাঁকা অংশ কাটিয়া ছাঁটিয়া সৌষ্ঠবসাধন করা।

কচে বার—পাশাখেলার দান বিঃ ; তিনটি পাশায় যথাক্রমে ছয়, পাঁচ ও এক পড়িয়া বার হওয়া।

কচকচানি, -কচি—কচকচ শব্দ ; কোমপ্রকার শব্দের অনুকরণশব্দ ; কলহ, ঝগড়া, বিবাদ ; গণ্ডগোল ; গুজিকাটুক্তা ; [illegible]

আলোচনা। কচকচা+আনি, ই ভাব। বাংপ্র। বি।

কচকচে—কচকচ শব্দকারী, অর্ধপক্ব, আধসিদ্ধ ('— অন্নব্যঞ্জন'); অপক্ব, কাঁচা ('— ফল')। (যাহা চিবাইতে গেলে কচ-কচ শব্দ হয়, এই অর্থে) কচকচ+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বিণ।

কচটানো—মাখা; চটকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কচড়া—সূক্ষ্মদীর্ঘরজ্জু, কাছি, দড়া; হিসাব; মহড়া ফল। কচ (চুল—সুতা)+ড়া নির্মিতার্থে। বাংপ্র। বি।

কচয়া—অল্পবয়স্ক, একরত্তি, ক্ষুদ্র; নমনীয়। প্রাদে। বিণ।

কচর-কচর, কচর-মচর—পাণির ধ্বনি; অব্যক্ত শব্দ, বচসার সহিত ঝগড়া; অনর্থক গোলমাল। বাংপ্র। অনুকার-অ।

কচলন—মর্দন; ধৌতকরণ। প্রাদে। বি।

কচলা-কচলি—চটকা-চটকি; দর কষা-কষি; কোন বিষয় লইয়া কিচকিচি বা বকাবকি। ব্যতিহার বহু। বাংপ্র। বি।

কচলানো—রগড়াইয়া ধোওয়া; রগড়ানো; চটকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কচা—গাছের সরু ডাল; লাঠি; ভেরেণ্ডা; তণ্ডুলের ক্ষুদ্রকণা, ক্ষুদ; ছোট টুকরা ('ইটের —')। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কচাকচি—চুলাচুলি, পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি; তর্কবিতর্ক, বাদবিতণ্ডা। বাংপ্র। বি।

কচাৎ—কচু কলা ইঃ গাছ এক আঘাতে কাটিয়া ফেলার শব্দ। বাংপ্র। অনুকার-অ।

কচানো—মুঞ্জরিত হওয়া, গজানো; রগড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কচাল—বিবাদ, ঝগড়া; কুৎসা; মাছ ধরিবার একপ্রকার বড় জাল; কাদা। বাংপ্র। বি।

কচালিতে—রগড়াইতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কচালে—১। বিবাদপ্রিয়, ঝগড়াটে, ঝগড়া করিতে মজবুত। কচাল+এ (ইয়া) শীলার্থে। বাংপ্র। ২। বিমর্দিত, রগড়ানো। বিণ। ৩। মর্দন করে; রগড়ায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

কচি—কোমল, নরম; সদ্যোজাত; অতি শিশু; নবীন, নূতন, অপক্ব, কাঁচা। হি-মূ। বিণ।

কচিকাচা—ছোট ছেলেপুলে। বাংপ্র। বি।

কচিখোকা—(ব্যঙ্গে) নিতান্ত শিশু। বাংপ্র। বি।

কচু—কচুগাছ; কচুর মূল; (বাংপ্র) কিছুই না, ঘোড়ার ডিম।। কচ্+উ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

কচুকাটা—কচুর ন্যায় স্বচ্ছন্দে কর্তিত। কচুর ন্যায় কাটা, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

কচুঘেঁচু—কচু ও অন্যান্য সবজি; নানা-প্রকারের অখাদ্য জিনিস; বাজে জিনিস; অবান্তর ব্যাপার। বাংপ্র। বি।

কচুপোড়া—কিছুই নয় (অবজ্ঞাসূচক)। বাংপ্র। বিণ।

কচুয়া—সেতারযন্ত্র বিঃ (কচ্ছপী দ্রঃ); স্তন। প্রা কপ্র।। বি।

কচুরি—মধ্যে ডালবাটার পুর দিয়া ময়দার সাহায্যে প্রস্তুত ঘৃতপক্ব খাদ্য বিঃ। হি-মূ। বি।

কচুরিপানা—বিলাতিপানা, একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ water-hyacinth কচুরি (কচু+রি সদৃশার্থে=কচুর মত) যে পানা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কচ্ছ—১। নৌকার পশ্চাদ্ভাগ; সমুদ্র নদী হ্রদ পুষ্করিণী প্রঃ তীর; জলময় দেশ বা স্থান; পর্বতাদির সমীপস্থ স্থান; কচ্ছপের খোলা; পরিধানাঞ্চল, কাছা-কোঁচা। কচ্+ছ কর্তৃ। বি; পুং। ২। জলপ্রান্তস্থিত। ক—চ+ড কর্তৃ। বিণ। ৩। ভারতের স্থান বিঃ। বি; পুং।

কচ্ছটিকা, কচ্ছাটিকা—কচ্ছ, কাছা। বি; স্ত্রী।

কচ্ছপ—কূর্ম, কাছিম; বিষ্ণুর অবতার বিঃ। কচ্ছ—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কচ্ছপী—কূর্মী, স্ত্রীকচ্ছপ বা ক্ষুদ্র কচ্ছপ; সরস্বতীর বীণা [এই যন্ত্র কচুয়া সেতার নামে প্রসিদ্ধ]; ক্ষুদ্র ব্রণ রোগ বিঃ, কচ্ছপিকা রোগ। কচ্ছপ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কচ্ছা—পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পশ্চাদ্ভাগে গুঁজিয়া দেওয়া যায় তাহা, কাছা; ঝিঁঝি-পোকা, বারাহী। কচ্ছ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কচ্ছু, কচ্ছূ—খোসরোগ, চুলকানি, পাঁচড়া। কচ্ (দীপ্তি)—ছো (নাশ করা)+কু, কূ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। বিণ—কচ্ছুর।

কছম—রকম, ভেদ, প্রকার। <ফা 'কিস্‌ম্'। বি।

কছু—কিছু, সামান্য। হি-মূ। প্রা কপ্র। বিণ।

কজ—কমল। উপতৎ, ক (জল)—জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

কজ্জল—১। অঞ্জন, কাজল; জোঁচক; মসী, কালী; কলঙ্ক। কু (কুৎসিত) জল যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী। ২। (কাজলের ন্যায় বর্ণ বলিয়া) মেঘ, জলদ। বাংপ্র। বি; পুং।

কজ্জলী—পারদ ও গন্ধকঘটিত ঔষধ; ঔষধ বিঃ। কজ্জল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কজ্জুল—কজ্জল, কাজল, অঞ্জন। কু—জ্বল্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

কঞ্চি—বাঁশের ডাল। <কঞ্চিকা। বি।

কঞ্চিতে বংশলোচন—অস্থানে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সমাবেশ, গোবরে পদ্মফুল।

কঞ্চিকা—বাঁশের কঞ্চি; ক্ষুদ্রফোট। কনচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কঞ্চু—অহিনির্মোক, সাপের খোলস। কনচ্+উ কর্তৃ। বি; পুং।

কঞ্চুক—নির্মোক, সাপের খোলস; কবচ; সাঁজোয়া, কাঁচুলি; জামা; পুত্রাদির জন্মোৎসবে ভৃত্যেরা প্রভুর নিকট হইতে যে বস্ত্র প্রাপ্ত হয় তাহা; বস্ত্র; খোসা, তুষ। কনচ্ (বন্ধন করা)+উক করণ। বি; পুং।

কঞ্চুকী (কিন্)—১। অন্তঃপুরের রক্ষক, রাজান্তঃপুরের অধিকারী পুরুষ; দ্বারপাল; লম্পট, সর্প; যব; চণক; ক্ষীরীশ গাছ; অগুরুচন্দন বৃক্ষ। বি; পুং। ২। কঞ্চুকধারী, বর্মপরিহিত। কঞ্চুক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কিনী।

কঞ্চুকী—ওষধি বিঃ; ক্ষীরীশবৃক্ষ। কঞ্চুক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী—স্ত্রীদিগের স্তনাবরণী বিং, কাঁচুলি। কনচ্ (বন্ধন করা)+উল করণ+ঈপ্ (=কঞ্চুলী); ১ম পক্ষে কঞ্চুলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কঞ্জ—১। ব্রহ্মা। বি; পুং। ২। কেশ; পদ্ম; অমৃত। বি; ক্লী। ৩। জলজাত। উপতৎ; কম্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কঞ্জজ—ব্রহ্মা। উপতৎ; কঞ্জ (বিষ্ণুর নাভি পদ্ম)—জন্+ড কর্তৃ। [ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব হইলে বিষ্ণু সহস্রচতুর্যুগ জলশায়ী থাকেন, তৎপরে নিয়মিত কর্মসূত্রানুসারে তৎকর্তৃক তদীয় দেহমধ্যে ভূর্লোকাদি সমস্ত লক্ষিত হয়, তখন তদীয় ইচ্ছানুসারে তাঁহার নাভিকমল হইতে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন।] বি; পুং।

কঞ্জমুখী—পদ্মমুখী, কমলাননা ("কালরাত্রি কঞ্জমুখী কত জান কলা"—কবিকঙ্কণ)। বিণ।

কঞ্জুস—অতিশয় বদ্ধহস্ত, অতিকৃপণ। হি। বিণ।

কঞ্জুসি—কার্পণ্য, কৃপণতা। কঞ্জুস+ই ভাবে। হি-মূ। বি।

কঞ্জুসিপনা—কৃপণতাপ্রকাশ; কৃপণতা। বাংপ্র। বি।

কট্—(কাঠিন্য তীব্রতা শীঘ্রতা প্রঃ-ব্যঞ্জক) অনুকরণ-শব্দ; পিপীলিকাদির দংশনের অনু-করণ-শব্দ। বাংপ্র। অ।

কট—১। হস্তীর গণ্ডস্থল; ওষধি। কট্ (বর্ষণ করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। তৃণ; নল, শর; তৃণাসন, মাদুর; তৃণরজ্জু, কাছি; ঘরের মরাই বেড়িবার জন্য বড়; [illegible]; আচ্ছাদন। কট্ (আচ্ছাদন করা)+অ করণ।

বাঁধা ; বাঁধাই । ৩ । পাক ; পাকরা ; রাঁটী ; অন্তঃপার্শ্বে কটু-শ অর্থে । ৪ । অঙ্গারাদি-জনিত, আগান । কটু+খ বৃদ্ধি । ৫ । অতিশয় ; প্রচণ্ড ; লাভবনক ; বাস্কা, নিরম ; বাগ, শর । কটু+শ ভাব । বি ; পুং । ৬ । ক্রিয়াকারক । কটু+ অচ্ কর্তৃ । বিণ ।

কটক—১ । পর্বতমধ্যভাগ ; সানু ; বলয় ; চক্র ; নগরী ; রাজধানী ; সৈন্য ; শিবির, সেনাসন্নিবেশস্থান ; গজদন্তমণ্ডল ; সামুদ্রিক লবণ । কট্ (আচ্ছাদন করা)+অক কর্তৃ । বি ; পুং বা ক্লী । ২ । উড়িষ্যা রাজ্যের একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর । বি ।

কটকট—১ । অত্যন্ত ; সর্বোৎকৃষ্ট । কট শব্দের দ্বিত্ব প্রকারার্থে । বিণ । ২ । মহাদেব । বি ; পুং । ৩ । তীব্র বেদনায় অনুভূতিসূচক শব্দ । বাংপ্র । অ ।

কটকটে—১ । কর্কশ, রূঢ় ('— কথা') ; কঠিন দৃঢ় ; প্রখর ; কটুভাষী ; স্পষ্টবাদী । বিণ । ২ । একপ্রকার পতঙ্গভোজী পক্ষী ; কর্কশ-শব্দকারী একপ্রকার ভেক ; জগন্নাথ-দেবের একপ্রকার ভোগ । কটকট+এ করে অর্থে । বাংপ্র । বি ।

কট-কবালা—কোবালা, ঋণগ্রহণের এক-প্রকার পত্র [মহাজনের নিকট কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে আবদ্ধ সম্পত্তি মহাজনের হইবে এইরূপ শর্তে এই পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়] । আ । বি ।

কটকিনা, -কেনা—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা, মেয়াদী ইজারা ; দৃঢ়তা, কাঠিন্য, কঠোরতা ; অত্যন্ত আগ্রহ, জেদ । বাংপ্র । বি ।

কটকিনাদার—মেয়াদী ইজারাদার । কটকিনা+দার গ্রহীতা অর্থে । বাংপ্র । বি ।

কটকী—১ । কন্দ বিঃ । বি ; স্ত্রী । ২ । হিমালয়জাত শাকবিশেষের কন্দ বা মূল । <কটুকা । বি । ৩ । কটক নামক স্থানে জাত, কটকের অধিবাসী । কটক+ঈ উৎপন্নার্থে, নিবাসার্থে । ৪ । পিঙ্গলবর্ণ, ফিকে লাল । বাংপ্র । বিণ ।

কটকী (-কিন্)—পর্বত । কটক+ইন্ আছে অর্থে । বি ; পুং ।

কট-কোবালা—কট-কবালা (তাহা দ্রঃ) ।

কটকোল—নিষ্ঠীবনপাত্র, পিকদানী । কটের (নিষ্ঠীবনজলের) কোল (সংস্থানাধার), ৬তৎ । বি ; পুং ।

কটম্ভরা—১ । ... কটু ... বি ; স্ত্রী । ২ । ... বি ; পুং ।

কটমট—১ । কঠোরতা-প্রকাশক ; ক্রোধ-প্রকাশক অ । ২ । ভীষণ ; শক্ত । বিণ । ৩ । কঠোরভাবে ; কঠোরস্বরে ; রুক্ষভাবে । বাংপ্র । ক্রি-বিণ ।

কটমটি—দুর্বোধ্য বিষয় । বাংপ্র । বি ।

কটমটে—১ । দুর্বোধ্য বিষয় । বিণ । ২ । দুর্বোধ্য ; কঠোর ; ভয়ানক । কটমট+এ করে অর্থে । বাংপ্র । বিণ ।

কটম্ভরিনী—মদিরা । বি ; স্ত্রী ।

কটর—শক্ত জিনিস দাঁত দিয়া কাটার শব্দ । অনুকার-অ । কটর কটর—শক্ত জিনিস ক্রমাগত দাঁত দিয়া কাটার শব্দ ।

কটরমটর—শুকনা ছোলা মটর ইঃ চিবানোর শব্দ ; যাহার উচ্চারণ করিতে ও অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় এরূপ শব্দ । বাংপ্র । বি ।

কটরা, কটোরা—মৃত্তিকাপাত্র, মাটির বাটি, খুরী ; কাঁসার বাটি ; ধাতুনির্মিত পাত্র, কড়া । হি । বি ।

কটরি, -রী—কটোরা, বাটি । প্রা কগ্র । বি ।

কটা—১ । রুক্ষ গৌরবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ ; পাণ্ডুর ; কটাসে রং । বাংপ্র । বি বা বিণ । ২ । কটকী । কট+আপ্ । বি ; স্ত্রী । ৩ । <কয়টা । বিণ ।

কটাক্ষ—অপাঙ্গদৃষ্টি, আড়চাহনি, আড় চোখে চাওয়া ; (লাক্ষণিক অর্থে) বক্র ইঙ্গিত ; প্রতিকূল সমালোচনা । কট (গণ্ড)—অক্ষ্ (ব্যাপ্ত করা)+অচ্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

কটাক্ষজাল—১ । কটাক্ষপাশ, বক্র-দৃষ্টিপাতরূপ ফাঁদ, বাঁকা চাহনির ফাঁদ । কটাক্ষরূপ জাল, রূপক কর্মধা । ২ । অনেকের অপাঙ্গদৃষ্টি । ৬তৎ । বি ; ক্লী ।

কটাক্ষদৃষ্টি—বক্রদৃষ্টিপাত, আড়চাহনি, আড়চোখে চাওয়া । কটাক্ষ দৃষ্টি, কর্মধা । বি ; স্ত্রী । [এখানে 'দৃষ্টি'-শব্দটি নিরর্থক, কারণ 'কটাক্ষ'-শব্দ দ্বারাই বক্রদৃষ্টি বুঝায় । 'অশ্রু-জল' প্রঃ শব্দের ন্যায় ইহারও প্রয়োগ দেখা যায় ।]

কটাক্ষপাত—বক্রদৃষ্টিপাত, আড়চোখের চাওয়া ; ঈষৎ বিরুদ্ধ সমালোচনা ; লেখা বক্তৃতা ইঃর মধ্যে অস্পষ্ট বা বক্রভাবে কাহারও প্রতি আক্রমণ । ৬তৎ । বি ; পুং ।

কটাক্ষপাশ—বক্রদৃষ্টিরূপ রজ্জু, আকর্ষণ-কারী কুটিলদৃষ্টি । কটাক্ষরূপ পাশ, রূপক কর্মধা । বি ; পুং ।

কটাক্ষে—দৃষ্টি পড়িবামাত্র ; এক নিমেষে, মুহূর্তের মধ্যে । বাংপ্র । ক্রি-বিণ ।

কটাখ—কটাক্ষ । প্রা কগ্র । বি ।

কটাচ্ছ—কটাক্ষ । কগ্র । বি ।

কটাচুলে, -চুলো—যাহার চুলের রং কটা এমন । কটাচুল+এ (<ইয়া), ও (<উয়া) যুক্তার্থে । বাংপ্র । বিণ ।

কটাচোখো—যাহার চোখ কটা । কটাচোখ+ও (<উয়া) যুক্তার্থে । বাংপ্র । বিণ ।

কটাৎ—কোন কঠিন বস্তু কাটিবার শব্দ ; পিপীলিকাদির দংশনের শব্দ । বাংপ্র । অ ।

কটানো—কটা রং বানানো ; কটা হওয়া । বাংপ্র । ক্রি [, বি, বিণ] ।

কটাল—১ । পূর্ণিমা অমাবস্যাদি তিথিতে নদী বা সমুদ্রের পূর্ণ জলোচ্ছ্বাস বা জোয়ার । বি । কটাল ডাকা—বান ডাকা, পুরা জোয়ারের সময় জলের শব্দ হওয়া । ভরা কটাল—অমাবস্যার বা পূর্ণিমার নদী জলের পূর্ণ স্ফীতি, পুরা জোয়ার । মরা কটাল—ভাটার অবস্থা । ২ । স্ফীত ; উচ্চ, বৃহৎ । <করাল । বিণ ।

কটাস—দংশনাদির অনুকরণ শব্দ । বাংপ্র । অ ।

কটাসে—ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, পিঙ্গলাভ কটা-ভাবের । কটা+সে (<সিয়া) ঈষদর্থে । বাংপ্র । বিণ ।

কটাহ—তৈলাদি-পাকপাত্র, কড়া, ভাজনা খোলা, কচ্ছপের খোলা, কুলা ; খাপরা ; মহিষশাবক, নরক বিঃ ; কূপ । উপতৎ ; কট —আ—হন্+ড কর্তৃ । বি, পুং ।

কটি—কয়েকটি, কয়টা । বাংপ্র । সর্ব ।

কটি, কটী—কোমর, কাঁকালি ; শ্রোণী । কট্ (গমন করা)+ই কর্তৃ, কটি+ঙীপ্ (বিকল্পে) । বি ; স্ত্রী ।

কটিতট, কটীতট—কটিদেশ, কোমর । কটিই, কটীই তট, কর্মধা । বি ; পুং বা ক্লী ।

কটিত্র—কটিবস্ত্র, কোমরবন্ধ ; চন্দ্রহার, গোট ; ঘুনসি । উপতৎ ; কটি (কোমর)—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ক কর্তৃ । বি ; ক্লী ।

কটিদেশ—কটিতট, কোমর । কটিই দেশ, কর্মধা । বি ; পুং ।

কটিবন্ধ—কটিসূত্র, পরিকর, কোমরবন্ধ, belt ; (ভূগোল) পৃথিবীর মধ্যস্থান-বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা, zone. কটির বন্ধ (বন্ধনসূত্র), ৬তৎ । বি ; পুং ।

কটিবন্ধনী—মেখলা, কটিসূত্র, কোমরবন্ধ । ৬তৎ । বি, স্ত্রী ।

কটিবাত—কটিশূল, কোমরের বাত । ৬তৎ । বি ; পুং ।

কটিভূষণ—কটির ভূষণ, কাঞ্চী, চন্দ্রহার । ৬তৎ । বি, ক্লী ।

কটিমণ্ডল—গোলাকার কটিদেশ । কটি মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্মধা । বি ; ক্লী ।

কটিশূল—কটিদেশের বেদনা, কোমরের ব্যথা, lumbago. ৬তৎ । বি ; পুং ।

কটিশৃঙ্খলা—কটির অলঙ্কার ... কোমরের ঘুঙুর । ৬তৎ । বি ; স্ত্রী ।

কটিসূত্র—কটিবন্ধ ; কাঞ্চী ... গোট ; ঘুনসি । ৬তৎ । বি ; ক্লী ।

কটী (কটিন্)—হস্তী। কট+ইন্, আছে অর্থে। বি; পুং।

কটী—'কটি' দ্রঃ।

কটীত্রাণ—কটিদেশধার্য হ্রস্বখড়্গ, বাঁকা খাঁড়া, তোজালি। কটিতে ত্রাণ (স্থান) যাহার, বহু। বি; পুং।

কটু—১। ঝাল; তিক্ত; কষায়; বিস্বাদ; পরশ্রীকাতর; কর্কশ; তীক্ষ্ণ; উগ্র; দুর্গন্ধি; দুর্গন্ধ; কুৎসিত। কটু (গমন করা)+উ কর্তৃ। বিণ। বি, -তা, -ত্ব। ২। দূষণ; অকার্য। কটু+উ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। কটুতা; রস বিঃ, ঝালরস; চীনকর্পূর, পটোল। বি; পুং। ৪। কটুকী; প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ; রাজিকা, রাইসরিষা। বি; স্ত্রী।

কটুকাটব্য—গালিগালাজ, দুর্বাক্য। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কটুতা, -ত্ব—উগ্রতা, অপ্রিয়তা; কার্কশ্য, পরুষতা; কড়া ঝাল; তিক্তের স্বাদ। কটু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী। বিণ—কটু।

কটুতুম্বী—তিতলাউ। কটু তুম্বী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কটুতৈল—সর্ষপতৈল। কর্মধা। বি; ক্লী।

কটুত্রয়—ত্রিকটু, শুঁঠ পিঁপুল ও মরিচ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কটুপাক—উগ্রপাকবিশিষ্ট, রন্ধনে যাহা বিস্বাদ হইয়া উঠে এরূপ, লবণাক্ত। কটু পাক যাহার, বহু। বিণ।

কটুবাক্য—কুবাক্য, খারাপ কথা; কর্কশ বাক্য, কড়া কথা, গালমন্দ। কর্মধা। বি; ক্লী।

কটুভাষ, -ভাষণ—কুবাক্য, দুর্বাক্য; রূঢ়-বাক্য, কর্কশ কথা। কর্মধা। বি; পুং, ক্লী।

কটুভাষী (-ভাষিন)—কটুবাক্য-প্রয়োগ কারী; কর্কশভাষী, দুর্মুখ। উপতৎ; কটু—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভাষিণী।

কটুয়া, কটো—কৌটা ("চরণধূলি রাখ কটুয়া ভরি"—চৈ চ)। প্রা কপ্র। বি।

কটুর—তক্র, ঘোল। উপতৎ; কটু (কটুরস)—রা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

কটুরব—১। ভেক, বেঙ। কটু রব যাহার, বহু। ২। কর্কশ ধ্বনি, বিকট শব্দ। কটু রব, কর্মধা। বি; পুং।

কটুলে—কটুরসবিশিষ্ট; কটুগন্ধযুক্ত; ঝাল; কর্কশ। বাংপ্র। বিণ।

কটূক্তি—কুবাক্য; কঠোর কথা, রূঢ়বচন। কটু উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কটোর—পাত্র বিঃ, কটোরা। কট্+ওরন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

কটোরা—ক্ষুদ্র পানপাত্র, মাটির বাটি, কড় খুরি। কট্+ওরন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কটোরি, -রী—খুরি, কটরা, ছোট বাটি। < কটোর। বি।

কটোল—চণ্ডাল; কটুরস। কট্+ওল কর্তৃ। বি, পুং।

কট্ট—মধ্যস্থল; দেহমধ্যভাগ, কটিদেশ, কাঁকাল। কপ্র। বি।

কট্টার—দাত্র, দা, কাটারি। উপতৎ; কট্ট—ঋ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কঠ—১। মুনি বিঃ; কঠশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। কঠ্+অচ্ অধ্যেতা অর্থে। ২। ঋগ্বেদ; যজুর্বেদ; স্বর; উপনিষদ্ বিঃ। কঠ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কঠশাখা—যজুর্বেদের শাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কঠিন—শক্ত, দৃঢ়; বিষম, কঠোর; নীরস; নিষ্ঠুর; যাহাকে সহজে তুষ্ট বা বশ করিতে পারা যায় না এরূপ; ঘাতসহ; দুস্তর; দুরূহ, দুর্বোধ; তীক্ষ্ণ; দুঃসহ, স্তব্ধ; নিরেট, solid. কঠ্+ইনচ্ কর্তৃ। বিণ।

কঠিনতম—অতিশয় কঠিন, সর্বাপেক্ষা শক্ত, দৃঢ়তম। কঠিন+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

কঠিনতর—দুইটির মধ্যে অধিকতর দৃঢ়, অপেক্ষাকৃত শক্ত। কঠিন+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

কঠিনতা, -ত্ব—কাঠিন্য, দৃঢ়তা; দুর্বোধতা; নির্দয়তা; তীক্ষ্ণতা; খরত্ব; ভয়ানকতা। কঠিন+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

কঠিনহৃদয়—১। কঠোর চিত্ত বিশিষ্ট, পাষাণহৃদয়, নির্দয়মনাঃ। কঠিন হৃদয় যাহার, বহু। বিণ। ২। কঠোর চিত্ত, নির্দয় মন। কঠিন হৃদয়, কর্মধা। বি; ক্লী।

কঠিনিকা, কঠিনী—খড়িকা, খড়ি; কাঠখড়ি; রামখড়ি। কঠিনী+কন্ স্বার্থে+আপ্; কঠ্+ইনচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কঠিনী—নিষ্ঠুরা। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

কঠিনীকরণ—শক্ত বা মজবুত করা; কঠিন পদার্থে পরিণত করণ, solidification. কঠিন+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কঠিনী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কঠিনীকৃত—যাহা শক্ত বা মজবুত করা হইয়াছে এমন। কঠিন+চ্বি (=কঠিনী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

কঠিনীভূত—যাহা শক্ত হইয়া গিয়াছে এমন। কঠিন+চ্বি (=কঠিনী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -ভবন।

কঠোপনিষৎ (-ষদ্)—কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বিঃ। কঠ-নামক উপনিষৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কঠোর—কঠিন, দৃঢ়, শক্ত; নির্মম; কষ্টকর, দুঃসহ; কড়া; পূর্ণ। কঠ্+ওরন্ কর্তৃ। বিণ।

কঠোরতা, -ত্ব—কঠিনতা (তাহা দ্রঃ)। কঠোর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

কড়—১। অব্যক্ত; কড়্+অ ধর্মার্থে কর্ম। ২। মূর্খ; উন্মত্ত। কড়্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। গালার বালা, করভূষণ বিঃ; বিবাহ-কালীন হস্তসূত্রের অনুকরণে নির্মিত বলয়; কটক, হস্তীর পদ্ম; কোমর; পিঠ; সন্ধিস্থল, গাঁট; দুস বা ফলের বোঁটার গোড়া; অঙ্কুর; কলি। বাংপ্র। ৪। মাছ ধরিবার বঁড়শি বাঁধিবার শক্ত সুতা। < ইং 'cord'. বি।

কড়কচ—করকচ লবণ, সামুদ্রিক লবণ। অনুকার শব্দজাত। বাংপ্র। বি।

কড়কড়—১। কর্কশতা প্রকাশ; কঠিন বস্তু চর্বণের শব্দ; বাদ্যাদির ধ্বনি; বজ্রপাতের অনুকরণশব্দ। বাংপ্র। অ। ২। শুষ্ক, বাসী। প্রাদে। বিণ।

কড়কড়া, -কড়ে—১। অত্যন্ত শুষ্ক; শুকাইয়া কঠিন ('— ভাত'); প্রবল, খর, তীব্র; যাহা দাঁত দিয়া চিবাইলে কড়কড় শব্দ হয় এমন ('— ভাজা')। বিণ। **কড়কড়ে পানি**—খরস্রোত, প্রচণ্ড জলস্রোত ("তখন আমরা কড়কড়ে পানিতে পড়িলাম"—রাজনারায়ণ)। ২। এক-প্রকার ভেক, কটকটে বেঙ। কড়কড়+আ, এ করে অর্থে। বাংপ্র। বি।

কড়কড়ি—শুষ্ক, বাসী। প্রাদে। বিণ।

কড়কা—যুদ্ধগাথা, উৎসাহবর্ধক গান। প্রা কপ্র। বি।

কড়কানো—শাসন করা, শাসানো, ধমক দেওয়া; কটুকথা শোনানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কড়চা—কবিতায় রচিত ইতিহাস; স্থূল কথা; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; শ্রেণীবদ্ধাকারে লিখিত বিবরণ; জমিদারী হিসাবের কাগজ; জমা ওয়াসিল বাকীর হিসাব। < কারিকা। বি।

কড়তা—জিনিস ক্রয়বিক্রয়কালে দ্রব্যাধারের ওজন, tare. বাংপ্র। বি।

কড়মড়—কঠিন বস্তু মর্দনের শব্দ; দন্তে দন্তে ঘর্ষণের শব্দ; মেঘের ডাক। অনুকার-জাত শব্দ। বাংপ্র। অ।

কড়মড়ানো—কড়মড় শব্দ করা; বিরক্তি-ক্রোধাদি প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি, -মড়ানি।

কড়মড়ে—অতিশয় শুষ্ক, যাহা চিবাইলে কড়মড় শব্দ হয় এরূপ। কড়মড়+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

কড়মা—নবোদ্গত অঙ্কুর; ধান্যাদি হাজিয়া পচিয়া যাইবার পর যে নূতন চারা বাহির হয় তাহা; দই-এর সহিত ময়দা ছাতু চিড়ামুড়কি প্রঃ মিশানো খাদ্য বিঃ। < কড়ম। বি।

কড়ঙ্গ—১। শাকাদির ডাঁটা। কড়্+অঙ্গ, কর্ম। ২। অগ্রভাগ; অঙ্কুর; ঝুঁটি; কোঁড়া; কোণ; প্রান্তভাগ; অব্যক্ত শব্দ;

মেঘগর্জন ; কলহ ; ঝাঁজ। কড়্+অচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং। ৩। [illegible] [illegible] যে শিশুর মৃত্যু হইলে অন্যসন্তান আর উহার মাই দে। বাংপ্র। বি। স্ত্রী, -ড়ী (কলমী শাক)।

কড়মড়ড়—কড়মড় (তাহা দ্রঃ)।

কড়লী—খুনসি, কোমরের খুন্তা। প্রাদে। বি।

কড়া—১। কপর্দক, কড়ি, সামান্য পরিমাণ, অতি ক্ষুদ্রাংশ ; ৪ কাক। <কপর্দক। ২। ধাতুনির্মিত বলয় ; লোহার বালা ; আংটা ; বালার ন্যায় হাতল ('দরজার —') ; অপরাধীর হাত বাঁধিবার লৌহবন্ধনী ('হাত—')। <কটক। ৩। কটাহ, কড়াই। <কটাহ। ৪। ঘর্ষণজন্য চর্মের কঠিনতা। বি। ৫। কটু ; শক্ত ; উগ্র ; সামান্য, নির্মম ; কর্কশ, পরুষ ; অতিরিক্ত ; চড়া ; তীব্র ; কড়কড়ে ; নিয়মনিষ্ঠ ; উচ্চ ; অলঙ্ঘনীয় ; অধিক ; তেজস্কর ; দৃঢ়, কষ্ট-সহনশীল ; মহার্ঘ, সতর্ক। <কঠোর। বিণ।

কড়াই—১। কটাহ, লৌহপাত্র, কড়া, লৌহাদির বলয়, আংটা। <কটাহ। ২। শুঁটিযুক্ত ফলের গাছ বা ঐ ফলের বীজ ; সীসা ইঃর গুলি। <কলায়। বি।

কড়াকড়, -ক্কড়, -ক্কড়ি—১। কঠোর নিয়ম, দৃঢ় বন্ধন ; কঠিন পরীক্ষা ; অব্যক্ত শব্দ ; মেঘগর্জন। বি। ২। অব্যক্ত ; ভীষণ ; শক্ত। বাংপ্র। বিণ।

কড়াকড়ি—আঁটাআঁটি ; দৃঢ়বন্ধন ; কঠোর নিয়ম ; কঠিন পরীক্ষা। বাংপ্র। বি।

কড়াকিয়া, কড়াকে, কড়ান্নিয়া—ধারাপাতে কড়ার আর্যা। কড়া+কিয়া, কে, নিয়া ('কড়াকিয়া'র অনুকরণে)। বাংপ্র। বি।

কড়াক্রান্তি—সূক্ষ্মহিসাব, অতি সামান্য অর্থ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কড়াৎ—কোন শক্ত জিনিস কাটিবার শব্দ ; বজ্রধ্বনির অনুকরণশব্দ। বাংপ্র। অ।

কড়ান্নিয়া—'কড়াকিয়া' দ্রঃ।

কড়ার—১। পিঙ্গলবর্ণ। বি ; পুং। ২। পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। গড়্ (সেবন করা)+ আরন্ কর্ত্তৃ (গ-স্থানে ক)। বিণ। ৩। কাল-নিরূপণ ; প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, স্বীকার, শর্ত্ত, চুক্তি (যেমন—এই মাসে তোমার টাকা দিবার 'কড়ার' ছিল)। <আ 'করার্'। বি।

কড়ারী—প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত ; চুক্তি-মতে নির্দ্ধারিত। কড়ার+ঈ বিশিষ্টার্থে। আ-মু। বিণ।

কড়াল—বড় বড় দন্ত বা দাড়াবিশিষ্ট ('— চিংড়িমাছ')। <করাল। বিণ।

কড়ি—১। শামুকজাতীয় জীববিশেষের দেহ ; কপর্দক, কড়া ; অর্থ, টাকা পয়সা প্রঃ। <কপর্দক। ২। আড়কাঠ, আড়া ('ঘরের —')। <কাণ্ড। ৩। ছোট কড়া, অপরাধীর হাত বাঁধিবার লৌহবন্ধনী ('হাত—') <কটক। ৪। গৃহাদির ছাদ ধারণ করিবার যোগ্য মোটা ও লম্বা কাঠ বা লোহা, beam ; কলি, কুঁড়ি ; কঠিন পোড়ামাটির জিনিস ; কানের গহনা বিঃ ; (সংগীত) নির্দিষ্ট স্বরের উচ্চতর স্বর —অথচ যাহা পরবর্তী নির্দিষ্ট স্বর অপেক্ষা নিম্নতর (যেমন—কড়িমধ্যম)। বাংপ্র। বি।

কড়িওয়ালা—ধনবান্, ধনী। বাংপ্র। বিণ।

কড়ি-কপালে—অর্থ-ভাগ্যবান্, যে বরাত-গুণে বিস্তর টাকাপয়সা পাইয়াছে এমন। কড়ি (অর্থ)-জনক কপাল (ভাগ্য), মধ্যপ কর্মধা+এ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কড়িকষা—কড়ির মূল্যসম্বন্ধীয় গণিত ; শুভংকরের আর্যানুসারে কড়ির মূল্য স্থিরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কড়িকাঠ—কাঠের তৈয়ারী কড়ি, wooden beam. কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কড়িখেলা—দুই-চারিজনে মিলিয়া কড়ি লইয়া খেলা। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কড়িচণ্ডাল—অর্থপিশাচ। কড়িতে চণ্ডাল, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কড়িপাতি—অর্থাদি ; খরচপত্র। প্রা কপ্র। বি।

কড়ি-প্রত্যাশী (-শিন্)—অর্থলোভী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

কড়িবউলি, -বাউলি—মুক্তাখচিত কর্ণাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কড়িমধ্যম—স্বর বিঃ, 'মা' ও 'পা'-এর মধ্যবর্তী স্বর ; যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

কড়িয়াল—ধনী, অর্থবান্। কড়ি+আল আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

কড়িয়াল, কড়িয়ালি—ঘোড়ার মুখের কশা-বন্ধনের কড়াদার অংশ, মুখোশ। প্রা কপ্র। বি।

কড়ুই—ধানের গোলা ; একপ্রকার ব্যঞ্জন। প্রাদে। বি।

কড়ুখা—স্তুতিপাঠক বন্দিগণ যে-সকল গান দ্বারা রাজাদির গুণকীর্তন বা স্তুতিবাদ করে তাহা ("ধাড়ী গায় কড়ুখা ভাঁড়াই করে ভাঁড়")। প্রা কপ্র। বি।

কড়ুয়া—১। অঙ্কুর ; আঁকশি। বাংপ্র। বি। ২। কড়া, তীব্র। হি। বিণ। **কড়ুয়া তৈল**—সরিষার তৈল।

কড়ে—১। অর্থশালী, ধনবান্। কড়ি+এ আছে অর্থে। বাংপ্র। ২। চঞ্চল ; কনিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতম ('— আঙুল') ; বালিকা, অল্প-বয়স্কা ('— রাঁড়ী') ; কচি ('— কল')। <কনীয়স্। বিণ। ৩। কনিষ্ঠ আঙুলের পার্শ্ব বা পার্শ্বের অন্ত রোয়াক ; ছোট দাড়ি বাঁধা পার্শ্ব। বাংপ্র। বি।

কড়ে-রাঁড়ী—অল্পবয়সেই বিধবা, বাল-বিধবা। কড়ে রাঁড়ী, কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কড়েল—ধনী, অর্থশালী। <কড়িয়াল। বিণ।

কণ—বস্তুর অত্যল্প অংশ, সূক্ষ্ম অংশ ; রেণু, গুঁড়া ; অতি সূক্ষ্ম ধাত্বংশ ; বনজীরক ; শস্যের ক্ষুদ্রাংশ বিঃ ; কুম্ভীরমক্ষিকা। কণ্+অচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং। বিণ—কাণ, কণীয়।

কণা—সূক্ষ্মাংশ, বস্তুর অত্যল্প অংশ ; রেণু ; ধাত্বংশ ; স্ফুলিঙ্গ ; কুম্ভীরমক্ষিকা ; পিপ্পলী ; জীরক। কণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কণাকার—দানাদার ; বিন্দুর আকৃতি-বিশিষ্ট। কণা সদৃশ আকার যাহার, বহু। বিণ।

কণাদ—বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা মুনি ; চটক পক্ষী ; স্বর্ণকার। উপতৎ ; কণ (অন্ন) —অদ্ (ভোজন করা)+অণ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

কণি—নখের কোণ ; কোণা ; -বাম প্রভৃ কোণে বসাইবার ধাতুনির্মিত পাত। <কোণ। বি।

কণিকা—এককণামাত্র ; তণ্ডুলকণা, ক্ষুদ ; ক্ষুদের খিচুড়ি ; অতি সূক্ষ্মবস্তু ; অগ্নিমন্থ-বৃক্ষ। কণা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কণীনিকা—(শারীরবিদ্যা) চক্ষুর তারা, iris. 'কনীনিকা' দ্রঃ। বি ; স্ত্রী।

কণীয়স্ (-স্)—অতিক্ষুদ্র, অতিশয় ছোট ; কনিষ্ঠ। কণ (অল্প)+ঈয়স্ অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

কণ্ট—কণ্টক, কাঁটা। কন্ট্+অচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

কণ্টক—১। কাঁটা ; ক্ষুদ্রশত্রু ; (প্রাণি-বিদ্যা) মৎস্যাদির অস্থিশল্য, spine ; (ন্যায়শাস্ত্র) দোষোক্তি ; রোমাঞ্চ ; (জ্যোতিষ) কেন্দ্র, লগ্ন ; লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম বা দশম স্থান। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। কর্মস্থান ; দোষ ; অন্তরায় ; রেণু ; বিঘ্ন ; সূচ্যগ্র ; মকর ; ক্ষতিকর বা বিরক্তিজনক পদার্থ। বি ; পুং। ৩। ক্লেশকর। কন্ট্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ।

কণ্টকফল—১। কাঁটাল গাছ, ধুতুরা-গাছ ; গোক্ষুর গাছ ; গাবভেরেণ্ডা গাছ ; বেগুন গাছ। কণ্টক ফলে যাহার, বহু। ২। কাঁটাল। কণ্টকাবৃত ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কণ্টকময়—কণ্টকব্যাপ্ত, কাঁটায় ভরা ; বিঘ্নবহুল। কণ্টক+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ ; স্ত্রী, -ময়ী।

কণ্টকশয়ন, -শয্যা—অত্যন্ত কষ্টজনক শয্যা, যে বিছানায় শুইয়া কোনরূপ আরাম পাওয়া যায় না তাহা, (আলংকারিক অর্থে) অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থা। কণ্টকপূর্ণ শয়ন, শয্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

কণ্টকস্বরূপ—কাঁটার ন্যায় ক্লেশদায়ক। কণ্টক হইয়াছে স্বরূপ যাহার, বহু। বিণ।

কণ্টকাকীর্ণ—কণ্টকব্যাপ্ত, কাঁটাভরা ; কষ্টজনক ; বিঘ্নবহুল। কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

কণ্টকারিকা—কণ্টকারী। উপতৎ ; কণ্টক—ঋ (গমন করা) + অণ্ কর্তৃ + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কণ্টকারী—কণ্টকারিকা বৃক্ষ, কণ্টিকারী, বৃহতী, শাল্মলীবৃক্ষ, বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচি গাছ ; কণ্টিকারীর ফল। কণ্টক—ঋ + অণ্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কণ্টকিত—কণ্টকবিশিষ্ট, রোমাঞ্চিত ; কণ্টকবিদ্ধ। কণ্টক + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

কণ্টকিফল—১। বৃক্ষবিশেষ, কাঁটাল গাছ ; সপ্তচ্ছিদবৃক্ষ। কণ্টকী (কণ্টকিন্) ফল যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। কাঁটাল ফল। কণ্টকী ফল, কর্মধা। বি, ক্লী।

কণ্টকী (-কিন্)—কণ্টকযুক্ত। কণ্টক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**।

কণ্টকোত্তোলন, কণ্টকোদ্ধার—কণ্টকনিষ্কাষণ, কাঁটা তুলিয়া ফেলা ; চোর দস্যু প্রঃ দমন, বিঘ্নাপসারণ, বিঘ্ন দূরীকরণ ; শত্রুনাশ। কণ্টকের উত্তোলন, উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী, পুং।

কণ্টিকারী—কণ্টকারী (তাহা দ্রঃ)।

কণ্ট্রাক্ট—চুক্তি, কোন নির্দিষ্ট কার্য নির্দিষ্ট ব্যয়ে করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার। <ইং 'contract'. বি।

কণ্ট্রাক্টর—চুক্তিকারী, কোন নির্দিষ্ট কার্য (বিশেষতঃ বাড়ি রাস্তা ইঃ নির্মাণের কার্য) নির্দিষ্ট ব্যয়ে করিয়া দিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি। <ইং 'contractor'. বি।

কণ্ট্রোল—সরকার কর্তৃক মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ; সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রেতা চাউল আটা চিনি প্রঃর দোকান। 'price-control' শব্দের সংক্ষেপ। বি।

কণ্ঠ—গলদেশ, গলা ; কণ্ঠধ্বনি ; মদন-বৃক্ষ ; হোমকুণ্ডের বাহিরে অঙ্গুলিপরিমিত স্থান ; নিকট। কণ্ + ঠ কর্তৃ। বি ; পুং।

কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন—গলা চুলকানি ; কোন কিছু বলিবার জন্য অস্বস্তিবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কণ্ঠগ—কণ্ঠগামী, যাহা গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এরূপ। উপতৎ ; কণ্ঠ—গম্ + ড কর্তৃ। বিণ।

কণ্ঠগত, কণ্ঠাগত—কণ্ঠ পর্যন্ত আগত, কণ্ঠ পর্যন্ত উপস্থিত, যাহা গলায় গিয়া বা আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন। কণ্ঠ'ক গত, আগত, ২য়াতৎ। বিণ।

কণ্ঠগতপ্রাণ, কণ্ঠাগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়াছে এরূপ, যাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম করিয়াছে এরূপ, মৃতপ্রায়। কণ্ঠগত, কণ্ঠাগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

কণ্ঠনলী, -নালী—গলার নলী, শ্বাসনালী বা প্রাণনালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কণ্ঠনাড়ী—কণ্ঠনালী, gullet, windpipe ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কণ্ঠবদ্ধ, -লীন—গললগ্ন, গলদেশে আবদ্ধ ; গলদেশে আলিঙ্গিত। ৭মীতৎ। বিণ।

কণ্ঠবন্ধন—রজ্জু দ্বারা গলদেশ-বেষ্টন ; কণ্ঠদেশে আলিঙ্গন। ৭মীতৎ। বি, ক্লী।

কণ্ঠবেষ্টন—গলা জড়াইয়া ধরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কণ্ঠভূষণ, -ভূষা—গলদেশের অলংকার, মালা, হার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

কণ্ঠমণি—কণ্ঠে ধারণীয় রত্ন ; (শারীরবিদ্যা) কণ্ঠের বহিঃস্থ উন্নতাস্থি, টুঁটি, Adam's apple ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কণ্ঠমালা—কণ্ঠহার, গলদেশের হার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কণ্ঠরব—কণ্ঠস্বর, গলার আওয়াজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কণ্ঠরোধ—কথা বন্ধ হওয়া, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হওয়া, গলা চাপা, শ্বাস বন্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কণ্ঠরোল—অস্ফুট চিৎকার, কোলাহল, কলরব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কণ্ঠলগ্ন—গলদেশে সংলগ্ন, যে গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে এমন ; গলে পরিহিত, যাহা গলায় লাগিয়া আছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

কণ্ঠলম্বিত—গলদেশে লম্বমান, গলায় ঝুলানো। ৭মীতৎ। বিণ।

কণ্ঠলম্বী (-লম্বিন্)—গলদেশে লম্বমান, কণ্ঠলম্বিত। উপতৎ ; কণ্ঠ—লম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ম্বিনী**।

কণ্ঠলীন—'কণ্ঠবদ্ধ' দ্রঃ।

কণ্ঠশ্বাস—কণ্ঠাগত নিঃশ্বাস ; মৃতপ্রায় অবস্থা। কণ্ঠগত শ্বাস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কণ্ঠসূত্র—মাল্য ; আলিঙ্গন বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কণ্ঠস্থ—মুখস্থ, যাহা বিলক্ষণ অভ্যাস করা হইয়াছে এরূপ, কণ্ঠে অবস্থানকারী। উপতৎ ; কণ্ঠ—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

কণ্ঠস্বর—কণ্ঠধ্বনি, গলার আওয়াজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কণ্ঠহার—[illegible] অলংকার, [illegible] [illegible]। বি ; পুং।

কণ্ঠা—গলার নীচে দুই পাশের হাড়, collar bone ; কণ্ঠ ; কণ্ঠস্বর। <কণ্ঠ। বি।

কণ্ঠা বাহির হওয়া—শরীর শুকাইয়া যাওয়ায় কণ্ঠার হাড় দেখা দেওয়া ; দুর্বল ও কৃশকায় হওয়া।

কণ্ঠাগত—'কণ্ঠগত' দ্রঃ।

কণ্ঠাগতপ্রাণ—'কণ্ঠগতপ্রাণ' দ্রঃ।

কণ্ঠাগতপ্রায়—যাহা প্রায় কণ্ঠদেশে আসিয়াছে এরূপ, বহির্গমনোন্মুখ ('— প্রাণ')। প্রায় কণ্ঠাগত, সুপ্। বিণ।

কণ্ঠাভরণ—কণ্ঠের অলংকার, হার প্রঃ। কণ্ঠের আভরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

কণ্ঠাস্থি—কণ্ঠের নিকটবর্তী অস্থি, গলার নীচে দুই পাশের হাড়, collar bone কণ্ঠের অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

কণ্ঠি—<কণ্ঠী। বি।

কণ্ঠিকা—একহালি মালা, কণ্ঠাভরণ, অশ্বের কণ্ঠবেষ্টন রজ্জু ; বৈষ্ণবেরা কণ্ঠে যে তুলসীমালা বা কাঠমালা ধারণ করে তাহা। কণ্ঠী + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কণ্ঠী—অশ্বকণ্ঠবেষ্টন রজ্জুচর্মাদি, অশ্বের কণ্ঠবেষ্টন-রজ্জু, বৈষ্ণবাদির কণ্ঠে ধৃত কাঠ বা তুলসীর মালা, গল। কণ্ঠ + অচ্ + ঙীপ্ ক্ষুদ্রার্থে। বি ; স্ত্রী। **কণ্ঠী ছেঁড়া**—বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করা বা বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হওয়া।

কণ্ঠীধারী (-ধারিন্)—বৈষ্ণব বিঃ, গলে কাঠ বা তুলসীর মালা পরিহিত বৈষ্ণব বা বৈরাগী। উপতৎ ; কণ্ঠী—ধৃ + ণিন্ কর্তৃ। বি, পুং।

কণ্ঠী-বদল—বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠমালার বিনিময়ে বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বা প্র। বি।

কণ্ঠ্য—কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত ; কণ্ঠসংক্রান্ত। কণ্ঠ + যৎ ভবার্থে। বিণ।

কণ্ঠ্যবর্ণ—অ আ কবর্গ হ ও বিসর্গ—এই নয়টি বর্ণ। কর্মধা। বি, পুং।

কণ্ঠৌষ্ঠ্য—যাহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ উভয় স্থান হইতে উচ্চারিত হয় (ও ঔ এই দুই বর্ণ)। দ্বন্দ্ব। বিণ।

কণ্ডন—উদূখলাদি দ্বারা তণ্ডুলাদি নির্মলীকরণ, তুষনিষ্কাসন, কাঁড়ানো। কনড্ (নিস্তুষ করা) + অনট্ ভাব। বি, ক্লী। বিণ—**কণ্ডিত, কণ্ড্য, কণ্ডনীয়, কণ্ডিতব্য**।

কণ্ডনী—উদূখল, উখলি ; মুষল। কনড্ + অনট্ করণ + ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

কণ্ডু—১। গাত্রঘর্ষণ ; চুলকানি। কনড্ + উ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। মুনি বিঃ। কনড্ + উ + কর্তৃ। বি ; পুং।

কণ্ডূ—চুলকানি, খোস, পাঁচড়া। কণ্ড্+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

কণ্ডূতি—খসু, চুলকানি, কিছু করিবার জন্য চঞ্চলতা। কণ্ড্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

কণ্ডূয়ন—চুলকানো, সুড়সুড় করা ; কোন কিছু করিবার জন্য অধীরতা। কণ্ড্+যক্ স্বার্থে+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

কণ্ডূয়মান—কণ্ডূয়নকারী, যে চুলকাইতেছে এরূপ। কণ্ড্+যক্ স্বার্থে+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

কণ্ব—১। মুনি বিঃ। স্বি ; পুং। ২। পাপ। কণ্+ব কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

কণ্বসুতা—কণ্বদুহিতা, শকুন্তলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কণ্বাশ্রম—কণ্বমুনির আশ্রম [ইহা মালিনী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল]। কণ্বের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কণ্যান—কনিষ্ঠ ; অত্যল্প। <কণীয়ান্। প্রা কপ্র। বিণ।

কৎ—কচ, কলমের মুখ। আ-মু। বি।

কত—১। কিয়ৎ, কি-পরিমাণ ; বহু ; প্রচুর। <কতি। বিণ। কত করিয়া, করে—অনেক করিয়া ; বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া। কত না—কতই, খুব। কত শত—অসংখ্য, বহু-সংখ্যক। ২। মুনি বিঃ [বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের একতম]। বি ; পুং।

কতক—১। কতিপয়, কিছু, খানিক। <কতি। বিণ। ২। নির্মলী বৃক্ষ (ইহার বীজ জলশোধক)। বি ; পুং। ৩। নির্মলী গাছের ফল, জলপরিষ্কারক ফল। ক-র (জলের) তক (নির্মলতা) যাহা হইতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

কতকটা—১। কিয়দংশ, কিছু-পরিমাণ। বিণ। ২। কিয়ৎপরিমাণে, কিছুমাত্রায়। কতক+টা পরিমাণার্থে। ক্রি-বিণ।

কত-কি—অনেক রকমের অনেক জিনিস বা বিষয়, অনেক প্রকার। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কতক্ষণ—কিছুকাল ; অনেকক্ষণ। কর্মধা। বি।

কতখানি—১। কতকটা। বিণ। ২। বিশেষ অনর্থপাত ; বর্ণনায় অতিরঞ্জন। বাংপ্র। বি।

কতটা—কি-পরিমাণ ; কতখানি ; কিঞ্চিৎ। কত+টা পরিমাণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কত-না—কতই, খুব। বাংপ্র। বিণ।

কতফল—কতকবৃক্ষ। কত (জলশোধক) ফল যাহার, বহু। বি ; পুং।

কতবেল—কৎবেল (তাহা দ্রঃ)।

কতরকম—১। কতপ্রকার ; অনেক রকমের। বিণ। ২। কতরকমে, অনেক প্রকারে। কত+রকম প্রকারার্থে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কতর—কোথায়। প্রা কপ্র। অব্য।

কতরে—কত। প্রা কপ্র। বিণ।

কতল, কোতল—হত্যা, বিনাশ, খুন। <আ 'কৎল'। বি।

কতলানো—খেদ করিয়া চটকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কতহুঁ—কতপ্রকারে, কতই। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

কতহুঁ—কতই ; কতরকমে। প্রা কপ্র। বিণ।

কতি—১। কত, কিয়ৎপরিমাণ, কতসংখ্যক। কিম্+ডতি পরিমাণার্থে। বিণ। ২। কিজন্য, কিসের জন্য। অ। ৩। কোথায়। সর্ব। ৪। কতজন, কতিপয়। প্রা কপ্র। বিণ।

কতিক্ষণে, -খনে—কতক্ষণে, কখন, কোন্ সময়ে, কত বিলম্বে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

কতিপয়—কিয়ৎসংখ্যক, কতকগুলি। কতি+অয়চ্ স্বার্থে (প-আগম)। বিণ।

কতিবিধ—কত প্রকারের। কতি বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

কতিসঙ্গে—কোন্ স্থান হইতে। প্রা কপ্র। সর্ব।

কতিহু—কোথাও। প্রা কপ্র। সর্ব।

কতিহুঁ—কেন, কি নিমিত্ত ; কোন রকমে। প্রা কপ্র। সর্ব।

কতেক—কত ; কত অধিক, কত বেশী ; বিস্তর, অনেক। বাংপ্র। বিণ।

কত্তা—মালিক ; প্রধান ব্যক্তি ; ভৃত্য বা আশ্রিতদের প্রভুস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দ ; সাধারণ জিনিস-বিক্রেতাকে সম্বোধন করিবার শব্দ। <কর্তা। বি বা বিণ। স্ত্রী—গিন্নি। ভাববাচক বি—কত্তাগিরি, কত্তামো।

কত্তালি—কর্তৃত্ব, মোড়লি। <কর্তৃত্ব। বি।

কত্তাল—বাদ্য বিঃ। <করতাল। বি।

কৎবেল—কয়েৎবেল, কপিত্থ। <কপিত্থ বিল্ব। বি।

কথং (কথম্)—কিরূপে ; কেন ; প্রশ্ন ; সম্ভ্রম ; নিন্দা ; সম্ভাবনা ; ঘৃণা ; আহ্লাদ, হর্ষ ; যত্ন। কিম্+থমু প্রকারার্থে। সং অ।

কথক—বক্তা ; কথোপজীবী ; নাটকবর্ণনকর্তা ; পুরাণ-পাঠক, পুরাণ-ব্যাখ্যাকারী। কথ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—কথিকা।

কথকঠাকুর—পুরাণ-পাঠকারী ব্রাহ্মণ, যিনি পুরাণের কথা শোনান এমন ব্রাহ্মণ, যিনি অভিনয়ের ভঙ্গীতে পৌরাণিক উপাখ্যান শুনাইয়া থাকেন। কর্মধা। বি ; পুং।

কথকতা—কথকের কার্য, বক্তৃতা ; সর্বজনসমক্ষে অভিনয়ভঙ্গীতে পৌরাণিক উপাখ্যান কথন। কথক+তা কর্মার্থে। বি ; স্ত্রী।

কথঞ্চন—কোন প্রকারে, কোন সুযোগে ; অতিকষ্টে, প্রভূত আয়াসে। কথম্+চন। সংস্কৃত অ।

কথঞ্চিৎ—১। কথঞ্চন (তাহা দ্রঃ)। কথম্+চিৎ অনিশ্চয়ার্থে। অ। ২। কিছু, সামান্য। <কিঞ্চিৎ। বিণ।

কথন—কথা, উক্তি, কহা, বলা। কথ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

কথনীয়, কথ্য—বক্তব্য, বলিবার যোগ্য। কথ+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

কথম্—'কথং' দ্রঃ।

কথা—১। উক্তি ; উচ্চারণ ; পক্ষপ্রতিপক্ষ উপস্থাপনপূর্বক বিচার ; বাদসূচক কথন ; কথকতা ; নামকীর্তন ; উল্লেখ ; আলাপ। কথ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। আজগুবী কথা—ভিত্তিহীন খবর। আদুরে আদুরে কথা—আধ আধ কথা ; অস্পষ্ট কথা। আপন কথাই পাঁচ কাহন—নিজের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দেওয়া। উচিত কথা—যুক্তিসংগত মন্তব্য বা প্রতিবাদ। এক কথা—অপরিবর্তনীয় কথা। কড়া কথা—তিরস্কার ; কর্কশ কথা। কথা কও—মৌনভাব ত্যাগ কর। কথা কাটা—প্রতিবাদ করা, আপত্তি করা ; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। কথা কাটাকাটি—বচসা ; তর্ক। কথা চালা—কথা রটানো ; মুখে মুখে কথা বাড়ানো। কথা চালাচালি—পরস্পরের মধ্যে কথা বলিয়া কোন বিষয় বা ঘটনার পরিচালন করা। কথা দিয়া কথা লওয়া—মনের মত কথা বলিয়া অপরের মনের কথা জানা। কথা দেওয়া—প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কথা নড়া—প্রতিশ্রুতির নড়চড় হওয়া। কথা পাড়া—প্রস্তাব করা, কোন বিষয়ের উত্থাপন করা। কথা ফাঁস করা—গোপন কথা প্রকাশ করা ; প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করা। কথা ফেনাইয়া বলা—উক্তিকে পল্লবিত করা, বাড়াইয়া বলা। কথা ফেলা—প্রস্তাব করা, কথার আরম্ভ করা। কথা বাড়ানো—তর্ক করিয়া চলা ; অনর্থক বকা। কথা বার করা—গোপন কথা জানিয়া লওয়া। কথা বেচে খাওয়া—কথার দ্বারা জীবিকার্জন করা (উকিল, দালাল প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য) ; নানা যুক্তি দেখাইয়া রোজগার করা। কথা সার—কেবল কথায় বড়, কাজের দিক্ দিয়া অপদার্থ। কথায় কথা বাড়া—কথার প্রতিবাদে নূতন কথার উল্লেখ করিয়া বচসার সৃষ্টি করা। কথায় কথায়—কথাপ্রসঙ্গে, কথা বলিতে বলিতে। কথায় কাজ দেওয়া—কাহারও নির্দেশ বা অনুরোধ অনুসারে কাজ করা। কথায়

চিঁড়ে ভেজানো—কতকগুলি বাজে কথা বলিয়া ফাঁকি দিয়া কাজ হাসিল করা। **কথায় চিঁড়ে ভেজে না**—শুধু মুখের কথায় কাজ হয় না। **কথায় জল হওয়া**—কথার প্রভাবে মনের সমস্ত বিদ্বেষ-ভাব দূর করা। **কথায় থাকা**—সংসর্গে থাকা; আলোচনায় যোগ দেওয়া। **কথায় না টলা**—অনুরোধ উপরোধে নিজ সংকল্প ত্যাগ না করা। **কথায় না থাকা**—অবাঞ্ছিত ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত না থাকা। **কথার আঁটুনি বা বাঁধুনি**—বাক্য-প্রয়োগের নৈপুণ্য। **কথার কথা**—কথার মারপেঁচ; শূন্যগর্ভ বচন, বাজে কথা। **কথার চালাকি, কথার ফের, কথার মারপেঁচ**—ঘুরানো কথা। **কথার ধার না ধারা**—সম্বন্ধ না রাখা; কোন বিষয়ে সংস্পৃষ্ট না থাকা। **কথার ধোকড়**—কথা বলিতে ওস্তাদ কিন্তু কাজে কিছুই নয়। **কথার নড়চড় করা বা হওয়া**—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বা হওয়া। **কথার পিঠে কথা**—একটি কথার প্রতিবাদে অন্য কথার অবতারণা। **কথার মাথাও নাই মুণ্ডও নাই**—শৃঙ্খলাশূন্য কথা, এলোমেলো কথা। **কথার মানুষ**—যে কথা দিয়া সেই অনুসারে কাজ করে এমন লোক। **কথার শ্রাদ্ধ**—অকেজো কথার বাড়াবাড়ি। **কথার হাত পা বাহির হওয়া**—কথা ফেনাইয়া বলা, কথা পল্লবিত করা। **কথা শোনা**—কথার বাধ্য হওয়া; আদেশ পালন করা। **কথা শোনানো**—কঠোর কথা বলা, কড়া কথা বলা। **কথা সরা**—কথা বাহির হওয়া, বাক্য বলা। **কম কথা নয়**—উপেক্ষার বিষয় নয়। **কাঁচা কথা**—যে কথায় উপর নির্ভর করা চলে না। **কাজের কথা**—নির্ভরযোগ্য কথা; দরকারী কথা। **কানে কানে কথা**—চুপি চুপি কথা; গোপন পরামর্শ। **খেলো কথা**—অসার কথা। **খোলাখুলি কথা**—সহজ স্পষ্ট কথা। **গড়া কথা**—কাল্পনিক কথা। **চোখা চোখা কথা**—স্পষ্ট অপ্রিয় বাক্য। **ছোট কথা**—সামান্য কথা; মূল্যহীন উক্তি। **দশ কথা**—নানাবিধ কড়া কথা; অনেক কথা। **নাকে কথা**—নাকীসুরে কথা; দুর্বলের অনুযোগ। **পাঁচ কথা**—নানা কথা। **বড় কথা**—মূল্যবান্ কথা বা উপদেশ। **বাঁকা কথা**—অসরল উক্তি। **বেফাঁস কথা**—অন্যের ক্ষতিকর গোপন কথা। **লোকের কথা**—উড়ো কথা। **শক্ত কথা**—রূঢ় মন্তব্য। **শেষ কথা**—সর্বশেষ মন্তব্য। **শোনা কথা**—লোকের কথা। **সাজানো কথা**—কাল্পনিক কথা। **সোজা কথা**—স্পষ্ট সরল উক্তি। **হক কথা**—ন্যায্য কথা। **হালকা কথা**—গুরুত্বহীন অসার কথা। **হাসির কথা**—তামাশার কথা; অবিশ্বাস্য কথা। **২।** ব্যাপার, বিষয়; বিবরণ, বৃত্তান্ত; বক্তব্য ('একটা — আছে'); পূর্ব ব্যবস্থা ('যাবার —'); বাঙ্‌নিষ্পত্তি, রা ('— সরে না'); অসার বাক্য; প্রবাদ ('কথায় বলে'); শব্দ ('এ কথাটার মানে কি?') কথকতা ('— চলছে'); আদেশ, অনুরোধ ('— রাখা'); প্রশ্ন; প্রস্তাব; উপদেশ; উত্তর-প্রত্যুত্তর; সত্যমিশ্রিত কল্পিত গল্পগ্রন্থ, উপাখ্যান [কথা ও আখ্যায়িকা উভয়ই উপাখ্যানাত্মক হইলেও উভয়ের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। কিঞ্চিৎ সত্যমিশ্রিত কল্পিত কাহিনী কথা, এবং লোকপরম্পরাগত উপাখ্যান আখ্যায়িকা]; প্রসঙ্গ; অঙ্গীকার; অভিপ্রায়। কথ্ + অ কর্ম + আপ্। বি; স্ত্রী।

কথাকলি—পৌরাণিক যুদ্ধ-কাহিনী। কলি (যুদ্ধ) + কথা (পৌরাণিক কাহিনী)। 'কলিকথা' স্থলে 'কথাকলি'। বাংপ্র। বি। **কথাকলি নৃত্য**—নৃত্য দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর রূপায়ণ, দক্ষিণ-ভারতের নৃত্য বিঃ।

কথান্তর—১। অন্য কথা; কথার ব্যতি-ক্রম। অন্য কথা, নিত্য। ২। কথার অবসর, কথার ফাঁক। কথার অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ৩। বিবাদ, কথা কাটাকাটি। বাংপ্র। বি।

কথাপ্রবন্ধ—১। আলাপ, কথোপকথন; কল্পিত প্রবন্ধ, উপন্যাস; উপাখ্যান, গল্প। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কথার ছল। বাংপ্র। বি।

কথাপ্রমাণ—কথানুযায়ী। বাংপ্র। বিণ।

কথাপ্রসঙ্গ—কথার প্রস্তাব বা আরম্ভ; কথোপকথন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কথাপ্রসঙ্গে—কথায় কথায়, কথা হইতে হইতে। কথার প্রসঙ্গ যাহাতে, বহু, একপে। ক্রি-বিণ।

কথাপ্রাণ—কথক; নাটকবক্তা। কথা প্রাণ (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ।

কথাবার্তা(র্ত্তা)—আলাপ, কথোপকথন। দ্বন্দ্ব। বি।

কথামাত্র—যাহা কেবল কথায়ই শেষ হয় কাজে কিছুই নয় এমন। কথাই মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

কথামুখ—গ্রন্থপ্রারম্ভ বিঃ, গ্রন্থসূচনা, উপ-ক্রমণিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কথারম্ভ—কথার আরম্ভ। কথার আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, -ম্ভীয়।

কথাশিল্প—গল্পরচনারূপ কলাবিদ্যা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি।

কথাশিল্পী (-শিল্পিন্)—গল্পকার, ঔপন্যা-সিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ।

কথাসাহিত্য—উপন্যাস; কল্পিত কাহিনী-মূলক গদ্যকাব্য; উচ্চশ্রেণীর গুণযুক্ত গল্প। কথাই সাহিত্য, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কথাসাহিত্যিক—কথাশিল্পী, ঔপন্যাসিক কথাসাহিত্য + ইক করে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, -কী।

কথি—কোথা, কোন্ স্থানে ("নটবর বেশ পাইল কথি"—গোবিন্দ); কিসের। প্রা কপ্র। অ।

কথিকা—ক্ষুদ্র কাহিনী, ছোটখাট বর্ণনা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কথিত—উক্ত, বর্ণিত; ব্যাখ্যাত; উচ্চারিত। কথ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

কথিলাগি—কিসের জন্য। প্রা কপ্র। অ।

কথিহু, কথিহুঁ—কোথাও ("কহসি মাধবদাস হেরব না কথিহুঁ"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। অ।

কথো—কত; বহু; কয়েকটি। প্রা কপ্র। বিণ।

কথোদ্ঘাত—কথার প্রস্তাব; প্রস্তাবনা বিঃ। কথার উদ্ঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কথোপকথন—উক্তি-প্রত্যুক্তি; বাদানু-বাদ; আন্দোলন। কথাতে উপকথন, ৭মীতৎ; বা, কথা এবং উপকথন, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

কথ্য—'কথনীয়' দ্রঃ।

কদক্ষর—১। কুৎসিত অক্ষর; বিশ্রী লেখা। কু (কুৎসিত) অক্ষর, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; স্ত্রী। ২। যাহার অক্ষর বা হস্তলিপি কুৎসিত এরূপ। কু অক্ষর যাহার, বহু। বিণ।

কদগ্নি—১। মন্দাগ্নি, অগ্নিমান্দ্য। কুৎসিত অগ্নি, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; পুং। ২। অজীর্ণরোগী, মন্দাগ্নিযুক্ত। কু (মন্দ) অগ্নি (জঠরাগ্নি) যাহার, বহু। বিণ।

কদন্ন—কুৎসিত অন্ন; কদর্য খাদ্য, অখাদ্য আহারের দ্রব্য। কুৎসিত অন্ন, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; স্ত্রী।

কদন্নভোজী (-জিন্)—কুখাদ্য-ভক্ষণকারী, যে যা-তা খায় এমন। উপতৎ; কদন্ন—ভুজ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভোজিনী।

কদভ্যাস—অসৎ অভ্যাস, মন্দ অভ্যাস। কু (কুৎসিত) অভ্যাস, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; পুং।

কদম—১। কদমগাছ; কদমফুল। <কদম্ব। ২। মহিমা; চলন, গতিভঙ্গী; অশ্বের গমনভঙ্গী; দূরে পদক্ষেপ; পদ। আ। বি। **জোর কদম**—দ্রুত পদবিক্ষেপ।

কদম-ঝুরি—পদচুম্বন; পায়ে হাত দিয়া সেলাম করা। আ-মূ। দি।

কদমা—একপ্রকার মিঠাই, চিনির ফাঁপা লাড্ডু বিঃ। কদম (১)+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।

কদমী—অনুচর, সঙ্গী; সেবক, ভৃত্য। প্রা কপ্র। বি।

কদম্ব, কদম্বক—১। কদম গাছ; সর্বপ, দেবতাড়কতৃণ। কদ্ (ব্যাকুল হওয়া)+অম্বচ্ কর্তৃ, (২য় পক্ষে)+স্বার্থে কন্। বি; পুং। ২। কদম্ব-পুষ্প; নিকুরম্ব, সমূহ। কদি (বিস্তীর্ণ হওয়া)+অম্বচ্ কর্তৃ; কদম্ব+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

কদম্বগোলকন্যায়—ন্যায় বিঃ [কদম ফুল গোল। ইহার উপরের কেশরগুলি যখন ছোট থাকে তখন গোলই থাকে। পরে উহা বাড়িবার সময়ও গোল অবস্থাতেই বাড়িয়া থাকে। এই কেশরগুলি উৎপত্তির প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে সমান থাকায় কদম্বগোলক সকল সময়ে গোলাকার থাকে। সেইরূপ কোন বস্তু বা বিষয় যদি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে কদম্বগোলকন্যায় বলা হইয়া থাকে অথবা কোন বিষয়ে যৌগপদ্য (এককালীনতা) প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত কদমফুলের কেশরসমূহের একই সময়ে একইভাবে উৎপত্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়]। কদম্বই গোলক, কর্মধা, তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কদম্বরেণু—কদমফুলের রেণু, কদম্বপরাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং বা স্ত্রী।

কদর—যত্ন; খাতির, সম্মান; মূল্য। আ। বি।

কদর্থ—১। মন্দ অর্থ, অসৎ ব্যাখ্যা, বিকৃত তাৎপর্য; অসৎ প্রয়োজন। কু (কুৎসিত) অর্থ, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; পুং। ২। ব্যর্থ, নিরর্থক। কু (কুৎসিত) অর্থ (বিধেয়, প্রয়োজন) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

কদর্থন, -র্থনা—কুৎসিত অর্থকরণ; বিড়ম্বন; দূষণ; অপভাষণ; অবমাননা; পীড়ন। কদর্থ+ণিচ্ (=কদর্থি নামধাতু)+অনট্; (২য় পক্ষে)+অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

কদর্থিত—বিড়ম্বিত; দূষিত; ঘৃণিত; বিফলীকৃত; নির্যাতিত, পীড়িত। কদর্থ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কদর্থীকৃত—বিফলীকৃত; মন্দীকৃত; যাহার অসৎ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এরূপ। কদর্থ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কদর্থী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -করণ।

কদর্য(র্য্য)—কুৎসিত, খারাপ। কু (কুৎসিত)—ঋ+যৎ কর্তৃ। বিণ।

কদর্য(র্য্য)তা, -ত্ব—জঘন্যতা, অপকৃষ্টতা, মন্দতা। কদর্য+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

কদলী—কলাগাছ; কলা; মৃগী বিঃ; পতাকা; করিবৈজয়ন্তী, হস্তীর উপরের নিশান। কদল+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

কদলীকুসুম—কদলীপুষ্প, মোচা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কদলীদণ্ড—থোড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কদলী-প্রদর্শন—কলা দেখানো; ফাঁকি দেওয়া, ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কদশ্ব—অপকৃষ্ট ঘোটক, খারাপ ঘোড়া। কুৎসিত অশ্ব, নিত্য। বি; পুং।

কদা—কখন, কোন্ সময়, কবে। কিম্+দাচ্ কালার্থে। সং অ।

কদাকার—১। কদর্যাকার; বিশ্রী, অশোভন। কু (কুৎসিত) আকার যাহার, বহু (কু-স্থানে কৎ)। বিণ। ২। কুৎসিত আকৃতি, জঘন্য চেহারা। কুৎসিত আকার, নিত্য। বি; পুং।

কদাচ—কদাচিৎ, কখন। <কদাচন। অ।

কদাচন—কোন সময়, কখন। কদা+চন অনির্দিষ্ট অর্থে। অ।

কদাচরণ, -চার—কুৎসিত আচার, অভদ্র আচরণ, অসদ্ ব্যবহার; কুৎসিত অনুষ্ঠান। কু (কুৎসিত) আচরণ, আচার, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; ক্লী, পুং। বিণ, **-চারী**।

কদাচারী (-চারিন্)—যাহার আচার মন্দ এরূপ, অসদাচারী। কদাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। বি—**কদাচারিতা, কদাচার**।

কদাচিৎ—কোন কালে। কদা+চিৎ অনির্দিষ্ট অর্থে। অ।

কদাপি—কখনও, কোন সময়ে। কদা+অপি। অ। ['কদাপিও' অশুদ্ধ।]

কদাহার—কুৎসিত ভোজন; মন্দ আহার্য, কুখাদ্য। কু (কুৎসিত) আহার, নিত্য। বি; পুং।

কদাহারী (-হারিন্)—কুৎসিত-ভোজনকারী; কুখাদ্য-গ্রহণকারী। কদাহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**। বি, **-হারিতা, -হার**।

কদু—অলাবু, লাউ; তৃণ বিঃ। ফা বা হি-মূ। বি।

কদুক্তি—মন্দ কথা, কটু বাক্য, কড়া কথা, অশ্লীল উক্তি; গালাগালি। কু (কুৎসিত) উক্তি, নিত্য (কু-স্থানে কৎ)। বি; স্ত্রী।

কদুত্তর—১। অসৎ উত্তর; খারাপ জবাব। কু (কুৎসিত) উত্তর, নিত্য। ২। অসৎ উক্তি, কটু বাক্য। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

কদুষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, অল্পতপ্ত। কু (ঈষৎ) উষ্ণ, সুপ্। বিণ।

কদ্রু—১। পিঙ্গলবর্ণ। কদ্+রু কর্তৃ। বি; পুং। ২। পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। বিণ। ৩। নাগমাতা, কশ্যপপত্নী। বি; স্ত্রী।

কন—কহেন, বলেন। কপ্র। ক্রি।

কনক—১। সুবর্ণ। বি; ক্লী। ২। রক্তবর্ণ পুষ্পের বৃক্ষ, কিংশুকবৃক্ষ; ধুস্তুরবৃক্ষ; নাগকেশরবৃক্ষ; কাঞ্চনারবৃক্ষ; চম্পকবৃক্ষ; কালমর্দ বৃক্ষ; কাণ্ডগুরুবৃক্ষ; লাক্ষাতরু। কন্ (দীপ্তি পাওয়া)+অক কর্তৃ। বি; পুং।

কনককড়ি—সোনার কর্ণাভরণ বিঃ; সোনার কড়া বা আংটা। প্রা কপ্র। বি।

কনককিরীট—স্বর্ণময় শিরোভূষণ, সোনার মুকুট। কনকনির্মিত কিরীট, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কনকচম্পক—স্বর্ণবর্ণ চম্পকপুষ্প, কনকচাঁপা ফুল। কনকবর্ণ চম্পক, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

কনকচাঁপা—কনকচম্পক। কনকবর্ণ চাঁপা, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কনকচূড়, -চূর—সুদৃশ্য ধান্য বিঃ [এই ধান্য হইতে উৎকৃষ্ট খই প্রস্তুত হয়]। কনকের চূড়, চূর <চূড়া (তৎসদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কনকছত্র—রাজছত্র, নৃপতিচিহ্নস্বরূপ ছত্র। কনকদণ্ড ছত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কনকদণ্ড—১। স্বর্ণদণ্ডবিশিষ্ট রাজছত্র। কনকনির্মিত দণ্ড আছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী। ২। স্বর্ণময় দণ্ড। কনকনির্মিত দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কনকধুতুরা—সোনালী রঙের ধুতুরা। <কনকধুস্তুর। বি।

কনকধুস্তুর—স্বর্ণবর্ণ ধুতুরা ফুল, কনক ধুতুরা। কনকবর্ণ ধুস্তুর মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কনকন—বেদনা; অত্যন্ত শীতলতা; শীত বা ব্যথার লক্ষণ-প্রকাশ-সূচক অনুকারশব্দ। বাংপ্র। অ।

কনকনানি—বেদনা; অত্যন্ত শীতলতা। কনকন+আনি ভাবার্থে। বাংপ্র। বি।

কনকনানো—ব্যথা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কনক-নির্মি(র্ম্মি)ত—সুবর্ণময়, স্বর্ণরচিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

কনকনে—অতিশয় শীতল; অস্বস্তিকর-তীব্র ঠাণ্ডা; তীব্রতাবিশিষ্ট। কনকন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

কনকপত্র—১। সুবর্ণনির্মিত কর্ণের অলংকার, কানপাত। কনকনির্মিত পত্র (পত্রাকার ভূষণ), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সুবর্ণপাতযুক্ত, সোনার পাতাবিশিষ্ট।

কনকের পত্র (পাত) আছে যাহাতে, বহু। বিণ।

কনকপুরী—স্বর্ণময়ী নগরী। কনকময়ী পুরী, মধ্যপ কর্মধা। বি স্ত্রী।

কনকপ্রভ—স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন। কনকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

কনকপ্রভা—১। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, নারী বিঃ। বি, স্ত্রী। ২। স্বর্ণবৎ দীপ্তিমতী। কনকপ্রভ+আপ্। বিণ, স্ত্রী। ৩। স্বর্ণের দীপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কনকমুকুট—স্বর্ণময় শিরোভূষণ স্বর্ণ কিরীট, সোনার মুকুট। কনকনির্মিত মুকুট, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কনকমেখলা সুবর্ণময় কাঞ্চীদাম, সুবর্ণ-কটিভূষণ। কনকরচিত মেখলা, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কনকরঞ্জিত—সুবর্ণমণ্ডিত, সোনা দ্বারা রং-করা, সোনার গিল্টি করা। ৩য়াতৎ। বিণ

কনকসূত্র—কনকনির্মিত সূত্র, সোনার তার, স্বর্ণসূত্র। কনকনির্মিত সূত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কনকস্থলী—সোনার খনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কনকহার—স্বর্ণহার স্বর্ণনির্মিত কণ্ঠমালা। কনকনির্মিত হার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কনকাচল—হেমাদ্রি, সুমেরুপর্বত; অস্তাচল; যথানিয়মে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানপূর্বক স্তূপাকারে সজ্জিত স্বর্ণ এবং অন্যান্য ধাতু কনক-ব্যাপ্ত অচল মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

কনকাঞ্জলি—বিবাহযাত্রাকালে বর বা কন্যা কর্তৃক জননীকে অর্ঘ্যদান; প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে অর্ঘ দান; মাঙ্গলিক দান বিঃ [বাঙ্গালা দেশে এইরূপ মাঙ্গলিক প্রথা আছে যে, দেবপ্রতিমা-বিসর্জনকাল সধবা গৃহস্বামিনী বেশভূষান্বিতা রমণীগণের সহিত প্রতিমা বরণ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করেন; ঐ সময়ে গৃহস্বামীকে প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে অলক্ষিতভাবে মুদ্রাযুক্ত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র উৎক্ষেপণপূর্বক সেই বস্ত্রাঞ্চলে নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহাকেই কনকাঞ্জলি বলে। গৃহস্বামিনী এই কনকাঞ্জলি অঞ্চলে জড়িত করিয়া মস্তকে ধারণপূর্বক জলধারা দিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। বিবাহযাত্রাকালেও এইরূপ নিয়মে কনকাঞ্জলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে]। কনকপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কনকা-নটে—একপ্রকারের শাক। বাংপ্র। বি।

কনভয়—যুদ্ধজাহাজের রক্ষণায় পরিচালিত বাণিজ্য-জাহাজসমূহ। <ইং 'convoy'. বি।

কনয়া—স্বর্ণ। <কনক। প্রা কগ্র। বি।

কনসল—বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত। < ইং 'consul' বি।

কনসার্ট—বিবিধ যন্ত্রের ঐকতান বাদ্য। < ইং 'concert'. বি।

কনস্টবল, কনেস্টবল—শান্তিরক্ষক প্রহরী, পুলিশ প্রহরী। <ইং 'constable'. বি।

কনিষ্ঠ—সর্বানুজ, সকলের চেয়ে বয়সে ছোট, অন্তম, ক্ষুদ্র, বয়সে ছোট। যুবন্ বা অল্প+ইষ্ঠ অতিশয় অর্থে, যুবন্ বা অল্প-স্থানে কন্ আদেশ। বিণ।

কনিষ্ঠা—১। কনিষ্ঠ অঙ্গুলি, কড়ে আঙ্গুল, কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। বি, স্ত্রী। ২। সর্বাপেক্ষা অল্পা বা ক্ষুদ্রা। কনিষ্ঠ+আপ্। বিণ, স্ত্রী।

কনীনিকা—চক্ষুর তারা, pupil, কনিষ্ঠাঙ্গুলি; কনিষ্ঠভগিনী। কন্ (দীপ্তি পাওয়া) +ঈন কর্তৃ+কন স্বার্থে+আপ্। বি, স্ত্রী।

কনীয়স—তাম্র তামা। কনী (দীপ্তি)—যস্+অচ্ কর্তৃ। বি, ক্লী।

কনীয়াস্ (কনীয়স)—বয়সে ছোট, অনুজ ('—ভ্রাতা'), অল্পতর, ক্ষুদ্রতর। যুবন্ বা অল্প+ঈয়সু অপেক্ষার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

কনুই—বাহুর অধোভাগ, কফোণি। <কফোণি। বি।

কনে—অচিরবিবাহিতা বালিকা, বিবাহের পাত্রী; নববধূ। < কন্যা। বি।

কনেচন্দন—বিবাহকালে কনের মুখে চন্দন দিয়া আঁকা চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

কনেঠ—অল্প, ছোট। <কনিষ্ঠ। প্রা কগ্র। বিণ।

কনে-বউ—বালিকা বধূ, নববধূ, কনিষ্ঠা বধূ। < কন্যা-বধূ। বি, স্ত্রী।

কনে-যাত্রী—কন্যাপক্ষের লোক। বাংপ্র। বি।

কনেস্টবল 'কনস্টবল' দ্রঃ।

কনোজ, কনৌজ—কন্যাকুব্জ (তাহা দ্রঃ)। বি।

কন্তু—১। কন্দর্প। কম্ (ইচ্ছা করা)+তু কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি, পুং। ২। হৃদয়, চিত্ত। বি, ক্লী। ৩। সুখী। ক (সুখ) +তু আছে অর্থে (ন-আগম)। বিণ।

কন্থা—কাঁথা; মৃন্ময়ভিত্তি, মাটির দেওয়াল, কাঁথ। কন্থ্ (শ্লিষ্ট হওয়া)+অচ্ কর্তৃ+আপ্ বি, স্ত্রী।

কন্দ—১। ফলাকার উদ্ভিদমূল (আলু কচু প্রঃ); ওল; গাজর। কন্দ্ (আর্দ্র হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। যোনিরোগ বিঃ, কর্পূর। উপতৎ; কম্ (জলকে)—দা (দান করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং। ৩। চিনি; খাঁড়। আ। ৪ কাঁধ। <স্কন্ধ। বি।

কন্দকাটা—১। মস্তকহীনপ্রেত বিণ। ২। কবন্ধ মস্তকহীন ভূতপ্রেত। বাংপ্র। বি।

কন্দমূল—মূলক, মূলা। কন্দই মূল যাহার, বহু। বি, ক্লী।

কন্দর—১। দরী, গুহা। কম্—দৄ+অ। কর্ম। ২। অঙ্কুশ। কম্—দৄ+অপ্ করণ। বি; পুং। ৩। আদা; কম্—দৄ+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৪। স্কন্ধ। গ্রীবা। প্রা কগ্র। বি।

কন্দরোদ্ভবা—গিরিদরী; ছোট পাহাড়ে নদী। কন্দরে উদ্ভব যাহার, বহু। কদ+আপ্। বি স্ত্রী।

কন্দর্প- কামদেব মদন [চরিতাবলী দ্রঃ] সংগীতশাস্ত্রোক্ত তাল বিঃ। কম্—দৃপ্+ণিচ +অচ কর্তৃ। বি; পুং।

কন্দর্পকূপ—যোনি, স্ত্রীচিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্দর্পকেলি—১। কামকৌতুক ক্রীড়া। মধ্যপ কর্মধা। ২। প্রহসন বিঃ। কন্দর্পের কেলি যাহাতে, বহু। বি; পুং।

কন্দর্পজয়ী (-য়িন্)—১। স্মরজিৎ, কামজয়ী, জিতেন্দ্রিয়। বিণ। স্ত্রী -য়িনী। ২। মহাদেব, শিব। উপতৎ, কন্দর্প—জি+ণিন্ কর্তৃ। বি, পুং।

কন্দর্পজ্বর—মদনজ্বালা, কামজন্য তীব্র যাতনা উৎকট রমণেচ্ছা। কন্দর্পজনিত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

কন্দর্পমথন - মহাদেব, শিব। উপতৎ; কন্দর্প—মথ+অন কর্তৃ। বি, পুং।

কন্দল—১। কলধ্বনি; কোলাহল। কম্ (সুখ)—দল্ (ভেদ করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। গণ্ডদেশ। কন্দ+কলচ্ কর্ম। ৩। উপরাগ। কন্দ্+কলচ্ ভাব। বি; পুং। ৪। নূতন অঙ্কুর; মাথার খুলি; হাততালি, অপযশঃ, কন্দলীলতার নীলবর্ণের ফুল। বি, ক্লী। ৫। কলহ; যুদ্ধ; স্বর্ণ; সমূহ, বর্ধন। কন্দ—লা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কন্দুক, -ন্দূক—খেলিবার গোলা, ভাঁটা; (সংস্কৃত কাব্য) ত্রয়োদশাক্ষরযুক্ত অতিজগতী-জাতীয় ছন্দঃ (ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম নবম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু), বালিশ। কন্দ্ (রোদন করা) +উ কর্তৃ+কন স্বার্থে, কন্দ্+উক কর্তৃ। বি, পুং।

কন্দুকক্রীড়া—ভাঁটা খেলা; বল খেলা। কন্দুকসাধ্য ক্রীড়া, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কন্দূক—'কন্দুক' দ্রঃ।

কন্ধ—১। মেঘ। উপতৎ; কম্ (জল)—ধা (ধারণ করা)+ক কর্তৃ। বি, পুং। ২। গ্রীবা, কাঁধ। <স্কন্ধ। বি।

কন্ধ-কাটা—১। মস্তকহীন। বিণ। ২। কবন্ধ; মস্তকহীন ভূত বিঃ। কন্ধ (<স্কন্ধ) কাটা যাহার, বহু। বি।

কন্ধর—গ্রীবা, কাঁধ; মেঘ; মুস্ত, মুথা; নটিয়াশাক। কম্ (মস্তক, জল)—ধৃ (ধরা) + অচ্ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

কন্ধরা—গ্রীবা, কাঁধ। কম্ (মস্তক) এর ধরা (ধারণকারিণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কন্না—সংসারের কাজ; খাটুনি; সেবা। <করনা। বি।

কন্‌ভোকেশন—বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধি-বিতরণ-সভা, সমাবর্ত্তন উৎসব। <ইং 'convocation'. বি।

কন্যকা—তনয়া, মেয়ে; অবিবাহিতা নারী; কুমারী; পরকীয়া নায়িকা বিঃ; ঘৃতকুমারী। কন্যা + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

কন্যা—তনয়া, মেয়ে; অবিবাহিতা নারী; কুমারী; ঘৃতকুমারী; বড় এলাচ; বারাহী-কন্দ; বন্ধ্যাকর্কোটকী; মেষাদি দ্বাদশরাশির অন্তর্গত ষষ্ঠরাশি; চতুরক্ষরযুক্ত প্রতিষ্ঠা জাতীয় ছন্দঃ (ইহার চারি বর্ণই গুরু)। কন্ (প্রীত হওয়া ইঃ) + য কর্ত্তৃ + আপ্। বি, স্ত্রী। বিণ—**কানীন**।

কন্যাকর্ত্তা (কর্ত্তৃ), **-কর্ত্তা** (কর্ত্তৃ)—কন্যার নিযামক বা অভিভাবক; বিবাহে কন্যাপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তি। কন্যাপক্ষীয় কর্ত্তা, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

কন্যাকাল—কুমারী অবস্থা, অবিবাহিতা বালিকার দশম বৎসর পর্যন্ত বয়স; যে বয়সের মধ্যে বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্যাকুব্জ—কনোজ, কান্যকুব্জদেশ। কন্যা কুব্জা (কুঁজো) যেখানে, বহু। [রামায়ণে লিখিত আছে,—কুশনাভ রাজার একশত পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। পবনদেব ঐ রাজ-কন্যাগণের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহারা তদীয় কামনা পূর্ণ করে নাই, তাহাতে সমীরণ ক্রোধে তাহাদিগের মধ্যদেশ ভগ্ন করাতে তাহারা কুব্জা হয়। তদবধি তাহাদের বাসস্থান কন্যাকুব্জ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।] বি; পুং।

কন্যাকুমারী—কুমারিকা অন্তরীপ, Cape Comorin. বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কন্যাজন—রমণী, নারী, স্ত্রীলোক। কর্মধা। বি; পুং।

কন্যাদান—বিধিপূর্বক বরহস্তে কন্যা-সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কন্যাদায়—সুপাত্রে কন্যাসম্প্রদানরূপ কঠিন কার্য, কন্যার বিবাহ দেওয়া রূপ গুরু দায়িত্ব। কন্যানিমিত্তক দায়, মধ্যপ কর্মধা (সংস্কৃতের অনুকরণে সমাস হইয়াছে; সংকট বা দুষ্কর কার্য অর্থে সংস্কৃতে দায়শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না)। বি।

কন্যাদায়গ্রস্ত—কন্যার বিবাহদানরূপ কঠিন কার্যের জন্য ব্যাকুল, কন্যাদায়ে পীড়িত। কন্যাদায় দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কন্যাদূষক—কুমারীহরণকারী, কন্যাধর্ষণ-কারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কন্যাদূষণ—কুমারী-ধর্ষণ, অবিবাহিতা মেয়ের সতীত্বনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কন্যাধন—১। কুমারী অবস্থায় প্রাপ্ত ধন, (ইহা একপ্রকার স্ত্রী-ধন। এই ধনে ভ্রাতা অধিকারী হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কন্যারত্ন, অতি আদরের কন্যা। কন্যাই ধন, কর্মধা। বি; ক্লী।

কন্যান্তঃপুর—অন্তঃপুরের যে অংশে রাজ-কুমারী বাস করেন সেই অংশ কন্যার অন্তঃপুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কন্যাপক্ষ—(বিবাহে) কন্যার অভিভাবক এবং তাহার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-পক্ষীয়**।

কন্যাপণ—বিবাহার্থ কন্যাগ্রহণের নিমিত্ত কন্যার অভিভাবককে দেয় অর্থ, কন্যাশুল্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্যাপতি—মেয়ের স্বামী, জামাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কন্যাপ্রণিধি—মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা বা পথপ্রদর্শিকা। <ইং 'girl guide'. বি; স্ত্রী।

কন্যাযাত্র—বিবাহে কন্যাপক্ষীয় লোকসমূহ। কন্যা সহ যাত্রা যাহাদের, বহু। বি; পুং।

কন্যাযাত্রী (-ত্রিন্)—কন্যাযাত্র, কন্যা-পক্ষীয় লোক সকল। কন্যাপক্ষীয় যাত্রী, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং বা বিণ।

কন্যারত্ন—কন্যারূপ বহুমূল্য ধন, অতি আদরের কন্যা; অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী কন্যা। কন্যারূপ রত্ন, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

কন্যালাভ—কন্যাপ্রাপ্তি, মেয়ে-সন্তান পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কপকপ—বারবার খাদ্য মুখে পুরিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

কপচানো—পাখি কর্তৃক বুলি আওড়ানো; শিখানো কথা বলা; কোন বস্তুর কতকটা কাটিয়া দেওয়া, ছাঁটা; প্রথম শিক্ষা করা; অস্পষ্ট বা জড়তাবিশিষ্ট উচ্চারণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কপট—১। শঠতা, ধূর্ততা, প্রতারণা; মায়া। কপ্ + অটচ্ কর্ত্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। কপটযুক্ত; শঠ, ধূর্ত; ছদ্ম; কৃত্রিমভাব-প্রকাশক। কপট(১) + অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

কপটচারী (-চারিন্)—কপটব্যবহার-কারী, প্রবঞ্চক। উপতৎ; কপট—চর্ (চলা) + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। বি, **-চারিতা, -চারণ**।

কপটতা—ছলনা, প্রতারণা; অসারল্য। কপট(২) + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কপটপটু—কপটতায় দক্ষ; ঐন্দ্রজালিক। ৭মীতৎ। বিণ।

কপটপ্রণয়—ছলনাময় অনুরাগ, অযথার্থ ভালবাসা; মৌখিক ভালবাসা। কর্মধা। বি; পুং।

কপটপ্রবন্ধ—ছলনাময় কৌশল, ফন্দী। কপটপূর্ণ প্রবন্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কপটপ্রবীণ—অতিশয় শঠ, পাকা জুয়া-চোর। ৭মীতৎ। বিণ।

কপটবেশ—১। ছদ্মবেশ। কর্মধা। বি; পুং। ২। ছদ্মবেশধারী, ছদ্মবেশী। কপট বেশ যাহার, বহু। বিণ।

কপটবেশী (-বেশিন্)—ছদ্মবেশী, কপটা-চারী। কপটবেশ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বেশিনী**।

কপটমতি—১। অসরলচিত্ত, যাহার মনে সরলতা নাই এরূপ ('— ব্যক্তি')। কপটা মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। কপট চিত্ত, অসরল মন। কপটা মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কপটলেখ্য—কৃত্রিম লিপি, প্রতারণাপূর্ণ পত্র, নকল দলিল। কপট লেখ্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

কপটাচরণ—কপট ব্যবহার, অসরল ব্যবহার। কপট আচরণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

কপটাচার—১। কপট ব্যবহার, অসরল ব্যবহার, কপটাচরণ। কপট আচার, কর্মধা। বি; পুং। ২। কপট ব্যবহারকারী, কুটিল। কপট আচার যাহার, বহু। বিণ।

কপটাচারী (-চারিন্)—কপটব্যবহার-কারী, কুটিল; প্রতারক। কপটাচার + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

কপটী (-টিন্)—প্রতারক, বঞ্চক। কপট + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-টিনী**।

কপনি—ল্যাঙট। <কৌপীন। বি।

কপর্দ(র্দ্দ), কপর্দ(র্দ্দ)ক—১। বরাটক, কড়ি (কড়ি সুবর্ণবর্ণা হইলে তাহাকে সিংহী, ধূম্রবর্ণা হইলে ব্যাঘ্রী, পীতপৃষ্ঠা সিতোদরা হইলে মৃগী, শ্বেতবর্ণা হইলে হংসী এবং নাতি-দীর্ঘিকা হইলে তাহাকে বিদন্তা বলা যায়)। ক (সুখ)—পর্ (পূর্তি)—দা + ক কর্ত্তৃ; পক্ষে কন্। ২। শিবজটা; লম্বা চুল; চুলের বিনুনি। ক (জল)—পর্ (পূর্তি)—দৈপ্ + ক কর্ত্তৃ; পক্ষে কন্। বি; পুং।

কপর্দ(র্দ্দ)কবিহীন, -শূন্য, -হীন—সম্পূর্ণ নির্ধন, অত্যন্ত দরিদ্র; নিঃস্ব, নিঃসম্বল। ৩য়াতৎ। বিণ।

কপর্দি(র্দ্দি)নী—পার্বতী, রুদ্রাণী; লম্বিত-বেণীযুক্তা নারী। কপর্দিন্ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কপর্দী (-র্দিন্), **কপর্দ্দী** (-র্দ্দিন্)—১। শিব; একাদশরুদ্রের একজন। বি; পুং।

২। কপর্দবিশিষ্ট; লম্বাচুলওয়ালা। কপর্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -র্দিনী।

কপর্দী—পার্বতী। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

কপাট, কবাট—দ্বারের আবরণ, দরজার পাল্লা। ক (বায়ু)—পট্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ (প-স্থানে বিকল্পে ব)। বি; পুং।

কপাট-সন্ধি—কপাটের সংযোগস্থল, কপাটের জোড়। ৬ষ্ঠী তৎ। বি; পুং।

কপাটি—খিল ('দাঁত—')। বাংপ্র। বি।

কপাটি, কবাটি, কবাডি—হাডুডু খেলা। বাংপ্র। বি।

কপাটিকা—(শরীরতত্ত্ব) হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দ (auricle) হইতে দক্ষিণ নিলয়ে (ventricle) এবং বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে রক্ত আসিবার দ্বারপথে স্থাপিত যন্ত্র বিঃ, valve. বি; স্ত্রী।

কপাটী, কবাটী—কপাট, কবাট। কপাট, কবাট+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

কপাল—১। করোটি, মাথার খুলি, কলসের অর্ধাংশ; খাপরা, খোলা; যতীদিগের ভিক্ষাপাত্র। ক—পা+ণিচ্ (পালি=পালন করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। সমূহ; কুষ্ঠরোগ বিঃ। কপ্+আলন্ কর্ম, কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ৩। ললাট, কপাল; অদৃষ্ট, নিয়তি। বাংপ্র। বি। **কপাল চাপড়ানো, পেটা**—দুর্ভাগ্যের জন্য কপালে করাঘাত করা। **কপাল ঠোকা**—ভাগ্য পরীক্ষা করা; কপাল দ্বারা সজোরে মৃত্তিকাদি স্পর্শ করা। **কপাল ধরা**—ভাগ্যবান্ হওয়া। **কপাল পোড়া, কপাল ভাঙ্গা**—দুরদৃষ্ট হওয়া, দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হওয়া। **কপাল ফেরা**—সৌভাগ্যের সূত্রপাত হওয়া। **কপালের গেরো**—দুর্ঘটনা, দুর্দৈব। **কপালের ফের**—দুর্ভাগ্য, মন্দ অদৃষ্ট। **কপালের লেখা**—ভাগ্যলিপি। **টনটনে কপাল**—দুরদৃষ্ট, মন্দ বরাত। **পাথর-চাপা কপাল**—যে অদৃষ্ট সহজে ভাল হইতে চায় না।

কপাল-ক্রমে—অদৃষ্টবশতঃ, ভাগ্যবশতঃ। কপালের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বাংপ্র। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

কপালগুণ, -জোর—সৌভাগ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কপালচুকী—কানটোকচা, হিসাবের খাতার মাথায় বা কোণে স্মারকস্বরূপ যাহা টুকিয়া রাখা হয়। বাংপ্র। বিণ।

কপাল-ঠুকি—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা; ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে এইরূপ দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া। বাংপ্র। বি।

কপালমালা—করোটিসমূহ, শিরোস্থিসমূহ, মাথার খুলিসকল। ৬ষ্ঠী তৎ। বি; স্ত্রী।

কপালমালিনী—কালী। কপালমালিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কপালমালী (-মালিন্)—শিব। কপালমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কপালমোচন—কাশীস্থ তীর্থ বিঃ, পুষ্করতীর্থ [এইখানে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকের কপাল মোচিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়; এইজন্য ইহা কপালমোচন নামে প্রসিদ্ধ। এই তীর্থে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিরাজ করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে,—রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যমধ্যে ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে ক্ষেপণ করেন। ঘটনাক্রমে ঐ কপাল মহোদরনামে এক ঋষির উরুদেশে বিদ্ধ হয়। তাহাতে উৎপন্ন ক্ষতে বহুদিন তিনি ক্লেশভোগ করেন। পরে তিনি মুনিগণের পরামর্শে সরস্বতীর নিকটস্থ ঔশনস-নামক তীর্থে গমন এবং তথায় স্নান করাতে পাপমুক্ত হন এবং তাঁহার উরুদেশস্থ সেই কপাল তথায় পতিত হয়। তদবধি এই স্থান কপালমোচনতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। মহর্ষি এই তীর্থের জল পান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন]। কপালের মোচন যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

কপালস্ফোটত্ব—পিশাচত্ব। কপালস্ফোট+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

কপালি—১। চৌকাঠের উপরিস্থিত কাঠ, ঝনকাঠ; সংকরজাতি বিঃ ('কপালী' দ্রঃ)। বাংপ্র। ২। তাল খেজুর প্রঃ গাছের মাথার রসের কলসী বাঁধিবার স্থান। প্রাদে। ৩। অদৃষ্টগণনাকারী। প্রা কপ্র। বি।

কপালিকা—ক্ষুদ্রকপাল; খাপরা, খুলি; দন্তরোগ বিঃ, দাঁতের পাথরি। কপাল+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কপালিনী—১। নৃমুণ্ডমালিনী কালী। বি; স্ত্রী। ২। কপালপাত্রধারিণী; ভিক্ষুণী। কপালিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কপালিয়া—ভাগ্যবান্; কপালবিশিষ্ট। কপাল+ইয়া বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কপালী (-লিন্)—১। নরকপালধারী; মহাদেব; একাদশ রুদ্রের একজন। কপাল+ইন্ আছে অর্থে। ২। ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে ও ধীবরঔরসে উৎপন্ন বাঙ্গালী জাতি বিঃ। বি; পুং। ৩। যাহার কপাল ভাল এরূপ, ভাগ্যবান্। বাংপ্র। বিণ।

কপালে—১। 'কপালিয়া' (সকল অর্থে)। কপাল+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। অদৃষ্টে; ললাটে। বাংপ্র। বি; অধিকরণ।

কপি—১। বানর; বিষ্ণু; গন্ধর্ব বিঃ; বরাহ; আমলকী; কপিল বর্ণ। বি, পুং। ২। কপিলবর্ণবিশিষ্ট। কপ্ (গমন করা)+ই কর্তৃ। বিণ। ৩। উদ্ভিজ্জ বিঃ, বাঁধাকপি ফুলকপি ইঃ। <পো 'couve'. ৪। প্রতিলিপি, নকল; পাণ্ডুলিপি, খসড়া; পুস্তকাদির খণ্ড। <ইং 'copy'. ৫। ভারোত্তোলক যন্ত্র বিঃ, pulley. বৈদে। বি।

কপিকল—ভারোত্তোলক যন্ত্র বিঃ, ভারী বস্তু উপরে তুলিবার কল, pulley. বাংপ্র। বি।

কপিকেতন, -ধ্বজ—বানর যাহার পতাকার কাজ করে, (মহাভারত) অর্জুন। কপি কেতন, ধ্বজ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কপিত্থ, কবিত্থ—১। কয়েতবেলের গাছ। কপি—স্থা+ক অধিবা (নিপা)। বি, পুং। ২। কয়েতবেল। বি; ক্লী।

কপিধ্বজ—'কপিকেতন' দ্রঃ।

কপিনাস—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ("বীন রবাব মুরজ কপিনাস"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। বি।

কপিবক্ত্র—নারদ ঋষি (মহাভারতে কথিত আছে, নারদ ঋষি শাপগ্রস্ত হইয়া বানরের মুখের ন্যায় মুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। কপির বক্ত্রের (মুখের) ন্যায় বক্ত্র যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কপিরাইট—পুস্তকের সর্বস্বত্ব। <ইং 'copyright'. বি।

কপিল, কবিল—১। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত, পীতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ। বিণ। ২। পিঙ্গল বর্ণ, বাসুদেব, দানব বিঃ, কুকুর। বি; পুং। ৩। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মুনি কর্দম-দেবহুতির পুত্র, মরু-পশ্চিমস্থিত একটি পর্বত; নাগ বিঃ; পৌরাণিক নগরী বিঃ। কপ্, কব্+ইলচ্ কর্ম। বি; পুং।

কপিলা—১। কামধেনু, স্ত্রীবাছুর, কইলা; কপিলবর্ণা ধেনু; পুণ্ডরীক-নামক দিগ্গজের পত্নী, শিংশপাবৃক্ষ; সুগন্ধিদ্রব্য; অগ্নি, মহাদেব; জলৌকা; পৌরাণিক নদী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। পিঙ্গলবর্ণা, কপিলবর্ণা। কপিল (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কপিলাক্ষ—১। তীর্থ বিঃ। বি; ক্লী। ২। পিঙ্গলনেত্র, কটাচোখো। কপিল অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী. -ক্ষী।

কপিলাশ্রম—গঙ্গা সাগরসংগমে অবস্থিত মহর্ষি কপিলের আশ্রম। কপিলের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কপিশ—১। শিলারস; নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, মেটে রং। বি; পুং। ২। পাংশুবর্ণযুক্ত, মেটেরঙের। কপি+শ আছে অর্থে। বিণ।

কপীন—কপনী, অন্তর্বাস। <কৌপীন। বি।

কপীন্দ্র—১। হনুমান্। কপি ইন্দ্রপ্রায়,

উপমিত কর্মধা। ২। সুগ্রীব। কপিমধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কপোত—১। পারাবত, পায়রা; পক্ষী; ঘুঘু। ক-র (বায়ুর) পোত (নৌকা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জনৈক মুনি (ইনি জীবহিংসাভয়ে সর্বদা কপোতরূপ ধারণ করিয়া থাকিতেন); গরুড়ের পুত্র। বি; পুং।

কপোতপালিকা, -পালী—পায়রার খোপ, বিটঙ্ক; স্তম্ভের উপরিভাগে প্রসারিত কাষ্ঠ বিঃ। উপতৎ; কপোত—পা+ণিচ্+ণক কর্তৃ+আপ্ (অক স্থানে ইক); অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কপোতবৃত্তি—১। কপোতের ন্যায় আচরণ, কপোতবৎ সঞ্চয়রহিত জীবিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। কপোতাচরণযুক্ত, সঞ্চয়হীনবৃত্তিসম্পন্ন। কপোতবৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

কপোতাক্ষ—১। পারাবতের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট। কপোতের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু+ষচ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী। ২। বর্তমানে পাকিস্তানের যশোহর জেলার অন্তর্গত নদ বিঃ। বি, পুং।

কপোতারি—শ্যেন পক্ষী, শিকারী পক্ষী। কপোতের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কপোতিকা—স্ত্রী কপোত। বি, স্ত্রী।

কপোতী—কপোত স্ত্রী। কপোত+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কপোতেশ্বর—মহাদেব [পূর্বে ইনি কুশস্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া কপোতসদৃশ কৃশ হন, তাহাতেই তাঁহার এ নাম হয়। মতান্তরে একদা হর-পার্বতী এই স্থানে কপোত কপোতীরূপে বিহার করাতে শঙ্কর কপোতেশ্বর ও শঙ্করী কপোতেশ্বরী নাম ধারণ করিয়াছিলেন]। কপোতরূপী ঈশ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

কপোতেশ্বরী—পার্বতী, দুর্গা। কপোতেশ্বর+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

কপোল—গণ্ডদেশ, গাল। ক (মুখ)—পোলি (বৃহৎ হওয়ানো)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কপোলকল্পনা—অবাস্তব বিষয় বা ঘটনার কল্পনা; গালগল্প। কপোলকৃত কল্পনা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কপোলকল্পিত—যাহার বাস্তবিক সত্তা নাই—কেবল কল্পনা করিয়া বর্ণিত বা উক্ত এরূপ, অবাস্তব; মনগড়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

কপোলকুন্তলা—যে স্ত্রীলোকের চূর্ণকুন্তল কপোলদেশ স্পর্শ করিয়াছে এমন, আকপোললম্বিত-কেশযুক্তা। কপোলে কুন্তল যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কপোলতল, -দেশ—গণ্ডদেশ, গাল। কর্মধা। বি; পুং।

কপোলী—জানুমণ্ডিকী, মালাইচাকি, knee cap. কপোল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কপ্‌কপ্—ভক্ষ্য বস্তু দ্রুত গিলিবার অনুকরণ-শব্দ। বাংপ্র। অ।

কপ্‌চানো—কপচানো (তাহা দ্রঃ)।

কপ্‌নি—ল্যাঙট। <কৌপীন। বি।

কফ—১। শ্লেষ্মা, শরীরস্থ ধাতু বিঃ। ক (জল)—ফল্ (নিষ্পন্ন হওয়া)+ড কর্ম। বি; পুং। **কফ বসা**—ভিতরে কফ জমিয়া গিয়া বাহির না হওয়া। **কফ মরা**—কফ উঠিয়া যাওয়া। ২। জামার হাতা বা আস্তিনের অগ্রভাগ। <ইং 'cuff'. বি।

কফকূর্চি(র্চি)কা—লালা, থুথু; সিকনি। কফ—কূর্চ (বিকৃত করা)+ণক+আপ্। বি, স্ত্রী।

কফঘ্ন—কফনাশক, শ্লেষ্মানাশকারী। উপতৎ; কফ—হন্+টক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী।

কফজ—কফ হইতে উৎপন্ন, কফ হইতে জাত। উপতৎ; কফ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কফণি, কফোণি—কনুই, বাহুর নিম্নস্থ গ্রন্থি। ক (সুখ)—ফণ্ (গমন করা)+ই কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (নিপাতনে ফণ্ এর অ স্থানে ও)। বি; পুং বা স্ত্রী।

কফণী, কফোণী—কনুই। কফণি, কফোণি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কফান্তক—১। শ্লেষ্মানাশক। বিণ। স্ত্রী, -ন্তিকা। ২। বাবলা গাছ। কফের অন্তক (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কফি, কাফি—চায়ের ন্যায় একপ্রকার উত্তেজক পানীয়। <ইং 'coffee' বি।

কফিন—শবাধার, যে বাক্সে করিয়া মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। <ইং 'coffin'. বি।

কফী (-ফিন্)—১। কফযুক্ত, শ্লেষ্মাবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, -ফিনী। ২। গজ। কফ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কফো—কফযুক্ত, শ্লৈষ্মিক। বাংপ্র। বিণ।

কব—১। কহিব, বলিব। প্রাদে। ক্রি। ২। কবে, কোন্ সময়ে। হি-মু। অ।

কবচ—১। বর্ম, সাঁজোয়া; বিঘ্ননিবারক তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বিঃ (লোকের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ঐ মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখিয়া শরীরে ধারণ করিলে কোন বিঘ্ন ঘটে না); তাবিজ, মাদুলি। বি; পুং বা ক্লী। ২। নাগরা, বাদ্যযন্ত্র; গর্দভাণ্ডবৃক্ষ। কু (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। খাজনার রসিদ, দাখিলা। <ফা 'কব্‌জ্'। বি।

কবচপত্র—১। কবচ লিখিবার পত্র, ভূর্জপত্র। কবচলেখনযোগ্য পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী। ২। খাজনার রসিদ, দাখিলা। কবচই পত্র, কর্মধা। বি।

কবচী (-চিন্)—কবচধারী, বর্মধারী, কবচপরিহিত; (প্রাণিবিদ্যা) কাঁকড়ার মত দৃঢ় আবরণযুক্ত ('—প্রাণী')। কবচ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -চিনী।

কবজ—১। রসিদ, দাখিলা। <ফা 'কব্‌জ্'। বি। **গলার কবজ করা**—অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করিয়া গলায় ধারণ করা; বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করা। ২। অধিকারকাল, আমল; কোষ্ঠকাঠিন্য; বিক্রয়পত্রের আনুষঙ্গিক দখলের রসিদ। <আ 'কব্‌জ্' বা 'কব্‌জা'। বি।

কবজা—কপাট ইঃ ভাঁজ করিবার সন্ধিপত্র। <আ 'কব্‌জহ্'। বি।

কবজি—মণিবন্ধ, wrist. বাংপ্র। বি।

কবজি-ঘড়ি—হাতঘড়ি, wrist-watch. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কবন্ধ—১। মুণ্ডহীন ধড়বিশিষ্ট জীব; কন্ধকাটা। বি; পুং বা ক্লী। ২। জল। বি; ক্লী। ৩। ধূমকেতু; উদর; রাহু। ক—বন্ধ্+ঘঞ্ কর্ম। ৪। রুদ্র; (রামায়ণ) জনস্থানবাসী রাক্ষস বিঃ। ক—বন্ধ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কবয়ী—কইমাছ। ক—বয়্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কবর—সমাধি, গোর। <আ 'কবর্'। বি। **কবর দেওয়া**—মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করা; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা।

কবরগা, কবরডাঙ্গা, কবরিস্তান—সমাধিক্ষেত্র, গোরস্থান। আ-মু। বি।

কবরী—কেশবিন্যাস, চুলের খোঁপা; কাকোলী; বাবুই তুলসী; হিঞ্চের পাতা। কবর+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

কবরীভূষণ—কেশপাশের অলংকার, খোঁপার গহনা, স্বর্ণাদিনির্মিত ফুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কবরেজ—কবিরাজ। প্রাদে। বি।

কবর্গ—ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চবর্ণ (ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ বলিয়া কবর্গ নামে প্রসিদ্ধ)। ক-আদিক বর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কবর্গীয়, কবর্গ্য—কবর্গান্তর্গত ('—বর্ণ')। কবর্গ+ঈয়, যৎ ভবার্থে। বিণ।

কবল—গ্রাস; কুলকুচা; দ্রব্য বিঃ; বেলেমাছ; ছলে বলে দখল। ক—বল্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কবলই—গ্রাস করে। প্রা কথ্য। ক্রি।

কবলানো—মানিয়া লওয়া, সম্মত হওয়া; প্রতিশ্রুতি দেওয়া, মঞ্জুর করা; অভিহিত করা; বলিয়া ফেলা। আ-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।

কবলিত—গ্রস্ত; ভক্ষিত; ব্যাপ্ত; ছলে বলে অধিকৃত। কবলি (নামধাতু—গ্রাস করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কবলীকৃত—'কবলিত' (সকল অর্থে)।

কবল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কবলী)—কু+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -করণ।

কবছি—কভি, কখনও। হি-মু। প্রা কপ্র। অ।

কবহু, কবহুঁ—কখনও, কদাপি। প্রা কপ্র। অ।

কবাট—'কপাট' দ্রঃ।

কবাটী—'কপাটী' দ্রঃ।

কবালা—বিক্রয়ের দলিল। আ। বি। **কট কবালা**—শর্তযুক্ত বিক্রয়পত্র। **খোশ কবালা**—স্বেচ্ছাকৃত বিক্রয়পত্র। **সাফ কবালা**—শর্তহীনভাবে বিক্রয়ের দলিল।

কবি—১। কবিতালেখক, কাব্যরচয়িতা, বাল্মীকি, শুধ; শুক্রাচার্য ভৃগুর পুত্র, কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ব্রহ্মা, বৈবস্বত মনুর কনিষ্ঠ পুত্র। বি, পুং। ২। ত্রিকালজ্ঞ; সর্বজ্ঞ; সূক্ষ্মার্থদর্শী, পণ্ডিত। কব+ইন্ কর্তৃ। বিণ। ৩। কবিগান; গায়ক বিঃ, কবিগানকারী, কবিওয়ালা। বাংপ্র। বি। ৪। কহিবি। প্রাদে। ক্রি।

কবি, কবী—খলীন, লাগাম। কু+ই কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কবিওয়ালা—কবিগানব্যবসায়ী, কবিগানের দলের কর্তা। কবি+ওয়ালা কর্মার্থে। বাংপ্র। বি, পুং। স্ত্রী, **-ওয়ালী**।

কবিকঙ্কণ—কবিভূষণ, কবিদিগের মধ্যে অলংকার-স্বরূপ; প্রাচীন কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি। কবিদের কঙ্কণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কবিকণ্ঠ—কবিভূষণ (তাহা দ্রঃ)।

কবিকল্পনা—কাব্যরচয়িতাদিগের অনুমান বিঃ, কাব্যরচনার উপযোগী কল্পনা। ৬ষ্ঠতৎ। বি; স্ত্রী।

কবিকল্পিত কাব্যলেখকদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত; অবাস্তব। কবি কর্তৃক কল্পিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কবিগাথা—কবিরচিত সংগীত। কবিরচিতা গাথা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কবিগান—কবিদিগের রচিত গীতি, (বাংপ্র) প্রচলিত তরজা গান, জনসাধারণের সমক্ষে দুই কবির কবিতাকারে রচিত প্রশ্নোত্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কবিগুরু—কবিদিগের উপদেষ্টা, শ্রেষ্ঠ কবি ('— রবীন্দ্রনাথ'); আদি কবি, রামায়ণকার বাল্মীকি। কবিদের গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কবিগৌরব—কবিযশঃ, কবিদিগের মর্যাদা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কবিজ্যেষ্ঠ—কবিগুরু, বাল্মীকি মুনি। কবিগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি, পুং।

কবিতা—কাব্য, শ্লোক, পদ্য। কবি+তা কৃতার্থে। বি; স্ত্রী।

কবিতাকুঞ্জ, -নিকুঞ্জ—কাব্যরূপ কুঞ্জবন, কুঞ্জবনের ন্যায় পরম প্রীতিদায়ক কাব্যসমূহ ("কবিতা নিকুঞ্জে তুমি পিককুলপতি"—মাইকেল)। কবিতারূপ কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, রূপক কর্মধা। বি, পুং বা ক্লী।

কবিত্ব—কবির গুণ বা ধর্ম; কাব্যরচনার শক্তি; কবিতার সৌন্দর্য; কবিজনসুলভ ভাব। কবি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

কবিত্বপূর্ণ, -ময়—কবিজনোচিত কল্পনায় পূর্ণ। কবিত্ব দ্বারা পূর্ণ, ৩য়াতৎ; কবিত্ব+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পূর্ণা, -ময়ী**।

কবিত্বশক্তি—কাব্যরচনায় ক্ষমতা, কবিপ্রতিভা। কবিত্বই শক্তি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কবিথ—'কপিথ' দ্রঃ।

কবিপনা—কবিত্বের গর্ব; কবিত-রচনায় পটুতা; আধ আধ ন্যাকামি। কবি+পনা নিপুণার্থে। বাংপ্র। বি, স্ত্রী।

কবিপ্রতিভা—কাব্যকারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রচনাশক্তি; কবিতারচনার উপযোগী অসাধারণ বুদ্ধি ও অনুভূতি। কবির প্রতিভা, ৬ষ্ঠতৎ, অথবা কবিযোগ্য প্রতিভা, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কবিপ্রসিদ্ধি—কবিসময়প্রসিদ্ধি (তাহা দ্রঃ)। কবিদের প্রসিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কবিবর, -শ্রেষ্ঠ—কবিদিগের মধ্যে প্রধান। কবিগণমধ্যে বর শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বিণ।

কবিভূষণ, -রত্ন—সংস্কৃত কাব্যের অনুশীলন দ্বারা লব্ধ উপাধি বিঃ। কবিদের ভূষণ, ৬ষ্ঠীতৎ; কবিমধ্যে রত্ন (রত্ন-সদৃশ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

কবিরাজ—১। শ্রেষ্ঠ কবি। কবিমধ্যে রাজা, ৭মীতৎ (সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয়)। ২। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য। বাংপ্র। বি, পুং। বিণ—**কবিরাজী**।

কবিরাজি—কবিরাজের ব্যবসায়, বৈদ্যের ব্যবসায়। বাংপ্র। বি।

কবিল—কপিল (তাহা দ্রঃ)।

কবিলাস—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। প্রা কপ্র। বি।

কবিসময়প্রসিদ্ধি—প্রাচীনকাল হইতে কবিগণ যে কতকগুলি কাল্পনিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারকে সত্যবৎ বর্ণনা করিয়া সাহিত্যের শোভাসম্পাদন করিয়া আসিতেছেন তাহা। [প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবাস্তব হইলেও উক্তরূপ উক্তি দোষাশ্রিত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যেমন, আকাশ ও পাপে মলিনতা; যশঃ, হাস্য এবং কীর্তিতে শুভ্রতা; ক্রোধ এবং অনুরাগে লৌহিত্য; নদী এবং সমুদ্রে পদ্মের বিকাশ; চকোরের চন্দ্রিকাপান, বর্ষাকালে হংসসমূহের মানস-সরোবরে গমন; চাতকের বৃষ্টিজলধারা-পান; রমণীর পদাঘাতে অশোকের এবং মুখমধুধানিক্ষেপে বকুলের পুষ্পবিকাশ; মদনের পুষ্পময় ধনুঃ এবং শর ও ভ্রমরমালা ধনুর গুণ; মদনের শরে এবং স্ত্রীলোকের কটাক্ষে যুবকদিগের হৃদয়ভেদ; সূর্যোদয়ে পদ্মের এবং চন্দ্রোদয়ে কুমুদের বিকাশ; মেঘোদয়ে ময়ূরের নৃত্য; অশোকবৃক্ষের ফলোৎপত্তির অভাব, বসন্তে জাতিপুষ্পের অবিকাশ; গন্ধসার বৃক্ষসমূহের পুষ্প এবং ফলের অনুৎপত্তি; নিশাকালে চক্রবাক-দম্পতীর বিচ্ছেদ ইঃ]। কবিদিগের সময় (আচার), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহার প্রসিদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কবীন্দ্র—কবিশ্রেষ্ঠ মহাকবি। কবি ইন্দ্র-তুল্য, উপমিত কর্মধা। বি, পুং।

কবীর—১। মহান্, সুপ্রসিদ্ধ। আ। বিণ। ২। সুবিখ্যাত সাধুপুরুষ [চরিতাবলী দ্র.]। বি; পুং।

কবীরপন্থী—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিঃ, মহাপুরুষ কবীরের ধর্মমতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়। কবীরের পন্থা, ৬ষ্ঠীতৎ; কবীরপন্থা+ইন আছে অর্থে। আ মু। বি; পুং [সংস্কৃতের অনুকরণে গঠিত]।

কবুতর—পারাবত, পায়রা। <হি 'কবুতর্' (<কপোত)-শব্দ। বি।

কবুল—১। অঙ্গীকার, স্বীকৃতি। আ। বি। ২। স্বীকৃত; স্পষ্ট। আ। বিণ। **কবুল জবাব**—অভিযোগের বা দাবির স্বীকৃতিসূচক উত্তর। **কবুল জমা**—স্বীকৃত রাজস্ব।

কবুলতি, কবুলিয়ত—প্রজা কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্তে জমি লইয়া জমিদারের নিকট যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেয় তাহা। আ। বি।

কবে—১। কখন, কোন্দিন। হি-মু। অ। ২। কহিবে, বলিবে। প্রাদে। ক্রি।

কবেকার—কোন্দিনের, বহুদিন আগের। বাংপ্র। অ।

কবোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, সামান্য গরম। কু (ঈষৎ) উষ্ণ, সুপ্ (কু-স্থানে কব)। বিণ।

কব্জা—কপাটাদির লৌহনির্মিত অথবা পিত্তলনির্মিত বন্ধনী, মণিবন্ধ, হাতের কবজি। আ। বি।

কব্জি—মণিবন্ধ, wrist কব্জা+ই সদৃশার্থে। আ মু। বি।

কব্জি-ঘড়ি—হাতঘড়ি, wrist-watch. ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মু। বি, স্ত্রী।

কব্য—মৃত পিতৃলোককে দেয় খাদ্যদ্রব্য। কু+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

কভু—কখন, কোন সময়ে। কপ্র। অ।

কম—১। কমনীয় গুণ। বি; পুং। ২। কমনীয়, কান্ত; বাঞ্ছনীয়; রমণীয়, সুন্দর। কম্ (বাঞ্ছা করা)+ক যঅর্থে কর্ম। বিণ। ৩। সম, সমান; তুল্য, সদৃশ ("কেবা কবে

কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটী কোটী কালকূট-কম"—ভারত)। প্রাদে। ৪। নূন, অল্প; খাটো, হীন, পশ্চাৎপদ ('তুমি কম কিসে?'); সামান্য তুচ্ছ। ফা। বিণ। **কম করা**—কমানো। **কম করিয়া**—অল্প অনুপাতে।

কম-জম—অল্পস্বল্প; পরিমিত। ফা মূ। বিণ।

কমজুরী, -জোরী—দুর্বল। ফা মূ। বিণ।

কমজোর—১। ক্ষীণ, দুর্বল। কম জোর যাহার, বহু। বিণ। ২। অল্প ক্ষমতা। কম জোর কর্মধা। বি।

কমঠ—১। কচ্ছপ; বাঁশ, শল্লকী। কম্ (বাঞ্ছা করা)+অঠন কর্ম। বি, পুং। ২। সন্ন্যাসীদের জলপাত্র বিঃ। বি, স্ত্রী।

কমঠী—কচ্ছপী, কচ্ছপভার্যা। কমঠ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীদের জলপাত্র বিঃ, একপ্রকার হাতলযুক্ত ঘটি। ক (ব্রহ্মা, জল)—মণ্ড (ভূষণ)—লা (দান করা)+ডু কর্তৃ স্বার্থে। বি, পুং বা স্ত্রী।

কমতি—১। অল্পতা, খাদ, হ্রস্বতা। কম+তি ভাবে। বাংপ্র। বি। ২। অল্প, কম। কম্+তি স্বার্থে। বাংপ। বিণ।

কমন—১। কামুক, লম্পট। কম্ (বাঞ্ছা করা)+অন কর্তৃ। ২। রম্য, কমনীয়। বিণ। ৩। ব্রহ্মা, অশোকবৃক্ষ, কামদেব। কম্+অন কর্ম। বি, পুং।

কমনীয়—রম্য মনোহর, স্পৃহণীয়। কম্+অনীয় কর্ম। বিণ।

কমনীয়তা, -ত্ব—স্পৃহণীয়তা, মনোহরতা, সৌন্দর্য। কমনীয়+তা, ত্ব ভাবে। বি, স্ত্রী, ক্লী।

কমনে—কোথায়, কোন্‌দিকে। প্রাদে। অ।

কমপোক্ত যাহা বিশেষ নিপুণ নয় এমন, কম শক্তিমান্, কম পাকা। বাংপ্র। বিণ।

কমবক্ত—দুরদৃষ্ট, হতভাগ্য। <ফা 'কম্‌বখ্‌ৎ'। বিণ। বি, **-বক্তি**।

কমবেশ, -বেশী—ন্যূনাতিরিক্ত, অল্পাধিক। দ্বন্দ্ব। ফা। বিণ।

কমল—১। পদ্ম। কম্ (জলকে)—অল্ (ভূষিত করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। আম্র; জল ("কমলে শোভিত কিবা সরসী-'কমল'।" —কৃষ্ণচন্দ্র)। বি, ক্লী।

কমল-কলি, -কলিকা—পদ্মকোরক, পদ্মের কুঁড়ি। ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কমলকোমল—পদ্মের মত নরম। কমলবৎ কোমল, উপমান কর্মধা। বিণ।

কমলজ—১। (বিষ্ণুর নাভিকমলজাত বলিয়া) ব্রহ্মা। বি; পুং। ২। রোহিণীনক্ষত্র। বি; ক্লী। ৩। কমল হইতে উৎপন্ন, পদ্মজাত। উপতৎ; কমল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কমলদল, -পত্র—পদ্মপত্র, পদ্মের পাপড়ি। ষষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

কমলনয়ন, -নেত্র—১। পদ্মপলাশাক্ষ, পদ্মের পাপড়ির মত দীর্ঘ চক্ষুসম্পন্ন। কমল-তুল্য নয়ন, নেত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। পদ্মতুল্য দীর্ঘ চক্ষু। কমলসদৃশ নয়ন, নেত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কমলযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। কমল যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাঁহার, বহু। বি, পুং।

কমল-লোচন—১। পদ্মপলাশাক্ষ, কমল নয়ন। কমলবৎ লোচন যাহার, বহু। বিণ। ২। পদ্মপত্রবৎ দীর্ঘ চক্ষু। কমলসদৃশ লোচন, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

কমলা—লক্ষ্মী, দশমহাবিদ্যার এক, হিরণ্যকশিপুর পত্নী, কমলালেবু, নবাকরযুক্ত বৃহতীজাতীয় ছন্দ। কমল+অচ্ আছে অর্থে+আপ। বি; স্ত্রী।

কমলাকর—পদ্মাকর, যাহাতে অনেক পদ্ম জন্মে এরূপ জলাশয়। কমলের আকর, ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কমলাকান্ত, -পতি—লক্ষ্মীপতি, নারায়ণ। কমলার কান্ত, পতি, ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কমলাক্ষ—পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘচক্ষুসম্পন্ন। কমলের অর্থাৎ কমলদলের ন্যায় অক্ষি যাহার বহু+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**।

কমলানেবু, -লেবু একজাতীয় মিষ্ট লেবু। বাংপ্র। বি।

কমলাপতি—'কমলাকান্ত' দ্রঃ।

কমলাবিলাস—১। নারায়ণ, বিষ্ণু। কমলাতে বিলাস যাহার, বহু। বি; পুং। ২। প্রাচীনকালের একশ্রেণীর কাপড়। বাংপ্র। বি।

কমলালয়—লক্ষ্মীর মন্দির। কমলার আলয়, ষষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কমলালয়া—পদ্মালয়া, লক্ষ্মী। কমল আলয় যাহার, বহু+আপ্। বি, স্ত্রী।

কমলাসন—১। ব্রহ্মা। কমল আসন যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। পদ্মাসন। কমলই আসন, কর্মধা। বি; ক্লী।

কমলাসনা—কমলা, লক্ষ্মী। কমল আসন যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

কমলিনী—১। পদ্মের ঝাড়, পদ্মযুক্ত লতা; পদ্মসমূহ। কমল+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। ২। পদ্মফুল, সূর্যের প্রেয়সীরূপে কল্পিত পদ্ম। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কমলী—কম্বল। হি-মূ। বি। ২। লক্ষ্মী; বরস্ত্রী। কমল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কমলে-কামিনী—পদ্মাসনা নারীমূর্তি-ধারিণী মঙ্গলচণ্ডী দেবী (চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্ত কর্তৃক দৃষ্টা)। বাংপ্র। বি।

কম-সম—যথাসম্ভব কম। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কম-সে-কম—খুব কম করিয়া ধরিলেও, অন্ততঃপক্ষে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কমা—১। শোভা, সৌন্দর্য। কম্+ক কর্মে ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। প্রাথমিকী, প্রথম যতিচিহ্ন। <ইং 'comma'. বি। ৩। হ্রাস পাওয়া। ক্রি [, বি বিণ]। ৪। হ্রাসপ্রাপ্তি। ফা-মূ। বি।

কমানো—কম করা, কমাইয়া দেওয়া; ছোট করা; খর্ব করা। ফা-মূ। ক্রি [, বি, বিণ]।

কমি—অল্পতা, ন্যূনতা, কম হওয়া। কম+ই ভাবে। ফা-মূ। বি।

কমিটি, কমীটি—সভা, কার্যনির্বাহক সমিতি; মন্ত্রণাসভা। <ইং 'committee'. বি।

কমিবেশি—ন্যূনাধিক্য, হ্রাসবৃদ্ধি। বাংপ্র। বি।

কমিশন—কোন দ্রব্য ক্রয়কালে যে অর্থ বাদ দেওয়া হয় তাহা, দস্তুরি; আদায়ী অর্থের উপর আনুপাতিক মজুরি; ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিমণ্ডলী; কোন বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানকার্যে নিযুক্ত সভা। <ইং 'commission'. বি।

কমিশনার—রাজকর্মচারী বিঃ, সাধারণতঃ বিভাগীয় শাসক; পৌরসভা প্রঃর সভ্য; তদন্তকার্য প্রঃর সভ্য। <ইং 'Commissioner'. বি।

কমিশনি—কমিশনের কাজ; দস্তুরি। কমিশন+ই কর্মার্থে। ইং-মূ। বি।

কমোড—মলত্যাগের পাত্র বিঃ। <ইং 'commode'. বি।

কম্প—সঞ্চালন, কাঁপুনি। কম্প্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং। [প্রা কম্প—**কম্পই**—কাঁপে। **কম্পিয়া**—কম্পিত।]

কম্পজ্বর—শীত করিয়া শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইয়া যে জ্বর আসে তাহা। কম্প-যুক্ত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কম্পন—১। চলন, শিহরন, কাঁপুনি, স্পন্দন, vibration. কম্প্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। কম্পকারক। বিণ। ৩। শিশির ঋতু, শীতকাল। কম্প্+ণিচ্+অনট্ কর্তৃ। বি, পুং।

কম্পমান—যে কাঁপিতেছে এরূপ, কম্পান্বিত। কম্প্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-মানতা**।

কম্পাউণ্ডার—ঔষধালয়ের ঔষধমিশ্রণ-কারক কর্মচারী, যে রোগীর সেবার জন্য ঔষধ

সরবরাহ করে এরূপ ব্যক্তি। <ইং 'compounder'. বি।

কম্পাউণ্ডারি—কম্পাউণ্ডারের কাজ বা পেশা। কম্পাউণ্ডার+ই কর্মার্থে। ইং মু। বি।

কম্পান্বিত—কম্পযুক্ত ; সকম্প, কম্পিত। কম্প দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কম্পাস—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, (জ্যামিতি) বৃত্তাদি অঙ্কনের যন্ত্র। <ইং 'compass'. বি।

কম্পিত—১। কম্পযুক্ত, ভীত। কম্প্+ক্ত কর্তৃ। ২। চালিত। কম্প্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কম্পিতাঙ্গ—১। কম্পমান অঙ্গ, শরীরের যে অংশ কাঁপিতেছে তাহা। কম্পিত এমন অঙ্গ, কর্মধা। বি, পুং। ২। কম্পান্বিত দেহযুক্ত, যাহার শরীর কাঁপিতেছে এমন। কম্পিত অঙ্গ যাহার বহু। বিণ।

কম্পোজ—কোন কিছু ছাপিবার জন্য অক্ষর-সংস্থাপন। <ইং 'compose' বি।

কম্পোজিটার—ছাপিবার জন্য অক্ষর-সংস্থাপক, মুদ্রাকর। <ইং 'compositor'. বি।

কম্পোজিটরি, -টারি—কম্পোজিটরের কাজ, ছাপিবার জন্য অক্ষর সংস্থাপন। কম্পোজিটর+ই কর্মার্থে। ইং-মু। বি।

কম্প্র—কম্পিত, চলিত ; ভীত। কম্প্+র কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

কম্ফর্ট—পশমী গলবেষ্টনী। <ইং 'comforter'. বি।

কম্ফর্টা, -টার—পশমী গলবন্ধনী। <ইং 'comforter'. বি।

কম্বল—১। মেষাদিলোমরচিত আসন; জল। বি, ক্লী। ২। উত্তরীয়-বস্ত্র, উত্তরাসঙ্গ, শীতনিবারক পশুলোমের মোটা আচ্ছাদনবস্ত্র, কৃমি; গলকম্বল। কম্+কলচ্। বি; পুং।

কম্বলী (-লিন্)—১। গলকম্বলবিশিষ্ট গবাদি পশু। বি; পুং। ২। যাহার কম্বল আছে এরূপ ('— ব্যক্তি')। কম্বল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

কম্বু—১। শঙ্খ, শাঁখ; হস্তী। বি; পুং বা ক্লী। ২। শম্বুক, শামুক; বলয়, অঙ্গুরীয়। বি; ক্লী। ৩। গ্রীবা, ঘাড়। বি; স্ত্রী। ৪। নানাবর্ণ, চিত্রবিচিত্র। কম্+বুক কর্ম। বিণ।

কম্বুকণ্ঠ—১। শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা, শঙ্খের ন্যায় বলিযুক্ত গলদেশ; শঙ্খের ন্যায় মধুর অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কম্বুসদৃশ কণ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। শঙ্খবৎ-গ্রীবাবিশিষ্ট; শঙ্খবৎ মধুরগম্ভীর-কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। কম্বুসদৃশ কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ণ্ঠা, -ণ্ঠী**।

কম্বুকণ্ঠী—যাহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় রেখা-ত্রয়যুক্ত এরূপ ('— স্ত্রী'), কম্বুগ্রীবা। কম্বুসদৃশ কণ্ঠ যাহার, বহু+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

কম্বুগ্রীব—যাহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় রেখা-ত্রয়যুক্ত (কবিগণ সচরাচর শঙ্খের সহিত গ্রীবার তুলনা দিয়া থাকেন)। কম্বুর ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রীবা**। বি, **-গ্রীবা**।

কম্বুরেখ—শঙ্খের মত কুণ্ডলিত, ঘুরানো, পেঁচানো, spiral. কম্বুর রেখার ন্যায় রেখা যাহাতে, বহু। বিণ।

কম্বোজ—১। শঙ্খ বিঃ; হাতি বিঃ। কম্ব্ (গমন করা)+ওজ কর্তৃ। ২। দেশ বিঃ, ছিন্দুস্ত। কম্ব্+ওজ অধি। বি; পুং।

কম্যুনিস্ট—সাম্যবাদী, সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করিয়া জনসাধারণের হস্তেই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করা উচিত—এই মতাবলম্বী। <ইং 'Communist' বি।

কম্র—১। অভিলাষী; কামুক। কম্ (ইচ্ছা করা)+র কর্তৃ, শীলার্থে। ২। কমনীয়, মনোহর। কম্+র কর্ম। বিণ।

কয়—১। কতগুলি। 'কত' (<কিয়ৎ)-শব্দজ। সংখ্যাবাচক বিণ। ২। কহে, বলে। বাংপ্র। ক্রি।

কয়রা—ঈষৎ পাংশুবর্ণ বা ঈষৎ পাংশুবর্ণ-বিশিষ্ট, কতকটা পাঁশুটে রং বা রঙের। প্রাদে। বি বা বিণ।

কয়রা-কানা—বর্ণ চিনিতে অসমর্থ। প্রাদে। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

কয়ল—করিল, কহিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

কয়লহু, কয়লহুঁ, কয়লু—করিলাম; কহিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

কয়লা—১। খনিজ কৃষ্ণবর্ণ দাহ্য বস্তু বিঃ, অঙ্গার, দগ্ধকাষ্ঠ। <প্রাকৃত 'কোইলা'। বি। ২। করিল, কহিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

কয়লা-নিয়ামক—কয়লার আগমনিগমের হিসাব-পরীক্ষক, Controller of Coal. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কয়লি—করিলি। প্রা কপ্র। ক্রি।

কয়া—১। সহা; বলা; করা। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। জলক্রীড়া; ফড়িং বিঃ। প্রাদে। বি।

কয়াল—ধান্যাদি পরিমাপকারী; মালপত্র মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেওয়া যাহার কাজ এরূপ ব্যক্তি, মাপনদার, তৌলিক। বাংপ্র। বি।

কয়ালি, -লী—কয়ালের পারিশ্রমিক; কয়ালের কাজ। কয়াল+ই, ঈ বেতনার্থে। বাংপ্র। বি।

কয়েক, কতক—কতিপয়। বাংপ্র। বিণ।

কয়েত-বেল—কপিত্থ, বেলের আকার-যুক্ত অম্ল ফল। <কপিত্থবিল্ব। বি।

কয়েদ—১। জেল, কারা, ফটক; কারাদণ্ড। বি। ২। কারারুদ্ধ। <আ 'কইদ'। বিণ।

কয়েদী—কারারুদ্ধ ব্যক্তি, বন্দী। আ-মু। বি।

কর—১। হস্ত, হাত; হস্তিশুণ্ড; প্রত্যয়, হস্তানক্ষত্র। কৃ+অপ্ করণ। ২। করণ; করকা, শিলা, শুল্ক, ট্যাক্স; রাজস্ব, খাজনা। কৃ+অপ্ কর্ম। ৩। কিরণ; বাঙালী হিন্দুর পদবী বিঃ ('হরিদাস —')। কৃ+অচ্ কর্ম। বি; পুং। ৪। (উপপদ পূর্বে থাকিলে) কারক, জনক। কৃ+ট বা অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-রী, -রা**। ৫। করি, করে, করিয়া। 'কর'-ধাতু। প্রা কপ্র। ক্রি। ৬। প্রাচীন বাংলার ৬ষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ('তা' কর বচনে ভেল সমাধান")। ৭। অনুষ্ঠান কর, পরিণত কর। বাংপ্র। ক্রি।

করই—করে; করিতেছে; করিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করক—১। দাড়িম্ববৃক্ষ, করঞ্জবৃক্ষ; পলাশ-বৃক্ষ; কোবিদারবৃক্ষ; বকুলবৃক্ষ, বাঁশের কোঁড়া; নারিকেলের খোল; পাখি বিঃ। কৃ (বধ করা)+অক (বুণ্) কর্তৃ। বি; পুং। ২। কমণ্ডলু, নারিকেলের মালা। বি, পুং বা ক্লী। ৩। করকা, বর্ষোপল, শিলা। কর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ৪। দাড়িম্বফল; বকুলফল। করক+অচ্ উৎ-পন্নার্থে। বি, ক্লী।

করকঙ্কণন্যায়—একপ্রকার ন্যায় ['কঙ্কণ' শব্দে করের অলংকার বুঝাইয়া থাকে, তবুও 'কঙ্কণ' শব্দের পূর্বে 'কর' শব্দ বসাইয়া 'করকঙ্কণ' বলিলে হস্তাভরণ কঙ্কণকেই বুঝায়। এইরূপ কোন শব্দের অভিধা দ্বারা অর্থ বুঝা গেলেও পুনরায় কোন বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইতে তাহাকে তাহার অনুরূপ শব্দের সহিত যোগ করিলে করকঙ্কণ ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে]। করস্থিত কঙ্কণ, মধ্যপ কর্মধা; তৎসদৃশ ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

করকচ—সামুদ্রিক লবণ। <কর্কর বা কড়ক। বি।

করকচা—যাত্রায় অশুভ যোগ বিঃ। বি; স্ত্রী।

করকচা, -চে—কাঁচা ও শক্ত, অপক্ব; অপুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

করকচি—কোমল এবং অপূর্ণ নারিকেল; নেয়াপাতি নারিকেলের শাঁস। বাংপ্র। বি।

করকচ্ছপমুদ্রা—দেবতার ধ্যানকালে কর্তব্য হস্তাঙ্গুলি-সংস্থান বিঃ, কচ্ছপের

আকারে বিন্যস্ত হস্তাঙ্গুলি। করকৃত কচ্ছপ, মধ্যপ কর্মধা ; অথবা—থা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

করকচ্ছপিকা—কূর্মমুদ্রা, shell. করকৃতা কচ্ছপিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

করকঞ্জ—করপদ্ম, পদ্মের মত কোমল ও সুন্দর হাত ("চুড়ি কনক করকঞ্জে"—বিদ্যা)। কর কঞ্জ (পদ্ম) সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

করকটি—কাঁকড়া। প্রা কপ্র। বি।

করকটে—১। বামন, খর্বকায় ; কুঁজো ; অপুষ্ট অবস্থায় পক্ক ; রোগহেতু কোঁকড়াটে ; শক্ত। বিণ। ২। কৃষ্ণবর্ণ পাখি বিঃ। বাংপ্র। বি।

করকণা—কটিদেশ, সন্ধিস্থান ; আসন্নপ্রসবা গাভীর প্রসবদ্বারের অবস্থা বিঃ। প্রাদে। বি।

করকণ্টক—নখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

করকণ্ডুতি, -কণ্ডূয়ন—হাত চুলকানো, হাত সুড়সুড় করা ; কোন কাজ করিবার জন্য প্রবল ঝোঁক, (ব্যঙ্গার্থে) কিছু লিখিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

করকবলিত—হস্তগত ; অধিকৃত, বশীভূত। ৩য়াতৎ। বিণ।

করকমল—হস্তপদ্ম, পদ্মের মত সুন্দর এবং কোমল হস্ত। কর কমলপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

করকম্পন করমর্দন, শিষ্টাচার-প্রদর্শনের নিমিত্ত পরস্পরের হস্তধারণপূর্বক সঞ্চালন, hand shake. ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

করকর—জ্বালা, বালির মত বোধ। বাংপ্র। অনুকার অ।

করকরে -পীড়াদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক ; অমসৃণ, কর্কশ, খসখসে ; কড়া। করকর+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

করকলিত—করধৃত। ৩য়াতৎ। বিণ।

করকা—মেঘজাত শিলা, শিল। করক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

করকাক্ষ—মেঘজাত শিলার ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, শ্বেতনেত্র। করকার ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

করকাপাত—শিলাবৃষ্টি, বৃষ্টিসময়ে আকাশ হইতে শিলা পড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

করকিশলয়, -কিসলয়—হস্তপল্লব, নূতন পত্রের ন্যায় সুন্দর এবং কোমল হস্ত। কর কিশ(স)লয়প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

করকোষ—করপুট, অঞ্জলি। করকৃত কোষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

করকোষ্ঠী—করস্থিত রেখা (ঐ সকল রেখা পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ জীবনের শুভাশুভ ঘটনা নির্দেশ করিয়া থাকেন ; এইরূপে ঐ রেখা দ্বারা কোষ্ঠীর কার্য হয় বলিয়া উহাদিগকে করকোষ্ঠী বলে)। করস্থিত বা কর নির্দিষ্ট কোষ্ঠী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

করকৌশল—(জাদুকর প্রভৃ) হস্তকৌশল, হস্তচালনার নৈপুণ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

করগ্রহ, -গ্রহণ—পাণিগ্রহণ, বিবাহ ; হস্তধারণ ; প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়। করের (হস্তের, খাজনার) গ্রহ, গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

করগ্রাহ—পাণিগ্রহণকর্তা, পতি, ভর্তা, স্বামী ; রাজস্ব-আদায়কারী। উপতৎ ; কর—গ্রহ্+ অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

করগ্রাহক—রাজস্বগ্রহণকারী, খাজনা-আদায়কারী, তহসিলদার। করের গ্রাহক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিকা।

করগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—রাজস্বগ্রহণকারী, তহসিলদার। উপতৎ ; কর—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী। বি, -গ্রাহিতা।

করঘর্ষণ—১। দধিমন্থন দণ্ড। করের ঘর্ষণ হয় যদ্দারা, বহু। বি ; পুং। ২। হস্ত ঘর্ষণ, হাত কচলানো, কোন বস্তুতে হাত দিয়া ঘর্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

করঙ্ক—কমণ্ডলু ; শরীরাস্থি ; নারিকেলের খোল ; মস্তক ; মাথার খুলি ; ভিক্ষাপাত্র, খুঙ্গি ; ডিবে, কৌটা ; ইক্ষু বিঃ। কর (নিক্ষেপযোগ্য) অঙ্ক (গর্ভ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

করঙ্গ—জলপাত্র বিঃ ("কমণ্ডলু তুম্বীফল, করঙ্গ পিবারে জল, হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ"—ভারত)। <করঙ্ক। বি।

করঙ্গুলি—হস্তাঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল। প্রা কপ্র। বি।

করচা—সংক্ষিপ্ত স্মারকলিপি ; পদ্যে লিখিত ইতিবৃত্ত বিঃ ; প্রাপ্য খাজনার হিসাব। <কারিকা। বি।

করচালি, -লু—হাতা, খুন্তি। প্রাদে। বি।

করচ্ছদ—খাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ। করবৎ ছদ (দল) যাহার, বহু। বি ; পুং।

করজ—১। নখ। বি ; পুং। ২। হস্ত-জাত। উপতৎ ; কর—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ৩। ব্যাঘ্রনখনামক গন্ধদ্রব্য, নখী ; করঞ্জবৃক্ষ, করমচা গাছ। ক (মস্তক বা জল) —রন্জ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং। ৪। ধার, দেনা। <কর্জ্। বি।

করজোড়—১। দুই হস্তের একত্রীকরণ, অঞ্জলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। কৃতাঞ্জলি। কর জোড় (আবদ্ধ) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

করজোড়ে—কৃতাঞ্জলিপুটে, হাত জোড় করিয়া। কর জোড় (আবদ্ধ) আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

করঞ্জ, -ঞ্জক—করমচা গাছ। ক (মস্তক বা জল)—রন্জ্+ণিচ্ (বং করা)+অচ্ কর্তৃ ; করঞ্জ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

করণ—১। কারক বিঃ, সাধকতম, যাহা দ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয় তাহা, কার্যের প্রধান-সাধন, কার্যের উপাদান, উপকরণ ; কারণ ; রতিবন্ধ ; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় ; (জ্যোতিষ) এক-একটি তিথির অর্ধ-পরিমাণ (ববকরণ, ধ্রুবকরণ ইঃ)। কৃ+অনট্ করণ। ২। শরীর, কার্য। কৃ+অনট্ কর্ম। ৩। ক্ষেত্র, স্থান ; লিপিকবসংহতি, কর্মস্থল, কাছারি, অফিস, office. কৃ+অনট্ অধি। ৪। সম্পাদন, সাধন, অনুষ্ঠান ; হস্ত দ্বারা লেপন ; নৃত্যগীতে করাঙ্গভঙ্গিময়। কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৫। কায়স্থ ; লেখক, লিপিকর ; স্রষ্টা, নির্মাতা। কৃ+অনট্ কর্তৃ। বি ; পুং।

করণ-কারণ—১। স্বয়ং অনুষ্ঠান করা এবং অন্যের দ্বারা করানো। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। ২। আদান-প্রদান ; আচার-ব্যবহার ; বিবাহাদি সম্বন্ধ। বাংপ্র। বি।

করণতা—উপায় ; সহায়তা ; কর্তৃত্ব ; সাধকত্ব, instrumentality. করণ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

করণা—রতিবন্ধ। প্রা কপ্র। বি।

করণাধিপ—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেব বিঃ [যথা চক্ষুর সূর্য, কর্ণের দিক্, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, জিহ্বার প্রচেতাঃ এবং ত্বকের বায়ু] ; জীব ; আত্মা। করণের (ইন্দ্রিয়ের) অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

করণাধ্যক্ষ—কোন অফিসের রেজিস্ট্রার, দলিলাদির মুখ্যনিবন্ধক, Registrar. করণের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

করণি—কার্য। প্রা কপ্র। বি।

করণিক—কেরানী ; যে মুসাবিদা করে, clerk. করণ+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি ; পুং।

করণী—(বীজগণিত) যে রাশির বর্গমূলাদি নির্ণীত হয় না তাহা, surd. করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

করণীয়—কর্তব্য, যাহা করা উচিত এরূপ। কৃ+অনীয় কর্ম। বিণ। **করণীয় ঘর**—বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনের উপযুক্ত বংশ।

করণ্ড—পড়লা ; পেটারি ; টুকরি ; খুঙ্গী ; ঝাঁপি ; সাজি ; ঝুড়ি ; চুপড়ি ; কৌটা প্রঃ ; মধুচক্র, মৌচাক ; কারণ্ডব পক্ষী ; শৈবাল বিঃ। কৃ+অণ্ডচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

করণ্ডিক—যাহাদের উদরে চর্মময় করণ্ডবৎ থলি আছে এরূপ ('— শ্রেণী'), উপজঠরী (ক্যাঙ্গারু ইঃ), marsupial. করণ্ড+

ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ণ্ডিকী।

করণ্ডিকা—ক্ষুদ্র করণ্ড, ক্ষুদ্র পাত্র, ফুলের সাজি। করণ্ড+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

করণ্ডী (-ণ্ডিন্)—মৎস্য। করণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

করত—করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করতঃ (>করত)—করিয়া; আচরণ করিয়া। বাংপ্র। অ।

করতব -তব—কৌশল, কায়দা, (সংগীতে) রাগিণী ইত্যাদিতে নৈপুণ্য দেখানো, গুণ, বিদ্যা। হি মু। বি।

করতল—হস্ততল, হাতের চেলো, হস্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

করতলগত—হস্তগত; যাহা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে এরূপ। করতলকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ। **করতলগত করা**—বশীভূত করা; মুঠোর মধ্যে আনা।

করতল-শিরা—(উদ্ভিদবিদ্যা) যে সকল পত্রশিরা পত্রমধ্যে করতলের আকারে বিস্তৃত থাকে তাহা, palmate venation. বি; স্ত্রী।

করতলামলক—হস্ততলস্থিত আমলকীফল, সেইরূপ সহজলভ্য বস্তু। করের তল, ৬ষ্ঠীতৎ; তৎস্থিত আমলক, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

করতহি—করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করতা—১। বিক্রেয় দ্রব্যের আধারের ওজন, tare. <কড়তা। **করতা ভাঙ্গা, করতা বাদ দেওয়া**—জিনিস-বোঝাই পাত্র হইতে পাত্রের ওজন বাদ দেওয়া। ২। কর্তা, প্রভু, স্বামী। <কর্তা। বি।

করতার—অধিপতি, কর্তা, প্রভু, ভগবান্, দেবতা। প্রা কপ্র। বি।

করতাল—১। দুই করের পরস্পর অভিঘাত, দুই হাতে তালি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিঃ, বড় মন্দিরা, কত্তাল, cymbal. করে তাল (প্রতিষ্ঠা, স্থান) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

করতালি—হাততালি। করের তালি (তাল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

করতালী—হাততালি। করতাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করত্রাণ—দস্তানা; যুদ্ধকালে ব্যবহৃত হাতের বর্ম। বহু। বি; স্ত্রী।

করথ—করক। প্রা কপ্র। ক্রি।

করদ—যে অন্যকে কর দেয় এরূপ, করদানকারী, শুল্কদায়ক। উপতৎ; কর—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

করদনদী—উপনদী, যে নদী পর্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া অন্য নদীতে আসিয়া মিলিত হয় তাহা, tributary. করদা নদী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

করদরাজ—সম্রাট্‌কে করদানকারী নরপতি সামন্ত রাজা, tributary prince. করদ রাজা, কর্মধা (সমাসান্ত টচ্)। বি, পুং।

করদরাজ্য সামন্ত রাজার অধিকৃত স্থান, যাহার শাসনকর্তা সম্রাট্‌কে কর দান করিয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন করেন এরূপ রাজ্য, tributary state কর্মধা। বি; স্ত্রী।

করদাতা (-দাতৃ)—করদানকারী, যাহারা ট্যাক্স দেয় এরূপ, rate-payer. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ব বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

করদায়ী (-য়িন্)—করদানকারী, যে খাজনা বা ট্যাক্স দেয় একপ। উপতৎ, কর—দা+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

করধৃত—হস্তে গৃহীত, হাতে ধরা; যাহাকে হাত দিয়া ধরা হইয়াছে একপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

কর-নির্ধা(র্দ্ধা)র, -নির্ধা(র্দ্ধা)রণ—খাজনার হার নির্ণয়; ট্যাক্স ধার্য করা, assessment. ৬ষ্ঠ তৎ। বি, পুং, স্ত্রী।

করনু—করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

করন্তি—করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করন্যাস—তন্ত্রোক্ত ন্যাস বিঃ; মন্ত্রসহকারে হস্তের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

করপক্ষ—কর অর্থাৎ হস্তই যাহাদের পক্ষস্বরূপ এরূপ প্রাণী (বাদুড় প্রঃ)। কর পক্ষ যাহাদের, বহু। বি; পুং, বা বিণ।

করপত্র—১। ক্রকচ, করাত। করসদৃশ পত্র যাহার, বহু। ২। জলক্রীড়া। কর পত্র (বাহন) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

করপদ্ম—হস্তকমল, পদ্মতুল্য সুন্দর এবং কোমল হস্ত। কর পদ্মপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি, স্ত্রী।

করপল্লব—১। নবপল্লবের ন্যায় শোভাযুক্ত কর, অতিশয় কোমল ও লোহিত আভাযুক্ত কর। কর পল্লবপ্রায়, উপমিত কর্মধা। ২। অঙ্গুলি, করশাখা। ৬ষ্ঠতৎ। বি; পুং, বা স্ত্রী।

করপাত্র—করপুট, অঞ্জলি। করকৃত পাত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

করপাল—খড়্গ; তরবারি। কর—পা+ণিচ্+অপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

করপালিকা, -পালী—ক্ষুদ্র গদাকার হস্তদণ্ড, সোঁটা; ছোরা; মুদ্গর। কর—পালি+ণক কর্তৃ+আপ্; (২য় পক্ষে) করপাল+ঈপ্। বি, স্ত্রী।

করপীড়ন—পাণিগ্রহণ, বিবাহ; করমর্দন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করপুট—জোড়হাত, বিনয় সৌজন্য সম্মান প্রঃ দেখাইবার নিমিত্ত সংযুক্ত হস্তদ্বয়; অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল। করকৃত পুট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

করপুটে—হাত জোড় করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া। করকৃত পুট যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

করপৃষ্ঠ—করতলের পশ্চাদ্ভাগ, হাতের তেলোর পিঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করব—করিব; করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করবাল—১। নখ। করের বাল (শিশু), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। খড়্গ; তরবারি, অসি। উপতৎ; কর—বল্+ণ কর্তৃ। বি; পুং।

করবি—করিবি। প্রা কপ্র। ক্রি।

করবী—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প বা তাহার গাছ ('শ্বেত—', 'রক্ত—')। <করবীর। বি। ২। হিঙ্গুপত্র, হিঙ্গুপাতা। বি; স্ত্রী।

করবীর—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ; খড়্গ; নাগ বিঃ; দৈত্য বিঃ। কর—বীর্+অচ্ কর্তৃ। ২। শ্মশান; দেশ বিঃ; নগরী বিঃ। কর—বীর্+ক ঘঞর্থে অধি। বি, পুং। ৩। পুষ্প বিঃ; পৌরাণিক তীর্থ বিঃ। করবীর+অচ্ ভবার্থে। বি; স্ত্রী।

করভ—১। মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত করবহির্ভাগ। কর—ভা+ক কর্তৃ। ২। হস্তিশাবক, উষ্ট্রশাবক; উষ্ট্র, অশ্বতর; নখী নামক গন্ধদ্রব্য। কৃ+অভচ্ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

করভী—স্ত্রীজাতীয় হস্তিশাবক। করভ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করভীয়—করভপালক; করভসম্বন্ধীয়। করভ+ঈয় সংপালনার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

করভূ—নখ। উপতৎ, কর ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

করভূষণ—হস্তাভরণ, কঙ্কণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করভোরু—করিশুণ্ড-সদৃশ উরুযুক্তা (স্ত্রী)। করভসদৃশ উরু যাহার, বহু। বি বা বিণ; স্ত্রী।

করম—(পদ্যে প্রযুক্ত) ভাগ্য, অদৃষ্ট ("করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন"—বিদ্যা); কার্য; কর্মফল ("করম সঙ্গে চলি যায়"—বিদ্যা)। <কর্ম। প্রা কপ্র। বি।

করমচা—করমচা গাছ বা তাহার ফল। <করমর্দ। বি।

করমর্দ(র্দ্দ)ন—১। করঞ্জবৃক্ষ। কর—মৃদ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। করকম্পন, পরস্পরের হাত চাপিয়া প্রীতিজ্ঞাপন, hand shake. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করমাল—ধূম, ধোঁয়া। করের (কিরণের) মালা যাহাতে, বহু। বি; পুং।

করমালা—১। জপ করিবার জন্য যে শ্রেণী-ক্রমে করপর্ব ব্যবহৃত হয় তাহা (শক্তি-উপাসকদের পক্ষে অনামিকার মধ্যম পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব, পরে কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, পরে অনামিকার অগ্র,

পরে মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল, এবং তর্জনীর মূল এই দশপর্বে জপ করিতে হয়। অষ্টবার জপ-সময়ে অনামিকার মূল পর্ব হইতে পূর্ব প্রণালীতে মধ্যমার মূল পর্যন্ত জপ করিতে হয়। তর্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব জপে নিষিদ্ধ এবং অষ্টবার জপ সময়ে অনামিকার মধ্য ও তর্জনীর মূল নিষিদ্ধ। শক্তিভিন্ন বিষয়ে দশবার জপক্রম,—অনামিকার মধ্য, মূল; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য, অগ্র; অনামিকার এবং মধ্যমার অগ্র এবং তর্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল। মধ্যমার মধ্য ও মূল জপে নিষিদ্ধ। অষ্টবার জপক্রমে—অনামিকার মূল, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, অনামিকার ও মধ্যমার অগ্র এবং তর্জনীর অগ্র ও মধ্য)। করে মালা (অর্থাৎ তৎসদৃশ), ৭মীতৎ। ২। রশ্মিসমূহ, কিরণরাজি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করমালী (-লিন্)—সূর্য; অগ্নি, করজাপক। করমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

করমুক্ত—হস্তচ্যুত; আয়ত্তের বহির্ভূত। ৫মীতৎ। বিণ।

করমুষ্টি—হাতের মুঠো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করযষ্টি—হস্তধৃত দণ্ড হাতের লাঠি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

করয়ে—করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করযোগ্য—যাহার উপর খাজনা আদায় করিতে হয় এমন, taxable. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। **করযোগ্য আয়**—যে পরিমাণ আয়ের আয়কর দিতে হয়, taxable income.

কররুহ—নখ, আঙ্গুল, করবাল, তরবারি। কর—রুহ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

করল—করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

করলা, করেলা, করোলা—উচ্ছে-জাতীয় একশ্রেণীর লম্বা তিক্তাস্বাদ ফল বিঃ। <কারবেল্লক। বি।

করলু, -লুঁ—করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

করশাখা—অঙ্গুলি, আঙ্গুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করশুদ্ধি—'ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা হস্তশোধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করষব—আকর্ষণ করিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

করষয়ে—আকর্ষণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করসি—করিতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

করসূত্র—হস্তের সূত্র, বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্যোপলক্ষে হস্তে ধারণীয় সূত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

করহ, করোহ—কর। কপ্র। ক্রি।

করা—১। অনুষ্ঠান করা, সাধন করা; যত্ন লওয়া, তৎপর হওয়া; জন্মানো, সৃষ্টি করা, উৎপাদন করা; লাগানো; খাটানো; স্থাপন করা; উল্লেখ করা; ছোড়া; চালানো; প্রকাশ করা; স্থির করা; প্রয়োগ করা; সঞ্চালন করা; অর্জন করা; হওয়া, ঘটা; ঘটানো; পরিণত করা; সঞ্চারিত হওয়া; অনুভব করা; বিশেষ উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা; বিভক্ত করা; প্রতিবিধান করা; ভাড়া করা; নির্মাণ করা; ভোগা; আশ্রয় লওয়া; নিয়মিতভাবে যাওয়া আসা; রন্ধন করা; জমানো; রচনা করা; আনা; ব্যবসায় করা। ক্রি। **আমতা-আমতা করা**—সংকুচিতভাবে কথা বলা। **গড় করা**—নমস্কার করা। **গা করা**—মনোযোগ দেওয়া। **ঘর করা**—সংসারযাত্রা নির্বাহ করা। **টিমটিম করা**—অনুজ্জ্বলভাবে জ্বলা; অল্প জোরে কাজ করা। **টোটো করা**—ঘুরিয়া বেড়ানো। **তিলকে তাল করা**—ক্ষুদ্র বিষয়কে বাড়াইয়া তোলা। **তীর্থ করা**—তীর্থে ভ্রমণ করা। **নমো-নমো করা**—কোনমতে সারা। **নাম করা**—খ্যাতি অর্জন করা; কৃতজ্ঞতাস্বরূপে নামোল্লেখ করা; নামোল্লেখ করা। **পাড়া মাথায় করা**—চিৎকার করিয়া গোলমাল বাধানো। **হয়কে নয় করা**—সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা। **হাত করা**—হস্তগত করা; বশীভূত করা। ২। কৃত। কর্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। প্রতি (মণ-করা, শত-করা)। বাংপ্র। অ। [ব্রজবুলি—**করল**—করিল। **করব**—করিবে, করিব। **করবি**—করিবে। **করলুঁ**—করিলাম। **করয়ে, করত**—করে। **করতহি**—করে। **করসি** করিতেছ। **করহ**—কর। **করাও(য়)ল**—করাইল। **করাওত, করায়ত**—করায়।]

করাগ্র—অঙ্গুলির অগ্রভাগ, হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগ। করের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

করাঘাত—চপেটাঘাত, চাপড় মারা। কর দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং। **কপালে বা শিরে করাঘাত**—অত্যন্ত দুঃখে বা অনুতাপে কপাল বা মাথা চাপড়ানো।

করাড়—শর্ত; অঙ্গীকার; জবাব। আ মূ। বি।

করাত—কাঠ চিরিবার যন্ত্র, করপত্র। < করপত্র। বি। **করাতের গুঁড়া**—করাত দিয়া কাঠ চিরিবার সময় যে কাঠের গুঁড়া বাহির হয় তাহা। **শাঁখের করাত**—যে অস্ত্র আসিতেও কাটে, যাইতেও কাটে; যাহা সকলদিকেই বিপদ্ ঘটায় এমন বিষয় বা বস্তু।

করাতকল—যে যন্ত্রে বা কারখানায় কাঠ চেরাই হয়; ইঁদুর ধরিবার কল বিঃ। বাংপ্র। বি।

করাতী—১। করাত-ব্যবহারকারী, করাত দিয়া কাঠ কাটা যাহার ব্যবসায় এরূপ ব্যক্তি। করাত+ঈ তদ্দারা জীবিকা নির্বাহ করে অর্থে। বাংপ্র। বি। ২। নাশকারী, ধ্বংসকারী। প্রা কপ্র। বিণ।

করাধান—করারোপণ (তাহা দ্রঃ)। করের আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

করানো—অন্যের দ্বারা সম্পাদন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

করামত—কেরামত, বাহাদুরি; কৌশল, নৈপুণ্য; অলৌকিক শক্তি। আ-মূ। বি।

করামতি—বাহাদুরি দেখানো; কৌশল-প্রদর্শন, ফন্দিবাজি। আ মূ। বি।

করায়ত্ত—করতলগত, হস্তগত, অধীন। করের আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

করারোপণ—কর-নির্ধারণ, খাজনা স্থির করিয়া দেওয়া, taxation. করের আরোপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করার্থপরিমাণ—করনির্ধারণ জন্য সীমা-নির্ণয়, cadastral survey. করের জন্য ইহা, নিত্য ৪র্থীতৎ; করার্থ যে পরিমাণ, কর্মধা। বি; পুং।

করাল—১। অনন্তমূল-বৃক্ষ। বি; পুং। ২। সর্জরসযুক্ত তৈল, তেলধুনা, গর্জন তৈল; কৃষ্ণ তুলসী। বি; ক্লী। ৩। ভয়ানক; বৃহৎ; মহৎ, দন্তুর; উচ্চ; বিকৃত; বিকট; কর্কশ। কর (বিক্ষেপ)—অল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

করালবদন—১। ভীষণ আনন, ভয়ংকর মুখ। করাল বদন, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ভীষণানন, ভীষণমুখবিশিষ্ট। করাল বদন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-বদনা, -বদনী** (কপ্র)।

করালবদনা—১। কালীমূর্তি। বি; স্ত্রী। ২। ভীষণাননা, ভয়ংকরমূর্তি। করালবদন (২)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

করালী—অগ্নির সপ্তজিহ্বান্তর্গত জিহ্বা বিঃ; চণ্ডিকা; জ্বালা। করাল+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

করাস্ফোট—তাল ঠোকা, বক্ষঃস্থলে এক-হস্ত সংকুচিত ভাবে রাখিয়া বাহুর উপর অন্য হস্তের আঘাতের দ্বারা শব্দকরণ; বাহ্বাস্ফোট। কর দ্বারা অস্ফোট, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

করি-অরি—হস্তীর শত্রু; সিংহ। করীর অরি, ৬ষ্ঠীতৎ (সন্ধি হয় নাই)। কপ্র। বি।

করিকর—হস্তিশুণ্ড, হাতির শুঁড়; (কাম-শাস্ত্রে) যুক্ত অনামিকা ও তর্জনীর উপরে স্থাপিত মধ্যমাঙ্গুলি। করীর ('করিন্'-শব্দ) কর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করিকরভ—হস্তিশাবক। করীর ('করিন্'-শব্দ) করভ, ৬ষ্ঠীতৎ (করভ-শব্দের অর্থই করিশাবক, সুতরাং 'করী' পদটি অনাবশ্যক;

প্রয়োগটি 'নয়নাশ্রু'-শব্দের মত)। বি; পুং।

করিকুম্ভ—গজকুম্ভ, হস্তিমস্তকস্থ কুম্ভ। করীর ('করিন্'-শব্দ) কুম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করিঞা—করিয়া ("জীবন যাপসি করম করিঞা"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। ক্রি।

করিণী—হস্তিনী, পদ্মিনী। করিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করিতকর্মা—বহু কার্যের অনুষ্ঠাতা, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ; <কৃতকর্মা। বিণ।

করিতুঁ—করিতাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

করিন্—'করী' দ্রঃ।

করিবর—হস্তিশ্রেষ্ঠ। করিমধ্যে ('করিন্'-শব্দ) বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

করিম, করীম—১। করুণাময়, দয়াময়। বিণ। ২। খোদা, ঈশ্বর। আ। বি।

করিয়—করিও। প্রা কপ্র। ক্রি।

করিয়া—১। লইয়া; দ্বারা; প্রকারে; ক্রমে; কারণে। অ। ২। করিবার পর। বাংপ্র। অস-ক্রি। **করিয়া কর্মিয়া**—চেষ্টাচরিত্র করিয়া, হাতে-কলমে করিয়া।

করিয়ে—করিতে সমর্থ, কার্যনিপুণ। কর্+ইয়ে (<ইয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

করিষ্ণু—করণশীল, কার্য করাই যাহার স্বভাব এরূপ। কৃ+ইষ্ণু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

করিষ্যমাণ—১। যে সম্পাদন করিবে এমন। কৃ+স্যমান কর্তৃ। ২। যাহা সম্পাদিত হইবে এমন। কৃ+স্যমান কর্ম। বিণ।

করিহ—করিও। কপ্র। ক্রি।

করী (করিন্)—হস্তী। কর (শুণ্ড)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—**করিণী**।

করীন্দ্র—হস্তিশ্রেষ্ঠ; ঐরাবত। করিমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

করীম—'করিম' দ্রঃ।

করীষ—শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। কৃ+ঈষন্ কর্ম। বি; পুং বা ক্লী।

করীষাগ্নি—ঘুঁটের আগুন। করীষজাত অগ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

করু—করুক; করে; করিও। প্রা কপ্র। ক্রি।

করুই—শস্যভাণ্ডার, ধান্যাদির গোলা। প্রাদে। বি।

করুকা—করুন। প্রা কপ্র। ক্রি।

করুগেট—ঢেউখেলানো টিন, ঢেউ টিন, ঢেউখেলানো লোহার চাদর। <ইং 'corrugated'. বি।

করুণ—১। কাব্যরস বিঃ। বি। কৃ+উনন্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। দুঃখিত; শোকার্ত; শোকব্যঞ্জক; শোকজনক; শোকসংক্রান্ত; কাতর; দয়ালু। কৃ+উনন্ কর্ম। বিণ।

করুণা—১। দয়া, অনুকম্পা; কাতর উক্তি, কাকুতি; গন্ধরাজ বিঃ। কৃ+উনন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। দরিদ্রা; অনাথা; দুঃখিতা; করুণাসম্পন্না। করুণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

করুণাকর—কৃপানিধি, অতিশয় দয়াবান্। করুণার আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করুণানিকর—কৃপাসিন্ধু, দয়াময় ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করুণানিদান—দয়াময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

করুণা-নিধান, -নিধি—দয়ার সমুদ্র, দয়ার সাগর; অনন্তদয়াময়; ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

করুণা-পারাবার—দয়ার সাগর, খুব দয়ালু ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

করুণাময়—অতিশয় করুণাসম্পন্ন, দয়াময়। করুণা+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

করেণু—১। হস্তী; কর্ণিকার বৃক্ষ। বি; পুং। ২। হস্তিনী। কৃ+এণু কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

করেণুকা—হস্তিনী। কৃ+এণু কর্তৃ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

করেলা—করলা। <কারবেল্লক। বি।

করোচ—টেঁক, টঁ্যাক। বাংপ্র। বি।

করোট—মাথার খুলি। ক (মস্তক)—রুট্ (দীপ্তি পাওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। বিণ, **-টীয়, -টিক**।

করোটি, করোটী—মাথার খুলি; মাথার খুলি এবং মুখমণ্ডলের অস্থি দ্বারা গঠিত অংশ, skull. ক (মস্তক)—রুট্ (দীপ্তি পাওয়া)+ইন্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

করোটিকা—(শারীরবিদ্যা) মাথার খুলি, cranium. করোটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

করোয়া—নারিকেল খোলের জলপাত্র; কমণ্ডলু। প্রাদে। বি।

কর্ক—১। কুলীর; দর্পণ; ঘট। কৃ+ক কর্ম। ২। কর্কটরাশি; অগ্নি; কর্কট বৃক্ষ, কাঁকুড় গাছ; কণ্টক। কৃ+ক কর্তৃ। বি; পুং। ৩। শ্বেতবর্ণ; শ্রেষ্ঠ। বিণ। ৪। শিশি বা বোতলের ছিপি; গাছ বিঃর ছাল। < ইং 'cork'. বি।

কর্কট, কর্কটক—কাঁকড়া; করকটিয়া বা কর্কটিয়া পক্ষী; লাউগাছ; কাঁকুড় গাছ; শিমুল গাছ; ক্ষুদ্র আমলকী; কটফল; ইক্ষু বিঃ; পদ্মকন্দ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে চতুর্থ রাশি; (আয়ুর্বেদ) ব্যাধি বিঃ, cancer; নাগ বিঃ। কর্ক্+অটন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কর্কটক্রান্তি—(জ্যোতিষ) উত্তরায়ণান্ত, Summer Solstice. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্কটক্রান্তিবৃত্ত—নিরক্ষরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে কল্পিত অক্ষরেখা, উত্তরায়ণবৃত্ত, Tropic of Cancer. কর্কটের (ঐ রাশির) ক্রান্তি যাহাতে, বহু; সেই বৃত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী।

কর্কটে—১। করকটিয়া পাখি। <কর্কটু। বি। ২। কুঁজো; কর্কশশব্দকারী; খর্ব। বাংপ্র। বিণ।

কর্কর—কর্কশ; কঠিন। উপতৎ; কর্ক—রা+ক কর্তৃ। বিণ।

কর্কশ—কঠিন; নির্দয়; অতিশয় শ্রুতিকটু; ক্রুর; সাহসী; অকোমল; অমসৃণ, খরখরে; খসখসে; কৃপণ। কর্ক (কাঠিন্য)+শ আছে অর্থে। বিণ। বি—**কর্কশতা, কার্কশ্য**।

কর্কোট, কর্কোটক—কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে জাত নাগ বিঃ; বিল্ববৃক্ষ; ইক্ষু; কাঁকরোল; কাঁকুড়গাছ। কর্ক+ওট কর্তৃ; +কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কর্কোটিকা, কর্কোটি—কর্কোটক, কাঁকরোল। কর্কোট+কন্ স্বার্থে+আপ্; কর্কোট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্চ(র্চ্চ)রিকা, কর্চ(র্চ্চ)রী—পুরিকা বিঃ, কচুরী। ক (জল)—চুর্ (শুষ্ক করা)+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্=কর্চরী; (১ম পক্ষে) তদুত্তরে কন্ স্বার্থে+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

কর্জ—ঋণ, ধার, দেনা। <আ 'কর্জ্'। বি।

কর্জপত্র—ধারদেনা; খত, স্বীকৃতিপত্র। আ-মু। বি।

কর্জা—ঋণস্বরূপ গৃহীত। আ-মু। বিণ।

কর্ণ—১। কান। কর্ণি (শ্রবণ করা)+অচ্ করণ। ২। ক্ষেপণী, দাঁড়; হাইল; (জ্যামিতি) যে সরলরেখা দ্বারা চতুর্ভুজের দুই বিপরীত কোণ সংযুক্ত হয় তাহা, diagonal; সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু, hypotenuse. কৃ (বিক্ষেপ করা)+নন্ কর্ম। ৩। (মহাভারত) পাণ্ডবজননী কুন্তীর কুমারী-অবস্থায় জাত পুত্র [চরিতাবলী দ্রঃ]। বি; পুং।

কর্ণক—নিয়ন্তা; কর্ণধার। উপতৎ; কর্ণ—কৈ+ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কর্ণিকা**।

কর্ণকটু—শ্রুতিকটু, কর্কশস্বর, দুঃশ্রাব্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ণকণ্ডূ—কর্ণরোগ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ণকীটী—কীট বিঃ, কানকোটারি, কেন্নো। কর্ণা (ক্ষুদ্রা) কীটী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কর্ণকুণ্ডল—কর্ণাঙ্গুরীয়, কর্ণভূষণ, কানবালা, মাকড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কর্ণকুহর, -কূপ—কর্ণের ছিদ্র, শ্রবণেন্দ্রিয়-বিবর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কর্ণকূপ—কানকুয়া, কানকো, জলজ জীবগণের শ্বাসযন্ত্র বিঃ। কর্ণ কূপপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

কর্ণকৃমি—রোগ বিঃ। কর্ণের কৃমি যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

কর্ণগত—শ্রবণগোচর, শ্রুত। কর্ণকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

কর্ণগোচর—শ্রুতিগোচর, শ্রবণযোগ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ণগোলক—কানের হাঁড়ি, কর্ণের গোলাকার বহির্ভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ণগ্রাহ—নাবিক, কর্ণধার। উপতৎ ; কর্ণ (হাইল)—গ্রহ্ + অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কর্ণছিদ্র—কর্ণরন্ধ্র, কর্ণবিবর, কানের ফুটা ; অলংকার-ধারণার্থ কর্ণে কৃত ছিদ্র। কর্ণের ছিদ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ণধার—নাবিক, কাণ্ডারী। উপতৎ ; কর্ণ—ধৃ + অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কর্ণনাদ—কর্ণমধ্যে উপজাত শব্দ বিঃ, অঙ্গুলিদ্বারা আচ্ছাদিত কর্ণে সঞ্জাত ভোঁভোঁ শব্দ। ৭মীতৎ। বি, পুং।

কর্ণপট—কর্ণের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম চর্মের আস্তরণ বা পর্দা, কর্ণমধ্যস্থিত শব্দগ্রাহক চর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কর্ণপটহ—কর্ণপট, কর্ণমধ্যস্থিত শব্দগ্রাহক সূক্ষ্ম পর্দা, ear-drum. কর্ণমধ্যস্থ পটহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কর্ণপথ—কর্ণমধ্যে শব্দপ্রবেশযোগ্য পথ, কর্ণকুহর। কর্ণের পন্থা ('পথিন্'-শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ + অচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

কর্ণপরম্পরা—শ্রবণ-পরম্পরা, এক কান হইতে আর এক কান, এক জনের নিকট হইতে শুনিয়া অন্য এক জনকে বলা, পরস্পর কানাকানি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ণপাত—কর্ণসংযোগ, কান দেওয়া ; শোনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ণবিলম্বী (-লম্বিন্)—কর্ণে লম্বমান, কানে ঝুলানো। কর্ণে বিলম্বী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

কর্ণবেধ—সংস্কার বিঃ, কান বিঁধানো। [গর্গমুনি বলেন—ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম মাসে ও বৎসরে অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে কর্ণবেধ প্রশস্ত ; ইহাতে পুষ্টি, আয়ুঃ ও শ্রী বর্ধিত হয়। শুক্লপক্ষে এবং শুভদিনে কর্ণবেধ করিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের দেশে চূড়াকরণকালে এই সংস্কারকার্য অনুষ্ঠিত হয়]। কর্ণের বেধ (বিদ্ধকরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ণবেধনিকা, -বেধনী—কর্ণবেধনাস্ত্র, কান ফুঁড়িবার ছুঁচ বা কলা। কর্ণ—বিধ্ + অনট্ করণ + ঈপ্ ; (১ম পক্ষে) কর্ণবেধনী + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্ণভূষণ—কর্ণাভরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ণমদ্গুর—মৎস্য বিঃ, কানমাগুর। কর্ণাখ্য মদ্গুর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কর্ণমল—কানের ময়লা, খইল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ণমূল—কর্ণের নিম্নভাগ, কানের গোড়া ; কানের গোড়ায় গ্রন্থিস্ফীতি রোগ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ণরন্ধ্র—কর্ণকুহর, কানের গর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ণরোগ—কানের পীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ণশূল—কর্ণের বেদনা, কর্ণের যাতনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ণহীন—বধির, কালা ; হালশূন্য। ৩যাতৎ। বিণ।

কর্ণাকর্ণি—কানাকানি, পরস্পর ফুসফুসানি। কর্ণে কর্ণে এই মন্ত্রণা হয় এই বাক্যে, ব্যতিহার বহু (সমাসান্ত ইচ্)। ক্রি-বিণ।

কর্ণাট—দক্ষিণভারতের স্থান বিঃ, রাগিণী বিঃ। বি ; পুং। [স্ত্রী।

কর্ণাটিকা—কর্ণাট-দেশের নামান্তর। বি ;

কর্ণাটী—রাগিণী বিঃ ; কর্ণাটরাজমহিষী ; কর্ণাটদেশীয়া স্ত্রী ; কাব্যের রীতি বিঃ। কর্ণাট + অণ্ ভবাদ্যর্থে (প্রত্যয়ের লোপ) + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্ণান্তর—১। কর্ণমধ্য, কর্ণকুহর, কর্ণরন্ধ্র। কর্ণের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্য কান, দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রবণ। অন্য কর্ণ, নিত্য। বি ; ক্লী।

কর্ণাভরণ—কর্ণালংকার, কানের গহনা। কর্ণের আভরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ণিক—১। কর্ণযুক্ত ; দীর্ঘকর্ণ ; হাইলযুক্ত। কর্ণ + ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। ২। কর্ণধার, মাঝি। কর্ণ + ইকন্ ব্যবহার করে অর্থে। বি ; পুং। ৩। রাজমিস্ত্রীগণের ব্যবহার্য বালি সিমেন্ট ইঃ লাগাইবার যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

কর্ণিকার—১। গণিকারী গাছ ; ছোট সোঁদাল গাছ ; পদ্মের পাপড়ির অগ্রভাগ। উপতৎ ; কর্ণিকা—কৃ + অণ্ কর্তৃ। বি, পুং। ২। স্বর্ণবর্ণ পুষ্প বিঃ, সোঁদাল ফুল। কর্ণিকার + অণ্ তৎপুষ্পার্থে। বি ; ক্লী।

কর্ণিল—দীর্ঘকর্ণ, কর্ণযুক্ত। কর্ণ + ইল যুক্তার্থে। বিণ।

কর্ণী (কর্ণিন্)—১। কর্ণযুক্ত ; কর্ণসম্বন্ধীয় ; দীর্ঘকর্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কর্ণিনী**। ২। বর্ষপর্বত বিঃ [বর্ষপর্বত সাতটি—হিমালয়, হেমকূট, নিষেধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী ও শৃঙ্গী] ; কুটিলাবয়বযুক্ত বাণ বিঃ ; কর্ণধার, মাঝি। কর্ণ + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কর্ণেজপ—সূচক ; খল ; গোয়েন্দা ; যে কুমন্ত্রণা দিয়া মনোভঙ্গ করিয়া দেয় এরূপ ব্যক্তি ; কুপরামর্শদায়ক। অলুক্ উপতৎ ; কর্ণে—জপ্ + অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কর্ণ্য—কর্ণ হইতে জাত (মলাদি)। কর্ণ + যৎ ভবার্থে। বিণ।

কর্ত(র্ত্ত)ন—ছেদন, কাটা। কৃৎ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

কর্ত(র্ত্ত)নী—যাহা দ্বারা কর্তন করা যায় সেই অস্ত্র, কাঁচি। কৃত্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্তব—গীতাদিতে সুরের নানাপ্রকার কৌশল প্রদর্শন। হি-মু। বি।

কর্ত(র্ত্ত)ব্য—১। করণীয়, করিবার যোগ্য, উচিত, বিধেয়। বিণ। ২। করণীয় কাজ। বি ; ক্লী। ৩। কর্তনীয়, ছেদনীয়। কৃৎ + তব্য কর্ম। বিণ।

কর্তব্যকর্ম (-কর্মন্), **কর্ত্তব্যকর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—করণীয়কার্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যজ্ঞান—কর্তব্যবোধ, কী করিতে হইবে বা করা উচিত তাহার সম্বন্ধে ধারণা, দায়িত্ববোধ। কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যতা, -ত্ব—বিধেয়তা, ঔচিত্য। কর্তব্য + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যনিষ্ঠ—করণীয় কার্যে একান্ত আসক্ত, কর্তব্যপরায়ণ। কর্তব্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যনিষ্ঠা—১। করণীয় কার্যে আসক্তি, কর্তব্যের প্রতি আগ্রহ। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। কর্তব্যপরায়ণা, কর্তব্যকার্যে আস্থাসম্পন্না। কর্তব্যনিষ্ঠ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যপরাঙ্মুখ—কর্তব্যকার্য করিতে অনিচ্ছুক, কর্তব্যে যত্নহীন। কর্তব্য হইতে বা কর্তব্যে পরাঙ্মুখ, ৫মীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পরাঙ্মুখী, -খা**।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যপরায়ণ—কর্তব্যনিষ্ঠ, করণীয় কার্য সম্পাদনে একান্ত যত্নশীল। কর্তব্যই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যপালন—যথাযথভাবে করণীয় কার্যের সম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যবিমুখ—করণীয় কার্য করিতে অনিচ্ছুক, কর্তব্যে যত্নশূন্য। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিমুখী, -বিমুখা**।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যবিমূঢ়—কর্তব্যজ্ঞানশূন্য, কী করিতে হইবে তাহা বুঝিতে অক্ষম। ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যভার—করণীয় কার্যের দায়িত্ব ; কর্তব্যসম্পাদনরূপ কঠোর কার্য। কর্মধা। বি ; পুং।

কর্ত(র্ত্ত)ব্যাকর্ত(র্ত্ত)ব্য—করণীয় ও অকরণীয় কার্য, কার্যাকার্য, যাহা করা উচিত এবং করা উচিত নয় এই উভয়বিধ কার্য। কর্তব্য ও অকর্তব্য, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কর্ত্ত(র্ত্ত)রিকা—কাঁচি ; ছুরি ; কাটারি ; দা। কর্ত্তরী+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্ত্ত(র্ত্ত)রী—১। একশ্রেণীর কাঁচি, কাতারি ; ছুরি ; দা, কাটারি। কৃত্+অরন্ করণ+ঈপ্। ২। বাণপুচ্ছ। কৃত্+অরন্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্ত্তা (কর্তৃ), **কর্ত্তা** (কর্তৃ)—১। (ব্যাকরণ) কারক বিঃ ; ক্রিয়া-সম্পাদক বা প্রযোজক পদ। বি ; পুং। ২। কার্যকারক ; প্রণেতা ; ক্রিয়ানুকূল ; কৃতিমান্ ; বিধাতা ; প্রভু ; অধ্যক্ষ ; হিন্দু যৌথ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ; (বাংপ্র) পতি, স্বামী ; পূর্বপুরুষ ; জমিদার। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী—**কর্ত্রী**। ৩। ব্রহ্মা, বিধাতা ; মহাদেব ; বিষ্ণু। কৃ+তৃচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৪। যে কর্তন করে, ছেদক। কৃৎ+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পুং।

কর্তাভজা—মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্ত-সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তাহার শাখাস্বরূপ ধর্মসম্প্রদায় বিঃ [খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলে চাঁদ নামে এক মহাপুরুষ এই ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে 'জয়কর্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম 'কর্তা-ভজা' হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নাই] ; (ব্যঙ্গার্থে) প্রভুর বা উপরওয়ালার তোষামোদকারী। কর্তাকে ভজে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কর্ত্তি(র্ত্তি)ত—ছেদিত, ছিন্ন, কাটা। কৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কর্তৃ(র্তৃ)ক—কর্তৃত্বে, দ্বারা। সংস্কৃত বহুব্রীহি সমাসের অন্তস্থিত 'কর্তৃ'-শব্দ হইতে আগত। বাংপ্র। অ।

কর্তৃ(র্তৃ)কা—ক্ষুদ্র খড়্গ ; ছোট কাটারি ; ছোট তরোয়াল ; ছোরা। কৃত্+তৃচ্ কর্তৃ+ক সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্তৃ(র্তৃ)কারক—(ব্যাকরণ) ক্রিয়া-সম্পাদক ; প্রযোজক। কর্তাই কারক, কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্তৃ(র্তৃ)ত্ব—প্রভুত্ব, আধিপত্য ; অধিকার ; কারকত্ব ; সাধকত্ব। কর্তৃ+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

কর্তৃ(র্তৃ)পদ—ক্রিয়াসম্পাদক শব্দ, the nominative. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্তৃ(র্তৃ)পক্ষ—কর্তাদিগের দল, কর্তা এবং তৎসহকারী ব্যক্তিবর্গ ; কোন বিষয়ের ভার-প্রাপ্ত বা মাতব্বর লোকেরা। কর্তাদের পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্তৃ(র্তৃ)বাচ্য—(ব্যাকরণ) যে বাচ্যে কর্তা উক্ত বা কথিত হয় অর্থাৎ কর্তা প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হয় সেই বাচ্য, the active voice. কর্তা বাচ্য যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

কর্ত্রী, কর্ত্রী—১। প্রধানা স্ত্রী, গৃহিণী, গৃহস্বামিনী ; কার্যকারিকা। কর্তৃ+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী। পুং—**কর্তা**। ২। কর্তরী, কাটারি। কৃত্+তৃচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্দ(র্দ্দ)ম—১। পঙ্ক, কাদা ; পাপ ; মনু-কন্যা দেবহূতির স্বামী ; প্রজাপতি বিঃ, কপিলের পিতা। বি ; পুং। ২। মাংস। কর্দ (কুৎসিত শব্দ করা)+অম কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লী।

কর্দ(র্দ্দ)মশিলা—(ভূতত্ত্ব) পালল শিলা দ্বারা গঠিত পর্বতের মধ্যে স্থানে স্থানে বিদ্যমান কর্দমাকার শিলা, clay-rock. কর্দমাকার শিলা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কর্দ(র্দ্দ)মাক্ত—পঙ্কলিপ্ত, কাদায় ভরা, কাদামাখানো। কর্দম দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্দ(র্দ্দ)মিত—কর্দমযুক্ত, পঙ্কিল। কর্দম+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

কর্ণেল—সৈন্যবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিঃ। <ইং 'colonel'. বি।

কর্প—কার্পাসতুলা ("তাহে হয় মাষ মসুরী তিল কর্প ধান"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

কর্পট—১। জীর্ণ অথবা ছিন্ন বসন, পুরাতন বস্ত্র ; নেকড়া ; রুমাল ; মলিন কাপড় ; ন্যাতা। কর্ (কৃ+বিচ্=ক্ষেপণ যোগ্য) পট (বস্ত্র), কর্মধা (>কাপড়)। ২। তোয়ালে বা গামছা ; কষায়রক্ত বস্ত্র। করের পট (বস্ত্র), ৬ষ্ঠীতৎ (শকন্ধ্বাদি)। বি ; পুং বা ক্লী।

কর্পটধারী (-ধারিন্)—জীর্ণ অথবা ছিন্নবস্ত্রধারণকারী, ছিন্নবসনপরিহিত ; ভিক্ষুক। উপতৎ ; কর্পট—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

কর্পটী (কর্পটিন্)—ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, ভিক্ষুক। কর্পট+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-টিনী**।

কর্পর—কপাল, মাথার খুলি ; কটাহ ; অস্ত্র বিঃ ; খাপরা ; কূর্মের পৃষ্ঠাস্থি ; উড়ুম্বর। কৃপ্+অরন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কর্পাস—কাপাস তুলার গাছ। কৃ+পাস কর্ম। বি ; পুং বা ক্লী।

কর্পাসী—কাপাস গাছ। কর্পাস+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্পূর—শুভ্রবর্ণ গন্ধদ্রব্য বিঃ, বৃক্ষ বিঃ-র অতিশুভ্র নির্যাস। কৃপ্+উর কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

কর্পূরতৈল—কর্পূরস্নেহ, কর্পূরের তেল, camphor-oil. কর্পূরজাত তৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্পূররস—পারদ, রসকর্পূর। কর্মধা। বি ; পুং।

কর্পূরস্তব—মহাকালরচিত শ্যামাস্তব বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কর্বু(র্ব্বু)র, কর্বু(র্ব্বু)র—১। স্বর্ণ ; জল ; হরিতাল ; ধুতুর, ধুস্তুরা। কর্ব+উর, উর কর্ম। বি ; ক্লী। ২। নানারঙের, বিচিত্রবর্ণ ('— বস্ত্র')। বিণ। ৩। দৈত্য বিঃ ; রাক্ষস ("কর্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহুগ্রাসে"—মাইকেল) ; পাপ ; শটী ; কাঁচা হরিদ্রা। কর্ব+উর, উর কর্তৃ। বি ; পুং।

কর্ম (কর্মন্), **কর্ম্ম** (কর্ম্মন্)- কার্য, কাজ। [শাস্ত্রমতে ইহা ত্রিবিধ ; যথা—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। ফলাভিলাষশূন্য যে কর্ম, তাহাই সাত্ত্বিক। কামনাপূর্ণ যে কর্ম, তন্মধ্যে হিংসাদিসংযুক্ত-গুলি তামস। তদ্ব্যতীত কামনাপূর্ণ কার্য রাজস] ; বৃত্তি, পেশা ; চাকরি ; শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান, অদৃষ্ট ; পাপ ; পুণ্য ; (ব্যাকরণ) কারক বিঃ, ক্রিয়া দ্বারা কর্তার সর্বাপেক্ষা ঈপ্সিত কারক ; প্রয়োগ ; শ্রম ; (বৈশেষিক) সপ্ত পদার্থের তৃতীয় পদার্থ ; লগ্ন হইতে দশম স্থান ; (বাংপ্র) কারুকার্য, শিল্প। কৃ+মন্ কর্ম। বি ; ক্লী। বিণ—**কর্মী**।

কর্ম(র্ম্ম)কর—১। কর্মনির্বাহক ; পরিচারক, ভৃত্য ; কারিকর। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। যম। উপতৎ ; কর্মন্—কৃ+ট কর্তৃ। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)করী—কার্যকারিকা ; পরিচারিকা, দাসী। কর্মকর+ঈপ্। বি বা বিণ, স্ত্রী।

কর্মকর্তা (-কর্তৃ), **কর্ম্মকর্ত্তা** (-কর্তৃ)—১। যাহার মাতাপিতৃশ্রাদ্ধ অথবা পুত্রকন্যাদির বিবাহ প্রঃ কর্ম উপস্থিত এরূপ ব্যক্তি ; কর্মিগণের নায়ক ; কার্যকারী ; অধ্যক্ষ ; কৃতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**। ২। (ব্যাকরণ) যে কর্ম স্বয়ং কর্তা হয় তাহা [যেমন—"অন্ন যেতেছে লুটিয়া" (রবীন্দ্র) -এই বাক্যে 'অন্ন' কর্ম হইলেও কর্তার কাজ করিতেছে]। যে কর্ম সেই কর্তা, কর্মধা। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)কর্তৃ(র্তৃ)বাচ্য—যে স্থলে কর্ম কর্তার তুল্য ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহা ('কর্ম-কর্তা' দ্রঃ)। কর্মকর্তা বাচ্য যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

কর্ম(র্ম্ম)কাণ্ড—১। কর্মসমূহ। কর্মন্+কাণ্ডচ্ সমূহার্থে। ২। বেদাংশ বিঃ (ইহাতে যজ্ঞাদির বিষয় নিরূপিত আছে)। কর্ম-কাণ্ড+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)কার—১। কামার, লৌহকর্ম-শিল্পী ; বৃষ। বি ; পুং। ২। কর্মকারক, ভৃত্য ; বেগার। উপতৎ ; কর্ম-কৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

কর্ম(র্ম্ম)কারক—১। (ব্যাকরণ) কর্তা

ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা করে তাহা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। কার্যের অনুষ্ঠাতা, কার্যনির্বাহক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

কর্ম(র্ম্ম)কারী (-কারিন্)—যে কার্য করে সে, কার্যকারক, কর্মী। উপতৎ; কর্মন্—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

কর্ম(র্ম্ম)কুণ্ঠ—কার্য করিতে কাতর, কর্মবিমুখ, অলস। কর্মে কুণ্ঠা (সংকোচ) যাহার, বহু। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)কুশল কার্যদক্ষ, কর্মনিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)কেন্দ্র—কাজের জায়গা, centre of activity. ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ক্রম কার্যপদ্ধতি, কার্যের ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)ক্লান্ত—কাজ করিতে করিতে অবসন্ন, কার্যানুষ্ঠান দ্বারা শ্রান্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)ক্ষম—কর্মপটু, কার্যদক্ষ, সমর্থ। ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)ক্ষমতা কার্য করিবার শক্তি, সামর্থ্য, efficiency ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ক্ষেত্র—কর্মানুষ্ঠানের স্থান, সংসার, পৃথিবী, ভোগভূমি; ভারতবর্ষ (এই স্থানে মনুষ্য যে কামনায় কর্ম করে তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)খালি শূন্য পদ, vacant post. খালি যে কর্ম, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কর্ম(র্ম্ম)গত -১। কার্যবিষয়ক, কার্যসংক্রান্ত। ২য়াতৎ। ২। কার্যক্রমে উপস্থিত, কার্যানুসারে সংঘটিত; কর্মানুসারে প্রাপ্ত। কর্মদ্বারা গত (প্রাপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)গতি—কর্মের পদ্ধতি, অবিচ্ছিন্ন কর্মস্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)চারী (-চারিন্)—বেতন গ্রহণপূর্বক অন্যের কর্মকারী, বেতনভুক ভৃত্য, আমলা। উপতৎ; কর্ম চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। বি, **-চারিতা**।

কর্ম(র্ম্ম)জ—১। কলিযুগ; বটবৃক্ষ। বি; পুং। ২। কর্মজাত। উপতৎ। কর্মন্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)জ্ঞ—যে কর্ম বুঝে এরূপ, কার্যসম্পাদনের কল-কৌশলাদি যাহার উত্তমরূপে জানা আছে এমন। উপতৎ; কর্মন্—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)ঠ—কার্যদক্ষ, কর্মকুশল। কর্মন্+ঠ কুশলার্থে। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)ণ্য—১। যাহা কোন কর্মে লাগে এরূপ, কেজো; কর্মঠ, কর্মদক্ষ। কর্মন্+যৎ সাধু অর্থে। বিণ। ২। বেতন। কর্মন্+যৎ প্রয়োজনার্থে। বি; পুং বা স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ণ্যতা—কর্মনির্বাহে নৈপুণ্য; কোন কাজে লাগা, কর্মোপযোগিতা। কর্মণ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ত্যাগ—বিষয়কর্ম পরিত্যাগ; বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্তি; চাকরি বা কোন পদ ছাড়িয়া দেওয়া। কর্মের (=কর্মকে) ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)ত্যাগী (-ত্যাগিন্) যিনি পদত্যাগ করিয়াছেন এরূপ; বিষয়কর্মবিরত; সংসারবিরাগী; নিষ্কর্মা। উপতৎ, কর্মন্—ত্যজ+ঘিণুন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**। বি, **-ত্যাগিতা, -ত্যাগ**।

কর্ম(র্ম্ম)দক্ষ—কর্মনিপুণ, কার্যপটু। ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)দুষ্ট কর্ম দ্বারা দূষিত; দুশ্চরিত্র, দুষ্কর্মা। ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)দোষ—স্বকৃত কার্যজনিত অপরাধ, অসৎ কার্য করার জন্য দোষ, অদৃষ্টের দোষ, পাপ, অপরাধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)ধারয়—সমাস বিঃ, (সাধারণতঃ) সমান-বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে ঘটিত সমাস। কর্মন্—ধৃ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি, পুং।

কর্ম(র্ম্ম)নায়ক—কর্মিসংঘের অগ্রণী, foreman; পৌরবিচারকগণের প্রধান ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)নাশা—১। নদী বিঃ। বি, স্ত্রী। ২। যে বা যাহার দ্বারা কাজ পণ্ড হয় এমন। উপতৎ; কর্ম—নাশ্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

কর্মনিকাশ, -নিকেশ—কার্যসমাপ্তি, কার্যের অবসান, কার্য শেষ করা; সর্বনাশ; দফা রফা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কর্ম(র্ম্ম)নিরত—কার্যে ব্যাপৃত, সতত কর্মে ব্যস্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)নিষ্ঠ—কার্যপরায়ণ; কর্মী, কার্যাসক্ত; কার্যে আস্থাসম্পন্ন; অধিক পরিশ্রমী। কর্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)নিষ্ঠা—১। কার্যে আসক্তি, কর্মে একান্ত আস্থা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। কার্যপরায়ণতা। কর্মনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)নীতি—কার্যের নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্মন্যাস—কৃতকর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)পঞ্জী—মামলা মকদ্দমা ইঃর নির্ঘণ্টপুস্তক, ডায়েরী, case book. কর্মনির্দেশক পঞ্জী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)পত্রী—বিষয়-বিঃর সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পত্রিকা, table slip. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)পথ—কর্মের পদ্ধতি, কাজের ধারা; শুভাশুভ কর্মমার্গ (কর্মপথ দশবিধ:—ত্রিবিধ কায়িক, চতুর্বিধ মানসিক ও ত্রিবিধ বাচিক)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)পদ্ধতি—কার্যধারা, কার্যক্রম; কাজের নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)প্রীতি—কার্যকরণে আনন্দ; কর্মের উপর প্রবল আসক্তি। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ফল—১। কৃতকার্যের ফল; ভাগ্য, অদৃষ্ট; সুখ বা দুঃখ; কর্মবিপাক। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কর্মরঙ্গফল, কামরাঙ্গা। কর্মনামক ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ফের—কাজের ফের, দুরদৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কর্ম(র্ম্ম)বন্ধ, -বন্ধন—কার্যপাশ, কাজের বাঁধন, কার্যকরণে বাধ্যতা; কার্যকরণের জন্য পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ। কর্মই বন্ধ, বন্ধন, কর্মধা; বা, কর্মজনিত বন্ধ, বন্ধন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)বশ—১। কার্যানুরোধ। বি; পুং। ২। কর্মফলের অধীন; কার্যের বশীভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)বশতঃ, (> বশত)—কাজের জন্য, কার্যবশতঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। অ।

কর্ম(র্ম্ম)বাচ্য—(ব্যাকরণ) যাহাতে কর্ম উক্ত অর্থাৎ প্রথমাবিভক্তিযুক্ত হয় বাক্যের তাদৃশ অবস্থা। কর্ম বাচ্য যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

কর্মবাড়ি—যে গৃহে শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কোন ক্রিয়া বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা। কর্মের বাড়ি, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কর্ম(র্ম্ম)বাদ—মোক্ষলাভের বা ভগবৎপ্রাপ্তির কর্মই শ্রেষ্ঠ পন্থা এইরূপ উক্তি। কর্মসমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)বাদী (-বাদিন্)—কর্মই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় এইরূপ মতপ্রকাশক। উপতৎ; কর্মন্—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

কর্ম(র্ম্ম)বিপাক—কৃতকর্মের ফলভোগ, অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মের পরিণামস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ; জন্মান্তরীয় অশুভকর্মের রোগাদিরূপ ফলভোগ (এক এক প্রকার কর্মের এক একরূপ কর্মবিপাক ঘটিয়া থাকে, ইহাই পুরাণোক্তি)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কর্ম(র্ম্ম)বীর—অক্লান্ত-কর্মা, যে প্রভূত কর্ম করিয়াও অবসাদগ্রস্ত হয় না এরূপ ব্যক্তি; মহৎকার্যে উৎসর্গীকৃত-জীবন ব্যক্তি। ৭মীতৎ। বি; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)ব্যতি(তী)হার—পরস্পরের কার্যের বিনিময়; পরস্পরের একজাতীয়

ক্রিয়াকরণ (লাঠালাঠি, হাতাহাতি)। কর্মের ব্যতি(তী)হার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)ভূ—কৃষ্টভূমি, চাষ-দেওয়া জমি ; আর্যাবর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ভূমি—কার্যক্ষেত্র ; সংসার ; আর্যাবর্ত ; কৃষ্টভূমি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)ভোগ—কর্মের ফলভোগ ; অনর্থক কষ্ট পাওয়া ; (বাংপ্র) বৃথা পরিশ্রম। কর্মজন্য ভোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)মূল—১। দর্ভ, কুশ। কর্মপ্রয়োজনীয় মূল, মধ্যপ কর্মধা। ২। কার্যের প্রারম্ভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ম(র্ম্ম)যুগ—কলিযুগ। কর্ম (অর্থাৎ হিংসা)-প্রধান যুগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্ম(র্ম্ম)যোগ—১। বেদবিহিত কর্মে কৌশল ; চিত্তশুদ্ধিজনক বৈদিক কর্ম। ৭মীতৎ। ২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত নিষ্কামভাবে কর্তব্য সাধনরূপ ঈশ্বরলাভের উপায়, ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ যোগসাধন [ইহা দ্বিবিধ ; নিষ্কাম ও সকাম। নিষ্কাম কর্ম আত্মজ্ঞানের কারণ এবং সকাম কর্মভোগের কারণ। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যকেই অগ্রে কামনাবিশিষ্ট হইয়া দেবদেবীর অর্চনা প্রঃ করিতে হয়। এইরূপ কর্মযোগ দ্বারা মনের পবিত্রতা জন্মিলে, তখন আর কামনা থাকে না, তখন মানব আত্মজ্ঞানের সাধক নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্ত হয় এবং নিষ্কাম কর্মযোগ-ফলে জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। এই জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্যন্ত লাভ হইতে পারে। এইজন্য আর্যশাস্ত্রে কর্মযোগ প্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; কারণ অকর্মকৃৎ কেহই ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। এই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বারংবার কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন]। কর্মরূপ যোগ, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)যোগী (-যোগিন্)—কর্মযোগে রত, বৈদিক-কর্মাচরণে প্রবৃত্ত, ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ধ্যানধারণাদি তপস্যায় নিযুক্ত ; কর্মবীর, যে সর্বদা মহৎকার্যে রত থাকে এমন। কর্মযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

কর্ম(র্ম্ম)রঙ্গ—কামরাঙ্গা ; এক প্রকার জামীর। কর্মে (ভোজনাদিতে) রঙ্গ (প্রীতি) যাহা হইতে, বহু। বি ; পুং বা ক্লী।

কর্ম(র্ম্ম)শালা—কর্মস্থান ; শিল্পাদি কার্যের আলয়, নির্মাণশালা, কারখানা, workshop. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)শালা-কৃত্যক—কারখানার চাকরি, factory service. কর্মের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার কৃত্যক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ম(র্ম্ম)শালা-পরিদর্শক—কারখানা পরিদর্শনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, Inspector of Factories. কর্মের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার পরিদর্শক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)শালা-প্রমাণক-চিকিৎসক—কারখানার কাহারও আকস্মিক অসুখ বা দুর্ঘটনা ইঃর প্রমাণ-পত্র-দানকারী ডাক্তার, Certifying Surgeon of Factories. কর্মের শালা, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার প্রমাণক, ৬ষ্ঠীতৎ ; কর্মশালা-প্রমাণক যে চিকিৎসক, কর্মধা। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)শীল—যত্নপূর্বক কার্যসম্পাদনকারী ; কর্মী ; পরিশ্রমী। কর্ম শীল যাহার, বহু। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)শুচি—১। যাহার কর্মসকল নির্দোষ এরূপ, পূতকর্মা। কর্মে (কর্মবিষয়ে) শুচি, ৭মীতৎ। ২। সৎকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র, পবিত্র কর্মের দ্বারা যাহার পাপক্ষয় হইয়াছে এরূপ ('— ব্যক্তি')। ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)শূর—কর্মঠ, কর্মদক্ষ। ৭মীতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)শৌচ—কর্মবিষয়ে নির্দোষিতা, কখন কোন গর্হিত কর্ম না করা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্ম(র্ম্ম)শ্রান্ত—কর্মক্লান্ত (তাহা দ্রঃ)। ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)সন্ন্যাস—সর্ববিধ কর্মবর্জন ; কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ ; বিষয়সুখে বিরতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)সচিব—কর্মনির্বাহবিষয়ে সহায়তাকারী, যৌথসংঘের বা সরকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি, সম্পাদক, secretary ; সহকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)সম্ভব—কর্মোৎপন্ন, ক্রিয়াজাত। কর্ম হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)সাক্ষী (-সাক্ষিন্)—সূর্যাদি নয়টি কর্মদ্রষ্টা। [সূর্য, চন্দ্র, যম, কাল ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত মানুষের শুভাশুভ কর্মের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা] ; কার্যের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম(র্ম্ম)সাপেক্ষ—কার্যের উপর নির্ভরকারী, যাহা কার্যের অপেক্ষা করে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্ম(র্ম্ম)সাহায্য—দুর্ভিক্ষ ইঃতে সামান্য কাজ করাইয়া সরকারী সাহায্যদান, test relief. বি ; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)সিদ্ধি—কার্যসিদ্ধি, কার্যের সফলতা ; ইষ্টানিষ্টফলপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ম(র্ম্ম)সূত্র—ভবিষ্য-ফলভোগের নিমিত্ত-ভূত পূর্বকৃত কর্ম ; কাজের নিয়ম। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্ম(র্ম্ম)স্থল, -স্থান—কার্যস্থান ; ব্যবসায় বা চাকরির জায়গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্মা(র্ম্মা)কর্ম(র্ম্ম)—কার্যাকার্য, শুভ এবং অশুভ কার্য, সৎ এবং অসৎ কার্য। কর্ম ও অকর্ম, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কর্মা(র্ম্মা)ঙ্গ—বিহিত যাগাদি কর্মের অঙ্গ, শাস্ত্রনির্দিষ্ট কার্যের অংশ ; কার্যের অপরিহার্য অংশ। কর্মের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্মা(র্ম্মা)চরণ—কার্যের অনুষ্ঠান, কাজ করা। কর্মের আচরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্মা(র্ম্মা)ধীন—কার্যবশ, কার্যানুরোধী অদৃষ্টের বশীভূত। কর্মের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্মা(র্ম্মা)ধ্যক্ষ—কার্যের অধ্যক্ষ, কৃতাকৃত বিষয়ের পর্যবেক্ষক। কর্মের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ বিণ।

কর্মা(র্ম্মা)নুবন্ধ—অবিচ্ছিন্ন কর্মরাশি কর্মবন্ধন ; কার্যের অপেক্ষা। কর্মের অনুবন্ধ ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্মা(র্ম্মা)নুবন্ধী (-বন্ধিন্) যাহার মধ্যে বহুকর্মের সমাবেশ আছে এরূপ ('— বিষয়') কর্মসম্বন্ধ ; কর্মসাপেক্ষ ; যাহা কর্মে জড়িত করে এমন। উপতৎ ; কর্মন্—অনু—বন্ধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বন্ধিনী**। বি **-বন্ধিতা**।

কর্মা(র্ম্মা)নুরূপ—কর্মসদৃশ ; কার্যোপযোগী। কর্মের অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কর্মা(র্ম্মা)নুষ্ঠাতা (-তৃ)—কর্মের অনুষ্ঠানকর্তা, কার্যের আরম্ভকর্তা, কর্মকর্তা কার্যসম্পাদনকর্তা, ক্রিয়াসাধক। কর্মের অনুষ্ঠাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ঠাত্রী**।

কর্মা(র্ম্মা)নুষ্ঠান—কর্মের অনুষ্ঠান কার্যারম্ভ ; কর্মসম্পাদন। কর্মের অনুষ্ঠান ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্মা(র্ম্মা)ন্ত—১। কর্মভূ ; কৃষ্টভূমি। কর্মের অন্ত যেখানে, বহু। ২। কার্যাবসান কার্যশেষ। কর্মের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্মা(র্ম্মা)ন্তর—১। অন্য কার্য। অন্য কর্ম নিত্য। ২। কর্মের অবকাশ, কাজের ফাঁক কর্মের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কর্মা(র্ম্মা)ন্তিক—কর্মকর, চাকর। কর্মান্ত +ইক (ঠন্) করে অর্থে। বি ; পুং।

কর্মা(র্ম্মা)ন্বিত—সক্রিয়, ক্রিয়াশীল active. কর্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কর্মা(র্ম্মা)র—১। লৌহজীবী, কামার উপতৎ ; কর্মন্—ঋ+অণ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে ২। বেউড় বাঁশ ; কামরাঙ্গা গাছ। কর্মন্—ঋ+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

কর্মা(র্ম্মা)রম্ভ—কার্যারম্ভ ; কর্মানুষ্ঠান কর্মের আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কর্ম্মা(র্ম্মা)র্হ—কর্মযোগ্য, যাহা কোন কাজে লাগে এরূপ; কার্যক্ষম। উপতৎ; কর্ম—অর্হ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃ। বিণ।

কর্ম্মি(র্ম্মি)ষ্ঠ—কার্যনির্বাহে বিলক্ষণ তৎপর, সম্পূর্ণ যত্ন মনোযোগ ও পরিশ্রম-সহকারে কার্য-সম্পাদনকারী। কর্ম্মিন্‌+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

কর্ম্মি(র্ম্মি)সংঘ—কর্মশালা করণ ইং-র কর্মিগণের সংসদ, Union. কর্মিদের সংঘ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কর্ম্মী (কর্মিন্‌), **কর্ম্মী** (কর্ম্মিন্‌)—১। কর্মক্ষম; কার্যদক্ষ; কর্মকারী। কর্মন্‌+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কর্ম্মিণী**। ২। (প্রাণিবিদ্যা) যে-সকল জীব কাজ করে, কর্মপরায়ণ জীব; কর্মচারী; (বাংপ্র) শ্রমিক, মজদুর, worker. কর্মন্‌+ইন্‌ মত্বর্থে। বি; পুং।

কর্ম্মে(র্ম্মে)ন্দ্রিয়—কার্যনির্বাহের ইন্দ্রিয়, বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ বাহেন্দ্রিয় ('ইন্দ্রিয়' দ্রঃ)। কর্মসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কর্ষ—১। কর্ষণ; ঘর্ষণ। কৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। তোলক পরিমাণ; (বৈদ্যক-মতে) দুই তোলা; ষোড়শ মাষক, ষোল মাসা; তৎপরিমিত সুবর্ণ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। বিভীতক বৃক্ষ, বহেড়া গাছ। কৃষ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পুং।

কর্ষক—১। কৃষক, কৃষাণ, চাষী; যে সকল পক্ষী নখ দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া আহার অন্বেষণ করে তাহারা (মুরগী, তিত্তির, ময়ূর, পেরু প্রঃ)। বি; পুং। ২। আকর্ষক; কর্ষণকারী। কৃষ্‌+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কর্ষিকা**।

কর্ষণ—কৃষিকর্ম, চাষ; আকর্ষণ; ঘর্ষণ। কৃষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

কর্ষণীয়—যাহা চষিতে হইবে এরূপ; কর্ষণ-যোগ্য; ঘর্ষণযোগ্য। কৃষ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

কর্ষাপণ—ষোড়শপণ পরিমাণ, কাহন। কর্মসদৃশ আপণ (ক্রয়সাধন দ্রব্য), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কর্ষিণী—১। ক্ষীরিণী বৃক্ষ; ঘোড়ার লাগামের লোহা। বি; স্ত্রী। ২। আকর্ষণ-কারিণী; মনোহারিণী। কৃষ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কর্ষিত—যে ভূমিতে চাষ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, কৃষ্ট, চষা, যাহাকে আকর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ। কৃষ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

কর্ষী (কর্ষিন্‌)—আকর্ষণকারক; মনোহর। কৃষ্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কর্ষিণী**।

কল—১। মধুর অস্ফুট ধ্বনি; শ্রোতের অব্যক্তধ্বনি; শালবৃক্ষ। কল্‌ (শব্দ করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। শুক্র; কোলিবৃক্ষ। কড্‌ (দর্প করা)+ক্ত করণ, কর্ত্তৃ (ড স্থানে ল)। বি; স্ত্রী। ৩। অজীর্ণ। কল+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃ। বিণ। ৪।'ভোজ্য-পদার্থের গ্রাস; গবাদির ঘাসের গ্রাস। <কবল। বি। ৫। আহ্বান। নির্ধারিত অর্থাদি দেওয়ার আহ্বান বা তাগাদা; চিকিৎসার্থ ডাক্তারকে আহ্বান। <ইং 'call.' বি। **কল দেওয়া**—চিকিৎসার্থ আহ্বান করা। **কলে যাওয়া**—(ডাক্তারের) আহ্বান পাইয়া চিকিৎসা করিতে যাওয়া। ৬। যন্ত্র, machine; বন্দুকের ঘোড়া; তালা; আলভারাফ; জলবাহী নলের মুখ; অঙ্কুর; ফন্দি, কৌশল। বাংপ্র। বি। **কল টিপিয়া দেওয়া**—সাবধান করিয়া দেওয়া; গোপনে শিক্ষা প্ররোচনা বা পরামর্শ দেওয়া। **কল পাতা**—যন্ত্র স্থাপন করা; ফাঁদ পাতা; কৌশল অবলম্বন করা। **কলের গাড়ি**—বাষ্পীয় শকট, রেলগাড়ি। **কলের গান**—গ্রামোফোন। **কলের জাহাজ**—বাষ্পীয় পোত। **কলের পুতুল**—যন্ত্রচালিত পুতুল, যন্ত্রসংযুক্ত পুতুল, সম্পূর্ণরূপে অন্যের দ্বারা চালিত ব্যক্তি। **কলের মানুষ**—কলের পুতুল; যে মানুষকে সহজেই ঘোরানো ফেরানো যায়; যে সহজেই স্বাতন্ত্র্য হারায়।

কলই—মধুর অস্ফুট শব্দ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কলকণ্ঠ—১। কোকিল; কপোত; হংস। বি; পুং। ২। মধুরকণ্ঠধ্বনিযুক্ত, সুস্বর। কল কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

কলকণ্ঠী—১। যাহার কণ্ঠ হইতে কলধ্বনি নির্গত হয় এমন, সুস্বরবতী ('— রমণী')। বিণ; স্ত্রী। ২। কোকিলা; কপোতী; হংসী। কলকণ্ঠ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কলকবজা—নানারকমের যন্ত্র; যন্ত্র ও তাহার আনুষঙ্গিক অংশ। বাংপ্র। বি।

কলকল—কোলাহল, গোলমাল; মধুরাস্ফুটধ্বনি; জলনির্গমনের শব্দ। 'কল'-শব্দের প্রকারার্থে দ্বিত্ব। বি; পুং।

কলকলানি—কলকল শব্দ; গোলমাল; জলনির্গমনশব্দ; মধুরাস্ফুটধ্বনি। বাংপ্র। বি।

কলকলানো—কলকল শব্দ করা, মধুরাস্ফুট শব্দ করা; কাকলিধ্বনি করা; কোলাহল করা, গোলমাল করা; বাজে কথা বকিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

কলকা—কুঞ্জ, পত্রাকার নকশা ('—পাড়')। <তু 'কল্‌গা'। বি।

কলকাঠি—চাবিকাঠি; রহস্যভেদের উপায়। বাংপ্র। বি।

কলকাদার—কলকাতোলা, নকশাদার। তু-মু। বিণ।

কলকে—কলিকা, তামাকের ছিলিম; ফুল বিঃ। বাংপ্র। বি। **কলকে পাওয়া**—সমাজে বা সভায় খাতির পাওয়া (ব্যঙ্গে)।

কলকৌশল—যন্ত্র ও তাহা চালাইবার কায়দা; ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। বাংপ্র। বি।

কলগা, কলগী—শিরোভূষণ, কিরীট ("মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা"—ভারত)। বি।

কলঘর—যন্ত্রশালা, যে ঘরে যন্ত্রাদি স্থাপিত থাকে; যে ঘরে জলের কল থাকে। বাংপ্র। বি।

কলঘোষ—কোকিল। কল ঘোষ যাহার, বহু। বি; পুং।

কলঙ্ক—চিহ্ন; তাম্রাদি পাত্রের দাগ; অম্লসংযোগে তাম্রাদি পাত্রের বিকৃতি; অখ্যাতি, অপযশঃ; চন্দ্রের গায়ে কাল দাগ; লৌহাদি ধাতুর মল, মরিচা। কল্‌ এমন অঙ্ক, কর্মধা। বি; পুং।

কলঙ্ককালিমা (-কালিমন্‌)—কলঙ্ক-রূপ কাল দাগ; ঘোরতর অখ্যাতি। কলঙ্ক রূপ কালিমা, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

কলঙ্কভঞ্জন—অখ্যাতি-খণ্ডন, অপবাদ-দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কলঙ্কলাঞ্ছিত—কাল দাগ টানা, কৃষ্ণ-চিহ্নিত; কলঙ্কিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

কলঙ্কলেপন—অপবাদ-প্রদান, দুর্নাম-যুক্ত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কলঙ্কিত—কলঙ্কযুক্ত, অপবাদগ্রস্ত; অপ-বিত্র, কলুষিত; চিহ্নযুক্ত; লৌহমলবিশিষ্ট। কলঙ্ক+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

কলঙ্কিনী—অপবাদগ্রস্তা; ব্যভিচারহেতু নিন্দিতা। কলঙ্কিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কলঙ্কী (কলঙ্কিন্‌)—১। চন্দ্র। বি; পুং। ২। কলঙ্কিত; অপযশোভাগী। কলঙ্ক+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ।

কলতলা—স্নানাদির জন্য যেখানে জলের কল থাকে সেই স্থান। বাংপ্র। বি।

কলতানি—শ্লেষ; পুঁজ; মৎস্যমাংসাদির রস; শ্লেষ্মা। প্রাদে। বি।

কলত্র—ভার্যা, পত্নী; নিতম্ব, শ্রোণি; দুর্গ। কল—ত্রৈ+ক কর্ত্তৃ অথবা গড্‌+অত্রন্‌ কর্ত্তৃ। বি; স্ত্রী।

কলধুত, কলধৌত—স্বর্ণ; রৌপ্য; কল-ধ্বনি, মধুরধ্বনি। কলদ্বারা ধুত, ধৌত (মল) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

কলধ্বনি—অব্যক্ত মধুরধ্বনি। কল ধ্বনি, কর্মধা। বি; পুং।

কলন—১। পরিধান; গ্রহণ; দর্শন; গণন; জ্ঞান; গ্রাস; লঙ্ঘন। কল্‌+অনট্‌ ভাব। বিণ **কলিত**। ২। চিহ্ন; দোষ; লজ্জ-

করণ; ভ্রূণের প্রথমাবস্থা। কল্+অনট্ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। বেতসবৃক্ষ। কল্+অন্ কর্তৃ। বি; পুং।

কলনাদ—কলধ্বনি, মধুরাস্ফুটশব্দ। কল নাদ, কর্মধা। বি; পুং।

কলনাদী (-নাদিন্)—মধুরাস্ফুটধ্বনি-কারী। উপতৎ; কল—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নাদিনী**।

কলপ—১। চুলে মাখাইবার কাল দ্রব্য বিঃ; কাপড়ে মাখাইবার মাড়। <আ 'কলফ'। **২**। কল্প; অনুষ্ঠান। প্রা কপ্র। বি।

কলবল—১। শব্দকারী ("পরদল কলবল ভূতল টলমল"—ভারত)। কল—বল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। **২**। কলবলশব্দ। বাং অ। **৩**। যত্ন এবং দৈহিক শক্তি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কলবলানি—কলবল শব্দ। কলবল+আনি ভাব। বাংপ্র। বি।

কলবলানো—কলবল শব্দ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কলভ—করিশাবক; উষ্ট্রশাবক; ধুস্তুরবৃক্ষ। কল্+অভচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কলম—১। লেখনী; হেমন্তধান্য, শালিধান; এক গাছের ডালে অপর গাছের ডাল জুড়িয়া উৎপাদিত গাছ; চোর; ধূর্ত। কল্+অম কর্তৃ; (মতান্তরে লেখনী অর্থে) আ 'কলম্'। বি; পুং। **কলম চালানো**—লেখা; সংশোধন করা। **কলম পেষা**—অবিশ্রান্ত-ভাবে লেখা। **কলমের খোঁচা**—লেখা। **কলমের জোর**—রচনাশক্তি; লেখার ক্ষমতা। **২**। কাচকাটা যন্ত্র বিঃ; পলওয়ালা লম্বা কাচখণ্ড। বাংপ্র। বি।

কলমচি—লিপিকর, শ্রুতলেখক। <আ 'কলম'+তু 'চি'। বি।

কলম-তরাস—কলম কাটিবার অস্ত্র, ছুরি। আ মু। বি।

কলম-তরাসে—কলমের মত কাটা। কলম-তরাস+এ (<ইয়া)। আ-মু। বিণ।

কলমদান, -দানি—লেখন্যাধার, কলম রাখিবার পাত্র। কলম+(আ) দান, দানী (ফা)। বি।

কলম-পেশা—লেখকবৃত্তি; কেরানীগিরি। কলমনিষ্পাদ্য পেশা, মধ্যপ কর্মধা। আ-মু। বি।

কলমবন্ধ—লিখিত, লিপিবদ্ধ। <আ 'কলম'+ফা 'বন্ধ'। বিণ।

কলম-বাজ—লিখনদক্ষ, লিখিতে মজবুত; সুলেখক; লেখমজীবী, মুহুরী। কলম+বাজ পটু অর্থে। আ মু। বি বা বিণ।

কলম-বাজি, -বাজী—লিপিপটুতা, সুলেখকত্ব; লেখালেখি। কলমবাজ+ই, ঈ ভাবে। আ-মু। বি।

কলময়—পাপ। প্রা কপ্র। বি।

কলমা—১। ধান্য বিঃ, কলমা ধান। <কলম। **২**। মুসলমানদিগের ইষ্টমন্ত্র। <আ 'কলিমহ'। বি। **কলমা পড়া**—কলমায়ে শহাদৎ পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা। **কলমায়ে শহাদৎ**—সাক্ষ্য-দানের বাক্য, ইসলামে দীক্ষিত হইবার সময়ে উচ্চারিত 'আল্লাই একমাত্র উপাস্য' এই প্রতিপাদক বাক্য।

কলমি—জলজ শাক বিঃ, কলমি শাক। <কলম্বী। বি। **কলমির ঝাড়**—কলমির চারিদিকে বিস্তৃত ডালপালা; বহু বিস্তৃত বংশাবলী।

কলমী—কলম হইতে উৎপন্ন ('—চারা'); কলমের মত লম্বা বা আকৃতিবিশিষ্ট। কলম+ঈ উৎপন্নার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কলম্ব—বাণ; কদম্ব বৃক্ষ; শাকের ডাঁটা; কলমি শাক। কড্+অম্বচ্ কর্ম। বি; পুং।

কলম্বী—জলজ শাক বিঃ, কলমি শাক। কলম্ব+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

কলরব, -রোল—কলকলধ্বনি; গোল-মাল, চেঁচামেচি। কল রব, কর্মধা। বি, পুং।

কলশ—বৃহৎ জলপাত্র, ঘট, ঘড়া। কল—শু+ড কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

কলশি, কলশী—ঘট, ঘটী। কল—শো+ই কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কলস, কলসী—কুম্ভ, ঘট; একশ্রেণীর গহনা। ক-লস্+অচ্ কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

কলসাকৃতি—কলসের আকারবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

কলসীসুত—কুম্ভযোনি, অগস্ত্যমুনি। কলসীজাত সুত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কলস্বন, -স্বর—১। কলনাদী। কল স্বন, স্বর যাহার, বহু। বিণ। **২**। মধুরাস্ফুট শব্দ, কলধ্বনি। কল স্বন, স্বর, কর্মধা। বি; পুং।

কলহ—১। বিবাদ, ঝগড়া; যুদ্ধ। বি; পুং বা স্ত্রী। **২**। খড়্গকোষ; পথ; ভণ্ডতা। উপতৎ; কল—হন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

কলহংস—১। রাজহংস; বালিহাঁস। কল-নাদী হংস, মধ্যপ কর্মধা। **২**। ব্রাহ্মণ; রাজশ্রেষ্ঠ; ব্রহ্ম; পরমাত্মা; রাগিণী বিঃ; ছন্দ বিঃ। বি; পুং।

কলহকার—বাগ্‌যুদ্ধকারী। উপতৎ; কলহ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি। স্ত্রী, **-কারী**। বি, **-কারতা**।

কলহকারী (-কারিন্)—বাগ্‌যুদ্ধকারী। উপতৎ; কলহ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

কলহপ্রিয়—১। যে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ ভালবাসে এরূপ, ঝগড়াটে। বিণ। **২**। নারদমুনি। কলহ প্রিয় যাহার, বহু। বি; পুং।

কলহপ্রিয়া—১। বিবাদানুরাগিণী, ঝগড়াটে। বিণ; স্ত্রী। **২**। সারিকাপক্ষী। কলহপ্রিয় (১)+আপ্। বি; স্ত্রী।

কলহান্তরিতা—নায়কের সহিত কলহ করার পর অনুতাপিনী নায়িকা ("নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যযা পুরঃ। সানুতাপ-যুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥")। কলহ দ্বারা অন্তরিতা (ব্যবহিতা), ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

কলা—১। চন্দ্রের ষোড়শভাগ, চন্দ্রের ষোলভাগের একভাগ; শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টি কলা; শিল্পাদি, art; অল্পসময়; লেশ, অংশ; কালের অংশ বিঃ (অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা); কপট; বিভূতি; সামর্থ্য; স্ত্রী-রজঃ; সংখ্যা (রাশির ত্রিংশদ্ভাগ অংশ); অংশের ষষ্টিভাগ; শৌর্যাদিগুণ; কলন; টাকার সুদ; (সংগীত) মাত্রা; তালের প্রতি আবর্তন বা ওয়ার্দা; (রামায়ণ) বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা; মরীচিপত্নী। কল্+অচ্ কর্তৃ +আপ্। **২**। নৌকা। কল্+ক ঘঞর্থে করণ+আপ্। **৩**। (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) তন্তু, tissue; (গণিত) বৃত্তপরিধির অংশ বিঃ, ডিগ্রীর $\frac{১}{৬০}$ অংশ, minute; (জ্যোতিষ) নির্দিষ্ট কালে প্রকাশিত গ্রহাদির উজ্জ্বল অংশ বিঃ, phase. কল্+অচ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী। **৪**। মধুর অথচ অব্যক্ত। কল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **৫**। অঙ্কুর; কদলী; (ব্যঙ্গার্থে) হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; কিছুই নয়, ঘোড়ার ডিম; ছল, ন্যাকামি; মনভুলানো চাতুরী। বাংপ্র। বি। **কলা করা**—কিছু করিতে না পারা, কোন ক্ষতি করিতে না পারা। **কলা খাওয়া**—বিফলকাম হওয়া, হতাশ হওয়া। **কলা দেখানো**—অবজ্ঞাসূচক বৃদ্ধাঙ্গুলি-প্রদর্শন; প্রলুব্ধ করা; প্রতারিত করা, ফাঁকি দেওয়া।

কলাই—১। ডাল; বিউলি ডাল। <কলায়। বি। **২**। লৌহাদিনির্মিত পাত্রের উপরিস্থিত প্রলেপ, enamel; মিনা। <আ 'কলী'। বি।

কলাইশুঁটি—মটরশুঁটি। বাংপ্র। বি।

কলাকুশল—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় নিপুণ। কলাতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

কলাকেলি—কামদেব। কলায় কেলি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কলাঙ্কুর—সারসপক্ষী; চৌর্যশাস্ত্র প্রণয়ন-কারী, মূলদেব; কংস। কলার (ছলের) অঙ্কুর যাহাতে, বহু। বি; পুং।

কলাঝাড়—কদলীবৃক্ষের গুচ্ছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কলাতলা—কদলীবৃক্ষের নিম্নস্থিত বা সন্নিহিত স্থান ; (বিবাহকালে) ছাঁদনাতলা, স্ত্রী-আচারের নিমিত্ত কদলীবৃক্ষ-বেষ্টিত স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কলাধর-চন্দ্র। কলার ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কলাধার—চন্দ্র। কলার আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কলানাথ—সংগীতজ্ঞ গন্ধর্ব বিঃ ; চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কলানিধি—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কলানুনাদী (-নাদিন্)—ভ্রমর ; চটক ; কপিঞ্জল ; চাতক। কল—অনু—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কলানো—পরানো, গজানো, অঙ্কুরিত হওয়া ; যোজনা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কলান্তর—সুদ, বৃদ্ধি ; চন্দ্রের অন্য কলা। অন্য কলা, নিত্য। বি, স্ত্রী।

কলাপ—ময়ূরপুচ্ছ ; ভূষণ ; তূণ, শরাধার ; সমূহ, নিকর ; গুচ্ছ, ছড়া ; রাশি ; চন্দ্র, বিদগ্ধব্যক্তি ; চন্দ্রহার ; অর্ধচন্দ্রাকার অস্ত্র বিঃ ; শব ; সর্ববর্মার প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ বিঃ। কলা—আপ + অচ্ কর্তৃ। বি, পুং।

কলাপক ১। কলাপ, তিলক ; হস্তি-কণ্ঠবন্ধনরজ্জু। বি, পুং। ২। ঋণ বিং ; যাহাতে একটি পূর্ণ বাক্য হয় এমন শ্লোক চতুষ্টয়। কলাপ+কন্ স্বার্থে। বি, স্ত্রী।

কলাপিনী—রাত্রি ; নাগরমুস্তা ; ময়ূরী ; কোকিলা। কলাপ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কলাপী (-পিন্)—১। ময়ূর ; কোকিল ; বটবৃক্ষ। বি, পুং। ২। তূণবান্, কলাপ-ব্যাকরণাধ্যায়ী। কলাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

কলাপোড়া—(গালিবিশেষে) মৃত্যু ; (আদ্য ও চতুর্দশ মাসিক শ্রাদ্ধে মৎস্যের পরিবর্তে দগ্ধ কদলী দিবার রীতি হইতে) শ্রাদ্ধের ইঙ্গিত ; কিছুই না। পোড়া যে কলা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কলাবউ—নবপত্রিকা [কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান এবং ধান্য —এই নয়টি বৃক্ষের সমবায়ে নবপত্রিকা গঠিত হয়। এই নয়টি বৃক্ষের মধ্যে কদলীবৃক্ষই প্রধান এবং তাহাকে বধূর আকারে সজ্জিত করা হয় বলিয়া নবপত্রিকার নাম কলাবউ। দুর্গাপূজার সময়ে নবপত্রিকারূপিণী দুর্গা-দেবীতে তাঁহার আবাহন এবং অধিবাস করা হয়। সাধারণ লোকে কলাবউকে গণেশের পত্নী বলিয়া মনে করে ; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত] ; অতিলজ্জাশীলা বধূ, দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতী বধূ। কলা-নির্মিতা বউ, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কলাবৎ -কালোয়াত, গানে অভিজ্ঞ। কলা+মতুপ্ অস্ত্যর্থে >কালোয়াত। বি।

কলাবতী—১। রাজা বৃষভানুর পত্নী ; তুম্বুরু গন্ধর্বের বীণা ; কান্যকুব্জ দেশের দ্রুমিল নামে রাজার পতিব্রতা পত্নী ; অপ্সরা বিঃ, নায়িকা বিঃ ; গঙ্গা ; দীক্ষা বিঃ ; নৃত্য-গীতাদিনিপুণা রমণী ; রসিকা রমণী। বি ; স্ত্রী। ২। কলাবিশিষ্টা, কামকলায় নিপুণা। কলা+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

কলাবধূ—কলাবউ (তাহা দ্রঃ)।

কলাবান্ (-বৎ)- ১। চন্দ্র। বি ; পুং। ২। যাহার সংগীতবিদ্যায় নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য আছে এরূপ, কালোয়াত ; কলাবিশিষ্ট। কলা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। বি, **-বত্তা**।

কলা-বাসনা—কলাগাছের শুকনা খোলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কলাবিৎ (-বিদ্)—শিল্পজ্ঞ। উপতৎ ; কলা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কলাবিদ্যা—শিল্পবিজ্ঞান, শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান ; নৃত্য গীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম ইঃ ৬৪ বিদ্যা। কলা-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কলা-ভবন -শিল্পাগার, যে গৃহে নৃত্যগীত নাটক বা চিত্রাঙ্কন ইঃ হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কলাভৃৎ—১। চন্দ্র ; শিল্পী ; শিব। বি ; পুং। ২। গীতকলাভিজ্ঞ। উপতৎ, কলা—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কলায়—কলাই, কড়াই। কল—অয্+অণ্ কর্তৃ। বি, পুং।

কলার—কম চওড়া একপ্রকার গলবেষ্টনী। <ইং 'collar'. বি।

কলালাপ—১। মধুর অব্যক্ত ধ্বনি ; মধুরালাপ। কল আলাপ, কর্মধা। ২। ভ্রমর ; কোকিল। কল আলাপ যাহার, বহু। বি ; পুং।

কলাস্থান—(জীববিদ্যা) শরীরের সূক্ষ্মাংশ-সমূহের গঠনবিষয়ক বিজ্ঞান, histology কলার আস্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কলি—১। চতুর্থযুগ ; যুদ্ধ ; বিবাদ ; শূর ; বৈষ্ণবদিগের তিলকের প্রকারভেদ। বি ; পুং। ২। কলিকা, কোরক ; কার ; রচনা বিঃ ; কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কল +ইন্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। ৩। কবিতার চরণ ; গানের পদ ; সিঁথি কাটার ধরন ; জুলপি। বাংপ্র। ৪। চুন ; চুনকাম। <আ 'কলী'। বি। **কলি ধরানো, কলি ফেরানো**—চুনকাম করা। **কলির সন্ধ্যা**—দুঃসময়ের সূচনা।

কলিকা—১। কলি (তাহা দ্রঃ)। কলি +কন্ স্বার্থে+আপ্। বি, স্ত্রী। ২। তামাকু সেবন করিবার কলকে। বাংপ্র। বি।

কলিকাতা-পৌরনিগম—কলিকাতা নগরীর পৌরসভা, কলিকাতা কর্পোরেশন, Calcutta Corporation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কলিকাল—চতুর্থযুগ, কলিযুগ, ত্রিপাদ অধর্মের কাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কলিঙ্গ—১। দেশ বিঃ ; বলির পুত্র। কলি—গম্+(ড) খচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। কলিঙ্গদেশজাত। বিণ।

কলিচুন—ঝিনুক বা শামুক-পোড়ানো চুন। কলিনামক চুন, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কলিজা—বক্ষঃস্থলের গ্রন্থি বিঃ ; বুক ; সাহস ; হৃদয় ; হৃৎপিণ্ড ; যকৃৎ। হি। বি। **কলিজা ফাটিয়া যাওয়া**—মনে অসহ্য যাতনা হওয়া। **কলিজা ভাঙ্গিয়া যাওয়া**—দারুণ মনঃকষ্টে মনের উৎসাহ আশা এবং সুখ নষ্ট হওয়া।

কলিঞ্জ তৃণ-নির্মিত আসন, চাঁচ দরমা মাদুর প্রঃ। বি ; পুং।

কলিত—জ্ঞাত ; ধৃত ; প্রাপ্ত ; উপার্জিত ; গণিত ; অনুগত ; আশ্রিত ; পৃথককৃত ; বিচারিত, বদ্ধ ; উক্ত ; গৃহীত ; দৃষ্ট। কল (গণনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**কলন**।

কলিন্দ -সূর্য, পর্বত বিঃ (এই পর্বত হইতে যমুনা নদী নির্গত হওয়াতে তাহা কালিন্দী নামে প্রসিদ্ধা), বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়া গাছ। কলি দা+খচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কলিন্দ-কন্যা, -নন্দিনী—যমুনা, কালিন্দী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কলিপ্রিয়—১। নারদ ; বানর। বি ; পুং। ২। কলহপ্রিয়, যে বিবাদ করিতে ভালবাসে এরূপ। কলি প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ৩। বহেড়া গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কলিভাঙ্গা—যাহার পদগুলি সম্পূর্ণভাবে জানা নাই এমন ('— গান')। কলি ভাঙ্গা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

কলিমেশন—(জ্যোতিষ) অক্ষীকরণ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইঃর একরেখীকরণ পদ্ধতি। <ইং 'collimation'. বি।

কলিযুগ—চতুর্থযুগ। কলিনামক যুগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কলিযুগাদ্যা—মাঘী পৌর্ণমাসী, মাঘী পূর্ণিমা। কলিযুগের আদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কলিল—নিবিড় ; মিশ্রিত ; মলিন ; পরি-পূর্ণ। কল+ইল কর্ম। বিণ।

কলি-হুঁকা—হুঁকার কলিকার মত আকারের খোলবিশিষ্ট হুঁকা। বাংপ্র। বি।

কলী—কোরক ; রচনা বিঃ। কলি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কলু—তৈলকারজাতি। <কল (ঘানিগাছ)।

বি। **কলুর বলদ**—নির্বিচারে পরিশ্রম-কারী লোক।

কলুকে, কুলুকে—আবদ্ধ হয়; আবৃষ্ট হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

কলুঙ্গি, কুলুঙ্গি—দেওয়ালের মধ্যে নির্মিত গর্ত্ত। বাংপ্র। বি।

কলুনী—কলুর ভার্য্যা, কলুপত্নী। কলু+নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কলুষ—১। পাপ; আবিলতা; মলিনতা। কল+উষচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। ঘোলা, মলিন; কষায়িত; অসমর্থ, দুঃখিত; গর্হিত; বদ্ধ; পাপী; ক্রুদ্ধ। কলুষ (১)+ অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কলুষহরা—১। পাপনাশিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা। উপতৎ; কলুষ—হৃ+অচ্ কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী।

কলুষিত—মলিনীকৃত; পাপযুক্ত; দূষিত; আবিল, ঘোলা। কলুষ+ইত জাতার্থে। বিণ।

কলেকটার—আদায়কারী; জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী, সমাহর্ত্তা। <ইং 'Collector'. বি।

কলেজ—স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার পরে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করা হয় তাহা, মহাবিদ্যালয়। <ইং 'college'. বি।

কলেজা—কলিজা (তাহা দ্রঃ)।

কলেবর—শরীর, গাত্র। কলে (বীর্যে, শুক্রে) বর (পবিত্র, শ্রেষ্ঠ), অলুক্ ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

কলেরা—ওলাউঠা, ভেদবমি। <ইং 'cholera'. বি।

কল্ক—খইল; কাই, মণ্ড; কানের খইল; মল; কাইট; শিটে; ঘৃত তৈলাদির পাকে দেয় ওষধি দ্রব্য; রুক্ষতাসাধন চূর্ণদ্রব্য; বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়া গাছ; গন্ধদ্রব্য বিঃ; পাপ; (রসায়ন) গাদ, তলানি, sediment. কল+ক কর্ম। বি; পুং বা ক্লী।

কল্কন—১। কলহ; দম্ভ; শঠতা। কল্ক +ণিচ্ (=কল্কি নামধাতু)+অনট্ ভাব। ২। কাথ; শিটে। কল্ক+ণিচ্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

কল্কা—কলকা (তাহা দ্রঃ)।

কল্কাদার—কলকাদার (তাহা দ্রঃ)।

কল্কি—বিষ্ণুর দশম অবতার [চরিতাবলী দ্রঃ]। কল্+কি কর্তৃ। বি; পুং।

কল্কিপুরাণ—পুরাণগ্রন্থ বিঃ। কল্কি-বিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কল্কী (কল্কিন্)—১। কল্কি। বি; পুং। ২। মলিন; পাপী; দুরাশয়; কল্কবিশিষ্ট। কল্ক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কল্কিনী**।

কল্‌কে—কলকে (তাহা দ্রঃ)।

কল্প—১। বেদাঙ্গ গ্রন্থ বিঃ; ব্রহ্মার এক অহোরাত্র (পুরাণমতে ৪৩২,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক এক দিন ও এই পরিমাণে ব্রহ্মার এক এক রাত্রি হয়; দিবাভাগে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় ও বিদ্যমান থাকে, রাত্রিতে লয়প্রাপ্ত হয়); প্রলয়; ক্রম; সংকল্প; বিকল্প; পক্ষ; ন্যায়; নিয়ম; বেদ-বিধি বিঃ; অভিপ্রায়; কল্পনা। কৃপ্+ঘঞ্ কর্ম (ঋ স্থানে অল্)। ২। কল্পবৃক্ষ। কৃপ্+ অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। (কোন শব্দের পরে প্রয়োগ করিলে) ঈষদূন; তৎসদৃশ, তাহার তুল্য (যথা—মৃতকল্প)। বিশেষণ-বাচক প্রত্যয়।

কল্পক—১। নাপিত। বি; পুং। ২। ছেদনকারী; কল্পনাকারক; রচয়িতা, আরোপক। কৃপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কল্পিকা**।

কল্পক্ষয়—প্রলয়, সৃষ্টিধ্বংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কল্পতরু, -দ্রুম, -পাদপ, -বৃক্ষ—অভীষ্ট-ফলপ্রদ স্বর্গীয় বৃক্ষ। কল্প (মানস, অভিপ্রায়)-দায়ক তরু, দ্রুম, পাদপ, বৃক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কল্পন, কল্পনা—রচনা; আরোপ; উদ্ভাবন; যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া মনে করা; মনগড়া বিষয়; সংকল্প; চিন্তন, মনন, সামর্থ্য; পর্য্যাপ্তি; ছেদন; নায়কের আরোহণার্থ হস্তিসজ্জীকরণ; ন্যায়োক্ত অনুমান বিঃ। কৃপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

কল্পনা—(গণিত) মূলসূত্র, hypothesis. কৃপ্+অন কম+আপ্। বি; স্ত্রী।

কল্পনাকৌতুক—কল্পনাবিলাস, মনে মনে কোন বিষয় ভাবিয়া লইয়া তাহাতে আমোদ অনুভব। কল্পনাজনিত কৌতুক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কল্পনাপ্রবণ—কল্পনায় উন্মুখ, অবাস্তব-বিষয়ের চিন্তায় তৎপর, ভাবুক। কল্পনাতে প্রবণ, ৭মীতৎ। বিণ। বি, **-প্রবণতা**।

কল্পনাপ্রিয়—কল্পনানুরক্ত, যে অবাস্তব বিষয় চিন্তা করিতে ভালবাসে এরূপ। কল্পনা প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

কল্পনাশক্তি—উদ্ভাবনী শক্তি, যে শক্তি দ্বারা নূতন নূতন বিষয় সকল উদ্ভাবিত করিতে পারা যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কল্পনীয়—কল্পনাযোগ্য, মনে মনে ভাবিবার মত। কৃপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

কল্পপাদপ—'কল্পতরু' দ্রঃ।

কল্পবায়ু—প্রলয়কালীন বাতাস; ভয়ানক ঝড়। কল্পকালীন বায়ু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কল্পবাস—মাঘ মাসে প্রয়াগ-সংগমে বিধি-পূর্বক বসতি। কল্পপূর্বক বাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কল্পবৃক্ষ—'কল্পতরু' দ্রঃ।

কল্পলতা—মহাদানান্তর্গত স্বর্ণ-কল্পিত লতাকার দানীয়দ্রব্য বিঃ; অভীষ্টপূরণ-কারিণী স্বর্গীয় লতা ("কোটে মুকুলিত কল্প-লতায় অমৃত যোজনগন্ধা।"—করুণানিধান)। কল্পপূরণী লতা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কল্পলোক—কল্পনার জগৎ, imaginary world. মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কল্পসূত্র—বৈদিক-কর্মানুষ্ঠানের প্রতিপাদক সূত্রবাজি [ইহাতে মনুষ্যজীবনের দৈনিক ক্রিয়ার বিধি এবং বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি, শ্রুতির মর্মানুসারে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে]। কল্পবিষয়ক সূত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কল্পান্ত—ব্রহ্মার দিবাবসান; যুগান্ত, প্রলয়-কাল। কল্পের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কল্পান্তস্থায়ী (-য়িন্)—প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী, যুগান্তব্যাপী। উপতৎ; কল্পান্ত—স্থা +ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

কল্পিত-মনগড়া; উদ্ভাবিত; চিন্তিত; ভাবিত; রচিত; সজ্জিত; কৃত্রিম; দত্ত; আরোপিত; নিশ্চিত। কৃপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কল্পিত-ধর্ম(র্ম্ম)—অনীশ্বরে ঈশ্বরজ্ঞান; যে ধর্ম কোন সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই তাহা, অবাস্তব ধর্ম। কর্মধা। বি; পুং।

কল্পী (কল্পিন্)—কল্পনাকারী; আরোপক, বেশকারক। কৃপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কল্পিনী**।

কল্প্য—১। রচনীয় বিষয়। বি; ক্লী। ২। রচনীয়; অনুষ্ঠেয়। কৃপ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

কল্মষ—১। পাপ; মলিনতা। কর্মন্—সো (বিনষ্ট করা)+ক কর্তৃ (নিপা)। ২। নরক বিঃ; যে মাসে শনি বা মঙ্গলবারে জন্মনক্ষত্র হয় সেই মাস। বি; পুং। ৩। মলিন, পাপিষ্ঠ। কল্মষ(১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কল্মাষ—১। বিচিত্রবর্ণ; শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত বর্ণ; কৃষ্ণবর্ণ; দৈত্য বিঃ; রাক্ষস; অগ্নি বিঃ; নাগ বিঃ। বি; পুং। ২। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত; নানাবর্ণমিশ্রিত। উপতৎ; কল্—মষ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কল্মাষী**।

কল্মাষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব। কল্মাষ (কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট) কণ্ঠ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কল্য—১। প্রত্যূষ; জ্যোতিষোক্ত লগ্ন বিঃ। কল+যৎ কর্ম। বি; ক্লী। ২। সজ্জিত; সমর্থ; সুস্থ; দক্ষ; অত্যুত্তম; কল্যাণকর; বোবা; কালা। কলা+যৎ সাধু প্রঃ অর্থে। বিণ। ৩। কাল, বর্তমান দিনের অর্থাৎ অদ্যকার পূর্ব বা পরদিন। বাংপ্র। বি।

কল্যকার—গত দিনের ; আগামী দিনের। কল্য+কার ৬ষ্ঠী-স্থানে। বি।

কল্যত্ব—আরোগ্য, স্বাস্থ্য। কল্য (সুস্থ)+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

কল্যপাল—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। উপতৎ ; কল্য—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কল্যা—শুভবাক্য ; মদ্য ; হরীতকী। কল +যৎ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কল্যাণ—১। মঙ্গল ; হিত ; সুখ ; সমৃদ্ধি ; স্বর্ণ, সৌভাগ্য, পুণ্য ; রাগিণী বিঃ (মতান্তরে রাগ বিঃ)। কল্য (প্রভাতে)—অণ্ (জিজ্ঞাসা করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। সুখী ; সাধু ; শুভদ ; হিতকর ; শুভযুক্ত। কল্যাণ(১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কল্যাণকর, -জনক—শুভকর, মঙ্গল-জনক। উপতৎ ; কল্যাণ—কৃ+ট কর্তৃ ; (২য় পক্ষে) কল্যাণের জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

কল্যাণবর—কল্যাণভাজন। <কল্যাণীয়-বর। বি বা বিণ।

কল্যাণবরেষু—কল্যাণীয়বরেষু (তাহা দ্রঃ)।

কল্যাণভাজন—শুভাস্পদ, মঙ্গলাস্পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ, ক্লী (অজহল্লিঙ্গ)।

কল্যাণময়—মঙ্গলময়, শুভপূর্ণ। কল্যাণ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

কল্যাণযোগ—(জ্যোতিষ) যাত্রাঙ্গ গ্রহ-যোগ বিঃ। কল্যাণনামা যোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কল্যাণালয়—কল্যাণের স্থান ; কল্যাণীয়। কল্যাণের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী বা বিণ।

কল্যাণাস্পদ—কল্যাণালয়, মঙ্গলাধার। কল্যাণের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; ক্লী (অজহল্লিঙ্গ)।

কল্যাণী (-ণিন্)—মঙ্গলবিশিষ্ট, শুভযুক্ত। কল্যাণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ণিনী**।

কল্যাণী—শুভা ; শুভযুক্তা। কল্যাণ (২) +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কল্যাণীয়—কল্যাণযুক্ত, সুভগ ; কল্যাণ-যোগ্য, মঙ্গলপ্রদ। কল্যাণ+ঈয় যোগ্যার্থে। বিণ। **কল্যাণীয়াসু**—স্নেহভাজন স্ত্রীলোক-দিগকে লিখিত পত্রের আদিতে ব্যবহৃত পাঠ। **কল্যাণীয়েষু**—ঐ পুরুষদিগের পক্ষে।

কল্যাণীয়বর—কল্যাণভাজন, শুভাস্পদ (বাংলা প্রয়োগে 'কল্যাণবর')। কল্যাণীয়-মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

কল্যাণীয়বরাসু—স্নেহাস্পদ স্ত্রীলোক-দিগকে লিখিত পত্রের আদিতে ব্যবহৃত পাঠ।

কল্যাণীয়বরেষু—ঐ পুরুষদিগের পক্ষে (বাং প্রয়োগে **কল্যাণবরেষু**)।

কল্ল—বধির, কালা। কল্ল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

কল্লা—১। দুষ্ট ; অবাধ্য। বিণ। ২। ভান, ছল ; চেঁচামেচি, ঝগড়া। বি। ৩। ছলনা-কারিণী নারী ; দুষ্টা নারী ; মুখরা বা কলহ-প্রিয়া রমণী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। ৪। শ্রবণ-শক্তিহীনা, বধিরা। কল্ল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৫। গলা, টুঁটি ; মুড়ো ('মাছের —')। ফা। বি।

কল্লোল—১। শব্দকারী জলতরঙ্গ ; মহা-তরঙ্গ ; উল্লাস, আনন্দ। কল্ল্+ওল কর্তৃ। বি। ২। কোলাহল, কলরব। <কলরোল। বি।

কল্লোলিত—তরঙ্গিত ; তরঙ্গের শব্দময় ; উল্লসিত। কল্লোল+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

কল্লোলিনী—নদী। কল্লোল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কশ, কস—১। মুখগহ্বরের দুই প্রান্ত, সৃক্কণী। <সৃক্ক (বর্ণ-বিপর্যয়ে)। ২। রস, নিঃসৃত তরল-পদার্থ। <কষ। বি।

কশা, কসা—চাবুক, কোড়া। কশ্, কস্+অচ্ করণ+আপ্। বি, স্ত্রী।

কশা—চাবুক মারা, শাসন করা, তিরস্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কশাঘাত—চাবুক মারা ; দোষাদি-সং-শোধনের জন্য তিরস্কার দ্বারা সতর্কীকরণ। কশাদ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি, পুং।

কশাড়—একপ্রকার তৃণ, মোটা এবং লম্বা উলুখড়। বাংপ্র। বি। **কশাড় বন**—সুগভীর জঙ্গল।

কশিদা—কাপড়ের উপর রেশম বা সুতার ফুল তোলা। <ফা 'কশীদহ্'। বি।

কশেরু, কসেরু—পৃষ্ঠের অস্থি, মেরুদণ্ড ; জলজ মূল বিঃ ; কেশুর। ক (দেহ)—শৄ (শীর্ণ হওয়া)+উ কর্তৃ, কস্+উ কর্তৃ (এরন্-আগম)। বি ; পুং বা ক্লী।

কশেরুক—১। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। কশেরু+কন্ আছে অর্থে। বিণ। ২। কেশুর ; মেরুদণ্ড। কশেরু+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং বা ক্লী।

কশেরুকা, কসেরুকা—মেরুদণ্ড। কশেরু, কসেরু+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কশ্যপ—মুনি বিঃ [চরিতাবলী দ্রঃ], মৃগ বিঃ ; মৎস্য বিঃ। উপতৎ ; কশ্য—পা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

কশ্যপতনয়, -নন্দন—কশ্যপের পুত্র ; গরুড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কষ—১। কষ্টিপাথর, যে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া স্বর্ণের পরীক্ষা করা যায় তাহা। কষ্+ঘ অধি। বি ; পুং। ২। ওষ্ঠপ্রান্ত ; চামড়া পাকাইবার কষায় দ্রব্য ; কষায় রস ; কষায় রসের দাগ। <কষায়। বি।

কষকষ—প্রতিশোধের উদগ্র ইচ্ছা ; অস্বস্তি-বোধ ; ঘর্ষণজনিত গাত্রদাহ। বাংপ্র। বি।

কষকষানো—প্রতিহিংসাগ্রহণের ইচ্ছায় দাঁতে দাঁতে ঘষা, আক্রোশ প্রকাশ। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কষণ—১। ঘষণ ; কণ্ডূয়ন ; প্রস্তরে ঘর্ষণ করিয়া পরীক্ষা করা ; নিকষে স্বর্ণপরীক্ষা। কষ্+অনট্ ভাব। ২। নিকষপ্রস্তর, কষ্টি-পাথর। কষ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী। ৩। অপক্ক। কষ্+অন কর্তৃ। বিণ। ৪। চামড়ায় কষ দেওয়া। বাংপ্র। বি।

কষনি, কষনী—ধমকানি ; আঁটনি ; গাঁট। বাংপ্র। বি।

কষা—১। চাবুক, কোড়া ; লাগাম। কষ্+অচ্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। কষায়রসযুক্ত, বিস্বাদ। <কষায়। বিণ। ৩। কৃপণ ; আঁট-সাঁট, শক্ত ; বদ্ধকোষ্ঠ ('— ধাত')। বিণ। ৪। (স্বর্ণাদি) কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা ; গণিতের ফল বাহির করা ; হিসাব করা ; আঁটা ; শক্ত করা ; শাসন করা ; কম আঁচে ভাজা বা সাঁতলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কষাকষি—পরস্পর আকর্ষণ, টানাটানি ; কড়াকড়ি ; কলহ ; দর কমাইবার চেষ্টা। পরস্পর কষা, ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

কষাটে—ঈষৎ কষায়রসবিশিষ্ট, সামান্য কষা ; কৃপণ। কষা+টে অল্পার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কষানি—ক্লেদ, পুঁজ ; কষায় রঙের রস ; মাংসাদি হইতে নির্গত রস। বাংপ্র। বি।

কষামাজা—দর ইঃ নিয়া কষাকষি ; ঘষা-মাজা। বাংপ্র। বি।

কষামি, -মো—কার্পণ্য ; কষাকষি। বাংপ্র। বি।

কষায়—১। রস বিঃ, কষারস ; ক্বাথ ; সুগন্ধ লেপনদ্রব্য ; নির্যাস ; সৌরভ ; অঙ্গ-রাগ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। শ্যোনাক-বৃক্ষ ; ধববৃক্ষ ; (বেদান্ত) অন্তকরণ-দোষ বিঃ, নির্বিকল্প সমাধির বিঘ্নদোষ ; রাগ-দ্বেষাদি দোষ ; কলিযুগ ; রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণ, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। বি ; পুং। ৩। রঞ্জিত ; সুগ্রাহ্য ; সুরভি ; যাহার আস্বাদ কষা এরূপ ; অপটু ; রক্তপীতমিশ্রবর্ণবিশিষ্ট ; (রসায়ন) কষায়স্বাদবিশিষ্ট, astringent. •কষ্+আয় কর্তৃ (গলাকে কষিত বা বিনষ্ট করে বলিয়া)। বিণ।

কষায়িত—অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত, ছোবানো ; রক্তপীতমিশ্রিতবর্ণ ; বিলেপিত ; কৃতলোহিত, আরক্ত ('রোষ—')।

কষায়+ণিচ্ (=কষায়ি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কষি—১। হিংসক। কষ্+ই কর্তৃ। বিণ। ২। দাঁড়ি; দীর্ঘ সরল রেখা, '—' এইরূপ চিহ্ন; কাপড়ের যে অংশ কোমরে গোঁজা থাকে তাহা। ফা-মু। ৩। কাঁচা আমের আঁঠি। বাংপ্র। বি।

কষিত—কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত, যাহার পরীক্ষা হইয়াছে এরূপ ('—ধাতু')। কষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কষিতকাঞ্চন—কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সোনা, খাঁটি সোনা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কষিয়া, কষে ১। (স্বর্ণাদি) পরীক্ষা করিয়া; (অঙ্ক) সমাধান করিয়া; (তরকারি) সাঁতলাইয়া; (বাঁধন) টানিয়া, আঁটিয়া। অস-ক্রি। ২। সজোরে ('—দু'ঘা বসাইয়া দাও')। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কষিল—কষিত। ব্রজবুলি। বিণ।

কষুটি—কাঁচা ফল, অপক্ব ফল। বাংপ্র। বি।

কষেরুকা—কশেরুকা (তাহা দ্রঃ)।

কষ্ট—১। ক্লেশ, ব্যথা, দুঃখ; অভাব অনটন। কষ্+ক্ত ভাব। বি, স্ত্রী। ২। ক্লিষ্ট; দুঃখজনক; ক্লেশসাধ্য; কুৎসিত; গহন। কষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **কষ্ট পাওয়া, কষ্ট ভোগ করা** -কষ্টে জীবন অতিবাহিত করা। **কষ্টে স্টে**—বিশেষ কষ্টের সহিত, খুব অসুবিধায়।

কষ্টকর—ব্যথাদায়ক, দুঃখজনক। উপতৎ কষ্ট—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-করী**।

কষ্টকল্পনা—যে কল্পনা সহজে করিতে পারা যায় না তাহা, দুর্বোধ কল্পনা; আয়াসসাধ্য অনুমান। কষ্ট (২) কল্পনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কষ্টকল্পিত—কষ্টে কল্পিত; বহু আয়াসে অনুমিত। কষ্টে কল্পিত, সুপ্। বিণ।

কষ্টজনক—ক্লেশপ্রদ, দুঃখকর। ৬ষ্ঠ তৎ। বিণ। স্ত্রী. **-জনিকা**।

কষ্টজীবী (-জীবিন্)—কষ্টে জীবিকা-নির্বাহকারী, অনেক কষ্টভোগ করিয়া জীবনধারণকারী। উপতৎ; কষ্ট—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-জীবিনী**।

কষ্টদায়ক—দুঃখপ্রদ, ক্লেশজনক। ৬ষ্ঠ তৎ। বিণ। স্ত্রী. **-দায়িকা**।

কষ্টরিপু—যে কষ্টে আয়ত্ত হয় এরূপ শত্রু, যাহাকে জয় করিতে কষ্ট করিতে হয় এরূপ শত্রু। কষ্টসাধ্য রিপু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কষ্টশ্রিত—ক্লেশভোগী; কঠোরব্রতাচারী। কষ্টকে শ্রিত (আশ্রিত), ২য়াতৎ। বিণ।

কষ্টসহ—ক্লেশসহিষ্ণু, ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ। উপতৎ, কষ্ট—সহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

কষ্টসহিষ্ণু—দুঃখসহনক্ষম, ক্লেশসহনশীল। ২য়াতৎ। বিণ। বি, **-তা**।

কষ্টসাধ্য—যাহা অনেক কষ্টে সম্পন্ন হয় এরূপ, যাহা করিতে খুব কষ্ট হয় এমন, ক্লেশসম্পাদ্য। কষ্টে সাধ্য, সুপ্। বিণ।

কষ্টস্থল, -স্থান—দুঃখের স্থান; দুঃখজনক বিষয়। ৬ষ্ঠতৎ। বি; ক্লী।

কষ্টা—কষাটে, কষা। বাংপ্র। বিণ।

কষ্টার্জি(র্জ্জি)ত—কষ্টলব্ধ, বহু আয়াসে প্রাপ্ত। কষ্ট দ্বারা অর্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কষ্টি—১। কষা, পরীক্ষা করা; কষ্ট, ক্লেশ। কষ্+ক্তি ভাব। ২। নিকষ, কষণপ্রস্তর, কষ্টিপাথর। কষ্+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

কষ্টিপাথর—স্বর্ণাদি পরীক্ষা করিবার পাথর। কষ্টির পাথর (<প্রস্তর), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কস—কষ্টিপাথর। কস্+ক স্বার্থে অধি। বি; পুং।

কসটি, কসুটি—কষ্টিপাথর। প্রা কপ্র। বি।

কসবা ক্ষুদ্র গ্রাম; ছোট পরগনা; নগর। আ। বি।

কসবী—বেশ্যা; শহরের বেশ্যা। <আ 'কস্‌ব্'। বি।

কসম—দিব্য, শপথ। আ-মু। বি। **কসম খাওয়া**—দিব্য করা, শপথ করা।

কসরত—অঙ্গচালনার কৌশল; কৌশল; কায়দা; অভ্যাস। আ। বি।

কসা—'কশা' দ্রঃ।

কসাই—পশুহন্তা; মাংসবিক্রেতা; হৃদয়হীন ব্যক্তি। <আ 'কস্‌সাব'। বি। **কসাই-এর কাজ**—অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার; কসাই এর ব্যবসায়।

কসাইখানা—পশুবধের স্থান। আ-মু। বি।

কসাইগিরি—কসাই-এর ব্যবসায়; নিষ্ঠুর আচরণ। বাংপ্র। বি।

কসুর—ত্রুটি, দোষ; কমতি, ন্যূনতা। <আ 'কুসর'। বি।

কসেরু—'কশেরু' দ্রঃ।

কসেরুকা—'কশেরুকা' দ্রঃ।

কস্ত—হস্তচালনাকৌশল; কৌশল, কসরৎ, অভ্যাস; অনুশীলন; চেষ্টা। <আ 'কসরত'। বি।

কস্তা—আবক্ত, রক্তাভ, লালচে। <কষায়িত। বিণ।

কস্তাকস্তি—পাল্লাপাল্লি, দুই মল্লের পরস্পর ঝাপটাঝাপটি। বাংপ্র। বি।

কস্তাপাড়—চওড়া লাল পাড়। বাংপ্র। বি।

কস্তাপেড়ে—লাল চওড়া পাড়যুক্ত। কস্তা যে পাড়, কর্মধা+এ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কস্তুর—কস্তুরী মৃগ; মৃগনাভি; কচুজাতীয় গাছ বিঃ। <কস্তুরী। বি।

কস্তুরা—১। কস্তুরী মৃগ; শুক্তি, যে ঝিনুকে মুক্তা থাকে তাহা। <কস্তুরী। ২। ওষধি বিঃ; সমুদ্রের ফেনাবৎ পাহাড়জাত দ্রব্য; নৌকা বা জাহাজের তক্তার জোড়। বাংপ্র। বি।

কস্তুরিকা, কস্তূরিকা, কস্তুরী, কস্তূরী—মৃগনাভি। কস্+উর, উর কর্তৃ (ত আগম)+ঈপ্; ১ম ও ২য় পক্ষে কস্তুরী, কস্তূরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কস্তুরীবৃষ, কস্তূরীবৃষ—পৃথিবীর উত্তর-মেরুপ্রদেশের সন্নিহিত তুন্দ্রা-অঞ্চলের অধিবাসী বৃষ বিঃ, musk ox. কস্তুরীযুক্ত, কস্তূরীযুক্ত বৃষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কস্তুরীমৃগ, কস্তূরীমৃগ—মৃগনাভিযুক্ত হরিণ বিঃ [এই শ্রেণীর পুংজাতীয় হরিণের নাভিদেশে কস্তুরী জন্মে]। কস্তুরীপ্রদ, কস্তূরীপ্রদ মৃগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কস্মিন্ কালেও—কদাপি, কখনও। কস্মিন্ (সপ্তম্যন্ত কিম্ শব্দ)+কালে (দুইটি পৃথক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। বি; অধি-৭মী।

কস্য—কাহার, কোন্ জনের; অমুকের; যাহার। সংস্কৃত 'কিম্' শব্দের ৬ষ্ঠীর ১বচন। সর্ব।

কহত—১। কথা, বাক্য; আদেশ; অনুমতি। প্রা কপ্র। বি। ২। উক্ত, কথিত। বাংপ্র। বিণ। ৩। বলে। প্রা কপ্র। ৪। বল। বাংপ্র। ক্রি।

কহতব্য—বলিবার যোগ্য, বক্তব্য। (বাং) কহ্ ধাতু+(সং) তব্য কর্ম। বিণ।

কহন—১। কথা, বাক্যপ্রয়োগ; বলা। <কথন। বি। ২। বলিবার যোগ্য, কথয়িতব্য। প্রা কপ্র। বিণ। **কহনে না যায়**—বলা যায় না; বর্ণনাতীত।

কহর—বিপদ, দায়; পীড়ন, অত্যাচার। আ। প্রা কপ্র। বি।

কহা—১। কথিত। বিণ। ২। কথন। বি। ৩। বলা। বাংপ্র। ক্রি। [প্রাচীন কবিদিগের প্রয়োগে 'কহ্' ধাতুর বিভিন্ন রূপ:— **কহ**—বল; বলে। **কহই**—বলে; বলিতে। **কহইত**—বলে; বলিতেছে। **কহত**—বল; বলে। **কহতই**—বলিতেছে। **কহতহি**—বলিতেছে; বলিবামাত্র। **কহনে**—বলিতে। **কহন্তি**—বলে, বলেন। **কহব**—বলিব; বলিবে। **কহবি**—বলিবি। **কহয়ে**—বলে। **কহল**—বলিল। **কহলহি**—বলিলাম; বলিল। **কহলি**—বলিলি; বলিল। **কহলু, কহলুঁ**—বলিলাম। **কহহি**—বলিতে। **কহায়সি**—বলাও;

বলিতে দাও। **কহছি**—বলিতেছি। **কহেঁা**—বলিতাম।]

কহাকহি—১। বলাবলি, তর্কাতর্কি; পরস্পর কহা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি। ২। প্রতিশ্রুত, বাগ্‌দত্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

কহানো—বলানো, অন্যের মুখ দিয়া উচ্চারণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কহি—কোথাও। প্রা কপ্র। অ।

কহিনী—কাহিনী বৃত্তান্ত। প্রা কপ্র। বি।

কহিয়ে—কথনপটু, কথনসমর্থ বাগ্মী। কহ্‌+ইয়ে কর্ত্তৃ। বা'প্র। বিণ।

কহির—কোথাকার, কোন্‌ স্থানের। প্রা কপ্র। বিণ।

কহু—কহে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহেঁা—বলি। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহ্লার—শ্বেতোৎপল শ্বেতপদ্ম, শালুক সুঁদি। ক (জল)—হ্লাদ (হৃষ্ট হওয়া)+অচ্‌ কর্ত্তৃ (নিপাতনে দ স্থানে র)। বি, ক্লী। [অ।

কা—কাকের ডাক। অনুকরণ শব্দ। বা'প্র।

কাই—লেই, কলপ, আঠা, মণ্ড এক-প্রকার পীতবর্ণ মৃত্তিকা, কাইমাটি। <কাথ। বি।

কাইট কল্ক, শিটা, মলা খাদ তলানি। <কিট্ট। বি।

কাইতি—মহাজনী লিপি, মাত্রাহীন অক্ষর। হি-মু। বি।

কাইয়াঁ, কৈঁয়ে—মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী, কৃপণ, একগুঁয়ে, ধূর্ত্ত। বা'প্র। বি।

কাউ, কাউয়া—কাক। হি মু। বি।

কাউকে—কাহাকেও, কোন ব্যক্তিকেও। বা'প্র। সর্ব।

কাউঠা—কাছিম, কচ্ছপ। <কমঠ। বি।

কাউর—১। চর্মরোগ বিঃ, ব্রণ বিঃ, নালীঘা। আ মু। বি। ২। বাঁক, ভার। প্রাদে। বি।

কাওয়াজ—সেনাদিগের রণকৌশল শিক্ষা। <আ 'কাবাইদ'। বি।

কাওয়াল—যে কাওয়ালি গান করে, উচ্চ সংগীতে পারদর্শী। আ মু। বিণ।

কাওয়ালি—আটমাত্রার তাল বিঃ। <আ 'কবালী'। বি।

কাওরা—জাতি বিঃ। <কিরাত। বি।

কাংস, কাংস্য—১। পানপাত্র; বাদ্যযন্ত্র বিঃ, কাঁসি। কংসীয় বা কংস+অণ্‌ ষ্যঞ্‌ বিকারার্থে (ঈয় প্রত্যয়ের লোপ)। ২। তাম্ররঙ্গমিশ্রিত ধাতু বিঃ, কাঁসা। কংস+অণ, ষ্যঞ্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

কাংসীয়—কাংস্য কাঁসা। কংসীয়+অণ্‌ স্বার্থে। বি, ক্লী।

কাংস্য—'কাংস' দ্রঃ।

কাংস্যকার—কাংস্যবণিক, কাঁসারী। উপ-তৎ, কাংস্য—কৃ+অণ্‌ কর্ত্তৃ। বি, পুং। স্ত্রী, -কারী।

কাঁই—কাই (তাহা দ্রঃ)।

কাঁইবিচি, -বীচি—তেঁতুলবীচি। কাই-উৎপাদক বিচি, বীচি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঁইমাই—অস্পষ্ট ভাষা দুর্বোধ্য ভাষা, অনেকগুলি শিশুর মিশ্রিত ক্রন্দনধ্বনি। বাংপ্র। অ।

কাঁওল, কাঁওলা—পাণ্ডুরোগ নেবা jaundice [এই রোগ হইলে রোগী সমস্ত বস্তু হরিদ্রাবর্ণ দেখে।] <কামলা। বি।

কাঁক—১। কঙ্কপক্ষী, বকজাতীয় পাখি বিঃ। <'কঙ্ক'। ২। কক্ষদেশ, বগল। <কক্ষ। বি।

কাঁকই—চিরুনি। <কঙ্কতিকা। বি।

কাঁকড়া—কুলীর, কর্কট। <কর্কট। বি।

কাঁকড়া-বিছা—কিয়ৎপরিমাণে কাঁকড়ার ন্যায় আকার বিশিষ্ট বিছা, বৃশ্চিক, scorpion। কাঁকড়া সদৃশ বিছা, মধ্যপ কর্মধা। বা'প্র। বি।

কাঁকড়া-মাটি—কাঁকড়ার তোলা মাটি। বা'প্র। বি।

কাঁকড়ি কাঁকুড় জাতীয় কাঁচা অবস্থায় তিক্তাস্বাদ ফল বিঃ। বা'প্র। বি।

কাঁকণ, কাঁকণি—বলয়, করভূষণ। <কঙ্কণ। বি।

কাঁকবিড়াল, -বিড়ালী—কুক্ষিব্রণ, বগলের ফোঁড়া। <কক্ষবিডালিকা। বি।

কাঁকর পাথরের দানা, কুরুই তবলার চামড়ার দড়ি। <কঙ্কর। বি।

কাঁকরোল—ছোট ফল বিঃ (এই ফলের উপরিভাগে কাঁটালের ন্যায় কাঁটা আছে)। <কর্কোটকী। বি।

কাঁকলাস—বহুরূপী, গিরগিটি। <কৃকলাস। বি।

কাঁকাল, -লি—কটি, কোমর। <কঙ্কাল। বি।

কাঁকিনী—১। পূর্ণবয়স্ক পরিণতবয়স্ক। বিণ। ২। মহিষ, পূর্ণবয়স্কা স্ত্রী। বা'প্র। বি।

কাঁকুই—চিরুনি। <কঙ্কতিকা। বি।

কাঁকুড়—অপক্ক ফুটি। <কর্কোটিকা। বি।

কাঁকুরে—কাঁকরমিশানো; কঙ্করময়। বাংপ্র। বিণ।

কাঁখ—কক্ষ, কটি, কোমর, মধ্যভাগ, মাজা। <কক্ষ। বি।

কাঁখতাল—কক্ষতল, বগল। বা'প্র। বি।

কাঁচ—বালি ও একপ্রকার ক্ষারের সমবায়ে উৎপাদিত স্বচ্ছ বস্তু বিঃ; পরকলা, নিকৃষ্ট-মণি। <কাচ। বি।

কাঁচকড়া—তিমির দন্তস্থানের একপ্রকার কোমল অস্থিবৎ দ্রব্য (প্রকৃতপক্ষে ইহা হাড় নহে), কাছিমের খোলা; রবারাদি হইতে প্রস্তুত পদার্থ বিঃ। হি মু। বি।

কাঁচকলা, কাঁচাকলা—অপক্ক কদলী [ইহা অপক্ক বা কাঁচা অবস্থায় তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে]। কর্মধা। বা'প্র। বি। **আদায় কাঁচকলায়**—'আদা' শব্দ দ্রঃ।

কাঁচড়া—জলজ ঘাস বিঃ দাম। বা'প্র। বি।

কাঁচপোকা—একপ্রকার উজ্জ্বল সবুজরঙের পোকা (ইহার পাখার শক্ত সবুজ ঢাকনা দ্বারা টিপ পরা যায়)। বা'প্র। বি।

কাঁচর—কঞ্চুক, কাঁচুলি। প্রা কপ্র। বি।

কাঁচল, কাঁচলক, কাঁচলা, কাঁচলি, কাঁচুলি—স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক জামা বিঃ। <কঞ্চুলী ও কঞ্চুলিকা। প্রা কপ্র। বি।

কাঁচা—অপক্ক, অপরিণত, আপোড়া; মাটির তৈয়ারী, অশুষ্ক, প্রাথমিক; অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল বিবেচনা না করিয়া কৃত, অসাবধানে কৃত, ত্রুটি, বুদ্ধিহীন; তরল, গলিত, শিল্পদ্রব্যের উপাদানীভূত; অসম্পূর্ণ, অনভ্যস্ত, অরক্ষিত, যাহা বাঁধা হয় নাই একপ, অপটু, অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ, অসার, যাহা সহজে নষ্ট হয় এমন, যাহার নড়চড় হয় বা বদল হইবে এমন, (রসায়ন) কোমল, নরম, soft হি-মু। বিণ। **কাঁচা আলে পা না দেওয়া**—ইচ্ছা করিয়া কাহারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করা। **কাঁচা কথা**—যে কথা ঠিক থাকে না তাহা, খেলো কথা, অসার বাক্য। **কাঁচা ঘুম**—অসম্পূর্ণ ঘুম ঘুমের অপরিণত অবস্থা। **কাঁচা ঘুঁটি** (পাশা ইঃ খেলায়) যে ঘুঁটি বাহির হইয়া অল্পদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। **কাঁচা চুল**—কালো চুল। **কাঁচা জল**—ঠাণ্ডা জল। **কাঁচা টাকা**—নগদ টাকা। **কাঁচা নাড়ী**—সদ্যপ্রসূতার দুর্বল অবস্থা। **কাঁচা পয়সা**-সহজে প্রত্যহ উপার্জিত প্রভূত অর্থ। **কাঁচা পাড়** কাপড়ের যে পাড় সাবানে বা ধোপে উঠিয়া যায় তাহা, যে জলাশয়ের ধার বা পাড় বাঁধানো নয় তাহা। **কাঁচা পোয়াতী**—সদ্যপ্রসূতা। **কাঁচা ফলার** চিঁড়া দই এর মিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্য। **কাঁচা বাজার**—তরিতরকারি ইঃ বেচা-কেনার জায়গা। **কাঁচা বাড়ি**—মেটে বাড়ি, মাটির ও বাঁশের দেওয়াল এবং খড়ের বা গোলার চাল দেওয়া বাড়ি। **কাঁচা মাল**—যে সকল কৃষিজাত বা অন্য দ্রব্য কলের সাহায্যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় নাই তাহা, raw material. **কাঁচা রাস্তা**—

মেটে রাস্তা, অ-বাঁধানো রাস্তা। **কাঁচা লেখা**—অনভ্যস্ত হাতের লেখা; লিখন-রীতিবিহীন রচনা। **কাঁচা সর্দি**—প্রথম অবস্থার সর্দি, তরল অবস্থাপ্রাপ্ত সর্দি। **কাঁচা সাধ**—গর্ভের প্রথম অবস্থায় দত্ত দোহদ। **কাঁচা হাত**—অনিপুণ হস্ত; শিক্ষানবিসের হাত। **পাকা ঘুঁটি কাঁচানো**—(ঘুঁটি-খেলায়) যে ঘুঁটি পাকিয়া ঘরে উঠিবার মত হইয়াছে তাহা মারিয়া পুনরায় কাঁচা করিয়া দেওয়া; সিদ্ধপ্রায় কার্য পুনরায় অসিদ্ধ করা; কাহারও কোন মতলব সিদ্ধির মুখে নষ্ট করিয়া দেওয়া।

কাঁচা-খিস্তি—অশ্লীল গালি। বাংপ্র। বি।

কাঁচা-খেউড়—অতিশয় অশ্লীল খেউড় গান বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাঁচা-গোল্লা—মিষ্টান্ন বিঃ, একশ্রেণীর কাঁচা পাকের সন্দেশ। বাংপ্র। বি।

কাঁচাটে—কাঁচা ভাবের, যাহা সম্পূর্ণ পাকে নাই এরূপ। কাঁচা+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে বা ঈষদর্থে। বাংপ্র। বিণ।

কাঁচানো—ফাঁসানো; পরিণত অবস্থার কিছু পূর্বে নষ্ট করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কাঁচা-মিঠা—কাঁচা অবস্থায়ও মিষ্ট ('— আম')। কাঁচা অথচ মিঠা, কর্মধা। বিণ।

কাঁচি—১। কর্তরিকা, ছেদনী, কাগজ ও কাপড়াদি কাটিবার দুফলা অস্ত্র; লোহা ইঃর ফ্রেম যাহার উপর ছাদ থাকে। <তু 'কাইঞ্চী'। বি।

কাঁচী—অপক্ব; অসম্পূর্ণ; কমওজনের (যেমন—কাঁচী সের অর্থাৎ পূর্ব-প্রচলিত আশি সিক্কার ওজন অপেক্ষা কম ওজনের সের); মোটা সুতায় বোনা ('কাপড়')। হি মু। বিণ।

কাঁচুমাচু—১। সংকোচপ্রকাশ। বি। ২। অপ্রস্তুত, সংকুচিত। বাংপ্র। বিণ।

কাঁচুয়া—১। কাচুলি। প্রা কপ্র। ২। কেঁচো। হি মু। বি।

কাঁচে—১। ক্রন্দন করে, কাঁদে। প্রা কপ্র। ২। কাঁচা হইয়া যায়। বাংপ্র। ক্রি।

কাঁচ্চা—ওজনের পরিমাণ বিঃ, সিকি ছটাক। বাংপ্র। বি।

কাঁজি—পর্যুষিতান্নের অম্লজল, আমানি, পান্তা ভাতের জল। <কাঞ্জিক। বি।

কাঁটা—বৃক্ষের কণ্টক; মৎস্যের অস্থি বিঃ, মাছের হাড়; লৌহাদিনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র বস্তু, ছোট পেরেক; খোঁপার কাঁটা; সাহেবদের ভোজনকালে ব্যবহৃত খাদ্য বিঁধিয়া তুলিবার যন্ত্র বিঃ, fork; ঘড়ির কাঁটা; তুলাদণ্ড; শিহরন; সরু ও মুখ সরু যে কোনও অংশ ('ঘড়ির —'); বাধা, অন্তরায়; পীড়াকর দ্রব্য। <কণ্টক। বি। **কাঁটা করা**—(দ্রব্যাদি) ওজন করা। **কাঁটা-চামচ ধরা**—সাহেবী খানা বা অভ্যাস আরম্ভ করা। **কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা** বা **বাহির করা**—শত্রুকে দিয়া শত্রু নাশ করা। **কাঁটায় কাঁটায়**—ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে; ঠিক মাত্রায়; ঠিক ওজনে। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—গায়ের লোম খাড়া হওয়া। **পথে কাঁটা দেওয়া**—বিঘ্ন সৃষ্টি করা। **পথের কাঁটা**—বিঘ্নস্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু।

কাঁটাকম্পাস—(জ্যামিতি) রেখা প্রঃ বিভক্ত করিবার কার্যে ব্যবহৃত কম্পাসের ন্যায় দুইটি কাঁটাযুক্ত যন্ত্র বিঃ, dividers কাঁটাযুক্ত কম্পাস, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কাঁটাকুড়—কণ্টকরাশি; কাঁটাবন; কাঁটায় ভরা স্থান। <কণ্টককুণ্ড। বি।

কাঁটা-খোঁচা—কাঁটা এবং খোঁচা (ইহা কাটা অপেক্ষা ছোট); বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কাঁটাচুয়া—শজারু। বাংপ্র। বি।

কাঁটাঝাঁপ—চড়কের উৎসবে কাঁটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার ব্যাপার। বাংপ্র। বি।

কাঁটাতার—সূক্ষ্মাগ্র কণ্টকবিশিষ্ট লৌহাদি-নির্মিত তার। কাঁটাযুক্ত তার, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঁটা-নটিয়া, -নটে—কাঁটায় ভরা নটিয়া শাক। কাঁটাযুক্ত নটিয়া, নটে, মধ্যপ কর্ম। বাংপ্র। বি।

কাঁটাপেরেক—কাঁটার ন্যায় সরু ছোট পেরেক। কাঁটা-সদৃশ পেরেক, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঁটাবন—কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য, কাঁটাগাছে ভরা বন। কাঁটাপূর্ণ বন, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঁটাল, কাঁঠাল—১। ফল বিঃ, পনস। বি। ২। কণ্টকময়, কাঁটাওয়ালা। কাঁটা+আল আছে অর্থে; (২য় পক্ষে) বিকল্পে ট-স্থানে ঠ। বাংপ্র। বিণ। **কাঁটালের আমসত্ত**—অসম্ভব বিষয়; অপনাম; অপ-প্রয়োগ।

কাঁটি—ছোট পেরেক। বাংপ্র। বি।

কাঁঠি—মাছধরা জালে বাঁধা লোহার গুলি (জাল ভারী করার জন্য); শুকপক্ষীর গল-রেখা; সর্পের গলরেখা; কণ্ঠমালা; কণ্ঠ-মালার এক একটি নর বা দানা। <কণ্ঠী। বি।

কাঁড়—তীর বিঃ; রাশি, স্তূপ। <কাণ্ড। বি।

কাঁড়ন—নিস্তুষকরণ, পরিষ্কারকরণ, চাউল ছাঁটিয়া পরিষ্কার করা; তিরস্কারকরণ, ধমকানো, শাসানো। <কণ্ডন। বি।

কাঁড়বাঁশ—তীরধনুক। প্রাদে। বি।

কাঁড়া—১। পরিষ্কৃত, নির্মলীকৃত। কাঁড়্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ২। তুষশূন্য করা, পরিষ্কার করা। বাংপ্র। ক্রি। ৩। এক-প্রকার ঢাক। বাংপ্র। বি।

কাঁড়াদার—ঢকাবাদক, পটহবাদক। কাঁড়া+দার বাদকার্থে। বাংপ্র। বি।

কাঁড়াদাস—(বিদ্রূপার্থে) অতি স্থূলদেহ, অলস ও উদ্বেগশূন্য ('— ব্যক্তি'); মূর্খ ও গোঁয়ার ('— বাবাজী')। বাংপ্র। বিণ।

কাঁড়ানো—তুষশূন্য করানো, চাউল ছাঁটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কাঁড়ি—রাশি; তালকাষ্ঠ। কাঁড়+ই স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

কাঁত, কাঁথ—ভিত্তি, প্রাচীর; দেওয়াল। <কন্থা। বি।

কাঁতড়া, কাঁথড়া—ভগ্ন প্রাচীর, জীর্ণ দেওয়াল। বাংপ্র। বি।

কাঁতি—১। কাঁথি, মাটির প্রাচীর বা দেওয়াল। প্রাদে। বি। ২। শোভা, সৌন্দর্য। <কান্তি। প্রা কপ্র। বি।

কাঁতিয়া—কান্তি, শোভা ("তড়িত-জড়িত কাঁতিয়া"—উদ্ধব)। প্রা কপ্র। বি।

কাঁথ—মাটির ভিত, দেওয়াল। বাংপ্র। বি।

কাঁথড়াপুরী—পবিত্যক্ত ভগ্ন গৃহ, ভাঙ্গা দেওয়ালমাত্রে পর্যবসিত গৃহ। বাংপ্র। বি।

কাঁথা—জীর্ণবস্ত্ররচিত আস্তরণ, কন্থা। <কন্থা। বি।

কাঁথি—কাঁতি, মাটির প্রাচীর বা দেওয়াল; নদ্যাদির উচ্চতট। বাংপ্র। বি।

কাঁদ-কাঁদ—ক্রন্দনোন্মুখ; বাষ্পভারাক্রান্ত। বাংপ্র। বিণ।

কাঁদন—রোদন, বিলপন। <ক্রন্দন। বি।

কাঁদনি, কাঁদুনি—বিলাপবাক্য, শোক-গাথা; অনুযোগ। কাঁদ্+অনি, উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

কাঁদা—ক্রন্দন করা, রোদন করা। <ক্রন্দ-ধাতু। ক্রি [, বি]। **কাঁদা-ককানো**—চোখের জল ফেলা ও কাকুতি-মিনতি করা।

কাঁদা, কাঁধা—কূল, তীর ('পুকুরের —')। <স্কন্ধ। বি।

কাঁদাকাটি—ক্রন্দনের সহিত অনুরোধ-উপরোধ। বাংপ্র। বি।

কাঁদাকাঁদি—সকলে মিলিয়া ক্রন্দন। বাংপ্র। বি।

কাঁদানো—রোদন করানো, ভয় প্রদর্শন বা পীড়নাদি দ্বারা ক্রন্দন করিতে বাধ্য করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কাঁদি—(কদলী প্রঃর) গুচ্ছ বা স্তবক। বাংপ্র। বি।

কাঁদুনি—'কাঁদনি' দ্রঃ।

কাঁদুনে—রোদনশীল, যে নিয়ত বা সহজেই

কাঁদে এরূপ। কাঁদুনে (<কাঁদন)+এ শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**কাঁদুনী**।

কাঁদোকাঁদো—কাঁদ-কাঁদ (তাহা দ্রঃ)।

কাঁধ—স্কন্ধ, ভারবহনের স্থান। <স্কন্ধ। বি। **কাঁধ দেওয়া**—ভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া বা যোগ দেওয়া; কাঁধে তুলিয়া লওয়া।

কাঁধাকাঁধি—পরস্পরের স্কন্ধ ধারণ করিয়া; পাশাপাশি হইয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কাঁধাড়ি—ঘরের পিছনভাগ; পাহাড়ের ধার। বাংপ্র। বি।

কাঁধার—ধার, কিনারা। বাংপ্র। বি।

কাঁধেলী—ঘোড়ার কাঁধের সাজ। বাংপ্র। বি।

কাঁপ—কাঁপন। <কম্প। বি।

কাঁপই—কাঁপে; কাঁপিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাঁপন, কাঁপনি, কাঁপুনি—কম্পন, থরথর করা নড়ন। কাঁপ+অন্, অনি, উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

কাঁপয়ে—কাঁপে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাঁপা—কম্পিত হওয়া, নড়া। < 'কম্প্'-ধাতু। ক্রি [, বি]।

কাঁপানো—কম্পিত করা, ব্যতিব্যস্ত করা; সন্ত্রস্ত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কাঁসর—কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিঃ, ঝাঁজ, ঘোগ বিঃ। হি (<কাংস্য)। বি।

কাঁসা—রাং-তামা-মিশ্রিত ধাতু। <কাংস্য। বি।

কাঁসারী—কাংস্যবণিক, যাহারা কাঁসার জিনিস প্রস্তুত করে ও তাহার ব্যবসায় করে। কাঁসা+রী বণিক্ বা শিল্পী অর্থে। বাংপ্র। বি।

কাঁসি—উঁচু কানাওয়ালা কাঁসার থালা; বাদ্যযন্ত্র বিঃ, ঢাক প্রঃর সহিত বাজাইবার নিমিত্ত ছোট কাঁসার বাদ্যযন্ত্র। কাঁসা+ই নির্মিত অর্থে। বাংপ্র। বি। **কাঁসি দেওয়া**—ঢাকঢোলের সহিত কাঁসি বাজানো।

কাঁসিদার—কাঁসিবাদক। কাঁসি+দার বাদকার্থে। বাংপ্র। বি।

কাঁহা—কোন্ স্থানে, কোথায়। হি। অ।

কাঁহাতক—কোন্ পর্যন্ত; কতদিন অবধি; কোন্ স্থান পর্যন্ত; কতদূর। হি-মু। অ।

কাক—১। বায়স। কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ। **কাক কাঁকুড় জ্ঞান**—উচ্চারণ-সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান; বস্তু সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞান। **কাক-কোকিলে ভেদ**—ভালমন্দ ভেদ-জ্ঞান। **কাকের ছা, বকের ছা**—কদর্য হাতের লেখা (যেখানে কালি ফুটিয়াছে সেখানটা কাকের মত কাল, কিন্তু যেখানে কালি ফুটে নাই সেখানটা বকের মত সাদা রহিয়াছে—এইরূপ বুঝাইতে ব্যবহৃত উক্তি। ছাঁ—ছাঁদ, অক্ষর)। ২। এক কড়ার চারি ভাগের এক ভাগ; দ্বীপ বিঃ; তিলক বিঃ; বৃক্ষ বিঃ। ক (জল)—অক্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। খঞ্জ। কু (কুৎসিত ভাবে)—অক্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৪। শিশি বোতলের ছিপি। <ইং 'cork'. বি।

কাকচক্ষু—১। কাকের স্বচ্ছ কালো চোখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। ২। কাকের চোখের ন্যায় স্বচ্ছ কালো ('—জল')। বাংপ্র। বিণ।

কাকচরিত্র—একশ্রেণীর জ্যোতিষগণনা। বি।

কাকজ্যোৎস্না—রাত্রিশেষের ম্লান জ্যোৎস্না; যে জ্যোৎস্নায় কাক দিনের আলো ভাবিয়া জাগিয়া উঠে তাহা। বাংপ্র। বি।

কাকতন্দ্রা, -নিদ্রা—কাকের মত নিদ্রা, অতি সতর্ক নিদ্রা; কপটনিদ্রা। কাকের তন্দ্রা, নিদ্রা, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; স্ত্রী।

কাকতালীয় ১। হঠাৎকৃত, অকস্মাৎ-কৃত; কাকের আগমন ও সঙ্গে সঙ্গে তালের পতনের ন্যায় সংঘটিত অথচ কার্যকারণ সম্বন্ধ-হীন। বিণ। ২। ন্যায় বিঃ [একটি কাক আসিয়া তালগাছের উপরিস্থ একটি তালের উপর বসিবামাত্র তাল পড়িয়া গেল। এরূপ-ক্ষেত্রে কাকের আগমন ও তালের পতন—এ উভয়ের যেরূপ কার্যকারণভাব কল্পনা করা যায়, সেইরূপ বাস্তবিক কার্যকারণভাব না থাকিলেও সমকালীন বলিয়া অথবা তাদৃশ অন্য কোন কারণবশতঃ কার্যকারণভাব কল্পনা করা কাকতালীয় ন্যায়ের বিষয় হয়]। কাক ও তাল, দ্বন্দ্ব; কাকতাল+ঈয় তুল্যার্থে। বি; পুং।

কাকতিমিনতি—অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ, অতি কাতরভাবে প্রার্থনা। কাকতি(<কাকুক্তি) ও মিনতি (<বিনতি), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কাকনিদ্রা—'কাকতন্দ্রা' দ্রঃ।

কাকপক্ষ—মস্তকের দুই পার্শ্বে কেশরচনা বিঃ, কাকের পক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান সামান্য কেশগুচ্ছ ("কাঁপা'র চামর-বাতে 'কাকপক্ষ'-কেশে"—যদুগোপাল); কানপাটা, জুলপি। কাকের পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; পুং।

কাকপদ—পতিত অক্ষর উপরিভাগে লিখিবার সময় যে স্থান হইতে তাহা পাঠ করিতে হয় তৎসূচনার্থ অর্পিত কাকপদাকার চিহ্ন ("∧"); শিরঃস্থিত কাকপদাকার কেশ, টিকি; কাকের পা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কাকপুচ্ছ—১। কোকিল। কাকের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। বি; পুং। ২। কাকের পশ্চাদ্ভাগ বা লেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

কাকপুষ্ট—কোকিল। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

কাকফল—নিমগাছ। কাকপ্রিয় ফল যাহার, বহু। বি; পুং।

কাকবন্ধ্যা—একমাত্র সন্তান-প্রসবিনী, একগর্ভা। কাকসদৃশী বন্ধ্যা, মধ্যপ কর্মধা (প্রবাদ আছে, কাকী জীবনে মাত্র একবার ডিম পাড়ে)। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কাকবলি—কাকের ভোজনোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অন্নাদি। কাকনিমিত্ত বলি, ৪র্থীতৎ। বি; পুং।

কাকভূষণ্ডী, -ভুশুণ্ডী—১। ভূষণ্ডী-নামক পুরাণ-প্রসিদ্ধ কাক (পূর্বজন্মে এক ঋষি-কাকরূপ গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া অমর হন)। বি, পুং। ২। ভূষণ্ডী কাকের মত দীর্ঘজীবী। বাংপ্র। বিণ।

কাকর—কাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

কাকরোল—কাঁকরোল (তাহা দ্রঃ)।

কাকলাস—বড়জেঠী। <কৃকলাস। বি।

কাকলি, কাকলী—১। মধুর অস্ফুট ধ্বনি, পক্ষী প্রঃর কলধ্বনি। কু (ঈষৎ) কলি, নিত্য; পক্ষে কাকলি+ঈপ্। ২। রন্ধ্র বিঃ; গৃহস্থ জাগিয়া আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য চোরের ব্যবহৃত মৃদুধ্বনিবিশিষ্ট বাদ্য-যন্ত্র বিঃ। কু কলি যাহার, বহু; পক্ষে কাকলি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাকলীরব—১। কোকিল। কাকলী রব যাহার, বহু। ২। অস্ফুট মধুরধ্বনি। কর্মধা। বি; পুং।

কাকা—১। খুল্লতাত, খুড়া, পিতার ছোট ভাই। ফা (কিন্তু ফারসীতে অর্থ বড় ভাই)। বি; পুং। ২। কাকোলীবৃক্ষ; কাকজঙ্ঘা-বৃক্ষ; কাকমাচীবৃক্ষ। কাক (কাল রং)+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি, স্ত্রী।

কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [কাকের একমাত্র চক্ষু যেরূপ উভয় গোলকেই চক্ষুর কার্য সম্পাদন করে, সেইরূপ এক বিষয়ের সহিত উভয়ের সম্বন্ধ থাকিলে কাকাক্ষিগোলক ন্যায় হয়]। কাকের অক্ষি-গোলক, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কাকাণ্ড—১। কাকীর ডিম। কাকীর অণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ (পুংবদ্ভাব)। বি; ক্লীব। ২। মহানিম্ব; কাকতিন্দু। কাকাণ্ড (তৎসদৃশ ফল)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কাকাতুয়া—একপ্রকার বড় ঝুঁটিযুক্ত শুক-জাতীয় পাখি। মালয়ী। বি।

কাকারি—পেচক। কাক অরি যাহার, বহু। বি; পুং।

কাকী—১। বায়সী, লতা বিঃ। কাক+ঈপ্। ২। খুল্লতাতপত্নী, খুড়ী, যে গায়িকার স্বর কাকবৎ কর্কশ। কাকা+ঈ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কাকীমা—মাতৃসদৃশী খুল্লতাতপত্নী, মায়ের মত পূজনীয়া খুড়ী (সাধারণতঃ সম্বোধনেই ব্যবহৃত)। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কাকু—১। ভয়শোকাদি দ্বারা বিকৃত কণ্ঠ-ধ্বনি; বক্রোক্তি; দৈন্যোক্তি; (সংগীত) বিকৃত স্বর। কক (চঞ্চল হওয়া)+উণ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। কাকা, খুড়া (কেবল-মাত্র সম্বোধনে ব্যবহৃত)। বাংপ্র। বি।

কাকুতি- কাতরোক্তি; কাতর অনুনয়। <কাকুক্তি। বি।

কাকুতি-মিনতি — কাকতিমিনতি (তাহা দ্রঃ)।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—শ্রীরামচন্দ্র প্রঃ ককুৎস্থবংশীয় রাজা। ককুৎস্থ+অণ্, ষ্যঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

কাকুবাদ—কাতরোক্তি, কাকুতি মিনতি। কর্মধা বা ৩য়াতৎ। বি।

কাকুক্তি—কাতরবাক্য; বক্রোক্তি। কাকু দ্বারা উক্তি, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

কাকুতি—কাতরোক্তি, খেদোক্তি। <কাকুক্তি। বি।

কাকোদর—সর্প ("পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে"—মাইকেল)। কাক (বক্রগামী) উদর যাহার, বহু। বি; পুং।

কাগ—কাক, বায়স; কড়ার চতুর্থাংশ। <কাক। বি।

কাগচর—বগচর, নীচু তীরভাগ। প্রাদে। বি।

কাগজ—লিপিসাধন দ্রব্য, লিখিবার পত্র; সংবাদপত্র; দলিল; হিসাব। ফা। <চীনা 'কায়গদ্'। বি।

কাগজ-পত্র —কাগজ প্রঃ, কাগজ ও অন্যান্য লিখনসাধ্য পদার্থ। বাংপ্র। বি।

কাগজ-ভাণ্ডারী—কাগজ-গুদামের তত্ত্বাবধায়ক বা সরকার, paper store-keeper. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কাগজাত—কাগজপত্র। ফা মু। বি।

কাগজি—একপ্রকার সুগন্ধি লেবু; কাগজ-বিক্রেতা, কাগজ-ব্যবসায়ী। বাংপ্র। বি।

কাগজী—কাগজতুল্য; কাগজে লিখিত। কাগজ+ঈ সদৃশার্থে, লিখিত অর্থে। ফা-মু। বিণ। **কাগজী মুদ্রা**—কাগজের টাকা, নোট, paper money

কাগতি—কাগজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

কাগমালা, কাগমলা—রান্নাঘরের বাসন তুলিয়া রাখিবার বাঁশের আধার। প্রাদে। বি।

কাগাবগা - কাক ও বকসকল; যা' তা' হিজিবিজি লেখা; বিশৃঙ্খলভাবে কার্য-সম্পাদন। বাংপ্র। বি।

কাগার—অতিদরিদ্র, কাঙ্গাল; হীনাবস্থা-প্রাপ্ত। হি-মু। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

কাঙর, কাঙরী, কাঙল—১। কামলা-রোগ, পাণ্ডুরোগ। <কামল। ২। কামরূপ-প্রদেশ। প্রা কপ্র। বি।

কাঙলা, কাঙ্গালা—অতিদরিদ্র, ভিখারী। বাংপ্র। বিণ।

কাঙাল, কাঙালী—যাচক, ভিক্ষুক; দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত; অনশনক্লিষ্ট। বাংপ্র। বি, পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

কাঙালিনী—ভিখারিনী, নিঃস্বা, দরিদ্রা। বাংপ্র। বি বা বিণ, স্ত্রী।

কাঙ্করি—কাঁকর। <কঙ্কর। প্রা কপ্র। বি।

কাঙ্ক্ষণীয়—অভিলষণীয়, আকাঙ্ক্ষণীয়। কাঙ্ক্ষ্ (অভিলাষ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

কাঙ্ক্ষা—অভিলাষ, স্পৃহা। কাঙ্ক্ষ্ (বাঞ্ছা করা)+অ ভাব+আপ। বি; স্ত্রী। বিণ—**কাঙ্ক্ষিত, কাঙ্ক্ষ্য, কাঙ্ক্ষণীয়, কাঙ্ক্ষিতব্য।**

কাঙ্ক্ষিত—১। অভিলাষ। কাঙ্ক্ষ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। অভিলষিত। কাঙ্ক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কাঙ্গনি—ধান বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাঙ্গাল, কাঙ্গালী - কাঙাল (তাহা দ্রঃ)।

কাঙ্গালখানা, কাঙালখানা—অনাথা-লয়; গরিবখানা। কাঙ্গালের খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কাঙ্গালীপনা, কাঙালীপনা—দীন-ভাব দীনতা। বাংপ্র। বি।

কাচ—১। (রসায়ন) সংঘাতক কঠিন দ্রব্য বিঃ, glass; কাঁচ বালি ও ক্ষারের সংযোগে উৎপন্ন বস্তু বিঃ; কাচমণি; শিকে; নেত্র-রোগ বিঃ; মোম; কৃষ্ণবর্ণ লবণ। কচ্ (বন্ধন করা বা দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ করণ; অথবা, কচ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি, পুং। ২। কাল্পনিক বেশ; ছল; ভেকট; পরিচ্ছদ; হাস্য-পরিহাস, ক্রীড়াকৌতুক; ঢং; বাতিক; বাঁধন। প্রা কপ্র। বি।

কাচকড়া—কাছিমের খোলা; তিমির এক-প্রকার হাড়; শিঙের মত জিনিস বিঃ। হি-মু। বি।

কাচকুপি—বোতল, শিশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কাচন—১। যাহা দ্বারা পত্রাদি আঁটা যায় তাহা, পত্রবন্ধনদ্রব্য, গালা প্রঃ। কচ্ (বন্ধন করা)+ণিচ্ স্বার্থে+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ২। ধৌতকরণ, ক্ষালন; কপট-বেশধারণ। বাংপ্র। বি।

কাচনি—পুস্তিকাবন্ধনরজ্জু, পুঁথি-বাঁধা দড়ি; সজ্জা, সাজ। প্রা কপ্র। বি।

কাচন্তি—শোভা পায়, শোভিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাচমণি—স্ফটিক, কাঁচ। কাচনামক মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কাচলবণ—লবণ বিঃ, কালালুন, সৈন্ধব-লবণ। কাচ (ক্ষারমৃত্তিকা)-জাত লবণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কাচা—১। মাতাপিতার মৃত্যুতে উত্তরীয়রূপে ধৃত নূতন বস্ত্রখণ্ড বিঃ ('—গলায় দেওয়া')। ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড; থান; ছেঁড়া কাপড়। বাংপ্র। বি। ২। ধৌত, পরিষ্কৃত; বিশুদ্ধ। কাচ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। প্রক্ষালিত করা; পরিষ্কার করা; ছলনা করা; ঢং করা; মজা করা; আঁটিয়া বাঁধা। বাংপ্র। ৪। দীপ্ত হওয়া, শোভা পাওয়া; পরিধান করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাচিক—কাচীয় (তাহা দ্রঃ)।

কাচিত—শিকায় তোলা। কাচে (শিকায়) চিত (ধৃত), ৭মীতৎ (নিপা)। বিণ।

কাচীয়—(রসায়ন) কাচময় বা কাচসদৃশ, vitreous. কাচ+ঈয়। বিণ।

কাচ্চা—ক্ষুদ্র শিশু, ছোট ছেলে। হি-মু। বি।

কাচ্চাবাচ্চা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, শিশুসন্তানসমূহ। কাচ্চা ও বাচ্চা, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কাছ—১। নিকট, সমীপ। বিণ। ২। কূল; নিকটবর্তী স্থান; কাছা। <কক্ষ। বি।

কাছ-ছাড়া—দূরবর্তী, সমীপ হইতে গত। কাছ ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কাছট, কাছটি, কাছুটি—কাছা, মল্ল-কচ্ছ বা মালকোঁচা। বাংপ্র। বি।

কাছটিয়া—কাছার দিকে বাঁধিয়া; মাল-কোঁচা মারিয়া ("ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া"—কৃত্তি)। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

কাছা—১। পুরুষের পরিহিত বস্ত্রের শেষভাগ, পিছনে গোঁজা বস্ত্রাংশ। <কচ্ছ। বি। ২। যোগ করা, জুড়িয়া দেওয়া, মাল-কোঁচা আঁটা; আঁটিয়া বাঁধা। প্রা কপ্র। ক্রি

কাছায় হাগা—ভয়ে বেসামাল হওয়া।

কাছা-আলগা—কাছা-ঢিলা ; শিথিল-স্বভাব। বাংপ্র। বিণ।

কাছাকাছি—পরস্পর-সংলগ্ন, পাশাপাশি, লাগোয়া ; নিকটবর্তী ; প্রায় সমান ; আনুমানিক, প্রায়, approximate. বাংপ্র। বিণ।

কাছা-ছাড়া, -ঢিলা—(গ্রাম্য) শিথিল ; অসাবধান। কাছা ছাড়া, ঢিলা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

কাছাড়—নদী বা সমুদ্রের উচ্চ তীরভূমি ; পড়িয়া যাওয়া, আছাড় খাওয়া। <কচ্ছ। বি।

কাছাধরা—(গ্রাম্য) নির্ভরশীল ; চাটুকার, মোসাহেব। কাছা ধরে যে, উপপদতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কাছানো—কাছে যাওয়া, ঘনানো, প্রায় সমান হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [বি, বিণ]।

কাছারি—১। বিচারালয়, আদালত। হি-মু। ২। কার্যালয়, আফিস ; জমিদারের বা তাঁহার প্রতিনিধির কার্যালয়। <কৃত্যগৃহ। বি। **কাছারি করা**—নির্দিষ্ট কাজকর্ম করিবার জন্য নিয়মিতভাবে আদালতে উপস্থিত হওয়া। **কাছারি বসা**—বিচারের কাজকর্ম শুরু হওয়া, অনেক লোক একত্র হইয়া জটলা করা।

কাছি—অতি স্থূল রজ্জু, মোটা দড়ি। <কক্ষা। বি।

কাছিম—কমঠ, কূর্ম, জলকচ্ছপ। <কচ্ছপ। বি।

কাছুটি—'কাছট' দ্রঃ।

কাছে—১। নিকটে, সমীপে ; তত্ত্বাবধানে। <কক্ষ। বি। **কাছে কাছে**—সঙ্গে সঙ্গে ; নিকটে। **কাছে পিঠে**—নিকটে। ২। সঙ্গে ; হাতে ; সম্বলস্বরূপে। অ। ৩। তুলনায় ; বিবেচনায়। ক্রি-বিণ। ৪। বন্ধক রেখে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাজ—ক্রিয়া, কর্ম ; প্রয়োজন ; কলা-কৌশল ; জীবিকা, ব্যবসায়, বৃত্তি, পেশা, চাকরি ; ফিকির ; উদ্দেশ্য ; আচরণ ; বিহার ; কারুকার্য, শিল্প, নির্মাণ-পদ্ধতি ; ঔচিত্য ; বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান। <সং 'কার্য' (প্রাকৃত 'কজ্জ')। বি। **কাজ আছে**—প্রয়োজন আছে, মতলব আছে। **কাজ আদায় করা**—অন্যের নিকট হইতে কার্য সংগ্রহ করা ; নিযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করিয়া তাহাকে বেশি করিয়া খাটাইয়া লওয়া। **কাজও নাই, কামাইও নাই**—নির্দিষ্ট কোন কাজ নাই—অথচ এলোমেলো অনেক কাজই আছে। **কাজ করানো**—লোক খাটানো ; কাজে লাগানো। **কাজ কি**—প্রয়োজন নাই, বৃথা। **কাজ চলা**—অবাধে কার্য চলিতে থাকা ; প্রয়োজন মেটা। **কাজ দেওয়া**—উপকার হওয়া, প্রয়োজনসিদ্ধি হওয়া। **কাজ দেখা**—কার্যের তত্ত্বাবধান করা ; ফল দেওয়া। **কাজ দেখানো**—কাজ করিয়া নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা। **কাজ বাগানো, হাসিল করা**—উদ্দেশ্যসাধনে সফলকাম হওয়া। **কাজ বাড়ানো**—করা কাজ পণ্ড বা নষ্ট করিয়া রাখা। **কাজ লওয়া**—কাজ আদায় করা। **কাজ সাবাড় করা**—কার্য সমাপ্ত করা ; হত্যা করা। **কাজ হারানো**—কাজ হাতছাড়া হওয়া, কাজ নষ্ট করা ; উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে দেওয়া। **কাজে আসা, দেখা, লাগা**—প্রয়োজনে আসা। **কাজের কাজী, কাজের লোক**—কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ ; কার্যে সুনিপুণ। **কাজের বাহির**—অকর্মণ্য, অকেজো। **কাজের মত**—প্রয়োজনীয় ; উপযুক্ত।

কাজকর্ম—সাংসারিক অনুষ্ঠান, বিষয়কর্ম ; চাকরি ব্যবসায়াদি কাজ। কাজ ও কর্ম, দ্বন্দ্ব (দুইটিই সমার্থক শব্দ)। বাংপ্র। বি।

কাজ-চলা—মোটামুটি প্রয়োজন সাধনের উপযোগী। বাংপ্র। বিণ।

কাজর—অঞ্জন। <কজ্জল। প্রা কপ্র। বি।

কাজরী—বর্ষাকালে গাহিবার গান বিঃ, শ্রাবণের কৃষ্ণাতৃতীয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠিত গীতোৎসব বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাজল—অঞ্জন, চক্ষুর লেপন দ্রব্য। <কজ্জল। বি। **কাজল কাটা**—চোখে কাজল পরা। **কাজল পড়ানো**—প্রদীপের শিখায় কাজল তৈয়ার করা।

কাজলকাল—কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। কাজলের মত কাল, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

কাজললতা—কাজল রাখিবার আধার বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাজলা—১। তণ্ডুল বিঃ ; একপ্রকার ইক্ষু ; কীলক, গোঁজ ; গুরুভার বস্তু উপরদিকে তুলিবার নিমিত্ত কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র বিঃ ; এক-প্রকার টিয়া পাখি। বি। ২। কাজল লাগানো চক্ষুবিশিষ্ট ; যাহার আঁখিতারা কৃষ্ণবর্ণ ('— মেয়ে') ; কাল। বাংপ্র। বিণ।

কাজলি—একপ্রকার আখ ; কাজরী গান ; উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাজিয়া—বিবাদ, ঝগড়া। <আ 'কজিয়া'। বি।

কাজী—১। মুসলমান বিচারক বা মুসলমান ধর্ম আচার ব্যবহার ইঃর ব্যবস্থাদাতা। আ। বি। **কাজীর বিচার**—গোঁজামিল দিয়া বিচার। ২। কাজের লোক ; কর্মকর্তা। বাংপ্র। বি।

কাজীয়াত—কাজীর কার্য। আ। বি।

কাজেই, কাজেকাজেই—অতএব, সুতরাং, এইজন্য। বাংপ্র। অ।

কাঞ্চন—১। স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা ; কাঞ্চনপুষ্প ; চম্পকপুষ্প ; ধন ; হরিতাল ; ধান্য বিঃ ; পদ্মকেশর। কান্চ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অন কর্তৃ। ২। দীপ্তি। কান্চ্ + অনট্ ভাব। বি, ক্লী। ৩। কাঞ্চনপুষ্পের বৃক্ষ ; চম্পক বৃক্ষ ; নাগকেশর বৃক্ষ। বি ; পুং। ৪। স্বর্ণময়। কাঞ্চন + অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -নী।

কাঞ্চনকৌলীন্য—টাকা থাকার জন্য লব্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কাঞ্চনগিরি—সুমেরু-পর্বত, দানের জন্য নির্মিত স্বর্ণাচল বা সোনার ঢিপি। কাঞ্চন-জনক বা কাঞ্চন-নির্মিত গিরি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—হিমালয়ের একটি চূড়া (২৮,১৪৬ ফুট উচ্চ)। বহু। বি, স্ত্রী।

কাঞ্চনদ্যুত—১। স্বর্ণের দীপ্তি। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি, স্ত্রী। ২। স্বর্ণকান্তিসম্পন্ন। কাঞ্চনের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি যাহার, বহু। বিণ।

কাঞ্চনদ্রব—উত্তাপসহযোগে গলিত স্বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কাঞ্চনপ্রভ—স্বর্ণপ্রভাব ন্যায় প্রভাযুক্ত, সোনার মত উজ্জ্বল। কাঞ্চনের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

কাঞ্চনমূল্য—দক্ষিণাহিসাবে দেয় স্বর্ণখণ্ডের পরিবর্তে যে মূল্য দেওয়া হয় ; অত্যধিক মূল্য। কাঞ্চনের বা কাঞ্চনোচিত মূল্য, ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

কাঞ্চনী—স্বর্ণনির্মিতা। কাঞ্চন + অণ্ বিকারার্থে + ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

কাঞ্চলি—কাঁচুলি। প্রা কপ্র। বি।

কাঞ্চি, কাঞ্চী—১। একনর চন্দ্রহার, গোট (একনর হইলে তাহার নাম কাঞ্চী, আটনর হইলে মেখলা এবং ষোলনর হইলে রশনা নামে অভিহিত হয়)। কান্চ্ + ই করণ, পক্ষে ঈপ্। ২। গুঞ্জা, কুঁচ। কানচ্ + ই কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। ৩। দক্ষিণ-ভারতীয় তীর্থস্থান বিঃ [ইহার আধুনিক নাম কাঞ্জিবরম্ বা কাঞ্চীপুরম্]। বি ; স্ত্রী।

কাঞ্জি—কাঁজি, আমানি। <কাঞ্জিক। বি।

কাঞ্জিক—কাঁজি, আমানি। কু (কুৎসিত) অঞ্জিকা (প্রকাশ) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

কাঞ্জিকা—কাঁজি, আমানি। কু (কুৎসিতা বা ঈষৎ) অঞ্জিকা (প্রকাশ) যাহার, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাট—১। ছেদন ; মুখাদির গঠনভঙ্গী ; ছাঁটিবার ধরন ; গঠনপ্রকার ; খাতস্থানের আয়তন বা গভীরতা। <ইং 'cut'। ২।

তেলের গাদ, কাইট। <কিট্ট। ৩। কাঠ। <কাষ্ঠ। বি।

কাটকবুল—কাটিয়া ফেলিলেও যে নিজের কথা বা কাজের জন্য অপরাধ স্বীকার করে না এমন। বাংপ্র। বিণ।

কাটকাট—১। কর্কশ, মারমুখী; লাবণ্য-শূন্য ('— গড়ন')। বিণ। ২। কর্কশ ব্যবহার। বাংপ্র। বি।

কাটকুট—টুকরা টুকরা করিয়া কাটা, কুচানো; একটু একটু কাটা; ছোটখাটো ভুল কাটিয়া সংশোধন। বাংপ্র। বি।

কাটকুয়া—কাষ্ঠনির্মিত পাত্র বিঃ; কেটো। <কাষ্ঠকূপ। বি।

কাটখোট্টা—রুক্ষ; নীরস; কোমলতা-শূন্য; লালিত্য-রহিত; রসবোধহীন; বদমেজাজী, গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

কাটখোলা—বালিশূন্য কড়া, বালিহীন ভাজনাখোলা। বাংপ্র। বি।

কাট-গোঁয়ার—অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবাপন্ন; অমার্জিত প্রকৃতির; রসবোধহীন; বর্বর। বাংপ্র। বিণ।

কাটছাট—কোন বস্তু প্রস্তুত করিবার পর পরিত্যক্ত অংশ, পোশাকের গড়ন, বর্জন করিয়া সংশোধন; গঠনভঙ্গী, আকারপ্রকার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কাটতি—বিক্রয়ের পরিমাণ বা আধিক্য; বাজারে চলন; চাহিদা। বাংপ্র। বি। **কাটতির মুখে লাভ**—যত বিক্রয় তত লাভ।

কাটন—ছেদন, হনন; বিদারণ, খনন। কাট্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

কাটনা—সুতা প্রঃ কাটিবার জিনিস। বাংপ্র। বি। **কাটনা কাটা**—চরকায় সুতা কাটা; বাঁছুনি গাওয়া; ক্রমাগত বকরবকর করা। **কাটনার কড়ি**—সুতা কাটিয়া বিক্রয় করিয়া যে অর্থ লাভ করা যায় তাহা।

কাটনী—সূত্রনির্মাণকারিণী। কাটন+ঈয়া কর্তা অর্থে+ঈ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কাটব—১। কটুত্ব, কার্কশ্য। কটু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। কাটিবে; দংশন করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাটব্য—কটুতা; কার্কশ্য। কটু+ষ্যঞ্ ভাবে। <কটু। বি; ক্লী।

কাটরা, কাঠরা—কাষ্ঠপরিবৃত স্থান; কাঠের বেড়া দেওয়া জায়গা; বাজারের সারবন্দী ঘর; কাঠের জিনিস; কাঠগড়া; কাঠের ঘর। বাংপ্র। বি।

কাটলেট—ইওরোপীয় প্রণালীতে তৈরী ও ভাজা মাছ বা মাংসখণ্ড বিঃ। <ইং 'cutlet'. বি।

কাটা—১। যাহা কাটা হইয়াছে এমন, কর্তিত; দষ্ট; খাত; খনিত। বিণ। ২। কাটিয়া ফেলা; ছেদন করা, দংশন করা; খনন করা; যাপিত হওয়া; অঙ্কন করা; বিস্তৃত করা; বিক্রীত হওয়া; খণ্ডন করা; দূরীভূত হওয়া, অপগত হওয়া, সংশোধন করা; বাদ দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা; পাক দিয়া প্রস্তুত করা, সূচিকর্ম করা। <'কৃৎ'-ধাতু। ক্রি [, বি]। **আঁক কাটা**—রেখা টানা, দাগ করা। **আঁচড় কাটা**—দাগ দেওয়া, অনুভূতি জাগাইয়া দেওয়া। **কথা কাটা**—বিপরীত যুক্তি-দ্বারা কথা খণ্ডন করা। **কথা কাটাকাটি**—তর্কবিতর্ক। **কাটা পড়া**—তরবারি প্রঃ অস্ত্রে নিহত হওয়া; রেল ট্রাম প্রঃতে নিহত হওয়া। **খাপচি কাটা**—সংকোচ করা, আসল কথা খুলিয়া না বলা। **খাল কাটা**—খাল তৈয়ার করা, শত্রুতার সুযোগ দেওয়া। **গলা কাটা**—বধ করা, অল্পমূল্যের দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করা। **ঘর বা ছক কাটা**—চৌকা নকশা তৈয়ারি করা। **ঘাস কাটা**—ঘেসেড়ার কাজ করা; লাভশূন্য কার্যে সময় নষ্ট করা। **ঘোর কাটা**—আবেশ দূর হওয়া, মোহ জড়তা দূর হওয়া। **চরকা কাটা**—চরকা ঘুরাইয়া তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করা। **চিমটি কাটা**—দুই আঙুলে গায়ের চামড়া জোরে চাপিয়া ধরিয়া টানা, ছোট কড়া কথায় সবার অলক্ষ্যে তীব্র আঘাত দেওয়া। **চেক কাটা**—ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার জন্য চেকে স্বাক্ষর করা। **ছড়া কাটা**—ছড়া আবৃত্তি করা। **ছানা কাটা**—দুধ টকিয়া ছানা বাহির হওয়া। **জল কাটা**—জল বাহির হওয়া। **জাবর কাটা**—রোমন্থন করা। **টিকিট কাটা**—টিকিট কেনা; কোথাও যাত্রা করা। **টেরি কাটা**—বাঁকা সিঁথি করা। **তাল কাটা**—সংগীতে তালভঙ্গ করা। **দরে কাটা**—অধিক মূল্যে বা অন্ততঃ প্রকৃত মূল্যে বিক্রয় হওয়া। **দিন কাটা**—দিন অতিবাহিত হওয়া। **দুধ কাটা**—জল বাহির হওয়ায় দুধ জমিয়া যাওয়া। **নকশা কাটা**—ফুল পাতা প্রঃ অঙ্কন করা। **নাক (বা কান) কাটা**—গুরুতর দোষ, ত্রুটি বা কলঙ্ক উল্লেখপূর্বক লজ্জিত করা। **পকেট (বা গাঁট) কাটা**—মালিকের অজ্ঞাতসারে তাহার পকেট (বা গাঁট) কাটিয়া অর্থাদি বাহির করিয়া লওয়া। **ফাঁড়া কাটা**—সংকট দূর হওয়া। **বই কাটা**—বাজারে বই বিক্রী হওয়া। **বনেদ কাটা**—গৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য মাটি কাটা। **ভেংচি কাটা**—জিভ বা দাঁতের সাহায্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। **মাথা কাটা যাওয়া**—লজ্জা ও অপমানে মস্তক অবনত হওয়া। **মেঘ কাটা**—আকাশ হইতে মেঘ সরিয়া যাওয়া; দুঃসময় গিয়া ভাল সময় উপস্থিত হওয়া। **সাঁতার কাটা**—সাঁতরানো। **হাতে মাথা কাটা**—স্বয়ং গুরুতর দণ্ড দেওয়া।

কাটাই—১। কর্তনসম্বন্ধীয়, কাটাইবার; খাত। বিণ। ২। কাটাইবার দাম বা প্রণালী। কাটা+আই সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি।

কাটাকাটা—স্পষ্ট; মর্মভেদী; নির্ভীক ('— জবাব')। বাংপ্র। বিণ।

কাটাকাটি—খুনোখুনি, অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত। পরস্পরকে কাটা, ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

কাটাকাপ—সঙ্, ঐন্দ্রজালিক। প্রাদে। বি।

কাটাকুটা, -কুটি—বহুপ্রকার বস্তু বহু ভাবে ছেদন; ব্রণাদিতে অস্ত্রপ্রয়োগ; লেখা ইঃ সংশোধন। বাংপ্র। বি।

কাটা-ঘা—অস্ত্রাদি দ্বারা উন্মুক্তমুখ ক্ষত; শরীরের কোন বিদীর্ণ অংশ। কাটা ঘা, কর্মধা। বাংপ্র। বি। **কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটা**—যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা; অপমানের উপর অপমান।

কাটা-ছাঁটা—কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রস্তুত; বাহুল্যবর্জিত; স্পষ্ট ও তীব্র। বাংপ্র। বিণ।

কাটাছেঁড়া—কর্তিত এবং ছিন্ন, খণ্ডিত; যাহা সম্পূর্ণ নহে এরূপ। যাহা কাটা তাহাই ছেঁড়া, কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

কাটান—বশীকরণাদি মন্ত্রের প্রতিপ্রসব মন্ত্র, কীর্তনে মূল পদের কোন অংশ হইতে অতিরিক্ত পদ ও সুরের অলংকার প্রয়োগ; কবিগানে প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর; পরস্পরের পাওনা দিয়া পরস্পরের ঋণ-পরিশোধ। কাটা+আন করণ। বাংপ্র। বি।

কাটান-ছিঁড়েন—সকল সংস্রব ত্যাগ; দেনাপাওনা মিটানো; ঝগড়া গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি। বাংপ্র। বি।

কাটানী—কর্তনের মূল্য, কাটানের মজুরি ('— খরচা')। কাটা+আনী করণ। বাংপ্র। বি।

কাটানো—১। অন্যের দ্বারা খনন করানো; ছেদন করানো; অতিবাহিত করা। ক্রি [, বিণ]। ২। যাপন, ক্ষেপণ; জলের পথ করিয়া দেওয়া, কর্তন করানো। কাটা+আন ভাব। বাংপ্র। বি।

কাটা-পোশাক—ইওরোপীয় বেশ, কোট প্যান্ট প্রঃ পরিচ্ছদ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাটারি—দাত্র, দা, কাতান। <কর্তরী। বি।

কাটি—১। ক্ষুদ্র কাষ্ঠশলাকা, ছোট এবং সরু কাঠ বা বাঁশের ফালি; পাঁচনবাড়ি। <কাষ্ঠিকা। ২। দংশন। বাংপ্র। বি।

কাটি-খাল—কৃত্রিম খাল, মানুষের কাটা খাল। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাটি-গঙ্গা—মানুষের কাটা খাতে প্রবাহিতা গঙ্গা। বাংপ্র। বি।

কাটি-ঘা—সর্পাঘাত, সর্পদংশনের ক্ষত। বাংপ্র। বি।

কাটিম—'কাঠিম' দ্রঃ।

কাট্য—উল্লঙ্ঘ্য, খণ্ডনীয়। কাট্+য কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

কাঠ—১। দারু, ইন্ধন। <কাষ্ঠ। বি। **কাঠে কাঠে**—সমানে সমানে, সেয়ানে সেয়ানে। ২। কাঠের মত নীরস বা গন্ধহীন, কাঠের মত অচল; ভীত্র, বিস্ময়-বিমূঢ় ("নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন" —শরৎচন্দ্র)। বিণ। **কাঠে খড়ে হওয়া**—দুঃখে ঝঞ্ঝাটে বিশীর্ণ হওয়া, মরা। ৩। তৈলাদির কাইট। <কিট্ট। বি।

কাঠ-আমলা—কম শাঁসবিশিষ্ট ছোট আমলকী বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাঠকুড়ানী—যে স্ত্রীলোক কুড়ানো কাঠ বেচিয়া সংসার চালায়; অতি দুঃখিনী। বাংপ্র। বি।

কাঠ-খড়—মাল মসলা, উপাদান। কাঠ ও খড়, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। **কাঠ-খড় পোড়ানো**—অনেক উদ্যোগ আয়োজন করা।

কাঠখোট্টা—কাটখোট্টা (তাহা দ্রঃ)।

কাঠখোলা—কাটখোলা (তাহা দ্রঃ)।

কাঠগড়া—বেড়া; ঘেরা জায়গা; বিচারালয়ে আসামী বা সাক্ষীর দাঁড়াইবার স্থান। হি-মু। বি।

কাঠগোলা—কাঠের আড়ত। কাঠের গোলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কাঠগোলাপ—গন্ধহীন গোলাপ ফুল। কাঠ (২) গোলাপ, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঠছাতা—কাঠের উপরকার কোঁড়ক। বাংপ্র। বি।

কাঠঠোকরা—পক্ষী বিঃ [এই পক্ষী চঞ্চু দ্বারা গাছে ঠোকর মারে], wood-pecker. কাঠে ঠোকরায় যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

কাঠনেকার—শুক বমন, উকি। কাঠ (২) নেকার, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঠপিঁপড়া—কাষ্ঠবিহারী, রক্তাভ পিপীলিকা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কাঠফাটা—অত্যন্ত কড়া ('— রোদ')। কাঠ ফাটায় যে, উপতৎ। বিণ।

কাঠবমি—শুকবমন। কাঠ (২) বমি, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঠবিড়াল—কাষ্ঠমার্জার [ইহার পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ ডোরা আছে]। কাঠ (কাষ্ঠ)-বিহারী বিড়াল, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কাঠবিষ—তীব্র বিষ। কাঠ (৩) যে বিষ, কর্মধা। বাংপ্র। বি; ক্লী।

কাঠমল্লিকা—বনমল্লিকা। বাংপ্র। বি।

কাঠমুরতি—রুক্ষমূর্তি; বিকট আকৃতি। <কাষ্ঠমূর্তি। প্রা কপ্র। বি।

কাঠমোল্লা—অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমান মৌলবী বা ধর্মযাজক। বাংপ্র। বি।

কাঠরা—কাষ্ঠনির্মিত গৃহ; বেষ্টিত স্থান। <কাষ্ঠাগার। বি।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া—কাষ্ঠচ্ছেদক, কাঠকাটা, যে কাষ্ঠচ্ছেদনপূর্বক বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। কাঠ+ইয়া, উহার কর্মার্থে (উচ্চারণে র-আগম)। বাংপ্র। বি।

কাঠা—৩২০ বর্গহস্তপরিমাণ ভূমি; ধান্যাদির পরিমাণপাত্র, রেক। <কাষ্ঠা। বি।

কাঠাকালি—কাঠায় নির্ণীত ক্ষেত্রফল, দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কতিপয় কাঠাপরিমিত ভূমির ক্ষেত্রফল; ঐ ক্ষেত্রফল বাহির করিবার আর্যা বা নিয়ম। কাঠা-নির্ণীত কালি, মধ্যপ কর্মধা; অথবা, কাঠার কালি, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কাঠাকিয়া, কাঠাকে—শতাবধি কাঠা গণনা। কাঠা+কিয়া ('শতকিয়া'র অনুকরণে)। বাংপ্র। বি।

কাঠাম, কাঠামো — বংশাদিরচিত আকৃতি, ঠাট, ফ্রেম, শরীরের গঠনভঙ্গী; আদর্শ। বাংপ্র। বি। **এ কাঠামে**—এ শরীরে; এ জন্মে।

কাঠি—বংশাদিনির্মিত শলাকা, কাঠ প্রঃর শাখা এবং সরু টুকরা। <কাষ্ঠিকা। বি। **ঢাকে কাঠি দেওয়া**—ঢাক বাজানো; রাষ্ট্র করা, প্রচার করা।

কাঠিন্য—কঠিনতা, দৃঢ়তা; নির্দয়তা, কর্কশতা। কঠিন+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

কাঠিম, কাটিম—সুতা জড়াইয়া রাখিবার গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড; ছোট লাটাই। বাংপ্র। বি।

কাঠুরিয়া—'কাঠরিয়া' দ্রঃ।

কাঠোয়াল—কাঁঠাল। প্রা কপ্র। বি।

কাড়া—১। একপ্রকার একমুখচর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্র। <কটাহ। বি। ২। বলপূর্বক গ্রহণ করা, ছিনাইয়া লওয়া; আকর্ষণ করা; শব্দ করা; ব্যক্ত করা; বাহির করা; ব্যবহারে আনা। <'কাড়্' ধাতু। ক্রি। ৩। লুণ্ঠিত; বলপূর্বক গৃহীত; আকৃষ্ট; কৃষ্ট, চষা। কাড়্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

কাড়াকাড়ি—পরস্পর ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা; টানাটানি; ধস্তাধস্তি। পরস্পরের নিকট হইতে কাড়া, ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

কাড়ানো—ছিনাইয়া লওয়ানো; অপরের দ্বারা আকৃষ্ট করা, পাতিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **ফুল কাড়ানো**—দেবতার কৃপালাভ নির্ণয়ার্থ বিগ্রহের মাথায় ফুল ফেলা।

কাড়া-নাকাড়া—মাঝামাঝি আকারের ঢাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাণ—'কান'-এর পুরাতন বানান।

কাণা—'কানা'র পুরাতন বানান।

কাণ্ড—১। বৃন্ত; নাল; গাছের গুঁড়ি, গুচ্ছ; ঝাড়; বাণ; অবসর; খাগড়া বিঃ; সমূহ, জল; অধ্যায়, গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ; প্রশংসা, প্রস্তাব; প্রকরণ; নির্জন স্থান; ব্যাপার, ঘটনা; বিষম ব্যাপার; অশ্ব; প্রস্তর। বি; পুং বা ক্লী। ২। নির্জন; নীচ। কণ্+ড কর্তৃ। বিণ।

কাণ্ড-কারখানা—ভীষণ কাণ্ড, ভয়ানক ব্যাপার; বহু ঘটনা, ব্যাপারসমূহ। বাংপ্র। বি।

কাণ্ডগ্রহ—কোন্ বিষয়ে কিরূপ করা বা বলা উচিত তাহার জ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কাণ্ডচারী (-চারিন্)—বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণকারী প্রাণী (যথা—কাঠঠোকরা, কাকাতুয়া, টিয়া ইঃ)। উপতৎ, কাণ্ড—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি, পুং।

কাণ্ডজ্ঞান—বিবেচনা; স্থূলজ্ঞান, মোটামুটি জ্ঞান; সাধারণ বুদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কাণ্ডজ্ঞানরহিত, -শূন্য, -হীন—প্রকরণ বোধরহিত; সাধারণবিবেচনাহীন; একেবারে নির্বোধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

কাণ্ডতিক্ত—চিরতা। ৭মীতৎ। বি; পুং।

কাণ্ডপট, -পটি—১। যবনিকা, পর্দা। কাণ্ডপ্রদর্শক পট, পটি, মধ্যপ কর্মধা। ২। তাম্বু, তাঁবু। কাণ্ডসদৃশ পট, পটি, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কাণ্ডবান্ (-বৎ)—কাণ্ডীর, তীরন্দাজ। কাণ্ড (বাণ)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

কাণ্ডবীণা—খাগড়ার নলের বীণা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাণ্ডর্ষি—বেদভাগের বিচারক ও বেদভাগবিঃ-র মীমাংসক ঋষি (যথা—কর্মকাণ্ডের জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ডের বেদব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের শাণ্ডিল্য)। কাণ্ডবেত্তা ঋষি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কাণ্ডসন্ধি—পর্ব, গ্রন্থি, গাঁইট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাণ্ডাই—কানকোটারি। প্রাদে। বি।

কাণ্ডাকাণ্ড —কার্যাকার্য; হিতাহিত, ভালমন্দ। কাণ্ড ও অকাণ্ড, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান — হিতাহিত বোধ,

কার্যাকার্যজ্ঞান। কাণ্ডাকাণ্ডের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কাণ্ডার—১। তাঁবু; পর্দা। কপ্র। ২। মাঝি, নৌকার হাল; মাঝির বসিবার স্থান। <কর্ণধার। বি।

কাণ্ডারি, কাণ্ডারী—কর্ণধার, নাবিক। <কর্ণধারী বা কাণ্ডারী। বি।

কাণ্ডীর—১। তীরন্দাজ; তিরন্দাজীবী। কাণ্ড+ঈর আছে অর্থে। বিণ। ২। আপাং-গাছ; কাণ্ডবেল লতা। বি, স্ত্রী।

কাণ্ব—১। কণ্বসম্বন্ধীয়। কণ্ব+অণ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কাণ্বী**। ২। কণ্ব সন্তান। কণ্ব+অণ্ অপত্যার্থে। ৩। যজুর্বেদীয় শাখা বি.। কণ্ব+অণ অধীতার্থে। বি; পুং। ৪। ভারতের প্রাচীন রাজবংশ বিঃ। বি।

কাত—১। একপেশে, হেলানো। বিণ। ২। একপাশ, মুশকিল, একপক্ষ; হিসাব, হার। <কাষ্ঠা। বি। ৩। জন্য দরুন; হারে। আ। ৪। কোথায়, কোন্ স্থানে। প্রা কপ্র। অ।

কাতর—ব্যাকুল, অভিভূত, অধীর; দুঃখিত; ভীক, চঞ্চল; বিবশ। কু—তৃ+অচ্ কর্তৃ (কু-স্থানে কা)। বিণ।

কাতরকণ্ঠ—১। আর্ত কণ্ঠস্বর। কাতর কণ্ঠ, কর্মধা। বি, পুং। ২। ব্যাকুলস্বর-সম্পন্ন। কাতর কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কণ্ঠা, -কণ্ঠী। ক্রি-বিণ—কাতর-কণ্ঠে।

কাতরতা—কাতরভাব; আর্তি দুঃখ-অভিভূততা। কাতর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কাতরা—কাতারি (১) (তাহা দ্রঃ)। বি।

কাতরা, কাৎরা—বিন্দু ফোঁটা ("খুঁকে ম'ল আহা, তবু পানি এক কাতরা দেয়নি রে বাছাদের মুখে কম জাতরা"—নজরুল)। আ। বি।

কাতরানি—কাতরতা প্রকাশক শব্দ গোঙানি, গোঁগোঁ শব্দ। কাতরা+নি, ভাব। বাংপ্র। বি।

কাতরানো—কাতরশব্দ প্রকাশ করা, গোঙানো। <কাতরা (<কাতর) নাম-ধাতু। ক্রি।

কাতরী—কর্মকার বা স্বর্ণকারের ছেদনাস্ত্র। <কর্তরী। বি।

কাতরোক্তি—ব্যাকুলতাসূচক বাক্য, করুণ বচন। কাতর উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাতর্য, কাতর্য্য—কাতরতা, ভীরুতা। কাতর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

কাতল—কাতলা মাছ। বাংপ্র। বি।

কাতলা—কাতলা মাছ। কাতল+আ তুচ্ছার্থে। বাংপ্র। বি।

কাতা—১। নারিকেল ছোবড়ার দড়ি; সূক্ষ্ম রজ্জু বা সূত্র; নাপিতের ক্ষুর ইঃ রাখিবার আধার। হি-মু। বি। ২। কর্তা। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

কাতান—খাঁড়া, কাটারি। <কর্তন বা পো 'catana'. বি।

কাতানো—কাত হওয়া, একপেশে হওয়া, হেলিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কাতার—শ্রেণী, পঙ্ক্তি, সারি। <আ 'কতার'। বি।

কাতারি—১। ঘট, হাঁড়ি। প্রাদে। ২। জাঁতি; ধাতুর পাত কাটিবার উপযোগী একপ্রকারের কাঁচি; শাঁখের করাত, স্বর্ণ-রৌপ্যাদির ছেদনাস্ত্র। <কর্তরী। বি।

কাতি—১। শঙ্খচ্ছেদনার্থ, শাঁখের করাত। <কর্তরিকা। ২। কাতান, খাঁড়া। প্রা কপ্র। বি।

কাতু-কুতু, কাতুর-কুতুর—কুতুকুতু, হাত দিয়া বগলে সুড়সুড়ি। বাংপ্র। বি।

কাতু-কুতু দিয়া হাসানো—বগলে সুড়সুড়ি দিয়া হাসানো, অক্ষম রসরচনার সাহায্যে জোর করিয়া হাসাইবার চেষ্টা।

কাতুরি—কাতারি (তাহা দ্রঃ)।

কাত্তিক—<কার্তিক। বি।

কাত্যায়নিকা—কাত্যায়নী। কাত্যায়নী+কন স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাত্যায়নী—দুর্গা; অর্ধবৃদ্ধা কাষায়বস্ত্রা বিধবা স্ত্রী; ভৈরবী। কাত্যায়ন+অণ্ পূজিতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাত্যায়নীব্রত—কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশ্যে করণীয় ব্রত বিঃ [হেমন্ত কালের প্রথম মাসে ব্রজের কামিনীগণ নন্দনন্দন কৃষ্ণকে স্বামী কামনা করিয়া, অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নানপূর্বক জলের সন্নিকটে বালুকাময়ী প্রতিমূর্তি গড়িয়া, গন্ধমাল্যাদি ষোড়শোপচারে ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ ব্রত করিত। তাহার ফলে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। এইরূপে এই ব্রতের ফলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে]। কাত্যায়নী-তোষক ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাথিক—কথা-বচনাবিষয়ে পটু, বাগ্মী। কথা+ইক নিপুণ র্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

কাদম্ব—১। কদম্ব বৃক্ষ। কদম্ব+অণ্ স্বার্থে। ২। ইক্ষু, কলহংস, বালিহাঁস; বাণ। কদ+ণিচ্+অম্বচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। কদম্বপুষ্প, কদম্বসমূহ। কদম্ব+অণ্ ভবার্থে, সমূহার্থে। বি, স্ত্রী। ৪। কদম্ব-সম্বন্ধীয়। কদম্ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ম্বী।

কাদম্বর—১। দধির সর। বি; পুং। ২। ইক্ষুগুড়, সুরা। কাদম্ব—রা+ক কর্তৃ। ৩। গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্য। কাদম্বর+অণ্ বিকারার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ, -রীয়।

কাদম্বরী—১। সরস্বতী; শারিকা; কোকিলা। কাদম্বর+ঈপ্। ২। গুড় হইতে উৎপন্ন সুরা বিঃ, মদিরা। কদম্বর (বলরাম)+অণ প্রিয়ার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাদম্বা—কলহংসী ("কাদম্বা যেমতি মধুস্বরা"—মাইকেল); কদম্বপুষ্পী বৃক্ষ। কাদম্ব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাদম্বিনী—মেঘমালা, মেঘশ্রেণী ("গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী"—মাইকেল)। কাদম্ব (বালিহাঁস)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাদা—পঙ্ক, পাঁক। <কর্দম। বি।

কাদা-খেঁউড়—নববধূর পুনর্বিবাহের সময় স্ত্রীলোকদের জলকাদা লইয়া প্রমোদ। বাংপ্র। বি।

কাদাখোঁচা—খাদ্য-অন্বেষণের নিমিত্ত চঞ্চু-দ্বারা কর্দম-খননকারী পক্ষী, snipe কাদা খোঁচায় যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

কাদাচিৎক—অসাবত্রিক, যাহা কখনও কখনও ঘটে এমন, occasional কদাচিৎ+ক (ঠঞ্)। বিণ।

কাদাটে কর্দমমিশ্রিত, কাদার ন্যায়; ঘোলাটে। কাদা+টে ঈষৎ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কান—১। শ্রবণেন্দ্রিয়; কানের গহনা বিঃ। <কর্ণ। বি। **কান কাটা**—হাবাইয়া দেওয়া, বশীভূত করা। **কান খাড়া করা**—শুনিবার জন্য উন্মুখ হওয়া। **কান ঝালাপালা করা**—অপ্রীতিকর কথা বলিয়া বা শব্দ করিয়া জ্বালাতন করা। **(কথায়) কান দেওয়া**—শোনা; মনোযোগ দিয়া শোনা, পরামর্শ প্রঃ গ্রহণ করা। **কান ধরা**—অপমান করা। **কান পাতা**—শোনা। **কান ফাটানো**—বিকট শব্দ করিয়া কানের পীড়া উৎপাদন করা, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা। **কান ভাঙ্গানো, কান ভারী করা**—কাহারও বিরুদ্ধে খারাপ পরামর্শ দেওয়া; গোপনে কাহারও বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া। **কানে আসা, উঠা**—শ্রবণ-গোচর হওয়া। **কানে কানে**—গোপনে, চুপিচুপি। **কানে খাট**—যে কম শুনিতে পায় এরূপ। **কানে তালা লাগা**—ভীষণ শব্দে কিছু সময়ের জন্য শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া। **কানে তুলা দেওয়া**—ইচ্ছা করিয়া না শোনা। **কানে তোলা**—শ্রবণ করানো, অনভিপ্রেত ব্যক্তিকে শোনানো। **কানে লাগা**—শুনিতে মধুর বা কঠোর বোধ হওয়া। ২। সংগীত-ব্যবসায়ী বিঃ; গায়ক। <কিন্নর। ৩। শ্রীকৃষ্ণ, কানাই। <কৃষ্ণ (প্রাকৃত কণ্হ)। প্রা কপ্র। বি।

কানক—১। কনকনির্মিত; সুবর্ণসম্বন্ধীয়। কনক+অণ্ বিকারার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্ত্রী, -কী। ২। জয়পালের বিচি। বি; স্ত্রী।

কানকাটা—১। যে কান কাটে। কান কাটে যে, উপতৎ। বাংপ্র। ২। যাহার কান কাটা হইয়াছে সে; (আলংকারিক অর্থে) নির্লজ্জ, বেহায়া। কান কাটা হইয়াছে যাহার, বহু। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কানকামড়ানি—কানের রোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কানকুয়া, কানকো—মাছের ফুলকার উপরে যে হাড়খানি চাপা দেওয়া থাকে তাহা। কান+কুয়া, কো সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।

কানকোটারি—কীট বিঃ, কেন্নো। বাংপ্র। বি।

কানখড়কে—শ্রবণে সতর্ক; কুমন্ত্রণাদাতা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কানখুস্কি, -খুশকি—কর্ণমল বাহির করিবার যন্ত্র, কর্ণশোধনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কানচটা—কানের ঘা। বাংপ্র। বি।

কানড়—১। চুলের একপ্রকার খোঁপা। প্রাদে। ২। বন। <কানন। ৩। নীলোৎপল। প্রা কপ্র। বি।

কানড়া—সর্পকুণ্ডলাকৃতি খোঁপা; রাগিণী। <কর্ণাট। বি।

কানন—বন; উদ্যান। কন (দীপ্তি পাওয়া) +ণিচ্ স্বার্থে+অন কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

কাননকুন্তলা—অরণ্যকবরীকা, বনরাজিই যাহার কেশপাশস্বরূপ এরূপ ('— ভূমি')। কানন কুন্তল যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কাননকুসুম—আরণ্যপুষ্প, বনজাত ফুল; (আলংকারিক অর্থে) লোক-লোচনের অগোচর পরমাসুন্দরী রমণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কাননারি—শমীবৃক্ষ। কাননের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কানপাটা—জুলফি, কর্ণের নিকট লম্বিত কেশগুচ্ছ; কর্ণের পার্শ্বস্থ স্থান; কানের নিম্নস্থ অংশ। <কর্ণপট্ট। বি।

কানপাতলা—যে একের কথা অন্যের নিকট বলে; যে বিবেচনা না করিয়া সহজেই অন্যের কথা বিশ্বাস করে এমন। কান পাতলা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

কানপাতা—কর্ণালংকার বিঃ, একপ্রকার কানের গহনা। <কর্ণপত্র। বি।

কানফাটা—যাহাতে কানে তালা লাগে এমন, উচ্চরবযুক্ত ('— চিৎকার')। কান ফাটায় যাহা, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কানবালা—কানের গহনা বিঃ। কানের বালা (বলয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কানমলা—১। কানের ময়লা, খইল। <কর্ণমল। ২। কর্ণমর্দন, কান মলিয়া দেওয়া। কানের মলা (মলিয়া দেওয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। **কানমলা খাওয়া**—অপমানিত হওয়া; উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া।

কানমাগুর—মাগুর মাছের ন্যায় একপ্রকার মাছ। কান (=বড় কানকো)-যুক্ত মাগুর, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কানমুলো—কর্ণমূল। <কর্ণমূলা। বি।

কানা—১। একচক্ষুহীন; অন্ধ; ছিদ্রযুক্ত, ফুটো ('— বেগুন')। বাংপ্র। বিণ। ২। পাত্রাদির ধার, কিনারা; প্রান্ত; উপরিভাগ। <কাঁধ (<স্কন্ধ)। বি।

কানাকড়ি—সচ্ছিদ্র কপর্দক; মূল্যহীন কড়ি। বাংপ্র। বি।

কানাই—শ্রীকৃষ্ণ। <কৃষ্ণ (প্রাকৃত কণ্হ)। বি।

কানাই-বলাই—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ('কানাই'য়ের অনুকরণে বলরাম হইতে 'বলাই' উৎপন্ন); অভিন্নহৃদয় ব্যক্তিদ্বয়। কানাই ও বলাই, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কানাইবাঁশি—একরকম কলা। বাংপ্র। বি।

কানাইয়া, কানায়ে—১। শ্রীকৃষ্ণ। ২। সুবৃহৎ রন্ধনপাত্র; বড় হাণ্ডা। প্রাদে। বি।

কানাকানি—১। গোপনে পরামর্শকরণ, কর্ণে গুপ্ত কথা বলা। <কর্ণাকর্ণি। বি। ২। প্রায় পরিপূর্ণ এরূপভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কানাঘুষা—গোপনে আলোচনা, কানে কানে বলাবলি। কানা (যাহা কানে কানে বলা হয়)+ঘুষা (যাহা ঘুষঘুষ করিয়া গোপনে বলা হয়)। বাংপ্র। বি।

কানাচ, কানাচি—গৃহের পশ্চাদ্ভাগ, ঘরের পিছনদিক্; চাঁচতলা। <তু 'কণাৎ'। বি।

কানাট—একপাশ, কাত। প্রাদে। বি।

কানাড়া—রাগিণী বিঃ; কর্ণাটদেশীয় কবরী-বন্ধ, কানড় খোঁপা। <কর্ণাট। প্রা কপ্র। বি।

কানাত—তাম্বু, তাঁবু, কাপড়ের ঘর। <তু। বি।

কানামাছি—ছেলেমেয়েদের একরকমের খেলা। বাংপ্র। বি।

কানামেঘ—ঘন কাল মেঘ; যে মেঘ চলিয়া যায় অথচ বৃষ্টি হয় না। বাংপ্র। বি।

কানায়ে—'কানাইয়া' দ্রঃ।

কানালি—মাছের মাথার ফুলকার আচ্ছাদনস্বরূপ দুই পাশের দুইখানি বড় হাড়। বাংপ্র। বি।

কানি—১। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া; পর্দা। বাংপ্র। ২। প্রান্ত; ধার; কাত। <কর্ণ। বি।

কানীন—১। কুমারীর গর্ভজাত। বিণ। স্ত্রী, -নী। ২। মৎস্যগন্ধাপুত্র ব্যাস; কুন্তীপুত্র কর্ণ। কন্যা+অণ্ অপত্যার্থে (কন্যাস্থানে কনীন আদেশ)। বি, পুং।

কানু—কানাই, শ্রীকৃষ্ণ। কানাই+উ আদরার্থে। বাংপ্র। বি।

কানুটি—কর্ণমর্দন, কানমলা। হি-মৃ। বি।

কানুন—১। আইন; ব্যবস্থা; শৃঙ্খলা। আ। ২। তন্ত্রী, বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <কাত্যায়নী বীণা। বি।

কানুনগো—যে সরকারী কর্মচারী গ্রামের জমি ইঃর হিসাব রাখে, রাজস্ব-কর্মচারী। <(আ) কানুন+(ফা) গোয়। বি।

কানেস্তারা—টিননির্মিত তৈলাদিপাত্র। < পো 'canastra'. বি।

কান্ত—১। প্রিয়; কমনীয়; মনোরম; শোভন, aesthetic. বিণ। ২। স্বামী; চন্দ্র; বসন্তকাল; হিজ্জলবৃক্ষ। কম্+ক্ত কর্ম। ৩। বাসুদেব। ক'র (ব্রহ্মার) অন্ত যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। ৪। কুঙ্কুম; লৌহ বিঃ। কন্ত+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

কান্তকড়া—পেটা লোহার কড়া। কান্ত (৪) নির্মিত কড়া, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কান্তপক্ষী (-পক্ষিন্)—ময়ূর। কান্ত (সুন্দর) পক্ষ, কর্মধা=কান্তপক্ষ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কান্তপাষাণ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। কান্ত পাষাণ, কর্মধা। বি; পুং।

কান্তবিদ্যা—(দর্শন) সৌন্দর্যবিজ্ঞান, সৌন্দর্যবিদ্যা, চারুকলা, aesthetics. কান্ত-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কান্তলোহ—১। অয়স্কান্ত মণি, চুম্বক। কান্ত (প্রিয়) লৌহ যাহার, বহু। ২। উৎকৃষ্ট লৌহ বিঃ, ঢালাই বা পেটা লোহা; ইস্পাত। কান্ত লৌহ, কর্মধা। বি; পুং।

কান্তা—১। ভার্যা; সুন্দরী স্ত্রী; প্রিয়ঙ্গুলতা; নাগরমুথা। বি; স্ত্রী। ২। মনোহরা; শোভনা; কমনীয়া। কান্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কান্তায়স—১। চুম্বক, অয়স্কান্তমণি। কান্ত অয়ঃ (লৌহ) যাহার, বহু (অচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং। ২। লৌহসার, কান্তিলৌহ। কান্ত অয়ঃ, কর্মধা (অচ্-সমাসান্ত)। বি; ক্লী।

কান্তার—দুর্গমপথ; মহারণ্য, নিবিড় বন; কোবিদারবৃক্ষ; উপদ্রব; পদ্ম বিঃ; ইক্ষু বিঃ, কাজলী আখ; গহ্বর। উপতৎ; কান্ত—ঋ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কান্তি—১। শোভা; লাবণ্য; ঔজ্জ্বল্য; সৌন্দর্য; কামনা, ইচ্ছা। কম্‌+ক্তি ভাব। ২। কমনীয়া স্ত্রী, দুর্গা; চন্দ্রকলা; কামশক্তি বিঃ। কম্‌+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী। বিণ—(১ম পক্ষে) কান্ত।

কান্তিক—কান্তিলৌহ, ইস্পাত। উপতৎ, কান্তি—কৈ+ক কর্তৃ। বি, ক্লী।

কান্তিদ—শোভাদায়ক। উপতৎ; কান্তি—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

কান্তিবিদ্যা—সৌন্দর্যবোধজনক বিদ্যা সৌন্দর্যবিদ্যা, aesthetics. কান্তি-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কান্তিমতী ১। চন্দ্রকলা; অপ্সরা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। লাবণ্যযুক্তা। কান্তি+মতুপ্‌ অস্ত্যর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। পুং—**কান্তিমান্‌**।

কান্তিলৌহ—<কান্তলৌহ। বি।

কান্দ—১। কন্দজাত, কন্দসম্বন্ধীয়। কন্দ+অণ্‌ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কান্দী**। ২। কাঁদ। কপ্র। ক্রি।

কান্দড়—সর্প বিঃ, কানড়সাপ। বাংপ্র। বি।

কান্দন—রোদন, ক্রন্দন। কপ্র। বি।

কান্দর্প—১। কন্দর্পপুত্র। কন্দর্প+অণ্‌ অপত্যার্থে। বি, পুং। ২। কন্দর্পসম্বন্ধীয়। কন্দর্প+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্পী**।

কান্দা—ক্রন্দন করা, কাঁদা। বাংপ্র। ক্রি।

কান্দায়সি—কাঁদাইতেছে; কাঁদাইতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

কান্না—রোদন, ক্রন্দন। বাংপ্র। বি।

কান্নাকাটি—অত্যধিক ক্রন্দন; অনুনয় বিনয়; কান্নার সঙ্গে আবদার বা অনুযোগ। বাংপ্র। বি।

কান্নাহাটি—ক্রন্দনের রোল, হাহাকার। বাংপ্র। বি।

কান্যকুব্জ—দেশ বিঃ, কনোজ। কন্যাকুব্জ+অণ্‌ স্বার্থে [বিবাহার্থী পবনদেবের অভিশাপে কন্যাগণ কুব্জ হইয়াছিল বলিয়া]। বি; পুং।

কাপ—১। সঙ, কৌতুককারী ("কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ"—ভারত), ছদ্মবেশী। <কপট। বি বা বিণ। ২। ছদ্মবেশ, ভান, কৌতুকজনক বা বিস্ময়কর দ্রব্য, কোন পদার্থের কর্তিত বা ভগ্ন অংশ; ভঙ্গকুলীন; বংশজ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিঃ। বাংপ্র। ৩। বাটি, পেয়ালা। <ইং 'cup'. বি। **কাপে কাপে**—ফাঁক না রাখিয়া; আঁটসাঁটভাবে।

কাপটিক—১। ছাত্ররূপ চর বিঃ, পঞ্চবিধ গুপ্তচরের এক; চাটুকার। বি; পুং। ২। শঠ। কপট+ইক ব্যবহারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

কাপট্য—কপটতা, শঠতা। কপট+য্যণ্‌ ভাবে। বি, ক্লী।

কাপড়—বস্ত্র, বসন। <কর্পট। বি।

কাপড়-চোপড়—পোশাক-পরিচ্ছদ; বস্ত্রাদি। বাংপ্র। বি।

কাপড়ে, কাপুড়ে—বস্ত্রব্যবসায়ী, কাপড় ব্যবসায়ী। বাংপ্র। **কাপড়ে বাবু, কাপুড়ে বাবু**—পরিচ্ছদে আড়ম্বর-প্রদর্শনকারী অথচ অল্পধন ব্যক্তি।

কাপথ—১। কুপথ, কুৎসিত রাস্তা। কু (কুৎসিত) পন্থা (পথিন্‌), নিত্য (সমাসান্ত অ)। ২। দানব বিঃ। কু (কুৎসিত) পন্থা যাহার, বহু (অ সমাসান্ত)। বি, পুং।

কাপালী - হিন্দুজাতি বিঃ, কপালীজাতি। <কাপালিক। বি।

কাপালিক—১। বামাচারী তান্ত্রিক। কপাল (মস্তকাস্থি)+ইক ব্যবহার করে অর্থে। ২। জাতি বিঃ, কপালি। বি; পুং। ৩। কপাল-সংক্রান্ত। কপাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

কাপালিনী—১। বেশ্যা; নাপিতপত্নী। বি, স্ত্রী। ২। ব্রতার্থ ব্রহ্মকপালধারিণী। কাপালিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কাপালী (-লিন্‌)—১। শিব। বি, পুং। ২। ব্রতার্থ ব্রহ্মকপালধারী। কপাল (কপাল+অণ্‌ স্বার্থে)+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

কাপাস—তুলা। <কাপাস। বি।

কাপিল—১। কপিলপ্রণীত সাংখ্যশাস্ত্র। কপিল+অণ্‌ কৃতার্থে। ২। সাংখ্য-মতাবলম্বী। কাপিল+অণ্‌ জানে অর্থে। ৩। পিঙ্গলবর্ণ। কপিল+অণ্‌ স্বার্থে। বি, পুং। ৪। পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। কাপিল+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কাপিশ—মাধবীলতাজাত মদ্য। কপিশা (মাধবীলতা)+অণ্‌ ভবার্থে। বি, ক্লী।

কাপুড়ে—কাপড়ে (তাহা দ্রঃ)।

কাপুরুষ—যাহার মান-অপমান বোধ নাই একপ ব্যক্তি, যে অনায়াসে তিরস্কার বা অবমাননা সহ্য করিয়া থাকে এরূপ ব্যক্তি, ভীরুস্বভাব ব্যক্তি। কু (কুৎসিত) পুরুষ, নিত্য (কু-স্থানে কা)। বি, পুং। বিণ, **-ষীয়**। স্ত্রী, **-ষিকা**।

কাপুরুষতা, -ত্ব—সাহসহীনতা; ভীরুতা; অনায়াসে তিরস্কার বা অবমাননা সহ্য করিয়া থাকা। কাপুরুষ+তা, ত্ব ভাবে। বি, স্ত্রী, ক্লী।

কাপোত—১। কপোতসমূহ, পায়রার ঝাঁক। কপোত+অণ্‌ সমূহার্থে। ২। কপোতবৃত্তি, উঞ্ছবৃত্তি। কপোত+অণ্‌ যোগ্যার্থে। বি; ক্লী। ৩। কর্বুরবর্ণ; পারাবতসংক্রান্ত; সক্করের দিক্‌ দিয়া পারাবতের মত স্বভাববিশিষ্ট। কপোত+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

কাপ্তেন—জাহাজের অধ্যক্ষ, পোতাধ্যক্ষ; সৈন্যাধ্যক্ষ; খেলার দলের সর্দার; যাহার টাকায় ইয়ারবন্ধুগণ আমোদ-প্রমোদ করে। <ইং 'captain'. বি। **কাপ্তেন ধরা**—ইয়ারদলের অর্থসহায়ক ব্যক্তি সংগ্রহ করা। **কাপ্তেন ভাসানো**—ইয়ারদলের অর্থ-সাহায্যকারী ধনী ব্যক্তির সর্বনাশ করা।

কাফন—শবাধার, শবদেহবহনপাত্র; শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। আ। বি।

কাফ্রী—নিগ্রো; আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী ও তাহাদের ভাষা। <পো 'cafre' বি।

কাফি—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ গাছ বিঃ, কাফি-গাছের ফলের বীজচূর্ণ বা তাহা হইতে প্রস্তুত পানীয়। <ইং 'coffee' ২। রাগিণী বিঃ। আ। বি।

কাফিলা, কাফেলা—তীর্থযাত্রীর দল; উষ্ট্রারোহী পথিকের দল, caravan আ। বি।

কাফের—ইসলামধর্মে অবিশ্বাসী, অমুসলমান। আ। বি।

কাবচিক—কবচধারী বা বর্মপরিহিত যোদ্ধা। কবচ+ইক ধারণার্থে। বি, পুং।

কাবলীওয়ালা—আফগানিস্তানের অধিবাসী, কাবুলের লোক। ফা মু। বি।

কাবা—মুসলমানের মক্কাস্থ তীর্থ বিঃ, উক্ত তীর্থের কৃষ্ণপ্রস্তর বিঃ; চোগার মত জামা বিঃ, কপটতা, ভান। আ। বি।

কাবাব—আগুনের উপর ঝলসানো শূলবিদ্ধ মাংস। আ। বি।

কাবাবচিনি—গোলমরিচের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট একপ্রকার সুগন্ধ মসলা। <(আ) কাবাব+(হি) চিনি। বি।

কাবার—১। শৈবাল, শেওলা। উপতৎ; ক—আ—বৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। শেষ, সমাপ্তি; সমাপ্ত। <পো 'acabar'. বি বা বিণ।

কাবারী—১। ছত্র; টোকা। ক—আ—বৃ অণ্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। বাখারি; মৎস্য-বিক্রেতা জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি। ৩। শেষে দেয়; শেষের। কাবার (২)+ঈ দেয়ার্থে। পো-মু। বিণ।

কাবিন—দেনমোহর, মুসলমানবিবাহে কন্যাকে বর কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থাদি। ফা। বি।

কাবিননামা—মুসলমানদের বিবাহে যৌতুকাদি দিবার চুক্তিপত্র। ফা। বি।

কাবিল—উপযুক্ত, লায়েক; দাখিল। আ। বিণ।

কাবিলা—স্ত্রী, পত্নী। আ। বি; স্ত্রী।

কাবু—বশীভূত, আয়ত্ত ; রুগ্ণ ; জব্দ ; দুর্বল। তু। বিণ।

কাবুলী—কাবুলজাত ; কাবুলদেশীয় লোক বা ভাষা। কা-মূ। বিণ বা বি।

কাবুলীওয়ালা—কাবলীওয়ালা (তাহা দ্রঃ)।

কাবেজ—বশীকৃত, আয়ত্ত। আ-মূ। বিণ।

কাবের—কুঙ্কুম, জাফরান। কব্ (রং করা)+এরক্ করণ (অ-স্থানে আ)। বি ; ক্লী।

কাবেরী—১। দ্রাবিড়দেশপ্রবাহিতা নদী। কবের+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ। ২। বেশ্যা। কু (কুৎসিত অর্থাৎ অপবিত্র) বের (শরীর) যাহার, বহু+ঈপ্। ৩। হরিদ্রা। কু (কুৎসিত) বের যাহা হইতে, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কাব্য—পদ্যে বা গদ্যে রচিত কবিপ্রণীত গ্রন্থ বিঃ, রসাত্মক বা ভাবসংবলিত রচনা ; কবিতা [কাব্য দ্বিবিধ,—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য-কাব্য। যে কাব্যের রঙ্গভূমিতে অভিনয় হয়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য ; আর যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্য আবার ত্রিবিধ,—পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্য-ময়। এই কাব্য সকল আবার প্রকারভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য।
যে কাব্যে দেবতা, অসামান্যগুণ মহাপুরুষ বা একবংশজ বহু নৃপের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত থাকে, তাহাকে মহাকাব্য বলে, যথা—রঘুবংশ, বৃত্রসংহার ইঃ। মহাকাব্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে ; যথা—মেঘদূত প্রঃ। আর পরস্পর-সম্বন্ধশূন্য কবিতাসমষ্টিকে কোষকাব্য বলে, যথা—অমরুশতক, সদ্ভাবশতক প্রঃ]। কবি+ষ্যঞ্ কর্মার্থে। বি ; ক্লী।

কাব্যকলিকা—কাব্যরূপ কোরক, কলি-কার ন্যায় বিকাশোন্মুখ কাব্য। কাব্যরূপা কলিকা, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কাব্যকার—কাব্যলেখক, কবি। উপতৎ ; কাব্য—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-কারী** (সং)।

কাব্যকুঞ্জ—কুঞ্জবনের ন্যায় অতিমনোরম কাব্যাবলী, কবিতানিকুঞ্জ। কাব্যরূপ কুঞ্জ, রূপক কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

কাব্যকুসুম—কবিতাপ্রসূন, কবিতা-রূপ পুষ্প। কাব্যরূপ কুসুম, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

কাব্যগোষ্ঠী—পদ্যাদি আলোচনা ; কাব্য আলোচনার মজলিস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কাব্যগ্রন্থ—কবিতাপুস্তক। কাব্যবিষয়ক গ্রন্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কাব্যচন্দ্রিকা—কাব্যজ্যোৎস্না, অনুপম কবিতা ; সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থ বিঃ। উপমিত কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কাব্যচৌর—যে অন্যের কবিতা নকল করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কাব্যজগৎ—কাব্যভুবন, কাব্যক্ষেত্র, বিশ্বের সমুদয় কাব্য। কাব্যরূপ জগৎ, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

কাব্যরস—কাব্যবর্ণিত বিষয়ের দর্শন বা শ্রবণে মনোমধ্যে সঞ্জাত স্থায়ী ভাব বিঃ, কাব্যপাঠে উপজাত অনুভূতি বিঃ। [কাব্যরস নয় প্রকার ; যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। 'রস' দ্রঃ।] ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কাব্যরসিক—কাব্যরসজ্ঞ, যিনি কাব্যরস বুঝিতে সমর্থ এরূপ। কাব্যরস+ইক নিপুণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রসিকা**।

কাব্যলিঙ্গ—অর্থালংকার বিঃ। [যে স্থলে বাক্যার্থ অথবা পদার্থ অপরার্থের হেতু-স্বরূপে প্রতিপাদিত হয় তথায় কাব্যলিঙ্গ অলংকার হয়। যথা—

"সহজে প্রতাপী এই দানব-নিকর।
পাইল ব্রহ্মার স্থানে পুনঃ ইষ্টবর ॥
থাকুক অন্যের কথা ইন্দ্রেও না ডরে।
তৃণজ্ঞানে গণ্য করে ক্ষুদ্রজীব নরে ॥"
—নিবাত-কবচ বধ।

এই স্থানে প্রথম দুইটি পদের অর্থ তৃতীয় ও চতুর্থের হেতুরূপে কথিত হইয়াছে ; অতএব, এখানে কাব্যলিঙ্গ অলংকার হইল।] ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

কাব্যবিশারদ—কাব্যশাস্ত্রে সুনিপুণ, কাব্যে সুপণ্ডিত। ৭মীতৎ। বিণ।

কাব্যানুশীলন—কাব্যচর্চা, সাহিত্যের আলোচনা। কাব্যের অনুশীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

কাব্যালোচনা—কবিতার অনুশীলন, কাব্যচর্চা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কাব্যিক—কাব্য-সম্বন্ধীয়। 'কাব্য+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কাম—১। কন্দর্প। বি ; পুং। ২। রেতঃ, শুক্র ; আতিশয্য। কম্+ণিচ্+অচ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ৩। কামনা, অভিলাষ, অনুরাগ ; সম্ভোগলালসা। কম্+ঘঞ্ কর্ম, ভাব। বি ; পুং। ৪। কার্য, কাজ, কারুকার্য, নকশা ; শিল্পকার্য। <'কর্ম' (প্রাকৃত 'কম্ম')। বি।

কামকলা—১। রতি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রতিকৌশল। কামবিষয়িণী কলা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কামকাম—ইষ্ট বস্তু লাভে ইচ্ছুক। উপতৎ, কাম—কম্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কামী**।

কামকার—১। স্বেচ্ছাচারী। উপতৎ ; কাম—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী**। ২। স্বেচ্ছাচার। কাম—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং।

কামকূট—১। বেশ্যাপ্রিয়, বেশ্যার উপ-পতি। কাম কূট যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। বারবনিতার হাবভাবাদি ; স্ত্রীবিভ্রম মন্ত্র বিঃ। কামবিষয়ক কূট (গুপ্ত বস্তু), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কামকূপ—যোনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কামকেলি—১। লম্পট ; উপপতি। কামে কেলি যাহার, বহু। ২। সুরত, রতিক্রীড়া। কামজনিত কেলি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কামগ—ইচ্ছানুসারে শীঘ্র ও সর্বত্র গমন-ক্ষম ; যথেচ্ছাচারী। উপতৎ কাম—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

কামগন্ধ—কামের লেশ, অতি সামান্য-মাত্রও কাম ("রজকিনী-প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়"—চণ্ডী)। কামের গন্ধ (লেশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কামগামী (-গামিন্)—কামগ (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; কাম—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

কামগিরি—ভারতবর্ষান্তর্গত কামরূপস্থ পর্বত বিঃ। কামপ্রধান গিরি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কামচর—সর্বত্রগামী ; স্বেচ্ছাচারী। কাম—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

কামচার—১। যথেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচার। কাম—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। স্বেচ্ছাচারী। কামচার (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কামচারী (-চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী ; ইচ্ছানুসারে সর্বত্রগামী ; লম্পটস্বভাব। উপতৎ ; কাম্—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

কামজ—কামজাত, জৈব প্রবৃত্তি হইতে জাত, sexual উপতৎ ; কাম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কামজিৎ—১। (রূপে কামদেবকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া) কার্তিকেয় ; (কাম-দেবকে ভস্মীভূত করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া) মহাদেব ; (স্ত্রীসংসর্গ-বর্জনহেতু) জৈনদেব বিঃ, বুদ্ধদেব। বি ; পুং। ২। কামজয়কারী, জিতেন্দ্রিয়। উপতৎ ; কাম—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কামজ্বর—মদনসন্তাপ, প্রবল ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা। কামজনিত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কামট—সুন্দরবনের অন্তর্গত নদীসমূহের হাঙ্গর। বাংপ্র। বি।

কামঠ—কচ্ছপের মাংস। কমঠ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী।

কামড়—দংশন; ব্যথা, কনকনানি। বাংপ্র। বি।

কামড়া-কামড়ি—পরস্পর-দংশন; কাড়াকাড়ি। পরস্পর কামড়, ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

কামড়ানি—দংশন; ব্যথা, কটকটানি। কামড়া+আনি ভাব। বাংপ্র। বি।

কামড়ানো—দংশন করা; ব্যথা করা বেদনাযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কামড়ি—কামড়; বেদনা; ধাতুপাত্রের কিনার মুড়িয়া জোড়। বাংপ্র। বি।

কামতন্ত্র—১। কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র। কামবিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী। ২। অজিতেন্দ্রিয়, রতিপরতন্ত্র। কাম তন্ত্র (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

কামতাল—কামোদ্দীপক সংগীত বিঃ; কোকিল। কাম—তল্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কামতিথি—কামপূজার প্রসিদ্ধা তিথি, মদনত্রয়োদশী। কামপূজাযোগ্যা তিথি, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কামদ—যাহা কামনা পূর্ণ করে এরূপ, অভীষ্টপ্রদ। উপতৎ; কাম—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

কামদা—১। অভীষ্টদাত্রী। বিণ; স্ত্রী। ২। কামধেনু। কামদ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কামদানি—কারুকার্য, বস্ত্রাদিতে নকশা তোলার কাজ, জরির কাজ। হি-মু। বি।

কামদার—১। কারুকার্যখচিত সূচিকণ-শিল্পকর্মযুক্ত। বিণ। ২। ভৃত্য, চাকর। হি। বি।

কামদুঘা—পুরাণবর্ণিত অভীষ্টদায়িকা গাভী, কামধেনু। কাম—দুহ্+কপ্ কর্তৃ (হ-স্থানে ঘ)+আপ্। বি, স্ত্রী।

কামদেব—মদন, অনঙ্গ। কর্মধা। বি; পুং।

কামধনু—মদনের ধনুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কামধর্ম(র্ম্ম)—'কামিতা' দ্রঃ।

কামধেনু—অভীষ্টদায়িনী গাভী, দেবগবী; বশিষ্ঠের 'নন্দিনী' নামে গাভী। কামদায়িকা ধেনু, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কামন—কামুক, লম্পট; অভিলাষুক। কামি+অন কর্তৃ। বিণ।

কামনা—ইচ্ছা, বাসনা। কামি+অন ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

কামপত্নী—রতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কামপাল—বলরাম। উপতৎ; কাম—পা +ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কামপুর—১। অভীষ্টপূরক। বিণ। ২। পরমেশ্বর। কাম—পুর্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কামপ্রদ—১। অভিলাষপূরক। বিণ। ২। রতিবন্ধ বিঃ; পরমেশ্বর। উপতৎ; কাম—প্র—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কামবাই—অত্যধিক কামুকতা, কামোন্মত্ততা। < কামবাতিক। বি।

কামবাণ—মদনশর, তীব্র কামেচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামবৃত্ত—যথেচ্ছাচারী। কামানুসারী বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ।

কামবেয়ে—অত্যন্ত কামুক, কামোন্মত্ত। বাংপ্র। বিণ।

কামমোহিত—কামান্ধ, অত্যন্ত কামপ্রবৃত্তিহেতু বিহ্বল। ৩য়াতৎ। বিণ।

কামম্বিতা (-ম্বিতৃ)—কামুক; কামনাকারী। কম্+ণিচ+তৃন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ম্বিত্রী।

কামরঙ্গ—কামরাঙ্গা ফল। কাম—রন্জ্ +ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

কামরা—প্রকোষ্ঠ, কুঠরী। < পো 'camara'. বি।

কামরাঙ্গা, -রাঙা—অম্লরসযুক্ত ফল বিঃ, কামরঙ্গ। < কামরঙ্গ। বি।

কামরূপ—১। আসামের স্থান বিঃ। বি; পুং। ২। সুন্দর; ইচ্ছামূর্তি। কাম রূপ যাহার, বহু। বিণ।

কামরূপী (-রূপিন্)—১। বিদ্যাধর। বি, পুং। ২। যখন যেরূপ ইচ্ছা তদনুরূপ বেশভূষাকারী। কামানুগত রূপ, মধ্যপ কর্মধা; কামরূপ (স্বেচ্ছাধৃত রূপ)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রূপিণী। বি, -রূপিতা।

কামরেখা—বেশ্যা। কামের রেখা (পঙ্‌ক্তি) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

কামল—১। বসন্তকাল। উপতৎ; কাম—লা+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। কামুক। কাম+লা আছে অর্থে। বিণ। ৩। কামলা রোগ। উপতৎ; কাম—লূ+ড কর্তৃ। বি, পুং।

কামলতা—১। কামুকতা। কামল (২)+তা ভাবে। ২। পুরুষাঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। কল্পলতা। কামপূরিকা (অভীষ্টদায়িনী) লতা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কামলা—রোগ বিঃ, কাঁওল (এই রোগে চক্ষু ও অন্যান্য অবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়)। উপতৎ; কাম—লূ+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কামশক্তি—রতি। কামের শক্তি (পত্নী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কামশর—কন্দর্পের বাণ; আম্রমুকুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামশাস্ত্র—রতিশাস্ত্র; স্বর্গাদির প্রতিপাদক শাস্ত্র। কামপ্রতিপাদক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কামসূত্র—রতিশাস্ত্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কামাই—১। দৈনিক কার্য হইতে বিরতি, নিয়মিত কার্যে অনুপস্থিতি; বিশ্রাম, ছুটি। < ফা 'কমী'। ২। উপার্জন। হি। বি।

কামাক্ষী—কামাখ্যা দেবী; তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বিঃ। বহু। বি, স্ত্রী।

কামাখ্যা—কামরূপ জেলার পীঠস্থানের দেবী। বহু। বি; স্ত্রী।

কামাগ্নি—কামানল, অত্যধিক মৈথুনেচ্ছা। কামরূপ অগ্নি, রূপক কর্মধা। বি, পুং।

কামাচার—১। যেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা। কামানুরূপ আচার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। যেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। কামানুরূপ আচার যাহার, বহু। বিণ।

কামাতুর—কামার্ত, কামপীড়িত। কাম দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

কামাত্মা (-ত্মন্)—কামের নিতান্ত বশীভূত; ফলকামী। কামপ্রধান আত্মা (অন্তঃকরণ) যাহার, বহু। বিণ। বি, -ত্মতা।

কামান—১। প্রকাণ্ড আগ্নেয়াস্ত্র বিঃ, তোপ। < ইং 'cannon' বা ফা 'কমান'। ২। ধনু; আড়ধনু ("জোড়া ভুরু যেন কামের কামান"—দ্বিজ ভীম)। ফা-মু। বি।

কামানল—কামরূপ অগ্নি, অতিপ্রবল কাম। কামরূপ অনল, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

কামানি—১। বেতন; ক্ষৌর করার দাম। বাংপ্র। ২। ধনুর ন্যায় বাঁকা ইস্পাত, স্থিতিস্থাপক লৌহাদি, স্প্রিং। < ফা 'কমানি'। বি।

কামানিদার—কামানিযুক্ত, স্প্রিংবসানো। কামানি (২)+দার যুক্তার্থে। ফা মু। বিণ।

কামানো—ক্ষৌর করা; উপায় করা, রোজগার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কামান্ধ—কামমুগ্ধ, কামবশতঃ কর্তব্যবিবেচনাশূন্য। কাম হেতু অন্ধ, ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।

কামাবশায়িতা, -সায়িতা—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বিঃ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি। কামাবশায়িন্, -সায়িন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কামায়ল—নির্মাণ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

কামায়ুধ—১। কন্দর্পের শর [অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল—এই পাঁচটি কন্দর্পের বাণ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। আম্রবৃক্ষ। কামায়ুধ (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কামার—কর্মকার, লৌহকার। < প্রা 'কম্মার'। বি; পুং।

কামারণ্য—রমণীয় কানন। কাম অরণ্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

কামারি—মদনশত্রু, মহাদেব। কামের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামার্ত(র্ত্ত)—কামপীড়িত, কামাতুর। কাম দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কামাল—১। পূর্ণতা, সবিশেষ কৃতিত্ব। বি। ২। পূর্ণাঙ্গ, সার্থক, কৃতী। আ। বিণ। **কামাল করা**—অপূর্ব সাফল্য লাভ করা, চরম কৃতিত্ব অর্জন করা ("কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই"—নজরুল)।

কামাসক্ত—বিষয়ানুরাগী; মৈথুনাভিলাষী। কামে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

কামিজ—একপ্রকার ঢিলা জামা। <আ 'কমীস'। বি।

কামিত—প্রার্থিত, প্রশিত। কামি+ক্ত কর্ম। বিণ।

কামিতা, কামধর্ম(র্ম্ম)—কামপ্রবণতা, জৈব ধর্ম, sexuality. কামিন্+তা ভাবে; কামের ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

কামিনা—কার্যকারী; শিল্পী; কর্মকার; কারিকর। ফা। বি।

কামিনী—১। অতিশয় কামযুক্তা নারী; ভীরু স্ত্রী; রমণী; মদিরা; দারুহরিদ্রা; প্রসিদ্ধ সাদা সুগন্ধ ফুল বা তাহার গাছ। বি; স্ত্রী। ২। কামবতী; বিষয়াভিলাষিণী। কামিন্+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামিনীজন—নারীজন, স্ত্রীলোক। কামিনীই জন, কর্মধা। বি; পুং।

কামিনীসুলভ—স্ত্রীলোকোচিত, যাহা স্ত্রীলোকেই দেখা যায় এরূপ। কামিনীতে সুলভ, ৭মীতৎ। বিণ।

কামিল—সুদক্ষ, সুপটু, কর্মনিপুণ; কলহপ্রিয়; স্বর্ণকার। পালিমূলক। বিণ বা বি।

কামিলা—কর্মকার; শিল্পী, কারুকর। পালিমূলক। বি।

কামী (কামিন্)—কামুক; অভিলাষী। কাম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

কামীন—কামুক। কাম+ঈন অনুগতার্থে। বিণ।

কামুক—১। অভিলাষী; রমণাভিলাষী, বিলাসী। বিণ। স্ত্রী, -কা, -কী। ২। অশোকবৃক্ষ; অতিমুক্তলতা; মাধবীলতা; চটক; কপোত। কম্+ণিচ্+উক কর্তৃ। বি; পুং।

কামুকা—ভোগাভিলাষিণী, ইচ্ছাবতী। কামুক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামুকী—মৈথুনেচ্ছাবতী। কামুক। ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামেশ্বর—পরমেশ্বর; কামোত্তেজক আয়ুর্বেদীয় মোদক বিঃ। কামের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কামেশ্বরী—ভৈরবী বিঃ; কামাখ্যাস্থিতা দেবী বিঃ। কামসকলের (ভোগ্য বিষয়সমূহের) ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কামোদ—সংগীতের রাগ বিঃ। বি; পুং।

কামোদক—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত জল। কাম (ইচ্ছা)-প্রদত্ত উদক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কামোপহত—কামার্ত, কামহেতু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন। কাম দ্বারা উপহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কাম্পিল, কাম্পিল্য, কাম্পিল্ল, কাম্পীল—পঞ্চাল দেশের রাজধানী। কম্প্+ইল, ইলা, ইল্ল, ঈল, অধি। বি, পুং।

কাম্বোজ—কম্বোজদেশীয় অশ্ব; পুন্নাগবৃক্ষ; দেশ বিঃ; জাতি বিঃ। কম্বোজ+ অণ্ জাতার্থে, স্বার্থে। বি; পুং।

কাম্য—১। ভোগ্য; অভিলষণীয়; যাহা ইচ্ছা হইলে করা যায় একপ; ফল-কামনায় কর্তব্য কমনীয়। বিণ। ২। অভীষ্টকর্ম। কম্+ণিচ+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

কাম্যকবন—পৌরাণিক কানন বিঃ। কাম্যকনামক বন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কাম্যকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—ফললাভের আশায় কৃত কার্য। বি; ক্লী।

কাম্যদান—কমনীয় বস্তুর দান; কামনাহেতুক দান। কর্মধা। বি; ক্লী।

কাম্যফল—অভীষ্টফল। কর্মধা। বি; ক্লী।

কায়—১। শরীর; সমূহ; লক্ষ্য, স্বভাব, গৃহ; স্বাভাবিক অবস্থা; মূলধন। চি+ ঘঞ্ কর্ম (নিপা)। ২। প্রাজাপত্য বিবাহ। ক (প্রজাপতি)+অণ্ দেবতার্থে। বি; পুং। ৩। করতলস্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলির ও অনামিকাঙ্গুলির মূলদেশ, মনুষ্যতীর্থ। বি; ক্লী। ৪। কাহাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

কায়কল্প—(বৈদ্যক) দীর্ঘায়ু হইবার ও যৌবন ফিরিয়া পাইবার আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা-প্রণালী বিঃ। বি।

কায়ক্লেশ—শরীরের পরিশ্রম; দৈহিক কষ্টস্বীকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কায়ক্লেশে—অতি কষ্টে, কোন প্রকারে, দৈহিক কষ্ট ভোগ করিয়া। কায়ের ক্লেশ, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; করণে বা ক্রিবিশার্থে ৭মী।

কায়চিকিৎসা—দেহব্যাপী জ্বরাদির চিকিৎসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কায়দা—কৌশল, দক্ষতা; আয়ত্তি। <আ 'কাইদাহ্'। বি। **কায়দা করা**—বশীভূত করা, কৌশল অবলম্বন করা। **কায়দায় পাওয়া**—সুবিধামত অবস্থায় পাওয়া, দোষ-ত্রুটির সুযোগ লওয়া। **কায়দা হওয়া**—আয়ত্তাধীন হওয়া, বশে আসা।

কায়দা-কানুন—বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কায়বার—প্রশংসাকীর্তন, গুণগান। প্রা কপ্র। বি।

কায়মন—দেহ এবং অন্তঃকরণ; কায় ও মন (মনস্ শব্দ, বাঙ্গালায় মন), দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

কায়মনোবাক্যে—দেহ মন এবং কথা দ্বারা সর্বতোভাবে; অকপটভাবে। কায় ও মন ও বাক্য, দ্বন্দ্ব, তাহাতে। বি; করণে অথবা ক্রি-বিণার্থে ৭মী।

কায়সাক্ষী—প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, personal witness. বাংপ্র। বি।

কায়স্থ—১। পরমাত্মা; লেখক রাজকর্মচারী বিঃ; সর্বোৎকৃষ্ট শূদ্রজাতি, কায়েতসম্প্রদায় [ব্রহ্মপাদাংশ হইতে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হয়। কোনমতে কায়স্থ জাতি শূদ্রপদবাচ্য নহে, ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন চিত্রগুপ্তের বংশজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত]। বি; পুং। ২। দেহস্থ, শরীরে বর্তমান। উপতৎ; কায়—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

কায়স্থিনী—কায়স্থের স্ত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কায়া—শরীর, দেহ। <কায়। বি।

কায়িক—দৈহিক; শরীরদ্বারা সম্পন্ন। কায়+ইক সম্বন্ধার্থে, নির্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

কায়েত—লিপিকর জাতি বিঃ, কায়স্থ। <কায়স্থ। বি।

কায়েম—১। স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা; দৃঢ়তা। বি। ২। স্থায়ী; দৃঢ়; মজবুত; পাকা। <আ 'কায়িম'। বিণ।

কায়েমী—চিরস্থায়ী; সুদৃঢ়। কায়েম+ ঈ। আ-মূ। বিণ। **কায়েমী জমা**—চিরস্থায়ী জমা, যাহা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করা যায় এরূপ জমা।

কায়েমীদার—চিরস্থায়ী স্বত্বের অধিকারী। আ-মূ। বিণ।

কার—১। কার্য। কৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। নিশ্চয়; যত্ন। কৃ+ঘঞ্ করণ। ৩। করা; হত্যা। কৃ, কৄ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৪। (কর্মবাচক পদের পরে থাকিলে) তৎকর্মকর্তা (যথা—মালাকার, কাব্যকার)। কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—কারী। ৫। স্থূল বুরুনুএ, মোটা কাল সুতা। <ইং 'cord'. বি। ৬। কাহার, কোন ব্যক্তির। বাংপ্র। সর্ব। ৭। সম্বন্ধ-বিভক্তির চিহ্ন বিঃ (আজি'কার', তখন'কার')। হি মূ। ৮। বর্ণ বা তাহার চিহ্ন (অ-কার, ব-কার ইঃ)। বাংপ্র। ৯। নির্মাণ; নিয়োগ, অধিকার; ব্যবসা; চাকরি, বৃত্তি; আয়ত্তি; দায়, সংকট। ফা-মূ। বি।

কারক—১। কর্মনিষ্পাদক, যে করে। বিণ। স্ত্রী—**কারিকা**। ২। (ব্যাকরণ) ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়বিশিষ্ট পদ [কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ —এই ছয় প্রকার কারক]। কৃ+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

কারকিত—কর্মনৈপুণ্য, কর্মসম্পাদনে দক্ষতা ; জমিকে শস্যোৎপাদনের উপযোগী করা। প্রাদে। বি।

কারকুন—জমাজমি উসুল তহসিলাদির কাগজ প্রস্তুতকারী কর্মচারী, বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী, জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক। ফা। বি।

কারখানা—পণ্যনির্মাণশালা, কর্মশালা, factory, workshop, বৃহৎ ব্যাপার, কাণ্ড। ফা। বি।

কারচুপি, -চুবি—কৌশল ; চালাকি ; বস্ত্রাদির উপর সূচিশিল্প। <ফা 'কারচোব'। বি।

কারণ—১। হেতু, নিমিত্ত, cause ; আদি, মূল ; প্রমাণ ; বীজ ; যাহা হইতে কার্য উৎপন্ন হয় তাহা ; সাধন ; যাহার যত্নে কার্যনির্বাহ হয় সে ; যাহার সহযোগ ভিন্ন কার্যনির্বাহ হয় না সে ; যাহা হইতে কোন বিষয়ের সংঘটন বা উদ্ভব হয় তাহা ; উদ্দেশ্য, প্রয়োজন। কৃ+ণিচ্+অনট্ করণ। ২। ইন্দ্রিয় ; দেহ। করণ+অণ্ স্বার্থে। ৩। বধ। কৃ+ণিচ্ স্বার্থে+অনট ভাব। ৪। গীত বিঃ ; বাদ্য বিঃ। কৃ+ণিচ্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী। ৫। তান্ত্রিকগণকর্তৃক ব্যবহৃত মদ্য। প্রাদে। বি।

কারণকথা—মূল কথা, গোড়ার কথা। কারণস্বরূপা কথা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কারণকারণ—আদি কারণ ; পরমেশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কারণজল, -বারি—১। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতুভূত জল, যে জল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় তাহা [সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু বিদ্যমান ছিলেন। যে সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, সেই সময়েই ভগবান্ গর্ভোদকনামক জলেরও সৃষ্টি করেন। ভগবান্ প্রথমে এই যে জলের সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির বীজ নিহিত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কারণজল বা কারণামৃত কহে]। কারণীভূত জল, বারি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। মদ্য। বাং। বি।

কারণতা—(দর্শন) হেতুত্ব, causality. কারণ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

কারণমালা—অর্থালংকার বিঃ [পূর্ব পূর্ব পদার্থ যদি পর পর পদার্থের কারণরূপে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে তথায় কারণমালা অলংকার হইয়া থাকে। যথা,—

"শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরিতি কৈনু"—চণ্ডী]।

৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কারণশরীর—(দর্শন) যে সূক্ষ্ম শরীর সুষুপ্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি বিষয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অহংকারাদি সংস্কারের আশ্রয়স্থল হয়, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে শরীর তিন প্রকার—তাহার মধ্যে তৃতীয় প্রকার শরীর। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কারণা—তীব্র যাতনা, গাঢবেদনা ; নরক-ভোগ। কৃ+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কারণাভাব—হেতুশূন্যতা, হেতু না থাকা। কারণের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কারণিক—পরীক্ষক, বিচারক ; কারণ-সম্বন্ধীয় ; (দর্শন) হেতু-মূলক, কারণাবলম্বী, causal. কারণ+ইক (ঠন্) মীমাংসক অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

কারণীভূত—কারণস্বরূপ, যে বা যাহা কারণরূপে উপস্থিত হইয়াছে এরূপ। কারণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=কারণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কারণোত্তর—(আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে) অভিযোগ প্রথমে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া পরে তাহার প্রতিকূল কারণ দেখাইয়া উক্ত অভিযোগের খণ্ডন [যথা—(১) বাদী অভিযোগ করিল, আমার পুস্তকটি এই ব্যক্তি লইয়াছে, প্রতিবাদী বলিল, হাঁ, আমি লইয়া-ছিলাম বটে, কিন্তু পুনরায় এইখানেই রাখিয়া গিয়াছি। (২) বাদীর অভিযোগ, এই ব্যক্তি আমার ভূমি ভোগ করিতেছে ; প্রতিবাদীর উত্তর—হাঁ, এ ভূমি উহার ছিল সত্য, কিন্তু আমি ক্রয় করায় এখন আমার হইয়াছে]। কারণসমন্বিত উত্তর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

কারণ্ডব—বালিহাঁস, খড়হাস। উপতৎ ; কারণ্ড—বা+ক কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, -**বী**।

কারতুজ—কার্তুজ (তাহা দ্রঃ)।

কারদানি—কৌশল, কর্মনৈপুণ্য ; বীরত্ব, বাহাদুরি, পৌরুষ ; কায়দা। ফা। বি।

কারপরদাজ—কর্মচারী ; পক্ষীয় লোক ; অনুচর। ফা। বি।

কারবরাই—বাহাদুরি ; কূটকৌশল ; আপত্তিকর আচরণ ; অশোভন কার্যাবলী। ফা। বি।

কারবল্লী—কারবেল্ল, করলাগাছ ; কাণ্ডীর। কারা বল্লী যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

কারবা—বাইজীদের নাচ। ফা। বি।

কারবাইড—চুন-অঙ্গার-ঘটিত একপ্রকার দ্রব্য। <ইং 'calcium carbide'. বি।

কারবার—কর্ম, কার্য, ব্যবসায়, business ; আদানপ্রদান, ব্যবহার। <ফা 'কারওয়ার'। বি।

কারবারী—বিষয়কর্মকারী ; ব্যবসায়ী। কারবার+ঈ আছে অর্থে। ফা-মু। বিণ।

কারবেল্ল, কারবেল্লক—১। করলা গাছ। বি ; পুং। ২। করলাফল ; উচ্ছে। কার—বেল্ল্+অণ্ কর্তৃ ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

কারয়িতা (-তৃ)—যে অন্যকে কোন কর্ম করায় সে। কৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**য়িত্রী**।

কারসাজ—ধূর্ত, চতুর ; কপট, অসত্যের স্রষ্টা ; ফন্দিবাজ, কূটকৌশলী। ফা। বিণ।

কারসাজি—কপটতা, চালাকি, ফন্দি-বাজি। কারসাজ+ই ভাবে। ফা-মু। বি।

কারা—১। জেল, কয়েদখানা ; বন্ধন ; বীণার নীচে অবস্থিত কাঠের কাণ্ড। কৃ+অঙ্ অধি+আপ্ (নিপা দীর্ঘ)। ২। পীড়া। কৃ+ঘঞ্ করণ+আপ্। ৩। দূতী ; সুবর্ণকারিকা। কু—শ+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৪। কৃষ্ণবর্ণ, কাল। প্রা কপ্র। বিণ।

কারাক্লেশ—কারাবাসের যন্ত্রণা, জেল-ভোগের কষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কারাগার, -গৃহ—গারদ, জেলখানা। কারাই আগার, গৃহ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

কারাদণ্ড—জেলভোগরূপ শাস্তি। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

কারাধীক্ষক—জেলখানার পরিদর্শক, Superintendent of Jail. কারার অধীক্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কারাধ্যক্ষ, কারাপাল—জেলের তত্ত্বাব-ধায়ক ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, Jailor. কারার অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ ; (২য় পক্ষে) উপতৎ ; কারা—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কারাবরণ—স্বেচ্ছায় জেলে যাওয়া। কারার বরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কারাবা—গোলাবপাশ ; কুপী। আ। বি।

কারাবাস—১। কারাগারে বদ্ধ হইয়া থাকা, বন্ধনাগারে অবস্থান। কারাতে বাস, ৭মীতৎ। ২। কারাগার। কারাই আবাস, কর্মধা। বি ; পুং। বিণ, -**বাসী**।

কারাভাণ্ডার—যেখানে জেলের কয়েদীদের তৈয়ারী জিনিসপত্র মজুত থাকে, জেলের গুদাম, Jail depot. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কারামুক্ত—জেল হইতে খালাসপ্রাপ্ত। ৫মীতৎ। বিণ।

কারি—১। কার্য ; শিল্পকর্ম। কৃ+ইঞ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী। ২। শিল্পকারী ; কার্যকারী।

কৃ+ইঞ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। অত্যধিক মসলা-যোগে রন্ধিত মাংসাদি, কালিয়া। তামিল। বি। ৪। মলিন। বিণ। ৫। কালি। প্রা কপ্র। বি।

কারিকর—শিল্পকর্মকারী, শিল্পী। <ফা 'কারিগর'। বি বা বিণ।

কারিকরি—কারিকুরি (তাহা দ্রঃ)। বি।

কারিকা—১। বিবরণশ্লোক; অল্পাক্ষরযুক্ত অথচ বিভিন্ন অর্থসূচক কবিতা; নটী; কর্ত্রী। কৃ+ণক কর্তৃ+আপ্। ২। শিল্পকর্ম; সুদ, যাতনা; কার্য; মর্যাদা, নাপিতাদির কার্য। কৃ বা কৃ+ণক (গ্রু চ্) ভাব+আপ্। বি, স্ত্রী। ৩। কার্যকারিণী। কারক+আপ্। বিণ।

কারিকুরি—কারুকার্য, শিল্পচাতুর্য, শিল্পনৈপুণ্যপ্রদর্শন; ছলচাতুরী। কারিকর+ই, কর্মার্থে। ফা-মূ। বি।

কারিগর—শিল্পী, শিল্পকারী। ফা। বি বা বিণ।

কারিগরি, -গুরি—শিল্পকার্য, কারিগরের পেশা; শিল্পচাতুর্য। বি। **কারিগরী শিক্ষা**—শিল্প-সম্বন্ধীয় শিক্ষা, technical education.

কারিত—যাহা করানো গিয়াছে এরূপ, সম্পাদিত, অন্যের দ্বারা কৃত। কৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—কারণ।

কারিন্দা—কর্মচারী, গোমস্তা, কেরানী, কারপরদাজ। ফা। বি।

কারী (কারিন্)—(অন্য শব্দের শেষে বসিলে) কর্তা, কারক, কার্যকারী। কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কারিণী**।

কারী—১। কোরান-পাঠক ("কাজী ছাড়ে কলমা, কোরান ছাড়ে কারী"—ভারতচন্দ্র)। আ। বি। ২। কারি (৩) (তাহা দ্রঃ)।

কারু—১। শিল্পী; বিশ্বকর্মা। বি; পুং। ২। কারক; নির্মাতা; কর্তা। কৃ+উণ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। কাহারও, কোন ব্যক্তির। বাংপ্র। সর্ব।

কারুক—শিল্পী, কারিগর। কারু+কন্ স্বার্থে। বি।

কারুকর্ম(র্ম্ম), -কার্য(র্য্য), -ক্রিয়া—শিল্পকার্য; নকশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

কারুজ—শিল্পজাতবস্তু; গাত্রস্থ তিলাদি চিহ্ন; গিরিমাটি; বল্মীক; করিশাবক; নাগকেশর বৃক্ষ। উপতৎ; কারু—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

কারুণিক—করুণাশীল, দয়ালু। করুণা+ইক শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

কারুণ্য—করুণা, দয়াশীলতা। করুণা+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

কারুশিক্ষালয়—শিল্প-শিক্ষালয়, শিল্পকার্যে শিক্ষাদানের স্থান, industrial school. কারুর শিক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কারুশিল্প—কারুকার্য, নকশাদার কার্য; শিল্পকাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। বিণ, -**শিল্পী** (-শিল্পিন্)।

কারেন্সি—সরকার-প্রচলিত মুদ্রা বা তাহা রদ-বদল ইত্যাদি করিবার আফিস। <ইং 'Currency'. বি। **কারেন্সি নোট**—মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত সরকারী কাগজ, কাগজের টাকা, Currency Note.

কারো—কোন লোকেরও, কাহারও। <কাহারও। বাংপ্র। সর্ব।

কারোয়া—একপ্রকার শাকের ফল; কারোয়াফলজাত জল (ইহা সাধারণতঃ কাওরা বা কেওড়া নামে প্রসিদ্ধ পানীয় জলের সহিত ব্যবহৃত হয়)। আ। বি।

কার্কশ্য—কাঠিন্য, কঠোরতা; কড়া মেজাজ, নির্দয়তা। কর্কশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

কার্ড—পত্রাদি লিখিবার জন্য মোটা কাগজের খণ্ড, টুকরা; নাম-ঠিকানা লেখা পুরু কাগজের খণ্ড, পোস্টকার্ড। <ইং 'card' বি।

কার্তি(র্ত্তি)ক—১। ষড়ানন (চরিতাবলী দ্রঃ)। কৃত্তিকা+অণ্ প্রতিপালিতার্থে। ২। স্বনাম-প্রসিদ্ধ মাস; দ্বাদশ মাসের মধ্যে সপ্তম মাস। কার্তিকী+অণ্ তদ্যুক্তমাসার্থে। বি; পুং। ৩। কার্তিকমাস-সম্বন্ধীয়। কার্তিক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ৪। পরমসুন্দর। বাংপ্র। বিণ। **খড়ের কার্তি(র্ত্তি)ক**—অপদার্থ ব্যক্তি। **নব কার্তি(র্ত্তি)ক**—(ব্যঙ্গার্থে) কুরূপ, কদাকার। **লোহার কার্তি(র্ত্তি)ক**—কালো কুৎসিত লোক।

কার্তি(র্ত্তি)কিক—১। কার্তিক মাস। কার্তিকী+ইক আছে অর্থে। বি; পুং। ২। কার্তিকমাস সম্বন্ধীয়। কার্তিক+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কিকী**।

কার্তি(র্ত্তি)কী—কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চান্দ্র-কার্তিকমাসের পূর্ণিমা। কৃত্তিকা+অণ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কার্তি(র্ত্তি)কে—কার্তিক মাসে ঘটিত, কার্তিকমাস সম্বন্ধীয় ('—ঝড়')। কার্তিক+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কার্তি(র্ত্তি)কেয়—কার্তিক (তাহা দ্রঃ)। কৃত্তিকা+ঢ্রঞ্ প্রতিপালিতার্থে। বি, পুং।

কার্তি(র্ত্তি)কোৎসব—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে কর্তব্য দীপোৎসব বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কার্তুজ—বন্দুকের গুলি, টোটা। <ফ্রে 'cartouche'. বি।

কার্ৎস্ন্য—সাকল্য, সমুদায়, সম্পূর্ণতা। কৃৎস্ন (সকল)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

কার্নিশ, কার্নিস—ছাদ, দেওয়াল, স্তম্ভ প্রঃর মাথার যে অংশ একটু বাহির হইয়া থাকে তাহা। <ইং 'Cornice'. বি।

কার্পট—১। বস্ত্রখণ্ড। কর্পট+অণ্ স্বার্থে। ২। কার্যার্থী, উমেদার। কর্পট+অণ্ ব্যবহার করে অর্থে। বি, পুং। স্ত্রী, -**টী**।

কার্পটিক—১। তীর্থসেবী। কর্পট+ইক বিচরণার্থে। ২। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, কর্মপ্রার্থী, উমেদার। কর্পট+ইক পরিধান বা ব্যবহার করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

কার্পণ্য—কৃপণতা; দারিদ্র্য; কাতরতা; উদারতার অভাব। কৃপণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

কার্পাস—১। কাপাসগাছ। কৃ+পাস কর্তৃ (ঋ-স্থানে আর্)। বি; পুং। ২। কাপাস তুলা। কার্পাস+অণ্ ফলার্থে। বি; ক্লী। বিণ, -**সীয়**। ৩। কার্পাসনির্মিত। কার্পাস+অণ্ বিকারার্থে। বিণ।

কার্পাসধেনু—কার্পাসসূত্রের বস্ত্র দ্বারা নির্মিতা গাভী [ইহা দান করিলে ইন্দ্রলোক লাভ হয়]। কার্পাসনির্মিতা ধেনু, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।

কার্পাসী—১। কার্পাসগাছ। কার্পাস (১)+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। কার্পাসনির্মিতা। কার্পাস (৩)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কার্পেট—গালিচা, শতরঞ্চি বিঃ। <ইং 'carpet'. বি।

কার্বন—অঙ্গার, কয়লা; একটি মৌলিক পদার্থ, একপিঠে কালি-মাখানো কাগজ। <ইং 'carbon'. বি।

কার্ম(র্ম্ম)ণ—১। মূলকর্ম; মন্ত্র তন্ত্রাদি দ্বারা বশীকরণাদি, জাদুকরণ। কর্মন্+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। কর্মনির্বাহে নিপুণ, কার্যদক্ষ। কর্মন্+অণ্ সাধু অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ণী**।

কার্মা(র্ম্মা)র—কামার। কর্মার+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কার্মি(র্ম্মি)ক—যাহার উপর কারুকার্য করা হইয়াছে এরূপ, কারুকার্যখচিত ('—বস্ত্র'); নির্মিত; কর্মসম্বন্ধীয়। কর্মন্+ইক সম্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

কার্মু(র্ম্মু)ক—১। ধনুক; রাশিচক্রের নবম রাশি, (জ্যামিতি) চাপ, arc. বি; ক্লী। ২। বাঁশ, মহানিম্ব; হিজ্জল; শ্বেত খদির; ধনুর্রাশি। কর্মন্+উকঞ্ সমর্থার্থে। বি; পুং। ৩। কর্মসম্পাদক; কর্মদক্ষ। কর্মন্+উকঞ্ নিপুণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

কার্য(র্য্য)—১। কর্ম, কাজ; প্রয়োজন; হেতু; ফল; উপকার; বিবাদ; বিবাদবিষয়; ব্যবহার, আচরণ; জন্মলগ্ন হইতে দশম স্থান; পুণ্যাপুণ্য; বিনাশশীল এবং

অবয়ববিশিষ্ট দেহাদি ; (ব্যাকরণ) আদেশ প্রত্যয় এবং আগম ; (বলবিদ্যা) যে বিন্দুতে কোন বল প্রয়োগ করা হয় ঐ বিন্দুর অপসারণের পরিমাণ এবং ঐ বল পরিমাণের গুণফল, work. কৃ+ণ্যৎ কর্মকরণাদিবাচ্যে। বি ; ক্লী। ২। করণীয়, কর্তব্য। কৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

কার্য(র্য্য)কর—কর্মসম্পাদক ; প্রয়োজন-সাধক ; কর্মণ্য, ফলজনক, চালু, প্রচলিত, operative. উপতৎ; কার্য—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী,-**করী**। বি, -**করতা**, -**করত্ব**।

কার্য(র্য্য)কলাপ—ক্রিয়াসমূহ, নানাবিধ কর্মের অনুষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কার্য(র্য্য)কারণ হেতু এবং ফল, উপায় এবং কার্য। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কার্য(র্য্য)কারণভাব—সম্বন্ধ বিঃ, কার্যের (ফলের) সহিত কারণের (হেতুর) ও কারণের সহিত কার্যের সম্বন্ধ। কার্যকারণের ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কার্য(র্য্য)কারী (-**রিন্**)—কর্মকারী ; কাজের উপযোগী ; ফলদায়ী। উপতৎ ; কার্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**কারিণী**।

কার্য(র্য্য)কাল—কার্যের উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট সময় ; প্রয়োজনের সময় ; চাকুরির বা যে কোন কর্মের মেয়াদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য(র্য্য)কুশল -কার্যদক্ষ, কর্মে পটু। ৭মীতৎ। বিণ। বি, -**লতা**, -**লত্ব**।

কার্য(র্য্য)ক্রম—কার্যসূচী, কর্মতালিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য(র্য্য)ক্রম-আধিকারিক—যে অফিসার বা কর্মকর্তা কর্মচারীদের কার্যের পদ্ধতি নির্ণয় করেন, working plan officer. কার্যের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার আধিকারিক ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য(র্য্য)ক্ষম—কাজ করিতে সমর্থ, কর্মক্ষম। ৭মীতৎ। বিণ।

কার্য(র্য্য)গ্রাহী (-গ্রাহিন্) জেলে কয়েদীদের নিকট হইতে যে কাজ বুঝিয়া লয়, task taker. উপতৎ; কার্য—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, -**গ্রাহিণী**।

কার্য(র্য্য)চলন—কাজ চলা বা চালানো, conduct of business. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কার্য(র্য্য)চ্যুত—কর্ম বা চাকরি হইতে বরখাস্ত। ৫মীতৎ। বিণ।

কার্যঞ্চাগে—প্রথমে কর্তব্য [বাঙ্গালায় দলিলপত্রাদি লিখিবার সময় প্রথমে এই কথাটি লিখিবার রীতি আছে। সম্ভবতঃ সংস্কৃত কার্যঞ্চাগ্রে (কার্যম্+চ+অগ্রে) এই পদত্রয় হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। অ।

কার্যতঃ (-**তস্**), **কার্য্যতঃ**—প্রকৃত কার্যে ফলে, আসলে, প্রকৃতপক্ষে, de facto. কার্য+তস্ (৭মী স্থানে)। অ।

কার্য(র্য্য)তৎপর—কর্মব্যস্ত, চটপটে ; কর্মদক্ষ, ক্রিয়ানিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

কার্য(র্য্য)দক্ষ—কর্মকুশল কর্মনিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ। বি, -**দক্ষতা**।

কার্যদর্শী (-**র্শিন্**)—কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ; বিবেচনাপূর্বক কার্যকারী। উপতৎ ; কার্য—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**দর্শিনী**।

কার্য(র্য্য)নির্বা(র্ব্বা)হ—কর্মসাধন, কার্যনিষ্পত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য(র্য্য)নির্বা(র্ব্বা)হক—কার্য-সমাধাকারী, কর্মসম্পাদক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**হিকা**।

কার্য(র্য্য)নিষ্পত্তি—কার্যের মীমাংসা, কাজশেষ ; কর্মনির্বাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কার্য(র্য্য)পটু—কর্মনিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

কার্য(র্য্য)পদ্ধতি, -**প্রণালী**—কর্ম-সম্পাদনের রীতি, কাজের নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কার্য(র্য্য)বশ—১। কর্মানুরোধ, কাজের খাতির। বি ; পুং। ২। কর্মের বশীভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কার্যবশতঃ (-**তস্**), **কার্য্যবশতঃ**—কার্যের অনুরোধে, কর্মবশতঃ। কার্যবশ+তস্ পঞ্চম্যর্থে। অ।

কার্যবাহ—সভাদিতে যে-সব বিষয়ের আলোচনা বা নির্বাহ হয়, proceedings. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য(র্য্য)ভার—কাজের দায়িত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য(র্য্য)শেষ—কর্মসমাপন ; কার্যের অবশিষ্ট অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্য(র্য্য)সম্পাদন—কার্যনিষ্পত্তি, কর্ম-সমাধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

কার্য(র্য্য)সাধন—কার্য সিদ্ধ করণ, কার্য সম্পন্ন করিয়া লওয়া বা দেওয়া, আপনার কাজ হাসিল করণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

কার্য(র্য্য)সিদ্ধি—অভীষ্ট-সিদ্ধি, কর্তব্য-কর্ম-নিষ্পত্তি, কর্মের সাফল্য, কৃতকার্যতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কার্য(র্য্য)হন্তা (-**হন্**)—কর্মপণ্ডকারী; অনিষ্টকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**হন্ত্রী**।

কার্যা(র্য্যা)কার্য(র্য্য)—কর্তব্যাকর্তব্য, ভালমন্দ কাজ। কার্য ও অকার্য, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কার্যা(র্য্যা)গার—কার্যালয় ; আফিস ; কারখানা, শিল্পশালা। কার্যের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কার্যাঙ্ক—কর্মের পরিচয়চিহ্ন, চাপরাস, badge. কার্যের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্যা(র্য্যা)ত্মক—কর্মবিশিষ্ট ; কর্মময়। কার্য আত্মা (আত্মন্—স্বভাব) যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -**ত্মিকা**।

কার্যা(র্য্যা)ধিপ—১। কর্মাধ্যক্ষ। বিণ। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দশম স্থানের অধিপতি-গ্রহ। কার্যের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কার্যা(র্য্যা)ধ্যক্ষ—প্রধান কর্মকর্তা, কার্যের তত্ত্বাবধায়ক। কার্যের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

কার্যা(র্য্যা)নুরোধ—কার্যের বশবর্তিতা, কাজের খাতির। কার্যের অনুরোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং। **কার্যানুরোধে**—কাজের খাতিরে, কাজের জন্য।

কার্যা(র্য্যা)ন্তর—অন্য কার্য, কর্মান্তর। অন্য কার্য, নিত্য। বি ; ক্লী।

কার্যা(র্য্যা)রম্ভ—কর্মারম্ভ, কর্মের সূত্র-পাত। কার্যের আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ ; বি ; পুং।

কার্যার্থী (-**র্থিন্**), **কার্য্যার্থী**—কর্ম-প্রার্থী, উমেদার। উপতৎ। কার্য—অর্থ+ণিচ্ স্বার্থে+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**র্থিনী**।

কার্যা(র্য্যা)লয়—আফিস, কাজের ঘর। কার্যের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কার্যো(র্য্যো)ৎসুক—কার্যনির্বাহে ব্যগ্র, তৎপর বা যত্নশীল। কার্যে উৎসুক, ৭মীতৎ। বিণ। বি—**কার্যৌৎসুক্য**।

কার্যো(র্য্যো)দ্ধার—কার্যসাধন, কার্য-সিদ্ধি করিয়া লওয়া; কাজ হাসিল। কার্যের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কার্যৌ(র্য্যৌ)ৎসুক্য—কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত আগ্রহ, কাজের জন্য ব্যাকুলতা। কার্যে ঔৎসুক্য, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

কার্শ্য—১। কৃশতা, ক্ষীণতা। কৃশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী। ২। সালবৃক্ষ, লকুচ বৃক্ষ, ডেঁওগাছ। কার্শ্য (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি, পুং।

কার্ষাপণ—স্বর্ণ ; ষোলপণ কড়ির রৌপ্য-মূল্য। কার্ষ—আ—পণ+ঘ অধি। বি ; পুং বা ক্লী।

কার্ষ্ণ্য—কৃষ্ণতা, কালবর্ণ। কৃষ্ণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

কাল—১। কৃষ্ণবর্ণ, কালরঙ। কু—অল্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, কাল রঙের ; মৃত্যুসদৃশ বা মৃত্যুসূচক। কাল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ৩। যম ; অবসর ; মৃত্যু ; কোকিল ; পরমেশ্বর ; শনি ; শিব ; বিষ্ণুর অনন্তমূর্তি ; রক্তচিত্রক ; কাসমর্দ ; সময় ; সময়বিভাগ ; ঋতু ; বয়স ; যোগ্য সময় ; দিন ; দিনের ষোড়শভাগ ; মৃত্যুক্ষণ ; আয়ু ; যুগ ; (পদার্থবিদ্যা) সীমাবদ্ধ সময়, period ; (ব্যাকরণ) ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়, tense. কল্+ণিচ্ স্বার্থে+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। **কাল ঘনানো**, **কাল পূর্ণ হওয়া**, **কাল ফুরানো**—মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়া। **কাল**

হওয়া—মৃত্যু হওয়া, ধ্বংসের কারণ হওয়া। **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; ভবিষ্যতে। **কালে কালে**—সময়ক্রমে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। **কালে ধরা**—মৃত্যু হওয়া; ভীষণ রোগে আক্রান্ত হওয়া। **কালে ভদ্রে**—কদাচিৎ, কখনও কখনও; বহুকাল অন্তর। ৪। বর্তমান দিবসের পূর্ব বা পরদিবস। <কল্য। বি।

কালকবল, -গ্রাস—যমের মুখ, মৃত্যুমুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **কালকবলে পতিত হওয়া**—মরা, মারা যাওয়া।

কালকবলিত—মৃত, মৃত্যুমুখে পতিত। কালকর্তৃক কবলিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কালকাসুন্দা একপ্রকার গাছ কাসমর্দ। কাল যে কাসুন্দা (<কাসমর্দ), কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কালকিষ্টি—খুব কাল। প্রাদে। বিণ।

কালকুণ্ঠ—যম। কাল—কুণ্ঠ্ +অণ্ কর্ত। বি; পুং।

কালকূট—গরল। উপতৎ; কাল—কূট্ +অণ্ কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

কালকৃৎ—সূর্য। পরমেশ্বর। উপতৎ, কাল—কৃ+ক্বিপ কর্তৃ। বি; পুং।

কালকৃত—১। কালে সম্পাদিত বা সংঘটিত; কালনিয়মে সম্পাদিত; যথাকালে কৃত; কালিক নিয়মে সম্পাদিত। ৭মীতৎ। বিণ। ২। সূর্য। কাল কৃত যৎকর্তৃক, বহুব্রী। ৩। রোগ বিঃ। কাল (মৃত্যু) কৃত হয় যৎকর্তৃক, বহুব্রী। বি, পুং।

কালকে—কাল, ক। বাংপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

কালকের—কল্যকার। বাংপ্র। বি; বিশেষণার্থে ৬ষ্ঠী।

কালক্রমে—সময়স্রোতে, সময়ের গতিতে, সময় অতিবাহিত হইলে, কিছুকাল গত হইলে। কালের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রিয়াবিশেষণার্থে ৭মী।

কালক্ষেপ, -ক্ষেপণ—কোন কাজে বিলম্ব করা; সময় কাটানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

কালখণ্ড—যকৃৎ; রোগ বিঃ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কালগঙ্গা—কালিন্দী নদী, যমুনা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কালগ্রন্থি—বৎসর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালগ্রাস—'কালকবল' দ্রঃ।

কালঘাম—মৃত্যুকালীন ঘর্ম; সর্বাঙ্গে প্রবল স্বেদনিঃসরণ। কালসূচক ঘাম (<ঘর্ম), মধ্যপ কর্মধা। বি।

কালঘুম—অতিদীর্ঘ নিদ্রা; মৃত্যু। কালসূচক ঘুম, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কালচক্র—চক্রবৎ আবর্তনশীল সময় [দিবাভাগের পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ, এই তিনটি কালচক্রের নাভি, সংবৎসর পরিবৎসরাদি পঞ্চ উহার অর অর্থাৎ শলাকা, এবং বসন্তাদি ষট্ ঋতু উহার নেমি অর্থাৎ প্রান্তভাগের বলয়রূপে বর্ণিত আছে। এই কালচক্র অক্ষয়, অবিশ্রান্তভাবে ইহা ঘূর্ণিত হইতেছে]। কাল চক্রপ্রায়, উপমিত কর্মধা; বা, কালরূপ চক্র, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কালচিটা, -চিটে—ময়লা, কালদাগ। কাল+চিটা (<চিহ্ন)। বাংপ্র। বি।

কালচিন্তক—কালচিন্তাকারী, জ্যোতির্বিৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-চিন্তিকা**।

কালচিয়া, কালচে—১। ঈষৎ কৃষ্ণ, সামান্য মলিন। বিণ। ২। কালদাগ। বাংপ্র। বি।

কালচিহ্ন—মরণের লক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালজাম—একজাতীয় জাম। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কালজিরা—কৃষ্ণজীরক, মশলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

কালজ্ঞ—১। সময় বুঝিয়া কর্মকারী, যে বৃথা সময় নষ্ট করে না এরূপ; দৈবজ্ঞ। বিণ। ২। কুক্কুট। উপতৎ; কাল—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কালজ্ঞান—১। জ্যোতিঃশাস্ত্র। কাল—জ্ঞা+অনট্ করণ। ২। কোন্ সময়ে কি করা কর্তব্য তাহার বোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালত্রয়—ত্রিকাল—বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ—এই তিন কাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালত্রয়জ্ঞ—ত্রিকালজ্ঞ—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাপার যে জানে এমন। উপতৎ; কালত্রয়—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

কালত্রয়দর্শী (-দর্শিন)—ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী। উপতৎ; কালত্রয়—দৃশ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

কালত্রয়বেদী (-বেদিন্)—ত্রিকালজ্ঞ। উপতৎ, কালত্রয়—বিদ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

কালদণ্ড—(জ্যোতিষ) বারাদি যোগ বিঃ যমের দণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালধর্ম(র্ম্ম)—কালের ধর্ম; সময়বিশেষের রীতিনীতি; মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালনাগ—কালসাপ, কেউটে সাপ। কর্মধা। বি; পুং।

কালনাগিনী—তীব্রবিষধরী একপ্রকার সর্পী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কালনিরূপণ-সময় নির্ধারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালনির্বাহ—সময়ক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালনেমি—রাবণের মাতুল; হিরণ্যকশিপুর পুত্র। কালের নেমিস্বরূপ, উপমিত। বি; পুং। **কালনেমির লঙ্কাভাগ**- কার্য-সাধন না করিয়াই তাহার ফলভোগের চেষ্টা।

কালন্দর—মুসলমান সন্ন্যাসী; ধার্মিক মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ। আ। বি।

কালপর্যা(র্য্যা)য়—কালের বৈপরীত্য, শুভকালের অশুভদায়কত্ব—অশুভকালের শুভদায়কত্ব; সময়ের আবর্তন, সময়ের ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালপাশ—মৃত্যুবন্ধন; যমের পাশ নামক অস্ত্র বা জাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালপুচ্ছ—একপ্রকার হরিণ। কাল (কৃষ্ণবর্ণ) পুচ্ছ যাহার, বহু। বি; পুং।

কালপুরুষ—১। যমের ভৃত্য; ব্রহ্মার পৌত্র ও সূর্যের পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। (জ্যোতিষ শাস্ত্র) ধনুর্ধর পুরুষাকৃতি নক্ষত্র-পুঞ্জ, Orion. কালনির্ণায়ক পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং। ৩। পুরুষরূপধারী কাল, মনুষ্যবেশী যম। কর্মধা। বি; পুং।

কালপূর্ণ—আসন্নমৃত্যু, যাহার মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে এরূপ। কাল অর্থাৎ জীবিত কাল পূর্ণ যাহার, বহু (শব্দ দুইটি উদ্দেশ্য বিধেয় ভাবে থাকাতে—এরূপ সমাস ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, সুতরাং পৃথক লেখা সংগত)। বিণ। **কালপূর্ণ হওয়া**—মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়া; যথাকালে পরিণতি লাভ করা।

কালপেচক—কৃষ্ণমুণ্ড পেচক বিঃ [ইহার শব্দকে সাধারণে অত্যন্ত অশুভসূচক মনে করে]। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কালপেঁচা—<কালপেচক। বি।

কালপ্রবাহ—সময়স্রোত, অবিরত বহমান কাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কালপ্রভাত—শরৎকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কালপ্রভাব—সময়ের শক্তি, সময়ের মাহাত্ম্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কালপ্রাপ্ত—মৃত। ২য়াতৎ। বিণ।

কালপ্রেরিত মৃত্যুপ্রেরিত; মরণ কর্তৃক আদিষ্ট; মরণাক্রান্ত। কালকর্তৃক প্রেরিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কালফণী (ফণিন্)—কেউটে সাপ; যাহার দংশনে মৃত্যু অবধারিত এরূপ সর্প। কর্মধা; অথবা, কালপ্রেরিত ফণা, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কালবঁশ, কালবোস—রোহিত মৎস্যের তুল্য একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, একপ্রকার পোনা মাছ। বাংপ্র। বি।

কালবিজ্ঞান—ঋতুসম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্য-বোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালবিলম্ব—অল্প দেরি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালবীক্ষক—যে আগমনকারীদের সময়ের

খতিয়ান রাখে, time-keeper. ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

কালবুদ—খিলান-করা সাঁকো; খিলান গাঁথিবার নিমিত্ত বাঁশের বা কাঠের ভারা; জুতা তৈয়ারির ফর্মা। <ইং 'culvert' বা ফা 'কালবুদ'। বি।

কালবেলা—(জ্যোতিঃ) দিনের অশুভ সময় বিঃ, দিনের যে সময়ে কোন কর্ম করা বা কোন কর্ম করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে যাওয়া বিধেয় নহে সেই সময় [দিনমানকে অষ্টভাগ করিলে, তাহাদের এক এক ভাগকে যামার্ধ বলে। এক এক দিনের এই এক এক যামার্ধ শাস্ত্রে বারবেলা ও কালবেলা নামে নির্দেশিত হইয়াছে। ইহাতে যাত্রাদি কোন কার্য বা শুভকর্ম করিতে নাই]। কালের (শনির) বেলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালবৈশাখী—চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকাল-বেলার প্রচণ্ড ঝড়সহ বৃষ্টি, (লক্ষণার্থে) প্রলয়ংকর বিপর্যয়, সহসা সংঘটিত দারুণ বিপদ্। বাংপ্র। বি।

কালবোস—'কালব'স' দ্রঃ।

কালব্যাল—মৃত্যু সংঘটক হিংস্র প্রাণী; কেউটে সাপ ("বিচিত্র বরণ অস্ত্র যেন কালব্যাল"—কাশী)। কাল (মৃত্যু) সংঘটক ব্যাল, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কালভুজঙ্গ—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ; তীব্রবিষধর মারাত্মক সর্প। কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, **-ঙ্গী, -ঙ্গিনী** (বাং)।

কালভুজঙ্গিনী—কালনাগিনী; মারাত্মক স্ত্রীজাতীয় সর্প। কালভুজঙ্গ+ইনী (বাং স্ত্রীপ্রত্যয়)। বি; স্ত্রী।

কালভৈরব—শিবাংশজাত ভৈরব বিঃ। কাল (ভয়ানক) ভৈরব (ভয় যাহা হইতে), কর্মধা। বি; পুং।

কালমান—১। কালের পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কৃষ্ণজীরক; কৃষ্ণজীরক। কাল মান যাহার, বহু। বি; পুং।

কালমাহাত্ম্য—কালের মহিমা; সময়ের প্রভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

কালমেঘ—১। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ; ঘনায়মান বিপদ্। কর্মধা ২। উদ্ভিদ্ বিঃ। বি; পুং।

কালযবন—যবনরাজ বিঃ। রূপক কর্মধা। বি, পুং।

কালযাপন—কালক্ষেপণ, সময় কাটানো; দিনপাত করা, লোকযাত্রানির্বাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালরাতি—অন্ধকার রাত্রি; দুঃখের বা মৃত্যুর রজনী; কালরাত্রি। বাংপ্র। বি।

কালরাত্রি—যে রাত্রিতে মৃত্যু বা বিপদ্ ঘটে সেই রাত্রি, ভয়ানক রাত্রি; বিবাহ-রজনীর পরবর্তী রজনী (ঐ রজনীতে বাসর-শয্যায় বেহুলার পতি লক্ষীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হওয়াতে উহাতে নববরবধূর মিলন নিষিদ্ধ), প্রলয়রজনী, কল্পান্তরাত্রি; মসী রাত্রি; কালীপূজার রাত্রি; যমভগিনী; রাত্রির অশুভ যামার্ধ বিঃ; ভগবতীর শক্তি বিঃ। কালের রাত্রি, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, কাল (মৃত্যুজনক, নাশক) যে রাত্রি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কালরুদ্র—কালাগ্নিস্বরূপ রুদ্রদেব। কাল রূপ রুদ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

কাললবণ—বিটলবণ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাললেখক—যে হাজিরার সময়টা লিখিয়া রাখে, time-keeper. উপতৎ; কাল—লিখ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

কালশশী (-শশিন্)—কৃষ্ণবর্ণ অথচ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর প্রিয় ব্যক্তি; শ্রীকৃষ্ণ (আদরার্থে এবং কোন কোন স্থলে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়)। কাল শশী, কর্মধা। বি; পুং।

কালশিরা, -শিটে—আঘাতাদির ফলে জাত দেহস্থ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন, কালসিটে। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কালশুদ্ধি—শাস্ত্রোক্ত কর্মের উপযোগী সময়ের পবিত্রতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালশেয়, -সেয়—ঘোল। কলশী,—সী+এয় ভবার্থে। বি; স্ত্রী।

কালশোধন—(জ্যোতিষ) আপাতকাল ও মধ্যবর্তী কালের পার্থক্য, equation of time. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালসমুদ্র, -সাগর—সময়সাগর, সাগরের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন বা অনন্ত কাল। কালরূপ সমুদ্র, সাগর, রূপক কর্মধা; অথবা, কাল সমুদ্রপ্রায়, সাগরপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

কালসর্প—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। নিত্য-কর্মধা। বি; পুং।

কালসহ—বিলম্ব হইলেও যে বিষয়ের ব্যাঘাত ঘটে না এরূপ; যে বিষয়ে বিলম্ব করা চলে, সময়ের অপেক্ষাকারী; দীর্ঘ স্থায়ী, durable. কাল—সহ+অচ কর্তৃ। বিণ।

কালসাপ—কেউটে সাপ। <কালসর্প। বি; পুং।

কালসিটা, -সিটে—কালশিরা, আঘাতের কাল দাগ। বাংপ্র। বি।

কালস্বরূপ—যমসদৃশ, মৃত্যুতুল্য। কালের স্বরূপের ন্যায় স্বরূপ যাহার, বহু। বিণ।

কালস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—সময়প্রবাহ, স্রোতের ন্যায় নিরন্তর গমনশীল সময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী;

কালা—১। বধির, শ্রবণেন্দ্রিয়হীন, যে কানে শোনে না এমন। <কল্ল। বিণ। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। শ্রীকৃষ্ণ। বি। ৪। কলঙ্কিত; কৃষ্ণবর্ণ; অতিশীতল, ঠাণ্ডা। 'কাল'+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ। ৫। মাছ ধরিবার টেঁটা। বাংপ্র। বি।

কালাংড়া—দিবা প্রথম প্রহরে গেয় সম্পূর্ণ জাতীয় রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

কালাকাল—ভাল ও মন্দ সময়, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়। কাল ও অকাল, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

কালাগুরু—কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠ বিঃ, কৃষ্ণবর্ণ অগুরুচন্দন। কাল অগুরু, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কালাগ্নি—১। সর্বসংহারক অনল, প্রলয়াগ্নি ("কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন"—মাইকেল)। কালজনক অগ্নি, মধ্যপ কর্মধা। ২। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ। বি, পুং।

কালাচাঁদ—কালশশী (তাহা দ্রঃ)।

কালাজ্বর—একপ্রকার সাংঘাতিক জ্বর। অসমীয়ামূলক। বি।

কালাতিক্রম, -ক্রমণ—সময়লঙ্ঘন। কালের অতিক্রম, অতিক্রমণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

কালাতিপাত—সময়যাপন, কালক্ষেপণ। কালের অতিপাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালাত্যয়—সময় নষ্ট হওয়া, সময় বহিয়া যাওয়া। কালের অত্যয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কালানল—কালাগ্নি, প্রলয়কালের অগ্নি। কালজনক অনল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কালানুবর্তী (-বর্তিন), **-বর্তী** (-বর্তিন্)—সময়ের অনুসারী, সময় বুঝিয়া কার্যকারী। উপতৎ; কাল—অনু—বৃৎ+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তি(র্ত্তি)নী**।

কালানুসারী (-রিন্)—কালানুবর্তী, সময়ের অনুগামী। উপতৎ; কাল—অনু—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সারিণী**।

কালানো—খুব ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

কালান্তক—১। ভীষণ যম, ভয়ানক মৃত্যু। বি; পুং। ২। বিশ্বসংহারকারী, সর্বনাশক; আয়ুর অন্ত ঘটায় এমন। কাল এমন অন্তক, কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিকা**।

কালান্তর—১। সময়ান্তর, অন্য সময়। অন্য কাল, নিত্য। ২। মধ্যবর্তী সময়। কালের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কালাপানি—সমুদ্র; সমুদ্রের নীল জলরাশি, (লাক্ষণিক অর্থে) দ্বীপান্তরদণ্ড। কালা (কৃষ্ণবর্ণ) পানি (জল) যাহাতে, বহু। বি।

কালাপাহাড়—হিন্দুমন্দির বিগ্রহাদি চূর্ণকারী মুসলমান সেনাপতি বিঃ; প্রচলিত-সংস্কারবিরোধী ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

কালাপাহাড়ী—কালাপাহাড়ের ন্যায় আচরণকারী; ধর্মদ্বেষী। কালাপাহাড়+ঈ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ। **কালাপাহাড়ী**

কাণ্ড—কালাপাহাড়ের ন্যায় ধর্মের হিংসা বা ধর্মের উপর অত্যাচার।
কালাবত—কালোয়াত, উচ্চাঙ্গ সংগীতের আলাপকারী। হি-মু। বি।
কালাম—বাণী, উক্তি। আ। বি।
কালামুখ—১। নির্লজ্জ বেহায়া। কালা মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী**। ২। কলঙ্কিত ব্যক্তির মুখ। কালা যে মুখ, কর্মধা। বাংপ্র। বি।
কালাশুদ্ধি—ব্রতনিয়মাদি কর্মযোগ্য কালের শুদ্ধি না থাকা, কাল শুদ্ধ না থাকা। কালের অশুদ্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি স্ত্রী।
কালাশৌচ—মহাগুরুনিপাতজন্য সংবৎসর ব্যাপী অশৌচ বা দৈহিক অপবিত্রতা [পুত্র এবং অবিবাহিতা কন্যার মাতাপিতা ও বিবাহিত স্ত্রীলোকের স্বামী মহাগুরু। এই মহাগুরুর মৃত্যু হইলে যতদিন না তাঁহার সপিণ্ডীকরণ হয়, ততদিন পর্যন্ত পুত্র কন্যা বা পত্নীর সর্ববিধ যজ্ঞকার্যে দেহাশুদ্ধি বা অশৌচ বর্তমান থাকে, কিন্তু এই অবস্থায় সন্ধ্যাবন্দনা পূজাদি নিত্যকর্ম করিতে পারা যায়]। কালব্যাপী অশৌচ মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।
কালি—১। মসী, লিখিবার কালি, কলঙ্ক, মালিন্য, কলুষ। কাল+ই স্বার্থে। বি। **কালি দেওয়া** কলঙ্ক লেপন করা। **কালির আঁচড়**—লেখা। ২। ক্ষেত্রফল, area, হিসাব, গণনা মাছ গাঁথিয়া তুলিবার কোঁচ। বাংপ্র। বি। ৩। কাল, গত বা আগামী দিন। <কল্য। অ।
কালিক—সাময়িক, কালকৃত, কাল-সংক্রান্ত, সময়োচিত, অপেক্ষা করিয়া করণীয়। কাল+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।
কালিকা—১। চণ্ডিকার রূপভেদ, কালী, মেঘমালা, কুজ্ঝটিকা, কৃষ্ণবর্ণ, নাভিনিম্নস্থ রোমাবলী, বায়সী, কাকী, শ্যামাপক্ষী, শৃগালী; মসী, বিছুটি; পটোলশাখা, সুরা, কিস্তিবন্দী, কলঙ্ক, ত্রিশিরা, হরীতকী, মাংসী। বি, স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কাল+ইক+আপ্। বিণ, স্ত্রী।
কালিকাপুরাণ—কালিকা দেবীর মাহাত্ম্যাদিপ্রতিপাদক পুরাণ বিঃ। কালিকা-বিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।
কালিকাব্রত—অমাবস্যায় স্ত্রীলোকের করণীয় ব্রত বিঃ। কালিকাতোষক ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।
কালিকার—গত বা আগামী দিনের, কালকের, সদ্যোজাত, নিতান্ত শিশু। বাংপ্র। বিণ।
কালিঝুলি—কালি ঝুল প্রঃ ময়লা, নানা-রকম ময়লা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।
কালিদাস—স্বনামখ্যাত সংস্কৃত কবি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।
কালিনী—১। যমুনা, কালিন্দী; কাল-নাগিনী। প্রা কপ্র। বি। ২। তামসী; অন্ধকারময়ী; অতিদুঃখিনী; দুঃখিতা, শোকার্তা। প্রা কপ্র। বিণ স্ত্রী।
কালিন্দর—কৃষ্ণবর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।
কালিন্দী—১। যমুনা নদী। কলিন্দ (পর্বত বিঃ)+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। ২। কৃষ্ণের পত্নী, সূর্যের কন্যা; অসিত রাজার পত্নী, অসুরকন্যা বিঃ। কলিন্দ+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি, স্ত্রী।
কালিন্দীকর্ষণ—বলদেব, বলরাম (ইনি কালিন্দীকে বৃন্দাবনাভিমুখী করিয়াছিলেন)। কালিন্দী—কৃষ (কর্ষণ করা)+অন কর্তৃ। বি, পুং।
কালিন্দীসোদর—যম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।
কালিমময়—কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কলঙ্কিত। কালিমন্+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।
কালিমা (মন্)—কৃষ্ণতা, মলিনতা, কলঙ্ক। কাল+ইমন্ ভাবে। বি, পুং।
কালিয়—১। নাগ বিঃ। কাল+ইয় আছে অর্থে। বি, পুং। ২। কাল-সম্বন্ধীয়। কাল+ইয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।
কালিয়দমন—১। বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ। কালিয়ের দমন (দমনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং। ২। কালিয়ের দমন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়নাগের শাসন [কালিয় নামক সর্প গরুড়ের ভয়ে বৃন্দাবনের কালিদহ নামক একটি হ্রদ আশ্রয় করে, এবং তাহার ফলে উহার জল বিষাক্ত হয়। বৃন্দাবনবাসিগণ উহার জল পানে হতচেতন হইলে শ্রীকৃষ্ণ গিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করেন, এবং কালিয়নাগের মস্তকে আরোহণ করিয়া পদাঘাতে তাহার ফণাগুলি ভাঙ্গিয়া দেন। অতঃপর ঐ নাগ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হয় এবং নিজের বিষ সংহরণ করে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।
কালিয়া—১। শ্রীকৃষ্ণ। কপ্র। ২। ঘৃত-মসলাদিযোগে প্রস্তুত মৎস্য মাংসের ব্যঞ্জন বিঃ। আ। বি। ৩। কালসংক্রান্ত, সময়সম্বন্ধীয়া। কালিয় (২)+আপ্। বিণ, স্ত্রী।
কালী—১। কালিকা দেবী, কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী, নবমেঘশ্রেণী, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; অগ্নিজিহ্বা বিঃ, মসী, অযশঃ, কৃষ্ণবর্ণ। বি, স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কাল+ঈপ্। বিণ, স্ত্রী। ৩। কালীয় সর্প। প্রা কপ্র। বি।
কালীতলা—দেবী কালীমাতার পূজাস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।
কালীন—কালে যাহা ঘটে বা উৎপন্ন হয় এরূপ (এই শব্দ অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়; যথা—তৎকালীন)। কাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।
কালীবাড়ি—মা কালীর মন্দির, দেবী কালীমাতার পূজাস্থান। বাংপ্র। বি।
কালীময়—মসীপূর্ণ মসীলিপ্ত, কালী-মাখানো, কৃষ্ণবর্ণ, মলিন। কালী+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।
কালীয়—১। কৃষ্ণচন্দন। কাল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বি, স্ত্রী। ২। নাগ বিঃ ('কালিয়' দ্রঃ)। বি, পুং। ৩। সময়সংক্রান্ত, সাময়িক। কাল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।
কালীয়দমন—কালিয়দমন (তাহা দ্রঃ)।
কালুষ্য—কলুষতা মালিন্য, পাপ। কলুষ+ষ্যণ ভাবার্থে। বি, স্ত্রী।
কালেক্টর—জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী সমাহর্তা, খাজনা আদায়কারী কর্মচারী। <ইং 'Collector'. বি।
কালেক্টরি—সরকারের রাজস্ব আদায়ের বিভাগ। কালেক্টর+ই। ইং মু। বি।
কালো—১। কৃষ্ণবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ। বি। ২। কৃষ্ণবর্ণ। <কাল। বিণ। **কালো বাজার**—চোরা বাজার, সরকারী আইন-কানুনকে ফাঁকি দিয়া গোপনে অতিরিক্ত লাভে বিক্রয়, black market.
কালোচিত—সময়ের উপযুক্ত কালোপ-যোগী, মৃতাশৌচ বা শ্রাদ্ধকালের উপযুক্ত। কালে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।
কালোদিত—যথাকালে উপস্থিত, উপযুক্ত সময়ে সমাগত। কালে উদিত, ৭মীতৎ। বিণ।
কালোয়াত—গীতবাদ্যাদি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি, উচ্চ সংগীতে পারদর্শী। <কলাবৎ। বি।
কালোয়াতি—উচ্চ সংগীতচর্চার কলা-কৌশল, কালোয়াতের পেশা। কালোয়াত +ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।
কালোয়াতী—কালোয়াত সম্বন্ধীয়। কালোয়াৎ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।
কাল্পনিক—অবাস্তব, অমূলক; যাহা ছলনা করিবার নিমিত্ত করা যায় এরূপ, যাহা যে উদ্দেশ্যে বা অভিপ্রায়ে করা উচিত তদনুযায়ী নহে এরূপ, যাহা আন্তরিক নয় এরূপ। কল্পনা+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। বি—**কাল্পনিকতা, কল্পনা**।
কাশ, কাস—১। কাসরোগ। উপতৎ, ক—অশ, অস্+অণ বতৃ। ২। মূষিক, তৃণ বিঃ। কাশ কাস্+অচ কর্তৃ। ৩। প্রকাশ, গতি। কাশ্, কাস্ কস্+ঘঞ্ ভাব। বি, পুং। ৪। প্রকাশমান, শোভ-মান। কাশ, কাস্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৫। কাশফুল। কাশ্, কাস্+অচ্ কর্তৃ। বি, স্ত্রী।

কাশি—কাসরোগ। <কাশ। বি। **কাঠ কাশি**—শুকনা কাশি, যে কাশিতে গয়ার ওঠে না। **ঘুংড়ি কাশি**—একপ্রকার তীব্রযন্ত্রণাদায়ক কাশি। **হুপো কাশি**—যে কাশিতে হুপ হুপ শব্দ হয়।

কাশিকা—১। কাশী। কাশী+কন্ স্বার্থে +আপ্। ২। পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যান গ্রন্থ বিঃ। কাশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী।

কাশী—বারাণসী। কাশ্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাশী (কাশিন্), **কাসী** (কাসিন্)—কাসরোগগ্রস্ত, কেসো রোগী। কাশ, কাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কাশিনী, কাসিনী**।

কাশীধাম (ধামন্)—পবিত্র বারাণসী, কাশীক্ষেত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

কাশীনাথ—শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাশীপ্রাপ্তি, -লাভ—মৃত্যু; কাশীতে মরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

কাশীবাস—বারাণসীতে বসবাস; সৎসঙ্গে বাস; স্বর্গবাস। ৭মীতৎ। বি; পুং।

কাশীরাজ—কাশীর অধিপতি। কাশীর রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

কাশীশ—১। শিব; কাশীর রাজা। কাশীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। উপধাতু বিঃ, হীরাকস। কাশী (কাশিন্=জলব্যাপী)-মধ্যে ঈশ, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

কাশীশ্বর—কাশীপতি, মহাদেব, কাশীর রাজা। কাশীর ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাশ্মীর—১। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য বিঃ। কাশ্মীর+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। পদ্মের মূল; কুঙ্কুম; টঙ্ক, সোহাগা; কাশ্মীরদেশজাত বস্তু। কাশ্মীর+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

কাশ্মীরজ—কুঙ্কুম, জাফরান; কুষ্ঠ; পদ্মমূল। উপতৎ; কাশ্মীর—জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

কাশ্মীরা—কাশ্মীরদেশজাত শীতবস্ত্র, শাল প্রঃ। কাশ্মীর+আ উৎপন্নার্থে। বি।

কাশ্মীরী—১। গাম্ভারী, অতিবিষা। কাশ্মীর+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী। ২। কাশ্মীরদেশজাত, কাশ্মীর-সম্বন্ধীয়; কাশ্মীরের। কাশ্মীর+ঈ উৎপন্নার্থে। বিণ।

কাশ্যপ—১। কশ্যপমুনির বংশীয় অনেক বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ; কণাদমুনি; মৃগ বিঃ; অরুণ; কশ্যপের পুত্র। কশ্যপ+অঞ্ গোত্রাপত্যার্থে, অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। মাংস; কাশ্যপগোত্র। বি; ক্লী। ৩। কশ্যপ-সম্বন্ধীয়, কশ্যপসংক্রান্ত। কশ্যপ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**পী**।

কাশ্যপি—সূর্যসারথি, অরুণ; গরুড়। কশ্যপ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

কাশ্যপী—পৃথিবী [পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া কশ্যপকে তাহা দান করেন; তাঁহার নামানুসারে পৃথিবীর নাম কাশ্যপী হইয়াছে]। কশ্যপ+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাশ্যপেয়—কশ্যপমুনির পুত্র; সূর্য, গরুড়। কশ্যপ+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

কাষ—কষ্টিপাথর; ঋষি বিঃ। কষ্+ঘঞ করণ। বি, পুং।

কাষায়—১। কষায়রক্ত, অনুষ্মুদ্রন, রক্তবর্ণ রঞ্জিত। কষায়+অণ্ রঞ্জিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**য়ী**। ২। কষায়। কষায়+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কাষ্ঠ—কাঠ, জ্বালানী কাঠ। কাশ্+কথন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি, ক্লী।

কাষ্ঠক—১। অগুরু, সুগন্ধি কাঠ বিঃ। কাষ্ঠ+কন্ উৎকর্ষার্থে। বি; ক্লী। ২। কাষ্ঠযুক্ত। কাষ্ঠ+কন্ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কাষ্ঠিকা**।

কাষ্ঠকীট—ঘুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কাষ্ঠপাদুকা—কাঠের খড়ম। কাষ্ঠনির্মিতা পাদুকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠপিপীলিকা—কাঠপিঁপড়া। কাষ্ঠচারিণী পিপীলিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠপুত্তলিকা—কাঠের পুতুল; (তদ্বৎ) নীরব এবং নিশ্চল ব্যক্তি। কাষ্ঠনির্মিতা পুত্তলিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠফলক—কাষ্ঠনির্মিত ফলক, বোর্ড প্রঃ। কাষ্ঠনির্মিত ফলক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কাষ্ঠবৎ—কাঠের মত নীরস। কাষ্ঠ। বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

কাষ্ঠভার—কাঠের বোঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কাষ্ঠমঞ্চ—কাঠের মাচান; চৌকি চেয়ার কেদারা খাট গ্যালারি প্রঃ। কাষ্ঠনির্মিত মঞ্চ, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

কাষ্ঠময় কাষ্ঠনির্মিত; (লাক্ষণিক অর্থে) অতি নির্দয়। কাষ্ঠ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

কাষ্ঠমল্লিকা—কাঠমল্লিকা, একশ্রেণীর মল্লিকা ফুল। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠমার্জা(র্জা)র—কাঠবিড়াল। কাষ্ঠবিহারী মার্জার, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

কাষ্ঠলেখক—কাষ্ঠকীট, ঘুণ; যে ব্যক্তি কাঠ খোদাই করিয়া লিপিয়া থাকে সে। ৭মীতৎ। বি; পুং।

কাষ্ঠলৌকিকতা—শুষ্ক আত্মীয়তা, বাহ্য ভদ্রতা, কপট বন্ধুতা। কাষ্ঠনীরস লৌকিকতা মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠহাসি—শুষ্কহাস্য, কপট হাস্য। কাষ্ঠনীরস হাসি, মধ্যপ কর্মধা। বি।

কাষ্ঠা—দিক্; প্রদেশ; সূক্ষ্ম সময়, সিকি সেকেণ্ড; কাঠা; সীমা; স্থিতি; উৎকর্ষ; পর্যবসানভূমি; দারুহরিদ্রা। কাশ্+কথন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাষ্ঠাসন—কাষ্ঠনির্মিত আসন, চৌকি কেদারা পিঁড়ি প্রঃ। কাষ্ঠনির্মিত আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কাষ্ঠিক—কাষ্ঠব্যবসায়ী, কাঠুরিয়া। কাষ্ঠ+ইক। বি; পুং।

কাষ্ঠিকা—ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, কাষ্ঠশলাকা, কাঠি। কাষ্ঠ+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কাস—'কাশ' দ্রঃ।

কাসঘ্ন—যাহা কাসি রোগ ভাল করে এমন। উপতৎ; কাস্—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ।

কাসন—সরিষার ঝোল বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাসনী নীল পালং, একশ্রেণীর নীলপুষ্পী শাক। ফা। বি।

কাসন্দি, কাসুন্দি—সরিষা-সহযোগে প্রস্তুত আচার বিঃ। <কাসমর্দ। বি।

কাসাভা—কেশুয়া গাছ (ইহার মূল হইতে সাগুদানার মত বস্তু পাওয়া যায়)। <ইং 'cassava'. বি।

কাসি—কাশিরোগ, কাশ। বাংপ্র। বি।

কাসুন্দি—'কাসন্দি' দ্রঃ।

কাস্তা—ধানকাটার অস্ত্র, কাস্তে। প্রা কপ্র। বি।

কাস্তকার, -গার—কৃষক, চাষী। <ফা 'কাশ্‌ৎকার'। বি। **কাস্তগার দেহী**—যে প্রজা চাষের জন্য গৃহীত জমিতে বসবাসও করে। **কাস্তগার পাহী**—যে প্রজা চাষের জন্য লওয়া জমিতে বাস করে না। **কাস্তগার মৌরুসী**—যে চাষীর জমিতে মৌরুসী স্বত্ব রহিয়াছে।

কাস্তে—ধান্যচ্ছেদনার্থ অস্ত্র বিঃ, শস্যকর্তনী। বাংপ্র। বি।

কাহন—ষোল পণ। কার্ষাপণ। বি।

কাহ—১। কে, কোন কি। <কিম্। ২। শ্রীকৃষ্ণ, কানাই। প্রা কপ্র। বি।

কাহাঁ—কোন্ স্থানে, কোথায়। হি-মু। অ।

কাহাঁতক কোন্ পর্যন্ত, কি পর্যন্ত; কেমন করিয়া। হি। অ।

কাহার—১। শিবিকাবাহক জাতি বিঃ, বেহারা। <স্কন্ধাবার। বি। ২। কোন্ ব্যক্তির, কোন্ লোকের। বাংপ্র। সর্ব।

কাহারক—পালকিবাহক জাতি, বেহারা। <কাহার। <স্কন্ধাবার। বি; পুং।

কাহারবা—তাল বিঃ (ইহাতে দুইটি তাল ও চারিটি মাত্রা আছে; বোল,—ধিধি কৎ নাক্ দিন্)। হি। বি।

কাহিনী—বিবরণ, গল্প, উপাখ্যান; প্রস্তাব। <প্রাকৃত 'কহণী' (<কথন)। বি।

কাহিল—দুর্বল, ক্ষীণ, কৃশ; তর্কে পরাস্ত; পীড়িত। আ। বিণ।

কাহু—কাহাকেও ("কেহ কাহু লখিতে না পায়"—বল্লভী)। প্রা কপ্র। সর্ব।

কাহুক—কাহাকেও; কাহারও ("কেহ কাহুক পথ না হেরি"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। সর্ব।

কাহে—১। কারে, কাহাকে; কোন্ ব্যক্তির। প্রা কপ্র। সর্ব। ২। কেন, কিজন্য। হি। অ।

কি—১। প্রশ্ন বিস্ময় বিরক্তি ইঃ সূচক শব্দ [প্রশ্নে—সে কি আসিবে? কষ্টে, যন্ত্রণায়—কি জ্বালা! বিস্ময়ে—ওমা, কি হ'লো! সংশয়ে—সে থাবে কি না থাবে জানি না; বিরক্তিতে—কি নোংরা! নিষেধে—সে একথা জানাবে কি অর্থাৎ জানালেই তার বিপদ; 'না' বুঝাইতে—কি জানি; কিংবা, বিকল্পে—কি মানুষ, কি পশুপাখি সকলেই মরিবে; 'কিছু না' বুঝাইতে—বেল পাকিলে কাকের কি]; ব্রজবুলিতে ৬ষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন (চাঁদকি চলনা)। অ। ২। কোন্ জিনিস, কোন্ বিষয়। <কিম্। সর্ব ('কী' শব্দ দ্রঃ)।

কিংক(ঙ্ক)র—যে বেতন লইয়া অন্যের কর্ম করে এরূপ ব্যক্তি, দাস, ভৃত্য, চাকর; কর্মকর। কিম্—কৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী. -রা (ভৃত্যা), -রী (ভৃত্যপত্নী)।

কিংকর্ত(র্ত্ত)ব্য—কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা, করণীয় বিষয়। কিং (কি) কর্তব্য, সুপ্। বি; ক্লী।

কিংকর্ত(র্ত্ত)ব্যবিমূঢ়—কর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম, কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা বুঝিতে অক্ষম, হ্যাবাচ্যাকা, হতবুদ্ধি। কিংকর্তব্যে বিমূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

কিংকি(ঙ্কি)ণী—ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা; ঘুঙুর; কটিভূষণ; দ্রাক্ষাফল; জলজবৃক্ষ; দেবী-মূর্তি বিঃ। কিম্—কিণ+শিচ্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কিংখাপ, কিংখাব—শিল্পখচিত বস্ত্র বিঃ, সোনালী জরির কাজ করা রেশমী কাপড়। <ফা 'কম্‌খোআব'। বি।

কিংবদন্তি, -ন্তী—জনশ্রুতি, মুখে মুখে যে কথা চলিয়া আসিয়াছে তাহা, গুজব; লোকাপবাদ। কিম্—বদ্+অন্তি (ঝিচ্) ভাব, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী। (অশুদ্ধ প্রয়োগে—কিম্বদন্তি, ;-ন্তী।)

কিংবা—বা, অথবা, পক্ষান্তরবোধক শব্দ। কিম্+বা। অ। (কিম্বা—অশুদ্ধ প্রঃ।)

কিংশুক—১। পলাশবৃক্ষ। বি; পুং। ২। পলাশফুল। কিং শুক, সুপ্। বি; ক্লী।

কিচকিচ, কিচকিচানি—অস্পষ্ট তীব্র শব্দ; কলহ, ঝগড়া; ইঁদুর ছুঁচা প্রঃর শব্দ। বাংপ্র। অ।

কিচমিচ, কিচিরমিচির—পক্ষীর অব্যক্ত শব্দ। বাংপ্র। অ।

কিচ্ছু—একটুও, সামান্য কিছুও। বাংপ্র। বি।

কিছু—১। কিঞ্চিৎ, অল্প। বিণ। ২। কোন বস্তু বা কার্য। <হি 'কুছ' (<কিঞ্চিৎ)। সর্ব। ৩। সংশয় নিরসনে ('সে কিছু পালাচ্ছে না')। বাংপ্র। অ।

কিঞ্চ—আরও কিছু; সমুচ্চয়; আরম্ভ; সম্ভাবনা; সাকল্য। কিম্+চ। অ।

কিঞ্চন—১। ধনী। প্রা কপ্র। বিণ। ২। কিছু, সামান্য কিছুও। কিম্+চন অনিশ্চয়ার্থে। সর্ব।

কিঞ্চিৎ—ঈষৎ, একটু, অল্প, কিছু; কোন বস্তু। কিম্+চিৎ অল্পার্থে, অসাকল্যার্থে। অ।

কিঞ্চিৎকর—কিঞ্চিৎকার্যকর, সামান্য-প্রয়োজনসাধক। উপতৎ; কিঞ্চিৎ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -রী।

কিঞ্চিদধিক—কিছু বেশী। কিঞ্চিৎ অধিক, সুপ্। বিণ।

কিঞ্চিদূন—কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিছু কম। কিঞ্চিৎ উন, সুপ্। বিণ।

কিঞ্চিন্মাত্র—কিছুমাত্র, অল্পমাত্র। কিঞ্চিৎ মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

কিঞ্চিলিক, কিঞ্চুলক, কিঞ্চুলুক—কেঁচো। কিম্—চুল্ বা চল্+উ কর্তৃ+কন্। বি; পুং।

কিটকিটা, কিটকিটে—মলিন, তৈলাদি-যোগে অতিশয় ময়লা। <কিট্ট। বিণ।

কিট্ট—ধাতুমল, মরিচা; তৈলাদির কাইট, তৈলাদির নিম্নস্থিত কাট। কিট্+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

কিড়মিড়, কিড়মিড়ি, কিড়িমিড়ি, কিড়িরমিড়ির—দন্তের ঘর্ষণশব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি বিঃ। বাংপ্র। অ।

কিড়া—পোকা। <কীট। বি।

কিণ—ঘর্ষণচিহ্ন; কড়া, কালশিটে, শুষ্কব্রণ; আঁচিল; কীট বিঃ, ঘুণ। কণ্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

কিণাঙ্ক—কড়া; রক্ত জমিয়া যাওয়ার চিহ্ন। কিণ-জনিত অঙ্ক (দাগ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কিণ্ব—(রসায়ন) খমির, সুরাবীজ, ferment. কণ্+বন্ (উণাদি) ভাবে (নিপা)। বি; ক্লী।

কিণ্বজন্তু—(শারীরবিদ্যা) যকৃতে বর্তমান জারক রস বিঃ, enzyme. বি; ক্লী।

কিতব—১। প্রতারক; জুয়াড়ী; বিদগ্ধ; মত্ত। বিণ। ২। ধুতুর; রোচননামক গন্ধদ্রব্য। উপতৎ; কিত—বা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কিতা—জমির খণ্ড; শ্রেণী, সারি; ধারা। আ। বি।

কিতাওয়ারি—প্রত্যেক রকমের, প্রতি খণ্ডের। আ-মু। বিণ।

কিতাদুরস্ত—সুব্যবস্থিত; প্রণালীসম্মত। (আ) কিতা+(ফা) দুরস্ত্। বিণ।

কিতাব, কেতাব—গ্রন্থ, পুস্তক, বই। আ। বি।

কিতাবৎ—পুস্তকস্থ জ্ঞান, পুঁথিগত বিদ্যা। আ। বি।

কিতাবতী—পুস্তকস্থবিদ্যাবিষয়ক; পুঁথি-গত বিদ্যায় পারদর্শী। কিতাবৎ+ঈ। আ-মু। বিণ।

কিতাবী—পুঁথিগত; গ্রন্থপ্রিয় ও সংসারান-ভিজ্ঞ। <আ 'কিতাব'+ঈ। বিণ।

কিনা—হেতু সংশয় ও বিতর্কবাচক শব্দ। বাংপ্র। অ। **কেমন কিনা**—সত্য কিনা।

কিনা, কেনা—১। ক্রয় করা। <'ক্রী-' ধাতু। ক্রি [, বি]। ২। ক্রীত। কিন্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

কিনার, কিনারা—কূল; পার্শ্ব; প্রান্ত; প্রতিকার; উপায়; উদ্ধার; সমাধান। ফা। বি। **কিনারা করা**—নিষ্পত্তি করা; ব্যবস্থা করা; সন্ধান করা; প্রতিকার করা।

কিন্তু—১। পরন্ত, অথচ, পূর্ব বিষয়ে অসুবিধা আপত্তি অসম্মতি বৈপরীত্য প্রঃ বোধক শব্দ। কিম্+তু (ভেদক)। অ। ২। দ্বিধাগ্রস্ত, সংকুচিত, কুণ্ঠিত। বিণ। ৩। সংকোচ, দ্বিধাবোধ; সন্দেহ। বাংপ্র। বি। **কিন্তু কিন্তু করা**—দ্বিধা করা, বলিতে সংকুচিত হওয়া। **কিন্তু হয়ে থাকা**—সংকুচিত হইয়া থাকা।

কিন্নর—কিম্পুরুষ, অশ্ব ও মানুষের আকৃতি-বিশিষ্ট দেবযোনি বিঃ, দেবলোকের গায়ক। কিম্ (কুৎসিত) নর, কর্মধা। বি; পুং।

কিন্নরী—কিন্নর জাতীয় স্ত্রী, দেবলোকের গায়িকা। কিন্নর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কিপটে—কৃপণস্বভাব, ব্যয়কাতর। <কৃপণ। বিণ।

কিফাইত, কিফায়ত—অল্প খরচ, ব্যয় লাঘব; কম দাম; লাভ, আয়; সরকারী বর্ধিত রাজস্ব। আ। বি।

কিবা—১। কিংবা, অথবা। <কিংবা। ২। পক্ষান্তরে; কি সুন্দর, কেমন ("কিবা শোভা মনোলোভা।") কপ্র। ৩। কি; কিসে; না জানি কি। কি (<কিম্)+বা (অনিশ্চয়ে)। ৪। বিশেষ কি, অধিক

কি ('তাকে আর কিবা জানাব')। কি (<কিম্)+বা (বিশেষ অর্থে)। অ।

কিম্, কিং—১। প্রশ্ন; কুৎসা; নিষেধ; বিতর্ক; সংশয়; প্রয়োজনাভাব। অ। ২। কে, কি। কৈ+ডিম্ কর্তৃ। সর্ব।

কিমতে—কিপ্রকারে, কিরকমে। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

কিমধিকমিতি—পত্রসমাপ্তির প্রাচীন পাঠ বিঃ (ইহার অর্থ—বেশী আর কি লিখিব। এই অর্থে বর্তমানে লেখা হয়—'ইতি', 'নিবেদন ইতি')।

কিমাকার—কি আকারের, বিরূপ; কুৎসিত-আকৃতিযুক্ত। কিম্ আকার যাহার, বহু। বিণ।

কিমিতি—রসায়নশাস্ত্র, রসায়নী বিদ্যা, Chemistry. বি। বিণ—**কৈমিতিক**।

কিমিয়া—প্রাচীনরসায়নবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার আদিম অবস্থা, Alchemy. আ। বি।

কিম্পুরুষ, কিম্পুরুষ—দেবযোনি বিঃ, কিন্নর (ইহারা কুবেরের অনুচর এবং সংগীত বিশারদ); জম্বুদ্বীপের নবখণ্ডের এক খণ্ড (ইহা হিমালয় ও হেমকূটের অন্তর্বর্তী বর্ষ বিঃ); অগ্নীধ্রের এক পুত্র এবং কিম্পুরুষবর্ষাধীশ্বর। কিং (কুৎসিত) পুরুষ, পুরুষ, কর্মধা। বি; পুং।

কিম্বদন্তী—'কিংবদন্তী'-স্থানে অশু প্র।

কিম্বা—'কিংবা'-স্থানে অশুদ্ধ প্রয়োগ।

কিম্ভূত—কীদৃশ, কি প্রকার। কিম্—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কিম্ভূত-কিমাকার—অদ্ভুত; অস্বাভাবিক; কুৎসিত; বিকট, ভীষণ। বাংপ্র। বিণ।

কিম্মত—সার; উৎকর্ষ; মূল্য, দাম; তেজ, সামর্থ্য, বল। <আ 'কীমৎ'। বি।

কিম্মতী—সারবান্, উৎকৃষ্ট; মূল্যবান্, দামী; বলবান্। কিম্মত+ঈ বিশিষ্টার্থে। আ-মু। বিণ।

কিয়—কি; কেন। প্রা কপ্র। অ।

কিয়ৎ—কি পরিমাণ, কত; অল্পপরিমাণ, কিছু। কিম্+বতুপ্ পরিমাণার্থে (নিপা)। বিণ; ক্লীব। পুং—**কিয়ান্**; স্ত্রী—**কিয়তী**।

কিয়দ্দিন, কিয়দ্দিবস—কতদিন; কিছুদিন, কিছুকাল। কিয়ৎ দিন, দিবস, কর্মধা। বি; ক্লী, পুং বা ক্লী।

কিয়দ্দূর—কিছুদূর, অল্পদূর। কিয়ৎ দূর, কর্মধা। বি; ক্লী।

কিয়া—প্রতিফল; উপযুক্ত শাস্তি ("আমারে যেমন মারিলি তেমন পাইবি তাহার কিয়া।"—ভারত)। <ক্রিয়া। প্রা কপ্র। বি।

কিয়ামত—সমাধি হইতে পুনরুত্থান; শেষ বিচারের দিন; মহাপ্রলয়ের দিন; অপরিসীম দুর্বিপাক। আ। বি।

কিয়ারি, কেয়ারি—১। বাগানের ছোট ছোট গাছের ডালপালা কাটিয়া সাজান; ঐরূপ সাজান গাছের বেড়া। <কেদারিকা। ২। গরুবাছুরের ক্ষতে পোকা হইলে তাহা নষ্ট করিবার জন্য টোটকা, ক্ষতের চিকিৎসা। প্রাদে। বি।

কিয়ে—কিজন্য, কেন; অথবা; কি; কেমন; বিতর্কবাচক শব্দ ("নৌতুন তমাল কিয়ে"—শশিশেখর)। প্রা কপ্র। অ।

কির—১। শূকর। বি; পুং। ২। ক্ষেপণকারী। কৄ+ক কর্তৃ। বিণ। ৩। প্রান্তভাগ। কৄ+ক যথার্থে অধি। বি; পুং। ৪। কর, কিরণ; জ্যোতিঃ; টিয়াপাখি; পাখি। প্রা কপ্র। বি।

কিরকির—বালির মত অনুভব হওয়া। বাংপ্র। অ।

কিরকিরে—বালির মত; খরখরে; দানাদার। কিরকির+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বিণ।

কিরঘিজ—মধ্য-এশিয়ার তৃণময় অঞ্চলের অধিবাসী যাযাবর জাতি বিঃ। তু। বি।

কিরণ—১। অংশু, চন্দ্র ও সূর্যের রশ্মি। কৄ+অন (ক্যু) কর্ম। ২। সূর্য। কৄ+অন (ক্যু) কর্তৃ। বি; পুং।

কিরণজাল—রশ্মিসমূহ, কিরণরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কিরণপাত—রশ্মিসম্পাত, আলোকপতন; রশ্মিবিকিরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কিরণময়—আলোকময়, আলোকপূর্ণ; আলোকাত্মক। কিরণ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী.-**ময়ী**।

কিরণমালা—রশ্মিরাজি, রশ্মিসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কিরণমালী (-মালিন্)—সূর্য। কিরণমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং;

কিরণসম্পাত—আলোকপাত, কিরণ ফেলা বা পড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কিরণ্ময়—জ্যোতির্ময়। 'হিরণ্ময়'-র অনুকরণে গঠিত (অসাধু প্রচলিত প্রয়োগ)। বিণ। স্ত্রী—**কিরণ্ময়ী**।

কিরা, কিরে—দিব্য, শপথ। হি-মু। বি।

কিরাত—১। চণ্ডালজাতি বিঃ; ব্যাধ। উপতৎ; কির—অত্+অণ্ কর্তৃ। ২। কিরাত-রাজ্য। বি; পুং।

কিরাতী—ব্যাধী; কিরাতবেশধারিণী দুর্গা; চামরধারিণী; কুট্টিনী, কুটনী। কিরাত+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

কিরিচ, কীরিচ—বক্রাগ্র প্রকাণ্ড ছুরি, বক্রমুখ ছোরা, ঢেউ-খেলানো ছোট তরবারি। <পো 'cris'. বি।

কিরীট—মুকুট, শিরোভূষণ। কৄ+কীটন্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী

কিরীটী (-টিন্)—১। (মহাভারত) অর্জুন [অর্জুন নিবাতকবচনামা দানবদলকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে সমুজ্জ্বল কিরীট লাভ করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নাম কিরীটী হইয়াছিল]; বিষ্ণু; নৃপতি। বি; পুং। ২। মুকুটধারী। বিণ। কিরীট+ইন্ আছে অর্থে। স্ত্রী. -**টিনী**।

কিরূপ—কেমন। বহু। বাংপ্র। বিণ।

কিরূপে—কি করিয়া, কি উপায়ে। বহু। বাংপ্র। অ।

কিরে—১। শপথ, দিব্য। হি-মু। বি। ২। প্রশ্নসূচক বা বিস্ময়জ্ঞাপক শব্দদ্বয়। কি+রে। বাংপ্র। অ।

কির্মী(র্মী)র—১। রাক্ষস বিঃ, বকরাক্ষসের ভাই এবং হিড়িম্বের বন্ধু; বিচিত্র বর্ণ। কৄ+ঈরন্ কর্তৃ (ম-আগম)। বি; পুং। ২। নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিচিত্র। কির্মীর (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কিল—মুষ্টি; মুষ্টিপ্রহার, ঘুষি। বাংপ্র। বি।

কিল চুরি করা—অপমান হজম করা, অপমান গোপন করা (প্রতিকার না করা)।

কিলকিঞ্চিত—নায়িকার ভাব বিঃ, গর্ব অভিলাষ রোদন ভয় ক্রোধ ও ঈর্ষ্যা ইঃ ভাবের এককালে আবির্ভাব। কিল (অলীক)+কিম্ (ঈষৎ)+চিত (রচিত)। বি; ক্লী।

কিলকিল—অব্যক্ত শব্দ; হর্ষধ্বনি; কতকগুলি মানুষ বা পশুপাখি একস্থানে সমবেত হইলে যে চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ পায় তাহা; মাছ সরীসৃপ পোকা প্রঃর একত্র সমাবেশ। বাংপ্র। অ।

কিলকুটরা—কিল খাইতে মজবুত; নির্লজ্জ, বেহায়া। বাংপ্র। বিণ।

কিলগুঁতা—প্রহার, মারধর। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কিলদাগড়া—প্রহারের ফলে দেহে যাহার দাগ পড়িয়াছে এমন; মারখেঁচড়া; নির্লজ্জ, বেহায়া। বাংপ্র। বিণ।

কিলবিল—সাপ প্রঃর দেহ-সঞ্চালন সূচক আঁকা-বাঁকা গতি বা ভিড়। বাংপ্র। অ।

কিলাকিলি—পরস্পর কিল-মারামারি, ঘুষাঘুষি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

কিলানো, কিলনো—কিল মারা, মুষ্টিপ্রহার করা, ঘুষি মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কিলাস—রোগ বিঃ, ছুলি। উপতৎ; কিল—অস্+অণ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

কিল্লা, কেল্লা—দুর্গ, গড়, সেনানিবাস। আ। বি।

কিল্লাদার—দুর্গরক্ষক। কিল্লা+দার রক্ষকার্থে। আ-মু। বি।

কিল্বিষ—পাপ ; রোগ ; দোষ, অপরাধ ; সংসার। কিল্+বিষ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

কিশমিশ—শুষ্ক ক্ষুদ্র বীজহীন আঙুর। ফা। বি।

কিশলয়, কিসলয়—নবপল্লব, নূতন পাতা ; নবপল্লবযুক্ত ক্ষুদ্র শাখা। কিম্—শল্, সল্+কয়ন্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং বা ক্লী।

কিশোর—১। শিশু, বালক ; অপ্রাপ্তবয়স্ক, এগার বৎসর হইতে পনর বৎসর বয়স্ক। বিণ। ২। নবযুবা ; শ্রীকৃষ্ণ ; অশ্বশিশু। কিম্—শৄ+ওরন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কিশোরী—১। অপ্রাপ্তযৌবনা, একাদশ হইতে পঞ্চদশবর্ষীয়া ; নবযুবতী। বিণ ; স্ত্রী। ২। বালিকা ; রাধিকা। কিশোর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কিষাণ—কৃষক, চাষী। <কৃষাণ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-নী**।

কিষ্কিন্ধ্যা, -ন্ধ্যা—রামায়ণোক্ত দক্ষিণ-ভারতীয় পর্বতগুহা বিঃ ; বালীর রাজধানী। কিষ্কি—ইন্ধ+ঘঞ্ অ্ধি, নিপা+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কিষ্কিন্ধ্যাধিপ, -ধিপতি—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ; বালী ; সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যার অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কিসম, কিসিম—রকম, প্রকার। <আ 'কিস্ম্'। বিণ।

কিসমত—ভাগ্য, কপাল। আ। বি।

কিসলয়—'কিশলয়' দ্রঃ।

কিসে—১। কেন, কিজন্য ; কোন্ বস্তু দ্বারা ; কিরূপে। বাংপ্র। অ। ২। কাহাতে, কোন্ বিষয়ে বা বস্তুতে। <কস্মাৎ। অ।

কিসের—কোন্ বস্তুর। কি (কোন্ বস্তুর)+র (৬ষ্ঠী)। বাংপ্র। সর্ব।

কিস্তি—১। আংশিকভাবে খাজনা দিবার বা ঋণপরিশোধের নিরূপিত সময় ; অঙ্গীকার মত ভাগে ভাগে দেয় টাকার এক ভাগ ; বার, দফা, ক্ষেপ। <আ 'কিস্ত্'। ২। বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ নৌকা। <ফা 'কশ্তী'। ৩। (দাবাখেলায়) কোন বল দ্বারা বিপক্ষের রাজাকে আক্রমণ। <ফা 'কিশ্ত্'। বি।

কিস্তিখেলাপ—কিস্তির টাকা না দেওয়া ; কিস্তিমত টাকা পরিশোধ না দেওয়া। কিস্তির (ফা) খেলাপ (আ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কিস্তিবন্দী—বিভিন্ন কিস্তিতে বা নিরূপিত সময়ে দেয় অর্থ পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ; এইরূপ অঙ্গীকারসূচক খত বা ঋণপত্র। আ-মু। বি।

কিস্তিমাত—(দাবাখেলায়) বিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত রাজার অন্য চাল না থাকার অবস্থা ; বিপক্ষের ক্ষতি করিয়া স্বার্থসিদ্ধি। ফা-মু। বি।

কিস্তোয়ার-জরিপ—খাজনার পরিমাণ নির্ণয় জন্য জমির পরিমাপ করণ ; খাকবন্তি, cadastral survey. অসং। বি।

কী—কোন্ বিষয় বা জিনিস ; কোন্। সর্ব ; সর্ব-বিণ। ['কি' ও 'কী'র পার্থক্য :—কি= অব্যয়। যেমন,—তুমি কি খাইবে (Will you eat)? কী=সর্বনাম। যেমন,—তুমি কী খাইবে (What will you eat)? তুমি কী জিনিস খাইবে (What thing will you eat)? এখানে 'কী' সর্ব-বিণ। তাহা ছাড়া বিস্ময় বিরক্তি ভয় ইঃতে জোর দিতে হইলে 'কী' লেখা হয়। যেমন,—কী ভয়ানক, কী চমৎকার ইঃ। তবে সাধারণতঃ সকল স্থানেই 'কি' ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ শুধু জোর দিতে হইলে 'কী' লেখেন। রবীন্দ্রনাথ 'কি' ও 'কী'র পার্থক্য বজায় রাখিয়া চলিতেন—'গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব ?' 'কী তোমারে দিব আনি ?' 'সে কি আজ দিল ধরা ?' প্রাচীন কবিদিগের ভাষায় 'কী'র যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়—'কী ফল অম্বরে হিমঋতু-রাতি।'—গোবিন্দ। 'কী কহ কইসে উপজিল নেহ'।—বিদ্যা]।

কীচক—বাতাস লাগিলে যে বাঁশ হইতে শব্দ নির্গত হয় তাহা, সর্বাঙ্গে ছিদ্রযুক্ত বাঁশ ; ডলতাবাঁশ ; নলখাগড়া ; (মহাভারত) বিরাট-রাজের শ্যালক। কী—চক্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কীট—১। কৃমি, পোকা ; মাগধজাতি। বি ; পুং। ২। অতি নগণ্য, অতি অধম (বিনয়ে)। কীট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

কীটঘ্ন—১। গন্ধক। বি ; পুং। ২। কীট-নাশক। উপতৎ ; কীট—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**।

কীটজ—১। রেশম। বি ; ক্লী। ২। কীট হইতে উদ্ভূত। উপতৎ ; কীট—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কীটজা—লাক্ষা, লা। উপতৎ ; কীট—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কীটদষ্ট—পোকায় খাওয়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

কীটপতঙ্গ—পোকামাকড়। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

কীট-পোষ—রেশমপোকা বা গুটিপোকার চাষ (পালন)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীট-পোষ-অধ্যক্ষ—গুটিপোকার রক্ষা-কার্যের প্রধান পরিদর্শক, Superintendent of Sericulture. কীটের পোষ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীট-পোষ-পরিদর্শক—গুটিপোকার রক্ষাকার্যের পরিদর্শন-কর্মচারী, Sericulture Inspector. কীটের পোষ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার পরিদর্শক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীট-পোষ-সহায়ক—যিনি গুটিপোকা-চাষকার্যে সহায়তা করেন, Sericulture Assistant. কীটের পোষ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার সহায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীটবিদ্যা, -বিজ্ঞান—পতঙ্গাদিবিষয়ক বিজ্ঞান, entomology. কীটবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কীটভুক্ (-ভুজ্), -ভোজী (-ভোজিন্)—পোকাখেকো, কীট-ভক্ষণকারী। উপতৎ ; কীট—ভুজ্+কিপ্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

কীটাণু—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীট, যাহাদিগকে যন্ত্রসাহায্যে দেখিতে হয় এরূপ অতিসূক্ষ্ম কীট। কীটমধ্যে অণু, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

কীটাণুকীট—ক্ষুদ্রতম কীট ; (তাহা হইতে) অতি নগণ্য ব্যক্তি। কীটের অণুকীট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীটাণ্ড—কীটের ডিম্ব, যাহা হইতে কীটসমূহ জন্মে। কীটের অণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কীড়া—কীট, পোকা। হি-মু। প্রা কপ্র। বি।

কীদৃক্ (-শ্), কীদৃশ—কিপ্রকার, কেমন, কিরূপ (কীদৃক্ প্রায়শঃ অপ্র)। কিম্—দৃশ্+কিন্, কঞ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

কীমা—খুব ছোট মাংসের টুকরা ; মাংসের পুর। <আ 'কীমাহ্'। বি।

কীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; ব্যাপ্ত ; আচ্ছন্ন। কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**কীর্ণি**।

কীর্ত(র্ত্ত)ক—কীর্তনকারী, বর্ণনাকারী ; উল্লেখক, নির্দেশক। কৄত্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কীর্তিকা**।

কীর্ত(র্ত্ত)ন—১। বর্ণন, কথন ; গুণকথন ; যশঃখ্যাপন। কৄত্+অনট্ ভাব। ২। দেবদেবীর (বিশেষতঃ কৃষ্ণের) লীলাবিষয়ক সংগীত বিঃ ; সংগীতের ঢং বিঃ। কৄত্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী। **কীর্তনগান**—দেবতার (বিশেষতঃ কৃষ্ণের) লীলাবিষয়ক সংগীত বিঃ।

কীর্ত(র্ত্ত)নিয়া, কীর্ত(র্ত্ত)নে—কীর্তন-গায়ক। কীর্তন+ইয়া, এ নিপুণ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কীর্ত(র্ত্ত)নীয়—বর্ণনীয়, কথনীয় ; শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ বা কীর্তনের যোগ্য। কৄত্+অনীয় কর্ম। বিণ।

কীর্তি(র্ত্তি)—১। যশ, সুখ্যাতি ; মৃত ব্যক্তির খ্যাতি ; প্রসাদ। কৄত্+ক্তি ভাব। ২। সুখ্যাতিজনক কার্য বা বস্তু। কৄত্+ক্তি করণ। ৩। দক্ষের কন্যা, ধর্মের পত্নী। বি ; স্ত্রী।

কীর্তি(র্ত্তি)কর, -জনক—যশস্কর, গৌরবজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

কীর্তি(র্ত্তি)কলাপ—খ্যাতিকর কার্যসমূহ; নানারূপ সুখ্যাতি। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীর্তি(র্ত্তি)চন্দ্র—চন্দ্রের ন্যায় ক্রমবর্ধমান যশোরাশি। কীর্তি চন্দ্রপ্রায়, উপমিত কর্মধা ; অথবা, কীর্তিরূপ চন্দ্র, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

কীর্তি(র্ত্তি)ত—কথিত, উক্ত ; বর্ণিত ; খ্যাত। কৃত্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

কীর্তি(র্ত্তি)ধ্বজা—যশোরূপ পতাকা, গৌরবের নিশান ; যাহা দ্বারা যশস্বী ব্যক্তির যশ প্রচারিত হয় তাহা। কীর্তিরূপা ধ্বজা, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কীর্তি(র্ত্তি)নাশ—কীর্তির ধ্বংস, কীর্তির বিলোপসাধন। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কীর্তি(র্ত্তি)নাশা—রাজবল্লভের কীর্তি-লোপকারিণী পদ্মানদী।কীর্তি নাশ করিয়াছে যে, উপপদতৎ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কীর্তি(র্ত্তি)বাস—পরমযশস্বী, অতিশয় খ্যাতিসম্পন্ন। কীর্তির বাস (আধার), ষষ্ঠীতৎ। বিণ।

কীর্তি(র্ত্তি)মান্‌ (-মৎ)—কীর্তিবিশিষ্ট, যশস্বী, স্বীয় কর্মদ্বারা যিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এমন। কীর্তি+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

কীর্তি(র্ত্তি)মেখলা—কীর্তিরূপ কটিভূষণ, যশোরূপ কাঞ্চীদাম। কীর্তিরূপা মেখলা, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কীর্তি(র্ত্তি)শেষ—১। মরণ। কীর্তিই শেষ যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। মৃত। কীর্তিই শেষ যাহার, বহু। বিণ।

কীর্তি(র্ত্তি)স্তম্ভ—ঘটনাবিশেষের অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নির্মিত স্তম্ভাদি, monument. কীর্তিসূচক স্তম্ভ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কীর্যমাণ—যাহা বিক্ষিপ্ত হইতেছে এমন। কৃ+শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

কীল—১। হুড়কো, খিল ; গোঁজ, খোঁটা ; পেরেক ; স্তম্ভ ; কনুই ; কনুই-এর আঘাত। কীল্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং। ২। মুষ্টি, ঘুষি। বাংপ্র। বি।

কীলক—খোঁটা, গোঁজ ; খিল ; দোহনার্থ বন্ধনস্তম্ভ ; তন্ত্রোক্ত দেবতা বিঃ ; মন্ত্র বিঃ ; (যুদ্ধে) কীলকাকারে গঠিত ব্যূহ বিঃ ; দেবী-মাহাত্ম্য পাঠের পূর্বে পাঠ্য স্তব বিঃ। কীল +কন্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

কীলাকীলি—কিলাকিলি (তাহা দ্রঃ)।

কু—১। পৃথিবী ; ভূমি ; (কোন মতে) আগম, নিগম প্রঃ বিষয়ক কথা। কু+ডু। বি ; স্ত্রী। ২। পাপ ; দোষ ; অমঙ্গল ; নিন্দা ইঃ সূচক অ। অব্যয়। ৩। কুৎসিত, মন্দ। কু+ডু কর্তৃ। বিণ।

কুইনাইন, কুইনীন—সিঙ্কোনাগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত একপ্রকার জ্বরনাশক ঔষধ। <ইং 'quinine'. বি।

কুইনীন-অধীক্ষক, -অবেক্ষক—কুইনীন-তত্ত্বাবধায়ক, Quinine Supervisor. ষষ্ঠীতৎ। ইং-মু। বি ; পুং।

কুইনীনবিৎ—কুইনীন-বিশেষজ্ঞ, Quinologist. উপতৎ ; কুইনীন—বিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। ইং-মু। বিণ।

কুইল—ময়ূর, হাঁস প্রঃর শক্ত পালক। <ইং 'quill'. বি। **কুইল পেন**—কুইলের কলম।

কু-উ—কুহুধ্বনি, কোকিলের ডাক। অনুকৃত শব্দ। বাংপ্র। অ।

কুঁই, কুঁইকুঁই—কুকুরের ছানার ডাক। অনুকৃত শব্দ। বাংপ্র। বি।

কুঁকড়া, কুঁকড়ো—কুক্কুট, মোরগ। <কুক্কুট। বি ; পুং।

কুঁকড়ানো, কুঁকড়নো—কোঁকড়ানো (তাহা দ্রঃ)।

কুঁকড়ি—সংকুচিত ; কুণ্ঠিত। বাংপ্র। বিণ।

কুঁকড়ি-মুকড়ি, -সুকড়ি—যে হাত-পা গুটাইয়া কুণ্ডলিত অবস্থায় রহিয়াছে এমন, জড়সড়। বাংপ্র। বিণ।

কুঁখ—উদরের নিম্নভাগ, তলপেট। <কুক্ষি। বি।

কুঁচ—গুঞ্জা, কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত রক্তবর্ণ বীজ বিঃ ; গুঞ্জাপরিমাণ। <গুঞ্জা। বি।

কুঁচকনো, কুঁচকানো—কোঁচকানো (তাহা দ্রঃ)।

কুঁচকি—উরু ও বস্তিভাগের সন্ধিস্থান। <কুঞ্চ-ধাতু। বি।

কুঁচা, কুঁচি—১। মার্জনী, ঝাঁটা বিঃ ; মুড়ি প্রঃ ভাজিবার জন্য সম্মিলিত আঁটিবাঁধা কাঠিসমূহ ; শূকর ইঃর শক্ত লোম ; বুরুশ ; কুঞ্চন, কাপড়ে সরু সরু ভাঁজ। <কুঞ্চিকা। ২। খণ্ড, টুকরা ; গুঁড়া। <কূর্চ। বি। **কুঁচা গহনা**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলংকার। **কুঁচা চিংড়ি**—ছোট চিংড়ি মাছ। **কুঁচা নৈবেদ্য**—ফল কুঁচাইয়া সাজানো পূজার নৈবেদ্য। **কুঁচা মাছ**—চুনো মাছ ; ছোট ছোট মাছ। **পাথরের কুঁচি**—পাথরের ছোট টুকরা।

কুঁচা, কুঁচো—ছোট, অতি ছোট। <কূর্চ। বিণ।

কুঁচানো, কুঁচনো—কুঞ্চিত করা, কোঁকড়ানো ; ছোট ছোট করিয়া কাটা। <'কুঞ্চি' (কুন্‌চ্‌+ণিচ্‌)-ধাতু। ক্রি [বি, বিণ]।

কুঁচি—'কুঁচা' দ্রঃ।

কুঁচিলা, কুঁচলে—একপ্রকার বিষাক্ত গাছ। বাংপ্র। বি।

কুঁচে—সর্পের ন্যায় আকারবিশিষ্ট একপ্রকার মাছ। <কুচিকা। বি।

কুঁজ—পৃষ্ঠের বক্রতা। <কুব্জ। বি।

কুঁজড়া, কুঁজড়ো—১। ফলমূলবিক্রয়-কারী। বি। ২। কুটিল, খল, অসরলচিত্ত ; বিবাদপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ।

কুঁজড়ানী—ফলমূলবিক্রয়কারিণী রমণী। বাংপ্র। বি।

কুঁজড়াপনা, কুঁজড়ামি—বাঁকা ব্যবহার, খলতা ; দরকষাকষি ; ঝগড়া বিবাদ। বাংপ্র। বি।

কুঁজা, কুঁজো—১। মুখসরু জলপাত্র বিঃ। ফা। বি। ২। কুব্জদেহ। <কুব্জ। বিণ।

কুঁজিকাঠি—চাবি। বাংপ্র। বি।

কুঁজী—১। যাহার পৃষ্ঠদেশ কুব্জ এরূপ (রমণী), কুব্জা। বিণ। ২। কুব্জা রমণী। কুঁজা+ঈ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। ৩। চাবি। <কুঞ্চী। বি।

কুঁড়া, কুঁড়ো—তুষকণা, তুষের ক্ষুদ্রাংশ। <কণ্ডনা। বি।

কুঁড়াজালি, কুঁড়োজালি—ধানের কুঁড়া দিয়া পাতা চিংড়ি প্রঃ মাছ ধরিবার জাল বিঃ ; বৈষ্ণবের জপমালার থলি। বাংপ্র। বি।

কুঁড়ি—কোরক, কলিকা। <কুট্‌মল। বি।

কুঁড়ে—পাতার ঘর, কুটীর। <কুটির। বি।

কুঁতানো, কুঁথানো—কোঁত দেওয়া, কোঁত পাড়া, বেগ দেওয়া ; কষ্টসাধ্য কাজে অপারগ হওয়া। <কুন্থন। বাংপ্র ক্রি [, বি]।

কুঁদ—সূত্রধরের যন্ত্র বিঃ ; ধবধবে সাদা ফুল বিঃ। <কুন্দ। বি।

কুঁদন—১। লম্ফন, লাফানো। <কূর্দন। ২। কুঁদযন্ত্রে কাষ্ঠচ্ছেদন, কোঁদা। <কুন্দন। বি।

কুঁদবাটালি—যে বাটালির দ্বারা কাঠ চাঁচা নকশা তোলা প্রঃর কাজ হয়। বাংপ্র। বি।

কুঁদরু—পটোল সদৃশ ফল বিঃ। <কুন্দুরুকী। বি।

কুঁদা—কোঁদা (তাহা দ্রঃ)।

কুঁদা, কুঁদো—কাঠের গুঁড়ি ; কাঠের মোটা হাতল ('বন্দুকের —') ; চাকড় ('মিছরির —')। বাংপ্র। বি।

কুঁদুলী—১। যে স্ত্রীর ঝগড়া করা স্বভাব। বি ; স্ত্রী। ২। ঝগড়াটে, বিবাদপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ। পুং—**কুঁদুলে**।

কুঁদো—'কুঁদা' দ্রঃ।

কুক—একশ্রেণীর রাতজাগা পাখি ও তাহার ডাক ; ডাকপাখির কণ্ঠধ্বনি ; ডাকাতদলের সংকেতধ্বনি। বাংপ্র। বি।

কুকথা—১। কুবাক্য, কুৎসিত বচন, মন্দ-কথা। কু (কুৎসিত) কথা, নিত্য। ২। ভুবনের কথা ; আগম-নিগমাদিবাক্য ("কু-

কথায় পঙ্ক-সুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ"—ভারত)। কু-র কথা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুকরী—ক্ষুদ্র অস্ত্র বিঃ, ভোজালি। বি।

কুকর্ম (কুকর্মন্), **-কর্ম্ম**—অসৎকার্য, পাপকার্য, মন্দ কাজ। কু (কুৎসিত) কর্ম, নিত্য। বি ; ক্লী।

কুকর্মা (কুকর্মন্), **-কর্ম্মা**—সতত মন্দ-কর্মকারী। কু কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

কুকর্মা(র্ম্মা)ন্বিত—কুকর্মযুক্ত, কুক্রিয়া-সক্ত। কুকর্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুকশিমা—তীব্র-গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট গাছ, কুকুরশোঁকা গাছ। <কুকুর-শোঁকা। বাংপ্র। বি।

কুকার্য(র্য্য)—অসৎ কার্য, মন্দ কাজ। কু (কুৎসিত) কার্য, নিত্য। বি ; ক্লী।

কুকুন্দর—নিতম্বের উপরিস্থ আবর্তাকার গর্তদ্বয়। কু (কুৎসিত) কুন্দর যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

কুকুর—গৃহপালিত প্রসিদ্ধ পশু বিঃ, কুত্তা। কুক্+উরচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী—**কুকুরী**।

কুকুরকুণ্ডলী—১। কুকুরের শয়নের মত ; কুণ্ডলিত ; কুকড়িমুকড়ি। বিণ। ২। পিঠের শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁকাইয়া পায়ে-মুখে হইয়া শয়ন। কুকুরের কুণ্ডলী যাহাতে, বহু। বি।

কুকুরলেজা, -লেজা—কুকুরের লেজের ন্যায় ফুলবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট গাছ। বাংপ্র। বি।

কুকুরমণ্ডল—(জ্যোতিষ) নক্ষত্রপুঞ্জ বিঃ। কুকুরাকার মণ্ডল, মধ্যপ কর্মধা। বি। [ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ কুকুরমণ্ডল (Canis Major) এবং ক্ষুদ্র কুকুরমণ্ডল (Canis Minor)।]

কুকুরমাছি—তীব্রদংশনবিশিষ্ট একপ্রকার বড় মাছি (এই মাছি সাধারণতঃ কুকুরের গায়ে বসে)। কুকুরপ্রিয় মাছি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কুকুরমুখো—১। কুকুরের মুখাকৃতি-বিশিষ্ট। বিণ। ২। গালি বিঃ। বাংপ্র। বি।

কুকুরশোঁকা—কুকুরদ্রুম, কুকশিমা গাছ। কুকুরদ্বারা শোঁকা, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

কুকুরে—কুকুরের মত অল্প সচেতন ('—ঘুম') ; তীব্র ('—দাঁত') কুকুর+এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কুক্কুট, কুক্কুটক—কুঁকড়ো, মোরগ ; আগ্নস্ফুলিঙ্গ। কু—কুট্+ক কর্তৃ (ক-আগম) ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং। স্ত্রী—**কুক্কুটী, কুক্কুটিকা**।

কুক্কুটব্রত—ভাদ্রশুক্ল-সপ্তমীতে সন্তান-প্রার্থিনী স্ত্রীলোকের করণীয় ব্রত, ললিতা-সপ্তমী ব্রত (এই ব্রতে শিবদুর্গার পূজা করিতে হয়)। কুক্কুটীর ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কুক্কুটী—মুরগী ; টিকটিকি ; অবন্ধ্যা স্ত্রী ; শিমুলগাছ ; মিথ্যাচরণ, কপট ব্যবহার। কুক্কুট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কুক্কুটীব্রত—কুক্কুটব্রত (তাহা দ্রঃ)। বি ; ক্লী।

কুক্কুর—কুকুর, সারমেয়, কুত্তা। কুক্+উরচ্ কর্তৃ (ক-আগম)। বি ; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

কুক্রিয়—দুষ্কর্মান্বিত, মন্দকর্মকারক। কু ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

কুক্রিয়া—মন্দ কার্য। কুৎসিত ক্রিয়া, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুক্রিয়াসক্ত, -ন্বিত—মন্দ কার্যে ব্যাপৃত বা রত। কুক্রিয়াতে আসক্ত, ৭মীতৎ ; কুক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুক্ষ—কুক্ষি, উদর, কোঁক। কুষ্+স কর্তৃ। বি ; পুং।

কুক্ষণ—অশুভ মুহূর্ত, মন্দ সময়। কু (কুৎসিত) ক্ষণ, নিত্য। বি ; পুং।

কুক্ষি—গর্ভ ; কোঁক ; উদরের বাম এবং দক্ষিণপার্শ্ব ; অভ্যন্তর-স্থান ; গুহা। কুষ্+ক্সি কর্তৃ। বি ; পুং।

কুক্ষিগত—উদরপ্রবিষ্ট, উদরমধ্যগত। ২য়াতৎ। বিণ।

কুক্ষিজ—গর্ভজাত ('—সন্তান')। উপতৎ ; কুক্ষি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কুক্ষিম্ভরি—পেটুক, উদরপূরণকারী ; স্বার্থ-পর। উপতৎ ; কুক্ষি—ভৃ+ই কর্তৃ (ম-আগম)। বিণ।

কুক্ষিরন্ধ্র—যাহার মধ্যভাগে ছিদ্র আছে এরূপ বস্তু, নল। কুক্ষিতে রন্ধ্র যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

কুক্ষিশূল—সুশ্রুতোক্ত শূলরোগ বিঃ, পেট-বেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কুখ্যাত—যাহার সম্বন্ধে দুর্নাম আছে এরূপ ; যাহাকে সকলে মন্দ বলিয়া জানে এরূপ। কু—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

কুখ্যাতি—অখ্যাতি, নিন্দা। কু (কুৎসিত) খ্যাতি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুগ্রহ—প্রতিকূল গ্রহ, দৌভাগ্যনাশক গ্রহ। কু (কুৎসিত) গ্রহ, নিত্য। বি ; পুং।

কুগ্রাম—অসৎপল্লী, অসৎ জনপদ। কু (কুৎসিত) গ্রাম, নিত্য। বি ; পুং।

কুঙারী—কুমারী, অবিবাহিতা কন্যা। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

কুঙ্কুম—জাফরান ; কুসুম ফুল। কুক্+উমক্ কর্ম (নিপা)। বি ; ক্লী।

কুচ্চী—পেটিকা বিঃ, বাঁশের ঝাঁপি। প্রা কপ্র। বি।

কুচ—১। স্তন, পয়োধর। কুচ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং। ২। শৃঙ্খলার সহিত সৈন্যদিগের যুদ্ধার্থ যাত্রা। কা। বি।

কুচ-কলস, -কুম্ভ—বিপুল পয়োধর ; কলসের ন্যায় স্থূল এবং উন্নত স্তন। কুচরূপ কলস, কুম্ভ, রূপক কর্মধা ; অথবা, কুচ কলস-প্রায়, কুম্ভ-প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী, পুং।

কুচকলিকা, -কোরক—বালিকার প্রথমোদ্গত স্তন। কুচ কলিকাপ্রায়, কোরক (কুঁড়ি)-প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

কুচকাওয়াজ—সৈন্যদিগের দলবদ্ধভাবে রণকৌশল অভ্যাস, parade. <ফা 'কুচ' +আ 'কাবাইদ'। বি।

কুচকাচা—কুচোকাচা (তাহা দ্রঃ)।

কুচকুচ—কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণতার ভাবপ্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ, **-কুচে**।

কুচকুম্ভ—'কুচকলস' দ্রঃ।

কুচক্কুরে—চক্রান্তকারী ; কুটিল ; ঝগড়াটে। <কুচক্রী। বিণ।

কুচক্র—চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ; কুমন্ত্রণা। কু (কুৎসিত) চক্র, নিত্য। বি ; ক্লী।

কুচক্রী (-ক্রিন্)—চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্র-কারী ; যে কুমন্ত্রণা দেয়। কুচক্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ক্রিণী**।

কুচনী—১। কোচজাতীয়া স্ত্রী। কুচ (< কোচ)+নী। বাংপ্র। ২। বেশ্যা। কুচ (স্তন) শোভা যাহার এই অর্থে, কুচ+নী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কুচনো—কুচানো (তাহা দ্রঃ)।

কুচন্দন—রক্তচন্দন ; কুঙ্কুম ; বকমগাছ। কু (কুৎসিত) চন্দন, নিত্য। বি ; ক্লী।

কুচফল—দাড়িম্বফল, ডালিম। কুচসদৃশ ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

কুচরিত্র—১। মন্দ আচরণ, দুঃশীলতা, খারাপ স্বভাব। নিত্য। বি ; ক্লী। ২। দুশ্চরিত্র ; মন্দ-আচরণকারী। কু (কুৎসিত) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ।

কুচর্যা(র্য্যা)—গর্হিত আচরণ ; কুরীতি। কু (কুৎসিত) চর্যা, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুচল—১। টুকরা ; ক্ষুদ ; ক্ষুদ্র শস্য ; ছোট ছোট মাছ। বি। ২। দুর্গম ; পঙ্কিল। বাংপ্র। বিণ।

কুচা—কুঁচা (তাহা দ্রঃ)।

কুচাগ্র—স্তনাগ্রভাগ, স্তনের বোঁটা। কুচের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কুচানো—ছোট ছোট করিয়া কাটা, টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা। <কুট। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কুচাল—মন্দ ব্যবহার, অসৎ আচরণ. কু (কুৎসিত) চাল, নিত্য। বাংপ্র। বি।

কুচি—ক্ষুদ্র খণ্ড, ছোট টুকরা। বাংপ্র। বি।

কুচিকিৎসক—মন্দচিকিৎসক। কু (মন্দ) চিকিৎসক, নিত্য। বি ; পুং।

কুচিকিৎসা—মন্দচিকিৎসা। কু (মন্দ) চিকিৎসা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুচিন্তা—দুর্ভাবনা; অসৎ বিষয়ের চিন্তা। কু (মন্দ) চিন্তা, নিত্য। বি; পুং।

কুচিলা—কুঁচিলা। বাংপ্র। বি।

কুচুটে, কুচুণ্ডে—কুটিল; হিংসুটে; ঝগড়াটে। বাংপ্র। বিণ।

কুচুৎ—ছোট জিনিস কাটিবার শব্দ (শব্দ জোর হইলে 'কচাৎ')। বাংপ্র। অ।

কুচুরমুচুর—কচমচে জিনিস চিবাইবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

কুচেল—১। কুৎসিত বস্ত্র। কু (কুৎসিত) চেল, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। জঘন্য বস্ত্র পরিধানকারী, যে নোংরা কাপড় পরিয়া রহিয়াছে এমন। কু (কুৎসিত) চেল যাহার, বহু। বিণ।

কুচেষ্টা—মন্দ চেষ্টা; অসদভিপ্রায়। কু (নিন্দিত) চেষ্টা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুচোকাচা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে; কাঠের টুকরা; ছোটখাটো নানারকমের জিনিস। বাংপ্র। বি।

কুচ্ছ, কুচ্ছো—নিন্দা, অপবাদ। <কুৎসা। বি।

কুচ্ছিত—কুরূপ, বিশ্রী; খারাপ। <কুৎসিত। বিণ।

কুজ—মঙ্গলগ্রহ। উপতৎ; কু—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

কুজন—দুর্জন, দুষ্ট লোক। কু (অসৎ, মন্দ) জন, নিত্য। বি; পুং।

কুজড়া, কুজুড়ে—ঝগড়াটে; ফড়িয়া। প্রাদে। বিণ।

কুজপ—কুৎসিত-জপকারক, নিয়ম অতিক্রম-পূর্বক জপকারী; নিয়ত মন্দ বিষয়ের চিন্তাকারী। কু—জপ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

কুজা—ভবানী, দুর্গাদেবী; সীতাদেবী। কু—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুজ্ঝটি, -টিকা, -টী—কুহেলিকা, কুয়াশা। ক (জল)—উদ্ (ঊর্ধ্ব)—ঝট্ (মিলিত হওয়া)+ইন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্; ৩য় পক্ষে কুজ্ঝটি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্চন—সংকোচকরণ; বক্রকরণ; কোঁকড়ানো; নেত্ররোগ বিঃ। কুন্চ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কুঞ্চি, কুঞ্চী—অষ্টমুষ্টিপরিমাণ, আটমুটা, খুঁচি; পরিমাণপাত্র, তণ্ডুলাদি মাপিবার পাত্র; চাবি। কুন্চ্+ই কর্তৃ; ২য় পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্চিকা—গুঞ্জা, কুঁচ; কঞ্চী; কুঁচি; কুঁচে-মাছ; চাবি। কুন্চ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্চিত—বক্রীকৃত, নম্রীকৃত; কোঁকড়ানো; সংকুচিত। কুন্চ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কুঞ্জ—১। লতাগৃহ, লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত গৃহাকার স্থান; বৈষ্ণবের আশ্রম; হস্তিদন্ত। উপতৎ; কু—জন্+ড কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং বা ক্লী। ২। কাপড়ের কোণে ফুলপাতার নকশা কলকা। বাংপ্র। বি।

কুঞ্জকানন, -বন—লতাপত্রাচ্ছাদিত গৃহাকার স্থান [কুঞ্জবন স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম দুইপ্রকার হইতে পারে]। কুঞ্জই কানন, বন, কর্মধা। বি; ক্লী।

কুঞ্জকুটীর—১। কুঞ্জবনস্থিত গৃহ। কুঞ্জ-স্থিত কুটীর, মধ্যপ কর্মধা। ২। কুঞ্জরূপ গৃহ, লতাগৃহ। কুঞ্জরূপ কুটীর, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

কুঞ্জদার—কলকাযুক্ত, নকশা করা। কুঞ্জ (২)+দার(ফা) যুক্তার্থে। প্রাদে। বিণ।

কুঞ্জদার শাড়ি—আঁচলায় ফুলতোলা বা ফুলের কাজ করা শাড়ি; কলকাদার কাপড়।

কুঞ্জদ্বার—লতাগৃহের প্রবেশ-পথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কুঞ্জবাটিকা, -বাটী—কুঞ্জকুটীর (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ কর্মধা, বা রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুঞ্জর—১। হস্তী। কুঞ্জ+র আছে অর্থে। ২। কেশ; দেশ বিঃ; পৃথিবীর দক্ষিণ-দিগ্‌বর্তী পর্বত বিঃ। বি; পুং।

কুঞ্জরা, -রী—হস্তিনী; ধাতকীবৃক্ষ কুঞ্জর+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুঞ্জরাশন—অশ্বত্থবৃক্ষ। কুঞ্জরের অশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুঞ্জরী—'কুঞ্জরা' দ্রঃ।

কুঞ্জলতা—কুঞ্জবনের লতা; তরুলতা ঝুমকো-লতা প্রঃ। কুঞ্জস্থিতা লতা, মধ্যপ কর্মধা; বা, কুঞ্জের লতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুঞ্জি—কুঞ্চি, চাবি। <কুঞ্চি। বি।

কুট—১। কুটিল; অসরল; কুট্+ক কর্তৃ। বিণ। ২। কুটিলতা; বিষ, গুপ্ত-হত্যা ইঃ কুটিল পন্থা (কুটপ্রয়োগ)। কুট+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং। ৩। দুর্গ, গড়; পাথরভাঙা হাতুড়ি; পর্বত; বৃক্ষ। কুট্+ক কর্তৃ। বি; পুং। ৪। ঘট, কলসী। কুট্+ক ঘঞর্থে অধি। বি; পুং বা ক্লী। ৫। পিপীলিকাদি কীটের দংশনের (কাল্পনিক) শব্দ। বাংপ্র। অ। ৬। কুষ্ঠরোগ। <কুষ্ঠ। বি।

কুটকচালে—এলোমেলো, দুর্বোধ্য ('—বিষয়'); ঝগড়াপ্রিয়; বেয়াড়া। বাংপ্র। বিণ।

কুটকুট—পিপীলিকাদির দংশনের পুনঃ পুনঃ শব্দ; কর্কশ স্পর্শ বোধ; চুলকানি। বাংপ্র অ। **কুটকুট করে লাগানো**—কাহারও নিকট অতি গোপনে অপরের নিন্দা করা।

কুটকুটানি, কুটকুটুনি—সামান্য চুল-কানি; কোন কাজ করিবার অশোভন আগ্রহ। কুটকুটা+আনি, উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

কুটকুটানো—কুটকুট করা, সামান্য চুলকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কুটকুটে—যাহা কুটকুট করে এমন, যাহা চুলকায় এমন। বাংপ্র। বিণ।

কুটজ—১। গিরিমল্লিকা ফুলের গাছ, কুড়চিগাছ। উপতৎ; কুট (পর্বত)—জন্+ড কর্তৃ। ২। দ্রোণাচার্য; অগস্ত্য। উপতৎ; কুট (ঘট)—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

কুটন—খণ্ড খণ্ড করণ, চূর্ণি, গুঁড়ানো। <কুট্টন। বি।

কুটনা—১। রান্না করিবার জন্য টুকরা টুকরা করিয়া কাটা তরকারি; কাটিবার তরকারি। <কুট্টন। ২। নায়ক-নায়িকার গুপ্ত সংবাদবাহক, সুরতদূত; যে পরোক্ষে নিন্দা বা অভিযোগ করে। কুট+না আচরণার্থে। বাংপ্র। বি।

কুটনী—যে নায়কনায়িকার মিলন সংঘটন করিয়া দেয়, দূতী; পরোক্ষ নিন্দাকারিণী বা অভিযোগকারিণী নারী; হাতি ধরিবার জন্য নিযুক্ত মেয়ে হাতি। <কুট্টনী। বি।

কুটনীগিরি, -পনা—ব্যভিচারের দৌত্য, কুটনীর কাজ। বাংপ্র। বি।

কুটনো—কুটনা (১) (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

কুটপাট, -পাটি—আটখানা; অস্থির। বাংপ্র। বিণ।

কুটা—১। তৃণখণ্ড; খড়; কুচি; কণা। বাংপ্র। বি। **দাঁতে কুটা করা বা লওয়া**—অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করা, একান্ত হীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করা। ২। কোটা (তাহা দ্রঃ)।

কুটানো—কোটানো (তাহা দ্রঃ)।

কুটি—১। বৃক্ষ; দেহ; জল। কুট্+ইন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ২। ক্ষুদ্র গৃহ, কুঁড়ে। কুট্+ইন্ অধি। বি; স্ত্রী। ৩। তৃণখণ্ড, কুটা, টুকরা। বাংপ্র। বি।

কুটিকুটি—১। (হাসিতে) বিহ্বল, গদ্‌গদ। বিণ। ২। টুকরা টুকরা, কুচি-কুচি। বাংপ্র। বি।

কুটিচর, কুটীচর—জলজন্তু বিঃ, শুশুক; সন্ন্যাসী বিঃ। উপতৎ; কুটি, কুটী—চর্+ট কর্তৃ। বি; পুং।

কুটিত—কুটিল, খল। কুট+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

কুটিনী—কুটনী (তাহা দ্রঃ)।

কুটিপাটি—কুটপাট (তাহা দ্রঃ)।
কুটিয়াল, কুটেল—কুটিয়াল (তাহা দ্রঃ)।
কুটির—পর্ণশালা, কুঁড়ে। কুটি+র ক্ষুদ্রার্থে। বি ; পুং।
কুটিরশিল্প—গৃহশিল্প, গৃহজাত হস্ত-নির্মিত শিল্প দ্রব্য, cottage industry. কুটির-জাত শিল্প, মধ্যপ কর্মধা। বি, স্ত্রী।
কুটিল—বক্র, অসরল ; ক্রূর ; শঠ। কুটি+ল আছে অর্থে। বিণ।
কুটিলগা—১। সর্পী ; নদী। উপতৎ ; কুটিল—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বক্রগামিনী। কুটিলগ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
কুটিলগামী (-গামিন্)—বক্রগামী, যাহা আঁকিয়া-বাঁকিয়া যায় এমন। উপতৎ ; কুটিল—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।
কুটিলচিত্ত—যাহার মন সরল নহে এরূপ, অসরল। কুটিল চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।
কুটিলতা—অসরলতা ; কপটতা। কুটিল+তা ভাবে। বি।
কুটিলহি—কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো। প্রা কপ্র। বিণ।
কুটিলা—১। বক্রা, অসরলা, ক্রূরা ; ধূর্তা। কুটিল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সরস্বতী নদী ; রাধিকার ননদ ও আয়ানের ভগিনী ; ছন্দ বিঃ ; গন্ধদ্রব্য বিঃ। বি ; স্ত্রী।
কুটী—১। কুঁড়ে ঘর ; বাটী। কুট্+ইন্ অধি+ঈপ্। ২। টুকরা, খণ্ড। বাংপ্র। বি।
কুটীচর—'কুটিচর' দ্রঃ।
কুটীর—পর্ণশালা, কুঁড়ে ঘর ; দীনের বাস-স্থান। কুটী+ঈরন্ ক্ষুদ্রার্থে। বি ; পুং।
কুটীরশিল্প—কুটিরশিল্প (তাহা দ্রঃ)।
কুটুম—আত্মীয়, স্বজন। <কুটুম্ব। বি। **বড় কুটুম**—(ব্যঙ্গার্থে) শ্যালক, সম্বন্ধী।
কুটুমসাক্ষাৎ—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, নিমন্ত্রিত ও অনাহূত ব্যক্তিগণ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।
কুটুম্ব—জ্ঞাতি, যাহার সহিত বংশসম্বন্ধ আছে এরূপ ব্যক্তি ; পরিবার, পোষ্যবর্গ ; যাহার সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ ঘটিয়াছে এরূপ ব্যক্তি ; দ্বিতীয়গৃহ ; বান্ধব। কুটুম্ব্+অচ্ কর্ম। বি ; পুং বা ক্লী।
কুটুম্বিতা—পারিবারিক সম্বন্ধ ; কুটুম্ব-সম্বন্ধ-নিবন্ধন ব্যবহার ; বৈবাহিক সম্পর্ক বা তজ্জন্য আদানপ্রদান। কুটুম্বিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।
কুটুম্বিনী—১। কুটুম্ববিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। পতিপুত্রাদিবিশিষ্টা স্ত্রী, গৃহিণী ; পত্নী। কুটুম্বিন্+ঈপ্। ৩। আত্মীয়া, মেয়ে কুটুম্ব। 'কুটুম্ব'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কুটুম্বী (-ম্বিন্)—১। গৃহস্থ ; কৃষিজীবী, কৃষক। কুটুম্ব+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। ২। কুটুম্ববিশিষ্ট। কুটুম্ব+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বিণ ; পুং।
কুটুরকাটুর, -কুটুর—ইঁদুর প্রঃর সূক্ষ্ম দন্তদ্বারা কাষ্ঠাদি ছেদনের শব্দ। অনুকৃত শব্দ। বাংপ্র। অ।
কুটে—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, মহাব্যাধিগ্রস্ত। কুট (<কুষ্ঠ)+ইয়া, এ আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।
কুটেল—'কুটিয়াল' দ্রঃ।
কুটো—কুচি, কণা, খড় ; তৃণখণ্ড। বাংপ্র। বি।
কুট্টক—১। ছেদক। বিণ। স্ত্রী—**কুট্টিকা**। ২। লীলাবতী প্রঃ গণিতশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অঙ্ক বিঃ। কুট্ট্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।
কুট্টন—কাটা, ছেদন ; থেঁতো ; কুটিয়া ফেলা ; থেঁতলানো ; গুঁড়া করা ; দূষণ। কুট্ট্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
কুট্টনী—দূতী, যে স্ত্রীলোক স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ মিলনের জন্য দূতীর কাজ করে, কুটনী ; হাতি ভুলাইয়া ধরিবার জন্য নিয়োজিত মেয়ে হাতি। কুট্ট্+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
কুট্টনীপনা—কুটনীগিরি (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।
কুট্টমিত—স্ত্রীলোকের বিলাস বিঃ, নায়ক-কর্তৃক কেশাধরাদিধারণে অন্তরে আনন্দিত হইলেও নিষেধার্থ হস্তাদি-সঞ্চালন। কুট্ট—অম+ইত ভাব। বি ; ক্লী।
কুট্টাক—১। ছেদক, কর্তনকারী। বিণ। ২। মাছরাঙ্গা। কুট্ট+আক কর্তৃ। বি ; পুং।
কুট্টিম—চাতাল ; মসৃণভূমি ; রত্নের খনি ; পাকা মেঝে। কুট্ট্+ইম কর্ম। বি ; পুং বা ক্লী।
কুট্মল, কুড্মল—১। মুকুল, ফুলের কুঁড়ি। কুট্, কুড্+মলচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং বা ক্লী। ২। নরক বিঃ। [ইহাতে নারকীরা রক্তবন্ধনজন্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে]। কুট্, কুড্+মলচ্ অধি। বি ; ক্লী।
কুট্মলিত—মুকুলিত, আধ ফোটা। কুট্মল+ইত জাতার্থে। বিণ।
কুঠ—১। রোগ বিঃ, leprosy. <কুষ্ঠ। বি। ২। বৃক্ষ। কুঠ্+ক ঘঞর্থে কর্ম। বি ; পুং।
কুঠরী—ছোট কামরা। <কুটীর। বি।
কুঠার—১। কুড়ালি ; বাইস ; টাঙ্গী। উপতৎ ; কুঠ—ঋ+অণ্ কর্তৃ। ২। বৃক্ষ। কুঠ্+আরন্ কর্ম। বি ; পুং।
কুঠারিকা, কুঠারী—কুড়ালি ; বাইস ; টাঙ্গি ; ছোট কুড়াল (শস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত)। কুঠার+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক) ; কুঠার+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
কুঠি—অট্টালিকা ; বাণিজ্যালয় ; কার্যালয়, আফিস ; শিল্পশালা, কারখানা। <কোষ্ঠিকা। বি।
কুঠিয়াল, কুঠেল—কুঠির অধিকারী বা অধ্যক্ষ ; নীলকুঠির মালিক ; নীলকুঠির উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী ; মুৎসদ্দী ; বণিক্, মহাজন, সওদাগর। কুঠি+আল অধিকার অর্থে। বাংপ্র। বি।
কুঠী—কুঠি (তাহা দ্রঃ)।
কুঠে—কুষ্ঠরোগী। বাংপ্র। বি।
কুড়—১। কুষ্ঠবৃক্ষ, ওষধি বিঃ ; সুগন্ধ দ্রব্য বিঃ। <কুষ্ঠ। ২। বিঘা (এক কুড় জমি) ; রাশি, স্তূপ ('আস্তাকুড়')। বাংপ্র। বি।
কুড়কুড়—কুড়মুড় (তাহা দ্রঃ)।
কুড়চি—ফুলের গাছ বিঃ, গিরিমল্লিকা। <কুটজ। বি।
কুড়নো—কুড়ানো (তাহা দ্রঃ)।
কুড়বা—বুড়, কুড়া, বিঘা। <কুড়ব। বি।
কুড়মুড়—কড়াইমুড়ি প্রঃ চিবাইবার শব্দ। বাংপ্র। অ।
কুড়া—বিঘা। বাংপ্র। বি।
কুড়ানো—১। বিক্ষিপ্ত বস্তু তুলিয়া লওয়া ; সংগ্রহ করা, জড় করা। ক্রি [, বি]। ২। একত্রীকৃত, সংগৃহীত। বাংপ্র। বিণ।
কুড়ানী, কুড়নী, কুড়ুনী—যে দরিদ্রা স্ত্রী ঘুঁটে কাঠ পাতা ইঃ কুড়ায় ('ঘুঁটে-কুড়ানী')। কুড়া+নিয়া কর্তৃ+ঈ। বাংপ্র। বি বা বিণ ; স্ত্রী।
কুড়াল, কুড়ালি, কুড়ুল—পরশু, কুড়ালি। <কুঠার। বি।
কুড়ি—১। ২০-সংখ্যা, বিশ। বাংপ্র। বি বা বিণ। ২। কুঠ, কুষ্ঠব্যাধি। <কুষ্ঠ। বি।
কুড়ে—অলস। কুড়ি (কুষ্ঠ)+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।
কুড়েমি—আলস্য। কুড়ে+মি ভাবে। বাংপ্র। বি।
কুড়ো—বিঘা। <কুড়বা। বি।
কুড্মল—'কুট্মল' দ্রঃ।
কুণি, কুণী—১। কুকার্যকারক ; রোগাদি দ্বারা বিকৃতহস্ত। বিণ। ২। তুঁতগাছ। কুণ্, কুণ্+ইন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। 'কুনি'র পূর্বপ্রচলিত বানান।
কুণো—'কুনো'র পূর্বপ্রচলিত বানান।
কুণ্ঠ—জড়, অলস ; সংকুচিত ; ব্যাহত ; ভোঁতা, অকর্মণ্য ; কাতর ('ব্যয়—')। সমাসে উত্তরপদে (ব্যয়কুণ্ঠ—স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই)। কুন্ঠ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

কুণ্ঠক—কুৎসিত কর্মকারী ; মূর্খ ; সংকোচবিশিষ্ট। কুন্‌ঠ্‌ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কুণ্ঠিকা**।

কুণ্ঠা—অপ্রস্তুত ভাব, সংকোচ ; বিমুখতা। কুন্‌ঠ্‌ + অ ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কুণ্ঠিত—সংকুচিত, অপ্রস্তুত ; কাতর ; অক্ষম ; বিমুখ। কুন্‌ঠ্‌ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কুণ্ড—১। কূপ ; জলপাত্র ; দেবজলাশয় ; চৌবাচ্চা ; বৃত্তাকার পরিমাণপাত্র ; ঘট ; কলস ; কমণ্ডলু। বি ; পুং। ২। গর্ত ('নাভি—') ; কোন বস্তু রাখিবার জন্য ভূমিতে যে গর্ত করা যায় তাহা, অগ্নিরক্ষার্থ ভূমিতে খাত গর্ত ; স্থালী, পাক-পাত্র ; যজ্ঞের পাত্র বিঃ। কুন্‌ড্‌ + ঘঞ্‌ অধি। বি ; পুং বা ক্লী।

কুণ্ডল—কর্ণভূষণ ; বলয় ; পায়ের বেড়ী ; বলয়াকৃতি বন্ধনী ; সমূহ। কুন্‌ড্‌ + কলচ্‌ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

কুণ্ডলিত—বলয়াকৃতি, গোলাকার। কুণ্ডল + ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

কুণ্ডলিনী—১। অভ্যন্তরে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি বিঃ ; জন্মজন্মান্তরের ভাব অবলম্বনে জাত মহাতেজস্বিনী প্রেরণাশক্তি (এই শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে সাধনাদির প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানলাভ ও ঈশ্বরোপলব্ধি হয়) ; গুড়ূচী ; কাঞ্চনবৃক্ষ ; কপিকচ্ছু ; সর্পী। বি। ২। কুণ্ডলধারিণী। কুণ্ডলিন্‌ + ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

কুণ্ডলী (-লিন্‌)—১। সর্প ; ময়ূর। ২। (পাশাস্ত্র আছে বলিয়া) বরুণ ; চিত্রমৃগ ; গরুড়ের পুত্র। বি ; পুং। ৩। কুণ্ডলধারী, কুণ্ডলবিশিষ্ট। কুণ্ডল + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ।

কুণ্ডলী—কুণ্ডলের ন্যায় আকার, coil ; পাকানো জিনিস ; গুটানো জিনিস ; সর্পের কুণ্ডলাকার বেষ্টনী বা বেড়। বাংপ্র। বি।

কুণ্ডলীকৃত—বলয়ীকৃত, কুণ্ডলাকারে জড়িত, বৃত্তীকৃত, যাহাকে গোল করা হইয়াছে এমন। কুণ্ডল + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= কুণ্ডলী)—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

কুণ্ডশায়ী (-শায়িন্‌)—কুণ্ডে শয়নকারী। উপতৎ ; কুণ্ড—শী + ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

কুণ্ডহাঁড়ি—প্রতিমার সম্মুখে স্থাপিত স্নানীয় জলের পাত্র। বাংপ্র। বি।

কুণ্ডিকা—কমণ্ডলু ; তাম্রকুণ্ড ; স্থালী, কুঁড়ি ; মালসা। কুণ্ড + কন্‌ স্বার্থে + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কুণ্ডী (কুণ্ডিন্‌)—কুণ্ডযুক্ত। কুণ্ড + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কুণ্ডিনী**।

কুণ্ডী—কলসী ; ঘটী ; স্থালী, পাকপাত্র। কুণ্ড + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কুত—নৌকা প্রঃতে বাহিত জিনিসপত্রের উপর শুল্ক, toll ; আন্দাজী হিসাব ; অনুমান করিয়া পরিমাণ নির্ণয়। বাংপ্র। বি।

কুতকাত—মাপজোকের দ্বারা ঠিকঠাক। বাংপ্র। বি।

কুতঘর, -ঘাট, -ঘাটা—নদীতীরস্থিত কুত করিবার স্থান, নদীর যে স্থানে নৌকাস্থিত দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করিয়া শুল্ক আদায় করা হয় সেই স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কুতনু—১। কদাকার, কুৎসিত-আকারবিশিষ্ট। বিণ। ২। কুবের। কু (কুৎসিত) তনু যাহার, বহু। বি ; পুং।

কুতন্ত্র—অসৎ রাজ্যশাসন, স্বৈরশাসন ; অসৎ পরামর্শ, কুমন্ত্রণা। কু (কুৎসিত) তন্ত্র, নিত্য। বি ; পুং।

কুতন্ত্রী (-ন্ত্রিন্‌)—কুমন্ত্রণাদাতা ; চক্রান্তকারী ; কুৎসিত বীণা। কু (কুৎসিত) তন্ত্রী, নিত্য। বি ; পুং।

কুতপ—১। দিবসের পঞ্চদশ ভাগের অষ্টম ভাগ, দিনের পঞ্চদশ ও ষোড়শ দণ্ড ; বাদ্য ; কুশ। কু (ঈষৎ) তপ যাহাতে, বহু। বি ; পুং বা ক্লী। ২। সূর্য। কু—তপ্‌ + খচ্‌ কর্তৃ নিপা। বি ; পুং।

কুতর্ক—যুক্তিহীন তর্ক, যে তর্কের সংগত যুক্তি নাই, তাহা। কু (কুৎসিত) তর্ক, নিত্য। বি ; পুং।

কুতুক—কৌতূহল, ঔৎসুক্য ; আনন্দ ; কৌতুক। উপতৎ ; কুত—কৈ + ক কর্তৃ (নিপা)। বি ; ক্লী।

কুতুকী (-কিন্‌)—আনন্দিত ; কৌতূহলযুক্ত। কুতুক + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**।

কুতুকুতু—কাতু-কুতু (তাহা দ্রঃ)।

কুতুপ—চর্মনির্মিত ক্ষুদ্র তৈলাদিপাত্র, ছোট কুপা। কু—তন্‌ + ডুপচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। বিণ, **-পীয়**।

কুতুর-কুতুর—কাতুর-কুতুর (তাহা দ্রঃ)।

কুতূ—চর্মনির্মিত তৈলাদিপাত্র, মসক, কুপা। কু—তন্‌ + কূ কর্তৃ (নকারের লোপ)। বি ; স্ত্রী।

কুতূহল—ব্যগ্রতা, জানিতে আগ্রহ, ঔৎসুক্য ; নায়ক নায়িকার ভাব বিঃ। কুতূ—হল্‌ + ক ঘঞর্থে ভাব। বি ; ক্লী।

কুতূহলী (-হলিন্‌)—কুতূহলবিশিষ্ট, কৌতূহলপরবশ ; আনন্দিত ; আমোদে প্রবৃত্ত। কুতূহল + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-হলিনী**। বি, **-হলিতা, -ত্ব**।

কুত্তা, কুত্তো—কুকুর। হি-মু। বি।

কুত্র—কোথায়, কোন্‌ স্থানে ; কোন্‌ বিষয়ে। কিম্‌ + ত্রল্‌ (সপ্তমী-স্থানে)। অ (স্বতন্ত্র প্রয়োগ দুর্লভ)।

কুত্রাপি—কোন কোন স্থানে ; কোথাও ; কোন স্থানেই। কুত্র + অপি (ও)। অ।

কুৎসন—আড়ালে নিন্দা, দোষকীর্তন। কুৎস্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-সনীয়, -সিত**।

কুৎসা—আড়ালে নিন্দা, দোষকীর্তন, কলঙ্করটনা। কুৎস্‌ + অ ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কুৎসাকারী (-কারিন্‌)—আড়ালে নিন্দাকারী, নিন্দক ; দোষকীর্তনকারী। উপতৎ ; কুৎসা—কৃ + ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

কুৎসিত—নিন্দিত, ঘৃণিত ; মন্দ ; বিশ্রী, কুরূপ। কুৎসা + ইতচ্‌ সঞ্জাতার্থে ; কুৎস্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

কুথ—হস্তী প্রঃর পৃষ্ঠে আস্তরণার্থ চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল, ঝুল ; কুশতৃণ। কুথ্‌ + ক কর্তৃ। বি ; পুং, ক্লী।

কুথলী—ভিক্ষার ঝুলি। প্রাঃ কপ্র। বি।

কুথা—কোথা, কোন্‌ স্থান। প্রা কপ্র। অ।

কুদরত—মহিমা, গৌরব ; বাহাদুরি, সামর্থ্য, শক্তি। আ। বি। বিণ—**কুদরতী**।

কুদা, কুঁদা—কোঁদা (তাহা দ্রঃ)।

কুদাল—খনন-যন্ত্র বিঃ, কোদালি। উপতৎ ; কু (ভূমি)—দল্‌ + অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

কুদালি—কোদালি। <কুদাল। বি।

কুদিন—বাদলার দিন ; তিথিনক্ষত্রাদির দোষযুক্ত দিন ; দুর্ভাগ্যের দিন। কু (কুৎসিত) দিন, নিত্য। বি ; ক্লী।

কুদৃষ্টি—কুনজর, অপ্রসন্ন চাহনি ; অসৎ অভিপ্রায়পূর্ণ দৃষ্টি। কু (কুৎসিত) দৃষ্টি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

কুদ্দাল—১। মাটিকাটা যন্ত্র বিঃ, কোদাল। বি ; পুং। ২। কোবিদারবৃক্ষ, কাঞ্চন গাছ। কু (ভূমি)—উদ্‌—দল্‌ + অণ্‌ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

কুনকী, কুনকে—যে পোষা হস্তিনীর সাহায্যে বন্য হস্তী ধরা হয়। <কুট্টনী। বি।

কুনকুন—বীণা প্রঃ তারের বাদ্যযন্ত্রের অবিরাম শব্দ ; ছুঁচ ফুটাইবার মত অবিরাম বেদনা। বাংপ্র। অ।

কুনখ—১। কুৎসিত নখরোগ বিঃ, নখকুনি। কু (কুৎসিত) নখ, নিত্য। বি ; পুং। ২। কুৎসিত নখরোগবিশিষ্ট (রোগী) ; কুৎসিতনখযুক্ত। কু (কুৎসিত) নখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

কুনখী (-খিন্‌)—নখরোগযুক্ত, কুৎসিতনখবিশিষ্ট। কুনখ + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-খিনী**।

কুনজর—কুদৃষ্টি, বিরাগভাব ; দুরভিসন্ধিপূর্ণ দৃষ্টি। মিত্য। বাংপ্র। বি।

কুনানি—কামড়ানি, বেদনা অনুভব। কুনা + নি ভাব। বাংপ্র। বি।

কুনামো—কনকন করা, বেদনা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কুনাম (কুনামন্)—দুর্নাম, নিন্দা; খারাপ নাম। কুৎসিত নাম, নিত্য। বি; ক্লী।

কুনামা (কুনামন্)—মন্দ-নামযুক্ত, যাহার নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিলে অমঙ্গল ঘটে এরূপ; অতি কৃপণ। কু (কুৎসিত) নাম যাহার, বহু। বিণ; পুং।

কুনি—নখের ভিতরে প্রবিষ্ট বাঁকা নখ, নখের কোণে প্রদাহ। <কোণ। বি।

কুনিকা, কুনকে—মাপ বিঃ, রেকের এক-চতুর্থাংশ; শস্য মাপিবার বেতের ছোট পাত্র; ছোট কাঠা। <কুকী। বি।

কুনীতি—খারাপ নিয়ম; অসদাচরণ; ভুল চাল, ভ্রান্ত নীতি। কু (মন্দ) নীতি, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুনুই—কফোণি, কনুই। <কফোণি। বি।

কুনো—কোণপ্রিয়, যে গৃহকোণে থাকিতে ভালবাসে এরূপ, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ('— লোক'); সদা সংকুচিত; অন্যের সহিত আলাপে অনিচ্ছুক। কোণ+উয়া স্থিতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কুনোব্যাঙ—যে ব্যাঙ্ ঘরের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে বা থাকিতে ভালবাসে; ঘর-কুনো লোক। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কুন্ত—পক্ষবিশিষ্ট বাণ; প্রাস অস্ত্র; ভল্ল; গবেধুকা, গড়গড়ে ধান। কু—উন্দ্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

কুন্তল—কেশ, চুল; দেশ বিঃ; ধ্রুবক তাল বিঃ। উপতৎ; কুন্ত—লা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কুন্তলপেড়ী—চুল বাঁধিবার জিনিসপত্র রাখিবার ছোট বাক্স। <কুন্তলপেটিকা। প্রা কপ্র। বি।

কুন্তি—১। দেশ বিঃ। বি; পুং। ২। কুন্তী, পাণ্ডবমাতা। কম+অন্তি (নিপা) বি; স্ত্রী।

কুন্তী—পাণ্ডবমাতা। কুন্তি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুন্থন—কোঁথানো; কাতরানো; যন্ত্রণা-প্রকাশ। কুন্থ্+অনট্-ভাব। বি; ক্লী।

কুন্দ—১। কুঁদফুল বা কুঁদফুলের গাছ। কু—উন্দ্+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী, পুং। ২। ভ্রমিযন্ত্র, কুঁদের যন্ত্র; কুবেরের নিধি বিঃ; বর্বপর্বত বিঃ। উপতৎ; কু—দৈ বা দো+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

কুন্দকার—যে কুঁদযন্ত্রে কাজ করে বা তাহা ঘুরায়, turner. উপতৎ; কুন্দ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কুন্দদন্ত—১। কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র দন্ত। কুন্দসদৃশ দন্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র দন্তবিশিষ্ট। কুন্দসদৃশ দন্ত যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -দন্তী, -দন্তা।

কুন্দল—উদ্গম। প্রা কপ্র। বি।

কুন্দায়ল—কুঁদযন্ত্রে নির্মিত। প্রা কপ্র। বিণ।

কুন্দার—কুন্দকার। প্রা কপ্র। বি।

কুন্দিনী—কুন্দসমূহ। কুন্দ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুন্দিল—কুঁদযন্ত্রে নির্মাণ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

কুপ—মুখে পুরিবার মৃদু শব্দ। বাংপ্র। অ।

কুপতি—১। অসৎ প্রভু, খারাপ মনিব। কু (কুৎসিত) পতি, নিত্য। ২। ভূপতি, রাজা। কু-র (ভূমির) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুপথ—মন্দ পথ; নিন্দিত পথ; ভুল পথ। কু (কুৎসিত) পন্থা (পথিন্), কর্মধা। বি; পুং।

কুপথগামী (-গামিন্)—যে কুপথে চলে এমন; অসচ্চরিত্র। উপতৎ; কুপথ—গম্+নিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**। বি, **-গামিতা, -গমন**

কুপথ্য—অহিতকর খাদ্য ইঃ, যাহা ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মিতে বা বাড়িতে পারে এরূপ দ্রব্য। কু (কুৎসিত) পথ্য, নিত্য। বি; ক্লী।

কুপন—মনিঅর্ডার ফরমে সংযুক্ত পত্রাংশ; টিকেট ইঃর ছিন্ন প্রতিরূপ; কোনও লেখনের যে অংশ ছিঁড়িয়া লওয়া হয়। <ফ্রেঞ্চ 'coupon'. বি। **কুপন খেলা**—তাসের একপ্রকার খেলা।

কুপনা—মাছের থালুই। প্রাদে। বি।

কুপরামর্শ—মন্দ কার্য করিবার সলা বা যুক্তি; ক্ষতিকর উপদেশ। কু (মন্দ) পরামর্শ, নিত্য। বি; পুং।

কুপরিবাহী (-হিন্)—(পদার্থবিদ্যা) মন্দ পরিচালক, যাহা দ্বারা বিদ্যুৎ ইঃর পরিচালনা ভাল হয় না। কু পরিবাহী, নিত্য। বিণ।

কুপা, কুপো—১। মদক, তৈলঘৃতাদির পাত্র বিঃ; স্থূলকায়, মোটা শরীর। <কুপক। বি। ২। বক্রহস্ত, নুলো। <কুপাণি। বিণ।

কুপা—কুপিত হওয়া, রাগিয়া যাওয়া। সং <কুপ। কপ্র। ক্রি।

কুপাণি—যাহার হস্ত কুণ্ঠিত এরূপ, বক্রহস্ত, কুপো। কু (কুৎসিত) পাণি যাহার, বহু। বিণ।

কুপাত্র—মন্দ বা অযোগ্য বর; অনুপযুক্ত পাত্র। কু (কুৎসিত) পাত্র, নিত্য। বি; পুং (বাংলায়)। স্ত্রী—**কুপাত্রী**।

কুপানো—কোপানো (তাহা দ্রঃ)।

কুপি—১। ছোট কুপা; কেরোসিনের ল্যাম্প বা ডিবে; বাঁশের চোঙ্গা। <কুপিকা। ২। মুষ্টি বা মুঠ, বাঁট, হাতল। <কুর্পর। প্রা কপ্র। বি। ৩। কুপিত হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

কুপিত—ক্রোধপ্রাপ্ত, ক্রুদ্ধ; দূষিত; প্রবল। কুপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কুপিতা (কুপিতৃ)—মন্দ বা অযোগ্য পিতা, যে পিতা কর্তব্যপরায়ণ নহেন। কু (কুৎসিত) পিতা, নিত্য। বি; পুং।

কুপুত্র, কুপুত্তুর—অবাধ্য পুত্র; অযোগ্য পুত্র; মন্দ ছেলে। নিত্য। বি; পুং।

কুপুরুষ—কুশ্রী লোক। কু (কুৎসিত) পুরুষ, নিত্য। বি; পুং।

কুপেঁচে—কুচক্রী; কুটিল, অসরল। প্রাদে। বিণ।

কুপো—'কুপা' দ্রঃ।

কুপোকাত—১। কুপো উলটাইয়া পড়া; মোটা দেহের পতন; পড়িয়া যাওয়া; পরাজয়; মৃত্যু; গুরুতর ক্ষতি, সর্বনাশ। বি। ২। ভূমিসাৎ; পর্যুদস্ত; পরাজিত; বিপর্যস্ত, উলটানো; মৃত। কুপো+কাত। বাংপ্র। বিণ।

কুপোষ্য—গলগ্রহ; অতি নিকট জ্ঞাতি ও কুটুম্বের অনাথা বিধবা প্রঃ নির্ভরশীল লোক। কু (কুৎসিত) পোষ্য, নিত্য। বি বা বিণ।

কুপ্য—স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন আর সকল প্রকার ধাতু। গুপ্+ক্যপ্ কর্ম (গ-স্থানে নিপা ক)। বি; ক্লী।

কুপ্রবৃত্তি—খারাপ ইচ্ছা বা রুচি। নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুফল—মন্দ ফল, অশুভ পরিণাম। কু (কুৎসিত) ফল, নিত্য। বি; ক্লী।

কুবক্তা (-বক্তৃ)—কুৎসিত বক্তৃতাকারী, অসত্যভাষী, মন্দভাষী; ভাল বক্তৃতা করিতে পারে না এমন। কু (কুৎসিত) বক্তা, নিত্য। বিণ। স্ত্রী—**কুবক্ত্রী**।

কুবচন—কুবাক্য, কটুকথা; মন্দ বাক্য; তিরস্কার। কু (কুৎসিত) বচন, নিত্য। বি; ক্লী।

কুবল—নীলোৎপল; পদ্ম; মুক্তাফল; বদরী-ফল, কুল; দাড়িম্ব। কু—বল্+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

কুবলয়—পদ্ম; নীলপদ্ম; শ্বেতপদ্ম। কু—বল্+অয় কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

কুবলয়াপীড়—কংসের হস্তিরূপী দৈত্য অনুচর। কুবলয় আপীড় (শিরোভূষণ) যাহার, বহু। বি; পুং।

কুবলয়িনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। কুবলয়+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুবাক্য—অসৎ কথা, মন্দ কথা; কটু কথা। কু (কুৎসিত) বাক্য, নিত্য। বি; ক্লী।

কুবাদ—১। কটুকথা; পরনিন্দাকথন। কু (কুৎসিত) বাদ, নিত্য। ২। অসদ্ভাব,

মনোমালিন্য (সুবাদের বিপরীত)। বাংপ্র। বি; পুং।

কুবার—মন্দ দিন; শনি রবি এবং মঙ্গল বার। কু (কুৎসিত) বার, নিত্য। বি; পুং।

কুবাস—দুর্গন্ধ, খারাপ গন্ধ; মন্দ বাসস্থান, মন্দ গৃহ। কু (কুৎসিত) বাস, নিত্য। বি; পুং।

কুবাসনা—মন্দ ইচ্ছা; কু-মতলব। কু (কুৎসিতা) বাসনা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুবিচার—অন্যায় বিচার; পক্ষপাতিত্ব। কু (কুৎসিত) বিচার, নিত্য। বি; পুং।

কুবিধা—অসুবিধা; মন্দগতিক, অন্তরায়, বিঘ্ন। কু (কুৎসিত) বিধা (প্রকার, যোগ্য), নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুবিন্দু—(ভূগোল) পাদনিম্নস্থ নভোবিন্দু, nadir. কুস্থিত বিন্দু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কুবুদ্ধি—১। অসৎ বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি; অসৎ অভিপ্রায়। কু (কুৎসিতা) বুদ্ধি, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। অসৎ-বুদ্ধিসম্পন্ন, দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি। কু (কুৎসিতা) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

কুবৃত্তি—১। মন্দবৃত্তি, নিন্দিত আচরণ; নিন্দিত জীবিকা। কু (কুৎসিতা) বৃত্তি, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। অসদবৃত্তিপরায়ণ, কুকর্মা। কুৎসিতা বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

কুবেণী—১। কুৎসিত-বেণীবিশিষ্টা স্ত্রী। কু (কুৎসিত) বেণী যে স্ত্রীর, বহু। ২। কুৎসিত বেণী। কু (কুৎসিত) বেণী, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুবের—যক্ষরাজ, ধনাধিপ। কু (কুৎসিত) বের (দেহ) যাহার, বহু। বি; পুং।

কুবেরাচল, কুবেরাদ্রি—কৈলাসপর্বত। কুবেরের অচল, অদ্রি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুবোধ—কুবুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি। বহু। বিণ।

কুব্জ—১। উচ্চপৃষ্ঠ, কুঁজো। কু—উব্জ্+অচ্ কর্তৃ (নিপা); অথবা, কু (ঈষৎ) উব্জ (ঋজুত্ব) যাহার, বহু। বিণ। ২। অপামার্গ বৃক্ষ, আপাঙ্ গাছ। বি; পুং।

কুব্জা—১। কংসের পরিচারিকা; কৈকেয়ীর পরিচারিকা, মন্থরা। বি; স্ত্রী। ২। কুব্জযুক্তা রমণী, কুঁজী। কুব্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুব্জিকা—১। অষ্টবর্ষা কন্যা; দেবী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। কুব্জা ('— রমণী')। কুব্জ+ কন্ স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুব্রহ্ম—অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। কর্মধা। বি; পুং।

কুভোজন—মন্দ বস্তু ভক্ষণ, খারাপ জিনিস খাওয়া; খারাপ খাওয়া। কু (কুৎসিত) ভোজন, নিত্য। বি; ক্লী।

কুভোজ্য—কুখাদ্য, অপবিত্র বা অনিষ্টকর আহার্য। কু (কুৎসিত) ভোজ্য, নিত্য। বি; ক্লী।

কুমকুম—আবীরের গোলা (হোলি খেলায়)। <আ 'কুমকুম'। বি।

কুমড়া—ফল বিঃ, কুষ্মাণ্ড। <কুষ্মাণ্ড। বি।

কুমড়া গড়াগড়ি—অনেক লোকের এক সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি।

কুমড়ো—<কুমড়া। বি।

কুমড়ো-বড়ি—চালকুমড়া-মিশানো ডালের বড়ি। বাংপ্র। বি।

কুমতি—১। দুষ্টবুদ্ধি, অসৎ বুদ্ধি; যে বুদ্ধি কুপথে চালিত করে তাহা। কু (কুৎসিতা) মতি, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। দুষ্ট-বুদ্ধিসম্পন্ন, দুর্বুদ্ধি। কু (কুৎসিতা) মতি যাহার, বহু। বিণ।

কুমন্ত্রণা—অসৎ পরামর্শ, দুষ্ট মন্ত্রণা, কু-যুক্তি। কু (কুৎসিতা) মন্ত্রণা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুমন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)—কুপরামর্শদাতা; মন্দ বা অনুপযুক্ত মন্ত্রী। কু (মন্দ) মন্ত্রী, নিত্য। বি; পুং।

কুমাতা (-মাতৃ)—১। স্নেহহীনা জননী; অযোগ্য মাতা। কু (মন্দ) মাতা, নিত্য। ২। জননীরূপা পৃথিবী। কু-ই মাতা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুমার—১। কার্তিকেয়; রাজপুত্র; যুবরাজ; পঞ্চম হইতে দশম বা ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক বালক; পুত্র। কু (কুৎসিত) মার (কন্দর্প) যাহা হইতে, বহু; অথবা, কুমার (ক্রীড়া করা)+ অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। যে মাটির পাত্র ইঃ তৈয়ার করে, কুম্ভকার। <কুম্ভকার। বি। ৩। অবিবাহিত; ব্রহ্মচারী। বাংপ্র। বিণ।

কুমারক—ক্ষুদ্র বালক; বরুণবৃক্ষ। কুমার+ কন্ ক্ষুদ্রার্থে। বি; পুং।

কুমারঘাতী (-ঘাতিন্)—শিশুহত্যাকারী, বালঘাতক। উপতৎ; কুমার—হন্+ণিন্ কর্তৃ (হন্-স্থানে ঘাত)। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

কুমারচার—বালকদের চরিত্রগঠন এবং শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভ্য, 'বয়স্কাউট'। নবগঠিত শব্দ। বি; পুং।

কুমারতন্ত্র—ধাত্রী-বিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কুমারব্রত—চিরকৌমার্য, সারাজীবন অবিবাহিত থাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কুমারভৃত্যা—১। বালচিকিৎসা। ২। প্রসব-সময়ে গর্ভিণীর পরিচর্যা; ধাত্রী-বিদ্যা, midwifery. কুমারের ভৃত্যা (চিকিৎসা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুমারশাল—কুম্ভকারের কর্মশালা। বাংপ্র। বি।

কুমারসম্ভব—মহাকবি কালিদাসকৃত কাব্য বিঃ। কুমারের (কার্তিকেয়ের) সম্ভব যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

কুমারিকা—কুমারী, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; ঘৃতকুমারীবৃক্ষ; নবমল্লিকা; বড় এলাচ; নবমল্লিকাবৃক্ষ; ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ অন্তরীপ বিঃ, Cape Comorin. কুমারী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুমারী—অবিবাহিতা কন্যা; বালিকা; কন্যা; অজাতরজস্কা বালিকা; রাজকন্যা; দ্বাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা; ঘৃতকুমারী-বৃক্ষ; নবমল্লিকা; অপরাজিতা; নদী বিঃ। কুমার+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুমারীব্রত—কুমারীরা যে ব্রত করিয়া থাকে তাহা, অবিবাহিতা বালিকাদের ব্রত [এই ব্রত নানাপ্রকার; যথা—শিবব্রত, পুণ্যিপুকুর, দশ-পুত্তল, অশ্বত্থ-পাতা, পৃথিবী-ব্রত, জয়মঙ্গলবারের ব্রত, যম-পুকুর, সেঁজুতির ব্রত, তুষ-তুষলী প্রঃ]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। (উচ্চারণ-বিকারে 'অকুমারীব্রত')।

কুমির, কুমীর—হিংস্র জলজন্তু বিঃ; কুম্ভীর। <কুম্ভীর। বি।

কুমুড়া—কুমড়া, কুষ্মাণ্ড। প্রা কপ্র। বি।

কুমুদ—১। শ্বেতোৎপল, সুঁদি; রক্তপদ্ম; গান্ধারী-নামক ওষধি। বি; ক্লী। ২। নৈর্ঋত কোণের দিগ্‌হস্তী; কার্তিকমাস। কু—মুদ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কুমুদনাথ, -পতি, -বন্ধু, -বান্ধব—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুমুদাকর—হ্রদ প্রঃ বড় জলাশয়। কুমুদের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুমুদানন্দ—নিশাকর, চন্দ্র। কুমুদের আনন্দ যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

কুমুদিনী—কুমুদসমূহ; কুমুদলতাসমূহ, সুঁদি গাছের ঝাড়; কুমুদপূর্ণ পুষ্করিণী। কুমুদ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুমুদিনীকান্ত,-নাথ,-নায়ক,-পতি, -বল্লভ, -বান্ধব—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুমুদী—সুঁদি, কুমুদ। কপ্র। বি; স্ত্রী।

কুমুদ্বতী—১। কুমুদলতা; কুমুদের ঝাড়; কুমুদ পূর্ণ পুকুর বা নদী; কুশের পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। কুমুদপূর্ণা, প্রচুরকুমুদসম্পন্না। কুমুদ+ড্মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—**কুমুদ্বান্**।

কুমেরু, -কেন্দ্র—পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত, Antarctic pole. কুমেরু, নিত্য ('সুমেরু'র অনুকরণে); (২য় পক্ষে) কুমেরুই কেন্দ্র, কর্মধা। বি; পুং, ক্লী।

কুমেরুবৃত্ত—দক্ষিণমেরুর ২৩½° অক্ষাংশ উত্তরে যে অক্ষরেখা কল্পিত হয় তাহা, Antarctic circle. কুমেরু-সন্নিহিত বৃত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কুমেরুসমুদ্র—দক্ষিণমেরুর চতুর্দিকে অবস্থিত সমুদ্র, Antarctic Ocean. কুমেরু-বেষ্টক সমুদ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কুমোর—কুম্ভকার। <কুম্ভকার। বি।

কুমোরশাল—কুমারশাল। বাংপ্র। বি।

কুম্ভ—কলস; ঘট; হস্তীর মস্তকের অংশ বিঃ

('করিকুম্ভ'); বেশ্যাপতি; (প্রাণায়াম) নিঃশ্বাসরোধক চেষ্টা বিঃ, কুম্ভক; প্রাচীন পরিমাণ বিঃ, ২০ দ্রোণ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ রাশির একাদশ। কু—উন্ভ্‌+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কুম্ভক—(যোগশাস্ত্র) নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরোধক চেষ্টা বিঃ, প্রাণবায়ুর নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া কেবল অন্তরে ধারণ, মুখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া নিঃশ্বাসরোধ, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাসাপুটদ্বয় ধারণ করিয়া প্রাণায়ামাঙ্গ বায়ুস্তম্ভন কার্য (ইহা দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়-সমুদায় প্রশান্ত হয়)। উপতৎ; কুম্ভ—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কুম্ভকর্ণ—(রামায়ণ) রাবণানুজ রাক্ষস বিঃ; (তাহা হইতে) নিদ্রাপ্রিয় ব্যক্তি (ব্যঙ্গে)। কুম্ভের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। বি; পুং।

কুম্ভকার—জাতি বিঃ, কুমার। উপতৎ; কুম্ভ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-কারী**।

কুম্ভঘৃত—(সুশ্রুত) কুম্ভে রক্ষিত একশত বৎসরের পুরাতন ঘৃত। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কুম্ভজ, কুম্ভজন্মা (-জন্মন্)—অগস্ত্য; বশিষ্ঠ; দ্রোণাচার্য। উপতৎ; কুম্ভ—জন্‌+ড কর্তৃ; কুম্ভে জন্ম যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কুম্ভমেলা—কুম্ভযোগ উপলক্ষে নাসিকাদি তীর্থে বিশেষ করিয়া হরিদ্বারে ও প্রয়াগে সাধুসন্ন্যাসীদের সম্মেলন। বাংপ্র। বি।

কুম্ভযোগ—কুম্ভরাশিতে সূর্য ও বৃহস্পতির সমাবেশে পুণ্যযোগ বিঃ। কুম্ভসংঘটিত যোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কুম্ভযোনি—অগস্ত্যমুনি; বশিষ্ঠ ঋষি; দ্রোণাচার্য। কুম্ভ যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কুম্ভশালা—কুম্ভাদি-নির্মাণগৃহ, কুমারের পোয়ান ঘর। কুম্ভের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুম্ভস্নান—কুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে স্নান। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কুম্ভা—বেশ্যা। কু—উন্ভ্‌+অচ্ কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কুম্ভাধিপ—(জ্যোতিষ) শনিগ্রহ। কুম্ভের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুম্ভিকা—ক্ষুদ্র কলসী; ঘটি; শেওলা, জলের পানা; নেত্ররোগ বিঃ; পাটলাবৃক্ষ; দ্রোণপুষ্প। কুম্ভ+কন্ ক্ষুদ্রার্থে, অথবা ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক—চৌর; শ্যালক; যে ব্যক্তি পরের গ্রন্থের ভাব ও অভিপ্রায় অথবা পরকীয় রচনার কোন কোন অংশ লইয়া আপন রচিত গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করে এরূপ ব্যক্তি, plagiarist. কুম্ভ+ইলচ্ আছে অর্থে; কুম্ভিল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কুম্ভী (কুম্ভিন্)—১। হস্তী; কুম্ভীর; কুম্ভকার। বি; পুং। ২। কুম্ভযুক্ত। কুম্ভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কুম্ভিনী**।

কুম্ভী—ক্ষুদ্র কলসী; ঘটী; পাটলাবৃক্ষ; কটফল। কুম্ভ+ঈপ্ ক্ষুদ্রার্থে। বি; স্ত্রী।

কুম্ভীপাক—নরক বিঃ [এই নরকে অতীব উত্তপ্ত তৈলরাশি অনবরত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। যাহারা নিজদেহ বলিষ্ঠ হইবে বলিয়া অপর প্রাণী বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করে, যমদূতগণ সেই পাপীদিগকে ইহাতে ডুবায়]। কুম্ভীতে (তৈলঘটে) পাক যেখানে, বহু। বি; পুং।

কুম্ভীর—হিংস্র জলজন্তু বিঃ, কুমির। উপতৎ; কুম্ভিন্ (হস্তী)—ঈর্‌+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কুম্ভীরমক্ষিকা—কুমরে পোকা (এই পোকা মাটি দিয়া বাসা তৈয়ারি করে)। 'কুমরে মাছি' শব্দের মার্জিত রূপ (কুমরে <কুমার<কুম্ভকার পোকা)। কুম্ভারাকার মক্ষিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুম্ভীরাশ্রু—কপট চোখের জল, মায়াকান্না। ইং crocodile tears-এর অনুবাদ। বি।

কুম্ভীরাসন—আসন বিঃ [এক পায়ের উপরে অন্য পা এবং মাথার উপর দুই হাত রাখিয়া দণ্ডাকৃতিভাবে অবস্থানকে কুম্ভীরাসন বলে]। কুম্ভীরাকার আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কুয়ত—শক্তি, সামর্থ্য, বল। <ফা 'কুবৎ'। বি।

কুয়া, কুয়ো—ক্ষুদ্র গভীর জলাশয় বিঃ, ছোট ইন্দারা। <কূপ। বি।

কুযাত্রা—অশুভযাত্রা; অশুভক্ষণে যাত্রা। নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুয়াশা, কুয়াসা—কুজ্ঝটিকা, কুহেলিকা। হি-মু। <কুহেলিকা। বি।

কুয়িলী—কোকিল। প্রা কপ্র। বি।

কুযুক্তি—কুমন্ত্রণা, মন্দকার্য করিতে পরামর্শ; ক্ষতিকর পরামর্শ। কু যুক্তি, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুযোগ—দুর্যোগ; অশুভমুহূর্ত। কু যোগ, নিত্য। বি; পুং।

কুরংক(ঙ্ক)র, কুরংকু(ঙ্কু)র—সারসপক্ষী। কুর—কৃ+অচ্, কুর কর্তৃ (নিপাতনে ম-আগম)। বি; পুং।

কুরকুটে—যাহার বাড় নাই এমন; বেঁটে। বাংপ্র। বিণ।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গক, কুরঙ্গম—হরিণ, মৃগ। কু—রনগ্‌+অচ্ কর্তৃ; কুরঙ্গ+কন্ স্বার্থে; কুরঙ্গ (পৃথিবীতে রঙ্গ)—মা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কুরঙ্গগঞ্জন—হরিণের চেয়ে সুন্দর। কুরঙ্গের গঞ্জন হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ।

কুরঙ্গনয়না—মৃগনয়না, সুন্দরনেত্রবিশিষ্টা। কুরঙ্গের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার, বহু+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

কুরঙ্গম—কুরঙ্গ, হরিণ। কুরঙ্গ—মা+ড কর্তৃ। বি; পুং।

কুরঙ্গিণী—হরিণী ("কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে"—মাইকেল)। কপ্র। বি; স্ত্রী।

কুরঙ্গী—মৃগী, হরিণী। কুরঙ্গ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কুরচি—১। কুড়চি ফুল বা গাছ। <কুটজ। ২। একপ্রকার বাটা মাছ। প্রাদে। ৩। বংশাবলী। আ-মু। বি।

কুরচিনামা—বংশতালিকা, কুলজীনামা। (আ) কুরচি (<কর্সি)+(ফা) নামা। বি।

কুরট—চামার, মুচী। কু—রট্‌+ক ষঞর্থে কর্ম। বি; পুং।

কুরণ্ড—বৃদ্ধিশীল অণ্ডকোষ, কোরণ্ড, hydrocele. কু—রম্‌+ণ্ড (উনাদি) কর্তৃ। বি; পুং।

কুরনি, কুরুনি—নারিকেলাদি কুরিবার যন্ত্র। কুর+অনি, উনি (বাংলা প্রত্যয়) করণ। বি।

কুরব—১। কুৎসিত শব্দ; দুর্নাম, কলঙ্ক। কু (কুৎসিত) রব, নিত্য। ২। কুরুবক বৃক্ষ; রক্তঝিণ্টী, সিতমন্দার; কুরুরাজ্যের একটি জনপদ। বি; পুং। ৩। মন্দরবযুক্ত, কুৎসিত শব্দবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) রব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

কুরবক—ঝিণ্টীপুষ্প-বৃক্ষ, ঝাঁটিফুলের গাছ; কুরচিফুলের গাছ। কু—রু+অচ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কুরর—ঈগলপক্ষী; চিলজাতীয় পাখি বিঃ, উৎক্রোশ, osprey; মেষ। কু (শব্দ করা)+ক্রন্ কর্তৃ। বি; পুং।

কুররী—মেষী, ভেড়ী; স্ত্রী কুররপক্ষী। কুরর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কুরল—কুরর পক্ষী; অলক, চূর্ণকুন্তল। কুর্‌+কলচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কুরসিনামা—কুরচিনামা (তাহা দ্রঃ)।

কুরা—ভিতর হইতে ধীরে ধীরে কাটিয়া তোলা; ভিতরের সংবাদ বাহির করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কুরীতি—মন্দ প্রথা বা আচার-ব্যবহার; মন্দ বা অন্যায় পদ্ধতি। কু (কুৎসিত) রীতি, নিত্য। বি; স্ত্রী।

কুরু—১। চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ; অগ্নীধ্র রাজার পুত্র। কৃ+কু কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। ২। জম্বুদ্বীপের বর্ষ বিঃ; দেশ বিঃ। কৃ+কু অধি।

৩। ওদন; কণ্টকারিকা। কুর্+কু কর্ম। বি; পুং।

কুরুকুল—কুরুবংশ; কুরুগণ। কুরুর কুল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কুরুক্ষেত্র—১। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। (গৌণার্থে) তুমুল কাণ্ড, ভীষণ ঝগড়া। বাংপ্র। বি।

কুরুক্ষেত্রকাণ্ড, -ব্যাপার—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় হুলুস্থুল কাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুরুক্ষেত্রযোগ, কুরুক্ষেত্রী-যোগ—সূর্যোদয় হইতে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত যদি তিন তিথি তিন নক্ষত্র ও তিন যোগ স্পর্শ হয় তবে তাহা (কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে এইরূপ যোগ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে)। কুরুক্ষেত্রের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ; কুরুক্ষেত্রী যোগ (দুইটি আলাদা পদ)। বি; পুং।

কুরুচি—১। কুৎসিত বিষয়ে স্পৃহা বা আগ্রহ, নীচ বা অনুপযুক্ত মনোভাব বা প্রবৃত্তি। কু (কুৎসিত) রুচি, নিত্য। বি; স্ত্রী। ২। কুৎসিত প্রবৃত্তিসম্পন্ন; নীচ, অশিষ্ট। কু (কুৎসিতা) রুচি যাহার, বহু। বিণ।

কুরুচিপূর্ণ, -সম্পন্ন—মন্দ বা অশ্লীল প্রবৃত্তিযুক্ত; অমার্জিত রুচিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

কুরুচিসম্ভূত—অমার্জিত বা নীচ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে জাত। ৫মীতৎ। বিণ।

কুরুজাঙ্গল—কুরুক্ষেত্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কুরুণ্ড—কুরণ্ড (তাহা দ্রঃ)।

কুরুণ্ডে—কোরণ্ডবিশিষ্ট, যাহার অণ্ডকোষ বড় এমন। বাংপ্র। বিণ।

কুরুনি—'কুরনি' দ্রঃ।

কুরুপাণ্ডব—কৌরব ও পাণ্ডব, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরাদি। বি; পুং।

কুরুবংশ—চন্দ্রবংশের শাখা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-বংশীয়**।

কুরুবক—পীতঝিণ্টীবৃক্ষ; রক্তঝিণ্টীবৃক্ষ। কু—রু+অক (ক্ন্) কর্তৃ (উবঙ্-আগম)। বি; পুং।

কুরুবর্ষ—জম্বুদ্বীপস্থ উত্তরকুরুনামক বর্ষ বিঃ। কুরুনামক বর্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। বিণ, **-বর্ষীয়**।

কুরুবিন্দ—১। পদ্মরাগ-মণি। বি; ক্লী। ২। মুস্তা, মুথা; রত্নাদি পালিশ করিবার কঠিন প্রস্তর বিঃ, corundum. কুরু—বিদ্+শ কর্তৃ। বি; পুং।

কুরুবৃদ্ধ—কুরুবংশীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তি; ভীষ্ম। কুরুমধ্যে বৃদ্ধ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

কুরুরএ—শব্দ করে; কলকল শব্দ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কুরুরাজ—দুর্যোধন। কুরুদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

কুরূপ—১। কুৎসিত রূপ, খারাপ চেহারা। কু (কুৎসিত) রূপ, নিত্য। বি; ক্লী। ২। কদাকারবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) রূপ যাহার, বহু। বিণ।

কুরূপ্য—রঙ্গ, রাং। কু (কুৎসিত) রূপ্য, নিত্য। বি; ক্লী।

কুর্তা—লম্বা জামা বা পিরান; পুলিস প্রঃ বিভাগের কর্মচারীদের একপ্রকার পোশাক। তু। বি।

কুর্তি—ছোট জামা বা পিরান। তু। বি।

কুর্দ(র্দ্দ)ন, কূর্দ(র্দ্দ)ন—ক্রীড়া; লম্ফন; আস্ফালন, কুঁদুনি। কুর্দ্, কূর্দ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কুর্নিশ—সেলাম, অভিবাদন; রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইবার জন্য পশ্চাৎ দিকে সরিতে সরিতে অভিবাদন। <ফা 'কোর্নিশ'। বি।

কূর্পর, কুর্পর—১। জানু; কফোণি, কনুই। বি; পুং। ২। অধীন, অপরের উপরে নির্ভর-শীল। 'কুর্, -কুর্—পৄ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

কুর্বানি—আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মুসলমানদিগের পশুবলিদান। আ। বি।

কুর্মি—পশ্চিমের হিন্দুজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

কুর্সি—কেদারা, চেয়ার; বসিবার নিমিত্ত উচ্চ আসন। আ। বি।

কুল—১। বংশ; গোষ্ঠী; জাতি; উচ্চবংশ; আভিজাত্য; ভবন, গৃহ ('গুরু—', 'পতি—'); স্বজাতীয় বৃন্দ, যূথ, সমূহ; কৌলীন্য; বংশমর্যাদা ('—রক্ষা')। উপতৎ; কু—লা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। বদরীফল, বরই। <'কোলি'। বি। **একুল ওকুল দুকুল যাওয়া**—রাধিকার কুলধর্ম ত্যাগ করা ও শ্রীকৃষ্ণ-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দুই কুলই গিয়াছিল; (তাহা হইতে) সব দিক্ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। **কুল করা**—কুলীনের ঘরে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করা। **কুল ভাঙা**—অকুলীনে কন্যা দিয়া কৌলীন্য নষ্ট করা। **কুল রাখা কি শ্যাম রাখা**—কুলধর্ম রাখিলে রাধাকে শ্যাম বা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িতে হয়, আর শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করিতে হইলে কুলধর্ম ছাড়িতে হয়; রাধিকার মত এইরূপ উভয়-সংকটে পড়া। **কুলে কালি বা কাঁটা বা ছাই দেওয়া**—খারাপ কাজ করিয়া বংশ কলঙ্কিত করা। **কুলে থাকা**—স্বামীর ঘর করা। **কুলের বাতি**—কুলগৌরব; যাহার গুণে বংশ গৌরবান্বিত হয়। **কুলের বাহির হওয়া**—সতীত্ব বিসর্জন দিয়া বাপ মা বা স্বামীর অভিভাবকত্ব অস্বীকার করিয়া অসৎপথে যাওয়া।

কুলক—১। শ্রেষ্ঠ শিল্পী; বল্মীক; সবুজ সাপ। বি; পুং। ২। পলতা; পরস্পর-সম্বন্ধ চারিটির অধিক শ্লোক। কুল+ক। বি; ক্লী।

কুলকণ্টক—বংশের কণ্টকস্বরূপ, যাহা হইতে বংশের গ্লানি জন্মে এরূপ ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

কুলকন্যা, -কামিনী, -নারী, -স্ত্রী—সদ্বংশজাতা স্ত্রী, কুলধর্মে স্থিতা, সতী স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলকর্ম (-কর্মন্) **-কর্ম্ম**—কুলের উপযুক্ত কর্ম; কুলীনের ঘরে পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কুলকলঙ্ক—১। বংশের গ্লানি, বংশের নিন্দা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। বংশের গ্লানিকারক, যাহার দ্বারা বংশের নিন্দা হয় এমন। কুলের কলঙ্ক যাহা হইতে, বহু। বিণ।

কুলকলঙ্কিনী—যে স্ত্রীর চরিত্রদোষে বংশের মান নষ্ট হয় এরূপ, কুলের মর্যাদা নষ্ট করে এমন (নারী)। কুলকলঙ্ক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুলকাঠ—কুলগাছের কাঠ। বাংপ্র। বি।

কুলকাঠের আগুন—কুলগাছের কাঠের আগুন; তীব্র দাহ।

কুলকামিনী—'কুলকন্যা' দ্রঃ।

কুলকাসন্দি, -কাসুন্দি—একরকম কুলের আচার। বাংপ্র। বি।

কুলকুচা, -কুচো—কুলি, পরিষ্কার করিবার জন্য মুখমধ্যে জল লইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন। বাংপ্র। বি।

কুলকুণ্ডলিনী—তন্ত্রশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলা-ধারস্থ সর্পাতুল্য শক্তি বিঃ [যে শক্তি মূলাধার পদ্মগহ্বরে শোভা পায়, এবং যাহা শ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা জগতের জীবনদায়িনী, সেই শক্তিকে 'কুলকুণ্ডলিনী' বলে]। কুলের (অর্থাৎ কুলাচারীদের) উপাস্যা কুণ্ডলিনী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুলকুল—স্রোতের জল প্রঃ বহিয়া যাইবার শব্দ; তরল পদার্থের প্রবাহের শব্দ; মৃদু কলকল শব্দ; অনুকৃত শব্দ। বাংপ্র। অ।

কুলক্রম—বংশের রীতি, বংশের ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলক্রমাগত—কুলনিয়মানুসারে উপস্থিত, বংশপরম্পরায় আগত। কুলের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ; কুলক্রম দ্বারা আগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুলক্রিয়া—কুলকর্ম, কুলীনের ঘরে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন; সতীধর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলক্ষণ—১। মন্দচিহ্ন, অশুভ চিহ্ন। কু

(কুৎসিত) লক্ষণ, নিন্দ্য। বি; স্ত্রী। ২। যাহার লক্ষণ মন্দ এরূপ, মন্দ লক্ষণবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

কুলক্ষণা—যে স্ত্রীর লক্ষণসকল শুভসূচক নয় এরূপ, দুর্লক্ষণযুক্তা, দুর্ভাগা। কু (মন্দ) লক্ষণ যাহার, বহু+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কুলক্ষয়—বংশনাশ, স্ববংশীয়দের ধ্বংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলখাকী—কুলকলঙ্কিনী, যে স্ত্রীর অসচ্চরিত্রতার জন্য পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল নিন্দিত হয় এমন। উপতৎ; কুল—খা+উকা কর্তৃ+ঈ। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

কুলগর্ব(র্ব্ব)—সদ্বংশে জন্মজন্য অহংকার, আভিজাত্য গর্ব। কুলজন্য গর্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কুলগর্বী (-গর্বিন্), **-গর্ব্বা**—নিজের বংশগৌরবে গর্বিত, আভিজাত্য-গর্বে গর্বিত। কুলগর্ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-গর্বিণী**।

কুলগারি—বংশের গৌরব। প্রা কপ্র। বি।

কুলগুরু—বংশের গুরু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলগৌরব—বংশের মর্যাদা, বংশের সম্মান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলগ্ন—অশুভক্ষণ; (জ্যোতিষ) অশুভ গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত সময়। কু (মন্দ) লগ্ন (যোগ), নিত্য। বি; পুং।

কুলঘ্ন—বংশনাশক, কুলক্ষয়কারী। উপতৎ; কুল—হন্+ক, টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্না**, **-ঘ্নী** (মনুষ্য ভিন্ন কর্তা হইলে)।

কুলজা, কুলজি, কুলুঞ্জ, কুলুঞ্জী—জিনিসপত্র রাখিবার জন্য দেওয়ালে ছোট খোপ। বাংপ্র। বি।

কুলচণ্ডী—কুলইচণ্ডী। কুলে (বিপত্তিসমূহে) চণ্ডী, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলচুর—কুলচূর্ণ, কুলের আচার। বাংপ্র। বি।

কুলচ্যুত—নিজবংশ হইতে ভ্রষ্ট, কুলভ্রষ্ট। ৫মীতৎ। বিণ।

কুলজ—সদ্বংশোৎপন্ন, কুলীন। উপতৎ; কুল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কুলজা—১। কুলনারী, ভদ্রস্ত্রীলোক। বি; স্ত্রী। ২। উচ্চবংশে জাতা। কুলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুলজি—বংশের ইতিহাস, বংশ-পরিচয়। <'কুলপঞ্জী'। বাংপ্র। বি।

কুলজিনামা, কুলজীনামা—বংশের পুরুষপরম্পরার নাম, বংশতালিকা। 'কুরচিনামা'র অনুকরণে গঠিত শব্দ। বাংপ্র। বি।

কুলজী—'কুলজি' দ্রঃ।

কুলজ্ঞ—বংশাভিজ্ঞ, বংশের পরিচয়াদি যিনি জানেন এরূপ; ঘটক। উপতৎ; কুল—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

কুলটা—অসতী স্ত্রী, ভ্রষ্টা নারী। কুল—অট্+অচ্, কর্তৃ+স্ত্রী (নিপাতনে)। বি; স্ত্রী।

কুলতত্ত্ব—কুলজ্ঞান, heraldry; বংশের পরিচয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—কুলতত্ত্বজ্ঞ, বংশাভিজ্ঞ। উপতৎ; কুলতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কুলতন্তু—বংশধর, সন্তান, অপত্য। উপতৎ; কুল—তন্+তু কর্তৃ; অথবা, কুলের তন্তু (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলতিথি—(জ্যোতিষ) চতুর্থী অষ্টমী দ্বাদশী ও চতুর্দশী। বি; স্ত্রী।

কুলতিলক—বংশের চূড়ামণি, যাঁহার গুণে ও ক্ষমতায় বংশের গৌরব-বৃদ্ধি হয় এরূপ ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

কুলত্থ—কলাই বিঃ। উপতৎ; কুল—স্থা+ক কর্তৃ (নিপাতনে)। বি; পুং।

কুলত্যাগ—দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া গৃহ হইতে চিরতরে বহির্গমন, ব্যভিচারার্থ নারীর গৃহত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলত্যাগিনী—যে নারী ব্যভিচারার্থ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমন ('— রমণী')। উপতৎ; কুল—ত্যজ্+গিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং, **-ত্যাগী**।

কুলত্যাগী (-ত্যাগিন্)—বংশপরিত্যাগকারী, গৃহনির্গত দুষ্কর্মা। উপতৎ; কুল—ত্যজ্+গিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

কুলদূষক, -দূষণ—কুলাঙ্গার, বংশের কলঙ্কস্বরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দূষিকা**, **-দূষণা**।

কুলদেবতা—বংশানুক্রমে পূজিত দেবতা; ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে মাতৃকা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলদোষ—বংশের দোষ, বংশের গ্লানি বা কলঙ্ক (সাধারণতঃ অসচ্চরিত্রতা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলধর্ম(র্ম্ম)—কুলাচার, স্বজাতীয় ধর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলধারক—বংশধর, পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ; বি; পুং।

কুলনো, কুলানো—পর্যাপ্ত হওয়া; স্থান পাওয়া; উপায় করা; নির্বাহ হওয়া, প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া; অভাব মেটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কুলনক্ষত্র—(জ্যোতিষ) ভরণী রোহিণী পুষ্যা মঘা উত্তরফল্গুনী চিত্রা বিশাখা জ্যেষ্ঠা পূর্বাষাঢ়া শ্রবণা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। বি; স্ত্রী।

কুলনায়ক—বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলনায়িকা—(তন্ত্র) পঞ্চ-ম-কার-যজনে পূজ্যা স্ত্রী [কুলনায়িকা নয় প্রকার; যথা—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা, মালাকারকন্যা]। কুলের (তন্ত্রোক্ত আচারের) নায়িকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলনারী—'কুলকন্যা' দ্রঃ।

কুলনাশ—বংশলোপ, স্ববংশীয় লোকের ধ্বংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলনাশক—বংশনাশককারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

কুলনাশন—কুলধ্বংসকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কুলনাশী (-শিন্)—বংশনাশক। উপতৎ; কুল—নশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিনী**।

কুলপঞ্জী—বংশতালিকা, কুলজিনামা, genealogy. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলপতি—বংশের প্রধান ব্যক্তি; আশ্রমের মধ্যে সর্বপ্রধান মুনি; যিনি অন্নদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া দশ হাজার শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন এরূপ শ্রেষ্ঠ ঋষি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলপর্ব(র্ব্ব)ত—হিমালয় মহেন্দ্র মলয় সহ্য শুক্তিমান্ ঋক্ষ বিন্ধ্য পারিযাত্র—এই অষ্ট কুলাচল। কুল (পৃথিবীস্থ, শ্রেষ্ঠ) পর্বত, কর্মধা। বি; পুং।

কুলপাংশুল—কুলদূষক, কুলমর্যাদানাশকারী, কুলাঙ্গার। কুলে (কুলমধ্যে) পাংশুল, ৭মীতৎ। বি বা বিণ।

কুলপাংশুলা—কুলদূষিকা, অসতী নারী ("কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার"—যদুগোপাল)। কুলপাংশুল+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কুলপাংসন—কুলদূষক, কুলমর্যাদানাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

কুলপাবন—বংশপবিত্রতাকারক, বংশগৌরব। কুলের পাবন (পবিত্রতাকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

কুলপালক—১। বংশের পালক, বংশরক্ষক। বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**। ২। কমলালেবু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কুলপালী, -পালিকা—পতিব্রতা, কুলবধূ, সাধ্বী স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কুলপি—ছাঁচের আকারে জমানো দুগ্ধাদিমিশ্রিত বরফ; বরফ জমাইবার ছাঁচ। < আ 'কুলফী'। বি। **কুলপি বরফ**—কুলপিতে জমানো দুধ-চিনি ইঃ মিশ্রিত বরফ।

কুলপুত্র, -পুত্র—বংশমর্যাদারক্ষক পুত্র;

সদ্বংশজাত ব্যক্তি। কুলজাত বা কুলরক্ষক পুত্র, পুত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কুলপুরুষ—বংশের আদিপুরুষ, পূর্বপুরুষ ; বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। কুল-প্রবর্তক পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কুলপুরোহিত—পুরুষানুক্রমে পৌরোহিত্যকারী, যিনি পূর্বপুরুষগণের সময় হইতে পুরোহিতের কার্য করিতেছেন তিনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলপ্রথা—বংশের নিয়ম, বংশপরম্পরাক্রমে চলিত নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলপ্রদীপ—কুলের প্রদীপস্বরূপ, যে সৎকার্য দ্বারা কুলকে উজ্জ্বল করে এরূপ, বংশমর্যাদারক্ষক। কুলের প্রদীপ, ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি ; পুং, বা বিণ।

কুলবতী—যে স্ত্রী কুলের নিয়মানুসারে চলেন তিনি ; সচ্চরিত্রা স্ত্রী। কুল+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

কুলবধূ, -বালা—গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোক, কুলস্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলবার—মঙ্গলবার ও শুক্রবার। কুলাখ্য বার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কুলবালা—'কুলবধূ' দ্রঃ।

কুলবিদ্যা—বংশপরম্পরায় শিক্ষণীয়া বা অভ্যস্তা বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলবিপ্র—কুলপুরোহিত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলব্রত—বংশপরম্পরায় আচরিত ধর্মানুষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কুলভঙ্গ—কৌলীন্যনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **কুলভঙ্গ করা**—নিজ কুল হইতে নিম্ন কুলে পুত্রকন্যাদির বিবাহ দিয়া কুলমর্যাদায় হীন হওয়া।

কুলভূষণ—বংশের অলংকারস্বরূপ, বংশের গৌরব। ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি ; ক্লী, বা বিণ।

কুলভ্রষ্ট—বংশচ্যুত, যাহার কুলমর্যাদা লোপ পাইয়াছে এরূপ, বংশমর্যাদাশূন্য। ৫মীতৎ। বিণ ; পুং। বি, -ভ্রংশ।

কুলমর্যা(র্য্যা)দা, -মান—কুলের গৌরব, বংশের সম্মান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলমান—বংশগৌরব, আভিজাত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুললক্ষণ—কুলের নবপ্রকার চিহ্ন [আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান—এই কয়টি]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কুললক্ষ্মী—বংশের সৌভাগ্যবিধায়িনী বধূ, কুলস্ত্রী, ভদ্রমহিলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলশীল—বংশ এবং চরিত্র ; উচ্চবংশে জন্ম এবং সাধুস্বভাব। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কুলশীলমান—সদ্বংশে জন্ম সদাচার ও মর্যাদা, বংশ স্বভাবচরিত্র ও মর্যাদা। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

কুলশীলান্বিত—সদ্বংশজাত এবং সচ্চরিত্র। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব ; তদ্দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কুলসম্ভব—সদ্বংশজাত। কুল হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বিণ।

কুলস্ত্রী—কুলবধূ, সতী নারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলা, কুলো—ধান্যাদি শস্য ঝাড়িবার পাত্র বিঃ ; শূর্প ; কুলকুচা। <কুল। বি।

কুলাকুল—১। সৎ এবং অসৎ বংশ। কুল ও অকুল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। ২। (জ্যোতিষ) কুলাকুল-তিথি (দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী ও দশমী) ; কুলাকুল-নক্ষত্র (আর্দ্রা, মূলা, অভিজিৎ ও শতভিষা) ; কুলাকুলবার (বুধবার)। বি ; ক্লী।

কুলাঙ্কুর—বংশধর। কুলের অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ। প্রা কপ্র। বি ; পুং।

কুলাঙ্গার—যাহার চরিত্রদোষে কুলের কলঙ্ক হয় এরূপ ব্যক্তি, কুলকলঙ্ক। কুলের অঙ্গার (অর্থাৎ তৎসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী, বা বিণ।

কুলাচল—কুলপর্বত (তাহা দ্রঃ)। কুল এমন অচল, কর্মধা। বি ; পুং।

কুলাচার—১। কুলধর্ম, কুলের নিয়মানুযায়ী কর্ম ; কুলের প্রচলিত আচরণ। কুলের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। (তন্ত্র) তান্ত্রিক আচার বিঃ (অভিষেকাদি দ্বারা এই আচার পালন করিতে হয়)। বাংপ্র। বি ; পুং।

কুলাচার্য(র্য্য)—১। কুলগুরু, কুলপুরোহিত। কুলের আচার্য, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যে ব্যক্তি কুলের পরিচয় প্রদান করেন তিনি, ঘটক। কুলজ্ঞ আচার্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কুলাচি—ছোট কুলো। বাংপ্র। বি।

কুলাদর্শ—বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্নবিষয়ক শাস্ত্র, heraldry. কুলের আদর্শ (দর্পণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলাদ্রি—কুলপর্বত (তাহা দ্রঃ)। কুল (পৃথিবীস্থ) অদ্রি (পর্বত), কর্মধা। বি ; পুং।

কুলাধম—কুলাঙ্গার, বংশের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কুলে অধম, ৭মীতৎ। বিণ।

কুলানো—'কুলনো' দ্রঃ।

কুলাভিমান—উচ্চবংশে জন্মহেতুক গর্ব, আভিজাত্যের অহংকার। কুলের অভিমান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলায়—নীড়, পক্ষীর বাসা ; বাসস্থান ; স্থানমাত্র। কুল—অয়্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

কুলায়িকা—চিড়িয়াখানা ; পক্ষিশালা। কুলায়+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কুলাল—১। কুম্ভকার, কুমার। কু—লাল্+অচ্ কর্তৃ। ২। কুক্কুভপক্ষী। কুল্+কালন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কুলাল-চক্র—কুম্ভকারচক্র, কুমারের চাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কুলি—১। মুটে, ভারবাহী ; শ্রমিক, মজুর। তুর্কী শব্দ বা মতান্তরে তামিল-মূলক। ২। কুলকুচা। বাংপ্র। ৩। সরু রাস্তা, গলি ; ধানক্ষেতের সরুপথ ; বেগুন বিঃ। <কুল্যা। বি।

কুলিক—১। কুলশ্রেষ্ঠ ; শিল্পিকুলশ্রেষ্ঠ। কুল+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। ২। শাক বিঃ, কুলেখাড়া ; নাগ বিঃ, অষ্টমহানাগের একটি ; (জ্যোতিষ) অশুভ বেলা বা মুহূর্ত ('— বেলা', '— মুহূর্ত')। বি।

কুলিনী—১। সদ্বংশজাতা। কুল+ইন্+ঈপ্। ২। কুলী রমণী ; মেয়ে মজুর। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কুলিন্দ—১। দেশ বিঃ। বি ; পুং। ২। কুলিন্দদেশবাসী, কুলিন্দদেশে বাসকারী। কুলিন্দ+অচ্ নিবাস অর্থে। বিণ।

কুলির, কুলীর—কর্কট, কাঁকড়া ; (জ্যোতিষ) চতুর্থরাশি। কুল্+ইরক্, ঈরক্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কুলিশ—১। ইন্দ্রের বজ্র। উপতৎ ; কুলি (হস্ত)—শী+ড কর্তৃ অথবা কুলিস্ (পর্বত) —শো+ড কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। মৎস্য বিঃ ; অগ্রভাগ ; অস্থিসংহারবৃক্ষ। কু—লিশ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

কুলিশধর—১। ইন্দ্র। বি ; পুং। ২। বজ্রধারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কুলিশপতন, -পাত—বজ্রপতন, বাজ পড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কুলী—শ্রমজীবী, শ্রমিক ; মুটে, ভারবাহী ; ছোট কুলা ; কুলকুচা। তু-মূ বা তামিল-মূ। বি।

কুলী (-লিন্)—সদ্বংশজাত। কুল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-লিনী**।

কুলীন—১। সৎকুলোৎপন্ন ; খ্যাত বংশজাত ; কুলমর্যাদাসম্পন্ন ; নবটি কুললক্ষণযুক্ত ; তন্ত্রোক্ত কুলাচারসম্পন্ন। কুল+ঈন ভবার্থে। ২। ভূমিলগ্ন। কু-তে (পৃথিবীতে) লীন, ৭মীতৎ। বিণ।

কুলীর—'কুলির' দ্রঃ।

কুলীরক—কর্কট ; কর্কটরাশি। কুলীর+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

কুলীশ—বজ্র, ইন্দ্রায়ুধ। কুলী (কুলিন)—ঈশ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

কুলীশপাত—'কুলিশপতন' দ্রঃ।

কুলুইচণ্ডী—চণ্ডীদেবীর এক রূপ। বাংপ্র। বি।

কুলুঞ্জি—'কুলঙ্গি' দ্রঃ।

কুলুজি—কুলজী (তাহা দ্রঃ)।

কুলুপ—১। তালা। < ফা 'কুফ্‌ল্'। ২। খামের উপরকার মোহর; বন্ধন, আটক। বাংপ্র। বি।

কুলুপকাটা, -কাঠী—তালা খুলিবার কাঠি, চাবি; তালা ও চাবি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কুলুপা—কুলুপদ্বারা আবদ্ধ করা, তালাবদ্ধ করা ("কুলুপিল কুলুপ কপাটে"—ভারত প্রা কপ্র। ক্রি।

কুলুপে—কুলুপবদ্ধ হয়, আটক পড়ে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কুলেখাড়া—একপ্রকার শাক, ওষধি বিঃ। < কোকিলাক্ষ। বি।

কুলেশ্বর—শিব; কুলপতি, কুলাধীশ। কুলের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুলো—'কুলা' দ্রঃ।

কুলোজ্জ্বল—কুল-উজ্জ্বলকারী, বংশগৌরব। কুল উজ্জ্বল হয় যদ্দ্বারা, বহুব্রী। প্রা কপ্র। বিণ।

কুলোৎপন্ন, -ভব—সদ্বংশজাত; সদ্রাপ্ত পরিবার হইতে উদ্ভূত। কুল হইতে উৎপন্ন, ৫মীতৎ; কুল হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ।

কুলোপাধি—বংশের উপাধি, বংশের পদবী। কুলের উপাধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুল্য—১। অস্থি; মাংস; পরিমাণ বিঃ, অষ্টদ্রোণ পরিমাণ; শূর্প। কুল্+ক্যপ্ কর্ম, করণ। বি; ক্লী। ২। সৎকুলোৎপন্ন; বংশের হিতকর। কুল+যৎ ভবার্থে বা হিতার্থে। বিণ।

কুল্যা—১। কাটানো ক্ষুদ্র জলাশয়, গড়খাই, ক্ষুদ্র খাত; বৃহৎ গর্ত; নরদমা; ছোট নদী; কুলস্ত্রী; প্রণবার্তাকু। বি; স্ত্রী। ২। সৎকুলজাতা, কুলীনা। কুল্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কুল্লা, কুল্লি, কুল্লী—কুলকুচা। বাংপ্র। বি।

কুল্লুই—কর্কর, কাঁকর। বাংপ্র। বি।

কুল্লে—১। মাত্র, কেবল। বিণ। ২। মোটমাট, সর্বশুদ্ধ; মোটে, শুধু। প্রাদে। ক্রি-বিণ।

কুশ—১। প্রসিদ্ধ তৃণ বিঃ, দর্ভ ('কুশাসন')। বি; পুং বা ক্লী। ২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটি দ্বীপ, কুশদ্বীপ। বি; পুং। ৩। জল (কুশেশয়)। বি; ক্লী। ৪। (রামায়ণ) রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। কু—শী+ড কর্তৃ। বি। পুং।

কুশাই, কুশুই—ইক্ষু বিঃ, একপ্রকার শক্ত আখ। প্রাদে। বি।

কুশঘর—কুশঘাসে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। কুশনির্মিত ঘর, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

কুশণ্ডিকা—বিবাহকালের শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বিঃ, বিবাহদিনের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ; যজ্ঞকার্যের অঙ্গীভূত অগ্নিসংস্কারকার্য। কুশ্ +অণ্ডচ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুশধ্বজ—(রামায়ণ) জনক রাজার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা। কুশ ধ্বজ যাহার, বহু। বি; পুং।

কুশনাভ—রাজর্ষি কুশের পুত্র। কুশ নাভিতে যাহার, বহু+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

কুশপুত্তল, -পুত্তলিকা, -পুত্তলী—কুশনির্মিত মানবদেহ [মৃতব্যক্তির শবদেহ দাহ না করিলে শ্রাদ্ধাদি কার্য হইতে পারে না। মৃতব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ায় যখন শবদেহ পাওয়া না যায়, তখন কুশের দ্বারা মানবমূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহাই দগ্ধ করিতে হয়; এই মূর্তিকেই কুশপুত্তলিকা বা কুশপুত্তলী বলে। এই শ্রাদ্ধ দ্বাদশবর্ষ পরে করিতে হয়]; নকল মূর্তি। কুশনির্মিত পুত্তল, কুশ-নির্মিতা পুত্তলিকা, পুত্তলী, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

কুশপেয়ে—যাহার পা খুব সরু, বিকৃতপদ। বাংপ্র। বিণ।

কুশবটু—কুশময় ব্রাহ্মণ, দর্ভনির্মিত ব্রাহ্মণ। কুশনির্মিত বটু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কুশমুদ্রা—কুশ দ্বারা নির্মিত অঙ্গুরীয়ক (দৈবকর্মে ব্যবহার্য)। কুশনির্মিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুশল—১। কল্যাণ, মঙ্গল; নিরাপদ্ ভাব। কুশ্+কলন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। দক্ষ, নিপুণ। উপতৎ; কুশ—লা+ক কর্তৃ। বিণ।

কুশলতা—নিপুণতা; পারদর্শিতা। কুশল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কুশলপ্রশ্ন—মঙ্গল-জিজ্ঞাসা, 'ভাল-আছ-ত' এই জিজ্ঞাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুশলব—রাম-পুত্রদ্বয়। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

কুশল-সংবাদ, -সমাচার—মঙ্গলবার্তা, ভাল থাকার খবর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুশলী (-লিন্)—কুশলযুক্ত, কল্যাণ-বিশিষ্ট। কুশল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**। বি—**কুশলিতা, কুশল**।

কুশলী—দক্ষ, কুশল। বাংপ্র। বিণ।

কুশস্তম্ব—কুশগুচ্ছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুশস্থল, -স্থলী—কান্যকুব্জদেশ, কনোজ-দেশ। কুশাবৃত স্থল, কুশাবৃতা স্থলী, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

কুশহস্ত—হস্তে কুশধারণকারী; পরিহিত-কুশাঙ্গুরীয়। কুশ হস্তে যাহার, বহু। বিণ।

কুশা—রজ্জু; লাঁগাম; সামবেদীয়গণের স্তোত্রগানের নিমিত্ত উড়ুম্বরশঙ্কু। কুশ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুশাগ্র—কুশের অগ্রভাগ। কুশের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কুশাগ্রধী, -বুদ্ধি—১। যাহার বুদ্ধি কুশের অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ এরূপ, অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি। কুশাগ্রের ন্যায় ধী, বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। কুশাগ্রতুল্য সূক্ষ্ম বুদ্ধি। কুশাগ্রতুল্যা ধী, বুদ্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুশাগ্রিয়, কুশাগ্রীয়—কুশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, অতিতীক্ষ্ণ ('—বুদ্ধি')। কুশাগ্র+ইয়, ঈয় সাদৃশ্যার্থে। বিণ।

কুশাঙ্কুর—তীক্ষ্ণমুখ নবজাত কুশ। কুশের অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কুশাঙ্গুরীয়—কুশের আংটি (পূজা, তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রঃ কার্যে ব্যবহৃত)। কুশনির্মিত অঙ্গুরীয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কুশাবতী—কুশ রাজার রাজধানী। কুশ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (নিপা অকার দীর্ঘ)। বি; স্ত্রী।

কুশাবর্ত(র্ত্ত)—তীর্থ বিঃ, গঙ্গাবতারতীর্থ। কুশের আবর্ত যেখানে, বহু। বি; পুং।

কুশাসন—১। কুশনির্মিত বসিবার আসন। কুশের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মন্দশাসন, অব্যবস্থা বা অত্যাচারমূলক শাসন। কু (কুৎসিত) শাসন, নিত্য। বি; ক্লী

কুশাস্তরণ—১। কুশের আচ্ছাদন। কুশের আস্তরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কুশাচ্ছাদিত স্থান। কুশ আস্তরণ যাহার, বহু। বি; ক্লী।

কুশি—১। কোষা হইতে জল তুলিবার পাত্র; চামচের মত ছোট কোষা। < কোর্ধা। ২। 'কুসি' দ্রঃ। বি।

কুশী—১। রজ্জু, লাগাম; লৌহনির্মিত লাঙ্গলের ফাল। কুশ+ঈপ্ বিকারার্থে। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্রকোষা; কচিফল। বাংপ্র। বি।

কুশীদ—কুসীদ, সুদ। কুশ্+ঈদ কর্ম। [বি; ক্লী।

কুশীল—১। দুঃশীল, দুরাচার। কু (মন্দ) শীল যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্ট ব্যবহার, মন্দ আচরণ; অসৎ প্রকৃতি। কু (কুৎসিত) শীল, কর্মধা। বি; ক্লী।

কুশীলব—১। নট, অভিনেতা; কারণ; নাটকের পাত্রপাত্রী; ভরতমুনি। উপতৎ; কুশীল—বা+ক কর্তৃ। ২। রামের দুই পুত্র। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব (নিপা ঈ-আগম)। বি; পুং।

কুশোদক—দানার্থ জল। কুশস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কূটমুদ্রা—মেকী টাকা, জাল টাকা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটযন্ত্র—পক্ষী প্রঃ ধরিবার ফাঁদ। কূটকৃত যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটযুদ্ধ—ছলনাপূর্ণ সংগ্রাম, অন্যায় সমর। কূট যুদ্ধ, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—কপটতা করিয়া যুদ্ধকারী, ছলনার আশ্রয়ে যুদ্ধকারী ; রীতিমত কৌশলী যোদ্ধা। কর্মধা। বিণ। স্ত্রী. **-যোদ্ধ্রী**।

কূটলেখ, -লেখ্য—জালকরা দলিল ইঃ। কর্মধা। বি ; পুং, ক্লী।

কূটসংক্রান্তি—যে সংক্রান্তিতে অর্ধরাত্রের পর অন্য মাসের সঞ্চার হয় তাহা। কূটাখ্যা সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূটসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—মিথ্যাসাক্ষী, জালসাক্ষী। কর্মধা। বি ; পুং। স্ত্রী. **-সাক্ষিণী**।

কূটস্থ—১। সর্বকালে সর্ব অবস্থায় একরূপ, অপরিবর্তনীয় (যেমন—আকাশ, আত্মা, পরমেশ্বর) ; গূঢ় ; উদাসীন ; নির্বিকার ; শৈলশিখরস্থ ; (সাংখ্য) পরিণামরহিত। বিণ। ২। পরমাত্মা, পরমেশ্বর ; জীব। কূটভাবে (অয়োঘনবৎ) স্থিতি করেন যিনি, উপতৎ ; কূট—স্থা+ক কর্তৃ। বি।

কূটাগার—প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ, চন্দ্রশালা, চিলে-ঘর ; মায়াগৃহ ; নারীদিগের ক্রীড়াগৃহ ; দুর্গপ্রাকারে স্থিত প্রহরাগৃহ, watch-tower. কূট যে আগার, কর্মধা। বি ; ক্লী।

কূটাভাস—অসম্ভব বা বিরুদ্ধ মনে হইলেও সত্য বিষয়ের উপস্থাপন, paradox. কূটের আভাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কূটায়ুধ—কূট অস্ত্র ; কাষ্ঠাদির আবরণ-মধ্যে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণ অস্ত্র, গুপ্তি। কূট আয়ুধ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

কূটার্থ—জটিলার্থ, যে অর্থ সহজে নির্ণীত হয় না তাহা ; বিপরীত অর্থ ; গুপ্ত অর্থ। কূট অর্থ, কর্মধা। বি ; পুং।

কূটী—গৃহ, কুঠী। কূট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কূটীবাসী (-সিন্)—গৃহস্থ, গৃহবাসী। উপতৎ ; কূটী—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-বাসিনী**।

কূড়—গুচ্ছীকৃত দ্রব্যাদির প্রান্ত বা সীমা রাশি, সমূহ ('আস্তা—')। <'কূল' বা 'কূট'। বি।

কূণি—নখরোগী, রোগবশতঃ যাহার নখ ও হস্ত সংকুচিত হইয়াছে এমন। কূণ্+ইন্ কর্তৃ। বিণ।

কূণিকা—শস্যাদির পরিমাণ বিঃ, কুনকে। কূণ্+ইন্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কূণিত—সংকুচিত ; খর্বীভূত। কূণ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কূতঘর—নৌকাদির মাশুল আদায় করিবার স্থান। কূতের (আনুমানিক পরিমাপ ইঃর) ঘর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কূপ—কুয়া ; ছিদ্র, গর্ত ; রোমকূপ। কু (ঈষৎ) অপ্ (জল) যাহাতে, বহু (নিপা)+অচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং।

কূপক—নৌকা প্রঃর মাস্তুল, গুণবৃক্ষ ; চর্মনির্মিত তৈলাধার বিঃ, কুপো ; কুকুন্দর ; কুয়া ; চৌবাচ্চা ; চিতা। কূপ+কন্ সংজ্ঞার্থে, স্বার্থে। বি ; পুং।

কূপজ—রোমকূপ ; ভেক, ব্যাঙ। উপতৎ ; কূপ—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

কূপদণ্ড—মাস্তুল, গুণবৃক্ষ। কূপই যে দণ্ড, কর্মধা। বি ; পুং।

কূপদর্দুর(র্দ্দুর), -মণ্ডূক—কুয়ার ব্যাঙ ; সংকীর্ণচিত্ত বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, কুনো। [কূপের ভেক যেরূপ কূপে বদ্ধ থাকিয়া অন্য জলাশয়ের বৃত্তান্ত কিছুই জানে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি কখনও গৃহ হইতে বহির্গত হয় না এবং অন্য কোন স্থানের কোন বৃত্তান্ত জানে না, তাহাকে 'কূপমণ্ডূক' বলে]। বি ; পুং। স্ত্রী. **-দর্দুরী, -মণ্ডূকী**।

কূপাঙ্ক, কূপাঙ্গ—রোমাঞ্চ। কূপাকার অঙ্ক, অঙ্গ যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

কূপার—সমুদ্র। উপতৎ ; কু (পৃথিবী)—পৄ (পূর্ণ করা)+অণ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

কূপিকা, কূপী—নদীমধ্যস্থ পর্বত বা বৃক্ষ ; চর্মময় তৈলপাত্র, কুপো ; বোতল, শিশি ; গর্ত। কূপ্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্=কূপী, তদুত্তরে কন্ স্বার্থে+আপ্=কূপিকা। বি ; স্ত্রী।

কূপীধাবক—যে বোতল ধোয়, bottle-washer ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কূপোকাত—ভূমিসাৎ ; সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। বাংপ্র। বিণ।

কূপোদক—কুয়ার জল। কূপের উদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কূয়া—কূপ, ইন্দারা। <কূপ। বি।

কূর্চ(র্চ্চ)—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল ; ভ্রূমধ্যস্থ রোমরাজি ; শ্মশ্রু দাড়ি ; কর্কশ লোম ; অজিন ; হস্তমূল, কবজি (করকূর্চাস্থি) ; তন্ত্রোক্ত বীজ বিঃ ; ছল ; দম্ভ ; তুলি ; কুঁচি ; তৃণগুচ্ছ, কুশমুষ্টি ; আসন বিঃ ; ময়ূরপুচ্ছ। কূর্+চট্ কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

কূর্চি(র্চ্চি)কা—তুলি ; বুরুশ ; পেনসিল ; কুঞ্চিকা, কুঁচি ; সূচ ; শলাকা ; কুট্মল, কুঁড়ি ; ঘোল বা দধির সহিত দুধ পাক করিলে যে মালাই হয় তাহা ; তৃণগুচ্ছ। কূর্চ (রোমসমূহ)+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কূর্দ(র্দ্দ)ন—কোঁদা ('কুর্দন' দ্রঃ)। বি ; ক্লী।

কূর্পর—কনুই ; কুপ+আরন্ করণে (নিপা)। বি ; পুং।

কূর্ব(র্ব্ব)—'কূর্প' দ্রঃ।

কূর্ম(র্ম্ম)—কচ্ছপ ; ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বিঃ ; পুরাণ বিঃ। কু (কুৎসিত) বা কুতে (পৃথিবীতে) ঊর্মি (বেগ) যাহার, বহু (সমাসান্ত অচ্)। বি ; পুং।

কূর্ম(র্ম্ম)কায়—১। কচ্ছপের ন্যায় দেহবিশিষ্ট। বিণ। ২। বিষ্ণু। কূর্ম সদৃশ কায় যাহার, বহু। বি ; পুং।

কূর্ম(র্ম্ম)চক্র—তন্ত্রোক্তজপাদি কর্মের উপযোগী কূর্মাকার-চক্র বিঃ ; কৃষিকর্মোক্ত কচ্ছপাকার চক্র বিঃ। কূর্মাকার চক্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

কূর্ম(র্ম্ম)পুরাণ—অষ্টাদশপুরাণের অন্যতম। কূর্মবিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

কূর্ম(র্ম্ম)পৃষ্ঠ—১। কচ্ছপের পৃষ্ঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। কচ্ছপের ন্যায় পৃষ্ঠবিশিষ্ট, কাছিমপিঠা। কূর্মসদৃশ পৃষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

কূর্ম(র্ম্ম)মুদ্রা—কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকার-সম্পন্ন অঙ্গুলিবিন্যাস বিঃ। কূর্মাকৃতি মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কূর্মা(র্ম্মা)কার, কূর্মা(র্ম্মা)কৃতি—১। কচ্ছপের দেহ। কূর্মের আকার, আকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী। ২। কূর্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কূর্মের আকারের ন্যায় আকার যাহার, আকৃতির ন্যায় আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

কূর্মা(র্ম্মা)ঙ্গন্যায়—ন্যায় বিঃ [কচ্ছপ যেরূপ আপন ইচ্ছামত আপন অঙ্গ সকল প্রসারিত এবং সংকুচিত করে, সেইরূপ কোন যুক্তির অবতারণা ও তাহার প্রত্যাহার করিলে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে]। কূর্মের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

কূর্মী(র্ম্মী)—১। কচ্ছপী। কূর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

কূল—তট, তীর ; তড়াগ, পুকুর ; স্তূপ, রাশি ; সেনাদলের পৃষ্ঠভাগ ; সমীপস্থান ; আশ্রয়। কূল্+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। **কূল করা**—গতি করা।

কূলকিনারা—সমাধান, নিষ্পত্তি, প্রতিকার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কূলংক(ঙ্ক)ষ—১। যাহা তীর প্লাবিত করে বা ভাঙ্গে এমন। বিণ। ২। কূল ভাঙ্গে বা প্লাবিত করে এমন নদনদী। কূল—কষ্+খ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী. **-ষা**।

কূলপ্লাবন—তীরভূমি ডুবাইয়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কূলপ্লাবী (-প্লাবিন্)—তীরপ্লাবনকারী, যাহা তীরভূমি ডুবাইয়া দেয় এরূপ। উপতৎ; কূল—প্লু+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-প্লাবিনী**।

কূলবতী—নদী। কূল+মতুপ্ আছে অর্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কূলভূ—তীরভূমি, নদী ইঃর তটপ্রদেশ। কূলস্থ ভূ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃকর—শরীরস্থ পঞ্চপ্রকার বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ; শিব; পাখি বিঃ; চবাক; করবীর-বৃক্ষ। উপতৎ; কৃ (কৃ এইশব্দ)—কৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কৃকলাশ, -লাস—যে সকল সরীসৃপ গ্রীবা কাঁপায়, কাঁকলাস, গিরগিটি; পক্ষী বিঃ। উপতৎ; কৃক (গলদেশ)—লশ, লস্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কৃচ্ছ্র—১। কষ্ট, শারীরিক ক্লেশ; আপদ্; দুঃখ; পাপ; ব্রত বিঃ; মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। কৃত্+রক্ কর্তৃ (নিপা)। বি; স্ত্রী। ২। কষ্টদায়ক; কষ্টসাধ্য; দুষ্ট; পাপিষ্ঠ। কৃচ্ছ্র+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। বি—**কৃচ্ছ্রতা**।

কৃচ্ছ্রব্রত—যে ব্রত এহ কষ্টে সাধিত হয়, কষ্টসাধ্য ব্রত বা কর্ম। কৃচ্ছ্র যে ব্রত, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃচ্ছ্রসাধন—শরীরকে ক্লেশ দিয়া সাধন। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃচ্ছ্রসাধ্য—ক্লেশসম্পাদ্য, কষ্টসাধ্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র—অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্রত বিঃ। কৃচ্ছ্র হইতে অতিকৃচ্ছ্র, ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃৎ—(ব্যাকরণ) ধাতুর পরে বিহিত প্রত্যয়, ক্ত ক্তি ঘঞ্ ইত্যাদি প্রত্যয়। কৃ+ক্বিপ্ কর্ম। বি; পুং।

কৃত—১। সাধিত, সম্পাদিত; নির্মিত; রচিত; শোধিত; লব্ধ; অভ্যস্ত, শিক্ষিত; বিহিত; পূর্ণ, সফল (কৃতকার্য); গৃহীত; (কৃতদার); উপযুক্ত। বিণ। ২। পূর্বে কৃত উপকার (কৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন)। কৃ+ক্ত কর্ম। বি; স্ত্রী।

কৃতক—১। কৃত্রিম ('—কোপ', '—কলহ'); কল্পিত; দত্তক ('—পুত্র')। বিণ। স্ত্রী—**কৃতিকা**। ২। কৃত্রিমলবণ; বিটলবণ। কৃত+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

কৃতকপুত্র, -পুত্র—দত্তক, পোষ্যপুত্র; ধর্ম-ছেলে। কৃতক পুত্র, পুত্র, কর্মধা। বি; পুং।

কৃতকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম**—বিহিত কার্য, অনুষ্ঠিত কার্য। কৃত কর্ম, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃতকর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা**—কৃতকার্য, সফলকাম; কার্যদক্ষ, কর্মিতকর্মা; যে নিজ হাতে কাজ করিয়াছে এরূপ ('—ব্যক্তি')। কৃত হইয়াছে কর্ম যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতকাম—পূর্ণমনোরথ, চরিতার্থ। কৃত কাম যাহার, বহু। বিণ।

কৃতকার্য(র্য্য)—সফলকাম, চরিতার্থ; কৃতকর্মা। কৃত কার্য যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতকার্য(র্য্য)তা—সাফল্য, চরিতার্থতা। কৃতকার্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৃতকীর্তি(র্ত্তি)—কৃতার্থ। কৃত কীর্তি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতকৃত্য, কৃতক্রিয়—কৃতকার্য; চরিতার্থ, সফলকাম; বিদ্বান্। কৃত কৃত্য, ক্রিয়া যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতঘ্ন—নিমকহারাম, কেহ উপকার করিলে যে তাহার ক্ষতি করে এরূপ; উপকারীর ক্ষতিকারক। উপতৎ; কৃত (উপকার)—হন্+ক কর্তৃ। বিণ।

কৃতঘ্নতা—অকৃতজ্ঞতা, উপকারকের ক্ষতি করা, নিমকহারামি। কৃতঘ্ন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৃতজন্মা (-ন্মন্)—জনিত, উৎপাদিত; রোপিত। কৃত জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পুং।

কৃতজ্ঞ—কেহ উপকার করিলে যে তাহা মনে রাখে বা স্বীকার করে এবং উপকারীর প্রত্যুপকারের চেষ্টা করে এরূপ ('—ব্যক্তি')। উপতৎ; কৃত—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

কৃতজ্ঞচিত্ত, -হৃদয়—১। কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ মন। কৃতজ্ঞ চিত্ত, হৃদয়, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরা এরূপ। কৃতজ্ঞ চিত্ত, হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

কৃতজ্ঞতা—উপকার স্মরণ বা স্বীকার করা, উপকারীর হিতচিন্তা বা অনিষ্ট-নিবারণের চেষ্টা করা। কৃতজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৃতজ্ঞতাভাজন—কৃতজ্ঞতার পাত্র, যাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় এরূপ ('—ব্যক্তি')। কৃতজ্ঞতার ভাজন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী (অজহল্লিঙ্গ)।

কৃতজ্বর—শিব ("জয় শিব মনোহর, সতী সদীশ্বর, গিরিশশংকর কৃতজ্বর।"—ভারত)। কৃত জ্বর যৎকর্তৃক, বহু। বি; পুং।

কৃততীর্থ—যিনি তীর্থদর্শন করিয়াছেন এরূপ; যে পুষ্করিণী প্রঃর ঘাট প্রস্তুত করিয়াছে এরূপ; যে গুরু বরণ করিয়াছে এরূপ। কৃত তীর্থ যৎকর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ।

কৃতদার—বিবাহিত। কৃত দার যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতদাস—বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ ভৃত্য, নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দাসত্বকারী ব্যক্তি। কর্মধা। বি; পুং।

কৃতধী—স্থিরচিত্ত; বিজ্ঞ; বুদ্ধিমান্; মার্জিত-বুদ্ধি; শাস্ত্রাভ্যাসে মার্জিতরুচি। কৃতা ধী যাহার, বহু। বিণ।

কৃতনিশ্চয়—স্থিরসংকল্প; যে কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছে এরূপ; নিঃসংশয়। কৃত নিশ্চয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতপূর্ব(র্ব্ব)—যাহা পূর্বে করা হইয়াছে এরূপ, পূর্বানুষ্ঠিত। পূর্বে কৃত, সুপ্। বিণ।

কৃতপৌরুষ—যে সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছে এরূপ। কৃত পৌরুষ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতবর্মা (-বর্মন্), **-বর্ম্মা**—১। যাদব বিঃ। কৃত বর্ম (কবচ) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। বর্ম-পরিহিত। কৃত (ধৃত, পরিহিত) বর্ম (বর্মন্ শব্দ) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতবিদ্য—বিদ্বান্, পণ্ডিত, সুশিক্ষিত। কৃতা (অধিগতা) বিদ্যা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতবিদ্যতা—পাণ্ডিত্য; সুশিক্ষা; সংস্কৃতি। কৃতবিদ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৃতবীর্য(র্য্য)—১। কার্তবীর্যের পিতা। বি; পুং। ২। বীরত্ব-প্রদর্শনকারী; বীর্যান্বিত। কৃত বীর্য যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতবেদী (-বেদিন্)—উপকারকের প্রত্যুপকারক, কৃতজ্ঞ। উপতৎ; কৃত—বিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

কৃতবেশ—যে পোশাক পরিধান করিয়াছে এরূপ। কৃত বেশ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতব্রত—যে ব্রতের সার্থক উদ্‌যাপন করিয়াছে এরূপ। কৃত হইয়াছে ব্রত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতমতি—কৃতনিশ্চয়, যে মন ঠিক করিয়াছে এমন। কৃতা মতি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতমুখ—কৃতকর্মা; বিজ্ঞ। কৃত মুখ (প্রধান কর্ম) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতযুগ—সত্যযুগ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃতলক্ষণ—গুণবান্; লব্ধপ্রতিষ্ঠ; চিহ্নিত, দাগানো। কৃত লক্ষণ (নাম) যাহার, বহু। বিণ।

কৃতশিল্প—শিল্পী, কারিগর। কৃত শিল্প যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতশ্রম—পরিশ্রমী; অতিশয় উৎসাহী বা উদ্যমশীল; যে পরিশ্রম করিয়াছে এমন। কৃত শ্রম যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতসংক(ঙ্ক)ল্প—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; স্থিরনিশ্চয়, যে কোন বিষয়ে মন স্থির করিয়াছে এরূপ। কৃত হইয়াছে সংকল্প যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতসংকেত—যে কোন সংকেত বা ইশারা করিয়াছে এমন। কৃত সংকেত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতসাপত্নিকা—যে স্ত্রীর স্বামী পুনর্বার বিবাহ করিয়াছে এমন। কৃত সাপত্ন যাহার, বহু (সমাসে ক-আগম)+ক সমাসান্ত+আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

কৃতহস্ত—শরনিক্ষেপণে সুনিপুণ ; ক্ষিপ্রহস্ত ; কার্যদক্ষ। কৃত হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

কৃতাকৃত—১। কিয়দংশে কৃত অবশিষ্ট অংশে অকৃত ; আরব্ধ কিন্তু অপরিসমাপ্ত ; আধাআধি করা। আদিতে কৃত পশ্চাৎ অকৃত, কর্মধা। বিণ। ২। কার্যকারণ। কৃত (কার্য) এবং অকৃত (কারণ), এই উভয়ের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কৃতাঙ্ক—চিহ্নিত, চিহ্নিত ; যাহা দোষযুক্ত করা হইয়াছে এমন, কলঙ্কিত, stigmatized. কৃত অঙ্ক যাহাতে, বহু। বিণ।

কৃতাঞ্জলি—১। বদ্ধাঞ্জলি, যে হাত জোড় করিয়াছে এমন। কৃত অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। যুক্তহস্ত, জোড়হাত। কৃত অঞ্জলি, কর্মধা। বি ; পুং।

কৃতাঞ্জলিপুট—১। কৃতাঞ্জলি, যে হাত জোড় করিয়াছে। কৃত অঞ্জলিপুট যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। যুক্ত করপুট, বদ্ধ অঞ্জলি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কৃতাঞ্জলিপুটে—হাতজোড় করিয়া। কৃত অঞ্জলিপুট যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

কৃতাত্মা (-ত্মন্)—মার্জিতবুদ্ধি ; শুদ্ধচিত্ত ; জিতেন্দ্রিয়। কৃত আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু। বিণ।

কৃতাধিষ্ঠান—যাহার আবির্ভাব হইয়াছে এরূপ ; অধিষ্ঠিত, আরূঢ়। কৃত অধিষ্ঠান যৎকর্তৃক বা যাহাতে, বহু। বিণ।

কৃতান্ত—যম ; দৈব ; পাপ ; শনি। কৃত অন্ত যৎকর্তৃক, বহু। বি ; পুং।

কৃতান্তক—যম। কৃতের অন্তক, ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৃতান্ন—পক্ব অন্ন, রান্না ভাত ; লুচি লাড়ু প্রঃ খাদ্য। কৃত অন্ন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

কৃতাপকার—১। অপকারী। কৃত অপকার যৎকর্তৃক, বহু। ২। অপকৃত। কৃত অপকার যাহার, বহু। বিণ।

কৃতাপরাধ—অপরাধী, দোষী। কৃত অপরাধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতাভিষেক—(রাজ্যাদিতে) অভিষিক্ত, যাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ। কৃত অভিষেক যাহার, বহু। বিণ।

কৃতাভ্যাস—শিক্ষিত, trained ; পরিপক্ব। কৃত হইয়াছে অভ্যাস যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতার্থ—চরিতার্থ, সফলমনোরথ ; কৃতকার্য। কৃত অর্থ যৎকর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ।

কৃতার্থম্মন্য—যে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে এরূপ। উপতৎ ; কৃতার্থ—মন্+খশ্ কর্তৃ। বিণ।

কৃতাস্ত্র—যে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে এরূপ, অস্ত্রবিশারদ, অস্ত্রব্যবহারে নিপুণ। কৃত অস্ত্র যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতাহ্নিক—যে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছে এরূপ। কৃত আহ্নিক যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতাহ্বান—যাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা হইয়াছে এরূপ, challenged. কৃত আহ্বান যাহাকে, বহু। বিণ।

কৃতি—১। করণ ; নির্মাণ ; সৃষ্টি ; রচনা। কৃ+ক্তি ভাব। ২। বিংশত্যক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ ; কার্য ; নির্মিত বস্তু ; মায়া ; ছল। কৃ+ক্তি কর্ম। ৩। যত্ন, চেষ্টা। কৃ+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

কৃতিত্ব—দক্ষতা, নিপুণতা ; সামর্থ্য ; উপযুক্ততা ; পাণ্ডিত্য ; বাহাদুরি। কৃতিন্+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

কৃতিসাধ্য—চেষ্টাযত্ন দ্বারা করা যায় এমন, পুরুষকার দ্বারা সম্পাদ্য। কৃতিদ্বারা সাধ্য, ৩য়াতৎ। বিণ। বি, **-সাধ্যতা**।

কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান—এই কাজ আমি করিতে পারিব এইরূপ বোধ। কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান, ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

কৃতী (কৃতিন্)—সমর্থ ; শক্তিশালী ; নিপুণ ; ভাগ্যবান্ ; কৃতার্থ ; কর্মক্ষম ; পণ্ডিত ; যে বড় কাজ করিয়াছে এমন ; যে জীবনে সাফল্যলাভ করিয়াছে এমন। কৃত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৃতিনী**।

কৃতোদক—যে স্নান তর্পণাদি করিয়াছে এরূপ। কৃত উদক যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতোদ্বাহ—বিবাহিত, পরিণীত। কৃত উদ্বাহ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতোপকার—১। উপকারী। কৃত হইয়াছে উপকার যৎকর্তৃক, বহু। ২। উপকৃত। কৃত উপকার যাহার, বহু। বিণ।

কৃত্ত—ছিন্ন, কর্তিত ; বিভক্ত ; বেষ্টিত। কৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কৃত্তি—মৃগাদিচর্ম ; ব্যাঘ্রচর্ম ; ত্বক্ ; ভূর্জপত্র ; কৃত্তিকানক্ষত্র। কৃত্+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

কৃত্তিক—(শারীরবিদ্যা) উপরিস্থ চর্ম, বহিশ্চর্ম, cuticle. <কৃত্তি। বি।

কৃত্তিকা—অশ্বিনী প্রঃ সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের তৃতীয়টি ; কার্তিকেয়ের ছয়জন ধাত্রীর একজন, কার্তিকপালিকা। কৃত্+ক্তি কর্ম+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃত্তিকানন্দন, -সুত—কার্তিকেয়। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

কৃত্তিবাস—মহাদেব, শিব ; বাংলা রামায়ণকার। কৃত্তি—বস্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

কৃত্তিবাসাঃ (-বাসস্), **-বাসা**—মহাদেব, শিব। কৃত্তি (মৃগাদি-চর্ম) বাসঃ (পরিধেয়) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

কৃত্তিবাসী—কৃত্তিবাসসম্বন্ধীয় ; কৃত্তিবাসবিরচিত ('— রামায়ণ')। কৃত্তিবাস+ঈ রচিতার্থে (বাংলা প্রত্যয়)। বিণ।

কৃত্য—১। কর্ম, ক্রিয়া, কার্য। বি ; ক্লী। ২। কর্তব্য, করণীয়। কৃ+ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ৩। (ব্যাকরণ) তব্য অনীয় ণ্যৎ যৎ ক্যপ্ কেলিম এই কয়টি প্রত্যয়। বি ; পুং।

কৃত্যক—(সরকারী) কার্য, চাকরি, service. কৃত্য+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

কৃত্যক-বহি—কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকরির বিবরণ-সম্বলিত পুস্তক, service book. ষষ্ঠীতৎ। বি।

কৃত্যক-সূচী—চাকরির ক্রমিক সংখ্যা, service roll. ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

কৃত্যবিৎ (-বিদ্)—কার্যাভিজ্ঞ, কর্মপটু। উপতৎ ; কৃত্য—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কৃত্যা—তুকতাক মন্ত্র ইঃ, অভিচার। কৃ+ক্যপ্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃত্যাকৃত্য—কর্তব্যাকর্তব্য, করণীয় ও অকরণীয় কাজ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

কৃত্রিম—১। ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন, রচিত, মানুষের গড়া ; অস্বাভাবিক ; কল্পিত ; মিথ্যা, কপট ; অযথার্থ, জাল ('— লেখ্য') ; অবিশুদ্ধ ; ভেজাল ; নকল। বিণ। ২। দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে পুত্র বিঃ ; গন্ধদ্রব্য বিঃ। বি ; পুং। ৩। বিট্‌লবণ, কাচলবণ ; তুরুস্কনামক গন্ধদ্রব্য ; রসাঞ্জন। কৃ+ক্ত্রি কর্ম (মপ্-আগম)। বি ; ক্লী। **কৃত্রিম খাদন**—(স্বাস্থ্যবিদ্যা) অস্বাভাবিকভাবে খাওয়ান, যে স্বাভাবিক ভাবে খাইতে পারে না তাহাকে অন্য কোন উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করানো, artificial feeding. **কৃত্রিম রাশি**—(গণিত) যে রাশি মৌলিক নহে, যাহা অন্য দুই রাশির গুণনদ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা। **কৃত্রিম শ্বাসন**—(স্বাস্থ্যবিদ্যা) যাহার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছে তাহাকে অন্য কোন ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস করানো, artificial respiration.

কৃত্রিমতা—অস্বাভাবিকতা ; কপটতা ; ভেজাল, অবিশুদ্ধতা। কৃত্রিম+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

কৃত্রিমদন্ত—নকল দাঁত। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কৃৎস্ন—সমস্ত; অশেষ, সকল; সম্পূর্ণ। কৃত্+কৃস্ন কর্তৃ। বিণ। বি—**কাৎস্ন্য**।

কৃদন্ত—(ব্যাকরণ) কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত। কৃৎ অন্তে যাহার, বহু। বি বা বিণ।

কৃন্তক—কর্তনকারী, ছেদনকারী। কৃত্+ণক কর্তৃ। বিণ। **কৃন্তক দন্ত**—যে দাঁত দিয়া খাদ্যদ্রব্য কাটিয়া নেওয়া হয়।

কৃন্তন—ছেদন; (সংগীত) বীণাবাদনকালে তার আঙুলের মাথা দিয়া ঈষৎ টানিয়া বাজানো; মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা সেতারের তার টানা। কৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কৃন্তনকারী (-কারিন্)—ছেদনকারী, ছেদক। উপতৎ; কৃন্তন—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

কৃন্তনী, কৃন্তনিকা—ছেদনাস্ত্র, ছুরি কাঁচি প্রঃ। কৃত্+অনট্ করণ+ঈপ্, পক্ষে ক স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃপণ—অর্থাদি ব্যয়ে কাতর, ব্যয়কুণ্ঠ; অনুদার; দীন, কাতর; ক্ষুদ্র, নীচ। কৃপ্+অন (ক্যুন্) কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ণা, -ণী**।

কৃপণের কড়ি—অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত অর্থাদি; অতি প্রিয় বলিয়া অতি যত্নে রক্ষণীয় বস্তু।

কৃপা—দয়া, করুণা। কৃপ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃপা-অধিদেয়—দয়াপূর্বক দেয় বৃত্তি, compassionate allowance. কৃপাপূর্বক অধিদেয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃপাকটাক্ষ—সামান্য দয়াপূর্ণদৃষ্টি, অত্যল্পমাত্রায় করুণাপ্রকাশ। কৃপাপূর্ণ কটাক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কৃপাকণা—করুণাবিন্দু, সামান্যমাত্র দয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃপাণ—অসি, খাঁড়া; অস্ত্র; শিখদের নিত্যসহচর অস্ত্র। উপতৎ; কৃপা—নুদ্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

কৃপাণপাণি—খড়্গহস্ত, অসিধারী; অস্ত্রধারী। কৃপাণ পাণিতে যাহার, বহু। বিণ।

কৃপাণী, কৃপাণিকা—ছোরা, ছুরি; কর্তরী। কৃপাণ+ঈপ্; পক্ষে কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃপাদৃষ্টি—করুণাপূর্ণ দৃষ্টি, দয়ার চোখে দেখা। কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃপানিধি—করুণাসাগর, অসীমদয়াবান্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা বিণ।

কৃপানেত্র—দয়াপূর্ণ দৃষ্টি, করুণাদৃষ্টি। কৃপাপূর্ণ নেত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃপাপাত্র—করুণাভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা উচিত এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লী (অজহল্লিঙ্গ)।

কৃপাবর্ষণ—প্রচুর করুণাপ্রদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃপাবলোকন—কৃপাদৃষ্টি, করুণাকটাক্ষ। কৃপা দ্বারা অবলোকন, ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

কৃপাবান্ (-বৎ)—অত্যন্ত দয়াশীল, করুণাময়। কৃপা+মতুপ্ প্রাশস্ত্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

কৃপাবিন্দু—'কৃপালেশ' দ্রঃ।

কৃপাময়—করুণাময়, দয়াবান্, অতিশয় দয়ালু। কৃপা+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

কৃপালু—দয়ালু, কৃপাবান্। উপতৎ; কৃপা—লা+ডু কর্তৃ। বিণ।

কৃপালেশ, -বিন্দু—করুণার কণা, সামান্যমাত্র করুণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃপাসিন্ধু—দয়ার সাগর, অসীম দয়াবান্। ৬ষ্ঠীতৎ বি; পুং।

কৃমি, ক্রিমি—কীট, পোকা; পাকস্থলীস্থ কীট বিঃ; কীটের শূকরূপ, larva; উই; পলু; উদরজাত রোগ বিঃ; কৃমিরোগ। ক্রম্+ইন্ কর্তৃ (বিকল্পে সম্প্রসারণ)। বি; পুং।

কৃমিকোশ, -কোষ—রেশমের গুটি। কৃমির (পোকার) কোশ, কোষ (আশ্রয়স্থল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃমিঘ্ন—১। বিড়ঙ্গ; পলাণ্ডু, পেঁয়াজ; কোলকন্দ, পালিতামাদার; ভল্লাতক, ভেলা। বি; পুং। ২। কৃমিনাশক ('—ঔষধ')। উপতৎ; কৃমি—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**।

কৃমিজ—১। অগুরুচন্দন। বি; ক্লী। ২। কৃমি হইতে উৎপন্ন; কীটজ। উপতৎ; কৃমি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কৃমিজা—১। কৃমি হইতে জাতা। বিণ; স্ত্রী। ২। লাক্ষা। কৃমিজ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃমিদানা—লোহিত রঙের উৎপাদক শুষ্ক লাক্ষাকীট। বাংপ্র। বি।

কৃমিনাশক—কৃমিঘ্ন; কৃমিকীটনাশকারী; কৃমিরোগনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

কৃমিল—কৃমিপূর্ণ, কৃমিযুক্ত। উপতৎ; কৃমি—লা+ক কর্তৃ। বিণ।

কৃমিশৈল, ক্রিমিশৈল—বল্মীক, উইয়ের ঢিপি। কৃমিরচিত, ক্রিমিরচিত শৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কৃশ—রোগা, ছিপছিপে ('—তনু'); ক্ষীণ, দুর্বল; অল্প; লঘু, পাতলা; অসম্পূর্ণ; বিরল; দরিদ্র (অর্থকার্শ্য); ক্ষুদ্র। কৃশ্+ক্ত কর্তৃ, নিপা। বিণ। বি—**কৃশতা, কার্শ্য**।

কৃশর, কৃসর, কৃশরান্ন, কৃসরান্ন—তিলমিশ্রিত অন্ন; খিচুড়ি। ক+শর, সর কর্ম; (৩য় ও ৪র্থ পক্ষে) কৃশরই, কৃসরই যে অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃশলা—কেশ; লোম। উপতৎ; কৃশ—লা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃশাঙ্গ—ক্ষীণকায়, রোগা। কৃশ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**।

কৃশাঙ্গী—১। প্রিয়ঙ্গুলতা। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষীণদেহা, কোমলদেহা। কৃশাঙ্গ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৃশানু—অগ্নি ("জানু ভানু কৃশানু শীতের নিবারণ"—কবিকঙ্কণ); চিত্রকবৃক্ষ। কৃশ্+আনুক্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কৃশানুরেতাঃ (-রেতস্), (<-রেতা) —শিব। কৃশানুতে রেতঃ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কৃশাশ্ব—নৃত্যগীতাদি শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি বিঃ। বি; পুং।

কৃশাশ্বী (-শ্বিন্)—নট, নর্তক। কৃশাশ্ব+ইন্ কৃতার্থে। বি; পুং।

কৃশিত—শীর্ণদেহ; সংকোচিত। কৃশ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

কৃশোদর—১। ক্ষীণ উদর; ক্ষীণ কটি। কৃশ এমন উদর, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ক্ষীণোদরবিশিষ্ট; ক্ষীণকটিশালী। কৃশ উদর যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-দরা, -দরী**।

কৃশ্চান—খ্রীষ্টান জাতি বা ধর্ম। <ইং 'Christian'. বি।

কৃষক—কর্ষক, চাষী। কৃষ্+অক (ক্বুন্) কর্তৃ। বি; পুং।

কৃষর—তিলমিশ্রিত অন্ন, তিলমিশানো খিচুড়ি। কৃ+ষরক্ কর্ম। বি; পুং।

কৃষাণ—কৃষক; কৃষিশ্রমিক, চাষের মজুর; মজুর, শ্রমজীবী। কৃষ্+আন কর্তৃ। বাংপ্র। বি; পুং।

কৃষাণি—কৃষিশ্রমিকের কার্য, চাষের মজুরি। কৃষাণ+ই কর্মার্থে, বেতনার্থে। বাংপ্র। বি।

কৃষাণী—কৃষকের পত্নী; শ্রমিকের পত্নী; মজুরের স্ত্রী। কৃষাণ+ঈ বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কৃষি—১। কর্ষণকার্য, চাষবাস। কৃষ্+ইক্ ভাব। ২। ভূমি। কৃষ্+ইক্ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। কৃষক। কৃষ্+ইক্ কর্তৃ। বি; পুং।

কৃষি-আয়কর—কৃষিজাত দ্রব্যের আয়ের উপর ধার্য কর, agricultural income-tax. কৃষির আয়, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার কর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষিক, কৃষিকা—লাঙ্গলের ফাল। কৃষ্+কিকন্ করণ, পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

কৃষিকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম, -কার্য(র্য্য)**—ভূমিকর্ষণাদি কার্য, চাষের কাজ। কর্মধা। বি, ক্লী।

কৃষিকৃত্যক—কৃষিবিভাগের চাকরি, agricultural service. কৃষি-বিষয়ক কৃত্যক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষিজ—কৃষিকার্য হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; কৃষি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কৃষিজ-বিপণন—কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, agricultural marketing ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃষিজাত—কৃষি হইতে উৎপন্ন, যাহা চাষের কাজ হইতে লব্ধ। ৫মীতৎ। বিণ।

কৃষিজীবী (-জীবিন্)—চাষী; চাষবাসই যাহার জীবিকা। উপতৎ; কৃষি—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-জীবিনী**।

কৃষি-বর্ধ(র্দ্ধ)ন-মহাধ্যক্ষ—কৃষিকর্মের উন্নতিবিধায়ক বিভাগের সর্বাধিকারিক, Agricultural Development Commissioner. কৃষির বর্ধন, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার মহাধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষি-বাস্তুকার—কৃষিবিষয়ক স্থপতি, Agricultural Engineer. কৃষিবিষয়ক বাস্তুকার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কৃষি-মন্ত্রক—কৃষি-মন্ত্রীর বিভাগ, Ministry of Agriculture. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃষি-সার-নিয়ামক—কৃষিকর্মের সার ইঃ-র আধিকারিক, Fertiliser Controller. কৃষির সার, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার নিয়ামক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষীবল—কর্ষক, চাষী ("দেখনা কি হে লাঙ্গলী কৃষীবলগণ"—গোবিন্দ)। কৃষি+বলচ্ আছে অর্থে (নিপা)। বি; পুং।

কৃষ্ট—যাহাতে হাল দেওয়া হইয়াছে এরূপ, চষা (ক্ষেত্রাদি); আকৃষ্ট, যাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে এরূপ। কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কৃষ্টপচ্য—যাহা চাষের ফলে জন্মে এমন ('— ধান্য')। কৃষ্টে (চাষ করা ক্ষেতে)—পচ্+ক্যপ্ কর্তৃ। বিণ।

কৃষ্টি—গবেষণামূলক চর্চা; শিক্ষা ইঃ দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ, সংস্কৃতি, culture [রবীন্দ্রনাথ culture অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটির প্রয়োগ সমীচীন মনে করেন নাই, 'কৃষ্টি'র পরিবর্তে তিনি 'culture'-এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন 'প্রকর্ষ' বা 'চিত্তোৎকর্ষ']; কর্ষণ; কৃষি। কৃষ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণ—১। বিষ্ণুর অবতার বিঃ [চরিতাবলী দ্রঃ]; কেশব, গোপাল, গোবিন্দ, মধুসূদন, শ্যাম; ব্যাসদেব; অর্জুন; কোকিল; করমর্দবৃক্ষ, করমচা গাছ; নীলাঞ্জন; লৌহ; নীলবর্ণ। কৃষ্+নক্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। কালাগুরু; অশুভকর্ম, পাপ। বি; ক্লী। ৩। কালো; নীলবর্ণযুক্ত; অন্ধকার; মন্দ, অন্যায়। কৃষ্ণ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

কৃষ্ণের জীব—অসহায় প্রাণী; দুর্বল জীব।

কৃষ্ণক—কৃষ্ণসর্ষপ, কালো সরিষা, রাই। কৃষ্ণ+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কৃষ্ণকথা—কৃষ্ণের লীলা; কৃষ্ণের গুণবর্ণনা। কৃষ্ণবিষয়িকা কথা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—দুষ্কর্ম, পাপ-কার্য। কৃষ্ণ কর্ম, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা**—অসৎকর্মা, পাপী। কৃষ্ণ কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণকলি—একধরনের ছোট ফুলগাছ। কৃষ্ণবৎ (চূড়াযুক্ত) কলি যাহার, বহু। বি; পুং।

কৃষ্ণকাক—দাঁড়কাক। কৃষ্ণ কাক, কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণকান্ত—১। কৃষ্ণের ন্যায় কমনীয়। কৃষ্ণবৎ কান্ত, উপমান কর্মধা। ২। কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ কান্ত যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণকান্তা—কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণকায়—১। কৃষ্ণবর্ণ দেহ, কালো চেহারা। কৃষ্ণ কায়, কর্মধা। বি; পুং। ২। কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট, কালো চেহারার। বিণ। ৩। মহিষ। কৃষ্ণ কায় যাহার, বহু। বি; পুং।

কৃষ্ণকীর্ত(র্ত্ত)ন—শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃষ্ণকেলি—কৃষ্ণকলি ফুল। কৃষ্ণের কেলি যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

কৃষ্ণগতি—অগ্নি। কৃষ্ণা গতি যাহার, বহু। বি; পুং।

কৃষ্ণগিরি—নীলাচল, নীলগিরি। কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণগীতি—কৃষ্ণবিষয়ক গান, কৃষ্ণলীলার গান। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণগুণগান—শ্রীকৃষ্ণের গুণগরিমা কীর্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃষ্ণচতুর্দ(র্দ্দ)শী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। কৃষ্ণা চতুর্দশী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণচন্দন—কালাগুরু; হরিচন্দন। কৃষ্ণ চন্দন, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণচন্দ্র—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর কৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ চন্দ্র-সদৃশ, উপমিত কর্মধা; অথবা, কৃষ্ণরূপ চন্দ্র, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণচূড়া—পুষ্পবৃক্ষ বিঃ বা তাহার পুষ্প। কৃষ্ণের চূড়ার ন্যায় চূড়া যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণচূর্ণ—লৌহমল, লোহার মরিচা। কৃষ্ণের (লোহের) চূর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃষ্ণজীরক, -জীরা—কৃষ্ণবর্ণ জীরা, কালজীরা। কৃষ্ণ জীরক, জীরা, কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

কৃষ্ণতার—হরিণ। কৃষ্ণা তারা যাহার, বহু। বি; পুং।

কৃষ্ণদেহ—১। ভ্রমর। বি; পুং। ২। যাহার কৃষ্ণবর্ণ শরীর এমন। কৃষ্ণ দেহ যাহার, বহু। বিণ। ৩। কাল শরীর। কৃষ্ণ দেহ, কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণদ্বাদশী—কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি। কৃষ্ণা দ্বাদশী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণদ্বেষ—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুতা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

কৃষ্ণদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাব প্রদর্শনকারী, শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচারী। কৃষ্ণদ্বেষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-দ্বেষিণী**।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস (কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপে জাত বলিয়া এই নাম)। কৃষ্ণই দ্বৈপায়ন, কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণধন—১। কৃষ্ণরূপ পরম আদরের বস্তু। কৃষ্ণরূপ ধন, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী। ২। কৃষ্ণগতপ্রাণ। কৃষ্ণই ধন যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণনবমী—কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি। কৃষ্ণা নবমী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণনাম (-নামন্)—'কৃষ্ণ' এই শব্দ; কৃষ্ণের নাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃষ্ণপক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রের কলা ক্ষয় হয় তাহা, প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরটি তিথি। কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণপক্ষীয়—কৃষ্ণপক্ষ সম্বন্ধীয়; কৃষ্ণপক্ষ-জাত ('— শশিকলা')। কৃষ্ণপক্ষ+ঈয় সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ।

কৃষ্ণপদচ্ছায়া—কৃষ্ণচরণের শান্তিপূর্ণ আশ্রয়। কৃষ্ণের পদ, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণপদছায়া—কৃষ্ণপদচ্ছায়া। বাংপ্র। বি।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার; বৈকুণ্ঠ-লাভ, মৃত্যু। কৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণের) প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণবর্ণ—১। নীলবর্ণ, কাল রং। কর্মধা। ২। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বিণ। ৩। রাহুগ্রহ। কৃষ্ণ বর্ণ যাহার, বহু। বি; পুং।

কৃষ্ণভক্ত—শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিসম্পন্ন, কৃষ্ণের উপাসক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কৃষ্ণভক্তি—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণভজা—শ্রীকৃষ্ণের ভজনাকারী, বৈষ্ণব। কৃষ্ণকে ভজনা করে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কৃষ্ণমণ্ডল—(শারীরবিদ্যা) চক্ষুতারকার পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণবর্ণ অংশ, অক্ষিগোলকের বাহ্য ঝিল্লী ও পশ্চাদ্বর্তী ঝিল্লীর মধ্যবর্তী শিরার পরদা, choroid coat. কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণমুদ্গ—কাল মুগ। কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক যাত্রাভিনয়। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণলবণ—সৌবর্চল লবণ, কালা নুন। কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণলোহ, -লৌহ—অয়স্কান্ত মণি, চুম্বক। কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণলোহিত—১। কৃষ্ণরক্তমিশ্রিত বর্ণ। বি; পুং। ২। কাল ও লালবর্ণবিশিষ্ট। কৃষ্ণ অথচ লোহিত, কর্মধা। বিণ।

কৃষ্ণশার—'কৃষ্ণসার' দ্রঃ।

কৃষ্ণশৃঙ্গ—১। মহিষ। বহু। বি; পুং। ২। কাল শিঙ। কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণসখ—কৃষ্ণের সখা, অর্জুন। কৃষ্ণের সখা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

কৃষ্ণসর্প—কেউটে সাপ; গোখুরা সাপ। নিত্য-কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণসর্ষপ—রাজসর্ষপ, রাইসরিষা। কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণসার, -শার—একজাতীয় হরিণ, কালসার, the Indian spotted antelope. কৃষ্ণ অথচ সার, শার (চিত্র-বিচিত্র), কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণসারথি—১। অর্জুন। কৃষ্ণ সারথি যাঁহার, বহু। ২। কৃষ্ণের রথচালক, দারুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৃষ্ণসীস—(রসায়ন) কৃষ্ণবর্ণ ধাতু বিঃ, graphite. কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণসুন্দর—১। সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দর যে কৃষ্ণ, কর্মধা (পূর্বনিপাত)। ২। যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ অথচ সুন্দর, কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণা—১। দ্রৌপদী; নীলীবৃক্ষ; দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিতা নদী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণ+আপ্। বিণ, স্ত্রী।

কৃষ্ণাগুরু—কাল অগুরু, কৃষ্ণচন্দন। কৃষ্ণ অগুরু, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণাচল—রৈবত পর্বত। কৃষ্ণ যে অচল, কর্মধা। বি; পুং।

কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম। কৃষ্ণের অজিন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কৃষ্ণানন্দ—কৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত, কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ হইতে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণাভ—ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণার্চিঃ (-র্চিস্), (>**কৃষ্ণার্চি**)—অগ্নি। কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) অর্চি, যাহা হইতে বা যাহার, বহু। বি; পুং।

কৃষ্ণাশ্রিত—শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত; কৃষ্ণপরায়ণ; কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

কৃষ্ণাষ্টমী—কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী; শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। কৃষ্ণা অষ্টমী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্য—কর্ষণযোগ্য, কৃষির উপযুক্ত। কৃষ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

কৢপর—'কৃপর' দ্রঃ।

কৢপ্ত—রচিত; কল্পিত; ছিন্ন; নিয়মিত। কৢপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কে—১। কোন্ ব্যক্তি, কোন্ মনুষ্য। <কিম্। সর্ব। ২। প্রতি, দিকে, উদ্দেশে ("বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্।"—রবীন্দ্র); প্রত্যেক ('সেরকে এক ছটাক বাদ'); (ব্যাকরণ) কর্ম ও সম্প্রদান একবচনের বিভক্তি। বাংপ্র। অ। **কে জানে**—কেহ জানে না; অর্থাৎ আমি জানি না।

কেউ—কেহ, কোন লোক। বাঙ্গালা 'কেহ'-শব্দজ। সর্ব।

কেউ-কেটা—তুচ্ছ, যে-সে, যেমন-তেমন। বাংপ্র। বিণ।

কেউটিয়া, কেউটে—তীব্রবিষধর সর্প, কৃষ্ণসর্প। 'কৃষ্ণ'-শব্দমূলক (কৃষ্ণ>কেষ্ট> কেউট>)। বি।

কেওট, কেঅট—কৈবর্ত, ধীবর; কৃষিকারক জাতি। <কেবট। বি।

কেওড়া—কেয়াফুল হইতে জাত সুগন্ধিদ্রব্য। <কেবিকা। বি।

কেওরা—জাতি বিঃ, কাওরা। <কিরাত। বি।

কেঁইয়া—কেঁয়ে (তাহা দ্রঃ)।

কেঁউ-কেঁউ—কুকুরের কাতরশব্দ। বাংপ্র। অ।

কেঁক, ক্যাঁক—পদাঘাতের অনুকরণ-শব্দ, লাথি মারার শব্দ। বাংপ্র। অ।

কেঁচকা—রজ্জু প্রঃতে উৎপন্ন গ্রন্থি। প্রাদে। বি।

কেঁচা—মুখে অনেক শলা দেওয়া মাছ মারিবার বর্শা বিঃ। বাংপ্র। বি।

কেঁচে—কাঁচিয়া, নূতন করিয়া; পুনরায় আরম্ভ করিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি। **কেঁচে গণ্ডূষ**—অর্ধসমাপ্ত কাজের পুনরায় গোড়া হইতে আরম্ভ।

কেঁচো—কৃমি, মহীলতা; (গৌণার্থে) ভীতু, জড়সড় ব্যক্তি। <কিঞ্চুলুক। বি।

কেঁড়ে—দুগ্ধাদির পাত্র; তৈলাদি রাখিবার জন্ত বাঁশের চোঙা। <কুণ্ড। প্রাদে। বি।

কেঁড়েলি—চতুরতা, চালাকি; জ্যাঠামি; বাহাদুরি, বালকের মুখে বৃদ্ধের কথা। বাংপ্র। বি।

কেঁদো—১। অত্যন্ত স্থূল, খুব মোটা ('— চেহারা'); প্রকাণ্ড, বৃহৎ। বিণ। ২। মোটাসোটা বড় জাতের বাঘ; ধান বিঃ, কোত্রব। বাংপ্র। বি।

কেঁয়ে—১। ঝগড়াটে; জেদী; কুটিলবুদ্ধি; স্বার্থপর; কৃপণ। বিণ. ২। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। রাংপ্র। বি।

কেক—ময়দা ডিম প্র.র মিশ্রণে প্রস্তুত পিষ্টক বিঃ। <ইং 'cake'. বি।

কেকয়ী, কৈকয়ী, কৈকেয়ী—(রামায়ণ) দশরথ রাজার মধ্যমা পত্নী, ভারতের মাতা। কেকয়+অণ্ অপত্যার্থে (নিপাতনে পদত্রয়)+ঈপ। বি; স্ত্রী।

কেকর—১। বক্রাক্ষ, টেরা। অলুক্ উপতৎ। কে—কৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। বক্রদৃষ্টি, টেরা চাহনি। কে—কৃ+অপ্ ভাব। বি; পুং।

কেকরাক্ষ—যাহার চক্ষুঃ টেরা এরূপ। কেকর অক্ষি যাহার, বহু (যচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**।

কেকা—ময়ূরধ্বনি, ময়ূরের ডাক। কে—কৈ +ক কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

কেকাধ্বনি, কেকারব—কেকা শব্দ, ময়ূরের ডাক। কর্মধা। বি; পুং।

কেকাবল—ময়ূর। কেকা+বলচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কেকী (কেকিন্)—শিখী, ময়ূর। কেকা +ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—**কেকিনী**।

কেঙ্গারু—অস্ট্রেলিয়ার তৃণভোজী জীব বিঃ। <ইং 'Kangaroo'. বি।

কেচ্ছা—১। দুর্নাম, অপযশঃ, নিন্দা। <কুৎসা। বি। ২। উপন্যাস, গল্প, কাহিনী; ব্যঙ্গচিত্র। <আ 'কিস্‌সহ'। বি।

কেজো—কার্যোপযোগী; কার্যদক্ষ; প্রয়োজনীয়। কাজ+ও (<উয়া) যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কেটলি—জল গরম করিবার নলবিশিষ্ট পাত্র বিঃ। <ইং 'kettle'. বি।

কেটে—১। মোটা ভসরের বস্ত্রাদি। প্রাদে। বি। ২। কর্তন করিয়া, কাটিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

কেঠো, কেটো—১। কাষ্ঠনির্মিত জলসেচনী; কাষ্ঠময় পাত্র বিঃ। বি। ২। কাঠের তৈয়ারী; (তাহা হইতে) রুক্ষ, শ্রীহীন (কেঠো চেহারা)। কাঠ+ও নির্মিতার্থে। বাংপ্র। বিণ। ৩। কচ্ছপ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কেড়ি—একজাতীয় কীট (ইহা সঞ্চিত ধান্যাদি নষ্ট করে)। বাংপ্র। বি।

কেণ্ডাই—কর্ণকীট, কানকোটারি। প্রাদে। বি।

কেতক—১। কেয়াফুলের গাছ। বি; পুং। ২। কেয়াফুল। কিৎ+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

কেতকী—কেয়াফুলের গাছ বা কেয়াফুল। কেতক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কেতন—১। ধ্বজ, পতাকা; চিহ্ন। কিৎ+অনট্ করণ। ২। স্থান; গৃহ। কিৎ+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

কেতলি—কেটলি (তাহা দ্রঃ)।

কেতা—কিতা, খণ্ড; থাক (এক কেতা নোট); ধারা, রীতি; শৃঙ্খলা, পারিপাট্য। <আ 'কিত্অহ্'। বি।

কেতাদুরস্ত—শৃঙ্খলাযুক্ত, পরিপাটী। কেতা (<আ 'কিতহ্')+দুরস্ত (ফা)। বিণ।

কেতাব—পুস্তক, গ্রন্থ, বই। <আ 'কিতাব'। বি।

কেতাবকীট—পুস্তকনষ্টকারী কীট বিঃ (ইহা একপ্রকার শ্বেতবর্ণ কীট। ইহা পুস্তক বা কাগজপত্রের মধ্যে থাকিয়া কাগজ কাটিয়া নষ্ট করে); (তাহা হইতে, নিন্দা অর্থে) যে সর্বদা পুস্তক লইয়া থাকে ও পুস্তকপাঠে আনন্দ পায়, book-worm. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

কেতাবৎ—কিতাবৎ (তাহা দ্রঃ)। আ-মূ। বি।

কেতাবতী—কিতাবী; পুঁথিগত। কেতাবৎ+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মূ। বিণ।

কেতাবী—পুস্তকসম্বন্ধীয়; পুস্তকগত ('— বিদ্যা'); বিদ্বান্ কিন্তু বিষয়ানভিজ্ঞ। কেতাব+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মূ। বিণ।

কেতু—হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী নবম গ্রহ; ধ্বজ, পতাকা; চিহ্ন; উৎপাত-চিহ্ন; ধূমকেতু। কিত্+উ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কেতুমান্ (-মৎ)—ধ্বজবিশিষ্ট; চিহ্নাদিযুক্ত; প্রভাসম্পন্ন। কেতু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-মতী**।

কেতুমাল—জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষের একটি (ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিমে)। বি; পুং বা ক্লী।

কেতুযষ্টি—ধ্বজার দণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেতুরত্ন—বৈদূর্যমণি। কেতুপ্রিয় রত্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কেদার—১। ক্ষেত্র। কে (জলে)—দৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। পর্বত বিঃ; কেদারপর্বতস্থ শিব; হিমালয়স্থিত তীর্থ বিঃ; আলবাল; ক্ষেতের আলি। কে (মস্তকে) দার (বিদীর্ণতা) যাহার, অলুক্ বহু। বি; পুং।

কেদারখণ্ড—ভূমিখণ্ড, ক্ষেত্রের একদেশ; ক্ষুদ্র আলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

কেদারনাথ—শিব বিঃ, কেদার-পর্বতস্থ শিব; তীর্থ বিঃ (হিমালয়ে অবস্থিত)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেদারবাহিনী, -বাহিনী—সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিতা, ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিতা ('— নদী')। উপতৎ; কেদার—বহ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কেদারা—১। রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। চেয়ার ('আরাম—')। <পো 'caderia'. বি।

কেদারিকা—ছোট ক্ষেত্র, ক্ষেতের আলি; গাছের চারিধারের আলবাল। কেদার+কন্ স্বার্থে+টাপ্। বি; স্ত্রী।

কেদারেশ, কেদারেশ্বর—কাশীর শিব বিঃ। কেদারের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেন—১। কিহেতু, কিজন্য। বাংপ্র। প্রশ্নার্থক অ। ২। কারণ-জিজ্ঞাসা, 'কেন' বলিয়া প্রশ্ন ("ক'টা কেনর জবাব দিবে"—রজনীকান্ত)। সংস্কৃত 'কিম্'-শব্দের ৩য়ার একবচন। বি।

কেননা—কারণ, যেহেতু। বাংপ্র। অ।

কেনা—১। ক্রীত, যাহা মূল্য দিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। বিণ। ২। ক্রয় করা, মূল্য দিয়া গ্রহণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

কেনানো—ক্রয় করা.না। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

কেনাবেচা—ক্রয়বিক্রয়। বাংপ্র। বি।

কেনি—১। কিজন্য, কেন। প্রা কপ্র। অ। ২। পার্শ্ব। প্রাদে। বি।

কেন্দু—তিন্দুকবৃক্ষ, গাবগাছ। কু (কুৎসিত) ইন্দু, নিত্য। বি; পুং।

কেন্দুক—১। গালকবৃক্ষ, গাবগাছ। বি; পুং। ২। গাব ফল। কেন্দু+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

কেন্দ্র—(জ্যোতিষ) লগ্ন; লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান; সূর্য হইতে গ্রহ-উপগ্রহাদির দূরত্ব; (ভূগোল) মেরু, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত; (গণিত) বৃত্তাদির মধ্যবিন্দু, centre; গোল বস্তুর ঠিক মধ্যস্থান; যে স্থানে ব্যাপকতর স্থানবিশেষের কোন কার্যের ব্যবস্থা করা হয় তাহা ('শাসন—', 'নির্বাচন—'); যে স্থানে কোন বিশেষ ব্যাপারের জন্য বা বস্তুর জন্য নানা দিগ্দেশ হইতে লোক আসে তাহা ('শিক্ষা—', 'বাণিজ্য—')। ক-মধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ। সিদ্ধান্ত শিরোমণির পারিভাষিক শব্দ, মতান্তরে গ্রীক 'kentron' হইতে গঠিত সংস্কৃত। বি; ক্লী।

কেন্দ্রগত—কেন্দ্রস্থ, কেন্দ্রে অবস্থিত। কেন্দ্রকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

কেন্দ্রবিমুখ—কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল, কেন্দ্রাতিগ, centrifugal. ৫মীতৎ। বিণ।

কেন্দ্রবিমুখবল—যে বলদ্বারা বস্তু সকল প্রয়োগ করিলে বস্তু সকল কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া যায় তাহা, অপকেন্দ্রবল, centrifugal force. কেন্দ্র হইতে বিমুখ, ৫মীতৎ; সেরূপ বল, কর্মধা। বি; ক্লী।

কেন্দ্রমণ্ডল—(ভূতত্ত্ব) পৃথিবীর গুরুমণ্ডলের নিম্নবর্তী প্রায় ২২০০ মাইল পরিমিত অংশ, centrosphere. কেন্দ্রের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেন্দ্রস্থল—মধ্যবিন্দু; কেন্দ্র। কেন্দ্রই স্থল, কর্মধা। বি; ক্লী।

কেন্দ্রস্রোতঃ (-স্রোতস্), (>স্রোত) —মেরুর নিকট হইতে আগত স্রোত, Polar current. কেন্দ্রাগত স্রোতঃ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কেন্দ্রাতিগ—কেন্দ্র হইতে বহির্মুখী, যাহা কেন্দ্র হইতে দূরে যায় বা সরাইয়া নেয় এমন, অপকেন্দ্র, উৎকেন্দ্র, centrifugal. কেন্দ্র হইতে অতিগ, ৫মীতৎ। বিণ।

কেন্দ্রাপসারী (-সারিন্)—কেন্দ্র হইতে অপসরণশীল, কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল, centrifugal. কেন্দ্র হইতে অপসারী, ৫মীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-সারিণী**।

কেন্দ্রাভিকর্ষী (-র্ষিন্)—কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণশীল, অভিকেন্দ্র, centripetal. কেন্দ্রের (প্রতি) অভিকর্ষী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-কর্ষিণী**।

কেন্দ্রাভিগ, কেন্দ্রাভিগামী (-গামিন্), **কেন্দ্রাভিমুখ**—কেন্দ্রের অভিমুখে গমনশীল, যাহা কেন্দ্রের দিকে আসে বা আকর্ষণ করে এমন, অভিকেন্দ্র, centripetal. উপতৎ; কেন্দ্র—অভি—গম্+ড, ণিন্ কর্তৃ; কেন্দ্রের অভিমুখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-ভিগা, -গামিনী, -মুখী**।

কেন্দ্রাভিমুখবল—যে বলে বস্তু সকল কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয় তাহা, অভিকেন্দ্র বল, centripetal force. কেন্দ্রাভিমুখ বল, কর্মধা। বি; ক্লী।

কেন্দ্রী (কেন্দ্রিন্)—১। কেন্দ্রবিশিষ্ট, কেন্দ্রযুক্ত। বিণ। ২। নেতা, মাতব্বর, চাঁই; (জ্যোতিষ) কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গ্রহ। কেন্দ্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কেন্দ্রীভূত—কেন্দ্রে পরিণত; একস্থানে সমবেত; চতুর্দিক্ হইতে মধ্যস্থলে আগত। কেন্দ্র+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= কেন্দ্রী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কেন্দ্রীয়—কেন্দ্রসম্বন্ধীয়; কেন্দ্রে নির্বাহিত; কেন্দ্রে অবস্থিত, central. কেন্দ্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **কেন্দ্রীয় তারিক**—কেন্দ্রের (ভারত সরকারের) তারবিভাগের কর্মচারী, Central Telegraph Officer. **কেন্দ্রীয় রাজস্ব**—ভারত সরকারের রাজস্ব, Central Revenue. **কেন্দ্রীয় সরকার**—ভারতবর্ষের দিল্লীতে অবস্থিত শাসনকর্তৃপক্ষ, Central Government.

কেন্নু, কেন্নুই, কেন্নো—কর্ণকীট, কানকোটারি, কেন্নাই। <কর্ণকীট। বি।

কেবর্ত(র্ত্ত)—জেলিয়া, দাশজাতি। কে (জলে)—বৃত্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কেবল—১। একমাত্র, অসহায়, অদ্বিতীয়; শুধু; নিরন্তর; অবিকারী; নিরবচ্ছিন্ন; সম্পূর্ণ; শুদ্ধ; অবধারিত। কেব্ + কলচ্ কর্তৃ। বিণ। বি—**কেবলতা, কৈবল্য।** ২। নিশ্চয়, নির্ণয়; তত্ত্বজ্ঞান। বি; স্ত্রী। ৩। একেবারেই; মোটেই; যেই মাত্র। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কেবলজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—১। শুদ্ধ-জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। বিণ; পুং। ২। একজাতীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসী। কেবলজ্ঞান + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কেবলরাম—(ব্যঙ্গে) নির্বোধ ও অকর্মণ্য। বাংপ্র। বিণ।

কেবলা—স্থূলবুদ্ধি, মূর্খ, অকর্মণ্য (>ক্যাবলা)। বাংপ্র। বিণ।

কেবা—কে, কোন্ ব্যক্তি। কে + বা (বাক্যালংকারে)। বাংপ্র। সর্ব।

কেবার—কাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

কেমত—কিপ্রকার। কি + মত সদৃশার্থে। প্রা কপ্র। বিণ।

কেমন—কি-প্রকার, কিরূপ; ব্যাকুল; সন্দেহজনক; কন্থই না; মতামত জিজ্ঞাসা-সূচক ('—গো'!); যথেষ্ট হইয়াছে তো এইরূপ বক্তব্যসূচক। কি + মন সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ। **কেমন করা**—ভাল না লাগা; ব্যাকুল হওয়া; শূন্যতা বোধ করা। **কেমন কেমন**—সন্দেহজনক; যাহা ঠিক মনের মত নয় এরূপ। **কেমন কেমন করা**—ভাল না লাগা; মরণোন্মুখ হওয়া।

কেমনতর—কি রকমের; অপরূপ, অদ্ভুত। কেমন + তর প্রকারার্থে। বাংপ্র। বিণ।

কেমনে—কিরূপে, কিপ্রকারে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

কেমিকেল, কেমিক্যাল—১। রাসায়নিক; নকল, কৃত্রিম। বিণ। ২। নকল সোনা ('কেমিকেলের গয়না'); রাসায়নিক দ্রব্য বিঃ। <ইং 'chemical'. বি।

কেয়ট—ধীবর জাতি বিঃ। <কৈবর্ত। বি।

কেয়া—কেতকী-পুষ্প। <কেতকা। বি।

কেয়াকাঁদি—কেতকী-পুষ্পের গোছা, কেয়া-ফুলের ছড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কেয়া-পাত, -পাতা—কেতকীর পাতা; (সদৃশার্থে) কেতকী পত্রের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন অলংকার। কেয়ার পাত, পাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কেয়াফুল—কেতকী-পুষ্প। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

কেয়াবাত—বাহবা, বলিহারি, শাবাশ। হি [কেয়া (কি) + বাত (কথা)]। অ।

কেয়ার—যত্ন, তত্ত্বাবধান, সতর্কতা; সম্মান, খাতির; সমীহ, ভয়; ভ্রূক্ষেপ; গ্রাহ্যকরণ; ঠিকানা, care of. <ইং 'care'. বি।

কেয়ারি—আল দিয়া রোপিত ক্ষেত্র। কিয়ারি (তাহা দ্রঃ)। <কেদারিকা। বি।

কেয়ারি-করা—সুবিন্যস্ত, গোছানো। বহু। বাংপ্র। বিণ।

কেয়াল—সুবিন্যস্ত, শৃঙ্খলাপূর্বক স্থাপিত; সফল, হাসিল ('মনে করিতেছে এতক্ষণের পর কর্ম কেয়াল হইল'—টেকচাঁদ)। বাংপ্র। বিণ। **কেয়াল করা**—বন্দোবস্ত করা।

কেয়ূর—বাহুর অলংকার বিঃ, বাজু। অলুক্ উপতৎ; কে (বাহুর ঊর্ধ্বভাগে)—যা + উরক্ কর্তৃ। বি; পুং।

কেয়ূরবন্ধ—অঙ্গদ পরিধানের স্থান। কেয়ূর—বন্ধ + ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

কেরদানি—নৈপুণ্য; বাহাদুরি; সাহস। <ফা 'কারদানি'। বি।

কেরয়াল, কেরোয়াল—নৌকার হাল বা দাঁড়। <করবাল। প্রা কপ্র। বি।

কেরল—১। ভারতের একটি রাজ্য। বি; পুং। ২। কেরলদেশীয়। বিণ। স্ত্রী—**কেরলী।**

কেরাঞ্চি—দুই চক্র অথবা চারিচক্রবিশিষ্ট মালবহা গরুর গাড়ি বিঃ; ভাড়াটে গাড়ি। বাংপ্র। বি।

কেরানী—মুহুরী লেখক-কর্মচারী, clerk. <করণিক। বি। **মাছি মারা কেরানী**—আসল কাগজে মাছি মারা থাকিলে যে কেরানী নকলেও তাহা মারিয়া রাখিয়াছিল; (সেই হইতে) যে কেরানী আসল কাগজপত্রে যেমনটি আছে, নকলেও ঠিক তেমনটি লিখিয়া রাখে, অর্থাৎ যে অর্থ না বুঝিয়া অবিকল নকল করিয়া রাখে।

কেরানীখানা, -দফতর—লেখক-কর্মচারীদের গৃহ, আফিস-ঘর, office. কেরানীর খানা (স্থান), দফতর, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কেরানীগিরি—কেরানীর কার্য বা চাকরি, মুহুরীগিরি। কেরানী + গিরি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

কেরামত, কেরামতি—দৈব শক্তি, অসাধারণ শক্তি; শক্তি, ক্ষমতা; অতীব মহত্ত্ব; বাহাদুরি, নৈপুণ্য; ইন্দ্রজাল। <আ 'করামৎ'। বি।

কেরায়া—ভাড়া, যানাদি বাহকের পারিশ্রমিক। <আ 'কিরায়হ্'। বি।

কেরাসিন, কেরোসিন—আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত খনিজ তৈল বিঃ। <ইং 'kerosene'. বি।

কেরিয়াল—কর্ণধার, নৌচালক, মাঝি; নৌকার দাঁড়। কেরয়াল (তাহা দ্রঃ)। প্রা কপ্র। বি।

কেরোয়াল—'কেরয়াল' দ্রঃ।

কেল—১। কৈল, করিল। ক্রি। ২। কেলি, খেলা। <কেলি। প্রা কপ্র। বি।

কেলাস—১। স্ফটিক; দানা, crystal. কে (জলে) লাস যাহার, অলুক্ বহু। বি; পুং। ২। শ্রেণী। <ইং 'class'. বি।

কেলাসন—(রসায়ন) দানায় পরিণত করণ, crystallisation. কেলাসি (নামধাতু) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কেলাসিত—(রসায়ন) দানা বাঁধা; দানায় পরিণত, crystalline ('—রাসায়নিক পদার্থ')। কেলাসি (নামধাতু) + ক্ত কর্ম-কর্তৃ। বিণ। **কেলাসিত শিলা**—(ভূতত্ত্ব) দানা-বাঁধা পাথর বা পর্বতাংশ, crystalline rock.

কেলি—১। ক্রীড়া; কৌতুক; পরিহাস; রমণ। কিল্ + ইন্ ভাব। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। করিলি; করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

কেলিক—অশোকবৃক্ষ। কেলি—কৃ + ড অধি। বি; পুং।

কেলিকদম্ব—কদম্ববৃক্ষ বিঃ। কেলিসাধক কদম্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কেলিকমল—লীলাপদ্ম, বিলাসের জন্য যে পদ্ম হাতে থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেলিকলা—১। সরস্বতীর বীণা। কেলি—কল্ + অচ্ কর্তৃ + আপ্। ২। রতি-ক্রীড়া; প্রণয়িযুগলের কৌতুকাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেলিকুঞ্চিকা—শ্যালিকা, স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী। কেলি—কুন্চ্ + ণক কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

কেলিকুঞ্জ—প্রণয়িযুগলের বিহারের নিমিত্ত বৃক্ষলতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেলিকোষ—নট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেলিগৃহ—ক্রীড়াগার, রতিমন্দির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেলিবন, -বনী—বিহারের নিমিত্ত উদ্যান, ক্রীড়োদ্যান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

কেলিভূমি—১। ক্রীড়ার স্থান, বিহারস্থল। বি; স্ত্রী। ২। কৌতুকস্থানীয়, পরিহাসের পাত্র (পুরুষ বা নারী)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

কেলিমুখ—কৌতুক, পরিহাস। কেলি মুখ (প্রধান) যাহার, বহু। বি; পুং।

কেলিসচিব—প্রণয়ব্যাপারে সাহায্যকারী, নর্মসহচর, বিদূষকাদি; ক্রীড়ামন্ত্রী। কেলিতে সচিব (মন্ত্রী, সহায়), ৭মীতৎ। বি; পুং।

কেলে—কাল। 'কাল' (কালিয়া)-শব্দের অপভ্রংশ বা প্রাদেশিক বিকৃতি। বিণ। **কেলে ভূত**—খুব কাল ও কদাকার। **কেলে হাঁড়ি**—যে হাঁড়িতে রান্না করার ফলে কালি লাগিয়া রহিয়াছে।

কেলেকিষ্টি—অত্যন্ত কাল। বাংপ্র। বিণ।

কেলেগোপালী—তোষামোদ; কপট

আত্মীয়তাপ্রদর্শন; মোড়লি; মাতব্বরি [কোন জমিদারের কালী ও গোপাল নামে দুইজন কর্মচারী ছিল। তাহাদের সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে জমিদারের দেখা পাওয়া যাইত না। ইহা হইতে তোষামোদ অর্থে 'কেলেগোপালী' শব্দের প্রচলন হইয়াছে, অথবা বালক শ্রীকৃষ্ণকে (কাল গোপাল) শান্ত করিবার চেষ্টায় মিষ্ট কথা ইঃর প্রয়োগ হইতে]। বাংপ্র। বি।

কেলেঙ্কার—কলঙ্ককর, নিন্দাজনক, কুৎসিত। < কলঙ্ককর। বিণ।

কেলেঙ্কারি—কলঙ্কজনক ব্যাপার, নিন্দাজনক ঘটনা, কুৎসার বিষয়। কেলেঙ্কার+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

কেলেমানিক—কালমানিক; শ্রীকৃষ্ণ; মায়ের আদরের কাল ছেলে। বাংপ্র। বি।

কেলেসোনা—কালাচাঁদ, শ্রীকৃষ্ণ; মায়ের আদরের কাল ছেলে। বাংপ্র। বি।

কেল্লা—সৈন্যাবাস, গড়, কিল্লা। < আ 'কল্‌অ'। বি। **কেল্লা ফতে করা, মাত করা**—দুর্গ জয় করা; কার্যে সফলকাম হওয়া। **কেল্লা মারা**—দুর্গ জয় করা; কার্য সফল করা।

কেশ—চুল। অলুক্ উপতৎ; কে (মস্তকে)—শী+ড কর্তৃ; অথবা, ক্লিশ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কেশকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—কেশরচনাদি; কেশবন্ধন, চুল বাঁধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশকলাপ—কেশসমূহ, চুলের রাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশকার—কেশসংস্কারক, কেশবিন্যাসকারী। উপতৎ; কেশ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী**।

কেশকীট—উকুন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশগুচ্ছ—চুলের গোছা; বদ্ধ কেশরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশগ্রহ—কেশগ্রহণ, চুলে ধরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশঘ্ন—কেশনাশক রোগ, টাক পড়া। উপতৎ; কেশ—হন্+টক্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

কেশতৈল—কেশবর্ধক সুগন্ধ তৈল, ভৃঙ্গরাজাদি তৈল, মাথায় মাখিবার তেল। কেশবর্ধক বা কেশব্যবহার্য তৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কেশদাম (-দামন্)—১। কেশরাশি; কেশবন্ধনসূত্রাদি, চুল বাঁধিবার ফিতা প্রঃ। কেশের দাম, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কবরীতে ধারণযোগ্য মাল্য। কেশধার্য দাম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কেশধর—১। কেশগ্রাহক, যে চুলে ধরিয়াছে। ৬ষ্ঠীতৎ; কেশ—ধৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। দেশ বিঃ। কেশ—ধৃ+অচ্ অধি। বি; পুং।

কেশপক্ষ, -পাশ, -হস্ত—উৎকৃষ্ট কেশরাশি। কেশের পক্ষ, পাশ, হস্ত (প্রাশস্ত্যার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশপাশী—কেশের শিখা, চূড়া। কেশপাশ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কেশপ্রসাধন—চুল বাঁধা; কেশকে নানাভাবে সজ্জিত ও সুগন্ধি করণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশব—কৃষ্ণ, বিষ্ণু। ক (<ব্রহ্মা)+ঈশ (শিব)—কেশ; কেশ—বা (পাওয়া)+ক কর্তৃ; অথবা কে (জলে) শব (অর্থাৎ শববৎ ভাসমান), অলুক্ ৭মীতৎ; অথবা, কেশ (কেশী দৈত্য)—বা (বধ করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কেশবপন—কেশ মুণ্ডন করা, চুল কাটিয়া ফেলা। কেশের বপন (মুণ্ডন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশবপ্রিয়া—লক্ষ্মী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেশবায়ুধ—বিষ্ণুর অস্ত্র; সুদর্শন চক্র। কেশবের আয়ুধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশবিন্যাস—কবরীবন্ধন, খোঁপা বাঁধা; কেশরচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশবেশ—কবরীবন্ধন, কেশবিন্যাস; চুলের খোঁপা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশমার্জ(র্জ্জ)ক—কঙ্কতিকা, চিরুনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশমার্জ(র্জ্জ)ন—চুল আঁচড়ানো; চিরুনি। কেশের মার্জন (মার্জনা বা মার্জনাকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশমার্জ(র্জ্জ)নী—চিরুনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেশ-মুণ্ডন—ক্ষুর দ্বারা মাথার চুল চাঁচিয়া দেওয়া, মাথা নেড়া করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশর, কেসর—১। পুষ্পের পাপড়ির মধ্যস্থলে কেশের মত যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে তাহা, পুষ্পরেণু; বকুল ফুল। বি; পুং বা ক্লী। ২। সিংহ অশ্ব ইঃর ঘাড়ের চুল; বকুল গাছ; নাগকেশর বৃক্ষ; মুরানামক গন্ধদ্রব্য; জাফরান; পুন্নাগ বৃক্ষ। কে (জলে)—শৄ (শীর্ণ করা)+অপ্ কর্ম; কে—সৃ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কেশরকুলি(লী)—বাঙ্গালার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাংপ্র। বি।

কেশরচনা—কবরীবন্ধন, চুল বাঁধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেশরঞ্জন—ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ, ভীমরাজ গাছ। কেশ—রন্‌জ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

কেশরাজ—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। কেশ—রাজ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

কেশরাশি—কেশসমূহ, চুলের গোছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কেশরি-কিশোর, -কিশোরক, -শাবক—সিংহশাবক। কেশরীর কিশোর, কিশোরক, শাবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশরিসুত—সিংহশাবক; (রামায়ণ) হনুমান্। কেশরীর সুত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশরী (-রিন্), **কেসরী** (-রিন্)—সিংহ; হনুমানের পিতা, বানর বিঃ; পুন্নাগবৃক্ষ; নাগকেশরবৃক্ষ; বীজপূরকবৃক্ষ; (শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। কেশর, কেসর+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কেশসংস্কার—চুল আঁচড়ানো, চুল বাঁধা; কেশের বিবিধ প্রসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশস্পর্শ—চুল ছোঁওয়া; সামান্যমাত্রও ক্ষতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশহস্ত—'কেশপক্ষ' দ্রঃ।

কেশাকর্ষণ—চুল ধরিয়া টানা। কেশের আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশাকেশি—পরস্পর কেশগ্রহণপূর্বক যুদ্ধ, চুলাচুলি। কেশে কেশে গ্রহণ করিয়া যে যুদ্ধ এই অর্থে, বহুব্রী (ক্রিয়াব্যতীহার অর্থে ইচ্-প্রত্যয়)। ক্রি-বিণ।

কেশাগ্রস্পর্শ—চুলের ডগা ছোঁওয়া; সামান্যমাত্র ক্ষতি, একটুও অনিষ্ট। কেশাগ্রের স্পর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশান্ত—১। কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কার বিঃ [এই সংস্কার ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসরে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বৎসরে এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশ বৎসরে করিতে হয়]। কেশের অন্ত যাহাতে, বহু। ২। কেশপ্রান্ত, চুলের ডগা। কেশের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশাবমর্ষণ—কেশাকর্ষণ, চুল ধরিয়া টানা; কেশস্পর্শ, চুল ধরা (অপমানার্থে)। কেশের অব (অনুপযুক্তরূপে)-মর্ষণ (স্পর্শ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কেশিক—প্রশস্ত-কেশযুক্ত। কেশ+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

কেশিনী—১। (রামায়ণ) সগরের একটি পত্নী; (মহাভারত) দময়ন্তীর সঙ্গিনী; জটামাংসী; চোরপুষ্পী। বি; স্ত্রী। ২। প্রশস্ত-কেশযুক্তা। কেশ+ইন্ প্রাশস্ত্যার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—**কেশী** (কেশিন্)।

কেশিমথন—কৃষ্ণ, বিষ্ণু। কেশীর মথন (বধকর্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশিয়ার—খাজাঞ্চী, কোষাধ্যক্ষ। < ইং 'cashier'. বি।

কেশি-সূদন, -নিসূদন—কেশব, বিষ্ণু। উপতৎ; কেশিন্—সূদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ; কেশিন্—নি—সূদ্—ণিচ্+অন কর্তৃ, অথবা, কেশীর সূদন, নিসূদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কেশী (কেশিন্)—১। প্রশস্ত-কেশবিশিষ্ট,

উত্তমকেশযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—**কেশিনী**। ২। দৈত্য বিঃ, কংসরাজের মল্ল; সিংহ। কেশ+ইন্ প্রাশস্ত্য অর্থে। বি; পুং।

কেশুর—তৃণ বিঃ; উক্ত তৃণের কন্দ। <কশেরু। বি।

কেশুরক, কেশুরে—শাক বিঃ (রসে চুল কাল হয়)। বাংপ্র। বি।

কেশে—তৃণ বিঃ, কাশতৃণ। <কাশ। বি।

কেশেদানা—সাগুর ন্যায় একপ্রকার দানা, নকল সাগু। বাংপ্র। বি।

কেশেল—১। কাশীবাসী দুশ্চরিত্র ব্যক্তি; কাশীর শবদাহকারী দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ; তীর্থব্রাহ্মণ। বি। ২। দুশ্চরিত্র; হীনজন্মা। 'কাশীয়াল' (কাশী+আল<ওয়ালা নিবাসার্থে) শব্দের দ্রুতোচ্চারিত রূপ বা অভিশ্রুতি। বাংপ্র। বিণ।

কেষ্ট—কৃষ্ণ। <কৃষ্ণ। বি। **কেষ্ট পাওয়া**—মারা যাওয়া।

কেষ্টঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।

কেষ্টবিষ্টু—গণ্যমান্য, হোমরাচোমরা ব্যক্তি। <কৃষ্ণবিষ্ণু। বাংপ্র। বি।

কেষ্টলীলা—গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ; কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কীর্তন; (ব্যঙ্গার্থে) অবৈধ প্রেমঘটিত ব্যাপার। <কৃষ্ণলীলা। বি।

কেস—ঘটনা, ব্যাপার; মকদ্দমা; আবরণ; ঢাকনি; আধার; আলমারি ('বুক—', 'শো—')। <ইং 'case'. বি।

কেসর—'কেশর' দ্রঃ।

কেসরী (-রিন্)—'কেশরী' দ্রঃ।

কেহ—কোন ব্যক্তি, কোন লোক। <সং 'কঃ অপি'। সর্ব।

কেহরি—কেশরী। প্রা কপ্র। বি।

কেহু—কোন জন, কেহ। প্রা কপ্র। সর্ব।

কৈ—১। কোন্ স্থানে, কোথায়। <ক্ব। অ। ২। কই মাছ। <কবয়ী। বি।

কৈকয়ী—(রামায়ণ) কেকয়রাজের কন্যা, ভরতের মাতা [চরিতাবলী দ্রঃ]। কেকয়+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৈকেয়—কেকয় দেশের রাজা। কেকয়+অণ্ অধিপতি অর্থে (নিপা)। বি; পুং।

কৈকেয়ী—(রামায়ণ) কেকয়রাজের কন্যা, ভরতের মাতা। কৈকেয়+অণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৈংকর(ঙ্ক)র্য(র্য্য)—কিঙ্করত্ব, দাসত্ব, চাকরি। কিঙ্কর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

কৈছন, কৈসন—কিরূপ, কিপ্রকার। প্রা কপ্র। বিণ।

কৈছনে, কৈসনে—কিরূপে, কেমন করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

কৈছে—কহিতেছে। প্রাদে। ক্রি।

কৈছে, কৈসে—কিরূপে, কি প্রকারে ("বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়ব")। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

কৈটভ—(বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে জাত) দানব বিঃ। কীটভ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কৈটভজিৎ—নারায়ণ, বিষ্ণু। উপতৎ; কৈটভ—জি+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কৈটভারি—কৈটভশত্রু, নারায়ণ। কৈটভের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৈতব—ছল, প্রতারণা; দ্যূতক্রীড়া। কিতব+অণ্ তৎকর্মার্থে। বি; ক্লী।

কৈতববাদ—ছল করিয়া বলা; মিথ্যা কথা; কপটভাষ। কৈতবসংকৃত বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কৈতববাদী (-বাদিন্)—কপটভাষী, মিথ্যাভাষী। উপতৎ; কৈতব—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বাদিনী**।

কৈতবরহিত—ছলনাবিহীন, অকপট ('— প্রেম')। কৈতবের দ্বারা রহিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কৈতবিনী—কপটযুক্তা। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

কৈনু—কহিলাম; করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

কৈন্দ্রিক—কেন্দ্রসম্বন্ধীয়, কেন্দ্রবিষয়ক, কেন্দ্রগত। কেন্দ্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

কৈফিয়ত—নিজ দোষাদির কারণপ্রদর্শন; নিজসম্বন্ধে অভিযোগের উত্তর; হিসাবে জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকে তাহা। আ। বি। **কৈফিয়ত কাটা**—জমা খরচের পরে উদ্বৃত্ত দেখানো; কোন বিষয়ে দোষারোপ করিলে তাহা কাটাইবার জন্য উত্তর দেওয়া। **কৈফিয়ত তলব করা**—কারণ দেখাইতে বলা; জবাব চাওয়া।

কৈফিয়তী—জবাবী, কারণপ্রদর্শক; হিসাবনিকাশী। কৈফিয়ত+ঈ সম্বন্ধ-অর্থে। আ মু। বিণ।

কৈবর্ত(র্ত্ত)—ধীবর, দাশজাতি, জেলে; নিষাদের ঔরসে অয়োগবীজাত জাতি বিঃ। কেবর্ত+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কৈবল্য—সংসার-মুক্তি, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর বন্ধনরূপ দুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ, শুদ্ধ পরমাত্মভাব, আত্মার পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি। কেবল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

কৈবল্যদ—মুক্তিদাতা। উপতৎ; কৈবল্য—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

কৈবল্যদাতা (-দাতৃ)—মোক্ষদ, মুক্তিপ্রদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দাত্রী**।

কৈবল্যদায়ী (-দায়িন্)—মুক্তিপ্রদানকারী, মোক্ষদাতা। উপতৎ; কৈবল্য-দা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**দায়িনী**।

কৈমিতিক—রাসায়নিক; রসায়নশাস্ত্রবিৎ, chemist. কিমিতি (রসায়নশাস্ত্রের মূল)+ইক সম্বন্ধার্থে, বিদিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তিকী**।

কৈমুতিক—ন্যায় বিঃ। কিমুত+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

কৈমুতিক-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [ক্ষুদ্রের কার্য দেখিয়া মহত্তের কার্যসম্ভাবনাকে কৈমুতিক-ন্যায় বলে। যথা—যে ভার দুর্বলে বহন করিতে পারে, তাহা যে বলবান্ ব্যক্তি বহন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? অর্থাৎ—নিশ্চয়ই পারিবে]। কর্মধা। বি; পুং।

কৈরব—১। কুমুদ, শ্বেতোৎপল। কে (জলে)—র (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ=কেরব (হংস); কেরব+অণ্ প্রিয়ার্থে। বি; ক্লী। ২। ধূর্ত; শত্রু। বি; পুং।

কৈরবিণী ১।—কুমুদিনী, কুমুদের ঝাড়। কৈরব+ইন্ আছে অর্থে, সমূহার্থে+ঈপ্। ২। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। কৈরবিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৈরবী (-বিন্)—কুমুদপতি, চন্দ্র। কৈরব+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কৈরবী—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; মেথিকা, মেথি। কৈরব+অণ্ হিতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৈরাত—১। ব্যাধতুল্য বলবান্; কিরাত-দেশজাত; কিরাত-সম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, -**তী**। ২। সম্বরচন্দন; ভূনিম্ব। কিরাত+অণ্ ভবাদি অর্থে। বি; ক্লী।

কৈল, কৈলা—কহিল, বলিল; করিল। <বাং 'কহ্' অথবা 'কর্' ধাতু। প্রা কপ্র। ক্রি।

কৈলা—১। গোবৎস, বাছুর। বি। ২। অতি শিশু ('— বাছুর')। <কপিলা। বিণ।

কৈলাস—শিব ও কুবেরের বাসস্থান পর্বত বিঃ; হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। কেল (কেলি-সমূহ)—আস্+ঘঞ্ অধি; অথবা, কেলাস (স্ফটিক)+অণ্ সদৃশার্থে। বি; পুং।

কৈলাস-নাথ, -পতি—শিব; কুবের। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৈলাসশিখরী (-শিখরিন্)—শিব; কুবের; কৈলাস-পর্বত। কৈলাসশিখর+ইন্; ৩য় অর্থে কর্মধা। বি; পুং।

কৈলাসেশ্বর—শিব; কুবের। কৈলাসের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৈলে—কৈলা (তাহা দ্রঃ)।

কৈশিক—১। কেশসম্বন্ধীয়; কেশতুল্য; (পদার্থবিদ্যা) কেশবৎ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত;

সূক্ষ্ম নলাকার, capillary. কেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। শৃঙ্গাররস; কাম। বি; পুং।

কৈশিকতা—(পদার্থবিদ্যা) কেশসদৃশ সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট (কৈশিক) নল তরলদ্রব্যে ডুবাইলে যে অন্তঃ ও বহিঃ প্রবাহের ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা, capillarity. কৈশিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৈশিকাকর্ষণ (পদার্থবিদ্যা) জড়-পদার্থের যে শক্তি দ্বারা সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট নলে তরলবস্তু আকৃষ্ট হইয়া উঠে তাহা, capillary attraction. কৈশিক আকর্ষণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৈশিকাবনতি—(পদার্থবিদ্যা) কৈশিক নলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ অবনত হইয়া পড়িলে তাহার ভাব, capillary depression. কৈশিকী অবনতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৈশিকী—১। নাটক-প্রসিদ্ধ রচনা বিঃ; কৌশিকী, শৃঙ্গাররসানুকূল বৃত্তি। বি; স্ত্রী। ২। কেশসম্বন্ধীয়; কেশবৎ সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্টা। কৈশিক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৈশিকোন্নতি—(পদার্থবিদ্যা) কৈশিক নলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ উন্নত হইয়া উঠিলে তাহার ভাব, capillary elevation. কৈশিকী উন্নতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৈশোর—যৌবনের পূর্বাবস্থা, কিশোর অবস্থা; দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত কাল। কিশোর+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

কৈসন, কৈসনে, কৈসে- যথাক্রমে 'কৈছন', 'কেছনে' ও 'কৈছে' দ্রঃ।

কো—১। কে, কোন্ ব্যক্তি, কেহ। প্রা কপ্র। সর্ব। ২। ব্রজবুলিতে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন।

কোই—কেহ, কোন ব্যক্তি; কাহাকেও। <সং 'কো(কঃ)হি'-শব্দ। প্রা কপ্র। সর্ব।

কোইল—কোকিল। প্রা কপ্র। বি।

কোং—দল, সম্প্রদায়; ব্যবসায়িবৃন্দ, সওদাগরসম্প্রদায় 'কোম্পানি'। <ইং 'company'. বি।

কোঁকোঁ—শীতে বা জ্বরে কম্পনসূচক ক্ষুধায় পেট ডাকা সূচক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। বাংপ্র। অ।

কোঁক, কোঁখ—উদর, জঠর। <কুক্ষি। বি।

কোঁকড়া—কোঁচকানো; বক্র; কুটিল; জড়সড়। <কুঞ্চিত। বিণ।

কোঁকড়ানো ১। কুঞ্চিত; বক্র; কুণ্ঠিত। কোঁকড়া+আনো কর্ম, কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। কুঞ্চিত হইয়া আসা। <কুন্চ্-ধাতু। ক্রি [, বি]।

কোঁকানো—কোঁ কোঁ শব্দকারী। প্রা কপ্র। বিণ।

কোঁকানো—যন্ত্রণাদিতে কোঁ কোঁ শব্দ করা, অনুচ্চস্বরে গোঙানো; অসুস্থতা জ্ঞাপন করা; অসুখে ভোগা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

কোঁচ—১। সংকোচন, গুটানভাব। <কুঞ্চন। ২। মাছ বিঁধিয়া মারিবার অস্ত্র বিঃ; কুচবিহার প্রঃ অঞ্চলের জাতি বিঃ। প্রাদে। ৩। পাখি বিঃ। <ক্রৌঞ্চ। বি।

কোঁচকা—সংকোচন; সন্দেহ, সংশয়, ধোঁকা। বাংপ্র। বি।

কোঁচকানো—১। কোঁকড়ানো; গুটান। <কুন্চ্-ধাতু। ক্রি [, বি]। ২। সংকুচিত, গুটানো। কোচ্কা+আনো কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

কোঁচড়—ক্রোড়দেশস্থ বস্ত্রাংশ; কোঁচার কাপড়ের আধার; কোল। <ক্রোড়াঞ্চল। বি।

কোঁচবক—পক্ষী বিঃ। কোচই (<ক্রৌঞ্চ) বক, কর্মধা। বি।

কোঁচা—বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্রভাগ। <কুঞ্চন। বি।

কোঁচানো—১। কুঞ্চিত করা; কোঁচকাইয়া ভাঁজ করা; কোঁচা রচনা করা। <কুন্চ্-ধাতু। ক্রি [, বি]। ২। কুঞ্চিত; চুনট-করা। কোঁচা+আনো কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

কোঁড়, কোঁড়ক, কোঁড়া—বংশাঙ্কুর; উদ্ভিদের নূতন অঙ্কুর ('বাঁশের —'); কোঁড়ি। <অঙ্কুর। বি।

কোঁড়ন কুরণ্ড, স্ফীত অণ্ডকোষ। <কুরণ্ড। বি।

কোঁত, কোঁথ—কুন্থন। <কুন্থন। বি।

কোঁতকা, কোঁৎকা—লগুড়, মোটা লাঠি। <তু 'কুৎকা'। বি।

কোঁতানো, কোঁথানো—কোঁত দেওয়া, কোঁত পাড়া; কাতর শব্দ করা। <কুন্থ্-ধাতু। ক্রি [, বি]।

কোঁদল—কোন্দল, ঝগড়া, বিবাদ। <কন্দল। বি। বিণ—**কুঁদুলে**।

কোঁদা—১। কুঁদযন্ত্রে প্রস্তুত। বাংপ্র। বিণ। ২। কুঁদযন্ত্রে প্রস্তুত করা; কুর্দন করা, লাফানো। প্রা কপ্র। <'কুন্দ' বা 'কুর্দ'-ধাতু। ক্রি।

কোঁস্তা—সম্মার্জনী, ঝাঁটা। প্রাদে। বি।

কোক—১। চক্রবাক; ভেক; জ্যেষ্ঠী, টিকটিকি। কুক্ (আচ্ছাদন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। কম পোড়ানো পাথুরিয়া কয়লা, কোক কয়লা। <ইং 'coke'. বি।

কোকনদ—রক্তপদ্ম; রাঙ্গা সুঁদী, লাল শালুক। কোক (চক্রবাক)—নদ্ (নিচের অর্থযুক্ত)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কোকনদচ্ছবি—রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট। কোকনদের ছবির (কান্তির) ন্যায় ছবি যাহার, বহু। বিণ।

কোকিল—বসন্তসখা, পিক। কুক্ (গ্রহণ করা)+ইলচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কোকিলকণ্ঠ—১। কোকিলের কণ্ঠ; কোকিলের কণ্ঠস্বর। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। কোকিলের ন্যায় সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। কোকিলের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

কোকিলপ্রিয়া, -বধূ—কোকিল-স্ত্রী, কোকিলা। ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কোকিলাক্ষ—১। কোকিলের ন্যায় (রক্ত) নেত্রবিশিষ্ট, লোহিতচক্ষুঃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**। ২। বৃক্ষ বিঃ, তালমাখনা; করবীরবৃক্ষ। কোকিলের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু (সমাসান্ত ষচ্)। বি; পুং।

কোকেন—মাদক দ্রব্য বিঃ। <ইং 'cocaine'. বি।

কোঙর, কোঙার—তনয়, সন্তান। <কুমার। প্রা কপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

কোঙরভোগ—কুমারভোগ, প্রাচীন-কালের একপ্রকার ব্যঞ্জন; একপ্রকার ধান। প্রা কপ্র। বি।

কোঙা(ঙ্গা)-বক্রদেহ, কুব্জদেহ, কুব্জা। <কুব্জা। প্রাদে। বিণ।

কোঙার—'কোঙর' দ্রঃ।

কোঙ্কণ, কোংকণ—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত স্থান বিঃ; কোকনদ। কোন্—কণ্+অচ্ অধি। বি; পুং।

কোঙ্গা—'কোঙা' দ্রঃ।

কোচ—১। কুচবিহারের আদিম অধিবাসী; ধীবর জাতি বিঃ; দেশ বিঃ। কুচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। অশ্বযান, ঘোড়ার গাড়ি। <ইং 'coach'. ৩। পর্যঙ্ক, পালঙ্ক। <ইং 'couch'. বি।

কোচবাক্স—ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের বসিবার আসন। <ইং 'coach-box'. বি।

কোচম্যান, কোচোয়ান—অশ্ব-শকট-চালক, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। <ইং 'coachman'. বি।

কোজাগর—আশ্বিনী পূর্ণিমা [কঃ (কে)+জাগর (যে জাগে)। লক্ষ্মী বলেন—আজি নারিকেলের জল পান করিয়া কে জাগিয়া আছে এবং পাশা খেলিতেছে? তাহাকে আমি সম্পত্তি প্রদান করিব;—"নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীতিভাষিণী। তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।" "নারিকেলোদকং পীত্বা কো জাগর্তি

মহীতলে।"]। কঃ জাগর্ত্তি ইহাতে, বহু (পৃষোদরাদি)। বি; পুং। স্ত্রী, -**রী**।

কোট—১। দুর্গ, কেল্লা; নিরাপদ্ স্থান; ঘর, আবাস ("যে যার কোটে ফিরে এসেছি" —শরৎচন্দ্র)। কুট্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ২। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জিদ; আপনার স্থান বা গণ্ডী। <কোট্ট। ৩। দেহাবরণ, জামা। <ইং 'coat'. ৪। বিচারালয়, আদালত; খেলার ঘর বা ছক। <ইং 'court'. বি।

কোটন—চূর্ণন; খণ্ড খণ্ড করণ। <কুট্-ধাতু। বি।

কোটনা—১। রমণদূত, স্ত্রীপুরুষের অবৈধ মিলনসাধক; যে একের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া অপরের মন ভাঙ্গায় (প্রাদে)। <কুট্টনী। বি; পুং। স্ত্রী—**কুটনী**। ২। তরকারি কাটা বা কুচানো। <কুট্-ধাতু। ক্রি। ৩। কুটনা, কাটা তরকারি। 'কুট্'-ধাতুর সমানার্থক কর্মরূপে প্রযুক্ত। বাংপ্র। বি।

কোটনাগিরি, -পনা, কোটনামি, কোটনামো—হরতদোত্তা, স্ত্রীপুরুষের অবৈধমিলনসাধন; একের বিরুদ্ধে অন্যকে উত্তেজিত করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলা (প্রাদে)। কোটনা+গিরি, পনা, মি, মো ভাবার্থে, কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

কোটর—বৃক্ষস্থ গহ্বর, গোঁড়ল বা খোঁদল; ছোট ঘর, খোপ; (শারীরবিদ্যা) চক্ষু ইঃর গর্ত বা খোল ('অক্ষি—'), socket. উপতৎ; কোট (কৌটিল্য)—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

কোটরগত—কোটরস্থ, কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট; নীচু, বসা ('— চক্ষু')। কোটরকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

কোটরপ্রবিষ্ট—কোটরপ্রাপ্ত, যাহা গর্তে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

কোটশাল—লোহা প্রস্তুতের কারখানা। বাংপ্র। বি।

কোটা—১। অট্টালিকা, ইষ্টকময় গৃহ; পাকা বাড়ি, দালান; কক্ষ, কুঠরি; গৃহ; স্থান। <কোষ্ঠ। বি। ২। কুটা, ছোট ছোট করিয়া কাটা বা কুচানো; চূর্ণ করা, গুঁড়ানো; ঠোকা ('কপাল —'); ছেঁচা ('আদা —'); ছেনি দিয়া কাটিয়া খুব ছোট ছোট গর্ত করা বা অসমান করা ('শিল —')। <কুট্-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

কোটাল—১। নগরপাল; প্রহরী, চৌকিদার; কোতোয়াল। <সং 'কোষ্ঠপাল' বা ফা 'কোতোয়াল'। ২। অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় নদী প্রঃর জলোচ্ছ্বাস বা জোয়ার। <কটাল। বি।

কোটালি—থানা, ফাঁড়ি; কোটালের কাজ। কোটাল+ই স্বার্থে, কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

কোটালিয়া—নগরপাল; প্রহরী, পাহারাওয়ালা। প্রা কপ্র। বি।

কোটি, কোটী—১। খড়্গাদির প্রান্ত; ধার; ধনুকের অগ্রভাগ; বস্তুমাত্রের বক্র সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; শতলক্ষ সংখ্যা, ক্রোর; উৎকর্ষ; বিবাদনির্ণয়ার্থ পূর্বপক্ষ বা প্রশ্ন, তর্কের একপক্ষ; (জ্যামিতি) সমকোণী ত্রিভুজক্ষেত্রের ভূমি ও কর্ণরেখা ভিন্ন রেখা, ভূমি হইতে উত্থিত লম্ব-রেখা, ordinate; কোন কোণের সহিত যে কোণ যোগ করিলে সমকোণ হয় তাহা, complement; শ্রেণী, কোঠা। কুট্+ইক্ ভাব, কর্তৃ; পক্ষে ঈপ। বি; স্ত্রী। ২। কোটিসংখ্যা-পরিমিত। বিণ; স্ত্রী। ৩। জেদ, কোট। প্রা কপ্র। বি।

কোটি(টী)কল্প—শতলক্ষকল্প, ব্রহ্মার কোটি দিন; অনন্তকাল, চিরদিন। কোটি(টী)সংখ্যক কল্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কোটি(টী)কল্পব্যাপী (-ব্যাপিন্), **-স্থায়ী** (-স্থায়িন্)—অনন্তকালস্থায়ী, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বর্তমান আছে এরূপ; অবিনশ্বর। উপতৎ; কোটি(টী)কল্প—বি—আপ্, স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যাপিনী, -স্থায়িনী**।

কোটি(টী)পতি—কোটিমুদ্রার অধিপতি, যাহার কোটি টাকা আছে এরূপ ব্যক্তি; অতিশয় ধনবান্ লোক। কোটি(টী)র পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কোটী—'কোটি' দ্রঃ।

কোটীপতি—'কোটিপতি' দ্রঃ।

কোটীশ—১। কোটিশ (সকল অর্থে)। কোটী—শো+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। কোটিমুদ্রার অধীশ্বর, ক্রোরপতি। কোটির বা কোটীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কোটীশ্বর—কোটিমুদ্রার অধিপতি, ক্রোরপতি। কোটির বা কোটীর ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

কোটেশন—উদ্ধারচিহ্ন, শব্দ বা বাক্য অন্যকথিত—ইহা দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন (" "); মূল্যতালিকায় নির্দিষ্ট মূল্য, ব্যবসায়ী যে দরে মাল সরবরাহ করিতে পারে তাহা। <ইং 'quotation'. বি।

কোট্ট—দুর্গ, গড়; গৃহ, ঘর। কুট্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

কোট্টপাল—দুর্গরক্ষক; কোতোয়াল, কোটাল। উপতৎ; কোট্ট (গৃহ)—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কোঠা—ইমারত, পাকাবাড়ি; কুঠরি, কামরা; পর্যায়, শ্রেণী ('বড়লোকের —', 'পঞ্চাশের —')। <কোষ্ঠ। বি।

কোঠি—পাকাবাড়ি; কামরা; মোকাম, বাসস্থান। <কোষ্ঠিকা। বি।

কোড়া—১। কশা, চাবুক; ধাঙ্গড়। হি-মু। ২। মুল; অঙ্কুর। বি। ৩। খনন করা, খুঁড়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

কোণ—গৃহাদির একপার্শ্ব; কোটি; (জ্যামিতি) যেখানে সরলরেখাদ্বয় পরস্পর মিলিত হয় তাহা, angle; সূক্ষ্ম প্রান্ত; ধার, প্রান্ত ('এক কোণে পড়ে আছি'); গৃহাভ্যন্তর; দুই দিকের মধ্যস্থ দিক ('বায়ু—')। কুণ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। বিণ—**কোণীয়, কৌণিক**।

কোণের বউ—অন্তঃপুরচারিণী বধূ, নববধূ, নতুন বৌ।

কোণকানাচ—অন্ধিসন্ধি, গলি ঘুঁজি, আদাড়-পাদাড়। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কোণকুণ—কেশকীট, উকুন। উপতৎ; কোণ (মস্তকের একদেশ)—কুণ্ (চলা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

কোণ-ঠাসা—যাহাকে এককোণে চাপিয়া ধরা বা ফেলিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ; অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত; বে-কায়দায় পড়িয়াছে এমন; একঘরে। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কোণ-ঘেঁষা—কুনো, লাজুক, যে সর্বদা নিরিবিলি থাকিতে চায় এমন। কোণে ঘেঁষে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কোণ-ঠাসা—প্রাধান্য হইতে বঞ্চিত; সকলের চাপে শক্তিহীন। বাংপ্র। বিণ।

কোণবীক্ষণ—কোণ-নিরূপণ যন্ত্র, কোণ-পরিমাপক যন্ত্র, conoscope. কোণের বীক্ষণ হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

কোণা—১। কোণ। কোণ+আ স্বার্থে। বাংপ্র। ২। প্রান্ত, ধার; ধান্যাদির কণা। প্রা কপ্র। ৩। পানের সংখ্যা, ৩০ সংখ্যা; চতুর্থাংশ, সিকিভাগ; কোণাচ; কণিকা। বাংপ্র। বি। ৪। কোণবিশিষ্ট ('তিন-কোণা ঘর')। কোণ+আ (বাং) আসক্তার্থে। বিণ।

কোণাকুণি, -কোণি—১। কোণে কোণে, কোণে কোণে মিলাইয়া, এক কোণ হইতে সোজা বিপরীত কোণাভিমুখে। ক্রি-বিণ। ২। এক কোণ হইতে তাহার সম্মুখবর্তী কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত, টেরচা। বাংপ্র। বিণ।

কোণাচ—মেটে ঘরের চালের কাঠামোর কোণস্থিত কাঠ বা বাঁশ। প্রাদে। বি।

কোণাচে—কোণপ্রিয়, কুনো। বাংপ্র। বিণ।

কোণানুপাত—(গণিত) সমকোণী ত্রিভুজের বাহুসমূহের বা কোণসমূহের আনুপাতিক পরিমাপ, trigonometrical

ratios. কোণ-সম্বন্ধীয় অনুপাত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।
কোণি—নুলো, হাত-খোঁড়া। কুণ্+ইন্ কর্তৃ। বিণ।
কোতরা—মাতগুড়, ঘোলা গুড়। প্রাদে। বি।
কোতোয়াল—শান্তিরক্ষক কর্মচারী, চৌকিদার ; নগররক্ষক, নগরপাল। <সং 'কোষ্ঠপাল'। বি।
কোতোয়ালি—কোতোয়ালের কাজ; থানা। বাংপ্র। বি।
কোথাও—কোনও স্থানেও, কোথাও (দৃঢ়তাসূচক)। বাংপ্র। অ।
কোথেকে—কোন্ স্থান হইতে, কোথা হইতে। বাংপ্র। অ।
কোথলী—বৈষ্ণবের ভিক্ষাঝুলি। প্রা কপ্র। বি।
কোথা—১। কোন্ স্থান (কোথাকার, কোথা থেকে)। কো (<কোন্)+থা (<স্থান)। সর্ব। ২। কোন্ স্থানে। <কুত্র। ক্রি বিণ।
কোথাকার—কোন্ স্থানের ; ভর্ৎসনাসূচক ('পাজী —')। কোথা+কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। সব (ষষ্ঠী বিভক্তি)।
কোথায়—কোন্ স্থানে, কোন্‌খানে। <কুত্র। সর্ব (সপ্তমী বিভক্তি) ; তুলনায় হীনতাসূচক ('— রাজা হরিশ্চন্দ্র আর কিধু সরকার')।
কোদণ্ড—১। ধনুক ; ভ্রূ, ভুরু। কু (শব্দকারী) দণ্ড যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ২। দেশ বিঃ ; ধনুরাশি। কুণ্+অণ্ডচ্ কর্তৃ, নিপা। বি ; পুং।
কোদণ্ডটংকা(ঙ্কা)র—ধনুর্গুণ টানিবার টংটং শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
কোদলানো—কোদাল দিয়া মাটি কাটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
কোদাল, কোদালি—মাটি কাটিবার একপ্রকার অস্ত্র। <কুদ্দাল। বি। **কোদাল পাড়া, -মারা**—কোদাল দিয়া মাটি কাটা।
কোদালে—কোদাল দ্বারা ভূমিখননকারী ; কোদাল দিয়া কোপান মাটির মত ('— মেঘ')। কোদাল+এ। বাংপ্র। বি বা বিণ।
কোদো—একপ্রকার শস্য, কোদোধান, কোদো ঘাস হইতে জাত শস্য। <কোদ্রব। বি।
কোদ্রব—কোদো (তাহা দ্রঃ)। কো—দ্রু+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।
কোধ—রোষ, কোপ। <ক্রোধ। প্রা কপ্র। বি।
কোন্—কে, কি ; কোনও ; কেন না ; কই ; কেন ; কিরূপ, কিপ্রকার। <কো-নু। সর্ব-বিণ। **কোন্ না**—নিশ্চয়, অবশ্য।
কোন—কেহ, কেউ ; অনির্দিষ্ট এক। <কিম্। বিণ।
কোনও, কোনো—অনির্দিষ্ট, অবশিষ্ট। হিন্দু, অথবা 'কো-নু' শব্দদ্বয় হইতে জাত। বিণ। **কোনও না কোনও**—একটি না হইলে নিশ্চয় অপরটি। **কোনও মতে**—কষ্টে সৃষ্টে।
কোনা—১। কুনিকা ; চালের কোণের কাঠ বা বাঁশ। প্রাদে। বি। ২। কোণ-বিশিষ্ট ('তিন—')। বাংপ্র। বিণ।
কোনাকুনি, কোনাকোনি—কোণাকুণি (তাহা দ্রঃ)।
কোনাচ—কোণাচ (তাহা দ্রঃ)।
কোন্দল—বিবাদ, ঝগড়া। <কন্দল। বি।
কোন্দলিয়া, কোন্দলে—ঝগড়াপ্রিয়। কোন্দল+ইয়া, এ শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ।
কোপ—১। ক্রোধ, রাগ ; অসন্তোষ, বিরক্তি। কুপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। ধারাল অস্ত্রের আঘাত, চোট। বাংপ্র। বি।
কোপ-কটাক্ষ—ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত, ক্রোধের সহিত একদৃষ্টিতে চাওয়া। কোপসূচক কটাক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।
কোপ-জ্বলিত, -দীপ্ত—ক্রোধে অনলতুল্য, অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।
কোপন—ক্রুদ্ধস্বভাব, সহজেই যাহার কোপ জন্মে এরূপ। কুপ্+অন কর্তৃ। বিণ।
কোপন-প্রকৃতি, -স্বভাব—ক্রোধশীল, যে সহজেই ক্রুদ্ধ হয় এরূপ। কোপন প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।
কোপনা—সহজেই যে স্ত্রীর ক্রোধ জন্মে এরূপ ; ক্রুদ্ধস্বভাবা। কোপন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
কোপনীয়—যাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত এরূপ, ক্রোধের যোগ্য। কুপ্+অনীয় সম্প্র। বিণ।
কোপ-পরবশ, -বশ—ক্রোধে অভিভূত, কোপনপ্রকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
কোপবান্ (-বৎ)—ক্রোধবিশিষ্ট, ক্রুদ্ধ। কোপ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।
কোপা—ছাদ ইঃ পিটিবার কাঠের মুষল। বাংপ্র। বি।
কোপানল—ক্রোধাগ্নি, অগ্নির ন্যায় সর্বনাশক ক্রোধ। কোপরূপ অনল, রূপক কর্মধা; অথবা, কোপ অনলের ন্যায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।
কোপানো—কোদাল প্রঃ দ্বারা বার বার কোপ দেওয়া ; কোপ মারিয়া কাটা ; খড়্গাদির দ্বারা পুনঃপুনঃ আঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
কোপাবিষ্ট—ক্রোধে অভিভূত, অতিশয় ক্রুদ্ধ। কোপ দ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।
কোপি—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি প্রঃ। বাংপ্র। বি।
কোপিত—১। যাহার রাগ হইয়াছে এরূপ, রোষযুক্ত। কোপ+ইতচ্ জাতার্থে। ২। যাহাকে চটানো হইয়াছে এরূপ। কুপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
কোপী (কোপিন্)—১। ক্রুদ্ধ, রোষান্বিত। বিণ। স্ত্রী—**কোপিনী**। ২। জলপারাবত। কোপ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।
কোপ্তা—মসলা সহযোগে ভাজা মাংস। <ফা 'কোফ্‌তাহ্'। বি।
কোব—কোপ, ক্রোধ। প্রা কপ্র। বি।
কোবালা—ভূম্যাদির হস্তান্তরসূচক পত্র, বিক্রয়পত্র, কবালা। আ। বি।
কোবিদ—জ্ঞানী, পণ্ডিত ('শাস্ত্র—') ; নিপুণ ('রণ—')। কো (বেদ)—বিদ্ (জানা)+ক কর্তৃ। বিণ।
কোবিদার—রক্তকাঞ্চন ; মন্দার, পারিজাত। উপতৎ ; কু (ভূমি)—বি—দৄ+অণ্ কর্তৃ নিপা। বি ; পুং।
কোমর—কটিদেশ, মধ্যভাগ, মাজা। <ফা 'কমর্'। বি। **কোমর বাঁধা**—কার্য সাধনের জন্য উদ্যমী হওয়া। **কোমর ভাঙ্গা**—মাজা ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; (লক্ষ্যার্থে) নিরুদ্যম হওয়া, উৎসাহশূন্য হইয়া পড়া।
কোমরপাটা—শিশুদের কটিভূষণ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
কোমরবন্দ—কটিবন্ধ, কোমর বাঁধিবার পেটী বা রজ্জু। < ফা 'কমরবন্দ্'। বি।
কোমল—১। নরম, মৃদু ; উগ্র নহে, শান্ত ('—স্বভাব') ; মনোহর ; মধুর, ললিত। বিণ। ২। জল। কু+কলচ্ (নিপা)। বি ; ক্লী।
কোমলচিত্ত—যাহার মন নরম ও দয়াপ্রবণ এমন। কোমল চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।
কোমলতা, কোমলত্ব—মৃদুতা ; মনোহরতা ; মাধুর্য, লালিত্য। কোমল+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।
কোমলপ্রাণ, -হৃদয়—১। করুণার্দ্র হৃদয়। কোমল প্রাণ, হৃদয় যাহার, বহু। বিণ। ২। দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি ; পুং, ক্লী।
কোমলমতি—১। দয়ালু ; সরলান্তঃকরণবিশিষ্ট। কোমলা মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। দয়ালু মন। কোমলা মতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।
কোমলস্বভাব—১। কোমল প্রকৃতি,

ঠাণ্ডা মেজাজ। কর্মধা। বি; পুং। ২। মৃদু-প্রকৃতিসম্পন্ন, নম্রস্বভাবযুক্ত। কোমল স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

কোমলহৃদয়—'কোমলপ্রাণ' দ্রঃ।

কোমলা—অকঠিনা; মনোহরা। কোমল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কোমলাঙ্গ—১। অকঠিনদেহ, যাহার শরীর অতিশয় কোমল এরূপ। কোমল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গী, -ঙ্গা**। ২। অকঠিন দেহ, মৃদু শরীর। কোমল অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

কোমলায়ন—(রসায়ন) ক্রমশঃ তাপহ্রাস-দ্বারা ইস্পাত প্রঃর কাঠিন্য সম্পাদন, পান দেওয়া; তাপ এবং শৈত্যদ্বারা কাচ বা ধাতু মিশ্রণ করা, annealing. নবগঠিত সংস্কৃতানুকৃত শব্দ। বি; ক্লী।

কোমলাসন—মৃগচর্মনির্মিত আসন। কোমল আসন, কর্মধা। বি; ক্লী।

কোমলাস্থি—(শারীরবিদ্যা) নরম হাড়, নরম মাংসবৎ হাড়, cartilage. কোমল যে অস্থি, কর্মধা। বি; ক্লী।

কোমলিনী—কোমলা। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

কোম্পানি—বণিকসম্প্রদায়, যৌথ কারবার করিবার জন্য সমবেত সংঘ; গভর্নমেণ্ট, রাজসরকার (প্রথমে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; সেইজন্য পূর্বতন ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে কোম্পানি বলা হইত); (যুদ্ধে) পদাতিক-সৈন্যদল বিঃ (কয়েকটি প্ল্যাটুনে এক কোম্পানি হয়)। < ইং 'company'. বি। **কোম্পানির কাগজ**—গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকারপত্র, Government paper. **কোম্পানির মুলুক**—ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত স্থান; ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম আমল।

কোয়—কাহাকেও। প্রা কপ্র। সর্ব।

কোয়লা, কোয়েল, কোয়েলা—কোকিল। < কোকিলা। কপ্র। বি।

কোয়া—কাঁঠাল প্রঃ ফলের কোষ; রেশমের কোষ; অণ্ডকোষ ('— জ্বর')। < কোষ। বি।

কোয়িল—কোকিল। প্রা কপ্র। বি।

কোয়েলা, কোয়েলী—স্ত্রী কোকিল। বাংপ্র। বি।

কোর—১। বক্রতা, বাঁক; কুটিলতা। <কোণ বা কুর। ২। কলপ, মাড়। কুর্-ধাতুমূলক। বাংপ্র। ৩। ক্রোড়, কোল ("কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরি সঞ্চার"—নরোত্তম)। প্রা কপ্র। বি।

কোরক—মুকুল, কুঁড়ি; পুষ্পের মুকুলের ন্যায় প্রথমাবস্থা; মৃণাল; কঙ্কোল। কুর্+অক (বুন্) কর্ম। বি; পুং বা ক্লী।

কোর-কাপ, কোর-কার—অসরলতা, বক্রতা, বাঁকচুর। প্রাদে। বি।

কোরকোদ্গম—কলি ধরা, কুঁড়ি হওয়া; (গৌণার্থে) প্রথম উন্মেষ। কোরকের উদ্গম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কোরঙ্গী—ছোট এলাচ; পিপ্পলী। কুর্+অঙ্গচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোরণ্ড, কোরন্ড—কোষস্ফীতিরোগ, কুরণ্ড, hydrocele. < কুরণ্ড। বি।

কোরফা, কোর্ফা—প্রজার অধীন; অন্য প্রজার নিকট হইতে জমি লইয়া যে চাষ করে এমন ('— প্রজা')। <ফা 'কোর্ফা'। বিণ। **কোরফা জোত**—জোতদারের নিকট হইতে যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় তাহা। **কোরফা স্বত্ব**—জমিদারের নিকট গৃহীত সাক্ষাৎ স্বত্ব নহে, যে স্বত্ব জোতদারের নিকট হইতে লওয়া হয় (জোতদারের স্বত্ব নষ্ট হইলে কোরফা স্বত্ব নষ্ট হয়)।

কোরবান—বলি, উৎসর্গ ('জান —')। আ-মূ। বি।

কোরবানি—ধর্মোদ্দেশে মুসলমানদিগের পশুবলিদান। < আ 'কুরবানি'। বি।

কোরমা—মাংসের কালিয়া বিঃ, জল ছাড়া রান্না করা মাংস। তু। বি।

কোরা—১। কোর (মাড়)-যুক্ত, মাড়-লাগানো, অব্যবহৃত, নূতন, আধোয়া ('— কাপড়')। হি (<কুম্)। বিণ। ২। রজ্জু, দড়ি। প্রাদে। বি। ৩। কুরুনি দিয়া চাঁচা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ৪। কুরুনি দিয়া কোরানো শস্য ('নারিকেল—')। বাংপ্র। বি।

কোরান, কোর-আন—আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। < আ 'কুরআন'। বি।

কোরাস—গানের ধুয়া; একসঙ্গে বহুলোকের গান। < ইং 'chorus'. বি।

কোরি—কোরক, কলিকা, কুঁড়ি। প্রা কপ্র। বি।

কোরোক, ক্রোক—আটক; আদালতের নির্দেশবলে অভিযুক্তের মালপত্রের সাময়িক দখল। < তু 'কুর্ক'। বি।

কোর্ট—আদালত। < ইং 'court'. বি।

কোর্ট-ফী—আদালতে দেয় শুল্ক। < ইং 'courtfee'. বি।

কোর্টমার্শাল—সৈন্যবিভাগের আদালত। < ইং 'courtmartial'. বি।

কোর্টশিপ—বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রণয়-নিবেদন। < ইং 'courtship'. বি।

কোর্তা—একপ্রকার লম্বা জামা। < তু 'কুর্তা'। বি।

কোর্ফা—'কোরফা' দ্রঃ।

কোর্মা—মাংস বা মাছের কালিয়া বিঃ। তু। বি।

কোল—১। ক্রোড়, অঙ্ক; আলিঙ্গন ("আচওালে ধরি দেয় কোল"—বৃন্দাবন); মাছের পেটি; সম্মুখ; নিকটবর্তী স্থান। < ক্রোড়। বি। **কোল আলো করা**—মাতৃক্রোড়ে শোভমান হওয়া। **কোল জোড়া হয়ে থাকা**—মায়ের কোল ভরে থাকা, না মরা। **কোল দেওয়া**—আলিঙ্গন করা। **কোল পাওয়া**—আদর পাওয়া। **কোলে কাঁখে করা**—বসিয়া থাকিলে কোলে ধারণ করা ও দাঁড়া-ইলে কাঁকালে লওয়া, অর্থাৎ বিশেষ যত্নের সহিত লালন-পালন করা। **কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করা**—শিশু অবস্থা হইতেই সযত্নে লালন-পালন করা। **(কাহারও) কোলে মরা**—যাহার দীর্ঘজীবন কামনা করা হয় (স্বামী বা পুত্র) তাহাকে রাখিয়া মরা। **কোলের ছেলে**—যে ছেলে মাই খায়। **নিজের কোলে ঝোল টানা**—স্বার্থপর আচরণ করা। ২। শূকর; অনার্য জাতি বিঃ; উড়ুপ, ভেলা; ডোঙ্গা; দুইটঙ্ক পরিমাণ; কলিঙ্গদেশ; চিত্রক, চিতা; অস্ত্র বিঃ। বি; পুং। ৩। চই; মরিচ; একতোলা পরিমাণ। কুল্+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৪। অধীন ('— জমা')। ফা। বিণ।

কোল-আঁকড়া—যে ছেলে বা মেয়ে কোল ছাড়িতে চায় না এরূপ; যে সন্তান আদর চায় এরূপ। কোল আঁকড়ায় যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কোল-আঁচল—কোলের দিককার শাড়ীর আঁচল। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কোল-আঁধার—নিজের ছায়ার জন্য সম্মুখভাগে অন্ধকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

কোল-আঁধারী—কাছের জিনিসও দেখা যায় না এমন নিবিড় অন্ধকার; কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার ('— রাত')। বাংপ্র। বিণ।

কোলক—১। আখরোট গাছ; কাঁকলা গাছ। বি; পুং। ২। মরিচ; গন্ধদ্রব্য বিঃ; আখরোট ফল; কাঁকলা ফল। কুল্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

কোল-কাঙ্গাল—যে কোলে থাকিতে পায় না বলিয়া আবদারের সুরে অনুযোগ করে এমন, যে কোলে থাকিতেই ভালবাসে এমন ('— ছেলে')। কোলের জন্য কাঙ্গাল, ৪র্থীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কোল-কুঁজা, -কুঁজো—যাহার দেহ কোলের দিকে বা সম্মুখভাগে ঈষৎ অবনত

এরূপ। কোলে কুঁজো, কুঁজো, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কোলচাপ—আলির নীচে মাটি দিয়া ক্ষেত্রের জলনিরোধ। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

কোলজমা--গরকায়েমী জমা; কোরফা প্রজা বা তাহার স্বত্ব। ফা-মু। বি।

কোলজুড়ানো--যে অতি আদরের ধন বলিয়া জননীর কোল স্নিগ্ধ করে এমন। কোল জুড়ায় যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কোলঝাড়া—কোলপোঁছা (তাহা দ্রঃ)।

কোলদেব—বরাহ অবতার। কর্মধা। বি; পুং।

কোলন—যতিচিহ্ন বিঃ (:)। < ইং 'colon'. বি।

কোলপাতলা—খানিক দূরে দূরে অবস্থিত, যাহা ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে নয় এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

কোলপোঁছা—মাতার সর্বশেষ গর্ভজাত ('— সন্তান')। ৫মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

কোলম্বক—তন্ত্রী ভিন্ন বীণার সমুদায় অবয়ব। কুল্ + অম্বচ্ কর্ম + কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

কোলশরা, -সরা—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলাচারে ব্যবহৃত লাল সুতা দিয়া পরস্পর মুখামুখি করিয়া বাঁধা দুইখানি সরা। প্রাদে। বি।

কোলা—১। পিপ্পলী; চই; কলিঙ্গদেশ। কুল্ + অচ্ কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বড় জালা; একপ্রকার বড় ব্যাং; গরুর গলাফোলা রোগ। প্রাদে। বি। ৩। মোটা। বাংপ্র। বিণ।

কোলাকুলি—পরস্পর আলিঙ্গন। পরস্পরকে কোলে গ্রহণ, ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

কোলাচ--আশপাশ। বাংপ্র। বি।

কোলামি—অভ্যর্থনা; প্রশ্রয়; আশ্বাস; আলিঙ্গন। বাংপ্র। বি।

কোলাব্যাঙ—মোটা বড় ভেক। বাংপ্র। বি।

কোলাহল—কলকলধ্বনি, গোলমাল; রাগ বিঃ; পর্বত বিঃ। কোল—আ—হল্ + অচ্ কর্তৃ; মতান্তরে কোলাকুলি (হইচই—প্রা বাং) হইতে গঠিত সংস্কৃত। বি; পুং।

কোলি--কুলগাছ; লফল। কুল + ইন্ কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

কোলী কুলগাছ। কোলি + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোশ, কোষ—১। কুঁড়ি। কুশ্, কুষ্ + অচ্ কর্তৃ। ২। ধনরাশি; ধনাগার (কোষাধ্যক্ষ); আবরণ; ত্বগাদির আবরণ; (জীববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উদ্ভিদ্ বা জীবের মৌলিক সূক্ষ্ম অংশ ('জীব—', 'প্রাণি—'); খড়্গাদির খাপ; কোষা; অঞ্জলিপুট, পানিপাত্র; পানপাত্র; মধ্যভাগ; পোকার গুটি; মঞ্জুষা, পেটিকা; যোনি; মুষ্ক, অণ্ডকোষ; ডিম্বের আবরণ। কুশ্ বা কুষ্ + ঘঞ্ অপা। ৩। কাঁটালের কোয়া; শব্দাদিসংগ্রহ, অভিধান ('অমর—'); মাংসপেশী; ধনরাশি; ধনভাণ্ডার, treasury. কুশ্, কুষ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৪। ক্রোশ, দুই মাইল। <ক্রোশ। বি। ৫। এক জাতীয় লম্বা নৌকা। < কোষা (সাদৃশ্যে)। প্রাদে। বি।

কোশকার, কোষকার—অভিধানকর্তা; গুটিপোকা; ইক্ষু। উপতৎ; কোশ, কোষ—কৃ + অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কোশচঞ্চু—সারসপক্ষী। কোশ চঞ্চুতে যাহার, বহু। বি; পুং।

কোশ(ষ)পাল—ধনাধ্যক্ষ, ভাণ্ডাররক্ষক, ভাঁড়ারি। উপতৎ; কোশ—পা + ণিচ্ + অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কোশ(ষ)বতী—১। কোশাতকী লতা, ঝিঙ্গাগাছ। বি; স্ত্রী। ২। কোশবিশিষ্টা। কোশবৎ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কোশ(ষ)বান্ (-বৎ)--কোশযুক্ত, ধনবলে বলীয়ান্; জীবকোষাদিবিশিষ্ট (প্রাণী বা উদ্ভিদ্); খাপ-যুক্ত ('— খড়্গ')। কোশ + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং।

কোশল—১। কাশীর উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশ সহিত সমস্ত ভূভাগ। কুশ্ + কলচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। ২। কোশল-দেশের অধিপতি, কোশলরাজ। কোশল + অণ্ অধিপতি অর্থে (প্রত্যয়লোপে)। বি; পুং।

কোশলা—অযোধ্যানগরী, অযোধ্যাপুরী। কোশল + আপ্। বি; স্ত্রী।

কোশলাত্মজা—কৌশল্যা, রামের মাতা। কোশলের (২) আত্মজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কোশলিক, কোষলিক—উৎকোচ, ঘুষ। কোশল, কোষল + ইক ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কোশা, কোষা—১। পূজাদি কার্যে ব্যবহার্য তাম্রনির্মিত জলপাত্র; করপাত্র, অঞ্জলি। <কোষক। বি। ২। ক্ষুদ্র নৌকা, ডিঙ্গি। প্রা কপ্র। বি।

কোশা-কুশি—কোশা এবং তাহা হইতে জল তুলিবার জন্য তাম্রাদি-নির্মিত ক্ষুদ্র পাত্র। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

কোশাতকী, কোষাতকী—ঝিঙ্গা; ঝিঙ্গাগাছ। কোশ, কোষ—অত্ + ণক কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোশী, কোষী—ক্ষুদ্র কোষা; পাদুকা, জুতা; শস্যের শুঁয়া; শিম্বিকা। কুশ্, কুষ্ + ঘঞ্ অপা, করণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোষ—'কোশ' দ্রঃ।

কোষক—অণ্ড, ডিম; অণ্ডকোষ। কোষ + কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

কোষকাব্য—বিভিন্ন-কবিতাযুক্ত কাব্যগ্রন্থ; পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহ। কোষবৎ কাব্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

কোষকার—'কোশকার' দ্রঃ।

কোষপাল—সরকারী ধনাগারের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, ধনাগারিক; কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চী, treasurer. উপতৎ; কোষ—পা + ণিচ্ + অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

কোষপ্রাচীর—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বা জীববিদ্যা) উদ্ভিদ্‌কোষে প্রোটোপ্লাজমের বহিঃস্থ অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কোষ-বিপত্র—সরকারী ধনাগারের মূল্যপত্র, treasury bill. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কোষবৃদ্ধি—১। অণ্ডকোষের স্ফীততা; ধনভাণ্ডারের (ধনের) বৃদ্ধি; অর্থোন্নতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। কুরুণ্ডকবৃক্ষ। কোষের বৃদ্ধি যাহাতে, বহু। বি; পুং।

কোষমুক্ত—যাহা খাপ হইতে বাহির করা হইয়াছে এমন, নিষ্কোষিত ('— অসি')। ৫মীতৎ। বিণ।

কোষলিক—'কোশলিক' দ্রঃ।

কোষশূন্য, -হীন—নির্ধন; মুষ্কহীন, খাসি। ৩য়াতৎ। বিণ।

কোষস্থিতি—ব্যয়নির্বাহের পর অর্থভাণ্ডারে অবশিষ্ট অর্থ, treasury balance. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কোষা—তাম্রময় পূজাপাত্র; ডোঙ্গা, নৌকা; কাঁটাল প্রঃ ফলের কোয়া। < কোষক। বি।

কোষাগার—ধনাগার, ধনভাণ্ডার, treasury. কোষই (ধনাগারই, ভাণ্ডারই) আগার, কর্মধা। বি; ক্লী।

কোষাগার-আধিকারিক—সরকারী ধনাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, Treasury Officer. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কোষাতকী—'কোশাতকী' দ্রঃ।

কোষাধ্যক্ষ—ধনরক্ষক, ধনভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, treasurer. কোষের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কোষিক—নিকষোপল, কষ্টিপাথর। প্রা কপ্র। বি।

কোষী (কোষিন্)—আম্রবৃক্ষ; কর্ণবন্ধনজ রোগ বিঃ। কোষ + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কোষী—'কোশী' দ্রঃ।

কোষো—কষায়স্বাদযুক্ত, কষাটে, আধ ডাঁসা ('— পেয়ারা')। বাংপ্র। বিণ।

কোষ্টা—একপ্রকার পাট। প্রাদে। বি।

কোষ্টা কাটা—টেকো বা ঢেরার সাহায্যে পাট হইতে সুতা তৈয়ারি করা।

কোষ্ঠ—১। শস্যাগার, গোলা; গৃহমধ্য; উদরমধ্য; উদরমধ্যস্থিত মলভাণ্ড। বি; পুং।

কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া—উত্তমরূপে মল

নির্গত হওয়ায় উদরমধ্যস্থিত মলভাণ্ড পরিষ্কার হওয়া। ২। আত্মীয়, আপন। কুষ্+থন্ অপা। বিণ।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মলাশয়ের দৃঢ়তা, সহজে মল নির্গম না হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

কোষ্ঠবদ্ধ—বদ্ধকোষ্ঠ, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ-বিশিষ্ট। কোষ্ঠ বদ্ধ যাহার, বহু ('বদ্ধ' পদের পরনিপাত)। বাংপ্র। বিণ। বি, -**বদ্ধতা** (দাস্ত পরিষ্কার না হওয়া)।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠকাঠিন্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কোষ্ঠশুদ্ধি—উত্তমরূপ মলনির্গম, মল-শুদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

কোষ্ঠাগার—ধনধান্যাদি রাখিবার গৃহ। কোষ্ঠই আগার, কর্মধা। বি; ক্লী।

কোষ্ঠাগ্নি—জাঠর, জঠরাগ্নি। কোষ্ঠস্থ অগ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

কোষ্ঠিকা, কোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা; যাহাতে জীবনের শুভাশুভ নিরূপিত থাকে সেই পত্র, horoscope; দাবা, পাশা ইঃ খেলিবার ঘর। কোষ্ঠ+কন্ স্বার্থে+আপ্; কোষ্ঠ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোষ্ঠীবিচার—কোষ্ঠীর ফলাফল নির্ণয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। কু (ঈষৎ) উষ্ণ, নিত্য (কু-স্থানে কা)। বিণ।

কোসল—কোশল (তাহা দ্রঃ)। কু—সল্ +অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

কোসলা—অযোধ্যানগরী। কোসল+আপ্। বি; স্ত্রী।

কোহল—মদ্য বিঃ, alcohol; বাদ্য বিঃ; নাটকাদির প্রণেতা একজন সংগীতজ্ঞ গন্ধর্ব। কু—হল্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

কোহিনুর—বিখ্যাত হীরক বিঃ। < (ফা) কোহ (পর্বত)+ই+(আ) নূর (আলোক)। বি।

কৌঁসুলি—উচ্চ আদালতের ব্যবহারাজীব, ব্যারিস্টার। <ইং 'counsel'. বি।

কৌক্ষ—কুক্ষিতে স্থিত। কুক্ষি (উদর)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌক্ষী**।

কৌচ—গদি-দেওয়া বড় আরামকেদারা; পালঙ্ক। <ইং 'couch'. বি।

কৌটা, কৌটো—ঢাকনিওয়ালা ছোট পাত্র, পুট। বাংপ্র। বি।

কৌটিক—১। ব্যাধ; মাংসবিক্রেতা; কসাই। কূট (মৃগবন্ধন যন্ত্র)+ইক ব্যবহার করে অর্থে। বি; পুং। ২। কূট-সম্বন্ধীয়; জালকারী, জালিয়াত। কূট+ইক সম্বন্ধার্থে নিপুণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌটিকী**।

কৌটিল্য—১। কুটিলতা, ক্রূরতা। কুটিল+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী। ২। চাণক্য পণ্ডিত। কৌটিল্য (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

কৌটুম্বিক—কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত; কুটুম্ব-সম্বন্ধীয়। কুটুম্ব+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ম্বিকী**।

কৌড়ি—কপর্দক, কড়ি। বাংপ্র। বি।

কৌণিক—কোণ-সম্বন্ধীয় ('— বিন্দু'), কোণে অবস্থিত, angular. কোণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

কৌণী—জমির পরিমাণ বিঃ (১ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ অর্থাৎ ১ বর্গ হাতকে ১ কৌণী বলে)। বাংপ্র। বি।

কৌতুক—কুতূহল, কোন বিষয় দেখিবার বা জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য; হস্তসূত্র; উৎসব (বিবাহ-কৌতুক); পরিহাস; আনন্দ, আমোদ; নৃত্যগীতাদি তামাশা। কুতুক+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী। বিণ—**কৌতুকী** (-কিন্)।

কৌতুকপ্রিয়—যে হাস্যপরিহাস ভালবাসে এরূপ, আমোদপ্রিয়। কৌতুক প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

কৌতুকমঙ্গল—বিবাহাদি শুভকর্মে হস্তে ধারণীয় মঙ্গলসূত্র; রাখী। কৌতুকে মঙ্গল (শুভকর), ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

কৌতুকান্বিত—কৌতূহলযুক্ত; পরিহাস-নিরত। কৌতুক দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

কৌতুকাবহ—কৌতুকজনক; মজার। কৌতুকের আবহ (আ—বহ্+অচ্ কর্তৃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কৌতুকাবিষ্ট—অত্যন্ত কৌতুকান্বিত, কৌতূহলযুক্ত। কৌতুকদ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

কৌতুকিনী—১। কৌতুকবিশিষ্টা; আনন্দিতা; কৌতুককারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ। কৌতুকিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌতুকী (-কিন্)—কৌতুকবিশিষ্ট, যাহার কৌতুক জন্মিয়াছে এরূপ; কৌতুককারী, পরিহাসপ্রিয়। কৌতুক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কিনী**।

কৌতূহল—কুতূহল; ঔৎসুক্য, নূতন বিষয় জানিবার আগ্রহ। কুতূহল+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী। বিণ, -**হলী** (-হলিন্)।

কৌতূহলজনক—কৌতুককর, ঔৎসুক্য-জনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**জনিকা**।

কৌতূহলপরবশ—অত্যন্ত ঔৎসুক্যসম্পন্ন, জানিতে অতিশয় আগ্রহযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

কৌতূহলাক্রান্ত, -বিষ্ট—অত্যন্ত ঔৎসুক্যসম্পন্ন, অতিশয় কৌতূহলযুক্ত। কৌতূহল দ্বারা আক্রান্ত, আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

কৌতূহলী (-লিন্)—কৌতূহলসম্পন্ন, নূতন বিষয় জানিতে ইচ্ছুক। কৌতূহল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**লিনী**।

কৌতূহলোদ্দীপক—ঔৎসুক্যবর্ধক, অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক, যাহাতে কোন অজানা বিষয় জানিবার আগ্রহ বাড়ে। কৌতূহলের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দীপিকা**।

কৌন্তিক—কুন্তধারী, প্রাস-অস্ত্রধারী যোদ্ধা। কুন্ত+ইক আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

কৌন্তেয়—কুন্তীপুত্র; যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন; (বিশেষতঃ) অর্জুন। কুন্তী+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

কৌন্দিলী—কৌদিলী (তাহা দ্রঃ)।

কৌপ—১। কূপোদক; কুয়ার জল। বি; ক্লী। ২। কূপসম্বন্ধীয়; কূপোৎপন্ন। কূপ+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌপী**।

কৌপীন—ল্যাঙট, চীরবসন, কপনি; গুহ্যদেশ; অকার্য, অন্যায়। কূপ+ঈন (খঞ্) তৎপতনযোগ্যার্থে। বি; ক্লী।

কৌমার—১। কুমারাবস্থা, জন্মাবধি পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত বয়স (ভিন্নমতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত); কুমারী অবস্থা, কন্যাকাল। কুমার+অণ্ ভাবে। বি; ক্লীব। ২। কুমারসম্বন্ধীয়। কুমার+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**রী**। ৩। অবিবাহিত পুত্র। কুমার+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

কৌমারিকা—অবিবাহিতা নারী, কুমারী। কৌমারী+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

কৌমারিকেয়—কানীন পুত্র; অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের পুত্র। কুমারিকা+এয় অপ-ত্যার্থে। বি; পুং।

কৌমারী—১। অবিবাহিতা কন্যা। কৌমার (৩)+ঈপ্। ২। পূর্বে অকৃতদার পতির ভার্যা, প্রথমা পত্নী। কৌমার (৩)+অণ্ পরিণীতার্থে+ঈপ্। ৩। মাতৃকা বিঃ, কার্তিকেয়-শক্তি। বি; স্ত্রী। ৪। কুমারসম্বন্ধীয়া। কৌমার+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৌমার্য(র্য্য)—কুমারাবস্থা, কুমারকাল বা কুমারীকাল। কুমার বা কুমারী+ষ্যঞ্ ভাবে, অথবা বাংপ্র। বি; ক্লী।

কৌমুদ—কার্তিকমাস। অলুক্ উপতৎ; কৌ (পৃথিবীতে)—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক ঘঞর্থে অধি। বি; পুং।

কৌমুদিনী—চন্দ্রকিরণ। <কৌমুদী। বি।

কৌমুদী—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; কার্তিকী পূর্ণিমা; কার্তিকী পূর্ণিমাতে করণীয় উৎসব। কুমুদ+অণ্ বিকাশার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌমুদীপতি—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

কৌমুদীবসনা—জ্যোৎস্নারূপ বস্ত্র-পরিহিতা, জ্যোৎস্নাময়ী, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিতা ('— নিশা')। কৌমুদী বসন যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৌমুদীবিধৌত—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, প্রচুর জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

কৌমোদকী—বিষ্ণুর গদা। কুমোদক (বিষ্ণু)+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কৌরব—কুরুবংশীয় যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনাদি ; (সাধারণতঃ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, দুর্যোধনাদি। কুরু+অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

কৌরবপ্রধান—কুরুবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; ভীষ্ম। ৭মীতৎ। বিণ বা বি ; পুং।

কৌরবেয়—কুরুবংশীয়, কুরুকুলজাত। কুরু +এয় অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

কৌরব্য—কুরুবংশোদ্ভব, কুরুকুলে জাত। কুরু+ণ্য অপত্যার্থে। বিণ।

কৌর্ম(র্ম্ম)—১। কূর্মপুরাণ। বি ; ক্লী। ২। কূর্মসম্বন্ধীয়। কূর্ম+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌর্মী**।

কৌল—১। সৎকুলজাত ; কৌলিক, কুল-ক্রমাগত। কুল+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌলী**। ২। শক্তির উপাসক, তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবাক্রান্ত ব্যক্তি। বি ; পুং। ৩। তন্ত্রোক্ত আচার। কুল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী। ৪। কোল, আলিঙ্গন। প্রা কপ্র। বি।

কৌলটিনেয়—ভিখারিনীর পুত্র। কুলটা +এয় অপত্যার্থে, (ইন্-আগম বিকল্পে)। বি ; পুং।

কৌলটেয়—কুলটার পুত্র ; ভিখারিনীর পুত্র। কুলটা+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

কৌলব—(জ্যোতিষ) ববাদি একাদশান্তর্গত তৃতীয় করণ। বি ; পুং।

কৌলিক—১। কুলক্রমাগত, বংশপরম্পরায় আগত ; কুলধর্মানুষ্ঠায়ী ; কুলধর্মপ্রবর্ত্তক ; বামাচার-মতানুসারে শক্তির উপাসক। কুল +ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। শিব ; মনু। কৌল (কুলধর্ম)+ইক প্রবর্ত্তন করেন এই অর্থে। ৩। তন্তুবায়, তাঁতী। কুল (বংশ)+ইক সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

কৌলীন—১। প্রধান ও প্রসিদ্ধ বংশে জন্ম, আভিজাত্য। কুলীন+অণ্ ভাবে। ২। গোপনীয় দুষ্টকার্য, নিন্দনীয় কার্য ; লোকনিন্দা। কৌ (পৃথিবীতে) লীন, অলুক্ ৭মীতৎ। বি ; ক্লী। ৩। কৌলিক, বংশগত। কুল+ঈন্। বিণ।

কৌলীন্য—কুলীনত্ব, বংশমর্যাদা ; বল্লাল-সেন-প্রবর্ত্তিত কুলমর্যাদা। কুলীন+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

কৌলেয়—সৎকুলজাত। কুল+এয় সংজ্ঞার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

কৌলেয়ক—১। কুলীন, উচ্চকুলে জাত। কুল (বংশ)+এয় সংজ্ঞার্থে+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। কুকুর। কুল (গৃহ)+এয় পালিতার্থে+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

কৌশল—নৈপুণ্য, দক্ষতা (সৃষ্টিকৌশল) ; যুক্তি, উপায় ; ছলচাতুরী ; ফন্দী, technique. কুশল+ষ্যঞ্ ভাবে, কর্মার্থে। বি ; ক্লী। বিণ—**কৌশলী** (-লিন্)।

কৌশলী (-লিন্)—কৌশলযুক্ত, চতুর ; ধূর্ত। কৌশল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী -**লিনী**।

কৌশ(স)লেয়—কৌশল্যার পুত্র, রামচন্দ্র। কৌশল্যা+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

কৌশল্যা, কৌসল্যা—(রামায়ণ) রামচন্দ্রের মাতা। কোশল, কোসল+ষ্যঞ্ ভবার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৌশল্যায়ন, কৌশল্যায়নি—রামচন্দ্র। কৌশল্যা+আয়ন, আয়নি অপত্যার্থে। বি ; পুং।

কৌশাম্বী—বৎসরাজনগরী, মগধের অন্তর্বর্তী নগরী বিঃ। কুশাম্ব (বৎসরাজ)+ অণ্ নির্বৃত্তার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কৌশিক—১। বিশ্বামিত্র মুনি [চরিতাবলী দ্রঃ]। কুশিক+অঞ্ অপত্যার্থে। ২। পেচক ; ইন্দ্র ; ছয় রাগের একটি ; সাপুড়ে ; নকুল ; শৃঙ্গাররস কোষাধ্যক্ষ। বি ; পুং। ৩। রেশমী, রেশম দ্বারা প্রস্তুত। বিণ। স্ত্রী, -কী। ৪। কৌষিকবস্ত্র। কোশ+ইক ভবার্থে। বি ; ক্লী।

কৌশিকী—১। দুর্গা ; জগদ্ধাত্রীমূর্তি ; (নাট্য) রচনাপদ্ধতি বিঃ ; রাগিণী বিঃ ; (শৃঙ্গাররসে প্রযোজ্য) রচনারীতি (style) বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। রেশমজাত ; রেশমী। কৌশিক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কৌশীলব্য—লবকুশের কাজ ; নাচগান ; নৃত্যগীত-ব্যবসায়। কুশীলব+ষ্যঞ্ ইদমর্থে। বি ; ক্লী।

কৌশেয়, কৌষেয়—রেশমী (বস্ত্রাদি)। কোশ, কোষ+এয় ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

কৌষিক—১। পেচক ; ইন্দ্র ; সাপুড়ে ; নকুল ; কোষকার, অভিধানকর্ত্তা ; কোষাধ্যক্ষ ; শৃঙ্গাররস। বি ; পুং। ২। রেশমী, কোষসূত্রজাত। কোষ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

কৌষিকী—দেবী ভগবতীর কায়কোষোদ্ভবা দেবী। কোষ+ইক ভবার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কৌষেয়—'কৌশেয়' দ্রঃ।

কৌসল্যা—'কৌশল্যা' দ্রঃ।

কৌস্তুভ—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত মণি ; মুক্তা বিঃ। কুস্তুভ (সমুদ্র)+অণ্ ভবার্থে। বি ; পুং।

ক্বচিৎ—১। কোনস্থানে, কোথাও ; দুএকটি স্থানে ; কখনও কখনও, দুএকটি সময়ে, কালেভদ্রে। ক+চিৎ অসাকল্যার্থে। ২। প্রায় না, খুব কম। বাংপ্র। অ।

ক্বণ, ক্বণন—বীণাধ্বনি ; শব্দ, রব। ক্বণ্+ অপ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

ক্বণিত—১। ধ্বনি। ক্বণ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। শব্দায়মান, ধ্বনিত। ক্বণ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

ক্বথন—জলে সিদ্ধ করিয়া নির্যাস বাহির করা, decoction. ক্বথ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্বথিত—১। কাথ, নিষ্পচন, অতিশয় পাক। ক্বথ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। অগ্নিসিদ্ধ, অতিশয় পক্ব। ক্বথ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্বাণ—বীণাধ্বনি ; শব্দ। ক্বণ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

ক্বাথ—জলে সিদ্ধ করিয়া বস্তুর যে সার নির্গত করা যায় তাহা, নির্যাস, decoction. ক্বথ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

কঁ্যাক—পৃষ্ঠে চাপজনিত কণ্ঠনির্গত শব্দ বিঃ ; অনুকার-শব্দ, ঘ্যাক ; আঁতকাইয়া ওঠা ; আপত্তিকরভাবে প্রতিবাদ করা। বাংপ্র। অ। **কঁ্যাক কঁ্যাক করা**—রাগিয়া যাওয়া ; রাগিয়া দুর্বাক্য বলা।

কঁ্যাচ—তীরাদি বিদ্ধ হওয়ার অনুকার-শব্দ ; গরুর গাড়ির চাকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

কঁ্যাচকেঁচে—যে সর্বদাই অনর্থক বিরক্তিকর চেঁচামেচি করে এমন ('— ছুঁচো')। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

কঁ্যাচকঁ্যাচানি—গরুর গাড়ির চাকার শব্দের ন্যায় শব্দ। বাংপ্র। বি।

কঁ্যাচর-কঁ্যাচর—গরুর গাড়ির চাকার শব্দ ; আধসিদ্ধ তরকারি চিবানোর শব্দ ; বিরক্তিকর একঘেয়ে বকুনি। বাংপ্র। অ।

কঁ্যাচাকেচি, কঁ্যাচামেচি—অনবরত বকাবকি ; বিরক্তিকর বকুনি। বাংপ্র। বি।

কঁ্যাটকেঁটে—কর্কশ ও স্পষ্ট ('— কথা') ; কর্কশভাষী। ক্যাটক্যাট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

কঁ্যাটকঁ্যাট—বিঁধিবার শব্দ ; কটু ও বিরক্তিকর কথা। বাংপ্র। অ। **কঁ্যাট-কঁ্যাট করিয়া শুনাইয়া দেওয়া**—কড়া কড়া কথায় মুখের উপর জবাব দেওয়া বা তিরস্কার করা।

কঁ্যাত—লাথি মারার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ক্যাঙ্গারু, ক্যাঙারু—জন্তু বিঃ (ইহাদের উদরে শাবকবাহী থলি আছে, সামনের পা দুইটি অতি ছোট)। <ইং 'kangaroo'. বি।

ক্যাটালগ—বিবরণপত্রিকা। <ইং 'catalogue'. বি।

ক্যাদড়ামি—কাদাধোয়া জল ; শরীরের বা

কোন ব্যক্তির মল্লাধোয়া জল; বিদ্রূপ, উপহাস। <কাদাপানি। বি।

ক্যান্সার—কর্কট রোগ। <ইং 'cancer'. বি।

ক্যানাস্তারা—টিনের পাত্র। <ইং 'canister'. বি।

ক্যানেল—জল চলিবার কাটাখাল। <ইং 'canal'. বি।

ক্যানেস্তারা—ক্যানাস্তারা (তাহা দ্রঃ)।

ক্যাবলা, ক্যাবলাকান্ত—হাবাগোবা, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

ক্যাবাত—শাবাশ, কেয়াবাত। <কেয়াবাৎ। বাংপ্র। অ।

ক্যাবিন—রেলগাড়ি, স্টীমার, হাসপাতাল ইঃর পৃথক্ কামরা। <ইং 'cabin'. বি।

ক্যাবিনেট—রাষ্ট্রের চালক মন্ত্রিবর্গের পরামর্শসভা, মন্ত্রিমণ্ডলী; গূঢ়সমিতি; দেরাজযুক্ত কাঠের বা লোহার সিন্দুক। <ইং 'cabinet'. বি।

ক্যাম্বিস—মোটা মজবুত কাপড় বিঃ। <ইং 'canvas'. বি।

ক্যামেরা—আলোকচিত্র-গ্রহণের যন্ত্র। <ইং 'camera'. বি।

ক্যারাচে—বাঁকা ধরনের, তেরছা। বাংপ্র। বিণ।

ক্যাস্টর-অয়েল—ঔষধরূপে ব্যবহার্য রেড়ির তেল (ইহা জোলাপ লওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়; সুবাসিত করিয়া ইহা মাথার তেলরূপেও ব্যবহৃত হয়)। <ইং 'castor-oil'. বি।

ক্রকচ—১। করপত্র, করাত। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। (জ্যোতিষ) যোগ বিঃ; গ্রন্থিল-বৃক্ষ; গাঁটযুক্ত গাছ। বি; পুং। ৩। (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) কিনারায় করাতের মত দাঁতওয়ালা, serrate. ক্র—কচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্রতু—যজ্ঞ; যূপসহিত বা যূপরহিত যজ্ঞ; (সর্বযজ্ঞস্বরূপ বলিয়া) বিষ্ণুপূজা; সপ্তর্ষির একজন; ইন্দ্রিয়। কৃ+কতু কর্ম সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ক্রতুধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—(দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী বলিয়া) শিব। উপতৎ; ক্রতু—ধ্বন্‌স্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ক্রতুপুরুষ—বিষ্ণু। ক্রতুপূজিত পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্রতুভুক্ (-ভুজ্)—দেবতা। উপতৎ; ক্রতু—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ক্রতুরাজ—রাজসূয় যজ্ঞ; অশ্বমেধ যজ্ঞ। ক্রতুর রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ক্রতূত্তম—শ্রেষ্ঠযজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ক্রথন—মারণ, হিংসন; ছেদন। ক্রথ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ক্রন্দ—রোদন, কান্না; আহ্বান। ক্রন্দ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ক্রন্দন—কান্না, রোদন। ক্রন্দ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ক্রন্দনধ্বনি—রোদনরব, কান্নার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রন্দনপর, -রত—যে খুব কাঁদিতেছে এমন, রোরুদ্যমান। ক্রন্দন পর যাহার, বহু; ক্রন্দনে রত, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রন্দনপরায়ণ—রোরুদ্যমান, অত্যন্ত রোদনকারী। ক্রন্দন হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

ক্রন্দসী—১। আকাশ ও পৃথিবী ("ওই শুন, দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে 'ক্রন্দসী'।"—রবীন্দ্র)। ক্রন্দ্+অস্ (অসুন্) > ক্রন্দস্+১মা দ্বিবচনে। বাংপ্র। বি; ক্লী। ২। যে কাঁদিতেছে এরূপ, রোরুদ্যমানা ("কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে"—নজরুল)। কপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ক্রন্দিত—ক্রন্দন; আহ্বান; যোদ্ধাদের হাঁকডাক। ক্রন্দ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ক্রব্য—কাঁচা মাংস। ক্রব্+ণ্যৎ কর্ম (নিপা)। বি; ক্লী।

ক্রব্যাৎ(দ্), ক্রব্যাদ—১। রাক্ষস; অপক্ব মাংসাশী প্রাণী; শবভক্ষক বহ্নি বিঃ; চিতার আগুন। বি; পুং। ২। অপক্ব মাংসখাদক; মাংসাশী। উপতৎ; ক্রব্য—অদ্+বিট্, অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -দী। [সিদ্ধান্তকৌমুদী মতে, ক্রব্যাদ=পক্বমাংস—অদ্+অণ্. পক্ব মাংস স্থলে নিপাতনে ক্রব্য আদেশ।]

ক্রম—অনুক্রম, পর্যায়, order; অবিচ্ছেদ ('ক্রমাগত'); প্রণালী, পদ্ধতি অনুসার, অনুসরণ (পরামর্শক্রমে, ভাগ্যক্রমে); (সৃষ্টিক্রম) যার পর যা এই নিয়ম; পাদক্ষেপ, চলন; সংকল্প; বিক্রম, বল ("ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি"—ঈশ্বর গুপ্ত); ব্যবহার; অতিক্রম (কালক্রমে); বৈদিক বিধান; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শক্তি বা তরলীকরণ, dilution. ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **ক্রমে ক্রমে**—পর পর, ক্রমশঃ; আস্তে আস্তে, অল্প অল্প করিয়া।

ক্রমণ—১। চলন; অতিক্রম করা, পায়চারি করা। ক্রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পাদ। ক্রম্+অনট্ করণ। বি; পুং।

ক্রমনিম্ন—ক্রমশঃ নীচু, ঢালু, গড়ানে। ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমপত্র—করণীয় কর্মের পূর্বপ্রস্তুত সময়-তালিকা, programme. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ক্রমবর্ধ(র্দ্ধ)মান—ক্রমশঃ বর্ধনশীল, যাহা একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমবিকাশ—ক্রমশঃ প্রকাশ, একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হওয়া; অভিব্যক্তি, evolution. ৩য়াতৎ। বি; পুং। বিণ, **-বিকাশী** (-শিন্)।

ক্রমবিকাশনিয়ম, -পদ্ধতি—অল্পে অল্পে প্রকাশিত হইবার রীতি [ডারুইন্ প্রঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, প্রথমে পৃথিবী বর্তমান সময়ের ন্যায় জীবজন্তু-উদ্ভিদ্ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল না। প্রথমে জল, পরে স্থল, তৎপরে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ হইতে সুবৃহৎ বৃক্ষলতাদি, তাহার পরে কীটপতঙ্গ এবং ক্রমশঃ অন্যান্য জন্তু এবং সর্বশেষে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিয়মের নাম 'ক্রম-বিকাশনিয়ম' বা 'ক্রমবিকাশপদ্ধতি' এবং এই মতবাদের নাম '**ক্রমবিকাশবাদ**']। ক্রমবিকাশের নিয়ম, পদ্ধতি, ৬ষ্ঠীতৎ; মধ্যপ্ কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

ক্রমভঙ্গ—পর্যায়ের ব্যতিক্রম; প্রচলিত পদ্ধতির বৈপরীত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রমমাণ—ইতস্ততঃ গমনশীল; যাহা আস্তে আস্তে চলিতেছে এমন। ক্রম্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্রমশঃ (>**ক্রমশ**)—ক্রমে ক্রমে, যার পর যা এই নিয়মে; আস্তে আস্তে, অল্প অল্প করিয়া। ক্রম+শস্ প্রকারার্থে। অ। ক্রি-বিণ।

ক্রমসংকো(ঙ্কো)চ—ক্রমশঃ কমিয়া আসা বা কমানো ('ধনভাণ্ডারের, ব্যয়ের —'); (শারীরবৃত্ত) পৌষ্টিকনালীর ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হইয়া মলদ্বারের দিকে মলচালনা, peristalsis. ৩য়াতৎ। বি; পুং।

ক্রমসূক্ষ্ম—ক্রমশঃ সরু। ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমাগত—১। ক্রমানুসারে উপস্থিত; পিতৃপিতামহাদিক্রমে আগত; অবাধ, ধারাবাহিক, অবিশ্রান্ত ('— পরিশ্রম')। ক্রমদ্বারা আগত, ৩য়াতৎ; অথবা, ক্রমে আগত, সুপ্। বিণ। ২। নিরবচ্ছিন্নভাবে, অনবরত ('— খাটিতেছেন')। ক্রি-বিণ।

ক্রমাঙ্কন—(পদার্থবিদ্যা) নলচ্ছিদ্রের ব্যাস-নির্ণয়, কোন গর্ত-মুখের পরিধি-নির্ণয়, calibration. ক্রমের অঙ্কন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ক্রমানুবন্ধ—পর্যায় অনুসারে সন্নিবেশ। ক্রমের অনুবন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রমানুভাবকতা—যে শক্তি দ্বারা পর্যায়-জ্ঞান হয় তাহা, পর্যায়বোধ-সামর্থ্য। ক্রমের অনুভাবক, ৬ষ্ঠীতৎ; ক্রমানুভাবক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ক্রমানুযায়ী (-যায়িন্), **ক্রমানুসারী**

(-সারিন্)—পর্যায়ের অনুগামী, পরম্পরাগত, ধারাবাহিক, যাহার পর যেটি ঠিক তাহার পর সেইটি এইরূপ পদ্ধতিতে আগত। ক্রমের অনুযায়ী, অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী, -সারিণী।**

ক্রমানুসারে—পর্যায়ক্রমে, ঠিক পর পর। ক্রমের অনুসার (অনুসরণ), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ক্রমান্বয়—ক্রমে সংঘটন; ক্রমের অনুসরণ; ধারাবাহিকতা। ক্রমের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রমান্বয়ে—ক্রমানুসারে, পর পর। ক্রমের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ক্রমায়াত—ক্রমাগত; ক্রমশঃ ঘটিত; পরম্পরাক্রমে উপস্থিত। ক্রমদ্বারা আয়াত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমিক—ধারাবাহিক, ক্রমাগত; পর পর অবস্থিত। ক্রম+ইক (ঠন্) আগতার্থে। বিণ। **ক্রমিক সংখ্যা**—পর্যায়ক্রমে আগত সংখ্যা, roll number.

ক্রমেল, ক্রমেলক—উষ্ট্র, উট। ক্রম—ইল্ (গমন করা)+ক কর্তৃ, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ক্রমোচ্চ, ক্রমোন্নত—ক্রমশঃ উচ্চ। ক্রমদ্বারা উচ্চ, উন্নত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রমোন্নতি—ক্রমশঃ উঁচু হওয়া; একটু একটু করিয়া উন্নতি। ক্রম দ্বারা উন্নতি, ৩য়াতৎ বা সুপ্। বি; স্ত্রী।

ক্রয়—মূল্য দিয়া বস্তু গ্রহণ, কেনা। ক্রী+অচ্ ভাব। বি; পুং।

ক্রয়-উপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—যে ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়, Purchasing Adviser. ক্রয়ে উপদেষ্টা, ৭মীতৎ। বি; পুং।

ক্রয়পত্র—ক্রয়লেখ্য (তাহা দ্রঃ)।

ক্রয়বিক্রয়—কেনা-বেচা, বাণিজ্য-ব্যবসায়। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ক্রয়বিক্রয়িক- বণিক্, বাণিজ্যকারক, ব্যবসায়ী। ক্রয়বিক্রয়+ইক (ঠন্) করে এই অর্থে। বি; পুং।

ক্রয়বিক্রয়ী (-য়িন্)—ক্রয়বিক্রয়কারী, বণিক্, ব্যবসায়ী। ক্রয়বিক্রয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বিক্রয়িণী।**

ক্রয়লেখ্য—ভূম্যাদি ক্রয়ের লেখাপড়া, কবালা, কোবালা; জমি কেনার দলিল। ক্রয়সূচক লেখ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্রয়িক—ক্রয়কারী, বণিক্। ক্রয়+ইক (ঠন্) করে এই অর্থে। বি; পুং।

ক্রয়ী (ক্রয়িন্)—ক্রয়কারী, ক্রেতা। ক্রী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ক্রয়িণী।**

ক্রয্য—কিনিবার যোগ্য; বিক্রয়ার্থ স্থাপিত। ক্রী+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

ক্রশিষ্ঠ—অতি কৃশ, যারপরনাই রোগা। কৃশ+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

ক্রশীয়ান্ (ক্রশীয়স্)—অতিশয় কৃশ। কৃশ+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়সী।**

ক্রান্ত—আক্রান্ত; অতিক্রান্ত; সংক্রান্ত; ব্যাপ্ত। ক্রম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্রান্তদর্শী (-র্শিন্)—অতীতদ্রষ্টা, অতীতবেদী। ক্রান্ত—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-দর্শিনী।**

ক্রান্তি—১। গতি, পাদবিক্ষেপ, সংক্রমণ; আক্রমণ; অবস্থার পরিবর্তন। ক্রম্+ক্তি ভাব। ২। (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের মধ্যরেখা; বিষুবরেখা হইতে উত্তরে কর্কট-ক্রান্তি পর্যন্ত অথবা দক্ষিণে মকরক্রান্তি পর্যন্ত সূর্যের দূরত্ব। ক্রম্+ক্তি অধি। ৩। অয়ন হইতে অয়ন পর্যন্ত আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী ঈষদ্বক্র কল্পিত রেখা, সূর্যের গমনপথ। ক্রম্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী। ৪। (গণিত) কড়ার তিন ভাগের এক ভাগ। বাংপ্র। বি।

ক্রান্তিপাত—(জ্যোতির্বিদ্যা) বিষুবরেখা ও অয়নপথের সংযোগস্থল, equinoctial points [সূর্য এই সংযোগস্থলে আসিলে দিবা রাত্রি সমান হয়]। ক্রান্তির পাত যেখানে, বহু। বি; পুং।

ক্রান্তিবলয়—(জ্যোতির্বিদ্যা) ক্রান্তিবৃত্ত; বিষুবরেখার সমান্তরালে প্রায় ২৩½° দক্ষিণে ও উত্তরে যে বলয়াকৃতি কল্পিত অক্ষরেখা বিদ্যমান আছে তাহা। ক্রান্তিসূচক বলয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্রান্তিবিন্দু—(জ্যোতির্বিদ্যা) ক্রান্তি হইতে উৎপন্ন বিন্দুদ্বয়। ক্রান্তিজাত বিন্দু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্রান্তিবৃত্ত, -মণ্ডল—সূর্যের অয়নপথ, ecliptic [আকাশস্থ যে কল্পিত রেখাবৃত্ত বিষুবরেখার মধ্য দিয়া বক্রভাবে কর্কট ও মকরক্রান্তির ঠিক উপর পর্যন্ত গিয়াছে তাহার নাম ক্রান্তিবৃত্ত]. ক্রান্তি (সূর্যের গতি)-সূচক বৃত্ত, মণ্ডল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্রান্তীয়—কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির নিকটস্থ বা মধ্যস্থিত, tropical. ক্রান্তি+ঈয়। বিণ।

ক্রায়ক—ক্রেতা। ক্রী+ণক কর্তৃ। বিণ।

ক্রিকেট—ব্যাটবল খেলা। < ইং 'cricket'. বি।

ক্রিমি—'কৃমি' দ্রঃ।

ক্রিয়মাণ—যাহা করা হইতেছে এরূপ, যাহার অনুষ্ঠান হইতেছে এরূপ, সম্পাদ্যমান। কৃ+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ক্রিয়া—কর্ম, কার্য; প্রয়োগ; অনুষ্ঠান; শিক্ষা; গর্ভাধানাদি সংস্কার; ধর্মকার্য, পূজা; ফল ('ঔষধের —'); শ্রাদ্ধ; চেষ্টা; অভ্যাস; শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য; অধ্যয়ন দান যজন প্রঃ (ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ); (রাজনীতি) সামাদি উপায়প্রয়োগ; (ব্যাকরণ) ধাত্বর্থবোধক পদ, হওয়া করা প্রঃ। কৃ+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্রিয়াকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—পূজাপার্বণ বিবাহশ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান। ক্রিয়াই কর্ম, কর্মধা, অথবা সমানার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ক্রিয়াকলাপ—কার্যসমূহ, কাজগুলি, অনুষ্ঠানসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রিয়াকাণ্ড—১। কার্যকলাপ; বিবাহাদি উৎসবজনক ব্যাপার। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ধর্ম-কার্যবিধায়ক শাস্ত্রাংশ। ক্রিয়াবিধায়ক কাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্রিয়াকুশল—কার্যপটু, কার্যদক্ষ। ক্রিয়াতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রিয়াঙ্গ—১। প্রধানকর্মের অঙ্গীভূত অনুষ্ঠান, আনুষঙ্গিক কার্য। ক্রিয়ার অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। যে বাদ্যযন্ত্র হস্ত-ক্রিয়া দ্বারা বাদিত হয় তাহা, তবলা সেতার ইঃ। ক্রিয়া (হস্ত দ্বারা তাড়নাদি) অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং।

ক্রিয়াদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—কার্যব্যাঘাতকারী; কর্মকাণ্ডের বিদ্বেষকারী; যে বিবাদস্থলে দলিলাদি মানিতে চাহে না এমন। উপপদ; ক্রিয়া—দ্বিষ্+ণিন্, কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী।** বি, **-দ্বেষিতা, -দ্বেষ।**

ক্রিয়ান্ধ—কাজের দোষগুণ বুঝিতে অসমর্থ। ৭মীতৎ বা ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রিয়ান্বিত—কার্যযুক্ত; যিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজা-পার্বণ ইঃ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান করেন; সৎকর্মকারী, ধার্মিক। ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রিয়াপদ—(ব্যাকরণ) ক্রিয়া বা ধাতু-বাচক পদ। কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্রিয়াফল—কর্মফল, ক্রিয়াজন্য পাপপুণ্যাদি-রূপ ফল; (দর্শন) উৎপত্তি আপ্তি বিকৃতি এবং সংস্কৃতি—এই চারিপ্রকার কর্মফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ক্রিয়াবসন্ন—সাক্ষী প্রঃ দ্বারা পরাভূত। ক্রিয়া দ্বারা অবসন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রিয়া-বাচক—(ব্যাকরণ) ক্রিয়ার অর্থ-প্রকাশক, যাহাতে কোন কাজ করা বুঝায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচিকা।**

ক্রিয়াবান্ (-বৎ)—কর্মপরায়ণ, কর্মে উদ্যোগী; যিনি যাগ-যজ্ঞ সন্ধ্যা পূজা ইঃর অনুষ্ঠান করেন; সৎকর্মনিরত। ক্রিয়া+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী।** বি, **-বত্তা।**

ক্রিয়া-বিশেষণ—ক্রিয়ার বিশেষণ, যে বিশেষণ পদ দ্বারা ক্রিয়ার প্রকার প্রকাশিত হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্রিয়াযোগ—১। ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ক্রিয়মাণ দেবপূজাদি। কর্মধা। ২। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়; শত্রুদমনার্থ সাম দান প্রভৃতির প্রয়োগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রিয়ারত—কার্যাসক্ত; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে নিরত। ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রিয়ালোপ—কার্যধ্বংস, কর্মনাশ; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি উঠাইয়া দেওয়া, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির অননুষ্ঠান; (ব্যাকরণ) ক্রিয়া-পদের অভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রিয়াশক্তি—জগদুৎপত্তিবিষয়ে ঈশ্বরের শক্তি বিঃ; কাজ করিবার সামর্থ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্রিয়াশীল—কর্মনিরত; সৎকর্মপরায়ণ। ক্রিয়া শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্রিয়াসক্ত—কার্যপ্রবৃত্ত, কর্মনিরত; সৎকর্মশীল; ধর্মানুষ্ঠানে নিরত। ক্রিয়াতে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্রিয়াসিদ্ধ—কার্য দ্বারা সফলতাপ্রাপ্ত; হাতে কলমে কাজ করিতে পটু; যে কার্য করিতে করিতে নিপুণতা লাভ করিয়াছে এরূপ; প্রয়োগনিপুণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রিয়াসিদ্ধি—১। কর্মের সাফল্য, কার্য সিদ্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বারবার করিবার ফলে লব্ধ নিপুণতা; কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সফলতা। ক্রিয়াজন্য সিদ্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্রিয়েন্দ্রিয়—বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, হস্ত, পদ, মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার)। ক্রিয়াসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্রীড়—ক্রীড়া। ক্রীড়্+অচ্ ভাব। বি; পুং।

ক্রীড়ক—যে খেলা করে; যে খেলা দেখায়; পরিহাসকারী। ক্রীড়্+ণক কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী—**ক্রীড়িকা**।

ক্রীড়ন—১। ক্রীড়া, খেলা; পরিহাস; আমোদপ্রমোদ। ক্রীড়্+অনট্ ভাব। ২। ক্রীড়নক, খেলনা। ক্রীড়্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ক্রীড়নক—ক্রীড়াদ্রব্য, খেলনা। ক্রীড়ন (২)+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

ক্রীড়মান—যে খেলিতেছে এমন। ক্রীড়্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্রীড়া—খেলা; পরিহাস; কেলি। ক্রীড়্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্রীড়াকলহ—খেলাচ্ছলে বিবাদ, আপসে ঝগড়া। ক্রীড়ানিমিত্তক কলহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

ক্রীড়াকন্দুক—খেলিবার ভাঁটা বা গোলা; খেলিবার বল। ক্রীড়ানিমিত্তক কন্দুক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্রীড়াকৌতুক—খেলা ও পরিহাসাদি; আমোদপ্রমোদ। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ক্রীড়াকৌশল—খেলায় নৈপুণ্য, খেলার কসরত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। বিণ, **-কৌশলী** (-লিন্)।

ক্রীড়াচ্ছল—খেলার উপলক্ষ, খেলার ভান। ক্রীড়ার ছল, ৬ষ্ঠীতৎ; বা ক্রীড়াই ছল, কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্রীড়াচ্ছলে—আমোদ করিয়া, হাসি-তামাশার সহিত। ক্রীড়ার ছল, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রিয়াবিশেষণার্থে ৭মী।

ক্রীড়াজয়ী (-জয়িন্)—ক্রীড়াবিজেতা, খেলায় জয়লাভকারী। ক্রীড়ায় জয়ী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জয়িনী**।

ক্রীড়াজিত—খেলায় পরাজিত, যে খেলায় হারিয়া গিয়াছে এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রীড়াভূমি—ক্রীড়াঙ্গন, খেলিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্রীড়াময়—সর্বদা ক্রীড়ারত, লীলাময়। ক্রীড়া+ময়ট্। বিণ।

ক্রীড়ামৃগ—ক্রীড়ার জন্য পালিত হরিণ; স্ত্রীলোকের বশীভূত ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ বা ক্রীড়ানিমিত্তক মৃগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্রীড়ারণ—ছদ্মযুদ্ধ, কৃত্রিম লড়াই, mock fight. ক্রীড়ার্থক রণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্রীড়ারথ—প্রমোদযান; ছোটদের খেলার রথ। ক্রীড়ার রথ, নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রীড়াশীল—ক্রীড়াপরায়ণ, সর্বদা খেলা করাই যাহার স্বভাব এরূপ। ক্রীড়াই শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্রীড়াসক্ত—ক্রীড়ায় রত; যে কেবল খেলায় মাতিয়া থাকে এরূপ। ক্রীড়াতে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, **-সক্তি**।

ক্রীত—মূল্য দ্বারা গৃহীত, কেনা। ক্রী+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্রীতক—ক্রীতপুত্র, মূল্য দিয়া মাতাপিতার নিকট হইতে গৃহীত সন্তান। ক্রীত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ক্রীতদাস—কেনা গোলাম, slave. কর্মধা। বি; পুং।

ক্রীশ্চান—যীশু খ্রীষ্টের প্রবর্তিত ধর্ম অবলম্বনকারী। <ইং 'Christian'. বি বা বিণ।

ক্রুইজার, ক্রুজার—পাহারাদার যুদ্ধজাহাজ। <ইং 'cruiser'. বি।

ক্রুঞ্চ—ক্রৌঞ্চপর্বত; কোঁচবক। ক্রুন্চ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ক্রুদ্ধ—ক্রোধবিশিষ্ট, কুপিত। ক্রুধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্রুশ, ক্রুরুশ—বুনিবার কাঠি বিঃ। <ফ্রে 'crochet'. বি।

ক্রুশ—যোগচিহ্নের (+) আকারে আবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়; যে কাষ্ঠযন্ত্রে বিদ্ধ করিয়া যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করা হইয়াছিল। <ইং 'cross'. বি।

ক্রুশবিদ্ধ—ক্রুশ-কাষ্ঠে লৌহ-কীলক দ্বারা বিদ্ধ, crucified. ৭মীতৎ। বিণ। **ক্রুশবিদ্ধ মহাপুরুষ**—যীশু খ্রীষ্ট।

ক্রুশাকার—ক্রুশ-কাষ্ঠের ন্যায় আকারযুক্ত, cruciform. ক্রুশের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

ক্রুষ্ট—১। ক্রন্দন; রব, নাদ। ক্রুশ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। আহূত; শব্দিত; অভিশপ্ত। ক্রুশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্রূর—নিষ্ঠুর, নির্দয়; ঘোর; কঠিন; পরদ্রোহী; নৃশংস; অশুভকর ('—গ্রহ'); কটু, উৎকট ('ক্রূরগন্ধি'); ককশ ('—স্বর'); বিষম অর্থাৎ অযুগ্মসংখ্যক ('ক্রূররাশি')। কৃৎ (ছেদন করা)+রক্ কর্তৃ (কৃৎ-স্থানে ক্রূ)। বিণ। বি—**ক্রূরতা**।

ক্রূরকর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা** (-কর্মন্)—নৃশংস; নিষ্ঠুর; ঘাতক। ক্রূর কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

ক্রূরমতি—১। নির্দয়চিত্ত; দুষ্টবুদ্ধি। ক্রূরা মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্ট বুদ্ধি; নিষ্ঠুর হৃদয়। ক্রূরা মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্রূরলোচন—১। শনিগ্রহ; মঙ্গলগ্রহ। বি; পুং। ২। অশুভদৃষ্টিযুক্ত; খল; দ্রোহকারক। ক্রূর লোচন যাহার, বহু। বিণ।

ক্রূরস্বর—১। যাহার কণ্ঠস্বর ককশ এরূপ। ক্রূর স্বর যাহার, বহু। বিণ। ২। কর্কশ কণ্ঠস্বর। কর্মধা। বি; পুং।

ক্রূরাকৃতি—১। ভীষণাকার, ভয়ংকরমূর্তিধারী। ক্রূরা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। ভীষণ আকার, ভয়ংকর মূর্তি। ক্রূরা আকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্রূরাচার—খলতা; নিষ্ঠুর আচরণ। ক্রূর আচার, কর্মধা। বি; পুং।

ক্রেডিট—বাজারে ব্যবসায়ীর সম্ভ্রম বা সুনাম; কৃতিত্ব; বাকী পাওনা; ধার (ক্রেডিটে বিক্রয়)। <ইং 'credit'. বি।

ক্রেতব্য, ক্রেয়—কিনিবার যোগ্য; যাহা কিনিতে হইবে এরূপ। ক্রী+তব্য, যৎ কর্ম। বিণ।

ক্রেতা (ক্রেতৃ)—ক্রয়কর্তা, খরিদ্দার, customer. ক্রী+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী—**ক্রেত্রী**।

ক্রেয়—'ক্রেতব্য' দ্রঃ।

ক্রোক—আদালতের পরোয়ানা বলে দেনাদারের সম্পত্তি প্রঃ আটক। <তু 'কুক্'। বি।

ক্রোটন—বিলাতী পাতাবাহারের গাছ; জয়মাল। <ইং 'creton'. বি।

ক্রোড়—কোল; বক্ষ; কোটর; মধ্যদেশ। ক্রুড্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং বা ক্লী।

ক্রোড়চ্যুত—কোল হইতে পতিত; হাতছাড়া। ৫মীতৎ। বিণ।

ক্রোড়পত্তি—ক্রোড়পত্তি (তাহা দ্রঃ)।

ক্রোড়-পত্র—অতিরিক্ত পত্র, পুস্তকের কোন অংশ পতিত বা পরিত্যক্ত হইলে (অথবা অতিরিক্ত দিতে হইলে) যে পাতায় লিখিয়া পুস্তকে যোজনা করিয়া দেওয়া যায় তাহা, supplement, appendix. ক্রোড়-বদ্ধ পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্রোড়ীকরণ—আলিঙ্গন; কোলে করা; আয়ত্তে আনা। ক্রোড়ী—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ক্রোড়ীকৃত—আলিঙ্গিত; অঙ্কে ধৃত; আয়ত্তীকৃত। ক্রোড়ী—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্রোধ—কোপ, রাগ; দ্বেষ। ক্রুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ক্রোধগৃহ, -মন্দির—প্রাচীন কালে অভিমানভরে (প্রায়শঃ মানিনী রমণীরা) যে নির্জন গৃহে গিয়া কেহ বাস করিত তাহা, গোসাঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ক্রোধজ—১। ক্রোধোৎপন্ন, ক্রোধজাত। বিণ। ২। মোহ; অষ্টবিধ ব্যসন। উপতৎ; ক্রোধ—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

ক্রোধন—১। ক্রোধী, ক্রুদ্ধস্বভাব। বিণ। ২। ভৈরব বিঃ। ক্রুধ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

ক্রোধপরায়ণ—অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রোধশীল। ক্রোধ পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

ক্রোধবহ্নি, ক্রোধাগ্নি, ক্রোধানল—রোষরূপ অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় সর্বনাশক ক্রোধ, দারুণ রাগ। ক্রোধরূপ বহ্নি, অগ্নি, অনল, রূপক কর্মধা; অথবা, ক্রোধ বহ্নি, অগ্নি, অনলসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

ক্রোধাগার—ক্রোধগৃহ (তাহা দ্রঃ)।

ক্রোধাগ্নি—'ক্রোধবহ্নি' দ্রঃ।

ক্রোধানল—'ক্রোধবহ্নি' দ্রঃ।

ক্রোধান্ধ—ক্রোধে জ্ঞানশূন্য, অতিশয় ক্রুদ্ধ। ক্রোধ দ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রোধান্বিত—ক্রুদ্ধ, কুপিত। ক্রোধ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রোধী (ক্রোধিন্)—অল্পেই যাহার ক্রোধ জন্মে এরূপ, যে সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এরূপ। ক্রোধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ক্রোধিনী**।

ক্রোধোদ্দীপক—রোষবর্ধক; কোপজনক; যাহাতে মনে অত্যন্ত রাগ হয় এমন। ক্রোধের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

ক্রোধোদ্দীপন—১। কোপবর্ধন, রোষের উত্তেজনা, রাগ বাড়ানো। বি; ক্লী। ২। ক্রোধোদ্দীপক। ক্রোধের উদ্দীপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ক্রোধোদ্রেক—ক্রোধসঞ্চার, ক্রোধের প্রকাশ। ক্রোধের উদ্রেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রোধোন্মত্ত—ক্রোধে ক্ষিপ্ত, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য, ক্রোধান্ধ। ক্রোধ দ্বারা উন্মত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্রোধোপশম—ক্রোধশান্তি, রাগ থামান, রাগ কমিয়া যাওয়া। ক্রোধের উপশম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্রোর—একশত লক্ষ, এক কোটি। <কোটি। বি বা বিণ।

ক্রোরপতি—কোটীশ্বর, কোটিমুদ্রার অধিপতি; অতিশয় ধনবান্। ক্রোরের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ক্রোশ—১। ৮০০০-হাত পরিমাণ দূরত্ব (ইহা লীলাবতীর মত। মনুর মতে ৪০০০ ও প্রজাপতির মতে ৫০০০ হাতে ক্রোশ। বর্তমানে দুই মাইলের কিছু বেশী, কোন স্থানে দুই মাইল)। ক্রুশ্+ঘঞ্ অপা। ২। রোদন; আহ্বান; আক্রোশ। ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ—**ক্রুষ্ট, ক্রোশিত**।

ক্রোশন—ক্রন্দন, কাতরধ্বনি; আহ্বান। ক্রুশ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**ক্রুষ্ট**।

ক্রৌঞ্চ—বক; কোঁচবক; সপ্ত দ্বীপের মধ্যে এক দ্বীপ; হিমালয়ের অংশ পর্বত বিঃ। ক্রুঞ্চ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ক্রৌঞ্চদারক, -দারণ—কার্তিকেয়, কুমার; পরশুরাম। ক্রৌঞ্চ—দৃ+ণিচ্+ণক, অন কর্তৃ। বি; পুং।

ক্রৌঞ্চপদা—(সংস্কৃত কাব্যে) পঞ্চবিংশতি-অক্ষরযুক্ত ছন্দঃ। ক্রৌঞ্চের পদের ন্যায় পদ (গতি) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চবধূ—বকের স্ত্রী; স্ত্রীজাতীয় বক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চমিথুন—ক্রৌঞ্চদম্পতি, ক্রৌঞ্চ এবং ক্রৌঞ্চী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ক্রৌঞ্চারণ্য—(রামায়ণ) দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত জনস্থানের ক্রোশত্রয় দূরস্থ অরণ্য বিঃ। ক্রৌঞ্চ-অধ্যুষিত অরণ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্রোশশতিক—শত ক্রোশ গমনকারী। ক্রোশশত+ইক গমনকারী অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শতিকী**।

ক্লক—বড় ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি। <ইং 'clock'. বি।

ক্লম—আয়াস, শ্রম, ক্লান্তি, অবসাদ। ক্লম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ক্লান্ত—অবসন্ন, ক্লান্তিযুক্ত, অতিশয় শ্রান্ত; ম্লান। ক্লম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্লান্তি—শ্রান্তি, অবসাদ। ক্লম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্লান্তিকর, -জনক—অবসাদজনক, কষ্টকর। উপতৎ; ক্লান্তি—কৃ+ট কর্তৃ; ক্লান্তির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

ক্লান্তিনাশ—শ্রমদূর, শ্রান্তিহরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্লান্তিনাশক, -হর—শ্রমাপনোদক, শ্রান্তিহারক, অবসাদনাশক। ক্লান্তির নাশক, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; ক্লান্তি—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা, -হরা**।

ক্লাব—সমিতি, সংঘ। <ইং 'club'. বি।

ক্লাস—বিদ্যালয়ের শ্রেণী; ট্রাম রেল প্রঃ গাড়ির শ্রেণী; স্তর বা জাতি বা পর্যায় (এক ক্লাসের লোক)। <ইং 'class'. বি।

ক্লাসিক—১। উঁচুদরের সাহিত্য; সর্বদেশ ও যুগের উপযোগী সাহিত্য। বি। ২। প্রাচীন ও বহু প্রশংসিত; উঁচুদরের, উচ্চাঙ্গ ('—সাহিত্য', '—সংগীত')। <ইং 'classic'. বিণ।

ক্লিন্ন—আর্দ্র, ভিজা; ক্লেদযুক্ত। ক্লিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট—ক্লেশপ্রাপ্ত, কষ্টপ্রাপ্ত; ক্লান্ত। ক্লিশ্+ক্ত কর্তৃ (বিকল্পে ইট্)। বিণ।

ক্লিশ্যমান—১। যে ক্লেশ পাইতেছে এরূপ। ক্লিশ্+শানচ্ কর্তৃ। ২। যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইতেছে এরূপ। ক্লিশ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ক্লিষ্ট—'ক্লিশিত' দ্রঃ।

ক্লীব—১। নপুংসক, হিজড়ে। বি; পুং। ২। অক্ষম; বিক্রমহীন; পৌরুষহীন; কাপুরুষ; ব্যর্থ; নিষ্ফল; কাতর। ক্লীব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্লীবতা, ক্লীবত্ব—ক্লীবের ভাব, নপুংসকত্ব; পৌরুষহীনতা; অক্ষমতা; ব্যর্থতা। ক্লীব+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

ক্লীবলিঙ্গ—(ব্যাকরণ) স্ত্রীপুরুষ-ভিন্ন-বাচক [সংস্কৃতমূলক শব্দগুলির কেবল আকার বা কেবল অর্থানুসারে লিঙ্গভেদ হয় না। অভিধাননির্দেশ বা প্রয়োগ অনুসারেই লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে। যেমন—গাত্র অর্থে প্রযুক্ত 'শরীর' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, 'কায়' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং 'তনু' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ]। ক্লীবনামক লিঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা বিণ।

ক্লেদ—১। ক্লিন্নতা, আর্দ্রীভাব ; সমলতা। ক্লিদ্+ঘঞ্ ভাব। ২। মলযুক্ত জল ; তরল ময়লা, পুঁজাদি। ক্লিদ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ক্লেদাক্ত, ক্লেদার্দ্র—ক্লিন্ন ; পিচ্ছিল ; ক্লেদপূর্ণ। ক্লেদ দ্বারা অক্ত, আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্লেদিত—আর্দ্রীকৃত, যাহা ভিজাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ ; মল পুঁজ ইঃ মিশ্রিত। ক্লিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্লেশ—কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা ; শ্রম ; (যোগশাস্ত্র) অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ যন্ত্রণা। ক্লিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

ক্লেশকর, -জনক, -দায়ক—কষ্টকর, পীড়াদায়ক। উপতৎ ; ক্লেশ—কৃ+ট কর্তৃ ; (২য় ও ৩য় পক্ষে) ক্লেশের জনক, দায়ক, ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা, -দায়িকা**।

ক্লেশিত—ক্লেশপ্রাপ্ত, যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ক্লিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্লৈব্য—পুরুষত্বহীনতা, ক্লীবত্ব ; কাপুরুষতা ; জড়তা ; ভীরুতা ; বীর্যাভাব, অপৌরুষ ; নিষ্ফলত্ব ; কাতরতা ; দীন ভাব। ক্লীব+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

ক্লোম (ক্লোমন্)—(শারীরবিদ্যা) ফুসফুস ; পিত্তকোষ ; মূত্রাধার ; দেহমধ্যস্থ পিপাসাস্থান। ক্লু ঙ্+মনিন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লী।

ক্লোমনালিকা—(শারীরবিদ্যা) শ্বাসনালী, trachea. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্লোম-শাখা—(শারীরবিদ্যা) শ্বাসযন্ত্র, bronchus. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্লোরোফিল—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উদ্ভিদ্‌-পত্রের হরিদ্বর্ণ-কারক পদার্থ, chlorophyl. বি।

ক্ষ—১। ক্ষত্রিয় ; নৃসিংহ ; রাক্ষস ; বিদ্যুৎ। ক্ষি বা ক্ষৈ+ড করণ। ২। প্রলয়। ক্ষি +ড অধি। বি ; পুং।

ক্ষওয়া—১। ক্ষয় পাওয়া, হ্রাস পাওয়া। ক্রি [, বি]। ২। ক্ষয়িত। বাংপ্র। বিণ।

ক্ষওয়ানো—ক্ষয় পাওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ক্ষণ—কালের অংশ বিঃ, অতি সূক্ষ্ম কাল ; দশপলপরিমিত সময় ; বিরাম, অবসর, অবকাশ, সুযোগ ; উৎসব ; শুভমুহূর্ত ; লগ্ন। ক্ষণ্ (বিনষ্ট করা)+অচ্ কর্তৃ (যাহা দুঃখকে বিনষ্ট করে)। বি ; পুং। **ক্ষণে ক্ষণে**—প্রতিমুহূর্তে।

ক্ষণকাল—অত্যল্প সময়, অতি কম সময়। ক্ষণই কাল, কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষণজন্মা (-জন্মন্)—যাহার অতি শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে এরূপ ; অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন ; অতিশয় সৌভাগ্যশালী, সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত। ক্ষণে জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষণদ—১। দৈবজ্ঞ, গণক। বি ; পুং। ২। জল। উপতৎ ; ক্ষণ—দা+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ক্ষণদা—রাত্রি ; হরিদ্রা। উপতৎ ; ক্ষণ—দা +ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষণদাকর—নিশাকর, চন্দ্র। উপতৎ ; ক্ষণদা—কৃ+ট কর্তৃ। বি ; পুং।

ক্ষণদাচর—নিশাচর, রাক্ষস। উপতৎ ; ক্ষণদা—চর্+ট কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-চরী**।

ক্ষণদ্যুতি—বিদ্যুৎ। ক্ষণ ব্যাপিয়া দ্যুতি যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

ক্ষণধ্বংসী (-ধ্বংসিন্), **-বিধ্বংসী** (-বিধ্বংসিন্)—অল্প সময়েই নাশশীল, উৎপত্তির পরক্ষণেই যাহার ধ্বংস হয় এমন, ক্ষণিক, ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণ—ধ্বন্‌স্+ণিন্ কর্তৃ, ক্ষণ—বি—ধ্বন্‌স্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধ্বংসিনী, -বিধ্বংসিনী**।

ক্ষণন—হত্যা, বধ। ক্ষণ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষণপ্রকাশ—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ যাহার, বহু। বি ; পুং।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ ("ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে।"—মাইকেল)। ক্ষণস্থায়িনী প্রভা যাহার, বহু +আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষণবিধ্বংসী (-সিন্)—'ক্ষণধ্বংসী' দ্রঃ।

ক্ষণবিলম্ব—অল্পকালমাত্র দেরি। ক্ষণ ব্যাপিয়া বিলম্ব, ২য়াতৎ। বি ; পুং।

ক্ষণভঙ্গুর—যাহা অল্পকাল পরে নষ্ট হয় এরূপ, ক্ষণমাত্রস্থায়ী। ক্ষণমধ্যে ভঙ্গুর, ৭মীতৎ। বিণ।

ক্ষণভোগ্য—যাহা অল্পকাল ভোগ করা যায় এমন, অচিরস্থায়ী, নশ্বর। ক্ষণ ব্যাপিয়া ভোগ্য, ২য়াতৎ। বিণ।

ক্ষণমাত্র—অত্যল্পকালমাত্র, অতি সামান্য ক্ষণ। কেবল ক্ষণ, এই বাক্যে নিত্য। বি ; ক্লী।

ক্ষণস্থায়ী (-স্থায়িন্)—অচিরস্থায়ী ; অল্পকালমাত্র স্থিতিশীল ; (প্রাণিবিদ্যা) যাহারা এক দিন কিংবা দুই দিন মাত্র বাঁচে এমন, ephemeral. উপতৎ ; ক্ষণ—স্থা +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থায়িনী**। বি, **-স্থায়িত্ব**।

ক্ষণিক—১। ক্ষণমাত্র স্থায়ী, অচিরস্থায়ী, momentary ; (দর্শনে) যাহা এক ক্ষণ মাত্র থাকে এমন। ক্ষণ+ইক (ঠন্) ব্যাপ্ত হয় এই অর্থে। বিণ। ২। অতি অল্প সময় ("হে ক্ষণিকের অতিথি"—রবীন্দ্র)। কপ্র। বি।

ক্ষণিনী—রাত্রি। ক্ষণ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষণেক—মুহূর্তমাত্র। এক ক্ষণ, কর্মধ ('এক' শব্দের পরনিপাত ও বাংলা নিয়মে সন্ধি)। বাংপ্র। বি।

ক্ষত—১। ব্রণ, ঘা ; কর্তিত ছিন্ন দষ্ট বা বিদ্ধ স্থান। বি ; ক্লী। ২। কর্তিত, কাটা ; বিদারিত ; আঘাত দ্বারা বিদীর্ণ ; দষ্ট ; বিদ্ধ ; নিষ্পিষ্ট। ক্ষণ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষতচিহ্ন—কাটা ইঃর দাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষতজ—রক্ত ; পুঁজ ; ক্ষয়কাশ। উপতৎ ; ক্ষত—জন্+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ক্ষতবিক্ষত—দেহের বহুস্থানে ক্ষতযুক্ত ; যাহার প্রায় সর্বাংশে আঘাত লাগিয়াছে এরূপ ('— দেহ')। যাহা ক্ষত তাহাই বিক্ষত, কর্মধা। বিণ।

ক্ষতব্রত—নষ্টব্রত, যে নিয়মভঙ্গ করিয়াছে। ক্ষত (ভগ্ন) ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষতস্থান—কর্তিত বা ছিন্ন অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষতাশৌচ—ক্ষতনিমিত্তক অশৌচ। ক্ষত-জনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ক্ষতি—১। অপচয়, নাশ, লোকসান ; ক্ষয়। ক্ষণ্+ক্তি ভাব। ২। অস্ত্রাদি-চিহ্ন ; আঘাতের দাগ ; ক্ষত। ক্ষণ্+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

ক্ষতিকর—হানিকারক, যাহাতে লোকসান হয় এমন ; অনিষ্টকর। উপতৎ ; ক্ষতি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

ক্ষতিকারক—অপকারক, অনিষ্টকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

ক্ষতিগ্রস্ত—অপচয়ভাগী, যাহার লোকসান হইয়াছে এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষতিজনক—ক্ষতিকর, অনিষ্টকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

ক্ষতিপূরণ—অপচিত অংশের পুনঃ প্রদান, লোকসান পোষাইয়া দেওয়া ; ক্ষতির পরি-বর্তে অর্থাদি দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষতিবৃদ্ধি—লাভ ও লোকসান ; লাভ বা লোকসান। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্তা (ক্ষত্তৃ)—সারথি, সূত ; ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত সন্তান ; দাসীপুত্র ; (মহাভারত) বিদুর ; কোষাধ্যক্ষ ; কর্মচারী ; ব্রহ্মা ; বিধাতা ; প্রতীহার, দ্বারপাল। ক্ষদ্+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী —ক্ষত্ত্রী।

ক্ষত্র(ত্ত্র)—ক্ষত্রিয় জাতি। ক্ষদ্+ত্র কর্তৃ, অথবা উপতৎ ; ক্ষৎ—ত্রৈ+ক কর্তৃ (বিকল্পে ত-কারের লোপ)। বি ; পুং।

ক্ষত্রকর্ম (-কর্মন্), **ক্ষত্রকর্ম্ম** (-কর্ম্মন্) —ক্ষত্রিয়ের কর্ম ; ক্ষত্রোচিত কার্য [শৌর্য,

তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, ঈশ্বরভাব—এইগুলি ক্ষত্রকর্ম]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্র(ত্রে)ধর্ম(র্ম্ম)—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, সাহস বীরত্ব, পুরুষকার প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষত্র(ত্রে)বন্ধু—নীচ ক্ষত্রিয়, নিন্দিত ক্ষত্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষত্র(ত্রে)বিদ্যা—ধনুর্বেদ ; যুদ্ধবিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্রা(ত্রা)ন্তক—পরশুরাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষত্রি(ত্রি)য়—ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ ; রাজন্য ; যুদ্ধব্যবসায়ী জাতি। ক্ষত্র, ক্ষত্র+ইয় অপত্য বা জাতি অর্থে। বি ; পুং।

ক্ষত্রি(ত্রি)য়া, ক্ষত্রি(ত্রি)য়াণী—ক্ষত্রিয়-জাতীয়া নারী। ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়+আপ্, ঈপ্ (আন আগম)। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্রি(ত্রি)য়ী—ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী। ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষত্রী—ক্ষত্রিয় জাতি। <'ক্ষত্রিয়'। বি।

ক্ষন্তব্য—ক্ষমার যোগ্য, মার্জনীয় ; সহনীয়। ক্ষম্+তব্য কর্ম। বিণ।

ক্ষন্তা (ক্ষন্তৃ)—সহিষ্ণু ; ক্ষমাশীল। ক্ষম্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষন্ত্রী**।

ক্ষপণ—১। নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। ক্ষপ্ (দূর করা)+অন কর্তৃ (যে লজ্জা দূর করিয়াছে)। বিণ। ২। ত্যাগ ; অশৌচ ; উপবাস। ক্ষপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষপণক—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ; নাস্তিক-মত-প্রচারক ; নির্লজ্জ ; মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার পণ্ডিত বিঃ। ক্ষপ্ (ত্যাগ করা) +অন কর্তৃ+কন্ স্বার্থে (যে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়াছে)। বি ; পুং।

ক্ষপণী—নৌকার ক্ষেপণী, দাঁড়। ক্ষপ্+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষপা—রাত্রি ; হরিদ্রা। ক্ষৈ—ণিচ্ (=ক্ষপি, শারীরিক চেষ্টা দূর করা)+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষপাচর—নিশাচর ; রাক্ষস। উপতৎ ; ক্ষপা—চর্+ট কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-চরী**।

ক্ষপিত—বিনাশিত; অতিবাহিত; দগ্ধ। ক্ষপ্ বা ক্ষৈ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ বি—**ক্ষপণ**।

ক্ষম—১। নিপুণ ; সমর্থ ; ক্ষমতাশালী ; যোগ্য ; হিতকর ; সহিষ্ণু। ক্ষম্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ক্ষমা কর। কপ্র। ক্রি।

ক্ষমতা—যোগ্যতা ; প্রভাব ; শক্তি। ক্ষম +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ক্ষমতাপন্ন—প্রভাবশালী, শক্তিমান্। ক্ষমতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

ক্ষমতাবান্ (-বৎ)—শক্তিশালী, সামর্থ্যসম্পন্ন ; প্রভাবশালী। ক্ষমতা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

ক্ষমতাশালী (-শালিন্)—শক্তিমান্, সামর্থ্যযুক্ত ; প্রভাবসম্পন্ন। ক্ষমতা দ্বারা শালিত (শোভিত) হয় যে, উপতৎ ; ক্ষমতা—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**। বি, **-শালিতা**।

ক্ষমা—১। শান্তি, নিবৃত্তি ; অপকার-সহন, মার্জনা ; তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা। ক্ষম্+অ ভাব+আপ্। **ক্ষমা দেওয়া**—নিবৃত্ত হওয়া। ২। পৃথিবী ; দুর্গা। ক্ষম্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। সামর্থ্যশালিনী ; যোগ্যা ; হিতা ; সহনশীলা। ক্ষম +আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ক্ষমাগুণ—মার্জনাগুণ, অন্যের অপরাধ সহনরূপ সদ্বৃত্তি। ক্ষমাই গুণ, কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষমাপর—সহনশীল ; যিনি সহজেই দোষ-মার্জনা করেন এরূপ। ক্ষমা পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষমাপরায়ণ—ক্ষমাশীল ; সহিষ্ণু। ক্ষমা পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষমাপ্রার্থনা, -ভিক্ষা—মার্জনাভিক্ষা, মাফ চাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষমাপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—মার্জনাভিক্ষা-কারী, যে মাফ চায় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

ক্ষমাবান্ (-বৎ)—ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। ক্ষমা+মতুপ্ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

ক্ষমাভিক্ষা—'ক্ষমাপ্রার্থনা' দ্রঃ।

ক্ষমাশীল—সহিষ্ণু ; যিনি সহজেই অন্যের অপরাধ মার্জনা করেন এরূপ। ক্ষমা শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষমিতা (ক্ষমিতৃ)—মার্জনাকারী ; সহনশীল। ক্ষম্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

ক্ষমী (ক্ষমিন্)—ক্ষমাশীল। ক্ষম্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষমিণী**।

ক্ষম্য—ক্ষমার যোগ্য, ক্ষন্তব্য ; উপেক্ষ্য। ক্ষম্+যৎ কর্ম। বিণ।

ক্ষয়—১। অপচয় ; অবসান, হ্রাস ; ধ্বংস, নাশ ; ক্রমে লোপ পাওয়া ; অন্ত ; (ভূবিদ্যা) উত্তাপ শৈত্য প্রঃ প্রাকৃতিক কারণে ভূপৃষ্ঠস্থ শিলার ক্রমধ্বংস, erosion. ক্ষি+অচ্ ভাব। **ক্ষয় করা**—নষ্ট করা ; বধ করা ; হারাইয়া ফেলা। **ক্ষয় পাওয়া**—ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া লোপ পাওয়া ; ধীরে ধীরে মারা যাওয়া। **ক্ষয়ে যাওয়া**—ক্ষয় হওয়া। **শরীর ক্ষয় করা**—দেহপাত করা ; অত্যাচারে বা অতিরিক্ত শ্রমে বা দুর্ভাবনায় দেহপাত করা। ২। রোগ বিঃ, ক্ষয়কাশ, যক্ষ্মা। ক্ষি+অচ্ করণ। ৩। গৃহ, নিবাসস্থান ('ক্ষয—') ; কল্পান্ত, প্রলয় ; যে বৎসরে দুর্ভিক্ষ রাজ্যনাশ এবং প্রজাগণের মৃত্যু হয় তাহা ; (জ্যোতিষ) দুইটি রবিসংক্রান্তিযুক্ত এবং শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যায় যাহার অন্ত হয় এরূপ মাস। ক্ষি+অচ্ অধি। বি ; পুং।

ক্ষয়ংকর—ক্ষয়কারক, corrosive. ক্ষয়ম্—কৃ+খচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

ক্ষয়কর—ক্ষতিকারক, অপকারক ; ধ্বংস-সাধক, নাশক। উপতৎ ; ক্ষয়—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

ক্ষয়কাশ, -কাস—যক্ষ্মা রোগ। ক্ষয়কারক কাশ, কাস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষয়জনক—ক্ষয়কর, অপকারক ; নাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

ক্ষয়পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে চন্দ্রের কলা হ্রাস পায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষয়মাস—(জ্যোতিষ) দ্বিসংক্রমণযুক্ত চান্দ্র-মাস ; মলমাস। ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, ক্ষয়যুক্ত মাস, মধ্যপ কর্মধা ; বা, ক্ষয়নামক মাস, মধ্যপ কর্মধা (ক্ষয় [৩] দ্রঃ)। বি ; পুং।

ক্ষয়রোগ—যক্ষ্মা রোগ। ক্ষয়কারক রোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষয়রোগী (-গিন্)—ক্ষয়কাশের রোগী। ক্ষয়রোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রোগিণী**।

ক্ষয়শীল—ক্ষয়িষ্ণু, ক্রমে ক্ষয় পাওয়া যাহার স্বভাব এরূপ। ক্ষয় শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষয়া-ক্ষয়া—ক্ষয়াটে, রোগাটে। বাংপ্র। বিণ।

ক্ষয়াটে—ক্ষওয়া ধরনের, যাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে এমন ; রোগাটে। বাংপ্র। বিণ।

ক্ষয়িত—১। নাশিত ; অপচয়িত, যাহার ক্ষয় করা হইয়াছে এরূপ। ক্ষি+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত। ক্ষয়+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ক্ষয়িষ্ণু—ক্ষয়শীল, যাহা ক্রমাগত ক্ষয় পাইতেছে এরূপ। ক্ষয়+ইষ্ণু (অসংস্কৃত) শীলার্থে। বিণ।

ক্ষয়ী (ক্ষয়িন্)—ক্ষয়শীল, নশ্বর ; ক্ষয়-রোগগ্রস্ত। ক্ষয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষয়িণী**। বি—**ক্ষয়িতা**।

ক্ষয্য—ক্ষয়যোগ্য, বিনাশযোগ্য। ক্ষি+য কর্ম। বিণ।

ক্ষর—১। ক্ষরণ ; নাশ। ক্ষর্+ক যঞর্থে ভাব। ২। মেঘ। ক্ষর্+ক যঞর্থে অপা। বি ; পুং। ৩। জল। বি ; ক্লী। ৪। নশ্বর ; স্রবণশীল। ক্ষর্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্ষরণ—চুয়াইয়া পড়া, স্রবণ ; তরল দ্রব্যের পতন ; নাশ ; নিঃসরণ ; (শারীরবিদ্যা) শরীরস্থ রক্ত ইঃ ধাতুর নিঃসরণ, secretion ; (পদার্থবিদ্যা) বিদ্যুৎ ইঃর চ্যুতি বা বাহির হওয়া

discharge. ক্ষর্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষরা—১। স্রাবিণী ('মধু—')। ক্ষর+আপ্। বিণ। ২। ক্ষরিত হওয়া, ঝরিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ক্ষরিত—স্রুত, যাহা ক্ষরিয়া পড়িয়াছে এমন; নিঃসৃত; চোয়ানো। ক্ষর্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্ষরী (ক্ষরিন্)—১। বর্ষাকাল। বি; পুং। ২। ক্ষরণবিশিষ্ট। ক্ষর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষরিণী**।

ক্ষাত্র(ত্র)—১। ক্ষত্রিয়সম্বন্ধীয়। ক্ষত্র, ক্ষত্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—ক্ষাত্রী, ক্ষাত্রী। ২। ক্ষত্রিয়ত্ব; ক্ষত্রিয়ধর্ম। ক্ষত্র, ক্ষত্র+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

ক্ষাত্র(ত্র)ধর্ম(র্ম্ম)—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ত্ব, যুদ্ধাদি কার্য। কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষাত্র(ত্র)শক্তি—ক্ষত্রিয়জনোচিত ক্ষমতা; রাষ্ট্রের অস্ত্রবল, যুদ্ধক্ষমতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষান্ত—১। ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু; বিরত, নিবৃত্ত; যে থামিয়াছে এমন। ক্ষম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ক্ষমা; ক্ষান্তি। ক্ষম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। **ক্ষান্ত দেওয়া**—নিবৃত্ত হওয়া, চুপ করিয়া যাওয়া।

ক্ষান্তি—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা; নিবৃত্তি; থামা। ক্ষম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষাম—কৃশ; দুর্বল; ক্ষীণ; ক্লান্ত; বিকল; রুক্ষ; শুষ্ক। ক্ষৈ+ক্ত কর্তৃ (ক্ত-স্থানে ম)। বিণ।

ক্ষার—১। লবণরস, alkali; খাঁড় গুড়; কাচ; ভস্ম, ছাই। বি; পুং। ২। সোহাগা; যবক্ষার; বিট্ লবণ; লোনামাটি; সাজিমাটি সোডা চুন ইঃ পদার্থ, alkali. ক্ষর্+ণ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ক্ষারক—১। জালি, কুঁড়ি। ক্ষর্+ণক কর্তৃ। ২। রজক, ধোপা; পক্ষী প্রঃর খাঁচা; মৎস্যাদির থালুই। ক্ষর্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং। ৩। (রসায়ন) অম্লজান-সংযুক্ত ধাতব পদার্থ, base. ক্ষার+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

ক্ষারকীয়—(রসায়ন) ক্ষারকের (৩) গুণবিশিষ্ট, ক্ষারকঘটিত, basic. ক্ষারক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ক্ষারধর্মী (-ধর্মিন্), **-ধর্ম্মী**—ক্ষারপদার্থের গুণবিশিষ্ট, alkaline. ক্ষারের ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

ক্ষারভূমি—লবণমৃত্তিকাযুক্ত দেশ, লোনা জায়গা। ক্ষারযুক্তা ভূমি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষারমৃত্তিকা—লোনামাটি, সাজিমাটি। ক্ষারযুক্তা মৃত্তিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষারমেহ—পিত্তজ মেহরোগ বিঃ। ক্ষারযুক্ত মেহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষারলবণ—(রসায়ন) ক্ষার ঘটিত বা ক্ষার জাতীয় লবণ, basic salt. ক্ষারময় বা ক্ষার জাতীয় লবণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্ষারসমুদ্র—লবণসমুদ্র। ক্ষারযুক্ত বা ক্ষারজনক সমুদ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষারাম্ল—ক্ষারজল। বাংপ্র। বি।

ক্ষারিকা—ধোপানী। ক্ষারক+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষারিত—অপবাদগ্রস্ত, দূষিত; স্রাবিত, গলানো। ক্ষর্+ণিচ্+ক্ত কর্মবা। বিণ।

ক্ষারী (-রিন্)—ক্ষারযুক্ত; ক্ষার মাটি হইতে জাত। ক্ষার+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। **ক্ষারী নুন**—ক্ষারমাটি হইতে তৈয়ারী অপরিষ্কৃত লবণ।

ক্ষারীয়—(রসায়ন) ক্ষারজাতীয়, ক্ষারধর্মী, alkaline. ক্ষার+ঈয় জাতার্থে। বিণ।

ক্ষারোদ—(রসায়ন) উপক্ষার, alkaloid. বি।

ক্ষারোদক—১। লবণসমুদ্র। ক্ষারযুক্ত উদক যাহার, বহু। বি; পুং। ২। লবণাক্ত জল। ক্ষারযুক্ত উদক (জল), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্ষালন, ক্ষালনা—ধৌতকরণ, জলদ্বারা পরিষ্কারকরণ; শোধন; মার্জন; অপসারণ; কাটান, কোন বিষয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া ('অপরাধ—')। ক্ষল্+ণিচ্+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত; শোধিত; নিরাকৃত। ক্ষল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষিতি—পৃথিবী; বাসস্থান; মৃত্তিকা, মাটি। ক্ষি+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

ক্ষিতিজ—১। কেঁচো; বৃক্ষ; মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর; উপরস বিঃ; (ভূগোল) দিক্‌চক্রবাল, দিগন্ত, horizon. বি; পুং। **ক্ষিতিজ রেখা**—দিগন্ত রেখা, horizontal line. ২। ভূমি হইতে উৎপন্ন। উপপদ; ক্ষিতি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ক্ষিতিজা—১। সীতা। বি; স্ত্রী। ২। ভূমি হইতে উৎপন্না। ক্ষিতিজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষিতিতল—ভূতল, ধরাপৃষ্ঠ; পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ক্ষিতিধর—পর্বত; রাজা; কূর্ম; বাসুকি। ক্ষিতির ধর (ধৃ+অচ্=ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিতিনাথ, -পতি—ভূপতি, রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিতিপ—নরপতি, রাজা। উপতৎ; ক্ষিতি—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষিতিপতি—'ক্ষিতিনাথ' দ্রঃ।

ক্ষিতিপাল—মহীপাল, নরপতি। উপতৎ; ক্ষিতি—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষিতিরুহ—বৃক্ষ, গাছ। উপতৎ; ক্ষিতি—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশ্বর—পৃথিবীপতি, রাজা। ক্ষিতির ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিপ্ত—১। নিক্ষিপ্ত; ত্যক্ত; অবজ্ঞাত; বিকীর্ণ, ছড়ানো। ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। ২। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত; বিকৃতমস্তিষ্ক; উন্মত্ত, পাগল, ক্ষেপা, বাতুল। ক্ষিপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্ষিপ্তনিবাস, ক্ষিপ্তাবাস—ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের থাকিবার স্থান, বাতুলাশ্রম, পাগলা-গারদ, lunatic asylum. ক্ষিপ্তদের নিবাস, আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষিপ্যমাণ—যাহা ক্ষেপণ করা হইতেছে এমন। ক্ষিপ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ক্ষিপ্র—দ্রুত; সত্বর। ক্ষিপ্+রক্ কর্তৃ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

ক্ষিপ্রকরণ—ক্ষিপ্রকারিতা, তাড়াতাড়ি কাজ করা। ক্ষিপ্র—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ক্ষিপ্রকারিতা—শীঘ্র কার্য করা, শীঘ্রকরণ। ক্ষিপ্রকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ক্ষিপ্রকারী (-কারিন্)—শীঘ্রকারী, লঘুহস্ত, যে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম সমাধা করে এরূপ। উপতৎ; ক্ষিপ্র—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

ক্ষিপ্রগতি—১। দ্রুত গমন, তাড়াতাড়ি যাওয়া। ক্ষিপ্রা গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দ্রুতগতিসম্পন্ন, যে সত্বর গমন করে এরূপ। ক্ষিপ্রা গতি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষিপ্রগামী (-গামিন্)—দ্রুতগামী, বেগবান্। উপতৎ; ক্ষিপ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**। বি, **-গামিতা**।

ক্ষিপ্রবেগে—খুব তাড়াতাড়ি, প্রবলবেগে। ক্ষিপ্র বেগ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

ক্ষিপ্রহস্ত—যাহার হাত শীঘ্র চলে এরূপ, চটপটে, লঘুহস্ত। ক্ষিপ্র হস্ত যাহার, বহুব্রী। বিণ। ক্রি-বিণ—**ক্ষিপ্রহস্তে**।

ক্ষিপ্রহস্ততা—কার্যতৎপরতা; দ্রুতকার্যকারিতা, চটপট কাজ করার ক্ষমতা। ক্ষিপ্রহস্ত+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ক্ষীণ—সূক্ষ্ম; দুর্বল; জীর্ণ; ক্ষয়প্রাপ্ত; নষ্ট; অনুজ্জ্বল; শুষ্ক; কৃশ, শীর্ণ; অতি অল্প ('— আশা'); দীন; সংকীর্ণ। ক্ষি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্ষীণকণ্ঠ—১। সরু গলা; মৃদু কণ্ঠস্বর। কর্মধা। বি; পুং। ২। কৃশগলদেশবিশিষ্ট; মৃদুকণ্ঠস্বরসম্পন্ন। ক্ষীণ কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

ক্ষীণকায়—১। কৃশ দেহ, দুর্বল শরীর।

কর্মধা। বি ; পুং। ২। দুর্বল-শরীরবিশিষ্ট ; রোগা। ক্ষীণ কায় যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কায়া।**

ক্ষীণচন্দ্র—(জ্যোতিষ) কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগের অথবা শুক্লপক্ষের প্রথমভাগের চন্দ্র। ক্ষীণ চন্দ্র, কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষীণচিত্ত—দুর্বলহৃদয় ; যাহার মনোবল নাই এমন ; সংকীর্ণচিত্ত। ক্ষীণ চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণজীবী (-জীবিন্)—অতি দুর্বল, অল্পপ্রাণ, যাহার প্রাণ অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে এরূপ। উপতৎ ; ক্ষীণ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী।** বি, **-জীবিতা।**

ক্ষীণতম—বহুর মধ্যে ক্ষীণ, সর্বাপেক্ষা ক্ষীণ ; অতিশয় ক্ষীণ। ক্ষীণ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্ষীণতর—দুয়ের মধ্যে ক্ষীণ, অন্যাপেক্ষা ক্ষীণ, অপেক্ষাকৃত মৃদু। ক্ষীণ+তর অপেক্ষার্থে। বিণ।

ক্ষীণতা, -ত্ব—কৃশতা ; দৌর্বল্য ; সূক্ষ্মতা। ক্ষীণ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

ক্ষীণদৃষ্টি—১। অল্প দৃষ্টি, ভাল করিয়া দেখিতে না পাওয়া, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা। ক্ষীণা দৃষ্টি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যে ভাল দেখিতে পায় না এরূপ। ক্ষীণা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণদেহ—ক্ষীণকায় (তাহা দ্রঃ)।

ক্ষীণপ্রকৃতি—১। মৃদু স্বভাব, দুর্বল স্বভাব। ক্ষীণা প্রকৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। মৃদুস্বভাবসম্পন্ন। ক্ষীণা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণপ্রাণ—অল্পপ্রাণ, ক্ষীণজীবী ; সংকীর্ণহৃদয়। ক্ষীণ প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণবল, -শক্তি—দুর্বল, বীর্যহীন। ক্ষীণ বল, শক্তি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণবুদ্ধি, -মতি—অল্পবুদ্ধি ; নির্বোধ। ক্ষীণা বুদ্ধি, মতি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণমধ্য—যাহার মধ্যভাগ বা কটিদেশ সরু এরূপ। ক্ষীণ মধ্য (কটিদেশ) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মধ্যা।**

ক্ষীণমস্তিষ্ক—১। ক্ষীণবুদ্ধি ; নির্বোধ। ক্ষীণ মস্তিষ্ক যাহার, বহু। বিণ। ২। দুর্বল মস্তিষ্ক বা মগজ, বুদ্ধিহীন মাথা। কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষীণশ্বাস—১। মুমূর্ষু, যাহার শ্বাস সামান্য বহিতেছে এরূপ। ক্ষীণ শ্বাস যাহার, বহু। বিণ। ২। অতি সামান্য শ্বাস। কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষীণস্বর—১। মৃদু কণ্ঠস্বর। ক্ষীণ স্বর, কর্মধা। বি ; পুং। ২। অনুচ্চকণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। ক্ষীণ স্বর যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণস্মৃতি—১। যাহার মনে রাখিবার শক্তি কমিয়া গিয়াছে এরূপ। ক্ষীণা স্মৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। পূর্ববিষয়ের অস্পষ্ট ধারণা। ক্ষীণা স্মৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীণাঙ্গ—১। শীর্ণদেহ, কৃশ। ক্ষীণ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গী, -ঙ্গা।** ২। শীর্ণ দেহ। ক্ষীণ অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

ক্ষীণালোক—অস্পষ্ট আলোক। ক্ষীণ আলোক, কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষীয়মাণ—যাহার ক্ষয় হইতেছে এরূপ, অপচীয়মান ; যাহা নষ্ট করা হইতেছে এরূপ। ক্ষি+শানচ্ কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

ক্ষীর—জ্বাল-দেওয়া ঘন দুধ ; জল ; দুগ্ধ ; নির্যাস ; গাছের আটা। উপতৎ ; ক্ষী—ঈর্+অণ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ক্ষীরকণ্ঠ—যাহার গলা টিপিলে দুধ বাহির হয় এমন, অল্পবয়স্ক বালক ; (ব্যঙ্গার্থে) অল্পবয়স্ক, চেংড়া। ক্ষীর কণ্ঠে যাহার, বহু। বি ; পুং, বা বিণ।

ক্ষীরখণ্ড—ক্ষীরের তৈয়ারী একধরনের মিঠাই। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরজ—১। দধি। বি ; ক্লীব। ২। দুধের তৈরী ('— মিষ্টান্ন')। উপতৎ ; ক্ষীর—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ক্ষীরধেনু—১। দানের নিমিত্ত ক্ষীরের তৈরি গাভী। ক্ষীরনির্মিতা ধেনু, মধ্যপ কর্মধা। ২। যে গাভীর অনেক দুধ হয়। ক্ষীরপ্রধানা ধেনু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীরনীর—দুগ্ধ এবং জল। ক্ষীর ও নীর, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

ক্ষীরপ—১। দুগ্ধপায়ী, যে দুধ পান করে এরূপ। বিণ। ২। দুগ্ধপায়ী বালক। উপতৎ ; ক্ষীর—পা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

ক্ষীরপলাণ্ডু—শ্বেত পলাণ্ডু, সাদা পেঁয়াজ। ক্ষীরবর্ণ পলাণ্ডু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষীরপান—দুগ্ধপান। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষীরপায়ী (-পায়িন্)—দুগ্ধপানকারী। উপতৎ ; ক্ষীর—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

ক্ষীরপুরিয়া, -পুরী—ক্ষীর ও চিনির সংমিশ্রণে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরপুলি—ক্ষীরের পুর দেওয়া একপ্রকার পুলিপিঠা ; একপ্রকার সন্দেশ। ক্ষীর মিশ্রিত পুলি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরমোহন—ক্ষীরের পুর দেওয়া একপ্রকার বড় ও চেপটা রসগোল্লা। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরশর—ছানা। উপতৎ ; ক্ষীর—শৄ+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ক্ষীরশর্করা—দুগ্ধজাত চিনি (বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ব্যবহৃত), sugar of milk. ক্ষীরজাত শর্করা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীরশা, ক্ষীরসা—ক্ষীরের তৈয়ারী মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরসমুদ্র—পৌরাণিক দুগ্ধময় সাগর বিঃ [বিষ্ণু ইহাতে অনন্তশয্যায় শয়িত থাকেন। ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মী, চন্দ্র, অমৃত, পারিজাত প্রঃর উদ্ভব হয়]। ক্ষীরপূর্ণ সমুদ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষীরসর—১। দুধের সর। ষষ্ঠীতৎ। ২। দুধ ও সর। দ্বন্দ্ব। বি।

ক্ষীরসার—নবনীত ; ছানা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষীরা, ক্ষীরাই—শশা। <ক্ষীরিকা। বি।

ক্ষীরাব্ধি—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরপূর্ণ অব্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ক্ষীরাব্ধিজা—লক্ষ্মী। ক্ষীরাব্ধিজ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীরাব্ধিতনয়া—লক্ষ্মী। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীরিকা—শশা ; ক্ষীরা (শশাজাতীয় ফল) ; পায়স। ক্ষীর+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীরিণী—১। ক্ষীরলতা। বি ; স্ত্রী। ২। ক্ষীরবিশিষ্টা, দুগ্ধবতী। ক্ষীর+ইন্ প্রাশস্ত্যার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ক্ষীরী (ক্ষীরিন্)—যে বৃক্ষের আঠা আছে তাহা [যেমন বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ, শশা প্রঃ]। ক্ষীর+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ক্ষীরোদ, ক্ষীরোদক—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীর উদক যাহার, বহু (বিকল্পে ক-লোপ)। বি ; পুং।

ক্ষীরোদজা—লক্ষ্মী। উপতৎ ; ক্ষীরোদ—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীরোদতনয়া—লক্ষ্মী। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষীরোদসম্ভবা—লক্ষ্মী। বহু। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুঁয়া—পট্টসূত্র বা পট্টসূত্রজাত বস্ত্র, মসিনার তন্তুজাত সূত্র বা তন্নির্মিত বস্ত্র। <ক্ষুমা। বি।

ক্ষুঁয়া-তাঁতী—যে তাঁতী পাট মসিনা প্রঃর মোটা কাপড় বুনে সে। ক্ষুঁয়া-নির্মাতা তাঁতী, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ক্ষুণ্ণ—ক্ষুব্ধ ; ব্যথিত ; অন্যের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে দুঃখিত ; চূর্ণীকৃত, গুঁড়া-করা ; মাড়ানো ; আহত ; আচরিত, অভ্যস্ত ; অবগাঢ় ; আলোড়িত ; নিপুণ ; অপূর্ণ ; ত্রুটিযুক্ত। ক্ষুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষুণ্ণমনা (-মনস্), (>-মনা)—মনে মনে দুঃখিত। ক্ষুণ্ণ মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুৎ—হাঁচি। ক্ষু+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুৎ (ক্ষুধ্)—ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা

('— পিপাসা')। ক্ষুধ্ + ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুত—হাঁচি। ক্ষু + ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুৎক্ষাম—ক্ষুধায় ক্ষীণ। ক্ষুৎ দ্বারা ক্ষাম (ক্ষীণ), ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ—ক্ষুধার জন্য ক্ষীণকণ্ঠ। ক্ষুৎ-ক্ষাম কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুৎপিপাসা—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুৎপীড়িত—ক্ষুধার্ত। ক্ষুৎ (ক্ষুধা)-দ্বারা পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুদ—তণ্ডুলাদির চূর্ণ, তণ্ডুলকণা। <ক্ষোদ। বি।

ক্ষুদ-কুঁড়া—দীনহীন খাদ্য, অনাড়ম্বর খাদ্য। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ক্ষুদে—ক্ষুদ্র, ছোট। <ক্ষুদ্র। বিণ।

ক্ষুদ্র ছোট; অল্প; যাহার ধন ক্ষমতা বা আধিপত্য নাই এরূপ; অপ্রশস্ত, অবিস্তৃত; নীচ, অধম; অদীর্ঘ; অনুচ্চ; অনুদার; কৃপণ। ক্ষুদ্ + রক্ কর্তৃ। বিণ। **ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র**—ছোট হইতেও ছোট, অর্থাৎ অতি ছোট।

ক্ষুদ্রক—১। অস্ত্র বিঃ। ক্ষুদ্ + রক্ কর্তৃ + কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী। ২। সামান্য, ছোট। ক্ষুদ্র + কন্ স্বার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রকম্বু—শম্বুক, শামুক। ক্ষুদ্র কম্বু (শঙ্খ), কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষুদ্রকায়—১। বেঁটে শরীর; কৃশ শরীর; ছোট শরীর। ক্ষুদ্র কায়, কর্মধা। বি; পুং। ২। স্বল্পদেহবিশিষ্ট, ক্ষীণ শরীর; বেঁটে। ক্ষুদ্র কায় যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রঘণ্টিকা—কিঙ্কিণী, ঘুঙুর। ক্ষুদ্রা ঘণ্টিকা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রচেতাঃ (-চেতস্) (>-চেতা)—নীচমনা, সংকীর্ণচিত্ত। ক্ষুদ্র চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রতম—সর্বাপেক্ষা ছোট; অত্যন্ত ছোট। ক্ষুদ্র + তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রতর—দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট। ক্ষুদ্র + তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রতা, -ত্ব—অপ্রশস্ততা, ছোট হওয়ার ভাব; নীচতা, সংকীর্ণচিত্ততা। ক্ষুদ্র + তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

ক্ষুদ্রদৃষ্টি—১। সংকীর্ণ বুদ্ধি; নীচতা। ক্ষুদ্রা দৃষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। নীচদৃষ্টিসম্পন্ন, যাহার নজর ছোট এমন। ক্ষুদ্রা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রনাসিক—যাহার নাক ছোট এমন, খাঁদা। ক্ষুদ্রা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী. **-কা, -কী**।

ক্ষুদ্রপ্রাণ—যাহার প্রাণ অল্প এরূপ; যে অল্পেই মারা পড়ে এরূপ; ক্ষীণশক্তি; সংকীর্ণচিত্ত। ক্ষুদ্র প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি—নির্বোধ, বোকা। ক্ষুদ্রা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রবৃহৎ—প্রকাণ্ড এবং অপ্রকাণ্ড, ছোট-বড়। দ্বন্দ্ব। বিণ।

ক্ষুদ্রশঙ্খ—শম্বুক, শামুক। কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষুদ্রাক্ষ—১। যাহার চক্ষু ছোট এমন। বিণ। স্ত্রী. **-ক্ষী**। ২। হস্তী। ক্ষুদ্র অক্ষি যাহার, বহু (বচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ক্ষুদ্রান্ত্র—(শারীরবিদ্যা) অন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে যেটি স্থূল এবং হ্রস্ব সেইটি, small intestine. ক্ষুদ্র অন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্ষুদ্রায়তন—স্বল্পপরিসর; ছোট ('— গৃহ')। ক্ষুদ্র আয়তন যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রাশয়—নীচাশয়, নীচমনা; অনুদার। ক্ষুদ্র আশয় যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুধা—বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা; লালসা, ইচ্ছা। ক্ষুধ্ + ক্বিপ্ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষুধাকর—ক্ষুধাবর্ধক, ভোজনেচ্ছার উদ্দীপক ('— ঔষধ')। উপতৎ; ক্ষুধা—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-করী**।

ক্ষুধাজনক—ক্ষুধাকর, অগ্নিবর্ধক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-জনিকা**।

ক্ষুধাতুর—ক্ষুধায় কাতর, ক্ষুধার্ত। ক্ষুধা দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুধাতৃষ্ণা—ক্ষুধা এবং পিপাসা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুধানিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি, ক্ষুধার উপশম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্ষুধার অল্পতা, ক্ষুধা না হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ক্ষুধার্ত(র্ত্ত)—ক্ষুধায় কাতর, বুভুক্ষু। ক্ষুধা দ্বারা ঋত বা আর্ত (যুক্ত, কাতর), ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুধাশান্তি—ক্ষুধার নিবৃত্তি, ক্ষুধার উপশম; ভোজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুধাসঞ্চার—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুধা হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষুধিত—বুভুক্ষিত, ভোজনেচ্ছু। ক্ষুধা + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ক্ষুন্নিবৃত্তি—ক্ষুধার নিবারণ, ক্ষুধাশান্তি। ক্ষুধের (ক্ষুধ্-শব্দ) নিবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুপ—ছোট ছোট শাখাযুক্ত বৃক্ষ, ঝোপঝাড়, bush, shrub. ক্ষুপ্ + ক কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষুব্ধ—১। ক্ষোভপ্রাপ্ত, ক্ষুণ্ণ; আলোড়িত; বিচলিত; কাতর, দুঃখিত; ভীত। বাংপ্র। বিণ। ২। মন্থনদণ্ড। ক্ষুভ্ + ক্ত কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষুভিত—ক্ষোভপ্রাপ্ত; দুঃখিত; মথিত; আলোড়িত, বিচলিত; ত্রস্ত; ব্যাকুল। ক্ষুভ্ + ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

ক্ষুমা—মসিনা, তিসি; অতসীবৃক্ষ; নীল-গাছ; রেশম; শণ; পাট। ক্ষু + মক্ অপা + আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ— **ক্ষৌম**।

ক্ষুর—কামাইবার তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বিঃ; পায়ের খুর; খাটের খুরা; একজাতীয় বাণ; গোক্ষুর। ক্ষুর্ + ক কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষুরকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—ক্ষৌর, কামানো। ক্ষুরসাধ্য কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্ষুরক্ষুণ্ণ—ক্ষুরের দ্বারা বিক্ষত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ক্ষুরধান—ক্ষুর রাখিবার পাত্র। ক্ষুর—ধা + অনট্ অধি। বি; ক্লী।

ক্ষুরধানী—ক্ষুর রাখিবার পাত্র, নাপিতের যন্ত্র রাখিবার থলি বা ভাঁড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুরধার—১। ক্ষুরের ধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। ক্ষুরের মত ধারাল; অতি তীক্ষ্ণ ('— বুদ্ধি')। ক্ষুরের ধারের মত ধার যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুরপত্র—১। শর, বাণ। বি; পুং। ২। যাহার পাতা ক্ষুরের মত ধারালো এমন (শরবণাদি)। ক্ষুরের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুরপা, ক্ষুরপো—ঘাস ইঃ তুলিবার যন্ত্র; মাটি খুঁড়িবার ছোট শন্তা। <ক্ষুরপ্র। বি।

ক্ষুরপ্র—অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ বিঃ; ক্ষুরপা। ক্ষুর—পৃ + ক কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষুরিণী—১। নাপিতভার্যা, নাপিতানী; বরাহক্রান্তা লতা। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষুরবিশিষ্টা (গাভী প্রঃ)। ক্ষুর + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষুরী (ক্ষুরিন্)—নাপিত; ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তু। ক্ষুর + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ক্ষুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠভ্রাতা, খুড়া। কর্মধা। বি; পুং।

ক্ষেউরি—ক্ষৌরকর্ম। <ক্ষৌর। বি।

ক্ষেত—শস্যাদির জমি। <ক্ষেত্র। বি।

ক্ষেত-খামার, -খোলা—জমিজায়গা, কৃষিকার্যের স্থান। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ক্ষেতপাপড়া—ওষধি বিঃ। <ক্ষেত্র-পর্পট। বি।

ক্ষেতি—১। চাষ-আবাদ। <ক্ষেত্র। ২। লোকসান, অপকার। <ক্ষতি। বি।

ক্ষেতোয়াল—ক্ষেত্রস্বামী, ক্ষেত্রের মালিক। বাংপ্র। বি।

ক্ষেত্র—ভূমি, ক্ষেত; মাঠ; যুদ্ধস্থল; স্থান; ইন্দ্রিয়; মন; শরীর; পত্নী; তল, surface; স্থল, অবস্থা, বিষয়, ব্যাপার, case; তীর্থস্থান; সিদ্ধভূমি; বিকৃক্ষেত্রসমূহ; (জ্যোতিষ) মেষাদিরাশি; গ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষ ('শনির —'); (জ্যামিতি) রেখা-

বেষ্টিত স্থান, ত্রিভুজ চতুর্ভুজ প্রঃ। ক্ষি+ ষ্ট্রন্ অধি। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—ক্ষেত্রের কার্য, কৃষিকার্য; বিশেষ বিশেষ স্থানের ভিন্ন ভিন্ন কার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রজ—ক্ষেত্রজাত, যাহা ক্ষেতে জন্মে এরূপ; নিজের স্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত। উপতৎ; ক্ষেত্র—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ক্ষেত্রজ্ঞ—১। পরমাত্মা, অন্তর্যামী পুরুষ, জীবাত্মা। বি; পুং। ২। বিদগ্ধ, পণ্ডিত; অবস্থানুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ। উপতৎ; ক্ষেত্র—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

ক্ষেত্রতত্ত্ব—ক্ষেত্রসমুদয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণনিরূপক শাস্ত্র, জ্যামিতি, geometry. ক্ষেত্রবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা (উপচারে)। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রপতি—ক্ষেত্রপাল; কৃষক; রুদ্র; জমির মালিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষেত্রপর্পট, -পর্পটী—ক্ষেতপাপড়া। ক্ষেত্রজাত পর্পট, পর্পটী, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং; স্ত্রী।

ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রের রক্ষক; দেবতা বিঃ (ইঁহারা উনপঞ্চাশ-প্রকার)। উপতৎ; ক্ষেত্র—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষেত্রফল—ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্যাদি; ভূমির কালি, ভূমির পরিমাণফল, area. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রবিৎ (-বিদ্)—জীবাত্মা; তত্ত্বজ্ঞ, পণ্ডিত। উপতৎ; ক্ষেত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ক্ষেত্রব্যবহার—ক্ষেত্রফলনির্ণয়; ত্রিকোণ ইঃ ক্ষেত্রের কালি নিরূপণের নিয়ম বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষেত্রভূমি—১। কৃষিকার্যের স্থান, চাষ-আবাদের জমি। ক্ষেত্রই ভূমি, কর্মধা। ২। (জ্যামিতি) ত্রিভুজ ক্ষেত্রাদির ভূমি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রভেদ—বিভিন্ন ক্ষেত্র; ভিন্ন ভিন্ন বিষয়; ভূমিবিদারণ, ভূমিখনন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষেত্রমিতি—ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্যামিতি। ক্ষেত্রের মিতি যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রসন্ন্যাস—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তীর্থে বাস। প্রা কপ্র। বি।

ক্ষেত্রসম্ভব, -সম্ভূত—ভূমি হইতে উৎপন্ন; পত্নী হইতে জাত। ক্ষেত্র হইতে সম্ভব যাহার, বহু; ক্ষেত্র হইতে সম্ভূত; ৫মীতৎ। বিণ।

ক্ষেত্রসীমা—জমির সীমানা, যাহা দ্বারা এক ক্ষেত্রকে অপর ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রাজীব—কৃষিজীবী, কৃষক। ক্ষেত্র আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পুং, বা বিণ।

ক্ষেত্রাধিকারী (-কারিন্)-ক্ষেত্রস্বামী, ভূস্বামী, জমির মালিক। ক্ষেত্রের অধিকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

ক্ষেত্রাধিদেবতা—ভূমির দেবতা, বাস্তু-দেবতা; তীর্থ বিঃর অধিষ্ঠাতা দেব। ক্ষেত্রের অধিদেবতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রাধিপ—মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধি-পতি গ্রহগণ; ক্ষেত্রপতি, ভূস্বামী। ক্ষেত্রের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ক্ষেত্রামলকী—ভুঁই-আমলা। ক্ষেত্রজাতা আমলকী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রিক—ক্ষেত্রস্বামী; কৃষক। ক্ষেত্র+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

ক্ষেত্রিয়—১। পরদাররত ব্যক্তি; ক্ষেত্রজ পুত্র; অসাধ্য রোগ। বি; পুং। ২। ক্ষেত্র-জাত তৃণ; পরদার। বি; স্ত্রী। ৩। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয়। ক্ষেত্র+ইয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রিন্)—১। ক্ষেত্রস্বামী। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষেত্রিণী**। ২। স্বামী, পতি। ক্ষেত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ক্ষেপ—১। বিন্যাস; নিক্ষেপ (বাণক্ষেপ); পাত; ত্যাগ; নিন্দা; বিলম্ব; যাপন; চালন; প্রসারণ; আস্ফালন; লঙ্ঘন। ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ—**ক্ষিপ্ত**। ২। বার, দফা; গাড়িতে বা নৌকায় একবারে যতটা ধরে তাহা; গাড়ির বা নৌকার একবার যাওয়া বা আসা, trip. বাংপ্র। বি।

ক্ষেপক ১। ক্ষেপণকারী; গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত অংশের সন্নিবেশকারক; নাবিক; দাঁড়ী। ক্ষিপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষেপিকা**। ২। গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত পাঠ; গুচ্ছ; অঙ্ক বিঃ। ক্ষিপ্+ঘঞ্ কর্ম+স্বার্থে কন্। বি; পুং।

ক্ষেপণ—নিক্ষেপ; যাপন; অপসারণ; পরিত্যাগ; প্রেরণ; নিন্দা। ক্ষিপ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষেপণি, ক্ষেপণিকা—নৌকাদণ্ড, দাঁড়; ক্ষেপলা জাল; ফাঁদ বিঃ; ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র বিঃ। ক্ষিপ্+অনি কর্ম, পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষেপণিক—যেব্যক্তি ক্ষেপণি দাঁড় চালনা করে, দাঁড়ী। ক্ষেপণি+ইক (ঠন্) ব্যবহার করে অর্থে। বি; পুং।

ক্ষেপণী—১। বন্দুকের গুলি বাঁটুল ঢিল ইঃ বস্তু ঊর্ধ্বদিকে নিক্ষিপ্ত হইলে যে বক্রপথে গমন করে তাহার সদৃশ রেখা, অধিবৃত্ত, parabola. ক্ষিপ্+অনট্ করণ+ঈপ্। ২। ক্ষেপলা জাল; নৌকার দাঁড়; ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিঃ, গুলতি। ক্ষিপ্+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষেপণীয়—১। ক্ষেপণযোগ্য। বিণ। ২। খড়্গ; বাণ। ক্ষিপ্+অনীয় কর্ম। বি; স্ত্রী।

ক্ষেপলা—মাছ ধরিবার জন্য যাহা ছুড়িয়া ছড়াইয়া ফেলিতে হয় এরূপ ('—জাল')। <ক্ষেপ। বিণ।

ক্ষেপহি—ক্ষেপণ করে, যাপন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ক্ষেপা—১। ক্ষিপ্ত, পাগল; জ্ঞানশূন্য। ক্ষেপ্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। ক্ষিপ্ত হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়া; উত্তেজিত হওয়া; যাপন করা, কাটানো। <'ক্ষিপ্'-ধাতু। ক্রি।

ক্ষেপানো—উন্মত্ত করা, পাগল করা; অত্যন্ত বিরক্ত করা; রাগানো; উত্তেজিত করা ('জনতা—')। <'ক্ষেপা'-নাম-ধাতু। ক্রি , বি, বিণ]।

ক্ষেপামো, -মি—উন্মাদের ন্যায় আচরণ, পাগলের মত ব্যবহার। ক্ষেপা (১)+মো, মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ক্ষেপিষ্ঠ—ক্ষিপ্রতম, অতিশয় শীঘ্র; অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র+ইষ্ঠ অত্যর্থে (ক্ষিপ্র-স্থানে ক্ষেপ-আদেশ)। বিণ।

ক্ষেপীয়ান্ (ক্ষেপীয়স্)—ক্ষিপ্রতর; অতি দ্রুতগামী। ক্ষিপ্র+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়সী**।

ক্ষেপ্তা (ক্ষেপ্তৃ)—ক্ষেপণকর্তা, নিক্ষেপক; পরাজয়কর্তা। ক্ষিপ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষেপ্ত্রী**।

ক্ষেম—১। কল্যাণ, কুশল; শুভ। ক্ষি+মন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। ২। লব্ধবস্তুর রক্ষা, রক্ষণ। ক্ষি+মন্ ভাব। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। মোক্ষ, মুক্তি। ক্ষি+ম কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৪। মঙ্গলদায়ক, শুভকর। ক্ষেম (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ক্ষেমকর, -কার—মঙ্গলকারক; সুখ-দায়ক। উপতৎ; ক্ষেম—কৃ+ট, অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -কারী**।

ক্ষেমকৃৎ—শুভকর, মঙ্গলজনক; সুখদায়ক। উপতৎ; ক্ষেম—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্ষেমংক(ঙ্ক)র—শুভদায়ক, মঙ্গলকারক। উপতৎ; ক্ষেম—কৃ+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্ষেমংক(ঙ্ক)রী—মঙ্গলদায়িকা দেবী বিঃ। ক্ষেমংকর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষেমদর্শী (-দর্শিন্)—মঙ্গলদর্শী, যে সব জিনিসের মধ্যে শুভই দেখে এমন। উপতৎ; ক্ষেম—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

ক্ষেমবান্ (-বৎ)—মঙ্গলবিশিষ্ট, কুশলী; সৌভাগ্যবান্। ক্ষেম+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-বতী**।

ক্ষেমা—১। কাত্যায়নী। ক্ষেম (১)+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সহনশীলতা ; ক্ষান্তি, ক্ষমা। প্রা কপ্র। বি। **ক্ষেমা দেওয়া**—(গ্রাম্য) সংযত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া।

ক্ষেমাস্পদ—কুশলাস্পদ, কল্যাণভাজন। ক্ষেমের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী. বা বিণ।

ক্ষৈরেয়—ক্ষীর দ্বারা সংস্কৃত ; ক্ষীরসংক্রান্ত ; দুগ্ধজাত। ক্ষীর+এয় সংস্কৃতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ ; পুং, বা ক্লী। স্ত্রী, **-য়ী**।

ক্ষোক্কোস, ক্ষোক্কস—রাক্ষস অপেক্ষা ভয়ংকর কাল্পনিক জীব ; অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'রাক্ষস'-এর সহচর শব্দ। বি।

ক্ষোড—আলান, গজবন্ধনী, হস্তী বাঁধিবার শৃঙ্খলাদি। ক্ষুড্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

ক্ষোণি, ক্ষোণী—পৃথিবী। ক্ষু+নি অধি ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষোদ—১। চূর্ণ, গুঁড়া ; ক্ষুদ, চাল ইঃর গুঁড়া। ক্ষুদ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। চূর্ণন, পেষণ। ক্ষুদ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। চূর্ণ করিবার পাত্র প্রস্তর বিঃ। ক্ষুদ্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

ক্ষোদন—চূর্ণকরণ ; অক্ষর বা অন্য কিছু উৎকীর্ণ করণ, খোদাই, engraving ক্ষুদ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষোদিত—পিষ্ট, চূর্ণিত, উৎকীর্ণ ; যাহা ক্ষোদা হইয়াছে এরূপ। ক্ষুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষোদিষ্ঠ—অতি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র+ইষ্ঠ অত্যর্থে (ক্ষুদ্র-স্থানে ক্ষোদ)। বিণ।

ক্ষোদীয়ান্ (-য়স্)—অতি ক্ষুদ্র, অত্যন্ত ছোট। ক্ষুদ্র+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়সী**।

ক্ষোভ—বিলোড়ন ; অসন্তোষ, দুঃখ, মনস্তাপ ; চাঞ্চল্য ; চলন ; আঘাত ; স্খলন। ক্ষুভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

ক্ষোভণ—১। ক্ষোভকারক, যাহা চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এমন। বিণ। ২। কন্দর্পের বাণ বিঃ। ক্ষুভ্+ণিচ্+অন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ক্ষোভিত—চালিত ; আন্দোলিত, আলোড়িত ; ত্রাসিত ; যাহাকে দুঃখ দেওয়া হইয়াছে এমন। ক্ষুভ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—পৃথিবী। ক্ষু+নি অধি নিপা ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষৌণীবিদ্যা—ভূতত্ত্ব, Geology. ক্ষৌণী-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষৌণীশ—পৃথিবীপতি, রাজা। ক্ষৌণীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ক্ষৌম—১। দুকূল, পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড় ; শণজ-সূত্রনির্মিত বস্ত্র, মসিনার ছালের কাপড়, linen. ক্ষমা+অণ্ ভবার্থে। ২। প্রাসাদের উপরিভাগস্থ গৃহ, চিলেকোঠা ; অট্টালিকা। ক্ষু+মন্ কর্তৃ=ক্ষুম ; ক্ষুম+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং বা ক্লী। ৩। ক্ষুমাসূত্রনির্মিত, রেশমী। ক্ষুমা+অণ্ নির্মিত অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষৌমী**।

ক্ষৌর—১। ক্ষুরকর্ম, কামানো। ক্ষুর+অণ্ নিষ্পন্নার্থে। বি ; ক্লী। ২। ক্ষুরসংক্রান্ত। ক্ষুর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ক্ষৌরকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম**—ক্ষুরকর্ম, কামানো। ক্ষৌর কর্ম, কর্মধা। বি ; ক্লী।

ক্ষৌরি—ক্ষুরকর্ম, কামানো। ক্ষৌর+ই নিষ্পন্নার্থে। বাংপ্র। বি।

ক্ষৌরিক—ক্ষুরকর্মকারী, নাপিত। ক্ষুর+ইক আছে অর্থে। বি ; পুং।

ক্ষ্বেড়া—ধ্বনি, শব্দ ; সিংহনাদ ; অশ্লীল গান, খেউড়। ক্ষ্বিড়্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষ্বেড়িত—যুদ্ধকালীন বীরদিগের চিৎকার-ধ্বনি, সিংহনাদ। ক্ষ্বিড়্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষ্বেলন—ক্রীড়ন ; কেলি ; সঞ্চালন। ক্ষ্বেল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষ্বেলা—ক্রীড়া, খেলা ; সঞ্চালন। ক্ষ্বেল্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষ্বেলিত—১। ক্রীড়িত ; চালিত। ক্ষ্বেল্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। ২। ক্ষ্বেলন, সঞ্চালন ; ক্রীড়া। ক্ষ্বেল্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষ্মা—সর্বংসহা, পৃথিবী। ক্ষম্+অচ্ কর্তৃ+আপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

[খ]

খ—১। দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল বা কণ্ঠ, ইহা অঘোষবর্ণ]। ২। আকাশ, শূন্য ; স্বর্গ ; লগ্ন হইতে দশম স্থান। খক্থ (হাস্য করা)+ড অধি। বি ; ক্লী।

খই—লাজ, ধান ভাজিয়া তুষ ছাড়াইয়া প্রস্তুত খাদ্য বিঃ ; শুকনা খোলায় ভাজিবার ফলে ফুটিয়া ওঠা বস্তু ('ভুট্টার —', 'সোহাগার —')। < খদিকা। বি। **খই ফুটিয়া থাকা**—একস্থানে অগণিত ছোট ছোট সাদা বস্তুর সমাবেশ হওয়া। **(মুখে) খই ফুটা**—দ্রুত ও সহজে বেশী কথা বলা।

খই-চালনা, -চালনী—খই হইতে ধান চালিয়া পৃথক্ করিবার পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

খইচুর—খইয়ের মোয়া, মুড়কি দিয়া তৈরী মিষ্টান্ন বিঃ। খইয়ের চুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

খইঢেকুর—খইয়ের গন্ধযুক্ত চোঁয়া ঢেকুর, দুর্গন্ধ উদ্গার। বাংপ্র। বি।

খইন—১। গভীর। বিণ। ২। গভীরতা। হি-মু। বি।

খইনি—চুন মাখানো তামাক। হি মু। বি।

খইল, খৈল—খোল, তৈল-নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত তিলসর্ষপাদির কল্ক ; কর্ণাদির ময়লা। < খলি। বি।

খওয়া—কমিয়া যাওয়া, ক্ষয় পাওয়া। < ক্ষয়। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খক্—কাশির শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খক-খক—কাশির শব্দ ; উচ্চ কাশির শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খকখকানি—পুনঃ পুনঃ কাশা। বাংপ্র। বি।

খকার—'খ' এই বর্ণ। খ-ই কার, কর্মধা। বি ; পুং।

খকুন্তল—ব্যোমকেশ, শিব। খ কুন্তল যাহার, বহু। বি ; পুং।

খগ—১। পক্ষী ; বাণ ; সূর্য ; দেবতা ; গ্রহ ; বায়ু। বি ; পুং। ২। আকাশগামী, খেচর। উপতৎ ; খ—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

খগগতি—১। পাখির উড়িয়া যাওয়া, পক্ষিগণের উড্ডীন প্রোড্ডীন সংডীন প্রঃ গতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। দ্রুতগতিশীল। খগের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ।

খগপতি, খগেন্দ্র, খগেশ্বর—পক্ষিরাজ গরুড়, বিষ্ণুর বাহন। খগদিগের (পক্ষীদিগের) পতি, ইন্দ্র, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

খগরাজ—পক্ষিগণের রাজা, গরুড় ("খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল"—কাশী)। খগদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

খগাবগা—১। পাখিদের আঁকাবাঁকা চলন ; আহারে বিশৃঙ্খল ভাব। বি। ২। বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত ; ফেলাছড়া ; নোংরা ; সুশিক্ষাহীন। বাংপ্র। বিণ।

খগাসন—১। বিষ্ণু। খগ আসন (বাহন) যাহার, বহু। ২। উদয়-পর্বত। খগের (সূর্যের) আসন (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

খগেন্দ্র—'খগপতি' দ্রঃ।

খগেন্দ্রধ্বজ—বিষ্ণু। খগেন্দ্র ধ্বজে যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

খগেশ্বর—'খগপতি' দ্রঃ।

খগোল—আকাশমণ্ডল ; আকাশমণ্ডলপ্রতিরূপক কৃত্রিম গোলক, উন্মুক্ত স্থানে দাড়াইলে চারিদিকে যে বৃত্ত বলিয়া কল্পিত গোলকাকৃতি আকাশ দেখা যায় তাহা, celestial sphere. খ-ই গোল (মণ্ডল), কর্মধা। বি ; পুং। বিণ, **-লীয়**।

খগোলবিদ্যা—যে বিদ্যাদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির প্রকৃতি অবস্থান ও গতি প্রঃ নিরূপিত হয় তাহা, Astronomy. খগোলসম্বন্ধীয়া বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

খগোলবিবরণ—যে গ্রন্থে বা শাস্ত্রে আকাশমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলস্থিত গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু প্রঃ যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি অবস্থান গতি প্রঃ সমস্ত বিষয়ের বিবরণ থাকে তাহা, Astronomy. খগোলের বিবরণ যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

খচ্—কলাগাছ প্রঃ অপেক্ষাকৃত নরম জিনিস এককোপে কাটার শব্দ ; বিঁধিবার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খচখচ—তাড়াতাড়ি লিখিবার শব্দ ; অর্থহীন কতকগুলি বাক্যের উচ্চারণ ; কাঁটা বিঁধিবার অনুভূতিবোধ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খচমচ—গোলমাল ; ঝঞ্ঝাট ; বিশৃঙ্খলা ; করতালাদি বাজাইবার উচ্চ শব্দ। বাংপ্র। বি।

খচর—১। আকাশগামী, গগনবিহারী। বিণ। স্ত্রী, **-রী** (প্রা কপ্র—খচরা)। ২। পক্ষী ; রাক্ষস ; সূর্য ; গ্রহ ; অশ্বতর। উপতৎ ; খ—চর্+ট কর্তৃ। বি ; পুং।

খচরী—১। রাক্ষসী ; পক্ষিণী ; অশ্বতরী। বি ; স্ত্রী। ২। আকাশচারিণী, নভোগামিনী। খচর+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

খচাখচ—দ্রুত লিখিয়া যাওয়ার অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খচাৎ—জোরে কাটিবার বা বিঁধিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

খচারিণী—১। রাক্ষসী। বি ; স্ত্রী। ২। আকাশচারিণী, নভোগামিনী। খচারিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

খচারী (-রিন্)—১। আকাশগামী। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**। ২। পক্ষী ; সূর্য ; গ্রহনক্ষত্রাদি। উপতৎ ; খ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

খচিত—অন্তর্নিহিত ; মধ্যে বসানো (রত্নখচিত আংটি) ; ছুরিত ; জড়িত ; ব্যাপ্ত। খচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

খচ্চর—অশ্বতর, গর্দভীর গর্ভে ঘোটকজাত অশ্ব ; দো-আঁশলা ; জারজপুত্র ; (গালাগালিতে) দুর্বৃত্ত। < খেসর। বি বা বিণ। **তিলে খচ্চর** বিচিত্রবর্ণ বা তিলের ন্যায় দাগবিশিষ্ট অশ্বতর ; অত্যন্ত ধূর্ত লোক ; দাগী বদমাশ।

খঞ্চা—বৃহৎ কাষ্ঠপাত্র বিঃ, বারকোশ ; বড় থালা। < ফা 'খঞ্চহ্'। বি।

খঞ্চিত—খচিত, জড়িত। প্রা। কপ্র। বিণ।

খঞ্জ—খোঁড়া। খন্জ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

খঞ্জক—খোঁড়া। খঞ্জ+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**খঞ্জিকা**।

খঞ্জন—১। সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট এবং লেজ নাচায় এরূপ পাখি বিঃ, wagtail খন্জ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং। ২। খোঁড়াইয়া চলা। খন্জ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

খঞ্জন-গঞ্জন—খঞ্জনের চেয়েও সুন্দর, যাহা খঞ্জনকেও লজ্জা দেয় এমন ("খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি")। খঞ্জনের গঞ্জন (নিন্দাকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

খঞ্জন-নয়ন—১। নর্তনশীল নয়ন। খঞ্জন সদৃশ নয়ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার নয়নভঙ্গী মধুর এমন, চটুলনয়ন। খঞ্জন-সদৃশ নয়ন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নয়না** (কপ্র, **-নয়নী**)।

খঞ্জনরত—যতিদের গোপনীয় মৈথুন। খঞ্জন-সদৃশ রত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

খঞ্জনিকা—খঞ্জনের মত একপ্রকার পক্ষী। খঞ্জন+কন্ সদৃশার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

খঞ্জনি—ক্ষুদ্র গোলাকার বাদ্যযন্ত্র বিঃ ('খনখন' শব্দ করে বলিয়া এই নাম)। ধ্বনিমূলক। বাংপ্র। বি।

খঞ্জর—১। ছোরা বিঃ। আ। ২। গোলা। হি। বি।

খট্—অনুকরণ-শব্দ বিঃ ; শক্ত জিনিস ঠোকাঠুকির শব্দ ; রাগ বিঃ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ বা বি।

খট—তৃণ, খড় ; পর্বত-টঙ্ক ; লাঙ্গল ; অন্ধকূপ। খট্+ক ঘঞর্থে কর্ম। বি ; পুং।

খটকা—সংশয়, সন্দেহ ; আশঙ্কা। (যাহা মনে 'খট্' করিয়া লাগে, এই অর্থে) খট্+কা। বি।

খটখট—অনুকরণ শব্দ বিঃ ; খড়মের শব্দ ; শুষ্ক কাঠের উপরে আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খটখটানি—খটখট শব্দ। বাংপ্র। বি।

খটখটি—১। কষ্টকর কার্য, ঝঞ্ঝাট। বি। ২। কঠিন, শক্ত ; কষ্টকর। বাংপ্র। বিণ।

খটখটে—একেবারে নীরস, সম্পূর্ণ শুষ্ক ('শুকিয়ে —', '— রোদ')। খটখট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

খটমট—জুতা পায়ে চলার ন্যায় শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খটমট, খটমটে—কঠিন ; দুরূহ ; দুর্বোধ্য। বাংপ্র। বিণ।

খটমটি—দুর্বোধ্যতা ; খিটিমিটি, ঝগড়া। বাংপ্র। বি।

খটাখট—বারবার উচ্চ খটখট শব্দ। বাংপ্র। অ।

খটাখটি—সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব ; ঝগড়াঝাঁটি। বাংপ্র। বি।

খটাৎ, খটাস—শক্ত জিনিস ঠোকাঠুকি প্রঃর বড় রকমের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খটাশ—প্রাণী বিঃ, polecat ; গন্ধগোকুলা, civetcat. < খট্টাশ। বি।

খটি—আড়ত, বন্দর ; আড্ডা ; শিশুদের বায়না। বাংপ্র। বি।

খটিক—১। মুষ্টি, মুঠা ; চুনের উপাদান ধাতু বিঃ, ক্যালসিয়াম, calcium. খট+ইক স্বার্থে। বি ; পুং। ২। বাঙ্গালীর পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

খটিকা—খড়ি ; মুষ্টি। খটী বা খট+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

খটিনী—খড়ি। খট+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

খটিয়াল—খটেল (তাহা দ্রঃ)।

খটী—১। বন্দর, আড়ত, আড্ডা ; রাশি, সমূহ। <খনি। ২। আবদার, বাহানা। <অংটি। বি। ৩। খড়ি। খট্+অচ্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

খটেল—আবদেরে, যে বায়না করে এমন ; খুঁত ধরিতে অভ্যস্ত ; লম্পট। খটি (<অংটি) +এল (<আল) আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

খট্টা—পর্যঙ্ক, খাট। খট্ট+ঘঞ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

খট্টাশ, খট্টাস—বন্যজন্তু বিঃ, খটাশ, polecat; গন্ধগোকুল, civetcat. উপতৎ; খট—অশ্, অস্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

খট্টাশি, খট্টাসি—গন্ধগোকুল নামক প্রাণীর দেহকোষস্থ গন্ধদ্রব্য, civet. বাংপ্র। বি।

খট্টি, খট্টী—শববহনার্থ খাটিয়া, মড়ার খাট। খট্ট্+ই কর্ম, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খট্টিক—ব্যাধ, পাখি-মারা। খট্ট+ইক। বি; পুং।

খট্টেরক—খর্ব, বেঁটে। খট্ট্+এরক কর্ম। বিণ।

খট্বকা, খট্বিকা—ক্ষুদ্র খট্টা, খাটিয়া। খট্বা+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্ (বিকল্পে অ-কার-স্থানে ই-কার)। বি; স্ত্রী।

খট্বা—পর্যঙ্ক, খাট। খট্+ব কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

খট্বাঙ্গ—খাটের পায়া; খাটের পায়ার মত মুদ্গর; নরকপালাগ্র; লগুড়; নরপঞ্জর; শিবের অস্ত্র বিঃ। খট্বার অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

খট্বাঙ্গধর—১। শিব। বি; পুং। ২। খট্বাঙ্গধারী। খট্বাঙ্গের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

খট্বাঙ্গধারিণী—১। কালিকা দেবী। বি; স্ত্রী। ২। যিনি নরকপালাগ্র ধারণ করেন এমন (স্ত্রী)। উপতৎ; খট্বাঙ্গ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

খট্বাপদ—খড়মপেয়ে। বাংপ্র। বিণ।

খট্বারূঢ়—১। খাটের উপর অবস্থিত। খট্বাকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। ২। উৎপথে গত, যে উৎসন্নে গিয়াছে এমন; বিবেচনাহীন; ব্রতত্যাগী। নিত্যসমাস (নিন্দার্থে অবিগ্রহ)। বিণ।

খট্বিকা—'খট্বকা' দ্রঃ।

খড্ড—পার্বত্য প্রদেশে গভীর নিম্নস্থান। <খাত। বি।

খড়—শুষ্ক ধান্যবৃক্ষ, বিচালি; ক্ষুদ্র তৃণ। খড্+ক ঘঞর্থে কর্ম। বি; ক্লী। **খড়ের আগুন**—খড়ে আগুন লাগিলে যেরূপ উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আবার শীঘ্রই নিবিয়া যায়, সেইরূপ অতি অল্পেই চটিয়া যায়, আবার অল্পেই থামিয়া যায় এমন ব্যক্তি; উগ্রপ্রকৃতি; কোপনস্বভাব।

খড়কি, খড়কী—খড়খড়ি; খিড়কির দরজা। <খড়ক্কিকা। বি।

খড়কুটা, -কুটি—খড় ও শুষ্ক তৃণাদি; পোড়াইবার পাতালতা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

খড়কে—কাঠ বা তৃণাদির সূক্ষ্ম শলাকা বা কাঠি (দাঁত পরিষ্কার করিতে ব্যবহৃত)। <খড়। বি। **খড়কে খাওয়া, লওয়া**—খড়কে কাঠির দ্বারা আহারের পর দাঁতের ফাঁক হইতে ভুক্তদ্রব্যের অংশ বাহির করা। **খড়কে বাটা**—একধরনের বাটা মাছ।'

খড়ক্কী—গুপ্তদ্বার, খিড়কির দরজা; খড়খড়ি। খড়ক্ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খড়খড়, খড়মড়—শুষ্ক পত্রাদির উপর সঞ্চরণের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। বিণ, **-খড়ে, -মড়ে।**

খড়খড়ি—জানালা প্রঃর সঞ্চালনযোগ্য আবরণ, ঝিলমিলি। <খড়ক্কী। বি।

খড়ম—কাষ্ঠপাদুকা। হি-মু। বি। **খড়ম পা**—যে পায়ের পাতার মধ্যভাগ খড়মের মধ্যভাগের মত শূন্যে থাকে অর্থাৎ চলিতে গেলে মাটি স্পর্শ করে না ও শব্দ হয় তাহা (ইহা অশুভ চিহ্ন বলিয়া কথিত)।

খড়মপেটা—খড়ম দ্বারা প্রহার। বাংপ্র। বি।

খড়মপেয়ে—যাহার পা খড়মের ন্যায় মধ্যভাগ মাটিতে ঠেকে না এমন। বাংপ্র। বিণ।

খড়া—ইটের গাঁথনির ফাঁক; মাপের পাত্রের গায়ের দাগ। বাংপ্র। বি। **খড়া কাটা**—মাপপাত্রের গায়ে দাগ দেওয়া। **খড়া মারা**—সিমেন্ট ইঃ দিয়া ইটের গাঁথনির জোড় বন্ধ করা।

খড়াসই—চিহ্ন পর্যন্ত, মাপমত। বাংপ্র। বিণ।

খড়ি—১। একপ্রকার সাদা মাটি, খটিকা; তিলকমাটি; গায়ের সাদা মরামাস, খুশকি; সাদা রঙ; খড়ির আঁক কাটিয়া গণৎকার কর্তৃক গণনা; অঙ্ক কষিয়া দেখা। <খটী। **খড়ি ওঠা**—খড়ির মত সাদা চামড়া ওঠা, খুশকি ওঠা। **খড়ি পাতা**—জ্যোতিষের গণনা করা; খড়ি দিয়া গণনার জন্য অঙ্কপাত করা। **হাতে খড়ি**—শিশুর প্রথম বর্ণ-পরিচয়শিক্ষা; কোনও কার্যে প্রথম হস্তক্ষেপ। ২। কার্য ('সে বলিবে ঠিক যেন ঈশ্বরের খড়ি'—পত্রপাঠ); নৈপুণ্য; চিহ্ন। প্রা কপ্র। ৩। আলানি কাঠ, ইন্ধন; শুকনো কাঠ; শরের কলম; শর; খাগড়া; ইক্ষু বিঃ; গোষ্ঠ। প্রাদে। বি।

খড়িকা—১। উলুখড়ের মূলভাগ, খড়কে; দাঁত খুটিবার সরু কাঠি। <খড়। বি। ২। খড়িমাটি। খড়ি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

খড়িটি—মেটে দেওয়াল সমান করিবার জন্য তাহার উপরের খড়-কাদার লেপ। বাংপ্র। বি।

খড়িমাটি—সাদারঙের মাটি, চা-খড়ি, কুলখড়ি। খড়ি নামক মাটি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

খড়িয়া, খড়ে—খড়ির মত সাদা, ফ্যাকাশে। বাংপ্র। বিণ।

খড্ডীন—পক্ষীদিগের গতি বিঃ। খ—ডী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

খড়ুটি—মেটে দেওয়াল সমান করিবার জন্য তাহার উপরের খড়-কাদার লেপ। বাংপ্র। বি।

খড়ো—তৃণনির্মিত বা তৃণাচ্ছাদিত, খড়ে ছাওয়া ('—ঘর')। খড়+উয়া, ও নির্মিতার্থে। বিণ।

খড়্গ—খাঁড়া, তরবারি; গণ্ডারের শৃঙ্গ। খড্+গন্ করণ। বি; পুং।

খড়্গকোষ—খড়্গের খাপ; খড়্গাঘাত-নিবারক ঢাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খড়্গচর্ম (-র্মন্), **-চর্ম্ম** (-র্ম্মন্)—ঢাল ও তরোয়াল। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

খড়্গপত্র—ঢাল; খড়্গকোষ; অসিফলক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লীব।

খড়্গধারী (-ধারিন্)—যে তরবারি ধারণ করিয়াছে এমন। উপতৎ; খড়্গ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-ধারিণী।**

খড়্গপাণি—প্রহারোদ্যত; খড়্গধারী। খড়্গ পাণিতে যাহার, বহু। বিণ।

খড়্গপুচ্ছী (-চ্ছিন্)—যাহাদের ঢালের ন্যায় দেহাবরণের নিম্নভাগে দীর্ঘ খড়্গাকার শলাকা থাকে (যথা,—সমুদ্রকর্কটী)। খড়্গ-পুচ্ছ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

খড়্গপ্রহার—তলোয়ারের ঘা; তলোয়ার দ্বারা আঘাত করণ। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

খড়্গহস্ত—খড়্গধারী; মারিতে উদ্যত; সৎপরোনাস্তি কুপিত (খড়্গহস্ত হইয়া উঠা); অত্যন্ত বিদ্বেষী। খড়্গ হস্তে যাহার, বহু। বিণ।

খড়্গী (খড়্গিন্)—১। গণ্ডার। বি; পুং। ২। খড়্গধারী। খড়্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**খড়্গিনী।**

খণ্ড—১। ভেদ; নষ্ট করণ, নিরাকরণ (যুক্তি খণ্ড করা)। খনড্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। ছেদ, টুকরা, অংশ; গ্রন্থের ভাগ বিঃ, পরিচ্ছেদ; মিষ্ট খাদ্য বিঃ ('মোদক—', 'নারিকেল—')। বি; পুং বা ক্লী। ৩। ইক্ষুগুড়, খাঁড়; বিটলবণ। খনড্+ঘঞ্ কর্ম। বি; ক্লী। ৪। আংশিক ('—প্রলয়'); ক্ষুদ্র ('—কাব্য'); মন্দ; বিনষ্ট ('—কপাল'); অসম্পূর্ণ; কর্তিত, খণ্ডিত (মাছ খণ্ড করা)। খণ্ড+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

খণ্ডকথা—কম কথা, ছোট ছোট ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

খণ্ডকপাল—হতভাগ্য, দুর্ভাগা। খণ্ড (বিনষ্ট) কপাল যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

খণ্ডকাব্য—একবিষয়াত্মক ক্ষুদ্র কাব্য ('বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি খণ্ডকাব্য)। খণ্ড কাব্য, কর্মধা। বি ; ক্লী।

খণ্ডকাল—আংশিক সময়, কিছুকাল, part time. কর্মধা। বি ; ক্লী। **খণ্ডকাল আধিকারিক**—যে কিছুক্ষণ কাজ করে এমন কর্মচারী, part time officer.

খণ্ড-খণ্ড, -বিখণ্ড—বহুধা ছিন্ন, টুকরা-টুকরা। বহুবচনার্থে দ্বিরুক্তি ; কর্মধা। বিণ।

খণ্ডখর্জু(র্জ্জূ)র—স্বাদু খর্জুর, পিণ্ডী-খেজুর। খণ্ড (খাঁড় গুড়) দ্বারা পক্ক খর্জুর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

খণ্ডগ্রাস—(জ্যোতিষ) চন্দ্র বা সূর্যের কতক অংশের গ্রহণ, partial eclipse. কর্মধা। বি ; পুং।

খণ্ডজ—গুড় বিঃ। উপতৎ ; খণ্ড—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

খণ্ডতাল—তাল বিঃ, একতালা। কর্মধা। বি ; পুং।

খণ্ডন, খণ্ডনা—ছেদন ; ভেদন ; অপনয়ন, নিরাকরণ ; ভঙ্গ ; পতির অঙ্গে পরনারী-সঙ্গ চিহ্নদর্শনহেতুক নায়িকার অপমান-বোধ। খন্ড্+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাব +আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

খণ্ডনীয়, খণ্ড্য—যাহা খণ্ডন করা উচিত বা আবশ্যক এমন ; যাহা খণ্ডন করিতে পারা যায় এমন, খণ্ডনযোগ্য। খণ্ড্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

খণ্ডপাল—মিষ্টান্ননির্মাতা, ময়রা। উপতৎ ; খণ্ড—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

খণ্ডপ্রলয়—ক্ষুদ্র প্রলয়, ব্রহ্মা প্রাতে সৃষ্টি করিয়া সায়ংকালে যে লয় করেন তাহা, দৈনন্দিন প্রলয় ; (গৌণার্থে) তুমুল যুদ্ধ ; ভয়ানক ধ্বংসকার্য ; অতিশয় কলহ। খণ্ডাকার প্রলয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

খণ্ডবাক্য—(ব্যাকরণ) যৌগিক বা জটিল বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বাক্য, clause. খণ্ডাকার বাক্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

খণ্ডবিচর্মী—মিষ্টান্নবিক্রেত্রী। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

খণ্ডযুদ্ধ—ছোটখাটো লড়াই। খণ্ডাকার যুদ্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

খণ্ডশঃ (-শস্), (>**খণ্ডশ**)—খণ্ড খণ্ড করিয়া, টুকরা টুকরা করিয়া। খণ্ড+শস্ বীপ্সার্থে। অ ; ক্রি-বিণ।

খণ্ডা—১। খড়্গ, খাঁড়া। খণ্ড্+ঘঞ্ করণ +আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। উত্তরিয়া যাওয়া ; কাটিয়া যাওয়া ; লঙ্ঘন হওয়া ; খণ্ডন করা, ব্যতিক্রম করা ; নিরাকরণ করা। <খণ্ড্-ধাতু। ক্রি।

খণ্ডাখণ্ডি—পরস্পর-বিরোধ ; পরস্পর-বৈরিতা। ব্যতীহার বহুব্রী। বি।

খণ্ডাতি—খড়্গধারী, খড়্গী। প্রা কপ্র। বি।

খণ্ডানো—পরিত্রাণ করা ; কাটাইয়া দেওয়া ; অন্যথা করা ; লঙ্ঘন করা ; খণ্ডন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খণ্ডিত—কর্তিত ; দ্বিধাকৃত ; ছিন্ন ; ভিন্ন ; ভগ্ন ; অপনীত ; নষ্ট ; নিরাকৃত ('—যুক্তি') ; অসম্পূর্ণ, অঙ্গহীন ; বিভক্ত। খন্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

খণ্ডিতক্ষুর—১। অযুক্তশফ, যাহাদের খুর জোড়া নয় এমন প্রাণী (যেমন গোমহিষাদি)। খণ্ডিত ক্ষুর যাহাদের, বহু। বিণ। ২। কর্তিত শফ, কাটা খুর। কর্মধা। বি ; পুং।

খণ্ডিতা—১। অন্য স্ত্রীসম্ভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া নায়ক যে নায়িকার কাছে আসে ; স্বামীকে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া অপ-মানিতা ও কুপিতা স্ত্রী—"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগ লক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।"—উজ্জ্বলনীল-মণি। অথবা—"অন্যের সম্ভোগ চিহ্ন করিয়া ধারণ, আসে প্রাতে প্রিয় যার খণ্ডিতা সে জন।"—রসমঞ্জরী]। বি ; স্ত্রী। ২। কর্তিতা ইঃ ('খণ্ডিত' দ্রঃ)। খন্ড্+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

খণ্ড্য—'খণ্ডনীয়' দ্রঃ।

খত—১। ঋণপত্র, তমসুক, টাকা ধার লইয়া যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা ; অঙ্গীকারপত্র ; চিঠি ; দলিল। আ। ২। ধর্ষণ বা তজ্জনিত চিহ্ন। <ক্ষত। বি। **নাকে খত**—ভূমিতে নাক ঘষিয়া দোষ স্বীকার এবং ঐরূপ আর না করার প্রতিশ্রুতি। **বন্ধকী খত**—কোন কিছু বন্ধক রাখিবার দলিল।

খতনা—ত্বকচ্ছেদ-সংস্কার, circumcison. আ। বি।

খতবা—রাজার কুশলপ্রার্থনা, রাজার কল্যাণের নিমিত্ত সম্মিলিতভাবে নমাজপাঠ। আ। বি।

খতম—শেষ, সমাপ্তি, অবসান ; মৃত্যু ; নিধন। <আ 'খৎম্'। বি।

খতমা—অন্তিম, শেষ ; চরম। <আ 'খৎম্'। বিণ।

খতরা—বিপদ ; ভয়। < আ 'খৎরহ্'। বি।

খতানো—গণনা করা, হিসাব করা (কত টাকা হয় খতিয়ে দেখ) ; খতিয়ান হিসাবে তোলা। <'খতা' (<খত)-নামধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

খতিব—খতবা পাঠকারী মুসলমান যাজক। আ। বি।

খতিয়ান, খতেন—জমির বিশেষ-বিবরণের দলিল ; বিষয়ক্রমে হিসাব-পুস্তক, ledger. আ-মু। বি।

খতী—বন্ধকী ; খতসংক্রান্ত। খত+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বিণ।

খতেন—'খতিয়ান' দ্রঃ।

খতো—জীর্ণ ; ভগ্ন (কাষ্ঠাদি)। <ক্ষত। বিণ।

খত্তাল—করতাল ; বড় মন্দিরা। <করতাল। বি।

খদ—পার্বত্যপ্রদেশে গভীর নিম্নভূমি, gorge. <খাত। বি।

খদি—খই, ধান-ভাজা। <খদিকা। বি।

খদিকা—খই। বি ; স্ত্রী।

খদির—১। খয়ের গাছ ; ইন্দ্র ; চন্দ্র। খদ্+কিরণ্ (ইর)। বি ; পুং। ২। খয়ের। খদির+অণ্ (লুক্) ভবার্থে। বি ; ক্লী। বিণ—**খাদির**।

খদিরসার—খয়ের। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

খদ্দর—খাদি, হাতচরকায় কাটা সুতার কাপড়। গুজরাটি। বি।

খদ্দের—ক্রেতা, খরিদ্দার। বাংপ্র। বি।

খদ্যোত—জোনাকিপোকা। খ—দ্যুত্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। বিণ, **-তীয়**।

খদ্যোতমালা—খদ্যোতপঙ্ক্তি, জোনাকি-পোকা সকল। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

খদ্যোতিকা—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি-পোকা। খদ্যোত+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

খধুপ—হাউই বাজি। খ—ধূপ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

খন—ক্ষণ। <ক্ষণ। বি।

খনক—১। খননকর্তা। বিণ। ২। মূষিক ; সিঁদেল চোর ; যাহারা আকর হইতে ধাতু মণি প্রঃ বাহির করে। খন্+অক (ণ্বুল্) কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-কী**।

খন-খন—ধাতুপাত্রাদির শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

খনখনে—খনখন আওয়াজবিশিষ্ট ; শুষ্ক। খনখন+এ করে অর্থে। বাংপ্র। ধ্বনিমূলক। বিণ।

খনন—খাতকরণ, খোঁড়া ; আকর হইতে ধাতু মণি প্রঃ বাহির করা। খন্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

খননীয়—খননযোগ্য। খন্+অনীয় কর্ম। বিণ।

খনয়িতা (-তৃ)—খনক, যে খোঁড়ে এমন। খন্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ।

খনয়িত্রী—১। যে খনন করায় এমন (স্ত্রী)। বিণ ; স্ত্রী। ২। যাহা দ্বারা খনন করা হয়, খন্তা ; খুন্তী। খন্+ণিচ্+তৃন্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

খনা—১। যে নাসিকাযোগে কথা বলে এরূপ, যে নাকে নাকে কথা বলে এরূপ। বাংপ্র। বিণ। ২। প্রবাদোক্ত জ্যোতির্বিদ্ বিদুষী রমণী। বি ; স্ত্রী। **খনার বচন**—

খনার দ্বারা রচিত বলিয়া শুভাশুভবিষয়ক পরিচিত প্রবচন।

খনা-খনা—আংশিক নাসিকা হইতে উচ্চারিত; ঈষৎ অনুনাসিক। বাংপ্র। বিণ।

খনি, খনী—খাদ, স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থান, আকর; গর্ত। খন্+ইন্ কর্ম; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খনিজ—আকরোৎপন্ন, খনি হইতে উৎপন্ন; উপজাত; খনি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। **খনিজ লবণ**—একজাতীয় লবণ, যাহা খনিতে জন্মে, rock salt.

খনিত—খাত; যাহা খনন করানো হইয়াছে এরূপ। অপপ্রয়োগ। বিণ।

খনিত্র—খননাস্ত্র, খন্তা। খন্+ইত্র করণ। বি; ক্লী।

খনি-শক্তি-কর্মশালা—খনি বৈদ্যুতিক শক্তি ও কলকারখানা, Works, Mines and Powers. বি।

খনিশক্তি - কর্মশালা - মন্ত্রক—খনি বৈদ্যুতিক শক্তি ও কলকারখানাসংক্রান্ত সরকারী বিভাগ, Ministry of Works, Mines and Powers. বি।

খন্তা—খননাস্ত্র বিঃ, খনিত্র, শাবল। <খনিত্র। বি।

খন্তি—কড়াতে ভাজা প্রঃ উলটাইবার যন্ত্র বিঃ। খন্তা+ই ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

খন্তিক—খনিত্র, খন্তা। প্রা কপ্র। বি।

খন্তিকা—একপ্রকার লৌহদণ্ড। প্রা কপ্র। বি।

খন্দ—১। শস্যাদি, ফলমূলাদি। <কন্দ। ২। শস্যাদি বপনের বা কাটার সময়; খানা, খাল, গর্ত। <আ 'খন্দক'। বি।

খন্দক—খানা, নালা, গর্ত। আ। প্রা কপ্র। বি।

খন্দকার—শস্যসঞ্চয়ী; কৃষক; মুসলমান-দিগের উপাধি বিঃ। খন্দ+কার উৎপাদকার্থে। বাংপ্র। বি।

খন্দকুটা, -কুটো—কন্দমূল, শস্যাদি। বাংপ্র। বি।

খন্য—খননযোগ্য, খননীয়। খন্+যপ্ কর্ম। বিণ।

খন্যে—খনন করিয়া; খুলিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

খপ্—কোন কিছু হঠাৎ ধরিয়া বা করিয়া ফেলার অনুকরণ-শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। **খপ্ করিয়া**—সহসা; শীঘ্র, দ্রুত।

খপখপ—শীঘ্র শীঘ্র। <ক্ষিপ্র। ক্রি-বিণ।

খপর—সংবাদ, খবর। <আ 'খবর্'। বি।

খপরা—১। খাপরা, খোলা, ভগ্ন মৃৎ-পাত্রখণ্ড। <খর্পর। ২। কুটীর। প্রা কপ্র। বি।

খপরেল—খর্পর, খাপরা, খোলা; খোলার ঘর বা চাল। হি-মু। বি।

খপসুরত, খাপসুরত, খুপসুরত—সুন্দর, সুশ্রী। <ফা 'খুবসুরৎ'। বিণ।

খপুর—১। গুবাক বৃক্ষ; ভদ্রমুস্তক; ব্যাঘ্র-নখ। খ—পৃ+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। আকাশস্থ নগর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগর; কলস; অলস-মস্তিষ্কের অসম্ভব কল্পনা, castle in the air; সুপারি। খস্থিত পুর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ৩। খর্পর, খোলা; তাম্বূলাধার, পানের ডাবর। <খর্পর। বি।

খপুষ্প—আকাশ-কুসুম; অবাস্তব বিষয়। খস্থিত পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

খপোত—ব্যোমযান, এরোপ্লেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খপ্পর—খর্পর, খাপরা; খোলার চাল; অধীনতা; ফাঁদ, ধূর্তের কবল; কৌশল; কবল। <খর্পর। বি।

খবর—সংবাদ, তত্ত্ব; তত্ত্বাবধান; সন্ধান, খোঁজ। আ। বি। **খবরের কাগজ**—সংবাদপত্র।

খবরগীর—সংবাদদাতা, বার্তাবহ; গোয়েন্দা। <(আ) খবর+(ফা) গীর। বি।

খবরগীরি—তত্ত্বাবধান। আ-মু। বি।

খবরদার—সাবধান, সতর্ক, হুঁশিয়ার; তত্ত্বাবধায়ক; যে খবর রাখে এমন, বিজ্ঞ, ওয়াকিবহাল। ফা। বিণ।

খবরদারি—সাবধানতা; তত্ত্বাবধান, দেখা-শুনা। খবরদার+ই ভাবে। ফা-মু। বি।

খবরাখবর—পরস্পর সংবাদ আদান-প্রদান; খবরের বিনিময়। আ-মু। বি।

খবিশ, খবিস—১। মামদো ভূত; শয়তান। বি। ২। অপরিচ্ছন্ন; খল। আ। বিণ।

খ-বিষুববৃত্ত, -বিষুবরেখা—(জ্যোতিষ) বিষুবৃত্ত যে বৃত্তে খগোলকে ছেদ করে, Celestial Equator. খস্থিত বিষুববৃত্ত, বিষুবরেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

খমক—একপ্রকার গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র, পটহ বিঃ; খঞ্জনী। বাংপ্র। বি।

খমণি—সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খমধ্য—আকাশের মধ্যভাগ; (জ্যোতিষ) আকাশের যে বিন্দু দর্শকের ঠিক মাথার উপরে থাকে তাহা, Zenith. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খমির, খমীর—খামিরা (তাহা দ্রঃ)। আ। বি।

খম্বা—খাম, খুঁটি। <স্তম্ভ। বি।

খয়র-খাঁ, খয়ের-খাঁ—প্রভুর মন যোগাইবার জন্য যে তাঁহার সব কার্য বা কথায়ই অনুমোদন করে এমন, তোষামুদে, মোসাহেব। <ফা 'খয়ের-খোআহ্'। বিণ।

খয়রা—১। মৎস্য বিঃ; (সংগীত) বার মাত্রার তাল বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। খয়েরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। খয়র+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

খয়রাত—দান, বিতরণ। আ। বি।

খয়রাতী—বিনা মূল্যে প্রাপ্ত; বিনা মূল্যে দানযোগ্য ('— জমি'); দান-সম্বন্ধীয়। খয়রাত+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ মু। বিণ।

খয়া—১। ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষীণ। ক্ষয়্+আ কর্তৃ। বিণ। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, ক্ষীণ হওয়া। <ক্ষয়। ক্রি।

খয়ে—খইয়ের মত; খইয়ের মত সাদা দাগযুক্ত ('— গোখুরা'); যাহাতে ভাল খই হয় এমন ('— ধান')। খই+আ (<এ)। বাংপ্র। বিণ। **খয়ে বজ্জমে পড়া**—উভয়সংকটে পড়া, অসুবিধায় পড়া [এক তাঁতী ঘরের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; এমন সময় তাহাকে খই খাইতে দেওয়া হইল। সে তখন খুঁটিটা মধ্যে রাখিয়া দুই হাত পাতিয়া খই লইল; কিন্তু ইহাতে সে বড় মুশকিলে পড়িল—হাত সরাইলে খই পড়িয়া যায়, আবার খুঁটি কাটিয়া হাত বাহির করিলে ঘরের চাল পড়িয়া যায়। এই ঘটনা হইতেই উভয়সংকটে পড়া অর্থে কথাটির প্রয়োগ করা হয়]। **খয়ে যাওয়া**—ক্ষয় পাওয়া, নষ্ট হওয়া।

খয়ের—১। খদির। <খদির। ২। ভাল, শুভ। আ। বি।

খয়ের-খাঁ—'খয়র-খাঁ' দ্রঃ।

খর—১। গর্দভ; অশ্বতর; কণ্টকিবৃক্ষ বিঃ; রামায়ণোক্ত রাক্ষস বিঃ। বি; পুং। ২। উষ্ণ; অতি উৎকট; কর্কশ ('— স্পর্শ'); বন্ধুর; কঠিন; কঠোর ('— বাক্য'); ধারাল ('খরখড়্গাসম'); তীব্র ('— স্রোত'); শীঘ্র; উগ্র, তীক্ষ্ণ; অতি উৎকৃষ্ট; অতিরিক্ত লবণাক্ত। খ+র আছে অর্থে। বিণ।

খরকর, -কিরণ—১। সূর্য। খর (তীব্র) কর, কিরণ যাঁহার, বহু। ২। তীক্ষ্ণ কিরণ। খর কর, কিরণ, কর্মধা। বি; পুং।

খরখর—দ্রুত; ক্ষিপ্র; বেশী ভাজা; অতিরিক্ত লবণাক্ত; বেশী শুকনা। বাংপ্র। বিণ।

খরখরে—অশান্ত; চালাক; অতি শুকনা; অতি কর্কশ; তীব্র; প্রগল্ভ। বাংপ্র। বিণ।

খরগ—খড়্গ। প্রা কপ্র। বি।

খরগোশ, -গোস—স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তু বিঃ, শশক। ফা। বি।

খরচ, খরচা—ব্যয়; অর্থব্যয়; (অর্থশাস্ত্র) ব্যয়ের দিক, dëbit. <ফা 'খর্চ্'। বি।

খরচের অঙ্ক—(অর্থশাস্ত্র) ব্যয়ের খাত, debit.

খরচপত্র, -পাতি—নানারকম খরচ। আ-মু। বি।

খরচা—১। 'খরচ' দ্রঃ। ২। খুচরা ব্যয়ের জন্য রক্ষিত। খরচ+আ। ফা মু। বিণ।

খরচান্ত—১। অত্যধিক ব্যয়; অধিক ব্যয় দ্বারা অর্থ নিঃশেষ। খরচের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি। ২। খরচ করিয়া রিক্তহস্ত। খরচের অন্ত হইয়াছে যাহার, বহু। আ-মু। বিণ।

খরচী, খরচে, খরুচে—অত্যন্ত ব্যয়কারী, মুক্তহস্ত; অমিতব্যয়ী। খরচ+ঈ, এ শীলার্থে। ফা-মু। বিণ।

খরজ—ষড়্জ বা সা সুর, বীণাদি যন্ত্রের খাদ সুর। <ষড়্জ। বি।

খরজল—(রসায়ন) যে জলে লবণ ক্ষার ইঃ থাকে তাহা, যাহাতে সাবান গুলিলে ফেনা হয় না তাহা, hard water. খর যে জল, কর্মধা। বি; ক্লী।

খরজালি—রোদে শুকাইয়া প্রস্তুত লবণ। বাংপ্র। বি।

খরড়া—ঘোড়ার গা ঘষিবার যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

খরতম—সর্বাপেক্ষা খর, অতিশয় প্রখর। খর+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

খরতর—তীব্রতর; অতি প্রখর। খর+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

খরতা—তীব্রতা; প্রখরতা ('খর' দ্রঃ); (রসায়ন) জলের ধর্ম বিঃ—লবণ ক্ষার ইঃ মিশ্রিত থাকা, hardness. খর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

খরদশন—১। তীক্ষ্ণদন্ত, ধারাল দাঁত। খর দশন, কর্মধা। বি; পুং। ২। তীক্ষ্ণদন্ত-বিশিষ্ট। খর দশন যাহার, বহু। বিণ।

খরদূষণ—১। ধুতুর, ধুতুরা। খর দূষণ যাহার, বহু। ২। (রামায়ণ) স্বনামপ্রসিদ্ধ রাক্ষসদ্বয়। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

খরধার—১। তীব্রধার, ধারাল ('— অস্ত্র')। খর ধারা (ধার) যাহার, বহু। বিণ। ২। তীক্ষ্ণ ধার। খর ধার, কর্মধা। বি; পুং।

খরনাদী (-নাদিন্)—কর্কশশব্দকারক, যে গর্দভতুল্য চিৎকার করে এমন। উপতৎ; খর—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নাদিনী**।

খরপোড়—বেশী পোড়ানো, টেকসই ('— হাঁড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

খরবাহী (-বাহিন্)—দ্রুতগামী, বেগবান্। উপতৎ; খর—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিনী**।

খরবুজ, -বুজা—ফল বিঃ, খরমুজ। ফা। বি।

খরমুজ—কুটিজাতীয় সুস্বাদু ফল বিঃ। <ফা 'খরবুজ'। বি।

খরযান—গাধা-টানা গাড়ি। খরবাহিত যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

খরশর—১। তীক্ষ্ণ বাণ। খর শর, কর্মধা। বি; পুং। ২। তীক্ষ্ণবাণবিশিষ্ট। খর হইয়াছে শর যাহার, বহু। বিণ।

খরশাণ—১। অত্যন্ত শাণিত, খুব ধারাল ('অসি—')। খর শাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। তীক্ষ্ণ শাণযন্ত্র। খর শাণ, কর্মধা। বি; পুং।

খরশাল—১। গর্দভের বাসস্থান। <খরশালা। বি। ২। উগ্র, তীব্র; উচ্চ। প্রা কপ্র। বিণ।

খরশুলা, খরসুলা—একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, খরসে মাছ। বাংপ্র। বি।

খরসানি—ঘর্ষণের শব্দ; খরখর শব্দ; ঘোড়া ইঃর খুরের শব্দ। কপ্র। বি।

খরস্পর্শ—১। কঠোর স্পর্শ, তীব্র স্পর্শ। কর্মধা। বি; পুং। ২। তীব্রস্পর্শবিশিষ্ট, অতি কঠিন। খর স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ।

খরস্রোতঃ (-স্রোতস্), (>**-স্রোত**)—অতি তীব্র স্রোত, অতি দ্রুত প্রবাহ। কর্মধা। বি; ক্লী।

খরস্রোতাঃ (-স্রোতস্), (>**-স্রোতা**)—যাহার স্রোত তীব্র এমন ('— নদী'), তীব্র-প্রবাহ-সম্পন্ন। খর স্রোত যাহার, বহু। বিণ।

খরা—১। গর্গরী; দেবদারুবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। তীব্রা; ত্বরিতা। খর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বৃষ্টি না হওয়া; গ্রীষ্ম, গরম; রৌদ্র, আতপ; অনাবৃষ্টি ("পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিংবা খরায় যায়"—খনার বচন)। (তাপের তীব্রতা-বোধক) খর+আ। বাংপ্র। ৪। সন্ধান, খোঁজ। প্রাদে। ৫। শশকী, খরগোসী; গর্দভী। খর (শশক, গর্দভ)+আ। বি; স্ত্রী।

খরাদ—কুঁদ যন্ত্রে কাটিয়া গড়া। আ। বি।

খরানি—শুষ্কতা; গ্রীষ্মাধিক্য; একটানা রোদের সময়। খরা+আনি। বাংপ্র। বি।

খরানো—১। অত্যধিক শুষ্ক করা বা হওয়া; পুড়িয়া যাওয়া বা পোড়ানো। <খর। ক্রি। ২। অনাবৃষ্টি; রৌদ্রজনিত শোষ। প্রাদে। বি।

খরিতা—পত্র। আ। বি।

খরিদ—ক্রয়, কেনা। ফা। বি। **খরিদ দর**—যে দরে মাল কেনা হইয়াছে; কেনা দাম।

খরিদখাতা—দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার হিসাবের খাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মু। বি।

খরিদদার, খরিদ্দার—ক্রেতা, ক্রয়কারী। (ফা) খরিদ+দার করে অর্থে। বি।

খরিদা—ক্রীত, কেনা। খরিদ+আ প্রাপ্ত অর্থে। ফা-মু। বিণ।

খরিদানি—খরিদমূল্য, কেনা দাম। খরিদ+আনি। ফা-মু। বি।

খরিফ—হেমন্ত-শস্য, হৈমন্তিক ফসল। আ। বি।

খরিয়া—হৈমন্তিক শস্য। আ মু। বি।

খরুচে—'খরচী' দ্রঃ।

খর্চা—খরচা (তাহা দ্রঃ)।

খর্জু(র্জ্জু)র, খর্জূ(র্জ্জূ)র—১। খেজুর-ফল; খল; খামার; হরিতাল; রূপা। বি; ক্লী। ২। শুঁয়াপোকা; বৃশ্চিক; খেজুর-গাছ। উপতৎ; খর্জ্, খর্জ (চুলকানো)—র+ক কর্তৃ। বি; পুং।

খর্জু(র্জ্জু)রী, খর্জূ(র্জ্জূ)রী—খর্জুরবৃক্ষ, খেজুর গাছ। খর্জুর, খর্জূর+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

খর্পর—১। ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রের অংশ, খাপরা; জলপাত্র; কপাল, মড়ার মাথার খুলি; ভিক্ষাভাণ্ড; চোর; ধূর্ত ব্যক্তি। বি; পুং। ২। কজ্জল, কাজল; তুত্থাঞ্জন। কৃপ্+অরন্ কর্তৃ (ক-স্থানে খ)। বি; ক্লী।

খর্ব(র্ব্ব)—১। সংখ্যা বিঃ, একসহস্র কোটি। বি; ক্লী। ২। খাটো, বেঁটে; ছোট; অবনত, জব্দ ('— করা')। খর্ব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

খর্ব(র্ব্ব)কায়—বামন, বেঁটে। খর্ব কায় (দেহ) যাহার, বহু। বিণ।

খর্বা(র্ব্বা)কার, খর্বা(র্ব্বা)কৃতি—১। বামন, বেঁটে। খর্ব আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। হ্রস্ব আকার, বেঁটে চেহারা। খর্ব আকার, আকৃতি, কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

খর্বুজা, খর্মুজা—ফল বিঃ, খরমুজ। ফা-মু। বি।

খল—১। দুর্জন; নীচ; হিংসক; কুটিল, যাহার মন সরল নয় এরূপ। খল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ঔষধ মাড়িবার পাত্র। <খল। বি। ৩। ধান্যাদির মর্দনস্থান, খামার; উদূখল। খল্+ক ঘঞর্থে অধি। ৪। খলি, তৈলের কল্ক বা সিটা। খল্+ক ঘঞর্থে কর্ম। বি; ক্লী।

খলই—১। স্খলন। বি। ২। স্খলিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

খলকপট—খলতা ও কপটতা। বাংপ্র। বি।

খলকানো—খুলিয়া বলা; খসা; খোলা; বাহির হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি]।

খলখল—উচ্চহাস্য বা জলপতনাদির অনুকরণ-শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খলখলা—খলখল করা, উচ্চশব্দে হাসা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খলখলে—আলগা, ঢিলা। বাংপ্র। বিণ।

খলতা—হিংসাপ্রবৃত্তি, অন্যের হিংসা করা; কৌটিল্য, কুটিলতা; নীচতা; দুর্জনতা। খল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

খলতি—১। মাথার টাক। খল্+অতি ভাব। বি; পুং। ২। টাকযুক্ত, টাকবিশিষ্ট, টেকো। খল্+অতি কর্তৃ। বিণ।

খলন—স্খলন, পতন; খলতা, কুটিলতা। প্রা কপ্র। বি।
খলপা—দরমা; পায়ের গোড়ালি; শস্যাধার বি., ধানের গোলা। প্রাদে। বি।
খলবল—অল্প জলে মাছ লাফাইবার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
খলশে, খলিশা—ছোট মাছ বিঃ, খলসে মাছ। <খলিশ। বি।
খলি—তৈলাদির সিটা, কাইট, খইল। খল্ +ইন্ কর্ম। বি; পুং।
খলিত—টাকবিশিষ্ট, টেকো। খল্+ক্ত কর্তৃ (নিপা)। বিণ। বি—**খালিত্য**।
খলিতা—থাম; কৌটা। প্রাদে। বি।
খলিন, খলীন—অশ্বের মুখরজ্জু, বল্গা, লাগাম; অশ্বাদিমুখস্থিত লাগামের কড়িয়ালির লোহা। খে (মুখরন্ধ্রে) লীন, ৭মীতৎ (নিপা বিকল্পে ঈ-কার হ্রস্ব)। বি; পুং বা ক্লী।
খলিনী—খামারসমূহ। খল+ইন্ সমূহার্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।
খলিফা—ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী; হজরত মোহাম্মদের পর মুসলিম জগতের নেতা, মুসলমানদিগের ধর্মগুরু; ধর্ম এবং ভূমির অধিপতি; সুদক্ষ শিল্পী; দরজী; ওস্তাদ ('—লোক')। <আ 'খলিফহ্'। বি।
খলিশ—খলিশা মাছ। খলিশ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।
খলিশা—'খলশে' দ্রঃ।
খলীন—'খলিন' দ্রঃ।
খলেকপোত-ন্যায়, খলেকপোতিকা-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [কপোত-সমুদায় খলে অর্থাৎ খামারে যেমন এককালে পতিত হয়, সেইরূপ সমুদায় পদার্থ এক বিষয়ের সহিত অন্বিত হইলে তাহাকে খলে-কপোত-ন্যায় কহে]। খলে কপোত, কপোতিকা, অলুক্ ৭মীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
খলেশ—১। খলিশা মৎস্য। খ—লিশ্+অচ্ কর্তৃ। ২। খলপ্রধান, মহাখল। খলদের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
খলোক্তি—১। কপটবাক্য; হিংসাপূর্ণ বাক্য। খলা উক্তি, কর্মধা। ২। দুষ্টের কথা; কপটের বাক্য; হিংসকের কথা। খলের উক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
খল্ল—ঔষধ মাড়িবার পাত্র, খল; গর্ত। উপতৎ; খল্—লা+ক কর্তৃ। বি; পুং।
খশখশ, খসখস—১। পোস্তগাছ। বি; পুং। ২। বেণার মূল; একপ্রকার তৃণের তৈয়ারী পর্দা [ইহা গ্রীষ্মকালে টাঙ্গানো হয় ও জল ছিটাইয়া ভিজানো হয়]। বাংপ্র। বি। ৩। শুকনা কাপড়, খড় ইঃ ঘষার শব্দ; কাগজে দ্রুত লিখিবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

খস—চুলকনা, পাঁচড়া, খোস। উপতৎ; খ (ইন্দ্রিয়)—সো (অবসন্ন করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।
খসখসানি—'খসখস' শব্দ হওয়া। 'খসখস +আনি। বাংপ্র। বি।
খসখসে—যাহা খসখস করে এমন; অমসৃণ, বন্ধুর, আবড়ো-খাবড়ো। খসখস+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।
খসড়া—পাণ্ডুলিপি; প্রথমলিপি, অসংশোধিত মূল রচনা, rough copy; মুসাবিদা, draft. আ। বি।
খসত—১। স্খলিত; গলিত। বিণ। ২। স্খলিত হয়; গলিয়া পড়ে। প্রা কপ্র। ক্রি।
খসন—স্খলন, খুলিয়া পড়া। খস্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।
খসম—পতি, স্বামী। <আ 'খসম্'। বি।
খসা—স্খলিত হওয়া, খুলিয়া পড়া; শিথিল হওয়া; (অর্থ) খরচ হওয়া (বেশ কিছু খসানো); বহির্গত হওয়া। <'স্খল্' ধাতু। ক্রি। [প্রা কপ্র:—**খসই**—খসিয়া পড়ে। **খসত**—খসে। **খসয়ে**—খসে। **খসল**—খসিয়া পড়িল। **খসাওল**—খসাইল।]
খসানো—স্খলিত করা, খসাইয়া দেওয়া; বাহির করিয়া দেওয়া; খরচ করানো; আলগা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
খসো—খোস-পাঁচড়ায় পূর্ণ, চুলকনাময়। খস+ও আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।
খাই—১। খাত, গর্ত; গভীরতা (পুকুরের, কুয়ার খাই)। <খাত। ২। সুতার পেই, গুটানো সুতার মুখ। <ক্ষেপ। ৩। খাওয়া (খাই খরচ)। বি। ৪। ভোজন করি। বাংপ্র। <'খা'-ধাতু। ক্রি। ৫। আকাঙ্ক্ষা। বাংপ্র। বি। **খাইয়া যাওয়া**—ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাওয়া।
খাই-খরচ—খাইবার ব্যয়, খোরাকি। খাইএর (খাওয়ার) খরচ, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
খাই-খাই—খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ (ছেলেগুলো খাই-খাই করছে)। বাংপ্র। বি।
খাই-খালাসী—যে জমির ফসল হইতে সুদসহ ঋণশোধের শর্ত থাকে এমন ('—জমি')। খাই (খাওয়া) দ্বারা খালাসী, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।
খাইয়ে—ভোজনে পটু, যে খুব খাইতে পারে এমন। খা+ইয়ে (<উইয়া) নিপুণার্থে। বাংপ্র। বিণ।
খাউজ—খোস, চুলকনা; অতিস্পৃহা (খাউজ মেটা)। বাংপ্র। বি।
খাওন, খাওনা—খাওয়া (পাওনা দাওনা)। <'খা'-ধাতু। বি।

খাওয়া—১। ভক্ষণ করা, ভোজন করা; পান করা ('জল চা—'); সেবন করা; ভোগ করা ('বিষয়, জমি—'); সর্বনাশ করা (লোকটি ছেলেটার দফা খেয়ে দিয়েছে); খরচ করিয়া ফেলা (সে কারবারের টাকাকড়ি সব খেয়ে ফেলেছে); প্রাণে মারা, মৃত্যু ঘটানো (তাকে সাপে খেয়েছে); শোষণ করা, চোষণ করা (মাটিতে জল খায়); গ্রহণ করা, উচ্চারণ করা ('দিব্যি—'); সহ্য করা ('বকুনি—'); চোট পাওয়া; পাওয়া ('ভয়—')। <'খাদ্'-ধাতু। ক্রি। **কিল খাওয়া, মার খাওয়া**—প্রহৃত হওয়া। **খাইয়া ফেলা**—তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করা। **ঘা খাওয়া**—আঘাত পাওয়া; অপমানিত হওয়া; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। **ঘুরপাক খাওয়া**—অনবরত ঘুরিতে থাকা। **চাকরি খাওয়া**—কর্মচ্যুত করা। **টাকা খাওয়া**—অর্থ গ্রহণ করা, ঘুষ লওয়া; তহবিল ভাঙ্গা। **নুন, নিমক খাওয়া**—চাকরি ইঃ দ্বারা অর্থ গ্রহণ করা, সাহায্য বা উপকার গ্রহণ করা। **পাক খাওয়া**—রোগা হইয়া যাওয়া। **মাথা খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা, চরিত্রহীন করা। **মার খাওয়া**—প্রহৃত হওয়া; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া; পরাভূত হওয়া। **মিশ খাওয়া**—সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। **হাওয়া খাওয়া**—মুক্ত বায়ুতে অবস্থান করা, বায়ু সেবন করা, বায়ু পরিবর্তন করা; কিছুই না পাওয়া। ২। ভোজন, আহার। খা+ +ওয়া ভাব। বাংপ্র। বি। ৩। ভুক্ত, ভক্ষিত; এঁটো ('—পাত্র, থালা')। খা +ওয়া কর্ম। বাংপ্র। বিণ।
খাওয়া-দাওয়া—ভোজন-ব্যাপার। বাংপ্র। বি।
খাওয়ানো—ভোজন করানো, ভক্ষণ করানো ('খাওয়া' দ্রঃ)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **টাকা খাওয়ানো**—ঘুষ দেওয়া।
খাওয়া-পরা—গ্রাসাচ্ছাদন। বাংপ্র। বি।
খাংরা—ঝাঁটা। বাংপ্র। বি।
খাংরানো, খেংরানো—ঝাঁটা মারা। খাংরা হইতে নামধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
খাঁ—জ্ঞানী, শিক্ষিত লোক; উপাধি বিঃ (প্রায়শঃ মুসলমানদিগের)। <ফা 'খান'। বি।
খাঁই—১। অতিলোভ; অর্থলিপ্সা। <ফা 'খাইনা'। ২। গভীরতা। <খাত। বি।
খাঁকতি—অনটন; অতিলোভ। বাংপ্র। বি।
খাঁকরানো—খাঁকার করা, গলার তুলিবার শব্দ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খাঁকরি—শক্ত অসার ভাগ ; মাখন জ্বালাইয়া ঘি করিলে যে গাদ থাকে তাহা। বাংপ্র। বি।

খাঁকার, খাঁকারি—১। কাশির শব্দ ; গলা হইতে কফ তুলিয়া ফেলার শব্দ। (কাশির শব্দ) খাঁক + আর, আরি। বাংপ্র। বি। ২। অপযশ ; নিন্দা, কলঙ্ক ; লজ্জাজনক কার্য। প্রা কপ্র। বি।

খাঁ-খাঁ—শূন্যতা প্রকাশ ; ভীতিপ্রকাশ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খাঁখার—কলঙ্ক, নিন্দা ; লজ্জাজনক কার্য। প্রা কপ্র। বি।

খাঁখারী—কলঙ্কিনী। প্রা কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

খাঁচা—পিঞ্জর, পিঁজরা। <কক্ষিকা। বি।

খাঁচাকল—ইঁদুর ধরার ছোট খাঁচা। বাংপ্র। বি।

খাঁজ—মধ্যে কাটা দাগ ; রেখা ; গর্ত ; গহ্বর। <খাত। বি।

খাঁট—ধূর্ত, ধড়িবাজ। প্রা কপ্র। বিণ।

খাঁটি—চুয়ানো দেশী মদ, country liquor. বাংপ্র। বি।

খাঁটী, খাঁটি—বিশুদ্ধ, অমিশ্রিত, অকৃত্রিম ; সৎ ('— লোক')। বাংপ্র। বিণ।

খাঁড়—শক্ত গুড়। <খণ্ড। বি।

খাঁড়া—অসি, খড়্গ ; বলির পশু কাটিবার অস্ত্র। <খড়্গ। বি।

খাঁড়াতী—যে খড়্গের আঘাতে বলির পশু বধ করে। খাঁড়া + তী ধারণকারী অর্থে। বাংপ্র। বি।

খাঁড়ি—আস্ত, গোটা ('— মসুর') ; খাঁটী, আদত। হি-মু। বিণ।

খাঁদা—নতনাসিক, যাহার নাসিকা বসা এরূপ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**খাঁদী**।

খাক—ছাই, ভস্ম। ফা। বি।

খাকসার—অধম, দীন ; সেবক ; মুসলমান রাজনৈতিক দল বিঃ। আ। বি বা বিণ।

খাকার—অপযশঃ, নিন্দা, দুর্নাম ; ব্যাপার, কাণ্ড ; ভস্ম, ছাই। প্রা কপ্র। বি।

খাকী—১। ছাই রং, ধূসরবর্ণ ; ছাই রঙের কাপড়। বি। ২। মেটে, কপিশ, ছাই রঙের। ফা। বিণ।

খাকী—ভক্ষণকারিণী (নিন্দা অর্থে উপপদ সমাসে প্রযুক্ত—ভাতার'খাকী', ভাতো-'খাকী')। খা + উকা + স্ত্রী ঈ। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী। পুং—**খেকো**।

খাকুই—তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার যন্ত্র বিঃ। <কর্কতিকা। বি।

খাগ—শর, নল ; শরের কলম। বাংপ্র। বি।

খাগড়া—শর, নল, খাগ। বাংপ্র। বি।

খাগড়াই—১। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়া-নামক স্থানে নির্মিত ('— কাঁসা', '— বাসন')। খাগড়া + ই উৎপন্নার্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। মিষ্টান্ন বিঃ। প্রাদে। বি।

খাগী—খাকী (তাহা দ্রঃ)।

খাজরা, খেজরা—ঝাঁটা। বাংপ্র। বি।

খাজা—দরিদ্র ; ভিক্ষুক। প্রা কপ্র। বিণ।

খাজনা, খাজানা—কর, রাজস্ব। <আ 'খাজানাহ্'। বি। **নগদদান খাজনা**—নগদ টাকায় প্রতি বৎসর যে খাজনা দেওয়া হয়।

খাজা—১। অনেক থাকবিশিষ্ট ময়দার মিষ্টান্ন বিঃ। <খাদ্যক। বি। ২। মূর্খ ; গোঁয়ার। <খোজা। ৩। চর্বণযোগ্য ('— কাঁঠাল') ; নিরেট। বাংপ্র। বিণ।

খাজাঞ্চী—ধনাধ্যক্ষ, cashier ; জমিদারের হিসাব ও তহবিল রক্ষক। < (আ) খাজানাহ্ + (তু) চী। বি।

খাজানা—'খাজনা' দ্রঃ।

খাজানাখানা—খাজনা জমা রাখিবার স্থান ; কোষাগার। খাজানার খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মু। বি।

খাজুর—খেজুর। 'খর্জুর'-শব্দজ। বি।

খাঞা—খাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

খাঞ্চা—কাষ্ঠময় বৃহৎ পাত্র। প্রাদে। বি।

খাঞ্চাপোষ—কাষ্ঠময় বৃহৎ পাত্রের আচ্ছাদন। প্রাদে। বি।

খাঞ্জা-খাঁ—যে অত্যন্ত নবাবী চাল দেখায়, খুব চালবাজ ; অত্যন্ত বিলাসী ব্যক্তি। <ফা 'খানজাহান খাঁ'। বি।

খাট—মাথার ও পায়ের দিকে উঁচু বেড়াযুক্ত তক্তপোশ ; খাটিয়া ; মড়ার খাট। <খট্বা। বি।

খাট—খাটো (তাহা দ্রঃ)।

খাটনি, খাটুনি—মেহনত, পরিশ্রম। খাট্ + অনি, উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

খাটলি—ছোট খাট ; মড়ার খাট। বাংপ্র। বি।

খাটা—১। পরিশ্রম করা ; চেষ্টা করা, যত্ন করা ; কাজে লাগা ; উপযুক্ত হওয়া ; মাপসই হওয়া ; শোভন হওয়া ; ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা। ক্রি [,বি]। ২। যাহাতে খাটে এমন, যাহার জন্য মেথরের খাটিতে হয় এমন ('— পায়খানা')। বাংপ্র। বিণ।

খাটানো—কাজ করানো, পরিশ্রম করানো ; ব্যবসায়াদিতে নিযুক্ত করা ('টাকা —') ; জুড়িয়া খাড়া করা, টাঙানো ('মশারি, পাল —') ; শুনানো, মান্য করানো ('হুকুম —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খাটাল—১। অন্তর, মধ্যস্থল ; গিলান ; অবকাশ ; গহ্বর। বাংপ্র। ২। পশুশালা, গোমহিষাদি রাখিবার স্থান। হি। বি।

খাটি, খাটী—মড়ার খাট। <খট্বা। বি।

খাটিয়া—ছোট খাট ; মড়ার খাট। <খট্টিকা। বি।

খাটিয়ে—পরিশ্রমী। খাট্ + ইয়ে কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

খাটুনি—'খাটনি' দ্রঃ।

খাটুলি—ছোট খাট, ডুলি ; মড়ার খাট। খাট্ + উলি ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

খাটো—খর্ব, ছোট, ক্ষুদ্র। বাংপ্র। বিণ। **খাটো করা**—অপমানিত করা, মর্যাদাহীন করা। **খাটো হওয়া**—অপদস্থ হওয়া, ছোট বা হীন প্রতিপন্ন হওয়া।

খাট্টা—টক, অম্ল। হি। বিণ।

খাড়—বৃক্ষের শাখাপত্রহীন কাণ্ড। প্রাদে। বি।

খাড়ব—ছয় সুরবিশিষ্ট, যাহাদের (যে সকল রাগের) মূর্তি ছয় সুরে সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ পায় এমন ('— রাগ')। <ষাড়ব (<ষট্)। বিণ।

খাড়া—১। দণ্ডায়মান ; সোজা উত্থিত ; উঁচু ; প্রতিষ্ঠিত ; বর্তমান ; বজায় ; পুরা ('— এক মণ') ; দর্শনমাত্রেই পরিশোধযোগ্য, যাহা উপস্থিত করিলেই টাকা দিতে হইবে এমন ('— হুণ্ডী') ; জমিতে বা ক্ষেত্রে স্থিত ; কাটিয়া লইবার উপযুক্ত ('— ফসল')। হি-মু। বিণ। ২। ডাঁটা ('সজনের —')। বাংপ্র। বি। **খাড়া করা**—দাঁড় করানো ; মিথ্যা করিয়া স্থাপিত বা উপস্থাপিত করা ('মামলা —')।

খাড়াই—উচ্চতা। খাড়া + ই পরিমাণার্থে। বাংপ্র। বি।

খাড়াখাড়া—সোজা ; স্পষ্ট ; শীঘ্র। বাংপ্র। বিণ।

খাড়ি—উপকূলভাগে প্রবিষ্ট সাগরের সংকীর্ণ অংশ। <খাল। বি।

খাড়ু—স্ত্রীলোকদিগের মণিবন্ধে বা পায়ে পরিধানযোগ্য ভূষণ। প্রাদে। বি।

খাড়ুমুড়া—মুড়া খাঙরা। প্রা কপ্র। বি।

খাড়্গিক—খড়্গধারী। খড়্গ + ইক ধারণকারী অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

খাণ্ডব—খাণ্ডবপ্রস্থ, যমুনাতীরবর্তী প্রদেশ বিঃ, ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্য বিঃ। খণ্ড + অণ্ স্বার্থে + ব আছে অর্থে। বি ; পুং।

খাণ্ডবদাহন—(মহাভারত) খাণ্ডববন দগ্ধকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

খাণ্ডববন, খাণ্ডবারণ্য—খাণ্ডব নামক বন (অর্জুন ইহাকে দগ্ধ করিয়া অগ্নিকে তৃপ্ত করেন)। খাণ্ডবনামক বন, অরণ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

খাণ্ডা—খড়্গ, খাঁড়া। <খড়্গ। বি।

খাণ্ডার—১। ঝগড়া। প্রাদে। বি। ২। উগ্রপ্রকৃতি ; কলহপ্রিয়। প্রাদে। বিণ।

খাণ্ডারবাণী—ধ্রুপদ গানের প্রকার বিঃ। বাংপ্র। বি।

খাণ্ডিক—মোদক, ময়রা। খণ্ড (মিছরি)+ ইক করে অর্থে। বি; পুং।

খাত—১। পুষ্করিণী; গর্ত, খাই। বি; স্ত্রী। ২। যাহা খনন করা হইয়াছে এরূপ। খন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। খনন। খন্ +ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

খাতক—১। অধমর্ণ, ঋণী, debtor. <খাদক। ২। পরিখা, খানা। খাত+ কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

খাতকী—ঋণদানসংক্রান্ত, তেজারতী, মহাজনী। খাতক+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

খাতা—বহি, হিসাব-পুস্তক; দৈনন্দিন হিসাব-পুস্তক; দল, ঝাঁক; একখানা হালে চাষ করিবার যোগ্য ভূমিখণ্ড, কিত্তা (এক খাতা জমি)। ফা। বি। **খাতা লেখা**—কারবারের হিসাবপত্রের খাতা ঠিক করা; লাভ-লোকসানের হিসাব ঠিক করা।

খাতাঞ্চী—'খাজাঞ্চী' দ্রঃ।

খাতাপত্তর, -পত্র—খাঁ জি পুঁ থি; হিসাবের বই প্রঃ। খাতা+পত্তর, পত্র (সহচর শব্দ)। বাংপ্র। বি।

খাতাবন্দী—১। খাতা দ্বারা কর নির্ধারণ-প্রণালী। বি। ২। খাতায় লিখিত, খাতায় নির্দিষ্ট; যাহা হিসাবের খাতায় তোলা হইয়াছে এমন। ফা-মু। বিণ।

খাতির—সমাদর, সম্মান; অনুরোধ; নিমিত্ত। আ। বি।

খাতিরজমা—১। নিশ্চিন্তভাব; নির্ভীকতা; নিশ্চয়তা। বি। ২। নিশ্চিন্ত, যাহার উপর নির্ভর করা যায় এমন। আ-মু। বিণ।

খাতিরদারি—বিশেষ আপ্যায়ন, সমাদর। আ-মু। বি।

খাতিরনাদারত, -নাদারদ্—১। অমর্যাদা; ঔদাসীন্য, অবহেলা। বি। ২। স্পষ্টবক্তা; উপেক্ষিত; উদাসীন। আ-মু। বিণ।

খাতুন, খানাম, খানুম—মুসলমান মহিলার পদবী। তু। বি।

খাত্তাই—অপরাধ; অপ্রতিভ ভাব, অসুবিধা (খাত্তাইয়ে পড়া)। বাংপ্র। বি।

খাদ—১। খাত, গর্ত, গহ্বর; খনি; মৃদুস্বর নিম্নসুর। <খাত। ২। খাদ, এক ধাতুর সহিত মিশ্রিত অন্য নিকৃষ্ট ধাতু। হি বি।

খাদক—১। ভক্ষক; পণ্যাদির ভোক্তা ব্যবহারক, consumer. বিণ। স্ত্রী—**খাদিকা**। ২। অধমর্ণ, ঋণী। খাদ্+ ণক কর্তৃ। বি; পুং।

খাদন—ভোজন; খাদ্যদ্রব্য; পণ্যাদির কাটতি; ব্যবহার, consumption. খাদ্+ অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**খাদনীয়, খাদিত, খাদ্য**।

খাদা—১৬ বিঘা জমি, এক লাঙ্গলে চষিবার উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি; বড় বাটি (পাথরের বাটির খাদা)। প্রাদে। বি।

খাদি—টুকরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ; বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া; হাতে কাটা সুতার কাপড়, খদ্দর। <ক্ষুদ্র বা খণ্ড। বি।

খাদি-খাদি—কাষ্ঠ প্রঃর ছোট ছোট টুকরার আকার বা আকারে। <খণ্ড। বি বা ক্রি-বিণ।

খাদিত—ভক্ষিত, ভুক্ত। খাদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

খাদিম, খাদেম—সেবক, দাস; ঈশ্বর-সেবক। আ। বি বা বিণ।

খাদির—১। খদিরকাষ্ঠনির্মিত; খদির-সংক্রান্ত। খদির+অণ্ বিকারার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। খদিরনির্যাস, খয়ের। খদির+ অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

খাদী (খাদিন্)—(কর্মবাচক উপপদের পরবর্তী) ভক্ষক। খাদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**খাদিনী**।

খাদেম—'খাদিম' দ্রঃ।

খাদ্য—১। খাইবার যোগ্য, সুখাদ্য; যাহা খাওয়া নিন্দনীয় বা অহিতকর নহে এমন; যাহা খাওয়া যাইতে পারে বা যাহা খাওয়া আবশ্যক এমন। বিণ। ২। ভক্ষ্যদ্রব্য, ভোজ্যদ্রব্য [খাদ্য ছয়প্রকার—ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়]। খাদ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; স্ত্রী।

খাদ্যখাদক—১। খাদ্যভোজনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খাদিকা**। ২। ভক্ষ্য প্রাণী বা বস্তু এবং তাহার ভক্ষক। দ্বন্দ্ব। বি; পুং। ৩। খাওয়ার জিনিস (এখানে —ভাল খাওয়া যায় না)। <খাদ্যখাদ্য। বি।

খাদ্যপ্রাণ—খাদ্যবস্তুতে বর্তমান জীবনী-শক্তি-বিধায়ক পদার্থ, vitamin. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খাদ্যভাণ্ডার—যে স্থানে আহারীয় পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খাদ্যমন্ত্রক—খাদ্য সরবরাহ উৎপাদন ইঃর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিবর্গ বা মন্ত্রীর বিভাগ, Food Ministry. খাদ্য-বিষয়ক মন্ত্রক, মধ্য কর্মধা। বি।

খাদ্যলবণ—(রসায়ন) সাধারণ নুন, common salt. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

খাদ্যশস্য—কৃষিজাত আহার্য ফসল, যে ফসল খাওয়া হয় তাহা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

খাদ্যাখাদ্য—খাইবার যোগ্য এবং অযোগ্য ও বস্তু। খাদ্য ও অখাদ্য, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

খাদ্যাভাব—আহার্যের অভাব, ভোজ্য না থাকা। খাদ্যের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

খান—১। স্থান; খণ্ড, টুকরা; সংখ্যা-পরিমাণ (একখান, তিনখান)। <খণ্ড। ২। স্থান (কোনখানে)। ফা। ৩। উপাধি বিঃ, খাঁ। তু। বি।

খানকতক—কয়েকটি, কয়েক খণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

খানকা, খান্‌কাহ্—১। মুসলমানদিগের বৈঠকখানা। বি। ২। অনর্থক, শুধু শুধু; আচম্বিতে, সহসা। <ফা 'খান-খোয়া'। ক্রি-বিণ।

খানকী—বারবিলাসিনী, বেশ্যা। <ফা 'খানগী'। বি।

খানকীগিরি—বেশ্যাবৃত্তি। ফা-মু। বি।

খানকীটোলা—বেশ্যাপল্লী। ফা-মু। বি।

খানকীপনা—বেশ্যাব্যবহার, বেশ্যার হাবভাব। খানকী+পনা ভাবে। ফা-মু। বি।

খানকীবাজ—বেশ্যাসক্ত। ফা-মু। বিণ।

খানখান—খণ্ড খণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

খানদান—উচ্চবংশ; বংশ। ফা। বি।

খানদানী—উচ্চবংশীয়। খানদান+ঈ জাতার্থে। ফা-মু। বিণ।

খানসামা—ভাণ্ডারী, গৃহদ্রব্যাদির ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য; মুসলমানের বা সাহেবের বাড়ির এক-শ্রেণীর ভৃত্য; ডাকবাংলোর ভৃত্য; সম্ভ্রান্ত ঘরের চাকর। <ফা 'খান-ই-সামন্'। বি।

খানসামানি—মুসলমান রাজার ভাণ্ডারীর বিভাগ বা কার্য। ফা-মু। বি। **খান-সামানির দেওয়ান**—রাজদ্রব্যরক্ষণের অধ্যক্ষ।

খানা—১। গর্ত; হ্রদ; খাত। <পো 'cana', বা <সং 'খাত'। ২। ভোজ। হি। ৩। গৃহ; স্থান। <ফা 'খানহ্'। ৪। (সংখ্যাবাচক শব্দের বা বিশেষ্যের পরে বসিলে) টি, টা। <খণ্ড। বি।

খানাখন্দ—নানাপ্রকার গর্ত। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

খানাকা—'খানকা' দ্রঃ।

খানাখারাব—খানেখারাব (তাহা দ্রঃ)।

খানাতল্লাশ—গৃহে কি কি আছে খুঁজিয়া দেখা; অনুসন্ধান, খোঁজ; চোরাই মাল, নিষিদ্ধবস্তু ইঃর সন্ধানে পুলিসের তল্লাশি। খানায় (গৃহের) তল্লাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মু। বি।

খানাতল্লাশী—খানাতল্লাশসংক্রান্ত, খানা-তল্লাশবিষয়ক। খানাতল্লাশ+ঈ সম্বন্ধার্থে, স্বার্থে। ফা-মু। বিণ। বি—**খানাতল্লাশি**।

খানাপিনা—পানভোজন, খাওয়া-দাওয়া। পানা (ভোজন) ও পিনা (পান), দ্বন্দ্ব। হি। বি।

খানাপুরি—সংখ্যা প্রজার নাম জমা জমির বিবরণ ইঃ সম্বন্ধীয় ফরমের ঘর লিখিয়া পূর্ণ করা। বাংপ্র। বি।

খানাবাড়ি—বাসগৃহ, বসতবাটী, বসত-বাটী-সংলগ্ন জমি। ফা-মু। বি।

খানি, খানী—টি, খানা, মাত্র। <খণ্ড। বি।

খানিক—১। কিয়দংশ, কিছু। <খানা। বিণ। ২। কিছুক্ষণ। <ক্ষণেক। বি। ৩। খনিকর্মকারী। খন+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। বি, -কতা। ৪। দেওয়ালের গর্ত বা ফাটল। বি; স্ত্রী।

খানুম—খাঁ-পত্নী, সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার উপাধি বিঃ। তু। বি।

খানেক—প্রায় এক ('বছর —')। বাংপ্র। বিণ।

খানেখারাব—বিধ্বস্ত, সর্বনাশগ্রস্ত; উৎসন্ন; নিঃস্ব; নির্বংশ। ফা। বিণ।

খানেশুমারি, খানাশুমারি—গ্রাম বাড়ি দোকান জনসংখ্যা লাঙ্গল ইঃর হিসাব নির্ধারণ বা তৎসংবলিত কাগজপত্র; লোক-গণনা, census. আ-মু। বি।

খাপ—আধার, কোষ; অসিকোষ, অস্ত্রা-ধার; সামঞ্জস্য, মিল; ঠাস বুনন। বাংপ্র। বি। **খাপ খাওয়া**—মানানসই বা অনুরূপ হওয়া।

খাপচি—খিমচি, চিমটি; কিয়দংশ, কতকটা। বাংপ্র। বি। **খাপচি কাটা**—কষ্টদায়ক টিপ্পনী করা, বিরুদ্ধ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা।

খাপছাড়া—সামঞ্জস্যহীন, বিসদৃশ, বে-মানান; অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক। খাপ (সামঞ্জস্য) ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

খাপরা—খড়ছাওয়া খোলা; দগ্ধ মৃত্তিকা-খণ্ড; খোলা। <খর্পর। বি।

খাপরেল—খাপরার চাল, খোলার চাল। বাংপ্র। বি।

খাপা—খাপ খাওয়া; ঠাস হওয়া; কুঁচকাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খাপানো—খাপ খাওয়ানো; ঠাস করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খাপি, খাপী—মোটা; ঠাসবোনা; পুরু ('— কাপড়')। হি-মু। বিণ।

খাপ্পা—ক্রুদ্ধ, চটা। ফা-মু। বিণ।

খাবরা—খাপরা (তাহা দ্রঃ)।

খাবল—গ্রাস, মুষ্টি; দংশন, ছোবল। <কবল। বি।

খাবলা—মুষ্টি, মুঠা। খাবল+আ স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

খাবলানো—ছোবল মারা; হাত দিয়া কতকটা তুলিয়া লওয়া। 'খাবল' হইতে নামধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

খাবার—১। ভোজনযোগ্য, ভোজ্য। বিণ। ২। আহার্য বস্তু, খাইবার জিনিস; মিষ্টান্নাদি, জলখাবার। <খাওয়ার। বাংপ্র। বি।

খাবি—মৃত্যুকালীন মুখব্যাদান; মৃত্যুকালে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ; অবশ অবস্থায় শ্বাস লওয়ার চেষ্টা; মৎস্যদিগের জলপানকালীন মুখব্যাদান। <'খা'-ধাতু। বি। **খাবি খাওয়া**—মুমূর্ষু অবস্থায় নিঃশ্বাস ফেলা।

খাম—১। স্তম্ভ, খুঁটি, থাম। <হি 'খাম্বা'। ২। চিঠিপত্রের আচ্ছাদন, লেফাফা। ফা। বি। **খাম আলু**—চুপড়ি আলু।

খামকা, খামখা—অনর্থক; সহসা। <ফা 'খো আম-খোয়া'। ক্রি-বিণ।

খামখেয়াল—ইচ্ছামত কার্য করা, যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করা; চঞ্চলচিত্ততা। ফা। বি।

খামখেয়ালী—১। চঞ্চলমতি, ইচ্ছামত কার্যকারী। বিণ। ২। খামখেয়াল, ইচ্ছামত কার্য করা। ফা-মু। বি।

খামচা-খামচি—পরস্পর চিমটানো, পরস্পর নখাঘাত। ব্যতীহার বহু। বি।

খামচানো—চিমটি কাটা; নখ দ্বারা আঁচড়ানো; খাবলা মারা; ব্যথা করা; কনকন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খামচি—চিমটি; আঁচড়। বাংপ্র। বি।

খামটি, খামাটি, খামুটি—দন্তঘর্ষণ, দন্তে দন্তে সংযোগ; দন্ত দ্বারা অধরদংশন; মালসাট; মালকোঁচা। বাংপ্র। বি।

খামার—শস্যমর্দনস্থান, শস্যপ্রাঙ্গণ। হি। বি।

খামারজমি—ভূস্বামীর নিজ আবাদী জমি। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

খামার-পতিত—খাসখামারের অন্তর্গত অনাবাদী কৃষিক্ষেত্র। বাংপ্র। বি।

খামি—গহনার খুঁটে; গহনার ভিতরের ভাগ; ময়দা গাঁজাইবার উপকরণ। বাংপ্র। বি।

খামির—কিণ্ব, গাঁজ; সুরাবীজ। <আ 'খমীর'। বি।

খামিরা—১। গুড় দিয়া পচানো তামাক, মসলাযুক্ত তামাক বিঃ। <আ 'খমীর'। ২। খামি, পচাইবার বীজ, leaven. প্রাদে। বি।

খামোশ—বাক্যহীন, চুপচাপ। ফা। বিণ। বি—**খামোশি**।

খাম্বা—থাম, খুঁটি। <'স্তম্ভ'। হি। বি।

খাম্বাজ—রাগ বিঃ। বি।

খাম্বাবতী—রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

খাম্বিরা—মসলাযুক্ত সুগন্ধ তামাক। <আ 'খমীর'। বি।

খায়ব—খাইবে; খাইব। প্রা কপ্র। ক্রি।

খার—শস্যপরিমাণ-পাত্র বিঃ, খারি। খ—আ—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

খারাপ, খারাব—মন্দ, কুৎসিত; অপকৃষ্ট; দূষিত, পচা; দুষ্ট, নষ্ট; মেজাজ খারাপ; খারাপ লোক; চরিত্র খারাপ; রুক্ষ; শরীরের রক্ত, পুকুরের জল খারাপ হওয়া; বিষণ্ণ (মন খারাপ হওয়া); শ্রীহীন (খারাপ চেহারা) অসুস্থ ('— দেহ', '— মন'); বিকৃত (মাথা খারাপ হওয়া); অশুভ ('— দিন'); কলুষিত। <আ 'খরাব্'। বিণ। **কাপড় খারাপ করা**—বাহ্যের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া কাপড় নষ্ট করা। **খারাপ কথা**—অশ্লীল বাক্য; অমঙ্গলের বা ভয়ের সম্ভাবনা। **খারাপ করা**—অনিষ্ট করা, মন্দ করা; কুপথে লইয়া যাওয়া। **ঘর খারাপ করা**—নীচ বংশের লোকের সহিত পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া বংশমর্যাদা নষ্ট করা। **পেট খারাপ করা**—অজীর্ণ হওয়া, উদরাময় হওয়া। **মন খারাপ করা**—মনে দুঃখ হওয়া; ক্ষুণ্ণ হওয়া; দমিয়া যাওয়া। **মাথা খারাপ করা**—বিরক্ত হওয়া; চটিয়া যাওয়া। **মাথা খারাপ হওয়া**—বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়া। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা; গালি দেওয়া।

খারাপি, খারাবি—মন্দ আচরণ; ক্ষতি। আ-মু। বি।

খারি, খারী—ধান্যপরিমাণ বিঃ, চারি দ্রোণ পরিমাণ। খ—আ—রা+ক কর্তৃ+ ঈপ্ (বিকল্পে ঈ-কার হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

খারিজ—১। বিসর্জন, ত্যাগ; বাদ, কাটিয়া দেওয়া; পরিবর্তন; এক প্রজার নাম হইতে অন্য প্রজার নামে জমিজমার পরিবর্তন। বি। ২। বাতিল, বর্জিত। আ। বিণ।

খারিজ-দাখিল—এক প্রজার জমিজমা অপর নামে পরিবর্তন। আ। বি।

খারিজা—যাহা খারিজ করা হইয়াছে এরূপ ('— জমি, তালুক')। খারিজ+আ কৃতার্থে। আ-মু। বিণ। **খারিজা তালুক**—যাহার রাজস্ব সরকারকে দিতে হয়।

খারিজী—খারিজসম্বন্ধীয়; খারিজ করিবার জন্য দেয়। খারিজ+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বিণ।

খারী—'খারি' দ্রঃ।

খাল—১। সরু লম্বা জলাশয়; নালা; গর্ত, গহ্বর; নিম্নস্থান; পরিখা, খাই স্থান, দাঁক। <খল্ল। ২। খিল, অঙ্গের আড়ষ্টভাব ('— ধরা'); চামড়া। বাংপ্র। বি। **খাল খেঁচা**—চামড়া ছাড়ান; উত্তমরূপে প্রহার দেওয়া।

খালই, খালুই—মৎস্যাদি ধুইবার বা রাখিবার ছিদ্রময় পাত্র। প্রাদে। বি।

খালসা—১। খাসমহাল; রাজস্ববিভাগের দপ্তর। আ। ২। জাতি বিঃ; গুরু গোবিন্দের মতাবলম্বী শিখ-সম্প্রদায় (মূল-অর্থ—পবিত্র)। বি।

খালা—মাতার ভগিনী, মাসী। আ। বি; স্ত্রী। পুং—**খালু**।

খালাস—১। মুক্তি, পরিত্রাণ; সন্তান-প্রসব; স্বস্তি, আরাম; শান্তি। বি। ২। মুক্ত, পরিত্রাণপ্রাপ্ত; প্রসূতা। <আ 'আখ্‌লাস'। বিণ।

খালাসপত্র—ছাড়পত্র। খালাসজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। আ-মূ। বি।

খালাসী—১। জাহাজ কিংবা সেনাবিভাগে নিযুক্ত মুসলমান কর্মচারী; জাহাজের বা রেলস্টেশনের কুলি। বি। ২। যে খালাস করে এমন; যাহা দ্বারা খালাস হয়; খালাস-সংক্রান্ত (খাই খালাসী জমি)। আ-মূ। বিণ।

খালি—রিক্ত, শূন্য; অনাবৃত; আভরণহীন; শুধু, কেবল। আ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

খালিত্য—টাক রোগ। খলিত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

খালুই—'খালই' দ্রঃ।

খাস—নিজস্ব, স্বাধিকারস্থ; ব্যক্তিগত; নিজ আবাদী; বিশেষ, অসাধারণ (খাস দরবার)। আ। বিণ। **খাস করা**—অধিকৃত সম্পত্তি নিজ দখলে আনা, প্রজার দখল হইতে জমিদারের নিজ দখলে সম্পত্তি আনয়ন।

খাস-আপীল—আপীলের উপর আপীল। কর্মধা। আ-মূ। বি।

খাসকামরা—বিচারালয়ে বিচারক প্রঃর নিজস্ব বিশ্রামাগার। কর্মধা। আ-মূ। বি।

খাসখামার—ভূম্যধিকারীর নিজ আবাদী জমি। কর্মধা। আ-মূ। বি।

খাসগেলাস—শোভাযাত্রায় অভ্র ইঃর বাতিদান। <আ 'খাস'+ইং 'glass'. বি।

খাস-তহসিল—জমিদার প্রঃর নিজ তত্ত্বাবধানে খাজনা আদায়। কর্মধা। আ-মূ। বি।

খাসতালুক—খাসমহল (তাহা দ্রঃ)।

খাসদখল—মালিকের নিজস্ব অধিকার; জমিদারের নিজের অধিকারে আনা কর্মধা। আ-মূ। বি।

খাস-নবিস—নিজস্ব কেরাণী। <আ 'খাস'+ফা 'নবিস'। বি।

খাসবরদার—আসাসোঁটাধারী পাহারাদার বা রক্ষক। আ। বি।

খাসমহল, -মহাল—রাজার বা জমিদারের কর্তৃত্বাধীনে যে সকল জমি থাকে তাহা; যাহা প্রজাবিলি করা হয় নাই এরূপ জমি। কর্মধা। আ-মূ। বি।

খাসা—১। উত্তম, উপাদেয়; শুকো ('— দই')। আ-মূ। বিণ। ২। চূর্ণ বিঃ; একজাতীয় উৎকৃষ্ট মলমল। বাংপ্র। বি।

খাসি, খাসী—১। মুষ্কহীন, খোজা, বীচি-কাটা। বিণ। ২। কর্তিতমুষ্ক জীব; ছিন্নমুষ্ক ছাগ। <আ 'খস্‌সী'। বি।

খাসিয়া—আসামের পার্বত্য জাতি বিঃ; আসামের পাহাড় বিঃ। অসং। বি।

খাস্তা—বিকৃত; নষ্ট; দূষিত, পচা; অশ্লীল। ফা। বিণ।

খাস্তা—খাস্ত, বিকৃত, নষ্ট ('আসল —'); উৎকৃষ্ট, উত্তম; ভালভাবে ঘি-এর ময়ান-দেওয়া, মচমচে ('— খাবার')। ফা-মূ। বিণ।

খি—খেই (তাহা দ্রঃ)। বি।

খি-আতি—খ্যাতি। প্রা কপ্র। বি।

খিঁচ—কঙ্কর, কাঁকর; ত্রুটি, দোষ; গো-শালার মল; টান; মনোমালিন্য; অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ ('— রয়ে যায়')। বাংপ্র। বি।

খিঁচা—আকর্ষণ করা, টানা; আক্ষেপযুক্ত হওয়া ('হাত পা —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খিঁচানো—ভেংচানো; অঙ্গভঙ্গী করা, আক্ষেপ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খিঁচুনি, খিচনি—ভেংচানি; আক্ষেপ, হাত পা ছোড়া। খিঁচ, খিচ+উনি, অনি ভাব। বাংপ্র। বি।

খিচ—খিঁচ, কঙ্কর, কাঁকর। বাংপ্র। বি।

খিচখিচ—অনবরত তিরস্কার ভর্ৎসনা বিরক্তিপ্রকাশ ইঃ-সূচক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খিচড়, খিচড়া—১। নোংরা; অশ্লীল। বিণ। ২। ময়লা, আবর্জনা। বাংপ্র। বি।

খিচড়ানো—বিগড়াইয়া যাওয়া; খিচুড়ি পাকানো; নষ্ট করিয়া ফেলা বা নষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খিচড়ি—খিচুড়ি (তাহা দ্রঃ)।

খিচিখিচি, -মিচি—অনবরত তিরস্কার ভর্ৎসনা বিরক্তি ইঃ-প্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

খিচুড়ি—চাল ডাল ইঃ একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্য বিঃ, খেচরান্ন; বিভিন্ন বা বিসদৃশ বস্তুর সংমিশ্রণ। <কৃশর। বি।

খিচুড়ি পাকানো—বিশৃঙ্খল করিয়া তোলা।

খিঞ্জিল—খচিত। প্রা কপ্র। বিণ।

খিটকাল, খিটকেল—বিঘ্ন, ব্যাঘাত; ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ। প্রা কপ্র। বি।

খিটখিট—বিরক্তিপ্রকাশ তিরস্কারকরণ বকা ধমকান ইঃ-সূচক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খিটখিটে—সর্বদা বিরক্তিপ্রকাশকারী; কোপনস্বভাব, ক্রোধশীল; বদমেজাজী। খিটখিট+এ (<ইয়া) শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ।

খিটমিট—নানা ছলে সর্বদা কলহ বা ভর্ৎসনা ('— করা')। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। বিণ, **-মিটে**।

খিটিমিটি—কলহ ও তর্কাতর্কি, ঝগড়া-ঝাঁটি। বাংপ্র। বি।

খিড়কি—পশ্চাদ্দ্বার; জানালা, বাতায়ন; খড়খড়ি। <খড়ক্কী। বি। **খিড়কির পুকুর**—বাড়ির পিছনদিকে অবস্থিত মেয়েদের ব্যবহার্য পুকুর।

খিণ, খিণি—ক্ষীণ, সূক্ষ্ম, কৃশ। প্রা কপ্র। বিণ।

খিতাব, খেতাব—উপাধি, পদবী। আ। বি।

খিদমত, খেদমত—সেবা, পরিচর্যা। আ। বি।

খিদমদগার, খেদমদগার—সেবক, পরিচারক, ভৃত্য, খানসামা। আ। বি বা বিণ।

খিদমদগারী, খেদমদগারী—সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব; পরিচর্যা; খানসামাগিরি। খিদমদ্‌গার, খেদমদগার+ঈ কর্মার্থে। আ-মূ। বি।

খিদা, খিদে—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। <ক্ষুধা। বি। **খিদা বা খিদে পাওয়া, লাগা**—ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া। **খিদের মাথায়**—প্রচণ্ড ক্ষুধার সময়।

খিদ্যমান—যে খেদ করিতেছে এরূপ, যে দুঃখপ্রকাশ করিতেছে এরূপ ("সীতার লাগিয়া রাম সদা খিদ্যমান"—কৃত্তি)। খিদ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

খিন্ন—শ্রান্ত; যাহার খেদ জন্মিয়াছে এরূপ, দুঃখিত। খিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

খিবন—জড়িত, খচিত ('সুবর্ণ মুদ্রিকা হাতে করিয়া খিবন—চৈ ভা)। প্রা কপ্র। বিণ।

খিমচানো—চিমটি কাটা, খামচানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খিমচি—নখের আঁচড়; চিমটি। বাংপ্র। বি।

খির—ক্ষীর, দুগ্ধ। প্রা কপ্র। বি।

খিরকিচ—ব্যাঘাত, বিঘ্ন; ঝঞ্ঝাট, দায়; গোলযোগ। প্রাদে। বি।

খিরাজ, খেরাজ—রাজস্ব, কর, খাজনা। আ। বি। বিণ. -জী।

খিল—১। দুর্গম; পতিত, অকৃষ্ট ('— জমি'); পরিশিষ্ট (মহাভারতের খিল-পর্ব)। বিণ। **খিল ভাঙ্গা**—পতিত জমি চাষের যোগ্য করা। ২। অর্গল, হুড়কা। <কীলক। ৩। হাত-পায়ের আড়ষ্ট ভাব। বাংপ্র। বি।

খিলকা, খেলকা—ঢিলে পোশাক, আলখিল্লা। প্রা কপ্র। বি।

খিলখিল—হাসির শব্দ। বাংপ্র। অ।

খিলজমি—পতিত জমি, অনাবাদী জমি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

খিলনি, খিলনী—হুড়কা, খিল। প্রা কপ্র। বি।

খিলা—খিল, হুড়কা। প্রা কপ্র। বি।

খিলাত, খেলাত—রাজদত্ত-সম্মানসূচক পোশাক; পুরস্কার। <আ 'খিলৎ'। বি।

খিলান—অর্ধগোলাকৃতি ইটকাদির গাঁথনি বিঃ, arch; দুই কাঠের সংযোগ। বি।

খিলানো—১। কবজা-আঁটা; নিয়ে ফাঁক-বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকারে গঠিত। বাংপ্র। বিণ। ২। কবজা আঁটা; খিলান তৈয়ারি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খিলি—পানের বিড়া; সাজা পান। বাংপ্র। বি।

খিলিদানি—পানের ডিবা। খিলি+দানি পাত্র অর্থে। বাংপ্র। বি।

খিলোদ্ধার—পতিত বা নষ্ট জলা জমির পঙ্কোদ্ধার এবং তাহা বসবাস ও চাষের উপযোগীকরণ, waste land reclamation. খিলের উদ্ধার, ৬তীতৎ। বি; পুং।

খিস্তি—অশ্লীল বাক্যে গালি, অশ্লীল কথা। প্রাদে। বি।

খুঁচন—বেধন, বিদ্ধ করণ। বাংপ্র। বি।

খুঁচা—খোঁচা মারার মত ব্যথা দেওয়া, বিদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খুঁচানো—খোঁচা মারা, বিদ্ধ করা; খোঁচা মারার মত ব্যথা দেওয়া; উত্যক্ত করা; উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খুঁচি—কুনিকা; চাল মাপার পাত্র বিঃ; খড়ের চালের যে স্থান দিয়া জল পড়ে সেখানে নূতন দেওয়া খড়। <কুঞ্চি। বি। **খুঁচি দেওয়া**—খড়ের চালে খোঁচ দেওয়া বা মাঝে মাঝে নূতন খড় দিয়া মেরামত করা। **লক্ষ্মীর খুঁচি**—লক্ষ্মী প্রতিমার হস্তে ধৃত ধান্যপাত্র।

খুঁজা—অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খুঁট—বস্ত্রের প্রান্তভাগ; সূত্রের প্রান্ত; দোষ। বাংপ্র। বি।

খুঁট-আখরিয়া, -আখরে, -আখুরে—যে অল্প লেখাপড়া জানে এরূপ; যে ব্যক্তি অতি সামান্য বিষয় লইয়া বিষম বাদানুবাদ করে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

খুঁটন—কুড়াইয়া লওয়া; নখ দিয়া তুলিয়া লওয়া; শলাকা দিয়া খোঁচা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খুঁটরানো—ঠোকরানো, নখ প্রঃ দ্বারা খোঁচা বা আঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খুঁটা—কুড়াইয়া লওয়া; নখ দিয়া তুলিয়া লওয়া; শলাকা দিয়া খোঁচা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **খুঁটিয়া, খুঁটিয়ে**—সূক্ষ্মভাবে, ভালভাবে।

খুঁটা, খুঁটো, খোঁটা—কীলক, গোঁজ; কাঠের থাম। বাংপ্র। বি। **খুঁটার জোর**—প্রবল পৃষ্ঠপোষকের আনুকূল্য।

খুঁটি, খুঁটী—স্তম্ভ, থাম; কাঠের বা বাঁশের ঠেকনা, অবলম্বন। বাংপ্র। বি। **শ্যামের খুঁটি**—(ব্যঙ্গে) সবল ও হৃষ্টপুষ্ট।

খুঁটিগাড়ি—মাছ ধরিবার বা নৌকা বাঁধিবার জন্য নদী-কিনারায় খুঁটি গাড়িতে হইলে জমিদারকে যে কর বা শুল্ক দিতে হয় তাহা, ঘাটশুল্ক। বাংপ্র। বি।

খুঁটিনাটি—সামান্য বিষয় বা ব্যাপারসমূহ; ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল বিষয়। বাংপ্র। বি।

খুঁটুর-মুটুর—সামান্য ঝগড়া; সামান্য বচসা। বাংপ্র। বি।

খুঁড়া—খনন করা; হিংসা করা, পরশ্রীতে কাতর হওয়া; মাটিতে ঠোকা ('মাথা —'); প্রশংসা দ্বারা স্বাস্থ্যবান্ বা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির অকল্যাণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খুঁড়ানো, খোঁড়ানো—খোঁড়ার ন্যায় চলা, নেংচাইয়া চলা; খনন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খুঁত—১। ক্ষতচিহ্ন; দোষ, ত্রুটি। <ক্ষত। বি। **খুঁত ধরা**—ত্রুটি ধরা; দোষ দেখানো। ২। দোষযুক্ত; ত্রুটিবিশিষ্ট। <ক্ষুণ্ণ। বিণ।

খুঁত-খুঁত, -খুত—বিরক্তি অসন্তোষ বা সন্দেহ প্রকাশ; কোন কাজে ত্রুটি রহিয়া গেল এরূপ ভাব প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

খুঁত-খুঁতে—বিরক্তি-প্রকাশক, অসন্তোষ-প্রকাশকারী। খুঁত-খুঁত+এ শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ।

খুঁয়া—মোটা কাপড়; খাদি; রেশমী কাপড়। <ক্ষুমা। প্রা কপ্র। বি।

খুঁয়ে-তাঁতী—খুঁয়াপ্রস্তুতকারক তাঁতী। বাংপ্র। বি।

খুক, খুকখুক—কাশির শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খুকী—ক্ষুদ্র বালিকা, ছোট মেয়ে; দুগ্ধপোষ্য কন্যা। খোকা+ঈ (কুক্ষি>কোক্>কোকিয়া>খোকা)। বি; স্ত্রী।

খুকু—খুকী বা খোকা (আদরে)। খুকী, খোকা+উ আদরার্থে। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

খুঞ্চী, খুঞ্চি—ক্ষুদ্র পেটিকা, ছোট পেঁড়া, ঝাঁপি। <করঞ্জ। বি।

খুঞ্চী-পুঁথি—ক্ষুদ্র পেটিকা ও পুস্তক; ছোট পেঁড়ার মধ্যস্থিত পুস্তক। বাংপ্র। বি।

খুচখুচ—ধারাল ছুরি প্রঃ দিয়া কাটার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খুচনি—খোঁচা; প্রশ্ন। বাংপ্র। বি।

খুচরা, খুজরা, খুজরো—১। অল্প, সামান্য, কম; ভাঙ্গানো; অল্প পরিমাণে কেনাবেচা-সম্বন্ধীয় (খুচরা দাম)। বিণ। ২। কম কম করিয়া বিক্রয়; ভাঙ্গানো টাকা পয়সা ইঃ। <ক্ষুদ্র। বি। **খুচরা কাজ**—অল্প আয়াসে বা সময়ে যে কাজ করা যায় তাহা; ছোটখাটো কাজ। **খুচরা খরচ**—অল্প খরচ; ছোটখাটো বিষয়ে খরচ। **খুচরা গহনা**—ছোটখাটো গহনা। **খুচরা বিক্রয়**—একসঙ্গে অল্প পরিমাণে বিক্রয়, retail sale. বি।

খুজলি—খোস, চুলকনি। হি-মু। বি।

খুঞা—১। রেশম; পাট; পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। <ক্ষমা। ২। মোটা ছোট কাপড়, খাদি। প্রা কপ্র। বি।

খুঞ্চি—কাঠের বা ধাতুদ্রব্যের বারকোশ। <ফা 'খঞ্চহ্'। বি।

খুঞ্চিপোশ—খুঞ্চি ঢাকিবার কাপড়। ফা-মু। বি।

খুট্—খট্ (তাহা দ্রঃ)।

খুটখাট—নড়াচড়ার ছোট শব্দ। বাংপ্র। অ।

খুটখুট—ক্রমাগত খুটখুট শব্দ; ছোটখাটো শব্দ। বাংপ্র। অ।

খুটুরমুটুর—ইঁদুর প্রঃর কাঠ কাটিবার শব্দ, ছোটখাটো শুষ্ক আওয়াজ। বাংপ্র। অ।

খুড়তত, খুড়তুত—খুল্লতাতসম্বন্ধীয়; খুল্লতাত হইতে জাত। খুড়া+তত, তুত জাতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

খুড়শ্বশুর—স্বামীর বা পত্নীর কাকা। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী. -শাশুড়ী।

খুড়া, খুড়ো—কনিষ্ঠ পিতৃব্য, খুল্লতাত, কাকা। <খুল্ল। বি; পুং।

খুড়ী—খুল্লতাতপত্নী, কাকী। খুড়া+ঈ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

খুড়ো—'খুড়া' দ্রঃ।

খুদ—তণ্ডুলকণা, চাউলের ক্ষুদ্রাংশ। <ক্ষোদ। বি। **খুদ মাগা**—ক্ষুদ ভিক্ষা করা; গর্ভাধান-সংস্কার ও বিবাহাদিকালে কর্তব্য স্ত্রীআচার বিঃ।

খুদ-কুঁড়া—চাউলের ক্ষুদ ও কুঁড়া; অতি তুচ্ছ দ্রব্য। খুদ ও কুঁড়া, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

খুদা—১। অক্ষরাদি উৎকীর্ণ করা, কাটিয়া অক্ষরাদির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট করা। হি-মু। ক্রি [, বি]। ২। উৎকীর্ণ, যাহা খনন করা হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

খুদে—ছোট ; সামান্য। <ক্ষুদ্র। বিণ। **খুদে রাক্ষস**—ছোট আকারের রাক্ষস ; (লাক্ষণিক অর্থে) অতি পেটুক।

খুদ্দ—অল্প ; সামান্য। <ক্ষুদ্র। প্রা কপ্র। বিণ।

খুন—১। রক্ত। আ। ২। হত্যা। বি। ৩। নিহত ; মৃতপ্রায় ; ক্রিয়ার আধিক্য-সূচক। বাংপ্র। বিণ। **খুন চড়া**—রাগে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হওয়া ; খুন করিবার প্রবৃত্তি জাগা।

খুন-খারাপি—খুনাখুনি, হত্যা বা সেই-জাতীয় কাণ্ড ; গাঢ়রক্তবর্ণ রং বিঃ। আ-মূ। বি।

খুনখুনি, খুনাখুনি—মারামারি, কাটা-কাটি ; রক্তারক্তি কাণ্ড ; ঘোরতর বিবাদ, দাঙ্গা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

খুনশী—বিবাদ, কলহ। প্রা কপ্র। বি।

খুনশুড়ি—শিশুসুলভ কলহ ও পরস্পরকে খোঁচানো। বাংপ্র। বি।

খুনী—নরঘাতক, হত্যাকারী। খুন+ঈ করে অর্থে। আ-মূ। বি বা বিণ।

খুনে—১। হত্যাকারী, নরঘাতক ; দাঙ্গা-বাজ। খুন+এ করে অর্থে। আ-মূ। বিণ। ২। খনন করিয়া, খুঁড়িয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

খুন্তি—রন্ধনপ্রয়োজনীয় লৌহময় দ্রব্য বিঃ। <খনিত্রী। বি।

খুপরি, খুবরি—কুটীর ; খোপ। প্রাদে। বি।

খুপসুরত—অত্যন্ত সুশ্রী, খুব সুন্দর। ফা। বিণ।

খুপি—খোপ, ছোট গর্ত। খোপ+ই সদৃ-শার্থে। বাংপ্র। বি।

খুপী—খোপযুক্ত ; খোপের সদৃশ ; খোপের তুল্য নকশাযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

খুব—অতিশয়, অত্যন্ত ; বেশ ; নিশ্চয়ই, অবশ্যই। ফা। বিণ বা ক্রি-বিণ।

খুবসুরত—সুশ্রী, মনোরম। <ফা 'খুব'+ আ 'সুরৎ'। বিণ।

খুবানি—বিদেশাগত একপ্রকার ফল। ফা। বি।

খুমখুমনি—মনে মনে ক্রোধ বা বিরক্তি-প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

খুমারি—ভর্ৎসনা, তিরস্কার, নিন্দা, খোয়ার। প্রা কপ্র। বি।

খুমল—খুলিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

খুয়া—হারানো (খুয়া গিয়েছে)। <ক্ষয়। বি।

খুয়ানো—হারানো, নষ্ট করা ; ক্ষয় করা, ক্ষতি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খুয়ার, খোয়ার—দুর্গতি ; নিন্দা, দুর্নাম ; নিগ্রহ, লাঞ্ছনা (শতেক খোয়ার)। প্রাদে। বি।

খুর—ক্ষৌরকর্মের অস্ত্র ; অশ্বাদির পায়ের খুর ; নখীনামক গন্ধদ্রব্য ; খাটের খুরা। খুর +ক করণ। বি ; পুং।

খুরখুর—ক্রমাগত ছোট ছোট সরু সরু পায়ের শব্দ, দ্রুত লঘুপদধ্বনি। বাংপ্র। অ।

খুরপা, -পি, -পো—অর্ধচন্দ্রাকার বাণ বিঃ ; দূর্বাদি তুলিবার যন্ত্র বিঃ। <ক্ষুরপ্র। বি।

খুরপ্র—অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ বিঃ ; খুরপা। খুর—প্রণ্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

খুরলি, খুরলী—ব্যায়াম ; অস্ত্রশিক্ষা, রণ-কৌশল শিক্ষা ; বিপক্ষের আক্রমণকালে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহার অভ্যাস ; বংশীর অভ্যাস, স্বরাভ্যাস ("বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী, ত্রিভুবন-মন-মোহিনী"—গোবিন্দ) ; রঙ্গ-বিলাস ; দুষ্টামি ("চলয়িতে পন্থে কতই কর খুরলি"—গোবিন্দ)। খুর—লা+ক কর্তৃ+ঈপ্ (বিকল্পে ঈ-কার হ্রস্ব)। বি ; স্ত্রী।

খুরসি—১। বাছুর ইঃর পা বাঁধিবার দড়ি। বাংপ্র। ২। কুর্সি, চেয়ার। <আ 'কুর্সি'। বি।

খুরা—খাট প্রঃর পায়া। <খুর। বি।

খুরালিক—নাপিতের ভাঁড় ; উপাধান, বালিশ। খুরালি—কৈ+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

খুরি—কটোরা, মাটির ছোট পাত্র। দ্রাবিড়ী। বি।

খুর্পা—'খুরপা' (তাহা দ্রঃ)।

খুর্মা, খোর্মা—শুষ্ক সুপক্ব পিণ্ডি বা কলমী খেজুর। ফা। বি।

খুলা—উন্মুক্ত করা বা হওয়া, অনাবৃত করা বা হওয়া ; বন্ধনমুক্ত করা, ছাড়িয়া দেওয়া ; খোঁড়া ; যাহা বন্ধ আছে তাহার কার্যারম্ভ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **খুলিয়া বলা**—মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলা, খোলাখুলিভাবে বলা।

খুলি—মৃত্তিকাপাত্র বিঃ ; কটাহ ; মাথার উপরের অংশ, কপাল। বাংপ্র। বি।

খুলী—খোলবাদক। বাংপ্র। বি।

খুল্ল—নীচ, অধম ; ক্ষুদ্র, ছোট ; অল্প ; লঘু ; কনিষ্ঠ (খুল্লতাত)। খুদ্—লা+ক কর্তৃ (দ-স্থানে ল)। বিণ।

খুল্লতাত—কনিষ্ঠ পিতৃব্য, কাকা, খুড়া খুল্ল তাত, কর্মধা। বি ; পুং।

খুশ—১। প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ; আনন্দ। বি। ২। আনন্দদায়ক, আমোদজনক ; উৎকৃষ্ট, উত্তম। ফা। বিণ।

খুশকি—খুস্কি (তাহা দ্রঃ)।

খুশখত—ইচ্ছাকৃত দলিল, ইচ্ছাকৃত অর্পণ-নামা প্রঃ ; উৎকৃষ্ট হস্তলিপি। ফা-মূ। বি।

খুশখবর—সুখবর, আনন্দবার্তা। কর্মধা। ফা-আ। বি।

খুশনাম—যশ, সুখ্যাতি, সুনাম, প্রশংসা। কর্মধা। ফা-মূ। বি।

খুশমেজাজ—অনুকূল বা প্রসন্ন চিত্ত ; প্রফুল্ল মনোভাব। কর্মধা। ফা-আ। বি।

খুশামদ, খুশামোদ—তোষামোদ, চাটু-কারিতা, খোসামোদ। ফা। বি।

খুশি—প্রীতি, আনন্দ ; প্রবৃত্তি, ইচ্ছা। ফা। বি।

খুশী—প্রীত ; আনন্দিত। ফা। বিণ।

খুস্কি—১। মাথার শুকনা চামড়া, মরা মাস। বি। ২। শুষ্ক, শুকনা। ফা। বিণ।

খৃষ্ট, খৃস্ট—খৃষ্টান ধর্মের প্রবর্তক, যিশু। < ইং 'Christ'. বি।

খৃষ্টধর্ম(র্ম্ম), খৃস্টধর্ম(র্ম্ম)—ধর্মমত বিঃ, যিশু-প্রবর্তিত ধর্ম, খৃস্ট-প্রবর্তিত ধর্ম। মধ্যপ কর্মধা। মিশ্র। বি ; পুং।

খৃষ্টপূর্বা(র্ব্বা)ব্দ, খৃস্টপূর্বা(র্ব্বা)ব্দ—যিশুখৃষ্টের জন্ম হইতে গণিত পূর্ববর্তী বৎসর (Before Christ—B. C.)। কর্মধা। মিশ্র। বি ; পুং।

খৃষ্টান, খৃস্টান, খৃষ্টিয়ান, খৃস্টিয়ান—খৃষ্ট-প্রবর্তিত ধর্মমতের উপাসক, খৃষ্টধর্মাবলম্বী ; (নিন্দার্থে) আচারত্যাগকারী (হিন্দু)। < ইং 'Christian'. বিণ। স্ত্রী, -নী।

খৃষ্টানি, খৃস্টানি, খৃষ্টিয়ানি, খৃস্টিয়ানি—খৃষ্টধর্ম ; খৃষ্টানের মত ব্যবহার ; অহিন্দু ব্যবহার। খৃষ্টান, খৃস্টান, খৃষ্টিয়ান, খৃস্টিয়ান+ই কর্মাদি অর্থে। ইং-মূ। বি।

খৃষ্টানী, খৃস্টানী, খৃষ্টিয়ানী, খৃস্টিয়ানী—খৃষ্টানের তুল্য বা উপযুক্ত। খৃষ্টান, খৃস্টান, খৃষ্টিয়ান, খৃস্টিয়ান+ঈ তুল্যার্থে। ইং-মূ। বিণ।

খৃষ্টাব্দ, খৃস্টাব্দ—খ্রীষ্টীয় বৎসর, যিশুখৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন বৎসর পর হইতে গণিত বৎসর, Anno Domini—A. D. খৃষ্ট, খৃস্ট-প্রবর্তিত অব্দ, মধ্যপ কর্মধা। ইং-মূ। বি ; পুং।

খৃষ্টীয়, খৃস্টীয়—যিশুখৃষ্টসম্বন্ধীয়, খৃষ্ট-সংক্রান্ত। খৃষ্ট, খৃস্ট+ঈয় সম্বন্ধার্থে। ইং-মূ। বিণ।

খেআতি—খ্যাতি। প্রা কপ্র। বি।

খেই—সূত্রের অগ্রভাগ ; সূতার একগাছা ; কোন বিষয়ের সূত্র, সন্ধান। < ক্ষেপ। বি। **খেই হারানো**—গুলিসূতার আগা খুঁজিয়া না পাওয়া ; মূল প্রসঙ্গ ভুলিয়া যাওয়া।

খেউড়—কবিতা বিঃ, খেঁউড় ; অশ্লীল গান। < ক্ষেড়া। বি।

খেউরি—ক্ষৌরকার্য। বাংপ্র। বি।

খেংরা, খেঙ্‌রা—সম্মার্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ু। বাংপ্র। বি।

খেংরানো—'খেঙ্‌রানো' দ্রঃ।

খেঁউড়—খেউড় (তাহা দ্রঃ)।

খেঁক—কুকুর-শিয়ালের ডাক; অশোভন কড়া কথা। বাংপ্র। বি।

খেঁক-খেঁক, খেঁকমেক—মুখ ভেংচাইয়া রাগপ্রকাশ, কর্কশভাবে রাগ দেখানো। বাংপ্র। বি।

খেঁকশিয়াল, -লী—শৃগালিকা, একপ্রকার ক্ষুদ্র শৃগাল, খেঁক-খেঁক শব্দকারী শৃগাল। বাংপ্র। বি।

খেঁকানো—মুখ বিকৃত করিয়া তীব্রস্বরে রাগ দেখানো, মুখ ভেংচাইয়া রাগ প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**খেঁকানি**।

খেঁকারি—কাশিয়া শব্দ করা, কাশিয়া গলা পরিষ্কার করা। বাংপ্র। বি।

খেঁকী—খেঁক-খেঁক শব্দকারী; কোপনস্বভাব; সহজে বিরক্তিপ্রকাশকারী। খেঁক+ঈ শব্দ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

খেঁকী কুকুর—একপ্রকার কুকুর, যাহারা সহজেই রাগিয়া খেঁক করিয়া উঠে এরূপ কুকুর; ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু ব্যক্তি।

খেঁচকা—খেচকা (তাহা দ্রঃ)।

খেঁচকানো—খেচকানো (তাহা দ্রঃ)।

খেঁচড়া—বজ্জাত, খচ্চর। প্রাদে। বিণ।

খেঁচা—আকর্ষণ করা; খিঁচানো, আক্ষেপযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খেঁচুনি—আক্ষেপ, শরীরের কোন পেশীর অনিচ্ছাকৃত (রোগজনিত) সংকোচন, convulsion. খেঁচ্‌+উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

খেঁট—ভোজন। 'খেট' (১)-শব্দজ। বি।

খেঁড়, খেড়—খড়। প্রা কপ্র। বি।

খেঁড়, খেঁড়ি—সাথী ('গাঁজার —'), ('মদের —'); স্বপক্ষের খেলোয়াড়। প্রাদে। বি।

খেঁড়ু—খেউড়গানকারী; খেউড়গান; স্বপক্ষের খেলোয়াড়। প্রাদে। বি।

খেঁড়ো—১। কাঁকুড়জাতীয় ফল বিঃ (বীরভূম অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত)। < কর্কটী। বি। ২। যাহার শেষ বাছুর বেশ বড় হইয়াছে এমন ('— গাই')। প্রাদে। বিণ।

খেঁসারি—একপ্রকার কলায়, তেওড়া। বাংপ্র। বি।

খেকো, খেগো—(অন্য শব্দের পরে বসিলে) ভক্ষক, খাদক। খা+কো, গো (< উকা, উগা) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**খাকি, খাগী**।

খেঙ্‌রা—'খেংরা' দ্রঃ।

খেঙ্‌রানো, খেংরানো—ঝাঁটা নো, ঝাঁটা মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খেচকা—অভাব; কড়া তাগিদ; হেঁচকা টান। বাংপ্র। বি।

খেচকানো—টানা; বার বার বলিয়া বিরক্ত করা; পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**খেচকানি**।

খেচনি—জড়োয়া কারুকার্য। প্রা কপ্র। বি।

খেচর—১। আকাশগামী। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। পক্ষী; বিদ্যাধর; সূর্যাদি গ্রহ; পারদ; শিব। অলুক্‌ উপতৎ; খে—চর্‌+ট কর্তৃ। বি; পুং।

খেচরান্ন—ডালের সহিত পক্ব অন্ন, খিচুড়ি। খেচর-নামক অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

খেচরী—১। পক্ষিণী, তন্ত্রোক্ত মুদ্রা বিঃ; দ্বিদলান্ন, খিচুড়ি। বি; স্ত্রী। ২। আকাশচারিণী। খেচর+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

খেচাখিচি, -খেচি—বকাবকি, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, কথা কাটাকাটি; গোলমাল; বিব্রত ভাব। বাংপ্র। বি।

খেচামেচি—গোলমাল, চেঁচামেচি। বাংপ্র। বি।

খেজাড়ি—মুড়ি। প্রা কপ্র। বি।

খেজায়—খেদ প্রকাশ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেজালত—জ্বালাতন; মনঃকষ্ট। বাংপ্র। বি।

খেজুর—ফল বিঃ। < খর্জুর। বি।

খেজুরছড়ি—খেজুর ফলের থোকা; খেজুরের থোকার মত একপ্রকার ফুল; একপ্রকার শাড়ির পাড়; একপ্রকার দাঁত-কাটা কাঠ। বাংপ্র। বি।

খেজুরমাথি, -মেথি—খেজুর গাছের মাথার শাঁস। বাংপ্র। বি।

খেজুরে—খেজুরের রস হইতে তৈয়ারী ('— গুড়')। খেজুর+এ (< ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

খেট—১। ভক্ষণ, ভোজন। খেট্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। মৃগয়া। খেট্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং বা ক্লী। ৩। নীচ, অধম। খিট্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

খেটে—১। ছোট মুগুর; ছোট মোটা লাঠি; শাক বিঃ। বি। ২। খাটিয়া, পরিশ্রম করিয়া। 'খাটিয়া'-শব্দের অভিশ্রুতি। বাংপ্র। অস-ক্রি।

খেটেল—শ্রমিক, মজুর; সামান্য ভৃত্য। প্রা কপ্র। বি।

খেড়ি—খেলোয়াড়; খেলার সহকারী। বাংপ্র। বি।

খেড়ী—ক্রীড়া, খেলা। প্রা কপ্র। বি।

খেত—জমি, ক্ষেত। < ক্ষেত্র। বি।

খেতাব—উপাধি; পদবী। < আ 'খিতাব'। বি।

খেতালি—ক্ষেত্রকর্ম, ক্ষেতের কাজ, চাষের কাজ। খেত+আলি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

খেতি—১। ক্ষতি, লোকসান। < ক্ষতি। ২। খেতের কাজ, চাষবাস। বাংপ্র। বি।

খেত্রী—ক্ষত্রিয়, ছত্রী। < ক্ষত্রিয়। বি।

খেদ—আক্ষেপ, দুঃখ, শোক; শ্রম; অনুতাপ, অবসন্নতা, শ্রান্তি, ক্লান্তি। খিদ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

খেদমত—'খিদমত' দ্রঃ।

খেদা—বুনো হাতি তাড়াইয়া আনিয়া ঘেরা জায়গায় ফেলিবার ব্যবস্থা; বুনো হাতি ধরিবার কাজ; বুনো হাতি ধরিবার ঘেরা জায়গা; গর্ত; পরিখা। বাংপ্র। বি।

খেদাড়ি, খেদাড়িয়া—তাড়া দিয়া, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া। কপ্র। ক্রি।

খেদানো—১। দূর করা, তাড়ানো, পশ্চাদ্ধাবন করা। < 'খেদি' (খিদ্‌+ণিচ্‌) ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। খোঁড়ানো, কাটিয়া তোলা। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেদিত—১। খেদযুক্ত, খিন্ন; অনুতপ্ত। খেদ+ইতচ্‌ জাতার্থে। ২। তাড়িত; যাহার পশ্চাদ্ধাবন করা হইয়াছে এরূপ। খিদ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

খেদিব—মিশরের শাসনকর্তার উপাধি। বি।

খেদো—খাদযুক্ত, অপকৃষ্ট ধাতুমিশ্রিত। বাংপ্র। বিণ।

খেদোক্তি—আক্ষেপ, বিলাপ। খেদসূচিকা উক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

খেন—ক্ষণ, মুহূর্ত; শুভ সময়, শুভলগ্ন। < ক্ষণ। বি।

খেপ—বার, দফা; স্থানান্তরে গিয়া ব্যবসায় করা। বাংপ্র। বি।

খেপলা—নিক্ষেপযোগ্য ('— জাল')। < 'ক্ষিপ্‌'-ধাতু। বাংপ্র। বিণ।

খেপা—১। ক্ষিপ্ত; অবোধ (প্রায়শ আদরে)। বিণ। স্ত্রী—**খেপী**। ২। খেপিয়া যাওয়া, উন্মত্ত হওয়া; রাগিয়া উঠা। < 'ক্ষিপ্‌'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খেপানো—পাগল করা; বিরক্ত করা; টান; উত্তেজিত করা (লোক খেপানো)। < (ণিজন্ত) 'ক্ষিপ্‌'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খেপামি—পাগলামি। খেপা+মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

খেম—ক্ষমা কর, মার্জনা কর। < 'ক্ষম্‌'-ধাতু। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেমটা—ছয়মাত্রার তাল বিঃ [কেহ কেহ

চারিমাত্রার তাল বলেন]; নৃত্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

খেমটাওয়ালী, খেমটী—নর্তকী, যে স্ত্রীলোক খেমটা গান সহযোগে নৃত্য করে। খেমটা+ওয়ালী, ঈ প্রয়োগার্থে। বাংপ্র। বি।

খেমা—১। ক্ষমা, মার্জনা, মাফ; ধৈর্য। < ক্ষমা। বি। ২। ক্ষমা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেমী—রত্নাধার বিঃ; একপ্রকার বাদ্য। বি।

খেয়া—নদী পার হওয়া; নদী পারাপারের ছোট নৌকা। < ক্ষেপ। বি। **খেয়া দেওয়া**—নৌকাযোগে পার হওয়া বা করা।

খেয়াকড়ি—পারানি, তরপণ্য, নদী পার হইবার জন্য দেয় অর্থাদি। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

খেয়াঘাট—নৌকাযোগে নদী পার হইবার স্থান। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

খেয়াতি—খ্যাতি। কপ্র। বি।

খেয়ানো—১। নৌকাযোগে পার করা, খেয়া দেওয়া; নৌচালানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। ভাসানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেয়া-নৌকা—নদীতে পারাপার করিবার নৌকা। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

খেয়াপার—নৌকাযোগে নদ্যাদির পরপারে গমন। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

খেয়ারী—খেয়ানৌকার মাঝি। খেয়া+রী অধিকৃতার্থে। বাংপ্র। বি।

খেয়াল—একজাতীয় সংগীত [সুলতান হোসেনী ইহার সৃষ্টি করেন]; কল্পনা; খুশি, মর্জি; জ্ঞান, হুঁশ (কোন খেয়াল নেই); শখ; প্রবৃত্তি (বদখেয়াল); নিরর্থক শব্দ, প্রলাপ। <আ 'খিয়াল'। বি। **খেয়াল নাই**—মনে নাই; হুঁশ নাই।

খেয়ালী—খেয়ালগানে নিপুণ; কল্পনাপ্রিয়; স্বেচ্ছাচারী। খেয়াল+ঈ যুক্তার্থে। আ-মু। বিণ।

খেরাজ—'খিরাজ' দ্রঃ।

খেরি—ক্রীড়া, খেলা। প্রা কপ্র। বি।

খেরুয়া, খেরো—তোশক বালিশ প্রঃ প্রস্তুত করিবার জন্য মোটা সুতার কাপড়, ঘোর লাল রঙের মোটা কাপড়। হি। বি।

খেল—ক্রীড়া, খেলা; বাজি; রঙ্গ। খেল্+ঘঞ্ ভাব। বাংপ্র। বি; পুং।

খেলকা—'খিলকা' দ্রঃ।

খেলত—খেলা করে বা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেলন—ক্রীড়া; পরিহাস। খেল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

খেলনা, খেলানা—ক্রীড়নক, খেলিবার দ্রব্য। বি।

খেলনী—শারীফলক, পাশার ছক। খেল্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খেলা—১। ক্রীড়া, লীলা। খেল্+অ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্রীড়া করা। < 'খেল'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খেলাঘর—শিশুদের ক্রীড়াস্থান; কৃত্রিম সংসার; বিহারস্থল, খেলাগৃহ। খেলার ঘর (< গৃহ), ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

খেলাড়ু—খেলার সাথী; খেড়ু। বাংপ্র। বি।

খেলাত—'খিলাত' দ্রঃ।

খেলাধুলা—শিশুর খেলা; ক্রীড়াকৌতুক; নানারূপ খেলা। বাংপ্র। বি।

খেলানা—'খেলনা' দ্রঃ।

খেলানো—ক্রীড়া প্রদর্শন করা; কৌতুক দেখানো, তামাসা দেখানো, নাচানো, ইচ্ছামত চালানো ('সাপ —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খেলাপ, খেলাফ—১। অন্যথাভাব; ব্যতিক্রম; প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ('কথার —')। বি। ২। বিপরীত। < আ 'খিলাপ'। বিণ।

খেলাপি—বৈপরীত্য; ব্যতিক্রম। আ-মু। বি।

খেলাপী—ত্রুটি বা ব্যতিক্রম হইতে জাত ('— কিস্তী')। আ-মু। বিণ।

খেলি—১। খেলা। প্রা কপ্র। বি। ২। খেলা করি। বাংপ্র। ক্রি।

খেলু, খেলুয়া—খেলোয়াড়, ক্রীড়াকারী। প্রা কপ্র। বি।

খেলুড়ে—ক্রীড়াকারী; খেলার সাথী। বাংপ্র। বি।

খেলুয়া—ক্রীড়ক, যে খেলায়। প্রা কপ্র। বি।

খেলো—মন্দ; নিকৃষ্ট; হীন; অপদস্থ। < ক্ষুল্লক। বিণ।

খেলোয়াড়—ক্রীড়াপটু; ক্রীড়ানিপুণ; ক্রীড়াকারী; ফন্দিবাজ; চালাক; চতুর। খেলা+ওয়াড় নিপুণার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

খেলোয়াড়ী—খেলোয়াড়সুলভ, খেলোয়াড়ের উপযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

খেশ—গরম কাপড়, শীতবস্ত্র বিঃ। অসং। বি।

খেসর—পশু বিঃ, অশ্বতর। উপতৎ; খে (আকাশে)—সৃ+ট কর্তৃ (দ্রুতগামী বলিয়া মনে হয় যে আকাশে চলে)। বি; পুং।

খেসারত—ক্ষতি, হানি; ক্ষতিপূরণ। <আ 'খিসারত'। বি।

খেসারতি—ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি। খেসারত+ই দেয়ার্থে। আ-মু। বি।

খেসারি—একপ্রকার ডাল। বাংপ্র। বি।

খৈ—খই, ভাজা ধান। < খদিকা। বি।

খৈল—খইল। বাংপ্র। বি।

খো—১। ইটের খোয়া; জমানো শক্ত ক্ষীর; রসশূন্য আমের ছিবড়া। হি। ২। মেচেতা। প্রা কপ্র। ৩। জেদ, বায়না; স্বভাব, প্রকৃতি। ফা। বি। **খো ধরা**—জেদ করা।

খোই—ক্ষয় করে, নষ্ট করে; হারায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

খোঁচ, খোঁচা—১। সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; কাঁটা; নিন্দা, কলঙ্ক; বিঘ্ন; ত্রুটি; ক্ষুরের কর্ত্তা। বি। ২। তীক্ষ্ণাগ্র (খোঁচা দাড়ি)। বাংপ্র। বিণ।

খোঁচাখুঁচি—বার বার খোঁচানো; পরস্পর খোঁচানো। বাংপ্র। বি।

খোঁচানো—খোঁচা দিয়া আঘাত করা; কটুকথা বা নিন্দাজনক বাক্য বলিয়া মনে আঘাত দেওয়া; খোঁচা দিয়া উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খোঁজ—অন্বেষণ, অনুসন্ধান, তল্লাশ; সংবাদ, তত্ত্ব। হি-মু। বি।

খোঁজখবর—সংবাদ, তত্ত্ব; উদ্দেশ, পাত্তা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

খোঁজা—অন্বেষণ করা, তল্লাশ করা, সংবাদ লওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খোঁট, খোট—কাপড়ের যে অংশ কোমরে আটকাইয়া রাখা হয় তাহা; বস্ত্রের কোণ; কষি। বাংপ্র। বি।

খোঁটা—১। কীলক, গোঁজ; খুঁট; ছোট থাম; অবলম্বন, ঠেকনা; নিন্দা; তিরস্কার; কৃত অন্যায়ের বিষয় স্মরণ করাইয়া তিরস্কারকরণ বা লজ্জাদান। বি। ২। নখ দিয়া তুলিয়া লওয়া; (মৃদু) নখের আঁচড় দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খোঁড়—খাত, খনন। < খনন। বি।

খোঁড়ল—কোটর, গর্ত; গহ্বর। বাংপ্র। বি।

খোঁড়া—১। খঞ্জ, যে নেঙচাইয়া চলে এরূপ, পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন। <খঞ্জ। বিণ। ২। খনন করা, খোলা; ঈর্ষা করা; অনিষ্ট করিবার জন্য ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া প্রশংসা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খোঁড়ানো—খনন করানো, গর্ত করানো; খোঁড়ার মত নেঙচাইয়া চলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

খোঁদল—গর্ত; কোটর; তৈলাদি বোতলে ঢালিবার জন্য তাহার মুখে যে আধার দেওয়া হয় তাহা, ফানেল। বাংপ্র। বি।

খোঁপা—কবরী, স্ত্রীলোকের বদ্ধ কেশপাশ। < ক্ষুপ। বি।

খোঁয়াড়—গরু ছাগল প্রঃ আটকাইয়া রাখিবার স্থান; শূকরচালা। বাংপ্র। বি।

খোঁয়াড়ি, খোঁয়ারি—মাদক-সেবনজন্য নেশা কাটিবার পর শরীরের অবসন্ন অবস্থা; অবসাদ।'<আ 'খুমার'। বি। **খোঁয়ারি ভাঙ্গা**—মদের নেশা ভাঙাইবার জন্য পুনরায় মদ খাওয়া।

খোকন—(আদরার্থে) খোকা। খোকা+অন (বাং) আদরার্থে। বাংপ্র। বি।

খোকা—শিশু, দুগ্ধপোষ্য বালক; নাম-না-জানা বালককে সম্বোধন করিবার শব্দ বিঃ; (ব্যঙ্গে) শিশু। বাংপ্র। বি।

খোকাপনা, খোকামো—খোকার মত ভাব; আদুরে ভাব; ন্যাকামি; দায়িত্বহীন আচরণ। বাংপ্র। বি।

খোক্কোস, খোক্কস—রূপকথায় রাক্ষসের মত এক কাল্পনিক জীব। বাংপ্র। বি।

খোজা—নপুংসক; ছিন্নমুষ্ক, খাসী; পুরুষত্বহীন অন্তঃপুররক্ষী; মুসলমানী উপাধি বিঃ। <ফা 'খোআজহ্'। বি বা বিণ।

খোজুরা—খোস, চুলকনা। প্রা কপ্র। বি।

খোট—আখুটি, শিশুর আবদার (খোট ধরা)। বাংপ্র। বি।

খোটি, খোটী—ধূর্তা স্ত্রী, চতুরা স্ত্রী; পালঙ্কীবৃক্ষ। খোট্+ই কর্তৃ (ঈপ্ বিকল্পে)। বি; স্ত্রী।

খোটিয়াল, খোটেল—আপত্তিকারী, আবদেরে, বাহানা-বাজ; দুষ্ট; দুরন্ত। খোট+ইয়াল, এল আসক্ত অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

খোট্টা—(অবজ্ঞায়) হিন্দীভাষী লোক, বিহার ইঃ রাজ্যের লোক। বাংপ্র। বি।

খোতবা—মঙ্গল-কামনা বা জয়-ঘোষণা। <আ 'খুতবা'। বি।

খোদ—১। স্বয়ং, নিজে। <ফা 'খুদ'। সর্ব। ২। কাষ্ঠাদিতে তক্ষণ, খোদাই। <ক্ষোদ। বি।

খোদকস্তা—ভূস্বামীর অধীনে যে প্রজা নিজ গ্রামে জমি চাষ করে। <ফা 'খুদ-কশ্ৎ'। বি।

খোদকার—তক্ষণকারী, যে খোদাই কাজ করে এরূপ। খোদ করে যে, উপপদ; খোদ (<ক্ষোদ)—কৃ+অন্ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

খোদকারি—খোদাইয়ের কাজ, ভাস্কর্য; (গৌণার্থে) চালাকি, ওস্তাদি। খোদকার+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি। **খোদার উপর খোদকারি**—ঈশ্বরের কাজের উপর মানুষের সর্দারি; বিশেষজ্ঞের কাজের উপর আনাড়ীর অন্যায় হস্তক্ষেপ।

খোদা—১। মৃত্ত্রাদিতে অস্ত্রপাত করা; কাষ্ঠাদিতে যন্ত্র নির্মাণ করা। <ক্ষোদ। ক্রি। ২। ঈশ্বর। <ফা 'খুদা'। বি। **খোদার খাসি**-ঈশ্বরের নামে উৎসৃষ্ট স্বচ্ছন্দবিহারী হৃষ্টপুষ্ট খাসি; (বিদ্রূপার্থে) দায়িত্বহীন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি।

খোদাই—খোদন, খোদা। খোদা+ই ভাব। বাংপ্র। বি।

খোদা-ই-খিদ মদ গার—ঈশ্বরের সেবক; নিষ্কাম স্বেচ্ছাসেবক। ফা-মু। বি।

খোদাতালা—জগদীশ্বর, আল্লাহ্। ফা-মু। বি।

খোদানো—১। খোদাই করানো, অঙ্কিত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। খনন করানো, খুঁড়ানো। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

খোদাবন্দ্—প্রভু, হুজুর, নিগ্রহানুগ্রহের কর্তা। <ফা 'খুদাবন্দ্'। বি।

খোনা—অনুনাসিক, নাকী ('— সুর', কথা'); অনুনাসিক স্বরে বাক্যভাষী, যে নাকি-সুরে কথা কয় এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

খোন্তা—খনিত্র, শাবল। <খনিত্র। বি।

খোন্দকার—শিক্ষাদাতা, শিক্ষক; পদবী বিঃ। ফা-মু। বি।

খোন্দল—খোঁড়ল, গর্ত। বাংপ্র। বি।

খোপ, খোপর—ক্ষুদ্র কক্ষ, ছোট কামরা; পায়রার ঘর; ঘরের পাশ। <কুপ্। বি।

খোপা—কাটা বাঁশগাছ ইঃর গোড়া; খুঁটি, খাম্বা; গোঁজ ('— মারা')। প্রাদে। বি।

খোবর—গর্ত, গহ্বর। বাংপ্র। বি।

খোবরানো—গর্তবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

খোবানি—সুস্বাদ ফল বিঃ, apricot. <ফা 'খুবানি'। বি।

খোয়নু, খোয়ানু, খোয়লু, খোয়ালু—খোয়াইলাম, হারাইলাম; নষ্ট করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

খোয়া—১। অপচিত, নষ্ট, হারানো। বিণ। ২। ইটের টুকরা; শুষ্ক ক্ষীর। বাংপ্র। বি।

খোয়ানো—নষ্ট করা; হারানো; ক্ষয় করা। <ক্ষয়। ক্রি [, বি, বিণ]।

খোয়াব—স্বপ্ন (জেগে খোয়াব দেখা)। <ফা 'খ্বাব'। বি।

খোয়ার—ভর্ৎসনা; কলঙ্ক, নিন্দা, দুর্নাম; দুরবস্থা; অপমান। ফা। বি।

খোয়ারি—মদ্যপানজনিত অবসাদ। <আ 'খুমার'। বি। **খোয়ারি ভাঙ্গা**—মদ খাওয়ার অবসাদ ঘুচাইতে আবার অল্প মদ খাওয়া।

খোয়ারী—দুর্দশাগ্রস্তা; কলঙ্কিনী। <ফা 'খোয়ার'। বিণ; স্ত্রী। **শতেক খোয়ারী**—অত্যন্ত অপমানিতা ও দুর্দশাগ্রস্তা; মহাকলঙ্কিনী।

খোর—(কোন শব্দের পরে সমাসে) যে খায়; অত্যন্ত আসক্ত (মদখোর, সুদখোর)। ফা। বিণ।

খোরপোশ—ভরণপোষণের খরচ; গ্রাসাচ্ছাদন, অন্নবস্ত্র। ফা। বি।

খোরশোলা, -শোল—ছোট মাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

খোরা—বড় বাটি ('দইয়ের —', 'পাথরের —')। বাংপ্র। বি।

খোরাক—আহার, ভোজন; আহার্য, খাদ্য; খাদ্যের মাত্রা বা পরিমাণ। <ফা 'খুরাক'। বি।

খোরাকি—আহারের ব্যয়; আহার্য বস্তু। ফা-মু। বি।

খোরাকী—আহার-নিমিত্তক; আহার জন্য দত্ত বা দেয়; আহারের উপযুক্ত। ফা-মু। বিণ।

খোরাসানী—খোরাসান দেশীয়। ফা-মু। বিণ।

খোল—১। মৃদঙ্গ। খু+ল কর্তৃ। বি; পুং। ২। আবরণ, ঢাকনি ('বালিশের, লেপের —'); বুনন, বস্ত্রের জমি; (উদ্ভিদ্-বিদ্যা) পাপড়ি-যুক্ত (পদ্ম ইঃ) ফুলের মূল-দল, keel; গর্ত ('চোখের —'); তৈলাদির কল্ক, খইল; কোষাকৃতি বস্তুর শূন্য গর্ত; নৌকার ভিতরের দিক্; নারিকেল সুপারি ইঃর পাতার গোড়ার কোষবৎ অংশ। বাংপ্র। বি।

খোলক—আবরণকারী বস্ত্র বিঃ; পাত্র, হাঁড়ি; গুবাকের খোসা; শামুক; নারিকেল ইঃর কঠিন আবরণ; (প্রাণিবিদ্যা) প্রাণীদের শক্ত বহিরাবরণ, shell; মৃদঙ্গ। খোল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

খোলকী (-কিন্)—(প্রাণিতত্ত্ব) যাহাদের গায়ে কঠিন আবরণ থাকে এমন, crustacean. খোলক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

খোলতা—শোভমান, উজ্জ্বল; বাহারে। বাংপ্র। বিণ।

খোলতাই—দীপ্তি, শোভা, বাহার; পরিষ্কার। বাংপ্র। বি।

খোলস—বহিরাবরণ, বাহিরের আচ্ছাদন; সাপ ইঃ প্রাণীর বাহিরের পাতলা চামড়ার আবরণ— যাহা তাহাদের দেহ হইতে খুলিয়া পড়ে, slough. <স্খলিতকোশ। বি।

খোলসা, খোলাসা—১। স্পষ্ট, বিশদ; পরিষ্কৃত, সাফ; মেঘশূন্য; মুক্ত, খালাস; অকপট, অমায়িক। বিণ। ২। পরিষ্কৃতি, নির্মলতা; স্পষ্টতা; মুক্তি। <আ 'খুলাসহ্'। বি।

খোলা—১। কোন প্রাণীর কঠিন বহিরাবরণ; ফল ইঃর বহিরাবরণ; কলাপাতায় খোল ('— কেটে বামুন মরে'); পোড়ামাটির ডোঙাকৃতি টালি, খাপরা (খোলার ঘর); হাল; মৃৎপাত্র বিঃ; মুড়ি প্রঃ ভাজিবার জন্য

মাটির পাত্র; ক্ষেত্র, স্থান ('ইট—')। <খোলক। বি। ২। উন্মুক্ত, অনাবৃত; উদ্‌ঘাটিত; ফাঁকা; স্পষ্ট; অমায়িক, সরল ('— মন')। খুল্‌+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। উন্মুক্ত করা বা হওয়া; স্পষ্ট হওয়া (অর্থ খুলে যাওয়া); আরম্ভ করা ('দোকান —'); ছুটির পর আরম্ভ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **দোকান খোলা**—দোকানে কেনা-বেচা আরম্ভ করা; দোকান পত্তন করা।

খোলাকাটা—যে কলাগাছের খোলা কাটে শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করে এমন ('— বামুন')। বাংপ্র। বিণ।

খোলাখুলি—স্পষ্ট (কথা, আলাপ); স্পষ্টভাবে; সরলভাবে; সকল কথা ব্যক্ত করিয়া। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি বিণ।

খোলামকুচি—মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা। বাংপ্র। বি।

খোলালা—'খোলসা' দ্রঃ।

খোলো—১। হিংসক, খল। ২। কোটরগত। বাংপ্র। বিণ।

খোশ—প্রীতিকর। <ফা 'খুশ'। বিণ।

খোশকওলা, -কবালা, -কোবালা—সম্পূর্ণ-স্বত্ববিক্রয়পত্র। <ফা 'খুশ্‌'+আ 'কবালা'। বি।

খোশখবর—খুশখবর (তাহা দ্রঃ)।

খোশখেয়াল—অভিরুচি; মর্জি। <ফা 'খুশ'+আ 'খিয়াল'। বি।

খোশখোরাক—শৌখিন আহার। <ফা 'খুশ'+'খুরাক'। বি।

খোশখোরাকী—শৌখিন আহারে অভ্যস্ত। ফা-মূ। বিণ।

খোশগল্প—আমোদজনক কাহিনী, মজার গল্প। ফা-মূ। বি।

খোশনবিশ—যাহার হাতের লেখা সুন্দর এমন। <ফা 'খুশ'+'নবিস'। বি বা বিণ।

খোশনাম—সুখ্যাতি, সুনাম। ফা-মূ। বি।

খোশপোশাক—শৌখিন পোশাক। ফা। বি। বিণ, **-কী**।

খোশবাই, -বয়, -বায়, -বু—সৌরভ, সুগন্ধ, সুবাস। <ফা 'খুশবু'। বি।

খোশবুদার—সুগন্ধি, সৌরভিত। <ফা খুশবু+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

খোশামুদ, -মুদি, -মোদ—তোষামোদ, খুশি করার জন্য প্রশংসা। <ফা 'খুশ-আমদ'। বি।

খোশামুদে—তোষামোদকারী, স্তাবক। খোশামোদ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। ফা-মূ। বিণ।

খোশমেজাজ—খুশমেজাজ, প্রফুল্ল মন; অনুকূল বা প্রসন্নচিত্ত। <ফা 'খুশ'+আ 'মিজাজ'। বি।

খোস—একপ্রকার চর্মরোগ, পাঁচড়া। <কচ্ছু। বি।

খোসা—ত্বক্‌, ছাল। <কোষ। বি।

খ্যাঁক—শিয়ালাদির ডাক; বিরক্তির ভাব প্রকাশ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

খ্যাঁট—উত্তম ভোজন, ভোজ। <খেট। বি।

খ্যাত—কথিত; প্রসিদ্ধ, খ্যাতিযুক্ত; বিদিত, বিখ্যাত। খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

খ্যাতনামা (-নামন্‌)—বিখ্যাত, যাহার নাম অনেকে জানে এরূপ। খ্যাত নাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নাম্নী, -নামা**।

খ্যাতি—প্রসিদ্ধি; যশ, সুনাম; কথন। খ্যা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

খ্যাতিকর, -জনক—যশস্কর, সুনাম-জনক। উপতৎ; খ্যাতি—কৃ+ট কর্তৃ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

খ্যাতিপ্রতিপত্তি—সুনাম এবং মর্যাদা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

খ্যাতিমান্‌ (-মৎ)—যশস্বী, যাহার সুখ্যাতি আছে এমন। খ্যাতি+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

খ্যাত্যাপন্ন—যে সুনাম লাভ করিয়াছে এমন, বিখ্যাত। খ্যাতিকে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ।

খ্যানখ্যান—রোগে ভুগিয়া খিটখিটে ভাবপ্রকাশ; সহজেই চটিয়া ওঠা; অবিরত অভিযোগ। বাংপ্র। অ।

খ্যাপক—ঘোষক, প্রচারক। খ্যা+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**খ্যাপিকা**।

খ্যাপন—কীর্তন, ঘোষণা, প্রচার; কথন। খ্যা+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**খ্যাপিত**।

খ্যাপলা—খেপলা (তাহা দ্রঃ)।

খ্রীষ্ট, খ্রীস্ট—খৃষ্ট (তাহা দ্রঃ)।

খ্রীষ্টধর্ম, খ্রীস্টধর্ম—খৃষ্টধর্ম (তাহা দ্রঃ)।

খ্রীষ্টপূর্ব(র্ব), খ্রীস্টপূর্ব(র্ব)—খৃষ্টপূর্ব (তাহা দ্রঃ)।

খ্রীষ্টপূর্বা(র্বা)ব্দ, খ্রীস্টপূর্বা(র্বা)ব্দ—খৃষ্টপূর্বাব্দ (তাহা দ্রঃ)।

খ্রীষ্টান, খ্রীস্টান—খৃষ্টান (তাহা দ্রঃ)।

খ্রীষ্টানী, খ্রীস্টানী—খৃষ্টানী (তাহা দ্রঃ)।

খ্রীষ্টাব্দ, খ্রীস্টাব্দ—খৃষ্টাব্দ (তাহা দ্রঃ)।

[খ্রীষ্টী]য়, খ্রীস্টীয়—খৃষ্টীয় (তাহা দ্রঃ)।

[গ]

গ—১। ব্যঞ্জনবর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর [ইহার উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল বা কণ্ঠ]। ২। (উপপদ সমাসে পরপদে) যে গান করে (সামগ)। গৈ+ক কর্তৃ। ৩। (উপপদ সমাসে পরপদে) গমনকারী, যে গমন করে (পারগ, বিহগ, ভুজগ)। গম্‌+ড কর্তৃ। বিণ। ৪। (সংগীত) তৃতীয়-স্বর গান্ধার-এর সংক্ষেপ, গা। বাংপ্র। বি।

গইন—গহীন, গভীর। প্রা কপ্র। বিণ।

গইবী—গৈবী (তাহা দ্রঃ)।

গইবী-চাল—আড়াল হইতে কল টেপা, পিছনে থাকিয়া চাল চালা। গইবী (গুপ্ত) চাল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গইরা—গভীর। প্রা কপ্র। বিণ।

গইল, গইলা—গোয়াল, গোশালা। <গোশালা। প্রাদে। বি।

গঁজ—বাবলা গাছের আঠা; আঠা। হি-মূ। বি।

গঁআখাঁদা—নাক চেপ্টা বলিয়া যাহার কথা খোনা (চন্দ্র সূর্য গ্রহণকালে গর্ভবতী নারী কিছু কাটিলে সন্তান এইরূপ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি)। বাংপ্র। বিণ।

গঁয়রা—পথভ্রষ্ট হুসেনের কারবালা প্রান্তরে মৃত্যুর স্মরণে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের উৎসব বিঃ। <ফা 'গুমরাহ্‌'। বি। **গঁয়রা আখির**—গঁয়রা উৎসবের সমাপ্তি।

গ-কার—'গ' এই বর্ণমাত্র। গ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

গ-গ—বহু লোকের সমাবেশসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

গগন—আকাশ। গম্+অন করণে বা অধি (ম-স্থানে গ)। বি; ক্লী।

গগনক—আকাশ সম্বন্ধীয়, আকাশের। গগন+ক (৬ষ্ঠীস্থানে)। প্রা কপ্র। বিণ।

গগনগতি—১। দেবতা; সূর্য, গ্রহাদি। বি; পুং। ২। আকাশগামী। গগনে গতি যাঁহাদের, বহু। বিণ। ৩। আকাশে গমন; উড্ডয়ন। ৭মীতৎ বি; স্ত্রী।

গগনচর—আকাশগামী (দেব, সূর্য, গ্রহ পক্ষী ইঃ)। উপতৎ; গগন—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

গগনচারী (-চারিন্)- আকাশবিহারী, আকাশগামী। উপতৎ; গগন—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

গগনচুম্বী (-চুম্বিন্)—আকাশস্পর্শী, অতি উচ্চ। উপতৎ; গগন—চুম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চুম্বিনী**।

গগনজ—আকাশোৎপন্ন, যাহা আকাশে জন্মে। উপতৎ; গগন জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

গগনতল—আকাশ, নভোমণ্ডল; গগনের অধঃস্থিত ভুবন, পৃথিবী, ভূলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

গগনপট—আকাশপট, আকাশরূপ বস্ত্র; নভোমণ্ডল। গগনরূপ পট, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

গগনপথ—আকাশপথ (গগনপথে সঞ্চরণ)। নভোমণ্ডল। কর্মধা। বি; পুং।

গগনপ্রান্ত—আকাশের শেষসীমা; দিক্‌চক্রবাল, দিগন্ত, horizon. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গগনবিহারী (-রিন্)—আকাশচারী, আকাশে থাকে বা সঞ্চরণ করে এমন। উপতৎ; গগন -বি- হৃ। ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

গগনমণ্ডল—আকাশতল, নভোমণ্ডল। গগনই মণ্ডল, কর্মধা। বি; ক্লী।

গগনযান—১। আকাশে গমন; উড্ডয়ন। ৭মীতৎ। ২। আকাশ-যান, ব্যোমযান, aeroplane. গগনগামী যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গগনস্পর্শী (-স্পর্শিন্)—আকাশস্পর্শী, অতি উচ্চ। উপতৎ; গগন- স্পৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্পর্শিনী**।

গগনহি—আকাশে। গগন+হি (৭মী স্থানে)। প্রা কপ্র। বি।

গগনাঙ্গন—আকাশতট, আকাশ-মণ্ডল। গগনই অঙ্গন, কর্মধা। বি; ক্লী।

গগনাঙ্গনা—দিব্যাঙ্গনা, অপ্সরা। গগন-বিহারিণী অঙ্গনা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গগনাম্বু—বৃষ্টির জল। গগনের অম্বু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গগনেচর—১। নক্ষত্র; সূর্যাদি গ্রহ; পাখি। বি; পুং। ২। আকাশবিহারী। অলুক্ উপতৎ; গগনে—চর্+ট কর্তৃ। বিণ।

গগানো -কাতরধ্বনি করা, কাতরানো, গোঙানো, উচ্চস্বরে বলা; কীর্তিকলাপ প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

গঙ্গা—১। প্রসিদ্ধ নদী বিঃ; গঙ্গাদেবী। গম্+গন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গাং, নদীমাত্র। বাংপ্র। বি। **গঙ্গা পাওয়া**—মরা। **গঙ্গায় দেওয়া** - গঙ্গাতীরে মৃতদেহের সৎকার করা।

গঙ্গাচিল্লী, গঙ্গাচিল—গাংচিল। 'গাংচিল'-শব্দের মার্জিত রূপ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গাজ—১। ভীষ্ম; কার্তিকেয় [মহারাজ শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাগর্ভে দেবব্রত বা ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করেন; অগ্নিতে শিববীর্য নিক্ষিপ্ত হইলে অগ্নি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন, এইজন্য কার্তিকেয় গঙ্গাজাত]। বি; পুং। ২। গঙ্গা হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; গঙ্গা—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

গঙ্গাজল—১। ভাগীরথীবারি, গঙ্গানদীর জল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। মেয়েদের সই পাতাইবার নাম। বাংপ্র। ৩। নারিকেল চূর্ণের মিঠাই বিঃ। প্রাদে। বি।

গঙ্গাজলি—আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ ব্যক্তিকে গঙ্গাগর্ভে লইয়া গিয়া তাহার অর্ধাঙ্গ গঙ্গাজলে স্থাপন, অন্তর্জলি; গঙ্গাজলস্পর্শপূর্বক শপথ; মিথ্যা শপথ; একপ্রকার সাদা গম। গঙ্গাজল+ই (বাং) সম্বন্ধার্থে। বি।

গঙ্গাজলী, -জলে—গঙ্গাজলস্পর্শপূর্বক শপথকারী; মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী; গঙ্গাজলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

গঙ্গাতট—গঙ্গার সৈকতভূমি; গঙ্গার তীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাতীর—গঙ্গার তটভূমি [ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে পর্যন্ত জল উঠে সেই পর্যন্ত স্থানকে গঙ্গার গর্ভ, এবং তাহার উপরের স্থানকে তীর বলে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গঙ্গাদত্ত ভীষ্ম। গঙ্গা কর্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাদ্বার—ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতরণদ্বার, হরিদ্বার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গঙ্গাধর শিব (ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবার সময় শিব উহা মস্তকে ধারণ করেন বলিয়া)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাপুত্র(ত্র) -ভীষ্ম; কার্তিকেয়; জাতি বিঃ; শবদাহক, মুর্দাফরাশ। বি; পুং।

গঙ্গাপ্রবাহ—গঙ্গার স্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাপ্রাপ্ত—সজ্ঞানে গঙ্গার তীরে যাহার মৃত্যু হইয়াছে এমন; যাহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করা হইয়াছে এমন; মৃত্যুমুখে পতিত। ২য়াতৎ। বিণ।

গঙ্গাপ্রাপ্তি—গঙ্গা পাওয়া, গঙ্গায় অন্তর্জলি হইয়া প্রাণত্যাগ করা, গঙ্গায় মরা; মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, মরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, **-প্রাপ্ত**।

গঙ্গাফড়িং গাংফড়িং, সবুজ পতঙ্গ বিঃ। বাংপ্র। বি।

গঙ্গাফল—কচ্ছপের ডিম। বাংপ্র। বি।

গঙ্গাবতার, -বতরণ—১। ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ। গঙ্গার অবতার, অবতরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। গঙ্গাদ্বাররূপ তীর্থ বিঃ। গঙ্গার অবতার, অবতরণ যেখানে, বহু। বি; পুং, ক্লী।

গঙ্গাবাসী (-বাসিন্)—গঙ্গাতটে বাসকারী; গঙ্গাতীরে অবস্থিত। উপতৎ; গঙ্গা—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

গঙ্গামাটি—গঙ্গামৃত্তিকা; গঙ্গামৃত্তিকার তিলক। বাংপ্র। বি।

গঙ্গামৃত্তিকা—গঙ্গাগর্ভের মাটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গাযমুনা—১। গঙ্গা ও যমুনা-নাম্নী নদীদ্বয়। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। ২। দুই রঙের; সাদা ও কালো রঙের; অংশতঃ সোনার ও অংশতঃ রূপার অথবা পিত্তলের ও তামার ('—ঘটি')। বাংপ্র। বিণ। **গঙ্গাযমুনা পাড়**—দুই পিঠে দুই রঙবিশিষ্ট শাড়ির পাড়।

গঙ্গাযাত্রা—গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা; মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য গঙ্গাতীরে গমন; গঙ্গাদেবীর উৎসব। গঙ্গার নিমিত্ত যাত্রা, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গাযাত্রিক—যে গঙ্গাযাত্রা করাইবার যোগ্য এমন, অতিবৃদ্ধ; যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানার্থ গমনকারী। গঙ্গাতে যাত্রিক, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যাত্রিকী**।

গঙ্গাযাত্রী (-যাত্রিন্)—গঙ্গাস্নানে গমনকারী; গঙ্গাগর্ভে নীয়মান মুমূর্ষু; আসন্নমৃত্যু ('—ব্যক্তি')। গঙ্গাযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-যাত্রিণী**।

গঙ্গারাম—১। বোকা, নির্বোধ। বাংপ্র। বিণ। ২। পোষা পাখির আদরের নাম ('পড় বাবা —')। বাংপ্র। বি।

গঙ্গালহরী—গঙ্গার তরঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গালাভ গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গায় দেহ-বিসর্জন; মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গঙ্গাসাগর—সাগরসংগমে অবস্থিত

তীর্থ বিঃ ; ভাগীরথী ও বঙ্গোপসাগরের সম্মিলন-স্থান [গঙ্গাসাগর হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। পৌষসংক্রান্তির সময়ে এখানে প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে এবং বহু যাত্রী এই স্থানে সমবেত হয়]। গঙ্গাসংগত সাগর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গঙ্গাসুত—ভীষ্ম ; কার্তিকেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গঙ্গাস্রোতঃ (-স্রোতস্), **-স্রোত**—গঙ্গা-প্রবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গঙ্গাস্রোতোন্যায়—ন্যায় বিঃ [গঙ্গার স্রোতঃ একাদিক্রমেই চলিতেছে। এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ যুক্তির অবতারণা এই ন্যায়ের বিষয়] ; (ব্যাকরণ) অধিকার বিঃ (পূর্ববর্তী সূত্রের একটি শব্দের বার বার অবিচ্ছেদে বহুসূত্রে অধিকার পাওয়া)। গঙ্গার স্রোতঃ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তৎসহ তুলিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গঙ্গোত্তরী, গঙ্গোত্রী—গঙ্গানদীর উৎ-পত্তিস্থল (হিন্দুদের তীর্থ বিঃ)। বি ; স্ত্রী।

গঙ্গোদক—গঙ্গাজল। গঙ্গার উদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গঙ্গোপাধ্যায়—গাঙ্গুলী, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি ; পুং।

গচাল—স্থূল, মোটা, পুরু। বাংপ্র। বিণ।

গচ্চা, গচ্ছা—অকারণে বা বুদ্ধিহীনতার জন্য লোকসান, অনর্থক অধিক অর্থাদি দান ; ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থদান, গুনাগার। হি-মু। বি।

গচ্ছ—বৃক্ষ, গাছ ; 'লীলাবতী'তে উক্ত অঙ্ক বিঃ। গম্+শ কর্তৃ (গম্-স্থানে গচ্ছ)। প্রাকৃত শব্দ। বি ; পুং।

গচ্ছিত—নিক্ষিপ্ত, ন্যস্ত, গছান, পুনরায় গ্রহণ করিবার শর্তে কাহারও নিকট রক্ষিত ('— ধন')। বাংপ্র। বিণ।

গছা—১। গোঁজা ; গর্তাদির সহিত মিশিয়া যাওয়া, খাপিয়া যাওয়া ; গচ্ছিত রাখা, আপন জিম্মায় লওয়া ; যাওয়া ; নিবিষ্ট হওয়া ; অনুরক্ত হওয়া ; সংগত হওয়া ; সংগত বোধ হওয়া ; মনঃপূত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। গুচ্ছ, গোছা, খাছা। <গুচ্ছ। প্রা কপ্র। বি।

গছানো—গর্তাদির মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া ; গুঁজিয়া দেওয়া ; কোন জিনিস গতাইয়া দেওয়া ; ঘাড়ে চাপানো ; গ্রহণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গছাল—গোছাল, সুশৃঙ্খল ; সংগতিপন্ন, অর্থবান্। প্রাদে। বিণ।

গজ—১। হস্তী ; সংখ্যা বিঃ, অষ্টসংখ্যা ; ঔষধপাকার্থ গর্ত বিঃ, গজপুট ; বানর বিঃ ; মহিষাসুরের পুত্র ; ক্ষুদ্র কীট বিঃ (গজভুক্ত কপিত্থ) ; পিল, দাবাখেলার একটি বল, bishop. গজ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। দুইহস্ত পরিমাণ, ৩৬ ইঞ্চি। ফা। ৩। একপ্রকার পাতলা কাপড়। <ইং 'gauze'. বি। ৪। বন্দুকে বারুদ গাদিবার লৌহদণ্ড ; তালের অঙ্কুর ; সূক্ষ্ম অঙ্কুরমাত্র। বাংপ্র। বি।

গজকচ্ছপীয়—হস্তী ও কূর্ম সম্বন্ধীয় ; ভীষণ, গজকচ্ছপের ব্যাপারসদৃশ ('— কাণ্ড') [বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই ব্রাহ্মণপুত্র পিতৃধনবিভাগ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় ও উভয়ে উভয় ভ্রাতাকে অভিশপ্ত করে। এই শাপফলে বিভাবসু কচ্ছপের ও সুপ্রতীক গজের দেহ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দেহান্তর ঘটিলেও তাহাদের বিবাদের অবসান হয় নাই। গজরূপী সুপ্রতীক জলপান করিতে আসিলে কচ্ছপরূপী বিভাবসু তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের এই যুদ্ধ বহুকাল চলিয়াছিল ; অবশেষে গরুড় ঐ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া উভয়কে লইয়া গিয়া আহার করে]। গজ ও কচ্ছপ, দ্বন্দ্ব ; গজকচ্ছপ+ঈয় সম্বন্ধার্থে, সদৃশার্থে। বিণ।

গজকর্ণিকার—হাতিশুঁড়ার গাছ। গজা-কার কর্ণিকার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গজকা—হস্তীর স্কন্ধস্থিত কেশগুচ্ছ ; শোভার জন্য সন্নিবিষ্ট ঝালর বা পক্ষচূড়া। প্রা কপ্র। বি।

গজকাঠি—বস্ত্রাদি মাপিবার নিমিত্ত দুই হাত পরিমাণের কাঠি। গজমাপক কাঠি, মধ্যপ কর্মধা (বাং)। বি।

গজকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ, হাতির মাথার উঁচু গোলাকার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গজকূর্মাশী (-শিন্), **-কূর্মাশী**—গরুড়। উপতৎ ; গজকূর্ম—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ('গজকচ্ছপীয়' দ্রঃ)।

গজগজ—কিছু বলিবার বা করিবার জন্য অস্থিরতা ; বিরক্তিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

গজগতি—১। হাতির ন্যায় ধীর ও গম্ভীর গতিবিশিষ্ট। বিণ। ২। ছন্দ বিঃ [ইহা অষ্টাক্ষর বৃত্তি ; ইহার চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণ গুরু]। গজের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ। ৩। হস্তীর গমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গজগামী (-গামিন্)—যে হস্তীতে আরো-হণ করিয়া গমন করে এমন ; যে হস্তীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া চলে এমন, যাহার চলন হাতির গতির মত সুন্দর এমন। উপতৎ ; গজ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

গজগিরি—১। উচ্চ অবরোধ বা বেষ্টনী ; কূপাদির চারিপার্শ্বের পাকা গাঁথনি ; পথের কাজ ; পাকা মেঝে। বাংপ্র। বি। ২। শান-বাঁধানো, পাকা। হি-মু। বিণ।

গজঘণ্টা—হাতির গলায় ঝুলানো ঘণ্টা ; বেমানান গলবেষ্টনী বা কণ্ঠভূষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গজচক্ষুঃ—হাতির চোখ ; হাতির মত শরীরের তুলনায় অতি ছোট বেমানান চোখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গজচ্ছায়া—তিথিনক্ষত্রাদির যোগ বিঃ। গজসদৃশী ছায়া যাহাতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গজতুল্য—হস্তিপরিমাণ। বিণ।

গজদন্ত—১। গণেশ। গজের দন্তের ন্যায় দন্ত যাঁহার, বহু। ২। নাগদন্তক, কোন কিছু ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য দেয়ালে লাগান কাষ্ঠদণ্ড ; হাতির দাঁত ; দাঁতের উপর দাঁত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ৩। যাহার দন্তের উপরে দন্ত হয় এমন। গজের দন্তের ন্যায় দন্ত যাহার, বহু। বিণ।

গজদাঁত—হস্তিদন্ত ; দন্তের উপরিস্থ দন্ত, পার্শ্বদন্ত ; উঁচু দাঁত। <গজদন্ত। বি।

গজনল—প্রাচীনকালের একপ্রকার বৃহদাকার কামান। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গজন্দম—গজগমন, গজগতি। বাংপ্র। বি।

গজন্দর—গজের মত বিশালকায় ; অতি স্থূল ; স্ফীত ; ভুঁড়েল। <গজেন্দ্র। বিণ।

গজপতি—গজরাজ, শ্রেষ্ঠগজ ; ঐরাবত ; উড়িষ্যার প্রাচীন নৃপতিদের উপাধি বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ**—পণ্ডিত-মূর্খ।

গজপিপ্পলী—গজপিপুল, স্থূলপিপুল ; চই। গজাখ্যা পিপ্পলী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গজপুট—ঔষধপাকার্থ হস্তপরিমিত গর্ত। গজপরিমাণ পুট, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গজপুর—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হস্তিনাপুর। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গজব—সর্বনাশ ; অত্যাচার ; অভিসম্পাত ; ক্রোধ। আ। বি।

গজবক্ত্র—১। হস্তিবদন, হস্তীর মুখ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লী। ২। গণেশ। গজের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র (মুখ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

গজ-বন্ধনী—হস্তিবন্ধন স্থান, হাতিশালা ; হাতি বাঁধিয়া রাখার খুঁটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গজবীথি—গজশ্রেণী ; ঐরাবত অবস্থানের দ্বিতীয় বীথি (স্থান) [এখানে রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা—এই তিন নক্ষত্র অবস্থিত]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গজভুক্তকপিত্থবৎ—গজপোকায় খাওয়া কয়েতবেলের মত অর্থাৎ সেইরূপ অন্তঃ-সারশূন্য [গজনামে একপ্রকার পোকা

করেতবেলের বোঁটার মধ্য বা তাহার কাছ দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহার ভিতরকার শাঁস খাইয়া ফেলে। বেলটি উপর হইতে ঠিকই দেখা যায়; কিন্তু তাহার ভিতরে কিছুই থাকে না]। গজকর্তৃক ভুক্ত, ৩য়াতৎ; গজভুক্ত কপিত্থ, কর্মধা; তদুত্তরে বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

গজমতি—গজমোতির বানানভেদ।

গজমাণিক—গজমুক্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গজমুক্তা—হস্তিকুম্ভজাত মুক্তা, হাতির মাথায় যে মুক্তা হয় তাহা (ইহা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই)। গজজাতা মুক্তা, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গজমুখ—১। গণেশ। গজের মুখের ন্যায় মুখ যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। হস্তীর মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গজমোতি, -মোতিম—গজমুক্তা। বাংপ্র। বি।

গজযূথ—হস্তীর পাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গজর-গজর—গজগজ করিয়া বকা; অস্ফুট-শব্দে বিরক্তিপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

গজরাজ—শ্রেষ্ঠহস্তী, উৎকৃষ্ট হস্তী; ঐরাবত। গজদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

গজরানো—গর্জন করা। <'গর্জ' ধাতু। ক্রি।

গজল—একজাতীয় সংগীত; প্রেম-সংগীত; গীতিকাব্য। আ। বি।

গজলপাঠ—গীতিকাব্য পাঠ। আ মু। বি।

গজল্লা—জটলা; গল্প। বাংপ্র বি।

গজশিক্ষা—হস্তিচালনের অভ্যাস, হাতি চালাইবার কৌশল শেখা। গজসম্বন্ধীয়া শিক্ষা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গজস্কন্ধ—হাতির কাঁধের ন্যায় স্থূলস্কন্ধ-বিশিষ্ট, স্থূলবপু। বহু। বিণ।

গজস্নান—বিফল বা বৃথা কার্য (কারণ হাতি স্নানের পরেই গায়ে ধুলা ছিটায়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গজহঁগামিনী—গজগামিনী ('গেলি কামিনী গজহঁগামিনী'—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ('হঁ' ছন্দানুরোধে।) বিণ; স্ত্রী।

গজা—১। মিষ্টান্ন বিঃ, ময়দা ঘৃত এবং শর্করাসংযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। হি-মু। বি। ২। গজপরিমিত, দুই হস্তপরিমিত (পাঁচগজা ধুতি); বাঁকা, টেরচা; টেরা। গজ+আ। বাংপ্র। বিণ। ৩। হাতি। বাংপ্র। বি।

গজাজিন—গজচর্ম; গজাসুরের চর্ম [মহাদেব গজরূপী অসুর বধ করিয়া তাহার চর্ম পরেন]। গজের অজিন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গজাজীব—হস্তিপক, মাহুত; হস্তিব্যবসায়ী। গজ আজীব যাহার, বহু। বি; পুং।

গজান—অঙ্কুরিত হওয়া; উৎপন্ন হওয়া, জন্মা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গজানন, গজাস্য—১। গণেশ। গজের আননের ন্যায় আনন, আস্যের ন্যায় আস্য যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। হস্তীর মুখ। গজের আনন, আস্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গজানীক—১। চতুরঙ্গিণী সেনার মধ্যে হস্তীতে আরোহণকারী সৈন্য। গজারূঢ় অনীক (সৈন্য), মধ্যপ-কর্মধা। ২। হস্তীর যুদ্ধ। গজের অনীক (যুদ্ধ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গজার, গজাল—একপ্রকার মৎস্য, শোল-মাছের সজাতি মাছ। প্রাদে। বি।

গজারাতি, গজারি—সিংহ; বৃক্ষ বিঃ; গজাসুরহন্তা শিব। গজের অরাতি, অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গজারূঢ়—হস্তীর উপরে আসীন, হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। গজকে আরূঢ়, ২য়াতৎ; বা, গজে আরূঢ়, ৭মীতৎ। বিণ।

গজারোহ—১। হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ব্যক্তি; মাহুত। উপতৎ; গজ—আ—রুহ্+অণ্ কর্তৃ। ২। হস্তিপৃষ্ঠে ওঠা। গজে আরোহ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গজারোহী (-হিন্)—গজোপরি সমাসীন, হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। উপতৎ; গজ—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হিণী**।

গজাল—লৌহকীলক, বড় প্রেক; গোঁজ; গজার মাছ। <ফা 'গজ'+(বাং) আল। বি।

গজাসুর—গজাকার অসুর বিঃ। গজাকার অসুর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গজাস্য—গজানন। বহু। বি; পুং।

গজী-গজপরিমিত, হস্তদ্বয়পরিমিত (পাঁচগজী শাড়ি)। গজ+ঈ বাংপ্র। বিণ।

গজেন্দ্র—করিরাজ, হস্তিশ্রেষ্ঠ; ঐরাবত। গজমধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গজেন্দ্রগমন—বড় হাতির ন্যায় ধীর মহিমাব্যঞ্জক গতি। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গজেন্দ্রগমনে—করিরাজের ন্যায় ধীরমন্দ গতিতে। গজেন্দ্রের গমনের ন্যায় গমন যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

গজেন্দ্রগামী (-গামিন্)—করিরাজের ন্যায় মৃদুমন্দগমনশীল। উপতৎ; গজেন্দ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিণী, -গামিনী**।

গঞ্জ—১। অবজ্ঞা; গঞ্জনা: অবমাননা। গন্জ্+ঘঞ্ ভাব। ২। গোয়াল-ঘর; রত্নাগার; ভাণ্ডার গৃহ; ধনাগার; হাট, বিক্রয়স্থান; রত্নাদির খনি। গন্জ্+ঘঞ্ অধি। কাহারও মতে ফা। বি; পুং।

গঞ্জন—১। তুচ্ছকারক, তিরস্কারক; অতি-ক্রমকারী ('খঞ্জন গঞ্জন আঁখি')। গন্জ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। তিরস্করণ। গন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**গঞ্জিত, গঞ্জনীয়**।

গঞ্জনা—যাতনা, দুঃখ; লাঞ্ছনা; খোঁটা; গ্লানিসূচক বাক্য, ভর্ৎসনা, তিরস্কার। গন্জ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গঞ্জা—১। মদিরাগৃহ; মদ্যপাত্র; কুঁড়েঘর; হট্টস্থান, হাট। গন্জ্+ঘঞ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গঞ্জনা করা, তিরস্কার করা ('গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজনে তাহে না ডরাই'—যদুনাথ); স্বীয় উৎকর্ষে অন্যকে নিন্দা বা পরাজয় করা; বাস করা; বাধিত হওয়া, বাজা। প্রা কপ্র। ৩। খোঁটা দেওয়া; দোষ দেওয়া ("বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখী।"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি।

গঞ্জি, গেঞ্জি—একপ্রকার ছোট আঁট জামা, বোনা জামা বিঃ। < ইং 'guernsey'. বি।

গঞ্জিকা—১। মদিরাগৃহ। গঞ্জা+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গাঁজা। 'গাঁজা'-শব্দের মার্জিত রূপ। বি।

গঞ্জিকাসেবী (-সেবিন্)—গাঁজাখোর। উপতৎ; গঞ্জিকা—সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বাংপ্র। বি; পুং বা বিণ।

গঞ্জীফা—তাস। <ফা 'গনাজ্ফা' বি।

গট—ধীর, স্থির, শান্ত; নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। বাংপ্র। বিণ।

গটরা—অশিষ্ট স্ফূর্তির শব্দ। বাংপ্র। বি।

গটগট—জুতা পরিয়া চলিবার শব্দ বিঃ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। **গটগট করিয়া চলা**—পায়ের শব্দ করিয়া চলা; দম্ভভরে চলা।

গটা—গোটা, আস্ত, অভগ্ন, অটুট। প্রা কপ্র। বিণ।

গঠন—নির্মাণ, রচনা, গড়া। < 'ঘটন' বা গ্রথন। বি।

গঠনপ্রণালী, -ভঙ্গী—নির্মাণপদ্ধতি, গড়নের কৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গঠিত—নির্মিত, রচিত। < ঘটিত। বিণ।

গড়—১। পরিখা; পরিখায় ঘেরা দুর্গ, কেল্লা, গড়ুই মাছ; ঠেকা, আটক (গড় দিয়ে ঠেকানো)। গড়্+অচ্ কর্তৃ। ২। দেশ বিঃ, শাম্বরদেশ। গড়্+ক ঘঞর্থে অধি। বি; পুং। ৩। ঢেঁকি পড়িবার গহ্বরস্থান, ধান ভানিবার গর্ত। <'গর্ত'। ৪। প্রণাম, নমস্কার; মাঝামাঝি অবস্থা, সাধারণভাব, average; (গণিত) বহু হইতে নির্ণীত একের আনুপাতিক মূল্য বা মান। <'গণ'-ধাতু। ৫। গোয়ালন্দ (গড়ের বাগ)। <গোয়া। বি। গড়

হওয়া, করা—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা। গড়ে গড়ে—পাশাপাশি শুইয়া। গড়ের বাদ্যি—ফৌজের বাজনা; গোরার বাজনা। গড়ের মাঠ—কলিকাতাস্থিত কেল্লার সংলগ্ন ময়দান; যুদ্ধক্ষেত্র; (ব্যঙ্গার্থে) একেবারে খালি (পকেট গড়ের মাঠ)।

গড়ুই—গড়ুই (তাহা দ্রঃ)।

গড়ক—গড়ুই মাছ। গড়্+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গড়খাই—পরিখা, দুর্গাদির চতুষ্পার্শ্বস্থিত জলপূর্ণ খাত। <গড়খাত। বি।

গড়খাত—গড়খাই, পরিখা। গড়-বেষ্টক খাত, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গড়খানা—রাজা বা ভূম্যধিকারীদিগের বাটীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী পরিখা; গড়খাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গড়গড়—গাড়ি ইত্যাদি চলার অনুকরণশব্দ; মেঘের ডাক; ক্ষিপ্রতাবোধক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। **গড়গড় করিয়া**—অতি সহজে, অবলীলাক্রমে।

গড়গড়া—তামাকু সেবন করিবার আলবোলা; শস্যক্ষেত্রের আগাছা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গড়গড়ি—গড়গড় শব্দ; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

গড়ন—গঠন, নির্মাণ। < গঠন। বি; স্ত্রী।

গড়নদার—গঠনকারী, নির্মাতা, রচয়িতা; যে ধাতু পিটিয়া গহনাদি গড়ে। গড়ন+দার কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বি।

গড়নপিটন—আকারপ্রকার; আকার ও নির্মাণ-কৌশল। বাংপ্র। বি।

গড়নায়ক—দুর্গাধিপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গড়পড়তা—গড়, মোটামুটি হিসাব; মোটামুটি জনপিছু। গড়ে পড়ে যাহা, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

গড়বড়—১। গণ্ডগোল। বি। ২। বিশৃঙ্খল, উলটাপালটা। বাংপ্র। বিণ।

গড়বড়ি—গণ্ডগোল। বাংপ্র। বি।

গড়া—১। তোশক বালিশ প্রঃর খোল তৈয়ারি করিবার জন্য রঙিন মোটা কাপড়; খাদি; গোঁজ, খুঁটা; খুঁটির বেড়া; গড়ন, নির্মাণ; স্তূপ, রাশি, গাদা; লেখা কাগজের রাশি। বাংপ্র। বি। ২। নির্মাণ করা, প্রস্তুত করা; শিক্ষিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৩। কল্পিত; কৃত্রিম; গঠিত, প্রস্তুত। গড়্ +আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

গড়াগড়—একপঙ্ক্তিতে, শ্রেণীবদ্ধভাবে; ক্রমাগত, অনবরত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গড়াগড়া—সারি সারি; পাশাপাশি। বাংপ্র। বিণ।

গড়াগড়ি—ভূলুণ্ঠিত হওয়া, মাটিতে লুটোপুটি খাওয়া; বিছানায় শুইয়া উলটপালট ('— দেওয়া', '— খাওয়া', '— যাওয়া'); ফেলাছড়া, ছড়াছড়ি। বাংপ্র। বি।

গড়ানে—ক্রমনিম্ন, ঢালু। গড়া+নে প্রবণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গড়ানো—ভূম্যাদিতে লুণ্ঠিত বা আবর্তিত হওয়া; বিছানায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করা; (চক্রাদি) আবর্তিত করা, ঘুরাইতে ঘুরাইতে চালানো; ঢালা; নির্মাণ করানো; ঢালু জায়গায় হড়কাইয়া নামা; বহিয়া যাওয়া ('বেলা গড়িয়ে যাওয়া'); পরিণতি লাভ করা ('আদালত পর্যন্ত গড়া —'); নিন্দাজনক বা হাস্যকর অবস্থায় আসা; শুইয়া বিশ্রাম করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গড়াপেটা—১। পূর্ব হইতে শিখাইয়া ঠিক করিয়া রাখা; গড়নপিটন। বি। ২। পূর্ব হইতে যাহাকে শিখাইয়া রাখা হইয়াছে এমন, প্রস্তুত। বাংপ্র। বিণ।

গড়াযব—গড়াইব, নির্মাণ করিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

গড়ি—১। অলসপশু, গড়ে গরু প্রঃ। গড়্+ইন্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। গড়াগড়ি। প্রা কপ্র। বি।

গড়িমসি, -মিসি—অযথা সময়ক্ষেপণ, দীর্ঘসূত্রতা। বাংপ্র। বি।

গড়ু—১। পৃষ্ঠের যে অংশ স্ফীত হইয়া উঠে তাহা, কুঁজ; গলগণ্ড প্রঃ; গ্রন্থি। বি; পুং। ২। কুব্জ। গড়্+উ কর্তৃ। বিণ।

গড়ুই—মাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

গড়ুর, গড়ুল—যাহার পৃষ্ঠে গড়ু আছে বা হইয়াছে এমন, কুব্জ, কুঁজো। গড়ু+র, ল আছে অর্থে। বি।

গড়ে—অত্যন্ত অলস, কুড়ে, কার্য করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ('— গোরু')। বাংপ্র। বিণ।

গড্ডর, গড্ডল—মেষ, ভেড়া, গাড়ল; নির্বোধ ব্যক্তি; মেঘ। গড়্+ডর, ডল কর্তৃ। বি; পুং।

গড্ডরি(লি)কা—একটি মেষের অনুবর্তিনী মেষপাল, একটি ভেড়া আগে গেলে তাহার পিছনে পিছনে যে ভেড়ার পাল গমন করে তাহা; অবিচ্ছিন্নগতি; অজ্ঞাত-প্রবাহমূল ধারাবাহী নদী বিঃ; প্রস্রবণ। গড্ডর, গড্ডল+কন্ অনুধাবন করে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গড্ডরি(লি)কাপ্রবাহ—মেষানুগামিনী মেষপঙ্ক্তির গতি; ভেড়ার পালের মত কোন বিবেচনা না করিয়া সকলের দেখাদেখি প্রচলিত মতের অনুবর্তী হইয়া চলা। গড্ডরিকার, গড্ডলিকার প্রবাহ (গমন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গড্ডলিকাপ্রবাহ-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [দলের একটি ভেড়া যেরূপ কার্য করে, অন্য ভেড়াগুলিও সেইরূপ করে। এইরূপে একজন অগ্রণী হইয়া কোন কাজ করিলে অন্য সকলেরও প্রকৃত তথ্য না জানিয়া তাহার অনুবর্তন করার রীতিকে গড্ডলিকাপ্রবাহ-ন্যায় বলে]। গড্ডলিকার প্রবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গড্ডুক, গড্ডূক—গাড়ু, ঝারি। গড্+ডুক, ডূক সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

গণ—১। সমূহ, দল; সম্প্রদায়; সাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কতকগুলি জাতির সমষ্টি, genus; জনসাধারণ ('— শক্তি'); হস্তী ২৭ রথ ২৭ অশ্ব ৮১ পদাতি ১৩৫—এতৎসংখ্যক সৈন্য; স্বপক্ষ; পার্ষদ, অনুচর; শ্রেণী, বর্গ; শিবের অনুচরবৃন্দ, শিবের ভূত্যসকল; (ব্যাকরণ) ধাতুসমূহের শ্রেণীবিভাগ ('ভ্বাদি —', 'অদাদি —', 'তুদাদি —' প্রঃ); ছন্দঃশাস্ত্রে বর্ণত্রয়াত্মক ভ য প্রঃ; (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রঃ নক্ষত্রে জন্মানুসারে জাতকের প্রকৃতিভেদ ('দেব —', 'নর —', 'রাক্ষস —'); কায়স্থের উপাধি বিঃ। গণ+ঘঞ্ কর্মাদি-বাচ্যে। ২। গণনা, সংখ্যা। গণ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

গণ-আন্দোলন—জন-সাধারণ-কৃত আন্দোলন, যে আন্দোলনে সাধারণ লোক যোগ দেয়, mass movement. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গণইতে—গণিতে, গণনা করিতে ("গণইতে মোতিমহারা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

গণক—১। জ্যোতির্বিদ্, দৈবজ্ঞ, আচার্য। বি; পুং। ২। গণনাকারী। গণ+ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

গণকার—গণক, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী। উপতৎ; গণ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

গণকী—গণকপত্নী, দৈবজ্ঞের স্ত্রী। গণক+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

গণক্কার—গণৎকার (তাহা) দ্রঃ।

গণচক্রক—সাধুলোকদের একত্র বসিয়া ভোজন। গণচক্র+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

গণতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র; প্রজাগণের মতানুসারে রাজ্যশাসন, প্রতিনিধির সাহায্যে দেশের জনসাধারণের রাষ্ট্র-পরিচালন-প্রণালী; সাধারণের প্রতিনিধিদ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র, democracy. গণ (প্রজাবর্গ)-নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। [পদটি 'শাসন'-পদের বিশেষণ হইলেও শাসনার্থে বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়।] বি; স্ত্রী। বিণ—গণতন্ত্রীয়, -তান্ত্রিক।

গণতা—১। সমূহত্ব। গণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। নিজের দলের লোকের প্রতি পক্ষপাত, আপন দলের বা পক্ষীয় লোকের

পোষকতা করণ, অঙ্কের যথার্থ অধিকার বিবেচনা না করিয়া স্বপক্ষীয় লোকের মতের সহিত মত মিলানো। বি।
গণনতি—সংখ্যা; গণনা (গণতি করা)। বাংপ্র। বি।
গণতোষিণী—যিনি ত্রিলোকের প্রমথগণের অথবা প্রাণিগণের তুষ্টিসাধন করেন এরূপ (সাধারণতঃ 'আত্মাশক্তি'র বিশেষণ)। উপতৎ; গণ—তুষ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
গণৎকার—গণক, দৈবজ্ঞ। < গণকার। বি।
গণদেব—গণপতি, গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
গণ-দেবতা—১। নানাশ্রেণীর দেবগণ (আদিত্য ১২ বিশ্ব ১০ বসু ৮ তুষিত ৩৬ আভাস্বর ৬৪ বাত ৪৯ মহারাজিক ২২০ সাধ্য ১২ রুদ্র ১১—এই সকল দেবগণ)। গণভূতা দেবতা, মধ্যপ কর্মধা। **২**। গণেশ। গণের দেবতা, ৬ষ্ঠীতৎ। **৩**। জনসাধারণ। রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গণন, গণনা—সংখ্যানির্ধারণ, সমষ্টিকরণ; গ্রাহ্য করণ; অবধারণ; জ্যোতিষ মতে শুভাশুভ নিরূপণ; উল্লেখ। গণ+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।
গণ-নাথ, -নায়ক, -পতি, গণাধিপ—শিব; গণেশ; জনগণের নেতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
গণ-নায়িকা—দুর্গা; জননেত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
গণনীয়—সংখ্যেয়, গণনার যোগ্য; গ্রাহ্য; উল্লেখনীয়; সম্মাননীয়। গণ+অনীয় কর্ম। বিণ।
গণপতি—'গণনাথ' দ্রঃ।
গণপরিষদ্, -ষৎ—জন-সাধারণের নির্বাচিত সভ্যগণ কর্তৃক গঠিত সভা, Constituent Assembly. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
গণপর্ব(র্ব্ব)ত, গণাচল—কৈলাসপর্বত। গণাধিষ্ঠিত পর্বত, অচল, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।
গণবি—গণিবে, গণনা করিবে, গণ্য করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।
গণভর্তা (-ভর্তৃ), -ভর্ত্তা—মহাদেব; গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
গণ-ভোট—নির্বিশেষে সর্বসাধারণ কর্তৃক ভোট দেওয়া বা মতপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
গণরাজ্য, -রাষ্ট্র—জনসাধারণকে প্রভু বলিয়া মানে এমন রাষ্ট্র, Republ c. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গণলা, গণলু, গণলুঁ—গণিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।
গণশক্তি—জনসাধারণের ক্ষমতা, জনমণ্ডলীর সামর্থ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
গণা—১। গণনা করা, সংখ্যা নির্ণয় করা; গ্রাহ্য করা, গণ্য করা; সম্মান করা; জ্যোতিষমতে ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্তমান নির্ণয় করা; মনে করা, ভাবা; বিবেচনা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **২**। গণিত, যাহা গণনা করা হইয়াছে এমন। গণ্+অ কর্ম। বিণ।
গণাই—গণপতি, গণেশ ["বিধরী বলেরে কার্তিক গণাই"—দ্বিজ বংশীদাস]। প্রা কপ্র। বি।
গণাক্রান্ত—কোন দলে বা পক্ষে স্থিত, পক্ষযুক্ত। গণ দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।
গণাগাঁথা—গণিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে এমন, গণিত ও গ্রথিত। বাংপ্র। বিণ।
গণাগুনতি—গণনা। বাংপ্র। বি।
গণাগোষ্ঠী—সমগ্র পরিবার, পরিবারের সকল লোক। প্রাদে। বি।
গণাচল—'গণপর্বত' দ্রঃ।
গণাধিপ—'গণনাথ' দ্রঃ।
গণানো—গণনা করানো, সংখ্যা করানো; জ্যোতিষী দ্বারা ভবিষ্যৎ আদি নির্ধারণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
গণিকা—বেশ্যা; গণিকারিকা। গণ+ইক আছে অর্থে+আপ। বি; স্ত্রী।
গণিকারিকা, গণিকারী—ওষধি বিঃ, গণিয়ারি। গণিকারী+কন্+আপ্; (২য় পক্ষে) গণি—কৃ+অণ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
গণিত—১। সংখ্যাত, যাহা গণ্য হইয়াছে এরূপ। গণ+ক্ত কর্ম। বিণ। **২**। পরিমাণ বা অঙ্কবিষয়ক শাস্ত্র [ইহা ব্যক্তাব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ—ব্যক্ত বা পাটীগণিত, অব্যক্ত বা বীজগণিত]। গণ্+ক্ত করণ। **৩**। গণন; গণনাদ্বারা ক্ষেত্রকালি-নিরূপণ। গণ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।
গণিতক—হিসাব, accounts. বি।
গণিতজ্ঞ—গণিতশাস্ত্রবেত্তা, অঙ্কে পণ্ডিত। উপতৎ। গণিত—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।
গণীভূত—কোন গণ অর্থাৎ দল বা পক্ষে স্থিত, গণাক্রান্ত। গণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=গণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
গণেশ—গজানন, পার্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
গণেশ-কুসুম—১। রক্তকরবীর গাছ। গণেশপ্রিয় কুসুম যাহার, বহু। বি; পুং। **২**। রক্তকরবীর পুষ্প। গণেশপ্রিয় কুসুম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গণেশভূষণ—সিন্দুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
গণেশশৈশব—শিব ("গণেশশৈশব বিভূতি-বৈভব ভবেশ-ভৈরব দিগম্বর"—ভারত)। গণেশ শৈশব (শিশু) যাঁহার, বহু। বি; পুং।
গণ্ড—১। কপোল, তাল; গজকুম্ভ, হস্তি-কপোল; গণ্ডার; চিহ্ন; বুদ্বুদ; গ্রন্থি; ফোড়া; গণ্ডমালা-রোগ; সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে দশম যোগ; বিবাহাদিতে পরিত্যাজ্য অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অংশ বিঃ। গন্ড্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। **২**। প্রধান, বৃহৎ (গণ্ডশৈল, গণ্ডগ্রাম)। গম্+ড কর্তৃ। বিণ।
গণ্ডক—গণ্ডার; সংখ্যা বিঃ, গণ্ডা; অন্তরায়; (জ্যোতিষে) গণ্ডযোগ। গণ্ড+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
গণ্ডকী—নদী বিঃ। গণ্ডক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
গণ্ডকী-শিলা—গণ্ডকীনদীতে উৎপন্ন শাল-গ্রামশিলা। গণ্ডকীজাতা শিলা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গণ্ডকূপ—গণ্ডস্থলের কূপ; অধিত্যকা; সমতল পাহাড়ের চূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
গণ্ডগোল—বিবাদ; গোলমাল, অতিশয় কোলাহল; বিশৃঙ্খলা। বাংপ্র। বি।
গণ্ডগ্রাম—বহুজনের বাসস্থান, বড় গ্রাম ('নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম'—এই অর্থে ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়)। গণ্ড (প্রধান) গ্রাম, কর্মধা। বি; পুং।
গণ্ডদেশ—গণ্ডস্থল, কপোল। কর্মধা। বি; পুং।
গণ্ডফলক—প্রশস্ত কপোল, তাল গাল। গণ্ডরূপ ফলক, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।
গণ্ডভিত্তি—প্রশস্ত গণ্ডস্থল। গণ্ড ভিত্তি-প্রায়, উপমিত কর্মধা; অথবা, গণ্ডরূপ ভিত্তি, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গণ্ডমালা—গলদেশে মণ্ডলাকার ছোট ছোট গ্রন্থি বা ফোঁড়াসমূহ; শিশুর মালা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
গণ্ডমূর্খ—অতিশয় মূঢ়, ঘোর নির্বোধ। গণ্ড (প্রধান) মূর্খ, কর্মধা। বিণ।
গণ্ডযোগ—রাশিচক্রের ২৭ যোগের মধ্যে দশম যোগ। বি; পুং।
গণ্ডলেখা—গণ্ডস্থল। গণ্ড লেখাপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গণ্ডশৈল—ভূকম্পাদিদ্বারা পর্বত হইতে পতিত বৃহৎ প্রস্তর; বৃহৎ পর্বত। গণ্ড (প্রধান) শৈল, কর্মধা। বি; পুং।
গণ্ডস্থল, -স্থলী—গণ্ডদেশ, গাল, কপোলদেশ। গণ্ড স্থল, স্থলী প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।
গণ্ডা—১। চারি সংখ্যা; চারি কড়ার সমষ্টি; পাওনা টাকা (নিজের গণ্ডা)। < গণ্ডক। বি। **আপন গণ্ডা**—

স্বার্থ; নিজের প্রাপ্য। গণ্ডা গণ্ডা—বহুসংখ্যক; অনেক; যথেষ্টপরিমাণ। গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া—কাহারও কথা গোঁজামিল দিয়া সমর্থন করা [পাঠশালার ছেলেরা 'চার কড়ায় এক গণ্ডা' ইঃ বলিয়া গণ্ডাকিয়া আবৃত্তি করে। সেই সময় যে ফাঁকি দেয় সে শেষের দিকে 'ণ্ডা' বা 'এণ্ডা' বলে; ইহা হইতে কাহারও কথা গোঁজামিল দিয়া সমর্থন করাকে 'গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া' বলে]। ২। গণ্ডার। প্রা কপ্র। বি।

গণ্ডাকিয়া, গণ্ডাকে—ধা রা পা তে ১ হইতে ১০০ গণ্ডার সারণী। গণ্ডা+কিয়া, কে (শতকিয়ার অনুকরণে)। বাংপ্র। বি।

গণ্ডাঙ্গ—গণ্ডার। গণ্ড অঙ্গে যাহার, বহু। বি; পুং।

গণ্ডার—স্বনামপ্রসিদ্ধ বন্যজন্তু বিঃ। গণ্ড—ঋ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

গণ্ডি, গণ্ডী—১। বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি। গন্ড্+ই অধি, সংজ্ঞার্থে, পক্ষে ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী। ২। সীমারেখা, সীমা; বেষ্টনরেখা, বেষ্টনী। <গণ্ড। বি। গণ্ডি টানা—সীমারেখা নির্দেশ করা।

গণ্ডীবদ্ধ—সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আটক। ৩য়াতৎ। বিণ।

গণ্ডু, গণ্ডূ—উপাধান, বালিশ; গ্রন্থি। গন্ড্+উ, উ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

গণ্ডূষ—১। হস্ততল, এককোষ; মুখপূর্ণ জল, এক-কোষ জল; ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের ভোজনের অগ্রে ও শেষে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মুখে জলপ্রয়োগ। গন্ড্+উষন্ করণ, সংজ্ঞার্থে। কেঁচে গণ্ডূষ করা—প্রায় সমাপ্ত কাজ আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করা। গণ্ডূষ করা—খাওয়া আরম্ভ করা। গণ্ডূষ জল দেওয়া—পিতৃপুরুষের তর্পণ করা। ২। করাঙ্গুলি; হস্তীর শুণ্ডাগ্র। গন্ড্+উষন্ অপা। বি; পুং।

গণ্ডেপিণ্ডে, গাণ্ডেপিণ্ডে—কণ্ঠ হইতে কুঁচকি পর্যন্ত ঠাসিয়া, আকণ্ঠ, খুব বেশি করিয়া ('—খাওয়া')। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গণ্ডেরী—কাটা আখ, টুকরা আখ, আখের টিকলি। হি। বি।

গণ্ডোপল—করকা, শিল; বড় শিলাখণ্ড। গণ্ডসদৃশ উপল, মধ্যপ কর্মধা; অথবা, গণ্ড যে উপল, কর্মধা। বি; পুং।

গণ্ডোপাধান—গা ল বা লি শ, ছোট বালিশ। গণ্ডের নিমিত্ত উপাধান, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।

গণ্য—গণনীয়; বিবেচনীয়; শ্রদ্ধেয়, মাননীয়। গণ্+যৎ কর্ম। বিণ।

গণ্যমান্য—সম্ভ্রান্ত এবং মাননীয়, যাঁহার প্রতি অনেকে সম্ভ্রম এবং মর্যাদা প্রদর্শন করে এরূপ। যিনি গণ্য তিনিই মান্য, কর্মধা। বিণ।

গৎ—সংগীতের নির্দিষ্ট সুর; বাদ্যের বিভিন্ন বোল; গতি, ধারা। হি। বি।

গত—১। যাহা হইয়া গিয়াছে এরূপ, অতীত; যে প্রস্থান করিয়াছে এরূপ, প্রস্থিত; মৃত (তিনি গত হয়েছেন); পতিত (অধোগত); বিনষ্ট (গতজীব, গতচেতন); আশ্রিত; অধিষ্ঠিত। গম্+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত (হস্তগত)। গম্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। গমন (গতায়াত)। গম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

গতকল্য—কাল, অদ্যকার পূর্বদিন। কর্মধা। বি।

গতক্লম—ক্লান্তিশূন্য, বিশ্রান্ত; অবসাদহীন, যে কিছুতেই শ্রান্তি বোধ করে না এমন। গত ক্লম যাহার, বহু। বিণ।

গতখামার—যে জমি খাস খামার হইতে খারিজ হইয়াছে। বাংপ্র। বি।

গতচেতন—অচেতন, সংজ্ঞাহীন। গতা চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

গতজীব—গতপ্রাণ, মৃত। গত জীব যাহার, বহু। বিণ।

গতজীবন-১। মৃত। গত জীবন যাহার, বহু। বিণ। ২। জীবনের যে অংশ অতীত হইয়াছে তাহা। গত জীবন, কর্মধা। বি; ক্লী।

গতজ্যোতিঃ (-তিস্)—দ্যুতিহীন, উজ্জ্বল্য-হীন। গত জ্যোতিঃ যাহার, বহু। বিণ।

গতত্রপ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। গতা ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ।

গতনাসিক—খাঁদা; যাহার নাক কাটা গিয়াছে এমন। গতা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

গতনিদ্র—বিনিদ্র, নিদ্রারহিত; জাগরিত। গতা নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

গতপ্রাণ—যাহার প্রাণ গিয়াছে এরূপ, মৃত। গত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

গতবুদ্ধি—যাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এমন, বুদ্ধিহীন। গতা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

গতব্যথ—ব্যথাশূন্য। গতা ব্যথা যাহার বহু। বিণ।

গতযৌবন—১। অতীত যৌবন, যাহা চলিয়া গিয়াছে এরূপ যৌবন। গত যৌবন, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার যৌবনকাল চলিয়া গিয়াছে এরূপ প্রবীণ; বার্ধক্যে উপস্থিত। গত যৌবন যাহার, বহু। বিণ।

গতর—শরীর; মোটা শরীর; স্বাস্থ্য; শরীরের বল। <গাত্র। বি। গতর নাড়া, খাটানো—কায়িক পরিশ্রম করা। গতর পোষা—কুঁড়েমি করা, পরিশ্রম না করা। গতর লাগা—মোটাসোটা হওয়া। গতরে মাওড়া পোকা ধরা—অকর্মণ্য হওয়া, অলস লোকের কর্মশক্তি সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া ফেলা। গতরের মাথা খাওয়া—কর্মশক্তি নষ্ট হওয়া; স্বাস্থ্যহীন হওয়া।

গতরখেকো—কুঁড়ে, শরীরে শক্তি থাকিতেও যে খাটিতে চায় না এরূপ। উপতৎ; গতর (<গাত্র)—খা+উকা কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—গতরখাকী, -খাগী।

গতরজম্মা—আলস্য, কুড়েমি। বাংপ্র। বি।

গতলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, বেহায়া; যাহার লজ্জা দূর হইয়াছে এমন। গত লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

গতশোক—যাহার শোক দূর হইয়াছে এমন, শোকরহিত, শোকশূন্য। গত শোক যাহার, বহু। বিণ।

গতশোচন, -শোচনা—গতানুশোচনা, অতীত বিষয়ের জন্য দুঃখপ্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

গতসঙ্গ—যে সঙ্গ বা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ, নিঃসঙ্গ; ফলকামনাশূন্য; বিষয়বিরাগী। গত (নষ্ট) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

গতস্পৃহ—যাহার বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে এরূপ, বীতস্পৃহ। গত স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

গতাগত—গমনাগমন, যাওয়া-আসা। গত ও আগত, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

গতাগতি—যাওয়া-আসা, গমনাগমন; জন্ম-মৃত্যু। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

গতানুগতিক—১। লোকদৃষ্টান্তের অনুবর্তী, যে স্বয়ং বিবেচনা না করিয়া লোকের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলে এরূপ। গতানুগতি+ইক আছে অর্থে। বিণ। ২। ন্যায় বিঃ। গতের অনুগতিক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গতানুগতিক-ন্যায়—ন্যায় বিঃ; চিরাচরিত পথের অনুসরণ করার ন্যায় [কতিপয় ব্রাহ্মণ তর্পণের নিমিত্ত কোশা তীরে রাখিয়া স্নানার্থ গঙ্গায় অবতরণ করিতেন। স্নানান্তে উঠিয়া কে কাহার কোশা লইতেন তাহার ঠিক থাকিত না; এইরূপে প্রত্যহ কোশা লইয়া গোলযোগ ঘটিত। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐরূপ গোলযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিজ কোশাতে একটি মৃৎপিণ্ড রাখিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিলেন। অনন্তর পূর্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখেন, সকল কোশাতেই মৃৎপিণ্ড রহিয়াছে। ইহাতে তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, জনসাধারণ গতানুগতিক অর্থাৎ পরম্পরের কার্যপন্থার অনুবর্তী, তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে না। এইরূপে সকলে এই সংসারে চালিত হইয়া থাকে]। গতের অনুগতিক, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাই ন্যায়, কর্মধা। বি; পুং।

গতানুশোচন, -শোচনা—যাহা গত

হইয়াছে তাহার নিমিত্ত অনুতাপ, অতীত বিষয়ের জন্য শোকপ্রকাশ। গতের অনুশোচন, অনুশোচনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

গতানো—গছাইয়া দেওয়া, মন্দ জিনিস ক্রেতাকে চালাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গতায়াত—গমনাগমন, যাওয়া আসা। গত এবং আয়াত, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

গতায়ুঃ (গতায়ুস্), **গতায়ু**—যাহার আয়ুঃ গত হইয়াছে এরূপ, যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত এরূপ, আসন্নমৃত্যু ; মৃত। গত আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ।

গতার্ত্ত(র্ত্ত)বা—যে স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়াছে ; বৃদ্ধা স্ত্রী। গত আর্ত্তব (ঋতুসম্বন্ধীয় ফল) যাহার, বহু+আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

গতার্থ—যাহার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে এরূপ, সিদ্ধপ্রয়োজন। গত অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

গতাসু—মৃত। গত অসু (প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু) যাহার, বহু। বিণ।

গতি—১। গমন, প্রস্থান ; গমনবেগ, চলন ; যাত্রা ; জীবনযাত্রা ; ভাব, অবস্থা ; জ্ঞান ; সঞ্চার ; উপায়, ব্যবস্থা ; নির্বাহ ; সংকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ; পরিণাম, পরিণতি ; স্বর্গাদি ফল ; পদ, স্থান ; বৃত্তি ; প্রাপ্তি ; রীতি, আচার। গম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। **অগতির গতি**—উপায়হীনের উপায় ; নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। **গতি করা**—সংকার করা ; ব্যবস্থা করা ; উদ্ধার করা। ২। পথ ; গম্যস্থান ; পরিণাম ; আশ্রয়। গম্+ক্তি অধি, কর্ম। ৩। উপায়, অবলম্বন ; স্বরূপ ; যে প্রকার গুণ থাকাতে পদার্থ একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে তাহা ; ভাগ্য। গম্+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

গতিক—১। উপায় ; প্রকার ; অবস্থা (গতিক ভাল নয়, বেগতিক, শরীর গতিকে ভাল আছি) ; প্রয়োজন (কার্যগতিকে)। গতি+কন্ স্বার্থে। বাংপ্র। বি। ২। সদৃশ, তুল্য। প্রা কপ্র। বিণ।

গতিদায়িনী—১। আশ্রয়দাত্রী ; মুক্তিপ্রদা। বিণ ; স্ত্রী। ২। আদ্যা শক্তি, দুর্গা। গতিদায়িন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গতিদায়ী (-দায়িন্)—আশ্রয়দাতা ; মুক্তিপ্রদ। উপতৎ ; গতি—দা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িনী**।

গতিপথ—গমনের পথ, পরিভ্রমণের রাস্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গতিবিজ্ঞান—গণিতশাস্ত্রের অংশ বিঃ, যাহাতে গতিবিষয়ক সমস্ত তত্ত্ব আছে এরূপ শাস্ত্র, Dynamics. গতিবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গতিবিদ্যা—গতিবিজ্ঞান, Dynamics, Kinetics. গতিবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি।

গতিবিধি—১। গমনবিষয়ক নিয়ম। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। ঘন ঘন যাতায়াত, যাওয়া-আসা ; সম্বন্ধ বা সংস্রব রাখা ; চালচলন ; কার্যকলাপ। বাংপ্র। বি।

গতিভঙ্গ—থামিয়া দাঁড়ানো, থামিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গতিরোধ—গমনে ব্যাঘাত, যাওয়াতে বাধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গতিশক্তি—গমনাগমনের ক্ষমতা, চলিতে পারা ; (পদার্থবিদ্যা) গমনসাধিকা শক্তি, Kinetic energy. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গতিশূন্য—নিশ্চল ; নিরাশ্রয় ; নিরুপায়। ৩য়াতৎ। বিণ।

গতিসত্তম—পরমেশ্বর। গতি (আশ্রয়,-মধ্যে সত্তম (সর্বোৎকৃষ্ট), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গতিহীন—যাহার গতি নাই এরূপ ; যাহার উপায় নাই এরূপ, নিরুপায় ; নিরাশ্রয় ; নিশ্চল। ৩য়াতৎ। বিণ।

গতীয়—গতিযুক্ত ; (গণিত) গতিসম্পর্কিত, dynamics. গতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গতো—সকল কার্যে কালক্ষেপকারী, যে অনর্থক সময় নষ্ট করে এরূপ, অলস। বাংপ্র। বিণ।

গত্যন্তর—অন্য উপায়, আর কোনো পথ। অন্যা গতি, নিত্য। বি ; ক্লী।

গদ—১। রোগ, পীড়া ; শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গদ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। কথন। গদ্+ক ঘঞর্থে ভাব। ৩। বিষ। গদ্+ক ঘঞর্থে করণ। বি ; পুং। ৪। গৎ। <গৎ। ৫। ময়লা, গোলমাল ; গুরুভোজনের ভার। বাংপ্র। বি।

গদগদ—১। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, কোন ভাবের আতিশয্য বশতঃ অব্যক্ত ধ্বনি। বি। ২। অস্পষ্ট স্বরবিশিষ্ট, শোকহর্ষাদি দ্বারা বিহ্বল ("গদগদ ভাষে, কি কহ আভাষে")। <গদ্গদ। বিণ।

গদড়া—১। ময়লা ; আবর্জনা ; ময়লা জলের ধোয়াট ; খুব মোটা একপ্রকার শীতবস্ত্র। বি। ২। খুব মোটা। বাংপ্র। বিণ।

গদা—মুগুর ; মোটা লাঠি ; পাটশাবৃক্ষ ; শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র বিঃ। গদ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গদাই—গদাধর শব্দের সংক্ষেপ ; শ্রীকৃষ্ণ। <গদাধর। বি।

গদাই-লশকরি, -লশকরি—দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য করার অভ্যাস [কথিত আছে, গদাই নামক জনৈক লস্কর প্রতিকার্যেই মন্থরতা অবলম্বন করিত। তাহারই নাম হইতে এই শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে]। বাংপ্র। বি। বিণ, -স্ত্রী।

গদাঘাত—গদা দ্বারা প্রহার। গদা দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

গদাধর—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গদাপাণি—বিষ্ণু। গদা পাণিতে (হাতে) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

গদাভৃৎ—বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। গদা—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

গদাযুদ্ধ—গদা দ্বারা লড়াই। ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।

গদি—তুলাদিপূর্ণ স্থূল আস্তরণ, মোটা নরম আসন ; মোটা তোষক ; দোকানে দোকানদারের বা মহাজনের বসিবার স্থান ; বাণিজ্যগৃহ, আড়ত ('মহাজনের —') ; তক্ত ; সিংহাসন ; রাজা মোহান্ত বা ব্যবসায়ীর পদ। <হি 'গদ্দী'। বি। **গদিতে বসা**—মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ের কার্য আরম্ভ করা ; কর্তৃত্ব লাভ করা।

গদিত—১। কথিত, উক্ত। গদ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—গদ, গদন। ২। বাক্য। গদ্+ক্ত কর্ম। ৩। কথন। গদ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

গদিনশিন—গদিতে অধিষ্ঠিত, পদাধিকারী। হি-মু। বিণ।

গদিয়ান—১। গদির অধিকারী মহাজন ; বড় দোকানদার। বি। ২। গদির উপর উপবিষ্ট। হি-মু। বিণ। ৩। সর্বোপরি কর্তা, সর্বপ্রধান ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

গদী (গদিন্)—১। বিষ্ণু। বি ; পুং। ২। গদাধারী ; বিষ্ণু। গদা+ইন্ আছে অর্থে। ৩। রোগী, পীড়িত। গদ্+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গদিনী**।

গদ্গদ—১। হর্ষ শোক প্রভৃতির আতিশয্যবশতঃ কণ্ঠরোধ ঘটিয়া যে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হয় তাহা, জড়াইয়া যাওয়া কথা ; নদী প্রভৃতির কলধ্বনি। গদ্+ক্বিপ্ কর্ম=গৎ ; গৎ—গদ্+ক কর্ম। বি ; পুং। ২। গদ্গদস্বরবিশিষ্ট, অস্পষ্টবাক্। গদ্গদ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

গদ্গদকণ্ঠ—অস্পষ্টকণ্ঠস্বরবিশিষ্ট ; জড়িতবাক্। গদ্গদ কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

গদ্গদনাদী (-দিন্)—গদ্গদ শব্দকারী। গদ্গদ—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নাদিনী** (গদ্গদনাদিনী ভাগীরথী)।

গদ্গদে—তলতলে, নরম। বাংপ্র। বিণ।

গদ্য—সহজ ভাষা, যে ভাষা ছন্দোবদ্ধে রচিত নয়। গদ্+যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

গপ্পো—কৌতুক, ঠাট্টা ; ভাষা। <গদ্য। বি।

গন—পথ ; জলপথ ; জলপ্রবাহের পথ ; নদীপথে যাওয়ার অনুকূল স্রোতের অবস্থা। <গমন। বি।

গনগন—অগ্নির অত্যধিক উজ্জ্বলতা, প্রদীপ্ত প্রভা; অতিক্রুদ্ধ অবস্থা। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গনগনে—অতি প্রদীপ্ত, অতিশয় উজ্জ্বল; অতি ক্রুদ্ধ। গনগন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

গনা—গণনা করা; গণ্য করা; অনুমান করা। ক্রি [, বি, বিণ]।

গন্তব্য—গম্য, গমনীয়, যেখানে যাইতে হইবে এমন। গম্+তব্য কর্ম। বিণ।

গন্তা (গন্তৃ)—গমনকারী; যে যায় বা যাইতেছে বা যাইবে এমন; গমনশীল। গম্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গন্ত্রী**।

গন্তু—ভ্রমণকারী; পথিক। গম্+তুন্ কর্তৃ। বিণ।

গন্ত্রী—১। গরুর গাড়ি। গম্+ট্রন্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। গমনশীলা। গম্+তৃন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—**গন্তা** (গন্তৃ)।

গন্ধ—বস্তুর যে গুণ নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহা, ঘ্রাণ; বাস; সুগন্ধ ('— দ্রব্য'); সুগন্ধি দ্রব্য, ঘৃষ্টচন্দনাদি ('— পুষ্প'); গন্ধক; গর্ব; সম্পর্ক, সম্বন্ধ; লেশ, অল্প পরিমাণ ('নাম—'); কৃষ্ণ অগুরু। গন্ধ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। **গন্ধ কওয়া** (গ্রাম্য), **ছাড়া**—গন্ধ বিস্তার করা। **গন্ধে গন্ধে**—সূত্র ধরিয়া। **গন্ধে টের পাওয়া**—অনুমানে জানা। **নামগন্ধ**—নাম বা অল্প পরিমাণ বস্তু; লেশমাত্র; কোন নিদর্শন।

গন্ধক—উপধাতু বিঃ, উৎকট গন্ধবিশিষ্ট স্বনামপ্রসিদ্ধ পীতবর্ণ খনিজ পদার্থ, sulphur [ইহা শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীল—এই চারিপ্রকার, প্রধানতঃ পীতবর্ণ]। গন্ধ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গন্ধকচূর্ণ—১। বারুদ। গন্ধকপ্রধান চূর্ণ, মধ্যপ-কর্মধা। ২। গন্ধকের গুঁড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গন্ধকদ্রাবক, গন্ধকাম্ল—গন্ধকজাত অম্ল বিঃ, মহাদ্রাবক, sulphuric acid. গন্ধকের দ্রাবক, অম্ল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গন্ধকাষ্ঠ—অগুরুকাষ্ঠ; চন্দনকাষ্ঠ; শবরকাষ্ঠ। গন্ধযুক্ত কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধকুটী—শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেবের বাসগৃহের নাম। গন্ধযুক্তা কুটী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গন্ধগোকুল, -গোকুলা—নকুলের ন্যায় গায়ে দুর্গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার জীব; একজাতীয় খাটাশ, civet-cat. <গন্ধনকুল। বি।

গন্ধজল—সুবাসিত জল, গোলাপজল ইঃ। গন্ধযুক্ত জল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধজাত—১। গন্ধ হইতে উৎপন্ন। ৫মীতৎ। বিণ। ২। গন্ধদ্রব্যসমূহ। গন্ধের জাত (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ৩। তেজপত্র; তেজপাত। গন্ধ সহ জাত (উৎপন্ন), সুপ্।

গন্ধতণ্ডুল—সুগন্ধি চাউল বিঃ, বাসমতী ধানের চাউল। গন্ধযুক্ত তণ্ডুল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গন্ধতুলসী—১। বাবুই তুলসী। গন্ধপূর্ণা তুলসী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। সৌরভযুক্ত ধান্য বিঃ; বাসমতী চাল। বাংপ্র। বি।

গন্ধতৃণ—একপ্রকার উগ্রগন্ধ ঘাস, বেণাঘাস। গন্ধযুক্ত তৃণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধতৈল—সুগন্ধতৈল; চন্দনী আতর। গন্ধযুক্ত তৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধদারু—১। চন্দন বৃক্ষ। গন্ধদায়ক দারু (কাষ্ঠ) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। গন্ধপ্রধান কাষ্ঠ; চন্দনাদির কাষ্ঠ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধদ্রব্য—সুগন্ধি বস্তু; নাগকেশর। গন্ধপ্রধান দ্রব্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধনকুল, -মূষিক—ছুছুন্দরী, ছুঁচা। গন্ধযুক্ত নকুল, মূষিক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গন্ধনাকুলী—একপ্রকার রাস্না। গন্ধযুক্তা নাকুলী (রাস্না), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গন্ধপত্র—তুলসী। গন্ধযুক্ত পত্র যাহার, বহু। বি; পুং।

গন্ধপুষ্প—১। বেতসবৃক্ষ; অঙ্কোটবৃক্ষ; অশোকবৃক্ষ; গন্ধযুক্ত বৃক্ষমাত্র। গন্ধযুক্ত পুষ্প যাহার, বহু। বি; পুং। ২। গন্ধযুক্ত পুষ্প, চন্দন-মাখানো ফুল। গন্ধ (চন্দন)-মিশ্রিত পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। ৩। সুরভি পুষ্প, সুগন্ধি ফুল। গন্ধপ্রধান পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। ৪। গন্ধ এবং পুষ্প। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

গন্ধবণিক্ (-বণিজ্)—হিন্দু জাতি বিঃ, গন্ধবেণে, গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী। গন্ধোপজীবী বণিক্, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গন্ধবতী—১। পৃথিবী; মৎস্যগন্ধা; সুরা; নবমল্লিকা। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধবিশিষ্টা; গন্ধযুক্তা। গন্ধ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং, **-বান্**।

গন্ধবহ—১। বায়ু। বি; পুং। ২। গন্ধযুক্ত, গন্ধবিশিষ্ট। গন্ধের বহ (বহনকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গন্ধবহা—১। নাসিকা। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধবহনকারিণী। গন্ধবহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

গন্ধবান্ (-বৎ)—গন্ধযুক্ত; সৌরভবিশিষ্ট। গন্ধ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

গন্ধবারি—চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যমিশ্রিত জল। গন্ধযুক্ত বারি, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধবাহ—১। বায়ু; কস্তুরীমৃগ; নদ বিঃ। বি; পুং। ২। গন্ধযুক্ত। উপতৎ; গন্ধ—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহী**।

গন্ধবাহী—১। নাসিকা। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধবহনকারিণী। উপতৎ; গন্ধ—বহ্+অণ্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গন্ধব্যাকুল—গন্ধবিহ্বল, সৌরভময়। ৩য়াতৎ। বিণ।

গন্ধভদ্রা—গন্ধভাদালিয়া লতা, গাঁধাল। গন্ধ (লেশ) দ্বারা ভদ্র (মঙ্গল) যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

গন্ধভাদাল—গাঁধাল লতা, অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট মহোপকারী লতা বিঃ। <গন্ধভদ্রা। বি।

গন্ধমাদন—স্বনামপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক পর্বত; গন্ধক; ভ্রমর; বানর বিঃ। গন্ধ—মদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

গন্ধমার্জা(র্জা)র—গন্ধগোকুল, খটাস। গন্ধযুক্ত মার্জার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গন্ধমালতী—একপ্রকার সুগন্ধ ধান্য; বাসমতী চাল; সুগন্ধি মালতী ফুল। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গন্ধমূষিক—'গন্ধনকুল' দ্রঃ।

গন্ধমৃগ—কস্তুরী মৃগ। গন্ধকারী মৃগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গন্ধরস—১। উপধাতু বিঃ; ধুনাজাতীয় গন্ধদ্রব্য বিঃ; গন্ধযুক্ত তরলদ্রব্য। গন্ধযুক্ত রস, মধ্যপ কর্মধা। ২। (আয়ুর্বেদ) গন্ধক এবং পারদ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

গন্ধরাজ—১। সাদা সুগন্ধ পুষ্প বিঃ। বি; ক্লী। ২। চন্দন; গন্ধরাজ বৃক্ষ। গন্ধ—রাজ্+অচ্ কর্তৃ। ৩। প্রধান গন্ধদ্রব্য। গন্ধের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)—১। স্বর্গের গায়ক, দেবযোনি বিঃ [ইহারা ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন]। ২। গায়ক; কোকিল; মৃগ বিঃ; যুদ্ধের ঘোটক। উপতৎ; গন্ধ—অর্ব্ (প্রাপ্ত হওয়া)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং। বিণ—**গান্ধর্ব**। **গন্ধর্ব ছুটানো**—ভীষণভাবে প্রহার করা।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)পূজা—আগে সমাদর করিয়া পরে অনাদর করা বা প্রহার করিয়া বিদায় দেওয়া। বাংপ্র। বি।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)বধূ—গন্ধর্ব-স্ত্রী; শচী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)বিদ্যা—সংগীত-বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)-বিবাহ—কেবল স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর সম্মতিপূর্বক বিবাহ। গন্ধর্বোচিত বিবাহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)বেদ—সংগীতশাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)ভূষণ—সিন্দূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গন্ধর্ব(র্ব্ব)লোক—গন্ধর্বদিগের বাসভুবন, গুহ্যকলোক এবং বিদ্যাধরলোকের মধ্যে অবস্থিত স্থান বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গন্ধলি—গাঁদা ফুল। প্রা কপ্র। বি।

গন্ধলোলুপ—গন্ধদ্বারা আকৃষ্ট। ৭মীতৎ। বিণ।

গন্ধশালি—সুগন্ধি ধান্য বা চাল বিঃ। গন্ধযুক্ত শালি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গন্ধহস্তী (-হস্তিন্)—১। মদগন্ধযুক্ত হস্তী। গন্ধযুক্ত হস্তী, মধ্যপ কর্মধা। ২। বৌদ্ধ স্তূপ বিঃ। বি; পুং।

গন্ধহীন—নির্গন্ধ, গন্ধবর্জিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

গন্ধাজীব—গন্ধবণিক; গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী। গন্ধ (গন্ধদ্রব্য) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পুং।

গন্ধাধিবাস, -বাসন—দুর্গোৎসব বা বিবাহাদি ব্যাপারে চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভ কর্ম বিঃ। গন্ধ (গন্ধদ্রব্য) দ্বারা অধিবাস, অধিবাসন; ৩য়াতৎ। বি; পুং, ক্লী।

গন্ধার—স্বর বিঃ; দেশ বিঃ, গান্ধার; সিন্দূর। গন্ধ—ধৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

গন্ধাষ্টক—পঞ্চদেবতার ভিন্ন ভিন্ন অষ্টপ্রকার গন্ধদ্রব্য। গন্ধের অষ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গন্ধিক—১। গন্ধক। বি; পুং। ২। গন্ধ দ্রব্যব্যবসায়ী; গন্ধযুক্ত। গন্ধ+ইক আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

গন্ধী (গন্ধিন্)—১। উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত। গন্ধ+ইন্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—**গন্ধিনী**। ২। গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী, গন্ধবণিক; কীট বিঃ, গান্ধিপোকা। গন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

গন্ধেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা। গন্ধ-গ্রাহক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গন্ধেশ্বরী—গন্ধদ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গন্ধ-বণিক্‌দিগের আরাধ্যা দেবী। গন্ধের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গন্নাকাটা—নাসিকাহীন, নাককাটা; যে নাকিসুরে কথা কয় এমন, খোনা; কন্ধকাটা, কবন্ধ; যাহার উপরের ঠোঁট কাটা এমন, hare-lipped. বহু। বি বা বিণ।

গপগপ, গবগব—বড় বড় গ্রাসের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গপাগপ—তাড়াতাড়ি খাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গপ্প—কথা, গল্প। <গল্প। বি।

গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র—১। নির্বোধ, জড়-বুদ্ধি। বিণ। ২। উপকথায় বর্ণিত এক মূর্খ রাজার মূর্খ মন্ত্রী (হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী)। <গো (গব)। বি।

গবদা—স্থূল, মোটা; অপরিষ্কৃত; স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ। বাংপ্র। বিণ।

গবয়—গরুজাতীয় পশু বিঃ। গু (মলত্যাগ করা)+অয়চ্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**গবয়ী**।

গবর—নৌকার মাঝি-মাল্লা। প্রা কপ্র। বি।

গবর্নমেন্ট—গভর্নমেন্ট (তাহা দ্রঃ)।

গবর্নর—গভর্নর (তাহা দ্রঃ)।

গবর্নর-জেনারেল—গভর্নর জেনারেল (তাহা দ্রঃ)।

গবা, গবাকান্ত, গবারাম—নির্বোধ, বোকা, হাঁদা। <'গো' (গব)। বিণ।

গবাক্ষ—বাতায়ন, জানালা। গো-র (গরুর) অক্ষি (চক্ষু) অর্থাৎ তৎসদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ (অচ্ সমাসান্ত); অথবা, গো-র (কিরণের) অক্ষ (পথ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গবারাম—'গবা' দ্রঃ।

গবালি—গোয়ালা। প্রা কপ্র। বি।

গবাশ্ব—গরু এবং ঘোড়া। গো এবং অশ্ব, এই উভয়ের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

গবিনী—১। গোসমূহ। গো+ইন্ সমূহার্থে+ঙপ্। ২। (শারীরবিদ্যা) যে নালী মূত্রাশয় হইতে বস্তিতে মূত্র লইয়া যায়, ureter. বি; স্ত্রী।

গবী—(সমাসে উত্তরপদে) গাভি, গাই; বাণী। বি; স্ত্রী।

গবুচন্দ্র—'গবচন্দ্র' দ্রঃ।

গবেষণ—কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ-নিমিত্ত অন্বেষণ, অনুসন্ধান। গবেষ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লী।

গবেষণা—গবেষণ, তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য গভীর অনুসন্ধান। গবেষ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গবেষণা-বৃত্তি—কোন বিষয়ে তত্ত্বানু-সন্ধানের নিমিত্ত প্রদত্ত বৃত্তি, Research Scholarship. মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গবেষিত—যে বিষয়ের গবেষণা করা হইয়াছে এরূপ, অন্বেষিত। গবেষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

গব্য—১। গোসম্বন্ধীয়; গো হইতে উৎপন্ন (দুগ্ধঘৃতাদি)। বিণ। ২। রঞ্জনদ্রব্য; গাভীজাত বস্তু ('পঞ্চ—')। গো+যৎ ভবার্থে। বি; ক্লী। **পঞ্চ গব্য**—গোদুগ্ধজাত ক্ষীর, দধি, ঘৃত এবং গোমূত্র ও গোময়।

গব্যঘৃত—গো হইতে উৎপন্ন ঘৃত, গাওয়া ঘি। গব্য ঘৃত, কর্মধা। বি; ক্লী।

গব্যা—১। গোসমূহ; গোরোচনা। গো+যৎ সমূহার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গোসম্বন্ধীয়া ইঃ ('গব্য' দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী।

গভর্নমেন্ট—রাজ্যশাসন; রাজ্যশাসন-প্রণালী; রাষ্ট্রের শাসকসম্প্রদায়; সরকার। <ইং 'Government'. বি। **গভর্নমেন্ট কাগজ**—সরকারী ঋণপত্র, Government paper.

গভর্নর—রাজ্যের শাসনকর্তা, রাজ্যপাল; লাট। <ইং 'Governor'. বি।

গভর্নর-জেনারেল—রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা, বড়লাট (যথা, ইংরেজ-আমলে ভারতের)। <ইং 'Governor-General'. বি।

গভস্তি—সূর্য বা চন্দ্রের তেজঃ, কিরণ। গ (বিষয় বা বস্তু)—ভস্ (দীপ্ত করা)+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

গভস্তিনেমি—বিষ্ণু। গভস্তি (তেজ) নেমিতে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

গভস্তিপাণি, -হস্ত—সূর্য। গভস্তিই পাণি, হস্ত (কর) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

গভস্তিমান্ (-মৎ)—সূর্য। গভস্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

গভীর—১। যাহার তলদেশ খুব বেশী নীচে এমন, অতিনিম্ন অগাধ; প্রগাঢ়, দুষ্প্রবেশ; যাহা বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এরূপ; নিবিড়, গহন ('—অরণ্য'); অত্যধিক ('—রাত্রি'); অতি উচ্চ ও অধিকক্ষণ স্থায়ী ('—ধ্বনি'); দুর্গম ('—তত্ত্ব', '—অর্থ'); দুর্জ্ঞেয়, যাহা বুঝা কঠিন এমন, গম্ভীর; প্রশান্ত। গম্+ঈরন্ অধিবা (ম-স্থানে ভ)। বিণ। **গভীর জলের মাছ**—বহুদর্শী ব্যক্তি; যাহার কার্যকলাপ বুঝিতে পারা শক্ত। ২। অন্তরতম স্থান ('মনের গভীরে')। কপ্র। বি।

গভীরতম—অতিশয় গভীর, সর্বাপেক্ষা বেশী গভীর। গভীর+তম আতিশয্যার্থে। বিণ।

গভীরতর—দুইয়ের মধ্যে অধিক গভীর। গভীর+তর আতিশয্যার্থে। বিণ।

গভীরতা, -ত্ব—দুরবগাহত্ব, অগাধতা; নিবিড়তা, প্রগাঢ়তা ইঃ (গভীর দ্রঃ)। গভীর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

গভীরাত্মা (-অন্)—পরমেশ্বর। গভীর (দুর্জ্ঞেয়) আত্মা (স্বরূপ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

গম—১। খাদ্যশস্য বিঃ। <গোধূম। বি। ২। গুরুভার পতনের আওয়াজ; ভারী জিনিস দিয়া জোরে ঠোকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

গমক—১। জ্ঞাপক, বোধক; প্রেরক। গম্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—

গম্কিকা। ২। (সংগীত) স্বরকম্পন, যে স্বর মূর্ছনা প্রাপ্ত হয় তাহা। বি ; পুং।

গমগম—১। প্রহারাদির অনুকরণশব্দ ; গভীর শব্দ হওয়ার ভাব প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অ। ২। কোলাহলমুখরিত, ভরপুর। বাংপ্র। বিণ।

গমন—চলন ; গতি, locomotion ; প্রস্থান ; সহবাস ('পরদার—')। গম্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

গমনাগমন—গতায়াত, যাওয়া-আসা। গমন এবং আগমন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

গমনাগমন-শক্তি—চলাফেরার ক্ষমতা, locomotion. গমনাগমনের শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গমনার্হ—গমনের যোগ্য, যাইবার উপযুক্ত। উপতৎ ; গমন—অর্হ্ (যোগ্য হওয়া) + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

গমনীয়—গমনযোগ্য, গম্য। গম্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

গমনোদ্যত, গমনোন্মুখ—যাইতে উদ্যত, যাইবার জন্য প্রস্তুত। গমনে উদ্যত, উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -তা, -খা, -খী।

গমাওল—কাটাইলাম ; কাটিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

গমাগম—১। চরাচর, সংসার ; গমনাগমন। গম এবং আগম, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। ২। প্রহারাদির অনুকরণ শব্দ, গমগম। বাংপ্র। অ।

গমার—গোঁয়ার, মূর্খ। প্রা কপ্র। বিণ।

গমিত—প্রাপিত ; অতিবাহিত ; জ্ঞাপিত। গম্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

গমুজ—গুম্বজ (তাহা দ্রঃ)।

গম্ভীর—উদাত্ত ; দুর্বোধ ; গাঢ়, নিবিড় ; স্থির, ধীর ('—প্রকৃতি') ; স্থির অথচ জোরালো ('—ধ্বনি') ; অল্পভাষী, রাশভারী ; যাহা হালকা নয়, নীচু বা খাদের ('—স্বর') ; গভীর ; অগাধ। গম্ + ঈরন্ অধি। বিণ।

গম্ভীরতা—গভীরতা ; গাম্ভীর্য। গম্ভীর + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

গম্ভীরনাদী (-না দিন্)—গম্ভীরধ্বনিকারী। উপতৎ ; গম্ভীর—নদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -নাদিনী।

গম্ভীর-প্রকৃতি, -স্বভাব—১। দুর্জ্ঞেয় স্বভাব, যে প্রকৃতি সহজে বোঝা যায় না, ভারী মেজাজ। গম্ভীর যে প্রকৃতি, স্বভাব, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। দুর্জ্ঞেয়স্বভাবাপন্ন, যাহার মেজাজ বোঝা কঠিন এমন ; ভারী মেজাজের। গম্ভীর প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

গম্ভীরমুখ—১। ভারী মুখ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ভারীমুখবিশিষ্ট, যাহার মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যায় না এরূপ। গম্ভীর মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী।

গম্ভীরা—১। নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। 'গম্ভীর' দ্রঃ। গম্ভীর + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। দেবমন্দিরের অভ্যন্তর (গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ) ; দেবস্থান ; শিবমন্দির ; মালদহ অঞ্চলের গাজনের উৎসব বিঃ। বাংপ্র। ৪। মশারি ; পর্দা। প্রা কপ্র। বি।

গম্য—যেখানে যাওয়া যাইতে পারে এরূপ ; যেখানে যাওয়া উচিত এরূপ ; প্রাপ্য ; সাধ্য ; উহ্য ; অনুমেয় ; জ্ঞেয় ; ভোগ্য। গম্ + যৎ কর্ম। বিণ।

গম্যমান—যাহা বুঝিয়া লইতে হয় এরূপ, জ্ঞায়মান ; উহ্য ; অনুমেয়। গম্ + শানচ্ কর্ম। বিণ।

গম্যা—গমনযোগ্যা স্ত্রী: (গম্য দ্রঃ) ; সংগমযোগ্যা। গম্ + যৎ কর্ম + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গয়ংগচ্ছ—গড়িমসি, দীর্ঘসূত্রতা, কুড়েমি। বাংপ্র। বি।

গয়না, গহনা—অলংকার, ভূষণ। হি-মূ বা <গ্রহণ। বি।

গয়না-গাঁটি—গহনাপত্র, অলংকারাদি। বাংপ্র। বি।

গয়না-নৌকা—যাত্রিবাহী দ্রুতগামী নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গয়নাপাতি—গহনাপত্র। বাংপ্র। বি।

গয়বি, গয়বী, গৈবী—গুপ্ত, লুকায়িত। <আ 'গায়িব'। বিণ। **গয়বি খেলা**—ছক না দেখিয়া দাবা খেলা। **গয়বি চিঠি**—লেখকের নামশূন্য চিঠি।

গয়সাল, গয়লাল—মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হিন্দু। প্রা কপ্র। বি।

গয়রহ—অন্যান্য, আর আর, ইত্যাদি। <ফা 'বগইরহ'। অ।

গয়লা—গোপ, গোয়ালা। <গোয়ালা। বি ; পুং।

গয়লানী—গোপ-স্ত্রী, গোয়ালিনী। গয়লা + আনী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

গয়া—১। গয়াতীর্থ। গৈ + ডয় + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বিনষ্ট, শেষ ('দফা—')। প্রাদে। বিণ। **গয়ার পাপ**—যাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই এমন কিছু।

গয়াতীর্থ, -ধাম (-ধামন্)—ফল্গুনদীতীরস্থ গয়ানগরী (বিহাররাজ্যে)। কর্মধা। বি ; ক্লী।

গয়ার, গয়ের—কণ্ঠগত শ্লেষ্মা। প্রাদে। বি।

গয়াল—বন্য পশু বিঃ, বনগরু ; (মতান্তরে) বন্য মহিষ। হি। বি।

গয়ালি, -লী—গয়াতীর্থের পুরোহিত। গয়া + আলি, আলী (<ওয়ালা)। বাংপ্র। বি।

গয়াসুর—গয়নামক দানব। গয়নামক অসুর, মধ্যপদ কর্মধা। বি ; পুং।

গয়ের—'গয়ার' দ্রঃ।

গয়েশ্বরী—১। গয়ার পীঠশক্তি। গয়ার ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। গয়ায় প্রস্তুত (থালা প্রঃ)। বাংপ্র। বিণ।

গর—১। বিষ ; উপবিষ ; রোগ। গৄ + অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। (অন্য শব্দের পূর্বস্থিত হইলে) নিষেধার্থক শব্দ (গররাজি)। <ফা 'গয়র্'। অ। [বাংলায় ইহাদ্বারা নঞ্তৎপুরুষ বা অভাবার্থে অব্যয়ীভাব সমাস করা হয়।]

গরকবুল—অস্বীকার, অসম্মতি। গর (নয়) কবুল (স্বীকার), নঞ্তৎ। আ। বি।

গরকায়েম, -কায়েমী—অচিরস্থায়ী, অপাকা ; কাঁচা ; অমজবুত। গর (নয়) কায়েম, কায়েমী (স্থায়ী), নঞ্তৎ। আ। বিণ।

গরগর—১। ব্যাকুল, অস্থির ; উল্লাসিত ; পরিপূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ। ২। গজগজ, অস্পষ্টস্বরে বিরক্তিপ্রকাশ ; আপনমনে রাগপ্রকাশ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গরজ—স্বার্থ, নিজ প্রয়োজন ; দায় ; যত্ন, প্রয়াস। আ। বি।

গরজন্তি—গর্জন করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গরজা, গরজানো—গর্জন করা। <'গর্জ্' ধাতু। ক্রি।

গরজানি, গর্জানি—গর্জন। <গর্জন। বি।

গরজারি—জারি না হওয়া। জারির অভাব, অব্যয়ী। আ। বি।

গরজী, গরজে—স্বার্থপর, নিজ প্রয়োজন সাধনে তৎপর ; আগ্রহযুক্ত। গরজ + ঈ, এ আছে অর্থে। আ-মূ। বিণ।

গরদ—১। আততায়ী বিঃ, যে বিষ খাওয়ায় এমন ; ব্যাধিজনক। উপতৎ ; গর—দা + ক কর্তৃ। বিণ। ২। একপ্রকার রেশমী কাপড়। বাংপ্র। বি।

গরদা—ময়লা, ধুলাবালি ; খারাপ ('—মাল')। ফা। বি বা বিণ।

গরব—অহংকার, দেমাক ; গৌরব। <গর্ব। বি।

গরবা—গুজরাটী নৃত্যগীত বিঃ। গুজরাটী। বি।

গরবিত—মাঙ্গব্যক্তি, গর্বিত। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

গরবিনী—গর্বিতা, অহংকৃতা ; গৌরবযুক্তা ; আদৃতা। <গর্বিণী। বিণ ; স্ত্রী।

গরবিবেচনা—বিবেচনার অভাব ; উলটা বুঝা। বাংপ্র। বি।

গরবিলি—বিলি না হওয়া ; ঠিক লোকের

কাছে বিলি না হওয়া। বিলির অভাব, অব্যয়ী। আ। বি।

গরবী—গর্বিত, দেমাকী ("হরি বড় গরবী গোপীমাঝে বসই"—বিদ্যা)। <গর্বী। বিণ। স্ত্রী. -**বিনী**।

গরভ—গর্ভ শব্দের স্বরভক্তি। বাংপ্র। বি।

গরম—১। উষ্ণ, তপ্ত; ক্রুদ্ধ, কুপিত; গর্বিত, উদ্ধত; উত্তেজক; উগ্র; তীক্ষ্ণ; অজীর্ণরোগগ্রস্ত। বিণ। ২। উষ্ণতা, তাপ; ক্রোধ; গ্রীষ্মকাল; গর্ব, চিত্তবিকার ('টাকার —'); মূল্যবৃদ্ধি। <সং 'ঘর্ম' বা ফা 'গর্ম'। বি। **গরম কথা**—ক্রোধোক্তি, কড়া কথা। **গরম কাপড়**—শীতবস্ত্র। **গরম কাল**—গ্রীষ্মকাল। **গরম খবর**—টাটকা খবর। **গরম গরম**—গরম থাকিতে থাকিতে; উদ্ধত ও ক্রোধপূর্ণ; উত্তেজনাপূর্ণ ('— বক্তৃতা')। **গরম মেজাজ**—উগ্র বা কোপন প্রকৃতি। **গরমের ছুটি**—গ্রীষ্মের অবকাশ (বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের)। **টাকার গরম**—ধনগর্ব। **নরম গরম**—'নরম' দ্রঃ। **পচা গরম**—যে গ্রীষ্মে অতিশয় ঘর্ম-নিঃসরণ হয় তাহা; তীব্র গরম। **পেট গরম হওয়া**—হজম না হওয়া। **বাজার গরম**—দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি; জিনিসপত্রের চড়া দাম। **বাজার গরম করা**—অত্যন্ত কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা। **মাথা গরম করা**—ক্রুদ্ধ হওয়া।

গরম-পোশ—একপ্রকার গরম টুপি, কানঢাকা গরম কাপড়ের টুপি। ফা। বি।

গরম-মসলা—এলাচ - লবঙ্গ - দারুচিনি। গরমকারী মসলা, মধ্যপ কর্মধা। ফা মূ। বি।

গরমাই—১। গরম, উত্তাপ; গ্রীষ্ম। <গরম। ২। উপদংশরোগ। ফা-মূ। বি।

গরমানো—গরম হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়া; অহংকৃত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গরমি—গ্রীষ্ম; গরম, উত্তাপ; উদ্ধতভাব; ক্রোধ; উপদংশরোগ, syphilis. ফা। বি।

গরমিল—মিলের অভাব, অনৈক্য; হিসাব না মেলা। মিলের অভাব, অব্যয়ী। <আ 'গয়রমিল'। বি।

গররা—হররা, সমবেত উচ্চস্বর, চেঁচামেচি। বাংপ্র। বি।

গররাজী—অস্বীকৃত, অসম্মত, অনিচ্ছুক। গর (নয়) রাজী, নঞ্তৎ। আ-মূ। বিণ।

গরল—বিষ; সর্পের বিষ; ঘা বিঃ; ঘাসের মূল; পরিমাণ বিঃ। গৃ+অলচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

গরলায়েক—অনুপযুক্ত, অকর্মণ্য; চাষের অযোগ্য। গর (নয়) লায়েক, নঞ্তৎ। আ-মূ। বিণ।

গরলারি—বিষহর; মরকতমণি। গরলের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গরসাল—'গয়সাল' দ্রঃ।

গরহাজির—অনুপস্থিত (বিশেষতঃ মামলায়)। গর (নয়) হাজির, নঞ্তৎ। আ-মূ। বিণ।

গরহামরাই—কাহারও উপর তত্ত্বাবধানের ভার না দিয়া। আ-মূ। ক্রি-বিণ।

গরা—খুঁটির বেড়া; মোটা কাপড়, গড়া। বাংপ্র। বি।

গরাদে—খুঁটা; জানালার মধ্যস্থিত লৌহাদি দণ্ড। <পো 'গ্রাডে', grade. বি।

গরান—জলাভূমিতে জাত একপ্রকার বন্য বৃক্ষ; বন্যবৃক্ষ বিঃর কাঠ। বাংপ্র। বি।

গরাস—কবল, যে-পরিমাণ খাদ্য একবারে মুখে দেওয়া যায় তাহা। <গ্রাস। বি।

গরাসল—গ্রাস করিল; আবৃত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

গরিব, গরীব—নির্ধন, দরিদ্র; নিরুপায়; নিরাশ্রয়। আ। বিণ।

গরিবখানা, গরীবখানা—দরিদ্রনিবাস; অনাথালয়। গরীবের ঘর (বিনয় করিয়া বলা হয়), ৬ষ্ঠীতৎ। আ-ফা। বি।

গরিবানা, গরীবানা—১। গরীবের মত ভাব, দৈন্য, দারিদ্র্য। গরিব, গরীব+আনা ভাবে। আ-মূ। বি। ২। গরীবের মত, দীনদুঃখীর ন্যায়। গরিব, গরীব+আনা যোগ্যার্থে। আ-মূ। বিণ।

গরিবী—গরীবের মত, দরিদ্রোচিত। গরিব+ঈ যোগ্যার্থে। আ-মূ। বিণ।

গরিমা (গরিমন্)—১। গৌরব, মাহাত্ম্য; ভার, গুরুত্ব; গর্ব, অহংকার, আত্মশ্লাঘা। গুরু+ইমন্ ভাবে। বি; পুং। ২। অহংকার, গর্ব। বাংপ্র। বি।

গরিলা—১। বৃহদাকার বানর বিঃ, gorilla. গ্রী-মূ। ২। গুপ্তযোদ্ধা, guerilla. পো-মূ। বি।

গরিষ্ঠ—অতিশয় মর্যাদাপন্ন; গুরুতম, সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান; অর্থবান্; অতি মহৎ; অতি গৌরবান্বিত; সবচেয়ে বেশী। গুরু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ। **গরিষ্ঠ উষ্ণতা**—সর্বোচ্চ তাপ, maximum temperature. **গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক** (গণিত)—গ. সা. গু, যে গরিষ্ঠ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে কয়েকটি রাশি মিলিয়া যায়।

গরীব—'গরিব' দ্রঃ।

গরীবানা—'গরিবানা' দ্রঃ।

গরীয়সী—অপেক্ষাকৃত গুরু; অতি মাননীয়া, গৌরবান্বিতা; অতি মহতী। গুরু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গরীয়ান্ (গরীয়স্)—গুরুতর, মহত্তর, বৃহত্তর; পূজ্যতম; অতি গৌরবান্বিত, অতিমহান্। গুরু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ।

গরু, গোরু—১। গো, গোজাতি; বলদ; গাভী। <গোরূপ। বি। ২। (বিদ্রূপার্থে বা তিরস্কারার্থে) মূর্খ ("শোন রে বেটা গরু"—কৃত্তি)। বাংপ্র। বিণ।

গরুআ—গুরু, ভারবিশিষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ।

গরুচোর—যে সকল সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকে, যে অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হইবার ভয় করে। বাংপ্র। বি।

গরুজে—গরজী, অত্যন্ত স্বার্থপর। গরজ+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। আ-মূ। বিণ।

গরুড়—পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন; সৈন্যের বূহ বিঃ; গরুড়সদৃশ বলবান্ ব্যক্তি ("পড়েছিল যথা হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড় ঘটোৎকচ।"—মাইকেল)। গরুৎ (পাখা)—ডী (উড়া)+ড কর্তৃ (ত-এর লোপ)। বি; পুং।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণু, নারায়ণ। গরুড় ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

গরুড়বাহন—১। বিষ্ণু, নারায়ণ। গরুড় বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। বিষ্ণুবাহন গরুড়। কর্মধা। বি; ক্লী।

গরুড়াগ্রজ—অরুণ, সূর্য-সারথি। গরুড়ের অগ্রজ (জ্যেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গরুৎ—পক্ষ, পাখা; পালক। গৃ বা গৄ+উৎ কর্তৃ। বি; পুং।

গরুত্মতী—১। পক্ষবিশিষ্টা; পাল খাটানো (নৌকাদি)। বিণ; স্ত্রী। ২। পক্ষিণী। গরুত্মৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গরুত্মান্ (গরুত্মৎ)—১। গরুড়; পক্ষী। বি; পুং। ২। পক্ষযুক্ত। গরুৎ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং।

গরুবে—গর্বযুক্ত, দেমাকে। প্রাদে। বিণ।

গরুয়া—গুরু; স্থূল; তীব্র। প্রা কপ্র। বিণ।

গর্গ—জ্যোতির্বিদ্ মুনি বিঃ; তাল বিঃ। গৃ+গন্ কর্তৃ। বি; পুং।

গর্গরী—গাগরী, কলস; দধিমন্থনপাত্র। গর্গর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গর্জ(র্জ্জ), গর্জা(র্জ্জা)—গর্জন; মেঘ হস্তী সিংহ প্রঃর শব্দ; উচ্চৈঃস্বরে অহমিকাপ্রকাশ; ভর্ৎসন, তিরস্কার। গর্জ্+ঘঞ্, (পক্ষে) অ ভাব+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

গর্জ(র্জ্জ)ক—যে গর্জন করে, গর্জনকারী। গর্জ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গর্জিকা**।

গর্জ(র্জ্জ)ন—নাদ, উচ্চ শব্দ; উদ্ধত শব্দ; মেঘের শব্দ; কোন জন্তু কুপিত হইয়া যে শব্দ করে তাহা, সিংহ হস্তী ও সর্পাদির শব্দ; বৃক্ষ বিঃ। গর্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গর্জ(র্জ্জ)নতৈল—বৃক্ষ বিঃর তরল নির্যাস, ঘামতেল (ইহাতে বার্নিশ হয়)। বি; স্ত্রী।

গর্জ(র্জ্জ)মান—যে গর্জন করিতেছে এরূপ। গর্জ্‌+চানশ্‌ কর্তৃ। বিণ।

গার্জ(র্জ্জ)র—গাজর। উপতৎ; গর (ভক্ষণ-কারী)—জৃ+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

গর্জা(র্জ্জা)—গর্জন করা। কপ্র। ক্রি।

গর্জি(র্জ্জি)ত—গর্জন। গর্জ্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

গর্ত্ত(র্ত)—রন্ধ্র, ছিদ্র, গহ্বর। গৃ+তন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

গর্ত্তা(র্তা)—নদী অপেক্ষা ক্ষুদ্র খাত। গর্ত্ত+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

গর্ত্তি(র্তি)কা—তন্তুশালা, তাঁতঘর। গর্ত্ত+ইক (ঠন্‌) আছে অর্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

গর্দ(র্দ্দ)ভ—১। গাধা, রাসভ। গর্দ্‌+অভচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং। ২। শ্বেতকুমুদ; বিড়ঙ্গ। বি; ক্লী। ৩। অতি মূর্খ ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

গর্দ(র্দ্দ)ভী—রাসভী, মাদী গাধা; গোময়-কীট, গোবরপোকা; শ্বেতকণ্টকারী; অপরাজিতা। গর্দভ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

গর্দা—'গরদা' দ্রঃ।

গর্দান—মস্তক, শির, মাথা; ঘাড়। <ফা 'গর্দন'। বি।

গর্দানি—গলাধাক্কা, ঘাড়ধাক্কা। ক-মূ। বি।

গর্ব(র্ব্ব)—অহংকার, দেমাক। গর্ব্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

গর্বি(র্ব্বি)ত—১। অহংকৃত; উদ্ধত। গর্ব+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। ২। সম্মানভাজন ("জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র সে হয় গর্বিত"—কৃত্তি)। প্রা কপ্র। বিণ।

গর্বী (গর্বিন্‌), **গর্ব্বী**—অহংকারী, দেমাকী। গর্ব+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গর্বিণী**।

গর্বো(র্ব্বো)জ্জ্বল—অহংকারদীপ্ত; অভিমানপূর্ণ। গর্ব দ্বারা উজ্জ্বল, ৩য়াতৎ। বিণ।

গর্বো(র্ব্বো)দ্ধত—অহংকারে উন্মত্ত, অত্যন্ত অহংকারী। গর্ব দ্বারা উদ্ধত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গর্ভ(র্ভ্ভ)—১। জরায়ুগত শুক্র-শোণিতময় পিণ্ড, ভ্রূণ, জঠরস্থ শিশু; অগ্নি। গৃ+তন্‌ কর্তৃ বা কর্ম। ২। কুক্ষি, উদর, পেট; অভ্যন্তর; নদীর অভ্যন্তরভাগ; ভাদ্রকৃষ্ণ-চতুর্দশীতে নদীর যে পর্যন্ত জল উঠে সেই পর্যন্ত স্থান। গৃ+তন্‌ অধি। বি; পুং। ৩। পনসকণ্টক; অন্ন; পুত্র; (নাট্যশাস্ত্র) সন্ধি বিঃ। গৃ+তন্‌ কর্ম। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)ক—১। খোঁপার ফুল, কেশভূষণ-পুষ্প। গর্ভ+কন্‌ তুল্যার্থে। বি; পুং। ২। দুই রাত্রি সমেত এক দিন। উপতৎ; গর্ভ—কৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)কাল—গর্ভসময়, গর্ভধারণকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)কেশর—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্প-কেশরের মধ্যে যে সূত্রগাছি সর্বাপেক্ষা স্থূল তাহা, ফলসঞ্চারক পুষ্পযোনি, pistil [উহার শিরোভাগে আঠার ন্যায় একপ্রকার দ্রব পদার্থ এবং নীচে বীজকোষ থাকে]। গর্ভস্থ কেশর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)কোষ—(শারীরবিদ্যা) গর্ভাশয়; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পের বীজোৎপত্তিস্থান, ovary. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)গৃহ—১। ভিতরের ঘর। গর্ভ-সদৃশ গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। ২। গর্ভাগার, সূতিকাঘর ("সাগর-ভবন বিকিয়ে গেল মহত্ত্বেরই গর্ভগৃহ"—কুমুদ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)ঘাতিনী—১। লাঙ্গলিকাবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। যে গর্ভ নষ্ট করে এমন। উপতৎ; গর্ভ—হন্‌+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)চ্যুত—গর্ভ হইতে পতিত, গর্ভ হইতে নির্গত। ৫মীতৎ। বিণ।

গর্ভ(র্ভ্ভ)জ—গর্ভে উৎপন্ন, গর্ভজাত। উপতৎ; গর্ভ—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

গর্ভ(র্ভ্ভ)তন্তু—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের উপরিস্থিত সূত্রাকার সূক্ষ্ম অংশ। গর্ভাচ্ছাদক তন্তু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)থোড়—কলা বাহির হয় নাই এমন মোচা। প্রাদে। বি।

গর্ভ(র্ভ্ভ)দণ্ড—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের মধ্যস্থল, গর্ভকোষ ও গর্ভমুণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ, style. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)দাস—আজন্ম দাস, চিরসেবক; ক্রীতদাসীর পুত্র। গর্ভাবধিক দাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী. **-দাসী**।

গর্ভ(র্ভ্ভ)দোহদ—গর্ভাভিলাষ, গর্ভ হইলে যাহা খাইতে ইচ্ছা হয় তাহা; সাধ। গর্ভ-কালীন দোহদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)ধারণ—গর্ভে সন্তানধারণ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)ধারিণী—যিনি গর্ভে ধরেন, মাতা। উপতৎ; গর্ভ—ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)নাড়ী—সদ্যোজাত শিশুর নাভি-সংলগ্ন নাড়ী। গর্ভলগ্ন নাড়ী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)নিঃসৃত—গর্ভচ্যুত, গর্ভবহির্গত। ৫মীতৎ। বিণ।

গর্ভ(র্ভ্ভ)পত্র—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের অংশ বিঃ, carpal. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)পরিস্রব—(শারীরবিদ্যা) সন্তান প্রসূত হইলে তাহার সহিত যে ফুল নিঃসৃত হয় তাহা, অমরা, placenta. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)পাত—গর্ভ নষ্ট হওয়া, কোন কারণে অকালে গর্ভ হইতে মৃতসন্তাননির্গম, গর্ভ-স্রাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)পাতক, -পাতী (-তিন্‌)—১। যে ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা গর্ভপাত ঘটায় এরূপ, ভ্রূণঘাতী। বিণ। স্ত্রী. **-তিকা, -তিনী**। ২। রক্তশোভাঞ্জন বৃক্ষ, লাল সজিনা গাছ। গর্ভ—পত্‌+ণিচ্‌+ণক, ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)পাতন—ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা গর্ভপাত সম্পাদন, ভ্রূণহত্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)বতী—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা, যাহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে এমন (স্ত্রী)। গর্ভ+মতুপ্‌+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)বাস—১। কুক্ষিরূপ স্থান। কর্মধা। ২। গর্ভে অবস্থিতি। ৭মীতৎ। বি, পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)ব্যূহ—গর্ভবৎ গূঢ় সৈন্যনিবেশ। গর্ভসদৃশ ব্যূহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)মাস—গর্ভারম্ভ মাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)মুণ্ড—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকেশরের চূড়া, stigma. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)মোচন—প্রসব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)যন্ত্রণা—গর্ভধারণজনিত বেদনা, গর্ভাবস্থার ক্লেশ; গর্ভে অবস্থানকালীন জীবের কষ্ট, তাহার ন্যায় কষ্টকর অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)লক্ষণ—গর্ভসূচক চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)শয্যা—গর্ভাশয়, জরায়ু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)সংক্রমণ—দেহান্তরপ্রাপ্তির জন্য জীবের গর্ভপ্রবেশ। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

গর্ভ(র্ভ্ভ)সঞ্চার—গর্ভ হওয়া, গর্ভোৎপত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)সময়—গর্ভধারণের সময় (প্রায় দশ মাস)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গর্ভ(র্ভ্ভ)স্থ—জঠরস্থিত, যে গর্ভে আছে এমন; অভ্যন্তরে স্থিত, মধ্যস্থিত (ভূগর্ভস্থ)। উপতৎ; গর্ভ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

গর্ভ(র্ভ্ভ)স্নান—নবপ্রসূত শিশুকে প্রক্ষালন। বাংপ্র। বি।

গর্ভ(র্ভ্ভ)স্রাব—১। গর্ভপাত; অকালে গর্ভস্থ ভ্রূণ বাহির হওয়া, গর্ভ নষ্ট হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। নিতান্ত অকর্মণ্য (গালি বিঃ)। বাংপ্র। বিণ।

গর্ভ(র্ভ্ভ)স্রাবাশৌচ—গর্ভস্রাবজন্য প্রসূতি প্রভৃর দেহের অপবিত্রতা [গর্ভস্রাবের সময় অষ্টম মাস পর্যন্ত। ইহার মধ্যে ছয় মাস পর্যন্ত মাস সমসংখ্যক দিন গর্ভিণীর অশৌচ হয়;

কিন্তু দৈবকার্যে দ্বিতীয় মাস হইতে ঐ অশৌচ ব্রাহ্মণীর ১ দিন, বৈশ্যার ৩ দিন ও শূদ্রার ৬ দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। লৌকিক কর্ম মাসের সমসংখ্যক দিনের পর করিতে পারা যায়। সপ্তম ও অষ্টম মাসে গর্ভস্রাব হইলে গর্ভিণীর পূর্ণাশৌচ হয় এবং সপিণ্ডগণের একদিন অশৌচ হয়]। গর্ভস্রাবজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গর্ভা(র্ভা)গার—১। সূতিকাগৃহ ; অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর ; শয়নগৃহ ; অন্তঃপুর ; মন্দিরের বিগ্রহাধিষ্ঠিত কক্ষ। গর্ভের ন্যায় আগার, মধ্যপ কর্মধা। ২। গর্ভস্থান, জঠর, কুক্ষি। গর্ভই আগার, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গর্ভা(র্ভা)ঙ্ক—(নাট্যশাস্ত্র) নাটকের অঙ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঙ্ক, দৃশ্য। গর্ভগত অঙ্ক, মধ্যপ-কর্মধা। বি ; পুং।

গর্ভা(র্ভা)ধান—সংস্কার বিঃ, নিষেক ক্রিয়া, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহ [পত্নীর প্রথম ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ষোড়শদিন-মধ্যে স্বামী নিয়মিত দিনে সায়ং সময়ে পবিত্র ভাবে সূর্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া যথাবিধানে বহ্নিস্থাপনপূর্বক গর্ভাধানার্থ ভার্যাকে গ্রহণ করিবে] ; সন্তানোৎপাদন ; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) বীজাদির সফলতা আপাদন, fertilization. গর্ভের আধান (স্থাপন, উৎপাদন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গর্ভা(র্ভা)শয়—(শারীরবিদ্যা) গর্ভের আধার, যে স্থানে শুক্রশোণিত সমবেত হইয়া সন্তানরূপে পরিণত হয় তাহা, জরায়ু, ovary. গর্ভের (ভ্রূণের) আশয় (শয়নীয় স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গর্ভা(র্ভা)ষ্টম—গর্ভসঞ্চারকাল হইতে অষ্টম (মাস বা বৎসর)। গর্ভাবধিক অষ্টম, মধ্যপ কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, -মী।

গর্ভি(র্ভি)ণী-গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ (ভ্রূণ)+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

গর্ভি(র্ভি)ত—অন্তর্গত ; গর্ভযুক্ত ; পূরিত। গর্ভ+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। বিণ।

গর্ভো(র্ভো)ৎস—(ভূ-তত্ত্ব) যে ফোয়ারার জলধারা ভূগর্ভের বহু নিম্ন হইতে নির্গত হয় তাহা, deep-seated spring. গর্ভ সদৃশ উৎস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গর্ভো(র্ভো)পঘাত—গর্ভ নষ্ট হওয়া ; মেঘের জলোৎপাদনশক্তির নাশ। গর্ভের উপঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গর্ভো(র্ভো)পঘাতিনী—অসময়ে বৃষের সহিত সংগম ইঃ কারণে যে গাভীর গর্ভপাত হয়। উপতৎ ; গর্ভ—উপ—হন্‌+ণিন্‌ কর্তৃ +ঈপ্‌। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

গর্হণ, গর্হণা—নিন্দা ; তিরস্কার। গর্হ্‌+অন ভাব+আপ্‌। বি ; ক্লী, স্ত্রী। বিণ—**গর্হণীয়, গর্হিত**।

গর্হা—নিন্দা ; তিরস্কার। গর্হ্‌+অ ভাববা +আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গর্হিত—অতীব নিন্দিত, দূষ্য ; নিষিদ্ধ, জঘন্য। গর্হ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

গর্হ্য—নিন্দনীয়, নিন্দার যোগ্য ; অধম। গর্হ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

গল—১। কণ্ঠ, গলা। গল্‌+অচ্‌ করণ। ২। ধুনা ; দড়া, কাছি ; গড়ই মাছ ; বাদ্য বিঃ। গল্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

গলই, গলুই—নৌকার প্রান্তভাগ। বাংপ্র। বি।

গলকম্বল—গরুর গললম্বিত মাংস, সাস্না dewlap. গলের কম্বল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলগণ্ড—১। রোগ বিঃ, গলদেশস্থ মাংস-পিণ্ড, গরগণ্ডা, goitre. ৬ষ্ঠীতৎ। ২। হাড়গিলা পাখি। গলে গণ্ড যাহার, বহু। বি ; পুং।

গলগল—পাত্র হইতে তরল-পদার্থ দ্রুত নিঃসরণের শব্দ (গলগল করে রক্ত পুঁয পড়া)। বাংপ্র। অ।

গলগ্রন্থি—গলার বিচি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলগ্রহ—আপদ্‌স্বরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (বা বস্তু) ; অনিচ্ছায়ও যে লেঠা ও দায় ঘটে ; অনিচ্ছাপূর্বক যাহার ভার লইতে হয় ; যাহার কোন গুণ ও ক্ষমতা নাই—কেবল বসিয়া বসিয়া অন্যের অন্ন ধ্বংস করে এমন, গলার বোঝাস্বরূপ ; মাছের ঘণ্ট ; অসমাপ্ত কর্ম ; পাঠারম্ভের পরবর্তী অনধ্যায় দিবস ; গলার অসুখ বিঃ ; (জ্যোতিষ) তিথি বিঃ, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী সপ্তমী অষ্টমী নবমী এবং ত্রয়োদশী প্রঃ আটটি তিথি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলঘণ্টা—পশুর গলায় বাঁধিবার ঘণ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গলৎ, গলদ্‌—যাহা গলিয়া পড়িতেছে এমন (গলদ্‌ঘর্ম, গলদশ্রুধারে)। গল্‌+শতৃ কর্তৃ। বিণ (সমাসে পূর্বপদে)।

গলত, গলতহি—গলিত হয় বা হইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গলতি—১। গলদ, দোষ, ত্রুটী। <আ 'গলৎ'। বি। ২। কমতি ; গরমিল। বাংপ্র। বিণ।

গলৎকুষ্ঠ—মহাকুষ্ঠরোগ বিঃ, যাহা হইতে রক্তস্রাব হয় এমন কুষ্ঠ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

গলদ—দোষ, ত্রুটি ; অঙ্গহীনতা ; ন্যূনতা, অল্পতা ; ভুল। <আ 'গলৎ'। বি।

গলদশ্রু—যাহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ ; যাহা হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ ('—লোচনে')। গলৎ অশ্রু যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

গলদশ্রুলোচন—১। যাহা হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ চক্ষু। গলদশ্রু লোচন, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে এরূপ ('— ব্যক্তি')। গলদশ্রু লোচন যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, -লোচনে (বহু)।

গলদা—মৎস্য বিঃ, একপ্রকার মোটা চিংড়ি। বাংপ্র। বি।

গলদেশ—কণ্ঠদেশ, গলা। কর্মধা। বি ; পুং।

গলদ্ঘর্ম(র্ম্ম)—১। শ্রমহেতু যাহার সর্বাঙ্গ হইতে বা যে শরীর হইতে ঘাম ঝরিতেছে এমন। বিণ। ২। অত্যধিক শ্রম বা ক্লান্তি। গলৎ ঘর্ম যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বি ; ক্লী।

গলদ্ঘর্ম(র্ম্ম)কলেবর—যাহার শরীর হইতে প্রচুর ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে এমন। গলদ্ঘর্ম কলেবর যাহার, বহু। বিণ।

গলন—গলিয়া যাওয়া ; তরল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ; (পদার্থবিদ্যা) গলিয়া পড়া, তাপ-প্রভাবে তরল হওন, fusion. গল্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

গলনাঙ্ক—(পদার্থবিদ্যা) তাপমানযন্ত্রের যেস্থানে পারদ উঠিলে (অর্থাৎ যতটা তাপে) কোন কঠিন পদার্থ গলিতে আরম্ভ করে তাহা, যতটা গরম হইলে কোন দ্রব্য গলে সেই সীমা, melting-point. গলনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গলনালী—(শারীরবিদ্যা) কণ্ঠনালী, gullet. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গলবস্ত্র—অনুরোধ বা বিনয় প্রকাশ করিবার জন্য যে গলায় কাপড় জড়াইয়াছে এমন। গলে বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

গলবিল—(শারীরবিদ্যা) শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীর মিলনস্থান, pharynx. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গলয়ে—গলিয়া পড়িতেছে, ঝরিয়া পড়িতেছে ("চামরে গলয়ে জনু মোতিম ধার,"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

গলরজ্জু—গলার দড়ি ; গলবন্ধনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গলরন্ধ্র—গলার ছিদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গলরসগ্রন্থি—(শারীরবিদ্যা) নাসিকার পশ্চাতে স্থিত গ্রন্থি বিঃ, adenoids. গল-রসের গ্রন্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গললগ্নীকৃত—কণ্ঠসংলগ্ন, যাহা গলায় দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

গললগ্নীকৃতবাস, -বাসাঃ—যে আপন গলায় কাপড় বেষ্টন করিয়া দিয়াছে এরূপ, (বিনয় প্রকাশের জন্য) গলবেষ্টিতবস্ত্র। গল-লগ্নীকৃত বাসাঃ যাহার, বহু (ব্যাকরণমতে,—বাসাঃ)। বিণ। ক্রি-বিণ, -বাসে (বহু)।

গলশুণ্ডিকা—(শারীরবিদ্যা) আলজিভ, লম্বিকা। গলের শুণ্ডিকা (শুণ্ডবৎ পদার্থ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ন—ছাগীর গলায় যে দুইটি নিরর্থক স্তন সদৃশ বোঁটা থাকে তাহা। গলস্থিত স্তন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গলস্তনী, গলেস্তনী—ছাগী, অজা। গলে স্তন যাহার, বহু (বিকল্পে ৭মীর অলুক্) + ঈপ্ (স্ত্রী)। বি ; স্ত্রী।

গলহস্ত—অপমান করিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য গলায় হাত দেওয়া, অর্ধচন্দ্র, গলাধাক্কা ; তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠবিস্তার। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গলা—১। গলদেশ, কণ্ঠ ; টুঁটি ; ঘাড় ; কণ্ঠনালী ; কণ্ঠস্বর। <গল। বি। **গলা ওঠা**—কণ্ঠস্বর উচ্চ হওয়া। **গলা কাটা**—মুণ্ড ছিন্ন করা ; (তাহা হইতে) গুরুতর-রূপে ঠকানো। **গলা খুসখুস করা**—অল্প অল্প কাশির ফলে গলার মধ্যে এক-প্রকার অনুভূতি হওয়া। **গলা খেঁকারি (খাঁকারি) দেওয়া**—(নিজের আগমন জানাইবার জন্য) গলার শব্দ করা। **গলা ঘড়ঘড় করা**—সর্দিকাশির জন্য গলা হইতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের বাধাজনক শব্দ বাহির হওয়া। **গলা চাপা**—কণ্ঠস্বর নিম্ন করা ; শ্বাসরোধ করা। **গলা ছাড়া**—কণ্ঠস্বর উচ্চ করা, উঁচু গলায় কথা বলা বা গান করা। **গলা টিপিলে দুধ বাহির হওয়া**—(তুচ্ছার্থে) কোন বিশেষ কাজের পক্ষে বা কিছুর তুলনায় অল্পবয়স্ক হওয়া। **গলা ধরা**—ওল কচু প্রঃ খাওয়ার জন্য গলা চুলকানো ; কণ্ঠস্বর বিকৃত হওয়া। **গলা বসা, গলা ভাঙা**—কণ্ঠস্বর বিকৃত হওয়া, গলার আওয়াজ খারাপ হওয়া। **গলায় করা**—দায়িত্ব লওয়া। **গলায় গলায়**—আকণ্ঠ ; অত্যধিক ('—খাইয়া') ; অতি ঘনিষ্ঠ ('দুজনে একেবারে —')। **গলায় দড়ি**—ধিক্কারসূচক উক্তি ; উদ্বন্ধন। **গলায় পড়া**—গলগ্রহ হওয়া। **গলায় পা দেওয়া**—একান্ত জবরদস্তি করা, জোর করা। **গলা সাধা**—গানের সুর সাধা। **ভাল গলা**—(সংগীতে) মধুর কণ্ঠস্বর। ২। অতি সিদ্ধ ; গলিত, দ্রবীভূত ; পচা ; গর্তের মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট। গল্+আ (বাং) কর্তৃ। বিণ। ৩। দ্রবীভূত হওয়া, তরল হওয়া ; ক্ষরিত হওয়া ; চুয়াইয়া পড়া ; ফাঁক দিয়া বাহিরে বা ভিতরে যাওয়া ; নরম হইয়া যাওয়া ; ফাটিয়া যাওয়া ('ফোড়া —') ; অতিশয় সিদ্ধ হওয়া ; প্রসন্ন বা অনুকূল হওয়া (মনটা গলে গেল)। <'গল্'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

গলাকাটা—১। কবন্ধ। গলা কাটা যাহার, বহু। ২। যে গলা কাটে এরূপ ; প্রবঞ্চক ; অত্যধিক ('—দর')। গলা কাটে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

গলা-গলা—১। গলা পর্যন্ত, কণ্ঠ পর্যন্ত, আকণ্ঠ ; কানায় কানায়, প্রায় পরিপূর্ণ। <গলা। বাংপ্র। ২। গলিতপ্রায় ; যাহা অতিসিদ্ধ হইয়া প্রায় গলিয়া গিয়াছে এরূপ ; অত্যন্ত নরম। <'গল্'-ধাতু। বাংপ্র। বিণ।

গলাগলি—১। পরস্পরের গলা ধরিয়া, পরস্পরের কণ্ঠধারণপূর্বক। ব্যতীহার বহু। ক্রি-বিণ। ২। পরস্পরের গলা ধরা। বি। ৩। অতি ঘনিষ্ঠ, অতি প্রগাঢ়, পরস্পরের কণ্ঠধারণের উপযুক্ত ('— ভাব')। বাংপ্র। বিণ।

গলাধঃকরণ—কণ্ঠনালীর নীচে নেওয়া, উদরস্থ করণ, খাওয়া ; কোনোমতে গিলিয়া ফেলা। গলের অধঃ, ৬ষ্ঠীতৎ ; গলাধঃ—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

গলাধাক্কা—ঘাড়ধাক্কা, অর্ধচন্দ্র, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। গলায় ধাক্কা, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

গলানী—গবাদি পশুর গলবন্ধন-রজ্জু।

গলানো—ক্ষরিত করা, চোয়ানো ; দ্রবীভূত করা, তরল করা ; গর্তের মধ্য দিয়া প্রবেশ করান ; পচানো ; নরম করা ; ফাটানো (ফোড়া গলানো)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গলাবন্ধ—কণ্ঠস্বরের বদ্ধতা ; কম্ফর্টার, গলায় জড়াইবার গরম কাপড়ের পটি। বাংপ্র। বি।

গলাবাজি—উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দেওয়া ; চিৎকার। গলাবাজ+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

গলায়-দ'ড়ে—যে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

গলাসি—গবাদির গলবন্ধনরজ্জু ; ঝুলাইয়া বহন করিবার জন্য দোয়াত বোতল ইঃর গলায় বাঁধা সুতা। বাংপ্র। বি।

গলি—অল্পপরিসর পথ, সরু রাস্তা ; দুই আঙুলের গোড়ার মধ্যের জায়গা ; অবকাশ ; ত্রুটি। হি। বি। **গলি গলি**—প্রত্যেক গলি ; গলিপথ দিয়া।

গলিঘুঁজি—অলিগলি, ছোট রাস্তা এবং তাহার বাঁকচোর ; ফাঁক ; ত্রুটি। বাংপ্র। বি।

গলিজ—১। অপরিষ্কার, অমার্জিত, মলিন। বিণ। ২। ময়লা, আবর্জনা। আ। বি।

গলিত—স্রুত, ক্ষরিত ; দ্রবীভূত ; পতিত, স্খলিত ; জীর্ণ, শীর্ণ ; নষ্ট, লুপ্ত ; শিথিল ; যাহা হইতে রস ঝরিতেছে এমন ('—কুষ্ঠ') ; এলো, আবাঁধা ; ভ্রষ্ট, চ্যুত ; অতীত, বিগত। গল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

গলিতকুষ্ঠ—যে কুষ্ঠ হইতে সর্বদা পুঁজ রক্ত ঝরে। কর্মধা। বি ; ক্লী।

গলুই—নৌকার অগ্র বা পশ্চাৎ ভাগ ; অঙ্গুলিদ্বয়ের অবকাশ, দুই আঙুলের ফাঁক। বাংপ্র। বি।

গল্প—উপন্যাস, উপকথা ; কথোপকথন, আলাপ। <ভাষণার্থ 'জল্প'-ধাতু। বি।

গল্পগুজব, -সল্প—অপ্রয়োজনীয় কথোপ-কথন, বাজে কথাবার্তা। বাংপ্র। বি।

গল্পপ্রিয়—যে গল্প করিতে বা শুনিতে ভালবাসে এরূপ। গল্প প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

গল্পে—গল্পপ্রিয় ; গল্পরচনাপটু ; যে বাজে কথা বলে এমন। গল্প+এ আসক্ত বা পটু অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

গল্ল—গণ্ড, গাল। গল্+ল কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। [চিংড়ি। বাংপ্র। বি।

গল্লা—আঁটি, গুচ্ছ ; গলদা চিংড়ি, মোচা

গল্লানো—আঁটি বাঁধা, গুচ্ছ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গসগস—কোপের লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গ-সা-গু—(গণিত) গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (তাহা দ্রঃ), Highest Comm.n Factor—H. C. F. বি।

গস্ত—পর্যটন ; ব্যবসায়ের জন্য মাল খরিদ করা। <ফার্সী 'গশ্‌ৎ'। বি।

গস্তদার, গস্তিদার—গস্তকারী, বাজারে ঘুরিয়া যে ব্যবসায়ের মাল খরিদ করে। <ফা 'গশ্‌ৎ-দার'। বি।

গস্তানী—কুলটা, বেশ্যা। <ফা 'গশ্‌ৎ'। বি ; স্ত্রী।

গহ—ঘর, বাটী। <গৃহ। প্রা কপ্র। বি।

গহন—১। দুর্গম, দুষ্প্রবেশ ; দুরূহ ; দুর্বোধ। গাহ্+অন (যুচ্) কর্তৃ। বিণ। ২। অরণ্য, বন। গাহ্+অন কর্ম। ৩। যাতনা, দুঃখ ; গহ্বর। গাহ্+অনট্ অধি (নিপা)। বি ; ক্লী।

গহনা—গয়না (তাহা দ্রঃ)। **গহনার ছক্কর**—যাত্রিবাহী ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। **গহনার নৌকা**—'গয়না-নৌকা' দ্রঃ।

গহি—গ্রহণ করিয়া, ধরিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

গহীন—গভীর ; দুষ্প্রবেশ ("তুমি হও গহীন গাঙ্ আমি ডুব্যা মরি"—মহুয়া) ; নিবিড় ; কঠিন। <'গভীর' বা 'গহন'। বিণ।

গহীর—গভীর ; দুষ্প্রবেশ। <গভীর। বিণ।

গহু—গ্রহণ করুক ; গ্রহণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গহ্বর—১। গর্ত ; গিরিগুহা ; বন ; বিষম-স্থান ; প্রহেলিকা ; নানাবিধ অনর্থ, অনেক-রকম সংকট। বি ; ক্লী। ২। নিকুঞ্জ, লতা-গৃহ। গাহ্+বরচ্ অধি (নিপা)। বি ; পুং।

গা—১। গাত্র, দেহ ; বস্তুর পৃষ্ঠ ; যত্ন ; গরজ, ১০টি সুপারির সমষ্টি। <গাত্র। বি। **গা এড়া দেওয়া**—উদ্যোগী না হওয়া, গরজ না করা। **গা করা**—মন দেওয়া ; গরজ করা,

উদ্যোগী হওয়া। **গা কনকন করা**—নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলিয়া মরা। **গা কেমন করা**—অসুস্থ বোধ করা; গা বমি বমি করা। **গা খসা**—মৃতপুত্র প্রসব হওয়া, গর্ভস্রাব হওয়া। **গা ঘামানো**—উৎসাহী হওয়া; অতি পরিশ্রম করা। **গা ছুঁইয়া বলা**—প্রিয়জন বা ভক্তিভাজনের শরীর স্পর্শ-পূর্বক শপথ করিয়া বলা। **গা জুড়ানো**—তৃপ্তিবোধ হওয়া, স্বস্তিবোধ হওয়া। **গা জ্বালা করা**—রাগে অস্থির হওয়া; অস্বস্তি বোধ হওয়া। **গা ঝাড়া দেওয়া**—উঠিবার উপক্রম করা; উদ্যম প্রকাশ করা। **গা ঝিমঝিম করা**—অবসাদ বোধ করা। **গা টলা**—টাল খাইয়া পড়িয়া যাওয়ার মত হওয়া। **গা ঢাকা দেওয়া**—লুকাইয়া থাকা। **গা ঢালা**—হাত পা মেলিয়া শয়ন করা; চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া। **গা তোলা**—উত্থিত হওয়া। **গা দেওয়া**—মন করা। **গা নাড়া**—পরিশ্রম করা। **গা পাতা**—সহ্য করা। **গা পেতে নেওয়া**—সহ্য করা। **গা ফুলানো**—গর্বিত বোধ করা। **গা লাগানো**—মন দেওয়া, উদ্যোগী হওয়া। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—শরীর কণ্টকিত হওয়া; ভয়ে রোমাঞ্চ হওয়া। **গায়ে থুথু দেওয়া**—অপমান করা; নিন্দা করা; ঘৃণাপ্রকাশ করা। **গায়ে ফুঁ দিয়া**—বিনা দায়িত্বে, স্বচ্ছন্দে। **গায়ে মাখা**—গ্রাহ্য করা, মনোযোগ দেওয়া। **গায়ের জোরে**—জুলুম করিয়া, অন্যায় করিয়া। **গায়ে লাগা**—মোটা হওয়া, পুষ্ট হওয়া। **গায়ে হলুদ**—গাত্র-হরিদ্রা (তাহা দ্রঃ)। **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা। **গায়ে হাত দিয়া**—শপথপূর্বক, সত্য করিয়া। **গায়ের চামড়া তোলা**—অতিশয় প্রহার করা; নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করা। **গায়ের ঝাল ঝাড়া**—অন্তরের ক্রোধ তিরস্কার, প্রহার ইঃর দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া; আক্রোশ মিটানো। **২**। গ্রাম্য সম্বোধন ('হ্যাঁগা')। অ। **৩**। গান কর্। বাংপ্র। ক্রি। **৪**। সুরসপ্তকের তৃতীয় সুর। <গান্ধার। বি। [বি।

গাঅন—গীত, গান। <গান। প্রা কপ্র।

গাই—১। গরু, গবী। <গবী। বি। **২**। গান করি। বাংপ্র। ক্রি।

গাইন, গাইয়ে—গায়ক; সুগায়ক। গা+ইন, ইয়ে (<ইয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গাউন—উকিল প্রঃর চোগা; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিশিষ্ট বহির্বাস; মেমদের পোশাক বিঃ। <ইং 'gown'. বি।

গাইনী—গায়িকা। বাংপ্র। বি।

গাওই, গাওত—গান করে; গান করি-তেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাওন, গাওনা—গানকরণ; আসরে গান। গা+ওন, ওনা ভাব। বাংপ্র। বি।

গাওয়া—১। গান করা; কীর্তন করা; প্রচার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **২**। গব্য, গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ('— ঘি')। গাই+ওয়া জাতার্থে। বাংপ্র। বিণ। **৩** সাক্ষী। ফা-মু। বি। [, বি, বিণ]।

গাওয়ানো—গান করানো। বাংপ্র। ক্রি

গাওয়ে—গান করে, গায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাং, গাঙ—নদী; ভাগীরথী; জলস্রোত, সুদীর্ঘ খাল (মরা গাঙে বান ডাকা)। <গঙ্গা। বি।

গাংচিল—একপ্রকার চিল, sea-gull. গাং-বিহারী চিল, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গাংদাড়া—বকুটো মাছ। বাংপ্র। বি।

গাংফড়িঙ—একশ্রেণীর ফড়িং, গঙ্গা-ফড়িঙ। বাংপ্র। বি।

গাংশালিক—জলের ধারে গর্তে বাসকারী শালিকজাতীয় পাখি বিঃ। গাং-বাসী শালিক, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি। [বি।

গাঁ—অল্পলোকের বসতি-স্থান, পল্লী। <গ্রাম।

গাঁই, গাঞী—রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব বাসগ্রাম অনুসারে কৃত শ্রেণী বিঃ। <গ্রামীণ। বি। [বাংপ্র। বি।

গাঁইগুঁই—অসম্মতিজ্ঞাপক অস্পষ্ট উক্তি।

গাঁইট, গাঁট—গিরা, গ্রন্থি; সন্ধি; মোট, বস্তা। <গ্রন্থি। বি।

গাঁইতি—গাঁতি, একশ্রেণীর সূক্ষ্মাগ্র কোদাল। হি-মু। বি।

গাঁইয়া, গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রামবাসী, গ্রাম্য; পাড়াগেঁয়ে; অসভ্য; অমার্জিত; বোকা। গাঁ+ইয়া, এ, ও নিবাসার্থে, জাতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গাঁ-গাঁ, গাঁক-গাঁক—অনুকার শব্দ, ষাঁড় প্রঃর ডাক। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গাঁজ—জলজ উদ্ভিদ্ বিঃ (গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়); গুড় প্রঃ পচিয়া যে ফেনা উঠে তাহা; খমির, ferment. বাংপ্র। বি।

গাঁজন—মাতিয়া উঠা; দ্রবদ্রব্যের বিকৃতি-করণ; (রসায়নবিদ্যা) পচিয়া ফেনযুক্ত হওয়া, fermentation. <গর্জন। বি।

গাঁজলা—ফেনা; উপরি ভাসমান গাদ; ময়লা। গাঁজ+লা যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

গাঁজা—১। মাদকদ্রব্য বিঃ, গাঞ্জা। <গঞ্জা। বি। **২**। পচিয়া ফেনাইয়া উঠা, ferment; গঞ্জনা দেওয়া, তিরস্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

গাঁজাখুরী, -খোরী—গাঁজাখোরের যোগ্য; অবিশ্বাস্য, আজগবী; বাজে; অসম্ভব। গাঁজাখোর+ই যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গাঁজা-খোর—অত্যন্ত গঞ্জিকাসক্ত, গাঁজার নেশায় বশীভূত। গাঁজা+খোর আসক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গাঁজানো—পচাইয়া ফেনযুক্ত করা, মাতানো, ferment. বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গাঁজি—১। গাঁজিয়া উঠিয়া, ফেনযুক্ত হইয়া। কপ্র। অস-ক্রি। **২**। গাজি, বীর। প্রা কপ্র। বিণ।

গাঁজিয়াল—গঞ্জিকাসেবী, গাঁজাখোর। গাঁজা+ইয়াল (<আল) আসক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গাঁট—গাঁইট; বস্তা; বাঁধা মোট; গ্রন্থি, গেরো; গেরো-বাঁধা জিনিস ('— কাটা'); সন্ধি, জোড়; পর্বসন্ধি; ট্যাঁক, পরিহিত বস্ত্রের কোমরে-গোঁজা অংশ। <গ্রন্থি। বি।

গাঁটের কড়ি—হাতের টাকা।

গাঁটকাটা—জুয়াচোর, 'যে অলক্ষিতভাবে পথিকগণের অর্থ অপহরণ করে এমন।' গাঁট কাটে যে, উপতৎ। (<গ্রন্থিকর্তন)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গাঁটগব্বা—অর্থক্ষয়। বাংপ্র। বি।

গাঁটছড়া—বিবাহে বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার অঞ্চলপ্রান্ত বন্ধন। বাংপ্র। বি।

গাঁটরি—পুঁটলি, বস্তা। <গ্রন্থি। বি।

গাঁটানো—গাঁট বাঁধা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গাঁটি—গাঁট। <গ্রন্থি। বি।

গাঁট্টা—বদ্ধমুষ্টি, মুষ্টিবদ্ধ আঙুলের আঘাত ('— মারা'. '— খাওয়া')। বাংপ্র। বি।

গাঁট্টাগোট্টা—পেশীবহুল, দৃঢ়কায়। হি-মু। বিণ।

গাঁত—১। গাত্র, অঙ্গ, দেহ। <গাত্র। **২**। আত্মসাৎকরণ, অপহরণ, চুরি; সুবিধা, সুযোগ। <গ্রন্থি। বি। **গাঁতের মাল**—চোরাই মাল।

গাঁতা, গাঁতো—কর্মীদিগের সম্প্রদায় বিঃ, দল; চোরের দল। গ্রাম্য। বি।

গাঁতি—১। খননাস্ত্র বিঃ, রাস্তা প্রঃ খুঁড়িবার জন্য একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র; শক্ত মাটি। <হি 'গাঁয়ৎ'। **২**। এক কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত বহুলোকের সম্মিলন; শ্রেণী; দস্যু বা চোরের দল; পর্যায় বা পালা; বড় জোত জমা; ছোট তালুক। <গ্রন্থন। **৩**। আণ্ডিল, ভাণ্ডার ("খাটে খাটায় লাভের গাঁতি")। <গ্রন্থি। বি।

গাঁতিদার—ছোট তালুকদার; বড় জোত-দার। গাঁতি+দার অধিকারার্থে। বাংপ্র। বি।

গাঁথন—গঠন, রচন। <গ্রন্থন। বি।

গাঁথনি, গাঁথুনি—গ্রন্থন, গাঁথা ; গাঁথার রীতি, ইট পাথর প্রঃ বসাইবার পদ্ধতি ; গাঁথিয়া তৈয়ারী-করা দেওয়াল ইঃ ('পাকা —') ; আঁটসাট ভাব ; বাঁধুনি ('ভাষার —')। গাঁথ্ + অনি, উনি ভাব, করণ। বাংপ্র। বি।
গাঁথল—গ্রথিত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।
গাঁথা—১। গ্রন্থন করা, রচনা করা, নির্মাণ করা ; বিদ্ধ করা ; বিদ্ধ করিয়া একত্র করা। ক্রি। ২। রচনা, নির্মাণ। গাঁথ্ + আ ভাব। বি। ৩। গ্রথিত, রচিত, নির্মিত। গাঁথ্ + আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।
গাঁদা—সাধারণতঃ হলদে রঙের সুপরিচিত ফুল। পোর্তু। বি।
গাঁদাল, গাঁধাল—উৎকট গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার লতা, গন্ধভাদুলিয়া লতা। <গন্ধাল। বি।
গাঁদি—ঝাঁক, দল ; ভিড় ; দুর্গন্ধ কীট বিঃ, গান্ধিপোকা। <গন্ধকীট। বি।
গাঁধি—গন্ধী বা গান্ধী, গাঁদি, দল ; গান্ধিপোকা। বাংপ্র। বি।
গা-গতর—সর্বাঙ্গ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। গা ও গতর, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। [<গর্গরা। বি।
গাগরা, গাগরি—ক্ষুদ্র কলসী, ঘট।
গাঙ—'গাং' দ্রঃ।
গাঙাড়ি—উচ্চশব্দ, চিৎকার। বাংপ্র। বি।
গাঙ্গ—গঙ্গাসম্বন্ধীয় ; গঙ্গাজাত। গঙ্গা + অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী— **গাঙ্গী**।
গাঙ্গাড়ি—গাঙাড়ি (তাহা দ্রঃ)।
গাঙ্গিনী, গাঙ্গিনী—গঙ্গার শাখানদী বিঃ [মুর্শিদাবাদের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং এক শাখা পূর্বাভিমুখী হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে ; ইহারই নামান্তর গাঙ্গিনী। "পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্বেতে গাঙ্গিনী।"—ভারত] বি ; স্ত্রী।
গাঙ্গুলি, গাঙুলি—গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের উপনাম বিঃ। বাংপ্র। বি।
গাঙ্গেয়—১। ভীষ্ম ; কার্তিকেয়। গঙ্গা + এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং। ২। গঙ্গাসম্বন্ধীয়। গঙ্গা + এয় সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।
গা-চাবি—বাক্স আলমারি ইঃর গায়ে বসানো চাবি-কল। বাংপ্র। বি।
গাছ—১। তরু, বৃক্ষ ; তৈলকারের যন্ত্র, ঘানিগাছ ; লম্বা জিনিসের বোধক শব্দ (এক'গাছ' দড়ি)। <গচ্ছ। বি। **গাছ-কোমর বাঁধা**—কাপড় কোমরে জড়াইয়া বাঁধা। **গাছে চড়ানো**—গাছের উপর উঠানো ; অযথা প্রশংসা করিয়া গর্বিত করা ; খুব প্রশংসা করা ; খুব আশা বা উৎসাহ দেওয়া। ২। বৃহৎ, লম্বা ('—প্রদীপ')। বাংপ্র। বিণ।
গাছকৌটা—লম্বা ঢাকনিওয়ালা খাড়া কৌটা বিঃ। বাংপ্র। বি।
গাছ-গাছড়া—গাছপালা প্রঃ ; ঔষধাদিতে ব্যবহার্য উদ্ভিদাদি। গাছ ও গাছড়া (ছোট গাছ), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।
গাছ-গাছালি—গাছ-গাছড়া। বাংপ্র। বি।
গাছ-গাডু—লাউয়ের খোলের জলপাত্র। বাংপ্র। বি।
গাছপাকা—যাহা গাছে থাকিতেই পাকিয়াছে এমন ('— ফল')। গাছে পাকা, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।
গাছপাগল—ঘোরতর পাগল, একেবারে উন্মাদ। বাংপ্র। বি।
গাছপাথর—বৃক্ষ ও প্রস্তর (দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রতীক)। বাংপ্র। বি। **বয়সের গাছ-পাথর নাই**—অত্যন্ত বৃদ্ধ।
গাছপান—বড় গাছে লতাইয়া ওঠে এই রকমের পান বিঃ। বাংপ্র। বি।
গাছপালা—নানা রকমের গাছ ও পাতা। গাছ ও পালা (<পল্লব=পাতা), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।
গাছপ্রদীপ—গাছের আকারে সাজানো দীপাবলী (এক একটি শাখায় পাঁচটি করিয়া প্রদীপ থাকে। ইহা আরতির সময় ব্যবহৃত হয়) ; বৃহৎ প্রদীপ। বাংপ্র। বি।
গাছবাঁদর—আসল বাঁদর ; সম্পূর্ণ নির্বোধ। বাংপ্র। বি।
গাছমরিচ—লঙ্কা। বাংপ্র। বি।
গাছমোণ্ডা—নৈবেদ্যের মাথায় বসানো চূড়ার আকারের সন্দেশ বিঃ। বাংপ্র। বি।
গাছ-সিন্দুক—পায়াবিশিষ্ট উঁচু সিন্দুক। বাংপ্র। বি।
গাছা, গাছি—গাছ ; (সংখ্যাবোধক) টা, টি প্রঃ ; দীপরক্ষক, পিলসুজ। গাছ + আ, ই সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।
গাছী—যাহারা খেজুর ইঃ গাছ হইতে রস সংগ্রহ করে, সিউলী। বাংপ্র। বি।
গাছুড়ে—বৃক্ষারোহণে পটু। বাংপ্র। বিণ।
গাজ—গর্জন, শব্দ। <গর্জ। বি।
গাজন—শিবের উৎসব [এই উৎসব সাধারণতঃ চৈত্রমাসে হয়]। <গর্জন। বি।
গাজনতলা—যেখানে গাজনের উৎসব হয়। বাংপ্র। বি।
গাজর—কন্দ বিঃ (তরকারি)। <গর্জর। বি।
গাজা—গর্জন করা ; গুনগুন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।
গাজী—বীর, যোদ্ধা। আ। বি। **গাজীর পট**—দক্ষিণ বঙ্গবিজেতা বড় খান গাজীর শৌর্যপ্রকাশক চিত্র ; (গৌণার্থে) সবিস্তর বর্ণনাযুক্ত পত্র।
গাজুনে—১। যাহারা গাজন করে। গাজন + এ (<ইয়া)। বি। ২। গাজন-সংক্রান্ত। বাংপ্র। বিণ।
গা-জুরি, গা-জোরি—জবরদস্তি ; জবরদস্তিযুক্ত। গায়ের জোর, ৬ষ্ঠীতৎ, জাতার্থে, যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।
গাঞী—'গাঁই' দ্রঃ। [বি।
গাট্টা—গাঁটা (তাহা দ্রঃ) ; আঁটি। <গ্রন্থি।
গাড়রী—বিষবৈদ্য। প্রা কপ্র। বি।
গাড়ল—১। মেষ, মেড়া। <গড্ডল। বি। ২। (ব্যঙ্গার্থে) নির্বোধ ; যে পরের বুদ্ধিতে চলে এমন। বাংপ্র। বিণ।
গাড়া—১। গর্ত করা ; ডুবিয়া যাওয়া ; ডুবাইয়া দেওয়া ; প্রোথিত করা ('শিকড় —', গেড়ে ফেলা) ; স্থাপন করা ('আড্ডা —') ; মোড়া, ভাঙ্গা (হাটু গেড়ে বসা)। <'গাহ্'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **গাড়িয়া বসা**—চাপিয়া বসা। ২। ডোবা, গর্ত। <গহ্বর। বি। ৩। প্রোথিত। বাংপ্র। বিণ।
গাড়ি, গাড়ী—শকট, রথ। <গন্ত্রী। বি। **গাড়ি করা**—গাড়ি ভাড়া করা ; গাড়ি কেনা।
গাড়ি-গাড়ি—গাড়িতে বোঝাই ; রাশি-রাশি। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।
গাড়ি(ড়ী)-বারাণ্ডা, -বারান্দা—যাহার নীচে গাড়ি দাঁড়ায় দোতলায় এমন বারান্দা, ঝুল বারান্দা। গাড়ি দাঁড়াইবার বারাণ্ডা, বারান্দা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।
গাড়ু—ঝারি, চোঙ-যুক্ত জলপাত্র বিঃ। <গড্ডুক। বি।
গাড়োয়ান—গাড়িচালক। গাড়ি + ওয়ান চালকার্থে। বাংপ্র। বি।
গাঢ়—ঘন, যাহা তরল নয় এমন ; দৃঢ় ; অতিশয়, অতিরিক্ত ; নিবিড় ; নিমগ্ন। গাহ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।
গাঢ়তা, গাঢ়ত্ব—কঠিনতা ; ঘনত্ব, গাঢ় হওয়ার ভাব। গাঢ় + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।
গাঢ়তাপত্তি—গাঢ়ীভবন (তাহা দ্রঃ)।
গাঢ়তাপাদন—(রসায়নবিদ্যা) গাঢ়ীকরণ (তাহা দ্রঃ)।
গাঢ়মুষ্টি—১। খড়্গ। গাঢ় মুষ্টি যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। কৃপণ। গাঢ় মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ।
গাঢ়া—গাঢ়, ঘন। প্রা কপ্র। বিণ।
গাঢ়ি—গাঢ়, ঘন। প্রা কপ্র। বিণ।
গাঢ়ীকরণ—(রসায়নবিদ্যা) কোন তরল পদার্থকে গাঢ় করা, concentration. গাঢ় + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-কৃত**।
গাঢ়ীভবন—গাঢ় হওয়া, ঘন বা কঠিন হওয়া, concentration. গাঢ় + অভূত-

তদ্ভাবার্থে চ্বি—ভূ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। স্ত্রী, -ভূত।

গাণনিক—প্রধান হিসাব-রক্ষক, account-ant. গণনা+ইক জ্ঞাতার্থে। বি : পুং।

গাণপত্য—১। গণেশ সম্বন্ধীয়। গণপতি+ষ্ণ্য সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। গণেশের উপাসক। গণপতি+ণ্য উপাস্য ইহার এই অর্থে। বি, পুং।

গাণিক্য—গণিকা সমূহ। গণিকা+ষ্ণ্য সমূহার্থে। বি : স্ত্রী।

গাণিতিক—গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ; গণিতসংক্রান্ত। গণিত+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। [(নিপা)। বি ; পুং।

গাণ্ডি—গ্রন্থি। গন্ড্+ইন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনুক [ব্রহ্মা এই ধনু নির্মাণ করিয়া চন্দ্রকে ও চন্দ্র বরুণকে প্রদান করেন ; পরে বরুণ অগ্নিদেবের প্রার্থনা-ক্রমে অর্জুনকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন] : ধনুক। গাণ্ডি+ব আছে অর্থে (বিকল্পে পূর্বপদ দীর্ঘ)। বি ; পুং বা স্ত্রী।

গাণ্ডিবধন্বা, গাণ্ডীবধন্বা (-ধন্বন্)—অর্জুন। গাণ্ডিব, গাণ্ডীব ধনুঃ যাহার, বহু (সমাসান্ত অনঙ্ প্রত্যয়)। বি ; পুং।

গাণ্ডিবী, গাণ্ডীবী (গাণ্ডিবিন্)—গাণ্ডীবধারী, অর্জুন ; ধানুষ্ক ; অর্জুনবৃক্ষ। গাণ্ডিব, গাণ্ডীব+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

গাণ্ডে-পিণ্ডে—আকণ্ঠ পুরিয়া ('—গাওয়া')। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। [বি।

গাত—গাত্র, গা ; গায়ে। <গাত্র। প্রা কপ্র।

গাতব্য—গেয়, গান করিবার যোগ্য। গৈ+তব্য কর্ম। বিণ।

গাতা (গাতৃ)—গায়ক। গৈ+তৃচ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী—**গাত্রী**।

গাত্র—শরীর, অঙ্গ ; কোন কিছুর উপরিভাগ ('পর্বত—')। গা+ত্রন্ কর্তৃ। বি : ক্লী।

গাত্র-কণ্ডূতি, -কণ্ডূয়ন—গা চুলকানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

গাত্রদাহ—গা জ্বালা, শরীর জ্বলিয়া যাওয়ার মত ভাব ; অত্যন্ত বিরক্তি বা অস্বস্তি ; ঈর্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গাত্রমার্জ(র্জ)নী—গামছা ; যাহা দিয়া গা ঘষা-মাজা হয়, বুরুশ ('অশ্বের —')। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গাত্ররুহ—রোম। উপতৎ ; গাত্র—রুহ্+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

গাত্রশূল—শরীরবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গাত্রহরিদ্রা—বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠেয় শরীরে হরিদ্রালেপনরূপ অনুষ্ঠান বিঃ, গায়ে হলুদ। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গাত্রানুলেপন—চন্দন ইঃ অনুলেপন ; শরীরে চন্দনাদি মাখানো। গাত্রের অনুলেপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গাত্রানুলেপনী—অঙ্গরাগ মাখাইবার তুলি। গাত্রের অনুলেপনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গাত্রাবরণ—বর্ম, কবচ, সাঁজোয়া ; চাদর, গায়ের কাপড়। গাত্রের আবরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গাত্রাবরণী, -বরণিকা—গায়ের চাদর। গাত্রের আবরণী, আবরণিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গাত্রী—গানকারিণী, গায়িকা। গাতৃ+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

গাত্রোত্থান—আসনাদি হইতে শরীর উত্তোলন, গা তোলা। গাত্রের উত্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গাথক—গায়ক ; যে গান গাহিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে এরূপ। গৈ+থকন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গাথিকা**।

গাথা—১। শ্লোক, কবিতা ; পদ্য ; আর্যা-ছন্দঃ ; গীতি ; গীতিকাব্য ; সংস্কৃতভিন্ন অন্য ভাষাতে রচিত পদ্য। গৈ+থন্ কর্ম+আপ্। ২। বর্ণন ('গুণ—')। গৈ+থন্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গাদ—মল, কাইট। <কর্দ। বি।

গাদন—পোতা ; ঠাসিয়া পূর্ণ করণ ; অতিরিক্ত ভোজন ; প্রহার। গাদ্+অন ভাব। বাংপ্র। বি। **গোপাল গাদন**—(বালগোপালকে আহার করানো হইতে) অতিভোজন।

গাদা—১। বস্তুর সমষ্টি, রাশি, স্তূপ ; মাছের পিঠ। বি। ২। যাহা ঠাসিয়া ভরিতে হয় এমন। বিণ। ৩। ভরা, পূর্ণ করা, ঠাসা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গাদাগাদি—ঠাসাঠাসি, নিরবকাশ, ফাঁক-শূন্য। বাংপ্র। বিণ।

গাদা-বন্দুক—একপ্রকারের বন্দুক (এই বন্দুকে বারুদ গাদিয়া বা ঠাসিয়া ভরিতে হয়, muzzle loader)। গাদা (২) যে বন্দুক, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গাদি—রাশি, স্তূপ, অনেকগুলি একত্র, ভিড়। বাংপ্র। বি।

গাধ—১। তলস্পর্শযোগ্য, অগভীর (অগাধ)। গাধ্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ। ২। স্থান, আধার। গাধ্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

গাধা—১। ভারবাহী পশু বিঃ, রাসভ। বি। ২। গাধার ন্যায় বোকা, নির্বোধ। <গর্দভ। বিণ। স্ত্রী—**গাধী**। **গাধা পিটে ঘোড়া করা**—গাধাকে মারিয়া ঘোড়ায় পরিণত করা ; (লাক্ষণিক অর্থে) গাধার মত বোকা ছেলেকে মারিয়া বা বকিয়া চতুর ও বিদ্বান্ করা। **গাধার খাটুনি**—গর্দভের পরিশ্রমের মত পরিশ্রম ; ভীষণ খাটুনি। **গাধার টুপি**—কাগজের তৈয়ারী এবং 'গাধা'-লেখা টোপর বিঃ।

গাধাবোট—মন্দগতি ভারবাহী নৌকা। গাধা-সদৃশ (ধীরগামী) বোট, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গাধামি—বোকামি, বুদ্ধিহীনতা। গাধা+মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

গাধিজ, গাধিভূ, গাধিসুত—রাজা গাধির পুত্র, বিশ্বামিত্র ঋষি। উপতৎ ; গাধি—জন্+ড কর্তৃ ; গাধি—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ ; গাধির সুত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গাধেয়—বিশ্বামিত্র ঋষি। গাধি+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

গান—যাহা গাওয়া যায় ; গীতি ; সামবেদের ধ্বনি। গৈ+অনট্ কর্ম, ভাব। বি ; ক্লী। **গানের কলি**—গানের পদ।

গান-বোট—এক বা তদধিক কামানবাহী ক্ষুদ্র হালকা যুদ্ধ জাহাজ। <ইং 'gun-boat'. বি।

গান্ধর্ব(র্ব্ব)—১। গন্ধর্বসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-র্বী**। ২। অশ্ব ; গান্ধর্ববেদ ; বিবাহ বিঃ [ইহা অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে একটি ; এই বিবাহে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া গোপনে পরস্পরের পাণিগ্রহণ করে। ইহাতে মন্ত্রাদিপাঠ প্রঃ বিবাহের অন্যান্য অঙ্গ কিছুই লক্ষিত হয় না। তুঃ—আধুনিক civil marriage]। গন্ধর্ব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং। ৩। গান ('—বিদ্যা')। গন্ধর্ব+অণ্ নিষ্পন্নার্থে। বি ; ক্লী।

গান্ধার—১। সিন্দূর ; দেশ বিঃ ; স্বর বিঃ, স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর। গন্ধ—ধৃ+অণ্ কর্তৃ =গন্ধার, গন্ধার+অণ্ স্বার্থে অথবা গাম্—ধৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। গান্ধার-দেশস্থ। গান্ধার+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ৩। গান্ধারদেশের রাজা। গান্ধার+অণ্ অধিপতি অর্থে। বি ; পুং।

গান্ধারী—ধৃতরাষ্ট্রমহিষী। গান্ধার+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গান্ধারেয়—গান্ধারীপুত্র, দুর্যোধন প্রঃ। গান্ধারী+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

গান্ধিক—গন্ধবণিক, গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী ; গাঁধি-পোকা। গন্ধ+ইক জীবিকার্থে। বি ; পুং।

গাপ—আত্মসাৎ ; লুক্কায়িত, অদৃশ্য ; অপহৃত। <আ 'গায়িব'। বিণ।

গাফিল—অমনোযোগী, অসাবধান ; অক্ষম ; কুড়ে। আ। বিণ।

গাফিলতি, গাফিলি—অমনোযোগিতা, অসাবধানতা ; হেলা ; আলস্য, কুড়েমি। গাফিল+তি, ই ভাবে। আ-মু। বি।

গাব—১। গাবগাছ ; গাবফল ; গাবফলের রস (নৌকায়, জালে গাব দেওয়া) ; ধাতু-দ্রব্যের কলঙ্ক ; কষায়রসসহযোগে প্রস্তুত রং ; মৃদঙ্গাদিবাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি গম্ভীর করিবার নিমিত্ত উপরিপ্রদত্ত প্রলেপ বিঃ। <গালব। ২। গান। প্রা কপ্র। বি।

গাবগুবাগুব—'আনন্দলহরী'-নামক বাদ্যযন্ত্র, একতারা। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অব্যয়-জাত বি।

গাবড়া—অকালে স্খলিত গর্ভ; গর্ভপাতকারিণী গাভী; সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর দুধ। <গর্ভ। বি।

গাবদা—বেমানানভাবে স্থূল। বাংপ্র। বিণ।

গাবভেরেণ্ডা—রেড়িগাছ, এরণ্ড। বাংপ্র। বি।

গাবয়ে—গান করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাবর—১। নাবিক, পোতাদির পরিচালক; কর্ণধার, মাঝি; মজুরের সর্দার। প্রা কপ্র। ২। ধীবর, জেলে। বি। ৩। বোকা; গোঁয়ার; যুবা, তরুণ। প্রাদে। বিণ।

গাবরিয়া—অসভ্য; গোঁয়ার। প্রা কপ্র। বিণ।

গাবা—গাভা (তাহা দ্রঃ)।

গাবানো—অনর্থক আলোচনা করা; পাঁকে জলে আলোড়িত করা; রঙে চুবানো; বস্ত্রাদি রং করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গাবীন—গাভীন, গর্ভিণী, গর্ভবতী। <গর্ভিণী। বিণ।

গাবুরানি—যৌবন, তারুণ্য। প্রা কপ্র। বি।

গাভা—১। গাবিয়া যাওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া; কলঙ্কযুক্ত হওয়া ('বাসন —'); পাঁকে জলে আলোড়িত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বিণ]। ২। গর্ভ; পুষ্পের গর্ভকেশর; পুষ্পমঞ্জরী; গুচ্ছ, গোছা। প্রা কপ্র। বি।

গাভী—স্ত্রী-গো, ধেনু। 'গাই' (<গবী)-শব্দের মার্জিত রূপ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

গাভীন—গর্ভিণী, গর্ভবতী। <গর্ভিণী।

গামছা—তোয়ালে, যে বস্ত্রখণ্ডের সাহায্যে স্নান ও গা মোছা হয়। গা—মোছ্+আ করণ। বাংপ্র। বি।

গাময়—সমস্ত দেহ ভরিয়া। গা+ময় ব্যাপ্ত্যর্থে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গা-মরা—শীর্ণদেহ। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

গামলা—মাটি প্রঃর তৈরি পাত্র বিঃ, মধ্যে গর্তবিশিষ্ট পাত্র; ডাবা। <পো 'gamella'. বি।

গামার—গোঁয়ার; মূর্খ, নির্বোধ; হঠকারী, অবিমৃষ্যকারী; অবিবেচক। হি-মু। বিণ।

গামারি—গাম্ভারী বৃক্ষ। প্রা কপ্র। বি।

গামী (গামিন্)—যে গমন করিবে বা করে এমন; গমনশীল, পথগামী (সমাসে শেষপদে)। গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গামিনী।**

গাম্ভারী—গামার গাছ। <গাম্ভারিকা। প্রা কপ্র। বি।

গাম্ভীর্য(র্য্য)—গম্ভীরভাব, অল্প কারণে ব্যাকুল বা অস্থির না হওয়া; অবিচলিত ভাব; অচাপল্য। গম্ভীর+ষ্ণ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

গায়ক—যে গান করে এমন; সংগীতব্যবসায়ী। গৈ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গায়িকা।**

গায়ত্রী(ত্রী)—ত্রিপাদ মন্ত্র বিঃ, বেদমাতা; ষড়ক্ষর ছন্দ; বৈদিক ছন্দ বিঃ। উপতৎ; গায়, গায়ৎ—ত্রৈ+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গায়ন—১। গায়ক; গানোপজীবী, সংগীতব্যবসায়ী। গৈ+অন (ল্যুট্) কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নী** (<গায়ন্তী)। ২। গান। প্রা কপ্র। বি। [কপ্র। ক্রি।

গায়ব—গান করিব; গান করিবে। প্রা

গায়বি—গান করিবে, গাহিবে। প্রা কপ্র। ক্রি। [বা বিণ; স্ত্রী।

গায়িকা—গানকারিণী। গায়ক+আপ্। বি

গায়েন—গায়ক ('মূল —'); গীতব্যবসায়ী। <গায়ন। বি বা বিণ।

গায়ে-পড়া—অনাহূত ভাবে কৃত ('— ঝগড়া'); অযাচিত। অলুক্ ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

গায়েব, গায়েবী—অদৃশ্য, অন্তর্হিত; লোপাট; গুপ্ত ("আবার গায়েবগুলো বাদ যাবে তো"—কেদার বন্দ্যোঃ); নামশূন্য ('— চিঠি')। <আ 'গায়িব'। বিণ।

গারদ—কারাগার, কয়েদখানা, আটক রাখিবার স্থান। <ইং 'guard'। বি।

গারস্ত—গৃহস্থ, গৃহী। <গৃহস্থ। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

গারি—কটুবাক্য, গালি ('রসগারি মৃদুভাষ' —উদ্ধব)। প্রা কপ্র। বি।

গারিমা—গরিমা, গৌরব। প্রা কপ্র। বি।

গারী—সংসার, গৃহস্থালী। প্রা কপ্র। বি।

গারুড়—১। বিষশাস্ত্র ('—বিদ্যা'); বিষমন্ত্র; মরকতমণি, হরিদ্বর্ণ রত্ন বিঃ; ব্যূহ বিঃ; পুরাণ বিঃ; গরুড়পুরাণ; অস্ত্র বিঃ। গরুড়+অণ্ দেবতা ইহার বা তৎকর্তৃক প্রোক্ত ইঃ অর্থে। বি। ২। গরুড়সম্বন্ধীয়। গরুড়+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ড়ী।**

গারুড়িক, গারুড়িয়া—বিষবৈদ্য। গারুড়+ইক (সং), ইয়া (বাং) জানে অর্থে। বি; পুং।

গারুটি—একশ্রেণীর গান, কবির লড়াইয়ের গান বিঃ। প্রাদে। বি।

গার্গি—গর্গমুনির পুত্র। গর্গ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

গার্গী—গর্গমুনির কন্যা; উপনিষদে বর্ণিতা বিদুষী রমণী বিঃ। গর্গ+যঞ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গার্গ্য—ঋগ্বেদের অধ্যাপক গর্গমুনির পুত্র। গর্গ+যঞ্ গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং।

গার্জেন—অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকা বা স্ত্রীলোকের অভিভাবক। <ইং 'guardian'. বি। ['garter'. বি।

গার্টার—মোজা বাঁধিবার ফিতা প্রঃ। <ইং

গার্ড—রক্ষী; রেলগাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বিঃ। <ইং 'guard'. বি।

গার্দ(র্দ্দ)ভ—১। গর্দভসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-ভী।** ২। গর্দভের শব্দ; গর্দভের মূত্র। গর্দভ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

গার্ভ(র্ভ্ভ)—গর্ভসম্বন্ধীয়। গর্ভ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

গার্হপত্য—১। তিনটি অগ্নির একটি, সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি, গৃহস্থ ব্যক্তি চিরকাল যে অগ্নি গৃহে রাখে তাহা। বি; পুং। ২। গৃহপতিসংক্রান্ত। গৃহপতি+ণ্য বা যক্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পত্নী।**

গার্হস্থ, গার্হস্থ্য—১। দ্বিতীয় আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম; গৃহস্থধর্ম, সংসারধর্ম [ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমীর প্রধান কর্তব্য পত্নী পরিগ্রহ এবং সন্তানবর্গের ও পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতিপালন। গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বানপ্রস্থ আশ্রম]। বি; ক্লী। ২। গৃহস্থসম্বন্ধীয়, সংসারবিষয়ক; গৃহীর কর্তব্য ('—ধর্ম')। গৃহস্থ+অণ্, ষ্ণ্যঞ্ ভাবে, কর্ম-অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্থী।**

গাল—১। কপোল, গণ্ড, গ্রাস, কবল, মুখপূর্ণ খাদ্য। <গল্ল। বি। **গালে চড়**—ধৃষ্টতার উপযুক্ত দণ্ড। **গালে চুনকালি দেওয়া**—অপমানসূচক চিহ্নে চিহ্নিত করা; অপমান করা। **গালে হাত দেওয়া**—চিন্তিত বা বিস্মিত হওয়া। ২। কটূক্তি; অভিশাপ। <গালি। বি। ৩। কল্পিত, মিথ্যা। ('—গল্প')। বাংপ্র। বিণ।

গালগল্প—বাজে গল্প, খোশ গল্প; নিষ্ফল বাক্যালাপ। গাল (৩) গল্প, কর্মধা। বাংপ্র। বি। [ভাব। বি; ক্লী।

গালন—ক্ষারণ, ছাঁকা। গল্+ণিচ্+অনট্

গালপাট্টা—যে দাড়ি শুধু দুই গালের উপর রাখা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গালফুলো—যাহার গাল ফুলিয়াছে এমন; যে লোকের গাল মাংসল। বহু। বাংপ্র। বিণ।

গালব—বিশ্বামিত্রশিষ্য মুনি বিঃ। উপতৎ; গাল (গলন)—বা+ক কর্তৃ। বি।

গালবাদ্য—বম বম শব্দে মুখের বাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

গালবালিশ—শয়নকালে গালের নীচে স্থাপিত বালিশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গালভরা—যাহাতে মুখগহ্বর পূর্ণ হয় এমন; বড় বড়, আড়ম্বরপূর্ণ। গাল ভরে যাহাতে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

গালমন্দ—কটুবাক্য, গালি। বাংপ্র। বি।

গালা—১। লাক্ষা, lac; ফাঁপা গহনা ভরাট করিতে ব্যবহৃত ধুনা সুরকি ও সরিষা তেলের মিশ্রণ বিঃ। বি। ২। ক্ষরিত করা; টিপিয়া তরল পদার্থ বাহির করা

('কোড়া —'); উচ্চারণ করা ('দিবি —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **চোখ গালা**—টিপিয়া চক্ষু উৎপাটন করা।

গালাগালি—অশ্লীল বাক্যে তিরস্কার; কটুবাক্য প্রয়োগ। বাংপ্র। বি।

গালানো—গলিত করা, দ্রব করা, তরল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গালি—অভিসম্পাত, শাপ; কটুবাক্য। গল্‌+ণিচ্‌+ইন্‌ ভাব। কাহারও মতে বাংপ্র। বি।

গালিগালাজ, -মন্দ—গালাগালি, দুর্বাক্য। গালি ও গালাজ, মন্দ (সহচর শব্দ), দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

গালিচা—কার্পেট, নানাবর্ণে রঞ্জিত মেষলোমের আস্তরণ। <তু 'গলিচহ্‌'। বি।

গালিত—দ্রবীকৃত, যাহা গলানো গিয়াছে এমন; নিষ্কাশিত, নিংড়ানো; পরিস্কৃত। গল্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

গা-সহা—যাহা গায়ে সহ্য হয় বা হইয়া গিয়াছে এমন; অভ্যস্ত। গায়ে সহা, ৭মীতৎ; বা গাদ্বারা সহা, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

গাসি—গ্রাস করিয়া। <গ্রাস। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাহ—১। ভবন, ঘর। <গৃহ। বি। **২**। গাও, গান কর। কপ্র। ক্রি।

গাহক—১। গানকারী, গায়ক। <গায়ক। প্রা কপ্র। **২**। গ্রাহক; ক্রেতা, খরিদদার। <গ্রাহক। বি।

গাহন—বিলোড়ন; মজ্জন; স্নান। গাহ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**গাহিত, গাহনীয়**।

গাহা—১। গান করা, গাওয়া; (নৌকাদি) মেরামত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **২**। ১০টা সুপারি। প্রা কপ্র। বি।

গাহিত—বিলোড়িত; যাহাতে জলে নামানো বা স্নান করা হইয়াছে এমন। গাহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

গিআন, গিয়ান, গেয়ান—জ্ঞান, বোধ। <জ্ঞান। প্রা কপ্র। বি।

গিঁট, গিঁঠ—গ্রন্থি, গেরো। <গ্রন্থি। বি।

গিঁটে, গেঁটে—গ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিবিশিষ্ট; গ্রন্থিতে জন্মে এমন ('— বাত')। গিঁট+এ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গিঁঠানো—১। গিঁট দিয়া বাঁধা, গ্রন্থি দ্বারা সংযুক্ত। বিণ। **২**। গ্রন্থি দ্বারা সংযুক্ত করা, গিঁট দিয়া বন্ধন করা। <'গিঁঠা'-নামধাতু। ক্রি [, বি]।

গিজগিজ—স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি; পরিপূর্ণতার ভাব। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গিঞ্জি—সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত। বাংপ্র। বিণ।

গিটকিরি—সংগীতে ভিন্ন ভিন্ন সুরের পর পর দ্রুত উচ্চারণ; তান বা আশ। হি। বি।

গিধড়, গিধোড়—অর্থগৃধ্নু, অর্থলোভী; অতি স্থূল, অত্যন্ত মোটা; স্থূলবুদ্ধি, বোকা; স্বেচ্ছাচারী; দুর্দম; শকুন। <গৃধ্র। বিণ বা বি।

গিধিনী—শকুনি। প্রা কপ্র। বি।

গিধোড়—'গিধড়' দ্রঃ।

গিনি—বিলাতী স্বর্ণমুদ্রা, ২১ শিলিং মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা। <ইং 'guinea'. বি।

গিনিসোনা—গিনিতে যে প্রকার সোনা আছে তাহা (সোনা ২২ ভাগ, তামা ২ ভাগ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গিন্নমো, গিন্নামো—গৃহিণীপনা, গৃহিণীর কার্য; ছোট মেয়ে ইঃর পাকামো। গিন্নি(ন্নী)+মো ভাবে। প্রাদে। বি।

গিন্নি, গিন্নী—ভার্যা, স্ত্রী; গৃহকর্ত্রী। <গৃহিণী। বি।

গিন্নীপনা—গিন্নিগিরি, গৃহিণীর মত ব্যবহার; গৃহিণীর কার্য, নৈপুণ্য। গিন্নী+পনা কার্যার্থে। বাংপ্র। বি।

গিন্নীবান্নী—বয়স্কা অভিজ্ঞা গৃহিণী। গিন্নী+(সহচর শব্দ) বান্নী। বাংপ্র। বি।

গিম, গীম—গ্রীবা। প্রা কপ্র। বি।

গিমটি—মোটা সুতার ডোরাকাটা একপ্রকার কাপড়। <ইং 'dimity'. বি।

গিমা—সামান্য তিক্ত শাক বিঃ। <গ্রীষ্ম। বি। **গিমা কুমড়া**—চাল কুমড়াজাতীয় গ্রীষ্মকালে জাত কুমড়া বিঃ।

গিয়া, গিয়ে—১। যাইয়া। অস-ক্রি। **২**। কথার মাত্রা বিঃ (সে হল গিয়ে ছেলেমানুষ)। বাংপ্র। অ।

গিরগিটি—আজনাই; কাকলাশ, বহুরূপী, chameleon. হি। বি। [কপ্র। ক্রি।

গিরব—পড়িয়া যাইবে বা যাইব। প্রা

গিরা—১। গ্রন্থি, গেরো; দরজীদিগের পরিমাণ বিঃ, ১ গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। <গ্রন্থি। বি। **২**। পড়িয়া যাওয়া; স্খলিত হওয়া। হি। প্রা কপ্র। ক্রি।

গিরি—১। পর্বত; দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের এক সম্প্রদায়ের উপাধি; পরিব্রাজকদের উপাধি বিঃ (গিরি, পুরী ইঃ); গেণ্ডুক, ভাঁটা; ইঁদুর; ৮ এই সংখ্যা। গৃ+কি কর্তৃ। বি; পুং। **২**। ভাবকর্মাদি-বোধক প্রত্যয় (যেমন—কুলিগিরি, কেরানী-গিরি)। ফা-মূ।

গিরিকন্দর—গিরিগুহা, পর্বতগহ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী। [বি; স্ত্রী।

গিরিকন্যা—পার্বতী, উমা; নদী। ৬ষ্ঠীতৎ।

গিরিকা—নেংটি ইঁদুর। গিরি+স্বার্থে ক+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

গিরিকুমারী—পার্বতী, উমা। ৬ষ্ঠীতৎ।

গিরিকূট—১। পর্বতশিখর, গিরিশৃঙ্গ, পাহাড়ের চূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। **২**। পর্বতের উপরিস্থিত গৃহ। গিরিস্থিত কূট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

গিরিক্রম—(ভূতত্ত্ব) পর্বত-সন্নিবেশ-প্রণালী, mountain system. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিখাত—(ভূতত্ত্ব) সংকীর্ণ পার্বত্য পথ, gorge. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিগুহা—পর্বতকন্দর, পাহাড়ের গহ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিচর—১। পর্বতভ্রমণকারী, পর্বতচারী। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। **২**। চোর; রুদ্র বিঃ। উপতৎ; গিরি—চর্‌+ট কর্তৃ। বি; পুং।

গিরিজ—১। যাহা পর্বতে জন্মে এমন, শৈলজ। উপতৎ; গিরি—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ। **২**। মধুক বিঃ। বি; পুং। **৩**। অভ্র; গৈরিক, গেরিমাটি; শিলাজতু; লৌহ। বি; ক্লী।

গিরিজা—১। হিমালয়কন্যা দুর্গা; ক্ষুদ্র পাষাণভেদী লতা; গিরিমল্লিকা; গিরিকদলী। বি; স্ত্রী। **২**। পর্বতোৎপন্না, শৈলজাতা। উপতৎ; গিরি—জন্‌+ড কর্তৃ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। **৩**। গির্জা। <গির্জা। বাংপ্র। বি।

গিরিজাকুমার, -তনয়, -নন্দন—পার্বতীনন্দন, কার্তিকেয়; গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিজানাথ, -পতি—শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

গিরিজায়া—হিমালয়পত্নী মেনকা। ৬ষ্ঠীতৎ।

গিরিণ(ন)দী, -তরঙ্গিণী—পার্বত্য নদী, পাহাড়ে নদী। গিরিনির্গতা নদী, তরঙ্গিণী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গিরিনিতম্ব, -মিতম্ব—পর্বতমেখলা, পর্বতের মধ্যভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গিরিতল—পর্বতের উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী। [বি; স্ত্রী।

গিরিদরী—গিরিগুহা, পর্বতগহ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ।

গিরিদুর্গ—১। পর্বতবেষ্টিত স্থান। গিরিই দুর্গ, কর্মধা। **২**। পর্বতের উপরে অবস্থিত দুর্গ। গিরিস্থিত দুর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গিরিদ্বার—গিরিসংকট (তাহা দ্রঃ)।

গিরিধাতু—উপধাতু বিঃ, গিরিমাটি। গিরিজাত ধাতু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গিরিধারী (-ধারিন্‌)—শ্রীকৃষ্ণ (গোবর্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া)। উপতৎ; গিরি—ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

গিরিনদী—'গিরিণদী' দ্রঃ।

গিরিনন্দিনী—পর্বতকন্যা, পাহাড়ের মেয়ে; পার্বতী, দুর্গা; গঙ্গা; নদীমাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি।

গিরিস্রাবা—পার্বত্য জলস্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ।

গিরিপথ—পার্বত্য পথ, গিরিবর্ত্ম। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গিরিপ্রিয়া—চমরী মৃগ। গিরি প্রিয় যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গিরিবর—শ্রেষ্ঠপর্বত ; হিমালয়। গিরি-মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গিরিবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—পার্বত্য পথ, পাহাড়ে রাস্তা ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ, গিরিসংকট। গিরিমধ্যস্থ বর্ত্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গিরিবালা—গিরিনন্দিনী (তাহা দ্রঃ)।

গিরিবাসী (-বাসিন্)—পর্বতবাসী। উপতৎ ; গিরি—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

গিরিমাটি—গৈরিক, একপ্রকার রক্তবর্ণ পার্বত্য মৃত্তিকা। গিরিজাত মাটি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গিরিমালা—প র্ব ত শ্রে ণী, শৈলরাজি, পাহাড়ের সারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গিরিমৃত্তিকা—গৈরিক, গিরিমাটি। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী।

গিরিমেন্ট—চুক্তিনামা, অঙ্গীকারপত্র। <ইং 'agreement'. বি।

গিরিয়াল—পর্বতের ন্যায় প্রভুত্ব ('তোমার ঝি হৈতে মোর মজিল গিরিয়াল'—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

গিরিরাজ—পর্বতরাজ হিমালয় ; শ্রেষ্ঠ-পর্বত। গিরিদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

গিরিরাণী, -রানী—হি মা ল য় প ত্নী, মেনকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

গিরিশ—শিব, মহাদেব, ত্রিলোচন। উপতৎ ; গিরি—শী+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

গিরিশৃঙ্গ—পর্বতের শিখর, পাহাড়ের চূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গিরিশ্রেণী—পর্বতমালা, শৈ ল রা জি।

গিরিসংক(ঙ্ক)ট—পর্বতশ্রেণীর মধ্যে স্থিত দীর্ঘ সংকীর্ণ পথ, গিরিবর্ত্ম, pass. গিরিমধ্যস্থ সংকট, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গিরি-সুত—পর্বতপুত্র ; মৈ না ক প র্ব ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [তৎ। বি ; স্ত্রী।

গিরি-সুতা—পর্বতকন্যা ; পার্বতী। ৬ষ্ঠী-

গিরীন্দ্র—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয় ; শ্রেষ্ঠ পর্বত। গিরিমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গিরীশ—১। হিমালয় পর্বত ; শিব, মহাদেব। গিরির ঈশ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৃহস্পতি। গির্ অর্থাৎ বাক্যের ঈশ (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

<পো 'igreja'. বি।

গিরীষ, গিরীষি—গ্রীষ্ম, গরম ; গ্রীষ্মকাল। <গ্রীষ্ম। প্রা কপ্র। বি।

গির্জা—খ্রীষ্টানদিগের উপাসনা-মন্দির। <পো 'igreja'. বি।

গির্দা—বড় বালিশ, তাকিয়া বালিশ। <ফা 'গির্দ্'। বি। [কর্তৃ। বিণ।

গিল—গ্রাসক (সমাসে পরপদে)। গৃ+ক

গিলটি—সোনা রূপা ইঃর সূক্ষ্ম প্রলেপ (গিলটিকরা গহনা)। <ইং 'gild'. বি।

গিলন—গ্রাসকরণ, গলাধঃকরণ, ভক্ষণ। গৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

গিলা—১। কঠিন ফল বিঃ, ভল্লাতক, ভেলাফল। বাংপ্র। বি। ২। গ্রাস করা, গলাধঃকরণ করা ; দ্রুত খাওয়া ; (নিন্দার্থে) খাওয়া। <গিল। বাংপ্র। ক্রি।

গিলানো—(নিন্দার্থে) জোর করিয়া খাওয়ানো ; কবলিত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গিলিত—ভক্ষিত, গ্রস্ত, যাহা গিলিয়া খাওয়া হইয়াছে এমন। গৃ+ক ভাব=গিল ; তদুত্তরে+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

গিলিতচর্ব(র্ব্ব)ণ—রোমন্থন, জাবর কাটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গিলে—১। ভেলাফল। বি। ২। গিলে দ্বারা কোঁকড়ানো। বাংপ্র। বিণ।

গিসগিস—বহুর একত্র সমবায়, এক জায়গায় অনেকের গাদাগাদি। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক-অ।

গীত—১। গান ; কীর্তন। গৈ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। যাহা গাওয়া হইয়াছে এমন ; বর্ণিত ; উচ্চারিত। গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

গীতক্রম—সংগীতবিন্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গীতগোবিন্দ—জয়দেবকৃত গ্রন্থ। গীত হইয়াছে গোবিন্দ যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

গীতপ্রিয়—সংগীতানুরক্ত, যে গান ভালবাসে এমন। গীত প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

গীতবাদ্য—গানবাজনা। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

গীতশাস্ত্র—সংগীত-বিজ্ঞান, সংগীতের তত্ত্ব ও নিয়মাদি সংবলিত প্রাচীন গ্রন্থ। গীতের শাস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, গীত-বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গীতা—১। মহাভারতস্থিত আত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, ভগবদ্গীতা, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলী [এতদ্ব্যতীত পরবর্তী যুগের রামগীতা, শিবগীতা ও অন্যান্য গীতা বর্তমান আছে]। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা গাওয়া হইয়াছে এরূপ ; কীর্তিতা ; বর্ণিতা। গৈ+ক্ত কর্ম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গীতায়ন—গীতসাধন বেণু-মৃদঙ্গাদি। গীতের অয়ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [বি ; স্ত্রী।

গীতি—গান ; ছন্দ বিঃ। গৈ+ক্তি ভাব।

গীতিকবিতা—'গীতিকাব্য' দ্রঃ।

গীতিকা—গীতিতুল্য গাথা, গানের মত কবিতা। গীতি—কৈ+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গীতিকাব্য, -কবিতা—গানের আকারে রচিত কাব্য, lyric, যাহা গানের মত গাহিতে পারা যায় এরূপ কাব্য (যেমন—গীতগোবিন্দ)। গীতিযোগ্য কাব্য, কবিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

গীতিনাট্য—গানপ্রধান নাটক, যে নাটকের মধ্যে বহু গান সন্নিবেশিত আছে তাহা। গীতিপ্রধান নাট্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গীতী (গীতিন্)—সংগীতবিদ্যায় নিপুণ, গীতজ্ঞ। গীত+ইন্ বিদিতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**গীতিনী**।

গীম—গ্রীবা, ঘাড়, গলা। <গ্রীবা। প্রা কপ্র। বি।

গীরত—পতিত হয়, পড়ে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গীরা—দরজীদিগের পরিমাণ বিঃ, এক গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। <গ্রন্থি। বি।

গীর্ণ—প্রশংসিত ; কথিত ; গিলিত, ভক্ষিত। গৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

গীর্ণি—স্তুতি, প্রশংসা ; গিলন, ভক্ষণ। গৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

গীর্পতি, গীষ্পতি—বৃহস্পতি ; পণ্ডিত ব্যক্তি ; বিদ্বান্। গীঃ-এর (বাক্যের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গু—মল, বিষ্ঠা। <সং 'গু'-ধাতু। বি। বিণ—**গুয়ে**। **গু করা, গু ক'রে দেওয়া**—কাহারও দোষ অপমান ও লজ্জার কথা প্রকাশ করিয়া লোকচক্ষে তাহাকে হীন বা ঘৃণিত করা। **গুয়ে বসানো**—অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও হীন করা। **গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ**—কদর্যতায় তুল্যমূল্য, সমান জঘন্য। [সংক্ষেপ।

গুঃ—মারফত ('গুঃ পোদ')। 'গুজরৎ' শব্দের

গুঁই—উপাধি বিঃ। <গুণিন্। বি।

গুঁজা, গোঁজা—১। মধ্যে প্রবেশ করানো, ভিতরে ঠেলিয়া দেওয়া ; পোঁতা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। যাহা মধ্যে প্রবেশ করানো বা পুঁতিয়া দেওয়া হয় ; কীলক। গুঁজ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বি।

গুঁজি—কীলক, গোঁজ ; যাহা পোঁতা বা প্রবেশ করানো হয় তাহা। গুঁজ্+ই কর্ম। বাংপ্র। বি।

গুঁজিকাটি, -কাঠি—মাথার কাঁটা ; ঝাঁটার গোঁজ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গুঁজিয়া—১। ছোট ছোট একপ্রকার ক্ষীরের মিষ্টি। বাংপ্র। বি। ২। মধ্যে প্রবেশ করাইয়া। <গুঁজা-ধাতু। অসমা-ক্রি।

গুঁড়া—১। চূর্ণ। বিণ। ২। চূর্ণ দ্রব্য ; কণা। <গুণ্ডক। বি।

গুঁড়ানো—চূর্ণ করা, পিষ্ট করা ; (গৌণার্থে) একেবারে ধ্বংস করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গুঁড়ি—১। চূর্ণ, পিষ্ট। বিণ। ২। চূর্ণ-

দ্রব্য, কণা। <গুণ্ডক। বি। **গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি**—বিন্দু বিন্দু বারিপতন।

গুঁতা, গুঁতো—ধাক্কা, ঠেলা; কোনও কিছুর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত; গবাদি পশুর শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত, ঢুঁ; পীড়ন। অ মু। বি।

গুঁতাগুঁতি—পরস্পর শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত; ঠেলাঠেলি; গাদাগাদি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

গুঁতানো—শৃঙ্গদ্বারা আঘাত করা; ধাক্কা দেওয়া, ঠেলা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গুঁতো—'গুঁতা' দ্রঃ।

গু-খুরি, -খোরি—বিষ্ঠা ভোজনের ন্যায় জঘন্য কার্য; (তাহা হইতে) ক্রোধের কার্য, ঝকমারি। বাংপ্র। বি।

গু-খেকো, গু-খোর—বিষ্ঠাভোজী; গালি বিঃ (গু-খেকোর বেটা)। গু—খা+কো (<উকা) কর্তৃ; (২য় পক্ষে) গু+খোর আসক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গুগলি—ক্ষুদ্র শম্বুক; গেঁড়ি। বাংপ্র। বি।

গুগ্গুল, গুগ্গুলু—বৃক্ষনির্যাস বিঃ, সুগন্ধিদ্রব্য বিঃ। গুক্—গুড়্+ক, পক্ষে উ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

গুচ্ছ—স্তবক; ফুলের থলো; তৃণাদির গোছা; মল্লিকা ধান প্রঃ গাছের ডাঁটা; হার বিঃ, বত্রিশ নর হার; ময়ূরপুচ্ছ মুক্তার মালা। গুৎ—ছো+ক কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

গুচ্ছফল—যাহা গোছায় গোছায় ফলে এমন ফল (খেজুর, নারিকেল প্রঃ)। গুচ্ছাকার ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গুচ্ছমূল—গোছা শিকড়, fibrous root, শতমূলী প্রঃ। গুচ্ছাকার মূল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

গুচ্ছের—অনেক, পর্যাপ্ত, প্রচুর, ঢের, প্রয়োজনাতিরিক্ত (বিরক্তি-প্রকাশক)। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। ক্রি।

গুছানো—সুবিন্যস্ত করা, সুশৃঙ্খল করা।

গুছি—বিননি লম্বা করিবার জন্য ফিতা ইঃ; ছোট গোছা, ক্ষুদ্র গুচ্ছ। <গুচ্ছ। বি।

গুজগুজ, -গুজানি—অন্যের অশ্রাব্যভাবে কথোপকথন, চুপি চুপি কথাবার্তা; গুপ্তমন্ত্রণা। ধ্বনিমূলক। বাংপ্র। বি। বিণ—**গুজগুজে**।

গুজব—জনোক্তি, জনরব। হি। বি। **গুজব উঠা, গুজব রটা**—জনরব প্রচারিত হওয়া।

গুজর—ভাবনা, চিন্তা; অতিক্রম, অতিবাহন। <ফা 'গুজারা'। বি।

গুজরত—মারফত, দ্বারা। ফা। অ। **গুজরত খোদ**—কোন ব্যক্তির নিজ দ্বারা।

গুজরাটী—গুজরাটের লোক বা ভাষা; গুজরাট-দেশীয়। গুজরাট (<গুর্জর রাষ্ট্র) +ঈ। বি বা বিণ।

গুজরান—যাপন, অতিবাহন, কাটানো; জীবিকানির্বাহ। <ফা 'গুজারা'। বি।

গুজরানো—কাটানো, যাপন করা; বলা; সাক্ষ্য দেওয়া; দাখিল করা; উপস্থাপিত করা। ফা-মূ। ক্রি [, বি, বিণ]।

গুজরিপঞ্চম—পায়ের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি। [গত। ফা। বিণ।

গুজস্তা—সাবেক, বকেয়া, বাকী; অতীত,

গুজারা, গুজারী—নির্বাহ; আদায় (মালগুজারী)। ফা। বি।

গুজিয়া—ক্ষীরের মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

গুঞ্জ—১। গুচ্ছ, স্তবক; কুঁচ। গুনজ্+ঘঞ্ অধি। ২। গুঞ্জন। গুনজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। [প্রা কপ্র। ক্রি।

গুঞ্জই—গুঞ্জন করে, গুনগুন শব্দ করে।

গুঞ্জন—গুনগুন শব্দ; মৃদু অস্পষ্ট শব্দ; মৃদু মধুর আলাপ। গুনজ্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লী। [পুং।

গুঞ্জনধ্বনি—গুনগুন শব্দ। কর্মধা। বি;

গুঞ্জমালা, গুঞ্জামালা—গুঞ্জাহার, কুঁচফলের মালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গুঞ্জরণ—গুনগুন শব্দকরণ। বাংপ্র। বি।

গুঞ্জরতান—গুঞ্জনধ্বনি, মধুর গুনগুন শব্দ। বাংপ্র। বি।

গুঞ্জরা—গুনগুন শব্দ করা। কপ্র। ক্রি।

গুঞ্জরিত—গুনগুন শব্দে শব্দিত। গুঞ্জর+ইত যুক্তার্থে। কপ্র। বিণ।

গুঞ্জা—কুঁচ ফল, কুঁচ ফলের গাছ; মদিরাগৃহ; পরিমাণ বিঃ (এক আনার ষষ্ঠাংশ)। গুনজ্+অচ্ কর্তৃ, ঘঞ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুঞ্জামালা—'গুঞ্জমালা' দ্রঃ।

গুঞ্জার—গুনগুনধ্বনি, ভ্রমরের শব্দ। প্রা কপ্র। বি।

গুঞ্জিকা—গুঞ্জা, কুঁচ; ত্রিযব-পরিমাণ (এক আনার এক-ষষ্ঠাংশ)। গুঞ্জা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুঞ্জিত—১। গুঞ্জন, গুনগুন ধ্বনি। গুনজ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। ঝংকৃত, গুনগুন শব্দে শব্দিত। বিণ।

গুটলি, গুটলে—ঢেলা, গুটি। বাংপ্র। বি।

গুটানো—গুড়ানো, নাটাই প্রঃতে জড়ানো; সংকুচিত করা; সংবরণ করা; বন্ধ করা, তুলিয়া দেওয়া ('কারবার —'); টানিয়া লওয়া ('জাল —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বিণ।

গুটি—গোটা (গুটি দুই মোণ্ডা)। বাংপ্র।

গুটি, গুটিকা, গুটী—বটিকা, গুলি; ঘুঁটি; রেশম তসর ইঃর কীটের কোষ, cocoon; বসন্তের গুটি। গু+টিক কর্ম—গুটি; গুটি+ঈপ্=গুটী; গুটি+কন্ স্বার্থে +আপ্=গুটিকা। বি; স্ত্রী।

গুটিক—১। দুই-একটি ("কোটিতে গুটিক হয়"—চণ্ডী); এক একটি। প্রা কপ্র। ২। অনেক, প্রচুর, ঢের। বাংপ্র। বিণ।

গুটিকা—'গুটি' দ্রঃ।

গুটিকাপাত—কোন বিষয় নির্ণয়ার্থ ঘুঁটি নিক্ষেপ, গুলিবাঁট, সুরতি খেলা; শিলাবৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুটিগুটি—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে; অন্যের অদৃশ্যভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গুটিপোকা—রেশমকীট। গুটি-নির্মাতা পোকা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গুটিয়া—গুটি; গোলক। প্রা কপ্র। বি।

গুটিলা, গুটলি, গুটলে—১। গোলাকার, বর্তুলাকার; গোহাল। বিণ। ২। গুটি, ঢেলা। বাংপ্র। বি।

গুটিশালা—যে গৃহে চাষের জন্য গুটিপোকা রাখা হয়, nursery. গুটির শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গুটিসুটি—জড়সড়, হাত-পা-গুটানো। বাংপ্র। বিণ।

গুটী—'গুটি' দ্রঃ।

গুটীপোকা—তুঁতপোকা, রেশমকীট। গুটী-নির্মাতা পোকা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গুড়—ইক্ষুরস প্রঃ হইতে জাত মিষ্টদ্রব্য বিঃ, ইক্ষু প্রঃর রস অগ্নির উত্তাপে ঘন হইয়া যাহা প্রস্তুত হয় তাহা, খাঁড়। গুড়্+ক কর্তৃ। বি; পুং। **গুড়ে বালি**—আশা ব্যর্থ হওয়া [আস্বাদনের জন্য মুখে গুড় দিয়া তাহাতে বালি লাগিলে আস্বাদন নষ্ট হয়, তাহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিতে হয়। (ইহা হইতে) কোন বিষয়ে আশা করিয়া নৈরাশ্য লাভ করিলে কথাটি প্রযুক্ত হয়]। **যত গুড় তত মিষ্টি**—অধিক ব্যয় বা পরিশ্রম করিলে জিনিস বা কাজ বেশী হয়।

গুড়-অম্বল—গুড়ের সাহায্যে প্রস্তুত টক। বাংপ্র। বি।

গুড়গুড়—অনুকার-শব্দ; গম্ভীর শব্দ; মেঘের ডাক; গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

গুড়গুড়ি—১। তামাকুসেবন করিবার যন্ত্র, একপ্রকার গড়গড়া, আলবোলা। ধ্বনিমূলক। বি। ২। যাহা হইতে গুড়গুড় শব্দ হয় এমন, গুড়গুড়শব্দকারী; বামন, বেঁটে; বর্তুলাকার। বাংপ্র। বিণ।

গুড়গুড়ে—১। পাখি বিঃ। বি। ২। গুড়গুড়-শব্দকারী; বামন, বেঁটে; বর্তুলাকৃতি। গুড়গুড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

গুড়চী, গুড়ুচি, গুড়ূচী—গুলঞ্চলতা। গুড়্+অচট্, উচট্, উচট্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গুড়ধেনু—দানার্থ গুড়নির্মিতা গাভী। গুড়-নির্মিতা ধেনু, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গুড়নো, গুড়ানো—গুটানো (তাহা দ্রঃ)।

গুড়পিঠা—গুড়মিশানো চালের গুঁড়ি বা আটামরদার পিঠা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গুড়মুড়া—গুল্ফ, গোড়ালি। <গুল্ফ। বি।

গুড়াকেশ—অর্জুন; কৃষ্ণ, বিষ্ণু। গুড়াকার (নিদ্রার) ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুড়ানো—গুটানো (তাহা দ্রঃ)।

গুড়ি—**১**। 'গুঁড়া' দ্রঃ। **২**। বৃক্ষস্কন্ধ, গাছের কাণ্ড। <গণ্ডি। বি।

গুড়িগুড়ি—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে; লুকিয়ে-চুরিয়ে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গুড়ুক—টানা তামাক, গুড়মিশ্রিত কাটা তামাক ('—খাওয়া', '—টানা') <হি 'গুড়াকু'। বি।

গুড়ুকখোর—তামাকখোর, অত্যন্ত তামাকসেবী। গুড়ুক+খোর আসক্তার্থে। হিমু। বিণ।

গুড়ুচী, গুড়ূচী—'গুড়চী' দ্রঃ।

গুড়ুম—বন্দুক বা কামানের শব্দ; মেঘের ডাক। বাংপ্র অ।

গুড়ে—গুড় দিয়া তৈরী; গুড়সম্বন্ধীয়; গুড়-মিশানো। গুড়+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বিণ।

গুণ—**১**। উৎকর্ষ (গুণবান্); (গণিত) এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্কের পূরণক্রিয়া, গুণন। গুণ+ঘঞ্ ভাব। **২**। মনের যে ধর্ম থাকাতে লোক প্রশংসনীয় হয় তাহা (যথা—দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, ঔদার্য, সাহস, পরাক্রম প্রঃ); যাহাতে আত্মার উৎকর্ষসম্পাদন হয় তাহা (যথা—জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রঃ); যাহা থাকাতে শরীর সুন্দর বলিয়া গণনায় হয় তাহা (যথা—রূপ, লাবণ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রঃ); (অলংকারশাস্ত্র) রচনার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক ধর্ম (যথা—কাব্যোক্ত শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি এই দশটি); পদার্থের ধর্ম, স্বভাব (যথা—শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব, পীতত্ব; তিক্তত্ব, মধুরতা; কাঠিন্য, মৃদুতা প্রঃ); যে রজ্জু মাস্তলে বাঁধিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা; সূত্র রজ্জু; ধনুকের ছিলা। গুণ+ঘঞ্ কর্ম। **৩**। (ব্যাকরণ) স্বরের পরিবৃত্তি বিঃ (যথা—ই-ঈ-স্থানে এ; উ-ঊ-স্থানে ও; ঋ-ৠ-স্থানে অর্; ৯-স্থানে অল্); শক্তি; ফল, উপকার ('ঔষধের —'); (ন্যায়শাস্ত্র) চব্বিশটি দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রঃ); সৃষ্টির মূলীভূত বস্তুত্রয় (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ); বার ('তিন—'); অংশ, ভাগ; মাল্য; (রাজনীতি বা দণ্ডনীতি) সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয়—এই ছয়টি বিষয় ('ষড়্—')। গুণ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। **৪**। থলিয়া, চট কাপড়ের থলি, মোটা বোরা বা থলে; নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য মাস্তলে বাঁধা দড়ি। <গোণী। বি। **গুণ টানা**—নৌকার মাস্তুলে দড়ি বাঁধিয়া নদী প্রভৃর ধার দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। **৫**। জাদু, তুক। বাংপ্র। বি। **গুণ করা**—বশীকরণ ঔষধ খাওয়াইয়া বশ করা।

গুণক—**১**। যে অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্কের গুণ করা যায়, multiplier; co-efficient. বি; পুং। **২**। যে গুণ করে। গুণ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গুণিকা**।

গুণকথন—গুণকীর্তন, সুখ্যাতি ঘোষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গুণকরণ—তুকতাক, অভিচারক্রিয়া। বাংপ্র। বি।

গুণকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম** (-কর্মন্)—**১**। সদ্গুণের কার্য। গুণজনিত কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। **২**। (গণিত) গুণনক্রিয়া, পূরণ, গুণ করা। কর্মধা। **৩**। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ এবং তাহার সৃষ্টি, স্বভাব এবং কার্য। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।।

গুণকারক—উপকারক, হিতকর; আরোগ্য-কর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

গুণকারী (-কারিন্)—হিতকর; আরোগ্য-কর। উপতৎ; গুণ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

গুণকীর্ত(র্ত্ত)ন—গুণবর্ণন, গুণগান, প্রশংসা করণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গুণক্রিয়া—গুণকর্ম (তাহা দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

গুণগরিমা (-গরিমন্)—**১**। গুণের গৌরব, গুণমাহাত্ম্য। ৬ষ্ঠীতৎ। **২**। গুণ ও গৌরব। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

গুণগৌরব—গুণবত্তার জন্য মহিমা বা প্রশংসা। গুণ হেতু গৌরব, ৫মীতৎ। বি; ক্লী।

গুণগ্রহণ—অন্যের গুণ স্বীকার করা; গুণবান্ ব্যক্তির গুণ বুঝিয়া তাহাকে যথাযোগ্য সমাদর করা; গুণ বুঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গুণগ্রাম—গুণরাশি, গুণসমূহ। গুণের গ্রাম (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণগ্রাহক—যে অপরের গুণের মর্যাদা বোঝে এমন, গুণগ্রাহী। গুণের গ্রাহক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা**।

গুণগ্রাহিতা—অপরের গুণের সমাদরে প্রবৃত্তি বা অনুরাগ; গুণগ্রহণের অভ্যাস বা ক্ষমতা, গুণজ্ঞতা। গুণগ্রাহিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

গুণগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—গুণগ্রাহক, যে অন্যের গুণের আদর করে এমন। উপতৎ; গুণ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**। বি, **-গ্রাহিতা**।

গুণচট—বস্তা বা থলি প্রস্তুত করিবার জন্য মোটা চট; অতিস্থূল বস্ত্র। গুণনির্মিত চট, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গুণছুঁচ—চট ইত্যাদি সেলাই করিবার এক-প্রকার বড় ছুঁচ। গুণচালক ছুঁচ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গুণজ্ঞ—অন্যের গুণ বুঝিতে সমর্থ, গুণগ্রাহী। উপতৎ; গুণ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

গুণজ্ঞান—গুণ এবং বিদ্যা; তুকতাক, অভিচারবিদ্যা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

গুণতহি—সংখ্যা করে, গণনা করে; গণ্য করে; তুলনা করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গুণতি—গুনতি (তাহা দ্রঃ)।

গুণত্রয়—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ। গুণের ত্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গুণধর—গুণবান্, গুণী; (বিদ্রূপার্থে) বহু-দোষসম্পন্ন। গুণের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণধর্ম, -ধর্ম—প্রজাপালনাদিরূপ ধর্ম। গুণানুসারী ধর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গুণধাম (-ধামন্)—সর্বগুণাধার, সকল-প্রকার-গুণসম্পন্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, বা বিণ।

গুণন—(গণিত) পূরণ, এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্কের গুণ করণ; আবৃত্তি; বর্ণন। গুণ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গুণনিকা—**১**। গুণন; অভ্যাস, পুনঃপুনঃ অনুশীলন; নৃত্য। গুণ+অনট্ ভাব+কন্ স্বার্থে+আপ্। **২**। শূন্য অঙ্ক (০); গুণ+অনট্ করণ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুণনিধি—গুণাধার, সর্বগুণসম্পন্ন; (বিদ্রূপার্থে) সর্বদোষাধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণনীয়—যাহার (যে অঙ্কের) গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণ্য, multiplicand. গুণ+অনীয় কর্ম। বিণ।

গুণনীয়ক—অপবর্তক, যে রাশি দিয়া আর একটি রাশিকে ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না, যে রাশি দ্বারা গুণ করিলে কোন নির্দিষ্ট গুণফল উৎপন্ন হয়, measure, factor. গুণনীয়+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গুণপনা—গুণশালিতা, গুণবত্তা; নিপুণতা, পটুতা। গুণী+পনা ভাবে (ঈ-কার লোপ)। বাংপ্র। বি।

গুণপত্র—ধর্মের তাৎপর্যজ্ঞাপক শাস্ত্র, যাহাতে নানা মতের মর্মভেদ করিয়া ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বিবৃত আছে তাহা। প্রা কপ্র। বি।

গুণফল—(গণিত) গুণনক্রিয়া দ্বারা যে রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা, গুণনদ্বারা লব্ধ ফল, product. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গুণবত্তা—গুণ থাকা,-গুণশালিতা। গুণবৎ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-বান্।**

গুণবাচক—যাহা বস্তুর বা ব্যক্তির গুণ ব্যক্ত করে এরূপ, বিশেষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচিকা।**

গুণবাদ—১। প্রশংসোক্তি; সুখ্যাতিসূচক বাক্য। গুণসূচক বাদ (উক্তি), মধ্যপ কর্মধা। **২।** গুণকীর্তন, প্রশংসাকথন। ৬ষ্ঠীতৎ। **৩।** (দর্শন) প্রশংসার্থ অত্যুক্তি। বি; পুং।

গুণবান্ (-বৎ)—যাহার গুণ আছে এরূপ, গুণবিশিষ্ট, গুণী; সদ্‌গুণশালী; যাহাতে ছিলা আছে এমন। গুণ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী।** বি, **-বত্তা।**

গুণবৃক্ষ—নৌকা বা জাহাজের মাস্তুল। গুণাধার বৃক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গুণবৈষম্য—বিভিন্ন বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গুণবোধক—গুণবাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণভৃৎ—গুণধারী, গুণী। উপতৎ; গুণ—ভৃ+ ক্বিপ্ কর্ম। বিণ।

গুণমণি—অতিশয় গুণসম্পন্ন ব্যক্তি; নানা গুণের আধার বলিয়া মণির ন্যায় আদরের পাত্র। গুণে মণি (তৎসদৃশ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

গুণময়—প্রভূতগুণসম্পন্ন, অতিশয় গুণী। গুণ+ময়ট্ প্রাচুর্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী।**

গুণমুগ্ধ—গুণের বশীভূত, গুণের অত্যন্ত অনুরাগী। ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণলুব্ধ—গুণগ্রাহী, গুণপক্ষপাতী; গুণের লোভে আকৃষ্ট। ৭মীতৎ। বিণ।

গুণশালিতা—গুণ থাকা, গুণবত্তা। গুণশালিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

গুণশালী (-শালিন্)—যাহার গুণ আছে এমন, গুণী, গুণবান্। উপতৎ; গুণ—শাল্ (শোভা পাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী।** বি, **-শালিতা।**

গুণশীল—গুণী, গুণবান্। গুণ শীল যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

গুণসম্পন্ন—গুণযুক্ত, গুণবিশিষ্ট। ৩য়াতৎ।

গুণসাগর—১। বহুগুণযুক্ত, সকল গুণের আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। **২।** ব্রহ্মা; বুদ্ধ বিঃ। বি; পুং।

গুণসিন্ধু—গুণসাগর, বহুগুণের আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণস্তম্ভ—গুণবৃক্ষ, নৌকার মাস্তুল। গুণাধার স্তম্ভ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গুণহীন—নির্গুণ, গুণশূন্য; ছিলাশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণাকর—১। যাহার অনেক গুণ আছে এমন, গুণের আধার। বিণ। **২।** বুদ্ধ; পরমেশ্বর। গুণের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণাগীর—গুণগ্রাহী ('মহানন্দে জাহাঙ্গীর গুণাগীর হয়ে'—ভারত)। <সং 'গুণ'+ফা 'গীর'। বিণ। [দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

গুণাগুণ—গুণ এবং দোষ। গুণ এবং অগুণ,

গুণাঢ্য—গুণী, বহুগুণশালী। গুণদ্বারা আঢ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণাতীত—যে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে লিপ্ত নহে এমন, ত্রিগুণাতীত। গুণকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

গুণাধার—গুণের আশ্রয়, বহুগুণসম্পন্ন। গুণের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুণানুকরণ—অন্যের গুণ দেখিয়া তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা। গুণের অনুকরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গুণানুকীর্ত(র্ত্ত)ন—গুণের প্রশংসা, পরগুণের বারবার উল্লেখ। গুণের অনুকীর্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গুণানুবাদ—প্রশংসা, সুখ্যাতিকরণ, গুণকীর্তন। গুণের অনুবাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণানুরাগ—গুণগ্রাহিতা, গুণের প্রতি ভালবাসা। গুণে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-রাগী** (-রাগিন্)।

গুণানুরাগী (-রাগিন্)—গুণপক্ষপাতী, গুণগ্রাহী, যে গুণ ভালবাসে এরূপ। গুণে অনুরাগী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রাগিণী।** বি, **-রাগিতা।** [৩য়াতৎ। বিণ।

গুণান্বিত—গুণযুক্ত, গুণী। গুণ দ্বারা অন্বিত,

গুণাবলি,-লী—বহুগুণ, গুণসমূহ; নামতা। গুণের আবলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গুণাভরণ—গুণরূপ অলংকার। গুণই আভরণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

গুণাভাস—গুণ বলিয়া যাহা মনে হয়; অতি সামান্য সদ্‌গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণার্ণব—বহুগুণশালী, বহুগুণের আধার। গুণের অর্ণব, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ বা বি; পুং।

গুণালংকৃ(ঙ্কৃ)ত—গুণের দ্বারা শোভিত, সদ্‌গুণশালী, ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণিজন—১। গুণী ব্যক্তি। কর্মধা। বি; পুং। **২।** ওঝা। বাংপ্র। বি।

গুণিত—পূরিত, অন্য অঙ্ক দ্বারা যে অঙ্কের গুণ করা হইয়াছে এরূপ; আহত; তাড়িত। গুণ+ক্ত কর্ম। বিণ।

গুণিতক—যে রাশিকে আর একটি রাশি দিয়া ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না তাহা, multiple. গুণিত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গুণিন—১। মন্ত্রবৈদ্য; জাদুকর; গণৎকার। বি। **২।** ওস্তাদ, উত্তম শিল্পী; তন্ত্রমন্ত্র বা সংগীতাদিতে নিপুণ। <গুণিন্। বিণ।

গুণী (গুণিন্)—**১।** গুণবান্, কলাবিৎ; ধর্মী, বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—**গুণিনী।** **২।** ধনুক। গুণ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। **৩।** মন্ত্রজ্ঞ ওঝা। বাংপ্র। বি।

গুণীভূত—অপ্রধানভূত, অপ্রধানভাবে অবস্থিত; অপ্রধান। গুণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=গুণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

গুণোৎকর্ষ—সদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষ, গুণের আধিক্য। গুণের উৎকর্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুণোত্তর—(গণিত) নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণিত হইয়া বৃদ্ধিশীল—যেমন, ১, ৩, ৯, ২৭, ৮১ ইঃ, geometric. বিণ। **গুণোত্তর শ্রেণী**—(গণিত) যে শ্রেণীর রাশিসমূহ একটি নির্দিষ্ট গুণে বৃদ্ধি পায় তাহা, geometric series. [উপেত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গুণোপেত—গুণশালী, গুণবান্। গুণ দ্বারা

গুণ্ঠন—বেষ্টন; আবরণ; ঘোমটা। গুন্‌ঠ্+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**গুণ্ঠনীয়,** । [কর্ম। বিণ।

—আবৃত, আচ্ছাদিত। গুন্‌ঠ্+ক্ত

গুণ্ড, গুণ্ডক—চূর্ণ, গুঁড়া। গুন্‌ড্+অচ্ কর্তৃ; গুণ্ড+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গুণ্ডা—১। দুর্বৃত্ত; দস্যু, ডাকাত; পরপীড়ক, অত্যাচারী। বাংপ্র। বি। **২।** গুঁড়া, চূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

গুণ্ডাগিরি, গুণ্ডামি, গুণ্ডামো—দুর্বৃত্ততা; দস্যুতা; ডাকাতি; পরপীড়ন, অত্যাচার। গুণ্ডা+গিরি, মি, মো কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

গুণ্ডি—দোক্তা, পানের সহিত খাইবার তামাকমিশ্রিত মসলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গুণ্ডিচা—পুরীতে জগন্নাথদেব রথারোহণের পর এক সপ্তাহ যে বেদীতে থাকেন তাহা [রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা দেবীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই নাম]। অসং। বি।

গুণ্ডিচাযাত্রা—জগন্নাথদেবের রথে চড়িয়া শ্বশুরালয় অর্থাৎ গুণ্ডিচামন্দিরে যাত্রারূপ উৎসব। অসং। বি।

গুণ্ডিত—১। চূর্ণিত, যাহা গুঁড়া করা হইয়াছে এমন, চূর্ণযুক্ত। গুন্‌ড্+ক্ত কর্ম। **২।** ধূলিসমাকীর্ণ। গুণ্ড+ইত জাতার্থে। বিণ।

গুণ্য—গুণনীয়, যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ। গুণ+যৎ কর্ম। বিণ।

গুদ—১। পায়ু; মলদ্বার। গুদ্+ক কর্তৃবা। বি; ক্লী। **২।** (অশ্লীল) যোনি। বাংপ্র। বি।

গুদভ্রংশ—রোগ বিঃ; মলদ্বারের সংকোচনক্ষমতার লোপ, Prolapsus Ani. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গুদম, গুদাম—পণ্যাগার, বিক্রেয় দ্রব্যসমূহ যেখানে সঞ্চিত রাখা হয়, মালখানা। <মালয়ী 'গোডং' (<ইং 'godown'; পো 'gudao')। বি।

গুদাঙ্কুর—রোগ বিঃ, অর্শ। গুদজাত অঙ্কুর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গুদারা—খেয়া। ফা। প্রাদে। বি।

গুন—গুনচট, থলে। <গোণী। বি।
গুনগুন—ভ্রমরাদির ধ্বনি, গুঞ্জন শব্দ; অনুচ্চস্বরে সংগীতালাপ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
গুনচট—থলে তৈরি করিবার চট; অতি মোটা সুতার কাপড়। কর্মধা। বি।
গুনছুঁচ—বস্তা ইং সেলাই করিবার বড় ছুঁচ বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি। [বি।
গুনতি—গণনা। গুন+তি ভাব। বাংপ্র।
গুনা—১। পাপ; দোষ। <ফা 'গুনাহ্'। ২। সুতার পেইঁ; তার; পেঁচ বা স্ক্রুর সর্পিল শিরা, screw-thread. বাংপ্র। বি।
গুনাগার, গুনোগার—১। ক্ষতিপূরণ, গচ্চা। বি। ২। পাপী; দায়ী। <ফা 'গুনাহ্গার'। বিণ।
গুনাগারি, গুনোগারি—ভুলের শাস্তি, লোকসান; আক্কেল-সেলামি। ফা-মু। বি।
গুনাগীর—গুণাগীর (তাহা দ্রঃ)।
গুনোগার—'গুনাগার' দ্রঃ। [বিণ।
গুপত—গুপ্ত, লুক্কায়িত। প্রা কপ্র। <গুপ্ত।
গুপা, গুপো—১। গুপ্ত আঘাত। বি। ২। গুপ্ত ('— ঘাই')। প্রাদে। বিণ।
গুপীযন্ত্র—বাউলদের একতারা, আনন্দলহরী, গাবগুবাগুব। বাংপ্র। বি।
গুপ্ত—১। লুক্কায়িত; অদৃশ্য, অলক্ষিত; অপরিজ্ঞাত; রক্ষিত, ত্রাত; সংবৃত। গুপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বৈদ্যজাতির উপাধি (মুরারি গুপ্তের কড়চা)। বি; পুং।
গুপ্তকথা—গোপনীয় বিষয়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গুপ্তগতি—১। গুপ্তচর, অপসর্প। গুপ্তা গতি যাহার, বহু। বি; পুং। ২। অন্যের অলক্ষিতভাবে গমন। গুপ্তা গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গুপ্তচর—গূঢ়সংবাদবাহক, গোয়েন্দা। গুপ্ত চর, কর্মধা। বি; পুং।
গুপ্তধন—১। লুক্কায়িত অর্থ, লুকানো ধন। গুপ্ত ধন, কর্মধা। ২। নারীকর্তব্য ব্রত বিঃ (সন্দেশের মধ্যে মুদ্রা লুকাইয়া ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়)। বহুব্রী। বি; ক্লী।
গুপ্তপুলিস—পুলিসের যে বিভাগ গোপনে অপরাধাদির তথ্য সংগ্রহ করে, Special Branch of Police. কর্মধা। বাংপ্র। বি।
গুপ্তবেশ—১। ছদ্মবেশ, কপটবেশ। গুপ্ত বেশ, কর্মধা। বি; পুং। ২। গোপনবেশী, ছদ্মবেশী। বহু। বিণ।
গুপ্তভোট—যে ভোটে ভোটদাতা বন্ধ কাগজে স্বমত প্রকাশ করেন তাহা, ballot. বাংপ্র। কর্মধা। বি।
গুপ্তমন্ত্র—গুপ্ত পরামর্শ, গোপন-মন্ত্রণা; অন্যের অজ্ঞাত মন্ত্র। গুপ্ত মন্ত্র, কর্মধা। বি; পুং।
গুপ্তরহস্য—লুক্কায়িত গোপনীয় বিষয়, যে গোপনীয় বিষয়কে গোপনেই রাখা হইয়াছে তাহা। গুপ্ত রহস্য, কর্মধা। বি; ক্লী।
গুপ্তহত্যা—গোপনে খুন। গুপ্ত হত্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গুপ্তা—১। লুক্কায়িতা; গোপনে রক্ষিত বা স্থাপিত; যাহার উপপতির সহিত মিলনের বিষয় কেহ জানিতে পারে না এমন ('— নায়িকা')। বিণ; স্ত্রী। ২। গুপ্তবংশীয়া মহিলা। গুপ্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।
গুপ্তাব্দ—খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণ কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ। গুপ্ত-প্রবর্তিত অব্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
গুপ্তি—১। রক্ষা, পাহারা; গোপন, সংবরণ; গর্ত করিবার জন্য ভূমিখনন। গুপ্+ক্তি ভাব। ২। আস্তাকুঁড়; ভূমির গহ্বর; কারাগার; রথগর্ভ; নৌকার ছিদ্র, নৌকা বা জাহাজের মেজে। গুপ্+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী। ৩। যম। গুপ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৪। যষ্টি প্রঃ-র মধ্যে গুপ্ত ছোরা। বাংপ্র। বি।
গুফা—পর্বতকন্দর। হি। বি।
গুবরানো—পাকিয়া ওঠা ডাঁসানো প্রাদে। ক্রি [, বি, বিণ]।
গুবরে—একপ্রকার পোকা। গোবর+এ (<ইয়া) জাতার্থে। বাংপ্র। বি।
গুবাক, গূবাক—১। সুপারিগাছ। বি; পুং। ২। সুপারি। গু+আক করণ। বি; ক্লী।
গুম—১। গোপন, লুকানো, বিশেষতঃ খুন করিয়া মৃতদেহ লুকানো। বি। ২। গুপ্ত; নিশ্চল। হি-মু। বিণ। ৩। ভারী বস্তু পতনের শব্দ; ক্রোধাদি জন্য গম্ভীর অবস্থা। বি। ৪। গম্ভীর। বাংপ্র। বিণ।
গুমখুন—গুপ্তহত্যা—যাহাতে লাশ লুকাইয়া ফেলা হয়। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
গুমগুম—মুষ্ট্যাদি প্রহারের বা সবলে পদাঘাত করিবার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
গুমট—গ্রীষ্ম, উত্তাপ, গরমি; নির্বাত গ্রীষ্ম, বায়ুশূন্য অবস্থার গরম, পচা গরম; (গৌণ অর্থে) স্তব্ধভাব; পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান-রহিত সম্পর্কহীন ভাব। বাংপ্র। বি।
গুমটি—প্রহরীর আবাস; পোপের মত ছোট ঘর; জাহাজের জল সেচিবার খালাসী। হি। বি।
গুমর, গুমার—অহংকার, দম্ভ, দেমাক। <ফা 'গুমান'। বি। **গুমর করা**—দেমাক দেখানো, দেমাক করিয়া কথা না বলা। **গুমর ফাঁক হওয়া**—ভিতরকার কথা বাহির হইয়া পড়া। **গুমর ভাঙা**—অহংকার চূর্ণ হওয়া বা করা।
গুমরানো, গুমরনো—মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখা, গোপনে দুঃখশোক ভোগ করা। <গুম। ক্রি। [, বি]।
গুমসা, গুমসো—গুমট। বাংপ্র। বিণ।
গুমসানি, গুমসনি—গুমট, অত্যধিক গরমে ভাপসাইয়া উঠা। গুমসা+আনি, অনি ভাব। বাংপ্র। বি।
গুমসানো, গুমসনো—অত্যধিক গরমে ভাপসাইয়া উঠা; গুমট করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
গুমা, গুমো—পচা ভাপসানে; পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।
গুমা—অল্পে অল্পে আগুনে দগ্ধ বা সিদ্ধ হওয়া; স্যাঁতসেঁতে স্থানে বা গরমে পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া (চাল গুমিয়ে ওঠা)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
গুমান—১। গুপ্ত বিষয়, রহস্য। প্রা কপ্র। ২। গুমর, অহংকার, দেমাক। ফা। বি।
গুমি—১। গুপ্ত। বিণ। ২। লাশ-গোপন, গুপ্ত মৃতদেহ। <ফা 'গুমন্'। বি।
গুম্ফ—১। শ্মশ্রু; গোঁফ; বাহুভূষণ; সন্দর্ভ; গুচ্ছ। গুম্ফ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। গ্রন্থন, গাঁথনি। গুম্ফ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
গুম্ফন—গ্রন্থন, গাঁথা; গাঁথনি; দলবন্ধন, grouping. গুম্ফ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
গুম্ফবন্ধনী—বন্ধনী বিঃ, ডবল ব্র্যাকেট, { }। রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।
গুম্ফমর্দ(র্দ্দ)ন—গোঁপে তা দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
গুম্ফা—পর্বতের গুহা। বাংপ্র। বি।
গুম্ফিত—গ্রথিত, নিবদ্ধ, গাঁথা। গুম্ফ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
গুম্বজ—প্রাসাদের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গৃহের গোলাকার ছাদ; বুরুজ। <ফা 'গুন্বদ'। বি।
গুম্বজদার—গুম্বজবিশিষ্ট। ফা-মু। বিণ।
গুয়া—সুপারি। <গুবাক। বি।
গুয়ে—বিষ্ঠাসংক্রান্ত; (গৌণার্থে) তুচ্ছার্থক নাম বা সম্বোধন। গু+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।
গুয়ে-বাবলা—কটুগন্ধ ফুলবিশিষ্ট বাবলা-জাতীয় গাছ। বাংপ্র। বি।
গুয়েশালিক—বিষ্ঠাকীটভোজী শালিক-জাতীয় পাখি বিঃ। বাংপ্র। বি। [বিণ।
গুরগুটে—বেঁটে ও গোলগাল। বাংপ্র।
গুরু—১। আচার্য; অধ্যাপক; উপদেশক; শিক্ষাদাতা; মন্ত্রোপদেষ্টা, যিনি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে মন্ত্র দান করেন তিনি; ধর্মোপদেষ্টা; (জ্যোতিষ) বৃহস্পতি ('—বার'); (মহাভারত) দ্রোণাচার্য; পিতা বা মাতা ('—দশা'); তাল বিঃ, তালের দুই মাত্রা কাল; দুইমাত্রাবিশিষ্ট বা দীর্ঘ স্বরবর্ণ [যথা—আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ,

সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গ-যুক্ত স্বর]। বি ; পুং। **২**। ভারী ; শ্লাঘ্য ; পূজ্য, মাননীয় ('—জন') ; দুস্তর ; মহৎ ; বৃহৎ ; দুষ্পাচ্য ('— পথ্য') ; কঠিন, কঠোর ('লঘুপাপে — দণ্ড') ; অধিক, অতিশয় ; উৎকৃষ্ট ; প্রয়োজনীয়, জরুরি ('— কার্য') ; গম্ভীর, serious ; প্রণিধানযোগ্য। গৃ + কু কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গুরু, গুর্বী**।

গুরুকন্যা—আচার্যতনয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুরুকরণ—গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ। গুরু—কৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

গুরুকুল—গুরুগৃহ, আচার্যগৃহ (গুরুকুলে বাস) ; আচার্যবংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গুরুক্রম—**১**। গুরুপরম্পরা ; গুরুপরম্পরা-গত উপদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **২**। যাহার পদক্ষেপ বৃহৎ ; বামনদেব। বহুব্রী। বি ; পুং বা বিণ।

গুরুগম্ভীর—অতিশয় গম্ভীর ('— স্বর', '— প্রকৃতি')। গুরু রূপে গম্ভীর, সুপ্। বিণ।

গুরুগিরি—অধ্যাপনা ; মন্ত্রদান-ব্যবসায়। গুরু + গিরি ব্যবসায় অর্থে। বাংপ্র। বি।

গুরুগৃহ—আচার্যের বাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গুরুঘ্ন—গুরুহত্যাকারী। উপতৎ ; গুরু—হন্ + ক কর্তৃ। বিণ।

গুরুচণ্ডালী—গুরুলঘু শব্দের যোগে শিষ্টপ্রয়োগবিরুদ্ধ, সাধু ও গ্রাম্য শব্দের একত্র প্রয়োগে অশিষ্ট। গুরু ও চণ্ডাল, দ্বন্দ্ব + ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গুরুজন—মান্য ব্যক্তি, পিতা পিতামহ প্রঃ। কর্মধা। বি ; পুং। [দ্রঃ)।

গুরুজল—(রসায়নবিদ্যা) খরজল (তাহা

গুরুঠাকুর—গুরুদেব, দীক্ষাদাতা গুরু। কর্মধা। বাংপ্র। বি। [স্ত্রী, **-তনয়া**।

গুরুতনয়—গুরুর পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুরুতম—সর্বাপেক্ষা গুরু, অত্যন্ত গুরু। গুরু + তমপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

গুরুতর—দুইএর মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরু ; বিষম। গুরু + তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

গুরুতল্প—গুরুর শয্যা ; (গৌণার্থে) গুরুপত্নী ; বিমাতা (গুরুতল্পগ, গুরুতল্পগামী)। গুরুর তল্প (শয্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

গুরুতা—গুরুগিরি ; মন্ত্রদান ব্যবসায়। গুরু + তা কর্মার্থে। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

গুরুতা, গুরুত্ব—মহত্ত্ব, গৌরব ; আধিক্য, আতিশয্য ; ভারী হওয়ার ভাব ; মূল্য (কথায় কোনো—নেই) ; অধ্যাপকত্ব ; উপদেশকত্ব ; মন্ত্রদাতৃত্ব, ইষ্টদেবত্ব ; পূজ্যত্ব ; কাঠিন্য। গুরু + তা, ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

গুরুদক্ষিণা—পাঠান্তে আচার্যকে প্রদেয় দক্ষিণা বা প্রণামী। গুরুপ্রদেয় দক্ষিণা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুরুদত্ত—গুরুর দেওয়া, যাহা গুরু দিয়াছেন এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

গুরুদশা—মাতাপিতৃবিয়োগরূপ অবস্থা ; (জ্যোতিষ) বৃহস্পতির দশা। গুরুঘটিত দশা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুরুদার—গুরুপত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুরুদেব—অভীষ্টদেব, পূজনীয় দীক্ষাদাতা অথবা আচার্য ; শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। গুরুই দেব, কর্মধা। বি ; পুং। [বি ; ক্লী।

গুরুদ্বার—শিখদিগের ধর্মমন্দির। ৬ষ্ঠীতৎ।

গুরুনিতম্বা—বিপুলনিতম্বা, যাহার কটি-পশ্চাদ্ভাগ স্থূল এরূপ ('— নারী')। গুরু নিতম্ব যাহার, বহু + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুরুপত্নী—দীক্ষাগুরুর ভার্যা ; অধ্যাপকের স্ত্রী ; বিমাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুরুপাক—যে বস্তু ভক্ষণ করিলে সহজে পরিপাক হয় না এরূপ, দুষ্পাচ্য। গুরু পাক যাহার, বহু। বিণ।

গুরুপুত্র, -পুত্ৰ—দীক্ষাগুরুর পুত্র ; অধ্যাপকের পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী. **-পুত্রী, -পুত্ৰী**। [দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

গুরুপুরুত—মন্ত্রদাতা গুরু ও পুরোহিত।

গুরুবন্ধনী—(গণিত) বন্ধনী-রেখা বিঃ [ ] এই চিহ্নদ্বয়, third bracket. গুরু বন্ধনী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুরুবরণ—দীক্ষাগুরুকে বস্ত্রালংকার দ্বারা পূজন ; গুরুপূজার্থ বস্ত্রাদিদান ; গুরু বলিয়া মানিয়া লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গুরুবল—গুরুর দয়া বা শিক্ষার শক্তি, গুরুর আশীর্বাদরূপ শক্তি। গুরুদত্ত বল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গুরুবার—বৃহস্পতিবার। গুরুর (—দেবগুরু বৃহস্পতির) বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুরুবিত—গুরুজন, মান্য ব্যক্তি। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

গুরুভক্ত—গুরুর প্রতি ভক্তিমান্, গুরুর প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুরুভক্তি—গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুরাগ। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুরুভাই—একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য বা শিষ্য-সম্পর্কে ভাই ; সতীর্থ। গুরু-সম্পর্কিত ভাই, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গুরুভার—**১**। অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট, অতিশয় ভারী ('— বস্তু', '— কর্ম')। গুরু ভার যাহার, বহু। বিণ। **২**। অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট বস্তু ('—বহন') ; বৃহৎ দায়িত্ব। গুরু ভার, কর্মধা। বি ; পুং।

গুরুভ্রাতা (-ভ্রাতৃ)—গুরুভাই। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গুরুমণ্ডল—(ভূতত্ত্ব) ভূ-স্তর বিঃ (জল-মণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে ইহা অবস্থিত ; ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৭৬০ মাইল, Barysphere. গুরু মণ্ডল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

গুরুমশায়, -মহাশয়—পাঠশালার শিক্ষক মহাশয়, যিনি শিক্ষা দেন তিনি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গুরুমস্তিষ্ক—(শারীরবৃত্ত) মস্তিষ্কের অংশ বিঃ, cerebrum. কর্মধা। বি ; ক্লী।

গুরুমা—গুরুর স্ত্রী ; দীক্ষাদাত্রী ; বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গুরুমারা—গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত অথচ গুরুর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ('— বিদ্যা')। গুরু—মার্ + আ করণ। বাংপ্র। বি।

গুরুমুখী—**১**। পঞ্জাববাসী শিখদিগের ভাষা বা বর্ণমালা। বি। **২**। যাহার জন্য সম্পূর্ণরূপে গুরুর উপর নির্ভর করিতে হয় এমন ('— বিদ্যা')। গুরুমুখ + ঈ প্রাপ্ত অর্থে। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

গুরুয়া—গুরু, ভারী ; মোটা। প্রা কপ্র।

গুরুরত্ন—পুষ্পরাগমণি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

গুরুলঘুজ্ঞান—কে শ্রদ্ধেয় এবং কে শ্রদ্ধার অযোগ্য—এই জ্ঞান। গুরু ও লঘু, দ্বন্দ্ব ; তাহার জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গুরুশিষ্য—আচার্য ও ছাত্র ; দীক্ষা বা শিক্ষার দাতা ও গ্রহীতা। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

গুরুসেবা—গুরুশুশ্রূষা, গুরুর পরিচর্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গুরুস্থানীয়—গুরুতুল্য, গুরুবৎ পূজ্য।

গুরুহন্তা (-হন্তৃ)—গুরুঘাতক, গুরু-হত্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

গুরূত্তম—**১**। গুরুশ্রেষ্ঠ, পূজ্যতম। বিণ। **২**। পরমেশ্বর। গুরুমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গুরূপদেশ—গুরুর নির্দেশ, গুরুপ্রদত্ত শিক্ষা। গুরুর উপদেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গুরূপাসনা—গুরুপরিচর্যা, গুরুসেবা। গুরুর উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুর্জ(র্জ্জ)র—গুজরাটদেশ ; গুজরাটের লোক। বি ; পুং। [বিঃ। বি ; স্ত্রী।

গুর্জ(র্জ্জ)রী—গুর্জরদেশীয়া স্ত্রী ; রাগিণী

গুর্ব(র্ব্ব)ঙ্গনা—গুরুপত্নী। গুরুর অঙ্গনা (পত্নী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গুর্বি(র্ব্বি)ণী—গর্ভিণী, গর্ভবতী। গুরু (গর্ভস্থ সত্ত্ব) + ইন্ আছে অর্থে (নিপা) + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুর্বী(র্ব্বী)—**১**। গুরুপত্নী ; গর্ভিণী রমণী। বি ; স্ত্রী। **২**। গৌরবসম্পন্না, গুরুত্বযুক্তা। গুরু + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুল—**১**। গুড়বটিকা। গুড় + ক কর্তৃ (ড়-স্থানে ল)। বি ; পুং। **২**। গোলাকার পিণ্ড ; অঙ্গারবটিকা, অঙ্গারচূর্ণ এবং গোময়মিশ্রণে প্রস্তুত গোলক ; হাত বা পায়ের মাংসপেশী ; পোড়া তামাক। বাংপ্র। **৩**। ফুল ; গোলাপ-

ফুল ('—খাগা'); সূচিকর্ম দ্বারা রচিত ফুল। ফা। ৪। বাজে গল্প, লম্বা কথা ('— মারা')। বাংপ্র। বি।

গুলকলম—গাছের ডাল একটু চাঁচিয়া মাটি দিয়া রাখিলে শিকড় বাহির হইয়া যে কলম হয়। বাংপ্র। বি।

গুলগুল—জনরব, কানাঘুষা। ফা। বি।

গুলগুলে—গুড়গুড়ে, ক্ষুদ্র ও গোলাকার; পাকিয়া খুব নরম, তুলতুলে। বাংপ্র। বিণ।

গুলজার—সমারোহপূর্ণ, আড়ম্বরবিশিষ্ট, জমকালো; অতিশোভন, অত্যুজ্জ্বল; কোলাহলময়; ভরপুর। ফা (ফারসী অর্থে 'ফুলের কেয়ারি')। বিণ। **নরক গুলজার**—পাপী ও দুর্বৃত্তদের সমাগমে আসর গরম।

গুলঞ্চ—১। ভেষজ লতা বিঃ। <গুড়ূচী। ২। তগরজাতীয় ফুলের গাছ। বাংপ্র। বি।

গুলতন, -তান—অনেকের একত্র আলোচনা, জটলা; কর্মনাশ করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র, কাজ পণ্ড করিবার জন্য কুচক্র। <ফা 'গলতান'। বি।

গুলতি—ছোট গুলি, বাঁটুল; বাঁটুল ছুড়িবার যন্ত্র বিঃ। হি। বি।

গুলদান—ফুলদানি। ফা। বি।

গুলদার—ফুলতোলা, ফুলের মত নকশা-কাটা (বস্ত্রাদি)। ফা। বিণ।

গুলবদন—১। কুসুমকোমলাঙ্গ। <ফা 'গুল' (=ফুল)+বদন (=দেহ)। বিণ। ২। রেশমী ডুরে শাড়ি বিঃ। বাংপ্র। বি।

গুলবদনী—কুসুমকোমলাঙ্গী। ফা-মু। বিণ; স্ত্রী।

গুলবাগ—ফুলের বাগান; গোলাপের বাগিচা। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা। বি। [বিণ।

গুলবাহার—গুলদার, ফুলকাটা। ফা।

গুলা—১। সমূহবোধক প্রত্যয় বিঃ। বাংপ্র। অ। ২। তরলদ্রব্যের সহিত কোন দ্রব্য মিশাইয়া তরল করা। বাংপ্র। ক্রি।

গুলানো—খেই হারাইয়া ফেলা; আলোড়িত করা; বিশৃঙ্খল করা, জড়ানো; গোল পাকানো, জটিল করা; বমির ভাব হওয়া ('গা —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গুলাব—গোলাপ ('—নির্যাস')। ফা। বি।

গুলাবী—গোলাপী, গোলাপের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। গুলাব+ঈ সদৃশার্থে। ফা-মু। বিণ।

গুলাল—আবীর, ফাগ। হি। বি।

গুলি—১। বর্তুল, বাঁটুল; গুটিকা; বটিকা ('হজমী—'); হাতের বা পায়ের মাংসপেশী; ছোট গোলা; বন্দুকের গুলি, ছররা; ডাণ্ডাগুলির গুলি বা ছোট কাঠি; পাথরের ছোট বল, খেলিবার গুলি; উৎকট মাদকদ্রব্য বিঃ। হি-মু। বি। ২। বহুত্ববোধক প্রত্যয়। বাংপ্র। অ।

গুলিকা—গুটিকা, গুলি; বন্দুক প্রঃর গুলি। গুলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুলিকাবাব—কুচা মাংসের বড়ার ঝোল। < বাং 'গুলি'+আ 'কাবাব'। বি।

গুলিখুরি—গুলিখোরের কাজ। হি মু। বি।

গুলিখুরী—গুলিখোরের উপযুক্ত বা কথিত; আজগবী ('— গল্প')। গুলিখোর+ঈ যোগ্যার্থে। হি-মু। বিণ।

গুলিখোর—গুলিসেবনকারী, যে গুলি নামক মাদকদ্রব্যে অতিশয় আসক্ত এমন; মিথ্যাভাষী; অতি কল্পনাপ্রিয়। গুলি+খোর আসক্তার্থে। হি-মু। বি বা বিণ।

গুলিডাণ্ডা, -ডাং—ডাংগুলি, একটি ছোট ও একটি মাঝারি লাঠি নিয়া একপ্রকার ছোটদের খেলা। বাংপ্র। বি।

গুলিবাঁট—সুরতিখেলা; গুণদোষাদি বা অংশ নিরূপণার্থে গুলি বাঁট করা। বাংপ্র। বি।

গুলিস্তা—ফুলের বাগান। ফা। বি।

গুলী—গুলি; বটিকা। গুড়্+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গুলেল—শুক্তি বা গুলি বাঁশ দ্বারা বাঁটুল বা গুলি নিক্ষেপকারী। গুলি+এল (<আল)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গুলো—১। সমূহ বোধক প্রত্যয় বিঃ। বাংপ্র। অ। ২। হাতের ও পায়ের ডিম; ঢেঁকির মোনার মুখের লোহার বেড়। বাংপ্র। বি। [বি; পুং।

গুল্ফ—পাদমূল, গোড়ালি। গল্+ফক্ কর্তৃ।

গুল্ম—১। উদরমধ্যে সঞ্জাত রোগ বিঃ; প্লীহাবৃদ্ধি রোগ। গুড়্+মক্ অপা। ২। ঝোপ, ছোট ছোট ঝোপাল গাছ, কাণ্ডহীন ছোট গাছ; লতার ঝাড়; সৈন্যসংখ্যা বিঃ (৯ গজ, ৯ রথ, ২৭ অশ্ব, ৪৫ পদাতি এই ৯০ সংখ্যা); থানা, ঘাঁটি; থানা বা ঘাঁটিতে স্থাপিত সৈন্য। গুড়্+মক্ কর্তৃ (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং। [কর্মধা। বি; ক্লী।

গুল্ম-স্থান—থানা; ঘাঁটি। গুল্মই স্থান,

গুল্মিনী—১। লতা; দ্রাক্ষালতা; পর্ণলতা, পানগাছ। গুল্ম+ইন্ বিশিষ্টার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। গুল্মরোগগ্রস্তা। বিণ; স্ত্রী।

গুল্মী (গুল্মিন্)—গুল্মরোগগ্রস্ত। গুল্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গুল্মিনী**।

গুল্মী—তাবু; আমলকী বৃক্ষ; এলাচবৃক্ষ; গুড়কাওলী; বনী। গুল্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গুষ্টি—বংশ, গোত্র ('গুষ্টির মাথা'); পরিবার। < গোষ্ঠী। বি।

গুহ—১। কার্তিকের; রামের বন্ধু, গুহক চণ্ডাল; গর্ত, গহ্বর। গুহ্+ক কর্তৃ। ২। বেগবান্ অশ্ব; বাঙ্গালী কায়স্থদের পদবী বিঃ। গুহ্+ক কর্ম। বি; পুং।

গুহষষ্ঠী—কার্তিকের প্রিয় ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠী। গুহপ্রিয়া ষষ্ঠী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গুহা—পর্বতাদির গহ্বর; গর্ত; হৃদয়; অভ্যন্তর; সিংহপুচ্ছী লতা। গুহ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুহাচর—১। গুহানিবাসী; গুহাচারী। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। (গোপন স্থানে বা হৃদয়ে অবস্থান করেন বলিয়া) পরমেশ্বর। উপতৎ; গুহা—চর্+ট কর্তৃ। বি; পুং।

গুহাবাসী (-সিন্)—গুহাতে বাসকারী লোক, caveman; যে গুহাতে বাস করে এমন। উপতৎ; গুহা—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

গুহাশয়—১। সিংহ ব্যাঘ্র প্রঃ পশু; অজ্ঞান; জীবাত্মা; পরমাত্মা। বি; পু। ২। গুহাশায়ী, গুহাস্থিত। উপতৎ; গুহা—শী+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

গুহাহিত—১। গুহাতে নিবদ্ধ। বিণ। ২। হৃদয়স্থ পরমাত্মা। গুহাতে আহিত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

গুহ্য—১। গোপনীয়; অপ্রকাশ্য; বিজন, নিভৃত; দুর্বোধ্য। বিণ। ২। নির্জনস্থান; গোপন কথা বা তথ্য, রহস্য; মলদ্বার; উপস্থ। গুহ্+যৎ যোগ্যার্থে। বি; ক্লী। ৩। কচ্ছপ; পরমেশ্বর; দম্ভ, অহংকার। গুহ্+ক্যপ্ কর্তৃ, কর্ম। বি; পুং।

গুহ্যক—কুবেরের নিধির রক্ষক মণিভদ্রাদি যক্ষ। গুহ্য (কুৎসিতভাবে)—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং। [কর্মধা। বি; পুং।

গুহ্যদেশ—পায়ুদেশ, মলদ্বার। গুহ্য দেশ,

গুহ্যভাষিত—মন্ত্র; গুপ্তবাক্য, গোপন পরামর্শ। কর্মধা। বি; ক্লী।

গূ—বিষ্ঠা, পুরীষ। গু (বিষ্ঠাত্যাগ করা)+ক্বিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

গূঢ়—১। গুপ্ত, গোপন; গহন; নিভৃত; আচ্ছাদিত; অজ্ঞাত; অপ্রকাশিত; অলক্ষিত, অদৃশ্য; দুর্জ্ঞেয়, জটিল ('— তত্ত্ব')। বিণ। ২। নির্জন স্থান। গুহ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

গূঢ়চারী (-চারিন্)—যে গুপ্তভাবে বিচরণ করে এরূপ; যে আপন উদ্দেশ্য অপ্রকাশ রাখিয়া অন্যের কর্ম ও অভিপ্রায়ের অনুসন্ধান করে এরূপ। উপতৎ; গূঢ়—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

গূঢ়জ—উপপতিদ্বারা গুপ্তভাবে উৎপাদিত ('— পুত্র')। উপতৎ; গূঢ়—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

গূঢ়পথ—১। গুপ্তপথ। কর্মধা। ২। অন্তঃকরণ। গূঢ় পথ যাহার, বহু। বি; পুং।

গূঢ়পুরুষ—গুপ্তচর; ছদ্মবেশী দূত। কর্মধা। বি; পুং।

গূঢ়সাক্ষী (-সাক্ষিন্)—বাদী যাহাকে

গোপনে রাখিয়া বিবাদীর কথা শুনাইয়াছে এমন সাক্ষী, কৃত্রিম সাক্ষী। কর্মধা। বি ; পুং।

গূঢ়োৎপন্ন—অপর ব্যক্তিদ্বারা সাধারণের অজ্ঞাতে উৎপাদিত ('— পুত্র')। [উৎপন্নস্তে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ। স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাৎ যস্য তল্পজঃ।] গূঢ় (গুপ্তরূপে) উৎপন্ন (জাত), সুপ্‌। বিণ।

গুবাক—'গুবাক' দ্রঃ।

গূহন—আচ্ছাদন, সংবরণ। গুহ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

গৃধিনী—গৃধ্রজাতীয়া পক্ষিণী ; শকুনিজাতীয়া পক্ষিণী। গৃধ্র+ইনী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

গৃধ্নু—লোলুপ, লোভী (অর্থগৃধ্নু) ; ইচ্ছুক, কামী। গৃধ্‌+ক্নু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

গৃধ্র—শকুনি পক্ষী। গৃধ্‌+র কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

গৃধ্ররাজ—শ্রেষ্ঠ গৃধ্র ; জটায়ু ; গরুড়। গৃধ্রদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্‌ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

গৃহ—ঘর ; বাটী ; আশ্রয় ; গৃহস্থাশ্রম ; ভার্যা ; (জ্যোতিষ) মেষাদি রাশি ; গ্রহের অবস্থিতিস্থান। গ্রহ্‌+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

গৃহকপোত—পোষা পায়রা। গৃহবাসী কপোত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গৃহকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা** (-কর্তৃ)—গৃহস্বামী, বাড়ির মালিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

গৃহকর্ত্রী, -কর্ত্রী—গৃহস্বামিনী, গৃহিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহকর্ম (-কর্মন্‌), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্‌)—গৃহস্থালির কার্য, ঘরের কাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গৃহকলহ—'গৃহবিবাদ' (তাহা দ্রঃ)।

গৃহকারক—গৃহনির্মাণকারী, ঘরামি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহকার্য(র্য্য)—গৃহস্থালীর কাজ, ঘরের কাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গৃহগোধা, -গোধিকা—জেঠী, টিকটিকি। গৃহবাসিনী গোধা, গোধিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গৃহছিদ্র—ঘরের দোষ, আপন সংসারের কলঙ্ক। গৃহের ছিদ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গৃহচ্যুত—গৃহভ্রষ্ট, স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃত। ৫মীতৎ। বিণ।

গৃহজ—১। গৃহপ্রস্তুত, ঘরে তৈরী। বিণ। ২। দাস বিঃ। উপতৎ ; গৃহ—জন্‌+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

গৃহজন—পরিজন, সংসারের লোক, বাড়ির লোকজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহজাত—ঘরে উৎপন্ন, বাটীতে প্রস্তুত (যাহা যন্ত্রে তৈরি বা বাজারে কেনা নহে এমন)। ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহতটী—গৃহের সম্মুখস্থান, রক, পিঁড়ে। গৃহের তটী (তীর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহতল—ঘরের মেজে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গৃহত্যাগ—গৃহপরিহার, বাটী হইতে চলিয়া যাওয়া ; বৈরাগ্যবশতঃ ঘর ছাড়িয়া যাওয়া ; (নিন্দা অর্থে) কুলত্যাগ (প্রায়শঃ, নারীর পক্ষে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহত্যাগী (-ত্যাগিন্‌)—যে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যায় এরূপ ; সংসারধর্মত্যাগকারী ; সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থাশ্রমী। উপতৎ ; গৃহ—ত্যজ্‌+ঘিনুণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

গৃহত্যাগিনী—ব্যভিচারের জন্য যে নারী ঘর ছাড়িয়া যায় ; কুলত্যাগিনী, কুচরিত্রা। গৃহত্যাগী (-গিন্‌)+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

গৃহদাহ—ঘরে আগুন লাগা বা লাগানো, ঘর পুড়িয়া যাওয়া বা পুড়াইয়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহদীপ্তি—ঘরের শোভা ; সাধ্বী স্ত্রী। গৃহের দীপ্তি (শোভাস্বরূপা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহদেবতা—বাস্তুদেবতা, পুরুষানুক্রমে গৃহে নিত্য পূজিত দেবতা ; (ব্যঙ্গে) পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

গৃহদেবী—ষষ্ঠীদেবী ; গৃহিণী। ৬ষ্ঠীতৎ।

গৃহদ্বার—ঘরের দরজা। গৃহের দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গৃহধর্ম(র্ম্ম)—গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য, গৃহীর বিহিত ধর্ম ; বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহধূম—রান্নাঘরের ধোঁয়া ; ঝুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি ; পুং।

গৃহনায়ক—গৃহস্বামী ; ধনাধ্যক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ।

গৃহনীড়—শান্তিপূর্ণ গৃহ ; শান্তিপূর্ণ সংসার। গৃহরূপ নীড়, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

গৃহনীতি—সংসারনীতি, সংসারপরিচালনের নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহপতি—গৃহস্থ, গৃহস্থাশ্রমী ; গৃহস্বামী ; অগ্নি ; ধর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহপাল—গৃহকর্তা, গৃহস্বামী ; কুকুর। উপতৎ ; গৃহ—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। [বা বিণ।

গৃহপালক—গৃহস্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং,

গৃহপালিত—গৃহে পোষিত, ঘরে পোষা ('— পশু')। ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহপোষ্য—যাহাকে ঘরে রাখিয়া পালন করা হয় এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহপ্রতিষ্ঠা—ভবনপ্রতিষ্ঠা, বাড়ির পত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহপ্রতিষ্ঠিত—ভবনে সংস্থাপিত, যাহাকে ঘরে স্থাপনা করা হইয়াছে এরূপ ('— দেবদেবী')। ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহপ্রবেশ—ঘরে ঢোকা ; নূতন বাড়িতে প্রথম প্রবেশরূপ অনুষ্ঠান। ৭মীতৎ। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহপ্রাঙ্গণ—বাড়ির চাতাল বা উঠান

গৃহবলিভুক্‌ (-ভুজ্‌)—কাক ; কুকুর ; চটকপক্ষী। গৃহের বলিভুক্‌, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বাগানবাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহবাটিকা—বাড়ির লাগোয়া বাগান ;

গৃহবাস—নিজভবনে অবস্থিতি, আপন বাটীতে থাকা ; গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গৃহবাসী (-বাসিন্‌)—গৃহে অবস্থানকারী, যে আপন গৃহে থাকে এরূপ ; গৃহস্থ। উপতৎ ; গৃহ—বস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

গৃহবিচ্ছেদ—আত্মকলহ, আত্মীয়স্বজনের সহিত ঝগড়ার জন্য ছাড়াছাড়ি, ঘরভাঙ্গা। গৃহসংক্রান্ত বিচ্ছেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গৃহ-বিবাদ, -বিরোধ—অন্তর্বিদ্রোহ ; গৃহকলহ, ঘরোয়া ঝগড়া। গৃহোৎপন্ন বিবাদ, বিরোধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গৃহব্রত—গৃহানুরক্ত ; গৃহধর্মনিষ্ঠ। গৃহই ব্রত যাহার, বহু। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

গৃহভূমি—বাসস্থান, বাস্তুভিটা। ৬ষ্ঠীতৎ।

গৃহভেদ—ঘরে সিঁধ কাটা ; গৃহবিচ্ছেদ, ঘরভাঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহভেদিনী—গৃহবিচ্ছেদকারিণী, ঘরভাঙ্গানে মেয়েমানুষ। গৃহভেদিন্‌+ঈপ্‌। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

গৃহভেদী (-ভেদিন্‌)—যে কুমন্ত্রণা দ্বারা আপনজনের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেয় এরূপ, গৃহবিচ্ছেদকারী ; ঘরভাঙ্গানে। উপতৎ ; গৃহ—ভিদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভেদিনী**।

গৃহমার্জা(র্জ্জা)র—গৃহপালিত বিড়াল। গৃহপালিত মার্জার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গৃহমৃগ—কুকুর। গৃহস্থিত মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গৃহযুদ্ধ—ঘরোয়া যুদ্ধ, একদেশীয় লোকের বা এক পরিবারস্থ লোকের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ (ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, ভারতের, কোরিয়ার —')। গৃহোৎপন্ন যুদ্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গৃহলক্ষ্মী—ঘরের লক্ষ্মী, সুশীলা সচ্চরিত্রা স্ত্রী ; পত্নী ; গৃহিণী, ঘরের কর্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহশিক্ষক—যিনি গৃহে ছাত্রকে শিক্ষা দান করেন এমন শিক্ষক, private tutor. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহশূন্য—১। গৃহহীন, গৃহহারা, যাহার গৃহ নাই এরূপ। ২। বিপত্নীক, পত্নীহারা। ৩য়াতৎ। বিণ। [স্ত্রী।

গৃহশোভা—গৃহের সৌন্দর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

গৃহসজ্জা—ঘরের সাজসরঞ্জাম, ঘরের আসবাবপত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহস্থ—১। সংসারী, দ্বিতীয়াশ্রমী ; গৃহস্বামী ; মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। বি ; পুং। ২। যে গৃহে থাকে এরূপ, ঘরে অবস্থিত। উপতৎ ; গৃহ—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

গৃহস্থতা—গৃহস্থধর্ম, গৃহীর করণীয় কার্য। গৃহস্থ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

গৃহস্থলী—ঘর ; সংসার। গৃহরূপ স্থলী, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গৃহস্থালি, -স্থালী—সংসার, ঘরকন্না ; গৃহস্থের ধর্ম বা কার্য। গৃহস্থ + আলি, আলী কর্মার্থে। বি।

গৃহস্থাশ্রম—হিন্দুর জীবনের দ্বিতীয় আশ্রম, স্ত্রীপুত্রাদিসহ সংসারধর্মপালনরূপ অবস্থা। গৃহস্থের আশ্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৃহস্থিত—নিজভবনে অবস্থিত, যাহা ঘরে আছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। [স্ত্রী।

গৃহস্বামিনী—গৃহের কর্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

গৃহস্বামী (-স্বামিন্)—বাটীর কর্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-স্বামিনী**।

গৃহহারা—গৃহশূন্য ; যে গৃহ হইতে বাহির বা বিতাড়িত হইয়া ঘুরিতেছে এমন। গৃহ হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

গৃহহীন—গৃহশূন্য, ভবনরহিত ; বিপত্নীক। ৩য়াতৎ। বিণ।

গৃহাগত—১। আগন্তুক, অতিথি। গৃহকে আগত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বি ; পু। ২। যে বাটীতে আসিয়াছে এমন, গৃহে উপস্থিত। ২য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহাঙ্গনা—গৃহকর্ত্রী ; কুলকামিনী। গৃহের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহান্তর—১। ভবনের মধ্যভাগ, বাটীর ভিতর। গৃহের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভিন্ন বাটী। অন্য গৃহ, নিত্যসমাস। বি ; স্ত্রী।

গৃহাশ্রম—দ্বিতীয় আশ্রম। গৃহই আশ্রম, কর্মধা। বি ; পুং।

গৃহাসক্ত—সংসারে আসক্ত, যে স্ত্রীপুত্রাদিপোষণে সর্বদা বিব্রত এরূপ। গৃহে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

গৃহিণী—১। ভার্যা, পত্নী ; ঘরের বা বাড়ির কর্ত্রী, গিন্নী। গৃহিন্ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গৃহিণীপনা—গৃহিণীর কার্য ; গৃহিণীর ন্যায় চালচলন। গৃহিণী + পনা কর্মাদ্যর্থে। বাংপ্র। বি।

গৃহী (গৃহিন্)—গৃহস্থ ; যে বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্ম পালন করে, সংসারী। গৃহ + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**গৃহিণী**।

গৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ; ধৃত ; প্রাপ্ত ; লব্ধ ; স্বীকৃত (নিমন্ত্রণ গৃহীত হওয়া) ; কৃত ('পুত্ররূপে —') অধিকৃত ; বশীকৃত ; অবলম্বিত ('— সন্ন্যাস') ; শিক্ষিত, অভ্যস্ত ('— বিদ্যা') ; সাক্ষাৎকৃত ; পরিহিত। গ্রহ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

গৃহীতা—যাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ('— রমণী')। গৃহীত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী [গ্রহীতা (তৃ)-স্থানে 'গৃহীতা' শব্দ অশুদ্ধ।] [তৎ। বিণ।

গৃহোৎপন্ন—গৃহে জাত। গৃহে উৎপন্ন, ৭মী-

গৃহ্য—১। অধীন, আয়ত্ত ; একপক্ষীয়, পক্ষপাতী ; বাহ্য, বহির্ভূত। গ্রহ্ + ক্যপ্ কর্ম। ২। গৃহোৎপন্ন, গৃহোদ্ভূত। গৃহ + যৎ ভবার্থে। বিণ। ৩। ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ বিঃ, গোভিলাদিকৃত কর্মকাণ্ডবিশেষ ('—সূত্র')। বি ; স্ত্রী। ৪। গৃহপালিত পশুপক্ষী। গ্রহ্ + ক্যপ্ কর্ম, অধীনার্থে। বি ; পুং।

গৃহ্যসূত্র—গৃহীর অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন সংস্কারের বিধিসংবলিত সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ বিঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [সংক্ষেপ। অ।

গে—কথার মাত্রা বিঃ। 'গিয়া' ক্রিয়ার

গেআন, গেয়ান—জ্ঞান, বোধ, বুদ্ধি। < জ্ঞান। প্রা কপ্র। বি।

গেও—গমন করিল ("হরি গেও মধুপুর" —বিদ্যাপতি)। প্রা কপ্র। ক্রি।

গেঁজ—অঙ্কুর, আঁকুর, কল ; গোদের উপরিস্থিত বিস্ফোটক। বাংপ্র। বি।

গেঁজলা—গাঁজলা, টাটকা দুধ ইঃর উপরকার ফেনা, froth. বাংপ্র। বি।

গেঁজা—গাঁজা ; গেঁজলা। প্রাদে। বি।

গেঁজে—মোটা সুতায় বোনা লম্বা সরু থলি। বাংপ্র। বি।

গেঁজেল—গাঁজিয়াল, গাঁজাখোর ; যে আজগবী কথা বলে। গাঁজা + এল (<ইয়াল) আসক্তার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গেঁটে—গাঁটযুক্ত ('— অক্ষর') ; গাঁটসম্বন্ধীয় ('—বাত')। গাঁট + এ (<ইয়া) যুক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গেঁড়—ভূনিম্নস্থ কাণ্ড, এঁটে ('কলার —') ; গ্রন্থিবিশিষ্ট মূল ('কচুর —')। <গণ্ড। বি।

গেঁড়া—১। খর্বাকার, বামন, বেঁটে। বিণ। ২। আত্মসাৎ করণ, অপহরণ ('— দেওয়া', '— মারা')। বাংপ্র। বি।

গেঁড়াকল—ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করার কৌশল ('— পাতা')। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বি।

গেঁড়ি—গুগলি, ছোট শামুক বিঃ। বাংপ্র।

গেঁতো—অলস, দীর্ঘসূত্রী। বাংপ্র। বিণ।

গেঁদা—গাঁদা ; গাঁদা গাছ। বাংপ্র। বি।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রামসম্বন্ধীয়, গ্রাম্য ('— রাস্তা') ; অশিক্ষিত, অমার্জিত ('— কথা', '— ভাষা', '— লোক')। গাঁ + এ (<ইয়া), ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গেঙানো, গোঙানো—গোঁ গোঁ শব্দ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**গেঙানি, গোঙানি**।

গেছে, গেছো—১। বৃক্ষবাসী, গাছে বাস করিতে পটু ; পুরুষভাবাপন্ন ('— মেয়ে') ; অমার্জিত, রুচিহীন ('— বুদ্ধি')। বিণ। ২। যে লোক গাছে উঠিয়া ডালপালা কাটে ও ফল পাড়ে। গাছ + এ (<ইয়া), ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি।

গেজেট—সংবাদপত্র, খবরের কাগজ ; সরকারী ঘোষণাদিসংবলিত সংবাদপত্র। < ইং 'gazette'. বি।

গেঞ্জি—বোনা জামা বিঃ। <ইং 'guernsey'। বি।

গেট—বহির্দ্বার, তোরণ, ফটক। < ইং 'gate'. বি।

গেণ্ডু—গেন্দুক, ভাঁটা। < গেণ্ডু। বি।

গেণ্ডুয়া—গুচ্ছ, গোছা, স্তবক ; ভাঁটা, বল। কপ্র। বি।

গেণ্ডু, গেণ্ডুক, গেন্দুক—কন্দুক, ভাঁটা। গম্ + ড কর্তৃ=গ ; গ এমন ইন্দু (অর্থাৎ ইন্দুতুল্য), কর্মধা, স্বার্থে কন্ (নিপাতনে ন-স্থানে ণ)। বি ; পুং।

গেণ্ডুয়া—গেণ্ডুক, কন্দুক ; বল, ভাঁটা (গেণ্ডুয়া খেলা)। প্রা কপ্র। বি।

গেয়—১। গান। গৈ + যৎ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। গাহিবার উপযুক্ত ; যাহা গাহিতে হইবে এমন। গৈ + যৎ কর্ম। বিণ।

গেয়ান—'গেআন' দ্রঃ।

গের, গেরো—দুর্দৈব, কুগ্রহ। <গ্রহ। বি।

গেরণ—সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ। < গ্রহণ। বি। [বি।

গেরস্ত, গিরস্ত—সংসারী, গৃহী। <গৃহস্থ।

গেরি, গেরিমাটি—পার্বত্য নারঙ্গবর্ণের মৃত্তিকা বিঃ। <গৈরিক ও গৈরিক মৃত্তিকা। বি। [বি।

গেরিলা—গুপ্তযোদ্ধা। <ইং 'guerilla'.

গেরিলা-যুদ্ধ—গোপন-যুদ্ধ ; লুকায়িত থাকিয়া নানাভাবে শত্রুর ক্ষতিসাধন, gurilla warfare. ৬ষ্ঠীতৎ। ইং-মৃ। বি।

গেরুয়া—১। গিরিমাটিতে রাঙানো, গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত। বিণ। ২। গৈরিক, গিরিমৃত্তিকা ; গৈরিকবসন। <গৈরিক। বি।

গেরেফতার, গ্রেপ্তার—১। রাজাদেশে ধৃত। বিণ। ২। রাজাদেশে ধৃতকরণ। ফা। বি।

গেরেফতারী—গ্রেফতার সংক্রান্ত, রাজাদেশে ধৃত করিবার ('— পরওয়ানা')। গেরেফতার + ঈ সম্বন্ধার্থে। ফা-মৃ। বিণ।

গেরো—১। গাঁট, গ্রন্থি। <গ্রন্থি। ২। অশুভ, দুর্দৈব, কুগ্রহ। <গ্রহ। বি।

গের্দ—১। চতুঃসীমা, হদ্দ। বি। ২।

অধীন ; আয়ত্ত ; আটক । < ফা 'গির্দ্' । বিণ ।

গেল—১ । যাহা গিয়াছে এমন, গত, অতীত ('—দিন') । বিণ । **২** । গমন করিল । বাংপ্র । ক্রি । **গেল গেল**—মারা পড়িল ; সর্বনাশ হইল ; নষ্ট হইল ; পলাইয়া গেল ।

গেলা—১ । গ্রাস করা, ভক্ষণ করা, খাওয়া । বাংপ্র । ক্রি । **২** । ভক্ষিত । < 'গৃ'-ধাতু । বিণ । **৩** । গমন করিল । < 'গম্' ধাতু । প্রা কপ্র । ক্রি ।

গেলানো—ভক্ষণ করানো, খাওয়ানো (বিরক্তিসূচক) ; প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, ঢুকাইয়া দেওয়া । বাংপ্র । ক্রি [, বি, বিণ] ।

গেলাপ—খোল, ওয়াড় । < আ 'গিলাফ্' । বি ।

গেলাম—যাইলাম । প্রা কপ্র । ক্রি ।

গেলাস—জলপানপাত্র বিঃ, জল খাইবার লম্বা পাত্র । < ইং 'glass'. বি । **এক গেলাসের ইয়ার**—মদ্যপানের সঙ্গী ; (বিদ্রূপে) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ।

গেলি—১ । গমন করিলি । বাংপ্র । **২** । গমন করিল ("গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী"—বিদ্যা) । প্রা কপ্র । ক্রি । **৩** । (ছাপাখানার) মুদ্রণার্থ সজ্জিত অক্ষরসমূহের আধার । < ইং 'galley'. বি ।

গেলি-প্রুফ—মুদ্রাযন্ত্রে প্রথম মুদ্রণের পর সংশোধনীয় কাগজ, galley-proof. ইং । বি । [কথা বলে । বাংপ্র । বিণ ।

গেলো—যে বাজে কথা বলে, যে বাড়াইয়া

গেহ—গৃহ, বাসস্থান ; সভা । গ (গণেশ, গন্ধর্ব) ঈহ (ঈপ্সিত) যেখানে, বহু । প্রায়শঃ পদ্যে ব্যবহৃত । বি ; ক্লী ।

গেহা—গৃহ, ভবন, ঘর । প্রা কপ্র । বি ।

গেহিনী—গৃহকর্ত্রী ; ভার্যা, পত্নী । গেহিন্ + ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

গেহী (গেহিন্)—গৃহী, গৃহস্থ । গেহ + ইন্ আছে অর্থে । বি ; পুং, বা বিণ ।

গৈবি, গৈবী—১ । গুপ্ত, লুকানো ; প্রেরকের নামবিহীন । বিণ । **২** । গুপ্তি, গোপন ; (দাবাখেলায়) আড়াল হইতে চাল বলিয়া দিয়া অন্যের দ্বারা খেলা । < আ 'গয়েব' । বি ।

গৈরিক—১ । গিরিমাটি ; স্বর্ণ । বি ; ক্লী । **২** । গিরিসম্ভূত ; গিরিমৃত্তিকারঞ্জিত । গিরি + ইক ভবাদ্যর্থে । বিণ । স্ত্রী, **-কী** ।

গৈরিকবসন—গিরিমৃত্তিকারঞ্জিত বস্ত্র, গিরিমাটিতে রাঙানো কাপড় । কর্মধা বি ; ক্লী ।

গৈরেয়—১ । শিলাজতু । বি ; ক্লী । **২** । গিরিজাত, পার্বত্য । গিরি (পর্বত) + এয় ভবার্থে । বিণ । স্ত্রী, **-য়ী** ।

গো—১ । ধেনু, গাভী ; দিক্ ; বাক্ ; ভূমি ; পৃথিবী ; স্বর্গ ; জল ; চক্ষুঃ । বি ; স্ত্রী **২** । বৃষ ; কিরণ ; সূর্য ; ইন্দ্রিয় ; গৃহ । গম্ + ডো কর্তৃ, করণ । বি ; পুং । **৩** । বাঙ্গালা সম্বোধনসূচক শব্দ (ওগো, দাদা গো) । অ

গোআরি—কাতর প্রার্থনা । প্রা কপ্র । বি ।

গোই—গোপন করিয়া, ঢাকিয়া ; সংকুচিত করিয়া । প্রা কপ্র । ক্রি ।

গোঁ—১ । অনুকরণশব্দ । অ । **২** । জেদ, রোথ । বাংপ্র । বি ।

গোঁআনো, গোঁয়ানো—যাপন করা, করা, কাটানো । 'গম্' ধাতুর ণিজন্ত রূপ (গমানো) হইতে । বাংপ্র । ক্রি । [, বি] ।

গোঁগোঁ—প্রায় অচেতন অবস্থায় যন্ত্রণা-সূচক শব্দ । বাংপ্র । ধ্বন্যাত্মক অ ।

গোঁগানো—গোঁ গোঁ শব্দ করা । বাংপ্র । ক্রি । [, বি] ।

গোঁজ—১ । কীলক, খোঁটা । গুঁজ্ + অ কর্ম । বি । **২** । রাগে বিরক্তিতে গম্ভীর ('— মুখ') । বাংপ্র । বিণ ।

গোঁজা—১ । প্রবেশ করানো ; ফাঁকে রাখা । ক্রি [, বি, বিণ] । **২** । নিয়মিত বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয় ; যাহা অন্য বস্তুর ভিতর ঠেলিয়া বা গুঁজিয়া দেওয়া যায় তাহা ; গুঁতা ('লাঠির —') ; ঘরের চালের ফাঁকা জায়গায় যে খড় গুঁজিয়া দেওয়া যায় তাহা । গুঁজ্ + আ কর্ম । বাংপ্র । বি ।

গোঁজা-মিল—হিসাব ঠিকমত না মিলিলে ফাঁকি দিয়া মিলাইয়া দেওয়া ; ফাঁকি দেওয়া । ৬য়াতৎ । বাংপ্র । বি । [বি ।

গোঁড়—উচ্চনাভি, মাংসপিণ্ড । < গোণ্ড ।

গোঁড়া—অত্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী, প্রাচীনপন্থী, orthodox ; ধর্মাদিতে অন্ধবিশ্বাসসম্পন্ন ; অত্যন্ত অনুরাগী, অতিভক্ত ; উচ্চনাভিবিশিষ্ট, গোঁড়যুক্ত । বাংপ্র । বিণ ।

গোঁড়ানেবু—অতিশয় টক নেবু বিঃ, জামির । বাংপ্র । বি ।

গোঁড়ামি, গোঁড়ামো—গোঁড়ার ভাব বা কার্য । গোঁড়া + মি, মো ভাবে । বাংপ্র । বি ।

গোঁৎ—১ । জলে ডুব দেওয়ার শব্দ । অ । **২** । অবনতমস্তকে পড়া বা জলে ডোবা । বাংপ্র । বি ।

গোঁফ, গোঁপ—মোচ, ওষ্ঠের উপরিস্থ কেশ । < 'গুম্ফ' । বি । **গোঁফে তা দেওয়া**—অঙ্গুলি দ্বারা গোঁফ বিন্যাস করা বা কুঞ্চিত করা ; প্রফুল্লতা ও উদ্বেগশূন্যতা প্রকাশ করা ।

গোঁফ-খেজুরে—গোঁপের উপর পতিত খেজুর ভক্ষণের চেষ্টা করিতেও অনিচ্ছুক ; (অর্থাৎ) অত্যন্ত অলস, অতিশয় কুড়ে । গোঁফে খেজুর, ৭মী তৎ + এ (< ইয়া) যুক্তার্থে । বাংপ্র । বিণ ।

গোঁয়া, গোঙা—বাক্‌শক্তিশূন্য, মূক, বোবা । বাংপ্র । বিণ ।

গোঁয়ানো—'গোঁআনো' দ্রঃ ।

গোঁয়ার—১ । কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অতিমূর্খ ; হঠকারী ; অতিদুর্দান্ত ; একগুঁয়ে, একরোখা । গোঁ + আর যুক্তার্থে । বাংপ্র । **২** । গ্রাম্য, অরসিক, প্রণয়ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ; লম্পট ; দস্যু । < হি 'গমার' (< গ্রাম) । প্রা কপ্র । বিণ । স্ত্রী, **-রী** ।

গোঁয়ারগোবিন্দ—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, হঠকারী ; অতি দুঃসাহসিক । বাংপ্র । বিণ ।

গোঁয়ারতমি—হঠকারিতা ; কাণ্ডজ্ঞান-হীনতা ; একগুঁয়েমি । গোঁয়ার + তমি ভাবে । বাংপ্র । বি ।

গোঁয়ারা—মহরম উৎসব । ফা । বি ।

গোঁয়ারী—গোঁয়ার (২) (তাহা দ্রঃ) ।

গোঁসা—অভিমান, রাগ । আ-মু । বি ।

গোঁসাই, গোসাঞি, গোসাঞী—প্রসিদ্ধ প্রভুবংশীয়গণের উপাধি ; (শ্রদ্ধার্থে) ঠাকুর, প্রভু । < গোস্বামিন্ । বি ।

গোঁসাঘর—ক্রোধাগার (তাহা দ্রঃ) ।

গোকর্ণ—১ । বিতস্তি-পরিমাণ, বিঘৎ ; গণ্ডূষ ; রুদ্র বিঃ (গোকর্ণদেবের মন্দির) । গো-র কর্ণের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু । **২** । গরুর কান । ৬ষ্ঠীতৎ । **৩** । সর্প, সাপ । গো (নেত্র) কর্ণ যাহার, বহু । বি ; পুং ।

গোকল—গোগ্রাস, গরুকে দত্ত ঘাস ; কুমারীকর্তব্য ব্রত বিঃ । < গোকবল । বি ।

গোকুল—১ । গোসমূহ । গো-র কুল, ৬ষ্ঠী-তৎ । **২** । বৃন্দাবন । গো-র কুল যাহাতে, বহু । বি ; ক্লী ।

গোকুলনাথ, গোকুলেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ । গোকুলের নাথ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

গোকুলবিহারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ । উপ-তৎ ; গোকুল—বি—হৃ + ণিন্ কর্তৃ । বি ; পুং । স্ত্রী, **-রিণী** (রাধিকা) ।

গোক্ষীর—গোদুগ্ধ, গরুর দুধ । গো-র ক্ষীর, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

গোক্ষুর, গোখুর—১ । গরুর খুর । গো-র ক্ষুর, খুর, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং । **২** । অনামখ্যাত ওষধি বিঃ ; সর্প বিঃ, গোখুরা সাপ । গো-র ক্ষুর, খুর (অর্থাৎ খুরবৎ চিহ্ন) যাহাতে, বহু । বি ; পুং ।

গোখাদক—গোমাংসভোজী । ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী, **-খাদিকা** ।

গোখুর—'গোক্ষুর' দ্রঃ ।

গোখুরা—অতিবিষাক্ত সর্প বিঃ, গোক্ষুর সাপ । গোখুর + আ স্বার্থে । বাংপ্র । বি ।

গোগা—বোবা । বাংপ্র । বি বা বিণ ।

গোগৃহ—গোশালা, গোয়াল । গো-র গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

গোগ্রাস—প্রায়শ্চিত্তের পর মন্ত্রপূত করিয়া গরুকে ঘাস প্রদান ; গরুর ন্যায় গ্রাস গ্রহণ অর্থাৎ উত্তমরূপে চর্বণ না করিয়াই গলাধঃকরণ (গোগ্রাসে খাওয়া, গেলা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোঘাতক—১। গোবধকারী, গোহন্তা। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা। ২**। গোবধকারী জাতি, কসাই প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোঘৃত—গব্যঘৃত, গাওয়া ঘি। গোসম্ভূত ঘৃত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গোঘ্ন—১। গোহন্তা, গোহত্যাকারী। গো হনন করে যে, উপতৎ ; গো—হন্‌+ক কর্তৃ। বিণ। **২**। (প্রাচীন যুগে) অতিথি (কারণ তাঁহার আগমনে মধুপর্কে মাংস-দানের নিমিত্ত গোবধ বিহিত ছিল ; কিন্তু কলিতে উহা নিষিদ্ধ। শব্দটি বাংলায় বিরল)। যাহার জন্য গো হনন করা হয়, উপতৎ ; গো—হন্‌+ক সম্প্র। বি ; পুং।

গোঙা—বোবা ; যে গোঙাইয়া কথা বলে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গোঙানো, গোঙ্গানো—গোঁ গোঁ শব্দ করা ; যাপন করা, অতিবাহন করা ; কাটানো ; গমন করা ; অনুগমন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গোঙার—অবিমৃষ্যকারী, অবিবেচক, মূঢ় ; গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

গোঙ্গা—১। বোবা, গোঁঙা। বি বা বিণ। **২**। বড় কড়ি। বাংপ্র। বি।

গোঙ্গানো—'গোঙানো' দ্রঃ।

গোচর—১। আশ্রয় ; ইন্দ্রিয়ের বিষয়, রূপরসগন্ধাদি ; সাক্ষাৎকার ; জ্ঞাতসার ; গোচারণস্থান, গরুর আহারস্থান। বি ; পুং। **২**। আশ্রিত ; ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ('জ্ঞান—')। গো (ইন্দ্রিয়, চক্ষু)—চর্‌+ঘ অধি। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

গোচর্ম (-চর্মন্‌), **-চর্ম** (-র্মন্‌) **—১**। গরুর চামড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। **২**। ভূমিপরিমাণ বিঃ। বি ; ক্লী। [বি ; পুং।

গোচারক—যে গরু চরায়, রাখাল। ৬ষ্ঠীতৎ।

গোচারণ—গরু চরানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গোচিকিৎসক—গোবৈদ্য, গরুর রোজা ; (ব্যঙ্গে) কু-চিকিৎসক, হাতুড়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোছ—প্রকার, রকম ('বড় গোছের') ; পান ইঃর আঁটি ; সুযোগ ; ('—বুঝে কাজ করা', বেগোছ) ; আয়োজন (বিয়ের গোছগাছ করা)'; সুশৃঙ্খলা, পারিপাট্য (গোছগাছ)। <গুচ্ছ। বি।

গোছগাছ—গোছানো, সুব্যবস্থা, শৃঙ্খলা। বাংপ্র। বি।

গোছা—থোবা, আঁটি ; বাণ্ডিল, তড়া ; আটগণ্ডা পান। <'গুচ্ছ'। বি।

গোছানো—সাজানো, সাজাইয়া রাখা ; সুব্যবস্থা করা। <গুচ্ছ। ক্রি [, বি, বিণ]।

গোছালো, গোছাল—সুবিন্যস্ত, সু-সজ্জিত ; সুশৃঙ্খল ; পটু ; চতুর ; সংগতিপন্ন, মিতব্যয়ী ; হিসাবী ; যে সব জিনিস সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে এমন। গোছ+আলো, আল যুক্তার্থে। বিণ।

গোজাত—গব্য ('—ঘৃতাদি') ; স্বর্গজাত। গো হইতে জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

গোট—কোমরের গহনা বিঃ, মেখলা। বাংপ্র। বি।

গোটা—১। অখণ্ড, আস্ত ('—সুপারি')। বিণ। **গোটা গোটা**—আস্ত আস্ত। **২**। জরির পাত ; ঝালর ; বিবিধ মসলার চূর্ণ বিঃ। বি। **৩**। বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শব্দ। বাংপ্র। বি।

গোটাকতক—অল্প, অল্পসংখ্যক, কয়েকটি। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

গোটাকয়েক—কয়েকটামাত্র। বাংপ্র।

গোটাসিদ্ধ—আ-কাটা তরকারির সহিত সিদ্ধ আস্ত মাষকলাই ; সিদ্ধ আস্ত তরকারি। সুপ্‌। বাংপ্র। বি।

গোটিক—গুটিক, দুই-একটি। প্রা কপ্র। বিণ।

গোটে, গোটে—একটি। প্রা কপ্র। বিণ।

গোঠ—১। গো-র অবস্থানস্থান ; গরু চরিবার স্থান। <গোষ্ঠ। **২**। স্ত্রীলোকের কটিদেশের ভূষণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

গোড়—চাল-চলন, ভাবভঙ্গী ; অভিপ্রায়, মতলব। বাংপ্র। বি। **গোড়ে গোড় দেওয়া**—খোশামুদি, মতে মত দেওয়া ; অন্ধভাবে অনুকরণ করা।

গোড়বাজা—পায়ের মল। বাংপ্র। বি।

গোড়া—মূল, আদি ; সূত্রপাত, আরম্ভ। বাংপ্র। বি।

গোড়ানো—পরিণত হওয়া, ফলে পরিণত হওয়া ; পশ্চাদ্ধাবন করা ; নিকটবর্তী হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গোড়ালি—গুল্ফ, পাদমূল। বাংপ্র। বি।

গোডিম—জন্মকালে পক্ষীর গুহ্যদেশস্থিত অণ্ডাকার মাংসপিণ্ড ; (তাহা হইতে কাহারও) নিতান্ত শৈশব অবস্থা। বাংপ্র। বি।

গোড়ে—১। অলস, কুড়ে। বিণ। **২**। মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা। বাংপ্র। বি।

গোণী—গুণ, থলিয়া, বস্তা ; পরিমাণ বিঃ, দুইধারী পরিমাণ। গুণ্‌+ঘঞ্‌ কর্তৃ (নিপা)+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোণ্ড—১। মধ্যভারতের আদিবাসী জাতি বিঃ। গুন্‌ড্‌+অচ্‌ কর্তৃ। **২**। নাভিদেশে বর্ধিত মাংস, গোঁড়। গো-র অণ্ড-সদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **৩**। উদ্গত-নাভিবিশিষ্ট, গোঁড়যুক্ত। গোণ্ড+অচ্‌ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

গোতীর্থ—গোষ্ঠ, গোচারণস্থান ; তীর্থ বিঃ। গোহেতুক তীর্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গোত্তা—ঘুড়ির মাথা নীচু করিয়া বেগে পতন ; আঘাত করণ। <আ 'গউতহ্‌'। বি।

গোত্র—১। সন্তানপরম্পরা, বংশ, কুল ; গোত্রপ্রবর্তক গৌতম ভরদ্বাজ প্রঃ ঋষির সন্তান-পরম্পরা ; অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহু প্রাণী বা বৃক্ষাদির বিভাগ বা বর্গ (বিভিন্ন গোত্রীয় পশু, উদ্ভিদ্‌) ; গোপৃহ। গু+ত্র কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লী। **২**। পর্বত ("গোত্রের প্রধান পিতা"—ভারত)। উপতৎ ; গো—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বি ; পুং। বিণ—**গোত্রীয়**।

গোত্রজ—সগোত্র, একবংশীয়। উপতৎ ; গোত্র—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

গোত্রপ্রধান—পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় ; কুল-শ্রেষ্ঠ, গোষ্ঠীপতি। গোত্রমধ্যে প্রধান, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

গোত্রভিৎ (-ভিদ্‌)—পর্বতবিদীর্ণকারী ইন্দ্র। উপতৎ ; গোত্র—ভিদ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। [অর্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোত্রা—পৃথিবী। গোত্র+অচ্‌ আছে

গোদ—১। পদস্ফীতি রোগ ; শ্লীপদ রোগ, elephantiasis. বাংপ্র। বি। **২**। গোদাতা, যে গরু দান করে এরূপ ; জল-দাতা। উপতৎ ; গো—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

গোদা—১। গোদাবরী নদী ; নদীমাত্র। গো—দা+ক কর্তৃ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। **২**। স্থূল, বৃহদাকার, মোটা ; গোদবিশিষ্ট (গোদার ঘাট)। বিণ। **৩**। নেতা, নায়ক ; দলপতি, সর্দার (প্রায় মন্দ অর্থে) ; বানরদলের নায়ক ('পালের —')। গোদ+আ আছে অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গোদা পায়ের লাথি—দেখিতে ভীষণ অথচ আসলে তেমন ভয়ের নয় এমন বিষয়।

গো-দাগা—গরুর গায়ে দাগ দেওয়া ; লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া গরুর চিকিৎসা-কারী। বাংপ্র। বি।

গোদান—১। কেশান্তসংস্কার, কেশচ্ছেদন-রূপ সংস্কার। গো (কেশ)—দো+অনট্‌ অধি। বি ; পুং। **২**। গোপ্রদান, গরুদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গোদাবরী—দক্ষিণ-ভারতের নদী বিঃ। গো (জল)—দা+বনিপ্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোদালে—কোদালের মত ধারালো। প্রা কপ্র। বিণ।

গোদুগ্ধ—গরুর দুধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গোদোহ, গোদোহন—গাভীদোহন, গাই দোওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী।

গোদোহনী—গোদোহন-পাত্র, দুধের ভাঁড়। গো—দুহ্‌ + অনট্‌ অধি + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোধন—গাভীরূপ ধন। গোরূপ ধন, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

গোধা—ধনুকের গুণের আঘাত-নিবারক প্রকোষ্ঠে বেষ্টিত চর্মখণ্ড। গুধ্‌ + ঘঞ্‌ করণ + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোধা, গোধিকা—গোসাপ। গুধ্‌ + অচ্‌ কর্তৃ + আপ্‌ ; গোধা + কন্‌ স্বার্থে + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোধিকা—'গোধা' দ্রঃ।

গোধূম, গোধুম—গমশস্য। গুধ্‌ + উম, উম কর্ম। বি ; পুং।

গোধূমচূর্ণ—ময়দা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গোধূলি—সূর্যাস্তসময়, সূর্যের অস্তগমন-কাল, সন্ধ্যার প্রাক্কাল [এই সময়ে গো সকল মাঠ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করে ও তাহাদের খুরাঘাতে ধূলি উত্থিত হয়, সুতরাং সূর্যের অস্তগমন-বেলা ধূলিসংযুক্ত হয় ; এই নিমিত্ত সূর্যাস্তগমন-সময়ের নাম 'গোধূলি' হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে যে সময়ে সূর্য অর্ধ-অস্তমিত হয়, হেমন্ত ও শিশিরে যে সময় সূর্যের তেজোহানি হইয়া পিণ্ডাকারপ্রাপ্তি ঘটে সেই সময়, এবং শরৎ, বর্ষা ও বসন্তে সূর্যাস্তের পরবর্তী কালই গোধূলি]। গো-র ধূলি যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

গোধূলিলগ্ন—গোধূলিতে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট শুভ সময়। গোধূলিই লগ্ন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

গোনস, গোনাস—বৃহৎ সর্প, বোড়া প্রঃ সাপ। গো-র নাসিকার ন্যায় নাসিকা যাহার, বহু (নাসিকা-স্থানে নস্‌ ও সমাসান্ত অচ্‌) ; পক্ষে গো-র নাসার ন্যায় নাসা (নাসিকা) যাহার, বহু। বি ; পুং।

গোনা—১। গনা, গণনা করা, সংখ্যা করা ; জ্যোতিষ গণনা করা। ক্রি [, বি]। **২**। গণিত। বাংপ্র। বিণ।

গোনাগাথা—গণিত ; নির্দিষ্ট ; পরিমিত। বাংপ্র। বিণ। [বি ; পুং।

গোনাথ—বৃষ ; গোস্বামী ; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ।

গোনাহ—পাপ। আ। বি।

গোপ—১। গোয়ালা ; গোপাল, গোরক্ষক ; ভূপতি। উপতৎ ; গো (গরু, পৃথিবী)—পা + ক কর্তৃ। বি ; পুং। **২**। রক্ষক ; উপকারক ; বহু গ্রামের অধিপতি। গুপ্‌ + অচ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গোপা** (গোপ-কন্যা), **গোপী** (গোপ-স্ত্রী)।

গোপত—লুক্কায়িত ; গোপন ("আওত গোপত বেশ উতারিয়া"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। বিণ।

গোপথ—গরুর চলার জন্য যে রাস্তার সৃষ্টি হয়। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গোপদ—(জ্যোতিষ) নক্ষত্র বিঃ, Algenib. বি।

গোপন—১। রক্ষণ ; অদৃশ্যকরণ, লুকান। গুপ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। **২**। গুপ্ত, অপ্রকাশিত ; গোপনীয়। বাংপ্র। বিণ।

গোপনারী—গোপরমণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [গুপ্‌ + অনীয় কর্ম। বিণ।

গোপনীয়—অপ্রকাশ্য, প্রকাশের অযোগ্য।

গোপবধূ—গোপজাতীয়া স্ত্রী ; গোয়ালিনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গোপবল্লভ—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। **২**। গোপগণের প্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গোপবি—গোপন করিবে। <'গুপ্‌'-ধাতু। প্রা কপ্র। ক্রি। [ধাতু। প্রা কপ্র। ক্রি।

গোপসি—গোপন করিতেছ। <'গুপ্‌'-

গোপা—১। গোপকন্যা ; শ্যামালতা। গোপ + আপ্‌। **২**। শাক্যসিংহের ভার্যা। বি ; স্ত্রী। **৩**। গোপন করা। কপ্র। ক্রি।

গোপাঙ্গনা—গোপরমণী, গোপবধূ। গোপের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গোপানসী—চালের পাড়, চালের বাতা। গুপ্‌ + নসট্‌ কর্তৃ + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোপায়ন—গোপন, রক্ষা। গুপ্‌ + ণিচ্‌ স্বার্থে + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-য়িত**।

গোপায়িত—রক্ষিত ; পুষ্ট। গুপ্‌ + ণিচ্‌ স্বার্থে + ক্ত কর্ম। বিণ।

গোপায়িতা (-য়িতৃ)—রক্ষক। গুপ্‌ + ণিচ্‌ স্বার্থে + তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

গোপাল—১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ; গোপ ; রাখাল ; ভূপতি। উপতৎ ; গো—পালি + অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। **২**। গরুর পাল (দল)। ৬ষ্ঠীতৎ। **৩**। আদরের শিশু ('আদুরে —') ; বাছা, জাদু। বাংপ্র। বি।

গোপালক—কৃষ্ণ ; শিব ; রাখাল, যে গো সকল রক্ষা করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-লিকা**।

গোপালন—গরুপোষা, গোসমূহকে যথা-নিয়মে আহার্যাদি প্রদান করিয়া গৃহে রাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গোপালভোগ—একপ্রকার ভাল কলা ; ধান্য বিঃ ; একপ্রকার আম। বাংপ্র। বি।

গোপাষ্টমী—কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী। গোপপালনীয়া অষ্টমী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গোপিকা—গোয়ালিনী, গোপের স্ত্রী ; রক্ষিকা। গোপী, গোপা + কন্‌ স্বার্থে + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোপিকামোদ—রাগিণী বিঃ। বি।

গোপিকামোহন, -রমণ—১। গোপীগণের চিত্তের মোহজনক, গোপীবল্লভ। বিণ। **২**। শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোপিত—লুক্কায়িত, রক্ষিত। গুপ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

গোপিনী—১। গোপা, শ্যামালতা। গুপ্‌ + ণিন্‌ কর্তৃ + ঈপ্‌। **২**। গোপী, গোপিকা। গোপ + ইনী (বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয়)। বি ; স্ত্রী।

গোপী—গোয়ালিনী ; শ্যামালতা। গোপ + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গোপীগীতা—ভাগবতের দশমস্কন্ধে ধৃত গোপীগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব গান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গোপীচন্দন—বৈষ্ণবগণের ব্যবহার্য তিলক-মৃত্তিকা, তিলকমাটি। গোপীসম্ভূত চন্দন (অর্থাৎ চন্দনবৎ মৃত্তিকা), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গোপীজনবল্লভ—গোপীগণের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ। গোপীই জন, কর্মধা ; গোপীজনের বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি ; পুং।

গোপীনাথ—শ্রীকৃষ্ণ। গোপীর নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ।

গোপীমোহন—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। **২**। গোপীদিগের মনোমোহকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

গোপীযন্ত্র—একতারা, বাদ্যযন্ত্র। গোপীনামক যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গোপুচ্ছ—১। গরুর লেজ। গো-র পুচ্ছ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী। **২**। হার বিঃ। গোপুচ্ছ (১) + অচ্‌ আছে অর্থে (তদাকার-বিশিষ্ট, এই অর্থে)। বি ; পুং।

গোপুর—পুরদ্বার, নগরের ফটক ; তোরণ, দ্বার। গো—পৄ + ক অধি। বি ; ক্লী।

গোপেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ। গোপমধ্যে ইন্দ্র, ৭মী-তৎ। বি ; পুং।

গোপেশ—গোপরাজ নন্দ ; শ্রীকৃষ্ণ। গোপ-দিগের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গোপ্তব্য—গোপনীয় ; রক্ষণীয়। গুপ্‌ + তব্য কর্ম। বিণ।

গোপ্তা—গোত্তা (তাহা দ্রঃ)।

গোপ্তা (গোপ্তৃ)—রক্ষক, রক্ষাকর্তা ; প্রতিপালক ; গোপনকারী ; গোপনে কৃত (চোরাগোপ্তা মার—এই অর্থে বাংপ্র)। গুপ্‌ + তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গোপ্ত্রী**।

গোপ্য—১। দাস-পুত্র। বি ; পুং। **২**। রক্ষণীয় ; গোপনীয়, গোপন করিবার যোগ্য। গুপ্‌ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

গোপ্রচার—গোচারণভূমি, গোষ্ঠ। গো—প্র—চর্‌ + ঘঞ্‌ অধি। বি ; পুং।

গোফা—পর্বতগহ্বর, গুহা ; সাধুর নির্জন ভজনস্থান মাত্র। প্রা কপ্র। বি।

গোবৎস—গরুর বৎস, বাছুর। গো-র বৎস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বাংপ্র। বিণ।

গোবদা—মোটা ; অতি পুরু ; খুব মাংসল।

গোবধ—গোহত্যা, গোরু বধ করা। গো-র বধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোবর—গোময়, গোরুর বিষ্ঠা। <গোবিট্‌। বি। **গোবর দেওয়া**—গোবর দিয়া নিকান। **গোবরে পদ্ম ফোটা**—নির্গুণ লোকের ঘরে অতি গুণবান্‌ ব্যক্তির জন্ম হওয়া। **ষাঁড়ের গোবর**—অকেজো (ষাঁড়ের গোবর হিন্দুর কোনও ক্রিয়াকর্মে লাগে না বলিয়া অকর্মণ্য লোকের প্রতি অবজ্ঞায় কথাটি প্রযুক্ত হয়)।

গোবরগণেশ—গোময়নির্মিত গণেশের ন্যায় কদাকার এবং অকর্মণ্য ব্যক্তি; অকেজো বোকা ভাল মানুষ। গোবর-নির্মিত গণেশ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গোবরগাদা—গোবরের স্তূপ; (তাহা হইতে) কুৎসিত মোটা লোক; অকর্মণ্য ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। **গোবরগাদায় পদ্মফুল**—কুৎসিত পরিবারের মধ্যে সুন্দর শিশু; নীচকুলে মহৎ জন।

গোবরছড়া—গোবরগোলা জলের ছিটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গোবরভরা—গোময়পূর্ণ; (তাহা হইতে) অসার; বুদ্ধিহীন ('— মাথা')। গোবর দ্বারা ভরা, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

গোবরা—নির্বোধ, হাঁদা, বোকা। <গোবর্ধন বা গোবর। বিণ।

গোবরাট—জানালার বা কপাটের ঝন-কাট। <গর্ভাগার-কাষ্ঠ। বি।

গোবরানো—গোবর মাখানো; বিশ্রী করা; অপরিষ্কৃত করা, নোংরা করা; নির্বোধের মত কাজ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গোবরাপোকা—গোময়জাত পতঙ্গ বিঃ, গুবরে পোকা, একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড কীট। বাংপ্র। বি।

গোবর্ধ(র্দ্ধ)নধর—শ্রীকৃষ্ণ [পুরাণে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের কোপ (শিলাবৃষ্টি) হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একমাত্র অঙ্গুলির সাহায্যে গোবর্ধনপর্বত উৎপাটনপূর্বক গোপালগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন]। গোবর্ধনের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোবর্ধ(র্দ্ধ)নধারী (-ধারিন্‌)—শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; গোবর্ধন—ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

গোবলীবর্দ(র্দ্দ)ন্যায়—ন্যায় বিঃ, [শুধু 'বলীবর্দ' শব্দে বৃষ বুঝাইলেও গো-শব্দ পূর্বে থাকায় তদ্দ্বারা আরও সহজেই বৃষ বুঝায়। এইরূপ স্পষ্টার্থে পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাকে গোবলীবর্দন্যায় বলে]। গো-ই বলীবর্দ, কর্মধা; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গোবাঘ, গোবাঘা—গরুমারা বাঘ; নেকড়ে; চিতাবাঘ। গোখাদক বাঘ, বাঘা, মধ্যপ কর্মধা। বি।

গোবিল—গভীর। <গহন। বিণ।

গোবিন্দ—১। নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। গোপালক, গোপাল। উপতৎ; গো—বিদ্‌+শ কর্তৃ। বিণ।

গোবিন্দদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্তা শুক্লদ্বাদশী। গোবিন্দপ্রিয়া দ্বাদশী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গোবিষাণ—গরুর শৃঙ্গ। গো-র বিষাণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **গোবিষাণ ন্যায়**—দুরন্ত গরুর যেরূপ একটি শিং প্রথমে ধরিয়া কৌশলে অপর শিংটি ধরিতে হয়, তর্ককালে এই উপমা প্রয়োগ।

গোবী—গোপিকা, ব্রজবালা। <গোপী। প্রা কপ্র। বি। [বি; স্ত্রী।

গোবৃন্দ—গোসমূহ। গো-র বৃন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ।

গোবেচারা, -বেচারী—নেহাত ভাল-মানুষ; নিরীহ; ঠাণ্ডাপ্রকৃতির লোক। গো-সদৃশ বেচারা, বেচারী, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ; পুং বা স্ত্রী।

গোবেড়ান, গোবেড়েন—গরুর গাড়ির গাড়োয়ান বা রাখাল গরুকে যেমন নির্দয়-ভাবে প্রহার করে সেইরূপ ভীষণ প্রহার। বাংপ্র। বি।

গোবৈদ্য—১। গোচিকিৎসক, গরুর ডাক্তার। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, হাতুড়ে। গোসদৃশ (নির্বোধ) বৈদ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [বি; পুং।

গোব্রজ—গোষ্ঠ। গো—ব্রজ্‌+অ অধি।

গো-ভাগাড়—মরা গরু প্রঃ ফেলিবার জায়গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গোমড়ক—গরুর মহামারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

গোমড়া—গম্ভীর ও বিরক্তিসূচক ('— মুখ')।

গোমণ্ডল—১। গোসমূহ। গো-র (গরুর) মণ্ডল (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভূমণ্ডল। গো-ই (পৃথিবীই) মণ্ডল (গোলাকার স্থান), কর্মধা। বি; ক্লী।

গোমতী—১। বৈদিকমন্ত্র বিঃ; নদী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। বহুগোসম্পন্না। গো+মতুপ্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। (ব্যঙ্গার্থে) গো-ভাগাড় ("মরণং গোমতীতীরে")। বি; স্ত্রী।

গোময়—গোরুর বিষ্ঠা, গোবর। গো+ময়ট্‌ পুরীষার্থে। বি; পুং বা ক্লী।

গোমসা—গম্ভীর; চুপচাপ ও বিষণ্ণ; মেঘা-বৃত। বাংপ্র। বিণ।

গোমসুরিকা, গোমসুরী—গোবসন্ত; গরুর বসন্ত রোগের বীজ। গোজাতা মসু-রিকা, মসুরী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গোমসুর্যা(র্য্যা)ধান—গোবীজে টীকা দেওয়া, vaccination. গো-র মসুরী, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গোমসুর্যা(র্য্যা)হিত—গোবীজে যাহার টীকা দেওয়া হইয়াছে এমন, vaccinated. গোমসুরী আহিত যাহাতে, বহু। বিণ।

গোমস্তা, গোমাস্তা—প্রতিনিধি, কর্ম-চারী, agent; জমিদারের করসংগ্রাহক কর্মচারী, তহশিলদার; মহাজনের গদির হিসাবরক্ষক। <ফা 'গুমাশ্‌তহ্‌'। বি।

গোমাংস—গরুর মাংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। **ক-অক্ষর গো-মাংস**—'ক' দ্রঃ।

গোমাতা (-মাতৃ)—১। গোসমুদায়ের মাতা, সুরভি; কশ্যপপত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। গোরূপা জননী, মাতৃস্বরূপা গাভী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গোমায়ু—শৃগাল। উপতৎ; গো (বিকৃত শব্দ)—মি+উণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

গোমাস্তা—'গোমস্তা' দ্রঃ।

গোমুখ—১। কুটিলাকার বাদ্যভাণ্ড, শৃঙ্গাদি; কুটিলাকার গৃহ; সিঁধ; বিলেপন; (যোগ-শাস্ত্র) আসন বিঃ। বি; ক্লী। ২। কুম্ভীর; জপমালার থলি, কুঁড়াজালি। বহু। বি; পুং।

গোমুখী—হিমালয়ের গোমুখাকার গুহা [এইখানে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে]; রাঢ়-দেশের একটি নদী। গো-র মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

গোমূত্র—গরুর প্রস্রাব, চোনা। গো-র মূত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গোমূর্খ—নিতান্ত মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, অত্যন্ত বোকা। গোসদৃশ মূর্খ, উপমান কর্মধা। বিণ।

গোমেদ—মণি বিঃ, zircon বা jacinth (প্রধানতঃ নারঙ্গবর্ণ); দ্বীপ বিঃ। গো (চক্ষু)—মিদ্‌ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্‌ করণ; অথবা, যজ্ঞবাটে নিহত ও কোপাগ্নিতে দগ্ধ গরুর মেদ হইতে জাত বলিয়া গোমেদ। বি; পুং।

গোমেধ—গোসবনামক যজ্ঞ বিঃ (এই যজ্ঞে গরু বধ করা হইত)। গো—মেধ্‌+ঘঞ্‌ অধি। বি; পুং।

গোয়—গোঙায়, যাপন করে, কাটায়; গোপন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গোযান—গরুর গাড়ি। গো-বাহিত যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

গোয়ারী—গোপী, গোয়ালিনী। প্রা কপ্র।

গোয়াল, গোহাল—গোগৃহ, গরুর থাকিবার ঘর। <গোশালা। বি।

গোয়ালা—দুগ্ধবিক্রেতা। <গোপালক। বি। স্ত্রী—**গোয়ালিনী**।

গোয়ালে—একপ্রকার লতা। বাংপ্র। বি।

গোয়েন্দা—গুপ্তচর; পুলিসের গুপ্তসংবাদ-বাহক; বুদ্ধিবলে বা কৌশলে অপরাধীর আবিষ্কারক। <ফা 'গোইন্দহ্‌'। বি।

গোর—১। কবর, মৃত্তিকামধ্যে শবস্থাপন। ফা। বি। ২। গৌরবর্ণ, পীতবর্ণ; শুভ্র। প্রা কপ্র। বিণ। **গোর দেওয়া**—কবর দেওয়া, মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলা।

গোরক্ত—গরুর রক্ত; (লাক্ষণিক অর্থে) অত্যন্ত নিষিদ্ধ বস্তু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গোরক্ষ, গোরক্ষক—১। গোপালক, রাখাল। বি; পুং। ২। গোপালনকারী। গো—রক্ষ্+অচ্, ণক কর্তৃ বিণ। স্ত্রী, **-রক্ষা, -রক্ষিকা**।

গোরস—গো-শরীর হইতে নির্গত রস, দুগ্ধ। গোজাত রস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গোরস্থান—সমাধিক্ষেত্র, কবর। গোরের (ফা) স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

গোরা—১। ইওরোপীয় সৈন্য বিঃ; ইওরোপীয় লোক, সাহেব; গৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্যদেব। <গৌরাঙ্গ। বি। ২। শুভ্র, ফরসা। বাংপ্র। বিণ।

গোরাচাঁদ—শ্রীচৈতন্যদেব, গৌরাঙ্গ। গোরা চাঁদের ন্যায়, উপমিত কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গোরি, গোরী—গৌরবর্ণা; সুন্দরী। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

গোরু—বৃষ; গাভী। <গোরূপ। বি।

গোরো—ফরসা, সাদা। <গৌর। বিণ।

গোরোচনা—গোমস্তকলব্ধ বলিয়া কথিত উজ্জ্বল পীতদ্রব্য বিঃ, গোমস্তক-স্থিত শুষ্কপিত্ত। গো-জাতা রোচনা (হরিদ্রা), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গোল—১। বর্তুলাকার বস্তু; মদনবৃক্ষ; (জ্যোতিষ) ভূগোল; খগোল; একরাশি; ষড়্গ্রহযোগ। গুড়্+বঞ্ কর্ম (ড স্থানে ল)। বি; পুং। ২। মণ্ডল। বি; পুং বা ক্লী। ৩। গোলাকার, বর্তুলাকার। উপতৎ; গো—লা+ক কর্তৃ। বিণ। ৪। কোলাহল, গোলমাল; অসুবিধা (গোল বাধা)। ফা। ৫। ফুটবল হকি প্রঃ খেলায় বলপ্রেরণের নির্দিষ্ট স্থান; গোলের খুঁটি দুইটির ভিতর দিয়া বলের অতিক্রম (জয়-পরাজয় সূচক)। <ইং 'goal'. বি। **গোল তোলা**—আপত্তি করা। **গোল দেওয়া**—ফুটবল হকি প্রঃ খেলায় নির্দিষ্ট স্থানে বল পাঠানো। **গোল পাকানো, গোল বাধানো**—বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা, গোলমাল বাধানো। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—অনেক লোকের অনেক কাজের মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারা, গোলমালের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেওয়া।

গোল-আলু—সাধারণ আলু, potato. কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গোলক—১। ভূমণ্ডলের প্রতিরূপক; মণ্ডল, গোলাকার বস্তু ('স্বর্ণ—')। বি; ক্লী। ২। জালা; কলায়; বিধবার জারজপুত্র। গোল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

গোলকধাঁধা—একপ্রকার খেলা; যে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বাহির হওয়ার পথ পাওয়া যায় না—কেবল ঘুরপাক খাইতে হয় তাহা; (গৌণার্থে) জটিলতা, মুশকিল। <হি 'গোরক্-ধন্ধা'। বি।

গোলগাল—গোলাকার ও সুন্দর; সুগোল; নধর। বাংপ্র। বিণ।

গোলদার—আড়তদার, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসাদার, মহাজন। গোলা+দার মালিক অর্থে (আকার-লোপ)। বাংপ্র। বি।

গোলদারি—গোলদারের কার্য, খুচরা এবং পাইকারী ব্যবসায়, মহাজনী, আড়তদারী। গোলদার+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

গোলদারী—গোলদার-সম্বন্ধীয়। গোলদার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

গোলন্দাজ—গোলানিক্ষেপকারী সৈন্য, যে সকল সৈন্য কামান দাগিয়া গোলা ছোড়ে। <ফা 'গোলহ্-অন্দাজ'। বি।

গোলপাত, -পাতা—একপ্রকার দীর্ঘ পত্র (ইহার আকার অনেকটা নারিকেল পাতার মত; ঘরের চাল ছাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)। বাংপ্র। বি।

গোলমরিচ—কটুরসবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার মরিচ বা তাহার গাছ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গোলমাল—উচ্চ চিৎকার, কোলাহল; বিশৃঙ্খলা, এলোমেলো ভাব। ফা-মু। বি। **আকাশের গোলমাল**—ঝড়বৃষ্টির ভয়। **পেটের গোলমাল**—অজীর্ণতা, বদহজম। **গোলমালে চণ্ডীপাঠ**—গোলে হরিবোল (তাহা দ্রঃ)।

গোলমেলে—কোলাহলময়; কোলাহলপ্রিয়; বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, বিপর্যস্ত; জটিল; নটখটে। গোলমাল+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

গোলযন্ত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপক গোলক। কর্মধা। বি; ক্লী।

গোলযোগ—বিশৃঙ্খলা; গণ্ডগোল; ফ্যাসাদ। বাংপ্র। বি।

গোলা—১। ধান ইঃ রাখিবার স্থান; পণ্যদ্রব্যের বড় দোকান ('কাঠের —'); কাষ্ঠাদিনির্মিত গোলাকার ক্ষুদ্র পদার্থ, বালকবালিকাদের ক্রীড়নক বিঃ; বারুদ ও লৌহপিণ্ড (কামানে ব্যবহৃত)। বাংপ্র। বি। ২। জালা; কাজল; মনঃশিলা; গোদাবরী নদী। গো—লা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। গোলাকারা। গোল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৪। তরলীকৃত; সরল; নির্বোধ; বাজে; সাধারণ। বিণ। ৫। তরলীকৃত দ্রব্য ('আবীর —')। বি। ৬। তরল করা, জলাদির সহিত মিশানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

গোলাগ্নিচূর্ণ—বারুদ, গোলাগুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য অঙ্গারগন্ধকাদিমিশ্রিত চূর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। গোলাগ্নিজনক চূর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।

গোলাঘর—গোলাবাড়ি। গোলাই ঘর, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গোলাঙ্গুল—১। কৃষ্ণমুখ বানর বিঃ। গো-র লাঙ্গুলের ন্যায় লাঙ্গুল যাহার, বহু। ২। ন্যায় বিঃ, অন্ধ-গোলাঙ্গুলন্যায়। বি; পুং। ৩। গরুর লেজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গোলাজাত—গোলাতে সঞ্চিত, গোলাতে জমান। গোলায় জাত [রক্ষিত (আ)], ৭মীতৎ। বিণ। **গোলাজাত করা**—গোলায় বা ধান্যাগারে শস্য সঞ্চয় করা।

গোলানো—গোলাকার করা; জলাদির সহিত মিশানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

গোলাপ, গোলাব—প্রসিদ্ধ সুগন্ধি পুষ্প। <ফা 'গুলাব'। বি।

গোলাপ-জল—গোলাপপুষ্প দ্বারা সুবাসিত জল। গোলাপ (<ফা 'গুলাব') বাসিত জল, মধ্যপ কর্মধা। বি।

গোলাপজাম—গাছ বিঃ ও তাহার ফল; মিঠাই বিঃ। বাংপ্র। বি।

গোলাপদান, -দানি—গোলাপপুষ্প রাখিবার পাত্র বিঃ। ফা। বি।

গোলাপপাশ—গোলাপজল ছিটাইয়া দিবার জন্য সচ্ছিদ্র পাত্র। ফা। বি।

গোলাপায়রা—আপোষা নামহীন কবুতর। বাংপ্র। বি।

গোলাপী, গোলাবী—গোলাপতুল্য, গোলাপের ন্যায় গন্ধ বা বর্ণবিশিষ্ট; ঈষৎ ('— নেশা')। গোলাপ(ব)+ঈ। ফা-মু। বিণ।

গোলাপেরণ—(পদার্থবিদ্যা) গোলাকার দর্পণ ইঃ বস্তুর বিকৃত প্রতিবিম্ব, spherical aberration. গোল যে অপেরণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

গোলাবাড়ি—যে গৃহে শস্যাধারসমূহ রক্ষিত হয় তাহা; খামার-বাড়ি। গোলাই বাড়ি, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

গোলাম—ভৃত্য, চাকর; ভৃত্যের ছবিযুক্ত তাস। আ। বি।

গোলামখানা—গোলামদিগের থাকিবার স্থান; গোলাম তৈয়ারির স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-ফা। বি। [কর্মার্থে। আ-মু। বি।

গোলামি—দাসত্ব, চাকরি। গোলাম+ই-

গোলার্ধ(র্দ্ধ)—কোন গোলাকার বস্তুর বিশেষতঃ পৃথিবীর অর্ধাংশ, hemisphere. [যেমন,—পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধ]। গোলের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোলালু—একপ্রকার তরকারি, সাধারণ আলু। বাংপ্র। বি।

গোলালো—গোলগাল; প্রায় গোলাকৃতি। বাংপ্র। বিণ।

গোলাহাঁড়ি—গোবরগোলা জলের হাঁড়ি, যে হাঁড়িতে গরমিকানোর জন্য গোবরগোলা থাকে। বাংপ্র। বি।

গোলীয়—ফুটবলের ন্যায় গোল, spherical. গোল+ঈয়। বাংপ্র। বিণ।

গোলোক—বৈকুণ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের ধাম, স্বর্গধাম। গো-ই (স্বর্গই) লোক, কর্মধা। বি; পুং।

গোলোকধাঁধা—গোলকধাঁধা (তাহা দ্রঃ)।

গোলোকধাম (-ধামন্)—১। বৈকুণ্ঠ-লোক, স্বর্গভুবন। গোলোকই ধাম, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। একপ্রকার দেশীয় খেলা। [৬৪ ঘরের ছক। কড়ি চালিয়া তদনুসারে ঘুঁটি চালিতে হয়]। বাংপ্র। বি।

গোলোকনাথ, -পতি—নারায়ণ, বিষ্ণু। গোলোকের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোলোকপ্রাপ্তি—স্বর্গপ্রাপ্তি; দেহত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গোলোকবাসী (-বাসিন্)—বৈকুণ্ঠে বাসকারী, মুক্তাত্মা। উপতৎ; গোলোক—বস্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

গোলোকবিহারী (-বিহারিন্)—১। বিষ্ণু। বি; পুং। ২। পুণ্যবলে বৈকুণ্ঠে বিহারকারী। উপতৎ: গোলোক—বি—হৃ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিহারিণী**।

গোল্লা—ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু; রসগোল্লা; পিণ্ডাকৃতি সন্দেশ ('কাঁচা—'); শূন্য, "০"; অধঃপাত। বাংপ্র। বি। **গোল্লায় যাওয়া**—অধঃপাতে যাওয়া, চূড়ান্তভাবে খারাপ হওয়া।

গোশাল, গোশালা—গরু থাকিবার স্থান, যে স্থানে গরু থাকে, গোয়াল। গো-র শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ (১ম পক্ষে আ-স্থানে অ)। বি; ক্লী, স্ত্রী।

গোষ্ঠ—গরুর অবস্থান বা বিচরণের স্থান; গোঠ; মিলনস্থল, সমিতি, সমাজ, সভা। গো—স্থা+ক ঘঞর্থে অধি। বি; ক্লী।

গোষ্ঠলীলা—শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদি কার্য, গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের লীলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠাগার—গোশালা; সভাগৃহ; বহুজনের আগার; গঞ্জ। কর্মধা এবং গোষ্ঠের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

গোষ্ঠাধ্যক্ষ—সভাপতি, গোষ্ঠপতি; গোষ্ঠের তত্ত্বাবধায়ক। গোষ্ঠের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোষ্ঠাষ্টমী—গোপাষ্টমী, কার্তিকী শুক্লাষ্টমী। গোষ্ঠের অষ্টমী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠী—যে স্থানে অনেকে সমবেত হয় তাহা, সভা; পরিবার, পৌত্রবর্গ; আড্ডা; বংশ; জ্ঞাতি; সংলাপ ('ইষ্ট—'); অষ্টাদশ উপরূপকের মধ্যে একবিধ দৃশ্যকাব্য। গো—স্থা+ক ঘঞর্থে অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠীপতি—পরিবারপালক, গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তি; সমাজপতি; সভাপতি। গোষ্ঠীর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোষ্ঠীবর্গ—বংশাবলী; পরিজন, জ্ঞাতি ও পরিবারবর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোষ্পদ—১। গোখুর দ্বারা চিহ্নিত স্থান; সেইরূপ স্থানে যে সামান্য জল ধরে তাহা (সমুদ্রের সহিত কি গোষ্পদের তুলনা হয়!); অতি সামান্য বস্তু; গরুর পদচিহ্ন। গো-র পদ, ৬ষ্ঠীতৎ (স-আগম)। ২। যে স্থানে সর্বদা গরুর গতায়াত আছে তাহা; গোসেবিত স্থান; গোপ্রধান দেশ। গো-র পদ যাহাতে, বহু (স-আগম)। বি; পুং।

গো-সর্প—গোসাপ, গোধা। গো—সৃপ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। [বি।

গোসল—অবগাহন, স্নান। <আ 'গুস্ল্'।

গোসলখানা—স্নানাগার, bathroom. গোসলের (স্নানের) খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। আ-ফা। বি।

গোসা—রাগ, ক্রোধ, অভিমান। <আ 'গুসসহ্'। বি।

গোসাই, গোসাঞী—প্রভু। <গোস্বামী। বি; পুং।

গোসাঘর—ক্রোধাগার, প্রাচীনকালে ক্রুদ্ধা নারীর ক্রোধপ্রকাশের জন্য যে গৃহ নির্দিষ্ট থাকিত তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-সং। বি।

গোসাপ—গোধা, গোধিকা। <গোসর্প। বি; পুং।

গোস্ত—মাংস। <ফা 'গোশ্ত্'। বি।

গোস্তন—চারি-নর হার; গরুর স্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোস্তাকি, গোস্তাখী—বেয়াদবি, অবিনয়, ধৃষ্টতা, ঔদ্ধত্য; অহংকার, দম্ভ। <ফা 'গুস্তাখী'। বি।

গোস্বামী (-মিন্)—গোসমূহের অধিকারী, গোরক্ষক; যে ব্যক্তি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিয়া ধর্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেন তিনি; ধর্মোপদেষ্টা; অদ্বৈতাচার্যবংশীয় ও নিত্যানন্দবংশীয় ব্রাহ্মণ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পদবী বিঃ; বৈষ্ণবের উপাধি বিঃ; রাজা। গো-র (গরুর, বাক্যের, পৃথিবীর, জলের) স্বামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গোহত্যা—গোবধ, গরুর প্রাণনাশ। গো—হন্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গোহরি, গোহারি—কাতর প্রার্থনা, অনুনয়; নিবেদন; নমস্কার; হাঁকডাক। প্রা কপ্র। বি।

গোহাল—গোগৃহ। <গোশালা। বি।

গোহালিয়া, গোহাল্যা—গোগৃহ-সম্বন্ধীয়, গোশালাসংক্রান্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

গৌড়—১। বঙ্গদেশ; পশ্চিমবঙ্গ; উত্তর-বঙ্গ; প্রাচীন নগর বিঃ। বি। ২। গুড়-জাত, গুড় দিয়া তৈরী। গুড়+অণ্ উৎপন্নার্থে। বিণ।

গৌড়জন—বঙ্গদেশীয় লোক ("গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"—মাইকেল)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

গৌড়ব্রাহ্মণ—পশ্চিম হইতে বঙ্গদেশে আগত ব্রাহ্মণশ্রেণী বিঃ। গৌড়াগত ব্রাহ্মণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

গৌড়িয়া—বাঙ্গালী; বাঙ্গালী গোয়ালা-সম্প্রদায় বিঃ; গড়-গোয়ালা। বাংপ্র। বি।

গৌড়ী—১। গুড় দ্বারা প্রস্তুত সুরা। গুড়্ +অণ্ বিকারার্থে+ঈপ্। ২। রাগিণী বিঃ; কাব্যের রচনা-রীতি বিঃ, style (সমাসবহুল বাক্য-প্রয়োগ)। গৌড়+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গৌড়ীয়—গৌড়দেশসম্বন্ধীয়, গৌড়সংক্রান্ত; গৌড়দেশবাসী। গৌড়+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **গৌড়ীয় ভাষা**—গৌড়দেশের ভাষা; বাঙ্গালা ভাষা।

গৌণ—১। অপ্রধান, যাহার উদ্দেশ্য প্রধান নহে এরূপ; গুণসম্বন্ধীয়। গুণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**গৌণী**। **গৌণ চান্দ্রমাস**—(জ্যোতিষ) কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত কাল। ২। বিলম্ব ('অগৌণে'); অপেক্ষা। বাংপ্র। বি।

গৌণিক—১। যে পরের গুণ বুঝিতে পারে বা গুণবিশিষ্ট গ্রন্থ পাঠ করে এরূপ, গুণজ্ঞ। গুণ+ইক জ্ঞাতার্থে। ২। (গণিত) গুণ-সম্বন্ধীয়, factorial. গুণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

গৌণী—১। গুণসম্বন্ধীয়া; অপ্রধানা। গৌণ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শব্দের বৃত্তি বিঃ। বি; স্ত্রী।

গৌতম—শতানন্দ ঋষি; বুদ্ধ। গোতম+অণ্ গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—**গৌতমী**।

গৌতমী—গোতমবংশীয়া স্ত্রী; গোদাবরী নদী; দুর্গা; গৌতমমুনিরচিত দর্শন, ন্যায়দর্শন; কণ্ব ঋষির ধর্মভগিনী। গোতম+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গৌর—১। শ্বেত; পীত; শ্বেতরক্ত; লোহিত; পরিষ্কৃত; বিশুদ্ধ। বিণ। স্ত্রী—**গৌরী**। ২। অরুণবর্ণ; শ্বেতবর্ণ; শ্রীচৈতন্যদেব। বি; পুং। ৩। পদ্মকিঞ্জল্ক, পদ্মকেশর; কুঙ্কুম। গু+রণ্ অধি। বি; ক্লী।

গৌরচন্দ্র—চৈতন্যদেব, মহাপ্রভু, গোরাচাঁদ। গৌর চন্দ্রপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

গৌরচন্দ্রিকা—শ্রীগৌরাঙ্গের গুণগান, ...দেবের গুণকীর্তন; শ্রীরাধাকৃষ্ণের

ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সকল লীলা প্রকাশ করিয়াছেন কীর্তনারম্ভে তদ্বিষয়ক গান ; কীর্তনের আরম্ভ বা ভূমিকারূপ কীর্তন ; (যে কোন বিষয়ের) ভূমিকা, সূচনা, প্রস্তাবনা। গৌরচন্দ্র+ইক সম্বন্ধার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গৌরব—ভার, গুরুত্ব ; মহিমা ; সম্মান, মর্যাদা ; আদর ; উৎকর্ষ। গুরু+অণ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

গৌরবচন—বিবাহে মুখচন্দ্রিকার পর নাপিত কর্তৃক তিনবার 'গৌর গৌর' শব্দ দ্বারা মঙ্গলাচরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

গৌরবভূষিত, -মণ্ডিত—গৌরবান্বিত, সম্মানযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

গৌরবরবি, -সূর্য(র্য্য)—শ্রেষ্ঠত্ব বা সম্মানরূপ সূর্য। গৌরবরূপ রবি, সূর্য, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

গৌরবলাঘব—১। মর্যাদাহানি, সম্মানহ্রাস। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। গুরুত্ব ও লঘুত্ব। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

গৌরবশালী (-শালিন্)—সম্মানবিশিষ্ট, সম্মানিত। উপতৎ ; গৌরব—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

গৌরবান্বিত—গৌরবযুক্ত, গৌরববিশিষ্ট। গৌরব দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

গৌরবিণী—গৌরববিশিষ্টা ; গর্বিতা, অহংকৃতা। গৌরব+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

গৌরবিত—গৌরবযুক্ত, মান্য। গৌরব+

গৌরমুখ—১। সুন্দর মুখ। কর্মধা। ২। প্রভু গৌরাঙ্গের মুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ৩। সুন্দরবদনবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**। ৪। চন্দ্র ; ঋষি। গৌর মুখ যাহার, বহু। বি ; পুং।

গৌরাঙ্গ—১। শ্রীচৈতন্যদেব ; (ব্যঙ্গে) সাহেব, ইওরোপীয়। বি ; পুং। ২। গৌরবর্ণদেহবিশিষ্ট, ফরসা। গৌর অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**।

গৌরিকা—অষ্টবর্ষা কন্যা ; গৌরী। গৌরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গৌরী—১। গৌরবর্ণা স্ত্রী ; পার্বতী ; অষ্টবর্ষা কন্যা ; গোরোচনা ; রাগিণী বিঃ ; নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী ; ২। গৌরবর্ণা, ফরসা। গৌর+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [কপ্র। বি।

গৌরীকাজল—একপ্রকার ধান্য। প্রা

গৌরীকান্ত—মহাদেব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৌরীকাল—কন্যার অষ্টমবর্ষ (যে কালে অবিবাহিতা কন্যাকে গৌরী বলে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৌরীদান—আট বছর বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গৌরী-পট্ট—পেনেট্, শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পট্ট। গৌরীজ্ঞাপক পট্ট, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। [গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গৌরী-পুত্র, -পুত্র, -সুত—কার্তিকেয় ;

গৌরীশংকর(ঙ্কর)—১। উমা ও মহেশ্বর। দ্বন্দ্ব। ২। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ বিঃ। গৌরী-শংকর+অচ্ বিশিষ্টার্থে (বিহারস্থান বলিয়া)। বি ; পুং।

গৌরী-শিখর—হিমালয়ের শৃঙ্গ বিঃ [এই স্থানে গৌরী মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন]। গৌরী কর্তৃক আশ্রিত শিখর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

গ্যালি—গেলি (তাহা দ্রঃ)।

গ্যাস—বায়বীয় পদার্থ বিঃ, একজাতীয় বায়ব বস্তু। < ইং 'gas'. বি। **গ্যাসের বাতি**—যাহার ভিতর গ্যাস দিয়া আলো জ্বালানো হয় এরূপ বাতি।

গ্যাসীয়—গ্যাসজাত ; গ্যাসে পরিণত, gaseous. গ্যাস+ঈয়। ইং-মূ। বিণ।

গ্রথন—গাঁথা ('মাল্য—') ; রচনা ; (দর্শন) যে প্রণালীতে ভাব বা জ্ঞানধারা একত্র গ্রথিত হয়, texture. গ্রন্থ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

গ্রথিত, গ্রন্থিত—গুম্ফিত, যাহা গাঁথা হইয়াছে এরূপ ; রচিত ; বিদ্ধ ; বসানো ; খচিত। গ্রন্থ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

গ্রন্থ—১। পুস্তক ; সন্দর্ভ ; একপ্রকার অনুষ্টুপ্ ছন্দ। গ্রন্থ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। গাঁথুনি, সম্পর্ক। গ্রন্থ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

গ্রন্থকর্তা (-র্তৃ), **-র্ত্তা** (-র্ত্তৃ), **-কার**—গ্রন্থপ্রণেতা, পুস্তক-রচয়িতা ; লেখক। ৬ষ্ঠীতৎ ; (২য় পক্ষে) উপতৎ ; গ্রন্থ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-কর্ত্রী, -কর্ত্রী, -কারী** (অপ্রঃ)।

গ্রন্থকীট—বইয়ের পোকা ; যে সর্বদা পুস্তক লইয়া পাঠে নিবিষ্ট থাকে এরূপ ব্যক্তি, bookworm. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রন্থকুটী—গ্রন্থাগার, library. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রন্থন, গ্রন্থনা—গুম্ফন, গাঁথুনি ; রচনা। গ্রন্থ্+অনট্ ভাব ; গ্রন্থ্+অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

গ্রন্থপাল—গ্রন্থাগার-পর্যবেক্ষক, librarian. উপতৎ ; গ্রন্থ—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং। [৭মীতৎ। বিণ।

গ্রন্থবদ্ধ—পুস্তকনিহিত, পুস্তকে লিখিত।

গ্রন্থস্বত্ব—পুস্তকের স্বত্ব, কোন পুস্তক প্রকাশ করিবার একাধিকার, copyright. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রন্থাগার—পুস্তকালয়, পুস্তকাগার, লাইব্রেরী, library. গ্রন্থের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, librarian. গ্রন্থাগার+ইক (ঠন্) নিযুক্তার্থে। বি ; পুং।

গ্রন্থানুরাগ—পুস্তকাসক্তি, পুস্তকপাঠে আগ্রহ। গ্রন্থে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

গ্রন্থানুরাগী (-রাগিন্)—পুস্তকপ্রিয়, পুস্তকাসক্ত। গ্রন্থে অনুরাগী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রাগিণী**। বি, **-রাগিতা**।

গ্রন্থাবলী—পুস্তকসমূহ ; এক লেখকের গ্রন্থসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রন্থি—বংশাদির সন্ধি বা পর্ব ; (শারীরবিদ্যা) শরীরের রসনিঃসারক যন্ত্র বিঃ, gland ; গাঁট, গিরা। গ্রন্থ্+ইন্ ভাব। বি ; পুং।

গ্রন্থিক—১। দৈবজ্ঞ, গণক ; কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব (এই আখ্যায় তিনি বিরাটগৃহে বাস করেন) ; পিপ্পলীবৃক্ষ ; গ্রন্থিপর্ণ। গ্রন্থি+কন্ অথবা গ্রন্থ+ইক জাতার্থে। বি ; পুং। ২। গুগ্গুল। বি ; ক্লী।

গ্রন্থিচ্ছেদক—গাঁটকাটা, চোর। গ্রন্থির ছেদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

গ্রন্থিচ্ছেদন—গাঁইট কাটিয়া চুরি করা ; গাঁট কাটা। গ্রন্থির ছেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রন্থিছড়া—গাঁটছড়া। বাংপ্র। বি।

গ্রন্থিত—'গ্রথিত' দ্রঃ।

গ্রন্থিদূর্বা(র্ব্বা)—দূর্বা বিঃ, গাঁটদূর্বা, মালাদূর্বা। গ্রন্থিবিশিষ্টা দূর্বা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

গ্রন্থিবদ্ধ—গাঁট-দেওয়া, গেরো-বাঁধা। গ্রন্থির

গ্রন্থিবন্ধন—গেরো দেওয়া, গাঁট দেওয়া ; বিবাহকালে বরকন্যার গাঁটছড়া বাঁধা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রন্থিভেদ, -ভেদন—গ্রন্থিচ্ছেদন, গাঁট কাটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী।

গ্রন্থিল—১। সন্ধিযুক্ত, বহুগ্রন্থিবিশিষ্ট, যাহাতে অনেক গাঁট পড়িয়াছে এরূপ। বিণ। ২। (জীববিদ্যা) যাহাদের শরীর তিন বা ততোধিক গ্রন্থিবিশিষ্ট, articulated animal ; আর্দ্রক ; হিতবল্লী ; পিণ্ডালু। গ্রন্থি+লচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; পুং।

গ্রন্থী (গ্রন্থিন্)—যাহার অনেক গ্রন্থ আছে এরূপ, বহুপুস্তকবিশিষ্ট। গ্রন্থ্+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গ্রন্থিনী**।

গ্রসন—গ্রাস করা, গিলিয়া ফেলা। গ্রস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী

গ্রসমান—যে গ্রাস করিতেছে এরূপ। গ্রস্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

গ্রস্ত—১। ভক্ষিত, গিলিত ; আক্রান্ত, অভিভূত ; আচ্ছাদিত ; রাহুকবলিত, গ্রহণ-লাগা। গ্রস্+ক্ত কর্ম। বিণ। **গ্রস্ত উপত্যকা**—(ভূতত্ত্ব) গভীর উপত্যকা, rift valley. ২। অসম্পূর্ণ বাক্য। বি ; ক্লী।

গ্রস্তাস্ত—(জ্যোতিষ) রাহুগ্রস্ত অবস্থায় চন্দ্র-সূর্যের অস্তগমন। গ্রস্তের অস্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রস্তোদয়—রাহুগ্রস্ত হইয়া চন্দ্রসূর্যের প্রকাশ। গ্রস্তের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রহ—১। সূর্যাদি নয়টি জ্যোতিষ্ক (আধুনিক মতে সূর্য স্বয়ং গ্রহ নহে), যে সকল জ্যোতিঃপদার্থ সূর্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার চতুর্দিকে মণ্ডলাকার পথে নিয়ত পরিভ্রমণ করে তাহাদের প্রত্যেকটি। গ্রহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। ২। স্বীকার, গ্রহণ ; আগ্রহ, অধ্যবসায় ; জ্ঞান, বোধ ('শক্তি—') ; ধারণ ('কর—') ; গ্রাস ; নির্বন্ধ চন্দ্রসূর্যগ্রহণ ; লেঠা, দায়, আপদ্‌ ; (সংগীতের) আরম্ভ। গ্রহ্‌+অপ্‌ ভাব। ৩। লুঠের মাল, booty ; ধনুকের মধ্যভাগ। গ্রহ্‌+অপ্‌ কর্ম। ৪। দর্বী, হাতা। গ্রহ্‌+অপ্‌ করণ। বি ; পুং। ৫। লেঠা, দায়, আপদ, গেরো। বাংপ্র। বি। **গ্রহের ফের**—দুষ্টগ্রহ জন্য ভাগ্য-বিপর্যয়।

গ্রহকণিকা, গ্রহাণুপুঞ্জ—মঙ্গলগ্রহ ও বৃহস্পতিগ্রহের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান দেড় সহস্রাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড, asteroids. গ্রহের কণিকা, ৬ষ্ঠীতৎ ; গ্রহের অণু, তাহার পুঞ্জ, ২বার ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

গ্রহকোপ—(জ্যোতিষ) গ্রহপীড়া, বিরুদ্ধ গ্রহকর্তৃক অশুভফলপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রহগোচর—(জ্যোতিষ) জন্মরাশি হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত গ্রহগণের শুভাশুভ-সূচক গতি বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

গ্রহচক্র—গ্রহমণ্ডল, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রহচিন্তক—দৈবজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রহজগৎ—গ্রহমণ্ডল, গ্রহ-উপগ্রহসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রহণ—১। লওয়া ; ধারণ, অবলম্বন ; বোধ, অনুভব ; বন্ধন ; দখল, ক্রয় ('শক্ররাজ্য—') ; মানিয়া লওয়া ; অঙ্গীকার ; বরণ ; বশে আনয়ন। গ্রহ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। ইন্দ্রিয় ; হস্ত। গ্রহ্‌+অনট্‌ করণ। ৩। গ্রহ বা উপগ্রহের ছায়াপতন দ্বারা সূর্যাদির কিয়দংশে বা সর্বাংশে অদর্শন। গ্রহ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

গ্রহণক্ষম—যে লইতে পারে এরূপ ; ধারণ-সমর্থ। ৭মীতৎ। বিণ।

গ্রহণি, গ্রহণী—ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশ, duodenum ; উদরাময় রোগ। গ্রহ্‌+অণি কর্তৃবা ; পক্ষে ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গ্রহণীয়—গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য। গ্রহ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

গ্রহতত্ত্ব—গ্রহদিগের যথাযথ বিবরণ, গ্রহ-রহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রহতত্ত্ববিৎ (-বিদ্‌)—গ্রহরহস্যজ্ঞ, গ্রহ-বিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ ; গ্রহতত্ত্ব—বিদ্‌+কিপ্‌ কর্তৃ। বিণ।

গ্রহতত্ত্ববিদ্যা—গ্রহরহস্যবিষয়িণী বিদ্যা, গ্রহতত্ত্বশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, Astronomy. গ্রহতত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গ্রহদেবতা—সূর্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রহদোষ—বিরুদ্ধগ্রহের অশুভফল। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

গ্রহনায়ক—শনি ; সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রহনীহারিকা—যে সকল নীহারিকা গ্রহের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়, Planetary Nebula. গ্রহাকারা নীহারিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গ্রহনেমি—চন্দ্র (গ্রহকক্ষের অধঃস্থিত নেমিতুল্য বলিয়া চন্দ্র এই নামে খ্যাত)। গ্রহ নেমিসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

গ্রহপতি—সূর্য ; চন্দ্র ; আকন্দগাছ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

গ্রহপীড়া—গ্রহবৈগুণ্যনিবন্ধন মনুষ্যের যে সমস্ত আধিব্যাধি উপস্থিত হয় তাহা। গ্রহকৃতা পীড়া, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গ্রহপূজা—আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রহবশতঃ (-তস্‌), **(>-বশত)**—কুগ্রহের বিরুদ্ধতাহেতু, দুর্দৈবের বশে। ৬ষ্ঠীতৎ। অ।

গ্রহবিপাক—কুগ্রহের অপ্রসন্নতা, দুষ্টগ্রহের খারাপ ফল, বিরুদ্ধ গ্রহের দৃষ্টিজন্য বিপত্তি-সংঘটন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রহবিপ্র—আচার্য, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। গ্রহ-পূজক বিপ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গ্রহবৈগুণ্য—গ্রহের প্রতিকূলতা, গ্রহের অশুভ ফলদায়িতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রহমণ্ডল—সৌর জগৎ, গ্রহজগৎ, Planetary system. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রহযাগ—গ্রহদোষ শান্তির জন্য কৃত যজ্ঞ। গ্রহ-নিবারক যাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গ্রহরাজ—সূর্য ; শনি। গ্রহদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্‌ সমাসান্ত। বি ; পুং।

গ্রহাচার্য(র্য্য)—দৈবজ্ঞ, গণক, গ্রহবিপ্র। গ্রহবিৎ আচার্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

গ্রহাধার—ধ্রুবতারা। গ্রহের আধার (আশ্রয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রহাধীশ—সূর্য ; শনি। গ্রহের অধীশ (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রহাবিষ্ট—কুগ্রহাভিভূত ; ভূতাদি কর্তৃক আক্রান্ত। ৩য়াতৎ। বিণ। [বিণ।

গ্রহীতব্য—গ্রহণযোগ্য। গ্রহ্‌+তব্য কর্ম।

গ্রহীতা (গ্রহীতৃ)—গ্রহণকর্তা, গ্রাহক। গ্রহ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গ্রহীত্রী**।

গ্রাফাইট—কৃষ্ণবর্ণ খনিজ দ্রব্য বিঃ (পেনসিলের শিস প্রস্তুত করিতে বিশেষরূপে ব্যবহৃত)। <ইং 'graphite'. বি।

গ্রাবরেখা—(ভূতত্ত্ব) হিমবাহের সহিত আগত পাথরের রাশি, moraine. গ্রাবার (গ্রাবন্‌=প্রস্তর) রেখা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রাবু—একপ্রকার তাসখেলা, বিন্তি খেলা। বাংপ্র। বি।

গ্রাম—লোকালয়, জনপদ, গাঁ ; (অন্য শব্দের পর প্রযুক্ত হইলে) সমূহ ('গুণ—') ; মূর্ছনা ও তানাদির আশ্রয়স্বরূপ স্বরসমূহ ; সংগীতে উদারা মুদারা তারা এই তিন স্বরভেদ। গ্রস্‌+মন্‌ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

গ্রাম চর্যা(র্য্যা)—গ্রাম্যধর্ম, স্ত্রীসম্ভোগ। গ্রামোপযোগিনী চর্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গ্রামজ—গ্রামজাত। উপতৎ ; গ্রাম—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

গ্রামণী—১। গ্রামের প্রধান লোক, মোড়ল ; বিষ্ণু ; নাপিত। বি ; পুং। ২। বেশ্যা। উপ-তৎ ; গ্রাম—নী+কিপ্‌ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

গ্রামদেবতা—গ্রামস্থ লোকের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি ; গ্রাম্য লোকে যাহাকে মানে এমন দেবতা ; গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

গ্রামধর্ম(র্ম্ম)—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ।

গ্রামবাসী (-বাসিন্‌)—যে ব্যক্তি গ্রামে বাস করে এমন, গ্রামীণ। উপতৎ ; গ্রাম—বস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

গ্রামভাটি—গ্রামবৃত্তি, বারোয়ারি ইঃর জন্য সংগৃহীত চাঁদা। বাংপ্র। বি।

গ্রামমুখ—হাট, বাজার। গ্রামের মুখ যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

গ্রামযাজক—যে ব্যক্তি গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের পৌরোহিত্য করে ; যে গ্রামদেবতার পূজা করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রামযাজী (-যাজিন্‌)—গ্রামযাজক। উপতৎ ; গ্রাম—যজ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

গ্রামসম্পর্কে, -সম্বন্ধে—একগ্রামে সদ্ভাবে বাস করিতে করিতে আত্মীয়তাসূত্রে (গ্রামসম্পর্কে দাদা, মাসী, মামা ইঃ)। গ্রামজাত সম্পর্ক, সম্বন্ধ, মধ্যপ কর্মধা, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

গ্রামস্থ—গ্রামে স্থিত ; একগ্রামবাসী। উপতৎ ; গ্রাম—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

গ্রামান্ত—গ্রামের প্রান্তভাগ, গাঁয়ের সীমা। গ্রামের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

গ্রামান্তর—১। ভিন্ন গ্রাম, অন্য গ্রাম। অন্য গ্রাম, নিত্য। ২। গ্রামের অভ্যন্তর, গ্রামের ভিতর। গ্রামের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

গ্রামিক—গ্রামরক্ষণে নিযুক্ত, গ্রামের অধি-কারী ; গ্রামাধ্যক্ষ। গ্রাম+ইক (ঠন্‌) রক্ষার্থে। বি বা বিণ।

গ্রামী (গ্রামিন্)—গ্রামের কর্তা, মোড়ল ; গ্রামবাসী ; গ্রামবিশিষ্ট, গাঁই । গ্রাম+ইন্ প্রভৃত্যর্থে । বি ; পুং বা বিণ । স্ত্রী—**গ্রামিণী** ।

গ্রামীণ—১ । গ্রামোৎপন্ন ; যে গ্রামে জন্মিয়াছে ও গ্রামে বাস করিতেছে এরূপ । গ্রাম +ঈন ভবার্থে । বিণ । **২** । গ্রাম্যশূকর ; কুক্কুর ; কাক । গ্রাম+ঈন নিবাসার্থে । বি ; পুং ।

গ্রামোফোন—কলের গান । <ইং 'gramophone'. বি ।

গ্রাম্য—১ । গ্রামজাত ; ইতর, জঘন্য ; অসভ্য ; কামবিষয়ক ; অশ্লীল ; অমার্জিত ; অসাধু ; মূঢ় । বিণ । **২** । জ্যোতিষোক্ত মিথুনাদি রাশি ; গোমহিষছাগাদি পশু । গ্রাম+যৎ ভবার্থে । বি ; পুং ।

গ্রাম্যজীবন—পল্লীগ্রামের শান্ত ও আড়ম্বরহীন জীবন । কর্মধা । বি ; ক্লী ।

গ্রাম্যতা—অশিষ্টতা ; কাব্যের শব্দগত ও অর্থগত দোষ বিঃ ; অশ্লীলতা । গ্রাম্য+তা ভাবে । বি ; স্ত্রী ।

গ্রাম্যদেবতা—গ্রামের দেবতা, গ্রামস্থ সাধারণের ঠাকুর । কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

গ্রাম্যধর্ম(র্ম)—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ । কর্মধা । বি ; পুং ।

গ্রাম্যমৃগ—কুকুর । কর্মধা । বি ; পুং ।

গ্রাস—১ । আহারের সময় এককালে যতটা অন্ন মুখে দেওয়া যায় ও গিলিতে পারা যায় তাহা ; কবল । গ্রস্+ঘঞ্ কর্ম । **২** । ভক্ষণ, গিলন ; গ্রহণকালে চন্দ্রসূর্যের আবরণ ('রাহু—') । গ্রস্+ঘঞ্ ভাব । বি ; পুং ।

গ্রাসনালী—(শারীরবিদ্যা) অন্ননালী, মুখ হইতে পাকস্থলীতে খাদ্য যাইবার পথ, gullet. ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

গ্রাসাচ্ছাদন—অ শ ন-ব স ন, অন্ন-বস্ত্র ; আহার ও পরিধান, খাওয়া ও পরা । দ্বন্দ্ব । বি ; ক্লী ।

গ্রাহ—১ । গ্রহণ ; জ্ঞান ; আগ্রহ ; নির্বন্ধ ('অসদ্—') । গ্রহ্+ঘঞ্ ভাব । **২** । হাঙ্গর ; জলহস্তী ; শুশুক ; মকরকুম্ভীরাদি হিংস্র জলচর প্রাণিমাত্র । গ্রহ্+ণ কর্তৃ । বি ; পুং । **৩** । (কর্মবাচক উপপদ পূর্বে থাকিলে) গ্রাহক, গ্রহীতা, গ্রহণকর্তা । গ্রহ্ +অণ্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী—**গ্রাহী** ।

গ্রাহক—১ । গ্রহীতা, গ্রহণকর্তা ; খরিদদার, যে ক্রয় করে, ক্রেতা ; সাময়িক পত্রিকাদির নির্দিষ্ট ক্রেতা, subscriber. বিণ । **২** । শ্যেন, বাজপক্ষী ; ব্যাল-গ্রাহী, বিষবৈদ্য, সাপুড়ে ; রক্ষিপুরুষ । গ্রহ্+ণক কর্তৃ । বি ; পুং ।

গ্রাহিত—যাহা গ্রহণ করান হইয়াছে এরূপ, স্বীকারিত । গ্রহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম । বিণ ।

গ্রাহী (গ্রাহিন্)—**১** । (কর্মবাচক উপপদের পরে থাকিলে) গ্রহণকর্তা ('কর—', 'ভার—') ; আকর্ষক ; মলবন্ধ-কারক, ধারক ('— ঔষধ') ; (দর্শন) যাহাতে জ্ঞান ইঃ গৃহীত হয় এমন, receptive. বিণ । স্ত্রী—**গ্রাহিণী** । **২** । কপিত্থ, কয়েত বেল । গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

গ্রাহ্য—১ । গ্রহণযোগ্য ; স্বীকার্য ; গণনীয় ; আদরণীয় ; জ্ঞেয় ('ইন্দ্রিয়—') । গ্রহ্+ণ্যৎ কর্ম । বিণ । **২** । গণনীয় বলিয়া বোধ ('গ্রাহ্য না করা') । বাংপ্র । বি । **গ্রাহ্য করা**—গণনীয় বলিয়া বোধ করা ; মান্য করা ; ভয় করা ।

গ্রীক—গ্রীসদেশীয় ; গ্রীসদেশবাসী । < ইং 'Greek'. বি বা বিণ ।

গ্রীবা—গলা, ঘাড় । গৄ+ব করণ+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

গ্রীবাদেশ—গলদেশ, ঘাড় । কর্মধা । বি ; পুং ।

গ্রীবাভঙ্গ—গ্রীবার বক্রতা, ঘাড় বাঁকানো । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

গ্রীবাভঙ্গি, -ভঙ্গী—গ্রীবার বক্রতা, ঘাড় বাঁকানো । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

গ্রীবী (গ্রীবিন্)—**১** । উষ্ট্র, উট ; জিরাফ । বি ; পুং । **২** । দীর্ঘগ্রীবাযুক্ত । গ্রীবা+ইন্ অতিশায়নে । বিণ । স্ত্রী—**গ্রীবিণী** ।

গ্রীষ্ম—১ । উষ্ণ ঋতু, গরমকাল [বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল ; প্রাচীনমতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়] ; উত্তাপ, উষ্মা । বি ; পুং । **২** । উষ্ণ । গ্রস্+মক্ কর্তৃ (নিপা) । বিণ ।

গ্রীষ্মকাল—উষ্ণকাল, গরম ঋতু, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস । কর্মধা । বি ; পুং ।

গ্রীষ্মকালীন—গ্রীষ্মকালজাত, গরমকালে উৎপন্ন । গ্রীষ্মকাল+ঈন ভবার্থে । বিণ ।

গ্রীষ্মক্লিষ্ট—তাপক্লিষ্ট, গরমে অবসন্ন । ৩য়াতৎ । বিণ ।

গ্রীষ্মধান্য—গ্রীষ্মকালজাত ধান্য, বোরোধান । গ্রীষ্মজাত ধান্য, মধ্যপ কর্মধা । বি ; ক্লী ।

গ্রীষ্মপীড়িত—গরমে তাপিত, প্রখর গ্রীষ্ম-হেতু ক্লেশপ্রাপ্ত । ৩য়াতৎ । বিণ ।

গ্রীষ্মপ্রধান—গ্রীষ্মবহুল, যেখানে গরম বেশী এবং অধিক দিন স্থায়ী হয় এরূপ । গ্রীষ্ম প্রধান যেখানে, বহু । বিণ ।

গ্রীষ্মমণ্ডল—(ভূবিদ্যা) কর্কটক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তির অন্তর্বর্তী ভূভাগ, সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হওয়ায় যে স্থান অত্যধিক উষ্ণ হয় তাহা, torrid zone. কর্মধা । বি ; ক্লী ।

গ্রীষ্মাতিশয্য—অত্যধিক গ্রীষ্ম, প্রচণ্ড গরম । গ্রীষ্মের আতিশয্য, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

গ্রীষ্মাবকাশ—গরমের ছুটি (প্রায়শঃ স্কুল কলেজের) । গ্রীষ্মজন্য অবকাশ, মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

গ্রীসীয়—১ । গ্রীসদেশীয় । বিণ । **২** । গ্রীসনিবাসী, গ্রীক । গ্রীস+ঈয় সম্বন্ধার্থে, নিবাসার্থে । বাংপ্র । বি ।

গ্রেন—ইংরাজী পরিমাণ বিঃ, এক ভরির একশত আশি ভাগের এক ভাগ । <ইং 'grain'. বি ।

গ্রেফতার, গ্রেপতার—রাজাদেশে বা আইনানুসারে ধরা, আটক করা । <ফা 'গিরিফ্‌তার' । বি ।

গ্রেফতারী, গ্রেপতারী—গ্রেফতার-সম্বন্ধীয় । ফা-মূ । বিণ । **গ্রেফতারী পরওয়ানা**—পুলিস কর্তৃক ধরিবার আদেশপত্র, আধর্ষপত্র, warrant ।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—গ্রীবাসম্বন্ধীয় । গ্রীবা+অণ্, এয় । বিণ ।

গ্রৈষ্মিক—গ্রীষ্ম-সংক্রান্ত, গ্রীষ্মকালীন । গ্রীষ্ম +ইক । বিণ ।

গ্লপন—১ । ম্লানিকরণ, নিন্দা, কুৎসা ; ক্লেশ দেওয়া ; তপ্ত করা । গ্লৈ+ণিচ্+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী । **২** । গ্লানিকারক । গ্লৈ+ণিচ্+অন কর্তৃ । বিণ ।

গ্লপিত—যাহা ম্লান হইয়াছে এমন ; নিন্দিত ; দগ্ধ । গ্লপি+ক্ত কর্ম । বিণ ।

গ্লান—ক্লান্ত ; শীর্ণ । গ্লৈ+ক্ত কর্তৃ । বিণ ।

গ্লানি—ক্লান্তি, শ্রান্তি ; অস্বাস্থ্য ; হানি, হ্রাস ; অবসন্নতা ; পরের মিথ্যা দোষকীর্তন ; কলঙ্ক, লজ্জার ব্যাপার । গ্লৈ+নি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

গ্লাস—গেলাস, পানপাত্র বিঃ । <ইং 'glass'. বি ।

গ্লিসারিন—তৈলবৎ বর্ণহীন সুস্বাদু পদার্থ বিঃ । <ইং 'glycerine'. বি ।

ঘ—ব্যঞ্জনের এবং ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ বা জিহ্বামূল ; ইহা ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ] ; ঘণ্টা বা ঘটিকা-শব্দের সংক্ষেপ।

ঘগরি—ঘাগরা। প্রা কপ্র। বি।

ঘচঘচ, ঘচাঘচ—সহজে ক্রমাগত কাটিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঘট—১। ধাতু অথবা মৃত্তিকানির্মিত কুম্ভ, কলস ; গজকুম্ভ ; কুম্ভরাশি ; পরিমাণ বিঃ ; সৃষ্ট বস্তুমাত্র ; প্রতিমার পরিবর্তে ব্যবহৃত ও পূজিত দেবতার অধিষ্ঠানভূত মাটির ছোট কলস। ঘট্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। বুদ্ধির আধার, মস্তিষ্ক ; মূর্তি ; দেহ। বাংপ্র। বি।

ঘটক—যে মধ্যবর্তী হইয়া বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া দেয় ; যাহা হইতে ঘটে, যে যোজনা করিয়া দেয় ; যে জাতি বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত কুলমর্যাদার সমস্ত বিবরণ জানে ; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। ঘট্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বি ; পুং। বি, **-তা**।

ঘটকর্পর—ভগ্নঘটাদির খণ্ড ; কলসীর টুকরা ; খাবরা ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নান্তর্গত রত্ন বা কবি বিঃ। বি ; পুং।

ঘটকার—কুম্ভকার, কুমার। উপতৎ ; ঘট—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘটকালি—ঘটকের কাজ ; বিবাহের সম্বন্ধ ; বিবাহ-সংঘটনের পারিশ্রমিক। ঘটক+আলি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ঘটকী—পাত্রপাত্রীর বিবাহসম্বন্ধকারিণী ; সুরতদূতী, কুটনী। ঘটক+ঈ। বাংপ্র। বি।

ঘটঘট—দ্রুত, অবিবেচনাপূর্বক কাজ করার ভাব প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঘটজ—অগস্ত্য। উপতৎ ; ঘট—জন্‌+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘটতি—ঘাটতি, কমতি। হি। বি।

ঘটদাসী—দূতী, কুটনী ; যে নারী ঘটে করিয়া তীর্থবারি লইয়া ধর্মঠাকুরকে স্নান করায়। ঘট (মিলন)-কারিকা দাসী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘটন, ঘটনা—১। যোজনা ; মিলন, সংঘটন ; দৈবগতি, বিধিনির্বন্ধ। ঘট্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব, অন ভাব+আপ্‌। ২। আকস্মিক ব্যাপার। ঘট্‌+অন কর্তৃ ; পক্ষে অন+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঘটনাক্রমে—দৈববশতঃ, দৈবাৎ, হঠাৎ ; কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া। ঘটনার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ঘটনাচক্র—ঘটনাবলী, ঘটনাসমূহ ; ঘটনার নানা ভাবে পরিবর্তন বা আবর্তন। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লী।

ঘটনাচক্রে—ঘটনাক্রমে (তাহা দ্রঃ)।

ঘটনাধীন—দৈবব্যাপারের আয়ত্ত। ঘটনার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ঘটনান্তরাপেক্ষিত—অন্য ঘটনা যাহার উপর নির্ভর করিতেছে ('— ক্রিয়ার' ; '— প্রকার')। অন্য ঘটনা, ঘটনান্তর নিত্য, তদ্দ্বারা অপেক্ষিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘটনাবলি, -বলী—ব্যাপারসমূহ। ঘটনার আবলি, আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘটনাস্থল—কোন ব্যাপার সংঘটনের স্থান, অকুস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ঘটনাস্রোতঃ (-স্রোতস্) **(>-স্রোত)**—ক্রমাগত সংঘটিত ঘটনাসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ঘটনীয়—যাহা ঘটিতে পারে এরূপ, সম্ভাব্য ; যোজনীয়। ঘট্‌ বা ঘট্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ। [ক্লব। বি ; পুং।

ঘটপট—কলস ও কাপড় ; নানা পদার্থ।

ঘটমান—যাহা ঘটিতেছে বা চলিতেছে এমন। ঘট্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

ঘটযোনি—কুম্ভে জাত, অগস্ত্য মুনি। ঘট যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

ঘটস্থাপন, -স্থাপনা—কোন দেবতার প্রতিমার সম্মুখে ঘটপ্রতিষ্ঠা ; কোন দেবতার প্রতিমা না করিয়া ঘটে সেই দেবতার আবাহন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ঘটা—১। সমারোহ, আড়ম্বর ; সংঘটন ; গজসৈন্য ; শোভা ; যুদ্ধাদিতে হস্তিগণের একত্র সম্মিলন ; রাশি, সমূহ ('মেঘ—', 'গজ—') ; মেঘাড়ম্বর। ঘট্‌+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। সংঘটিত হওয়া, ঘটিয়া উঠা ; হওয়া, কার্যে পরিণত হওয়া ; আবির্ভূত হওয়া ; একত্র হওয়া। <'ঘট্‌'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘটাঘট—যোগাযোগ ; কোন কিছু নাড়া-চাড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঘটাটোপ—আড়ম্বর ; জিনিসপত্রের আবরণ, ঘেরাটোপ। ঘটের আটোপ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

ঘটানো—সংঘটিত করা, হওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘটাপটা—জাঁকজমক। ধ্বন্য। বাংপ্র। বি।

ঘটি—ঘটাকার ছোট ধাতুময় জলপাত্র বিঃ, লোটা। <ঘটী। বি।

ঘটি, ঘটী—সময়নিরূপণ যন্ত্র, ঘড়ি [ভারত-বর্ষের বহু প্রদেশে প্রাচীন ঘটিযন্ত্রের বিলক্ষণ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহার সাধারণ প্রচলিত নাম ছিল তামী বা তাত্রী]। ঘট+ণিচ্‌+ই কর্তৃ ; ঘট+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঘটিকা—মুহূর্ত ; দণ্ডাত্মককাল, ২৪ মিনিট ; একঘণ্টাকাল, দিবসের বা রাত্রির দ্বাদশ ভাগ, আড়াই দণ্ড, hour ; ঘটি ; কলসী ; ক্ষুদ্র ঘট। ঘটী+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঘটিকাযন্ত্র—ঘড়ি। ঘটিকানিরূপক যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঘটিত—সংঘটিত ; যোজিত ; সংক্রান্ত, বিষয়ক ; তদ্দ্বারা নির্মিত বা কৃত। ঘট্‌+ক্ত কর্তৃ, অথবা ঘট্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘটিরাম—আনাড়ী হাকিম ; অযোগ্য কর্মচারী। বাংপ্র। বি।

ঘটী—ছোট জলপাত্র বিঃ, ক্ষুদ্র ঘট ; বাজাই-বার ঘণ্টা ; ঘড়ি, কালনির্ণয়াত্মক যন্ত্র ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত। ঘট+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঘটীযন্ত্র—কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, জলতোলা কল ; কাল-নির্ণায়ক যন্ত্র, ঘড়ি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঘটোৎকচ—ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র। ঘট (মস্তক) উৎকচ (কেশহীন) যাহার, বহু। বি ; পুং। [যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

ঘটোদ্ভব—অগস্ত্য। ঘট হইতে উদ্ভব

ঘট্ট—১। যে স্থান দিয়া পুষ্করিণী প্রঃ জলাশয়ে নামা যায় তাহা, নদী প্রঃর ঘাট ; শুল্কগ্রহণ-স্থান, কুত-ঘাট। ঘট্ট+ঘঞ্‌ অধি। ২। চালন। ঘট্ট+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

ঘট্টজীবী (-জীবিন্‌)—পাটনীজাতি, যাহারা নদী পারাপার করে। উপতৎ ; ঘট্ট—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘট্টন—আঘাত, ঘর্ষণ ; ঘোটন ; বাটা ; নাড়া ; ঘাঁটা। ঘট্ট্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

ঘট্টনা—চালনা, ইতস্ততঃ নাড়াচাড়া ; ঘোঁটা ; ঘাঁটা। ঘট্ট+অন ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টা—ঘাট, তীর্থ। ঘট্ট+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টি—পুষ্করিণী নদী প্রঃর অবতরণস্থান, ঘাট ; শুল্কগ্রহণস্থান, কুত-ঘাট। ঘট্ট্‌+ই অধি। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টিত—নির্মিত ; সংঘটিত ; চালিত ; যাহা ঘোঁটা হইয়াছে এরূপ। ঘট্ট্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘড়ঘড়—শ্লেষ্মার জন্য গলার শব্দ ; গাড়ি চলার শব্দ। <ঘর্ঘর। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঘড়া—ধাতুর কলস, পিতলাদি। <ঘট। বি

ঘড়াঞ্চি, ঘড়াঞ্চে—সিঁড়িযুক্ত উঁচু টুল। বাংপ্র। বি।

ঘড়ি—কাংস্যাদি-ধাতুনির্মিত চক্রাকার যন্ত্র বিঃ ; ছোট ঘড়া ; ঘণ্টা, সময়নিরূপক যন্ত্র ; ঘণ্টা বা দণ্ড বা মুহূর্ত (প্রাক)। ('ঘড়িকে অপঘন ঘোরই ঘনঘন'—জগদানন্দ)। <ঘটী। বি। **ঘড়ি ঘড়ি**—ঘন ঘন, ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

ঘড়িঘর—যে উচ্চ অট্টালিকার উপর ঘড়ি বসানো থাকে, clock house. মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঘড়িয়াল, ঘড়েল—১। যাহারা ঘটীযন্ত্র বাজায়, ঘটীবাদক ; ঘড়ি-মেরামতকারক। ঘড়ি+আল কর্মান্তর্থে ; তাহা হইতে অভি-শ্রুতি ঘড়েল। বাংপ্র। ২। পক্ষী বিঃ ; মৎস্য বিঃ ; একপ্রকার কুম্ভীর, মেছো কুমির, gawal. বি। ৩। ধূর্ত, ধড়িবাজ ('—লোক')। বাংপ্র। বিণ।

ঘণ্ট—বিবিধ তরকারি ইঃর মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিঃ ; ঘাঁট ('মোচার —', 'থোড়ের —')। হন্+ট কর্ম, সংজ্ঞার্থে (নিপা)। বি ; পুং।

ঘণ্টা—১। কাংস্যাদি-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিঃ। হন্+ট কর্ম+আপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী। ২। আড়াই দণ্ড, এক ঘটিকা কাল। বাংপ্র। বি। **ঘণ্টা করা**—কিছুই করিতে না পারা। **ঘণ্টায় ঘণ্টায়**—ঘড়ি ঘড়ি, ঘন ঘন।

ঘণ্টাকর্ণ—শিবানুচর বিঃ, ঘেঁটুঠাকুর (গ্রাম্য-দেবতা)। ঘণ্টার ন্যায় কর্ণ যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

ঘণ্টানাদ—ঘণ্টার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘণ্টাপথ—ঘণ্টাধারী হস্তী প্রঃ জন্তুর গমন-যোগ্য পথ ; রাজপথ ; গ্রামের প্রধান পথ ; মল্লিনাথকৃত কিরাতার্জুনীয় টীকা। ঘণ্টোপ-লক্ষিত পথ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ঘণ্টিকা, ঘণ্টী—ক্ষুদ্র ঘণ্টা ; আলজিভ। ঘণ্টা+কন্ ক্ষুদ্রার্থে, সদৃশার্থে+আপ্, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘণ্টু—হস্তীর গললম্বিত ঘণ্টা ; প্রতাপ ; আত্মম্ভরিতা। ঘণ্ট+উ কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘণ্টেশ্বর—ঘেঁটু ঠাকুর ; শিব ; তীর্থ বিঃ। ঘণ্টার ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘন—১। নিবিড়, যাহা ফাঁক নয় এরূপ ; সান্দ্র ; গাঢ়, যাহা পাতলা নয় এরূপ ; জমাট ; দুর্ভেদ্য ; অধিক পুরু ; পুষ্ট ; স্থায়ী ; অবিরত, অবিচ্ছিন্নমুহূর্ত (তুমি আনন্দ'ঘন' শ্যাম) ; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধযুক্ত। হন্+অপ্ করণ, কর্ম। বিণ। ২। করতাল মন্দিরা ঘণ্টা ঘুঙুর প্রঃ ধাতুময় বাদ্যযন্ত্র ; মধ্যম নৃত্য ; লোহ ; ত্বক্, চর্ম। বি ; ক্লী। ৩। মেঘ ; লৌহমুদ্গর। হন্+অপ্ কর্ম। ৪। জমাট ; দৃঢ়তা, কাঠিন্য ; দেহ, রূপ, মূর্তি ; বিস্তার ; কফ ; অভ্রক ; পুঞ্জ, রাশি। হন্+অপ্ ভাব, কর্ম। ৫। (গণিত) সমান তিন অঙ্কের গুণ, কোন রাশিকে সেই রাশি দ্বারা দুইবার গুণন, cube. বি ; পুং। [বি ; ক্লী।

ঘনক—(গণিত) ঘন (৫)। ঘন+কন্ স্বার্থে।

ঘন-কফ—১। গাঢ় শ্লেষ্মা। কর্মধা। ২। শিলা, করকা। ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি ; পুং।

ঘনকাল—মেঘের সময়, বর্ষা ঋতু। ঘনের (মেঘের) কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘনকৃষ্ণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় কালো রঙের। ঘনবৎ কৃষ্ণ, উপমান কর্মধা। বিণ।

ঘনক্ষেত্র—যে ক্ষেত্র দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় সমান। ঘন দ্বারা প্রাপ্ত-ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ঘনগর্জি(র্জ্জি)ত—মেঘগর্জন, মেঘের ডাক।

ঘনগোলক—(রসায়ন) সোনা রূপার মিশানো পিণ্ড। কর্মধা। বি ; পুং।

ঘনঘটা—মেঘের আড়ম্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘনঘন—অল্প অল্প ব্যবধানে উপস্থিত ; শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত ; বার বার, পুনঃ পুনঃ, বহুবার ; অব্যবহিত, কাছাকাছি। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ। [উপমান কর্মধা। বিণ।

ঘনঘর্ঘর—মেঘের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিবিশিষ্ট।

ঘনঘোর—মেঘের ন্যায় ভীষণ ; ভয়ংকর মেঘাচ্ছন্ন। উপমান কর্মধা বা ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘনচতুষ্কোণ—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ বা উচ্চতা —এই তিনটি পরিমাপবিশিষ্ট চতুষ্কোণ। ঘন-পরিমাপক বা ঘনযুক্ত চতুষ্কোণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

ঘনজ্বালা—বজ্রাগ্নি ; বিদ্যুৎ। ৬ষ্ঠীতৎ।

ঘনতা, ঘনত্ব—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার মিলিত ফল, solidity ; কাঠিন্য ; গাঢ়তা ; নিবিড়তা, density. ঘন+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী। [সুপ্। বিণ।

ঘননীল—গাঢ়নীলবর্ণ, indigo. ঘন নীল,

ঘনপল্লব—পরস্পরসংশ্লিষ্ট পত্রসমূহ। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

ঘনফল, -মান—(গণিত) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ—এই তিন হইতে প্রাপ্ত ঘনবস্তুর (volume) গুণফলজ পরিমাপফল ; কোন রাশিকে সেই রাশি দ্বারা উপর্যুপরি দুইবার গুণ করিলে যে ফল হয় তাহা, cube. ঘন দ্বারা লব্ধ ফল, মধ্যপ কর্মধা ; ঘনের মান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, পুং।

ঘনবরণ—মেঘের মত কাল ('ঘনবর্ণ' দ্রঃ)। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-ণী**।

ঘনবর্ণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। ঘনের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

ঘনবসতি—অনেক লোকের কম জায়গায় ঘন ঘন বসবাস। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘনবস্তু—যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ তিনটিই আছে এমন পদার্থ, solid. ঘন বস্তু, কর্মধা। বি ; ক্লী। [যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

ঘনবাহন—মেঘবাহন, ইন্দ্র। ঘন বাহন

ঘনবিন্যস্ত—অবিরল ভাবে স্থাপিত, মধ্যে অতি অল্প ফাঁক রাখিয়া স্থাপিত। ঘনভাবে বিন্যস্ত, সুপ্। বিণ।

ঘনবিন্যাস—অবিরল সন্নিবেশ, ফাঁক না রাখিয়া সাজানো। কর্মধা। বি ; পুং।

ঘনবীথি, -বীথী—মেঘমালা ; আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘনমান—'ঘনফল' দ্রঃ।

ঘনমূল—যে রাশি আপনা দ্বারা দুইবার গুণিত হয় সেইরূপ গুণফলের মূল অর্থাৎ সেই রাশি, cube-root (যেমন—আট-এর ঘনমূল দুই)। ঘনের (ঘনফলের) মূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ঘনরস—১। জল। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কর্পূর ; ঘন আঠা। কর্মধা। বি ; পুং। ৩। গাঢ়-রসবিশিষ্ট। ঘন রস যাহাতে, বহু। বিণ।

ঘনশ্যাম—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। ২। সজল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। ঘনবৎ শ্যাম (শ্যামবর্ণ), উপমান কর্মধা। বিণ।

ঘনশ্রেণী—১। মেঘমালা, মেঘসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অবিরল পঙ্‌ক্তি। ঘনা শ্রেণী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘনশ্রেণীবদ্ধ—অবিরলভাবে অর্থাৎ ঘন ঘন করিয়া সারিবন্দী। ঘনভাবে শ্রেণীবদ্ধ, সুপ্। বিণ।

ঘনসন্নিবিষ্ট—অবিরল ভাবে স্থাপিত বা সাজানো, মধ্যে প্রায় ফাঁকশূন্য। ঘন ভাবে সন্নিবিষ্ট, সুপ্। বিণ।

ঘনসার—কর্পূর ; পারদ ; চন্দন। ঘন সার যাহার, বহু। বি ; পুং।

ঘনস্বন—১। মেঘের শব্দ, মেঘগর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। গম্ভীরস্বরবিশিষ্ট। ঘনের স্বনের ন্যায় স্বন যাহার, বহু। বিণ।

ঘনা—তৈলিক, কলু। প্রা কণ্প্র। বি।

ঘনাগম—জলদাগম ; বর্ষাকাল। ঘনের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘনাঘন—১। ইন্দ্র ; অপকারক হস্তী ; মত্তহস্তী ; বর্ষণকারী মেঘ ; পরস্পর সংঘর্ষণ ; চক্র। বি ; পুং। ২। সতত ঘাতুক ; নিষ্ঠুর ; নিরন্তর ; সান্দ্র। হন্+অচ্ কর্তৃ। (দ্বিত্ব, অ-স্থানে আ নিপা)। বিণ।

ঘনাঙ্ক—কোন বস্তুর নির্দিষ্ট আয়তনের ভিতর যতটা পদার্থ থাকে তাহার পরিমাণ, density. ঘনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘনাত্যয়, ঘনান্ত—শরৎকাল। ঘনের অত্যয়, অন্ত (নাশ) যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

ঘনানো—নিকটবর্তী হওয়া ; ঘন হইয়া আসা ; গাঢ় করা বা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘনান্ধকার—গাঢ় তিমির, মেঘহেতু অন্ধকার। কর্মধা। বি ; পুং।

ঘনাবর্ত—জ্বাল দিয়া ঘনী.কৃত ('— দুগ্ধ')। বাংপ্র। বিণ। [৩য়াতৎ। বিণ।

ঘনাবৃত—মেঘে ঢাকা। ঘনদ্বারা আবৃত,

ঘনায়মান—যাহা ঘন হইতেছে এরূপ ; যাহা আসন্ন হইতেছে এমন। ঘন + ক্যঙ্ + শানচ্ কর্তৃ। বিণ। [বি ; পুং।

ঘনাশ্রয়—আকাশ। ঘনের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ।

ঘনিষ্ঠ—১। অতিশয় ঘন ; নিকটস্থ, আসন্ন, অতি নিকট ('— আত্মীয়')। ঘন + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। ২। যে সর্বদা যাতায়াত করে এরূপ ; যে সর্বদা আনুগত্য প্রকাশ করে এরূপ, যাহার সহিত সবিশেষ আত্মীয়তা আছে এরূপ, অন্তরঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

ঘনিষ্ঠতা—সর্বদা যাতায়াত ; সর্বদা আনুগত্য ; সবিশেষ আত্মীয়তা ; নিকট সম্বন্ধ। ঘনিষ্ঠ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ঘনীকরণ—(রসায়ন) জলীয় বা গ্যাসীয় বস্তুকে কঠিন বস্তুতে রূপান্তরীকরণ, condensation. ঘন + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= ঘনী)—কৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-কৃত**।

ঘনীভবন—(রসায়ন) জলীয় বা গ্যাসীয় বস্তু ঘন হওয়ার কাজ, condensation. ঘন + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= ঘনী)—ভূ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-ভূত**।

ঘনোপল—করকা, শিল। ঘনের (মেঘের) উপল (প্রস্তরসদৃশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ঘর—১। গৃহ, ভবন ; কোঠা, প্রকোষ্ঠ ; সংসার ; পরিবার ('এ গ্রামে কয় ঘর ব্রাহ্মণ') ; বংশ, কুল ; স্থান ; ঠাঁই ; ব্যাপার ; বিষয় (টাকার 'ঘরে' শূন্য) ; খোপ, খুবরি ; আধার ; ছিদ্র ('বোতামের —') ; ছক ('ঘরকাটা') ; অফিস ('ডাকঘর')। <গৃহ। বি। **ঘর করা**—'করা' দ্রঃ। **ঘর কাটা**—খুপরি বা খোপ কাগজে আঁকা বা কাপড়ে বোনা। **ঘর খোঁজা**—বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগী কুল অন্বেষণ করা। **ঘর ঘর**—প্রতি ঘরে, প্রত্যেক পরিবারে। **ঘর চলা**—সাংসারিক খরচ চলা ; গৃহের কাজকর্ম নির্বাহিত হওয়া ; গৃহে গমন করা। **ঘর চালানো**—সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করা। **ঘর ছাড়া**—গৃহত্যাগ করা ; বৈরাগ্য অবলম্বন করা। **ঘর তোলা**—বাড়ি করা ; (সূচীকর্মে) গ্রন্থি দেওয়া। **ঘর নষ্ট করা**—কুলে কালি দেওয়া ; হীনবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করা। **ঘর নিকানো**—গোবর দিয়া ঘর পরিষ্কার করা। **ঘর ফেলা**—বাড়ি ভাঙ্গা ; সূতা পশম ইঃর ঘর খুলিয়া ফেলা। **ঘর বসানো**—প্রজা বসানো। **ঘর বার**—অধীর প্রতীক্ষায় বার বার ঘরের ভিতরে যাওয়া ও আসা। **ঘর ভরা**—ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ হওয়া। **ঘর ভাঙানো**—কুপরামর্শ দ্বারা সংসারের লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা। **ঘর মজানো**—বংশকে কলঙ্কিত করা, সংসারের কলঙ্কজনক কার্য করা। **ঘর মাড়ানো**—গৃহে প্রবেশ বা পদার্পণ করা। **ঘর সাজানো**—ঘরের আসবাবপত্র সুন্দরভাবে গুছাইয়া রাখা। **ঘরে আগুন দেওয়া**—সংসারে বিবাদ বাধানো। **ঘরে ঘরে**—প্রত্যেক সংসারে ; অনেক পরিবারে ; প্রতি গৃহে ; আপনা-আপনির মধ্যে, পরিবারের বহির্ভূত কাহাকেও জড়িত না করিয়া। **ঘরে পরে**—গৃহে ও বাহিরে ; শত্রুমিত্রে। **ঘরের কথা**—পারিবারিক বিষয়। **ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো**—নিজের ক্ষতি করিয়া বৃথা কার্য করা। **ঘরের ছেলে**—গৃহস্থ সন্তান ; নিজ পরিবারের সন্তান (ঘরের ছেলের মত)। **ঘরের ঢেঁকি কুমির**—ঘরের শত্রু বিভীষণ। **ঘরের লোক**—আপন বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। **ঘরের শত্রু বিভীষণ**—বংশের অনিষ্টকারী আত্মীয়। **ভাঙা ঘর জোড়া দেওয়া**—পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মনোমালিন্য দূর করা। ২। সম্প্রদায় বা স্থান বিঃর শিক্ষা-রীতি, school. বি।

ঘরকন্না—ঘরের কাজকর্ম, গৃহস্থালী ; সংসারাশ্রম। বাংপ্র। বি।

ঘরকুনো—গৃহকোণপ্রিয়, যে ঘরের বাহিরে গিয়া লোকের সহিত মেলামেশা করিতে ভালবাসে না এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

ঘর-খরচ—সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যয় ; বিবাহের আনুষঙ্গিক ব্যয়। ঘর-চালানো খরচ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঘরগড়া—ঘরে প্রস্তুত, বাড়িতে তৈয়ারী। ঘরে গড়া, ৭মী.তৎ। বাংপ্র। বিণ।

ঘরজামাই—যে জামাই শ্বশুরের আশ্রয়ে বাস করে ; শ্বশুরের অন্নভোজী জামাতা। ঘরবাসী জামাই, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঘরজোড়া—যাহা দ্বারা ঘর পরিপূর্ণ সাজানো হয় এমন। ঘর জুড়িয়া থাকে যাহা, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ঘরট্ট—পেষণযন্ত্র, যাঁতা। ঘর (প্রদীপ্ত অর্থাৎ অত্যধিক) অট্ট যাহা হইতে, বহু (নিপা)। বি ; পুং।

ঘরণী—ভার্যা। <গৃহিণী। বি ; স্ত্রী।

ঘরন্তী—সাংসারিক কার্যনিপুণা। বাংপ্র। বিণ।

ঘরপাতা—ঘরে তৈয়ারী ('— দৈ')। ঘরে পাতা, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ঘরপোড়া—১। যাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে এমন ; গোশালায় আগুন লাগাতে তাহাতে পুড়িয়া অভিজ্ঞ ('—গরু')। ঘরে পোড়া, ৭মী.তৎ। বাংপ্র। বিণ। ২। লঙ্কা-দগ্ধকারী হনুমান। ঘর পুড়াইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

ঘরপোষা—গৃহপালিত। ঘরে পোষা, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ঘর-ভাঙানে—যে পরিবারের লোকদের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিয়া মনোমালিন্য ঘটায়, গৃহবিচ্ছেদকারী। উপতৎ ; ঘর—ভাঙা + নে (<নিয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-ভাঙানী**।

ঘরভেদী (-দিন্)—যে শত্রুর কাছে পরিবারের গুপ্ত কথা বলিয়া দেয় এমন। উপতৎ ; ঘর—ভিদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ঘরময়—সারা ঘরে, ঘরের সকল জায়গা জুড়িয়া। বাংপ্র। বিণ।

ঘরমারিত—ঘর্মাক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ঘরমু—গৃহাভিমুখে। প্রা কপ্র। অ।

ঘরমুখো—গৃহগামী ; গৃহগমনে উৎসুক। ঘরের দিকে মুখ, মধ্যপ কর্মধা + ও (<উয়া) আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘর-শত্রু—গৃহবৈরী, যে ঘরের লোক হইয়াও বর্তমানে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; (গৌণার্থে) বিভীষণ, বিভীষণপ্রকৃতির লোক। ঘরের শত্রু, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি ; পুং।

ঘরসংসার—গৃহস্থালী, ঘরকন্না ; বিষয় প্রঃর কার্য। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ঘরসন্ধান—গৃহছিদ্রজ্ঞান, গৃহের ভেদ জ্ঞাত হওয়া, ঘরের গুপ্ত বিষয় জানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ঘরসন্ধানী—ঘরের দোষগুণ যাহার জানা আছে এরূপ ; ঘরের কোথায় কি আছে তাহা যাহার জানা আছে এরূপ। ঘরসন্ধান + ই জানে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। **ঘরসন্ধানী বিভীষণ**—(রামায়ণের বিভীষণের চরিত্র হইতে) স্বদেশদ্রোহী, স্বজনদ্রোহী।

ঘর-সর্বস্ব—গৃহের সারবস্তু ; গৃহের সমস্ত ধন। ঘরের সর্বস্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ঘরহি—ঘরে। প্রা কপ্র। বি।

ঘরা—আধার ; ছিদ্র ; খোপ ; অবকাশ। বাংপ্র। বি।

ঘরাও—ঘরপোষা ; পারিবারিক, ঘরোয়া। ঘর + আও (<উয়া) সম্বন্ধাদি অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘরাঘরি—ঘরোয়া, একই পরিবারের ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘটিত। বাংপ্র। বিণ।

ঘরানা—সদ্বংশজাত ; বংশীয় ; পারিবারিক ; ঘরোয়া ; পুরুষপরম্পরাগত ; ঘরোয়ানা। ঘর+আনা সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘরামি—গৃহ-নির্মাতা, যে সাধারণতঃ খড়-পাতার ঘর ইঃ তৈয়ার ও মেরামত করে। ঘর+আমি, নির্মাতা অর্থে। বাংপ্র। বি।

ঘরো—গৃহবাসী ; কুলবতী ; পরিবার বা বংশবিষয়ক। ঘর+ও (>উয়া)। বাংপ্র। বিণ।

ঘরোয়া—গৃহসংক্রান্ত, পারিবারিক ; স্বকীয় ; ঘনিষ্ঠ। ঘর+ওয়া সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘরোয়ানা—(সংগীতে) কোন বিশিষ্ট ওস্তাদের বংশপরম্পরা বা শিষ্যপরম্পরায় আগত ; নিজস্ব। বাংপ্র। বিণ।

ঘর্ঘর—১। পর্বতের পথ ; পর্বতের দ্বার ; পেচক, পেঁচা ; পঞ্জাবস্থ নদ ; ধাতুনির্মিত দ্রব্যে আঘাত করিলে যে উৎকট শব্দ হয় তাহা, ঘর্ঘর ধ্বনি ; চলন্ত গাড়ির চাকার বা চরকার শব্দ ; হাস্য ; তুষানল। যঙ্লুগন্ত ঘৃ+অচ্ কর্তৃ, অধি, ভাব। বি ; পুং। ২। ঘর্ঘর-শব্দবিশিষ্ট। ঘর্ঘর+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

ঘর্ঘরা—নদী বিঃ, গোগরা ; বীণাজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ; ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, ঘুঙুর। ঘর্ঘর+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘর্ঘরিত—১। শূকরের ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি, ঘোঁতঘোঁত শব্দ। ঘর্ঘরি (নামধাতু)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। ঘর্ঘরশব্দবিশিষ্ট। ঘর্ঘর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ঘর্ম(র্ম্ম)—১। গ্রীষ্ম, রৌদ্র। ঘৃ+ম করণ। ২। শ্রমজল, স্বেদ, ঘাম। বি ; পুং। ৩। উষ্ণ। ঘৃ+ম কর্তৃ। বিণ।

ঘর্ম(র্ম্ম)কর, -জনক—স্বেদোৎপাদক, যাহাতে ঘাম হয় এরূপ। উপতৎ ; ঘর্ম—কৃ+ট কর্তৃ ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা।**

ঘর্ম(র্ম্ম)কূপ—লোমকূপ, sweat duct. ঘর্মের কূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ঘর্ম(র্ম্ম)চর্চি(র্চ্চি)কা, -বিচর্চি(র্চ্চি)কা—ঘর্মজাত ক্ষুদ্রব্রণ, ঘামাচি। ঘর্মজাতা চর্চিকা, বিচর্চিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘর্ম(র্ম্ম)বারি—স্বেদজল, ঘাম। ঘর্মই বারি, কর্মধা ; অথবা, ঘর্মজনিত বারি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঘর্ম(র্ম্ম)বিচর্চি(র্চ্চি)কা—'ঘর্মচর্চিকা' দ্রঃ।

ঘর্মা(র্ম্মা)ক্ত—যাহা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এমন, স্বেদার্দ্র। ঘর্ম দ্বারা অক্ত (মাখা, সিক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘর্মা(র্ম্মা)ক্তকলেবর—স্বেদজলার্দ্রদেহ, যাহার শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এরূপ। ঘর্মাক্ত কলেবর যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, **-কলেবরে।**

ঘর্মা(র্ম্মা)ন্ত—বর্ষাকাল। বহু। বি ; পুং।

ঘর্মা(র্ম্মা)র্দ্র—যাহা ঘামের জলে ভিজিয়া গিয়াছে এমন, স্বেদসিক্ত। ঘর্মদ্বারা আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ। [বি ; পুং।

ঘর্ষ—ঘর্ষণ (তাহা দ্রঃ)। ঘৃষ্+ঘঞ্ ভাব।

ঘর্ষক—ঘর্ষণকারী। ঘৃষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ঘর্ষিকা।**

ঘর্ষকপদী (-পদিন্)—যে পক্ষী খাদ্যের সন্ধানে নখ দ্বারা মাটি আঁচড়ায়, rasorial (যথা,—কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির প্রঃ)। ঘর্ষক পদ, কর্মধা ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ঘর্ষণ—বিমর্দন, ঘষা, মার্জন ; (সংগীত) আশ, তারযন্ত্রের তার ঘষিয়া সুর তুলিবার কায়দা ; ঘষ্টানি। ঘৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ঘর্ষণী—হরিদ্রা। ঘৃষ্+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘর্ষতড়িৎ, -বিদ্যুৎ—দুই পদার্থের ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ, frictional electricity. ঘর্ষণজাতা তড়িৎ, বিদ্যুৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘর্ষিত—যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে এমন ; যাহাতে ঘর্ষণ লাগিয়াছে এরূপ। ঘৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ঘষঘষা—দ্রোণপুষ্পী, একধরনের ছোট গাছ।

ঘষড়ানো, ঘষটানো—রগড়ানো ; অযোগ্য লোকের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**ঘষড়ানি, ঘষটানি।**

ঘষা—১। ঘর্ষণ করা, রগড়ানো ; মাজা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত ; ঘর্ষিত। ঘষ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ঘষাঘষি—পরস্পর ঘর্ষণ ; ঘনিষ্ঠভাবে মেশা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ঘষানো—কাহারও দ্বারা ঘষা কাজ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘষামাজা—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, চকচকে। বাংপ্র। বিণ।

ঘষি—শুষ্ক গোময়খণ্ড। বাংপ্র। বি।

ঘসঘসা, ঘসঘসিয়া, ঘসঘসে—একপ্রকার ক্ষুদ্র শাক, দ্রোণপুষ্পী। বাংপ্র। বি।

ঘসি—শুষ্ক গোময়খণ্ড, ঘুঁটে। প্রাদে। বি।

ঘা—আঘাত ; ক্ষত ; ধাক্কা ; দুঃখ, শোক ; ক্ষতি। <ঘাত। বি। **ঘা কতক বসিয়ে দেওয়া**—প্রহার করা। **ঘা করা**—ক্ষত উৎপাদন করা। **ঘা খাওয়া**—আঘাত পাওয়া, দুঃখ পাওয়া। **ঘা দেওয়া, ঘা মারা**—আঘাত করা ; দুঃখ দেওয়া। **ঘা শুকানো**—ক্ষত নিরাময় হওয়া ; শোক দূর হওয়া। **ঘা সহা**—আঘাত সহ্য করা। **ঘা হওয়া**—ক্ষত উৎপন্ন হওয়া।

ঘাই—বাঁধের কাটা জায়গা ; জলে বড় মাছের আস্ফালন ; ধাপ্পা। <ঘাত বা ঘাতি। বি। **ঘাই বসানো**—তীব্র মার দেওয়া ; খুব ঠকানো ; অত্যন্ত অপমানিত করা।

ঘাঁটি—১। দেবতা বিঃ ; ঘেঁটুঠাকুর। প্রাদে। ২। নানাদ্রব্যের সমবায়ে প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিঃ ; বহুদ্রব্যের বিশৃঙ্খল সংযোগ, জগা-খিচুড়ি। <ঘণ্ট। বি।

ঘাঁটন—আলোড়ন, আবর্তন ; মিশ্রিতকরণ ; চটকানো। <ঘট্টন। বি।

ঘাঁটা—১। আলোড়িত করা, বিশেষরূপে বা বারবার নাড়িয়া দেওয়া, নাড়াচাড়া করা ; আন্দোলিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। বারবার আঘাত লাগার জন্য চামড়ায় যে কড়া পড়ে তাহা। বাংপ্র। ৩। ঘণ্টা। প্রা কপ্র। বি।

ঘাঁটাঘাঁটি—আন্দোলন ; বারবার নাড়াচাড়া ; বারবার আলোচনা। বাংপ্র। বি।

ঘাঁটানো—নাড়ানো ; উত্তেজিত বা উত্ত্যক্ত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘাঁটি, ঘাটি—চৌকিদারের নির্জনে বসতির বা পাহারা দিবার স্থান ; চোরাপথ ; পথের মুখ ; থানা ; আড্ডা। <ঘট্ট। বি। **ঘাঁটি করা, গাড়া**—সুরক্ষিত অবস্থান-স্থান তৈয়ারি করা।

ঘাঁত—কায়দা, বাগ, সুযোগ ; ফন্দি, কৌশল ; আত্মসাৎকরণ ; মৃদঙ্গের বড় বোল। বাংপ্র। বি। **ঘাঁতের ভাই**—মতলব-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আত্মীয়তা দেখায় এমন লোক।

ঘাঁতঘোঁত—অন্ধিসন্ধি ; মতলব ; সকল বিষয়। প্রাদে। বি।

ঘাগরা—উত্তর ভারতের (বিশেষতঃ রাজস্থানের) স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্র বিঃ। হি মু। বি।

ঘাগী—ভুক্তভোগী ; পুনঃপুনঃ দণ্ডিত ('—চোর') ; দুষ্ট ; চতুর ; শঠ ; অভিজ্ঞ। ঘা+ঈ যুক্তার্থে (গ-আগম)। বাংপ্র। বিণ।

ঘাঘর—ঝাঁজবাদ্য। প্রা কপ্র। বি।

ঘাট—১। গ্রীবা, ঘাড়। ঘট্+ণিচ্ স্বার্থে+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। জলাবতরণিকা, নদ্যাদিতে অবগাহনার্থ প্রবেশস্থান ; পর্বত-মধ্যস্থ পথ ; পর্বত ; (সংগীত) যে স্বরকে সা ধরিয়া গীতবাদ্য হয় তাহা, বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন-সুরোৎপাদক স্থান, scale. <ঘট্ট। ৩। দোষ, ত্রুটি, অপরাধ। বাংপ্র। বি। **ঘাট মানা**—দোষ স্বীকার করা। **ঘাট মারা**—ঘাটের শুল্ক ফাঁকি দিয়া পণ্য আমদানি করা, smuggle. **ঘাটের কড়ি**—শবদাহের খরচ ; পারানি, খেয়া পার হইবার পয়সা। **ঘাটের মড়া**—মরণাপন্ন, অতি বৃদ্ধ, শীর্ণ।

ঘাটতি—ন্যূনতা, অল্পতা, কমতি, deficit. হি-মু। বি।

ঘাটন—হ্রাস হওয়া, কম হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘাটা—১। নদী প্রঃ জলপ্রবাহের

ঘাট ; হাট ; গঞ্জ। <ঘট্ট। বি। ২। অল্প হওয়া, কম পড়া ("পণ্ডিত হইয়া তব বুদ্ধি কেন ঘাটে ?"—কৃত্তি)। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৩। ঘাট মানা, ত্রুটি স্বীকার করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘাটাল—বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো ; নদী প্রভৃতির ঘাটের ন্যায় উচ্চ। ঘাট+আল বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘাটি—ঘাঁটি, আড্ডা ; সীমা ; পথ ; প্রবেশ-পথ ; পাহারার স্থান ; দোষ, ত্রুটি ; অভাব ; অল্পতা, ন্যূনতা। ঘাট+ই স্বার্থে। বাংপ্র। বি। **ঘাটি মানা**—অপরাধ স্বীকার করা।

ঘাটিয়াল—ঘাটোয়াল (তাহা দ্রঃ)।

ঘাটিয়ালি—ঘাটোয়ালি (তাহা দ্রঃ)।

ঘাটিয়ালী—ঘাটোয়ালী (তাহা দ্রঃ)।

ঘাটু—স্ত্রীবেশে সজ্জিত নর্তক, গায়ক বালক ; ঐ বালকের গান। প্রাদে। বি।

ঘাটোয়াল—ঘাটরক্ষক, ঘেটেল ; ঘাটি-রক্ষক ; মুসলমান আমলে গিরিসংকট ইঃ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জমিদার বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘাটোয়ালি—ঘাটরক্ষকের কার্য ; খেয়া-পারাপার। বাংপ্র। বি।

ঘাটোয়ালী—ঘাটোয়ালের, ঘাটোয়াল-সংক্রান্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঘাড়—গ্রীবা, মস্তকের অধোভাগ। <ঘাট। বি। **ঘাড় ধরিয়া করানো**—করিতে বাধ্য করা। **ঘাড় নাড়া**—সম্মতি বা অসম্মতিসূচক ইঙ্গিত করা। **ঘাড় পাতা**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **ঘাড় পাতানো**—দায়িত্ব লইতে রাজী করানো। **ঘাড় ফুলানো**—রাগ দেখানো ; স্পর্ধা প্রকাশ করা। **ঘাড় ভাঙ্গা**—কাহারও ক্ষতি করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা। **ঘাড়ে করা**—কাঁধে লওয়া ; দায়িত্ব লওয়া। **ঘাড়ে দুটো মাথা থাকা**—দুঃসাহস হওয়া। **ঘাড়ে পড়া, ঘাড়ে চাপা**—ভরণপোষণাদির জন্য কাহারও ভারস্বরূপ হওয়া ; দায়িত্বস্বরূপে আসা ; (অন্যের দোষাদি) কাহারও উপর আরোপিত হওয়া।

ঘাড়কাতা—গলাধাক্কা। প্রা কপ্র। বি।

ঘাড়ধাক্কা—গলাধাক্কা ; ঘাড়ে ধরিয়া অপমানপূর্বক বাহির করিয়া দেওয়া। ঘাড়ে ধাক্কা, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি। [বি।

ঘাড়মুড়, -মোড়—ঘাড় ও মাথা। বাংপ্র।

ঘাড়ানো—ঘাড়ে লওয়া ; দায়িত্ব গ্রহণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘাড়ে-গর্দানে—যাহার কাঁধ হইতে মাথা আলাদা মনে হয় না এরূপ ; মোটা ঘাড়-বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ঘাত—১। আঘাত, প্রহার, কোপ ; হনন, বধ ; ক্ষত, ঘা ; হানি, ক্ষতি ; নাশ, ভঙ্গ ; পূরণ ; (জ্যোতিষ) জন্মনক্ষত্র হইতে ৭ম ১৬শ ও ২৫শ নক্ষত্র ; বেগবান্ বস্তুর অন্য বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা, impulse ; অঙ্কগুণন ; (গণিত) কোন রাশি সেই রাশি দ্বারা যতবার গুণিত হয়, power. হন্+ঘঞ্ ভাব, কর্ম। ২। প্রহারসাধন অস্ত্র ; বাণ। হন্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। ৩। ফন্দি, কৌশল ; সুযোগ, সুবিধা ; আত্মসাৎকরণ ; ঘাঁত (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

ঘাতক—হননকর্তা, বধকারক ; জল্লাদ ; প্রহারক। হন্+ণিচ্ স্বার্থে+ণক কর্তৃ। বিণ।

ঘাতঘোত—ঘাঁতঘোঁত (তাহা দ্রঃ)।

ঘাতচিহ্ন—(বীজগণিত) বর্গ-ঘন ইঃ-সূচক চিহ্ন, index ; power. ঘাত-সূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ঘাতন—১। বধ করানো বা করা ; বাদ্যযন্ত্রে আঘাত। হন্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। অস্ত্র। হন্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ৩। যে হত্যা করায় বা করে। হন্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

ঘাতপ্রতি(তী)ঘাত—আঘাত ও প্রত্যাঘাত [কোন বস্তুতে বলপূর্বক আঘাত করিলে আহত বস্তু হইতেও একটি প্রতিক্রিয়া উত্থিত হয় ; এইরূপ আঘাত এবং তাহার প্রতিক্রিয়াকে ঘাতপ্রতিঘাত কহে] ; ক্রিয়া ও তাহার প্রতিক্রিয়া। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ঘাতসহ—যাহা আঘাত পাইলে ভাঙ্গিয়া যায় না এরূপ, আঘাত পাইলে যাহা পার্শ্বের দিকে বাড়িয়া বিস্তৃত হয় এরূপ, malleable. ঘাত—সহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঘাতসহতা, -সহত্ব—আঘাত সহ্য করিবার শক্তি, যে গুণ থাকাতে কোন বস্তু আঘাত প্রাপ্ত হইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয় তাহা, malleability. ঘাতসহ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী। [বি ; ক্লী।

ঘাতস্থান—বধস্থান ; শ্মশান। ৬ষ্ঠীতৎ।

ঘাতাঙ্ক—কোন রাশির ঘাতচিহ্ন, exponent ; index. (যেমন, ৫৩—এখানে ৩ ঘাতাঙ্ক বা ঘাতচিহ্ন)। ঘাত-সূচক অঙ্ক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ঘাতাবেশ—কোন রাশিকে তাহার কোন নির্দিষ্ট শক্তিতে প্রকাশ করিবার জন্য সেই রাশিকে সেই রাশি দ্বারাই ধারাবাহিকরূপে গুণনের প্রক্রিয়া, involution. ঘাতে (গাণিতিক শক্তিতে—power) আবেশ (প্রবেশ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ঘাতী (ঘাতিন্)—বধকর্তা ; (কর্মবাচক উপপদের পর) হত্যাকারী ('আত্ম—')। হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ঘাতিনী**।

ঘাতুক—হিংস্র, নাশক ; নিষ্ঠুর ; ক্রূর। হন্+উকঞ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

ঘাত্য—বধ্য, হননীয় ; ঘাতসহ ; গুণনীয়। হন্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

ঘানি—তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র ; কুচক্র, কপটতা। <'ঘ্রাণিকা'। বি। **ঘানি টানা**—জেলখানায় কয়েদীদের ঘানি ঘুরানো ; (তাহা হইতে) একটানা ভাবে কঠিন শাস্তিভোগ করা। **ঘানিতে জোড়া**—ঘানিতে বলদ নিয়োগ ; দীর্ঘস্থায়ী কঠিন শ্রমজনক কাজে লাগানো। **শক্ত ঘানি**—কঠিন কাজ বা ব্যক্তি।

ঘানিগাছ—তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্রের দীর্ঘ দণ্ড ; (গৌণ অর্থে) কুচক্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

ঘানিঘর—তৈলনিষ্কাশন-গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ।

ঘাপটি—অলক্ষিতভাবে অবস্থান, লুকাইয়া অপেক্ষা ('— মারা')। বাংপ্র। বি।

ঘাবড়ানো—বিহ্বল হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, ভেবাচেকা খাওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঘাম—শ্রমজল, স্বেদ। <ঘর্ম। বি। **ঘাম ছোটা**—প্রবলবেগে ঘাম বাহির হওয়া ; অত্যধিক পরিশ্রম হওয়া। **ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া**—উদ্বেগজনক বা কষ্টকর অবস্থার শেষ হওয়া।

ঘামকিরণ—সূর্য। প্রা কপ্র। বি।

ঘামতেল—গর্জন তেল। বাংপ্র। বি।

ঘামল—স্বেদযুক্ত, ঘর্মাক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ঘামা—ঘর্মাক্ত হওয়া ; বাতাসের জলকণা জমিয়া আর্দ্র হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঘামাচি—ঘর্মজনিত ছোট ছোট ব্রণ। <ঘর্মচর্চিকা। বি।

ঘামানো—স্বেদাক্ত করা, ঘাম দেওয়ানো ; আলোড়ন করানো ; খাটানো ('মাথা —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘায়েল, ঘাল—জখম ; আহত, জখম ; বিনষ্ট। ঘা+এল যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘাস—দূর্বাদি তৃণ। অদ্+ঘঞ্ কর্ম (অদ্-স্থানে ঘস্)। বি ; পুং। **ঘাস কাটা**—(ক্রোধে বা বিদ্রূপে) বৃথা বা বাজে কাজ করা।

ঘাসজল—ঘাস ও জল, গবাদি পশুর খাদ্য। বাংপ্র। বি। **ঘাসজল ফুরানো**—পরমায়ু শেষ হওয়া।

ঘাসি—১। অগ্নি। ঘস্+ই সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। ২। ঘাসভোজী পশুর পাকস্থলীর অন্ত্র। বাংপ্র। বি।

ঘাসী—ঘাসবিষয়ক ; ঘাসবাহী ('— নৌকা') ; ঘাসব্যবসায়ী ; যে ঘাস কাটে, ঘেসেড়া। ঘাস+ঈ। বাংপ্র। বি।

ঘাসুড়ে—যে ঘাস কাটে এমন। ঘাস+উড়ে। বাংপ্র। বিণ।

ঘি—হবিঃ, আজ্য ; ঘিলু। <'ঘৃত'। বি।

ঘিওড়, ঘিওর—ঘৃতপুর, ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘিঁচি—গ্রন্থিল এবং ক্ষুদ্রাকার একপ্রকার কড়ি। <কুঞ্চিত। বি। [বি।

ঘি-কলম্বা—ঘৃতগন্ধি লেবু বিঃ। বাংপ্র।

ঘিজি—ঘন, নিবিড়; ঘেঁষাঘেষি; সংকীর্ণ; এঁদো। <ফা 'গুঞ্জান'। বিণ।

ঘিনঘিন—ঘৃণাপ্রকাশ; ঘৃণা বা অরুচির জন্য অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ। বাংপ্র। অ।

ঘিনঘিনে—ঘৃণাকারী; যাহার কিছুতে রুচি হয় না এমন; প্রসবের সামান্য চেষ্টা-বিশিষ্ট ('— ব্যথা')। ঘিনঘিন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘি-ভাত—মৎস্যমাংসহীন পোলাও; ঘি ও মসলাদি দিয়া পাক-করা ভাত। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঘিয়ে—ঘৃতবৎ; ঈষৎ পীতাভ। বাংপ্র। বিণ।

ঘিরা, ঘেরা—১। চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করা, বেড়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **২।** বেষ্টিত। বিণ। **৩।** বেষ্টিত স্থান। ঘির্, ঘের্+আ কর্ম। বাংপ্র। বি।

ঘিলু—মস্তিষ্ক, মাথার ঘি; (গৌণ অর্থে) বুদ্ধি। বাংপ্র। বি। [বি।

ঘিসকাপ—সূত্রধরের রেঁদাযন্ত্র। <ঘর্ষণ।

ঘী—ঘৃত, ঘি। <ঘৃত। বি।

ঘুংড়িকাশি—ঘুড়ঘুড়ে কাশি, whooping-cough. বাংপ্র। বি।

ঘুঁজি—অতি সংকীর্ণ পথ, সরু গলি; ছিদ্র। <গুহ্য। বাংপ্র। বি।

ঘুঁটা, ঘোঁটা—আলোড়ন করা, বিশেষ-রূপে নাড়িয়া দেওয়া; অনুসন্ধান করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘুঁটি—ইষ্টকাদি খণ্ড; পাশা প্রঃ খেলার গুটি। <ঘুটিকা। বি।

ঘুঁটে—গোবরের শুকনো চাকতি। <ঘুটি। বি। **ঘুঁটে দেওয়া**—গোময় দিয়া ঘুঁটে তৈয়ারি করা।

ঘুঁটেকুড়ানী—যে নারী ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্বাহ করে; সহায়সম্বলহীনা নারী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। [মটর প্রঃ। হিং। বি।

ঘুগনিদানা—লবণমসলা-মিশানো সিদ্ধ

ঘুগু, ঘুঘু—বনকপোত (ঘু ঘু শব্দ করে বলিয়া এই নাম); ফন্দিবাজ, ঘড়েল ('— লোক') [একটি মহাপ্রাণ বর্ণ দুইবার উচ্চারণ করিতে গেলে দ্বিতীয়বারে উহা স্বভাবতঃ অল্পপ্রাণ হয়; এই জন্য 'ঘুগু']। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঘুঙুর, ঘুঙুর—কটিদেশের অলংকার বিঃ; নর্তকীর একপ্রকার পদাভরণ, নূপুর; ঘুন্টি, ঘুন্টিকা। <ঘুঙ্ঘুর। বি। [ক্রি।

ঘুচ—সরিয়া যাও, অপসৃত হও। প্রা কপ্র।

ঘুচন—মোচন; নাশ; ত্যাগ; গোময়-লেপাদি দ্বারা উচ্ছিষ্টাদি মার্জন; ময়লা সাফ করা। ঘুচ্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

ঘুচনো—ঘুচানো (তাহা দ্রঃ)।

ঘুচব—ঘুচিবে, দূর হইবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘুচা—দূর হওয়া; নষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঘুচানো—দূর করা, অপনয়ন করা; ময়লা সাফ করা; নাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা, ঘুটী—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুট্+ক, ইন্ কর্তৃ, ৪র্থ পক্ষে ঘুট+ঈপ্, ৩য় পক্ষে ঘুটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী।

ঘুটঘুট—মনে কোন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উদয়; সন্দেহ, সংশয়। বাংপ্র। বি বা অ।

ঘুটঘুট করা—আঁধার পরিব্যাপ্ত হওয়া; সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে হালকা পায়ে (শিশুর) ঘুরিয়া বেড়ানো (আদরার্থে)।

ঘুটঘুটে—নিবিড়; ঘন কাল ('— অন্ধকার')। বাংপ্র। বিণ।

ঘুটিং—ক্ষুদ্র চূর্ণ প্রস্তরখণ্ড (ইহা হইতে চুন তৈরি হইয়া থাকে)। হিং। বি।

ঘুড়ি—কাগজের তৈয়ারী আকাশে উড়াইবার খেলনা। বাংপ্র। বি। [স্ত্রী।

ঘুড়ী—ঘোটকী। ঘোড়া+ঈ। বাংপ্র। বি;

ঘুণ—১। কাষ্ঠ-কীট বিঃ। ঘুণ্+ক কর্তৃ। বি; পুং। **২।** অভিজ্ঞ। বাংপ্র। বিণ।

ঘুণ ধরা—ঘুণে নষ্ট হওয়া; জীর্ণ হওয়া।

ঘুণাক্ষর—১। ঘুণকৃত অক্ষর; (তাহা হইতে) অতি সামান্য মাত্র; ইঙ্গিত মাত্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। **২।** সুরতিখেলা; আশ্চর্য ঘটনা; সৌভাগ্য। বাংপ্র। বি।

ঘুণাক্ষরন্যায়—ন্যায় বিঃ [ঘুণ কাঠ বা বাঁশ কাটিতে থাকে, দৈবাৎ কোন কোন কর্তিত অংশ অক্ষরের ন্যায় হইয়া যায়; সেই অক্ষরাকৃতি কাটাকে ঘুণাক্ষর বলে; অর্থাৎ, ঘুণ অক্ষর কাটিবে বলিয়া চেষ্টা করে না, কিন্তু কখন কখন হঠাৎ কোন কোন স্থানে অক্ষরের মত হইয়া উঠে; সেইরূপ, যাহা করিব বলিয়া মনস্থ না করিলেও যদি হঠাৎ তাহা ঘটিয়া উঠে, তবে তাহা ঘুণাক্ষরন্যায়-বিষয় হইয়া থাকে]। ঘুণাক্ষরাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ঘুণাক্ষরে—কোনও রকমে; অতি সামান্য পরিমাণে, অত্যল্পমাত্রাতেও; দৈবাৎ; ইঙ্গিতে, ইশারাতে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঘুণাগ্রে—ঘুণাক্ষরে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঘুণিত—ঘুণকীটগ্রস্ত; জর্জরিত। প্রা কপ্র। বিণ।

ঘুন্টি, ঘুন্টিকা—ঘুঙুর; ছোট ঘণ্টা; গোল বোতাম। <ঘণ্টা ও ঘণ্টিকা। বি।

ঘুন্টিঘর—বোতামের ঘর। বাংপ্র। বি।

ঘুনসি—কটিসূত্র, কোমরে পরিবার সূতা। বাংপ্র। বি।

ঘুনি—ছোট মাছ ধরিবার একপ্রকার খাঁচা। বাংপ্র। বি।

ঘুপটি—ঘাপটি (তাহা দ্রঃ)। [বিণ।

ঘুপলি—সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাংপ্র।

ঘুম—নিদ্রা, তন্দ্রা, শয়ন। বাংপ্র। বি। **কাঁচা ঘুম**—অসম্পূর্ণ নিদ্রা। **ঘুম চটে যাওয়া**—পুরা ঘুম না হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং আর ঘুম না আসা। **ঘুম পাড়ানো**—নিদ্রাবিষ্ট করা।

ঘুমকাতর, -কাতুরে—ঘুম না হইলে যাহার খুব কষ্ট হয় এরূপ; যে খুব ঘুমাইতে চাহে এরূপ। ঘুমের জন্য কাতর, কাতুরে, ৪র্থীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ঘুমগড়ে—নিদ্রালু। বাংপ্র। বিণ।

ঘুমঘোর—নিদ্রাবেশ, গাঢ় ঘুম। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ঘুমনো, ঘুমানো—নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঘুমন্ত—নিদ্রিত, যে ঘুমাইতেছে এরূপ। ঘুমা+অন্ত কর্তৃ (আ-লোপ)। বাংপ্র। বিণ।

ঘুমপাড়ানী—যে হাওয়া বা দোল দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়ায় এমন; যাহাতে ঘুম আসে এমন ('— গান')। ঘুম পাড়ায় যে বা যাহা, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ঘুমল—নিদ্রিত। বাংপ্র। বিণ।

ঘুমায়ল—ঘুমাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘুর, ঘুরন, ঘুরনি—আবর্তন, পাক। ঘুর্+অ, অন, অনি ভাব। বাংপ্র। বি। **ঘুর লাগা**—অবিরত ঘুরিবার ইচ্ছা হওয়া; গা ঘুলানো। **ঘুরে যাওয়া**—পরিবর্তিত হওয়া (দিন ঘুরে গেছে)।

ঘুরকি—কৌশল, ফন্দি, পেঁচ। বাংপ্র। বি।

ঘুরঘুট, ঘুরঘুটি—ঘোরঘটা, অতিশয় আড়ম্বর; ঘন অন্ধকার। বাংপ্র। বি।

ঘুরঘুটে—ঘুটঘুটে, ঘন অন্ধকারাবৃত; আড়ম্বরপূর্ণ। ঘুরঘুট+এ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘুরঘুর—১। অস্থিরভাবে ভ্রমণ; বারবার ঘোরা। বাংপ্র। বি। **ঘুরঘুর করা**—চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ানো। **২।** ঘুরঘুরে পোকা। <ঘুর্ঘুর। বি।

ঘুরঘুরে—কীট বিঃ। <ঘুর্ঘুর। বি। **ঘুরঘুরে ঘা**—পুরাতন ঘা, যে ঘা শীঘ্র আরোগ্য হয় না।

ঘুরন, ঘুরনি—'ঘুর' দ্রঃ।

ঘুর-পথ—যে পথে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়, বাঁকা পথ। ঘুরবিশিষ্ট পথ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঘুরপাক—আবর্তিত হওয়া, চাকার মত পরিভ্রমণ। বাংপ্র। বি। **ঘুরপাক খাওয়া**—চাকার মত ঘোরা; নানা দুঃখে ব্যতিব্যস্ত হওয়া।

ঘুরপেঁচ, -প্যাঁচ—পাকচক্র, ঘুরপাক ; জটিলতা, গোলকধাঁধা। বাংপ্র। বি।

ঘুরা, ঘোরা—পুনঃ পুনঃ আবর্তন করা ; পরিভ্রমণ করা ; প্রত্যাবৃত্ত হওয়া, ফিরিয়া আসা ; ঘুলাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **ঘুরিয়া আসা**—গিয়া ফিরিয়া আসা ; মরিয়া আবার জন্ম লওয়া। **ঘুরিয়া যাওয়া**—ফিরিয়া যাওয়া ; দেখা করিয়া যাওয়া ; ঘুলাইয়া যাওয়া।

ঘুরানো, ঘোরানো—আবর্তিত করা, চক্রাকারে চালিত করা ; ফিরাইয়া দেওয়া ; বেড়াইয়া আসা ; আশা দিয়া অনেক দিন পর্যন্ত ভাঁড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘুরুনি—১। ঘূর্ণী বাতাস ; জলস্তম্ভ ; জলভ্রম ; ঘুরাইবার যন্ত্র ; শিরোঘূর্ণন রোগ। ঘুর্+উনি ভাব। বাংপ্র। বি। ২। যাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এমন। ঘুর্+উনি কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ঘুঘু‌র—১। ঘুরঘুরে পোকা। ঘুর্—ঘুর্+ক কর্তৃ। ২। শূকরের শব্দ। ঘুর্—ঘুর্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি ; পুং।

ঘুঘু‌রিকা—রোগ বিঃ, গলা ঘড়ঘড়। ঘুর্ঘুর+ইক আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘুঘু‌রী—ভারী দ্রব্য তুলিবার একপ্রকার যন্ত্র, কপিকল, pulley. ঘুর্ঘুর (অনুকার শব্দ)+ঈ করে অর্থে। বাংপ্র। বি।

ঘুলঘুলি—ছোট ছেঁদা (দেওয়ালের উপর দিকে, বায়ু চলাচলের জন্য)। বাংপ্র। বি।

ঘুলনো—আলোড়ন, ঘনকরণ। বাংপ্র। বি।

ঘুলানো—গুলাইয়া দেওয়া, নাড়িয়া গোলা করা ; গোলমাল করিয়া ফেলা ; মিশ্রিত করা, মিশানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘুষ—কার্যসিদ্ধির জন্য গোপনে দেয় পারিতোষিক, উৎকোচ। বাংপ্র। বি। [বি।

ঘুষকী—গুপ্ত বেশ্যা, গৃহস্থ কুলটা। বাংপ্র।

ঘুষখোর—যে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কার্য করে এরূপ, যে ঘুষ লইয়া পক্ষপাতিত্ব করে এরূপ, উৎকোচগ্রাহী। ঘুষ্+খোর আসক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ঘুষঘাস—ঘুষ ও ঐ জাতীয় অন্যান্য উপহার।

ঘুষঘুষে—চাপা ('— জ্বর') ; সামান্য ; অস্পষ্ট। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ঘুষা, ঘুষি—কিল, মুষ্টি, মুঠা ; মুষ্টিপ্রহার।

ঘুষাঘুষি, ঘুষোঘুষি—পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, কিলাকিলি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ঘুষানো—ঘোষণা করানো ; আবৃত্তি করানো ; মুষ্টিপ্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘুষি—'ঘুষা' দ্রঃ।

ঘুষিত, ঘুষ্ট—১। শব্দিত, বাদিত, নাদিত। ঘুষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ঘোষণা। ঘুষ্+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

ঘুসি—ঘুষি, মুষ্টি, কিল। বাংপ্র। বি।

ঘূৎকার—ঘোঁতঘোঁত শব্দ, শূকরের শব্দ ; পেচকের শব্দ। ঘূৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

ঘূর—ঘুরপাক, ঘোরা। <ঘূর্ণ্-ধাতু। বি।

ঘূরন্ত—ঘুরিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘূর্ণ—১।—গীমা শাক। ঘূর্ণ্+অচ্ কর্তৃ। ২। ঘূর্ণন, পাক। ঘূর্ণ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

ঘূর্ণন—ভ্রমণ, ঘোরা। ঘূর্ণ্+অনট্ ভাব।

ঘূর্ণবাত—ঝটিকা বিঃ, যে ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহিতে থাকে, cyclone. ঘূর্ণশীল বাত (বায়ু), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ঘূর্ণমান—যাহা ঘুরিতেছে এমন। ঘূর্ণ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঘূর্ণা—মাথাঘোরা ; ঘূর্ণন, আবর্তন ; জলাবর্ত। <ঘূর্ণি। বি।

ঘূর্ণাবর্ত(র্ত্ত)—জলভ্রম, জলের পাক, whirlpool ; ঘূর্ণিবায়ু, ভীষণ ঝটিকা। ঘূর্ণ এমন আবর্ত, কর্মধা। বি ; পুং।

ঘূর্ণায়মান—যাহাকে ঘুরানো হইতেছে একপ ; যাহা সর্বদা ঘুরিতেছে এরূপ (অশুদ্ধ প্রঃ)। ঘূর্ণ+ক্যঙ্ (=ঘূর্ণায় নামধাতু)+শানচ্ কর্ম, কর্তৃ। বিণ। [পুং।

ঘূর্ণি—ঘুরণ, ঘোরা। ঘূর্ণ্+ইন্ ভাব। বি ;

ঘূর্ণিজল—জলাবর্ত, জলের পাক, whirlpool. ঘূর্ণিযুক্ত জল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঘূর্ণিত—যাহা ঘুরিতেছে ; আবর্তিত, ভ্রামিত, ঘোরানো। ঘূর্ণ্+ক্ত কর্তৃ, বা ঘূর্ণ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘূর্ণিত-নয়নে, -নেত্রে, -লোচনে—চোখ পাকাইয়া, চোখ ঘুরাইয়া। ঘূর্ণিত নয়ন, নেত্র, লোচন যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

ঘূর্ণিপাক—ঘূর্ণাবর্ত ; পুনঃ পুনঃ ঘোরা। ঘূর্ণিযুক্ত পাক, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঘূর্ণিবায়ু—ঘূর্ণাবর্ত, মহাঝটিকা। ঘূর্ণিযুক্ত বায়ু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ঘূর্ণী (-র্ণিন্)—ঘূর্ণিযুক্ত ; আবর্তনশীল। ঘূর্ণ্+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পুং।

ঘূর্ণ্যমান—ভ্রাম্যমাণ, যাহা ঘোরানো হইতেছে এরূপ। ঘূর্ণ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ঘৃণা—অবজ্ঞা ; কুৎসিত বা দুর্গন্ধ বস্তুর উপর দ্বেষ বা বিরাগ ; লজ্জাবোধ, অপমানবোধ ; জুগুপ্সা ; দয়া। ঘৃণ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘৃণাকর, -জনক—অশ্রদ্ধাজনক, হেয়, জঘন্য। উপতৎ ; ঘৃণা—কৃ+ট কর্তৃ ; ঘৃণার জনক, ষষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী,- **করী, -জনিকা**।

ঘৃণার্হ—ঘৃণাযোগ্য ; মন্দ, অনুকম্পনীয়। উপতৎ ; ঘৃণা—অর্হ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঘৃণাস্পদ—ঘৃণাভাজন, ঘৃণার পাত্র। ঘৃণার আস্পদ, ষষ্ঠীতৎ। বিণ বা বি ; ক্লী (অজহল্লিঙ্গ)।

ঘৃণিত—যাহাকে সকলে ঘৃণা বা হেয়জ্ঞান করে এরূপ ; যাহা দেখিলে বা শুনিলে ঘৃণা জন্মে এরূপ ; অবজ্ঞাত ; গর্হিত ; অনুগ্রহপ্রাপ্ত ; দয়ার্হ। ঘৃণা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ঘৃণী (ঘৃণিন্)—নিন্দাকারী ; দয়ালু। ঘৃণা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঘৃণিনী**।

ঘৃণ্য—ঘৃণার যোগ্য। ঘৃণা+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

ঘৃত—ঘি, হবিঃ। ঘৃ+ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ঘৃতকুমারী—স্বনামপ্রসিদ্ধ গুল্ম বিঃ। ঘৃতপ্রধানা কুমার , মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঘৃতকেশ—অগ্নি। ঘৃত (দীপ্ত) কেশ (শিখা) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ঘৃতপ—১। আজ্যপ-নামক পিতৃগণ। বি ; পুং। ২। ঘৃতপানকারী। উপতৎ ; ঘৃত—পা+ক কর্তৃ। বিণ।

ঘৃতপক্ব—ঘিয়ে ভাজা। ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘৃতপূর—ঘিয়ে ভাজা এক ধরনের ময়দার খাবার, ঘিওড়। ঘৃত—পূর্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

ঘৃতভোজী (-ভোজিন্)—ঘৃতভোজনকারী, ঘৃতসেবী। উপতৎ ; ঘৃত—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

ঘৃতাক্ত—ঘি-মাখা ; যাহা ঘৃতে লিপ্ত হইয়াছে এরূপ ; যে সর্বাঙ্গে ঘি মাখিয়াছে এরূপ। ঘৃত দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ঘৃতাচী—অপ্সরা বিঃ ; কুশনাভের পত্নী। ঘৃত—অন্চ্+ক্বিপ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘৃতান্ন—১। বহ্নি। ঘৃত অন্ন যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। ঘৃতযুক্ত অন্ন, ঘি-ভাত। ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঘৃতার্চিঃ (-র্চিস্), **ঘৃতার্চ্চিঃ** (-র্চ্চিস্)—অগ্নি। ঘৃত (দীপ্ত) অর্চিঃ, অর্চ্চিঃ (শিখা) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ঘৃতাহুতি—মন্ত্র সহকারে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান। ঘৃতের আহুতি, ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘৃতোদ—ঘৃতসমুদ্র। ঘৃত উদক যাহার, বহু (উদক-স্থানে উদ)। বি ; পুং।

ঘৃষ্ট—১। মার্জিত, যাহা ঘষা হইয়াছে এরূপ। বিণ। ২। গন্ধদ্রব্যাদি বিঃ, অগুরু প্রঃ। ঘৃষ্+ক্ত কর্ম। বি ; পুং।

ঘৃষ্টতাড়িত—ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত তাড়িতশক্তি, frictional electricity. ঘৃষ্ট তাড়িত, কর্মধা। বি ; ক্লী.।

ঘৃষ্টি—১। ঘর্ষণ ; স্পর্ধা। ঘৃষ্+ক্তি ভাব। ২। একধরনের আলু ; অপরাজিতা। বি ; স্ত্রী। ৩। শূকর। ঘৃষ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। [অ।

ঘেউ, ঘেউঘেউ—কুকুরের ডাক। বাংপ্র।

ঘেঁচড়া—১। নির্লজ্জ, বেহায়া ; দামড়া ;

কঠিন ; অবাধ্য, ঢেঁটা। বিণ। ২। আহত স্থান ; ঘষ্টানির স্থান ; কাটিল, জামড়া। <ঘৃষ্ট। বি।

ঘেঁচু—একপ্রকার বন্য কন্দ, ছোট কচু ; কিছুই নয়। <ঘেণ্টুলিকা। বি।

ঘেঁট—১। একপ্রকার ঘুঁটে, গোলাকার শুষ্ক গোময় ; শরীরের কড়া। বাংপ্র। বি। ২। বহু রকম শাক-সবজি বা মাছের ঘণ্ট। <ঘণ্ট। বি।

ঘেঁটু—খোস পাঁচড়া প্রঃ রোগের দেবতা ; একপ্রকার ফুল বা গুল্ম, ভাঁট। <ঘণ্টা-কর্ণ। বি।

ঘেঁষ—১। অল্প ঘর্ষণ, ধাক্কা, ঠোকর ; পাথুরে কয়লার ছাই ; ঘর্ষণধ্বনি ; ঐক্য ; সান্নিধ্য ; স্পর্শ। <ঘর্ষণ। বি। ২। ঘেঁষাঘেঁষি। বাংপ্র। বিণ।

ঘেঁষড়া—ঘর্ষণ, ঘেঁষ। <ঘৃষ্-ধাতু। বি।

ঘেঁষড়ানো—ঘর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়া, হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। <ঘর্ষণ। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘেঁষা—সামান্য ঘৃষ্ট হওয়া ; অল্প ঘর্ষণ করা ; নিকটবর্তী হওয়া, কাছে যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘেঁষাঘেঁষি—পরস্পরের গা ছোঁওয়া, অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান ; ঘন হইয়া, গাদাগাদি বা ঠাসাঠাসি হইয়া। বাংপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

ঘেঙ্গা, ঘেঙা—বালাই, দায়, ঝঞ্ঝাট ; কড়া তাগিদ। বাংপ্র। বি। **ঘেঙ্গা পেটা**—তাগিদ দেওয়া ; ঘ্যান-ঘ্যান করা।

ঘেঙ্গামি—ঘ্যানঘ্যানানি। ঘেঙ্গা+আমি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ঘেটেল—ঘাট পারাপার করিবার মাঝি, ঘাটরক্ষক, খেয়াঘাটের মাঝি। ঘাট+এল (<ইয়াল) নিযুক্তার্থে। বাংপ্র। বি। বিণ, **-লী**।

ঘেটেলি—ঘেটেলের কাজ। ঘেটেল+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ঘেটো—ঘাটসম্বন্ধীয় ; অশৌচান্ত-দিনে নদী বা পুকুরের ঘাটে স্নান করিবার সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে এরূপ ('— কুটুম')। ঘাট+ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘেন্না—নিন্দা ; অভক্তি। <ঘৃণা। বি।

ঘেয়ো—ব্রণবিশিষ্ট, ক্ষতযুক্ত ; আঘাতপ্রাপ্ত, আহত। ঘা+ও (<উয়া) যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ঘের—পরিধি ; বেষ্টনী, বেড়া ; বেষ্টিত স্থান।

ঘেরঘার—অবরোধ। বাংপ্র। বি।

ঘেরদার—ঘেরবিশিষ্ট (জামা ইঃ)। ঘের+দার যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘেরা—১। পরিবেষ্টন ; আচ্ছাদন। ঘির্+আ ভাব। বি। ২। পরিবেষ্টন করা, ঘিরিয়া দেওয়া, আচ্ছন্ন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বিণ]।

ঘেরাও—বেষ্টন, অবরোধ, ঘিরিয়া ফেলা। বাংপ্র। বি।

ঘেরাটোপ—বাক্স প্রঃর আচ্ছাদন, ঢাকনি, সর্বাঙ্গব্যাপী আবরণ। বাংপ্র। বি। [বি।

ঘেসেড়া—যে ঘোড়ার ঘাস কাটে। বাংপ্র।

ঘেসো—১। ঘাসোৎপন্ন ; ঘাসময় ; ঘাস-গন্ধি, ঘাসের গন্ধযুক্ত ; ঘাসের তুল্য। বিণ। ২। পশুদিগের পাকস্থলীর ভিতরের ঘাসের থলি। ঘাস+ও সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি।

ঘোঁজ—ঘুঁজি (তাহা দ্রঃ)। **ঘোঁজে ঘাঁজে**—গুপ্ত বা অন্ধকারময় সংকীর্ণ স্থানে।

ঘোঁট, ঘোঁটমণ্ডল—সামাজিক ব্যাপারে অনেকে মিলিয়া একের বিরুদ্ধে আলোচনা ; হট্টগোল। বাংপ্র। বি।

ঘোঁটনা—আবর্তনদণ্ড, ঘুঁটিবার কাঠি। ঘোঁট+না করণ। বাংপ্র। বি।

ঘোঁটা—১। আবর্তন করা, আলোড়ন করা ; মাড়া। ক্রি। ২। আবর্তিত, আলোড়িত। বিণ। ৩। জামড়ো, কড়া। বাংপ্র। বি।

ঘোঁতঘোঁত—শূকরের শব্দ বা তাহার অনুরূপ শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঘোগ—১। বৃক, নেকড়ে ; কুকুরজাতীয় বন্যজন্তু বিঃ ; (রূপকথায়) বাঘের শত্রু জন্তু বিঃ। ২। নদীর বাঁধ বা জমির আলি প্রঃতে জল বাহির হইবার গর্ত। বাংপ্র। বি।

ঘোচা—দূর হওয়া, লোপ পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘোঙ্গট, ঘোঙ্গুট—ঘোমটা। প্রা কপ্র। বি।

ঘোঙ্গা, ঘোঙা—কম ছানায় বেশী চিনি দিয়া কৃত নিকৃষ্ট সন্দেশ বিঃ ('— মোণ্ডা')। বাংপ্র। বি।

ঘোট—১। অশ্ব, ঘোড়া। ঘুট্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী —**ঘোটী**। ২। সামাজিক ব্যাপারে বিরুদ্ধ আলোচনা, ঘোঁট। বাংপ্র। বি। [স্ত্রী, **-কী**।

ঘোটক—অশ্ব। ঘুট্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘোটকারূঢ়—অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট, ঘোড়-সওয়ার। ঘোটকে আরূঢ়, ৭মী তৎ। বিণ।

ঘোটকারোহী (-রোহিন্)—অশ্বারোহী, অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ব্যক্তি। উপতৎ ; ঘোটক—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-রোহিণী**।

ঘোটন—অন্বেষণ ; পেষণ ; ঘোঁটা ; মর্দন। ঘুট্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

ঘোটনা—যাহা দ্বারা ঘোঁটা যায়, পেষণ-দণ্ড। ঘোট্+না করণ। বাংপ্র। বি।

ঘোটিকা, ঘোটী—অশ্বা, ঘুড়ী। ঘোটী+কন্ স্বার্থে+আপ্, ঘোট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘোড়—অশ্ব, ঘোড়া। <ঘোট। বি।

ঘোড়গাড়ি, -গাড়ী—ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়া বাহিত গাড়ি, গাড়ী, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঘোড়-তোলা—উচ্চ-গোড়ালিবিশিষ্ট ('— জুতা')। বাংপ্র। বিণ।

ঘোড়দৌড়—ঘোড়ার দৌড়, জুয়াখেলার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। **ঘোড়দৌড় করানো**—নাকাল করা।

ঘোড়সওয়ার—অশ্বারোহী, ঘোটকারূঢ়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঘোড়া—অশ্ব, তুরঙ্গ ; বন্দুকের গুলি ছুড়িবার টিপকল, trigger ; ছাতার যে কল টিপিয়া উহা বন্ধ করা হয় তাহা ; দাবা খেলার একটি বল, knight. <ঘোট। বি। **ঘোড়ায় চড়িয়া আসা**—চলিয়া যাইবার জন্য মহা ব্যস্ত হওয়া। **ঘোড়ার ঘাস কাটা**—বৃথা কাজে সময় কাটানো ; বেকার থাকা। **ঘোড়ার ডিম**—কিছুই না (গালি বা ক্রোধে প্রযুক্ত অশিষ্ট উক্তি)।

ঘোড়ামুখো—ঘোড়ার মত মুখবিশিষ্ট ; নতশীর্ষ ('— ধান')। বহুব্রী। বাংপ্র। বিণ।

ঘোড়ামুগ—নিকৃষ্টশ্রেণীর মুগের ডাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘোড়া-রোগ—১। অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঘোড়া পুষিবার প্রবৃত্তি, মাত্রার অতিরিক্ত খরচ। ঘোড়া-সংক্রান্ত রোগ (বাতিক), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। ২। অর্শ ব্যাধি ('অর্শ' 'অশ্ব'-শব্দের সহিত সমোচ্চার্য বলিয়া ব্যঙ্গার্থে)। বাংপ্র। বি।

ঘোড়াশাল—ঘোড়ার থাকিবার স্থান। ঘোড়ার শালা (ঘর), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ঘোণা—নাসিকা ; অশ্বাদির নাসিকা ; মুখের সূচাল অগ্রভাগ। ঘুণ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘোপ—গোপন জায়গা, নিভৃত স্থান। বাংপ্র। বি। [বি।

ঘোমটা—অবগুণ্ঠন, মুখাচ্ছাদন। <গুণ্ঠিকা।

ঘোর—১। শিব ; ঋষি বিঃ। বি ; পুং। ২। ভয় ; বিষ। বি ; ক্লী। ৩। ভয়ংকর, বিকট ; গাঢ়, ঘন ; অত্যন্ত, উৎকট ; অসদৃশ, বিসদৃশ ; মহৎ ; বিষম ; দুর্গম ; দারুণ। ঘুর্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৪। নেশা ; অন্ধকার ; জড়িমা, জড়তা ; আবেশ ('ঘুমের —') ; ঘূর্ণন ; উন্মাদাবস্থা ; অজ্ঞান-প্রায় অবস্থা। <ঘূর্ণ। বি।

ঘোর-ঘোর—অল্প অন্ধকারের ভাব। বাংপ্র। বি বা অ।

ঘোরতর—অতি ভীষণ, অত্যন্ত ভয়ানক। ঘোর+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ঘোরদংষ্ট্রা—১। ভীষণ দন্ত, ভয়ানক দাঁত। ঘোরা দংষ্ট্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২।

ভীষণদন্তবিশিষ্টা। ঘোরা দংষ্ট্রা যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরদর্শন—১। পেচক। বি; পুং। ২। বিকটাকার, ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। ঘোর দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

ঘোর-প্যাঁচ—জটিলতা; গোপন মতলব। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

ঘোরফের—ঘোরা ফেরা; ঘোর-প্যাঁচ।

ঘোররূপা—ভীষণাকারা, ভয়ানক-আকৃতি-বিশিষ্টা। ঘোর রূপ যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরা—১। ভয়ানক রাত্রি; দেবতাড়ী-লতা; (সাংখ্য) রাজসী মনোবৃত্তি; (জ্যোতিষ) রবিসংক্রান্তি বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। ভীষণা, ভয়ংকরা। ঘোর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ানো; ঘূর্ণিত হওয়া। <ঘূর্ণ-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **মাথা ঘোরা**—অসুস্থতাহেতু মাথার মধ্যে ঘূর্ণিত হওয়া; বুদ্ধির স্থিরতা হারাইয়া ফেলা।

ঘোরাকার, -কৃতি—১। ভীষণ আকার, ভয়ংকর আকৃতি, ভীষণ রূপ। ঘোর আকার, আকৃতি, কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী। ২। ভয়ানকরূপবিশিষ্ট। বহু। বিণ। ১ম পক্ষে স্ত্রী, **-রা**।

ঘোরাঘুরি—এদিক্-ওদিক্ বেড়ানো, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ; বারবার আনাগোনা। <ঘূর্ণ-ধাতু। বাংপ্র। বি।

ঘোরালো, ঘোরাল—ভীষণ, ভয়ানক, জমকাল; ঘন, গাঢ়; গাঢ়মেঘাচ্ছন্ন; অন্ধকারময়; গাঢ় রঙের; কড়া আস্বাদযুক্ত; গুরুতর; জটিল, অসরল। ঘোর+আলো, আল যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘোরি—মিশাইয়া, গুলাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘোল—১। মথিত দধি, তক্র। ঘুড়্+ঘঞ্ কর্ম (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং। **ঘোল খাওয়া**—নানা বিপদে পড়িয়া বিব্রত হওয়া। **ঘোল খাওয়ানো**—নাজেহাল করা, অপদস্থ করা, হারাইয়া দেওয়া। **ঘোল মওয়া**—ঘোল হইতে মাখম তোলা। ২। নদীর আওড়। বাংপ্র। বি।

ঘোলমউনি—ঘোল মইবার দণ্ড, ঘোল-মন্থনের দণ্ড; একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। ঘোল+মউনি (<মন্থনী)। বাংপ্র। বি।

ঘোলা—কর্দমযুক্ত, আবিল, অনির্মল; ঝাপসা, অস্পষ্ট। ঘোল+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘোলাটে—ঘোলাভাবের, ঈষৎ ঘোলা। ঘোলা+টে ঈষদর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঘোলানো—ঘোলা করা; বিশৃঙ্খল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বিণ।

ঘোলামোলা—দুর্বোধ্য; বিশৃঙ্খল। বাংপ্র।

ঘোষ—১। আভীরপল্লী, গোয়ালা-পাড়া। ঘুষ্ (শব্দ করা)+ঘঞ্ অধি। ২। মেঘের ধ্বনি; ধ্বনি, শব্দ। ঘুষ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। গোয়ালা; অপামার্গ; (ব্যাক) বর্ণ বিঃর (গ, ঘ, জ, ঝ, দ, ধ, ব, ভ, ইঃর) উৎপত্তিতে বাহ্যযত্ন বিঃ। ঘুষ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৪। কায়স্থ প্রঃব পদবী বিঃ। বি।

ঘোষক—যে ঘোষণা করে এরূপ, প্রচারক। ঘুষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ঘোষিকা**।

ঘোষণ—উচ্চৈঃস্বরে শব্দকরণ, ইতস্ততঃ বিজ্ঞাপন, প্রচার। ঘুষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ঘোষণা—উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন; প্রচার; উচ্চৈঃস্বরে শব্দকরণ। ঘুষ্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঘোষণাপত্র—প্রচারপত্র, ইস্তাহার। ঘোষণাসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ঘোষপত্র—সরকারী সাময়িক বিশেষতঃ সংবাদপত্র, gazette. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঘোষপুর—গোয়ালাদের গ্রাম; গোকুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঘোষবতী—১। বৎসরাজ উদয়নের বীণা। বি; স্ত্রী। ২। শব্দবিশিষ্টা, ধ্বনিসম্পন্না। ঘোষ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঘোষবান্ (-বৎ)—ধ্বনিবিশিষ্ট, শব্দশালী; গম্ভীর শব্দযুক্ত; (ব্যাক) ঘোষযুক্ত, sonant (গ-ঘ-জ-ঝ ইঃ)। ঘোষ+মতুপ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

ঘোষযাত্রা—ঘোষপল্লীতে যাত্রা [, আগে-কার দিনে রাজারা গোয়ালাপাড়ায় গিয়া গরুর খোঁজখবর লইতেন। ইহারই নাম ঘোষ-যাত্রা]। ঘোষে (ঘোষপল্লীতে) যাত্রা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঘোষা—ঘোষণা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঘোষানো—আবৃত্তি করানো; ঘোষিত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঘোষাল—বাঙ্গালার একশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘোষিত—প্রচারিত, যে বিষয়ের ঘোষণা হইয়াছে এরূপ। ঘুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘ্ন—ঘাতক; নাশকারী। হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। [তরকারি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘ্যাঁট—ঘণ্ট, নানাজাতীয় আনাজের মিশ্রিত

ঘ্যাঙা—ঘেঙ্গা (তাহা দ্রঃ)।

ঘ্যাঙানো—ঘ্যানঘ্যান করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**ঘ্যাঙানি**।

ঘ্যানঘ্যান—নাকী সুরে কান্না, নাকী সুরে কাঁদিয়া আবদার জানানো। বাংপ্র। বি বা অ। বিণ—**ঘ্যানঘেনে**। বি—**ঘ্যানঘ্যানানি**। **ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান**—একটানা বিরক্তিকর কথা ও অভিযোগ।

ঘ্যানর-ঘ্যানর—চরকা প্রঃর শব্দ; বিরক্তিজনক একটানা একঘেয়ে কথা। বাংপ্র। বি বা অ।

ঘ্রাণ—১। নাসিকা। ঘ্রা (গন্ধ গ্রহণ করা)+অনট্ করণ। ২। গন্ধগ্রহণ। ঘ্রা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। গন্ধ। বাংপ্র। বি।

ঘ্রাণজ—গন্ধ হইতে জাত। উপতৎ; ঘ্রাণ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ঘ্রাণতর্পণ—১। সুরভি, অতি সুগন্ধি। ঘ্রাণ—তৃপ্, তর্পি+অন কর্তৃ, করণ। বিণ। ২। নাসিকার তৃপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঘ্রাণশক্তি—গন্ধগ্রহণের সামর্থ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর গন্ধ গ্রহণ করা যায়, নাসিকা। ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ঘ্রাত—যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে এরূপ, যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, শোঁকা। ঘ্রা+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘ্রাতব্য, ঘ্রেয়—ঘ্রাণের যোগ্য, যাহার ঘ্রাণ লইতে হইবে এরূপ। ঘ্রা+তব্য, যৎ কর্ম। বিণ।

ঘ্রাতা (ঘ্রাতৃ)—আঘ্রাণকর্তা, যে গন্ধ লয় বা শোঁকে। ঘ্রা+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**ঘ্রাত্রী**।

ঘ্রাতি—১। নাসিকা। ঘ্রা+ক্তি করণ। ২। আঘ্রাণ। ঘ্রা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ঘ্রেয়—'ঘ্রাতব্য' দ্রঃ।

[ঙ]

ঙ—১। ব্যঞ্জনবর্ণমালার পঞ্চম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান নাসিকা ও কণ্ঠ। ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলে]। ২। বিষয়। ঙু+ড কর্তৃ। ৩। বিষয়স্পৃহা; বিষয়রক্ষা; বিষয়। ঙু+ড ভাব। ৪। ভৈরব ("ঙকার ভৈরব আর বিষয় ঙকার। ঙকারস্বরূপা রাখ ওপদ আমার।"—ভারত)। ঙ+ক কর্তৃ। বি; পুং।

[চ]

চ—১। ব্যঞ্জনবর্ণমালার ষষ্ঠ বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান তালু]। ২। সমুচ্চয়, আরও, এবং, ও, পক্ষান্তর-যোগ, সমাহার; আনুষঙ্গিকতা; অবধারণ; পাদপূরণ। চি+ড কর্ত্তৃ। অ। ৩। চল। প্রাদে। ক্রি। ৪। কূর্ম। চর্+ড কর্ত্তৃ। বি; পুং।

চই, চৈ—১। পিপুলজাতীয় লতার ঝালরসবিশিষ্ট ডাল ও মুল; গজপিপ্পলী। <চবিকা। বি। ২। হংস প্রঃকে ডাকিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

চউকস, চৌকস—সমচতুষ্কোণ, চৌরস; অত্যুৎকৃষ্ট; সতর্ক। <চতুষ্ক। বিণ।

চউকি—চৌকি (তাহা দ্রঃ)।

চউহানী—সাবধান, সতর্ক; আশঙ্কিতা। প্রা কপ্র। বিণ।

চওড়া—১। বিস্তারসম্পন্ন, বিস্তৃত; প্রশস্ত, প্রসারবিশিষ্ট। বিণ। ২। বিস্তৃতি, প্রস্থের দিক। <চর্পট। বি।

চক—১। চতুঃশালার মধ্যস্থান; চতুষ্কোণ উঠানের চারিদিকে বাড়ি, উঠান-ঘিরিয়া অবস্থিত বাড়ি; বাজার ('চাঁদনি—'); ভূমির বিভাগ; চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; গ্রামসমষ্টি; গ্রামের মধ্যস্থিত কিয়ৎপরিমাণ ভূমি। <চতুষ্ক। ২। খল; সাধু। চক্+অচ্ কর্ত্তৃ। বি; পুং। ৩। খড়িমাটি। <ইং 'chalk'. বি।

চকচক—১। ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। বি। **চকচক করা**—দীপ্তি পাওয়া। ২। কুকুর বিড়াল প্রঃ জীবের চাটিয়া খাওয়ার শব্দ (অল্প শব্দ —'চুকচুক')। বাংপ্র। অ।

চকচকানো—চকচক করা, ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চকচকে—উজ্জ্বল, দীপ্ত, ভাস্বর। চকচক+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চকবন্দি—কোন জমির কিংবা সম্পত্তির সীমানিরূপণ; লাট, জমির ভাগ; গ্রাম্যসীমানিরূপণ; যতদূর পর্যন্ত স্থান পুলিসের অধীন থাকে তাহা। বাংপ্র। বি।

চকবন্দী—চতুর্দিকে শাখাবিশিষ্ট, চকমিলানো ('— ঘর')। বাংপ্র। বিণ।

চকবাজার—চতুষ্কোণ উঠানের চারিদিক্ ঘিরিয়া স্থিত দোকানশ্রেণী; প্রধান বাজার। বাংপ্র। বি।

চকমক—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, ভাস্বরতা, প্রভা। বাংপ্র। বি।

চকমকানো—চকমক করা, দীপ্তি পাওয়া; চমকিত হওয়া, চকিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চকমকি—অগ্নি জ্বালিবার জন্য প্রস্তর ও ইস্পাতের খণ্ডদ্বয় (ইহাদের ঘর্ষণেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়); দীপ্তি, উজ্জ্বলতা। চকমক+ই আছে যাহাতে। <তুঃ 'চক্‌মাক্'। বি।

চকমিলানো, -মিলনো—চতুর্দিকে শাখাবিশিষ্ট, চকবন্দী, চতুষ্কোণ উঠানের চারিদিকে গৃহবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

চকরা—চোখ থাকিতেও কানার মত। বাংপ্র। বিণ।

চকল—তুষ, খোসা; ত্বক্। <শকল। বি।

চকলা—তুষ, খোসা; বৃক্ষত্বক্ প্রঃর কর্তিত অংশ; আম প্রঃর কাটা অংশ, চাকলা। <শকল। বি।

চকসা—কুয়াশা বা মেঘ কাটিয়া পরিষ্কার হওয়া, ফরসা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চকা—চক্রবাক-পক্ষী। <চক্রবাক্। বি; পুং। স্ত্রী—**চকী**।

চকাচকী—চক্রবাকপক্ষিযুগল, চক্র বা কচক্রবাকী। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

চকিত—১। ভয় প্রঃ কারণে হঠাৎ যাহার চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে এরূপ, সত্রাস ভীত, চমকিত; কম্পিত, কম্পমান; তৃপ্ত। চক্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। ২। ভয়, ভীতি। চক্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। ক্ষণিক, ক্ষণস্থায়ী ('চলচপলার — চমকে'—রবীন্দ্রনাথ)। বিণ। ৪। নিমেষ, ক্ষণমাত্র। বাংপ্র। বি।

চকিতা—ভীতা, চমকিতা। চকিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চকিতে—নিমেষে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অতিক্ষিপ্রভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

চকেবা—চক্রবাক পক্ষী ("যুগল চারু চকেবা। প্রিয়তম কর তহিঁ দেবা॥"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

চকোর—পাখি বিঃ [কবিপ্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ইহারা চাঁদের সুধা বা কিরণ পান করে]। চক্+ওরন্ কর্ত্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

চক্কর—চক্রাকারে পরিভ্রমণ; চাকা; আবর্ত্ত; চাকার আকারের পথ বা জায়গা; সাপের ফণা; সাপের ফণার চক্রাকার চিহ্ন। <চক্র। বি। **চক্কর দেওয়া**—বেড়াইয়া স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসা।

চক্কুরে—ফণাবিশিষ্ট; চক্রাঙ্কধারী ('কু—')। [প্রাদে। বিণ।

চক্র—১। চক্রবাক পক্ষী, চকাপাখি। বি; পুং। ২। রাজ্য; মণ্ডলী; সমূহ; রথাদির চাকা; তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র, ঘানিগাছ; চক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার প্রাচীন অস্ত্র, discus; গ্রামসমূহ, মণ্ডল; দদ্রুরোগ, দাদ; ইন্দ্রজাল; কুম্ভকারের চাক; জলের আবর্ত্ত; তগরপুষ্প; সৈন্যরচনা বিঃ, ব্যূহ বিঃ; তন্ত্রোক্ত মূলাধারাদিস্থিত ষট্‌পদ্ম; বীরাদি চক্র; কাব্য-বন্ধ বিঃ; ছল; কুমন্ত্রণা; চক্রান্ত, ষড়্‌যন্ত্র; হস্তস্থ রেখা বিঃ; দস্ত বিঃ; সর্বতোভদ্রাদি মণ্ডল; দেবার্চন-যন্ত্র; চিহ্ন বিঃ; দ্বাদশবিধ রাজ্য; দীক্ষাযোগ্য মন্ত্রোদ্ধারার্থ ষট্‌চক্র; সামগ ব্রাহ্মণ; জাতি বিঃ। কৃ+ক করণ সংজ্ঞার্থে (নিপা); অথবা, চক্+রক্ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

চক্রগতি—চক্রাকারে পরিভ্রমণ, আবর্তন, ঘূর্ণন, ঘুরপাক। চক্রাকারা গতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চক্রচর—ভবঘুরে, vagrant. চক্র—চর্+অ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

চক্রচর-নিয়ামক—চক্রচরদিগের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, controller of vagrancy. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চক্রধর—১। বিষ্ণু; সর্প; গ্রামের প্রধান ব্যক্তি; রাজা। বি; পুং। ২। ঐন্দ্রজালিক; চক্রধারী। চক্রের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চক্রধারণ—১। রথের অবয়ব বিঃ, অক্ষনাভি। চক্র—ধৃ+ণিচ্+অনট্ করণ। ২। চাকা হাতে লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চক্রধারা—চক্রের প্রান্তভাগ, চাকার ধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চক্রধারী (-রিন্)—চক্রধর। উপতৎ; চক্র—ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

চক্রনাভি—চক্রের মধ্যস্থল, চাকার নাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

চক্রনেমি—চক্রের পরিধি, চাকার ঘের বা বেড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চক্রপথ—মণ্ডলাকার পথ। চক্রাকার পথ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চক্রপাণি—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। চক্র পাণিতে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চক্রপাল—দেশের অধিপতি বা রাজা; সেনাপতি। উপতৎ; চক্র—পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

চক্রবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—বহুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, সম্রাট্; ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বিঃ। উপতৎ; চক্র

(নৃপতিমণ্ডলী বা পণ্ডিতমণ্ডলী)—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

চক্রবাক—চকাপাখি। চক্র—বচ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং। স্ত্রী, **-কী**।

চক্রবাড়, -বাল—মণ্ডলাকার দিক্‌সমূহ, দিগ্‌বলয়রেখা, কোন মুক্ত স্থানে অবস্থিত হইয়া দৃষ্টিসঞ্চারণ করিলে যে রেখাতে পৃথিবী ও আকাশ পরস্পর মিলিত বোধ হয় তাহা, horizon. চক্র—বাড়্+অচ্ কর্তৃ (বিকল্পে ড-স্থানে ল)। বি ; ক্লী।

চক্রবাত, -বাত্যা, -বায়ু—ঘূর্ণিবায়ু, cyclone. চক্রসদৃশ বাত, বাত্যা, বায়ু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং, স্ত্রী, পুং।

চক্রবান্ (-বৎ)—১। চক্রবিশিষ্ট, চক্রযুক্ত ; চক্রধারী ; যানচালক। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। ২। বিষ্ণু ; কুম্ভকার ; তৈলকার, কলু ; রাজ-চক্রবর্তী, রাজাধিরাজ। চক্র+মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

চক্রবাল—'চক্রবাড' দ্রঃ।

চক্রবৃদ্ধি—সুদের সুদ, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, compound interest. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চক্রব্যূহ—যুদ্ধার্থ মণ্ডলাকারে স্থাপিত সৈন্য-শ্রেণী। চক্রাকার ব্যূহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

চক্রমুদ্রা—দেবপূজাতে করণীয় অঙ্গুলিমুদ্রা বিঃ, দেবপূজায় ব্যবহার্য হস্তাঙ্গুলি-সংস্থান বিঃ। চক্রাকারা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চক্রযান—রথ, গাড়ি প্রঃ। চক্রযুক্ত যান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

চক্ররক্ষক—সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্যমণ্ডলীরক্ষক যোদ্ধা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রক্ষিকা**।

চক্রশক্তি—(দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে) হিটলার-শাসিত জার্মানী এবং মুসোলিনী-শাসিত ইটালী, (বিস্তারে) তৎসহ তোজো-শাসিত জাপান, Axis powers. বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

চক্রহস্ত—বিষ্ণু। চক্র হস্তে যাঁহার, বহু।

চক্রাকার, চক্রাকৃতি—চক্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, গোল, round. চক্রের ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

চক্রাঙ্গ—রথ, গাড়ি ; বাগান ; হংস। চক্র অঙ্গ যাহার, বহু। বি ; পুং।

চক্রান্ত—ষড়্‌যন্ত্র, অনেকের একত্র গুপ্ত পরামর্শ। চক্রে অন্ত (স্বরূপ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

চক্রান্তকারী (-কারিন্)—যে চক্রান্ত করে এরূপ, যে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে এমন। উপতৎ ; চক্রান্ত—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

চক্রাবর্ত(র্ত্ত)—ঘূরপাক, চক্রবৎ ঘূর্ণন। চক্রের আবর্ত (সদৃশ অর্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চক্রায়ুধ—১। বিষ্ণু। চক্র আয়ুধ যাঁহার, বহু। বি ; পুং। ২। চক্রনামক অস্ত্র, সুদর্শন চক্র। চক্রনামক আয়ুধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

চক্রিকা—১। হাঁটুর মালাই-চাকি। চক্র+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। গোল চেপটা ঔষধের বড়ি, pill. চক্র+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চক্রী (চক্রিন্)—১। বিষ্ণু ; কুম্ভকার ; চক্রবাক ; সর্প ; সম্রাট্ ; দেশাধিপ ; কলু ; রাজীকর ; কুমন্ত্রণাদায়ক, খল ; কাক ; গর্দভ ; সূচক ; শকটাদিতে আরূঢ় ব্যক্তি ; গোয়েন্দা। বি ; পুং। ২। যে সতত অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে এরূপ ; যে অন্যকে কুমন্ত্রণা দেয় এরূপ ; পরের নিন্দা বা দোষ কীর্তন করা যাহার অভ্যাস এরূপ। চক্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**চক্রিণী**।

চক্রেশ্বর—সম্রাট্ ; তান্ত্রিক-মতাবলম্বী মদ্য-পায়ীদের দলপতি। চক্রের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চক্রেশ্বরী—দেবী বিঃ, বিদ্যাদেবী। চক্রেশ্বর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চক্ষণ—১। মদ্যপান-রোচক ভক্ষ্যদ্রব্য, মদের চাট। চক্ষ্+অনট্ কর্ম। ২। কথন। চক্ষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চক্ষুঃ (চক্ষুস্)—নয়ন, লোচন, অক্ষি। চক্ষ্+উস্ করণ। বি ; ক্লী। **চক্ষু স্থির**—বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র, অত্যন্ত বিস্ময়।

চক্ষুঃশূল—চক্ষুর পীড়াদায়ক, যাহাকে চোখে দেখিলে মনে ক্রোধ হয় এরূপ। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) শূল (শূলস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চক্ষুঃশ্রবাঃ (-শ্রবস্), **-শ্রবা**—সর্প। চক্ষুঃই শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহু। [কিংবদন্তি এইরূপ যে সাপ চোখ দিয়াই দেখে এবং শোনে]। বি ; পুং।

চক্ষু—চক্ষুঃ (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

চক্ষুকর্ণ—চোখ ও কান। সমা দ্বন্দ্ব। বাংপ্র (ব্যাকরণমতে 'চক্ষুঃকর্ণ')। বি ; পুং।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন—শোনা বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে চোখে দেখিয়া তাহা ঘুচান।

চক্ষুগোচর—চক্ষুর্গোচর (তাহা দ্রঃ)। <চক্ষুর্গোচর। বিণ। [বি।

চক্ষুদান—চক্ষুর্দান (তাহা দ্রঃ)। <চক্ষুর্দান।

চক্ষুরুন্মীলন—চোখ খোলা, চোখ মেলা। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) উন্মীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চক্ষুর্গোচর—যাহা চোখে দেখা যায় এরূপ, নয়নগোচর, নেত্রপথে পতিত, দৃষ্ট। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) গোচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চক্ষুর্দান—মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবপ্রতিমায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান ; কাহারও জ্ঞানোন্মেষ করা, চোখ ফুটাইয়া দেওয়া ; অসতর্ক লোকের অজ্ঞাতে তাহার কোন অনিষ্ট সংঘটন হইতে থাকিলে তাহাকে সতর্কীকরণ। চক্ষুর (চক্ষুস্-শব্দ) দান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চক্ষুর্লজ্জা—কাহাকেও দেখিয়া তাহার সম্মান ইঃর জন্য তাহার নিকট স্পষ্ট কথা বলিতে না পারা, অপ্রস্তুত ভাব। চক্ষুঃকৃতা লজ্জা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চক্ষুলজ্জা—চক্ষুর্লজ্জা (তাহা দ্রঃ)। <চক্ষুর্লজ্জা। বি।

চক্ষুশূল—চক্ষুঃশূল (তাহা দ্রঃ)। <চক্ষুঃ-শূল। বি ; পুং বা ক্লী।

চক্ষুষ্মতী—দূরদৃষ্টিসম্পন্না, খরদৃষ্টিযুক্তা। চক্ষুস্+মতুপ্ (প্রাশস্ত্যার্থে)+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুং—**চক্ষুষ্মান্**।

চক্ষুষ্মত্তা—দর্শনশক্তির প্রবলতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ; বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা। চক্ষুষ্মৎ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

চক্ষুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—যাহার দর্শনশক্তি বিলক্ষণ প্রবল এরূপ ; দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, জ্ঞানী। চক্ষুস্+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ।

চক্ষুষ্য—চক্ষুর হিতজনক ; সুন্দর, প্রিয়দর্শন। চক্ষুস্+যৎ হিতার্থে, প্রিয়ার্থে। বিণ।

চক্ষুরাগ—নেত্রের রক্তিমা, চোখের লাল আভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চক্ষুরোগ, চক্ষুরোগ—নেত্রপীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চঙ্ক্রমণ—পর্যটন, দ্রুতগমন, আঁকা-বাঁকাভাবে গমন। ক্রম্+যঙ্ লুক্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চঙ্গ—১। সুন্দর ; নিপুণ, কর্মণ্য ; সুস্থ। চম্—গম্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বীর, যোদ্ধা। প্রা কপ্র। ৩। সিঁড়ি, মই। প্রাদে। বি।

চচ্চড়—চড়চড় (তাহা দ্রঃ)।

চচ্চড়ি—চড়চাড় (তাহা দ্রঃ)।

চঞিম—শোভা, সৌন্দর্য। প্রা কপ্র। বি।

চঞ্চরিকা, চঞ্চরী—ভ্রমরী ; তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ। চন্চ্+ঘঞ্=চঞ্চ (গতি) ; চঞ্চ+র আছে অর্থে+ঈপ্=চঞ্চরী ; চঞ্চরী+কন্ স্বার্থে+আপ্=চঞ্চরিকা। বি ; স্ত্রী।

চঞ্চল—অস্থির, চপল ; অব্যবস্থিত ; লোলুপ ; কম্পিত, বিচলিত ; লম্পট। চঞ্চ্+অলচ্ কর্তৃ। বিণ। বি—**চঞ্চলতা, চঞ্চলত্ব, চাঞ্চল্য**।

চঞ্চলচিত্ত—১। উদ্বিগ্ন হৃদয়। কর্মধা। বি ; পুং। ২। অস্থিরচিত্ত, উদ্বিগ্নমনাঃ। চঞ্চল চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

চঞ্চলনয়ন, -নেত্র—১। অস্থির দৃষ্টি ; ঘন ঘন দৃষ্টি ; চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যে ঘন ঘন চতুর্দিকে তাকাইতেছে এরূপ। চঞ্চল নয়ন, নেত্র যাহার, বহু। বিণ।

চঞ্চলপ্রকৃতি, -স্বভাব—১। অস্থির চালচলন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী, পুং। ২।

যাহার হাবভাবে অস্থিরতা প্রকাশ পায় এমন; স্বভাবতঃ অস্থির। চঞ্চল প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

চঞ্চলা—১। বিদ্যুৎ; লক্ষ্মী। বি; স্ত্রী। ২। অস্থিরা ইঃ। চঞ্চল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বাংপ্র। বিণ।

চঞ্চলিত—বিচলিত, অধীর, অশান্ত।

চঞ্চা—নলনির্মিত আস্তরণ, চাঁচ; দরমা; চাটাই; তৃণরচিত মনুষ্যাকৃতি। চঞ্চ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

চঞ্চু—১। পাখির ঠোঁট। বি; স্ত্রী। ২। এরণ্ড বৃক্ষ; রক্ত এরণ্ড; মৃগ। চঞ্চ্+উ করণ। বি; পুং।

চঞ্চুকা—পাখির ঠোঁট। চঞ্চু+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চঞ্চুপুট—চঞ্চুরূপ পাত্র; পাখির বন্ধ ঠোঁট দুইটি; আটমাত্রার বা চারিমাত্রার তাল বিঃ। চঞ্চুরূপ পুট, রূপক কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

চঞ্চূ—পাখির ঠোঁট। চঞ্চু+উঙ্ কর্তৃ।

চট্—দ্রুততা। বাংপ্র। অ। **চট্ করে**—তাড়াতাড়ি, এক্ষুণি।

চট—১। থলিয়া; গুণ; পাটের মোটা সুতার কাপড়। বি। ২। ঝটিতি, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। অ।

চটক—১। চড়ুই পক্ষী। চট্ (ভাঙ্গা)+অক (ক্ন্) কর্তৃ (ধান্য প্রঃ ভাঙ্গে বলিয়া)। বি; পুং। ২। শোভা, সৌন্দর্য, বাহার; আড়ম্বর, জাঁকজমক; তন্দ্রার আবেশ, নিদ্রা; অন্যমনস্কতা। হি। বি। **চটক ভাঙ্গা**—তন্দ্রা কাটিয়া যাওয়া; সতর্ক হওয়া।

চটকদার—শোভাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল, জমকাল। চটক+দার বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চটকল—চট নির্মাণ করিবার যন্ত্রশালা, পাটকল, jute-mill. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

চটকা—১। স্ত্রী চড়ুই পাখি। চটক+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নিদ্রাবেশ, তন্দ্রা; অন্যমনস্কতা; চমক ('— ভাঙ্গা')। বাংপ্র। বি।

চটকানো—মর্দন করা; হাত দিয়ে পেষা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **পিণ্ডি চটকানো**—পিণ্ড তৈয়ার করা (গালি বা অভিসম্পাতে)।

চটচট—১। সত্বর, শীঘ্র শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। ২। চাপড় মারার শব্দ; আঠা আঠা ভাবপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

চটচটে—যাহা স্পর্শ করিলে হাতে লাগিয়া যায় এরূপ; আঠাল। চটচট+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। [ক্রি-বিণ।

চটপট—শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র।

চটপটে—ক্ষিপ্রকর্মা, শীঘ্রকারী; চতুর, চালাক। চটপট+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চটা—১। লৌহাদিপাত্রের উপরিভাগের ফাটা অংশ; পাতলা বাখারি বা শলা; চাকলা। বি। ২। ক্রুদ্ধ, রাগী। চট্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ৩। রাগিয়া ওঠা; চাকলা ওঠা; চিড় খাওয়া; ফাটা; নষ্ট বা দ্রব হওয়া ('রং —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চটাচট, চটাপট—শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি; চটচট-শব্দের সহিত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

চটাচটি—পরস্পরের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ, রাগারাগি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

চটানো—১। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। বি। ২। রাগানো; কোদালাদি দ্বারা খনন করা; ফাড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চটালো—বিস্তৃত, চওড়া। বাংপ্র। বিণ।

চটি—১। পত্রাদিনির্মিত ছোট আসন; দরমা; পাতলা বহি, পুস্তিকা; পান্থনিবাস, সরাই। <ফা 'চৎরী'। ২। একপ্রকার আলগা জুতা। <চর্ম [চর্ম<চামড়া<চামট<চামাটি<চটি, চটী]। বি। ৩। পাতলা, যাহা মোটা নয় ('— বই')। বাংপ্র। বিণ।

চটি-জুতা—একপ্রকার আলগা জুতা। চটিই জুতা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চটু—চাটু, তোষামোদ; প্রিয়বাক্য; ব্রতীদিগের আসন বিঃ; উদর, পেট। চট্+কু করণ। বি; পুং বা ক্লী।

চটুকে—জমকাল, চটকদার। চটক+এ আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চটুল—চঞ্চল, অস্থির; শীঘ্র; সুন্দর, মনোহর ভঙ্গিবিশিষ্ট; প্রিয়বাদী। চট্+উলচ্ কর্তৃ। বিণ।

চটুলা—১। বিদ্যুৎ। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দরী, মনোহরা; প্রিয়ংবদা; চঞ্চলা। চটুল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

চট্টরাজ—ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র।

চট্টল, চট্টলা—চট্টগ্রাম। বাংপ্র। বি।

চট্টোপাধ্যায়—ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বিঃ, চাটুজ্যে। চটাখ্য উপাধ্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চড়—করতলপ্রহার, চাপড়। <চপেট। বি।

চড়ক—চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় উৎসব বিঃ, গাজন [এই দিনে পরম শিবভক্ত রাজা বাণ দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতিকামনায় বন্ধুদিগের সহিত শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত হইয়া আপন গাত্র-শোণিত প্রদান করতঃ তপস্যায় তাঁহাকে প্রীত করেন; তদনুসারে হিন্দুসম্প্রদায় ঐ দিনে শিব প্রীতিকামনায় এই উৎসব করিয়া থাকেন]। <চক্র। বি।

চড়কগাছ—যে খুঁটির উপর চড়কের সময় গাজনের সন্ন্যাসীরা ঘুরপাক খায় তাহা। বাংপ্র। বি।

চড়কডাঙ্গা—যেখানে চড়ক উৎসব হয় সেই স্থান। চড়কের ডাঙ্গা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

চড়ক-সংক্রান্তি—চৈত্রসংক্রান্তি। চড়ক-বিষয়িণী সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

চড়চড়—উনানে কোন জিনিস ভাজিবার বা বস্ত্রাদি ছিন্ন করিবার শব্দ; কোন কিছু বিদীর্ণ হওয়ার বা ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ; যাতনার অনুভূতিসূচক শব্দ; শুষ্কতা-বোধক শব্দ ('তেল না দেওয়ায় গা চড়চড় করছে')। বাংপ্র। অ।

চড়চড়ি—নানা আনাজের সমবায়ে প্রস্তুত শুষ্ক ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

চড়তি—১। উন্নতি, উঠতি, বৃদ্ধি; দাম চড়িয়া যাওয়া, মূল্যবৃদ্ধি। চড়্+তি ভাব। বাংপ্র। বি। ২। যাহা বাড়িতেছে বা চড়িয়া উঠিতেছে। চড়্+তি কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। [ভাব। বাংপ্র। বি।

চড়ন—আরোহণ, উঠা, চড়া। চড়্+অন

চড়নদার—যে চড়িয়া যায়, আরোহণকারী। চড়ন+দার কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বি।

চড়পড়, চড়বড়—পত্রাদি আগুনে পুড়িবার শব্দ; কোন কিছু ফাটিয়া যাইবার শব্দ; খই ফোটা, কথা বলা, বৃষ্টি পড়া ইঃর অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

চড়বি—চড়িবে, আরোহণ করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চড়া—১। কঠিন; উচ্চ; অধিক ('— দাম'); তীব্র; উদ্ধত; উগ্র; কটু, কর্কশ; আরূঢ়। বিণ। ২। নদ্যাদির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র স্থলভাগ; চড়ুই পাখি; আরোহণ। বি। ৩। আরোহণ করা, উপরে উঠা; বাড়িয়া যাওয়া; আক্রমণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চড়াই—১। চড়ুই পাখি। <চটক। ২। উচ্চতা, উন্নতি; (পর্বতাদিতে) উচ্চগামী পথ; পর্বতে আরোহণ। চড়া+আই পরিমাণার্থে, ভাবার্থে। বাংপ্র। বি।

চড়াইভাতি—চড়ুইভাতি, বনভোজন। বাংপ্র। বি।

চড়াও—১। আক্রমণকারী; ক্রুদ্ধ; আক্রমণের জন্য আপতিত। বিণ। ২। আক্রমণ। বাংপ্র। বি।

চড়াওল—চড়াইল, উঠাইল, আরোহণ করাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চড়াচড়ি—হাতে হাতে চটচট শব্দ করা; চড় মারামারি; পরস্পরকে আরোহণ করানো। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

চড়াৎ—সহসা ফাটিয়া যাওয়া বা মেঘ ডাকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

চড়ানো—আরোহণ করানো, উঠাইয়া দেওয়া ; চপেটাঘাত করা, চড় মারা ; বাদ্য-যন্ত্রাদির সুর উচ্চগ্রামে তুলিয়া দেওয়া ; বর্ধিত করা, বাড়ানো ; চাপানো, স্থাপন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **নিজের গালে চড়ানো**—আত্মগ্লানি হেতু নিজের গালে নিজে চড় মারা।

চড়ুই—'চড়াই' দ্রঃ।

চড়ুইভাতি—বনভোজন। বাংপ্র। বি।

চড়ুকে—১। চড়ক উৎসব-সংক্রান্ত ; হুজুক-প্রিয়, হুজুকে ; সতত কষ্টভোগকারী। বিণ। ২। চড়কের সন্ন্যাসী, যে চড়কগাছে পাক খায়। চড়ক+এ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি। **চড়ুকে হাসি**—অত্যন্ত কষ্ট গোপন করিবার জন্য হাসি (যেমন চড়কের সময় বাণ-ফোঁড়া সন্ন্যাসীর হাসি)।

চণক—ছোলা, বুট। চণ্+অক (কৃন্) -কর্ম। বি ; পুং।

চণা—ছোলা। <চণক। বি।

চণ্ড—১। তেঁতুলগাছ ; যমদূত ; দৈত্য বিঃ ; ভূত বিঃ। চণ্ড্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। উষ্ণতা ; ক্রোধ ; তীক্ষ্ণতা ; উগ্রতা। চণ্ড্+ঘঞ্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। উষ্ণ ; তীক্ষ্ণ, উগ্র ; অতি কোপন, অতিশয় ক্রুদ্ধ। চণ্ড্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চণ্ডা, চণ্ডী**।

চণ্ডনায়িকা, -বতী—দুর্গা ; অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকা বিঃ। চণ্ডের নায়িকা, ৬ষ্ঠী-তৎ ; অথবা, চণ্ডী (কোপনা) নায়িকা, কর্মধা ; চণ্ড (ক্রোধ)+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চণ্ডবিক্রম—যাহার পরাক্রম প্রচণ্ড একপ, অতি পরাক্রান্ত। চণ্ড বিক্রম যাহার, বহু। বিণ।

চণ্ডরশ্মি—সূর্য। চণ্ড রশ্মি যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

চণ্ডা—১। অষ্টনায়িকার একজন ; শঙ্খপুষ্পী ; লিঙ্গিনীলতা ; কপিকচ্ছু ; আখুপর্ণী, মূষা-কাণী ; শ্বেতদূর্বা ; পদ্মাবতী নদী। বি ; স্ত্রী। ২। উগ্রা, অতিকোপনা। চণ্ড+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চণ্ডাল—নিষাদজাতি, চাঁড়াল। চণ্ড্+আলচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-লী**।

চণ্ডিকা, চণ্ডী—পার্বতীর মূর্তিভেদ ; মঙ্গল-ময়ী মূর্তি ; মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রঃ কার্যের অধিষ্ঠাত্রী যোগিনীপ্রধানা দেবী ; অতি কোপনা স্ত্রী ; মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যকথা ; ত্রয়োদশবর্ণযুক্ত ছন্দ বিঃ। চণ্ড+ঈপ্=চণ্ডী, ১ম পক্ষে চণ্ডী+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি ; স্ত্রী।

চণ্ডিমা (চণ্ডিমন্)—চণ্ডত্ব, উগ্রতা ; কোপনতা। চণ্ড+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

চণ্ডী—'চণ্ডিকা' দ্রঃ।

চণ্ডীপাঠ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চণ্ডীমণ্ডপ—ঠাকুরদালান, দুর্গা কালী প্রঃ দেবীর পূজার গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চণ্ডু—আফিম হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বিঃ। হি। বি।

চণ্ডুখোর, -বাজ—চণ্ডুনামক মাদকদ্রব্য সেবনে অত্যন্ত আসক্ত। চণ্ডু+খোর, বাজ আসক্তার্থে। হি-মু। বিণ।

চণ্ডেশ্বর—শিবমূর্তি বিঃ। চণ্ড (কোপন) ঈশ্বর, কর্মধা। বি ; পুং।

চতুঃপঞ্চাশ—৫৪-সংখ্যার পূরক। চতুঃ-পঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

চতুঃপঞ্চাশৎ—চুয়ান্ন, ৫৪। চতুরধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুঃপঞ্চাশত্তম—চতুঃপঞ্চাশ, ৫৪-সংখ্যার পূরক। চতুঃপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

চতুঃশাখ—১। ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র, বেদ। বি ; পুং। ২। চারি-শাখাবিশিষ্ট। চতুর্ (চারি) শাখা যাহার, বহু। বিণ।

চতুঃশাখা—১। চারিশাখা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। চারিশাখাবিশিষ্টা। চতুঃশাখ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চতুঃশাল, -শালা—যে গৃহের মধ্যে চারিটি ঘর আছে এমন ; পরস্পরাভিমুখ চারিগৃহ ; চকমিলানো বাড়ি। চতুর্ শালার (গৃহের) সমাহার, সমা দ্বিগু ; চতুঃসংখ্যকা শালা (গৃহ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

চতুঃষষ্টি—চৌষট্টি, ৬৪ ; ৬৪-সংখ্যক। চতুরধিকা ষষ্টি (ষাট), মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুঃষষ্টিতম—চৌষট্টি এই সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। চতুঃষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

চতুঃসপ্ততি—চুয়াত্তর সংখ্যা ; চুয়াত্তর-সংখ্যক। চতুরধিকা সপ্ততি (সত্তর), মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুঃসপ্ততিতম—চুয়াত্তর এই সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। চতুঃসপ্ততি+তমট্ পূর-ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

চতুঃসম্প্রদায়—চারিজন প্রধান আচার্যের প্রবর্তিত চারিপ্রকার ধর্মসম্প্রদায় [(১) রামা-নুজ স্বামী শ্রী সম্প্রদায়ের, (২) মধ্বাচার্য বা মাধ্বি চতুর্মুখ সম্প্রদায়ের, (৩) বিষ্ণুস্বামী রুদ্র সম্প্রদায়ের এবং (৪) নিম্বাদিত্যাচার্য সনক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক]। চতুঃ-সংখ্যক সম্প্রদায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

চতুঃসীমা—চারিদিকের সীমা, চারিপ্রান্ত। চতুঃ-সংখ্যক সীমা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চতুর্—চারিসংখ্যা ; চারিসংখ্যক। চত্+উরণ্ কর্তৃ। বিণ।

চতুর—১। কার্যদক্ষ, নিপুণ ; শঠ, ধূর্ত ; নেত্রগোচর ; বুদ্ধিজীবী ; চালাক। চত্+উরচ্ কর্তৃ অথবা কর্ম। বিণ। বি, **-তা**। ২। গালবালিশ, কানবালিশ ; হস্তিশালা। চত্ +উরচ্ কর্ম। বি ; পুং।

চতুরংশ—১। চারি ভাগে বিভক্ত। চতুর্ অংশ যাহার, বহু। বিণ। ২। চারি ভাগ। চতুর্ অংশ, কর্মধা। বি ; পুং।

চতুরংশিত—যাহা চারি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এমন ; চারি পৃষ্ঠায় বিভক্ত, চার-পেজী, quarto. চতুর্ অংশিত, সুপ্। বিণ।

চতুরঙ্গ—১। হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি —এই চারি অঙ্গে সম্পূর্ণ সৈন্য ; পাশক-ক্রীড়া বিঃ, চৌপাড় খেলা ; দাবা বা সতরঞ্চ খেলা। বি ; পুং। ২। চারি অঙ্গযুক্ত। চতুঃ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**।

চতুরচূড়ামণি—শঠশিরোমণি, অতিশয় চালাক। চতুরদিগের চূড়ামণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চতুরতা—শঠতা, ধূর্তামি ; কার্যদক্ষতা, নিপুণতা। চতুর+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

চতুরন্ত—চতুঃসীমা। চতুর্ অন্ত, কর্মধা। বি ; পুং।

চতুরপনা—চতুরতা, চাতুরী ; শঠতা, ধূর্ততা। চতুর+পনা ভাবে। বাংপ্র। বি।

চতুরশীতি—চুরাশী, ৮৪-সংখ্যা ; ৮৪-সংখ্যক। চতুরধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

চতুরশীতিতম—চতুরশীতি সংখ্যার পূরক। চতুরশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

চতুরশ্ব—যাহাতে চারিটি ঘোড়া নিযুক্ত থাকে এমন ('— রথ')। চতুর্ অশ্ব যাহাতে, বহু। বিণ।

চতুরশ্র, চতুরস্র—১। চারিকোনা, tetragon ; চৌরস ; ব্যভিচারহীন ; নির্দোষ, অব্যভিচরিত। চতুর্ অশ্র, অস্র (কোণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। তালের জাতি বিঃ যাহাতে প্রতি মাত্রা চার লঘু অক্ষরে গঠিত ; চতুষ্কোণ ক্ষেত্র ; চারি কোণ ; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে চতুর্থ ও অষ্টম স্থান। বি ; পুং।

চতুরা—১। নিপুণা ইত্যাদি ('চতুর' দ্রঃ)। চতুর্+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চার দুয়ারী ঘর, চতুর্দ্বার। প্রা কপ্র। বি।

চতুরাই—চতুরতা, চালাকি। প্রা কপ্র। বি।

চতুরানন—চতুর্মুখ, ব্রহ্মা। চতুঃ আনন যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

চতুরালি—চতুরতা ; ধূর্ততা ; ছলনা। চতুর্+আলি ভাবে। বাংপ্র। বি।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম। চতুর্ আশ্রমের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

চতুরিম—চতুরতাপূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

চতুর্গুণ—চারিগুণ। চতুঃ গুণ (আবৃত্তি) যাহাতে, বহু। বিণ।

চতুর্গুণিত—চারিগুণবিশিষ্ট, যাহার চারি গুণ করা হইয়াছে এরূপ। চতুঃ যথা তথা গুণিত, সুপ্‌। বিণ।

চতুর্থ—তুরীয়; চারি সংখ্যার পূরক। চতুর্‌+থট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্থী**।

চতুর্থক—প্রতি চতুর্থ দিনে যে জ্বর আসে, বিষম জ্বর বিঃ, quartan. বি।

চতুর্থাংশ—চারিভাগের একভাগ। চতুর্থ এমন অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

চতুর্থী—১। চন্দ্রের কলাচতুষ্টয়ের হ্রাসবৃদ্ধিরূপ তিথি বিঃ; (ব্যাকরণ) বিভক্তি বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। চারি সংখ্যার পূরিকা। চতুর্থ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ৩। মাতাপিতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যা কর্তৃক অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ বিঃ। বাংপ্র। বি।

চতুর্থীকর্ম (-কর্মন্‌), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্‌)—বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় যজ্ঞাদি কর্ম। চতুর্থীসাধ্য কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুর্থীক্রিয়া—মাতাপিতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যা কর্তৃক করণীয় শ্রাদ্ধ। চতুর্থীসাধ্য ক্রিয়া, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্থীতৎপুরুষ—সমাস বিঃ। চতুর্থীসাধ্য তৎপুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চতুর্দ(র্দ্দ)শ (-শন্‌)—চৌদ্দ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। চতুরধিক দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; পুং, ক্লী।

চতুর্দ(র্দ্দ)শ—চৌদ্দসংখ্যার পূরক। চতুর্দশন্‌+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

চতুর্দ(র্দ্দ)শপুরুষ—বংশের পূর্ববর্তী চৌদ্দপুরুষ বা (গৌণার্থে) বহুপুরুষ। চতুর্দশসংখ্যক পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চতুর্দ(র্দ্দ)শবিদ্যা—বেদাদি চৌদ্দ প্রকার বিদ্যা (চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও তর্ক)। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্দ(র্দ্দ)শভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল [যথা,—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য এবং অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল]। কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুর্দ(র্দ্দ)শী—১। তিথি বিঃ [ভিন্ন ভিন্ন চতুর্দশীর নাম—(জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণ) সাবিত্রী, (ভাদ্র, কৃষ্ণ) অঘোরা, (ভাদ্র, শুক্ল) অনন্ত, (কার্তিক, কৃষ্ণ) ভূত, (অগ্রহায়ণ, শুক্ল) পাষাণ, (মাঘ, কৃষ্ণ) রটন্তী, (ফাল্গুন, কৃষ্ণ) শিবরাত্রি, (চৈত্র, শুক্ল) মদন, (চৈত্র, কৃষ্ণ) অঙ্গারক]। বি; স্ত্রী। ২। চৌদ্দ সংখ্যার পূরিকা; চতুর্দশবর্ষীয়া ('— বালিকা')। চতুর্দশ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

চতুর্দি(র্দ্দি)ক্‌ (-দিশ্‌)—চারিদিক, সকল দিক। চতুঃ দিক্‌, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্দো(র্দ্দো)ল, -লা—চারিজনে বহনীয় শিবিকা বিঃ, চৌদোল। চতুর্বাহিত দোল, দোলা (ডুলি), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

চতুর্দ্বার—যে গৃহের দ্বার চারিটি, চতুর্মুখ গৃহ। চতুঃ দ্বার যাহার, বহু। বি; ক্লী।

চতুর্ধা—চার ধারে; চার রকমে; চার খণ্ডে; চারবার। চতুর্‌+ধা প্রকারার্থে। অ, ক্রি-বিণ।

চতুর্ধাম (-ধামন্‌)—মথুরামণ্ডলস্থ চারিটি বিখ্যাত তীর্থ [রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও দ্বারকানাথ]। চতুঃ ধাম, কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুর্নবতি—৯৪-সংখ্যা; ৯৪-সংখ্যক। চতুরধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুর্নবতিতম—৯৪-সংখ্যার পূরক। চতুর্নবতি+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

চতুর্ব(র্ব্ব)ক্ত্র—চতুর্মুখ, ব্রহ্মা। বহু। বি; পুং।

চতুর্ব(র্ব্ব)র্গ—মানবজীবনের চারিটি শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পুরুষার্থ চতুষ্টয়। চতুরের (চারিটির) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চতুর্ব(র্ব্ব)র্ণ—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চারি জাতি। চতুঃ বর্ণ, কর্মধা। বি; পুং। ২। চারিবর্ণবিশিষ্ট, চারি রঙের। চতুঃ (চারি) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

চতুর্বা(র্ব্বা)হু—১। চারি বাহুবিশিষ্ট নারায়ণ বা বিষ্ণু। চতুঃ (চারি) বাহু যাঁহার, বহু। ২। চারি বাহু, চারি হস্ত। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চতুর্বি(র্ব্বি)ংশ—চব্বিশ এই সংখ্যার পূরক। চতুর্বিংশতি+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

চতুর্বি(র্ব্বি)ংশতি—চব্বিশ, ২৪-সংখ্যা; ২৪ সংখ্যক। চতুরধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুর্বি(র্ব্বি)ংশতিতম—চব্বিশ সংখ্যার পূরক, চতুর্বিংশ। চতুর্বিংশতি+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

চতুর্বি(র্ব্বি)দ্য, চতুর্বে(র্ব্বে)দী (-দিন্‌)—যিনি চারি বেদ জানেন এমন। চতুঃ বিদ্যা যাঁহার, বহু; ২য় পক্ষে উপতৎ; চতুর্‌—বিদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ, বা চতুর্বেদ+ইন্‌। বিণ।

চতুর্বি(র্ব্বি)ধ—চারিপ্রকার। চতুঃ বিধা যাহাতে, বহু। বিণ।

চতুর্ব্যূহ—১। কৃষ্ণ বলরাম প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ—এই চতুরাত্মক বিষ্ণু। বি; পুং। ২। চারিপ্রকার ব্যূহবিশিষ্ট। চতুঃ ব্যূহ যাহাতে বা যাহাদের, বহু। বিণ।

চতুর্বে(র্ব্বে)দ—ঋক্‌ যজুঃ সাম অথর্ব—এই চারি বেদ। কর্মধা। বি; পুং।

চতুর্বে(র্ব্বে)দী (-দিন্‌)—'চতুর্বিদ্য' দ্রঃ।

চতুর্ভদ্র—১। চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ)। চতুঃ ভদ্রের (অর্থাৎ কল্যাণের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী। ২। চতুর্বর্গযুক্ত। চতুঃ ভদ্র যাহার, বহু। বিণ।

চতুর্ভাব—বিষ্ণু, পরমেশ্বর। চতুঃ-এর (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের) ভাব (উৎপত্তি) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

চতুর্ভুজ—১। বিষ্ণু, নারায়ণ; (জ্যামিতি) চারিটি সরলরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র বিঃ। বি; পুং। ২। চারিহস্তবিশিষ্ট; চারিশাখাযুক্ত। চতুঃ ভুজ যাহার, বহু। বিণ। **চতুর্ভুজ হওয়া**—হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাওয়া, অতিশয় আনন্দিত হওয়া; (ব্যঙ্গে) ধরাকে সরা জ্ঞান করা।

চতুর্মু(র্ম্মু)খ, -র্ব(র্ব্ব)ক্ত্র—১। ব্রহ্মা; আয়ুর্বেদ প্রসিদ্ধ ঔষধ বিঃ। চতুঃ মুখ, বক্ত্র যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। চারিমুখ। চতুঃ মুখ, বক্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুর্মূর্তি(র্ত্তি)—পরমেশ্বর। চতুঃ মূর্তি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চতুর্যুগ—সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগ। চতুঃ যুগের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

চতুশ্চত্বারিংশ, -রিংশত্তম—চুয়াল্লিশের পূরক। চতুশ্চত্বারিংশৎ+ডট্‌, তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

চতুশ্চত্বারিংশৎ—চুয়াল্লিশ, ৪৪; চুয়াল্লিশসংখ্যক। চতুরধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম—'চতুশ্চত্বারিংশ' দ্রঃ।

চতুষ্ক—১। চত্বর, চৌকা উঠান; চারিস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ; চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; চারটির সমষ্টি; চৌমাথা; চারনর হার; চৌকোনা পুকুর। বি; ক্লী। ২। চারিটি অবয়ববিশিষ্ট। চতুঃ+ক আছে অর্থে। বিণ। **চতুষ্ক ভবন**—চকমিলানো বাড়ি।

চতুষ্কর—১। যে সকল জীবের পায়ের অগ্রভাগ হাতের ন্যায়; শিব ('বরাভয়াম্বিত চতুষ্কর'—অন্নদামঙ্গল)। বি; পুং। **চতুষ্কর জন্তু**—যে সকল জন্তুর পা হাতের মত কাজ করে (যেমন, বানর)। ২। চারিহস্তবিশিষ্ট। চতুঃ কর যাহার, যাহাদের, বহু। বিণ।

চতুষ্কী—চারিকোনা পুষ্করিণী; মশারি; চৌকি; চারিনর হার। চতুর্‌+ক আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

চতুষ্কোণ—১। চারি কোণ। চতুঃসংখ্যক কোণ, মধ্যপ কর্মধা। ২। চতুরস্র, চতুর্ভুজক্ষেত্র। বি; ক্লী। ৩। চারিকোণবিশিষ্ট, চৌকোনা। চতুঃ (চারি) কোণ যাহার, বহু। বিণ।

চতুষ্টয়—১। যাহার চারি অবয়ব এরূপ, চারি অংশে বিভক্ত বা গণিত, চারিপ্রকার। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**। ২। চারিটির সমষ্টি, চতুষ্ক। চতুঃ+তয়প অবয়বার্থে। বি; ক্লী।

চতুষ্পথ—১। চারিটি পথের মিলনস্থান, চৌরাস্তা, চৌমাথা। চতুঃ পথের (পথিন্) সমাহার, সমা দ্বিগু (অ সমাসান্ত)। বি; ক্লী। ২। ব্রাহ্মণ। চতুঃ পথ (পথিন্—আশ্রম) যাঁহাদের, বহু (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।

চতুষ্পদ—১। চারিপদবিশিষ্ট, যাহার চারিটি পা আছে এমন। বিণ। স্ত্রী, -দা, -দী। ২। চারিচরণবিশিষ্ট পশু। বি; ক্লী। ৩। পশু; (জ্যোতিষ) করণ বিঃ (মেষ, বৃষ, সিংহ এবং মকরের পূর্বার্ধ ও ধনুর পরার্ধ)। চতুঃ (চারি) পদ যাহার, বহু। বি; পুং।

চতুষ্পদী—চারিচরণ-বিশিষ্ট কবিতা; বাঙলা কবিতার ছন্দ বিঃ [ইহাতে প্রতি চরণ চারি অংশে বিভক্ত। অংশগুলির অক্ষর সংখ্যাভেদে ইহার বিভিন্ন নাম আছে। যথা—লঘু, ললিত, ভঙ্গ-ললিত, মিশ্র-ললিত ইঃ। শেষোক্তটিতে প্রথম তিন অংশে ছয়টি করিয়া এবং চতুর্থ অংশে পাঁচটি অক্ষর থাকে। যথা—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কথন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে।"

—কৃষ্ণচন্দ্র।] চতুঃ পাদ যাহার, বহু+ঈপ্। (পাদ-স্থানে পাদ্ ও ঈপ্-যোগে পদ্)। বি; স্ত্রী।

চতুষ্পাঠী—চারি শাস্ত্রের অধ্যয়ন-স্থান, যেখানে চারিটি বেদের অধ্যাপনা হয়; টোল; চৌ-বাড়ি। চতুঃ-র অর্থাৎ চতুর্বেদের পাঠ হয় যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চতুষ্পাণি—চতুর্ভুজ, বিষ্ণু। চতুঃ পাণি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চতুষ্পাৎ (-পাদ্)—১। যাহার চারি পা আছে, পশু। বি; পুং। ২। চারি অংশে পূর্ণ; সর্বাংশে সম্পূর্ণ; চারিপায়া, চারিচরণ-বিশিষ্ট। চতুঃ পাদ যাহার, বহু (অ-লোপ)। বিণ।

চতুষ্পাদ—১। পশু। বি; পুং। ২। চারি-পা-বিশিষ্ট; সম্পূর্ণ; চারপোয়া। চতুঃ পাদ যাহার, বহু (নিপা)। বিণ।

চতুষ্পার্শ্ব—চারিপাশ, চারিধার। চতুসংখ্যক পার্শ্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

চতুষ্পার্শ্বস্থ—চারিপাশে অবস্থিত, চারি ধারের। উপতৎ; চতুষ্পার্শ্ব—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। [যাহার, বহু। বিণ।

চতুস্তল—চারিতলা, চৌতলা। চতুঃ

চতুস্তলক—(গণিত) চারিটি পৃষ্ঠযুক্ত ঘনক্ষেত্র, tetrahedron. চতুঃ তল যাহার, বহু+কন্ স্বার্থে। বি।

চতুস্ত্রিংশ—চৌত্রিশ এই সংখ্যার পূরক। চতুস্ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

চতুস্ত্রিংশৎ—চৌত্রিশ, ৩৪-সংখ্যা; চৌত্রিশ-সংখ্যক। চতুরধিকা ত্রিংশৎ (ত্রিশ), মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুস্ত্রিংশত্তম—চৌত্রিশ সংখ্যার পূরক। চতুস্ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

চত্বর—উঠান, চাতাল; যজ্ঞস্থান; হোমার্থ পরিষ্কৃত ভূমি। চত্+ষ্বরচ্ কর্ম। বি; ক্লী।

চত্বারিংশ—চল্লিশ এই সংখ্যার পূরক। চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

চত্বারিংশৎ—চল্লিশ, ৪০-সংখ্যা; ৪০-সংখ্যক। চতুর্গুণিত দশ, মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চত্বারিংশত্তম—চল্লিশ এই সংখ্যার পূরক। চত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

চত্বাল—চাতাল; হোমকুণ্ড; দর্ভ, কুশ; গর্ত। চত্+বালচ্ কর্ম। বি; পুং।

চনচন—প্রখরতাসূচক শব্দ; বেগসূচক শব্দ; তীব্র ব্যথার অনুভূতি প্রকাশক শব্দ; ক্ষত শুকাইবার সময়ের অনুভূতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

চনচনে—প্রখর; বেগবান্। চনচন+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চনমন—আনচান, চাঞ্চল্য প্রকাশ। বাংপ্র। অ। ক্রি—**চনমনানো**। বি—**চনমনানি**। বিণ—**চনমনে**।

চন্দ—চন্দ্র, চাঁদ; রূপা; কর্পূর। চন্দ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। [বি; পুং।

চন্দক—চাঁদামাছ। চন্দ্+ণক কর্তৃ।

চন্দন—স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ; চন্দন কাঠ জল দিয়া ঘষিলে যে সুগন্ধি পদার্থ উৎপাদিত হয় তাহা। চন্দ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। **রক্তচন্দন**—গন্ধহীন রক্তবর্ণ চন্দন। **শ্বেত-চন্দন**—শ্বেতবর্ণ সুগন্ধি চন্দন। **হরিচন্দন**—পীতবর্ণ সুগন্ধি চন্দন।

চন্দনচর্চি(র্চি)ত—চন্দনলিপ্ত, চন্দন-মাখানো। ৩য়াতৎ। বিণ।

চন্দনতিলক—শরীরের উপর চন্দন দিয়া আঁকা লতাপত্র ইঃ; চন্দনের ফোঁটা। চন্দনাঙ্কিত তিলক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চন্দনদ্রব—চন্দনরস, জল দিয়া ঘষা তরল চন্দন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দনধেনু—পতিপুত্রবতী নারীর শ্রাদ্ধে যে চন্দনাঙ্কিতা গাভী দান করা হয় তাহা। চন্দনাঙ্কিতা ধেনু, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দনপঙ্ক—ঘষা-চন্দন, চন্দন বাটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

চন্দনপাটা, -পিঁড়ি—যে পাথরের চাকতিতে চন্দন ঘষা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

চন্দনপুষ্প—লবঙ্গ। চন্দনের পুষ্প (তৎসদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চন্দনরেখা—চন্দনাঙ্কিত তিলক। চন্দনাঙ্কিতা রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দনশাল—একধরনের সুগন্ধি ধান বা চাল। বাংপ্র। বি।

চন্দনা—১। পক্ষিণী বিঃ; ভাগলপুর-সন্নিহিত নদী বিঃ। চন্দন+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গলায় লাল রেখাযুক্ত একপ্রকার টিয়াপাখি। বাংপ্র। বি।

চন্দনাচল, চন্দনাদ্রি—মলয়-পর্বত। চন্দনযুক্ত অচল, অদ্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চন্দনী—১। নদী বিঃ। চন্দন+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। একপ্রকার চন্দনের নির্যাস, চন্দন-গন্ধ আতর; মসলা বিঃ। চন্দন+ঈ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।

চন্দহেম (-মন্)—রূপা ও সোনা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

চন্দা—১। আনন্দদায়িকা। চন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্র, চাঁদ ("পেখলু পিয়ামুখচন্দা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

চন্দিম—দীপ্তি, প্রভা। প্রা কপ্র। বি।

চন্দ্র—১। চাঁদ; কর্পূর; জল; ময়ূরচন্দ্রক, ময়ূরের পাখায় চোখের মত যাহা থাকে; স্বর্ণ; মৃগশিরা নক্ষত্র; হীরক; শোণমুক্তাফল; দ্বীপ বিঃ; (শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ; (বাংপ্র) বীর্য, শুক্র ('দুগ্ধেতে — বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল')। বি; পুং। ২। আহ্লাদজনক; সুন্দর; কাম্য। চন্দ্+রক্ বা চন্দ্+ণিচ্+রক্ কর্তৃ। বিণ।

চন্দ্রক—১। ময়ূরপুচ্ছের নেত্রাকার চিহ্ন; মণ্ডল। চন্দ্র+কন্ সদৃশার্থে। ২। চন্দ্র। চন্দ্র+কন্ স্বার্থে। ৩। চাঁদামাছ; নখ। বি; পুং। ৪। শ্বেতমরিচ। চন্দ্র—কৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

চন্দ্রকর, -কিরণ—চন্দ্রিকা, চন্দ্রের আলোক, জ্যোৎস্না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রকলা—চন্দ্রের ষোল ভাগের এক ভাগ, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে চাঁদের যে অংশ দেখা যায় [তন্ত্রমতে ইহাদের নাম—অমৃতা, মানদা, পুষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও অপূর্ণা। কামশাস্ত্রমতে ঐ ষোল কলার নাম—পুষা, যশা, সুমনসা, রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি ও অমৃতা]; বাচ বিঃ, ত্রগড় বাচ; বাচা মাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রকান্ত—১। কবিদিগের কল্পিত মণি বিঃ, moonstone. [এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি আছে, চন্দ্রের উদয় হইলে, তাহার কিরণস্পর্শে এই মণি গলিতে থাকে]। বি; পুং। ২। শ্রীখণ্ডচন্দন; কুমুদ। চন্দ্র কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। বি; পুং বা ক্লী। ৩। চন্দ্রবৎ সুন্দর। চন্দ্রসদৃশ কান্ত, উপমান কর্মধা। বিণ।

চন্দ্রকান্তা—১। জ্যোৎস্না; রাত্রি; চন্দ্রপত্নী; ওষধি; তারকা; প্রতি চরণে পঞ্চদশাক্ষরযুক্ত ছন্দ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহরা, চন্দ্রবৎ সুন্দরী। চন্দ্রবৎ কান্তা, উপমান কর্মধা। বিণ; স্ত্রী।

চন্দ্রকান্তি—১। রজত, রৌপ্য। চন্দ্রের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহু। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের দীপ্তি, চন্দ্রের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রকিরণ—'চন্দ্রকর' দ্রঃ।

চন্দ্রকী (-কিন্)—ময়ূর; বাঁশের মণ্ডলাকার দরমা। চন্দ্রক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

চন্দ্রগ্রহণ—(পুরাণ) রাহুকর্তৃক চন্দ্রের গ্রাস, (বিজ্ঞানমতে) চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর ছায়াপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রচূড়—মহাদেব, শিব। চন্দ্র চূড়াতে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চন্দ্রজ—চন্দ্রপুত্র বুধ। উপতৎ; চন্দ্র—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

চন্দ্রতারা—চন্দ্রপত্নী, অশ্বিনী ভরণী প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী (সং পুং)।

চন্দ্রদেব—নিশাকর, চাঁদ। চন্দ্রই দেব, কর্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রপুত্র, -পুত্র—বুধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রপুলি, -পুলী—নারিকেল ক্ষীর ও শর্করাসংযোগে প্রস্তুত অর্ধচন্দ্রাকার মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

চন্দ্রপ্রভ—সৌম্যমূর্তি, চাঁদের মত সুন্দর। চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

চন্দ্রপ্রভা—১। চন্দ্রের দীপ্তি, চন্দ্রের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্না। চন্দ্রপ্রভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চন্দ্রবংশ—(পুরাণ) চন্দ্র হইতে জাত পুরুষপরম্পরা; জনক কুরু যদু প্রঃ বংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রবদন—১। চন্দ্রতুল্য সুন্দর মুখ। চন্দ্রতুল্য বদন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট। চন্দ্রের ন্যায় বদন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-বদনা, -বদনী** (প্রা কপ্র)।

চন্দ্রবল্লী—মাধবীলতা। চন্দ্রতুল্যা বল্লী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রবিন্দু—অর্ধচন্দ্রাকারযুক্ত বিন্দু, ঁ। চন্দ্রসহিত বিন্দু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রবোড়া—বিষধর সাপ বিঃ, Russel's viper. বাংপ্র। বি।

চন্দ্রব্রত—চান্দ্রায়ণ, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রত বিঃ। চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত্যর্থক ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

চন্দ্রভস্ম (-ভস্মন্)—কর্পূর। মধ্যপ কর্মধা।

চন্দ্রভাগা—পঞ্জাবের নদী বিঃ, চেনাব। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রমণি—চন্দ্রকান্ত মণি। চন্দ্রপ্রিয় মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রমণ্ডল—চন্দ্রের মণ্ডল, চন্দ্রের গোলাকার দেহ। কর্মধা। বি; ক্লী।

চন্দ্রমল্লিকা, -মল্লী—একপ্রকার চন্দ্রাকার পুষ্প, chrysanthemum. চন্দ্রবর্ণা মল্লিকা, মল্লী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমস্), **চন্দ্রমা**—চন্দ্র, চাঁদ। চন্দ্র—মা বা মি+অসুন্ কর্তৃ। বি; পুং।

চন্দ্রমুখী—চন্দ্রবদনা, চাঁদবদনী। চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চন্দ্রমৌলি—চন্দ্রচূড়, শিব (ললাটদেশে চন্দ্র আছে বলিয়া); পর্বত বিঃ। চন্দ্র মৌলিতে (চূড়ায়) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চন্দ্ররশ্মি—চন্দ্রকিরণ, চাঁদের আলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্ররেখা—চন্দ্রকিরণ; বাণ রাজ তনয়া উষার সখী বিঃ; অপ্সরা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রলোক—চন্দ্রমণ্ডল; স্বর্গ বিঃ, চন্দ্রাধিষ্ঠিত পৌরাণিক স্থান বিঃ। চন্দ্রাধিষ্ঠিত লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রশালা, -শালিকা—১। জ্যোৎস্না। চন্দ্র হইয়াছে শালা (আধার) যাহার, বহু; চন্দ্রশালা+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। ছাদের উপরের ঘর, চিলেকোঠা। চন্দ্রা (আনন্দদায়িনী) শালা, শালিকা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রশেখর—শিব; তীর্থ বিঃ। চন্দ্র শেখর (মস্তকের ভূষণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চন্দ্রসম্ভব—চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্র হইতে সম্ভব যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চন্দ্রসুধা—চন্দ্রের অমৃত; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রহার—কোমরের গহনা বিঃ, কাঞ্চীদাম, মেখলা; কণ্ঠহার বিঃ। চন্দ্র (অর্থাৎ চন্দ্রাকারের ছাপ)-যুক্ত হার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চন্দ্রহাস—১। খড়্গ; রাবণের খড়্গ। উপতৎ; চন্দ্র—হস্+অণ্ কর্তৃ। ২। রৌপ্য। চন্দ্রের হাসের ন্যায় হাস যাহার, বহু। বি; ক্লী।

চন্দ্রা—এলাচ; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া; নাটমন্দির, আটচালা; গুড়ূচী; জ্যোৎস্না। চন্দ্+রক্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রাংশু—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের অংশু, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পরমেশ্বর। চন্দ্র (শুভ্র) অংশু যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চন্দ্রাতপ—১। জ্যোৎস্না। চন্দ্রের আতপ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। চাঁদোয়া, সামিয়ানা। চন্দ্রাত (চাঁদের গমন)—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

চন্দ্রাত্মজ—তারার গর্ভজাত চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্রের আত্মজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রানন—১। চন্দ্রসদৃশ সুন্দর মুখ। চন্দ্রসদৃশ আনন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। চন্দ্রতুল্যবদনবিশিষ্ট, যাহার মুখ চাঁদের মত সুন্দর এমন। বিণ। ৩। কার্তিকেয়। চন্দ্রসদৃশ আনন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চন্দ্রাপীড়—শিব; কাদম্বরী কাব্যের নায়ক। চন্দ্র আপীড় (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রাবলী—জ্যোৎস্না; শ্রীরাধার সখী বিঃ।

চন্দ্রালোক—চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-লোকিত**।

চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না; নেত্রতারকা; চাঁদামাছ; চন্দ্রভাগা নদী; ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ; তীর্থ বিঃ। চন্দ্র+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রিকাপায়ী (-পায়িন্)—চকোর পক্ষী। উপতৎ; চন্দ্রিকা—পা+ণিন্ কর্তৃ [কবিসময়প্রসিদ্ধি এইরূপ—চকোরপক্ষী জ্যোৎস্না পান করে]। বি; পুং। স্ত্রী, **-য়িনী, -য়িণী**।

চন্দ্রেশ্বর—চন্দ্রসেবিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। চন্দ্রসেবিত ঈশ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চন্দ্রোদয়—চন্দ্রের বিকাশ। চন্দ্রের উদয়,

চন্দ্রোপল—চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্রপ্রিয় উপল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চপ—১। কোন কিছু কর্তনের অনুকরণশব্দ, অস্ত্রাঘাতের অনুকরণশব্দ। বাংপ্র। অ। ২। মাংসপূর্ণ পিষ্টক বিঃ; ভাজা মাংসখণ্ড। <ইং 'chop'. বি।

চপচপ, চবচব—খাওয়ার শব্দ বিঃ; আর্দ্রতা ও লিপ্ততার লক্ষণপ্রকাশ; চুয়াইয়া পড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। বিণ—**চপচপে, চবচবে**।

চপট, চপেট—চাপড়, চড়। চপ—অট্+অচ্ কর্তৃ, চপ—ইট্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

চপল—১। চঞ্চল, তরল; অনবস্থিত; ক্ষণিক; দুর্বিনীত; বিকল; ধৃষ্ট, প্রগল্‌ভ। বিণ। ২। শীঘ্র, সত্বর, ক্ষিপ্র। ক্রি-বিণ। ৩। প্রস্তর বিঃ; মৎস্য; গন্ধদ্রব্য বিঃ; রাজমাষ; পারদ। চপ্+কলচ কর্তৃ। বি; পুং।

চপলতা—চাঞ্চল্য; ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা; অবিমৃষ্যকারিতা; অনবস্থিতি। চপল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

চপলা—১। বিদ্যুৎ; লক্ষ্মী; বেশ্যা; সুরা; বিজয়া, সিদ্ধি; মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বিঃ; জিহ্বা; পিপুল। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চলা ইঃ ('চপল' দ্রঃ)। চপল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চপলাঙ্গ—জলজন্তু বিঃ, শুশুক। চপল অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং।

চপেট—'চপট' দ্র। [বি ; পুং।

চপেটক—চাপড়, চড়। চপেট+কন্ স্বার্থে।

চপেটা, চপেটিকা চাপড়, চড়। চপেট +আপ্ ; চপেটক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চপেটাঘাত—চাপড় মারা, চড় মারা ; চড়ের ঘা, এক ঘা চড়। চপেট, বা চপেটা দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

চপেটী—ভাদ্র-মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, চাপড়া-ষষ্ঠী [নারীগণ পুত্রকামনায় এই তিথিতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে]। বি ; স্ত্রী।

চবর্গ—স্পর্শবর্ণের ২য় বর্গ, চ ছ জ ঝ ঞ—এই পাঁচটি বর্ণ। চ-আদিক বর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

চবাৎ—জলে পতিত হওয়ার শব্দ ; জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। অ। [বি ; স্ত্রী।

চবি—চই। চর্ব+ইন্ কর্মধা (নিপা)।

চবিক—চব্য, চই। চবি+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

চবিকা—চব্য, চই। চর্ব্+অক কর্ম (নিপা)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চবুতর, চবুতরা—চাতাল, দালান। <চত্বর। বি।

চব্বিশ—২৪-সংখ্যা ; ২৪-সংখ্যক। <চতুর্বিংশতি। বি বা বিণ।

চব্বিশ-প্রহর—সংকল্পপূর্বক তিন দিন ও তিন রাত্রি ব্যাপিয়া হরিনাম-সংকীর্তন। বহু। বি।

চব্বিশা, চব্বিশে—মাসের চতুর্বিংশ দিবস। চব্বিশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি।

চব্য—চই ; কার্পাসী বৃক্ষ। চর্ব্+ণ্যৎ কর্ম (নিপা)। বি ; ক্লী।

চমক—দীপ্তি, প্রভা, উজ্জ্বল আভা ; বিস্ময়, আশ্চর্যভাব ; ভয়, শঙ্কা ; অন্যমনস্কতা ; সংজ্ঞাহীনতা, মোহাবেশ ; নিদ্রা ; তন্দ্রা। বাংপ্র। বি। **চমক খাওয়া**—ভয় বিস্ময় ইঃ মানসিক অবস্থায় রক্তচলাচল বা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হওয়া। **চমক ভাঙ্গা**—হঠাৎ চৈতন্য লাভ হওয়া। **চমক লাগা**—বিস্ময় বোধ হওয়া।

চমকানো—ভয়ে বা বিস্ময়ে হঠাৎ নড়িয়া ওঠা ; চমৎকৃত হওয়া, বিস্মিত হওয়া ; শঙ্কিত হওয়া, ভীত হওয়া ; মোহাবিষ্ট হওয়া ; প্রভা বিকাশ করা, ক্ষণিক দীপ্তি প্রকাশ করা ('বিদ্যুৎ —') ; চমৎকৃত করা, বিস্মিত করা ; চালকামো, অল্প ভাজা ; সাঁতলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**চমকানি**।

চমকিত—চমৎকৃত, বিস্মিত ; আতঙ্কিত, শঙ্কিত ; সহসা ভীত বা বিস্মিত। চমক+ইত জাতার্থে। বিণ।

চমকিনী—চমৎকৃতা। প্রা কপ্র। বিণ।

চমচম—এক ধরনের ছানার মিঠাই বিঃ। বাংপ্র। বি।

চমচমে—উত্তেজিত ; উত্তপ্ত, গরম ; তেজাল, জোরাল। চমচম+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চমৎকরণ—আশ্চর্যবোধ জন্মানো, চমৎকৃত করা। চমৎ—কৃ+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লী।

চমৎকার—১। আশ্চর্য, বিস্ময় ; অনির্বচনীয় আনন্দ। চমৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। আশ্চর্যকর, বিস্ময়কর ; অতিসুন্দর। চমৎ—কৃ+ঘঞ্ করণ। বিণ।

চমৎকারক—বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক। চমৎ—কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

চমৎকারিতা, -ত্ব—বিস্ময়জনকতা ; যাহাতে মনে বিস্ময় জাগায় সেই গুণ ; অপরূপতা, পরমসৌন্দর্য। চমৎকারিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী। বিণ, **-কারী** (-কারিন্)।

চমৎকারিণী—বিস্ময়োৎপাদিকা, বিস্ময়করী। চমৎকারিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চমৎকারী (-কারিন্)—বিস্ময়জনক, বিস্ময়কর ; অপরূপ, বিচিত্র, সুন্দর। উপতৎ ; চমৎ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-রিতা**।

চমৎকৃত—আশ্চর্যান্বিত, বিস্ময়াবিষ্ট। চমৎ—কৃ+ক্ত কর্ম বা কর্মকর্তৃ। বিণ।

চমর—১। মৃগ বিঃ ; একপ্রকার তিব্বতী গরু, yak (ইহার লাঙ্গুলের লোমে চামর হয়) ; দৈত্য বিঃ। চম্+অর কর্তৃ। বি ; পু। ২। চামর, বালব্যজন। চমর+অচ্ উৎপাদকরূপে আছে অর্থে। বি ; ক্লীব।

চমরপুচ্ছ—১। সজারু, গর্তবাসী পশু বিঃ। চমরের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। চামর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

চমরী—মৃগী বিঃ ; তিব্বতী গাভী বিঃ। চমর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চমরু—চমরী। প্রা কপ্র। বি।

চমস—হাতা, চামচ। চম্ (পাক করা)+অসচ্ করণ বা অপা। বি ; পুং।

চমূ—সেনাদল, গজ ১২৯ রথ ১২৯ অশ্ব ২১৮৭ পদাতি ৩৬৪৫—এতৎসংখ্যক সৈন্য। চম্+উ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

চমূচর—সৈনিকপুরুষ ; সেনানায়ক। উপতৎ ; চমূ—চর্+ট কর্তৃ। বি ; পুং।

চমূনাথ, -পতি—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি, সৈন্যের চালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চম্পক—১। চাঁপাগাছ ; নগর বিঃ। বি ; পুং। ২। চাঁপাকলা ; চাঁপাফুল ; (ভারমতে) সিদ্ধিভেদ। চম্প্+অক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

চম্পকচতুর্দশী—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দশী [এই তিথিতে চম্পকপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিতে হয়]। চম্পক-সাধ্যা চতুর্দশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চম্পকদাম (-দামন্)—চাঁপাফুলের মালা ; হার বিঃ। চম্পকনির্মিত দাম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চম্পকমালা—চাঁপাফুলের মালা, হার বিঃ ; দশাক্ষর-পাদক পঙ্‌ক্তিছন্দ বিঃ। চম্পকগ্রথিতা মালা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চম্পকরম্ভা—চাঁপাকলা। চম্পকবর্ণা রম্ভা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চম্পকাবলি, -লী—অষ্টাদশাক্ষর পাদক ছন্দ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চম্পকারণ্য—চাঁপাবন ; তীর্থ বিঃ। চম্পকবহুল অরণ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

চম্পট—প্রস্থান, পলায়ন। হি। বি। **চম্পট দেওয়া**—পলায়ন করা।

চম্পতি—চমূপতি, সেনানায়ক। প্রা কপ্র। বি।

চম্পা—১। চম্প নৃপতি কর্তৃক স্থাপিত স্বনাম-প্রসিদ্ধা নগরী ; নদী বিঃ ; কর্ণপত্নী ; কাশ্মীরের প্রাচীন সীমান্তপ্রদেশ। চম্প্+ঘঞ্ অধি+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। চাঁপাফুল ('সাত ভাই —')। বাংপ্র। বি।

চম্পাধিপ—কর্ণবীর। চম্পার অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চম্পাবতী—দেবী বিঃ ; কর্ণের রাজধানী, চম্পাপুরী। চম্পা+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চম্পূ—গদ্যপদ্যময় কাব্যগ্রন্থ। চম্+উ কর্ম, সংজ্ঞার্থে (প-আগম)। বি ; স্ত্রী।

চম্বেলী—চামেলীফুল। হি। বি।

চয়—১। সমূহ ; গড়ার, ভেড়ি ; প্রাকার। চি +অচ্ কর্ম। ২। সঞ্চয় ; আহরণ ; অগ্ন্যাদির চয়নরূপ সংস্কার বিঃ। চি+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

চয়ন—১। সংগ্রহ, সংকলন ; আহরণপূর্বক স্থাপন ('অগ্নি—') ; নির্বাচন ; পুষ্পাদি তোলা ('কুসুম—') ; ইটের পাঁজা। চি+অনট্ ভাব, কর্ম। ২। সংস্কারসাধন বস্তু। চি+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

চয়নক—সংগ্রহকর্তা। বাংপ্র। বি ; পুং।

চয়নিকা—ক্ষুদ্র সংগ্রহ বা চয়ন ; বাছাই-করা কবিতাসমূহ (রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা')। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

চয়নীয়—যাহা সংগ্রহ করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। চি+অনীয় কর্ম। বিণ।

চয়মেষ্টকা—পুঞ্জীভূত ইষ্টক, ইটের পাঁজা। চয়নবদ্ধা ইষ্টকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চয়িত—সংগৃহীত ; অর্জিত ; সঞ্চিত। চয়+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

চয়েন—চেতনাসম্পন্ন, চেতনাযুক্ত ; ধড়িবাজ। <চেতন। বিণ।

চর—১। গোয়েন্দা, গুপ্তদূত ; কপর্দক ; চারণভূমি ('গোচর') ; মেষ কর্কট তুলা ও মকর রাশি ; স্বাতী পুনর্বসু ও শ্রবণানামক নক্ষত্রত্রয় ; মঙ্গলগ্রহ ; অক্ষক্রীড়া বিঃ ; খঞ্জনপক্ষী ; পলি পড়িয়া নদীগর্ভে সৃষ্ট ছোট চড়া ; দ্বীপ। বি ; পুং। **২**। অস্থাবর, জঙ্গম, গমনশীল। চর্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। **৩**। বিচরণকারী (সমাসের পরপদে ব্যবহৃত ; যথা—জলচর, উভচর)। বি ; পুং, বা বিণ।

চরই—চরে, বিচরণ করে, ভ্রমণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চরক- চর, গুপ্তসংবাদবাহক ; ভিক্ষু ; বিখ্যাত আয়ুর্বেদবিৎ ঋষি ; চরক ঋষিরচিত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ। চর+কন্ স্বার্থে, অথবা, চর+অক কর্তৃ, তুল্যার্থে। বি ; পুং।

চরকা—হাতে সুতা কাটিবার কল। <সং ''চক্র' বা ফা 'চরখহ্'। বি।

চরকি—সুতা গুটাইবার যন্ত্র বা নাটাই ; গোলাকার ইক্ষুপেষণযন্ত্র ; যাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে গোলাকারে ঘুরিতে থাকে এরূপ আতশবাজি। <ফা 'চরখী' বি।

চরণ—১। পদ, পা ; শ্লোকের চতুর্থাংশ গোত্র ; মূল। চর্+অনট্ করণ। বি ; পুং বা ক্লী। **২**। ভ্রমণ ; চরা ; আচরণ, অনুষ্ঠান ; শীল। চর্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চরণকমল—পাদপদ্ম, পদ্মের ন্যায় সুন্দর এবং কোমল পা। চরণ কমলপ্রায়, উপমিত কর্মধা ; অথবা, চরণরূপ কমল, রূপক কর্মধা বি ; ক্লী। **চরণকমলেষু, শ্রীচরণকমলেষু**—পূজ্য ব্যক্তিকে লেখনীয় পাঠ বিঃ।

চরণগ্রন্থি—গুল্ফ, পায়ের গোড়ালি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চরণচাপ—১। পায়ের ঘুঙুর ; নূপুর। কপ্র। **২**। পায়ের চাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

চরণচারণ, -চালন—পদচালনা, পায়চারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরণচারী (-চারিন্)—পাদচারী, যে পায়ে হাঁটিয়া যায় এরূপ। চরণ দ্বারা চরে (বিচরণ করে) যে, উপতৎ ; চরণ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

চরণতরি, -তরী—পদরূপ নৌকা, পদাশ্রয়। রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চরণতল—পদতল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরণদাসী—পদসেবিকা রমণী, পত্নী। চরণসেবিকা দাসী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চরণধ্যান—পাদপদ্মের চিন্তা, গুরু প্রভৃর পদ মনে মনে ভাবা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরণপদ্ম—পদ্মের মত সুন্দর পা (দেবতা, গুরুজন বা মহাপুরুষের)। চরণ পদ্মপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

চরণপাত—পদক্ষেপ, পা ফেলা। বি ; পুং।

চরণপূজা, -বন্দনা—পদবন্দনা, পদসেবা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চরণপ্রান্ত—পদতল ; পদপার্শ্ব, পদসমীপ ; পদাগ্রভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চরণভূষণ—পদালংকার, পায়ের গহনা, নূপুরাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরণযুগল—পদদ্বয়, দুই পা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরণরজঃ (-রজস্) (>**রজ**), **-রেণু**—পদধূলি, পায়ের ধুলা। চরণ সংলগ্ন রজঃ, রেণু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, পুং বা স্ত্রী।

চরণরেণু—পদধূলি, পদরজঃ। ৬ষ্ঠীতৎ অথবা চরণলগ্ন রেণু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

চরণসেবক—পদসেবাকারী, দাস ; তোষামুদে, অযথা স্তুতিকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিকা**। [বি ; স্ত্রী।

চরণসেবা—পদসেবা, পা টেপা। ৬ষ্ঠীতৎ।

চরণস্পর্শ—পা ছোঁওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চরণাবরণ—মোজা, স্টকিং ; জুতা। চরণের আবরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরণামৃত—যে জলে কোন দেবমূর্তিকে স্নান করানো হইয়াছে বা যে জলে ব্রাহ্মণের পা ধোওয়ানো হইয়াছে তাহা, পাদোদক। চরণের অমৃত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরণাম্বুজ—চরণপদ্ম, পাদপদ্ম। উপমিত বা রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

চরণারবিন্দ—চরণরূপ পদ্ম। উপমিত বা রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

চরম—১। অন্তিম, শেষ, সর্বোচ্চ, যতদূর বেশী হওয়া সম্ভব ততদূর, চূড়ান্ত, maximum ; পশ্চাদ্‌বর্তী ; পশ্চিম। চর্+অমচ্ কর্তৃ। বিণ। **২**। পরাকাষ্ঠা ; শেষ সীমা। বাংপ্র। বি। **চরম জলবায়ু**—যেখানে শীতকালে অতিশয় শীত এবং গ্রীষ্মকালে অতিশয় গ্রীষ্ম অনুভূত হয় সেই স্থানের আবহাওয়া, extreme climate.

চরমপত্র, -লেখ—মৃত্যুর প্রাক্কালে লিখিত বিষয়ের বন্দোবস্তসূচক পত্র, উইল ; রাজাদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শর্তসূচক শেষ পত্র, ultimatum. কর্মধা। বি ; ক্লী, পুং।

চরমাচল, চরমাদ্রি—অস্তপর্বত, যে পর্বতে সূর্য অস্ত যায় তাহা। চরম (পশ্চিম) অচল, অদ্রি (পর্বত), কর্মধা। বি ; পুং।

চরমোৎকর্ষ—চরম উন্নতি, যারপরনাই উন্নতি, উন্নতির পরাকাষ্ঠা। চরম উৎকর্ষ, কর্মধা। বি ; পুং। [বি।

চরস—মাদকদ্রব্য বিঃ, গাঁজার আঠা। হি।

চরসী—যে চরস খায়। হি-মু। বি বা বিণ।

চরা—১। নদী প্রভৃর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ। বি। **২**। বিচরণ করা, ভ্রমণ করা ; গবাদি পশুর ঘাস খাইয়া বেড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **চরিয়া খাওয়া**—নিজের ভরণপোষণের জন্য নিজে চেষ্টা করা।

চরাচর—১। জগতের যাবতীয় পদার্থ—সজীব ও নির্জীব, জঙ্গম ও স্থাবর। চর (জঙ্গম) এবং অচর (স্থাবর), দ্বন্দ্ব। **২**। জগৎ ; বিশ্ব। চর্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; ক্লী।

চরাচরগুরু—পরমেশ্বর ; সজীব ও নির্জীব পদার্থ লইয়া যে জগৎ তাহার সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা। চরাচরের গুরু (কর্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চরাট—নৌকার সামনে ও পশ্চাতে গলুই-এর কাছের কাঠ, পাটাতন ; কোণাকৃতি সংকীর্ণ স্থান। বাংপ্র। বি।

চরানি—পশু চরাইবার স্থান, মাঠ, ময়দান ; পশুচারণ ; পশুচারণের বেতন। চরা+নি অধি, ভাব, করণ। বাংপ্র। বি।

চরানো—গোমহিষাদি পশুকে মাঠে ঘাস খাওয়ানো ; কাজ শুরু করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চরিত—১। আচরণ ; চরিত্র ; নিদর্শন ; জীবনী ; বিচরণ ; অনুষ্ঠান ; রীতি ; সঞ্চার ; চেষ্টা ; কার্য। চর্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। **২**। অনুষ্ঠিত, কৃত ; সফল, সিদ্ধ, সম্পন্ন ; ফলিত ; ভক্ষিত ; আশ্রিত। চর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চরিতকার—জীবনচরিত-লেখক। উপতৎ ; চরিত—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

চরিতব্রত—যে ব্রত পালন করিয়াছে এরূপ, কৃতব্রত। চরিত ব্রত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

চরিতাখ্যান—চরিত্রকীর্তন, জীবনী বর্ণনা। চরিতের আখ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চরিতাখ্যায়ক—জীবনচরিতলেখক, যে কোন লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে এরূপ। চরিতের আখ্যায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা**।

চরিতাবলী—জীবনকথাসংগ্রহ, যাহাতে বহুলোকের জীবনী বর্ণিত আছে তাহা ; জীবনচরিতসমূহ। চরিতের আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চরিতার্থ—কৃতার্থ, কৃতকার্য, সফলকাম। চরিত (সফল) অর্থ (উদ্দেশ্য, প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ।

চরিতার্থতা—কৃতার্থতা, কৃতকার্যতা, সফলতা। চরিতার্থ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

চরিতার্থিত—সফলকাম, কৃতকার্য ; সমাদৃত, যাহার আদর-আপ্যায়ন করা হইয়াছে এমন। চরিতার্থ+ণিচ্ তৎকরোতি অর্থে+ক্ত কর্ম। বিণ।

চরিতি—চরিত্র। প্রা কপ্র। বি।

চরিত্তির—চরিত্র, স্বভাব। <চরিত্র। বি।

চরিত্র—১। স্বভাব ; সৎস্বভাব ; চালচলন ; নীতি, ধর্ম ; মন ; লোভ ("চোরের চরিত্র হৈল

চন্তিকায় বলে"—মুকুন্দ); চেষ্টা, উপায় ('চেষ্টাচরিত্র'); বৌদ্ধদিগের ধর্মশাস্ত্র। চর্+ইত্র করণ, সংজ্ঞার্থে। ২। আচরণ; সদাচরণ। চর্+ইত্র ভাব। বি; ক্লী। ৩। নাটক বা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। বাংপ্র। বি।

চরিত্রাঙ্কণ—সচ্চরিত্রতা, স্বভাবের উন্নত অবস্থা, সুশীলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরিত্রদোষ—অসচ্চরিত্রতা; স্বভাবদোষ; ব্যভিচারিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চরিত্রবান্ (-বৎ)—সচ্চরিত্র, সুশীল। চরিত্র+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। বি, **-বত্তা**।

চরিত্রহীন—দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত; লম্পট। চরিত্রদ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হীনা**।

চরিত্রাঙ্কন—নাট্যকার বা উপন্যাসকার কর্তৃক পাত্র-পাত্রী ইঃর চরিত্র ফুটাইয়া তোলা। চরিত্রের অঙ্কন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চরিষ্ণু—জঙ্গম; গমনশীল, চলনশীল, যাহা চলাফেরা করিতে পারে এমন, movable. চর্+ইষ্ণু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

চরু—যাগ-যজ্ঞ বা পূজা-পার্বণে দেবতাকে নিবেদ্য দুগ্ধে সিদ্ধ পায়সান্ন। চর্ (ভক্ষণ করা)+উ কর্ম। বি; পুং।

চরুস্থালী—চরুপাকের পাত্র, চরু রান্না করিবার ভাণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চর্চ(র্চ্চ)রী—১। চাঁচর উৎসব। চর্চ্+অরন্ কর্ম+ঈপ্। ২। বাদ্যযন্ত্র বিঃ; প্রাচীন গান বিঃ; কুঞ্চিতকেশ; হর্ষক্রীড়া; আস্ফালন-সূচক বাক্য; ছন্দ বিঃ। চর্চ্+অরন্ করণ, কর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চর্চা(র্চ্চা)—আলোচনা, অনুশীলন; চিন্তা, অনুধ্যান; বিচার; চন্দনাদি দ্বারা দেহ লেপন। চর্চ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

চর্চি(র্চ্চি)ত—১। চন্দনাদি দ্বারা লেপিত, যাহাতে চন্দনাদি মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; আলোচিত, চিন্তিত, অন্বিত। চর্চ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। চন্দন-লেপন। চর্চ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

চর্পট—চপেট, চাপড়; বিস্তার। চর্প্+অটন্ কর্তৃ। বি; পুং।

চর্পটী—চাপড়া ষষ্ঠী [ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতিথিতে এই ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়। পুত্রবতী হিন্দুমহিলাগণ এই দিনে ক্ষীরের চাপড়া ও পিটুলির চাপড়া ষষ্ঠীদেবীকে নিবেদন করিয়া ভোজন করেন; এই কারণে ইহাকে চাপড়া ষষ্ঠী বলে]। বি; স্ত্রী।

চর্ব(র্ব্ব)ক—চর্বণকারী, যাহা দ্বারা চিবানো যায় এমন, premolars. চর্ব্+ণক কর্তৃ। বিণ।

চর্ব(র্ব্ব)ণ—চিবানো, দন্ত দ্বারা চূর্ণ করা; স্বাদগ্রহণ। চর্ব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চর্ব(র্ব্ব)ণীয়—চিবাইবার মত, যাহা চিবাইয়া খাইতে হয় এমন, চর্বণযোগ্য, চর্ব্য। চর্ব্+অনীয় কর্ম। বিণ।

চর্বি—মেদ, বসা, fat. ফা-সূ। বি।

চর্বি(র্ব্বি)ত—চিবানো; ভক্ষিত, খাদিত। চর্ব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চর্বি(র্ব্বি)তচর্ব(র্ব্ব)ণ—পশুকর্তৃক খাওয়া জিনিস আবার মুখের মধ্যে আনিয়া চিবানো, রোমন্থন, জাবর কাটা; (ইহা হইতে) কথিত বিষয়ের পুনরুক্তি, যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহাই পুনরায় বলা; পানের পিক। চর্বিতের চর্বণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চর্ব্য(র্ব্ব্য)—চিবাইবার মত, চর্বণীয়, চর্বণ-যোগ্য। চর্ব্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

চর্ব্য(র্ব্ব্য)-চুষ্য-লেহ্য-পেয়—চিবাইয়া চুষিয়া চাটিয়া ও পান করিয়া খাইবার মত বিভিন্ন খাদ্য বস্তু, নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

চর্ম(র্ম্ম)—ফলক, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত নিবারণের জন্য আবরণ বিঃ, ঢাল। চর্+মক্ করণ। বি; ক্লী।

চর্ম (চর্মন্), **চর্ম্ম**—চামড়া, ছাল; ত্বক্; চাল; বর্ম। চর্+মন্ করণ। বি; ক্লী।

চর্ম(র্ম্ম)কার, চর্মা(র্ম্মা)র—চামার, মুচি। উপপদ; চর্মন্—কৃ+অণ্ কর্তৃ; চর্মন্—ঋ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং। [পুং।

চর্ম(র্ম্ম)গ্রন্থি—চামড়ার গাঁইট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

চর্ম(র্ম্ম)চক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—দেহস্থিত চক্ষু, স্থূলচক্ষু (অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষু নহে)। চর্মময় চক্ষুঃ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চর্ম(র্ম্ম)চটকা—বাদুড়। চর্মপক্ষা চটকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম(র্ম্ম)চটী, -চটিকা—চামচিকা; বাদুড়। চর্ম—চট্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্; চর্মচটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চর্ম(র্ম্ম)জ—১। রোম, লোম। বি; ক্লী। ২। চামড়া হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; চর্মন্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

চর্ম(র্ম্ম)ণ্বতী—মধ্য ভারতের একটি নদী, আধুনিক চম্বল। চর্মন্+মতুপ্+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

চর্ম(র্ম্ম)তরঙ্গ—চামড়ার কোঁচকানি; রেখা-যুক্ত ঢিলা চামড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চর্ম(র্ম্ম)দণ্ড—চাবুক, কোড়া। চর্মগঠিত দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চর্ম(র্ম্ম)দল—একপ্রকার বসন্ত, চামদল; কুষ্ঠরোগ বিঃ; খুশকি। চর্ম—দল্+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

চর্ম(র্ম্ম)দূষিকা—চর্মরোগ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ।

চর্ম(র্ম্ম)ধারী (-ধারিন্)—ফলকধারী, ঢালী। উপতৎ; চর্মন্—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

চর্ম(র্ম্ম)পাদুকা—জুতা, উপানৎ। চর্ম-নির্মিতা পাদুকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম(র্ম্ম)পুট, চর্ম(র্ম্ম)পুটক—চামড়ার তৈরী একপ্রকার পাত্র, কুপা। চর্মরচিত পুট, পুটক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চর্ম(র্ম্ম)পেটিকা—চামড়ার বেল্ট; চামড়ার বাক্স বা থলি। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম(র্ম্ম)ব্যবসায়—চর্মের ক্রয়বিক্রয় কার্য, চামড়ার কারবার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চর্ম(র্ম্ম)ব্যবসায়ী (-সায়িন্)—চামড়ার কারবারী। চর্মব্যবসায়+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ।

চর্ম(র্ম্ম)ময়—চামড়ার তৈরী। চর্মন্+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

চর্ম(র্ম্ম)যষ্টি—চামড়ার লাঠি, চাবুক। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্ম(র্ম্ম)রু—চর্মকার, মুচি। উপতৎ; চর্মন্—রু+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

চর্ম(র্ম্ম)স্থলী—১। চামড়া রাখিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। চামড়ার থলে, চামড়ার ব্যাগ। চর্মনির্মিতা স্থলী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চর্মা(র্ম্মা)বরণ—১। চামড়ার ঢাকনি, চর্মময় আচ্ছাদন। চর্মনির্মিত আবরণ, মধ্যপ কর্মধা। ২। চামড়ার কাপড়, অর্থাৎ কাপড়ের মত ব্যবহৃত হরিণাদি পশুর চামড়া। কর্মধা। বি; ক্লী।

চর্মা(র্ম্মা)র—'চর্মকার' দ্রঃ।

চর্মা(র্ম্মা)সন—১। হরিণাদি পশুর চামড়ার তৈরী আসন, অজিনাসন। চর্মনির্মিত আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শিব (ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করেন বলিয়া)। চর্ম আসন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চর্মি(র্ম্মি)ক—ঢালধারী সৈনিক, ঢালী। চর্ম+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

চর্মি(র্ম্মি)কা—চামড়ার কাগজ; ভোজ-পাতা; পার্চমেণ্ট, parchment. চর্মন্+ইক (ঠন্) বিকারার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চর্মী (চর্মিন্), **চর্ম্মী**—ঢালী, চর্মধারী; ভোজপাতার গাছ; কলাগাছ। চর্ম বা চর্মন্+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

চর্য(র্য্য)—আচরণীয়, অনুষ্ঠেয়, কর্তব্য। চর্+যৎ কর্ম। বিণ।

চর্যা(র্য্যা)—আচরণ, ব্যবহার; অনুষ্ঠান; চরিত্র; গতি; ভোজন; নিয়মের পালন; গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট ব্রতাদির অনুষ্ঠান। চর্+ক্যপ্ ভাব (নিপা)+আপ্। বি; স্ত্রী।

চর্যা(র্য্যা)পদ, -গীতি—বৌদ্ধতান্ত্রিকদের রচিত গান বিঃ (নবম দশম শতাব্দীতে তৎকালীন বাংলায় রচিত)। চর্যানির্দেশক পদ, গীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

চর্যা(র্য্যা)শীল—আলোচনা-পরায়ণ, শিক্ষা-

রত। চর্যা শীল যাহার, বহু। বিণ। বি, -**শীলতা**।

চল—১। চঞ্চল ; অস্থির ; জঙ্গম ; সবল, গতিবিশিষ্ট ; কম্পিত ; চলিত, ব্যবহৃত ; তরল ; পরিবর্তনশীল, variable. বিণ। ২। (গণিত) যে রাশি স্থির থাকে না, অবস্থানুসারে পরিবর্তনশীল রাশি। চল্+অচ্ কর্তৃ। ৩। চাঞ্চল্য। বি ; পুং। ৪। কম্প। চল্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি ; ক্লী। ৫। প্রচলন, রীতি, ফ্যাশন। বাংপ্র। বি।

চলই, চলইতে—চলিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলউ—চলুক। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলকানো—নাড়া পাইয়া উপচাইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চলচিত্ত, -চ্চিত্ত—১। চঞ্চলমতি, অব্যবস্থিতচিত্ত, যাহার মনের স্থিরতা নাই। চল, চলৎ চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। চঞ্চল মন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

চলচ্চিত্র—সিনেমার ছবি, বায়োস্কোপের ছবি। চলৎ (গতিশীল) যে চিত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

চলচ্ছক্তি—গতিশক্তি, চলাফেরা করিবার সামর্থ্য। চলতের (চলৎ শব্দ) শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চলচ্ছক্তিহীন—গতিশক্তিরহিত, যাহার চলাফেরা করিবার সামর্থ্য নাই এমন। চলচ্ছক্তি দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

চলৎ—চঞ্চল ; গমনশীল ; কম্পমান ; চলিত। চল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ ; ক্লী। [ক্রি।

চলত, চলতহি—চলিল, চলে। প্রা কপ্র।

চলতি—গতিশীল, চলন্ত ; প্রচলিত ; যাহার সহিত ব্যবহার চলে এমন ; কার্যশীল। বাংপ্র। বিণ। [বি।

চলতি-বলতি—উন্নতি, অভ্যুদয়। বাংপ্র।

চলৎশক্তি—চলচ্ছক্তি। বাংপ্র। বি।

চলন—১। গমন ; ভ্রমণ ; রীতি, আচার ; অনুষ্ঠান ; কম্পন। চল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। চরণ, পা। চল্+অনট্ করণ। ৩। হরিণ। বি ; পুং। ৪। চলনশীল ; কম্পযুক্ত। চল্+অন কর্তৃ। বিণ। ৫। চলতি থাকা, প্রচলন, ব্যবহার। বাংপ্র। বি।

চলনঘর—চলিবার ঘর ; যে ঘর দিয়া যাতায়াত করা যায়, যে ঘরে বিবাহাদি কাজকর্ম হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

চলনশীল—গতিশীল, চলিয়া যাওয়াই যাহার স্বভাব এরূপ, সচল। চলন শীল যাহার, বহু। বিণ। বি, -**শীলতা**।

চলনসই—কাজ চালাইবার উপযুক্ত ; মাঝারি গোছের। চলন+সই যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চলনা—চলন। প্রা কপ্র। বি।

চলনী—পরিবার কাপড়, ঘাগরা ; হস্তিবন্ধনী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

চলন্থু—চলিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলন্ত—গতিশীল, যাহা চলিতেছে এরূপ। চল্+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

চলপত্র—অশ্বত্থ গাছ। বহু। বি ; পুং।

চলব—চলিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলবিদ্যুৎ—যে বিদ্যুৎপ্রবাহ এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থে সহজেই সঞ্চালিত হয় তাহা, current electricity. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চলমান—চলন্ত। বাংপ্র। বিণ।

চলয়িতে—চলিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলয়ে—চলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলসি—চলিতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলা—১। গতিশীলা। চল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ। চল্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। যাত্রা করা ; হাঁটা, গমন করা ; প্রয়োজন নির্বাহ হওয়া ; দরকার মিটা ; দুলিতে থাকা ; না থামা, সরিয়া যাওয়া ; প্রচলিত থাকা ; মরণোন্মুখ হওয়া ; আচরণ করা ; সঞ্চরণ করা ; হইতে থাকা ; প্রসারিত হওয়া ; আচরণ করা ; সক্রিয় থাকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **কথামত চলা**—কথা শোনা, আদেশ পালন করা। **চলে চলা**—তাড়াতাড়ি হাঁটা। **দিন চলা, সংসার চলা**—সংসারের ব্যয় নির্বাহ হওয়া। **পেট চলা**—আহারের সংস্থান হওয়া। **মুখ চলা**—ঘন ঘন আহারের জন্য মুখ নাড়ানো ; খাওয়া ; জবাব করা ; গালি দেওয়া। **হাত-পা চলা**—প্রহারে হাত ও পায়ের ব্যবহার হওয়া ; কিল চড় লাথির ব্যবহার হওয়া।

চলাচল—১। যাতায়াত, যাওয়া-আসা ; ব্যবহার। বাংপ্র। বি। ২। অত্যন্ত চঞ্চল। চল্+অচ্ কর্তৃ (দ্বিত্ব ; চল-স্থানে চলা নিপা)। বিণ। ৩। চরাচর, স্থাবর-জঙ্গম। চল এবং অচল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

চলানো—গমন করানো, হাঁটানো ; চালানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চলা-ফেরা—যাতায়াত, যাওয়া-আসা ; ওঠাহাঁটা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

চলা-বুলা—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ানো। বাংপ্র। বি।

চলিত—১। যাহার চলন বা ব্যবহার আছে এরূপ, প্রচলিত, ব্যবহৃত, চলতি। বাংপ্র। ২। গত ; চঞ্চল ; কম্পিত। চল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। চলন, গতি। চল্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। **চলিত (চলতি) নিয়ম**—(গণিত) অঙ্ক-রীতি বিঃ, practice. **চলিত (চলতি) সম্পত্তি**—(অর্থশাস্ত্র) অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা সহজেই নগদ টাকায় পরিণত করা যায় এরূপ সম্পত্তি, liquid assets.

চলিয়ে—অতিশয় গমনশীল, হাঁটিতে বেশ মজবুত। চল্+ইয়ে (<ইয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

চলিষ্ণু—গমনশীল, যাহা স্থির নহে এরূপ ; গমনোদ্যত। চল্+ইষ্ণু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

চলু—চলে ; চলিল ; চল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলুঁ—চলি, চলিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলেন্দ্রিয়—অতি সামান্য কারণে যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিচলিত হয় এরূপ, অস্থিরচিত্ত। চল (চঞ্চল) ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

চলোর্মি(র্ম্মি)—ক্রীড়াশীল তরঙ্গ, চঞ্চল ঢেউ। চলা ঊর্মি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চল্লিশ—৪০-সংখ্যা ; ৪০-সংখ্যক। <চত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।

চল্লিশা—চালশা। বাংপ্র। বি।

চশম—চক্ষু, নেত্র ("বুড়া বিবি আসিয়াছে না দেখ চশমে"—বিজয় গুপ্ত) ; চক্ষুর্লজ্জা। ফা। বি।

চশমখোর—চক্ষুর্লজ্জাশূন্য ; উপকারীর উপকার অস্বীকার করিতেও যাহার সংকোচ বোধ হয় না এমন। <ফা 'চশমকোর'। বিণ।

চশমা—উপনেত্র ; নেত্রকাচ। <ফা 'চশমহ্'। বি।

চষক—১। মদ্যপান-পাত্র। চষ্+অক করণ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। মদ্য বিঃ ; মধু। চষ্+অক কর্ম। বি ; ক্লী।

চষা—১। কর্ষিত, যাহাতে চাষ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। চষ্+আ কর্ম। বিণ। ২। কর্ষণ করা, চাষ দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **উঠান চষা**—কোন প্রজা বা প্রতিবাসীকে উঠাইয়া দিবার জন্য নির্যাতন করা।

চষানো—চাষ করানো, কর্ষণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চষিত—কর্ষিত, চষা, যাহাতে চাষ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। চষ্+ইত কর্ম। বাংপ্র। বিণ। [বি।

চষীপোকা—একপ্রকার চর্মকীট। বাংপ্র।

চহট—চাকচিক্য, চটক, জৌলুস। প্রাদে। বি।

চা—১। গুল্ম বিঃর পত্র ; চা-পাতা হইতে প্রস্তুত পানীয়। চীনা শব্দ। ২। স্পৃহা, বাঞ্ছা। বাংপ্র। বি।

চাই—১ দৃষ্টিপাত করি, দেখি ; প্রার্থনা করি, যাচ্ঞা করি। বাংপ্র। ক্রি। ২। দরকার, আবশ্যক। বাংপ্র। অ। ৩। চাহিয়া, দেখিয়া ; চাহিল ; চাহে ; চাহি। প্রা কপ্র। ক্রি।

চাইতে—১। চাহিতে, দেখিতে। অস-ক্রি। ২। চেয়ে, অপেক্ষা। বাংপ্র। অ।

চাউনি—দৃষ্টি, অবলোকন। চাহ্+উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

চাউর—বিখ্যাত ("তাই পিসিকে 'মতিলাল চার্ব' নামে শুভাকাঙ্ক্ষীরা 'চাউর' করেছেন" —কেদার বন্দ্যো) ; প্রচারিত ; বিদিত। বাংপ্র। বিণ। [বি।

চাউল—তণ্ডুল, পরিষ্কৃত ধান্য। <তণ্ডুল।

চাউল-পড়া—মন্ত্রপূত তণ্ডুল, যে তণ্ডুলে মন্ত্র-সহ পাঠ করা হইয়াছে। (চোর ধরিতে ব্যবহৃত)। পড়া চাউল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চাউল-মুগরা—ওষধি বিঃ (ইহার বীজ হইতে চর্মরোগের তৈল প্রস্তুত হয়)। বাংপ্র। বি।

চাওয়া—১। দেখা, দৃষ্টিপাত করা ; প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখা ; অভয়দান করা ; প্রার্থনা করা ; তাগিদ করা ; প্রয়োজন হওয়া ; অভাব হওয়া, কম পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **চোখ চাওয়া**—চোখ খুলিয়া দেখা ; সজাগ হওয়া। **পথ চাওয়া**—কাহারও অপেক্ষায় থাকা। **মুখ চাওয়া**—মুখাপেক্ষী হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া**—ঘাড় তুলিয়া দেখা ; প্রসন্ন হওয়া। **ফিরে চাওয়া**—পিছন ফিরিয়া দেখা ; পুনরায় দেখা ; প্রসন্ন হওয়া। ২। প্রার্থিত, যাচিত। বাংপ্র। বিণ।

চাওয়া-চাওয়ি—দৃষ্টিবিনিময়, পরস্পরকে দেখা ; পরস্পর যাচ্ঞা। বাংপ্র। বি।

চাঁই—১। প্রধান নেতা, সর্দার ; বৃহৎ খণ্ড, চাঙড়া। হি। বি। ২। অনুকার শব্দ। অ।

চাঁই-চুঁই—উনানের উপর পাত্রে করিয়া কোন কিছু সাঁতলানির শব্দ। বাংপ্র। বি।

চাঁচ—নলনির্মিত আস্তরণ, চাঁচাড়ির তৈয়ারী দর্মা ; গালা। <চঞ্চা। বি।

চাঁচনি, চাঁচুনি—যাহা দ্বারা চাঁচা হয়, ঝিনুক প্রঃ ; দুধ জ্বাল দিবার পাত্রে দুধের যে অংশটুকু লাগিয়া থাকে তাহা (ঝিনুক প্রঃ দ্বারা চাঁচিয়া তুলিতে হয় বলিয়া)। চাঁচ+অনি, উনি করণ, কর্ম। বাংপ্র। বি।

চাঁচর—১। কোঁকড়া ('— চুল')। বিণ। ২। দোলযাত্রার পূর্ব রাত্রিতে আগুন জ্বালাইয়া যে উৎসব করা হয় তাহা, নেড়া পোড়া। <চর্চরী। বি।

চাঁচা—১। মার্জিত, ছোলা। চাঁচ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ২। ছোলা, অস্ত্রাদি দ্বারা ঘষিয়া কিয়দংশ তুলিয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চাঁচা-ছোলা—চাঁচিয়া পরিষ্কার করা ; নীরস ; রূঢ় ; অভদ্র। বাংপ্র। বিণ।

চাঁচা-পোঁছা—নিঃশেষে উৎসাদিত ; উত্তমরূপে পরিষ্কৃত। বাংপ্র। বিণ।

চাঁচাড়ি, চেঁচাড়ি—বাঁশের পাতলা ফালি। বাংপ্র। বি।

চাঁছি—জ্বাল দেওয়া দুগ্ধাদির পাত্রসংলগ্ন বস্তু (যাহা চাঁচিয়া তুলিতে হয়)। বাংপ্র। বি।

চাঁচুনি—'চাঁচনি' দ্রঃ।

চাঁটা—মাথার পিছনে জোরে মারা চড় (আস্তে মারিলে চাঁটি)। <চপেট। বি। ক্রি—**চাঁটানো**।

চাঁটি—চপেটাঘাত, চাপড় মারা ; তবলা প্রঃ বাদ্যযন্ত্রে করাঘাত। <চপেট। বি।

চাঁড়াল—চণ্ডাল, নীচ জাতি বিঃ। <চণ্ডাল। বি।

চাঁদ—চন্দ্র, নিশাকর, শশাঙ্ক ; (ব্যজার্থে) কুৎসিত ব্যক্তি ; বন্ধুর প্রতি সম্বোধন। <চন্দ্র। বি। **চাঁদের হাট**—ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীতে ভরা সুখের সংসার ; রূপবান্ বা রূপবতীদের একত্র সমাগম।

চাঁদকপালে—শুভলক্ষণযুক্ত ; কপালে চাঁদের মত চিহ্নযুক্ত ('— বাছুর')। বাংপ্র। বিণ।

চাঁদড়—ওষধি বিঃ, সর্পগন্ধা। বাংপ্র। বি।

চাঁদনি—চাঁদোয়া ; বারান্দা ; সিংহদ্বারের উপরিস্থিত গৃহ ; চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। বাংপ্র। বি।

চাঁদনী—জ্যোৎস্নালোকিতা। বাংপ্র। বিণ।

চাঁদপানা—চাঁদের মত। বাংপ্র। বিণ।

চাঁদবদন, -মুখ—১। চাঁদের মত সুন্দর মুখ, চন্দ্রানন। চাঁদ-সদৃশ বদন, মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি। ২। চন্দ্রতুল্য সুন্দর-মুখবিশিষ্ট, যাহার মুখখানি চাঁদের মত সুন্দর এমন। চাঁদ-সদৃশ বদন, মুখ যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

চাঁদবদনী—চন্দ্রাননা, চন্দ্রতুল্য সুন্দরমুখ-বিশিষ্টা। চাঁদবদন (২)+ঈপ্। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

চাঁদমারি—যুদ্ধাভিনয়, কৃত্রিম যুদ্ধ ; গুলি-নিক্ষেপ অভ্যাস করিবার লক্ষ্যবস্তু, target ; শরব্য। বাংপ্র। বি।

চাঁদমালা—পূজাদিতে ব্যবহার্য শোলার তৈয়ারী একপ্রকার মালা। বাংপ্র। বি।

চাঁদা—১। সাধারণের কার্যের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দেয় অর্থ, বারোয়ারি কাজের জন্য যে টাকাপয়সা দেওয়া হয় তাহা। <ফা 'চন্দ'। ২। ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ। ৩। কোণমান যন্ত্র ; কোণচক্র, protractor ; ব্রহ্মতালু। চাঁদ+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। ৪। চন্দ্র (আদরে)। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

চাঁদাড়—গৃহের পশ্চাৎ বা পার্শ্বভাগ।

চাঁদি—রৌপ্য ; বিশুদ্ধ রৌপ্য ; মাথার উপরিভাগ, ব্রহ্মতালু। চাঁদ+ই সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।

চাঁদিনী—চন্দ্রালোকিতা, জ্যোৎস্নাময়ী। চাঁদ+ইনী যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

চাঁদোয়া—চন্দ্রাতপ, সামিয়ানা। <চন্দ্রাতপ। বি।

চাঁপাকলি—চাঁপাফুলের কুঁড়ি ; স্ত্রীলোকের গলায় হার বিঃ। বাংপ্র। বি।

চাঁপা—চম্পক পুষ্প। <চম্পক। বি।

চাক—মধুচক্র, মৌচাক ; বোলতার বাসস্থান ; কুম্ভকারের চক্র। <চক্র। বি।

চাকচক্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। চকচক+য্যঞ্ ভাবে। বি।

চাকচিক্য—চকচকে ভাব, উজ্জ্বলতা। বাংপ্র। বি।

চাকতি—চক্রাকার বস্তু ; চাক ; রুটি প্রঃ বেলিবার গোলাকার পাত্র। চাক্+তি স্বার্থে। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

চাকন—আস্বাদগ্রহণ। চাক্+অন ভাব।

চাকনচিকন—১। মসৃণ এবং উজ্জ্বল, চকচকে। বিণ। ২। পারিপাট্য ; ঔজ্জ্বল্য। বাংপ্র। বি।

চাকনদার—যে আস্বাদ গ্রহণ করে, স্বাদ-গ্রহণ পরীক্ষায় দক্ষ ব্যক্তি। চাকন+দার কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বি।

চা-কর—চা-আবাদকারী, চা-উৎপাদক, tea-planter. চা করে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

চাকর—ভৃত্য, কর্মচারী। ফা। বি ; পুং।

চাকরবাকর—দাসদাসীগণ। ফা-মু। বি।

চাকরান—চাকর বা কর্মচারীদের ভরণ-পোষণের জন্য যে জমি দেওয়া হয় তাহা ; মাহিনার বদলে দেওয়া জমি। ফা। বি।

চাকরানী—দাসী, ভৃত্যা, সেবিকা, পরি-চারিকা। চাকর+আনী। ফা-মু। বি ; স্ত্রী। পুং—**চাকর**।

চাকরি, চাকুরি—পরাধীন কর্ম, দাসত্ব, মাহিনা লইয়া অপরের কাজ করা ; দারিদ্র্য। চাকর+ই কর্মার্থে। ফা-মু। বি।

চাকরে, চাকুরিয়া, চাকুরে—দাসত্ব-কারী, পরকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ; উপার্জনকারী ; যে বেকার নহে এরূপ ব্যক্তি। ফা-মু। বি।

চাকলা—১। কয়েকটি পরগনার সমষ্টি। <চক্র। ২। আম প্রঃ ফলের কাটা খণ্ড বা ফালি। বাংপ্র। বি।

চাকলাদার—চাকলার অধিকারী, চাকলা-ভোগকারী ; মুসলমান-আমলে প্রাপ্ত বাঙ্গালীর উপাধি বিঃ। চাকলা+দার অধি-কৃতার্থে। বাংপ্র। বি।

চাকা—১। রথাদির চক্র ; চাক, চাকতি, চক্রাকার খণ্ড ; ডেলা, চাপ ; কালচক্র। <চক্র। বি। ২। চাকার মত গোল। বাংপ্র। বিণ। **চাকা ঘুরিয়া যাওয়া**—অবস্থার বিশেষ রূপ পরিবর্তন হওয়া।

চাকি—১। চাকতি, গোলাকার বস্তু ; রুটি লুচি বেলিবার কাঠের বা পাথরের গোল পাত্র বিঃ ; যাঁতা ; যাঁতার দুই পাটি পাথর। চাক+ই সদৃশার্থে। <চক্র। ২। কায়স্থ-দিগের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

চাকু—ছুরি। তু। বি।

চাকুনে—স্বাদপরীক্ষক, স্বাদগ্রাহী। চাকন+এ কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**চাকুনী**।

চাকুন্দা—শাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

চাকুরি—'চাকরি' দ্রঃ।

চাকুরিয়া, চাকুরে—'চাকরে' দ্রঃ।

চাকুলে—ওষধি বিঃ, পৃশ্নিপর্ণী। <চক্রকুল। বি।

চাক্রিক—যাহারা চক্রাকারে দলবদ্ধ হইয়া স্তুতি পাঠ করে; গাড়োয়ান। চক্র+ইক চরে ইঃ অর্থে। বি; পুং।

চাক্ষুষ—১। যাহা চোখে দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ, প্রত্যক্ষ। বিণ। স্ত্রী, **-ষী**। ২। নিজের চোখে দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। চক্ষুস্+অণ্ সম্পন্ন অর্থে। বি; ক্লী। ৩। ষষ্ঠ মনু। বি; পুং।

চা-খড়ি—সাদা খড়িমাটি। বাংপ্র। বি।

চাখা—আস্বাদন করা, স্বাদগ্রহণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চাগা—বর্ধিত হওয়া, বাড়িয়া উঠা; উত্থিত হওয়া; উত্তেজিত হওয়া; দৃঢ়সংলগ্ন বস্তুর আলগা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চাগানো—অত্যন্ত ভারী জিনিসকে মাটি হইতে কিছুটা উপরে উঠানো; কোন কিছুর সহিত শক্তভাবে লাগা জিনিসকে আলগা করা; উত্তেজিত করা; বাড়াইয়া তোলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বি।

চাঙ, চাঙ্গ—উঁচু মাচা, বড় মাচা। প্রাদে।

চাঙা, চাঙ্গা—সুস্থ, নীরোগ; অবসাদ-মুক্ত; সবল; সজ্ঞান; দৃঢ়, মজবুত। <চঙ্গ। বিণ।

চাঙারি, চাঙ্গারি—বাঁশের তৈরী এক-প্রকার ঝুড়ি, চেঙ্গারি, ডালা, টুকরি। <চঙ্গোটক। বি।

চাঙড়, চাঙড়, চাঙড়া—মাটির চাপ, ঢেলা, বড় ঢিল। বাংপ্র। বি।

চাচা—পিতৃব্য, কাকা বা জেঠা। হি-মু (<তাত)। বি; পুং। স্ত্রী—**চাচী**।

চাচাতো—খুড়তুতো। বাংপ্র। বিণ।

চাঞা—আগিয়া, চাহিয়া; তাকাইয়া, অপেক্ষা করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

চাঞ্চল্য—চঞ্চলতা, অস্থিরতা। চঞ্চল+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

চাট—১। চাটিয়া খাওয়ার মত জিনিস; মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য; মদ্যাদি পান করিবার পর ব্যবহার্য মুখরোচক খাদ্য বিঃ; গরু ঘোড়া প্রঃর পদাঘাত। বাংপ্র। বি। ২। বিশ্বাস-ঘাতক; চোর। চট্+অন্ কর্তৃ। বি; পুং।

চাটনি—মুখরোচক অম্লমধুর খাদ্যবস্তু। হি-মু। বি।

চাটা—১। যাহা জিহ্বা দ্বারা লেহন করা হইয়াছে এরূপ, লীঢ়। বিণ। ২। খেজুর-পাতা প্রঃ দ্বারা তৈরী দরমা। বি। ৩। জিহ্বা দ্বারা লেহন করা। হি-মু। বাংপ্র। ক্রি। **পা চাটা**—স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীনভাবে তোষামোদ করা। **পাত চাটা**—উচ্ছিষ্ট ভোজন করা; পরের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া।

চাটাই—দরমা; তালপাতা ইঃ বুনিয়া তৈয়ারী আস্তরণ। বাংপ্র। বি।

চাটাচাটি—পরস্পরকে চাটা; বারবার চাটা; পরস্পরের মধ্যে অতিশয় প্রণয়; অত্যন্ত খাতির; ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

চাটানো—লেহন করানো। বাংপ্র। ক্রি। [, বি, বিণ।] [বাংপ্র। বিণ।

চাটাল, চাটালো—চওড়া, বিস্তৃত, প্রশস্ত।

চাটি—১। ধ্বংস, লোপ, নাশ ('ভিটেমাটি — করা')। প্রাদে। ২। চাঁটি (তাহা দ্রঃ)। ৩। বড় মাটির গামলা। প্রাদে। বি।

চাটিম—মর্তমানজাতীয় কলা। বাংপ্র। বি।

চাটু—১। স্তুতিবাক্য; মিথ্যা প্রিয়বাক্য, খোশামোদ। চট্ ('ক্রোধ' ভেদ করা)+ঞুণ্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। লৌহ বা মৃত্তিকায় নির্মিত কম গভীর চাটালো রন্ধনপাত্র বিঃ, তাওয়া। <চটুক। বি।

চাটুক—স্তুতিবাক্য; মিথ্যা অথচ প্রিয়বাক্য; তোষামোদ। চাটু+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

চাটুকার—প্রিয়ভাষ', খোশামুদে, স্তুতি-বাদক। উপতৎ; চাটু—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

চাটুতি—চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। বাংপ্র। বি।

চাটুপটু, চাটুবটু—প্রতারক, ভণ্ড; ভাঁড়, বিদূষক; যে বিলক্ষণ খোশামোদ করিতে পারে এরূপ। চাটুতে পটু, ৭মীতৎ; চাটু-কারক বটু, মধ্যপ কর্মধা। বিণ।

চাটুবাদ—খোশামোদের কথা, প্রিয়বচন; অন্যের প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত অতিরিক্ত প্রিয়বাক্যকথন। কর্মধা। বি; পুং।

চাটুবাদী (-বাদিন্), **চাটুভাষী** (-ভাষিন্)—চাটুকার, খোশামুদে। উপতৎ; চাটু—বদ্, ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী, -বাদিতা, -ভাষিতা**।

চাটুয্যে—ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের উপাধি বিঃ, চট্টোপাধ্যায়। বাংপ্র। বি।

চাটূক্তি—প্রিয়কথা, স্তুতিবাক্য; মিথ্যা স্তুতিবাক্য, খোশামোদ। চাটু (প্রিয়) উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চাট্টি—কিছু, চারিটি। বাংপ্র। বিণ।

চাট্টিখানি, -ক—কিছু পরিমাণ; তুচ্ছ। বাংপ্র। বিণ।

চাড়—আগ্রহ, যত্নাতিশয়; অত্যন্ত জেদ; ঠেকনা; দণ্ড ইঃ ঢুকাইয়া চাপ। বাংপ্র। বি।

চাড়া—উপরে তুলিয়া ধরিবার নিমিত্ত খোঁটা বা ঠেকনা; উপরদিকে ঠেলা বা তুলিয়া ধরা; দণ্ড ইঃ ঢুকাইয়া চাপ। বাংপ্র। বি।

চাড়ি—চাড়া, ঠেকনা; বড় মাটির গামলা। বাংপ্র। বি।

চাড়ুয্যে—চট্টোপাধ্যায়। বাংপ্র। বি।

চাণক্য—প্রসিদ্ধ কূটনীতিজ্ঞ পণ্ডিত। চণক+যঞ্-গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং।

চাণক্যনীতি—চাণক্যের অর্থনীতি। চাণক্য-উপদিষ্টা নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চাণক্যশ্লোক—চাণক্য-সংকলিত নীতি-শ্লোক। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চাণ্ডাল—নিষাদ, চাঁড়াল। চণ্ডাল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-লী**।

চাতক—একজাতীয় পক্ষী [কবিপ্রসিদ্ধি এইরূপ—ইহারা মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না; সেইজন্য 'ফটিক জল' বলিয়া মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে]। চত্+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**চাতকী, চাতকিনী** (কপ্র)।

চাতর—১। কৌশল, চাতুরী। <চাতুরী। ২। পরিসর, আয়তন; পুষ্করিণী প্রঃর আয়তন। <চত্বর। ৩। হাট, বাজার; বহুলোকপূর্ণ স্থান; নদীগর্ভ; জলাশয়ের তলদেশ। প্রা কপ্র। বি।

চাতাল—খোলা জায়গা, গৃহাদির সম্মুখস্থ অনাবৃত স্থল; দালান, বারান্দা, দরদালান; অনাবৃত বারান্দা; নদী পুষ্করিণী প্রঃর ঘাটের সিঁড়ির উপরিস্থিত পাকা শান। <চত্বাল বা চত্বর। বি।

চাতুর—১। গোলবালিশ। বি; পুং। ২। চারিজনকে বহিবার শকট। চতুর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ৩। চতুরতা। চতুর+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

চাতুরাশ্রম্য—ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য—এই চারি আশ্রমের ধর্ম। চতুরাশ্রম+ষ্যঞ্ কর্মার্থে। বি; ক্লী।

চাতুরিক—সারথি, রথাদি-পরিচালক। চতুর্ (রথ)+ইক সঞ্চালনার্থে। বি; পুং।

চাতুরিকা, চাতুরী—১। চতুরতা, নৈপুণ্য। চতুর+অণ্ ভাবে+স্ত্রী আপ্—চাতুরী; চাতুরী+কন্ স্বার্থে+ঈপ্—চাতুরিকা। বি; স্ত্রী। ২। প্রবঞ্চনা; শঠতা। বাংপ্র। বি।

চাতুর্থ(র্ধ)ক—চতুর্থীতে জাত। চতুর্থী+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চাতুর্ব(র্ব)র্ণ্য—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চারি জাতি। চতুর্বর্ণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। ২। চারিবর্ণের ধর্ম। চতুর্বর্ণ+ষ্যঞ্ কর্মার্থে। বি; ক্লী। ৩। চতুর্বর্ণসম্বন্ধীয়। চতুর্বর্ণ+ষ্যঞ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ।

চাতুর্বি(র্বি)দ্য—যে ঋক্ সাম যজু অথর্ব—এই চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে এরূপ; যে আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা ও দণ্ডনীতি—এই চতুর্বিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে এরূপ। চতুর্বিদ্যা+অণ্ অধ্যয়নার্থে। বিণ।

চাতুর্ভৌতিক—ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন (দেহাদি) [ন্যায়মতে—আকাশ উপাদানের অনাবশ্যকতা নির্দিষ্ট আছে]। চতুর্ভূত+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চাতুর্মা(র্মা)স—চারি মাসে যাহা হয় এমন। চতুর্মাস+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সী**।

চাতুর্মা(র্মা)সিক—চারি মাসে করণীয়, যাহা চারি মাস ধরিয়া করিতে হয় এমন। চতুর্মাস+ইক সম্পাদ্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চাতুর্মা(র্মা)স্য—চারি মাস ধরিয়া যে ব্রত করা হয় তাহা (এই ব্রত আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা পূর্ণিমাতে বা কর্কট-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে, পূর্ণিমাতে বা তুলা-সংক্রান্তিতে সমাপন করিতে হয়)। চতুর্মাস+ণ্য বিহিতার্থে। বি; ক্লী।

চাতুর্য(র্য্য)—১। চতুরতা, নৈপুণ্য। চতুর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী। বিণ—**চতুর**। ২। প্রবঞ্চনা, শঠতা। বাংপ্র। বি।

চাদর—উত্তরীয় বস্ত্র বিঃ, উড়ানি; বিছানার ঢাকনি; ধাতুময় পাত; কোন চওড়া বস্তু। ফা। বি।

চা-দান, চা-দানি—চা ভিজাইবার পাত্র, tea-pot. বাংপ্র। বি।

চান—১। নাওয়া, অবগাহন। <স্নান। বি। ২। দৃষ্টিপাত করেন; চাহেন, প্রার্থনা করেন। বাংপ্র। ক্রি।

চানক—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। <চন্দ্রক। বি।

চানকানো—উত্তেজিত বা তৎপর করা; রোদে শুকানো; গরম করা; রং দিয়া উজ্জ্বল করা; ঈষৎ ভাজা; প্রতিমার চক্ষু-দান করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চানা—ছোলা, বুট। <চণক। বি।

চানাচুর—তৈলে ছোলা ভাজা; মসলা-মিশানো ডাল বাদাম ঝুরিভাজা ইঃ। চানার চুর (<চূর্ণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

চান্দ—চাঁদ, চন্দ্র। কপ্র। বি।

চান্দউজোর, -উজোরী—চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল, চন্দ্রালোকিত। প্রা কপ্র। বিণ।

চান্দড়—একপ্রকার সর্পবিষনাশক ওষধি, সর্পগন্ধা। প্রা কপ্র। বি।

চান্দনিক—চন্দননির্মিত; চন্দনচর্চিত। চন্দন+ইক সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চান্দনিয়া—চাঁদের আলোয় ভরা, জ্যোৎস্না-ময়। প্রা কপ্র। বিণ।

চান্দনী—১। চন্দনা পাখি। বি; স্ত্রী। ২। জ্যোৎস্নাময়ী, চাঁদিনী, চন্দ্রালোকিতা। প্রা কপ্র। বিণ।

চান্দা—১। সাধারণকার্যে দেয় অর্থ, চাঁদা। চাঁদা মাছ। চান্দ+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র ২। চন্দ্র, চাঁদ। প্রা কপ্র। ৩। চাঁদোয়া <চন্দ্রক। বি। ৪। চন্দ্রাকারচিহ্নযুক্ত; (কপাল প্রঃতে) চন্দ্রচিহ্নযুক্ত। চান্দ+অ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চান্দিনা—গৃহবিশিষ্ট; মণ্ডপবিশিষ্ট ('— ভিটা')। বাংপ্র। বিণ।

চান্দ্র—১। চন্দ্রসম্বন্ধীয়; চন্দ্রের তিথি ধরিয়া গণিত বা গণনা-ফলে লব্ধ; চন্দ্রনিয়মিত। বিণ। স্ত্রী—**চান্দ্রী**। ২। চন্দ্রকান্ত মণি; চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে গণিত মাস, ত্রিশটি তিথিযুক্ত মাস; চন্দ্রলোক। বি; পুং। ৩। চান্দ্রায়ণ ব্রত; ব্যাকরণ বিঃ। চন্দ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

চান্দ্রবৎসর—দ্বাদশ-চান্দ্রমাসযুক্ত বর্ষ, তিথি অনুসারে গণিত বৎসর। চান্দ্র বৎসর, কর্মধা। বি; পুং।

চান্দ্রমস—১। চন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-সী**। ২। মৃগশিরা নক্ষত্র। চন্দ্রমস্ (চন্দ্র) +অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

চান্দ্রমান—চন্দ্র দ্বারা কালপরিমাণ। চান্দ্র মান, কর্মধা। বি; পুং।

চান্দ্রমাস—চন্দ্রকে ধরিয়া গণনা-ফলে লব্ধ মান, ত্রিশটি তিথিযুক্ত মাস [কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই মাসের গণনা করা হয়]। কর্মধা। বি; পুং।

চান্দ্রায়ণ—চন্দ্রব্রত, শুক্লা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত একমাস প্রত্যহ আহারের বিশেষ নিয়ম ('একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্ধয়েৎ'); প্রায়শ্চিত্ত বিঃ। চান্দ্র—অয়্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

চান্দ্রায়ণিক—চান্দ্রায়ণব্রতকারক, চান্দ্রায়ণ-ব্রতে দীক্ষিত। চান্দ্রায়ণ+ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চান্দ্রিক—চন্দ্রসম্বন্ধীয়। চন্দ্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চান্দ্রী—১। চন্দ্রপত্নী; জ্যোৎস্না; শ্বেত-কণ্টকারী। চন্দ্র+অণ্ জাতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রসম্বন্ধীয়া। চান্দ্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চাপ—১। ধনুক; (জ্যামিতি) বৃত্ত-পরিধির অংশ, arc; (জ্যোতিষ) মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া নবম রাশি; ধনূরাশি। চপ্+অণ্ বিকারার্থে। বি; পুং বা ক্লী। ২। ভার, pressure; পেষণ; ঠেলা; পীড়াপীড়ি; পীড়ন। চপ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৩। খণ্ড, টুকরা; জমাট দ্রব্য। বি। ৪। জমাট; ঠাসা। হি। বিণ।

চাপকান—হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একপ্রকার ঢিলা জামা। হি। বি।

চাপধার—ধনুর্ধর। প্রা কপ্র। বি।

চাপধারি—ধনুর্বিদ্যা। চাপধার+ই কর্মার্থে। প্রা কপ্র। বি।

চাপ-চাপ—আঁট-সাঁট; জমাট; ডেলা-ডেলা। বাংপ্র। বিণ।

চাপট—আস্ফালন; দাপট; তেজ; চপেটা-ঘাত, চাপড়, থাবড়া। বাংপ্র। বি।

চাপটা, চেপটা—চওড়া, চেটাল; পিষ্ট, পেষিত। বাংপ্র। বিণ।

চাপটানো—চেপটা করা; পিষ্ট করা, পেষা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চাপটি—হাঁটু গুটাইয়া পাছায় ভর, থাবান। বাংপ্র। বি।

চাপড়—চড়, করতলপ্রহার, থাবড়া। <চপেটা। বি।

চাপড়া—চাপড়াইয়া তৈরী জিনিস; ষষ্ঠীব্রত বিঃ, চাপড়াষষ্ঠী। বাংপ্র। বি।

চাপড়া, চাবড়া—মাটি প্রঃর সহিত চাপবাঁধা ঘাসের মোটা চাকলা। বাংপ্র। বি।

চাপড়ানো—চাপড় মারা, চড়ানো, ধীরে ধীরে করাঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **কপাল চাপড়ানো**—ভাগ্যের দোষ দিয়া কপালে করাঘাত করা। **গালে মুখে চাপড়ানো**—ক্ষোভ বা আপসোসে গালে মুখে চড় মারা। **পিঠ চাপড়ানো**—উৎসাহ দিবার জন্য বা প্রশংসায় পিঠে করাঘাত করা। **বুক চাপড়ানো**—শোকে বুকে চড় মারিতে থাকা। ভাববাচক বি—**চাপড়ানি**।

চাপদণ্ড—যাহা দ্বারা জলাদি উপরে উঠে ও নীচে নামে—যেমন পিচকারির দণ্ড, piston. চাপদায়ক দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চাপদাড়ি—গালজোড়া ঘন দাড়ি। বাংপ্র। বি।

চাপন—ভার দেওয়া, টিপা; ঠেলা; পীড়ন; আরোহণ, চড়া; কাহারও উপর পড়া, আক্রমণ। বাংপ্র। বি।

চাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা বায়ুর চাপ মাপা যায় তাহা, barometer. চাপের মান, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চাপরাস—পদপরিচায়ক চিহ্ন, পেয়াদা প্রঃর পরিচায়ক ধাতুর তৈরী পাটা। <ফা 'চপ-রাস্ত্'। বি।

চাপরাসী—চাপরাসধারী, পদনির্দেশক সঙ্গী ভৃত্য; পেয়াদা। চাপরাস (<ফা 'চপ-রাস্ত্') +ঈ যুক্তার্থে। ফা-মূ। বি।

চাপল, চাপল্য—চাঞ্চল্য, অস্থিরতা; ঔদ্ধত্য; অনবস্থিতি; অবিমৃশ্যকারিতা। চপল+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

চাপা—১। গোপন করা, লুকানো; আবৃত করা, ঢাকা; চাপ দেওয়া, পীড়া দেওয়া; আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হওয়া; আরোহণ করা, চড়া; টেপা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঘাড়ে চাপা—গলগ্রহ হওয়া। **চাপা পড়া**—ঢাকা পড়া; অন্য প্রসঙ্গ বা কাজ ইঃ দ্বারা কোন প্রসঙ্গ বা কাজ বন্ধ থাকা, গৌণ মনে হওয়া। **চাপিয়া ধরা**—পীড়াপীড়ি করা, অনুনয়-বিনয় করা। **চাপিয়া বলা**—শীঘ্র না উঠা; অধিকারে আনা। **২।** গুপ্ত, লুক্কায়িত; আবৃত, আচ্ছাদিত; পীড়িত; আক্রান্ত; রুদ্ধ; জড়িত; অস্পষ্ট; চাপযুক্ত; ঠাসা; থেবড়া, বসা; টোল-খাওয়া; সব কথা খুলিয়া বলে না এমন। চাপ্+আ কর্তৃ, কর্ম। বাংপ্র। বিণ। **৩।** আচ্ছাদন; চাপপ্রয়োগ; ঠেলা; ভারী দ্রব্য। চাপ্+আ ভাব। বাংপ্র। বি।

চাপাচাপি—গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি; পীড়াপীড়ি; পরিমাণাতিরিক্ত; বেশিবেশি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চাপাচুপি—গোপনের নানারকম চেষ্টা; ঢাকাঢাকি। বাংপ্র। বি।

চাপাটি—হাতে চাপড়াইয়া তৈরী মোটা রুটি। <চর্পটি। বি।

চাপাদার—ব্যবসায়ীর জিনিস যে পাল্লায় চড়াইয়া ওজন করিয়া দেয়। বাংপ্র। বি।

চাপান—আরোপ বা আরোপণ, এক বস্তুর ধর্ম অন্য বস্তুতে স্থাপন; (কবিগান প্রঃতে) প্রতিপক্ষের নিকট কৃত প্রশ্ন। বাংপ্র। বি।

চাপানো—আরোহণ করানো, চড়ানো; চাপ দেওয়া; দায়িত্ব অর্পণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চাপিল—সংকীর্ণ, স্বল্পপরিসর; আঁটসাট। বাংপ্র। বিণ।

চাপী (চাপিন্)—**১।** চাপবিশিষ্ট, ধনুর্ধারী। বিণ। স্ত্রী—**চাপিনী। ২।** শিব। চাপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

চাবকানো—চাবুক মারা, কশাঘাত করা; অপমানের উদ্দেশ্যে কড়া কথা বলা। <'চাবকা' (<চাবুক)-নামধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চাবড়া—'চাপড়া ২' দ্রঃ।

চাবি—তালা খুলিবার যন্ত্র, কুঞ্চিকা; হারমোনিয়মের স্টপার; ঘড়ির স্প্রিং মোচড়াইবার (দম দিবার) যন্ত্র। <পো 'chave'। বি। **চাবি দেওয়া**—চাবি দিয়া বন্ধ করা, তালা বন্ধ করা; ঘড়ি ইঃর স্প্রিং চাবির সাহায্যে জড়ান, দম দেওয়া।

চাবিকাঠি—কাঠির আকারের চাবি; সমাধানের বা নিয়ন্ত্রণের বা উদ্ঘাটনের উপায়। চাবি-সদৃশ কাঠি, মধ্যপ কর্মধা। পো-মূ। বি।

চাবুক—কশা, বেত; (লাক্ষণিক অর্থে) দণ্ড, শাস্তি; কঠোর তিরস্কার; ভীষণ অপমান। ফা। বি।

চাম, চামড়া—চর্ম, ত্বক্। <চর্মন্। বি।

চামচ, চামচা, চামচে—ছোট হাতা বিঃ, দর্বী। <ফা 'চম্‌চহ্'। বি।

চামচিকা, -চিকে—বাদুড়জাতীয় রাত্রিচর জীব বিঃ, চর্মচটী, bat. <চর্মচটিকা। বি।

চামচা—'চামচ' দ্রঃ।

চামড়া—চর্ম, জীবের গাত্রত্বক্। <চর্মন্। বি।

চামর—চমরী নামক পশুর লেজের লোমের বাঁধা গোছা, বালব্যজন। চমর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

চামরী (-রিন্)—**১।** অশ্ব। বি; পুং। **২।** চামরযুক্ত, চামরবিশিষ্ট; চামর-সঞ্চালনকারী, যে চামর ব্যজন করে এমন। চামর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী।**

চামরী—চামর (তাহা দ্রঃ)।

চামলী—চামেলী ফুল। প্রা কপ্র। বি।

চামসা, চামসে—কাঁচা চামড়ার গন্ধের মত ('— গন্ধ')। বাংপ্র। বিণ।

চামাটি, -তি—ক্ষুর প্রঃ শান দিবার নিমিত্ত চামড়ার খণ্ড; চামড়ার রজ্জু বা বন্ধনী, চর্মনির্মিত হস্তপদ-বন্ধনী। <চর্মপত্র। বি।

চামার—১। মুচি, জুতার কারিগর। <চর্মার। বি; পুং। স্ত্রী, **-রনী। ২।** লজ্জাহীন ও নির্দয়; অতিশয় কৃপণ। বাংপ্র। বিণ।

চামার-আলু—লোমশ কন্দ বিঃ, ঘৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

চামীকর—সোনা। চমীকর+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

চামুণ্ডা—চণ্ডী; দুর্গা। চণ্ডমুণ্ড+অণ্ গৃহীতার্থে (নিপা, চণ্ড-স্থানে চা)+আপ্। বি; স্ত্রী।

চামেলি—মল্লিকা বা jasmin জাতীয় সুগন্ধি ফুল বিঃ, জাতি। <হি 'চমেলী'। বি।

চায়েন—চাঙ্গা, অবসাদ-মুক্ত, সুস্থ। <হি 'চৈন'। বিণ।

চার—১। চারি সংখ্যা; চারি-সংখ্যক। <চতুর্। বি বা বিণ। **চার হাঁটু**—দুইজন লোক, স্ত্রী-পুরুষ। **চার হাত এক করে দেওয়া**—বিবাহ দেওয়া। **চার হাতে খাওয়া**—খুব বেশী খাওয়া, পেটুকের মত খাওয়া। **২।** মনোযোগ; আকর্ষণ। বাংপ্র। বি। **৩।** ছিপে মাছ ধরিবার জন্য জলে নিক্ষিপ্ত মাছের লোভনীয় বস্তু; যেখানে চার ফেলা হইয়াছে এমন জায়গা। <চারা। বি। **চার ফেলা**—যেখানে ছিপ ফেলা হয় তাহার কাছে জলে মাছের লোভনীয় বস্তু নিক্ষেপ করা; (লাক্ষণিক অর্থে) প্রলোভন দেখান। **৪।** গতি; সঞ্চার; বন্ধন। চর্+ঘঞ্ ভাব। **৫।** কারাগার। চর্+ঘঞ্ অধি। **৬।** শৃঙ্খল। চর্+ঘঞ্ করণ। **৭।** গুপ্তচর, প্রণিধি। চর্+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

চারক—১। যে পশু চরায়। চর্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চারিকা। ২।** পিয়ালগাছ; বন্ধ; গতি; কারাগার। চার+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

চারকোনা—চারিকোণবিশিষ্ট, চতুষ্কোণ। বাংপ্র। বিণ।

চারখানা—১। চৌখুপি, চেকদার কাপড়। বি। **২।** চারিখানি। বাংপ্র। বিণ।

চারচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), (< -**চক্ষু**)—রাজা, নৃপতি। চার (গুপ্তচর) চক্ষু যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চারচৌকস—সর্ববিষয়ে নিপুণ। বাংপ্র। বিণ।

চারচৌকা, -চৌকো—বর্গক্ষেত্র; সমচতুষ্কোণ। চার চৌক, কর্মধা; চারচৌক+আ, ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চারজমা—গদিবিশিষ্ট জিন, হাওদা। বাংপ্র। বি।

চারটি—কিছু, সামান্য; ছোট; চারি-সংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চারণ—১। স্তুতিপাঠক, যে গান গাহিয়া অপরের কীর্তিকাহিনী প্রচার করে; যে বীরত্বব্যঞ্জক গান গাহিয়া যোদ্ধাদিগকে উৎসাহ দান করে; নট; ধূর্ত; দেবযোনি বিঃ; ধর্মশাস্ত্রপাঠক। চর্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। **২।** গো-মহিষাদি পশুর চরিবার মাঠ। চর্+ণিচ্+অনট্ অধি। **৩।** চরানো, মাঠে লইয়া খাওয়ানো। চর্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চারণা—চালনা, সঞ্চারণ। চর্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

চারপথ—রাজপথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চারপাই, -পাইয়া, -পেয়ে—চারিপদবিশিষ্ট খট্বা, চারিপায়াযুক্ত খাট। চারপা+ই, ইয়া, এ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি।

চারপেয়ে—১। চতুষ্পদ; চারিটি পায়াযুক্ত। বাংপ্র। বিণ। **২।** 'চারপাই' দ্রঃ।

চারপো—ভরাট; পরিপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

চারশাখা—রাষ্ট্রের গোয়েন্দাবিভাগ, Intelligence Branch. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চারা—১। ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ছোটগাছ; মৎস্যশিশু, ছোটমাছ। বি। **২।** শিশু; ছোট। বাংপ্র। বিণ। **৩।** উপায়, গতি। <ফা 'চারহ্'। বি।

চারানো—সঞ্চারণ করা; চালিত করা; স্থানান্তরিত করা; (বীজাদি) বপন করা; বণ্টন করা, ভাগ করিয়া দেওয়া; বিক্ষিপ্ত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চারি—১। ৪-সংখ্যা; ৪-সংখ্যক। <চতুর্।

বি বা বিণ। ২। সঞ্চালন, চারণা ('পার—')। বাংপ্র। বি।

চারিত—যাহাকে চরানো হইয়াছে এরূপ; বিস্তীর্ণ; সঞ্চারিত। চর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চারিত্র, চারিত্র্য—১। চরিত্র, স্বভাব; দুষ্ট চরিত্র। চরিত্র+অণ্, ষ্যঞ্ স্বার্থে, গর্হিতার্থে। বি; ক্লী। ২। চরিত্রসম্বন্ধীয়। চরিত্র+অণ্, ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চারিত্রিক—চরিত্রসম্বন্ধীয়। চরিত্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চারিভিত—চারিধার, চতুর্দিক্। কর্মধা। কপ্র। বি।

চারিমা (-মন্)—চারুতা, সৌন্দর্য। চারু+ ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

চারী (চারিন্)—(সমাসে অন্য শব্দের পরে) গমনশীল, ভ্রমণকারক (পথচারী, বিমান চারী)। চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চারিণী**।

চারু—১। বৃহস্পতি। বি; পুং। ২। কুঙ্কুম। বি; ক্লী। ৩। সুন্দর, মনোহর; সমাপ্ত; অনিন্দ্য; শুভ; অসাধারণ। চর্+ঞুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চারু, চার্বী**।

চারুতা—সৌন্দর্য, মনোহারিতা। চারু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

চারুতানিদান—সৌন্দর্যের মূল, সৌন্দর্যের আশ্রয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চারুদর্শন—যাহা দেখিতে সুন্দর এমন। চারু দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

চারুদেহা—সুদর্শনা, সুরূপা। চারু দেহ যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চারুনেত্র—১। সুন্দর চোখবিশিষ্ট, যাহার চোখ দুইটি সুন্দর এমন। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রা**। ২। মৃগ, হরিণ। চারু নেত্র যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। সুন্দর চক্ষু। চারু নেত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

চারুনেত্রা—১। সুন্দর চোখবিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরা বিঃ। চারুনেত্র+আপ্। বি; স্ত্রী।

চারুশিলা—মণি, রত্ন; মনোহর প্রস্তরখণ্ড। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চারুশীল—সুশীল, সৎস্বভাব। চারু শীল যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-শীলা**।

চারুহাসী (-হাসিন্)—যে মনোহর হাস্য করে এরূপ, যাহার মুখের হাসি সুন্দর এরূপ। উপপদং; চারু—হস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হাসিনী**।

চার্জ—দাবি; অভিযোগ; দায়িত্ব; হিসাব-নিকাশ। < ইং 'charge'. বি।

চার্ব(র্ব)ঙ্গী (-ঙ্গিন্)—চারুদেহা। চারু অঙ্গ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ।

চার্বা(র্বা)ক—বৃহস্পতির শিষ্য বিঃ; নাস্তিক বিঃ; একজন দার্শনিক; বেদের নিন্দাকারী; তার্কিক বিঃ; যে আত্মা পরলোক ইঃ মানে না, জড়বাদী। চারু বাক্ যাহার, বহু (নিপা)। বি; পুং।

চার্বা(র্বা)কদর্শন—চার্বাক-প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র। চার্বাকরচিত দর্শন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চার্বী(র্বী)—সুন্দরী নারী; বুদ্ধি; জ্যোৎস্না; দীপ্তি; কুবের-ভার্যা। চারু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চার্ম(র্ম), চার্ম(র্ম)ণ—চর্মাবৃত, চামড়ায় ঢাকা; চামড়ার তৈরি। চর্মন্+অণ্ ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**চার্মী, চার্মণী**।

চার্মি(র্মি)ক—চর্মনির্মিত, চামড়ার তৈরী। চর্মন্+ইক নির্মিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চাল -১। গৃহের আচ্ছাদন; ছাদ। চল্+ণ কর্তৃ। বি; পুং। ২। তণ্ডুল, চাউল। <চাউল। **চাল কাঁড়া**—ঢেঁকিতে চাল কোটা ও তুষশূন্য করা। **চাল সিদ্ধ করা** ভাত রাঁধা। ৩। ধারা, পদ্ধতি, রীতি; পাশা প্রঃ খেলায় ঘুঁটির চালনা; কৌশল, ফন্দি, চাতুরী, চালাকি; মিথ্যা গরিমা প্রদর্শন। বাংপ্র। বি। **চাল কমানো** —খরচ কমানো, জাঁকজমক কম করা। **চাল চালা**—কৌশল প্রয়োগ করা। **চাল দেওয়া, চাল মারা**—কৌশল প্রকাশ করা; মিথ্যা জাঁকজমক দেখানো। **চাল বাড়ানো**—জীবনযাত্রা-নির্বাহের ধারাকে ব্যয়সাপেক্ষ করা, চালচলনে বিলাসিতার জাঁকজমক বাড়ানো। **চাল বিগড়ানো** —অধঃপাতে যাওয়া। **লম্বা চাল**— অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় বা জাঁকজমক।

চালক—যেব্যক্তি চালায় এরূপ, যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় এরূপ; নায়ক, নেতা। চল্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চালিকা**।

চালকুমড়া—দেশী কুমড়া, একশ্রেণীর কুমড়া। বাংপ্র। বি।

চালচলন—ভাবভঙ্গী, ধরনধারণ, রীতি-নীতি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

চালচিত্র—প্রতিমার পিছনের আঁকা পট। চালের চিত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

চালচুলো—কুঁড়ে ও উনান; (লাক্ষণিক অর্থে) আশ্রয় ও আহারের সংস্থান। বাংপ্র। বি।

চালতা, চালদা—অম্লরসবিশিষ্ট ফল বিঃ। বাংপ্র। বি।

চালন—১। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নেওয়া, চালানো। চল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। ছাঁকনি। চল্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

চালনা—অনুশীলন, চর্চা; সূচনা, প্রস্তাব; চালন, স্থানান্তরে নেওয়া। চল্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

চালনী—ছাঁকনি, শস্যাদি ছাঁকিবার বহুছিদ্রযুক্ত পাত্র বিঃ। চল্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চালনীন্যায়—ন্যায় বিঃ [যেমন চালনীর সঞ্চালনে তুষ প্রঃ স্থানান্তরে গিয়া পড়ে, সেইরূপ এক প্রধান কার্যদ্বারা অঙ্গীভূত কার্য সিদ্ধ হইলে চালনীন্যায়ের বিষয় হয়]। চালনী-আশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চালনীয়—চালানোর যোগ্য, স্থানান্তরে লওয়ার যোগ্য। চল্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

চালবাজ—চালিয়াত, মিথ্যা গরিমার প্রদর্শক; কৌশলী, ধূর্ত। চাল+বাজ নিপুণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চালবাজি—চালবাজের কাজ, মিথ্যা গরিমা দেখানো; ধূর্ততা। চালবাজ+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

চালভাজা—ভাজা চাল, কম ফোটা মুড়ি। ভাজা চাল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চালমুগরা—বুনো গাছ বিঃ ও তাহার বীজ। বাংপ্র। বি।

চালশা, চালশে—চল্লিশ বৎসরের কাছা-কাছি বয়সে দৃষ্টিশক্তির হীনতা। <চল্লিশা। বি।

চালা—১। স্থানান্তরিত করা, অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া; প্রয়োগ করা; খেলার ঘুঁটি সরান; চালনী দ্বারা ঝাড়িয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **হাত চালা**—মন্ত্রের দ্বারা চুরির জিনিস যেখানে আছে সেখানে হাত লইয়া যাওয়া। ২। ক্ষুদ্র কুটীর, ছোট কুঁড়ে ঘর; প্রধানগৃহের সংলগ্ন ছোট ঘর। চাল+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

চালাক—চতুর; নিপুণ; বাচাল। ফা। বিণ। বি—**চালাকি**।

চালাকি—চতুরতা; বাচালতা। চালাক+ ই ভাবে। ফা-মূ। বি। **চালাকি করা, চালাকি মারা**—চাতুর্যের সহিত প্রগল্‌ভতা করা। **উপর চালাকি**—ফাজলামি।

চালাঘর—খড়পাতার ঘর, কুঁড়ে ঘর। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চালাচালি—নাড়ানাড়ি; বারবার সরানো। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চালান—প্রেরিত দ্রব্যের জায় বা তালিকা, মাল চালানের রসিদ, invoice; স্থানান্তরে প্রেরণ; অপরাধীকে বিচারালয়ে প্রেরণ। বাংপ্র। বি। **চালান দেওয়া**—রপ্তানি করা; অপরাধীকে জেলে পাঠানো।

চালানী—চালানসংক্রান্ত, রপ্তানি-সংক্রান্ত;

অন্য স্থান হইতে আমদানী করা। চালান+ ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চালানো—স্থানান্তরে প্রেরণ করা; প্রচলিত করা; সরাইয়া দেওয়া; পরিচালনা করা; নির্বাহ করা; বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিদেশে পাঠানো; কাটানো; গছানো; করিতে থাকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চালি—নৌকার বাঁশের পাটাতন; শব ইঃ বহিবার জন্য বাঁশের পাটাতন; ছোট চাল; বাঁশ ইং-র তৈরী ছোট মাচান; প্রতিমার চালচিত্র; গরম নূতন গুড়ের সর। বাংপ্র। বি।

চালিত—যাহাকে চালানো হইয়াছে এরূপ, স্থানান্তরিত; প্রভাবিত; অনুশীলিত। চল্+ ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চালিতা—১। একপ্রকার টক ফল, চালতা; ঐ ফলের গাছ। বাংপ্র। বি। ২। স্থানান্তরিতা ইঃ ('চালিত' দ্রঃ)। চালিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চালু—১। চলিত, প্রচলিত; যাহার কাটতি বা চাহিদা আছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ। ২। তণ্ডুল, চাউল। প্রা কপ্র। বি।

চালুতি—চাউল-বিক্রেতা, চাউল-ব্যবসায়ী। বাংপ্র। বি।

চালুনি—চালনী। বাংপ্র। বি।

চাষ—১। কৃষিকর্ম, ভূমিকর্ষণ; খাদ্য বা ব্যবহারযোগ্য পদার্থের উৎপাদন ('মাছের —')। <'চষ্'-ধাতু। বাংপ্র। বি। ২। সোনাচড়ুই, নীলকণ্ঠ পাখি। চষ্+ণিচ্+ অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

চাষবাস—চাষের কাজ, কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ। বাংপ্র। বি।

চাষা—কৃষক; অশিক্ষিত বা অসভ্য লোক। চাষ+আ করে অর্থে। বাংপ্র। বি।

চাষাড়ে—চাষার মত; অসভ্য। চাষা+ড়ে সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চাষাভুষা, -ভুষো—নীচশ্রেণীর লোক; চাষা ও ঐ শ্রেণীর লোক। বাংপ্র। বি।

চাষী—কৃষক, কৃষিজীবী। চাষ+ঈ করে অর্থে। বাংপ্র। বি।

চাহন—প্রার্থনা, ভিক্ষাকরণ, যাচ্ঞা; দেখা। চাহ্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

চাহনি—দেখা, দৃষ্টি, নজর। চাহ্+অনি ভাব। বাংপ্র। বি।

চাহা—১। চাওয়া, দেখা; প্রার্থনা করা; দাবি করা, তাগিদ করা; অন্বেষণ করা; আশা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **মুখ চাহাচাহি**—পরস্পরের মুখের দিকে দেখা; একের জন্য অন্যের অপেক্ষা। ২। কাদাখোঁচা পাখি। হি। বি।

চাহারাম—১। চারভাগের এক ভাগ, চতুর্থাংশ। বি। ২। চতুর্থপ্রকারের, সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর। <ফা 'চাহার্-রম'। বিণ।

চাহি—১। চাই, (পদ্যে) চাহিয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। অপেক্ষা, হইতে। বাংপ্র। অ।

চাহিদা—জনসাধারণের অতিরিক্ত চাওয়া, সাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; দাবি; টান; কাটতি, demand. হি। বি। **চাহিদা মিটানো**—প্রয়োজনমত যোগান দেওয়া।

চিংড়ি, চিঙড়ি—জলচর প্রাণী বিঃ (মাছ বলা হইলেও মাছ নয়)। <চিঙ্গট। বি।

চিঁ, চিঁ চিঁ—অনুকরণশব্দ; ক্ষীণ আর্তনাদ; পাখির ছানার ডাক। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

চিঁড়া, চিঁড়ে—খাদ্য বিঃ, চিপিটক। <চিপিটক। বি।

চিঁড়ে-চেপটা—চিঁড়ের মত চেপটা; (লাক্ষণিক অর্থে) সম্পূর্ণ পিষ্ট, দলিত; পর্যুদস্ত। চিঁড়েবৎ চেপটা, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

চিঁহি, চিঁহিঁ—ঘোড়ার ডাক। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

চিক—১। গলার একপ্রকার অলংকার। বাংপ্র। ২। বাঁশের কাঠি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পর্দা (গানবাজনার আসরে ইহা দ্বারা স্ত্রীলোকদের স্থানকে ঘিরিয়া দেওয়া হয়)। তু। বি।

চিকচিক—চিকমিক। বাংপ্র। অ।

চিকন—সূক্ষ্ম; উজ্জ্বল, চকচকে; সুশ্রী। <চিক্কণ। বিণ। **চিকনের কাজ**—কাপড়ের উপর ছুঁচের নিপুণ কাজ; সূক্ষ্ম সূচীশিল্প।

চিকনকালা—উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি; (সাধারণতঃ) শ্রীকৃষ্ণ। কপ্র। বি।

চিকনচাকন—মসৃণ; চকচকে। বাংপ্র। বিণ।

চিকনাই—জৌলুশ, চাকচিক্য। চিকন+ আই ভাবে। বাংপ্র। বি।

চিকমিক—ঝিকমিক। বাংপ্র। অ। বিণ, **-মিকে**।

চিকা—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। হি। বি।

চিকারি—সেতারে আবদ্ধ পাঁচটি তারের অতিরিক্ত আরও তিন চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার; গুঞ্জনধ্বনিকা। বাংপ্র। বি।

চিকি—সিদ্ধ সুপারি। বাংপ্র। বি।

চিকিচ্ছা—রোগপ্রতিকার। <চিকিৎসা। বি।

চিকিৎসক—যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য ঔষধপত্র দেন, বৈদ্য, রোগপ্রতিকারক ডাক্তার কবিরাজ প্রঃ। কিত্+সন্+ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-সিকা**।

চিকিৎসনীয়—'চিকিৎস্য' দ্রঃ।

চিকিৎসা—রোগ সারানোর জন্য ঔষধ ইঃ দেওয়া। কিত্+সন্+অ ভাব+ আপ্। বি; স্ত্রী।

চিকিৎসাগার, -লয়—রোগের প্রতিকার করিবার স্থান, ডাক্তারখানা। চিকিৎসার আগার, আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

চিকিৎসাধীন—যাহার চিকিৎসা চলিতেছে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চিকিৎসাশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে রোগ দূর করা যায় তাহা; অথর্ববেদের এক অঙ্গ। চিকিৎসাবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চিকিৎসিত—১। যাহার চিকিৎসা করা হইয়াছে এমন। কিত্+সন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। চিকিৎসা। কিত্+সন্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

চিকিৎস্য, -সনীয়—রোগনিবারণের উপায়যুক্ত, যাহাকে রোগমুক্ত করা যাইতে পারে এমন; প্রতীকার্য। কিত্+সন্+ণ্যৎ, অনীয় কর্ম। বিণ।

চিকীর্ষা—করিবার ইচ্ছা। কৃ+সন্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

চিকীর্ষিত—যাহা করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, অভিপ্রেত। কৃ+সন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চিকীর্ষু—করিতে ইচ্ছুক। কৃ+সন্+উ কর্তৃ। বিণ।

চিকুর—১। চুল, কেশ; পর্বত; সরীসৃপ; ছুঁচা; সর্প; পাখি বিঃ; গাছ বিঃ; নাগ বিঃ। বি; পুং। ২। চপল, চঞ্চল; অপরাধী। চি— কুর্+ক কর্তৃ। বিণ। ৩। বজ্র; বিদ্যুৎ। প্রা কপ্র। বি।

চিকুরজাল—কেশপাশ, চুলের রাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চিক্কণ—১। স্নিগ্ধ, চকচকে, চিকন, মসৃণ; সুন্দর; স্নিগ্ধ। বিণ। ২। সুপারিগাছ। বি; পুং। ৩। সুপারি। চিত্+কণ কর্ম (ত-স্থানে ক)। বি; ক্লী।

চিক্কণলেপ—চাকচিক্য-সম্পাদন, চকচকে করা, glaze. চিক্কণ লেপ, কর্মধা। বি; পুং।

চিক্কার—চিৎকার ('চিক্কার ছাড়িয়া চলে'— কাশী)। প্রা কপ্র। বি।

চিক্কুর—বজ্র; বিদ্যুৎপ্রভা, বিদ্যুতের আলোক। বাংপ্র। বি।

চিঙ্গট, চিঙ্গড়, চিঙ্গেট—চিংড়িমাছ। চিঙ্গ—অট্, অড়, ইট্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

চিঙ্গটী—ছোট চিংড়ি, ঘুষাচিংড়ি। চিঙ্গট+ ঈপ্, ক্ষুদ্রার্থে। বি; স্ত্রী।

চিঙ্গড়ি—একপ্রকার মাছ; গলদা বা ঘুষা-চিংড়ি। <চিঙ্গড়। বি।

চিঙ্গড়ি-পোড়া—তাপদগ্ধ, অতিশয় ক্লিষ্ট ('রোদে —')। উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

চিচিঙ্গা, চিচিঙ্গে—তরকারি রূপে ব্যবহার্য লম্বা ফল বিঃ, ছোঁপা, snake-gourd. বাংপ্র। বি।

চিচিংফাঁক—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক প্রণীত 'আলিবাবা' নামক নাটকে লিখিত গুহাপ্রবেশের সাংকেতিক শব্দ বিঃ ('open sesame'-এর বঙ্গানুবাদ); (উহা হইতে) যে দরজা সহজে খোলা যায়। বাংপ্র। বি।

চিচিণ্ড—ফল বিঃ, চিচিঙ্গা। বাংপ্র। বি; পুং।

চিচ্ছক্তি—চৈতন্য; জ্ঞানরূপা শক্তি। চিদ্রূপা শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিজ—১। দ্রব্য, বস্তু, সামগ্রী, জিনিস; ধূর্ত মন্দ লোক। <ফা 'চীজ'। বি। **২**। শক্তছানা, পনীর। <ইং 'cheese'. বি।

চিট—১। তেল ধুলা পড়িয়া যে আঠালো ময়লা হয় তাহা; আঠা; চিরকুট, ছেঁড়া কাগজ। হি। বি। **২**। আঠাল, চটচটে। বাংপ্র। বিণ।

চিটকে—ছোট ('— ইঁদুর'); অগভীর ('— থালা'); আঠালো ('— গুড়')। বাংপ্র। বিণ।

চিটচিট—চটচট (তাহা দ্রঃ)।

চিটনা, -নে—১। আগড়া, শস্যহীন ধান্য। বি। **২**। ভিতরে শস্যহীন। প্রাদে। বিণ।

চিটা—১। আঠাল, চটচটে। বিণ। **২**। চটচটে গুড়, তামাকমাখা গুড়; শস্যহীন ধান্য, আগড়া। বাংপ্র। বি।

চিঠা—জরিপের পর জমির পরিমাণফলাদির বিবরণ যাহাতে লিখিত থাকে তাহা; ফর্দ; হিসাব; চিঠি। হি-মু। বি।

চিঠি—লিপি, পত্র। হি-মু। বি।

চিড়—সরু কাঠ; ছোট ফাটল। <চীর। বি।

চিড়কানো—তক্তা প্রঃর সামান্য ফাটিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিড়চিড়—ফাটিয়া যাইবার অনুভূতিবোধক শব্দ; যন্ত্রণাবোধ। বাংপ্র। অ।

চিড়বিড়—সামান্য জ্বালা। বাংপ্র। অ।

চিড়া—চিঁড়ে। বাংপ্র। বি।

চিড়িক—ছুঁচ ফুটার মত যন্ত্রণা। বাংপ্র। বি।

চিড়িতন—তাসের রং বিঃ। হি-মু। বি।

চিড়িমার—পাখিমারা, ব্যাধ। হি-মু। বি।

চিড়িয়া—পাখি। হি। বি।

চিড়িয়াখানা—পশুপক্ষীদিগকে রাখিবার স্থান; পশুশালা, zoological garden. ৬ষ্ঠীতৎ। হি-মু। বি।

চিৎ—১। জ্ঞান, চৈতন্য; মন। চিৎ+কিপ্‌ ভাব। বি; স্ত্রী। **২**। অনির্দিষ্টতাসূচক প্রত্যয় ('কদাচিৎ')। অ। **৩**। উপরের দিকে মুখ করিয়া শয়ান বা পতিত; উত্তান। বাংপ্র। বিণ। **চিৎ করা**—মল্লযুদ্ধে চিৎ করিয়া ফেলিয়া বুকে চাপিয়া ধরা, হারাইয়া দেওয়া; বিপদে ফেলিয়া কষ্ট দেওয়া।

চিত—১। যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন; সম্পাদিত; ব্যাপ্ত; রচিত; গুম্ফিত, সঞ্চিত। চি+ক্ত কর্মবা। বিণ। **২**। মন। <চিত্ত। **৩**। ছবি, প্রতিকৃতি। <চিত্র। কপ্র। বি। **৪**। উত্তান, চিৎ। বাংপ্র। বিণ।

চিতনো—চিতানো (তাহা দ্রঃ)।

চিতপুত্তলি—চিত্রপুত্তলিকা। প্রা কপ্র। বি।

চিতল—একজাতীয় বড় মাছ। <চিত্রফল। বি।

চিতা—১। মড়া পোড়াইবার জন্য মাটিতে চুলা করিয়া তাহার উপর সাজানো কাঠের বোঝা, শ্মশান-চুল্লী, মড়া পোড়াইবার চুলা। চি+ক্ত কর্ম+আপ্‌। **চিতা সাজানো**—মড়া পোড়াইবার জন্য চুলা প্রস্তুত করা। **রাবণের চিতা**—লঙ্কেশ্বর রাবণের মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী মন্দোদরী রামচন্দ্রের নিকট গেলে রামচন্দ্র 'তুমি চির-সধবা হও' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্রের এই আশীর্বাদ মিথ্যা হয় নাই। সংস্কার-অনুযায়ী চিতা যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় না। সেই কারণে রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিতেছে। (উহা হইতে) চিরস্থায়ী মানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা। **২**। শবদাহ-স্থান, মড়া পোড়াইবার জায়গা। চি+ক্ত অধি+আপ্‌। বি; স্ত্রী। **৩**। কৃতচয়না ইঃ [চিত (১) দ্রঃ]। চিত+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। **৪**। চিতি সাপ; চিতাবাঘ; উল্কি; তিলক। <চিত্র। **৫**। ক্ষুদ্রপত্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিঃ (সাধারণতঃ বেড়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়)। <চিত্রক। বি।

চিতাগ্নি, -নল—চিতার আগুন, চিতায় প্রজ্বলিত অগ্নি। চিতার অগ্নি, অনল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিতান—চিতেন (তাহা দ্রঃ)।

চিতানল—'চিতাগ্নি' দ্রঃ।

চিতানো—চিৎ হওয়া; সচেতন হওয়া, সজাগ হওয়া; সতর্ক হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **বুক চিতানো**—বুক ফুলানো।

চিতাবাঘ—একজাতীয় বাঘ। চিতা (কাল ফোঁটা ফোঁটা দাগ)-যুক্ত বাঘ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চিতাভস্ম (-ভস্মন্)—চিতার ছাই, শ্মশান-চুল্লীর ছাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিতারোহণ—পুড়িয়া মরিবার জন্য চিতার উপরে উঠা; সতীদিগের মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ। চিতায় আরোহণ, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিতাশয্যা—অন্তিম শয়ন, মৃত্যু; অবসান, সমাপ্তি। চিতারূপ শয্যা, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিতি—১। চিতা; সমূহ, রাশি, চয়; ইষ্টকাদির পরিমাণনিরূপক অঙ্ক বিঃ; ইষ্টকাদির পুঞ্জ; অগ্ন্যাদিচয়ন সংস্কার বিঃ; অগ্নিচয়নাধার ইষ্টকা বিঃ; সমচতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র। চি+ক্তি কর্ম। **২**। নির্বিষয় জ্ঞান; চয়ন, সংগ্রহ। চি+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। **৩**। গৃহবাসী ক্ষুদ্র সর্প (ইহাদের লালা বিষময়, চাটিলে অনেক সময় বিষক্রিয়া হয়)। <চিত্রসর্প। বি।

চিতি-কাঁকড়া—এক ধরনের ছোট কাঁকড়া। বাংপ্র। বি।

চিতি-বোড়া—এক ধরনের বোড়া সাপ। বাংপ্র। বি।

চিতেন—কবিগানে বিরুদ্ধ পক্ষকে প্রশ্ন; গানের মহড়ার পরের যে অংশ চড়া সুরে গাহিতে হয়। বাংপ্র। বি।

চিৎকার—'চীৎকার' দ্রঃ।

চিত্ত—মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। চিত্‌+ক্ত করণ, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

চিত্তক্ষোভ—মনোদুঃখ, মনের কষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিত্তগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—মনোযোগ-আকর্ষণকারী; মনোমোহকর, সুন্দর; charming. চিত্তকে গ্রহণ করে যে, উপতৎ; চিত্ত—গ্রহ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**। বি, **-গ্রাহিতা**।

চিত্তচমৎকারী (-কারিন্)—মনোহর, মনোমোহকর, সুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

চিত্তচাঞ্চল্য—হৃদয়ের চঞ্চলতা, মনের অস্থিরতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চিত্তচালন—মানসিক বৃত্তির অনুশীলন, মনোবৃত্তির চালনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চিত্তজ, চিত্তজন্মা (-জন্মন্)—মনোভব; কন্দর্প, কাম। উপতৎ; চিত্ত—জন্‌+ড কর্তৃ; চিত্ত হইতে জন্ম যাহার, বহু। বি; পুং।

চিত্তজয়—মনকে বশে আনা, বাসনা হইতে মনকে মুক্ত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিত্তজ্ঞ—যে মনের ভাব বুঝিতে পারে এরূপ, ভাবজ্ঞ। উপতৎ; চিত্ত—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

চিত্তদমন, -নিরোধ—মনঃসংযম, হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করা, ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে মনকে নিরস্ত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

চিত্তদাহ—মনের জ্বালা, মনঃপীড়া, মনোবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিত্তদোষ—বিষয়াদিজন্ম মনের মলিনতা, বাসনাজনিত পাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তদ্রাবক, -দ্রাবী (-দ্রাবিন্)—যাহা মন গলাইয়া দেয় এরূপ, হৃদয়স্পর্শী। চিত্তের দ্রাবক, ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; চিত্ত—দ্রু+ণিচ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রাবিকা, -দ্রাবিণী।**

চিত্তনিরোধ—'চিত্তদমন' দ্রঃ।

চিত্তপুত্তলিকা—মনের পুতুল, মনের প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তু ; আনন্দদায়ক ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তপ্রসাদ—হৃদয়ের সন্তোষ, মনের তৃপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবিকার—মনের বিকৃতি, হৃদয়ের অস্বাভাবিক অবস্থা, ইন্দ্রিয়াদি দোষজন্য মনের চাঞ্চল্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবিক্ষেপ—মনশ্চাঞ্চল্য ; উন্মত্ততা ; (যোগশাস্ত্রমতে) যোগের বিঘ্নজনক ব্যাধি প্রঃ নয় প্রকার অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবিৎ (-বিদ্)—**১।** যে মনের কথা জানে এরূপ, ভাবজ্ঞ। বিণ। **২।** বৌদ্ধ বিঃ। উপতৎ ; চিত্ত—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

চিত্তবিনোদ—মনের সন্তোষ, হৃদয়ানন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবিনোদন—**১।** মনের সন্তোষবিধান, হৃদয়ের আনন্দসম্পাদন। বি। **২।** মনোমুগ্ধকর, সুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চিত্তবিপ্লব, -বিভ্রম—বুদ্ধিভ্রংশ, মনের বিকার ; উন্মাদ, বাতুলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তবৃত্তি—চিত্তের অবস্থা, মনোগত ভাব, মানসিক ধর্ম, মনোবৃত্তি, মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা—এই চতুর্বিধ মনোভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তবৈকল্য—মনোবিকৃতি, মানসিক বিকার, মনের অস্থিরতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [কর্তৃ। বি ; পুং।

চিত্তভূ—কন্দর্প, কামদেব। চিত্ত—ভূ+ক্বিপ্

চিত্তভূমি—ক্ষিপ্ততা প্রঃ ভাবের উৎপত্তিস্থানস্বরূপ মন (যোগশাস্ত্রমতে চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ)। চিত্তরূপা ভূমি, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিত্তভ্রংশ—মনের ব্যাকুল ভাব বা বিকার, মনোবিভ্রম, মনের অস্থিরতা, dementia. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তযোনি—কামদেব, কন্দর্প। চিত্ত হইয়াছে যোনি যাহার, বহু। বি ; পুং।

চিত্তরঞ্জন—**১।** মনোরঞ্জন, মনের আনন্দবিধান। বি ; ক্লী। **২।** মনের তৃপ্তিদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চিত্তরঞ্জী (-রঞ্জিন্)—মনোহারী, চিত্তের আনন্দদায়ক। উপতৎ ; চিত্ত—রন্জ্+ণিচ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রঞ্জিনী (চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি**—যে বৃত্তির জন্য লোকে সৌন্দর্য কলা ইঃ উপভোগ করে)।

চিত্তশুদ্ধি—মনের পবিত্রতা, মনের নির্মলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তসংযম—মনের স্থিরতা আনয়ন, অসৎভাব হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তসমুন্নতি চিত্তের উন্নত অবস্থা ; অভিমান ; অহংকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তস্থৈর্য(র্য্য)—মনের স্থিরতা, অন্তরের দৃঢ়ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চিত্তহারী (-হারিন্)—যে মন ভুলাইয়া দেয় এরূপ, চিত্তাকর্ষক, মনোহারী। উপতৎ ; চিত্ত—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী।**

চিত্তাকর্ষক—হৃদয়হারী, মনোহর ; কৌতূহলোদ্দীপক। চিত্তের আকর্ষক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ষিকা।**

চিত্তাভোগ—মনের একাগ্রতা, একই বিষয়ে মনঃসংযোগ। চিত্তের আভোগ (এক-বিষয়তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিত্তির—**১।** ছবি, আলেখ্য ('চাল—')। <চিত্র। বি। **২।** চিৎপাত ; পর্যুদস্ত ; অবজ্ঞাসূচক শব্দ বিঃ। বাংপ্র। বিণ বা অ।

চিত্তোৎকর্ষ—মনের বা মানসিক অবস্থার উন্নতি, সংস্কৃতি, culture. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

চিৎপটাং—চিৎপাত, চিৎ হইয়া পতিত। <চিৎ-পতন। বিণ।

চিৎপাত—চিৎ হইয়া পড়া বা পতিত। চিৎভাবে পাত, সুপ্। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চিত্য—চিতা ; চৈত্য, চিতার উপর নির্মিত স্মারকচিহ্ন। চিতা+যৎ। বি ; ক্লী।

চিত্যা—চিতা। বি ; স্ত্রী।

চিত্র—**১।** আশ্চর্য, অদ্ভুত ; নানাবর্ণবিশিষ্ট। চিৎ—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বিণ। **২।** ছবি ; আলেখ্য, লিখিত প্রতিমূর্তি, যাহার উপর ছবি আঁকা যায়, চিত্রফলক ; তিলক ; শব্দালংকার বিঃ ; (গণিত) ক্ষেত্রাদির রেখারূপ, figure ; দ্রব্যাদির পরিবর্তনাদি প্রদর্শনের জন্য সমচতুষ্কোণ রেখাজাল, graph. চিত্র্+ণিচ্+অচ্ কর্ম। বি ; ক্লী। **৩।** নানাবর্ণ, বিবিধবর্ণ ; যম ; একপ্রকার কুষ্ঠ ; এরণ্ড বৃক্ষ ; অশোক বৃক্ষ ; চিত্রক বৃক্ষ ; চিতা গাছ ; চিতা বাঘ। চিত্র্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। **৪।** ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ ; তালের মার্গ বা গতিবিশেষ যাহাতে এক এক কলায় দুই মাত্রা। বি ; পুং।

চিত্রক—**১।** চিত্র ; তিলক। চিত্র+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। **২।** চিতাবাঘ ; এরণ্ডবৃক্ষ ; চিরতা। চিত্র্—কৈ+ক কর্তৃ। বি ; পুং। **৩।** চিত্রকারক। চিত্র্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চিত্রিকা।**

চিত্রকণ্ঠ—পায়রা ; ঘুঘু। চিত্র কণ্ঠ যাহার, বহু। বি ; পুং।

চিত্রকম্বল—ভুলিচা, গালিচা প্রঃ আসন। কর্মধা। বি ; পুং।

চিত্রকর, -কার—**১।** পটুয়া জাতি, যাহারা তুলি প্রঃ সহকারে প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে। বি ; পুং। **২।** ছবিনির্মাতা, প্রতিমূর্তিকারক। উপতৎ ; চিত্র—কৃ+ট, অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -কারী।**

চিত্রকলা—ছবি-আঁকা বিদ্যা, চিত্রাঙ্কনবিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রকাব্য—পদ্মবন্ধ প্রঃ ; চিত্রাকারে বিন্যস্ত কাব্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

চিত্রকায়—**১।** যাহার গায়ে কোনও দাগ বা নকশা আছে এমন, নানাবর্ণবিশিষ্ট দেহ যাহার এমন। বিণ। **২।** চিতাবাঘ। চিত্র কায় যাহার, বহু। বি ; পুং।

চিত্রকূট—রামগিরি পাহাড়। চিত্র (বিচিত্র) কূট (শিখর) যাহার, বহু। বি ; পুং।

চিত্রগত—চিত্রার্পিত, চিত্রলিখিত ; ছবিতে আঁকা। চিত্রকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

চিত্রগন্ধ—**১।** সুন্দর গন্ধ, বিচিত্র সৌরভ। কর্মধা। **২।** হরিতাল। চিত্র (সুন্দর) গন্ধ যাহার, বহু। বি ; পুং।

চিত্রগুপ্ত—চতুর্দশ যমের এক যম ; যমরাজের লেখক। চিত্র্—গুপ্+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

চিত্রগ্রীব—পায়রা ; ঘুঘু। চিত্র গ্রীবা যাহার, বহু। বি ; পুং।

চিত্রণ—লিখন, চিত্রকরণ। চিত্র্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চিত্রতারকা—বায়োস্কোপের বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী, film-star. চিত্রের তারকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রদীপ—পঞ্চপ্রদীপমধ্যে দীপ বিঃ। কর্মধা। বি ; পুং।

চিত্রদেবী—শক্তি বিঃ [কলিকাতার উত্তরে চিৎপুরে গঙ্গাতটে চিত্রদেবী নামে একটি প্রাচীন শক্তিমূর্তি অবস্থিত। ইঁহারই নামানুসারে চিৎপুর (বর্তমান চিৎপুর রোড) গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল]। চিত্রা দেবী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিত্রনাট্য—চলচ্চিত্রের বই, বায়োস্কোপের বিষয়বস্তু। চিত্র-বিষয়ক নাট্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

চিত্রনাট্যকার—চলচ্চিত্রের গ্রন্থরচনাকারী, বায়োস্কোপের পুস্তকলেখক। উপতৎ ; চিত্রনাট্য—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

চিত্রমেত্রা—**১।** স্ত্রীজাতীয় টিয়াপাখি,

শারিকা। বি; স্ত্রী। ২। সুলোচনা, বিচিত্রনেত্রা, সুন্দর চক্ষুবিশিষ্টা। চিত্র নেত্র যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চিত্রনৈপুণ্য—চিত্রকার্যে পটুতা, ছবি আঁকার দক্ষতা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিত্রপক্ষ—১। তিত্তিরপক্ষী। বি; পুং। ২। নানাবর্ণ-পক্ষবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

চিত্রপট—১। যে বস্ত্রখণ্ডের উপর ছবি আঁকা যায় তাহা, আলেখ্য-পট। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রঙীন কাপড়, ছিটকাপড়। কর্মধা। বি; পুং।

চিত্রপদা—অষ্টাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। চিত্র (আশ্চর্য) পদ যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

চিত্রপুত্তলিকা—নানাবর্ণরঞ্জিত পুতুল। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিত্রফলক—১। যাহার উপরে ছবি আঁকা যায় এমন পট্ট তক্তা প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী। ২। চিতলমাছ। চিত্রফল+কন্ স্বার্থে, সদৃশার্থে। বি; পুং।

চিত্রবিচিত্র—রঙচঙে, নানারঙের, বিচিত্র-নকশাবিশিষ্ট। কর্মধা। বিণ।

চিত্রবিদ্যা—ছবি আঁকিবার কায়দা, চিত্রাঙ্কননৈপুণ্য। চিত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিত্রব্যাঘ্র—চিতাবাঘ। কর্মধা। বি; পুং।

চিত্রভানু—অগ্নি; সূর্য; অশ্বিনীকুমারদ্বয়; ভৈরব; আকন্দগাছ; চিতাগাছ; মণিপুরের রাজা। চিত্র (বিচিত্র) ভানু (কিরণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চিত্ররথ—সূর্য; গন্ধর্ব বিঃ। চিত্র (চিত্রিত) রথ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

চিত্রল—চিতলমাছ। কপ্র। বি।

চিত্রলেখনী—যাহা দ্বারা সুন্দর চিত্র করা বা লেখা যায়, তুলি, কুঁচি। চিত্র—লিখ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চিত্রশার্দূ(র্দ্দূ)ল—চিতাবাঘ। কর্মধা। বি; পুং।

চিত্রশালা, -শালিকা—চিত্রবহুল গৃহ; জাদুঘর, museum; চিত্রপ্রদর্শন-গৃহ; ছবি আঁকার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিত্রশিখণ্ডী (-ণ্ডিন্)—সুমেরু পর্বতের মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাত জন মহর্ষি। চিত্রশিখণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

চিত্রশিল্পী (-ল্পিন্)—ছবি আঁকায় নিপুণ ব্যক্তি, artist. ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, ৭মীতৎ। বি; পুং।

চিত্রসর্প—চিত্তিসাপ। কর্মধা। বি; পুং।

চিত্রসূচী—ছবির তালিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিত্রসেন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিঃ; ইন্দ্রসভাসদ্ গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র; কুরুক্ষেত্র-সমরের জনৈক বীর রাজা; পাণ্ডবপক্ষীয় বীর বিঃ; কর্ণের পুত্র বিঃ; চিত্রগুপ্তের পুত্র। চিত্রা সেনা যাহার, বহু। বি; পুং।

চিত্রা—১। নক্ষত্র বিঃ; অপ্সরা বিঃ; নদী বিঃ; শ্রীরাধার সখী বিঃ; চিতি সাপ; মায়া। বি; স্ত্রী। ২। বিবিধবর্ণযুক্তা; অদ্ভুতা। চিত্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চিত্রাক্ষ—বিচিত্র-নেত্রযুক্ত, যাহার চোখ দুইটি অদ্ভুত রকমের এমন। চিত্র অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

চিত্রাঙ্গ—১। হিঙ্গুল; হরিতাল। বি; ক্লী। ২। সর্প; ময়ূর; চিতাবাঘ; রাঙ্-চিতার গাছ। বি; পুং। ৩। চিত্রিত অঙ্গবিশিষ্ট, যাহার দেহ চিত্র-বিচিত্র এমন। চিত্র (চিত্রিত বা চিহ্নযুক্ত) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী।

চিত্রাঙ্গদ—১। (মহাভারত) শান্তনু রাজার পুত্র। চিত্র অঙ্গদ (বাহুভূষণ) যাঁহার, বহু। ২। কলিঙ্গদেশের রাজা; গন্ধর্ব বিঃ। উপতৎ; চিত্রাঙ্গ—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

চিত্রার্পিত—ছবিতে আঁকা, চিত্রফলকে লিখিত; নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়। চিত্রে অর্পিত, ৭মীতৎ। বিণ।

চিত্রাশ্ব—১। আশ্চর্যজনক অশ্ব, বিচিত্র ঘোড়া। কর্মধা। ২। (মহাভারত) সত্যবানের একটি নাম। চিত্র অশ্ব যাহার, বহু। বি; পুং।

চিত্রিণী—চারপ্রকারের স্ত্রী বা নায়িকার মধ্যে একপ্রকার, দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়িকা (পদ্মিনী চিত্রিণী শঙ্খিনী হস্তিনী—চার নায়িকা); (তন্ত্রমতে) নাড়ী বিঃ। চিত্রিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চিত্রিত—যাহা ছবিতে আঁকা হইয়াছে এরূপ, চিত্রার্পিত; নানাবর্ণবিশিষ্ট; চিহ্নযুক্ত। চিত্র্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চিত্রোক্তি—আকাশবাণী; অদ্ভুতবাক্য। চিত্রা উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিৎস্বরূপ—চৈতন্যস্বরূপ, চেতনাময়। বহু। বিণ।

চিদংশ—জ্ঞানরূপ চৈতন্যের অংশ। চিৎ-এর অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিদম্বর—চিদাকাশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

চিদাকাশ—আকাশবৎ নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্ম [আকাশ যেমন কোন পদার্থে লিপ্ত না হইয়া সর্বাধাররূপে অবস্থিত আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরব্রহ্ম সর্ববস্তুতে নির্লিপ্ত হইয়াও সর্বাধাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন]। চিৎ আকাশপ্রায়, উপমিত কর্মধা অথবা চিৎরূপ আকাশ, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

চিদাত্মা (-ত্মন্)—জ্ঞানময় আত্মা, জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা। চিৎ (জ্ঞান)-ই আত্মা, কর্মধা। বি; পুং।

চিদানন্দ—নিত্য চৈতন্যস্বরূপ নিত্যানন্দময় পরমপুরুষ, পরমজ্ঞানী সদানন্দ শিব; জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। চিৎ অথচ আনন্দ, কর্মধা। বি; পুং।

চিদাভাস—জ্ঞানের আভাস, চৈতন্যের আংশিক প্রকাশ; জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা। চিতের আভাস (দীপ্তি, প্রতিবিম্ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিদ্ঘন—১। পরমাত্মা। বি; পুং। ২। চিন্ময়। চিৎ ঘন যাহাতে, বহু। বিণ।

চিদ্রূপ—১। জ্ঞানময় আত্মা; জ্ঞানী। বি; পুং। ২। প্রিয়; স্ফূর্তিমান্। চিৎ রূপ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চিন—দাগ, নিদর্শন, অঙ্ক। <চিহ্ন বি।

চিনচিন—ঈষৎ জ্বালা; ঝিনঝিন। বাংপ্র। অ।

চিনা—১। নিদর্শন, চিহ্ন। < চিহ্ন। বি। ২। পরিচিত। চিন্+আ কর্ম। বিণ। ৩। অবগত হওয়া, জানা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চিনানো, চিননো—পরিচিত করানো, পরিচয় দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিনি—১। শর্করা। চৈনিক শব্দ; মতান্তরে <'শর্করা' (<শিরনি<সিন্নি)। বি।

চিনির পুতুল—চিনির তৈয়ারী পুতুল (ইহা অল্প জলেই গলিয়া যায়); (ইহা হইতে) যে অল্প শ্রমে বা কষ্টে ভাঙ্গিয়া পড়ে। **চিনির বলদ**—যে বলদ পিঠে চিনি বয় অথচ নিজে চিনি খাইতে পায় না; যে ব্যক্তি পরের সুখভোগের জন্য খাটে অথচ নিজে সুখভোগ করিতে পারে না। ২। অবগত হই, জানি। বাংপ্র। ক্রি।

চিনি-চাঁপা—একপ্রকার অতিমিষ্ট চাঁপা কলা। বাংপ্র। বি।

চিনিপাতা—চিনিসহযোগে প্রস্তুত ('— দই')। চিনি দ্বারা পাতা, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

চিনিসন্দেশ—খুব সামান্য ছানার সহিত বেশির ভাগ চিনি দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ; ছানা না দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ; ভোগের চিনি ও সন্দেশ। মধ্যপ বা দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

চিন্তক—চিন্তাকারী, চিন্তয়িতা। চিন্তি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চিন্তিকা**।

চিন্তন—ধ্যান; ভাবনা; উদ্বেগ; স্মরণ; ভয়; আলোচনা, কোন বিষয় স্থির বা স্মরণ করিবার নিমিত্ত মনোমধ্যে আন্দোলন। চিন্তি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চিন্তনীয়—চিন্তাযোগ্য, ভাবিবার উপযুক্ত, আলোচ্য। চিন্তি+অনীয় কর্ম। বিণ।

চিন্তয়ে—চিন্তা করে, ভাবে। কপ্র। ক্রি।

চিন্তা—১। ধ্যান; উদ্বেগ; ভাবনা; আন্দোলন, আলোচনা; স্মরণ। চিন্তি+অ ভাব+আপ্। ২। (মহাভারত) শ্রীবৎস রাজার মহিষী। বি; স্ত্রী।

চিন্তাকুল, -কুলিত—ভাবনাব্যাকুল, অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। চিন্তা দ্বারা আকুল, আকুলিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

চিন্তাজনক—ভাবনাজনক, উদ্বেগজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

চিন্তাজ্বর—দুর্ভাবনারূপ জ্বর, অত্যন্ত দুর্ভাবনাহেতু মানসিক যন্ত্রণাবোধ। চিন্তারূপ জ্বর, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

চিন্তানল—দুর্ভাবনারূপ অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় অত্যন্ত জ্বালাময়ী দুর্ভাবনা। চিন্তারূপ অনল, রূপক কর্মধা; অথবা, চিন্তা অনলপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

চিন্তান্বিত—চিন্তাযুক্ত, ভাবনাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন। চিন্তা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

চিন্তামগ্ন—গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট, অত্যন্ত চিন্তাকাতর, বিশেষ উদ্বিগ্ন। ৭মীতৎ। বিণ।

চিন্তামণি—অভীষ্টদায়ক মণি বিঃ; স্পর্শমণি [কিংবদন্তি এই যে, এই মণির নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়]; জগদীশ্বর, ভগবান্। চিন্তা (অভীষ্ট বস্তু)-প্রদ মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চিন্তাশীল—ভাবুক, চিন্তাদ্বারা সমাধান করিতে পটু। চিন্তাই শীল যাহার, বহু। বিণ।

চিন্তাসখী—১। চিন্তারূপা সহচরী, ভাবনারূপা সঙ্গিনী। চিন্তারূপা সখী, রূপক কর্মধা। ২। চিন্তাবিষয়ে সঙ্গিনী, পরামর্শদাত্রী। চিন্তায় সখী, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিন্তাহরণ—১। চিন্তাদূরীকরণ, ভাবনার নাশকরণ। বি; ক্লী। ২। চিন্তাহরণকারী, ভাবনানাশক। বিণ। ৩। পরমেশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিন্তিত—১। যে বিষয়ে চিন্তা করা হইয়াছে এরূপ, ভাবিত; স্মৃত; বিবেচিত; আলোচিত। চিন্তি+ক্ত কর্ম। ২। চিন্তাকুল, চিন্তান্বিত। চিন্তা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

চিন্তে—চিনিতে, বুঝিতে, জানিতে; চিন্তা করে, ভাবে; চিন্তা করিয়া, ভাবিয়া। কপ্র। ক্রি। **চেয়ে চিন্তে**—বিশেষভাবে চাহিয়া [আত্মীয়তার ভাববোধক সহচর শব্দ; শুধু চাহিবার স্থলে 'যাহাতে ভাল হয় এইরূপ ভাবিয়া' লওয়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে]। **ভেবে চিন্তে**—ধীরভাবে সকল দিক্ বার বার ভাবিয়া।

চিন্ত্য—ভাবনীয়, চিন্তার যোগ্য, আলোচ্য, বিতর্কণীয়। চিন্তি+যৎ কর্ম। বিণ।

চিন্ত্যমান—যাহার কথা ভাবা হইতেছে এরূপ, অনুধ্যায়মান। চিন্তি+শানচ্ কর্ম। বিণ।

চিন্ময়—জ্ঞানময়, চৈতন্যস্বরূপ ('— ব্রহ্ম')। চিৎ+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

চিপ—আঁট, কষা। কপ্র। বিণ।

চিপটানো, চিপটনো—১। চওড়া, পার্শ্বে বিস্তৃত। চিপিটা+নো কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ২। চেপ্টা করা, চেপ্টা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিপা—১। চাপা; সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, সরু। বিণ। ২। চাপ দেওয়া, আঁটা, কষা। প্রাদে। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিপিট, চিপিটক—১। চিঁড়া। বি; পুং। ২। চেপ্টা; বিস্তৃতনাসিক; বিস্তৃত। চি+পিটচ্ কর্ম (নিপা); পক্ষে কন্ সংজ্ঞার্থে, তুল্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-টা, -টিকা**।

চিবন—চর্বণ, চিবুনি। বাংপ্র। বি।

চিবনো—চিবানো (তাহা দ্রঃ)।

চিবা, চিবে—ছিবড়া, ডাঁটা প্রঃ শক্ত জিনিস চিবাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা। প্রাদে। বি।

চিবানো—চর্বণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিবি—১। দাড়ি; থুতনি। চীব্+ই কর্ম (নিপা)। বি; পুং। ২। ফাঁক ('জানলার —')। প্রাদে। বি।

চিবু, চিবুক—ওষ্ঠের নিম্নভাগ, দাড়ি, থুতনি। চীব্+কু (নিপা), পক্ষে চিবু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

চিমটা, চিমটে—আগুন বা উত্তপ্ত বস্তু তুলিবার জন্য লোহার তৈরী দুমুখো যন্ত্র, মোচনা, সন্না। <চিমটি। বাংপ্র। বি।

চিমটানো—খামচানো, নখ দ্বারা পীড়ন; চিমটার মতন ধরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিমটি—১। নখ দ্বারা পীড়ন, দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা গাত্রচর্ম চাপিয়া ধরা। বি। ২। দুই আঙুলের ডগা দিয়া টিপিয়া যতটুকু তোলা যায়। বাংপ্র। বিণ।

চিমড়া, -ড়ে—চামড়ার মত শক্ত; দুশ্ছেদ্য; রোগা ও শক্ত; অস্থিচর্মসার। <চর্মন্। বাংপ্র। বিণ।

চিমড়ানো—শুকনা চামড়ার মত কুঁচকাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিমনি—এঞ্জিন বা চুল্লীর ধূম বাহির হইবার লোহা ইট ইঃ উচ্চ চোঙা; আলোকের দীর্ঘ কাচময় আবরণ। <ইং 'chimney'. বি।

চিমসা, চিমসে—চামড়ার মত শক্ত, চিমড়া; কাঁচা চামড়ার মত দুর্গন্ধবিশিষ্ট, চামসা। বাংপ্র। বিণ।

চিয়াড়ি, চেয়াড়ি—শুকনা বাঁশের ছাল, চেঁচাড়ি; বাঁশের পাতলা চটা। বাংপ্র। বি।

চিয়ান—বিন্যাস, স্থাপন। বাংপ্র। বি।

চির—১। অনাদিকাল, বহুকাল, দীর্ঘকাল। বি; ক্লী। ২। বিলম্বিত; দীর্ঘকালস্থায়ী; (কাল-সম্বন্ধে) নিত্য; দীর্ঘ; বহু। চি+রক্ কর্তৃ। বিণ।

চিরঋণী (-ণিন্)—চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ।

চিরকর্মা (-কর্মন্), **-কর্মা** (-কর্মন্)—চিরকারী (তাহা দ্রঃ)। চির কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

চিরকাঙ্ক্ষিত—অনেক দিনের অভিলষিত, অনেক দিন ধরিয়া যাহা চাওয়া হইয়াছে এমন। চির ব্যাপিয়া কাঙ্ক্ষিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরকারিতা—বিলম্বে কার্য করা, অল্প সময়ের কর্ম অধিক সময়ে করা, কার্যনির্বাহে আলস্য বা অমনোযোগ, দীর্ঘসূত্রতা। চিরকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

চিরকারী (-কারিন্)—দীর্ঘসূত্রী, বিলম্বে কর্মকারী, সত্বর কার্যনির্বাহে অক্ষম, অল্প সময়ের কার্য অধিক সময়ে সম্পাদনকারী, কর্মনির্বাহে অলস বা অমনোযোগী; দীর্ঘসূত্রী। উপতৎ; চির—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-কারিণী**।

চিরকাল—দীর্ঘকাল; অনন্তকাল; যাবজ্জীবন। চিরই কাল, কর্মধা। বি; পুং।

চিরকালার্জি(র্জ্জি)ত—বহুকাল পরে যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন; সুদীর্ঘকালে লব্ধ, জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে প্রাপ্ত। চিরকালে অর্জিত, সুপ্। বিণ।

চিরকালিক, চিরকালীন—দীর্ঘকালব্যাপী; চিরন্তন। চিরকাল+ইক, ঈন ব্যাপ্ত্যর্থে, ভবার্থে। বিণ।

চিরকীর্তি(র্ত্তি)—১। চিরস্থায়ী যশ, দীর্ঘকালব্যাপী খ্যাতি। চিরব্যাপিনী কীর্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চিরযশস্বী, আবহমান কাল ধরিয়া খ্যাতিমান্। চিরব্যাপিনী কীর্তি যাহার, বহু। বিণ।

চিরকুট—টুকরা কাগজে লিখিত বিষয়। বাংপ্র। বি।

চিরকুমার—আজীবন অবিবাহিত, যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিবাহ করে না এরূপ। চির ব্যাপিয়া কুমার, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। বি—**চিরকৌমার্য**।

চিরকেলে—অনেক দিনের ('— অভ্যাস')। চিরকাল+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চিরক্রিয়—চিরকারী (তাহা দ্রঃ)। চিরা ক্রিয়া যাহার, বহুব্রী। বিণ।

চিরক্রিয়তা—দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য করার স্বভাব। চিরক্রিয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

চিরক্রীত—অত্যন্ত উপকৃত; যাবজ্জীবন উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ; বহুকাল পূর্বে যাহা কেনা হইয়াছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া ক্রীত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরজীবক—**১**। জীবকবৃক্ষ। বি; পুং। **২**। দীর্ঘজীবী। উপতৎ; চির—জীব্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিকা**।

চিরজীবন—সারা জীবনকাল, আজীবন। চিরব্যাপী জীবন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চিরজীবী (-জীবিন্) -**১**। যে বহুদিন বাঁচিয়া থাকে এরূপ; বহুকালস্থায়ী; অমর। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**। বি, **-জীবিতা**। **২**। বিষ্ণু; কাক; মার্কণ্ডেয়; শাল্মলীবৃক্ষ; অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমান্ বিভীষণ কৃপ পরশুরাম—এই সাতজন চিরজীবী। উপতৎ; চির—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

চিরজীবেষু—চিরজীবিষু [পত্রের শিরোনামায় আশীর্বাদভাজন কনিষ্ঠের প্রতি এইরূপ পাঠ নামের নীচে লিখিত হয়]। চির—জীব্। অচ্ কর্তৃ চিরজীব, 'চিরজীব'-শব্দের সংস্কৃত ৭মীর বহুব (গৌরবে)। বি; পুং। স্ত্রী, **-জীবাসু**।

চিরঞ্জীব—চিরজীবী, যে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে এরূপ। চিরম্—জীব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

চিরঞ্জীবী (-জীবিন্)—'চিরজীবী' (সকল অর্থে)। উপতৎ; চিরম্—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

চিরতা, চিরেতা—ভূনিম্ব, শাকজাতীয় তিক্ত উদ্ভিদ্ বিঃ। < চিরতিক্ত। বি।

চিরতিক্ত—চিরতা। চির ব্যাপিয়া তিক্ত, ২য়াতৎ। বি; পুং।

চিরতুষার—চিরনীহার (তাহা দ্রঃ)।

চিরতুষার-রেখা, -সীমা—অত্যুন্নত পর্বতের যে সীমার উপর তুষার চিরকাল জমিয়াই থাকে তাহা, হিমরেখা, snowline. চিরতুষারের রেখা, সীমা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

চিরথাই—বহুদিন স্থিতিশীল। < চির-স্থায়িন্। প্রা কপ্র। বিণ।

চিরদরিদ্র—সারাজীবন ধরিয়া গরিব, চিরনিঃস্ব। চির ব্যাপিয়া দরিদ্র, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরদারিদ্র্য—চিরনির্ধনতা, সারাজীবন ব্যাপিয়া নিঃস্বতা, আজীবন ধনাভাব। চিরব্যাপী দারিদ্র্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চিরদাস—আজীবন ভৃত্য; ক্রীতদাস; চিরপরাধীন। চির ব্যাপিয়া দাস, ২য়াতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-দাসী**।

চিরদিন—আবহমান কাল; যাবজ্জীবন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত। চিরই দিন (কাল), কর্মধা। বি; ক্লী।

চিরদীন—চিরদরিদ্র, আজীবন নিঃস্ব। চির ব্যাপিয়া দীন, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরদুঃখ—আজীবন ক্লেশ, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কষ্ট। চিরব্যাপী দুঃখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। বিণ, **-দুঃখী**।

চিরদুঃখী (-খিন্)—চিরকাল দুঃখ-ভোগকারী, আজীবন দুঃখী। চির ব্যাপিয়া দুঃখী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দুঃখিনী**।

চিরদুর্লভ—বরাবরই দুষ্প্রাপ্য, যাহা কোন-কালেই লাভ করা সহজ নহে এরূপ। চির ব্যাপিয়া দুর্লভ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরন, চেরন—**১**। চেরা, বিদারণ, ফাড়ন। চির্+অন ভাব। **২**। চিরুনি। চির্+অন করণ। বি।

চিরনদাঁতী, চিরুনদাঁতী—যাহার দাঁত চিরুনির দাঁড়ার মত ছুঁচালো ও সরু এরূপ। বাংপ্র। বহু। বিণ; স্ত্রী।

চিরনি—কাঁকই, চুল আঁচড়াইবার যন্ত্র বিঃ, কঙ্কতিকা। বাংপ্র। বি।

চিরনিদ্রা—মৃত্যু; অনন্তকালব্যাপিনী নিদ্রা, যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না একপ নিদ্রা, মহানিদ্রা; দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রারোগ। চিরব্যাপী নিদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিরনিদ্রাগত, -ভিভূত, -মগ্ন—মৃত, চিরদিনের জন্য নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চিরনিদ্রাকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ; চিরনিদ্রা দ্বারা অভিভূত, ৩য়াতৎ; চিরনিদ্রায় মগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

চিরনিদ্রিত—চিরদিনের জন্য নিদ্রাগত, মৃত। চির ব্যাপিয়া নিদ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনিবৃত্তি—চিরদিনের মত প্রশমন, চিরকালের জন্য থামিয়া যাওয়া। চিরা নিবৃত্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিরনির্দি(র্দ্দি)ষ্ট—চিরনিরূপিত; আবহ-মান কাল হইতে স্থিরীকৃত। চির ব্যাপিয়া নির্দিষ্ট, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনির্বা(র্ব্বা)সন—চিরদিনের জন্য দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া, সারাজীবনের জন্য নির্বাসন। চিরব্যাপী নির্বাসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চিরনির্বা(র্ব্বা)সিত—চিরকালের জন্য দেশ হইতে বিতাড়িত, চিরকালের জন্য বিদেশে প্রেরিত। চিরদিনের জন্য নির্বাসিত, সুপ্। বিণ।

চিরনির্ভর—সারা জীবনের আশ্রয়, চিরশরণ, চিরসহায়, অনন্তকালের আশ্রয়। চিরব্যাপী নির্ভর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চিরনির্ম(র্ম্ম)ল—**১**। যাহা কখনও মলিন হয় না এমন; চিরপবিত্র, চিরনিষ্পাপ। বিণ। **২**। চিরনিরঞ্জন, পরমেশ্বর। চির ব্যাপিয়া নির্মল, ২য়াতৎ। বি; পুং।

চিরনিষ্পাপ—আজীবন পাপশূন্য; চির-পবিত্র। চির ব্যাপিয়া নিষ্পাপ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনীহার—চিরতুহিন, পর্বতের অত্যুচ্চ-স্থানে আবহমান কাল ধরিয়া স্থায়ী তুষার। চিরব্যাপী নীহার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চিরনীহারবাহু—চিরনীহারসীমার নিম্ন-ভাগে যে বরফরাশি জমাট হইয়া থাকে তাহা, glacier. চিরনীহারের বাহু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চিরনীহারসীমা—চিরতুষার-রেখা (তাহা দ্রঃ)।

চিরনূতন—নিত্য নবীন, যাহা সকল সময়েই নূতন এমন। চির ব্যাপিয়া নূতন, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরনো—'চিরানো' দ্রঃ।

চিরন্তন—চিরকালীন; পুরাতন, যাহা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এরূপ, যাহা বহুকাল প্রচলিত আছে এরূপ। চিরম্+তন (ট্যুল্+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

চিরপদ—চিরস্থায়ী বস্তু ('ধনজন সুসম্পদ নহে চিরপদ'—কৃত্তি)। কর্মধা। বি; ক্লী।

চিরপরিচিত—চিরকালের জানা শুনা, চিরপরিজ্ঞাত। চির ব্যাপিয়া পরিচিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপূজ্য—সর্বদা পূজনীয়, চিরারাধ্য। চির ব্যাপিয়া পূজ্য, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপোষিত—চিরকাল প্রতিপালিত, চিরদিন ধরিয়া যাহা পোষণ করা হইয়াছে একপ; চিরকাঙ্ক্ষিত, চিরাভিলষিত। চির ব্যাপিয়া পোষিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রচলিত—যাহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া প্রচলিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রবাসী (-প্রবাসিন্)—যে চিরকাল বিদেশে থাকে এরূপ, চিরবিদেশবাসী। চির ব্যাপিয়া প্রবাসী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রবাসিনী**।

চিরপ্রবাহিত—চিরকাল বহমান, যাহার প্রবাহ চিরকাল থাকে একপ। চির ব্যাপিয়া প্রবাহিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রবাহী (-প্রবাহিন্)-চিরবহমান, যাহা সর্বদাই বহিয়া যাইতেছে এমন। চির ব্যাপিয়া প্রবাহী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হিণী**।

চিরপ্রসিদ্ধ—চিরবিখ্যাত, যে চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভ করিয়াছে এমন, চিরবিশ্রুত। চির ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রাপ্ত—বহুদিন পূর্বে যাহা পাওয়া

গিয়াছে এরূপ, চিরলব্ধ। চিরে (চিরকালে) প্রাপ্ত, সুপ্‌। বিণ।

চিরপ্রার্থিত, -বাঞ্ছিত—বহুকালের অভিলষিত, অনেক দিন ধরিয়া যাহা চাওয়া হইয়াছে এমন। চির ব্যাপিয়া প্রার্থিত, বাঞ্ছিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরপ্রোষিত—যে বহুকাল বিদেশে আছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া প্রোষিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরবন্ধু—'চিরমিত্র' দ্রঃ।

চিরবাঞ্ছিত—'চিরপ্রার্থিত' দ্রঃ।

চিরবাস—চিরদিনের বাসস্থান, চিরদিনের গৃহ; চিরদিনের জন্য অবস্থান, আবহমান কাল ধরিয়া থাকা। চিরব্যাপী বাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চিরবিচ্ছেদ—চিরদিনের মত পার্থক্য, সারাজীবনের মত ছাড়াছাড়ি; জীবনব্যাপী মনোমালিন্য। চিরব্যাপী বিচ্ছেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। বিণ, **-বিচ্ছিন্ন।**

চিরবিদায়—চিরদিনের মত প্রস্থান করিবার জন্য অনুমতি বা অনুরোধ; চিরদিনের জন্য প্রস্থান; মৃত্যু। চির যে বিদায়, কর্মধা। বি; পুং।

চিরবিদ্বেষ—চিরশত্রুতা; চিরকালের ঈর্ষ্যা। চিরব্যাপী বিদ্বেষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। বিণ, **-বিদ্বেষী** (-ষিন্‌)।

চিরবিবাদ, -বিরোধ—চিরদিনের কলহ, দীর্ঘকালের ঝগড়া। চিরব্যাপী বিবাদ, বিরোধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চিরবিস্মৃত—যাহার কথা আর কখনও মনে পড়িবার নয় এরূপ; যে চিরকালের মত ভুলিয়া গিয়াছে এমন। চির ব্যাপিয়া বিস্মৃত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরবৈরী (বৈরিন্‌)—চিরশত্রু, সারা জীবন ধরিয়া অনিষ্টকারী। চির ব্যাপিয়া বৈরী, ২য়াতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

চিরমলিন—চিরম্লান, সকল সময়ই কলঙ্কময়। চির ব্যাপিয়া মলিন, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরমিত্র, -বন্ধু—অনেক দিনের মিত্র, বহুকালের বন্ধু। চির ব্যাপিয়া মিত্র, বন্ধু, ২য়াতৎ। বি; ক্লী, পুং।

চিররহস্য—যে বিষয়ের জটিলতা উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর নহে, যে রহস্যের কখনও সমাধান হয় না। চিরব্যাপী রহস্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চিররুগ্‌ণ, -রোগী (-রোগিন্‌)—চিরদিন পীড়াগ্রস্ত, যাহার শরীরে সর্বদা রোগ বর্তমান এরূপ। চির ব্যাপিয়া রুগ্‌ণ, রোগী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রুগ্‌ণা, -রোগিণী।**

চিররুদ্ধ—সারা জীবনের মত আবদ্ধ। চির ব্যাপিয়া রুদ্ধ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিররুদ্র—যাহাকে দেখিলে সকল সময়েই ভয় হয় এরূপ, চিরভীষণ, চিরদিনের জন্য ভয়াবহ। চির ব্যাপিয়া রুদ্র, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরশত্রু—চিরকালের বৈরী, চিরবিদ্বেষী, যাহার সহিত বহুকাল ধরিয়া শত্রুতা চলিতেছে এমন। চির ব্যাপিয়া শত্রু, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরশরণ—চিরকালের আশ্রয়, বহুদিনের সহায়। চির শরণ, কর্মধা; বা, চির ব্যাপিয়া শরণ, ২য়াতৎ। বি; ক্লী বা বিণ।

চিরশান্তি—দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি; মৃত্যু। ২য়াতৎ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চিরশ্যামল—চিরহরিৎ, যাহার রং সর্বদাই সবুজ থাকে এমন। চির ব্যাপিয়া শ্যামল, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরসঙ্গী (-সঙ্গিন্‌)—চিরসহচর, সারা-জীবনের সঙ্গী। চির ব্যাপিয়া সঙ্গী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সঙ্গিনী।**

চিরসহায়—বহুকালের আশ্রয়, দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহার নিকট সাহায্য পাওয়া যায় এমন। চির ব্যাপিয়া সহায়, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরসুখী (-খিন্‌)—যে কোন দিন দুঃখ ভোগ করে নাই এরূপ। চির ব্যাপিয়া সুখী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সুখিনী।**

চিরসুহৃৎ (-হৃদ্‌)—বহুকালের মিত্র। চির ব্যাপিয়া সুহৃৎ, ২য়াতৎ। বি; পুং।

চিরসূতা—বহুকালপূর্বে প্রসবিনী গাভী। চির সূতা, সুপ্‌। ('চিরসূতিকা' শব্দও হয়।) বি; স্ত্রী।

চিরসেবিত—যাহা যথার্থ বলিয়া বহুকাল অঙ্গীকৃত ও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে এমন; চিরারাধিত। চির ব্যাপিয়া সেবিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরস্থায়িতা, -ত্ব—চিরকাল থাকা; অল্পকালে লোপ পরিবর্তন বা অন্যথাভাব না হওয়া। চিরস্থায়িন্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী। বিণ, **-স্থায়ী** (-স্থায়িন্‌)।

চিরস্থায়ী (-স্থায়িন্‌)—যাহা বহুকাল থাকে এরূপ, অল্পকালে যাহার লোপ ধ্বংস পরিবর্তন বা অন্যথাভাব না ঘটে এরূপ; যাহা বরাবর আছে বা থাকিবে এরূপ; অবিনশ্বর। চির ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থায়িনী।** বি, **-স্থায়িতা, -স্থায়িত্ব।**

চিরস্থির—চিরকাল ধরিয়া অচঞ্চল; প্রবাহ-শূন্য ("চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবননদে?"—মাইকেল)। চির ব্যাপিয়া স্থির, ২য়াতৎ। বিণ। বি, **-স্থিরতা।**

চিরস্মরণীয়—দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে রাখার যোগ্য। চির ব্যাপিয়া স্মরণীয়, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরহরিৎ—চিরশ্যামল, যাহা সারা বছর ধরিয়া সবুজ থাকে এমন, evergreen. চির ব্যাপিয়া হরিৎ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরা—১। বিভক্ত, বিদারিত; ছিন্ন। চির্‌+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ২। বিদীর্ণ করা, কাটান; ছিন্ন করা বা হওয়া; ভাগ করা; কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৩। শিরোভূষণ, পাগড়ি; ইনাম। <হি 'চীরা'। ৪। ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া। <চীর। প্রা কপ্র। বি।

চিরাই—দীর্ঘায়ুঃ, দীর্ঘজীবী। <চিরায়ুঃ। প্রা কপ্র। বিণ।

চিরাগ—বাতি, আলোক। ফা। বি।

চিরাগত—যাহা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এরূপ, বহুদিন যাবৎ প্রচলিত। চির যাবৎ আগত, সুপ্‌। বিণ।

চিরাগী—পীরের সমাধিস্থানে বাতি জ্বালাই-বার জন্য নিষ্কর ('— জমি')। ফা-মু। বিণ বা বি।

চিরাচরিত—দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত; বহুদিন ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিতেছে এরূপ। চির ব্যাপিয়া আচরিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরাতা—চিরতিক্ত, শাকজাতীয় তিক্ত ওষধি বিঃ। <চিরতিক্ত। বি।

চিরানন্দ—১। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন আনন্দে কাল কাটায় এরূপ। চিরব্যাপী আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। অক্ষয় আনন্দ, চিরহর্ষ। চিরব্যাপী আনন্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চিরানুকূল—চিরহিতকারী; চিরসহায়, বহুকালের আশ্রয়। চির ব্যাপিয়া অনুকূল, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরানো, চিরনো—বিদারণ করানো; কাড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিরান্ধ—জন্মান্ধ, জন্ম হইতে দৃষ্টিহীন; কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য দর্শন করিবার ক্ষমতা যাহার নাই এমন। চির ব্যাপিয়া অন্ধ, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরাভ্যস্ত—চিরদিনের অভ্যাসগত, বহুদিন হইতে যাহার অভ্যাস করা হইয়াছে এমন; যে বহুকাল যাবৎ অভ্যাস করিয়াছে এমন। চির ব্যাপিয়া অভ্যস্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরায়ত—গুণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, যাহার বহুকাল টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা এরূপ, classical. চির ব্যাপিয়া আয়ত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরায়ুঃ (-য়ুস্‌) (>**চিরায়ু**)—১। দীর্ঘজীবী। বিণ। ২। দেবতা। চির ব্যাপিয়া আয়ুঃ যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। চির-জীবন; দীর্ঘজীবন। চির আয়ুঃ, কর্মধা। বি; ক্লীব।

চিরায়ুষ্মান্ (-মৎ)—চিরজীবী, দীর্ঘজীবী। চিরায়ুস্ (৩)+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্মতী**। বি, **-ষ্মত্তা**।

চিরাশ্রিত—বহুকাল অন্যের আশ্রয়ে পালিত; চির অনুগত, চিরদিন শরণাগত। চির ব্যাপিয়া আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

চিরুনি—কঙ্কতিকা, কাঁকুই। চির্+উনি করণ। বাংপ্র। বি।

চির্ভটী—কাঁকুড়, ফুটি। চির—ভট্+অচ্ কর্তৃ +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চিল—মাংসাশী পাখি বিঃ, আততায়ী পাখি। <চিল্ল। বি। **চিল চেঁচানো**—চিলের ন্যায় জোরে চেঁচানো, তীব্র চিৎকার করিয়া কাঁদা।

চিলতা, -তে—পাতলা বা ছেঁড়া অংশ। বাংপ্র। বি।

চিলবিল—ছটফট করা; চঞ্চলতাপ্রকাশ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

চিলবিলা, -বিলে—চঞ্চল, অস্থির। চিলবিল+আ, এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চিলবিলানি, -বিলিনি—চাঞ্চল্য, ছটফটে ভাব। চিলবিলা+নি ভাব। বাংপ্র। বি।

চিলবিলানো—অধীর হওয়া; ছটফট করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিলমীলিকা—জোনাকি পোকা বিদ্যুৎ; কণ্ঠাভরণ, গলার হার। চির—মীল্+অক কর্তৃ (র-স্থানে ল)+আপ্। বি; স্ত্রী।

চিলমচী—হাত মুখ ধুইবার একপ্রকার গামলা বিঃ। হি। বি।

চিলা, চিলে—ছাদের উপরের ঘর, প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ ('চিলের ছাদ')। <চিল। বি।

চিলাচিলি—চেঁচামেচি; পরস্পরকে চিৎকার করিয়া ডাকা। হি-মূ। বি।

চিলিম—তামাক খাইবার কলিকা। ফা-মূ। বি।

চিলেকোঠা, -ঘর—প্রাসাদের উচ্চতম স্থানে অবস্থিত গৃহ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চিল্ল—চিলপাখি। চিল্ল্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**চিল্লী**।

চিল্লাচিল্লি—চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি, পরস্পরকে চেঁচাইয়া ডাকা। হি-মূ। বি।

চিল্লানো—চেঁচামেচি করা, চিৎকার করা। হি-মূ। ক্রি [, বি, বিণ]।

চিল্লী—চিলপক্ষিণী, চিল্লিকা; লোধ্র; ভ্রূ; চক্ষুঃ; হাবভাবপ্রদর্শন। চিল্ল্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চিহিঁ—ঘোড়ার ডাক। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

চিহ্ন—১। দাগ, sign. চহ্+নক্ কর্তৃ (অ-স্থানে ই)। ২। লক্ষণ, যে কার্য দেখিয়া কারণের অনুমান করা যায়; যাহা দ্বারা চিনিতে পারা যায়; পরবর্তী কালের সন্দেহ দূর করিবার জন্য পূর্বেই যাহা করিয়া রাখা হয়; সংকেত, ইশারা; পতাকা, নিশান। চহ্+নক্ করণ। বি; ক্লী।

চিহ্নকারী (-কারিন্)—চিহ্নকারক, যে দাগ দেয় এরূপ। উপতৎ; চিহ্ন—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

চিহ্নত—১। চিহ্নিত। বিণ। ২। চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

চিহ্নতনামা—নির্দেশপত্র, রাজদত্ত সীমা-নিরূপণ-পত্র। চিহ্নত+নামা পত্র অর্থে। বাংপ্র। বি।

চিহ্নধারী (-ধারিন্)—দাগযুক্ত, চিহ্ন-বিশিষ্ট। উপতৎ; চিহ্ন—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

চিহ্না—দাগ দেওয়া, চিহ্নযুক্ত করা; চিনা, চিনিতে পারা ("না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। ক্রি।

চিহ্নিত—১। দাগযুক্ত, দাগ-দেওয়া, অঙ্কিত; লক্ষিত; বিশেষ নিদর্শন-পত্রযুক্ত, covenanted. চিহ্ন+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ। ২। চিহ্ন, লক্ষণ। চিহ্নি+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

চিহ্নিতনামা—জমিজমা সম্বন্ধে রাজপ্রদত্ত সীমানিরূপণ-পত্র। চিহ্নিত+নামা পত্র অর্থে। বাংপ্র। বি।

চীত—চিত্র, ছবি। প্রা কপ্র। বি।

চীত-নলিনী—আঁকা পদ্ম। প্রা কপ্র। বি।

চীত-পুতলি—আঁকা-পুতুল। প্রা কপ্র। বি।

চীৎকার, চিৎকার—চেঁচানি, উচ্চ শব্দ। চীৎ, চিৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

চীন—১। দেশ বিঃ; ধান্য বিঃ; সূত্র। বি; পুং। ২। চীন-দেশীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র; পতাকা, নিশান। চি+নক্ কর্ম (ই-স্থানে ঈ)। বি; ক্লী। বিণ—**চীনীয়, চৈনিক**। ৩। চিহ্ন। প্রা কপ্র। বি।

চীনক—চীনাধান; চীনাকর্পূর। চীন+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

চীনজ—১। ইস্পাত, তীক্ষ্ণ লৌহ। বি; ক্লী। ২। চীনদেশজাত। উপতৎ; চীন—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

চীনপিষ্ট—একপ্রকার সিঁদুর; সীসা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী।

চীনবাস—চীনা কাপড়, সূক্ষ্ম বস্ত্র বিঃ। চীনজাত বাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

চীনা—চীনদেশীয়; চীন-দেশবাসী; চীনা ধান ("মাস মসুরী তণ্ডুল মধুরী বরবটী বাটুলা চীনা।"—কবিকঙ্কণ)। চীন+আ সম্বন্ধাদি অর্থে। বাংপ্র। বিণ বা বি। **চীনা কর্পূর**—একপ্রকার উৎকৃষ্ট কর্পূর। **চীনা কাঁকুড়**—চীনাক, একজাতীয় কাঁকুড়। **চীনা ঘাস**—চীনদেশীয় ঘাস বিঃ (ইহাতে দড়ি, কাপড়, কাগজ ইঃ প্রস্তুত হয়)। **চীনা পটকা**—আগুন দিলে পটপট করিয়া শব্দ হয় এমন বাজি বিঃ (ধানী পটকা অপেক্ষা বড়)। **চীনা বাদাম**—মাঠকড়াই, মাঠ বাদাম। **চীনা বাসন**—চীনা মাটি দ্বারা প্রস্তুত উৎপন্ন বাসন বিঃ, চীনা মাটির পাত্র। **চীনা মাটি**—সাদা চকচকে পদার্থ বিঃ, china-clay. **চীনার পাত্র, পাত**—সর্বোৎকৃষ্ট খাঁটি নরম সোনার পাত। **চীনা সিঁদুর**—চীনপিষ্ট, ঘোর লাল সিন্দুর বিঃ।

চীনাংশুক—চীনদেশীয় রেশমের কাপড়, অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র। চীন জাত অংশুক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

চীনে—চীনা (তাহা দ্রঃ)।

চীবর—যোগী বা সন্ন্যাসীরা যে জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করে, চীর, ভিক্ষুবস্ত্র, কৌপীন; ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। চি+ষ্বরচ্ কর্ম। বি; ক্লী।

চীবরী (-রিন্)—বৌদ্ধ সন্ন্যাসী; ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। চীবর+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

চীর—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া; বস্ত্র বিঃ; সীসক, সীসা; চূড়া; গাছের ছাল; চীরকুট। চি+রক্ কর্ম (ই-স্থানে ঈ)। বি; ক্লী।

চীরকুট—ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া; ছেঁড়া কাগজে লিখিত বিষয়। হি। বি।

চীরধারী (-ধারিন্)—জীর্ণ ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধানকারী। উপতৎ; চীর—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

চীরবাস—১। পরিধানের ছিন্ন বস্ত্র। কর্মধা। বি; পুং। ২। ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত, যে ছেঁড়া কাপড় পরিয়াছে এমন। বহু। বিণ।

চীরা—কালি কাপড়ের পাগড়ি। প্রা কপ্র। বি।

চীরী (চীরিন্)—১। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, যে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রহিয়াছে এমন; বল্কল-পরিধানকারী, যে গাছের ছাল পরিয়াছে এমন। বিণ। স্ত্রী—**চীরিণী**। ২। তাপস। চীর+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

চীর্ণ—সম্পাদিত; অনুষ্ঠিত; সঞ্চিত; অনুশীলিত; বিভক্ত; খণ্ডিত; বিদীর্ণ। চর্+নক্ কর্ম। বিণ।

চুঁ—অনুকার-শব্দ, জলশোষণ-শব্দ; মৃদুশব্দ। বাংপ্র। অ। **চুঁ করা**—চুপিসাড়ে কথা বলা। **চুঁ শব্দ**—সামান্য প্রতিবাদ; অস্পষ্ট আওয়াজ।

চুঁই-চুঁই—জলশোষণের শব্দ; দগ্ধ হইবার শব্দ; অত্যধিক ক্ষুধার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। বাংপ্র। অ।

চুঁচি—স্তন, মাই; স্তন-বৃন্ত, মাই-এর বোঁটা। <চুচুক। বি।

চুঁয়া—আঁকা, আধপোড়া, ধরিয়া-যাওয়া; অম্ল। বাংপ্র। বিণ।

চুঁয়ানো—জলকরণ; আধপোড়া করা,

ধরাইয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুক—১। শক্ত গোড়। বাংপ্র। বি। ২। অম্ল, টক। বিণ। ৩। ভুল। হি। বি।

চুকচুক—১। একটু একটু পান করিয়া অল্প শব্দ। অ। ২। মসৃণ ও উজ্জ্বল। বাংপ্র। বিণ।

চুকচুকানি, চুকচুকুনি—কোন কার্য করিবার জন্য অধীরতা; চুকচুক শব্দ; চুকচুক করিয়া পান করা। চুকচুকা+নি ভাব। বাংপ্র। বি।

চুকচুকানো—চুকচুক শব্দ করা; চুকচুক করিয়া পান করা; কুটকুট করা; কোন কার্য করিবার জন্য অধীর হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চুকচুকে—চিক্কণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল; চুকচুক কারী; কার্য করণার্থ অধীর। চুকচুক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চুকনো—চুকানো (তাহা দ্রঃ)।

চুকলি—১। পরনিন্দা, অপবাদ, কুৎসা; অসাক্ষাতে নিন্দা, লাগানি। <ফা 'চুগল'। **চুকলি খাওয়া**—পশ্চাতে নিন্দা করা ("মুখে মুখে সম্মুখে চুকলি খায় বেটা।"—ঘনরাম)। ২। চক্রাকার পাতলা পিষ্টক বিঃ। বাংপ্র। বি।

চুকলিখোর—পরোক্ষে নিন্দাকারী। চুকলি +খোর আসক্তার্থে। ফা-মু। বিণ।

চুকা—১। অম্ল, টক। <চুক্র। বিণ। ২। ভুল করা; শেষ হওয়া, অবসান হওয়া; নিষ্কৃতি পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুকানো—মিটাইয়া দেওয়া, নিষ্পত্তি করা, রফা করা; বিনাশ করা; ফুরানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুকাপালং—একপ্রকার পালং শাক, টক-পালং। বাংপ্র। বি।

চুকো—টক, অম্ল। <চুক্র। বিণ।

চুক্তি—নিয়ম; প্রতিশ্রুতি, কড়ার, শর্ত; সমাধা, নিষ্পত্তি। হি-মু। বি।

চুক্তিনামা, -পত্র—অঙ্গীকারপত্র, বিশেষ বিশেষ শর্তসূচক দলিল। চুক্তি+নামা পত্র অর্থে; চুক্তি-সূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। হি-মু। বি।

চুক্র, -ক—চুকাপালং শাক; অম্লবেতস শাক; শুক্ত বিঃ; কাঞ্জিক বিঃ; সন্ধান বিঃ। চক্‌+রক্‌ সংজ্ঞার্থে, পক্ষে স্বার্থে কন্‌। বি; পুং।

চুঙ্গি, চুঙি—নলী, খোল, চোঙ্গ; পণ্যশুল্ক; মাদক দ্রব্যের উপর স্থাপিত কর। হি-মু। বি।

চুচুক, চূচুক—কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। চুচু, চূচু—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

চুচুকৃতি—১। কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। চুচু—কৃ+ক্তি অধি। ২। চুম্বনের বা স্তন্যপানের শব্দ; চুচু শব্দ ("চুম্বন চুচুকৃতি শীৎকৃতি শিহরণ"—ভারত)। চুচু—কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

চুঞ্চু—(কোন শব্দের পর প্রত্যয়রূপে যুক্ত হইলে) অভিজ্ঞ ('ন্যায়—', 'বিদ্যা—')। বিণ।

চুটকি—১। সামান্য, ছোট; নগণ্য; লঘু; চটুল। বিণ। ২। চুক্তিমত সুদ; পায়ের আঙ্গুলের ঝুমকো দেওয়া আঙটি; তুড়ি; চিমটি; যে ধান্যাদি মাপিয়া দেয় তাহার প্রাপ্য; সীমা; চোরাই মাল; চুঙ্গি; কয়ালের প্রাপ্য দস্তুরি; টিকি; সরল লঘু ও সরস সাহিত্য ("একটু চুটকি ভিন্ন যায় না সময়।"—রজনী)। বাংপ্র। বি। **চুটকি বাজানো**—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা তুড়ি দেওয়া; খোল প্রঃ বাদ্যযন্ত্রের বাঁয়াতে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতপূর্বক বাদন; মৃদু ও হালকা ছন্দ বাজানো। **চুটকি সাহিত্য**—সহজ ভাষায় খুব কম কথায় রচিত লঘু ও সরস সাহিত্য।

চুটানো—চোট মারা, কোপ মারা; শক্তি নিয়োগ করা; চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **চুটিয়ে কাজ করা**—সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া উৎসাহভরে কাজ করা।

চুটী—শিখা; চূড়া। <চূড়া। বি।

চুড়ি—স্ত্রীলোকের হাতের গহনা বিঃ; কুঞ্চন, কোঁচকানো। হি। বি।

চুড়িদার—কুঞ্চনবিশিষ্ট, সরু ও কোঁচকানো ('—আস্তীন'); চুনটযুক্ত। চুড়ি+দার বিশিষ্টার্থে। হি-মু। বিণ।

চুড়িপাড়—ডোরা দেওয়া পাড় বা পাড়-বিশিষ্ট। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুন—১। শ্বেতবর্ণবস্তু বিঃ, চূর্ণ। বি। **চুন-কালি দেওয়া**—এক গালে চুন এবং অপর গালে কালি মাখাইয়া দিয়া সকলের সামনে অপমান করা; বংশের কলঙ্কজনক কার্য করা। ২। চূর্ণবৎ; শ্বেত; শুষ্ক; ফ্যাকাসে ("পণ্ডিতের মুখ হইল চুন"—রবীন্দ্র)। <চূর্ণ। বিণ।

চুনকাম—গৃহের ভিত্তিতে ও প্রাচীরে চূর্ণ-বিলেপন, চুন মাখানো। চুনের কাম (<কর্ম), ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

চুনট, চুনাট—কোঁচকানো; চূর্ণন; বস্ত্রাদির কুঞ্চিত অংশ। হি-মু। বি।

চুনন—বাছা, নির্বাচন। হি-মু। বি।

চুনা—১। ছোট মাছ। বি। ২। চয়ন করা, বাছিয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুনাট—'চুনট' দ্রঃ।

চুনাতি—চুনের পাত্র। বাংপ্র। বি।

চুনাপাথর—যে পাথর পোড়াইলে চুনে পরিণত হয় তাহা, limestone. চুনা যে পাথর, কর্মধা। বাংপ্র। বি; ক্লী।

চুনি, চুনী—রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র রত্ন বিঃ, লাল মুক্তা, পদ্মরাগমণি, মাণিক্য, ruby. হি-মু। বি।

চুনিয়া—যাহারা চুন তৈয়ারি করে। বাংপ্র। বি।

চুনুরি—১। চুন-ব্যবসায়ী; রঙিন কাপড়। বি। ২। রঙিন ('—শাড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

চুনো—১। চুনের পুটলি। বি। ২। চুনা, ছোট ('—মাছ')। বাংপ্র। বিণ।

চুনোপুঁটি—একপ্রকার ছোট পুটি মাছ; ছোট ছোট মাছ; সামান্য দরের লোক; কম পুঁজিওয়ালা লোক। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চুন্নী—দুষ্টা রমণী; কুট্টনী; চোর স্ত্রীলোক। 'চোরণী'-শব্দের দ্রুত উচ্চারিত রূপ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

চুপ—১। নীরবতা, মৌন; গোপন। বি। ২। নীরব, নিঃশব্দ, মৌনী। বাংপ্র। বিণ। **চুপ করা**—কথা বলা থামানো; গোল না করা। **চুপ মারা**—ইচ্ছা করিয়া কথা বন্ধ করা।

চুপচাপ—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ; নিঃশব্দে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

চুপটি—সম্পূর্ণ নীরব, যে কোন কথাই বলিতেছে না এমন। বাংপ্র। বিণ।

চুপড়ি, চুবড়ি—ছোট সাজি, টুকরি; পাত্র, আধার ("কুব্জ নহে তাহার সে বুদ্ধির চুপড়ি"—কৃত্তি)। বাংপ্র। বি।

চুপসা—বায়ু-রস প্রঃ কমিয়া বা সরিয়া যাওয়াতে তুবড়ানো। বাংপ্র। বিণ।

চুপসানো—শুষ্ক হওয়া, তুবড়াইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**চুপসানি**।

চুপানো—চুপ করানো। কপ্র। ক্রি।

চুপি—নীরবতা; গোপন। হি-মু। বি। **চুপি দেওয়া**—চুপ করা; গোল না করা; (প্রাদে) আড়ি পাতা।

চুপিচাপি, -চুপি, -সাড়ে, চুপে-চুপে—নীরবে, নিঃশব্দে; অন্যের অলক্ষিত-ভাবে, গোপনে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

চুবক—চুয়া নামক গন্ধদ্রব্য ("চন্দন চুবক লইবে কতেক"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। বি।

চুবন—নিমজ্জন, ডুব। বাংপ্র। বি।

চুবনি, চুবানি—নিমজ্জন, ডুব; বার-বার ডোবান। চুবা+অনি, নি ভাব। বাংপ্র। বি।

চুবনো—বারবার ডুবানো; জলে ডোবানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুবাচুবি—পরস্পর পরস্পরকে চুবাইয়া দেওয়া। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

চুবানো, চোবানো—ডুবাইয়া দেওয়া;

খাবার ডোবানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুমকি—১। ছোট, চুমুক দিবার উপযুক্ত। বিণ। **২।** একপ্রকার ক্ষুদ্র জলপানপাত্র, ছোট ঘটি, কেরো; বস্ত্রাদিসংলগ্ন সোনালী রুপালী ঝকমকে চাকতির ন্যায় পদার্থ। হি-মু। বি। **চুমকি বসানো**—কাপড়-চোপড়ে চুমকি টাঁকিয়া দেওয়া বা সংলগ্ন করা।

চুমকুড়ি—চুম্বন; চুম্বনের শব্দ; চুম্বনের শব্দের ন্যায় শব্দ। <হি 'চুমকারি'। বি।

চুমরানো, চুমরনো—চুম্বন করিয়া শান্ত করা; সোহাগ করা, আদর করা; মিষ্ট কথায় ভুলানো; চাটুবাক্য বলা; তা দেওয়া, পাকানো ('গোঁফ —'); হস্তাদির স্পর্শে দেহত্বকের স্পন্দন বা রোমাঞ্চ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুমরী—বট প্রঃ গাছের নামলা বা ঝুরি; শূন্যস্থ মূল; শাখামূল; কচু প্রঃর উপরের মূল; নারিকেল ফুল ও মুচির নৌকাকৃতি আধার। বাংপ্র। বি।

চুমা, চুমো—চুম্বন, ওষ্ঠাধর দ্বারা অন্যের অঙ্গ (বিশেষতঃ গণ্ড বা ওষ্ঠ) স্পর্শ। <চুম্ব। বি।

চুমাচুমি—পরস্পর চুম্বন। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

চুমু—চুমা (তাহা দ্রঃ)।

চুমুক—পান করিবার পাত্রে ঠোঁট লাগাইয়া তরল বস্তু মুখে টানিয়া তোলা; একবার মুখ লাগাইয়া যতটা গ্রহণ করা যায় তাহা। বাংপ্র। বি।

চুমো—'চুমা' দ্রঃ।

চুম্ব—মুখে মুখস্পর্শ, চুমা। চুম্ব্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

চুম্বই—চুম্বন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চুম্বক—১। লৌহাকর্ষক মণি, চুম্বক পাথর; অয়স্কান্ত পাথর বা মণি, magnet; বহু-বিস্তৃত বিষয়ের সারসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বি; পুং। **২।** ধূর্ত; লম্পট; সংগ্রহ-কর্তা, যে নানা গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় সংগ্রহ করে এরূপ, গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ; চুম্বনকারী। চুম্ব্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চুম্বিকা।**

চুম্বক-ক্ষেত্র—চুম্বকের চতুর্দিকে যতদূর পর্যন্ত তাহার আকর্ষণ-শক্তি অনুভূত হয় তাহা, magnetic field ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চুম্বকত্ব—চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির কারণ, চুম্বকের ভাব বা ক্ষমতা, magnetic force. চুম্বক + ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

চুম্বকন—চুম্বকে পরিণত করণ, অ-চুম্বকে চুম্বকের ধর্ম সঞ্চার করণ, magnetization. চুম্বক + ক্বিপ্ (নামধাতু) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চুম্বকশলাকা, -সূচি, -সূচী—চুম্বক-লৌহনির্মিত শলাকা বা কাঠি, magnetic needle. (ইহার একপ্রান্ত সর্বদা উত্তরমুখে থাকে বলিয়া ইহা দ্বারা দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র বা compass নির্মিত হয়।) চুম্বকনির্মিত শলাকা, সূচি, সূচী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চুম্বকাকর্ষণ—চুম্বকের অন্য লৌহকে নিজের অভিমুখে টানিয়া লওয়া, magnetic attraction. চুম্বকের আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

চুম্বকীয়—চুম্বকের শক্তিবিশিষ্ট, চৌম্বক, magnetic. চুম্বক + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চুম্বন—প্রীতি বা ভালবাসা দেখাইবার জন্য মুখে মুখ লাগানো, চুমা। চুম্ব্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চুম্বিত—যাহাকে চুমা দেওয়া হইয়াছে এরূপ; স্পৃষ্ট; সংযুক্ত, মিলিত। চুম্ব্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

চুম্বী (-ম্বিন্)—চুম্বনকারী; স্পর্শী ('গগন—')। উপপদ সমাসের পরপদ, চুম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

চুয়ত—চুইয়া পড়ে, ক্ষরিত হয় ("শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুয়ত"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।

চুয়া—ধুনা ইঃ চুয়াইয়া প্রস্তুত তরল গন্ধদ্রব্য বিঃ। হি-মু। বি।

চুয়াড়—১। অসভ্য; নিষ্ঠুর, নির্দয়; গোঁয়ার। হি-মু। বিণ। **২।** পাহাড়িয়া লোক; কিরাত; ধাঙ্গড়। বি।

চুয়াত্তর—৭৪-সংখ্যা; ৭৪-সংখ্যক। <চতুঃ-সপ্ততি। বি বা বিণ।

চুয়ানি—গলন, ঝরণ, পরিস্রবণ, ক্ষরণ। চুয়া + নি ভাব। বাংপ্র। বি।

চুয়ানো, চুয়নো—১। গলা, ঝরা; গলানো; ঝরানো; পরিস্রুত করা বা হওয়া। ক্রি [, বি]। **২।** যাহা ঝরিয়া বা গলিয়া পড়িতেছে এমন; ঝরানো; চোলাই করিয়া প্রস্তুত। বাংপ্র। বিণ।

চুয়ান্ন—৫৪-সংখ্যা; ৫৪-সংখ্যক। <চতুঃ-পঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।

চুয়াল—গালের দুই ধার। বাংপ্র। বি।

চুয়াল্লিশ—৪৪-সংখ্যা; ৪৪-সংখ্যক। <চতুশ্চত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।

চুর, চুর—১। গুঁড়া করা বস্তু, গুঁড়া ('লোহা—')। <চূর্ণ। **২।** সূক্ষ্মাগ্র মন্দিরাকারে সজ্জিত রাশীকৃত বস্তু। <চূড়া। বি। **৩।** বিহ্বল, বিভ্রান্ত, অভিভূত, হতজ্ঞান ("ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর"—দ্বিজেন্দ্র)। বাংপ্র। বিণ।

চুরচুর—অতিশয় অভিভূত বা মত্ত; টুকরা টুকরা। বাংপ্র। বিণ।

চুরচুরে—অতিশয় মত্ততাজনক। বাংপ্র। বিণ।

চুরট, চুরুট—শুকনা তামাকপাতায় তৈরী নলের মত একজাতীয় ধূমপানদ্রব্য। <তামিল 'শুরুট্'। বি।

চুরনী—অপহরণকারিণী রমণী; মেয়ে চোর; গোপনকারিণী নারী। বাংপ্র। বি।

চুরমার—চূর্ণ ও নষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

চুরানব্বই ৯৪-সংখ্যা; ৯৪-সংখ্যক। <চতুর্নবতি। বি বা বিণ।

চুরাশি, -শী—চতুরশীতি, ৮৪-সংখ্যা; ৮৪-সংখ্যক। <চতুরশীতি। বি বা বিণ।

চুরি—চৌর্য, অপহরণ; গোপন ('— করিয়া দেখা')। চোর + ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

চুরি-চামারি—চুরি ও সেইরূপ খারাপ কাজ, চুরি-জুয়াচুরি। বাংপ্র। বি।

চুরুটিকা—সিগারেট, cigarette. চুরুট + কন্ ক্ষুদ্রার্থে + আপ্। বাংপ্র। বি।

চুরুট—'চুরট' দ্রঃ।

চুল—কেশ। <চুল। বি। **চুল ঝাড়া**—(মেয়েদের) স্নানের পর গামছা বা ঐরূপ কিছু দ্বারা চুল ঝাড়িয়া জল বাহির করিয়া ফেলা। **চুল তোলা**—পাকা চুল উঠানো। **চুল বাঁধা**—খোঁপা বাঁধা। **চুল রাখা**—চুল বাড়িতে দেওয়া; দেবতাকে সমর্পণের উদ্দেশ্যে চুল না কাটিয়া তাহা রাখিয়া দেওয়া।

চুলকনা, -কনি, -কানি, -কুনি—খোস-পাঁচড়া, গাত্রকণ্ডূতি। বাংপ্র। বি।

চুলকানি, -কুনি—'চুলকনা' দ্রঃ।

চুলকানো, চুলকনো—গাত্রকণ্ডূয়ন করা; নখ দিয়া আঁচড়ানো; কণ্ডূয়ন বোধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুল-চেরা—অতি সূক্ষ্ম; সমান, ঠিক ঠিক ('— বিচার'); অতি তীব্র। চুলকেও চেরে যাহা, উপপদ তৎ। বাংপ্র। বিণ।

চুলবুল—১। অস্থিরতা-প্রকাশ, চাঞ্চল্য-প্রদর্শন। ধ্বন্যাত্মক অ। **২।** চঞ্চল। হি-মু। বিণ।

চুলবুলানি, -বুলনি, -বুলুনি—চঞ্চলতা, অধীরতা। চুলবুলা + নি, উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

চুলবুলানো—চুলবুল করা, ছটফট করা। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।

চুলবুলে, -বুলো—চঞ্চল, স্থির থাকিতে অসমর্থ। চুলবুল + এ, ও করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চুলা—উনান, আখা; ধ্বংস; নরক; চিতা; শ্মশান। <চুল্লী। বি।

চুলাচুলি, চুলোচুলি—পরস্পর কেশা-কর্ষণ; একে অন্যের চুল ধরিয়া টানা। ব্যতিহার বহু। বাংপ্র। বি।

চুলি, চুলী—১। উনান, আখা; শব-

দাহের চিতা। <চুল্লী। ২। চুল, কেশ। প্রা কপ্র। বি।

চুলো—উনান; শ্মশান; নরক। <চুল্লী। বি। **চুলোয় যাওয়া**—মরা (গালিতে)। **চুলোর দোরে যাওয়া**—মরা (গালিতে)।

চুলোমুখো—(গালিতে) পোড়ারমুখো; হতভাগ্য। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-মুখী**।

চুল্লি, চুল্লী—অগ্নিস্থান, উনান, চুলা; চিতা, দাহস্থান। চুল্‌+ই অধি, পক্ষে ঈপ্‌ (বিকল্পে)। বি; স্ত্রী।

চুষা—মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া, শোষণ করা। <চুষ্‌-ধাতু। ক্রি [, বিণ, বি]।

চুষি—শিশুদের চুষিবার ছোট কাঠি, চুষি কাঠি; পিষ্টক বিঃ। চুষ্‌+ই কর্ম। বাংপ্র। বি।

চুড়—হস্তের আভরণ, চুড়ি বিঃ। <চূড়া। বি।

চূড়া, চূলা—১। সংস্কার বিঃ, চূড়াকরণ; শৃঙ্গ; ঝুঁটি; টিকি; মস্তকের মধ্যে রক্ষিত অল্পমাত্র দীর্ঘ শিখা; কেশ; অগ্রভাগ; মুকুট; ভূষণ; ময়ূরের মস্তকে যে উন্নত অংশ থাকে তাহা। চুড়ি+অঙ্‌ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠ। বি, বিশেষণার্থে ব্যবহৃত।

চূড়াকরণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সংস্কার বিঃ [এই সংস্কারে সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে অল্পমাত্র কেশ অর্থাৎ শিখা রাখা হয়]। চূড়া—কৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

চূড়াকর্ম (-কর্মন্‌), **-কর্ম্ম**—চূড়াকরণরূপ কার্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

চূড়ান্ত—১। চরম; শেষ; সর্বোৎকৃষ্ট; সবচেয়ে বেশী। চূড়ার অন্ত হয় যাহাতে, বহু। বিণ। ২। শেষ সীমা, পরাকাষ্ঠা; চূড়ার শেষ। চূড়ার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চূড়ামণি—১। মস্তকের রত্ন বা অলংকার; মুকুটের মধ্যমণি; শিরোভূষণ; পণ্ডিতের উপাধি বিঃ; কাকমাচিকা ফল। চূড়াস্থিত মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। শ্রেষ্ঠ, প্রধান ('চতুর—')। বিণ।

চূড়ামণিযোগ—যোগ বিঃ [রবিবারে সূর্যগ্রহণ এবং সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে এই যোগ হয়। এই যোগ মহাফলদায়ক]। কর্মধা। বি; পুং।

চূড়ামুড়া—চূর্ণবিচূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

চূড়াল—১। মস্তক। বি; ক্লী। ২। চূড়া-বিশিষ্ট, শিখাযুক্ত। চূড়া+ল আছে অর্থে। বিণ।

চূণ—চুন-এর পূর্বেকার বানান।

চূত—১। আমগাছ। বি; পুং। ২। আম ফল। চুষ্‌+ক্ত কর্ম (নিপা)। ৩। গুহ্যদ্বার; প্রসবদ্বার, যোনি। চ্যুৎ+ক অপা (নিপা)। বি; ক্লী।

চূতমুকুল—আমের বোল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

চূয়া—চুয়াইয়া পড়া, চ্যুত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি। [বিভিন্ন রূপ—চুয়ত, চুয়ল ইং]।

চূর—১। গুঁড়া-করা বস্তু, গুঁড়া জিনিস। <চূর্ণ। বি। ২। নেশায় বিভোর। বাংপ্র। বিণ।

চূরচূর—চুরচুর (তাহা দ্রঃ)।

চূরমার—খণ্ডবিখণ্ড, সম্পূর্ণরূপে চূর্ণিত, ধুলার স্থায় গুঁড়া। বাংপ্র। বিণ।

চূর্ণ—১। গুঁড়া; কঠিন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশসমূহ; ধূলি; আবীর; সুগন্ধিধূলি; চুন। বি; পুং। ২। যাহা গুঁড়া হইয়াছে এরূপ; যাহা নষ্ট হইয়াছে এরূপ; যাহা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ। চূর্ণ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ।

চূর্ণক—১। গুঁড়া, ধূলি; ছাতু। চূর্ণ+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং। ২। ব্যাখ্যান-গ্রন্থ বিঃ; যাহাতে মূলের অর্থ বিশদরূপে ব্যাখ্যাত থাকে; আভাস, অভিপ্রায়প্রদর্শন; সমাসরহিত গদ্য। চূর্ণ্‌+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

চূর্ণকময়—(ভূতত্ত্ব) চুন বা চকখড়ির দ্বারা পূর্ণ, calcareous ('— জমি', '— জল', '— পাহাড়')। চূর্ণক+ময়ট্‌ পূর্ণার্থে। বিণ।

চূর্ণকার—যে চুনের ব্যবসায় করে। উপতৎ; চূর্ণ—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

চূর্ণকুন্তল—কপালের উপরের ও পাশের ছোট কোঁকড়ানো চুল, অলকদাম। কর্মধা। বি; পুং। [ভাব। বি; ক্লী।

চূর্ণন—গুঁড়া করা, চূর্ণ করা। চূর্ণ্‌+অনট্‌

চূর্ণপদ—নৃত্য বিঃ। চূর্ণ (অগ্রপশ্চাদ্‌গতি-যুক্ত) পদ (চলন) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

চূর্ণিকা—ছাতু, শক্তু। চূর্ণক+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

চূর্ণিত—যাহা গুঁড়া করা হইয়াছে এরূপ, চূর্ণীকৃত। চূর্ণ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

চূর্ণীকৃত—যাহাকে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। চূর্ণ্‌+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=চূর্ণী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-করণ**।

চূর্ণীভূত—যাহা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে এরূপ। চূর্ণ্‌+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=চূর্ণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ভবন, -ভাব**।

চূল, চূলক—কেশ। চুল্‌+ক কর্তৃ, পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

চূলা—'চূড়া' (তাহা দ্রঃ)।

চূষণ—মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া; চোষার কাজ। চূষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

চূষা—হাতির কোমর বাঁধিবার দড়ি। চূষ্‌ (চুষা)+অচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

চূষ্য—চোষণীয়, যাহা চুষিয়া খাইতে হয় বা খাওয়া যায় এরূপ। চূষ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

চেং, চেঙ, চেঙ্গ—একপ্রকার মাছ; সরু মাচা; শববহনের খাটিয়া; হাত পা ধরিয়া শূন্যে ঝুলানো; লাকাইয়া লাকাইয়া গমন। বাংপ্র। বি।

চেংখোলা, চেঙখোলা, চেঙ্গ-খোলা—চেংদোলা (তাহা দ্রঃ)।

চেংড়া, চেঙড়া, চেঙ্গড়া—ছেবলা, ফাজিল, চঞ্চলমতি বালক, ডানপিটে ছেলে। বাংপ্র। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ড়ী**।

চেংড়ামি, চেঙড়ামি, চেঙ্গড়ামি—চেংড়ামো (তাহা দ্রঃ)।

চেংড়ামো, চেঙড়ামো, চেঙ্গড়ামো—ছেবলামি; ফাজলামি; অপরিণত বয়সের ভাব। চেংড়া, চেঙড়া, চেঙ্গড়া+মো ভাবে। বাংপ্র। বি।

চেংদোলা, চেঙদোলা, চেঙ্গদোলা—হাত পা ধরিয়া ঝুলাইয়া এবং প্রায় দুলাইতে দুলাইতে বহন। বাংপ্র। বি।

চেংমুড়ি, চেঙমুড়ি, চেঙ্গমুড়ি—শব, মড়া; মৃতদেহ বস্ত্রাদিতে মুড়িয়া খাটিয়ায় বন্ধন। বাংপ্র। বি।

চেঁচড়া—দাল বিঃ; জলজাত একপ্রকার ঘাস। বাংপ্র। বি।

চেঁচাচেঁচি, -মেচি, -মিচি—একসঙ্গে অনেকের চিৎকার; কোলাহল, গোলমাল। বাংপ্র। বি।

চেঁচাড়ি—পাতলা বাখারি; পাতলা বাখারি দিয়া প্রস্তুত দ্রব্য বিঃ, চাঁচ। বাংপ্র। বি।

চেঁচানি—চিৎকার। বাংপ্র। বি।

চেঁচানো—চিৎকার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চেঁচামেচি—'চেঁচাচেঁচি' দ্রঃ।

চেক—১। কাপড়ে বোনা চারিকোণের ছক, বস্ত্রাদিতে বোনা চতুষ্কোণ ডোরা। <ইং 'check'। ২। ব্যাঙ্ক প্রঃর নামে টাকা দিবার আদেশপত্র। <ইং 'cheque'. বি।

চেককাটা—ছককাটা, চৌখুপী। চেক কাটা হইয়াছে যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

চেক-কাপড়—চৌখুপী ঘরকাটা কাপড়। বাংপ্র। বি।

চেকদাখিলা—প্রজার নিকট হইতে খাজনা লইয়া তাহাকে যে ছাপানো রসিদ দেওয়া হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

চেকমুড়ি—চেকদাখিলার যে অংশগুলি জমিদারের নিকট থাকে। বাংপ্র। বি।

চেকিতান—১। বিশেষ জ্ঞানবান্‌; সর্বজ্ঞ। যঙলুগন্ত কিত্‌+চানশ্‌। বিণ। ২। শিব; পাণ্ডবপক্ষীয় বীর বিঃ। বি; পুং।

চেঙ—'চেং' দ্রঃ।

চেঙদোলা—'চেংদোলা' দ্রঃ।

চেঙারি, চেঙ্গারি, -ড়ি—বাঁশের তৈরী

একপ্রকার ঝুড়ি ; পাত্র বিঃ, ডালা। বাংপ্র। বি।

চেঙ্গড়া—'চেংড়া' দ্রঃ।

চেঙ্গারি—'চেঙারি' দ্রঃ।

চেট, চেটক, চেড়, চেড়ক—দাস ; ভাঁড় ; উপনায়ক ; যে নায়ক রুষ্টা নায়িকাকে তুষ্টবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করে। চিট্+অচ্, বুন্ (অক) কর্তৃ (বিকল্পে ট-স্থানে ড়)। বি ; পুং। স্ত্রী—**চেটী, চেটিকা, চেড়ী, চেড়িকা।**

চেটা, চেটাই—খেজুর বা তালপাতায় তৈরী আসন, চাটাই। বাংপ্র। বি।

চেটাং-চেটাং—উদ্ধত ('— কথা')। বাংপ্র। বিণ।

চেটালো—প্রশস্ত, চওড়া। <চপেট। বিণ।

চেটি—ছোট চেটাই, তালপাতার ছোট আসন। প্রাদে। বি।

চেটিকা, চেটী, চেড়িকা, চেড়ী—উপনায়িকা ; দাসী। চেট, চেড়+ঈপ্=চেটী, চেড়ী ; চেটক, চেড়ক+আপ্=চেটিকা, চেড়িকা। বি ; স্ত্রী।

চেটো—১। হাত-পায়ের তেলো, হস্ত-পদের তল। <চপেট। **২।** নবযুবতী, কিশোরী। বাংপ্র। বি।

চেড়—দাস, পরিচারক। প্রা কপ্র। বি।

চেড়ী—'চেটিকা' দ্রঃ।

চেত—১। অন্তঃকরণ, মন, চিত্ত। <চেতস্। বি। **২।** উত্তেজিত হও ; জাগরিত হও ("চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ" —ভারত)। প্রা কপ্র। ক্রি।

চেতঃ (চেতস্), **চেত—১।** চিত্ত, মন, অন্তঃকরণ ; চিত্তবৃত্তি। চিৎ+অসুন্ করণ। বি ; ক্লী। **২।** চৈতন্য, প্রজ্ঞা ; জ্ঞাতা, আত্মা। চিৎ+অসুন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

চেতক—যে ভুলে যাওয়া বিষয়ের স্মরণ করাইয়া দেয় এরূপ, উদ্বোধক। চিৎ+ণিচ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চেতিকা।**

চেতন—১। চৈতন্য, সংজ্ঞা ; জ্ঞান ; বুদ্ধি ; জাগরণ ; মন। চিৎ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। **২।** চৈতন্যবিশিষ্ট, যে পদার্থের জীবন অনুভূতি ও গতিশক্তি আছে এরূপ ; জাগ্রৎ, যে জাগিয়া আছে এরূপ। চিৎ+অন কর্তৃ। বিণ। **৩।** চিত্ত। বি ; ক্লী। **৪।** আত্মা, জীব। বি ; পুং।

চেতনা—চৈতন্য, সংজ্ঞা ; সজ্ঞান অবস্থা। চিৎ+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চেতনা-বিধান—চৈতন্যসম্পাদন ; জ্ঞানোৎপাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চেতনারহিত, -হীন—অচেতন, সংজ্ঞাশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

চেতা—চৈতন্য লাভ করা ; জাগা ; জ্ঞানলাভ করা ; উদ্বুদ্ধ হওয়া ; সতর্ক হওয়া ; উত্তেজিত হওয়া ; ঠেকিয়া শেখা। কপ্র। ক্রি।

চেতানো—জাগানো, সতর্ক করানো ; জ্ঞান দেওয়া ; উত্তেজিত করা ; চিৎ হইয়া পড়া। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চেতায়ল—সচেতন করিল ; জ্ঞানসম্পন্ন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চেতিত—যাহাকে জানানো হইয়াছে এরূপ, জ্ঞাপিত ; প্রবোধিত। চিৎ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চেত্তা—চিৎ অবস্থা। বাংপ্র। বি। **চেত্তা খাওয়া**—বুক ফুলাইয়া দাঁড়ানো। **চেত্তা ভাঙ্গা**—চিৎ হইয়া শুইয়া মেরুদণ্ড ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের আড়ষ্টভাব দূর করা, আলস্য দূর করা।

চেন—শিকল, শৃঙ্খল ; শৃঙ্খলাকার গলার হার ; ৬৬ ফুট লম্বা এবং ১০০ কড়া বা বন্ধনীর মাপ বিঃ। <ইং 'chain'. বি।

চেনা—১। পরিচিত, জানা। বিণ। **২।** দোষগুণ বুঝা ; পরিচিত বলিয়া জানা। < চিহ্ন। ক্রি [, বি]।

চেনাচিনি, -পরিচয়—পরস্পরের মধ্যে জানাশুনা। বাংপ্র। বি।

চেনানো—জানানো ; শিখানো ; পরিচিত করানো। < চিহ্ন। ক্রি [, বি, বিণ]।

চেনাশোনা—আলাপপরিচয়। বাংপ্র। বি।

চেন্না—চিহ্ন। <চিহ্ন। বি।

চেপটা—চৌড়া, প্রশস্ত, চেটাল ; বসা ; পিষ্ট ; দমিত। < চিপিট। বিণ।

চেপটানো—চাপ দিয়া বাড়ানো, মর্দিত করা ; দমিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চেব—চিবানো জিনিসের রস ; থুথু ; পানের পিক ; ছেপ। < চর্বণ বা 'ষ্ঠীব্'-ধাতু। বি।

চেয়—সংগ্রহ করিবার মত, চয়নযোগ্য। চি+যৎ কর্ম। বিণ।

চেয়াড়—চেঁচাড়ি, ধারাল চেঁচাড়ি ("মিথ্যা হইলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নাসা"—কবিকঙ্কণ)। বাংপ্র। বি।

চেয়াড়ি—বাঁশের ছাল, পাতলা বাখারি। বাংপ্র। বি।

চেয়ার—কাষ্ঠাসন বিঃ, কেদারা ; সভাপতি বা প্রধান ব্যক্তির আসন। < ইং 'chair'. বি।

চেয়ারম্যান—সভাপতি, কোন সমিতির প্রধানতম সভ্য। < ইং 'chairman'. বি।

চেয়ে—১। চাইতে, অপেক্ষা। অ। **২।** চাহিয়া, দেখিয়া ; অপেক্ষা করিয়া, প্রতীক্ষা করিয়া ; প্রার্থনা করিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

চেরা—চিরিয়া ফেলা, বিদীর্ণ করা ; ফাড়া ; ছিন্ন করা, ফাঁক করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চেরাই—১। চিরিবার সম্বন্ধীয়। বিণ। **২।** চিরিবার কাজ বা মজুরি। বাংপ্র। বি।

চেরাগ—প্রদীপ, চিরাগ। <ফা 'চিরাগ'। বি।

চেরানো—বিদারণ করানো, ফাড়ানো, লম্বালম্বি কাটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চেল—১। কাপড়, বস্ত্র ; পরিচ্ছদ। চিল্, চেল্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; ক্লী। **২।** অধম, কুৎসিত। চেল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চেলী।**

চেলা—১। সন্ন্যাসীদের শিষ্য ; ছাত্র ; সহচর ; শাগরেদ। হি। **২।** ফাড়া কাঠ ; একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। বি। **৩।** বিদীর্ণ, চেরা। বাংপ্র। বিণ।

চেলানি, চেলুনি—ফালি কাঠ, টুকরা কাঠ ; চাল-ধোয়া জল। চেলা+নি, উনি কর্ম। বাংপ্র। বি।

চেলানো—চেরাই করা, চিরিয়া ফেলা, চেলা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চেলি—একপ্রকার পাটের কাপড়, বিবাহাদিতে পরিবার রেশমী কাপড় বিঃ। < চেলী। বি।

চেলিকা, চেলী—চেলির কাপড়। চেল+কন্ স্বার্থে+আপ্ ; চেল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চেলো—বাদ্যযন্ত্র বিঃ ; একপ্রকার বেহালা। বাংপ্র। বি।

চেল্লানো—চেঁচানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

চেষ্টক—চেষ্টাযুক্ত, যে চেষ্টা করে এরূপ। চেষ্ট্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চেষ্টিকা।**

চেষ্টমান—যে চেষ্টা করিতেছে এমন, উদ্যোগী ; চলৎ। চেষ্ট্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

চেষ্টা—প্রয়াস ; যত্ন ; উদ্যোগ ; অভীষ্ট-সাধক ও অনিষ্ট-নাশক ক্রিয়া ; ব্যাপার ; কর্ম, কার্য ; গতি ; সাহস। চেষ্ট্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চেষ্টা-চরিত্র—উদ্যোগ-আয়োজন, যোগাড়-যন্ত্র। চেষ্টা+(সহচর নিরর্থক শব্দ) চরিত্র। বি।

চেষ্টান্বিত, -যুক্ত—চেষ্টিত, সচেষ্ট ; উদ্যোগী। চেষ্টা দ্বারা অন্বিত, যুক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

চেষ্টাবেদন—(দর্শনশাস্ত্র) কর্মেন্দ্রিয়-কৃত কর্মের অনুভূতি, হাত পা প্রঃ দ্বারা কাজ করিবার সময় কাজ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তাহা, kinaesthesis. চেষ্টার বেদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

চেষ্টিত—১। যে চেষ্টা করে এমন, সচেষ্ট। চেষ্ট্+ক্ত কর্তৃ ; অথবা, চেষ্টা+ইতচ্ জাতার্থে। **২।** যে বিষয়ে চেষ্টা করা গিয়াছে

বা যাইতেছে এমন। চেষ্ট্ + ক্ত কর্ম। বিণ ৩। চেষ্টা; আচরণ, চরিত্র। চেষ্ট্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

চেষ্টিতব্য—চেষ্টাযোগ্য, চেষ্টা করিবার উপযুক্ত। চেষ্ট্ + তব্য কর্ম। বিণ।

চেষ্টীয়—চেষ্টা-সম্বন্ধীয়। চেষ্টা + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **চেষ্টীয় নার্ভ**—(শারীরবিদ্যা) কর্মেন্দ্রিয়ের গতি-বিধায়ক স্নায়ু, motor nerve.

চেহারা—মূর্তি, আকৃতি; মুখভাব। < ফা 'চিহ্ রহ্'। বি।

চৈত—বাঙ্গালা বৎসরের শেষ মাস, চৈত্র মাস। < চৈত্র। বি।

চৈতন—টিকি, মস্তকের শিখা। < চৈতন্য। বি।

চৈতনচুটকি—টিকি, শিখা। বাংপ্র। বি।

চৈতন্য—১। জ্ঞান, চেতনা; ব্রহ্ম; প্রকৃতি; শিখা, টিকি। চেতন + ষ্যণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী। ২। চৈতন্যদেব। চৈতন্য + অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং।

চৈতন্যময়—জ্ঞানময়, জ্ঞানস্বরূপ। চৈতন্য + ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

চৈতন্যরূপী (-রূপিন্)—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানময়। চৈতন্যই রূপ, কর্মধা। ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রূপিণী**।

চৈতন্যোদয়, -দ্রেক—জ্ঞানসঞ্চার, জ্ঞানের আবির্ভাব। চৈতন্যের উদয়, উদ্রেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

চৈতালি—চৈত্রমাসে জাত শস্য। চৈত (< চৈত্র) + আলি সম্বন্ধাদি অর্থে। বাংপ্র। বি।

চৈতালী—চৈত্রমাসের; চৈত্রমাসে উৎপন্ন; চৈত্রমাসে সংগৃহীত; চৈত্রমাস-সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

চৈতী—চৈত্রমাসের ("চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায় পরাণ আমার কাঁদে গো" নজরুল)। কপ্র। বিণ।

চৈত্ত—চিত্তসম্বন্ধীয়। চিত্ত + অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চৈত্তী**।

চৈত্য—১। পূজাস্থান, যজ্ঞস্থান; বৌদ্ধদিগের মন্দির বা উপাসনালয়; মৃতব্যক্তির স্মৃতিমন্দির, রথ্যা বা শ্মশানের পার্শ্বস্থ বৌদ্ধগণের পূজনীয় বৃক্ষ; শ্মশানতরু; রথ্যাবৃক্ষ; দেবতা কর্তৃক আশ্রিত বা দেবতাস্বরূপ বৃক্ষ; বৃক্ষ বিঃ; আয়তন, গৃহ; জনসভা; জনসমূহের বিশ্রামস্থান; দেবালয়। চিত্যা + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী। ২। চিতাসম্বন্ধীয়। চিত্যা + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চৈত্যী**।

চৈত্র, চৈত্রিক—বাঙ্গালা বৎসরের শেষ মাস, মধুমাস [ইহাতে শিবব্রত কর্তব্য]। চৈত্রী + অণ্, ইক যুক্তার্থে। বি; পুং।

চৈত্রক—চৈত্রমাস; পর্বত বিঃ। চৈত্র + কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

চৈত্রিক—'চৈত্র' দ্রঃ।

চৈত্রী—চৈত্র মাসের পূর্ণিমা, চিত্রানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। চিত্রা + অণ্ যুক্তার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চৈন, চৈনিক—১। চীনা লোক; চীনদেশীয় ভাষা। বি। ২। চীনদেশসম্বন্ধীয়; চীনদেশ-জাত; চীনদেশীয়। বিণ। অসং। স্ত্রী—**চৈনী, চৈনিকী**।

চৈনেয়—১। চীনদেশ-জাত, চীনদেশোদ্ভব। চীন + এয় ভবার্থে। অসং। ২। চীনদেশসম্বন্ধীয়। চীন + এয় সম্বন্ধার্থে। অসং। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

চোঁ—বেগসূচক শব্দ: জলশোষণের শব্দ। বাংপ্র। অ।

চোঁচ—খোঁচ; সরু আঁশ, ছালের অভ্যন্তর ভাগ; চোরকাঁটা। বাংপ্র। বি।

চোঁচা—একটানা, একদম; একনিঃশ্বাসে; ঊর্ধ্বশ্বাসে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

চোঁচালো—চোঁচযুক্ত। চোঁচ + আলো যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চোঁ-চোঁ—ক্রমাগত শোষণ; দ্রুত শোষণ; শুষিয়া পান। বাংপ্র। অ।

চোঁয়া—অম্ল, চোনা: সামান্য পোড়া। বাংপ্র। বিণ।

চোক, চৌক—গণিতের চিহ্ন বিঃ (।০)। < চতুষ্ক। বি।

চোকল, চোকর—শস্যের ভূষি। বাংপ্র। বি।

চোকলা—ফলাদির খোসা; ফালি; কাঠ ইঃর লম্বা খণ্ড। বাংপ্র। বি।

চোকা—মিটিয়া যাওয়া, মেটা। বাংপ্র। ক্রি।

চোকানো—১। মিটানো; শেষ করা; তীক্ষ্ণ করা। ক্রি [, বিণ]। ২। তীক্ষ্ণীকরণ; নিষ্পত্তি। বাংপ্র। বি।

চোখ—চক্ষু, নয়ন। < চক্ষুস্। বি। **চোখ উঠা**—চোখের একপ্রকার রোগ হওয়া। **চোখ কাটানো**—চোখের ছানি তোলা। **চোখ খোলা**—জ্ঞান হওয়া। **চোখ গালা**—চোখের তারা উপড়ানো। **চোখ ঘুরানো**—রাগিয়া চারিদিকে তাকানো। **চোখ টাটানো**—হিংসা বা ঈর্ষ্যা হওয়া। **চোখ টেপা**—চোখের পাতা ফেলিয়া ইশারা করা। **চোখ ঠারা**—বাঁকা চাহনিতে ইঙ্গিত করা। **চোখ দেওয়া**—লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা; ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাকানো। **চোখ নাচা**—চোখের পাতা কাঁপিতে থাকা (ইহাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল সূচিত হয়)। **চোখ পড়া**—দেখিতে ভাল লাগা। **চোখ পাকানো**—রাগে চোখ ঘুরানো। **চোখ ফোটা**—প্রকৃত বিষয়ের জ্ঞান হওয়া। **চোখ ফোটানো**—প্রকৃত বিষয় জানাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া; জ্ঞান দেওয়া। **চোখ বুলানো**—উপর উপর দেখা। **চোখ রাখা**—সাবধান হওয়া; মনোযোগী হওয়া; দেখাশুনা করা। **চোখ রাঙানো**—রাগে চোখ লাল করা; ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভয় দেখানো বা শাসানো। **চোখে আঙ্গুল দেওয়া**—কোন বিষয় ভালভাবে নির্দেশ দিয়া বুঝানো। **চোখে ঠুলি দেওয়া**—না দেখা; উপেক্ষা করা। **চোখে ধরা**—দেখিয়া পছন্দ হওয়া। **চোখে ধুলা দেওয়া**—ফাঁকি দেওয়া; প্রতারণা করা। **চোখের চামড়া** বা **পর্দা**—চক্ষুলজ্জা। **চোখের দেখা**—ক্ষণকালের দেখা, কেবল দেখা। **চোখের নেশা**—দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। **চোখের বালি**—চক্ষুঃশূল, চক্ষুর পীড়াদায়ক। **চোখের মাথা খাওয়া**—(ক্রোধোক্তিতে) দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া, অমনোযোগী হওয়া।

চোখ-খাকী, -খাগী—(ক্রোধোক্তিতে) অন্ধ-নারী; বিচারবুদ্ধিহীনা রমণী। চোখ—খা + উকা, উগা কর্তৃ, অভিশপ্তিতে, চোখ-খেকো, -খেগো, তদুত্তরে + ঈ। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চোখ-গেল—পাখি বিঃ, পাপিয়া (ইহারা 'চোখ গেল' শব্দের ন্যায় শব্দ করিয়া ডাকে বলিয়া এই নাম পাইয়াছে)। বাংপ্র। বি।

চোখ-রাঙ্গানি, -রাঙানি—চোখ লাল করিয়া শাসানো, ক্রুদ্ধদৃষ্টিপ্রদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

চোখা, চোখো—ধারাল, তীক্ষ্ণ; শাণিত; মর্মভেদী; খাঁটী; তীব্র-আস্বাদবিশিষ্ট। চোখ + আ, ও (< উয়া) আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চোখানো—ধার করা, শান দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চোখালো—তীক্ষ্ণ; তীব্র-আস্বাদবিশিষ্ট; চালাক; প্রগল্ভ। চোখা + লো। বাংপ্র। বিণ।

চোখো—'চোখা' দ্রঃ।

চোগা—সমস্ত পরিচ্ছদের উপরিভাগে স্থিত সম্মুখভাগ খোলা একপ্রকার লম্বা ঢিলা জামা। < তু 'চুগহ্'। বি।

চোঙ, চোঙ্গ—দীর্ঘ নল, চোঙ্গের মত বস্তু। হি। বি।

চোঙা, চোঙ্গা—নল, নলী; একমুখ খোলা ও একমুখ বন্ধ বংশখণ্ড। চোঙ, চোঙ্গ + আ স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

চোট—আঘাত, ঘা; ফোসকা; বেগ;

জোর ; ক্রোধপ্রকাশ ; প্রভাব ; শক্তি ; ঝাঁজ, তেজ ; আড়ম্বর ; দফা, বার। হি। বি। **চোট করা, চোটপাট করা**—রাগ করা, রাগ দেখান ; আস্ফালন করা।

চোটা—১। চটচটে গুড়, চিটে গুড়। প্রা কপ্র। **২।** প্রতিদিনের জন্য অত্যধিক সুদ। বাংপ্র। বি। **চোটা খাটা**—দৈনিক বা সাপ্তাহিক অত্যধিক সুদে টাকা খাটা। **চোটা খাটানো**—দৈনিক বা সাপ্তাহিক অত্যধিক সুদে টাকা খাটানো।

চোটানো—ঠোকরানো ; আঘাতকরণ ; বিদারণ ; কোপানো। < 'চোটা' (<চোট)-নামধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চোটী—শাড়ি ; কাঁচুলি। চুট্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চোট্টা—চোর, তস্কর ; দুশ্চরিত্র ব্যক্তি (চোরচোট্টা)। হি। বি।

চোট্টামি—চুরি ; প্রবঞ্চনা। হি-মু। বি।

চোতা—বাজে, অকেজো, অপ্রয়োজনীয় ; অপরিচ্ছন্ন, মলিন। বাংপ্র। বিণ।

চোদ্দ—চতুর্দশ সংখ্যা, চৌদ্দ, ১৪ ; ১৪-সংখ্যক। <চতুর্দশ। বি বা বিণ।

চোদ্দই, চৌদ্দই—মাসের চতুর্দশ দিবস। চোদ্দ, চৌদ্দ+ই তারিখার্থে। বাংপ্র। বি।

চোদ্দ-পো, চোদ্দ-পোয়া—১। সাড়ে তিন হাত। বি। **২।** সটান লম্বা হইয়া শয়ান। বাংপ্র। বিণ। **চোদ্দ-পো বা চোদ্দ-পো হওয়া**—লম্বা হইয়া শুইয়া পড়া।

চোনা—গোমূত্র ; গবাদি পশুর প্রস্রাব। বাংপ্র। বি।

চোনানো—(গবাদির) মূত্রত্যাগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চোপ—১। কোপ, দা প্রঃর আঘাত ; আসাসোঁটা। বি। **২।** চুপ থাক, নীরব থাক। বাংপ্র। অ।

চোপড়—আচ্ছাদন। বাংপ্র। বি।

চোপদার, চোবদার—যে ভৃত্য আসাসোঁটা অর্থাৎ রাজদণ্ড বা অনুরূপ চিহ্ন বহন করে ("সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি"—হেমচন্দ্র)। <ফা 'চোবদার'। বি।

চোপদারি—চোপদারের কাজ। চোপদার+ই কর্মার্থে। ফা-মু। বি।

চোপরা—বেশী কথা বলা, বাচালতা, মুখে মুখে কথার উত্তর দেওয়া ; তর্কবিতর্ক। বাংপ্র। বি। [বিণ।

চোপসা—শুকনা, নীরস ; সংকুচিত। বাংপ্র।

চোপা—মুখ ("যদি দেখ মাকুন্দ চোপা"—খনার বচন) ; (তাহা হইতে) মুখরতা ; তিরস্কার ; কড়া জবাব ; কটু কথা ; ফল প্রঃর খোসা। বাংপ্র। বি।

চোপানো—দা প্রঃ অস্ত্র দিয়া কোপানো, অস্ত্রপ্রহারকরণ। বাংপ্র। ক্রি [, বি,] বিণ।

চোবে—মথুরার ব্রাহ্মণশ্রেণী বিঃ ; চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের উপাধি। <চতুর্বেদী। বি।

চোমর—পালকের গোছা ; ঢাক প্রঃতে সংলগ্ন পালকের গোছা। বাংপ্র। বি।

চোয়া—ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়া, ক্ষরিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

চোয়াড়—১। অসভ্য, বর্বর ; ছোট লোক। হি-মু। **২।** কিরাত, ব্যাধ। প্রা কপ্র। বি।

চোয়াড়পনা—চোয়াড়ের ব্যবহার, অশিষ্ট গোঁয়ার আচরণ। বাংপ্র। বি।

চোয়াড়ে—চোয়াড়ের ন্যায়, গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

চোয়াল—মুখগহ্বরের উভয় পার্শ্ব, হনু। বাংপ্র। বি।

চোর—যে চুরি করে, তস্কর ; গন্ধদ্রব্য বিঃ, কৃষ্ণশঠী। চুর্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। **চোর চোর খেলা**—একপ্রকারের খেলা (এই খেলায় একজন চোর হইয়া অপরকে ধরিতে চেষ্টা করে)। **চোরে চোরে কুটুম্বিতা**—একই রূপ অসৎ লোকের মধ্যে সদ্ভাব। **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই**—একই রূপ অসৎ লোক পরস্পর আত্মীয়, পরস্পর সমতুল। **চোরের মায়ের কান্না**—স্নেহভালবাসা থাকিলেও দোষী আত্মীয়ের জন্য বাহিরে দুঃখপ্রকাশ না করিয়া মনে মনে কষ্ট পাওয়া।

চোরকাঁটা—ভাঁটুই, একপ্রকার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ (পথ দিয়া যাইবার সময় ইহার ফল অজ্ঞাতসারে কাপড়ে বা গায়ে লাগিয়া যায়)। চোরা (গুপ্ত) কাঁটা, কর্মধা (আ-লোপ)। বাংপ্র। বি।

চোরকুঠরি—ঘরের ভিতরের ঘর ; গুপ্ত ঘর ; সিঁড়ির নীচের খোপ। চোরা (গুপ্ত) কুঠরি, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চোরখণ্ডা—চোরছেঁচড়, চোর ও অন্যান্য ধরনের দুষ্টলোক ("চোরখণ্ডা হইতে তুমি নাহি কর ভয়"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

চোরছেঁচড়—চোর ও অপরাপর দুষ্ট লোক। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

চোরনী—স্ত্রী-চোর। বাংপ্র। বি।

চোরপ্রপাত—প্রাচীনকালে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত চোরকে যে উচ্চস্থান হইতে নিক্ষেপ করা হইত। বাংপ্র। বি।

চোরা—১। চুরি-করা, অপহৃত ; গুপ্ত ; অজানা ; চোরের উপযুক্ত। চুরি+আ প্রাপ্ত্যর্থে, যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ। **২।** চোর, তস্কর। চোর+আ স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

চোরাই—চুরি-করা, অপহৃত, যাহা চুরি করা হইয়াছে এরূপ। চুরি+আই প্রাপ্ত্যর্থে। বাংপ্র। বিণ।

চোরাগর্ত—বন্য পশু ধরিবার ফাঁদ বিঃ, মুখ-ঢাকা গর্ত। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চোরাগলি—গলির ভিতরে সরু গলি, সংকীর্ণ অন্ধকার গলি। চোরা গলি, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চোরা-গাই—যে গরু দোহন করিলে সহজে দুধ পাওয়া যায় না। চোরা যে গাই, কর্মধা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

চোরাগোপ্তা—গোপনে সম্পাদিত। বাংপ্র। বিণ।

চোরানো—চুরি করা। কপ্র। ক্রি।

চোরা-পাহাড়—সাগরের জলের ভিতরে অদৃশ্য পাহাড়, submarine rock. চোরা পাহাড়, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চোরা-বালি—নদীতীরে যে বালির উপর কেহ হাঁটিলে তাহা ধসিয়া যায় এবং গমনকারী বালির নীচে ক্রমশঃ বসিয়া যায় তাহা, মরুভূমির যে বালিতে উষ্ট্র প্রঃ বসিয়া যায় তাহা। চোরা বালি, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চোরায়ল—চুরি করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চোরায়সি—চুরি করিয়াছ, হরণ করিয়া রাখিয়াছ ("চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।

চোরি—চুরি, চৌর্য। বাংপ্র। বি।

চোরিত—যাহা চুরি করা হইয়াছে এরূপ, অপহৃত। চুর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

চোল—ঘাঘরা ; কাঁচুলি ; দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোরের নিকটবর্তী প্রাচীন দেশ বিঃ। চুল্+অচ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

চোলক—বর্ম, সাঁজোয়া ; কঞ্চুক, ঘাঘরা ; বল্কল, ছাল। চোল+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

চোলাই—১। দ্রাবণ অর্ক মারক প্রঃ বকযন্ত্রে চুয়ানো, পাতন। বি। **২।** পরিস্রুত, চুয়ানো। বাংপ্র। বিণ।

চোলিকা, চোলী—ঘাঘরা ; কাঁচুলি। চোলক+আপ্ ; চোল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চোষ—শোষণ। <চুষ্-ধাতু। বি।

চোষক—শোষণকারী ; (প্রাণিবিদ্যা) যে অঙ্গদ্বারা জোঁক প্রঃ প্রাণী অপরের দেহ হইতে রক্তাদি চুষিয়া লয় তাহা, sucker. চোষ্+অক কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

চোষ-কাগজ—কালি প্রঃ তরল পদার্থ শুষিয়া লইবার কাগজ, blotting-paper. চোষার কাগজ, ৬ষ্ঠীতৎ (আ-লোপ)। বাংপ্র। বি।

চোষণ—শোষণ ; (পদার্থবিদ্যা) বায়ুশূন্য করিয়া জলীয় বস্তু ইঃর নিষ্কাশন, suction. চুষ্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

চোষা—১। শোষণ করা ; মুখ দিয়া রস

টানিয়া লওয়া। ক্রি [, বি]। **২**। শোষিত ; যাহা চোষা হইয়াছে এমন ; চোপসা। চোষ্ + আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

চোষ্য—যাহা চুষিয়া খাইতে হয় এমন। <চুষ্য। মতান্তরে চুষ্ + ণ্যৎ কর্ম (পৃষোদরাদি)। বিণ।

চোস্ত—চৌরস, সমতল ; পরিপাটী ; চতুর, চালাক। <ফা 'চুস্ত'। বিণ।

চোহেল—কাদা; পাপ; মাতামাতি। হি-মু। বি।

চৌ—(সমাসে পূর্বপদে) চারি, ৪। <চতুর্। বিণ।

চৌক—চোখ, নেত্র ; চারি পণ ; খাতের পরিমাণ বিঃ। <চক্ষুঃ বা চতুষ্ক। বি।

চৌকশ, -স—মনোযোগী, সতর্ক, সাবধান ; সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, সর্বতোভাবে উত্তম। <চতুষ্ক। বিণ।

চৌকা—**১**। চারকোনা, চতুষ্কোণ, সমচতুর্ভুজ। <চতুষ্কোণ। বিণ। **২**। চারি ফোঁটা চিহ্নিত তাস ; উনুন। বাংপ্র। বি।

চৌকাঠ—দরজা অথবা জানালার চারিদিকের কাঠ [উপরের কাঠ কপালী, নীচের কাঠ গবরাট, দুই পাশের কাঠ বাজু]। চৌ (<চতুর্)+ কাঠ (<কাষ্ঠ)। বাংপ্র। বি। **চৌকাঠ না মাড়ানো**—বাড়িতে না আসা।

চৌকি—**১**। বেদী, উচ্চ কাষ্ঠাসন, চেয়ার ; তক্তপোশ। <চতুষ্কী। **২**। পাহারা, রক্ষা, প্রহরীর কার্য ; পুলিসের থানা, ফাঁড়ি ; মুনসেফের অধিকারস্থিত স্থান, মহকুমা। চৌক (<চতুষ্ক=চতুষ্কোণ) + ই। বাংপ্র। **৩**। প্রহরী, পাহারাওয়ালা। প্রা কপ্র। বি। **চৌকি হাঁকা**—রাত্রে গৃহস্থকে সজাগ করিবার জন্য চৌকিদারের উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা।

চৌকিদার—প্রহরী, পাহারাওয়ালা ; কর আদায়ের পেয়াদা। চৌকি + দার নিযুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

চৌকিদারি—চৌকিদারের কার্য, পাহারা দেওয়া। চৌকিদার + ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

চৌকিদারী—চৌকিদার-সম্বন্ধীয়। চৌকিদার + ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চৌকিয়া—চৌক গণনার নামতা। বাংপ্র। বি।

চৌকোনা—চারিকোণযুক্ত। বহু। < চতুষ্কোণ। বিণ।

চৌখণ্ডী—চারিভাগে ভাগ-করা, চারিখণ্ডে বিভক্ত ; চৌচালা ; চারিপায়াযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

চৌখুপি—চৌকা খোপ, চেক। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চৌখুপী—চারিখোপবিশিষ্ট ; চৌকা, চারিকোনা ঘর-আঁকা। চৌ (চারি) খোপ, কর্মধা + ঈ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চৌখুরী—**১**। চারিপায়াবিশিষ্ট, চারিখুরাযুক্ত। বিণ। **২**। চারিপায়া-বিশিষ্ট কাষ্ঠাসন, চৌকি। চৌ (চারি) খুর (পায়া), কর্মধা + ঈ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

চৌগুণ, -ণা, -গুণো—চার গুণ। চৌ (চারি) গুণ যাহাতে, বহু ; (২য় পক্ষে) চৌগুণ + আ স্বার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চৌগোঁপ্পা—যাহার লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করিয়া উপরদিকে দুই পাশের গোঁপের সহিত মিলানো হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

চৌঘুড়ি—চারিঘোড়ার গাড়ি। বাংপ্র। বি।

চৌঘুড়ী—চারিঘোড়াবিশিষ্ট। চৌ (চারিটি) ঘোড়া, কর্মধা + ঈ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

চৌঙকি—চমকিত হইয়া ("চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

চৌ-চাকলা, চৌচেল্লা—চারিখানা, চারিখণ্ডে বিভক্ত, বহুভাগে বিভক্ত। চৌ (চারি) চাকলা, চেল্লা (<চাকলা) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

চৌ-চাকা—চারিচাকাযুক্ত ; চারিভাগে বিভক্ত। চৌ (চারিটি) চাকা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

চৌচাপট—চারিদিকের স্থান ; সমচতুর্ভুজ। বাংপ্র। বি।

চৌচাপটে—পূর্ণমাত্রায়, সম্পূর্ণভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

চৌচালা—চারিচালযুক্ত ঘর। চৌ (চারিটি) চাল, কর্মধা + আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

চৌচির—**১**। চার খণ্ড ; বহু খণ্ড। বি। **২**। চারিখণ্ডে বিভক্ত, বহুখণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

চৌচেল্লা—'চৌ-চাকলা' দ্রঃ।

চৌঠ—**১**। চতুর্থ। বিণ। **২**। চৌথ, চতুর্থ অংশ ; মাসের চতুর্থ দিবস। <চতুর্থ। বি। **৩**। চারিটি। <চতুষ্টয়। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

চৌঠা, চৌঠো—মাসের চতুর্থ দিন। <চতুর্থ। বি।

চৌড়, চৌল—**১**। চূড়াকরণ-সংস্কার। চূড়া + অণ্ প্রয়োজনার্থে (ড-স্থানে বিকল্পে ল)। বি ; ক্লী। **২**। চূড়াসম্বন্ধীয়। চূড়া (শিখা) + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

চৌতলা—চারিতলা, গৃহ, উপর্যুপরি চারিথাকবিশিষ্ট বাটী। <চতুস্তল। চৌ (চারি) তলা যাহাতে, বহু। বিণ।

চৌতারা—**১**। তানপুরাজাতীয় চারিতারের একটি যন্ত্র। চৌ (চারিটি) তার, কর্মধা + আ যুক্তার্থে। **২**। প্রাঙ্গণ, উঠান। <চত্বর প্রা কপ্র। বি।

চৌতাল—ছয়টি পদের একটি তাল [তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই চারিটি পদে আঘাত এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক। চৌতালের পদ দুইমাত্রাবিশিষ্ট। ইহাতে চারিটি আঘাত হয় বলিয়াই ইহার নাম চৌতাল]। চৌ (চারিটি) তাল (আঘাত) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি।

চৌতালা—চৌতাল (তাহা দ্রঃ)।

চৌতিশা—ক হইতে ক্ষ পর্যন্ত ৩৪ অক্ষরে রচিত স্তোত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

চৌত্রিশ—৩৪-সংখ্যা ; ৩৪-সংখ্যক। <চতুস্ত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

চৌথ—কর বিঃ ; রাজস্বের চতুর্থাংশ। < চতুর্থ। বি।

চৌদশী—চতুর্দশী। প্রা কপ্র। বি।

চৌদানি—কানের একরকম গহনা, একপ্রকার কর্ণালংকার। বাংপ্র। বি।

চৌদিক্—চারিদিক্। < চতুর্দিক্। বি।

চৌদিগ—চারিদিক্। প্রা কপ্র। বি।

চৌদিশ—চারিদিক্। < চতুর্দিশ্। বি।

চৌদুলি—দুলে জাতি। বাংপ্র। বি।

চৌদোলা—যান বিঃ। < চতুর্দোলা। বি।

চৌদ্দ—সংখ্যা বিঃ, ১৪ ; ১৪-সংখ্যক। < চতুর্দশ। বি বা বিণ।

চৌধুরাণী, -রানী—জমিদার স্ত্রীলোকের পদবী বিঃ। চৌধুরী + আণী, আনী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

চৌধুরী—সাধারণ উপাধি বিঃ ; জমিদারির পরিচায়ক উপাধি বিঃ ; গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল ; সর্দার ; নগরের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়ী ; বাজারের সর্দার। <চতুর্ধুরীণ। বি।।

চৌপথ—চৌমাথা, চৌরাস্তা, চারি পথের সংযোগস্থল। < 'চতুষ্পথ'। বি।

চৌপদ—চারপেয়ে। < চতুষ্পদ। বিণ।

চৌপদী—বাঙ্গালা কবিতার একপ্রকার ছন্দ ('চতুষ্পদী' দ্রঃ)। < চতুষ্পদী। বি।

চৌপর—চারিপ্রহর। চৌ (চারিটি) পর (<প্রহর), কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চৌপল—চারি কোনা, চারি পল বিশিষ্ট ('—বোতল')। চৌ (চারিটি) পল (কোণ) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

চৌপাড়ি, চৌবাড়ি—চারিবেদ অধ্যয়নের স্থান, টোল ; চারি চাল-যুক্ত ঘর। < চতুষ্পাঠী। বি।

চৌপায়া—চারিপায়াবিশিষ্ট। চৌ (চারিটি) পায়া যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

চৌপালা—একপ্রকার চতুর্দোলা, একরকম চৌদোলা। বাংপ্র। বি।

চৌপাশ—চারিপাশ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

চৌফুর্তি—স্ফূর্তি, উৎসাহ; বাহাদুরি; চতুরতা, চালাকি। প্রাদে। বি।

চৌবাচ্চা—বাড়িতে জল ধরিবার চারকোনা স্থান, গৃহস্থিত জলাধার। < ফা 'চাহ্-বচ্চ'। বি।

চৌবাড়ি—'চৌপাড়ী' দ্রঃ।

চৌমহলা—চারিমহলযুক্ত বাড়ি, চৌতলা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চৌমাথা—চারিপথের সংযোগ-স্থল, চতুষ্পথ। চৌ (চারি) মাথার সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বাংপ্র। বি।

চৌমোহানা -মোহনা—চৌমাথা, চৌরাস্তা; চারি নদীর মিলনস্থান। বাংপ্র। বি।

চৌম্বক—আকর্ষক; চুম্বকসংক্রান্ত, magnetic. চুম্বক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **চৌম্বক শক্তি** চুম্বকের আকর্ষণ করিবার গুণ, magnetic energy.

চৌয়ানপনা—চতুরতা। প্রা কপ্র। বি।

চৌর—চোর, যে চুরি করে; গন্ধদ্রব্য বিঃ; কবি বিঃ। চোর+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

চৌরঙ্গ—চারিখণ্ড; চতুরঙ্গ। <চতুরঙ্গ। বি বা বিণ।

চৌরস—সমতল, সমান; চোস্ত; প্রশস্ত; চারকোনা; অবাধ, নির্বিঘ্ন। < চতুরস্র। বিণ।

চৌরানব্বই—সংখ্যা বিঃ, ৯৪; ৯৪-সংখ্যক। <চতুর্নবতি। বি বা বিণ।

চৌরাশি, -শী—সংখ্যা বিঃ, ৮৪; ৮৪-সংখ্যক। <চতুরশীতি। বি বা বিণ।

চৌরাস্তা—চৌমাথা, চতুষ্পথ। চৌ রাস্তা (মিলিত) যেখানে, বহু। বাংপ্র। বি।

চৌরি, চৌরী—১। চুরি, তস্করতা। চোরি+ই ভাব, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। চারিচালা। বিণ। ৩। চারিচালা ঘর। চৌর (<চতুর্)+ই, -ঈ। বি। ৪। লুকানো, গুপ্ত ("চৌরি পিরীতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ।

চৌরোদ্ধরণিক—নগরের শান্তিরক্ষা ও চোরডাকাতের উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য নিযুক্ত প্রাচীন যুগের রাজকর্মচারী বিঃ। বি।

চৌর্ণ—গুঁড়ি দ্বারা প্রস্তুত। চূর্ণ+অণ্ ভবার্থে। বিণ। [ভাবে। বি; স্ত্রী।

চৌর্য(র্য্য)—চুরি, তস্করতা। চোর+ষ্যঞ্

চৌর্য(র্য্য)বৃত্তি—চুরি ব্যবসায়, পরদ্রব্যহরণ-রূপ জীবিকা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চৌর্যো(র্য্যো)ন্মাদ—চুরি করার ভীষণ বাতিক, clyptomania. চৌর্যে উন্মাদ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

চৌশাজ, -শাজা—চকমিলানো বাড়ি। বাংপ্র। বি।

চৌষট্টি—৬৪-সংখ্যা; ৬৪-সংখ্যক। <চতুঃ-ষষ্টি। বি বা বিণ।

চৌহদ্দি—চারিদিকের সীমানা, চতুঃসীমা। হি-মু। বি।

চ্যবন—১। ঋষি বিঃ। চ্যু+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। ভ্রষ্ট হওয়া; ক্ষরণ, গলন। চ্যু+অনট্ ভাব। ৩। ছত্র। চ্যু+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

চ্যবনপ্রাশ—কবিরাজী ঔষধ বিঃ। [কথিত আছে, বৃদ্ধ চ্যবন ঋষি এই ঔষধ সেবন করিয়া নবযৌবন লাভ করিয়া-ছিলেন]। চ্যবন—প্র—অশ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

চ্যাংড়া—'চেংড়া' দ্রঃ।

চ্যান্সেলর—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, আচার্য। <ইং 'chancellor'. বি।

চ্যাপটা—'চেপটা' দ্রঃ।

চ্যুত—ভ্রষ্ট, পতিত; ক্ষরিত, গলিত; কোন স্থান বা অধিকার হইতে বহিষ্কৃত; চঞ্চল; প্রমৃষ্ট; নষ্ট। চ্যু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

চ্যুতি—ক্ষরণ, পতন; হানি, নাশ; ভ্রংশ; অপসরণ, স্বস্থান হইতে অন্যত্র গমন, deviation. চ্যু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

[ছ]

ছ—১। সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু, ইহা মহাপ্রাণ ও অঘোষ বর্ণ]। ২। নির্মল; তরল; ছেদক; কম্পিত। ছো+ক কর্তৃ। বিণ। ৩। ছেদ; খণ্ড। ছো+ক কর্ম। বি; পুং। ৪। গৃহ; মাহাত্ম্য। ছিদ্+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৫। ছয়, ৬-সংখ্যক ('ছ দিন', 'ছ বুড়ি')। <ষট্। বি বা বিণ।

ছই, ছৈ—নৌকার ছাদ; গো-শকটের আচ্ছাদন। <ছদি। বি।

ছউই—মাসের ৬ তারিখ। প্রাদে। বি।

ছক—১। ৬ দ্বারা গুণের ফল ('তিন—আঠার')। <ষট্ক। ২। পাশা বা দাবা খেলার ঘর। বাংপ্র। বি। **ছক কাটা**—দাবা প্রঃ খেলার জন্য রেখা দ্বারা চারকোনা ঘর চিহ্নিত করা।

ছক-কাগজ—যাহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত থাকে এরূপ কাগজ, graph paper. ছক-কাটা কাগজ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ছক-কাটা—রেখা দ্বারা চারিকোনা ঘরে বিভক্ত। ছক কাটা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ। [<শকট। বি।

ছকড়া—ছেকড়া গাড়ি; গরুর গাড়ি।

ছকড়া-নকড়া—অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ; অতিসুলভ। বাংপ্র। বিণ।

ছকা—১। ছক-আঁকা, নকশা-করা। ছক +আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ২। ছক করা, নকশা করা। <'ছক' হইতে গঠিত নাম-ধাতুজ। বাংপ্র। ক্রি।

ছকি—মেয়ে। প্রা কপ্র। বি। [বি।

ছকুড়ি—পাশা খেলার দান বিঃ। বাংপ্র।

ছক্কড়—ছেকড়া গাড়ি, নিকৃষ্ট ঘোড়ার গাড়ি। <শকট। বি।

ছক্কা—১। আলু কুমড়া প্রঃর সংযোগে প্রস্তুত তরকারি বিঃ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ (সাঁতলাইবার 'ছঁক' 'ছক' শব্দ হইতে)। ছক+আ (দ্রুতোচ্চারণে ক-আগম)। বাংপ্র। ২। ছয়বিন্দুবিশিষ্ট তাস; তাস খেলায় কোন পক্ষ একটিও পিঠ না পাইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যে ছয়বিন্দুবিশিষ্ট তাস রক্ষিত হয় তাহা; খোল বাজনায় একপ্রকার পরণ। বাংপ্র। বি।

ছচল্লিশ—৪৬-সংখ্যা; ৪৬-সংখ্যক। <ষট্-চত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।

ছটকানো—ছিটকাইয়া পড়া; সরিয়া পড়া। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছটফট, -ফটি—অস্থিরতা প্রকাশ; অত্যন্ত কাতরতা প্রদর্শন। বাংপ্র। বি।

ছটফটানি—ব্যাকুলতা, অস্থিরতা। ছটফট +আনি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ছটফটানো—ছটফট্ করা, ব্যাকুলতা প্রকাশ করা; কাতরতা প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছটফটে—চঞ্চল, চপল, অস্থির। ছটফট+

এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ছটরা, ছররা—ছোট গুলি, পাখি প্রঃ মারিবার ছিটাগুলি। বাংপ্র। বি।

ছটা—১। দীপ্তি, আলোক; শোভা, সৌন্দর্য। ছো+অটন্ ভাব+আপ্। ২। সমূহ; পরম্পরা; রেখা। ছো+অটন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছটাক—এক সেরের ষোল ভাগের এক ভাগ, পাঁচ তোলা; এক কাঠার ষোল ভাগের এক ভাগ। <ষট্‌-টঙ্ক। বি।

ছটাকে, ছটাকি, ছটাকী—১। ছোট, ক্ষুদ্রকার; এক ছটাক মাল ধরে এমন ('তুবড়ির — গোল')। বিণ। ২। বালক-বালিকাদের ডাকনাম। হি-মু। বি।

ছটাছট—বিদ্যুৎবিকাশের মত শোভাব্যঞ্জক; চকমকে ("ঘনে ঘনে দশন ছটাছট হাস"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অ।

ছটাছটি—শোভাযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ছটাফল—সুপারি গাছ। ছটা (পরম্পর সংলগ্নতা) ফলে যাহার, বহু। বাংপ্র। বি; পুং।

ছটামণ্ডল—সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের বর্ণ-মণ্ডলের চতুর্দিকে যে তীব্র আলোকচ্ছটা দেখা যায় তাহা, corona. ছটার মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ছটি—দীপ্তি। প্রা কপ্র। বি।

ছড়—১। আঁচড়; বেহালা বাজাইবার ছড়ি। <ছড়া (<ছটি <যষ্টি)। বি। ২। ছাল, চামড়া; বল্কল। <ছল্লি। বি।

ছড়া—১। গোছা, গুচ্ছ, স্তবক; কবিতা, শ্লোক; মালা, কণ্ঠমালা, হার, নব; বরকন্যার বস্ত্রের সংযোগগ্রন্থি; ছিটা; জোড়া। বি। **ছড়া কাটা**—শ্লোক আবৃত্তি করা। **ছড়া ভাঙ্গা**—ছড়ার অর্থ করা; গুচ্ছ হইতে পৃথক্ করা। ২। যাহার ছাল বা খোসা ছাড়ানো হইয়াছে এরূপ। বিণ। ৩। ছাল বা খোসা ছাড়ানো; আঁচড়াইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ৪। ছড়াইয়া বা ছিটাইয়া দেওয়ার জিনিস; ছিটা। <ছটা। বি। **ছড়া দেওয়া**—কোনও স্থানকে পবিত্র করিবার জন্য গোময়-জল গঙ্গাজল প্রঃ ছিটানো।

ছড়াছড়ি—অযত্নে ইতস্ততঃ বিক্ষেপ; আধিক্য, আতিশয্য। হি-মু। বি।

ছড়াদার—যে মুখে মুখে ছড়া বাঁধিতে পারে, কবিওয়ালা। ছড়া+দার প্রণেতা অর্থে। বাংপ্র। বি।

ছড়ানো—বিস্তৃত করা; বীজাদি নিক্ষেপ করা; ছিটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**ছড়ানি**। বিণ—**ছড়ানে**।

ছড়াহাঁড়ি—গোবর-জল ছড়াইবার হাঁড়ি; স্নাতা দিবার হাঁড়ি। ছড়া-নিমিত্তিক হাঁড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ছড়ি—সরু লাঠি, ক্ষুদ্র যষ্টি; বেহালা বাজাইবার ছড়ি। <যষ্টি। বি।

ছড়িদার—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান নায়ক; ছড়িবাহক, বেত্রধারী; পাণ্ডার ভৃত্য বা সহচর। ছড়ি+দার আছে অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছড়িবরদার—চোপদার (তাহা দ্রঃ)। বাং-প্র। বি বা বিণ।

ছতরি—গাড়ি অথবা নৌকার ছই; মশারি খাটাইবার কাঠের তৈয়ারী ফ্রেম; ছাদ, চাল; একপ্রকার আলো (ইহা কোন স্থানে টাঙাইয়া দিলে বহুবিস্তৃত স্থান আলোকিত হয়)। <ছত্র। বি।

ছত্তিচ্ছন্ন—বিপর্যস্ত; ছন্নছাড়া, বিশৃঙ্খল; বিনষ্ট। ছত্তি (আচ্ছাদন)+ছন্ন। বাংপ্র। বিণ।

ছত্তর—১। পঙ্‌ক্তি, লাইন। <ছত্র। ২। সদাব্রত। <সত্র। বি।

ছত্র, ছত্ত্র—১। ছাতা, আতপত্র; রাজচিহ্ন-সূচক রাজার মাথার ছাতা। ছদ্+ণিচ্+ষ্ট্রন্ কর্তৃ, র করণ। বি; ক্লী। ২। কোঁড়ক; পঙ্‌ক্তি; লেখার লাইন বা সারি। ছন্+ষ্ট্রন্, র কর্তৃ। ৩। আচ্ছাদন। ছদ্+ণিচ্+ষ্ট্রন্, র ভাব। ৪। ছাতারে নামক ছোট গাছ। ছদ্+ণিচ্+ষ্ট্রন্, র কর্তৃ। বি; পুং।

ছত্বর—গৃহ, কুঞ্জ। ছদ্+ষ্বরচ্ কর্ম, সংজ্ঞার্থে (দ্-স্থানে ত্)। বি; পুং।

ছত্র—১। 'ছত্র' দ্রঃ। ২। অন্নদানশালা, সদাব্রত। <সত্র। বি।

ছত্রক—১। ছাতা, ছত্র; ভেকচ্ছত্র, বেঙের ছাতা, mushroom. ছত্র+কন্ তুল্যার্থে। বি; ক্লী। ২। মাছরাঙ্গা পাখি; ঈশ্বরগৃহ বিঃ; রাঙ্গা কুলেখাড়া গাছ। ছত্র—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ছত্রদণ্ড—১। রাজচ্ছত্র এবং দণ্ড। দ্বন্দ্ব। ২। ছাতার বাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছত্রধর—যে ছাতা ধরিয়া থাকে এরূপ, ছত্র-ধারণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ছত্রধারী (-ধারিন্)—১। ছত্রধারণকারী। উপতৎ; ছত্র—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**। ২। রাজা। প্রা কপ্র। বি।

ছত্রপতি—রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্, মহারাজা-ধিরাজ; মহারাজ শিবাজীর উপাধি। ছত্রের পতি (অর্থাৎ একমাত্র অধিকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছত্রপত্র—১। স্থলপদ্ম। বি; ক্লী। ২। ভোজ পাতার গাছ। ছত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি; পুং।

ছত্রভঙ্গ—১। বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত; বিক্ষিপ্ত; দলভ্রষ্ট। ছত্রের ভঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ। ২। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য; অরাজকতা; দলের একতা নাশ; বিশৃঙ্খলা। ছত্রের (রাজচ্ছত্রের, রাজশাসনের) ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। ছাতি-ভাঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছত্রা—অতিচ্ছত্র বৃক্ষ; সুলূপা; মঞ্জিষ্ঠা; ধনিয়া; মৌরী; কোঁড়ক; ছাতা। ছত্র+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছত্রাক—ব্যাঙের ছাতা; কোঁড়ক। ছত্রা—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ছত্রাকার—ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত; ছাতার মত। ছত্রের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

ছত্রিশ—সংখ্যা বিঃ, ৩৬; ৩৬-সংখ্যক। <ষট্‌ত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

ছত্রী (ছত্রিন্)—১। নাপিত। বি; পুং। ২। ছত্রধারী, ছাতি-ধরা। ছত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ছত্রিণী**।

ছত্রী—গরুর গাড়ির বা নৌকার আচ্ছাদন। <ছত্র। বি।

ছদ—পত্র; পক্ষ, পাখনা; আচ্ছাদন; তমাল-বৃক্ষ; গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ। ছদ্+ণিচ্+ঘ করণ। বি; পুং।

ছদন—১। আচ্ছাদন। ছদ্+অনট্ ভাব। ২। পত্র, পক্ষ; তেজপাতা। ছদ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ছদম—ছদ্ম, কপট। প্রা কপ্র। বিণ।

ছদি—১। ছাদ, চাল, গৃহাচ্ছাদন। ছদ্+ইন্ করণ। ২। আচ্ছাদন। ছদ্+ইন্ ভাব। বি; পুং। [বি; ক্লী।

ছদ্ম (ছদ্মন্)—ছল, কপট। ছদ্+মন্ করণ।

ছদ্মবেশ—আত্মপরিচয় গোপনের উপযোগী বেশ, প্রকৃত নিজরূপ গোপন করিয়া লোকের নিকট অন্যরূপে পরিচিত হইবার নিমিত্ত যে বেশ ধারণ করা যায় তাহা; কপটবেশ। ছদ্মপূর্ণ বেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। বিণ—**-বেশী**।

ছদ্মবেশী (-বেশিন্)—যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে এরূপ, ছদ্মবেশধারণকারী, কাপটিক। ছদ্মবেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বেশিনী**।

ছদ্মী (ছদ্মিন্)—ছদ্মবেশধারী, কপটবেশ-যুক্ত; ছলনাকারী, কপটাচারী। ছদ্মন্+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ছদ্মিনী**।

ছন—ঘর ছাইবার তৃণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছনছন—অস্থির হওয়া; অল্প অল্প জ্বালা বা বেদনা অনুভব; মূত্রাদির নিঃসরণ ও পতনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ছন্দ—১। ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিলাষ; প্রবৃত্তি; বশতা। ছন্দ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। প্রকার, ছাঁদ; ছলনা। প্রা কপ্র। বি।

ছন্দঃ (ছন্দস্) (>ছন্দ)—১। লয়সমন্বিত

গতি ; পদ্যবন্ধ ; পদ্যের ভেদ-বোধক সংজ্ঞা বা জাতি ; স্বেচ্ছাচার ; ইচ্ছা। ছন্দ্+অস্ ভাব। ২। বেদ ; বেদাঙ্গ বিঃ। ছন্দ্+অস্ কর্ম। বি ; ক্লী।

ছন্দঃপতন, -পাত—ছন্দের অমিল, কবিতার ছন্দের নিয়মলঙ্ঘন। ছন্দের পতন, পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, পুং।

ছন্দঃস্পন্দ—ছন্দের ঝংকার, ছন্দের স্ফুরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

ছন্দবন্ধ—কথার বাঁধনি ; কলকৌশল ; চেষ্টা-চরিত্র। <ছন্দোবন্ধ। বি।

ছন্দরূপী (-রূপিন্)—ইচ্ছামত রূপধারণে সমর্থ ; কামরূপী। ছন্দানুসারী রূপ, মধ্যপ কর্মধা ; ছন্দরূপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রূপিণী**।

ছন্দানুগমন, -সরণ—আপন ইচ্ছা অনুসারে চলা। ছন্দের (ইচ্ছার) অনুগমন, অনুসরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ছন্দানুগামী (-গামিন্), **-বর্তী**(-বর্তিন্), **-বর্ত্তী, -সারী** (-সারিন্)—যে নিজের বা অন্যের ইচ্ছা প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায় অনুসারে চলে এরূপ। ছন্দের অনুগামী, অনুবর্তী, অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী, -বর্তিনী, -সারিণী**।

ছন্দানুবর্ত(র্ত্ত)ন, -বৃত্তি—পরের ইচ্ছা অনুসারে চলা ; পরের মন যোগানো। ছন্দের অনুবর্তন, অনুবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ছন্দোগ—সামবেদগায়ক ; সামবেদজ্ঞ। উপতৎ ; ছন্দস্ (সামবেদ)—গৈ+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

ছন্দোবদ্ধ—পদ্যে রচিত, পদ্যের আকারে গ্রথিত। ছন্দঃ দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ছন্দোবন্ধ—ছন্দে রচনা, পদ্যে লেখা। ছন্দঃ দ্বারা বন্ধ, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

ছন্দোভঙ্গ—ছন্দঃপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ছন্ন—গুপ্ত, নির্জন ; আচ্ছাদিত ; লুপ্ত, নষ্ট ; হতবুদ্ধি, বিমূঢ়। ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ছন্নছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া, দুর্দশাপন্ন ; গৃহচ্যুত ; উৎসন্ন। ছন্ন (<ছন্দ—সংসারধর্ম পালনের রীতিনীতি) ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ছন্নমতি—যাহার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে এরূপ, নষ্টবুদ্ধি। ছন্না (নষ্টা) মতি যাহার, বহু। বিণ।

ছপছপ—জলের উপরে কিছুর আঘাতের শব্দ ; ভিজা ঝাঁটা দ্বারা আঘাতের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

ছপ্পর, ছাপ্পর—ছাদ বা চাল, গৃহের আচ্ছাদন। হি-মু। বি।

ছবি—১। চিত্র ; চিত্রিত মূর্তি, প্রতিমূর্তি। <আ 'শবীহ্'। বি। ২। দীপ্তি, শোভা ; উজ্জ্বলতা ; কান্তি, সৌন্দর্য। ছিদ্ বা ছো+ইন্ কর্তৃ (যাহা অন্ধকার নাশ করে)। বি ; স্ত্রী।

ছবীল—সুন্দর, কান্তিমান্। প্রা কপ্র। বিণ।

ছব্বা, ছব্বি—বেশবিন্যাস ; সুশ্রী ; গঠন-সৌন্দর্য ; চেহারা। <শোভা। বি।

ছমছম—অত্যন্ত আতঙ্কে গাত্রাদির শিহরন, অত্যন্ত ভয়ের ভাব। ধ্বন্যাত্মক অ।

ছয়—৬-সংখ্যা ; ৬-সংখ্যক। <ষট্। বি বা বিণ।

ছয়লপম—রসিকতা। প্রা কপ্র। বি।

ছয়লাপ—আপ্লুত, প্লাবিত ; পরিপূর্ণ। <ফা 'সইল-আব'। বিণ।

ছয়লাপি, -লাবি—১। পূর্ণতা, প্লাবন। ফা-মু। ২। তামাশা, ইয়ারকি। প্রাদে। বি।

ছরকট—বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ, গণ্ডগোল। বাংপ্র। বি। [ধ্বন্যাত্মক অ।

ছরছর—জলধারা-পতনের শব্দ। বাংপ্র।

ছরাদ—মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রানুসারে দান। <শ্রাদ্ধ। বি।

ছরিকা—ছড়ি, যষ্টি ("বেত্র বংশী 'ছরিকা' জঠর পটে শোভে"—চৈ চ)। প্রা কপ্র। বি।

ছর্দ(র্দ্দ), ছর্দ(র্দ্দ)ন—বমি, বমনরোগ। ছর্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

ছর্দি(র্দ্দি), ছর্দী(র্দ্দী)—১। বমিরোগ ; উদ্গার। ছর্দ্+ই ভাব, ঈপ্ (বিকল্পে)। বি ; স্ত্রী। ২। শ্লেষ্মা ; কফ। <সর্দি। বি।

ছল—কপটতা, প্রতারণা ; চাতুরী ; ছুতা, ভান ; সূত্র ; উপলক্ষ ; প্রসঙ্গ, ব্যপদেশ ; কৌশল ; আপত্তি ; স্খলন ; বক্তা যে শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ করেন সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যে মিথ্যা দোষারোপ করে তাহা। ছো+কলচ্ ভাব। বি ; ক্লী। **ছল ধরা**—কথার দোষ বাহির করা। **ছল পাতা**—ছলনা করা।

ছলগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যে কথার দোষ ধরে এরূপ ; ছিদ্রান্বেষী। উপতৎ ; ছল—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

ছলচাতুরী—শঠতা, ধূর্তামি। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ছলছল—১। ঢেউয়ের মৃদু শব্দ। অব্য। ২। তরঙ্গব্যাকুল ; ছলছল, জল-ভরা। কপ্র। বিণ।

ছলছল, ছলছলে—১। জল-ভরা, জলে পরিপূর্ণ, উচ্ছলিতপ্রায়। বিণ। ২। বাধা পাইলে জলে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহা, ঢেউয়ের মৃদুশব্দ ; অশ্রুর লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

ছলন, ছলনা—কপটতা ; প্রতারণা, শঠতা। ছল+ণিচ্ (=ছলি নামধাতু)+অনট্ ভাববা ; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ছলনি—কৌশল, চাতুরী। বাংপ্র। বি।

ছলা—১। ছলনা, প্রতারণা, বঞ্চনা ; ওজর, আপত্তি। বি। ২। ছল করা, কপটতা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছলাকলা—ছলনা করিবার কৌশল, প্রবঞ্চনা-বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ছলাৎ—জল ইঃর চলকানোর শব্দ ; হঠাৎ উথলাইবার আওয়াজ ; ঢেউয়ের শব্দ। বাংপ্র ধ্বন্যাত্মক অ।

ছলিত—১। যাহাকে ছলনা করা হইয়াছে এমন, প্রতারিত। ছলি+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। প্রতারণা, ছলনা ; নৃত্য বিঃ। ছলি+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ছলিয়া—চতুর ; প্রবঞ্চক। প্রা কপ্র। বিণ।

ছা—১। গোপন, আচ্ছাদন। ছদ্+ড ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। শিশু ; শাবক, ছানা, বাচ্চা। <শাবক। বি।

ছাআল—ছেলে ; শিশু ("ধর্মরাজ কৈল তুমি ছাআল বয়সে।"—কাশী)। প্রা কপ্র। বি।

ছাই—ভস্ম, পাঁশ ; তুচ্ছ বিষয় ; সামান্য জিনিস ; কিছুই না, কচু। 'ছার' (<ক্ষার)-শব্দজ। বি। **ছাই করা**—কিছু করিতে না পারা ; কার্য পণ্ড করা। **ছাই খাওয়া**—বেকুবের মত কাজ করা। **ছাই দেওয়া**—তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

ছাউনি—১। খড়ের আচ্ছাদন ; সামিয়ানা, চাঁদোয়া। <ছাদনী। ২। সৈন্যদের বিশ্রাম-স্থান, শিবির। হি-মু। বি।

ছাউনি-নাড়া—বিবাহকার্যে স্ত্রী-আচার বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছাও—শাবক, শিশু, ছানা। <শাব। বি।

ছাওয়া—১। ঢাকা দেওয়া, খড় ইঃ দ্বারা ঘরের চাল তৈয়ার করা। 'ছা' (<ছদ্)-ধাতুজ। বাংপ্র। ক্রি। ২। আচ্ছাদন ; পরিব্যাপ্তি ; পরিপূর্ণতা। বাংপ্র। ৩। ছায়া, অনাতপ স্থান। <ছায়া। বি।

ছাওয়ানো—তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করানো ; পূর্ণ করা ; জুড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছাওয়াল, ছাবাল—শিশু ; ছেলে ; বাচ্চা। <শাবক। বি।

ছাঁ—বাচ্চা। <শাবক। বি।

ছাঁই—পিষ্টকের মধ্যে দিবার জন্য নারিকেল প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত পুর। হি-মু। বি।

ছাঁইচ—চালের প্রান্ত যাহা গৃহভিত্তির বাহিরে থাকে। বাংপ্র। বি।

ছাঁইচতলা—ছাঁচতলা, যে স্থানে ছাঁইচের জল পড়ে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ছাঁক—উষ্ণ স্পর্শ, গরম জিনিসের তাপ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ছাঁকন—ফিলটার করিয়া লওয়া, filtration. ছাঁক্ + অন ভাব। বাংপ্র। বি।

ছাঁকনা, ছাঁকনি—যাহা দ্বারা ছাঁকা যায়, ছাঁকিবার উপায়স্বরূপ বস্তু। ছাঁক + অনা, অনি করণ। বাংপ্র। বি।

ছাঁকা—১। গুঁড়া বা জলীয় বস্তুকে ছাঁকনি কাপড় ইঃর দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া; ভাজা জিনিস গরম তেল বা ঘি হইতে হাতা দ্বারা তুলিয়া লওয়া; নিঙড়ানো। ক্রি [, বি]। **২।** যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে এমন; (তাহা হইতে) বিশেষভাবে সংগৃহীত, যাহা হইতে আর কিছু বাদ যাইবে না এমন ('— নম্বর'); ভাজা, ভর্জিত; পরিস্কৃত; উৎকৃষ্ট, সরেস; বিশুদ্ধ; পাকা; ছানিত; নির্বাচিত। ছাঁক্ + আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। **ছাঁকা কথা**—ঠিক কথা, যে কথা বাজে নয়। **ছাঁকা তেল**—যাহা হইতে ছাঁকিয়া তোলা হয় এমন পরিমাণ তেল। **ছাঁকা দেওয়া**—গামছা ইঃ জলে ডুবাইয়া মাছ ইঃ ছাঁকিয়া তোলা। **ছাঁকিয়া ধরা**—ঘিরিয়া ফেলা; অনেকে মিলিয়া সাগ্রহে কাহাকেও বেষ্টন করা।

ছাঁচ—চালের প্রান্ত যাহা গৃহভিত্তির বাহিরে থাকে; আদর্শ; ছক, যাহার মধ্যে ফেলিয়া কোন বস্তু গঠন করিয়া লওয়া যায়, mould; প্রতিমূর্তি; ভাব, ধরন। হি-মু। বি।

ছাঁচতলা—ছাঁইচতলা (তাহা দ্রঃ)।

ছাঁচি—খাঁটী; দেশী। <সত্য। বিণ। **ছাঁচি কুমড়া**—দেশী কুমড়া, চালকুমড়া। **ছাঁচি গুড়**—আখের গুড়। **ছাঁচি তেল**—সরিষার তৈল। **ছাঁচি পান**—দেশী পান, একপ্রকার সুগন্ধি পান। **ছাঁচি বেত**—একপ্রকার সরু বেত।

ছাঁট—কাটিয়া বাদ-দেওয়া অংশ; জামা প্রঃ কাটিবার ভঙ্গী; বৃষ্টির ঝাপটা। বাংপ্র। বি।

ছাঁটা—১। কাটিয়া বাদ দেওয়া; চাউল প্রঃ ঢেঁকিতে পরিষ্কার করা। ক্রি [, বি]। **২।** যাহা হইতে কিছু অংশ বাদ দেওয়া গিয়াছে এমন; পরিস্কৃত ('ঢেঁকি—')। বাংপ্র। বিণ।

ছাঁটাই—ছাঁটিবার কাজ; ঐ কাজের পারিশ্রমিক বা বেতন; চাকরি হইতে লোক কমানো, retrenchment; মূল জিনিস হইতে বাদ দিয়া তাহার সংশোধন। ছাঁট + আই ভাব, করণ। বাংপ্র। বি।

ছাঁটানো—কাটিয়া বাদ দেওয়ানো, অন্যের দ্বারা ছাঁটাই-কার্য সম্পাদন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছাঁৎ—হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগার অনুভূতিবোধক শব্দ; হঠাৎ তীব্র অনুভূতিবোধক শব্দ; দ্রুততাজ্ঞাপক শব্দ; সহসা অন্তর্ধান। বাংপ্র। অ।

ছাঁদ—গঠন; ভঙ্গী; যে দড়ি দ্বারা গাভীর পা বাঁধিয়া দুধ দোহন করা হয় তাহা; ছন্দ; গঠন; শ্রী; ধরন। <ছন্দস্। বি।

ছাঁদন—১। দোহন করিবার সময় দড়ি দিয়া গাভীর পিছনের দুই পা বাঁধা; ঐরূপ পা-বাঁধা দড়ি; বাঁধন। 'বাঁধন'-এর সহচর শব্দ। **২।** কথা বলিবার ভঙ্গী বা কায়দা; প্রকার। <ছন্দস্। বি।

ছাঁদন-দড়ি—দোহনকালে গরুর পিছনের পা দুইটি বাঁধিবার দড়ি। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ছাঁদনা, ছাঁদলা—বিবাহের ছায়ামণ্ডপ। বাংপ্র। বি।

ছাঁদনাতলা, ছাঁদলাতলা—বিবাহের ছায়ামণ্ডপ, যে চাঁদোয়ার নীচে বিবাহ হয়। বাংপ্র। বি।

ছাঁদা—১। দোহনের সময় গাভীর পা বাঁধা; কথার বাঁধুনি করা; জড়ানো; ফাঁদা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **২।** নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ খাওয়ার অতিরিক্ত যে খাদ্য গৃহে লইয়া যায় তাহা। 'বাঁধা'র সহচর শব্দ। বি।

ছাঁদি—'ছেঁদো' দ্রঃ।

ছাগ, ছাগল—অজ; পাঁঠা। ছো + গন্, ছগল + অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। স্ত্রী— **ছাগী, ছাগলী।** (অনেক স্থানে 'ছাগল' শব্দেই ছাগীকে বুঝায়।)

ছাগবাহন—অগ্নি। ছাগ বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং। [ক্লী]।

ছাগমাংস—পাঁঠার মাংস। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ছাগমুখ—১। ছাগের মুখ। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। **২।** ছাগের মুখের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ছাগের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী, -মুখা। ৩।** কুমারানুচর বিঃ; (কার্তিকের ষণ্মুখ ছাগমুখের ন্যায় বলিয়া) কার্তিক; প্রজাপতি দক্ষ। বি; পুং।

ছাগল—'ছাগ' দ্রঃ।

ছাগলদাড়ি—অল্পপরিমাণ দীর্ঘ দাড়ি, ছাগলের মত শুধু থুতনির নিকটস্থ দাড়ি। বাংপ্র। বি। [বি।

ছাগলনাদি—ছাগলের বিষ্ঠা। বাংপ্র।

ছাগলা—ছাগল; মেষরাশি। বাংপ্র। বি।

ছাগলাদ্য-ঘৃত—ছাগলের চর্বিমিশ্রিত আয়ুর্বেদীয় ঘৃত বিঃ। বি; ক্লী।

ছাগশিশু—ছাগলছানা। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছাঙ—ছায়া। প্রা কপ্র। বি।

ছাট—বৃষ্টির ঝাপটা; ছড়ি। বাংপ্র। বি।

ছাড়—বর্জন, ত্যাগকরণ; পরিত্যক্ত অংশ; মুক্তি, নিষ্কৃতি, রেহাই; ক্ষমা, মার্জনা; ছাড়পত্র। বাংপ্র। বি।

ছাড়চিঠি, -পত্র—কোন কিছু ছাড়িয়া দিবার অনুমতিপত্র; মাল বা যাত্রী ছাড়িয়া দিবার আদেশপত্র; এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে যাইবার অনুমতিপত্র, passport. ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ছাড়ছোড়—কিছু বাদ, কিছু রেহাই। বাংপ্র। বি।

ছাড়নেওয়ালা, -ওলা—ছোড়নেওয়ালা (তাহা দ্রঃ)।

ছাড়া—১। ত্যাগ করা, পরিহার করা, মুক্তি দেওয়া; রেহাই দেওয়া; বদলানো; দূর হওয়া; নিক্ষেপ করা; গাত্রাদি হইতে খুলিয়া ফেলা; জোড় খুলিয়া যাওয়া; আড়ষ্টভাব দূর হওয়া; ফাঁক ফাঁক হওয়া; উপেক্ষা করা; অতিক্রম করা; ভুলক্রমে বাদ দেওয়া; প্রস্থান করা; তালাক দেওয়া; চালানো ('গাড়ি—')। ক্রি [, বি]। **নাড়ী ছাড়া**—নাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া আসা, মরণ ঘনাইয়া আসা। **পেট ছাড়া**—খাদ্যদ্রব্য ঠিকভাবে হজম না হওয়ায় পাতলা পায়খানা হওয়া, দাস্ত হওয়া। **হাল ছাড়া**—নিরাশ হওয়া। **২।** বিনা, ভিন্ন। অ। **৩।** মুক্তি; ত্যাগ। বি। **৪।** বিহীন; বহির্ভূত ('সৃষ্টি—'); বিচ্যুত; পৃথক্; অঙ্গ হইতে যাহা খুলিয়া রাখা হইয়াছে এমন; লোকে যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে এমন; খালাস, মুক্ত, ত্যক্ত, অসংলগ্ন, সঙ্গহীন। ছাড়্ + আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ছাড়াছাড়া—অসংলগ্ন, আলাদা আলাদা; দূরে দূরে অবস্থিত। বাংপ্র। বিণ।

ছাড়াছাড়ি—পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ছাড়ান—মুক্তি; রেহাই। বাংপ্র। বি।

ছাড়ানো—পালাস করা; ত্যাগ করানো; মুক্ত করা; পাত্র হইতে অপসারিত করানো; শস্যাদির খোসা প্রঃ খুলিয়া লওয়া; সংশোধন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছাত—১। ছাদ। <ছাদ। বি। **২।** ছিন্ন; দুর্বল; ক্ষীণ; কৃশ। ছো + ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

ছাতলা—ছাতা, fungus, mould; শেওলা। <ছত্রাক। বি।

ছাতা—১। ছাতি, আতপত্র। <ছত্র। **২।** গরম বা বিকৃত বস্তুর উপরে জাত শ্বেতবর্ণ পদার্থ ('ব্যাঙের —')। বি। **৩।** ক্ষীণা। ছাত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। **ছাতা ধরা**—আশ্রয় দেওয়া; অভাবমোচন করা; ছাতি পড়া; শেওলা জন্মানো।

ছাতার, ছাতারে—একপ্রকার চঞ্চল-প্রকৃতির পাখি; কলহ ও বঞ্চনাপ্রিয় ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

ছাতি—১। ছাতা, আতপত্র। <ছত্র। **২।** বুক, বক্ষঃস্থল; বুকের পাটা; বিষম সাহস। বাংপ্র। বি। **ছাতি ধরা**—সাহায্য করা; অভাব মোচন করা। **ছাতি**

বক্ষ ছাতি হওয়া—হৃদয় সাহসে পূর্ণ হওয়া। **ছাতি ফাটা**—বুক ফাটা; হিংসায় ভীষণ মনঃকষ্ট হওয়া; তৃষ্ণায় আকুল হওয়া। **বুকের ছাতি**—বুকের পাটা, সাহস।

ছাতিম—একপ্রকার গাছ; সপ্তপর্ণ। বাংপ্র। বি।

ছাতিয়া—বুক, বক্ষঃস্থল ("ফাটি যাওত ছাতিয়া"—বিত্তা)। প্রা কপ্র। বি।

ছাতু—ভাজা যব ছোলা ইঃর গুঁড়া; যবাদি চূর্ণ। <শক্তু। বি।

ছাতুখোর—যে ছাতু খাইতে খুব ভালবাসে এরূপ, শক্তুপ্রিয়; পশ্চিমা লোক, খোট্টা (ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত, অশিষ্ট প্রয়োগ)। ছাতু+খোর ভক্ষক অর্থে। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ছাতুছাতু—চূর্ণবিচূর্ণ, গুঁড়াগুঁড়া। বাংপ্র। বিণ।

ছাত্র, ছাত্ত্র—শিষ্য, পড়ুয়া। ছত্র, ছত্র (গুরুর দোষাবরণ)+ণ শীলার্থে। বি; পুং।

ছাত্রজীবন—পঠদ্দশা, পাঠাবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ছাত্রনিবাস—ছাত্রগণের থাকিবার জায়গা, hostel. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছাত্রবৃত্তি—ছাত্রকে দেয় ভাতা বা জলপানি; ছাত্রের উৎসাহ বাড়াইবার জন্য পারিতোষিক-রূপে মাসিক বা বাৎসরিক নিয়মে যে অর্থ দেওয়া যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ছাত্রবোধ—যাহাতে ছাত্রগণ সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এমন পুস্তকাদি ('— অভিধান')। ছাত্রের বোধ হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

ছাত্রা—শিষ্যা, শিক্ষার্থিনী। ছাত্র+আপ্।

ছাত্রাগার—ছাত্রনিবাস, ছাত্রদিগের আবাসস্থান। ছাত্রদিগের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ছাত্রাবস্থা—পঠদ্দশা, ছাত্রজীবন। ছাত্রের অবস্থা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ছাত্রাবাস—ছাত্রনিবাস। ছাত্রদিগের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছাত্রী—শিষ্যা, শিক্ষার্থিনী; ছাত্রের পত্নী। ছাত্র+ঈপ্। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ছাদ—১। চাল, ছাত, ঘরের আচ্ছাদন। ছদ্+ঘঞ্ করণ। ২। আচ্ছাদিত করণ। ছদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ছাদক—আচ্ছাদক, যে কোন কিছু ঢাকিয়া রাখে এমন; ঘরামি, যে ঘর ছায় এমন। ছদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ছাদিকা।**

ছাদন—১। আচ্ছাদন, আবরণ; ঘর ছাওয়া, ঘরের ছাদ নির্মাণ করা। ছদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। পত্র; ছাল; ছাদ। ছাদি+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ছাদিত—আচ্ছাদিত, আবৃত; যাহা ছাওয়া হইয়াছে এরূপ, যাহার ছাদ তৈরী হইয়াছে এরূপ। ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ছানতা—ছাঁকিয়া তুলিবার ঝাঁজরি। বাংপ্র। বি।

ছানলাতলা—ছাঁদনাতলা (তাহা দ্রঃ)।

ছানা—১। শাবক, শিশু। < শাবক। ২। আমিক্ষা, দুগ্ধবিকার, তক্রপিণ্ড। <ছিন্ন (দুধ ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া যাহা হয়)। বি। ৩। বস্ত্রাদি দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া; নিংড়ানো; ঠাসা; মাখা। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছানাছানি—ঠাসাঠাসি; কচলাকচলি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ছানাপোনা—ছোট ছোট শিশুসন্তান, কাচ্চা-বাচ্চা। বাংপ্র। বি।

ছানাবড়া—কড়া করিয়া ভাজা পানতুয়া-জাতীয় মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছানাভাজা—চৌকা করিয়া কাটা অল্প ভাজা ছানা (রসে চোবানো)। বাংপ্র। বি।

ছানি—১। দৃষ্টির হানিকর রোগ, চোখের উপর সূক্ষ্ম পর্দা পড়া। <ছাদনী। **ছানি কাটানো**—চোখে অস্ত্রোপচার করিয়া ছানি তুলিয়া ফেলা। **ছানি পড়া**—ছানি রোগ হওয়া। ২। সংকেত, ইশারা ('হাত—'); চিহ্ন; গরুর খাইবার নিমিত্ত কুচানো খড়, গরুর জাব। <শানী। ৩। পুনর্বিচারের প্রার্থনা। <আ 'সানী'। বি।

ছান্দ—১। ছাঁদ, ভাব, ধরন; বন্ধন; বেষ্টন। বি। ২। তুল্য, সমান, সদৃশ। প্রা কপ্র। বিণ।

ছান্দম—বন্ধন, কৌশল। প্রা কপ্র। বি।

ছান্দলা—ছায়ামণ্ডপ; বিবাহকালে স্ত্রী-লোকদিগের মঙ্গলাচার বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছান্দলাতলা—বিবাহকালে স্ত্রীলোক-দিগের মঙ্গলাচারের স্থান, ছায়ামণ্ডপ, ছাঁদনাতলা। বাংপ্র। বি।

ছান্দস—১। বেদাধ্যায়ী; বেদাধ্যাপক; শ্রোত্রিয়; বেদব্যাখ্যাযুক্ত গ্রন্থ। বি; পুং। ২। বেদজাত; বৈদিক; ছন্দঃসম্বন্ধীয়। ছন্দস্+অণ্ অধ্যয়নার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ছান্দসী।**

ছান্দুয়া—১। ঢেঁদো। বিণ। ২। ছাঁদ, গঠন। প্রা কপ্র। বি।

ছান্দোগ্য—সামবেদের অংশ বিঃ, তন্নামক উপনিষদ্। ছন্দোগ+ঞ্য ব্যবহারার্থে বা অভ্যাসার্থে। বি; ক্লী।

ছাপ, ছাব—মুদ্রণ; চিহ্ন; ছাপা। বাংপ্র। বি। **ছাপ দেওয়া**—মুদ্রার চাপ দিয়া চিহ্নিত করা, মোহর করা।

ছাপর—ঢাকনি; চাল। <খর্পর। বি।

ছাপর-খাট—মূল্যবান্ পালঙ্ক বিঃ; মশারি টাঙাইবার চালবিশিষ্ট খাট। বাংপ্র। বি।

ছাপরা—চালের খোলা; উপরে আচ্ছাদন-'দেওয়া অসম্পূর্ণ ঘর। <খর্পর। বি।

ছাপল—গোপন করিল, ঢাকিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছাপা—১। পুস্তকাদি মুদ্রিত করা; বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা; গোপন করা, ঢাকা; পরিপূর্ণ হওয়া; উচ্ছলিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। মুদ্রণ, মুদ্রাঙ্কন; গোপন; পরিপূরণ; উচ্ছলন। ছাপ্+আ ভাব। বাংপ্র। বি। ৩। মুদ্রাঙ্কিত, মুদ্রিত; চিহ্নিত; গুপ্ত, লুকানো; উচ্ছলিত; পরিপূর্ণ। ছাপ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ছাপাই—১। মুদ্রণ। বি। ২। মুদ্রাঙ্কন-সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ। ৩। লুকাইয়া; ঢাকে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ছাপাখানা—মুদ্রণশালা, প্রেস। ছাপা+খানা। বাংপ্র। বি।

ছাপাছাপি—১। ঢাকাঢাকি; সকলের নিকটে গোপন করা; আতিশয্য, পাত্রের পূর্ণতা; সীমাতিক্রম। বি। ২। পাত্র ছাপাইয়া উঠিয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ছাপানো—মুদ্রিত করানো; লুকানো; পরিপূর্ণ হওয়া, উপচানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছাপিত—লুক্কায়িত, গোপিত। প্রা কপ্র। বিণ।

ছা-পোষা—অল্প রোজগারে যাহার অনেক পোষ্য এমন। ছা (কাচ্চা-বাচ্চা) পোষে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ছাপ্পর—খোলার চাল। বাংপ্র। বি।

ছাপ্পান্ন—৫৬-সংখ্যা; ৫৬-সংখ্যক। <ষট্-পঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।

ছাব—'ছাপ' দ্রঃ।

ছাবলা—ছ্যাবলা (তাহা দ্রঃ)।

ছাবলামি—ছ্যাবলামি (তাহা দ্রঃ)।

ছাবা—১। আঁকা; ছাপ দেওয়া, মোহরা-ঙ্কিত করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। চিহ্নিত, অঙ্কিত। বিণ। ৩। ছাপ; ছাঁচে ফেলিয়া তৈয়ারী মিষ্টান্ন (বিশেষতঃ নারিকেলের); ফুল-পাতার চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

ছাবাল—'ছাওয়াল' দ্রঃ।

ছাব্বিশ—সংখ্যা বিঃ, ২৬; ২৬-সংখ্যক। <ষড়্বিংশতি। বি বা বিণ।

ছাব্বিশা, ছাব্বিশে—মাসের ছাব্বিশ তারিখ, মাসের ষড়্বিংশ দিবস। ছাব্বিশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছায়নি—১। আচ্ছাদন; আচ্ছাদন-বস্ত্র; বিবাহে ব্যবহার্য ক্ষুদ্র বস্ত্র। <আচ্ছাদনী। ২। বিবাহসময়ে বর-কন্যার শুভদৃষ্টি; বরণ। প্রা কপ্র। বি।

ছায়নি—বিবাহকালে বরকন্যার শুভদৃষ্টি; বরণ। প্রা কপ্র। বি।

ছায়ন্নি—ছায়া, প্রতিবিম্ব। প্রা কপ্র। বি।

ছায়া—অনাতপ, রৌদ্রাভাব; অন্ধকার, প্রতিবিম্ব; কান্তি, দীপ্তি; পালন; আবর্তন; আশ্রয়; দুর্গা; উৎকোচ, ঘুষ; পঙ্‌ক্তি, উনবিংশত্যক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ; সূর্যের পত্নী; রাগিণী বিঃ। ছো+ণ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। **ছায়া না মাড়ানো**—কাছে না যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা না করা, সংস্রবে না আসা।

ছায়াকর—ছত্রধারী; ছায়াদানকারী। উপতৎ; ছায়া—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

ছায়াচিত্র—ফটোগ্রাফ, আলোকচিত্র, ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি; বায়োস্কোপের ছবি। ছায়াকৃত চিত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ছায়াচ্ছন্ন—ছায়ায় ঢাকা; অন্ধকারাবৃত; বিষণ্ণ। ছায়া দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

ছায়াতরু—যে গাছের বহুদূরব্যাপী ছায়া হয়, বৃহৎ বৃক্ষ; বটবৃক্ষ। ছায়াপ্রধান তরু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ছায়াদেহ—ছায়ার মত শরীর; অশরীরী মূর্তি। ছায়াগঠিত দেহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ছায়াধর—ক্যামেরা, যাহা দ্বারা ফটোগ্রাফ উঠে, আলোকচিত্র তুলিবার যন্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি।

ছায়ানট—রাগিণী বিঃ। <ছায়ানট্ট।

ছায়ানৃত্য—পর্দার উপর প্রতিফলিত মঞ্চ-নৃত্যের ছায়ারূপ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ছায়াপথ—আকাশগঙ্গা, যমের জাঙ্গাল, শুভ্র মেঘাকার বহুদূরস্থ অগণিত তারকারাজি, হরিতালী, Milky-Way. ছায়া (দীপ্তি)-ময় পথ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ছায়াপুরুষ—নিজচ্ছায়ার অনুরূপ প্রতি-বিম্বাত্মক পুরুষ; আকাশস্থ ছায়াত্মক পুরুষ (চন্দ্রকিরণে বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে ঐ ছায়ার মত বিরাট একটি ছায়া দেখা যায়)। ছায়াত্মক পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ছায়াবাজি—সাদা পর্দার উপর ছায়াচিত্র প্রদর্শন, আলোছায়ার খেলা, magic lantern show. ছায়াকৃত বাজি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ছায়াভিনয়—অভিনয়ের মহড়া, রিহার্সাল। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ছায়ামণ্ডপ—চাঁদোয়ার নিম্নস্থিত বিবাহের স্থান, ছাঁদনাতলা। ছায়াস্থিত মণ্ডপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ছায়ামণ্ডপী—ছায়ামণ্ডপসম্বন্ধীয়। ছায়া-মণ্ডপ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ছায়ামূর্তি(র্ত্তি)—অস্পষ্ট শরীর, অদৃশ্য দেহ; সূক্ষ্মদেহ, প্রেতমূর্তি। ছায়াকারা মূর্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ছায়ারূপ—ছায়াদেহ, রক্তমাংসহীন ছায়ার তুল্য রূপ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ছায়ালোক—১। ছায়াময় ভুবন, আকাশে ছায়াবৎ দৃশ্যমান নক্ষত্রশ্রেণী। ছায়াময় লোক, মধ্যপ কর্মধা। ২। ছায়া এবং আলোক। দ্বন্দ্ব। ৩। ছায়াবলোকন, ছায়া-দর্শন। ছায়ার আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছায়াশিকারী—ছায়ার অনুগমনকারী; অলীক বস্তুর অনুসরণকারী। বাংপ্র। বি।

ছায়াসুত—শনি (সূর্যের ঔরসে এবং ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ছার—১। অধম, হেয়, নিকৃষ্ট; দগ্ধ, খোড়া; দুঃখময়। বিণ। ২। ভস্ম; ছারপোকা। <ক্ষার। বি।

ছারকপালে—হতভাগা, দুরদৃষ্ট। ছার (১) কপাল, কর্মধা+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ছারখার—১। ভস্মসাৎ; একেবারে বিনষ্ট; উৎসন্ন। বিণ। ২। সর্বনাশ; ধ্বংস। বাংপ্র। বি।

ছারপোকা—মৎকুণ, শয্যাকীট; রক্তপায়ী পোকা বিঃ। বাংপ্র। বি। **ছারপোকার বিয়ান**—ঘন ঘন সন্তান প্রসব।

ছাল—ত্বক্, বাকল; চর্ম, চামড়া। <ছল্লী। বি। **ছাল তোলা**—ভীষণ প্রহার করা।

ছালচামড়া—চর্ম, ত্বক্। বাংপ্র। বি।

ছালট—বাকল, বৃক্ষের ত্বক্। <ছাল। বি।

ছালটি—ছাল, চর্ম; শণ বা তিসি ইঃর ছালের সূতার কাপড়। বি।

ছাল-পাতলা—যাহার ছাল পাতলা ধরনের; যে ফসলের খোসা পাতলা এমন। বাংপ্র। বিণ।

ছালা—বড় থলিয়া; গুণ। <স্থালী। বি।

ছাহ—ছায়া। প্রা কপ্র। বি। [অ।

ছি—তিরস্কারসূচক শব্দ; ধিক্কার। বাংপ্র।

ছিঁচকা, ছিঁচকে—হুঁকা পরিষ্কার করিবার সিক। বাংপ্র। বি।

ছিঁচকাঁদুনে—যে সহজেই কাঁদিয়া ফেলে এরূপ, যাহাকে ছুঁইলেই কাঁদিয়া উঠে এমন। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

ছিঁচকা(কে)চোর—সামান্য চোর, যে চোর সামান্য বস্তু চুরি করে। বাংপ্র। বি।

ছিঁচকে—'ছিঁচকা' দ্রঃ।

ছিঁচকেচোর—'ছিঁচকাচোর' দ্রঃ।

ছিঁড়া, ছেঁড়া—১। ছিন্ন করা, কাটা। <'ছিদ্'-ধাতু। ক্রি। ২। ছিন্ন, কর্তিত। ছিঁড়্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ছিক্কা—হাঁচি, কাশি। ছিক্—কৃ+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছিট—একপ্রকার রঙীন বা নকশাযুক্ত কাপড়; নানা রঙের চিহ্নবিশিষ্ট কাপড়; অবশিষ্টাংশ; সামান্য টুকরা; সামান্য পাগলামির ভাব; বাতিক। <ছিটা (<চিত্র)। বি।

ছিটকানো, ছিটকনো—ঠিকরাইয়া যাওয়া, কোন স্থানে বাধা পাইয়া পুনরায় অন্য স্থানে পড়া; হঠাৎ বেগে দূরে গিয়া পড়া; বিক্ষিপ্ত হওয়া। হি। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছিটকিনি—জানালা কপাট ইঃ বন্ধ বা খোলা অবস্থায় রাখিবার জন্য কাঠের অথবা ধাতুনির্মিত ছোট খিল। হি-মূ। বি।

ছিটজমি—এক মৌজায় অপর মৌজার জমি। বাংপ্র। বি।

ছিটনি, ছিটুনি—চালের সরু সরু বাখারি; বাখারি দিয়া চাল বাঁধা; ঝালর। বাংপ্র। বি।

ছিটা, ছিটে—ফোঁটা, বিন্দু; কণা, লেশ; নেশার দ্রব্য বিঃ; গুলি; বন্দুকের ছটরা; তরল দ্রব্যের প্রক্ষেপ, ছাট, ছড়া। <চিত্র। বি।

ছিটানো, ছিটনো—ছড়াইয়া দেওয়া, বিশৃঙ্খলভাবে ফেলা; ঝাপটা মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছিটাফোঁটা—দু'এক ফোঁটা, অল্প পরিমাণ; বশীকরণের তিলকাদি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ছিটাবেড়া, ছিটেবেড়া—বাঁখারির উপর মাটির প্রলেপ-দেওয়া বেড়া। বাংপ্র। বি।

ছিণ্ডা—ছিন্ন করা, ছেঁড়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছিদা ছেদন; অপহরণ। ছিদ্+অঙ্ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

ছিদাম—১। শ্রীকৃষ্ণের সহচর বিঃ। <শ্রীদাম। ২। সিকি-পয়সা। হি-মু। বি।

ছিদ্র—১। ফুটা; ক্ষুদ্র গর্ত, বিবর; দোষ; অবকাশ; অপকর্ষ, ন্যূনতা; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। ছিদ্+রক্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। সচ্ছিদ্র, ছেঁদা, ফুটা। ছিদ্র+অচ্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

ছিদ্রদর্শী (-দর্শিন্)—দোষদর্শক, অপরের দোষ অনুসন্ধান করাই যাহার স্বভাব এমন। উপতৎ; ছিদ্র—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

ছিদ্রানুসন্ধান, -নুসরণ, -ন্বেষণ—ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ানো, দোষ অনুসন্ধান করা। ছিদ্রের অনুসন্ধান, অনুসরণ, অন্বেষণ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী।

ছিদ্রানুসারী (-রিন্)—দোষ-অনুসন্ধান-কারী, যে ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায় এরূপ। উপতৎ; ছিদ্র—অনু—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সারিণী**।

ছিদ্রান্বেষণ—'ছিদ্রানুসন্ধান' দ্রঃ।
ছিদ্রান্বেষী (-ষিন্)—যে ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায় এরূপ, দোষ অনুসন্ধানকারী। উপজ্ঞ ; ছিদ্র—অনু—ইষ্ + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।
ছিদ্রালো—ছিদ্রযুক্ত। ছিদ্র + আলো বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। **ছিদ্রালো প্রাণী**—স্পঞ্জজাতীয় প্রাণী (ইহাদের দেহের ছিদ্রগুলি দিয়া জলের সহিত খাদ্যবস্তু ভিতরে যায় ও দূষিত পদার্থ বাহিরে আসে, Porifera.
ছিদ্রিত—যাহাতে গর্ত করা হইয়াছে এরূপ, বেধিত। ছিদ্র্ + ক্ত কর্ম। বিণ। বি— **ছিদ্রণ**।
ছিন, ছীন—ছিন্ন, ছেঁড়া। প্রা কপ্র। <ছিন্ন। বিণ।
ছিনভিন—১। পৃথক্ পৃথক্। <ছিন্ন-ভিন্ন। বিণ। ২। (ছিন্নভিন্ন বস্তু যেরূপ অবজ্ঞার পাত্র, সেইরূপ বলিয়া) অবজ্ঞা, অনাদর। বাংপ্র। বি।
ছিনা—সরু, কৃশ ; নাছোড়বান্দা। <ক্ষীণ বা শীর্ণ। বিণ। **ছিনা পড়া**—শীর্ণ হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া।
ছিনাজোঁক, ছিনেজোঁক—এক-প্রকার সরু সরু জোঁক ; নাছোড়বান্দা লোক। ছিনা (কৃশ) জোঁক, কর্মধা। বাংপ্র। বি।
ছিনান—স্নান। কপ্র। বি।
ছিনানো, ছিননো—কাড়িয়া লওয়া, বলপূর্বক গ্রহণ করা। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছিনাল—ভ্রষ্টা স্ত্রী, কুলটা ; যে নেকামি করে। <প্রা 'ছিন্নাল'। বি ; স্ত্রী।
ছিনালী—ভ্রষ্টা স্ত্রীর চাতুরী। ছিনাল + ঈ ভাবে। প্রা-মূ। বি।
ছিনিমিনি—বালকদের একপ্রকার খেলা [এই খেলায় একটি খোলামকুচিকে এমন ভাবে নিক্ষেপ করা হয়, যাহাতে ঐ খোলাম-কুচিটি একবার জলে ডুবিয়া এবং একবার ভাসিয়া খানিক দূর যায়] ; অত্যধিক অপব্যয়। বাংপ্র। বি।
ছিন্ন—কর্ত্তিত ; যাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে এরূপ ; উৎপাটিত ; নিরাকৃত ; অপসারিত। ছিদ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।
ছিন্নপক্ষ—ডানাকাটা। ছিন্ন হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহু। বিণ।
ছিন্নবিচ্ছিন্ন—কর্ত্তিত, টুকরা টুকরা করিয়া কাটা, খণ্ডিতবিখণ্ডিত, বহুস্থানে কাটা। যাহা ছিন্ন তাহাই বিচ্ছিন্ন, কর্মধা। বিণ।
ছিন্নভিন্ন—ছেঁড়া ও চতুর্দিকে ছড়ানো ; যাহাতে গোলমাল ঘটিয়াছে এরূপ ; যাহা লণ্ডভণ্ড হইয়াছে এরূপ ; উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট। যাহা ছিন্ন তাহাই ভিন্ন, কর্মধা। বিণ।
ছিন্নমস্তক—১। যাহার মাথা কাটা গিয়াছে এরূপ, মস্তকহীন। ছিন্ন মস্তক যাহার, বহু। বিণ। ২। কাটা মুণ্ড, কর্ত্তিত শীর্ষ। ছিন্ন মস্তক, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।
ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার ষষ্ঠী মহাবিদ্যা। ছিন্ন মস্ত (মস্তক) যাঁহার, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী। [আপ্। বি ; স্ত্রী।
ছিন্না—কুলটা নারী, ভ্রষ্টা রমণী। ছিন্ন +
ছিন্নাণ্ড—ছিন্নমুষ্ক, খাসি-করা। ছিন্ন হইয়াছে অণ্ড যাহার, বহু। বিণ।
ছিপ—১। মৎস্য ধরিবার যন্ত্র, মাছ ধরিবার জন্য সুতা ও বঁড়শি সমেত সরু বাঁশের আগা। বাংপ্র। ২। দ্রুতগামী সরু লম্বা নৌকা। <ক্ষিপ্র। বি।
ছিপছিপে—ছিপের মত সরু ও লম্বা, কৃশ এবং দীর্ঘদেহযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।
ছিপানো, ছিপনো—লুকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছিপি—শিশি ইঃর মুখ বন্ধ করিবার গুঁজি, ছিদ্ররোধক কাষ্ঠ, কাক, cork. হি-মূ। বি।
ছিবড়া, ছিবড়ে—সার বাহির করিবার পর যে শক্ত অংশ পড়িয়া থাকে তাহা, শিটা। বাংপ্র। বি। [প্রাদে। বিণ।
ছিমছাম—সুগঠিত ; পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন।
ছিয়াত্তর—৭৬-সংখ্যা ; ৭৬-সংখ্যক। <ষট্-সপ্ততি। বি বা বিণ।
ছিয়ানব্বই—৯৬-সংখ্যা ; ৯৬-সংখ্যক। <ষণ্ণবতি। বি বা বিণ।
ছিয়াল—শোভাসম্পন্ন, সুন্দর ; পুষ্ট ; বৃহৎ। <শ্রীল। বিণ।
ছিয়াশি—৮৬-সংখ্যা ; ৮৬-সংখ্যক। <ষড়-শীতি। বি বা বিণ।
ছিয়ে—ছি, ধিক্। কপ্র। অ।
ছিরা—১। শ্রীযুক্ত, শ্রীমান্। বাংপ্র। বিণ। ২। শ্রীমন্ত সদাগর। <শ্রী। বি।
ছিরি—কান্তি, সৌন্দর্য ; গঠনভঙ্গী ; বরণ-ডালায় প্রদত্ত পিষ্টকনির্মিত দ্রব্য বিঃ ; স্বস্তিক। <শ্রী। বি।
ছিরিছাঁদ—আকারপ্রকার, সুন্দর গঠন-ভঙ্গী। <শ্রীছন্দ। বি।
ছিলকা, ছিলকে—খোসা, বাঁশ ইঃর ছাল। হি। বি।
ছিলা—১। ধনুকের গুণ, জ্যা ; কাপড়ের প্রান্তভাগের ঈষৎ মোটা সুতা ; চামড়া। <ছল্লি। বি। ২। ছোলা, চাঁচা ; পরিষ্কৃত ; খোসা-ছাড়ানো। বাংপ্র। বিণ।
ছিলিম—হুঁকা, হুঁকা ; তামাক খাইবার কলিকা। <হি 'চিলম'। বি।
ছিলে—ছিলা (১) (তাহা দ্রঃ)।
ছিষ্টি—সৃষ্ট বস্তু ; জগৎ। <সৃষ্টি। বি।
ছিষ্টিছাড়া—আজগবী ; সৃষ্টিবহির্ভূত ; অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। ছিষ্টি হইতে ছাড়া, ৫মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।
ছুঁচ—সূচি, সুঁই, যাহা দ্বারা কাপড় প্রঃ সেলাই করা হয় তাহা। <সূচি। বি। **ছুঁচ ফোটানো**—অসহ্য যন্ত্রণা দেওয়া।
ছুঁচা, ছুঁচো—ইঁদুরের ন্যায় একপ্রকার জীব, গন্ধমূষিক। <ছুছুন্দরী। বি।
ছুঁচানো, ছোঁচানো—মলত্যাগের পর শৌচ করা। <শৌচ। ক্রি [, বি]।
ছুঁচালো, ছুঁচলো—তীক্ষ্ণ, সরুমুখযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।
ছুঁচিবাই—সর্বদা শৌচ বা পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা। <শুচিবায়ু। বি।
ছুঁচিবেয়ে—শুচিবায়ুগ্রস্ত, সর্বদা অশুচি হইবার ভয়ে ভীত। ছুঁচিবাই + এ। বাংপ্র। বিণ।
ছুঁড়া, ছোঁড়া—নিক্ষেপ করা, ত্যাগ করা, মোচন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছুঁড়ী—কুমারী, কিশোরী, তরুণী। <চমকী। বি ; স্ত্রী। পুং—**ছোঁড়া**।
ছুঁত—অশুচি অবস্থা, অশৌচ ; অশৌচ-স্পর্শ জন্য দোষ। বাংপ্র। বি।
ছুঁতমার্গ—জাতিগত অস্পৃশ্যতা ; জাতিগত অস্পৃশ্যতার প্রতি নিষ্ঠা। বাংপ্র। বি।
ছুকরী—বয়ঃস্থা কন্যা, নবযুবতী, কিশোরী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। পুং—**ছোকরা**।
ছুছুন্দরী—ছুঁচা, গন্ধমূষিক। ছুছু—দৃ + অচ্ কর্ত্তৃ (নিপা) + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
ছুট—১। পলায়ন ; শীঘ্র গমন, দৌড় ; দ্রুত নিঃসরণ। <ছটা। বি। ২। বাদ ; ছাড় ; অতিরিক্ত অংশ। বাংপ্র। ৩। অসম্পর্কিত ; বর্জিত, বিহীন। বাংপ্র। বিণ। ৪। দড়ি, চুল বাঁধিবার সরু দড়ি। <সূত্র। ৫। পরিধেয়-প্রস্থ। <ইং 'suit'। বি।
ছুটকা, ছুটকো—যাহা ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে এমন ; সহসা আগত ; বিভিন্ন স্থানে অব্যাপকভাবে সংঘটিত, stray. বাংপ্র। বিণ।
ছুটন—১। ছুটিল। ক্রি। ২। নিক্ষিপ্ত। প্রা কপ্র। বিণ।
ছুটা—১। দৌড়ানো ; দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়া ; দূর হওয়া ; বিচ্ছিন্ন হওয়া ; স্খলিত হওয়া। ক্রি [, বি]। ২। শিথিল, আলগা, অনাবদ্ধ ; ঠিকে ; যাহাকে নিয়মিত ভাবে বেতন দেওয়া হয় না এরূপ ('— কাজ')। বাংপ্র। বিণ।
ছুটানো—দৌড়ানো, দৌড় করানো ; ছাড়াইয়া দেওয়া ; তাড়ানো, ভাগানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছুটি—বিদায়, কাজ হইতে অবকাশ ; পর্বাদি উপলক্ষে কার্যালয় বন্ধ থাকা ; ছাড়ান্তি, উদ্ধার। ছুট + ই অধি, ভাব। বাংপ্র। বি।
ছুত, ছুতমার্গ—ছুঁত, ছুঁতমার্গ (তাহা দ্রঃ)।

ছুতা, ছুতো—ওজর, ছল, অছিলা ; ত্রুটি, ছিদ্র, দোষ। <সূত্র। বি।
ছুতানাতা—সামান্য অছিলা। ছুতা+নাতা (সহগ)। বাংপ্র। বি।
ছুতার, ছুতোর—কাষ্ঠদ্রব্য-প্রস্তুতকারক জাতি। <সূত্রধর। বি ; পুং।
ছুতক—অশুচি ; অশৌচ। <সূতক। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।
ছুপ—১। স্পর্শ ; যুদ্ধ ; চপলতা। ছুপ্+ক ভাব, কর্তৃ। বি ; পুং। ২। ঝোপ। <ক্ষুপ্। বি।
ছুবানো—রঙ্গে ডুবানো ; রঞ্জিত করা ; রাঙ্গানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছুরা—চূর্ণ, চুন। ছুর্+ক কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।
ছুরি, ছুরিকা, ছুরী—চাকু, ছোট অস্ত্র বিঃ, অসিপুত্রী। ছুর্+ই কর্তৃ, বিকল্পে স্ত্রী ঈপ্ ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। **ছুরি চালানো**—ছুরি দিয়া কাটিতে আরম্ভ করা। **গলায় ছুরি দেওয়া**—হত্যা করা ; (লক্ষণার্থে) প্রবঞ্চিত করা ; অত্যধিক মূল্য লওয়া। **মিছরির ছুরি, হীরের ছুরি**—মুখে মধু অন্তরে বিষ এমন ব্যক্তি ; মিষ্ট অথচ মর্মভেদী বাক্য।
ছুরিত—খচিত, লিপ্ত ; বিক্ষিপ্ত ; ব্যাপ্ত ; শোভিত ; ছিন্ন। ছুর্+ক্ত কর্ম। বিণ।
ছুলা, ছোলা—চাঁচা ; পরিষ্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছুলি—চর্মরোগ বিঃ। <ছল্লি। বি।
ছে—খণ্ড ('কাঠের —') ; বৃষ্টির বিরাম। <ছেদ। বি।
ছেওট—মুক্ত, অবদ্ধ, আলগা। প্রাদে। বিণ।
ছেঁক—১। গাত্রে হঠাৎ অতি গরম বস্তুর স্পর্শ ; গরম পাত্রে ঠাণ্ডা কিছু ফেলিলে যে শব্দ হয় তাহা। <সেক। ২। বিরাম, বিশ্রাম, অবসর, ফাঁক। প্রাদে। বি।
ছেঁকচি—১। তপ্ত দ্রব্যের স্পর্শ ('— লাগা')। বাংপ্র। বি। ২। ছেঁচকি (তাহা দ্রঃ)।
ছেঁকা—১। তপ্ত দ্রব্যের স্পর্শে দাহ। বি। ২। অল্প ঘি বা তেলে ভাজা ; আগুনে গরম করা ; জিনিস দিয়া গায়ের চামড়া পোড়াইয়া দেওয়া ; গরম করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছেঁচ—১। জলসেচন। <সেচ। ২। চালের প্রান্তভাগ ; ছাঁচ। প্রা কপ্র। বি।
ছেঁচকি—তেলে ভাজিয়া অল্প জলে সিদ্ধ তরকারি বিঃ। বাংপ্র। বি।
ছেঁচকিপোড়া—আধসিদ্ধ ও আধপোড়া। বাংপ্র। বিণ।
ছেঁচড়া, ছেঁচড়—১। বেহায়া ; প্রতারক, প্রবঞ্চনাকারী। <ছিত্বর। বিণ। ২। মাছের তেল কাঁটা ইঃ'র সহিত রান্না করা তরকারির খোসা শাক প্রঃ। বাংপ্র। বি।
ছেঁচড়ানো—মাটিতে ঘষিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছেঁচড়াপনা, ছেঁচড়ামি, ছেঁচড়ামো—প্রতারণা, দুষ্টামি ; অশিষ্টতা ; হীন আচরণ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।
ছেঁচন—সেচন ; বিদারণ। ছেঁচ্+অন ভাব।
ছেঁচা—১। সেচন করা ; থেঁতো করা। <'সিচ্' ও 'ছিদ্'-ধাতু। ক্রি। ২। যাহা সেচন করা হইয়াছে এরূপ ('— জল') ; থেঁতলানো। ছেঁচ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।
ছেঁচা-বেড়া—থেঁতলানো বাঁশের বেড়া। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
ছেঁড়া—১। ছিন্ন করা ; ফাড়া ; উপড়ানো ; চানা কাটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। ছিন্ন ; অসাধু প্রকৃতির ; হীনকার্যাসক্ত। ছিঁড়্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।
ছেঁড়াখোঁড়া—ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বাংপ্র। বিণ।
ছেঁড়াছিঁড়ি—বার বার ছেঁড়া ; কাড়াকাড়ি। বাংপ্র। বি।
ছেঁড়ামামলা—তুচ্ছ বিষয় ; ঝঞ্ঝাটে ও বিরক্তিকর বিষয়। বাংপ্র। বি।
ছেঁদা—১। গর্ত, রন্ধ্র। বি। ২। গর্তযুক্ত। <ছিদ্র। বিণ।
ছেঁদে—১। দৃঢ়-বন্ধনে। ক্রি-বিণ। ২। ছাঁদিয়া, দৃঢ়বন্ধন করিয়া। প্রাদে। অস-ক্রি।
ছেঁদো, ছাঁদি—চাতুরীপূর্ণ ; বাক্‌চাতুর্যময় ; বাঁধুনী-করা। ('ছাঁদি বিশেষণেরও'—বিবেকানন্দ)। ছাঁদ+ও, ই। বাংপ্র। বিণ।
ছেক—১। বিদগ্ধ, পণ্ডিত ; নাগরিক ; নগরবাসী ; গৃহপালিত ; পোষা। বিণ। ২। পোষা জীব ; (অলংকার) অনুপ্রাস বিঃ ; বিশেষ ব্যঞ্জনবর্ণসমষ্টির পুনর্বিন্যাস (যথা—নন্দ-নন্দন)। ছো+ডেকন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। বিরাম। <ছেদ। ৪। উত্তাপপ্রয়োগ। <সেক। বি। [বিণ।
ছেকড়া—ভাড়াটিয়া ('— গাড়ি')। <শকট।
ছে-কাঠ—ঢেঁকির মোনা বা মুষল। প্রাদে। বি। [বিণ।
ছেতো—ছাতাধরা ; ছাতাবিশিষ্ট। <ছাতা।
ছেত্তা (ছেত্তৃ)—ছেদক, ছেদনকর্তা। ছিদ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ছেত্রী**।
ছেদ—১। ছেদন ; বিরাম। ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। ২। খণ্ড, ভাগ, section ; পরিচ্ছেদ ; অধ্যায়। ছিদ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং। ৩। ছেদক, ভাজক। ছিদ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ ; বা, ছিদ্+ঘঞ্ করণ। বিণ।
ছেদক—১। ছেদনকারী, কর্তক ; ভাজক। বিণ। স্ত্রী—**ছেদিকা**। ২। (জ্যামিতি) বৃত্তের পরিধির যে-কোন দুইটি বিন্দুর সংযোজক সরলরেখা, secant. ছিদ্+ণক কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। **ছেদক দন্ত**—যে দন্ত দ্বারা কঠিন খাদ্য ছিঁড়িয়া লওয়া যায়, কুকুরে' দাঁত, canine tooth.
ছেদন—১। কর্তন, কাটা, খণ্ড করা। ছিদ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। ছেদক, ছেদনসাধক। ছিদ্+অনট্ করণ। বিণ।
ছেদনী—কাটিবার অস্ত্র, ছেদনযন্ত্র, ছেনি। ছিদ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
ছেদনীয়, ছেদ্য—কাটিবার মত, ছেদনযোগ্য ; নির্ণেয়। ছিদ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।
ছেদবিন্দু—(জ্যামিতি) দুইটি রেখা পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহা, point of intersection. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
ছেদিত—যাহা কাটা হইয়াছে এরূপ, কর্তিত, দ্বিধাকৃত। ছিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
ছেদ্য—'ছেদনীয়' দ্রঃ।
ছেনাল—ছিনাল (তাহা দ্রঃ)।
ছেনালি—ছিনালি (তাহা দ্রঃ)।
ছেনি—ধাতু ইঃ কাটার বাটালি ; ছেদনাস্ত্র ; কাজলা, গোঁজ। <ছেদনী। বি।
ছেপ—নিষ্ঠীবন, থুথু। <ষ্টীব্। বি।
ছেপত্তনী—পত্তনীদারের অধীনে পত্তনীদার। ফা-মূ। বি। [<চপল। বিণ।
ছেপলা, ছেবলা—বালকের ন্যায় চপল।
ছেমড়া—ছোঁড়া, ছোকরা ; অনাথ শিশু ; অসাধু ব্যক্তি। <ছমণ্ড। বি ; পুং। স্ত্রী—**ছেমড়ী**।
ছেমোচাপা—খিটখিটে ; থমথমে ; ভূতে-পাওয়া। বাংপ্র। বিণ।
ছেয়া—ছেদ, খণ্ড, টুকরা ; উদূখল। <ছেদ। প্রা কপ্র। বি।
ছেয়ানো—খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটা ; ছেয়া দেওয়া। <ছেদ। ক্রি [, বি, বিণ]।
ছেয়ালি—১। ছেনি। প্রা কপ্র। ২। ছেঁক, বিরাম। প্রাদে। বি।
ছেলি—ছাগল ("ছেলি চরাইতে রামা নাহি পায় স্থল।"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।
ছেলে—ছোট বালক, শিশু ; যুবক ; বেটা, পুত্র। বাংপ্র। বি।
ছেলেখেলা—শিশুর মত খেলা ; বাজে কাজ ; অকিঞ্চিৎকর অনুষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
ছেলেধরা—যে ছোট ছেলেকে ধরিয়া লইয়া যায় (এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখানো হয়)। ছেলে ধরে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।
ছেলেপিলে, ছেলেপুলে—সন্তান-সন্ততি, ছোট ছেলেমেয়ে। ছেলে+পিলে, পুলে (সহগ)। বাংপ্র। বি।
ছেলেবুদ্ধি—বালকসুলভ কোমলমতি ; অপরিণত বুদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ছেলেবেলা—বাল্যকাল, শৈশব। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ছেলেমানুষ—অল্পবয়স্ক বালক ; অপরিণত-বুদ্ধি লোক, লঘুচিত্ত মানুষ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ছেলেমানুষি—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ, ছেলেম ; লঘুচিত্ততা। ছেলেমানুষ +ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ছেলেমানুষী—ছেলেমানুষের মত, বাল-সুলভ, লঘুচিত্ত। বাংপ্র। বিণ।

ছেলেমি, ছেলেমো—ছেলেমানুষি, বাল-চাপল্য। ছেলে+মি, মো ভাবে, কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ছেলেমেয়ে—পুত্রকন্যা। দ্বন্দ্ব। বি।

ছেষট্টি—৬৬-সংখ্যা, ৬৬-সংখ্যক। <ষট্‌ষষ্টি। বি বা বিণ। [<ছদি। বি।

ছৈ—নৌকা প্রঃর উপরিভাগের আবরণ।

ছৈঘর—নৌকার ছই বা চাল ; ছইএর নিম্নস্থ স্থান। ছৈ-আবৃত ঘর, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ছোঁ—উড়িয়া আসিয়া পড়া ; হস্তস্থিত কোন খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য চিল প্রঃর হঠাৎ উপরে আসিয়া পড়া। বাংপ্র। অ। **ছোঁ দেওয়া**—আমল দেওয়া। **ছোঁ মারা**—উপর হইতে ঝুপ করিয়া পড়িয়া কিছু কাড়িয়া লওয়া।

ছোঁকছোঁক—দ্রব্যের ঘ্রাণ লইবার শব্দ ; চারিদিকের বস্তুসমূহের ঘ্রাণ লওয়া ; অতিশয় লোভ বা তাহার প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

ছোঁকা—১। ছক্কা, ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। সাঁতলানো ; তৈল বা ঘৃতে সম্বরা দেওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোঁচ—শ্যাতা, নিকাইবার ন্যাতা ; ছোঁয়াচ ; অশুচি অবস্থা। <শৌচ। বি।

ছোঁচা—দুষ্টপ্রকৃতিসম্পন্ন, দুর্জন ; অতি-লোভী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছোঁচানো—মলত্যাগের পরে শৌচক্রিয়া করা ; ছুচানো। <শৌচ। ক্রি [, বি]।

ছোঁড়া—ছোকরা, অর্বাচীন বালক। <ছমও। বি। স্ত্রী—**ছুঁড়ী**।

ছোঁয়া—১। স্পর্শ করা। <'ছুপ্'-ধাতু। ক্রি [, বি]। ২। যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে এমন। ছুঁ+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ছোঁয়াচ—অশুচি দ্রব্যের স্পর্শজন্য অশুচি অবস্থা। <অশৌচ। বি।

ছোঁয়াচে—ছোঁয়াছুঁয়ির দ্বারা যাহা সংক্রামিত হয় ('—রোগ') ; স্পর্শক্রামক। ছোঁয়াচ+এ বা ছোঁয়া+চে। বাংপ্র। বিণ।

ছোঁয়াছুঁয়ি—পরস্পর ছোঁয়া ; বারবার ছোঁয়া। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ছোঁয়ানো—স্পর্শ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছোঁয়ালেপা—মাখামাখি ; অস্পৃশ্য বস্তুর সংস্রব ; অবাঞ্ছিত লোকের সহিত সম্পর্ক। বাংপ্র। বি।

ছোকরা—কিশোর ; বালক। হি। বি ; পুং। স্ত্রী—**ছোকরী**।

ছোট—১। ক্ষুদ্র ; কনিষ্ঠ ; অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ; সমাজে অবনত ; নিন্দিত ; ক্ষমতায় বা পদে নিম্ন ; অধম ; তুচ্ছ ; নম্র ; বেঁটে ; নীচ ; সংকীর্ণ। <ক্ষুদ্র বা হি-মু। বিণ। **ছোট করা**—হীন প্রতিপন্ন করা ; আত্ম-সম্মান নাশ করা। **ছোট হাজরি**—ইওরোপীয় প্রথায় প্রাতরাশ। **হাত ছোট করা**—খরচ কমানো। ২। দড়ি ; রজ্জু। <সূত্র। ৩। নদীপারের নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছোটখাট, -খাটো—আকারে ছোট ; সংক্ষিপ্ত। যাহা ছোট তাহাই খাট, খাটো, কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

ছোটদা, ছোড়দা—দাদাদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ। বাংপ্র। বি ; পুং।

ছোটদি, ছোড়দি—ছোটদিদি, দিদিদের মধ্যে যে বয়সে ছোট। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ছোটবড়—ক্ষুদ্রবৃহৎ ; উচ্চনীচ ; ধনীনির্ধন ; সামান্য অসামান্য। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছোটলোক—নিম্নশ্রেণীর লোক ; কুরুচি-সম্পন্ন লোক ; অভদ্রজন। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ছোটা—১। দৌড়ানো ; ছুটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **আগুন ছোটা**—ভিতরে গরম বেশী হওয়ায় আগুনের মত উত্তাপ বাহির হওয়া। **ঘাম ছোটা**—ঘাম বাহির হওয়া ; হয়রান হওয়া। **ঘুম ছোটা**—জাগা। **নেশা ছোটা**—নেশা কাটিয়া যাওয়া। **মন ছোটা**—প্রবল বাসনা বা ঝোঁক হওয়া। **মুখ ছোটা**—অনর্গল ভাল-মন্দ (বিশেষ করিয়া মন্দ) কথা বাহির হওয়া। ২। কলার শুকনা খোলা বা তৃণ দিয়া প্রস্তুত দড়ি। <সূত্র। বি।

ছোটাছুটি—দৌড়াদৌড়ি। বাংপ্র। বি।

ছোটি—ছোট, ক্ষুদ্র। প্রা কপ্র। বিণ।

ছোটিকা—আঙুলের শব্দ, তুড়ি। ছুট্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

ছোট্ট—অপেক্ষাকৃত ছোট ; ক্ষুদ্রতর। <ক্ষুদ্র।

ছোড়—১। দল, জোড়। বাংপ্র। বি। ২। দলভ্রষ্ট, বিজোড় ; ছাড়াছাড়ি ("দুটি ভেয়ে ছোড় হয়ে ঘরে যাব কি বলিয়ে"—ঘনরাম)। প্রা কপ্র। বিণ। [ক্রি।

ছোড়ই—ছাড়ে, ত্যাগ করে। প্রা কপ্র।

ছোড়দা—'ছোটদা' দ্রঃ।

ছোড়দি—'ছোটদি' দ্রঃ।

ছোড়মা—আবরণ-বস্ত্র ; চাঁদোয়া ; সামিয়ানা। প্রা কপ্র। বি।

ছোড়নেওয়ালা, -ওলা—যে ছাড়িয়া দেয় এমন। হি-মু। বিণ।

ছোড়ভঙ্গ—দলভ্রষ্ট, দলছাড়া, ছত্রভঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

ছোড়লা—চাঁদনাতলা। প্রা কপ্র। বি।

ছোড়া—ছুড়া, নিক্ষেপ করা ; বিক্ষেপ করা ; দাগা ; ছাড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছোড়ান—তালার কাটি, কুঞ্চিকা। ছোড়া +ন করণ। বাংপ্র। বি।

ছোড়ানো—ছাড়ানো, পরিত্যাগ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছোড়ি—ছাড়িয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোপ—বস্ত্রাদিতে চিহ্ন, দাগ ; ভিত্তিতে মৃত্তিকা লেপন। <'ছুপ্'-ধাতু। বি।

ছোপানো—১। রঞ্জিত করা, রাঙ্গানো। ক্রি [, বি]। ২। রাঙ্গানো, রঞ্জিত। ছোপা+নো কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ছোবড়া—নারিকেলের বাহিরের আবরণ ; কোন বস্তুর সারাংশ নিষ্কাশিত করিয়া লইলে যে অসার অংশ থাকে তাহা, ছিবড়া। বাংপ্র। বি। [বি।

ছোবল—দংশন, সাপের থাবল। বাংপ্র।

ছোবলানো—ছোবল মারা ; থাবলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছোবা—ছোবড়া ; মাটির ভাঁড়। বাংপ্র। বি।

ছোবানো—রঞ্জিত করা ; তাড়া করিতে দেওয়া, লেলাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ছোয়ত—স্পর্শ করে, ছোঁয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোয়ারা—একপ্রকার শুকনা খেজুর। <আ 'খুরমা'। বি।

ছোরণ—পরিত্যাগ, ছাড়িয়া দেওয়া। ছুর্+অন ভাব। বাংপ্র। বি ; ক্লী।

ছোরা—বড় ছুরি। বাংপ্র। বি।

ছোলঙ্গ, ছোলঙ—বাতাবি বা টাবা লেবু। বাংপ্র। বি।

ছোলা—১। কলাই বিঃ। <চণক। বি। ২। খোসা-ছাড়ানো। ছুল্+আ কর্ম ; বাংপ্র। বিণ। ৩। ছাল বা খোলা ছাড়ানো ; পরিষ্কার করা, চাঁচা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ছোলে—সোলে (তাহা দ্রঃ)।

ছোলেনামা—সোলেনামা (তাহা দ্রঃ)।

ছোহারা—শুষ্ক খেজুর বিঃ। <আ 'খুরমা'। বি।

ছ্যা—ছি। বাংপ্র। অ।

ছ্যাঁক—অনুকার-শব্দ, কড়ায় উত্তপ্ত তৈলে দিতে মৎস্যাদি দিলে যে শব্দ হয় তাহা। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। **ছ্যাঁক ছ্যাঁক করা**—উত্তপ্ত বোধ হওয়া ('গা —')।

ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচড়া—ছেঁচড়, ছেচড়া (তাহা দ্রঃ)।

ছ্যাঁচড়ামি, -মো—ছ্যাঁচড়ের আচরণ। ছ্যাঁচড়া+মি, মো ভাবে। বাংপ্র। বি।

ছ্যাতলা—ছেৎলা, ছাতা, শেওলা। <ছত্রক। বি।

ছ্যাবলা—প্রগল্ভ; তরলমতি; নির্বোধ। <চপল। বিণ।

ছ্যাবলামি, ছ্যাবলামো—জেঠামি, প্রগল্ভতা; ছেলেমানুষী; বোকামি। ছ্যাবলা+মি, মো ভাবে। বাংপ্র। বি।

ছ্যাৎ—ছুত, অপবিত্র। গ্রাম্য। বিণ।

[জ]

জ—১। অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ইহা ঘোষবৎ ও অল্পপ্রাণ বর্ণ]। ২। শিব; বিষ্ণু। বি; পুং। ৩। জয়যুক্ত। জি+ড কর্তৃ। ৪। ভুক্ত; শীঘ্র; জাত, উৎপন্ন, যে জন্মে (সমাসে অন্য শব্দের পরে ইহার প্রয়োগ হয়; যথা,—রোগজ, ক্রোধজ ইঃ)। জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ৫। জন্ম, উৎপত্তি; বেগ; দীপ্তি। জন্+ড ভাব। বি; স্ত্রী। ৬। জনক, পিতা। জন্+ড অপা। ৭। (পদ্যের ছন্দোবিশ্লেষণে) মধ্যে গুরুস্বরযুক্ত অক্ষরত্রয়। বি; পুং। ৮। সিকি ইঞ্চি পরিমাণ বিঃ। <যব। বি।

জঅ—জয়। প্রা কপ্র। বি।

জঅন, জআমা—লোক, জন। প্রা কপ্র। বি।

জই—১। যবজাতীয় শস্য বিঃ, oat. <যবিকা। ২। যদি। <যদি। প্রা কপ্র। অ।

জউ—লাক্ষা, গালা। <জতু। বি।

জওজ—স্বামী। আ। বি; পুং।

জওয়াব—জবাব (তাহা দ্রঃ)।

জং, জঙ, জঙ্গ—ধাতুদ্রব্যের উপরিস্থিত ময়লা বা মরিচা। <ফা 'জঙ্গ'। বি।

জংলা, জঙলা, -লী—জঙ্গলজাত; বুনো; অশিক্ষিত; অসভ্য। জঙ্গল+আ, ঈ ভবার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জক—১। জলপাত্র বিঃ। <ইং 'jug'. ২। মৃত্তিকাপ্রোথিত ধনরাশি এবং তাহার সহিত রক্ষকরূপে জীবিত অবস্থায় প্রোথিত বালক; যক্ষ; (গৌণার্থে) অতি কৃপণ। <যক্ষ। বি।

জকা—১। ধনরক্ষক। <যক্ষ। বি। ২। যেন, তুল্য। প্রা কপ্র। অ।

জকার—'জ' এই বর্ণ। জ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

জকথক, -মক, -মকে, -মকে—দুর্বল; বরং ভাল; অবসন্ন; জড়সড়; থতমত। বাংপ্র। বিণ।

জক্ষা (জক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগ। জক্ষ্+মন্ কর্তৃ। বি; পুং।

জখম—১। চোট, আঘাত। বি। ২। চোটপ্রাপ্ত, আহত। <ফা 'জখ্ম্'। বিণ।

জখমী—যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ; কঠিনভাবে আহত; আঘাতসম্বন্ধীয় ('—মামলা')। জখম+ঈ প্রাপ্ত অর্থে। ফা মু। বিণ।

জখর—উদরমধ্যস্থ গুল্মাকার রোগ বিঃ। প্রাদে। বি।

জখিয়া—জুখিয়া, পরিমাণ করিয়া, মাপিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

জগ—জগৎ। কপ্র। বি।

জগজগ—ঝকমক। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

জগজগা—চকচকে রাংতার পাত; পিত্তলের সূক্ষ্ম পাত। বাংপ্র। বি।

জগজন—জগতের লোক। <জগজ্জন। কপ্র। বি।

জগজ্জন—জগতের লোক। জগতের জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগজ্জননী—জগন্মাতা, বিশ্বমাতা, ভগবতী, আদ্যা শক্তি। জগতের জননী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জগজ্জয়ী (-য়িন্)—ভুবনজয়কারী, ভুবনবিজয়ী। উপতৎ; জগৎ—জি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। পুং। স্ত্রী, **-য়িনী**।

জগজ্জীবন—জগতের প্রাণ, বায়ু। জগতের জীবন (অর্থাৎ জীবনপ্রায়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী বা পুং।

জগঝম্প—ঢাকজাতীয় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। বাংপ্র। বি।

জগৎ—১। ভুবন, লোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী; শরীর। বি; ক্লী। ২। বায়ু। বি; পুং। ৩। জঙ্গম, অস্থায়ী। গম্+ক্বিপ্ বা অতি কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

জগতি—সিংহাসন ("নানা রত্নে নির্মাণ করিল জগতি"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

জগতিতল—ভূতল, পৃথিবী। কপ্র। বি।

জগতী—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; পৃথিবী, ভুবন, লোক; জম্বুক্ষেত্র; বাস্তু বিঃ; (সংস্কৃত কাব্য) দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। জগৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জগৎকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্ত্তৃ)—ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎপতি—জগৎকর্তা, ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎপাতা (-পাতৃ), **-পিতা** (-পিতৃ)—সংসারের পালনকর্তা, জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎপালক—ভুবনপালনকর্তা, জগদীশ্বর। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

জগৎপ্রাণ—বায়ু, বাতাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎসংসার—সমগ্র ভুবন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কর্মধা। বি; পুং।

জগৎসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—সূর্য, যিনি জগতের যাবতীয় ব্যাপার অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। জগতের সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎসেতু—জগতের নিস্তারকর্তা, ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগৎস্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদম্বা, জগদম্বিকা—জগজ্জননী, জগন্মাতা, দুর্গা, ভগবতী, জগদীশ্বরী। জগতের অম্বা, অম্বিকা (মাতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জগদল—জগদ্দল (তাহা দ্রঃ)।

জগদাত্মা (-ত্মন্)—জগৎপ্রাণ, বায়ু; জগদীশ্বর। জগতের আত্মা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদীশ, -দীশ্বর—জগৎপতি, পরমেশ্বর। জগতের ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদ্গুরু—পরমেশ্বর, জগতের শিক্ষাদাতা। জগতের গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জগদ্গৌরী—মনসাদেবী। জগৎপূজ্যা গৌরী (দেবী বিঃ), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জগদ্দল—জগতের দলনকারী গুরুভার; অত্যধিকভারসম্পন্ন প্রস্তর। জগৎ—দল্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

জগদ্ধাত্রী—জগন্মাতা, দুর্গা। জগতের ধাত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জগদ্বন্ধু—জগতের মিত্র; ঈশ্বর; সূর্য;

জগতের হিতকারী। জগতের বন্ধু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

জগদ্বরেণ্য—জগতের পূজার পাত্র, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ; ঈশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জগদ্বিখ্যাত—পৃথিবী-প্রসিদ্ধ, বিশ্ব-বিখ্যাত। জগতে বিখ্যাত, ৭মীতৎ। বিণ।

জগন্নাথ—জগতের প্রভু, ঈশ্বর ; পুরীধামের প্রধান দেবমূর্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জগন্নাথক্ষেত্র—পুরীধাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জগন্নিবাস—জগতের আধার ; বিষ্ণু ; ঈশ্বর। বি ; পুং।

জগন্ময়—বিশ্বব্যাপী, ভুবনব্যাপী, সংসার জুড়িয়া। জগৎ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ বা ক্রি-বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

জগন্ময়ী—১। জগদ্ব্যাপিনী শক্তি ; দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। বিশ্বব্যাপিনী। জগন্ময়+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জগন্মাতা (-মাতৃ)—বিশ্বজননী, জগতের সৃষ্টিকারিণী। জগতের মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জগন্মোহন—১। বিশ্ববিমোহন, জগতের মোহকারী ; পরমসুন্দর। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। জগতের মোহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জগপতি—বিশ্বপতি ; ঈশ্বর। <জগৎপতি। কপ্র। বি।

জগবন্ধু—জগতের হিতকারী ; জগদীশ্বর। <জগদ্বন্ধু। বি ; পুং।

জগভরি—ভুবনভরা, সারা জগৎ জুড়িয়া। প্রা কপ্র। বিণ বা ক্রি বিণ।

জগমগ—ডগমগ ; উজ্জ্বল ও কম্পমান। প্রা কপ্র। বিণ।

জগমাহ, -মাহা—পৃথিবীর ভিতরে, পৃথিবীতে। প্রা কপ্র। অ।

জগমোহন—১। ভুবনমোহন, জগতের মোহকারী। <জগন্মোহন। বিণ। ২। দর-দালান, নাটমন্দির ; পুরীমন্দিরের যে স্থানে দাঁড়াইয়া মূর্তি দর্শন করা হয়। বাংপ্র। বি।

জগর, জাগর—কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া। জাগৃ+অচ্ কর্তৃ (বিকল্পে—নিপা হ্রস্ব)। বি ; পুং।

জগা—জগৎ বা জগদীশ নামের তুচ্ছাত্মক রূপ (আদরার্থে **জগাই**)। বাংপ্র। বি।

জগাই-মাধাই—নবদ্বীপের বিখ্যাত পাষণ্ডদ্বয়। 'জগাই' ও 'মাধাই', দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

জগাখিচুড়ি নানা শাকসবজি দিয়া রাঁধা খিচুড়ি ; বিসদৃশ বস্তুসমূহের মিশ্রণ ; নানা বিষয়ের হট্টগোল। বাংপ্র। বি।

জগাতি—তহসিলদার ; শুল্ক আদায়কারী কর্মচারী ; বাধা, বিঘ্ন ; মনসা দেবী। প্রা কপ্র। বি।

জগাহি—জাগাইবি। প্রা কপ্র। ক্রি।

জঘন—স্ত্রীলোকের কটির সম্মুখভাগ ; স্ত্রী-কটির সম্মুখভাগের নিম্নদেশ, যোনিপ্রদেশ ; নিতম্ব। হন্+অচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

জঘন্য—নীচ, অধম ; গর্হিত ; হেয়, ঘৃণার্হ ; চরম। জঘন+যৎ ভবার্থে। বিণ।

জঙ্গ—১। যুদ্ধ ; কলহ ; জাহাজ। প্রা কপ্র। ২। মরিচা। ফা। বি।

জঙ্গম—যে গমন করিতে পারে এরূপ, গমনশীল ; জৈব। গম্+যঙ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

জঙ্গল—১। বন, অরণ্য। বি ; ক্লী। ২। নির্জন। জঙ্গম—লা+ক কর্তৃ (জঙ্গমস্থানে জঙ্গ)। বিণ।

জঙ্গলবাড়ি, -বুড়ী—জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিবার শর্তে দেওয়া অল্প খাজনার বন্দোবস্ত। বাংপ্র। বি।

জঙ্গলা—'জংলা' দ্রঃ।

জঙ্গলী, জঙ্গলে—বুনো ; অসভ্য ; অ-শিক্ষিত। জঙ্গল+ঈ, এ ভবার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জঙ্গাল—বাঁধ, জাঙ্গাল। জঙ্গম—আ—লা +ক কর্তৃ। বি ; পুং।

জঙ্গী—যোদ্ধা ; সামরিক। জঙ্গ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জঙ্গীবিমান—সামরিক বিমান, যে বিমানে চড়িয়া যুদ্ধ করা হয় তাহা, fighter. বাংপ্র। বি।

জঙ্গীলাট—ব্রিটিশ আমলে ভারতের সামরিক বিভাগের প্রধান রাজকর্মচারী, Commander-in-chief. জঙ্গী লাট, কর্মধা। বি।

জঙ্গুলে—বুনো ; অশিক্ষিত। জঙ্গল+এ ভবার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জঙ্ঘ—হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত অবয়ব। <জঙ্ঘা। বি।

জঙ্ঘা—গুল্ফ হইতে জানু পর্যন্ত অবয়ব, জাং। হন্+যঙ্ (লুক্)+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জঙ্ঘাপেশী—জঙ্ঘার মাংসপেশী, calf muscle. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জঙ্ঘাল—বৃহৎ জঙ্ঘাবিশিষ্ট ; দ্রুতগামী। জঙ্ঘা+লচ্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

জঙ্ঘাস্থি—হাঁটু ও গোড়ালির মাঝ-খানের বড় হাড়খানি, tibia. জঙ্ঘার অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জজ—বিচারপতি, বিচারক। <ইং 'judge'. বি।

জজগিরি—জজিয়তি। জজ+গিরি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

জজ-পণ্ডিত—জজের সাহায্যকারী দায়ভাগবিৎ পণ্ডিত [পূর্বে বিলাত হইতে আগত ইংরেজ বিচারপতিগণ হিন্দুর উত্তরাধিকার-বিষয়ক আইন জানিতেন না। এই জন্য তাঁহারা হিন্দু-আইন বিষয়ে উপদেশ পাইবার নিমিত্ত এদেশের স্মার্ত পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারাই জজ-পণ্ডিত নামে অভিহিত হইতেন]। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি ; পুং।

জজমৌলবী—ইংরেজ বিচারকের সাহায্য-কারী মুসলমান ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

জজানো—একাকার করা ; চারিদিকের দ্রব্যাদি ছুঁইয়া অশুচি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জজিয়তি—জজের কার্য ; জজের পদ। জজ+ইয়তি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

জঞ্জাল—ময়লা, আবর্জনা, ওঁচলা ; উৎপাত, ঝঞ্ঝাট। হি। বি। বিণ, **-লে**।

জট—সংহত কেশ, জটা ; গাঁট। জট্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

জটলা, জটল্লা—বহুলোকের একত্র সম্মেলন এবং কথোপকথন, বন্ধুবান্ধবদিগের একত্র সমাগম। <জটিল। বি।

জটা—জটপাকানো চুল, সংহত কেশ, পরস্পর লগ্ন কেশ ; কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের ঝুঁটি ; বৃক্ষের ঝুরি ; ব্রতীদের শিখা ; জটামাংসী ; বেদপাঠ বিঃ ; রুদ্রজটা ; শতাবরী ; কপিকচ্ছু। জট্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জটাচীর—১। জটপাকানো চুল ও ছেঁড়া কাপড়। জটা ও চীর, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। ২। শিব। জটাচীর (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

জটাজাল—জটার গোছা, সংহত কেশ-রাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জটাজূট—জটাসমূহ, জটার গোছা ; জটাবন্ধ। জটার জট (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জটাধর, -ধারী (-ধারিন্)—১। শিব। বি ; পুং। ২। জটাধারী, যাহার মাথায় জটা আছে এরূপ। জটার ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; জটা—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

জটামাংসী—সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ। জটা—মন্+স কর্তৃ+ঈপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

জটাল—১। জটাধারী, জটাযুক্ত। বিণ। ২। জটাধারী ব্রহ্মচারী ; বটবৃক্ষ ; সিংহ ; গুগ্গুল ; কর্পূর। জটা+ল আছে অর্থে। বি ; পুং।

জটাসুর—রাক্ষস বিঃ। জটাধারী অসুর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জটি—বটবৃক্ষ ; জটা ; সমূহ। জট্+ইন্ কর্তৃ, ভাববা। বি ; পুং।

জটিল—১। পাকানো ; পেঁচানো ; যাহাতে অনেক গোল আছে এরূপ, দুর্বোধ্য ; দুরূহ; মিশ্রিত ; জটাবিশিষ্ট, জটাধারী ; (গণিত) যাহার লব ও হরের অন্ততঃ একটি পূর্ণসংখ্যা নহে এমন ('— ভগ্নাংশ'), complex. জটা+ইলচ্ আছে অর্থে। বিণ। ২। সিংহ ; বটবৃক্ষ ; জটাধারী ব্রহ্মচারী, জগন্নাথদেবের মূর্তি বিঃ। বি ; পুং।

জটিলা—১। গোপী বিঃ, রাধিকার শাশুড়ী ; জটামাংসী ; পিপ্পলী ; বচ ; দমনবৃক্ষ। বি ; স্ত্রী। ২। জটাযুক্তা, জটাবিশিষ্টা। জটিল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জটী (জটিন্)—১। পাকুড়গাছ, প্লক্ষবৃক্ষ ; সিংহ ; জটাধারী ব্রহ্মচারী ; বটবৃক্ষ। বি ; পুং। ২। জটাধারী, জটাবিশিষ্ট। জটা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জটিনী**।

জটীবুড়ী, জটেবুড়ী—কল্পিত ছেলেধরা বুড়ী বিঃ। বাংপ্র। বি।

জটুল, জড়ুল—শরীরস্থ জন্মগত চিহ্ন বিঃ, জড়ুর। জট্+উল কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (পক্ষে নিপা ট-স্থানে ড়)। বি ; পুং।

জটে—যাহার জট আছে এমন। জট+এ (<ইয়া) আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

জটেবুড়ী—'জুটীবুড়ী' দ্রঃ।

জঠর—উদর ; জরায়ু, গর্ভ। জন্+অরন্ অধি (ন-স্থানে ঠ)। বি ; পুং বা ক্লী।

জঠরজ্বালা—পেটের জ্বালা, ক্ষুধার তাড়না, ক্ষুধাজন্য যন্ত্রণা ; উদরের প্রদাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জঠরপীড়া—উদরাময়, পেটের পীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জঠরবাস—গর্ভবাস, গর্ভে অবস্থান। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

জঠরযন্ত্রণা—গর্ভযন্ত্রণা ; গর্ভবাস-জনিত কষ্ট ; পেটের জ্বালা। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

জঠরস্থ—যে জঠরে আছে এরূপ, গর্ভস্থ ; যাহা জঠরে গিয়াছে, উদরস্থ। উপতৎ ; জঠর—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

জঠরাগ্নি, জঠরানল—জঠরস্থিত অগ্নি, উদরের মধ্যে যে একপ্রকার দ্রব পদার্থের গুণে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয় সেই পদার্থ ; ক্ষুধার তাড়না ; পরিপাকশক্তি। জঠরের অগ্নি, অনল (আগুন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জঠরাময়—জলোদরী রোগ, উদরী ; পেটের অসুখ। জঠরের আময়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জড়—১। প্রাণহীন, inanimate ; অচেতন, অনুভব-শক্তিহীন ; নিস্পন্দ ; নিরুদ্যোগ ; অগম, অকর্মণ্য ; বুদ্ধিহীন, অতি নির্বোধ ; অচেতন পদার্থের ন্যায় অবস্থানকারী ; স্ফূর্তিহীন ; অস্বচ্ছন্দ ; মোহিত ; মূক ; শীতল ; নিস্তেজ ; অন্ধ ; (মনোবিজ্ঞান) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; ভৌতিক, material. বিণ। ২। জ্ঞানশক্তি-রহিত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি, পাগল ; (পদার্থবিদ্যা) প্রাণহীন পদার্থ, matter. বি ; পুং। ৩। সীসক ; সীসা ; জল। জল্+অচ্ কর্তৃ (ল-স্থানে ড়)। বি ; ক্লী। ৪। শিকড় ; মূল, ভিত্তি ; আদিকারণ। <জটা। বি। ৫। একত্র, মিলিত ; স্তূপীকৃত। বাংপ্র। বিণ।

জড়ক্রিয়—বিলম্বে কার্যকারক, দীর্ঘসূত্রী। জড়া ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

জড়জগৎ ১।—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব ; জগতের অচেতন অংশ। কর্মধা। ২। জগতের অচেতন পদার্থসমূহ। জড়দিগের জগৎ (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জড়তা—অচেতন বা অসাড় অবস্থা, বিকলতা ; মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ; অস্পষ্টতা ; স্বচ্ছন্দ না থাকা ; স্ফূর্তিহীনতা ; অনিপুণতা, অপটুতা ; শৈথিল্য ; শৈত্য। জড়+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

জড়ত্ব—মূর্খতা ; শীতলত্ব ; অপটুতা ; অস্বাচ্ছন্দ্য ; অস্পষ্টতা ; যে গুণ থাকিলে বস্তু সকল চলিত কিংবা স্থিত হইতে অন্যের শক্তির অপেক্ষা করে সেই গুণ, inertia. জড়+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

জড়ধী—নির্বোধ, অল্পবুদ্ধি, idiot. জড়া ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ।

জড়পদার্থ—অচেতন বস্তু। কর্মধা। বি ; পুং।

জড়পিণ্ড—স্থূল অচেতন পদার্থ ; জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

জড়পুঁটুলি—জড়বৎ নিশ্চেষ্ট, জবুথবু। <জড়পুত্তলি। বিণ।

জড়পুত্তলি—অচেতন পুতুল, নিশ্চেষ্ট পুতুল ; জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

জড়প্রকৃতি—১। জড়স্বভাব, স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চেষ্ট। জড়া প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। অচেতন পদার্থের প্রকৃতি বা স্বভাব, নিষ্ক্রিয়তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জড়প্রায়—অচেতন পদার্থের মত, নিশ্চেষ্ট ; নিস্পন্দ। প্রায় জড়, সুপ্। বিণ।

জড়বাদ—সমস্ত জগৎ অচেতন—এইরূপ বলা ; চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাস, materialism. জড়-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জড়বাদী (-বাদিন্)—জগতে প্রাকৃতিক বিষয়ের অতিরিক্ত কিছুই নাই—সকলই প্রকৃতিজাত এবং প্রকৃতি দ্বারা চালিত—এই মত প্রকাশকারী ; চৈতন্যময় ঈশ্বরে অবিশ্বাসকারী, materialist. জড়বাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

জড়ভরত—১। ভাগবতে উক্ত মহাজ্ঞানী কিন্তু জড়বৎ আচরণকারী জনৈক ব্রাহ্মণ। কর্মধা। বি ; পুং। ২। (তাঁহার প্রকৃতি হইতে) অতিশয় অলস, অকর্মণ্য ; নির্বাক্ ; নিস্পন্দ। বাংপ্র। বিণ।

জড়সড়—আড়ষ্ট, সংকুচিত। জড়+(সহচর শব্দ) সড়। বাংপ্র। বিণ।

জড়াও—১। জড়িত, খচিত, সংলগ্ন। বাংপ্র। বিণ। ২। রত্নখচিত অলংকার। হিং-মু। বিণ বা বি।

জড়াজড়ি—আঁকড়া-আঁকড়ি, পরস্পর বেষ্টন ; গলাগলি। ব্যতিহার বহু। বাংপ্র। বি।

জড়াত্মক—নির্জীব ; নির্বুদ্ধি। জড় আত্মা যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

জড়াত্মা (-ত্মন্)—নির্বোধ। জড় আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পুং।

জড়ানো—১। ঘেরা, বেষ্টন করা ; আবৃত করা ; কাহাকেও কোন বিষয়ে লিপ্ত করা ; অবশ বা অস্পষ্ট হওয়া। ক্রি [, বিণ]। ২। বেষ্টিত ; আবৃত ; পাকানো ; ঘুরানো ; খচিত ; জড়িত ; গুটানো ; অস্পষ্ট। জড়া+নো কর্ম। বিণ।

জড়ামড়ি—পরস্পর জড়াজড়ি, ঘুরপাক। বাংপ্র। বি।

জড়িত—খচিত ; ঘেরা ; জড়ানো। জড়+ইত কর্ম। বিণ।

জড়িপটি—জড়সড় ; জড়ামড়ি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

জড়িবুটি—টোটকা ঔষধ, শিকড় লতাপাতা প্রঃ। বাংপ্র। বি।

জড়িম—জড়তাযুক্ত কথা, মাতালদের আড়ান কথা। বাংপ্র। বি।

জড়িমা (-মন্)—প্রেম অনুরাগ ইঃ-জনিত সাত্ত্বিক ভাব বিঃ ; নিশ্চেষ্টতারূপ জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা, কার্যে অপ্রবৃত্তি ; অস্পষ্টতা। জড়+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

জড়ীভূত—জড়তাপ্রাপ্ত ; হতবুদ্ধি, যাহার বুদ্ধির লোপ পাইয়াছে এরূপ ; নিশ্চেষ্ট ; নিতান্ত স্ফূর্তিহীন ; ভয়বিস্ময়াদি কারণে স্পন্দনরহিত। জড়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (-জড়ী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ভাব, -ভবন**।

জড়ুর—শরীরের চর্মের বিকার, জটুল। <জড়ুল। বি।

জড়ুল—'জটুল' দ্রঃ।

জড়োপাসক—মাটি কাঠ পাথর প্রঃ অচেতন পদার্থের উপাসনাকারী। জড়ের উপাসক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সিকা**।

জড়োয়া—মণিমুক্তাখচিত ('— গহনা')। হিং-মু। বিণ।

জতু—গালা ; লাক্ষা ; আলতা। জন্+উ কর্তৃ (ন-স্থানে ত)। বি ; ক্লী।

জতুক—হিঙ্গু, হিং ; লাক্ষা। জতু+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লী।

জতুগৃহ—লাক্ষার প্রস্তুত ঘর, গালার তৈরী ঘর। জতুনির্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

জতুগৃহদাহ—লাক্ষানির্মিত গৃহের ভস্মীকরণ। জতুগৃহের দাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জতুরস—আলতা, অলক্তক, গালা হইতে তৈয়ারী লাল রং। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জন—১। লোক, ব্যক্তি ; দৈনিক বেতনে অন্যের কর্মকারী ব্যক্তি ; ইতরলোক ; অসুর বিঃ। জন্+অচ্ কর্তৃ। ২। ভুবন ; সপ্ত ঊর্ধ্বলোকের পঞ্চম লোক। জন্+অচ্ অধি। বি ; পুং।

জনক—১। পিতা, জন্মদাতা ; সীতার পিতা। বি ; পুং। ২। উৎপাদনকারী, উৎপাদক। জন্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জনিকা** (উৎপাদিকা অর্থে) ; **জননী** (মাতা অর্থে)।

জনকঝিয়ারী—জনক রাজার মেয়ে, জানকী, সীতা। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

জনকতনয়া, -দুহিতা, -নন্দিনী, -সুতা—জানকী, সীতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জনকতা—কারণতা ; উৎপাদকতা ; উৎপাদনশক্তি। জনক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

জনক্ষয়—লোকহানি, মহামারী, মড়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জনগণনা—শহরের বা দেশের লোক গণনা, census. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জনতন্ত্র—গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, republic. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনতা—জনসমূহ, ভিড় ; জনসাধারণ ; মনুষ্যত্ব। জন+তা সমূহার্থে, ভাবে। বি ; স্ত্রী।

জনদেব—রাজা ; মিথিলার রাজা জনক। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

জনন—১। (শারীরবিদ্যা) জন্মদান, উৎপাদন, নূতন সৃষ্টিকরণ, reproduction. জন্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। উৎপত্তি, আবির্ভাব, জন্ম ; সংস্কার বিঃ, জাতকর্ম। জন্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। জন্মদাতা ; উৎপাদক ; পরমেশ্বর। জন্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

জননকোষ—(জীববিদ্যা) বীজকোষ, জীবদেহের যে সকল কোষমধ্যে অতিসূক্ষ্ম প্রাণপদার্থের উৎপত্তি হয় তাহা, germ cell. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জননবিপর্যা(র্য্যা)য় (জীববিদ্যা) একান্তর পুরুষ-পরম্পরা, alternation of generation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জননরস—শুক্র, বীর্য ; স্ত্রী-মাছ ডিম পাড়িলে পুরুষ-মাছ আসিয়া তাহার উপর যে জীবনীশক্তি-সঞ্চারক রস ছাড়িয়া দেয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জননাশৌচ—পুত্রকন্যার জন্মজন্য অশুচি অবস্থা, সূতিকাশৌচ। জননিমিত্তিক অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

জননি—১। উৎপত্তি। জন্+অনি ভাব। ২। বংশ ; জননী ; মাতা। জন্+অনি অধি। বি ; স্ত্রী।

জননী—মাতা, মা। জন্+অনি অধি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জননেন্দ্রিয়—স্ত্রীপুরুষের পরিচায়ক চিহ্ন ; জন্মসাধক দেহাংশ ; শিশ্ন ; যোনি। জননসাধন ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

জনপদ—দেশ, রাজ্য ; মফস্বল ; বসতিস্থান ; লোকালয়। জনদিগের পদ (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, জন্—পদ্ (গমন করা)+ঘ অধি। বি ; পুং।

জনপালন—জনগণকে প্রতিপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। **জনপালন কৃত্যক**—জনগণের সেবার্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংস্থা, Civil Service.

জনপ্রবাদ—লোকাপবাদ, লোকনিন্দা ; কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, জনোক্তি, জনরব। জনদিগের প্রবাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জনপ্রাণী (-ণিন্)—লোকজন, কোনও লোক, কোনও জীবজন্তু। জনই প্রাণী, কর্মধা। বি ; পুং।

জনপ্রিয়—লোকপ্রিয়, যাহাকে লোকে ভালবাসে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জনবহুল—বহুলোকপূর্ণ, জনসমাকীর্ণ, populous. জন দ্বারা বহুল, ৩য়াতৎ ; (বাংলা মতে) জন বহুল যথায়, বহু। বিণ।

জনবাদ—কিংবদন্তী, লোকপ্রবাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জনবিরল—যেস্থানে অতি অল্প লোক আছে এরূপ। জন দ্বারা বিরল, ৩য়াতৎ ; (বাংলা মতে) জন বিরল যথায়, বহু। বিণ।

জনম—জন্ম। কপ্র। বি।

জনমজুর—যে শ্রমসাধ্য কাজ করে এমন লোক, শ্রমিক। জনই মজুর, কর্মধা। বি ; পুং।

জনমত—জনসাধারণের মনোগত অভিপ্রায়, মতামত, public opinion. জনদিগের মত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনমর্দ(র্দ্দ)—ভিড়ের চাপ, জনতার পেষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জনমানব—লোকজন, একজনও লোক। একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

জনমানবশূন্য, -হীন—সম্পূর্ণ নির্জন, যেখানে একজন লোকও নাই এরূপ। জনমানব দ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

জনয়িতা (-য়িতৃ)—১। পিতা। বি ; পুং। ২। উৎপাদক। জন্+ণিচ্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

জনয়িত্রী—১। মাতা। বি ; স্ত্রী। ২। উৎপাদিকা, উৎপাদয়িত্রী। জন্+ণিচ্+তৃচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জনযুদ্ধ—যে যুদ্ধ দেশের জনসাধারণ সমর্থন করে ও যাহাতে তাহারা অংশ গ্রহণ করে, people's war. জনদিগের যুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনরঞ্জন—১। প্রজারঞ্জক ; লোকদিগের সন্তোষসাধক। বিণ। ২। প্রজাদিগের সন্তোষবিধান ; লোকদিগের তৃপ্তিসাধন। জনদিগের রঞ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনরব—জনশ্রুতি, লোকপ্রবাদ, লোকে যে কথা রটায় তাহা ; কোলাহল। জনদিগের রব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জনরাষ্ট্র—জনসাধারণ-শাসিত রাষ্ট্র বা দেশ, commonwealth. জনশাসিত রাষ্ট্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

জনলোক—সপ্ত ঊর্ধ্বলোকের পঞ্চম লোক। জন নামক লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জনশূন্য—নির্জন, যেখানে কোন লোক নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

জনশ্রুত—বিখ্যাত, লোকপ্রসিদ্ধ ; জনসাধারণে যাহা শুনিয়াছে এমন। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

জনশ্রুতি—কিংবদন্তী, জনরব। জনমধ্যে শ্রুতি যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

জনসংভরণ—জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিটাইবার সংস্থা বিঃ, Civil Supply. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনসংসদ্—জনসমষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জনসংঘ(ঙ্ঘ)—জনসমূহ, লোকসকল, জনমণ্ডলী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জনসমাজ—মানবসমষ্টি, মনুষ্যসংহতি, পরস্পরসম্মিলিত মনুষ্যবৃন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জনসমুদ্র—বিশাল জনতা। উপমিত। বি ; পুং।

জনসাধারণ—সাধারণ লোকসমূহ, সকল লোক, the public. সাধারণ জন, কর্মধা (পূর্বপদের পরনিপাত)। বি ; পুং।

জনস্থান—(রামায়ণ) দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থ স্থান বিঃ ; লোকবসতি, লোকালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনস্রোতঃ (-স্রোতস্), (>-স্রোত)—চলিয়াছে এমন বিপুল-সংখ্যক জনসমূহ, নিয়তগমনশীল লোকসকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনহিত—সর্বসাধারণের মঙ্গল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জনহিতকর—জনসাধারণের উপকারক। জনের হিত, ৬ষ্ঠীতৎ ; জনহিত করে যাহা, উপতৎ ; জনহিত—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

জনহীন—জনশূন্য, নির্জন। ৩য়াতৎ। বিণ।

জনা—জন, লোক। কপ্র। বি। **জনা জনা**—জনে জনে, প্রত্যেক লোক।

জনাকতক—কয়েকজন। বাংপ্র। বিণ।

জনাকীর্ণ—লোকে পরিপূর্ণ, লোকব্যাপ্ত। জন দ্বারা আকীর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

জনাজাত, -জুটি, -জুতি—প্রতিজন হিসাবে, প্রতি জনা; এক একজন করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

জনাতিগ—লোকাতীত, অলৌকিক। জন—অতি—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

জনাদর—জনসাধারণের সমর্থন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনাধিকার—নির্বাচনাধিকার; ভোট দেওয়ার অধিকার, কোন জনমণ্ডলীর সভ্য নির্বাচনের অধিকার; নাগরিকত্ব, franchise. জনের অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনান্ত—প্রদেশ, জিলা। জনের অন্ত যেখানে, বহু। বি; পুং।

জনান্তিক—১। লোকের নিকট, জনসমীপ। জনের অন্তিক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। অন্যলোকের সমক্ষেও পরস্পর কানে কানে কথা বলা, সংকেতে কথোপকথন, অনুচ্চ বা অস্পষ্ট স্বরে পরস্পরের অভিপ্রায় নিবেদন। জনান্তিক+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; ক্লী।

জনাপবাদ—লোকনিন্দা, লোকাপবাদ। জনকৃত অপবাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জনাব—হুজুর, মহাশয়; সম্মানজনক সম্ভাষণ। আ। বি।

জনাবালী—মহানুভব, মহামহিম। ফা-মু। বি।

জনার—মকাই, ভুট্টাজাতীয় শস্য বিঃ। হি। বি। [বি; ক্লী।

জনারণ্য—বহুলোকের ভিড়। উপমিত।

জনার্দ(র্দ্দ)ন—বিষ্ণু; শালগ্রামশিলা বিঃ। জন—অর্দি+অন কর্তৃ। বি; পুং।

জনাশ্রয়—মণ্ডপ, বিশেষ কাজের জন্য সাময়িক ভাবে তৈয়ারী ঘর; লোকালয়। জনের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনি—যদি; যেন; পাছে; না করিতে অনুরোধ-সূচক শব্দ ("দয়া জনি (বা জনু) ছোড়বি মোয়"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অ।

জনি, জনী—১। উৎপত্তি, জন্ম; এক এক পুরুষ, generation. জন্+ইন্ ভাব, পক্ষে +ঈপ্। ২। মাতা; নারী; জায়া; স্নুষা, পুত্রবধূ। জন+ইন্ অধি, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জনিকা—১। মা, জনয়িত্রী (অপ্রঃ)। জন্ +ণিচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পুত্রবধূ। জনি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

জনিত—যাহা উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত। জন্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

জনিতা (জনিতৃ)—পিতা, জনক। জন্+তৃচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। স্ত্রী, **-ত্রী**।

জনিতৃযত্ন—মাতাপিতার যত্ন, সন্তানের প্রতি যত্ন, parental care জনিতার যত্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জনিত্র—শিল্পীয় যন্ত্রসংঘাত বা কল, plant. জন্+ইত্র অপা। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

জনিত্রী—মাতা, জননী। জনিতৃ+ঈপ্।

জনী—'জনি' দ্রঃ।

জনীন—(অন্য পদের পরে থাকিলে) লোকের হিতকারী ('বিশ্ব—', 'সার্ব—')। জন+ঈন হিতার্থে। বিণ।

জনু—সদৃশ; যেন ('জনি' দ্রঃ); না। প্রা কপ্র। অ। [উ। বি; স্ত্রী।

জনু, জনূ—জন্ম, উৎপত্তি। জন্+উ, বিকল্পে

জনুঃ (জনুস্)—১। বর্গ, গণ; জন্মস্থান। জন্+উস্ অধি। ২। উৎপত্তি, জন্ম। জন্ +উস্ ভাব। বি; ক্লী।

জনৈক—একজন। কর্মধা। বিণ।

জন্তি—জয়ন্তী গাছ বা তাহার ফল। <জয়ন্তী। বি।

জন্তু—জীব, প্রাণী; জানোয়ার। জন্+তুন্ কর্তৃ। বি; পুং। বিণ—**জান্তব**।

জন্ম (জন্মন্)—১। উৎপত্তি, উদ্ভব; মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওয়া; জীবনকাল; (স্থানাদিতে) অপূর্ব দেহাদির সহিত সম্বন্ধ। জন্+মন্ ভাব। ২। সংসার, লোক; (জ্যোতিষ) জন্মনক্ষত্র, দশম এবং উনবিংশ নক্ষত্র; জন্মলগ্ন। জন্+মন্ অধি। বি; ক্লী।

জন্ম-এয়তী, -এয়স্ত্রী—চিরসধবা, চিরজীবন যাহার স্বামী জীবিত থাকে এমন ('—নারী')। জন্ম ব্যাপিয়া এয়তী, এয়স্ত্রী, সুপ্। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

জন্মকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—শিশুর জন্মিবার পরবর্তী অনুষ্ঠান বিঃ, জাতকর্ম। জন্মসংক্রান্ত কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জন্মকুঁড়ে—চিরদিনই অলস। জন্ম ব্যাপিয়া কুঁড়ে, সুপ্। বিণ।

জন্মকোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা, জন্মসময়ের গ্রহ নক্ষত্র রাশি প্রঃর বিবরণী। জন্মবিষয়িণী কোষ্ঠী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জন্মগত—জন্মদ্বারা লব্ধ বা প্রাপ্ত, জন্ম হইতে বা বংশানুক্রমে যাহা দেহ বা স্বভাবের মধ্যে থাকে এমন; স্বাভাবিক। জন্মদ্বারা গত (প্রাপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

জন্মগ্রহ, -গ্রহণ—ভূমিষ্ঠ হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

জন্মজন্ম—প্রতিজন্ম, সকল জন্মে, যতবার জন্ম হইবে ততবার। বাংপ্র। অ।

জন্মজন্মান্তর—বর্তমান জন্ম ও অন্য জন্ম। জন্ম ও জন্মান্তর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

জন্মজরামরণ—উৎপত্তি, বার্ধক্য ও মৃত্যু। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

জন্মতারা—জন্মনক্ষত্র, দশম এবং উনবিংশ নক্ষত্র। জন্মকালীনা তারা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জন্মতিথি—জন্মসময়ের তিথি, যে তিথিতে জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

জন্মদ—জনক, পিতা। উপতৎ; জন্মন্—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

জন্মদা—জননী, মাতা। জন্মদ+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

জন্মদাতা (-দাতৃ)—জনক, পিতা, উৎপাদক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী. **-দাত্রী**। [বি; ক্লী।

জন্মদান—উৎপাদন, জনন। ৬ষ্ঠীতৎ।

জন্মদিন, জন্মদিবস—জন্মের তারিখ, ভূমিষ্ঠ হইবার দিন; জন্মতিথি; জন্মদিনের উৎসব (গৌণার্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং বা ক্লী।

জন্মনক্ষত্র—যে নক্ষত্রে জাতক জন্মগ্রহণ করে তাহা, জন্মসময়ের নক্ষত্র। জন্মকালীন নক্ষত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জন্মপত্র, -পত্রিকা—কোষ্ঠী, ঠিকুজী। জন্মের পত্র, পত্রিকা, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, জন্মবিষয়ক পত্র, পত্রিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী। [বি; পুং।

জন্মপরিগ্রহ—জন্মগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

জন্মবাদ জীবের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ, জীবদিগের জন্মক্রমতত্ত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মবার, -বাসর—জন্মদিন, যে দিন জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মবৃত্তান্ত জন্মকাহিনী; উৎপত্তির বিবরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মভূমি—স্বদেশ, যে দেশে জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জন্মমাস—যে মাসে জন্ম হয় তাহা, জন্মদিন হইতে ত্রিশ দিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জন্মমৃত্যু—উৎপত্তি ও মরণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জন্মরহস্য—উৎপত্তিবিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জন্মরাশি—সূর্যের যে রাশিতে অবস্থিতি-সময়ে জন্ম হয় তাহা। জন্মকালীন রাশি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জন্মশোধ—এ জীবনের মত, শেষবার বা শেষবারের মত। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

জন্মসংস্কার—জন্মগত ধারণা, যে বিশ্বাস জন্ম হইতেই আসে তাহা। জন্মগত সংস্কার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জন্মস্থান—জন্মভূমি, যে স্থানে জন্ম হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জন্মা—১। জন্মগ্রহণ করা; গজাইয়া উঠা। নামধাতুজ। বাং ক্রি। ২। জাত, উৎপাদিত (সে তেমন বাপের জন্মা নয় যে হার স্বীকার করবে); উর্বর, শস্যপূর্ণ (অজন্মা)। বাংপ্র। বিণ।

জন্মানো—উৎপাদন করা, জন্ম দেওয়া ; জন্ম লওয়া, জাত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জন্মান্তর—অন্যজন্ম ; পূর্বজন্ম ; পরজন্ম। অন্য জন্ম, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

জন্মান্তরবাদ—মৃত্যুর পরে আত্মার আবার জন্ম হইবে—এই মত, আত্মা বারবার নানারূপে জন্মগ্রহণ করে—এই মতবাদ। জন্মান্তর-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জন্মান্তরীণ—যাহা অন্য জন্মে ঘটিয়াছে বা ঘটিবে এরূপ। জন্মান্তর+ঈন ভবার্থে। বিণ।

জন্মান্ধ—জন্ম হইতে অন্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন। জন্ম দ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ বা সুপ্। বিণ।

জন্মাবচ্ছিন্ন—যাবজ্জীবন, আজীবন, সারা-জীবন ('— সময়'), কোন ব্যক্তি যত দিন বাঁচিয়া থাকে তাবৎ ('— কাল')। জন্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

জন্মাবধি—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া। জন্ম হইয়াছে অবধি (সীমা) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [বিণ।

জন্মায়তী—জন্মএয়তী, চিরসধবা। বাংপ্র।

জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী। (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মের অষ্টমী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জন্মিত—জাত, ঔরসজাত। বাংপ্র। বিণ।

জন্মিল—জন্মগ্রহণ করিল, উৎপন্ন হইল। বাংপ্র। ক্রি।

জন্মী (জন্মিন্)—প্রাণী, জীব, জন্তু। জন্মন্ + ইন্ আছে অর্থে।. বি ; পুং।

জন্য—১। হেতু, কারণ। ("জন্যে" শব্দও হয়।) বাংপ্র। অ। ২। উৎপাদ্য। জন্+ণিচ্+যৎ কর্ম। ৩। জনহিতকর। জন্+যৎ হিতার্থে। বিণ। ৪। যুদ্ধ ; জনন, জন্ম। জন্+যৎ ভাব। বি ; স্ত্রী। ৫। অট্ট ; অপবাদ ; জন্মকালীন কুলক্ষণ। বি ; পুং।

জন্যা—১। মাতৃসখী। বি ; স্ত্রী। ২। উৎপাদ্যা ইঃ ('জন্য' দ্রঃ)। জন্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। নববধূর সখী প্রঃ সহগামিনীগণ। জনী বা জনি (নববধূ)+যৎ +আপ্। বি ; স্ত্রী।

জপ, জপন, জাপ—১। যথাবিধি মন্ত্রাদির বারবার উচ্চারণ। জপ্+অপ্, অনট্, ঘঞ্ ভাব। ২। স্বাধ্যায়। জপ্+অপ্, অনট্, ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং, স্ত্রী, পুং।

জপগুটিকা—জপের গুটী, জপের সংখ্যা রাখিবার জন্য মুক্তা রুদ্রাক্ষ প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জপতপ—অভীষ্টমন্ত্রের বারবার আবৃত্তি এবং তপস্যা ; ধর্মানুষ্ঠান। জপ ও তপ, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। [প্রা কপ্র। ক্রি।

জপতছি—জপ করে, জপ করিতেছে।

জপন—'জপ' দ্রঃ।

জপমালা—যে মালা অবলম্বন করিয়া জপ করা হয় (ইহা দ্বারা কতবার জপ করা হইল তাহার সংখ্যা রাখা হয়) ; (ইহা হইতে) যে বিষয় সর্বদাই মনে করিয়া রাখা হয় বা ধ্যান করা হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী বা বিণ।

জপা—জপ করা ; মুখস্থ করা ; রটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জপানো—জপ করানো ; সম্মত করা ; ভজানো ; লওয়ানো ; প্রবর্তিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জপিত—যাহা জপ করা হইয়াছে এরূপ (পক্ষে জপ্ত)। জপ+ক্ত কর্ম। বিণ।

জপ্য—১। জপ করিবার মত ; জপযোগ্য। জপ্+যৎ কর্ম। বিণ। ২। জপ। জপ্+যৎ ভাব। বি ; স্ত্রী।

জব—১। বেগ। জু+অপ্ ভাব। বি ; পুং। ২। বেগবান্। জু+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

জবজব—অতিরিক্ত ভিজার ভাব প্রকাশ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। বিণ—**জবজবে**।

জবড়জঙ্গ, -জং, -জঙ্গী—এলোমেলো ; বিশৃঙ্খল ; অত্যধিক অনাবশ্যক পরিচ্ছদযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

জবন—১। বেগ। জু+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। বেগবান্ অশ্ব ; ম্লেচ্ছজাতি, যবন ; মৃগ বিঃ। জু+অন কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। আরবদেশ ; ইউনান। হিব্রুমূলক। বি। ৪। দ্রুতগামী, বেগবান্। জু+অন কর্তৃ। বিণ।

জবনাল—শস্য বিঃ, জনার, মকাই। জবন —আ—লা+ক কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

জবনিকা, জবনী—পরদা, কানাৎ। জু+অনট্ অধি+ঈপ্, ১ম পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

জবনী—জবনজাতীয়া স্ত্রী। জবন+ঈপ্।

জবর—১। ক্ষমতা, বল ('জোর—')। বি। ২। বলবান্, প্রভাবশালী ; প্রকাণ্ড ; উৎকৃষ্ট, উত্তম। ফা। বিণ।

জবরজুলুম—জবরদস্তি ; জোর করিয়া কিছু করা। <ফা 'জবর'+আ 'জুলুম'। বি।

জবরদখল—জোর করিয়া দখল বা অধিকার। জবরদ্বারা দখল, ৩য়াতৎ। <ফা 'জবর' +আ 'দখ্‌ল্'। বিণ। [দস্ত্। বিণ।

জবরদস্ত—বলবান্, জোয়াল। <জবর-

জবরদস্তি—অন্যায় বলপ্রয়োগ, অত্যাচার। জবরদস্ত+ই ভাবে। ফা-মূ। বি। বিণ, -দস্তী।

জবরদার—বলবান্। ফা। বিণ।

জবা—১। জবাফুলের গাছ ; জবাফুল। জপ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বেগবতী ; ক্ষিপ্রগামিনী। জব (২)+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জবাই—মুসলমানদিগের ধর্মকার্যে গলনালী কাটিয়া পশুবধ ; নিষ্ঠুরভাবে হত্যা। <আ 'জভা'। বি। [ফা। বি।

জবান—ভাষা ; বাক্য ; প্রতিশ্রুতি ; জিহ্বা।

জবানবন্দি—যে কথা লিখিয়া রাখা হইয়াছে তাহা ; আদালতে বিচারকের নিকট কথিত বাক্যাবলী ; এজাহার। ফা। বি।

জবানি—প্রমুখাৎ, মুখের কথা দ্বারা। ফা-মূ। অ।

জবানী—যাহা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত হয় এরূপ, মৌখিক। ফা-মূ। বিণ।

জবাব—উত্তর, প্রত্যুত্তর ; মকদ্দমায় আরজির উত্তরে প্রতিপক্ষের লিখিত বর্ণনাপত্র ; সমকক্ষতা ; কৈফিয়ত। আ। বি।

জবাবদিহি—কৈফিয়ত ; দায়িত্ব। <আ 'জবাবদিহ্'। বি।

জবাবী—প্রত্যুত্তরদায়ক, বিনা খরচে উত্তর আসিবার ব্যবস্থাবিশিষ্ট ('— কার্ড', '— তার')। জবাব+ঈ। আ-মূ। বিণ।

জবী (-বিন্)—বেগযুক্ত, বেগবান্। জব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জবিনী**।

জবুথবু, -থুবু—জড়সড় ; সংকুচিত ; চাপা-চুপি। বাংপ্র। বিণ।

জব্দ—পরাজিত ; অপমানিত ; নাকাল ; শাসিত, দমিত ; বাজেয়াপ্ত ('জামানত —') ; যাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে, proscribed. <আ 'জবৎ'। বিণ।

জমক—আড়ম্বর, ঘটা ; সোনায় রং করিবার একপ্রকার পদার্থ ; উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। হি। বি।

জমকানো—১। আড়ম্বরপূর্ণ, জাঁকাল ; শোভিত ; সৌষ্ঠবযুক্ত। জমকা+নো কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। আড়ম্বরপূর্ণ করা ; জাঁকানো ; জমজমে করা ; চাপিয়া বসা ; উৎকর্ষ লাভ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জমকালো—জাঁকালো, আড়ম্বরপূর্ণ ; অত্যুজ্জ্বল, প্রভাসম্পন্ন। জমক+আলো যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জমজ—যমজাত, এককালে জাত। জম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

জমজম—১। জমকাল। বাংপ্র। বিণ। ২। মকাস্থিত প্রসিদ্ধ কূপ। আ। বি।

জমজমা—১। জমকাল। বিণ। ২। সম্ভ্রম ; মর্যাদা ; ভিড়। বাংপ্র। বি।

জমজমাট—১। ভিড় ; জমাটভাব। বি। ২। গীতবাদ্যাদি দ্বারা মুখরিত। বাংপ্র। বিণ।

জমদগ্নি—পরশুরামের পিতা। জমন্ (জমৎ—ভক্ষক) অগ্নি, সদৃশার্থে কর্মধা। বি ; পুং।

জমা—১। মোট সংখ্যা ; আয় ; বৃদ্ধি ; রাজা বা জমিদারকে দেয় কর ; সঞ্চিত অর্থ ; যাহা তহবিলে আছে ; নির্দিষ্ট অর্থ ; হিসাবের যে দিকে প্রাপ্ত টাকা লিখা হয় ;

দোকান ব্যাঙ্ক ইঃতে কাহারও নামে পাওনা অর্থ, credit. <আ 'জম্‌অ্'। বি। ২। ঘন হওয়া; সঞ্চিত হওয়া; জমাট বাঁধা; একস্থানে সমবেত হওয়া; আসরের শ্রোতাদের উপভোগ্য হওয়া ও অভিনিবেশ আসা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জমা-ওয়াসিল—আয়-ব্যয়ের হিসাব। আ-মূ। বি।

জমাই—করযোগ্য, যাহার কর দিতে হয় এরূপ। জমা+ই। আ-মূ। বিণ।

জমা-ওয়াসিল-বাকী—কত টাকা দিতে হইবে, কত দেওয়া হইয়াছে আর বাকীই বা কত তাহার হিসাব, কত আদায় এবং কত বাকী তাহার হিসাব। আ। বি।

জমাখরচ—আয়ব্যয়; আয়ব্যয়ের হিসাব। <আ 'জম্‌অ্'+ফা 'খর্চ্'। বি।

জমাখারিজ—এজমালী সম্পত্তির অংশীদারগণ কর্তৃক পৃথগ্‌ভাবে রাজা বা জমিদারকে কর দিবার ব্যবস্থা। <আ 'জম্‌অ্'+আ 'খারিজ'। বি।

জমাগুজস্তা—অতীত কাল বা কোন গত সনের কাগজে প্রজার নামে যে জমা লেখা যায় তাহা, প্রজার গত বৎসরের খাজানা। <আ 'জম্‌অ্'+ফা 'গুজস্তা'। বি।

জমাট—ঘনীভূত, গাঢ়; একত্র সঞ্চিত; মনোরম। <আ 'জম আয়ৎ'। বিণ। **জমাট বাঁধা**—ঘনীভূত হওয়া, কঠিন অবস্থায় পরিণত হওয়া।

জমাত—জমায়েত। প্রা কপ্র। বি।

জমাদার—কতিপয় নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য যাহার অধীনে থাকে; সৈন্যদলে সুবাদারের নিম্নস্থ কর্মচারী; পুলিশ দারোগার নিম্নস্থ কর্মচারী [ইহারা শুল্কাদি আদায় করিয়া থাকে]; যে খেয়াঘাটের শুল্ক আদায় করে; ছাপাখানার প্রধান মুদ্রাযন্ত্র-পরিচালক; প্রধান মেথর ইঃ; প্রধান দ্বারপাল। <আ 'জম্‌অ্' +ফা 'দার'। বি; পুং। স্ত্রী, **-দারনী**।

জমানত—জামিন স্বরূপ যে অর্থ গচ্ছিত রাখা হয় তাহা; প্রতিভূ, জামিন, bail. আ। বি।

জমানতনামা—যে কাগজে জামানতের শর্ত লেখা থাকে তাহা, জামিননামা, মুচলেকা পত্র। আ-মূ। বি।

জমানবিস, -নবীস—জমা লেখক কর্মচারী। ষষ্ঠীতৎ। <আ 'জম্‌অ্'+ফা 'নবীস'। বি।

জমানো—১। সঞ্চয় করা; সমাবেশিত করা; জমাট করা; লোকের মনস্তুষ্টি করা; আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ করা। ক্রি [, বি]। ২। সঞ্চিত; একত্রিত; জমাট। জমা+নো কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

জমাবন্দি—১। প্রজার জমিজমার হিসাবের কাগজ, খাজনা আদায়ের কাগজ; খাজনার হিসাব। বি। ২। যাহার জমা বা কর নির্দিষ্ট হইয়াছে; জমাধার্য। ফা। বিণ।

জমাবাকি—জমার ঘরের অঙ্ক, credit balance. জমার বাকি, ষষ্ঠীতৎ। আ। বি।

জমায়ত, জমায়েত—১। একত্র সমবেত, সম্মিলিত। বিণ। ২। সম্মেলন; সভা। <আ 'জমাঅৎ'। বি।

জমি—ভূমিখণ্ড, শস্যোৎপাদক ভূমি, ক্ষেত্র, ক্ষেত; কাপড়ের পিঠ বা বুননি। <ফা 'জমীন'। বি। **আওয়াল জমি**—উৎকৃষ্ট ফসলের জমি। **খামার জমি**—আবাদী জমি। **চাকরান জমি**—কর্মচারীকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। **জমি লওয়া**—মাটি লওয়া, কুস্তিগিরের উপুড় হইয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকা। **জোত জমি**—জোত স্বত্বের জমি। **দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর জমি**—দেবসেবা প্রঃর জন্য প্রদত্ত নিষ্কর জমি। **দোয়েম জমি**—মাঝারি ধরনের জমি। **পড়ো জমি**—পতিত জমি।

জমি-জমা—ভূসম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি; জমির খাজানা। ফা-মূ। বি।

জমিজেরাত—চাষের জমি, কর্ষণযোগ্য ভূমি। <ফা 'জমীন্'+আ 'জরাঅৎ'। বি।

জমিদার—ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী। <ফা 'জমীন'+ফা 'দার'। বি।

জমিদারি—জমিদারের পদ বা কার্য; জমিদারের অধিকৃত স্থান, প্রজাগণকে প্রদত্ত ভূমিসমূহ। ফা-মূ। বি।

জমিদারী—জমিদারসংক্রান্ত; জমিদারের মত, বড়লোকী। ফা-মূ। বিণ।

জমিয়ৎ—সভা, সমিতি। আ-মূ। বি।

জম্বির, জম্বীর—১। লেবুগাছ। বি; পুং। ২। জম্বীরফল, গোঁড়ালেবু, জামীর। জম্+ঈরণ্ কর্ম (ব-আগম)। বি; স্ত্রী।

জম্বু, জম্বূ—১। জামগাছ। জম্+কু, কূ কর্ম (নিপা ব-আগম)। ২। জাম। জম্বু, জম্বূ+অণ্ ফলার্থে (অণ্-এর লোপ)। বি; স্ত্রী।

জম্বুক, জম্বূক—১। শৃগাল; বরুণ; নীচ ব্যক্তি; কুমারের অনুচর বিঃ। জম্+উক, ঊক, কর্তৃ। ২। গোলাপজামের গাছ। জম্বু, জম্বূ—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং। (শৃগাল অর্থে) স্ত্রী, **-কী, -কা**।

জম্বুখণ্ড—জম্বুদ্বীপ। জম্বুনামক খণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জম্বুদ্বীপ—পৃথিবীর সপ্তদ্বীপের একটি দ্বীপ (ইহার নয়টি বিভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি)। জম্বুনামক দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জম্ম—উৎপত্তি। <জন্ম। বি।

জম্মিত—উৎপাদিত, যাহার জন্ম দেওয়া হইয়াছে এরূপ। <জনিত। বিণ।

জয়—১। জিত; শত্রুকে হারাইয়া দেওয়া, শত্রুপরাজয়; বশীকরণ; যুদ্ধাদিস্থলে শত্রুদমন; যুদ্ধ ইঃ দ্বারা দখল বা লাভ; সাফল্য। জি+অচ্ ভাব। ২। বিষ্ণুর পার্ষদের বিঃ; বিরাটভবনস্থ যুধিষ্ঠির [এই ছদ্মনাম শুধু পাণ্ডবগণই জানিতেন এবং প্রয়োজন হইলে এই নামে সংকেত করিতেন]। জি+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। জয় হউক, শুভেচ্ছাসূচক শব্দ। অ। ৪। মহাভারত; পুরাণাদি। জি+অচ্ করণ। বি; পুং।

জয়কার—'জয় হউক' এই ধ্বনি; আশীর্বাদ। জয়—কৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পুং।

জয়কোলাহল—জয়সূচক চেঁচামেচি, জয়ধ্বনি; পাশকক্রীড়া বিঃ। জয়-প্রকাশক কোলাহল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জয়ঘণ্টা—হিন্দুদিগের প্রাচীন সামরিক ও দেবমন্দিরস্থ ঘণ্টাযন্ত্র। জয়সূচিকা ঘণ্টা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়জয়কার—'জয় জয়'—এই শব্দ উচ্চারণ; প্রশংসাকীর্তন; সর্বত্র জয়লাভ। জয়জয়—কৃ +ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

জয়জয়ন্তী—রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

জয়ঢক্কা—জয়ঢাক, একপ্রকার বড় ঢাক। জয়সূচিকা ঢক্কা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়ঢাক—বড় ঢাক বিঃ। <জয়ঢক্কা। বি।

জয়তি—জয়লাভ করিতেছেন ("জয়তি নীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী"—কাশী)। প্রা কপ্র। ক্রি।

জয়তু—জয়লাভ করুন ("জয়তু শিবাজী" —রবীন্দ্র)। সং। ক্রি।

জয়ত্রী—জায়ফলের ছাল, mace. <জাতিপত্রী। বি।

জয়দাতা (-দাতৃ)—যাহার প্রসাদে জয়লাভ হয় এরূপ, বিজয়দায়ক। ষষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

জয়দুর্গা—দুর্গামূর্তি বিঃ। জয়দায়িনী দুর্গা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়ধ্বজা—বিজয়পতাকা, বিজয়ের নিশান। জয়সূচিকা ধ্বজা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়ধ্বনি—১। জয়শব্দ, বিজয়লাভজন্য আনন্দপ্রকাশক শব্দ। জয়সূচক ধ্বনি, মধ্যপ কর্মধা। ২। জয় এই শব্দ। কর্মধা। বি; পুং।

জয়ন—জয়। জি+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

জয়নাদ—জয়ধ্বনি, জয়সূচক শব্দ। জয়সূচক নাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জয়ন্ত—শিব; ইন্দ্রপুত্র; (মহাভারত) বিরাটভবনে ভীমের ছদ্মনাম; রুদ্র; চন্দ্র; দশরথের মন্ত্রী; তাল বিঃ; জয়াপীড়ের শ্বশুর। জি+অন্ত কর্তৃ। বি; পুং।

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা, হলুদ। জয়ন্তী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

জয়ন্তী—১। ইন্দ্রের কন্যা; একধরনের গাছ বিঃ; দুর্গা; পতাকা; রোহিণীনক্ষত্র-ঘটিত শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি; যোগ বিঃ। জি+শতৃ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। প্রতিষ্ঠা দিবসাদি উপলক্ষে কৃত জয়োৎসব। বাংপ্র। বি।

জয়পতাকা—জয়সূচক পতাকা, জয়লাভের পর যে পতাকা উড়ানো হয় তাহা। জয়-সূচিকা পতাকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়পত্র—জয়ের নিদর্শন-পত্র; বিচারক মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে পত্রে লিখিয়া জয়ীকে প্রদান করেন তাহা, ডিক্রি। জয়-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জয়পরাজয়—হারজিত, জয়ী হওয়া বা হারিয়া যাওয়া। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জয়পাল—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; কোষ্ঠপরিষ্কারক ফলের গাছ বিঃ। উপতৎ; জয়—পা+ণিচ্ +অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

জয়ভঙ্গ—জয়নাশ, জয়ধ্বংস, পরাজয়। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জয়মঙ্গল—রাজহস্তী; জ্বরনাশক ঔষধ বিঃ; ধ্রুবকজাতীয় তাল বিঃ। জয় দ্বারা মঙ্গল যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

জয়মাল্য—বিজয়জ্ঞাপক মাল্য। জয়সূচক মাল্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জয়যাত্রা—সিদ্ধিলাভার্থে গমন। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়লক্ষ্মী, জয়শ্রী—জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জয়শ্রী, যে দেবী অনুকূল হইলে জয়লাভ হয় তিনি; জয়লাভজনিত শোভা। জয়দায়িকা বা জয়জনিতা লক্ষ্মী, শ্রী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জয়শঙ্খ—যুদ্ধস্থলে ব্যবহার্য বিজয়সূচক শঙ্খ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জয়শব্দ—'জয় হউক'—এই আশীর্বাদ বাক্য। জয়প্রকাশক শব্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জয়শীল—জয়ী, সর্বত্র জয়লাভকারী। জয় শীল যাঁহার, বহু। বিণ।

জয়শৃঙ্গ—জয়শিঙ্গা, রণবিষাণ, যুদ্ধের ভেঁপু। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জয়শ্রী—১। জয়লক্ষ্মী (তাহা দ্রঃ)। ২। রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

জয়স্তম্ভ—জয়-চিহ্নস্বরূপ যে স্তম্ভ বা থাম নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জয়া—পার্বতী; পার্বতীর সহচরী; দক্ষ-প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা; জয়ন্তীবৃক্ষ; হরীতকী; সিদ্ধি, ভাং; তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী তিথি; পতাকা বিঃ; রাক্ষস-নাশিনী বিদ্যা। জি+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। [দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জয়াজয়—জিত ও হার। জয় ও অজয়,

জয়াবতী—মাতৃকা বিঃ, দুর্গা। জয়+মতুপ্+ঈপ্, ম-স্থানে ব। বি; স্ত্রী।

জয়িষ্ণু—জয়শীল। জি+ইষ্ণুচ্। বিণ।

জয়ী (জয়িন্)—জয়শীল, সর্বত্র জয়লাভ-কারী। জয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জয়িনী**। [বি।

জয়েস্ট—লোহার কড়ি। <ইং 'joist'.

জয়োৎসব—বিজয়লাভহেতু আনন্দজনক কার্যের অনুষ্ঠান, শত্রু-পরাজয় করিয়া আনন্দ প্রকাশ। জয়হেতুক উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জয়োন্মত্ত—বিজয়লাভহেতু বিহ্বল, জয়-লাভের আনন্দে মাতোয়ারা। জয় দ্বারা উন্মত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

জয়োল্লাস—বিজয়লাভের আনন্দ, শত্রু-পরাজয় হেতু হর্ষপ্রকাশ। জয়জনিত উল্লাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জয়োহস্তু, জয়োস্তু—'জয় হউক'—এই বলিয়া আশীর্বাদ। সংস্কৃত জয়ঃ+অস্তু (হউক)।

জরজর—জীর্ণ; শিথিল, আলগা; অ-কঠোর। <জর্জর। বিণ।

জরঠ—জীর্ণ; কঠোর; বৃদ্ধ ('জরঠ কমঠ কিনে রুই'—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বিণ।

জরণ—১। জীর্ণ, বৃদ্ধ। জৄ+ণিচ্+অন কর্ম। বিণ। ২। হিঙ্। বি; ক্লী। ৩। জীরক, জীরা; সৌবর্চল লবণ; কৃষ্ণৌষধি; কাসমর্দ। জৄ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

জরতী—জরাগ্রস্তা, বৃদ্ধা, প্রাচীনা। জৄ+শতৃ কর্তৃ (=জরৎ)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জরদ, জরদা, জর্দা—পীতবর্ণ, হলুদে রঙ। <ফা 'জর্দ্'। বি।

জরদা, জর্দা—পানের সহিত খাইবার সুগন্ধি তামাক-চূর্ণ বিঃ। ফা-মূ। বি।

জরদগব—বৃদ্ধ ষাঁড়; সর্ববিষয়ে অক্ষম ও অলস ব্যক্তি। কর্মধা। জরন্ (জরৎ) গো, কর্মধা (টচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

জরদগবী—বৃদ্ধা গাভী। জরদ্গব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জরন্ত—১। বৃদ্ধ, জীর্ণ। বিণ; পুং বা ক্লী। ২। মহিষ। জৄ+অন্ত (ঝচ্) কর্তৃ। বি; পুং।

জরা—১। বার্ধক্য, জীর্ণতা; শরীরের শিথিল অবস্থা। জৄ+অঙ্ ভাব+আপ্। ২। জরিয়া যাওয়া, জীর্ণ হওয়া। <'জৄ'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

জরাগ্রস্ত—বার্ধক্য যাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এমন, অত্যধিক বৃদ্ধ হওয়ার জন্য একান্ত দুর্বল। ৩য়াতৎ। বিণ।

জরাজীর্ণ—বার্ধক্যে নিতান্ত শক্তিহীন, বার্ধক্যে অবসন্ন, বৃদ্ধ হওয়ায় একান্ত দুর্বল। ৩য়াতৎ। বিণ।

জরানো—জীর্ণ করা, জরাইয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জরাভীরু—বার্ধক্য আসিবে বলিয়া যে ভয় পায় এমন, বার্ধক্যভীত। জরা হইতে ভীরু, ৫মীতৎ। বিণ।

জরামৃত্যু—বার্ধক্য এবং মরণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জরায়ু—গর্ভাশয়, যে থলির মধ্যে গর্ভের সঞ্চার হয় তাহা; জটায়ু পক্ষী; ভ্রূণ, গর্ভ; অগ্নিজার বৃক্ষ। জরা (শিথিলতা) ইত (প্রাপ্ত) হয় যাহা, উপতৎ; জরা—ই+ঞুণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

জরায়ুজ—গর্ভাশয় হইতে জাত, viviparous; জরায়ুতে জাত; জরায়ু ঘটিত। উপতৎ; জরায়ু—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

জরি—সোনালী বা রুপালী ফিতা বা সুতা। <ফা 'জরবীন'। বি।

জরিজরি—জর্জরিত হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি। [বিণ।

জরিদার—জরিযুক্ত, জরি-লাগানো। ফা-মূ।

জরিপ—জমির পরিমাণ স্থিরীকরণ, survey. <আ 'জরীব'। বি।

জরিপ-আমি(মী)ন—যে ব্যক্তি জমির পরিমাণ স্থির করে, surveyor. জরিপ-সাধক আমি(মী)ন, মধ্যপ কর্মধা। আ-মূ। বি।

জরিমানা—অর্থদণ্ড। <আ-ফা 'জুর্ম্-আনহ্'। বি।

জরিষ্ণু—ক্ষয়শীল। জৄ+ইষ্ণু কর্তৃ শীলার্থে। বিণ।

জরী (জরিন্)—জীর্ণ, বৃদ্ধ। জরা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জরিণী**।

জরু—স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা। হি। বি।

জরুর—১। আবশ্যকতা, প্রয়োজন, দর-কার। বি। ২। অবশ্য, নিশ্চিত। আ। অ; ক্রি-বিণ।

জরুরত—প্রয়োজন; তাগিদ। আ-মূ। বি।

জরুরী—অত্যাবশ্যক, অতি প্রয়োজনীয়, যাহাতে দেরি করা চলে না এমন, urgent. জরুর+ঈ বিশিষ্টার্থে। আ-মূ। বিণ।

জর্জ(র্জ্জ)র—ব্যথিত, কাতর; নিপীড়িত, ক্ষতবিক্ষত ('অস্ত্রাঘাতে ···'); জীর্ণ; বিশীর্ণ। জর্জ্+অরন্ কর্তৃ। বিণ।

জর্জ(র্জ্জ)রিত—জর্জর (সকল অর্থে)। জর্জর+ণিচ্ (='জর্জরি' নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

জর্জ(র্জ্জ)রীভূত—জর্জরিত; জীর্ণ; জর্জর অবস্থাপ্রাপ্ত। জর্জর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=জর্জরী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

জর্দা—'জরদা' দ্রঃ।

জল—১। সলিল, বারি; গন্ধদ্রব্য বিঃ; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান; পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র; প্রভা, দীপ্তি। বি; ক্লী।

২। জড়; শীতল; প্রাঞ্জল; তরল; শান্ত; ব্যর্থ। জল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। বৃষ্টি; জলখাবার। বাংপ্র। বি। **জল উঠা**—ভিতরে জল প্রবেশ করা (ভাঙ্গা নৌকায় জল উঠে)। **জল ভাঙ্গা**—জল বাহির হইয়া আসা; জলের ভিতর দিয়া হাঁটা। **জল খরচ করা**—শৌচ করা। **জল খাওয়া**—জলপান করা, টিফিন খাওয়া, সামান্য পরিমাণ আহার্য গ্রহণ করা। **জল গড়ানো**—কলসী ইঃ কাত করিয়া গ্লাসে জল লওয়া। **জল গালা**—জল বাহির করা। **জল না গলা**—অত্যন্ত কৃপণতা প্রকাশ করা। **জল মরা**—উত্তাপে জল শুকাইয়া যাওয়া। **জল সওয়া, জল সাধা**—বিবাহাদি কার্যে প্রতিবাসীর বাড়ি হইতে জলসংগ্রহরূপ মঙ্গলাচার করা। **জল সরা**—জল নির্গত হওয়া; নিত্য ব্যবহার করা। **জল হওয়া**—বৃষ্টি পড়া; সন্তুষ্ট হওয়া; সহজ হওয়া; বিগলিত হওয়া (গলিয়া জল হওয়া)। **জলে জল বাধা**—যাহার কিছু আছে তাহারই আবার কিছু লাভ করা। **জলে ফেলা**—অপাত্রে দান করা; বৃথা নষ্ট করা। **জলে যাওয়া**—বৃথা কার্যে ক্ষয় পাওয়া, বৃথা নষ্ট হওয়া। **জলের দামে**—অতি সস্তায়।

জলকণ্টক—পানিফল; কুম্ভীর। জলের কণ্টক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

জলকর—১। যে জমির উপর নদী পুষ্করিণী দীঘি ডোবা প্রঃ থাকে তাহা হইতে প্রাপ্য রাজকর। জলসংক্রান্ত কর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহা হইতে জল উৎপন্ন হয় এমন, জলোৎপাদক। উপতৎ; জল—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রী**।

জলকল্ক—কাদা, কর্দম, পঙ্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

জলকল্লোল—জলের কলকলধ্বনি, জলের তরঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলকষ্ট—জলের অভাবে ক্লেশ। জলজনিত কষ্ট, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জলকাচা—বিনা সাবানে শুধু জলে ধোওয়া হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

জলকান্ত—সমুদ্র; জলাধিষ্ঠাতা বরুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলকুন্তল, -কেশ—শেওলা, শৈবাল। । বি; পুং।

জলকূর্ম, -কূর্ম—শুশুক, শিশুমার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলকেলি, -ক্রীড়া—নদী প্রঃর জলে নামিয়া খেলা করা, জলবিহার। জলে কেলি, ক্রীড়া, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলকেশ—'জলকুন্তল' দ্রঃ।

জলক্রীড়া—'জলকেলি' দ্রঃ।

জলখাবার—অল্প আহার্য, জলযোগের দ্রব্য। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

জলখেংরা—জলে ভিজানো ঝাঁটা।

জলখেলা—জলক্রীড়া, জলকেলি; বিবাহে স্ত্রী আচার বিঃ। বাংপ্র। বি।

জলগ—জলগত, জলমগ্ন। উপতৎ; জল—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

জলগড—১। জলময় ভূমি, বিল, জলা। বি। ২। বদ্ধজলে দূষিত। বাংপ্র। বিণ।

জলগণ্ডূষ—এক অঞ্জলি জল; পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে প্রদত্ত তর্পণ-জল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জলগর্ভ(র্ত)—১। জলের তল, জলনিম্নভাগ, জলের অভ্যন্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট, সজল। জল গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

জলগৃহ—পুষ্করিণী বা সরোবরের মধ্যস্থিত ঘর, জলমধ্যস্থ বিহারগৃহ, জলটুঙ্গি। জলস্থ গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জলগ্রহণ—জল পান করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। **জলগ্রহণ না করা**—কিছুই না খাওয়া এমন কি জল পর্যন্ত পান না করা।

জলচর—১। জলজন্তু; মৎস্য; মীনরাশি। বি; পুং। ২। জলে বিচরণকারী। উপতৎ; জল—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রী**।

জলচল—যাহার হাতের জল উচ্চবর্ণের লোকদের ব্যবহারযোগ্য এরূপ। জল চলে (ব্যবহারযোগ্য) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

জলচারী (-চারিন্)—জলে বিচরণকারী। উপতৎ; জল—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**চারিণী**।

জলচৌকি—ছোট নীচু চৌকি বিঃ (ইহাতে সাধারণতঃ বাসনাদি ধুইয়া রাখা হয় কিংবা বসিয়া স্নান করা বা পা ধোওয়া হয়)। বাংপ্র। বি।

জলছত্র, -ছত্র—জলদানের স্থান। <জলসত্র। বি।

জলছড়া—জলের ছিটা। বাংপ্র। বি।

জলছবি—জল দিয়া যে ছবি অপর কাগজে উঠানো যায় তাহা, জলসংযোগে উত্তোলনীয় ছবি। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জলজ—১। পদ্ম; শ্যাম বিঃ। বি; ক্লী। ২। শঙ্খ। বি; পুং বা ক্লী। ৩। জলজাত। উপতৎ; জল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

জলজন্তু—জলের জীব, যে জন্তু জলে জন্মে ও থাকে। জলবাসী জন্তু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জলজন্ম (-জন্মন্)—পদ্ম। জলে জন্ম যাহার, বহু। বি; ক্লী। [বি।

জলজমি—ধানের জমি, নীচু জমি। বাংপ্র।

জলজান—উদজান-নামক গ্যাস, hydrogen. বাংপ্র। বি।

জলজীবী (-জীবিন্)—জেলে। উপতৎ; জল—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -**জীবিনী**।

জলজিয়ন্ত, -জীয়ন্ত, -জ্যান্ত—পূর্ণ সজীব; স্পষ্ট; প্রত্যক্ষ সত্য, যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে এরূপ [জলে মৎস্যকে যেরূপ জীয়ন্ত দেখা যায়, সেইরূপ যে সত্য চক্ষুর গোচর হয়, এই অর্থে কথাটি তৈয়ারী হইয়াছে]। বাংপ্র। বিণ। [বি।

জলঝড়—বৃষ্টি এবং ঝটিকা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র।

জলঝারা—জলের ধারা। বাংপ্র। বি।

জলটুঙ্গি (-টুঙি)—জলগৃহ, জলের ভিতরকার উঁচু ঘর। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

জলঢোঁড়া—জলবিহারী নির্বিষ সর্প বিঃ। জলে (খাদ্য) ঢোঁড়ে (খোঁজে) যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

জলতরঙ্গ—১। জলের ঢেউ, জললহরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। একপ্রকার বাদ্য; জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত দ্বারা একপ্রকার মধুর শব্দ উৎপাদন; চুড়ি শাড়ি প্রঃর উপর একপ্রকার নকশা; পাক দেওয়া একপ্রকার পায়ের মল। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

জলতহি—জ্বলে; জ্বলিতেছে। প্রা কপ্র।

জলত্রা—ছাতা, ছত্র। উপতৎ; জল—ত্রৈ+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

জলত্রাস—জল হইতে ভয়, জল দেখিয়া ভয় পাওয়া, জলাতঙ্ক (ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুরে দংশন করিলে এই রোগ হয়), hydrophobia. জল হইতে ত্রাস, ৫মীতৎ। বি; পুং।

জলদ—১। মেঘ; মুস্তক বা মুথা; কর্পূর। বি; পুং। ২। জলদাতা। উপতৎ; জল—দা+ক কর্তৃ। বিণ। ৩। শীঘ্র, সত্বর। <অ 'জল্দ্'। বিণ বা ক্রি-বিণ। [বিণ, -**দীন**।

জলদকাল—বর্ষাকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলদক্ষয়—শরৎকাল। জলদের ক্ষয় যাহাতে, বহু। বি; পুং।

জলদজাল—মেঘসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জলদস্যু—নৌকা বা জাহাজযোগে জলপথে যাহারা ডাকাতি করে; বোম্বেটে। জলবিহারী দস্যু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জলদাগম—যে কালে মেঘের উদয় হয়, বর্ষাকাল। জলদের আগম যখন, বহু। বি; পুং। [বিণ।

জলদি—তাড়াতাড়ি। <আ 'জল্দ্'। ক্রি-

জলদুর্গ—জলবেষ্টিত দুর্গ, পরিখাবেষ্টিত সৈন্যাবাস, চারিদিকে খাল-কাটা দুর্গ। জলবেষ্টিত দুর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জলদেব—বরুণ; পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলদেবতা—বরুণ। জলের দেবতা, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জলদোষ—কোষবৃদ্ধি রোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

জলদোদয়—মেঘোদয়, মেঘের আবির্ভাব। জলদের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলদ্বীপ—যে দ্বীপের অধিকাংশ স্থানেই জল। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জলদ্রোণী—জলসেচনের পাত্র, ডোঙা। জলসেচনী বা জলোত্তরণী দ্রোণী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বি।

জলধনু—রামধনু। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র।

জলধর—১। মেঘ; সমুদ্র; মুথাঘাস; তিনিশবৃক্ষ। বি; পুং। ২। জলধারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জলধরপটল—মেঘরূপ চাল, পুঞ্জিত মেঘাবরণ; মেঘমালা, মেঘশ্রেণী। জলধররূপ পটল, রূপক কর্মধা; অথবা, জলধরের পটল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জলধরমালা—মেঘশ্রেণী; প্রতিপাদে দ্বাদশ-অক্ষরযুক্ত ছন্দ বিঃ। জলধরের মালা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলধারা—বারিপ্রবাহ, অবিচ্ছিন্নভাবে বহমান জলরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলধি—সমুদ্র; সংখ্যা বিঃ, শতলক্ষ কোটি। উপতৎ; জল—ধা+কি অধি। বি; পুং।

জলধিকুমারী—সমুদ্রের কন্যা; (সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া) লক্ষ্মীদেবী ("একদিন শনিসহ জলধিকুমারী"—কাশী)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলধিগা—নদী। উপতৎ; জলধি—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

জলধিজ—১। চন্দ্র। বি; পুং। ২। সমুদ্রোৎপন্ন, সাগরজাত। উপতৎ; জলধি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

জলধিজা—১। লক্ষ্মী। জলধি—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সাগর-জাতা। জলধিজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [পুং।

জলনকুল—ভোঁদড়, খেড়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

জলনালী, -প্রণালী—জল যাইবার পথ; নরদমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলনিকাশ—জলের বহির্গমন, জল বাহির হইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

জলনিধি—সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলনির্গম—১। জলপথ; নরদমা। জলের নির্গম যাহা দ্বারা, বহু। ২। জলের নিঃসরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলনির্গমনী—জল বাহির হইয়া যাওয়ার নরদমা বা নালা, জলনালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জল-পড়া—দগ্ধস্থানের জ্বালা দূর করিবার অথবা অজীর্ণাদি রোগ উপশম করিবার নিমিত্ত মন্ত্রপূত জল। পড়া জল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জলপতি—বরুণ; সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলপথ—১। জল যাইবার পথ, জলমার্গ। জলের পথ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। নদী বা সমুদ্রে জাহাজাদি চলিবার নির্দিষ্ট রাস্তা। জলে পথ, ৭মীতৎ+অচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

জলপাই—অম্লরসবিশিষ্ট একপ্রকার ফল। বাংপ্র। বি।

জলপাত্র—১। জলের আধার, জল রাখিবার কলসী ঘটি প্রঃ; জলপান করিবার নিমিত্ত গেলাস প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। উপপত্নী, রক্ষিতা নারী। গ্রাম্য। বি।

জলপান—১। জল খাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। জল-খাবার, মুড়িমুড়কি প্রঃ আহার্য দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

জলপানি—জলখাবারের খরচ; ছাত্রবৃত্তি, scholarship. জলপান+ই তাদর্থ্যে। বাংপ্র। বি।

জলপারাবত—পাখি বিঃ, পানকৌড়ি। জলবিহারী পারাবত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জলপিপাসা—জলপানেচ্ছা, জলপান করিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলপিঁড়ি—১। যে আসনে বসিয়া পা ধোওয়া হয় তাহা। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। ২। পাত্র এবং আসন, পা ধুইবার জল এবং বসিবার আসন। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

জলপিঁপি, -পিপি—জলাশয়তীরবাসী বকজাতীয় পাখি বিঃ [উহার 'পিঁ-পিঁ' রব হইতে ঐরূপ নাম হইয়াছে]। বাংপ্র। বি।

জলপুষ্প—পদ্ম প্রঃ জলজাত পুষ্প। জল-জাত পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জলপ্রণালী—'জলনালী' দ্রঃ।

জলপ্রদান—জলদান; প্রেতোদ্দেশে জল-দান, প্রেত-তর্পণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জলপ্রপা—জলসত্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জলপ্রপাত—পর্বতাদির অত্যুচ্চ স্থান হইতে সহসা নিম্নে পতিত জলরাশি; পর্বতাদির উচ্চস্থান হইতে জলস্রোতের সবেগে নিম্নে পতন, waterfall. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলপ্রবাহ—জলস্রোত, অবিচ্ছিন্ন ধারায় জলের বহিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলপ্রান্ত—জলের কিনারা, জলসমীপস্থ স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলপ্রিয়—১। চাতকপক্ষী; মৎস্য। বি; পুং। ২। যে অধিক জল পান করিতে ভালবাসে এমন; তৃষ্ণার্ত। জল প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। [যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জলপ্লাবন—বন্যা, জলে দেশ ভাসিয়া

জলপ্লাবিত—জলে মগ্ন, জলে ঢাকা। ৩য়াতৎ। বিণ।

জলবন্ধ, -বন্ধক—বাঁধ, নদী প্রঃর জলবেগ আটকাইবার জন্য ইট পাথর বা কাঠ দ্বারা তৈরি একপ্রকার পুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলবায়ু—দেশের জলবাতাসের অবস্থা, আবহাওয়া, climate. দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জলবাহ—১। মেঘ; কর্পূর। বি; পুং। ২। জলবহনকারী। উপতৎ; জল—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাহী।

জলবাহক—১। জলবহনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -বাহিকা।

জলবাহিত—যাহা জলের সাহায্যে সংক্রমিত হয় এমন, water-borne ('— ব্যাধি')। জলদ্বারা বাহিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

জলবিছুটি—জলে ভিজানো বিছুটিগাছ [জলবিছুটি দ্বারা প্রহার শাস্তিরূপে গণ্য করা হয়; কারণ, বিছুটি দ্বারা প্রহার করিয়া সেই স্থানে জল লাগাইলে তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয়]। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জলবিজ্ঞান—জলসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান, জলবিষয়ক তত্ত্ব। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জলবিড়াল—উদ্বিড়াল, ভোঁদড়। জল-বিহারী বিড়াল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জলবিভাজিকা—(ভূগোল) যে রেখা দুইটি নদীর অববাহিকাকে পৃথক্ করে তাহা; যে অঞ্চলে বিভিন্ন নদীর উৎপত্তি হয় তাহা, water-shed. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলবিম্ব—জলের বুদ্বুদ্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

জলবিষুব—(জ্যোতিষ) হেমন্তকালে যখন দিবারাত্র সমান হয়, (প্রাচীন মতে) কার্তিক মাসের সংক্রান্তি, (আধুনিক মতে) ২৩-এ সেপ্টেম্বর, Autumnal Equinox. জলা-বসায়ক বিষুব (যাহাতে দিনরাত্রি সমান সেই কাল), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জলবিহার—জলকেলি, জলক্রীড়া, জলে নামিয়া খেলা। ৭মীতৎ। বি; পুং।

জলবুদ্বুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জলবোমা—শত্রুর ডুবো-জাহাজকে ঘায়েল করিবার জন্য জাহাজ হইতে সমুদ্রমধ্যে যে বিস্ফোরক পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা, depth charge. জলের বোমা, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বিণ।

জলভরকা—জলে ভরা, পানসে। বাংপ্র।

জলভীতি—জল হইতে ভয়; জলাতঙ্ক রোগ। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলভূত—জলবাসী পিশাচ। জলবাসী ভূত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জলভূৎ—১। মেঘ; কর্পূর বিঃ। বি; পুং। ২। জলধারক। উপতৎ; জল—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

জলভ্রমি—জলের পাক, আবর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জলমগ্ন—যাহা জলে ডুবিয়া গিয়াছে এমন ; জলপ্লাবিত, জলময় । ৭মীতৎ । বিণ ।

জলমজ্জন—জলে ডুবিয়া যাওয়া ; অবগাহন । ৭মীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

জলমণ্ডল—(ভূতত্ত্ব) ভূত্বকের যে অংশে জল আছে তাহা, hydrophere. (ইহার গভীরতা প্রায় ৫½ মাইল ।) জলের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

জলময়—জলপূর্ণ, জলবহুল ; জলস্বরূপ । জল+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে । বিণ । স্ত্রী, **-ময়ী** ।

জলমসি—মেঘ । জলমিশ্র মসি (কালি), মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

জলমার্জা(র্জ্জা)র—জলবিড়াল, ভোঁদড় । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলমুক্ (-মুচ্)—মেঘ । উপতৎ ; জল—মুচ্+কিপ্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

জলমুহরি—জল বাহির হইবার মুখ । ৬ষ্ঠীতৎ । বাংপ্র । বি ।

জলমূর্তি(র্ত্তি)—শিব । জল মূর্তি যাঁহার, বহু । বি ; পুং ।

জলযন্ত্র—জল তুলিবার কল ; ধারাযন্ত্র ; কৃত্রিম ফোয়ারা ; জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত যন্ত্র বিঃ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

জলযাত্রা—১ । জলের নিমিত্ত গমন, জল আনয়নার্থ যাত্রা । জলনিমিত্তিকা যাত্রা, মধ্যপ কর্মধা । ২ । জলোপরি গমন, জাহাজ নৌকা ইঃতে জলপথে গমন । ৭মীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

জলযান—জলপথে যাতায়াত করিবার নৌকা জাহাজ ইঃ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

জলযুদ্ধ—জলমধ্যে জাহাজ প্রঃ আরোহণ করিয়া যে যুদ্ধ হয় তাহা । ৭মীতৎ । বি ; ক্লী ।

জলযোগ—১ । উপাহার, সামান্য আহার্য গ্রহণ, জলখাবার খাওয়া । বাংপ্র । বি । ২ । বৃষ্টি হইবার সময়, অম্বুবাচী প্রঃ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলরস—লবণ । জলের রস (আস্বাদ, সারভাগ) যাহাতে, বহু । বি ; ক্লী ।

জলরোধক—(রসায়ন) যাহা জল আটকাইয়া রাখিতে পারে এমন, watertight. ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী, **-রোধিকা** ।

জলশয়, জলশয়ী (-শয়িন্)—১ । বিষ্ণু । বি ; পুং । ২ । জলস্থিত । উপতৎ ; জল—শী+অচ্, গিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-শয়া, -শয়িনী** । [স্ত্রী ।

জলশুক্তি—শম্বুক, শামুক । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ;

জলশূকর—কুম্ভীর । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলশৌচ—ছোঁচানো । ৩য়াতৎ । বি ; ক্লী ।

জলসত্র—পথিকদিগকে জলদান করিবার স্থান, পানীয়শালা, জলছত্র ; পথিকদিগকে জলপ্রদান । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

জলসম—(পদার্থবিদ্যা) জলের উপরিপৃষ্ঠের ন্যায় সমতল, level. ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ ।

জল-সরা—যাহা হইতে জল বাহির হইয়াছে এমন ('— দই', '— কালি') । জল সরিয়াছে যাহা হইতে, বহু । বাংপ্র । বিণ ।

জলসর্পিণী—জোঁক । উপতৎ ; জল—সৃপ্ (চলা) + গিন্ কর্তৃ + ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

জলসা—নাচ-গান প্রঃর মজলিস ; আনন্দসম্মিলন । <আ 'জল্‌সহ্' । বি ।

জলসাৎ—জলে নিক্ষিপ্ত ; জলে পরিণত । জল+সাৎ । অ ।

জলসার—১ । জলমাত্রাবশিষ্ট । জল সার যাহার, বহু । বিণ । ২ । সর্পদষ্ট ব্যক্তির মস্তকে ও শরীরে প্রচুর জল ঢালিয়া চিকিৎসা বিঃ ; সর্পদষ্ট ব্যক্তির অন্তিম অবস্থার চিকিৎসা । বাংপ্র । বি ।

জলসিক্ত—ভিজা, আর্দ্র । ৩য়াতৎ । বিণ ।

জলসেক, -সেচন—১ । জল ছিটাইয়া দেওয়া ; শস্যক্ষেত্রে জল-সরবরাহ, irrigation. জল দ্বারা সেক, সেচন (সিক্তকরণ), ৩য়াতৎ । ২ । জল ছেঁচা । জলের সেক, সেচন, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং, ক্লী ।

জলস্তম্ভ—স্তম্ভাকারে পতিত বা উৎক্ষিপ্ত জলরাশি, waterspout. ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলস্তম্ভন—মন্ত্রাদি দ্বারা জলের গতি প্রঃর নিবারণ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

জলস্থল—১ । জলাশয়, জলাধার । ৬ষ্ঠীতৎ । ২ । জলভাগ ও স্থলভাগ । দ্বন্দ্ব । বি ; ক্লী ।

জলস্ফীতি—জোয়ার, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় সমুদ্রাদির জলবৃদ্ধি । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

জলস্রোতঃ (স্রোতস্) (>-স্রোত)—জলের প্রবাহ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

জলহরি—জলাশয়, জলাধার, পুষ্করিণী প্রঃ । বাংপ্র । বি ।

জলহস্তী (-হস্তিন্)—দীর্ঘতুণ্ড জলজন্তু বিঃ, tapir. ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং । স্ত্রী, **-হস্তিনী** ।

জলহাওয়া—জলবায়ু (তাহা দ্রঃ) ।

জলহারা—জলশূন্য ("জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত"—রবীন্দ্র) ; শুষ্ক । জল হারাইয়াছে যাহা, উপতৎ । বাংপ্র । বিণ ।

জলহাস—ফেন । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলা—১ । জলপ্লাবিত স্থান, জলময় স্থান ; জলময় ভূমি, বিল । বি । ২ । জলময়, জলমগ্ন । বাংপ্র । বিণ ।

জলাকর্ষী (-কর্ষিন্)—(রসায়ন) বায়ুর আর্দ্রতামাপক, hydroscopic. জলের আকর্ষী (-কর্ষিন্), ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ ।

জলাচরণীয়—জলচল, যাহার হাতের জল উচ্চবর্ণের ব্যবহারযোগ্য এরূপ । বাংপ্র । বিণ ।

জলাঞ্জলি—অঞ্জলিপূর্ণ জল ; শবদাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থে জলদান ; (তাহা হইতে) সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন ; চিরতরে বিদায় ; অপব্যয় । জলের অঞ্জলি, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলাতঙ্ক—ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুরের দংশনে জাত রোগ বিঃ, জল দেখিয়া ভয় পাওয়া, hydrophobia. জল হইতে আতঙ্ক, ৫মীতৎ । বি ; পুং ।

জলাত্যয়—১ । বর্ষার অন্ত ; শরৎকাল । জলের অত্যয় (নাশ) যাহাতে, বহু । ২ । জলনিঃসরণ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলাধার—১ । জলাশয়, যাহাতে জল থাকে ; সমুদ্র ; জলপাত্র । জলের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং । ২ । জলস্থিত । জল আধার যাহার, বহু । বিণ ।

জলাধিপ, -ধিপতি—বরুণ ; সমুদ্র । জলের অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলাবর্ত(র্ত্ত)—ঘূর্ণিজল ; জলের পাক, whirlpool. জলের আবর্ত, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলাভেদ্য—যাহার ভিতর দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না এমন, waterproof. জলের অভেদ্য, ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ ।

জলার্ক—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য । জলবিম্বিত অর্ক, মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

জলার্থী (-র্থিন্)—তৃষ্ণার্ত, পিপাসাকুল ; জলাভিলাষী । উপতৎ ; জল—অর্থ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-র্থিনী** ।

জলার্দ্র—জলে ভিজা । জল দ্বারা আর্দ্র (ভিজা), ৩য়াতৎ । বিণ ।

জলাশয়—জলপূর্ণ স্থান, পুকুর খাল বিল নদী প্রঃ । জলের আশয় (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

জলীয়—(রসায়ন) জলের মত তরল ; জলপূর্ণ ; জলজাত ; জলসম্বন্ধীয়, aqueous. জল+ঈয় সম্বন্ধার্থে । বিণ ।

জলুস—দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য । <আ 'জুলুস' । বি ।

জলেচর—হংস বক প্রঃ জলচর পক্ষী । অলুক্ উপতৎ ; জলে—চর্+ট কর্তৃ । বি ; পুং । স্ত্রী, **-চরী** ।

জলেন্ধন—বাড়বাগ্নি, সমুদ্রজলে জাত অনল, সমুদ্রগর্ভের অগ্নি । জল ইন্ধন যাহার, বহু । বি ; পুং ।

জলেশ—১ । সমুদ্র ; বরুণ । বি ; পুং । ২ । জলের অধিষ্ঠাতা । জলের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ ।

জলেশয়—১ । সমুদ্র ; বিষ্ণু । বি ; পুং । ২ । জলস্থিত । অলুক্ উপতৎ ; জলে—শী+অচ্ কর্তৃ । বিণ ।

জলেশ্বর—১ । জলাধিপতি, বরুণ ; সমুদ্র ; শিবমূর্তি বিঃ । জলের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ । ২ । তীর্থ বিঃ । জলেশ্বর (১)+অচ্ আছে অর্থে । বি ; পুং ।

জলো—জল-মিশানো, জলের মত পাতলা; ভিজা। জল+ও (<উয়া)। বাংপ্র। বিণ।

জলোকা—জোঁক। জল ওক (বাসস্থান) যাহার, বহু (নিপা)। বি; স্ত্রী।

জলোচ্ছ্বাস—জলের বৃদ্ধি, জোয়ার, নদী প্রঃর কূল অতিক্রম করিয়া জল উঠা। জলের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জলোদর—পেটে জলসঞ্চাররূপ রোগ, উদরী। জলপূর্ণ উদর যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

জলোদরী—পেটের রোগ বিঃ, পেটে জল জমার ফলে পেট বড় হইয়া উঠা, উদরীরোগ। জলপূর্ণ উদর যাহা হইতে, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জলোদ্ভব—জলজাত, যাহা জলে জন্মে এমন। জল হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ।

জলৌকা, জলৌকাঃ (-কস্)—জোঁক, রক্তা। জল ওক, ওকঃ (বসতি) যাহার, বহু (প্রথম পক্ষে)+আপ্। বি; স্ত্রী, পুং।

জলৌষধি—জলজাত ওষধি; ব্রাহ্মী শাক প্রঃ। জলজাতা ওষধি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জল্প—পরমত-খণ্ডন করিয়া স্বমতস্থাপন; জল্পনা, জল্পন। জল্প্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

জল্পক—যে বেশী কথা বলে; বাচাল; বহুভাষী। জল্প্+ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—জল্পিকা।

জল্পন, জল্পনা—কথন, উক্তি; অনেক বকা, অনর্থক অনেক কথা বলা, বাচালতা; প্রস্তাব, সূচনা। জল্প্+অনট্ ভাব; জল্প্+অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

জল্পিত—১। কথিত, উক্ত; প্রস্তাবিত। জল্প্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জল্পন, কথন। জল্প্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

জল্লাদ—ঘাতক, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর হত্যাকারী। আ। বি।

জশম—হাতে পরিবার একরূপ গহনা, স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য অলংকার বিঃ। <ফা 'জোশন'। বি।

জসদ—দস্তা। <যশদ। বি।

জহর—১। বিষ, গরল; রাজপুত নারীদের প্রাণ বিসর্জনরূপ ব্রত। <ফা 'জহ্‌র্'। ২। মণি। <আ 'জবাহির', 'জওহর'। বি।

জহরত—রত্ন, মণি প্রঃ। <আ 'জবাহিরাৎ'। বি।

জহরী, জহুরী—জহরত-ব্যবসায়ী; রত্নবণিক্; মণিমুক্তাদির পরিচয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। জহর+ঈ ব্যবসায় অর্থে, নিপুণার্থে। আ-মূ। বি।

জহ্নুকন্যা, -তনয়া, -বালা, -সুতা—গঙ্গা। জহ্নুর (তন্নামক মুনির) কন্যা, তনয়া, বালা, সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। ('জাহ্নবী' দ্রঃ।) বি; স্ত্রী।

জহ্নুসপ্তমী—বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী (এই দিনে জহ্নু মুনি গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন)। জহ্নু-সম্বন্ধীয়া সপ্তমী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জা—ভাশুর বা দেবরের স্ত্রী, যাতা। <যাতা। বি। [বি।

জাউ—গলা ভাত; মণ্ড, মাড়। <যবাগূ।

জাওয়ানো—বাঁচাইয়া রাখা; বাঁচানো; বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জাওর—উদ্গার করিয়া পুনর্বার চিবানো; রোমন্থন। বাংপ্র। বি। **জাওর কাটা**—রোমন্থন করা; (তাহা হইতে) একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ উত্থাপন বা আলোচনা করা।

জাওলা—মাছ ধরিবার একরকম যন্ত্র; যে সব মাছকে জীবন্ত অবস্থায় বঁড়শিতে গাঁথিয়া অল্প কোন বড় মাছ ধরা হয়; যে সব মাছকে তোলা-জলে বাঁচাইয়া রাখা যায়। <হি 'জিউবালা'। বি।

জাং—উরু। <জঙ্ঘা। বি।

জাঁওয়াতি—জন্মপত্রিকা ("বালকের লেখে জাঁওয়াতি"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

জাঁক—আড়ম্বর, সমারোহ; গর্ব, দম্ভ; আস্ফালন। বাংপ্র। বি। **জাঁক করা, দেখান**—গর্ব প্রকাশ করা। **জাঁক দেওয়া**—পাকাইবার জন্য পাতা প্রঃ দিয়া ফল ঢাকিয়া রাখা; পচাইবার জন্য পাটগাছের অনেকগুলি আঁটি জলে ভিজাইয়া রাখা। [বি।

জাঁকজমক—আড়ম্বর, ঘটা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র।

জাঁকড়—আবদ্ধ রাখা, গচ্ছিত রাখা; অপছন্দ হইলে কেনা জিনিস ফেরত দিবার শর্ত; বাঁধা দেওয়া, ঋণ-পরিশোধের জন্য মহাজনের নিকট কোন বস্তু বা ভূসম্পত্তি গচ্ছিত রাখা। হি। বি।

জাঁকড়-বহি—যে বহিতে জাঁকড়ে জিনিস দিবার হিসাব থাকে; পাকা হিসাবের খাতা। বাংপ্র। বি। [বিণ।

জাকড়ী—গচ্ছিত; বাঁধা, আবদ্ধ। বাংপ্র।

জাকা—জমকাল হওয়া; চাপিয়া বসা; জমকিয়া বসা; আঁটিয়া ধরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জাঁকানো—১। জাকজমক করা; গুলজার করা; জমকালো হওয়া; জাঁক দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। চাপ, ভার। কপ্র। বি।

জাঁকালো—জমকাল, আড়ম্বরযুক্ত, ঘটাপূর্ণ; বহিঃসম্ভ্রম-বিশিষ্ট। জাঁক+আলো বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জাঁত—চাপ, উপরি ভারপ্রদান; জলসেচন করিবার নিমিত্ত দ্রোণীযন্ত্রে ব্যবহৃত দীর্ঘ বংশদণ্ড বা কাষ্ঠদণ্ড। <যন্ত্র। বি।

জাঁতা—পেষণ-যন্ত্র, চাউল, কলাই প্রঃ গুঁড়া করিবার যন্ত্র; আগুন জ্বালাইবার যন্ত্র বিঃ, ভস্ত্রা, হাপর। <যন্ত্র। বি।

জাঁতাভাঙ্গা, -ভাঙা—যাহা জাঁতায় ভাঙ্গা হইয়াছে এরূপ ('—আটা')। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ। [<যন্ত্রী। বি।

জাঁতি—সুপারি কাটিবার যন্ত্র বিঃ।

জাঁতিকল—ইন্দুর মারিবার জন্য জাঁতির ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র। জাঁতি সদৃশ বা জাঁতিযুক্ত কল, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জাঁদরেল—সেনাপতি; মহাবীর পুরুষ; অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। <ইং 'general'. বি।

জাঁহাপনা—জগতের আশ্রয়স্থল (মুসলমান রাজা বা সম্রাটের প্রতি সম্বোধন)। <ফা 'জহান-পানহ্'। বি।

জাঁহাবাজ—যে দমিবার পাত্র নয় এরূপ; দুঃসাহসিক, দুর্দান্ত; দজ্জাল। <ফা 'জান-বাজ'। বিণ।

জাকাত—মুসলমান-ধর্মমতে সঞ্চিত ধন-সম্পদের যে অংশ অবশ্যই দান করিতে হয় তাহা (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। <আ 'যকাত'। বি।

জাগ—১। পাট শণ প্রঃ জলে ডুবাইয়া রাখা; কলা আম প্রঃ ফল পাকাইবার জন্য পাতা খড় প্রঃর মধ্যে রাখা। বাংপ্র। বি। ২। যজ্ঞ ('জাগ শত জাগই'—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

জাগ-গান—পৌষের প্রথম হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত রাখাল-বালকদের রাত্রিকালে গীত গান বিঃ। বাংপ্র। বি।

জাগন—নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ, জাগা। জাগ্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

জাগন্ত—জাগরিত, যে জাগিয়া আছে এরূপ। জাগ্+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

জাগপ্রদীপ—পূজাদি কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত রক্ষিত দীপ। বাংপ্র। বি।

জাগর—১। নিদ্রাভঙ্গ, নিদ্রা হইতে উত্থান; অনিদ্রা; না ঘুমানো। জাগৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। বর্ম। বি; পুং। ৩। জাগরিত; অপ্রমত্ত, সাবধান। জাগৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

জাগরণ—অনিদ্রা, সজাগ থাকা; অপ্রমাদ; কীর্তন প্রঃ গানের অঙ্গ বিঃ; রাত্রিকালে গাহিবার গান বিঃ। জাগৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জাগর-স্বপ্ন—তন্ময়ভাবে কোন সুখকর বিষয়ের কল্পনা করণ, day-dream. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জাগরা—জাগরণ, নিদ্রাভঙ্গ; অপ্রমত্ততা, সতর্কতা। জাগৃ+অপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

জাগরি—জাগরিত। প্রা কপ্র। বিণ।

জাগরিত—১। যে জাগিয়া আছে এরূপ; যাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে এরূপ। জাগৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। জাগরণ। জাগৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

জাগরী (-রিন্)—জাগরিত, জাগ্রৎ; সাবধান। জাগর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

জাগরূক—জাগরণশীল; প্রকাশিত, বিদ্যমান; যে জাগিয়া আছে, হুঁশিয়ার, সতর্ক, অপ্রমত্ত। জাগৃ+উক কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

জাগর্যা(র্য্যা)—জাগরণ; নিদ্রাহীনতা। জাগর+যক্+আপ্। বি; স্ত্রী।

জাগা—১। জাগরিত থাকা, না ঘুমানো; সচেতন হওয়া; আত্মহিতে মনোযোগী হওয়া; মোহ দূর করা; স্মরণে রাখা। <'জাগৃ'-ধাতু। ক্রি। ২। জাগন্ত, সজাগ। জাগ্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

জাগানো—ঘুম ভাঙ্গানো; সতর্ক করানো; স্মরণ করানো; জাগাইয়া রাখা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জাগ্রৎ—যে বা যাহা জাগিয়া আছে এমন, সজাগ, জাগরণশীল। জাগৃ+শতৃ কর্তৃ। বিণ।

জাগ্রত—সজাগ, বিনিদ্র। <জাগ্রৎ। বিণ।

জাঙ, জাঙ্গ—ঊরু, জঙ্ঘা। <জঙ্ঘা। বি।

জাঙ্গল—জঙ্গলসম্বন্ধীয়; বন্য, জঙ্গলী, অসভ্য, বনচর; বনবহুল বা তৃণবহুল, জঙ্গলময়। জঙ্গল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -লী।

জাঙ্গলি, জাঙ্গলিক—১। জঙ্গলবাসী, বনবাসী। জঙ্গল+ইঞ্, ইক নিবাসার্থে। বিণ। স্ত্রী, -লী, -কী। ২। সাপুড়ে; বিষবৈদ্য। জঙ্গল+ইঞ্, ইক পরিশীলিত ইহার এই অর্থে। বি; পুং।

জাঙ্গলী—১। জঙ্গলসম্বন্ধীয়। বিণ; স্ত্রী। ২। বিষবিদ্যা; শূকশিম্বী; মনসাদেবী। জাঙ্গলি+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জাঙ্গাল—আলি, সেতু, বাঁধ; তামা হইতে তৈয়ারী সবুজ রং বিঃ, vendigris. <জঙ্গাল। বি।

জাঙ্গিয়া, জাঙ্ঘিয়া—যাহাতে ঊরু অবধি ঢাকা পড়ে এইরূপ ছোট পায়জামা বিঃ; ল্যাঙ্গোট, অন্তর্বাস। হি। বি।

জাঙ্ঘিল—১। জঙ্ঘা, ঊরু। প্রাদে। বি। ২। পা, চরণ। প্রা কপ্র। বি।

জাজিম—নকশাদার বড় মোটা ধরনের বিছানার চাদর; বিছানার নীচে পাতিবার বড় গদি। <ফা 'জাজম'। বি।

জাজ্বল্যমান—অত্যুজ্জ্বল, দেদীপ্যমান, অতি স্পষ্ট। জ্বল্+যঙ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

জাট, জাঠ—রাজপুতানার হিন্দুজাতি বিঃ; ঘানিগাছের মধ্যস্থিত স্থূল কাঠ বা লৌহখণ্ড; পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার সময় তন্মধ্যে প্রোথিত দীর্ঘ এবং স্থূল কাষ্ঠখণ্ড; হুঁকার নলিচা। বাংপ্র। বি।

জাঠর—১। পেটসম্বন্ধীয়। জঠর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। জঠরগত অগ্নি; কার্তিকের অনুচর বিঃ। বি; পুং।

জাঠা—১। লৌহযষ্টি; অস্ত্র বিঃ। প্রা কপ্র। বি। ২। তীর্থযাত্রিদল; পশ্চিম-ভারতের হিন্দুজাতি বিঃ। হি-মূ। বি।

জাঠি—অস্ত্র; লৌহযষ্টি। প্রা কপ্র। বি।

জাড়—হিম, শীত। <জাড্য। বি।

জাড়ি—১। জাড়, শীত। <'জাড্য'। ২। একপ্রকার বড় ঘড়া। প্রা কপ্র। বি।

জাড্য—জড়তা, মূর্খতা, অজ্ঞানতা; (পদার্থবিদ্যা) পদার্থের অন্তর্নিহিত যে শক্তি উহাকে স্থির অবস্থায় স্থির এবং গতিশীল অবস্থায় গতিশীল রাখে তাহা, inertia. শীতলতা, শৈত্য; শুকীভাব, আলস্য; বস্তুধর্ম বিঃ। জড় (শীতল)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

জাত—আসল; (সমাসে অন্ত শব্দের পরে থাকিলে) রাশীকৃত, একস্থানে রক্ষিত ('গুদাম—')। বাংপ্র। বিণ।

জাত—১। যে জন্মিয়াছে এমন, উৎপন্ন, সঞ্জাত, উদ্ভূত; প্রশস্ত; ব্যক্ত। জন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। জাতি, বর্ণ; প্রকার, শ্রেণী; জাতিগত সামাজিক অধিকার। <জাতি। **জাত খাওয়া, মারা**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি ভোজন করাইয়া জাতিনষ্ট করা; সতীত্ব নষ্ট করা; যাহাতে জাতি নষ্ট হইতে পারে এমন কলঙ্কসূচক কথা বলা বা নিন্দাজনক কার্য করা। **জাত খোয়ানো**—নীচজাতীয় লোকের অন্নভোজনাদি দ্বারা নিজের জাতিধর্ম নষ্ট করা। **জাত তোলা**—গালাগালিতে জাতির উল্লেখ করা। **জাত যাওয়া**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি আহার করায় জাতিনাশ হওয়া। **জাতে তোলা**—জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্তাদি করাইয়া পুনরায় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা। **জাতের বিচার**—ব্যক্তি বিঃ কোন্ জাতির লোক তাহার অনুসন্ধান; মূল বিষয়ের আলোচনা। ৩। সমূহ; জন্ম, উৎপত্তি; শিশু। জন্+ক্ত অধিবা, ভাব। বি; ক্লী। ৪। আসল, খাঁটী ('—সাপ'); অন্তর্গত; আবদ্ধ; ভদ্র। বাংপ্র। বিণ। ৫। উৎসব, মেলা। <যাত্রা। বি।

জাতক—১। জাত বালক; জাত বালকের শুভাশুভনির্ণায়ক গ্রন্থ; কোষ্ঠী; জাতকর্ম, সংস্কার বিঃ। জাত+কন্ স্বার্থে, হিতার্থে। ২। পালি ভাষায় লিখিত বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মকাহিনী বিঃ। বি; স্ত্রী। ৩। উৎপন্ন। জাত+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—জাতিকা।

জাতকর্ম (-কর্মন্), **কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—সংস্কার বিঃ, নবজাত শিশুর নাড়িচ্ছেদনের পূর্বে কর্তব্য কর্ম বিঃ। জাতবিষয়ক কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জাতক্রিয়া, -কৃত্য—জাতকর্ম (তাহা দ্রঃ)। জাতসংক্রান্ত ক্রিয়া, কৃত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী।

জাতক্রোধ—১। আজন্ম বিদ্বেষ; দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রুদ্ধভাব। বাংপ্র। বি। ২। ক্রুদ্ধ, কুপিত। জাত ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ।

জাতকুল—জাতি ও কুল। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

জাতদন্ত—যাহার দাঁত বাহির হইয়াছে এরূপ। জাত দন্ত যাহার, বহু। বিণ।

জাতপক্ষ—যাহার পাখা বা ডানা বাহির হইয়াছে এরূপ। জাত পক্ষ যাহার, বহু। বিণ।

জাতপত্র—১। জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী। জাত (জন্ম)-বিষয়ক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার পাতা গজাইয়াছে এরূপ। জাত পত্র যাহার, বহু। বিণ।

জাতপুত্র—যাহার পুত্র জন্মিয়াছে এরূপ। জাত পুত্র যাহার, বহু। বিণ।

জাতপ্রত্যয়—যাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে এমন। বহু। বিণ।

জাতবেদাঃ (-দস্)—অগ্নি। জাত—বিদ্+অসুন্ কর্তৃ। বি; পুং।

জাতবোষ্টম—বংশানুক্রমে বৈষ্ণব; গৃহী বৈরাগী। বাংপ্র। বি।

জাতব্যবহার—বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক, বিষয়কার্য করিবার অধিকারী। জাত হইয়াছে ব্যবহার যাহার, বহু। বিণ।

জাত-ভাই—স্বজাতি, এক জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। জাত (জাতি)-সম্পর্কে ভাই, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জাতমাত্র—১। যে এইমাত্র জন্মিয়াছে এরূপ, সদ্যোজাত। জাতই এই বাক্যে, নিত্য। বিণ। ২। জন্মিবামাত্র, জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

জাতশত্রু—শত্রুবিশিষ্ট, যাহার অনেক শত্রু হইয়াছে এরূপ। জাত শত্রু যাহার, বহু। বিণ।

জাতসাপ—অতিবিষধর সাপ, কেউটে বা গোখুরা সাপ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জাতহারিণী—শিশুনাশিনী, বালঘাতিনী। জাত—হৃ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্; বিণ বা বি; স্ত্রী।

জাতাঙ্কুর—১। অঙ্কুরিত, যাহার কল বাহির হইয়াছে এরূপ। জাত অঙ্কুর যাহার, বহু। বিণ। ২। উৎপন্ন অঙ্কুর, নবাঙ্কুর। কর্মধা। বি; পুং।

জাতাপত্যা—যে নারীর সন্তান জন্মিয়াছে এরূপ। জাত অপত্য যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জাতাশৌচ—১। পুত্রকন্যার জন্মজন্য অশৌচ, জননাশৌচ। জাত (জন্ম)-জনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অশুচি-অবস্থাপ্রাপ্ত, অশৌচগ্রস্ত। জাত অশৌচ যাহার, বহু। বিণ।

জাতি—১। শ্রেণী, প্রকারভেদ; ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; এক আদিম বংশজাত মনুষ্যগোষ্ঠী; একরূপ লক্ষণ অনুযায়ী বিভাগ; প্রাকৃতিক সীমারেখাদ্বারা নির্দিষ্ট অঞ্চলের একভাষাভাষী ও একসংস্কৃতিসম্পন্ন জনসমূহ, nation; জাতিগত সামাজিক অধিকার। জন্+ক্তি করণ। **জাতি খাওয়া, মারা**—জাতি নষ্ট করা, জাতিভ্রষ্ট করা; সতীত্বনাশ করা। ('জাত' দ্রঃ)। ২। মালতীপুষ্প; চামেলী ফুল; আমলকী; কদলীপত্র; জায়ফল; রাগরাগিণীর সম্পূর্ণ ঔড়ব ও ষাড়ব এই তিন-প্রকার ভেদ; অলংকার বিঃ; ছন্দ বিঃ, পদ্যের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ; ষড়্জাদি সপ্তস্বর; নিত্য এবং অনেকসমবেত ধর্ম; সামান্য, একশ্রেণীস্থ যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম। জন্+ক্তিচ্ কর্তৃ। ৩। জন্ম, উৎপত্তি। জন্+ক্তি ভাব। ৪। চুলী, উনুন; গোত্র, বংশ। জন্+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

জাতিকুল—জাতিকুল। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

জাতিগত—কোন জাতির স্বভাবগত বা তাহার সম্বন্ধীয়; এক এক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ; জাতীয়। জাতিকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

জাতিচ্যুত—জাতিভ্রষ্ট, সমাজবিরুদ্ধকাজ করার জন্য স্বজাতি হইতে বহিষ্কৃত। ৫মীতৎ। বিণ।

জাতিচ্যুতি—জাতিভ্রংশ, সমাজ বিরুদ্ধ কাজ করার জন্য জাতিনাশ। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

জাতিতত্ত্ব—বিভিন্নজাতিবিষয়ক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, জাতিরহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জাতিধর্ম(র্ম)—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রঃ জাতির নিজ নিজ আচারপদ্ধতি; ব্রাহ্মণাদির ধর্ম বিঃ; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর অসাধারণ গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং তাহাদের পদ্ধতি ও পারলৌকিক বিশ্বাস। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জাতিধর্ম(র্ম)নির্বি(র্ব্বি)শেষে—জাতিবর্ণনির্বিশেষে (তাহা দ্রঃ)।

জাতিধ্বংস, -নাশ—জাত যাওয়া, জাতিচ্যুতি, জাতি নষ্ট হওয়া; কোন জাতির সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিপত্রী—জায়ফলের ছাল, জৈত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জাতিপাত—জাত যাওয়া, জাতিনাশ, জাতিভ্রংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিফল—জায়ফল। জাতিসংজ্ঞক ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জাতিবর্ণ—আর্য অনার্য প্রঃ জাতি এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি শাখা; ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং তাহাদের গায়ের রং। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জাতিবর্ণনির্বি(র্ব্বি)শেষে—বিভিন্ন জাতি এবং বর্ণের মধ্যে ভেদজ্ঞান না করিয়া, সকল জাতি এবং বর্ণের মধ্যে সমান ভাব দেখাইয়া। জাতিবর্ণের নির্বিশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ, এরূপে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

জাতিবাচক—যাহা দ্বারা জাতি জানা যায় এমন, যাহা দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইঃ অথবা মনুষ্য পশু ইঃ একজাতীয় মানুষ জীব বা বস্তুকে বুঝায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জাতিবাদ—জাতির অপবাদ, জাত তুলিয়া কথা। প্রা কপ্র। বি।

জাতিবিদ্বেষ—কোন জাতির প্রতি হিংসা বা শত্রুতার ভাব। ৭মীতৎ। বি; পুং।

জাতিবিদ্যা—মানবজাতির ভিন্ন গোষ্ঠীর উৎপত্তি বিষয়ক বিজ্ঞান, ethnology. জাতি-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জাতিবৈর—স্বাভাবিক শত্রুতা, জন্মগত বিরোধ। জাতিগত বৈর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জাতিভেদ—ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের পার্থক্য, জাতির বিভিন্নতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিভ্রংশ—জাত যাওয়া, জাতিনাশ; জাতিচ্যুতি। ৫মীতৎ। বি; পুং।

জাতিভ্রষ্ট—যাহার জাত গিয়াছে এমন, জাতিচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

জাতিরূপ—কোনও জাতি বা শ্রেণীর সকল বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তু, type. জাতিগত রূপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জাতিসংক(ঙ্ক)র—বিভিন্নজাতীয় মাতা-পিতা হইতে উৎপত্তি হেতু নানা জাতির মিশ্রণ, বর্ণসংকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিসংঘ(ঙ্ঘ)—বিভিন্ন দেশের বহু জাতির সমবায়ে গঠিত অধুনালুপ্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, League of Nations. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জাতিস্মর—যাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে এরূপ, পূর্বজন্মের বৃত্তান্তস্মারক। জাতি (জন্ম অর্থাৎ পূর্বজন্ম)—স্মৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্মরা**।

জাতী—মালতী ফুল বা লতা; চামেলি ফুল বা লতা; যে লতার ফল জায়ফল। জাতি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জাতীফল—জায়ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জাতীয়—জাতিগত; জাতি সম্পর্কিত; সমান জাতিবিশিষ্ট, সজাতীয়; (অন্ত শব্দের পরে থাকিলে) প্রকারের। জাতি+ঈয় ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। **জাতীয় সংগীত**—রাষ্ট্র ও জনগণ-স্বীকৃত জাতির গৌরবসূচক সংগীত, National Anthem.

জাতীয়তা—স্বজাতিপ্রীতি; জাতির বৈশিষ্ট্য বা অধিকার, nationalism. জাতীয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

জাতীশ্বর—১। জাতির কর্তা। জাতির ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ। জাতিমধ্যে ঈশ্বর, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-রা, -রী**।

জাতুধান—রাক্ষস। জাতু (কদাচিৎ) ধান (সন্নিধান) যাহার, বহু। বি; পুং।

জাতেষ্টি—সন্তানের জন্ম হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাতকর্মসংস্কার। জাত (জন্ম)-সংস্কারার্থ ইষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জাত্য—১। সদ্বংশীয়, শ্রেষ্ঠ; কমনীয়, কান্ত। জাতি+যৎ সাধু অর্থে। বিণ। **জাত্য গ্যাস**—(রসায়ন) বিশুদ্ধতম গ্যাস, perfect gas. ২। আয়তাকার; আয়ত সমকোণ, rectangular. বিণ।

জাত্যংশে—জাতিবিষয়ে, জাতে ('— বণিক')। বাংপ্র। বি।

জাত্যন্ধ—জন্মান্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন। জাতিতে (জন্ম) অন্ধ, ৭মাতৎ। বিণ।

জাত্যভিমান—জাতির গর্ব, উচ্চবংশে জন্মজনিত অহংকার। জাতিজনিত অভিমান, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

জাত্যভিমানী (-মানিন্)—উচ্চবংশে জন্মলাভ করায় অহংকৃত; জাত্যভিমান-বিশিষ্ট। জাত্যভিমান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মানিনী**।

জাত্যর্থ—জাতিগত বিশেষ গুণ (যথা, মানুষের জাত্যর্থ—'প্রাণিধর্ম' ও 'বিবেক-বুদ্ধি'); সামান্য অভিধান, যে অর্থে কোন কিছুর সাধারণ নাম ছাড়াও তাহার ধর্ম বা লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয় তাহা, connotation. জাতিগত অর্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [কপ্র। বি।

জাদ—বস্ত্র; ফিতা; রেশমী-ফিতা। প্রা

জাদা—১। পুত্র ('নবাব—')। বি; পুং। ২। জাত, জনিত। <ফা 'জাদহ্'। বিণ।

জাদী—১। পুত্রী, কন্যা ('শাহা—')। বি; স্ত্রী। ২। জাতা, জনিতা। <ফা 'জাদহ্' বিণ; স্ত্রী।

জাদু—১। ভেলকি, কুহক, মায়া; তুকতাক, বশীকরণ। ফা। বি। ২। শিশুর আদরের সম্বোধন। <প্রা 'জাদ'। বি।

জাদুকর—যাদুকর (তাহা দ্রঃ)।

জাদুঘর—যাদুঘর (তাহা দ্রঃ)।

জাদুমণি—যাদুমণি (তাহা দ্রঃ)।

জান—১। সর্বজ্ঞ; দৈবজ্ঞ; যে ভবিষ্যৎ

শুনিতে পারে। <'জ্ঞা'-ধাতু। ২। জীবন, প্রাণ; সংগীতে কোন রাগের বাদী স্বর। ফা। ৩। স্ত্রী, পত্নী। হি-মু। বি।

জানকী—সীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্নী। জনক+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জানকীনাথ, -পতি—রামচন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জানত—১। জ্ঞানতঃ, জ্ঞাতসারে, জানিয়া। বাংপ্র। অ। ২। জ্ঞাত, অবগত। বিণ। ৩। জানে। ("পাপ পরাণ মোর আন নাহি জানত"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

জানন—অবগত, পরিজ্ঞাত। প্রা কপ্র। বিণ।

জানপদ—১। গ্রাম্য; জনপদসম্বন্ধীয়। জনপদ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ২। গ্রামে বা দেশে উৎপন্ন; জনপদ হইতে আগত; দেশান্তরাগত; দেশস্থ; জনপদবাসী; মফস্বলের লোক। জনপদ+অণ্ ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী. -দী। ৩। জনপদ, দেশ। জনপদ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

জানবাচ্চা—পুত্রকলত্র, স্ত্রীপুত্র। (ফা) জান ও (হি) বাচ্চা, দ্বন্দ্ব। বি।

জানলু—জানিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

জানসি—জান, অবগত আছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

জানা—১। অবগত, জ্ঞাত। বিণ। ২। বিদিত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া; টের পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৩। মাহিষ্যজাতির পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

জানাজানি—অনেকের মধ্যে প্রকাশ, পরস্পরের নিকট হইতে জানা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

জানানা, জেনানা—১। স্ত্রীজাতি; অবরোধপ্রথা। বি। ২। স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত; পর্দানশিন ('— সওয়ারী')। <ফা 'জন্নানহ্'। বিণ।

জানানো—১। অবগত করানো। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। সংবাদজ্ঞাপন। জানা+নো ভাব। বাংপ্র। বি।

জানালা, জানলা—বাতায়ন, গবাক্ষ। <পো 'janella'. বি।

জানাশুনা—পরিচিত; আলাপ-পরিচয়; অভিজ্ঞতা। বাংপ্র। বিণ বা বি।

জানি—১। অবগত আছি; পরিচিত আছি। বাংপ্র। ক্রি। ২। যদি; পাছে; যেন। প্রা কপ্র। অ। ৩। (বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে) স্ত্রী, পত্নী ('যুবজানি')। 'জায়া'-শব্দস্থানে আদেশ।

জানিত—পরিচিত; জ্ঞাত। বাংপ্র। বিণ।

জানু—হাঁটু, উরুসন্ধি। জন্+ঞুণ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

জানুগতি—১। হামাগুড়ি, হাঁটুর উপর ভর দিয়া গমন। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী। ২। হাঁটুর ভরে যাইয়া, হামাগুড়ি দিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

জানুচঙ্ক্রমণ—হামাগুড়ি। ৩য়াতৎ। বি.; ক্লী।

জানুফলক, -মণ্ডল—হাঁটুর মালুই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জানুয়ারি, জানুআরি—ইংরেজী বৎসরের প্রথম মাস। <ইং 'January'. বি।

জানুসন্ধি—হাঁটুর জোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জানোয়ার—১। পশু, জন্তু। <ফা 'জানবর্'। বি। ২। (লাক্ষণিক অর্থে) অজ্ঞ, পশুর মত মূর্খ। বাংপ্র। বিণ।

জান্তব—প্রাণিজাত; জন্তু-সম্বন্ধীয়। জন্তু+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী. **-বী**।

জান্তা—যে জানে, অভিজ্ঞ ('সব—')। হি-মু। বিণ।

জান্নাত—স্বর্গ, বেহেশ্ত। আ। বি।

জাপ—১। মন্ত্রোচ্চারণ, মন্ত্র জপ। জপ্+ঘঞ্ ভাব। ২। জপকর্তা। জপ্+ণ কর্তৃ, বা জপ্+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং বা বিণ। ৩। জাপানবাসী; জাপানদেশীয়। বৈদে। বিণ। [স্ত্রী. **-পিকা**।

জাপক—জপকারী। জপ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

জাপটাজাপটি—পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

জাপটানো—জড়াইয়া ধরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জাপন—১। নিরসন, প্রত্যাখ্যান; নিবর্তন; বশীকরণ; জয় করানো। জি+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। জপ করানো। জপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জাফরান—কুঙ্কুম, কাশ্মীর ইঃ দেশজাত একপ্রকার ফুলের কেশর। আ। বি।

জাফরি—ফাঁকবুননযুক্ত বেড়া, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত বেড়া। আ। বি।

জাব—১। গরুর খাবার জন্য কাটা খড়। বি। ২। সম্পূর্ণ সিক্ত। <যবস। বিণ।

জাবড়া—সৌষ্ঠবহীন, অপরিষ্কৃত; অত্যধিক ভিজা ("ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়া।" — কৃত্তি)। বাংপ্র। বিণ।

জাবড়ানো—জলে ডুবাইয়া ধরা, চুবানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জাবড়ীবুড়ী—সিঁদুর কড়ি ইঃ দেওয়া গরুর মাথার হাড় (আঁতুড় ঘরের পিছনে বা নিকটে রাখা হয়)। বাংপ্র। বি।

জাবনা—গরুর খাইবার জন্য কাটা খড়। <যবস। বি।

জাবর—রোমন্থন, চর্বিত-চর্বণ। বাংপ্র। বি। **জাবর কাটা**—চর্বিত চর্বণ করা, রোমন্থন করা; (লক্ষ্যার্থে) আলোচিত বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনা করা।

জাবেদা, জাবদা—বিচারপদ্ধতি; বিচারপতির আদেশ; বাঙ্গালা হিসাবের পাকা খাতা। <আ 'জাবিতহ্'। বি। **জাবেদা নকল**—আদালতের মোহরযুক্ত নকল, certified copy.

জাবেদাখাতা, -বহি—মহাজনের দৈনিক হিসাব-বহি। বাংপ্র। বি।

জাম—১। ফল বা গাছ বিঃ। <জম্বু। বি। ২। চাপ লাগিয়া বা মরিচা পড়িয়া দৃঢ়ভাবে লগ্ন ('কপাট — হওয়া')। বাংপ্র। বিণ। ৩। মরিচা, জং। ফা-মু। বি।

জামড়া—দরকচা; দেঁচড়া, ঘষটানির দাগ। বাংপ্র। বি।

জামদগ্ন্য—পরশুরাম। জমদগ্নি+যঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

জামদানি—তাঁতে প্রস্তুত ফুলতোলা শাড়ি। ফা। বি।

জামবাটি—কাঁসার বড় বাটি। বাংপ্র। বি।

জামরুল—রসবহুল একপ্রকার ফল ও তাহার গাছ। বাংপ্র। বি।

জামা—কোট শার্ট পাঞ্জাবি প্রঃ। <ফা 'জামহ্'। বি।

জামাই—কন্যার পতি। <জামাতৃ। বি।

জামাই-ষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথি (আচারবশতঃ এই দিন জামাইকে নিমন্ত্রণাদি করা হয়)। বাংপ্র। বি।

জামাজোড়া—পরিপাটি জামাকাপড়; জামা ও তাহার উপর শালের জোড়া। বাংপ্র। বি।

জামাতা (জামাতৃ)—কন্যার স্বামী, জামাই; স্বামী। জায়া—মা+তৃচ্ কর্তৃবা। বি; পুং।

জামানত—মুচলেকা, প্রতিভূ; জামিনস্বরূপ গচ্ছিত অর্থাদি। আ। বি।

জামাল—রূপ। আ-মু। বি।

জামি, জামী—ভগিনী, বোন; কন্যা, দুহিতা; পুত্রবধূ; পতিব্রতা স্ত্রী। জন্+মি কর্তৃ; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জামিত্র—(জ্যোতিষ) বিবাহাদি কর্মের সময় লগ্নের সপ্তম লগ্ন। জামি—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

জামিত্রবেধ—পাপগ্রহ হইতে সপ্তম স্থানস্থ চন্দ্ররূপ দোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জামিন—অপরের জন্য দায়ী বা প্রতিভূ; জামিনস্বরূপ গচ্ছিত অর্থাদি। আ। বিণ বা বি।

জামিনদার—যে অপরের জন্য জামিন হয় বা দেয়। (আ) জামিন+(ফা)দার। বি।

জামিনদারি—জামিন দেওয়া, মুচলেকা দেওয়া। জামিনদার (আ)+ই কর্মার্থে। বি।

জামিননামা—জামিন রাখিবার সর্তসূচক পত্র। জামিন (আ)+নামা লিপি অর্থে। বি।

জামিয়ার—সমস্ত জমিতে নকশাযুক্ত শাল বিঃ। <ফা 'জামাহ্‌বার'। বি।

জাম্বির—গোঁড়া লেবু। < জম্বীর। বি।

জাম্ভুরো—হাত বা পায়ের তলায় কড়া; কাঁচা অবস্থায় আঘাত পাওয়ায় ফলাদির কঠিনত্ব। বাংপ্র। বি।

জাম্ববান্ (-বৎ), জাম্বুবান্ (-বৎ)—ভল্লুক বিঃ; ঋক্ষরাজ, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। জাম্ব, জাম্বু+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

জাম্বীর—জম্বীরজাত। জম্বীর+অণ্। বিণ।

জায়—বিবরণ, তালিকা, ফর্দ; চালান, মূল্যসহ দ্রব্যাদির তালিকা (বিক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্ত), invoice. ফা। বি।

জায়গা—স্থান, ভূমি; ক্ষেত্র; আধার; পরিবর্ত, বদল। ফা। বি।

জায়গির—পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত, নিষ্কর ভূসম্পত্তি। < ফা 'জাগীর'। বি।

জায়গিরদার—জায়গিরের অধিকারী, জায়গিরের মালিক। জায়গির+দার মালিক অর্থে। ফা-মু। বি।

জায়দাদ—সম্পত্তি, কোন কার্যের ব্যয়-নির্বাহার্থ ভূমিসম্পত্তির দান। ফা। বি।

জায়ফল—পঞ্চকষায়ের অন্তর্গত বীজ বিঃ, nutmeg. < জাতীফল। বি।

জায়মান—যে জন্মিতেছে এরূপ, উৎপদ্যমান। জন্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

জায়া—স্ত্রী, ভার্যা, পত্নী। জন্+যক্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

জায়াজীব—নট; বেশ্যাপতি। জায়া (পত্নী দ্বারা)—জীব্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

জায়ানুজীবী (-বিন্)—নট; বেশ্যাপতি; দরিদ্র; বকপক্ষী। জায়া—অনু—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

জায়াপতি—স্ত্রীপুরুষ; দম্পতি। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

জায়ু—ঔষধ, ভেষজ। জি+উণ্ কর্তৃ, যাহা রোগ জয় করে। বি; পুং।

জার—উপপতি। জৄ+ণিচ্ (লুক)+ঘঞ্ কর্তৃ, যে পতিপ্রেম জারিত বা বিনষ্ট করে। বি; পুং।

জারক—হজমী, জীর্ণকারী, পরিপাচক; অম্লজানযুক্তকারী, oxidising; কিণ্বসত্ব, enzyme. জৄ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জারিকা**। **জারক শিখা**—(পদার্থবিদ্যা) যে দীপশিখা কোন পদার্থকে দগ্ধ করিয়া অম্লজানযুক্ত (oxide) করিতে পারে তাহা, oxidising flame.

জারজ—বেজন্মা; উপপতিজাত পুত্র। উপতৎ; জার—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

জারজাত—উপপতি হইতে উৎপন্ন, জারজ। [স্ত্রীতৎ। বিণ।

জারজাতক—জারজাত, জারজ; বেজন্মা। জারজাত+কন্ স্বার্থে। বিণ।

জারণ—১। জীর্ণ করা, পরিপাক করা; জরানো; লৌহাদি ধাতু পুনঃপুনঃ দগ্ধ করিয়া ভস্ম করা। জৄ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। জীর্ণকারক। জৄ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

জারল—১। দগ্ধ। বিণ। ২। দগ্ধ করিল। [প্রা কপ্র। ক্রি।

জারা—১। জীর্ণ করা, পরিপাক করা; লৌহাদি ধাতু ভস্ম করা; দগ্ধ করা। বাংপ্র। ২। প্রজ্বলিত করা; দগ্ধ করা। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জারি, জারী—ওষধি বিঃ, জাড়ী। জৄ+ণিচ্+ইঙ্ করণ, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জারি—১। জাঁক, বড়াই, গর্ব, অহংকার, দেমাক। বাংপ্র। ২। প্রচার, প্রকাশ; মুসলিম লোকসংগীত বিঃ; কার্যে পরিণতি, প্রবর্তন। আ। বি।

জারী—১। প্রচারিত, প্রকাশিত; পরিণত; প্রবর্তিত। আ। বিণ। ২। জর্জরিত করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

জারিজুরি—বাহাদুরি, প্রভাব; দম্ভ। আ-মু। বি।

জারিত—যাহা হজম করা হইয়াছে, জীর্ণীকৃত; ভস্মীকৃত ('—লৌহাদি')। জৄ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

জারী—'জারি' দ্রঃ।

জারুল—গাছ বিঃ বা তাহার কাঠ। বাংপ্র। বি।

জাল—১। জানালার ফাঁক, গবাক্ষের ছিদ্র। জল্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। মাছ বা পশুপাখি আটকাইবার জন্য সুতা প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত ফাঁদ; কিছু ধরিবার বা ধরিয়া রাখিবার জন্য সূত্রবৎ পদার্থে নির্মিত ফাঁকযুক্ত বস্তুমাত্র ('খোঁপার —', 'মাকড়সার —')। জলে নিক্ষেপ করা হয় এই অর্থে জল+অণ্। **জাল গুটানো**—জালে যাহা পড়িয়াছে তাহা টানিয়া সংগ্রহ করা; যাহা ছড়াইয়া আছে তাহা সংগ্রহ করা; কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করা; কাজ হাসিল করিয়া পালানো। ৩। রথাদির আবরণ বিঃ; গবাক্ষ, জানালা। বি; পুং বা ক্লী। ৪। সমূহ; ইন্দ্রজাল; ছল, কপট; প্রতারণা; দম্ভ; পুষ্পকলিকা, কোরক; ক্ষুদ্রফল। জল্+ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী। ৫। কৃত্রিম, মিথ্যা; নকল; ছদ্মবেশী, কপট; নকল বস্তু তৈরি করণ। আ। বিণ বা বি। **জাল করা**—প্রতারণার উদ্দেশ্যে নকল করা বা গড়া।

জালক—১। অস্ফুট পুষ্প, কলিকা; জাল; কৈশিক নাড়ি, capillary; ভূষণ বিঃ; দম্ভ; ছোট কুমড়া ইঃ; কুলায়; কচি ফল; মোচা। বি; ক্লী। ২। জানালা, গবাক্ষ। জাল+কন্ তুল্যার্থে। বি; পুং।

জালকা—(জীববিদ্যা) জীবদেহের সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার সংযোজক কোষ, capillaries. জাল+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

জালকারক—১। মাকড়সা; ধীবর, জেলে। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জালকারী, জালিয়াত। বাংপ্র। বিণ।

জালকীট—মাকড়সা। মধ্যপ কর্মধা। [বি; পুং।

জাল-ছেঁড়া—জাল ছিঁড়িয়াছে এমন। উপতৎ। বাংপ্র। বিণ। **জাল-ছেঁড়া পলো-ভাঙ্গা**—সংসারের নানা অভিজ্ঞতায় যাহার মন খুব শক্ত হইয়াছে এমন; যে কোন ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকিতে চায় না এমন।

জালজীবী (-জীবিন্)—ধীবর, জেলে। উপতৎ; জাল—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

জালতি—গরুর মুখের জাল; আম প্রঃ পাড়িবার জন্য জাল-ঘেরা পাত্র, ছোট জাল; জানালা ইঃতে দিবার জাল, netting. বাংপ্র। বি।

জালমা—বাতায়ন, জানালা (তাহা দ্রঃ)। বি।

জালপাদ—যাহার পায়ের আঙুল চামড়া দিয়া পরস্পরের সহিত জোড়া এমন, লিপ্তপাদ (হাঁস প্রঃ প্রাণী), web-footed. জালবৎ পাদ যাহার, বহু। বিণ।

জালবাজ—নকল করিতে নিপুণ; জাল করিতে দক্ষ; প্রতারক। জাল+বাজ নিপুণার্থে। আ-মু। বিণ।

জালশিরা—(উদ্ভিদতত্ত্ব) আম কাঁটাল প্রঃর পাতার শিরা ও উপশিরাগুলি মিলিয়া যেরূপ জালের আকৃতি ধারণ করে তাহা, reticulate venation. জালাকৃতি শিরা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জালসাজ—ছদ্মবেশী; কপট, ভণ্ড। বহু। বাংপ্র। বিণ।

জালা—অলিঞ্জর, জল রাখিবার বড় পাত্র বিঃ। < আ 'জর্‌রহ্'। বি।

জালাক্ষ—জানালা। বি; পুং।

জালাতন—১। জ্বালাতন, উৎপাত; বিরক্ত করা। বি। ২। বিরক্ত, উত্ত্যক্ত। বাংপ্র। বিণ।

জালানি—জ্বালানি (তাহা দ্রঃ)।

জালানে—জ্বালানে (তাহা দ্রঃ)।

জালালী—শাহ্ জালালের সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ফকির। আ-মু। বি বা বিণ।

জালি—১। নরম, অপরিপুষ্ট (ফল প্রঃ)। বাংপ্র। বিণ। ২। ছোট জাল; কচি ফল। জাল+ই ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

জালিক—১। ব্যাধ; মাকড়সা; ধীবর, জেলে; মর্কট। বি; পুং। স্ত্রী, **-কী**। ২। কপটকারক, জালকারী, জালিয়াত, প্রতারক। জাল+ইক জীবনধারণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জালিনী—ঝিঙা ; চিত্রশালা। জাল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জালিবোট—জাহাজের সঙ্গে যে ছোট নৌকা বাঁধা থাকে। < ইং 'jollyboat'. বি।

জালিয়াত—যে কৃত্রিম টাকা নোট প্রঃ তৈয়ার করে এমন ; কৃত্রিম খতলেখক ; যে জাল করে। <আ 'জালয়াত'। বি বা বিণ।

জালিয়াতি—জালিয়াতের বৃত্তি, জাল করা। জালিয়াত+ই কর্মার্থে। আ-মু। বি।

জালী—ছোট কুমড়া প্রঃ ; ঝিঙা ; জাড়ী ওষধি। জল্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জাল্ম—১। মূর্খ ; দুর্বৃত্ত ; জড়। বিণ। ২। ইতর লোক ; মূর্খ ব্যক্তি ; দুষ্ট লোক। জল+মক্ কর্তৃ। বি ; পুং।

জাসুস—১। ধূর্ত ; অগ্রগণ্য। বিণ। ২। সর্দার ; গুপ্তচর ; প্রতারক। < আ 'জাসুস্'। বি।

জাস্তি—অধিক, অতিরিক্ত, জেয়াদা। < আ 'জিয়াদৎ'। বিণ।

জাহাজ—অর্ণবযান, অর্ণবপোত। আ। বি। **বিদ্যার জাহাজ**—মহা বিদ্বান্।

জাহাজী—১। জাহাজের লোক ; জাহাজের শ্রমিক কর্মচারী প্রঃ ; জাহাজের জিনিস। বি। ২। জাহাজের ; জাহাজ-সম্বন্ধীয়। জাহাজ+ঈ। আ-মু। বিণ।

জাহান্নম—নরক, নিরয় ; অধঃপাত। <আ 'জহন্নম'। বি।

জাহাঁপনা—জাঁহাপনা (তাহা দ্রঃ)।

জাহাঁবাজ—বহুদর্শী ; (নিন্দায়) ঝানু ; কুটবুদ্ধি। < ফা 'জান-বাজ'। বিণ।

জাহির—১। প্রকাশ ; প্রচার। বি। ২। অবতীর্ণ ; প্রকাশিত ; আবির্ভূত ; প্রসিদ্ধ। আ। বিণ।

জাহ্নবী—জহ্নুকন্যা, গঙ্গা। জহ্নু+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জি—১। রসনা, জিভ ("প্রকার শুনিয়া ধনি দন্তে কাটে জি"—রামপ্রসাদ)। < জিহ্বা। বি। ২। প্রাণধারণ করি, বাঁচি। প্রা কপ্র। ক্রি। ৩। মহাশয়, প্রভু। হি। অ।

জিউ—প্রাণ, জীবন ; ঠাকুর। <জীব। বি।

জিউজি—এক ধরনের গাছ (আঠার জন্য খ্যাত)। বাংপ্র। বি।

জিওল—গাছ বিঃ ; কচ্ছপাদি ; কই মাগুরাদি মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

জিগানো—জিজ্ঞাসা করা। প্রাদে। ক্রি।

জিগির—সমবেতকণ্ঠে প্রচার বা আন্দোলন ; জোর, নির্বন্ধ, emphasis ; পরমার্থবিষয়ক গান ; সাহস ; আগ্রহাতিশয্য। < ফা 'জিগর্'। বি। **জিগির তোলা**—বিশেষ আন্দোলন করিয়া রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করা।

জিগীষা—জয় করিবার ইচ্ছা, জয়েচ্ছা ; উত্তম ; প্রকর্ষ। জি+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জিগীষু—জয়লাভে ইচ্ছুক, জয়েচ্ছু ; উৎকর্ষ-লাভেচ্ছু ; উদ্যমশালী। জি+সন্ ইচ্ছার্থে +উ কর্তৃ। বিণ।

জিঘাংসা—হত্যা করিবার ইচ্ছা, বধচেষ্টা। হন্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ—**জিঘাংসক, জিঘাংসু**।

জিঘাংসু—হত্যা করিতে ইচ্ছুক। হন্+ সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃবা। বিণ।

জিঘৃক্ষু—গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। গ্রহ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ। বিণ। বি, **-ক্ষা**।

জিজিয়া—মুসলমান শাসক কর্তৃক অ-মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত কর। < আ 'জিজ্ইয়হ্'। বি।

জিজীবিষা—বাঁচিবার জন্য ইচ্ছা। জীব্ +সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জিজীবিষু—বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক। জীব্ +সন্+উ কর্তৃ। বিণ।

জিজ্ঞাসক—যে জিজ্ঞাসা করে এমন, প্রশ্ন-কারী। সনন্ত জ্ঞা+ণক কর্তৃ। বিণ।

জিজ্ঞাসা—জানিতে ইচ্ছা, প্রশ্ন ; অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জিজ্ঞাসাবাদ—প্রশ্ন ও কথাবার্তা, প্রশ্নাদি ও আলাপ করা। জিজ্ঞাসাপূর্ব বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জিজ্ঞাসিত—যে বিষয়ে বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে এরূপ, পৃষ্ট। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+ক্ত কর্ম। বিণ।

জিজ্ঞাসু—জানিতে ইচ্ছুক। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

জিজ্ঞাস্য—জিজ্ঞাসার যোগ্য, প্রষ্টব্য ; জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত, অনুসন্ধেয়। জ্ঞা+সন্ ইচ্ছার্থে+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

জিঞ্জির—শিকল, শৃঙ্খল ; দ্বীপান্তর। <ফা 'জন্জীর'। বি।

জিৎ—যে জয় করিয়াছে এমন (অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, ইন্দ্রজিৎ)। জি+ কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

জিত—১। পরাজিত, আয়ত্তীকৃত ; বশীকৃত ; জয়লব্ধ। জি+ক্ত কর্মবা। বিণ। ২। (উচ্চারণ জিত্) জয় ('হার—')। জি+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী অথবা বাংপ্র।

জিতক্রোধ—যে ক্রোধকে জয় করিয়াছে এমন, ক্রোধজয়ী, কোপশূন্য ; শান্ত। জিত হইয়াছে ক্রোধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতশত্রু—যে শত্রুকে পরাজিত করিয়াছে এরূপ, বিজয়ী। জিত (পরাজিত) শত্রু যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতা—১। জয় করা, পরাভূত করা ; শান্ত করা ; লাভ করা। বাংপ্র। ক্রি [, খি, বিণ]। ২। পরাভূতা, পরাজিতা, বশীকৃতা। জিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জিতাক্ষর—উত্তম লেখক ; পাঠবিষয়ে পটু, যে অক্ষর দেখিয়া উত্তমরূপে পড়িতে পারে এরূপ। জিত অক্ষর যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতাত্মা (-ত্মন্)—যিনি নিজ প্রবৃত্তিকে বশে আনিয়াছেন এমন, আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়। জিত (বশীকৃত) আত্মা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতানো—জয় করানো ; লাভ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জিতারি—১। শত্রুজয়ী ; যিনি কাম-ক্রোধাদি রিপু জয় করিয়াছেন এমন। বিণ। ২। বুদ্ধ। জিত (পরাজিত) অরি যৎকর্তৃক, বহু। বি ; পুং।

জিতাষ্টমী, জীতাষ্টমী—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথি [ইহাতে স্ত্রীলোকগণ পুত্রের সৌভাগ্য-কামনায় প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া প্রদোষসময়ে রাজা শালিবাহনের পুত্র জীমূতবাহনের পূজা করিয়া থাকেন। যে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অষ্টমী, সেই দিনই এই ব্রত করিতে হয়। যদি দুই দিন ঐরূপ অষ্টমী থাকে, তাহা হইলে শেষ দিনে কর্তব্য। যদি কোন দিনে প্রদোষ না পায়, যে দিন উদয় পাইবে, সেই দিনেই কর্তব্য]। বি ; স্ত্রী।

জিতেন্দ্রিয়—১। ইন্দ্রিয়জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় বশ করিয়াছে এরূপ, বশী। বিণ। ২। তপস্বী। জিত (পরাজিত, বশীকৃত) ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহু। বি ; পুং।

জিতেন্দ্রিয়তা—ইন্দ্রিয় জয় করা, কাম-ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া রাখা। জিতেন্দ্রিয়+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

জিত্য—বড় লাঙ্গল, বৃহৎ হল। জি+ক্যপ্ কর্ম। বি ; পুং।

জিত্যা—বড় লাঙ্গলফলা ; কৃষিভূমি সমতল করিবার নিমিত্ত যন্ত্র বিঃ, মই। জি+ক্যপ্ কর্ম, করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জিদ, জেদ—রোখ, গোঁ ; (সাধারণতঃ অন্যায় বিষয়ে) দৃঢ়সংকল্প ; ঝোঁক। < আ 'জিদ্দ'। বি।

জিদাজিদি—'জেদাজেদি' দ্রঃ।

জিদী, জেদী—একগুঁয়ে, একরোখা ; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জিদ, জেদ+ঈ আছে অর্থে। আ-মু। বিণ।

জিন—১। ঘোড়ার পিঠের চর্মাসন। <ফা 'জীন'। বি। ২। বিষ্ণু ; বর্ধমান মহাবীর। বি ; পুং। ৩। জয়শীল, জয়ী। জি+নক্ কর্তৃবা। বিণ। ৪। দৈত্য ; উপদেবতা। আ। ৫। মোটা সুতার ঠাস-বুনানি কাপড় বিঃ। <ইং 'jean'. বি।

জিমা—জয় করা, পরাভূত করা। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জিনিস—দ্রব্য, বস্তু, পদার্থ। <আ 'জিন্‌স্'। বি।

জিনিসপত্র, -পাতি—নানাপ্রকার বস্তু, দ্রব্যসামগ্রী। বাংপ্র। বি।

জিন্দা—জীবিত ; জীবন্ত। ফা। বিণ।

জিন্দাবাদ—দীর্ঘজীবী হউক ('ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ'—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক)। ফা-মু। অ।

জিন্দিগি—প্রাণ, জীবন ; জীবনকাল। <ফা 'জিন্দ্‌গী'। বি। [বি।

জিন্দিগিভোর—সারাজীবন। ফা-মু।

জিব, জিভ—জিহ্বা, রসনা। <জিহ্বা। বি। **জিব, জিভ কাটা**—লজ্জিত বা অপ্রতিভ হইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া দাঁতে চাপিয়া ধরা। **জিব, জিভ বাহির হইয়া পড়া**—গলা টিপিলে জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইতে (লক্ষ্যার্থে) কঠিন কার্য সম্পাদনে প্রাণান্তকর ক্লেশ পাওয়া।

জিবছোলা—জিব চাঁচিয়া পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত পাতলা পাত। জিব—ছুল্ + আ করণ। বাংপ্র। বি।

জিবা, জিবে—জিবের মত, জিবের ন্যায় লম্বা ও চেপটা ('—গজা')। বাংপ্র। বিণ।

জিমন্যাস্টিক—ব্যায়াম ; নানারূপ শারীরিক কৌশল। <ইং 'gymnastics'. বি।

জিমু—জীবনধারণ করিব ; বাঁচিব। প্রা কপ্র। ক্রি। [আ। বি।

জিম্মা—দায়িত্ব ; ন্যাস ; গচ্ছিত রাখা।

জিম্মাদার—যাহার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখা যায়, ন্যাসরক্ষক। (আ) জিম্মা + (ফা) দার। বি। [বাংপ্র। বিণ।

জিয়ন্ত—জীবন্ত, সজীব। জি + অন্ত কর্তৃ।

জিয়ল—যাহা জীয়াইয়া রাখা যায় এরূপ মৎস্য ; কচ্ছপ ; মৎস্য বিঃ ; বৃক্ষ বিঃ। বাংপ্র। বি। [আ। বিণ।

জিয়াদা—জেয়াদা, অধিক, অতিরিক্ত।

জিয়ানো, জীয়ানো—১। যাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে এমন ('— মাছ')। বিণ। **২**। বাঁচাইয়া তোলা ; বাঁচাইয়া রাখা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

জিয়াপুত, জিয়াপোতা—একরকমের ঔষধের গাছ ; জীবপুত্র। বাংপ্র। বি।

জিয়াপুতী—যে নারী তাহার সব ছেলেকেই জীবিত রাখিয়া মারা যায়। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

জিয়াইব—বাঁচাইব। প্রা কপ্র। ক্রি।

জিয়াইবি, জিয়াওবি—বাঁচাইবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

জিয়ারত—তীর্থস্থানের মন্দির সমাধি প্রঃ দর্শন ও প্রদক্ষিণ করা। আ। বি।

জিরজির—শীর্ণতার ভাবপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

জিরা—রন্ধনের একপ্রকার মসলা। <জীরক। বি।

জিরান—অবসর, বিশ্রাম। জিরা + ন ভাব। বাংপ্র। বি।

জিরান-কাট—রস বাহির করিবার জন্য খেজুর গাছ একবার কাটিবার পর দুই-চারি দিন বন্ধ দিয়া পুনরায় কাটা। জিরানের পর কাট, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জিরানো, জিরনো—পরিশ্রমের পর শ্রান্তি দূর করা, বিশ্রাম করা। <আ 'জিরিয়ান'। ক্রি [, বিণ]।

জিরাফ—দীর্ঘগ্রীব আফ্রিকাবাসী জন্তু বিঃ। <ইং 'giraffe'. বি।

জিরেন—জিরান (তাহা দ্রঃ)।

জিরেন-কাট—জিরান-কাট (তাহা দ্রঃ)।

জিল—১। উজ্জ্বলতা, দীপ্তি ; তানপুরা বেহালাদি যন্ত্রের তার ; গুণ। <আ 'জল্লা'। **২**। তীক্ষ্ণস্বর, উচ্চস্বর। <'ঝিল্লী'। বি।

জিলা, জেলা—কয়েকটি মহকুমার সমষ্টি ; একজন ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীন অঞ্চল। <আ 'জিলুঅ'। বি।

জিলাপি, জিলিপি—একপ্রকার কুণ্ডলাকার মিষ্টান্ন। <হিং 'জলেবী'। বি। **জিলাপির প্যাঁচ**—কুটিলতা, অসরলভাব।

জিষ্ণু—১। জয়ী, জয়শীল। বিণ। **২**। বিষ্ণু ; সূর্য ; ইন্দ্র ; বসু ; অর্জুন। জি + গ্স্নু কর্তৃ, শীলার্থে। বি ; পুং।

জিহাদ—'জেহাদ' দ্রঃ।

জিহি—জিহ্বা, রসনা ("লক লক লক জিহি" —ভারত)। < 'জিহ্বা'। বি।

জিহীর্ষা—হরণ করিবার ইচ্ছা। সনন্ত হৃ + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

জিহীর্ষু—হরণ করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত হৃ + উ কর্তৃ। বিণ।

জিহ্বল—পেটুক, লোভী। বিণ।

জিহ্বা—জিভ, রসনেন্দ্রিয়। লিহ্ + ব করণ (নিপা) + আপ্। বি ; স্ত্রী।

জিহ্বাকণ্ডূয়ন—ঝগড়ার জন্য জিভ সুড়সুড় করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লীব।

জিহ্বাগ্র—জিভের ডগা। জিহ্বার অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জিহ্বানির্লেখন—জিভ আঁচড়ানো, জিভ চাঁচিয়া পরিষ্কার করা ; যাহা দ্বারা জিভ আঁচড়ানো যায়, জিভছোলা, চেঁচাড়ি প্রঃ। জিহ্বার নির্লেখন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জিহ্বাপ—১। জিহ্বা দ্বারা পানকারী। বিণ। **২**। কুকুর ; বাঘ ; বিড়াল ; ভল্লুক ; চিতাবাঘ। উপপতৎ ; জিহ্বা—পা + ক কর্তৃ। বি ; পুং।

জিহ্বাপরীক্ষা—জিহ্বার অবস্থানিরূপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জিহ্বামূল—জিভের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জিহ্বামূলীয়—১। জিহ্বামূলসংক্রান্ত ; জিহ্বামূল হইতে জাত। জিহ্বামূল + ঈয় ভবার্থে। বিণ। **২**। জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য বর্ণ, ক খ গ ঘ ঙ। বি ; পুং।

জিহ্বাস্তম্ভ—জিহ্বার জড়তা ; স্পষ্টরূপে বাক্যোচ্চারণ করিতে না পারা ; জিহ্বার পক্ষাঘাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জিহ্বাস্বাদ—জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ ; লেহন ; চাটা। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

জিহ্মগ—১। সর্প। বি ; পুং। **২**। বক্রগামী, মন্দগতি। উপপতৎ ; জিহ্ম (কুটিলভাবে)—গম্ + ড কর্তৃ। বিণ।

জী—১। জিউ, জীবন ; ঠাকুর। <জীব। **২**। প্রভু ; শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, মহাশয়, হুজুর ; সম্ভ্রমসূচক উত্তর বিঃ। হিং। অ।

জীউ—জিউ (তাহা দ্রঃ)।

জীব—১। জীবাত্মা, দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা, প্রাণী, জন্তু ; বৃহস্পতি ; কর্ণ। জীব্ + অচ্ কর্তৃ। **২**। বৃত্তি। জীবিকা, জীবনোপায়। জীব্ + ঘঞ্ করণ। **৩**। প্রাণধারণ, জীবনকাল, আয়ুঃ। জীব্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

জীবইতে—বাঁচিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

জীবক—১। সাপুড়ে, আহিতুণ্ডিক ; আশীর্বাদকারী ব্যক্তি ; অষ্টবর্গান্তর্গত ওষধি বিঃ। জীব্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বি ; পুং। **২**। সেবক, ভৃত্য ; বৃত্তিজীবী, সুদখোর ; ভিক্ষুক। জীব্ + ণক কর্তৃ। বিণ। **৩**। জীবের, জীবনের। প্রা কপ্র। বি।

জীবগতি—জীবের অবস্থা, ঐহিক ও পারত্রিক অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জীবজগৎ—প্রাণি-পূর্ণ পৃথিবী, মর্ত্যভুবন। জীবপূর্ণ জগৎ, মধ্যপ কর্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবজনি—(জীববিদ্যা) জীব হইতে জীবের উৎপত্তির প্রণালী, biogenesis. জীব হইতে জনি, ৫মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জীবজন্তু—প্রাণিসমূহ, জন্তু সকল। একার্থক পদদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

জীবৎ—যে বাঁচিয়া আছে এমন, জীবিত (বাঙ্গালায় কেবল সমাসে পূর্বপদরূপে প্রযুক্ত —জীবদ্দশা)। জীব্ + শতৃ কর্তৃ। বিণ।

জীবতত্ত্ব, -বিজ্ঞান, -বিদ্যা—প্রাণিবিদ্যা, যে শাস্ত্রে জীবের সৃষ্টি-রহস্য এবং জীব ও জীবনের ক্রমবিকাশ ইঃ আলোচিত হইয়াছে

তাহা ; biology. জীববিষয়ক তত্ত্ব, বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী, স্ত্রী।

জীবতত্ত্বজ্ঞ—প্রাণিবিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রাণিবিদ্যা যে ভালভাবে জানে এরূপ। উপতৎ ; জীবতত্ত্ব—জ্ঞা + ক কর্তৃবা। বিণ।

জীবতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—জীবতত্ত্বজ্ঞ, প্রাণিবিদ্যায় অভিজ্ঞ। উপতৎ ; জীবতত্ত্ব—বিদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

জীবতত্ত্ববিদ্যা—প্রাণিবিজ্ঞানশাস্ত্র, যে শাস্ত্রপাঠে প্রাণীদের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

জীবৎকাল—জীবনকাল, আয়ুষ্কাল। জীবতের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবৎমান—জীবিত, প্রাণে প্রাণে বর্তমান, জীবন্ত। বাংপ্র। বিণ।

জীবৎমানে—প্রাণ থাকিতে, জীবদ্দশায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

জীবতারা—জীবনরূপ তারকা, জীবন ("প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে" —মাইকেল)। জীবরূপ তারা, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

জীবদ—১। জীবনদাতা। বিণ। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক। উপতৎ ; জীব—দা + ক কর্তৃ। ৩। শত্রু। জীব—দো + ক কর্তৃ। বি ; পুং।

জীবদ্দশা—জীবনকাল ; যাবৎ প্রাণধারণ করা যায়। জীবৎ (প্রাণযুক্ত) দশা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

জীবভর্তৃ(র্ত্তৃ)কা—সধবা, জীবপতি। জীবৎ ভর্তা যাহার, বহু + ক সমাসান্ত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জীবধন—গৃহপালিত পশুরূপ সম্পদ ; livestock. কর্মধা। বি ; ক্লী।

জীবধর্মা (-ধর্মন্), **-ধর্ম্মা** (-ধর্ম্মন্)—প্রাণিধর্ম-বিশিষ্ট, জীবের বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত ("তাহারাও এককালে আমাদের মত 'জীবধর্মা' ছিল"—রামেন্দ্রসুন্দর)। জীবের ধর্মই ধর্ম যাহার, বহু (অনিচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

জীবন—১। প্রাণ ; জীবিতকাল ; বৃত্তি ও জীবিকা ; জল ; মজ্জা। জীব্ + অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ২। প্রাণধারণ। জীব্ + অনট্ ভাব। ৩। পুত্র ; বায়ু ; (জীবস্রষ্টা বলিয়া) পরমেশ্বর ; জীবকনামক ওষধি। জীব্ + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বি ; পুং।

জীবনচক্র—বারবার জীবনগ্রহণ বা জন্মপরিগ্রহের ধারা ; life cycle. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবনচরিত—জীবনী, কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীবিষয়ক পুস্তক, biography. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবনবল্লভ—প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র, প্রাণপ্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জীবনবিন্দু—জীবনীশক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ ("বৃক্ষ, মৃত্যুর আগমনে 'জীবনবিন্দু' বীজে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল"—জগদীশ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবনবিমা, -বীমা—কোন কোম্পানীর নিকট কিস্তিমত টাকা দেওয়ার ফলে নির্দিষ্টকাল অন্তে অথবা মৃত্যুর পর এককালীন কিছু টাকা পাওয়ার চুক্তি, life insurance. ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

জীবনবৃত্তান্ত—জীবনী, জীবনচরিত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবনযাত্রা—প্রাণধারণ, জীবন কাটানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জীবনযাত্রা-নির্বা(র্ব্বা)হ—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা, জীবিকাদ্বারা বাঁচিয়া থাকা। জীবনযাত্রার নিবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবনলাভ—পুনর্জীবনপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবনসংগ্রাম—বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ ও প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম পূর্বক জীবনধারণ। জীবন-নিমিত্তক সংগ্রাম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জীবনসঙ্গিনী—সারা জীবনের সহচরী ; সহধর্মিণী, পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

জীবনসঞ্চার—প্রাণদান ; জীবনলাভ ('মৃতদেহে —')। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবনসহচর—চিরজীবনের সঙ্গী, সমগ্র-জীবনকালের মধ্যে যে কখনও সঙ্গত্যাগ করে না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

জীবনসাধন—শস্য ; জীবনধারণের উপায়। জীবনের সাধন (উপায়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবনহেতু—বিদ্যা শিল্প ভৃতি সেবা গোরক্ষ বিপণি কৃষি বৃত্তি ভিক্ষা ও কুসীদ—এই দশপ্রকার জীবনোপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবনাঘাত—বিষ। জীবনের আঘাত যদ্দ্বারা, বহু। বি ; পুং।

জীবনান্ত—প্রাণান্ত, মৃত্যু। জীবনের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবনাশ—১। প্রাণসংহার ; প্রাণিবধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। প্রাণসংহারক, প্রাণনাশক। জীবনের নাশ যাহা হইতে, বহু। ৩। জীবনে আস্থাসম্পন্ন ; বাঁচিবার আশাযুক্ত। জীবনে আশা যাহার, বহু। বিণ।

জীবনী—১। জীবন-কথা ; জীবন-চরিত। বাংপ্র। বি। ২। যদ্দ্বারা জীবিত থাকা যায় ; জীবনসঞ্চারিণী, জীবনদায়িকা ('—শক্তি')। জীব্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। জয়ন্তীবৃক্ষ ; কাকোলী ; স্বর্ণ-হরীতকী বিঃ ; শমী, শাঁইগাছ ; গুড়ূচী, গুলঞ্চ ; বন্দা ; মেদা ; মহামেদা ; যূথী। বি ; স্ত্রী।

জীবনীয়—১। মানুষের বাঁচিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ; জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহ, necessaries ; জল। জীবন + ঈয় প্রয়োজনার্থে। বি ; ক্লী। ২। জীবনধারণের উপায় ; বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে আবশ্যক। জীব্ + অনীয় করণ। বিণ।

জীবনীশক্তি—বাঁচিয়া থাকার শক্তি, যে শক্তি দ্বারা জীবগণ বাঁচিয়া থাকে তাহা, vitality. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

জীবনোচ্ছ্বাস—প্রাণশক্তির উদ্বেল অবস্থা ("কোথায় সেই বসন্তের 'জীবনোচ্ছ্বাস' ?" —জগদীশ)। জীবনের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবনোপায়—বাঁচিয়া থাকিবার উপায়, জীবিকা, যাহা দ্বারা জীবনধারণ করা যায়। জীবনের উপায়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবন্ত—১। সজীব, প্রাণবিশিষ্ট ; খুব স্পষ্ট, একান্ত পরিস্ফুট ; যাহা অগ্নিবর্ষণে সমর্থ এরূপ ('— আগ্নেয়গিরি'), active. জীব্ + অন্ত (ঝচ্ অথবা বাং) কর্তৃ। বিণ। ২। প্রাণ ; ঔষধ। জীব্ + অন্ত (ঝচ্) করণ। বি ; পুং।

জীবন্তী—মধুস্রবা ; শমী, গুড়ূচী ; বন্দা ; হরীতকী। জীব্ + অন্ত (ঝচ্) কর্তৃ, করণ + ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

জীবন্মুক্ত—জীবিতাবস্থায়ই মায়ার বন্ধন হইতে যে মুক্তিলাভ করিয়াছে এমন, তত্ত্বজ্ঞানী ('—জীব')। জীবৎ অথচ মুক্ত (ত্যক্ত-সংসার), কর্মধা। বিণ।

জীবন্মুক্তি—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবিতাবস্থায়ই সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ, জীবের কর্তৃত্বাদি অভিমান হইতে মুক্তি। জীবতের মুক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জীবন্মৃত—জীয়ন্তে মরা, জীবিতাবস্থায় মৃতকল্প ; নির্জীব ; মনমরা ; নিতান্ত অবসন্ন। নিরুপায়। জীবৎ অথচ মৃত, কর্মধা। বিণ।

জীবন্যাস—প্রাণপ্রতিষ্ঠা ; প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবপতি—যে নারীর স্বামী জীবিত আছে, জীবদ্ভর্তৃকা, সধবা। জীব (জীবিত) পতি যাহার, বহু। বি বা বিণ ; স্ত্রী (পক্ষে 'জীবপত্নী'-শব্দও হয়)।

জীবপ্রাণ—জীবের জীবনস্বরূপ ; বায়ু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীববলি—দেবমূর্তির সম্মুখে ছাগাদি পশুর সংহার ; পশুবলি, দেবতার উদ্দেশে উপহারস্বরূপে প্রদত্ত পশু। জীবই বলি, কর্মধা। বি ; পুং।

জীববাদ—পৃথিবীতে প্রথমেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে—এই মত ; দার্শনিক মতবাদ বিঃ, vitalism. জীববিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জীববিৎ (-বিদ্)—(জীববিদ্যা) জীববিদ্যায় পণ্ডিত, biologist. জীবকে বিদিত হন যিনি, উপতৎ ; জীব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ।

জীববিজ্ঞান, -বিদ্যা—'জীবতত্ত্ব' দ্রঃ।

জীববিন্দু—জীবাণু, ক্ষুদ্রতম জীব ("অমর 'জীববিন্দু' প্রতি-পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়"—জগদীশ)। জীব বিন্দুপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

জীববৃত্তি—১। পশুপালন-ব্যবসায়। জীবই (জীবপালনই) বৃত্তি, কর্মধা, বা ৬য়াতৎ। **২**। প্রাণিগণের জীবনধারণের উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [ক্লী।

জীবমন্দির—শরীর, দেহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

জীবমাতৃকা—সপ্তমাতৃকা বিঃ (যথা—কুমারী, ধনদা, নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা ও পদ্মা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জীবরহস্য—প্রাণিসংক্রান্ত গোপনীয় তত্ত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবলীলা—জীবনকালের ক্রিয়াকলাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জীবলোক—১। সংসার, মর্ত্যলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। **২**। সমগ্র জীব। কর্মধা। বি ; পুং।

জীবশূন্য—প্রাণিহীন ; নির্জীব। ৩য়াতৎ। বিণ।

জীব-সংক্রমণ—জীবের জন্মান্তরগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবস্থান—শরীরের যে স্থানে আঘাত লাগিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে তাহা, মর্মস্থান ; হৃৎপিণ্ড ; পৃথিবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবহত্যা—জীবের প্রাণনাশ, জীবহিংসা। ৬ষ্ঠীতৎ, বা জীব—হন্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। [তৎ। বি ; স্ত্রী।

জীবহিংসা—প্রাণিবধ, প্রাণিবিনাশ। ৬ষ্ঠী-

জীবা—১। জীবিকা। জীব্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। **২**। বাঁচা ; জীবন। প্রা কপ্র। বি।

জীবাণু—অনুবীক্ষণে দৃশ্য অতিক্ষুদ্র সজীব পদার্থ, microbe. জীব অণুপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

জীবাতু—১। অন্ন ; জীবনৌষধ। জীব্+আতু করণ। **২**। জীবিকা ; জীবন। জীব্+আতু ভাব। বি ; পুং বা ক্লী।

জীবাত্মা (-ত্মন্)—শরীরের অধিষ্ঠাতা চেতন পদার্থ, জীবপুরুষ ; দেহাভিমানী জীব [আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; ঈশ্বর পরমাত্মা, আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ অংশে ঈশ্বরের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জীবাত্মা। শরীর স্বভাবতঃ জড়পদার্থ ; এই প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানবলে শরীরে গতিশক্তি, চেতনা প্রভৃতির সঞ্চার হয়। জীবাত্মার বলে জীব জীবিত থাকে]। জীবরূপী আত্মা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

জীবাধান—প্রাণরক্ষা। জীবের আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবাধার—জগৎ ; শরীর ; হৃদয়। জীবের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবানো—বাঁচানো। প্রা কপ্র। ক্রি [, বিণ]।

জীবান্তক—১। প্রাণনাশক। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিকা**। **২**। ব্যাধি ; ব্যাধ ; বিষ ; যম। জীবের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবাশ্ম (-শ্মন্)—(ভূতত্ত্ব) পাললশিলার মধ্যে সঞ্চিত প্রস্তরীভূত মৃতজীবদেহ, বহু সহস্র বৎসর পূর্বের যে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ পাথরে পরিণত হইয়াছে তাহা, fossil. জীবজাত অশ্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

জীবাবশেষ—বহুকাল পূর্বে মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবিকা—১। জীবন ধারণের উপায়, যে উপায় দ্বারা প্রাণধারণ করা যায় তাহা, বৃত্তি। জীব্+ণক্ করণ+কন্ স্বার্থে+আপ্। **২**। জীবন্তীবৃক্ষ। জীব্+ণিচ্+ণক কর্তৃ +আপ্। বি ; স্ত্রী। **৩**। 'জীবক' (২) দ্রঃ। জীবক। আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জীবিকানির্বা(র্বা)হ—নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ, জীবনযাত্রা-নিষ্পাদন, বৃত্তি চালানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবিকার্জ(র্জ্জ)ন—ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

জীবিত—১। যে বাঁচিয়া আছে এমন, জীবন্ত। জীব্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **২**। আয়ুঃ, জীবনকাল। জীব্+ক্ত অধি। **৩**। জীবন, প্রাণ। জীব্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

জীবিতকাল—আয়ুঃ, যে কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবিতনাথ—প্রাণনাথ, প্রিয়তম, স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবিতহারী (-হারিন্)—প্রাণঘাতক, প্রাণনাশক। উপতৎ ; জীবিত (জীবন)—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

জীবিতাবস্থা—বাঁচিয়া থাকিবার সময়, জীবদ্দশা। জীবিতের অবস্থা, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

জীবিতেশ—প্রাণনাথ, স্বামী ; যম ; চন্দ্র ; সূর্য। জীবিতের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবিতেশ্বর—প্রাণনাথ ; প্রিয়তম ; স্বামী। জীবিতের (জীবনের) ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবী (জীবিন্)—যাহার জীবন আছে এমন। জীব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জীবিনী**।

জীবোপাধি—জীবগণের স্বপ্ন সুষুপ্তি জাগরণ—এই তিন অবস্থা। জীবের উপাধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীবোর্ণা—মেষ ছাগল প্রভৃতির লোম। জীবের উর্ণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

জীমূত—মেঘ ; পর্বত ; ইন্দ্র ; বিরাটরাজের মল্ল বিঃ ; মুস্তক, মুতা ; দেবতাড়বৃক্ষ ; কোষাতকী লতা। জী—মূ+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

জীমূতবাহন—মেঘবাহন, ইন্দ্র ; স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্তা ; বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র। জীমূত বাহন যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

জীমূতবাহী (-বাহিন্)—ধূম ; ইন্দ্র। উপতৎ ; জীমূত—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

জীমূতমন্দ্র—মেঘের ডাক, মেঘগর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীমূতরাবী (-রাবিন্)—মেঘবৎ গর্জনকারী, মেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দকারী। উপতৎ ; জীমূত—রু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিণী**।

জীয়ন—জীবন। বাংপ্র। বি।

জীয়নকাঠি—যাহা দ্বারা জীবনসঞ্চার হয়, যে কাঠির স্পর্শে দেহে প্রাণসঞ্চার হয়। বাংপ্র। বি।

জীয়ন্ত—জীবন্ত। বাংপ্র। বিণ।

জীয়ল—১। বাঁচিল ; বাঁচাইল। ক্রি। **২**। জীয়ন্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

জীর—জীরা ; খড়্গ ; অণু, ধান্য। জ্যা+রক্ কর্তৃ। বি ; পুং। [স্বার্থে। বি ; পুং।

জীরক—মসলা বিঃ, জীরা। জীর+কন্

জীরণ—জীর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

জীরা—একপ্রকার মসলা। <জীরক। বি।

জীর্ণ—যাহা অনেক দিন অবধি আছে এরূপ ; প্রাচীন, পুরাতন ; ক্ষয়প্রাপ্ত ; গলিত ; জর্জরিত ; পরিপাকপ্রাপ্ত, যাহা হজম হইয়াছে এমন ; সারশূন্য, অকেজো। জৄ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

জীর্ণজ্বর—(বৈদ্যক) পুরাতন সুসূক্ষ্ম জ্বর, যে জ্বর বার দিনের অধিক হইয়াছে তাহা। কর্মধা। বি ; পুং।

জীর্ণতা, জীর্ণত্ব—বার্ধক্য, জরা ; পুরাতনত্ব। জীর্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

জীর্ণদেহ—১। যাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এরূপ, জীর্ণকলেবর। জীর্ণ দেহ যাহার, বহু। বিণ। **২**। জরাগ্রস্ত শরীর ; ক্ষীণ শরীর। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

জীর্ণপত্র, -পর্ণ—১। পুরাতন পত্র। জীর্ণ পত্র, পর্ণ, কর্মধা। বি ; ক্লী। **২**। জীর্ণপত্রযুক্ত। জীর্ণ পত্র, পর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

জীর্ণসংস্কার—মেরামত, ভাঙ্গা সারা ; পুরাতনের দোষাপসারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

জীর্ণা—১। প্রাচীনা, পুরাতনী; কর্মের অযোগ্যা। বিণ; স্ত্রী। ২। স্থূলজীরক, মোটা জীরা। জৄ+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

জীর্ণি—জীর্ণতা, বার্ধক্য; ক্ষীণতা, কার্শ্য; পরিপাক। জৄ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

জীর্ণোদ্ধার—যে বস্তু পুরাতন হইয়া অকেজো হইয়াছে তাহাকে সংস্কার দ্বারা আবার কাজ চালাইবার মত করা, মেরামত। জীর্ণের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জুঁই—যূথিকা ফুল। <যূথিকা। বি।

জুখ—পরিমাণ; উচ্চতার পরীক্ষা; ওজন। বাংপ্র। বি।

জুখা, জুঁখা—১। ওজন করা; মাপা; উচ্চতার তুলনা করা। ক্রি। ২। উভয়ের মধ্যে উচ্চতার তুলনা। বাংপ্র। বি।

জুগ—যুগ; জগৎ; জগদীশ্বর। প্রা কপ্র। বি।

জুগুপ্সক—নিন্দাকারী। সনন্ত গুপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-প্সিকা**।

জুগুপ্সা—নিন্দা, কুৎসা; ঘৃণা। গুপ্+সন্+অ ভাব+আপ্। স্ত্রী।

জুগুপ্সিত—১। নিন্দিত; ঘৃণিত। গুপ্+সন্ নিন্দার্থে+ক্ত কর্ম। ২। যাহার ঘৃণা জন্মিয়াছে এরূপ। জুগুপ্সা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

জুগোপিষা—গোপনেচ্ছা; রক্ষণেচ্ছা। গুপ্+ণিচ্ স্বার্থে+সন্ (=জুগোপিষ্)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

জুজিত—ত্যক্ত, বর্জিত। জুগ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

জুঙ্গী—অন্ত্যজ, নীচ। বাংপ্র। বিণ।

জুজ—পুস্তকের খণ্ড। আ-মু। বি।

জুজবন্দি—বই বাঁধার কাজ; ফর্মা ফর্মা সেলাই করিয়া বাঁধানো। আ-মু। বি।

জুজু, জুজুবুড়ি—শিশুকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত বৃদ্ধা স্ত্রী। বাংপ্র। বি।

জুজুৎসু—জাপানী মল্লবিদ্যা বিঃ। জাপানী। বি।

জুঝা—লড়াই করা, যুদ্ধ করা; বোঝাপড়া করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

জুঝারু—যোদ্ধা, যুদ্ধপটু ("উনলক্ষ রণদক্ষ জুঝারু মাতঙ্গ"—ঘনরাম)। প্রা কপ্র। বিণ।

জুটক—জটা। জট্+ণক কর্তৃ (অ-কার-স্থানে উ)। বি; পুং।

জুটা, জোটা—সংগৃহীত হওয়া; সম্মিলিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **জুটে পুটে**—একসঙ্গে জড়ো হইয়া, দল পাকাইয়া, জটলা করিয়া।

জুটানো, জোটানো—যোগাড় করা, সংগ্রহ করা; মিলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জুটি—জুড়ি, যাহার সহিত জুটা যায়, দুইজনে গঠিত দল। বাংপ্র। বি।

জুটিকা—চুলের ঝুঁটি, শিখা, টিকি, গুচ্ছ; কর্পূর বিঃ। জুটক+আপ্। বি; স্ত্রী।

জুড়নো—১। 'জুড়ানো' দ্রঃ। ২। জুড়ন, তৃপ্তি, সন্তোষ। বাংপ্র। বি।

জুড়া—যোগ করা, যুক্ত করা, সংলগ্ন করা; ব্যাপ্ত করা; পূর্ণ করা; আরম্ভ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জুড়ানো, জুড়নো—ঠাণ্ডা করা বা হওয়া; তৃপ্ত করা বা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জুড়ি—যাত্রাগানে যে কয়জন গায়ক একযোগে গান করে; সমান আকারের দুইটি ঘোড়া; করতাল; সমকক্ষ ব্যক্তি বা বস্তু; একসুরে বাঁধা সেতারের তারদ্বয়। বাংপ্র। বি।

জুড়িগাড়ি—দুই ঘোড়ার গাড়ি, সমান আকারের অশ্বদ্বয়যুক্ত শকট। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

জুড়িঘোড়া—সমান আকারের দুইটি ঘোড়া। জুড়িই ঘোড়া, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

জুড়িদার—সঙ্গী, সহচর, জোট; সহযোগী। জুড়ি+দার স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

জুত—সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য; কায়দা; সামর্থ্য; স্বাস্থ্য। হি মু। বি।

জুতমাফিক, -সই—সুবিধামত, পরিমাণমত। হি-মু। বিণ।

জুতা—১। চামড়ার তৈয়ারী পাদুকা, বিনামা, উপানৎ। হি-মু। বি। **জুতা খাওয়া**—অপমানিত হওয়া। **জুতা মারা**—অপমানিত করা। ২। লাঙ্গল ও গাড়ি প্রভৃতে গরু ঘোড়া প্রঃ পশুকে সংযুক্ত করা। <যুক্ত। বাংপ্র। ক্রি।

জুতানো, জুতনো—জুতা মারা, জুতা দ্বারা প্রহার করা; লাঙ্গল ও গাড়ি প্রভৃতে গরু ঘোড়া প্রভৃতিকে সংযুক্ত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জুতাবরদার—যে জুতা রাখে। ফা-মু। বি।

জুতি—১। জুতা। হি-মু। ২। লাঙ্গল বা গাড়িতে গরু বা ঘোড়া জুড়িবার দড়ি। বাংপ্র। ৩। দীপ্তি, কান্তি। <জ্যোতিঃ। প্রা কপ্র। বি।

জুদা—পৃথক্, আলাহিদা, স্বতন্ত্র; শীঘ্র। ফা-মু। বিণ।

জুন—ইংরেজী বৎসরের ষষ্ঠ মাস। <ইং 'June'. বি।

জুনিপোকা—জোনাকি পোকা, খদ্যোত। জুনি (<জোনাকী)+পোকা। বাংপ্র। বি।

জুনিয়র—অপ্রবীণ; ছোট। <ইং 'junior'. বি।

জুবড়ানো, জোবড়ানো—চুবানো; খুব ভিজানো; ধেবড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জুবিলি—উৎসব বিঃ, কোন প্রতিষ্ঠান বা কাহারও বয়স্কাল অথবা কাহারও রাজত্বের নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে যে উৎসব করা হয় তাহা; জয়ন্তী। <ইং 'jubilee'. বি।

জুব্বা, জোব্বা—একপ্রকার ঢিলা জামা। <আ 'জুব্ব'। বি।

জুম—১। অত্যাচার, জবরদস্তি; স্পর্ধা ("এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা"—ভারত)। <আ 'জুলুম্'। ২। ত্রিপুরা প্রঃ পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত একপ্রকার কৃষিকার্য (নানাবিধ বীজ একত্র পুঁতিয়া যথাকালে শস্য সংগ্রহ করা হয়)। বি।

জুমিয়া—একশ্রেণীর বন্যজাতি (সাধারণতঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী)। প্রাদে। বি।

জুম্মা—শুক্রবার। <আ 'জুম্‌হ্'। বি।

জুম্মাঘর—মসজিদ যেখানে শুক্রবারে উপাসনা করা হয়। আ-মু। বি।

জুম্মামসজিদ—যে মসজিদে মুসলমান জনসাধারণ শুক্রবারে প্রার্থনা করে। আ-মু। বি।

জুয়া—টাকাপয়সা বাজি রাখিয়া তাস পাশা দাবা প্রঃ খেলা; দ্যূতক্রীড়া। <দ্যূত। বি।

জুয়াচুরি—জুয়াখেলায় কপটতা; প্রবঞ্চনা, ঠকানো। জুয়াচোর+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

জুয়াচোর—জুয়াখেলায় কপটতাকারী; প্রবঞ্চক, ঠক, প্রতারক। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

জুয়াড়ী, -রী—যে সর্বদা জুয়া খেলে, জুয়া-ব্যবসায়ী। জুয়া+ড়ী, রী আসক্তার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

জুয়ান, জোয়ান—১। শক্তিমান্ ব্যক্তি; তরুণ; যোদ্ধা, সৈন্য। <ফা 'জবান'। ২। কটুরসবিশিষ্ট বা ঝাল পানের মসলা। <যমানী। বাংপ্র। বি।

জুয়ানো, জোয়ানো—যোগানো; উপস্থিত হওয়া, জুটা; যোগ্য হওয়া; সংগত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]

জুয়ায়—যোগায়; জুটে, উপস্থিত হয়; যোগ্য হয়; সংগত হয়। বাংপ্র। ক্রি।

জুয়ারী—'জুয়াড়ী' দ্রঃ।

জুয়াল, জোয়াল—লাঙ্গল বা গাড়ি প্রঃ টানিবার জন্য নিযুক্ত দুইটি পশুর স্কন্ধে স্থাপিত কাষ্ঠখণ্ড বা বংশদণ্ড। <যুগ। বি।

জুরি, জুরী—অপরাধীর বিচার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত দায়রা-জজের সহকারী কতিপয় সাধারণ ভদ্রলোকের সমষ্টি। <ইং 'jury'. বি।

জুলপি, জুলফি—কানের পাশের চুল; ছোট ছেলের টিকি; কানের মূল পর্যন্ত রাখা দাড়ি। <ফা 'জুল্‌ফ্'। বি।

জুলাই—ইংরেজী বৎসরের সপ্তম মাস। <ইং 'July'. বি। [বাংপ্র। বি।

জুলি, জুলী—নালা, প্রণালী, ক্ষুদ্র খাত।

জুলুম—অত্যাচার, জবরদস্তি। <আ 'জুলুম্'। বি।

জুলুমবাজ—অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী। জুলুম+বাজ করে অর্থে। আ-মু। বিণ।

জুষক—সূপ, ঝোল। জুষ্+কক কর্তৃ। বি; পুং।

জুষ্ট—উপাসিত; অনুষ্ঠিত। জুষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

জুষ্য—সেব্য, উপাস্য। জুষ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

জুহুবান্ (-বৎ)—অগ্নি। জুহু+মতুপ্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং।

জূ—১। ত্বরাগমন; গমন। জূ (বেগে চলা)+কিপ্ ভাব। ২। সরস্বতী; পিশাচী। জূ+কিপ্ কর্তৃ। ৩। আকাশ। জূ+কিপ্ অধি। বি; স্ত্রী।

জূট—জটা; শিবের জটা; ঝুঁটি; সমূহ; বন্ধন। জুট্+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। [ভাব। বি; স্ত্রী।

জূতি—বেগ, গতি। জূ (বেগে চলা)+ক্তি

জূষ—ঝোল, ক্বাথ, নির্যাস। জূষ্+ক ঘঞর্থে করণ। বি; পুং বা ক্লী। [বি; পুং।

জৃম্ভ—হাই তোলা। জৃম্ভ্+ঘঞ্ ভাব।

জৃম্ভক—১। যে হাই তোলে এমন, মুখব্যাদানকারী। জৃম্ভ্+ণক কর্তৃ। ২। মোহজনক, নিদ্রাকারক। জৃম্ভ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জৃম্ভিকা**।

জৃম্ভকাস্ত্র—শত্রুপক্ষের নিদ্রাকারক বা মোহজনক অস্ত্র [রামচন্দ্র রাক্ষসবধ এবং বেদরক্ষার জন্য দেবগণের প্রসাদে এই অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন; রামচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্রগণও এই অস্ত্র লাভ করেন]। জৃম্ভক অস্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

জৃম্ভণ—হাই তোলা, মুখব্যাদান, হাঁ করা; প্রকাশ, প্রস্ফোটন। জৃম্ভ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জৃম্ভা, জৃম্ভিকা—হাই তোলা; আলস্য বা নিদ্রার আবেশে মুখবিকাশ; প্রকাশ, প্রস্ফোটন। জৃম্ভ্+অ ভাব+আপ্, পক্ষে স্বার্থে কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

জৃম্ভিত—১। হাই তোলা, জৃম্ভা। জৃম্ভ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত, বিকসিত। জৃম্ভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

জেকো—জাঁককারী, আস্ফালনকারী; দাম্ভিক। জাঁক+ও (<উয়া) আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

জেটি—যে ঘাটে জাহাজের যাত্রী বা মালপত্র নামে বা উঠে। <ইং 'jetty'. বি।

জেঠ—১। প্রথমজাত; জ্যেষ্ঠ; উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই উৎপন্ন। <জ্যেষ্ঠ। বিণ। ২। একপ্রকার আশুধান্য, জ্যৈষ্ঠমাসে উৎপন্ন আশুধান্য; জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ; জেঠী-মা। প্রা কপ্র। বি।

জেঠতুতো, জেঠাত—জেঠার পুত্র বা কন্যা হিসাবে যাহার সহিত সম্পর্ক হইয়াছে এমন ('— ভাই'); জেঠা হইতে আগত। বাংপ্র। বিণ।

জেঠশ্বশুর, জাঠশ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর জেঠা। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-শাশুড়ী**।

জেঠা, জ্যাঠা—১। পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বি। ২। অল্পবয়সে অধিক বাচাল, অকালপক্ক। <জ্যেষ্ঠতাত। বিণ।

জেঠাই, জেঠাইমা—জেঠার স্ত্রী, জেঠী, জ্যেষ্ঠতাতপত্নী। বাংপ্র। বি।

জেঠামো, জ্যাঠামো, জেঠামি, জ্যাঠামি—জেঠার মত অর্থাৎ অল্পবয়সে বৃদ্ধ লোকের মত ব্যবহার বা কথাবার্তা; বাচালতা, অকালপক্কতা। জেঠা, জ্যাঠা+মো, মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

জেঠী—১। জেঠাই, জ্যেষ্ঠতাতপত্নী। জেঠা+ঈ। বি। ২। টিকটিকি। <জ্যেষ্ঠী। বি।

জেতব্য, জেয়—যাহাকে জয় করা উচিত এমন, জয়যোগ্য। জি+তব্য, যৎ কর্ম। বিণ।

জেতা (জেতৃ)—জয়কারী, যে জয় করিয়াছে এরূপ, যে জয় করিতে পারে এরূপ, জয়শীল। জি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জেত্রী**।

জেতা—জয়লাভ করা, প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হওয়া; জয় করিয়া পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জেতানো—জয়লাভ করানো; জয় করিয়া পাওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জেদ—জিদ (তাহা দ্রঃ)।

জেদাজেদি, জিদাজিদি—বারবার জিদ করা, আড়াআড়ি, প্রতিযোগিতা। বাংপ্র। বি।

জেদী—জিদী (তাহা দ্রঃ)।

জেনানা—জানানা (তাহা দ্রঃ)।

জেনারেল—প্রধান সেনানায়ক। <ইং 'general'. বি। [বি।

জেব—জামার পকেট, জামার থলি। ফা।

জেবঘড়ি—পকেটে রাখিবার ঘড়ি, pocket-watch. ফা-মু। বি।

জেমন—ভোজন, ভক্ষণ। জিম্ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জেয়—'জেতব্য' দ্রঃ।

জেয়াদা—অধিক, অতিরিক্ত। <আ 'জিয়াদৎ'। বিণ।

জের—অবশিষ্ট, বাকী; হিসাবে পূর্ব হইতে আনীত যোগফলাদি; রেশ; অনুবৃত্তি। ফা। বিণ বা বি। **জের টানা**—হিসাবে পূর্বপৃষ্ঠার যোগফল পরপৃষ্ঠার উপরে লেখা, পূর্বকৃত ঋণ প্রঃ ক্রমাগত শোধ করিয়াও শেষ করিতে না পারা। **জের মিটানো**—ঋণ প্রঃ সম্পূর্ণরূপে শেষ করা, বাকী কাজ শেষ করা।

জেরবার—যে দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রমাদি দ্বারা কাতর হইয়াছে এরূপ; উৎপীড়িত; ক্লান্ত; নাকাল; বিপন্ন। ফা। বিণ।

জেরা—সত্য কথা বাহির করিবার জন্য বিচারকের সম্মুখে আনীত ব্যক্তিকে নানাবিধ অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, cross-examination. <আ 'জিরহ্'। বি।

জেল—কারাগার, ফাটক। <ইং 'jail'. বি। **জেল খাটা**—বিচারে দণ্ডিত হইয়া কারাবাস ভোগ করা।

জেলখানা—কারাগার, বন্দীশালা। জেলই খানা (স্থান), কর্ম। বাংপ্র। বি।

জেলখালাসী—জেল হইতে ছাড়প্রাপ্ত; কারামুক্ত। ৫মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

জেলদারোগা—জেলের শান্তিরক্ষক কর্মচারী, jailor. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

জেলা—জিলা (তাহা দ্রঃ)।

জেলে—জালজীবী, ধীবর; মাছ-ব্যবসায়ী জাতি বিঃ। জাল+এ (<ইয়া) বা <জালিক। বি; পুং। স্ত্রী—**জেলেনী**।

জেলেডিঙ্গি—জেলেদের মাছ ধরিবার ছোট নৌকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

জেলেপাড়া—পল্লীর যে অঞ্চলে জেলেরা বাস করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

জেল্লা—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, প্রভা। <আ 'জিলা'। বি।

জেহাদ, জিহাদ—ইসলাম-বিরোধীর সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ। <আ 'জিহাদ'। বি।

জৈত্র—১। যে জয় করিতে পারে এরূপ, জয়শীল, জেতা। জেতৃ+অণ্ স্বার্থে। বিণ। ২। ঔষধ। বি; ক্লী। ৩। পারদ। জি+ত্রৈন্ কর্তৃ। বি; পুং।

জৈত্রপাল—দেবগিরির রাজা, শ্রীকৃষ্ণরাজের পিতা। বি; পুং।

জৈত্রী—১। জয়ন্তীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। জয়যুক্তা, জয়শীলা। জৈত্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জৈন—মহাবীর প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়, জিনমতাবলম্বী জাতি। জিন দেবতা ইহার এই অর্থে জিন+অণ্। বি; পুং।

জৈব—প্রাণী হইতে উৎপন্ন, প্রাণিজ; জীব-সম্বন্ধীয়; জান্তব বা উদ্ভিজ্জ, organic. জীব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**জৈবী**। **জৈব রসায়ন**—রসায়নশাস্ত্রের ভাগ বিঃ, organic chemistry.

জৈমিনি—মীমাংসা দর্শন প্রণেতা ব্যাসশিষ্য; বজ্রভয়নিবারক মুনি। বি; পুং।

জৈমূত—জীমূতমুনিসম্বন্ধীয়। জীমূত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**জৈমূতী**।

জো—সুবিধা, সুযোগ ; যোগাড় ; উপায় ; বীজবপনাদির প্রকৃত সময়। <যোগ। বি।

জোঁক—রক্তপায়ী ক্ষুদ্র প্রাণী। <জলৌকা। বি। [বাংপ্র। বিণ।

জোঁদা—তীব্র, খুব বেশী ('— টক')।

জোকার—হুলুধ্বনি, উলুলু। <জয়কার। প্রাদে। বি।

জোখা—১। পরিমাণ করা। ক্রি [, বি]। ২। যাহা পরিমাণ করা হইয়াছে এরূপ। হি। বিণ। [বানান।

জোগাড়—'যোগাড়' শব্দের পূর্বপ্রচলিত

জোগ্ম—যুগ্ম, জোড়া। প্রা কপ্র। বিণ।

জোচ্চোর—ঠক, প্রতারক ; ফাঁকিবাজ। <জুয়াচোর। বিণ। বি—**জোচ্চুরি**।

জোছনা, জোচ্ছনা—চাঁদের আলো ; চন্দ্রালোক, কৌমুদী। <জ্যোৎস্না। বি।

জোছনামন্তা—চাঁদের আলোতে আলোময়, চন্দ্রালোকিতা ("যামিনী জোছনামত্তা" —রবীন্দ্র)। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

জোট—দল, সংঘ ; সমবায়, একত্র সম্মেলন ; গাঁট ('সুতায় — পড়া')। <জুট। বি।

জোট পড়ানো—খেই হারাইয়া ফেলা, জড়াইয়া ফেলা, কোন ব্যাপারকে জটিল করা। **জোট পাকানো, জোট বাঁধা** —দল বাঁধা, ষড়যন্ত্র করা।

জোটপাট—জটলা ; একত্র মিলন ; যোগাড়যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

জোটা—'জুটা' (দ্রঃ)।

জোটানো—'জুটানো' (দ্রঃ)।

জোটেবুড়ি—জুজুবুড়ি, ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত বুড়ি বিঃ। বাংপ্র। বি।

জোড়—১। যুগ্ম, জোড়া, দুইখানি, দুইটা ; ধুতি ও চাদর ; একজাতির স্ত্রী ও পুরুষ ; সঙ্গী ; গাঁট ; সমতা, মেল ; সংযোগ, মিলন, জুড়িয়া যাওয়া। <যুগ্ম। বি। ২। লোত বিঃ। জুড়্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

জোড় খাওয়া—ঠিকভাবে জুড়িয়া যাওয়া ; মিল হওয়া। **জোড় ভাঙ্গা**—দুইটির মধ্যে একটির পৃথক্ হওয়া। **জোড় লাগা**—একত্রিত হওয়া। **জোড়ে যাওয়া**—বিবাহের পর বরের স্ত্রী সহ প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়া।

জোড়খাই—প্রাচীনকালের সামরিক বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

জোড়পাণি—জোড়হাত, একত্র বদ্ধ হস্তদ্বয়। বাংপ্র। বি।

জোড়বাংলা—বাংলো ধরনে তৈয়ারী পাশাপাশিযুক্ত দুইটি ঠাকুরঘর। বাংপ্র। বি।

জোড়-বিজোড়—শিশুদের খেলা বিঃ (মুষ্টিমধ্যস্থ বস্তুর সংখ্যা যুগ্ম বা অযুগ্ম তাহা অনুমান করা)। বাংপ্র। বি।

জোড়হাত—১। যুক্ত কর, একত্র বদ্ধ হস্তদ্বয়। কর্মধা। বাংপ্র। বি। ২। যে হাত দুইখানি একত্র করিয়াছে এরূপ, কৃতাঞ্জলি। বহু। বাংপ্র। বিণ। ক্রি-বিণ—**জোড়হাতে** (=হাতজোড় করিয়া)।

জোড়া—১। দুইটি, একত্র দুইখানি ; জুড়ি, মিলন ; সমকক্ষ ব্যক্তি বা বস্তু। <যুগ্ম। বি। ২। যুগল, দুইসংখ্যক ; পূর্ণ ; সংযুক্ত ; সংলগ্ন। বিণ। ৩। সংযুক্ত করা, সম্মিলিত করা। <যুক্ত। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

জোড়াতাড়া, -তালি—তালি, কোনরকমে জোড়া। বাংপ্র। বি।

জোড়ানো—যুক্ত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জোড়ি—একত্র করিয়া, জোড় করিয়া ("জোড়ি ভুজযুগ"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

জোত—বড় বড় প্রজার নিকট হইতে কৃষকেরা অল্প মেয়াদে যে জমি চাষ করিতে লয় তাহা ; এক এক প্রজার অধিকারস্থ জমি ; লাঙ্গল ইত্যাদিতে গরু বাঁধিবার দড়ি ; কাজের পর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম। <যোত্র। বি।

জোতদার—জোতের মালিক, গাঁতিদার, জমিদারের অধীনে জোত-স্বত্বভোগী প্রজা। জোত+দার মালিক অর্থে। বাংপ্র। বি।

জোতা—(গরু ঘোড়া প্রঃ) গাড়িতে জুড়িয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

জোত্র—সম্বল, অর্থ ; সুযোগ ; সূত্র। <যোত্র। বি।

জোনাকি—দীপ্তিমান্ পতঙ্গ বিঃ, খদ্যোত। <জ্যোতিরিঙ্গণ। বি।

জোন্দা—জোঁদা, খুব টক। প্রা কপ্র। বিণ।

জোবড়া—বেশী ভিজা ; ধেবড়া। বাংপ্র। বিণ।

জোবড়ানো—'জুবড়ানো' দ্রঃ।

জোব্বা—চোগা-জাতীয় জামা। <আ 'জুব্বা'। বি। [প্রা কপ্র। ক্রি।

জোয়—আগ্রহের সহিত দেখে ; খোঁজ করে।

জোয়া—দেখা, দর্শন করা ; প্রতীক্ষা করা ; খোঁজ করা ; ইচ্ছা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

জোয়ান—'জুয়ান' দ্রঃ।

জোয়ানমদ্দ—বলিষ্ঠ যুবা। বাংপ্র। বি।

জোয়ানো—'জুয়ানো' দ্রঃ।

জোয়ার—চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণজনিত জলস্ফীতি ; শস্য বিঃ, দেধান। বাংপ্র। বি।

জোয়ারদার—নগর ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তির উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

জোয়ার-ভাটা—চন্দ্রের আকর্ষণে জলের স্ফীতি ও তাহার বিপরীত স্রোত ; আগম-নির্গম, উন্নতি-অবনতি। জোয়ার ও ভাটা, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। [বিণ।

জোয়ারী—জোয়ার হইতে প্রস্তুত। বাংপ্র।

জোয়াল—'জুয়াল' দ্রঃ।

জোর—১। শক্তি, বল, সামর্থ্য ; জবরদস্তি ; উচ্চতা, তীব্রতা ; জিগির। ফা। বি। ২। যুগ্ম, জোড়। প্রা কপ্র। ৩। শক্তিযুক্ত ; অধিক, অতিরিক্ত ; উচ্চ, চড়া ('—গলা') ; কড়া। বিণ। ৪। বেশীপক্ষে। বাংপ্র। অ।

জোরজবর, -জবরদস্তি, -জুলুম—উৎপীড়ন, অত্যাচার ; বলপ্রয়োগ। ফা। বি।

জোরসে—সবলে, খুব জোরে। হি। ক্রি-বিণ।

জোরাল, জোরালো—শক্তিশালী, বলবান্, প্রবল ; তীব্র। জোর+আল, আলো যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

জোল—নালা, অল্পপরিসর দীর্ঘ খাত ; শ্রেণীবদ্ধ চুলা বা উনুন। <জলা। বি।

জোলা—মুসলমান তাঁতী। <ফা 'জুলাহ্'। বি ; পুং। স্ত্রী—**জোলানী**। [বি।

জোলাপ—বিরেচক ঔষধ। <আ 'জুল্লাব'।

জোলো—জলময় ; জলমিশ্রিত ("জোলো দুধে পুষ্ট দেহ"—হেম বন্দ্যোঃ) ; স্যাঁতসেঁতে। জল+ও। বাংপ্র। বিণ।

জোষ—তৃপ্তি ; সন্তোষ। জুষ্ (প্রীত হওয়া)+ ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

জোষণ—প্রীতি ; সেবা। জুষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [বি ; স্ত্রী।

জোষা—নারী। জুষ্+ঘঞ্ কর্ম+আপ্।

জোষিৎ, জোষিতা—নারী, স্ত্রীলোক। জুষ্ (সেবা করা)+ইৎ, ইত কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জো-সো—যে সে উপায়, যে কোন উপায় ; অসুবিধা। বাংপ্র। বি।

জোহার—নমস্কার, অভিবাদন ("আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

জো-হুকুম—প্রভু আদেশ করিলে যে ব্যক্তি "জো হুকুম" ("যে আজ্ঞা") বলিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হয় এরূপ ; অনুগত ; সেবক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

জৌ—গালা। <জতু। বি।

জ্ঞ—(উপসর্গ বা অন্য শব্দের পর) জ্ঞানী, যে জানে ; দেশকালজ্ঞ ; অভিজ্ঞ। জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

জ্ঞপিত, জ্ঞপ্ত—১। জানান, জ্ঞাপিত। জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। মারিত ; তোষিত ; শাণিত ; আলোকিত। জ্ঞপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

জ্ঞপ্তি—১। বিজ্ঞাপন ; বোধ, জ্ঞান, জানা। জ্ঞপ্+ক্তি ভাব। ২। বুদ্ধি। জ্ঞপ্+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

জ্ঞা—১। জ্ঞান, বুদ্ধি। জ্ঞা+কিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী। **২**। (উপসর্গ বা কর্মবাচক পদের পর যুক্ত) জ্ঞানবতী, অভিজ্ঞা। জ্ঞা+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জ্ঞাত—যে জানিয়াছে এরূপ; যাহা জানা হইয়াছে এরূপ, বিদিত, অবগত। জ্ঞা+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। [কর্ম। বিণ।

জ্ঞাতব্য—জানিবার মত, জ্ঞেয়। জ্ঞা+তব্য

জ্ঞাতসার—যে কোন বিষয়ের নিগূঢ় বা যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে এরূপ; সারজ্ঞ, যে সার জানিয়াছে এরূপ। জ্ঞাত সার যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জ্ঞাতসারে—জানা-সত্ত্বে, জ্ঞানগোচরে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

জ্ঞাতা (জ্ঞাতৃ)—যে জানে এমন, অভিজ্ঞ। জ্ঞা+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জ্ঞাত্রী**।

জ্ঞাতি—এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সগোত্র; দায়াদ; সপিণ্ড। জ্ঞা+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

জ্ঞাতিকুটুম্ব—এক গোত্রের লোক এবং আত্মীয়গণ, সগোত্র এবং স্বজনগণ। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী—এক গোত্রের লোক সকল, জ্ঞাতিসমূহ। জ্ঞাতিদিগের গোষ্ঠী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞাতিত্ব—জ্ঞাতির সম্বন্ধ; জ্ঞাতির ধর্ম কর্ম বা ব্যবহার; জ্ঞাতির অনিষ্ট-চেষ্টা, জ্ঞাতি-হিংসা। জ্ঞাতি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

জ্ঞান—বোধ, বুদ্ধি, প্রতীতি; তত্ত্ববোধ। জ্ঞা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জ্ঞানকাণ্ড—১। বেদের দার্শনিক অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **২**। কাণ্ডজ্ঞান, বুদ্ধি-শুদ্ধি। বাংপ্র। বি।

জ্ঞানকৃত—যাহা জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে এরূপ, বুদ্ধিপূর্বক কৃত। ৩য়াতৎ। বিণ।

জ্ঞানগম্য—১। যাহা বুঝিতে পারা যায় এরূপ, বোধগম্য। ৩য়াতৎ। বিণ। **২**। বুদ্ধি। বাংপ্র। বি।

জ্ঞানগর্ভ(র্ভ)—জ্ঞানপরিপূর্ণ, জ্ঞানময়; উপ-দেশাত্মক। জ্ঞান গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

জ্ঞানগোচর—যাহা জানা গিয়াছে এমন, জ্ঞানের বিষয়ীভূত, জ্ঞাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

জ্ঞানচক্ষুঃ (-চক্ষুস্) (**>-চক্ষু**)—**১**। বুদ্ধিরূপ চোখ; অন্তর্দৃষ্টি; বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নেত্র; জ্ঞান দ্বারা বিচার। জ্ঞানরূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

জ্ঞানজ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্), (**>-জ্যোতি**)—জ্ঞানালোক, জ্ঞানের প্রভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জ্ঞানতঃ (-তস্), (**>জ্ঞানত**)—জ্ঞান অনুসারে, জানিয়া শুনিয়া। জ্ঞান+তস্ অনুসারার্থে। অ; ক্রি-বিণ।

জ্ঞান-তৃষা, -তৃষ্ণা—জ্ঞানপিপাসা, জ্ঞান-লাভের প্রবল ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞানদ—যাহাতে জ্ঞান হয় এমন, জ্ঞান-দায়ক। উপতৎ; জ্ঞান—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

জ্ঞানদগ্ধদেহ—সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ, ৩য়াতৎ=জ্ঞানদগ্ধ; জ্ঞানদগ্ধ দেহ যাহার, বহু। বি; পুং।

জ্ঞানদা—জ্ঞানদায়িকা, জ্ঞানদানকারিণী। জ্ঞানদ+আপ্। বি; স্ত্রী।

জ্ঞানদাতা (-দাতৃ)—**১**। যে জ্ঞান দান করে এমন, জ্ঞানদায়ক। বিণ। **২**। উপদেষ্টা, গুরু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

জ্ঞানদান—উপদেশদান, শিক্ষাদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জ্ঞানদায়ক—যাহাতে জ্ঞান জন্মে এমন, উপদেশপ্রদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

জ্ঞানধন—জ্ঞানরূপ মহামূল্য বস্তু। জ্ঞানরূপ ধন, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

জ্ঞাননিষ্ঠ—সর্বদা জ্ঞানের চর্চাকারী; সর্বদা পরমার্থচিন্তায় রত। জ্ঞানে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। [বি; পুং।

জ্ঞানপতি—পরমেশ্বর, গুরু। ৬ষ্ঠীতৎ।

জ্ঞানপাপী (-পাপিন্)—যে জানিয়া শুনিয়া পাপ আচরণ করে এরূপ, জ্ঞানপূর্বক অধর্ম-চারী। সুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-পাপিনী**।

জ্ঞানপিপাসা—জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তীব্র জ্ঞানলিপ্সা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞানপিপাসু—জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক, জ্ঞানার্থী, জ্ঞানলিপ্সু। জ্ঞানকে পিপাসু, ২য়াতৎ। বিণ।

জ্ঞানবাদ—জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ—এইরূপ মত-বাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-বাদী**।

জ্ঞানবান্ (-বৎ)—যাহার জ্ঞান আছে এরূপ, জ্ঞানী। জ্ঞান+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-বতী**।

জ্ঞানবাপী—কাশীস্থ তীর্থকূপ বিঃ। জ্ঞান-দায়িনী বাপী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জ্ঞান-বিজ্ঞান—বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়, দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রঃ। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

জ্ঞানবৃদ্ধ—যিনি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন, মহাজ্ঞানী। ৩য়াতৎ। বিণ।

জ্ঞানময়—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর; শিব; জ্ঞান-স্বরূপ; যাহাতে সমস্ত জ্ঞান বর্তমান রহিয়াছে এমন। জ্ঞান+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বি; পুং বা বিণ। [বান্। বিণ।

জ্ঞানমান—জ্ঞানী, জ্ঞানবিশিষ্ট। <জ্ঞান-

জ্ঞানযোগ—জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ, জ্ঞান থাকা; আত্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, ব্রহ্মলাভজনক নিষ্ঠা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্ঞানরত্ন—জ্ঞানরূপ মহামূল্য বস্তু। জ্ঞানরূপ রত্ন, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

জ্ঞানলাভ—জ্ঞানপ্রাপ্তি, জ্ঞানার্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্ঞানলিপ্সা—জ্ঞানলাভের ইচ্ছা, জ্ঞানা-র্জনের আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞানলিপ্সু—জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, জ্ঞান-পিপাসু। ২য়াতৎ। বিণ।

জ্ঞানশালী (-শালিন্)—জ্ঞানী। উপতৎ; জ্ঞান—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

জ্ঞানশূন্য, -হীন—অজ্ঞান, অচেতন, সংজ্ঞারহিত; নির্বোধ, মূর্খ। ৩য়াতৎ। বিণ।

জ্ঞানসঞ্চার—জ্ঞানের উদ্রেক, জ্ঞানের উৎপত্তি; সংজ্ঞালাভ; চৈতন্যসঞ্চার, জ্ঞানোৎপাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্ঞানসাধন—ইন্দ্রিয়; তত্ত্বজ্ঞানলাভের চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জ্ঞানহারা—বিবেচনাহীন; যাহার কাণ্ড-জ্ঞান লোপ পাইয়াছে এমন। জ্ঞান হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

জ্ঞানহীন—'জ্ঞানশূন্য' দ্রঃ।

জ্ঞানাঙ্কুর—সামান্য জ্ঞানের প্রথম বিকাশ। জ্ঞানের অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্ঞানাঙ্কুশ—তীক্ষ্ণ জ্ঞান, যে জ্ঞানের বলে ইন্দ্রিয়গণ প্রশমিত হয়। জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

জ্ঞানাঞ্জন—জ্ঞানরূপ কাজল; সত্য-প্রকাশক জ্ঞান। জ্ঞানরূপ অঞ্জন, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

জ্ঞানাভাব—জ্ঞান না থাকা, জ্ঞানের অবিদ্যমানতা, অজ্ঞানতা। জ্ঞানের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্ঞানাভ্যাস—জ্ঞানের চর্চা; কোন বিষয় জানিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনাদি। জ্ঞানের অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্ঞানার্জ(র্জ্জ)ন—জ্ঞানলাভ, জ্ঞানের অধি-কার। জ্ঞানের অর্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জ্ঞানী (-নিন্)—জ্ঞানবান, তত্ত্বজ্ঞ, অভিজ্ঞ। জ্ঞান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জ্ঞানিনী**। [সম্বন্ধার্থে। বিণ।

জ্ঞানীয়—জ্ঞান সম্বন্ধীয়। জ্ঞান+ঈয়

জ্ঞানেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান জন্মে তাহা (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্—এই পাঁচটি; মতান্তরে মন লইয়া ছয়টি জ্ঞানেন্দ্রিয়)। জ্ঞানসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জ্ঞানোদয়—জ্ঞান হওয়া, জ্ঞানের আবি-র্ভাব। জ্ঞানের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্ঞাপক—আবেদক, নিবেদক; সূচক, ব্যঞ্জক; প্রচারক। জ্ঞা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

জ্ঞাপন—জানানো, বিদিতকরণ। জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
জ্ঞাপনীয়—জানাইবার যোগ্য, নিবেদনীয়। জ্ঞা+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।
জ্ঞাপয়িতা (-য়িতৃ)—যে জানায় এমন, জ্ঞাপক, বোধক। জ্ঞা+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।
জ্ঞাপিত—যাহা জানানো হইয়াছে এরূপ, নিবেদিত। জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
জ্ঞেয়—যাহা জানিতে হইবে এমন, জ্ঞাতব্য, বোধ্য। জ্ঞা+যৎ কর্ম। বিণ।
জ্বর—রোগ বিঃ; শরীরের তাপ; সন্তাপ; পীড়া; অস্বাস্থ্য, অস্বচ্ছন্দতা; যাতনা, অসুখ। জ্বর্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।
জ্বরঘ্ন—১। জ্বরনাশক; যাহা জ্বরের অবসান ঘটায়। বিণ। স্ত্রী—**জ্বরঘ্নী**। ২। বাস্তুক; গুড়ূচী। উপতৎ; জ্বর—হন্+টক্ কর্তৃ। বি; পুং।
জ্বরজাড়ি, -জ্বালা—জ্বর এবং অন্যবিধ রোগ। বাংপ্র। বি।
জ্বরজ্বর—সামান্য জ্বরের ভাব। বাংপ্র। বি।
জ্বরঠুঁটো—জ্বরে টক জিনিস খাওয়ায় ঠোঁটের পাশের ঘা। বাংপ্র। বি।
জ্বরনাশক—জ্বরান্তক, যাহাতে জ্বর ভালো হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
জ্বরা—জ্বরে আক্রান্ত হওয়া। ক্রি।
জ্বরাতি(তী)সার—পেটের পীড়া এবং তৎসঙ্গে জ্বর, জ্বরযুক্ত অতিসাররোগ। জ্বরযুক্ত অতিসার, অতীসার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
জ্বরান্তক—১। যাহাতে জ্বর সারায় এমন, জ্বরনাশক। জ্বরের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিকা**। ২। ঔষধ বিঃ; একজাতীয় নিমগাছ। বি; পুং।
জ্বরিত—যাহার জ্বর হইয়াছে এরূপ, জ্বরযুক্ত। জ্বর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।
জ্বরী (জ্বরিন্)—জ্বরযুক্ত, জ্বরিত। জ্বর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জ্বরিণী**।
জ্বলজ্বল—অতিশয় উজ্জ্বলতাপ্রকাশ; স্পষ্টভাবে অবস্থান। বাংপ্র। অ।
জ্বলজ্বলে—উজ্জ্বল। জ্বলজ্বল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।
জ্বলত—জ্বলিতেছে ("অন্তর জ্বলত হামারি"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।
জ্বলতঁহি—জ্বলিতেছে ("অতএ সে মধু মন জ্বলতঁহি অনুখন"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।
জ্বলদগ্নি, জ্বলদনল—জ্বলন্ত আগুন। জ্বলন্ (জ্বলৎ) অগ্নি, অনল, কর্মধা। বি; পুং।
জ্বলন্ (জ্বলৎ)—জ্বলিতেছে এরূপ, জ্বলন্ত, দীপ্যমান; দীপ্তিশালী। জ্বল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জ্বলন্তী**।
জ্বলন—১। জ্বালা, দীপন; অগ্নিশিখা; দীপ্তি; দাহ; দাহাদিজনিত অসুখকর অনুভব। জ্বল্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নি। জ্বল্+অন কর্তৃ। বি; পুং।
জ্বলনাঙ্ক—(পদার্থবিদ্যা) পেট্রল, কেরোসিন ইঃ যে তাপমাত্রায় (temperature-এ) তপ্ত হইলে উহার বাষ্পের সহিত দীপশিখার সংস্পর্শ ঘটাইলে উহা জ্বলিয়া উঠে তাহা, flash-point. জ্বলনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্বলন্ত—যাহা জ্বলিতেছে এমন, প্রদীপ্ত, ভাস্বর; জ্বলনশীল; প্রখর; স্পষ্ট; প্রত্যক্ষ। জ্বল্+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।
জ্বলা—প্রজ্বলিত হওয়া; উত্তপ্ত হইয়া উঠা; জ্বালা করা, দাহবোধ হওয়া; দগ্ধ হওয়া; উজ্জ্বল হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
জ্বলানো—পোড়ানো; উজ্জ্বল করা; জ্বালাতন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
জ্বলিত—যাহা জ্বলিতেছে এমন, দীপ্ত; প্রকাশিত; দগ্ধ, ভস্মাবশেষ। জ্বল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
জ্বলুনি—জ্বলন, জ্বালা; জ্বালা করা। জ্বল্+উনি ভাব। বাংপ্র। বি।
জ্বাল—১। আগুনের ঝলকা; অগ্নিশিখা; আগুনের আঁচ। জ্বল্+ণ কর্তৃ। ২। দাহ, জ্বলন; দুঃখ, ক্লেশ; যাতনা। জ্বল্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **জ্বাল দেওয়া**—তাপ দেওয়া, গরম করা। ৩। দীপ্তিবিশিষ্ট। জ্বল্+ণ কর্তৃ। বিণ।
জ্বালত—জ্বালে, প্রজ্বলিত করে। প্রা কপ্র। [ক্রি।
জ্বালন—প্রজ্বালিত করা; পোড়াইয়া আগুনের মত লাল করা। জ্বল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
জ্বালা—১। আগুনের শীষ, অগ্নিশিখা; দাহ; আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার ফলে যাতনা। বি; স্ত্রী। ২। দাহবিশিষ্টা, দীপ্তিসম্পন্না, দীপ্তা। জ্বল্+ণ কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। প্রজ্বলিত করা; পোড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
জ্বালাকাঠি—দিয়াশলাই কাঠি। বাংপ্র। [বি।
জ্বালাতন—উৎপীড়িত, অত্যাচারিত; বিরক্ত; উৎপীড়ন; বিরক্তকরণ। বাংপ্র। বিণ বা বি।
জ্বালানি—জ্বালাইবার জিনিস, ইন্ধন। জ্বালা+নি কর্ম। বাংপ্র। বি। [বিণ।
জ্বালানী—জ্বালাইবার উপযুক্ত। বাংপ্র।
জ্বালানে—দগ্ধকারী; পীড়নকারী; জ্বালাতনকারী। জ্বালা+নে কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।
জ্বালানো—প্রজ্বালিত করা; দাহ করা, পোড়ানো; বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
জ্বালামালিনী—দেবী বিঃ। জ্বালার মালা, ৬ষ্ঠীতৎ; তদন্তরে ইন অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
জ্বালামুখ—আগ্নেয়গিরির মুখ, crater. জ্বালাপূর্ণ মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
জ্বালামুখী—তীর্থ বিঃ; শক্তির নামান্তর। জ্বালা (অগ্নিশিখা) মুখ (প্রধান) যেখানে, যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
জ্বালিত—যাহা জ্বালা হইয়াছে এরূপ, দীপিত; ভস্মীকৃত; সন্তাপিত, ক্লেশিত। জ্বালা+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।
জ্বালী (জ্বালিন্)—১। শিখাযুক্ত, দীপ্তিমান্। জ্বালা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জ্বালিনী**। ২। শিব। বি; পুং।
জ্বালেশ্বর—তীর্থ বিঃ। জ্বালার ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্যা—পৃথিবী; (প্রসবহেতু যাঁহার শরীর জীর্ণ হয় এই অর্থে) মাতা; (নিরন্তর আকর্ষণ দ্বারা জীর্ণ হয় বলিয়া) ধনুর ছিলা; (জ্যামিতি) যে সরলরেখা বৃত্তের কোন ভাগকে বিচ্ছিন্ন করে, chord. জ্যা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
জ্যাকেট—একপ্রকার আঁট জামা; পুস্তকের আবরণ। <ইং 'jacket'. বি।
জ্যাঘাত—ধনুকের ছিলার প্রহার; পুনঃপুনঃ গুণাকর্ষণজনিত বেদনা। জ্যা দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।
জ্যাঘাতনিবারণ, -বারণ—ধনুকধারী বীরদের হাতে লাগাইবার একপ্রকার চামড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্যা-নির্ঘোষ—ধনুকের টংকার, ধনুকের ছিলা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
জ্যাঠা—'জেঠা' দ্রঃ।
জ্যাঠামো, জ্যাঠামি—'জেঠামো' দ্রঃ।
জ্যান্ত—জীবিত, জীয়ন্ত। বাংপ্র। বিণ।
জ্যাবড়া—মাখামাখি; বিশ্রী মোটা; অস্পষ্ট। বাংপ্র। বিণ।
জ্যামিতি—ক্ষেত্রতত্ত্ব, Geometry. জ্যার (পৃথিবীর) মিতি (পরিমাণ) যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।
জ্যামিতিক—জ্যামিতিসম্বন্ধীয়, জ্যামিতিশাস্ত্রসংক্রান্ত। জ্যামিতি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।
জ্যায়ান্ (জ্যায়স্)—১। বয়সে বড়, অধিকবয়স্ক; অগ্রজ; প্রবৃদ্ধ; উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ। বিণ। স্ত্রী—**জ্যায়সী**। ২। যে ভ্রাতা বয়সে বড়, অগ্রজ। প্রশস্য বা বৃদ্ধ+ঈয়সুন্ অতিশয়ার্থে, অপেক্ষার্থে ('প্রশস্য' বা 'বৃদ্ধ'-স্থানে জ্য)। বি; পুং।
জ্যারোপ, জ্যারোপণ—ধনুকে ছিলা পরানো, গুণস্থাপন। জ্যার আরোপ, আরোপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।
জ্যেষ্ঠ—অগ্রজ; প্রধান; শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট। প্রশস্য বা বৃদ্ধ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে ('প্রশস্য' বা 'বৃদ্ধ'-স্থানে জ্য)। বিণ।

জ্যেষ্ঠতাত—বাপের বড় ভাই; পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জেঠা। কর্মধা। বি; পুং।

জ্যেষ্ঠশ্বশুর—জেঠশ্বশুর, শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা। কর্মধা। বি; পুং।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ—জেঠশাশুড়ী, জ্যেষ্ঠশ্বশুরের পত্নী। জ্যেষ্ঠা শ্বশ্রূ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠা—১। (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রঃ সাতাশটি নক্ষত্রের অন্তর্গত অষ্টাদশ নক্ষত্র; টিকটিকি; মধ্যমাঙ্গুলি; গঙ্গা; অলক্ষ্মী; নায়িকা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। অগ্রজা; শ্রেষ্ঠা। জ্যেষ্ঠ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠাধিকার—পৈতৃক সম্পত্তিতে প্রথম পুত্রের অধিকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্যেষ্ঠাশ্রম—গৃহস্থাশ্রম, গার্হস্থ্য। জ্যেষ্ঠ আশ্রম, কর্মধা। বি; পুং।

জ্যেষ্ঠাশ্রমী (-মিন্)—গার্হস্থ্যাবলম্বী, গৃহস্থাশ্রমী। জ্যেষ্ঠাশ্রম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং। [বি; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠী—টিকটিকি, জেঠি। জ্যেষ্ঠ + ঈপ্।

জ্যৈষ্ঠ—বাংলা বৎসরের দ্বিতীয় মাস। জ্যৈষ্ঠী (জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা) + অণ্ তদ্‌যুক্ত-মাসার্থে। বি; পুং।

জ্যৈষ্ঠী—জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। জ্যেষ্ঠা + অণ্ যুক্তার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যোতিঃ (জ্যোতিস্), **(>জ্যোতি)**—১। গ্রহ নক্ষত্র প্রঃ পদার্থ; তেজ; চৈতন্য; আত্মা; চোখের তারার ভিতরকার যে জিনিসের সাহায্যে দেখা যায়; প্রকাশ; স্বতঃ-প্রকাশ; জ্যোতিঃশাস্ত্র। বি; ক্লী। ২। অগ্নি; সূর্য। বি; পুং। ৩। পৃথিবী। দ্যুৎ + ইস্ কর্তৃ। ৪। প্রকাশ; শিখা; আলোক, প্রভা, দীপ্তি; জ্বালা। দ্যুত্ + ইস্ ভাব। বি; স্ত্রী।

জ্যোতিঃশাস্ত্র—জ্যোতির্বিদ্যা। জ্যোতিঃ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

জ্যোতিরাত্মা (-ত্মন্)—সূর্য অগ্নি প্রঃ তেজোময় পদার্থ। জ্যোতিঃ আত্মা যাহার, বহু। বি; পুং।

জ্যোতিরিঙ্গ, -রিঙ্গণ—জোনাকীপোকা, খদ্যোত। জ্যোতিস্—ইন্গ্ + অচ্, অন কর্তৃ। বি; পুং।

জ্যোতির্বিৎ (-বিদ্), **-র্ব্বিৎ** (-র্ব্বিদ্)—জ্যোতিষে অভিজ্ঞ, জ্যোতিষী। উপতৎ; জ্যোতিস্—বিদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

জ্যোতির্বি(র্ব্বি)দ্যা—জ্যোতিষ, Astrology; জ্যোতিঃশাস্ত্র; গ্রহনক্ষত্রাদির উৎপত্তি গতি স্থিতি প্রঃ বিষয়ক শাস্ত্র, Astronomy. জ্যোতির্বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

জ্যোতির্বি(র্ব্বি)ন্দু—কণামাত্র জ্যোতিঃ। জ্যোতির বিন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্যোতির্বে(র্ব্বে)ত্তা (-ত্তৃ)—জ্যোতিঃ-শাস্ত্রজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

জ্যোতির্ম(র্ম্ম)ণ্ডল—যাবতীয় জ্যোতির্ময়-পদার্থের সমষ্টি। জ্যোতির ('জ্যোতিস্'-শব্দ) মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জ্যোতির্ম(র্ম্ম)য়—আলোকময়, উজ্জ্বল, জ্যোতিরাত্মক, জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিঃপূর্ণ। জ্যোতিস্ + ময়ট্ স্বরূপার্থে, প্রাচুর্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

জ্যোতির্লোক—ধ্রুবাশ্রিত গ্রহনক্ষত্রলোক; জ্যোতির আশ্রয়; বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্যোতিশ্চক্র—চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহনক্ষত্রসমূহ; (জ্যোতিষ) মেষাদি বারটি রাশিযুক্ত মণ্ডল, রাশিচক্র। জ্যোতির ('জ্যোতিস্'-শব্দ) চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ—জ্যোতির্বিদ্যা, গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি ও ফলাফল; গণনার শাস্ত্র। জ্যোতিস্ + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

জ্যোতিষিক, জ্যৌতিষিক—১। জ্যোতির্বেত্তা। জ্যোতিষ + ইক জ্ঞাতার্থে। বি; পুং। ২। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয়। জ্যোতিষ + ইক সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

জ্যোতিষী (-ষিন্), **জ্যৌতিষী** (-ষিন্)—জ্যোতির্বিৎ, গণক। জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ + ইন্ জানে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-ষিণী**।

জ্যোতিষ্ক—গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থ; চিত্রকবৃক্ষ; গণিকারিকাবৃক্ষ, গণিয়ারি গাছ। জ্যোতিস্ + কন্ স্বার্থে, সদৃশার্থে। বি; পুং।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল—গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহ; আকাশে মণ্ডলাকারে স্থিত রাশিচক্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

জ্যোতিষ্টোম—যজ্ঞ বিঃ [ষোল জন ঋত্বিক্ ইহার অধিষ্ঠাতা]। জ্যোতির স্তোম যাহাতে, বহু। বি; পুং।

জ্যোতিষ্পথ—আকাশ; গ্রহ ধূমকেতু প্রঃর ভ্রমণপথ। জ্যোতির (জ্যোতিঃপদার্থের) পথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

জ্যোতিষ্মতী—১। রাত্রি; যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তবৃত্তি বিঃ; লতা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। জ্যোতির্বিশিষ্টা। জ্যোতিষ্মৎ + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

জ্যোতিষ্মান্ (-ষ্মৎ)—১। উজ্জ্বল; দীপ্তি-ময়, জ্যোতির্বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্মতী**। ২। সূর্য; কুশদ্বীপপতি (ইনি প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠ পুত্র); অত্যুজ্জ্বল মণি, স্ফটিক। জ্যোতিস্ + মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

জ্যোতিস্তত্ত্ব—জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ; স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত স্মৃতি-গ্রন্থ। জ্যোতির (জ্যোতিঃপদার্থের) তত্ত্ব যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

জ্যোতীরথ—ধ্রুব। জ্যোতিঃ রথ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

জ্যোৎস্না—চাঁদের কিরণ, চন্দ্রিকা; কান্তি, শোভা। জ্যোতিস্ + ন আছে অর্থে (নিপা) + আপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যোৎস্নী, জ্যৌৎস্নী—জ্যোৎস্নারাত্রি, চন্দ্রিকাযুক্তা রাত্রি। জ্যোৎস্না + অণ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যৌতিষ—'জ্যোতিষ' দ্রঃ।

জ্যৌতিষিক—'জ্যোতিষিক' দ্রঃ।

জ্যৌতিষী (-ষিন্)—'জ্যোতিষী' দ্রঃ।

জ্যৌৎস্নী—'জ্যোৎস্নী' দ্রঃ।

[ঝ]

ঝ—১। নবম ব্যঞ্জনবর্ণ, চ-বর্গের চতুর্থ বর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু; ইহা ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ বর্ণ]। ২। ঝঞ্ঝাবাত; জলবর্ষণ; শব্দ; বৃহস্পতি; দৈত্যপতি; ইন্দ্র। বি; পুং। ৩। নিদ্রিত; নষ্ট। ঝট্ + ড কর্তৃ। বিণ।

ঝক—দীপ্তি, চমক, বৃথা কথা; পরাজয়। হি। বি। **ঝক মারা**—দোষ স্বীকার করা; বোকামি করা।

ঝকঝক—চকচক, উজ্জ্বলতা-প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ—**ঝকঝকে**।

ঝকঝকানো—ঝকঝক করা, উজ্জ্বলতা প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝকঝকি—বকাবকি; ঝঞ্ঝাট; ঝগড়া। বাংপ্র। বি।

ঝকঝকে—সমুজ্জ্বল, চকচকে। ঝকঝক + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র বিণ।

ঝকঝকে-তকতকে—চকচকে, পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

ঝকড়া—ঝগড়া; বল্লম। প্রা কপ্র। বি।

ঝকমক—চকমক, চিকমিক, উজ্জ্বলতা-প্রকাশ। বাংপ্র। বি বা অ। বিণ, **-মকে**।

ঝকমকানো—ঝকমক করা, ঝলমল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি, **-মকানি**।

ঝকমকি—চকচকে ভাব, ঔজ্জ্বল্য। ঝকমক +ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

ঝকমারি—ত্রুটি, অপরাধ; বোকামি; আহাম্মুকি; হয়রানি। বাংপ্র। বি।

ঝকা—চকচক করা, দীপ্তি প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঝকাঝকি—বকাবকি, ঝগড়াঝাঁটি। বাংপ্র। বি। [বি; পুং।

ঝকার—'ঝ' এই বর্ণ। ঝ+কার স্বার্থে।

ঝক্কি—দায়িত্ব; জনতা, বহুলোকের একত্র অবস্থান; গোলমাল, ঝঞ্ঝাট। বাংপ্র। বি।

ঝক্কি পোহানো—ঝঞ্ঝাট সহ্য করা, উপদ্রব সহা।

ঝগড়া—কলহ, কোন্দল, বিবাদ। বাংপ্র। বি।

ঝগড়াঝাঁটি—বিবাদ, কলহ, কোন্দল। বাংপ্র। বি।

ঝগড়াটে—যে সকল সময়ে ঝগড়া করে ব' করিতে ভালোবাসে এরূপ, কলহপ্রিয়, বিবাদপ্রিয়। ঝগড়া+টে আসক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝংকা(ঙ্কা)র, ঝংকৃ(ঙ্কৃ)তি—বীণা ইঃর শব্দ; ভ্রমরের গুনগুন শব্দ; কাংস্যাদির ঝনঝন শব্দ; অব্যক্ত মধুর ধ্বনি। ঝম্ বা ঝন্—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

ঝংকারা—গুনগুনধ্বনি করা, ঝংকার করা, গুঞ্জন করা। কপ্র। ক্রি।

ঝংকা(ঙ্কা)রিণী—গুনগুন শব্দকারিণী; গঙ্গা। ঝংকার+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।

ঝংকৃ(ঙ্কৃ)ত—১। গুঞ্জিত; শব্দিত; শিঞ্জিত। ঝন্ বা ঝম্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। **২**। ঝংকার। ঝন্ বা ঝম্—কৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ঝঞ্জন, ঝঞ্জনা—অস্ত্র বা ধাতুপাত্রাদির ঝনঝন শব্দ, ঝনৎকার। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝঞ্জনায়মান—যাহা ঝনঝন শব্দ করিতেছে এরূপ। ঝঞ্জন+ক্যঙ্ (=ঝঞ্জনায় নামধাতু) +শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঝঞ্জনে—১। ঝনঝন শব্দকারী; অত্যন্ত নীরস, অতি শুষ্ক। ঝঞ্জন+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। **২**। বজ্র। কপ্র। **৩**। শিশুদের ঝনঝন শব্দকারী একপ্রকার খেলিবার জিনিস। প্রাদে। বি।

ঝঞ্ঝা—ঝড়বৃষ্টি; বাত্যা, ঝড়; ধ্বনি বিঃ; ঝাঁঝ, ঝাঁঝর। ঝম্—ঝট্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝঞ্ঝাট—ব্যগ্রতা, দুঃখ, ক্লেশ; অশান্তি, ঝক্কি, ঝামেলা; দায়, বিপদ; যন্ত্রণা। হি। বি। **ঝঞ্ঝাট পোহানো**—ঝামেলা সহ্য করা, বিরক্তিজনক অবস্থায় সময় কাটানো।

ঝঞ্ঝাটে—গোলমালপ্রিয়, যে হাঙ্গামা লইয়াই থাকে এমন; যাহার অনেক ঝঞ্ঝাট আছে এরূপ, ঝঞ্ঝাটবিশিষ্ট। ঝঞ্ঝাট+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝঞ্ঝানিল, -বাত, -মারুত—বৃষ্টির সহিত ঝড়; বেগবান্ বায়ু, বাত্যা, ঝটিকা। ঝঞ্ঝাযুক্ত অনিল, বাত, মারুত (বায়ু), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ঝঞ্ঝাবর্ত(র্ত্ত)—প্রবল ঘূর্ণিবায়ু, মহাবাত, ভীষণ ঝটিকা। ঝঞ্ঝার আবর্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [ভাব। ক্রি-বিণ।

ঝট্—শীঘ্র, দ্রুত, আচম্বিতে। ঝট্+ক্বিপ্

ঝট—ক্ষিপ্রতা, সত্বরতা। ঝট্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। [প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ঝটকত—ঝলকাইতেছে, চমক দিতেছে।

ঝটকা—আকস্মিক ভাবে জোরে টান, হেঁচকা; সহসা উত্থিত ঝড়, ঝাপটা; পক্ষপুচ্ছাদির সহসা আঘাত। বাংপ্র। বি।

ঝটকানি—হঠাৎ জোর টান। বাংপ্র। বি।

ঝটপট—১। তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। **২**। ডানা নাড়ার শব্দ; অস্থিরতা-প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

ঝটপটি—ঝটপট করিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

ঝটা, ঝটিকা—১। ঝড়। বাংপ্র। বি। **২**। শীঘ্রতা, ক্ষিপ্রতা। ঝট+আপ্; পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝটাপটি—পরস্পর জড়াজড়ি। বাংপ্র। বি।

ঝটি—১। ঝড়। <ঝটিকা। **২**। ছোট ঘাস বিঃ। ঝট্+ইন কর্তৃ। বি।

ঝটিকা—'ঝটা' দ্রঃ।

ঝটিকাবর্ত(র্ত্ত)—ঘূর্ণি-ঝড়। ঝটিকার আবর্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ঝটিত—শীঘ্র, সত্বর। কপ্র। ক্রি বিণ।

ঝটিতি—শীঘ্র, দ্রুত, ঝট্ করিয়া, তাড়াতাড়ি। ঝট্+কিতিচ্ কর্তৃ। অ; ক্রি-বিণ।

ঝড়—প্রবল হাওয়া; ঝটিকা, বাত্যা। <ঝটক। বি।

ঝড়গতি—ঝড়ের ন্যায় বেগবান, অতিশয় বেগশালী। ঝড়ের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ।

ঝড়ঝাপটা—ঝড় ও তাহার আঘাত; (লাক্ষণিক অর্থে) আপদ্-বিপদ্; বাধাবিঘ্ন; সংসারের দুঃখকষ্ট। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ঝড়তি, ঝড়তিপড়তি—নাড়াচাড়ায় কোন জিনিসের যে অংশ মাটিতে পড়িয়া গিয়া নষ্ট হয়; অবশিষ্ট নিকৃষ্ট অংশ; অপব্যয়। বাংপ্র। বি।

ঝড়-তুফান—ছোট ও বড় রকমের ঝড়। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ঝড়া, ঝাড়া—ধানের মত একপ্রকার শস্য (সাধারণতঃ ইহার গাছ ধানগাছের সহিতই হয় এবং ধান পাকিবার আগেই ইহা পাকিয়া ক্ষেতে পড়িয়া যায়)। বাংপ্র। বি।

ঝড়াঝড়—খুব তাড়াতাড়ি; অতি দ্রুত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঝড়ি—ঝটিকা, বাত্যা, কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত আকাশের মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা অথবা বৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

ঝড়ো—ঝড়ের মত; ঝড়ে উৎপন্ন; ঝড়ে আঘাতপ্রাপ্ত। ঝড়+ও সাদৃশ্যাদি অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝনকাঠ—কপাট প্রঃর মাথার কাঠ; চৌকাঠের দুই দিকের লম্বা কাঠ। প্রাদে। বি। [বাংপ্র। অ।

ঝনঝন—অনুকার শব্দ; টনটন, বেদনা।

ঝনঝনা ১। ঝনঝনশব্দ; বজ্র। বি। **২**। ঝনঝন করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঝনঝনানো—ঝনঝন করা; টনটন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি, **-নি**।

ঝনঝনায়মান—যাহা ঝনঝন শব্দে শব্দিত হইতেছে এরূপ। ঝনঝন+ক্যঙ্ (ঝনঝনায় নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ঝনঝনায়িত—ঝনঝনশব্দবিশিষ্ট। ঝনঝনায় (নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ঝনৎকার—ঝনঝন শব্দ, কঙ্কণাদির ধ্বনি। ঝনৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ঝনন-রণন—ঝনঝন শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। [বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝনাৎ—সহসা জোরে ক্ষণস্থায়ী ঝনঝন শব্দ।

ঝপ, ঝপঝপ—শীঘ্র শীঘ্র। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝপাং—জলে ঝাঁপ দিবার বা ভারী জিনিস জলে পড়িবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঝপাঝপ—বারবার ঝপঝপ শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। [বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝপাৎ—জাল প্রঃর জলে পড়িবার শব্দ।

ঝমক—বাজনার আওয়াজ; নহবতের শব্দ। বাংপ্র। বি। [বিণ।

ঝমকিত—উজ্জ্বল, দীপ্তিযুক্ত। প্রা কপ্র।

ঝমঝম—বৃষ্টি জল প্রঃ প্রবলবেগে পতনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝমঝমানো—ঝমঝম শব্দ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**ঝমঝমানি**।

ঝমর-ঝমর—মল প্রঃর শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝমাঝম—ঝমঝম (তাহা দ্রঃ)।

ঝম্প—১। ঝাঁপ, কোন স্থান হইতে আস্ফালন করিয়া লাফাইয়া পড়া। ঝম্ (অনুকরণ-শব্দ)—পত্+ড ভাব। বি; পুং। **২**। বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

ঝম্পই—আন্দোলিত হইতেছে। প্রা কপ্র।

ঝম্পক—(সংগীত) পাঁচ মাত্রার তাল বিঃ। ঝম্প+কন্ সদৃশার্থে। বি; পুং।

ঝম্পন—আন্দোলন; ঝম্পপ্রদান; আচ্ছাদন। <ঝম্প। বি।

ঝম্পা—১। ঝম্প। ঝম্প+আপ্। ২। ঝাঁপতাল। ঝম্প+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। ঝাঁপ দেওয়া, আচ্ছাদন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝম্পাক—বানর। ঝম্প—অক+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। [বি; পুং।

ঝম্পারু—বানর। ঝম্প—ঋ+উ কর্তৃ।

ঝম্পিত—আচ্ছাদিত। প্রা কপ্র। বিণ।

ঝম্পী (ঝম্পিন্)—বানর, কপি। ঝম্প+ইন্ যুক্তার্থে। বি; পুং।

ঝর—ঝরনা, নির্ঝর, পর্বতাদি হইতে পতিত বারিপ্রবাহ; সমূহ; পাহাড় ইঃ হইতে পতিত জলের স্রোত। ঝৃ+অপ্ কর্তৃ। বি; পুং। [হি। বি।

ঝরকা, ঝরোকা—জানালা, গবাক্ষ।

ঝরঝর—১। ক্রমাগত ঝরার শব্দ; জল পড়ার শব্দ। অ। ২। অবিরল ধারায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঝরঝরে—দানা দানা; শুকনো; পরিষ্কার; হালকা; স্পষ্ট; জর্জরিত; ঝাঁজরা। বাংপ্র। বিণ।

ঝরনা—পর্বতনিঃসৃত জলধারা, নির্ঝর। ঝর্+না কর্তৃবা। বাংপ্র। বি।

ঝরনা-কলম—ফাউন্টেন পেন, fountain pen. ঝরনা সদৃশ কলম, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঝরা—১। নির্গত হওয়া; বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত হওয়া; বোঁটা প্রঃ হইতে খসিয়া পড়া। ক্রি। ২। স্খলিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট ('—ফুল'। বিণ। ৩। বৃক্ষাদির মূলে জলদান করিবার নিমিত্ত সচ্ছিদ্র জলপাত্র, ঝারা। ঝর্+আ করণ বা অপা। বাংপ্র। ৪। ঝর, নির্ঝর, উৎসাদি হইতে নির্গত বারিপ্রবাহ। ঝৃ+অঙ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝরিত—গলিত, যাহা ঝরিয়াছে এমন; নির্ঝরবিশিষ্ট। ঝর+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ। বি—**ঝরণ**।

ঝরী—ঝরনা, নির্ঝর। ঝৃ+ই করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঝরে—ঝরে; ঝরিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝর্ঝর—উচ্চ হইতে নিম্নে বেগে জল পড়িলে যে শব্দ হয় তাহা; সামরিক বাদ্যযন্ত্র বিঃ; কাড়া; ঝাঁঝ; বেত্র-নির্মিত দণ্ড বিঃ; ঝাঁজরা, ভাজা জিনিস গরম ঘি বা তেল হইতে তুলিবার হাতা। ঝঝ+অরন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ঝর্ঝরা—বারনারী, বেশ্যা। ঝর্ব্ (নিন্দা করা)+অরন্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝর্ঝরী—১। ঝাঁজরি, সচ্ছিদ্র হাতা। <ঝর্ঝরীক। ২। মন্দিরাবাদ্য; কাংস্য-নির্মিত বাদ্য বিঃ। <ঝর্ঝর। বি।

ঝর্ঝরীক—শরীর; দেশ, চিত্র। বি; পুং।

ঝলক—হলকা ('আগুনের —'); উজ্জ্বল্য, দীপ্তি, প্রভা; বমি করিলে যাহা উঠিয়া আসে তাহার খানিকটা; ঢেউয়ে জলের হঠাৎ এক একবার উত্থান। বাংপ্র। বি।

ঝলকত, ঝলকছি—ঝলকে। প্রা কপ্র। ক্রি। [বি।

ঝলকানি—ঝলক, আলোর চমক। বাংপ্র।

ঝলকানো—দীপ্তিপ্রকাশ, ঝলক দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝলকিত—উজ্জ্বল, দীপ্তিবিশিষ্ট। ঝলক+ইত যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝলজ্বল, -জ্বলা—ছলছল দৃষ্টি; হস্তীর কর্ণ-তাড়ন; ঝুলা, ঝুলিয়া থাকা। জ্বলৎ—জ্বল্+অচ্ কর্তৃ (নিপা), পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

ঝলঝল—উজ্জ্বলতাবিকাশ, দীপ্তিপ্রকাশ; ঝোলা ও দোলার ভাব। বাংপ্র। অ।

ঝলঝলা, ঝলঝলে—যাহা ঝুলিয়া আছে এমন, লম্বমান; দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। অ।

ঝলমল—ঝকমক, ঝলঝল, দীপ্তি প্রকাশ।

ঝলমলে—উজ্জ্বল, চকচকে। ঝলমল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝলসানি—উজ্জ্বল আলোকের ঝলক; তীব্র আলোকে দৃষ্টিহীন হওয়া; অর্ধদগ্ধ হওয়া। বাংপ্র। বি।

ঝলসানো—খানিকটা পুড়িয়া যাওয়া, অর্ধদগ্ধ হওয়া বা করা; চোখের উপর হঠাৎ তীব্র আলোক পড়ায় ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া বা করা; উজ্জ্বলতা নষ্ট হওয়া বা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝলসিত—১। যাহা ঝকঝক করিতেছে এমন, ঝলকিত, উজ্জ্বলীকৃত। ঝলস (<জৌলুস)+ইত যুক্তার্থে। বাংপ্র। ২। চোখের উপর হঠাৎ তীব্র আলোক পড়ায় দৃষ্টিহীন; যাহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে এমন। ঝলসা+ইত কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ঝলা—১। জ্বলিত হওয়া, দীপ্তিবিকাশ করা ('ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা'—মাইকেল); ঝুলিতে থাকা; ঝুলিয়া পড়া। কপ্র। ক্রি। ২। কন্যা, দুহিতা; রৌদ্রের তেজঃ। ঝল্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ('ঝালা' শব্দও হয়।)

ঝল্ল—জাতি বিঃ। বি; পুং।

ঝল্লরী—বাদ্যযন্ত্র বিঃ; ঝলরী; করতাল। ঝল্ল—রা+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঝা—কথাবার্তা; ধ্বনি। ঝট্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝাউ—একজাতীয় গাছ। <ঝাবুক। বি।

ঝা—ঝটিতি, শীঘ্র; ক্ষিপ্রতার ভাব। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝাঁই—১। অতিশীঘ্র, নিমেষে। অ, ক্রি-বিণ। ২। আধপোড়া; খরভাজা; ঝাঁঝযুক্ত; ঝাল; তীব্র। বাংপ্র। বিণ।

ঝাঁক—পাখি মাছ মাছি প্রঃর দল, সমূহ। বাংপ্র। বি।

ঝাঁকড়—গুচ্ছ, স্তবক। বাংপ্র। বি।

ঝাঁকড়-মাকড়—ঝাকড়া (তাহা দ্রঃ)।

ঝাঁকড়া—গোছাযুক্ত, গুচ্ছবিশিষ্ট; ঝোপের মত। ঝাঁকড়+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝাঁকরানো—ঝাঁকানো, জোরের সহিত নাড়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**ঝাঁকরানি**।

ঝাঁকা—১। মোট লওয়ার জন্য বড় আকারের ঝুড়ি; ভারবহন করিবার আধার। বি। ২। সবেগে কাঁপানো; নড়া; দেহ কম্পিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঝাকানি, ঝাঁকি, ঝাঁকুনি—সবেগে ধাক্কা। বাংপ্র। বি।

ঝাঁকানো—নাড়া দেওয়া ('শিশি —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝাঁকামুটে—যে মজুর ঝাঁকায় করিয়া মোট বহন করে। ঝাঁকাবহা মুটে, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঝাঁকারা—ঝংকার দেওয়া ("ধনুক তুলিয়া ঝাঁকারিল পুনঃ পুনঃ।"—কাশী); বমনের বেগ আসা। কপ্র। ক্রি।

ঝাঁকি, ঝাঁকুনি—'ঝাঁকানি' দ্রঃ।

ঝাঁজ—তেজ; তীব্রতা; উগ্রতা; তাপ। বাংপ্র। বি। [<ঝর্ঝর। বি।

ঝাঁজর, ঝাঁজ—নূপুর বিঃ; কাঁসর।

ঝাঁজর, ঝাঁজরা—ফোঁপরা, বহুছিদ্রযুক্ত। <জর্জর। বিণ।

ঝাঁজরা, ঝাঁজরি—সচ্ছিদ্র হাতা; নরদমার মুখের গরাদে; গাছে জল দিবার ঝারি। <জর্জর। বি।

ঝাঁজালো—তীব্র, ঝাঁজযুক্ত, তেজযুক্ত; কড়া। ঝাঁজ+আলো বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঝাঁজি, ঝাজ—জলজ গুল্ম বা শৈবাল

ঝাঁঝাঁ—সূর্যকিরণের তীব্রতা; রোদের তেজ; দ্রুততা-সূচক শব্দ; নিস্তব্ধতা সূচক শব্দ ('রাত — করছে'); ভোঁ-ভোঁ। বাংপ্র। অ।

ঝাট—১। ঝাঁটাদ্বারা পরিষ্কার, সম্মার্জন। বাংপ্র। বি। ২। শীঘ্র, সত্বর। <ঝটিতি। প্রা কপ্র। অ; ক্রি-বিণ।

ঝাটপাট—ঝাঁটা দিয়া সাফ করিয়া পারিপাট্য সাধন। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ঝাটা—শাজ্ঞরা, সম্মার্জনী। বাংপ্র। বি।

ঝাটা খাওয়া—ঝাঁটার দ্বারা প্রহৃত হওয়া; অপমানিত হওয়া। **ঝাঁটা মারা**—ঝাঁটার দ্বারা আঘাত করা। **মুড়ো ঝাটা**—বহুদিনের ব্যবহারে ক্ষয় পাওয়া পেংরা।

ঝাঁটাখেকো—যে সকলের কাছে অপমানিত হয় এমন। উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ঝাঁটাতারা—ধূমকেতু (ইহার আকার অনেকটা ঝাঁটার মত বলিয়া ইহার নাম ঝাঁটাতারা হইয়াছে)। বাংপ্র। বি।

ঝাঁটানো—ঝাঁটা দ্বারা প্রহার করা; ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ।]

ঝাঁটি—'ঝাটি' দ্রঃ। [বি।

ঝাঁতলা—এক ধরনের মোটা মাদুর। বাংপ্র।

ঝাঁপ—১। নীচের দিকে লাফ। <ঝম্প। ২। আগড়, দড়মার তৈয়ারী কপাট; তাঁতের সুতার মধ্য দিয়া মাকু চলিবার পথ। হি। বি।

ঝাঁপতাল—চারিটি পদ এবং দশ মাত্রার তাল। <ঝম্পাতাল। বি।

ঝাঁপন—লুকানো, গোপন করা; ঢাকা। প্রা কপ্র। বি।

ঝাঁপসন্ন্যাস—শিবভক্তদের উৎসব বিঃ [উক্ত উৎসবের দিনে শিবব্রতে দীক্ষিত গাজনের সন্ন্যাসীরা শিবের প্রীতিকামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে]। বাংপ্র। বি।

ঝাঁপা—১। ঝাঁপ দেওয়া; আবৃত করা; লুকানো; মনে পড়া; কাটানো; জলে ঝাঁপ দিবার মত করিয়া শরীর দোলানো। বাংপ্র। ক্রি। ২। একপ্রকার মুকুট, মাথার গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঝাঁপাই—১। সাঁতারের সময় ঘনঘন হাত-পা ছোড়া; লম্ফ। বাংপ্র। বি। ২। ঢাকিয়া, লুকাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝাঁপান—মনসার গান বিঃ; মনসাপূজার উৎসবে সাপ খেলানো। বাংপ্র। বি।

ঝাঁপানো—লাফাইয়া পড়া, লম্ফ প্রদান করা। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝাঁপি—ঢাকনিযুক্ত তালপাতা বেত ইঃর পেটিকা। বাংপ্র। বি।

ঝাঝর—জর্জরিত, জীর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

ঝাট—১। নিকুঞ্জ, লতাগৃহ; কান্তার, দুর্গম বন। ঝট্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। ২। ক্ষত ঘা প্রঃ পরিষ্কারকরণ। ঝট্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। শীঘ্র, দ্রুত। <ঝটিতি। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ। [বি।

ঝাটহি—নিকুঞ্জে; দুর্গমবনে। প্রা কপ্র।

ঝাটা—যূথিকা; ভূমি-আমলকী। ঝট্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝাটি, ঝাঁটি—ঝাঁটিফুল, ঝাঁটিফুলের গাছ। বাংপ্র। বি।

ঝাটি—ঝাঁট, সম্মার্জন। প্রা কপ্র। বি।

ঝাট্যাতি—ঝাড়ুদার, সম্মার্জনীজীবী। প্রা কপ্র। বি।

ঝাড়—গুচ্ছ, স্তবক; শ্রেণী; স্ফটিকাদিনির্মিত বহুশাখাযুক্ত আলোকাধার। <ঝাট। বি।

ঝাড়ঝোড়—ছোটবড় ঝোপ। বাংপ্র। বি।

ঝাড়ন—মন্ত্রদ্বারা রোগাদি নিবারণ; ঝাড়ফুঁক; সম্মার্জন; ধুলা দূর করা; নির্মলীকরণ; ঝাড়িবার জন্য ঝাঁটা বা মোটা ধরনের কাপড়। ঝাড়+অন ভাব, করণ। বাংপ্র। বি।

ঝাড়পোঁছ—ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কারকরণ। ঝাড় ও পোঁছ, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ঝাড়ফুঁক—ভূতগ্রহ বা রোগ সারাইবার জন্য ফুৎকার সমেত মন্ত্র। ঝাড় ও ফুঁক, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ঝাড়া—১। ধান্যাদির গাছ হইতে ধান্যাদি পৃথক্ করা; পরিষ্কৃত করা; তুষাদি দূর করিয়া দেওয়া; সর্পবিষ প্রঃ দূর করিবার জন্য মন্ত্রপাঠ করা; নিঃশেষে বিক্রয় করা ("সবটা ছ পয়সা সেরে ঝেড়ে দেয়"—কেদার বন্দ্যোঃ)। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **গা ঝাড়া দেওয়া**—শরীরের আলস্য ঝাড়িয়া ফেলা। **ঝাড়া দেওয়া**—ঝুলাইয়া বেগে নাড়া দেওয়া। **ঝাল ঝাড়া**—রাগ মিটাইয়া লওয়া, রাগ করিয়া কাহাকেও তিরস্কার বা প্রহার করা। **ঝুলি ঝাড়া**—ঝুলি নীচের দিকে করিয়া খালি করা; রিক্তহস্ত হওয়া। **ধান ঝাড়া**—আছাড় দিয়া ধানগাছ হইতে ধান ঝরাইয়া ফেলা। **নাক ঝাড়া**—জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। **বিষ ঝাড়া**—সাপের দাঁতের গোড়া হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা; (লক্ষ্যার্থে) জব্দ করা। **ভূত ঝাড়া**—মন্ত্রাদি দ্বারা ভূতে-পাওয়া লোকের ভূতাবেশ দূর করা; (লক্ষ্যার্থে) রীতিমত মারধর বা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা। ২। পৃথক্‌কৃত; পরিষ্কৃত; নিস্তুষীকৃত; পুরা, সম্পূর্ণ ('— এক ঘণ্টা')। ঝাড়্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ঝাড়াই—১। ঝাড়ার কাজ। বি। ২। ঝাড়াই-করা, পরিষ্কার-করা। বাংপ্র। বিণ।

ঝাড়ানো—ঝাড়াই করা; পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা; ঝাড়ফুঁক করানো; আগাছাদি পরিষ্কার করানো; গাছ হইতে পাড়া বা ঝরানো; দূরীকরণ। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝাড়ালো—ঝাড়বিশিষ্ট, গুচ্ছবিশিষ্ট। ঝাড়+আলো বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝাড়ী—ঝাড়বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ঝাড়ু—১। ঝাঁটা, সম্মার্জনী। হি। ২। চামর। কপ্র। বি।

ঝাড়ুদার—ঝাঁট দেওয়া যাহার ব্যবসায়; সম্মার্জনীজীবী। ঝাড়ু+দার জীবিকার্থে। হি-ফা। বিণ বা বি।

ঝাণ্ডা—নিশান, পতাকা; পতাকার দণ্ড। হি। বি। **ঝাণ্ডা উঁচা রহে**—পতাকার গৌরব বজায় থাকুক।

ঝানু—পাকা, অভিজ্ঞ। <ঝুনা। বিণ।

ঝাপট—ধাক্কা ('বৃষ্টির —', 'লেজের —')। বাংপ্র। বি।

ঝাপটা—বৃষ্টির ছাঁট; দমকা বাতাস; একরূপ গহনা। বাংপ্র। **ঝাপটা মারা**—কোন কিছুর দ্বারা বিশেষতঃ পাখার দ্বারা আঘাত করা, বেগে ধাক্কা দেওয়া।

ঝাপটানো—আছড়ানো; পাখা ইঃ বেগে সঞ্চালন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝাপসা—১। অস্পষ্টভাবে দৃশ্য, অস্পষ্ট। বিণ। ২। ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব; অস্পষ্ট দৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

ঝাবু, ঝাবক—ঝাউগাছ। ঝা—বী+ডু কর্তৃ, পক্ষে কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ঝামক—অত্যন্ত পোড়া ইট, ঝামা। ঝম+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

ঝামটা—দমকা, ঝাপটা; ক্রোধ প্রকাশ; তিরস্কার। বাংপ্র। বি। **মুখ ঝামটা খাওয়া**—তিরস্কৃত হওয়া, ধমক খাওয়া। **মুখ ঝামটা দেওয়া**—(সাধারণতঃ মেয়েদের) হঠাৎ মুখ নাড়িয়া ধমক দেওয়া।

ঝামর—১। টেকুয়া প্রঃ শাণ দিবার ছোট পাথর। ঝাম—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। বর্ষণোন্মুখ, জলভারাক্রান্ত; অনুজ্জ্বল, দীপ্তিশূন্য ("শ্রীমুখমণ্ডল ঝামর কাহে ভেল"—শশিশেখর)। প্রা কপ্র। বিণ।

ঝামরানো—বর্ষণোন্মুখ হওয়া ('আকাশ —'); রসাধিক্যে ভারী হওয়া ('সর্দিতে মুখ —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝামা—অত্যন্ত পোড়া ইট। <ঝামক। বি।

ঝামেলা—গোলমাল, ঝঞ্ঝাট। হি। বি।

ঝারা—উচ্চ স্থান হইতে গাত্রে অল্প অল্প জলসেচন বা জলপতন; ধারা; বিগ্রহকে স্নান করাইবার বহু ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র; ঝালর। <ধারা। বি।

ঝারি—১। গাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র পাত্র; গাড়ু। <'ঝৃ' ধাতু। ২। ঘটা। প্রা কপ্র। বি।

ঝাল—১। কটু; তীক্ষ্ণ, তীব্র। বিণ। ২। কড়া মেজাজ; ক্রোধ; আক্রোশ; যাহা দ্বারা ধাতুদ্রব্য জোড়া বা তালি দেওয়া হয় তাহা, পান; ঝালাই করিবার জিনিস; ঝাল ব্যঞ্জন; ঝাল মসলা; প্রভৃতির জন্য ঔষধ বিঃ। <জ্বাল। বি। **ঝাল ঝাড়া, ঝাল মিটানো**—তিরস্কার প্রঃ দ্বারা রাগ মিটানো; বকাবকি বা মারধোর করিয়া রাগ দেখানো। **ঝালে ঝোলে অম্বলে**—সর্ব ব্যঞ্জনে; সকল বিষয়ে। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—অন্যের কথাতেই নিজে না জানিয়া শুনিয়া মতামত স্থির করা।

ঝালজ—ধাতুনির্মিত পাত্রের তাজা মেরামত করা; গহনাপত্রের গড়ন ঠিক করা; পান দেওয়া। বাংপ্র। বি।

ঝালর—বকশাদার কোঁকড়ানো কাপড়ের টুকরা; চাঁদোয়া প্রভৃর চারিদিকে ঘের-দেওয়া কাপড়; শ্রেণীবদ্ধ লম্বিত অলংকার ('মুক্তার —')। <ঝল্লরী। বি।

ঝালরদার—ঝালরযুক্ত। ঝালর+দার যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝালা—পান দিয়া ধাতুদ্রব্য জোড়া; পুকুরের বা পাতকুয়ার পাঁক ইঃ তুলিয়া পরিষ্কার করা; কৌশলে অন্যের অর্থাদি আত্মসাৎ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঝালাই—ঝালিবার কাজ। বাংপ্র। বি।

ঝালাইকর—যে ধাতু জুড়িবার কাজ করে। বাংপ্র। বি।

ঝালানো—ধাতব দ্রব্যে পান লাগাইয়া জুড়িয়া দেওয়া; উদ্ধার করা; সংস্কার করা; পরিষ্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝালাপালা—অল্পকালস্থায়ী উচ্চ শব্দে যাহার কানে তালা লাগে এমন; অতিশয় বিরক্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঝালি—জলসেচনকালে জল জমিবার গর্ত; সেচনীর দ্বারা উত্তোলিত জলপতনের স্থান; পেটিকা, বেতের পেড়া; ঝুলন খেলা। বাংপ্র। বি।

ঝি—কন্যা, মেয়ে, দুহিতা; দাসী, চাকরানী। পালিমূলক অথবা 'দুহিতৃ'-শব্দজ। <ঝীঅ <ধিয়<ধীদা<দুহিতা। বি; স্ত্রী।

ঝিউড়ী, ঝিয়ারী—কন্যা, দুহিতা। বাংপ্র। বি।

ঝিঁক—উনানের পাড়ের উঁচু অংশ যাহাতে হাঁড়ি বসে এবং যাহার ফাঁক দিয়া আঁচ উঠে। বাংপ্র। বি।

ঝিঁকা, ঝিঁকে—ধাক্কা, সবেগে টান। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

ঝিঁকুট—অকালপক্ব; শুষ্ক ও চিমড়ে।

ঝিঁঝিঁ—১। অসাড় চিনচিন করার ভাব ('— ধরা')। **২**। ঝিল্লী, ঝিঁঝিপোকা। <ঝিল্লী। বি। [বি।

ঝিঁঝিট—সংগীতের রাগিণী বিঃ। বাংপ্র।

ঝিক—বেগে বাহিরে যাওয়া। বাংপ্র। বি।

ঝিকমিক, ঝিকিমিকি—চকচক করা, দীপ্তিবিকাশ। বাংপ্র। অ।

ঝিকর—কাঁকর; গর্ভবতী নারী খাইতে চায় এমন পোড়া মাটি। প্রা কপ্র। বি।

ঝিকুর—মাথার ঘিলু, মস্তিষ্ক, মস্তকের মধ্যস্থিত সারাংশ। বাংপ্র। বি।

ঝিঙা, ঝিঙে—তরকারিরূপে ব্যবহার্য ফল বিঃ। <ঝিঙ্গাক। বি।

ঝিঙ্গাক—ফল বিঃ, ঝিঙে। লিঙ্গ্+আক কর্তৃ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

ঝিঙ্গিনী—ঝিঙ্গালতা, ঝিঙ্গাগাছ; উল্কা। লিঙ্গ্+ণিন্ কর্তৃ (নিপা)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঝিণ্টী—ঝিণ্টাগাছ। লিঙ্গ্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী। [বি।

ঝিঝিট—সংগীতের রাগিণী বিঃ। বাংপ্র।

ঝিল্লী—ঝিঁঝিপোকা, ঝিল্লী। ঝিল্লা+অচ্ বিশিষ্টার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঝিণ্টিকা, ঝিণ্টকী—ঝাঁটিফুলের গাছ। ঝিম্—রট্ (ঘোষণা করা)+অচ্ কর্তৃ (নিপা)+ঈপ্—ঝিণ্টী; ঝিণ্টী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝিনঝিন—অনেকক্ষণ একভাবে স্থাপনের ফলে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ায় অঙ্গের বিবশতা ও তাহাতে কম্পনতুল্য অনুভূতি। বাংপ্র। অ। বি, -**ঝিনি** ('— লাগা')।

ঝিনুক—শুক্তি, জলচর কঠিনাবরণ প্রাণী বিঃ; ঝিনুকের শক্ত খোলা; ঝিনুকের খোলার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ধাতুনির্মিত চামচ। বাংপ্র। বি।

ঝিম—নেশা ইঃতে অবশ। বাংপ্র। বিণ।

ঝিমঝিম—নেশা ইঃর জন্য অবশতা বোধ। বাংপ্র। অ।

ঝিমা—মাতৃতুল্যা দাসী; ঠাকুরমা বা দিদিমার ঝি। বাংপ্র। বি।

ঝিমানো, ঝিমনো, ঝিমুনো—চক্ষু মুদিয়া ঢুলা, তন্দ্রাবিষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [ঝি।

ঝিয়ারী—কন্যা, নন্দিনী, দুহিতা। বাংপ্র।

ঝিয়ে—কন্যে, তনয়ে ("শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুখে থাক বিনোদ মন্দিরে"—কবিকঙ্কণ)। 'ঝি' শব্দের সম্বোধন। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

ঝিরঝির—মৃদুভাবে জল বায়ু ইঃর বহিয়া যাওয়ার ভাব। বাংপ্র। অ। বিণ—**ঝিরঝিরে**।

ঝিরিঝিরি—ঝিরঝির করিয়া, মৃদুভাবে, ক্ষীণ ধারায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঝিল—জলগও; লম্বা ধরনের জলাশয় বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঝিলমিল—ঝকমক, ঝলমল। বাংপ্র। অ। বিণ, -**মিলে**। ক্রি, -**মিলানো**।

ঝিলমিলি, ঝিলমিল—জানালা প্রভৃর খড়খড়ি; পালকির কপাট; ঝলমল করার ভাব। বাংপ্র। বি বা অ।

ঝিলিক—ঝলক, তীব্র ক্ষণস্থায়ী আলোক; বিদ্যুতের চমক; বিদ্যুৎ। বাংপ্র। বি বা অ।

ঝিলিক মারা—বিদ্যুতের চমক হওয়া।

ঝিলিমিলি—১। ঝিকমিকে ও লম্বমান; বিচিত্র। বিণ। **২**। ঝিলমিলি। বাংপ্র। বি বা অ।

ঝিল্লিকা, ঝিল্লী—ঝিঁঝিপোকা; রোদের তেজ বিঃ, ঝাঁঝাঁ, চিকচিক; জালের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট পাতলা চামড়া, membrane; বাতি, বর্তি; সলিতা; দীপ্তি; রৌদ্রের তেজ; গামছা; করতালবাদ্য। চিল্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)+ঈপ্—ঝিল্লী; ঝিল্লী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝিল্লীকণ্ঠ—গৃহপালিত কবুতর, গৃহকপোত। ঝিল্লীর কণ্ঠসদৃশ কণ্ঠ যাহার, বহু। বি; পুং। [বি; পুং।

ঝিল্লীধ্বনি—ঝিঁঝিপোকার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ।

ঝুঁকা—পক্ষপাতী হওয়া; আকৃষ্ট হওয়া; হেলা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঝুঁকি—দায়িত্ব, ভার; বিপদের সম্ভাবনা; ঝোঁক, প্রবণতা। বাংপ্র। বি। **ঝুঁকি সামলানো**—দায়িত্ব লইয়া যোগ্যতার সহিত কার্য সাধন করা।

ঝুঁঝকিবেলা—ভোরবেলা। বাংপ্র। বি।

ঝুঁজানো—ছিদ্রপথে বেগে পড়া; তরল পদার্থ ঝরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝুঁটা—টিকি, শিখা; খোঁপা ("শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বদ্ধ ঝুঁটা"—নৃসিংহ দাস)। প্রা কপ্র। বি।

ঝুঁটি—ষাঁড়ের ঘাড়ের উপরকার মাংসপিণ্ড; মাথার উপরে বাঁধা চুলের গোছা; কবরী, খোঁপা; টিকি, শিখা। বাংপ্র। বি।

ঝুঁটি-বাঁধা—যাহার মাথার উপরে গোছা করিয়া চুল বাঁধা রহিয়াছে এমন ("ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি"—রবীন্দ্র)। ঝুঁটি বাঁধা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

ঝুট, ঝুটা—১। মিথ্যা, অলীক; অনর্থক; নিষ্প্রয়োজন। হি। **২**। উচ্ছিষ্ট। <জুষ্ট। বিণ। **৩**। চূড়া। প্রা কপ্র। বি।

ঝুটক—মিথ্যা, অনর্থক। প্রা কপ্র। বিণ।

ঝুটমুট—মিছামিছি, শুধু শুধু। হি-মূ। অ।

ঝুটা—১। টিকি, শিখা। <জূট। বি। **২**। ঝুট (২) দ্রঃ। **৩**। ঝুট (১) দ্রঃ।

ঝুড়ি—বাঁশ প্রঃ দ্বারা তৈরী একপ্রকার পাত্র, ছোট ঝোড়া। বাংপ্র। বি।

ঝুড়িঝুড়ি—অনেক, প্রচুর। বাংপ্র। বিণ।

ঝুণ্ট—ছোট গাছ, ঝোড়; গুল্ম; ঝোপ; গুল্ম। ঝট্+অচ্ কর্তৃ (ন-আগম, অ-স্থানে উ)। বি; পুং।

ঝুনঝুন—কোমল ঝনঝন শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝুনা, ঝুনো—অত্যন্ত পাকা, অতিশয় নিপুণ; নিতান্ত ধূর্ত, ঝানু; অতি পাকা এবং শুকনা ('— নারিকেল')। <জূর্ণ। বিণ।

ঝুমুক-ঝুমুক—নূপুরের শব্দ; মলের শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঝুমঝুম—ঝুনঝুন শব্দের কোমলতর রূপ। বাংপ্র। অ। [ক্রি-বিণ।

ঝুপ—ঝপ্, লম্ফ ইঃর শব্দ। বাংপ্র। অ;

ঝুপঝাপ, ঝুপঝুপ—জলে দাঁড় ফেলিবার

শব্দ ; জলে পড়িবার বিশেষ শব্দ ; বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝুপড়ি, ঝুপরি—১। পর্ণকুটীর। বি। ২। ঝোপের মত ছোট ; ক্ষুদ্র ('—গৃহ')। বাংপ্র। বিণ।

ঝুপসি—ঝোপঝাপযুক্ত ; ঝোপের মত ; অন্ধকার। বাংপ্র। বিণ।

ঝুপুর-ঝুপুর—দ্রুত দাঁড় ফেলিবার বা বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঝুম—১। মৌনী, নিস্তব্ধ। বিণ। ২। আবদার, খোট। বাংপ্র। বি।

ঝুমকা, ঝুমকো—একরকম লতা ও তাহার ফুল, passion flower ; থুপি ; ঐ ফুলের আকারবিশিষ্ট কানের দুল। বাংপ্র। বি।

ঝুমঝুম—অলংকারাদির বিশেষতঃ ঘুঙুরের শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঝুমঝুমি—শিশুদের খেলনা বিঃ [ইহা নাড়িলে "ঝুমঝুম" শব্দ হয়]। বাংপ্র। বি।

ঝুমরি—সংগীতের রাগিণী বিঃ ; অশ্লীল বা আদিরসাত্মক গান বিঃ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ঝুমুর—নৃত্যগীত বিঃ ; অশ্লীল কবিগান বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঝুর—১। গলন, ক্ষরণ। বাংপ্র। বি। ২। কাঁদে, কাঁদিতেছে ("কানু কানু করি ঝুর" —বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝুরঝুর, ঝুরুঝুরু—ধীরে ধীরে বালি খসার শব্দ ; পাতা ও পল্লব প্রঃর ধীরে ধীরে নড়িবার শব্দ। বাংপ্র। অ। বিণ—**ঝুরঝুরে**।

ঝুরত—কাঁদিতেছে ("ঝুরত তুয়া বিনু রাই" —গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝুরা—১। গুঁড়া-করা ; শুষ্ক ও চূর্ণ। বিণ। ২। গলিত হওয়া, ক্ষরিত হওয়া। বাংপ্র। ৩। গভীর বেদনা বোধ করা ; কাঁদা, অশ্রুমোচন করা ("রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। ক্রি। [বিণ।

ঝুরাঝারা—অবশিষ্ট টুকরাটাকরা। বাংপ্র।

ঝুরি—১। বট প্রঃ গাছের ডাল হইতে যে নকল শিকড় লম্বাভাবে শূন্যে ঝুলিয়া পড়ে তাহা, নামনা ; বেসম দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য। বাংপ্র। ২। ছোট টুকরা, ক্ষুদ্র খণ্ড। প্রা কপ্র। বি।

ঝুরিভাজা—বেসম দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ; ভালরূপে ভাজা কোন বস্তুর গুঁড়া। ঝুরি সদৃশ ভাজা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঝুরুঝুরু—'ঝুরঝুর' দ্রঃ।

ঝুল—জামার জন্য দেহের উপরদিক্ হইতে নিম্নদিকের মাপ ; জমাট ধুঁয়া, ধুঁয়া প্রঃর জন্য ঘরের মধ্যে যে কালি জমিয়া থাকে তাহা ; বিলম্বকরণ ; ঝুলন, দোলানো। <'দুল্'-ধাতু। বি। [বিণ।

ঝুলকাল—ঝুলের মত কৃষ্ণবর্ণ। বাংপ্র।

ঝুলন—রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে দোলায় ঝুলাইয়া যে উৎসব করা হয় তাহা ; হিন্দোল উৎসব (এই উৎসব শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হয় এবং পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়) ; ঝুলিয়া থাকা ; দোলন। ঝুল্ + অন ভাব। বাংপ্র। বি।

ঝুলনা—দোলনা ; দোলা। হি। বি।

ঝুল-সন্ন্যাস—গাজনের উৎসবের সময় শিব-ভক্ত সন্ন্যাসীদের উপরে পা আটকাইয়া মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ঝুলা। প্রাদে। বি।

ঝুলা—দোলা, দোল খাওয়া ; লম্বমান হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঝুলাঝুলি, ঝুলোঝুলি—অতিশয় অনুনয়-বিনয় ; সাধাসাধি, জেদাজেদি, পীড়াপীড়ি। বাংপ্র। বি।

ঝুলানো—দোলানো ; টাঙানো, লম্বমান করা ; গুরুতর অপরাধে অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝুলি—কাপড়ের তৈরী থলি, কাঁধে ঝুলানো থলি। বাংপ্র। বি। **ঝুলি কাঁধে করা, ঝুলি লওয়া**—দীনদরিদ্র হইয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করা, নিঃসম্বল হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা। **ঝুলি ঝাড়া করা**—টাকা পয়সার একেবারে রিক্ত করা, নিঃসম্বল করা।

ঝেঁটা—ঝাঁটা। বাংপ্র। বি।

ঝেঁটানো—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা ; ঝাঁটা দিয়া প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝেঁতলা—মাদুর বিঃ ; চওড়া চওড়া জলজ ঘাস। বাংপ্র। বি।

ঝোঁক—অত্যন্ত আগ্রহ ; প্রবণতা, একান্ত প্রবৃত্তি, জেদ ; প্রভাব ; পণ ; পক্ষপাতিত্ব ; টান ; ঝুঁকিয়া পড়া, আনতভাব, অবনতি ; বিহ্বলতা। বাংপ্র। বি। **ঝোঁক চাপা**—অত্যন্ত আগ্রহ হওয়া।

ঝোঁকতা, ঝুঁকতি—দাঁড়ি-পাল্লার এক-দিকে ওজন বেশী হওয়া ও সেই দিকের পাল্লা নামিয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি।

ঝোঁকা—পক্ষপাতিত্ব করা ; বিহ্বল হওয়া ; আকৃষ্ট হওয়া ; মত্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঝোঁকালো—জেদী, কোন কিছু করিতে অত্যন্ত আগ্রহসম্পন্ন, প্রবণতাসম্পন্ন। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বিণ।

ঝোঁটন—১। ঝুঁটি। বি। ২। ঝুঁটিযুক্ত।

ঝোঁটা—(অনাদরে ও বড় বুঝাইতে) ঝুঁটি, লম্বিত কেশগুচ্ছ। বাংপ্র। বি।

ঝোড়—লতা-গুল্মে পূর্ণ ঘন ঝোপ ; জঙ্গল। বাংপ্র। বি।

ঝোড়া—১। বড় ঝুড়ি ; কঞ্চি দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বিঃ। বি। ২। পরিষ্কৃত, বাছা বা ছোলা (বাঁশ ইঃ)। বাংপ্র। বিণ।

ঝোড়ো—ঝড়-সম্বন্ধীয়, ঝড় হইতে জাত। ঝড় + ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঝোপ—ছোট ছোট গাছের বন ; গুল্ম। <ক্ষুপ। বি। **ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারা**—সুযোগ পাইয়া সেইমত কাজ করা, অবস্থা বুঝিয়া সুবিধামত কাজ করা।

ঝোপড়া—পর্ণকুটীর। হি। বি।

ঝোর—জল যাইবার পথ, জলপ্রণালী। বাংপ্র। বি। [ঝরনা। বি।

ঝোরা—স্বাভাবিক ক্ষুদ্র জলস্রোত ; নির্ঝর,

ঝোল—তরল অংশ ; যূষ, ব্যঞ্জনের রস ; মৎস্যাদি-সহযোগে প্রস্তুত পাতলা ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঝোলন—দোলন, ঝুলিয়া থাকা। ঝুল্ + অন ভাব। বাংপ্র। বি।

ঝোলা—১। বড় ঝুলি বা থলি। বি। ২। দোলা, দোল খাওয়া ; লম্বিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৩। লম্বিত ; ঝুলবিশিষ্ট ; ঝোলের মত ; তরল, পাতলা। বাংপ্র। বিণ।

ঝোলানি—গুড়ের মাত ; তরল অংশ। বাংপ্র। বি।

ঝোলানো—ঝুলাইয়া দেওয়া ; ঝুলনো, টাঙাইয়া দেওয়া ; লম্বমান করা ; ফাঁসি দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঝ্যাঁটাতি—ঝাঁটা দ্বারা পরিষ্কারকারী ব্যক্তি ("ঝ্যাঁটাতি বাইতি নয় ভোলা"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

[ঞ]

ঞ—১। দশম ব্যঞ্জনবর্ণ এবং চ-বর্গের পঞ্চমবর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান সনাসিক তালু; ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলে]। ২। শুক্রাচার্য; বৃষ, ষণ্ড; স্বধর্মভ্রষ্ট যোগী; ক্রূর; গায়ন। বি; পুং, বা বিণ। ৩। প্রাচীন বাঙ্গালায় চন্দ্রবিন্দু-স্থলে প্রযুক্ত বর্ণ; আধুনিক বাঙ্গালার 'ঞা', 'য়া' বা 'ইয়'র স্থলে প্রযুক্ত প্রাচীন বাঙ্গালার বর্ণ। ৪। অনুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বা বাদ্যধ্বনি; তানপুরা প্রঃ তারের যন্ত্রের ঝংকার; ঘর্ঘরশব্দ; ঘর্ঘরধ্বনি। অ। ৫। এই আমি ("ঞ চরণে তোমার"—বাসবদত্তা)। প্রা কপ্র। সর্ব।

ঞকার—'ঞ' এই বর্ণ; ক্রূর; গায়ন; হুংকার; ধর্মে অনাসক্ত মন; ঘর্ঘর-ধ্বনি ("ঞকার ঘর্ঘর-ধ্বনি"—ভারত)। ঞ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঞকারিণী—১। চণ্ডী; কালিকা। বি; স্ত্রী। ২। হুংকারকারিণী। ঞ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঞি—(ব্যাকরণ) তদ্ধিত-প্রত্যয় বিঃ; কোন কোন ব্যাকরণমতে পাণিনীয় ণিচ্। বি; পুং।

ঞিহ্—ইনি। প্রা বাং। সর্ব।

ঞান্ত—ণিজন্ত। ঞি অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

[ট]

ট—১। একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ট-বর্গের প্রথম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ইহা অঘোষ ও অল্পপ্রাণ]। ২। শব্দ; পাদ, চতুর্থাংশ; বামন; শিব; ত্রিভুবনবিখ্যাত ব্যক্তি। বি; পুং। ৩। করঙ্ক; টংকারধ্বনি। টল্+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [বি।

টই—ঘরের চালের মটকা; টোকা। বাংপ্র।

টইটই—জলের ছাপাছাপি হওয়ার ভাব-বোধক শব্দ; পরিপূর্ণতা; টৈ-টৈ। বাংপ্র। অ।

টইটুম্বুর, -টম্বুর পরিপূর্ণ, কানায় কানায় পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

টউ—পিতলের বড় হাঁড়ি। প্রাদে। বি।

টং, টঙ—১। ঘণ্টাদির শব্দ; অস্থায়ী চালা; উঁচু মাচান। বাংপ্র। বি। ২। অতিশয় ক্রুদ্ধ, নেশায় বা ক্রোধে বিভোর বা স্ফীত। <টঙ্ক। বিণ।

টংটং—ঘণ্টা ঘড়ি প্রঃর ধ্বনির অনুকরণ-শব্দ; টোটো করিয়া বেড়ানো। ধ্বন্যাত্মক অ।

টক্—শীঘ্র; বড় ঘড়ি দোলনের শব্দ। অনুকার-শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টক—১। চুকা, অম্লরসবিশিষ্ট। বিণ। ২। অম্ল; অম্ল ব্যঞ্জন, অম্বল। <তক্র। বি।

টকটক—১। বড় ঘড়ির দোলনের শব্দ; প্রতি কথায় প্রতিবাদসূচক কথা বলা। ধ্বন্যাত্মক অ। ২। রগরগ, উজ্জ্বল; ঈষৎ অম্লাস্বাদযুক্ত। বিণ। ৩। তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

টকটকে—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

টকপালঙ—চুকা পালঙ, অম্লাস্বাদযুক্ত এক-প্রকার শাক। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

টকা—টক হওয়া, অম্লরসযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [ক্রি-বিণ।

টকাটক—তাড়াতাড়ি; সঙ্গে সঙ্গে। বাংপ্র।

টকানো—টক করিয়া ফেলা, অম্লরসযুক্ত করিয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টকি—সবাক্ ছায়াচিত্র, বক্তৃতার সহিত বায়োস্কোপ। <ইং 'talkie'. বি।

টকো—চুকা, অম্লস্বাদযুক্ত। টক+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

টক্কর—মৃদু আঘাত; পরস্পর ধাক্কা; হোঁচট, গুঁতা ('—খাওয়া'); সামান্য উঁচু বাধা; প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধভাব; প্রতিযোগিতা, পাল্লা ('—দেওয়া')। বাংপ্র। বি।

টক্করাটক্করি—আড়াআড়ি, রেষারেষি। বাংপ্র। বি।

টক্রু—টাকু, সুতা পাক দেওয়ার যন্ত্র বিঃ। টক্+রু কর্তৃ। বি; পুং।

টগবগ—আগুনের তাপে কোন বস্তু সিদ্ধ হইবার সময়ে জলের শব্দ; ঘোড়ার দৌড়ের ভাব-প্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টগর—একজাতীয় ফুল বা সেই ফুলের গাছ। <তগর। বি।

টগরা, টগরে—চালাক, সেয়ানা; চটপটে; ফাজিল। বাংপ্র। বিণ।

টগেটগে—তকে তকে; সাবধানতার সহিত; সন্ধান করিয়া, খোঁজ রাখিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

টঙ্ক—১। টাকা, তঙ্কা; ক্রোধ; কোষ, খাপ; খড়্গ; পাথর ভাঙ্গিবার একপ্রকার যন্ত্র; পর্বতাদির উচ্চস্থান। ২। (সংগীত) রাগ বিঃ। বি; পুং। ৩। চারি মাষারূপ পরিমাণ; জঙ্ঘা, জাং; খন্তা; খনিত্র, খননাস্ত্র, দর্প, গর্ব। টন্ক্+ণিচ্+অ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ৪। টঙ্কন, টাঁকা। টন্ক্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

টঙ্কক—টাকা, রৌপ্যমুদ্রা। টঙ্ক+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

টঙ্কণ—পাহাড়িয়া ঘোড়া; সোহাগা। টন্ক্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

টঙ্কন—উল্লেখ; টাঁকা; বন্ধন। টন্ক্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বি; পুং।

টঙ্কপতি—টাকশালের কর্তা। ৬ষ্ঠীতৎ।

টঙ্কশালা—টাকশাল, যেখানে টাকা তৈরী হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

টঙ্কা—১। টাকা। <টঙ্ক। বি। ২। জঙ্ঘা; তারা দেবী; (সংগীত) রাগিণী বিঃ। টন্ক্+ঘঞ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

টঙ্কার—১। ধনুকের ছিলার শব্দ; বিস্ময়; আশ্চর্য; খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রসিদ্ধি। টন্—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। টঙ্কারযুক্ত। টঙ্কার+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

টঙ্কিত—উল্লিখিত; বদ্ধ; শঙ্কিত। টন্ক্+ক্ত কর্ম। বিণ।

টঙ্গ—১। খননাস্ত্র, টাঙ্গী, কুঠার, পরশু; জঙ্ঘা। টন্ক্+ঘঞ্ করণ, কর্ম (নিপা)। বি; পুং। ২। বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখা; সর্বোচ্চ স্থান; মঞ্চ। <তুঙ্গ। বি। ৩। স্ফীত; উচ্ছ্বসিত (রাগিয়া টঙ্গ হওয়া)। প্রাদে। বিণ।

টঙ্গণ, টঙ্গন—সোহাগা। টনক্+অন কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। [বাংপ্র। অ।

টঙ্গশ-টঙ্গশ—অনর্থক ভ্রমণসূচক শব্দ।

টটুর—কথা বলা বা কথার জবাব দেওয়ার নিপুণতাবোধক শব্দ। বাংপ্র। অ। বিণ—**টটুরে** ('—ছেলে')।

টন—১। ইংরেজী পরিমাণ বিঃ, ২০ হন্দর। <ইং 'ton'. বি। ২। কঠিন জিনিসে আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টনক—বোধ, উপলব্ধি; স্মৃতিস্থান; খেয়াল, স্মরণ, হুঁশ। বাংপ্র। বি। **টনক নড়া**—চেতনা হওয়া ও কার্যসাধনে উদ্যোগ হওয়া।

টনকো—সবল; দৃঢ়; উঠিতে বসিতে সমর্থ; চটপটে। বাংপ্র। বিণ।

টনটন—বেদনার ভাব; টানটান হইয়া ব্যথা করা; স্পন্দনের ভাব। বাংপ্র। অ। বি—**টনটনানি**।

টনটনে—মজবুত, দৃঢ়; তীক্ষ্ণ; পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ ('— জ্ঞান'); দূরবিসারী; পাকা। বাংপ্র। বিণ। **টনটনে বরাত**—সৌভাগ্য, জোর কপাল; (বিদ্রূপে) মন্দ বরাত, দুর্ভাগ্য।

টনসিল—আলজিহ্বা, উপজিহ্বা। <ইং 'tonsil'. বি।

টনাৎ—টন করিয়া পড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টনিক—বলকারক ঔষধ; বলকারক। <ইং 'tonic'. বি বা বিণ।

টপ্—একবিন্দু তরল বস্তু পতনের শব্দ; শীঘ্রতাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

টপকা—অপ্রত্যাশিত ভাবে, হঠাৎ। বাংপ্র। অ।

টপকানো—লাফ দিয়া ডিঙ্গাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টপটপ—বড় বড় ফোঁটা পড়িবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

টপাটপ—একটার পর একটা, ক্রমাগত; অনবরত; অতিদ্রুত। বাংপ্র। অ; ক্রি-বিণ।

টপ্পা—গীত বিঃ; একরকম প্রণয়-সংগীত। হি। বি। **টপ্পা মারা**—গল্প-গুজব ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া সময় কাটানো।

টপ্পাবাজ—টপ্পাগানে নিপুণ; আড্ডাবাজ। টপ্পা+বাজ নিপুণার্থে। হি-মু। বিণ।

টব—জল রাখিবার পাত্র বিঃ, ডাবা; ফুলগাছ ইঃ রোপণের পাত্র। <ইং 'tub'. বি।

টবটব—জল নড়ার শব্দ; জলপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

টবর্গ—ট ঠ ড ঢ ণ—এই পাঁচটি বর্ণ। ট-আদিক বর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

টমটম—এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ি। <ইং 'tandem'. বি।

টমেটো—বিলাতী বেগুন। <ইং 'tomato'. বি।

টর—মাদকদ্রব্য-সেবনে অস্থির, মদ্যাদি-সেবনে ব্যাকুল। বাংপ্র। বিণ।

টর্চ, টর্চলাইট—একরকম বিজলী বাতি, torch, torch-light. [ইহা হাতে করিয়া বেড়ানো এবং ইচ্ছামত জ্বালানো ও নিবানো যায়।] বি।

টর্পেডো—জাহাজ ঘায়েল করিবার বিস্ফোরক অস্ত্র বিঃ। <ইং 'torpedo'. বি।

টল—'টলন' দ্রঃ।

টলকানো—টলা; ঝলক খাইয়া পড়া, উছলাইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টলটল—কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া ঈষৎ কম্পন; নির্মল ভাব বুঝাইবার শব্দ। বাংপ্র। বি।

টলটলায়মান—সর্বদা অস্থির, দোদুল্যমান, কম্পমান। টলটল+ক্যঙ্ (='টলটলায়' নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

টলটলে—তরল; ছাপাছাপি হইয়া কাঁপিতেছে এমন; অনাবিল, যাহা ঘোলা নয় এমন ('— জল')। টলটল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

টলন, টল—বিচলিত হওয়া, টলা; স্খলন। টল্+অনট্, ক ভাব। বি; স্ত্রী, পুং।

টলবল, টলমল—১। আন্দোলন অস্থিরতা পতনোন্মুখতা ইঃর লক্ষণ প্রকাশ। অ। ২। অস্থির, কম্পমান; ঝলমল, চাকচিক্যময়। বাংপ্র। বিণ।

টলা—বিচলিত হওয়া, ব্যাকুল হওয়া; অস্থির হওয়া, নড়া; অন্যথা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টলানো—নড়ানো; গলানো; বিচলিত করা; অন্যথা করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টলিত—বিচলিত, যে টলিয়াছে এরূপ। টল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

টস—রস; ফোঁটা ফোঁটা জল; ফোঁটা পড়ার শব্দ। বাংপ্র। বি বা অ।

টসকানো—টোল খাওয়া; নষ্ট হওয়া; ভাঙ্গা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টসটস—রসে পরিপূর্ণতা বুঝাইবার শব্দ ('আমটা পেকে — করছে'); ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ার ভাব বুঝাইবার শব্দ ('— করে চোখের জল পড়ছে')। বাংপ্র। অ। বিণ—**টসটসে**।

টসা—বিন্দু, ফোঁটা। বাংপ্র। বি।

টসানো—বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া, ফোঁটার আকারে পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টহরম—আদালত খোলা থাকার সময়। <ইং 'term'. বি।

টহল—ভ্রমণ; ঘোরাঘুরি করিয়া পাহারা দেওয়া; ভিক্ষার জন্য গান গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। হি। বি।

টহলদার—ভ্রমণকারী; চৌকিদার; যাহারা বাড়ি বাড়ি গিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। টহল+দার কর্তা অর্থে। হি-ফা। বিণ বা বি।

টহলানো—গাহিতে গাহিতে ঘুরিয়া বেড়ানো, ঘোড়া প্রঃ জানোয়ারের পরিশ্রম দূর করিবার জন্য পায়চারি করানো; পায়চারি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টা—সংখ্যাবাচক বা অন্য বিশেষ্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হইলে তুচ্ছতা-প্রকাশক (যেমন,—একটা, দুইটা, মানুষটা, জিনিসটা ইঃ)। বাংপ্র। অ বা প্রত্যয়।

টাই—১। উৎসাহ, প্ররোচনা; প্রলোভন। গ্রাম্য। বি। ২। বন্ধন বা বন্ধনী। <ইং 'tie'. বি।

টাইট—আঁটসাট, টানটান। <ইং 'tight'. বিণ।

টাইপ—ছাপিবার নিমিত্ত সীসকনির্মিত অক্ষর; ছাপা অক্ষর; প্রকার, পদ্ধতি, ধরন। <ইং 'type'. বি। **টাইপ করা**—টাইপ-রাইটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে ছাপানো।

টাইপ-ফাউণ্ডারি—সীসার অক্ষর ঢালাই করিবার কারখানা, অক্ষর-নির্মাণশালা। <ইং 'type-foundry'. বি।

টাইপ-রাইটার—চিঠিপত্রাদি ছাপাইবার হস্তচালিত ক্ষুদ্র যন্ত্র। <ইং 'type-writer'. বি।

টাইপ-রাইটিং—হস্তচালিত যন্ত্রসাহায্যে চিঠিপত্রাদি ছাপানো। <ইং 'type-writing'. বি।

টাইফয়েড—সান্নিপাতিক ('— জ্বর'), ত্রিদোষজ ('— জ্বর')। <ইং 'typhoid'. বিণ।

টাইম—সময়। <ইং 'time'. বি।

টাইম-টেবল—রেলগাড়ি চলাচলের সময়, স্টেশনসমূহের দূরত্ব এবং মাশুলাদি প্রকাশক পত্র বা পুস্তক। <ইং 'time-table'. বি।

টাইমপিস—একপ্রকার ছোট ঘড়ি। <ইং 'time-piece'. বি।

টাউট—অপরের মামলা-মকদ্দমার যে তদ্বির করে; দালাল; ভদ্ররূপী ঠক, যে ভদ্রব্যবহার দেখাইয়া লোককে ঠকায়। <ইং 'tout'. বি।

টাউন—নগর, শহর। <ইং 'town'. বি।

টাউনহল—নগরবাসিগণের একত্র সমবেত হইবার স্থান। <ইং 'townhall'. বি।

টাঁক—লক্ষ্য, তাক; লুব্ধ দৃষ্টি; প্রতীক্ষা। <তর্ক। বি।

টাঁকশাল—টাকা তৈরি করিবার স্থান, যেখানে নানা ধরনের মুদ্রা প্রস্তুত হয়, mint. <টঙ্কশালা। বি।

টাঁকা—কাঁচা সেলাই করা; পূর্বসূচনা করা, আগ বাড়াইয়া বলা (যথা—মরণ টাঁকা)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টাঁসা—মরা। গ্রাম্য। ক্রি [, বি]।

টাক—১। মাথায় চুল না থাকা, মস্তকের কেশহীনতা। <তালকীট। বি। ২। (অঙ্ক শব্দের পরে বসিলে) আন্দাজ, পরিমিত, ওজনের ('সের—')। বাংপ্র। বিণ।

টাকনা—প্রধান খাদ্য খাওয়ার সুবিধার জন্য

সাধারণ পরিমাণে টক মুখে দেওয়া। বাংপ্র। বি। [বহু। বাংপ্র। বিণ।

টাক-পড়া—টাকযুক্ত, ন্যাড়া; কেশশূন্য।

টাকরা—তালু, মুখগহ্বরের উপরিভাগ। বাংপ্র। বি।

টাকা—১। রৌপ্যমুদ্রা, টঙ্কা। <টঙ্ক। বি। **টাকা উড়ানো**—দুই হাতে অর্থের অপব্যয় করা। **টাকার মানুষ**—ধনী ব্যক্তি। **টাকার মুখে দেখা**—সচ্ছল অবস্থা হওয়া। **টাকার শ্রাদ্ধ**—যথেষ্ট টাকাপয়সার খরচ, অর্থের প্রচুর অপব্যয়। ২। সেলাই করা। <'টঙ্ক'-ধাতু। ক্রি।

টাকাকড়ি—ধনদৌলত, অস্থাবর সম্পত্তি। বাংপ্র। বি।

টাকু—সুতা কাটিবার যন্ত্র। <তর্কু। বি।

টাগ—জঙ্ঘা, ঠ্যাং; পদ, পা। প্রা কপ্র। বি।

টাঙন—একপ্রকার পাহাড়িয়া ঘোড়া। <তুরঙ্গম। বি। [গাড়ি। হি। বি।

টাঙ্গা—এক ধরনের দুই চাকাওয়ালা ঘোড়ার

টাঙানো, টাঙ্গানো—ঝুলানো, লম্বিত-করণ। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টাঙ্গি, টাঙি—কুঠার জাতীয় অস্ত্র বিঃ, পরশু। <টঙ্গ। বি।

টাট—১। তামার ছোট থালা, পূজার তাম্রময় পাত্র। <পালি 'তট্টক'। ২। তালপাতায় তৈরী ঢাকনা; চাটাই দরমা ইঃর বেড়া; চট, মহাজনের বসিবার জায়গা; গদি; কপটতা; মোহ। বাংপ্র। বি।

টাটকা—তাজা, সদ্যোজাত। <তৎকাল। বিণ। [ধরা। বাংপ্র। অ।

টা-টা—কাতরভাবে প্রার্থনা; শুকাইয়া টান

টাটানো—অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হওয়া, টনটন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **চোখ টাটানো**—ঈর্ষা হওয়া। বি—**টাটানি**।

টাটি—মাটির কটোরা বা খুরি। বাংপ্র। বি।

টাটু, টাট্টু—আরব অথবা ব্রহ্মদেশের বলবান্ ছোট ঘোড়া, pony. হি-মু। বি।

টাড়বালা—উপর হাতের একরকম বালা। বাংপ্র। বি।

টাড়স—ঢ্যাড়স (তাহা দ্রঃ)।

টান—১। আকর্ষণ; ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, মমতা; চাহিদা; অভাব; কমতি; উচ্চারিত কথার রেশ; প্রলোভন; স্রোতের বেগ; আঁট; শ্বাসকষ্ট; জোরে ধূমপান; মনোযোগ; লৌহময় যন্ত্রের ধারের নিমিত্ত ইস্পাত; (পদার্থবিদ্যা) আকর্ষণমাত্রা; দৈর্ঘ্য অভিমুখে আকর্ষণ, tension. বি। **টান ধরা**—শুকাইতে আরম্ভ করা। **টান হওয়া**—হাঁপানি রোগে হাঁপ ধরা। ২। উন্নত, উঁচু; কসা, যাহা ঢিলে নয় এরূপ; ঊন, কম। <'তন্'-ধাতু। বিণ।

টানটান—যাহাতে কষ্টেসৃষ্টে কাজ চলে এরূপ, পরিমিত অপেক্ষাও ঈষৎ অল্প। বাংপ্র। বিণ।

টানা—১। দড়ি প্রঃ দ্বারা দুইটি বস্ত সংযোগকরণ; কাপড়ের লম্বা দিকের সুতা; দেরাজ; টানিয়া রাখিবার দড়ি প্রঃ। বি। ২। যাহা আকর্ষণ করা বা টানা হয় এমন, আকৃষ্ট ('—পাখা'); দীর্ঘ, লম্বা ('—চোখ'); নদী বা পুকুরের এপার-ওপার জোড়া ('—জাল'); যাহা মন্থন করিয়া মাখন তোলা হইয়াছে এরূপ ('—দুধ')। টান+আ কর্ম, করণ। বাংপ্র। বিণ। ৩। আকর্ষণ করা, নিজের দিকে আনা; পান করা; ভোজন করা; খাদের সহিত লওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টানাটানি—অভাব, অপ্রতুলতা; পরস্পর আকর্ষণ; বারবার টানা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

টানাদুধ—মাখনতোলা দুধ। বাংপ্র। বি।

টানা-পাখা—ছাদ হইতে ঝুলানো যে পাখা টানিয়া বাতাস করিতে হয় তাহা। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

টানা-পোড়েন—তাঁতের লম্বা দিকের ও আড়দিকের সুতা; (ইহা হইতে) যাতায়াত, গমনাগমন। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

টানাহেঁচড়া—টানাটানি, ধস্তাধস্তি; জোর করিয়া কিছু করানোর চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

টানেল—পাহাড় ভেদ করিয়া প্রস্তুত সুড়ঙ্গ-পথ। <ইং 'tunnel'. বি।

টাপ—নাকের ও কানের একপ্রকার ক্ষুদ্র গহনা; দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ। বাংপ্র। বি।

টাপুর-টুপুর—ছোট বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।

টাবা—একপ্রকার লেবু। বাংপ্র। বি।

টাবু-টুবু—সম্পূর্ণরূপে ভরা, ডুবু ডুবু। বাংপ্র। বিণ।

টায়-টায়, টায়-টোয়—কোনরূপে সংকুলান করিয়া, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত না হয় এরূপে। বাংপ্র। অ; ক্রি-বিণ।

টায়রা—মাথার একপ্রকার গহনা, মেয়েদের সামনের চুলগুলি ঠিকভাবে রাখিবার জন্য সোনার তৈরী একপ্রকার বন্ধনী। <ইং 'tiara'. বি।

টায়ল—যাপন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

টার—আলকাতরা। <ইং 'tar'. বি।

টারপলিন—ত্রিপাল, যাহাতে জল ঢুকিতে পারে না এইরূপ মোটা রঙ-মাখানো কাপড়। <ইং 'tarpaulin'. বি।

টারল—টানিল, অতিবাহিত করিল, কাটাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

টারা—টালা, যাপন করা, কাটানো। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি]।

টার্পিন—তার্পিন তেল। <ইং 'turpentine'. বি।

টাল—স্তূপ; ছলনা; ধাক্কা; ঝোঁক; একদিকে হেলিয়া পড়া, কাত হওয়া; কঠিন রোগের সময়ে সংকটজনক অবস্থা। বাংপ্র। বি। **টাল খাওয়া**—টলিতে টলিতে চলা। **টাল যাওয়া**—রুগ্ণ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া। **টাল সামলানো**—ধাক্কা কাটানো; পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যাওয়া; কোন মতে বিপদ্ এড়ানো।

টালবাহানা—মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া সময় কাটানো, দিই দিচ্ছি করিয়া ঘুরানো। বাংপ্র। বি।

টালমাটাল—(কথার) নড়চড়; প্রবঞ্চনা, ঠকানো। বাংপ্র। বি।

টালা—যাপন করা, কাটানো; চালা, সরানো; টাল খাওয়া, কাত হইয়া পড়া; নানারূপ ওজর-আপত্তি দেখাইয়া সময় লওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [বি।

টালানি—বক্রতা, হেলান অবস্থা। প্রা কপ্র।

টালি—ছাদ মেঝে ইঃ ছাইবার জন্য পোড়া-মাটি পাথর ইঃর ফলক। <ইং 'tile'. বি।

টি—সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশে (আদরে)। বাংপ্র। অ বা প্রত্যয়। ['tutor'. বি।

টিউটর—শিক্ষক, শিক্ষাদাতা। <ইং

টিউসনি—শিক্ষকতা; গৃহশিক্ষকের কার্য। <ইং 'tuition'. বি।

টিক—তাক, নিশানা। বাংপ্র। বি।

টিকটিক—ঘড়ি চলার শব্দ; টিকটিকির ডাক। বাংপ্র। বি। **টিকটিক করা**—মৃদুভাবে অনবরত বাধা দেওয়া।

টিকটিকি—১। জেঠী, জ্যেষ্ঠী, বল্লী। টিকটিক+ই করে অর্থে। বাংপ্র। ২। গোয়েন্দা পুলিস, যাহারা গুপ্তভাবে থাকিয়া অপরাধীর সন্ধান করে। <ইং 'detective'. বি।

টিকনি—সামান্য ভিক্ষাপাত্র। বাংপ্র। বি।

টিকনো—'টিকানো' দ্রঃ।

টিকরা—খণ্ড, কোন জিনিসের কাটা অংশ। বাংপ্র। বি।

টিকরি—ঝুড়ি। বাংপ্র। বি।

টিকলি—কপালে পরিবার টিপ, ফোঁটা; সীমন্ত হইতে কপালে লম্বিত গহনা বিঃ; ছোট চাকতি, গোলাকার ক্ষুদ্র খণ্ড। <তিলক। বি।

টিকলো—সূঁচালো, সূচ্যগ্র। বাংপ্র। বিণ।

টিকসই, টেকসই—মজবুত, দীর্ঘকাল-স্থায়ী; দৃঢ়। টিক, টেক (=স্থিতি)+সই যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

টিকা—১। তিলক; অভিষেকাদিকালে রাজা তাঁহার কপালে যে তিলক ধারণ করেন তাহা, রাজতিলক; বসন্ত প্লেগ প্রঃ

রোগ নিবারণের জন্য ঐসকল রোগের যে বীজ মানুষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় তাহা। <তিলক বা বটিকা। ২। কয়লার গুঁড়া প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার আগুন জ্বালাইবার উপযোগী চাকতি। হি-মু। বি। ৩। স্থায়ী হওয়া, টিকিয়া থাকা; বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও দাঁড়াইয়া থাকা। <'স্থা'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি।

টিকাদার—বসন্ত প্লেগ প্রঃ রোগের টিকা-দানকারী। টিকা+দার। বাংপ্র। বি।

টিকানো, টিকনো—রাখা; স্থায়ী করা; বাঁচানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টিকারা—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, দুন্দুভিবাদ্য, ধামাল। বাংপ্র। বি। [(<টিকা>)। বি।

টিকি—মস্তকের শিখা। <শিখা

টিকিট—ডাকটিকিট; প্রদত্ত মাশুলাদির নিদর্শনপত্র; যাহাতে গাড়ি ইঃতে চড়িবার বা কোন স্থানে ঢুকিবার অধিকার হয় এমন কাগজপত্র। <ইং 'ticket'. বি।

টিকিট-বাবু—টিকিট-বিক্রয়কারী কর্মচারী। বাংপ্র। বি।

টিকিন—লেপ বালিশ প্রঃর খোল প্রস্তুত করিবার জন্য মোটা ডোরাকাটা কাপড়। <ইং 'ticking'. বি।

টিকে—তামাক সাজিবার জন্য কয়লার গুঁড়ার জমানো চাকতি। বাংপ্র। বি।

টিটকারি—উপহাস, বিদ্রূপ; নিন্দা, গ্লানি, তিরস্কার। <ধিক্কার। বি। [বি।

টিটিপাখি—তিত্তির পাখি, টিট্টিভ। বাংপ্র।

টিট্টিভ, টিট্টিভক, টিটিভ—টিটিরপক্ষী; ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্রশত্রু দানব বিঃ। টিটি, টিটি—ভাষ্+ড কর্তৃ, ২য় পক্ষে টিট্টিভ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

টিন—কানেস্তারা; করুগেট লোহা; রাঙের কলাই-করা লোহার পাত; রাং। <ইং 'tin'. বি। [বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টিনটিন—মিটমিট, টিমটিম, কৃশতা-প্রকাশ।

টিনটিনে—মিটমিটে, টিমটিমে; কৃশ। টিনটিন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

টিপ—১। ফোঁটা, ললাটচিহ্ন; আঙুলের অগ্রভাগের ছাপ; আঙুলের ডগা; চিঠি; হুণ্ডি; লক্ষ্য, তাক। বি। ২। চিমটি-পরিমিত। বাংপ্র। বিণ।

টিপকল—যাহা টিপিয়া বন্ধ করা বা খোলা যায় এরূপ কল; সংকেত। বাংপ্র। বি।

টিপটাপ, -টিপ—ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ; গাছ হইতে ছোট ছোট ফল পড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। [বাংপ্র। বি।

টিপটিপিনি—ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া।

টিপয়—তিন পায়াওয়ালা ছোট টেবিল। <ইং 'teapoy'. বি।

টিপসহি, -সই—যে লিখিতে জানে না তাহার দস্তখতস্বরূপ বুড়া আঙুলের ছাপ। ওয়াতৎ। বাংপ্র। বি।

টিপা, টেপা—আঙুল বা হাত দিয়া চাপ দেওয়া; সংবাহন করা; ইঙ্গিত করা, ঠারা ('চোখ —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

টিপাই—তেপায়া, ছোট তিন পা-ওয়ালা টেবিল। <ইং 'teapoy'. বি।

টিপাটিপি—ইশারায় উদ্দেশ্য জানানো। বাংপ্র। বি।

টিপিটিপি—নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে; ঠোঁট টিপিয়া; টিপটিপ শব্দ করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

টিপুনি—টেপার কাজ; গুপ্ত সংকেত। টিপ্+উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

টিপ্পনী—পুস্তকের দুরূহ স্থলসমূহের অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা লিখিত হয়, তাৎপর্যব্যাখ্যা; কথার মধ্যে সংক্ষেপে নিজ বক্তব্য বলা; ফোড়ন; পাদ-টীকা। টিপ্—পন্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ['tiffin'. বি।

টিফিন—অপরাহ্ণের জলযোগ। <ইং

টিমটিম—মিটমিট; অল্প আলোকদান। বাংপ্র। অ। [বাংপ্র। বি।

টিয়া—শুকপক্ষী, একপ্রকার তোতাপাখি।

-টিয়া, -টে—ভাব দক্ষতা ইঃ বোধক প্রত্যয় ('ঘোলা—', 'ঝগড়া—')। বাংপ্র।

টিলা—ক্ষুদ্র উচ্চভূমি; ছোট পাহাড়। হি। বি।

টী, টি—চা। <ইং 'tea'. বি।

টীকা—১। পুস্তকের কঠিন অংশসমূহের ব্যাখ্যা, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আদ্যন্ত ব্যাখ্যা, বিবৃতি। টীক্+ক করণ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। টিকা (তাহা দ্রঃ); কয়লার গুঁড়ার চাকতি। বাংপ্র। বি।

টীট—নির্লজ্জ, বেহায়া; চতুর, ধূর্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

টী-পার্টি—চা ও তাহার সহিত অন্যান্য জলখাবার খাওয়ার মজলিস। <ইং 'tea-party'. বি। [বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টুংটাং—জলতরঙ্গের শব্দ; বড় ঘড়ির শব্দ।

টুইল—বিশেষ ধরনে বোনা একরকমের কাপড়। <ইং 'twill'. বি।

টু, টু—কোন শব্দ দ্বারা উত্তর বা জবাব; প্রতিবাদ। বাংপ্র। অ।

টুঁটি—গলা, গ্রীবা। বাংপ্র। বি।

টুকটাক—অল্পস্বল্প; ছোট খাটো। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। অ।

টুকটুক—অল্প টকটক; মৃদুভাবে উজ্জ্বল।

টুকটুকে—সুন্দর, কান্তিবিশিষ্ট (লাল বর্ণ সম্বন্ধে বলা হয়)। টুকটুক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

টুকনি—ভিক্ষার পাত্র; পিতলের জলপাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি। **হাতে টুকনি দেওয়া**—ভিখারী করা; সর্বস্বান্ত করা।

টুকরা—কোন কিছুর কাটা ছোট অংশ। বাংপ্র। বি। [অংশ। বাংপ্র। বি।

টুকরা-টুকরা—ছিন্ন বা কর্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

টুকরি—বংশনির্মিত পাত্র বিঃ, ঝুড়ি বা পেখে। বাংপ্র। বি।

টুকা—মনে রাখিবার জন্য কোন কিছু লিখিয়া রাখা; কোন কিছু দেখিয়া নকল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

টুকিটাকি—ছোটখাট ব্যাপার; ছোটখাট জিনিস। বাংপ্র। বি। [প্রত্যয়।

টুকু, টুকুন—অল্পতাবোধক শব্দ। বাংপ্র।

টুঙ্গি, টুঙি—উঁচু ঘর, উচ্চগৃহ; উচ্চস্থানস্থিত কপোতাবাস। <তুঙ্গ। বি।

টুটা—১। ভাঙ্গা, ভগ্ন; ছিন্ন, কর্তিত। টুট্+আ (বাং) কর্তৃ। বিণ। ২। ভাঙ্গা, খণ্ডিত করা; ছেদন করা, কাটিয়া ফেলা; চূর্ণ হওয়া, নষ্ট হওয়া; ফাটিয়া যাওয়া; দূর হওয়া। <ত্রুট্-ধাতু। ক্রি [, বি]।

টুটি—১। ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া; চূর্ণ করিয়া; ছিন্ন করিয়া বা হইয়া। অস-ক্রি। ২। চূর্ণ করি, নষ্ট করি। কপ্র। ক্রি।

টুনটুনি—১। ছোট পাখি বিঃ। <টুণ্টুক। ২। একতন্ত্রীবিশিষ্ট যন্ত্র বিঃ; কাচনির্মিত যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

টুনি—টুনটুনি (তাহা দ্রঃ)।

টুপ—ছোট বস্তু ডুবিবার বা পড়িবার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টুপটাপ—ফলাদি বা তরল পদার্থের পতনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

টুপভুজঙ্গ—নেশায় চুর, নেশায় ভরপুর। বাংপ্র। বিণ।

টুপি—মস্তকাবরণ, তাজ। হি মু। বি।

টুমটাম—সামান্য, অত্যল্প, অতি কম। বাংপ্র। বিণ।

টুয়ানো—উসকাইয়া দেওয়া, উত্তেজিত করা; লেলাইয়া দেওয়া; সন্ধান করিয়া ফেরা। বাংপ্র। ক্রি [, বিণ]। [বি।

টুল—উচ্চ কাষ্ঠাসন, চৌকি। <ইং 'stool'.

টুলি—পল্লী, পাড়া, অঞ্চল। বাংপ্র। বি।

টুলো—টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত; টোল-সংক্রান্ত; সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। টোল+ও (<উয়া)। বাংপ্র। বিণ বা বি।

টুসকি—চোটিকা, তুড়ি, দুই অঙ্গুলির ঘর্ষণধ্বনি। বাংপ্র। বি।

টুসি—আঙুল দ্বারা ছোট আঘাত, টোকা। বাংপ্র। বি।

টুসটুস—রসে পরিপূর্ণতাবোধক শব্দ, মুখ-মণ্ডলের ঢলঢলে ভাববোধক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। বিণ—**টুসটুসে**।

টেংরা, ট্যাংরা—মাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।
টেংরি—পায়ের নলী, গোড়ালির উপরিস্থ পায়ের অংশ। হি। বি।
টেঁক, ট্যাঁক—কোমরের কাপড়ে টাকা-কড়ি গুঁজিয়া রাখিবার স্থান; নদীর বাঁক বা মোড়। বাংপ্র। বি। **টেঁক খালি থাকা**—হাতে টাকাপয়সা না থাকা। **টেঁক ভারী থাকা**—হাতে বেশ কিছু টাকাপয়সা থাকা।
টেঁক-খর—যে সহজেই রাগিয়া উঠে এরূপ, রুক্ষ-প্রকৃতি; অত্যন্ত স্বার্থপর। বাংপ্র। বিণ।
টেঁকঘড়ি—টেঁকে রাখিবার যোগ্য ছোট ঘড়ি, পকেটঘড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
টেঁকশাল—টাঁকশাল (তাহা দ্রঃ)।
টেঁকসই—যাহা খুব টেঁকে এমন, মজবুত। বাংপ্র। বিণ।
টেঁটা—লৌহময় অস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।
টেঁটা—উদ্ধতপ্রকৃতি; কোপনশীল, ক্রোধন। বাংপ্র। বিণ।
টেঁপারি—টোমাটোর ন্যায় একপ্রকার টক-মিষ্টি ছোট ফল। বাংপ্র। বি।
টেঁস, ট্যাঁস—ফিরিঙ্গী; মিশ্র, দেশীয় খ্রীষ্টানজাতীয়। বাংপ্র। বি বা বিণ।
টেঁসটেসে—খিটখিটে তিক্ত; বিস্বাদ। বাংপ্র। বিণ। [বি।
টেঁসফিরিঙ্গী—দেশীয় খ্রীষ্টান বিঃ। বাংপ্র।
টেকসই—'টিকসই' দ্রঃ।
টেকা—স্থায়ী হওয়া; থাকা; বাঁচা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
টেকালো—টিকলো। হি-মূ। বিণ।
টেকো—১। চরকায় সুতা গুটাইবার জন্য লোহার শলা; সুতা কাটিবার যন্ত্র। <তর্কু। বি। ২। মাথায় টাকবিশিষ্ট, টাকযুক্ত। টাক+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।
টেক্কা—১। এক ফোঁটাযুক্ত তাস। <ফা 'টক্কা'। ২। সর্বোৎকৃষ্টতা, সকলকে অতিক্রম; বিরোধিতা। <হি 'টক্কর'। বি। **টেক্কা দেওয়া, মারা**—হারাইয়া দেওয়া, সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া। [বি।
টেক্স, ট্যাক্স—কর, খাজানা। <ইং 'tax'.
টেক্সি—ট্যাক্সি (তাহা দ্রঃ)।
টেক্সরা—একপ্রকার মাছ। বাংপ্র। বি।
টেটন—ধূর্ত, শঠ। বাংপ্র। বিণ।
টেটা—কেঁচা। বাংপ্র। বি।
টেড়া—টেরা, বাঁকা, বক্র। <তির্যক্। বিণ।
টেড়ি—টেরি (তাহা দ্রঃ)।
টেণ্ডাই-মেণ্ডাই—বাগ্‌বিতণ্ডা, আস্ফালন; চেঁচামেচি। হি-মূ। বি।
টেণ্ডার—যে দামে ও নিয়মে কোন প্রতিষ্ঠান বা লোক যাহা সরবরাহ করিতে পারে তাহার যথাযথ বিবরণ। <ইং 'tender'. বি।
টেনা—ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা; মলিন কাপড়। বাংপ্র। বি।
টেপ—কাপড়ের খুঁট। বাংপ্র। বি।
টেপা—১। টিপিয়া দেওয়া, চাপ দেওয়া; চাপা; ইশারা করা; ডলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। টোল খাওয়া, চাপা। বাংপ্র। বিণ।
টেপাই—টিপয় (তাহা দ্রঃ)।
টেপারি—টেঁপারি (তাহা দ্রঃ)।
টেবিল—উপরিভাগে পুস্তকপত্রাদি রাখিয়া পড়া বা লেখার জন্য উচ্চ কাঠাদির আসন। <ইং 'table'. বি। [বাংপ্র। বিণ।
টেবো—ফুলো; স্থূল; উন্নত; স্ফীত।
টেমি—কেরোসিনের ডিবে। বাংপ্র। বি।
টের—কোণ, পাশ, ধার, সীমা; অনুভূতি, অনুভব; সন্ধান। বাংপ্র। বি। **টের পাওয়া**—বুঝিতে পারা; সন্ধান পাওয়া; পরিণামে কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করা।
টেরছা—তেরছা, বাঁকা। বাংপ্র। বিণ।
টেরা—বক্রচক্ষু, টেরক। <তির্যক্। বিণ।
টেরি—১। মাথার চুলের মধ্যকার সিঁথি ('— কাটা', '— বাগানো')। বি। ২। বক্রভাবে; কম্পিতভাবে। <তির্যক্। ক্রি-বিণ।
টেলিগ্রাফ—দূরবর্তী স্থানে সংবাদ পাঠাইবার একপ্রকার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা; তাড়িতবার্তা। <ইং 'telegraph'. বি।
টেলিগ্রাম—সাংকেতিক তাড়িতবার্তা, তারের সাংকেতিক খবর। <ইং 'telegram'. বি।
টেলিফোন—তারযোগে কথোপকথন ও তাহার যন্ত্র, দূরভাষ। <ইং 'telephone'. বি।
টেলিভিশন—বহুদূরবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুকে যন্ত্রের সাহায্যে চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখা বা ঐরূপ দেখাইবার যন্ত্র। <ইং 'television'. বি।
টেলিস্কোপ—দূরবীন, দূরবীক্ষণ-যন্ত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা। <ইং 'telescope'. বি।
টৈটুম্বুর—'টইটুম্বুর' দ্রঃ।
টোআইন—কাগজপত্র বাঁধিবার মোটা সুতা। <ইং 'twine'. বি।
টোকচা, টোকচাই—যাহাতে টুকিয়া রাখা হয় এমন খাতা, কাঁচা হিসাবের খাতা। বাংপ্র। বি।
টোকর—ঠোকর; অঙ্গুলি দ্বারা মৃদু আঘাত। বাংপ্র। বি।
টোকা—১। কোন কিছু টুকিয়া রাখা; দেখিয়া লেখা, নকল করা; কাটা; সূচী দ্বারা সেলাই করা; অনুধাবনপূর্বক লক্ষ্য করা; সাবধান করা; উল্লেখ করা। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। প্রতি কথার উত্তর; অল্প সংকেত বাংপ্র। ৩। তালপাতার তৈরী একপ্রকার ছাতা, মাথালি। <পো 'touca'. বি।
টোকাপানা—জলজ পানা বিঃ। বাংপ্র। বি।
টোকো—টকস্বাদযুক্ত। টক+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।
টোটকা—রোগ-নিবারণের জন্য সামান্য ঔষধ বা গাছগাছড়া। <ত্রোটক। বি।
টোটা—বন্দুকের কার্তুজ। বাংপ্র। বি।
টো-টো—এখানে সেখানে; অকারণ; ইতস্ততঃ। বাংপ্র। অ। **টো-টো কোম্পানি**—ভবঘুরের দল।
টোড়ি—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।
টোন—১। একপ্রকার সরু দড়ি। বাংপ্র। ২। (কথার) ভঙ্গী, ধরন, ভাব। <ইং 'tone'. বি।
টোপ—মাছের আহার, মাছকে লোভ দেখাইবার জিনিস; লোভ দেখাইবার উপায়; গুটিওয়ালা নকশা; গদির জন্য কাপড়ের গোল বোতাম। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।
টোপর—মুকুট, মস্তকাবরণ; বড় টুপি।
টোপাকুল—খুব পাকা বড় দেশী কুল। বাংপ্র। বি। [বি।
টোপাপানা—জলের পানা বিঃ। বাংপ্র।
টোয়ানো—টুয়ানো (তাহা দ্রঃ)।
টোল—চতুষ্পাঠী; তাঁবু, আড্ডা; ছোট গর্ত; ধাতুপাত্রাদিতে আঘাত লাগার জন্য পার্শ্ববর্তী স্থান অপেক্ষা নিম্নতা, তোবড়া ভাব ('— খাওয়া')। বাংপ্র। বি। **টোল খাওয়া, টোল পড়া**—গর্ত হওয়া।
টোলা—পল্লী, পাড়া (যথা—'আহিরীটোলা')। হি। বি।
টোসা—১। কৌটা। বি। ২। টসটস করিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
টোস্ট—আগুনের তাপে সেঁকা পাউরুটির চিনি মাখন মিশ্রিত কাটা খণ্ড। <ইং 'toast'. বি।
টৌড়ী—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।
ট্যাঁ, ট্যাঁ-ট্যাঁ—ছোট ছেলেমেয়েদের কান্নার শব্দ। বাংপ্র। অ।
ট্যাঁপারি—টেঁপারি (তাহা দ্রঃ)।
ট্যাঁ-ফোঁ—ট্যাঁ-শব্দ; জারিজুরি, উচ্চবাক্য; সামান্য প্রতিবাদ। বাংপ্র। বি।
ট্যাঁস—'টেঁস' দ্রঃ।
ট্যাক্স—'টেক্স' দ্রঃ।
ট্যাক্সি—ভাড়াটে মোটর গাড়ি। <ইং 'taxi'. বি।
ট্যাঙ্ক—জলের চৌবাচ্চা; লৌহাবৃত যুদ্ধযান বিঃ। <ইং 'tank'. বি।
ট্যাঙস-ট্যাঙস—টঙ্গশ-টঙ্গশ (তাহা দ্রঃ)।

ট্যাটা—টেটা, কেঁচা। বাংপ্র। বি।
ট্যাণ্ডাই, ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই—টেণ্ডাই-মেণ্ডাই (তাহা দ্রঃ)। [বি।
ট্যামটেমি—ছোট বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র।
ট্রাঙ্ক—লোহার বা ইস্পাতের পাত দিয়া তৈরী বাক্স। <ইং 'trunk'. বি।
ট্রান্‌স্‌ফার—বদলি। <ইং 'transfer'. বি। **ট্রান্‌স্‌ফার সার্টিফিকেট**—এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে ভরতি হইবার সময় স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছাত্রকে যে পরিচয়-পত্র দেন তাহা, transfer certificate.
ট্রাম, ট্র্যাম—ট্রামগাড়ি, শহরের বিদ্যুৎ-চালিত গাড়ি বিঃ। <ইং 'tram'. বি।
ট্রেজারি—সরকারী কোষাগার। <ইং 'treasury'. বি।
ট্রেড-ইউনিয়ন—সংহতি বজায় রাখা ও মালিকের নিকট হইতে ন্যায্য প্রাপ্য আদায় জন্য গঠিত কর্মিসংঘ। <ইং 'trade-union'. বি।
ট্রেড-বায়ু—(ভূগোল) বিষুববৃত্তের অভি-মুখে প্রবহণশীল বায়ু বিঃ। <ইং 'trade-wind'. বি।
ট্রেন—রেলগাড়ি, লৌহবর্ত্ম-গামী শকট-শ্রেণী। <ইং 'train'. বি।

[ঠ]

ঠ—১। দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ট-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ [উচ্চারণস্থান মূর্ধা; ইহা অঘোষ ও মহাপ্রাণ]। ২। শিব; দেবতা, ঠাকুর; মহাধ্বনি; মণ্ডল; চন্দ্রমণ্ডল; শূন্য; ইন্দ্রিয়-গোচর। বি; পুং।
ঠং—ঘণ্টা প্রঃর শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
ঠক—শুষ্ক কাষ্ঠ প্রঃতে আঘাতের কর্কশ শব্দ বিঃ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
ঠক—পরগ্লানিকারক; ধূর্ত; প্রতারক; দস্যু, ডাকাত। <ঠগ। বি বা বিণ।
ঠকঠকি—মাকু প্রঃর শব্দ; অস্বস্তিকর অবস্থা। বাংপ্র। বি। [হুঁশিয়ার। বাংপ্র। বিণ।
ঠকঠকে—শীর্ণ; অস্থিচর্মসার; চতুর;
ঠকা—১। বঞ্চিত হওয়া; বিফলকাম হওয়া; অপ্রতিভ হওয়া; পরাজিত হওয়া; ভুল করা। বাংপ্র। ক্রি [,বি]। ২। প্রতারণা, ছলনা ("বনে বীর ছাড় ঠকা"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।
ঠকানে—যাহা ঠকায় এমন; অপ্রস্তুত করার মত; ছল করার মত, ভ্রমে পতিত করার মত। ঠকা+নে কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।
ঠকানো—প্রতারণা করা; জব্দ করা; বোকা বানানো; অপ্রতিভ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ঠকামো, ঠকামি—প্রতারণা; ধূর্ততা; পরগ্লানি; পশ্চাতে পরনিন্দা। ঠক+আমো, আমি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।
ঠক্কর—হোঁচট; আঘাত। বাংপ্র। বি।
ঠক্কুর—ঠাকুর; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বি; পুং।
ঠকঠক—১। শুষ্ক কাঠাদির উপর আঘাতের শব্দ; ভয়ে কাঁপিবার ভাব। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। ২। কঠিন বিষয়, দায়। কপ্র। বি। বিণ—**ঠকঠকে**।
ঠকঠকানি, ঠকঠকি—ঠকঠক শব্দ; দুইটি শক্ত জিনিসে ঠোকাঠুকি করার শব্দ; নিষ্ফল প্রয়াস। বাংপ্র। বি বা অ।
ঠকঠকানো—ঠকঠক শব্দ করা; শূন্যতা প্রকাশ করা; নিষ্ফল চেষ্টা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
ঠকঠকি—কঠিন ব্যাপার; অব্যক্ত শব্দ; হস্তচালিত তাঁত। বাংপ্র। বি বা অ।
ঠকঠকে—১। ঠকঠক শব্দ করিয়া পাখি তাড়াইবার লাঠি বিঃ। বি। ২। কঠিন। বাংপ্র। বিণ।
ঠগ—প্রতারক, ধূর্ত, শঠ; অধুনালুপ্ত দস্যু-সম্প্রদায় বিঃ। <স্থগ। বি বা বিণ।
ঠগপনা—ছলনা; ঠকানো; দস্যুতা। বাংপ্র। বি।
ঠগা—ধূর্তলোক। বাংপ্র। বি।
ঠগী—ঠগের কার্য, দস্যুতা, প্রাণনাশপূর্বক লুন্ঠন; ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দস্যুদল। <ঠগ। বি।
ঠন, ঠনঠন—অব্যক্ত শব্দ; রিক্ততাবোধক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
ঠনঠনানো—ঠনঠন শব্দ করা; কিছু না থাকার ভাবপ্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**ঠনঠনানি**।
ঠনঠনে—শুকনা, জলকাদাশূন্য ('— পথ')। ঠনঠন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। **ঠনঠনের চটি**—ঠনঠনিয়ার (কলিকাতার এক পল্লীর) বিখ্যাত চটি জুতা।
ঠমক—হেলিয়া দুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা, ঠাট; ছিনালি প্রকাশ করিয়া চলা; সংগীতের তালে তালে নৃত্য। হি-মূ। বি।
ঠমকি—অঙ্গভঙ্গী করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।
ঠস—মন্দা, চাহিদার অভাব। বাংপ্র। বি।
ঠসক—গুমর, দর্পিত ভাবভঙ্গী; হাবভাবপূর্ণ চলন, ঠমক; ছিনালি। হি। বি।
ঠা—ধীর, মন্থর; বাজনার ধীর গতি। বাংপ্র। বিণ বা বি।
ঠাওর—দৃষ্টি; মনোযোগ; নির্ধারণ; অনুভব, উপলব্ধি। বাংপ্র। বি।
ঠাওরানো—মনোযোগপূর্বক দর্শন করা; অনুমান করা, আন্দাজ করা; ভাবা; স্থির করা; বিবেচনা করা। <স্থাবর। ক্রি [, বি, বিণ]।
ঠাঁই—স্থান; ভোজনের জন্য আসন; নিকট; আশ্রয়; ফাঁক। <স্থান। বি।
ঠাঁই করা—আহারের জন্য স্থান পরিষ্কার করিয়া বসিবার আসন দেওয়া। **ঠাঁই ঠাঁই**—পৃথক্ পৃথক্।
ঠাঁই, ঠাঁঞি—স্থান; নিকটবর্তী স্থানে, নিকটে। কপ্র। বি।
ঠাঁই-নাড়া—ভিন্নস্থানে নীত; বাসস্থান ভিন্ন অন্য স্থানে উপস্থিত। ৺নীতৎ। বাংপ্র। বিণ।
ঠাকরুন, ঠাকরুন—পূজনীয়া নারী, ঠাকুরানী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
ঠাকরুন-দিদি—পিতামাতার মাসী পিসী; ভগ্নীতুল্যা ব্রাহ্মণকন্যা। বাংপ্র। বি।
ঠাকুমা—ঠাকুরমা। বাংপ্র। বি।
ঠাকুর—দেবতা; গুরু; মান্যব্যক্তি; ব্রাহ্মণ; প্রভু; কর্তা; পিতা; শ্বশুর; (আধুনিক প্রয়োগ) পাচক; ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। <ঠক্কুর। বি।
ঠাকুরকোঠা, -ঘর—দেবগৃহ, দেবমন্দির। ঠাকুরের কোঠা, ঘর, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
ঠাকুর-জামাই—স্বামীর ভগিনীপতি, ননান্দ্‌পতি, ননদীর স্বামী; প্রভুকন্যার স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।
ঠাকুরঝি—ননদ, শ্বশুর-কন্যা; গুরুকন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
ঠাকুর-দাদা—দাদামহাশয়, পিতামহ বা মাতামহ। যিনি ঠাকুর (পূজনীয় ব্যক্তি) তিনিই দাদা, কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।
ঠাকুর-দালান—যে দালানে পূজা হয় তাহা, পূজামণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
ঠাকুর-দিদি, ঠাকুরম-দিদি—দিদিমা, পিতামহী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঠাকুর-পো—দেওর, দেবর, শ্বশুরপুত্র। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

ঠাকুর-বাড়ি—দেবগৃহ, যে বাড়িতে দেববিগ্রহ আছে; জগন্নাথধাম; গুরুগৃহ। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বি।

ঠাকুর-মণ্ডপ—দেবমন্দির। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র।

ঠাকুরমশায়, -মহাশয়—গুরুদেব; পুরোহিত। বাংপ্র। বি।

ঠাকুর-মা—পিতার মাতা, পিতামহী। ঠাকুরের (পিতার) মা, ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। [ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ঠাকুর-সেবা—দেবারাধনা, দেবপূজা।

ঠাকুরানী—দেবী; গুরুপত্নী; ব্রাহ্মণী; শ্বশুর-স্ত্রী, শাশুড়ী; মান্যা স্ত্রী। ঠাকুর+আনী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঠাকুরালি—কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব; দেবত্ব, দেবমহিমা; মান্যতা; ছলনা। ঠাকুর+আলি ভাবাদি অর্থে। বাংপ্র। বি।

ঠাট—১। ভঙ্গী; ছাঁচ, ধরন; প্রকার, রকম; বাহ্যিক চালচলন; কাঠামো; প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্যভাব প্রকাশ, ছলাকলা; (সংগীত) স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা নির্দিষ্ট প্রাথমিক রূপ; লোকশ্রেণী; সৈন্যশিবির; সেনাদল; সমাবেশের সৌন্দর্য। <'স্থা'-ধাতু। বি। **ঠাট বজায় রাখা**—ভিতরকার আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িলেও বাহিরে আগের মতই সচ্ছলতা দেখানো। ২। সঙ্গী, সহচর; সমূহ; দল; সৈন্যশ্রেণী। প্রা কপ্র। বি। [বি।

ঠাটঠমক—হাবভাব, ভাবভঙ্গী। বাংপ্র।

ঠাটা—বজ্র, বাজ। প্রাদে। বি।

ঠাট্টা—পরিহাস, বিদ্রূপ, উপহাস, কৌতুক, তামাশা, মজা। বাংপ্র। বি।

ঠাট্টাতামাশা—রসিকতা, পরিহাস-উপহাস। বাংপ্র। বি।

ঠাড়—দৃঢ়, স্থির; খাড়া। <স্থাতৃ। বিণ।

ঠাড়ি—১। স্থির, দণ্ডায়মান। বিণ। ২। স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ঠাণ্ডা—১। শীতল; শান্ত; স্থির; স্নিগ্ধ; সুবোধ। বিণ। ২। শীতলতা, শৈত্য। হি। বি। **ঠাণ্ডা লাগা**—শৈত্য অনুভব করা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় সর্দি কাশি প্রঃ হওয়া।

ঠাণ্ডাই—শীতলতা; শীতলতাকারক পানীয়। হি। বি।

ঠান—স্থান; নিকট। <স্থান। বি।

ঠানদিদি—ঠাকুর-মা বা তৎস্থানীয়া মহিলা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঠানি—অনুমান করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ঠাম—১। গঠন, ভঙ্গী ('বঙ্কিম—')। <স্থামন্। বি। ২। মনোহর, চারু, সুদৃশ্য। বিণ। ৩। ঠাঁই, স্থান; নিকট। <স্থান। বি।

ঠায়—স্থানে; নিকটে; ধীরে; একটানা; স্থিরভাবে, নড়াচড়া না করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঠায়-ঠায়—স্থানে স্থানে, নানা স্থানে; যেখানে ছিল সেখানেই। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঠায়ঠিকানা—আশ্রয়স্থান; সন্ধান, খোঁজ। বাংপ্র। বি।

ঠার—সংকেত, ইশারা, ইঙ্গিত। বাংপ্র। বি। **ঠারে ঠোরে**—ইশারায়, আকারে ইঙ্গিতে।

ঠারা—ইঙ্গিত করা, ইশারা করা; দাঁড়ানো, স্থির হওয়া; অপেক্ষা করা; বাঁকিয়া যাওয়া। হি। ক্রি [, বি]। [বহু। বাংপ্র। বি।

ঠারাঠারি—পরস্পর ইশারা। ব্যতীহার

ঠাস—১। ঘেঁষাঘেঁষি ('—বুনানি'); পরস্পর-সংলগ্ন, ঘন। বিণ। ২। চড় মারিবার শব্দ, হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার ভাবপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঠাস-ঠাস—১। ঘেঁষাঘেঁষি ('— লেখা')। বিণ। ২। ক্রমাগত চড় মারার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঠাসা—১। গাদা, ভরতি করা, পরিপূর্ণ করা; চাপা; মর্দন করা। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। ছাঁচ, নকশা। বাংপ্র। বি।

ঠাসাঠাসি—গাদাগাদি, পরস্পর অতিসংলগ্ন, পরিপূর্ণ। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বিণ।

ঠাহর—ঠাওর (তাহা দ্রঃ)।

ঠাহরানো—ঠাওরানো (তাহা দ্রঃ)।

ঠিক—১। নিশ্চিত, স্থির; যথার্থ; বিশুদ্ধ; প্রকৃতিস্থ; ন্যায়নিষ্ঠ; পরিপাটী; নির্ভুল; শাসিত; নির্ধারিত; প্রস্তুত; শোধিত; কম বেশী নয় এমন; উপযুক্ত। বিণ। ২। নিশ্চয়; বশীকরণাদি প্রকরণ; সমষ্টিকরণ; স্থিরতা; সন্ধান, ঠিকানা; সত্যতা; যোগ। <'স্থা'-ধাতু, 'স্থগ্'-ধাতু বা 'স্থিত'। বি। **ঠিক দেওয়া**—যোগ করা। **ঠিকে ভুল**—যোগে ভুল।

ঠিকঠাক—নির্দিষ্ট, নিরূপিত; প্রকৃতিস্থ; যথার্থ; অক্ষুণ্ণ। বাংপ্র। বিণ।

ঠিকঠিকানা—ইয়ত্তা, সীমা; স্থিরতা; কূলকিনারা; চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

ঠিকর—তীব্র, তীক্ষ্ণ। বাংপ্র। বিণ।

ঠিকরা, ঠিকরে—কোন পাত্রের নিম্নে অবস্থিত ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ইষ্টকাদির খণ্ড ('কলিকার, কলকের —')। বাংপ্র। বি।

ঠিকরানো—ঠিকরাইয়া পড়া, বিচ্ছুরিত হওয়া; ধাঁধা লাগা; তীব্র আলো সহ্য করিতে না পারা; ঠক্কর খাইতে খাইতে দূরে পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**ঠিকরানি**।

ঠিকা—১। নির্দিষ্ট মজুরি; নির্দিষ্ট সময়ের পারিশ্রমিক; কার্যসম্পাদনের চুক্তি; ভাড়া। বি। ২। অল্প সময়ের জন্য স্থিরীকৃত, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত; দৈনন্দিন-বেতনভোগী। হি-মু। বিণ।

ঠিকাকুলি—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা কয়েক দিনের জন্য নিযুক্ত মুটে বা মজুর, hired coolie. কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঠিকাগাড়ি—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত গাড়ি, ভাড়াটিয়া গাড়ি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ঠিকা-ঝি—খাওয়া-পরা ব্যতীত কিছু কিছু কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত চাকরানী। বাংপ্র। বি।

ঠিকাদার—যে চুক্তি অনুসারে কাজ করিয়া দেয়; কন্ট্রাক্টর, contractor. ঠিকা+দার। বাংপ্র। বি।

ঠিকাদারি—ঠিকাদারের কাজ। ঠিকাদার+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি। বিণ, **-দারী**।

ঠিকানা—বসবাস অবস্থানের বিবরণ; নির্দিষ্ট স্থান; বসতির নির্দেশন; ইয়ত্তা, সীমা-নিরূপণ; স্থিরতা; খোঁজ। হি-মু। বি।

ঠিকাপ্রজা—স্থায়ী নয় এমন প্রজা। বাংপ্র। বি।

ঠিকারি—খোলা ভাঙ্গা। বাংপ্র। বি।

ঠিকুজি—ছোট কোষ্ঠী যাহাতে জন্মসময় এবং রাশিচক্রাদি লিখিত থাকে, সংক্ষিপ্ত জাতপত্র। <স্থিরপত্রী। বি।

ঠিলা, ঠিলি—তাল বা খেজুর গাছে বাঁধিবার ক্ষুদ্র কলসী, ছোট ঘট; ঠোঙ্গা; পিলি। বাংপ্র। বি।

ঠুংঠাং—দুইটি কাঁসার জিনিসের ঠোকাঠুকির শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঠুংরি—(সংগীত) ক্ষুদ্র রাগে এবং ক্ষুদ্র তালে রচিত সংগীত বিঃ; চারি বা আট মাত্রার তাল বিঃ। হি-মু। বি।

ঠুঁটা, ঠুঁটো—ডালপালা, কাণ্ডমাত্রসার; কুষ্ঠরোগে অঙ্গুলিহীন; যাহার দুই হাত নাই এমন, নুলা। বাংপ্র। বিণ। **ঠুঁটো জগন্নাথ**—লোকের নিকট বড় বলিয়া প্রচারিত হইলেও যে কাজে কিছুই নয় এরূপ লোক। [ধ্বন্যাত্মক অ।

ঠুক—কঠিন দ্রব্যে মৃদু আঘাতের শব্দ। বাংপ্র।

ঠুকঠাক—ছোট হাতুড়ির বারবার আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঠুকরানো, ঠুকরনো—ঠোঁটদ্বারা আঘাত করা, ঠোঁট দিয়া কামড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঠুকা—আঘাত করা, ঘা মারা, প্রহার করা; (গৌণ অর্থে) সংবাদপত্রাদিতে কাহাকেও গালাগালি বা সমালোচনা করা; মামলা দায়ের করা; পোঁতা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঠুকানো, ঠুকনো—চোট দেওয়ানো; কোটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ঠুকুনি—প্রহার। বাংপ্র। বি।
ঠুঙ্গি, ঠুঙি—ছোট ঠোঙা। ঠোঙ্গা+ই ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।
ঠুন—ধাতুপাত্র ইঃর ছোট শব্দ। বাংপ্র। অ।
ঠুনকা, ঠুনকো—১। যাহা সহজেই ভাঙ্গে এমন, ভঙ্গপ্রবণ ('— কাচপাত্র'); ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর। বিণ। ২। নবপ্রসূতা রমণীর স্তনস্ফীতি এবং জ্বর। বাংপ্র। বি।
ঠুনঠুন—ধাতুপাত্র ইঃর ছোট শব্দ; ছোট ছোট ঘণ্টার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
ঠুনি—স্তম্ভ; খুঁটি। প্রাদে। বি।
ঠুমকি—নাচের ভঙ্গী বিঃ। বাংপ্র। বি।
ঠুলি—১। গরু ঘোড়া প্রঃর চক্ষুর আবরণ; খাপ। বাংপ্র। ২। হাবভাব, অঙ্গভঙ্গ, ছল। প্রা কপ্র। বি।
ঠুসা—গাদায় চাপা; থাসা, মর্দন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ঠেং—পা; সরু লম্বা পা। <টঙ্গ। বি।
ঠেঁটা—কর্কশভাষী; কুতর্ককারী; কেঁইয়া; বেহায়া; ধূর্ত। <শঠ। বিণ।
ঠেঁটাপনা, ঠেঁটামি, ঠেঁটামো—ধূর্ততা; দুর্বৃত্ততা; ধৃষ্টতা। বাংপ্র। বি।
ঠেঁটি—বিধবার থান; পাড়শূন্য ছোট কাপড়। বাংপ্র। বি। [বা বি; স্ত্রী।
ঠেঁটী—ধৃষ্টা; দুর্বৃত্তা; বেহায়া। বাংপ্র। বিণ
ঠেক—আটক; প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত; চাউল প্রঃ রাখিবার পাত্র বিঃ; অবলম্বন; ঠেকনো, ঠেস। বাংপ্র। বি।
ঠেকনা, ঠেকনো—ঠেকা, ঠেকাইয়া রাখিবার দণ্ডাদি, যাহাতে কোন বস্তু পড়িয়া না যায় তাহার জন্য ঠেলা; ঠেস। ঠেক্+ অনা, অনো করণ। বাংপ্র। বি।
ঠেকা—১। দায়, বিপত্তি, মুশকিল, সংকট; বিঘ্ন; স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন অশুচি অবস্থা; (সংগীত) তালের প্রাথমিক বাদ্যরূপ। বি। ২। লাগা, স্পৃষ্ট হওয়া; পড়া; দায়ে পড়া; আটকাইয়া যাওয়া; অপ্রীতিকর বোধ হওয়া। ক্রি [, বি, বিণ]। ৩। হেলান, ঠেস। বাংপ্র। বি। **ঠেকে শেখা**—বিপদ হইতে শিক্ষালাভ করা, অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা পাওয়া। [বাংপ্র। বি।
ঠেকাঠেকি—পরস্পর স্পর্শ। ব্যতীহার বহু।
ঠেকানো—লাগানো, স্পর্শ করা, ছোঁওয়া; সরাইয়া দেওয়া; বাধা দেওয়া; সংকটে ফেলা; ফেলিয়া দেওয়া; আটকানো; সামলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ঠেকার—গর্ব, দম্ভ; অহংকার; ভান। বাংপ্র। বি। বিণ, **-রে**।
ঠেকো—সামাজিকভাবে বর্জিত, যে সমাজে চলে না এরূপ, একঘরে। বাংপ্র। বিণ।
ঠেঙ্গা, ঠেঙা—লম্বা লাঠি, যষ্টি। বাংপ্র। বি।
ঠেঙ্গাজ্বর, ঠেঙাজ্বর—অত্যন্ত বেদনাযুক্ত জ্বর, dengue fever. বাংপ্র। বি।
ঠেঙ্গাঠেঙ্গি, ঠেঙাঠেঙি—লাঠি লইয়া মারামারি, যষ্টিদ্বারা পরস্পর প্রহার। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।
ঠেঙ্গাড়ে, ঠেঙাড়ে—দস্যু, ডাকাত, যে পথিকদিগকে ঠেঙ্গা মারিয়া তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করে এরূপ ডাকাত। বাংপ্র। বি।
ঠেঙ্গানো, ঠেঙানো—লাঠি দিয়া প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**ঠেঙ্গানি, ঠেঙানি**।
ঠেঙ্গে, ঠেঙে—১। পা-বিশিষ্ট। বিণ। ২। কাছে, হইতে ('তোর —')। বাংপ্র। অ, অনুসর্গ।
ঠেল—ঠেলা, ধাক্কা। বাংপ্র। বি।
ঠেলা—১। ঠেলিয়া দেওয়া, ধাক্কা দেওয়া; অবহেলা করা, অমান্য করা; বর্জন করা; পা দিয়া বলপূর্বক সরানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **জাতে ঠেলা**—জাতিচ্যুত করা, একঘরে করা। **ঠেলার নাম বাবাজী**—বিপদে পড়িলে অনাদৃত লোককেও আদর করিতে হয়। **পায়ে ঠেলা**—তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; অনুরোধ অবহেলা করা। **বেগার ঠেলা**—অনিচ্ছায় যা-তা করিয়া কাজ শেষ করা। **সমাজে ঠেলা**—একঘরে করা। ২। ঠেলাগাড়ি; দায়, মুশকিল, বিপদ্; রাশি; আধিক্য; ধাক্কা। বাংপ্র। বি। ৩। বিস্তর, অধিক, অনেক; যাহাকে ঠেলা হয়। ঠেল্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।
ঠেলাগাড়ি—হাতে ঠেলিয়া চালাইবার গাড়ি; শিশুদের বেড়াইবার হাতে ঠেলা গাড়ি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
ঠেলাঠেলি—পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা মারা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।
ঠেস—কোন কিছুর উপর দেহভার সমর্পণ, ঠেসান, হেলান; পরস্পরের অতি নিকটবর্তিতা; বক্রোক্তি। বাংপ্র। বি।
ঠেসাঠেসি—১। গায়ে গায়ে লাগা; বেশী ভিড়। বি। ২। গায়ে গায়ে দৃঢ়সংলগ্নভাবে ঠাসাঠাসি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
ঠেসান—ঠেস। বাংপ্র। বি।
ঠেসানো—১। হেলানো, যাহাকে কাত করিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ। বিণ। ২। পরস্পর সংলগ্ন করা; ঠেস দেওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ঠোঁট—ওষ্ঠাধর; চঞ্চু; সূক্ষ্ম অগ্র। <ওষ্ঠ। বি। **ঠোঁট উলটানো**—ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। **ঠোঁট ফুলানো**—রাগ বা অভিমান দেখানো।
ঠোঁটকাটা—অপ্রিয় সত্য কথা বলিতেও যাহার আটকায় না এমন, স্পষ্টবাদী; নির্লজ্জ। বহু। বাংপ্র। বিণ।
ঠোক—আঘাত; রোখ, জেদ। বাংপ্র। বি।
ঠোক খাওয়া—বাধা পাওয়া; বাধা পাইয়া কিছুক্ষণের জন্য থামা।
ঠোকন—প্রহার। বাংপ্র। বি।
ঠোকনা—ঠোনা, মুখে মৃদু আঘাত, মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলি দ্বারা সামান্য প্রহার। বাংপ্র। বি।
ঠোকর—আঘাত; পাখির ঠোঁটের আঘাত; অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ; সামান্য অনুশীলন। বাংপ্র। বি।
ঠোকরানো—ঠোঁট দ্বারা অল্প আঘাত করা; অস্ত্রাদি দ্বারা মৃদু আঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ঠোকা—ঠুকা (তাহা দ্রঃ)।
ঠোকাঠুকি—মারামারি; পরস্পর ঠোকা বা ধাক্কা; ঝগড়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।
ঠোক্কর—সামান্য আঘাত, মৃদু প্রহার, অল্প ঘা। বাংপ্র। বি।
ঠোঙ্গা, ঠোঙা—পাতা কাগজ প্রঃ দ্বারা তৈরি পাত্র। বাংপ্র। বি।
ঠোনা—ঠোকনা, অঙ্গুলি দ্বারা মুখে বা গালে মৃদু আঘাত। বাংপ্র। বি।
ঠোর—স্থান, ঠাঁই। প্রা কপ্র। বি।
ঠোলা—বড় ঠুলি, ঠোঙ্গা। প্রাদে। বি।
ঠোস—স্ফীতি, ঠাস। বাংপ্র। বি।
ঠোসা—ঠুসা (তাহা দ্রঃ)।
ঠ্যাটা—দুষ্ট; বঞ্চক; অত্যাচারী; কুতর্ককারী। <শঠ। বিণ।
ঠ্যাং—পাদ, চরণ, পা। <টঙ্গ। বি।
ঠ্যাকার—ঠেকার (তাহা দ্রঃ)।

[ড]

ড—১। ত্রয়োদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ট-বর্গের তৃতীয় বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা, ইহা ঘোষবৎ ও অল্পপ্রাণ]। ২। শিব; শব্দ; ত্রাস; বাড়বাগ্নি। ডপ্‌+ড কর্তৃ। ৩। চাষপক্ষী; বাদ্যযন্ত্র বিঃ। ডী+ড কর্তৃ। বি; পুং।

ডক—জাহাজ নির্মাণ বা সংস্কারের স্থান। <ইং 'dock'. বি।

ডগ, ডগা—অগ্রভাগ, সর্বোচ্চস্থান; বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ। <অগ্র। বি।

ডগডগে—খুব লাল; উজ্জ্বল। বাংপ্র। বিণ।

ডগমগ—নিমগ্ন, ডুবন্ত; বিহ্বল, বিভোর; পরিপূর্ণ; উচ্ছ্বসিত। বাংপ্র। বিণ।

ডগর—একপ্রকার ঢাক। <ত্রগড়। বি।

ডগলা, ডগালে, ডগি—শাকের কচি অগ্রভাগ; বাঁশের আগা; গাছের সরু ডাল। বাংপ্র। বি।

ডগা—'ডগ' দ্রঃ।

ডঙ্কা—ঢাকজাতীয় বাদ্য বিঃ; দুন্দুভি; টিকারা। ড—কৈ+ক কর্তৃ (নিপা)+আপ্‌। বি; স্ত্রী। **ডঙ্কা মারা**—প্রকাশ্যে দম্ভপ্রকাশ করা; উচ্চৈঃস্বরে আস্ফালন করা; সগৌরবে ঘোষণা করা।

ডজন—১২টা। <ইং 'dozen'. বি।

ডন—মাটির উপর লম্বাভাবে পতিত হইয়া হাত ও পায়ের ওপর ভর দিয়া ব্যায়াম, অঙ্গচালনা বিঃ। হি-মু। বি।

ডনগির—ডনব্যায়ামে পটু, ব্যায়ামনিপুণ; পালোয়ান। ডন+গির নিপুণার্থে। হি-মু। বি বা বিণ।

ডন-বৈঠক—ব্যায়ামের প্রণালী বিঃ, ডন দেওয়া ও ওঠবোস করা। বাংপ্র। বি।

ডবকা—তরুণ, নবযৌবনযুক্ত; যৌবনদৃপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

ডবডব—জলে ভরিয়া যাওয়া ও বিস্ফারিত হওয়া; রসে পূর্ণ হওয়া। বাংপ্র। অ।

ডবডবানি—গর্বপ্রকাশ, আস্ফালন, জাঁক দেখানো। বাংপ্র। বি।

ডবডবে—রসপূর্ণ, রসে ভরা; বিস্ফারিত ও অশ্রুপূর্ণ ('— চোখ')। বাংপ্র। বিণ।

ডবল—দ্বিগুণপরিমিত, দু'গুনো। <ইং 'double'. বিণ। **ডবল প্রমোশন**—পরীক্ষায় ভাল ফল করিয়া একেবারে দুই ক্লাস উপরে উঠা; (ব্যঙ্গার্থে) অতিক্রান্ত অবস্থার পরিবর্তন, double promotion.

ডমরু—ডুগডুগি বাদ্যযন্ত্র; বাদ্যযন্ত্র বিঃ; বিস্ময়, চমৎকার। ডম্‌—অ+রু কর্তৃ। বি; পুং।

ডমরুধর—মহাদেব, শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ডমরুমধ্য—ডমরুর মত যাহার কোমর সরু এমন। বহু। বিণ।

ডম্বর—১। উদ্ধত; প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। ডম্ব্‌+অর কর্তৃ। বিণ। ২। উৎকর্ষ; আড়ম্বর; বিস্তার; বিলাস; ঝাঁক, দল। ডম্ব্‌+অর ভাব। বি; পুং।

ডম্বরু, ডম্বুরু—ডমরু। <ডমরু। বি।

ডম্বেল—ব্যায়াম করিবার জন্য ক্ষুদ্র যন্ত্র বিঃ বা দুইদিকে লৌহপিণ্ডযুক্ত লৌহদণ্ডযুগল। <ইং 'dumb-bell'. বি।

ডয়ন—১। নভোগতি, উড়া। ডী+অনট্‌ ভাব। ২। পালকি, ডুলি। ডী+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

ডর—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা। <দর। বি।

ডরা, ডরানো—ভয় করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ডরাসি—ভয় করিতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

ডলন—মলন, মর্দন, ঠাসা। বাংপ্র। বি।

ডলা—ঘাসা; মলা, মর্দন করা, টেপা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ডলাই-মলাই, ডলামলা—মর্দন ও হাত বুলানো। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ডলাডলি—পরস্পর অঙ্গমর্দন; (ব্যঙ্গার্থে) অত্যন্ত বন্ধুত্ব। বাংপ্র। বি।

ডলানো—মর্দন করানো; ঠাসানো; টেপানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ডহন—জ্বালা, যন্ত্রণা। <দহন। বি।

ডহর—১। গভীর। বিণ। ২। গভীর স্থান, অতিশয় নিম্ন স্থান; নৌকার খোল; সমুদ্র। <দভ্র। বি। [বি।

ডহর-করমচা—বন্য তিক্ত ফল বিঃ। বাংপ্র।

ডাইন, ডান—১। দক্ষিণ, অপসব্য। <দক্ষিণ। **ডান হাত**—প্রধান সহায় (ডান হাত ভেঙে দেওয়া—প্রধান অবলম্বন নষ্ট করা)। **ডান হাতের কাজ, ব্যাপার**—আহার, খাওয়া। ২। জাদুবিদ্যাবিৎ, মায়াবী। বাংপ্র। বিণ।

ডাইনী—কুহকিনী, মায়াবিনী। <ডাকিনী। বি।

ডাইরি—দৈনিক বিবরণী, রোজনামচা; থানায় যে নালিশ করা হয় তাহার লিখিত বিবরণ। < ইং 'diary'. বি।

ডাইল, ডাউল, ডাল—মুগ, কলাই, ছোলা, অড়হর ইঃ শস্যবীজ। <দ্বিদল। বি।

ডাইস—১। ধাতবদ্রব্যনির্মাণের ছাঁচ; স্বর্ণরৌপ্যাদির অলংকারের নকশা করিবার ছাঁচ। <ইং 'dies'. ২। পাশাখেলার ঘুঁটি। <ইং 'dice'. বি।

ডাং, ডাঙ—১। দণ্ড, ক্ষুদ্র বংশাদির দণ্ড। বি। ২। দুষ্ট; দংশনী। বাংপ্র। বিণ।

ডাংগুলি—'ডাঙ্গুলি' দ্রঃ।

ডাংপিটে—'ডাঙ্গপিটা' দ্রঃ।

ডাঁই—স্তূপ, রাশি। বাংপ্র। বি।

ডাঁট—১। বাঁট, হাতল, handle. বাংপ্র। ২। দম্ভ, দেমাগ, তেজ। <দৃঢ়। বি।

ডাঁটা—ডালের মত সরু ও ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, শাকের ডাল; গাছের সরু ডাল, লম্বা ফল ('সজনের—')। <দণ্ড। বি।

ডাঁটি—কোন বস্তু ধরিবার জন্য ছোট দণ্ড বা হাতল, ছত্রাদির দণ্ড; চাপদণ্ড, piston. বাংপ্র। বি।

ডাঁটো—মজবুত, দৃঢ়; সবল ("কচি-কাঁচাগুলি ডাঁটো ক'রে তুলি"—সত্যেন্দ্র)। <দৃঢ়। বিণ।

ডাড়—বৈঠা, নৌকাবাহনদণ্ড; পক্ষিগণের বসিবার দণ্ড; মাটি প্রঃ মাপিবার পরিমাণ-দণ্ড; ডাং। <দণ্ড। বি।

ডাঁড়কাক—দাঁড়কাক, বড় আকারের কাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডাঁড়া—১। পিঠের শিরদাঁড়া, মেরুদণ্ড; রীতি, চরিত্র, ধারা; দাঁড়া। বি। ২। দণ্ডায়মান। <দণ্ড। বিণ।

ডাঁড়ী—বৈঠাধারী, বহিত্রধারী, যাহারা দাঁড়ের সাহায্যে নৌকা চালায়; তুলাদণ্ড, নিক্তি। <দণ্ডী।। বি।

ডাঁড়ুকা—সোনার বালা; চোর প্রঃ-র পা বাঁধিবার শিকল। বাংপ্র। বি।

ডাঁশ—একপ্রকার তীব্র-দংশনকারী বড় মাছি, দংশমক্ষিকা। <দংশ। বি।

ডাঁশা—১। দেওয়ালে প্রোথিত ক্ষুদ্র দণ্ড; তক্তপোশ নৌকা প্রঃর আড়কাঠ। বি। ২। আধপাকা, অর্ধপক্ব। বাংপ্র। বিণ।

ডাক—১। আহ্বান; শব্দ; পশুপক্ষীর রব; চিৎকার। **ডাক ছাড়া**—চেঁচানো; হুংকার করা। **ডাক দিয়া বলা**—মুক্তকণ্ঠে বলা। **ডাকের বচন**—ডাক নামক এক গোয়ালার বচন বলিয়া কথিত বাংলা প্রবাদসমূহ। ২। পত্রাদি প্রেরণ; পত্রাদি প্রেরণের সরকারী ব্যবস্থা; **একসময়ে** একসঙ্গে যেসব চিঠিপত্র আসে যায়; পত্র; দেব-প্রতিমার গহনা বা সাজ। হি-মু। বি। ৩। প্রবচন ('ডাক'-নামক গোপের নাম

হইতে)। **৪**। পাখি বিঃ, ডাহুক, দাত্যুহ। <দাত্যুহ। **৫**। সিদ্ধপুরুষ বিঃ: পিশাচ বিঃ। বি; পুং।

ডাকখরচা—ডাকযোগে পত্রাদি প্রেরণের মাশুল। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাকগাড়ি—রেলওয়ের যে গাড়িতে ডাক যাতায়াত করে, mail-train. ডাকবাহী গাড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ডাকঘর—পত্রাদি গ্রহণ প্রেরণ এবং বিতরণের কার্যালয়, পোস্ট অফিস, post-office. ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাকটিকিট—ডাকঘরের স্ট্যাম্প; চিঠিপত্রাদি প্রেরণের মাশুল বাবদ স্ট্যাম্প। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাকডোগ—আহ্বান এবং কথাবার্তা; গর্জন। বাংপ্র। বি।

ডাকতুরুপ—একপ্রকার তাসখেলা। বাংপ্র। বি।

ডাকনাম—যে নাম করিয়া ডাকা যায় তাহা। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাকপাখি—ডাহুক, দাত্যুহ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ডাকপিয়ন—যে চিঠিপত্রাদি বিলি করে। ডাকবিলিকারী পিয়ন, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।

ডাকপুরুষ—ডাক নামক বিখ্যাত জ্ঞানী গোপ বিঃ; জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। বাংপ্র। বি।

ডাক-বাংলা, -বাংলো—সম্ভ্রান্ত ভ্রমণকারীদের জন্য নির্মিত পথিমধ্যস্থ গৃহ। বাংপ্র। বি।

ডাকবিভাগ—যে বিভাগ পত্রাদি প্রেরণ এবং বিতরণের কার্য সম্পন্ন করে, postal department. ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাকমাশুল—ডাক-খরচা, পত্রাদি বহন জন্য পোস্ট-অফিসে দেয় অর্থ। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাকমুন্সী—ডাকঘরের প্রধান কর্মচারী, পোস্টমাস্টার। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাকর—ডাগর, বৃহৎ, বড়। প্রা কপ্র। বিণ।

ডাকসংক্রান্তি—আশ্বিনের সংক্রান্তি। বাংপ্র। বি।

ডাক-সাইটে—সুবিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ; কুখ্যাত। <ডাকসিদ্ধ। বিণ।

ডাকসাজ—ডাকের গহনা, দেবতার প্রতিমা সাজাইবার নিমিত্ত শোলার গহনা। বাংপ্র। বি।

ডাক-সিদ্ধ—পিশাচ-সিদ্ধ, ভূতপ্রেত যাহার আদেশ মানিয়া কাজ করে এমন; কুখ্যাত। ৭মীতৎ। বিণ।

ডাকসুরত—যেরূপ প্রসিদ্ধি আছে সেই অনুসারে; থাউকো। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ডাকহরকরা—পত্রাদিবাহক; যে ডাকের ব্যাগ বা থলিয়া এক পোস্ট-অফিস হইতে অন্য পোস্ট-অফিসে লইয়া যায়, runner. ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বি।

ডাকহাঁক—পরস্পরকে আহ্বান। বাংপ্র।

ডাকা—**১**। আহ্বান করা; চেঁচাইয়া বলা; গর্জন করা; শব্দ করা; শব্দ করিয়া আসা ('বাণ —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **২**। দস্যু, ডাকাত ("পরাণ হরিল বিষম ডাকা" —মোহনদাস); দস্যুতা, ডাকাতি। প্রা কপ্র। বি।

ডাকাইত, ডাকাত—দস্যু, ভীষণ প্রকৃতির সাহসী চোর। বাংপ্র। বি।

ডাকাইতি, ডাকাতি—ডাকাতের কার্য, দস্যুতা, বলপূর্বক পরস্বলুণ্ঠন। ডাকাইত, ডাকাত+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ডাকাডাকি—বারবার ডাকা; পুনঃপুনঃ আহ্বান; হাঁকডাক। বাংপ্র। বি।

ডাকাতি—'ডাকাইতি' দ্রঃ।

ডাকাতী, ডাকাতে—ডাকাতসম্বন্ধীয়; ডাকাতবিষয়ক। বাংপ্র। বিণ।

ডাকানো—ডাকিয়া আনানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বিণ।

ডাকাবুকো—সাহসী ও দুর্দান্ত। বাংপ্র।

ডাকিনী—পিশাচী বিঃ; কালিকার পার্শ্বচারিণীগণ; কুহকিনী, ডাইনী। ডাক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ডাকু—দস্যু, ডাকাত। হি। বি।

ডাক্তার—**১**। বিলাতী প্রথায় রোগ-চিকিৎসক; পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি বিঃ। বি। **২**। অভিজ্ঞ, বিদ্বান্; দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইঃতে বিশারদ। <ইং 'doctor'. বিণ।

ডাক্তারখানা—ডাক্তারের বসিবার স্থান, রোগী দেখিবার স্থান; বিলাতী ঔষধ পাইবার স্থান। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ডাক্তারি—ডাক্তারের কার্য, চিকিৎসা। ডাক্তার+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ডাক্তারী—ডাক্তারসংক্রান্ত। ডাক্তার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ডাগর—বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড। <দীর্ঘ। বিণ।

ডাঙ্গ—'ডাং' দ্রঃ।

ডাঙ্গপিটা, ডাংপিটা, ডাংপিটে—যে দণ্ড দ্বারা অন্যকে প্রহার করিয়া বেড়ায়, অতিদুর্দান্ত, অত্যন্ত দুষ্ট; দুঃসাহসিক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ডাঙ্কুশ, ডাঙুশ—অঙ্কুশ, হস্তিতাড়নাস্ত্র। বাংপ্র। বি।

ডাঙ্গা, ডাঙা—শুকনা জায়গা, নির্জল স্থান; জলশূন্য উচ্চস্থান। বাংপ্র। বি।

ডাঙ্গুলি, ডাংগুলি—ডাণ্ডাগুলি খেলা, ক্রীড়া বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

ডাণ্ডা—দাণ্ডা, বড় লাঠি; হাতল। <দণ্ড।

ডাণ্ডী—সেতারের দীর্ঘ দণ্ডাকার কাষ্ঠ। বাংপ্র। বি।

ডান—'ডাইন' দ্রঃ।

ডানকুনি—একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য; শাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডানপিটে—ডাঙ্গপিটা (তাহা দ্রঃ)।

ডানা, ডেনা—**১**। পাখা, পক্ষীর পক্ষ। বাংপ্র। **২**। প্রেত-যোনি বিঃ; দানা। <দানব। বি।

ডানা-কাটা—যাহার ডানা কাটা গিয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ। **ডানা-কাটা পরী**—(ব্যঙ্গার্থে) যে নারী দেখিতে পরীর মত সুন্দরী—কেবল ডানা দুখানি নাই।

ডানা-ভাঙ্গা—যাহার (যে পাখির) পাখা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন; (তাহা হইতে) দোসরশূন্য, সহায়হীন। ডানা ভাঙ্গা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

ডাব—কাঁচা নারিকেল, অপক্ব নারিকেল। বাংপ্র। বি।

ডাবর—পান রাখিবার পাত্র; গামলা; বড় বাটি; নীচু বিল জমি। বাংপ্র। বি।

ডাবা—**১**। নারিকেল-খোলের হুঁকা; গরু প্রঃ পশুর জাবনা খাইবার নিমিত্ত প্রকাণ্ড পাত্র, টব। বি। **২**। বসিয়া যাওয়া, চাপা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **৩**। (গরুর গাড়ির) সামনের অংশ বেশী ভার হওয়ায় নীচু হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ডাবু—বড় পিতলের হাতা; গোলমুখ চামচ। বাংপ্র। বি।

ডামর—**১**। ধুনার ন্যায় একপ্রকার নির্যাস বা আঠা, বার্নিশ। বাংপ্র। বি। **২**। উদ্ধত। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। **৩**। শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র বিঃ; সংকর জাতি বিঃ; গর্ব; বিবাদ, কলহ; বিস্ময়। ডম্—শব্দ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। **৪**। চোর। প্রা কপ্র। বি। স্ত্রী, **-রী**।

ডামাডোল—বিশৃঙ্খলা, বিপর্যস্ত ভাব; গোলমাল, হইচই। বাংপ্র। বি।

ডাম্বেল—ব্যায়ামের একপ্রকার সরঞ্জাম। <ইং 'dumb-bell'. বি।

ডায়মন—স্বর্ণাদিনির্মিত অলংকারের উপর নকশা, হীরার মত পল। <ইং 'diamond'. বি। [বাংপ্র। বিণ।

ডায়মন-কাটা—নকশা-করা, পল-তোলা।

ডায়ারি, ডায়েরি—ডাইরি (তাহা দ্রঃ)।

ডার—নিক্ষেপ, পাতন, ফেলিয়া দেওয়া। হি-মু। বি।

ডারা—নিক্ষেপ করা, ফেলা; ঢালা; প্রদান করা। হি-মু। ক্রি [, বি]।

ডাল—**১**। শাখা; ডাইল, মুগ মসুর ইঃ। <দল। **২**। নিক্ষেপ, পাতন। হি-মু। বি।

ডালকুত্তা—অতি উগ্র প্রকৃতির দীর্ঘকায় বিদেশী কুকুর বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডালচিনি—দারুচিনি। বাংপ্র। বি।
ডালনা—ব্যঞ্জন বিঃ, ঘণ্ট। প্রাদে। বি।
ডালপালা—শাখাপত্র। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।
ডালা—১। চেঙ্গারি; বাঁশের তৈরি এক-প্রকার পাত্র। <ডল্লক। ২। বাক্স প্রঃর উপরিভাগ বা ঢাকনা; দেবতার নিকট পূজা দিবার জন্য সজ্জিত চেঙ্গারি বা শরা; শাখা, ডাল। বাংপ্র। বি। ৩। পাতিত করা; নিক্ষেপ করা; প্রদান করা, দেওয়া। হি-দু। ক্রি [, বি, বিণ]।
ডালি—উপহার, ভেট; ছোট ডালা; আধার; ছোট ডাল। ডালা+ই ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।
ডালিম—দাড়িম গাছ; দাড়িম ফল। <দাড়িম্ব। বি; পুং।
ডালিমফুলী—ডালিমফুলের ন্যায় রংবিশিষ্ট ('দুমুঠা ডালিমফুলী অভ্র-আবীর'—সত্যেন্দ্র)। বাংপ্র। বিণ।
ডাহা—সম্পূর্ণ, অবিকল, ঠিক ('— মিথ্যা')। বাংপ্র। বিণ।
ডাহিন—ডান, বামেতর। <দক্ষিণ। বিণ।
ডাহুক—ডাকপাখি। <দাত্যূহ। বি; পুং। স্ত্রী—**ডাহুকী**।
ডিঁমা—একপ্রকার বৃহৎ পিপীলিকা। বাংপ্র। বি।
ডিক্টেটর—রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক বা এক-নায়ক। <ইং 'Dictator'. বি।
ডিক্রি, ডিক্রী—বাদীর পক্ষে আদালতের হুকুম। <ইং 'decree'. বি।
ডিক্রিজারি, ডিক্রীজারি—ডিগ্রিজারি (তাহা দ্রঃ)।
ডিক্রিদার, ডিক্রীদার—ডিগ্রিদার (তাহা দ্রঃ)।
ডিগডিগে—দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম, লম্বা এবং পাতলা ('— চেহারা')। বাংপ্র। বিণ।
ডিগবাজি—মাথা মাটির দিকে রাখিয়া দুই পা উঁচুতে তুলিয়া উলটাইয়া পড়া, সমস্ত শরীরটা উলটাভাবে ঘুরাইয়া যে খেলা দেখানো হয় তাহা। বাংপ্র। বি। **ডিগবাজি খাওয়া**—মত বদলাইয়া ফেলা, সম্পূর্ণ উলটা সিদ্ধান্ত করা।
ডিগর—দুশ্চরিত্র, লম্পট। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।
ডিগ্রি, ডিগ্রী—১। মাত্রা; বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত উপাধি; পরীক্ষায় প্রাপ্ত উপাধি; (পদার্থবিদ্যা) তাপমান-যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপের পরিমাণজ্ঞাপক সংজ্ঞা; (জ্যামিতি) কোণের পরিমাণ; বৃত্ত-পরিধির সমান ৩৬০ ভাগের এক ভাগ। <ইং 'degree'. ২। নালিশকারীর স্বপক্ষে বিচারকের আদেশ প্রদান, ডিক্রী। <ইং 'decree'. বি।
ডিগ্রি(গ্রী)জারি—পাওনা আদায়ের অথবা সম্পত্তি অধিকারের জন্য আদালতের নির্দেশ প্রচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
ডিগ্রি(গ্রী)দার—যে নালিশকারী মকদ্দ-মায় জিতিয়া আদালতের ডিগ্রী পাইয়াছে, ডিক্রিপ্রাপ্ত অভিযোক্তা। ডিগ্রি, ডিগ্রী+দার প্রাপ্ত অর্থে। বাংপ্র। বি।
ডিগ্রী—'ডিগ্রি' দ্রঃ।
ডিঙ্গন—ডিঙান (তাহা দ্রঃ)।
ডিঙ্গা, ডিঙা—নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।
ডিঙ্গা, ডিঙ্গি, ডিঙি—পায়ের আঙুলে ভর; লম্ফন। বাংপ্র। বি।
ডিঙ্গানো, ডিঙানো, ডিঙ্গনো, ডিঙনো—টপকাইয়া অতিক্রম করা; উল্লম্ফন করা, উল্লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**ডিঙ্গন, ডিঙন**।
ডিঙ্গি, ডিঙি—ছোট নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।
ডিজাইন—পরিকল্পনা; পরিকল্পিত নকশা। <ইং 'design'. বি।
ডিটেক্টিভ—গোয়েন্দা। <ইং 'detective'. বি।
ডিণ্ডিম—হিন্দুদিগের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিঃ; ঢোল, ঢেড়া; পানিআমলা। ডিণ্ডি—মি+ড কর্তৃ। বি; পুং।
ডিনামাইট—উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ বিঃ। <ইং 'dynamite'. বি।
ডিনার—ইওরোপীয় কায়দায় ভোজ। <ইং 'dinner'. বি।
ডিনার-পার্টি—ইওরোপীয় কায়দায় গল্প-গুজব করিয়া আহার করিবার জন্য বহু-লোকের একত্র সমাগম। <ইং 'dinner-party'. বি।
ডিপজিট—গচ্ছিত রাখা, ন্যাস। <ইং 'deposit'. বি।
ডিপুটি, ডেপুটি—প্রতিনিধি; মহকুমার শাসনকর্তা। <ইং 'deputy'. বি।
ডিপুটিগিরি, ডেপুটিগিরি—ডিপুটির কার্য, ফৌজদারির হাকিমি। ডিপুটি, ডেপুটি+গিরি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।
ডিপো—গুদাম, মালপত্র জমাইয়া রাখিবার স্থান। <ইং 'depot'. বি।
ডিবা, ডিবে—পান রাখিবার পাত্র, তাম্বূলাধার; চিমনিশূন্য ছোট কেরোসিনের আলো, টেমি। বাংপ্র। বি।
ডিবেঞ্চার—ঋণপত্র। <ইং 'debenture'. বি।
ডিভিডেণ্ড—ব্যবসায়ের লভ্যাংশ। <ইং 'dividend'. বি।
ডিভিশন—ভেদ; পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর অনুসারে শ্রেণীবিভাগ; সেনাদল বিঃ। <ইং 'division'. বি। [কয়েক ব্রিগেড পদাতিক বা গোলন্দাজ+১ স্কোয়াড্রন বা ১ রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী+ইঞ্জিনীয়ারস+অ্যাম্বুল্যান্স ইঃ=১ ডিভিশন=প্রায় ১০-২৫ হাজার।]
ডিম—অণ্ড, ডিম্ব; পদের পশ্চাদ্‌ভাগের মাংসল অংশ, পায়ের গুলি। <ডিম্ব। বি। **ডিমে তা দেওয়া**—বাচ্চা বাহির করিবার জন্য ডিমের উপর বসিয়া তাপ দেওয়া। **ডিমে রোগা**—ছেলেবেলা হইতে রুগ্ণ। **ঘোড়ার ডিম**—কিছুই না। **বাওয়া ডিম**—যে ডিমে বাচ্চা হয় না।
ডিমডিমি—বাদ্য বিঃ, ডমরু। বাংপ্র। বি।
ডিমাই—কাগজের আকার বিঃ। <ইং 'demy'. বি।
ডিমারেজ—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেলাদি হইতে মালপত্র খালাস করিতে না পারার জন্য দেয় খেসারত। <ইং 'demurrage'. বি।
ডিম্ব—ডিম, অণ্ড; শিশু; ফুসফুস; প্লীহা; বিনা হাতিয়ারে কলহ; ভয়ধ্বনি, ভয়জনক শব্দ; ভয়; ভ্রমর; চণ্ডাল; বিপ্লব। ডিম্ব্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।
ডিম্বক—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) বীজের প্রথমাবস্থা, ovule; (প্রাণিতত্ত্ব) ক্ষুদ্র ডিম্ব; ভ্রূণের প্রথমাবস্থা, ovum. ডিম্ব+কন্‌ স্বার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে। বি; ক্লী।
ডিম্বকরন্ধ্র—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) ডিম্বকের গায়ের যে ছিদ্র দিয়া উহার মধ্যে পরাগ প্রবেশ করে তাহা, micropyle. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
ডিম্বকোষ—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) পুষ্পযোনি, গর্ভ-কোষের নিম্নস্থ শূন্যগর্ভ অংশ, ovule. ডিম্বাকার কোষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
ডিম্বজ—ডিম হইতে উৎপন্ন, অণ্ডজ, oviparous. উপতৎ; ডিম্ব—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।
ডিম্বাকার, -কৃতি—ডিমের আকার-বিশিষ্ট। ডিম্বের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।
ডিম্বাণু—(প্রাণিতত্ত্ব) ক্ষুদ্র ডিম্ব; ভ্রূণের প্রথমাবস্থা, ovum, egg-cell. ডিম্বের অণু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
ডিম্বাধার—প্রাণীদিগের যে থলির মধ্যে ডিম থাকে তাহা, egg-cell. ডিম্বের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ডিম্বাশয়—(প্রাণিবিদ্যা) স্ত্রী পশুর জরায়ু, স্ত্রী-জনন গ্রন্থি; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) গর্ভকোষের বীজাধার, ovary. ডিম্বের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ডিশ—চ্যাপটা ইঃর গোলাকার ক্ষুদ্র থালা বিঃ ('চায়ের —')। <ইং 'dish'. বি।
ডিসকাউণ্ট—বাজার-দর হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহা। <ইং 'discount'. বি।

ডিসচার্জ—চাকরি হইতে বরখাস্ত করা, চাকরি ছাড়াইয়া দেওয়া; প্রমাণের অভাবে আসামীকে মুক্তি দেওয়া। <ইং 'discharge'. বি।

ডিস্ট্রিক্ট—জেলা। <ইং 'district'. বি।

ডিসমিস—বিচারালয়ে আনীত অভিযোগ অগ্রাহ্যকরণ; কর্ম বা চাকরি হইতে অপসারণ; পরিত্যাগ। <ইং 'dismiss'. বি।

ডিসেম্বর—ইংরেজী বৎসরের শেষ মাস। <ইং 'December'. বি।

ডিহি—কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি; প্রধান জমিদারি, কাছারি, সদর। <ফা 'দেহ'। বি।

ডীন—১। উড়া, পক্ষীদিগের আকাশগতি, উৎপতন। ডী+ক্ত ভাব। ২। আগমশাস্ত্র বিঃ। বি; ক্লী। ৩। উড়ন্ত, উড্ডীয়মান। ডী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ডুকরানো, ডুকরনো—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা, ফুকারিয়া কাঁদা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ডুগডুগ—অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ডুগডুগি—ডমরু। বাংপ্র। বি।

ডুগি—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, বাঁয়া। বাংপ্র। বি।

ডুঙ্গি—একপ্রকার ছোট নৌকা, ক্ষুদ্র নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডুণ্ডুভ—ঢোঁড়া সাপ। বি; পুং।

ডুব, ডুবন—১। নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন। ডুব্+অ, অন ভাব। বাংপ্র। বি। ২। ডুবিবার মত, ডুবিবার উপযুক্ত ('—জল'); গভীর। ডুব্+অ, অন অধি। বাংপ্র। বিণ। **ডুব মারা**—জলের ভিতর ডুব দেওয়া; অদৃশ্য হওয়া।

ডুবন্ত—যাহা ডুবিয়া যাইতেছে বা গিয়াছে এমন। ডুব্+অন্ত (বাং প্রত্যয়)। বিণ।

ডুবরী, ডুবারী, ডুবুরী—যাহারা জলের তলা হইতে মুক্তাসমেত ঝিনুক ইঃ কুড়াইয়া তোলে; অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে সক্ষম ব্যক্তি। ডুব্+অরী, আরী, উরী কর্তৃ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

ডুব-সাঁতার—জলে ডুবিয়া সাঁতার দেওয়া।

ডুবা—জলমগ্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া**—সাধারণের অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে কোন কাজ করা।

ডুবানো, ডুবনো—১। জলমগ্ন করা। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। গভীর। বাংপ্র। বিণ।

ডুবারী—'ডুবরী' দ্রঃ।

ডুবারু—ডুবুরি ("যেমন ডুবারু ডুবিছে তাহাতে"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। বি।

ডুবি—নিমগ্ন হওয়া, নিমজ্জন। ডুব্+ই ভাব। বাংপ্র। বি।

ডুবুডুবু—প্রায় ডুবিবার মত, মগ্নপ্রায়; অন্তামতপ্রায়; প্লাবিতপ্রায়; মাতোয়ারা। বাংপ্র। বিণ।

ডুবুরী—'ডুবরী' দ্রঃ।

ডুমা—ডুমো (তাহা দ্রঃ)।

ডুমুর—ডুমুর গাছ বা তাহার ফল। <উডুম্বর। বি। **ডুমুরের ফুল**—দুর্লভ বস্তু।

ডুমো—কোন জিনিসের ডেলার মত টুকরা [লম্বা, চওড়া ও পাড়াই প্রায় সমান]। বাংপ্র। বি। [বিণ।

ডুমোডুমো—ডেলার মত খণ্ড খণ্ড। বাংপ্র।

ডুরি—ডোর, হাতে বাঁধিবার সূতা; সরু দড়ি; রজ্জু; নির্জনতা। বাংপ্র। বি।

ডুরে ডোরাকাটা। ডোরা+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ডুলি, ডুলি—যান বিঃ, ছোট পালকি, ক্ষুদ্র শিবিকা। <দোলিকা। বি। [বি।

ডুলে—পালকিবাহক, ডুলে জাতি। বাংপ্র।

ডুশ, ডুস—মলাশয় ধৌত করিবার জন্য মলদ্বারের মধ্য দিয়া নলের সাহায্যে জলধারা প্রবেশ করাইবার পদ্ধতি বা যন্ত্র। <ইং 'douche'. বি। [বাংপ্র। বি।

ডেউয়া—মাদার গাছ বা তাহার ফল।

ডেওঢাকনা—ঢাকনাসমেত মাটির পাত্র; গৃহস্থালির তুচ্ছ দ্রব্যাদি। বাংপ্র। বি।

ডেঁড়েমুষে—নিঃশেষে, সম্পূর্ণরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ডেঁপো, ডেঁফো—অকালপক্ব, প্রগল্‌ভ। বাংপ্র। বিণ। বি—**ডেঁপোমো, ডেঁপোমি**। [বি।

ডেঁয়ো—বড় কাল পিঁপড়া বিঃ। বাংপ্র।

ডেক—১। তামার বা পিত্তলের হাঁড়ি; <ফা 'দেগ'। বি। ২। জাহাজের পাটাতন। <ইং 'deck'. বি।

ডেকচি—ছোট ডেক। ফা-মু। বি।

ডেকরা—প্রগল্‌ভ, ধূর্ত; দুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ডেকো—বিখ্যাত; কুখ্যাত। বাংপ্র। বিণ।

ডেগরা—ধূর্ত, শঠ; উচ্ছৃঙ্খল। বাংপ্র। বিণ।

ডেঙ্গর—উকুন, মৎকুণ। বাংপ্র। বি।

ডেঙ্গু—জ্বর বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডেঙ্গো, ডেঙো—১। গৃহহীন, বিপত্নীক। বিণ। ২। শুক্ত শাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডেঙ্গোজ্বর—বেদনাযুক্ত জ্বর বিঃ। ইং 'dengue'+জ্বর। বি।

ডেনা, ডানা—পক্ষ, পাখা। বাংপ্র। বি।

ডেপুটি—'ডিপুটি' দ্রঃ।

ডেপুটিগিরি—'ডিপুটিগিরি' দ্রঃ।

ডে-ফল, ডেঁ-ফল—মাদার। বাংপ্র। বি।

ডেবরা—যে বাঁ হাতে বেশী কাজ করিতে পারে এমন, নেটা; বিস্ফারিত। প্রাদে। বিণ।

ডেমি—একপ্রকার মোটা কাগজ; আদালতে এবং দলিল প্রঃ লিখনে ব্যবহৃত কাগজ। <ইং 'demy'. বি।

ডেয়ে, ডেয়ো—পিঁপড়া বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডেরা—অস্থায়ী বাসস্থান, বাসা; আড্ডা; নিবাসস্থান; শহর। বাংপ্র। বি। **ডেরা গাড়া**—তাঁবু ফেলা; আড্ডা বসানো।

ডেরাগণ্ডা—বাসা ও আসবাব। বাংপ্র। বি।

ডেলা—দলা, পিণ্ড, তাল। বাংপ্র। বি।

ডেস্ক—লিখিবার ছোট টেবিল। <ইং 'desk'. বি।

ডেস্ট্রয়ার—একপ্রকার যুদ্ধ-জাহাজ (টর্পেডো-বোট ধ্বংস করে বলিয়া ইহার এই নাম)। <ইং 'destroyer'. বি।

ডোকরা—লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগ্য; প্রগল্‌ভ, ধৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ডোকরানো—ভয় পাইয়া অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করা; চেঁচাইয়া কাঁদা; দুগ্ধপোষ্য বালকের উচ্চহাস্য করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ডোকলা—পেটুক, উদরম্ভরি; অপব্যয়ী। বাংপ্র। বিণ।

ডোঙ্গা, ডোঙা—তাল গাছের ছোট নৌকা; দ্রোণী; শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহারের জন্য কলাপেটোর তৈরী ছোট পাত্র। বাংপ্র। বি।

ডোঙ্গাকল, ডোঙাকল—জল-সেচনের নিমিত্ত ব্যবহৃত ডোঙা, দ্রোণী। বাংপ্র। বি।

ডোজ—ঔষধের মাত্রা। <ইং 'dose'. বি।

ডোবা—১। জলে নিমগ্ন হওয়া। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। গর্ত; ক্ষুদ্র জলাশয়। বাংপ্র। বি।

ডোবানো—ডুবানো (তাহা দ্রঃ)।

ডোম—জাতি বিঃ [ইহারা মৃতদেহ সৎকার করিতে সাহায্য করে এবং ডালা কুলা প্রঃ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে]। বাংপ্র। বি।

ডোমনী—১। ডোমজাতীয়া রমণী। ডোম+নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। ২। কপাট ঝুলাইবার নিমিত্ত চৌকাঠে লাগানো লোহার খিল। বাংপ্র। বি।

ডোর, ডোরক—বাহু কোমর প্রঃর বন্ধন-সূত্র, তাগা প্রঃ। দোল্—রা+ক কর্তৃ (নিপা); ডোর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

ডোরা—নানাবর্ণের চিহ্ন বা রেখা, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন; ডোর। বাংপ্র। বি।

ডোরা-কাটা—লম্বা লম্বা রেখাযুক্ত। ডোরা কাটা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

ডোরা-ডোরা—চিত্রিত, নানাবর্ণের রেখা-বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ডোরি—১। রজ্জু, দড়ি। হি-মু। বি। ২। দৃঢ়রূপে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ডোল—১। ধান প্রঃ রাখিবার বাঁশের তৈয়ারী পাত্র; কুয়া হইতে জল তুলিবার পাত্র। বাংপ্র। বি। ২। শিথিল, আলগা; কম্পিত, কম্পমান। প্রা কপ্র। বিণ।

ডোলাই, ডোলন্ত—দুলিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ডোলী—ছোট পালকি, ক্ষুদ্র শিবিকা। <দোলিকা। বি।

ডৌল—প্রকার, রকম; রূপ, ঢপ; মূর্তি; প্রকৃতি, স্বভাব; ভাঁজ, পাট; গড়ন, ছাঁচ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

ডৌলগুল—সুডৌল, সুরূপ, সুশ্রী, সুগঠন।

ড্যাং-ড্যাং—ঢাকের বাদ্য। ধ্বন্যাত্মক অ।

ড্যাং-ড্যাং করে—বাদ্যভাণ্ডসহকারে; সাড়ম্বরে।

ড্যাকরা—ডেকরা (তাহা দ্রঃ)।

ড্যাবডেবে—বড় বড় ও ভাসা ভাসা ('— চোখ')। বাংপ্র। বিণ।

ড্যাবড্যাব—বিস্ফারণ ও স্ফীতির ভাব প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

ড্যাবরা—ডেবরা (তাহা দ্রঃ)।

ড্যামেজ—ক্ষতি, লোকসান। <ইং 'damage'. বি।

ড্যাশ—চিহ্ন বিঃ, '—' এইরূপ চিহ্ন (বাক্যের মধ্যে কোন বিষয় বলিয়া তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপে বিষয়ান্তর বলিতে হইলে এই চিহ্ন দিতে হয়)। <ইং 'dash'. বি।

ড্রয়ার—দেরাজ। <ইং 'drawer'. বি।

ড্রয়িং—রেখাঙ্কন, রেখাচিত্র। <ইং 'drawing'. বি।

ড্রয়িংরুম—বৈঠকখানা। <ইং 'drawing-room'. বি।

ড্রাম—১। বিলাতী ওজন বিঃ। <ইং 'dram'. ২। জয়ঢাক, রণভেরী, ঢাকের মত পিপা। <ইং 'drum'. বি।

ড্রিল—নিয়মিত অঙ্গচালনা; ব্যায়াম; কুচকাওয়াজ। <ইং 'drill'. বি। [বি।

ড্রেন—নরদমা, জলনালা। <ইং 'drain'.

ড্রেস—পোশাক; অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান বন্ধন। <ইং 'dress'. বি।

[ঢ]

ঢ—১। চতুর্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ট-বর্গের চতুর্থ বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ইহা ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ। পদের মধ্যে ও শেষে 'ঢ' স্থলবিশেষে 'ঢ়' হয়। ধ্বন্যাত্মক পদে 'ঢ'-এর ব্যবহার দেখা যায়। ইহা লঘুত্ব, সারহীনতা ও স্ফীতি ইঃর ভাব প্রকাশ করে (যথা—'ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্', 'ঢপঢপে')]। ২। ঢক্কা; কুকুর; কুকুরের লেজ; ধ্বনি। বি; পুং। ৩। নির্গুণ। বিণ।

ঢং, ঢঙ, ঢঙ্গ—১। গঠন, আকৃতি, চেহারা; পদ্ধতি, রীতি, প্রণালী; কপট, ছল; রঙ্গ; কৌতুক; ছেনালি; ভঙ্গী; ছদ্মবেশ। বাংপ্র। ২। কথা কহিবার রীতি। প্রা কপ্র। বি। ৩। ঘণ্টা বা ঘড়ি বাজিবার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঢংঢং—বারবার ঘড়ি কাঁসর প্রঃ বাজার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঢক—১। বাটখারা, পরিমাপক দ্রব্য। বি। ২। ঢেকুর তোলার অনুকরণশব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঢকঢক—আলগাভাবে রাখা জিনিসে আঘাতের শব্দ; অন্নোদ্গারের শব্দ; দ্রুত পানের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ; বি।

ঢকঢকে—জরাজীর্ণ; আলগা; নড়বড়ে। বাংপ্র। বিণ।

ঢকাৎ—তরল দ্রব্য গিলিবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ। [বি; পুং।

ঢকার—'ঢ' এই অক্ষর। ঢ+কার স্বার্থে।

ঢকাস—'ঢক' শব্দের আধিক্যব্যঞ্জক (বেশী মাত্রা বুঝাইবার) শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঢক্কা—বড় ঢোল, ঢাক, পটহ। ঢক্—কৈ+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

ঢক্কানিনাদ—ঢাকের আওয়াজ। ঙ্কীড়ং।

ঢঙ্গ—'ঢং' দ্রঃ।

ঢঙ্গিয়া—ভঙ্গীযুক্ত। ঢঙ্গ+ইয়া বিশিষ্টার্থে। প্রা কপ্র। বিণ। [বিণ।

ঢঙ্গী—ঢংবিশিষ্টা, হাবভাবময়ী। বাংপ্র।

ঢনঢন—ঘণ্টাদির শব্দ; শূন্য হাঁড়ি কলসী প্রঃ আঘাতের শব্দ; শূন্যতাপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঢনঢনে—শূন্য, খালি। ঢনঢন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঢন্না—কৃশ, দুর্বল; শুষ্ক; ম্লান। বাংপ্র। বিণ।

ঢপ—কীর্তনাঙ্গ গান বিঃ; মূর্তি; ধারা, প্রকার; চালচলন; ফাঁপা কোমল জিনিসে আঘাতের আওয়াজ। বাংপ্র। বি।

ঢপঢপ—ফাঁপা কোমল বস্তুতে বারবার আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঢমালি, ঢামালি—অহংকার; রংঢং, রঙ্গ ("সখি সব মেলি করিয়া ঢমালি তোলয়ে বিবিধ ফুল।"—রায়শেখর)। <হি 'ধমালি'। প্রা কপ্র। বি।

ঢরই—দোলায় ("জনু কনয়া গিরি চামর ঢরই"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢরকত—গড়াইয়া পড়ে, প্রবাহিত হয়; ঝরিয়া পড়ে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢরকি, ঢরি—উচ্ছলিত হইয়া, গড়াইয়া ("ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর"—বিদ্যা। "ঢরি ঢরি পড়ু লোরা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ঢরঢর—ঢলঢল ("নব জলধর, রসে ঢরঢর"—জ্ঞিজভীম)। প্রা কপ্র। বিণ।

ঢল—১। পর্বতাদি হইতে নির্গত জলস্রোত, বন্যা; নিম্নস্থল; ঢালু জায়গা। বাংপ্র। বি। ২। বিহ্বল। প্রা কপ্র। বিণ।

ঢলকানো—অবসান হওয়া; ঢলিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢলকে—ঢলঢল করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢলঢল—লাবণ্যরস ভাব ইঃর লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

ঢলঢলে—টলটলায়মান, সদাকম্পিত; তরল; উচ্ছলিত; কোমল ও উজ্জ্বল; লাবণ্যময়। বাংপ্র। বিণ।

ঢলতা—ওজনের অতিরিক্ত ফাউ জিনিস; ঢলিবার ভাব। বাংপ্র। বি।

ঢলন—একদিকে হেলন, ঢলিয়া পড়া। ঢল্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

ঢলা—হেলিয়া পড়া, ঝুঁকিয়া পড়া, পক্ষপাতী হওয়া; নিদ্রালস হওয়া, ঢুলুঢুলু করা; ম্লান হওয়া; আস্তে যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢলাঢলি—পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়া; কেলেঙ্কারী; পরস্পরের গর্হিতাচরণ; লোক-হাসাহাসি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ঢলানী—যে নারী কেলেঙ্কারী করে, বেশ্যা; কুলটা। ঢলানে+ই। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ঢলানে—যে কেলেঙ্কারী করে এরূপ। ঢলা+নে (<নিয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ঢলানো—১। নিন্দাজনক আচরণ, কেলেঙ্কারী। ঢলা+নো ভাব। বাংপ্র। বি। ২। লোকনিন্দার কার্য করা; কুৎসিত ভাব প্রদর্শন করা; মাতলামি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢসা—ধসা; ভাঙ্গিয়া পড়া; নিঃসরণ; গলন; পতন। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢাউস—ধাউস, বড় ('— ঘুড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

ঢাতা—প্রা॰ প্রকার ; ভাব, মনোবৃত্তি। বাংপ্র। বি।

ঢাক—বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র, পটহ। <'ঢক্কা'। বি। **ঢাক পেটা, ঢাক বাজানো**—চারিদিকে ঘোষণা করা, গুপ্ত কার্য প্রকাশ্যে সর্বত্র প্রচার করা; বাহাদুরি করা। **ঢাকে কাঠি দেওয়া**—ঢাক বাজানো; প্রচার করা। **ঢাকের বাঁয়া**—যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে কিন্তু কোন কাজেই লাগে না।

ঢাকই, ঢাকত—ঢাকে, ঢাকা দেয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢাকঢাক-গুড়গুড়—ঢাকাঢাকি; গোপন রাখার চেষ্টা। বাংপ্র। অ।

ঢাকন—১। আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ঢাক্+অন ভাব। বাংপ্র। ২। আচ্ছাদক পদার্থ, valve. ঢাক+অন কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

ঢাকনা, ঢাকনি—আচ্ছাদন, আবরণ; ডালা। ঢাক্+অনা, অনি করণ। বাংপ্র। বি।

ঢাকল—ঢাকিল ("সো সব অব গুণ, ঢাকল এক পিক, যোলত মধুরিম বাণী"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢাকা—১। আচ্ছাদিত করা; আবৃত করা; চাপা দেওয়া; লুকানো। ঢাক্+আ ভাব। বাংপ্র। ক্রি। ২। আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাকনি। ঢাক্+আ করণ। বাংপ্র। বি। ৩। আবৃত; লুক্কায়িত; গুপ্ত। ঢাক্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। **গা ঢাকা দেওয়া**—অদৃশ্য হওয়া; লুকাইয়া থাকা। **ঢাকা ঢোকা**—ভাল করিয়া ঢাকা। **ঢাকা দেওয়া**—গোপন করা। **ঢাকা পড়া**—আবৃত হওয়া; আচ্ছাদিত হওয়া; অদৃশ্য হওয়া; চাপা পড়া।

ঢাকাই—ঢাকায় তৈয়ারী; ঢাকা-সম্বন্ধীয়। ঢাকা (পূর্ব বাংলার শহর)+ই ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ। **ঢাকাই পরটা**—একপ্রকার কড়া ভাজা পরটা।

ঢাকী—যে ঢাক বাজায়, ঢক্কাবাদক। ঢাক+ঈ বাদকার্থে। বাংপ্র। বি। [বি।

ঢাঙ্গাতি—উপদ্রব; দস্যুতা। প্রা কপ্র।

ঢামরা—হংসী। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

ঢামালি—'ঢমালি' দ্রঃ।

ঢার, ঢারত—ঢালে, ঢালিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢাল—১। আঘাত প্রতিরোধক চর্মাদিনির্মিত ফলক; ক্রমনিম্নতা। বি। ২। ঢালিয়া দাও। বাংপ্র। ক্রি।

ঢাল-উপুড়—ঢালা-উপরা (তাহা দ্রঃ)।

ঢালকী—ঢালধারী যোদ্ধা। বাংপ্র। বি।

ঢালন—ঢালা; ছাঁচে ঢালার কাজ। ঢাল্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

ঢালনদার—যে ধাতুসমূহ গলাইয়া ছাঁচে ঢালে, পিত্তলাদি দ্বারা ধাতুপাত্রগঠনকারী। ঢালন+দার নিপুণার্থে। বাংপ্র। বি।

ঢালা—১। বর্ষণ করা; একপাত্র হইতে অন্য পাত্রে নিক্ষেপ করা; দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **গা ঢালা, গা ঢালিয়া দেওয়া**—আশাভরসাহীন হওয়া; ভগ্নোদ্যম হওয়া। **ঢালিয়া সাজা**—তামাক খাওয়ার অসুবিধা হইলে কলিকার তামাক ঢালিয়া ফেলিয়া পুনরায় আর একবার তামাক সাজা; (তাহা হইতে) সম্পন্ন অর্ধসম্পন্ন কার্য নষ্ট করিয়া দিয়া পুনরায় গোড়া হইতে আরম্ভ করা। ২। যাহা ঢালা হইয়াছে এমন; বিস্তৃত; ছড়ানো ('— বিছানা'); বিছানো; প্রশস্ত; যথেষ্ট, প্রচুর; উত্তাপে তরল করিয়া ঢালাই করা ('— লোহা')। ঢাল্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ঢালাই—১। ছাঁচে ঢালার কাজ; ঢালিয়া প্রস্তুত করিবার মজুরি। ঢাল্+আই ভাব। বাংপ্র। বি। ২। ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত। ঢাল্+আই কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ঢালাইকর—যে ঢালাইয়ের কাজ করে। ঢালাই+কর করে অর্থে। বাংপ্র। বি।

ঢালাই-করা—যাহা পেটা নয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

ঢালাইখানা—যেখানে ঢালাইয়ের কাজ হয়। ঢালাইয়ের খানা (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ঢালা-উপরা—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে বারবার ঢালা। বাংপ্র। বি।

ঢালাও—প্রশস্ত; ছড়ানো; বিছানো; দেদার। বাংপ্র। বিণ।

ঢালাঢালি—বারবার ঢালা, কোন জিনিস বারবার এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে চালিত করা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ঢালানো—ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করানো; দেওয়ানো; এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে নিক্ষেপ করানো। ঢাল্+আনো ভাব। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢালা-লোহা—ছাঁচে ঢালা লোহা; cast iron. বাংপ্র। বি। [কপ্র। বি।

ঢালিপাক—ঢালধারী পদাতিক সৈন্য। প্রা

ঢালী—ঢালবিশিষ্ট; ঢালধারী। ঢাল+ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি; পুং, বা বিণ।

ঢালু—গড়ানিয়া; ক্রমনিম্ন। ঢাল+উ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ঢালোয়া—ঢালাও (তাহা দ্রঃ)।

ঢিকনো, ঢিকানো ঢিকুনো—ধোঁকা; ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলা; ধীরে ধীরে চলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢিট—দমিত, শাসিত, দুরন্ত, জব্দ; ধৃষ্ট, বেহায়া। বাংপ্র। বিণ। **ঢিট করা**—বশে আনা; শায়েস্তা করা।

ঢিটপনা—ধৃষ্টতা; বেহায়াপনা। বাংপ্র। বি।

ঢি-ঢি—যাহা খুব জানাজানি হইয়া গিয়াছে এমন; ব্যাপকভাবে প্রচারিত, ধিক্-ধিক্-শব্দ, অপখ্যাতি, অপযশ। <ধিক্-ধিক্। অ।

ঢি-ঢি-কার, ঢি-ঢি-ক্কার—ব্যাপক জানাজানি; ধিক্‌ধিক শব্দ, ধিক্কারধ্বনি, অত্যন্ত নিন্দাসূচক শব্দ। <ধিক্কার। বি।

ঢিপ—কঠিন বস্তুতে কোন আঘাতের শব্দ; প্রণামার্থে মাটিতে কপাল ঠেকানোর শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ঢিপঢিপ—পুনঃপুনঃ স্পন্দনের বা আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। **ঢিপঢিপ করা**—হৃৎপিণ্ড কম্পনের শব্দ হওয়া; ভয়ব্যাকুল হইয়া হৃৎপিণ্ড কম্পিত হওয়া।

ঢিপন—কিলচড় দ্বারা রীতিমত প্রহার। বাংপ্র। বি।

ঢিপনি, ঢিপুনি—কিল মারা; কিল চড় দ্বারা রীতিমত প্রহার। বাংপ্র। বি।

ঢিপনো—কিলচড় মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢিপি, ঢিবি—উচ্চস্থান; স্তূপ, রাশি। বাংপ্র। বি।

ঢিপে—ঢিপি। ("ঘুঁটের ঢিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্বত।"—হেমচন্দ্র)। কপ্র। বি।

ঢিবরি—কুপি, টেমি। বাংপ্র। বি।

ঢিমা, ঢিমে—মৃদু, মন্থর; নম্র; ধীর, মন্দ; ক্ষীণ, কৃশ। বাংপ্র। বিণ।

ঢিমাতেতালা, ঢিমেতেতালা—সংগীতের ষোলমাত্রার তাল বিঃ; (তাহা হইতে) কোন কাজে ঢিলামি, দীর্ঘসূত্রতা; দীর্ঘসূত্রী। কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঢিল—ঢেলা, লোষ্ট্র। বাংপ্র। বি।

ঢিলা, ঢিলে—১। আলগা, শ্লথ, শিথিল; কার্যে অমনোযোগী; অলস। বিণ। ২। আলস্য; ঔদাসীন্য, অবহেলা। বাংপ্র। বি।

ঢিলাঢিলি—পরস্পরের প্রতি ঢিল মারা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ঢিলামি, ঢিলেমি—শৈথিল্য; অলসতা। ঢিলা, ঢিলে+মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ঢিলেঢালা—শিথিল স্বভাবের, অনবধান। বাংপ্র। বিণ।

ঢীট—ধূর্ত, শঠ; নির্লজ্জ ("হাসিমুখ নিরপয় ঢীট মাধাই।"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ।

ঢীটপনা—চাতুরী; শঠতা; ধূর্ততা; ধৃষ্টতা। প্রা কপ্র। বি।

ঢীটামি, ঢীটামি—ধৃষ্টতা; ধূর্ততা। প্রা কপ্র। বি।

ঢু, ঢুঁ—ভেড়া ছাগল প্রঃ ছোট ছোট পশুর মস্তকে মস্তকে আঘাত। বাংপ্র। বি। **ঢু মারা, ঢুঁ দেওয়া**—শিঙের গুঁতা দেওয়া; কোনস্থানে যাইবার পথে পথিপার্শ্বস্থ কোন

স্থান হইয়া বা কাহারও সহিত দেখা করিয়া যাওয়া।

ঢুঁড়া, ঢোঁড়া—ঢুড়া (তাহা দ্রঃ)।

ঢুকনো—ঢুকানো (তাহা দ্রঃ)।

ঢুকা—প্রবেশ করা, অন্তর্গত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঢুকানো—প্রবেশ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢুকুঢুকু—ঢকঢক শব্দের কোমল রূপ ; মদ্য পানের ইঙ্গিতসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঢুড়া, ঢোড়া—খোঁজা, অন্বেষণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি]। [বি।

ঢু-ঢু—ফাঁকি, কিছু-না—এই ভাব। বাংপ্র।

ঢুণ্ডন—খোঁজা, অন্বেষণ ; ঢোঁড়নো। ঢুণ্ঢ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ঢুল, ঢুলুনি—তন্দ্রাবেশে ঢুলিয়া পড়া। ঢুল্ + অ, উনি ভাবে। বাংপ্র। বি। **ঢুল লাগা**—তন্দ্রাবেশ হওয়া।

ঢুলা, ঢোলা—ঘুমে মধ্যে মধ্যে ঝুঁকিয়া পড়া, তন্দ্রাভরে ঝিমানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঢুলানী—যে বা যাহা তন্দ্রাবেশ আনে এরূপ। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

ঢুলানো, ঢোলানো—(চামরাদি) সঞ্চালন করা ; কম্পিত করা, নাড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **পাহাড় ঢুলানো**—অমানুষিক চেষ্টায় কোন কাজ শেষ করা।

ঢুলী—ঢোলবাদক, যে ঢোল বাজায়। ঢোল + ঈ বাদকার্থে। বাংপ্র। বি।

ঢুলু ঢুলু, ঢুলঢুলে—ঘুমের আবেশযুক্ত, নিদ্রালস, তন্দ্রালস ; রসভারাক্রান্ত ; ভাবে অবশ। বাংপ্র। বিণ।

ঢুলুনি—'ঢুল' দ্রঃ। [বি।

ঢুস—শিঙের আঘাত ; মাথার গুঁতা। বাংপ্র।

ঢুসমা, ঢুসমো—অকর্মণ্য, অলস ; অপরিস্কৃত। বাংপ্র। বিণ।

ঢুসাঢুসি—গুঁতাগুঁতি, পরস্পর মস্তকাঘাত। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ঢুসানো—ঢুস দেওয়া, ঢুস মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢেউ—তরঙ্গ। বাংপ্র। বি।

ঢেউ-খেলানো—তরঙ্গাকারে সজ্জিত ; উচ্চাবচ, বন্ধুর। বহু। বাংপ্র। বিণ।

ঢেঁকলি—কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র বিঃ, ঢেঁকিকল। বাংপ্র। বি।

ঢেঁকি—১। ধান ভানা বা চিঁড়া তামাক প্রঃ কোটার যন্ত্র। বি। ২। অকর্মণ্য ; কলহকারী ; স্থূলদেহ। বাংপ্র। বিণ। **ঢেঁকি না কুলো**—সংগতিহীন অবস্থা। **ঢেঁকির কচকচি**—কলহ ; বচসা। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—(ঢেঁকি কেবল উত্থান-পতন দ্বারা ধান ভানে, অন্য কর্ম করিতে পারে না এবং সে কর্মও আবার নারীর পদাঘাত ভিন্ন করিতে অসমর্থ—এই ভাব হইতে) অতিশয় নির্বোধ ("হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি"—রবীন্দ্র)।

ঢেঁকি ছাঁটা—ঢেঁকিতে ছাটানো ('— চাল')। বাংপ্র। বিণ।

ঢেঁকিশাল—যে ঘরে ঢেঁকি বসানো থাকে তাহা, ঢেঁকিঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ঢেঁকুর—'ঢেকুর' দ্রঃ।

ঢেঁটরা—ঢেঁড়া (তাহা দ্রঃ)।

ঢেঁটা—শঠ ; দুষ্ট ; খল। বাংপ্র। বিণ।

ঢেঁড়রা—ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা ; ঢাক, ভেরী। বাংপ্র। বি।

ঢেঁড়স—তরকারিরূপে ব্যবহৃত ফল বিঃ, ভেণ্ডী। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

ঢেঁড়া—ঘোষণা, প্রচার ; বাদ্য বিঃ, ঢেঁড়রা।

ঢেঁড়ি—আফিম গাছের ফল ; কানের একপ্রকার গহনা ; ঢেঁড়স ; বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঢেশা—আঘাত ; ধাক্কা ; বিদ্রূপ, দোষসূচক দৃষ্টান্ত। বাংপ্র। বি।

ঢেকা ১। ধাক্কা ; ঠেলা। বাংপ্র। বি। ২। ধাক্কা মারা ; নির্গত করা, ঠেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [বি।

ঢেকুর, ঢেঁকুর—উদ্গার ; হিক্কা। বাংপ্র।

ঢেঙ্গা, ঢেঙা, ঢ্যাঙা—দীর্ঘ, লম্বা, আয়ত। বাংপ্র। বিণ।

ঢেড়ী—ধাড়ী ; পটু। প্রা কপ্র। বিণ।

ঢেপসা—মোটা অথচ ফাঁপা, স্থূল অথচ অন্তঃসারশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

ঢেমন, ঢেমনা—লম্পট ; নায়কনায়িকার প্রণয় সংঘটনকারক, কোটনা ; জারজ ; দুশ্চরিত্র ; উপপতি। ঢেমনী + আ পুং-অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঢেমনা—একজাতীয় বিষশূন্য লম্বা সাপ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

ঢেমনা-বেধো—উপপতিজাত, জারজ।

ঢেমনী—দুশ্চরিত্রা-নারী ; উপপত্নী ; কুটনী। <ধমনী (বেশ্যা)। বি।

ঢেমসা—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, দামামা। বাংপ্র। বি।

ঢের—বহু, অনেক। বাংপ্র। বিণ।

ঢেরা—পাট অথবা শণ হইতে দড়ি কাটিবার যন্ত্র ; নিরক্ষর ব্যক্তির দস্তখতের ঢেরাকার "×" চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

ঢেরাসই, -সহি—নিরক্ষর ব্যক্তির স্বাক্ষরের পরিবর্তে ঢেরাকার চিহ্ন দেওয়া। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

ঢেরি—রাশি, স্তূপ। বাংপ্র। বি। [বি।

ঢেলা—ঢিল, লোষ্ট্র, প্রস্তরাদিখণ্ড। বাংপ্র।

ঢেলাভাঙ্গানি, -ভাঙানি—বিবাহের সময় ঢেলা-মারা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মিষ্টান্ন অথবা অর্থপ্রদান। প্রাদে। বি।

ঢেলা—ফাঁকি ; প্রতারণা ; অপবাদ ; অপরাধ। প্রাদে। বি।

ঢো—রব, ধুয়া ('— তোলা')। বাংপ্র। বি।

ঢোঁড়ন—খোঁজা, অন্বেষণ। <ঢুণ্ঢন। বি।

ঢোঁড়া—১। একপ্রকার নির্বিষ সর্প। <ডুণ্ডুভ। বি। ২। খোঁজা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঢোক—একবারে গিলিয়া ফেলা যায় এরূপ তরল বস্তু ; সোনা প্রঃ ধাতুর পরিমাণ দ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঢোকা—প্রবেশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঢোকানো—প্রবেশ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢোয়া—এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় বহিয়া লইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ঢোয়াই—মালপত্র স্থানান্তরের মজুরি বা কাজ। বাংপ্র। বি।

ঢোয়ানো—মাল বহিয়া স্থানান্তরিত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ঢোল—১। বাদ্যযন্ত্র বিঃ, বড় ঢোলক। ঢুল্ + অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; ক্লী। ২। রঙ্গ ; কৌতুক। প্রাদে। বি। ৩। ঢোলাকৃতি ; স্ফীত। বাংপ্র। বিণ। ৪। ছলনা ; ঘোষণা ; নষ্টামি। প্রা কপ্র। বি।

ঢোলক—ছোট ঢোলাকার বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঢোলতা—ছলনা। প্রা কপ্র। বি।

ঢোলন—ঝিমানো, নিদ্রায় অবসন্ন হওয়া। ঢুল্ + অন ভাবনা। বাংপ্র। বি।

ঢোলশোহরত—ঢোল বাজাইয়া কোন বিষয় প্রচার করা। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

ঢোল-সমুদ্র—পূর্ববঙ্গের একটি অতিবৃহৎ বিল ; অতি দীর্ঘায়তন জলাশয় ; জলে ভরা অঞ্চল ; একপ্রকার বনজ শাক। বাংপ্র। বি।

ঢোলা—১। 'ঢুলা' দ্রঃ। ২। ঢিলা, আলগা। বাংপ্র। বিণ।

ঢোলাই—বহন ; দ্রব্যাদি বহিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি।

ঢোলানো—দোলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বি।

ঢোলাপাতা—এক ধরনের গাছ। বাংপ্র।

ঢোলী—যে ঢোল বাজায়, ঢোলবাদ্যকারক। ঢোল + ঈ বাদকার্থে। বাংপ্র। বি।

ঢোসর—ধূর্ত ; বঞ্চক। বাংপ্র। বিণ।

ঢোসা, ঢোসক—দুর্বল ; ফাঁপা ; অকেজো ; অন্তঃসারশূন্য ; মোটা ও অকেজো। বাংপ্র। বিণ।

ঢৌকন—১। গমন ; ঢুকা, অন্তঃপ্রবেশ। ঢৌক্ + অনট্ ভাব। ২। উৎকোচ। ঢৌক্ + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

ঢৌল—১। লাঞ্ছনা, অপমান। বি।

২। অপমানিত, লাঞ্ছিত ("ঢোল নাহি করি কভু পরের যুবতী।"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ট্যাঁটরা—ঢোল; ঢোল বাজইয়া ঘোষণা।

ট্যাঁড়স—ঢেঁড়স (তাহা দ্রঃ)।

ট্যাঁড়া—ট্যাঁটরা। বাংপ্র। বি।

ট্যাঁপ-শালুক ফুলের বীজ (ভাজিলে খই হয়)। বাংপ্র। বি।

ট্যাঙ-ট্যাঙ—বিনা কারণে নাচিতে থাকার ভাব প্রকাশ; অকারণ চাঞ্চল্য প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

ট্যাঙা—'ঢেঙ্গা' দ্রঃ।

[ণ]

ণ—১। পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ট-বর্গের পঞ্চম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান সনাসিক মূর্ধা। ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলে। বাঙ্গালায় ইহা বিশুদ্ধ 'ন'-র মত উচ্চারিত হয়]। ২। জ্ঞান; নির্ণয়, নিশ্চয়; শিব; ভূষণ; জলাশয়। বি; পুং। ৩। নির্গুণ। ণণ্‌+ড কর্তৃ (নিপা)। বিণ। [পুং।

ণকার—'ণ' এই বর্ণ। ণ+কার স্বার্থে। বি;

ণত্ব—দন্ত্য 'ন'-স্থানে মূর্ধন্য 'ণ' হওয়া। ণ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

ণত্ববিধান, -বিধি—(ব্যাকরণ) 'ন'-স্থানে 'ণ' হইবার নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং। [বাংপ্র। বি।

ণফলা—অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত 'ণ'।

ণিচ্‌—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) প্রেরণার্থক প্রত্যয় বিঃ। বি।

ণিজন্ত—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) ণ্যন্ত, ণিচ্‌-প্রত্যয়ান্ত। ণিচ্‌ অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ণিজন্ত-প্রকরণ—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) ণিজন্ত ধাতুর রূপান্তরের নিয়মাবলী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ণেহ—স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।

ণ্য—ব্রহ্মলোকস্থ সরোবর বিঃ। বি; পুং।

[ত]

ত—১। ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের প্রথম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত; ইহা অঘোষ ও অল্পপ্রাণ]। ২। চৌর; বৃষ; অনৃত; পুচ্ছ; ম্লেচ্ছ; ক্রোড়; রত্ন। তক্‌+ড কর্তৃ। বি; পুং। ৩। তরণ। তৃ+ড ভাব। ৪। পুণ্য। তৃ+ড করণ। বি; ক্লী। ৫। অনুরোধ আশা অনুমান প্রশ্ন সন্দেহ নিশ্চয় (এসোত একবার পারত ? ইঃ—'তো' দ্রঃ) ইঃ বোধক শব্দ। অ। ৬। সেই সংখ্যক, তত ('ত দিন')। অ। ৭। অধিকারসূচক প্রত্যয়, তে ('হাঁড়িত ভাত নাহি')। প্রা বাং।

তই—অগভীর কড়া, তাওয়া। হি। বি।

তইঅও, তইও—তথাপি, তবুও; তেমনি। প্রা কপ্র। অ। [সর্ব।

তহি—তিনি, সে; সেখানে। প্রা কপ্র।

তহু—তিনি, সে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তক—অবধি, পর্যন্ত। হি। অ।

তকতক—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতার ভাববোধক শব্দ। বাংপ্র। অ।

তকতকে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল। বাংপ্র। বিণ।

তকদির—ভাগ্য। আ। বি। [বি।

তকমা—মেডেল; চাপরাস। <তু 'তমগা'।

তকর—তদীয়, তাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তকরার পুনরুক্তি; বাদানুবাদ, তর্ক। আ। বি।

তকরারী—ঝগড়াটে; বিচারাধীন; বিবাদী। তকরার+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। আ-মূ। বিণ। **তকরারী জমাখরচ**—মহাজনী হিসাবের খাতা রাখার ধারা বিঃ; বেচাকেনার হিসাবের খাতায় মহাজনের গ্রাহকের নামে প্রত্যেক মাল এক দফা খরচ লেখা, double-entry in book-keeping.

তকলি—তুলা হইতে সুতা কাটিবার যন্ত্র বিঃ, টেকো। <তক্‌। বি।

তকলিফ—দুঃখ; কষ্ট; বেগ। আ। বি।

তকল্লবি—১। মিথ্যা কথা বলিয়া ভোলানো; প্রতারণা। বি। ২। সুরুচিপূর্ণ; সুন্দর, বাহারী; কৌশলময়। প্রা কপ্র। বিণ। [আ। বি।

তকাবি—গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি-ঋণ।

তক্ক—১। তর্ক, বাদানুবাদ। <তর্ক। ২। সুযোগ, সন্ধান ('তক্কে তক্কে থাকা')। বাংপ্র। বি। ['তখ্‌ৎ'। বি।

তক্ত-রাজাসন, সিংহাসন; উচ্চপদ। <ফা

তক্ততাউস—ময়ুর সিংহাসন। <ফা-আ 'তখ্‌ৎ-ই-তাউস'। বি।

তক্তপোশ—'তক্তাপোশ' দ্রঃ।

তক্তা—গাছের গুঁড়ি চিরিয়া যে লম্বা চওড়া কাঠ প্রস্তুত করা হয় তাহা, বিস্তৃত কাষ্ঠফলক, পাটা। <ফা 'তখ্‌তহ'। বি।

তক্তানামা—পালকি বিঃ, শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মানুষের টানা এক ধরনের গাড়ি। <ফা 'তখ্‌ৎনুমা'। বি।

তক্তাপোশ, তক্তপোশ—কাঠের খাট, কাষ্ঠনির্মিত প্রশস্ত এবং উচ্চ শয্যাধার। <ফা 'তখ্‌ৎ-পোশ'। বি।

তক্তি—ছোট তক্তা; লিখিবার কাষ্ঠফলক; ফলকের মত গহনা বিঃ; চারকোণওয়ালা সন্দেশ বিঃ; নারিকেল দিয়া নির্মিত খাদ্য-দ্রব্য। <ফা 'তখ্‌তী'। বি।

তক্র—ঘোল। তঞ্চ্‌+রক্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

তক্রকূর্চি(র্চ্চি)কা—ছানা। তক্রযুক্ত যে কূর্চিকা (গাঢ় দুগ্ধ), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [ক্লী।

তক্রপিণ্ড—ছানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা

তক্রবিজ্ঞান তক্রবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান; তক্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বোধ। তক্রবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তক্রমাংস—ঘোলের সহিত পক্ক মাংস। তক্রপক্ক মাংস, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তক্রাট—তক্র মন্থন করিবার দণ্ড। তক্র—অট+অন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

তক্ষ—জনৈক নৃপ; ভরতের পুত্র। তক্ষ+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

তক্ষক—ছুতার; নাগর বিঃ; নাট্যাধ্যক্ষ; সর্প বিঃ; বাসুকির ভ্রাতা; (বাং)

গিরগিটি-জাতীয় প্রাণী বিঃ। তক্ষ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

তক্ষণ—চাঁচা, রেঁদা করা; অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠকে সমতল ও মসৃণ করা, পরিষ্কারকরণ; কাঠ পাথর প্রঃ কুঁদিয়া জিনিস তৈয়ারি; সূত্রধরের ব্যবসায়। তক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

তক্ষণি—সেই সময়েই, তখনি। তক্ষণ (<তৎক্ষণ)+ই অবধারণার্থে। অ।

তক্ষণী—যাহা দ্বারা চাঁচা ছোলা যায়, রেঁদা, বাইশ। তক্ষ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তক্ষা (তক্ষন্)—সূত্রধর, ছুতার; বিশ্বকর্মা; চিত্রানক্ষত্র। তক্ষ্+কনিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

তখন—সেইকালে, তৎক্ষণে; তারপর; সেই অবস্থায়। <তৎক্ষণ। অ।

তখনকার—তদানীন্তন, সেই সময়ের। তখন+কার সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ত-খরচ—বাজে খরচ; অতিরিক্ত খরচ। <আ-ফা 'তয় খর্চ্'। বি।

তগর—১। টগরফুলের গাছ; মদনবৃক্ষ। ত—গৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। তগর-পুষ্প। তগর+অণ্ তৎপুষ্পার্থে। বি; ক্লী।

তগল্লব—বঞ্চনা, প্রতারণা। <আ 'তগল্লুব'। বি।

তগল্লবী—বঞ্চনাবিশিষ্ট, প্রতারণাপূর্ণ। তগল্লব+ঈ বিশিষ্টার্থে। আ-মু। বিণ।

তগাবি—জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার বা গভর্নমেণ্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ দেন তাহা। <আ 'তকাবি'। বি।

তঙ্ক—পাথর-কাটা বাটালি। তনক্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

তঙ্কন—দুঃখে জীবনধারণ। তনক্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

তঙ্কা—রৌপ্যমুদ্রা, টাকা। <টঙ্ক। বি।

তচ্ছীল—সেই স্বভাবের; স্বভাবতঃ ফলের অপেক্ষা না করিয়া কোন কর্মে প্রবৃত্ত। তৎ (তাহা) শীল যাহার, বহু। বিণ।

তছনছ—নষ্ট, বিধ্বস্ত; নাস্তানাবুদ; ওলট-পালট। <ফা 'তস্‌নস্'। বিণ।

তছরূপ—ক্ষতি, নাশ। <আ 'তসরুফ'। বি।

তছু—তাহার ("তছু মধু মানস, মাতল মধুকর"—গোবিন্দদাস)। প্রা কপ্র। সর্ব।

তজবিজ—পরীক্ষা; অনুসন্ধান; বিচার; অনুমতি। আ। বি।

তজ্জনিত—তাহা হইতে উৎপন্ন; সেই হেতু হইতে জাত। তাহা দ্বারা জনিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

তজ্জন্ত—সেই হেতু, সেই কারণে। তৎ+জন্ত। অ।

তজ্জাত—তাহা হইতে উৎপন্ন। ৫মীতৎ। বিণ।

তঞ্চক—১। প্রবঞ্চক, প্রতারক। বাংপ্র। বি বা বিণ। ২। প্রতারণা, সত্যের অপলাপ, সত্যগোপন ("সত্য জবাব দাও, কিছু তঞ্চক করিও না।"—বঙ্কিম)। প্রাদে। বি।

তঞ্চকতা—প্রবঞ্চনা, শঠতা, চাতুরী। তঞ্চক+তা ভাবে। বাংপ্র। বি।

তঞ্চন—(রসায়ন) দুগ্ধাদি হইতে দধি ছানা ইঃর উৎপত্তি, clotting. তঞ্চ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**তঞ্চিত**।

তট—১। কূল, তীর; উচ্চক্ষেত্র; সানু। বি; পুং বা ক্লী। ২। শিব। বি; পুং। ৩। উচ্ছ্রিত, উন্নত। তট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

তটভূমি—তীরভূমি, বেলা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তটরেখা, -সীমা—(ভূগোল) উপকূলের সীমারেখা, coast-line. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তটস্থ—১। উদাসীন, নির্লিপ্ত; তীরস্থ; না শত্রু না মিত্র এরূপ, অপক্ষপাতী; সমীপস্থ; অগণাক্রান্ত। উপতৎ; তট—স্থা+ক কর্তৃ। ২। অভিভূত, বিহ্বল; শঙ্কিত; সংকুচিত। <'ত্রস্ত'। বিণ।

তটাক, তটাগ—তড়াগ, বড় জলাশয়। তট—অক্, অগ্ (বক্র গতি)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

তটাঘাত—বপ্রক্রীড়া; তটাদিতে হস্তীর শুণ্ডাঘাত। তটে আঘাত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

তটিনী—নদী। তট+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তটী—তীর, তট। তট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তড়কা—শিশুদিগের আক্ষেপরোগ, পিঁচুনি। বাংপ্র। বি।

তড়তড়, তড়বড়—ব্যস্ততার ভাব; শীঘ্রতা-প্রকাশ; বৃষ্টি পড়ার শব্দ। অনুকার অ বা বি।

তড়তড়ে, তড়বড়ে—ব্যস্তবাগীশ; চঞ্চল; শীঘ্রকারী। তড়তড়, তড়বড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

তড়পা—খড়ের আঁটি; দশগণ্ডা আঁটি, এক-সঙ্গে বাঁধা খড়ের মোট। বাংপ্র। বি।

তড়পানো—জারিজুরি দেখানো, আস্ফালন করা; লাফানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**তড়পানি**।

তড়বড়—'তড়তড়' দ্রঃ।

তড়বড়ানো—তাড়াতাড়ি করা; খুব ব্যস্ত হইয়া কিছু করা; খুব তাড়াতাড়ি কিছু বলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**তড়বড়ানি**।

তড়বড়ি—ব্যস্ততা, তড়বড়ানি। প্রা কপ্র। বি।

তড়বড়ে—'তড়তড়ে' দ্রঃ।

তড়াক—লাফাইবার জন্য অতিশীঘ্রতাপ্রকাশ, অতিক্রততাপ্রকাশ ('—করিয়া লাফাইয়া উঠা')। বাংপ্র। অ।

তড়াক, তড়াগ—সরোবর, দীঘি, পঞ্চশত ধনু (২০০ হাত) পরিমিত বৃহৎ জলাশয়। তড়্+আক, আগ কর্ম (নিপা)। বি; পুং।

তড়াতড়—দ্রুতগতিতে, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তড়ি—১। আঘাত। তড়্+ই ভাব। বি; পুং। ২। আঘাতকারক। তড়্+ই কর্তৃ। বিণ।

তড়িঘড়ি—অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ; অতি তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তড়িচ্চালক—১। (পদার্থবিদ্যা) যে যন্ত্র দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করিয়া অপর কোন যন্ত্রকে গতিশক্তি দান করা যায় তাহা, electromotor. তড়িত্পূর্ণ চালক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদক; electromotive. তড়িতের চালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

তড়িচ্চুম্বক (পদার্থবিদ্যা) তড়িতের সাহায্যে চুম্বকে পরিণত লৌহখণ্ড, electro-magnet. তড়িৎকৃত চুম্বক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তড়িৎ—বিদ্যুৎ, সৌদামিনী। তড়্+ইৎ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

তড়িৎ-ঘণ্টা—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, electric-bell. তড়িচ্চালিত ঘণ্টা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তড়িৎপ্রবাহ—বৈদ্যুতিক স্রোত, electric current. তড়িতের প্রবাহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তড়িত—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। কপ্র। বি।

তড়িত্বান্ (তড়িত্বৎ)—১। বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট। বিণ; পুং। স্ত্রী—**তড়িত্বতী**। ২। মেঘ। তড়িৎ+বতুপ্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং।

তড়িদ্গর্ভ—১। তড়িৎ-বিশিষ্ট। বিণ। ২। মেঘ। তড়িৎ গর্ভে যাহার, বহু। বি; পুং।

তড়িদ্বিশ্লেষণ—(পদার্থবিদ্যা) বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করণ, electrolysis. তড়িদ্দ্বারা বিশ্লেষণ, ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

তড়িল্লতা—বিদ্যুল্লেখা। উপমিত। বি; স্ত্রী।

তণ্ডুল—চাউল। তণ্ড্+উল কর্ম। বি; পুং।

তণ্ডুলপরীক্ষা—চোর ধরার জন্য একপ্রকার চাউলপড়া। তণ্ডুলসাধ্য পরীক্ষা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তণ্ডুলাম্বু—তণ্ডুলোদক, চাউল ধোয়া জল। তণ্ডুলক্ষালিত অম্বু, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তত—১। তৎপরিমিত, সেইপরিমাণ। <তাত। ২। বিস্তৃত; ব্যাপ্ত; পৃথু, বিপুল। বিণ। ৩। বীণাদিবাদ্য, তার প্রঃ দ্বারা যে সকল যন্ত্র বাদিত হয় তাহাদের নাম [যেমন—বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তম্বুরা বা তানপুরা, কানুন, সুরশৃঙ্গার, এসরাজ, একতারা, গোপীযন্ত্র ইঃ]। তন্+

ক্ত কর্ম। বি; ক্লী। ৪। বায়ু। তন্+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং। ৫। বিস্তার। তন্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৬। পিতা। তন্+ক্ত অপা। ৭। পুত্র। তন্+ক্ত করণ। ৮। বংশ। তন্+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

ততক্ষণ—তত সময়; ততটা সময় পর্যন্ত। বাংপ্র। বি। [ক্লী।

ততযন্ত্র—বীণা ইঃ বাদ্যযন্ত্র। কর্মধা। বি;

ততহি, ততহিঁ—তাহাতে; অনন্তর, তারপর। প্রা কপ্র। অ।

ততি—১। শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, বিস্তার, সমূহ। তন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। তাবৎ, তৎপরিমিত। তদ্+ডতি পরিমাণার্থে। বিণ।

ততেক—তৎপরিমিত, তত। কপ্র। বিণ।

ততোধিক—তাহার অতিরিক্ত, তাহাব বেশী। ততঃ (তাহা হইতে) অধিক, সুপ্। বিণ।

তৎকাল—১। সেই সময়, সেই কাল; বর্তমান সময়। তৎ (সেই) কাল, কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার সময় নিরূপিত আছে এরূপ। তৎ (তাহা) কাল যাহার, বহু। বিণ।

তৎকালিক—তৎকালীন। বাংপ্র। বিণ। [শুদ্ধ—তাৎকালিক।]

তৎকালীন—সেই সময়কার, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে এরূপ, সেই সময়ে যে বা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, তদানীন্তন। তৎকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।

তৎকালোচিত—তখনকার মত, সেই সময়ের উপযুক্ত। তৎকালে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

তৎক্রিয়—সেই কার্যকারী; তদ্ব্যবসায়ী; বিনা মাহিনার কার্যকারী। বহু। বিণ।

তৎক্ষণ—সেইসময়, তখন। তৎ (সেই) ক্ষণ, কর্মধা। বি; পুং।

তৎক্ষণাৎ—তখনই, অবিলম্বে। তৎক্ষণ+আৎ, পঞ্চমী-স্থানে। অ।

তত্তাবৎ—সেই সমস্ত। তৎ+তাবৎ (সাকল্যার্থে)। বিণ।

তত্তুল্য—তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম। তাহার (তদ্-শব্দ) তুল্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

তত্ত্ব—১। আসল বিষয়, তথ্য, প্রকৃত অবস্থা; সংবাদ; খোঁজ, অনুসন্ধান; ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা; স্বরূপ; চিত্ত; বিলম্বিত নৃত্য-বাদ্যাদি পদার্থ; সাংখ্যমতে—মূলপ্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মনঃ, পঞ্চতন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (নেত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ ও ত্বক্), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ বা লিঙ্গ), পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম)—এই চব্বিশটি। তদ্+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী। ২। উপঢৌকন। বাংপ্র। বি। **তত্ত্ব করা**—আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে ভেট পাঠানো। **তত্ত্ব লওয়া**—খোঁজখবর করা।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—প্রকৃত জ্ঞানলাভের ইচ্ছা; ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের বাসনা। তত্ত্বের জিজ্ঞাসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—প্রকৃত জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক; ঈশ্বরসম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছাকারী; ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু। তত্ত্বকে জিজ্ঞাসু, ২য়াতৎ। বিণ।

তত্ত্বজ্ঞ—যাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে এরূপ, তত্ত্বজ্ঞানী; যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছে এরূপ, স্বরূপজ্ঞ; দর্শনশাস্ত্রবিৎ। উপতৎ; তত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

তত্ত্বজ্ঞান—আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্—ইত্যাকার জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মবোধ; যাথার্থ্যজ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তত্ত্বজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—তত্ত্বজ্ঞ (সকল অর্থে)। তত্ত্বজ্ঞান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-জ্ঞানিনী**।

তত্ত্বতঃ (তস্)—যথার্থতঃ, নিঃসন্দিগ্ধভাবে। তত্ত্ব+তস্। ক্রি বিণ।

তত্ত্বতাবাস—উপহার পাঠানো ও খোঁজখবর লওয়া, তত্ত্ব পাঠানো ও সংবাদাদিগ্রহণ। বাংপ্র। বি। [বি।

তত্ত্বতালাশ—খোঁজখবর। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র।

তত্ত্বদর্শিতা- জ্ঞান, বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা; দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা। তত্ত্বদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তত্ত্বদর্শী (-দর্শিন্)—তত্ত্বজ্ঞ; বিচক্ষণ; জ্ঞানী, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। উপতৎ; তত্ত্ব—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

তত্ত্বনিরূপণ, -নির্ণয়—আসল ব্যাপার স্থির করণ, স্বরূপনির্ধারণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা, ব্রহ্মনির্ণয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং। [বি; পুং।

তত্ত্বন্যাস—তন্ত্রে কথিত পূজাঙ্গ ন্যাস বিঃ।

তত্ত্ববাদী (-বাদিন্)—কোন বিষয়ের আসল রূপটি যে বলিয়া দেয় এমন, স্বরূপবাদী; স্পষ্টভাষী। উপতৎ; তত্ত্ব—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা**।

তত্ত্ববিচার—প্রকৃত বা মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা, তত্ত্বানুশীলন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—তত্ত্বজ্ঞ (সকল অর্থে)। উপতৎ; তত্ত্ব—বিদ্+কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

তত্ত্ববিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞান; দর্শনশাস্ত্র বিঃ—যাহাতে পদার্থের মূল তত্ত্বের আলোচনা থাকে, ontology. তত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তত্ত্ববিবেক—তত্ত্ববিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তত্ত্বমসি—তুমিই সেই পরম তত্ত্ব, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন—এই মতবাদ। সং বাক্য।

তত্ত্বহীন—ঈশ্বরজ্ঞানহীন, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

তত্ত্বানুসন্ধান—আসল ব্যাপার জানিবার চেষ্টা, প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান। তত্ত্বের অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তত্ত্বানুসন্ধায়ী (-সন্ধায়িন্)—যে মূল ব্যাপার জানিতে চেষ্টা করে এরূপ, তথ্যান্বেষী। উপতৎ; তত্ত্ব—অনু—সম্—ধা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

তত্ত্বাবধান—দেখাশুনা, কোন বিষয় ঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা মন দিয়া দেখা, পরিদর্শন, অধ্যক্ষতা করা। তত্ত্বে অবধান, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

তত্ত্বাবধায়ক—যে দেখাশুনা করে এমন, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে এরূপ, তত্ত্বাবধানকারী, পরিদর্শক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা**।

তত্ত্বাবধারক—যে প্রকৃত বিষয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে এমন, কোন বিষয়ে সত্যনিরূপণকারী; স্বরূপনির্ণেতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

তত্ত্বাবধারণ—প্রকৃত বিষয় স্থিরীকরণ, সত্যনির্ণয়; স্বরূপজ্ঞান, যাথার্থ্যবোধ। তত্ত্বের অবধারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তত্ত্বালোচনা—তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন, ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তত্ত্বীয়—তত্ত্ব-সংক্রান্ত, যাহা ব্যবহারিক নহে এমন, theoretical. তত্ত্ব+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **তত্ত্বীয় রসায়ন**—রসায়নবিদ্যার তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, theoretical chemistry.

তৎপর—১। যত্নবান্; প্রবৃত্ত, রত; আসক্ত; ব্যগ্র; সচেষ্ট; নিবিষ্ট; নিপুণ; সতর্ক; তৎপ্রধান, তন্নিষ্ঠ। তৎ (তাহা) পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ। ২। তাহার পর, তদনন্তর। তাহা হইতে পর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ। ৩। শীঘ্র, সত্বর, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তৎপরতা—সচেষ্টতা; দক্ষতা; যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ; সতর্কতা। তৎপর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তৎপরায়ণ—তৎপ্রধান; তদাসক্ত; তদাশ্রিত; তন্নিষ্ঠ। তৎ (তাহাই) হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

তৎপুরুষ—১। (ব্যাকরণ) সমাস বিঃ, উত্তরপদ-প্রাধান্যসূচক সমাস। তৎ (সেই) পুরুষ যাহাতে, বহু। ২। পরমপুরুষ। তৎ (সেই) পুরুষ, কর্মধা। বি; পুং।

তত্র—তথায়, সেখানে; তদ্বিষয়ে। তদ্ (সেই) + ত্র সপ্তমী স্থানে। অ।

তত্রত্য—সেখানকার, সেখানে যাহা ঘটে এরূপ; সে স্থানে উৎপন্ন; তৎস্থানস্থ; সেই স্থানসংক্রান্ত। তত্র (তথায়) + ত্যপ্ ভবাদ্যর্থে। বিণ।

তত্রাচ—তবুও, তথাপি। <তত্রচ। অ।

তত্রাপি—তথাচ, তবুও, তথাপি; সেখানেও। তত্র + অপি। অ; ক্রি-বিণ।

তৎসংক্রান্ত—তাহার বা সেই বিষয় সম্বন্ধীয়, তদীয়। তাহার সহিত সংক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

তৎসদৃশ—তাহার মত, তাহার তুল্য, তথাবিধ। তাহার সহিত সদৃশ, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সদৃশী**।

তৎসম—১। তাহার সমান। বিণ। ২। বাঙ্গালায় অপরিবর্তিত আকারে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। তাহার সহিত সম, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

তৎস্থলাভিষিক্ত—তাহার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত; তাহার প্রতিনিধি। তাহার স্থল, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাতে অভিষিক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

তথা—সেখানে; সেথান; দৃষ্টান্তে; তাহাতে, সেইবিষয়ে; সেইপ্রকার; তথ্য, সত্য; এবং, আরও; তন্নিমিত্ত; স্বীকার; সাদৃশ্য; নিশ্চয়, পৃষ্টপ্রতিবাক্য। তদ্ (সেই) + থাল্ প্রকারাদ্যর্থে। অ।

তথাকথিত—যাহাকে অসংগতভাবে লোকে কোন নামে বা উপাধিতে আখ্যাত করে এমন, so-called. সুপ্। বিণ।

তথাকার—সেখানকার। বাংপ্র। অ।

তথাগত—১। বুদ্ধদেব। তথা (যেরূপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইরূপ) গত (জ্ঞাত), সুপ্। বি; পুং। ২। সেইরূপে গত; সেই প্রকারে আগত। তথা (সেইপ্রকারে) গত, আগত, সুপ্। বিণ।

তথাচ, তথাপি—তাহা হইলেও, তবু। তথা + চ, অপি। অ।

তথাবিধ—সেইপ্রকার, তাদৃশ। তথা (তাদৃশী) বিধা যাহার, বহু। বিণ।

তথাভূত—সেই প্রকারে সম্পন্ন; সেই অবস্থাপ্রাপ্ত; তাদৃশ, তথাবিধ। সুপ্। বিণ।

তথায়—সেখানে। বাংপ্র। অ।

তথাস্তু—তাহাই হউক, সেইরূপ হউক, তাহাই ঘটুক। তথা + অস্তু (হউক)। সংস্কৃত বাক্য।

তথি—১। তাহাতে ("তথি শোভে নখচন্দ্র।" —কবিকঙ্কণ); তথায় ("মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি"—চণ্ডী)। সর্ব। ২। আরও, অপিচ ("ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি"—বিদ্যা); তাহা হইতে ("তিনি তথি হরণই কেল"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। অ।

তথৈবচ—সেইরূপই, সেইপ্রকারই; অসুবিধাজনক; কোনরকম; প্রকৃত প্রস্তাবে নয়; অযত্নসহকারে, মনোযোগ ব্যতিরেকে। তথা + এব + চ। অ।

তথ্য—প্রকৃত ব্যাপার; যাথার্থ্য, তত্ত্ব। তথা + যৎ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

তথ্যবাদী (-বাদিন্), **-ভাষী** (-ভাষিন্) —সত্যবাদী, যাথার্থ্যবাদী; সত্যভাষী, প্রকৃতবাদী। উপতৎ; তথ্য—বদ্, ভাষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী**। বি, **-বাদিতা, -ভাষিতা**।

তথ্যবাহী (-বাহিন্)—যে আসল খবর লইয়া আসে এমন। উপতৎ; তথ্য—বহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিনী**।

তথ্যানুসন্ধান—প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপনিরূপণচেষ্টা, তত্ত্বান্বেষণ। তথ্যের অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। বিণ, **-সন্ধায়ী** (-সন্ধায়িন্)।

তদ্—১। সেই; তিনি, সে; প্রসিদ্ধ। সর্ব। ২। ব্রহ্ম। বি; ক্লী। ৩। সেই হেতু, তবে। তন্ + অদ্ কর্তৃ। অ।

তদতিরিক্ত, তদ্ব্যতিরিক্ত—তাহার বেশী, তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক; তাহা হইতে পৃথক্। তাহা হইতে অতিরিক্ত, ব্যতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

তদনন্তর—তাহার পর, তৎপরে। তাহা হইতে অনন্তর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

তদনুগামী (-গামিন্)—সেই মত, তাহার মত, তদনুযায়ী। তাহার অনুগামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

তদনুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্) —সেইমত, তদনুরূপ, তাহার অনুগামী। তাহার অনুবর্তী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

তদনুযায়ী (-যায়িন্)—১। সেই মত, তাহার মত, তদ্রূপ, তদনুগামী। তাহার অনুযায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী**। ২। তদনুসারে, সেই অনুসারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তদনুরূপ—তাহার মত, সেইরূপ, তৎসদৃশ। তাহার অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

তদনুসারী (-সারিন্)—তাহার মত, সেই অনুসারে যে চলে। উপতৎ; তদ্—অনু—সৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সারিণী**।

তদনুসারে—সেই অনুসারে, তদনুযায়ী প্রণালীতে। তাহার অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

তদন্ত—১। প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান; তত্ত্বাবধারণ। তাহার অন্ত হয় যাহাতে, বহু। ২। তাহার অন্ত, তাহার শেষ। তাহার ('তদ্' শব্দ) অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তদন্তর—তারপর। তাহা হইতে অন্তর (<অনন্তর) ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

তদন্য—তাহা হইতে আলাদা। তাহা হইতে অন্য, ৫মীতৎ। বিণ।

তদপেক্ষা—সেই তুলনায়। তাহার অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি-বিণ।

তদবধি—সেই অবধি, সেই সময় বা ঘটনা হইতে। তৎ (তাহা) হইয়াছে অবধি যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তদবস্থ—যে সেই অবস্থায় আছে এরূপ, তদ্ভাবাপন্ন। সেই ('তদ্' শব্দ) অবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

তদবির—কার্যসাধনের জন্য নানারূপ চেষ্টা ও দেখাশুনা; পরিদর্শন; উপায়। আ। বি।

তদভাব—তাহার অভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তদর্থক—বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে গঠিত, ad hoc. তৎ (তাহা) অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

তদর্থে—তাহার উদ্দেশ্যে, সেই কারণে; তাহার নিমিত্তে। তাহার (তদ্ শব্দ) জন্য, নিত্য। ক্রি-বিণ।

তদাকার—সেইরূপ আকারবিশিষ্ট, তদ্রূপ। তদ্ (সেই) আকার যাহার, বহু। বিণ।

তদাত্ব—তৎকাল; বর্তমান সময়। তদা + ত্ব। বি; ক্লী।

তদাত্মা (-ত্মন্)—তৎস্বরূপ। বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

তদানীং (-নীম্)—তখন, তৎকালে। তদ্ + দানীম্ কালার্থে। অ।

তদানীন্তন—তখনকার, সেই সময়ে যে বা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ, তৎকালীন। তদানীম্ (সেই সময়ে) + তন (ট্যু, তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নী**। [অ।

তদাপ্রভৃতি—তদবধি, সেই সময় হইতে।

তদারক—দেখাশুনা, পর্যবেক্ষণ; তল্লাশ, অনুসন্ধান। <আ 'তদারুক'। বি।

তদিতর—তদন্য, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া। তাহা হইতে ইতর (অন্য), ৫মীতৎ। বিণ।

তদীয়—তাহার; তৎসম্পর্কীয়; তাহার অধিকৃত। তদ্ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তদুৎপন্ন—তাহা হইতে জাত, তদুদ্ভূত। তাহা হইতে উৎপন্ন, ৫মীতৎ। বিণ।

তদুপযুক্ত—তাহার উপযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

তদুপযোগী (-গিন্)—তাহার যোগ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

তদুপরি—তাহার উপর; তাহার উর্ধ্বে। তাহার উপরি, ৬ষ্ঠীতৎ। অ।

তদুপলক্ষে—সেই সম্পর্কে, সেই সূত্রে, সেই উদ্দেশ্যে। কর্মধা। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

তদেক—১। তাহা হইতে অভিন্ন। তাহার সহিত এক, ৩য়াতৎ। বিণ। ২। একমাত্র সেই লোক, কেবল সেই বিষয় বা পদার্থ। কর্মধা। সর্ব।

তদেকচিত্ত—তদেকাত্মা, তাহার সহিত অভিন্নচিত্ত; তাহাতে একাগ্রমনাঃ। বহু। বিণ।

তদেকাত্মা (-কাত্মন্)—তাহার সহিত অভিন্নাত্মা, একাত্মা। তাহার সহিত এক হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

তদগত—তাহার প্রতি অনুরক্ত, তদাসক্ত; একাগ্র, তাহাতে অভিনিবিষ্ট; তন্নিষ্ঠ। তাহাকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

তদগতচিত্ত—মাত্র তাহাতেই আসক্ত; তন্ময়; অনন্যমনাঃ। তদ্গত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

তদগতচিত্তে—একাগ্রহৃদয়ে, অনন্যচিত্তে, তন্ময়ভাবে। তদ্গত চিত্ত যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

তদ্গুণ—১। তাহার গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। তদীয় গুণের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট। সেই (তদ্) গুণ যাহার, বহু। বিণ। ৩। কাব্যালংকার বিঃ, স্বীয় গুণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদীয় উৎকৃষ্ট গুণগ্রহণ। তাহার গুণ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

তদ্গুণসংবিজ্ঞান—(ব্যাকরণ) বহুব্রীহি সমাস বিঃ—যাহাতে বিশেষণেরও উপস্থিতি হয় (যেমন—'দীর্ঘবাহু ব্যক্তিকে আনয়ন কর' —এখানে 'আনয়ন' ক্রিয়ার সহিত কেবল যে ব্যক্তির অন্বয় বুঝাইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু ব্যক্তির সহিত 'দীর্ঘবাহু' এই বিশেষণপদের যোগ আছে বলিয়া 'আনয়ন' ক্রিয়ার সহিত 'দীর্ঘবাহু'রও অন্বয় বুঝাইতেছে। এই জন্য ইহা তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি)। তদ্গুণের সংবিজ্ঞান যদ্দারা, বহু। বি; পুং।

তদ্দণ্ড—সেই সময়, সেইক্ষণ। সেই দণ্ড, কর্মধা। বি; পুং।

তদ্দরুন—সেইজন্য। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তদ্দিন—১। ততদিন। বাংপ্র। বি। ২। সেই দিন। তদ্ (সেই) দিন, কর্মধা। বি; ক্লী।

তদ্দ্বারা—তাহাকে দিয়া, তাহার দ্বারা। বাংপ্র। তদ্+দ্বারা। অ।

তদ্ধন—কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। তৎ (সেই) হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ।

তদ্ধিত—১। (ব্যাকরণ) শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় হইলে অপর শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা, শব্দ-পরিবর্তক প্রত্যয়। তাহার (সেই শব্দের) নিমিত্ত হিত (উপযুক্ত), ৪র্থীতৎ। বি; পুং। ২। তাহার মঙ্গল। তাহার হিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ৩। তদ্বিষয়ে উপযুক্ত, তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক। ৪র্থীতৎ। বিণ।

তদ্ধেতু—তজ্জন্য, সেই কারণে। তদ্+হেতু। অ। [তুলার্থে। অ।

তদ্বৎ—তাহার মত, তত্তুল্য। তদ্+বতিচ্

তদ্বিধ—সেইরূপ, সেইপ্রকার। তদ্ (সেই) বিধা যাহার, বহু। বিণ।

তদ্বিধায়—সেই জন্য। বাংপ্র। অ।

তদ্বিষয়ক—সেই বিষয়-সম্বন্ধীয়। তদ্ (সেই) বিষয় যাহাতে, বহু+ক-সমাসান্ত। বিণ।

তদ্ব্যতিরিক্ত—তাহা ছাড়া, তাহা হইতে অন্য। তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

তদ্ব্যতীত—তাহা ছাড়া, তদ্ভিন্ন। তাহাকে ব্যতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

তদ্ভব—১। তাহা হইতে জাত। বিণ। ২। বাঙ্গালায় প্রচলিত অপভ্রষ্ট সংস্কৃত শব্দ। তাহা হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বি; পুং।

তদ্ভাব—তাহার অসাধারণ ধর্ম; তদ্বিষয়ক চিন্তা। তাহার ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তদ্ভাবাপন্ন—সেই ভাবপ্রাপ্ত; তাহার ভাবপ্রাপ্ত; তদবস্থ। তদ্ভাবকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

তদ্ভিন্ন—তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্। ৫মীতৎ। বিণ।

তদ্রূপ—সেই প্রকার, তদ্বিধ। তৎ (সেই) রূপ যাহার, বহু। বিণ।

তনখা—মাহিনা, বেতন। <ফা 'তনখোআহ্'। বি। [বি; পুং।

তনয় ছেলে, পুত্র। তন্+কয়ন্ কর্তৃ।

তনয়বৎসল—পুত্রবৎসল, পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তনয়ে বৎসল, ৭মীতৎ। বিণ।

তনয়বৎসলতা, -বাৎসল্য—পুত্রপ্রেম, সন্তানের প্রতি মমতা, অপত্যস্নেহ। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

তনয়া—কন্যা; চাকুলিয়া লতা; ঘৃতকুমারী। তনয়+আপ্। বি; স্ত্রী।

তনিকা—রজ্জু; কাছি। তন্+ণক কর্তৃ+ আপ্। বি; স্ত্রী।

তনিমা (-মন্)—১। কৃশতা, সূক্ষ্মতা। তনু+ইমন্ ভাবে। ২। যকৃৎ। বি; পুং।

তন্নু—তোমাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তনু, তনূ—১। শরীর, মূর্তি। বি; স্ত্রী। ২। কৃশ, সূক্ষ্ম; কোমল; অল্প। তন্+উ কর্ম, পক্ষে ঊঙ্। বিণ। স্ত্রী—**তন্বী, তনু, তনূ**। বি—**তনুতা, তনুত্ব, তনিমা**।

তনুচ্ছদ, তনুচ্ছদ বর্ম, সাঁজোয়া। তনু, তনূ—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণ। বি; পুং।

তনুজ, তনূজ—১। ছেলে, পুত্র। বি; পুং। ২। শরীর হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; তনু, তনূ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তনুজা, তনূজা** (কন্যা)।

তনুতা, তনূতা, -ত্ব—কৃশতা, তনিমা; সূক্ষ্মতা; অল্পত্ব। তনু, তনূ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, স্ত্রী, ক্লী। বিণ—**তনু, তনূ**।

তনুত্যাগ, তনূত্যাগ—দেহত্যাগ, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তনুত্র, তনূত্র—বর্ম, সাঁজোয়া। উপতৎ; তনু, তনূ—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

তনুত্রাণ, তনূত্রাণ—কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া। তনুর, তনূর ত্রাণ হয় যাহা দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

তনুবার, তনূবার—দেহ-আবরক, বর্ম, সাঁজোয়া। তনু, তনূ—বৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

তনুমধ্যা—১। যাহার (যে নারীর) কোমর সরু এমন, ক্ষীণকটী ('— নারী')। বিণ; স্ত্রী। ২। গায়ত্রীজাতীয় ষড়ক্ষর ছন্দ বিঃ (৩য় ৪র্থ লঘু, অপর গুরু)। তনু (ক্ষীণ) মধ্য যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

তনুমান, তনুমান্ (-মৎ)—শরীরধারী, শরীরী, দেহী। তনু, তনূ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী **তনুমতী, তনূমতী**।

তনুয়া—তনু, দেহ। প্রা কপ্র। বি।

তনুরস, তনূরস—ঘাম, ঘর্ম, স্বেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তনুরুচি, তনূরুচি—১। শরীরের শোভা, দেহের সৌন্দর্য, দেহকান্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। সামান্য উজ্জ্বল, অল্পদীপ্তিযুক্ত; যাহার রুচি কম এমন, ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। তনু, তনূ (ক্ষীণ) রুচি যাহার, বহু। বিণ।

তনুরুহ, তনূরুহ—১। লোম; পালক। বি; পুং বা ক্লী। ২। পুত্র। উপতৎ; তনু, তনূ—রুহ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

তনুসঞ্চারিণী, তনূসঞ্চারিণী—বালিকা-স্ত্রী। তনুর, তনূর (শরীরের) সঞ্চারিণী (বেশবিন্যাসকারিণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তনু—'তনু' দ্রঃ।

তনুকরণ—(পদার্থবিদ্যা) ঘনীভূত বায়বীয় পদার্থকে অধিকতর হালকা করণ, rarefication. তনু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তনূ) —কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

তনুকৃত—খুব মিহি করিয়া তৈয়ারী; চূর্ণীকৃত। তনু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তনূ) —কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-করণ**।

তনূনপাৎ—আগুন, অগ্নি ("তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপন"—কবিকঙ্কণ)। তনূ—নঞ্—পত্+ণিচ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

তনূদ্ভব—১। পুত্র; অঙ্গজ। বি; পুং। ২। যাহা শরীর হইতে বা শরীরে জন্মিয়াছে এমন, দেহজাত। তনু হইতে বা তনুতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ।

তনূরুহ—১। লোম; পক্ষীর পালক। বি; পুং বা ক্লী। ২। পুত্র। তনূ (শরীর)— রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

তন্তু—১। সুতা, সুত্র; আঁশ, fibre; তাঁত, gut; (শারীরবিদ্যা) শরীরের কোষসমূহ দ্বারা গঠিত বিভিন্নশ্রেণীর সূক্ষ্ম পদার্থ, tissue. তন্+তুন্ কর্ম। ২। সন্তান, অপত্য; হাঙ্গর। তন্+তুন্ কর্তৃ। বি; পুং।

তন্তুকাষ্ঠ—বুরুশ, যাহা দ্বারা তাঁতীরা সুতা পরিষ্কার করে। তন্তুপরিষ্কারক কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তন্তুকী—শিরা, নাড়ী। তন্তু+স্বার্থে ক+

তন্তুকীট—গুটিপোকা। তন্তুনিঃসারক কীট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তন্তুনাভ—মাকড়সা, উর্ণনাভ। তন্তু নাভিতে যাহার, বহু (অচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

তন্তুপর্ব (-র্বন্), **-পর্বব** (-র্বন্)—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। তন্তুধারক পর্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তন্তুবাপ, -বায়—তাঁতী; মাকড়সা। উপতৎ; তন্তু—বপ্, বে+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

তন্তুশালা—তাঁতঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তন্ত্র—১। আগম, শাস্ত্র বিঃ, বেদের শাখা বিঃ; রাজাশাসন-পদ্ধতি ('প্রজা—'); কোনও বিষয়ে বিশেষ মতামত, বাদ ('বস্তু—'); সিদ্ধান্ত; দৃঢ়প্রমাণ; সম্বন্ধযুক্ত বিষয় বা বস্তুর সমবায়, system; পুস্তকের পরিচ্ছেদ; ঔষধ, ঝাড়ানমন্ত্র; কার্য; কারণ; উপায়, কৌশল; রাজার সঙ্গের লোক; সৈন্য; অধিকার, রাষ্ট্র, রাজ্য; ইতি-কর্তব্যতা; সুতা, সুত্র; তন্তুবায়; তাঁত, কাপড় বুনিবার যন্ত্র; কাপড় বুনিবার জিনিস-পত্র; ব্যবসায়; সমূহ; পরিজন; প্রবন্ধ; শপথ; আহ্লাদ; রাজ্যের সমৃদ্ধিসম্পাদন; গৃহ; ধন; অধীনতা; নির্ভরতা; সরু চামড়ার দড়ি; দল; সম্প্রদায়; অভিসন্ধি; হেতু; পরের মতে চলা; কুটুম্ব ভরণ। তন্+ষ্ট্রন্ ভাব, কর্ম, করণ, অধি। বি; ক্লী। ২। প্রধান। তন্+ষ্ট্রন্ করণ। বিণ; ক্লী।

তন্ত্রকাষ্ঠ—তাঁত বুনিবার তুরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তন্ত্রধার, -ধারক—যে পুঁথি দেখিয়া পূজা-অর্চনার পদ্ধতি নির্দেশ করে এবং কর্মকর্তাকে বা পুরোহিতকে মন্ত্রপাঠ করায়। উপতৎ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তন্ত্রবাপ, -বায়—তাঁতী, তন্তুবায়; মাকড়সা। উপতৎ; তন্ত্র—বপ্, বে+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

তন্ত্রহোম—তন্ত্রশাস্ত্রমতে সংক্ষিপ্ত যজ্ঞ। তন্ত্রনির্দিষ্ট হোম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তন্ত্রিত—অলস, অবসন্ন। তন্ত্র+ইত জাতার্থে। বিণ।

তন্ত্রিপাল—বিরাট রাজ্যে গুপ্তভাবে অবস্থানকালে সহদেব-গৃহীত নাম। বি; পুং।

তন্ত্রিপালক—রাজা জয়দ্রথ। বি; পুং।

তন্ত্রী—তাঁত; তাঁতী; বীণা; বীণা প্রঃর তার; রজ্জু; নদী বিঃ; দেহের শিরা; গুড়ূচী। তন্ত্র+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

তন্ত্রী (তন্ত্রিন্)—(সাধারণতঃ সমাসে পরপদে) দলে প্রবিষ্ট, সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, দলাক্রান্ত। তন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**তন্ত্রিণী**। ['তনুর'। বি।

তন্দুর—পাউরুটি-সেঁকা উনুন। <ফা

তন্দ্রা—অল্পনিদ্রা, নিদ্রাবেশ, আধজাগা আধঘুমানো অবস্থা; অবসন্নতা; আলস্য। তন্দ্রি+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তন্দ্রাবেশ—ঈষৎ ঘুমের ভাব। তন্দ্রার আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ—**তন্দ্রাবিষ্ট**।

তন্দ্রালু—নিদ্রালু; অলস। তন্দ্রা+আলু শীলাদ্যর্থে। বিণ।

তন্দ্রাসুখ—নিদ্রাবেশের সুখ, তন্দ্রার আরাম। তন্দ্রাজনিত সুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, তন্দ্রী—অল্প নিদ্রা; মূর্চ্ছার পূর্বরূপ; আলস্য। তন্দ্রা+ণিচ্ করে অর্থে—তন্দ্রি (নামধাতু)+ই; ৩য় পক্ষে ঈপ্, ২য় পক্ষে স্বার্থে কন্+আপ্। বি।

তন্দ্রিত—তন্দ্রাযুক্ত; অবসন্ন; অলস। তন্দ্রা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

তন্নতন্ন—তাহা নয় তাহা নয়—এইরূপে প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত চেষ্টাযুক্ত ভাবে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তদ্ (তাহা)+ন (নয়)+তদ্+ন। ক্রি-বিণ।

তন্নিবন্ধন—১। সেই কারণ, সেই হেতু। তাহাই নিবন্ধন, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সেই কারণে, সেই হেতুতে। তাহা নিবন্ধন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তন্নিমিত্ত—সেইজন্য। তৎ+নিমিত্ত। অ।

তন্বঙ্গী—যে নারীর শরীর লঘু ও সুঠাম এমন, কৃশদেহা, তন্বী। তনু অঙ্গ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

তন্বী—কৃশাঙ্গী, ক্ষীণদেহা। তনু (সূক্ষ্ম, কৃশ)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

তন্মনস্ক, তন্মনাঃ (-নস্)—যাহার মন তাহাতে নিবিষ্ট হইয়াছে এমন। তাহাতে মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

তন্ময়—বিভোর; যাহার তাহা ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই এমন; তদ্গত। তদ্+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী—**তন্ময়ী**। বি, **-তা, -ত্ব**।

তন্মাত্র—কেবল তাহা; (দর্শন) ক্ষিতি অপ্ প্রঃর সূক্ষ্ম অবস্থা। কেবল তাহা, নিত্য। বি; ক্লী।

তপ—গ্রীষ্ম, গরম; গ্রীষ্মকাল, নিদাঘ ঋতু; সূর্য; রৌদ্র; আতপ। তপ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

তপঃ (তপস্), **তপ**—১। তপস্যা, অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য কঠোর সাধনা; যাহা দ্বারা মন নির্মল হয় তাদৃশ ব্রতনিয়মাদি; বৈধ ক্লেশময় কর্ম বিঃ, মুনিব্রত [গীতামতে—তপঃ ত্রিবিধ—শারীর, বাচিক ও মানস; অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার তপঃ। মরীচির মতে—যাহা দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ হয়, পাপ বিনষ্ট হয়, স্বর্গ-সাধন ও সিদ্ধি ঘটে, তাহার নাম তপঃ। বেদান্তাদিমতে—তপঃ ঈশ্বরের বিভূতি বিঃ, অগ্নিতে ধাতুর ন্যায় ইহাতে পাপাদি মলভার বিগলিত হয়; এই নিমিত্ত ইহার নাম তপঃ]; ধর্মার্থ চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্র ব্রত; অদৃষ্ট; আচরণ; আলোচনা; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে নবমস্থান; ব্রাহ্মণাদির ধর্ম। তপ্+অস্ করণ, ভাব। বি; ক্লী। ২। লোক বিঃ, ভূ প্রঃ লোকের ষষ্ঠ লোক; মাঘ-মাস; শিশির ঋতু। তপ্+অস্ অধি। বি; পুং।

তপঃকৃশা—কঠোর সাধনায় যে নারীর শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এমন, তপস্যাহেতু ক্ষীণদেহা। ৩য়াতৎ। বিণ; স্ত্রী।

তপঃক্লেশ—তপস্যার কষ্ট। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তপঃসাধন—কঠোর সাধনা, তপশ্চরণ, তপস্যাসম্পাদন। তপের ('তপস্' শব্দ) সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তপত—গরম, উষ্ণ। <তপ্ত। কপ্র। বিণ।

তপতী—কুরুরাজের মাতা; সূর্যপত্নী, ছায়া; তাপ্তী নদী। তপ—অত্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

তপন—১। সূর্য; গ্রীষ্ম ঋতু; সূর্যকান্তমণি; আকন্দগাছ; যে নরকে পাপীদের আগুনে পুড়াইয়া কষ্ট দেওয়া হয়; নরক বিঃ; অগ্নিমন্থ-বৃক্ষ। তপ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। তাপ দেওয়া। তপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। সন্তাপজনক। তপ্+অন কর্তৃ। বিণ।

তপনতনয়—সূর্যের ছেলে; যম; কর্ণ; শনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তপনতনয়া—সূর্যের মেয়ে; যমুনা নদী, কালিন্দী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তপন-তাপন—সূর্যকিরণ, সূর্যের তাপ-দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তপনীয়—১। দহনীয়, দাহ্য। বিণ। ২। স্বর্ণ। তপ্+অনীয় কর্ম। বি; ক্লী।

তপযুত—কঠোর সাধনায় রত, তপস্যানিরত ("দক্ষ মুনি—"—ভারত)। প্রা কপ্র। বিণ।

তপশ্চরণ, তপশ্চারণ—তপস্যা, তপোনুষ্ঠান। তপের ('তপস্' শব্দ) চরণ, চারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তপশ্চর্যা(র্য্যা)—তপস্যা, তপোনুষ্ঠান। তপস্—চর্+ক্যপ্ ভাববা+আপ্। বি; স্ত্রী।

তপসি, তপসে—একপ্রকার মাছ, mango-fish. <তপস্বী। বি।

তপস্বিনী—তাপসী ; অনুকম্পা-যোগ্যা, দীনা ইঃ। তপস্বিন্ + ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

তপস্বী (-স্বিন্)—১। যোগী, তপস্যাকারী, তাপস ; চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতধারী ; অনুকম্পা, অনুকম্পার্হ ; দীন, নিরীহ, বেচারা ; প্রশস্ততপোযুক্ত। তপস্ + বিন্ আছে অর্থে, প্রাশস্ত্যার্থে। বি বা বিণ ; পুং। স্ত্রী—**তপস্বিনী**। **বিড়াল তপস্বী**—ভণ্ড ; প্রতারক। ২। তপসে মাছ ; ঘৃতকরঞ্জ ; চড়াই পাখি। বি ; পুং।

তপস্যা—অভীষ্ট লাভের জন্য কঠোর সাধনা ; নির্জন স্থানে কঠোর নিয়মে দেবতার আরাধনা, ব্রতচর্যা। তপস্ + ক্যচ্ (='তপস্য' নামধাতু) + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

তপাসা—অনুসন্ধান করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

তপোধন—১। যিনি তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না এরূপ ব্যক্তি, মুনি, তপস্বী ; মুণ্ডীরবৃক্ষ ; তপন বৃক্ষ। তপঃই ধন যাঁহার, বহু। বি ; পুং। ২। তপস্যারূপ ধন। তপোরূপ ধন, রূপক কর্মধা। ৩। তপস্যার দ্বারা লভ্য স্বর্গাদি। তপোলভ্য ধন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লীব।

তপোনিধি—তপস্বী। তপঃ নিধি যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

তপোনিমগ্ন—তপস্যারত, সাধনায় গভীর-ভাবে মনোনিবেশকারী ; ধ্যানস্থ। তপে ('তপস্' শব্দ) নিমগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

তপোবন—যে বনে তপস্বীরা তপস্যা করিবার জন্য বাস করেন, মুনিঋষির আশ্রম ; তীর্থ বিঃ ; বৃন্দাবনের একটি বন। তপের ('তপস্' শব্দ) বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তপোবল—তপস্যার প্রভাব, তপঃশক্তি। তপের ('তপস্' শব্দ) বল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তপোভঙ্গ—তপস্যার ব্যাঘাত, তপোনাশ। তপের ('তপস্' শব্দ) ভঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তপোময়—১। তপঃপ্রধান। তপস্ + ময়ট্ প্রাচুর্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**। ২। পরমেশ্বর। তপস্ + ময়ট্ স্বরূপার্থে। বি ; পুং।

তপোমূর্তি(র্ত্তি)—ধ্যানরূপী মূর্তি ; পরমেশ্বর ; তপস্যার প্রভাবে প্রাপ্ত শুদ্ধ শরীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তপোলোক—পৃথিবীর কোটি যোজন ঊর্দ্ধস্থিত স্থান বিঃ, পুরাণে বর্ণিত সাতটি ঊর্দ্ধলোক বা জগতের একটি (৬ষ্ঠ)। তপোনামক লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তপ্ত—১। গরম, উষ্ণ ; যাহাতে আগুনের তাপ লাগিয়াছে এমন ; খেদযুক্ত ; ক্রুদ্ধ ; দুঃখিত, শোকার্ত। তপ্ + ক্ত কর্তৃবা। ২। যাহা গলানো হইয়াছে এরূপ ; পোড়-দেওয়া ; দগ্ধ, জ্বালিত ; আচরিত তপস্যা সম্বন্ধীয়। তপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

তপ্তকাঞ্চন—অগ্নিসংযোগে শোধিত স্বর্ণ। তপ্ত কাঞ্চন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ—বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট। তপ্তকাঞ্চনের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

তপ্তকুণ্ড—নরক বিঃ (এই স্থানে সর্বদা অগ্নিতাপে দগ্ধ হইতে হয়)। কর্মধা। বি ; ক্লী। [অসহ্য)। বি ; পুং।

তপ্তকুম্ভ—নরক বিঃ (এই নরক তপ্তকুম্ভবৎ

তপ্তকৃচ্ছ্র—প্রায়শ্চিত্ত বিঃ ; ব্রত বিঃ (এই ব্রতে প্রতি তিন দিন কেবল বায়ুতপ্ত দুগ্ধ, ঘৃত ও জল খাইতে হয়)। তপ্ত দ্বারা কৃচ্ছ্র, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।

তপ্তবালুক—নরক বিঃ। তপ্ত বালুকা যে স্থানে, বহু। বি ; পুং।

তফসিল—বিবরণ, তালিকা। আ। বি।

তফসিলী—১। তফসিলভুক্ত ; তালিকা-বর্ণিত। বিণ। ২। তফসিলে নির্দিষ্ট অবনত হিন্দু জাতি। আ-মূ। বি। **তফসিলী জাতি**—১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনের তফসিলে নির্দিষ্ট নিম্নবর্ণের হিন্দু।

তফাত—১। পার্থক্য ; দূরত্ব। বি। ২। দূরবর্তী ; ব্যবহিত, পৃথক্। <আ 'তফাওউৎ'। বিণ।

তব—১। তোমার। কপ্র। সর্ব। ২ তখন ; তাহা হইলে, তবে ("জানসি তব কাহে করসি পুছারি"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অ।

তবক—তোমর ; বন্দুক ; সোনারূপার পাত ; স্তর, থাক। আ। বি।

তবকী—বন্দুকধারী, তবকধারী। তবক + ঈ ধারকার্থে। আ-মূ। বিণ। [অ।

তবধরি—তদবধি, সেই হইতে। প্রা কপ্র।

তবর্গ—ত থ দ ধ ন—এই পাঁচ বর্ণ। ত-আদিক বর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তবল—তবলা (তাহা দ্রঃ)।

তবলচী—যে তবলা বাজায়। আ-তু। বি।

তবলা—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, তলমৃদঙ্গ। আ। বি।

তবল্লক—শিল্পকার্যখচিত, শোভাময় ("তবল্লক চাঁদে বসন পিঁধে"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। আ-মূ। বিণ।

তবহি—তখনই ("হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল"—চৈ চ)। প্রা কপ্র। অ।

তবহু, তবহুঁ—তখনও, তবুও ("তবহু কান উপশম নাহি হোয়"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অ।

তবিয়ত—শরীরের অবস্থা ; মনের অবস্থা। আ। বি। [বি।

তবিল—মজুদ টাকা। <আ 'তহবীল'।

তবিলদার—সঞ্চিত অর্থের রক্ষক, কোষাধ্যক্ষ। <আ 'তহবীল' + ফা 'দার'। বি।

তবিলদারি—কোষাধ্যক্ষের কার্য, তহবিল-রক্ষকের কাজ। তবিলদার + ই কর্মার্থে। আ-ফা-মূ। বি।

তবু—তথাপি, তাহা হইলেও। বাংপ্র। অ।

তবে—তাহা হইলে ; তখন ; কিন্তু, পক্ষান্তরে ; অতঃপর ; সেই অবস্থায়। বাংপ্র। অ। **তবে আসি**—বিদায় চাহিবার বাক্য। **তবেই হয়েছিল**—ভীষণ বিপদ্ বা ক্ষতি হইত। **তবেই হয়েছে**—কাহারও কথার প্রত্যুত্তরে যথেষ্ট ক্ষতি অসুবিধা বা বিপদের আশঙ্কাসূচক বাক্য ; কাজ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই এইরূপ অর্থসূচক বাক্য (কোন কিছুর ফলে)। **তবে কিনা**-যেহেতু, কিন্তু।

তবেই—সুতরাং, কাজে-কাজেই। <হি 'তবহি'। অ। [অ।

তবেইত—তা'হলে নিশ্চয়ই। সন্দেহসূচক

তম—১। তমোগুণ ; রাহু ; তমালবৃক্ষ। বি ; পুং। ২। অন্ধকার। বি ; ক্লী। ৩। অবসন্ন, ক্লান্ত। তম্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৪। (ব্যাকরণ) উৎকর্ষবাচক বা পূরণবাচক তদ্ধিত প্রত্যয়।

তমঃ (তমস্)—১। তমোগুণ, মোহ ; অন্ধকার ; রাতকানারোগ ; নরক ; শোক ; মোহ ; পাপ ; অজ্ঞান ; গর্ব ; সাংখ্যোক্ত গুণ বিঃ। বি ; ক্লী। ২। রাহু। বি ; পুং বা ক্লী। ৩। স্বরূপের অপ্রকাশরূপা অবিদ্যা বা মায়া। তম্ + অসুন্ কর্তৃ, করণ। বি ; পুং।

তমস—১। অন্ধকার ; নগর। তম্ + অসচ্ করণ। বি ; ক্লী। ২। কূপ। তম্ + অসচ্ কর্ম। বি ; পুং।

তমসা—১। অন্ধকার। কপ্র। ২। পৌরাণিক নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

তমসাচ্ছন্ন, -বৃত—আঁধারে ঢাকা, অন্ধকারাবৃত। তমসা (সংস্কৃত তৃতীয়ান্ত 'তমস্' শব্দ-অন্ধকার দ্বারা) আচ্ছন্ন, আবৃত, অলুক্ ৩য়াতৎ। বিণ।

তমস্থক-অর্থাদি ধার লইবার কালে লিখিত দলিল, অধমর্ণ সরকারী কাগজে যাহা লিখিয়া দিয়া উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ-স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, ঋণপত্র, খত। <আ 'তমসুক'। বি। **বন্ধকী তমস্থক**—বন্ধকনামা ; বন্ধকী খত।

তমস্বিনী—১। অন্ধকারময়ী, তমসাবৃতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাত্রি, রজনী ; হরিদ্রা। তমস্ + বিন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তমস্বী (-স্বিন্)—অন্ধকারময়, আঁধার। তমস্ + বিন্ আছে অর্থে। বিণ।

তমা—রাত্রি, রজনী ; তমাল বৃক্ষ। তম + আপ্। বি ; স্ত্রী।

তমাল—১। গাবজাতীয় গাছ ; বরুণগাছ ; নীল তাল ; কাল তাল ; তমালপত্রাকার চন্দন-তিলক ; খড়্গ বিঃ ; কৃষ্ণখদির। বি ; পুং। ২। বংশত্বক্, বাঁশের ছাল। তম্+কালন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

তমালপত্র—তমাল গাছের পাতা ; তিলক, ফোঁটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তমালিকা, তমালিনী—তমলুক। তমাল+ইক+আপ্ ; তমাল+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তমালী—পানগাছ, তাম্বূলবল্লী ; বরুণবৃক্ষ। তমাল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তমি, তমী—রাত্রি। তম্+ই কর্তৃ+ঈপ্ বিকল্পে। বি ; স্ত্রী।

তমিস্র—১। অন্ধকার ; অন্ধতমস, ঘন অন্ধকার ; ক্রোধ ; অজ্ঞান। বি ; ক্লী। ২। তমোযুক্ত, অন্ধকারযুক্ত। তমস্+র আছে অর্থে (নিপা)। বিণ।

তমিস্রা—১। গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রি ; অমাবস্যার রাত ; গাঢ় অন্ধকার। বি ; স্ত্রী। ২। তমসাবৃতা, অন্ধকারময়ী। তমিস্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তমী—'তমি' দ্রঃ।

তমু—তবু, তবুও ("তমু নষ্ট মানয়ে ভীত"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। অ।

তমোগুণ—প্রকৃতির তৃতীয় গুণ [এই গুণের প্রাধান্য হইলে মানুষ কামক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া চলে]। তমঃই গুণ, কর্মধা। বি ; পুং।

তমোঘ্ন, তমোপহ—১। অগ্নি ; চন্দ্র ; সূর্য ; বুদ্ধ ; বিষ্ণু ; শিব ; দীপ ; জ্ঞান। বি ; পুং। ২। তমোনাশক ; অন্ধকারনাশক। উপতৎ ; তমস্—হন্+টক্, (মনুষ্য কর্তা হইলে) ক কর্তৃ ; (২য় পক্ষ) তমস্—অপ—হন্+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তমোঘ্নী,** (মনুষ্য কর্তা হইলে) **-ঘ্না ;** (২য় পক্ষে) স্ত্রী, **-হা।**

তমোজ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্), (> **-জ্যোতি**)—জোনাকি পোকা, খদ্যোত। তমঃতে জ্যোতিঃ যাহার, বহু। বি ; পুং।

তমোপহ—'তমোঘ্ন' দ্রঃ।

তমোমণি—জোনাকি পোকা, খদ্যোত ; গোমেদ-মণি। তমোমধ্যে মণি (অর্থাৎ তৎসদৃশ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

তমোময়—১। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; অজ্ঞানাবৃত ; অহংকারে পরিপূর্ণ। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**। ২। রাহু। তমস্+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বি ; পুং।

তমোরি—অন্ধকারের শত্রু ; সূর্য ; চন্দ্র ; বহ্নি ; জ্ঞান। তমের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তমোলিপ্তি, -লিপ্তী—তমলুক বা তমোলুক [ইহার অন্যান্য নাম—তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্ত, বেলাকূল, তামালিকা, তাম্রলিপ্তা, তাম্রলিপ্তী, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপূ, বিষ্ণুগৃহ]। বাংপ্র। বি।

তমোহর—১। চন্দ্র ; সূর্য। বি ; পুং। ২। তমোনাশক, অজ্ঞাননাশক। উপতৎ ; তমস্—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

তমোহা (-হন্)—১। চন্দ্র ; সূর্য। বি ; পুং। ২। অন্ধকারনাশক, অজ্ঞাননাশক। তমস্—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী।**

তম্বি—শাসন, তাড়না, ধমকধামক, জোর তাগাদা ; জুলুম। <আ 'তন্বীহ্'। বি।

তম্বুরা—তানপুরা, তুম্বুরবীণা। <আ 'তনবুরহ্'। বি।

তয়—নিষ্পত্তি ; ভাঁজ, পাট। আ। বি।

তয়খানা—গ্রীষ্মাবাসের জন্য তৈরী মাটির নীচের ঘর। <ফা 'তহ্খানহ্'। বি।

তয়নাতি—জমিদারের পদাতিক বা পেয়াদা; প্রহরী ; কর্মে নিয়োগ। <আ 'তায়নাতি'। বি। ['তাইফহ্'। বি।

তয়ফা—নর্তকীসম্প্রদায় ; নৃত্য বিঃ। <আ

তয়ের—তৈয়ার (তাহা দ্রঃ)।

তয়েরী—প্রস্তুত, নির্মিত ; উন্নত ; শিক্ষিত ; পরিপক্ব, ভোজনের উপযুক্ত (ফলাদি)। <তৈয়ারী। বিণ।

তর—১। পার হওয়া, তরণ ; সন্তরণ ; গতি। তৃ+অপ্ ভাব। ২। পারানি কড়ি, খেয়াপারের পয়সা ; বৃক্ষ ; উড়ুপ, ভেলা ; রাস্তা। তৃ+অপ্ করণ। বি ; পুং। ৩। পারগামী। তৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৪। (ব্যাকরণ) যে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা দুইয়ের মধ্যে উৎকর্ষ অপকর্ষ বুঝিতে পারা যায়। ৫। দেরি, বিলম্ব ('— সওয়া')। <ত্বরা। ৬। রকম, ভাব। <আ 'তরহ্'। বি। ৭। বিভোর, চুর ; বেশী ভিজা। ফা। বিণ। ৮। খেয়াঘাট। তৃ+অপ্ অধি। বি ; পুং।

তরওয়াল, তরোয়াল—তরবারি। <তরবার। বি।

তরকারি—আনাজ, ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি ; ব্যঞ্জন। ফা। বি।

তরক্ষু—নেকড়ে বাঘ, বৃক ; হায়েনা, hyena. তর—ক্ষি+ডু কর্তৃ। বি ; পুং।

তরখ—লালসা, অতি স্পৃহা। প্রা কপ্র। বি।

তরঙ্গ—১। ঢেউ, ঊর্মি, বীচি ; ভঙ্গী, চুনাট ; কম্প ; পুস্তকের পরিচ্ছেদ। তৃ+অঙ্গচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। হাবভাব ; রঙ্গ ; অঙ্গভঙ্গী ("গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি"—ভারত)। প্রা কপ্র। বি।

তরঙ্গ-চঞ্চল—১। ঢেউয়ের মত অস্থির। তরঙ্গবৎ চঞ্চল, উপমান কর্মধা। ২। ঢেউয়ের জন্য যাহা দুলিতেছে এমন, তরঙ্গহেতু কম্পমান। তরঙ্গহেতু চঞ্চল, ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গ-তাড়ন—ঢেউয়ের দোলা, তরঙ্গাঘাত ; ঢেউ দ্বারা আঘাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তরঙ্গ-তাড়িত—ঢেউ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, ঊর্মিবিচলিত, তরঙ্গাহত। ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য—এক ঢেউয়ের এক মাথা হইতে অন্য ঢেউয়ের মাথা পর্যন্ত স্থানের বিস্তার, wave-length. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তরঙ্গপাদ—ঢেউয়ের নত অংশ, hollow of waves. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তরঙ্গবিক্ষুব্ধ—ঢেউয়ের দ্বারা আন্দোলিত, তরঙ্গচঞ্চল। ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গ-ভঙ্গ—পুনঃ পুনঃ ঢেউ উঠাপড়া, বীচিবিক্ষোভ, লহরীলীলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তরঙ্গমালা—ঢেউ সকল, লহরীসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তরঙ্গরেখা—বাঁকা লাইন, বক্র রেখা। তরঙ্গ-সদৃশী রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তরঙ্গশীর্ষ—ঢেউয়ের উচ্চতম স্থান, crest of waves. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তরঙ্গ-সমাকুল—ঢেউয়ে ভরা, তরঙ্গাচ্ছন্ন, বহু তরঙ্গ দ্বারা অত্যন্ত আলোড়িত। ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গাকুল—অনেক ঢেউ উঠার জন্য অতিশয় চঞ্চল, বহু তরঙ্গ দ্বারা অস্থির। তরঙ্গ দ্বারা আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

তরঙ্গাভিঘাত—ঢেউয়ের ধাক্কা, তরঙ্গতাড়ন। তরঙ্গের অভিঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তরঙ্গায়িত—ঢেউখেলানো, তরঙ্গাকারে সজ্জিত। তরঙ্গায় (নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তরঙ্গিণী—নদী ; তরঙ্গবতী। তরঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

তরঙ্গিত—ঢেউযুক্ত ; চঞ্চল ভঙ্গীবিশিষ্ট। তরঙ্গ+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

তরঙ্গিম—তরঙ্গযুক্ত ; বিলাসবিশিষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ।

তরঙ্গোচ্ছ্বাস—ঢেউ উছলিয়া উঠা, তরঙ্গপ্রবৃদ্ধি, ঊর্মিস্ফীতি। তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তরজমা—অনুবাদ। <আ 'তর্জুমহ্'। বি।

তরজা—কবিগান বিঃ। বাংপ্র। বি।

তরণ—১। পার হওয়া ; প্লবন ; অন্য দেশে গমন। তৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। ডোঙ্গা ; ভেলা। তৃ+অনট্ করণ। ৩। স্বর্গ। তৃ+অনট্ অধি। বি ; পুং।

তরণি—১। নৌকা ; ভেলা, ভেলক, মাড়। তৃ+অনি করণ। বি ; স্ত্রী। ২। সূর্য ; কিরণ ; আকন্দবৃক্ষ ; তাম্র। বি ; পুং। ৩। উদ্ধারকর্তা। তৃ+অনি কর্তৃ। বিণ।

তরণী—নৌকা ; ভেলা ; ঘৃতকুমারী। তরণি +ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

তরণী-সরণি—নৌকাপথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

তরতম—কমবেশী, ন্যূনাধিক। তর এবং তম, দ্বন্দ্ব। বিণ বা বি। বি—**তারতম্য**।

তরতর—স্রোতাদির বেগ-প্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

তরতরে—তরতর করিয়া ; তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। অ, ক্রি-বিণ।

তরতিব—পদ্ধতি, কৌশল। আ। বি।

তরন্তী—নৌকা। তৃ+ অন্ত (ঝচ্) করণ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তরপণ্য—পারানি কড়ি, নদ্যাদির পরপারে গমন করিবার জন্য দেয় শুল্ক। তরের (পার-গমনের) পণ্য (শুল্ক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তরপদী (-পদিন্ —যাহারা পা দ্বারা সাঁতার কাটে, পানকৌড়ি হংস প্রঃ। তর (সন্তরণযোগ্য) পদ (পা), কর্মধা ; তরপদ +ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং বা বিণ।

তরফ—পক্ষ ; পার্শ্ব ; প্রান্ত ; দিক্ ; শেষ সীমা, ধার ; জমিদারির অংশ ('বড় —', 'ছোট —')। আ। বি।

তরফদার—তরফের লোক ; পক্ষপাতী ; ভূম্যধিকারী, জমির মালিক ; তালুকদার ; উপাধি বিঃ। তরফ+দার সম্বন্ধাদি অর্থে। আ-মু। বি।

তরফদারি—পক্ষপাত। তরফদার+ই কর্মার্থে। আ-মু। বি। [বিণ।

তরফা—পক্ষসম্বন্ধীয় ('এক —')। বাংপ্র।

তরবার, তরবারি—তরওয়াল, তলোয়ার, খড়্গ বিঃ, অসি। তর—বৃ+ণিচ্ (=বারি—বারণ করা)+অচ্, ইন্ করণ। বি ; পুং।

তরবুজ—তরমুজ। ফা। বি।

তর-বেতর—অদ্ভুত, বিচিত্র ; নানারূপ। <আ-ফা-আ 'তরহ্-ব-তরহ্'। বিণ।

তরমাণ—যে পার হইতেছে এমন ; পার হওয়া যাহার স্বভাব। তৃ+শতৃ কর্তৃ (শতৃ স্থানে শান)। বিণ।

তরমুজ—ফল বিঃ। <ফা 'তরবুজ'। বি।

তরমুজ—তরমুজফল [জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার নিশার্ধে মহাকালী তৃষ্ণাতুরা হন ; সেই সময়ে এই ফল তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলে তিনি প্রীতা হইয়া বরদা হন (কামাখ্যাতন্ত্র)]। বি ; ক্লী।

তরল—১। জলাকার ; কম্পমান ; চঞ্চল ; দ্রুত ; দীপ্তিবিশিষ্ট ; কামুক। বিণ। বি—**তরলতা, তারল্য**। ২। ধুকধুকি ; হার ; তল ; বিস্তার ; হীরা ; লোহা ; এক-রকম বাঁশ। তৃ (গমন করা)+অলচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

তরলত্রিপদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ বিঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তরলনয়ন—১। চঞ্চল নেত্র ; চপল চক্ষু ; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ [ইহার সর্ববর্ণ লঘু]। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। চঞ্চলনেত্র-বিশিষ্ট। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নয়না**, (বাং) **-নয়নী**। [ছন্দ। কর্মধা। বি।

তরলপয়ার—বাঙ্গালা কবিতার একটি

তরলপ্রকৃতি—১। চপল স্বভাব, চঞ্চল স্বভাব। তরলা প্রকৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ।

তরলমতি—১। চঞ্চল বুদ্ধি, অপরিণত বুদ্ধি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অপরিণত-বুদ্ধিসম্পন্ন, অস্থিরবুদ্ধি। বহু। বিণ।

তরললোচনা—যে নারীর নয়ন চঞ্চল এরূপ, চঞ্চলাক্ষী। তরল (চঞ্চল) লোচন যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তরলা—১। মদ্য ; মৌমাছি ; জাউ, যবাগূ। বি ; স্ত্রী। ২। চঞ্চলা ; কম্পমানা। তরল +আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তরলিকা—১। চঞ্চলা। বিণ। ২ হার বিঃ ; কাদম্বরী কথায় জনৈক সখী। বি ; স্ত্রী।

তরলিত—১। যাহা গলিয়া গিয়াছে এমন, বিগলিত, তরলীকৃত ("তরলিত চন্দ্রিকা"—সত্যেন্দ্র) ; কম্পিত ; দ্রবীভূত ; বিস্তারিত। তরল+ক্বিপ্ (=তরল নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। ২। মধ্যমণিবিশিষ্ট ('— হার')। তরল+ ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

তরলীকরণ—কঠিন বা বাষ্পীয় পদার্থকে তরল পদার্থে পরিণত করণ, liquefaction. তরল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তরলী)—কৃ+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

তরলীকৃত—যাহা তরল করা হইয়াছে এমন ; দ্রবীকৃত ; দ্রাবিত। তরল+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (=তরলী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

তরলীভবন—কঠিন বা বাষ্পীয় পদার্থের তরল পদার্থে পরিণত হওয়া, liquefaction. তরল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=তরলী)—ভূ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

তরলীভূত—যাহা তরল হইয়া গিয়াছে এমন। তরল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= তরলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তরশু গত পরশুর আগের দিন বা আগামী পরশুর পর দিন ; গত বা আগামী তৃতীয় দিবসে। বাংপ্র। অ।

তরস্তু—ব্যস্ত ; দ্রুতগামী ; সত্বর। <ত্রস্ত। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তরস্থান—খেয়াঘাট, পারাপারের স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তরস্বান্ (-স্বৎ)—১। বীরপুরুষ ; দূত ; বায়ু ; গরুড়। বি ; পুং। ২। দ্রুতগতি-বিশিষ্ট ; বেগযুক্ত ; প্রবল। তরস্+বৎ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্বতী**।

তরস্বী (-স্বিন্)-১। দ্রুতগামী, বেগ-বান্ ; বলবান্ ; রোগগ্রস্ত। বিণ। স্ত্রী, **-স্বিনী**। ২। বায়ু, গরুড় ; চতুর্থ মনুর পুত্র। তরস্+বিন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

তরা—১। শীঘ্রতা, ক্ষিপ্রতা। <ত্বরা। বি। ২। পরিত্রাণ পাওয়া ; উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া। <'তৃ'-ধাতু। ক্রি [, বি]।

তরাই—১। পর্বতের নিম্নদেশ। বি। ২। পার করি, পরিত্রাণ করি। বাংপ্র। ক্রি।

তরাগতি—দ্রুতগতি, শীঘ্রগতি, ঝটিতি। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

তরাজ—লুণ্ঠন। ফা। বি।

তরাজু—দাঁড়ি, পাল্লা, নিক্তি। ফা। বি।

তরানো ত্রাণ করা ; পার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তরাস—১। ত্রাস। কপ্র। বি। বিণ—**তরাসে**। ২। কাটা, ছেদন ; ছেদক। ফা। বি।

তরি, তরী—নৌকা, তরণী ; কাপড়ের পেটরা ; কাপড়ের ছিলা। তৃ+ই করণ, বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তরিত—যাহাকে তরানো বা পার করা হইয়াছে এমন। তর+ইতচ্। বিণ।

তরিতরকারি—রন্ধনের উপযোগী ফলমূল প্রঃ। ফা-মু। বি।

তরিত্র—নৌকা ভেলা ইঃ, পার হইবার নৌকাদি। তৃ+ণিচ্+ইত্র করণ। বি ; ক্লী।

তরিবত—শিক্ষা, উপদেশ ; আদব-কায়দা ; শিষ্টাচার ; প্রতিপালন। <আ 'তর্‌বিয়ৎ'। বি।

তরী (তরিন্)—পারগামী। তর+ইন্ ব্যাপৃ-তার্থে। বিণ। স্ত্রী —**তরিণী**।

তরী—'তরি' দ্রঃ।

তরু—গাছ, বৃক্ষ। তৃ+উ করণ (যাহা দ্বারা রোপক নরক হইতে উত্তীর্ণ হয়)। বি ; পুং।

তরুক্ষীর—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) গাছের সাদা আটা, latex. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তরুণ ১। নবযুবা, যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি, যাহার বয়স ষোল বৎসর পার হইয়াছে, যুবক ; এরণ্ডবৃক্ষ ; মোটা জীরা। বি ; পুং। ২। অল্প ; অনধিক ; অপরিণত ; নূতন, নবীন, অভিনব ; কচি, নবজাত। তৃ+উনন্ কর্তৃ। বিণ।

তরুণজ্বর—নবজ্বর, নূতনজ্বর। কর্মধা। বি ; পুং। [বি ; ক্লী।

তরুণদধি—সদ্যোজাত দধি। কর্মধা।

তরুণা—১। নবযুবতী, ষোল হইতে ত্রিশ বৎসরের নারী। বি ; স্ত্রী। ২। আধুনিকা ; নবীনা ("আবার কবে ধরণী হবে তরুণা"—রবীন্দ্র)। তরুণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তরুণাস্থি—(শারীরবিদ্যা) কোমল ও

স্থিতিস্থাপক অস্থি, cartilage. তরুণ অস্থি, কর্মধা। বি ; ক্লী।

তরুণিম—তরুণত্ব, তারুণ্য। <তরুণিমা। প্রা কপ্র। বি।

তরুণিমা (-িমন্)—নূতনত্ব, নবীনত্ব, যৌবন, তারুণ্য। তরুণ+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

তরুণী—যুবতী ; মৃতকুমারী ; দন্তীবৃক্ষ ; সেয়োতী ফুলের গাছ ; বড় কালজিরা। তরুণ+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

তরুতল—গাছের তলা, বৃক্ষের মূলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে ; বৃক্ষের মূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তরুবর—বড়গাছ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। তরুমধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

তরুবল্লী—যে লতা তরু অবলম্বনে অবস্থান করে, তরুরুহা। তরুশ্রিতা বল্লী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [বি ; ক্লী।

তরুমূল—গাছের গোড়া ; বৃক্ষতল। ৬ষ্ঠীতৎ।

তরুমৃগ—শাখামৃগ, বানর। তরুবাসী মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তরুরাজ—খুব বড় গাছ, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। তরুমধ্যে রাজা (প্রধান), ৭মীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। বি ; পুং।

তরুরাজি—বৃক্ষসমূহ ; বৃক্ষশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তরুরুহ—পরগাছা, বৃক্ষজাত অন্য বৃক্ষ। তরু—রুহ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

তরুলতা—১। গাছ ও লতা। দ্বন্দ্ব। ২। পরগাছা ; একশ্রেণীর লতা। তরুশ্রিতা লতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তরুসার—কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তরে—জন্য, নিমিত্ত ; উদ্দেশ্যে ; উপলক্ষে। কপ্র। অ।

তরোয়াল—'তরওয়াল' দ্রঃ।

তর্ক—১। বাদানুবাদ ; বিতর্ক ; যুক্তি ; বিচার ; আকাঙ্ক্ষা ; উৎপ্রেক্ষা ; অনুমান ; সন্দেহ ; শঙ্কা ; তর্ক্+ঘঞ্ ভাব। ২। ন্যায়শাস্ত্র ; মীমাংসাদি শাস্ত্র ; হেতু। তর্ক্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

তর্কক—তর্ককারক ; যাচক। তর্ক্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তর্কিকা**।

তর্কজাল—১। তর্কসমূহ, নানারূপ তর্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কূট তর্ক, দুর্বোধ তর্ক। তর্ক জালপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

তর্কবিতর্ক—বাগ্‌বিতণ্ডা, বাদানুবাদ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তর্কবিদ্যা—ন্যায়শাস্ত্র। তর্কের বিদ্যা,

তর্করত্ন—কৃতবিদ্য নৈয়ায়িকের উপাধি বিঃ। তর্কে রত্ন (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

তর্কশাস্ত্র—ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন, গৌতমপ্রণীত এবং কণাদরচিত শাস্ত্র। তর্কের শাস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তর্কাতর্কি—শাস্ত্রীয় বিচার ; বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক। ব্যতীহার বহু। বি ; স্ত্রী।

তর্কাভাস—অসৎ তর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি, যাহা বাহিরে ঠিক কিন্তু বাস্তবিক কুতর্ক। তর্কের আভাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তর্কিত—বিচারিত, আলোচিত ; সম্ভাবিত ; অনুমিত ; উৎপ্রেক্ষিত। তর্ক+ইতচ্ সংজাতার্থে অথবা তর্ক্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তর্কী (তর্কিন্)—১। তর্কশাস্ত্রবেত্তা, নৈয়ায়িক। বি ; পুং। ২। তর্ককারক। তর্ক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**তর্কিণী**।

তর্কু—টেকো, তকলি ; সূতা কাটিবার বা জড়াইবার শলাকা। কৃত্+উ করণ সংজ্ঞার্থে (কৃত্-স্থানে তর্ক)। বি ; পুং।

তর্ক্য—বিতর্কনীয়, বাদানুবাদযোগ্য, অনিশ্চিত। তর্ক+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

তর্জ(র্জ্জ)ন—ক্রোধবশে গর্জন ; ভর্ৎসন, তিরস্কার ; ভয়প্রদর্শন ; আস্ফালন। তর্জ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

তর্জ(র্জ্জ)নগর্জ(র্জ্জ)ন—তিরস্কারসূচক উচ্চশব্দ ; রাগের সহিত হাঁকডাক। তর্জনসূচক অথবা তর্জনান্বিত গর্জন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

তর্জ(র্জ্জ)নী—হাতের বুড়া আঙুলের পাশের আঙুল, দ্বিতীয় আঙুল ; উক্ত অঙ্গুলিতে ধার্য অঙ্গুরীয় বিঃ। তর্জ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তর্জ(র্জ্জ)নীমুদ্রা—১। তন্ত্রোক্ত মুদ্রা বিঃ। তর্জনীনামিকা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। ২। তর্জনী আঙুলে পরিবার আঙটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তর্জি(র্জ্জি)ত—ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত ; তাড়িত। তর্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তর্পণ—১। পিতৃলোকের বা দেবলোকের প্রীত্যর্থে জলদান ; তোষণ, তৃপ্তিসম্পাদন। তৃপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। তৃপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। তৃপ্তিজনক, সুখকর। তৃপ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

তর্পিত—যাহার উদ্দেশে তর্পণ করা হইয়াছে এমন ; সন্তোষিত। তৃপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তর্পী (তর্পিন্)—তর্পণকারী, তৃপ্তিকারক। তৃপ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তর্পিণী**।

তর্ষণ—তৃষ্ণা, পিপাসা ; ইচ্ছা, অভিলাষ। তৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

তর্ষিত—তৃষ্ণার্ত, পিপাসিত ; আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত ; সাগ্রহ ; বাসনাতুর। তৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তল—১। অধোভাগ, তলা ; উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ, surface ; সমতল ক্ষেত্রের উপরিভাগ বা বহির্ভাগ ; পাতাল বিঃ ; নরক বিঃ ; মূলদেশ, মূলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান ; টালি ; চপেট, চাপড় ; তালবৃক্ষ ; তেলো ; মধ্যদেশ ; পলতোলা বস্তুর এক এক পাশ, facet. বি ; পুং বা ক্লী। **তল হওয়া**—ডুবিয়া যাওয়া। **তলে তলে**—আড়ালে থাকিয়া, ভিতরে ভিতরে। ২। কানন ; গর্ত ; জ্যাঘাতবারণ ; গৃহের পরিচ্ছেদ। বি ; ক্লী। ৩। খড়্গাদির মুষ্টি ; আধার ; স্বভাব। তল্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

তলতল—গলিত বা নরম ভাব প্রকাশ ; তপতপ। বাংপ্র। অ। বিণ—**তলতলে**। ক্রি—**তলতলানো**। বি—**তলতলানি**।

তলতা—একপ্রকার বাঁশ। বাংপ্র। বি।

তলধ্বনি—হাততালি, করতলের শব্দ ; তাল ঠুকিবার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি।

তলপ—শয্যা, বিছানা। <তল্প। প্রা কপ্র।

তলপা—ডাকা ; চাওয়া ; ব্যাকুল হওয়া (তলপই, তলপায়, তলপে ইঃ)। প্রা কপ্র। ক্রি। [ক্রি [, বি]।

তলপানো—আকুল করা। প্রা কপ্র।

তলপেট—পেটের নীচের অংশ, নাভির নিম্নভাগ। তল (নিম্নভাগ) পেটের, একদেশী। বাংপ্র। বি।

তলপ্রহার—চাপড় মারা, চপেটাঘাত। ৩য়াতৎ। বি ; পুং। [আ। বি।

তলব—বেতন, মাহিয়ানা ; আহ্বান, ডাক।

তলবানা—প্রতিবাদী বা সাক্ষীদিগের প্রতি আদালতের সমন বা অন্য কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য খরচ। আ-মু। বি।

তলবার, তলবারি—তরোয়াল ; খড়্গ ; খাপ ; চামাটি। উপতৎ ; তল—বারি+অচ্, অন কর্তৃ। বি ; পুং, ক্লী।

তলয়ার, তলোয়ার—তরবারি, খড়্গ। <তলবার। বি।

তললোক—পাতাল, ভূমিতলস্থ জগৎ ; পাতালবাসী লোক। তলস্থিত লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তলস্থ, তলস্থিত—যাহা নীচে আছে এমন, নিম্নে অবস্থিত। উপতৎ ; তল—স্থা+ক কর্তৃ, ২য় পক্ষে ৭মীতৎ। বিণ।

তলস্পর্শ—১। অগভীর। বহু। বিণ। ২। তলদেশ ছোঁওয়া, তলা পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তলা—নিম্নভাগ, অধোদেশ, গৃহতল, মেঝে ; অঞ্চল ; স্থান ('কল—', 'কালী—')। <তল। বি। **তলা ফেলা**—ধান্যাদির চারা প্রস্তুত করিবার জন্য জমিতে বীজ ফেলা। **তলায় তলায়**—গোপনে, অপ্রকাশ্যে।

তলাও—পুকুর, জলাশয় বিঃ। <ফা 'তালাও'। বি।

তলা-খাঁকতি—দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত। তলা খাঁকতি যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

তলাগুছি—গোপন সাহায্য প্রশ্রয় উসকানি ইঃ। বাংপ্র। বি।

তলাচী—মেঝের পাতিবার বেতের চেটাই, দরমা। তল—অন্চ্+কিপ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তলা-চোঁওয়া—নীচে ছিদ্র থাকায় যাহা হইতে জল পড়িয়া যায় এমন ; (লাক্ষণিক অর্থে) নিঃসম্বল, একেবারে দরিদ্র। বহু। বাংপ্র। বিণ। বিপরীত—**তলারসা**।

তলাট—ত্রিসীমানা, বহুদূরব্যাপী স্থান। <তল্লাট। বি।

তলাড়ু—নষ্ট হওয়া। বাংপ্র। বি।

তলাতল—পুরাণে বর্ণিত সপ্ত পাতালের অন্তর্গত পাতাল বিঃ। বি ; ক্লী।

তলানি—যাহা নীচে জমা হইয়া থাকে, গাদ ; অধোভাগের জল ; পাত্রস্থ কোন দ্রব্যমিশ্রিত জলের নিম্নাংশ। তলা+নি কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

তলানো—তলাইয়া যাওয়া, ডুবিয়া যাওয়া ; নীচে নামা ; গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা বা বুঝা ; অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তলাফাঁক—সম্বলহীন ; ঋণগ্রস্ত ; দেউলিয়া। তলা ফাঁক যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

তলাভিঘাত—হস্ততল দ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত। তল (করতল) দ্বারা অভিঘাত, ৩য়া-তৎ। বি ; পুং।

তলারসা—যাহার ভিতরে রস আছে এমন, অবস্থাপন্ন, ধনশালী। বহু। বাংপ্র। বিণ।

তলাশ—খোঁজ, অনুসন্ধান। আ। বি।

তলি—উপকণ্ঠ, প্রান্ত। বাংপ্র। বি।

তলো—মাটির হাঁড়ি বিঃ। পো-মু। বি।

তলোয়ার—'তলয়ার' দ্রঃ।

তল্প—বিছানা, শয্যা ; পাকাবাড়ি, অট্টালিকা ; পত্নী (গুরুতল্প—গুরুপত্নী)। তল্+প অধি সংজ্ঞার্থে। বি ; ক্লী।

তল্পক—প্রস্তুতকারক ; ফরাশ। তল্প—কৃ+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

তল্পকীট—ছারপোকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তল্পি—বুচকি, গাঁটরি, একত্র সংবদ্ধ বস্ত্রাদি। <তল্প। বি।

তল্পি-তল্পা—বোচকা-বুচকি, ছোট-বড় মোট, যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র। বাংপ্র। বি।

তল্পিদার—যে তল্পি বহন করে ; ভৃত্য। তল্পি+দার বাহকার্থে। বাংপ্র। বি।

তল্লাট—প্রদেশ, অঞ্চল। বাংপ্র। বি।

তল্লাশ—খোঁজ, অনুসন্ধান।<আ 'তলাশ'। বি।

তষ্টা (তষ্টৃ)—ছুতার, সূত্রধর ; বিশ্বকর্মা ; আদিত্য বিঃ। তক্ষ্+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

তসদিক—সত্য বলিয়া প্রমাণকরণ। আ। বি।

তসবি—মুসলমানদিগের জপমালা। আ। বি। [বি।

তসবির—ছবি, প্রতিমূর্তি। <আ 'তসবীর'।

তসর—এক ধরনের রেশম ; একপ্রকার রেশমী কাপড়। <ত্রসর। বি।

তসরুপ, তছরুপ—ক্ষতি ; চোরিত, অপহৃত। <আ 'তসর্‌রুফ'। বি বা বিণ।

তসলা—হুড়কা, খিল ; রন্ধনপাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি। [আ। বি।

তসলিম—সেলাম, নমস্কার, অভিবাদন।

তসলিমা—বহু বহু সেলাম, বহু অভিবাদন ; অনেক নমস্কার। 'তসলিম'-শব্দের বহুবচন। বি।

তসিল—খাজানা-আদায় ; রাজস্ব সংগ্রহ ; তাগিদ, তলপ ; উৎপীড়ন। <আ 'তহসিল'। বি।

তসিলদার—খাজনা আদায়কারী কর্মচারী। আ-ফা। বি। [ফা-মু। বি।

তসিলদারি—তসিলদারের কাজ। আ-

তস্কর—১। চোর, অপহারক। ২। পিড়িং শাক ; দমনকবৃক্ষ। তৎ—কৃ+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

তস্করতা—চোরের কার্য বা স্বভাব, চুরিবিদ্যা, চৌর্য, অপহরণ। তস্কর+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

তস্করী—চোরের স্ত্রী ; চৌরনারী ; কোপনা স্ত্রী। তস্কর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তস্য—তাহার। সং। সর্ব। **তস্য তস্য**—দূর-সম্পর্কযুক্ত।

তহখানা—মাটির নীচের ঘর। ফা। বি।

তহবিল—মজুত টাকা, মূলধন ; নগদ টাকা, cash. <আ 'তহবীল'। বি।

তহবিলদার—তবিলদার (তাহা দ্রঃ)।

তহবিলদারি—তবিলদারি (তাহা দ্রঃ)।

তহসিল—তসিল (তাহা দ্রঃ)।

তহসিলদার—তসিলদার (তাহা দ্রঃ)।

তহসিলদারি—তসিলদারি (তাহা দ্রঃ)।

তহি, তঁহি, তহিঁ—তাই, সেইজন্য ; সেখানে, তথায় ; তবে ; তখন ; তাহার উপর। প্রা কপ্র। অ।

তহিক—তাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তহু, তহুঁ তাহাতে ; তাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তা—১। ডিমের উপরে বসিয়া তাপ দেওয়া। <তাপ। **তা দেওয়া**—ডিম ফুটাইবার জন্য পাখিদের ডিমের উপর বসিয়া শরীরের চাপ দেওয়া ; (লক্ষ্যার্থে) যত্ন লওয়া ; সৌষ্ঠব সাধন করা। ২। কাগজের খণ্ড ; আস্ত কাগজ। <ফা 'তহ্'। ৩। মোচড়, পাক। <তার। বি। **গোঁফে তা দেওয়া**—গোঁফের শেষভাগ পাকাইয়া সরু করা ; গোঁফের যত্ন লওয়া ; গ্রাহ্য না করার ভাব প্রকাশ করা। ৪। তাহা, সেই ; কথার মাত্রা। তাহা-শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব। ৫। ভাবসূচক প্রত্যয় (কোমলতা)।

তাই—১। তাহাই। তা+ই। বাংপ্র। সর্ব। ২। করতালি, করতলধ্বনি। <তালি। বি। ৩। সেইজন্য। বাংপ্র। অ। ৪। তাহাকে ("তহুঁ পরবোধিবি তাই"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। সর্ব।

তাইতো—সেই কারণেই তো ; তাহাই তো ; অবাক্ হওয়ার ভাবপ্রকাশক। বাংপ্র। অ।

তাউই, তালুই—ভ্রাতা অথবা ভগিনীর শ্বশুর। <তাতগু। বি ; পুং।

তাওয়া—চাটু ; পিত্তল প্রঃ ধাতুতে প্রস্তুত পাত্র বিঃ, রুটি সেঁকিবার পাত্র ; আগুন তুলিয়া রাখিবার মাটির পাত্র ; কাগজের খণ্ড <তাপ। বি।

তাওয়ানো—গরম করা ; উত্তেজিত করা; তাক করা ; কাজের উদ্যোগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তাংড়ানো—সংকুলান হওয়া, কোন পাত্রে কোন বস্তু ধরিয়া যাওয়া। গ্রাম্য। ক্রি [, বি]।

তাঁত—১। কাপড় বুনিবার যন্ত্র ; বীণাদির তন্ত্রী। <তন্ত্র। ২। সূত্র ; অংশু, আঁশ। <তন্তু। বি। [বাংপ্র। বি।

তাঁতগড়—তাঁতের পা রাখিবার গর্ত।

তাঁতশাল—তাঁতঘর, যেখানে তাঁতে কাপড় বোনা হয়। তাঁতের শাল (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

তাঁতী—জাতি বিঃ ; যে কাপড় বোনে, তন্তুবায়। <তন্ত্রী। বি।

তাঁবু—বস্ত্রাবাস, পটবাস ; শিবির। হি। বি।

তাঁবে—অধীনতায়। <আ 'তাবি'। বি।

তাঁবেদার—আজ্ঞাধীন ; সেবক ; ভৃত্য ; অধীন। তাঁবে+দার। আ-ফা-মু। বি বা বিণ।

তাঁবেদারি—আজ্ঞাধীনতা ; সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব ; অধীনতা। তাঁবেদার+ই কর্মার্থে। আ-ফা-মু। বি। [কপ্র। অ।

তাঁহা, তাঁহি—সেখানে, তথায়। প্রা

তাক—১। দেওয়ালে সংলগ্ন বা দেওয়ালের ভিতরে প্রস্তুত পুস্তকাদির আধার, কাষ্ঠফলক বিঃ। আ। ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য ; নিশানা ; আন্দাজ, অনুমান ; আশ্চর্য, বিস্ময়। <তর্ক। বি। ৩। তাহার, তাহাকে। প্রা কপ্র। সর্ব। **তাকে তাকে**—তর্কে তর্কে, অপেক্ষায়, খোঁজে ; কোন কিছুর প্রতি অন্যের অজ্ঞাতে লক্ষ্য রাখিয়া।

তাকত—সামর্থ্য, শক্তি, বল, জোর। আ। কি। [বস্তু। বাংপ্র। বি।

তাকতদ্বি—শরীর রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ

তাকা—লক্ষ্য করা; অপেক্ষা করা; প্রস্তুত হওয়া; অনুমান করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

তাকানো—দেখা, চাওয়া; লক্ষ্য স্থির করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি— **তাকানি**।

তাকাবি—দাবী প্রজাদিগকে রাজসরকার হইতে বিনা সুদে ঋণ দেওয়া। <আ 'তাকাবি'। বি।

তাকিয়া ঠেসান দিবার বড় বালিশ। ফা। বি। [<তর্ক'। বি।

তাকুড়—সুতা কাটিবার যন্ত্র; টেকো।

তাগড়া, তাগড়াই—মোটাসোটা ও লম্বা। <হি 'তগড়া'। বিণ।

তাগা—ডোর, ডোরক; হাতে বাঁধিবার সুতা; বাহুর অলংকার বিঃ, অনন্ত; যাহাতে রক্ত চলাচল করিতে না পারে তজ্জন্য বাঁধন। বাংপ্র। বি।

তাগাড় দালান-কোঠা তৈয়ারি করিবার সময়ে চুন সুরকি মিশাইবার আধার বা গর্ত। <তু 'তাগার'। বি। **তাগাড় মাখা**—চুন সুরকি ইঃ জল দিয়া মাখা।

তাগাদা—জরুরী দরকার; বারবার চাওয়া বা কিছু করিতে বলা; পাওনা টাকা চাওয়া। <আ 'তাকাজাহ্'। বি।

তাগিদ—মনে করাইয়া দেওয়া; জরুরী দরকার; বারবার কিছু করিতে বলা বা চাওয়া। আ-মু। বি।

তাগিদদার—যে তাগাদা করে; যে তাগিদ দেয়। আ-ফা-মু। বি। [প্রাদে। বি।

তাগী—মাছ ধরিবার সুতা; সরু বাটালি।

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য—হেলা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা। <তাচ্ছীল্য। বি।

তাচ্ছীল্য—ফলের অপেক্ষা না করিয়া সেই কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া, তচ্ছীলতা, তৎস্বভাবতা। তচ্ছীল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

তাজ—উঁচু টুপি, মুকুট, শিরোভূষণ; তাজমহল। আ। বি।

তাজনি—ভর্ৎসনা; তিরস্কার; সম্মান। <তর্জন। প্রা কপ্র। বি।

তাজা—১। টাটকা, নূতন; রসাল; জীবন্ত। <ফা 'তাজহ্'। বিণ। **তাজা কার্তুজ**—বিস্ফোরণশক্তি-যুক্ত কার্তুজ। ২। তর্জন করা; আস্ফালন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

তাজিয়া—হাসান-হোসেনের সমাধি-মন্দিরের প্রতিকৃতি, গোঁয়ারা [শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ মহরম পর্বের সময় এই প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে রাজপথে গমন করেন]। <কা 'তাজিয়হ্'। বি।

তাজী, তাজি—আরবদেশীয় ঘোড়া বিঃ; একশ্রেণীর শিকারী কুকুর; অশ্বারোহী; আরবী ভাষা। ফা। বি।

তাজ্জব—আশ্চর্য, বিচিত্র, অদ্ভুত। <আ 'তঅজ্জুব'। বিণ।

তাঞ্জাম—সুসজ্জিত চতুর্দোল (সাধারণতঃ বিবাহকালে বরের গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়)। <হি 'তামজান'। বি।

তাড়—১। প্রহার; আঘাত; ধ্বনি। তড়্+ঘঞ্ ভাব। ২। তৃণের আঁটি; উপহারের অলংকার বিঃ; পর্বত; তালবৃক্ষ। তড়্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

তাড়ক—যে তাড়া করে এমন, তাড়নকারী। তড়্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তাড়িকা**।

তাড়কা—রাক্ষসী বিঃ। তাড়—কৈ+ক কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী।

তাড়ন—প্রহার, আঘাত; তর্জন; ভর্ৎসন; শাসন, দণ্ড; দীক্ষাঙ্গ মন্ত্রসংস্কার বিঃ। তড়্ +ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**তাড়িত, তাড়নীয়**।

তাড়না—'তাড়ন' (সকল অর্থে)। তড়্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তাড়নী—যাহা দ্বারা তাড়না করা হয়, লাঠি, কশা, চাবুক, কোড়া। তড়্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

তাড়স—টাটানি, বেদনার প্রভাব। বাংপ্র।

তাড়া—১। পিছনে ছোটা, অনুসরণ, পশ্চাদ্‌গমন; ধমক, ভর্ৎসনা, তিরস্কার; স্থূল বংশদণ্ড; খিল, অর্গল। <'তড়্'-ধাতু। **তাড়া খাওয়া**—তাড়িত হওয়া, অনুসৃত হওয়া। **তাড়া দেওয়া**—তাড়াতাড়ি করিবার জন্য পীড়ন করা, তাগিদ দেওয়া; ধমকান, তিরস্কার করা। ২। জরুরী দরকার; তাগিদ; ব্যস্ততা; কাজের জন্য পীড়াপীড়ি। <ত্বরা। ৩। গুচ্ছ, বাণ্ডিল। <তাড়। বি। ৪। পশ্চাদ্ধাবন বা আক্রমণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

তাড়াতাড়ি—১। শীঘ্র; অবিলম্বে, সত্বর, দ্রুত। ক্রি-বিণ। ২। জরুরী দরকার; শীঘ্রতা। <ত্বরা। বি।

তাড়ানো—দূর করা, তাড়াইয়া দেওয়া; তাড়না করা; পশু চরানো, রাখালের কাজ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তাড়াহুড়া, -হুড়ো—১। ব্যস্ততাপ্রকাশ; তাড়াতাড়ি করার জন্য জুলুম; ক্ষিপ্রতা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। ২। তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তাড়ি—১। তালের অথবা খেজুরের রস হইতে তৈরী একপ্রকার মদ, তাল খেজুর প্রঃ গাছ হইতে জাত মাদক রস; আভরণ বিঃ। তাড় (তাল)+ই জাতার্থে। বাংপ্র। ২। তালগাছ। তড়্+ণিচ্+ই কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। ছোট তাড়া, ছোট গোছা। তাড়া+ই ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

তাড়িখানা—যেখানে তাড়ি বিক্রয় হয়, তাড়িখোরদের আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

তাড়িত—১। যাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, দূরীকৃত; বেগে চালিত; ব্যথিত; আহত; বাদিত; তিরস্কৃত; উৎপীড়িত; দণ্ডিত; বিদ্ধ। তড়্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। বিদ্যুদ্ভব, বৈদ্যুতিক। তড়িৎ+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**তী**। ৩। তড়িৎ, বিদ্যুৎ পদার্থ বিঃর ঘর্ষণ দ্বারা যে আকর্ষণী বিয়োজনী শক্তি উদ্ভূত হয় সেই শক্তি; বিশ্বব্যাপ্ত তেজোময় পদার্থ বিঃ, electricity. তড়িৎ+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

তাড়িত-কণা—সূক্ষ্মতম বৈদ্যুতিক শক্তি, proton, electron. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তাড়িত-পরিচালক, -সঞ্চালক—যে সকল বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করে, electric-conductor. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পরিচালিকা, -সঞ্চালিকা**।

তাড়িতবার্তা (র্ত্তা)—তারের খবর, বৈদ্যুতিক সংবাদ, টেলিগ্রাম, telegram. তাড়িতী বার্তা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তাড়িতবার্তা(র্ত্তা)বহ—যাহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়; সংবাদবাহক বৈদ্যুতিক তার, টেলিগ্রাফ, telegraph. তাড়িত (তড়িচ্চালিত) বার্তাবহ, কর্মধা। বি; পুং।

তাড়িত-শকট—ট্রামগাড়ি; বৈদ্যুতিক-ট্রেন। কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

তাড়িত-সংবাদ—তাড়িতবার্তা (তাহা দ্রঃ)। কর্মধা। বি; পুং।

তাড়িতাপরিচালক—যে সকল বস্তুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎশক্তি সহজে চলাচল করিতে পারে না এমন, যে সকল বস্তু দ্বারা বিদ্যুৎ-শক্তির সঞ্চলন নিবারণ করা যায়, বিদ্যুৎ-শক্তির অপরিচালক, electric non-conductor. তাড়িতের অপরিচালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-চালিকা**।

তাড়িতালোক—বৈদ্যুতিক আলো। তাড়িত যে আলোক, কর্মধা। বি; পুং।

তাড়ু—ময়রার ব্যবহার্য একপ্রকার বড় হাতা, ভিয়ান করিবার বড় খন্তি। বাংপ্র। বি।

তাড্যমান—যাহাকে তাড়না করা হইতেছে এমন; যাহা পিটিয়া বাজানো হইতেছে এমন। তড়্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

তাণ্ডব—১। নৃত্য; শিবের নৃত্য; পুরুষের

নৃত্য; উদ্দাম নৃত্য; (গৌণার্থে) ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। তণ্ডু+অণ্ প্রণয়নার্থে। **২।** তৃণ বিঃ। তনড+অব কর্ম; তণ্ডব +অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

তাণ্ডবনৃত্য—উদ্দাম নাচ; বিশৃঙ্খল কাণ্ড। কর্মধা। বি; ক্লী।

তাণ্ডবলীলা—নৃত্যক্রীড়া; (শিব বিশ্ব-সংহারের সময় এই নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া) সাংঘাতিক কার্যাদি; ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তাত-১। পিতা; মান্য বা পূজ্য ব্যক্তি; স্নেহপাত্র ("অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত"—রবীন্দ্র); পুত্র। তন্+ক্ত কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। **২।** উত্তাপ, উষ্ণতা; তীব্রতা। <তাপ। বি।

তাতল—১। রোগ, পীড়া; লৌহনির্মিত যষ্টি। বি; পুং। **২।** উত্তপ্ত ("তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ।

তাতা—১। গরম হওয়া, উত্তপ্ত হওয়া; রাগিয়া উঠা। ক্রি [, বি]। **২।** গরম, তপ্ত। তাত্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

তা-তা-থৈথৈ—শিবের অনুচরদের নাচের বোল, উদ্দাম নৃত্যের বোল। বাংপ্র। অ।

তাতানো—১। গরম করা, তপ্ত করা। ক্রি [, বি]। **২।** উত্তাপিত। তাতা+ন কর্ম। বাংপ্র। বিণ। [বিঃ। বাংপ্র। বি।

তাতাল—রাং ঝাল দিবার লৌহনির্মিত যষ্টি

তাতি—১। পুত্র। তন্+তিঞ্ কর্তৃ। বি; পুং। **২।** বৃদ্ধি। তন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

তাৎকালিক—তখনকার, তৎকালভব, তৎকালীন। তৎকাল+ইক (ঠঞ্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী।**

তাত্ত্বিক—তত্ত্ববিদ্; তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়, theoretical. তত্ত্ব+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তাৎপর্য(র্য্য)—অর্থ, অভিপ্রায়, মর্ম, ভাব; উদ্দেশ্য; তৎপরতা। তৎপর+য্যঞ্ ভাবে। বি; পুং বা ক্লী।

তাৎপর্য(র্য্য)গ্রহ, -গ্রহণ—অর্থ বুঝা, মর্মবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

তাথই, তাথৈ—গোল বাজনার অনুকরণ-শব্দ; নর্তনাদির অনুকরণশব্দ। কপ্র। অ।

তাদর্থ্য—সেই অর্থের ভাব; সেই কারণের অবস্থা। তদর্থ (তন্নিমিত্ত)। য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

তাদারক—তদারক (তাহা দ্রঃ)।

তাদৃশ—সেইরূপ; সেইরকম। তদ্—দৃশ্ (জ্ঞানবিষয় হওয়া)+কঞ্ কর্ম-কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শী।**

তাধিন-তাধিন, তাধিয়া -তাধিয়া—নাচের একপ্রকার ভঙ্গী, নৃত্যভঙ্গী বিঃ। বাংপ্র। অ।

তান—১। কণ্ঠের বা যন্ত্রের সুর; স্বরাংশ; স্বর বিঃ, গানের অঙ্গ বিঃ; সংগীতে এক-সঙ্গে অতি দ্রুত কতকগুলি স্বরের উচ্চারণ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। তন্+ঘঞ্ কর্ম। **তান ছাড়া**—মুক্তকণ্ঠে গান করা। **তান তোলা**—গানের সুর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তোলা। **তান ধরা**—কোন বিশেষ সুর ধরা, গান আরম্ভ করা। **২।** বিস্তার। তন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **৩।** জ্ঞানের বিষয়। তন্+ঘঞ্ কর্ম। বি; ক্লী।

তানপুরা—বীণাকৃতি বাদ্যযন্ত্র বিঃ; তুম্বুরুবীণা। <তম্বুরা। বি।

তানা-না-না—গান গাহিবার পূর্বে রাগ-রাগিণীর প্রথম আলাপ; (তাহা হইতে) কোন কার্যের প্রথম সূচনা, কার্যের আয়োজন; বাজে কাজ। বাংপ্র। বি।

তান্তব—১। সূত্রবিষয়ক; তন্তুনির্মিত; যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায় এরূপ, তন্তুতে পরিণমন-যোগ্য, ductile. তন্তু+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী। ২।** বুনান, বয়ন। তন্তু+অণ্ নিষ্পাদিতার্থে। বি; ক্লী।

তান্তবতা—বস্তু বিঃর যে গুণ থাকাতে উহাকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে সেই গুণ, ductility. তান্তব +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তান্ত্রিক—তন্ত্রশাস্ত্র-মতাবলম্বী; তন্ত্রশাস্ত্র-বেত্তা; তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়; তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত; সিদ্ধান্তজ্ঞ। তন্ত্র+ইক সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী।**

তাপ—উষ্ণতা ('সূর্যের - '); আঁচ; সন্তাপ; জ্বর; যাতনা; মনঃপীড়া; আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ; উষ্ণস্পর্শ। তপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

তাপক—যাহা তাপ সৃষ্টি করে এমন, তাপজনক; মনস্তাপদাতা। তপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী-**তাপিকা।**

তাপক্লিষ্ট যন্ত্রণাগ্রস্ত; সন্তপ্ত; দুঃপার্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ সন্তাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তাপন—১। সূর্য; কন্দর্পবাণ; সূর্যকান্ত-মণি; কিরণ। তপ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। **২।** আনদ্ধ অর্থাৎ চামড়ার বাদ্যযন্ত্র বিঃ (ইহা হস্ত দ্বারা বাদিত হয়)। তপ্+ণিচ্ +অনট্ কর্ম। বি; পুং। **৩।** তাপদান, তাপপ্রয়োগ। তপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। **৪।** উষ্ণতাদায়ক, তাপজনক। তপ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

তাপনীয়—যাহা গরম করা যায় বা করিতে হইবে এমন। তপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

তাপমান—১। উষ্ণতা পরিমাণ; উষ্ণতা নিরূপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। **২।** উষ্ণতার পরিমাণ-নিরূপক। তাপের মান যদ্দ্বারা, বহু। বিণ।

তাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্রে উত্তাপের পরিমাণ নিরূপিত হয়, তাপপরিমাপক যন্ত্র, thermometer. তাপের মান যদ্দ্বারা, বহু; তাপমান যন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

তাপর—তাহার উপর, তদধিক; অধিকন্তু। প্রা কপ্র। অ।

তাপশক্তি—(পদার্থবিদ্যা) উষ্ণতারূপ শক্তি, heat energy. তাপরূপ শক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তাপস—১। মুনি; তপোনিরত। তপস্+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-সী। ২।** তমালপত্র, তেজপাত। তপস্+অণ্ সাধু অর্থে। বি; ক্লী। **৩।** দমনকবৃক্ষ; বকবৃক্ষ। বি; পুং। **৪।** তপঃসম্বন্ধীয়। তপস্ + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সী।**

তাপসতরু, -দ্রুম—ইঙ্গুদীবৃক্ষ (প্রাচীন মুনিঋষিরা ইহার ফলের তেল ব্যবহার করিতেন)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তাপসেক—তাপপ্রদান, বেদনাযুক্ত স্থানাদিতে তাপ লাগানো। তাপের সেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

তাপহারক—তাপনাশক; দুঃখনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিকা।**

তাপহারী (-হারিন্)—তাপনাশক; দুঃখবিনাশী। উপতৎ; তাপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী।**

তাপা—তাপিত হওয়া; তাপিত করা; তাপ গ্রহণ করা; রাগ করা। কপ্র। ক্রি [, বি]।

তাপাধিক্য-তাপের আতিশয্য, উত্তাপের বাহুল্য। তাপের আধিক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তাপানো-গরম করা; দুঃখ দেওয়া; রাগানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তাপায়ল—গরম করিল; তাপিত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি। [ক্রি।

তাপায়লু—উত্তপ্ত করিলাম। প্রা কপ্র।

তাপিত—যাহা গরম করা হইয়াছে এমন; তাপযুক্ত, যে তাপ পাইয়াছে এরূপ; দুঃখিত; খেদান্বিত। তপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তাপিনী—তাপযুক্তা; দুঃখিতা। তাপিন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

তাপী (তাপিন্)-**১।** বুদ্ধ। বি; পুং। **২।** উষ্ণতাজনক। তপ্+ণিন্ কর্তৃ। **৩।** উষ্ণতাবিশিষ্ট; দুঃখাহত, যাহার মনে শান্তি নাই এমন ('পাপী—')। তাপ্+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী **তাপিনী।**

তাপীয়—উষ্ণতা সম্বন্ধীয়। তাপ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তাপ্তি—তালি, পটি ; ধাপ্পা, পট্টি। বাংপ্র। বি। [ফা। বি।

তাফ্‌তা—পশমী বা রেশমী বস্ত্র বিঃ।

তাবকী—বন্দুকধারী। প্রা কপ্র। বিণ।

তা'বড়—বেশ বড়, নামজাদা ("কিন্তু কলিকাতার তা'বড় গুণীরা তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন")। বাংপ্র। বিণ।

তাবৎ—১। তৎসমুদয় ; তদবধি, ততক্ষণ পর্যন্ত ; অবধি ; পরিচ্ছেদ ; অবধারণ ; তৎকালে ; তৎপরিমাণ ; বাক্যালংকার (অর্থাৎ অর্থহীন) শব্দ বিঃ। তদ্‌ (সেই) + ডাবৎ। অ। ২। তৎসংখ্যক ; তৎপরিমিত। তদ্‌+বতুপ্‌ পরিমাণার্থে। বিণ ; ক্লী। পুং—**তাবান্‌**। স্ত্রী—**তাবতী**।

তাবন্ত—তাবৎ, সকল, সমুদয়। বাংপ্র। বিণ।

তাবিজ—কবচ, মাদুলি ; বাহুর অলংকার বিঃ। <আ 'তাবীজ'। বি।

তাম—পাপ ; দোষ ; দুঃখ ; ইচ্ছা। তম্‌+ ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

তামরস—পদ্ম ("ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে মা যথা ফলে মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে"—মাইকেল) ; তাম্র ; স্বর্ণ ; সারসপক্ষী ; ধুস্তুর, ধুতুরা ; (সংস্কৃত কাব্য) দ্বাদশাক্ষরযুক্ত ছন্দ বিঃ। তামর—সস্‌+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

তামলী—পানব্যবসায়ী ; জাতি বিঃ। <তাম্বূলী। বি।

তামস—১। তমোগুণজাত ; তমোগুণযুক্ত [কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি ও ভার্গব (শুক্রাচার্য) তামসমুনি ; মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শৈব, স্কন্দ, অগ্নি এই কয়টি তামসপুরাণ ; গৌতম, বার্হস্পত্য, সামুদ্র, যম, শাঙ্খ, ঔশনস এইগুলি তামসস্মৃতি] ; তমোগুণের আধিক্যে যাহা হইয়াছে এমন ; গর্হিত, নিন্দিত ; গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তমস্‌+অণ্‌ যুক্তার্থে, ভবার্থে। বিণ। ২। পেচক ; সর্প ; খল। তমস্‌+অণ্‌ নিবাসার্থে। ৩। চতুর্থ মনু ; রাহুগ্রহ, কেতু। তমস্‌+অণ্‌ অপত্যার্থে, যুক্তার্থে। বি ; পুং। স্ত্রী, **-সী**।

তামসদান—দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অশ্রদ্ধাপূর্বক দান, অনিয়মে অনুপযুক্ত পাত্রে টাকাকড়ি ইঃ বিলানো। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তামসপুরাণ—'তামস' (১) দ্রঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তামসপ্রকৃতি—১। নিকৃষ্ট স্বভাব ; আলস্য, জড়তা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। নিকৃষ্ট-স্বভাবসম্পন্ন ; অলস ; জড়। তামসী প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

তামস-যজ্ঞ—যে যজ্ঞে শাস্ত্রীয় নিয়ম মানা হয় নাই, অন্নবস্ত্রদক্ষিণারহিত শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ। কর্মধা। বি ; পুং।

তামসশাস্ত্র—তামস মুনিগণ কর্তৃক রচিত বৃথা বা ঈশ্বরবাদশূন্য শাস্ত্র। 'তামস' (১) দ্রঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তামসিক—তমোগুণজাত ; তমোগুণান্বিত। তমস্‌+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

তামসী—১। তমোময়ী, আঁধারে ঢাকা ; তামসিকী। বিণ ; স্ত্রী। ২। অন্ধকার রাত্রি ; কালী ; নিদ্রা ; একপ্রকার মায়াবিদ্যা (নিকুম্ভিলাযজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন ; ইহার প্রভাবে সে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিত) ; জটামাংসী ; তমোগুণযুক্তা রমণী। তমস্‌+ অণ্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

তামা—ধাতু বিঃ, তাম্র। <তাম্র। বি।

তামাক, তামাকু—মাদকরসযুক্ত বৃক্ষ-পত্র বিঃ। <স্পেনীয় tabaco<তমাকু< তামাক। বি।

তামাকখোর, তামুকখোর—যে তামাক খায় ; তামাকে আসক্ত। তামাক, তামুক+খোর আসক্তার্থে। স্পেনীয়-মূলক। বি বা বিণ।

তামাটিয়া, তামাটে—তাম্রাভ, ঈষৎ রক্তবর্ণ ; তাম্রাস্বাদবিশিষ্ট। তামা+টিয়া, টে সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তামাতুলসী—তাম্র ও তুলসীপত্র (হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র)। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

তামাদি—দাবি করিবার নির্ধারিত সময় অতিক্রম। <আ 'তমাদি'। বি। বিণ—**তামাদী**।

তামাম—সমস্ত। আ। বিণ।

তামামি—শেষ ('সাল—')। আ-মূ। বি।

তামাশা—রহস্য, কৌতুক ; ক্রীড়া, খেলা, বাজি। <আ 'তমাশা'। বি।

তামাশাদার—কৌতুক-প্রদর্শনকারী ; মজাদার ; রঙ্গপ্রিয় ; কৌতুকজনক ; পরিহাসের যোগ্য। আ-ফা-মূ। বিণ।

তামিল—১। দক্ষিণ ভারতের ভাষা বিঃ [প্রসিদ্ধি এইরূপ—অগস্ত্য মুনি প্রথমে এই ভাষার অনুশীলন করেন। দাক্ষিণাত্যে অগস্ত্য মুনি তামির নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামানুসারে ভাষার নাম তামিল হইয়াছে] ; দাক্ষিণাত্যবাসী জনসম্প্রদায় বিঃ। অসং। ২। আদেশাদি পালন, নিষ্পাদন। আ। বি।

তামিস্র—১। যে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তমিস্রাচারী, নিশাচর, রাক্ষস। তমিস্রা+অণ্‌ চরে এই অর্থে। ২। অবিদ্যা বিঃ ; ভোগেচ্ছায় ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে তাহা। তমিস্র+অণ্‌ স্বার্থে। বি ; পুং। ৩। অন্ধকারময় নরক বিঃ। তমিস্র+অণ্‌ আছে অর্থে। বি ; ক্লী।

তামী—১। তাম্রপাত্র। প্রা কপ্র। ২। প্রাচীনকালের সময়নিরূপক যন্ত্র বিঃ [একটি ছিদ্রযুক্ত তামার পাত্র দ্বারা এই যন্ত্র নির্মাণ করা হইত। এই পাত্রটি অপর একটি জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইত ; ছিদ্রপথে জলপ্রবেশ করিয়া পাত্রটি পূর্ণ হইতে যে সময় লাগিত তাহাতে এক দণ্ড হইত]। বাংপ্র। বি।

তামুক—তামাক (তাহা দ্রঃ)।

তামুলী—পানব্যবসায়ী জাতি বিঃ। <তাম্বূলী। বি।

তাম্বু, তাঁবু—বস্ত্রাবাস, শিবির। হি। বি।

তাম্বুরা—তানপুরা (তুম্বুরু গন্ধর্ব কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া এই যন্ত্রের নাম তাম্বুরা)। বি।

তাম্বূল—পানলতা, নাগবল্লী ; পত্র বিঃ যাহা চুন খয়ের দিয়া খাওয়া হয়। তম্‌+বূলচ্‌ কর্তৃ (নিপা)। বি ; ক্লী।

তাম্বূলকরঙ্ক, -পেটিকা—পানের বাটা, ডিবে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী—যে পানের বাটায় করিয়া পান সাজিয়া আনিয়া দেয় এরূপ চাকরানী, পর্ণপাত্রবহনকারিণী দাসী, অন্তঃপুরচারিণী দাসী বিঃ। উপতৎ ; তাম্বূল-করঙ্ক—বহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

তাম্বূলপত্র—পানলতার পাতা, পর্ণপত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তাম্বূলপেটিকা—পানের ডাবর, পানের ডিবা ; পান রাখার থলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তাম্বূলবল্লী—পানের গাছ, পানবল্লী, পর্ণলতা। তাম্বূলনাম্নী বল্লী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তাম্বূলরস—পানের রস ; পানের পিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তাম্বূলরাগ—চিবানো পানের লাল দাগ, পান খাওয়ার ফলে ঠোঁটের লাল রঙ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তাম্বূলাধার—পানের বাটা। তাম্বূলের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তাম্বূলিক—পানবিক্রেতা ; তামলী জাতি। তাম্বূল+ইক তাহা দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বি ; পুং। স্ত্রী, **-কী**।

তাম্বূলী (-লিন্‌)—পানব্যবসায়ী ; তামলী জাতি। তাম্বূল+ইন্‌ আছে অর্থে। বি ; পুং।

তাম্র—১। তামা। তম্‌+র (নিপা)। বি ; ক্লী। ২। কুষ্ঠরোগ বিঃ ; অরুণবর্ণ। বি ; পুং। ৩। অরুণবর্ণবিশিষ্ট, রক্তবর্ণযুক্ত। তাম্র (অরুণবর্ণ)+অচ্‌ আছে অর্থে। বিণ। [বি ; ক্লী।

তাম্রক—তামা, তাম্র। তাম্র+কন্‌ স্বার্থে।

তাম্রকার—যে তামার বাসনপত্র প্রস্তুত করে। উপতৎ ; তাম্র—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

তাম্রকুট্টক, -কুট—তামাক। স্পেনীয় tabaco-শব্দ হইতে গঠিত সংস্কৃত। বি; ক্লী।

তাম্রকুণ্ড—পূজাদিতে ব্যবহার্য তামার পাত্র বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তাম্রপট্ট, -পট, -পত্র—তামার পাত, তাম্রফলক, copper-plate. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তাম্রফলক—তামার পাটা বা পাত, তাম্রপট্ট। তাম্রনির্মিত ফলক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

তাম্রবর্ণ—১। তামার বর্ণের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট। তাম্রের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। তামার রঙ্। তাম্রের বর্ণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তাম্রমুদ্রা—আগেকার দিনের পয়সা আধ পয়সা প্রঃ। তাম্রনির্মিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তাম্রলিপি—তাম্রফলকে লিখিত রাজার আদেশপত্র। তাম্রলিপিত লিপি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তাম্রশাসন—তামার পাতে লেখা রাজ-নির্দেশ বা দানপত্র। তাম্র-লিখিত শাসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তাম্রাভ ১। তামার মত রঙের, তাম্রবৎ বর্ণবিশিষ্ট। তাম্রের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ। ২। রক্তচন্দন। বি; ক্লী।

তাম্রিক—১। কাঁসারি। তাম্র+ইক শিল্প ইহার এই অর্থে। বি; পুং। ২। তামার তৈরী, তাম্রনির্মিত। তাম্র+ইক বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

তায়দাদ—পরিমাণ; সনদ, অধিকারপত্র; জমির সীমার বিবরণ। <আ 'তাদাদ'। বি। [বি।

তায়ফা—নর্তকীবৃন্দ; নর্তকীর গীত। আ।

তায়ব—তথাপি, তবু ('তায়ব কাম হৃদয়ে অনুমান"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অব্য।

তার—১। স্বরের উচ্চগ্রাম, উচ্চস্বর; মোটা ধরনের দামী মুক্তা; হারমধ্যমণি। তৃ+ণিচ্ +অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। সোনা রূপা তামা লোহা প্রঃ ধাতু হইতে প্রস্তুত সূত্র; যে ধাতুময় সূত্রের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করা যায় তাহা। ফা। বি। ৩। উত্তরণ। তৃ+ঘঞ্ ভাবে। বি; পুং। ৪। নক্ষত্র; চোখের তারা; রৌপ্য। বি; ক্লী। ৫। অতি উচ্চ (শব্দ); স্থূল; দীপ্তিযুক্ত; পরিষ্কৃত; উত্তম; বিস্তৃত। তৃ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৬। স্বাদ; পাক, তা ("ঘন ঘন গোঁফে দেয় তার"—মুকুন্দ); তারযোগে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাফ ('— করা')। বাংপ্র। বি। ৭। 'তাহার' শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব। ৮। ত্রাণ কর। কপ্র। ক্রি

তারক—১। চক্ষুর তারা; নক্ষত্র। তার (৪)+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব। ২। ভেলক, ভেলা; রামচন্দ্রের সেনাপতি বানর বিঃ; কর্ণধার; তারকাসুর। বি; পুং। ৩। ত্রাণকর্তা। তৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তারিকা**।

তারকনাথ—মহাদেব। কর্মধা। বি; পুং।

তারকব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—"ওঁ শ্রীরাম রাম" —এই ষড়ক্ষর মন্ত্র;

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

এই বত্রিশ অক্ষরযুক্ত নামমালা। কর্মধা। বি; ক্লী।

তারকা—১। তারা, নক্ষত্র; চোখের তারা, কর্নিনিকা, মুদ্রণে তারকা চিহ্ন (*)। তারক (১)+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী। <ইং (film) 'star'. বি।

তারকান্বিত—১। নক্ষত্রখচিত, তারকা-শোভিত; তারকাচিহ্নিত। তারকা+ণিচ্ (=তারকায়ি নামধাতু)+ক্ত কর্মবা। ২। তারকা (২) দ্বারা অভিনীত। <ইং 'starred'. বিণ।

তারকারি—কার্তিকেয়। তারকের (অসুর বিঃ) অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারকিণী—১। তারকাখচিতা, নক্ষত্র-শোভিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। রাত্রি, রজনী। তারকা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তারকিত—তারায় ভরা, নক্ষত্রখচিত, তারকাচিহ্নিত। তারক+ইতচ্ সংজ্ঞাতার্থে। বিণ।

তারকী (-কিন্)—নক্ষত্রযুক্ত। তারকা +ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিণী**।

তারকেশ্বর—১। হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। তারক (পরিত্রাণকারী) ঈশ্বর, কর্মধা; তারকেশ্বর+অচ্ আছে অর্থে। ২। মহাদেব। কর্মধা। ৩। চন্দ্র। তারকার ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারঙ্গবাদ—(পদার্থবিদ্যা) আলোকের গতি-সম্পর্কিত মতবাদ, undulatory theory. তারঙ্গ (=তরঙ্গ-সম্পর্কিত; তরঙ্গ +অণ্) বাদ, কর্মধা। বি; পুং। [প্রত্যেক আলোকদীপ্ত পদার্থের একটি আণবিক কম্পন আছে; সেই কম্পনের ফলে ইথার-সমুদ্রে যে তরঙ্গ ওঠে তাহা চোখের পিছনের পর্দা স্পর্শ করিলে দীপ্ত জিনিসটি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই তারঙ্গবাদ।]

তারণ—১। যে ব্যক্তি পার করে এরূপ, ত্রাণকর্তা। বিণ। ২। ভেলা; নৌকা। তৃ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। পার করা, বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা। তারি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

তারণি—নৌকা। তৃ+ণিচ্+অনি করণ। বি; স্ত্রী।

তারতম্য—কমবেশি, ন্যূনাধিক্য; ইতর বিঃ। তরতম (ন্যূনাধিক)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

তারপলিন—ত্রিপল বা তিরপল, আল-কাতরা-মাখানো মোটা সুতার পাল। <ইং 'tarpaulin'. বি।

তারল্য—তরলতা; চঞ্চলতা; পাতলা ভাব। তরল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

তারা—১। নক্ষত্র; চক্ষুর মণি; * চিহ্ন; রাগিণী বিঃ; (সংগীত) সপ্তক বিঃ, চড়া সপ্তক; বিশুদ্ধমুক্তা; দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দ্বিতীয় বিদ্যা; দুর্গা; বৌদ্ধগণের দেবী বিঃ; বৃহস্পতির পত্নী; কপিরাজ বালীর পত্নী। তৃ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। তাহারা। বাংপ্র। সর্ব। ৩। রকম, প্রকার, ধারা। <ফা 'তরহ্'। অ। ৪। ত্রাণ করা। ক্রি [, বি]। ৫। তার-বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

তারাকুমার—পার্বতীনন্দন, কার্তিকেয় বা গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাচক্র—দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভ-জ্ঞানার্থ চক্র বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তারাধিপ—তারাপতি, চন্দ্র। তারার (নক্ষত্রের) অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারানাথ, -পতি—শিব; চন্দ্র; বৃহ-স্পতি; বালী; সুগ্রীব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাপথ—আকাশ, নভোমণ্ডল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাপীড়—চন্দ্র; নৃপ বিঃ। তারা আপীড় (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

তারাপুত্র, -পুত্র—তারার তনয়, বুধ; অঙ্গদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তারাবলী—১। তারকাসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। তারার নকশাযুক্ত শাড়ি বিঃ। বাংপ্র। বি।

তারাভূষা—রাত্রি। তারা ভূষা (আভরণ) যাহার, বহু +আপ্। বি; স্ত্রী।

তারামণ্ডল—তারাসমষ্টি, নক্ষত্রমণ্ডল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তারামৃগ—তারাচিহ্নে চিহ্নিত হরিণ; মায়া-মৃগ; (জ্যোতিষ) মৃগশিরা নক্ষত্র। তারা-চিহ্নিত মৃগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তারারন্ধ্র—(শারীরবিদ্যা) চোখের তারা, চক্ষুর মধ্যবর্তী যে স্থান দিয়া আলোক প্রবেশ করে তাহা, pupil. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তারিখ—নির্দিষ্ট দিন; মাসের প্রথম হইতে গণিত দিন। আ। বি।

তারিণী—১। ত্রাণকর্ত্রী, উদ্ধারিণী। তৃ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শক্তির রূপভেদ। বি; স্ত্রী।

তারিফ—ব্যাখ্যা; নির্বাচন; প্রশংসা; স্তুতি; বাহাদুরি; পরিচয়। আ। বি।

তারুণ—তারুণ্য। প্রা কপ্র। বি।

তারুণ্য—তরুণতা, নবীনতা; যৌবনাবস্থা। তরুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

তার্কিক—তর্কপ্রিয়; তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী, ন্যায় বৈশেষিক প্রঃ শাস্ত্রবেত্তা। তর্ক+ইক জানে বা পড়ে এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

তার্ণ—১। তৃণসম্বন্ধীয়; তৃণজাত। বিণ। স্ত্রী—**তার্ণী**। ২। খড়কুটার আগুন, তৃণজন্য অগ্নি। তৃণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং। ৩। তৃণাসন, কুশাসন। তৃণ+অণ্ অবয়বার্থে। বি; ক্লী।

তার্পিন—বৃক্ষ বিঃর তরল নির্যাস, সরল-বৃক্ষের রস; একপ্রকার তেল। <ইং 'turpentine'. বি।

তাল—১। গান ও বাজনায় সময় ও ঝোঁক নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি; গীত বা নৃত্যে কালের বিভাগ; সংগীতের বিশেষ বিশেষ ছন্দ (যেমন, ঝাঁপ, দাদরা); করতল; খড়্গমুষ্টি। তল্+ঘঞ্ আদি। **তাল কাটা**—তাল ভঙ্গ হওয়া, তালমত গান বাজনা না হওয়া। **তাল দেওয়া**—গানের তালে তালে কোন শব্দ করা বা হস্ত সঞ্চালন করা। **তালে তাল দেওয়া**—মতে মত মিলানো। ২। বৃক্ষ বিঃ; তালগাছ; কালপরিমাণ বিঃ; বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলিমিত পরিমাণ; দ্বাদশাঙ্গুলি; ঊর্ধ্ববাহু দীর্ঘকায় যুবার পদতল হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত উচ্চতার পরিমাণ; বাদ্যযন্ত্র বিঃ, করতাল। তল্+ঘঞ্ করণ। **তাল পড়া**—সশব্দে পিঠে কিল-চাপড় পড়া। ৩। করস্থলে আঘাত; দক্ষিণ করতল দ্বারা বামবাহুতে প্রহার। তল্+ঘঞ্ ভাব। **তাল ঠোকা**—হাতের তেলো দ্বারা বাহুতে আঘাত করিয়া আস্ফালন প্রকাশ ও বিপক্ষের মুখোমুখি হওয়া। বি; পুং। ৪। হরিতাল। তল্+ণিচ্+অচ্ করণ। ৫। লেখ্যপত্র; দুর্গার সিংহাসন। তালি+ঘঞ্ অধি। ৬। তাল-ফল। তাল+অচ্ তৎফলার্থে। বি; ক্লী। **তালপাতার সেপাই**—(ব্যঙ্গার্থে) খুব লম্বা রোগা ছিপছপে লোক; সাধারণতঃ মুখে আস্ফালনকারী ব্যক্তি। ৭। বিস্তৃত। বিণ। ৮। পিণ্ড, ডেলা; সুযোগ; খেয়াল; টাল; ধাপ্পা; ধাক্কা, ঠেলা; হাঙ্গামা। বাংপ্র। বি। **তাল পাকানো, তাল লাগানো**—জটিল করা, গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা; বাঁকা কথা বলা।

তালকানা—সংগীতের তালজ্ঞানশূন্য; দৃষ্টিহীন, অন্ধ; সর্বাংশে সমদৃষ্টির অভাব-সম্পন্ন, যে কেবল একদিকে চোখ রাখে এমন; নির্বোধ, মূর্খ। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

তালক্ষীর—ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া তালের রস; শর্করা বিঃ; তালের দানা দানা চিনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তালচটক—একজাতীয় পাখি; বাবুই। তালবাসী চটক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তালচোঁচ—একপ্রকার পাখি। <তালচঞ্চু। বি।

তালজটা—তালের জটা; তালজটার ন্যায় পদার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তালনবমী—ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

তালপত্র—১। তালের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কানের একপ্রকার গহনা। তালপত্র+অচ্ সাদৃশ্যার্থে। বি; ক্লী। [বি।

তালপুকুর—তালগাছঘেরা পুকুর। বাংপ্র।

তালবন—তাল গাছের বন; বৃন্দাবনের বারটি প্রধান বনের মধ্যে একটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তালবাখড়া—তালপাতের লম্বা বোঁটা, শুষ্ক তালপত্রের দীর্ঘ বৃন্ত। বাংপ্র। বি।

তালবৃন্ত—তালপাতা ও পাতার ডাঁটা; ব্যজন; তালপাতার পাখা। তালে (করতলে) বৃন্ত (বন্ধন) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

তালবেতাল—দুইজন যক্ষ বা উপদেবতা। তাল ও বেতাল, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

তালবোধ—তালজ্ঞান, সংগীতের তাল বুঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তালব্য—তালু হইতে উচ্চারিত ('—বর্ণ'); তালুসম্বন্ধীয়। তালু+ষৎ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তালভঙ্গ—গানের তাল কাটিয়া যাওয়া; বেতালা হওয়া; শৃঙ্খলাহীনতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তালমাখনা—(আয়ুর্বেদ) কুলেখাড়া গাছ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

তালশাঁস—কচি তালের আঁঠির শাঁস।

তালশাঁড়া—কোমল তালপত্রের বৃন্তমূল। বাংপ্র। বি।

তালা—১। কুলুপ। <তালক। ২। কর্ণের শব্দগ্রহণে অক্ষমতা, উচ্চশব্দজনিত সাময়িক বধিরতা ('কানে — লাগা')। বাংপ্র। বি।

তালাই—সরু বোনা চেটাই। বাংপ্র। বি।

তালাক—শপথ, প্রতিজ্ঞা; মুসলমানদিগের পতিপত্নীর পরস্পরসম্বন্ধ-বিচ্ছেদের জন্য শপথ বা প্রতিজ্ঞা। <আ 'তল্লাক'। বি।

তালাক-নামা—মুসলমানদিগের বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিল। <আ তলাক+ফা নামা। বি।

তালি—১। হাতে তাল দেওয়া। <তাল। ২। বস্ত্রাদির ছিন্নস্থান সংস্কার করিবার জন্য সংযোজিত অংশ; পটি, তাপ্পি। বাংপ্র। বি।

তালিক—করতালি, হাতের তেলো; চপেট, চাপড়। তাল+ইক নিবৃত্ত অর্থে। বি; পুং।

তালিকা—১। ফর্দ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর পর নামোল্লেখ। আ। বি। ২। তালমূলী। তালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

তালিম—শিক্ষা, উপদেশ। আ। বি।

তালী (তালিন্)—১। সংগীতে তাল-প্রদানকারী। বিণ। স্ত্রী—**তালিনী**। ২। শিব; মুনি বিঃ। তাল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

তালী—১। তালগাছ। তাল+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। ২। তাড়ি। তাল+অণ্ উৎপন্নার্থে+ঈপ্। ৩। তালা খুলিবার যন্ত্র, চাবিকাঠি। তল্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তালু—তেলো, টাকরা, মুখবিবরের ছাদ, palate. তৃ+ঞুণ্ করণ। বি; ক্লী। **নরম তালু**—কঠিন তালুর পিছনে বর্তমান কোমল তালু, soft palate.

তালুই—ভাই বা বোনের শ্বশুর। <তাতশ্বশুর। বি; পুং।

তালুক—১। তালু; টাকরা। তালু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। ভূ-সম্পত্তি; মালিকের নিকট হইতে যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয়। <আ 'তঅল্লুক'। বি।

তালুকদার—তালুকের মালিক; বাঙালীর উপাধি বিঃ। তালুক+দার মালিক অর্থে। আ-ফা-মি। বি।

তালুকদারি—তালুকদারের কার্য; জমি-দারির একাংশের অধিকারিত্ব। তালুকদার +ই কর্মার্থে, অধিকারার্থে। আ-ফা-মি। বি। বিণ, **-দারী**। [বহু। বি; পুং।

তালুজিহ্ব—কুম্ভীর। তালুই জিহ্বা যাহার,

তালুরন্ধ্র—তালুমধ্যস্থিত ছিদ্র বিঃ (যোগিগণ এই ছিদ্রে জিহ্বাগ্র প্রবেশ করাইয়া সমাধিস্থ হন)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তালেবর—ধনী, ধনাঢ্য; মান্য; বুদ্ধিমান্। <আ-ফা 'তালে বর'। বিণ।

তাস—ক্রীড়ার্থ চিত্রিত শুভ্র স্থূল কাগজ; কাগজে জড়ানো সুতা। আ। বি। **তাস পেটা**—উৎসাহের সহিত তাস খেলা; অকাজে মত্ত থাকা। **তাসের ঘর**—ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ।

তাসা—১। তাস ভাঁজা বা বাঁটিয়া দেওয়া। ক্রি। [, বি]। ২। তাসের ন্যায় কাগজে গুটানো সুতা। বাংপ্র। বি।

তাসানো—তাসের গোছা ওলটপালট করা; তিরস্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তাহ—তাহা; সে; সেই বস্তু; সেই বিষয়। প্রা কপ্র। সর্ব।

তাহা—তৎ; সেই। <তদ্। সর্ব।

তাহাতে—সেই বিষয়ে; সেই জিনিসে;

তাহার সঙ্গে ; সেই কারণে ; তবে ; তাহার পর। **তাহাতে আমাতে**—তার ও আমার মধ্যে ; সে ও আমি দুইজনে মিলিয়া। **তাহে**—তায়, তাহাতে।

তিঅর—তৃতীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

তিওর—বর্ণসংকর জাতি বিঃ। <তীবর। বি। [সে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তিঁহ, তিঁহি, তিঁহো, তিহোঁ—তিনি,

তিক্ত—১। তিক্তরস ; বরুণবৃক্ষ ; কুটজ ; কুড়চি। বি ; পুং। **২**। তেতো, তিক্তস্বাদযুক্ত। তিজ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **তিক্ত অভিজ্ঞতা**—মনঃকষ্ট, দুঃখ, লাঞ্ছনা, প্রবঞ্চিত হওয়া, অকৃতজ্ঞতা লাভ ইঃর অভিজ্ঞতা, bitter experience.

তিখনি, তিখিনি—তীব্র ; তীক্ষ্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

তিঙ্—(সংস্কৃত ব্যাকরণ) তিপ্‌ তস্‌ ঝি প্রভৃতি সিপ্ থস্ থ মিপ্ বস্ মস্ ত আতাম্ ঝ থাস্ আথাম্ ধ্বম্ ইট্ বহি মহিঙ্ প্রত্যয় বিঃ (ইহারা মূল ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়ার উৎপাদন করে)।

তিঙন্ত—তিঙ্‌বিভক্ত্যন্ত। তিঙ্ অন্তে যাহার, বহু। বিণ। **তিঙন্ত পদ**—ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত শব্দ। **তিঙন্ত প্রত্যয়**—ধাতুর সহিত বিহিত প্রত্যয় (তি, তস্ প্রঃ)।

তিজেল—প্রশস্তমুখ চেপটা হাঁড়ি। <পো 'tigela'. বি।

তিড়বিড়—অস্থিরতা প্রকাশ ; ছিটফিট করা। বাংপ্র। অ।

তিড়বিড়ানি—চঞ্চলতা। বাংপ্র। বি।

তিড়বিড়ে—ছটফটে, চঞ্চল, অধীর। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

তিত—তিক্তরসবিশিষ্ট ; তেতো। <তিক্ত।

তিতল—ভিজা। প্রা কপ্র। বিণ।

তিতা—১। তেতো, তিক্ত। <তিক্ত। বিণ। **২**। ভিজিয়া যাওয়া, সিক্ত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

তিতানো—ভিজানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। তিজ্‌+সন্‌+অ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

তিতিক্ষিত—যাহা সহ্য করা হইয়াছে এমন। তিজ্‌+সন্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

তিতিক্ষু—সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল। তিজ্‌+সন্‌+উ কর্তৃ। বিণ। বি—**তিতিক্ষা**।

তিতিবিরক্ত—অত্যন্ত বিরক্ত, অত্যন্ত উদ্বেজিত। বাংপ্র। বিণ।

তিতীর্ষু—যে পার হইতে চায় এমন, তরণেচ্ছু। তৃ+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

তিত্তির, তিত্তিরি—তিতির পাখি (partridge জাতীয়)। তিত্তি—রা+ক, ডি কর্তৃ। বি ; পুং।

তিথি—চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল, চান্দ্র মাসের ত্রিশভাগের একভাগ [ইহাদের সংখ্যা ষোড়শ ; তন্মধ্যে প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত তিথি কৃষ্ণা, এবং পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথি শুক্লা ; অর্থাৎ প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা—এইগুলি শুক্লা তিথি এবং তাহার পর প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত তিথিগুলি কৃষ্ণা] ; পঞ্চদশ সংখ্যা, ১৫-সংখ্যা। অত্‌+ইথিন্‌ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং বা স্ত্রী।

তিথিকৃত্য—বিশেষ বিশেষ তিথিতে করণীয় বিশেষ বিশেষ কার্য। তিথিতে কৃত্য, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

তিথিক্ষয়—অমাবস্যা ; ত্র্যহস্পর্শ। তিথির ক্ষয় যাহাতে, বহু। বি ; পুং। [বি ; পুং।

তিথিসন্ধি—উভয় তিথির মিলন। ৬ষ্ঠীতৎ।

তিথ্যমৃতযোগ—যোগ বিঃ [রবি ও সোমবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি), মঙ্গলে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী), বৃহস্পতিবারে জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী), বুধ ও শনিবারে নন্দা (প্রতিপদ্, ষষ্ঠী ও একাদশী) এবং শুক্রবারে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী) যোগ হইলে তাহাকে তিথ্যমৃতযোগ কহে]। তিথিঘটিত অমৃতযোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তিন—৩-সংখ্যা ; ৩-সংখ্যক। <ত্রি। বি বা বিণ। **তিন কান হওয়া**—গোপন না থাকা, প্রকাশিত হইয়া পড়া। **তিন ছয় নয় হওয়া**—বহুধা বিভক্ত হওয়া ; ছত্রভঙ্গ হওয়া। **তিন মাথা এক হওয়া**—অতি বৃদ্ধ হওয়া। **তিন সত্য করা**—তিন বার শপথ করা ; কঠিন শপথ করা।

তিনকাল—বাল্যাবস্থা যৌবনাবস্থা ও প্রৌঢ়াবস্থা ; সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর ; ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ; খণ্ডপ্রলয় ; দৈনন্দিনপ্রলয় ও মহাপ্রলয় ; যমত্রয়। কর্মধা। বাংপ্র। বি। **তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকা**—বৃদ্ধ হওয়া।

তিনকুল—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল ; তিন আশ্রয়। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

তিনি—(সম্ভ্রমে) সেই ব্যক্তি, পরোক্ষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। <তদ্‌। সর্ব।

তিনিশ—বৃক্ষ বিঃ, স্যন্দন। অতি—নিশ্‌+ক কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

তিন্তিড়—১। তেঁতুল গাছ। বি ; পুং। **২**। তেঁতুল ফল। তিম্‌+অচ্‌ কর্তৃ (দ্বিত্ব ও স-স্থানে ড়)। বি ; ক্লী।

তিন্তিড়ী—তেঁতুল গাছ ; তেঁতুলফল। তিন্তিড়+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

তিন্দু, তিন্দুক—গাবগাছ। তিজ্‌+কু কর্তৃ ; তিন্দু+কন্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

তিপান্তর, তেপান্তর—জনশূন্য গাছপালাশূন্য তিনমাঠের সংযোগস্থল, (রূপকথার) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ। <ত্রিপ্রান্তর। বি।

তিপ্পান্ন—৫৩-সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <ত্রিপঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।

তিব্বতীয়, তিব্বতী—১। তিব্বতের লোক ; তিব্বতের ভাষা। বি। **২**। তিব্বত সম্বন্ধীয়। অসং। বিণ।

তিমি—১। প্রকাণ্ড সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী মাছের মত জন্তু বিঃ, whale. বি ; পুং। **২**। দক্ষকন্যা। তম্‌+ইন্‌ (ই) কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

তিমিকোষ—সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তিমিংগি(ঙ্গি)ল—তিমিকেও গিলিয়া ফেলিতে পারিত এরূপ পৌরাণিক সুবৃহৎ জলজন্তু বিঃ। উপতৎ ; তিমি—গৃ+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

তিমিত—১। নিশ্চল ; আর্দ্র, ভিজা। তিম্‌+ক্ত কর্তৃ। **২**। স্তিমিত। কপ্র। বিণ।

তিমির—১। অন্ধকার। বি ; ক্লী। **২**। চোখের রোগ বিঃ। বি ; পুং। **৩**। অন্ধকারময়। তিম্‌+কিরচ্‌ করণ। বিণ।

তিমিরপুঞ্জ—পুঞ্জীভূত অন্ধকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [বি ; পুং।

তিমিররিপু—সূর্য ; আলোক। ৬ষ্ঠীতৎ।

তিমিরান্তক, তিমিরারি—অন্ধকারনাশক, সূর্য। তিমিরের অন্তক, অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তিয়র—মৎস্যব্যবসায়ী জাতি বিঃ। <তীবর। বি ; পুং। স্ত্রী, **-রী, -রিণী**।

তিয়াজল—ত্যাগ করিল, পরিহার করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

তিয়াত্তর—৭৩-সংখ্যা ; ৭৩-সংখ্যক। < ত্রিসপ্ততি। বি বা বিণ।

তিয়াষ, তিয়াস, তিয়াসা—তৃষ্ণা, পিপাসা। <তৃষা। প্রা কপ্র। বি।

তিয়াসল—তৃষ্ণার্ত হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

তিরপল—আলকাতরা মাখানো মোটা কাপড়ের তৈরী পাল। <ইং 'tarpaulin'. বি।

তিরপিত—সন্তুষ্ট, প্রীত। <তৃপ্ত। বিণ।

তিরপুন—তুরপুন (তাহা দ্রঃ)।

তিরপুনি—ত্রিবেণী। গ্রাম্য। বি।

তিরশ্চী—স্ত্রীজাতীয় পশুপক্ষী। তির্যচ্‌+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

তিরশ্চম্বকতা—(পদার্থবিদ্যা) চুম্বকদণ্ডের মেরুদ্বয়ের বিপরীতে আড়াআড়িভাবে অবস্থিতি [একখানি চুম্বকদণ্ডের উপরিভাগে একখানি কাচদণ্ড ঝুলাইয়া রাখিলে উহা চুম্বকদণ্ডের সমান্তরালভাবে না থাকিয়া উহার আড়াআড়িভাবে ঝুলিতে থাকে ; ইহাই

তিরশ্চুম্বকত্ব, diamagnetism]। তির্যক্ চুম্বক, কর্মধা ; তদুত্তরে ভাবার্থে তা। বি ; স্ত্রী।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী—পর্দা, কানাত ; অদর্শনী বিদ্যা, যে বিদ্যার প্রভাবে অপরের অদৃশ্য থাকা যায়। তিরস্—কৃ+অনট্ করণ, ণিন্ কর্তৃ (নিপা)+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তিরস্কার, তিরস্ক্রিয়া—ভর্ৎসনা ; অবজ্ঞা, অনাদর ; নিন্দা ; পর্দা। তিরস্—কৃ+ঘঞ্, পক্ষে শ ভাব, করণ+আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

তিরস্কৃত—ভর্ৎসিত, নিন্দিত ; অবজ্ঞাত ; আচ্ছাদিত ; দূষিত। তিরস্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

তিরানব্বই—৯৩-সংখ্যা ; ৯৩-সংখ্যক। <ত্রিনবতি। বি বা বিণ।

তিরাশি, তিরাশী—৮৩ সংখ্যা ; ৮৩-সংখ্যক। <ত্র্যশীতি। বি বা বিণ।

তিরি, তিরী—১। তিন ; তিন-ফোঁটাযুক্ত তাস। <ত্রি। ২। নারী, রমণী। <স্ত্রী। প্রা কপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

তিরিক্ষি, তিরিক্ষি—উগ্র ; কর্কশ।

তিরিশ—৩০ এই সংখ্যা। 'ত্রিশ'-শব্দের বিপ্রকর্ষ। বাংপ্র। বি।

তিরিষা—তৃষ্ণা, পিপাসা। প্রা কপ্র। বি।

তিরোধান—১। অন্তর্ধান ; মহাপুরুষাদির মৃত্যু ; অদর্শন ; ব্যবধান ; আচ্ছাদন। তিরস্—ধা+অনট্ ভাব। ২। ঢাকা দিবার কাপড়চোপড়। তিরস্—ধা+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

তিরোভাব—অন্তর্ধান, অদর্শন ; মহাপুরুষাদির মৃত্যু। তিরস্—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। [+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তিরোভূত—অন্তর্হিত ; অদৃষ্ট। তিরস্—ভূ

তিরোহিত—অন্তর্হিত ; আচ্ছাদিত। তিরস্—ধা+ক্ত কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

তির্য(র্য্য)ক্ (তির্যচ্)—১। বাঁকা, বক্র, কুটিল ; পার্শ্বস্থ, নিরুদ্ধ। অ। ২। বক্রগামী ; কুটিলগামী ; (জ্যামিতি) অনুপ্রস্থ, transverse. তিরস্—অন্চ্+কিন্ কর্তৃ। বিণ ; ক্লী। পুং—**তির্যঙ্**। স্ত্রী—**তিরশ্চী**। ৩। পশু ; পক্ষী। তিরস্—অন্চ্+কিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

তির্য(র্য্য)কপাতন—বকযন্ত্রদ্বারা চোয়ানো, distillation. সুপ্। বি ; ক্লী।

তির্য(র্য্য)গ্গতি—বাঁকাভাবে যাওয়া, বক্রগমন। তির্যক্ (বক্র) গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তির্য(র্য্য)গ্জাতি—পশুপক্ষী প্রঃ জাতি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তির্য(র্য্য)গ্যোনি—১। মানুষ ভিন্ন পশু পক্ষী কীট ইঃ প্রাণী। তির্যক্ যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহাদের, বহু। বি ; পুং। ২। পশুপাখিজন্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

তিল—শস্য বিঃ, তিলফল ; তিল গাছ ; শরীরে কৃষ্ণ বা পাংশুবর্ণ ছোট চিহ্ন বিঃ ; এক কড়ার আশি ভাগের এক ভাগ ; সূক্ষ্ম কাল ; অত্যল্প পরিমাণ। তিল্+ক কর্তৃ। বি ; পুং। **তিল আধ**—মুহূর্তমাত্র, অতি অল্প সময়। (প্রা কপ্র)। **তিলকে তাল করা**—'করা' শব্দে দ্রঃ। **তিলে তিলে**—অল্প অল্প করিয়া ; ক্রমশঃ।

তিলক—১। কপাল প্রঃতে ধারণীয় চন্দনাদিরচিত চিহ্ন বিঃ, ফোঁটা ; গাত্রতিল। বি ; পুং বা ক্লী। **তিলক কাটা**—অঙ্গে তিলকচিহ্ন করা। **তিলক পরা**—অঙ্গে তিলক ধারণ করা। ২। তিলবৃক্ষ ; মরুবক ; অশ্ব বিঃ ; রোগ বিঃ ; তাল বিঃ। বি ; পুং। ৩। তিলযুক্ত ; (অন্য শব্দের পরে বসিলে) শ্রেষ্ঠ। তিল+কন্ যুক্তার্থে। বিণ।

তিলকল্ক—তিলের খইল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

তিলকসেবা—বৈষ্ণব প্রঃর শরীরে তিলক-মাটির চিহ্ন ধারণ, তিলক ধারণ। ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।

তিলকা—১। হার বিঃ ; গাত্রে গন্ধাদি দ্বারা কৃত তিলপুষ্পাকার চিহ্ন, অলকা ; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। তিল—কৈ+ক কর্তৃ+আপ্। ২। তিলক। তিলক+আ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

তিলকাঞ্চন—আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্বে অনুষ্ঠেয় স্বর্ণপণসহ তিল দান, অল্প ব্যয়ে নিষ্পন্ন পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

তিলকী (-কিন্)—তিলকযুক্ত, তিলকধারী। তিলক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**।

তিলকুটো—তিলের তৈয়ারী মিষ্টান্ন বিঃ। কুটা তিল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

তিলতৈল—তিলস্নেহ, তিলের তেল। তিল-নিঃসৃত তৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

তিলাঞ্জলি—মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তিল-যুক্ত জলাঞ্জলি ; শেষ বিদায় ; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। তিলযুক্ত অঞ্জলি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তিলার্ধ(র্দ্ধ)—তিলপরিমিত ক্ষণের অর্ধ ; অতি অল্প সময়। তিলের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তিলী (তিলিন্)—তিলব্যবহারী ; জাতি বিঃ। তিল+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং. বা বিণ।

তিলেইক—একটু সময়ের জন্য, তিলমাত্র। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

তিলেক—সামান্য সময় ; সামান্য পরিমাণ ; খুব কম। এক তিল, কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ। [বিণ।

তিলেখচ্চর—অতি দুর্বৃত্ত বা পাপী। বাংপ্র।

তিলেখাজা—তিলমিশানো মিষ্টদ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

তিলেপাটালি—তিলমিশ্রিত পাটালি।

তিলোত্তমা—স্বর্গীয় অপ্সরা বিঃ। তিল-গঠিতা উত্তমা (সুন্দরী স্ত্রী), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তিলোদক—তিল মিশানো জল। তিল-মিশ্রিত উদক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

তিষ্ঠ—দাঁড়াও, থাম ("তিষ্ঠ ক্ষণকাল"—মাইকেল)। সংস্কৃত 'স্থা'-ধাতু+লোট্ হি। ক্রি।

তিষ্ঠানো, তিষ্ঠনো—টিকিয়া থাকা ; অবস্থান করা ; সহ্য করিয়া থাকা। <তিষ্ঠ। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তিষ্য—১। পুষ্যানক্ষত্র। তুষ্+ক্যপ্ অধি (নিপা)। ২। কলিযুগ। ত্বিষ্+যক্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

তিসি—তৈলপ্রদ বীজ বিঃ, linseed. <অতসী। বি।

তিহ—তিনি। প্রা কপ্র। সর্ব।

তিহাই—তৃতীয় ব্যক্তি ; এক-তৃতীয়াংশ ; (সংগীত) বারত্রয় আবর্তিত হইয়া সমে আগত বোল। <ত্রিঘাত। বি।

তিহো—তিনি। প্রা কপ্র। সর্ব।

তীক্ষ্ণ—১। চোখা, ধারাল, শাণিত ; খর ; উগ্র ; তীব্র ; উষ্ণ ; ঝাঁজালো, ঝাল ; অনলস ; ক্ষিপ্রকারী ; আত্মত্যাগী। তীক্ষ্ণ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। বিষ ; ইস্পাত ; যুদ্ধ ; মরণ ; সামুদ্র লবণ ; শস্ত্র ; মুষ্ক ; ত্বরা। বি ; ক্লী। ৩। যবক্ষার ; শ্বেতকুশ ; কুন্দুরুক ; তীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র (যথা—অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা)। তিজ্+ক্স্ন কর্তৃ। বি ; পুং।

তীক্ষ্ণতা, -ত্ব—ঝাঁজ ; তীব্রতা, উগ্রতা ; ক্ষিপ্রকারিতা ইঃ। তীক্ষ্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র—১। ধারাল-দন্তবিশিষ্ট। বিণ। ২। ব্যাঘ্র ; যে প্রাণীর দাঁত ধারাল। তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা যাহার, বহু। বি ; পুং।

তীক্ষ্ণদন্ত—যাহার দাঁত ধারাল এমন (ইঁদুর প্রঃ)। তীক্ষ্ণ দন্ত যাহার, বহু। বিণ।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি—১। কড়া নজর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার নজরে কিছু এড়ায় না এমন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

তীক্ষ্ণধার—১। অতিশয় ধারাল। বিণ। ২। খড়্গ। তীক্ষ্ণ ধার যাহার, বহু। বি ; পুং।

তীত—তিক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

তীবর—সমুদ্র ; তিয়র জাতি ; ব্যাধ। তৃ+ষ্বরচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

তীব্র—কড়া, ঝাঁজালো ; কঠোর ; উগ্র ; প্রবল ; মহৎ ; দুঃসহ ; তীক্ষ্ণ ; উষ্ণ ; কটু ;

(সংগীত) চড়া বা কড়ি ('— মধ্যম')। তীব্‌+রক্‌ কর্তৃ। বিণ।

তীব্রদৃষ্টি—১। কড়া নজর, নিপুণভাবে তত্ত্বাবধান। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যে বিশেষ নজর করিয়া সব কিছু দেখে এমন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। তীব্রা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

তীব্রস্বর—উগ্র কণ্ঠস্বর, কড়া গলার আওয়াজ। কর্মধা। বি; পুং।

তীব্রা—(সংগীত) বাইশ শ্রুতির প্রথম শ্রুতি। তীব্র+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

তীয়র—জাতি বিঃ। <তীবর। বি।

তীর—১। কূল, তট। তীর্‌+ক কর্তৃ। ২। বাণ, শর। ফা। বি।

তীরচিহ্ন—বাণের ফলার সরু অগ্রভাগের চিহ্ন, arrowhead. তীরের (ফা) চিহ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। [কপ্র। বি।

তীরথ—পুণ্যস্থান, পুণ্যভূমি। <তীর্থ। প্রা

তীরন্দাজ—বাণক্ষেপক, শরনিক্ষেপকারী। <ফা 'তীর-আন্দাজ'। বি।

তীরবেগে—অতি দ্রুত। বহু। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তীরস্থ—তটবর্তী; মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গার কূলে নীত। উপতৎ; তীর—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

তীর্ণ—উত্তীর্ণ, পারগত; আপ্লুত; অভিভূত। তৃ+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

তীর্থ—১। পুণ্যস্থান [তীর্থ ত্রিবিধ;—জঙ্গম, মানস ও স্থাবর। জঙ্গমতীর্থ—ব্রাহ্মণগণ; মানসতীর্থ—সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ঋজুতা বা সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধি; স্থাবরতীর্থ—গঙ্গাদি ঋষিসেবিত জল, পুণ্যক্ষেত্রাদি]; ঘাট; উৎপত্তিস্থান। তৃ+থক্‌ অধি। **তীর্থ করা**—পুণ্যস্থান দর্শন করা। ২। উপায়, সাধন। তৃ+থক্‌ করণ। ৩। পাত্র; সৎপাত্র; মন্ত্রী; উপাধ্যায়, গুরু; শাস্ত্র; যজ্ঞ; অঙ্গুলিসমূহের অগ্র মধ্য ও মূলভাগ (অঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলভাগ কায়তীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগ পৈত্রতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ ব্রাহ্মতীর্থ); আগম; নিদান; দর্শনশাস্ত্র; বহ্নি। তৃ+থক্‌ কর্ম, করণ, অধি। বি; ক্লী।

তীর্থকর, -ংকর(ঙ্কর), -কৃৎ—জৈন শাস্ত্রকার; জিন; বৌদ্ধমতপ্রবর্তক মুনি; জৈন ধর্মবীর (ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্বিংশতি; যথা—ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভু, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভু, পুষ্পধর, শীতল, শ্রেয়াংশ, বসুপূজ্য, সুবিমল, অনন্ত, ধর্ম, তন্তী, কুন্থু, অর, মল্লী, মণিসুব্রত, নমী, নেমী, পার্শ্বনাথ, মহাবীর বা বর্ধমান স্বামী); বিষ্ণু। উপতৎ; তীর্থ—কৃ+ট, খ, ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

তীর্থকাক—১। তীর্থের কাকের মত যে কোন কিছুর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে এমন। তীর্থে কাকবৎ, ৭মীতৎ (নিপা)। বি; পুং, বা বিণ। ২। তীর্থস্থিত কাক; পাণ্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তীর্থক্ষেত্র—পুণ্যস্থান। তীর্থ ই ক্ষেত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

তীর্থবাস—পুণ্যস্থানে অবস্থান, পুণ্যভূমিতে স্থায়িভাবে থাকা। ৭মীতৎ। বি; পুং।

তীর্থবাসী (-বাসিন্‌)—পুণ্যভূমিতে বাসকারী। উপতৎ; তীর্থ—বস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

তীর্থযাত্রা—পুণ্যস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। তীর্থনিমিত্তক যাত্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তীর্থযাত্রী (-যাত্রিন্‌)—পুণ্যস্থানের উদ্দেশে গমনকারী। তীর্থযাত্রা+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-যাত্রিণী**।

তীর্থসেবী (-সেবিন্‌)—১। পুণ্যস্থানে বাসকারী। উপতৎ; তীর্থ—সেব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিনী**। ২। বকপক্ষী। বি; পুং।

তু—১। তুমি। প্রা কপ্র। সর্ব। ২। কুকুরকে ডাকিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

তুঅ—তোমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তুই—অন্তরঙ্গ বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধনসূচক 'তুমি'-শব্দের অপভ্রংশ। সর্ব।

তুইতোকারি—তুই-তোর ইঃ কথা বলিয়া অসম্মান করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য। বাংপ্র। বি।

তুঁ, তুঁহু—তুমি, তুই। প্রা কপ্র। সর্ব।

তুঁত—গাছ বিঃ; ফল বিঃ, mulberry. <আ 'তূত'। বি।

তুঁতপোকা—যে গুটিপোকা তুঁতগাছের পাতা খাইয়া থাকে। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

তুঁতিয়া, তুঁতে—তুথ, তাম্র গন্ধকাম্ল-ঘটিত দ্রব্য বিঃ, copper sulphate. 'তুথ'-শব্দজ। বি।

তুঁষ—ধানের খোসা। বাংপ্র। বি।

তুক—১। বশীকরণাদির জন্য প্রকরণ বিঃ, জাদুমন্ত্র। বাংপ্র। বি। ২। অপত্য, সন্তান। তুজ্‌+ক্বিপ্‌ কর্ম। বি; পুং।

তুক-তাক—বশীকরণ বা জাদুকরণ মন্ত্র ও ঔষধ, তন্ত্রমন্ত্রাদি; যত্ন, চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

তুক-তুক—কোমল আঘাত বা স্পন্দনের শব্দ। বাংপ্র। অ।

তুখড়, তোখোড়—সুনিপুণ, পারদর্শী, সুচতুর; কর্মঠ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। <তীক্ষ্ণ। বিণ।

তুঙ্গ—১। উচ্চ, উন্নত; শ্রেষ্ঠ; উগ্র। বিণ। ২। পর্বত; নারিকেল গাছ; গণ্ডক; পুন্নাগ বৃক্ষ; যোগ বিঃ; (জ্যোতিষ) মেষাদি রাশি বিঃ। তুনজ্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং।

তুঙ্গিমা—উচ্চতা, উন্নতত্ব। তুঙ্গ+ইমন্‌ ভাবে। বি; পুং।

তুঙ্গী (তুঙ্গিন্‌)—১। উচ্চস্থ গ্রহ [বিশেষ বিশেষ রাশিতে বিশেষ বিশেষ গ্রহ থাকিলে তাহাদিগকে তখন তুঙ্গী বলে। যেমন,—মেষরাশি সূর্যের, বৃষ চন্দ্রের, মকর মঙ্গলের, কন্যা বুধের, কর্কট বৃহস্পতির, মীন শুক্রের এবং তুলারাশি শনির তুঙ্গ বা উচ্চ স্থান। এই সমস্ত রাশিতে অবস্থিত সূর্যাদি গ্রহ তুঙ্গী]। বি; পুং। ২। উচ্চস্থানস্থিত। তুঙ্গ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**তুঙ্গিনী**।

তুচ্ছ—১। অসার, হেয়, হীন, নগণ্য; শূন্য; অল্প; বর্জিত। বিণ। ২। তুঁষ; ভুষি। তুদ্‌—ছো+ক কর্তৃ। বি; ক্লীব।

তুচ্ছতাচ্ছল্য, -তাচ্ছিল্য, -তাচ্ছীল্য—অবজ্ঞা; হেয়জ্ঞান। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

তুজ্জক—তর্জন; আস্ফালন। প্রা কপ্র। বি।

তুঝ—তোর। প্রা কপ্র। সর্ব।

তুড়ি—দুইটি অঙ্গুলির ঘর্ষণের শব্দ, ছোটিকা। বাংপ্র। বি। **এক তুড়িতে**—মুহূর্তমধ্যে, অনায়াসে। **তুড়ি দেওয়া**—হাই তোলার সময়ে দোষ কাটানোর জন্য আঙুলে আঙুল ঘষা; গানে তাল দেওয়া; বেপরোয়া ভাব দেখানো।

তুড়িলাফ—আনন্দের সহিত তড়াক করিয়া লাফ; তাড়াতাড়ি লাফ। বাংপ্র। বি।

তুড়ী—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

তুড়ুং—সাজা দিবার জন্য দোষীর পায়ে বাঁধিবার কাঠ বিঃ; হাজতখানা। বাংপ্র। বি। **তুড়ুং ঠোকা**—হাজতে দেওয়া; কয়েদীকে বিশেষরূপে শাস্তি দেওয়া; ভালরূপ সাজা দেওয়া।

তুড়ুক—তুর্কী সৈন্য। বাংপ্র। বি।

তুড়ুকধারী (-ধারিন্‌)—তুর্কী সৈন্যের পোশাক-পরিহিত। উপতৎ; তুড়ুক—ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। [বি; ক্লী।

তুণ্ড—মুখ; ওষ্ঠাধর; চঞ্চু। তুণ্ড্‌+অচ্‌ কর্তৃ।

তুতানো—মিষ্টকথায় ভুলানো; খোসামোদ করা; কোন রকমে শান্ত করা; রাজী করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তুতি—স্তব, প্রশংসা। <স্তুতি। প্রা কপ্র। বি।

তুথ, তুথক—১। তুঁতিয়া। তুথ্‌+অচ্‌ কর্তৃ; পক্ষে+কন্‌। বি; ক্লী। ২। অগ্নি। তুদ্‌+থক্‌ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে; পক্ষে স্বার্থে কন্‌। বি; পুং।

তুথাঞ্জন—১। তুঁতিয়ার কাজল। তুথকৃত অঞ্জন (কাজল), মধ্যপ কর্মধা। ২। ময়ূরকণ্ঠ। তুথাঞ্জন+অচ্‌ সাদৃশ্যার্থে। বি; ক্লী।

তুন্দ—মোটা পেট; উদর। তুদ্‌+ক কর্তৃ (ন-আগম)। বি; ক্লী। বিণ—**তুন্দিল**।

তুন্দ্রা—উত্তর-মেরু-অঞ্চলের দক্ষিণে সুমেরু মহাসাগরের উপকূল-সংলগ্ন এশিয়া ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ ও সমীপবর্তী শীতপ্রধান অঞ্চল। <ল্যাপ 'tundra'. বি।

তুফান—ঝড়, জোরবাতাস; জোরবাতাসের জন্ত প্রবল তরঙ্গের উত্থান; বন্তা। আ। বি। **তুফান তোলা**—জোর বাতাস বহানো; (লক্ষ্যার্থে) হুলুস্থূল কাণ্ড করা। **তুফান মেল**—তুফানের মত বেগে গমনশীল রেলগাড়ি।

তুবড়ানো, তুবড়নো—১। কুঁচকাইয়া যাওয়া, সংকুচিত হওয়া, টোল পড়িয়া যাওয়া। ক্রি [, বি]। ২। কোঁচকানো, সংকুচিত, টোল-পড়া। বাংপ্র। বিণ।

তুবড়ি—সাপুড়ের দুইটি নলযুক্ত বাঁশি; এক-প্রকার আতস বাজি। বাংপ্র। বি। **কথার তুবড়ি**—কথার জোর; অনর্গল কথা। **তুবড়ি ছোটানো, ফাটানো**—অনর্গল জোরে জোরে কথা বলিয়া যাওয়া।

তুবর—১। কষায় রস। তু+বরচ্ কর্তৃবা। বি; পুং। ২। কষায়রসযুক্ত। তুবর+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

তুমর—লম্বা হিসাব। <আ 'তুমার্'। বি।

তুমার—রাশি, স্তূপ; তালিকা; হিসাব-পরীক্ষা। আ। বি।

তুমারনবিস—হিসাবপরীক্ষক, auditor. তুমার (আ)+নবিস (ফা)। বি।

তুমি—যে ব্যক্তিকে বলা হইতেছে; সম্বোধিত ব্যক্তি। <ত্বম্। সর্ব, মধ্যমপুরুষ।

তুমুল, তুম্মুল—১। ঘোরতর; অতিশয়; উৎকট; ভয়ানক; ব্যাকুল; বিশৃঙ্খল। তু+মুলক্, মুলক্ কর্তৃ, করণ। বিণ। ২। কলহ, গণ্ডগোল, হুড়াহুড়ি, বিমিশ্র রণ। তু+মুলক্, মুলক্ অধি। বি; ক্লী।

তুম্ব—লাউ, অলাবু। তুন্ব্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। [বি; পুং।

তুম্বক—লাউ, অলাবু। তুম্ব+কন্ স্বার্থে।

তুম্বি, তুম্বী—লাউ, অলাবু। তুন্ব্+ই কর্তৃ; ঈপ্ বিকল্পে। বি; স্ত্রী।

তুম্বুরু—সংগীতবিদ্যায় নিপুণ গন্ধর্ব বিঃ; ঋষি বিঃ; বৃক্ষ বিঃ; তানপুরা। তুন্ব্+উরু কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

তুয়া—তোমার; তুমি; তোমাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তুর—১। সত্বর, শীঘ্র। ক্রি-বিণ। ২। ক্ষিপ্রতা; বেগ; ত্বরা। তুর্+ক ভাব। বি; ক্লী। ৩। বেগবান্, দ্রুতগামী। তুর্+ক কর্তৃ। বিণ।

তুরক, তুরুক—তুর্কীস্তানের বা তুরস্কের অধিবাসী; তুর্কী। তু-মু। বি।

তুরক-সওয়ার—তুর্কী অশ্বারোহী। কর্মধা। তু-মু। বি।

তুরকী, তুর্কী—তুর্কীস্তানের বা তুরস্কের অধিবাসী। তুরক+ঈ অধিবাসী অর্থে। তু-মু। বি।

তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম—ঘোড়া, অশ্ব; চিত্ত, মন। তুর—গম্+ড, খচ্, খচ্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-গী, -ঙ্গী, -মী**।

তুরগী (-গিন্), **তুরঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—ঘোড়সওয়ার, অশ্বারোহী। তুরগ, তুরঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

তুরগী, তুরঙ্গী—১। মাদী ঘোড়া, ঘোটকী, স্ত্রী-অশ্ব। তুরগ, তুরঙ্গ+ঈপ্। ২। অশ্বগন্ধা। তুরগ, তুরঙ্গ (অশ্বগন্ধ)+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তুরন্ত—শীঘ্র। হি। ক্রি-বিণ।

তুরপুন—কাঠ প্রঃতে ছিদ্র করিবার অস্ত্র, ভ্রমর। <ফা 'তুরফান'। বি।

তুরা—ত্বরা, বেগ। তুর্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তুরি, তুরী—তন্তুবায়ের যন্ত্র বিঃ, মাকু; রণশৃঙ্গ বা রণশিঙ্গা। তুল্+ই কর্তৃ (ল-স্থানে র); ঈপ্ বিকল্পে। বি; স্ত্রী।

তুরিত, তুরিতে—শীঘ্র। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

তুরীয়—১। বেদান্তোক্ত শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম; চতুর্থাংশ; ব্রহ্মের সহিত আত্মার একীভাব, সমাধি। বি; ক্লী। ২। চতুর্থ, চতুর্থাংশের পূরক; চারি অংশে নির্মিত; প্রবল; চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত; (মনোবিজ্ঞান) মায়ার অতীত, সংসারের অতীত, লোকোত্তর, transcendental. চতুর+তীয় নিপা। বিণ।

তুরুক—'তুরক' দ্রঃ।

তুরুক-সওয়ার—তুরক-সওয়ার (তাহা দ্রঃ)।

তুরুপ—তাসখেলায় চারি রঙের মধ্যে নির্বাচিত রঙের তাস; রঙের তাস দিয়া খেলায় পিট লওয়া, trump. <ডাচ 'troef'. বি।

তুরুম—তুড়ুং (তাহা দ্রঃ)।

তুরুষ্ক—সিহ্লানামক গন্ধদ্রব্য, শিলারস; তুর্কীস্তান। তুর্+উস্ অধি+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

তুর্ক, তুর্কী—তুরস্কদেশবাসী; তুরস্কদেশজাত; তুর্কীস্থানের অধিবাসী; তুর্কীস্তানজাত; তুর্কীভাষা। তু। বি বা বিণ।

তুর্কীনাচন—তুর্কীদের উদ্দণ্ড নাচ; ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা। বাংপ্র। বি।

তুল—১। মানদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা; তুলনা। <তুলা। বি। ২। তুলনীয়; সমান। কপ্র। বিণ।

তুলকালাম—হুলুস্থূলকাণ্ড, হৈচৈ ব্যাপার; প্রতিকূল সমালোচনা। আ। বি।

তুলট—১। প্রাচীনকালে ব্যবহৃত তুলায় নির্মিত কাগজ; হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত স্থূল কাগজ বিঃ। বাংপ্র। ২। আপন দেহের ভারের পরিমাণ স্বর্ণাদিদান। <তুলাধট। বি।

তুলতুল—তুলার মত কোমলতার ভাব, অতিশয় নরম অবস্থা। বাংপ্র। অ।

তুলতুলে—তুলাবৎ কোমল, অত্যন্ত নরম। তুলতুল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

তুলনা—উপমা, সাদৃশ্য, দৃষ্টান্ত; পরিমাণ। তুল্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তুলনাত্মক—উপমা-সংক্রান্ত; উপমাদ্বারা কৃত বা সম্পাদিত, comparative. তুলনা আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

তুলনীয়—উপমার যোগ্য। তুল্+অনীয় কর্ম। বিণ।

তুলসী—একজাতীয় ছোট গাছ বা তাহার পাতা (ইহা হিন্দুর চোখে অতি পবিত্র)। তুলা—অস্+অণ্ কর্তৃ+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী। **তুলসী দেওয়া**—নারায়ণশিলার উপর মন্ত্র পড়িয়া তুলসীপাতা দেওয়া।

তুলসীমঞ্চ—যে উচ্চ মৃণ্ময় বা মৃৎগর্ভ বেদীর উপরে তুলসী গাছ পুতিয়া পূজা করা হয়। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তুলা—১। দাঁড়ি-পাল্লা, মানদণ্ড; নিক্তি, balance; ভারের পরিমাণ; স্বর্ণরৌপ্যের পরিমাণ; শতপল পরিমাণ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ রাশির সপ্তম রাশি। তুল্+ক কর্তৃ+আপ্। ২। সাম্য, তুলনা, সাদৃশ্য ("কি দিব শারদশশী সে মুখের তুলা"—ভারত)। তুল্+ক বা অঙ্ ভাব+আপ্ ৩। গৃহের উপরের কাঠ। তুল্+ক অধি+আপ্। বি; স্ত্রী। ৪। কাপাস; কাপাস শিমুল ইঃ ফলের আঁশ। <তুলা। বি।

তুলাদণ্ড—দাঁড়ি, মানদণ্ড, নিক্তি। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তুলাদান—নিজ দেহের পরিমাণ অনুসারে স্বর্ণাদিদান, তুলাপুরুষ নামে মহাদান। তুলা দ্বারা দান, ৩য়াতৎ; বা, তুলাখ্য দান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তুলাধর—সূর্য; বাণিজ্যকারী, ব্যবসায়ী; তুলাদণ্ডধারক। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তুলাধার—বাণিজ্যকারী; দাঁড়ি-পাল্লার দড়ি; (জ্যোতিষ) তুলারাশি। উপতৎ; তুলা—ধৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

তুলাধারী (-ধারিন্)—যে ব্যক্তি ওজন করে। উপতৎ; তুলা—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

তুলানো, তোলানো—উঠানো, উত্তোলিত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তুলাপুরুষ—যাহাতে আপনার ভারের

পরিমাণ স্বর্ণাদি দান করা হয়, মহাদান বিঃ। তুলামিত পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তুলাব্রত—তুলাপুরুষ-মহাদান। তুলাখ্য ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

তুলামান—১। দাঁড়ি-পাল্লায় মাপা, তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ। ৩য়াতৎ। ২। দাঁড়ি-পাল্লা, তুলাদণ্ড। তুলাই মান, কর্মধা। বি; ক্লী। [কর্মধা। বি; ক্লী।

তুলাযন্ত্র—দাঁড়ি-পাল্লা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড।

তুলাযষ্টি—দাঁড়ি-পাল্লা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড। তুলাই যষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তুলারাম-খেলারাম—উদ্বেগপূর্ণ অস্বস্তিকর ভাব। বাংপ্র। বি।

তুলি, তুলী—১। চিত্রকরের ছবি-আঁকা লেখনী। <তুলী। বি। ২। তাঁতীর তুরী, মাকু। তুল্+ই করণবা সংজ্ঞার্থে; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তুলিত—যাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে এমন, উপমিত; বিশেষ প্রকারে রন্ধন করা (মাংসাদি)। তুল্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তুল্য—সমান, সদৃশ, equivalent. তুলা+যৎ সম্মিতার্থে। বিণ।

তুল্য-কোণিক—যে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণগুলি পরস্পর সমান এমন, equiangular. তুল্য কোণ, কর্মধা; তুল্যকোণ+ইক যুক্তার্থে। বিণ।

তুল্যমূল্য—একই দামের, সমানমূল্যবিশিষ্ট। তুল্য মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

তুল্যযোগিতা—কাব্যালংকার-বিঃ [এক ধর্মের সহিত একাধিক পদার্থের সম্বন্ধ হইলে উক্ত অলংকার হয়। যথা—

"ভবতলে যত নর ত্রিদিবে যত অমর
আর যত চরাচর।
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।"
—মাইকেল]।

তুল্যযোগিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তুল্যাঙ্ক—(গণিত) যাহাদের মান সমান এমন; (পদার্থবিদ্যা) সমশক্তি, equivalent. তুল্য অঙ্ক যাহাদের, বহু। বিণ।

তুষ—ধান্যাদির খোসা। তুষ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

তুষ-তুষলি—বালিকাদিগের ব্রত বিঃ [পৌষ মাসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়। স্বামীর সম্পদ্-বৃদ্ধির কামনায় নূতন ধান্যের তুষ এবং গোবর ও দূর্বা দ্বারা গোলক প্রস্তুত করিয়া সরিষা ফুলের দ্বারা পূজা করা হয়]। বাংপ্র। বি।

তুষা—১। সন্তুষ্ট করা, তৃপ্ত করা। কপ্র। ক্রি। ২। ধান্যাদির খোসা, তুষ। তুষ+আপ্। বি; স্ত্রী।

তুষানল—তুষের আগুন, তুষাগ্নি; (তাহা হইতে) দীর্ঘকালস্থায়ী মনঃকষ্ট বা শোক; প্রায়শ্চিত্ত বিঃ। তুষের অনল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তুষার—১। বরফ, নীহার, হিম, snow; জলকণা, গুড়ুনি বৃষ্টি; শৈত্য। বি; পুং। ২। শীতল। তুষ্+আরক্ কর্তৃ। বিণ।

তুষারকণা—বরফের অতি ক্ষুদ্র টুকরা, হিমকণা, হিমজলের অতি ক্ষুদ্র বিন্দু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তুষারকর—১। চন্দ্র। তুষার (শীতল) কর যাহার, বহু। ২। কর্পূর। তুষারবর্ণ কর যাহার, বহু। বি; পুং।

তুষারগিরি—বরফ-ঢাকা পাহাড়, হিমালয়। তুষারমণ্ডিত গিরি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

তুষারধবল—বরফের মত সাদা, হিমশুভ্র। তুষারসদৃশ ধবল, উপমান কর্মধা। বিণ।

তুষারমূর্তি(র্ত্তি), তুষারাংশু—চন্দ্র, হিমাংশু। তুষার মূর্তি, অংশু যাহার, বহু। বি; পুং।

তুষারযুগ—পৃথিবী-গঠনের যুগ বিঃ, Ice-age. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তুষারশিখরী (-রিন্)—হিমালয়। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [বিণ।

তুষ্ট—আহ্লাদিত; তৃপ্ত। তুষ্+ক্ত কর্তৃ।

তুষ্টি—সন্তোষ, তৃপ্তি; আনন্দ, হর্ষ। তুষ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

তুস—১। 'তুষ' দ্রঃ। ২। গরম পশমী কাপড় বিঃ। আ। বি।

তুসসি—ধানের খোসা, তুষ। প্রা কপ্র। বি।

তুস্‌কা, তুস্‌কো—নামশূন্য কোন বিষয় বা বস্তু, বাজে জিনিস। বাংপ্র। বি।

তুহিন—১। বরফ; তুষার, snow; জ্যোৎস্না। বি; ক্লী। ২। শীতল। তুহ্+ইন কর্তৃ। বিণ।

তুহু, তুহুঁ—তুমি। প্রা কপ্র। সর্ব।

তূণ—বাণ রাখিবার চোঙ্গা, ইষুধি, বাণাধার। তূণ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

তূণক—১৫-অক্ষরযুক্ত ছন্দঃ বিঃ ("ভারতের তূণকের ছন্দোবদ্ধ বাড়িছে"—ভারত)। বি; ক্লী।

তূণকি—তুঁতের মত বর্ণবিশিষ্ট, নীলবর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

তূণি—সংকোচ। তূণ্+কি ভাব। বি; স্ত্রী।

তূণী—১। বাণাধার, ইষুধি। তূণ্+ঈপ্। ২। সংকোচ। তূণ্+ই ভাব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তূণীর—বাণ রাখিবার চোঙ্গা, শরধি। তূণী—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

তুৎ, তুঁৎ—ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিঃ (এই বৃক্ষের পত্র গুটিপোকার খাদ্য)। <তুথ। বি।

তুতক—তুঁতিয়া। বি; ক্লী।

তুতপোকা—রেশমকীট, গুটিপোকা। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

তূর—বাদ্যযন্ত্র। ত্বর্+ক কর্ম। বি; ক্লী।

তূরী—বাদ্যযন্ত্র বিঃ। ত্বর্+ক কর্ম+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

তূর্ণ—১। শীঘ্র, দ্রুত। ক্রি-বিণ। ২। সত্বর। ত্বর্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তূর্ণি—ত্বরা, বেগ। ত্বর্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

তূর্য(র্য্য)—বিবিধ বাদ্যযন্ত্র; তূরী। তূর্+ণ্যৎ কর্ম (নিপাতনে উ)। বি; ক্লী।

তূর্য(র্য্য)ধ্বনি—নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ; তূরীর শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তূর্যা(র্য্যা)জীব—বাদ্যকর, বাদ্যব্যবসায়ী। তূর্য আজীব যাহার, বহু। বি; পুং।

তূল—১। কার্পাস; শিমুল তুলা। বি; পুং বা ক্লী। ২। আকাশ। তূল্+ক কর্তৃ। বি; ক্লী। [ক্লী।

তূলক—কার্পাস। তূল+কন্ স্বার্থে। বি;

তূলট—তুলট (তাহা দ্রঃ)।

তূলনালী, -নালিকা—তুলার পাঁইজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

তূলা—সূতা তৈয়ারি করিবার উপযুক্ত কার্পাস শিমুল প্রঃ ফলের ভিতরকার সাদা আঁশ। তূল্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

তূলা ধোনা—ধুনুরীদের দ্বারা তুলার আঁশ ছাড়া-ছাড়া করা; ভীষণভাবে প্রহার করা।

তূলি, তূলী, তূলিকা—ছবিতে রং লাগাইবার তুলী, চিত্রসাধনী; বিছানার তোশক। তূল্+কি করণ; পক্ষে ঈপ্; বিকল্পে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

তূষ্ণীক—নীরব, মৌনী। তূষ্ণীম্+ক শীলার্থে (ম্-এর লোপ)। বিণ।

তূষ্ণীম্ভাব—চুপ করিয়া থাকা, মৌনাবলম্বন। তূষ্ণীম্ (নীরব)—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

তূষ্ণীম্ভূত—নীরব, মৌনী। তূষ্ণীম্—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তৃণ—ঘাস, খড় প্রঃ (নারিকেল, তাল, বাঁশ প্রঃও তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্)। তৃহ্+ক্ন কর্তৃ। বি; ক্লী।

তৃণকাণ্ড—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) ঘাস প্রঃর গ্রন্থিযুক্ত সচ্ছিদ্র কাণ্ড বা ডাঁটা, culm. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

তৃণকুটী, -কুটীর—খড়ের ঘর, তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। তৃণাচ্ছাদিত কুটী, কুটীর, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী।

তৃণজীবী (-জীবিন্)—১। যে-সব পশু ঘাস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, উদ্ভিজ্জজীবী। বি; পুং। ২। ঘাসব্যবসায়ী, ঘেসেড়া। উপতৎ; তৃণ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

তৃণজ্ঞান—ঘাসের মত তুচ্ছ বোধ, ঘাসের মত সামান্য মনে করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

তৃণতা—ঘাসের মত হীন অবস্থা। তৃণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তৃণধান্য—নীবার উড়িধান শ্যামাক চীনক কেদো প্রঃ। তৃণজাত ধান্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তৃণবৎ—ঘাসের মত, তৃণতুল্য। তৃণ+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

তৃণভোজী (-ভোজিন্)—ঘাসভক্ষণকারী, উদ্ভিজ্জভোজী। উপতৎ ; তৃণ—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

তৃণাগ্নি—খড়ের আগুন ; যাহা খড়ের আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নিবিয়া যায়। তৃণকৃত অগ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তৃণাসন—মাদুর কুশাসন পাটি প্রঃ, তৃণের তৈয়ারী আসন। তৃণনির্মিত আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তৃতীয়—তিনের পূরক। ত্রি (তিন)+তীয় পূরণার্থে (ত্রি-স্থানে তৃ-আদেশ)। বিণ।

তৃতীয় প্রকৃতি—নপুংসক। **তৃতীয় মূল**—ঘনমূল, cube root. [যথা ৮-এর তৃতীয় মূল=৩√৮=২]।

তৃতীয়ক—যাহা তিন দিনের দিন আসে এমন ('— জ্বর')। তৃতীয়+কন্ ভবার্থে। বিণ।

তৃতীয়া—১। তিথি বিঃ, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পরে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে গণিত তৃতীয় চান্দ্রদিবস ; (ব্যাকরণ) বিভক্তি বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। তিনের পূরণী। তৃতীয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তৃতীয়াকৃত—১। যাহা তিনবার চাষ করা হইয়াছে এমন (ক্ষেত্রাদি)। তৃতীয়+ডাচ্ (=তৃতীয়া)—কৃ+ক্ত কর্ম। ২। তৃতীয়া-তিথিতে সম্পাদিত। তৃতীয়ায় কৃত, ৭মীতৎ। বিণ।

তৃতীয়াশ্রম—বানপ্রস্থাশ্রম। তৃতীয় আশ্রম, কর্মধা। বি ; পুং।

তৃপ্ত—সন্তুষ্ট ; আহ্লাদিত, হৃষ্ট ; পূর্ণকাম। তৃপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তৃপ্তি—সন্তোষ ; আহ্লাদ ; তৃষ্ণানিবৃত্তি ; ক্ষুন্নিবৃত্তি। তৃপ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

তৃষা, তৃষ্ণা—১। পিপাসা ; ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ; লোভ। তৃষ্+অ, নক্ ভাব +আপ্। বিণ—**তৃষিত**। ২। কামপুত্রী ; লাঙ্গলিকীবৃক্ষ। তৃষ্+অ, নক্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

তৃষাতুর, তৃষ্ণাতুর—পিপাসাকাতর ; প্রবল আকাঙ্ক্ষার বশীভূত। তৃষা, তৃষ্ণা দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

তৃষার্ত(র্ত্ত), তৃষ্ণার্ত(র্ত্ত)—পিপাসাকাতর, তৃষ্ণাতুর। তৃষা, তৃষ্ণা দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

তৃষালু, তৃষ্ণালু—তৃষ্ণাযুক্ত ; বাসনাপ্রবণ। তৃষা, তৃষ্ণা—লা+কু আছে অর্থে। বিণ।

তৃষিত—পিপাসু, তৃষ্ণাযুক্ত ; ইচ্ছুক ; লুব্ধ। তৃষা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

তৃষ্ণা—'তৃষা' দ্রঃ।

তৃষ্ণাক্ষয়—পিপাসা-নিবৃত্তি ; বাসনার নাশ ; শম, শান্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

তৃষ্ণাতুর—'তৃষাতুর' দ্রঃ।

তৃষ্ণার্ত(র্ত্ত)—'তৃষার্ত' দ্রঃ।

তৃষ্ণালু—'তৃষালু' দ্রঃ।

তৃষ্য—১। লোভনীয়, বাঞ্ছনীয়। তৃষ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ২। লোভ ; ইচ্ছা। তৃষ্+ক্যপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

তে—১। তিন (সাধারণতঃ কোন শব্দের পূর্বে বসে)। <ত্রি। বিণ। ২। সে, সেই। <তদ্। প্রা কপ্র। সর্ব। ৩। কারকের বিভক্তি বিঃ, দ্বারা, দিয়া, মধ্যে। <তেন। ৪। পাদপূরক শব্দ বা কথার মাত্রা। বাংপ্র। অ।

তেইশ—ত্রয়োবিংশতি, ২৩-সংখ্যা ; ২৩-সংখ্যক। <ত্রয়োবিংশতি। বি বা বিণ।

তেইশে—মাসের ত্রয়োবিংশ দিবস। তেইশ +এ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তেউটে—পাঁচমিশালী দাল, একসঙ্গে মিশানো অনেক রকমের দাল। বাংপ্র। বি।

তেউড়—বাঁশ কলা প্রঃ গাছের চারা। বাংপ্র। বি।

তে-এ ঠে—তিনটি আঁঠিযুক্ত ; তিনটি আঁঠির মত ; অতীব ধূর্ত। তে (তিন)+আঁঠি+এ বিশিষ্টার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তেওট—(সংগীত) ১৪ মাত্রার তাল বিঃ। <ত্রিবট বা ত্রিপুট। বি।

তেওড়—বক্রতা, তোবড়া ভাব। বাংপ্র। বি।

তেওড়া—১। (সংগীত) ১৪ মাত্রার তাল বিঃ। <ত্রিপুটা। বি। ২। বক্র। <তির্যচ্। বিণ।

তেওড়ানো—বাঁকানো ; বাঁকিয়া যাওয়া, মোচড়ানো। <তির্যচ্। ক্রি [, বি, বিণ]।

তেওয়ারি—তিন-দুয়ারি ঘর। বাংপ্র। বি।

তেওয়ারী—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। <ত্রিবেদী। বি।

তেওর—মৎস্য ব্যবসায়ী জাতি বিঃ। <তীবর। বি। [বি।

তেওরা—তেওরা বা তীব্র তাল। <ত্রিপুটা।

তেই—সেই হেতু, সেইজন্য। প্রা কপ্র। অ।

তেঁতুল—প্রসিদ্ধ অম্লফল, বৃক্ষাম্ল। <তিন্তিড়ী। বি।

তেঁতুলে—তেঁতুলের মত আকারের ; তেঁতুল-সংক্রান্ত। তেঁতুল+এ সম্বন্ধাদি অর্থে। বাংপ্র। বিণ বা বি। **তেঁতুলে বিছা**—তেঁতুলের মত লাল গাঁঠযুক্ত এক ধরনের বড় বিছা। [<তিন্তির। বিণ।

তেঁদড়, ত্যাদড়—দুরন্ত, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট।

তেঁহ—তিনি, সে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তেঁহো—স্নেহ, ভালবাসা ; তিনি। প্রা কপ্র। বি বা সর্ব।

তেকাঁটা—তেশিরা মনসা গাছ। তে (তিন) কাঁটা যাহার, বহু। বাংপ্র। বি।

তে-কাঠা—তিনটি কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত আধার বিঃ (সাধারণতঃ ইহা দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়) ; তেপায়া। তে (তিন) কাঠা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি।

তেকোণা, তেকোনা—তিনকোনা, ত্রিকোণযুক্ত। বহু। বাংপ্র। বিণ।

তেজ, তেজুক—ত্যাগ করুক, ছাড়ুক। প্রা কপ্র। ক্রি।

তে-চোখো—১। তিনচোখবিশিষ্ট, ত্রিচক্ষুঃ-সম্পন্ন। বিণ। ২। ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ (ইহার ললাটস্থিত চিহ্নবিশেষকে চক্ষু বলিয়া ভ্রম হয়)। তে (তিন) চোখ, কর্মধা+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি।

তেজ—তৃতীয়-বারজাত, তৃতীয় (তেজবর, তেজপক্ষ)। <ত্রিজ। বিণ।

তেজঃ (তেজস্) (>তেজ)—১। পরাক্রম, শক্তি ; প্রাণ গেলেও অপমানাদি সহ্য করিতে না পারা ; তাপ ; বেগ ; উৎসাহ ; প্রভাব, প্রতাপ ; তীক্ষ্ণতা ; পৌরুষ ; আলোক, দীপ্তি। তিজ্+অস্ ভাব। ২। শুক্র, অগ্নি, সূর্য প্রঃ জ্যোতিঃপদার্থ ; স্বর্ণাদি ধাতু ; ঘৃত ; মজ্জা, সারাংশ ; পঞ্চভূতের অন্যতম। তিজ্+অস্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

তেজকটাল—(ভূবিদ্যা) অমাবস্যা পূর্ণিমা ইঃ তিথিতে নদী প্রঃর জোয়ার-ভাটার প্রবলতা, spring-tide. বাংপ্র। বি।

তেজন—১। উজ্জ্বল করা ; ধারাল করা, পালিশ করা। তিজ্+অনট্ ভাব। ২। বাঁশ ; মুঞ্জ। তিজ্+অনট্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

তেজপক্ষ—তৃতীয়পক্ষ, দুইবার বিবাহের পর আবার বিবাহকারী। বাংপ্র। বি।

তেজপত্র—তেজপাত। বাংপ্র। বি।

তেজপাত, -পাতা—তেজপত্র। <বাং 'তেজপত্র'। বি।

তেজবন্ত, -মন্ত—তেজস্বী, তেজালো। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বিণ।

তেজবরে—তৃতীয় বার বিবাহকারী।

তেজস্কর—যাহাতে তেজ বাড়ে এমন, তেজাল ; শক্তিকারক। উপতৎ ; তেজস্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

তেজস্ক্রিয়—(রসায়ন) রেডিয়ম ধাতুর ন্যায় আলোক ও তেজ বিকিরণের ক্ষমতাযুক্ত, যাহা হইতে বিশেষপ্রকার আলোকরশ্মি আপনা হইতেই বাহির হয় এমন, radio-active. তেজঃপূর্ণ ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

তেজস্বান্ (-স্বৎ)—প্রভাবশালী ; বলবান্ ; তেজোবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্। তেজস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্বতী**।

তেজস্বিতা—তেজোবিশিষ্টতা; প্রভাবশালিতা; বলবত্তা। তেজস্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

তেজস্বী (-স্বিন্)—যে অন্যায় সহিতে পারে না এরূপ; পরাক্রান্ত; প্রভাবশালী, বলবান্; দীপ্তিমান্; তেজোবিশিষ্ট। তেজস্+বিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্বিনী**।

তেজা—ত্যাগ করা। কপ্র। ক্রি। [প্রাচীন কবিতায় 'তেজা' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ—**তেজই**—ত্যাগ করে। **তেজব**—ত্যাগ করিবে; ত্যাগ করিব। **তেজবি**—ত্যাগ করিবে। **তেজয়ে**—ত্যাগ করে। **তেজল, তেজলি**—ত্যাগ করিল; ত্যাগ করিলি। **তেজলু, তেজলুঁ**—ত্যাগ করিলাম। **তেজসি**—ত্যাগ করিতেছ। **তেজহ**—ত্যাগ কর।]

তেজারত, তেজারতি—ব্যবসায়, কারবার; সুদী কারবার, মহাজনী। <আ 'তিজারত'। বি।

তেজারতী—সুদী কারবারসম্বন্ধীয়, মহাজনী। আ-মূ। বিণ।

তেজালো—তেজোবিশিষ্ট, তেজী; ঝাঁজালো। তেজ+আলো যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তেজিত—যাহা ধারাল হইয়াছে, শাণিত; মার্জিত; উত্তেজিত। তিজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তেজিমন্দি—(অর্থনীতি) বাজার দরের উঠা-নামা, দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি। তেজি ও মন্দি, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

তেজিষ্ঠ—অতিশয় তেজস্বী। তেজস্বিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

তেজী—তেজাল, তেজস্বী; উচ্চ, চড়া; কড়া, ঝাঁজালো; তৃতীয়বার প্রসূতা ('— গাভী')। বাংপ্র। বিণ।

তেজীয়ান্ (-য়স্)—অত্যন্ত তেজস্বী। তেজস্বিন্+ঈয়সুন্ অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়সী**।

তেজোগর্ভ(র্ভ)—তেজোবিশিষ্ট, তেজঃপূর্ণ। তেজঃ গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

তেজোনিধি—১। তেজের আধার, অতি তেজস্বী। বিণ। ২। অগ্নি; সূর্য; দুর্বাসা। তেজের নিধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

তেজোময়—জ্যোতির্ময়, তেজঃপূর্ণ, দীপ্তিশীল। তেজস্+ময়ট্ প্রাচুর্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

তেজোমূর্তি(র্ত্তি)—১। সূর্য। বি; পুং। ২। তেজোযুক্ত। তেজঃ মূর্তি যাঁহার, বহু। বিণ।

তেজোরূপ—১। ব্রহ্ম। বি; স্ত্রী। ২। জ্যোতিঃস্বরূপ। তেজঃ রূপ যাঁহার, বহু। বিণ।

তেজোহীন—তেজঃশূন্য, তেজোরহিত, নিস্তেজ। তেজ ('তেজস্'-শব্দ) দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

তেঞি—১। তিনি, সেই ব্যক্তি। সর্ব। ২। তাহাতে; সেই জন্য। প্রা কপ্র। অ।

তেঠেঙ্গে, তেঠেঙ্গা—১। খুব সরু। বিণ। ২। তেপায়া। বহু। বাংপ্র। বি।

তেড়—তেউড়, কলাগাছের গোড়ার চারা গাছ। <বাং 'তেউড়'। বি।

তেড়ছা, তেড়া, তেরছা—বাঁকা, বক্র। <তির্যচ্। বিণ।

তেড়ি—টেরি, বাঁকা সিঁথি। বাংপ্র। বি। **তেড়ি কাটা**—মাথায় সিঁথি করিয়া চুল আঁচড়ানো। [<ত্রিতল। বিণ।

তেতলা, তেতালা—তিন-তলাবিশিষ্ট।

তেতালা—(সংগীত) ষোল মাত্রার তাল বিঃ। <ত্রিতাল। বি।

তেতাল্লিশ—সংখ্যা বিঃ, ৪৩; ৪৩-সংখ্যক। <ত্রিচত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।

তেতো—তিক্ত। <তিক্ত। প্রাদে। বিণ।

তেত্রিশ—সংখ্যা বিঃ, ৩৩; ৩৩-সংখ্যক। <ত্রয়স্ত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

তেথরী—তিন সারি করিয়া সাজানো; তিনটি স্তবকবিশিষ্ট; তিনটি স্তরের। প্রা কপ্র। বিণ।

তেন—সেইরূপ, তাদৃশ; সেই জন্য। তদ্+৩য়া-স্থানে এন। প্রা/বাং। অ।

তেনা—নেকড়া, ছিন্নবস্ত্র। প্রাদে। বি।

তেপলতে—গাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

তেপান্তর—নির্জন বিস্তীর্ণ মাঠ; রূপকথার সুবৃহৎ মাঠ বিঃ। <ত্রিপ্রান্তর। বি।

তে-পায়া—ত্রিপদবিশিষ্ট আধার; কাষ্ঠ-নির্মিত ত্রিপদ আধার। তে (তিন) পায়া যাহার, বহু। বাংপ্র। বি।

তেফড়কা, তেফড়ঙ্গা—তিনটি ফলক বা দাঁতযুক্ত। বাংপ্র। বিণ। [কপ্র। বিণ।

তেমতি—১। সেইরূপ। অ। ২। তেথরী।

তেমন—সেইরূপ, তাদৃশ। সে+মন প্রকারার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তেমনই, তেমনি—তাদৃশ, তদনুরূপ। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তেমহলা—তেতলা, তিনটি মহলযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

তে-মাথা—তিন পথের মিলনস্থল, তেরাস্তা। তে (তিন) মাথা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি।

তেমেটে—তিনবার মাটি লাগানো হইয়াছে এমন ('— প্রতিমা')। বাংপ্র। বিণ।

তে-মোহানা, তে-মুহানি, তেমুয়ানি—তিন নদীর মিলনস্থান। তে (তিন) মোহানার, মুহানির, মুয়ানির সমাহার, সমা দ্বিগু। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

তেয়াগা—ত্যাগ করা, বিসর্জন করা। কপ্র।

তেয়্যা—তৈয়ার করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

তের—ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৩; ১৩-সংখ্যক। <ত্রয়োদশ। বি বা বিণ।

তেরচা—বাঁকা, বক্র, আড়; বক্রভাবে, আড়ভাবে। <তির্যচ্। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তেরছ—বক্র, কুটিল। <তির্যচ্। প্রা কপ্র। বিণ।

তেরছা—'তেড়ছা' দ্রঃ।

তেরপল—তিরপল (তাহা দ্রঃ)।

তেরস্পর্শ—এক অহোরাত্রের মধ্যে তিন তিথির সংযোগ। <ত্র্যহস্পর্শ। বি।

তেরাত্তির—তিন রাত্রি; অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবমন্দিরাদিতে তিন অহোরাত্র উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকা। <ত্রিরাত্র। বি।

তেরি—(তুচ্ছার্থক) তোমার। বাংপ্র। সর্ব।

তেরিজ—বৃদ্ধি করা; যোগ করা। আ। বি।

তেরিমেরি—চোটপাট; কড়া কথা বলা; কটুবাক্য বলা; অশ্লীল গালাগালি। হি-মূ। বি। [প্রকৃতি। বাংপ্র। বিণ।

তেরিয়া—মারমুখো; উদ্ধতস্বভাব, উগ্র-

তেরিয়ান—মারমুখো; উদ্ধত; মর্দ। বাংপ্র। বিণ।

তেল—১। সরিষা তিল প্রভৃঃর স্নেহময় পদার্থ। <তৈল। বি। **তেল দেওয়া**—তৈল প্রয়োগ করা; তোষামোদ করা। ২। অহংকার। বাংপ্র। বি। **তেল মাখানো**—অপরের দেহে তৈল মর্দন করা; হীনভাবে তোষামোদ করা। **তেল হওয়া**—শরীরের চর্বি হওয়া; দর্প হওয়া।

তেলকল—তেল বাহির করিবার যন্ত্র, ঘানি; যেখানে ঘানিতে তেল তৈয়ারী হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

তেলকালি—চকচকে ঘন কালো রং।

তেল-কুচকুচে, -চুকচুকে—তেল মাখাইলে যেমন চকচক করে তেমনি। উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

তেলচিটা, -চিটে, -চটচটে—যাহা তেল লাগিয়া ময়লা হইয়াছে এবং ধরিলে আটা আটা লাগে এমন। বাংপ্র। বিণ।

তেলতেলে—তৈলচিক্কণ, চকচকে। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

তেল-ধুতি—স্নানের বস্ত্র। মধ্যপ কর্মধা।

তেল-পড়া—মন্ত্রপূত তৈল। পড়া তেল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

তেলা—তৈলাক্ত; মসৃণ, অবন্ধুর। তেল+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তেলাকুচা, -কুচো—ফল বিঃ, বিম্বফল (এই ফল পাকিলে রক্তবর্ণ ধারণ করে)। বাংপ্র। বি।

তেলানি—আস্পর্ধা; অহংকার; মাটির ছোট হাঁড়ি বিঃ। বাংপ্র। বি।

তেলানে—অগভীর, চেপটা। বাংপ্র। বিণ।

তেলানো—গর্বিত হওয়া : তোষামোদ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

তেলাপোকা—আরসলা। নিত্য কর্মধা। বাংপ্র। বি।

তেলামাথা, তেলোমাথা—তৈলাক্ত-মস্তক ; অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, সংগতিসম্পন্ন লোক। কর্মধা। বাংপ্র। বি। **তেলামাথায় তেল দেওয়া**—যাহার যে জিনিস প্রচুর রহিয়াছে তাহাকে আবার সেই জিনিসই দেওয়া।

তেলামো—তৈলাক্তভাব ; বাড়াবাড়ি ; অগ্রাহ্যভাব ; হীন তোষামোদ। বাংপ্র। বি।

তেলিঙ্গা—অন্ধ্র দেশীয়। <ত্রিকলিঙ্গ। বিণ।

তেলী—তৈলব্যবসায়ী বর্ণসংকর জাতি বিঃ। <তৈলিক। বি। স্ত্রী—**তেলিনী**।

তেলেগু—দক্ষিণ-ভারতের ভাষা বিঃ। <ত্রিকলিঙ্গ। বি।

তেলেঙ্গা—১। অন্ধ্র দেশীয়। <ত্রিকলিঙ্গ। বিণ। ২। অতি মসৃণ একপ্রকার ক্ষুদ্র সর্প। বাংপ্র। বি।

তেলেনা—তা না না তে রে ইঃ অর্থশূন্য শব্দে রচিত গান। বাংপ্র। বি।

তেলেবেগুনে—(ফুটন্ত তেলে বেগুন ফেলিয়া দিলে চড়বড় করিয়া উঠে ; তাহা হইতে) ভীষণ ক্রুদ্ধ, ক্রোধে অগ্নিশর্মা। বাংপ্র। অ।

তেলো—১। তালু ; হস্ততল। <তালু ও তল। বি। ২। তৈলাক্ত, তেলা। তেল+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তেশিরা—তিনটি শির বা পলযুক্ত। তে (তিন) শির, কর্মধা+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তেষট্টি—৬৩-সংখ্যা ; ৬৩-সংখ্যক। <ত্রি-ষষ্টি। বি বা বিণ।

তেষ্টা—পিপাসা। <তৃষ্ণা। বি।

তেসনী—তিন বৎসরের জন্য ; ত্রিবার্ষিক। বাংপ্র। বিণ।

তেসরা—মাসের তৃতীয় দিন। বাংপ্র। বি।

তেসুতী—তিনখাই সুতার বুনানিযুক্ত কাপড়। বাংপ্র। বি।

তেহাই—১। এক-তৃতীয়াংশ, তিন ভাগের একভাগ ("অর্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে"—শুভংকর)। কপ্র। ২। তবলা প্রঃ বাদনে বারত্রয় আবর্তিত হইয়া সমে আগত বোল। <ত্রিঘাত। বি।

তেহাতী—যাহা মাপে তিন হাত এমন। তে (তিন) হাত, কর্মধা+ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

তেহারা—তিনগুণ ; তিনটি ভাঁজ বা খেই-যুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

তেহেন—সেই প্রকার। প্রা কপ্র। বিণ।

তৈ—১। একপ্রকার ছোট কড়াই। বাংপ্র। বি। ২। তাই, সেই জন্য। প্রা কপ্র। অ।

তৈঁ—তেই। প্রা কপ্র। অ।

তৈক্ষ্ণ্য—তীক্ষ্ণতা ; উগ্রতা, তেজঃ। তীক্ষ্ণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী। [অ।

তৈখন—সেই সময়ে ; তৎকাল। প্রা কপ্র।

তৈছন, তৈসন—১। সেইরূপ, তাদৃশ। বিণ। ২। সেই সময়। প্রা কপ্র। অ।

তৈছে, তৈসে—সেরূপ, তাদৃশ ; সেরূপে। প্রা কপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তৈজস—১। পিতল কাঁসা প্রঃ ধাতুদ্বারা নির্মিত ('— পদার্থ') ; জ্যোতির্ময়। তেজস্ + অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সী**। ২। ধাতুদ্রব্য ; পিতল কাঁসা প্রঃর পাত্র ; ঘৃত ; তীর্থ বিঃ। তেজস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী।

তৈত্তিরীয়—তিত্তিরিসম্বন্ধীয় ; তিত্তিরিপ্রোক্ত যজুর্বেদশাখা ও তদধ্যায়ী [এই সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বৈশম্পায়ন মুনি ঋষি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারায় ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া শিষ্যগণকে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের আজ্ঞা করিলে তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অন্য শিষ্যগণকে দুর্বল মনে করিয়া একাই প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রস্তাব করেন। তখন বৈশম্পায়ন অপর শিষ্যগণের অপমান হইয়াছে মনে করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিতে বলেন ; তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকটে শিক্ষিত বচনগুলি বমন করিলে অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া ঐগুলি গ্রহণ করেন। সেই হইতে তাঁহারা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। আর, তিত্তিরিপ্রোক্ত যজুর্বেদের অংশবিশেষও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিয়া কথিত হইল]। তিত্তিরী+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তৈত্তিরীয়া—যজুর্বেদের শাখা বিঃ। তিত্তিরি (যজুর্বেদ)+ঈয় সম্বন্ধীয়ার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। [নির্মাণ। ফা। বি।

তৈয়ার, তৈয়ারি, তৈরি—প্রস্তুতকরণ, **তৈয়ারী, তৈরী**—প্রস্তুত, নির্মিত ; পরিণত ; ফাজিল। ফা। বিণ।

তৈর্থিক—শাস্ত্রকার কপিল কণাদ প্রঃ। তীর্থ (দর্শনশাস্ত্র)+ইক কৃতার্থে। বি ; পুং।

তৈল—তেল, তিলাদির স্নেহময় পদার্থ। তিল+অণ্ বিকারার্থে। বি ; ক্লী।

তৈলকার—তেলী ; কলু। উপতৎ ; তৈল—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি। স্ত্রী, **-কারী**।

তৈলকিট্ট—খইল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

তৈলঙ্গ—কর্ণাটের পূর্ব ও দ্রাবিড়ের পূর্বোত্তরস্থিত দেশ বিঃ ; তত্রত্য অধিবাসী ; স্বনামখ্যাত সাধু। <ত্রিকলিঙ্গ। অর্বাচীন সংস্কৃত। বি ; পুং। [৩য়াতৎ। বিণ।

তৈলনিষিক্ত—তেলে ভিজানো, তৈলার্দ্র।

তৈলপ, তৈলপা, তৈলপায়িকা—তেলাপোকা, আরসলা। তৈল—পা+ক, ণক কর্তৃ+আপ্ ; ২য় পক্ষে তৈলপ+আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী। [৩য়াতৎ। বিণ।

তৈলপক্ব—তেলে ভাজা (খাদ্যাদি)।

তৈলবীজ—হৈমধান্য ; তিলসর্ষপাদি। তৈলোৎপাদক বীজ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

তৈলযন্ত্র—তেলের ঘানি, তেল বাহির করিবার যন্ত্র বিঃ। তৈলনিষ্কাশক যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

তৈলশালা—ঘানিঘর ; যে ঘরে তেল বাহির করা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তৈলসেক—তেল দিয়া ভিজান, তৈলপ্রদান ; তোষামোদ করা। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

তৈলস্ফটিক—একপ্রকার মসৃণ কঠিন উদ্ভিজ্জ পদার্থ—ইহা সমুদ্রতীরে জন্মে ; তৃণমণি, amber. মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

তৈলিক—১। তৈলকার, কলু। তৈল+ইক পণ্য ইহার এই অর্থে। বি ; পুং। ২। তৈলসম্বন্ধীয়। তৈল+ইক সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

তৈলী (তৈলিন্)—তেলী ; কলু। তৈল+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। স্ত্রী—**তৈলিনী**। [স্বার্থে। বিণ।

তৈলীয়—তেলসম্বন্ধীয়। তৈল+ঈয় সম্ব-

তৈসন—'তৈছন' দ্রঃ।

তৈসে—'তৈছে' দ্রঃ।

তো—১। তবে, তাহা হইলে ; নিশ্চয়তা দৃঢ়তা ইঃ জ্ঞাপক ; জোর প্রয়োগ অর্থে ; অবধারণ অর্থে ; প্রশ্নার্থে ; পাদপূরণে ; কিন্তু ; পক্ষে ; প্রতিজ্ঞাসূচক ; কোমলতা-জ্ঞাপক ; পরিমাণসূচক ; বটে। বাংপ্র। অ। ২। স্তবক, ভাজ ('কাপড় তো করা')। <ফা 'তহ্'। বি। ৩। তুমি, তুই ; তোমার, তোর। প্রা কপ্র। সর্ব।

তোই—তুমি, তুই ; তোমাকে, তোকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তোক—১। শিশু, ছোট ছেলে বা মেয়ে। তু+কন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। দণ্ড দিবার জন্য শৃঙ্খল বিঃ, হাতকড়ি। <আ 'তবক'। বি।

তোকমারি—একপ্রকার ক্ষুদ্র বীজ (এই বীজগুলি জলে ফুলিয়া উঠে। এই বীজে সামান্য জল দিয়া ব্রণাদির উপর প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া যায়)। <ফা 'তুখ্‌ম্-ই-রৈহান'। বি।

তোকানি-মোকানি—জনরব ; তুই-তোকারি। বাংপ্র। বি।

তোখোড়—ধুরন্ধর, ধড়িবাজ। <তীক্ষ্ণকর বা তীক্ষ্ণ-কর্মা। বিণ।

তোজদান—বারুদের পাত্র ; বন্দুকের সাজ। বাংপ্র। বি।

তোজন—একপ্রকার ধান। প্রা কপ্র। বি।
তোটক—প্রতি তৃতীয় অক্ষর গুরু এইরূপ দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ ("দ্বিজ ভারত ভণে তোটক ছন্দে"—ভারত)। তুট্+ণক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।
তোড়—১। স্রোতের প্রবল বেগ বা গতি; প্রবলতা, চোট। বাংপ্র। বি। ২। ভেদ; দ্বিধাকরণ, ছেদন, আঘাত। তুড়্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
তোড়ং, তোরং—পেটিকা, পেঁড়া, ট্রাঙ্ক। <ইং 'trunk'. বি।
তোড়ক—যে ভাঙ্গিয়া ফেলে এরূপ, ভঞ্জক। তুড়্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তোড়িকা**।
তোড়-জোড়—আয়োজন, অনুষ্ঠান; গোগাড়যন্ত্র; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। বাংপ্র। বি।
তোড়ন—ভাঙ্গিয়া ফেলা; হিংসন। তুড়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
তোড়া—১। টাকা রাখিবার থলি; মুদ্রাধার; পুষ্পের কৃত্রিম গুচ্ছ বা স্তবক; গোছা ('নোটের —'); পায়ের গহনা বিঃ। <আ 'তুররাহ্'। বি। ২। ভাঙ্গিয়া ফেলা; ছিন্ন করা; খুলিয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **তোড়ই**—ভাঙ্গে। **তোড়ত**—ভাঙ্গে; পৃথক্ করে; ছিঁড়িয়া ফেলে। **তোড়ল**—ভাঙ্গিল; খসাইল, খুলিয়া ফেলিল] ৩। তিরস্কার; কটূক্তি। প্রা কপ্র। বি।
তোড়ানি—১। ভাঙ্গানি; পরিবর্তিত মুদ্রাদি, ভাঙ্গানোর মূল্য, বাটা। হিং। ২। কাঁজি, আমানি। প্রা কপ্র। বি।
তোড়ানো—টাকা প্রঃ ভাঙ্গানো। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।
তোড়ি—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।
তোতলা—জিহ্বার জড়ত্বাবশতঃ উচ্চারণকালে যাহার কথা আটকাইয়া যায় এরূপ, অস্ফুটবাক্, অস্পষ্টভাষী। বাংপ্র। বিণ। বি, **-লামো, -লামি**। ক্রি, **-লানো**।
তোতা—টিয়া পাখি, শুকপক্ষী; যে সকল পাখি কথা উচ্চারণ করিতে পারে তাহারা। <ফা 'তূতী'। বি।
তোতোকার—তুইতোকারি (তাহা দ্রঃ)।
তোপ—কামান, আগ্নেয় অস্ত্র। তু। বি।
তোপখানা—কামানঘর, কামান রাখিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। তোপ (তু)+খানা (<ফা 'খানহ্')। বি।
তোপচিনি—মসলা বিঃ; ওষধি বিঃ, একপ্রকার বচ, china-root. <ফা 'তোবচীনী'। বি।
তোপচী—যে কামান দাগে। তু-মু। বি।
তোপধ্বনি—কামান দাগার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। তু-মু। বি; পুং।

তোফা—অত্যুৎকৃষ্ট, অপূর্ব, অত্যুত্তম। <আ 'তুহ্ফহ্'। বিণ। [বাংপ্র। বিণ।
তোবড়া—টোল-খাওয়া; শুকাইয়া-যাওয়া।
তোবড়ানো—১। দুমড়ানো; বাঁকানো; টোল খাওয়ানো। ক্রি [, বি]। ২। টোল-খাওয়া; বাঁকা; দুমড়ানো। বাংপ্র। বিণ।
তোবা—অনুতাপ, খেদ; ভবিষ্যতে পাপ না করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা; ধিক্কারসূচক শব্দ। <আ 'তৌবহ্'। বি।
তোমর—অস্ত্র বিঃ, লৌহশাবল; হস্তক্ষেপ্য দণ্ড বিঃ; রায়বাঁশ। তো—মৃ+অচ্ করণ। বি: পুং বা ক্লী।
তোমরা—মধ্যম পুরুষের প্রথমার বহুবচন। বাংপ্র। সর্ব। [কপ্র। সর্ব।
তোমা—তুমি; তোমাকে; তোমার।
তোমার—'তুমি'র সম্বন্ধপদ। বাংপ্র। সর্ব। **তোমার গিয়ে**—কথার মাত্রা (কোন কিছু মনে না পড়িলে)।
তোয়—১। জল; (জ্যোতিষ) পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। তু+কোয় কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। তোমাকে, তোকে; তোমাতে, তোতে। প্রা কপ্র। সর্ব।
তোয়কৃচ্ছ্র—১। জলমাত্র-পানরূপ ব্রত বিঃ। তোয়সাধ্য কৃচ্ছ্র, মধ্যপ কর্মধা। ২। জলের অভাবের জন্য কষ্ট। তোয়-বিষয়ক কৃচ্ছ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
তোয়দ—১। মেঘ, জলদ; মুস্তক। বি; পুং। ২। ঘৃত। বি; ক্লী। ৩। জলদাতা। উপপদ তৎ; তোয়—দা+ক কর্তৃ। বিণ।
তোয়দাগম—বর্ষাকাল, মেঘাগম। তোয়দের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
তোয়ধর—জলধর, মেঘ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
তোয়ধি, -নিধি—সমুদ্র, জলধি। তোয়—ধা, নি—ধা+কি অধি। বি; পুং।
তোয়বিম্ব—জলবিম্ব, জলবুদ্বুদ। তোয়ের বিম্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
তোয়াক্কা—সংস্রব, সম্পর্ক; খাতির; আশা, ভরসা। <আ 'তবাক্কু'। বি। **তোয়াক্কা না করা**—কাহারও কথা গ্রাহ্য না করা; কাহারও মুখ না চাওয়া।
তোয়াজ—যত্ন; খাতির, আদর। <আ 'তবাজু'। বি।
তোয়াঞ্জলি—জলাঞ্জলি, অঞ্জলিপূর্ণ জল। তোয়ের অঞ্জলি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
তোয়াধার—জলাশয়। তোয়ের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
তোয়ানো—খোঁজা; হাত বুলানো; মর্দন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
তোয়ালে—গামছা, গাত্রমার্জনী; হাত মুখ মুছিবার জন্য স্থূল বস্ত্রখণ্ড। <পো 'toalha'। বি। [<ইং 'trunk'। বি।
তোরঙ্গ—পেটরা, টিনের বাক্স বিঃ।

তোরণ—১। বহির্দ্বার, ফটক, গেট; বারাণ্ডা; চাঁদনী। তুর্+অনট্ অধি। বি; পুং বা ক্লী। ২। কন্ধরা, কাঁধ। তুর্+অন কর্তৃ। বি; ক্লী।
তোরা—১। পাগড়ির উপরে লাগানো পাখির পালক, উষ্ণীষের ভূষণ বিঃ ("মাণিক কলঙ্গী তোরা চকমকে হীরা।"—ভারত)। প্রা কপ্র। ২। তোড়, প্রাবল্য; তেজ, শক্তি। বাংপ্র। বি। ৩। তোমার; তোর। প্রা কপ্র। ৪। তোমরা (অনাদরার্থে)। বাংপ্র। সর্ব।
তোল—১ ভরি, ১ তোলা, ১৬ মাষা। তুল্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।
তোলক—১ তোলা, ১ ভরি, ১৬ মাষা। তোল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লী।
তোলন—ওজন, তৌল করা; উত্থাপন, উঠানো। তুল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
তোলপাড়, তোলাপাড়া—১। ওলট-পালট; তুমুল আন্দোলন; আলোড়ন। দ্বন্দ্ব। বি। ২। ওলটপালট; উপদ্রুত; বিরক্ত। বাংপ্র। বিণ।
তোলা—১। এক ভরি বা আশি রতি। <তোল। ২। ওজন। তুল্+ণিচ্+অচ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। হাটে বা বাজারে বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে কর-স্বরূপে দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণ। তুল্+আ ভাব। বাংপ্র। বি। ৪। যাহা একস্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া যাওয়া যায় এমন ('—উনুন'); যাহা উঠান হইয়াছে এরূপ; লিখিত; সঞ্চিত; স্মৃতিগত; পোশাকী। তুল। আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৫। উত্তোলন করা; উত্থাপন করা; মনে আনা; নিম্ন অবস্থা হইতে উন্নত করা; জাগানো; উপড়ানো; উঠাইয়া দেওয়া; (চাকরিতে) জবাব দেওয়া; বাতিল করিয়া ফেলা; চয়ন করা; চড়ানো; প্রচার করা; কাপড়ের ছিদ্র মেরামত করা। বাংপ্র। ক্রি। **কথা তোলা**—রটনা করা; প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। **গাছে তোলা**—মিথ্যা আশা-ভরসা দেওয়া; অতিরিক্ত প্রশংসা করা। **গা তোলা**—উঠিয়া বসা। **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা। **গুজব তোলা**—রটনা করা। **ঘর তোলা**—ঘর তৈয়ারি করা। **ঘাড় তোলা**—শক্তিমান্ হওয়া; পূর্ব সম্মান ফিরিয়া পাওয়া। **চাঁদা তোলা**—চাঁদা সংগ্রহ করা। **জাতে তোলা**—স্ব-সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া। **তান তোলা**—গান গাহিতে আরম্ভ করা। **তোলা তোলা**—তোলা সংগ্রহ করা। **দাদ তোলা**—পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া। **দুধ তোলা**—দুধ বমি করা (শিশুদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য)।

পটল তোলা—(পটল হইলে গাছ মরিয়া যায়, তাহা হইতে) মারা যাওয়া। **পিঠের চামড়া** বা **ছাল তোলা**—অতিশয় প্রহার করা। **ফুল তোলা**—পুষ্প চয়ন করা ; কাপড়ে ফুলের নকশা বোনা। **মাথা তোলা**—উন্নতি লাভ করা। **মুখ তোলা, মুখ তুলিয়া চাওয়া**—প্রসন্ন হওয়া ; কৃপাদৃষ্টি করা ; অনুগ্রহ দেখান। **হেঁশেল তোলা**—রন্ধন ও ভোজনের শেষে রান্নাঘর পরিষ্কার করিয়া রান্নাঘরের কাজ শেষ করা।

তোলাপাড়া—'তোলপাড়' দ্রঃ।

তোলো, তোলোহাঁড়ি—চেপটা হাঁড়ি। <পো 'talha'। বি।

তোল্য—যাহা ওজন করিতে হইবে। তুল্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ। [বি।

তোশক—বিছানার জন্য তুলার গদি। ফা।

তোশাখানা—ভাণ্ডার ; যে ঘরে নানা আসবাবপত্র থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। <ফা 'তোশখানহ্'। বি।

তোষ—সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ, আহ্লাদ। তুষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

তোষক—সন্তোষজনক, তৃপ্তিসাধক। তুষ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তোষিকা**।

তোষণ—১। সন্তুষ্টকরণ, তৃপ্তিসাধন। তুষ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। **২**। যে জিনিসের দ্বারা তুষ্ট হওয়া যায়। তোষি + অনট্ করণ। বি ; ক্লী। **৩**। সন্তোষযুক্ত ; তৃপ্তিদায়ক। তুষ্ বা তুষ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বিণ। **৪**। তুষ্ট হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, আনন্দিত হওয়া। তুষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

তোষণ-নীতি—বিপক্ষকে অথবা সমালোচকদিগকে কোনরূপ আক্রমণ না করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার নীতি, অপরের অন্যায় সহ্য করিয়া তাহাকে খুশী রাখিবার প্রয়াস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

তোষণীয়—যাহাকে তুষ্ট করা যায় বা উচিত এমন। তুষ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম। বিণ। বি—**তোষণ**।

তোষামুদে—তোষামোদকারী, যে অসত্য প্রিয়বাক্য বলিয়া মন যোগায় এরূপ। তোষামোদ + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

তোষামোদ—খোশামোদ, মন যোগানো ; চাটুকারিতা। <ফা 'খুশ-আমদ'। বি।

তোষিত—যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে এমন, সন্তোষিত। তুষ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। [ফা। বি।

তোশদান—গুলি বারুদ ইঃ রাখিবার থলি।

তোহার, তোঁহার, তোহারা, তোঁহারা, তোহারি, তোঁহারি—তোমার, তোর। প্রা কপ্র। সর্ব।

তোহে—তোমাকে ; তোমাতে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তৌজি—বন্দোবস্তী জমির পরিমাণ খাজনা প্রজা ইঃ বিবরণ যে খাতায় লেখা থাকে।' <আ 'তৌজী'। বি।

তৌর্য(র্য্য)—তূরী প্রঃর বাদ্যের শব্দ, তূর্যবাদ্য। তূর্য + অণ্ ভবার্থে। বি ; ক্লী।

তৌর্য(র্য্য)ত্রিক—সমবেত নৃত্যগীতবাদ্য। তৌর্যোপলক্ষিত ত্রিক (তিনটি), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

তৌল—১। মাপন, পরিমাণক্রিয়া। তুলা + অণ্ নিষ্পাদ্য অর্থে। **২**। তুলাযন্ত্র, নিক্তি। তুলা + অণ্ পরিমাণার্থে ; অথবা, তুলা (তুলাযন্ত্র) + অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

তৌলনিক—তুলনাকৃত ; তুলনা-সংক্রান্ত, comparative. তুলনা + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নিকী**।

তৌলিক—১। যে ছবি আঁকে, চিত্রকর, পটুয়া। তূলিকা + অণ অথবা তুলা + ইক তদ্দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বি। **২**। পরিমাণকারী, কয়াল। তুলা + ইক বা তুলিকা + অণ্ করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ত্বক্ (ত্বচ্)—চামড়া, চর্ম, ছাল ; স্পর্শেন্দ্রিয় ; বল্কল ; দারুচিনি [দেহত্বকের সাতটি স্তর আছে ; যথা,—অবভাসিনী, লোহিতা, শ্বেতা, তাম্রা, বেদিনী, রোহিণী এবং স্থূলা]। ত্বচ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ত্বক্‌পঞ্চক—বট অশ্বত্থ যজ্ঞডুমুর শিরীষ ও পাকুড়—এই পাঁচটি গাছের বাকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ত্বৎ (ত্বদ্)—তুমি ; আপনি (সমাসে পূর্বপদ হইলে বা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যুষ্মদ্ শব্দ স্থানে ত্বদাদেশ, ত্বৎকৃত, ত্বদীয়)। সর্ব।

ত্বগিন্দ্রিয়—চামড়া, চর্ম, স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বকই ইন্দ্রিয়, কর্মধা। বি ; ক্লী।

ত্বগ্‌দোষ—১। কুষ্ঠরোগ। ত্বকে দোষ যাহা হইতে, বহু। বি ; পুং। **২**। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। ত্বকে দোষ যাহার, বহু। বিণ।

ত্বদীয়—তোমার, ত্বৎসম্বন্ধীয়। যুষ্মদ্ + ঈয় সম্বন্ধার্থে একবচনে। বিণ।

ত্বদ্বিধ—তোমার মত, ত্বৎসদৃশ। তোমার ন্যায় বিধা যাহার, বহু। বিণ।

ত্বরণ, ত্বরা, ত্বরি—বেগ, শীঘ্রতা ; (পদার্থবিদ্যা) গতির ক্রম-বৃদ্ধি, ক্রমশঃ গতি বাড়িয়া যাওয়া, acceleration ; অভীষ্ট লাভের জন্য বিলম্ব করিতে অসহিষ্ণুতা ; উৎকণ্ঠা। ত্বর্ + অনট্, অঙ্, ই ভাব ; ২য় পক্ষে + আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী, স্ত্রী।

ত্বরমাণ—যে তাড়াতাড়ি কোন কাজ করিতেছে এমন, ত্বরান্বিত। ত্বর্ + শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ত্বরান্বিত—সত্বর, ত্বরাবিশিষ্ট, ক্ষিপ্র। ত্বরা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ত্বরাপর—অতি সত্বর, অত্যন্ত ক্ষিপ্র। ত্বরা পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

ত্বরিত—১। শীঘ্র, সত্বর, ক্ষিপ্র ; জরুরী, urgent. ত্বর্ + ক্ত কর্তৃ ; অথবা, ত্বরা + ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ। **২**। ত্বরা। ত্বর্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ত্বরিতগতি, -গমন—১। তাড়াতাড়ি যাওয়া, দ্রুতগমন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লী। **২**। দ্রুতগামী, ক্ষিপ্রগতি। ত্বরিত গতি, গমন যাহার, বহু। বিণ।

ত্বষ্ট—বাটালি ইঃ দ্বারা যাহা সরু করা হইয়াছে এমন, কৃশীকৃত ; শাণিত ; পরিষ্কৃত, চাঁচাছোলা। ত্বক্ষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ত্বষ্টা (ত্বষ্টৃ)—ছুতার, সূত্রধর ; দেবশিল্পী, বিশ্বকর্মা ; দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে আদিত্য বিঃ ; চিত্রা নক্ষত্র ; বর্ণসংকর বিঃ। ত্বক্ষ্ + তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী—**ত্বষ্ট্রী**।

ত্বাদৃশ—তোমার মত। যুষ্মদ্—দৃশ্ + কঞ্ কর্ম-কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

ত্বিষা—দীপ্তি, কান্তি ; বর্ণ ; কিরণ। ত্বিষ্ + ক্বিপ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী। [পুং।

ত্বিষাম্পতি—সূর্য। অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

ত্যক্ত—যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ, বর্জিত ; বিসৃষ্ট ; দত্ত ; নিক্ষিপ্ত। ত্যজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ত্যক্ত-জীবিত—যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছে এমন ; মৃত। ত্যক্ত জীবিত (জীবন) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

ত্যক্তবিরক্ত—অতিশয় জ্বালাতন, অত্যন্ত বিরক্ত। <তিক্তবিরক্ত (> তিতি-বিরক্ত)। বিণ।

ত্যক্তলজ্জ—যে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছে এমন, সংকোচবিহীন। ত্যক্ত লজ্জা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

ত্যজন, ত্যাগ—পরিত্যাগ, বিসর্জন, বর্জন ; দান ; বৈরাগ্য। ত্যজ্ + অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি ; ক্লী, পুং। [কপ্র। ক্রি।

ত্যজা—ত্যাগ করা, ছাড়িয়া দেওয়া।

ত্যজ্যমান—যাহা ত্যাগ করা হইতেছে এরূপ। ত্যজ্ + শানচ্ কর্ম। বিণ।

ত্যাঁদড়—পাজী, দুষ্ট ; বেহায়া ; ছেঁচড়া। < 'ছিত্বর'। বিণ।

ত্যাগ 'ত্যজন' দ্রঃ।

ত্যাগপত্র—যে পত্রে বা দলিলে আমার কোন অধিকার নাই এইরূপ কথা লেখা থাকে তাহা, স্বত্বাদির বর্জনলিপি। ত্যাগ-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ত্যাগশীল—(বিষয়াদি) বর্জনশীল ; দান-শীল, বদান্য, দাতা ; সহিষ্ণু। ত্যাগই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

ত্যাগসহন—১। ত্যাগ সহ্যকরণ, বিরহ সহ্যকরণ। ত্যাগের সহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। ত্যাগ বা বিরহ সহ্য করিতে সমর্থ ("অ-ত্যাগসহনো বন্ধুঃ")। উপতৎ; ত্যাগ—সহ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

ত্যাগস্বীকার—স্বার্থত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ছাড়িয়া দেওয়া, কামনাবর্জন। ত্যাগের স্বীকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্যাগী (-গিন্)—যে স্বার্থ ছাড়িয়া দেয় এমন, স্বার্থত্যাগী; দাতা; শূর, বীর; সাংসারিক বিষয়ে বিমুখ, বিরাগী; বর্জনশীল; কর্মফলত্যাগী। ত্যজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্যাগিনী**।

ত্যাজ্য—যাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে বা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এমন, ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। ত্যজ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

ত্যাজ্যপুত্র, -পুত্র—(অন্যায় কার্যের জন্য) যাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত এমন ছেলে, পিতার আশ্রয় ও সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত পুত্র। কর্মধা। বি; পুং। [বিণ।

ত্যাড়া—বাঁকা; হেলানো। < তির্যচ্।

ত্রপ—লজ্জা; বিনয়। ত্রপ্ + অপ্ ভাব। বি; পুং।

ত্রপমাণ—যে লজ্জা পাইতেছে এরূপ, লজ্জমান। ত্রপ্ + শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ত্রপা—১। লজ্জা। ত্রপ্ + অঙ্ ভাব + আপ্। ২। কুলটা, বেশ্যা। ত্রপ্ + অচ্ কর্তৃ + আপ্। ৩। কীর্তি, যশঃ। ত্রপ্ + অঙ্ করণ + আপ্। ৪। কুল, বংশ। ত্রপ্ + অঙ্ অধি + আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রপিত—লজ্জিত। ত্রপা + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ত্রপিষ্ঠ—অতিশয় লজ্জাশীল। ত্রপিন্ + ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

ত্রপী (ত্রপিন্)—লজ্জাবিশিষ্ট, লজ্জিত। ত্রপা + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রপিণী**।

ত্রয়—১। তিন সংখ্যা; ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কাল; দক্ষিণ গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই তিন অগ্নি; স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল—এই তিন ভুবন; মন্দাকিনী ভাগীরথী ও ভোগবতী—এই তিন গঙ্গাধারা; চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি—এই তিন শিবচক্ষু; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ; পরশুরাম রামচন্দ্র ও বলরাম—এই তিন রাম; ত্রিপুর। বি; ক্লী। ২। তিনসংখ্যাবিশিষ্ট। ত্রি + অয়চ্ অবয়বার্থে। বিণ।

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন, ৫৩-সংখ্যা; ৫৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম—৫৩-সংখ্যার পূরক, ৫২-র পরবর্তীটি। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ত্রয়ঃষষ্টি—তেষট্টি, ৬৩-সংখ্যা; ৬৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃষষ্টিতম—৬৩ সংখ্যার পূরক। ত্রয়ঃষষ্টি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ত্রয়ঃসপ্ততি—তিয়াত্তর, ৭৩ সংখ্যা; ৭৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃসপ্ততিতম—৭৩-সংখ্যার পূরক। ত্রয়ঃসপ্ততি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ, -শত্তম—৪৩ সংখ্যার পূরক। ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ—তেতাল্লিশ, ৪৩-সংখ্যা; ৪৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম—'ত্রয়শ্চত্বারিংশ' দ্রঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশ, -শত্তম—৩৩-সংখ্যার পূরক। ত্রয়স্ত্রিংশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ—তেত্রিশ, ৩৩ সংখ্যা; ৩৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম—'ত্রয়স্ত্রিংশ' দ্রঃ।

ত্রয়ী—১। তিন সংখ্যা; ঋক্ যজুঃ সাম—এই তিন বেদ; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—এই ত্রিমূর্তি; দুর্গা; পুরন্ধ্রী, গৃহিণী; সোমরাজীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। ত্রিসংখ্যাবিশিষ্টা। ত্রি + অয়চ্ অবয়বার্থে + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ীধর্ম(র্ম)—ঋক্ যজুঃ সাম—এই ত্রিবেদোক্ত কর্মকাণ্ড, বৈদিক ধর্ম। ত্রয়ীপ্রোক্ত ধর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ত্রয়ীবিদ্যা—ত্রিবেদাত্মিকা বিদ্যা, বেদবিদ্যা। ত্রয়ীপ্রোক্তা বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রয়ীমুখ—ব্রাহ্মণ। ত্রয়ী (বেদ) মুখে যাহার, বহু। বি; পুং।

ত্রয়োদশ—তের সংখ্যার পূরক। ত্রয়োদশন্ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

ত্রয়োদশ (-দশন্)—১৩-সংখ্যা; ১৩-সংখ্যক [ত্রয়োদশ সত্য—অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য, দয়া ও অহিংসা। ত্রয়োদশ দোষ—কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ঈর্ষ্যা, শোক, নিন্দা, অকার্যপ্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা]। ত্র্যধিক দশ (দশন্), মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োদশী—১। তিথি বিঃ; তের বছরের মেয়ে। বি; স্ত্রী। ২। ত্রয়োদশ সংখ্যার পূরণী। ত্রয়োদশ + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশ, -বিংশতিতম—২৩-সংখ্যার পূরক। ত্রয়োবিংশতি + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

ত্রয়োবিংশতি—তেইশ, ২৩-সংখ্যা; ২৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশতিতম—'ত্রয়োবিংশ' দ্রঃ।

ত্রসন—১। ত্রাস, ভয়; উদ্বেগ। ত্রস্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**ত্রস্ত**। ২। ভীত, ত্রাসযুক্ত; উদ্বিগ্ন। ত্রস্ + অন কর্তৃ। বিণ।

ত্রসর—তাঁতের তুরী, মাকু; সূত্রের বেষ্টন। ত্রস্ + অরন্ করণ, ভাব। বি; পুং।

ত্রসরেণু—সূক্ষ্মকণা; সূর্যকিরণে দৃষ্ট বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা; ছয় পরমাণু বা তিন দ্ব্যণুক। ত্রস (চঞ্চল) রেণু, কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

ত্রস্ত—১। ভীত, ত্রাসযুক্ত; চকিত; বিচলিত, কম্পিত। ত্রস্ + ক্ত কর্তৃ, শীলাদ্যর্থে। বিণ। ২। শীঘ্র। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

ত্রাণ—বিপদ্ হইতে উদ্ধার; রক্ষা। ত্রৈ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ত্রাণকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্তৃ)—উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা, রক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী, -কর্ত্রী**।

ত্রাত—যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে এমন, রক্ষিত। ত্রৈ বা ত্রা + ক্ত কর্ম। বিণ।

ত্রাতা—রক্ষিতা; যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে এরূপ ('—নারী')। ত্রৈ। ক্ত কর্ম + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রাতা (ত্রাতৃ)—যে উদ্ধার করে, রক্ষাকর্তা, রক্ষণশীল। ত্রৈ বা ত্রা + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ত্রাত্রী**।

ত্রায়মাণ—১। যে রক্ষা করিতেছে, রক্ষাকারী। ত্রৈ + শানচ্ কর্তৃ। ২। যাহাকে উদ্ধার করা হইতেছে এরূপ, রক্ষ্যমাণ। ত্রৈ + শানচ্ কর্ম। বিণ। [পুং।

ত্রাস—ভয়, ভীতি। ত্রস্ + ঘঞ্ ভাব। বি;

ত্রাসকর—ভয়ংকর, ভীতিজনক। উপতৎ; ত্রাস—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

ত্রাসজনক—ভয়জনক, ভীতিপ্রদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

ত্রাসন—ভয় দেখানো, ভীতি-প্রদর্শন। ত্রস্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ত্রাসিত—যাহাকে ভয় দেখানো হইয়াছে এরূপ, বিভীষিত। ত্রস্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ত্রাহি—রক্ষা কর, বাঁচাও। ত্রা + লোট্ হি (প্রার্থনার্থে), মধ্যম পুরুষ ১ব। সংস্কৃত ক্রি।

ত্রাহি ত্রাহি ডাক, ত্রাহি ত্রাহি রব, ত্রাহি ত্রাহি শব্দ—ভীষণ ভয় পাইয়া 'রক্ষা কর রক্ষা কর' এইরূপ চিৎকার।

ত্রি—তিন এই সংখ্যা; ত্রিসংখ্যাবিশিষ্ট, তিনটি। তৃ + ড্রি কর্তৃ। বি বা বিণ।

ত্রিংশ—ত্রিশ-সংখ্যার পূরক। ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

ত্রিংশক—১। ত্রিশসংখ্যাসমূহ। ত্রিংশৎ+কন্ সমূহার্থে। বি; পুং। ২। ত্রিংশৎ-সংখ্যা-বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ক্রীত। ত্রিংশৎ+অক (বুন্) ক্রীতার্থে। বিণ।

ত্রিংশৎ—ত্রিশ, ৩০-সংখ্যা; ৩০-সংখ্যক। ত্রিগুণিত দশ, মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিংশত্তম—ত্রিংশৎ-সংখ্যার পূরক, ত্রিশের স্থানীয়। ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ত্রিক—মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ, শিরদাঁড়ার নীচে অবস্থিত তিন-কোনা হাড়, sacrum; কটি; তিনসংখ্যা, ৩; তেমাথা রাস্তা; ত্রিফলা, ত্রিকটু; ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ)। ত্রি+কন্ সংখ্যার্থে অথবা ত্রি-কৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

ত্রিককুৎ (-কুদ্)—বিষ্ণু [একবার বিষ্ণু একদন্ত ও ত্রিককুৎ বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন]; ত্রিকূট পর্বত। ত্রি ককুৎ যাহার, বহু। বি; পুং।

ত্রিকচ্ছ—তিন কাছা দিয়া কাপড় পরিবার প্রাচীন রীতি বিঃ। ত্রি (তিন) কচ্ছের (কাছার) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিকটু—শুঁঠ পিপুল ও মরীচ। ত্রি কটুর (কটু রসের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন্)—দান যজ্ঞ ও পাঠে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ত্রি কর্ম যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ত্রিকাল—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান; প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন। ত্রি (তিন) কালের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিকালজ্ঞ—১। শিব; ঋষি। বি; পুং। ২। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এই তিন কালের ঘটনায় অভিজ্ঞ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এই তিন কালের বৃত্তান্ত জানেন এমন। উপতৎ; ত্রিকাল—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

ত্রিকালদর্শী (-দর্শিন্)—১। মুনি, ঋষি। বি; পুং। ২। ত্রিকালজ্ঞ। উপতৎ; ত্রিকাল—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

ত্রিকালবিৎ (-বিদ্)—ত্রিকালজ্ঞ। উপতৎ; ত্রিকাল—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ত্রিকালবেত্তা (-বেতৃ)—ত্রিকালজ্ঞ। ত্রিকালের বেত্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

ত্রিকাস্থি—(শারীরবিদ্যা) মেরুদণ্ডের নিম্নবর্তী ত্রিকোণাকার অস্থি বিঃ, sacrum. ত্রিকই অস্থি, কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্রিকুল—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিকূট—১। তিনটি শিখরযুক্ত। বিণ। ২। ত্রিশৃঙ্গ পর্বত বিঃ; দেওঘরের প্রসিদ্ধ পর্বত; পৌরাণিক প্রসিদ্ধ তীর্থ; ক্ষীরোদ-সমুদ্রমধ্যস্থ পর্বত বিঃ। ত্রি (তিন) কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। বি; পুং।

ত্রিকোণ—১। তিন কোণ; (জ্যোতিষ) লগ্নের পঞ্চম ও নবম স্থান। সমা দ্বিগু। ২। স্ত্রীচিহ্ন, যোনি; ত্রিভুজ ক্ষেত্র, triangle; কামরূপতীর্থ; ত্রিকোণাকার বস্তু। বি; ক্লী। ৩। ত্রিকোণযুক্ত, ত্রিকোণবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) কোণ যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিকোণক্ষেত্র—ত্রিভুজ, triangle. ত্রিকোণযুক্ত ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্রিকোণমিতি—গণিতশাস্ত্র বিঃ, ত্রিভুজাদিক্ষেত্র সংক্রান্ত গণিতবিজ্ঞান, Trigonometry. ত্রিকোণের মিতি (পরিমাণ) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

ত্রিকোণী—(জ্যামিতি) ত্রিভুজাকৃতি যন্ত্র বিঃ, set-square. ত্রিকোণ+ঈ আছে অর্থে। বাংপ্র। বি।

ত্রিগঙ্গ—তীর্থ বিঃ, প্রয়াগ; ত্রিবেণী। ত্রি (তিন) গঙ্গা (নদী) যেখানে, বহু। বি; ক্লী।

ত্রিগণ—ধর্ম অর্থ কাম—এই তিনটি। ত্রির গণ (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিগর্ত(র্ত্ত)—পঞ্জাবের জনপদ বিঃ। ত্রি (তিন) গর্ত যাহাতে, বহু। বি; পুং।

ত্রিগুণ—১। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ; সুখ দুঃখ ও মোহ—এই তিন গুণ; সাংখ্যমতে—সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয়াত্মক প্রধান। ত্রি (তিন) গুণের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী। ২। তিনবার গুণিত; ত্রিরাবৃত্ত; সুখ দুঃখ ও মোহ—এই তিন গুণসম্পন্ন; সত্ত্বাদি গুণত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) গুণ যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিগুণা—১। দুর্গা। ত্রি (তিন) গুণ যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। 'ত্রিগুণ' (২) দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিগুণাত্মক—যাহার তিন গুণ আছে এরূপ, গুণত্রয়বিশিষ্ট, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ বিশিষ্ট। ত্রিগুণ আত্মা যাহার, বহু (সমাসান্ত ক)। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

ত্রিগুণিত—তিনবার গুণিত, ত্রিরাবৃত্ত। ত্রি (তিন বার) গুণিত, সুপ্। বিণ।

ত্রিঘাত—১। (গণিত) ঘন, cubic. ত্রি (তিন) ঘাত যাহার, বহু। ২। তিনবার ত্রিগুণন। ত্রি (তিন) ঘাতের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিচক্র—১। তিন চাকার সাইকেল, tricycle; অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ। বি; পুং। ২। তিনচাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) চক্র যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিচক্রযান—তিন চাকার গাড়ি, তিনচাকা-বিশিষ্ট শকট, তিন চাকার সাইকেল, tricycle. ত্রিচক্র (২) যান, কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্রিচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), **(>-চক্ষু)**—যাহার তিনটি চোখ, ত্রিনেত্র, শিব। ত্রি (তিন) চক্ষুঃ আছে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ত্রিজগৎ—ত্রিভুবন, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল। ত্রি (তিন) জগতের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিজটা—(রামায়ণ) রাক্ষসী বিঃ। বি; স্ত্রী।

ত্রিজাতক—জৈত্রী এলাচ ও তেজপত্র। ত্রি জাত, সুপ্+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লীব।

ত্রিতন্ত্রী—বাদ্যযন্ত্র বিঃ; সেতার। ত্রি (তিন) তন্ত্র যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিতয়—তিনটির সমষ্টি। ত্রি+তয়ট্ অবয়বার্থে। বি; ক্লী।

ত্রিতল—তেতলা ('— গৃহ')। ত্রি (তিন) তল যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিনপ্রকার মনঃকষ্ট। ত্রি (তিন) তাপের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিতাপ-তাপিত, -দগ্ধ—তিন প্রকার দুঃখে অভিভূত, ত্রিবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট। ত্রিতাপ দ্বারা তাপিত, দগ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ত্রিদণ্ড—দণ্ডত্রয়, বাগ্দণ্ড মনোদণ্ড কায়দণ্ড—এই ত্রিদণ্ড; সন্ন্যাসাশ্রম। ত্রি (তিন) দণ্ডের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিদণ্ডী (-দণ্ডিন্)—ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী; বাঙ্মনঃকায়দণ্ডবিশিষ্ট ('— সন্ন্যাসী')। ত্রিদণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

ত্রিদশ—দেবতা, অমর। ত্রি (তৃতীয়া) দশা যাঁহাদের, বহু; অথবা, ত্রি (তিন) দশা যাহাদের, বহু; অথবা, ত্রি (তাপত্রয়)—দনশ্ (নাশ করা)+ক কর্তৃ; অথবা, ত্রি দশ (দশন্) যাহাদের, বহু (ডচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ত্রিদশ (-শন্)—তেত্রিশ (আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮, বিশ্বদেব ২)। ত্র্যধিক (ত্রি-অধিক) দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ত্রিদশপতি—ইন্দ্র। ত্রিদশের (দেবতাদের) পতি (প্রভু, রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিদশাবাস—স্বর্গ; সুমেরু পর্বত। ত্রিদশের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিদশালয়—স্বর্গ; সুমেরু। ত্রিদশের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিদশেশ্বর—দেবরাজ ইন্দ্র। ত্রিদশদিগের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিদশেশ্বরী—দুর্গা; ইন্দ্রপত্নী, শচী। ত্রিদশদিগের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ত্রিদিব—স্বর্গ; আকাশ; সুখ। ত্রি (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—এই তিন)—দিব্ (ক্রীড়া করা)+ক অধি। বি; পুং বা ক্লী।

ত্রিদিবেশ—দেবতা; ইন্দ্র। ত্রিদিবের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ত্রিদেব—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজন দেবতা। ত্রিসংখ্যক দেব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ত্রিদোষ—১। বাত পিত্ত ও কফের দোষ। ত্রির (তিনটির) দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বাত পিত্ত ও কফের অসাধ্য জনিত রোগ বিঃ। ত্রির দোষ যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

ত্রিদোষঘ্ন—১। যাহা বায়ু পিত্ত কফ—এই তিনের বিকার নষ্ট করে এরূপ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**। ২। ভেষজ বা ঔষধ বিঃ ; পটোল। উপতৎ ; ত্রিদোষ—হন্+টক্ র্তৃক। বি ; ক্লী।

ত্রিদোষজ বাতপিত্তকফজনিত, সন্নিপাতজ, সান্নিপাতিক। উপতৎ ; ত্রিদোষ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ত্রিধা—তিনগুণ ; তিনপ্রকার, ত্রিবিধ ; তিনবার। ত্রি+ধাচ্ প্রকারাদ্যর্থে। অ।

ত্রিধামা (-মন্)—বিষ্ণু ; শিব ; অগ্নি ; মৃত্যু। ত্রি (তিন) ধাম যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

ত্রিধামূর্তি(র্ত্তি)—ভগবান্ : ব্রহ্মা ; বিষ্ণু। ত্রিধা মূর্তি যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

ত্রিধার—যাহাতে তিনটি স্রোত আছে এমন, তিনটি ধারাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) ধারা যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিধারা—১। গঙ্গা (ইহার এক ধারা স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, এক ধারা মর্ত্যে ভাগীরথী নামে ও এক ধারা পাতালে ভোগবতী নামে প্রসিদ্ধা)। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার তিনটি ধারা আছে এরূপ, ধারাত্রয়সম্পন্না। ত্রি (তিন) ধারা যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিনবতি—তিরানব্বই, ৯৩-সংখ্যা : ৯৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিনবতিতম—৯৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিনবতি +তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র, ত্রিলোচন—১। শিব [একসময়ে পার্বতীদেবী মহাদেবের চোখ দুইটি ঢাকিয়া দিলে সারা জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়। সেই সময়ে সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য মহাদেবের ইচ্ছামত তাঁহার ললাটে তৃতীয় চক্ষুর আবির্ভাব হয়। এই চক্ষুর তেজে কাম ভস্মীভূত হয়। এই সম্বন্ধে ইহাও প্রসিদ্ধি আছে—দুইটি নেত্র বাহ্যবস্তুর প্রকাশক ; আর তৃতীয় নেত্র জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশক, ইহা বাহ্য ইন্দ্রিয় নহে, অন্তরিন্দ্রিয়। শিবের তৃতীয় নেত্রই প্রত্যক্ষের অগোচর জ্ঞাননেত্র]। বি ; পুং। ২। তিনয়নবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) নয়ন, নেত্র, লোচন যাঁহার, বহুব্রী। বিণ। ৩। লোচনত্রয়, তিনটি চক্ষু। ত্রি (তিন) নয়ন, নেত্র, লোচনের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব।

ত্রিনয়না, ত্রিনেত্রা, ত্রিলোচনা—১। দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। তিননয়নবিশিষ্টা। ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র, ত্রিলোচন+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিপঞ্চাশ, -শত্তম—৫৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিপঞ্চাশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

ত্রিপঞ্চাশৎ—তিপান্ন, ৫৩-সংখ্যা ; ৫৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশ), মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিপঞ্চাশত্তম—'ত্রিপঞ্চাশ' দ্রঃ।

ত্রিপতাক—১। তিনপতাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন বা তিনগুণ) পতাকা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। তিনটি রেখাদ্বারা চিহ্নিত ললাট দেশ। ত্রি (তিন) পতাকা (তৎসদৃশী রেখা) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ৩। (সংস্কৃত) নাটকে অপবারিত, aside ; উক্তির সময়ে ব্যবহৃত মধ্যমা ও অনামিকা ব্যতীত উন্নতাঙ্গুলিত্রয়বিশিষ্ট (হস্ত)। বিণ।

ত্রিপত্র—১। বেলগাছ ; বেলপাতা ; তিনটি কুশপাতায় তৈরী পদার্থ বিঃ [ইহা দৈব ও পৈত্র কার্যে ব্যবহৃত হয়]। বি ; পুং। ২। তিন পাতাযুক্ত, পত্রত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) পত্র যাহার, বহু। বিণ। ৩। তিনটি পাতা। ত্রি (তিন) পত্রের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিপথ—তে-মাথা ; স্বর্গ মর্ত্য এবং পাতাল এই তিন লোক। ত্রি (তিন) পথের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিপথগা—ত্রিপথগামিনী গঙ্গা। উপতৎ ; ত্রিপথ—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিপথগামিনী—গঙ্গা। উপতৎ ; ত্রিপথ —গম্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিপদ—১। কোন বস্তু রাখিবার জন্য কাঠের তৈরী তিন পা-ওয়ালা মেজ, তেপায়া, tripod. বি ; ক্লী। ২। তিন চরণ বা শব্দযুক্ত। ত্রি (তিন) পদ যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিপদিকা, ত্রিপদী—তেপায়া, টিপাই ; ছন্দ বিঃ ; পা বাঁধিবার দড়ি শিকল প্রঃ ; গোধাপদী। ত্রি (তিন) পাদ যাহার (পাদ-স্থানে পদ), বহু+ঈপ্=ত্রিপদী ; ত্রিপদী+কন্ স্বার্থে+আপ্=ত্রিপদিক। বি ; স্ত্রী।

ত্রিপর্ণ—১। যাহার তিনটি পাতা আছে এমন, ত্রিপত্রবিশিষ্ট। বিণ। ২। পলাশবৃক্ষ। ত্রি (তিন) পর্ণ যাহার, বহু। বি ; পুং।

ত্রিপাৎ (-পাদ্), **ত্রিপাদ**—১। ত্রিবিক্রম বামনদেব, বিষ্ণু। ত্রি পাদ যাঁহার, বহু (পাদ-স্থানে বিকল্পে পাৎ)। ২। জ্বর। বি ; পুং। ৩। ত্রিপাদবিশিষ্ট ; চার ভাগের তিন ভাগ এমন। ত্রি (তিন) পাদ যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিপাপ—(জ্যোতিষ) জাতকের রাশিচক্রে তিন পাপগ্রহের সমাবেশ ; তিন পাপগ্রহের দৃষ্টিরূপ দোষ বিঃ ; অতিপাতক মহাপাতক ও উপপাতকরূপ ত্রিবিধ পাপ। ত্রি (তিন) পাপের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিপিটক—সূত্র ধর্ম বিনয় এই তিন অংশে বিভক্ত বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিপুট—তট, তীর ; খেঁসারি, কলাই ; শর ; তালা ; তেওড়াতাল। ত্রি (তিন) পুট যাহার, বহু। বি ; পুং।

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক—ভস্মাদিকৃত ললাটস্থিত বক্র রেখা। ত্রি (তিন) পুণ্ড্রের, পুণ্ড্রকের সমাহার, সমা দ্বিগু ; ত্রিপুণ্ড্র+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ত্রিপুর—১। ময়দানবনির্মিত স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহে গঠিত তিনটি নগর। ত্রি (তিন) পুরের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী। ২। অসুর বিঃ। ত্রি (তিন) পুর যাহার, বহু। বি ; পুং।

ত্রিপুরদহন, -মর্দ(র্দ্দ)ন, ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি—শিব। ত্রিপুরের দহন (দাহকারী), মর্দন, অন্তক (নাশক), অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিপুরা—ধর্মার্থকামপ্রদায়িনী দেবী বিঃ ; ত্রিপুরী ; প্রাচীন চেদীরাজ্য ; পূর্ববঙ্গস্থ স্থান বিঃ। বি ; স্ত্রী।

ত্রিপুরান্তক—'ত্রিপুরদহন' দ্রঃ।

ত্রিপুরারি 'ত্রিপুরদহন' দ্রঃ।

ত্রিপুরী—ত্রিপুরাদেবী ; নর্মদানদীর তীরবর্তী শহর বিঃ। (বর্তমান নাম তেওর)। বি ; স্ত্রী।

ত্রিপুরুষ—১। পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই পুরুষত্রয়। ত্রিসংখ্যক পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। ২। যাগ বিঃ। ত্রি পুরুষ (পিত্রাদি তিন পুরুষ) (ভোক্তা) যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ৩। তিন পুরুষের সম্মিলন। ত্রি (তিন) পুরুষের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী। ৪। যাহার পরিমাণ তিন পুরুষ। ত্রি (তিন) পুরুষ যাহাতে, বহু ; বিণ।

ত্রিপুরেশ—তীর্থ বিঃ। ত্রিপুরার ঈশ যেখানে, বহু। বি ; ক্লী।

ত্রিপুষ্কর—ব্রহ্মকৃত তীর্থ বিঃ ; জ্যেষ্ঠা মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পুষ্করাখ্য তীর্থ ; তিথি নক্ষত্র বারের যোগ বিঃ ; [যদি শনি, রবি অথবা মঙ্গলবারে দ্বিতীয়া সপ্তমী এবং দ্বাদশী এই তিনটি তিথির কোন তিথি হয় এবং পুনর্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ ও বিশাখা এই নক্ষত্রসমূহের কোন নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ত্রিপুষ্কর যোগ হয়]। ত্রি (তিন) পুষ্করের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিপ্রান্তর—তিন মাঠবিশিষ্ট বিস্তৃত ময়দান, রূপকথার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর (শিশুসাহিত্যে

'তেপান্তর')। ত্রি (তিন) প্রান্তরের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিফলা—হরীতকী আমলকী ও বিভীতকী বা বয়েড়া—এই তিন ফল। ত্রি (তিন) ফলের সমাহার, সমা দ্বিগু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবর্গ—ধর্ম অর্থ কাম ; উৎপত্তি স্থিতি ধ্বংস ; সত্ত্ব রজঃ তমঃ ; আয় ব্যয় বৃদ্ধি ; ত্রিফলা ; ত্রিকটু। ত্রির (তিনের) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ। ত্রিসংখ্যক বর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ত্রিবর্ণক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ ; ত্রিফলা ; ত্রিকটু। ত্রিবর্ণ+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ত্রিবর্ষ ১। তিন বছর বয়সের। ত্রি (তিন) বর্ষ যাহার, বহু। বিণ। ২। বর্ষত্রয়, তিন বছর। ত্রি (তিন) বর্ষের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিবর্ষিকা—তিনবৎসরবয়স্কা গাভী। ত্রিবর্ষ+কন্ বয়ঃক্রম ইহার এই অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবর্ষীয়—ত্রিবর্ষজাত ; তিনবৎসরবয়স্ক। ত্রিবর্ষ+ঈয় 'বয়ঃ' অর্থে। বিণ।

ত্রিবলি, -লী—পেট ও গলা প্রঃ স্থানের মাংস কুঁচকাইয়া গেলে যে তিনটি রেখা পড়ে তাহা, উদরের মধ্যভাগে লম্বিত রোমাবলীযুক্ত রেখা। ত্রিসংখ্যক বলি, বলী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবার্ষিক—তিন বছরের। ত্রিবর্ষ+ইক। বিণ।

ত্রিবিক্রম—১। বামনরূপী বিষ্ণু, নারায়ণের বামন অবতার। ত্রিতে (ত্রিলোকে তিনটি) বিক্রম (পদক্ষেপ) যাঁহার, বহু। ২। ত্রিলোক আক্রমণ। ত্রিতে (তিন লোকে) বিক্রম, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিবিদ্যা—ঋক্ যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদ। ত্রিবিধা বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবিধ—তিনপ্রকার, তিন রকমের। ত্রি (তিন) বিধা যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিবৃৎকরণ—পৃথিবী জল তেজ—এই তিন ভূতকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্ধকে পুনর্বার দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্ধব্যতীত অন্য দুই অর্ধ এক এক খণ্ড যোজিত করা। ত্রিবৃৎ—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ত্রিবৃত্ত—যাহা তিনবার গুণ করা হইয়াছে এরূপ, ত্রিগুণিত। ত্রি (তিনবার) বৃত্ত (আবৃত্ত), সুপ্। বিণ।

ত্রিবেণী—গঙ্গাদি তিনটি নদীর মিলনস্থান ; উত্তর প্রয়াগ এবং দক্ষিণ প্রয়াগ [এলাহাবাদের নিকটবর্তী গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থান উত্তর প্রয়াগ বা যুক্তত্রিবেণী এবং হুগলী জেলায় ত্রিবেণীগ্রাম-সন্নিহিত ত্রিধারা দক্ষিণ প্রয়াগ বা মুক্তত্রিবেণী]। ত্রি (তিনটি) বেণী (স্রোত) যেখানে, বহু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবেদী (-দিন্)—যে ঋক্ যজুঃ সাম—এই তিনবেদ অধ্যয়ন করে ; হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ ; তেওয়ারী। ত্রিবেদ+ইন্ অধ্যয়নার্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

ত্রিভঙ্গ—তিন জায়গায় বাঁকা ; তেভাঙ্গা। ত্রিতে (তিন স্থানে) ভঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিভঙ্গমুরারি তেবাঁকা শ্রীকৃষ্ণ, মাথা কোমর ও পা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিভঙ্গ মুরারি, কর্মধা। বি ; পুং।

ত্রিভঙ্গিম—ত্রিভঙ্গ ; ত্রিভঙ্গতুল্য। ত্রি (তিন) ভঙ্গিমা যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিভাগ—তৃতীয়ভাগ ; তিনভাগ। ত্রি (তিন) ভাগ, কর্মধা। বি ; পুং।

ত্রিভুজ—(জ্যামিতি) তিন সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রের তিনটি বাহু আছে, ত্রিকোণক্ষেত্র ; triangle. ত্রি (তিন) ভুজ যাহার, বহু। বি ; পুং। **বিষমবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর অসমান। **সমকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ। **সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ** যে ত্রিভুজের দুই বাহু পরস্পর সমান। **সমবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের বাহু তিনটি পরস্পর সমান। **সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ** যে ত্রিভুজের তিনটি কোণই সূক্ষ্মকোণ। **স্থূলকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ।

ত্রিভুবন স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিমধু—ঘৃত, চিনি ও মধু। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিমূর্তি (র্ত্তি)—১। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন স্বরূপ বা মূর্তিবিশিষ্ট। ত্রিবিধা মূর্তি যাঁহার, বহু। বিণ। ২। ব্রহ্মশক্তি বিঃ ; বৌদ্ধদেবী বিঃ। ত্রি (তিন) মূর্তি যাঁহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিযামা—রজনী, রাত্রি; যমুনানদী; হরিদ্রা। ত্রি (তিন) যাম যাহাতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিযুগ—সত্য ত্রেতা দ্বাপর—এই তিন যুগ ; অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কাল ; বসন্ত বর্ষা ও শরৎ—এই তিন ঋতু। ত্রি (তিন) যুগের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লীব। [স্ত্রী।

ত্রিরত্ন—বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ। সমা দ্বিগু। বি ;

ত্রিরাত্র—তিন অহোরাত্র, রাত্রিসহিত তিন দিবস, তে-রাত্তির ; অভীষ্টলাভাদির জন্য দেবমন্দিরে উপবাসী হইয়া তিনরাত্রি পড়িয়া থাকা। ত্রি (তিন) রাত্রির সমাহার, সমা দ্বিগু ; ত্রিরাত্রি+সমাসান্ত অচ্। বি ; ক্লী।

ত্রিরেখ—১। তিনটি রেখাযুক্ত, রেখাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) রেখা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। তিনটি রেখা, রেখাত্রয়। ত্রি (তিন) রেখার সমাহার, সমা দ্বিগু। ৩। ত্রিভুজ। ত্রি (তিনটি) রেখা যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ৪। শঙ্খ। বি ; পুং।

ত্রিলিঙ্গ—পুংস্ত্ব ক্লীবত্ব ও স্ত্রীত্ববিশিষ্ট ('— শব্দ') ; অহংকারাদি। ত্রি (তিন) লিঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিলোক—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। ত্রিসংখ্যক লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ত্রিলোকনাথ—ত্রিলোকের কর্তা, পরমেশ্বর ; বিষ্ণু ; শিব ; সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিলোকী—স্বর্গমর্ত্যপাতাল। ত্রি লোকের সমাহার, সমা দ্বিগু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিলোকেশ—শিব ; বিষ্ণু ; সূর্য। ত্রিলোকের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ত্রিলোচন—'ত্রিনয়ন' দ্রঃ।

ত্রিশ—৩০-সংখ্যা ; ৩০-সংখ্যক। <ত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

ত্রিশক্তি কালী তারা ও ত্রিপুরা—এই তিন দুর্গামূর্তি, দেবীত্রয় ; তিনটি রাজশক্তি, Three Powers. ত্রিসংখ্যকা শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ত্রিশঙ্কু—একজন রাজা। বি ; পুং।

ত্রিশঙ্কুর অবস্থা—দোটানা অবস্থা ; এ-দিকও নয় ওদিকও নয় এই অবস্থা।

ত্রিশতী—তিন শত, ৩০০। ত্রি (তিন) শতের সমাহার, সমা দ্বিগু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিশরণ—(বৌদ্ধমতে) বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘ। ত্রি (তিন) শরণের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

ত্রিশাখ—তিনটি ডালযুক্ত, তিনটি শাখাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) শাখা যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিশিখ—১। যাহার তিনটি টিকি আছে এমন, যাহার তিনটি শীষ আছে এমন, শিখাত্রয়যুক্ত। ত্রি (তিন) শিখা যাহার, বহু। বিণ। ২। ত্রিশূল ; কিরীট ; মণ্ডল বিঃ। বি ; ক্লী।

ত্রিশীর্ষক—ত্রিশূল ; তিন ফলকযুক্ত অস্ত্র। ত্রি (তিন) শীর্ষ যাহার, বহু (ক-আগম)। বি ; ক্লী।

ত্রিশূল—ত্রিফলকযুক্ত অস্ত্র, শিবের অস্ত্র। ত্রি (তিন) শূল যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

ত্রিশূলিনী—১। দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। ত্রিশূলধারিণী। ত্রিশূলিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিশূলী (-লিন্)—১। শিব। বি ; পুং।

২। ত্রিশূলধারী। ত্রিশূল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

ত্রিশৃঙ্গ—ত্রিকূট পর্বত। ত্রি (তিন) শৃঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং।

ত্রিশৃঙ্গী (-ঙ্গিন্)—রুই মাছ। ত্রিশৃঙ্গ (তিনটি শৃঙ্গ)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ত্রিশোক—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখযুক্ত ('— জীব')। ত্রি (তিন) শোক যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিষষ্টি—তেষট্টি, ৬৩-সংখ্যা; ৬৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা (ত্রি-অধিকা) ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিষষ্টিতম—৬৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুভ্)—(সংস্কৃত কাব্য) একাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। ত্রি—স্তুভ্+ক্বিপ্ কর্তৃবা। বি; স্ত্রী।

ত্রিসংসার—ত্রিজগৎ, ত্রিভুবন, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। ত্রি (তিন) সংসারের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লীব।

ত্রিসত্য—দেবতাদি সাক্ষী করিয়া তিনবার শপথগ্রহণ। ত্রিসংখ্যক সত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্রিসন্ধ্য—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন। ত্রি (তিন) সন্ধ্যার সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিসন্ধ্যা—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই তিন সময়। ত্রিসংখ্যিকা সন্ধ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রিসপ্ত—একুশ, একবিংশতি সংখ্যা; ২১-সংখ্যক। ত্রিগুণিত সপ্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ।

ত্রিসপ্তত—৭৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিসপ্ততি+ডট পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

ত্রিসপ্ততি—তিয়াত্তর, ৭৩ সংখ্যা; ৭৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিসপ্ততিতম—৭৩-সংখ্যার পূরক। ত্রিসপ্ততি+তমট পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ত্রিসর্গ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের এবং এই তিনগুণপ্রধান বস্তুর সৃষ্টি। ত্রিরচিত সর্গ (সৃষ্টি), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ত্রিসীমা—১। তিন দিকের সীমানা, তিন প্রান্ত। ত্রিসংখ্যিকা সীমা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। **ত্রিসীমায় না যাওয়া**—কাছে না যাওয়া। ২। শেষ সীমা, শেষ-প্রান্ত; অতি নিকট, অতিসন্নিধি। বাংপ্র। বি। ৩। তিনটি সীমাযুক্ত। ত্রি (তিন) সীমা যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিসীমানা—তিন প্রান্ত; অতি নিকট, অতিসন্নিধি। < ত্রিসীমা। বি।

ত্রিস্রোতাঃ (-তস্)—গঙ্গা; উত্তরবঙ্গে প্রবাহিত নদ বিঃ, তিস্তা। ত্রি (ত্রিলোকে, তিন) স্রোতঃ যাঁহার, বহু। বি; স্ত্রী।

ত্রুটি, ত্রুটী—অভাব, ন্যূনতা; অপরাধ; ক্ষতি, হানি; সংশয়; টুকরা। ত্রুট্+ইন্ ভাববা, কর্ম; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রুটিত—১। ছিন্ন, কর্তিত, যাহা কাটা বা ছেঁড়া হইয়াছে এমন। ত্রুট্+ক্ত কর্ম। ২। স্খলিত; গলিত। ত্রুট্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ত্রুটী—'ত্রুটি' দ্রঃ।

ত্রেতা—দ্বিতীয় যুগ; দক্ষিণ গার্হপত্য আহবনীয়—এই তিন অগ্নি; দ্যূতক্রীড়ায় পাশকের যে পার্শ্বে তিনটি চিহ্ন আছে সেই পার্শ্বের উত্তানভাবে পতন। ত্রাকে (দীপ্তিকে) বা ত্রিকে (ত্রিত্বকে) ইত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ+আপ্—(২য় পক্ষে নিপা)। বি; স্ত্রী।

ত্রেধা, ত্রৈধা—তিনপ্রকার; তিনবার। ত্রি+ধাচ্ প্রকারার্থে (নিপা)। অ।

ত্রৈকালিক—প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে যাহা ঘটে এরূপ, ত্রিকালসম্বন্ধীয়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানসংক্রান্ত। ত্রিকাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ত্রৈগুণিক—তিনগুণ সুদখোর। ত্রিগুণ+ইক গ্রহণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ত্রৈগুণ্য—১। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের সমষ্টি। ত্রিগুণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। ২। তিনগুণ হওয়া। ত্রিগুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

ত্রৈধাতুক—সুবর্ণ রৌপ্য ও তাম্র—এই তিন ধাতু দিয়া তৈয়ারী। ত্রিধাতু+ক (ঠক্) নির্মিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ত্রৈবর্গিক, ত্রৈবর্গ্য—ধর্মার্থ-কাম-সাধক। ত্রিবর্গ+ইক, ষ্যঞ্ হিতার্থে। বিণ।

ত্রৈবর্ণিক ত্রিবর্ণজাত। ত্রিবর্ণ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ত্রৈবার্ষিক—তিনবৎসরে জাত; তিন বৎসরব্যাপী; তিনবছরের। ত্রিবর্ষ+ইক ভূতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। [পাণিনি ব্যাকরণমতে ভবিষ্যৎ অর্থে ত্রৈবর্ষিক, অতীত অর্থে ত্রিবার্ষিক]।

ত্রৈমাতুর—(রামায়ণ) লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। ত্রিমাতৃ+অণ্ অপত্যার্থে (মাতৃশব্দে উৎ-আদেশ) [কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর দেওয়া পায়সাংশ ভোজন করিয়া সুমিত্রা ইঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করেন; এইজন্য ইঁহাদের এই নাম]। বি; পুং।

ত্রৈমাসিক—তিন মাসে যাহা উৎপন্ন হয় এরূপ, ত্রিমাসজাত; যাহা তিন মাসে দিতে হইবে এরূপ, মাসত্রয়ে দেয়, quarterly. ত্রিমাস+ইক জাতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ত্রৈরাশিক—(গণিত) তিন রাশিঘটিত অঙ্কপ্রণালী [এই অঙ্কে তিনটি রাশি দেওয়া থাকে, চতুর্থ রাশিটি বাহির করিতে হয়, Rule of Three]. ত্রিরাশি+ক (ঠক্) যুক্তার্থে। বি; ক্লী।

ত্রৈলঙ্গ, ত্রৈলিঙ্গ—তেলিঙ্গানার অধিবাসী। ত্রিলিঙ্গ (< ত্রিকলিঙ্গ—অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ)+অণ্। বি বা বিণ।

ত্রৈলোক্য—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। ত্রিলোকী+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

ত্রৈলোক্যবিজয়া—ভাঙ্, সিদ্ধি। ত্রৈলোক্যে বিজয় যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রৈলোক্যমোহন—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালের মোহকারক। ৬ষ্ঠাতৎ। বিণ।

ত্রোটক—যাহা দ্বারা ছেদন করা যায় এমন, ছেদক; নাটক বিঃ, দৃশ্য কাব্যের প্রকার বিঃ। ত্রুট্+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; ক্লী। স্ত্রী, **-টিকা**।

ত্র্যংশ—তৃতীয় অংশ। ত্রি (তৃতীয়) অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

ত্র্যক্ষ—১। ত্রিনয়ন, মহাদেব। বি; পুং। ২। তিনচোখবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) অক্ষি যাঁহার, বহু (সমাসান্ত ষচ্ প্রত্যয়)। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**।

ত্র্যক্ষর—১। যাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর-বোধক অ-কার উ-কার ও ম-কার—এই তিন অক্ষর বিদ্যমান আছে, প্রণব, ওংকার; ছন্দ বিঃ; ত্রিবর্ণাত্মক মন্ত্র। বি; ক্লী। ২। তিনবর্ণযুক্ত। ত্রি (তিন) অক্ষর যাহাতে, বহু। বিণ।

ত্র্যক্ষরা—১। বেদজননী প্রণবরূপা অর্থাৎ ওঁ স্বরূপা পরমা বিদ্যা। বি; স্ত্রী। ২। বর্ণ-ত্রয়াত্মিকা। ত্র্যক্ষর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ত্র্যঙ্গুল—তিন অঙ্গুলি পরিমিত। ত্রি (তিন) অঙ্গুলি পরিমিত এই বাক্যে, তদ্ধিতার্থে দ্বিগু+অচ্ সমাসান্ত। বিণ।

ত্র্যম্বক—শিব, ত্রিলোচন। ত্রি (তিনবেদ)—অম্ব্+অক কর্তৃ; অথবা, ত্রি (তিন) অম্বক (চক্ষু) যাহার, বহু। বি; পুং।

ত্র্যম্বকা—দুর্গা। ত্র্যম্বক+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্র্যশীতি—তিরাশি, ৮৩; ৮৩-সংখ্যক। ত্র্যধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্র্যস্র—ত্রিকোণ; তিন দ্বারা বিভাজ্য মাত্রা সংখ্যাবিশিষ্ট ('— জাতীয় তাল')। ত্রি (তিন) অস্র (কোণ) যাহাতে, বহু। বিণ।

ত্র্যহ—তিন বার; তিন তিথি; সৌর বা চান্দ্র দিনত্রয়। ত্রি (তিন) অহের (দিনের) সমাহার, সমা দ্বিগু (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ত্র্যহস্পর্শ—যে দিন তিন তিথিকে স্পর্শ করে, এক দিনে তিন তিথির সংযোগ (ইহা অশুভ

বলিয়া পরিগণিত)। ত্র্যহের স্পর্শ যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

ত্র্যহস্পৃক্ (-স্পৃশ্)—যে তিথি তিনটি দিনকে স্পর্শ করে তাহা, দিনত্রয়স্পর্শী তিথি। ত্র্যহন্—স্পৃশ্ + কিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

ত্র্যাহিক—তৃতীয় দিনে জাত, দুই দিন পর পর উৎপন্ন (জ্বরাদি)। ত্র্যহ + ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

[থ]

থ—১। সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত, ইহা অঘোষ ও মহাপ্রাণ]। ২। পর্বত ("থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে, থির কর, থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে"—ভারত) ; রোগ বিঃ ; চিহ্ন। থুড্ + ড কর্ত্তৃ। বি ; পুং। ৩। ভক্ষণ ; রক্ষণ ; মঙ্গল ; ভয়। থুড্ + ড ভাব। বি ; স্ত্রী। ৪। নিস্তব্ধ, নীরব ; ভয়বিস্ময়াদিহেতু স্তম্ভিত, হতভম্ব, হতবুদ্ধি। 'স্ত'-শব্দজ। বিণ। **থ করা**—ভয়ে বা বিস্ময়ে অভিভূত করা ; লজ্জিত বা অপ্রতিভ করা। **থ মেরে যাওয়া**—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। **থ হওয়া**—ভয়ে বা বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ; নির্বাক্ হওয়া।

থই, থৈ—তলদেশ ; আশ্রয়, স্থান, ঠাঁই ; চরণ দ্বারা জলের নিম্নভাগ স্পর্শ ; আপ্লবন, পরিব্যাপ্তি, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া। <স্থল। বি।

থইথই, থৈথৈ—পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত ; আচ্ছন্ন, চতুর্দিকে বিস্তৃত ('জলে — করা')। বাংপ্র। বিণ।

থকথক—১। গাঢ়তার লক্ষণ প্রকাশ। ধ্বন্যাত্মক অ। ২। গাঢ়, ঘন ; আবিল, ঘোলা। বাংপ্র। বিণ।

থকথকে—গাঢ়, ঘন ; কাদার মত ঘন ; আবিল, ঘোলা। থকথক + এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

থকা—১। গুচ্ছ, গোছা, স্তবক, থাক। বি। ২। থমকানো, থামা ; অবসন্ন হওয়া ; ক্লান্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

থকার—ত-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, 'থ' এই বর্ণ। থ + কার স্বার্থে। বি ; পুং।

থকিত, থগিত—বন্ধ, আরম্ভের পর কিছুদিনের জন্য নিবৃত্ত ; নিশ্চল। <স্থগিত। কপ্র। বিণ।

থতমত—অপ্রতিভ, হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কর্তব্যনির্ণয়ে অশক্ত। <স্তম্ভিত। বিণ। **থতমত খাওয়া**—কিছু বলিতে গিয়া ইতস্ততঃ করা ; অপ্রস্তুত হওয়া।

থপ—কোমল ভারী বস্তুর পতনশব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

থপথপে—কোমল অথচ ভারী ('— জিনিস') ; শক্তিহীন অথচ স্থূলকায় ('— লোক')। থপথপ (অনুকার শব্দ) + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। বি, **-থপানি**। ক্রি, **-থপানো**।

থমক—হঠাৎ থামা, নিশ্চল অবস্থা, গতিরাহিত্য ; থামিয়া থামিয়া চলা। হি-মু। বি।

থমকানো—হঠাৎ থামিয়া যাওয়া ; চলিতে চলিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়া ; স্তম্ভিত হওয়া। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**থমকানি**।

থমকি—চলিতে চলিতে হঠাৎ ; স্তম্ভিত ভাবে ("যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে" —রবীন্দ্র)। কপ্র। অস-ক্রি।

থমথম, -থমা—নিশ্চেষ্টতা ; স্তম্ভিতভাব ; স্থিরভাব। বাংপ্র। বি। ক্রি—**থমথমানো**। **থমথম করা**—রসপূর্ণ হওয়া ('গা —') ; স্তব্ধ হওয়া

থমথমে—নিস্তব্ধ, স্তম্ভিত ; স্থির। থমথম + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

থর—থাক, স্তবক। <স্তর। বি। **থর গাঁথা**—গড়ে মালা গাঁথা। **থর নামা**—দেহে মাংস বৃদ্ধি হওয়ায় পেটে কোমরে থাক দেখা দেওয়া। **থরে থরে, থরে বিথরে**—সারি সারি, স্তবকে স্তবকে ; শ্রেণীবদ্ধভাবে ("সকলি দিলাম তুলি থরে বিথরে" —রবীন্দ্র)।

থরকয়ে—কাঁপে। প্রা কপ্র। ক্রি।

থরথর—১। কম্পান্বিত, যে বা যাহা কাঁপিতেছে এমন। বিণ। ২। কম্পনসূচক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

থরথরানো—থরথর করিয়া কাঁপা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

থরহরি—থর থর করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

থরি—পঙ্ক্তি, শ্রেণী, সারি। প্রা কপ্র। বি।

থল—স্থান। <স্থল। বি।

থলকুঁড়ি, থুলকুঁড়ি—থানকুনি গাছ। প্রাদে। বি।

থলথল—মাংসলভাব ; মাংসলতার চিহ্ন প্রকাশ, কোমলতা ও স্থিতিস্থাপকতার ভাবপ্রকাশ। বাংপ্র। অ। ক্রি, **-থলানো**।

থলথলে—মাংসল, মাংসবিশিষ্ট ; মোটা অথচ কোমল। থলথল + এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

থলপদ্ম—ভূমিজাত পদ্ম। <স্থলপদ্ম। বি।

থলি, থলিয়া, থলে—গোণী, ছালা ; বগলি ; পকেট। <স্থলী। বি।

থলো—কাঁদি, স্তবক ; গোছা, গুচ্ছ। <স্তর। বি।

থসথস—আর্দ্রতা ও শিথিলতা প্রকাশ ; আলগাভাব প্রকাশ ; দৃঢ়তার অভাব প্রকাশ ; শক্তিহীনতা। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

থসথসে—শিথিল, আলগা ; অদৃঢ়, অকঠোর ; শক্তিহীন। থসথস + এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। বি, **-থসানি**। ক্রি, **-থসানো**।

থা—১। স্থান ; গভীরতা ; আন্দাজ। বি। ২। নিশ্চিত, স্থির। বাংপ্র। বিণ। **থা পাতা**—স্থায়ী হওয়া ; সংস্থান করা ; ওঠা ; গভীর জলে মাটিতে পা রাখা। (প্রেরণার্থে **থা পাতানো**)।

থাই—থই (তাহা দ্রঃ)।

থউকা, থাউকো—১। আন্দাজী ; থোক। বিণ। ২। থোক হিসাবে, সংখ্যাগণনা বা ওজন না করিয়া, মোটের উপর। <স্তবক। ক্রি-বিণ।

থাক—১। স্তবক ; শ্রেণী ; স্তর ; বন্ধনী ; ঠেকনা ; তাক ; স্ক্রু প্রঃর প্যাঁচের ধার, pitch, step. <স্তবক। বি। **থাক করা, থাক কাটা**—শ্রেণীবিভাগ করা ; থাকে থাকে সাজান ; স্তর নির্মাণ করা। **থাক থাক**—স্তরে স্তরে সাজানো। **থাকে থাকে**—স্তরে স্তরে ; থরে থরে। ২। বাস কর ; থাম ; থাকুক। <'স্থা'-ধাতু। ক্রি।

থাকবস্ত—সীমানির্দেশক থাম বা স্থায়ী চিহ্ন ; জমিদারির সীমানা ; বিভিন্ন লাট অনুসারে ভাগ ; জমির সীমাসূচক কাগজ। (হি-মু) থাক + (ফা) বস্ত। বি।

থাকা—অবস্থিতি করা ; বাস করা ; থামা ; রক্ষা পাওয়া (মান থাকা) ; জীবিত থাকা ; বিদ্যমান থাকা ; স্থগিত হওয়া ; অবশিষ্ট

থাকা ; অপেক্ষা করা ; জড়িত থাকা ; কিছুক্ষণ থাকা। বাংপ্র ক্রি। [, বি]। **অন্ধকারে থাকা**—অজ্ঞ থাকা, জানিতে না পারা। **আঁচে থাকা**—কম তাপযুক্ত উনানে বসাইয়া রাখা ; কোন বিষয় গোপনে বুঝিতে চেষ্টা করা। **কথা থাকা**—কথামত কাজ হওয়া। **কথায় থাকা**—কাহারও ব্যাপারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলা। **কুলে থাকা**—কুল ছাড়িয়া না যাওয়া, কুলত্যাগিনী না হওয়া। **ঘরে থাকা**—সন্ন্যাসী না হওয়া ; কুলত্যাগিনী না হওয়া। **ঘুমিয়ে থাকা**—নিশ্চেষ্ট হওয়া, খবরাখবর না রাখা। **জাত থাকা**—জাতিচ্যুত না হওয়া ; মান-সম্ভ্রম বজায় থাকা। **টিকে থাকা**—ব্যবসাদি বজায় রাখা ; কোন রকমে বাঁচিয়া থাকা। **ডুব দিয়া থাকা**—লুকাইয়া থাকা। **ডুবে থাকা**—বিভোর থাকা। **তাকে থাকা**—সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা। **দাঁড়িয়ে থাকা**—ধাক্কা সামলাইয়া চলা ; অপেক্ষা করা। **দাঁতে থাকা**—অবিরত গঞ্জনা সহ্য করা। **পড়ে থাকা**—বিছানায় শয়ন করিয়া না ঘুমাইয়া বিশ্রাম করা ; পিছনে পড়িয়া থাকা ; অনাদর পাওয়া ; খরিদ্দার না জুটা। **পেটে থাকা**—বমি না হওয়া ; গর্ভপাত না হওয়া ; মনে মনে থাকা। **মনে থাকা**—ভুলিয়া না যাওয়া। **মরে থাকা**—জীবন্মৃত থাকা। **মাথায় থাকা**—সম্মানের পাত্র বা বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া। **মান থাকা**—সম্মান রক্ষা পাওয়া। **মুখ থাকা**—প্রতিশ্রুতিপালন বিষয়ে মান থাকা, সম্ভ্রম বজায় থাকা। **হাতে থাকা**—দখলে থাকা, আয়ত্তে থাকা ; অবশিষ্ট থাকা। **থাকিয়া থাকিয়া**—মধ্যে মধ্যে, থামিয়া থামিয়া।

থাকাথাকি—থাকা-না-থাকার বিষয়। বাংপ্র। বি।

থাকানো—স্থিতি করানো ; বাস করানো ; থাকে থাকে সাজানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

থাক্তানো—থাক্তাদি সাজানো ; গচ্ছিত রাখা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

থাতামুথো—অসার আশ্বাস ; অকিঞ্চিৎকর প্রতিবিধান ; জোড়াতালি ; ঘাসপাতা। বাংপ্র। বি।

থান—১। পাড়বিহীন বা সাদা ধুতি ; সম্পূর্ণ বস্ত্রখণ্ড, একটা কাপড়ের বস্তখানি একেবারে বোনা হয় তাহা। < অখণ্ড। **২**। স্থান, ভূমি, জায়গা। < স্থান। বি। **৩**। গোটা, আস্ত ('—ইট')। < অখণ্ড। বিণ। [বাংপ্র। বি। **থানকুনি**—থানকুনি গাছ বা পাতা।

থান-ছাড়া ঠাঁই-নাড়া। বাংপ্র। বিণ।

থানা—পুলিস কর্মচারীদের থাকিবার স্থান, ফাঁড়ি, কোতোয়ালি, police-station ; পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের এলাকা ; আস্তানা, স্থান ; সৈন্যসংস্থাপন ; সৈন্যদল। < স্থান। বি। **থানা করা**—বাঁধ বুনিবার জন্য স্থান ঠিক করা ; আড্ডা বসানো। **থানা দেওয়া**—পাহারার জন্য সৈন্য সমাবেশ করা ; প্রহরীর আড্ডা বসানো। **থানা-পুলিস করা** - থানায় কাহারও বিরুদ্ধে বা কোন ঘটনা সম্পর্কে নালিশ জানাইয়া সেখানে বারবার যাওয়া ; পুলিসকে নানারূপে বাধ্য করিয়া কার্য সাধনের চেষ্টা করা।

থানাদার—দারোগা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। থানা+দার অধিকৃতার্থে। বাংপ্র। বি।

থানাদারি—দারোগার কাজ ; দারোগার পদ। থানাদার+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি। বিণ, **-দারী**। [হি। বি।

থাপড়, থাপ্পড়, থাবড়া -চড়, চপেট।

থাপড়ানো, থাবড়ানো চাপড় মারা, চপেটাঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

থাবড়া—'থাপড়' দ্রঃ।

থাবড়ানো—'থাপড়ানো' দ্রঃ।

থাবড়ি—মাটিতে পাছার ভর। বাংপ্র। বি।

থাবর—স্থিতিশীল, অচল, অনড়। < স্থাবর। প্রা কপ্র। বিণ।

থাবা—চাপড়, চড় ; করতল ; হিংস্র পশুগণের নখরযুক্ত পদতল ; এক মুঠা। < স্থাপ। বি।

থাবাথুবি—কিছু গোপন করিবার প্রয়াস ; থাবার আঘাত। বাংপ্র। বি।

থাবানো—থাবড়া মারা ; থাবার আঘাত করা। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

থাম খুঁটি। < স্তম্ভ। বি।

থামা স্থির হওয়া ; দাঁড়ানো ; চুপ করা ; শান্ত হওয়া ; নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া ; অপেক্ষা করা ; আপত্তি না করা ; পতন বন্ধ হওয়া। < 'স্তন্‌ভ্'-ধাতু। ক্রি। [, বি]। **নোলা থামা**—খুব বেশী খাওয়ার লোভ সংবরণ করা। **মুখ থামা**—নোলা অর্থাৎ খাই খাই প্রবৃত্তি থামা ; বকুনি বন্ধ হওয়া।

থামানো—নিবৃত্ত করা ; দাঁড় করানো ; বন্ধ করানো ; শান্ত করা ; চুপ করানো। < 'স্তন্‌ভ্'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**থামানি**। **মুখ থামানো**—অপরের কথা বলিবার উপায় বন্ধ করা ; আহার বন্ধ করা।

থামাল—উপরদিকের পরিমাণ ; থামের মাথা ; খাড়া গাঁথনি। < মাথাল। বি।

থারি—থালি, পাত্র, আধার। < স্থালী। প্রা কপ্র। বি।

থার্মোমিটার—তাপপরিমাপক যন্ত্র। < ইং 'thermometer'. বি।

থার্মস্‌ফ্লাস্ক—তাপ সংরক্ষক পাত্র বিঃ। < ইং 'thermosflask'. বি।

থাল, থালা—ধাতুময় ঈষৎ গভীর গোলাকার ভোজনপাত্র। < স্থালী। বি।

থালি—হাঁড়ি ; তৈলাধার পাত্র বিঃ ; ছোট থালা। < স্থালী। বি।

থাসা—ঠাসা ; গাদা ; মর্দন করা, দলা। হি-মূ। ক্রি [, বি]।

থিকানো—হওয়ানো। প্রা কপ্র। ক্রি। [**থিকহুঁ**—হই। **থিকাহ**—হও। **থিকাহুঁ**—আছি।]

থিত—**১**। স্থির, স্থিতিশীল, স্থায়ী। বিণ। **২**। স্থাবর সম্পত্তি ; সঞ্চিত অর্থাদি ; সঞ্চয়। < স্থিত। বি।

থিতনো, থিতানো (জলের) ময়লা প্রঃ নীচে পড়িয়া যাওয়া, নিম্নভাগে সঞ্চিত হওয়া। < স্থিত। ক্রি [, বি, বিণ]।

থিয়েটার—রঙ্গালয়, নাট্যশালা, অভিনয়-মন্দির ; দর্শকদের জন্য ক্রমোন্নত আসনযুক্ত বক্তৃতামঞ্চ ; অভিনয় ('— করা')। < ইং 'theatre'. বি।

থির—১। ক্ষান্ত ; নিবৃত্ত ; স্থির ; অব্যাকুল। কপ্র। বিণ। **২**। ধৈর্য ("পরাণপুতলী মোর থির নাহি বান্ধে"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। বি।

থু, থুঃ—থুতু ফেলার শব্দ ; ঘৃণাপ্রকাশক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

থুঁতনি, থুতনি, থুঁতি—চিবুক, ওষ্ঠের অধোভাগ, দাড়ি। বাংপ্র। বি।

থুকথুক—কোন বস্তুতে বহু কীট বা পিপীলিকার একত্র সমাবেশসূচক শব্দ ; কাঁপুনি। ধ্বন্যাত্মক অ। বি—**থুকথুকনি, থুকথুকানি**।

থুকথুকে—নধর, পেলব, কমনীয় ; থুকথুক-শব্দকারী। থুকথুক+এ (< ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। অ।

থুড়-থুড়, থুর-থুর—বার্ধক্যের ভাব।

থুড়-থুড়ে—থুর-থুরে (তাহা দ্রঃ)।

থুড়ন—কোপানো, বারবার অস্ত্র প্রহার ; অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটা। বাংপ্র। বি।

থুড়া—কোপানো, বারবার অস্ত্রাঘাত করা ; কুচিকুচি করিয়া কাটা, কুচানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

থুড়ি—কথা বলিতে বলিতে ভুল বা অন্যায় বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবার পূর্বে প্রযুক্ত শব্দ। বাংপ্র। অ।

থুতনি—'থুঁতনি' দ্রঃ।

থুতু, থুথু—১। মুখের লালা, নিষ্ঠীবন। বাংপ্র। বি। **২**। নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবার অনুকরণ-শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

থুৎকার—থুথু ফেলা, ষ্ঠীবন-ত্যাগ। থুং—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

থুৎকুড়ি—থুথু, ষ্ঠীবন। <থুৎকার। বি।

থুত্থুড়ে—অতিবার্ধক্যহেতু শিথিলাঙ্গ। বিণ। স্ত্রী, -ড়ী।

থুপ—কম ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ। ধ্বন্যাত্মক অ।

থুপি, থুপী—গুছি, ক্ষুদ্র গুচ্ছ, থোপনা। বাংপ্র। বি।

থুবড়া, থুবড়ো—যে অধিক বয়স পর্যন্ত বিবাহ করে নাই এমন; জরাজীর্ণ; অতি-বৃদ্ধ; নড়িতে চড়িতে অক্ষম। <স্থবির। বিণ। স্ত্রী—**থুবড়ী**।

থুবড়ানো, থুবড়নো—মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যাওয়া, অধোমুখ হইয়া পতিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**থুবড়ানি, থুবড়নি**।

থুম, থুমা, থুমো—নীরব, নির্বাক্, নিঝুম। বাংপ্র। বিণ।

থুর-থুরে, থুত্থুরে—অতি বুড়া, অতিজীর্ণ বৃদ্ধ, কম্পমান বৃদ্ধ। থুর-থুর (অনুকার শব্দ)+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**থুর-থুরী, থুত্থুরী**। ক্রি—**থুর-থুরানো, থুত্থুরানো**। বি—**থুর-থুরানি, থুত্থুরানি**।

থুলকুড়ি—থানকুনি। প্রাদে। বি।

থেই—উদ্দাম নৃত্যের বোধক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

থেঁত, থেঁতো—যাহা দলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, বিমর্দিত, কুট্টিত, পিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

থেঁতলানো—দলিয়া ফেলা, পিষিয়া ফেলা, পা দিয়া মাড়ানো; পীড়ন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**থেঁতলানি**।

থেঁতানো, থেঁতনো—থেঁতো করা, ছেঁচিয়া দেওয়া; পীড়ন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**থেঁতানি, থেঁতুনি**।

থেকে—১। অপেক্ষা, হইতে। বিভক্তি-প্রতিরূপক অ। ২। থাকিয়া। প্রাদে। অস-ক্রি। **থেকে থেকে**—একটু পরে পরেই।

থেবড়া—চেপটা, ভোঁতা। বাংপ্র। বিণ।

থেবড়ানো—১। চেপটা, থেবড়া; ভোঁতা। বিণ। ২। চেপটা করা; ভোঁতা করা; চাপড় মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**থেবড়ানি**।

থেলো—বড় খোলবিশিষ্ট ('—হুঁকা')। বাংপ্র। বিণ।

থৈ—'থই' দ্রঃ।

থৈথৈ—১। 'থইথই' দ্রঃ। ২। মৃদঙ্গাদি-বাদ্যের অনুকরণধ্বনি, নৃত্যের অনুকরণশব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

থো—(তুই) রাখ্। প্রাদে। ক্রি।

থোওয়া, থোয়া—রাখা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

থোঁতা—১। মোটা, স্থূল; ভোঁতা। বিণ। ২। স্থূল চিবুক, মোটা থুতনি। <ত্রোটি। বি। **থোঁতা মুখ ভোঁতা করা** বা **হওয়া**—বড় মুখ ছোট করা বা হওয়া; মুখরার মুখ বন্ধ হওয়া।

থোক—মোট, সমস্ত; গোছা, গুচ্ছ; বিভাগ, খণ্ড; মোটমাট। <স্তবক। বি বা বিণ। **থোক থাক**—মোট। **থোক থোক**—মোটা মোটা; রাশি রাশি। **থোকে বিক্রয়**—এককালীন মোট বিক্রয়।

থোকা—জমিদারীর প্রজাদের হিসাবী কাগজ বিঃ; গোছা, গুচ্ছ; স্তবক। <স্তবক। বি। [বাংপ্র। বি।

থোড়—ফলন্ত কলাগাছের মধ্যস্থ সারাংশ।

থোড়ন—ক্ষুদ্রাংশে কর্তন। বাংপ্র। বি।

থোড়া—১। অল্প, কিঞ্চিৎ। হি। বিণ। ২। কুচানো, টুকরা টুকরা করিয়া কাটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

থোড়াই—অতিতুচ্ছ, সামান্য, নগণ্য; মোটেই না, একদম না। হি-মূ। বিণ।

থোতনা, থোথনা—থুঁতনি (তাহা দ্র.)।

থোতা—থোঁতা (তাহা দ্রঃ)।

থোপ, থোবা—গোছা, গুচ্ছ, কাঁদি। <স্তবক। বি।

থোপনা, থোবনা—থুঁতনি (তাহা দ্রঃ)। বি। **থোবনা নাড়া**—উত্তর-প্রত্যুত্তর করা, বচসা করা; কুকর্ম করিয়া মুখ দেখানো।

থোবা—'থোপ' দ্রঃ।

থোরথোর—অল্প অল্প, সামান্য সামান্য; আধ-আধ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

থোরে অল্পে অল্পে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

থোলো—গোছা, গুচ্ছ, স্তবক। বাংপ্র। বি।

থ্যাতলানো—থেঁতলানো (তাহা দ্রঃ)।

থ্যাবড়া—চেপটা। বাংপ্র। বিণ।

থ্যাবড়ানো—হাতের তেলোর আঘাতে চেপটা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

[দ]

দ—১। অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের তৃতীয় বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ইহা ঘোষবৎ ও অল্পপ্রাণ]। ২। পর্বত। দা+ক কর্তৃবা। বি; পুং। ৩। দান। দা+ক ভাব। ৪। খণ্ডন; ভাগকরণ। দো+ড ভাব। বি; স্ত্রী। ৫। দাতা, যে দান করে (ইহা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে; যথা—ধনদ, বারিদ ইঃ)। দা+ক কর্তৃ। ৬। শুদ্ধ; অবদাত। দৈ+ক কর্ম। বিণ। ৭। গর্ত; স্বাভাবিক সুগভীর জলাশয় বা খাত। <দহ। বি। **দয়ে মজানো**—অতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া; সর্বনাশ সাধন করা।

দই, দৈ—দধি, টক দিয়া জমানো দুধ। <দধি। বি।

দংশ—১। ডাঁশ, বনমক্ষিকা। দন্শ্+অচ্ কর্তৃ। ২। দন্ত; বর্ম, সাঁজোয়া। দন্শ্+ঘঞ্ করণ। ৩। দোষ; কামড়, দংশন; সাপের কামড়, সর্পাঘাত; খণ্ডন। দন্শ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

দংশক—১। ডাঁশ, বড় মশা। বি; পুং। ২। যে কামড়ায়, দংশনকারী। দন্শ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দংশিকা**।

দংশন—কামড়ানো, দন্তাঘাত। দন্শ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [কপ্র। ক্রি।

দংশানো—কামড়ানো, দংশন করা।

দংশিত—১। যাহাকে কামড়ানো হইয়াছে এমন, দন্ত দ্বারা আঘাতিত। দন্শ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। সাঁজোয়া-পরা, বর্মিত, বর্মবিশিষ্ট। দংশ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

দংশী—ছোট ডাঁশ; মশা। দংশ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দংষ্ট্রা—দাঁত, দন্ত; বড় দাঁত। দন্শ্+ষ্ট্রন্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দংষ্ট্রা-করাল—বড় বড় দাঁত থাকাতে ভয়ংকর, দীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্তহেতু ভীষণ। দংষ্ট্রা দ্বারা করাল, ৩য়াতৎ। বিণ।

দংষ্ট্রাল—দাঁতাল, দন্তযুক্ত। দংষ্ট্রা+ল আছে অর্থে। বিণ।

দংষ্ট্রী (দংষ্ট্রিন্)—১। যাহার বড় বড় দাঁত আছে এমন, দাঁতাল। দংষ্ট্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দংষ্ট্রিণী**। ২। বরাহ; সর্প। বি; পুং।

দঁক, দক—জলকাদায় ভরা বিশ্রী জায়গা; জলযুক্ত গভীর পঙ্ক; আকস্মিক দুরবস্থা। <উদক। বি। **দঁকে পড়া**—কাদায় পড়া; নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করা।

দক্ষ—১। পটু, নিপুণ, সমর্থ; শিক্ষিত; অনলস। বিণ। ২। প্রজাপতি বিঃ, ব্রহ্মার পুত্র; শিবের ষাঁড়; মোরগ, কুক্কুট। দক্ষ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

দক্ষকন্যা, দক্ষজা—দক্ষ-প্রজাপতির মেয়ে; দুর্গা, সতী; অশ্বিনী প্রঃ সপ্তবিংশতি নক্ষত্র। দক্ষের কন্যা, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ, দক্ষ—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দক্ষতা—পটুতা, নৈপুণ্য, সামর্থ্য। দক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

দক্ষযজ্ঞ—শিবকে বাদ দিয়া দক্ষ প্রজাপতি যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা; (বাংপ্র) তুমুল বিশৃঙ্খলা হইয়া বৃহৎ আয়োজন পণ্ড হওয়ার ব্যাপার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দক্ষা ১। নিপুণা, সমর্থা, কার্যকুশলা। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। দক্ষ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণ—১। দক্ষিণ দিক্; দাক্ষিণাত্য, Deccan, নায়ক বিঃ, সকল নায়িকাতে যে নায়কের সমান অনুরাগ থাকে। দক্ষ্+ইনন্ কর্তৃ। বি; পুং। বিণ—**দক্ষিণী**। ২। ডাইন, বামেতর; দাক্ষিণ্যযুক্ত; অনুকূল; পরচ্ছন্দানুবর্তী, যে পরের মন যোগায় এমন; উদার; অকপট; দক্ষিণ দিক্ বা দেশসম্বন্ধীয়; সমর্থ, দক্ষ। বিণ।

দক্ষিণকালিকা—শিবের বুকে ডান পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যে কালিকা দেবী, আদ্যা শক্তির রূপভেদ। দক্ষিণা (অনুকূলা) কালিকা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণকেন্দ্র, -মেরু—পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত, কুমেরু। দক্ষিণ কেন্দ্র, মেরু, কর্মধা। বি; পুং।

দক্ষিণ-নায়ক—বহু নায়িকাতে যে সমভাবে অনুরাগী। কর্মধা। বি; পুং।

দক্ষিণ-পশ্চিম—নৈর্ঋত কোণ। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণ-পূর্ব (র্ব্ব)—অগ্নিকোণ। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণ-সন্ধানী—(পদার্থবিদ্যা) (দিক্‌দর্শন যন্ত্রের মুখ সম্বন্ধে) যাহা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া থাকে এমন, south-seeking. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দক্ষিণস্থ—দক্ষিণ দিকে স্থিত। উপতৎ; দক্ষিণ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

দক্ষিণহস্ত—ডান হাত; সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়; প্রধান অবলম্বন। কর্মধা। বি; পুং।

দক্ষিণহস্তের ক্রিয়া, ব্যাপার—খাওয়া, ভোজন, ভক্ষণ।

দক্ষিণা—১। গুরু বা পুরোহিতকে দেয় ধনাদি; পারিশ্রমিক; পুরস্কার; যজ্ঞপত্নী; দক্ষিণ দিক্ বা দেশ; দেবী বিঃ; নায়িকা বিঃ। দক্ষিণ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। দক্ষিণ দেশের; দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত ('—বাতাস')। দক্ষিণ+আ আগতার্থে, ভবার্থে। বিণ। ৩। দাক্ষিণ্যযুক্তা ইঃ ('দক্ষিণ' দ্রঃ)। দক্ষিণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে স্থাপনীয় যজ্ঞের আগুন। দক্ষিণ অগ্নি, কর্মধা। বি; পুং।

দক্ষিণাচল—মলয়পর্বত। দক্ষিণ অচল, কর্মধা। বি; পুং।

দক্ষিণাচার—১। তন্ত্রোক্ত আচার বিঃ। দক্ষিণ আচার, কর্মধা। বি; পুং। ২। দক্ষিণদিকে যাহার গতি আছে এরূপ। দক্ষিণা (দক্ষিণে) চার (গমন) যাহার, বহু। বিণ।

দক্ষিণান্ত—১। পুরোহিতকে পারিশ্রমিক দান করিয়া যজ্ঞকর্ম শেষ করণ। দক্ষিণা সম্পাদ্য অন্ত (শেষ, সমাপন), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। পুরোহিতকে পারিশ্রমিক দান করিয়া যাহা শেষ করা হইয়াছে এমন, দক্ষিণাপ্রদান দ্বারা সমাপিত ('—কর্ম')। দক্ষিণা অন্ত যাহার, বহু। বিণ।

দক্ষিণাপথ—বিন্ধ্যপর্বত এবং কুমারিকা অন্তরীপ—এই উভয়ের মধ্যস্থিত ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ, দাক্ষিণাত্য, Deccan. দক্ষিণা (দক্ষিণদিকে) পথ, সুপ্। বি; পুং।

দক্ষিণাবর্ত (র্ত্ত)—১। ভারতের দক্ষিণভাগ, বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণদেশ; দাক্ষিণাত্য; শঙ্খ বিঃ, যে শঙ্খের মুখ দক্ষিণদিকে খোলা। বি; পুং। ২। যাহার পাক ডানদিকে এমন ('—শঙ্খ'); যাহা ডানদিকে ঘুরিতে থাকে এমন, দক্ষিণদিকে আবর্ত বা প্যাঁচযুক্ত, clockwise. দক্ষিণে আবর্ত যাহার, বহু। বিণ।

দক্ষিণাবহ—দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়-বায়ু। দক্ষিণা—বহ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

দক্ষিণামুখ, দক্ষিণাস্য—দক্ষিণ দিকে মুখবিশিষ্ট। দক্ষিণা (দক্ষিণদিকে) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী, -স্যা**।

দক্ষিণায়ন—১। সূর্যের দক্ষিণ দিকে হেলিয়া উঠা ও অস্ত যাওয়া, বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে স্থিত কর্কটক্রান্তি হইতে সূর্যের দক্ষিণদিকে গমন। দক্ষিণা (দক্ষিণদিকে) অয়ন (গমন), সুপ্। ২। (২৩এ সেপ্টেম্বর) শ্রাবণ হইতে (২২এ ডিসেম্বর) পৌষ পর্যন্ত ছয় মাস কাল। দক্ষিণে অয়ন হয় যে সময়ে, বহু। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত—সূর্যের দক্ষিণ-গতির সীমা-নিরূপক রেখা, বিষুবরেখার ২৩½ ডিগ্রী দক্ষিণে যে অক্ষরেখা আছে তাহা, Tropic of Capricorn. দক্ষিণায়নের অন্ত যাহাতে, বহু; সেই বৃত্ত, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণারণ্য—দক্ষিণদেশস্থ বন; দণ্ডকারণ্য। দক্ষিণা যে অরণ্য, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দক্ষিণাস্য—'দক্ষিণামুখ' দ্রঃ।

দক্ষিণী—দক্ষিণ-দেশীয়; দক্ষিণদিকে অবস্থিত। দক্ষিণ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দক্ষিণেশ্বর—১। দক্ষিণ দিকের অধিপতি, যম। দক্ষিণের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কলিকাতার উত্তরস্থ ধর্মস্থান বিঃ। বি।

দক্ষিণ্য—দক্ষিণা পাওয়ার যোগ্য। দক্ষিণা+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

দক্ষেশ্বর—দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। দক্ষের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দখনে—দক্ষিণদিকের ('—হাওয়া'); কলিকাতার দক্ষিণদিকের চব্বিশপরগনা-নিবাসী ('—লোক')। বাংপ্র। বিণ।

দখল—অধিকার, আয়ত্ততা; অভিজ্ঞতা, ব্যুৎপত্তি; হস্তক্ষেপ। <আ 'দখ্ল্'। বি।

দখলকার, দখলিকার—মালিক, অধিকারী। উপতৎ; দখল—কৃ+অণ্ (২য় পক্ষে ই-কার আগম)। আ-মু। বিণ।

দখলনামা—অধিকারসূচক দলিল। আ-ফা-মু। বি।

দখলী—অধিকারভুক্ত; অধিকারসম্বন্ধীয়। দখল+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বিণ।

দখিন—দক্ষিণ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দখিনা, দখিনে—১। দক্ষিণদিক্ হইতে আগত; দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধীয়। <দক্ষিণ। বিণ। ২। পুরোহিতের পারিশ্রমিক, দক্ষিণা। <দক্ষিণা। বি।

দগড়—বড় নাগরা, দামামা। <দ্রগড়। বি।

দগড়া, দাগড়া—আঘাত ইঃর স্পষ্ট চিহ্ন; ঘর্ষণের দাগ। বাংপ্র। বি।

দগদগ—ক্ষত বা জ্বলনের লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দগদগানি, দগদগি—উৎকট যন্ত্রণা, অতিশয় বেদনা; অত্যন্ত মনঃকষ্ট। দগদগ+আনি, ই ভাবে। বাংপ্র। বি। ক্রি—**দগদগানো**।

দগদগে—বিস্তীর্ণ, বহুস্থানব্যাপী; স্পষ্ট প্রকাশিত ('—ঘা')। দগদগ+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

দগ্ধ—১। যাহা পুড়িয়া গিয়াছে এরূপ, জ্বলিত, ভস্মীকৃত, ঝলসানো। দহ্+ক্ত কর্ম। ২। সন্তপ্ত। দহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **দগ্ধ কপাল**—দুরদৃষ্ট। **দগ্ধ বিধাতা**—নির্দয় ঈশ্বর। **দগ্ধ হৃদয়**—সন্তপ্তচিত্ত।

দগ্ধপত্রন্যায়—ন্যায় বিঃ [পাতাগুলি পুড়িয়া গেলে প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আর পাতা থাকে না, কিন্তু ছাইয়ের মধ্যে আগেকার আকৃতি থাকায় ইহা যে পাতা ছিল তাহা বুঝা যায়। এইরূপ কোন বিষয়ে এই উদাহরণের উল্লেখ করিলে দগ্ধপত্রন্যায় বলা হইয়া থাকে]। দগ্ধ পত্র, কর্মধা ; দগ্ধপত্রাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দগ্ধশলাকা—লোহা প্রঃ ধাতুর আগুনে পোড়ানো সরু লাঠি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দগ্ধা—১। (জ্যোতিষ) অমঙ্গলকর দিন [ইহা দুইপ্রকার—মাসদগ্ধা ও দিনদগ্ধা]। বি ; স্ত্রী। ২। ভস্মীকৃতা ; উত্তপ্তা, সন্তপ্তা, অতিদুঃখিতা। দগ্ধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দগ্ধাদৃষ্ট—দুরদৃষ্ট, মন্দ কপাল। দগ্ধ অদৃষ্ট, কর্মধা। 'পোড়া কপাল'-শব্দের মার্জিত রূপ। বি।

দগ্ধানো—পোড়ানো, দগ্ধ করা ; যন্ত্রণা দেওয়া, জ্বালাতন করা। <দগ্ধ। ক্রি।

দগ্ধান্ন—পোড়া ভাত। দগ্ধ অন্ন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

দগ্ধাবশিষ্ট—পুড়িয়া যাইবার পর যাহা বাকী থাকে এরূপ, ভস্মীভূতাবশিষ্ট। দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

দগ্ধাবশেষ—আংশিকভাবে পুড়িয়া-যাওয়া জিনিসের যে অংশ আ পোড়া থাকে তাহা। দগ্ধের অবশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দগ্ধিকা—দগ্ধান্ন, পোড়া ভাত। দগ্ধ+কন্ কুৎসিতার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দগ্ধোদর—পোড়া পেট, সামান্যমাত্র আহার্যে পূরণীয় জঠর (ভোজনকার্যে অনাদর-প্রকাশার্থ পদটি ব্যবহৃত হয়)। দগ্ধ উদর, কর্মধা। বি ; ক্লী।

দঙ্গল—দল, ভিড়, সমবায় ; কুস্তি ; মল্লভূমি ; অরণ্য, জঙ্গল। হি-মু। বি।

দছিন—দক্ষিণ ("দছিন পবন বহ ধীর"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

দজ্জাল—বদমায়েশ, দুষ্ট ; ঝগড়াটে ; ধূর্ত ; শঠ ; অসত্যভাষী। (সাধারণতঃ মেয়েদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত)। আ (=শয়তান)। বিণ।

দড়—১। শক্ত, কঠিন ; বিচক্ষণ, পটু ; মজবুত ; স্থির, নিশ্চিত। ২। ঈষৎ। <দৃঢ়। বিণ।

দড়কচা, দড়কাঁচা, দড়পাকা—অর্ধপক্ব, ঈষৎ পক্ব ; আধসিদ্ধ ; আধকাঁচা। বাংপ্র। বিণ।

দড়বড়—দ্রুততাপ্রকাশ ; ব্যস্ততাপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

দড়বড়ানো—দড়বড়শব্দে গমন করা ; তাড়াহুড়া করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দড়বড়ি—দড়বড় করিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া, দ্রুতভাবে। কপ্র। অস-ক্রি।

দড়বড়ে—চটপটে, অতিদ্রুত, ক্ষিপ্রতাবিশিষ্ট ; অত্যন্ত ব্যস্ত। দড়বড়+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

দড়া—কাছি, লম্বা মোটা দড়ি। বাংপ্র। বি।

দড়াই—শক্ত করিয়া, দৃঢ়ভাবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ। [ও সরু দড়ি। বাংপ্র। বি।

দড়াদড়ি—নানাপ্রকারের দড়ি, শক্ত মোটা

দড়াম—ভারী ও শক্ত জিনিস পড়িয়া যাওয়ার শব্দ। <দ্রাম্। অ।

দড়ি—রজ্জু, গুণ। হি-মু। বি।

দঢ়—শক্ত, মজবুত ; দক্ষ, পটু, নিপুণ। <দৃঢ়। বিণ।

দণ্ড—১। লাঠি, যষ্টি। দণ্ড্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। শাস্তি, শিক্ষা ; দমন, শাসন। দণ্ড্+ঘঞ্ ভাব। ৩। চব্বিশমিনিটকাল ; ষাটপলপরিমিত সময় ; যাম। দণ্ড্+অচ্ কর্তৃ। **দণ্ডে দণ্ডে**—প্রতি মুহূর্তে। ৪। বুহ্ন ; বূাহ বিঃ। দণ্ড্+ঘঞ্ অধি। ৫। অশ্ব বিঃ, প্রকাণ্ড অশ্ব। দণ্ড্+ঘঞ্ কর্ম। ৬। সৈন্য ; চারিহস্তপরিমাণ ; কাঠা ; কোণ ; মন্থনদণ্ড ; যুদ্ধযাত্রার আজ্ঞা। দণ্ড্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। ৭। খেসারত, গচ্চা ; জরিমানা। বাংপ্র। বি।

দণ্ডক—১। ছন্দ বিঃ ; কাম্যকর্ম। দণ্ড—কৈ+ক (সংস্কৃত বাক্য) কর্তৃ। বি। ২। (রামায়ণ) গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত বিশাল বন। দণ্ড+কন্ স্বার্থে, কুৎসিতার্থে। বি ; পুং।

দণ্ডকবন—দণ্ডক (২) (তাহা দ্রঃ)। দণ্ডকনামক বন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

দণ্ডকা—জনস্থান ; দণ্ডকারণ্য নামক বন। দণ্ডক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডকাক—দাঁড়কাক। দণ্ডাকার কাক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দণ্ডকারণ্য—(রামায়ণ) দাক্ষিণাত্যের বিশাল বন। দণ্ডকাখ্য অরণ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

দণ্ডগ্রহণ—১। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন। দণ্ডের (সন্ন্যাসীদের যষ্টির) গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শাস্তি লওয়া। দণ্ডের (শাস্তির) গ্রহণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দণ্ডগ্রাহ—সন্ন্যাসী, দণ্ডগ্রহণকারী। উপতৎ ; দণ্ড—গ্রহ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহী**।

দণ্ডচক্রাদিন্যায়—ন্যায় বিঃ [একধর্মবিশিষ্ট ঘটত্ব প্রঃর প্রতি যেমন দণ্ডচক্র ইঃর কারণত্ব আছে, সেইরূপ একধর্মবিশিষ্ট কার্যের বহু কারণ হইলে দণ্ডচক্রাদি ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে]। দণ্ড এবং চক্র, দ্বন্দ্ব ; দণ্ডচক্র আদি যাহাদের, বহু ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দণ্ডঢক্কা—দামামা, নাগরা। দণ্ডবাদক ঢক্কা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডদাতা (-দাতৃ)—শাস্তিদানকারী, দণ্ডদানকর্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

দণ্ডদান—সাজা দেওয়া, শাস্তিপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দণ্ডধর—১। যম ; রাজা ; কুম্ভকার। বি ; পুং। ২। যষ্টিধারী ; যাহার দোষীকে সাজা দিবার ক্ষমতা আছে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দণ্ডধার—দণ্ডধর (তাহা দ্রঃ)। বি বা বিণ। উপতৎ ; দণ্ড—ধৃ+অণ্ কর্তৃ। স্ত্রী, **-ধারী**।

দণ্ডধারী (-ধারিন্)—১। যে লাঠি হাতে লইয়া আছে এমন, যষ্টিহস্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**। ২। যম ; নরপতি ; কুম্ভকার ; দণ্ডী সন্ন্যাসী। উপতৎ ; দণ্ড—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

দণ্ডন—সাজা দেওয়া, শাস্তিদান, দণ্ড দেওয়া, শাসন। দণ্ড্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দণ্ডনায়ক—সেনাপতি ; রাজা ; দণ্ডবিধানকর্তা, যে ব্যক্তি বিচারকের হুকুম অন্যের উপর খাটায়, sheriff ; পুলিসের কর্মচারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দণ্ডনীতি—রাজনীতিশাস্ত্র বিঃ, যাহাতে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম ও উপদেশ আছে ; শুক্রাচার্যাদিপ্রণীত নীতিশাস্ত্র বিঃ ; দমননীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডনীয়—শাস্তি দিবার যোগ্য, দণ্ডার্হ। দণ্ড+অনীয় কর্ম। বিণ।

দণ্ডপাট—রাজ্য। বাংপ্র। বি।

দণ্ডপাণি—১। যম ; নরপতি ; কুম্ভকার ; সন্ন্যাসী। বি ; পুং। ২। লাঠিধারী। দণ্ড পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ।

দণ্ডপারুষ্য—জবরদস্তি ; অতিরিক্ত দণ্ডদান ; আঠার প্রকার বিবাদের একরকম বিবাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দণ্ডপাল, -পালক—দারোয়ান, দ্বাররক্ষক। উপতৎ ; দণ্ড—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ ; পক্ষে দণ্ডের পালক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দণ্ডবৎ—১। লাঠির মত সটান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া নমস্কার, প্রণাম। বাংপ্র। বি। **খুরে দণ্ডবৎ**—পরাজয় স্বীকারসূচক উক্তি ; পায়ে নমস্কার (ব্যঙ্গোক্তিতে—পায়ে পশুর খুর আছে অর্থাৎ যাহাকে নমস্কার করা হইতেছে সে পশু, এই ভাব)। **খুরে খুরে দণ্ডবৎ**—অপরকে পশু বলিয়া তাহার নিকট পরিহার প্রার্থনা। ২। যে লাঠির মত সোজা টান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এমন, দণ্ডের ন্যায় ঋজুভাবে পতিত। দণ্ড+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

দণ্ডবান্ (-বৎ)—লাঠিধারী। দণ্ড+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

দণ্ডবিধাতা (-বিধাতৃ)—শাস্তিদানকর্তা,

শাসিতা ; রাজা ; বিচারপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-বিধাত্রী**।

দণ্ডবিধান—শাস্তিপ্রদান ; শাস্তিদানের ব্যবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দণ্ডবিধি—অপরাধ দমন করিবার জন্য নিয়মাবলী, penal code ; দণ্ডবিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দণ্ডব্যূহ—লাঠির আকারে রচিত ব্যূহ অর্থাৎ সৈন্যশ্রেণী বিঃ [ইহার অগ্রভাগে সেনাপতি, মধ্যে রাজা, পিছনে সেনাপতি, উভয় পার্শ্বে হস্তী, তাহার কাছে ঘোটক ও তাহার পর পদাতিকগণের থাকিবার জায়গা]। দণ্ডসদৃশ ব্যূহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দণ্ডমুণ্ড—শাসন করা এবং মাথা বাঁচাইয়া রাখা অর্থাৎ বিপদে রক্ষা করা ; তিরস্কার এবং পুরস্কার। দণ্ড এবং মুণ্ড, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি ; ক্লী। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা**—সর্বময় অধিপতি ; যিনি রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন তিনি।

দণ্ডমুদ্রা—তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রা বিঃ। দণ্ড-নাম্নী মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডমূলক—যাহাতে শাস্তির ব্যবস্থা বা বিধান আছে এরূপ, শাস্তিমূলক, penal. দণ্ড মূল যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। (দণ্ডমূলক আইন বিঃ—penal code.)

দণ্ডযাত্রা—১। যুদ্ধযাত্রা, বিজয়যাত্রা ; দমনের জন্য অভিযান, ৪র্থীতৎ। ২। বরের সঙ্গে মিছিল করিয়া যাওয়া। দণ্ড সহিত যাত্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডসংহিতা—ফৌজদারী আইন, দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধায়িকা সংহিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডাঘাত—লাঠি দিয়া মারা, লগুড় দ্বারা প্রহার। দণ্ড দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

দণ্ডাদণ্ডি—লাঠালাঠি, পরস্পর যষ্টি দ্বারা যুদ্ধ। দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া—এই বাক্যে, ব্যতিহারার্থে, বহু (সমাসান্ত ই-প্রত্যয়, পূর্বস্বর দীর্ঘ)। ক্রি-বিণ।

দণ্ডাধিকরণ—ফৌজদারী আদালত, যেখানে ফৌজদারী মামলার বিচার হয়, criminal court. দণ্ডবিষয়ক অধিকরণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

দণ্ডাধীন—যে শাসন মানিতে বাধ্য এমন, যে শাস্তি পাইতেছে এমন, শাসনায়ত্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দণ্ডাপূপন্যায়—ন্যায় বিঃ [এক গৃহস্থ একটি দণ্ডে বা লাঠিতে একখানি পিঠা বিঁধিয়া ঘরে রাখিয়া কোন বিশেষ কাজের জন্য দূরে গিয়াছিল। সেই ঘরে এক গর্তে একটি ইঁদুর থাকিত। গৃহস্থ বাহিরে গেলে ইঁদুরটি পিঠাখানি খাইয়া ফেলিল এবং সেই সঙ্গে লাঠিরও খানিকটা কুরিয়া কুরিয়া খাইল। গৃহস্থ ঘরে আসিয়া পিঠা দেখিতে পাইল না। কিন্তু সে লাঠিটির খানিকটায় ইঁদুরের দাঁতের দাগ দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল, লাঠির মত শক্ত জিনিস যখন ইঁদুর খাইয়াছে, তখন পিঠার মত কোমল জিনিস সে আগেই খাইয়াছে। এইরূপ কোন কঠিন কার্যে সিদ্ধি দেখিয়া কোন সহজ কার্যে সিদ্ধি হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়াকে দণ্ডাপূপন্যায় বলে]। দণ্ডস্থিত অপূপ (পিষ্টক), মধ্যপ কর্মধা ; দণ্ডাপূপাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দণ্ডায়মান—যে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এরূপ, দণ্ডবৎ ঋজুভাবে অবস্থিত। দণ্ড+কাঙ্ (=দণ্ডার নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

দণ্ডার্হ—শাস্তিদানের উপযুক্ত, দণ্ডনীয়। উপতৎ ; দণ্ড—অর্হ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

দণ্ডাহত—যাহাকে লাঠি দিয়া মারা হইয়াছে এমন, লগুড় দ্বারা প্রহৃত বা তাড়িত। দণ্ড (লাঠি) দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দণ্ডিত—যাহাকে সাজা দেওয়া হইয়াছে এমন, শাসিত, দণ্ডপ্রাপ্ত। দণ্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

দণ্ডী (দণ্ডিন্)—১। নৃপ বিঃ ; কাব্যাদর্শপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ আলংকারিক পণ্ডিত, বৌদ্ধ বিঃ ; দণ্ডধারী সন্ন্যাসী ; মহাদেব। বি ; পুং। ২। লাঠিধারী। দণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দণ্ডিনী**।

দণ্ড্য—শাস্তি পাইবার যোগ্য, দণ্ডনীয়। দণ্ড+যৎ অর্হার্থে। বিণ।

দত্ত—১। যাহা দেওয়া হইয়াছে এমন, অর্পিত ; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। দা+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বৈশ্যের উপাধি বিঃ ; কায়স্থের উপাধি বিঃ ; নবশাখাদির উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

দত্তক—পোষ্যপুত্র, দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে একবিধ। দত্ত+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

দত্তকপুত্র—পোষ্যপুত্র। কর্মধা। বি ; পুং।

দত্তহারী (-হারিন্)—যে কোন বস্তু দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করে এরূপ, প্রদত্ত বস্তুর পুনর্গ্রহণকারী। উপতৎ ; দত্ত—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

দত্তা—১। বিবাহিতা স্ত্রী, পিতা কর্তৃক পাত্রসাৎকৃতা কন্যা। বি ; স্ত্রী। ২। অর্পিতা ; বিসৃষ্টা, পরিত্যক্তা। দত্ত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দত্তাত্রেয়—জনৈক মুনি। দত্তই আত্রেয় (অত্রিপুত্র), কর্মধা। বি ; পুং।

দত্তাপহারী (-হারিন্)—যে দান করিয়া পুনর্বার তাহা গ্রহণ করে এমন। উপতৎ ; দত্ত—অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

দত্তাবধান—মনোযোগী, অবহিত। দত্ত অবধান (মনোযোগ) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

দত্তি—দান, বিতরণ। দা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দদন—দান, বিতরণ। দদ্ (দান করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দদ্রু, দদ্রূ—দাদ, চর্মরোগ বিঃ। দদ্+রু কর্তৃ ; দদ্রু+ঊঙ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

দধি—১। দৈ ; বস্ত্র। দধ্+ইন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। ধারণকর্তা। ধা+কি কর্তৃ (নিপা)। বিণ। ৩। সপ্তসমুদ্রের অন্যতম, দধিসাগর। বি ; পুং।

দধিকাদা—নন্দোৎসবে কাদায় দই মিশাইয়া আনন্দানুষ্ঠান ; দুই সখীর পাতানো সম্পর্ক। বাংপ্র। বি।

দধিপূপ—দৈ-বড়া, দধিপক্ব পিষ্টক। দধিযুক্ত পূপ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দধিমঙ্গল—বিবাহাদি উৎসবের মঙ্গলাচার বিঃ। দধিসম্পাদ্য মঙ্গল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

দধিমণ্ড—দধির জলীয়ভাগ, মাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দধিমন্থন—দই মওয়া। দধির মন্থন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দধিমুখ—(রামায়ণ) বানর বিঃ ; নাগ বিঃ। দধিবৎ (শুভ্র) মুখ যাহার, বহু। বি ; পুং।

দধিসার—মাখন, নবনীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দধীচ, দধীচি—ঋষি বিঃ। দধ্+ঈচ্, ঈচি কর্তৃ। বি ; পুং।

দধ্যন্ন—দইমাখা ভাত। দধিসিক্ত অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

দধ্যম্ল—দই প্রস্তুত করিবার জন্য অম্লরস বা সাঁজা, দম্বল। দধিকারক অম্ল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

দনু—দক্ষকন্যা, কশ্যপের স্ত্রী। জন্+উ অধি (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

দনুজ—দৈত্য, দানব, অসুর। উপতৎ ; দনু—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

দনুজদলনী—অসুরবিনাশিনী দুর্গা। দনুজদিগের দলনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দন্ত—দাঁত ; পর্বতশৃঙ্গ ; গিরিনিতম্ব, সানুদেশ ; নিকুঞ্জ ; দ্বাত্রিংশৎসংখ্যা, ৩২-সংখ্যা। দম্+তন্ করণ। বি ; পুং।

দন্তক—১। পর্বত হইতে বহির্গত দাঁতের আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তর ; নাগদন্ত, কোন বস্তু ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য দেওয়ালের গায়ে পোতা ডাণ্ডা। দন্ত+কন্ সাদৃশ্যার্থে। ২। দন্ত, দাঁত। দন্ত+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

দন্তকাষ্ঠ—দাঁতন, দাঁত মাজার জন্য গাছের

ডাল। দন্তধাবন কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; পুং, স্ত্রী।

দন্তঘর্ষ, -ঘর্ষণ—দাঁতকড়মড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ।

দন্তচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট। দন্ত—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণ। বি; পুং।

দন্তদর্শন—দাঁতখামাটি; দাঁত দেখিয়া বয়স ঠিক করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তধাবন—দাঁত মাজা, দন্ত-মার্জন, দন্ত-শোধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তপঙ্‌ক্তি, -পংক্তি—দাঁতের পাটি, দন্তশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তপাটি, -পাতি, -পাঁতি—দন্তশ্রেণী, দাঁতের পাটি, দশনসমূহ। <দন্তপঙ্‌ক্তি। বি।

দন্তপুষ্প—কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। দন্ততুল্য পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দন্তবিকাশ—দাঁত বাহির করিয়া দেখানো, দন্তপ্রদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দন্তবেষ্ট, -মাংস—দাঁতের মাঢ়ী, দন্তলগ্ন মাংস। উপতৎ; দন্ত—বেষ্ট্+অণ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে দন্তের মাংস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

দন্তমূল—দাঁতের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তমূলীয়—১। দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারিত বর্ণ, ত থ দ ধ ন ৯ ল ও স। বি; পুং। ২। দন্তমূলসংক্রান্ত; দাঁতের গোড়া হইতে উচ্চারিত। দন্তমূল+ঈয় ভবার্থে।। বিণ।

দন্তরুচি—দাঁতগুলির সৌন্দর্য, দন্তপঙ্‌ক্তির শুভ্রতা। দন্তের রুচি (কান্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তরুচিকৌমুদী—দশনপঙ্‌ক্তির শুভ্রতা-রূপ জ্যোৎস্না, হাস্যাদিকালে দশনকান্তির শুভ্রতাবিকাশ; হাসিবার সময় সুন্দর সাদা দাঁতের যে শোভা দেখা যায়। দন্তরুচিরূপ কৌমুদী, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দন্তশর্করা—দাঁতের পাথুরি; দাঁতের গোড়ার বালির মত করকরে সাদা জিনিস বিঃ। দন্তের শর্করা (বালি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তশূল—দাঁতের বেদনা, দাঁত কনকনানি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তস্ফুট—দাঁত দিয়া কামড়ানো; কঠিন বিষয় বুঝিতে পারা। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

দন্তহীন—দাঁতশূন্য, অদন্ত, ফোকলা। ৩য়াতৎ। বিণ।

দন্তাদন্তি—কামড়া-কামড়ি, দন্তে দন্তে প্রহার করিয়া যে যুদ্ধ হয় তাহা। দন্তে দন্তে প্রহার করিয়া কৃত এই বাক্যে, বহু (সমাসান্ত ই-প্রত্যয়)। ক্রি-বিণ।

দন্তাবল—হাতি, হাঁত। দন্ত+বলচ্ আছে অর্থে (দন্ত-স্থানে দন্তা)। বি; পুং।

দন্তায়ুধ—১। শূকর। বি; পুং। ২। দন্তরূপ-অস্ত্রসম্পন্ন। দন্ত আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ। ৩। দাঁতরূপ অস্ত্র। দন্তই আয়ুধ (অস্ত্র), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দন্তাল—দাঁতাল, দন্তযুক্ত। দন্ত+আল যুক্তার্থে। বিণ।

দন্তী (দন্তিন্)—১। হস্তী; পর্বত; গজানন, গণেশ; স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ। বি; পুং। ২। দন্তযুক্ত, দাঁতাল। দন্ত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দন্তিনী**।

দন্তুর—দাঁতওয়ালা, দন্তবিশিষ্ট; উন্নতাবনত; বিষম, এবড়ো-খেবড়ো। দন্ত+উরচ্ আছে অর্থে। বিণ।

দন্তোদ্‌গম, দন্তোদ্ভেদ—দাঁত উঠা, দাঁত বাহির হওয়া। দন্তের উদ্‌গম, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দন্ত্য—১। যাহা দাঁতের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয় এমন, দন্ত দ্বারা উচ্চার্য (ত থ দ ধ ন ল স ৯—দন্ত্যবর্ণ)। দন্ত+যৎ ভবার্থে। ২। দাঁতের পক্ষে ভাল, দন্ত-হিতকর। দন্ত+যৎ হিতার্থে। বিণ।

দপ্—হঠাৎ জ্বলিয়া উঠার ভাব প্রকাশক শব্দ; শিরোবেদনাদিসূচক শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

দপট—দাপট (তাহা দ্রঃ)। <দর্প। বি।

দপ্তর—কার্যালয়, আফিস; কাছারি; পুস্তক, খাতা, হিসাবের বহি; বস্ত্রে আবদ্ধ পুস্তকাদি; করসংক্রান্ত বর্ণনাপত্র। <আ 'দফ্‌তর'। বি।

দপ্তরখানা—যে স্থানে হিসাববহি ও বর্ণনা-পত্রাদি রাখা যায়; কার্যালয়, আফিস; কাছারি। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মু। বি।

দপ্তরী—যে লেখার উপযোগী উপকরণ প্রস্তুত করিয়া দেয়, যে আফিসে পুস্তকাদি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখে; যে বহি বাঁধে; যাহার নিকট দপ্তর গচ্ছিত রাখা যায়। দপ্তর+ঈ রক্ষকাদি অর্থে। আ-মু। বি।

দপ্তি—বই বাঁধার মোটা কাগজ, মলাটের মোটা কাগজ। < ফা 'দফ্‌তি'। বি।

দপ্‌দপ্—উজ্জ্বলতা এবং আগুনের জ্বলন প্রকাশের বাচক শব্দ; জোরে পা ফেলার শব্দ; মাথা ধরা, ফোঁড়ার ব্যথা ইঃর বাচক শব্দ। <দৃপ্-ধাতু। ধ্বন্যাত্মক অ।

দপ্‌দপা, দব্‌দবা—দর্প, তেজ; প্রভুত্ব; আড়ম্বর, আস্ফোট। বাংপ্র। বি।

দপ্‌দপানি—দপ্‌দপ্ করিয়া বেদনা হওয়া, টনটনানি। দপ্‌দপ্ (অনুকার শব্দ)+আনি ভাবে। বাংপ্র। বি। ক্রি—**দপ্‌দপানো**।

দফা—শেষ অধ্যায়; পরিচ্ছেদ, প্রকরণ, অধ্যায়; সময়, বার; পালা; পৃষ্ঠা; রকম। <আ 'দফহ্'। বি। **দফা সারা**—নিকাশ করা, বিনাশ করা; রীতিমত সাজা দেওয়া।

দফাওয়ারী—যাহাতে প্রত্যেকটি দফা উল্লেখ করা হইতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

দফাদফা—পুনঃপুনঃ, বারবার। আ-মু। ক্রি-বিণ।

দফাদার—পেয়াদার মধ্যে প্রধান; চৌকি-দারদের উপরিতন কর্মচারী; অশ্বারোহী সৈন্যমধ্যে কর্মচারী বিঃ; শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রধান। দফা+দার। আ-মু। বি।

দফানিকাশ, -রফা, -শেষ—একেবারে শেষ; মরণ, মৃত্যু; সর্বনাশ; প্রাণসংহার। আ-মু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

দফে—পুনশ্চ, আবার। দফা+এ (৭মী বিভক্তি। আ-মু। অ। **দফে দফে**—কিস্তিতে কিস্তিতে; বারে বারে।

দব—১। বন, অরণ্য; বনাগ্নি, দাবানল। দু+অচ্ কর্তৃ। ২। সন্তাপ; গাত্রাদিদাহ। দু+অপ্ ভাব। বি; পুং।

দবদহন, দবাগ্নি—বনের মধ্যে গাছপালার ঘষাঘষি হওয়ার ফলে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে তাহা, দাবাগ্নি, বনানল। দবজাত দহন, অগ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দম—১। দমন, শাসন, দণ্ডদান; বশীভূত-করণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা; ক্লেশ-সহন; কুকর্ম হইতে নিবৃত্তি; মানসিক স্থিরতা, মনঃস্থৈর্য। দম্+ঘঞ্ ভাবে। ২। কাদা, কর্দম, পাঁক। দম্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৩। শ্বাসপ্রশ্বাস; প্রাণ, জীবন; বিশ্রাম; শ্রমজীবীরা একেবারে যতক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে ততক্ষণ; এক নিঃশ্বাসে ধূমপান; ঘড়ি চালাইবার জন্য তাহার স্প্রিং গুটানো বা জড়ানো; প্রতারণা, ফাঁকি, ধাপ্পা; ব্যঞ্জন বিঃ ('আলুর —'); মুখঢাকা পাত্রে সিদ্ধ করিয়া রন্ধন করিবার প্রক্রিয়া ('দমে বসানো')। ফা। বি। **দম দেওয়া**—ঘড়ি প্রঃতে স্প্রিং-এর পাক দেওয়া। **দম ফাটা**—শ্বাস লইতে কষ্ট হওয়া; হিংসায় জ্বলিয়া মরা। **দম রাখা**—অনেকক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া থাকা। **দম লওয়া**—বিশ্রাম করা। **দমে ভারী**—যাহা সিদ্ধ হইতে বেশী সময় লাগে এমন; যথেষ্ট প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন।

দমক—১। দমনকারী, শাসনকর্তা। দম্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দমিকা**। ২। ধমক; (বাতাসের) ধাক্কা। বাংপ্র। বি।

দমকল—আগুন নিভাইবার গাড়ি বিঃ; আগুন নিভানো প্রঃর জন্য ঊর্ধ্বে জল তুলি-বার যন্ত্র; ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি। (দম টানিবার অনুকরণে ইহাতে জল টানা হয় বলিয়া) দমের কল, ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মু। বি।

দমকা—সহসা প্রবলভাবে আগত, আকস্মিক; বেগবান্। দমক+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দমকানো—দমিত হওয়া; শান্ত হওয়া; ধমকান, শাসন করা; (বিদ্যুতের) চমকানো। কপ্র। ক্রি [, বি]।

দমদম—প্রহারাদির অনুকরণ-শব্দ ; কামান দাগার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দমদমা—উচ্চভূমি, মাটির উঁচু ঢিবি, লক্ষ্য-বেধাদি যুদ্ধকৌশল অভ্যাস করিবার জন্য উঁচু মাটি। <আ 'দম্‌দমহ্‌'। বি।

দমন—১। শাসন, দণ্ডদান ; বশীকরণ ; নিবারণ ; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ; ক্লেশসহন। দম্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**দমনীয়, দমিত, দম্য, দান্ত**। ২। বীর ; শত্রু ; পুষ্প বিঃ। বি ; পুং। ৩। দমনকারী ; শাসক ; নিবারক ; নাশক। দম্‌ + ণিচ্‌ + অন কর্তৃ অথবা দম্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ করণ। বিণ। স্ত্রী, **-না, -নী**।

দমননীতি—দমনকার্যদ্বারা প্রতিবাদকারী-দিগকে সংযত করিবার নীতি ; বিদ্রোহী বা বিরোধীদের প্রতি কঠিন শাস্তি দেওয়ার নীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দমনীয়—শাসনীয়, দমনযোগ্য। দম্‌ + অনীয় কর্ম। বিণ।

দমবাজ—অপরকে ফাঁকি দেওয়া যাহার অভ্যাস এমন, প্রতারক, ফাঁকিবাজ। দম + বাজ শীলার্থে। ফা-মু। বিণ।

দমবাজি—ফাঁকিবাজি, প্রতারণা, ধূর্ততা। দমবাজ + ই কর্মার্থে। ফা-মু। বি।

দময়ন্তী—(মহাভারত) নল রাজার মহিষী। দম্‌ + ণিচ্‌ + শতৃ কর্তৃ + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

দময়িতা (-য়িতৃ)—১। শাসনকর্তা ; দণ্ডদাতা। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**। ২। বিষ্ণু। দম্‌ + ণিচ্‌ + তৃচ্‌ কর্তৃবা। বি ; পুং।

দমসম—শ্বাসরোধ ; দমবন্ধ ; অত্যধিক পরিশ্রম হেতু নিশ্বাস ফেলিতেও অসামর্থ্য ; বেশী খাওয়ার জন্য ভারাক্রান্ত ; দমবন্ধ হওয়ার বুকে পেটে এক হইয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি।

দমা—দমিয়া যাওয়া ; পশ্চাৎপদ হওয়া ; উৎসাহহীন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দমাদম—দমদম। বাংপ্র। অ।

দমাদ্দম—গুরুতর প্রহারসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

দমানো—দমিত করা ; বসাইয়া দেওয়া ; নিস্তেজ হওয়া ; উৎসাহহীন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দমিত—শাসিত, বশীভূত ; ভারবহনাদি-ক্লেশসহিষ্ণু। দম্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

দমী (দমিন্‌)—দমনশীল, শাসনকারক ; জিতেন্দ্রিয়। দম্‌ + ইন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী —**দমিনী**।

দম্পতি—পতি-পত্নী, স্বামি-স্ত্রী, স্ত্রী-পুরুষ। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব (জায়া-স্থানে দম্‌)। বি ; পুং।

দম্পতী—দম্পতি (তাহা দ্রঃ)। [ইহা দ্বিবচনান্ত শব্দ ; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ ; কিন্তু বাংলায় দ্বিবচনের প্রয়োগ না থাকায় বাংলা ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ।]

দম্বল—দধি প্রস্তুত করিবার জন্য একপ্রকার টকো জিনিস, দধ্যম্ল, দধিবীজ। <দধ্যম্ল। বি।

দম্ভ—গর্ব ; কপটতা, শঠতা ; কল্ক ; লোভ ও বঞ্চনাসহকারে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ; সম্মানপ্রাপ্তির জন্য ধার্মিকতাপ্রকাশ। দন্‌ভ্‌ + ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং। বিণ—**দম্ভী** (দম্ভিন্‌)।

দম্ভক—গর্বকারী ; প্রতারক। দম্ভ—কৃ + ড [কর্তৃ। বিণ।

দম্ভন—অহংকার দেখানো, গর্বপ্রকাশ ; মোহ জন্মান ; প্রতারণা। দন্‌ভ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

দম্ভী (দম্ভিন্‌)—গর্বকারী ; প্রবঞ্চক ; শঠ। দম্ভ + ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী —**দম্ভিনী**।

দম্ভোক্তি—অহংকারসূচক কথা, গর্বিত বাক্য, উদ্ধত বাক্য, স্পর্দ্ধাসূচক কথা। দম্ভযুক্তা উক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দম্ভোলি—বজ্র, কুলিশ। দন্‌ভ্‌ + ওলি কর্তৃ। বি ; পুং।

দম্য—১। দমনীয় ; শাসনীয়। বিণ। ২। ছোট ষাঁড়, বড় বাছুর, দামড়া। দম্‌ + যৎ কর্ম। বি ; পুং।

দয়—১। পোড়ায়, দগ্ধ করে ; পুড়িয়া যায় ; দগ্ধ হয়। বাংপ্র। ক্রি। ২। গর্ত, খাত। <দহ। বি। **দয়ে মজানো**—নদী প্রভৃতির গর্তে ডুবানো ; সর্বনাশ করা।

দয়া—পরদুঃখে দুঃখবোধ ; কৃপা। দয়্‌ + অঙ্‌ ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী। **দয়ার লেশ না থাকা**—একটুও দয়া না থাকা।

দয়াকর—অতি দয়ালু, দয়াসিন্ধু। দয়ার আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দয়াদাক্ষিণ্য—১। কৃপা ও দানশীলতা। দ্বন্দ্ব। ২। অনুগ্রহ, করুণা। কর্মধা। বি ; পুং।

দয়াধর্ম (র্ম)—১। দয়া ও অন্যান্য পুণ্য-কর্ম। দ্বন্দ্ব। ২। অনুগ্রহ, করুণা। কর্মধা। বি ; পুং।

দয়ানিধি—কৃপাসিন্ধু, করুণাসাগর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দয়াবান্‌ (-বৎ), **-ময়**—দয়ালু, কৃপাময়। দয়া + মতুপ্‌ আছে অর্থে, ময়ট্‌ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী, -ময়ী**।

দয়ার্দ্র—করুণাবিগলিত, কৃপাসিক্ত, অতিশয় দয়ালু। দয়া দ্বারা আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

দয়াল—১। করুণাময়। বিণ। ২। করুণাময় জগদীশ্বর। <দয়ালু। বি।

দয়ালু—কারুণিক, দয়াবান্‌ ; স্নেহবান্‌ ; অনুগ্রহকারী। দয়্‌ + আলুচ্‌ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

দয়াশীল—সর্বদা সদয়, নিত্য কৃপাসম্পন্ন। দয়াই শীল যাহার, বহু। বিণ।

দয়াহীন—নির্দয়, কৃপাশূন্য, করুণাবর্জিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দয়িত—১। প্রিয়, স্বামী, পতি। বি ; পুং। ২। প্রিয়পাত্র, প্রীতিদায়ক ; প্রণয়াস্পদ। দয়্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

দয়িতা—১। প্রণয়িনী, স্ত্রী, ভার্যা। বি ; স্ত্রী। ২। প্রিয়া, প্রীতিদায়িনী। দয়িত + আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

দর—১। মূল্য, দাম, হার। বাংপ্র। বি। ২। ভয়, ডর ; কম্প ; গহ্বর ; গর্ত। দৃ + অপ্‌ করণ, কর্ম। বি ; পুং বা স্ত্রী। ৩। ঈষৎ, অল্প। অ। ৪। অধীন, অন্তর্ভুক্ত ('দরপত্তনী')। ফা-মু। বিণ।

দর-ইজারাদার—ইজারাদারের অধীন ; কটকিনাদার। ফা-মু। কর্মধা। বি বা বিণ।

দরওয়াজা, দরোজা—দুয়ার, দ্বার। <ফা 'দর্‌বাজহ্‌'। বি।

দরওয়ান, দরোয়ান—দ্বাররক্ষক। <দ্বারবান্‌। বি।

দরকচা—আধ কাঁচা, অর্ধপক্ব ; শক্ত ; চিমড়ে। বাংপ্র। বিণ।

দর-কষাকষি—দাম লইয়া পরস্পর কথা-কাটাকাটি। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

দরকার—আবশ্যকতা, প্রয়োজন। ফা। বি।

দরকারী—আবশ্যক, প্রয়োজনীয়। দরকার + ঈ বিশিষ্টার্থে। ফা-মু। বিণ।

দরখাস্ত—আবেদনপত্র, আরজি, আবেদন। <ফা 'দর্‌খোয়াস্ত্‌'। বি।

দরখি—দেখিয়া, দর্শন করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

দরগা—পীরের আস্তানা ; পীরের কবর-সম্বলিত মুসলমানদিগের ধর্মশালা। ফা। বি।

দরজা—দুয়ার, দ্বার ; দ্বারের আবরণ, কপাট। <ফা 'দর্‌বাজহ্‌'। বি।

দরজী—সূচীজীবী, সূচীকর্মকার। <ফা 'দর্জী'। বি।

দরদ—ব্যথা, বেদনা ; সমবেদনা, সহানুভূতি ; মমতা। <ফা 'দর্দ'। বি।

দরদর—১। অজস্র ধারায় নির্গত। বিণ। ২। ঝরঝর, অধিক স্রাব ; ঘর্মাদির ক্ষরণ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। বিণ—**দরদরিত**।

দরদস্তুর—আসল দাম ঠিক করার অথবা দাম কমাইবার চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

দরদালান—গৃহসংলগ্ন স্থান, বহির্গৃহ ; বাহিরের মণ্ডপ। ফা। বি।

দরদী—ব্যথার ব্যথী, সহানুভূতিসম্পন্ন, পরদুঃখকাতর। দরদ + ঈ আছে অর্থে। ফা-মু। বিণ।

দরমি, দরামি—গলিয়া পড়া, ঝরিয়া পড়া,

চুয়াইয়া পড়া, নিঃসৃত হওয়া; মাংস প্রঃ ইইতে জল বাহির হওয়া। বাংপ্র। বি।

দরপত্তনি—পত্তনীদারের অধীন জমিজমা। কর্মধা। ফা-মূ। বি।

দরবার—সভা; রাজসভা; উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কর্তৃক আহূত সভা বা তাঁহার বৈঠকখানা; মকদ্দমা। ফা। দ্রি। বিণ—**দরবারী**।

দরবার-ই-আম—বাদশাহের প্রকাশ্য সভা; আম দরবার। ফা-মূ। বি।

দরবার-ই-খাস—বাদশাহের মন্ত্রণাসভা। ফা-মূ। বি।

দরবিগলিত—দরদর ধারায় যাহা গলিয়া পড়িতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

দরবেশ—মুসলমান ভিক্ষুক; ফকির; একপ্রকার মিঠাই, মিষ্টান্ন বিঃ। ফা। বি।

দরমা—চাঁচ, নলনির্মিত আসন বিঃ। হি। বি।

দরমাহা—মাসিক বেতন, মাহিয়ানা। ফা মূ। বি। [বি।

দরশ—দর্শন, দেখা, অবলোকন। <দর্শ।

দরশন—দেখা, অবলোকন। <দর্শন। বি।

দরশানো—দেখানো। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [**দরশাই**—দেখাইয়া। **দরশায়নু** —দেখাইলাম। **দরশায়বি** দেখাইবি। **দরশি**—দেখাইয়া, দেখিয়া।]

দরা—গলিত হওয়া, ক্ষরিত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

দরাজ—প্রশস্ত, উদার; মুক্ত। ফা। বিণ।

দরানি—'দরনি' দ্রঃ।

দরানো—দর দর করিয়া পড়া, গড়ানো; দয়ার্দ্র করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দরি, দরী—১। পাহাড়ের গুহা, গিরিকন্দর; গভীর সংকীর্ণ উপত্যকা। দৃ + ই কর্ম, পক্ষে + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। শতরঞ্জি, আসন। হি। বি।

দরিদ্র—গরিব, নির্ধন; দীন; বিহীন, রহিত; ক্ষীণ; শক্তিহীন ("বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় শুন্য বক্ষ অন্ধকার"—রবীন্দ্র)। দরিদ্রা + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

দরিদ্র-নারায়ণ—নির্ধনরূপী ভগবান্, দীন হীনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত ঈশ্বর। দরিদ্ররূপী নারায়ণ, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

দরিদ্রিত—নির্ধনীভূত, দুর্গত। দরিদ্রা + ক্ত কর্তৃবা। বিণ। [<ফা 'দরয়া'। বি।

দরিয়া—নদী; সমুদ্র, সাগর; জলময় স্থান।

দরী—'দরি' দ্রঃ। [আ।

দরুণ—নিমিত্ত, হেতু, জন্য। <ফা 'দরুন'।

দরোজা—'দরওয়াজা' দ্রঃ।

দরোয়াজ—দরাজ ('মোটা দরোয়াজ গলায়'—কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত)। <ফা 'দরাজ'। বিণ।

দরোয়ান—'দরওয়ান' দ্রঃ।

দর্দু (র্দ্দু), দর্দূ (র্দ্দূ)—চর্মরোগ। দরিদ্রা + উ, ঊ করণ ('দিপা')। বি; স্ত্রী।

দর্দুর (র্দ্দু) র—১। ব্যাঙ, ভেক। দৃ + উর কর্তৃবা। ২। মেঘ; বাদ্যভাণ্ড। দর্দ্ (অনুকরণ-শব্দ) + র আছে অর্থে। বি; পুং।

দর্দুরী (র্দ্দু) রী—স্ত্রীজাতীয় ব্যাং, ভেকী। দর্দুর + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দর্প—১। গর্ব, অহংকার; তাপ। দৃপ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। কস্তূরীমৃগ। দৃপ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

দর্পক—১। কামদেব, মদন। বি; পুং। ২। উদ্দীপক, উত্তেজক। দৃপ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দর্পিকা**।

দর্পণ—১। আয়না, আরশি, মুকুর; আদর্শ। দৃপ্ (দীপ্ত করা) + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। চক্ষুঃ। বি; স্ত্রী।

দর্পহর—দর্পহারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দর্পহারী (-হারিন্)—অহংকারনাশক, গর্বনাশক। উপতৎ; দর্প—হৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

দর্পিত—১। গর্বিত, অহংকারযুক্ত। দর্প + ইতচ্ জাতার্থে। ২। যাহাকে গর্বিত করা হইয়াছে এমন। দৃপ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

দর্পী (দর্পিন্)—দাম্ভিক, অহংকারী। দর্প + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দর্পিণী**।

দর্ব (র্ব্ব) ট—দারোয়ান, দ্বারপাল। দর্ব —অট্ + অচ্ কর্তৃ (অ-কারের লোপ)। বি; পুং।

দর্বি (র্ব্বি), দর্বী (র্ব্বী), দর্বি (র্ব্বি) কা —হাতা; সাপের ফণা। দৃ + বিন্ কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্, পক্ষে কন্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

দর্বী (র্ব্বী) কর—১। সর্প, ফণাধর। দর্বীর (ফণার) কর (কারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। হাতানির্মাণকারী, দর্বীকারক। উপতৎ; দর্বী (হাতা)—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

দর্ভ—কুশ কাশ বল্বজ উশীর মোথা শাদ্বল—এই ছয়প্রকার তৃণ। দৃন্হ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

দর্ভপত্র—কাশ। দর্ভের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি; পুং।

দর্ভময়—কুশময়; কুশনির্মিত। দর্ভ + ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

দর্ভাসন—কুশাসন। দর্ভরচিত আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দর্শ—১। দৃষ্টি, দর্শন। দৃশ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। দ্রষ্টা। দৃশ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। অমাবস্যা; যাগ বিঃ। দৃশ্ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

দর্শক—১। যে দেখে এমন, দর্শনকারী; দৃষ্টিকর্তা। দৃশ্ + ণক কর্তৃ। ২। যে দেখায়, দর্শয়িতা; দারোয়ান, দ্বারপাল। দৃশ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **দর্শিকা**।

দর্শন—১। দেখা, অবলোকন; জ্ঞান; উপলব্ধি; অভিজ্ঞতা। দৃশ্ + অনট্ ভাব। ২। চক্ষু; দর্পণ; সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা বেদান্ত—এই ছয় শাস্ত্র (এই ষড়্দর্শন যথাক্রমে কণাদ, গৌতম, জৈমিনি, কপিল, পতঞ্জলি ও ব্যাস প্রণয়ন করেন। ইহাদের শাখা-প্রশাখা হইতে বৌদ্ধদর্শন, চার্বাকদর্শন প্রঃ আরও কতিপয় দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে); যে শাস্ত্রে লৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা আছে; জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র, তত্ত্বচিন্তাবিষয়ক শাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা। দৃশ্ + অনট্ করণ। ৩। স্বপ্ন; নিয়ম; ধর্ম; আকৃতি। দৃশ্ + অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

দর্শনকারী (-কারিন্)—যে দেখে এমন; দ্রষ্টা; দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা। উপতৎ; দর্শন— কৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

দর্শনক্ষম দেখিতে সমর্থ। ৭মীতৎ। বিণ।

দর্শনদারি, -দারি—বাহ্য আকৃতি, স্বরূপ; রূপবিচার। বাংপ্র। বি।

দর্শনপ্রতিভূ—যে ব্যক্তি কেবল হাজির করিয়া দিবার জন্য জামিন হয়, হাজির-জামিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দর্শনশাস্ত্র—তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, Philosophy. দর্শন (জ্ঞান)-প্রদ অথবা দর্শনার্থ শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দর্শনী—১। রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসকের পারিশ্রমিক, ডাক্তারের ফি; ভিজিট; প্রণামী; উপহার। বি। ২। দর্শনসম্বন্ধীয়, দর্শনসংক্রান্ত। দর্শন + ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ। **দর্শনী হুণ্ডী**—যে হুণ্ডী ব্যাঙ্কে বা মহাজনের নিকট উপস্থাপিত করিলেই টাকা পাওয়া যায়, bill of exchange payable at sight.

দর্শনীয়—সুদৃশ্য, দর্শনযোগ্য; সুন্দর; মনোজ্ঞ; যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ; যাহা দেখা আবশ্যক এরূপ। দৃশ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

দর্শনেন্দ্রিয়—নেত্র, চক্ষুঃ। দর্শনসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দর্শয়িতা (-য়িতৃ)—যে দেখাইয়া দেয় এরূপ, প্রদর্শক; প্রকাশক। দৃশ্ + ণিচ্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

দর্শা—দেখা, দর্শন করা; সংঘটিত হওয়া; আবির্ভূত হওয়া; উৎপন্ন হওয়া। <'দৃশ্'-ধাতু। ক্রি।

দর্শানো—দেখানো, প্রদর্শন করা; উৎপন্ন

করা ; জন্মানো ; ঘটানো । <'দর্শি'-ধাতু । বাংপ্র । ক্রি [, বি, বিণ] ।

দর্শিত—যাহা দেখানো হইয়াছে এরূপ ; প্রকাশিত । দৃশ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম । বিণ ।

দর্শী (দর্শিন্)—(সমাসে অন্ত পদের পরে) যে দেখে ঐরূপ, যাহার দেখিবার ক্ষমতা আছে এরূপ । দৃশ্ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী—**দর্শিনী** ।

দল—১ । পাতা, পত্র ; ফুলের পাপড়ি ; সমূহ ; রাশি ; ঝাঁক ; তমালপত্র ; উচ্চতা, উৎসেধ ; অর্ধ ; খণ্ড । দল্ + অচ্ কর্ম । ২ । সম্প্রদায়, পার্টি ; স্বজাতীয়-সমবায়, একজাতীয় অনেক পদার্থের একত্র সমাবেশ ; জলজাত তৃণ বিঃ, কাঁচড়া, দাম । বাংপ্র । বি । **দল পাকানো**—কাহারও বিরুদ্ধে দল বাঁধা ; কাহারও সহিত শত্রুতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রঃ করিবার জন্ম দলবদ্ধ হওয়া । **দল বাঁধা**—জোট পাকানো । **দলে দলে**—বহু দলে ; পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ; পালে পালে । **দলে পুরু**—মোটা ও ভারী, সুপুষ্ট । **দলে ভারী**—সংখ্যাগরিষ্ঠ ; এক একটি দলে বা শ্রেণীতে বহুজনবিশিষ্ট । ৩ । অস্ত্রাদির ধার, অস্ত্রফলক । দল্ + অচ্ করণ । ৪ । দলন, বিমর্দন । দল্ + অচ্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

দলক—১ । অবিরত দৃষ্টিপাত ; ডেলা ; গোলা । বাংপ্র । বি । ২ । কাদাযুক্ত, পঙ্কিল । প্রা কপ্র । বিণ ।

দলকচু—পাতাকচু ; একধরনের ধান । প্রাদে । বি । [প্রা কপ্র । ক্রি ।

দলকানো—চমকানো, ঝলকিত হওয়া ।

দলগত—দলীয়, দলসম্বন্ধীয় । দলকে গত, ২য়াতৎ । বিণ ।

দলঘাঁটা—যে কোনও দলে যোগ না দিয়া সব দলেই যাতায়াত করে । বাংপ্র । বিণ বা বি ।

দলছাড়া—দল হইতে আলাদা ; স্বতন্ত্র, একক । দল ছাড়িয়াছে যে, উপতৎ । বাংপ্র । বিণ ।

দলদলে—কাদার মত গাঢ় অথচ কোমল ; দোলায়িত । দলদল (অনুকার-শব্দ) + এ (<ইয়া) করে অর্থে । বাংপ্র । বিণ ।

দলন—১ । মর্দন, নিষ্পীড়ন ; বিদারণ ; বিকাশ ; শাসন ; স্ফুটন ; চূর্ণন, পেষণ । দল্ + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী । ২ । বিমর্দনকারক ; শাসক । দল্ + অন বা অনট্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, -না, -নী ।

দলন-মলন—দলাই-মলাই । বাংপ্র । বি ।

দলনী—টিল, ডেলা, লোষ্ট্র ; নিষ্পীড়নকারিণী । দলন + ঈপ্ । বি বা বিণ ; স্ত্রী ।

দলপতি—দলের কর্তা, দলের প্রধান ব্যক্তি । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং । [৭মীতৎ । বিণ ।

দলবদ্ধ—একজোট, সংঘবদ্ধ, সমবেত ।

দলবল—নিজপক্ষের লোকজন, অনুগামিবৃন্দ । দ্বন্দ্ব । বাংপ্র । বি ।

দলভুক্ত—দলের অন্তর্গত । দলদ্বারা ভুক্ত, ৩য়াতৎ । বিণ ।

দলমণ্ডল—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) পুষ্পের যে স্থান হইতে দলসমূহ বৃত্তাকারে নির্গত হয় তাহা, corolla. ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

দলমল—টলমল, দোলায়মান । কপ্র । বিণ ।

দলম্মল—দোদুল্যমান ("দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা"—ভারত) । প্রা কপ্র । বিণ ।

দলা—১ । ডেলা, তাল ; কতকটা । প্রাদে । বি । ২ । দলিত করা ; রগড়ানো, ঠাসা ; মাড়ানো । বাংপ্র । ক্রি [, বি, বিণ] ।

দলাই—দলন, বিমর্দন ; ঠাসা ; রগড়ানো । দল + আই ভাবে । বাংপ্র । বি ।

দলাই-মলাই—রগড়া-রগড়ি, অঙ্গমর্দন । বাংপ্র । বি ।

দলাদলি—পরস্পরের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়া ; দলে দলে ঝগড়া বা বিরোধ । বাংপ্র । বি ।

দলানো—দলিত করানো, মর্দন করানো ; ঠাসানো ; মাড়ানো । বাংপ্র । ক্রি [, বি, বিণ] ।

দলিত—১ । মর্দিত ; নিষ্পীড়িত ; খণ্ডিত ; উদ্ঘাটিত ; পিষ্ট, চূর্ণিত ; বিভক্ত ; শাসিত । দল্ + ক্ত কর্ম । ২ । প্রস্ফুটিত, বিকশিত । দল্ + ক্ত কর্তৃ । বিণ । [বি ; স্ত্রী ।

দলিতাঞ্জন—মাড়াই-করা কাজল । কর্মধা ।

দলিল—প্রমাণপত্র ; সম্পত্তি প্রঃতে অধিকারসূচক পত্র । আ । বি । **দলিল পেশ করা**—আদালতে বিচারকের সম্মুখে প্রমাণপত্র উপস্থাপিত করা ; প্রমাণরূপে গণ্য কাগজপত্র উপস্থাপিত করা ।

দলিল-দস্তাবেজ—প্রমাণপত্র প্রঃ ; কবালা প্রঃ কাগজপত্র । দ্বন্দ্ব । আ । বি ।

দলিলী—দলিলের দ্বারা স্থিরীকৃত, লিখিত প্রমাণপত্রের দ্বারা নির্ণীত । আ-মূ । বিণ ।

দলুই—বাঙ্গালীর পদবী বিঃ । বাংপ্র । বি ।

দলো—বিনা পাকে শৈবাল দিয়া শুকাইয়া গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি, গুড়ের মাত বাহির করিয়া লইলে যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা । বাংপ্র । বি ।

দশ (দশন্)—দশসংখ্যা, ১০ ; দশ-সংখ্যক ; জনসাধারণ ; বহু, বিস্তর । দন্শ্ + কনিন্ কর্তৃ । বি ; স্ত্রী, বা বিণ ।

দশক—দশসংখ্যা ; দশসমূহ ; একের অধিক অঙ্ক পর পর রাখিলে দক্ষিণদিক্ হইতে দ্বিতীয় অঙ্ক ; দশ বৎসরের সমষ্টি, decade. দশন্ + কন্ পরিমাণার্থে । বি ; স্ত্রী ।

দশকণ্ঠ, -গ্রীব, -মুখ—(রামায়ণ) রাবণ । দশ কণ্ঠ, গ্রীবা, মুখ যাহার, বহু । বি ; পুং ।

দশকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারকর্ম (গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ) । কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

দশকর্মা(র্ম্মা)ন্বিত—দশকর্মে জ্ঞানবিশিষ্ট, দশকর্মে অভিজ্ঞ । দশকর্ম দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ । বিণ । [বাংপ্র । বি ।

দশকিয়া—(গণিত) দশকের গণনাপত্র ।

দশকুশী, -কোশী—দশক্রোশ পথ । প্রা কপ্র । বি ।

দশকুষী—দশকোষী । <দশকোষী । বি ।

দশকোষী, -কোষিকা—(সংগীত) কীর্তন গানের তাল বিঃ । বি ; স্ত্রী ।

দশচক্র—দশজনের মন্ত্রণা ; অনেকের ষড়্যন্ত্র । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

দশদশা—দশ অবস্থা ; কামজন্য লালসা উদ্বেগ জাগরণ কৃশতা জড়তা ব্যগ্রতা ব্যাধি উন্মাদ মোহ ও মৃত্যু এই দশ অবস্থা ("লালসোদ্বেগ জাগর্যা তানবং জড়িমাত্রতু । বৈয়গ্র্যংব্যাধিরুন্মাদো মোহ মৃত্যুর্দশাদশ ।") ; গর্ভবাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থবিরত্ব জরা প্রাণরোধ নাশ—মানুষের এই দশটি অবস্থা । দশ দশা, কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

দশদিক্ (-দিশ্)—পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর —এই চারিটি দিক্ এবং অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু ও ঈশান—এই চারিটি বিদিক বা কোণ এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ—সর্বসুদ্ধ এই দশ-দিক্ ; সর্বত্র । দশ দিক্, কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

দশদিক্পাল—ইন্দ্র (পূর্বদিকের) অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্বের) যম (দক্ষিণের) নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিমের) বরুণ (পশ্চিমের) মরুৎ বা বায়ু (উত্তর-পশ্চিমের) কুবের (উত্তরের) ঈশান (উত্তর-পূর্বের) ব্রহ্ম (ঊর্ধ্বের) অনন্ত (অধোদিকের)—এই দশ দিক্পতি । উপতৎ ; দশদিক্—পা + ণিচ্ + অণ্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

দশদিশ, -দিশি—দশদিক্ । কপ্র । বি ।

দশধা—দশপ্রকার ; দশভাগ ; দশবার ; দশরকমে ; দশখণ্ডে । দশন্ + ধা প্রকারার্থে । অ ।

দশন—১ । দাঁত, দন্ত ; পর্বতাগ্র, শিখর । বি ; পুং । ২ । কবচ, বর্ম । দন্শ্ + অনট্ করণ । ৩ । দংশন । দন্শ্ + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী । [করণ । বি ; পুং ।

দশনচ্ছদ—ওষ্ঠ । দশন—ছদ্ + ণিচ্ + ঘ

দশনবাস—ঠোঁট, ওষ্ঠ । প্রা কপ্র । বি ।

দশনাঙ্ক—কামড়ের দাগ, দন্তাঘাত চিহ্ন । দশনকৃত অঙ্ক (দাগ), মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

দশনামী—শংকরাচার্য প্রবর্তিত সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের দশ শাখা (শৃঙ্গেরী সারদা যোশী ও গোবর্ধন মঠের অন্তর্ভুক্ত তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী) । বি ।

দশপঁচিশ—একপ্রকার কড়িখেলা। বাংপ্র। বি। [দেয় পিণ্ড। বাংপ্র। বি।

দশপিণ্ড—মৃত্যুর দশদিনে মৃতের উদ্দেশে

দশপ্রহরণ—দুর্গার দশ হাতের দশপ্রকার অস্ত্র, দশায়ুধ। দশবিধ প্রহরণ (অস্ত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দশপ্রহরণধারিণী—দশবিধ-অস্ত্রধারিণী দুর্গা। উপতৎ; দশপ্রহরণ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দশবর্ষিক—যাহা দশ বৎসরে শেষ হয় এমন। দশবর্ষ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দশবল—বুদ্ধদেব [দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, বল, উপায়, প্রণিধি এবং জ্ঞান —এই দশটি বুদ্ধের বল]। দশ বল যাঁহার, বহু। বি; পুং।

দশবাইচণ্ডী—দশভুজা দুর্গা দেবী; অতি ব্যস্তা রমণী, অতি কোপনা নারী, পুংপ বিঃ। <দশবাহুচণ্ডী। বি, স্ত্রী।

দশবিধ—দশপ্রকার, দশরকম। দশ বিধা যাহার, বহু। বিণ।

দশভুজা—দুর্গাদেবী। দশ ভুজ যাঁহার, বহু +আপ্। বি; স্ত্রী। [বিণ।

দশম—দশের পূরক। দশন্+মট্ পূরণার্থে।

দশমন্যায়—ন্যায় বিঃ [দশ জন লোক একটি নদী পার হইয়া নিজেদের মধ্যে কেহ হারাইয়া গেল কিনা তাহা দেখিবার জন্য গণনা করিতে বসিল। যেই গণনা করে, সে-ই নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করে। ফলে সংখ্যার নয় জন হয়। শেষে একজন অভিজ্ঞ লোক গণনাকারীকে তাহার গণনায় ভুল কোথায় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সেইরূপ সাধারণ মানুষ ভুলিয়া যায়, পরমেশ্বর সর্ব ঘটে বিরাজমান। আত্মদর্শী লোক বেদান্তবাক্যের উপদেশ দ্বারা তাহাকে পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানদান করেন]। দশমাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দশমহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাদেবী। মহতী বিদ্যা, কর্মধা; দশ মহাবিদ্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দশমাবতার—কল্কী অবতার। দশম অবতার, কর্মধা। বি; পুং।

দশমিক—গণিতের অঙ্ক বিঃ [সাধারণতঃ ইহা দশমিক ভগ্নাংশ (decimal fraction) নামে খ্যাত। সাধারণ ভগ্নাংশ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, এই ভগ্নাংশের হর সকল সময়েই দশ অথবা দশের শক্তি হইবে। এই প্রণালীটি ভারতীয় আর্যগণের আবিষ্কৃত দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত। এককের বামদিকের অঙ্কগুলির স্থানীয়মান যেমন ক্রমান্বয়ে দশগুণ করিয়া বাড়িয়া যায়, সেইরূপ উহার দক্ষিণদিকের অঙ্কগুলির স্থানীয়মান ক্রমান্বয়ে দশগুণ কমিয়া যায়। এককের দক্ষিণে কোন অঙ্ক বসাইতে হইলে একটি বিন্দু চিহ্ন (˙) দিতে হয়। ইহাকে দশমিক বিন্দু (decimal point) বলে। যথা,—২১˙২৩৫। এস্থলে একক ১-এর বাম দিকে যে ২ অঙ্কটি আছে, উহার স্থানীয়মান যেমন ২০ (২×১০), সেইরূপ একক ১-এর দক্ষিণদিকের ২-এর স্থানীয়মান দুই-দশাংশ; এইরূপ উহার পরবর্তী, ৩-এর স্থানীয়মান তিন-শতাংশ এবং ৫-এর স্থানীয়মান পাঁচ-সহস্রাংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই অঙ্কে দশই মূল, দশম সংখ্যা নহে। অতএব, ইহার নাম দশমিক ভগ্নাংশ না হইয়া 'দশমূল ভগ্নাংশ' হওয়া উচিত]। দশম+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দশমী—১। দশস্থানীয়া, দশের পূরিকা। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ, দশমী তিথি (বিশেষতঃ) বিজয়াদশমী; বিরহীর শেষদশা, মরণরূপ অবস্থা। দশম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দশমী (-মিন্)—যাহার বয়স ৯০-এর বেশী এমন। দশম+ইনি বয়ঃ অর্থে। বিণ।

দশমীদশা—মৃত্যু। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

দশমুখ—'দশকণ্ঠ' দ্রঃ।

দশমূল—(বৈদ্যক) একপ্রকার পাঁচন। দশ মূলের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি, পুং।

দশমেসে—দশ মাসের ('— পোয়াতী')। দশমাস+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দশযোগভঙ্গ—বিবাহাদিকার্যে বর্জনীয় নক্ষত্রদোষ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দশরথ—(রামায়ণ) সূর্যবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা, রামচন্দ্রের পিতা। দশ অর্থাৎ দশদিকে রথ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

দশ-শত—সহস্র সংখ্যা; সহস্র-সংখ্যক। দশাবৃত্ত শত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী বা বিণ।

দশশীল—বৌদ্ধশাস্ত্রমতে চরিত্ররক্ষার দশটি উপায় [(১) প্রাণাতিপাত, (২) অদত্তাদান, (৩) অব্রহ্মচর্য, (৪) মিথ্যাভাষণ, (৫) সুরাপান, (৬) বিকাল-ভোজন, (৭) নৃত্যাদি দর্শন, (৮) গন্ধানুলেপন, (৯) উচ্চাসনে শয়ন এবং (১০) অর্থসঞ্চয়—এইগুলির বর্জন]। দশ শীলের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; ক্লী।

দশসমা—দশবর্ষবয়স্কা। ("মা বুঝাল কেহ তোমা, সুতা হইল দশসমা"—কবিকঙ্কণ)। দশ সমা যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দশসালা—দশ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট ('— বন্দোবস্ত')। দশ সাল (বৎসর), কর্মধা; তদুত্তরে আ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দশস্কন্ধ—দশানন, রাবণ। দশ স্কন্ধ যাহার, বহু। বি; পুং।

দশহরা—দশবিধপাপনাশিনী জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশমী, গঙ্গার জন্মদিন [এইদিনে গঙ্গাপূজায় দশবিধ পাপ দূর হয়। দশবিধ পাপ—কায়িক পাপ—(১) অদত্ত বস্তুর গ্রহণ, (২) অবৈধভাবে জীবহিংসা, (৩) পরস্ত্রীহরণ; বাচিক পাপ—(৪) কঠোরতা, (৫) মিথ্যা, (৬) খলতা, (৭) অসংবদ্ধ বাক্যালাপ; মানসিক পাপ—(৮) অন্যের দ্রব্যে লোভ, (৯) অন্যের অনিষ্ট চিন্তা এবং (১০) মিথ্যা অভিনিবেশ]। উপতৎ; দশন্—হৃ+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দশা—১। ভাব, অবস্থা; ভক্তিজনিত ভাবাবেশ; অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণকথন উদ্বেগ প্রলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা ও মরণ—এই দশ কামজ দশা, গর্ভবাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থাবির্য জরা প্রাণরোধ ও বিনাশ—এই শরীরজ দশ দশা; (জ্যোতিষ) জন্মকালীন গ্রহের অবস্থান; (পদার্থবিদ্যা) পরিবর্তনকালীন অবস্থা; সমাবস্থাবিশিষ্ট পদার্থসমূহের সমষ্টি, phase. দন্শ্+অঙ্ ভাব+আপ্। ২। কাপড়ের ধার, বস্ত্রপ্রান্ত; সলিতা, দীপবর্তিকা। দন্শ্ (দীপ্তি পাওয়া) +ণিচ্+অচ্ করণ (নিপা 'ন'-র লোপ)+ আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। মৃত্যুর দশম দিনে কর্তব্যপূর্বক পিণ্ড দান; দশম দিনে অনুষ্ঠিত বৎসর। <দশাহ। বি।

দশাংশিক—দশমিক। দশাংশ+ইক যুক্তার্থে। বিণ।

দশাক্ষয়—(জ্যোতিষ) জাতকের সূর্যাদিগ্রহের ভোগ্যকালের সমাপ্তি; গর্ভবাসাদি অবস্থান্তরপ্রাপ্তির অবসান; মুক্তি; সলিতা নিঃশেষ হইয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দশাঙ্গ—যাহাতে দশটি উপাদান আছে এরূপ, দশোপাদানবিশিষ্ট; দশ-অবয়বযুক্ত। দশ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী।

দশাঙ্গধূপ—পূজাদি কার্যে ব্যবহার্য, দশোপাদানবিশিষ্ট ধূপ [মধু, মুতা, ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, গুগ্গুল, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, সিহ্লক এবং শ্বেতসর্ষপ—এই দশটি পদার্থ (মতান্তর আছে) দশাঙ্গধূপে থাকে]। দশাঙ্গ ধূপ, কর্মধা। বি; পুং।

দশানন, দশাস্য—রাবণ। দশ আনন, আস্য যাহার, বহু। বি; পুং।

দশাবতার—১। পৃথিবীতে বিভিন্নরূপে জাত ভগবানের দশমূর্তি (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ কল্কী)। দশ অবতার, কর্মধা। ২। বিষ্ণু, নারায়ণ। দশ অবতার যাঁহার, বহু। বি, পুং।

দশাবিপর্য(র্য্য)য়—অবস্থার বৈপরীত্য; দুর্দশা দুরবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

দশাশ্ব—চন্দ্র। দশ অশ্ব (দশ অশ্বের রথ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

দশাশ্বমেধ, -মেধিক—কাশীর তীর্থ বিঃ

[এই স্থানে ব্রহ্মা দশ অশ্বমেধ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে উক্ত আছে। এই কারণে আজিও ঐ স্থান দশাশ্বমেধের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ]। দশ অশ্বমেধ যেখানে, বহু ; পক্ষে দশাশ্বমেধ + ইক (ঠন্) নিষ্পন্নার্থে। বি ; পুং।

দশাশ্বমেধঘাট—কাশীতে গঙ্গার ঘাট বিঃ ('দশাশ্বমেধ' দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

দশাসই—লম্বাচওড়া এবং বলবান্, লম্বায় চওড়ায় মানানসই, দীর্ঘদেহ। <দশাস্থ। বিণ।

দশাস্য—'দশানন' দ্রঃ।

দশাহ—দশদিন, দশদিনব্যাপক কাল। দশ অহের সমাহার, সমা-দ্বিগু (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; ক্লী।

দশি, দশী—কাপড়ের পাড়ের আলগা সুতা ; কাপড়ের ধার, বস্ত্রপ্রান্ত, বস্ত্রাঞ্চল, ছিলা। <দশা। বি।

দশোপচার—পূজার দশবিধ উপকরণ (পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, আচমনীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য)। কর্মধা। বি ; পুং।

দষ্ট—যাহাকে দংশন করা বা কামড়ানো হইয়াছে এরূপ ; দন্তদ্বারা ছিন্ন। দন্শ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। [বি।

দস্তক—পরোয়ানা, সমন ; ছাড় হুকুম। ফা।

দস্তখত—স্বাক্ষর, সহি। <ফা 'দস্ত্খত'। বি। [বিণ।

দস্তখতী—দস্তখতযুক্ত, স্বাক্ষরিত। ফা-মু।

দস্তবদস্ত—হাতেহাতে। ফা। ক্রি-বিণ।

দস্তবস্ত—জোড়হাত, বদ্ধাঞ্জলি। ফা-মু। প্রা কপ্র। বিণ।

দস্তর—পাগড়ি। ফা। বি।

দস্তরখান—টেবিলে পাতিবার কাপড়। <ফা 'দস্তরখোয়ান্'। বি।

দস্তা—শুভ্রবর্ণ ধাতু বিঃ, zinc. <যশদ। বি। [বি।

দস্তানা—হাতমোজা, অঙ্গুলিত্রাণ। ফা।

দস্তাবেজ—আদালতে প্রমাণার্থ কাগজ-পত্রাদি, দলিল প্রঃ। ফা। বি।

দস্তিদার—রাজকীয় সীলমোহর এবং দলিল-পত্রের তদারককারী কর্মচারী ; মশালচী ; পদবী বিঃ। ফা। বি।

দস্তুর—প্রথা, নিয়ম, রীতি, কায়দা ; (অর্থশাস্ত্র) বিদেশী হুণ্ডি ভাঙ্গাইবার জন্য যে সময় দেওয়া হয় তাহা, usance. ফা। বি।

দস্তুরমত, -মাফিক—রীতিমত, যথা-রীতি। দস্তুরের মত, মাফিক, ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

দস্তুরি—ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যমূল্যের যে অংশ ছাড় পায়, দালালি, commission. দস্তুর + ই সম্বন্ধার্থে। ফা-মু। বি।

দস্যি—দুরন্ত, অশান্ত ("দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ"—রবীন্দ্র)। <দস্যু। বিণ।

দস্যু—ডাকাত, তস্কর, চোর ; উৎপীড়ন-কারী ; শত্রু ; অসমসাহসিক। দস্ + যুচ্ (উর্ণা) কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ।

দস্যুতা—ডাকাতি ; চৌর্য ; শত্রুতা। দস্যু + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দহ—গহ্বর ; নদ্যাদির অতলস্পর্শ স্থান ; সুগভীর জলাশয় ; ঘূর্ণাবর্ত, জলের পাক ; মহাবিপদ্, অতি সংকট। <হ্রদ। বি।

দহন—১। দাহ, যে কোনো তাপের প্রভাবে দগ্ধ হওন ("বজ্র-দহনে জ্বালাও আমায় ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু"—রবীন্দ্র)। দহ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। দাহকারক ; নিবারক। বিণ। ৩। অগ্নি ; দুষ্টলোক ; চিতাগাছ। দহ্ + অন কর্তৃ। বি ; পুং।

দহনা—দগ্ধ হইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

দহনীয়—পুড়িবার মত, জ্বলনীয়, দাহ্য। দহ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

দহরম—আত্মীয়তা। <ফা 'দহ্‌ম্'। বি।

দহরম-মহরম—পরস্পর আত্মীয়তা ; অন্তরঙ্গতা ; অতি ঘনিষ্ঠতা। ফা-মু। বি।

দহলা—দশফোঁটা-চিহ্নিত তাস। বাংপ্র। বি। **দহলা নহলা করা**—তাস খেলিতে বসিয়া একবার নহলায় একবার দহলায় হাত দেওয়া ; (লক্ষ্যার্থে) ইতস্ততঃ করা।

দহা—পোড়ানো, দগ্ধ করা ; জ্বালানো ; পীড়া দেওয়া ; দগ্ধ হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া। কপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রা কপ্র।—**দহই**—দগ্ধ করে। **দহল**—দগ্ধ করিল। **দহসি**—দগ্ধ করিতেছ।]

দহিয়াল—দোয়েল পাখি। বাংপ্র। বি।

দহ্যমান—যাহা পোড়ানো হইয়াছে এমন, যাহা দগ্ধ করা হইতেছে এরূপ, ভস্মীক্রিয়মাণ। দহ্ + শানচ্ কর্ম। বিণ।

দা—১। কাটারি ; (প্রাচীন বাংলায়) কাস্তে। <দাত্র। ২। নামের বা বিশেষণ-বাচক শব্দের পরে যুক্ত 'দাদা'-শব্দের সংক্ষেপ ('বড়দা', 'হরেনদা')। বি। ৩। (কর্মবাচক উপপদের পরে থাকিলে) দানকারিণী ('বরদা')। দা + ক কর্তৃ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [কপ্র। ক্রি।

দাআ—১। দয়া। বি। ২। কাটা। প্রা

দাই—উপমাতা, শিশুপালিকা ; প্রসব-কারয়িত্রী ; হিন্দুস্থানী দাসী। <ধাত্রী। বি ; স্ত্রী।

দাইল—ডাউল, ডাল। <দ্বিদল। বি।

দাউ-দাউ—অতি বেগে অগ্নি জ্বলনের ভাব-প্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দাওত—নিমন্ত্রণ। <আ 'দাওয়াত'। বি।

দাওয়া—১। বারান্দা, রক ; বাড়ির বাহিরে বাড়ির সহিত লাগোয়া বাঁধানো বসিবার জায়গা। <দার্বট। ২। দাবী, অধিকার। আ মু। বি। ৩। দান করা, দেওয়া ; ছেদন করা ; ফসল কাটা। প্রাদে। ক্রি।

দাওয়াই—ঔষধ, ভেষজ। <আ 'দবা'। বি।

দাওয়াইখানা—ডাক্তারখানা, dispensary, ভৈষজ্যালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-ফা-মু। বি।

দাওয়াত—নিমন্ত্রণ। আ। বি।

দাঁ—১। পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। দাঁও (তাহা দ্রঃ)।

দাঁও—সুবিধা, সুযোগ ; সুযোগে মোটা লাভ। <দান। বি। **দাঁও মারা**—সুবিধা গ্রহণ করা ; লাভ করা।

দাঁড়—নৌকাচালন-দণ্ড ; পোষা পাখির বসিবার লোহাদিদণ্ড ; সোজাভাবে দুই পায়ে অবস্থান। <দণ্ড। বি। **দাঁড় করানো**—দণ্ডায়মান করা ; প্রতীক্ষায় রাখা ; গড়িয়া তোলা ; সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

দাঁড়কাক—কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ কাক। <দণ্ড-কাক। বি।

দাঁড়কোদাল—লম্বা বাঁটের সোজা ধরনের কোদাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

দাঁড়া—১। দস্তুর, রীতি, ব্যবহার ; মেরুদণ্ড ; নৌকার পিঠের মাঝখানের আগা হইতে পাছা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা কাষ্ঠখণ্ড, keel. বাংপ্র। ২। দণ্ড। <দণ্ড। ৩। দংষ্ট্রা, হুল। <দাঢ়া। বি। ৪। দণ্ডায়মান। <দণ্ড। বিণ। ৫। দণ্ডায়মান হ ; অপেক্ষা কর্। বাংপ্র। ক্রি।

দাঁড়ানো—দণ্ডায়মান হওয়া ; থামা, অপেক্ষা করা ; সঞ্চিত হওয়া, জমা ; উন্নতি-লাভ করা ; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ; ঘটিয়া উঠা ; পরিণতি লাভ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দাঁড়াশ—ডাঁড়া সাপ। বাংপ্র। বি।

দাঁড়ি—পূর্ণচ্ছেদমূলক চিহ্ন বা সরল রেখা, ঊর্ধ্বাধোভাবে অবস্থিত সরল রেখা ; তুলাদণ্ড, নিক্তি। <দণ্ডী। বি।

দাঁড়িপাল্লা—তুলাদণ্ড এবং তাহার উভয় পার্শ্বে লম্বমান পাত্রদ্বয়, তরাজু। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

দাঁড়ী—যে নৌকার দাঁড় টানে। বাংপ্র। বি।

দাঁত—দন্ত, দশন। <দন্ত। বি। **দাঁত খিঁচানো**—দাঁত বাহির করিয়া ভেংচান। **দাঁত ফোটানো**—কোন দুরূহ বিষয় বোধগম্য করা। **দাঁত বাহির করা**—অপরের বিরক্তিজনক ভাবে হাসা ; ভেংচানো। **দাঁত ভাঙ্গা**—দর্পচূর্ণ করা। **দাঁতে কুটো করা, কুটো কাটা**—অতিশয় বিনীত হওয়া। **দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া থাকা**—অনাহারে শয়ন

করিয়া থাকা। **দাঁতে দাঁত লাগা**—দাঁতকপাটি লাগা।

দাঁতকড়া—দাঁতের গোড়ায় বেদনাদায়ক ফোঁড়া, দাঁত-কনকনানি, দন্তশূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

দাঁতকপাটি—(দুই সারি দাঁতে মিলিয়া বন্ধ কপাটের মত দেখায় বলিয়া) দাঁতে দাঁতে লাগা, নীচের পাটির সহিত উপরের পাটির দাঁত লাগিয়া বন্ধ হওয়া (মৃগী ইঃ রোগে এরূপ হয়); lock-jaw. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

দাঁতখামাটি—ক্রোধ বা দৃঢ়সংকল্পের প্রকাশ, উপরের দাঁতপাটি দ্বারা নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরা। বাংপ্র। বি।

দাঁতন—দাঁত মাজিবার কাঠি, দন্তকাষ্ঠ; দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জন। দাঁত+অন। বাংপ্র। বি।

দাঁতশূল—দাত-কনকনানি, দন্তবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

দাঁতানো—দন্তোদ্গম হওয়া। বাংপ্র। ক্রি

দাঁতাল—১। বড় বড় দাঁতযুক্ত, দেতো। বিণ। ২। হস্তী শূকর প্রঃ। দাত+আল যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

দাঁতুড়ে—দুর্দান্ত। বা প্র। বিণ।

দা-কুমড়া—কাটারি ও কুমড়া; ছেদ্যছেদক। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। **দা-কুমড়া সম্বন্ধ**—চরম শত্রুতা, একান্ত অবনিবনাও।

দাক্ষায়ণী—দক্ষকন্যা, সতী; দুর্গা; দন্তীবৃক্ষ; অশ্বিনী প্রঃ নক্ষত্র। দক্ষ+আয়ন অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দাক্ষিণাত্য—১। ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ, দক্ষিণাপথ, Deccan. বি; পুং। ২। দক্ষিণদেশজাত; দক্ষিণদিক্‌স্থ; দক্ষিণদেশবাসী; দক্ষিণদেশের অন্তর্বর্তী। দক্ষিণা+ত্যক্ ভবার্থে। বিণ।

দাক্ষিণ্য—দানশীলতা; আনুকূল্য; পরের ইচ্ছার অনুবর্তন; সারল্য, সরলতা; সৌজন্য; দক্ষতা। দক্ষিণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

দাখিল—১। পেশ, অর্পণ, উপস্থাপন। বি। ২। তুল্য, সামিল; উপস্থিত। আ। বিণ।

দাখিলখারিজ—কালেক্টরী রেজিস্টারে পুরাতন অধিকারীর নাম বদলাইয়া নূতন অধিকারীর নাম লেখানো। আ-মু। বি।

দাখিলা—খাজানার রসিদ, কবচ। দাখিল+আ। আ-মু। বি।

দাখিলী—যাহা দাখিল করা হইয়াছে এমন। দাখিল+ঈ কৃতার্থে। আ-মু। বিণ।

দাগ—১। চিহ্ন; ছোপ; কলঙ্ক; মার্কা; আঁচড়, রেখা। ফা। **দাগ কাটা**—চিহ্ন করা; রেখাঙ্কন করা। ২। দাহ; লৌহশলাকা দ্বারা গবাদি পশুর গায়ে যে দাগ কাটা হয় তাহা। <দাহ। বি। **দাগ দেওয়া**—চিহ্নিত করা; ছেঁকা দিয়া চিহ্নিত করা।

দাগড়া—আঁচড়; দেহস্থ আঘাতাদির চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

দাগড়া-দাগড়া—অনেক দাগড়া, আঘাতাদির বহু চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

দাগনী—গোমহিষাদি পশুর শরীরে দাগ দেওয়ার জন্য বাঁকা লোহার শলা। ফা। বি।

দাগবিলি—জমি ও প্রজার বর্ণনা। বাংপ্র। বি।

দাগবিলি-খতিয়ান—প্রজা জমি ও জমার বিবরণযুক্ত বহি। বাংপ্র। বি।

দাগরাজি—ভাঙ্গা ফাটা বা ছেঁড়া সারা, ভগ্ন বা ছিন্ন স্থানাদির সংস্কারকরণ; ইটের ফাঁকে সামান্য সিমেন্ট দিয়া জোড় পাওয়ানো, pointing. <ফা 'দাগরাজী'। বি।

দাগা—১। মনঃকষ্ট, মনে আঘাত; দাগ, চিহ্ন; পীড়ন, ক্লেশদান; বিবাদ, ঝগড়া; ঠকানো, প্রতারণা; বিশ্বাসঘাতকতা; বিপত্তি; মাছের কাটা টুকরা; শিশুদের লিখিবার আদর্শ। <ফা 'দগা'। বি। ২। দাগ দেওয়া, চিহ্নিত করা; কামানের সাহায্যে গোলাগুলি নিক্ষেপ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বিণ]।

দাগাদার—বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক; দুষ্ট, অনিষ্টকারী; পীড়াদায়ক; কলঙ্কারোপকারী। দাগা+দার উৎপাদক অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

দাগানো—দাগ দেওয়া, চিহ্নিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দাগাবাজ—প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক; পীড়াদায়ক। দাগা+বাজ শীলার্থে। ফা-মু। বিণ।

দাগাবাজি—বিশ্বাসঘাতকতা; প্রতারণা; ধূর্ততা। দাগাবাজ+ই কর্মার্থে। ফা-মু। বি।

দাগী—দাগযুক্ত, চিহ্নিত; কলঙ্কিত; পূর্বে দণ্ডিত; পুরাতন পাপী; একদিকে পচা। দাগ+ঈ আছে অর্থে। ফা-মু। বিণ।

দাঙ্গা—বহু লোকের মধ্যে মারপিট; মারামারি, কলহ, বিরোধ; বিদ্রোহ। হি। বি।

দাঙ্গাকারী (-কারিন্)—যে মারামারি করে এরূপ; কলহকারী; বিদ্রোহী। উপতৎ; দাঙ্গা—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। হি-মু। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

দাঙ্গাফ্যাসাদ, -হাঙ্গামা—মারপিট ও নালিশ-মকদ্দমা। দ্বন্দ্ব। হি-মু। বি।

দাঙ্গাবাজ—যে দাঙ্গা করিতে ভালবাসে বা দাঙ্গা করাই যাহার স্বভাব এরূপ, কলহপ্রিয়, বিবাদশীল। দাঙ্গা+বাজ আসক্তার্থে। হি-মু। বিণ।

দাঙ্গাহাঙ্গামা—'দাঙ্গাফ্যাসাদ' দ্রঃ।

দাড়, দাড়া—দীর্ঘদন্ত; বড় দাঁত; হুল; চিমটার ন্যায় অগ্রভাগবিশিষ্ট দেহাংশ ('কাঁকড়ার —'); (ব্যঙ্গার্থে) তেজ কমাইবার শক্তি। <দাড়ক বা দাঢ়া। বি।

দাড়ক—দাড়া, বড় দাঁত। দাড়্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

দাড়া—'দাড়' দ্রঃ।

দাড়ি, দাঢ়ি—শ্মশ্রু; চিবুক, থুতনি। <দাঢ়ী। বি।

দাড়িম, দালিম—১। দাড়িম্ব বৃক্ষ। দাল+ইমপ্ নির্বৃত্তার্থে (ল-স্থানে ড)। বি; পুং। ২। দাড়িম ফল। দাড়িম+অণ্ ফলার্থে। বি; ক্লী।

দাড়িমপুষ্প—দালিমফুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দাড়িম্ব—১। দালিমগাছ। বি; পুং। ২। দালিম ফল। দা+ডিম্ব কর্তৃ। বি; ক্লী।

দাড়ুকা—লোহার দাঁড়, লৌহনির্মিত দণ্ড। কপ্র। বি।

দাঢ়া, দাঢ়ি—(বৃশ্চিকাদির) বড় দাঁত। দো+ঢ কর্তৃ+আপ্, ঢি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

দাঢ়িকা—দাড়ি, শ্মশ্রু। দাঢ়া+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

দাঢ়ী—দাড়ি, চিবুক গাল ও থুতনি হইতে নির্গত চুলের রাশি। দাঢ়ি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দাণ্ডা—লোহার তৈরি একপ্রকার মোটা লাঠি; হাতল, বাঁট। <দণ্ড। বি।

দাণ্ডানো—দাঁড়ানো, দণ্ডায়মান হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

দাতব্য—১। যাহা দেওয়া উচিত বা দিতে হইবে এমন, দানযোগ্য, দেয়। দা+তব্য কর্ম। বিণ। ২। দান। বাংপ্র। বি।

দাতব্য-ঔষধালয়—যে স্থানে রোগী দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয় সেই স্থান। দাতব্য (দা+তব্য অথবা) ঔষধালয়, কর্মধা (সমাস হইলেও এখানে সন্ধি হয় নাই)। বি; পুং।

দাতব্য-খানা—দানশালা; অন্নসত্র, যে গৃহে বা স্থানে অন্নবিতরণাদি দানকার্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

দাতব্য-চিকিৎসালয়—বিনামূল্যে চিকিৎসার স্থান, যে স্থানে বিনাব্যয়ে সমাগত রোগীদের রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা হয়, charitable dispensary. দাতব্য চিকিৎসা, কর্মধা; তাহার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দাতা (দাতৃ)—দানকর্তা, দানশীল। দা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দাত্রী**।

দাতাকর্ণ—মহাবীর কর্ণ; কর্ণের ন্যায় অতিশয় দানশীল; (ব্যঙ্গার্থে) কৃপণ। কর্মধা। বি; পুং, বা বিণ।

দাত্যূহ—ডাকপাখি; জলকাক; চাতক; মেঘ। দিতি—বহ্+ক্বিপ্ কর্তৃ=দিতিবাহ্, তদুত্তরে+অণ্ সম্বন্ধার্থে (নিপা)। বি; পুং।

দাতৃত্ব—দানশীলতা। দাতৃ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

দাত্র—দা, কাটারি; কাস্তে। দো (ছেদন করা)+ষ্ট্রন্ করণ। বি; ক্লী।

দাদ—১। চর্মরোগ বিঃ। <দদ্রু। ২। প্রতিশোধ। ফা। বি। **দাদ তোলা**—প্রতিশোধ লওয়া।

দাদখানি—একপ্রকার সরু চাল। দাউদ খাঁর নাম হইতে উৎপন্ন শব্দ। বি।

দাদন—ঠিকা কাজ প্রভৃতির অগ্রিম বেতন, advance; সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়া। ফা। বি।

দাদনদার—যে অগ্রিম দেয়। ফা। বি।

দাদনি—দাদন। ফা-মূ। বি।

দাদনী—যে কাজ বা জিনিসের জন্য দাদন দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দাদন সম্বন্ধীয়। দাদন+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দাদ-ফরিয়াদ—ন্যায়বিচারের আবেদন; হিসাবনিকাশ; ন্যায়সংগত প্রতিশোধ। ফা। বি। [বাংপ্র। বি।

দাদরা—(সংগীত) ৬য় মাত্রার তাল বিঃ।

দাদলানো—ঠকাইয়া দেওয়া, তাড়াইয়া দেওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

দাদা—বড় ভাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতা; পিতামহ; মাতামহ; পৌত্রদৌহিত্রাদির স্নেহসূচক সম্বোধন। <তাত। বি।

দাদাঠাকুর—পিতামাতার ন্যায় শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের প্রতি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরজাতীয় লোকের শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন। যিনি দাদা তিনিই ঠাকুর, কর্মধা। বা প্র। বি।

দাদাবাবু—দাদা বা বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধেয় মনিব; বড় ভগিনীপতি। কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।

দাদাভাই, দাদুভাই—নাতি বা নাতির মত স্নেহভাজন ব্যক্তির প্রতি আদরের ডাক। বাংপ্র। বি।

দাদামহাশয়, -মশাই, -মশায়—পিতার বা মাতার পিতা, পিতামহ মাতামহ এবং তাঁহার স্থানীয় ব্যক্তি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দাদা-শ্বশুর—শ্বশুরের পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

দাদী—ঠাকুরমা বা দিদিমা, পিতামহী বা মাতামহী। হি। বি।

দাদু—দাদামহাশয়ের প্রতি আদরের ডাক, আদরার্থে মাতামহ বা পিতামহ। <তাত। বি।

দাদুপন্থী—দাদু নামক জনৈক বৈষ্ণব-প্রবর্তিত-ধর্মমতাবলম্বী। অসং। বি।

দাদুর—ব্যাং, ভেক। <দর্দুর। বি।

দাদুরী—স্ত্রী জাতীয় ব্যাং, ভেকী। <দর্দুর। বি; স্ত্রী।

দান—১। দেওয়া, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কাহাকেও কোন বস্তু প্রদান; বিতরণ; ত্যাগ, বিসর্জন। দা+অনট্ ভাব। ২। যাহা দেওয়া হয় তাহা, প্রদানযোগ্য বস্তু। দা+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী। ৩। হাটে বা বাজারে বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে শুল্ক-স্বরূপ দ্রব্যের কিয়দংশ গ্রহণ, তোলা; পাশা-খেলায় পাশার দাটি নিক্ষেপ; পর্যায়, পালা; খেয়াপারের কড়ি। বাংপ্র। বি। ৪। (অন্যশব্দের পরবর্তী হইলে তাহার) আধার, পাত্র (ফুল—')। ফার্সী প্রত্যয়। ৫। ছেদন; শোধন, মার্জন; মধু বিঃ; গজমদ। দো+অনট্ ভাব, করণ। বি; ক্লী।

দান-কাতর—দান করিতে কুণ্ঠিত, অদাতা। ৭মীতৎ। বিণ।

দানকাম—দান করিতে ইচ্ছুক। দান হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ।

দানকুণ্ঠ—কৃপণ, দানকাতর, ব্যয়কুণ্ঠ। দানে কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

দানকেলি—শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দানখণ্ড শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তনে বিষয় শুল্কগ্রহণবিষয়ক পালা-গান। বাংপ্র। বি।

দানঘাট—যেখানে খেয়াপারের শুল্ক গৃহীত হয় এমন ঘাট। বাংপ্র। বি।

দানদার—অত্যন্ত দানশীল। দান (সং) +দার (ফা)। বিণ।

দানধর্ম(র্ম্ম)—দানরূপ পবিত্র কর্ম। দান-রূপ ধর্ম রূপক কর্মধা। বি; পুং।

দানধ্যান—দান ও অন্যান্য সৎকার্য। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

দানপত্র—অমুক বস্তু অমুককে দিলাম বলিয়া যে পত্র লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা, দানের প্রমাণস্বরূপ দলিল। দানসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দানব—অসুর। দনু+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—**দানবী**।

দানব-দলন, -সংহার—অসুরবিনাশ, অসুরধ্বংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

দানবদলনী—দুর্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দানবারি—দৈত্যশত্রু, দেবতা; বিষ্ণু। দানবের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দানবীর—অতিশয় দাতা, দানবিষয়ে অত্যন্ত উদ্যমশীল। ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

দানলীলা—দানী বেশে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের নিকট শুল্কগ্রহণরূপ লীলা। বাংপ্র। বি।

দানশীল—দাতা, বদান্য। দান শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

দানশৌণ্ড—অতিদাতা। দানে শৌণ্ড (মত্ত, আসক্ত), ৭মীতৎ। বিণ।

দানসজ্জা—দানের সাজ, সজ্জিত দানবস্তু-সমূহ। প্রা কপ্র। বি।

দানসাগর—যে শ্রাদ্ধে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ষোল প্রকার বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ষোলটি করিয়া বস্তু দান করা হয় তাহা (এইরূপ শ্রাদ্ধে হস্তী অশ্ব শিবিকা প্রঃ দানেরও ব্যবস্থা আছে)'; বল্লালসেনরচিত গ্রন্থ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দানসামগ্রী—দানের জিনিস; বিবাহে বরকে দেয় তৈজসাদি উপকরণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দানা—১। শস্যাদির বীজ; স্বর্ণনির্মিত অলংকার বিঃ; আহার্য; খাদ্য; গুটিকা, কণা, কণিকা। <ফা 'দানহ্'। ২। দৈত্য; ভূত, দেবযোনি। <দানব। বি।

দানাদার—১। দানাযুক্ত; জ্ঞানী। বিণ। ২। মিষ্টান্ন বিঃ; আহার্যদাতা, অন্নদাতা। দানা+দার বিশিষ্টার্থে। ফা। বি।

দানাপানি—অন্নজল, খাদ্যপানীয়। দানা (ফা)+পানি (হি)। বি।

দানি—আধার, পাত্র (সাধারণতঃ অন্য শব্দের পরবর্তী হইয়া ব্যবহৃত হয়; যেমন—ফলদানি, পিকদানি ইঃ)। ফা প্রত্যয়।

দানিশবন্দ—পণ্ডিত, জ্ঞানী; ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যাত্মা। <ফা 'দানিশমন্দ্'। প্রা কপ্র। বিণ।

দানী—হাট অথবা নদীতীরে যাহারা দান সাধে অর্থাৎ কর সংগ্রহ করে। দান+ঈ। বাংপ্র। বি।

দানী (দানিন্)—দানশীল, দাতা, বদান্য। দান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দানিনী**।

দানীয়—১। দানের যোগ্য। দা+অনীয় কর্ম। ২। দানের পাত্র। দা+অনীয় সম্প্র। বিণ।

দানো—দানা, প্রেত, পিশাচ। <দানব। বি। **দানোয় পাওয়া**—অপদেবতার প্রভাবাধীন হওয়া; কুসঙ্গীর কবলে পড়া।

দানোৎসর্গ—দেয়বস্তু বিতরণ; শ্রাদ্ধাদি-কালে মন্ত্রপাঠপূর্বক দানযোগ্য বস্তুর সমর্পণ। দানের উৎসর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দান্ত—১। যাহাকে দমন করা হইয়াছে এমন, দমিত; বশীকৃত; শাসিত। দম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। তপস্যায় ক্লেশসহিষ্ণু; যে বাহ্যেন্দ্রিয় বশ করিয়াছে এরূপ, জিতে-ন্দ্রিয়; শান্ত, সৌম্য। দম্+ক্ত কর্তৃ। ৩। দাঁতের তৈরী, দন্তনির্মিত। দন্ত+অণ্ নির্মিতার্থে। ৪। দ-কারান্ত, দ যাহার শেষে আছে এরূপ। দ অন্তে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**দান্তা, দান্তী** (৩য় অর্থে)।

দান্তি—দমন; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; তপঃক্লেশ-সহিষ্ণুতা। দম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দাপ—প্রভাব, প্রতাপ, তেজঃ। <দর্প। বি।

দাপক, দাপয়িতা (-য়িতৃ)—যে দেওয়ায় এরূপ, দানপ্রবর্তক, যাহার প্রবর্তনা অনুসারে কেহ দান করে এরূপ। দা+ণিচ্ (দাপি—দান করানো)+ণক, তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দাপিকা, দাপয়িত্রী**।

দাপট—প্রভাব, প্রতাপ, তেজ, ঝাঁজ ; দর্প ; সবলে পদক্ষেপ ; প্রাবল্য, চোট। হি-মু। বি।

দাপন—দেওয়ানো, দানপ্রবর্তন। দা+ণিচ্ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দাপনা, দাবনা—উরুর উপরিভাগের মধ্যস্থল, উরুদেশের মাংসল অংশ। বাংপ্র। বি।

দাপনি, দাপুনি—আয়না, দর্পণ। <দর্পণ। প্রা কপ্র। বি।

দাপয়িতা (-য়িতৃ)—'দাপক' দ্রঃ।

দাপাদাপি—পা ছোঁড়া ; সদর্পে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ; স্পর্ধাপ্রকাশ, আস্ফালন। বাংপ্র। বি।

দাপানো—দাপাদাপি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দাপিত—দণ্ডিত, শাসিত ; যাহা দেওয়ানো হইয়াছে এরূপ ; শোধিত ; ধনাদিদ্বারা বশীকৃত ; সাধিত। দা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

দাপুনি—১। 'দাপনি' দ্রঃ। ২। প্রতাপ, প্রভাব, দম্ভ, তেজঃ, চাপ। বাংপ্র। বি।

দাপ্য—দণ্ডনীয় ; দান করাইবার যোগ্য। দা+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

দাব ১। বনের আগুন, দাবানল ; অগ্নি ; অরণ্য, বন। দু+ণ কর্তৃ। ২। তাপ। দু+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ৩। চাপ ; প্রতাপ, প্রভাব ; শাসন ; দমন ; তাড়া, ধমক। <দর্প। বি। **দাবে রাখা**—চাপে বা শাসনে রাখা।

দাবই—দাবিয়া, শাসন করিয়া, চাপিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

দাবড়, দাবড়া—চাপ ; দাপট ; দাপাদাপি ; ধমক, তর্জন। প্রাদে। বি।

দাবড়ানো—দাবড়ি দেওয়া ; তাড়া করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**দাবড়ানি**। [বি।

দাবড়ি—ধমক, তিরস্কার, তর্জন। বাংপ্র।

দাবদগ্ধ—যাহা বনের আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে এমন, দাবানলে ভস্মীভূত ; বনাগ্নিসন্তপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দাবদহন—দাবানল, বনাগ্নি। দাবকৃত দহন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দাবদাহ—১। বনের আগুনে পুড়িয়া যাওয়া, বনাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হওয়া। ৩য়াতৎ। ২। বনের আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার জ্বালা, বনাগ্নির সন্তাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দাবন—চাপন ; বিমর্দন, মাড়ানো ; শাসন, তিরস্কার। বাংপ্র। বি।

দাবনা—'দাপনা' দ্রঃ।

দাবা—১। শতরঞ্চ খেলা ; শতরঞ্চ খেলার মন্ত্রী বিঃ। বি। ২। চাপিয়া রাখা, দাবিয়া রাখা ; শাসন করা, ধমক দেওয়া, ধমকানো ; গোপন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দাবাগ্নি, দাবানল—বনের আগুন, কাঠে কাঠ ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দাহ করে তাহা। দাবজাত অগ্নি, অনল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দাবাড়ু, দাবাড়ে—দক্ষ ও উৎসাহী দাবা খেলোয়াড়। বাংপ্র। বি।

দাবানো—চাপিয়া দেওয়া ; ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা ; শাসানো ; চাপা ; সংযত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দাবাব'ড়ে—শতরঞ্চ খেলার গুটিকা বা ঘুঁটি। বাংপ্র। বি।

দাবি—স্বত্ব, অধিকার ; প্রাপ্য বিষয় চাওয়া ; তাগিদ। <ফা 'দাবী'। বি।

দাবিদাওয়া—স্বত্বপ্রার্থনা ; প্রাপ্তিসত্ব ; অভিযোগ ; নালিশ ও প্রার্থনা। ফা-মু। বি।

দাবিদার—পাওনাদার ; যে দাবি করে। ফা। বি। [বি।

দাবুড়ি—দাবড়ি, ধমক, তিরস্কার। প্রা কপ্র।

দাম (দামন্)—দড়ি ; সুতা ; যে দড়িতে অনেক গরু বাঁধা যায়, দোঁকা ; মালা ; গোছা, গুচ্ছ ; জলজ তৃণ বিঃ। দো+মনিন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

দাম—মূল্য। <গ্রীক 'drakhme' অথবা আ 'দিরহম্', অথবা 'দ্রম্ম'। বি।

দামড়া—অণ্ডকোষশূন্য ষাঁড়, ছিন্নকোষ বলদ ; অতি মূর্খ ও অপদার্থ লোক ; পুরুষত্বহীন জীব ; খাসি। বাংপ্র। বি।

দামড়ি পয়সার আটভাগের একভাগ, সিকি পয়সার অর্ধেক। <দ্রম্ম। বি।

দামনী—পশু বাঁধিবার দড়ি ; মালা। দামন্+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দামামা—বড় ঢাক, ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <ফা 'দমামহ্'। বি।

দামাল—দুরন্ত ; অশান্ত ('— ছেলে') ; হৃষ্টপুষ্ট, মোটা সোটা। বাংপ্র। বিণ।

দামিনী—বিদ্যুৎ। দামন্+ইন্ আছে অর্থে +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দামিনীদাম (-দামন্)—বিদ্যুতের রেখাসমূহ, বিদ্যুতের মালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দামী—মূল্যবান, মহার্ঘ, যাহার মূল্য অধিক এরূপ। দাম+ঈ আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

দামোদর—১। কৃষ্ণ, বিষ্ণু। দাম (রজ্জু) উদরে (পেটে) যাঁহার, বহু [যশোদা ইহাকে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিলে ইনি রজ্জু সকল হরণ করিয়াছিলেন]। ২। বর্ধমানের নিকটে প্রবাহিত নদ বিঃ। বি ; পুং। **দামোদর উপত্যকা**—দামোদর নদের নিকটবর্তী স্থানসমূহ, Damodar Valley.

দাম্পত্য—স্বামিস্ত্রী-সংক্রান্ত, দম্পতিসম্বন্ধীয়, পতি ও পত্নীর মধ্যে বর্তমান বা ঘটিত। দম্পতি+য্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দাম্পত্য-কলহ—স্বামিস্ত্রীর ঝগড়া, পতি-পত্নীর বিবাদ। কর্মধা। বি ; পুং।

দাম্পত্যনীতি—স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কর্তব্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দাম্পত্যপ্রণয়, -প্রেম (-প্রেমন্)—স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। দাম্পত্য প্রণয়, প্রেম, কর্মধা। বি ; পুং, ক্লী।

দাম্পত্য-সম্বন্ধ—স্বামিস্ত্রীর পরস্পরের সহিত সম্পর্ক। কর্মধা। বি ; পুং।

দাম্ভিক—অহংকারী, গর্বিত ; ধূর্ত, কপটাচারী, বিড়ালতপস্বী। দম্ভ+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী** (সং), -কা (বাং)।

দাম্ভিকতা—গর্ব, অহংকার, দেমাক। দাম্ভিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দায়—১। দায়িত্ব, ঝুঁকি ; ক্ষতি ; বিপদ্ ; সংকট ; উৎপাত, উপদ্রব ; অপরাধ ; বিবাহাদি দায়িত্বপূর্ণ কার্য ; (অর্থনীতি) খরচের (বা দেনার) দায়িত্ব, liability. বাংপ্র। বি। **দায়ে ঠেকা, দায়ে পড়া**—বিপদে পড়া, বাধ্য হওয়া। **সসীম দায়**—যে দায়িত্ব সীমার মধ্যে আবদ্ধ। **নিঃসীম দায়**—যে দায়িত্ব সীমাহীন। ২। 'যৌতুকাদি দান ; বিভাগযোগ্য পিতৃধন, উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধনে অধিকার জন্মে ; বিভাজ্যবস্তু। দা+ঘঞ্ কর্ম। ৩। দান। দা+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

দায়ক—১। দাতা ; ক্ষতিপূরক। দা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দায়িকা**। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি। উপতৎ ; দায়—কৈ+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

দায়গ্রস্ত—ঋণী ; কর্তব্যপালনের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ; বিপন্ন, সংকটে পতিত। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

দায়-দাবি—দায়িত্ব বা অধিকার। দায় ও দাবি, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

দায়বন্ধু—পিতৃধনের উত্তরাধিকারী ভ্রাতা, জ্ঞাতি-ভ্রাতা। দায়ে (পৈতৃক ধনে) বন্ধু, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

দায়ভাগ—১। পৈতৃক ধনের বিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জীমূতবাহনকৃত স্মৃতিগ্রন্থ বিঃ। দায়ের ভাগ যদ্দ্বারা, বহু। বি ; পুং।

দায়মাল—চোরাই জিনিস ; দাবির জিনিস ; জমিজমা, ভূসম্পত্তি। বাংপ্র। বি।

দায়মুল—চিরজীবনের জন্য কারাবাস বা নির্বাসনদণ্ড। আ মু। বি।

দায়মুলী—চিরজীবনের জন্য কারাবাস বা নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত। দায়মুল+ঈ বিশিষ্টার্থে। আ-মু। বিণ।

দায়রা—ফৌজদারী উচ্চ আদালত, sessions. <আ 'দাইরহ্'। বি।

দায়রা-আদালত—অপরাধীর বিচারের জন্য উচ্চতম আদালত, সেসন কোর্ট,

Session Court. দায়রা (<আ 'দাইরহ্') + আদালত (আ)। বি।

দায়রা-সোপরদ্দ—দায়রা-আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত, committed to Sessions; দায়রা-আদালতে বিচারের যোগ্য। দায়রা (<আ 'দাইরহ্') + সোপরদ্দ (<ফা 'সুপুর্দ্')। বিণ।

দায়াদ—১। পুত্র। দায়—আ—দা+ক কর্তৃ। ২। উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে ধনগ্রহণে যাহার অধিকার আছে, উত্তরাধিকারী; জ্ঞাতি, সপিণ্ড। বি; পুং। ৩। ধনভাগী। উপতৎ; দায়—অদ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ।

দায়াদী—১। কন্যা, দুহিতা; উত্তরাধিকারিণী। দায়াদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। জ্ঞাতিত্ব; জ্ঞাতিহিংসা। বাংপ্র। বি।

দায়িক—ঝুঁকিদার, দায়িত্ববিশিষ্ট; ঋণগ্রস্ত, খাতক। দায়+ইক আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

দায়িতা—ঋণ; বাধ্যতা, liability. দায়িন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দায়িত্ব—ঝুঁকি, সাফল্য-অসাফল্যের ভার; অবশ্য-পূরকত্ব; অবশ্য দাতৃত্ব; ক্ষতিপূরণ। দায়িন্+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

দায়িত্ব-জ্ঞান, -বোধ—কোন কার্যের ভার লইয়া তাহা অবশ্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে এইরূপ বুদ্ধি বা ভাবনা। দায়িত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বোধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, পুং।

দায়ী (দায়িন্)—যাহার উপর ঝুঁকি বা ভার থাকে এরূপ; যাহাকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হয় এরূপ; দাতা; দায়গ্রস্ত; অধমর্ণ, ঋণী। দা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দায়িনী**।

দায়ের—১। আনীত, উপস্থাপিত, দাখিল; বিচারাধীন। বিণ। ২। আনয়ন, উপস্থাপন, দাখিল করা। ফা। বি। **মকদ্দমা দায়ের করা**—বিচারালয়ে কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করা।

দার—১। স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা। দৃ+ণিচ্+ঘঞ্ কর্ম (ণিচের লোপ)। বি; পুং। ২। যুক্ত ('চুড়ি—'); ওয়ালা; মালিক, অধ্যক্ষ ('জমি—'), ('থানা—'); পাত্র ('পাওনা—'); ব্যবসায়ী, কর্মচারী ('দোকান—')। ফা প্রত্যয়।

দারক—১। পুত্র; শিশু, বালক; শ্রীকৃষ্ণের সারথি। বি; পুং। ২। ভেদকারক, বিদারণকর্তা। দৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দারিকা**।

দারকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—বিবাহ। দারসম্পাদক কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। [বি; ক্লী।

দারগ্রহণ—বিবাহ, পত্নীগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

দারণ—১। বিদীর্ণ করণ, ভেদন, ফাটানো। দৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। যাহা দিয়া ফাটানো হয় এমন জিনিস। দৃ+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৩। ভেদক, যাহা কোন কিছু ফাটাইয়া দেয় এমন। দৃ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। [বি; পুং।

দারপরিগ্রহ বিবাহ, স্ত্রীগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

দারব—কাষ্ঠনির্মিত, দারুময়। দারু+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

দারা—স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা। সংস্কৃত নিত্য-বহুবচনান্ত 'দার'-শব্দজ। বি; স্ত্রী (সংস্কৃতে পুং)।

দারাসুত স্ত্রীপুত্র, পুত্রকলত্র। দারা ও সুত, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দারিকা—১। ভেদিকা; বিদারণকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা; বালিকা। দারক+আপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ম। বিণ।

দারিত—দীর্ণ, ভেদিত। দৃ+ণিচ্+ক্ত

দারিদ—১। গরিব, দরিদ্র, নির্ধন। <দরিদ্র। বিণ। ২। দরিদ্রতা, নির্ধনতা ("ন পুরে অলপ ধনে দারিদ তিয়াসা"—বিদ্যা)। <দারিদ্র্য। প্রা কপ্র। বি।

দারিদ্র, দারিদ্র্য—গরিব অবস্থা, দৈন্য, নির্ধনতা, অকিঞ্চনত্ব। দরিদ্র+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক, -সূচক—নির্ধনতা-প্রকাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যঞ্জিকা, -সূচিকা**।

দারী—বেশ্যা। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

দারু—১। কাষ্ঠ; দেবদারু বৃক্ষ; পিত্তল। দৃ+ঞুণ্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। বিদারক; শিল্পী। দৃ+ঞুণ্ কর্তৃ। ৩। দানশীল, দাতা। দা+রু কর্তৃ, শীলার্থে। ৪। ছেদক। দো+রু কর্তৃ। বিণ। ৫। সুরা, মদ্য। ফা। বি।

দারুক—১। শ্রীকৃষ্ণের সারথি। দৃ+উকঞ্ কর্তৃ। ২। দেবদারু বৃক্ষ। বি; পুং। ৩। কাষ্ঠ। দারু+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

দারুকা—কাঠের পুতুল, কাষ্ঠপুত্তলি। দারু+কন্ অবয়বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

দারুচিনি—গুড়ত্বক্; একপ্রকার সুমিষ্ট গাছের বাকল; ডালচিনি। দারু চিনি সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দারুজ—১। কাষ্ঠনির্মিত; কাষ্ঠোদ্ভূত। বিণ। ২। মাদল। উপতৎ; দারু—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

দারুণ—১। ঘোর, ভয়ংকর; ক্রূর; কঠোর, কঠিন; দুঃসহ, অসহ্য; উৎকট; কর্কশ; উগ্র; মর্মভেদী, মর্মান্তিক; নিষ্ঠুর, নৃশংস। বিণ। ২। রৌদ্ররস; ভয়ানক রস। দৃ+ণিচ্+উনন্ কর্তৃ। বি; পুং।

দারুদহন—দাবাগ্নি, বনানল। দারুজাত দহন (অগ্নি), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দারুপাত্র—কাঠের পাত্র। দারুনির্মিত পাত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দারুপিপীলিকা—কাঠপিঁপড়া। দারু-বিহারিণী পিপীলিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুপুত্রিকা—কাঠের পুতুল, কাষ্ঠ-পুত্তলিকা। দারুনির্মিতা পুত্রিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—পুরীধামস্থিত জগন্নাথ-দেবের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি। দারুরূপী ব্রহ্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দারুময়—কাষ্ঠনির্মিত। দারু+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

দারুসার—চন্দন। দারুমধ্যে সার (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

দারুসিতা—দারুচিনি, গুড়ত্বক্। দারুময়ী সিতা (শর্করা), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুস্ত্রী—কাঠের পুতুল, কাষ্ঠপুত্তলিকা। দারুময়ী স্ত্রী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুহরিদ্রা—কাঠহলুদ, কাষ্ঠহরিদ্রা। দারুরূপা হরিদ্রা, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দারুহস্তক—কাঠের হাতা। দারুনির্মিত হস্ত, মধ্যপ কর্মধা+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

দারোগা—পুলিস কর্মচারী বিঃ; থানার প্রধান কর্মচারী, police sub-inspector. তু। বি।

দারোয়ান—দ্বাররক্ষক। <দ্বারবান্। বি।

দার্ঢ্য—দৃঢ়তা, স্থৈর্য। দৃঢ়+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী। বিণ—**দৃঢ়**।

দার্শনিক—দর্শনশাস্ত্রবেত্তা, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি; যিনি দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ দেন এমন; দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত ('—বিচার')। দর্শন+ইক জানেন ইনি ইঃ অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

দাল—১। মৌমাছিরা গাছের কোটরে যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা। দল্+অণ্ সমূহার্থে। ২। দলন, মর্দন, ছেদন। দল্+ঘঞ্ ভাব। ৩। কোদো ধান, কোদ্রব। দল্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৪। দালি (তাহা দ্রঃ)। [বি।

দালনা—সরস ব্যঞ্জন বিঃ, ডালনা। প্রাদে।

দালপুরি, ডালপুরি—সিদ্ধডালের পুর দেওয়া মোটা লুচির ন্যায় একপ্রকার খাদ্য। বাংপ্র। বি।

দালমুট, ডালমুট—তেলে বা ঘি-এ ভাজা মসলা মেশানো ছোলার ডাল ইঃ। বাংপ্র। বি।

দালান—বারান্দা; পাকাবাড়ি, প্রাসাদ, অট্টালিকা; মণ্ডপের মত ঘর; বড় হল। ফা। বি।

দালাল—ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যস্থ ব্যক্তি, খরিদ্দারের সংগ্রহকর্তা; উভয় পক্ষের সংযোজক বা ঘটক। <আ 'দাল্লাল'। বি।

দালালি—দালালের কাজ ; দালালের প্রাপ্য অর্থ, দস্তুরি। দালাল+ই কর্মার্থে। আ-মু। বি।

দালি—কলায় প্রঃ, ডাল। <দ্বিদল। বি।

দালিম—'দাড়িম' দ্রঃ।

দাশ—ধীবর, কৈবর্ত ; বৈশ্যের উপাধি বিঃ। দন্শ্+টন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

দাশরথ—১। দশরথপুত্র, রামচন্দ্র। দশরথ+অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং। ২। দশরথ-সম্বন্ধীয়। দশরথ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -থী।

দাশরথি—দশরথনন্দন, রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ। দশরথ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

দাশেয়—ধীবরকন্যার সন্তান ; ব্যাসদেব। দাশী+এয়। বি ; পুং।

দাস—১। ধীবর ; আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ; শূদ্র-জাতির উপাধি বিঃ। দন্স্+টন্ কর্তৃ। ২। চাকর, ভৃত্য, সেবক ; দানপাত্র। দাস্+ঘঞ্ সম্প্র। বি ; পুং। স্ত্রী—**দাসী**। **অবস্থার দাস**—অবস্থার সম্পূর্ণ বশবর্তী।

দাসখত—চিরদিন সেবক হইয়া থাকিবার জন্য অঙ্গীকারপত্র। দাস হওয়ার খত, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দাসত্ব—চাকরের কাজ বা অবস্থা, বেতন লইয়া অন্যের সেবা করা ; গোলামি ; পরাধীনতা ; (ব্যঙ্গার্থে) চাকরি। দাস+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

দাসত্বপ্রথা—ক্রীতদাস রাখিবার বিধিসংগত ব্যবস্থা, দাসদাসী রাখিবার পদ্ধতি বা নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দাসত্বশৃঙ্খল—পরাধীনতারূপ শিকল ("দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়"—রঙ্গলাল)। দাসত্বরূপ শৃঙ্খল, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

দাসদাসী—চাকর-চাকরানী, সেবক ও সেবিকা। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

দাসনন্দিনী—চাকরের মেয়ে, ভৃত্যকন্যা, সত্যবতী, ব্যাসের মাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দাসব্যবসায়—মানুষকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয়বিক্রয়ের কার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দাসব্যবসায়ী (-য়িন্)—যে ব্যক্তি দাসদাসী-ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবসায় করে ; দাস-বণিক্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দাস-মনোবৃত্তি, দাস-মনোভাব—বড়লোকের বা ভিন্নজাতীয় লোকের অনুগ্রহাশায় তাহার নিকট হীনতা-স্বীকারের প্রবৃত্তি ; নিজেকে ছোট মনে করার মত মনোভাব, slave mentality. দাসোচিত মনোবৃত্তি, মনোভাব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী, পুং।

দাসানুদাস—ভৃত্যের অনুগত ভৃত্য, অতি দীন ভৃত্য (সাধারণতঃ বিনয় বা ভক্তি প্রদর্শনার্থে কথাটি ব্যবহৃত হয়)। দাসের অনুদাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দাসী—চাকরানী, ভৃত্যা, পরিচারিকা ; শূদ্রা ; ধীবরী। দাস+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দাসীত্ব—দাসীর কাজ, দাসীর অবস্থা। দাসী+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

দাসীপনা—চাকরানীর কাজ, দাসীবৃত্তি। দাসী+পনা কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

দাসীবৃত্তি—চাকরানীর কাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দাসেয়—দাসীগর্ভজাত পুত্র ; বিদুর ; ধীবর। দাসী+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

দাসেয়ী—সত্যবতী ; ধীবরী। দাসেয়+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দাস্ত—মলত্যাগ ; ভেদ। <ফা 'দস্ত'। বি।

দাস্য—দাসত্ব, চাকরি, সেবারূপ জীবিকা ; (বৈষ্ণবশাস্ত্র) দাসভাবে উপাসনা, নয়প্রকার ভক্তির একপ্রকার ভক্তি। দাস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

দাস্যবৃত্তি—দাসত্বরূপ জীবিকা, চাকরি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [প্রয়োগ। বি।

দাস্যা—বিধবা শূদ্রার উপাধি। অশুদ্ধ

দাহ—জ্বলন, জ্বালা ; দহন, ভস্মীকরণ ; সন্তাপ ; আন্তরিক যাতনা। দহ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

দাহক—১। যে পোড়ায় এমন, দাহকারী। বিণ। ২। রাঙচিতা। দহ্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

দাহক্রিয়া—পোড়ানো, দহনক্রিয়া, ভস্মীকরণ ; মড়া পোড়ান, শবসৎকারকরণ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দাহঘ্ন—১। দেহ-জ্বালা-নাশক ঔষধ বিঃ, গায়ের জ্বালা দূর হয় এমন ঔষধ। বি ; পুং। ২। তাপনাশক, জ্বালার শান্তিকারক, দাহনিবারক। উপতৎ ; দাহ—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী।

দাহজ্বর—যে জ্বরে গায়ে তাপ বেশী হয় ও অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়। দাহপ্রধান জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দাহন—পোড়ানো, ভস্মীকরণ ; সন্তাপন। দহ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দাহবান্ (-বৎ)—জ্বলন্ত ; দাহযুক্ত। দাহ্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

দাহা—পোড়ানো, দগ্ধ করা ; দগ্ধ করানো। কপ্র। ক্রি।

দাহিকা—যাহা পোড়াইয়া ফেলিতে পারে এরূপ, দহনকারিণী। দাহক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দাহিকাশক্তি—পোড়াইবার ক্ষমতা ('অগ্নির —')। অসমস্ত পদদ্বয়। বি ; স্ত্রী।

দাহিত—যাহাকে পোড়ানো হইয়াছে এরূপ, ভস্মীকারিত, জ্বালিত। দহ্+ণিচ্ (=দাহি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দাহী (দাহিন্)—যে বা যাহা পোড়ায় এমন, দাহকারক। দহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দাহিনী**।

দাহ্য—যাহা পোড়াইতে হইবে বা দাহ করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ, যাহা পুড়িতে পারে এমন, যাহা সহজে পোড়ানো যাইতে পারে এরূপ, যাহা সহজেই জ্বলিয়া উঠে এরূপ, combustible, inflammable. দহ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

দি—১। দান করিয়া থাকি ; দান করিতেছি। ক্রি। ২। অন্য শব্দের পরে 'দিদি'-শব্দের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ (মেজদি, ঠানদি)। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

দিক্ (দিশ্)—পূর্ব অগ্নি দক্ষিণ নৈর্ঋত পশ্চিম বায়ু উত্তর ঈশান ঊর্ধ্ব ও অধঃ—এই দশ দিক্ ; অংশ, খণ্ড ; সীমা ; পক্ষ ; রীতি ; দস্তুরোগ বিঃ ; অভিমুখ ; দেশ, অঞ্চল ; কোন ব্যাপক বিষয়ের প্রধান প্রধান লক্ষণযুক্ত অংশের নির্দেশ। দিশ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

দিক—বিরক্ত, বেজার, জ্বালাতন। আ। বিণ।

দিকদারি—বিরক্তি, দৌরাত্ম্য ; উৎপীড়ন। আ মু। বি।

দিকাদিক্—কাণ্ডাকাণ্ড, কর্তব্যাকর্তব্য ; দিগ্বিদিক্। প্রা কপ্র। বি।

দিক্চক্র—চাকার মত গোল বলিয়া প্রতীয়-মান দিক্সকল, দিঙ্মণ্ডল, মণ্ডলাকারে অবস্থিত দিক্সমূহ। দিক্ চক্রপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

দিক্চক্রবাল—দিকের শেষভাগ, কোন দিকের সীমা, যেখানে আকাশ ও ভূমি একত্র মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়, horizon. দিকের চক্রবাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দিক্পতি, -পাল—পূর্বাদি দশ দিকের রক্ষক [ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত—এই দশ জন] ; দিগধীশ্বর গ্রহ [সূর্য, শুক্র, মঙ্গল, রাহু, শনি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি পূর্বাদিক্রমে অষ্ট দিকের অধীশ্বর]। ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; দিক্—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

দিক্ভোলা—উদাসীন, নিরাসক্ত। বাংপ্র। বিণ।

দিক্শূল—(জ্যোতিষ) কোন বিশেষ দিকে যাওয়ার পক্ষে নিষিদ্ধ বার ; গ্রহাদির অশুভ-জনক অবস্থান [যথা—পশ্চিমে শুক্র ও রবি ; উত্তরে মঙ্গল ও বুধ ; পূর্বে শনি ও সোম ; দক্ষিণে বৃহস্পতি]। দিকে শূল অর্থাৎ শূলবৎ অনিষ্টকর, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

দিগংশ—(জ্যোতিষ) সুবিন্দু হইতে দিগন্ত-রেখা পর্যন্ত অঙ্কিত বৃত্তচাপ, azimuth. দিকের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [স্ত্রী।

দিগঙ্গনা—সংস্কৃত কবিতার ছন্দ বিঃ। বি ;

দিগঙ্গনা, দিগ্বধূ—দিগ্‌রূপা নারী ("পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন"—রবীন্দ্র); দিগ্বাসিনী দিব্যাঙ্গনা। রূপক কর্মধা; অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিগন্ত—দিক্-সমুদায়ের শেষসীমা, horizon. দিকের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিগন্তপ্রসারী (-রিন্)—দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী। উপতৎ; দিগন্ত—প্র+সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

দিগন্তব্যাপী (-পিন্)—দিগন্তপ্রসারী। উপতৎ; দিগন্ত—বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-পিনী**।

দিগন্তর—১। অগ্নি বায়ু ইঃ কোণ, দিকের মধ্যবর্তী স্থান, দিগবকাশ। দিকের অন্তর (অবকাশ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্যদিক্। অন্যা দিক্, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দিগম্বর—১। শিব; জৈনদিগের সম্প্রদায় বিঃ; ক্ষপণক বিঃ। বি; পুং। ২। নগ্ন, বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দিক্ (শূন্য) অম্বর (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-রা, -রী**।

দিগম্বরী—কালী। দিগম্বর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দিগর, দীগর—অন্যান্য, অপরাপর; ইত্যাদি, প্রভৃতি; অকল, তল্লাট। ফা। সর্ব বা বি।

দিগীশ্বর—ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ; সূর্যাদি গ্রহ। দিকের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিগ্‌গজ—১। দিগ্‌হস্তী (ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতীক—পূর্বাদি দিকের রক্ষক এই আট হস্তী)। দিগ্‌রক্ষক গজ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। মহাপণ্ডিত; (ব্যঙ্গার্থে) মহামূর্খ; মস্ত বড়; প্রসিদ্ধ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত—মহাপণ্ডিত; সর্বশাস্ত্রবিশারদ।

দিগ্‌জ্ঞান—১। পূর্বাদি দিক্‌সমুদায়ের বোধ, কোন্‌টা কোন্ দিক্ তাহা বুঝিতে পারা। দিগ্‌বিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। ২। অল্প-জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিগ্‌দর্শন—১। অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা; সকল দিক্ অবলোকন। দিকের দর্শন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কোন ব্যাপক বিষয়ের সামান্য কিছু নির্দেশ করিয়া অবশিষ্ট এইরূপ হইবে এরূপ ইংগিত; কোন বিষয়ের মোটামুটি আলোচনা; বস্ত্র বিঃ, কম্বল। বি; স্ত্রী। ৩। দিঙ্‌নির্ণায়ক। দিকের দর্শন যদ্দ্বারা, বহু। বিণ।

দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র—যাহা দ্বারা কোন্‌টি কোন্ দিক্ তাহা ঠিক করা যায় এরূপ যন্ত্র, দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র, compass. দিকের দর্শন যদ্দ্বারা, বহু; অথবা, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দিগ্‌দর্শী (-দর্শিন্)—যে বা যাহা দিক্ নির্ণয় করিয়া দেয় তাহা, দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র, compass. উপতৎ; দিক্—দৃশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

দিগ্‌দিগন্ত—দিক্‌সমূহ ও কোণসমূহ, দিগ্‌বিদিক্; সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল। দিক্ ও দিগন্ত, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দিগ্‌দিগন্তর—একদিক্ হইতে অন্যদিক্; দিগ্বিদিক্। দিক্ ও দিগন্তর, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

দিগ্ধ—১। লিপ্ত, মিশ্রিত ('বিষ—'); বিষলিপ্ত। বিণ। ২। বিষাক্ত বাণ; অগ্নি। দিহ্+ক্ত কর্ম। বি; পুং। ৩। স্নেহ। দিহ্+ক্ত করণ। ৪। লেপন; প্রবন্ধ। দিহ্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

দিগ্‌ধাবাড়ে—যে চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়ায় এমন; সর্বদিগ্‌ব্যাপী। বাংপ্র। বিণ।

দিগ্‌ধেড়েঙ্গা—অতি দীর্ঘ, অতিশয় ঢেঙ্গা, বেমানানরূপে লম্বা। বাংপ্র। বিণ।

দিগ্বধূ—'দিগঙ্গনা' দ্রঃ।

দিগ্বলয়—দিঙ্‌মণ্ডল, দিক্‌চক্রবাল। দিগ্‌রূপ বলয়, রূপক কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

দিগ্বসন—উলঙ্গ, দিগম্বর, নগ্ন। দিক্ হইয়াছে বসন যাহার, বহু। বিণ।

দিগ্বস্ত্র—১। শিব; জৈন বিঃ। বি; পুং। ২। নগ্ন। দিক্ বস্ত্র যাঁহার, বহু। বিণ।

দিগ্বিজয়—বিদ্যা বা যুদ্ধ দ্বারা নানাদিকে আপন ক্ষমতাপ্রদর্শন ও আধিপত্য স্থাপন, যুদ্ধদ্বারা নানাদেশ জয়। দিকের বিজয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিগ্বিজয়ী (-জয়িন্)—যে দিগ্বিজয় করিয়াছে এরূপ, যুদ্ধাদি দ্বারা সর্বদিক্‌জয়ী; যে বিদ্যাদি দ্বারা সকল দিকের সকলের উপরে আধিপত্য বা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এরূপ। দিকের বিজয়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

দিগ্বিদিক্ (-দিশ্)—দিক্ ও দিকের মধ্যবর্তী দিক্, চতুর্দিক্ ও চতুষ্কোণ, সকল দিক্; (তাৎপর্যার্থে) গুরু-লঘু, হিতাহিত, ন্যায়-অন্যায়, কাণ্ডাকাণ্ড। দিক্ এবং বিদিক্, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান—কোন্‌টা কোন্ দিক্ সেই সম্বন্ধীয় বোধ; দিগ্‌জ্ঞান; হিতাহিত-বোধ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান; লঘুগুরুজ্ঞান। দিগ্বিদিকের জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য, -হীন—কাণ্ডাকাণ্ডবোধরহিত, হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য, দিশাহারা। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানদ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

দিগ্‌ভ্রম, -ভ্রান্তি—একদিক্‌কে অন্যদিক্ বলিয়া স্থির করা, দিক্ ভুল করা; তাল ঠিক না থাকা। দিগ্‌বিষয়ক ভ্রম, ভ্রান্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

দিগ্‌ভ্রান্ত—দিক্ ঠিক করিতে অসমর্থ, দিঙ্‌মূঢ়। দিকে (দিগ্‌বিষয়ে) ভ্রান্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

দিঘল—'দীঘল' দ্রঃ।

দিঙ্‌নাগ—দিগ্‌গজ; প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত। দিকের নাগ (গজ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিঙ্‌নিরূপণ, -নির্ণয়—পূর্ব প্রঃ দিক্ ঠিক করা, পূর্বাদি দিকের স্থিরীকরণ। দিকের নিরূপণ, নির্ণয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

দিঙ্‌মণ্ডল—দিক্‌চক্র, দিক্‌চক্রবাল। দিকের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিঠ, দিঠি—চোখ, চক্ষু, দৃষ্টি। <দৃষ্টি। প্রা কপ্র। বি।

দিঢ়—কঠিন, শক্ত। <দৃঢ়। প্রা কপ্র। বিণ।

দিত—ছিন্ন; বিদীর্ণ। দো+ক্ত কর্ম। বিণ।

দিতি—১। কশ্যপ ঋষির স্ত্রী, দৈত্যমাতা। দো+ক্তিক্ কর্তৃ। ২। ছেদন, খণ্ডন। দো+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দিতিজ—দৈত্য, অসুর। উপতৎ; দিতি—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

দিতিসুত—দৈত্য, অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিৎসা—দান করিবার ইচ্ছা। দা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—**দিৎসু** (দান করিতে ইচ্ছুক)।

দিদি—বড় বোন, জ্যেষ্ঠা ভগিনী; পিতামহী; মাতামহী; পিতামহী বা মাতামহীর স্থানীয়া নারী; স্বামীর বড় বোন; বড় জা; বড় সতীন; প্রভুকন্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

দিদিমা—মাতামহী বা পিতামহী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

দিদৃক্ষা—দেখিবার ইচ্ছা, দর্শনের অভিলাষ। দৃশ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, **-ক্ষু**।

দিদৃক্ষু—দেখিতে ইচ্ছুক; দর্শনোৎসুক। দৃশ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

দিধিষু—১। দ্বিতীয়বার বিবাহিত স্বামীর স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। দুইবার বিবাহিত পুরুষ। দিধি (ধৈর্য)—সো (নাশ করা)+কু কর্তৃ। বি; পুং।

দিধিষূ—দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী; জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী। দিধি (ধৈর্য)—স্যো+উ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

দিন—সূর্যের উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত সময়, দিবা, দিবস; চান্দ্র তিথিরূপ কাল; আয়ু; মৃত্যুকাল; প্রভাব কাল; সময়, যুগ; সুযোগ। দো (ছেদ করা)+কিনন্ কর্তৃ (যাহা অন্ধকার দূর করে), অথবা দী (ক্ষীণ হওয়া)+নক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

দিন কেনা—নিজের কাজ সুযোগমত গুছাইয়া লওয়া; সুযোগমত অবস্থার উন্নতি করা। **দিনগত পাপক্ষয়**—প্রতিদিনের পাপনাশের জন্য প্রতিদিনের করণীয় কর্মের

সম্পাদন; একঘেয়ে ভাবে দৈনন্দিন কার্য কোন রকমে শেষ করিয়া যাওয়া; গতানুগতিক ভাবে কাল কাটানো। **দিন গোনা**—দুঃখদুর্দশার অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করা। **দিন ঘনাইয়া আসা**—ঠিক সময় উপস্থিত হওয়া; মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়া। **দিন চলা**—কোনরূপে সংসারের খাওয়া-পরা নির্বাহ হওয়া। **দিন দিন**—প্রতিদিন। **দিন দেখা**—শুভ দিন নির্ণয় করা; নিজে অবস্থা বা বিষয়াদির সুব্যবস্থা করা। **দিন পাওয়া**—সুসময়ের নাগাল পাওয়া; সুসময় উপস্থিত হওয়া। **দিন ফিরা**—অবস্থার অত্যধিক উন্নতি হওয়া। **দিনে ডাকাতি**—অসমসাহস ও জুলুমের কাজ; ভীষণ প্রতারণা। **দিনে তারা দেখা**—অকারণ অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা, কোন অসম্ভব বিষয়কে সাধিত হইতে দেখিয়া বিশেষরূপ গর্বিত হওয়া। **দিনে দিনে**—প্রতিদিন; ক্রমশঃ, উত্তরোত্তর।

দিনকত, -কতক—কিছুদিন। বাংপ্র। বি।

দিনকর—সূর্য, দিবাকর। উপতৎ; দিন—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং।

দিনকানা—যে দিনে চোখে দেখে না এমন। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

দিন-কাল—সময়ের গতি, সময়-জনিত অবস্থা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

দিনক্ষণ—শুভ কার্যের পক্ষে উপযোগী দিন ও মুহূর্ত। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দিনক্ষয়—দিনশেষ, সায়ংকাল; (জ্যোতিষ) এক দিনে তিন তিথির সংযোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনদগ্ধা—(জ্যোতিষ) বার এবং তিথির সংযোগ বিশেষ [রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়]। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিনদেব, দিননাথ—সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

দিনপতি—সূর্য; অর্কবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দিনপাত—দিন কাটানো, দিনযাপন; সংসারযাত্রা-নির্বাহ; চান্দ্র তিথির ক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনবন্ধু—সূর্য; অর্কবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিন-মজুর—যে মজুরের কাজ করিয়া রোজ টাকা রোজগার করে। দিনকর্মী মজুর, মধ্যপদলোপী কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দিনমণি—সূর্য; অকবৃক্ষ, আকন্দগাছ। দিনের মণি (অর্থাৎ তৎস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনমান—দিবাভাগ, দিনের বেলা; দিবাভাগের পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিনমুখ—১। প্রাতঃকাল। দিনের মুখ (আরম্ভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। পূর্বাদ্রি, উদয়াচল। দিনের মুখ (আরম্ভ) যথা হইতে, বহু। বি; পুং।

দিনযামিনী—দিবা ও রাত্রি; সকল সময়। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

দিনযৌবন—দুপুরবেলা, মধ্যাহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দিনলিপি—রোজনামচা, diary. দিনের লিপি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিনশেষ—সন্ধ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনাত্যয়, দিনান্ত—দিনের শেষ, সন্ধ্যা, সায়ংকাল। দিনের অত্যয়, অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনান্তক—অন্ধকার। দিনের অন্তক (শেষকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিনাবসান—দিনশেষ। দিনের অবসান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দিনেমার—ডেনমার্কের অধিবাসী। <ফ্রে 'Danemark'. বি।

দিনেশ—সূর্য ("দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে"—ভারত); অর্কবৃক্ষ। দিনের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিব্—স্বর্গ, আকাশ। দিব্+ডিবি অধি। বি; স্ত্রী।

দিব—১। স্বর্গ, আকাশ; দিবস। দিব্+ক অধি। বি; ক্লী। ২। শপথ, দিব্য, ("তব ধনি দিব দেই নিজ মাথে"—জ্ঞান)। <দিব্য। প্রা কপ্র। বি।

দিবস—দিন। দিব্+অসচ্ অধি। বি; পুং বা ক্লী।

দিবস্পতি—ইন্দ্র; ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র। দিবঃ পতি, অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দিবা—দিন। দিব্+কা অধি। অ।

দিবাকর—সূর্য। উপতৎ; দিবা—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং।

দিবাচর—১। পাখি বিঃ; চণ্ডাল। বি; পুং। ২। দিবাভাগে জীবিকার জন্য ভ্রমণ করে এমন। উপতৎ; দিবা—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী।

দিবাতন—দিনের বেলায় যাহা ঘটে এমন, দৈনিক, দিবসীয়। দিবা (দিনে)+তন তবার্থে। বিণ। স্ত্রী।

দিবানিদ্রা—দিনের বেলায় ঘুমান, দিবসে নিদ্রা যাওয়া। দিবা (দিনে) নিদ্রা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

দিবানিশ—১। অহোরাত্র, দিবারাত্রি ব্যাপিয়া। দিবা ও নিশা (রাত্রি), সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। ২। অনুক্ষণ, সর্বদা। বাং ক্রি-বিণ।

দিবানিশি—দিনে ও রাত্রিতে, সকল সময়ে, সর্বদা। সংস্কৃত-সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত পদদ্বয় ('অহোরাত্র' অর্থে পদদ্বয়ের প্রয়োগ সাধু নহে)।

দিবান্ধ—১। পেচক (পেঁচা দিনে দেখিতে পায় না)। বি; পুং। ২। দিনকানা। দিবা (দিনে) অন্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

দিবাবসু—সূর্য; অর্কবৃক্ষ। দিবা (দিনে) বসু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পুং।

দিবাবিহার—দিনের বেলায় বিশ্রাম, মধ্যাহ্নে বিশ্রাম; দিনের বেলায় রতিক্রীড়া। ৭মীতৎ। বি; পুং। [পুং।

দিবাভাগ—দিনের বেলা। কর্মধা। বি;

দিবাভীত—পেচক; চোর; চন্দ্র। দিবা (দিনে) ভীত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দিবামণি—সূর্য। ৭মীতৎ। বি; পুং।

দিবামধ্য—দুপুর বেলা, মধ্যাহ্ন। দিবার মধ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দিবামান—দিনমান (তাহা দ্রঃ)।

দিবামুখ—প্রাতঃকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দিবারাত্র—দিনরাত, অহোরাত্র। দিবার ও রাত্রিতে, দ্বন্দ্ব (অচ্ সমাসান্ত)। ক্রি-বিণ।

দিবাস্বপ্ন—দিবানিদ্রা, দিনে ঘুমানো, মনে মনে আকাশ-কুসুম রচনা, অলীক খেয়াল। দিবা স্বপ্ন, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দিব্য—১। স্বর্গীয়; আকাশীয়; সুন্দর, মনোহর; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। দিব্+যৎ ভবার্থে। বিণ। ২। চারিযুগপরিমিত কাল; শপথ, কোন ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ তাহা পরীক্ষার ক্রম; তান্ত্রিক আচার বিঃ; লবঙ্গ; হরিচন্দন; গুগ্‌গুলু বা গুগ্‌গুল; প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির জনৈক কৈবর্তজাতীয় রাজা। দিব্+যৎ করণ। বি; ক্লী বা পুং।

দিব্যগন্ধ—১। সুঘ্রাণবিশিষ্ট, সুরভি। দিব্য গন্ধ যাহার, বহু। বিণ। ২। অপার্থিব গন্ধ, উৎকৃষ্ট ঘ্রাণ। কর্মধা। বি; পুং।

দিব্যচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), (>-চক্ষু)—১। যে সকল বিষয় সাধারণ চোখের সাহায্যে দেখা যায় না তাহা যিনি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে দেখিতে পান এমন; যাহার চোখ দুইটি খুব সুন্দর এমন, সুলোচন। দিব্য চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ। ২। অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন যাহা সাধারণ চোখে দেখা যায় না তাহাও যে চোখে ধরা পড়ে এমন চোখ, নেত্র, অতীন্দ্রিয়-বিষয়-দর্শনশক্তি; সুন্দর চোখ। দিব্য চক্ষুঃ, কর্মধা। বি; ক্লী। **দিব্যচক্ষুতে দেখা**—ভবিষ্যৎ দর্শন করা। ৩। অন্ধ; শ্রীকৃষ্ণ। দিব্য (অন্তরীকৃত) চক্ষুঃ যাহার, বহু। বি; পুং। ৪। (ব্যঙ্গার্থে) চশমা। দিব্য চক্ষুঃ যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

দিব্যজ্ঞান—অলৌকিক জ্ঞান ; তত্ত্ববোধ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দিব্যদর্শী (-দর্শিন্) —দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্রষ্টা। উপতৎ ; দিব্য—দৃশ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

দিব্যদৃষ্টি—দেবতাদের উপযোগী দৃষ্টি ; অপার্থিব বোধশক্তি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দিব্যনদী—আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী। দিব্যা (স্বর্গীয়া) নদী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দিব্যনারী—অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা। দিব্যা (স্বর্গীয়া) নারী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দিব্যনেত্র—দিব্যচক্ষুঃ (তাহা দ্রঃ)।

দিব্যরত্ন—চিন্তামণি, বাঞ্ছিতফলপ্রদ রত্ন বিঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দিব্যরথ—বিমান, ব্যোমযান, আকাশ-যান। কর্মধা। বি ; পুং।

দিব্যা—১। স্বর্গীয়া ; উৎকৃষ্টা, উত্তমা। বিণ ; স্ত্রী। ২। বন্ধ্যাকর্কটী ; শতাবরী ; মহামেদা ; ব্রাহ্মী ; শ্বেতদূর্বা ; শ্বেতজীরক ; হরীতকী। দিব্য+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দিব্যাঙ্গনা—দেবরমণী, সুরনারী ; স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা ; পরমাসুন্দরী নারী। দিব্যা অঙ্গনা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দিব্যাস্ত্র—স্বর্গীয় অস্ত্র, দেবতাদিগের অস্ত্র ; স্বর্গীয় শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র ; অব্যর্থ অস্ত্র। দিব্য অস্ত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

দিব্যি—১। সুন্দর। বিণ। ২। শপথ। <দিব্য। বি।

দিব্যোদক—বৃষ্টির জল ; শিশির। দিব্য (আকাশস্থ) উদক (জল), কর্মধা। বি ; ক্লী।

দিব্যোন্মাদ—১। স্বর্গীয় ভাবের আবেশে বিভোরতা, ঐশ্বরিক ভাবে উন্মত্ততা। দিব্য উন্মাদ, কর্মধা। বি ; পুং। ২। স্বর্গীয় ভাবের আবেশে উন্মত্ত। বাংপ্র। বিণ।

দিয়ড়ি—দীপসমূহ, দেউটি ; মশাল। প্রা কপ্র। বি।

দিয়া—১। দান করিয়া। অস-ক্রি। ২। দ্বারা, সাহায্যে ; সংযোগে ; সেই পথে। বাংপ্র। অ।

দিয়াকাঠি—আলোক জ্বালিবার জন্য গন্ধকাদিসংযুক্ত কাঠি। <দীপকাষ্ঠিকা। বি।

দিয়াটী—১। দীপ। প্রা কপ্র। ২। দেশলাই কাঠি। বাংপ্র। বি।

দিয়ালা, দেয়ালা—শিশুর ঘুমের ঘোরে খেলা, নিদ্রিত শিশুর হাসি-কান্না। প্রাদে। বি।

দিয়াশলাই—আলোক জ্বালিবার জন্য গন্ধকাদিসংযুক্ত কাঠি, দিয়াকাঠি। <দীপশলাকা। বি।

দিল—মন, অন্তঃকরণ। ফা। বি।

দিলখোশ—১। চিত্তের তৃপ্তিদায়ক, মনের প্রফুল্লতাজনক ; হৃষ্টচিত্ত। দিল (মন) খোশ (প্রফুল্ল) যাহাতে বা যাহার, বহু। ফা-মূ। বিণ। ২। সন্তুষ্ট চিত্ত, প্রফুল্ল মন। খোশ (প্রফুল্ল) দিল (মন), কর্মধা। ফা-মূ। বি।

দিলদরিয়া—সমুদ্রের ন্যায় উদারহৃদয়, প্রশস্তচিত্ত, মহানুভব। দিল (মন) দরিয়া (নদী) -সদৃশ যাহার, বহু। ফা-মূ। বিণ।

দিলদার—মহানুভব, উদারাশয়। দিল+দার বিশিষ্টার্থে। ফা-মূ। বিণ। [বি।

দিল্লগি, দিল্লাগি—ঠাট্টা, তামাশা। ফা।

দিশ—দিন ; দিক্। প্রা কপ্র। বি।

দিশপাশ—ইয়ত্তা, পরিমাণ ; দৃষ্টিসীমা ; কূলকিনারা। বাংপ্র। বি।

দিশা—১। পূর্বাদি দিক্ ; রীতি, প্রণালী ; সন্ধান ('—পাওয়া') ; খোঁজ ; ধাঁধা, দিক্‌ভ্রম ; সংকেত। দিশ্+কিপ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। **দিশা লাগা**—দিগ্‌ভ্রম হওয়া। ২। মলত্যাগ ; মলত্যাগের বেগ। হি। প্রা কপ্র। ৩। কবিগান প্রভৃতে যে পদ প্রতিবারে আবৃত্ত হয় তাহা। প্রাদে। বি।

দিশাপাল—ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ। উপতৎ ; দিশা—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

দিশারী—দিক্‌নির্দেশকারী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দিশাহারা, দিশেহারা—যে দিক্ সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন, দিগ্‌ভ্রান্ত ; কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত তাহা যে বুঝিতে পারিতেছে না এমন, কর্তব্যজ্ঞানশূন্য ; যাহার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এমন ; অমনোযোগী, অনবহিত। দিশা, দিশে হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

দিশি—১। দিকে। সংস্কৃত 'দিশ্' শব্দের ৭মীর একবচন। ২। দিক্ ; দিবস, [illegible] কপ্র। বি। **দিশিদিশি**—সকল [illegible] বা দেশে। **নিশিদিশি**—দিনরা[illegible]

দিশে—দিশা। বাংপ্র। বি।

দিষ্ট—১। ভাগ্য। দিশ্+[illegible] বি ; ক্লী। ২। আদিষ্ট ; উ[illegible] কথিত, প্রদর্শিত ; দত্ত। দিশ্[illegible]। বিণ।

দিস—দিবস, দিন [illegible]। বি।

দিস্তা, দিস্তে—[illegible] কুটিবার জন্য মুষল, হামানদি[illegible] বা ডাঁটি ; ২৪-তা কাগজ, qu[illegible] তাহা হইতে) ২৪-খানা লুচি বা [illegible] কা 'দস্তহ'। বি।

দিস্তা[illegible] দিস্তেপড়া—গাঁটরি-বাঁধা অব[illegible] কয়া খারাপ হইয়া গিয়াছে এমন [illegible] পড়')। বাংপ্র। বিণ।

[illegible] দিও ("আভরণে দিহ পিয়া ঠাম"—[illegible])। প্রা কপ্র। ক্রি।

দীক্ষক—১। দীক্ষাদানকারী, উপদেষ্টা। বিণ। ২। যিনি তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেশ দেন, দীক্ষাদাতা, দীক্ষাগুরু। দীক্ষ্ +ণক কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-দীক্ষিকা**।

দীক্ষণ—দীক্ষাদান ; অভীষ্টবিষয়াদিতে উপদেশদান। দীক্ষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দীক্ষণীয়—দীক্ষাযোগ্য, যাহাকে দীক্ষা প্রদান করিতে হইবে এরূপ। দীক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

দীক্ষা—মন্ত্রগ্রহণ, গুরুর নিকটে ইষ্টপূজার মন্ত্রগ্রহণ ; তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেশ ; শিক্ষা ; উপদেশদান ; অর্চনা ; যজ্ঞাদিকর্মে সংস্কার ; ব্রতাদিকর্মে স্থিতি ; অনুষ্ঠান ; নিয়ম বা সংকল্প করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া ; প্রবৃত্ত করা, প্রবর্তনা। দীক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দীক্ষাগুরু—ইষ্টদেব, ইষ্টমন্ত্রদাতা, মন্ত্রোপদেষ্টা ; যিনি কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত করেন। দীক্ষাদাতা গুরু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দীক্ষাগ্রহণ—গুরুর নিকট মন্ত্র লওয়া, ইষ্টমন্ত্রবিষয়ে উপদেশলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দীক্ষান্ত—যজ্ঞসমাপ্তি। দীক্ষার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দীক্ষিত—১। কোন বিষয়ে যে গুরুর বিশেষ নির্দেশ লাভ করিয়াছে এমন ; ইষ্টলাভের জন্য যে গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে এমন ; গৃহীতমন্ত্র, ব্রতাদি বা যজ্ঞাদি কর্মে সংকল্পপূর্বক প্রবৃত্ত, যজমান ; উপদিষ্ট ; প্রবর্তিত ; সংস্কৃত ; যাহার অনুষ্ঠান হইয়াছে এরূপ, অনুষ্ঠিত। দীক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গুজরাট মধ্য অযোধ্যা বাঙ্গালা [illegible] ; পুং। [illegible]

দীক্ষিতা (-তৃ)—দীক্ষক, দীক্ষাদাতা। দীক্ষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

দীগর—'দিগর' দ্রঃ।

দীঘ—১। লম্বা দিকের মাপ, দৈর্ঘ্য। প্রাদে। বি। ২। দীর্ঘ, প্রশস্ত, লম্বা। <দীর্ঘ। প্রা কপ্র। বিণ।

দীঘল, দিঘল—লম্বা, দীর্ঘ, প্রশস্ত, সুবৃহৎ। বাংপ্র। বিণ।

দীঘি—বড় পুকুর, সরোবর। <দীর্ঘিকা। বি।

দীঠ, দীঠি, দীঠিয়া—দৃষ্টি। প্রা কা। বি।

দীধিতি—কিরণ, আলোক ; তত্ত্বচিন্তামণি-নামক ন্যায়গ্রন্থের ব্যাখ্যা। দীধী+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

দীন—১। দরিদ্র, নিঃস্ব ; কাতর ; নীচ ; দুঃখিত ; হীন ; ক্ষুদ্র ; সন্তপ্ত ; ভীত। দী+

ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ধর্ম ; ধর্মবিষয়ে বিশ্বাস। আ। বি।

দীনতা—দৈন্য, দারিদ্র্য ; কাতরতা ; ক্ষোভ ; সন্তাপ ; অভাব। দীন+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দীনদরিদ্র—১। অত্যন্ত গরিব। দীন হইতেও দরিদ্র, ৫মীতৎ। ২। দুর্দশাগ্রস্ত ও গরিব। যে দীন সেই দরিদ্র, কর্মধা। বিণ।

দীনদুঃখী (-দুঃখিন্)—দুঃখভোগকারী দরিদ্র। যে দীন সেই দুঃখী, কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-দুঃখিনী**।

দীনদুনিয়া—ধর্ম ও জগৎ, ধর্ম ও সংসার। দ্বন্দ্ব। আ। বি। **দীনদুনিয়ার মালিক**—ধর্ম ও জগতের প্রভু, ঈশ্বর।

দীননাথ—দরিদ্রের আশ্রয় ; নারায়ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দীনবৎসল—দরিদ্রের প্রতি স্নেহসম্পন্ন ; দীনজনের প্রতি স্নেহবান্। ৭মীতৎ। বিণ।

দীনবন্ধু—দরিদ্রের সহায় ; ভগবান্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [পুং।

দীনভাব—দীনতা, দৈন্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

দীনশরণ—দীনের আশ্রয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দীনসত্ত্ব—১। শক্তিহীন, অসার, তুচ্ছ। দীন সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ। ২। হীন প্রাণী, ক্ষুদ্র জীব, অল্পবল। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীনহীন—অত্যন্ত দরিদ্র, অতিশয় দুঃখী। দীন হইতে হীন, ৫মীতৎ ; অথবা, যে দীন সেই হীন, কর্মধা। বিণ।

দীনার—১। মোহর, স্বর্ণমুদ্রা ; স্বর্ণালংকার ; কর্ষদ্বয়পরিমিত সুবর্ণ ; বত্রিশ রতি সোনা। দীন—ঋ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। আরবদেশীয় স্বর্ণমুদ্রা (ওজন ৬৫ গ্রেন)। আ। বি।

দীনেশ—দরিদ্রের প্রভু ; ভগবান্, জগদীশ্বর। দীনের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দীপ—বাতি, প্রদীপ। দীপ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

দীপক—১। উত্তেজক ; যাহা দিয়া আগুন ধরানো হয় এমন ; জ্বলনকারক ; শোভাজনক ; যাহা স্পষ্ট করে এমন ; আলোকিতকারী ; প্রকাশক ; কুশল। দীপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। কুসুম ; কাব্যের অলংকার বিঃ [প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত বিষয়ের এক ধর্মের সহিত সম্বন্ধ, অথবা অনেক ক্রিয়াতে যদি একটিমাত্র কারক থাকে তাহা হইলে দীপকালংকার হয় ; যথা—"পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে। উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলংকারে।" "বক্তেরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে।"]। বি ; স্ত্রী। ৩। প্রদীপ ; কামদেব ; (-সংগীত) রাগ বিঃ। দীপ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

দীপকূপী—সলিতা, দীপবর্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দীপচ্ছায়া, দীপচ্ছায়া—প্রদীপের তলাকার অন্ধকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দীপধ্বজ—কাজল, কজ্জল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দীপন—১। উত্তেজন, উদ্দীপন। দীপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। প্রকাশন। দীপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। উদ্দীপক, উত্তেজক ; জ্বলনকারক ; শোভাজনক। দীপ্+ণিচ্+অন বা অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-না**, **-নী**।

দীপনীয়—১। যাহাকে দীপ্ত করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এরূপ ; দীপনযোগ্য। দীপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। যমানী ; ঔষধ বিঃ। দীপ্+ণিচ্+অনীয় করণ। বি ; পুং।

দীপবৃক্ষ—পিলসুজ, দেলখো, দীপাধার। দীপাধার বৃক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দীপমালা—১। দীপের শ্রেণী, সারি সারি আলো। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রতি চরণে দশ অক্ষরযুক্ত ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

দীপমালিকা—১। দীপান্বিতা অমাবস্যা। দীপের মালা (সমূহ) যাহাতে, বহুব্রী (সমাসে ক-আগম)+আপ্। ২। দীপমালা, দীপশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

দীপযষ্টি—দেরকো, পিলসুজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

দীপশলাকা—দিয়াশলাই। দীপজ্বালিকা শলাকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীপশিখা—প্রদীপের শিখ ; জ্বলন্ত প্রদীপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দীপাগার—আলোকগৃহ ; সমুদ্রের বিপজ্জনক স্থানে রক্ষিত আলোকমন্দির, lighthouse. দীপযুক্ত আগার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

দীপাধার—পিলসুজ, দেলখো, দীপবৃক্ষ। দীপের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দীপান্বিতা—১। কার্তিকী অমাবস্যা, দীপালী, দেওয়ালি [এই দিনে কালীপূজা হইয়া থাকে]। বি ; স্ত্রী। ২। প্রদীপযুক্তা। দীপ দ্বারা অন্বিতা, ৩য়াতৎ। বিণ ; স্ত্রী।

দীপাবলী—দীপশ্রেণী, দীপসমূহ ; দেওয়ালি। দীপের আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দীপালী—১। সারি সারি প্রদীপ জ্বালাইয়া যে উৎসব করা হয়, দেওয়ালি ; দীপান্বিতা অমাবস্যা। দীপের আলী (শ্রেণী) যাহাতে, বহু। ২। প্রদীপসমূহ, দীপাবলী। দীপের আলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দীপালোক—প্রদীপের আলো। দীপের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দীপালোকিত—প্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল। দীপদ্বারা আলোকিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দীপিকা—১। শ্রীনিবাস-কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ বিঃ ; রাগিণী বিঃ ; জ্যোৎস্না ; ক্ষুদ্র প্রদীপ ; টীকা বা ব্যাখ্যা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা প্রকাশিত করে এমন ('দীপক' দ্রঃ)। দীপক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দীপিত—জ্বালিত ; প্রকাশিত ; উদ্ভাসিত ; উদ্দীপিত। দীপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

দীপ্ত—প্রজ্বলিত ; দীপ্তিযুক্ত, আলোকময়, প্রকাশিত ; তেজোময় ; দগ্ধ। দীপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। [স্ত্রী।

দীপ্তক—স্বর্ণ। দীপ্ত+কন্ স্বার্থে। বি ;

দীপ্তলোচন—১। উজ্জ্বল-নয়নবিশিষ্ট। দীপ্ত লোচন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-না**, (বাং) **-নী**। ২। উজ্জ্বল নয়ন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দীপ্তি—তেজঃ, প্রভা ; শোভা, কান্তি। দীপ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দীপ্তিমান্ (-মৎ)—উজ্জ্বল, প্রভাশালী ; শোভাবিশিষ্ট। দীপ্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

দীপ্তোজ্জ্বল—অত্যন্ত উজ্জ্বল। যাহা দীপ্ত তাহাই উজ্জ্বল, কর্মধা। বিণ।

দীপ্য—১। যাহা জ্বালান উচিত বা জ্বালাইতে হইবে এমন, প্রজ্বলনযোগ্য, প্রকাশনীয়। দীপ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ। ২। যমানী, যোয়ান। বি ; পুং। ৩। জীরক ; ময়ূরশিখানামক ওষধি ; রুদ্রজটা। দীপ্+যৎ সাধু অর্থে। বি ; ক্লী।

দীপ্যমান—দীপ্তিশীল, প্রকাশমান ; শোভমান। দীপ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

দীপ্র—দীপ্তিমান্, ভাস্বর। দীপ্+র কর্তৃ। বিণ। [দা+শানচ্ কর্ম। বিণ।

দীয়মান—যাহা দেওয়া হইতেছে এরূপ।

দীয়া—প্রদীপ। <দীপ। বি। [বি।

দীয়াদান—দীপাধার, দেরখো। বাংপ্র।

দীয়াধারী—১। দীপধারিণী। বি ; স্ত্রী। ২। বিবিধ বিদ্যায় বিদুষী। প্রা কপ্র। বিণ।

দীর্ঘ—১। লম্বা ; অধিক ; গুরু ; উচ্চ ; দূর ; আয়ত, বহুকালস্থায়ী। বিণ। ২। গুরুস্বর, দ্বিমাত্র স্বরবর্ণ (যথা—আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ) ; সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক—এই চারিটি রাশি। দৃ+ঘক্ কর্তৃ। বি ; পুং।

দীর্ঘকাল—অধিক সময়, বহুদিন। কর্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘকেশ—১। ভল্লুক। বি ; পুং। ২। যাহার চুল লম্বা এমন। দীর্ঘ কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কেশা**, **-কেশী**।

দীর্ঘগতি—১। উষ্ট্র। দীর্ঘা গতি যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। সত্বর গমন। দীর্ঘা গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ৩। বহুদূর গমনে সমর্থ ; যে খুব তাড়াতাড়ি যাইতে পারে এমন। দীর্ঘা গতি যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘগ্রীব—১। উষ্ট্র ; বক ; জিরাফ ; অশ্ব ; কঙ্কাল। বি ; পুং। ২। লম্বাগলাযুক্ত। দীর্ঘ গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘচম্পকাবলি—সংস্কৃত কবিতার ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘচ্ছেদ—(গণিত) ক্ষেত্র ইত্যাদির লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত অংশ ; (ভূগোল) দ্রাঘিমার অনুযায়ী ভাগ, longitudinal section. দীর্ঘ ছেদ, কর্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘজীবী (-বিন্)—যে অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে এরূপ, দীর্ঘায়ুঃ, শতায়ুঃ। উপতৎ ; দীর্ঘ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

দীর্ঘতপাঃ (-তপস্), (>-তপা)—যিনি বহুদিন ধরিয়া সাধনা করেন এমন, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তপস্যাকারী। বহু। বিণ।

দীর্ঘদর্শী (-র্শিন্)—দূরদর্শী, জ্ঞানী। উপতৎ ; দীর্ঘ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

দীর্ঘদৃষ্টি—১। দূরদর্শী ; পণ্ডিত ; পরিণামদর্শী ; তত্ত্বদর্শী। দীর্ঘা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। দীর্ঘা দৃষ্টি যদ্দ্বারা, বহু। ৩। দূরদর্শন ; পরিণামচিন্তার শক্তি। দীর্ঘা দৃষ্টি, কর্মধা। বি, স্ত্রী।

দীর্ঘনাদ—১। দীর্ঘশব্দকারী, বহুদূরব্যাপক শব্দকারী। বিণ। ২। শঙ্খ। দীর্ঘ (বহুদূরবিসারী) নাদ যাহার, বহু। ৩। উচ্চ শব্দ। কর্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘনিঃশ্বাস—দুঃখাদিহেতু পরিত্যক্ত গভীর শ্বাস, গুরুনিঃশ্বাস। কর্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘনিদ্রা—মহানিদ্রা, মৃত্যু ; বহুক্ষণস্থায়িনী নিদ্রা। দীর্ঘা নিদ্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘপাদ—১। হাড়গিলে পাখি, কঙ্কপক্ষী ; বকপক্ষী। বি ; পুং। ২। যাহার পা খুব লম্বা এমন, দীর্ঘপদবিশিষ্ট। দীর্ঘ পাদ যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘপুণ্ড্র—১। কপালের লম্বা ফোঁটা, দীর্ঘতিলক। দীর্ঘ এমন পুণ্ড্র, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যে লম্বা ফোঁটা কাটিয়াছে এমন, দীর্ঘতিলকবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

দীর্ঘবাহু—১। যাহার বাহু খুব লম্বা এরূপ, দীর্ঘভুজসম্পন্ন। বহু। বিণ। ২। লম্বা বাহু। কর্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘবিলম্বিত—বহুদূর বা প্রশস্তভাবে লম্বমান। সুপ্। বিণ।

দীর্ঘমাত্রা—বন্ধনী, ব্র্যাকেট-চিহ্ন ; (সংগীত বা ছন্দ) দুইটি হ্রস্ব মাত্রার সমান মাত্রা। দীর্ঘা মাত্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘরাত্র—১। বড় রাত্রি। দীর্ঘা রাত্রি, কর্মধা (সমাসান্ত অচ্-প্রত্যয়)। ২। বহুকাল ; চিরকাল। দীর্ঘরাত্রি (বহুসংখ্যক রাত্রি)+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

দীর্ঘসত্র—১। বহুকাল ধরিয়া করণীয় যজ্ঞ। কর্মধা। ২। তীর্থ বিঃ। দীর্ঘ সত্র যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ৩। যিনি বহুকাল ধরিয়া যজ্ঞ করেন এমন, দীর্ঘকালসাধ্যযাগকারী। দীর্ঘ সত্র যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘসূত্র, -সূত্রী (-ত্রিন্)—কাজ করিতে যাহার খুব দেরি হয় এমন, বিলম্বে কার্যকারী ; যে কাজ ফেলিয়া রাখে এমন ; দীর্ঘতন্ত্রবিশিষ্ট। দীর্ঘ সূত্র যাহার, বহু ; ২য় পক্ষে দীর্ঘ সূত্র, কর্মধা ; দীর্ঘসূত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সূত্রা, -সূত্রিণী**।

দীর্ঘসূত্রতা, -সূত্রিতা—কাজ করায় ঢিলামি ; খুব দেরিতে কাজ করা ; তাড়াতাড়ি কাজ করিতে অনিচ্ছা বা অযত্ন। দীর্ঘসূত্র, দীর্ঘসূত্রিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘস্কন্ধ—১। যাহার ঘাড় লম্বা এমন। বিণ। ২। তালগাছ। দীর্ঘ স্কন্ধ যাহার, বহু। বি ; পুং।

দীর্ঘাকার—১। লম্বা, ঢেঙা, দীর্ঘদেহবিশিষ্ট। দীর্ঘ আকার যাহার, বহু। বিণ। ২। লম্বা চেহারা, দীর্ঘ দেহ। দীর্ঘ আকার, কর্মধা। বি ; পুং।

দীর্ঘাকৃতি—দীর্ঘাকার (সকল অর্থে)। বি ; স্ত্রী, বা বিণ।

দীর্ঘায়ুঃ (-য়ুস্) (>**দীর্ঘায়ু**)—১। যে বহুকাল বাঁচিয়া থাকে এমন। বিণ। ২। মার্কণ্ডেয় মুনি ; কাক ; শাল্মলীবৃক্ষ। দীর্ঘ আয়ুঃ যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। বহুকালব্যাপী জীবন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দীর্ঘায়ুরস্তু—"আয়ু দীর্ঘ হউক" অথবা "অমুক দীর্ঘায়ু হউক" এই আশীর্বাদ। দীর্ঘায়ুঃ (দীর্ঘজীবী বা দীর্ঘজীবন)+অস্তু (হউক)। সংস্কৃত বাক্য।

দীর্ঘিকা—দীঘি, সরোবর ; বড় পুকুর। দীর্ঘা+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দীর্ণ—১। যাহা ফাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিদারিত। দৃ+ক্ত কর্ম। ২। ভগ্ন। দৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দু, দুই—২-সংখ্যক। <দ্বি। বিণ।

দুআ, দুয়া—দোহন করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র। বিণ।

দু-আধারী—দুই পাশের, দুই ধারের।

দু-আনি—পূর্বেকার দুই আনা মূল্যের মুদ্রা। দু-আনা+ই। বাংপ্র। বি।

দুও, দুয়ো—১। পতির অপ্রিয়া পত্নী। <দুর্ভগা। বিণ। ২। অবজ্ঞা বা ধিক্কারসূচক উক্তি। বাংপ্র। অ।

দুঃ, দুর্, দুস্—দোষ নিন্দা দুঃখ নিষেধ ইঃ সূচক উপসর্গ। অ।

দুঃখ—১। ক্লেশ, কষ্ট ; সন্তাপ, মনঃক্ষোভ ; যন্ত্রণা ; দুর্দশা, দুরবস্থা ; বিপদ্, সংকট ; অসুখ ; (ন্যায়মতে) আত্মগুণ বিঃ ; অধর্মজন্য আত্মার গ্লানি ; মনের ধর্ম বিঃ। দুঃখ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। **দুঃখের দুঃখী**—ব্যথার ব্যথী, যে অপরের দুঃখকষ্ট দেখিয়া দুঃখবোধ করে এমন।

দুঃখকর—ক্লেশকর, কষ্টদায়ক। উপতৎ ; দুঃখ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

দুঃখ-চাটা, -চেটে—দুঃখভোগ করিতে অভ্যস্ত, ক্লেশসহিষ্ণু। দুঃখ চাটিয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

দুঃখজনক—কষ্টকর, ক্লেশদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

দুঃখত্রয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিনপ্রকার দুঃখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

দুঃখদ—ক্লেশদায়ক, কষ্টদায়ক। উপতৎ ; দুঃখ—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

দুঃখদগ্ধ—অতি দুঃখিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দুঃখদায়ক—ক্লেশকর, কষ্টজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**। [বাংপ্র। বি।

দুঃখধান্দা—কষ্টমেহনত ; কায়ক্লেশ।

দুঃখপ্রদ—দুঃখদায়ক, ক্লেশজনক। উপতৎ ; দুঃখ—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

দুঃখবাদ—(দর্শনশাস্ত্র) এই জগৎ কেবল দুঃখময়—এইরূপ মতবাদ, বৈরাগ্যবাদ pessimism. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-বাদী** (-দিন্)।

দুঃখময়—দুঃখপরিপূর্ণ, দুঃখে ভরা। দুঃখ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

দুঃখসহিষ্ণু—যে সকল সময়েই ক্লেশ সহ্য করিতে পারে এমন, ক্লেশসহনশীল। ২য়াতৎ ; বিণ।

দুঃখহর—দুঃখনাশক, ক্লেশনিবারক। উপতৎ ; দুঃখ—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

দুঃখহারী (-হারিন্)—দুঃখনাশক, দুঃখহর। উপতৎ ; দুঃখ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

দুঃখার্ত—দুঃখিত, দুঃখকাতর, দুঃখপীড়িত। দুঃখ দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দুঃখিত—দুঃখপ্রাপ্ত, বিষণ্ণ, ক্ষুণ্ণ। দুঃখ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

দুঃখী (দুঃখিন্)—দুঃখিত, যে দুঃখ ভোগ করে এরূপ ; দীন, দরিদ্র। দুঃখ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দুঃখিনী**।

দুঃশাস—যাহাকে শাসন করা কঠিন এমন, দুর্দম্য, দুর্দমনীয়। দুর্—শাস্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুঃশাসন—১। (মহাভারত) ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র। বি ; পুং। ২। যাহাকে অতি কষ্টে শাসন করা যায় বা যাহাকে শাসন করা কঠিন এমন। দুর্—শাস্+অন কর্ম। ৩। কুশাসনকারী ('— নরপতি')। দুঃ (দুষ্ট) শাসন যাহার, বহু। বিণ। ৪। মন্দ শাসন। দুঃ (দুষ্ট) শাসন, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুঃশীল—দুশ্চরিত্র, মন্দস্বভাববিশিষ্ট। দুঃ (দুষ্ট) শীল যাহার, বহু। বিণ।

দুঃশ্রব—শ্রুতিকটু ; যাহা শুনিলে দুঃখ হয় এরূপ ; যাহার আওয়াজ কানে খারাপ লাগে। দুর্—শ্রু+খল্ কর্ম। বিণ।

দুঃশ্রবতা, -ত্ব—কাব্যের দোষ বিঃ, শ্রুতিকটুতা [যেমন—আপনার দর্শনে আমি কার্তার্থ্য লাভ করিয়াছি]। দুঃশ্রব+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

দুঃসংবাদ—খারাপ খবর, যাহা শুনিলে মনে দুঃখ উপস্থিত হয় এমন খবর। দুঃ (নিন্দিত) সংবাদ, প্রাদি। বি ; পুং।

দুঃসম—যাহাতে কোন সমতা বা মিল নাই এমন, সামঞ্জস্যশূন্য। দুঃ (দুষ্ট) সম ইহার, বহু। বিণ।

দুঃসময়—মন্দ সময়, দুঃখের অবস্থা ; দীনাবস্থা ; আকাল, দুর্ভিক্ষ। দুঃ (দুষ্ট) সময়, প্রাদি। বি ; পুং।

দুঃসহ—যাহা খুব কষ্টে সহিতে হয় এরূপ ; অতি ক্লেশদায়ক। দুর্—সহ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুঃসাধ্য—যাহা সম্পন্ন করা কঠিন এরূপ, দুষ্কর ; যাহার প্রতিবিধান করা কঠিন এরূপ ; দুশ্চিকিৎস্য। দুর্—সাধ্ বা সিধ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

দুঃসাহস—অনুচিত সাহস ; অসমসাহস ; খুব বেশী সাহস। দুঃ (অত্যধিক) সাহস, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুঃসাহসিক—অসমসাহসিক, অনুচিত-সাহসকারী ; যাহাতে সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইতে হয় এরূপ। দুঃসাহস+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

দুঃস্থ, দুস্থ—যে কষ্টে থাকে এরূপ, যে দুঃখে দিন কাটায় এরূপ, দরিদ্র, দুরবস্থাপন্ন ; মূর্খ। উপতৎ ; দুর্—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

দুঃস্থিত, দুস্থিত—দুঃস্থ ; (পদার্থবিদ্যা) চঞ্চলভাবাপন্ন, unstable. দুর্—স্থা+ক্ত কর্তৃ ; অথবা, দু (দুঃখে) স্থিত, প্রাদি। বিণ।

দুঃস্থিতি, দুস্থিতি—দুরবস্থা, দুঃখে থাকা ; অস্থিরতা। দুর্—স্থা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দুঃস্পর্শ, দুস্পর্শ—যাহাকে স্পর্শ করা যায় না বা কঠিন এমন। দুর্—স্পৃশ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুঃস্বপ্ন—অশুভ স্বপ্ন, যেরূপ স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল ঘটে বলিয়া মনে হয় ; কল্পিত ক্ষতির আশঙ্কা। দুঃ (দুষ্ট) স্বপ্ন, প্রাদি। বি ; পুং।

দুঁদে—অতি দুর্দান্ত, যাহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না এরূপ ; ঝগড়াপ্রিয় ; ডানপিটে ; শক্ত, কঠোরপ্রকৃতি ; মামলাবাজ। <দুর্দম বা দ্বন্দ্ব। বিণ। [কপ্র। বিণ।

দুঁহু, দোঁহা—দুই, উভয়। <দ্বি।

দুকথা—দুটি কথা ; কঠোর বাক্য, কর্কশ কথা ; ঝগড়া ("বেশ দু'কথা হ'য়ে গেল"—কেদার বন্দ্যো)। বাংপ্র। বি।

দুকাঠি—দোকাঠি (তাহা দ্রঃ)।

দুকান—১। দোকান, পণ্যশালা। ফা। ২। দুইটি কর্ণ। বাংপ্র। বি।

দুকুল—দুই বংশ, উভয়কুল ; পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল ; মাতৃকুল ও পিতৃকুল ; উভয়দিক্, দুই দিক্। দু (দুই) কুল, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দুকূল—১। রেশমী কাপড় ; পট্টবস্ত্র ; সূক্ষ্মবস্ত্র ; উত্তরীয় বস্ত্র ; শুভ্র বস্ত্র। দুর্—কুল্+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। দুই তীর, উভয়তীর। দু (দুই) কূল, কর্মধা। বি।

দুকূলধারী (-ধারিন্)—যে রেশমী কাপড় বা পাটের কাপড় পরিয়াছে এমন, পট্টবস্ত্র-পরিহিত ; সূক্ষ্মবস্ত্রধারণকারী ; উত্তরীয়-বিশিষ্ট। উপতৎ ; দুকূল—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

দুখ—কষ্ট, ক্লেশ। <দুঃখ। বি।

দুখচাটা, -চেটে—দুঃখচাটা (তাহা দ্রঃ)।

দুখদ—পীড়াজনক, কষ্টদায়ক। বাংপ্র। বিণ। [কপ্র। বি।

দুখপশরা—দুঃখের বোঝা, কষ্টের ভার।

দুখপাসরা, দুখহরা—দুঃখহর ; যাহা দুঃখ ভুলাইয়া দেয় এরূপ। উপতৎ। কপ্র। বিণ।

দুখলি—দুঃখিতা। প্রা কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

দুখান—'দুখানি' দ্রঃ।

দুখানি, দুখান—১। দুই টুকরা। বি। ২। দুই খণ্ডে বিভক্ত ; দুইটি। বাংপ্র। বিণ।

দুখিনী—<দুঃখিনী। বি বা বিণ।

দুখী—দুঃখভোগী ; দরিদ্র। <দুঃখী। বিণ।

দুগুলি—যুগ্ম, জোড়া। প্রা কপ্র। বিণ।

দুগ্ধ—দুধ। দুহ্+ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

দুগ্ধপাচন—দুধ জ্বাল দিবার পাত্র। দুগ্ধ—পচ্+ণিচ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

দুগ্ধপোষ্য—১। যাহারা কেবল দুধ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে এরূপ। বিণ। ২। শিশু, দুধের ছেলে। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

দুগ্ধফেন—দুধের ফেনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দুগ্ধফেননিভ—দুধের ফেনার মত সাদা, অতিশুভ্র ('— শয্যা')। দুগ্ধফেনের তুল্য, এই বাক্যে নিভ। বিণ।

দুগ্ধবতী—দুধাল, দুগ্ধবিশিষ্ট, পয়স্বিনী। দুগ্ধ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দুগ্ধসমুদ্র—দুধের সাগর, ক্ষীরসাগর। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

দুগ্ধা—যাহাকে দোহন করা হইয়াছে এরূপ। দুহ্+ক্ত কর্ম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দুঘড়ি—দুই ঘণ্টা, ঘটিকাদ্বয় ; দুপুর বেলা, দ্বিপ্রহর। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দুচোখ—দুইচোখ, নেত্রদ্বয়। কর্মধা। বাংপ্র। বি। **দুচোখের বিষ**—অতিশয় অপ্রিয়, চক্ষুঃশূল।

দুচোখো—দুইটি চোখযুক্ত ; পক্ষপাতদুষ্ট। বাংপ্র। বিণ। [প্রা কপ্র। বি।

দুজা—দ্বিধা, সন্দেহ, সংশয়, সংকোচ।

দুজে—দ্বিতীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

দুটানা—দুই ধারায় প্রবাহিত ; দুই দিকে বর্তমান। দু (দুই) দিকে টানা, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

দুটি, দুটো—অল্প কিছু। বাংপ্র। বিণ।

দুড়দাড়—'দুদ্দাড়' দ্রঃ।

দুড়দুড়—কোন কিছু পতনের শব্দ ; দ্রুত ধাবনের শব্দ ; ভয় প্রঃর জন্য বুক কাঁপার শব্দ ; মেঘের ডাক, মেঘগর্জন। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দুড়ুম—গুলি করার শব্দ ; ভারী বস্তু পড়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুণ্ডুভ—ঢোঁড়া সাপ। ডুণ্ডু (অব্যক্ত অনুকরণ শব্দ)—ভা+ক ('ড'-স্থানে দ)। বি ; পুং।

দুৎ, থুৎ—তিরস্কার-বিরক্তি-অবজ্ঞাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুত—১। পীড়িত। দু+ক্ত কর্ম। ২। গত। দু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দুত্তোর—অসন্তোষ বা বিরক্তিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুদ্দাড়, দুড়দাড়—সবেগে পতনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দুধ—দুগ্ধ, পয়ঃ, ক্ষীর, সাদা রস ('নারিকেলের —')। <দুগ্ধ। বি। **দুধ কাটা**—দুধ নষ্ট হওয়া ; অম্লরসযোগে দুধ হইতে ছানা বা দই প্রস্তুত করা। **দুধ তোলা**—'তোলা' দ্রঃ। **দুধ দাঁত, দুধে দাঁত**—শিশুদের প্রথম উঠা দাঁত। **দুধ আসা**—(স্তনে) দুধের সঞ্চার হওয়া। **দুধে জলে মেশা**—সম্পূর্ণ মিশিয়া যাওয়া ; অভিন্ন হওয়া।

দুধে ভাতে থাকা—ভোগে থাকা, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া জীবন কাটান। **দুধের ছেলে**—দুগ্ধপোষ্য শিশু। **দুধের মাছি**—ভোগের অনধিকারী; সুখের পায়রা, সুসময়ে ভোগবিলাসের বন্ধু।

দুধকমল—ধান বিঃ। বাংপ্র। বি।

দুধকুসুম্ভা—দুধে গোলা সিদ্ধিবাটা। প্রা কপ্র। বি। [কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দুধার—দুই ধার, দুই পাশ, উভয়দিক্।

দুধারী, দোধারী—দুই দিকের, উভয়পার্শ্বস্থিত; উভয়দিকে ধারযুক্ত (অস্ত্রাদি)। দুধার, দোধার+ঈ স্থিতার্থে, বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দুধালো, দুধলো—দুগ্ধবতী, দুগ্ধদানকারিণী। বাংপ্র। বিণ।

দুধে—দুগ্ধবৎ; দুগ্ধমিশ্রিত। বাংপ্র। বিণ। **দুধে দাঁত**—'দুধ দাঁত' দ্রঃ।

দুধে-আলতা—গোলাপী ('— রং')। বাংপ্র। বিণ।

দুন—(সংগীত) বাদ্যের দ্বিগুণিত লয়, একমাত্রার সময়ে দুই মাত্রা দেওয়া। <দ্বিগুণ। বি। [বিণ।

দুনা, দুনো—দুই গুণ, ডবল। <দ্বিগুণ।

দুনি—জলসেচনযন্ত্র, ডোঙাকল। <দ্রোণী। বি।

দুনিয়া—পৃথিবী, জগৎ। আ। বি।

দুনিয়াদারি—বৈষয়িক বুদ্ধি; স্বার্থপরতা; সাংসারিক চাতুরী; সংসারধর্ম। আ-মূ। বি। বিণ, -দার। [বিণ।

দুন্ন, দুনো—ডবল, দ্বিরাবৃত্ত। <দ্বিগুণ।

দুন্দুভি—১। বড় ঢাক, নাগরা; অসুর বিঃ; রাক্ষস বিঃ; বরুণ; বিষ, বৎসর বিঃ। বি; পুং। ২। পাশক; পাশাখেলায় দান বিঃ। পার্শ্বি। দুন্দ—উভ্+ইন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

দুপ—লম্ফনের শব্দ, পদশব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দুপদাপ—বারবার লম্ফনের শব্দ; অনেকের লম্ফনের শব্দ, একত্র অনেকের পদশব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দুপর, দুপুর—দ্বিপ্রহর, মধ্যদিন বা মধ্যরাত্র। <দ্বিপ্রহর। বি।

দুপাটি—১। দুই পঙ্ক্তি, দুই সারি ('— দন্ত')। বিণ। ২। দোপাটি ফুল। বাংপ্র। বি।

দুপাট্টা, দোপাট্টা—১। দুই ফেরবিশিষ্ট। বিণ। ২। চাদর বা কাপড়ের দুই ফের বা বেড়; দুই কাঁধে দুই ভাঁজ ধারণ করা হয় এমন চাদর বা উত্তরীয়। বাংপ্র। বি।

দুপোড়া—দুইবার দগ্ধ (হাঁড়ি প্রঃ); (ব্যঙ্গার্থে) দুইবার বিবাহিতা, পুনঃবিবাহিতা (বিধবা)। দু (দুইবার) পোড়া, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

দুফাল—দুইভাগে বিভক্ত; ছিন্ন (বস্ত্রাদি)। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

দুবরা, দুবলা—দুর্বল, কৃশ, ক্ষীণ। হি।

দুবলি—দুর্বল। প্রা কপ্র। বিণ।

দুভাষী, দোভাষী—যে দুই ভাষায় কথা বলিতে পারে এমন, ভাষাদ্বয়বিৎ; ভাষান্তরকারী, interpreter. দুভাষা, দোভাষা+ঈ জানে অর্থে। বাংপ্র। বি।

দুম—ভারী বস্তু পতনের শব্দ, দুড়ুম। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দুমড়া, দোমড়া—বাঁকা, বক্র, মোচড়ানো। বাংপ্র। বিণ।

দুমড়ানো, দুমড়নো, দোমড়ানো—বাঁকানো, মুচড়ানো; ভাঁজ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দুমদুম, দুমদাম—ভারী জিনিস বারবার পতনের শব্দ; বন্দুক ইঃর শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুমনা, দোমনা—দ্বিধাযুক্ত, সন্দেহান্বিত, সংশয়যুক্ত। <দ্বিমনাঃ। বিণ।

দুমালা, দোমালা—কচি ও ঝুনার মাঝামাঝি অবস্থার, শস্য এবং জল উভয়পদার্থবিশিষ্ট (নারিকেল)। বাংপ্র। বিণ।

দুমুখো—দুই মুখবিশিষ্ট, উভয়দিকে মুখযুক্ত। দুমুখ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। **দুমুখো সাপ**—যে বিবদমান দুই পক্ষেরই কপট বন্ধু সাজিয়া উভয়েরই ক্ষতি করে।

দুমেটে, দোমেটে—প্রতিমায় দ্বিতীয়বার মৃত্তিকালেপন; যাহাতে দুইবার মাটির লেপ লাগানো হইয়াছে এমন। দুমাটি, দোমাটি+এ (<ইয়া) লিপ্তার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দুমুঠো—১। অল্প। বিণ। ২। অল্প ভোজ্য। বাংপ্র। বি।

দুম্ব—মোটা, স্থূলকায়। বাংপ্র। বিণ।

দুম্বা—মোটা লেজবিশিষ্ট একপ্রকার ভেড়া, গাড়ল। <ফা 'দুম্বহ্'। বি।

দুয়া—১। অভাগিনী, হতভাগিনী, স্বামীর অনাদৃতা। <দুর্ভগা। বিণ। ২। পাশাখেলায় দুই ফোঁটার দান; দুই ফোঁটার তাস, দুরি। <বাং 'দুই'। বি। ৩। দোহন করা। <'দুহ্'-ধাতু। ক্রি।

দুয়ানি, দোয়ানি—পূর্বেকার দুই আনার মুদ্রা। দু, দো (দুই) আনা+ই মুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

দুয়ার, দোর—দ্বার, দরজা। <দ্বার। বি। **দুয়ারে কাঁটা দেওয়া**—বাধার সৃষ্টি করা।

দুয়ারী—১। দুয়ারযুক্ত। বিণ। ২। দারোয়ান, দ্বারী, দ্বারবান। <দ্বারী। বি।

দুয়ো—১। দুঃখিনী, হতভাগিনী, স্বামীর অপ্রিয়া। বাংপ্র। বিণ। ২। অবজ্ঞাসূচক বা তিরস্কারসূচক শব্দ। <বাং 'দূর হ'। অ।

দুয়োরানী—রাজা যে রানীর প্রতি বিরূপ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

দুর্, দুস্—'দুঃ' দ্রঃ।

দুরক্ষ—১। কপট পাশক। দুঃ (দুষ্ট) অক্ষ, প্রাদি। বি; পুং। ২। প্রতারণাপূর্ণ পাশাখেলা। দুঃ (মন্দ) অক্ষ যাহাতে, বহু। ৩। যাহার চোখে দুষ্টামির লক্ষণ প্রকাশ পায় এমন, দুষ্ট-নেত্রযুক্ত। দুর্ (মন্দ) অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

দুরক্ষর—কঠোর, রূঢ়, পরুষাক্ষর। দুষ্ট অক্ষর যাহাতে, বহু। বিণ। [বি।

দুরজন—অসজ্জন, দুষ্ট ব্যক্তি। <দুর্জন।

দুরতিক্রম, -ক্রমণীয়, -ক্রম্য—অলঙ্ঘনীয়, যাহা পার হওয়া খুব কষ্টকর এমন, দুস্তর; অবশ্যম্ভাবী। দুর্—অতি—ক্রম্+খল্ কর্ম; দুঃ (দুঃখে) অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরত্যয়—যাহার অন্যথা করা দুঃসাধ্য এমন, দুর্লঙ্ঘ্য। দুঃ (দুঃখজনক) অত্যয় (শেষ) যাহার, বহু। বিণ।

দুরদুর—বুক কাঁপার শব্দ, তাড়াতাড়ি চলিবার শব্দ, দ্রুত ধাবনশব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দুরদৃষ্ট—১। দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য; পাপ। দুর্ (দুষ্ট) অদৃষ্ট, প্রাদি। বি; ক্লী। ২। যাহার বরাত খারাপ এমন, মন্দ অদৃষ্টযুক্ত, দুর্ভাগ্য। দুঃ (মন্দ) অদৃষ্ট যাহার, বহু। বিণ।

দুরধিগম—যাহা সহজে লাভ করা যায় না এমন, দুষ্প্রাপ্য; যেখানে যাইতে খুব কষ্ট হয় এমন, দুর্গম; যাহার ভিতরে বা যেখানে প্রবেশ করা কষ্টকর এমন, দুষ্প্রবেশ; যাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না এমন, দুর্জ্ঞেয়। দুর্—অধি—গম্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরধিগম্য—দুরধিগম (সকল অর্থে)। দুঃ (দুঃখে) অধিগম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরধীত—যাহা ভাল করিয়া পড়া বা আয়ত্ত করা হয় নাই এমন ('— বিদ্যা')। দুঃ (দুঃখে) অধীত (পঠিত), প্রাদি। বিণ।

দুরধ্যয়, -ধ্যয়ন—যাহা সহজে পাঠ করিতে পারা যায় না এরূপ, দুষ্পাঠ্য। দুর্—অধি—ই+খল্ কর্ম; দুঃ (দুঃখকর) অধ্যয়ন যাহার, বহু। বিণ।

দুরন্ত—১। দুষ্ট, অশান্ত, অবাধ্য। <দুর্দান্ত। ২। প্রবল, ভীষণ; দুর্জ্ঞেয়; গভীর; দুরতিক্রমণীয়। দুঃ (দুষ্ট) অন্ত যাহার, বহু। বিণ।

দুরন্তপনা—দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য। দুরন্ত+পনা কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

দুরন্ততর—অতিশয় দুরন্ত ("পাইয়া শিবের বর দৈত্য হইল দুরন্তর"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বিণ।

দুরন্বয়—১। বাক্যস্থিত পদের অসংলগ্ন বিন্যাস। দুঃ (মন্দ) অন্বয়, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। দুর্বোধ্য; অসংলগ্ন-বিন্যাস-যুক্ত। দুঃ (মন্দ) অন্বয় যাহার, বহু। বিণ।

দুরপনেয়—যাহা দূর করা বা মুছিয়া ফেলা দুঃসাধ্য এরূপ, দুর্নিবার, অনপসরণীয় ('— কলঙ্ক')। দুঃ (দুঃখে) অপনেয়, প্রাদি। বিণ।

দুরবগম, -গম্য—যাহা সহজে জানিতে পারা যায় না এমন, দুর্জ্ঞেয়। দুর্—অব—গম্+খল্ কর্ম; দুঃ (দুঃখে) অবগম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরবগাহ—যাহার তলকূল পাওয়া কষ্ট এমন ('— সমুদ্র'); দুরধিগম, জটিল। দুর্—অব—গাহ্ (প্রবেশ করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরবগ্রহ—যাহার প্রভাব এড়ান কঠিন এমন, দুরপনেয়। দুর্—অব—গ্রহ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরবল—ক্ষীণশক্তি, দুর্বল। <দুর্বল। কপ্র। বিণ।

দুরবস্থ—যাহার অবস্থা মন্দ এমন, দুর্দশাপন্ন, দুর্গত, দরিদ্র। দুঃ (দুষ্টা) অবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

দুরবস্থা—১। মন্দ অবস্থা, দুর্দশা; দারিদ্র্য। দুঃ (দুষ্টা) অবস্থা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। দুর্দশাপন্না, দুঃস্থা। দুরবস্থ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুরবীন—দূরবীক্ষণযন্ত্র, telescope. <দূরবীক্ষণ। বি।

দুরভিগ্রহ—যাহা কষ্টে গ্রহণ করা যায় এরূপ, অতিকষ্টে গ্রহণযোগ্য। দুর্—অভি—গ্রহ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরভিসন্ধি—১। খারাপ মতলব, অসৎ অভিপ্রায়। দুঃ (দুষ্ট) অভিসন্ধি, প্রাদি। বি; পুং। ২। যাহার মতলব খারাপ এমন, অসদভিপ্রায়বিশিষ্ট। দুঃ (দুষ্ট) অভিসন্ধি যাহার, বহু। বিণ।

দুরমতি—মন্দবুদ্ধি, দুরাত্মা। <দুর্মতি। কপ্র। বিণ।

দুরমুশ—ভারী মুগুর; সুরকি খোয়া প্রঃ পিটিয়া মজবুত করিয়া বসাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত দণ্ডযুক্ত ভারী লৌহখণ্ড; দুরমুশ দ্বারা পেটাই। বাংপ্র। বি। **দুরমুশ করা**—দুরমুশ দিয়া পিটানো; (লক্ষ্যার্থে) উত্তম-মধ্যম প্রহার দেওয়া, খুব মারধর করা।

দুরস্ত—নির্ভুল, ঠিকঠাক; শৃঙ্খলাবিশিষ্ট, সুশৃঙ্খল, পরিপাটী, সুন্দর, উত্তম; বিশুদ্ধ, খাঁটী; চোস্ত, চৌরস, সমান; দমিত, শাসিত; সুন্দরভাবে গঠিত। <ফা 'দুরুস্ত্'। বিণ। **লেফাফা দুরস্ত**—বাহিরের আচরণে বা চালচলনে নিখুঁত।

দুরাকাঙ্ক্ষ—কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না এরূপ; যে অসম্ভাবিত বিষয়ের প্রত্যাশা করে এরূপ। দুঃ (দুষ্টা) আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

দুরাকাঙ্ক্ষা—১। দুষ্ট ইচ্ছা, অসম্ভব আশা, দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ। দুঃ (দুষ্টা) আকাঙ্ক্ষা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। কিছুতেই যাহার কামনার নিবৃত্তি হয় না এরূপ (স্ত্রী), অনিবৃত্ত-আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা। দুরাকাঙ্ক্ষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুরাক্রম, দুরাক্রম্য—যাহা আক্রমণ করা দুঃসাধ্য এরূপ, অতি কষ্টে আক্রমণীয়। দুর্—আ—ক্রম্+খল্ কর্ম; দুঃ (দুঃখে) আক্রম্য, প্রাদি। বিণ।

দুরাগ্রহ—১। দুশ্চেষ্টা, মন্দ বিষয়ে অভিনিবেশ; দুর্লভ বিষয়ে আগ্রহ। দুঃ (দুষ্ট) আগ্রহ, প্রাদি। বি; পুং। ২। দুষ্ট-আগ্রহযুক্ত; দুর্লভ বিষয়ে আগ্রহযুক্ত। দুঃ (দুষ্ট) আগ্রহ যাহার, বহু। বিণ।

দুরাচার—১। কুব্যবহার, কদাচার। দুঃ (নিন্দিত) আচার, প্রাদি। বি; পুং। ২। কুব্যবহারী; দুর্বৃত্ত। দুঃ (দুষ্ট) আচার যাহার, বহু। বিণ।

দুরাত্মা (-ত্মন্)—পাপাত্মা, নির্দয়; দুষ্ট, অত্যাচারী, উৎপীড়ক; দুষ্টচিত্ত, দুষ্টস্বভাব। দুঃ (নিন্দিত) আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

দুরাধর্ষ—যাহাকে ধর্ষণ বা পীড়ন করা কঠিন এমন, দুর্ধর্ষণীয়। দুর্—আ—ধৃষ্+ণিচ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরাপ—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। দুর্—আপ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরারাধ্য—যাহাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন এমন; যাহার আরাধনা করা কষ্টকর এমন। দুঃ (দুঃখে) আরাধ্য, প্রাদি। বিণ।

দুরারোগ্য—যাহা সারান কঠিন এমন, দুশ্চিকিৎস্য ('— ব্যাধি')। দুর্ (দুঃসাধ্য) আরোগ্য যাহার, বহু। বিণ।

দুরারোহ—যাহাতে আরোহণ করা কষ্টকর এমন, দুর্গম; অত্যুন্নত ('— পর্বতশৃঙ্গ')। দুর্—আ—রুহ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরালভ—দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য; ক্লেশলভ্য। দুর্—আ—লভ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরালাপ—১। কটুবাক্য, গালি। দুঃ (নিন্দিত, দুষ্ট) আলাপ, প্রাদি। বি; পুং। ২। কটুভাষী, দুষ্টবক্তা। দুঃ (দুষ্ট) আলাপ যাহার, বহু। বিণ।

দুরাশ—দুরাকাঙ্ক্ষ, অসম্ভব-আশাবিশিষ্ট। দুঃ (মন্দ) আশা যাহার, বহু। বিণ।

দুরাশয়—১। যাহার উদ্দেশ্য মন্দ এরূপ; দুর্মতি; পাপাত্মা। দুঃ (মন্দ) আশয় (মন বা অভিলাষ) যাহার, বহু। বিণ। ২। মন্দ অভিপ্রায়, দুষ্ট অভিসন্ধি। দুঃ (মন্দ) আশয়, প্রাদি। বি; পুং।

দুরাশা—দুষ্ট আশা; দুরাকাঙ্ক্ষা; দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে আশা। দুঃ (দুষ্টা) আশা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুরাসদ—দুষ্প্রাপ্য; দুর্ধর্ষ; দুঃসহ; দুর্জ্ঞেয়। দুর্—আ—সদ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরি—দুইফোঁটা-চিহ্নিত তাস। <দুই। বি।

দুরিত—১। পাপ, দুষ্কৃত; অনিষ্ট। দুঃ (নিন্দিত) ইত (গতি) যাহা দ্বারা, বহু। বি; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ। দুঃ (দুষ্ট) ইত (কার্য) যাহার, বহু। বিণ।

দুরিতদমনী—১। পাপক্ষয়কারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। শমীলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দুরিতহারিণী—পাপহরণকারিণী, পাপ-নাশিনী। উপতৎ; দুরিত—হৃ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুরুক্ত—মন্দরূপে কথিত। দুঃ (মন্দভাবে) উক্ত, প্রাদি। বিণ।

দুরুক্তি—গালি, দুর্বাক্য; ভর্ৎসনা। দুঃ (দুষ্টা) উক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুরুচ্চার্য(র্য্য)—যাহা উচ্চারণ করিতে খুব কষ্ট হয় এমন, অতিকষ্টে উচ্চারণযোগ্য; অশ্লীল; অকথ্য। দুঃ (দুঃখে) উচ্চার্য, প্রাদি। বিণ।

দুরুচ্ছেদ—দুর্নিবার, দুরপনেয়। দুর্—উৎ—ছিদ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরুত্তর—১। যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ, দুস্তর। দুর্—উৎ—তৃ+খল্ কর্ম। বিণ। ২। অসৎ উত্তর। দুঃ (মন্দ) উত্তর, প্রাদি। বি; ক্লী।

দুরুদুরু—মৃদু স্পন্দন বা কম্পনের শব্দ; মৃদু ও দ্রুত বাদ্যধ্বনি। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

দুরূহ—কঠিন, দুর্বোধ, দুর্জ্ঞেয়; যাহার ধারণা বা নির্ণয় করা অতি কঠিন। দুর্—উহ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্গ—১। যুদ্ধবিগ্রহাদিকালে নিরাপদে থাকিবার জন্য আশ্রয়, কেল্লা, গড়। বি; ক্লী। ২। দুর্গম, অগম্য। দুর্—গম্+ড অধি। বিণ। ৩। জনৈক অসুর (এই অসুর দুর্গার হস্তে নিহত হয়); মহাবিঘ্ন; ভববন্ধ; কুকর্ম; শোক; দুঃখ; নরক; যম-দণ্ড; জন্ম; মহাভয়; অতিরোগ। দুর্—গম্+ড কর্ম। বি; পুং।

দুর্গত—দরিদ্র; দুরবস্থাগ্রস্ত; দুঃখী; বিপদ্গ্রস্ত; মন্দ। দুর্—গম্+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ।

দুর্গতি—দুরবস্থা; দারিদ্র্য; লাঞ্ছনা। দুঃ (দুষ্টা) গতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্গন্ধ—১। বিশ্রী ঘ্রাণ, মন্দগন্ধ। দুঃ (নিন্দিত) গন্ধ, প্রাদি। বি ; পুং। ২। বিশ্রী ঘ্রাণযুক্ত, পূতিগন্ধযুক্ত। দুঃ (মন্দ) গন্ধ যাহার, বহু। বিণ।

দুর্গন্ধী (-ন্ধিন্)—বিশ্রী গন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধ +ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ন্ধিনী**।

দুর্গপতি—দুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দুর্গম—যেখানে যাওয়া খুব কষ্টকর এরূপ ; দুর্লভ ; দুর্জ্ঞেয়। দুর্—গম্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্গা—শিবপত্নী ভগবতী, পার্বতী প্রকৃতি ; রাগিণী বিঃ। দুর্—গৈ+খল্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দুর্গাধ্যক্ষ—দুর্গপতি, দুর্গরক্ষক। দুর্গের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দুর্গানবমী—কার্তিক মাসের শুক্লনবমী [এই তিথিতে জগদ্ধাত্রীপূজা হয়। ইহা ত্রেতাযুগের প্রথম দিন]। দুর্গাপ্রিয়া নবমী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দুর্গাপূজা—দুর্গাদেবীর অর্চনা ; শারদীয় মহাপূজা ; বাসন্তীপূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দুর্গাভোগ—ধান্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

দুর্গেশ—১। দুর্গাধ্যক্ষ, দুর্গরক্ষক প্রধান কর্মচারী। দুর্গের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মহাদেব, শিব। দুর্গার ঈশ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দুর্গেশনন্দিনী—দুর্গাধ্যক্ষের কন্যা ; বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণীত একটি উপন্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দুর্গোৎসব—শরৎকালে দুর্গাদেবীর পূজার জন্য আনন্দজনক অনুষ্ঠান, অতীব আনন্দদায়ক শারদীয় মহাপূজা। দুর্গাবিষয়ক উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দুর্গ্রহ—১। যাহা পাইতে খুব কষ্ট হয় এমন, যাহা অতি কষ্টে গ্রহণ করা যায় এরূপ ; দুর্জ্ঞেয় ; দুরাসদ। দুর্—গ্রহ্+খল্ কর্ম। বিণ। ২। কুগ্রহ, মন্দগ্রহ। দুঃ (দুষ্ট) গ্রহ, প্রাদি। বি ; পুং।

দুর্ঘট—যাহা সচরাচর ঘটে না এরূপ, কদাচিৎ সম্ভবনীয়, কঠিন। দুর্—ঘট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

দুর্ঘটনা—অশুভ ঘটনা, বিপদ্ ; আকস্মিক বিপদ্। দুঃ (দুষ্টা) ঘটনা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

দুর্জ(র্জ্জ)ন—দুষ্টলোক, খল, ক্রূর, নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দুঃ (নিন্দিত) জন, প্রাদি। বি ; পুং।

দুর্জ(র্জ্জ)য়—যাহাকে জয় করা কষ্টকর এরূপ, অজেয়, অদমনীয় ; অতিপ্রবল। দুর্—জি+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্জা(র্জ্জা)ত—১।—দুর্ভাগ্য ; বিপদ্, ব্যসন। দুঃ (দুষ্ট) জাত (ঘটনা), প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার জন্ম বৃথা এমন ; অনুচিত ; কুৎসিত। দুঃ (নিন্দিত) জাত (জন্ম) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্জ্ঞেয়—যাহা সহজে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, দুর্বোধ্য ; অতিসূক্ষ্ম। দুঃ (দুঃখে) জ্ঞেয়, প্রাদি। বিণ।

দুর্দ(র্দ্দ)ম—যাহাকে দমন করা কষ্টকর এরূপ, দুর্দমনীয় ; দুরন্ত। দুর্—দম্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্দ(র্দ্দ)মনীয়, দুর্দ(র্দ্দ)ম্য—যাহাকে সহজে দমন করা যায় না এরূপ ; দুরন্ত, অশান্ত। দুঃ (দুঃখে) দমনীয়, দম্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্দ(র্দ্দ)র্শ—যাহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না এরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য ; অতি ভীষণ। দুর্—দৃশ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্দ(র্দ্দ)শা—দুরবস্থা, মন্দ দশা। দুঃ (দুষ্টা) দশা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

দুর্দা(র্দ্দা)ন্ত—যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য এমন, দুর্দমনীয় ; অশান্ত। দুঃ (দুঃখে) দান্ত প্রাদি। বিণ।

দুর্দি(র্দ্দি)ন—দুঃসময়, খারাপ সময়, বিপৎকাল ; মেঘাচ্ছন্ন দিন ; বর্ষণকাল, ঝড়বাদল। দুঃ (নিন্দিত) দিন, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্দৈ(র্দ্দৈ)ব—দুর্ভাগ্য, মন্দভাগ্য ; দুর্ঘটনা। দুঃ (মন্দ) দৈব, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্ধ(র্দ্ধ)র—১। যাহা ধারণ করা কষ্টকর এমন, কষ্টে ধারণযোগ্য ; দুঃসহ ; দুর্গম্য ; দুর্ধর্ষ। বিণ। ২। পারদ, পারা ; ভল্লাতক, ভেলা নামক ওষধি। দুর্—ধৃ+খল্ কর্ম। বি ; পুং।

দুর্ধ(র্দ্ধ)র্ষ—যাহাকে হারানো শক্ত ; যাহার অনিষ্ট করা কঠিন এরূপ ; যাহার তেজ বিক্রম প্রঃ এত বেশী যে তাহার নিকটে যাইতে ভয় হয় এমন ; অক্ষোভ্য। দুর্—ধৃষ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্নয়—কুনীতি, খারাপ রীতি। দুঃ (দুষ্ট) নয় (নীতি), প্রাদি। বি ; পুং।

দুর্নাম (-মন্)—অখ্যাতি, কলঙ্ক, নিন্দা। দুঃ (দুষ্ট) নাম, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্নিবার—যাহা বা যাহাকে নিবারণ করা কষ্টসাধ্য এরূপ। দুর্—নি—বৃ+ণিচ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্নিবার্য(র্য্য)—যাহা বা যাহাকে নিবারণ করিতে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয় এরূপ, অতিকষ্টে নিবারণীয়। দুঃ (দুঃখে) নিবার্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্নিমিত্ত—অশুভ লক্ষণ, অমঙ্গল-চিহ্ন। দুঃ (মন্দ) নিমিত্ত (চিহ্ন), প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্নিরীক্ষ্য—যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য এমন, দুর্দর্শ। দুঃ (দুঃখে) নিরীক্ষ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্নীত—১। যাহার রীতিনীতি ভাল নয় এরূপ, উচ্ছৃঙ্খল ; অশিষ্ট ; দুর্নীতিযুক্ত। দুঃ (মন্দ) নীত (নীতি) যাহার, বহু। বিণ। ২। মন্দ নীতি, খারাপ রীতি। দুঃ (মন্দ) নীত (নীতি), প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্নীতি—কুরীতি ; অসদাচরণ। দুঃ (মন্দ) নীতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

দুর্নীতিপরায়ণ—অসদাচারে অভ্যস্ত, কদাচারপরায়ণ, দুরাত্মা, দুঃশীল। দুর্নীতি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্ব(র্ব্ব)চঃ (-চস্)—কটুকথা, দুর্বাক্য ; নিন্দাবাক্য। দুঃ (দুষ্ট) বচঃ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্ব(র্ব্ব)ৎসর—খারাপ বছর, কষ্টদায়ক বৎসর ; যে বৎসর শস্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না এবং নানারূপে বহুকষ্ট পাইতে হয় তাহা। দুঃ (মন্দ) বৎসর, প্রাদি। বি ; পুং।

দুর্ব(র্ব্ব)ল—শক্তিহীন, জীর্ণ, অশক্ত ; ক্ষীণ, কৃশ ; শিথিল। দুঃ (ন্যূন) বল যাহার, বহু। বিণ।

দুর্ব(র্ব্ব)হ—যাহা বহন করা খুব কষ্টকর এমন, অতিকষ্টে বহনযোগ্য, অতি গুরুভার। দুর্—বহ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বা(র্ব্বা)ক্য—কটুবাক্য, অপ্রিয় কথা ; নিন্দাবাক্য, গালি ; অশ্লীলবাক্য। দুঃ (মন্দ) বাক্য, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্বা(র্ব্বা)চ্য—১। যাহার উচ্চারণ করিতে বেশ কষ্ট হয় এমন, অতিকষ্টে উচ্চারণযোগ্য ; অকথ্য। দুঃ (দুঃখে) বাচ্য, প্রাদি। বিণ। ২। কটুবাক্য ; অশ্লীলবাক্য। দুঃ (মন্দ) বাচ্য, প্রাদি। বি ; ক্লী।

দুর্বা(র্ব্বা)র—যাহাকে সহজে বারণ করা বা বাধা দেওয়া যায় না এমন, দুর্নিবার, অনিবার্য। দুর্—বৃ+ণিচ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বা(র্ব্বা)সাঃ (-সস্)—১। মুনি বিঃ। বি ; পুং। ২। কুৎসিত-বস্ত্রধারী, যাহার পরনে খারাপ কাপড় এমন। দুঃ (কুৎসিত) বাসঃ (বাসস্ শব্দ) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বি(র্ব্বি)নীত—উদ্ধত ; কু-ব্যবহারী, যে ভদ্র ব্যবহার শেখে নাই এমন ; দুষ্ট, অশিষ্ট। দুর্—বি—নী+ক্ত কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

দুর্বি(র্ব্বি)নেয়—যাহাকে সহজে বশীভূত করিতে পারা যায় না এমন, দুর্দমনীয় ; অশিক্ষণীয়। দুর্—বি—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

দুর্বি(র্ব্বি)পাক—১। মন্দ পরিণাম, শোচনীয় পরিণাম ; দুর্ঘটনা। দুঃ (মন্দ) বিপাক (পরিণাম), প্রাদি। বি ; পুং। ২। পরিণামে ভীষণ, শোচনীয় পরিণামবিশিষ্ট,

পরিণামে দারুণ। দুঃ (মন্দ) বিপাক (পরিণাম) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বি(র্বি)ষহ—অসহ্য, যাহা সহ্য করা খুব কষ্টকর এরূপ; দুর্বহ। দুর্—বি—সহ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বু(র্বু)দ্ধি—১। দুর্মতি, কুবুদ্ধিসম্পন্ন; বোকা। দুঃ (নিন্দিতা) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্ট মতি, মন্দ বুদ্ধি; বোকামি। দুঃ (দুষ্টা) বুদ্ধি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্বৃ(র্বৃ)ত্ত—দুশ্চরিত্র; ধূর্ত; দুরন্ত; উদ্ধত; দুরাত্মা। দুঃ (নিন্দিত) বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বে(র্বে)দ—দুর্জ্ঞেয়; দুর্লভ। দুর্—বিদ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বো(র্বো)ধ—বুঝিতে কঠিন, যাহা সহজে বুঝা যায় না এমন, দুর্জ্ঞেয়, দুরূহ। দুর্—বুধ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বো(র্বো)ধ্য—যাহা বুঝিতে পারা সহজ নহে এমন। দুঃ (দুঃখে) বোধ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্ব্য(র্ব্য)বহার—মন্দ বা অভদ্র আচরণ, অসদাচার, কদাচার। দুঃ (দুষ্ট) ব্যবহার, প্রাদি। বি; পুং।

দুর্ভক্ষ, দুর্ভক্ষ্য—১। যে সময়ে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, দুর্ভিক্ষ। ভক্ষের, ভক্ষ্যের অভাব এই বাক্যে, অব্যয়ী। বি; স্ত্রী। ২। যাহা খাইতে কষ্ট হয় এমন, কষ্টে ভক্ষণীয়। দুর্—ভক্ষ+খল্, কর্ম, পক্ষে দুঃ (দুঃখে) ভক্ষ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্ভগ—১। ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট; অপ্রিয়। দুঃ (অল্প বা মন্দ) ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। মন্দ ভাগ্য, পোড়া কপাল। দুঃ (মন্দ) ভগ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্ভগা—যাহাকে (যে স্ত্রীকে) স্বামী ভালবাসে না অথবা দেখিতে পারে না এরূপ, দুয়ো, অভাগিনী; বন্ধ্যা নারী। দুঃ ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহু+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দুর্ভর—দুঃসহ; ভারী, গুরু। দুর্—ভৃ+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্ভাগা—হতভাগা, মন্দভাগ্য। <দুর্ভাগ্য। বিণ।

দুর্ভাগ্য—১। দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্য। দুঃ (মন্দ) ভাগ্য, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। যাহার অদৃষ্ট ভাল নয় এরূপ, হতভাগ্য, পোড়াকপালে। দুঃ (মন্দ) ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। দুঃ (দুষ্টা) ভাবনা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্ভিক্ষ—যে অবস্থায় দেশের মধ্যে ভিক্ষা পাওয়াও দায় হইয়া উঠে; (তাহা হইতে) দেশে ভীষণ অন্নকষ্ট, আকাল। ভিক্ষার অভাব, অব্যয়ী। বি; স্ত্রী।

দুর্ভেদ্য—যাহা ভেদ করা কষ্টকর এরূপ, অতি দৃঢ়, অতি কঠিন। দুঃ (দুঃখে) ভেদ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্ম(র্ম)তি—১। দুর্বুদ্ধি, কুমতিসম্পন্ন। দুঃ (নিন্দিত) মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্ট বুদ্ধি। দুঃ (দুষ্টা) মতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুর্ম(র্ম)দ—উন্মত্ত, দুর্ধর্ষ। দুর্—মদ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

দুর্ম(র্ম)নাঃ (-নস্)—উদ্বিগ্নচিত্ত, চিন্তিত। দুঃ (দুঃখিত) মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

দুর্মা(র্মা), **দুর্মো(র্মো)**—কোমল নারিকেল, নরম নারিকেল। বাংপ্র। বি।

দুর্মু(র্মু)খ—১। কটুভাষী, কর্কশবাদী। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী। ২। অশিক্ষিত ঘোড়া; রামচন্দ্রের গুপ্তচর। দুঃ (নিন্দিত) মুখ যাহার, বহু। বি; পুং।

দুর্মূ(র্মূ)ল্য—অতিদামী, মহার্ঘ, আক্রা। দুঃ (অধিক) মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

দুর্মে(র্মে)ধাঃ (-ধস্), (>দুর্মেধা)—স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তিশূন্য; দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। দুঃ (মন্দ) মেধা যাহার, বহু+কসিচ্ সমাসান্ত। বিণ।

দুর্মো(র্মো)চ্য—যাহা মোচন করা বা দূর করা কষ্টকর এমন, দুরপনেয়। দুঃ (দুঃখে) মোচ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্যো(র্যো)গ—ঝড়-বাদলের দিন; দুর্দিন, দুঃসময়। দুঃ (দুষ্ট) যোগ, প্রাদি। বি; পুং।

দুর্যো(র্যো)ধ—যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে খুব কষ্ট হয় এরূপ। দুর্—যুধ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্যো(র্যো)ধন—১। দুর্যোধঃ। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দুর্—যুধ্+অন কর্ম। বি; পুং।

দুর্লক্ষণ—১। অশুভ চিহ্ন। প্রাদি। বি। ২। অশুভচিহ্নযুক্ত। বহু। বিণ।

দুর্লক্ষ্য—যাহা অতিকষ্টে দেখা যায় এরূপ। দুঃ (দুঃখে) লক্ষ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য—যাহা সহজে লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না এমন। দুর্—লঙ্ঘ্+খল্ কর্ম; দুঃ (দুঃখে) লঙ্ঘ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্লভ, দুর্লভ্য—দুষ্প্রাপ্য; বহুমূল্য; যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না এমন, বিরল। দুর্—লভ্+খল্ কর্ম; দুঃ (দুঃখে) লভ্য, প্রাদি। বিণ।

দুল—১। কানে পরিবার একপ্রকার গহনা, কর্ণের দোদুল্যমান অলংকার বিঃ। (যাহা কানে দোলে এই অর্থে) <'দুল্'-ধাতু। ২। বৃক্ষের তলদেশস্থ জলাধার, আলবাল, বাঁধ। <দেউল। বি।

দুলকি—(ঘোড়া বা পালকির) দোলনজনক ('—গতি'), যাহাতে আরোহীর সর্বশরীর কম্পিত হয় এরূপ ('—চাল')। হি। বিণ।

দুলদুল—১। ধীরে ধীরে অনবরত দুলিবার ভাবপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ। ২। মহরমের মিছিলে ব্যবহৃত কাগজের ঘোড়া। আ। বি।

দুলহ—১। দুর্লভ, যাহা সহজে পাওয়া যায় না এমন ("পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি"—বিদ্যা)। বিণ। ২। দুলিতেছে, কাঁপিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

দুলা, দোলা—দোল খাওয়া, ঝুলা, আন্দোলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দুলানো, দোলানো—দোল দেওয়া, আন্দোলিত করা, কম্পিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দুলাভাই—ভগিনীপতি। বাংপ্র। বি।

দুলারী—দুলালী, আদরিণী, সোহাগিনী, প্রিয়তমা; আদরিণী কন্যা। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দুলাল—১। আদরের ছেলে; আদরের পাত্র; আদর, প্রেম, অনুরাগ। বি। ২। প্রিয়, মনোজ্ঞ, আদুরে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**দুলালী**।

দুলালিয়া—১। দুলালী (তাহা দ্রঃ)। ২। আদরের পাত্র; আদরের ছেলে ("গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া"—বাসু ঘোষ)। প্রা কপ্র। বি বা বিণ; পুং।

দুলালী—আদরিণী, সোহাগিনী; প্রিয়তমা; আদরিণী কন্যা। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দুলিচা—ছোট গালিচা। হি। বি।

দুলিত—চঞ্চল। প্রা কপ্র। বিণ।

দুলিয়া, দুলে—পালকিবাহক জাতি বিঃ; বাগদী। দুলি (<দোলা)+ইয়া, এ বাহকার্থে। বাংপ্র। বি।

দুশমন, দুষমন—অনিষ্টকারী লোক, শত্রু। ফা। বি।

দুশমনি, দুষমনি—শত্রুতা, অনিষ্টকারিতা। ফা-মু। বি।

দুশ্চর—যাহা আচরণ করা কঠিন এরূপ, দুরনুষ্ঠেয়, দুষ্কর, ক্লেশসম্পাদ্য, দুর্গম, দুষ্প্রবেশ। দুর্—চর্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুশ্চরিত, দুশ্চরিত্র—১। যাহার স্বভাব মন্দ এরূপ। দুঃ (মন্দ) চরিত, চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। মন্দ প্রকৃতি, নিন্দিত স্বভাব; অসদাচরণ। দুঃ (মন্দ) চরিত, চরিত্র, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুশ্চিকিৎস্য—যাহার চিকিৎসা কষ্টকর এরূপ, দুরারোগ্য, দুর্নিবার। দুঃ (দুঃখে) চিকিৎস্য, প্রাদি। বিণ।

দুশ্চিন্তা—দুর্ভাবনা, উদ্বেগ; অশুভ চিন্তা। দুঃ (দুষ্টা) চিন্তা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুশ্চেষ্ট—মন্দচেষ্টাযুক্ত। দুঃ (দুষ্টা) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ।

দুশ্চেষ্টা—মন্দ আচরণ, মন্দচেষ্টা। দুঃ (নিন্দিতা) চেষ্টা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুশ্ছেদ্য—যাহা সহজে কাটা যায় না এরূপ, অতিকষ্টে ছেদনীয়; অতিকঠোর। দুঃ (দুঃখে) ছেদ্য (ছিদ্+ণ্যৎ), প্রাদি। বিণ।

দুষমন—'দুশমন' দ্রঃ।

দুষা, দূষা—দোষ দেওয়া, অপরাধী করা। <'দুষ্'-ধাতু। ক্রি।

দুষ্কর—যাহা করা কষ্টকর এরূপ, দুঃখ-সাধ্য, দুঃসাধ্য, অতিকঠিন। দুর্—কৃ+খল্ কর্ম। বিণ।

দুষ্কর্ম (-র্মন্), **দুষ্কর্ম্ম** (-র্ম্মন্)—অসৎকার্য, মন্দ কাজ; পাপ। দুঃ (নিন্দিত) কর্ম, প্রাদি। বি; ক্লী।

দুষ্কর্মা (-র্মন্), **দুষ্কর্ম্মা** (-র্ম্মন্)—যে অসৎ কাজ করে এমন, কুক্রিয়ান্বিত; পাপাত্মা। দুঃ (নিন্দিত) কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

দুষ্কাল—অশুভ কাল, মন্দ সময়। দুঃ (মন্দ) কাল, প্রাদি। বি; পুং।

দুষ্কুল—১। নীচবংশ, নিন্দিত বংশ। দুঃ (মন্দ) কুল, প্রাদি। বি; ক্লী। ২। যাহার মন্দ কুলে জন্ম, নীচবংশজাত। দুঃ (মন্দ) কুল যাহার, বহু। বিণ।

দুষ্কৃত—১। অসৎ কাজ, পাপ, দুষ্কর্ম; অন্যায় কাজ, অপরাধ। দুঃ (নিন্দিত) কৃত (কর্ম), প্রাদি। বি; ক্লী। ২। পাপী; অপরাধী। দুঃ (মন্দ) কৃত যাহার, বহু। বিণ।

দুষ্কৃতি—১। পাপ, অসৎ কাজ, দুষ্কর্ম; দুর্ভাগ্য। দুঃ (নিন্দিতা) কৃতি (কার্য), প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। পাপকার্যকারী; অপরাধী। দুঃ (মন্দ) কৃতি যাহার, বহু। বিণ।

দুষ্কৃতিবিমর্শ—প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ার্থ বিশেষ অনুসন্ধান, criminal investigation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দুষ্কৃতী (-তিন্)—অসৎ কার্যকারী, পাপ-কারক। দুষ্কৃত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

দুষ্ক্রিয়—যে মন্দ কাজ করে, নিন্দিতকর্মা, অপরাধী, criminal. দুঃ (নিন্দিতা) ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

দুষ্ক্রিয়া—অসৎ কার্য, মন্দ কাজ। দুঃ (দুষ্টা) ক্রিয়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুষ্ক্রিয়ান্বিত—মন্দকর্মকারী, যে অসৎ কাজ করে এমন। দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দুষ্ট—দোষযুক্ত; দুরাত্মা; অপবিত্র; অ-ধার্মিক; অধম; নিকৃষ্ট; অশুভ; অশান্ত, দুরন্ত। দুষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দুষ্টব্রণ—বিষাক্ত ফোঁড়া, সাধারণতঃ পিঠের উপরে জাত মারাত্মক ঘা, curbuncle. কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

দুষ্টা—ভ্রষ্টা, অসতী, ব্যভিচারিণী; অশান্ত, দুরন্ত। দুষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুষ্টামি, দুষ্টুমি—দুরন্তপনা, দুষ্টতা, বজ্জাতি, দৌরাত্ম্য। দুষ্ট+আমি, উমি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

দুষ্টাশয়—১। মন্দ মতলব, অসৎ অভিপ্রায়, কু অভিসন্ধি। দুঃ (দুষ্ট) আশয়, কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার মতলব খারাপ এমন, দুরাশয়, দুর্বৃত্ত। দুঃ (দুষ্ট) আশয় (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ।

দুষ্টি—দোষ, বিকার, বিকৃতি। দুষ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দুষ্টু—(আদরার্থে) দুরন্ত, অশান্ত; বদ-মাশ। <দুষ্ট। বিণ।

দুষ্টুপনা—দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য। দুষ্ট+পনা কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

দুষ্টুমি—'দুষ্টামি' দ্রঃ। [বিণ।

দুষ্পচ—দুষ্পাচ্য। দুর্—পচ্+খল্ কর্ম।

দুষ্পাচ্য—যাহা সহজে হজম হয় না এরূপ, কষ্টে পরিপাকযোগ্য, গুরুপাক। দুঃ (দুঃখে) পাচ্য, প্রাদি। বিণ।

দুষ্প্রবৃত্তি—অসৎ প্রবৃত্তি, অসদাগ্রহ, দুষ্ট অভিলাষ। দুঃ (দুষ্টা) প্রবৃত্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

দুষ্প্রবেশ—যাহাতে প্রবেশ করা কঠিন এরূপ, দুর্গম; দুর্জ্ঞেয়। দুর্—প্র—বিশ্+খল্ কর্ম। বিণ

দুষ্প্রমেয়—যাহা পরিমাণ করা কঠিন এরূপ। দুর্—প্র—মা+যৎ কর্ম। বিণ।

দুষ্প্রাপ, দুষ্প্রাপ্য—যাহা পাওয়া কঠিন এরূপ, দুর্লভ। দুর্—প্র—আপ্+খল্ কর্ম; দুঃ (দুঃখে) প্রাপ্য, প্রাদি। বিণ।

দুষ্প্রাপণীয়—যাহা পাওয়া কঠিন এমন, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। দুঃ (দুঃখে) প্রাপণীয়, প্রাদি। বিণ।

দুষ্মন্ত—চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। দুষ্—মন্+ত কর্তৃ (শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া যিনি নিজেকে দোষী মনে করিয়াছিলেন)। বি; পুং।

দুসরা—দ্বিতীয়, ভিন্ন, অন্য। হি। বিণ।

দুসুতি, দোসুতি—১। দুই সুতা দিয়া বোনা মোটা কাপড়, ডবল সুতায় বোনা মোটা কাপড়। বাংপ্র। বি। ২। দুই লহর যুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

দুস্তর—যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ; দুরতিক্রম; দুষ্পরিহার। দুর্—তৃ+খল্ কর্ম। বিণ।

দুস্থ—দুঃস্থ (তাহা দ্রঃ)।

দুস্পর্শ, দুঃস্পর্শ—যাহা ছোঁওয়া কঠিন বা কষ্টকর। দুর্—স্পৃশ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুহা—১। দোহন করা। <'দুহ্'-ধাতু। ক্রি। ২। উভয়, দুই। <দ্বি। প্রা কপ্র। সর্ব। [সর্ব।

দুহুঁ—দুই, উভয়। <দ্বি। প্রা কপ্র।

দুহাকার—দুই জনের, উভয়ের। প্রা কপ্র। সর্ব।

দুহি—দুই জন, উভয়। প্রা কপ্র। সর্ব।

দুহিতা (দুহিতৃ)—কন্যা, পুত্রী। দুহ্+তৃচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

দুহিতৃপতি—জামাই, জামাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [সর্ব।

দুহু, দুহুঁ—দুই জন, উভয়। কপ্র।

দুহুঁক, দুহুকর—দুই জনের ("পুরল দুহুঁক কাম"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। সর্ব।

দুহ্য—দোহনযোগ্য; যাহা দোহন করা যায়। দুহ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

দুহ্যমানা—যাহাকে দোহন করা হইতেছে এমন। দুহ্+শানচ্ কর্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দূত—চর; বার্তাবহ; রাষ্ট্রপ্রতিনিধি, একরাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য প্রেরিত ব্যক্তি, ambassador. দু+ক্ত কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

দূতাবাস—দূতের বাসস্থান; দূতের কার্যা-লয়। দূতের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দূতি, দূতিকা, দূতী—সংবাদবাহিনী, বার্তাবাহিনী; নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে গোপনে মিলন ঘটায়; কুট্নী। দু+তিক্ কর্তৃ, ৩য় পক্ষে স্ত্রী ঈপ্, ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

দূত্য—দূতের কার্য; দূতের ধর্ম; দূতের স্বভাব। দূত+যৎ কর্মার্থে, ভাবে। বি; ক্লী।

দূর—১। যাহা কাছে নয় এমন, অসন্নিহিত; দূরব্যাপী; বিতাড়িত; দূরীভূত; ব্যবহিত; অত্যন্ত; গাঢ়; অগোচর; দীর্ঘ। বি; ক্লী বা বিণ। ২। দুৎ, ধেৎ, বিতাড়ন বিরক্তি অসম্মতি অবজ্ঞা ইঃ সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। **দূর দূর করা**—তাড়াইয়া দেওয়া; আমলে না আনা। ৩। অন্তর, ব্যবধান; অসন্নিহিত স্থান। দুর্—ই+রক্ কর্ম (নিপা)। বি; ক্লী।

দূরগ, -গামী (-মিন্)—যে দূরে যায় এরূপ। উপতৎ; দূর্—গম্+ড, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গা, -মিনী, -মিণী**।

দূরতম—অনেকের মধ্যে যাহা সবচেয়ে বেশী দূরে রহিয়াছে এমন, বহুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহিত। দূর্+তম অতিশয়ার্থে, নির্ধারে। বিণ।

দূরতর—দুইটির মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত দূরে রহিয়াছে এমন, দুইটির মধ্যে অধিকতর ব্যবহিত। দূর+তরপ্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দূরত্বা, দূরত্ব—তফাৎ, পার্থক্য, প্রভেদ, ব্যবধান, অসন্নিকৃষ্টতা। দূর্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

দূরদর্শন—১। দূরের বস্তু দেখা; ভবিষ্যদ্দৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূরে দর্শন যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

দূরদর্শিতা—পরবর্তী কালে কি হইবে তাহা বুঝিতে পারার ক্ষমতা, পরিণাম বুঝিবার শক্তি; পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। দূর-দর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-দর্শী**।

দূরদর্শী (-দর্শিন্)—১। যাহার অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে এরূপ; যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয় বুদ্ধিশক্তির দ্বারা নির্ণয় করিয়া তদনুসারে চলে এরূপ; পরিণামদর্শী; পণ্ডিত, বিচক্ষণ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**। ২। গৃধ্র। দূর—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

দূর-দূর—দূরে গমন কর, দূর হও; বিতাড়ন-সূচক উক্তি। বাংপ্র। অ।

দূরদূরান্ত—বহুদূরের সীমা। দূরের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ; দূর ও দূরান্ত, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দূরদূরান্তর—দূরে দূরে অবস্থিত দেশসমূহ। দূর যে অন্তর, কর্মধা=দূরান্তর; দূর ও দূরান্তর, দ্বন্দ্ব অথবা বাংপ্র। বি; ক্লী।

দূরদৃষ্টি—১। অনেক দূর পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া, দূরদর্শন; পরিণামদর্শিতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দূরদর্শী (তাহা দ্রঃ)। দূরে বা দূরা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

দূরপ্রসারী (-রিন্)—যাহা বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে এমন, দূরবিসারী, দূরগামী। উপতৎ; দূর—প্র—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রসারিণী**।

দূরবর্তি(ত্তি)তা—দূরে থাকা, দূরস্থিতি। দূরবর্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

দূরবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—যে বা যাহা দূরে আছে এমন, ব্যবহিত। দূর—বৃত্ (অবস্থান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

দূরবিসারী (-রিন্)—বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, দূরগামী। উপতৎ; দূর—বি-সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

দূরবীক্ষণ—১। (পদার্থবিদ্যা) যে যন্ত্র সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুকে বৃহত্তর এবং স্পষ্টভাবে দেখা যায়; দূরবীন, telescope. দূর—বি—ঈক্ষ্+অনট্ করণ। ২। দূরদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দূরবীন, দূরবীণ—(পদার্থবিদ্যা) দূরদর্শনে সাহায্যকারী যন্ত্র। <দূরবীক্ষণ। বি।

দূরব্যাপী (-ব্যাপিন্)—যাহা বহুদূর জুড়িয়া রহিয়াছে এমন, বহুদূরবিস্তৃত, বহু-দূরবিসারী। উপতৎ; দূর—বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যাপিনী**।

দূরভাষ—টেলিফোন। দূরের ভাষ যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

দূরভাষিণী—টেলিফোনে যে সব মেয়ে কাজ করে। দূরভাষ+ইন্+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দূরযায়ী (-যায়িন্)—যে দূরে যাইতেছে এরূপ। উপতৎ; দূর—যা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী**।

দূরশ্রবণ—১। দূরে অবস্থান করিয়া শোনা; দূর হইতে শোনা। ৫মীতৎ। বি; ক্লী। ২। যন্ত্র বিঃ, যাহা দ্বারা দূর হইতে শোনা যায় এরূপ যন্ত্র, telephone. দূরের শ্রবণ যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

দূরশ্রবণযন্ত্র—দূর হইতে কথা বা শব্দ শুনিবার যন্ত্র বিঃ; টেলিফোন টেলিগ্রাফ প্রঃ যন্ত্র। দূরশ্রবণসাধক যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দূরশ্রুত—অনেক দূর হইতে যাহা শোনা গিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

দূরস্থ—যাহা দূরে আছে এমন, দূরবর্তী, ব্যবহিত। উপতৎ; দূর—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

দূরস্থিত—দূরবর্তী, দূরস্থ। ৭মীতৎ। বিণ।

দূরহি—দূরে। প্রা কপ্র। বি।

দূরাগত—দূরদেশ হইতে সমুপস্থিত, যাহা দূর হইতে আসিয়াছে এরূপ। দূর হইতে আগত, ৫মীতৎ। বিণ।

দূরান্তর—দূর দেশ। কর্মধা বা বাংপ্র। বি; ক্লী। [সুপ্, সুপা। বিণ।

দূরায়ত—দূরপ্রসারিত, সুবিস্তৃত।

দূরীকরণ—তাড়াইয়া দেওয়া, বহিষ্কৃত করা। দূর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দূরী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দূরীকৃত—যাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, তাড়িত। দূর+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (-দূরী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

দূরীভবন—দূরীভূত হওয়া, অপসরণ। দূর+চ্বি (=দূরী)—ভূ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দূরীভূত—যে দূর হইয়া গিয়াছে এরূপ, যে বহিষ্কৃত হইয়াছে এরূপ। দূর+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (=দূরী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দূরেক্ষণ—(পদার্থবিদ্যা) বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী অদৃশ্য পদার্থকে দেখিতে পাওয়া, television; যে যন্ত্রের দ্বারা দূরে ও চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত বস্তু দেখা যায়। দূরের (দূরবর্তী পদার্থের) ঈক্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দূর্বা(র্ব্বা)—প্রসিদ্ধ ঘাস। দূর্ব্+ঘঞ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লী।

দূর্বা(র্ব্বা)দল—দূর্বা পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ।

দূর্বা(র্ব্বা)ষ্টমী—ভাদ্র শুক্লাষ্টমী [এই দিনে স্ত্রীলোকে ব্রত করিয়া থাকে]। দূর্বাপ্রধানা অষ্টমী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দূষক—যে দোষ বাহির করে বা দেখায় এমন, দোষপ্রদর্শক, অপবাদক, নিন্দক; যাহা দোষ জন্মায় অর্থাৎ কোন কিছুকে অপবিত্র করে এমন, দোষোৎপাদক; অপবিত্রতাজনক; চরিত্রনাশক। দুষ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

দূষণ—১। দোষ দেখান, দোষপ্রদর্শন; দোষসৃষ্টিকরণ, চরিত্রনষ্টকরণ, অপবিত্রতা-সাধন, নিন্দন। দুষ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। (রামায়ণ) রাক্ষস বিঃ। বি; পুং। ৩। দূষক। দূষি+অন কর্তৃ। বিণ।

দূষণীয়—নিন্দনীয়, নিন্দাযোগ্য, গর্হিত। দুষ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

দূষয়িতা (-য়িতৃ)—দূষক (সকল অর্থে)। দুষ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

দূষা—দোষ দেওয়া, নিন্দা করা। <'দুষ্'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দূষিকা—১। পিচুটি, নেত্রমল। বি; স্ত্রী। ২। দূষণকারিণী; নিন্দাকারিণী, অপবা-দিকা। দূষক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দূষিত—দোষপ্রাপ্ত; দোষযুক্ত, মন্দ; নিন্দিত; যাহাকে দোষী করা হইয়াছে এমন, মৈথুনাপবাদযুক্ত; ব্যভিচারী বলিয়া যাহার নিন্দা রটিয়াছে এমন। দুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

দূষ্য—নিন্দনীয়; ত্যাজ্য। দুষ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

দৃক্ (দৃশ্)—১। দৃষ্টি, দর্শন; জ্ঞান। দৃশ্+ক্বিপ্ ভাব। ২। চক্ষুঃ, নেত্র। দৃশ্+ক্বিপ্ করণ। বি; স্ত্রী। ৩। (সমাসে অন্য পদের পর) দর্শক বা যাহা দেখা যায়। দৃশ্+ক্বিপ্ কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

দৃক্পথ—প্রত্যক্ষ বিষয়, নয়নগোচর বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃক্পাত—দেখা, দৃষ্টিনিক্ষেপ, দর্শন; ভ্রূক্ষেপ গ্রাহ্য করণ। দৃকের (দৃশ্ শব্দ) পাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃক্শক্তি—১। দেখিবার ক্ষমতা, দর্শনশক্তি। দৃকের শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রকাশরূপ চৈতন্য। দৃগ্গোচরা শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। ৩। সর্বপ্রকাশক চেতনপুরুষ। দৃষ্টি-ধারিণী শক্তি যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

দৃক্সিদ্ধ—প্রত্যক্ষ প্রমাণবিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

দৃঢ়—যাহা তরল বা কোমল নহে এরূপ, কঠিন; সমর্থ; স্থির, অচল; অটল; গাঢ়; সাতিশয়। দৃহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**দৃঢ়তা, দার্ঢ্য**।

দৃঢ়কায়—১। যাহার শরীর বেশ শক্ত এমন, সবলশরীর, কঠিনাঙ্গ। দৃঢ় কায় যাহার, বহু। বিণ। ২। কঠিন শরীর, আঘাতসহ দেহ। কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

দৃঢ়তা, দৃঢ়ত্ব—শক্ত অবস্থা, কাঠিন্য; স্থিরতা, অবিচল ভাব। দৃঢ়+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

দৃঢ়নিশ্চয়—কোন বিষয় সম্বন্ধে যাহার স্থির ধারণা জন্মিয়াছে এমন, দৃঢ়সিদ্ধান্ত; কুতর্কাদি দ্বারা যাহার বুদ্ধি ভেদ হয় না এরূপ। দৃঢ় নিশ্চয় যাহার, বহু। বিণ।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সংকল্প-রক্ষায় অবিচলিত, দৃঢ়-সংকল্প, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—১। কঠোর পণ, স্থির সঙ্কল্প, অটল সংকল্প। দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। স্থিরসংকল্পযুক্তা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দৃঢ়বন্ধনী—১। কঠিন বাঁধন, কঠোর শৃঙ্খলা। দৃঢ়া বন্ধনী, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। শ্যামা লতা। দৃঢ় বন্ধন যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দৃঢ়ব্রত—১। ফলোদয় পর্যন্ত কার্যকারী, অধ্যবসায়বিশিষ্ট, আরব্ধ-কার্যসাধনে যাহার দৃঢ় যত্ন আছে এরূপ। দৃঢ় ব্রত যাহার, বহু। বিণ। ২। কঠোর ব্রত, দুষ্কর ব্রত। কর্মধা। বি; ক্লী।

দৃঢ়মুষ্টি—১। শক্ত মুঠা। দৃঢ়, দৃঢ়া মুষ্টি, কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। কৃপণ, ব্যয়-কুণ্ঠ, কঠিনমুষ্টিবিশিষ্ট। দৃঢ়া মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ৩। খড়্গাদি অস্ত্র। দৃঢ় মুষ্টি যাহাতে, বহু। বি; পুং।

দৃঢ়মূল—১। যাহার শিকড় মাটিতে শক্তভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে এমন, বদ্ধমূল; অটল। বিণ। ২। মুঞ্জতৃণ; নারিকেল গাছ। দৃঢ় মূল যাহার, বহু। বি; পুং।

দৃঢ়লক্ষ্য যাহার লক্ষ্য বা তাক স্থির থাকে এমন, স্থিরসন্ধান; স্থিরপ্রতিজ্ঞ; দৃঢ়রূপে মিলিত, অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। দৃঢ়া সন্ধা যাহার, বহু। বিণ।

দৃঢ়সন্ধি—শক্তগ্রন্থিযুক্ত; দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। দৃঢ়া সন্ধি যাহার, বহু। বিণ।

দৃঢ়স্বর—কঠোর স্বর, অবিচলিত কণ্ঠ, স্থির কণ্ঠ। দৃঢ় স্বর, কর্মধা। বি; ক্লী। ক্রি-বিণ, **-স্বরে**।

দৃঢ়ীকরণ—শক্ত বা মজবুত করা। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দৃঢ়ীকৃত—যাহা শক্ত বা মজবুত করা হইয়াছে এমন। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

দৃঢ়ীভবন—তরল বা নরম অবস্থা হইতে শক্ত হওয়া; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—ভূ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দৃঢ়ীভূত—যাহা পূর্বে কঠিন ছিল না এখন হইয়াছে এমন, কঠিনীভূত; সুপ্রতিষ্ঠিত। দৃঢ়+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দৃঢ়ী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দৃপ্ত—গর্বিত, উদ্ধত; উগ্র; প্রজ্বলিত। দৃপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দৃশা—চক্ষুঃ, নয়ন। দৃশ্+ক্বিপ্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দৃশ্য—১। দেখিবার মত, দর্শনীয়, সুন্দর, সুরূপ; প্রকাশ্য। বিণ। ২। দর্শনীয় বস্তু বা বিষয়, নগর বন নদী পর্বত আকাশ প্রঃ নির্জীব বস্তুর আকৃতি; নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, অঙ্ক বা গর্ভাঙ্ক; নাটকের বর্ণনানুসারে রঙ্গমঞ্চে স্থাপিত চিত্রপটাদি। দৃশ্+ক্যপ্ কর্ম। বি; ক্লী।

দৃশ্যকাব্য—নাটক, রঙ্গালয়ে নটগণকর্তৃক প্রযোক্তব্য কাব্য বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।

দৃশ্যপট—রঙ্গমঞ্চে দর্শনীয় চিত্রপট, সিন্, scene. কর্মধা। বি; পুং।

দৃশ্যমান—যাহা দেখা যাইতেছে এরূপ। দৃশ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

দৃশ্যসংগী(ঙ্গী)ত—নাচ (দর্শনগোচর ব্যতীত শ্রবণগোচর হয় না, সেই হেতু ইহাকে দৃশ্য-সংগীত বলে)। কর্মধা। বি; ক্লী।

দৃশ্যাদৃশ্য—যাহার কিছুটা দেখা যায় এবং কিছুটা দেখা যায় না এমন, দর্শনযোগ্য এবং দর্শনের অযোগ্য। দৃশ্য অথচ অদৃশ্য, কর্মধা। বিণ।

দৃষ্ট—১। যাহা দেখা গিয়াছে এরূপ; ব্যক্ত; অবলোকিত, জ্ঞাত; পরীক্ষিত; লৌকিক। দৃশ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দেখা, দর্শন ("তোমার কার্য দৃষ্টে আমার চৈতন্যোদয় হইল")। দৃশ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

দৃষ্টচর—যাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে এরূপ, দৃষ্টপূর্ব। দৃষ্ট+চরট্ ভূতপূর্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

দৃষ্টপূর্ব(র্ব)—যাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে এরূপ, পূর্বে দৃষ্ট। পূর্বে দৃষ্ট, সুপ্ (নিপা)। বিণ।

দৃষ্টবাদ—প্রত্যক্ষবাদ, প্রত্যক্ষ প্রমাণই এক-মাত্র প্রমাণ—এই মতবাদ, positivism. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃষ্টরজাঃ (-রজস্) (>**-রজা**)—যাহার মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াছে; যাহার রজোদর্শন হইয়াছে এরূপ ('—রমণী'); নবযুবতী। দৃষ্ট রজঃ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; স্ত্রী।

দৃষ্টাদৃষ্ট—যাহার কিছুটা দেখা গিয়াছে এবং কিছুটা দেখা যায় নাই এমন; যাহা প্রথমে দেখা গিয়াছে কিন্তু পরে আর দেখা যায় নাই এমন; জানা ও অজানা। দ্বন্দ্ব। বিণ।

দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, নিদর্শন; উপমান; শাস্ত্র; কাব্যের অলংকার বিঃ [সমান-ধর্মবিশিষ্ট প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বিষয়কে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবে স্থাপন করিলে উক্ত অলংকার হয়। যথা—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥"
—ভারত];

পরস্পর সমান-ধর্মাক্রান্ত বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য-কথন; মৃত্যু। দৃষ্ট অন্ত যাহাতে, বহু। বি; পুং।

দৃষ্টান্তস্থল—উদাহরণের বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দৃষ্টি—১। চক্ষু; নজর; অবধান। দৃশ্+ক্তি করণ। ২। দর্শন; জ্ঞান; মনোবৃত্তি বিঃ। দৃশ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দৃষ্টিকৃপণ—প্রত্যক্ষ পরিমিত ব্যয়ও যে দেখিতে পারে না কিন্তু পরোক্ষে অপরিমিত ব্যয় হইলেও খেয়াল করে না এমন, penny-wise pound-foolish. দৃষ্টিতে কৃপণ, ৭মীতৎ। বিণ।

দৃষ্টিকোণ—যে কোণ হইতে দেখা যায় তাহা, angle of vision. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

দৃষ্টিক্ষেপ—দেখা, দৃক্‌পাত, দর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ।

দৃষ্টিগোচর—যাহা চোখে পড়ে এমন, নেত্রগোচর, চক্ষুর বিষয়ীভূত, দৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দৃষ্টিনিক্ষেপ—দৃষ্টিক্ষেপ (তাহা দ্রঃ)।

দৃষ্টিপথ—যতদূর দেখা যায়, দর্শনমার্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃষ্টিপথারূঢ়—যাহা নজরে পড়িয়াছে এমন, যাহা দেখা যাইতেছে এরূপ, নয়নপথবর্তী; চক্ষুর গোচর বা বিষয়ীভূত। দৃষ্টিপথকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

দৃষ্টিপাত—চাওয়া, দেখা, দর্শন, অবলোকন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃষ্টিবিক্ষেপ—আড়চোখে চাওয়া, কটাক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৃষ্টিবিজ্ঞান—আলোক ও দর্শনবিষয়ক বিদ্যা, optics. দৃষ্টিবিষয়ক বিজ্ঞান (শাস্ত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দে—১। (তুই) প্রদান কর্। বাংপ্র। ক্রি (অনুজ্ঞা)। ২। দেহ, শরীর। <দেহ। প্রা কপ্র। ৩। কায়স্থ জাতির উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

দেআ—দেবতা; আকাশ; মেঘ। <দেব বা দেবতা। প্রা কপ্র। বি।

দেই—দিয়া ("হৃদয়ে শেল দেই গেল"—বিদ্যা); দ্বারা। প্রা কপ্র। অস-ক্রি বা অ।

দেইজী—দায়াদ, জ্ঞাতি। <দায়াদ। গ্রাম্য। বি।

দেউটি—প্রদীপ; মশাল। <দীপবর্তিকা। বি।

দেউড়ি—সদর দরজা, বহির্দ্বার, ফটক। <দেহলী। বি।

দেউল—মন্দির, মঠ। <দেবকুল। বি।

দেউলিয়া, দেউলে—১। যাহার সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন, নিঃসম্বল, ঋণপরিশোধে অসমর্থ, insolvent. হি-মু। বিণ। ২। দেবকুলাধিকারী, মন্দিরস্থ দেবতার সেবাইত বা পূজারী। দেউল+ইয়া, এ অধিকৃতার্থে। বাংপ্র। বি।

দেউল্যা—দেবতার সেবাইত বা পূজারী, দেবকুলাধিকারী। <দেউলিয়া। প্রা কপ্র। বি।

দেও—উপদেবতা; দৈত্য; দেবতা; ব্রাহ্মণের উপাধি 'দেব'-শব্দের অপভ্রংশ। বাংপ্র। বি।

দেওয়া—১। দান, সমর্পণ। বি। ২। দত্ত, সমর্পিত। বিণ। ৩। দান করা; ব্যবস্থা করা; প্রেরণ করা; ন্যস্ত করা; উৎপন্ন করা; বলা; লাগানো; যোগানো; স্পর্শ করা; বিসর্জন করা; নিক্ষেপ করা; স্থাপন করা; সম্পাদন করা; সংযুক্ত করা; গাঁথিয়া তোলা; পরিধান করা; উপরে ধারণ করা; সম্প্রদান করা; উৎসর্গ করা; প্রবেশ করানো; আঁকা; মিলানো, জ্বালানো; ঘটানো; মারা; অনুষ্ঠান করা; বন্ধ করা, ভরতি করা। <'দা'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র—**দেওবি**—দিবে। **দেয়ব**—দিব। **দেয়ল, দেয়লহি**—দিল। **দেয়লু**—দিলাম। **দেয়সি**—দাও; দিতেছ। **দেল, দেলা**—দিল]। **আগল দেওয়া**—অর্গল বন্ধ করা। **আমল দেওয়া, পাত্তা দেওয়া**—গ্রাহ্য করা, কোন মূল্য আছে বলিয়া স্থান দেওয়া। **আরজি দেওয়া**—দরখাস্ত করা। **কথা দেওয়া**—প্রতিশ্রুত হওয়া। **কান দেওয়া**—মনোযোগ দেওয়া; শ্রবণ করা। **কোল দেওয়া**—আদর করিয়া জড়াইয়া ধরা; আলিঙ্গন করা। **ক্ষমা দেওয়া**—ক্ষান্ত হওয়া। **চোখ দেওয়া, দৃষ্টি দেওয়া, নজর দেওয়া**—লোলুপ হওয়া। **জেলে দেওয়া**—কারাগারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা; কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা। **দোহাই দেওয়া**—বিচার প্রার্থনা করা; শরণ লওয়া। **ধাপ্পা দেওয়া**—মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া; প্রবঞ্চনা করা। **পথ দেওয়া**—রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া; বাধা না দেওয়া। **পাল্লা দেওয়া**—প্রতিযোগিতা করা। **মাথা দেওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা; প্রাণবিসর্জন করা। **মুখে দেওয়া**—খাওয়া। **সিঁধ দেওয়া**—সিঁধ কাটা। **হাত দেওয়া**—রত হওয়া, লিপ্ত হওয়া। ৪। মেঘ। <দেব। বি।

দেওয়ান—রাজস্ব-আদায়ের প্রধান কর্মচারী; রাজস্বসচিব; জমিদারের সর্বপ্রধান কর্মচারী। <ফা 'দীবান'। বি।

দেওয়ানজী—দেওয়ান মহাশয়। দেওয়ান+জী সম্মানার্থে। ফা-মু। বি।

দেওয়ানা—পাগল, উন্মত্ত। ফা-মু। বিণ।

দেওয়ানি—দেওয়ানের পদ কর্ম বা ক্ষমতা। ফা-মু। বি।

দেওয়ানী—বিষয়সম্বন্ধীয়, বৈষয়িক ('—আদালত')। ফা-মু। বিণ। **দেওয়ানী আদালত**—যেখানে ফৌজদারী মামলার বিচার হয় না এমন আদালত, বিষয় টাকাকড়ি ইঃ সংক্রান্ত মামলার বিচারালয়।

দেওয়ানো—প্রদান করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দেওয়াল, দেয়াল—প্রাচীর; ভিত্তি, ভিত। <ফা 'দীবার'। বি।

দেওয়ালগির, -গিরি—প্রাচীর-সংলগ্ন প্রদীপ, wall-lamp. ফা-মু। বি।

দেওয়ালি—পর্ব বিঃ, দীপান্বিতা অমাবস্যায় দীপমালাসজ্জা। <দীপালী। বি।

দেওর—স্বামীর ছোট ভাই, দেবর। <দেবর। বি; পুং।

দেঁতো—উচ্চদন্তযুক্ত, দাঁতালো; কেবলমাত্র দাঁত দ্বারা প্রকাশিত, শুষ্ক, যাহা আন্তরিক নহে এমন ('—হাসি')। দাঁত+ও (<উয়া) জাতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দেক, দেকসেক, দেকদারি—বিরক্ত; অসন্তুষ্ট; বিরক্তি। <আ 'দিক'। বিণ বা বি।

দেকাঠি—দিয়াশলাই, দীপশলাকা। <দীপকাষ্ঠিকা। বি।

দেখ্—১। দর্শন কর। ক্রি (অনুজ্ঞা)। ২। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আহ্বান বা সম্বোধন। বাংপ্র। অ।

দেখতা—যাহা দেখা হইয়াছে এমন, দৃষ্ট, অবলোকিত, সম্মুখে ঘটিত; সমসাময়িক। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

দেখন—অবলোকন। দেখ্+অন ভাব।

দেখনহাসি—যাহাকে দেখিলে মনে আনন্দ বা হাস্যের উদ্রেক হয়, দর্শনে আনন্দদায়িনী; প্রিয়সঙ্গিনী; সই-এর পাতানো নাম। দেখনে হাসি যাহার, বহু। বাংপ্র। বি।

দেখা—১। দর্শন করা; অভিজ্ঞতা লাভ করা; তদারক করা; সেবা-শুশ্রূষা করা, পরিচর্যা করা; চিকিৎসা করা; ভালমন্দ স্থির করা; পরীক্ষা করা; বিবেচনা করা; সতর্ক হওয়া; (ক্রোধোক্তিতে, ভয় প্রদর্শনে) শাস্তি দান করা। <'দৃশ্'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র—**দেখই**—দেখে। **দেখন্ত**—দেখে। **দেখলি**—দেখিলে। **দেখব**—দেখিবে; দেখিব। **দেখলু, দেখলুঁ**—দেখিলাম। **দেখায়লি**—দেখাইলে। **দেখায়সি**—দেখাও। **দেখিয়ে**—দেখি। **দেখিলুঁ**—দেখিলাম]। **দেখা দেওয়া**—প্রাদুর্ভূত হওয়া; সম্মুখে আসা। **দেখে নেওয়া**—(ক্রোধোক্তিতে, ভয়প্রদর্শনে) শাস্তি দান করা। **হাত দেখা**—নাড়ী পরীক্ষা করা; হস্তরেখা দেখিয়া ভাগ্য গণনা করা। **দেখিতে দেখিতে**—অতি অল্প-কাল মধ্যে। ২। দৃষ্ট, অবলোকিত। দেখ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। দর্শন; সাক্ষাৎ আবির্ভাব। দেখ্+আ ভাব। বাংপ্র। বি।

দেখাদেখি—১। পরস্পর দর্শন; অনুকরণ। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি। ২। অনুকরণে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

দেখানো—১। প্রদর্শন করা, প্রকাশ করা; দর্শনে ভাল মন্দ হওয়া; প্রতিভাত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **মজা দেখানো**—প্রতিশোধ লওয়া, শাস্তি দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া। ২। প্রদর্শিত। দেখা+আনো কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

দেখাশুনা—তত্ত্বাবধান, তদারক; অভিজ্ঞতা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

দেখাসাক্ষাৎ—পরস্পরের দেখা এবং আলাপ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

দেড়—এক এবং আধ, সার্ধ; ১॥০। <সার্ধ। বিণ।

দেড়া—সার্ধ, এক এবং আধ; দেড়গুণ; উদ্বৃত্ত; বাড়তি। দেড়+আ স্বার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দেড়ি—দেড়া (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বিণ।

দেড়ে—যাহার দাড়ি আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

দেদার—১। পর্যাপ্ত, প্রচুর, অনেক, অফুরন্ত। <ফা 'দিলদরিয়া'। বিণ। ২। দেবদারু বৃক্ষ। হি। বি।

দেদীপ্যমান—সর্বদা যাহাতে দীপ্তিপ্রকাশ হইতেছে এরূপ, জাজ্বল্যমান; অতিদীপ্তি-বিশিষ্ট। দীপ্+যঙ্ পৌনঃপুন্যার্থে, অতিশয়ার্থে (দ্বিত্ব)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

দেদো—দাদরোগযুক্ত। দাদ+ও (<উয়া)। বাংপ্র। বিণ।

দেধান—শস্য বিঃ। <দেবধান্য। বি।

দেন—ঋণ, ধার, কর্জ। <আ 'দয়েন'। বি।

দেনদার—ঋণী, দেনাগ্রস্ত, অধমর্ণ। আ-ফা-মূলক। বি বা বিণ।

দেনমোহর—মুসলমানদের বিবাহকালে স্বামী কর্তৃক পত্নীকে প্রদত্ত যৌতুকস্বরূপ অর্থ। দেন (<আ 'দয়েন')+মোহর (<ফা 'মুহর')। বি।

দেনা—ঋণ, ধার, কর্জ। <আ 'দয়েন'। বি। **দেনায় ডোবা**—অতিশয় ঋণগ্রস্ত হওয়া।

দেনাদার—দেনদার, ঋণী, অধমর্ণ। আ-ফা-মূ। বি বা বিণ।

দেনা-পাওনা—যাহা দিতে হইবে অর্থাৎ ধার আছে এবং যাহা পাওয়া যাইবে, assets and liabilities. আ-মূ। বি।

দেনেওয়ালা—দাতা; পরমেশ্বর। হি-মূ। বিণ ব বি।

দেনো—দানে ব্যবহারযোগ্য, যাহা ক্রিয়াকর্মে দান করা হয় এমন; স্বল্পমূল্য, কম দামী। দান+ও (<উয়া) যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দেব—১। দেবতা, সুর; ঈশ্বর; পরমাত্মা; (নাট্যোক্তিতে) রাজা; ব্রাহ্মণ; বিজিগীষু; দেবর; মেঘ; পারদ; সম্মানসূচক উপাধি; ব্রাহ্মণের উপাধি; পদবী বিঃ। বি; পুং। ২। ইন্দ্রিয়। বি; ক্লী। ৩। পূজ্য। দিব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

দেব-আত্মা (-ত্মন্)—দেবতাত্মা, পবিত্র। দেব আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু (সন্ধিতে দেবাত্মা)। বিণ।

দেবঋণ—দেবতার প্রীতির জন্য করণীয় কর্ম, যজ্ঞ ("মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্ত-বেণীর তীরে"—সত্যেন্দ্র)। ৬ষ্ঠীতৎ (শ্রুতিকটুতা ভয়ে সন্ধি হয় নাই)। বি; পুং।

দেবক—খেলোয়াড়, ক্রীড়ক। দিব্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দেবিকা**।

দেবকণ্ঠ—১। যাহার গলার স্বর খুব মিষ্ট এমন, সুকণ্ঠ। দেবের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**। ২। দেবতার গলা বা গলার স্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবকন্যা—দেবতার মেয়ে, দিব্যাঙ্গনা; অতি সুন্দরী শোভনা নারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবকর্দ(র্দ্দ)ম—চন্দন, অগুরু কর্পূর ও কুঙ্কুম-মিশ্রিত পদার্থ। দেবভোগ্য কর্দম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দেবকল্প—দেবতার মত, দেবতুল্য। দেব+কল্পপ্ ঈষদূনার্থে। বিণ।

দেবকার্য(র্য্য)—১। পূজা, উপাসনা; যাগ, যজ্ঞ। দেবোদ্দিষ্ট কার্য, মধ্যপ কর্মধা। ২। দেবতাদের কাজ, দেবতাকৃত কর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। ক্লী।

দেবকাষ্ঠ—দেবদারু গাছ। দেবপ্রিয় কাষ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দেবকিরী—(সংগীত) রাগিণী বিঃ, মেঘরাগের ভার্যা। বি; স্ত্রী।

দেবকী—বসুদেবের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের মাতা। দেবক+অণ্ অপত্যার্থে (নিপা)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দেবকীনন্দন, -সুত, -সূনু—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবকুণ্ড—দেবখাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবকুল—মন্দির, দেবালয়, মঠ, পুজাস্থান, দেউল; দেববংশ; দেবসমূহ। দেবের কুল (আলয়, বংশ, সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবখাত—স্বাভাবিক খাত, হ্রদ, অকৃত্রিম জলাশয়। দেবকৃত খাত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দেবখাতবিল—পর্বতের গুহা। দেব কর্তৃক খাত, ৩য়াতৎ; দেবখাত বিল, কর্মধা। বি; ক্লী।

দেবগণিকা—স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি; স্ত্রী।

দেবগান্ধারী—(সংগীত) রাগিণী বিঃ, শ্রীরাগের ভার্যা। বি; স্ত্রী।

দেবগায়ন—গন্ধর্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবগিরি—পর্বত বিঃ, রৈবতক পর্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবগুরু—বৃহস্পতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবগৃহ—দেবতার স্থান, দেবালয়; সূর্যমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবচর্যা(র্য্যা)—দেবচরিত্র; দেবপূজার্থ চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবচিকিৎসক—স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবজন—দেবতুল্য ব্যক্তি; রাজা; গন্ধর্ব। দেবতুল্য জন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দেবজনবিদ্যা—গন্ধর্ববিদ্যা, নৃত্যগীতাদি। দেবজনের বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবতরু—মন্দার পারিজাত সন্তান কল্পবৃক্ষ হরিচন্দন—এই পাঁচটি বৃক্ষ; চৈত্যবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবতা—অমর, সুর, দেব। দেব+তল্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

দেবতাড়—রাহু, অগ্নি; মেঘ; বৃক্ষ বিঃ। দেব—তড়্ (আঘাত করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

দেবতাধিপ—দেবরাজ, ইন্দ্র। দেবতাদিগের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবতাপ্রতিষ্ঠা—বিধিপূর্বক দেববিগ্রহ-সংস্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবতায়তন—দেবস্থান, দেবালয়। দেবতার আয়তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবত্ব—দেবতার ধর্ম গুণ বা অবস্থা, দেবভাব। দেব+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

দেবত্বারোপ—অতিশ্রদ্ধার ফলে দেবতারূপে কল্পনা, apotheosis. দেবত্বের আরোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবত্র—দেবতার উদ্দেশে যাহা দান করা হইয়াছে এমন, দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট ('— সম্পত্তি'), দেবসেবার জন্য নিয়োজিত ('— ভূমি'), দেবোত্তর। <দেবত্রা অথবা দেব—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বিণ।

দেবদত্ত—১। দেবতাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। দেবকে দত্ত, ৪র্থীতৎ। ২। দেবতা যাহা দিয়াছেন। দেবকর্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ। ৩। বুদ্ধদেবের অনুজ বিঃ; অর্জুনের শঙ্খ; শরীরস্থ জৃম্ভণকর বায়ু বিঃ। বি; পুং।

দেবদর্শন—দেবমূর্তি দেখা; দেবতাদিগকে দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবদারু—একজাতীয় বৃক্ষ। দেবপ্রিয় দারু যাহার, বহু। বি; পুং।

দেবদাস—দেবতার সেবক, দেবপূজারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবদাসী—দেবগণের পরিচারিকা; দেবমন্দিরের নর্তকী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবদুর্লভ—১। যাহা দেবগণের মধ্যেও দেখা যায় না এরূপ, দেবতাতেও দুষ্প্রাপ্য। ৭মীতৎ। ২। যাহা দেবতাও পান না এরূপ, দেবগণের দুষ্প্রাপ্য; অতীব রমণীয়; অতি মনোহর। ৩য়াতৎ। বিণ।

দেবদূত—স্বর্গীয় দূত; স্বর্গ হইতে প্রেরিত মহাপুরুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবদেব—১। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। দেবশ্রেষ্ঠ, দেবগণের দেব। দেবমধ্যে দেব (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দেবী**।

দেবদেবেশ—মহাদেব। দেবমধ্যে ঈশ, ৭মীতৎ; দেবই দেবেশ, কর্মধা। বি; পুং।

দেবদ্বিজ—দেবতা ও ব্রাহ্মণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দেবদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—১। দেবতার হিংসাকারক; দেবতার প্রতি ভক্তিহীন। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী**। ২। অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবধান্য—একপ্রকার ধান, দেধান। দেবসৃষ্ট বা দেবপ্রিয় ধান্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দেবধূপ—গুগ্গুল। দেবপ্রিয় ধূপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দেবন—১। খেলা, ক্রীড়া; স্তুতি; দীপ্তি; দুঃখ; ব্যবহার; জিগীষা, জয়েচ্ছা। দিব্+অনট্ ভাব। ২। লীলার উদ্যান; পদ্ম। দিব্+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ৩। পাশক, পাশা। দিব্+অনট্ করণ। বি; পুং।

দেবনদী—গঙ্গা, সুরধুনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবনা—খেলা, ক্রীড়া; সেবা; বিলাপ; পশ্চাত্তাপ; দুঃখ। দিব্ + অন ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

দেবনাগর, -নাগরী—অক্ষর বিঃ, হিন্দী সংস্কৃত প্রঃ ভাষা লিখিবার অক্ষর। বি।

দেবপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবপথ—স্বর্গপথ; আকাশ-পথ; ছায়া-পথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবপশু—দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু; বলির পশু। দেবোদ্দিষ্ট পশু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [বি; ক্লী।

দেবপাত্র—অগ্নি। দেব—পা + ট্রন্ অধি।

দেবপুরী—ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবপূজ্য—১। দেবতার আরাধ্য; অতিশয় শ্রদ্ধেয়। বিণ। ২। বৃহস্পতি। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

দেবপ্রয়াগ—ভাগীরথী ও মন্দাকিনীর মিলনস্থান। দেবাধিষ্ঠিত বা দেবপ্রিয় প্রয়াগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দেবপ্রশ্ন—(জ্যোতিষ) গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ জিজ্ঞাসা। দেববিষয়ক প্রশ্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দেবপ্রসাদ—দেবতার অনুগ্রহ; দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবপ্রিয়—১। পীতভৃঙ্গরাজ। বি; পুং। ২। বকফুল। বি; স্ত্রী। ৩। দেবতার স্নেহভাজন, দেবতার প্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দেববক্ত্র—অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেববর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেববাক্য, -বাণী—দেবতার প্রত্যাদেশ; দৈববাণী; সংস্কৃত ভাষা, দেবভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

দেববাহন—অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেববিদ্বেষ—দেবতার প্রতি বিরূপভাব, দেবতায় অশ্রদ্ধা। ৭মীতৎ। বি; পুং।

দেববিদ্বেষী (-বিদ্বেষিন্)—দেবদ্বেষী (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিদ্বেষিণী**।

দেববিদ্যা—দেবজ্ঞানার্থ বিদ্যা; নিরুক্ত-বিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবব্রত—১। ভীষ্ম, গাঙ্গেয়। দেবের ব্রতই ব্রত যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। দেবতাদিগের ব্রত। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। দেবতার তৃপ্তির জন্ত যে ব্রত করা হয় তাহা। দেবপ্রিয় ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দেবব্রতী (-ব্রতিন্)—যিনি দেবতার প্রীতির জন্ত ব্রতপালন করেন এমন, দেবব্রতযুক্ত। দেবব্রত + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ব্রতিনী**।

দেবভক্ত—দেবতার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন, দেবতার প্রতি অনুরাগী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দেবভবন—স্বর্গ; দেবালয়; অশ্বত্থ বৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবভাব—১। দেবত্ব; অলৌকিকত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দিব্যভাব, শুদ্ধভাব; সাত্ত্বিকপ্রকৃতি। দেবোচিত ভাব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [স্ত্রী।

দেবভাষা—সংস্কৃত ভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

দেবভাষিত—১। দৈববাণী। দেবের ভাষিত (বাক্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। দেবোক্ত, দেবতা কর্তৃক কথিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

দেবভূ—১। দেবতা। দেব—ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। স্বর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবভূমি—স্বর্গ; দেবপ্রিয় ভূমি, হিমালয় প্রদেশ; দেবতাদের নিবাসভূমি, সুমেরুর সন্নিহিত প্রদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ; বা, দেবপ্রিয় ভূমি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দেবভোগ্য—দেবতার ভোগযোগ্য; দিব্য, স্বর্গীয়; অত্যুৎকৃষ্ট। দেবকর্তৃক ভোগ্য, ৩য়াতৎ। বিণ।

দেবমণি—১। শ্রীকৃষ্ণের মণি, কৌস্তুভ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শিব। দেবমধ্যে মণি (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

দেবমন্দির—দেবায়তন, দেবালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবমাতা (-মাতৃ)—অদিতি, কশ্যপপত্নী।

দেবমাতৃক—বৃষ্টিজল দ্বারা উৎপন্ন শস্তে পালিত ('— দেশ')। দেব (ইন্দ্র, অর্থাৎ তৎসৃষ্ট মেঘ) মাতা (মাতৃ শব্দ) যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

দেবমান—দেবলোকের কালের পরিমাণ। দেবের মান (পরিমাণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবমায়া—অবিদ্যা, অজ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবমাস—গর্ভের অষ্টম মাস; দেবতাদের মাস; মনুষ্যদের ত্রিশ বৎসর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবমুনি—নারদ প্রঃ দেবর্ষি। যিনি দেব তিনিই মুনি, কর্মধা। বি; পুং।

দেবযজন—দেবপূজা, যজ্ঞস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবযজনভূমি—যজ্ঞভূমি, যজ্ঞস্থান; দেবমন্দির। দেবজনের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবযাত্রা—দেবতার নিকট গমন। দেবোদ্দিষ্টা যাত্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দেবযান—১। দেবরথ, বিমান, ব্যোমযান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আত্মার পুণ্যলোকে যাইবার পথ বিঃ। দেবোপলক্ষিত যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। [কর্মধা। বি; ক্লী।

দেবযুগ—দেবপ্রিয় যুগ, সত্যযুগ। মধ্যপ

দেবযোনি—উপদেবতা, বিদ্যাধর অপ্সরা যক্ষ রক্ষঃ কিন্নর পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধভূত। দেব যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহাদের, বহু। বি; পুং।

দেবযোষা, -যোষিৎ—দেবাঙ্গনা; অপ্সরা। দেবের যোষা, যোষিৎ (স্ত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবর—স্বামীর ছোট ভাই, দেওর। দেব্ + অর কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

দেবরক্ষিত—দেবতা কর্তৃক রক্ষিত, যাহা বা যাহাকে দেবতারা রক্ষা করেন এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

দেবরথ—দেবযান, ব্যোমযান; সূর্যরথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবরহস্য—দেবগণেরও গোপনীয় বিষয়, অতি গোপনীয় বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবরাজ—ইন্দ্র। দেবদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

দেবর্ষি—দেবতা অথচ ঋষি, নারদ মুনি। যিনি দেব তিনিই ঋষি, কর্মধা। বি; পুং।

দেবল—ধৌম্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; মহর্ষি অসিতের পুত্র; যে ব্রাহ্মণ গ্রাম্য অথবা অনেক সাধারণ দেবতার পূজা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, পূজারী ব্রাহ্মণ, পুরোহিত। উপতৎ; দেব—লা + ক কর্তৃ। বি; পুং।

দেবলোক—স্বর্গ; ভূরাদি সপ্তলোক [ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাত লোক]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবশত্রু—অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবশর্মা (-শর্মন্), **-শর্ম্মা** (-শর্ম্মন্)—ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ-জাতির উপাধি বিঃ। দেব হইতে শর্ম (শুভ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

দেবশিল্পী (-শিল্পিন্)—বিশ্বকর্মা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবসত্তম—দেবশ্রেষ্ঠ। ৭মীতৎ। বিণ।

দেবসভা—দেবলোকের সভা; রাজসভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবসাৎ—দেবতাকে দেয়; দেবাধীন, দেবায়ত্ত। দেব + সাৎ দেয়ার্থে। অ।

দেবসাযুজ্য—দেবত্ব, দেবত্বপ্রাপ্তি; দেবসাদৃশ্য; দেবসহযোগ। দেব সহ সাযুজ্য, সুপ্। বি; ক্লী।

দেবসেনা—১। দেবসৈন্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ব্রহ্মার কন্যা (মতান্তরে ইন্দ্রের কন্যা)। বি; স্ত্রী।

দেবসেনাপতি—কার্তিকেয়; দেবসেনার অধিপতি; ইন্দ্রপুত্র। দেবসেনার পতি (অধ্যক্ষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবস্থান—মন্দির, দেবতার অধিষ্ঠানস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবস্ব—দেবতার বস্তু, দেবসেবার নিমিত্ত নিয়োজিত ধন বা বিষয়, যাজ্ঞিক ধন।

দেবোৎসৃষ্ট স্ব (ধন), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

দেবহেলন—দেবতার নিকট অপরাধ; দেবতাকে অসম্মান দেখানোর অপরাধ; দেবতার অবজ্ঞা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবা—১। ভূত প্রেত প্রঃ অপদেবতা। গ্রা কপ্র। ২। (ব্যঙ্গার্থে) দেবতা, পুরুষ ("যেমন দেবা তেমনি দেবী"—দীনবন্ধু)। বাংপ্র। ৩। দান। গ্রা কপ্র। বি।

দেবাকার, -কৃতি—দেবতার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, দিব্যমূর্তি, দিব্যদেহ। দেবের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

দেবাগার—দেবালয়, দেবমন্দির। দেবের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবাগারিক—দেবালয়ে নিযুক্ত, দেব-সেবার নিযুক্ত। দেবাগার+ইক নিযুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

দেবাঙ্গনা—দেবরমণী; স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। দেবের অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবাজীব, -জীবী (-বিন্)—পূজারী ব্রাহ্মণ, দেবল। দেব—আ—জীব্+অং করণ, ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

দেবাত্মা (-ত্মন্)—১। দেবতাস্বরূপ, উচ্চ-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। দেবের আত্মার সদৃশ আত্মা যাহার, বহু। বিণ। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ। দেব আত্মা যাহার, বহু। বি; পুং।

দেবাদিদেব—মহাদেব, শিব; বিষ্ণু। দেবদিগের মধ্যে আদিদেব, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দেবাদেশ—দেবতার আজ্ঞা; প্রত্যাদেশ। দেবের আদেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবানুচর—১। বিদ্যাধর প্রঃ উপ-দেব, গন্ধর্ব যক্ষাদি উপদেবতা। বি; পুং। ২। দেবতার অনুগামী। দেবের অনুচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -চরী।

দেবান্তক—দৈত্য বিঃ; রাক্ষস বিঃ। দেবের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবায়তন—'দেবালয়' দ্রঃ।

দেবায়ুধ—দেবতার অস্ত্র, বজ্রাদি। দেবের আয়ুধ (অস্ত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবারণ্য—তীর্থ বিঃ; দেবতার বিচরণভূমি; নন্দনকানন। দেবের অরণ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবারি—অসুর, রাক্ষস। দেবের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবালয়, দেবায়তন—মন্দির প্রঃ ঈশ্বরের উপাসনার স্থান, দেবগৃহ; স্বর্গ। দেবের আলয়, আয়তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

দেবাশ্ব—দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোড়া, উচ্চৈঃশ্রবা। দেবের অশ্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবাশ্রিত—দেবের অনুগৃহীত, দেবতার আশ্রিত। দেবকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

দেবাসুর—দেব ও অসুর। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দেবাহার—অমৃত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবিক—দেবসম্বন্ধীয়। দেব+ইক (ঠঞ্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দেবী—স্ত্রীদেবতা; (নাটক) রাজমহিষী; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের উপাধি; মর্যাদা-সূচক নামান্ত; পূজনীয়া নারী। দেব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দেবেন্দ্র—দেবশ্রেষ্ঠ; দেবরাজ, ইন্দ্র। দেব-মধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ বা দেবদিগের ইন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেবেন্দ্রকামিনী—দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, ইন্দ্রাণী, শচী দেবী। দেবেন্দ্রের কামিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেবেন্দ্রবাহন—উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব; ঐরাবত হস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবেশ—শিব। দেবের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

দেবেশী—দুর্গা। দেবেশ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দেবোচিত—দেবতার যোগ্য; দেবাত্যন্ত। দেবে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

দেবোত্তর—দেবত্র (তাহা দ্রঃ)।

দেবোদ্যান—দেবতাদিগের বাগান, বৈভ্রাজ মিশ্রক সিদ্রকাবণ এবং নন্দন দেবতাদিগের এই চারিটি বাগান · দেবের উদ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেবোপম—দেবতার মত, দেবতুল্য, দেব-সদৃশ। দেব উপমা যাহার, বহু। বিণ।

দেব্যা—'দেবী' শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ, বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার উপাধি। বাংপ্র। বি।

দেমাক, দেমাগ—অহংকার; অর্বাদি; ধৃষ্টতা। <আ 'দিমাগ'। বি।

দেয়—যাহা দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ, দানযোগ্য, দিবার উপযুক্ত। দা+যৎ কর্ম। বিণ।

দেয়া—১। দাতব্য, দানযোগ্য। দেয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবতা; আকাশ; মেঘ। <দেব বা দেবতা। গ্রা কপ্র। বি।

দেয়াল—প্রাচীর। <ফা 'দিবার্'। বি।

দেয়ালা—শিশুর স্বপ্নে হাসিকান্না। বাংপ্র। বি।

দেয়ালি—দেওয়ালি (তাহা দ্রঃ)।

দেয়াসিনী—দেবকন্যা, দেবাঙ্গনা; পূজারিণী; মন্ত্রসিদ্ধা রমণী; দেবসেবিকা। <দেববাসিনী। বি।

দেয়াসী—মনসা শীতলা ইঃ দেবতার পূজক বা পাণ্ডা। বাংপ্র। বি।

দেরকো, দেলকো—কাঠের পিলসুজ, কাষ্ঠময় দীপাধার। <দীপবৃক্ষ। বি।

দেরাজ—টেবিল প্রঃতে সংলগ্ন টানিয়া খুলিবার আধার বিঃ; টানা। <ইং 'Drawer'. বি।

দেরি—বিলম্ব, গৌণ। <ফা 'দের্'। বি।

দেলকো—'দেরকো' দ্রঃ।

দেশ—১। পৃথিবীর অংশ বিঃ, রাজ্য, পৃথিবীর যে অংশে একজাতীয় ও একভাষা-ভাষী লোকের বাস থাকে; স্বগ্রাম; স্বদেশ; স্থান, ভূমি; অংশ, ভাগ। দিশ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ২। (সংগীত) রাগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

দেশকর্মী (-কর্মিন্), **-কর্ম্মী** (-কর্ম্মিন্)—দেশের হিতের জন্য কার্যকারী ব্যক্তি, দেশ-সেবক। দেশার্থ কর্ম, মধ্যপ কর্মধা; দেশ-কর্মন্+ইন্। বি; পুং।

দেশকাল—স্থান এবং সময়। দেশ ও কাল, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দেশকালজ্ঞ, -বিৎ (-বিদ্)—যে দেশ-কাল বুঝিয়া চলে এরূপ, যে দেশ ও কাল জানে এরূপ, কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে কি কর্তব্য ইহা যে বুঝে এমন। উপতৎ; দেশকাল—জ্ঞা+ক কর্তৃ; দেশকাল—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

দেশকালপাত্র—স্থান সময় এবং ব্যক্তি। দেশ ও কাল ও পাত্র, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

দেশকাল-সন্ততি—(দর্শন) দেশ-কালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হওয়া, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকা বা চলা, space-time-continuum. দেশ ও কাল, দ্বন্দ্ব; তাহাদের সন্ততি (অবিচ্ছেদ) ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেশকালাতীত—১। স্থান এবং সময়কে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন এরূপ, স্থান এবং সময়ের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, যাঁহাকে সকল স্থানে এবং সকল সময়েই পাওয়া যায় এরূপ। বিণ। ২। পরমাত্মা। দেশকালকে অতীত, ২য়াতৎ। বি; পুং।

দেশকালোচিত—স্থান এবং সময়ের উপযুক্ত, যে স্থানে এবং যে সময়ে যেরূপ প্রয়োজনীয় সেরূপ। দেশকালে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

দেশগৌরব—দেশ যাহাকে লইয়া গৌরব প্রকাশ করিতে পারে। দেশের গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী (বা তৎসদৃশ অর্থে বিণ)।

দেশজ—দেশোৎপন্ন, দেশীয়; দেশপ্রচলিত। উপতৎ; দেশ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

দেশত্যাগ—জন্মস্থান ছাড়িয়া যাওয়া। দেশের (দেশকে) ত্যাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশত্যাগী (-ত্যাগিন্)—যে জন্মস্থান ছাড়িয়া গিয়াছে এরূপ, জন্মভূমিপরিত্যাগ-কারী। উপতৎ; দেশ—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্যাগিনী।

দেশদেশান্তর—এক দেশ হইতে অন্য দেশ; নানাদেশ। অন্য দেশ, নিত্য=দেশান্তর; দেশ এবং দেশান্তর, দ্বন্দ্ব; অথবা, দেশ হইতে দেশান্তর, ৫মীতৎ। বি, ক্লী।

দেশদ্রোহী (-হিন্)—জন্মভূমির ক্ষতিকারী, স্বদেশের শত্রু। উপতৎ; দেশ—দ্রুহ্ +ণিন্, কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**। বি, **-দ্রোহিতা**।

দেশধর্ম(র্ম্ম)—দেশের ব্যবহার, দেশাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশপ্রাণ—১। দেশের পক্ষে কল্যাণজনক; দেশের প্রাণস্বরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যিনি দেশকে ভালবাসেন এমন (দেশকর্মী স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পরিচায়ক শব্দ)। দেশ প্রাণ যাঁহার, বহু। বিণ।

দেশপ্রিয়—১। দেশের লোকের প্রীতিভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। ২। যিনি দেশকে ভালবাসেন এমন (স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পরিচায়ক শব্দ)। বহু। বিণ বা বি; পুং।

দেশবন্ধু—দেশের মিত্র; স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশের পরিচায়ক শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশবিখ্যাত—দেশের লোকের নিকট সুপরিচিত, দেশপ্রসিদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

দেশবিদেশ—স্বদেশ ও অন্য দেশ, আপন দেশ ও ভিন্ন দেশ; নানাদেশ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দেশবিধান—দেশের নিয়ম, দেশের আইন; দেশের সামাজিক আচারপদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেশবিভাগ—শাসনাদিকার্যের সুবিধার জন্য কোন দেশকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথক্ করণ; ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে ভাঙ্গিয়া ভারত ও পাকিস্তান গঠন; দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, প্রদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশবিশ্রুত—দেশের মধ্যে নাম-করা, দেশবিখ্যাত। ৭মীতৎ। বিণ।

দেশব্যবহার—দেশের আচার ও পদ্ধতি, দেশাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশব্যাপী (-ব্যাপিন্)—দেশবিসারী, যাহা দেশের সকল স্থানেই বর্তমান এরূপ, সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত। উপতৎ; দেশ—বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যাপিনী**।

দেশভেদ—দেশ বিঃ; ভিন্নদেশ, ভিন্নস্থান, পৃথক্ স্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশময়—সারা দেশ জুড়িয়া। দেশ+ময় ব্যাপ্ত্যর্থে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

দেশমাতৃকা—স্বদেশজননী, জননীরূপে কল্পিত স্বদেশ। দেশরূপা মাতৃকা, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দেশমুখ—১। দেশনায়ক, দেশাধিপতি, রাজা; দেশের প্রধান ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। মহারাষ্ট্র, আসাম ও উত্তর বঙ্গে প্রচলিত হিন্দু উপাধি বিঃ। বি; পুং।

দেশলাই, দেশালাই—দীপ জ্বালিবার জন্য গন্ধকযুক্ত কাঠি, দেকাঠি। < দীপশলাকা। বি।

দেশশাসন—রাষ্ট্রপরিচালন; দেশের রক্ষণাবেক্ষণাদি কার্য, রাজ্যমধ্যে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, administration. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেশসেবক—যিনি দেশের মঙ্গলজনক কার্য করেন, স্বদেশের হিতসাধক। দেশের সেবক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-সেবিকা**।

দেশসেবা—স্বদেশের হিতসাধন, দেশের মঙ্গলজনক কার্যকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেশহিত—দেশের কল্যাণ, জন্মভূমির মঙ্গল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেশহিতকর—দেশের কল্যাণজনক, জন্মভূমির উপকারক। উপতৎ; দেশহিত—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

দেশহিতব্রত—১। দেশের কল্যাণকরণরূপ পবিত্র কার্য; দেশের মঙ্গলকরণরূপ পবিত্র কার্য। দেশহিতই ব্রত, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যিনি সর্বদা দেশের কল্যাণসাধন করেন এরূপ, দেশের মঙ্গলানুষ্ঠাতা। দেশহিত ব্রত যাঁহার, বহু। বিণ।

দেশহিতৈষণা—দেশের উপকার করিবার ইচ্ছা। দেশহিত—ইষ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

দেশহিতৈষী (-ষিন্) দেশের কল্যাণকামী, দেশের শুভেচ্ছু, দেশের মঙ্গলকামনাকারী। উপতৎ; দেশহিত—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**। বি, **-ষিতা**।

দেশাচার—দেশের বিশেষ রীতি, দেশে প্রচলিত রীতি; দেশব্যবহার। দেশের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেশাত্মবোধ—সমস্ত দেশকে আপনার বলিয়া জ্ঞান, সমগ্র দেশবাসীকে আপনার বলিয়া ধারণা; সমগ্র দেশকে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান; সমগ্র দেশবাসীর সুখদুঃখকে আপনার বলিয়া মনে করা, patriotism. আত্মার বোধ, ৬ষ্ঠীতৎ=আত্মবোধ; দেশে আত্মবোধ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দেশান্তর—১। অন্যদেশ; দূরদেশ। অন্য দেশ, নিত্য। ২। (ভূগোল) বিষুববৃত্তের মধ্যরেখা হইতে পূর্বে বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব, দ্রাঘিমা, longitude. দেশের অন্তর (দূরত্ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেশান্তর, দেশান্তরী—যে স্বদেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছে এমন, দেশত্যাগী, চিরপ্রোষিত। < দেশান্তরিত। বিণ।

দেশান্তরিত—দূর দেশে গত; দেশ হইতে যে চলিয়া গিয়াছে এমন। দেশান্তরে ইত (গত), ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

দেশান্তরীয়—যে বা যাহা অন্য দেশে জন্মে এরূপ; যাহার অন্য দেশে বাস এরূপ; অন্যদেশ-সংক্রান্ত। দেশান্তর+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

দেশিক—১। পথিক, পান্থ; স্থানীয়; স্থানীয় অধিবাসী। দেশ+ইক প্রভৃত্যর্থে। ২। সত্যপথনির্দেশক; গুরু, উপদেষ্টা। দেশ (উপদেশ)+ইক সাধু অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

দেশিনী—১। তর্জনী অঙ্গুলি। দিশ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। দেশজাতা। দেশিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দেশী (দেশিন্)—১। দেশবাসী; স্বদেশজাত; যে বা যাহা দেশে জন্মে এরূপ; যাহা দেশে প্রস্তুত হয় এরূপ, যাহা দেশে সহজে পাওয়া যায় এরূপ। দেশ+ইন্ (সং) বা ঈ (বাং)। বিণ। ২। যাহা মার্গী নহে এরূপ সংগীত, সচরাচর প্রচলিত সংগীত; প্রাকৃত ভাষা বিঃ। দেশ+ইন্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

দেশী—(সংগীত) খাড়বজাতীয়া রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

দেশীয়—দেশজাত; দেশ-সম্বন্ধীয়; প্রায়, কাছাকাছি (যোড়শবর্ষদেশীয়)। দেশ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

দেশীয়করণ, দেশ্যকরণ—ভিন্ন দেশ হইতে আগত কাহাকেও ভোটাধিকার ইঃ দিয়া দেশের লোক বলিয়া গণ্যকরণ এবং তাহার সকল সুযোগ প্রদান, naturalization. দেশীয়, দেশ্য—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দেশোন্নতি—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি। দেশের উন্নতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেশোয়ালী—দেশীয়, স্বদেশজাত ('—ভাই'); উত্তর ভারতীয়; পশ্চিমদেশীয় ('—গাই')। হি-মু। বিণ।

দেশ্য—১। পূর্বপক্ষ। দিশ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; ক্লী। ২। দেশযোগ্য; দেশীয়। দেশ+যৎ যোগ্যার্থে, ভবার্থে। বিণ।

দেশ্যকরণ—'দেশীয়করণ' দ্রঃ।

দেশ্যভূত—সেই দেশের অধিবাসীতে পরিণত, naturalised. দেশ্য ভূত, সুপ্। বিণ।

দেহ—১। শরীর, অঙ্গ। দিহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং বা ক্লী। ২। লেপন। দিহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। দাও, অর্পণ কর। কপ্র। ক্রি।

দেহকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা** (-কর্তৃ)—পৃথিবী প্রঃ পঞ্চভূত; ঈশ্বর; সূর্য; পিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহকোষ—শরীরের আবরণ, চামড়া, চর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহক্ষয়—১। শরীরনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রোগ, পীড়া। দেহের ক্ষয় যদ্দারা, বহু। বি; পুং।

দেহজ—১। যাহা শরীর হইতে জন্মে এমন, শরীরজাত। বিণ। ২। পুত্র, ছেলে। উপতৎ; দেহ—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

দেহজা—১। শরীর হইতে উৎপন্ন। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা, মেয়ে। দেহজ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দেহতত্ত্ব—শরীরবিদ্যা, শরীরসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান; শরীরের কোন্ স্থানে কি যন্ত্র আছে সেই বিষয়ের যথাযথ বিবরণ, Physiology, শরীরের রহস্য কথা, শরীরের অনিত্যতাদি-বিষয়ক জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেহত্যাগ—আত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়া, শরীরবিসর্জন, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহদ—১। শরীরদাতা; পিতা। বি; পুং, বা বিণ। ২। পারা, পারদ। উপতৎ; দেহ—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

দেহদান—অপরের সুখের জন্য নিজের শরীর দেওয়া; সম্ভোগার্থ নারীর আত্মদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেহধারক—১। শরীরধারী। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিকা**। ২। অস্থি, হাড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

দেহধারণ—শরীর বাঁচাইয়া রাখা, বাঁচিয়া থাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেহধারী (-ধারিন্)—শরীরধারণকারী; দেহী, শরীরী। উপতৎ; দেহ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

দেহনাশ—শরীরক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহপঞ্জর—১। শরীরের পাঁজরা; শরীরের হাড়সমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আত্মার শরীররূপ বন্ধনস্থান। দেহই পঞ্জর, কর্মধা। বি; ক্লী।

দেহপণে—শরীরকে পণ বা মূল্যস্বরূপ গণ্য করিয়া, শরীরের বদলে। দেহ পণ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

দেহপাত—শরীরক্ষয়, শরীরের নাশ, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহপিঞ্জর—শরীররূপ পিঁজরা বা খাঁচা, শরীররূপ বন্ধনস্থান। দেহরূপ পিঞ্জর, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

দেহবিজ্ঞান—শারীরবিজ্ঞান, Physiology. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেহভার—১। শরীররূপ বোঝা, শরীররূপ ক্লেশবাহ বস্তু। দেহরূপ ভার, রূপক কর্মধা। ২। শরীরের অধিক ওজন, শরীরের গুরুত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহভারধারণ, -বহন—কষ্টকর জীবন যাপন; জীবনধারণরূপ ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। দেহভারের ধারণ, বহন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেহভৃৎ—শরীরধারী জীব। উপতৎ; দেহ—ভৃ+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

দেহযষ্টি—ক্ষীণ শরীর, কৃশ দেহ; কোমল দেহ। দেহ যষ্টিপ্রায়, উপমিত কর্মধা; অথবা, দেহরূপ যষ্টি, রূপক-কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দেহযাত্রা—১। প্রাণধারণের উপযোগী ব্যাপার, আহার্য ইঃ গ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মৃত্যু। দেহের যাত্রা (গমন, অর্থাৎ নাশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেহরক্ষা—মৃত্যু, দেহবিসর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেহলাভ—জন্মগ্রহণ, দেহপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহলি, দেহলী—দেয়াল; বারান্দা, গৃহ-সম্মুখস্থ রক; চৌকাঠের নিম্নস্থ বা উপরিস্থ কাষ্ঠফলক; ফটক; বহির্দ্বার; দেউড়ি। দেহ—লা+ক কর্তৃ+ঈপ্ (নিপা বিকল্পে হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

দেহসার—মজ্জা, অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহা—দেহ, শরীর। প্রা কপ্র। বি।

দেহাত—পাড়াগাঁ, গ্রাম। ফা-মূ। বি।

দেহাতী—দূর গ্রামে উৎপন্ন; গ্রাম্য, পাড়া-গাঁয়ের। ফা-মূ। বিণ।

দেহাতীত—দেহাভিমানশূন্য, শরীর ভিন্ন অন্য, শরীরাতিরিক্ত। দেহকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

দেহাত্মপ্রত্যয়, -বাদ—(চার্বাকমতে) শরীর ও আত্মা এক পদার্থ বলিয়া জ্ঞান, শরীরকে আত্মরূপে বিশ্বাস, 'শরীরই আত্মা'—এই মত। দেহই আত্মা, কর্মধা; তাহাতে প্রত্যয় (জ্ঞান), ৭মীতৎ; (২য় পক্ষে) তাহার বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহাত্মবাদী (-দিন্)—দেহাত্মবাদে বিশ্বাসকারী, যাহাদের মতে দেহই আত্মা এমন; চার্বাকপন্থী। উপতৎ; দেহাত্মন্—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

দেহান্ত—দেহের নাশ, মৃত্যু। দেহের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দেহান্তর—১। অন্য দেহ, শরীরান্তর। অন্য দেহ, নিত্য। ২। দেহের মধ্যভাগ। দেহের অন্তর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেহান্তরপ্রাপ্তি—ভিন্নদেহ লাভ, জন্মান্তরপরিগ্রহ, পুনর্জন্মগ্রহণ। দেহান্তরের প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দেহাবলী—গ্রামসমূহের পর পর নামোল্লেখ, গ্রামের নামের ফর্দ। ফা-মূ। বি।

দেহাবসান—মৃত্যু, শরীরনাশ। দেহের অবসান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দেহারা, দেহেরা—দেবালয়, মঠ; দুয়ার। প্রা কপ্র। বি।

দেহালা—দেয়ালা (তাহা দ্রঃ)।

দেহি—দাও। দা+হি (অনুজ্ঞা প্রঃ)। সংস্কৃত ক্রিয়া। **দেহি দেহি রব**—'দাও, দাও' এইরূপ শব্দ; তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও লোভসূচক উক্তি। **দেহি পদপল্লব-মুদারম্**—অত্যন্ত বিনীত, মাত্রাতিরিক্ত-ভাবে একান্ত অনুগত (গীতগোবিন্দের শ্লোকের অংশ বিঃ)।

দেহী (দেহিন্)—১। শরীরের অধিষ্ঠাতা জীব, আত্মা। বি; পুং। ২। শরীরী, দেহবিশিষ্ট। দেহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দেহিনী**।

দেহু—শরীর, কায়। প্রা কপ্র। বি।

দেহুড়ি—দেউড়ি, বহির্দ্বার, সদর দরজা। প্রা কপ্র। বি।

দেহেরা—'দেহারা' দ্রঃ।

দৈ—'দই' দ্রঃ।

দৈতেয়—দিতিপুত্র, অসুর। দিতি+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

দৈত্য—দিতির গর্ভে জাত কশ্যপপুত্র, অসুর। দিতি+ণ্য অপত্যার্থে। বি; পুং।

দৈত্যকুল—অসুরবংশ, অসুরসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। **দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ**—বিষ্ণু-বিদ্বেষী বংশে জাত বিষ্ণু-উপাসক; (তাহা হইতে) কুখ্যাত বংশের গুণবান্ সন্তান।

দৈত্যগুরু—শুক্রাচার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈত্যদেব—বায়ু; বরুণ। দৈত্যদিগের দেব (পূজ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈত্যনিসূদন—বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; দেব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈত্যপতি—হিরণ্যকশিপু; বলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈত্যপূজ্য—১। শুক্রাচার্য। বি; পুং। ২। দৈত্যগণের মাননীয়। ৩য়াতৎ। বিণ।

দৈত্যমাতা (-মাতৃ)—কশ্যপপত্নী, দিতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দৈত্যারি—বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; দেব। দৈত্যের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দৈন—১। দীনতা, দারিদ্র্য। দীন+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। দিবসীয়, দিনভব, দৈনিক। দিন+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈনী**।

দৈনন্দিন—দিন দিন যাহা ঘটে জন্মে বা নিষ্পন্ন হয় এরূপ, প্রাত্যহিক, প্রতিদিবসীয়। দিন+দিন+অণ্ ভবার্থে (নিপাতনে)। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

দৈনন্দিন-প্রলয়—ব্রহ্মার এক এক দিনের শেষে সর্ববস্তুর ক্ষয়। কর্মধা। বি; পুং।

দৈনিক—১। রোজকার, প্রাত্যহিক; দিবা-ভাগে যাহা ঘটে এরূপ; একদিনে যাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে এরূপ; দিনসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। যে খবরের কাগজ প্রতিদিন বাহির হয় তাহা, প্রাত্যহিক সংবাদপত্র। দিন+ইক ভবার্থে। বি; স্ত্রী।

দৈন্য—দারিদ্র্য; কার্পণ্য; শোচনীয়তা; ক্ষোভ; হীনতা, সংকীর্ণতা, অনুদারতা;

কাতরতা ; সন্তাপ। দীন+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দৈন্যদশা—গরিব অবস্থা, দরিদ্রাবস্থা, ধনহীনতা। দৈন্যই দশা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দৈন্যদশাগ্রস্ত, -প্রাপ্ত—যে গরিব হইয়া পড়িয়াছে এমন ; দারিদ্র্যপীড়িত। দৈন্যদশা দ্বারা গ্রস্ত, ৩য়াতৎ ; দৈন্যদশাকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

দৈব—১। ভাগ্য, অদৃষ্ট ; অঙ্গুলির অগ্রভাগরূপ দেবতীর্থ। বি ; ক্লী। **দৈবে** - অদৃষ্টক্রমে, ভাগ্যবশতঃ। ২। বিবাহ বিঃ। বি ; পুং। ৩। ভাগ্যজাত ; দেবতা হইতে আগত ; দেবসম্বন্ধীয় ; দেবকৃত ; স্বর্গলোকসংক্রান্ত, স্বর্গীয় ; অলৌকিক ; দেবতার প্রীতিসাধক। দেব+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈবী**। ৪। আকস্মিক বিপদ্, দুর্ঘটনা ; অশুভ, অমঙ্গল। বাংপ্র। বি।

দৈবকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন)—দেবতার উদ্দেশে যে কাজ করা হয় তাহা, যজ্ঞাদি কার্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দৈবকী—দেবকী, শ্রীকৃষ্ণের মাতা। দেবক+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দৈবকীনন্দন—কৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৈবক্রম—আকস্মিকতা, দৈবগতি। দৈবের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৈবক্রমে - হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ। দৈবের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

দৈবগতি—দৈবঘটনা, অপ্রত্যাশিত কাণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

দৈবগতিকে—দৈবাৎ, অকস্মাৎ, সহসা, অপ্রত্যাশিত ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

দৈবঘটনা—আকস্মিক ঘটনা, অসম্ভাবিত ব্যাপার। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দৈবজ্ঞ—১। গণক, ভাগ্যে কি আছে তাহা যে বলিয়া দিতে পারে এমন, অদৃষ্টাভিজ্ঞ। বিণ। ২। ব্রাহ্মণজাতি বিঃ, আচার্য। উপতৎ ; দৈব—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

দৈবত—১। দেবতা। দেবতা+অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। ২। দেবসম্বন্ধীয়। দেবতা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

দৈবতন্ত্র—ভাগ্যাধীন। দৈব তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহু। বিণ।

দৈবতীর্থ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগ—যদ্দ্বারা দেবতাদের তর্পণ করা হয়। দৈব (দেবসম্বন্ধীয়) তীর্থ (ক্ষেত্র), কর্মধা। বি ; ক্লী।

দৈবদুর্বি(র্বির)পাক—১। অদৃষ্টের শোচনীয় পরিণাম, দৈবের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্যয়। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আকস্মিক দুর্ঘটনা, দৈবদুর্যোগ। কর্মধা। বি ; পুং।

দৈবদুর্যো(র্য্যো)গ—ঝড় বৃষ্টি প্রঃ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক উপদ্রব। কর্মধা। বি ; পুং।

দৈবদোষ—ভাগ্যদোষ, অদৃষ্টের দোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৈবধন—১। অদৃষ্টের গুণে যে অর্থ লাভ করা যায় তাহা, ভাগ্যলব্ধ ধন। দৈবদত্ত ধন, মধ্যপ কর্মধা। ২। দেবতাকে প্রদত্ত ধন, দেবসম্বন্ধীয় ধন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দৈবপ্রশ্ন—ভাগ্যফল জিজ্ঞাসা। কর্মধা। বি ; পুং।

দৈববশে - দৈবাৎ, আকস্মিক ভাবে। দৈবের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। ক্রি-বিণ।

দৈববাণী—দেবতা অলক্ষিতে থাকিয়া যে কথা বলেন তাহা, আকাশবাণী, অমানুষী কথা ; সংস্কৃত ভাষা। দৈবী বাণী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দৈববিড়ম্বনা—অদৃষ্টের ফের, দৈবের প্রতিকূলতা। দৈবকৃতা বিড়ম্বনা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দৈবযুগ—দেবমানে বার হাজার বৎসর, মনুষ্যপরিমাণে চারিযুগ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দৈবযোগ—দৈবঘটনা ; আকস্মিকতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দৈবযোগে—দৈববশতঃ, দৈবাৎ, হঠাৎ। দৈবের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

দৈবলব্ধ—ভাগ্যবশতঃ প্রাপ্ত, অদৃষ্টক্রমে প্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ। [বি ; পুং।

দৈবলেখক—গণক, দৈবজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ।

দৈবশক্তি—যাহা সচরাচর মানুষের মধ্যে দেখা যায় না এমন শক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা। দৈবী শক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দৈবাৎ—হঠাৎ, অকস্মাৎ ; দৈববশতঃ। দৈব—অত্+কিপ্ কর্তৃ। অ।

দৈবাত্যয়—দৈবকৃত উৎপাত। দৈব অত্যয়, কর্মধা। বি ; পুং।

দৈবাদেশ—দেবতার প্রদত্ত নির্দেশ, দৈববাণী, প্রত্যাদেশ। দৈব আদেশ, কর্মধা। বি ; পুং।

দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত—যাহা মনুষ্যের ইচ্ছার অধীন নয় এরূপ, বিধিনির্বন্ধ অনুসারে যাহার সংঘটন হয় এরূপ, বিধিনির্দিষ্ট। দৈবের অধীন, আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দৈবিক—১। দেব-সম্বন্ধীয়। দেব+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। দেবোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। দেব+ইক দেয়ার্থে। বি ; ক্লী।

দৈবী—১। দৈবঘটনা, দৈবযোগ ; চিকিৎসা বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। দেবসম্বন্ধিনী। দেব+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দৈবোপহত—হতভাগ্য, দৈব যাহার বিরুদ্ধ এরূপ। দৈব-কর্তৃক উপহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দৈব্য—১। ভাগ্য ; দৈব। দেব+যঞ্ কৃতার্থে। বি ; ক্লী। ২। দেবসম্বন্ধীয়। দেব+যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দৈর্ঘ্য—যতটুকু লম্বা তাহার পরিমাণ, দীর্ঘতা। দীর্ঘ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

দৈশিক—দেশসম্বন্ধীয় ; অংশ বা একদেশ সংক্রান্ত। দেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

দৈহিক—দেহসম্বন্ধীয়, শারীরিক। দেহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

দো—১। দুঃখী, হতভাগিনী। <বাং 'দুয়ো'। ২। দুই, দ্বি। <দ্বি। বিণ।

দো-আব—(সাধারণতঃ গঙ্গা এবং যমুনা নদীর সংগমস্থলের নিকটস্থ) দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানের নাম ; দুই নদীযুক্ত দেশ। দো (দুই) আব (জল) যে স্থানে, বহু। বাংপ্র। বি।

দো-আঁশ—দুইটি আঁশযুক্ত ; সমান মৃত্তিকা ও বালুকাযুক্ত, বেলে ও এঁটেল মাটির মিশ্রণজাত ('— মাটি')। দো (দুই) আঁশ (<অংশু) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

দো-আঁশলা—দুই রকম বস্তুর মিলনে উৎপন্ন ; বর্ণসংকর ; বেলেমাটি ও এঁটেল মাটিসংযুক্ত। দো-আঁশ+লা আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোঁহা—১। হিন্দী ভাষায় ব্যবহৃত ছন্দ বিঃ বা উক্ত ছন্দে রচিত কবিতা বিঃ। হি। বি। ২। দুই ভাগ, উভয়। প্রা কপ্র। সর্ব।

দোঁহার, দোঁহাকার—দুই জনের। প্রা কপ্র। সর্ব।

দোঁহে—দুইজনে। প্রা কপ্র। সর্ব।

দোকর—দুইবার, ডবল ; পুনবার। দো (<দ্বি) কর (করণ) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

দোকলা—দুই জনে। 'একলা'র অনুকরণে গঠিত। বাংপ্র। বিণ।

দোকা—১। যে লম্বা দড়ির একস্থান হইতে অনেকগুলি শাখা বাহির করিয়া প্রত্যেক শাখায় এক একটি গরু বাঁধা হয় সেইরূপ দড়ি। বি। ২। দুইজন। বাংপ্র। বিণ।

দোকাঠি—দুইটি শলাকাযুক্ত, দুইটি কাঠি দ্বারা সম্পাদিত ('— বাদ্য')। দো (দুই) কাঠি যাহার বা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

দোকান—পণ্যশালা, পণ্যালয়। <ফা 'দুকান'। বি। **দোকান করা**—দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করা। **দোকান তোলা**—বেচাকেনার শেষে দোকানের জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, দোকান বন্ধ করা ; ব্যবসায় বন্ধ করা। **দোকান**

বিছানো, মেলানো—জিনিসপত্র অগোছালভাবে রাখা।

দোকানদার—দোকানের মালিক। দোকান+দার মালিক অর্থে। ফা-মূ। বি।

দোকানদারি—দোকানদারের কার্য; দোকানদারের ন্যায় স্বার্থপর ব্যবহার; ব্যবসায়িসুলভ আচরণ। দোকানদার+ই কর্মার্থে। ফা-মূ। বি। বিণ, **-দারী**।

দোকানপাট—দোকান, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত দ্রব্যাদি। ফা-মূ। বি।

দোকানী—দোকানের মালিক। দোকান+ঈ মালিক অর্থে। ফা-মূ। বি।

দোক্তা—শুকনা তামাকপাতা; শুকনা তামাকপাতা মিশানো পানের মসলা। বাংপ্র। বি।

দোখ—দোষ। প্রা কপ্র। বি।

দোগ্ধা (দোগ্ধৃ)—দোহনকর্তা। দুহ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দোগ্ধ্রী**।

দোচালা—১। দুই চালযুক্ত ঘর। বি। ২। দুইটি চালযুক্ত ('— ঘর')। দো (দুই) চাল, কর্মধা; দোচাল+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। [প্রা কপ্র। বি।

দোছটি, দোছুটি—ধুতি এবং চাদর।

দোছুট, দোছোট—দ্বিতীয় বস্ত্র, চাদর, উত্তরীয়, একপাট্টা। <দ্বি-সূত্র। বি।

দোজ—(সংগীত) খোলবাজনার দ্বাদশমাত্রিক তাল বিঃ। বি; পুং।

দোজখ—নরক। <আ 'দুযখ্'। বি।

দোজপক্ষ—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

দোজবর—দ্বিতীয় বার বিবাহিত ব্যক্তি।

দোজবরে—দ্বিতীয় বার বিবাহিত; যে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবে এরূপ। দো(দুই)জবর+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বিণ।

দোটানা—১। দুইদিকে মনের টান, দ্বিধা। কর্মধা। বাংপ্র। বি। ২। দুইদিকে আকর্ষণযুক্ত; দুইদিকে প্রবাহিত। দো (দুই) টান, কর্মধা; দোটান+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ। **দোটানায় পড়া**—কোন্‌দিকে যাইতে হইবে কি করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারা।

দোতরফা—দুই পক্ষসম্বন্ধীয়, দুই পক্ষের কথা শুনিয়া বিচারিত। দো (দুই) তরফ, কর্মধা; দোতরফ+আ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোতলা, দোতালা—১। দুইতলযুক্ত, দ্বিতল। বিণ। ২। দুইতলবিশিষ্ট অট্টালিকা। <দ্বিতল। বি।

দোতারা—১। দুইটি তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। বি। ২। দুইটি তার দ্বারা সংযুক্ত। দো (দুই) তার, কর্মধা; দোতার+আ বিশিষ্টার্থে। কপ্র। বিণ।

দোতী—দূতী। প্রা কপ্র। বি।

দোথরি—দুই থাকে সাজানো। কপ্র। বিণ।

দোদমা—যে পটকায় দুইবার আওয়াজ হয়। বাংপ্র। বি। [বিণ।

দোদুল—যাহা দুলিতেছে এরূপ। বাংপ্র।

দোদুল্যমান—যাহা ক্রমাগত দোল খাইতেছে এরূপ, দোলায়মান। দুল্+যঙ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

দোধারী—দুই পাশের, উভয়দিকের; দুই-দিকে ধারযুক্ত ('— তরওয়াল')। দোধার+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোন—১। দুই, উভয়। প্রা কপ্র। বিণ। ২। জল ছেঁচিয়া ফেলিবার কাঠের পাত্র বিঃ। <দ্রোণ। বি। [বিণ।

দোনমনা—দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়গ্রস্ত। বাংপ্র।

দোনলা—দুই নলযুক্ত, double-barrelled. বাংপ্র। বিণ।

দোনা—১। পান রাখিবার কলাপাতার ঠোঙা। <দ্রোণ। ২। ঔষধে ব্যবহৃত উদ্ভিদ্ বিঃ। বাংপ্র। বি।

দোনি, দুনী—জল তুলিবার ডোঙ্গা বিঃ; ছোট নৌকা বিঃ। <দ্রোণ। বি।

দোপড়া—যে কন্যার একস্থলে বিবাহ স্থির হইয়া পাত্রহরিদ্রা হইবার পর অন্য পাত্রে বিবাহ হয় এরূপ। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

দোপাটি—ফুল বিঃ। <দ্বিপুট। বি।

দোপাট্টা—লম্বালম্বি সেলাই করিয়া একত্র করা ('— কাপড়')। দো (দুই) পাট্টা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

দোপিঁয়াজী—মাংসের সহিত প্রভূত পেঁয়াজ দিয়া রন্ধন-করা ব্যঞ্জন। <ফা 'দোপিয়াজহ্'। বি।

দোপেয়ে—১। দুইপদযুক্ত। বিণ। ২। মানুষ; পাখি। দোপা (দুই পা)+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি।

দোফলা ১। যাহাতে বৎসরে দুইবার ফল ধরে এরূপ ('— গাছ')। দো-ফল+আ কর্তৃ। ২। যাহাতে দুইটি ফলক আছে এরূপ ('— ছুরি')। দো ফলা আছে যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

দোফাঁক—দ্বিধাবিভক্ত। বাংপ্র। বিণ।

দোফাল—দ্বিখণ্ডিত; দুইফালযুক্ত। বাংপ্র। বিণ। [উত্তরীয়। বাংপ্র। বি।

দোবজা—একপ্রকার মোটা চাদর;

দোবরা, দোবারা—যাহা দুইবার পরিষ্কৃত করা হইয়াছে এরূপ সাদা দানাদার ('— চিনি')। দো (দুই)+বর, বার+আ পরিষ্কৃতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোবাহার—(সংগীত) দ্বাদশমাত্রার তাল বিঃ। বি।

দোবে—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। <দ্বিবেদী। বি।

দোভাপা—দুইবার সিদ্ধ-করা। দো (দুই)+ভাপ (<বাষ্প)+আ কৃতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোভাষী—যে দুই ভাষা জানে, যে এক-জনের ভাষা আর একজনকে বুঝাইয়া দেয়, interpreter. দো (দুই) ভাষা, কর্মধা; দোভাষা+ঈ জানে অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দোমড়ানো—বাঁকা করা, ভাঁজ করা, মোচড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দোমতি—দুইটি মতিযুক্ত, যাহাতে দুইটি মুক্তা আছে এরূপ, দুইনরী। প্রা কপ্র। বিণ।

দোমালা—১। আধপাকা, অর্ধপক্ব ('— নারিকেল')। বিণ। ২। আধপাকা নারিকেল। বাংপ্র। বি।

দোমেটে—দুমেটে (তাহা দ্রঃ)।

দোয়জ—দ্বিতীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

দোয়া—১। আশীর্বাদ; করুণা। <আ 'দুআ'। ২। দোহন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দোয়াজ—দ্বিতীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

দোয়াড়—দুই। প্রা কপ্র। বিণ।

দোয়াত—কালির পাত্র, মস্যাধার। <আ 'দবাত'। বি।

দোয়ানি—দুয়ানি (তাহা দ্রঃ)।

দোয়াবর—কল্যাণীয়, মুসলমানদিগের চিঠির পাঠ বিঃ। দোয়া (<আ 'দুআ')+বর (সং)। বিণ।

দোয়ার—'দোহার' দ্রঃ।

দোয়ারকি, দোহারকি—দোহারের কার্য, দোহার কর্তৃক মূল গায়কের গীত পদাংশের পুনরাবৃত্তি। দোয়ার, দোহার+কি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

দোয়ারি—দারোয়ান, দৌবারিক, দ্বারী। প্রা কপ্র। বি।

দোয়াল—দুগ্ধবতী। বাংপ্র। বিণ।

দোয়েম—দ্বিতীয়; দ্বিতীয় শ্রেণীর; যাহা উৎকৃষ্ট হইতে কিছু নীচে এরূপ ('— জমি')। <ফা 'দুয়ম্'। বিণ।

দোয়েল—দয়েল (তাহা দ্রঃ)।

দোর—দরজা। <দ্বার। বি।

দোরক, দোরকা—বীণার তার বাঁধিবার সুতা; বীণাতন্ত্রীর বন্ধনরজ্জু। <ডোর। বি।

দোরগোড়া—দরজার নিম্নস্থানের নিকট-বর্তী স্থান। দোরের গোড়া, ৬তৎ। বাংপ্র। বি।

দো-রসা—যাহা খুব টাটকা নহে বা খুব পচাও নহে এমন, সামান্য পচা ('— মাছ'); মিঠেকড়া ('— তামাক'); সামান্য রস-যুক্ত; এঁটেল ও বেলেমাটিতে মিশানো ('— জমি')। দো (দুই) রস, কর্মধা; দো-রস+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোরন্ত—দুরন্ত (তাহা দ্রঃ)।

দোরোখা—যাহার দুই দিকই একরকম কারুকার্যবিশিষ্ট এমন (শাল, বস্ত্র প্রঃ)। দোরোখ+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোর্দ(র্দ্দ)ণ্ড—বাহুরূপ দণ্ড, ভুজদণ্ড। দোস্‌-রূপ দণ্ড (যষ্টি), রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

দোর্দ(র্দ্দ)ণ্ডপ্রতাপ—১। ভুজবল, বাহুবল ; প্রবল শাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। অত্যধিক প্রতাপশালী। দোর্দণ্ডে প্রতাপ যাহার, বহু। বিণ।

দোল—১। শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোলযাত্রা, হোলি [এই উৎসব ফাল্গুনের শুক্লা একাদশী হইতে পরবর্তী কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্যন্ত হয়] ; দোলন। দুল্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। ডুলি, ঝুলি, ধান্যাদি রাখিবার পাত্র। দুল্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

দোলক—সরু সুতা দিয়া বাঁধা অবস্থায় দুলিতে থাকা ভারী বস্তু, ঘড়ি প্রঃ যন্ত্রের যে অংশটি সর্বদা দোলে, pendulum. দুল্‌+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

দোলক-ঘড়ি—যে ঘড়ির ভিতরে দোলক আছে তাহা, pendulum clock. দোলক-যুক্ত ঘড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দোলন—কম্পন, নড়াচড়া ; ঝুলন, ইতস্ততঃ চলন ; (পদার্থবিদ্যা) দোলকের গতি, oscillation. দুল্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

দোলনকাল—(পদার্থবিদ্যা) দোলকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুলিতে যে সময় লাগে তাহা, period of oscillation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দোলনা—শিশুদিগের দোলায়মান শয্যা, দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া আসন। দোল্‌+অনা করণ। বাংপ্র। বি।

দোলমঞ্চ—মাটি বা ইটের তৈরী যে বেদীর উপরে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলানো দোলায় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া দোলযাত্রা সম্পন্ন হয় তাহা। দোলের মঞ্চ, ৬ষ্ঠী-তৎ (নিমিত্তার্থে)। বি ; পুং।

দোলমান—আশঙ্কাযুক্ত ; দ্বিধাগ্রস্ত। প্রা কপ্র। বিণ। [বিণ।

দোলমাল—টলমল ; চঞ্চল। প্রা কপ্র।

দোলযাত্রা—হোলি-উৎসব, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের দোলায় আরোহণরূপ উৎসব। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দোলা—১। পালকির ন্যায় যান বিঃ, চতুর্দোল ; ডোল, মড়ার খাট, ধান্যাদিপাত্র। দুল্‌+অচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। ২। দোলন। দুল্‌+ঘঞ্‌ ভাব+আপ্‌। ৩। দোলনা, যাহার উপর বসিয়া বা যাহা অবলম্বন করিয়া দোলে। দুল্‌+ঘঞ্‌ অধি+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ৪। দোল খাওয়া, ঝোলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দোলাই দুই ভাঁজ কাপড় দিয়া সেলাই-করা শীতের কাপড় বিঃ। হি। বি।

দোলায়মান—যাহা দুলিতেছে এরূপ ; যে একপক্ষ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না এরূপ, সন্দিহান। দোল (দোলন)—অয়্‌ অথবা দোলায়+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

দোলায়িত—১। যাহা ঝুলিয়া আছে এরূপ ; যাহাকে দোলানো হইয়াছে এরূপ ; পক্ষাবলম্বনে দ্বিধাকারী, সন্দিহান। দোলা—অয়্‌ অথবা দোলা+ক্যঙ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। ২। দোলন। দোলা-অয়্‌+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

দোলিকা—দোলা, ঝুলন। দোলা+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

দোলী—ডুলি, ঝুলি। দোল+ঈপ্‌। বি ;

দোশালা—দুইপ্রস্থ শাল, শালের জোড়া। বাংপ্র। বি।

দোষ—অপরাধ ; পাপ ; অনিষ্ট ; কুকর্ম ; নিন্দা, কলঙ্ক ; অপকর্ষ ; নিয়মের অন্যথা-ভাব ; ত্রুটি ; ন্যূনতা ; অত্যাচার ; হানি, ক্ষতি ; কাব্যের অপকর্ষসাধক ধর্ম বিঃ [যথা—বিরুদ্ধমতিকারিতা, অনৌচিত্য, প্রক্রমভঙ্গ, কবিপ্রসিদ্ধিলঙ্ঘন, নিহতার্থতা, অশ্লীলতা ইঃ] ; (ন্যায়শাস্ত্র) রাগ দ্বেষ মোহ ; (আয়ুর্বেদ) বাত পিত্ত কফ। দুষ্‌+ণঙ্‌ ভাব। বি ; পুং। **দোষ করা**—অপরাধ করা। **দোষ দেওয়া**—কলঙ্ক আরোপ করা ; নিন্দা করা।

দোষ-ক্ষালন—নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণ করা ; নির্দোষতা-প্রতিপাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দোষগ্রাহিতা—পরের দোষ ধরার স্বভাব। দোষগ্রাহিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দোষগ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—যে পরের দোষ ধরিয়া বেড়ায় এমন ; পরচ্ছিদ্রান্বেষী, দুর্জন। উপতৎ ; দোষ—গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**। বি, **-গ্রাহিতা**।

দোষজ্ঞ—১। যে দোষ জানে এরূপ। বিণ। ২। পণ্ডিত ; চিকিৎসক। উপতৎ ; দোষ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

দোষত্রয়—বাত পিত্ত কফ ; রাগ দ্বেষ মোহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

দোষদর্শিতা—পরের দোষ দেখার স্বভাব। দোষদর্শিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-দর্শী** (-দর্শিন্‌)।

দোষদর্শী (-দর্শিন্‌)—যে শুধু অন্যের দোষই দেখে এরূপ। উপতৎ ; দোষ—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**। [ক্রি [, বি।]

দোষা—দোষ দেওয়া। <'দুষ্‌'-ধাতু।

দোষাকর—দোষের খনি; বহুবিধ দোষের আধার। দোষের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দোষাদোষ—দোষ এবং গুণ। দোষ এবং অদোষ, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

দোষাবহ—যাহাতে দোষ আছে এরূপ, দোষজনক। দোষের আবহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

দোষারোপ—দোষ দেওয়া, কাহারও উপর দোষ চাপানো। দোষের আরোপ, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

দোষাশ্রিত—দোষযুক্ত ; দোষাবলম্বী। দোষকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

দোষিক—রোগ, পীড়া। দোষ+ইক ভবার্থে। বি ; পুং।

দোষিত—দোষযুক্ত, অপরাধী ("কোন দোষে তব পায় নহি যে দোষিত"—কাশী)। দোষ+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। বিণ।

দোষী (দোষিন্‌)—যাহার দোষ আছে এরূপ, অপরাধী। দোষ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দোষিণী**। **দোষী করা, দুষী করা**—দোষ দেওয়া, অপরাধী প্রমাণ করা।

দোষৈকদর্শী (-দর্শিন্‌)—যে কেবল দোষ ধরিতে জানে এরূপ, যে গুণই দেখে না শুধু দোষই দেখে এমন, দোষমাত্রদর্শী। দোষই এক, কর্মধা ; তাহা দর্শন করে যে, উপতৎ ; দোষৈক—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

দোস্‌—বাহু, ভুজ। দম্‌+ডোস্‌ করণ। বি ; পুং।

দোসর—সঙ্গী, দ্বিতীয়। <হি 'দোস্‌রা'। বি বা বিণ।

দোসরা—১। অন্য, ভিন্ন, দ্বিতীয়। বিণ। ২। মাসের দ্বিতীয় দিন। হি। বি।

দোসরী—অপর ; দ্বিতীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

দোসীমানা—দুই জমির মধ্যস্থ সীমাসূচক রেখা। দো (দুই) সীমানা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

দোসুতি—১। ডবল সুতার বোনা কাপড়। দো (দুই) সুতা, কর্মধা ; দোসুতা+ই নির্মিতার্থে। বাংপ্র। বি। ২। দুইটি লহরযুক্ত ('দোসুতি মুক্তার মালা')। প্রা কপ্র। বিণ।

দোস্ত—১। বন্ধু। <ফা 'দোস্ত্‌'। বি। ভাববাচক বি—**দোস্তি**। ২। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। <জ্যোৎস্না। প্রা কপ্র। বি।

দোস্তি—বন্ধুতা। দোস্ত+ই ভাবে। ফা-মু। বি।

দোহ—১। দোহন ; তৃপ্তি, সন্তোষ। দুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। দোহনপাত্র। দুহ্‌+ঘঞ্‌ অধি। ৩। দুগ্ধ। দুহ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

দোহক—যে দুগ্ধ দোহন করে এরূপ। দুহ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ।

দোহজ—১। দুধ, দুগ্ধ। বি ; ক্লী। ২।

দোহনজাত। উপতৎ; দোহ—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

দোহদ—১। ইচ্ছা; স্পৃহা, গর্ভিণীর সাধ; গর্ভ; গর্ভ-চিহ্ন; গাছপালার পুষ্টি হয় এমন ঔষধাদি। উপতৎ; দোহ—দা+ক কর্তৃ। ২। গর্ভ-লক্ষণ। দ্বি হৃদ্‌ যাহাতে, বহু (নিপা)। বি: পুং বা ক্লী।

দোহদদান—গর্ভিণীকে সাধ দেওয়া। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী।

দোহদবতী—যে গর্ভবতী স্ত্রীর কোন দ্রব্য খাইতে সাধ হয়, দ্রব্যবিশেষে স্পৃহাবতী গর্ভিণী। দোহদ+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দোহদলক্ষণ—১। গর্ভস্থ শিশু; ভ্রূণ; বয়ঃসন্ধি। দোহদের লক্ষণ যাহা হইতে, বহু। ২। গর্ভচিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দোহদিনী—কামনাযুক্ত; গর্ভবতী। দোহদ+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দোহদী (-দিন্‌)—কামনাযুক্ত, কামী। দোহদ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**দিনী**।

দোহন—দোয়া, দুগ্ধাকর্ষণ; সংগ্রহকরণ। দুহ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

দোহনী—দোহনপাত্র। দুহ্‌+অনট্‌ অধি+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দোহনীয়—দোহনের যোগ্য। দুহ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

দোহা—দোহন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দোহাই—সুবিচার প্রার্থনাকরণ; শপথ, দিব্য; ছুতা; অন্যের উপর দায়িত্ব চাপান। সংস্কৃত 'দ্বিরাহ্বায়' হইতে। বি। **দোহাই ডাক ছাড়া**—পরিত্রাহি ডাক ছাড়া; চিৎকার করিয়া রক্ষা করিবার জন্য অনুনয় করা।

দোহাতিয়া, দোহাতী—দুইহাত লম্বা, দুই হাত প্রমাণ; মিলিত দুই হস্ত দ্বারা কৃত। দো (দুই) হাত+ইয়া, ঈ প্রমাণার্থে, নিষ্পন্নার্থে। বাংপ্র। বিণ।

দোহাত্তা—দুই হাত দিয়া যাহা করা হইয়াছে এমন, উভয় হস্তে সম্পাদিত। বাংপ্র। বিণ।

দোহানো, দোয়ানো—দোহন করা বা করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

দোহার, দোয়ার—যে ধুয়া ধরে, সহকারী গায়ক। <ধ্রুবকার। বি।

দোহারকি—'দোয়ারকি' দ্রঃ।

দোহারা—১। মূল গায়ক গান করিলে তাহার আবৃত্ত পদের পুনরাবৃত্তি করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। দ্বিগুণ; যাহা বেশী স্থূল বা কৃশ নহে এরূপ; দুই ভাঁজযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

দোহাল—১। যে দুধ দেয় এরূপ ('— গাভী')। বিণ। ২। দোহনকারী। দোহ+আল কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ। [+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

দোহ্য—দোহনের উপযুক্ত, দোহনীয়। দুহ্‌

দৌড়—বেগে চলন, ধাবন; বিস্তৃতি, পরিসর; সীমা; ক্ষমতা। বাংপ্র। বি।

দৌড়-ঝাঁপ—ছুটাছুটি। বাংপ্র। বি।

দৌড়া—বেগে চলা; ছুটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দৌড়াদৌড়ি—ছুটাছুটি। বাংপ্র। বি।

দৌড়ানো—বেগে চলা বা ছুটা; চালানো, ছুটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

দৌত্য—দূতের কর্ম বা ব্যবসায়; ঘটকতা; নায়ক-নায়িকার মিলন-সংঘটনের জন্য একের অনুরাগ ও অবস্থাদি অন্যের নিকট জ্ঞাপন। দূত+ষ্যঞ্‌ কর্মার্থে। বি; ক্লী।

দৌবারিক—দারোয়ান, দ্বাররক্ষক; দ্বারপালক। দ্বার+ইক নিযুক্তার্থে (ব-স্থানে ঔব্‌)। বি; পুং। স্ত্রী, -**কী**।

দৌরাত্ম্য—দুরাত্মার কার্য, অত্যাচার, উপদ্রব, দুরন্তপনা; নিষ্ঠুরতা। দুরাত্মন্‌+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লী।

দৌর্গ—দুর্গসম্বন্ধীয়; দুর্গাসম্বন্ধীয়। দুর্গ, দুর্গা+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৌর্গী**।

দৌর্গন্ধ্য—দুর্গন্ধের ভাব। দুর্গন্ধ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি, ক্লী।

দৌর্জ(র্জ্জ)ন্য—দুর্জনতা, ক্রূরতা; দুর্ব্যবহার। দুর্জন+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লী।

দৌর্ব(র্ব্ব)ল্য—দুর্বলতা, কাহিল অবস্থা, ক্ষীণতা; সংযমহীনতা; মোহ, অত্যাসক্তি। দুর্বল+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লী।

দৌলত—ধন, সম্পত্তি, অর্থ; সহায়তা; অনুগ্রহ। আ। বি।

দৌলতখানা—বড়লোকের বাড়ি, ধনীর প্রাসাদ। আ-ফা। বি।

দৌলতদার—বড়লোক, ধনী। আ-ফা। বি বা বিণ। [বি বা বিণ।

দৌলতমন্দ—বড়লোক, ধনী। আ-মু।

দৌহিত্র—নাতি, কন্যার পুত্র। দুহিতৃ+অণ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী, -**ত্রী**।

দ্বন্দ্ব—১। ঝগড়া, কলহ, বিবাদ; স্ত্রীপুরুষ; মিলন; মিথুন, জোড়া; দ্বয়, দ্বিত্ব; শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ রাগ-দ্বেষ ইঃ পরস্পর-বিরুদ্ধ যুগল, যুগ্ম; রহস্য; মল্লযুদ্ধ। বি; ক্লী। ২। (ব্যাকরণ) সমাস বিঃ, যে সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে। দ্বি (দুই)+দ্বি (দুই) সহাভিব্যক্তি অর্থে=দ্বন্দ্ব (নিপা)। বি; পুং।

দ্বন্দ্বচর, দ্বন্দ্বচারী (-চারিন্‌)—যে জাতীয় পাখি স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে চরিয়া বেড়ায়, চক্রবাক পক্ষী। দ্বন্দ্ব—চর্‌+অচ্‌ কর্তৃ; ২য় পক্ষে উপতৎ; দ্বন্দ্ব—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -**রী**, -**রিণী**।

দ্বন্দ্বজ—১। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা—ইহাদের যে কোন দুইটির দোষে যে রোগ হয় তাহা। বি; পুং। ২। ঝগড়ার ফলে যাহা ঘটিয়াছে এমন, বিবাদোৎপন্ন। উপতৎ; দ্বন্দ্ব—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, দুই ব্যক্তির পরস্পর যুদ্ধ, duel. দ্বন্দ্বই যুদ্ধ, কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বন্দ্বী (দ্বন্দ্বিন্‌)—ঝগড়াকারী, বিরোধী। দ্বন্দ্ব+ইন্‌ আছে অর্থে। স্ত্রী—**দ্বন্দ্বিনী**।

দ্বয়—১। জোড়া, যুগ্ম; দুইসংখ্যা। বি; ক্লী। ২। দুই, উভয়, দ্বিসংখ্যাযুক্ত। দ্বি+অয়ট্‌ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্বয়ী**।

দ্বয়বাদী (-বাদিন্‌)—যে দুই রকম কথা বলে এরূপ; প্রবঞ্চক; অসরল; কপট। উপতৎ; দ্বয়—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বাদিনী**।

দ্বয়ীশিক্ষা—সহশিক্ষা, এক বিদ্যালয়ে বা এক সঙ্গে বালকবালিকার শিক্ষা, co-education. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্বাচত্বারিংশ—যাহা ৪২ সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাচত্বারিংশৎ+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**শী**।

দ্বাচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ, ৪২; ৪২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিক চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বাচত্বারিংশত্তম—যাহা ৪২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাচত্বারিংশৎ+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**মী**।

দ্বাত্রিংশ—বত্রিশ এই সংখ্যার পূরক। দ্বাত্রিংশৎ+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**শী**।

দ্বাত্রিংশৎ—১। বত্রিশ, ৩২; ৩২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিক ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ। বি; ক্লী।

দ্বাত্রিংশত্তম—যাহা ৩২ সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাত্রিংশৎ+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ।

দ্বাদশ—বার-র পূরক। দ্বাদশন্‌+ডট্‌ পূরণার্থে। বি। স্ত্রী, -**শী**।

দ্বাদশ (-শন্‌)—বার, ১২; ১২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিক দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বাদশপুত্র, -পুত্র—বার রকমের ছেলে [ঔরস, ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, কৃত্রিম, দত্ত, গূঢ়োৎপন্ন, কানীন, অপবিদ্ধ, সহোঢ়, পৌত্র, স্বয়ংদত্ত ও ক্রীত—এই দ্বাদশ প্রকার]। দ্বাদশ পুত্র, পুত্র, কর্মধা। বি; পুং।

দ্বাদশবন—শ্রীকৃষ্ণের বারটি প্রধান লীলা-কানন [মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির, বৃন্দাবন, ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর এবং মহাবন]। কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বাদশমল—শরীরের বার রকমের ময়লা [বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল,

মথ, মেদ, অস্থি, দূষিকা ও ঘর্ম—এই দ্বাদশ প্রকার]। কর্মধা। বি ; পুং।

দ্বাদশমাসিক—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ; মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর দ্বাদশমাসে কর্তব্য শ্রাদ্ধ বিঃ। দ্বাদশমাস+ইক কর্তব্যার্থে। বি ; স্ত্রী।

দ্বাদশমূর্তি(র্ত্তি)—দ্বাদশাত্মা (তাহা দ্রঃ)। দ্বাদশ মূর্তি যাহার, বহু। বি ; পুং।

দ্বাদশযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণের বার রকমের যাত্রা [বৈশাখাদি বার মাসে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা নির্দিষ্ট আছে ; যথা—বৈশাখে চন্দন-যাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা, ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বী, আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা, কার্তিকে উত্থানী, অগ্রহায়ণে ছাদনী, পৌষে পুষ্যাভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে মদনভঞ্জিকা]। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দ্বাদশরাশি—জ্যোতিষ-চক্রের বারটি অংশ [মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন—এই বারটি]। কর্মধা। বি ; পুং।

দ্বাদশলোচন—কার্তিকেয়, ষড়ানন। দ্বাদশ লোচন যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

দ্বাদশাংশু—বৃহস্পতি। দ্বাদশ অংশু যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

দ্বাদশাক্ষ—বুদ্ধদেব ; কার্তিকেয়। দ্বাদশ অক্ষি যাঁহার, বহু (ষচ্-সমাসান্ত)। বি ; পুং।

দ্বাদশাক্ষর—বারটি অক্ষরযুক্ত বিষ্ণুবিষয়ক মন্ত্র বিঃ [যথা—"ওঁ নমো ভগবতে বাসু-দেবায়"]। দ্বাদশ অক্ষর যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

দ্বাদশাঙ্গুল—বার অঙ্গুলি-পরিমিত, এক বিঘত, বিতস্তি। দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রমাণ ইহার এই অর্থে তদ্ধিতার্থে দ্বিগু (অচ্-সমাসান্ত)। বিণ।

দ্বাদশাত্মা (-ত্মন্)—বারটি মূর্তিবিশিষ্ট সূর্যদেব [বিবস্বান্, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম—সূর্যের এই বার মূর্তি]। দ্বাদশ আত্মা (স্বরূপ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

দ্বাদশার্চিঃ (-র্চিস্), **-র্চ্চিঃ**(-র্চ্চিস্)—বৃহস্পতি। দ্বাদশ অর্চিঃ (কিরণ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

দ্বাদশিক—(গণিত) দ্বাদশ (১২, $\frac{১}{১২}$)-সংক্রান্ত, duo-decimal. দ্বাদশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দ্বাদশী—১। চন্দ্রের দ্বাদশ কলার হ্রাস-বৃদ্ধিরূপ কার্য দ্বারা বিনির্দিষ্ট কাল ; তিথি বিঃ [অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশ মাসের শুক্লা দ্বাদশী যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী, পদ্মনাভ ও নারায়ণ দ্বাদশী নামে খ্যাত। অন্যান্য বিশেষ দ্বাদশী : যথা,—শুক্লপক্ষীয়া বৈশাখী পিপীতকদ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠী বিশোকদ্বাদশী, ভাদ্রী শ্রবণদ্বাদশী, কার্তিকী মন্বন্তরা, আগ্র-হায়ণী অখণ্ডদ্বাদশী ও ফাল্গুনী গোবিন্দ-দ্বাদশী]। বি ; স্ত্রী। ২। ১২-সংখ্যার স্থান পূর্ণকারিণী। দ্বাদশ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাপর—১। তৃতীয়যুগ [অনেক ঋষির ব্যবস্থায় এই যুগ দ্বিতীয় হইয়াও তৃতীয়। ইহার স্থিতিকাল ৮৬৪০০০ বৎসর। ভাদ্র কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে বৃহস্পতিবারে এই যুগের উৎপত্তি ; নারায়ণ এই যুগে কৃষ্ণ ও বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হন। এই যুগে পাপ ও পুণ্যের ভাগ সমান। এই যুগ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্মের ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয়]। দ্বি (দুই প্রকার বিষয়) পর (প্রধান) যাহাতে, বহু। ২। সন্দেহ। দ্বি পর (প্রধান) যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

দ্বাবিংশ—যাহা ২২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাবিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

দ্বাবিংশতি—বাইশ, ২২ ; ২২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাবিংশতিতম—যাহা ২২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাবিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বার—দুয়ার, কপাট ; উপায় ; সম্মুখ ; শেষ অঙ্গ ; নিষ্ক্রামণ-পথ ; খোলা মুখ বা স্থান। দৃ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। **দ্বারে দ্বারে**—দরজায় দরজায় ; প্রতি বাড়িতে।

দ্বারকপাট—দরজার পাল্লা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারকা, দ্বারিকা—গুজরাটে অবস্থিত হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। দ্বার—কৈ+ক কর্তৃ +আপ্ ; দ্বার+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বারকাপতি, দ্বারকেশ—দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারদেশ—দরজা ; দ্বারের সন্নিহিত স্থান। দ্বারই দেশ, কর্মধা ; অথবা, দ্বারসন্নিহিত দেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

দ্বারপাল, -পালক—দারোয়ান, দ্বারবান্ দ্বাররক্ষক। উপতৎ ; দ্বার—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারবতী, দ্বারাবতী—দ্বারকাপুরী। দ্বার+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (ঙিপা বিকল্পে পূর্বপদ দীর্ঘ)। বি ; স্ত্রী।

দ্বারবান্ (-বৎ)—দারোয়ান, দ্বাররক্ষক। দ্বার+মতুপ্ রক্ষকার্থে। বি ; পুং।

দ্বারযন্ত্র—তালা, কুলুপ। ৬ষ্ঠীতৎ ; বি ; স্ত্রী।

দ্বাররক্ষক, -রক্ষী (-রক্ষিন্)—দারোয়ান, দ্বারবান্। ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; দ্বার—রক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

দ্বাররোধ—দরজা বন্ধ করা ; (লক্ষ্যার্থে) প্রবেশ-পথ বন্ধ ; কোন বিষয়ে আলোচনা বা অনুষ্ঠানের ব্যাপার বন্ধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারস্থ—১। অন্যের দুয়ারে কোন প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত, প্রার্থিরূপে উপস্থিত ; দরজায় অবস্থিত। উপতৎ ; দ্বার—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। দারোয়ান, দ্বারপাল। বি ; পুং।

দ্বারা—দিয়া, সাহায্যে, আনুকূল্যে ; মার-ফতে। সংস্কৃত 'দ্বার্'-শব্দের তৃতীয়ার একবচন। অ।

দ্বারাদেয়—যাহা দুয়ার হইতেই গ্রহণ করা হয় এমন। দ্বারে আদেয় (গ্রহণীয়), ৭মীতৎ। বিণ। **দ্বারাদেয় শুল্ক**—আমদানী শুল্ক, দ্রব্যাদি আনয়ন করিলে তাহার উপর ধার্য কর, octroi duty.

দ্বারাধ্যক্ষ—দারোয়ান, প্রতিহারী। দ্বারের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

দ্বারাবতী—'দ্বারবতী' দ্রঃ।

দ্বারিক—দারোয়ান, দ্বারপাল ; দ্বারযুক্ত। দ্বার+ইক রক্ষকার্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

দ্বারিকা—'দ্বারকা' দ্রঃ।

দ্বারী (দ্বারিন্)—দারোয়ান, দ্বারপাল। দ্বার+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

দ্বাষষ্টি—বাষট্টি, ৬২ ; ৬২-সংখ্যক। দ্বি অধিক ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাষষ্টিতম—যাহা ৬২-সংখ্যার স্থল পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বাসপ্ততি—বাহাত্তর, ৭২ ; ৭২-সংখ্যক। দ্বি অধিক সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাসপ্ততিতম—যাহা বাহাত্তর সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বাসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বি—দুই সংখ্যা, ২ ; ২-সংখ্যক। দ্বৃ+ডি কর্তৃ। বি বা বিণ।

দ্বিকর্ম(র্ম্ম)ক—(ব্যাকরণ) যাহার দুইটি কর্ম এরূপ (ক্রিয়া)। দ্বি কর্ম যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, -র্মিকা।

দ্বিকেশর—(উদ্ভিদতত্ত্ব) যে ফুলে দুইটি পুংকেশর আছে এমন, diandrous. দ্বি (দুইটি) কেশর যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিখণ্ডক—(জ্যামিতি) যাহা কোন কিছুকে দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করে এমন, bisector. দ্বি—খণ্ড্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

দ্বিখণ্ডন—(জ্যামিতি) দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করণ, bisection. দ্বি—খণ্ড্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

দ্বিখণ্ডিত—দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিখণ্ড+ইতচ্ জাতার্থে ; অথবা সুপ্। বিণ।

দ্বিগর্ভ—যে প্রাণীর পেটের নীচে চর্মময় দুইটি কোষ থাকে (ক্যাঙ্গারু প্রঃ)। দ্বি (দুই) গর্ভ যাহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিগু—১। (ব্যাকরণ) সমাস বিঃ [সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থাকিলে এবং পরে কোন পদ থাকিলে, অথবা সমাহার বুঝাইলে, অথবা তদ্ধিতার্থে এই সমাস হয়]। বি; পুং। ২। যাহার দুইটি গরু আছে এরূপ। দ্বি গো (পদ; গরু) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিগুণ—দুইবার গুণিত, ডবল; যাহাকে দুই দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে এমন, দুয়ের দ্বারা গুণিত। দ্বি গুণ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

দ্বিগুণিত—যাহাকে দ্বিগুণ করা হইয়াছে এরূপ, ডবল। দ্বি দ্বারা গুণিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

দ্বিগুণীকৃত—যাহা দ্বিগুণ করা হইয়াছে এরূপ। দ্বিগুণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (— দ্বিগুণী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্বিঘাতজ—(গণিত) যাহাতে অজ্ঞাত রাশির দ্বিতীয় মূল থাকে এমন ('— সমীকরণ')। উপতৎ; দ্বিঘাত জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

দ্বিচত্বারিংশ—৪২-সংখ্যার পূরক। দ্বিচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

দ্বিচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ, ৪২; ৪২-সংখ্যক। দ্বি (দুই) অধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বিচত্বারিংশত্তম—দ্বিচত্বারিংশ। দ্বিচত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বিচারিণী—পতি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পুরুষের প্রতি আসক্তা। উপতৎ; দ্বি—চর্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়; বৈশ্য; দন্ত; ডিম হইতে জাত প্রাণী (পক্ষী, সর্প ইঃ); তুম্বুরু বৃক্ষ। উপতৎ; দ্বি—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

দ্বিজদাস—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যের ভৃত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বিজন্মা (-জন্মন্)—দ্বিজ। দ্বি জন্ম যাহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিজপতি—১। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ। দ্বিজের (ব্রাহ্মণের বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজন্মাদের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পক্ষিশ্রেষ্ঠ; গরুড়। দ্বিজ সকলের (পক্ষিগণের) পতি (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বিজবন্ধু—পতিত ব্রাহ্মণ, অপকৃষ্ট দ্বিজ; দৈবজ্ঞ; ভাট প্রঃ। দ্বিজ বন্ধু যাহার (এক গোত্রে উৎপন্ন বলিয়া), বহু। বি; পুং।

দ্বিজবর—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। দ্বিজমধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

দ্বিজবাহন—বিষ্ণু। দ্বিজ (গরুড়) বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিজরাজ—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ; গরুড়; অনন্ত; চন্দ্র। দ্বিজের (অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রঃর) রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণপ্রধান; ব্রাহ্মণ। দ্বিজমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

দ্বিজসত্তম—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণ। দ্বিজমধ্যে সত্তম (অত্যুত্তম), ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

দ্বিজসেবক—১। শূদ্র। বি; পুং। ২। দ্বিজের সেবাকার্যে নিরত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সেবিকা।

দ্বিজাগ্র্য—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। দ্বিজমধ্যে অগ্র্য (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

দ্বিজাতি—১। দ্বিজ (সকল অর্থে)। দ্বি জাতি (জন্ম) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। দুই জাতি (যেমন ইংরাজ, জার্মান ইঃ)। দ্বি (দুই) জাতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্বিজাতিতত্ত্ব—দুই বিভিন্ন জাতি—এই মতবাদ (যেমন, হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি—এই মত)। দ্বিজাতির (২) তত্ত্ব ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দ্বিজিহ্ব—১। যাহার দুইটি জিহ্বা, সর্প [গরুড় জননীর দাসীত্ব মোচনের জন্য স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া আসিয়া বিমাতাকে দিলে, ইন্দ্র তাহা হরণ করিয়া লইয়া যান। এই সময়ে সর্পগণ মনে করে, গরুড় এই অমৃত কুশাসনে রাখিয়াছেন এবং ঐরূপ মনে করিয়া সেই আসন চাটিতে থাকে, তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ড হয়]। বি; পুং। ২। যাহার দুই জিহ্বা এরূপ; খল; সূচক; চোর। দ্বি জিহ্বা যাহার, বহু। বি; পুং, বা বিণ।

দ্বিজেন্দ্র—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। দ্বিজমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ; অথবা, দ্বিজ ইন্দ্রতুল্য, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

দ্বিজেশ—গরুড়; চন্দ্র। দ্বিজসমূহের ঈশ (অধিপতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বিজোত্তম—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ; গরুড়। দ্বিজমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

দ্বিজ্যা—বৃত্তাংশের উভয় কোটির সংযোজক রেখা, chord of an arc. দ্বি-যোজিকা জ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্বিতয়—১। দুইয়ের সমষ্টি; দ্বয়, দুই সংখ্যা। সর্ব; ক্লী। ২। দ্বিসংখ্যাযুক্ত; দ্বিবিধ; দুই অবয়বযুক্ত। দ্বি+তয়প্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

দ্বিতল—দোতলা, যে গৃহের দুই তল এরূপ। দ্বি (দুই) তল যাহার, বহু। বিণ। **দ্বিতল কোণ**—(জ্যামিতি) দুইটি তলের মধ্যবর্তী কোণ, dihedral angle.

দ্বিতীয়—দুইয়ের পূরক। দ্বি+তীয় পূরণার্থে। বিণ। **দ্বিতীয় পক্ষ**—দ্বিতীয়বার বিবাহের স্ত্রী। **দ্বিতীয় মূল**—(গণিত) বর্গমূল (৯এর দ্বিতীয় মূল = $\sqrt{৯}$=৩) (square root).

দ্বিতীয়তঃ (-তস্), (> দ্বিতীয়ত)—দ্বিতীয় বারে, দুই দফায়। দ্বিতীয়+তস্ সপ্তম্যর্থে। অ।

দ্বিতীয়া—১। পত্নী, ভার্যা; (ব্যাকরণ) নাম পদের উত্তর বিহিত কর্মবাচক চিহ্ন বিঃ ('— বিভক্তি'); (জ্যোতিষ) তিথি বিঃ [বিশেষ বিশেষ দ্বিতীয়া। যথা,—শুক্লপক্ষীয়া আষাঢ়ী রথদ্বিতীয়া, শ্রাবণী মনোরথদ্বিতীয়া, কার্তিকী ভ্রাতৃদ্বিতীয়া]। বি; স্ত্রী। ২। দুইএর স্থান পূর্ণকারিণী। দ্বি+তীয় পূরণার্থে +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দ্বিতীয়াশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম। দ্বিতীয় আশ্রম, কর্মধা। বি; পুং।

দ্বিত্ব—উভয়ত্ব; যুগল; 'দুই' এই সংখ্যা; একই বিষয়ের বা বস্তুর একত্র দুই বার সন্নিবেশ। দ্বি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

দ্বিত্র—দুই অথবা তিন। দ্বি বা ত্রি যাহাতে। (নিপা)+ডচ্-সমাসান্ত। বিণ।

দ্বিদল ১। যাহার দুইটি দল এরূপ, যাহা দুইদলে বিভক্ত এরূপ। বিণ। ২। কলায় প্রঃ, ডাইল। দ্বি দল যাহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিদেহ—গণেশ, গজানন। দ্বি (দুইরকম) দেহ যাঁহার, বহু [যাঁহার মস্তক হস্তীর ন্যায় এবং অন্যান্য অবয়ব মনুষ্যাকৃতি]। বি; পুং।

দ্বিদ্বাদশ (জ্যোতিষ) বিবাহে বরকন্যার নিষিদ্ধ রাশিসংযোগ বিঃ। দ্বি (দ্বিতীয়) ও দ্বাদশ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

দ্বিধা—১। দ্বিবিধ। অব্য, বিণ। ২। দুইভাগে; দুইপ্রকারে। দ্বি+ধা প্রকারার্থে। অব্য, ক্রি-বিণ। ৩। সংশয়, সন্দেহ। বি। ৪। দুইভাগে বিভক্ত। বাংপ্র। বিণ।

দ্বিধাকরণ—দুই ভাগে ভাগ করা। দ্বিধা—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দ্বিধাকৃত—যাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। দ্বিধা কৃত, সুপ্। বিণ।

দ্বিধাগতি—যাহা জলে এবং স্থলে বিচরণ করে এরূপ। দ্বিধা (দ্বিবিধ) গতি যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিধাতু—১। গণেশ। দ্বি ধাতু (প্রকৃতি) যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। দুইটি ধাতু; দ্বি ধাতু, কর্মধা। বি; পুং।

দ্বিধাতুক—যাহাতে দুইটি ধাতু আছে এমন। দ্বি (দুইটি) ধাতু যাহার, বহু+ক-

সমাসান্ত। বিণ। **দ্বিধাতুক লবণ**—(রসায়ন) যে লবণ দুইটি ধাতুর সহিত অম্লরসের মিশ্রণদ্বারা উৎপাদিত হয় তাহা, double salt. **দ্বিধাতুক মান**—(অর্থনীতি) দুইটি ধাতুর মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক মূল্য ধরিয়া উভয় ধাতুর প্রচলন-রীতি, bimetallism.

দ্বিধাদ্বন্দ্ব—সন্দেহ বা বিরোধ; সংকোচ, দোটানায় পড়ার ভাব; বাধাবিঘ্ন। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

দ্বিনবত—৯২-সংখ্যার পূরক। দ্বিনবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী।

দ্বিনবতি—বিরানব্বই সংখ্যা, ৯২; বিরানব্বই সংখ্যাবিশিষ্ট। দ্বি-অধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বিনবতিতম—৯২-সংখ্যার পূরক। দ্বিনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বিপ—হাতি, হস্তী, গজ। উপতৎ; দ্বি—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

দ্বিপক্ষ—পক্ষী; মাস। দ্বি পক্ষ যাহার বা যাহাতে, বহুব্রী। বি; পুং।

দ্বিপঞ্চাশ—যাহা ৫২-সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বিপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

দ্বিপঞ্চাশৎ—বায়ান্ন, ৫২; ৫২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বিপঞ্চাশত্তম—যাহা ৫২ সংখ্যার স্থান পূর্ণ করে এরূপ। দ্বিপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বিপত্রোৎপত্তিক—বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যাহা হইতে কেবল দুইটিমাত্র পত্র বাহির হয় এরূপ, dicotyledonous. দ্বিপত্রের উৎপত্তি যাহার, বহু (ক-সমাসান্ত)। বিণ।

দ্বিপথ—দুই রাস্তার মিলনস্থান। দ্বি পন্থা (পথিন্) যেস্থানে, বহু (অ-সমাসান্ত)। বি; স্ত্রী।

দ্বিপদ—১। দুই পাযুক্ত, পদদ্বয়বিশিষ্ট, biped; (গণিত) দুই রাশি-বিশিষ্ট; যাহাতে দুইটি সংখ্যা আছে এমন, binomial. বিণ। ২। মনুষ্য; পক্ষী; রাক্ষস; দেবতা; (জ্যোতিষ) মিথুন তুলা কুম্ভ কন্যা ও ধনু রাশির পূর্বার্ধ। দ্বি পদ যাহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিপদরাশি—(জ্যোতিষ) মিথুন তুলা কুম্ভ কন্যা ও ধনুর পূর্বার্ধ; (গণিত) দুইটি সংখ্যাবিশিষ্ট রাশি, binomial expression. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্বিপদসমীকরণ—(গণিত) কোন অজ্ঞাত সংখ্যার মূল্য নির্ণয়ার্থ দুইটি রাশির মধ্যে সমতা স্থাপন, equation. দ্বিপদের সমীকরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দ্বিপদী—দুই চরণযুক্ত ছন্দ-বিঃ। দ্বি (দুই) পাদ যাহার, বহু—দ্বিপাৎ+ঙীপ্ (ঙীপ্-যোগে আ-কার লোপ)। বি; স্ত্রী।

দ্বিপরমাণুক—দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত, diatomic. দ্বি পরমাণু যাহাতে, বহু (ক-সমাসান্ত)। বিণ।

দ্বিপাৎ (-পাদ্)—১। বানরাদি পশু; গ্রহ বিঃ। বি; পুং। ২। দুই-চরণবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পাদ যাহার, বহু। বিণ। (বিকল্পে স্ত্রী—দ্বিপদী)।

দ্বিপায়ী (-য়িন্)—হাতি, হস্তী। উপতৎ; দ্বি—পা+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

দ্বিপাস্য—গণেশ। দ্বিপের (হস্তীর) আস্যের ন্যায় আস্য যাঁহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিপ্রহর—মধ্যাহ্ন, দুপুর বেলা। দ্বি (দুইটি) প্রহর যাহাতে, বহু। বি; পুং।

দ্বিবক্ত্র—১। রাজসর্প; দানব বিঃ। বি; পুং। ২। দুই মুখবিশিষ্ট। দ্বি বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিবচন—(ব্যাকরণ) দ্বিত্ববোধক বিভক্তি। দ্বি—বচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

দ্বিবর্ষা দুইবৎসরবয়স্কা গাভী। দ্বি বর্ষ যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বিবার্ষিক—দুই বছরের, দুইবৎসরবয়স্ক; দুই বৎসর যাবৎ ঘটিত বা নিযুক্ত। দ্বিবর্ষ+ইক বয়সার্থে [মনুষ্যাদিপক্ষে 'দ্বিবর্ষ' (ইকের লোপ)]। বিণ। স্ত্রী, -কী।

দ্বিবাহিকা—দোলা, ডুলি। দ্বি—বহ্+ণিচ্+ঘঞ্ কর্ম+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বিবিধ—দুইপ্রকার, দুই রকমের। দ্বি বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিবিন্দু—বর্ণ বিঃ; বিসর্গ। দ্বি (দুই) বিন্দু যাহাতে, বহু। বি; পুং।

দ্বিবীজপত্রী (-পত্রিন্)—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) যাহাদের বীজের দুইটি করিয়া দল থাকে এমন ('—উদ্ভিদ্'), dicotyledon. দ্বি (দুইটি) বীজপত্র, কর্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

দ্বিবেদী (-বেদিন্)—দুই বেদে অভিজ্ঞ; ঐরূপ ব্রাহ্মণকুলের উপাধি। দ্বি (দুই) বেদ, কর্মধা; দ্বিবেদ+ইন্ অধিকৃতার্থে। বি বা বিণ; পুং।

দ্বিভাব—১। দুইভাবযুক্ত, যাহার অন্তরে এক ভাব এবং বাহিরে অন্য ভাব এমন। দ্বি ভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। দুইটি ভাব। দ্বি (দুই) ভাব, কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বিভাষী (-ষিন্)—দোভাষী, যে দুই ভাষায় কথা বলিতে পারে, যে পরস্পরের ভাষা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেয়, interpreter. দ্বিভাষা+ইন্ জানে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -ষিণী।

দ্বিভুজ—১। দুই হাত। দ্বিসংখ্যক ভুজ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার দুইখানি হাত আছে এমন, ভুজদ্বয়বিশিষ্ট। বিণ। ৩। (জ্যামিতি) কোণ, angle. দ্বি ভুজ (রেখা) যাহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিমাতৃক—গণেশ; জরাসন্ধ। দ্বি মাতা যাঁহার, বহু (ক-সমাসান্ত)। বি; পুং।

দ্বিমাতৃজ—গণেশ; জরাসন্ধ। উপতৎ; দ্বিমাতৃ—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

দ্বিমাত্র দীর্ঘস্বর; গুরুস্বর। দ্বি (দুই) মাত্রা যাহাতে, বহু। বি; পুং।

দ্বিমুখ—১। যাহার দুইটি মুখ, রাজসর্প। বি; পুং। ২। যাহার দুইদিকে মুখ আছে এরূপ, দুইটি মুখবিশিষ্ট। দ্বি মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী।

দ্বিমুখা—১। গাড়ু; জোঁক। বি; স্ত্রী। ২। দুইমুখবিশিষ্টা। দ্বি মুখ যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দ্বিরদ—হাতি, হস্তী। দ্বি (দুই) রদ (দন্ত) যাহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিরদরদ—হাতির দাঁত। দ্বিরদের রদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বিরশন—দুইবার খাওয়া। দ্বিঃ (দুইবার) অশন, সুপ্। বি; ক্লী।

দ্বিরসন—সর্প, দ্বিজিহ্ব। দ্বি রসনা যাহার, বহু। বি; পুং।

দ্বিরাগমন—বিবাহের পর কন্যার পতিগৃহে দ্বিতীয়বার আগমন। দ্বিঃ (দ্বিতীয়বার) আগমন, সুপ্। বি; ক্লী।

দ্বিরুক্ত—১। যাহা দুইবার বলা হইয়াছে এমন, দুইবার কথিত; দুইবার উল্লিখিত; ব্যাকরণে যাহার দ্বিত্ব হয় এরূপ, অভ্যস্ত। দ্বিঃ (দুইবার) উক্ত, সুপ্। বিণ। ২। দ্বিরুক্তি। দ্বিঃ উক্ত (কথন), সুপ্। বি; ক্লী।

দ্বিরুক্তি—দুইবার বলা; দুইবার উল্লেখ; বিনা প্রয়োজনে দুইবার কথনহেতু নিরর্থকতা, tautology; (বাংপ্র) আপত্তি। দ্বিঃ (দুইবার) উক্তি, সুপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বিরূঢ়া—দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী, পুনর্ভূ। দ্বিঃ (দুইবার) ঊঢ়া, সুপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বিরূপ—১। দুইরকম শব্দে লিখিত অভিধান বিঃ; দুইবার গ্রন্থাবৃত্তি; দুইপ্রকার ব্যাখ্যা। বি; পুং। ২। দুই রূপবিশিষ্ট। দ্বি রূপ যাহাতে, বহু। বিণ।

দ্বিরেফ—ভ্রমর। দ্বি রেফ (রেফের মত হল) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

দ্বিলিঙ্গ—(জীববিদ্যা) উভয়লিঙ্গ, পুং ও স্ত্রী এই দুই ধর্মবিশিষ্ট (কেঁচো প্রঃ জীব), bisexual. দ্বি (দুই) লিঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিশত -১। দুইশত, ২০০। দ্বিগুণিত শত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। দুইশত সংখ্যা-বিশিষ্ট। দ্বি শত যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। ১০২, একশত দুই। দ্বি-অধিক শত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বিশফ -১। দুইটি খুরযুক্ত পশু, গো-মহিষাদি। বি; পুং। ২। দুই খুরবিশিষ্ট। দ্বি শফ যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিশীর্ষ, দ্বিশীর্ষক—১। অগ্নি। বি; পুং। ২। দুইটি মস্তকবিশিষ্ট। দ্বি শীর্ষ যাহার, বহু; ২য় পক্ষে দ্বিশীর্ষ+ক-সমাসান্ত। বিণ।

দ্বিশীর্ষ-দন্ত—(জীববিদ্যা) দুইটি অগ্রভাগ (ends)-বিশিষ্ট দন্ত, bicuspid tooth. কর্মধা। বি; পুং।

দ্বিষ—শত্রু। দ্বিষ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

দ্বিষন্তপ—যে শত্রুকে পীড়া দেয় এরূপ, পরন্তপ; শত্রুতাপন। উপপতৎ; দ্বিষ—তপ্+ণিচ্+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

দ্বিষষ্ট—৬২-র পূরক। দ্বিষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষষ্টী**।

দ্বিষষ্টি—বাষট্টি, ৬২; ৬২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বিষষ্টিতম—৬২-র পূরক। দ্বিষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

দ্বিষ্ট—১। যাহাকে দ্বেষ করা যায় এরূপ। বিণ। ২। তাম্র, তামা। দ্বিষ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

দ্বিসপ্ত—৭২-এর পূরক। দ্বিসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

দ্বিসপ্ততি—বাহাত্তর, ৭২; ৭২-সংখ্যক। দ্বি-অধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্বিসপ্ততিতম—৭২-এর পূরক। দ্বিসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

দ্বিসমবাহুত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু সমান, isosceles triangle. সম বাহু, কর্মধা=সমবাহু; দ্বি (দুইটি) সমবাহু যাহাতে, বহু; দ্বিসমবাহু ত্রিভুজ, কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বিহায়নী—দুইবৎসরবয়স্কা গাভী। দ্বি হায়ন যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বিহৃদয়া—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। দ্বি হৃদয় যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বীপ—১। চতুর্দিকে জলবেষ্টিত স্থল [পৌরাণিকমতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত; যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। কোন কোন গ্রন্থমতে পৃথিবী নব, ত্রয়োদশ অথবা অষ্টাদশ দ্বীপে গঠিত]। দ্বি (দুই পার্শ্বে) অপ্ যাহার, বহু (অপ্-স্থানে ঈপ্)। বি; পুং বা ক্লী। ২। ব্যাঘ্রচর্ম; দুইপ্রকার রঙের চামড়া, দ্বিবর্ণ চর্ম। দ্বি—ঈ+পক্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। (গণিত) কড়ার বিভাগ বিঃ, কড়ার সাত ভাগের এক ভাগ। বাংপ্র। বি।

দ্বীপপুঞ্জ—(ভূগোল) বহু দ্বীপের একত্র সমাবেশ, archipelago. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বীপবতী—নদী; ভূমি। দ্বীপ+মতুপ্, আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দ্বীপবান্ (-বৎ)- সমুদ্র; নদ। দ্বীপ+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

দ্বীপান্তর—১। অন্য দ্বীপ। নিত্য। বি; ক্লী। ২। ব্রিটিশ আমলে ভারতের দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নির্বাসনস্থান, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ; আন্দামানে নির্বাসন, transportation. বাংপ্র। বি।

দ্বীপান্তরিত—১। আন্দামানে বা অন্য দ্বীপে নীত, অপর দ্বীপে প্রেরিত। দ্বীপান্তর+ইতচ্ হইয়াছে অর্থে; অথবা, দ্বীপান্তরে ইত (গত), ৭মীতৎ (বাংলা মতে)। বিণ।

দ্বীপী (-পিন্)—১। দ্বীপবাসী। বিণ। ২। ব্যাঘ্র; চিতাবাঘ; সমুদ্র। দ্বীপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—**দ্বীপিনী**।

দ্বেষ- শত্রুতা, বৈর; ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, বিরাগ। দ্বিষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

দ্বেষণ—১। শত্রু। দ্বিষ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। দ্বেষ; শত্রুতাচরণ; ঈর্ষাকরণ। দ্বিষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দ্বেষী (-ষিন্)—বিদ্বেষী, দ্বেষযুক্ত। দ্বিষ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দ্বেষিণী**।

দ্বেষ্টা (দ্বেষ্টৃ)—যে শত্রুতা করে, দ্বেষকর্তা। দ্বিষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দ্বেষ্ট্রী**।

দ্বেষ্য—দ্বেষের পাত্র বা বিষয় এমন; শত্রু। দ্বিষ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

দ্বৈগুণ্য—দুই গুণ, দ্বিগুণ করা। দ্বিগুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

দ্বৈত—১। দ্বিতীয়ত্ব; দুই পদার্থের অস্তিত্ব; ভগবান্ এবং বিশ্বের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার; জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার; দ্বিবিধত্ব। দ্বি (দুইরকমে) ইত (গত), সুপ্-দ্বীত; দ্বীত+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। দ্বৈতবাদী। দ্বৈত+অচ্ বিশিষ্টার্থে। ৩। দ্বিতীয়ত্বযুক্ত। দ্বি ইত যাহা হইতে, বহু—দ্বীত; দ্বীত+অণ্ স্বার্থে। ৪। দুইজন দ্বারা নিষ্পাদিত। দ্বিকে (দুইকে) ইত (আশ্রিত) দ্বীত+অণ্ স্বার্থে অথবা বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**দ্বৈতী**। ৫। যুগল। বি; ক্লী।

দ্বৈতবন—সরস্বতী-নদীতীরস্থ পৌরাণিক বন বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বৈতবাদ—(দর্শন) জীবাত্মা এবং পরমাত্মা পৃথক্—এই মত; ঈশ্বর হইতে জীব ও জগৎ পৃথক্ এবং উভয়ে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ—এই মতবাদ; পরস্পরনিরপেক্ষ জড় ও চেতন এই উভয় মিলিয়াই জগৎ—এই মতবাদ, dualism. দ্বৈতই বাদ, কর্মধা; অথবা, দ্বৈতের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বৈতবাদী (-বাদিন্)—যে দুই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে এরূপ; যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করে এরূপ। উপপতৎ; দ্বৈত—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

দ্বৈতশাসন, -শাসনতন্ত্র—ভারতে ইংরেজশাসনকালে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত শাসনপদ্ধতি বিঃ, রাজ্যের কোন কোন কার্য রাজা এবং রাজপ্রতিনিধিগণ দ্বারা এবং কোন কোন কার্য প্রজার প্রতিনিধিগণ দ্বারা নির্বাহিত করা রূপ রাজ্যশাসন-প্রণালী, diarchy. দ্বৈত যে শাসন, কর্মধা; দ্বৈতশাসনই তন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বৈতসংগীত—দুইজনের বিশেষতঃ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা নিষ্পাদিত গান, duet song. কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বৈতাদ্বৈত—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ- ব্রহ্ম স্বরূপে অদ্বৈত কিন্তু জগৎরূপে দ্বৈত—এইরূপ মতবাদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত, দ্বন্দ্ব; তাহার বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্বৈতী (-তিন্)- দ্বৈতবাদী (নৈয়ায়িকাদি)। দ্বৈত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী - **দ্বৈতিনী**।

দ্বৈধ—সন্দেহ; অনৈক্য, দ্বিবিধ ভাব। দ্বিধা+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

দ্বৈধীভাব—দুই রকম হওয়া; দ্বিধামত, বাহিরে একপ্রকার ভিতরে আর এক প্রকার, diplomacy. দ্বৈধ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (-দ্বৈধী)—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

দ্বৈধীভূত—সন্দেহগ্রস্ত, সংশয়াপন্ন। দ্বৈধ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (-দ্বৈধী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দ্বৈপ ১। দ্বীপ-সম্বন্ধীয়; চিতাবাঘ-সম্বন্ধীয়। দ্বীপ অথবা দ্বীপিন্+অঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্বৈপী**। ২। ব্যাঘ্র-চর্মাবৃত রথ। দ্বীপিন্+অঞ্ পরিবৃতার্থে। বি; পুং। ৩। ব্যাঘ্রচর্ম। দ্বীপিন্+অণ্ আগতার্থে। বি; ক্লী।

দ্বৈপায়ন—ব্যাসদেব; হ্রদ বিঃ। দ্বীপ অয়ন যাঁহার, বহু; দ্বীপায়ন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

দ্বৈপ্য—দ্বীপসম্বন্ধীয়। দ্বীপ+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্বৈপী**।

দ্বৈবর্ষিক, দ্বৈবার্ষিক—দুই বৎসর ব্যাপিয়া স্থায়ী; দুই বৎসর পরে যাহা হইবে বা হইতে পারে এমন। দ্বিবর্ষ+ইক (কাহারও মতে উভয়পদে বৃদ্ধি)। বিণ, **-কী**।

দ্বৈমাতুর—১। গণেশ; জরাসন্ধ। বি;

পুং। ২। দুই মাতার সন্তান। দ্বিমাতৃ+অণ্ অপত্যার্থে (মাতৃ-স্থানে মাতুর্)। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

দ্বৈমাতৃক—বৃষ্টিজল ও নদীজলে উৎপন্ন শস্যে পালিত ('— দেশ')। দ্বিমাতৃ+ক (ঠক্) পালিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

দ্বৈরথ—১। যুদ্ধ বিঃ, যে যুদ্ধে দুই রথ বিদ্যমান থাকে; দুইজন রথারূঢ় ব্যক্তির পরস্পর যুদ্ধ। দ্বিরথ+অণ্ কৃত অর্থে। বি; ক্লী। ২। প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বৈরথ (১)+অণ্ নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

দ্বৈরাত্রিক—দুই রাত্রিতে উৎপন্ন। দ্বিরাত্র +ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

দ্ব্যক্ষর—১। দুই অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্র। বি; ক্লী। ২। যাহাতে দুইটি বর্ণ আছে এরূপ। দ্বি অক্ষর যাহাতে, বহু। বিণ।

দ্ব্যঙ্গুল—১। দুই অঙ্গুলির সমাহার। দ্বি অঙ্গুলির সমাহার, দ্বিগু (অচ্-সমাসান্ত)। বি; ক্লী। ২। দুই অঙ্গুলিপরিমিত। দুই অঙ্গুলিপরিমাণ ইহার এই বাক্যে তদ্ধিতার্থ দ্বিগু (অচ্-সমাসান্ত)। ৩। দুইটি অঙ্গুলি-বিশিষ্ট (কাষ্ঠনির্মিত হাতা)। দ্বি অঙ্গুলি যাহাতে, বহু (যচ্-সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -লী।

দ্ব্যণুক-দুইটি অণুর সমবায়ে ঘটিত, diatomic. দ্বি (দুই) অণু যাহাতে, বহু। ক সমাসান্ত। বিণ।

দ্ব্যর্থ, দ্ব্যর্থক—যাহাতে দুই অর্থ বুঝা যায় এরূপ, অর্থদ্বয়যুক্ত। দ্বি অর্থ যাহাতে, বহু (২য় পক্ষে ক-সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী—**দ্ব্যর্থা, দ্ব্যর্থিকা**।

দ্ব্যশীত—৮২-সংখ্যার পূরক। দ্ব্যশীতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী।

দ্ব্যশীতি—বিরাশি, ৮২; ৮২-সংখ্যক। দ্বি দ্বারা অধিক অশীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দ্ব্যশীতিতম—৮২-সংখ্যার পূরক। দ্ব্যশীতি +তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্ব্যহ-দুই দিন। দ্বি অহের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; পুং।

দ্ব্যহীন—যাহা দুই দিনে করা যাইতে পারে এমন, দুই দিনে সম্পাদনীয়; দুই দিনে কৃত। দ্ব্যহ+ঈন নিষ্পন্নার্থে। বিণ।

দ্ব্যাত্মবাদী (-বাদিন্)-যে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের বিদ্যমানতা স্বীকার করে এরূপ। উপপদ; দ্ব্যাত্মন্ (দুই আত্মা)—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

দ্ব্যাহিক—যাহা দুই দিনে হয় এরূপ; দুই দিন ব্যাপী। দ্ব্যহ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়। দ্যো (স্বর্গ) ও পৃথিবী, দ্বন্দ্ব, নিপা। বি; স্ত্রী।

দ্যুতি—জ্যোতি, দীপ্তি; তেজ, কিরণ; শোভা, কান্তি; প্রকাশ। দ্যুত্+ইন্ কর্তৃ, ভাব। বি; স্ত্রী।

দ্যুতিকর—১। দীপ্তিকারক। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। ধ্রুব নক্ষত্র। পঞ্চৎ; দ্যুতি—কৃ +ট কর্তৃ। বি; পুং। [বিণ।

দ্যুতিত—দীপ্তিবিশিষ্ট। দ্যুত্+ক্ত কর্তৃ।

দ্যুতিধর—বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্যুতিমান্ (-মৎ)—উজ্জ্বল; প্রশস্ত; কান্তিযুক্ত। দ্যুতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

দ্যুলোক—স্বর্গলোক। কর্মধা। বি; পুং।

দ্যূত—বাজি রাখিয়া পাশা খেলা; পাশাদি দ্বারা জুয়াখেলা। দিব্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

দ্যূত-কর, -কার—পাশা প্রঃ খেলায় নিপুণ, পাশকাদিক্রীড়ক। উপপদ; দ্যূত—কৃ+ট, অণ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -করী, -কারী।

দ্যূতপূর্ণিমা-কোজাগরী পূর্ণিমা। দ্যূত-সম্পাদ্যা পূর্ণিমা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্যোত—আলোক, দীপ্তি, প্রকাশ, আতপ। দ্যুত্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

দ্যোতক ১। ব্যঞ্জক; সূচক, প্রকাশক; উদ্বোধক। দ্যুত্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। ২। যাহা দীপ্তি পায় এরূপ; দীপ্তিমান্। দ্যুত্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -তিকা।

দ্যোতন—১। প্রকাশকরণ; প্রকাশ, দীপ্তি পাওয়া; উদ্বোধন; দর্শন। দ্যুত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রকাশক। দ্যুত্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

দ্যোতনি—প্রকাশক; দীপ্তিকারক। দ্যুত্ +অনি কর্তৃ। বিণ।

দ্যোতমান—শোভমান, দীপ্যমান। দ্যুত্+শান কর্তৃ। বিণ।

দ্যোতিত, দ্যুতিত-দীপ্ত, প্রকাশিত; উদ্বোধিত। দ্যুৎ+ণিচ্+ক্ত কর্ম, দ্যুত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দ্রঢ়িমা (-মন্) দৃঢ়তা, কাঠিন্য; স্থিরতা, ধৈর্য। দৃঢ়+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

দ্রঢ়িষ্ঠ সবচেয়ে দৃঢ় বা শক্ত, অতিদৃঢ়। দৃঢ়+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দ্রঢীয়ান্ (-য়স্)—দুইটির মধ্যে অপেক্ষা-কৃত দৃঢ়; অতিশয় দৃঢ়। দৃঢ়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

দ্রব—১। গমন; পলায়ন; গতি, বেগ। দ্রু+অপ্ ভাব। ২। পরিহাস। দ্রু+অপ্ করণ। ৩। জল ইঃতে বিগলিত বস্তু, তরল বস্তু, রস; (রসায়ন) তরল দ্রব্যে রূপান্তরিত কঠিন বা গ্যাসীয় দ্রব্য। বি; পুং। ৪। তরল, গলিত। দ্রু+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

দ্রবণ—১। গমন, ক্ষরণ; গতি; অনুতাপ; (রসায়ন) কঠিন বা গ্যাসীয় পদার্থের তরল পদার্থে পরিণত হওয়া। দ্রু+অনট্ ভাব। ২। (রসায়ন) 'দ্রব' (৩) দ্রঃ। দ্রু+অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

দ্রবণাঙ্ক—যে তাপে বরফ গলিয়া জল হয় তাহা, গলনাঙ্ক, melting point. দ্রবণের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্রবণীয়—(রসায়ন) যাহা কোন তরল পদার্থে গলিয়া যায় এমন, soluble. দ্রু+অনীয় কর্ম। বিণ।

দ্রবত্ব-তরলত্ব-গুণ, তারল্য। দ্রব+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

দ্রবময়ী—জলরূপা গঙ্গা। দ্রব+ময়ট্+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [ক্রি।

দ্রবা—গলা; তরল হওয়া বা করা। কপ্র।

দ্রবিড়—১। ভারতের অতি প্রাচীন উন্নত জাতি বিঃ। দ্রু+ইড় কর্তৃ। ২। প্রাচীন দেশ বিঃ (বর্তমান তামিলনাড়্) দ্রু+ইড় অধি। বি; পুং। ৩। দ্রবিড় দেশজাত। দ্রবিড়+অণ্ (প্রত্যয়ের লোপ)। বিণ।

দ্রবিত—গলিত; দয়ার্দ্র। বাংপ্র। বিণ।

দ্রবীকরণ—গলান, দ্রব করা। দ্রব+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (—দ্রবী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দ্রবীকৃত—যাহাকে গলানো হইয়াছে এরূপ। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি, (=দ্রবী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্রবীভবন, -ভাব—গলিয়া যাওয়া, দ্রব হওয়া। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=দ্রবী) —ভূ+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী, পুং।

দ্রবীভূত—যাহা গলিয়া গিয়াছে এরূপ, গলিত। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি(=দ্রবী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দ্রব্য—১। জিনিস, পদার্থ, সামগ্রী, বস্তু; ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু আকাশ কাল দিক্ আত্মা মনঃ- এই নয়টি; পিত্তল; মদ্য; বিনয়; ভেষজ, ঔষধ। দ্রু+যৎ কর্ম। ২। বিলেপন। দ্রু+যৎ ভাব। বি; ক্লী।

দ্রব্যগুণ—১। পদার্থের ধর্ম, দেহের উপর পদার্থের ক্রিয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। মহর্ষি চরকপ্রণীত দ্রব্যগুণজ্ঞাপক গ্রন্থ বিঃ। দ্রব্যের গুণ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

দ্রব্যজাত—১। বস্তুসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। পদার্থ হইতে উৎপন্ন। ৫মীতৎ। বিণ।

দ্রব্যশুদ্ধি-জিনিসের ময়লা বা অপবিত্রতা দূর করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দ্রষ্টব্য—দেখার মত, দর্শনীয়; যাহা পড়িয়া দেখা কর্তব্য এরূপ; বিবেচনার যোগ্য, দেখিবার যোগ্য। দৃশ্+তব্য কর্ম। বিণ।

দ্রষ্টা (দ্রষ্টৃ)—যে দেখে, দর্শক; সাক্ষী; বিচারক; যাহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে

এমন। দৃশ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -দ্রষ্ট্রী।

দ্রাক্ষা—কিশমিশ; মনাক্কা, আঙ্গুর। দ্রাক্ষ+ঘঞ্‌ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

দ্রাক্ষাকুঞ্জ—আঙ্গুর গাছের ঝোপ, যেখানে বহু আঙ্গুর গাছ আছে, দ্রাক্ষালতার কুঞ্জ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দ্রাক্ষাক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রে আঙ্গুরের চাষ হয়, আঙ্গুরের বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

দ্রাক্ষালতা—আঙ্গুরের গাছ। দ্রাক্ষানাম্নী লতা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্রাক্ষাশর্করা—আঙ্গুরফল হইতে প্রাপ্ত চিনির মত মিষ্ট পদার্থ, grape sugar. দ্রাক্ষার শর্করা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

দ্রাঘিমা (-মন্‌)—১। দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা। দীর্ঘ+ইমন্‌ ভাবার্থে। ২। (ভূগোল) যে সকল মণ্ডলাকার কল্পিত রেখা উভয় মেরু ভেদ করিয়া নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া ভূগোলককে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা, longitude [ভূগোলবিদ্যা-বিশারদগণ নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া পর পর সমানদূরবর্তী ৩৬০টি দ্রাঘিমার কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহাদের পর পর দুইটির কৌণিক দূরত্ব ১ ডিগ্রী এবং উভয়ের মধ্যে সূর্যোদয়ের সময়ের ব্যবধান ৪ মিনিট। সাধারণতঃ ইংলণ্ড দেশের গ্রীনউইচ শহরের দ্রাঘিমাকে মধ্যরেখা বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহা হইতে দ্রাঘিমার দূরত্ব গণনা করা হয়]। দীর্ঘ+ইমন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

দ্রাঘিমান্তর—প্রাথমিক দ্রাঘিমা হইতে যে কোন স্থানের দ্রাঘিমার কৌণিক দূরত্ব, longitudinal distance. [ঐ স্থান প্রাথমিক দ্রাঘিমার পূর্বে হইলে পূর্ব-দ্রাঘিমান্তর, আর পশ্চিমে হইলে পশ্চিম-দ্রাঘিমান্তর বলা হয়]। দ্রাঘিম-সম্বন্ধীয় অন্তর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্রাঘিষ্ঠ—অনেকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লম্বা, বহুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ; অতিশয় দীর্ঘ। দীর্ঘ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দ্রাঘীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অতিশয় দীর্ঘ, দুইটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা; অত্যন্ত লম্বা। দীর্ঘ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

দ্রাব—১। গলন, ক্ষরণ; গতি; পলায়ন। দ্রু+ঘঞ্‌ ভাব। ২। (রসায়ন) গলিত পদার্থ, solution. দ্রু+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

দ্রাবক—১। (রসায়ন) দ্রবকারক, যাহা অতরল পদার্থকে তরল করে এমন, solvent; প্রবর্তক। দ্রু+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—দ্রাবিকা। ২। রস বিঃ; প্লীহাদির ঔষধ বিঃ; অম্ল, acid. দ্রু+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং। ৩। রসিক; লম্পট, কামুক; চন্দ্রকান্ত মণি; চোর। দ্রু+ণক কর্তৃ। ৪। মোম। দ্রু+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম+কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

দ্রাবণ—১। তাড়াইয়া দেওয়া; তরল করা, দ্রবীকরণ; (রসায়ন) কোন কঠিন পদার্থকে কোন তরল পদার্থে ডুবাইয়া উহার গলনীয় অংশ হইতে উহার বাকী অংশকে পৃথক্‌ করিবার প্রণালী, lixiviation. দ্রু+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ২। পলায়নকারক; পীড়ক। দ্রু+ণিচ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

দ্রাবিকা—১। লালা; লাল। বি; স্ত্রী। ২। দ্রবকারিকা। দ্রাবক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

দ্রাবিড়—১। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও কলিঙ্গের দক্ষিণ কন্যাকুমারী পর্যন্ত দেশ। দ্রবিড়+অণ্‌ স্বার্থে। ২। দ্রাবিড় দেশের লোক। বি; পুং। ৩। দ্রাবিড় দেশবাসী। দ্রবিড়+অণ্‌ তদধিবাসী অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ড়ী।

দ্রাবিড়ী—দ্রাবিড় জাতির ভাষা। দ্রবিড়+অণ্‌+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দ্রাবিড়ীয়—দ্রাবিড় দেশজাত। দ্রাবিড়+ঈয় জাতার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দ্রাবিত—যাহা গলানো হইয়াছে এমন, দ্রবীকৃত; দূরীকৃত। দ্রু+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্রাব্য—যাহা জলে গলানো যায় এরূপ, যে সকল বস্তু তাপসংযোগে গলিয়া তরল হয় এরূপ, soluble. দ্রু+ণিচ্‌ (=দ্রাবি)+যৎ কর্ম। বিণ।

দ্রাব্যতা—(রসায়ন) গলিত হইবার ক্ষমতা বা প্রবণতা, তরল পদার্থে পরিণত হইবার যোগ্যতা, solubility. দ্রাব্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

দ্রু—বৃক্ষ; বৃক্ষের অবয়ব, শাখাদি। দ্রু (গমন করা)+ডু কর্তৃ। বি; পুং।

দ্রুণি, দ্রুণী—কানকোটারি; কচ্ছপী; দ্রোণী, ডোঙ্গা। দ্রুণ্‌+কি কর্তৃ, বিকল্পে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দ্রুত—১। শীঘ্র; ধাবিত; গলিত, দ্রবীভূত; ক্লিন্ন, আর্দ্র। দ্রু+ক্ত কর্তৃ। ২। তাড়িত। দ্রু+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্রুতগতি—১। শীঘ্র গমন। দ্রুতা গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। শীঘ্রগমনকারী। দ্রুতা গতি যাহার, বহু। বিণ।

দ্রুতগামী (-গামিন্‌)—যে বা যাহা অতি শীঘ্র গমন করিতে পারে এরূপ। উপতৎ; দ্রুত—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী। বি, -গামিতা।

দ্রুতচারী (-চারিন্‌)—১। যে সব প্রাণী দ্রুতবেগে বিচরণ করে। বি; পুং। ২। দ্রুতগমনকারী। উপতৎ; দ্রুত—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী।

দ্রুতপদ—১। শীঘ্র গমন। দ্রুত পদ (গমন), কর্মধা। ২। (সংস্কৃত কাব্য) দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। বি; ক্লী। ৩। শীঘ্রগামী। দ্রুত পদ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, -পদে।

দ্রুতবিলম্বিত—১। দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। বি; ক্লী। ২। শীঘ্র অথচ বিলম্বিত। দ্রুত অথচ বিলম্বিত, কর্মধা। বিণ।

দ্রুতবেগে—দ্রুতগতিতে, তাড়াতাড়ি। দ্রুত বেগ, কর্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

দ্রুতি—শীঘ্রতা; বেগ; (বলবিদ্যা) গতিবেগ, speed; দ্রবীভাব, গলিয়া যাওয়া। দ্রু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দ্রুপদ—দ্রৌপদীর পিতা। দ্রু (দ্রুত) পদ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

দ্রুম—গাছ, বৃক্ষ। দ্রু+ম কর্তৃ। বি; পুং।

দ্রুমশ্রেষ্ঠ—প্রধান বৃক্ষ; তালগাছ। দ্রুম-মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

দ্রুমারি—হাতি, হস্তী। দ্রুমের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

দ্রুহ্য—১। যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে এমন, দ্রোহের বিষয়ীভূত। দ্রুহ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম। বিণ। ২। অনিষ্টকারী, দ্রোহকারক। দ্রুহ্‌+ক্যপ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

দ্রোণ—১। শস্য ওজন করিবার পাত্র বিঃ; আঢ়ক; ৩২ সের পরিমাণ, আঢ়কচতুষ্টয়; দাঁড়কাক; ১৬০০ হাত পরিমিত জলাশয়; কাঠের কলসী; ভূমিপরিমাণ বিঃ। দ্রু+ন করণ। বি; পুং বা ক্লী। ২। (মহাভারত) পাণ্ডব ও কৌরবদিগের অস্ত্রশিক্ষাগুরু। দ্রোণী (কলসী)+অণ্‌ উৎপন্নার্থে। বি; পুং।

দ্রোণকলস—কাঠের তৈয়ারী যজ্ঞপাত্র বিঃ। দ্রোণপরিমিত কলস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

দ্রোণকাক—দাঁড়কাক। দ্রোণই কাক, কর্মধা। বি; পুং।

দ্রোণাচার্য(র্য্য)—(মহাভারত) ভরদ্বাজ মুনির পুত্র ও কুরু কুমারদের অস্ত্রগুরু। দ্রোণই আচার্য, কর্মধা। বি; পুং।

দ্রোণি, দ্রোণী—১। ডিঙ্গী, ডোঙ্গা, জলসেচনী; জলের গামলা, গরুর গামলা; কলস। দ্রু+নি কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্‌। ২। দেশ বিঃ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান। দ্রু+নি অধি, পক্ষে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দ্রৌণী—পরিমাপ বিঃ; নীলবৃক্ষ; কদলী-বৃক্ষ; দ্রোণাচার্যের পত্নী। দ্রোণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দ্রোহ—অনিষ্টাচরণ, অপকার; অনিষ্টচিন্তা; পরাভব, অভিভব; বিদ্বেষ। দ্রুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

দ্রোহিতা—অনিষ্টাচরণ, বিদ্বেষ। দ্রোহিন্ +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

দ্রোহী (দ্রোহিন্)—যে অনিষ্ট চিন্তা করে এরূপ ; বিদ্বেষী ; অনিষ্টাচারী, অপকারী ; অভিভবকারী। দ্রুহ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী —**দ্রোহিণী**।

দ্রৌপদী—(মহাভারত) পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী। দ্রুপদ+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

[ধ]

ধ—১। ঊনবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান দন্ত। ইহা ত-বর্গের চতুর্থ, মহাপ্রাণ ও ঘোষবান্ বর্ণ। অকঠিন, স্থূল ও গুরুভার বস্তুর প্রকাশক]। ২। ধন। ধা+ক কর্ম। বি ; ক্লী। ৩। ব্রহ্মা ; কুবের ; ধর্ম। ধা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

ধক—আগুন জ্বলিবার অব্যক্ত শব্দ ; পেট খালি থাকার ভাব। <'দহ্'-ধাতু। অ।

ধকধক—আগুন জ্বলিবার অব্যক্ত শব্দ ; হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন ; শোকদুঃখ বোধ ; ক্ষতাদির মধ্যে ব্যথাদায়ক কম্পন। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধকধকানো—ধকধক করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ধকধকি, ধকধকানি—আগুন জ্বলার শব্দ ; শোকদুঃখানুভব ; ক্ষতাদির ব্যথাদায়ক স্পন্দন ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ধকধক+ই, আনি ভাবে। বাংপ্র। বি। বিণ—**ধকধকে, ধকধকানে**।

ধকধ্বক—আগুন জ্বলার শব্দ, অগ্নিশিখার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ার শব্দ ("ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে"—ভারত)। প্রা কপ্র। অ।

ধকল—উপদ্রব ; ধাক্কা, চোট ; অতি ব্যবহার ; বলপূর্বক অধিকার ; কর্মভারজনিত শ্রম ; ব্যবহারজনিত ক্ষয়। বাংপ্র। বি।

ধট—তুলাদণ্ড, নিক্তি ; তুলারাশি। ধন্+ঘ করণ বা অধি (ন-স্থানে ট)। বি ; পুং।

ধটক—৪২ রতি পরিমাণ, ধাড়া। ধট+কন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধটপরীক্ষা—সাধু অসাধু নিরূপণার্থ পরীক্ষা বিঃ [পূর্বকালে ভারতবর্ষে দোষী নির্দোষ পরীক্ষার জন্য নবপ্রকার দিব্য-প্রণালী প্রচলিত ছিল। ধট-পরীক্ষার প্রণালী—তুলাদণ্ডকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে স্থাপিত এবং মন্ত্রশুদ্ধ করিয়া তাহার এক পার্শ্বে এক-টুকরা পাথর রাখিয়া অন্য পার্শ্বে পরীক্ষণীয় ব্যক্তিকে মন্ত্রপাঠপূর্বক স্থাপন করা হইত ; যদি সে ঊর্ধ্বে উঠিত তবে নির্দোষ, যদি নিম্ন-গামী হইত তবে দোষী এবং যদি সমান-ভাবে থাকিত, তবে অল্প দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। তৌলদণ্ড দুষ্ট কারণ ব্যতীত ভগ্ন হইলেও তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইত]। ৬তাতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধটি—কৌপীন, কটিবসন। কপ্র। বি।

ধটিকা, ধটী—পাঁচসের পরিমাণ, ধাড়া ; কৌপীন, চীরবস্ত্র, ধড়া। ধট্+অচ্ কর্তৃ+ ঈপ্ ; ১ম পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধটী (ধটিন্)—১। যে পাল্লা বা নিক্তি ধরিয়া ওজন করে এমন, তুলাদণ্ডধারী, ব্যব-সায়ী। বিণ। স্ত্রী—**ধটিনী**। ২। তুলারাশি ; শিব। ধট+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধড়—স্কন্ধ হইতে কোমর বা পা পর্যন্ত শরীর ; মুণ্ডহীন দেহ ; শরীর। বাংপ্র। বি। **ধড়ে প্রাণ আসা**—বিষম আতঙ্কের পর স্বস্তি লাভ করা।

ধড়ধড়—বুকের কম্পন-শব্দ, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধড়ধড়ানি—বুকের কাঁপুনি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ধড়ধড়+আনি ভাবে। বাংপ্র। বি। বিণ—**ধড়ধড়ে**।

ধড়ফড়—আকুলতা বা অস্থিরতা প্রকাশ, ছটফট ; হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন। বাংপ্র। অ।

ধড়ফড়ানি—ছটফটে ভাব ; অস্থিরতা প্রকাশ। ধড়ফড়+আনি ভাবে। বাংপ্র। বি। ক্রি—**ধড়ফড়ানো**।

ধড়ফড়ে—অস্থির, চঞ্চল ; ক্ষিপ্রকারী। ধড়ফড়+এ করে এরে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধড়মড়—সহসা চাঞ্চল্য প্রকাশ, হঠাৎ কিছু ঘটাতে ব্যস্ততা ও ত্রস্ততার ভাব। বাংপ্র। অ।

ধড়া—১। কৌপীন, কটিবসন। < ধটী। ২। (সংগীত) খোলবাজনার অষ্টমাত্রিক তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধড়া-চূড়া—শ্রীকৃষ্ণের কটিবস্ত্র এবং মস্তকের চূড়া ; (ব্যঙ্গার্থে) সাজপোশাক, ইজার টুপি ইঃ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ধড়াধড়, ধড়াধ্বড়—নিরন্তর পতনের গুরুতর শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধড়াম্—দড়াম (তাহা দ্রঃ)।

ধড়াস—কোন ভারী জিনিস পড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধড়াস-ধড়াস—তাড়াতাড়ি বুক-কাঁপার শব্দ ; দ্রুতবেগে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধড়ি—ধুতি, বসন। < ধটী। প্রা কপ্র। বি।

ধড়িবাজ—চতুর, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, যে অত্যধিক চতুরতা দ্বারা আপন কার্য সম্পাদন করিতে পারে এরূপ। ধড়ি+বাজ নিপুণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধড়িবাজি—ধূর্ততা, চালাকি। ধড়িবাজ +ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ধন—টাকাকড়ি, অর্থ, বিত্ত, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ; স্বর্ণ প্রঃ ; গো-ধান্যাদি ; প্রিয়বস্তু ; স্নেহসূচক শব্দ ; মূলধন ; স্থিতবস্তু ; যোগচিহ্ন, plus sign ; "+" এইপ্রকার চিহ্ন। ধন্+ অচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ধনকষ্ট—টাকা পয়সার অভাব। ধন-বিষয়ক কষ্ট মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ধনকাম, -গৃধ্নু-অর্থলোভী, টাকা পয়সা যে অত্যন্ত ভালবাসে এমন। ধন কাম (কামনা) যাহার, বহু ; ধনে গৃধ্নু, ৭মীতৎ। বিণ।

ধনকুবের—যাহার অনেক টাকাকড়ি আছে এরূপ, ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় ধনী। ধনে (ধনবিষয়ে) কুবের (কুবেরসদৃশ), ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

ধনক্ষয়—টাকাকড়ি নষ্ট হওয়া, বিত্তনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধনগর্ব(র্ব্ব)—টাকার দেমাক, প্রভূত অর্থ আছে বলিয়া গর্ব। ধনজনিত গর্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধনগর্বি(র্ব্বি)ত, -গর্বী(-র্ব্বী) (-র্বিন্, -র্ব্বিন্)—অধিক অর্থ আছে বলিয়া দর্পিত। ধনগর্ব+ইতচ্, ইন্ জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তা, -র্বিণী।

ধনগৌরব—ধনগর্ব, অর্থের অহংকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [পুং।

ধনজন—অর্থবল ও লোকবল। দ্বন্দ্ব। বি ;

ধনজাত—১। ধনসমূহ, অর্থরিত্তাদি। ধনের জাত (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২।

ধনোদ্ভব, অর্থ হইতে উৎপন্ন। ধন হইতে জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

ধনঞ্জয়—(মহাভারত) অর্জুন (সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধন আনয়ন করিতেন বলিয়া); অগ্নি; কদ্রুপুত্র সর্প বিঃ; শরীরস্থ বায়ু বিঃ; ককুভ বৃক্ষ; জলাশয়াধিপতি। উপতৎ; ধন—জি+খচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ধনতৃষা, -তৃষ্ণা—অর্থলাভ করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধনদ—১। কুবের। ধন—দৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। ধনদাতা। উপতৎ; ধন—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

ধনদা—১। অর্থদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী। ধন—দা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধনদায়ী (-দায়িন্)—যে অর্থ দান করে এরূপ, ধনদাতা। উপতৎ; ধন দা+ণিন্ কর্তৃ। স্ত্রী, -য়িনী।

ধনদাস—১। অর্থলোভের একান্ত বশীভূত, অর্থের দাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। ২। কৃপণ; অর্থের জন্য যে পরের নিকট অধীনতা বা হীনতা স্বীকার করে। ধনের দাস, ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে, বাংলামতে ৪র্থীতৎ)। বি; পুং। স্ত্রী, -দাসী।

ধনদেব, -দেবতা—কুবের। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী। [বাংপ্র। বি।

ধনদৌলত—অর্থসম্পত্তি, ঐশ্বর্য। দ্বন্দ্ব।

ধনধান্য—টাকাপয়সা ও ধান; জীবনধারণ ও সুখভোগের বস্তু ("ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"—দ্বিজেন্দ্র)। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ধনধ্রুব—বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধনাত্মক অর্থাৎ যোগমূলক (positive) দণ্ড। ধনাত্মক (positive) ধ্রুব (pole), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধননিয়োগ—টাকা খাটানো, লাভের জন্য কোন কাজে টাকা দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনন্দা—শক্তি বিঃ, যে শক্তির উপাসনা করিলে অর্থলাভ করা যায়। ধন—দা+খচ্ কর্তৃ (মিপা)+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধনপতি, -স্বামী (-মিন্)—কুবের; শ্রীমন্তের পিতা; ধনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনপত্র—১। টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তি; ধনাদি। বাংপ্র। ২। ধনসম্পত্তির তালিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধনপিপাসা—অত্যধিক অর্থলালসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধনপিশাচ—অত্যধিক কৃপণ; অত্যধিক অর্থলোভী। ধনে (অর্থবিষয়ে) পিশাচ (পিশাচতুল্য), ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -চী।

ধনপিশাচিকা, -পিশাচী—প্রবল ধনতৃষ্ণা, অত্যধিক ধনলোভ। ধনে (অর্থবিষয়ে) পিশাচিকা, পিশাচী (সদৃশ), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধনপ্রয়োগ—টাকা খাটানো, টাকা ধার দিয়া তাহার সুদ লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনপ্রাণ—সর্বস্ব ('— হরণ')। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ধনবতী—অর্থশালিনী। ধনবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং, -বান্।

ধনবত্তা—ধনবানের অবস্থা। ধনবৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ধনবান্ (-বৎ)—১। ঐশ্বর্যশালী, যাহার প্রচুর অর্থ আছে এরূপ। বিণ। স্ত্রী, -বতী। বি, -বত্তা। ২। কৃষি বাণিজ্য প্রঃ বিষয়ে যে ধন প্রয়োগ করে, মহাজন। ধন+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ধনবিজ্ঞান, -বিদ্যা—অর্থবিষয়ক শাস্ত্র, যে বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করিলে অর্থোপার্জনের অর্থসংরক্ষণের এবং অর্থব্যয়ের প্রকৃত রীতিনীতি জানা যায়, economics. ধনবিষয়ক বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ধনভাগ্য—টাকাপয়সা পাওয়ার কপাল, অর্থপ্রাপ্তির অদৃষ্ট। ধনবিষয়ক ভাগ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ধনভাণ্ডার—যে স্থানে টাকাকড়ি রাখা হয় তাহা, কোষাগার, ধন রাখিবার স্থান, তহবিল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধনমদ—টাকার দেমাক, অর্থের গর্ব। ধনজনিত মদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [পুং।

ধনমান- টাকাপয়সা ও সম্মান। দ্বন্দ্ব। বি;

ধনরাশি ১। প্রচুর টাকা পয়সা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। (গণিত) যে রাশির পূর্বে '+' চিহ্ন প্রকাশ্য বা উহ্য থাকে তাহা, positive quantity. ধনযুক্ত রাশি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [লক্ষ্মী, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ধনলক্ষ্মী—অর্থসম্পত্তি, ধনৈশ্বর্য। ধন ও

ধনলালসা, -লিপ্সা, -লোভ—অর্থলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ধনে লালসা, লিপ্সা, লোভ, ৭মীতৎ; অথবা, ধনের লালসা, লিপ্সা, লোভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, স্ত্রী, পুং।

ধনশালী (-শালিন্)—ধনী, যাহার প্রভূত অর্থ আছে এরূপ। উপতৎ; ধন—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শালিনী।

ধনসম্পদ্, -সম্পত্তি—টাকাকড়ি এবং অন্যান্য বিষয়বৈভব। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ধনস্থান—(জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান (ইহা দ্বারা ধনলাভ সম্বন্ধে বিচার করা হয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধনহর—চোর; উত্তরাধিকারী। উপতৎ; ধন—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ধনহারি—যে টাকাকড়ি হারাইয়াছে। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

ধনহীন—যাহার টাকাকড়ি নাই এরূপ, নির্ধন, দরিদ্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধনাগম—অর্থাগম, আয়, লাভ, অর্থপ্রাপ্তি। ধনের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধনাগার—অর্থভাণ্ডার, যে গৃহে টাকাকড়ি রাখা হয় তাহা, কোষাগার। ধনের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধনাঢ্য—ধনবান্, প্রভূত অর্থশালী। ধনদ্বারা আঢ্য (সম্পন্ন), ৩য়াতৎ। বিণ।

ধনাত্মক—(গণিত বা পদার্থবিজ্ঞান) যোগমূলক, যোগাত্মক, positive. ধন (যোগ, +) আত্মন্ (স্বভাব) যাহার, বহু+ক-সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ত্মিকা। বিপরীত শব্দ - ঋণাত্মক।

ধনাধিকার—উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ লাভের অধিকার বা স্বত্ব। ধনে অধিকার, ৭মীতৎ। বি; পুং। বিণ, -কারী (-রিন্)।

ধনাধিকারী (-কারিন্)—১। ধনপতি। ধনের অধিকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। উত্তরাধিকারী। ধনে অধিকারী, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

ধনাধিপ, -ধিপতি, -ধ্যক্ষ—১। কুবের; যাহার উপর ধনরক্ষার ও আয়-ব্যয়বিষয়ক তত্ত্বাবধানের ভার থাকে, খাজাঞ্চী; কোষরক্ষক। বি; পুং। ২। ধনবান্; মহাধনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ধনাপহরণ, -হার—অর্থদণ্ড; টাকাকড়ি লুঠ। ধনের অপহরণ, অপহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

ধনাপহারী (-হারিন্)- অর্থলুণ্ঠনকারী, চোর। উপতৎ; ধন—অপ--হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হারিণী।

ধনার্চি(র্চ্চি)ত- ধনবান্, ধনাঢ্য, অর্থশালী। ধন দ্বারা অর্চিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধনার্জ(র্জ্জ)ন—টাকা রোজগার, অর্থোপার্জন। ধনের অর্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধনার্থী (-র্থিন্)—যে টাকাকড়ি চায়, অর্থপ্রার্থী; কৃপণ। উপতৎ; ধন—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

ধনি, ধনী—১। ধন্য। প্রা কপ্র। বিণ। ২। সুন্দরী, যুবতী (সাধারণতঃ নায়িকা-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য)। <ধনিকা। কপ্র। বি; স্ত্রী।

ধনিক—১। ধন্যা বা ধনিয়া। ধনিন্—কৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। ধনাঢ্য; উত্তমর্ণ, মহাজন; সাধু, ধার্মিক; স্বামী; মূলধন-দাতা, পুঁজিপতি, capitalist. ধন++ইক (ঠন্) আছে অর্থে; অথবা, ধনিন্+কন্ স্বার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

ধনিকতন্ত্র—ধনিকদের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা, capitalism. ধনিকদিগের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধনিকতা—মূলধন-নিয়োগকারিত্ব ; ধনবত্তা। ধনিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ধনিকতাবাদ—ধনিকদিগের প্রাধান্য-পরিপোষক মত। ধনিকতার বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধনিকা—সুন্দরী ; সাধ্বী স্ত্রী ; ধনিকবধূ ; যুবতী ; ধনে মসলা। ধনিক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধনিচা—ধঞ্চে গাছ ; পাটগাছের মতো একপ্রকার গাছ। বাংপ্র। বি।

ধনিনী—ধনশালিনী। ধনিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [বি।

ধনিয়া—ধনে, মসলা বিঃ। <ধন্যাক।

ধনিষ্ঠ—অতিশয় ধনবান্। ধনিন্ অথবা ধনবৎ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ধনিষ্ঠা—১। (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রঃ সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। ধনবতী+ইষ্ঠন্+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। প্রভূত ধনশালিনী। ধনবৎ অথবা ধনিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধনী (ধনিন্)—১। ধনবান্, অর্থশালী। বিণ। স্ত্রী—**ধনিনী**। ২। মহাজন, বণিক্। ধন+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধনী—'ধনি' দ্রঃ।

ধনুঃ (ধনুস্), **ধনু, ধনু**—১। যে যন্ত্র দ্বারা বাণক্ষেপণ করা হয়, ধনুক। ধন্+উস্, উ, উ কর্তৃ। ২। চারিহস্ত পরিমাণ, বৃত্তাংশ, arc of a circle ; মরুভূমি ; (জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশরাশির নবমটি। বি ; ক্লী, পুং বা ক্লী, স্ত্রী।

ধনুঃশিরা—(উদ্ভিদতত্ত্ব) পাতার জালশিরার অন্তর্গত বক্র শিরা বিঃ ; curved venation. ধনুরাকৃতি শিরা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধনুক—ধনু। <ধনু। বি। **ধনুকভাঙ্গা পণ**—দৃঢ় পণ, যে প্রতিজ্ঞা বা জেদ হইতে একজনকে সহজে বিচলিত করা যায় না [রাজর্ষি জনক এইরূপ পণ করিলেন যে শিবের দেওয়া ধনুকে যে ছিলা পরাইতে পারিবে তাহার হস্তেই স্বীয় দুহিতা সীতাকে প্রদান করিবেন। এই ধনুক ভঙ্গ করিতে বহু রাজা এবং রাজপুত্র অকৃতকার্য হইলেন। সর্বশেষে রামচন্দ্র ছিলা পরাইতে গিয়া এমন বলপ্রয়োগ করিলেন যে 'ধনুক ভাঙ্গিয়া গেল। সেই ঘটনা হইতে 'ধনুকভাঙ্গা পণ' বলিতে দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞাকে বুঝায়]।

ধনুখা, ধনুখায়া—তুলা ধুনিয়া পরিষ্কার করিবার ধনুকাকৃতি যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

ধনুগুর্ণ—১। ধনুকের ছিলা, জ্যা। ধনুর ('ধনুস্'-শব্দ) গুণ (জ্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ধনুক এবং তাহার জ্যা (ছিলা)। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ধনুক্রম—বাঁশ, বংশ। ধনুঃপ্রদায়ক ক্রম (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধনুর্ধ(র্দ্ধ)র—যে ধনুঃ ও বাণ লইয়া যুদ্ধ করে ; তীরন্দাজ ; কোন বিষয়ে যাহার অসাধারণ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য হইয়াছে (ব্যঙ্গে তাহার ঠিক বিপরীত)। ধনুর ('ধনুস্'-শব্দ) ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

ধনুর্ধা(র্দ্ধা)রী (-রিন্)—তীরন্দাজ, ধনুর্ধর। উপতৎ ; ধনুস্—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

ধনুর্বন্ধনী—(পাটীগণিত) দ্বিতীয় ব্র্যাকেট, { } এই চিহ্ন, braces. ধনুরাকৃতি বন্ধনী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধনুর্বা(র্ব্বা)ণ—ধনুক এবং তীর। সমা দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

ধনুর্বি(র্ব্বি)দ্যা—তীর এবং অন্যান্য অস্ত্রচালনবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা। ধনুঃসম্পর্কিত বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধনুর্বে(র্ব্বে)দ—ধনুর্বিদ্যাবোধক শাস্ত্র ; শস্ত্রবিদ্যা। ধনুঃসম্বন্ধীয় বেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধনুর্বে(র্ব্বে)দী (-দিন্)—শস্ত্রবিদ্যার নিপুণ ব্যক্তি ; মহাদেব। ধনুর্বেদ+ইন্ জ্ঞাতার্থে বা আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

ধনুর্ভৃৎ—তীরন্দাজ, ধনুকধারী। উপতৎ ; ধনুস্—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ধনুষ্কর—১। ধনুর্ধর। ধনুঃ করে যাহার, বহু। বিণ। ২। যে ধনু প্রস্তুত করে এরূপ। উপতৎ ; ধনুস্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

ধনুষ্কোটি—ধনুর অগ্রভাগ ; সেতুবন্ধের নিকটস্থ তীর্থস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধনুষ্টংকা(ঙ্কা)র—১। ধনুকের শব্দ, ধনুকের ছিলার শব্দ। ধনুর ('ধনুস্'-শব্দ) টংকার, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। হস্ত-পদাদির আক্ষেপজনক রোগ বিঃ, ধেঁচুনি, tetanus. [এই রোগের আক্রমণে শরীর ধনুর ন্যায় বাঁকিয়া যায়]। ধনুর টংকার (অর্থাৎ তৎকালীন বক্রতা) যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

ধনুষ্পাণি—ধনুর্ধর, যে ধনু ধারণ করে এরূপ। ধনুঃ পাণিতে যাহার, বহু। বিণ।

ধনুষ্মান্ (-মৎ)—ধনুর্ধর। ধনুস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

ধনে—ধনিয়া, একপ্রকার মসলা। <ধন্যাক। বি। **ধনের চাল**—খোসা ছাড়ানো ভাঙ্গা ধনে [ধনে ভাঙ্গিলে দুই খণ্ড হইয়া যায়। সেই ধনের উপরের খোসা ছাড়াইলে ভিতরে যে শস্য বাহির হয় তাহাকে ধনের চাল বলে]।

ধনেশ, -শ্বর—১। কুবের। বি ; পুং। ২। ধনস্বামী। ধনের ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ধন্দ—১। বিস্ময়কর ব্যাপার। বি। ২। হতভম্ব ; বিস্মিত। কপ্র। বিণ। ৩। সাংসারিক ভাবনাচিন্তা ; সংশয় ; ধোঁকা ; ধাঁধা ; প্রমাদ। <দ্বন্দ্ব। বি।

ধন্দা—১। ধাঁধা, সংশয়। প্রা কপ্র। ২। প্রয়োজন, সন্ধান। হি। বি।

ধন্দ—ধাঁধা লাগা, দৃষ্টিভ্রম জন্মানো ; ভ্রম ; সংশয়। <দ্বন্দ্ব। বি।

ধন্না—কাহারও অনুগ্রহলাভের জন্য তাহার দ্বারে অনাহারে পড়িয়া থাকা ; পিকেটিং ; ঘরের থামের উপর প্রস্থ দিকে চালের অবলম্বনরূপে যে কাঠ বা বাঁশ স্থাপন করা হয় তাহা (প্রাদে)। বাংপ্র। বি। **ধন্না দেওয়া, ধন্না পাতা**—প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কাহারও বাটীর দ্বারে বা মন্দির-দুয়ারে অনাহারে পড়িয়া থাকা ; অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া বার বার প্রার্থনা করা ; পিকেটিং করা।

ধন্নী—ধাই, প্রসবকালে যে স্ত্রীলোক প্রসূতির সাহায্য এবং শুশ্রূষাদি করে। প্রাদে। বি ; স্ত্রী।

ধন্বন্তরি—১। দেববৈদ্য ; উত্তম চিকিৎসক বা ঔষধ। ধন্বন্ (শিল্পশাস্ত্র)—অন্ত—ঋ+ইন্ কর্তৃ। ২। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন। বি ; পুং।

ধন্বা (ধন্বন্)—মরুভূমি ; আকাশ ; সমুদ্রসৈকত। ধন্+কনিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ধন্বী (ধন্বিন্)—১। ধনুষ্মান্, ধনুর্ধারী ; বিদগ্ধ। বিণ। স্ত্রী—**ধন্বিনী**। ২। অর্জুনবৃক্ষ ; দুরালভা ; বকুল ; শিব ; বিষ্ণু ; ধনু রাশি। ধন্ব+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধন্য—১। প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্য ; ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী ; কৃতার্থ ; সাধু ; ধার্মিক। বিণ। ২। ধন ; ধনিয়া, মসলা বিঃ। ধন+যৎ প্রয়োজনার্থে। বি ; ক্লী।

ধন্যবাদ—"তুমি ধন্য"—এই বলিয়া প্রশংসা করা, প্রশংসাবাদ ; কৃতজ্ঞতাসূচক উক্তি, thanks. ধন্য এই বাদ, কর্মধা। বি ; পুং।

ধন্যা—১। প্রশংসনীয়া। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধনিয়া, মসলা বিঃ ; ধাত্রী, ধাই। ধন্য+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধন্যাক—ধনিয়া। ধন্য+আকন্ হিতার্থে। বি ; ক্লী।

ধন্যি—কৃতার্থ ; শ্লাঘ্য। <ধন্য। বিণ।

ধপ্—হঠাৎ ভারী বস্তু পতনের বা অগ্নি জ্বলনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধপধপ, ধবধব—১। শুভ্রতা প্রকাশ। অ। ২। অতি শুভ্র। বাংপ্র। বিণ।

ধপধপে, ধবধবে—অতি শুভ্র। ধপধপ, ধবধব+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধপাৎ, ধপাস্, ধবাস্—ভারী বস্তু

পতনের শব্দ ; হঠাৎ পতনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধপাধপ—ক্রমাগত ভারী কিছু দিয়া আঘাত করার বা পড়ার শব্দ। বাংপ্র। বি বা অ।

ধব—১। স্বামী, পতি ; ধূর্ত ব্যক্তি ; মনুষ্য ; বৃক্ষ বিঃ। ধু বা ধূ+অচ্ কর্তৃ। ২। কম্প। ধু বা ধূ+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

ধবল—১। শুক্লবর্ণ ; কর্পূর বিঃ ; শ্বেতকুষ্ঠ ; শ্বেতমরিচ। ধাব্+কলচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (আ-স্থানে অ)। বি ; পুং। ২। রোগ বিঃ, শ্বেতী। বি ; স্ত্রী। ৩। শুক্লবর্ণযুক্ত ; সুন্দর। ধবল (১)+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ধবলগিরি—হিমালয় পর্বতের শৃঙ্গ বিঃ ; শ্বেতপর্বত। কর্মধা। বি ; পুং।

ধবলা, ধবলী—১। শুক্লবর্ণা। বিণ ; স্ত্রী। ২। শুক্লবর্ণা ধেনু ; বৃন্দাবনস্থ পর্বত বিঃ। ধবল+আপ্, ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধবলাকার—শুভ্র, শ্বেতবর্ণ। ধবল (শ্বেত) আকার যাহার, বহ। বিণ।

ধবলিত—যাহা শ্বেতবর্ণ করা হইয়াছে এরূপ ; শুক্লীকৃত। ধবল+ণিচ্ (=ধবলি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধবলিম—শুভ্র ; সাদা। কপ্র। বিণ।

ধবলিমা (-মন্)—শুভ্রতা। ধবল+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

ধবলী—'ধবলা' দ্রঃ।

ধবলীকৃত—যাহাকে সাদা করা হইয়াছে এরূপ, ধবলিত। ধবল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ধবলী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -**করণ**।

ধবলীভূত—যাহা সাদা হইয়াছে এরূপ, শুক্লীভূত। ধবল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ধবলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -**ভবন**, -**ভাব**।

ধম—ধমনকারী (অর্থাৎ কর্মকারের) ভস্ত্রা-চালক ; অগ্নিসংযোগকর্তা ; শব্দকারক। ধ্মা+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ধমক—১। দাবড়ি, তাড়া, হঠাৎ উচ্চারিত উচ্চ বা কঠোর তিরস্কার ; ভয়প্রদর্শন ; ভর্ৎসনা ; বল ; ধাক্কা ; প্রভাব ; বেগ, চোট ('কাসির —')। বাংপ্র। বি। **ধমক খাওয়া**—তাড়া খাওয়া, তিরস্কৃত হওয়া। **ধমক দেওয়া**—তিরস্কারপূর্বক সাবধান করা। ২। কর্মকার। ধ্মা+ণক কর্তৃ। বি ; পুং। [বি।

ধমক-ধামক—নানাভাবে বকুনি। বাংপ্র।

ধমকানি—ধমক, তিরস্কার, ভয়প্রদর্শন। ধমকা+নি ভাব। বাংপ্র। বি।

ধমকানো—ধমক দেওয়া, তিরস্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধমন—১। নল, চোঙ্গা ; নলখাগড়া বিঃ। ধ্মা+অনট্ করণ। বি ; পুং। ২। যে কর্মকারের ভস্ত্রা চালন করে ; ক্রূর। ধম্+অন কর্তৃ। বিণ।

ধমনি, -নী—রক্তবাহিকা নাড়ী ; যে নাড়ী দিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত শরীরের নানা জায়গায় বহিয়া যায়, artery ; গলা ; হরিদ্রা ; হট্টবিলাসিনী, বেশ্যা। ধম্+অনি করণ, কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধমনীঘাত—(শারীরবিদ্যা) নাড়ীর গতি, pulse beat. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধমনীজাল—ধমনীজালিকা (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধমনীজালিকা—(শারীরবিদ্যা) জালের ন্যায় বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরাসমূহ, capillaries. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধমাধম—বারবার আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধম্মিল—চুল, কেশ, খোঁপা। <ধম্মিল্ল। প্রা কপ্র। বি।

ধম্বল—সংগীত আরম্ভের পূর্বে যে বাদ্য হইয়া থাকে তাহা ; আখড়াই। বাংপ্র। বি। **ধম্বল দেওয়া**—দশজনে মিলিয়া মিছা-মিছি হই-হল্লা করা, কোন কাজ না করিয়া গোলমাল করা।

ধম্ম—ধর্ম। প্রাকৃত। বি।

ধর—১। পর্বত ; কার্পাস তুলা ; কূর্মরাজ ; বসু বিঃ ; অষ্ট বসুর অন্যতম। বি ; পুং। ২। ধারণকর্তা (সাধারণতঃ অন্য শব্দের পর—যেমন, জলধর, দণ্ডধর)। ধৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। কায়স্থের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধরণ—১। ধারণ। ধৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। হিমালয় পর্বত ; ভুবন, লোক ; সূর্য ; স্তন ; ধান্য ; সেতু। ধৃ+অন কর্তৃ। ৩। (সংগীত) আট বা ষোল মাত্রার তাল বিঃ। বি ; পুং।

ধরণি, -ণী—পৃথিবী ; পিতৃগণের কন্যা, মেরুর পত্নী ; ঘরের চালের অবলম্বন বংশ বা কাষ্ঠদণ্ড ; শিরা। ধৃ+অনি কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধরণি(ণী)তল—পৃথিবীর উপরিভাগ, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধরণি(ণী)ধর—(গোবর্ধন ধারণ করিয়া-ছিলেন বলিয়া) কৃষ্ণ, বিষ্ণু ; শিব ; ভূধর, পর্বত ; মহাবরাহ ; কূর্মরাজ ; বাসুকি নাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধরণী—'ধরণি' দ্রঃ।

ধরণীপতি, ধরাপতি—পৃথিবীর অধীশ্বর, রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধরণীয়ে—পৃথিবীতে ("অলখে ধরণীয়ে বিহরত্ত মানসু"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। বি। [বি ; পুং।

ধরণীশ্বর—শিব ; রাজা ; বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ।

ধরণীসুত—(পুরাণমতে) মঙ্গলগ্রহ ; নরকা-সুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধরণীসুতা—(রামায়ণ) সীতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধরত—ধরিতেছে, ধরে ; বাজাইতে লাগিল ("কোই ধরত তাল"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধরতা—ধরতি (১) ; দোহার মূল গায়েনের মুখ হইতে যে পদ ধরিয়া লয়। বাংপ্র। বি।

ধরতি—১। যাহা আন্দাজে ধরিয়া দেওয়া হয় ; যাহা আনুমানিক হিসাবের পরে বা পূর্বে ধরিয়া লওয়া হয়। ধর্+অতি কর্ম। বাংপ্র। ২। পৃথিবী। <ধরিত্রী। প্রা কপ্র। বি।

ধরন—পদ্ধতি, রীতি, চাল ; আকৃতি, লক্ষণ, রকম। বাংপ্র। বি।

ধরন-ধারন—রীতি-নীতি, চালচলন, চলা-ফেরার প্রকার। বাংপ্র। বি।

ধরনা—ধন্না (তাহা দ্রঃ)।

ধরপাকড়—ব্যাপকভাবে গ্রেফতার ; বহুলোককে ধরা এবং বন্দী করা ; কোন কার্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে লোককে ধরাধরি করা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ধরবি—ধারণ করিবে ; মানিয়া চলিবে ("সুন্দরী ধরবি বচন হামার"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধরম—ধর্ম। <ধর্ম। কপ্র। বি।

ধরমগণ্ডা—ন্যায়তঃ প্রাপ্য মূল্য। প্রা কপ্র। বি।

ধরমশালা—ধর্মশালা (তাহা দ্রঃ)।

ধরা—১। পৃথিবী ; গর্ভাশয় ; মেঘ ; নাড়ী। ধৃ+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। গণনা ; দখল ; স্পর্শ, সম্পর্ক ; আত্মসমর্পণ ; কর্তৃত্ব ; কীর্তনগানের তাল বিঃ। বাংপ্র। বি। ৩। হস্তদ্বারা ধারণ করা ; পরিধান করা ('বেশ —') ; গ্রহণ করা ; বন্দী করা, আটকান ; আক্রমণ করা ; সময় মত পাওয়া ('গাড়ি —') ; নাছোড়বান্দা হইয়া অনুরোধ করা ; আশ্রয় করা ; আরম্ভ করা ; কোন কিছু হইতে নিরস্ত না হওয়া ('জেদ —,' 'আবদার —') ; নির্ধারণ করা ; বুঝিতে পারা ; প্রদর্শন করা ('দোষ —') ; গণনা করা ; গণ্য করা ; কল্পনা করা ; অতিরিক্ত গণনা করা ; মনে করা ; পছন্দ হওয়া ; বন্দী করা ; অবলম্বন করা ; কাহারও উপর কার্যকর হওয়া বা ফল প্রকাশ করা ('ঔষধ —') ; যন্ত্রণা বা বেদনাযুক্ত হওয়া ; স্থান পাওয়া ; উৎপন্ন হওয়া ; প্রকাশ হওয়া ; থামা ('বৃষ্টি —') ; জলা ; সংযুক্ত হওয়া ; সামান্য পুড়িয়া যাওয়া ('ভাত —') ; হওয়া ; সাজ করা ; উচ্চারণ করা ; উল্লেখ করা ; বজায় রাখা ; বদ্ধ হওয়া ; বসিয়া যাওয়া

('গলা —'); মনে রাখা; স্পর্শ করা; প্রজ্বলিত হওয়া; মিলিত হওয়া; অভ্যাসের বশবর্তী হওয়া; হাজিয়া যাওয়া; আটকাইয়া যাওয়া; অভ্যাস করা; আক্রান্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [প্রাচীন কবিতায় ধরা ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ :—**ধরই, ধরইতে** —ধরিতে। **ধরব**—ধরিবে; ধরিব। **ধরবে**—ধরিবে। **ধরল**—ধরিল। **ধরলি** —ধরিতেছে। **ধরু**—ধরে।] **কান ধরা** —অনুতাপ করিয়া পুনরায় অপরাধ না করিবার জন্য কর্ণস্পর্শ করা; অপরাধের জন্য দায়ী করা। **খোতো ধরা**—ছাতা পড়া; জীর্ণ হওয়া। **গাল ধরা**—ওল কচু প্রঃ খাওয়ার ফলে মুখের ভিতরে চিড়চিড় করা। **ঘুণ ধরা**—ঘুণ লাগা; অন্তঃসারশূন্য হওয়া। **ছাতা ধরা**—সাহায্য করা। **দুয়ার, দোর ধরা**—ধন্না দেওয়া। **ধরা ছোঁওয়া না দেওয়া**—কোন ব্যাপারে জড়িত থাকিয়াও জড়িত নয় বলিয়া লোকের নিকট মনে হওয়া; আয়ত্তের বাহিরে থাকা। **ধরা দেওয়া**—স্বেচ্ছায় বন্দী বা বশ হওয়া। **ধরা পড়া**—ধৃত হওয়া, বন্দী হওয়া। **ধামা ধরা**—খোসামোদ করা। **মনে ধরা**—পছন্দ হওয়া। **হ্যাপা ধরা**—ঝঞ্চাট পোহানো; দায়িত্ব লওয়া। **৪**। ধৃত; নির্ধারিত; বসা ('— গলা'); (কর্মবাচক শব্দের পরে) যে ধরে বা যাহা-দ্বারা ধরা যায়; অল্প পোড়া, চোঁয়া ('— গন্ধ')। ধর্+আ কর্ম, কর্তৃ। বিণ। **৫**। শান্ত রাখা, অধৈর্য হইতে না দেওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধরাকাট—বাঁধাবাঁধি; কঠিন নিয়ম। বাংপ্র। বি।

ধরাছোঁওয়া—সংস্রব, সংস্পর্শ; স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ সংস্রব। বাংপ্র। বি।

ধরাট, -টি—বাঁধাবাঁধি নিয়ম; নৌকার একপ্রকার মঞ্চ; বাটা বা ছাড়, দস্তুরি, যাহা বাদ দেওয়া হয় বা ধরিয়া দেওয়া হয়; ঋণের সুদ বৃদ্ধির হার বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধরাতল—পৃথিবীর উপরিভাগ, ভূতল; পাতাল। ধরার তল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধরাধর—অনন্ত; বিষ্ণু; পর্বত; কূর্মরাজ; মহাবরাহ। ধরার ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধরাধরি—অনেকে মিলিয়া ধরা; অনুগ্রহ-লাভের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। বাংপ্র। বি।

ধরাধাম (-ধামন্)—পৃথিবী। ধরারূপ ধাম (গৃহ), রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধরানো—ধৃত করানো; অভ্যাস করানো; জ্বালানো; সংযুক্ত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধরাপতি—'ধরণীপতি' দ্রঃ।

ধরাপৃষ্ঠ—পৃথিবীর উপরিভাগ, ভূতল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধরাবাঁধা—নির্দিষ্ট, নির্ধারিত। আগে ধরা পরে বাঁধা, কর্মধা ('সুপ্তোত্থিত'বৎ)। বিণ।

ধরামর—ব্রাহ্মণ। ধরায় অমর (দেবতা), ৭মীতৎ। বি; পুং।

ধরাশয্যা—যে অনাবৃত ভূমির উপর শয়ন করা হইয়াছে তাহা, ভূমিশয্যা। রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধরাশায়ী (-শায়িন্)—যে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এরূপ, ভূলুণ্ঠিত; পরাজিত; মৃত। উপতৎ; ধরা—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

ধরি—অবধি, হইতে। প্রা কপ্র। অ।

ধরিত্রী—পৃথিবী, ধরণী। ধৃ (ধরা)+ইত্র কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধর্ত(র্ত্ত)ব্য—ধরিবার মত, ধারণযোগ্য; বিবেচনার যোগ্য, বিবেচ্য; গ্রাহ্য। ধৃ+তব্য কর্ম। বিণ।

ধর্তা (-র্তৃ), **ধর্ত্তা** (-র্ত্তৃ)—ধারণকর্তা; বহনকর্তা। ধৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **ধর্ত্রী**।

ধর্ম(র্ম্ম)—১। সৎকর্ম-অনুষ্ঠানজন্য গুণ বিঃ; সুকৃত, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য; শাস্ত্রানুযায়ী আচার-ব্যবহার; বেদবিহিত অনুষ্ঠান; রীতি; আচার; কর্তব্য; ভাব; স্বাভাবিক অবস্থা, গুণ, শক্তি, property, attribute, স্বভাব; সাদৃশ্য; লগ্নের নবম স্থান; দেশ বিঃ বা জাতি বিঃ; ঈশ্বর পরকাল প্রঃ অলৌকিক পদার্থবিষয়ক বিশ্বাস ও উপাসনাপ্রণালী; উচিত কর্ম; অবশ্যকর্তব্য কর্ম; ষড়্‌বিধ পুণ্যকর কার্য [যথা—যোগ্যপাত্রে দান, কৃষ্ণে মতি, মাতাপিতার সেবা, শ্রদ্ধা, বলি, গরুকে আহার্য দান। ধর্মের অঙ্গ দশটি; যথা—ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপঃ, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শুচিতা, অহিংসা, শান্তি, অস্তেয় (চুরি না করা)। ধর্মের মূল এইগুলি :—অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবে দয়া, তপঃ, ব্রহ্মচর্য, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি]; (অভিধানমতে) সৎসঙ্গ; (দীপিকামতে) পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণ; (মহাভারতমতে) অহিংসা; (পুরাণ-মতে) যাহা দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়; (যুক্তিবাদিমতে) মনুষ্যের যাহা কর্তব্য তাহার সম্পাদন; (জ্ঞানবাদমতে) মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে। বি; পুং বা স্ত্রী। **২**। যম; আত্মা, জীব; ন্যায় অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা; ঈশ্বর; দেবতা বিঃ [বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল হইতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেন]। ধৃ+মন্ কর্তৃ। বি; পুং। **ধর্মের ষাঁড়** —বৃষোৎসর্গে উৎসর্গীকৃত বৃষ; স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তি।

ধর্ম(র্ম্ম)কন্যা, -মেয়ে—কন্যারূপে গৃহীতা নারী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ধর্মকর্ম (-কর্মন্), **ধর্ম্মকর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—পুণ্যজনক কার্য, যে কাজ করিলে পুণ্য হয়। ধর্ম+(সহচর শব্দ) কর্ম; অথবা, ধর্মবিহিত কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম্ম)কাম—ফল পাওয়ার আশায় যে পুণ্যকার্য করে এরূপ, ধর্মানুষ্ঠানকারী। উপ-তৎ; ধর্ম—কম্+ণ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মা**।

ধর্ম(র্ম্ম)কার্য(র্য্য)—ধর্মকর্ম (তাহা দ্রঃ)।

ধর্ম(র্ম্ম)কাল—ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক ধর্ম-অর্জনের সময়। ধর্মপ্রদায়ক কাল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম্ম)কুণ্ড—কাম্যবনস্থিত কুণ্ড বিঃ [ইহা কাম্যবনের পূর্বভাগে অবস্থিত]। ধর্মপ্রদায়ক কুণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম্ম)কৃত্য—ধর্মকার্য, পুণ্যকর্ম। ধর্মসম্মত কৃত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম্ম)কেতু—বুদ্ধদেব; অলর্ক বংশীয় সুকেতুর পুত্র; জনৈক ব্যাধ। ধর্ম কেতু (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম্ম)ক্ষেত্র—পুণ্যধাম, ধর্মস্থান; (বিশেষ অর্থে) কুরুক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম্ম)গ্রন্থ—পবিত্র পুস্তক, ভগবদ্বিষয়ক পুস্তক, সদাচার এবং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণায়ক পুস্তক, ধর্মমত-প্রতিষ্ঠাপক গ্রন্থ [হিন্দুর—বেদ, মুসলমানের—কোরান, বৌদ্ধের—ত্রিপিটক, জৈনের—কল্পসূত্র, খ্রীষ্টানের—বাইবেল, শিখের—গ্রন্থসাহেব প্রঃ প্রধান ধর্মগ্রন্থ]। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম্ম)ঘট—১। সকলে সমবেত হইয়া কোন কার্য করিতে বা না করিতে প্রতিজ্ঞা করা; অভীষ্ট আদায়ের জন্য শ্রমিকগণের একযোগে কাজ বন্ধ করা, strike. বাংপ্র। বি। **২**। বৈশাখ মাসে প্রতিদিন খাদ্য ও সুগন্ধ জলে ভরা কলস দেওয়া রূপ ব্রত বিঃ; কলসীব্রত। ধর্মার্থ ঘট অর্থাৎ ঘটদান যাহাতে, বহু। **৩**। ধর্মরক্ষার্থ ঘট। ধর্মার্থক ঘট, মধ্যপ কর্মধা। বি, পুং।

ধর্ম(র্ম্ম)ঘটকারী (-কারিন্), **ধর্ম-(র্ম্ম)ঘটী** (-ঘটিন্)—যে অনেকের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া কার্য পরিত্যাগ করে। উপতৎ; ধর্মঘট—কৃ+ণিন্ কর্তৃ; ধর্মঘট+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী, -ঘটিনী**।

ধর্ম(র্ম্ম)ঘটব্রত—চারিবৎসর ব্যাপিয়া করণীয় ব্রত বিঃ। ধর্মঘটসম্বন্ধীয় ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম্ম)চক্র—বুদ্ধদেবের চারিটি উপদেশ [(১) বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ, (২)

সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়, (৩) বিষয়তৃষ্ণা সম্পূর্ণ দূর করাতেই দুঃখের নিবৃত্তি এবং (৪) দুঃখের নিবৃত্তির জন্য দৃষ্টি, সংকল্প, বাক্য, কর্মান্ত, আজীব, ব্যায়াম, স্মৃতি, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গিক পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে অভীষ্ট ফললাভ হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)চর্চা(র্চ্চা)—ধর্মবিষয়ক আলোচনা, শীলন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)চর্যা(র্য্যা)—ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মাচরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)চারিণী—১। সহধর্মিণী, পত্নী, স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা। উপতৎ; ধর্ম—চর্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)চারী (-চারিন্)—যে ধর্মপথে চলে এমন, ধার্মিক। উপতৎ; ধর্ম—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

ধর্ম(র্ম)চিন্তা—পুণ্যলাভ করিবার জন্য ঈশ্বরচিন্তা, পবিত্র বিষয়ের চিন্তা। ধর্মবিষয়িক চিন্তা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)জ—ঔরস ('— পুত্র')। উপতৎ; ধর্ম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)জন্মা (-জন্মন্)—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ধর্ম হইতে জন্ম যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)জাত—ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধর্ম(র্ম)জায়া—ধর্মপত্নী, ধর্মমতে বিবাহিতা স্ত্রী। ধর্মসম্মতা জায়া, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)জীবন—১। সৎভাবে বাঁচিয়া থাকা, সৎ-জীবন, পুণ্যকর্মে নিয়োজিত জীবন। ধর্মসম্মত জীবন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাজক ব্রাহ্মণ। ধর্মই জীবন (জীবনোপায়) যাহার, বহু। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)জ্ঞ—যিনি ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব জানেন এমন; শাস্ত্রজ্ঞ। উপতৎ; ধর্ম-জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)জ্ঞান—ধর্ম কাহাকে বলে তাহা জানা, ধর্মবিষয়ক বোধ বা উপলব্ধি; কর্তব্যবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)ঠাকুর—অনাদি দেব, দেব নিরঞ্জন [ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবসান হইলে এই ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রচলন হয়। বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে নানা নামে এই ধর্মঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে। যথা—পাণ্ডুগ্রামে—বুড়া ধর্ম, মেমারিতে—অচল রায়, পশ্চিমপাড়ায়—যাত্রাসিদ্ধি, জাড়াগ্রামে—কালুরায়, ঘেঁটু-গাছিতে-ধর্মরাজ, জামালপুরে (নদীয়ার নিকটে)—বুড়োরাজ, বোড়ালে—ক্ষুদিরায়, বড়্জাগ্রামে—মোহন রায়, গুড়াগ্রামে—শীতলনারায়ণ, কলিকাতার ধর্মতলায়—ধর্ম ঠাকুর ইঃ]। ধর্মই ঠাকুর, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ধর্ম(র্ম)তঃ (-তস্) (>ধর্মত)—ধর্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া। ধর্ম+তস্ (৩য়া-স্থানে)। অ।

ধর্ম(র্ম)তত্ত্ব—ধর্মরহস্য, ধর্মের নিগূঢ় মর্ম। ধর্মের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)তাল—মৃদঙ্গের ধামার তাল। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)ত্যাগ—নিজের ধর্ম আচার প্রঃ পরিত্যাগপূর্বক অন্যজাতির ধর্মগ্রহণ, স্বজাতীয় ধর্মের অন্যথাচরণ; নাস্তিকতা অবলম্বন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

ধর্ম(র্ম)ত্যাগী (-গিন্)—যে স্বজাতীয় ধর্ম মত পরিত্যাগপূর্বক অন্য ধর্ম গ্রহণ করে এমন; নাস্তিক। উপতৎ; ধর্ম—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

ধর্ম(র্ম)দ্বেষী (-দ্বেষিন্)—যে ধর্মকার্যে বাধা প্রদান করে এরূপ, যে ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এরূপ। উপতৎ; ধর্ম-দ্বিষ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী**।

ধর্ম(র্ম)দ্রোহী (-দ্রোহিন্)—১। যে ধর্মকার্যে বাধা দেয় এমন, ধর্মসংগত আচরণের বিরোধী। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**। ২। রাক্ষস। উপতৎ, ধর্ম—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)ধ্বজ—১। মিথিলা নগরের জনক-বংশীয় এক রাজা। বি; পুং। ২। যে ধর্মের বাহ্যিক চিহ্নসমূহ ধারণ করে এরূপ। ধর্ম ধ্বজা (চিহ্ন) যাহার, বহু। বিণ। ৩। ধর্মের বাহ্যচিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

ধর্ম(র্ম)ধ্বজা—১। ধর্মের বাহ্যচিহ্ন। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ধর্মের বাহ্যচিহ্ন-ধারিণী। ধর্ম ধ্বজা (চিহ্ন) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)ধ্বজী (-জিন্)—কপট ধার্মিক, বকধার্মিক, সাধুবেশী ভণ্ড। ধর্মধ্বজ (৩)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ধ্বজিনী**।

ধর্ম(র্ম)নন্দন—যুধিষ্ঠির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)নাশ—ধর্মের হানি, ধর্মের লোপ, স্বধর্মের নাশ; স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)নিষ্ঠ—ধর্মপরায়ণ, ধর্মে যাঁহার আন্তরিক আস্থা আছে এরূপ, যিনি যথাশক্তি ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করেন এরূপ। ধর্মে নিষ্ঠা যাঁহার, বহু। বিণ।

ধর্ম(র্ম)নিষ্ঠা—১। ধর্মবিষয়ে আন্তরিক আস্থা, সাধ্যানুসারে ধর্মপথে চলা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। ধর্মপরায়ণা। ধর্মনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)নীতি—নীতি-জ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল নির্ণয় করা যায়। ধর্মবিষয়িণী নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)পতি—ধর্মসম্মত বিধানে গৃহীত স্বামী। ধর্মসম্মত পতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)পত্নী—১। সহধর্মিণী, শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিবাহিতা স্ত্রী। ধর্মসম্মতা পত্নী, মধ্যপ কর্মধা। ২। প্রথমা পত্নী, যে পত্নীর সহিত ধর্মাচরণ বিধেয়। ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে)। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)পথ—ন্যায়পথ, পুণ্যকর্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনযাত্রাপ্রণালী। ধর্মের পন্থা (পথিন্), ৬ষ্ঠীতৎ+অচ্-সমাসান্ত। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)পর—ধর্মাসক্ত, ধর্মনিষ্ঠ। ধর্ম পর (প্রধান) যাঁহার, বহু। বিণ।

ধর্ম(র্ম)পরায়ণ—ধার্মিক, ধর্মশীল, ধর্মনিষ্ঠ। ধর্ম পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহু। বিণ।

ধর্ম(র্ম)পরায়ণতা—ধার্মিকত্ব, ধর্মনিষ্ঠা। ধর্মপরায়ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)পিতা (-পিতৃ)—ধর্মবাপ, ধর্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে পিতা বলা হয়। ধর্ম (সাক্ষী করিয়া) গৃহীত পিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)পিপাসু—যে ধর্মলাভ করিতে একান্ত ইচ্ছুক, ধর্মলাভেচ্ছু। ধর্মকে পিপাসু, ২য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)পুত্র—১। যুধিষ্ঠির। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভিক্ষাপুত্র, ধর্ম সাক্ষী করিয়া গৃহীত পুত্র। ধর্মগৃহীত পুত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির**—পরম ধার্মিক; (ব্যঙ্গার্থে) ধার্মিকের বেশে পরম অধার্মিক।

ধর্ম(র্ম)পুস্তক—ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। ধর্মবিষয়ক পুস্তক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)-প্রচার—লোকসমাজে ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতবাদ ঘোষণাকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধর্ম(র্ম)-প্রচারক—ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ ঘোষণাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-রিকা**।

ধর্ম(র্ম)প্রণালী—ধর্মানুষ্ঠান-রীতি; কোন দেশ বা জাতির মধ্যে প্রচলিত পাপ-পুণ্যের বিশ্বাস ও উপাসনাপদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)প্রবক্তা (-বক্তৃ)—রাজা কর্তৃক নিযুক্ত ধর্মনিরূপক পুরুষ; ধর্ম-ব্যাখ্যাতা। ধর্মের প্রবক্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-ক্ত্রী**।

ধর্ম(র্ম)প্রবণ—ধর্মের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)প্রবৃত্তি—ধর্মবিষয়ে মতি; ভক্তি;

ন্যায়পরতা দয়া পরোপকার প্রঃ প্রবৃত্তি। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)প্রমাণ—১। ধর্ম যাহার সাক্ষী এমন, ধর্মসাক্ষী করিয়া কথিত বা আচরিত। ধর্ম প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। ধর্ম অনুসারে, ধর্মসাক্ষী করিয়া, ধর্মতঃ। ধর্ম প্রমাণ যাহাতে, বহু, এরূপে (সাধারণতঃ এ-কারান্ত)। ক্রি-বিণ।

ধর্ম(র্ম)প্রাণ—ধার্মিক। ধর্মই প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

ধর্ম(র্ম)বড়াই—১। ধর্ম বিষয়ে অহংকার। মধ্যপ কর্মধা। বি। ২। ধর্মধ্বজী। ধর্মের বড়াই যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

ধর্ম(র্ম)বন্ধন—১। এক ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে পরস্পর বাধ্যবাধকতা। ধর্মজনিত বন্ধন, মধ্যপ কর্মধা। ২। ধর্মভয়, ধর্মের যে যে শক্তি মানুষকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)বন্ধু—সমধর্মাবলম্বী বলিয়া মিত্র ; ধর্মসাক্ষী করিয়া গৃহীত বন্ধু। ধর্মসম্পর্কিত বন্ধু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)বাপ—ধর্মপিতা (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ধর্ম(র্ম)বিৎ (-বিদ্)—ধার্মিক, যে ধর্মশাস্ত্র জানে এরূপ। উপতৎ ; ধর্ম - বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্, কর্তৃ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)বিদ্যা—দর্শন-শাস্ত্রে জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। ধর্মনিরূপিকা বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)বিপ্লব—ধর্মবিষয়ক গোলযোগ ; ধর্মবিষয়ে ব্যাপক অনাস্থা-প্রকাশ ; ধর্মলোপ, ধর্মের পরিবর্ত্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)বীর—যিনি ধর্মকর্মের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন ; ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গকারী। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)বুদ্ধি—১। ধর্মজ্ঞান, ধর্ম কাহাকে বলে সেই বিষয়ে বোধ। ধর্মবিষয়িণী বুদ্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ধার্মিক। ধর্মে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

ধর্ম(র্ম)বৃদ্ধ—শ্রেষ্ঠ ধার্মিক। ৭মীতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)ব্রত—পরমধার্মিক, ধর্মানুষ্ঠানে নিরত। ধর্ম হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

ধর্ম(র্ম)ভগিনী—ধর্মসাক্ষী করিয়া যাহার সহিত ভগিনী-সম্বন্ধ স্থাপন করা হয় ; গুরুকন্যা। ধর্মসম্বন্ধিনী ভগিনী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)ভয়—ধর্মের ভয়, অধর্ম করিলে ধর্মের নিকট দণ্ড পাইতে ও পরলোকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয় বলিয়া বোধ ও বিশ্বাস। ৫মীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মভাই—ধর্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করা হয় ; সহপাঠী ; সমধর্মাবলম্বী ; এক গুরুর শিষ্য। ধর্মসম্পর্কিত ভাই (<ভ্রাতৃ), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)ভাগিনী—সহধর্মিণী, পত্নী, স্ত্রী। ধর্মভাগ + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)ভীত, -ভীরু—যাহার ধর্মের ভয় আছে এরূপ, যাহার মনে সর্বদা ধর্মের ভয় থাকে এরূপ। ৫মীতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)ভ্রষ্ট—অধর্মাচরণহেতু ধর্মবিষয়ে পতিত, ধর্মচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)ভ্রাতা (-ভ্রাতৃ)—ধর্মভাই ; সহাধ্যায়ী। ধর্ম নির্দিষ্ট ভ্রাতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)মন্দির—ভজনালয়, উপাসনাগৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)মা—ধর্মমাতা। <ধর্মমাতা (-তৃ)। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)-মাতা (-মাতৃ) ধর্মসাক্ষী করিয়া যাহাকে মা বলা হইয়াছে। ধর্মনির্দিষ্টা মাতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)মূলক—ধর্মই যাহার হেতু এমন ; ধর্মোদ্দিষ্ট। ধর্ম মূল যাহার, বহু + ক-সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-মূলিকা**।

ধর্ম(র্ম)যাজক যিনি ধর্মোপদেশ দান করেন তিনি ; যিনি ধর্মকার্য সম্পন্ন করান তিনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)যুগ—ধর্মপ্রধান যুগ, সত্যযুগ। ধর্ম প্রধান যুগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)যুদ্ধ—১। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কৃত যুদ্ধ। ধর্মসম্মত যুদ্ধ, মধ্যপ কর্মধা। ২। ধর্মরক্ষার জন্য কৃত যুদ্ধ, জেহাদ ; আরবীয় মুসলমানদিগের অধিকার হইতে খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম উদ্ধার করিবার জন্য ইওরোপের খ্রীষ্টান নৃপতিগণ উহাদের সহিত যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা, crusade. ধর্মের যুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ (নিমিত্তার্থে)। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)রক্ষা—ধর্মপালন ; ধর্মবজায় রাখা ; সতীত্ব রক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)রাজ—যম ; যুধিষ্ঠির ; বুদ্ধ ; জিন ; ধর্ম। ধর্মের (বিচারের) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ বা ধর্মে রাজা, ৭মীতৎ + টচ্-সমাসান্ত। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)রোধী (-ধিন্)—অন্যায়, ন্যায়-বিগর্হিত, ধর্মবিরুদ্ধ। উপতৎ ; ধর্ম—রুধ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিনী**।

ধর্ম(র্ম)লক্ষণ—ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় (চুরি না করা) শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধী (নির্মল বুদ্ধি) বিদ্যা সত্য ও অক্রোধ—ধর্মের এই দশটি চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)শালা—তীর্থস্থানের অতিথিশালা, তীর্থস্থানে যে গৃহে যাত্রীরা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে ; ধর্মার্থ গৃহ ; যে স্থানে ধর্মার্থ অন্নাদি প্রদান করা হয় ; বিচারালয়। ধর্মের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)শাসন—ধর্মের অনুশাসন বা ধর্ম-শাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)শাস্ত্র—ধর্মবিষয়ক পুস্তকসমূহ ; স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মসংহিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)শাস্ত্রকার—যাঁহারা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যনির্ণায়ক ধর্মগ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা [ধর্মশাস্ত্রকার বিংশতিজন ; যথা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ]। উপতৎ ; ধর্মশাস্ত্র —কৃ + অণ্, কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-কারী**।

ধর্ম(র্ম)শাস্ত্রব্যবসায়ী (-ব্যবসায়িন্)—যিনি ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং লোককে ধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা প্রদানপূর্বক অর্থগ্রহণ করেন ; স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ। ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায়ী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

ধর্ম(র্ম)শীল—যে ধর্মপথে চলে এরূপ। ধর্ম শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

ধর্ম(র্ম)সংস্কার—দেশবিদেশে প্রচলিত ধর্মের দোষাদির সংশোধন ও ধর্মপ্রণালীর উন্নতিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)সংস্কারক—দেশপ্রচলিত ধর্মের দোষসংশোধক ও উন্নতিসাধক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

ধর্ম(র্ম)সংস্থাপন—ধর্মের প্রতিষ্ঠা, অধর্মের বিনাশপূর্বক ধর্মের প্রবর্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)সংহিতা—ধর্মবিষয়ক শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র। ধর্মের সংহিতা, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, ধর্ম-প্রযোজিকা সংহিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)সংক(ঙ্ক)র—পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র সমবায়। ধর্মের সংকর (মিশ্রণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম)সংগ(ঙ্গ)ত—যাহার অনুষ্ঠান করিলে ধর্মলঙ্ঘন করা হয় না এরূপ, ধর্মদ্বারা অনুমোদিত। ধর্মের সহিত সংগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম)সংগী(ঙ্গী)ত—ভগবদ্বিষয়ক গান। ধর্মবিষয়ক সংগীত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম)সংগী(ঙ্গী)তি—১। ধর্মালোচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৌদ্ধসভা। ধর্মের সংগীতি (আলাপ) যে স্থানে, বহু। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম)সভা—ধর্মবিষয়ক আলোচনার জন্য সম্মেলন ; প্রচলিত বেদবিহিত ধর্মের বিপরীত মতপ্রবর্তক অথবা তদনুবর্তী লোক-দিগকে যে সমাজ সাজা দেয়। ধর্মরক্ষিণী বা ধর্মবিষয়িণী সভা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধর্ম(র্ম্ম)সম্মত—ধর্মসংগত ; যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মহানি হয় না এরূপ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম(র্ম্ম)সাক্ষী (-ক্ষিন্)—১। যাহার কার্যে বা যে কার্যে ধর্ম সাক্ষী আছেন এরূপ। ধর্ম সাক্ষী যাহার, বহু। বিণ। ২। ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ, ধর্মসম্মত অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিজ্ঞা করণ। বাংপ্র। বি।

ধর্ম(র্ম্ম)সুত—ধর্মপুত্র, যুধিষ্ঠির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম্ম)সূত্র—ধর্মনির্ণয়ার্থ জৈমিনি-প্রণীত ধর্মমীমাংসারূপ গ্রন্থ বিঃ। ধর্মের সূত্র যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

ধর্ম(র্ম্ম)স্থ—বিচারক। উপতৎ ; ধর্ম—স্থা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

ধর্ম(র্ম্ম)হানি—ধর্মনাশ ; অধর্ম, ধর্ম পালনে ত্রুটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্মা(র্ম্মা)চরণ—ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান ; ধর্মসংগত আচরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মা(র্ম্মা)চার্য(র্য্য)—ধর্মশিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা, ধর্মবিষয়ে যিনি উপদেশ প্রদান করেন ; ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণীয় পুরুষ বিঃ। ধর্মশিক্ষক বা ধর্মনির্দিষ্ট আচার্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)ত্মা (-ত্মন্)—ধার্মিক, ধর্মশীল। ধর্ম আত্মা যাঁহার, বহু। বিণ।

ধর্মা(র্ম্মা)ধর্ম(র্ম্ম)—ধর্ম ও অধর্ম, পুণ্য ও পাপ ; সৎকর্ম ও অসৎকর্ম। ধর্ম এবং অধর্ম, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)ধিকরণ—১। আদালত, বিচারালয়, যে স্থলে ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার হয়, ধর্মস্থান। ধর্মের অধিকরণ (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। বিচারক, জজ। বি ; পুং। ৩। ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ। ধর্ম—অধি—কৃ+অন কর্তৃ। বিণ।

ধর্মা(র্ম্মা)ধিকরণিক—বিচারক। ধর্মাধিকরণ+ইক অধিকারী অর্থে। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)ধিকরণী (-ণিন্)—বিচারক। ধর্মাধিকরণ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)ধিকার—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকার ; বিচারপতির পদ বা কর্ম। ধর্মের (ন্যায়বিচারের) অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)ধিকারী (-কারিন্)—যাহার হস্তে ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার থাকে, বিচারপতি ; রাজা। ধর্মাধিকার+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। স্ত্রী, **-কারিণী**।

ধর্মা(র্ম্মা)ধিষ্ঠান—বিচারালয়। ধর্মের অধিষ্ঠান (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মা(র্ম্মা)ধ্যক্ষ—ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজকর্মচারী ; প্রধান বিচারক ; বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)নুগত, ধর্মা(র্ম্মা)নুযায়ী (-য়িন্)—ধর্মের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত, ধর্মযুক্ত ; ধর্মপথাবলম্বী। ধর্মকে অনুগত, ২য়াতৎ ; (২য় পক্ষে) উপতৎ ; ধর্ম—অনু—যা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গতা, -যায়িনী** (ণী)।

ধর্মা(র্ম্মা)নুমোদিত—ধর্মসংগত। ধর্মকর্তৃক অনুমোদিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্মা(র্ম্মা)নুযায়ী—'ধর্মানুগত' দ্রঃ।

ধর্মা(র্ম্মা)নুষ্ঠান—পুণ্যকার্যকরণ, ধর্মসংগত কার্যের অনুষ্ঠান। ধর্মের অনুষ্ঠান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মা(র্ম্মা)ন্তর—ভিন্ন ধর্ম। অন্য ধর্ম এই বাক্যে, নিত্য। বি ; ক্লী।

ধর্মা(র্ম্মা)ন্তরগ্রহণ, -পরিগ্রহ—নিজ ধর্মমত ত্যাগ করিয়া অপরের ধর্মমত (আনুষ্ঠানিকভাবে) গ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)ন্তরিত—অন্য ধর্মে দীক্ষিত। ধর্মান্তর+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

ধর্মা(র্ম্মা)ন্ধ—নিজের ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত এবং পরধর্মবিদ্বেষী ; নিজের সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগবশতঃ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন ; গোঁড়া। ধর্মদ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ। বি- **ধর্মান্ধতা** (fanaticism).

ধর্মা(র্ম্মা)বতার—সাক্ষাৎ ধর্ম, মূর্তিমান্ ধর্ম [রাজা, বিচারপতি প্রঃকে সচরাচর এই শব্দে নির্দেশ ও সম্বোধন করা হইয়া থাকে]। ধর্মের অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)বলম্বী (-লম্বিন্)—যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে এরূপ। উপতৎ ; ধর্ম—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

ধর্মা(র্ম্মা)রণ্য—গয়াধামে অবস্থিত তীর্থ বিঃ ; কামরূপস্থ নগর বিঃ ; পুণ্যবন বিঃ। ধর্মাশ্রিত অরণ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ধর্মা(র্ম্মা)র্থ—১। ধর্ম এবং ধনসম্পদ্। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং। ২। ধর্মের জন্য। ধর্মের জন্য এই বাক্যে, নিত্য। ক্রি-বিণ।

ধর্মা(র্ম্মা)র্থকামমোক্ষ—চতুর্বর্গ, মানবের প্রার্থনীয় চারিটি বিষয়—পুণ্য, ধন, বাসনাপূরক পদার্থ ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি। ধর্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ধর্মা(র্ম্মা)র্থে—ধর্মের নিমিত্ত। ধর্মের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। ক্রি-বিণ।

ধর্মা(র্ম্মা)সন—বিচারাসন, বিচারকের উপবেশন-পীঠ ; রাজাসন। ধর্মের (বিচারের) আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মি(র্ম্মি)ষ্ঠ, ধর্মী(র্ম্মী)য়ান্ (-য়স্)—অতিশয় ধার্মিক। ধর্মিন্+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ঠা, -য়সী**।

ধর্মী (-র্মিন্), **ধর্ম্মী** (-র্ম্মিন্)—কোন বিশেষ গুণ বা ধর্মবিশিষ্ট ; ধার্মিক। ধর্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধর্মিণী**।

ধর্মীয়ান্ (-য়স্)—'ধর্মিষ্ঠ' দ্রঃ।

ধর্মো(র্ম্মো)ত্তর—ধার্মিকশ্রেষ্ঠ। ধর্ম উত্তর (প্রধান) যাঁহার, বহু। বিণ।

ধর্মো(র্ম্মো)ন্মাদ—১। ধর্ম-সম্পর্কে উন্মত্ততা, ধর্মের জন্য যাহা কিছু করিতে পারা যায় এইভাব, fanaticism. ধর্মে উন্মাদ, ৭মীতৎ। বি ; পুং। ২। ধর্মহেতু উন্মত্ত। ধর্মোন্মাদ (১)+ অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ধর্মো(র্ম্মো)পদেশ—ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা, ধর্মনীতি। ধর্মবিষয়ক উপদেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধর্মো(র্ম্মো)পদেশক—গুরু, যিনি ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দেন। ধর্মের উপদেশক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-দেশিকা**।

ধর্মো(র্ম্মো)পদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—ধর্মবিষয়ক উপদেশদানকারী, গুরু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-দেষ্ট্রী**।

ধর্মো(র্ম্মো)পেত—ন্যায্য, ধর্মযুক্ত। ধর্ম দ্বারা উপেত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

ধর্ম্য(র্ম্ম্য)—ধর্মের নিয়মানুযায়ী, ধর্মের নিয়মানুসারে উক্ত বা অনুষ্ঠিত, ন্যায্য ; ধর্মলব্ধ ; স্বাভাবিক, প্রকৃতিগত। ধর্ম+যৎ অনপেতার্থে। বিণ।

ধর্ম্য(র্ম্ম্য)বিবাহ—অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত পঞ্চপ্রকার বিবাহ [ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব এবং প্রাজাপত্য]। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধর্ষ, ধর্ষণ—বলপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নাশ ; রমণ ; পরাভবকরণ ; বলপূর্বক বদ্ধ-করণ, অমর্ষ ; প্রগল্ভতা ; অবজ্ঞা। ধৃষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

ধর্ষক—ধর্ষণকারী, বলাৎকারকারী। ধৃষ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

ধর্ষণ—'ধর্ষ' দ্রঃ।

ধর্ষণী—অসতী স্ত্রী ; অভিসারিকা। ধৃষ্+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধর্ষণীয়—ধর্ষণযোগ্য ; দলনযোগ্য। ধৃষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

ধর্ষিত—১। পরাজিত ; উৎপীড়িত ; অবমানিত ; তিরস্কৃত। ধৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ধর্ষণ ; অসহন ; মৈথুন ; পরিভব। ধৃষ্+ণিচ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ধর্ষিতা—১। বলাৎকৃতা, বলপূর্বক যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করা হইয়াছে এরূপ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অসতী স্ত্রী। ধৃষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধল, ধলা—ফরসা, সাদা। <ধবল। বাংপ্র। বিণ।

ধলী—শুভ্রা, গৌরবর্ণা। প্রা কপ্র। বিণ।

ধস—মাটির চাপ ; ধসিয়া পড়ার শব্দ, মাটির চাপ ইঃ পড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ বা বি। **ধস ভাঙ্গা**—মাটির চাপ খসিয়া পড়া ; পুষ্করিণী ইঃর পাড় খসিয়া জলে পড়া।

ধসকা—অন্তঃসারশূন্য ; বলবীর্যহীন ; যাহা ধসিয়া পড়িয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ধসকানো—আলগা হইয়া পড়া, ভাঙ্গিয়া পড়া ; দুরবস্থা হওয়া ; পরাভূত করা ; অপদস্থ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধসধস, ধসধসে—ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত ; দ্রুত স্পন্দিত ; অন্তঃসারশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

ধসা—১। ভাঙ্গিয়া বা খসিয়া পড়া ; ধ্বংস হওয়া ; নষ্ট বা অসাড় হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি] ২। যাহা ধসিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এরূপ। ধস্ + আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ৩। চর্মরোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধসি—দ্রুত। গ্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ধস্তাধস্তি—পরস্পর বলপ্রয়োগ ; বারবার বলপ্রয়োগ ; ঠেলাঠেলি ; দরকষাকষি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

ধা—১। ধারণকর্তা ; ব্রহ্মা ; বৃহস্পতি। বি, পুং। ২। ধারণকারী [অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হয় ; যেমন—রত্নধা, খড়্গধা]। ধা + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর, ধৈবত। <ধৈবত। বাংপ্র। বি।

ধাই—যে স্ত্রী প্রসব করায় ; উপমাতা। <ধাত্রী। বি ; স্ত্রী।

ধাইমা—ধাত্রী। বাংপ্র। বি।

ধাউড়—সংবাদবাহক ; দৌড় ; যে দৌড়ায়। বাংপ্র। বি। বিণ - **ধাউড়া, ধাউড়ী**।

ধাউস, ধাউস—বড়। বাংপ্র। বিণ।

ধাওড়া—খুব বড়। বাংপ্র। বিণ।

ধাওন—দ্রুতগমন। <ধাবন। বি।

ধাওল—ধাবিত হইল, প্রবাহিত হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধাওয়া—১। দৌড়ানো। ক্রি। ২। ধাবন, দৌড়। ধা + ওয়া ভাব। বাংপ্র। বি।

ধাঁ—শীঘ্র, দ্রুত। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধাঁই—১। পুষ্প বিঃ। <ধাতকী। বি। ২। চড় মারা ইঃর অব্যক্ত শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধাঁচ, ধাঁজ, ধাঁজা—রকম, প্রকার, ভঙ্গী। বাংপ্র। বি।

ধাঁধা—১। কৌতূহলজনক দুরূহ প্রশ্ন, হেঁয়ালি ; দৃষ্টিবিভ্রম ; ধোঁকা ; জটিল সমস্যা, প্রহেলিকা ; সংশয়। <ধন্ধ। বি। ২। দৃষ্টি বিভ্রান্ত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ধাক্কা—ঠেলা ; আঘাত ; বেগ ; সহসা আগত বিপদ। <আঘাতার্থ 'ধক'-ধাতু। বি।

ধাঙ্গড়, ধাঙড়—অসভ্য ; সাঁওতাল জাতীয় লোক ; মেথর ; ঝাড়ুদার। বাংপ্র। বি।

ধাড়া—হিন্দুর উপাধি বিঃ ; তুলাদণ্ড ; দরমা ; ৫-সের পরিমাণ। বাংপ্র। বি।

ধাড়ী—১। বহুপ্রসূতা স্ত্রী-জন্তু, যাহার অনেক বাচ্চা জন্মিয়াছে এরূপ। <ধাত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। প্রধান। বাংপ্র। বিণ।

ধাত—মেজাজ ; প্রকৃতি ; শুক্র। <ধাতু। বি। **ধাত ছাড়া**—মৃতপ্রায় হওয়া, নাড়ীর স্পন্দন থামিয়া যাওয়া।

ধাতকী—ধাঁই ফুলের গাছ। ধাতু + ণিচ্ (=ধাতি, নামধাতু) + অক (ণ্বুল্) কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধাতব—ধাতুঘটিত, ধাতুসম্বন্ধীয় ; ধাতুময়। ধাতু + অণ্ সম্বন্ধার্থে বা বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

ধাতসহ—মেজাজে স্বাস্থ্যে এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় সহনশীল, প্রকৃতির অনুকূল। ধাতে সহে যাহা, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ধাতস্থ—ভালরূপে আয়ত্ত বা অভ্যস্ত ; সুস্থ ; প্রকৃতিস্থ, স্বভাবগত। উপতৎ ; ধাত (<ধাতু) —স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

ধাতা (ধাতৃ)—বিধাতা, ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; ভৃগুর পুত্র ; পিতা ; আত্মা ; ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর অন্যতম বায়ু বিঃ ; আদিত্য বিঃ ; উপপতি ; রক্ষক, রক্ষাকর্তা ; ধারণকর্তা ; নির্মাতা। ধা + তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী—ধাত্রী।

ধাতু—১। দেহস্থ বাত পিত্ত কফ শোণিত মাংস মেদঃ মজ্জা শুক্র অস্থি প্রঃ ; রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটি ; ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত ; গিরিমাটি ; স্বর্ণ রৌপ্য কাংস্য পিত্তল তাম্র সীসক রঙ্গ ও লৌহ—এই অষ্ট তৈজস পদার্থ, metal ; প্রকৃতি, স্বভাব ; স্বরূপ ; অবস্থা ; উপাদান, সমবায়িকারণ ; জ্ঞানেন্দ্রিয় ; ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ; হিঙ্গুল ; হরিতাল ; মনঃশিলা ; পারদ ; গন্ধক ; (সংগীত) স ঋ গ প্রঃ ; (ব্যাকরণ) ভূ স্থা গম্ প্রঃ ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি। ধা + তুন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। ২। নাড়ীর গতি। বাংপ্র। বি।

ধাতুকুশল—ধাতুক্রিয়াবিষয়ে দক্ষ, ধাতুজ্ঞ। ধাতুতে কুশল, ৭মীতৎ। বিণ।

ধাতুক্ষয়—১। কাশরোগ বিঃ। ধাতুর ক্ষয় যাহা দ্বারা, বহু। ২। শরীরস্থ ধাতুর ক্ষয়, শুক্রক্ষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধাতুগত—মজ্জাগত ; অভ্যাস দ্বারা স্বভাবে পরিণত ; প্রকৃতিগত ; শরীরসম্বন্ধীয়। ধাতুকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

ধাতুঘটিত—ধাতুসংযোগে প্রস্তুত, ধাতুসম্বন্ধীয়। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধাতুঘ্ন, -নাশন—১। কাঁজি, আমানি। বি ; স্ত্রী। ২। ধাতুনাশক। উপতৎ ; ধাতু —হন্ + টক্ কর্তৃ ; ধাতুর নাশন (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী, -না**।

ধাতুদ্রাবক—১। যাহা ধাতু গলায় এরূপ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রাবিকা**। ২। সোহাগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধাতুনাশন—'ধাতুঘ্ন' দ্রঃ।

ধাতুনিষ্কাশন—(রসায়ন) খনি হইতে প্রাপ্ত অবিশুদ্ধ ধাতুকে অগ্নি কিংবা কোন জারক রসের দ্বারা বিশোধিত করণ, smelting. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধাতুপুষ্টি—শরীরের রস রক্ত মাংস প্রঃর বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধাতুপোষক—শরীরের পুষ্টিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পোষিকা**।

ধাতুবাদ, -বিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা স্বর্ণ লৌহ প্রস্তর অঙ্গার প্রঃ ধাতুর স্বরূপ বা অবস্থার বিষয় জানা যায় তাহা, metallurgy. ধাতুসম্বন্ধীয় বাদ, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং, স্ত্রী।

ধাতুবাদী (-বাদিন্)—কাংস্যকার, যে কাঁসার জিনিস প্রস্তুত করে। উপতৎ ; ধাতু —বদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ধাতুবেদী (-বেদিন্)—ধাতুবিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ ; ধাতু—বিদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেদিনী**। [বি ; পুং।

ধাতুবৈরী (-বৈরিন্)—গন্ধক। ৬ষ্ঠীতৎ।

ধাতুময়—ধাতুনির্মিত। ধাতু + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

ধাতুমল—(আয়ুর্বেদ) রসাদি ধাতুর পরিপাকে উৎপন্ন কেশ নখ রোমাদি ; মরিচা ; খনি হইতে প্রাপ্ত অবিশুদ্ধ ধাতুকে দগ্ধ করিলে উহার সহিত মিশ্রিত পদার্থ ভস্মে পরিণত হইয়া উহা হইতে পৃথক্ হয়—এই ভস্মীভূত পদার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধাতুমারিণী—সোহাগা। উপতৎ ; ধাতু—মৃ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধাতুরাজক—শুক্র, রেতঃ, বীর্য। ধাতুদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ + টচ্-সমাসান্ত + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

ধাতুলেপন—(রসায়ন) কোন পদার্থের উপর গলিত-ধাতুর প্রলেপ দেওয়া, plating. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধাতুশোধন—ধাতু বিশুদ্ধকরণ। ধাতুর শোধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধাতুসাম্য—ভাল স্বাস্থ্য, দেহস্থ বায়ু পিত্ত এবং কফের সমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধাতৃপুত্র—সনৎকুমার ; ব্রহ্মার মানস পুত্র। ধাতার (ব্রহ্মার) পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধাত্রী—১। যে স্ত্রী মাতৃবৎ লালনপালন করে, মা ছাড়া অপর যে স্ত্রী শিশুকে স্তন্যপান করায়, ধাই-মা ; মাতা ; পৃথ্বী ;

আমলকী। বি ; স্ত্রী। ২। ধারণকারিণী। ধাতৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধাত্রীফল—আমলকী। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ধাত্রীবিদ্যা—প্রসবাদিবিষয়ক শাস্ত্র, midwifery. ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধাত্রেয়ী, ধাত্রেয়িকা—ধাত্রী, ধাই। ধাত্রী (উপমাতা)+এয় স্বার্থে+ঈপ্, ধাত্রেয়ী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধাধস—ভয়, ধাঁধা। প্রা কপ্র। বি।

ধাধস—মনের উদ্বেগ, ভয়, ধাঁধা ; দ্রুত স্পন্দিত। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

ধান—১। ধান্য ; সতুষ তণ্ডুল ; ধানগাছ ; এক রতির ৪ ভাগের একভাগ পরিমাণ। <ধান্য। বি। **ধান কাঁড়া**—ধানকে ঢেঁকিতে কুটিয়া তুষশূন্য করা। **ধান কোটা**—ধান কাঁড়া ; ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গা। **ধান দিয়া লেখাপড়া শেখা**—খরচপত্র না করিয়া বা কম খরচে লেখাপড়া শেখা। **ধান ভানতে শিবের গীত**—অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার। ২। নিধান, স্থান, আধার। ধা+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

ধানশী—রাগিণী বিঃ। <ধনাশ্রী। বি।

ধানশ্রী—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। <ধনাশ্রী। বি ; স্ত্রী।

ধানা—তুষশূন্য ভাজা যব ; অঙ্কুর ; চূর্ণ ; ছাতু ; ধনিয়া। ধা+ন কর্তৃ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধানিকা—স্থান, আধার, নিধান। ধা+অনট্ অধিবা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধানী—১। আধার, স্থান, আস্পদ ; যাহাতে রাখা যায়। ধা+অনট্ অধি+ঈপ্। ২। পীলুবৃক্ষ। ধা+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। ধানের ; ধানচাষের ('— জমি') ; ধান্যমিশ্রিত ; ধান্যসদৃশ ; কাঁচাধানের বর্ণযুক্ত ; ক্ষুদ্র ('—লঙ্কা')। ধান+ঈ সাদৃশ্যাদি অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধানীলঙ্কা—একজাতীয় ছোট লঙ্কা। ধানী (ধানের মত ছোট) লঙ্কা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ধানুকী—ধনুর্ধারী। <ধানুক। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

ধানুষ্ক—১। ধনুর্ধারী, ধন্বী ; ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধকারী সৈন্য। বি ; পুং। ২। ধনুর্বিদ্যায় যাহার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে এরূপ। ধনুস্+ঠক্ তাহার অস্ত্র অর্থে ('ঠক্'-এর স্থানে 'ক')। বিণ। স্ত্রী, -ষ্কী।

ধান্দা—১। ধাঁধা, ধোঁকা, সংশয়। প্রা কপ্র।। ২। কাজকর্মের চিন্তা বা চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

ধান্ধা—১। ছোট এলাচ। বি ; স্ত্রী। ২। কাজকর্মের চিন্তা ; কাজ ; উপায়, ফিকির। <ধন্দ। বি।

ধান্য—ধান, সতুষ তণ্ডুল ; ধানগাছ ; ধনিয়া। ধান (পোষণ)+যৎ সাধু অর্থে। বি ; ক্লী।

ধান্যক—ধনিয়া, ধন্যা। ধান্য+কন্ সদৃশার্থে। বি ; ক্লী।

ধান্যচ্ছেদন—ধান কাটা। ধান্যের ছেদন, ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [স্ত্রী।

ধান্যত্বক্ (-ত্বচ্)—তুষ। ষষ্ঠীতৎ। বি ;

ধান্যপঞ্চক—শালি ব্রীহি শূক শিম্বী ও ক্ষুদ্র—এই পঞ্চবিধ ধান্য। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধান্যবর্ধ(র্দ্ধ)ন—ধানের বৃদ্ধি (দাদন) দেওয়া, ধান্য ধার দিয়া সুদসমেত ধান্যগ্রহণ। ধান্যের বর্ধন যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

ধান্যবিজ্ঞান—ধান্য-বিষয়ক বিদ্যা বা বিশেষ জ্ঞান। ধান্যবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী।

ধান্যবীজ—ধানের বীজ ; ধনিয়া। ষষ্ঠীতৎ।

ধান্যমায়—ধান্য বিক্রয়ী ; ধান্যপরিমাপকারক, কয়াল। উপতৎ ; ধান্য—মা+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ধান্যরাজ—যব। ধান্যসমূহের রাজা, ষষ্ঠীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। বি ; পুং।

ধান্যরোপণ—শুভদিনে ধান রোওয়া। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [ক্লী।

ধান্যশীর্ষক—ধানের শীষ। ষষ্ঠীতৎ। বি ;

ধান্যস্থাপন—শুভক্ষণে মরাই বা ধানের গোলায় ধান তোলা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধান্যাচল—দানের জন্য খুব উঁচু ধানের গাদা ; দশবিধ অচলদানমধ্যে প্রধান দান। ধান্যনির্মিত অচল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ধান্যাম্ল—১। কাঁজি, আমানি। ধান্য (তণ্ডুল)-জাত অম্ল, মধ্যপ কর্মধা। ২। রাসায়নিক অম্ল পদার্থ বিঃ, acetic acid. বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী।

ধান্যাস্থি—তুষ। ধান্যের অস্থি, ষষ্ঠীতৎ।

ধান্যেশ্বরী—ধেনো মদ (বিদ্রূপার্থে)। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ধান্যোত্তম—শালিধান্য। ধান্যমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ধাপ—সিঁড়ি, সোপানের প্রত্যেক পা ফেলিবার জায়গা। বাংপ্র। বি।

ধাপড়া—জ্বরাদির প্রাবল্য। বাংপ্র। বি।

ধাপড়ানো—মাটিতে শুইয়া হাত পা ছোড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ধাপ(ব)ধাড়া-গোবিন্দপুর—১। কলিকাতার অন্তবর্তী গোবিন্দপুর হইতে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম ধাপ(ব)-ধাড়া পর্যন্ত ; (তাহা হইতে) দূরবর্তী স্থানদ্বয়ের ব্যবধান। ২। অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীগ্রাম (উৎকট নাম হেতু)। বাংপ্র। বি।

ধাপা—শস্যশূন্য বৃহৎ প্রান্তর বা জলপূর্ণ স্থান ; কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান বিঃ যেখানে কলিকাতার সমস্ত আবর্জনা ফেলা হয়। বাংপ্র। বি। [বি।

ধাপাড়—খালি মাঠ ; বিস্তার। বাংপ্র।

ধাপুস—কোন বস্ত্র পড়িবার শব্দ বিঃ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধাপ্পা—মিথ্যা আশ্বাস ; ভয়প্রদর্শন ; প্রতারণা ; দমবাজি। হি। বি।

ধাপ্পাবাজ—প্রতারক, যে মিথ্যা আশ্বাস দান করিয়া বা ভয় দেখাইয়া প্রতারণা করে এরূপ। ধাপ্পা+বাজ শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধাপ্পাবাজি—ধাপ্পাবাজের কার্য, প্রতারণা। ধাপ্পাবাজ+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ধাবই—ছুটিয়া যায় বা যাইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধাবক—১। যে বেগে দৌড়িয়া যায় এরূপ, বেতনভুক কর্মচারী রূপে এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় চিঠি বা খবর লইয়া যাওয়া যাহার কাজ এরূপ ; ক্ষালক, পরিষ্কারক। বিণ। স্ত্রী, -বিকা। ২। রজক, ধোপা। ধাব্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

ধাবকা—বেগ ; প্রভাব ; সন্দেহ ; ফাঁকি ; রীতি, অভ্যাস। বাংপ্র। বি।

ধাবড়া—অনেক স্থান জুড়িয়া কালি প্রভৃতির দাগ। বাংপ্র। বি।

ধাবন—দৌড়ানো, বেগে গমন, ক্ষালন, ধৌতকরণ। ধাব্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ধাবনকুর্দ(র্দ্দ)ন—দৌড়ানো এবং খেলা করা ; দৌড়ের মুখে ডিগবাজি খাওয়া। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

ধাবমান—যে দৌড়িয়া যাইতেছে এরূপ। ধাব্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ধাবাড়ে—যে তাড়াতাড়ি চলিতেছে এরূপ ; যে খুব দ্রুত কোন কাজ করে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

ধাবাধাবি—ইতস্ততঃ দৌড়ান। বাংপ্র। বি।

ধাবিত—১। যে বেগে চলিতেছে এরূপ, দ্রুতগত। ধাব্+ক্ত কর্তৃ। ২। অনুসৃত। ধাব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধাম (ধামন্)—গৃহ ; স্থান ; তীর্থস্থান ; আধার, আস্পদ ; উচ্চপদ ; শরীর ; জন্ম ; প্রতাপ, তেজঃ, প্রভাব ; দীপ্তি। ধা+মনিন্ অধি, কর্ম, ভাব। বি ; ক্লী। [বি।

ধামগুজারি—দৌরাত্ম্য ; ধুমধাম। বাংপ্র।

ধামনিক—ধমনীসম্বন্ধীয়। ধমনী+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ধামনিধি—১। সূর্য। বি ; পুং। ২। তেজস্বী। ধামের (তেজের) নিধি, ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

ধামনী—নাড়ী, ধমনী। ধমনী+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [বি।

ধামসা—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, টিকারা। বাংপ্র।

ধামলানো—হাত-পা দিয়া চটকানো, দলিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**ধামলানি**।

ধামা—১। শস্যাদি রাখিবার বা মাপিবার বেতের ঝুড়ি বিঃ। <ধামক। ২। আধার, ধাম। প্রা কপ্র। বি।

ধামা-চাপা—গোপন ; আবরণ ; অন্য বিষয় বা বস্তু দ্বারা আবৃত বা বিস্মৃত। ধামা দিয়া চাপা, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ধামা-ধরা—খোশামুদে, খোশামোদকারী। ধামা ধরে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ধামানি—বিদ্রূপাত্মক বাক্য। প্রা কপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

ধামার—(সংগীত) চতুর্দশমাত্রার তাল বিঃ।

ধামাল—দুরন্ত, দামাল। প্রা কপ্র। বিণ।

ধামালি—খোলের অষ্টমাত্রিক তাল বিঃ ; দুরন্তপনা ; কসরত ; রতিক্রীড়া ; পরিহাস-বাক্য। বাংপ্র। বি।

ধামি—বেতের ছোট পাত্র। বাংপ্র। বি।

ধায়—১। ছুটিয়া যায়। বাংপ্র। ক্রি। ২। ধারণকর্ত্তা ; পোষণকর্ত্তা। ধা+ণ কর্ত্তৃ। বিণ।

ধায়নি—মিশ্রণ। প্রা কপ্র। বি।

ধায়লি—তাড়াতাড়ি : দ্রুতগমনে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ধার—১। কর্জ, ঋণ। 'উদ্ধার' (>উধার>)-শব্দজ। **ধার ধারা**—সংস্রব রাখা, তোয়াক্কা করা। ২। প্রান্তভাগ, শেষসীমা ; অস্ত্রের তীক্ষ্ণাংশ ; তীক্ষ্ণতা, প্রাখর্য ; প্রস্তর বিঃ ; গম্ভীরতা। ধারা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং। ৩। বৃষ্টির অথবা তরলবস্তুর অবিচ্ছেদে পতন, নিয়ত ক্ষরণ, অবিচ্ছেদে পতিত বৃষ্টি বা তরলবস্তু। ধারা+অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ধারক—১। ধারণকর্ত্তা ; যে ঋণ করে এরূপ, অধমর্ণ, যাহা ভেদ নিবারণ করে এরূপ, যাহা দাস্ত বন্ধ করে এরূপ। বিণ। স্ত্রী—**ধারিকা**। ২। পাত্র, কলস ; যে ঔষধে ভেদ বন্ধ হয়, যাহা খাওয়াইলে উদরভঙ্গের নিবৃত্তি হয় ; যিনি পুরাণ-পুস্তক ধারণ পূর্বক পুরাণ-পাঠকের ভ্রম সংশোধন করেন, যিনি পুরোহিতকে মন্ত্র স্মরণ করাইয়া দেন। ধৃ+ণক কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

ধারকতা, -ত্ব—ভেদ বা দাস্ত-নিবারণ-গুণ ; পুস্তকদৃষ্টে পুরাণ-পাঠক বা পুরোহিতের সাহায্যকরণ ; (পদার্থবিদ্যা) ধারণ করিবার সামর্থ্য, capacity. ধারক+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

ধারকর্জ(র্জ্জ)—ঋণ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ধারণ—১। গ্রহণ ; অবলম্বন ; পরিধান ; সেবা ; রক্ষণ ; নিবারণ ; সংবরণ ; বহন ; স্থাপন। ধৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। রক্ষক ; গ্রাহক (সাধারণতঃ অন্ত পদের পরে বসে)। ধৃ+ণিচ্+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

ধারণা—স্থিরতা, নিশ্চয় ; বোধ, উপলব্ধি ; নির্ধারণ ; স্মরণে রাখা ; ন্যায্যপথে স্থিতি ; বুদ্ধি ; চিত্তের একাগ্রতা ; অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ, যোগাঙ্গ বিঃ ; ব্রহ্মে মনোধারণের অর্থাৎ উপাসনার সময় মনঃস্থৈর্য ; বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র বা নাসিকা-প্রদেশে চিত্তের স্থিরীকরণ ; বিশ্বাস ও সংস্কার ; ক্রমাগত স্থিতি। ধৃ+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধারণাবান্ (-বৎ)—ধারণাবিশিষ্ট, মেধাবী। ধারণা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

ধারণাশক্তি—স্মৃতিশক্তি ; বীর্যধারণশক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধারণী—নাড়ী ; মন্ত্র বিঃ ; শ্রেণী। ধৃ+ণিচ্+অনট্ করণবা+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধারণীয়—ধারণযোগ্য ; রক্ষণীয়। ধৃ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

ধারয়িতা (-য়িতৃ)—যে ধারণ করে এরূপ, ধারক। ধৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

ধারয়িত্রী—১। পৃথিবী, ধরণী। বি ; স্ত্রী। ২। ধারণকর্ত্রী। ধৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [কর্ত্তৃ। বিণ।

ধারয়িষ্ণু—ধারণাশীল। ধৃ+ণিচ্+ইষ্ণু

ধারা—১। তরল পদার্থের অনবরত ঝরিয়া পড়া, দ্রব বস্তুর নিরন্তর ক্ষরণ ; প্রবাহ, স্রোত ; বৃষ্টি, অবিচ্ছিন্ন জলবর্ষণ। ধৃ+ণিচ্+অঙ্ ভাববা+আপ্। **শ্রাবণের ধারা**—অজস্র ধারা (শ্রাবণ মাসে সর্বদা বৃষ্টি পড়ে বলিয়া)। ২। রীতি, প্রণালী ; আইনের বিধি, section ; ব্যবস্থা ; সাদৃশ্য ; উৎকর্ষ ; যশঃ ; সৈন্যের অগ্রভাগ ; প্রাকার ; অস্ত্রের তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ ; লম্বমান জলবিন্দু ; নির্ঝর ; শৃঙ্খলা ; শ্রেণী ; ক্রমাগত স্থিতি ; প্রবাহ ; সমূহ ; ঘটাদির ছিদ্র ; অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ; প্রকরণ ; বিনিয়োগ। ধৃ+ণিচ্+অঙ্ করণবা+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। ধার করা, ঋণ করা ; ঋণী থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

ধারাকদম্ব—বর্ষাকালে জাত একপ্রকার কদম্ব-বৃক্ষ, কেলিকদম্ব। ধারাকালিক কদম্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধারাক্রমে—রীতি-অনুসারে। ধারার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ধারাগৃহ—ফোয়ারার ঘর ; স্নানাগার। ধারার গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধারাঙ্গ—১। খড়্গ। ধারা (অস্ত্রাদির তীক্ষ্ণপ্রান্ত) অঙ্গ যাহার, বহু। ২। তীর্থ। ধারা (জল) অঙ্গ যাহার, বহু। বি ; পুং।

ধারাধর—মেঘ ; অভ্র ; খড়্গ। ধারার ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধারানি—বৃষ্টির যে জল গড়াইয়া যায় তাহা। বাংপ্র। বি।

ধারানিবদ্ধ—প্রণালীবদ্ধ ; প্রথানুযায়ী সম্পাদিত ; প্রান্তভাগে সংলগ্ন। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

ধারাপাত—১। জলধারার পতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। প্রাথমিক অঙ্ক-শিক্ষার সহজ প্রণালীযুক্ত বাঙ্গালা পুস্তক বিঃ। ধারার (অঙ্ক শিক্ষাপ্রণালীর) পাত (সূত্র-পাত) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি।

ধারাবর্ষ, -বর্ষণ—অবিচ্ছেদে ধারাক্রমে বর্ষণ। ধারাযুক্ত বর্ষ, বর্ষণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী, ক্লী।

ধারাবাহিক—যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এরূপ, যাহা কখন রহিত বা স্থগিত হয় নাই এরূপ, অবিচ্ছিন্ন, ক্রমাগত স্থিতিশীল, অবিরত স্থায়ী ; ক্রমিক। ধারায় বাহ, ৩য়াতৎ ; ধারাবাহ+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ধারাবাহী (-হিন্)—অবিরত স্থায়ী, অবিচ্ছিন্ন। উপতৎ ; ধারা—বহ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিনী** (ণী)।

ধারাযন্ত্র—ফোয়ারা, কৃত্রিম উৎস ; বৃষ্টি-বিন্দুব মত স্নানজল ঢালিবার যন্ত্র ; গোলাব-পাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধারাল—তীক্ষ্ণ, সুশাণিত। ধার+আল বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধারাসম্পাত—বেগে জলধারার পতন, অতিশয় বর্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধারাসার—মুষলধারায় পতিত বৃষ্টি। ধারাযুক্ত আসার (বর্ষণ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধারি—মেটে ঘরের দাওয়ার পাশ, মাটির তৈয়ারী ঘরের ভিতের পাশ। প্রাদে। বি।

ধারিণী—১। ধারণকারিণী। ধৃ+ণিন্ কর্ত্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধরণী, পৃথিবী ; শাল্মলীবৃক্ষ ; চতুর্দশ দেবনারীগণ। বি ; স্ত্রী।

ধারিত—ধৃত ; গ্রাহিত ; বাহিত ; স্থাপিত। ধৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধারী (ধারিন্)—১। (সমাসে) ধারণ-কর্ত্তা, যে ধারণ করে এরূপ। ধৃ+ণিন্ কর্ম। ২। ধারাল। ধার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

ধারী—ঋণযুক্ত ; পার্শ্বযুক্ত। ধার+ঈ আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধারুয়া—ধারকর্জ-বিষয়ক। ধার+উয়া সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধারোষ্ণ—দোহন করিবার সময় ধারাকারে পতিত এবং উষ্ণ ('— দুগ্ধ')। ধারাদ্বারা উষ্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধার্ত(র্ত্ত)রাষ্ট্র—ধৃতরাষ্ট্র রাজার সন্তান। ধৃতরাষ্ট্র+অণ্ অপত্যাদি অর্থে। বি ; পুং।

ধার্মি(র্ম্মি)ক—যে সতত ধর্মপথে চলে এরূপ,

যে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করে এরূপ, ধর্মশীল, পুণ্যাত্মা। ধর্ম+ইক আচরণ করে এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কা (বাং), -কী (সং)।
ধার্য(র্য্য)—১। ধারণীয়; গ্রাহ্য; স্থির করিবার মত, স্থিরীকার্য, অবধারণীয়। ধৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ। ২। যাহা স্থির করা হইয়াছে এরূপ, যাহা বসানো হইয়াছে এমন, imposed ('কর — হইল')। বাংপ্র। বিণ।
ধার্য(র্য্য)মাণ—যাহাকে ধারণ করা যাইতেছে এরূপ, গৃহ্যমাণ। ধৃ+ণিচ্+শানচ্ কর্ম। বিণ। [দ্রঃ)।
ধাষ্টামো, ধাষ্টামি—ধাষ্টামো (তাহা
ধাষ্ট্যমো, ধাষ্ট্যমি—ধৃষ্টতা; নির্লজ্জতা; দুষ্টামি। ধৃষ্ট+আমো, আমি ভাবে। বি। [অ।
ধিক—নিন্দা ভর্ৎসনা অবজ্ঞা প্রঃ সূচক শব্দ।
ধিকিধিকি—আস্তে আস্তে (তুষ প্রঃর জ্বলন)। বাংপ্র। অ; ক্রি-বিণ।
ধিক্কার—ধিক্ করা, ধিক্ বলা, ধিক্ শব্দ প্রয়োগপূর্বক ভর্ৎসনা করা; অপকর্ম করিলে বা অবমানিত হইলে ঘৃণা বা বিরাগের উদয়; অবজ্ঞা; নিন্দা। ধিক্—কৃ+ঘঞ্ ভাববা। বি; পুং।
ধিক্কৃত—ধিক্ শব্দ প্রয়োগপূর্বক যাহাকে কেহ ভর্ৎসনা করিয়াছে এরূপ, ভর্ৎসিত; নিন্দিত, অবজ্ঞাত। ধিক্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
ধিঙ্গি, ধিঙ্গী—দলের সর্দার; বলবান্; দুরন্ত; চঞ্চলস্বভাব; ঢেঙা; বেহায়া; প্রগল্‌ভ ('— মেয়ে')। হি-মূ। বিণ।
ধিঙ্গিপনা—ধিঙ্গির ন্যায় আচরণ। বি। হি-মূ।
ধিৎকার—ঘৃণা। <ধিক্কার। বি। [অ।
ধিনধিন—নাচের ভাব। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক
ধিনিকেষ্ট—(বিদ্রূপার্থে) নর্তনশীল কৃষ্ণ, যে ধিনধিন করিয়া নাচিতেছে এরূপ ব্যক্তি। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।
ধিমা—মৃদু; অলস; যাহা দ্রুত নহে এরূপ।
ধিমামো—আস্তে আস্তে কোন কাজ করা বা চলা। বাংপ্র। ক্রি [. বি, বিণ]।
ধিমিয়া—আস্তে আস্তে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
ধিয়া—(শিশুদের) নাচিবার ভঙ্গী বিঃ, শিশুদিগকে নাচাইবার জন্য করতালির সহিত উচ্চারিত শব্দ। বাংপ্র। অ।
ধিয়ান—ধ্যান। প্রা কপ্র। বি।
ধিরকাটি—একপ্রকার বাদ্য। প্রা কপ্র। বি।
ধিষণ—১। বৃহস্পতি। ধৃষ্+অন (ক্যু) কর্তৃ। ২। বুদ্ধি, জ্ঞান। ধৃষ্+অন (ক্যু) করণ। বি; পুং। ৩। বাসস্থান। ধৃষ্+অন (ক্যু) অধি। বি; স্ত্রী
ধিষণা—বুদ্ধি, জ্ঞান; পৃথিবী; পাত্র। ধিষণ (২-৩)+আপ্। বি; স্ত্রী।
ধী—১। বুদ্ধি, জ্ঞান, মতি। ধ্যৈ+ক্বিপ্ করণ। ২। ময়ূর পত্নী। ধ্যৈ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।
ধীগুণ—শুশ্রূষা (শুনিবার ইচ্ছা) শ্রবণ গ্রহণ ধারণ তর্ক বিতর্ক অর্থবোধ তত্ত্বজ্ঞান-এই অষ্টপ্রকার বুদ্ধিগুণ। ধী-র গুণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ধীত—যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ, পীত। ধে+ক্ত কর্ম (নিপা)। বিণ।
ধীতি—পিপাসা, তৃষ্ণা; পান। ধে+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
ধীপতি—বৃহস্পতি। ধী-র পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ধীবর—মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা যাহার ব্যবসায় সেই জাতি, কৈবর্ত। ধা+ষ্বরচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। স্ত্রী, -রী।
ধীবরী—১। জেলেনী, কৈবর্তের স্ত্রী। ধীবর+ঈপ্। ২। মাছ ধরিবার সড়কি; মাছ রাখিবার ঝুড়ি। ধা+ষ্বরচ্ করণ, অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
ধীমতী—বুদ্ধিমতী। ধী+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী
ধীমান্ (-মৎ)—১। বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। বিণ; পুং। স্ত্রী, -মতী। ২। বৃহস্পতি। ধী+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
ধীর—১। যে ব্যক্তি কষ্ট শোক প্রঃতে অত্যন্ত বিচলিত হয় না এরূপ; ধৈর্যশালী, পণ্ডিত; বুদ্ধিমান্; যাহার স্বভাব চঞ্চল বা উদ্ধত নয় এরূপ, গম্ভীর; যাহার সহসা বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে না এরূপ, জ্ঞানী; স্থির; যে সবিশেষ না বুঝিয়া হঠাৎ কোন কাজ করে না এরূপ; শান্ত; বিনীত নম্র; মনোহর; স্থিত; অদ্রুত; সমর্থ; সারবান্। ধী—রা+ক কর্তৃ; অথবা, ধী—ঈর্+অণ্ কর্তৃ, অথবা, ধী+ক্রন্ কর্তৃ। বিণ।
ধীরচেতাঃ (-চেতস্) (>চেতা)—স্থির-চিত্ত, যাহার মন সহজে আকুল হয় না বা টলে না এরূপ। ধীর চেতস্ (মন) যাহার, বহু। বিণ।
ধীরতা, -ত্ব—ধীর ভাব, ধৈর্য; চিত্তের স্থিরতা; সহিষ্ণুতা; গাম্ভীর্য; পাণ্ডিত্য; অনৌদ্ধত্য। ধীর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।
ধীরপ্রশান্ত—নায়ক বিঃ, যে ধীর এবং শান্তস্বভাব। যে ধীর সেই প্রশান্ত, কর্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীরললিত—নায়ক বিঃ, যে নায়ক চিন্তাশূন্য নম্র এবং নাচ গান প্রঃতে আসক্ত। যে ধীর সেই ললিত (ক্রীড়াসক্ত), কর্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীরললিতা—ষোড়শাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। ধীরা অথচ ললিতা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
ধীরা—নায়িকা বিঃ, যে নায়িকার ক্রোধ-প্রকাশ বুঝিতে পারা যায় না। ধী—রা+ক কর্তৃ+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
ধীরাধীরা—নায়িকা বিঃ, যে নায়িকার কোপপ্রকাশ কিয়ৎপরিমাণে জানা যায় আর কিয়ৎপরিমাণে অব্যক্ত থাকে। ধীরা অথচ অধীরা, কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।
ধীরিধীরি—আস্তে আস্তে, মৃদু মৃদু। কপ্র। ক্রি-বিণ।
ধীরে—মন্দ মন্দ, মৃদুভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
ধীরেসুস্থে—তাড়াতাড়ি না করিয়া, আস্তে আস্তে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
ধীরোদাত্ত—নায়ক বিঃ; ধীর ও মহান্; যে হর্ষ বা শোকে অভিভূত হয় না এরূপ; যে বিনয়দ্বারা গর্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং অঙ্গীকার প্রতিপালন করে এরূপ। ধীর অথচ উদাত্ত (উন্নত), কর্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীরোদ্ধত—নায়ক বিঃ, মায়াবী উদ্ধত চঞ্চল অহংকৃত এবং আত্মশ্লাঘানিরত নায়ক। ধীর অথচ উদ্ধত (ধৃষ্ট), কর্মধা। বি; পুং, বা বিণ।
ধীশক্তি—বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধিপ্রভাব। ধী-র শক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
ধীসচিব—অমাত্য, মন্ত্রী। ধী-র (বুদ্ধির) সচিব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ধু—কম্পন, কাঁপা। ধু+ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।
ধুঁকুনি—ধোঁকা। বাংপ্র। বি।
ধুঁদুল—'ধুন্দুল' দ্রঃ।
ধুকড়ি, ধুকুড়ি—১। ছেঁড়া কাঁথা, মোটা কাপড়; থলি। বাংপ্র। বি। ২। শক্ত; পটু। প্রা কপ্র। বিণ।
ধুকধুক, -ধুকানি, -ধুকুনি—হৃদয়ের স্পন্দন। বাংপ্র। বি। ক্রি, -ধুকানো।
ধুকধুকি—কণ্ঠহারের সহিত লাগানো এবং বুকের উপর ঝুলানো হরতন বা ইশকাপনের আকারযুক্ত অলংকার, locket. বাংপ্র। বি।
ধুকনি, ধুকুনি—ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ, হাঁপানি। বাংপ্র। বি।
ধুকপুক—আশঙ্কা-হেতু বা কার্পণ্য-হেতু হৃৎস্পন্দন। বাংপ্র। বি।
ধুচনি, ধুচুনি—চাউল ধুইবার সচ্ছিদ্র পাত্র। বাংপ্র। বি।
ধুৎ, ধেৎ—অসম্মতিসূচক বিরক্তিসূচক বা লজ্জাসূচক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।
ধুৎ ধুৎ—দূর দূর; দূর হ।
ধুত, ধূত—কম্পিত; ত্যক্ত। ধু, ধূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধুতি—১। পুরুষের পরিধানবস্ত্র। <ধৌত। বি। ২। কম্প ; ত্যাগ, পরিহার। ধু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ধুতুরা, ধুতরো—ধুস্তূর। <ধুস্তর। বি।

ধুধু—আগুন জলিবার শব্দ ; মরুভূমি প্রান্তর প্রঃর বিস্তার উত্তাপ শূন্যতা ইঃ প্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধুন—চিন্তা করিয়া ভুলিয়া যাওয়া বিষয়কে স্মরণে আনা ; কল্পনায় মশগুল অবস্থা ; গীতবাদ্য অভিনয় প্রঃর জমাট অবস্থা। বাংপ্র। বি।

ধুনকর—যে তুলা ধুনিয়া লেপ তোশক প্রঃ প্রস্তুত করে। বাংপ্র। বি।

ধুনচি, ধুনুচি—১। তুলা ধুনিবার ধনুরাকৃতি যন্ত্র ; যে তুলা ধুনে। ধুন (<ধনুক)+চি যন্ত্র বা কর্তা অর্থে। বাংপ্র। ২। ধুনা পোড়াইবার পাত্র। ধুনা+চি আধার অর্থে। বাংপ্র। বি।

ধুনন, ধূনন—চালানো, নাড়াচাড়া ; কম্পন, কাঁপান ; বিচলিত হওয়া। ধু, ধূ+ণিচ্+অনট্ ভাববা। বি ; ক্লী।

ধুনরী, ধুনারী, ধুনুরী—যে তুলা ধোনে। বাংপ্র। বি।

ধুনা—১। বড় ধনুরাকৃতি যন্ত্র দিয়া (তুলা) পিঁজা। বাংপ্র। ক্রি। ২। সর্জরস, শাল-গাছের শুষ্ক সুগন্ধ নির্যাস। <ধুনক। বি।

ধুনানো—ধুনকর দ্বারা তুলা পিঁজানো, তুলা পরিষ্কার করা ; বিলক্ষণ প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধুনি—নাড়িয়া-চাড়িয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ধুনি—সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড। বাংপ্র। বি।

ধুনি, ধুনী—নদী। ধু+নিক্ কর্তৃ ; ২য় পক্ষে ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

ধুনুরী—'ধুনরী' দ্রঃ।

ধুনো—ধুনা। বাংপ্র। বি।

ধুন্দুল, ধুঁদুল—ঝিঙার মত একপ্রকার ফল। বাংপ্র। বি। [বিণ।

ধুন্ধুকার—অন্ধকার, অস্পষ্ট। প্রা কপ্র।

ধুন্ধুমার—১। কুবলয়াশ্ব রাজা। উপতৎ ; ধুন্ধু—মৃ+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। ২। ইন্দ্রগোপ কীট ; গৃহস্থিত ধুম, ঝুল ; পদাতিক। ধুম (ধিত্ব)—ম+অণ্ কর্তৃ (নিপা)। বি, পুং। ৩। তুমুল। বিণ। ৪। মহাগোল-যোগ। বাংপ্র। বি।

ধুন্ধুলা—ধোঁয়া আর ধুলা। বাংপ্র। বি।

ধুপ্—১। (কাপড় ইঃ) সাবান প্রঃ দ্বারা ধৌতকরণ। প্রাদে। বি। ২। পতনের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধুপ—গন্ধদ্রব্য বিঃ ; রৌদ্র। হি-মু। বি।

ধুপছায়া, ধুপছায়া—রৌদ্র ও ছায়া ; ময়ূরকণ্ঠী রং, যাহাতে দুইটি বর্ণের সমাবেশ আছে এরূপ রং ; লাল কালো বা বেগুনী রংয়ের সুতা দিয়া বোনা কাপড়। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ধুপি—স্তূপ, ঢিবি। <স্তূপ। বি।

ধুপী—ধোপা, রজক। প্রাদে। বি।

ধুবন—১। পরিচালক। বিণ। ২। অগ্নি। ধূ+অন কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। কম্পন। ধূ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ধুম—১। আড়ম্বর, সমারোহ ; ভিড় ; সমারোহজ্ঞাপক ঢাক-ঢোলের বাদ্যের অনু-করণে জাত শব্দ। বি। ২। ভারী বস্তু পড়িবার শব্দ ; কিলের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ধুমড়ী, ধুমড়ী—মোটা স্ত্রীলোক ; (তুচ্ছার্থে) অধিকবয়স্কা চরিত্রহীনা নারী। <'ঢেমনী'। বি। পুং—**ধুমড়ো**।

ধুমধড়াক্কা—আড়ম্বর, ঘটা, সমারোহ ; মাতামাতি। বাংপ্র। বি।

ধুমধাম—আড়ম্বর, জাঁকজমক, সমারোহ ; মাতামাতি ; সমারোহজ্ঞাপক ঢাক ও ঢোলের বাদ্যের অনুকরণে জাত শব্দ। বাংপ্র। বি।

ধুমধুম—বার বার কিল বা ঘুসি মারার শব্দ। বাংপ্র। অ। ক্রি—**ধুমধুমানো**।

ধুমসা, ধুমসো—মোটা ; কালো ও মোটা। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, -**সী**।

ধুমসানো—ভীষণ প্রহার করা, কিল ঘুসি মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ধুমুল, ধুমুল, ধুমুল—সংগীত বা অভি-নয়াদির আরম্ভকালীন বাদ্য, মোহাড়া। বাংপ্র। বি।

ধুম্বো—মোটা ও লম্বা (অবজ্ঞার্থে)। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**ধুম্বী**

ধুম্বল, ধুম্বুল—'ধুমুল' দ্রঃ।

ধুয়া, ধুয়ো—১। গানের যে সব পদ দোহারগণ বারবার গায় ; জনরব ; দশজনের মুখে মুখে আবৃত্ত কথা। <ধ্রুব। ২। আবদার, ছল। বাংপ্র। বি।

ধুর্, ধুরা—ভার ; চিন্তা ; ভাবনা ; প্রথম ; সম্মুখ ; অগ্রভাগ ; শকটের অগ্র ; জোয়াল ; অক্ষদণ্ড। ধুর্ব্+ক্বিপ্ করণ (প্রকৃত রূপ ধূঃ) ; ২য় পক্ষে আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধুরন্ধর, ধুরীণ, ধুর্য(র্য্য)—কোন বিষয়ের ভার দিলে যে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে এরূপ, কার্যদক্ষ ; গাড়ি প্রঃর অগ্রভাগ যাহার কাঁধে রাখা হয় এমন ; ভারবাহক, বহনকারী, বাহন ; প্রধান ; দক্ষ, পটু। ধুর্—ধৃ+খচ্ কর্তৃ, ধুর্+ঈন্, যৎ বহনার্থে। বিণ।

ধুরা—'ধুর্' দ্রঃ।

ধুরীণ—'ধুরন্ধর' দ্রঃ।

ধুর্য(র্য্য)—১। 'ধুরন্ধর' দ্রঃ। ২। ভার-বহনকারী বৃষাদি ; বিষ্ণু। ধুর্+যৎ বহনার্থে। বি ; পুং।

ধুলট—সংকীর্তনের পরে ভাবাবেশে গায়ে ধুলা মাখা বা ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া ; নবদ্বীপে মাঘী পূর্ণিমার চারিদিন পূর্ব হইতে ঐ দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উৎসব। বাংপ্র। বি।

ধুলা, ধুলো—১। মাটির গুঁড়া, মৃত্তিকাচূর্ণ, রজঃ, ধূলি। <ধূলি। ২। বিবাহের পর আটদিনের মধ্যে পতির সহিত নববধূর দ্বিতীয় বার পতিগৃহে আগমন। বাংপ্র। বি।

ধুস্তর, ধুস্তূর, ধুস্তুর, ধুস্তূর—ধুতুরা গাছ। ধুস্—তুর্+ক কর্তৃ (নিপা বিকল্পে হ্রস্ব)। বি ; পুং।

ধূ—কম্পন। ধূ+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

ধূত—কম্পিত ; ভর্ৎসিত ; নিরস্ত ; ত্যক্ত। ধূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধূনক—ধুনা। ধূ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

ধূনন—কাঁপন, কম্পন। ধূ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ধূনি—কাঁপন, কম্পন। ধূ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ধূপ—গন্ধদ্রব্য বিঃ ; নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত একপ্রকার পদার্থ ও তাহা হইতে উদ্গত ধূম। ধূপ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ধূপক—১। ক্লেশজনক, সন্তাপদায়ক। বিণ। ২। গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা। ধূপ্+ণক কর্তৃ। বি, পুং।

ধূপচি, ধূপদান—ধূপ জ্বালাইবার পাত্র। ধূপ+চি, দান (পাত্র অর্থে)। বি।

ধূপছায়া—'ধুপছায়া' দ্রঃ।

ধূপদীপ—ধূপ ও প্রদীপ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ধূপন—১। ধূপদ্বারা সুগন্ধীকরণ ; তাপন। ধূপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। ধূপ ; ধুনা। ধূপ+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

ধূপপাত্র—ধুনাচি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধূপমুদ্রা—ধূপদানের জন্য মধ্যমা অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কৃত মুদ্রা। ৪র্থীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধূপায়িত, ধূপিত—পথশ্রান্ত ; তাপিত ; ধূপদ্বারা সুগন্ধীকৃত। ধূপ+ক্ত কর্ম, বিকল্পে 'আয়'-আগম। বিণ।

ধূপিকা—১। কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা। ধূপ+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সন্তাপ-দায়িনী, সন্তাপিকা। ধূপক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধূপিত—'ধূপায়িত' দ্রঃ।

ধূম—১। ধোঁয়া। ধূ+মক্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। ২। মহা আড়ম্বর, সমারোহ। বাংপ্র। বি।

ধূমকেতন, -কেতু—অগ্নি ; (জ্যোতিষ) সৌরজগতের অন্তর্বর্তী জ্যোতিঃপদার্থ বিঃ ; আকাশচারী ধূমাকার একপ্রকার জ্যোতিঃ-

পদার্থ, comet ; কেতুগ্রহ ; উৎপাত বিঃ ; কৃশাশ্বের পুত্র ; তৃণবিন্দুর পুত্র। ধূম কেতন, কেতু (ধ্বজ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ধূমজ—মেঘ। উপতৎ ; ধূম (বাষ্প)—জন্ +ড কর্তৃ। বি ; পুং।

ধূমপ—তপস্যার্থ ধূমমাত্র পানকারী ; তামাকখোর, ধূমপায়ী। উপতৎ ; ধূম - পা+ক কর্তৃ। বিণ। । বি ; স্ত্রী।

ধূমপান—তামাক চুরুট প্রঃ টানা। ৬ষ্ঠীতৎ।

ধূমপায়ী (-পায়িন্)—যে ধূম পান করে এরূপ, যে তামাক চুরুট ইত্যাদি টানে এরূপ। উপতৎ ; ধূম—পা+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-পায়িনী**।

ধূমল, ধূম্র—১। বেগুনে রং, কৃষ্ণলোহিতবর্ণ ; ধুনা ; শিব। বি ; পুং। ২। ধোঁয়ার মত যাহার রং এমন। উপতৎ ; ধূম—লা, রা+ক কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

ধূমসী—মাষকলাই গুঁড়া করিয়া প্রস্তুত পিঠা। ধূম - সো+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধূমা—দুর্গা। <ধূমাবতী। বি ; স্ত্রী।

ধূমাকার—যাহার আকার ধোঁয়ার মত ঝাপসা ; ধোঁয়ায় ভরা। ধূম আকার যাহার, বহু। বিণ।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে একটি, দুর্গা। ধূম+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (ধূমস্থানে ধূমা)। বি ; স্ত্রী।

ধূমাভ—ধোঁয়াটে। ধূমের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

ধূমায়মান—যাহা ধোঁয়া ছাড়িতেছে এমন ; যাহা ধোঁয়ার আকার ধারণ করিতেছে এমন। ধূম+কাঙ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ধূমায়িত—ধোঁয়ায় ভরা; যাহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে এরূপ। ধূম+ক্যঙ (-ধূমায় নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ধূমিকা—কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা। ধূম+কন্ তুল্যার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধূমিত—ধোঁয়াময়, ধূমযুক্ত ; অত্যন্ত ক্রোধবিশিষ্ট। ধূম+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ধূমী (ধূমিন্)—প্রচুর ধূমবিশিষ্ট, ধূমবহুল। ধূম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী— **ধূমিনী**।

ধূমোদ্গার—ধূম বাহির হওয়া, চিমনি প্রঃ হইতে প্রচুর ধূমনির্গম। ধূমের উদ্গার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ধূম্রবর্ণ—১। ধোঁয়ার মত রং। ধূম্রবৎ বর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। যাহার রং ধোঁয়ার মত এরূপ। বিণ। ৩। ধুনা। ধূম্র বর্ণ যাহার, বহু। বি ; পুং।

ধূম্রবর্ণা—১। ধোঁয়ার বর্ণযুক্তা। বিণ ; স্ত্রী। ২। অগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি। ধূম্র বর্ণ যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধূম্রলোচন—১। যাহার চক্ষু ধোঁয়ার মত বর্ণযুক্ত এরূপ। বিণ। ২। পায়রা, কপোত। (পুরাণ) দৈত্যপতি শুম্ভের অনুচর বিঃ ; (রামায়ণ) রাক্ষস বিঃ। ধূম্র লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ধূম্রাক্ষ—১। যাহার চোখের রং ধোঁয়ার মত এমন, ধূম্রবর্ণ-নেত্রবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী. **-ক্ষী**। ২। (রামায়ণ) রাবণের সেনাপতি রাক্ষস বিঃ। ধূম্র অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্-সমাসান্ত)। বি ; পুং।

ধূরি—ধুলা। প্রা কপ্র। বি।

ধূর্জ(র্জ্জ)টি—শিব, মহাদেব। ধুর্—জট্+ইন্ (ই) কর্তৃ। বি ; পুং।

ধূর্ত(র্ত্ত)—১। শঠ, প্রবঞ্চক, কপটাচারী ; ধড়িবাজ ; চালাক, চতুর ; লম্পটস্বভাব ; অনিষ্টকারী। বিণ। ২। জুয়াড়ী, দ্যূতকারী ; কপটপ্রণয়ী। বি ; পুং।

ধূর্ত(র্ত্ত)ক—শৃগাল ; খল ব্যক্তি। ধূর্ত+কন্ তুল্যার্থে, স্বার্থে। বি ; পুং।

ধূর্ত(র্ত্ত)তা—শঠতা, প্রবঞ্চকতা। ধূর্ত+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ধূর্ধ(র্দ্ধ)র, ধূর্ব(র্ব্ব)হ—ভারবাহী, ধুরন্ধর। ধুর্—ধৃ+অচ্ কর্তৃ, ধুর্- বহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ধূল—ধুলা (তাহা দ্রঃ) ; (গণিত) কড়ার অংশ বিঃ ; ক্ষেত্রের পরিমাণ বিঃ, $\frac{১}{২০}$ কাঠা ; হিসাব। বাংপ্র। বি।

ধূলদস্তী—হিসাবী, গণিতজ্ঞ ("বলে গেল ধূলদস্তী"—শুভংকরী)। ধূল (হিসাব) দন্তে যাহার, বহু। বাংপ্র। বি।

ধূলধাপড়, -ধাপড়া, -ধাপড়ি, -ধাপাড়ি ধুলাকাদা, ধুলাবালি। বাংপ্র। বি। **ধূলধাপড়া উড়ানো**—ভীষণ প্রহার করা।

ধূলপরিমাণ—$\frac{১}{২০}$ কাঠার মাপ ; ছড়াছড়ি, প্রাচুর্য। বাংপ্র। বি।

ধুলা, ধুলো ধূলা (তাহা দ্রঃ)। **গায়ে ধুলা দেওয়া**—ধিক্কার দেওয়া। **চোখে ধুলা দেওয়া** -ঠকানো। **ধুলা উড়ানো**—সামান্য ব্যাপার অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করা। **পায়ের ধুলা দেওয়া**—পদার্পণ করিয়া ধন্য করা। **পায়ের ধুলা লওয়া**—গুরুজনের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া ভক্তি দেখানো।

ধুলাকাদা—শুকনা ও ভিজা মাটি। ধুলা ও কাদা, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ধুলাখেলা ধুলা লইয়া খেলা ; ছেলেখেলা। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

ধুলাগুঁড়া—রেণুমাত্র ; সামান্য পরিমাণ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ধুলাঘর—ছেলেমেয়েদের খেলার ঘর, খেলাঘর। প্রা কপ্র। বি।

ধুলাপড়া—মন্ত্রপূত ধূলি। পড়া ধুলা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ধুলা-পা, ধুলো-পা—বিবাহের পর আট দিনের মধ্যে পতিসহ নববধূর পিতৃগৃহে গমন ও তথা হইতে পতিগৃহে পুনরায় আগমন (দ্বিরাগমনের পরিবর্তে)। বাংপ্র। বি।

ধুলাবালি—ধুলা ও বালি ; অতি তুচ্ছ পদার্থ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ধুলামুঠা—একমুঠি ধূলি ; অতি তুচ্ছ জিনিস। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ধূলি, ধূলী—ধুলা, পাংশু, রেণু। ধূ+লিক্ কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ধূলিকণা—এককণা ধুলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধূলিধূসর—যাহার বা যে বস্তুর সমস্ত শরীর ধুলায় ফ্যাকাশে হইয়াছে এরূপ। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ধূলিধূসরিত—ধূলিধূসর (তাহা দ্রঃ)। ধূলি দ্বারা ধূসরিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ধূলিপটল—ধূলিরাশি, উড্ডীয়মান মেঘের মত ধূলিজাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

ধূলিময়—ধুলায় ভরা। ধূলি+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-য়ী**।

ধূলিলুণ্ঠিত—যে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

ধূলিশয্যা মাটি, মৃত্তিকারূপ শয্যা। ধূলিরূপা শয্যা, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধূলিশয্যা-গ্রহণ—মাটিতে লুটান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

ধূলিশায়ী (-য়িন্)—যে ধুলায় পড়িয়া আছে এরূপ। উপতৎ ; ধূলি—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-শায়িনী**।

ধূলিসাৎ—ধুলায় পরিণত। ধূলি+সাৎ। অ, বিণ।

ধূলী—'ধূলি' দ্রঃ।

ধূল্যবলুণ্ঠিত—যে ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে এরূপ। ধূলিতে অবলুণ্ঠিত, ৭মীতৎ। বিণ।

ধূসর ১। সামান্য ফ্যাকাশে রং, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, সাদা ও কাল—এই দুই বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ। বি ; পুং। ২। পাংশুটে, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। ধূ+সরক্ কর্তৃ। বিণ।

ধূসরিত—যাহা অন্য বস্তুর সংযোগে পাংশুটে হইয়াছে এরূপ, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। ধূসর + ইতচ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ধূসরিমা (-মন্)—পাংশুটে ভাব, ধূসরত্ব ; পাংশুটে রং, ধূসরবর্ণ। ধূসর+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

ধুস্তর, ধুস্তূর—'ধুস্তুর' দ্রঃ।

ধৃত—যাহা ধরা হইয়াছে এরূপ, অবলম্বিত, গৃহীত ; ব্যবহৃত ; স্থিত ; স্থাপিত ; আলো-

চিত, বিবেচিত ; যে ধরা পড়িয়াছে এরূপ ; রুদ্ধ ; উদ্ধৃত ; পরিহিত। ধৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধৃতবর্মা (-বর্মন্), **-বর্মা** (-বর্মন্)—বর্মধারী। ধৃত হইয়াছে বর্ম যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

ধৃতব্রত—১। যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, গৃহীতব্রত। ধৃত ব্রত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

ধৃতরাষ্ট্র—(মহাভারত) পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ধৃত রাষ্ট্র যৎকর্তৃক, বহু। বি; পুং।

ধৃতাত্মা (-ত্মন্)—১। বিষ্ণু। বি, পুং। ২। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ; ধৈর্যসমন্বিত। ধৃত হইয়াছে আত্মা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

ধৃতি—১। ধারণ ; উদ্ধার ; সার ; ধৈর্য ; স্থিতি ; ইচ্ছা ; সন্তোষ ; সুখ ; যাগ ; সর্বত্র-প্রীতি ; উৎসাহ। ধৃ+ক্তি ভাব। ২। ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে ত্রয়োদশ মাতৃকা ; যোগ বিঃ, অষ্টাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। ধৃ+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী। [বিণ ; স্ত্রী।

ধৃতিমতী—ধৈর্যশালিনী। ধৃতিমৎ+ঈপ্।

ধৃতিমান্ (-মৎ)—ধৈর্যশালী ; সন্তুষ্ট ; ধীর। ধৃতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

ধৃতিহোম—বিবাহকালে করণীয় যজ্ঞ বিঃ। ধৃত্যুদ্দিষ্ট (ধৃতির উদ্দেশে কৃত) হোম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ধৃষ্ট—১। নির্লজ্জ ; প্রগল্‌ভ, উদ্ধতস্বভাব-বিশিষ্ট ; লম্পট। বিণ। ২। নায়ক বিঃ, ধৃষ্টনায়ক, যে অপরাধী হইয়াও শঙ্কারহিত, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জাহীন এবং দোষ দেখাইলেও দোষ মানিতে চায় না এরূপ নায়ক। (শ্রীরাধা—নখনির্ঘাত ক্ষত বক্ষসি দেয়ল কোন নারী।" শ্রীকৃষ্ণ—"কণ্টকে তনু ক্ষতাবক্ষত তোহে ঢুঁড়ইতে গোরী।"—শশিশেখর)। ধৃষ্+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

ধৃষ্টতা, ধৃষ্টত্ব নির্লজ্জতা ; প্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য। ধৃষ্ট+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ-রাজপুত্র। ধৃষ্ট (প্রগল্‌ভ) দ্যুম্ন (বল) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ধৃষ্টা—১। অসতী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। প্রগল্‌ভা। ধৃষ্ট+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধৃষ্টামি, ধৃষ্টামো—ধৃষ্টতা। ধৃষ্ট+আমি, আমো (ভাবে)। বাংপ্র। বি।

ধৃষ্ণি—আলোক, কিরণ। ধৃষ্+নি কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

ধৃষ্ণু—ধর্ষণশীল ; সহিষ্ণু ; প্রগল্‌ভ ; নির্লজ্জ। ধৃষ্+ক্নু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

ধৃষ্য—ধর্ষণীয়, যাহাকে ধর্ষণ করা যাইতে পারে এমন। ধৃষ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

ধেআন—ধ্যান। কপ্র। বি।

ধেই-ধেই—উদ্দাম ভাবে নৃত্য করিবার ভঙ্গি। বাংপ্র। অ।

ধেঁড়ল—ফল বিঃ, ডিণ্ডিশ। বাংপ্র। বি।

ধেঁড়ি—ধেঁড়স ; কানের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধেঞা—ধাইয়া, ধাবিত হইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ধেড়ানো—কোন কার্যে কৃতিত্বের অভাব-প্রদর্শন করা ; অযোগ্যতার জন্য কার্য পণ্ড করা ; বেসামালভাবে তরল মল ত্যাগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধেড়ে—১। কাঠবিড়াল, উদ্বিড়াল। বি। ২। বয়স্ক, ধাড়ী। <বাং 'ধাড়ী'। বিণ।

ধেড়েঙ্গা—বিশ্রী লম্বা। বাংপ্র। বিণ।

ধেৎ—'ধুৎ' দ্রঃ।

ধেনু সবৎসা গাভী, নবপ্রসূতা গাভী ; গাভী ; (পশুবাচক শব্দের পরে বসিলে) স্ত্রী-পশু ; দান বিঃ। ধে+নু কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ধেনুক ১। গর্দভাকৃতি অসুর বিঃ। ধেনু +কন্ সদৃশার্থে। ২। রতিক্রিয়ার আসন বা প্রকার বিঃ, পশুবৎ মৈথুন। ধেনু+কন্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

ধেনুকা—ধেনু ; হস্তিনী ; পশুনায়িকা। ধেনুক+আপ্। বি, স্ত্রী।

ধেনুমূল্য—প্রায়শ্চিত্তরূপ ধেনুদানের মূল্য বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ধেনো—১। যাহাতে ধান্য উৎপাদিত হয় এরূপ ; ধান্য হইতে প্রস্তুত ; ধান্যসংযুক্ত, ধান্যসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ধেনোমদ। ধান+ও (<উয়া) উৎপন্নার্থে। বাংপ্র। বি।

ধেবড়া 'ধ্যাবড়া' দ্রঃ।

ধেবড়ানো—'ধ্যাবড়ানো' দ্রঃ।

ধেয়—গ্রহণীয় ; জ্ঞেয়। ধা+যৎ কর্ম। বিণ।

ধেয়ান—ধ্যান ; স্মরণ। কপ্র। বি।

ধেয়ানী—ধ্যানমগ্ন। কপ্র। বিণ।

ধেয়ানো—ধ্যান করা ; স্মরণ করা। কপ্র। ক্রি।

ধেয়ায়—ধ্যান করে ("যোগী যেন সদাই ধেয়ায়" গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধৈবত—(সংগীত) স্বর বিঃ, ধা। ধাবৎ (অশ্ব)+অণ্ জাতার্থে (নিপা)। বি ; পুং।

ধৈরজ, ধৈরয—ধৈর্য। প্রা কপ্র। বি।

ধৈর্য(র্য্য)—ধীরতা, স্থিরতা, নির্বিকার-চিত্ততা ; সহিষ্ণুতা। ধীর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী। [বিণ।

ধৈর্য(র্য্য)চ্যুত—অসহিষ্ণু, চঞ্চল। ৫মীতৎ।

ধৈর্য(র্য্য)চ্যুতি—অসহিষ্ণু অবস্থা, অস্থির-ভাব। ধৈর্য হইতে চ্যুতি বা ধৈর্যের চ্যুতি, ৫মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ধৈর্য(র্য্য)শালী (-লিন্)—ধীর। উপতৎ ; ধৈর্য—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**। বি, **-শালিতা**।

ধৈর্য(র্য্য)শীল—স্বভাবতঃ স্থির এবং সহিষ্ণু, অবিচলিত। ধৈর্য শীল যাহার, বহু। বিণ।

ধৈর্য(র্য্য)হারা—অধৈর্য, ধৈর্যচ্যুত, অসহিষ্ণু। ধৈর্যকে হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ধোওয়া—১। ধৌত করা। <'ধাব্'-ধাতু। ক্রি। ২। প্রক্ষালন। ধু+আ ভাব। বাংপ্র। বি। ৩। ধৌত। ধু+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ধোঁকন—ভ্রম, সংশয়। বাংপ্র। বি।

ধোঁকা—১। সংশয়, সন্দেহ ; প্রবঞ্চনা ; ছোলা ইঃ ডাল পিষিয়া তাহাদ্বারা বড়া প্রস্তুত করিয়া যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয় তাহা। বি। ২। সন্দেহ প্রকাশ করা ; ভ্রান্তিপ্রকাশ করা, হাঁপানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ধোঁকাবাজ—ছলনাকারক, প্রবঞ্চনাকারী। ধোঁকা+বাজ শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধোঁকাবাজি—ছলনা, প্রবঞ্চনা। ধোঁকা-বাজ+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

ধোঁয়া—ধূম। <ধূম। বি।

ধোঁয়াটে—অনেকটা ধোঁয়ার মত রংয়ের, ধূমে আচ্ছন্ন। ধোঁয়া+টে (<টিয়া) সাদৃশ্যার্থে, আচ্ছন্নার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ধোকড়—ছেঁড়া কাঁথা প্রঃ ; থলি ; মোটা কাপড়। বাংপ্র। বি। **কথার ধোকড়**—বচনবাগীশ।

ধোকড়া, ধোকড়ি—মোটা কাপড় ; থলি ; চট। বাংপ্র। বি।

ধোচনা—বড় ধুচনি ; মাছ ধরিবার জন্য বাঁশের তৈয়ারী খাঁচা। প্রাদে। বি।

ধোনা—ধনুকের ন্যায় যন্ত্র দ্বারা তুলা পরিষ্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধোপ, ধোব—১। পরিষ্কৃত। বিণ। ২। ধোলাই, ধোয়ান। বাংপ্র। বি। **ধোপ পড়া**—ধোলাই হওয়া। **ধোপে টিকবে না**—পরীক্ষায় সহজেই ভিতরের গলদ বাহির হইয়া পড়িবে।

ধোপদস্ত, -দুরস্ত—ভাল করিয়া ধোলাই-করা ; বাহিরে চকচকে। বাংপ্র। বিণ।

ধোপা, ধোবা—রজক, বস্ত্রক্ষালক। বাংপ্র। বি ; পুং। স্ত্রী- **ধোপানী, ধোবানী**। **ধোপা নাপিত বন্ধ করা**—একঘরে করা ; সামাজিক দণ্ড দেওয়া। **ধোপার পাট**—ধোপা যে পাটায় কাপড় কাচে তাহা।

ধোপানী, ধোবানী—ধোপার বৌ, রজক-স্ত্রী। ধোপা, ধোবা+নী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ধোপানো—ধৌত। বাংপ্র। বিণ।

ধোব—'ধোপ' দ্রঃ।

ধোবা—'ধোপা' দ্রঃ।

ধোবানী—'ধোপানী' দ্রঃ।

ধোয়া—১। ধৌত করা। ক্রি [, বি]। ২। ধৌত। ধু+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ধোয়াট—নদীর স্রোতে যে মাটি একস্থান হইতে অন্য স্থানে ভাসিয়া আসে তাহা, নদী-প্রবাহে আনীত মৃত্তিকা; ধোয়া মাটি। বাংপ্র। বি।

ধোয়ানি—ধোয়ার পর অবশিষ্ট জল; কোন কিছু ধৌত-করা জল; ময়লা, শিটা। বাংপ্র। বি।

ধোয়ানো—প্রক্ষালন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধোলাই—১। বস্ত্র ধৌতকরণ; ধুইবার মজুরী। বি। ২। ধৌত, পরিষ্কৃত। ধু+আই (ল-আগম) ভাব, কর্ম। বাংপ্র।

ধোসা—১। একপ্রকার পশমী মোটা শীতবস্ত্র। বাংপ্র। ২। মাদ্রাজী খাদ্য বিঃ। মাদ্রাজী শব্দ। বি।

ধৌত—১। ধোয়া, পরিষ্কৃত; শাণিত; মার্জিত; শুভ্র; ক্ষালিত, শোধিত। বিণ। ২। রজত, রূপা। ধাব্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

ধৌতি, ধৌতী—১। ঝরনা, উৎস; নদী। ধাব্+ক্তি অধি। ২। হঠযোগের প্রক্রিয়া বিঃ, জলদ্বারা অস্ত্র প্রঃ ধৌত করা। ধাব্+ক্তি ভাব, পক্ষে ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

ধৌর্তি(র্ত্তি)ক—১। ধূর্তসম্বন্ধীয়। ধূর্ত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী** ২। ধূর্ততা। ধূর্ত+ইক ভাবে। বি; ক্লী।

ধ্বংস, ধ্বংসন—নাশ; হানি; ভঙ্গ, বিলোপ; পতন; উচ্ছেদ, খণ্ডন; গমন। ধ্বন্স্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

অন্নধ্বংস করা—অকর্মা হইয়া থাকিয়া আহারাদি করা, বসিয়া বসিয়া খাওয়া।

ধ্বংস করা–নষ্ট করা, নাশ করা।

ধ্বংস হওয়া—সর্বনাশপ্রাপ্ত হওয়া।

ধ্বংসক—বিনাশকারী। ধ্বন্স্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধ্বংসিকা**।

ধ্বংসন—'ধ্বংস' দ্রঃ।

ধ্বংসনীয়—যাহা বিনষ্ট করা যাইবে এরূপ; যাহা বিনষ্ট করা উচিত এরূপ। ধ্বন্স্+অনীয় কর্ম। বিণ।

ধ্বংসপথ—উৎসন্ন যাইবার পথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধ্বংসমুখ—ধ্বংসের গ্রাস; বিনাশের আরম্ভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধ্বংসলীলা—বিনাশ করা রূপ খেলা। ধ্বংসই লীলা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধ্বংসশেষ—ধ্বংসাবশেষ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধ্বংসানো—বিনাশ করা, নিঃশেষ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ধ্বংসাবশেষ—বিনষ্ট হইয়া যাইবার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা, ভগ্নস্তূপ। ধ্বংসান্তিমাত্র অবশেষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ধ্বংসিত—বিনাশিত; পাতিত; খণ্ডিত। ধ্বন্স্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধ্বংসী (ধ্বংসিন্)—১। যাহার বিনাশ ঘটে এরূপ, বিনাশশীল, নশ্বর। ধ্বংস+ইন্ আছে অর্থে। ২। যে ধ্বংস করে এরূপ নাশক। ধ্বন্স্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

ধ্বজ—১। নিশান, পতাকা; দণ্ড; পতাকার চিহ্ন, লক্ষণ; সেনাচিহ্ন বিঃ; পূর্বদিকের গৃহ; মেঢ্র, পুং-চিহ্ন; খট্বাঙ্গ; সন্ন্যাসিহস্তস্থিত নরমুণ্ডের অস্থি; (পদ্যছন্দে) একটি লঘু এবং একটি গুরুস্বরযুক্ত গণ। বি; পুং বা ক্লী। ২। গর্ব, অহংকার; সর্প; শৌণ্ডিক। ধ্বজ্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ধ্বজচিহ্ন—জাতি সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের বিশেষ চিহ্ন, ensign. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধ্বজদণ্ড—যে দণ্ডের সহিত নিশানের কাপড় আঁটিয়া উড়ানো হয় তাহা, পতাকাদণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধ্বজপাত—ধ্বজভঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—পতাকা বজ্র ও অঙ্কুশের মত চিহ্ন [এই চিহ্ন কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর চরণকমলে বিদ্যমান আছে]। ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ধ্বজবান্ (-বৎ)—১। নিশানধারী, কেতনবিশিষ্ট; চিহ্নযুক্ত; অপরাধীর চিহ্নযুক্ত। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। ২। নিশানধারী ব্যক্তি; মদ্যবিক্রেতা; যে ব্রাহ্মণ নরহত্যা করিয়া পাপ দূর করিবার জন্য ঐ হত শবের মুণ্ডসহ তীর্থে গমন করে। ধ্বজ+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ধ্বজভঙ্গ—পুরুষত্বহানি, পুং-জননেন্দ্রিয়ের উত্থান-শক্তিলোপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধ্বজা—নিশান, পতাকা; ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে যেটি বড় এবং উঁচু হইয়া থাকে তাহা, standard. <ধ্বজ। বি।

ধ্বজারোপণ—মন্দির প্রভৃতিতে মন্ত্র পড়িয়া নিশান পুঁতিয়া দেওয়া। ধ্বজের আরোপণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ধ্বজি—লগি; বংশদণ্ড। বাংপ্র। বি।

ধ্বজি মারা—দাঁড় ফেলার অসুবিধা থাকিলে লগি মারিয়া নৌকা চালানো।

ধ্বজী (ধ্বজিন্)—১। ব্রাহ্মণ। বি; পুং। ২। নিশানধারী। ধ্বজ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

ধ্বন—শব্দ, ধ্বনি; গুঞ্জন, ঝংকার। ধ্বন+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ধ্বনন—১। অলংকারোক্ত শব্দনিষ্ঠ ব্যাপার বিঃ, ব্যঞ্জনা, শব্দের বা বাক্যের শ্রবণমাত্র যে অর্থবোধ হয় তাহা ভিন্ন অন্য অর্থপ্রকাশ [যথা—'বাবা বেলা যায়', এই কথা বলাতে পিতা বুঝিলেন আর ঘুমানো উচিত নয়, পথিক বুঝিলেন—জীবনের সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আর মোহনিদ্রায় মগ্ন হইয়া থাকা উচিত নহে; সুতরাং পিতা এবং পথিক যে অর্থ বুঝিলেন, তাহার উভয়টিই ঐ বাক্যের ধ্বনন বা ধ্বনিগত অর্থ]। ধ্বন্+অনট্ করণ। ২। অব্যক্ত শব্দকরণ। ধ্বন্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ধ্বনি—১। শব্দ, নাদ; মৃদঙ্গাদির অব্যক্ত শব্দ। ধ্বন্+ই ভাব। ২। ব্যঙ্গার্থ ('ধ্বনন' দ্রঃ); উত্তমকাব্য; যাহাতে ব্যঞ্জনা (suggestion) অধিক এমন কাব্য। ধ্বন্+ই কর্তৃ। বি; পুং।

ধ্বনিত—১। শব্দিত; ধ্বনিদ্বারা প্রতিপাদিত। ধ্বন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শব্দ। ধ্বন্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ধ্বনিবিকার–শোক ভয় প্রভৃতির জন্য শব্দের বিকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধ্বন্যাত্মক—শব্দাত্মক; অব্যক্ত শব্দের অনুকরণমূলক; ব্যঞ্জনাপ্রধান। ধ্বনি আত্মা যাহার, বহু+ক-সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

ধ্বস্ত– যাহার ধ্বংস হইয়াছে এরূপ, নষ্ট; পতিত। ধ্বন্স্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ধ্বস্তাধ্বস্তি—ধস্তাধস্তি (তাহা দ্রঃ)।

ধ্বাঙ্ক্ষ—কাক; বক; গৃহ। ধ্বাঙ্ক্ষ্ (বিকট শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ধ্বান্ত—অন্ধকার। ধ্বন্+ক্ত কর্ম (নিপা)। বি; ক্লী।

ধ্বান্তারাতি, ধ্বান্তারি—সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি। ধ্বান্তের অরাতি, অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ধ্মাত—ফুৎকার দ্বারা শব্দিত, বাদিত; দগ্ধ; সন্ধুক্ষিত। ধ্মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধ্যাত—চিন্তিত, ভাবিত, স্মৃত; অনুশীলিত; ধ্যানবিষয়ীকৃত। ধ্যৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধ্যাতব্য—চিন্তনীয়; স্মরণীয়; আলোচনীয়। ধ্যৈ+তব্য কর্ম। বিণ।

ধ্যাতা (ধ্যাতৃ)—ধ্যানকারী। ধ্যৈ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধ্যাত্রী**।

ধ্যান—চিন্তা, একবিষয়ক জ্ঞানধারা; অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ; অপরাপর বিষয়ের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া সকল সময়ে ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা করা; রূপচিন্তন; অভিনিবেশসহকারে অভিমত বিষয়ের চিন্তা; গভীর-চিন্তা; স্মরণ; আলোচনা। ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ধ্যানগম্ভীর—গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকায় যাহার চেহারায় একটা প্রশান্তভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন ("ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর"—রবীন্দ্র)। ৩য়াতৎ। বিণ।

ধ্যানগম্য—যাহা ধ্যান দ্বারা জানা যায়

এরূপ। ধ্যান দ্বারা গম্য (প্রাপ্য), তৎপুরুষ। বিণ।

ধ্যানজ্ঞান—চিন্তার একমাত্র বিষয়, ধ্যান ও জ্ঞানের বিষয়। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ধ্যাননিষ্ঠ—ধ্যানমগ্ন। ধ্যানে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

ধ্যানমগ্ন—ধ্যানস্থ, ধ্যান করিতে করিতে যে বাহ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ। ধ্যানে মগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

ধ্যানযোগ—ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর সহিত মিলন ; গভীর ধ্যান। ধ্যানই যোগ, কর্মধা। বি ; পুং। [তৎ। বিণ।

ধ্যানরত—ধ্যানে নিযুক্ত। ধ্যানে রত, ৭মী-

ধ্যানস্থ—ধ্যানমগ্ন, ধ্যানে নিযুক্ত। উপতৎ ; ধ্যান—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

ধ্যানিক—ধ্যানসাধ্য। ধ্যান+ইক নির্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ধ্যানী (ধ্যানিন্)—ধ্যানরত। ধ্যান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী - **ধ্যানিনী**।

ধ্যাবড়া, ধেবড়া—জোবড়া ; নরম বা তরল দ্রব্যের পিণ্ড বা দাগ ; মোটা ও কু-গঠিত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ধ্যাবড়ানো, ধেবড়ানো—ধেবড়া করিয়া লাগানো ; জোবড়ানো। বাংপ্র। ক্রি। [, বি, বিণ]।

ধ্যেয়—ধ্যানের যোগ্য ; স্মরণীয় ; চিন্তনীয়। ধ্যৈ+যৎ কর্ম। বিণ।

ধ্রিয়মাণ—যাহা ধারণ করা বা ধরা হইতেছে এরূপ। ধৃ+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ধ্রুপদ—সংগীতের প্রকার বিঃ। <ধ্রুবপদ। বি। বিণ · **ধ্রুপদী**।

ধ্রুব—১। নিশ্চল নক্ষত্র বিঃ, ধ্রুবনক্ষত্র ; উত্তানপাদ রাজার পুত্র ; ধ্রুবের অবস্থানজন্য বিষ্ণুনির্মিত স্বনামখ্যাত লোক, ধ্রুবলোক। বি ; পুং। ২। উৎপ্রেক্ষা বা অনুমান ; নিশ্চয়। বি ; স্ত্রী। ৩। নিত্য, অক্ষয় ; দৃঢ়, constant ; স্থির ; অবশ্য, নিশ্চিত। ধ্রু+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ধ্রুবক—গানের ধুয়া, গানের প্রথম পদ যাহা বার বার ঘুরাইয়া গাওয়া হয় ; বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি ; স্তম্ভ, থাম ; (গণিত) অপরিবর্তনীয় রাশি, constant quantity. ধ্রুব+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

ধ্রুবকা—গানের ধুয়া ; তুড়ি দিয়া তাল দেখানো। ধ্রুব+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবতা—নিশ্চলতা, স্থিরতা ; নিত্যতা। ধ্রুব +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবতারা—স্থির নক্ষত্র : উত্তরাকাশস্থ স্থির নক্ষত্র বিঃ, pole star ; স্থির লক্ষ্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবরেখা—বিষুবরেখা, equator ; নাড়ীমণ্ডল। ধ্রুবা (স্থিরা) রেখা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবলোক—ধ্রুবের বাসের জন্য বিষ্ণুর তৈয়ারী বিখ্যাত লোক, সত্যলোকান্তর্গত ধ্রুবস্থান বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

[ন]

ন—১। বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ত-বর্গের পঞ্চম বর্ণ [ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত ও নাসিকা]; নেত্র ; বামন ; শিব ; অনাদি ইত্যাদি। বি ; পুং। ২। অভাব ; বিরোধ ; অপ্রশস্ততা ; অল্পতা ; ভেদ ; সাদৃশ্য। নী+ড কর্তৃ। অ। ৩। বৌদ্ধ ; গণেশ। নহ্+ড কর্তৃ। ৪। বন্ধন ; দান। নহ্+ড ভাব। ৫। রণ। নহ্+ড অধি। ৬। ছন্দঃশাস্ত্রে পদ-বিশ্লেষণের জন্য বিহিত লঘুস্বরবিশিষ্ট তিনটি অক্ষর। বি, পুং। ৭। বড় মেজো ও সেজোর পরবর্তী। বাংপ্র। বিণ। ৮। নয়, নব। <নবন্। বি বা বিণ। ৯। নূতন। <নব। বিণ।

ন-অই, নউই—মাসের নবম দিন। <নবম। বি বা বিণ।

নই—১। নূতন ; বকনা বা মাদী ('— বাছুর')। <নবী। বি বা বিণ। ২। হই না, না হই। বাংপ্র। ক্রি।

নইচা, নইচে, নলচে—১। হুঁকার যে নলের উপর কলিকা বসানো হয় তাহা। বি। ২। ছোট নলের আকারবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

নইলে—নহিলে ; অন্যথা। 'না হইলে'-শব্দের সংক্ষেপ। অ।

নউমী—নবমী। <নবমী। বি বা বিণ।

নও—১। নহ, না হও। বাংপ্র। ক্রি। ২। নয় ; নূতন, নব। <নবন্ বা নব অথবা ফা। বিণ ; পুং। **নও আবাদ**—নূতন বসতি। **নও জোয়ান**—নবযুবা, তরুণ ("চল্ রে নও জোয়ান"—নজরুল)। **নও বাহার**—নব বসন্ত।

নওবত, নহবত—ভারতবর্ষের একতান বাদন বা তাহার পদ্ধতি। আ। বি।

নওবতখানা—নহবতবাদ্যের মঞ্চগৃহ। (আ) নওবত+(ফা) খানা। বি।

নওয়ালি—যাহা নূতন উৎপন্ন হইয়াছে বা আমদানী করা হইয়াছে এরূপ। <নব। বিণ।

নওরতন—নবরত্ন, নয়জন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। নও (<নব) রতন (<রত্ন), কর্মধা। বি।

নওরোজ—পারস্য দেশীয় নূতন বছরের প্রথম দিন বা সেই দিনের উৎসব। ফা। বি।

নওল, নহল—নূতন, নব। প্রা কপ্র। বি বা বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-লী**।

নওলা, নহলা—নয়টি ফোঁটাযুক্ত তাস। <নবম। বি।

নওশা—বিবাহের বর ("রণে যায় কাসেম ঐ দুঘড়ির নওশা"—নজরুল)। ফা। বি।

নং—নম্বর। <নম্বর। বি।

নকড়া—নয়টি কড়ি বা কড়া ; তুচ্ছ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নকড়া-ছকড়া—তুচ্ছ, হেয়। বাংপ্র। বিণ।

নকল—১। প্রতিলিপি, আদর্শ, অনুরূপ লেখা ; অনুকরণ ; কৌতুক, ভাঁড়ামি। বি। ২। কৃত্রিম, যাহা আসল নহে এরূপ, যাহা খাঁটি নহে এরূপ। <আ 'নক্‌ল্'। বিণ।

নকলদানা—চিনির রসে পাক-করা মাঠ কলাইয়ের দানার খাদ্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

নকল-নবিস—যে লেখা নকল করে, প্রতিলিপিকারক। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মূ। বিণ।

নকল-নবিসি—নকল-নবিসের কাজ, লেখা দেখিয়া লেখার কাজ। নকল-নবিস+ই কর্মার্থে। আ-মূ। বি।

নকশা—নমুনা, প্রকার ; ব্যঙ্গচিত্র ; খসড়া ; মানচিত্র ; গৃহ উদ্যান শহর যন্ত্র প্রঃর অবস্থান এবং গঠনবোধক রেখাচিত্র। <আ 'নক্‌শ্'। বি।

নকশা-বকসা—হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী এবং বাক্য প্রঃ। প্রাদে। বি।

নকার—'ন' এই বর্ণ মাত্র। ন+কার স্বার্থে। বি ; পুং।

নকাশি—সোনা রূপা প্রঃর উপর খোদাইয়ের কাজ। <আ 'নকাশ'। বি।

নকিব, নকীব—রাজার উপাধি বা যশের ঘোষক অনুচর বিঃ ; পেয়াদা ; ঘোষণাকারী ; পেশকার। আ। বি।

নকুল—১। মহাদেব ; বেজি, নেউল ;

(মহাভারত) চতুর্থ পাণ্ডব। বি; পুং। ২। কুলহীন। ন (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ। ৩। মাদক দ্রব্য সেবনের পর যে মুখরোচক দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহা, চাট। প্রা কপ্র। প্রাদে। বি।

নকুলী—মেয়ে-বেজি, স্ত্রী-নকুল, দুর্গা; কুকুটী; জটামাংসী; কুঙ্কুম। নকুল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নকুলীশ, -লেশ, -লেশ্বর—কালীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বিঃ, ভৈরব বিঃ; কালীঘাটে অবস্থিত ভৈরব বিঃ। নকুলীর (গৌরীর) ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ; নকুলই ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), কর্মধা। বি; পুং।

নকুলে—যে অপরের নকল করিয়া ব্যঙ্গ করে এরূপ। নকল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

নকুলেশ, নকুলেশ্বর—'নকুলীশ' দ্রঃ।

নক্ত—রাত্রি; (একাদশীমাহাত্ম্যে) দিবসের অষ্টম ভাগ; ব্রত বিঃ, নক্তব্রত (দিবসে ভোজন না করিয়া রাত্রে ভোজন দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়)। নজ্ (লজ্জা করা)+ক্ত কর্তৃ। অ বা বি; ক্লী।

নক্তক—নেকড়া, ছিন্নবস্ত্র। নক্ত্+তকন্ অপা। বি; পুং।

নক্তচর, নক্তঞ্চর—১। রাক্ষস; বিড়াল, পেচক; চোর। বি; পুং। ২। রাত্রিচর। নক্ত, নক্তম্—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -রী।

নক্তচারী (-চারিন্), **নক্তঞ্চারী** (-চারিন্)—১। রাক্ষস; বিড়াল; পেচক; চোর। বি; পুং। ২। রাত্রিচর। উপতৎ; নক্ত, নক্তম্—চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -রিণী।

নক্তন্দিব—রাত্রিদিন, দিবারাত্র। নক্তম্ এবং দিবা, দ্বন্দ্ব (নিপা)। অ।

নক্তব্রত—দিনে উপবাস করিয়া রাত্রির প্রথম অর্ধপ্রহর মধ্যে ভোজন রূপ নিয়ম বিঃ। নক্তনামক ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নক্তভোজী (-ভোজিন্)—ব্রত পালনের জন্য দিবাভোজন পরিত্যাগ করিয়া যে রাত্রিতে ভোজন করে এরূপ, নক্তব্রতধারী। উপতৎ, নক্ত—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -ভোজিনী।

নক্তান্ধ—রাতকানা। নক্তে অন্ধ, ৭মীতৎ। বিণ। বি, -ন্ধতা।

নক্র—১। কুম্ভীর; জলজন্তু। বি; পুং। ২। নাসিকা; চৌকাঠের মাথার কাঠ, ঝন্কাঠ। নঞ্—ক্রম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ (যাহা দূরে গমন করে না)। বি; ক্লী।

নক্ররাজ—হাঙ্গর। নক্রদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

নক্ষত্র—তারা, তারকা; (জ্যোতিষ) তারামণ্ডল, constellation (অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি 'নক্ষত্রের' প্রত্যেকটি তারামণ্ডল); সাতাশটি মুক্তাদ্বারা গাঁথা হার। ন—ক্ষি বা ক্ষর্+ষ্ট্রন্ কর্তৃ (নিপা), অথবা, নক্ষ্+অত্রন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

নক্ষত্রগতি—উল্কার ন্যায় গতি; অতি দ্রুত গমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রচক্র—(জ্যোতিষ) রাশিচক্র, তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণোপযোগী ষট্‌চক্রান্তর্গত চক্র বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নক্ষত্রনাথ—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রনেমি—১। চন্দ্র; ধ্রুবনক্ষত্র; বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ (সদৃশার্থে)। বি; পুং। ২। রেবতীনক্ষত্র। নক্ষত্র নেমি (পরিধি) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রপতি—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রপথ—আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রপাঠক—জ্যোতির্বিৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রপাত—নক্ষত্রের কক্ষবিচ্যুতি; উল্কাপাত [প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র আকাশ হইতে পড়ে না, উল্কাপাতকেই লোকে নক্ষত্রপাত বা তারা খসা বলিয়া থাকে]; (লাক্ষণিক অর্থে) খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু বা অবনতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রবিদ্যা—গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ-নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ-সূচক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ। নক্ষত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রবৃষ্টি—ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা খসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রবেগ—তারকার ন্যায় দ্রুত গতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ক্রি-বিণ, -বেগে।

নক্ষত্রমালা—তারকার ন্যায় উজ্জ্বল ২৭টি মুক্তার গাঁথা হার; তারকাশ্রেণী, তারাসমূহ; নৃত্য বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রযাজক—নক্ষত্রদোষের শান্তিকারক ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ; গণক ব্রাহ্মণ। নক্ষত্র—যজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

নক্ষত্রযোগ—নক্ষত্রভেদে ক্রূরাদি গ্রহের সংযোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্ররাজ—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

নক্ষত্রলোক—তারকাসমূহের কল্পিত অবস্থান-স্থান, নক্ষত্রাধিষ্ঠিত লোক বিঃ। নক্ষত্রদিগের লোক (ভুবন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রশূল—(জ্যোতিষ) যাত্রাদি কার্যে নিষিদ্ধ নক্ষত্রবিশেষের পূর্বাদি দিকে অবস্থিতিজনিত ব্যাঘাত [পূর্বদিকে শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা, দক্ষিণে অশ্বিনী ও উত্তরভাদ্রপদা, পশ্চিমে রোহিণী ও পুষ্যা, উত্তরে উত্তরফল্গুনী ও হস্তা]। নক্ষত্রজনিত শূল (অনিষ্টপাত), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নক্ষত্রসন্ধি—পূর্বনক্ষত্র হইতে পরনক্ষত্রে চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কের সংক্রমণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রসূচক—যে জ্যোতিঃশাস্ত্র ভালরূপে আয়ত্ত না করিয়াই নিজেকে দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেয়, অজ্ঞ জ্যোতির্বিৎ। ৬ষ্ঠীতৎ (নিন্দার্থে)। বি; পুং।

নক্ষত্রাধিপ—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের অধিপ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রামৃত—(জ্যোতিষ) বারবিশেষে নক্ষত্রযোগকৃত অমৃতযোগ [রবিবারে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, মূলা ও রেবতী নক্ষত্র; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা ও অশ্বিনী; মঙ্গলবারে পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতী, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী; বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা ও অনুরাধা; বৃহস্পতিবারে স্বাতী, পুনর্বসু, পুষ্যা ও অনুরাধা; শুক্রবারে পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, শ্রবণা ও অনুরাধা এবং শনিবারে স্বাতী ও রোহিণী নক্ষত্র মিলিত হইলে নক্ষত্রামৃত যোগ হয়]। নক্ষত্রকৃত অমৃত (অমৃতযোগ), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নক্ষত্রালোক—তারার আলো, নক্ষত্র হইতে নির্গত আলোক। নক্ষত্রের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নক্ষত্রিয়—তারকাবিষয়ক; সপ্তবিংশতি-সংখ্যক, সাতাশ। নক্ষত্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে এবং নক্ষত্র-সংখ্যাকার্থে। বিণ।

নক্ষত্রেশ, নক্ষত্রেশ্বর—চন্দ্র, নক্ষত্রপতি; কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নখ—১। আঙুলের ডগায় যে হাড়ের মত শক্ত বস্তু দিন দিন একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে তাহা, অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ উপাঙ্গ বিঃ; বিংশতি সংখ্যা। ন (নাই) খ (ছিদ্র) যাহাতে, বহু। বি; পুং বা ক্লী। ২। অংশ, খণ্ড। নঞ্—খন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

নখকুনি—নখের কোণে পুঁজ সঞ্চয় এবং ব্যথা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নখকৃন্তন, -কৃন্তনী—নরুন, নখচ্ছেদক অস্ত্র। নখ—কৃৎ+অনট্ করণ; পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

নখক্ষত—নখের আঁচড়ে উৎপন্ন ক্ষত, আঁচড়ের দাগ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নখত, নখতর, নখতা—তারা, নক্ষত্র। <নক্ষত্র। প্রা কপ্র। বি।

নখদর্পণ—মন্ত্রবলে নখের উপর কোন হারান বস্তুর ছায়া দেখিতে পাওয়ার বিদ্যা [তুলা-রাশিতে জাত ব্যক্তির হাতের আঙুলের উপর

মন্ত্র পড়িয়া তৈল দিলে উক্ত বিদ্যাবলে ঐ নখ দর্পণে পরিণত হয় এবং তাহাতে ঐ বস্তুর হারানো ব্যাপার দৃষ্ট হয়]; কোন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান। নখরূপ দর্পণ, রূপক কর্মধা। বি ; পুং। **নখদর্পণে থাকা**—নখদর্পণে যেমন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেখা যায়, সেইরূপ স্মৃতিপথে থাকা।

নখর—পশুপাখির ধারাল নখ। নখ—রা + ক কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

নখরঞ্জনী—নরুন, নাপিতের অস্ত্র বিঃ; মেহেদী পাতা বা উহার গাছ (এই গাছের পাতার রসে নখ রং করা হয় বলিয়া)। নখ—রন্জ্ + ণিচ্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নখরায়ুধ, নখায়ুধ—যে সকল জন্তু নখকে অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগায় ; সিংহ ব্যাঘ্র কুকুরাদি ; গৃধ্রকুক্কুটাদি। নখর, নখ আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। বি ; পুং।

নখশূল—নখকুনি (তাহা দ্রঃ)। নখের শূল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

নখাঘাত—আঁচড়ানো, নখ দ্বারা আঘাত [কামশাস্ত্রে ইহা চুম্বনাদির ন্যায় রতিক্রিয়ার অঙ্গ বিঃ বা রাগবর্ধক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে]। নখ দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

নখাঙ্ক—নখের দাগ। নখকৃত অঙ্ক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

নখানখি—খামচা-খামচি, আঁচড়া-আঁচড়ি করিয়া আঘাত-পূর্বক যুদ্ধ। নখে নখে কৃত যাহা এই রণব্যতীহারার্থে, বহু (ই-আগম ও পূর্বপদের দীর্ঘত্ব)। অ।

নখানি—নখধোয়া জল, নখডুবান জল। বাংপ্র। বি।

নখায়ুধ—'নখরায়ুধ' দ্রঃ। [বি ; পুং।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগরের পুত্র। <লক্ষ্মীন্দ্র।

নখী (নখিন্)—নখবিশিষ্ট, যাহার নখ আছে এমন ; ব্যাঘ্র প্রঃ হিংস্র জন্তু। নখ + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**নখিনী**।

নখী—গন্ধদ্রব্য বিঃ, একপ্রকার সামুদ্রিক শামুকের খোলা (ইহা ভাজিলে সুগন্ধ হয়)। নখ + অচ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নগ—পর্বত ; বৃক্ষ। নঞ্—গম্ + ড কর্তৃ। বি ; পুং।

নগজ—১। পর্বতজাত, পর্বতীয়। বিণ। ২। হস্তী। উপতৎ ; নগ—জন্ + ড কর্তৃ। বি ; পুং।

নগজা—১। পার্বতী ; ক্ষুদ্রপাষাণভেদী লতা। বি ; স্ত্রী। ২। গিরিসম্ভবা, পর্বতজাতা। নগজ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নগণ্য—তুচ্ছ, সামান্য, যাহা গণনার অযোগ্য। ন গণ্য, সুপ্। বিণ।

নগদ—১। জিনিস কিনিবার সময়েই দাম দেওয়া, প্রস্তুত মূল্য দিয়া ক্রয় ; মজুত টাকা, উপস্থিত টাকা। বি। ২। ক্রয়কালেই দেয় ; উপস্থিত, যাহা আবদ্ধ নয় এরূপ ('— টাকা')। <আ 'নক্দ্'। বিণ। **নগদ বিক্রি**—দাম হাতে হাতে লইয়া বিক্রয়। **নগদ মূল্য**—জিনিস কিনিবার সময় দেওয়া পুরা দাম।

নগদ-বিদায়—কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় দেওয়া ; নগদ টাকায় বিদায়। কর্মধা। আ-মূ। বি।

নগদা—যে কারবারে দেনা-পাওনা হাতে হাতে মিটানো হয় এরূপ, যে কাজ করিয়া তৎক্ষণাৎ পারিশ্রমিক পাওয়া যায় এরূপ। আ-মূ। বিণ। **নগদা খরিদদার**—যে নগদ দামে জিনিসপত্র কেনে। **নগদা মুটে**—নগদ পারিশ্রমিক লইয়া য মোট বহন করে।

নগদান—নগদ আদায়-করা খাজানা ; নগদ হিসাব লিখিবার খাতা বা পৃষ্ঠা। আ-মূ। বি।

নগদী—১। নগদ দামে কেনা বা কিনিবার মত। বিণ। ২। নগদ বেতন লয় এমন ভৃত্য বা পাইক ইঃ ; যে নগদ খাজানা আদায় করে, পাইক, বরকন্দাজ। আ-মূ। বি।

নগন—লগ্ন, শুভসময়। <লগ্ন। বি।

নগনদী—১। পর্বত হইতে নিঃসৃত নদী, গিরিনদী। নগজাতা নদী, মধ্যপ কর্মধা। ২। পর্বত এবং স্রোতস্বতী। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

নগনন্দিনী—দুর্গা ; পর্বতদুহিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নগপতি—পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় ; চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নগর, নগরী—শহর, যে ভূভাগে বহুসংখ্যক লোকের বাস তাহা, নানা জাতি ও নানা শিল্পবাণিজ্যাদির স্থান। নগ (পর্বত বা পর্বতপ্রমাণ গৃহ) + র আছে অর্থে ; (২য়) পক্ষে ঈপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

নগরকীর্ত(ত্ত)ন—নগরের পথে পথে ঘুরিয়া হরিনামসংকীর্তন। নগরে কীর্তন, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

নগরঘণ্ট—ছেঁচড়া, তরকারির খোসা প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন। বাংপ্র। বি।

নগরচত্বর—শহরের দোকান, হাট। নগরস্থ চত্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

নগরচাতর—হাটবাজার। প্রা কপ্র। <নগরচত্বর। বি।

নগরদ্বার—শহরে প্রবেশ করিবার ফটক [প্রাচীনকালে নগর প্রাচীর-বেষ্টিত হইত বলিয়া ঐরূপ দ্বারের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইত। প্রাচীন ভারতে নগর-বিন্যাস অনুযায়ী চারিটি দ্বার থাকিত। উত্তরদ্বারকে ব্রাহ্মদ্বার, পূর্বদ্বারকে ঐন্দ্রদ্বার, দক্ষিণদ্বারকে যাম্যদ্বার ও পশ্চিমদ্বারকে সৈনাপত্য দ্বার বলা হইত]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নগরপাল—নগররক্ষক, কোটাল ; চৌকিদার ; পুলিস কমিশনার। উপতৎ ; নগর—পা + ণিচ্ + অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

নগরবাসী (-বাসিন্)—যে শহরে বাস করে এমন, শহরের লোক। উপতৎ ; নগর—বস্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

নগররক্ষক—নগরপাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নগররক্ষী (-রক্ষিন্)—নগরপাল। ৬ষ্ঠীতৎ ; নগর—রক্ষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-রক্ষিণী**।

নগরস্থ—যাহা বা যে শহরে থাকে এমন ; নাগরিক, শহরবাসী, শহুরে। উপতৎ ; নগর—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

নগরাজ—হিমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নগরাধ্যক্ষ—শহরের শান্তিরক্ষার কার্যে নিযুক্ত রাজকর্মচারী, পুলিস কমিশনার ; নগররক্ষক। নগরের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নগরিয়া—শহুরে, শহরবাসী। নগর + ইয়া। প্রা কপ্র। বিণ।

নগরী—'নগর' দ্রঃ।

নগরীয়—নগর সম্বন্ধীয়, শহুরে, শহরসংক্রান্ত ; শহরস্থ ; শহুরে জাত। নগর + ঈয় সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ।

নগরোপান্ত—শহরের উপকণ্ঠ ; নগরের সীমাস্থিত স্থান। নগরের উপান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নগাধিপ, -ধিরাজ—পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। নগদিগের অধিপ, অধিরাজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নগিচ—নিকট। হি। বি।

নগুরে—নগরিয়া (তাহা দ্রঃ)।

নগেন্দ্র—পর্বতশ্রেষ্ঠ ; হিমালয়। নগদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ ; অথবা, নগ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

নগ্ন—১। নেঙটা, বিবস্ত্র, উলঙ্গ ; কাষায়বস্ত্রধারী। বিণ। বি, **-তা**, **-ত্ব**। ২। ক্ষপণক ; স্তুতিপাঠক ; কপটাচারী। নজ্ (লজ্জিত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

নগ্নক—১। নেঙটা, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। বিণ। ২। উলঙ্গ সন্ন্যাসী ; বিবস্ত্র ক্ষপণক ; চারণ। নগ্ন + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

নগ্নকান্তি—১। সবুজ শোভা, অকৃত্রিম সৌন্দর্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা স্বভাবতঃই সুন্দর এমন, সহজ শোভাযুক্তা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

নগ্নবীজ—১। (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে বীজের

উপরে কোন আবরণ থাকে না তাহা, খোসা-ছাড়া বীজ, gymnosperm. নগ্ন বীজ, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার বীজের উপর আবরণ থাকে না এমন, নগ্নবীজযুক্ত। বিণ। ৩। পাইন প্রঃ নগ্নবীজ (২) বৃক্ষ। নগ্ন বীজ যাহার, বহু। বি; পুং।

নগ্না—১। উলঙ্গা, বিবস্ত্রা। বিণ; স্ত্রী। ২। বিবস্ত্রা লজ্জাহীনা নারী; অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী। নগ্ন+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। ছোট বালক; নীচজাতীয় লোক; কমবয়সী বালক। প্রা কপ্র। বি।

নগ্নিকা—ছোট মেয়ে; অল্পবয়স্কা নারী; অজাতরজস্কা স্ত্রী; বিবস্ত্রা, লজ্জাহীনা স্ত্রী। নগ্ন+কন্ সংজ্ঞার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নগ্নীকরণ—নেঙটা করা, উলঙ্গ করণ, বিবস্ত্রীকরণ; আবরণ খুলিয়া ফেলা, আচ্ছাদন উন্মোচন; (ভূবিদ্যা) জল বায়ু প্রঃর প্রভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ শিলার ক্ষয়প্রাপ্তিদ্বারা নিম্নাংশকে প্রকাশিতকরণ, denudation; দীক্ষা দিয়া জৈন নগ্ন সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায়-ভুক্ত করণ। নগ্ন+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নগ্নী)—কৃ+অনট্, ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -কৃত।

নগ্নীভবন—(ভূবিদ্যা) জল বায়ু প্রঃর প্রভাবে উপরিস্থ শিলা ক্ষয়িত হইলে নীচেকার শিলার প্রকাশিত হওয়া, denudation; উলঙ্গ হওয়া; লোকচক্ষুর গোচর হওয়া। নগ্ন+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=নগ্নী) —ভূ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -ভূত।

নঙ্গ—১। জার, উপপতি; নাং। নগ্—গম্+ড কর্তৃ। বি; পুং। ২। উলঙ্গ; উন্মুক্ত, খোলা। <নগ্ন। বিণ।

নঙ্গর—নৌকাকে স্থিরভাবে রাখিবার নিমিত্ত তিনটি বা চারিটি অঙ্কুশের ন্যায় বক্র শলাকা-যুক্ত লৌহযন্ত্র বিঃ; লোহার শিকল। ফা। বি।

নঙ্গর করা, নঙ্গর ফেলা—নৌকা বা জাহাজ বাঁধা বা নৌকাদির গতিরোধ করা।

নঙ্গর তোলা—জাহাজ প্রঃর বন্ধন খুলিয়া যাত্রা করা।

নচনচ—যে বস্তু সহজে নত হয় বা নড়ে তাহার চলিবার বা নড়িবার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

নচেৎ—এ যদি না হয়, এ না হইলে, নতুবা। ন+চেৎ (যদি)। অ।

নচ্ছার—নীচ, খারাপ, দুষ্ট, অপদার্থ; লম্পট। বাংপ্র। বিণ।

নজগজ—ঢিলাভাব, যাহা মজবুত নহে সর্বদা নড়চড় করে এইরূপ ভাব। বাংপ্র। অ।

নজর—দৃষ্টি; লক্ষ্য; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে যাহা উপঢৌকনস্বরূপ দেওয়া যায়, ভেট; তত্ত্বাবধান; লুব্ধদৃষ্টি; উদারতা অথবা কৃপণতার মাত্রাভেদ ('লোকটির — ছোট'); সুদৃষ্টি; পছন্দ বা অপছন্দ; ক্ষতিকারক দৃষ্টি, কোন জিনিস ভাল বলিয়া তাহার উপর বিদ্বেষযুক্ত বা ক্ষতিকারক দৈবশক্তিযুক্ত দৃষ্টিপাত। <ফা 'নজর্'। বি। **নজর দেওয়া**—অমঙ্গল দৃষ্টি দেওয়া; কুদৃষ্টি দেওয়া; ভেট দেওয়া। **নজর লাগা**—কুদৃষ্টিতে পড়া। **নজরে আসা, নজরে পড়া**—সুনজরে পতিত হওয়া; পছন্দমত হওয়া; প্রিয় হওয়া। **উঁচু নজর**—উচ্চাভিলাষ; অবস্থার অতিরিক্ত ইচ্ছা; উদারতা। **কুনজর**—অমঙ্গল দৃষ্টি। **ছোট নজর**—সংকীর্ণ দৃষ্টি; অনুদার দৃষ্টি। **সুনজর**—অনুকূল দৃষ্টি।

নজরবন্দি—১। দৃষ্টিপথে রাখা; চোখের বাহিরে যাইতে না দেওয়া। বি। ২। যাহাকে দৃষ্টির বাহিরে যাইতে দেওয়া না হয় এমন। ফা। বিণ।

নজরানা—রাজা বা জমিদারের সহিত দেখা করিবার সময় প্রজারা বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যাহা উপঢৌকন দেয় তাহা; উপহার; সেলামী; সেলামী-স্বরূপ প্রদেয় অর্থ। ফা মূ। বি।

নজির, নজীর—উদাহরণ, (বিচারালয়ে) পূর্বে যাহা নির্ধারিত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত; প্রমাণ। <আ 'নাজীর'। বি।

নঞর্থক—'না'-সূচক, নিষেধার্থক। নঞ্ (না) অর্থ যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, -র্থিকা।

নট—১। নর্তক; সূত্রধার; অভিনেতা, যে নাটকের অভিনয় করে। নট্+অচ্ কর্তৃ। ২। রাগ বিঃ। <নট্। বি; পুং। ৩। দুষ্ট, নষ্ট, খারাপ; ধৃষ্ট ("নট কৈল কুল অভিমান"—বলরাম)। <নষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ। ৪। বর্ণসংকরজাতি বিঃ। নশ্+ডট কর্তৃ। বি; পুং। ৫। লম্পট, বহু নারীর সহিত প্রণয়কারী। বাংপ্র। বিণ। ৬। জাহাজের গতিবেগের একক। <ইং 'knot'. বি। [ক্রি।

নটই—নাচিতেছে; নাচে। প্রা কপ্র।

নটক—দোষ। প্রা কপ্র। বি।

নটকান—ছোট গাছ বিঃ বা তাহার বীজ, anatto. বাংপ্র। বি।

নটকী—দুষ্টা; কুচেষ্টাবতী। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

নটখট, -খটি—ঝঞ্ঝাট; খুঁটিনাটি বস্তু; যাহা মজবুত বা শক্ত নহে তাহার অবস্থা। বাংপ্র। বি।

নটখটে—ঝঞ্ঝাটে; যাহা মজবুত বা শক্ত নহে এরূপ। নটখট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

নটঘট—ব্যভিচার, অবৈধ প্রণয়। বাংপ্র। বি।

নটচর্যা(র্য্যা)—অভিনয়, নটের ব্যবসায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নটচাঁদ—নষ্ট চন্দ্র ("তাদরে দেখিনু নটচাঁদে"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। বি।

নটতি—নৃত্য করিতেছে ("নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। সং ক্রি। [বি; স্ত্রী।

নটন—নাট্য, নৃত্য। নট্+অনট্ ভাব।

নটনশূর—নৃত্যপটু, শ্রেষ্ঠ নর্তক ("নাচে নটিনী নটনশূর"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। বি।

নটনারায়ণ—(সংগীত) রাগ বিঃ। বি; পুং।

নটবর—১। নৃত্যকর্মে পটু, নৃত্যব্যাপারে প্রবীণ; শ্রীকৃষ্ণ; (নায়কবিষয়ে) রসিক-শ্রেষ্ঠ। নটমধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ, অত্যুত্তম), ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। ২। সুন্দর, নয়ন-রঞ্জন। বাংপ্র। বিণ।

নটরাজ—'নটেশ্বর' দ্রঃ।

নটিনী—নর্তকী, নৃত্যকুশলা নারী ("নাচে নটিনী নটনশূর"—জ্ঞান); বেশ্যা। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

নটী—নটের স্ত্রী; নর্তকী, অভিনয়কারিণী; বেশ্যা; নখী নামক গন্ধদ্রব্য। নট+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

নটীদারী—বেশ্যা; নর্তকী। প্রা কপ্র।

নটুয়া—অভিনয়ে পটু। বাংপ্র। বিণ।

নটে—১। নর্তক; ভণ্ড; বেশ্যাসক্ত। নটী+এ পুংলিঙ্গে বা আসক্তার্থে। বিণ। ২। শাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

নটেশ্বর, নটরাজ—শিব [দাক্ষিণাত্যে এই নৃত্যশীল শিবের মূর্তি অনেক দেখা যায়। তিনপ্রকার নৃত্যরত শিবমূর্তিই দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—সন্ধ্যানৃত্যরত, সদানৃত্যরত ও তাণ্ডবনৃত্যরত]। নটের (নর্তকের) ঈশ্বর (দেবতা), রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ; ২য় পক্ষে সমাসান্ত-টচ্। বি; পুং।

নঠ—নষ্ট, দুষ্ট। <নষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ।

নড়—১। নলখাগড়া; জাতি বিঃ। নড্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। চিংড়িমাছ; পলায়ন। বাংপ্র। বি।

নড়চড়—অন্যথা, অন্যরূপ; বিপর্যয়; স্পন্দন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নড়ন—নড়া, বিচলন। বাংপ্র। বি।

নড়নচড়ন—নড়চড়; ভ্রমণ; স্পন্দন ও চলন, সরিয়া যাওয়া; অন্যথা। বাংপ্র। বি। [বিণ।

নড়নচড়নরহিত—অসাড়, স্থির। ৩য়াতৎ।

নড়মড়, নড়বড়—সংলগ্ন থাকা অবস্থায় দোদুল্যমান অবস্থা, পতনোন্মুখ অবস্থা; দোলন। বাংপ্র। বি।

নড়নড়ে, নড়বড়ে—সংলগ্ন থাকা অবস্থায় দোদুল্যমান, পতনোন্মুখ, যাহা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ নহে এরূপ। নড়নড়, নড়বড় +এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

নড়া—১। কম্পিত হওয়া; আন্দোলিত হওয়া; অন্যথা হওয়া। ক্রি [, বিণ]। ২। বাহু। বাংপ্র। বি।

নড়াচড়া—দেহ-সঞ্চালন; অন্যথাকরণ; ব্যতিক্রম। বাংপ্র। বি।

নড়ানড়ি—নড়াচাড়া। বাংপ্র। বি।

নড়ানো—সরানো, স্থানচ্যুত করা; কাঁপানো; অন্যথা করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নড়ি—১। লাঠি, যষ্টি ('অন্ধের —')। <লগুড়। ২। মজুর। প্রা কপ্র। বি।

নড়েভোলা—ক্যালাক্ষেপা; দুর্বল; ঢিলাঢালা। বাংপ্র। বিণ।

নত—১। প্রণত; আনত; কুটিল, ঈষৎ বক্র, বাঁকা; একপাশে হেলানো, inclined. বিণ। ২। জন্মনাড়িকা বিঃ। নম্ (নম্র হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং। ৩। নাসিকার গহনা বিঃ, নথ। বাংপ্র। বি।

নতজানু—যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে এরূপ। নত হইয়াছে জানু যাহার, বহু। বিণ।

নতনয়ন—১। যে মুখ নীচু করিয়া নীচের দিকে তাকাইতেছে এমন। নত হইয়াছে নয়ন যাহার, বহু। বিণ। ২। নিম্ন দৃষ্টি, অবনত চক্ষু। কর্মধা। বি; ক্লী।

নতনাসিক—যাহার নাক থাঁদা এরূপ। নতা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কা, -কী।

নতমস্তক—১। বিনয় বা লজ্জা হেতু যে মাথা নীচু করিয়াছে এরূপ। নত হইয়াছে মস্তক যাহার, বহু। বিণ। ২। নোয়ানো মাথা। কর্মধা। বি; ক্লী।

নতশির—নতমস্তক (সকল অর্থে)। বহু। <নতশিরস্। বিণ।

নতশিরাঃ (-শিরস্) (>-**শিরা**)—যে মাথা নোয়াইয়াছে এরূপ। নত হইয়াছে শিরঃ (শিরস্) যাহার, বহু। বিণ।

নতা—১। হল, ছুতা; আপত্তি; সম্পর্ক; লতা। বাংপ্র। বি। ২। প্রণতা ইঃ ('নত' দ্রঃ)। নত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নতাংশ—(জ্যোতিষ) দিগন্তরেখা হইতে দূরত্ব, vertical distance; সুবিন্দু ও কোন জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্তী বৃত্তচাপ, zenith-distance. নত অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

নতি—১। নমস্কার, প্রণাম; নুইয়া থাকা, নমন; নম্রতা; সবিনয় প্রার্থনা; ঈষৎ বক্রতা; সরলরেখা পরস্পরের প্রতি যত ঝুঁকিয়া থাকে তাহার পরিমাণ, inclination; আকর্ষণ। নম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। পলতা, পটলপাতা। বাংপ্র। বি।

নতিমান্ (-মৎ)—যে প্রণত হইয়াছে এরূপ; নম্রভাবযুক্ত, বিনীত। নতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**মতী**।

নতুন—নূতন, নব। <নূতন। বিণ।
 নতুন খাতা—হালখাতা, নূতন বৎসরে নূতন করিয়া হিসাবের খাতা খুলিবার উৎসব।

নতুবা—নচেৎ, এ না হইলে, এ যদি না হয় তবে, অথবা। ন+তু+বা। অ।

নতোদর—যাহার উপরিভাগের মাঝখানটা ক্রমনিম্ন এরূপ, concave. নত উদর যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -রা, -রী।

নতোন্নত—উঁচুনীচু, অসমান। কোথাও নত কোথাও উন্নত, কর্মধা। বিণ।

নথ—নাকের একপ্রকার গহনা। বাংপ্র। বি।

নথি—মকদ্দমা বা বিষয়সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় কাগজপত্রের তাড়া; সুতায় বাঁধা কাগজপত্র। বাংপ্র। বি।

নথিসামিল—নথিভুক্ত, নথির সঙ্গে গাঁথা। বাংপ্র। বিণ।

নদ—পর্বত হ্রদ প্রঃ হইতে উৎপন্ন পুরুষনামবাচক জলপ্রবাহ (দামোদর, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, ভৈরব প্রঃ); সমুদ্র; অশ্ব; মেঘ; উপাসক। নদ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নদনদ—স্থূলোদর বা মাংসল দেহে গতির ভাব। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। বিণ, -**নদে**।

নদনদে—থুলথুলে। বাংপ্র। নদনদ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বিণ।

নদারত—অভাব; না থাকা। ফা। বি।

নদিকা—ছোট নদী। নদী+কন্ হ্রস্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নদী—স্রোতস্বতী, তটিনী, স্ত্রীনামবাচক জলস্রোত [গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রঃ]। নদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নদীকান্ত—সমুদ্র, সরিৎপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নদীকূল—নদীর ধার, নদীতট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নদীগর্ভ(র্ত্ত)—নদীর দুই তীরের মধ্যবর্তী স্থল, নদীর খাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নদীপতি—সমুদ্র; বরুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নদীপথ—জলপথ; নৌকায় চড়িয়া যাইবার পথ। নদীই পন্থা, কর্মধা; অথবা, নদীর পন্থা, ৬ষ্ঠীতৎ (অ-সমাসান্ত)। বি; পুং।

নদীপর্য(র্য্য)ন্ত—নদীর উভয়তীরে যতদূর পর্যন্ত জল উঠে ততখানি অঞ্চল, river-basin. নদীর পর্যন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নদীপ্রদেশ—যে স্থান দিয়া শাখানদী ও প্রধান নদী সকল প্রবাহিত হয়। নদীপূর্ণ প্রদেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নদীপ্রপাত—(ভূগোল) নদীর যে অংশে তাহার জলবেগ অত্যধিক তাহা, rapids. নদীর প্রপাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নদীবক্ষঃ (-বক্ষস্), -**বক্ষ**—নদীর জলের উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নদীবঙ্ক—নদীর বাঁক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নদীবহুল—যাহাতে নদী বেশী এমন ('— দেশ')। নদী বহুল যেখানে, বহু। বিণ।

নদীভব—যাহা নদীতে জন্মে এমন, নদীজাত। নদী হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

নদীমাতৃক—নদীর জলে উৎপন্ন শস্যে পালিত ('— দেশ')। নদীই মাতা (পোষিকা) যাহার, বহু+ক-সমাসান্ত। বিণ।

নদীমুখ—নদী যে স্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় তাহা, নদীর মোহানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নদীশ—সমুদ্র। নদীদিগের ঈশ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নদীসৈকত—নদীর চর; নদীর বালুকাপূর্ণ তট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নদে—নদীয়া। <নদীয়া। বি। **নদের চাঁদ**—শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্যদেব।

নদ্ধ—১। বাঁধা, বদ্ধ। নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। ২। ব্যাপ্ত। নহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। বন্ধনী, যাহা দিয়া বাঁধা হয়। নহ্+ক্ত করণ। বি; ক্লী।

নধর—সুন্দর, নিটোল, কমনীয়; তাজা; হৃষ্টপুষ্ট। 'নবজলধর'-শব্দের সংক্ষেপ 'নবধর'-শব্দজ। বিণ।

নন—নহেন। 'না হন' পদদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ।

ননদ, ননদিনী, ননদী—স্বামীর বোন, পতির ভগিনী। <ননান্দৃ। বি; স্ত্রী।

ননদক্ষেমি—ননদ ভ্রাতৃবধূর ত্রুটি ক্ষমা করিবে এই আশায় প্রদত্ত অর্ঘ্যাদি। বাংপ্র। বি।

ননদপুঁটুলি—বিবাহের পরেই ননদকে প্রদেয় বস্ত্র প্রসাধন দ্রব্য ইঃর পুঁটুলি। বাংপ্র। বি।

ননন্দা (ননন্দৃ), **ননান্দা** (ননান্দৃ)—স্বামীর বোন, ননদ। নঞ্—নন্দ্+ঋন্ কর্তৃ (২য় পক্ষে আ-কার নিপা) [সেবা ইঃ করিলেও যে নন্দিত অর্থাৎ সন্তুষ্ট হয় না]। বি; স্ত্রী।

ননি, ননী—মাখন। <নবনীত। বি।

ননীর পুতুল—যাহা সামান্য আঁচে গলিয়া যায়; (লক্ষ্যার্থে) আদুরে ও অকেজো ব্যক্তি; সুকোমল অঙ্গবিশিষ্ট।

ননীচোরা—শ্রীকৃষ্ণ (বাল্যে ননী চুরি

করিয়া খাইয়াছিলেন বলিয়া)। ননী চুরি করে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

নন্দুআ, নন্দুঞা, নন্দুয়া—১। ননী, নবনীত। বি। ২। ননীর মত কোমল ও সুন্দর। প্রা কপ্র। বিণ।

নন্দ—১। আনন্দ। নন্দ্+ঘঞ্ ভাব। ২। কুবেরের নিধি বিঃ; পরমেশ্বর; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা; চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ; কুমারানুচর বিঃ; মদিরার গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র বিঃ; যজ্ঞেশ্বরের অনুচর বিঃ। নন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নন্দক—১। শ্রীকৃষ্ণের খড়্গ। বি; পুং। ২। আনন্দজনক; কুলপালক। নন্দ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নন্দিকা**। ৩। আনন্দ। নন্দ+কন্ স্বার্থে। ৪। শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা; ভেক; কুমারানুচর বিঃ; ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিঃ। নন্দি+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

নন্দকী (-কিন্)—বিষ্ণু। নন্দক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

নন্দকুমার—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নন্দঘোষ—শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা। বি; পুং।

নন্দদুলাল—শ্রীকৃষ্ণ, আদুরে গোপাল। নন্দের দুলাল (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

নন্দন—১। ছেলে, পুত্র; বিষ্ণু; মহাদেব; কুমারানুচর বিঃ; ভেক; কামাখ্যাস্থিত পর্বত বিঃ। বি; পুং। ২। মেরুর উত্তরে অবস্থিত ইন্দ্রোদ্যান; ছন্দ বিঃ। বি; ক্লী। ৩। আনন্দজনক। নন্দ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। ৪। আনন্দ দান, সুখী করা। নন্দ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নন্দনকানন—স্বর্গস্থিত উদ্যান, দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যান। নন্দনাখ্য কানন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নন্দনন্দন—নন্দের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নন্দনবন—ইন্দ্রের নন্দন নামক উদ্যান। নন্দনাখ্য বন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নন্দপ্রয়াগ—সপ্তপ্রয়াগের একটি [অলকনন্দা ও নন্দার সংগমস্থলে অবস্থিত]। নন্দ (আনন্দ)-দায়ক প্রয়াগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নন্দলাল, -লালা—শ্রীকৃষ্ণ। নন্দের লাল (প্রিয়-পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। হি-মু। বি; পুং।

নন্দা—১। জলাধার, নাদা; দুর্গা; ভগবতীর মূর্তিভেদ; নদী বিঃ; (জ্যোতিষ) প্রতিপদ্ ষষ্ঠী ও একাদশী—এই তিন তিথি। নন্দ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। ২। স্বামীর বোন, ননদ। <ননান্দৃ। বি; স্ত্রী।

নন্দাই—ননদের স্বামী। ননদ+আই স্বামী অর্থে। বাংপ্র। বি; পুং।

নন্দি—১। আনন্দ, হর্ষ। নন্দ্+ই ভাব। বি; পুং। ২। শিবের প্রধান অনুচর; জামাইয়ের বন্ধু; মহাদেব। বি; পুং। ৩। আনন্দময়। নন্দ্+ণিচ্+ই কর্তৃ। বিণ।

নন্দিকেশ, -কেশ্বর—শিবের অনুচর, নন্দী। নন্দিকার (ইন্দ্রোদ্যানের) ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নন্দিগ্রাম—রামায়ণে বর্ণিত গ্রাম বিঃ [যেখানে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রামের নামে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন]। নন্দিনামক গ্রাম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নন্দিঘোষ—১। অর্জুনের রথ। নন্দি (আনন্দযুক্ত) ঘোষ যাহার, বহু। ২। আনন্দজনক ঘোষণা। নন্দি ঘোষ, কর্মধা। বি; পুং। ৩। হর্ষজনক-শব্দযুক্ত। নন্দি ঘোষ যাহার, বহু। বিণ।

নন্দিত—১। আনন্দিত, আহ্লাদিত, সন্তুষ্ট। নন্দ্+ক্ত কর্তৃ। ২। যাহাকে আনন্দ দেওয়া হইয়াছে এমন, তোষিত। নন্দ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নন্দিনী—১। মেয়ে, কন্যা; দুর্গা; গঙ্গা; ননদ; বশিষ্ঠের হোমধেনু; অযোধ্যা; কোষকারক ব্যাড়ি-নামক মুনির মাতা; রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। বি; স্ত্রী। ২। আনন্দদায়িনী। নন্দ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ।

নন্দিপুরাণ—নন্দিকথিত উপপুরাণ বিঃ। নন্দিকথিত পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি, ক্লী।

নন্দিবর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। আনন্দবর্ধক। বিণ। ২। শিব; মগধরাজ উদয়াশ্বের পুত্র; জনকবংশীয় উদাবসুর পুত্র; পুত্র; বন্ধু; পক্ষান্ত, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। নন্দির (আনন্দ ইঃ-র) বর্ধন (বৃদ্ধিকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নন্দী (নন্দিন্)—১। শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল; শিবগণ বিঃ। বি; পুং। ২। আনন্দিত, আহ্লাদিত। নন্দ (আনন্দ)+ইন্ আছে অর্থে। ৩। আনন্দদায়ক। নন্দ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। ৪। হিন্দু বাঙ্গালীর উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নন্দীশ, নন্দীশ্বর—১। নন্দিকেশ্বর, নন্দী। নন্দীই (শিবের প্রধান অনুচরই) ঈশ, ঈশ্বর, কর্মধা। ২। শিব। নন্দীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নন্দ্য—আনন্দ করিবার মত, আহ্লাদের যোগ্য। নন্দ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

নন্নড়ে—ঢিলা, শিথিল; কৃশ। নড়নড়+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

নপুংসক—হিজড়ে; যাহার স্ত্রী-চিহ্ন কিংবা পুং-চিহ্নের কোনটিই নাই, ক্লীব; ছিন্নমুষ্ক, খোজা; কাপুরুষ [নপুংসক পাঁচ প্রকার: যথা—ষণ্ড, ঈর্ষ্যক, সুগন্ধী, কুম্ভীক, আসেক্য]; (ব্যাকরণ) সংস্কৃত ভাষায় যে সকল শব্দের রূপ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় নহে (যথা—ফল, পয়স্ ইঃ)। ন স্ত্রী ন পুমান্ (পুরুষ) এই বাক্যে (নিপা), সুপ্। বি; পুং বা ক্লী।

নপ্তা (নপ্তৃ)—নাতি, পৌত্র, দৌহিত্র। ন—পত্+তৃচ্ করণ (যাহার জন্ম হওয়ায় পিতৃগণ নরকে পতিত হন না)। বি; পুং।

নপ্ত্রী—নাতিনী, পৌত্রী, দৌহিত্রী। নপ্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নফর—চাকর, ভৃত্য, দাস। আ। বি।

নফল—যাহা করিলে পুণ্যলাভ হয় অথচ না করিলে দোষ নাই এরূপ কার্য। আ। বি।

নব—১। নূতন, নবীন। নু (স্তুতি করা)+অপ্ কর্ম। বিণ। ২। স্তব। নু+অপ্ ভাব। বি; পুং। **নব কার্তিক**—দেখিতে নবজাত কার্তিকসদৃশ অর্থাৎ সুন্দর পুরুষ।

নব (নবন্)—নয়, ৯-সংখ্যা; ৯-সংখ্যক [নববাচক শব্দ:—(১) নবগ্রহ; (২) নবদুর্গা; (৩) নবদ্বার; (৪) নবধাতু; (৫) নবপত্রিকা; (৬) নবরত্ন; (৭) নবরস; (৮) নবরাত্র; (৯) নবলক্ষণ; (১০) নবষষ; (১১) নবশায়ক]। নু+অনি কর্ম। বি বা বিণ।

নবউ, নবৌ—চতুর্থ বধূ, সেজবউয়ের পরের বউ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

নবক—১। নবসংখ্যা। বি; ক্লী। ২। নবসংখ্যান্বিত। নব+কন্ সংজ্ঞার্থে। বিণ। স্ত্রী—**নবিকা**। [স্ত্রী।

নবকলিকা—নূতন কুঁড়ি। কর্মধা। বি;

নবকারিকা—নূতন বিবাহিতা, নবোঢ়া; নূতনকারিকা বা সংক্ষিপ্ত-বিবরণ শ্লোক। নবা (নূতনী) কারিকা (কর্ত্রী, শ্লোক), কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবকুমার—যে শিশু নূতন জন্মিয়াছে। নবজাত কুমার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নবখণ্ড—(পুরাণ) ভারতবর্ষের নয়টি বিভাগ (ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল, বারুণ, অয়ম্)। কর্মধা। বি; ক্লী। [পুং।

নবগুণ—নয়গাছা সুতার পইতা। বহু। বি;

নবগ্রহ—(প্রাচীন মতে) সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু, (আধুনিকমতে) পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো—এই নয় গ্রহ। নব (নয়) গ্রহ, কর্মধা। বি; পুং।

নবচত্বারিংশ—উনপঞ্চাশ সংখ্যার পূরক। নবচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

নবচত্বারিংশৎ—ঊনপঞ্চাশ, ৪৯-সংখ্যা; ৪৯-সংখ্যাযুক্ত। নবাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবচত্বারিংশত্তম—ঊনপঞ্চাশ সংখ্যার পূরক। নবচত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

নবচ্ছিদ্র—১। নবদ্বার (তাহা দ্রঃ)। **২**। দেহ। নব ছিদ্র যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

নবজন্ম (-জন্মন্)—নূতন জীবনলাভ; পীড়া-মুক্তির পর আবার নূতন ভাবে স্বাস্থ্য লাভ হইয়া উঠা। কর্মধা। বি; ক্লী।

নবজলধর—নূতন মেঘ। কর্মধা। বি; পুং।

নবজলধরশ্যাম—নবীন মেঘের মত কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ। নবজলধরসদৃশ শ্যাম, উপমান কর্মধা। বিণ।

নবজাত—সবেমাত্র বা কিছুদিন হইল যাহার জন্ম হইয়াছে এরূপ। নব জাত, সুপ্। বিণ।

নবজীবন—খারাপ অবস্থা দূর হইবার পর ভাল অবস্থা; নূতন প্রাণ; ভীষণ রোগের পর স্বাস্থ্যের উন্নতি। কর্মধা। বি; ক্লী।

নবজ্বর—তরুণজ্বর, জ্বরের প্রথম অবস্থা। কর্মধা। বি; পুং।

নবডঙ্কা—অবজ্ঞাসূচক উক্তি, অঙ্গুষ্ঠ, কলা; ফাঁকি; শূন্যতা, অভাব। বাংপ্র। বি।

নবত—নহবত। <আ 'নওবৎ'। বি।

নবত—হস্তী প্রঃর পৃষ্ঠে আস্তরণার্থ চিত্রিত কম্বল বা বস্ত্র। নব-তন্+ড কর্ম। বি; পুং।

·**নবতখানা**—'নহবতখানা' দ্রঃ।

নবতা—নবীন ভাব, নূতনত্ব। নব+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নবতি—১। নব্বই, ৯০-সংখ্যা। বি; স্ত্রী। **২**। ৯০-সংখ্যক। নব দশ পরিমাণ যাহার এই অর্থে নিপা। বিণ; স্ত্রী।

নবতিতম—নব্বই সংখ্যার পূরক। নবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

নবত্ব—নূতনত্ব। নব+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

নবদম্পতি—নূতন-বিবাহিত স্বামি-স্ত্রী। জায়া এবং পতি, দ্বন্দ্ব (=দম্পতি); নব দম্পতি, কর্মধা। বি; পুং।

নবদল—নূতন পত্র; নূতন পদ্মপত্র; পদ্মের কেশরসমীপস্থ পত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

নবদশ (-দশন্)—উনিশ-সংখ্যাবিশিষ্ট; উনিশ সংখ্যা। নবাধিক দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ।

নবদশ—উনিশ সংখ্যার পূরক। নবদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

নবদুর্গা—শৈলপুত্রী ব্রহ্মচারিণী চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা স্কন্দমাতা কাত্যায়নী কালরাত্রি মহাগৌরী সিদ্ধিদা—এই নয় দুর্গামূর্তি; কুমারিকা ত্রিমূর্তি কল্যাণী রোহিণী কালী চণ্ডিকা শাম্ভবী দুর্গা ও ভদ্রা—এই নবনামিকা কন্যা; কদলী দাড়িম প্রঃ নবপত্রিকা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবদ্বার—কর্ণদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় নাসাদ্বয় মুখ পায়ু উপস্থ—দেহস্থ এই নয় দ্বার। কর্মধা। বি; ক্লী।

নবধা—নয়-প্রকার; নয়বার। নবন্+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

নবধাতু—স্বর্ণাদি নয়টি ধাতু [স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, তাম্র, রঙ্গ, লৌহ, কাংস্য ও কান্তলৌহ]। কর্মধা। বি; পুং।

নবনবত—নিরানব্বই সংখ্যার পূরক। নবনবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

নবনবতি—নিরানব্বই, ৯৯ সংখ্যা; ৯৯-সংখ্যাযুক্ত। নবাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবনবতিতম—নিরানব্বই সংখ্যার পূরক। নবনবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

নবনিধি—কুবেরের নয়টি রত্ন (মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব)। কর্মধা। বি; পুং।

নবনী—ননী, মাখন। নব—নী+ক্বিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

নবনীত—ননী, মাখন। নব-নী+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

নবনীতক—ঘৃত। নবনীত+কন্ (জাত এই অর্থে)। বি; ক্লী।

নবনীতধেনু—দান বিঃ। নবনীতগঠিতা ধেনু, মধ্যপ কর্মধা (উপচারার্থে দান)। বি; স্ত্রী।

নবপত্রিকা—দুর্গার মূর্তি বিঃ, কলাবৌ; কদলী দাড়িমী ধান্য হরিদ্রা কচু মানকচু বিল্ব অশোক জয়ন্তী—এই নয়-পত্রযুক্তা স্ত্রী-মূর্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবপ্রস্থান—বৌদ্ধদের নয়টি মুখ্য সিদ্ধান্ত যথা—(১) বিশ্ব অনাদি অতএব ঈশ্বর নাই, (২) জগৎ অসৎ, (৩) অহং তত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক সত্য, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব-লাভের উপায়, (৬) নির্বাণই পরম তত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, (৮) বেদ মানবরচিত ও (৯) দয়া ইঃ সদাচারই বৌদ্ধ জীবন। কর্মধা। বি; ক্লী।

নবপ্রাশন—নবান্ন উৎসব, অন্নপ্রাশন। নবের (অর্থাৎ নবান্নের) প্রাশন (ভোজন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নবফলিকা—যাহার প্রথমবার ঋতু হইয়াছে সেই বালিকা; নূতন বিবাহিতা, নবোঢ়া। নব ফল যাহার, বহু+ক-সমাসান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

নববধূ—নূতন বৌ, নূতন-বিবাহিতা স্ত্রী, নবোঢ়া রমণী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নববরিকা—নূতন-বিবাহিতা স্ত্রী, নব-পরিণীতা। নব বর যাহার, বহু+ক-সমাসান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

নববর্ষ—১। (পুরাণ) জম্বুদ্বীপের নয়টি খণ্ড (ভারত, কিম্পুরুষ, হরি, হিরণ্ময়, রম্যক, কুরু, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ)। বি; ক্লী। **২**। নূতন বৎসর; নূতন বর্ষ। কর্মধা। বি; পুং।

নববসন্ত—বসন্তকালের আরম্ভসময়। কর্মধা। বি; পুং।

নববিংশ—ঊনত্রিংশৎ সংখ্যার পূরক। নববিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

নববিংশতি—ঊনত্রিংশৎ, ২৯-সংখ্যা; ২৯-সংখ্যক। নবাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নববিংশতিতম—নববিংশ। নববিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

নববিধা—নয়প্রকার, নয় রকমের। নব (নয়) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **নববিধা ভক্তি**—বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

নববিধান—১। নূতন নিয়ম। নব বিধান, কর্মধা। **২**। ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা (কেশবচন্দ্র সেন ইহার প্রবর্তন করেন)। নব বিধান যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

নবম—নয় সংখ্যার পূরক। নবন্+মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

নবমল্লিকা—পুষ্প বিঃ, নেয়ালিফুল; সপ্তলা নামে লতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবমালিকা—১। নবমল্লিকা (তাহা দ্রঃ)। কর্মধা। **২**। দ্বাদশাক্ষরচরণবিশিষ্ট ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী।

নবমী—১। নয় এই সংখ্যার পূরণকারিণী। বিণ; স্ত্রী। **২**। চন্দ্রের নবমকলার হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ ক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত তিথি [বৈশাখী শুক্লা নবমী সীতানবমী, ভাদ্রী শুক্লা নবমী তালনবমী, আশ্বিনী কৃষ্ণা নবমী বোধন-নবমী, কার্তিকী শুক্লা নবমী দুর্গানবমী, মাঘী শুক্লা নবমী মহানন্দা এবং চৈত্রী শুক্লা নবমী শ্রীরামনবমী নামে খ্যাত]। নবন্+মট্ পূরণার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। **নবমী দশা**—মূর্ছা ("নবমী দশা গেলি"—বিদ্যা)। **নবমী পূজা**—মহানবমীতে দুর্গাপূজা। **নবমীর পাঁঠা**—নবমী পূজায় বলির জন্য উৎসর্গীকৃত পাঁঠা; বলির ভয়ে ভীত ছাগ; (লক্ষ্যার্থে) অতিশয় ভীত মানুষ।

নবযজ্ঞ—নবান্নরূপ যজ্ঞ। নব (নবধান্য-নিমিত্তক) যজ্ঞ, কর্মধা। বি; পুং।

নবযুবতি, -যুবতী—যাহার (যে নারীর) সবেমাত্র যৌবন আরম্ভ হইয়াছে এমন,

নবযৌবনসম্পন্না ('— রমণী')। নবা যুবতি, যুবতী, কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী। পুং— **নবযুবা** (-যুবন্)।

নবযৌবন—১। যৌবনের আরম্ভ, যৌবনের প্রথমাবস্থা। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নবীন যৌবনপ্রাপ্ত। বহু। বিণ।

নবযৌবনা—তরুণী স্ত্রী। নব যৌবন যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নবরঙ্গ—১। কায়স্থ প্রঃ কুলীনদের নয় প্রকারে কন্যা-আদান প্রদানরূপ কুলপ্রথা। কর্মধা। ২। নারাঙ্গালেবু। 'নারাঙ্গা'-শব্দের মার্জিত রূপ। ৩। নূতন রঙ্গরস; শতরঞ্চ (দাবা) খেলায় নয়টি বলের পর পর কিস্তিতে মাত করা। বাংপ্র। বি।

নবরত্ন—মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য গোমেদ বজ্র বিদ্রুম পুষ্পরাগ মরকত নীলকান্ত—এই নয়টি মণি; একত্র নয় রত্নের সমবায়; নবরত্নঘটিত অলংকার; বিক্রমাদিত্য রাজার নয়জন সভাপণ্ডিত [ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি]; নয়টি চূড়াযুক্ত মন্দির বিঃ। নব রত্নের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

নবরস—অলংকারশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারাদি নববিধ রস [শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই অষ্টবিধ রস নাট্যে প্রযুক্ত হয়; এতদ্ব্যতিরিক্ত শান্তরস কাব্যে প্রযুক্ত হয়; ইহা নবম রসরূপে উক্ত]। কর্মধা। বি; পুং।

নবরাত্র—১। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ অবধি নবমী পর্যন্ত নয় দিন ব্যাপিয়া কর্তব্য দুর্গাব্রত বিঃ। নবসংখ্যক রাত্রি, মধ্যপ কর্মধা (অচ্-সমাসান্ত); নবরাত্র+অচ্ আছে অর্থে। ২। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথি। নব রাত্রির সমাহার, সমা দ্বিগু (অচ্-সমাসান্ত)। বি; ক্লী।

নবল—নূতন; কচি। বাংপ্র। বিণ।

নবলক্ষণ—১। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-সম্বন্ধীয় নয়প্রকার ঐশ্বরিক লক্ষণ; আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শন নিষ্ঠা বেদ-পাঠ তপস্যা ও দান—এই নয়প্রকার কুল-লক্ষণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নবলক্ষণ-বিশিষ্ট। নব লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

নবশক্তি—বিমলা উৎকর্ষিণী জ্ঞানা যোগা ক্রিয়া প্রহ্বী সত্যা ঈশানা ও অনুগ্রা—এই নয় ঐশী শক্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবশাক, -শাখ—নবশায়ক। <নবশাখা বা নবশায়ক। বি।

নবশায়ক—পরাশরসংহিতায় বর্ণিত নয়-প্রকার সংকীর্ণ জাতি [সদ্গোপ, মালাকার, তেলি, তাঁতী, ময়রা, বারুই, কুম্ভকার, কর্মকার ও নাপিত—এই নয় জাতি]। নব শায়ক (শ্রেণী), কর্মধা। বি; পুং।

নবশ্রাদ্ধ—আদ্যশ্রাদ্ধ। কর্মধা। বি; ক্লী।

নবষষ্টি—১। উনসত্তর। বিণ। ২। ৬৯ সংখ্যা। নবাধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবষষ্টিতম, নবষষ্ট—৬৯-তম, উনসত্তর-স্থানীয়, ৬৯-এর পূরক। নবষষ্টি+তমট্, ডট্ পূরণার্থে। বিণ।

নবসপ্ততি—১। উনআশি। বিণ। ২। ৭৯-সংখ্যা। নবাধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবসপ্ততিতম, নবসপ্তত—৭৯-তম, উনআশিস্থানীয়, ৭৯-র পূরক। নবসপ্ততি+তমট্, ডট্ পূরণার্থে। বিণ।

নবসূতিকা—ধেনু; নবপ্রসূতা স্ত্রী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবহুঁ—নূতন ("নবহুঁ রুচি মেহ সখি"—শশিশেখর)। প্রা কপ্র। বিণ।

নবাংশ—(জ্যোতিষ) মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের প্রত্যেকের নবম ভাগের এক এক ভাগ। নব অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

নবাগত—যে নূতন আগমন করিয়াছে এরূপ। নব আগত, সুপ্। বিণ।

নবান্ন—নূতন চাউল মুখে দেওয়ার উৎসব-বিঃ, শরৎকালীন বা হেমন্তকালীন নূতন ধান্যের তণ্ডুল দেবতা বা পিতৃপুরুষকে নিবেদন করিয়া প্রসাদগ্রহণরূপ অনুষ্ঠান বিঃ, নূতন অন্ন। নব অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

নবাব—মুসলমান রাজা; মুসলমান সম্রাটের প্রতিনিধি, কোন নগরের বা প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্তা; মুসলমান জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; (লক্ষ্যার্থে) বিলাসী বা আড়ম্বরপ্রিয় লোক। <আ 'নওয়াব'। বি।

নবাবজাদা—নবাবের ছেলে। আ-মু। বি; পুং।

নবাবজাদী—নবাবের মেয়ে। আ-মু। বি; স্ত্রী।

নবাব-নাজিম—একাধারে বিচারক এবং নবাব। নবাব (<আ 'নওয়াব')+নাজিম (আ)। বি।

নবাবপুত্তুর, -পুত্র—নবাবের ছেলে; অলস ও বিলাসী ব্যক্তি (ভর্ৎসনার্থে)। আ-মু। বি; পুং।

নবাবসরকার—নবাবের শাসনতন্ত্র। নবাব (<আ 'নওয়াব')+সরকার (ফা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নবাবি—নবাবের ন্যায় উদ্ধত আচরণ; নবাবের কার্য; নবাবের পদ। নবাব+ই ভাবকর্মাদ্যর্থে। আ-মু। বি।

নবাবী—নবাব-সম্বন্ধীয়, নবাবের উপযুক্ত। নবাব+ঈ যোগ্যার্থে। আ-মু। বিণ।

নবাম্বিকা—ব্রহ্মাণী মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী নারসিংহী মাহেন্দ্রী চণ্ডিকা ও মহালক্ষ্মী—এই নয় দুর্গামূর্তি। নব অম্বিকা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবারুণ—যে অরুণ (সূর্যালোক) সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; নবোদিত সূর্য। নবোদিত অরুণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নবার্জি(র্জ্জি)ত—যাহা নূতন সংগ্রহ বা উপার্জন করা হইয়াছে এরূপ। নব অর্জিত, সুপ্। বিণ।

নবাহ—১। নয়দিন, নয়দিন-ব্যাপক কাল। নব অহের সমাহার, সমা দ্বিগু (টচ্-সমাসান্ত)। ২। নয়দিনসাধ্য যাগাদি। নবাহ+অচ্ বিশিষ্টার্থে। ৩। নূতন দিন; পক্ষের প্রথম দিন। নব অহ, কর্মধা (টচ্-সমাসান্ত)। বি; পুং।

নবিস, নবীস—লিখনকুশল ব্যক্তি; লেখক; কেরানী (সাধারণতঃ অন্য শব্দের পর, যেমন—নকলনবিস)। <ফা 'নবীস'। বি।

নবী—ঈশ্বরের প্রেরিত দূত; পয়গম্বর; ভবিষ্যদ্বক্তা। আ। বি।

নবীকরণ—পুনরায় নূতন করা; লুপ্ত বা উপেক্ষিত বিষয়ের পুনঃ-সংস্থাপন; যাহা হীন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাহার উন্নতি-সাধন। নব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নবীকৃত—যাহা নূতন করা হইয়াছে এরূপ। নব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

নবীন—নূতন, নব্য; তরুণ। নব+ঈন স্বার্থে। বিণ। বি, -তা, -ত্ব।

নবীভবন, -ভাব—পুনরায় নূতন হওয়া; বিস্মৃত বিষয়ের পুনরুদ্দীপন; যাহা হীন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাহার সেই হীন অবস্থার সংশোধন হওয়া। নব+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—ভূ+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী, পুং।

নবীভূত—নূতনত্বপ্রাপ্ত, যাহা নূতন হইয়া উঠিয়াছে এরূপ। নব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নবে—না হইবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

নবেম্বর—'নভেম্বর' দ্রঃ।

নবেল—'নভেল' দ্রঃ।

নবোঢ়া—নূতন-বিবাহিতা স্ত্রী; কাব্যের নায়িকাভেদ, প্রথম নায়কসমাগমপ্রাপ্তা নায়িকা। নব উঢ়া (বিবাহিতা), সুপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবোৎসাহ—নূতন উদ্যম, নৈরাশ্যের পর যে উৎসাহ আসে তাহা। নব যে উৎসাহ, কর্মধা। বি; পুং।

নবোদক—নূতন বৃষ্টির জল। নব উদক, কর্মধা। বি; ক্লী।

নবোদিত—সবেমাত্র যাহার উদয় বা প্রকাশ হইয়াছে এরূপ। নব উদিত, সুপ্‌। বিণ।

নবোদ্গত—যাহা সবেমাত্র জন্মিয়াছে এরূপ, যাহার সবেমাত্র উদ্গম হইয়াছে এরূপ। নব উদ্গত, সুপ্‌। বিণ।

নবোদ্ভাবিত—যাহা পরিকল্পনা করিয়া নূতন বাহির করা হইয়াছে এরূপ। নব উদ্ভাবিত, সুপ্‌। বিণ।

নবোদ্ভাসিত—নূতন প্রকাশিত; নব-শোভিত; নূতন দীপ্ত। নব উদ্ভাসিত, সুপ্‌। বিণ।

নবোদ্যম—নূতন যত্ন; চেষ্টা পরিত্যাগের পর পুনরায় আরব্ধ চেষ্টা। নব যে উদ্যম, কর্মধা। বি; পুং।

নবোন্মেষ—নূতন বিকাশ বা স্ফুরণ; নূতন সঞ্চার বা উদ্রেক। নব যে উন্মেষ, কর্মধা। বি; পুং।

নবোন্মেষিত—যাহার সবেমাত্র বিকাশ বা স্ফুরণ হইয়াছে এরূপ। নব উন্মেষিত, সুপ্‌। বিণ।

নবোপলীয়—নূতন-প্রস্তর যুগ সম্বন্ধীয় neolithic. নব উপল, কর্মধা=নবোপল; তদুত্তরে ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নব্বই, নব্বুই—নবতি, ৯০-সংখ্যা; ৯০-সংখ্যক। <নবতি। বি বা বিণ।

নব্য—১। নূতন, নবীন; যুবা; অল্পবয়স্ক, অপ্রবীণ; ইদানীন্তন, অধুনাতন। নু+যৎ কর্ম। বিণ। **নব্য সম্প্রদায়**—তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণের দল।

নব্যতন্ত্র—আধুনিক রীতিনীতি, হাল ফ্যাশন। কর্মধা। বি; পুং।

নভ—১। আকাশ। বি; ক্লী। ২। শ্রাবণ মাস; চাক্ষুষমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষির মধ্যে ঋষি বিঃ; স্বারোচিষ মনুর পুত্র বিঃ; রামবংশীয় নৃপ বিঃ। বি; পুং। ৩। হিংসক; বিনাশক। নভ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

নভঃ (নভস্‌), **নভ**—১। আকাশ; স্বর্গ; বয়স; মেঘ, জল। বি; ক্লী। ২। শ্রাবণ মাস; জনৈক দানব; কুশবংশীয় নলের পুত্র; বর্ষাকাল; মেঘ; পক্ষী; ঘ্রাণ। নভ্‌+অস্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

নভঃস্থ, নভস্থ—আকাশে অবস্থিত। উপতৎ; নভস্‌, নভ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

নভঃস্থল, নভস্থল—১। আকাশ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। মহাদেব। নভস্‌ নভ স্থল যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নভঃস্থিত, নভস্থিত—১। আকাশস্থিত (তারা গ্রহাদি)। বিণ। ২। নরক বিঃ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

নভগ—১। আকাশগামী। উপতৎ; নভ—গম্‌+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বৈবস্বত মনুর পুত্র। ন (নাই) ভগ (ঐশ্বর্য) যাহার, বহু। বি; পুং।

নভশ্চক্ষুঃ (-শ্চক্ষুস্‌), (>-**শ্চক্ষু**)—সূর্য। নভের (আকাশের) চক্ষুঃ (স্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নভশ্চর—১। পক্ষী; বিদ্যাধর গন্ধর্ব প্রঃ; বায়ু; মেঘ; সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক; রাক্ষস। বি; পুং। ২। আকাশে বিচরণকারী। উপতৎ; নভস্‌ চর্‌+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

নভস—আকাশ; স্বর্গ। নভ্‌+অসচ্‌ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

নভস্তল—গগনতল, আকাশদেশ। নভের (আকাশের) তল (পৃষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নভস্থল—'নভঃস্থল' দ্রঃ।

নভস্থিত—'নভঃস্থিত' দ্রঃ।

নভস্পৃক্‌ (-স্পৃশ্‌)—যাহা আকাশ ছুঁইয়াছে এমন, গগনস্পর্শী, অত্যুন্নত। উপতৎ; নভ বা নভস্‌—স্পৃশ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বিণ।

নভেম্বর, নবেম্বর—ইংরেজী বৎসরের একাদশ মাস। <ইং 'November'. বি।

নভেল, নবেল—উপন্যাস। <ইং 'novel'. বি।

নভেলিয়ানা—ভাব-বিলাসিতা, নভেলে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার মত হাবভাব। বাংপ্র। বি।

নভোনদী—স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। নভঃ (স্বর্গ)-স্থিতা নদী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নভোনীল—১। আকাশের নীল বর্ণ। নভের (আকাশের) নীল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। আকাশের মত নীলবর্ণবিশিষ্ট। নভ-সদৃশ নীল, উপমান কর্মধা। বিণ।

নভোমণি-সূর্য। নভের (আকাশের) মণি (রত্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নভোমণ্ডল—দিগ্‌দিগন্ত-বিস্তৃত গোলাকার আকাশ, গগনমণ্ডল। নভের (আকাশের) মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, নভঃ মণ্ডলসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; ক্লী।

নমঃ (নমস্‌), **নম**—নমস্কার; ত্যাগ রোদন। অ। **নম-নম করে সারা**—তাড়াতাড়ি কোনরকমে কাজ শেষ করা, সংক্ষেপে কাজ শেষ করা।

নমঃশূদ্র, নমশূদ্র—নিম্নবর্ণ হিন্দুজাতি বিঃ, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় বিঃ বাংপ্র। বি।

নমত—১। প্রভু। নম্‌+অত কর্ম, সংজ্ঞার্থে ২। নট, নর্তক। নম্‌+অত কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে বি; পুং।

নমন—১। নত হওয়া, প্রণাম করা। নম্‌+অনট্‌ ভাব। ২। নোয়ানো। নম্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

নমনীয়—যাহাকে নোয়াইতে পারা যায় এরূপ, নমনের যোগ্য; যাহাকে নম্র করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এরূপ। নম্‌+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

নমসিত—পূজিত, অভিবাদিত। নমস্‌ (নমস্কার)+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। বিণ।

নমস্কর্তা (-কর্তৃ), **-র্ত্রী**—যে নমস্কার করে এরূপ, প্রণামকারক। নমস্‌—কৃ+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্ত্রী।

নমস্কার—প্রণাম; নতিকরণ [ইহা তিন-প্রকার। যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। এই ত্রিবিধ নতি আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিনপ্রকার হয়; যথা, কায়িকঃ—হাত-পা মেলিয়া দণ্ডের মত মাটিতে পড়িয়া কপাল দ্বারা মাটি ছোঁওয়াকেই উত্তম ও "দণ্ডবৎ নমস্কার" বলে। হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া যে নমস্কার, তাহাই মধ্যম। শুধু হাতজোড় করিয়া তাহা কপালে ঠেকাইয়া যে নমস্কার তাহাই অধম। ইহাকেই চলিত ভাষায় "কুড়ুলে নমস্কার" বলে। বাচিকঃ—ভক্তিভরে স্বরচিত গদ্য পদ্য বা সংগীতাদি দ্বারা স্তুতিপূর্বক যে নমস্কার, তাহাই বাচিকের মধ্যে উত্তম। বৈদিক বা পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ দ্বারা যে নমস্কার, তাহা মধ্যম। অভীষ্ট উল্লেখপূর্বক চলিত ভাষায় যে নমস্কার তাহাই অধম। মানসঃ—ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টগত মনের ব্যথা জানানোরূপ ত্রিবিধ মানস নমস্কার উত্তম মধ্যম ও অধম নামে প্রসিদ্ধ। দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ক্রমে হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাসা, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র ও কর্ণদ্বয় দ্বারা মাটি ছোঁওয়া বা জানু, পদ, হস্ত, উরু, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য ও দৃষ্টি এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে]। নমস্‌—কৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

নমস্কারী—১। লজ্জাযুক্তা স্ত্রী। উপতৎ; নমস্‌—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। নমস্য ব্যক্তি বা নমস্যা নারীকে প্রদেয় বস্ত্র [বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়ার পর দেশীয় প্রথানুসারে বরকন্যা নমস্কারী দিয়া থাকে]। বাংপ্র। বি।

নমস্কার্য(র্য্য)—নমস্কারের যোগ্য, নমস্য। নমস্‌—কৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। বি, **-র্য্যা**।

নমস্কৃত—যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে এরূপ। নমস্‌—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

নমস্য—নমস্কারের যোগ্য, পূজনীয়, প্রণম্য। নমস্‌+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

নমস্যা—১। নমস্কারের যোগ্যা, পূজনীয়া। নমস্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। পূজা, অর্চনা; নতি। নমস্‌+ক্যচ্‌ (=নমস্য নামধাতু)+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

নমহুঁ—নমস্কার করি, প্রণত হই। প্রা কর্ম। ক্রি।

নমাজ—মুসলমানদিগের উপাসনা (ইহা দিনের মধ্যে পাঁচবার করিতে হয়)। ফা। বি।

নমাস—নয় মাস। বাংপ্র। বি। **নমাসে ছমাসে**—বহু দেরিতে; কখন কখন; বহুদিন অন্তর।

নমিত—১। নমস্কৃত, প্রণমিত; যাহাকে নোয়ানো হইয়াছে এরূপ, যাহাকে নম্র করা হইয়াছে এমন, বক্রীকৃত। নম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। নত; প্রশান্ত। বাংপ্র। বিণ।

নমিনেশন—মনোনয়ন। <ইং 'nomination'. বি।

নমুচি—কামদেব, কন্দর্প; কশ্যপের পুত্র, অসুর বিঃ। ন–মুচ্+কি কর্তৃ। বি; পুং।

নমুচিসূদন—ইন্দ্র; শিব। উপতৎ; নমুচি—সূদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

নমুনা—নিদর্শন; পরিচায়ক বস্তু, sample; আদর্শ। <ফা 'নমুনহ্'। বি।

নমোনমঃ (-মস্)—১। বার বার নমস্কার। নমস্+নমস্। বি। ২। যা-তা, যৎসামান্য। বাংপ্র। অ।

নম্বর—সংখ্যা, অঙ্ক; পরীক্ষায় লব্ধ সংখ্যা। <ইং 'number'. বি।

নম্বরী—১। নম্বরযুক্ত, চিহ্নিত; নম্বরের। বাংপ্র। বিণ। **নম্বরী নোট**—বেশী টাকার নোট যাহার নম্বর টুকিয়া রাখিতে হয়। ২। আদালতের পিয়ন বা পেয়াদা। নম্বর+ঈ আছে অর্থে। বাংপ্র। বি।

নম্য—১। যাহাকে নোয়াইতে পারা যায় এরূপ, নমনীয়; নত করিবার যোগ্য। নম+ণিচ্+যৎ কর্ম। ২। নমস্কারযোগ্য। নম্+যৎ কর্ম, যোগ্যার্থে। বিণ।

নম্র—যাহার ধৃষ্টতা অহংকার বা ঔদ্ধত্য নাই এরূপ, নত, প্রণত; বিনীত, শিষ্ট; নরম, কোমল; আনত। নম্+র কর্তৃ, শীলাদ্যর্থে। বিণ।

নম্রতা—নম্রভাব, বিনীতভাব; শিষ্টতা, সুশীলতা; কোমলতা; নিম্নতা, আনত অবস্থা। নম্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নম্রভাব—বিনয়; কোমল প্রকৃতি। কর্মধা। বি; পুং।

নম্রভাবে—বিনয়সহকারে, নতভাবে। নম্র ভাব, কর্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

নম্রমুখ—১। আনত মুখ; কোমল মুখ, কচি মুখ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার মুখ কোমল বা আনত এমন। নম্র মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

নয়—১। উপদেশ; নীতি। নী+অচ্ ভাব। ২। নীতিশাস্ত্র; দ্যূতক্রীড়া। নী+অচ্ করণ। বি; পুং। ৩। নব সংখ্যা, ৯। <নবন্। বিণ। ৪। নহে। বাংপ্র। ক্রি।

নয়ছয়—অপচয়, অপব্যয়। বাংপ্র। বি। **নয়ছয় করা**—পণ্ড করা, বিনষ্ট করা।

নয়ত, নয়তো—তাহা না হইলে। বাংপ্র। অ।

নয়ন—১। চোখ, চক্ষুঃ। নী+অনট্ করণ। ২। লইয়া যাওয়া, প্রাপণ; যাপন, কাটানো। নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নয়নকোণ—অপাঙ্গ, চোখের প্রান্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নগোচর—যাহা চোখে পড়িয়াছে এমন, দৃষ্টিপথে পতিত, দৃষ্ট। নয়নের গোচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নয়নজল, -নীর—চোখের জল, অশ্রু। নয়নের জল, নীর, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, নয়ননির্গত জল, নীর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নয়নজুলি—পথিপার্শ্বস্থ জলপ্রণালী। বাংপ্র। বি।

নয়নতারা—চোখের মণি; অতি প্রিয় ব্যক্তি; একধরনের ফুল। বাংপ্র। বি।

নয়ন-নন্দন—চক্ষুর প্রীতিদায়ক। নয়নের নন্দন (আনন্দদানকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নয়ননীর—'নয়নজল' দ্রঃ।

নয়নবাণ—তীরের মত তীব্র অর্থাৎ আকুলতাজনক দৃষ্টিশর, কামোদ্দীপক চাহনি, কটাক্ষ। নয়নরূপ বাণ, রূপক কর্মধা; অথবা, নয়ন বাণতুল্য, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

নয়ন-মণি—চক্ষুর তারা; অত্যধিক স্নেহের পাত্র (যাহাকে ভিন্ন চোখে পথ দেখা যায় না)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নসুক—একপ্রকার সূতী কাপড়, কেম্ব্রিক কাপড়। হি-মু। বি।

নয়না—চক্ষু; বাঁকা চাহনি, অপাঙ্গদৃষ্টি। <নয়ন। বি।

নয়নানন্দ—১। যাহাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় এরূপ। নয়নের আনন্দ যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। চক্ষুর প্রীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নাভিরাম—যাহাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় এমন, চক্ষুর প্রীতিকর, প্রিয়-পাত্র। নয়ন—অভি—রম্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নয়নাসার—চোখের জল, অশ্রু। নয়নের আসার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নী—চোখের তারা। নী+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নয়নোৎসব—১। প্রদীপ, আলোক। নয়নের উৎসব যাহা হইতে, বহু। ২। চক্ষুর আনন্দ। নয়নের উৎসব (আনন্দ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নয়নোপান্ত—চোখের কোণ, অপাঙ্গ। নয়নের উপান্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

নয়প্রদর্শিত—শাস্ত্র বা নীতিবিহিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

নয়বিৎ (-বিদ্)—নীতিজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিৎ। উপতৎ; নয়—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

নয়বিশারদ—নয়বিৎ। নয়ে বিশারদ, ৭মীতৎ। বিণ।

নয়ল—নূতন। প্রা কপ্র। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-লী**।

নয়া—নূতন। হি। বিণ।

নয়ান—চোখ, চক্ষু। কপ্র। বি।

নয়ানজুলি—নয়নজুলি (তাহা দ্রঃ)।

নয়ানস্বরূপ—চক্ষুর গোচর। প্রা কপ্র। বিণ।

নয়ানী—যাহার (যে নারীর) চোখ আছে এমন, লোচনবিশিষ্টা (অন্য শব্দের পর, যেমন—তরলনয়ানী)। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

নয়ালী—নূতন। হি-মু। বিণ।

নয়ো—হইও না ("নিদারুণ নয়ো নাথ, নিকেতনে চল"—ঘনরাম)। প্রা কপ্র। ক্রি।

নর—১। মানুষ, মনুষ্য; পুরুষ; অর্জুন; বিষ্ণু; ঋষি বিঃ; বিষ্ণুর অবতার বিঃ; পাশার ঘুঁটি; ব্রহ্ম; পরমাত্মা। নৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। পঙ্‌ক্তি, সারি। <লহরী। বি।

নরক—১। পাপীদের দুঃখভোগের স্থান, নিরয়। নৃ+অক (ক্বুন্) অধি। বি; পুং বা ক্লী। **নরকে যাওয়া**—(অভিশাপে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। ২। দৈত্য বিঃ। নরের ক (মস্তক) যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। কলির পৌত্র; অনৃতের পুত্র; বিপ্রচিত্তি দানবের জনৈক পুত্র। নর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

নরককুণ্ড—যমপুরীর যাতনাময় স্থান বিঃ; অতি নিকৃষ্ট স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নরকগামী (-গামিন্)—যে নরকে যাইবে এরূপ, পাপী। উপতৎ; নরক—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

নরককঙ্কাল—মনুষ্যদেহের হাড়ের কাঠামো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরকজিৎ—বিষ্ণু। উপতৎ; নরক—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নরকপাল—১। মড়ার মাথার খুলি। নরের কপাল (মাথার খুলি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী। ২। নরকরক্ষী। নরক—পা+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নরকমুক্ত—নরক হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, নরক হইতে উত্তীর্ণ। ৫মীতৎ। বিণ।

নরকস্থ—নরকবাসী, কর্মদোষে যাহাকে নরকে থাকিতে হয় এরূপ। উপতৎ; নরক—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

নরকস্থা—১। বৈতরণী নদী। বি; স্ত্রী। ২। নরকে অবস্থিতা। উপতৎ; নরক—স্থা+ক কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নরকান্তক—বিষ্ণু, নারায়ণ। নরকের (নরক-নামক অসুরের) অন্তক (নাশকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরকাশয়—১। প্রেত। নরক আশয় (স্থান) যাহার, বহু। ২। নরকরূপ স্থান। নরকই আশয়, কর্মধা। বি; পুং।

নরকাসুর—একটি দৈত্যের নাম। নরক-নামক অসুর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নরকেশরী (-কেশরিন্)—১। নৃসিংহ-দেব। নর অথচ কেশরী, কর্মধা [হিরণ্য-কশিপু বধের সময়ে ভগবানের অর্ধাঙ্গ সিংহাকার এবং অর্ধাঙ্গ নরাকার হইয়াছিল বলিয়া]। ২। মানব-শ্রেষ্ঠ। নর কেশরি-সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

নরগণ—১। (জ্যোতিষ) জাতকের গণ বিঃ [ভরণী প্রঃ কয়েকটি নক্ষত্রে জন্মিলে মনুষ্যের এই গণ হয়]। নর-নামক গণ, মধ্যপ কর্মধা। ২। মনুষ্যসকল। নরদিগের গণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরত্ব—মানবের আকৃতি ও প্রকৃতি। নর+ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নরত্বারোপ—(দেবতা ইত্যাদিকে) মানবরূপে কল্পনা করণ, anthropomorphism. নরত্বের আরোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরদমা—ময়লা জল যাইবার প্রণালী, ড্রেন। বাংপ্র। বি।

নরদেব—রাজা, নৃপ; ব্রাহ্মণ। নরমধ্যে দেব, ৭মীতৎ। বি; পুং।

নরনাথ—রাজা, নরপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরনারায়ণ—১। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ; বদরিকাশ্রমস্থ ঋষিদ্বয়। দ্বন্দ্ব। ২। শ্রীকৃষ্ণ। নররূপী নারায়ণ, মধ্যপ কর্মধা। ৩। ভিক্ষুক, কাঙালী, দীনদরিদ্র। নররূপ নারায়ণ (সেবার পাত্র বলিয়া), রূপক কর্মধা। বি; পুং।

নরপতি—রাজা, নৃপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; [পুং।

নরপশু—পশুর তুল্য মনুষ্য, মনুষ্যাধম, নরাধম। নরমধ্যে পশু, ৭মীতৎ। বি; পুং।

নরপাল—রাজা। উপতৎ; নর—পা+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নরপিশাচ—যে ব্যক্তির আচার-ব্যবহার পিশাচের ন্যায় ঘৃণিত। নর পিশাচতুল্য, উপমিত কর্মধা; অথবা, নররূপ পিশাচ, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

নরপুঙ্গব—মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। নর পুঙ্গব (ষাঁড়)-সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং, বা বিণ।

নরবর—১। মনুষ্যপ্রধান। নরমধ্যে বর (প্রধান), ৭মীতৎ। ২। প্রাচীন দেশ বিঃ নর বর (অর্থাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ) যেখানে, বহু বি; পুং। ৩। মানুষের বিষ্ঠা। 'গোবরের' অনুকরণে ব্যঙ্গার্থে। বি।

নরবলি—দেবতার উদ্দেশে পশুর ন্যায় উপহৃত মনুষ্য; মানুষকে বলি দেওয়া। নরই বলি (উপহৃত বস্তু), কর্মধা। বি; পুং।

নরবাহন—কুবের (মহাদেব ইঁহাকে নরযুক্ত শিবিকা দান করেন বলিয়া ইঁহার নাম নরবাহন)। নর বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নরম—কোমল, অকঠিন; সহজ; শান্ত; সদয়; পচা; মৃদু; কচি; শিথিল; ঠাণ্ডা; অবনত; কমজোর; কমমজবুত; কম; নিরেস। <ফা 'নর্ম'। বিণ। **বাজার নরম হওয়া**—জিনিসের চাহিদা ও দাম কমা।

নরম-গরম—শান্ত অথচ উগ্র, মৃদু অথচ কড়া। নরম অথচ গরম, কর্মধা। <ফা 'নর্ম'+'গর্ম'। বিণ।

নরমাংস—মানুষের মাংস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নরমাংসাশী (-শিন্)—যে মানুষের মাংস খায় এরূপ। উপতৎ; নরমাংস—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

নরমানো—নরম হওয়া বা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নরমেধ—যে যজ্ঞে মানুষ বলি দেওয়া হয়, নরবধাত্মক যজ্ঞ বিঃ [এই যজ্ঞ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ন্যায় কলিতে বর্জনীয়]। নর—মেধ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

নরযন্ত্র—ছায়াঘড়ি, ছায়া দ্বারা কাল-নিরূপণের জন্য দ্বাদশাঙ্গুল কীলকযুক্ত শঙ্কুযন্ত্র। নরনির্মিত যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নরযান—মানুষে টানা যান বিঃ, পালকি। নরবাহ্য যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নররাজ—নৃপতি, রাজা। নরদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

নররূপী (-রূপিন্)—মানুষের রূপধারী। নররূপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পিণী**।

নরলীলা—মানুষের ইহলোকের কাজ; মানুষের খেলা; মানুষরূপে বা মানুষের ন্যায় কার্যকলাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নরলোক—মনুষ্যলোক, মর্ত্যলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরশিঙ্গা—তামার তৈরী বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <নরশৃঙ্গ। বি।

নরশৃঙ্গ—নেপালদেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র বিঃ, শিঙ্গা। নরনির্মিত শৃঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নরসিংহ—১। নৃসিংহ অবতার। নর অথচ সিংহ, কর্মধা [যাঁহার অর্ধাঙ্গ মনুষ্যের ন্যায় এবং অর্ধাঙ্গ সিংহের ন্যায়]। ২। মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ। নর সিংহসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

নরসুন্দর—নাপিত, পরামানিক [নাপিত-জাতীয় নরসুন্দর-নামক ব্যক্তির নাম হইতে নাপিতার্থে প্রচলিত]। বি; পুং।

নরহত্যা—মনুষ্যবধ, খুন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। (সংস্কৃত মতে নর—হন্+ক্যপ্ ভাববা+আপ্।)

নরহন্তা (-হন্তৃ)—মনুষ্যহত্যাকারী, ঘাতুক; নৃশংস; ব্যাঘ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

নরহরি—নৃসিংহ অবতার। নর অথচ হরি (সিংহ), কর্মধা। বি; পুং।

নরাকার, -কৃতি—যাহার চেহারা মানুষের মত, মানবরূপী। নরের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-রা** (১ম পক্ষে)।

নরাঙ্কিতন্যায়, নরেঙ্কিতন্যায়—ন্যায় বিঃ [কোন নগরে শক্তিমন্ত্রের উপাসক এক অর্থশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার পুরোহিতের নাম গঙ্গাধর। ঐ ব্যক্তি এক দিন পুরোহিতকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আপনি এই টাকাটি দিয়া ভাল সন্দেশ কিনিয়া তদ্দ্বারা মা কালীর পূজা দিয়া আসুন।" গঙ্গাধর আনন্দিত মনে টাকাটি লইয়া মা কালীর মন্দিরের দিকে খানিক গিয়া এক দোকানে সন্দেশ কিনিয়া ভাবিলেন, "যদি এই সন্দেশ লইয়া মায়ের মন্দিরে যাই, তাহা হইলে পাণ্ডারা সমস্তই লইবে, কেবল প্রসাদস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ আমাকে দিবে। সুতরাং তাহা না করিয়া এই দোকানে বসিয়াই মাকে নিবেদন করিয়া দেই, এবং সমুদায় প্রসাদই আত্মসাৎ করি।" গঙ্গাধর সন্দেশের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এইরূপ করিতে যাইতেছেন, এবং মন্দিরে না গেলে পাছে তাঁহার উপরে মায়ের কোপ হয়, মনে এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন, এমন সময়ে রাস্তায় কোন লোক অপর কোন এক ব্যক্তিকে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "ওরে গঙ্গাধর! কাকে দিতে যাইতেছিস্!" এই কথা পুরোহিত গঙ্গাধরের কানে আসিবা-মাত্র তিনি আর সন্দেশ নিবেদন করিতে পারিলেন না, ভয়ে তাঁহার হাতখানি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, গণ্ডূষের জলও হাত হইতে পড়িয়া গেল। এইরূপে সমস্ত সন্দেশ তাঁহার আত্মসাৎ করা ঘটিল না, তাঁহাকে মন্দিরে যাইতেই হইল। এইস্থলে নরাঙ্কিত-ন্যায় ঘটিয়াছে। নর অর্থে মনুষ্য; অঙ্কিত অর্থে সংকেত। একজন লোক দেনা-পাওনা সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ কথা বলিয়া-

ছিল, কিন্তু পুরোহিত গঙ্গাধর তাহাতে মনে করিলেন, হয়ত বা মা কালী নর দ্বারা সংকেত করিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে বিরত করিতেছেন]। নরের অস্থিত, ইঙ্গিত, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নরাধম—মনুষ্যের মধ্যে হেয়; যাহার স্বভাব আচার ও চরিত্র অতি মন্দ এরূপ ব্যক্তি। নরমধ্যে অধম, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

নরাধিপ—নৃপতি, রাজা। নরদিগের অধিপ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরান্তক—১। যম; রাক্ষস বিঃ, রাবণ-পুত্র। বি; পুং। ২। নরঘাতী। নরের অন্তক (নাশকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ন্তিকা।

নরায়ণ—নারায়ণ। নরের অয়ন (আশ্রয়) যাঁহাতে, বহু। বি; পুং।

নরুণ—নরুন। প্রা কথ্য। বি।

নরুন—নখ কাটিবার যন্ত্র। <নখরঞ্জনী বা নখহরণিকা। বি।

নরেন্দ্র—মানবশ্রেষ্ঠ, রাজা; গ্রহদোষাদি-নিবারক বৈদ্য বিঃ; বিষবৈদ্য। নরমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

নরেন্দ্রমণ্ডল—রাজন্যগণ; করদরাজাদের সংঘ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নরেশ—রাজা, নৃপতি। নরদিগের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নরোত্তম—পুরুষপ্রধান; নারায়ণ; রাজা। নরমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি; পুং।

নর্ত(র্ত্ত)ক—১। যে নৃত্য করে, নৃত্য করা যাহার ব্যবসায়, নৃত্য ব্যবসায় দ্বারা যে জীবিকানির্বাহ করে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। সংকরজাতি বিঃ, নট; হস্তী; ময়ূর। নৃৎ+অক (ণ্বু ন্) কর্তৃ, শিল্পী অর্থে। বি; পুং।

নর্ত(র্ত্ত)কত্রিপদী—কবিতার ছন্দ বিঃ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নর্ত(র্ত্ত)কী—যে স্ত্রী নৃত্য করে; নটী; হস্তিনী, ময়ূরী। নর্তক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নর্ত(র্ত্ত)ন—নাচ, নৃত্য। নৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নর্ত(র্ত্ত)নপ্রিয়—১। যে নাচিতে ভালবাসে এমন, নৃত্যপ্রিয়। বিণ। ২। শিব। নর্তন প্রিয় যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নর্ত(র্ত্ত)নশালা—নাচঘর, নৃত্যগৃহ। নর্তনের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নর্তি(র্ত্তি)ত—যাহাকে নাচানো হইয়াছে এরূপ, কম্পিত, আন্দোলিত। নৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নর্দ(র্দ্দ)ন—শব্দ, বৃষ ইঃর শব্দ। নর্দ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নর্দি(র্দ্দি)ত—১। শব্দিত। নর্দ্+ক্ত অ.কর্তৃ। বিণ। ২। শব্দকরণ। নর্দ্+ক্ত <ভাব। বি; ক্লী।

নর্মী (-র্মিন্), **নর্মী** (-র্মিন্)—শব্দকারক; শ্লাঘাকারী। নর্দ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—নর্দিনী।

নর্ম (নর্মন্), **নর্ম্ম** (নর্ম্মন্)—খেলা, ক্রীড়া; বিলাস; বিহার; কৌতুক; পরিহাস। নৃ+মনিন্ করণ। বি; ক্লী।

নর্ম(র্ম্ম)দা—১। সুখদায়িকা; পরিহাস-কারিণী। নর্মদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ। নর্মন্—দা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

নর্ম(র্ম্ম)-সখী, -সহচরী—যে সখীর নিকট মনের সব কথা খুলিয়া বলা হয়; খেলার সঙ্গিনী। নর্মে সখী, সহচরী, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

নর্ম(র্ম্ম)সচিব, -সহচর—খেলার সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু; বিদূষক; মোসাহেব, পারিষদ; ভাঁড়। নর্মে (বিহারাদিতে) সচিব (মন্ত্রী), সহচর, ৭মীতৎ। বি; পুং।

নল—১। শর, খাগড়া; ভিতরে ফাঁপা গোল লম্বা জিনিস বিঃ, চোঙ্গা; ডাঁটা; নিষধরাজ, দময়ন্তীর পতি; পিতৃলোক বিঃ; শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যকারী বানর বিঃ। বি; পুং। ২। পদ্ম; সৌরভ। নল্+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। **নল চালা**—চোর ধরিবার জন্য মন্ত্রপূত করিয়া নল বা কঞ্চি চালনা করা।

নলক—১। শাকাদির ডাঁটা; অস্থি বিঃ, ছিদ্রযুক্ত অস্থি বা হাড়; নল; পাব। নল+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; ক্লী। ২। নাসিকার একপ্রকার ভূষণ। বাংপ্র। বি।

নলকূপ—মাটির তলা হইতে জল তুলিবার লোহার তৈরী যন্ত্র, যে নলের সাহায্যে ভূগর্ভের অতি নিম্ন স্তর হইতে পানীয় জল তোলা হয় তাহা, tube well. নলাকার কূপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নলকূবর—কুবেরের পুত্র। নল কূবর (রথের যুগন্ধর) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নলপত—তোষামোদ; মিষ্টকথায় ভুলানো; ফুসলানো; ফাঁকি দেওয়া; দীর্ঘসূত্রতা। বাংপ্র। বি।

নলপানো—প্রকাশ পাওয়া; বহুদূরে দীপ্তি পাওয়া; চমকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নলামো—নল চালানো [এরূপ সংস্কার আছে যে কোন ব্যক্তির হাতে মন্ত্রপূত নল-কাঠি দিলে সেই ব্যক্তি নলের আকর্ষণে চোর বা চোরাই মালের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়]; খেজুর গাছ হইতে রস আহরণের জন্য গাছে নল লাগানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নলি—পশুপক্ষীর লম্বা নখ; কাপড় বুনিবার কালে ব্যবহৃত সুতা-জড়ানো ছোট নল; নলসদৃশ অস্থি। বাংপ্র। বি।

নলিকা—সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ; বৃক্ষ বিঃ; নাড়ী; নল; ডাঁটা; চোঙা; তূণ। নলী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নলিচা, নলচে—হুঁকার দণ্ড (যাহার উপর কলিকা বসানো হয়)। বাংপ্র। বি।

নলিত, নলিতা—নালিতা শাক। নল্+ক্ত কর্তৃ; পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

নলিন—১। পদ্ম; জল; নীলগাছ; শৈবাল। বি; ক্লী। ২। সারস-পক্ষী। নল্+ইনন্ কর্তৃ। বি; পুং।

নলিনী—পদ্মিনী, কুমুদিনী; পদ্মসমূহ; পদ্ম; যে স্থানে যথেষ্ট পদ্ম জন্মে; কমলাকর; স্বর্গগঙ্গা, গঙ্গার একটি ধারা; পঞ্চদশবর্ণযুক্ত-চরণবিশিষ্ট ছন্দ। নল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নলিনীকান্ত, -নাথ—পদ্মের পতি, সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নলী—১। ডাঁটা; নল; নাড়ী; সুগন্ধিদ্রব্য বিঃ। নল+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। বস্ত্র-বয়নের নিমিত্ত সূত্রপূর্ণ নল। বাংপ্র। বি।

নলেন—খেজুরের নূতন রসে প্রস্তুত ('— গুড়')। <নূতন। বিণ।

নলো—যে নল বিক্রয় করে বা নলের চেটাই নির্মাণ করে সেই ব্যক্তি। নল+ও নির্মাতা অর্থে। বাংপ্র। বি।

নশিতা (নশিতৃ)—নাশশীল, নশ্বর। নশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

নশ্বর—নাশশীল, অনিত্য, অস্থায়ী। নশ্+করপ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী।

নষ্ট—নাশপ্রাপ্ত, ধ্বস্ত; পলায়িত; যাহা হারাইয়াছে এরূপ, নিরুদ্দিষ্ট; দুষ্ট, দুর্বৃত্ত; প্রকৃতগুণহীন; যাহার আচরণ কদর্য হইয়াছে এরূপ; যাহার চরিত্র খারাপ হইয়াছে এরূপ; অকেজো, অকর্মণ্য; দোষযুক্ত; অসৎ; অভদ্র; খল, কুটিল; হিংস্র; অপগত; ব্যর্থ; লুপ্ত। নশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **নষ্টের গোড়া**—নষ্টামির মূল, দুর্বৃত্ততার কারণ।

নষ্টচন্দ্র—(গুরুপত্নী তারাকে হরণ হেতু) দোষযুক্ত চন্দ্র, ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র [সাধারণের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে ঐ রাত্রিতে চুরি করিয়া কাহারও গালি খাইলে নষ্টচন্দ্র দেখার পাপ দূর হয়]। কর্মধা। বি; পুং।

নষ্টচেতন—অচেতন, চৈতন্যলুপ্ত। নষ্টা চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

নষ্টচেষ্ট—যাহার শরীরের নড়াচড়া বন্ধ হইয়াছে, স্পন্দহীন, জড়। নষ্টা চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ।

নষ্টবীজ—বিফল। নষ্ট হইয়াছে বীজ যাহার, বহু। বিণ।

নষ্টমতি—১। যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে এরূপ, যাহার বুদ্ধি অসৎপথে ধাবিত হইয়াছে

এরূপ, দুর্বুদ্ধি, ভ্রষ্টমতি। নষ্টা মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ। ২। দুর্বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নষ্টা—বিনাশপ্রাপ্তা; ভ্রষ্টা, কুলটা, দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী। নষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নষ্টামি, নষ্টামো—দুষ্টামি; ব্যভিচার, ছেনালী; দুর্বৃত্ততা; পরিহাস। নষ্ট+আমি, আমো ভাবে। বাংপ্র। বি।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়—ন্যায় বিঃ [দুই ব্যক্তি রথে চড়িয়া এক বনে আসিলে, হঠাৎ সেই বনে আগুন লাগায় তাহাদের এক জনের রথ ও অন্যজনের অশ্ব দগ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে একজন নষ্টাশ্ব ও অন্যজন দগ্ধরথ হইবার পরে হঠাৎ উভয়ের দেখা হইল। তখন দুইজনে যুক্তি করিয়া, একের রথে অন্যের অশ্ব জুড়িল, এবং তাহারা অনায়াসে আপনাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। (ইহা হইতে) পরস্পরের যাহা নাই তাহার সাহায্য লওয়া; (বেদান্তমতে) এইপ্রকার ন্যায়ে নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্মরূপ রথে জ্ঞানরূপ অশ্ব জুড়িয়া আকাঙ্ক্ষিত পরমেশ্বরকে অনায়াসে পাওয়া যায়]। নষ্ট অশ্ব যাহার, বহু; দগ্ধ রথ যাহার, বহু; নষ্টাশ্ব ও দগ্ধরথ, দ্বন্দ্ব; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নষ্টি—নাশ, ধ্বংস। নশ্+ক্তি ভাব। বি।

নষ্টোদ্ধার—জীর্ণবস্তুর উদ্ধার; হারানো জিনিস ফিরিয়া পাওয়া, হৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি। নষ্টের (নষ্ট দ্রব্যের) উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নসিব, নসীব—অদৃষ্ট। আ। বি।

নস্কর—জাহাজের খালাসী; পদাতিসৈন্য; বাঙালী হিন্দুর পদবী বিঃ। <ফা 'লশ্‌কর'। বি।

নস্য—১। নাসিকাতে দেয় চূর্ণাদি, নাস। বি; স্ত্রী। ২। নাসিকার হিতজনক, নাসাসম্বন্ধীয়। নসা+যৎ হিতার্থে। বিণ।

নস্যধানী—নস্য রাখিবার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নস্যাৎ—লোপ; একবারে কিছুই না বলিয়া বাতিল, অপলাপ। 'ন স্যাৎ'। অ।

নহ—১। নও, হও না। কপ্র। ২। নহে। প্রাঃ কপ্র। ক্রি।

নহন—১। বন্ধন। নহ্+অনট্ ভাব। ২। বাঁধিবার দড়ি, বন্ধনরজ্জু। নহ্+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

নহবত—নবত (তাহা দ্রঃ)।

নহবতখানা—যে উঁচু মঞ্চের উপর নহবত বাজানো হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। নহবত (<আ 'নওবত')+খানা (<ফা 'খানহ্')। বি।

নহর—নদী, খাল। আ। বি।

নহরুা—নরু কৌটার ভাস; ছোট কর্ণিকা। <নরু। বি।

নহুলি—নূতন, নবীন। প্রা কপ্র। বিণ।

নহি—১। না, নিষেধ, কখনই না। প্রা কপ্র। অ। ২। নই, হই না। কপ্র। ক্রি।

নহিল—না হইল ("চেতন নহিল মোর"—জ্ঞানদাস)। প্রা কপ্র। ক্রি।

নহিলে—অন্যথা, নতুবা। বাংপ্র। অ।

নহু, নহু—না হই, নহি; নাই। প্রা কপ্র। ক্রি।

নহুলী—নূতন। প্রা কপ্র। বিণ।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় আয়ু রাজার পুত্র; সূর্যবংশীয় অম্বরীষের পুত্র [ইঁহার পুত্রের নাম যযাতি]; কদ্রু-গর্ভসম্ভূত সর্প বিঃ। নহ্+উষন্ কর্তৃ। বি; পুং;

নহে—নয়। বাংপ্র। ক্রি।

না—১। নিষেধ বৈপরীত্য অভাব অসম্মতি সংকল্পের দৃঢ়তা অনুরোধ অনুজ্ঞা সংশয় অভিমান বিরক্তি প্রশ্ন ইঃ-সূচক শব্দ; কিংবা; কি (বিকল্পবাচক); অথবা; ব্যতীত; পাদপূরণার্থ শব্দ। নহ্+ডা কর্তৃ; কোন কোন অর্থে 'ন', 'বা'-শব্দজ। অ। ২। নৌকা। <নৌ। বি।

না (নৃ)—মানুষ, পুরুষ ("না কহিবে সর্বদাই পতিতপাবনী"—যদুগোপাল)। নী+ঋন্ কর্তৃ। বি; পুং।

নাই—১। অভাবাত্মক ক্রিয়া। <নাস্তি। অ। ২। অতিরিক্ত আদর, প্রশ্রয়। <স্নেহ। বি। ৩। নাভি; তালার মাঝের গোঁজ; কামারের নেহাই; চাকার হাঁড়ি। <নাভি। বি। ৪। বাজে; অবিদ্যমান। প্রাদে। বিণ। ৫। স্নান করি। বাংপ্র। ক্রি। ৬। নাপিত। <নাপিত। বি।

নাই-আঁকড়া, নেই-আঁকড়া—না-ছোড়বান্দা, একগুঁয়ে; যে খুব কূট তর্ক করে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

নাইট্রোজেন—মৌলিক গ্যাস বিঃ, যবক্ষারজান। <ইং 'nitrogen'. বি।

নাইয়র—বিবাহাদি উৎসবে মেয়েদের কুটুম্বগৃহে গমন। <জ্ঞাতিগৃহ। বি।

নাইয়া—নাবিক, মাঝী। না+ইয়া চালক অর্থে। বাংপ্র। বি।

নাউ—লাউ। প্রাদে। বি।

নাউ-কাঁকড়া—কাঁকড়া সহযোগে প্রস্তুত লাউ-এর তরকারি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাউ-ঘণ্ট—লাউ-এর তরকারি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাউ-চিংড়ি—চিংড়ি মাছ সহযোগে প্রস্তুত লাউ-এর তরকারি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাউ-হেঁচকি—সরু সরু করিয়া কাটা লাউ-এ সরিষা ফোড়ন দিয়া প্রস্তুত তরকারি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাউড়ে—নৌকার মাঝী। প্রা কপ্র। বি।

নাউমাচা—লাউ গাছ লতাইয়া উঠিয়া যে মাচার উপরে থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নাও—১। নৌকা। <নৌ। বি। ২। গ্রহণ কর, লও। বাংপ্র। ক্রি।

নাওয়া—স্নান করা। <'স্না'-ধাতু। ক্রি।

নাওরা—নৌকাসমূহ, নৌবহর। প্রা কপ্র। বি।

নাং—উপপতি। <নঙ্গ। বি।

নাঃ—স্থির অসম্মতিজ্ঞাপক; শব্দ; সংশয় ও পূর্বসংকল্পত্যাগসূচক এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ; বিরক্তিবোধক শব্দ। বাংপ্র। অ।

নাক—১। নাসিকা। <নাসিকা। বি। **নাক খোঁটা**—নাকের ছিদ্রমধ্যে নখ প্রঃ দিয়া আঁচড়ানো। **নাক ঝাঁঝানো**—তীব্র গন্ধ লইতে কষ্ট হওয়া, উৎকট গন্ধে নাকের যন্ত্রণা হওয়া। **নাক ঝাড়া**—নাক হইতে কফ শ্লেষ্মা প্রঃ বাহির করিয়া দেওয়া। **নাক ডাকা**—ঘুমের সময় নাক হইতে শব্দ বাহির হওয়া। **নাক বাঁকানো, নাক সিটকানো, নাক সেঁটকানো**—নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করা; অবজ্ঞা করা। **নাক বিঁধানো**—নথ ইঃ পরিবার জন্য নাকে ছিদ্র করা। **নাকে কান্না**—খোনা স্বরে কাঁদা; কান্নার ভান, অপ্রকৃত কান্না। **নাকে খত**—'নাকখত' দ্রঃ। **নাকে মুখে কথা বলা**—অত্যন্ত বেশী ও তাড়াতাড়ি কথা বলা। **নাকে মুখে গোঁজা**—কোনরকমে খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া। **নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া**—অতিশয় কষ্টে পড়া, খুব বিব্রত হওয়া। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা**—নিজের ক্ষতি করিয়া অপরের ক্ষতি করা। ২। স্বর্গ; আকাশ। ন (নাই) অক (অসুখ, দুঃখ) যেখানে, বহু। বি; পুং।

নাক-উঁচু—গর্বিত। বাংপ্র। বিণ।

নাক-কড়াই—নাকে পরিবার জন্য কড়াই-য়ের মত ছোট গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাক-কাটা—যাহার নাক কাটিয়া গিয়াছে এরূপ; বেহায়া, নির্লজ্জ। নাক কাটা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

নাক-কান-কাটা—বেহায়া, নির্লজ্জ। বাংপ্র। বিণ।

নাকখত, -খত্তা—নাক দিয়া মাটি ঘষিয়া দোষ-স্বীকার। বাংপ্র। বি।

নাকচ—রদ, বাতিল; তুচ্ছ; ব্যবহারের অনুপযুক্ত। <আ 'নাকিস'। বিণ।

নাকছাবি—নাকের একদিকে পরিবার গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাকচোমা—নাকের উপরে পরিবার গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাক-ঝামটা—তিরস্কার; অবজ্ঞার সহিত কড়া কথা বলা। নাকের ঝামটা, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নাকড়া—১। চড়ক-পূজার সময় যে ঝাঁপ কাটা হয় তাহা; নাসিকার রোগ বিঃ। বি। ২। নাককাটা। বাংপ্র। বিণ।

নাকসাট—নাকের ডাক, নাসিকাগর্জন ("লেজটা নাচায়ে লক্ষে নাকসাট দিয়া"—ঘনরাম)। প্রা কপ্র। বি। [বিণ।

নাকা—নাকী, খোনা। নাক+আ। বাংপ্র।

নাকানি—নাকে জল যাওয়া; বিপদে পড়া। বাংপ্র। বি।

নাকানি-চুবুনি, -চোবানি—নাকে মুখে জল খাওয়া; নাকাল; বহু কাজের মধ্যে বিব্রত হওয়া। বাংপ্র। বি।

নাকারা, নাকাড়া—একপ্রকার ঢাকের মত বাদ্যযন্ত্র, নাগরা। <আ 'নক্কারহ্'। বি। [বিণ।

নাকারি—নাগরা-বাদক। বাংপ্র। বি বা

নাকাল—১। নিগ্রহ, কষ্ট, লাঞ্ছনা। বি। ২। জব্দ; অপ্রস্তুত; খুব ক্লান্ত; যে খুব কষ্ট পাইয়াছে এরূপ। <আ 'নকাল্'। বিণ।

নাকি—সত্য কি; প্রশ্ন এবং অনিশ্চয়ার্থবোধক শব্দ; অনন্তবার্থক শব্দ; যেন; ঠিক। বাংপ্র। অ।

নাকী—নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত, খোনা। নাক+ঈ উচ্চারিতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

নাকুয়া, নেকো—যাহার নাক খুব উঁচু এরূপ, তুঙ্গনাসিক। নাক+উয়া, ও। বাংপ্র। বিণ।

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক—নক্ষত্রসম্বন্ধীয়; নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত; তারার গতি ও স্থিতি অনুসারে যাহা স্থির করা হয় এমন ('— বৎসর')। নক্ষত্র+অণ, ইক সম্বন্ধার্থে, পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী, -কী। **নাক্ষত্র কাল**—নক্ষত্রদিগের আপাত-গতি দ্বারা পরিমিত সময়, sidereal time. **নাক্ষত্র জগৎ**—ছায়াপথ, galactic system.

নাক্ষত্রিকী—১। তারকা-বিষয়িণী, নক্ষত্রসম্বন্ধিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রহগণের দশা বিঃ। নক্ষত্র+ইক সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নাখুদা—নাখোদা (তাহা দ্রঃ)।

নাখেরাজ—নিষ্কর; নিষ্কর ভূমি। <আ 'লা-খিরাজ'। বি বা বিণ।

নাখোদা, নাখুদা—জাহাজের অধ্যক্ষ; জাহাজের মাল সরবরাহকারী; মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ। <ফা 'নাখুদা'। বি।

নাখোশ—অসন্তুষ্ট, অপ্রীত। ফা। বিণ।

নাগ—১। সাপ, সর্প; হাতি, হস্তী; মেঘ; নাগদন্ত; নাগকেশরবৃক্ষ; মুস্তক; দেহস্থ বায়ু বিঃ; কয়ণ বিঃ। ন্ অগ (নিশ্চল), স্থূপ্। বি; পুং। ২। সীসক; রাঙ্। বি; স্ত্রী। ৩। পাহাড়িয়া, পর্বতজাত, পর্বতীয়। নগ+অণ্ ভবার্থে। বিণ। ৪। বাঙালী হিন্দুর পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাগকন্যা, -কন্যকা—সর্পকুলের মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাগকেশর—একপ্রকার ফুলগাছ, নাগেশ্বরবৃক্ষ। নাগনামক কেশর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নাগচূড়—মহাদেব। নাগ (সর্প) চূড়ায় যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নাগদন্ত—১। হাতির দাঁত, হস্তিদন্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ঘরের ভিত্তিতে বা দেয়ালে যে গোঁজ পোতা থাকে তাহা; খুঁটি; দেওয়ালের পেরেক প্রঃ, bracket. ৬ষ্ঠীতৎ (সাদৃশ্যার্থে)। বি; পুং।

নাগদন্তী—বেশ্যা; হাতিশুঁড়ার গাছ; নাগদন্ত+অচ্ বিশিষ্টার্থে+ঈপ্ (নাগের মধ্যে আছে বলিয়া)। বি; স্ত্রী।

নাগনক্ষত্র—অশ্লেষানক্ষত্র। নাগদেবতার নক্ষত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নাগপঞ্চমী—নাগ বা সাপের পূজার পক্ষে প্রশস্ত আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী। নাগপ্রিয়া পঞ্চমী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নাগপতি—অনন্তাদি অষ্টনাগ; ঐরাবত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাগপাশ—১। বরুণের অস্ত্র। নাগ পাশসদৃশ, উপমিত কর্মধা। ২। বন্ধন করিবার সর্পরূপ পাশ বা ফাঁস; গ্রন্থি বিঃ, আড়াই পেঁচের গ্রন্থি। নাগাকার পাশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নাগপুষ্প—নাগেশ্বর গাছ, নাগকেশর বৃক্ষ; চাঁপাফুলের গাছ, চম্পকবৃক্ষ। নাগ (হস্তিমদ)-গন্ধযুক্ত পুষ্প যাহার, বহু। বি; পুং।

নাগবল্লরী, -বল্লী—পান-গাছ, তাম্বুলীলতা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নাগভগিনী—বাসুকির বোন, মনসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাগমাতা (-মাতৃ)—মনসাদেবী; কশ্যপপত্নী কদ্রু; মনঃশিলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাগযষ্টি—পুকুরের মধ্যে পোতা কাঠ, রইকাঠ। নাগ বা নাগের আশ্রয়ভূতা যষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নাগর—১। যাহার রসবোধ আছে এরূপ, রসিক; কামশাস্ত্রে ও রমণীর মনোরঞ্জনে পটু; প্রণয়পাত্র; শহুরে, নগরজাত; নগরসম্বন্ধীয়। নগর+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। দেবর, দেওর; নারাঙ্গা-লেবুর গাছ। বি; পুং। ৩। দেবনাগর অক্ষর। অগ—রা+ক কর্তৃ; ন অগর, স্থূপ্। বি; স্ত্রী।

নাগরক—চোর; নগররক্ষী; শিল্পী; চিত্রকর। নাগর+অক (বুঞ্) কুৎসিতার্থে, প্রবীণার্থে। বি; পুং।

নাগরঙ্গ—নারাঙ্গা-লেবু। নাগের (সিন্দূরের) রঙসদৃশ রঙ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

নাগর-দোলা—ঘুরপাক খাইবার দোলা বা চক্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাগরভূপ—নাগরপ্রধান, নাগরচূড়ামণি। প্রা কপ্র। বি।

নাগরা—মৃত্তিকা বা ধাতু-নির্মিত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র বিঃ, বড় টিকারা, শালিধান্য বিঃ; একপ্রকার জুতা। বাংপ্র। বি।

নাগরা, নাগরাই—পশ্চিমাঞ্চলের একপ্রকার জুতা। বাংপ্র। বি।

নাগরাজ—সর্পরাজ, অনন্ত; ঐরাবত; ছন্দোগ্রন্থকারক পিঙ্গল নাগ। নাগ (হস্তী, সর্প)-মধ্যে রাজা, ৭মীতৎ (টচ্ মাসান্ত)। বি; পুং।

নাগরালি—নাগরের ভাব, চাতুরী; রসিকতা, লাম্পট্য। নাগর+আলি ভাবে। বাংপ্র। বি। [বি।

নাগরি—একপ্রকার মাটির কলসী। বাংপ্র।

নাগরিক—শহুরে, নগরবাসী; নগরসম্বন্ধীয়; রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী, citizen. নগর+ইক নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -কী (নগরবাসিনী অর্থে চলিত বাংলায় নাগরিকা)।

নাগরিকতা—রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে অধিকার, পৌরজনের অধিকার, citizenship. নাগরিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নাগরী—১। ছলাকলায় নিপুণা নারী, রসিকা স্ত্রী; হিন্দী অক্ষর; খেজুরগুড়। বি; স্ত্রী। ২। নগরসম্বন্ধীয়া; রসিকা; নগরবাসিনী। নাগর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নাগলোক—পাতাল, রসাতল। নাগদিগের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাগা—১। সন্ন্যাসিসম্প্রদায় বিঃ; পর্বতীয় জাতি বিঃ; পশ্চিমাঞ্চলের একশ্রেণীর ভাট। বি। ২। উলঙ্গ। <নগ্ন। বিণ। ৩। ক্রোক, আটক; বাধা। প্রা কপ্র। বি।

নাগাইদ, নাগাত, নাগাদ—হইতে; পর্যন্ত। <আ 'লিগাইৎ'। অ।

নাগাড়—কোন কিছুর অবিশ্রান্ত সংঘটন; একটানা চলন। নাগ (<লগ্ন)+আড় ভাবে। বাংপ্র। বি।

নাগাদ—'নাগাইদ' দ্রঃ।

নাগাধিপ, -ধিপতি—সর্পরাজ, অনন্ত; ঐরাবত। নাগের অধিপ, অধিপতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাগাগ্রজ—গণেশ। নাগের (হস্তীর)

আননের (মুখের) ন্যায় আনন (মুখ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নাগাল—কাছ, নৈকট্য; পশ্চাৎ হইতে আসিয়া একত্র হওয়া; যতদূর পর্যন্ত পৌঁছানো যায় তাহার সীমা। বাংপ্র। বি।

নাগাল ধরা—নিকটে উপস্থিত হওয়া; সমকক্ষ হওয়া।

নাগালি—সাক্ষাৎ; সন্ধান; কাছ, নৈকট্য। কপ্র। বি।

নাগিনী—স্ত্রী-জাতীয় সাপ, সর্পী। নাগ+ইনী (বাং স্ত্রী-প্রত্যয়)। বি; স্ত্রী।

নাগেন্দ্র—সর্পরাজ অনন্ত; ঐরাবত। নাগ-মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

নাগেশ—১। সর্পরাজ অনন্ত, শেষনাগ; পাণিনিব্যাকরণের ভাষ্যবিবরণাদিগ্রন্থকারক; শিবলিঙ্গ বিঃ। নাগের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। **২।** তীর্থ বিঃ। নাগেশ+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

নাচ, নাচন—নৃত্য, নর্তন, অঙ্গভঙ্গী। <নৃত্য। বি।

নাচ—'নাছ' দ্রঃ।

নাচ-আলী, -ওয়ালী—নর্তকী। নাচ+আলী, ওয়ালী ব্যবসায় অর্থে। বাংপ্র। বি।

নাচত—নাচে ("নাচত ঘন নন্দলাল"—যদুনন্দন)। প্রা কপ্র। ক্রি।

নাচদুয়ার—খিড়কির দরজা, পশ্চাদ্দ্বার; সদরদরজা। বাংপ্র। বি।

নাচন—নর্তন, নৃত্য; স্পন্দন। বাংপ্র। বি।

নাচনি, নাচুনি—নর্তন। বাংপ্র। বি।

নাচনী, নাচুনী—১। নর্তকী। বি; স্ত্রী। **২।** নৃত্যের ভঙ্গীযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

নাচা—১। নৃত্য করা; স্পন্দিত হওয়া; আনন্দিত হওয়া, আশায় উৎফুল্ল হওয়া। ক্রি। **২।** নৃত্য, অঙ্গভঙ্গী। নাচ্+আ ভাব। বাংপ্র। বি।

নাচানো—নৃত্য করানো; উসকানো; মাতানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নাচার—অসহায়, নিরুপায়। ফা। বিণ।

নাচি, নাছি—ছিদ্র; বিঁধাইবার পর যে পেরেকের মুখটি পিটিয়া চেপটা করিয়া দেওয়া হয়, রিপিট, rivet. বাংপ্র। বি।

নাচিয়ে—নৃত্যকারী; নৃত্যকুশল। নাচ্+ইয়ে কর্তৃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নাছ, নাচ—খিড়কির দ্বার; রাজপথ; সদরদরজা, ফটক। বাংপ্র। বি।

নাছদুয়ার—নাচদুয়ার (তাহা দ্রঃ)।

নাছবাট—সদর রাস্তা, প্রকাণ্ড রাস্তা। প্র কপ্র। বি।

নাছি—'নাচি' দ্রঃ।

নাছোড়—যে কোনরূপেই ছাড়ে না এরূপ না ছোড়ে (ছাড়ে) যে, উপতৎ। হি-মূ বিণ।

নাছোড়বান্দা—যে কিছুতেই ছাড়ে না এরূপ, যাহার খুব অধ্যবসায় আছে এরূপ; একগুঁয়ে। নাছোড় যে বন্দাহ্ (ব্যক্তি), কর্মধা। হি-মূ। বিণ।

না-জাই—কৈফিয়তশূন্য; অনাদায়; অভাব। বাংপ্র। বিণ বা বি।

না-জানি—জানি না; বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারি না; কে জানে। 'জানি না' হইতে অ।

নাজিম—মুসলমান সম্রাট্ কর্তৃক নিয়োজিত প্রদেশপাল, প্রদেশের শাসনকর্তা; রাজস্ব-সংগ্রহকারী। আ। বি।

নাজির—আদালতের কর্মচারী বিঃ; পেয়াদাদের অধ্যক্ষ। আ। বি।

নাজিরী—নাজীরের পদ। নাজির+ঈ কর্মার্থে। আ-মূ। বি।

নাজেল—অবতীর্ণ; অবতরণ; আদেশ। আ। বিণ বা বি।

নাজেহাল—জব্দ, নাকাল; সংকটাপন্ন। <আ 'নজহাল'। বিণ।

নাট—১। নাচ, নৃত্য; অভিনয়। নট্+ঘঞ্ ভাব। **২।** দেশ বিঃ, কার্ণাটিক বা কর্ণাট; রাগিণী বিঃ। নট্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। **৩।** লীলা; খেলা; কাণ্ড, ব্যাপার; রঙ্গ; ভঙ্গী; মজা। বাংপ্র। বি। **নাটের গুরু**—নষ্টামির শিক্ষাদাতা; ব্যাপারের

নাটক—১। যাত্রা-থিয়েটারের বই, অভিনয় গ্রন্থ, দৃশ্যকাব্য। নট্+অণ্ সম্বন্ধে+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী। **২।** নর্তক; অভিনেতা। নট্+ণক কর্তৃ। বিণ।

নাটকী—১। ইন্দ্রসভা। নাটক+অণ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। **২।** নর্তকী; অভিনেত্রী। প্রা কপ্র। বি।

নাটকীয়—নাটকসংক্রান্ত, নাটকে বর্ণনীয়। নাটক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নাটন—নৃত্য। বাংপ্র। বি।

নাটমন্দির—নৃত্যগীতাদির জন্য দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদ বিঃ। নাটার্থক মন্দির, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নাটমহল—যেখানে যাত্রা-থিয়েটার হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; ক্লী।

নাটা—১। একপ্রকার ফল, করঞ্জা-ফল <লতাকরঞ্জ। **২।** লাটাই। <নর্তক। বি। **৩।** হ্রস্ব; বেঁটে। <নত। বিণ।

নাটাই—সুতা জড়াইবার কাঠাম। <নর্তক। বি।

নাটাকরঞ্জ—অম্লফল বিঃ, নাটা ফল। <লতাকরঞ্জ। বি।

নাটানো—নাটাইয়ে সুতা জড়ানো; ক্লান্ত হওয়া; নাটাইয়ের মত ঘুরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নাটাপাটা—গড়াগড়ি; হিমশিম; বিব্রত; বিপ্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

নাটিকা—১। ছোট থিয়েটারের বই, ক্ষুদ্রাকার নাটক। নট+অণ্ সম্বন্ধার্থে+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি। **২।** নৃত্যকারিণী; নর্তকী। নট্+ণক কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নাটিত—১। যে নাটকের অভিনয় হইয়াছে এরূপ। নট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। **২।** নর্তন; নাচানো; অভিনয়। নট্+ণিচ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

নাটুয়া—নৃত্যকারী; অভিনেতা। নাট (নৃত্য, অভিনয়)+উয়া করে অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নাটেয়, নাটের—নটীপুত্র। নটী+এয়, এর অপত্যার্থে। বি; পুং।

নাটোয়া—নর্তক। প্রা কপ্র। বি।

নাট্য—নৃত্য গীত বাদ্য এই তিনের সমবায়, তৌর্যত্রিক; অভিনয়; নৃত্যক্রিয়া; নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিষয়িণী বিদ্যা। নট+ষ্যঞ্ কর্মার্থে। বি; ক্লী।

নাট্যকার—যিনি যাত্রা-থিয়েটারের বই লিখেন, নাটকলেখক। উপতৎ; নাট্য—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নাট্যগৃহ—যেখানে নাচ-গান বা থিয়েটার হয়, রঙ্গালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নাট্যমন্দির—নাট্যশালা, নাচঘর; দেব-মন্দিরের সামনের নাচগানের ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নাট্যশালা—যেখানে নৃত্যগীতবাদ্য হইয়া থাকে; যেখানে নাটকের অভিনয় অর্থাৎ থিয়েটার হয়, রঙ্গালয়; নাটমন্দির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাট্যসমিতি—যে সম্মেলন বা সভার থিয়েটার করাই উদ্দেশ্য তাহা, অভিনয়ার্থ সম্মেলন। নাট্যসম্পাদিকা সমিতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নাট্যাচার্য(র্য্য)—অভিনয় বা নৃত্যগীতাদি শিক্ষক; রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ। নাট্যে আচার্য (শিক্ষাগুরু), ৭মীতৎ। বি; পুং।

নাট্যাভিনয়—থিয়েটার, রঙ্গমঞ্চে নাটকের বিষয়প্রদর্শন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

নাট্যালয়—নাট্যশালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নাড়া—১। কাটা ধানগাছের অবশিষ্ট ডাঁটা; ধানগাছ কাটিয়া লইবার পর যে গোড়া অবশিষ্ট থাকে তাহা। <নাল। **২।** ঝাঁকুনি; অপবাদ; খোঁটা। বি। **নাড়া দেওয়া**—দোষ দেওয়া; খোঁটা দেওয়া; কিছুর উল্লেখ করিয়া অপবাদ দেওয়া। **৩।** কাঁপানো; একস্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নাড়াচাড়া—স্থান-পরিবর্তন; ঘাঁটাঘাঁটি; অল্প চর্চা। বাংপ্র। বি। **নাড়াচাড়া**

করা—ব্যবহার করা ; বারবার স্থানান্তরিত করা ; আলোচনা বা আন্দোলন করা ; পরীক্ষা করা ; উত্তেজিত করা।

নাড়ানাড়ি—বারবার স্থান পরিবর্তন। বাংপ্র। বি।

নাড়ানো—কাঁপানো ; স্থানচ্যুত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নাড়াবুনে—নাড়াবনের লোক, চাষা ; অশিক্ষিত। নাড়াবন+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বি।

নাড়ি, নাড়িকা, নাড়ী—হস্তস্থিত শিরা বিঃ ; শরীরের শিরা-উপশিরা ; চুঙ্গি ; জলবাহিনী সূর্যরশ্মি ; ডাঁটা ; নাল ; একদণ্ড সময়, ২৪ মিনিট ; নালী ঘা। নড়+ই কর্তৃ ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্ ; ৩য় পক্ষে নাড়ি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। **নাড়ী কাটা**—সদ্যোজাত শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী কাটিয়া দেওয়া। **নাড়ী ছেড়ে যাওয়া**—মুমূর্ষু অবস্থা হওয়া। **নাড়ী টেপা**—রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করা। **নাড়ী বসা**—মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়ায় অথবা শরীর অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় নাড়ীর গতিবেগ কমিয়া যাওয়া। **নাড়ীর টান**—সন্তানের প্রতি মাতার মমতাবোধ, জন্মসূত্রে যে অনুরাগ বা আসক্তি হয় তাহা।

নাড়ীচক্র—নাভিস্থ নাড়ীমূল [ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশা, অলম্বুষা, কুহূ, শঙ্খিনী, লোবাজিহ্বা, ইভজিহ্বা, বিজয়া, কামদা, অমৃতা, বহুলা—এই ১৬টি নাড়ীর সমষ্টি]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নাড়ী-ছেঁড়া—যাহাকে মায়ের নাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ। **নাড়ী-ছেঁড়া ধন**—পরম আদরের সন্তান।

নাড়ীজ্ঞান—নাড়ীবিষয়ের জ্ঞান, নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগ বুঝিবার সামর্থ্য। নাড়ী-বিষয়ক জ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নাড়ী-টেপা—বৈদ্য, কবিরাজ ; ডাক্তার। নাড়ী টিপে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নাড়ীনক্ষত্র—১। (জ্যোতিষ) জন্মকালে জাতকের উপর যে নক্ষত্রের প্রভাব সঞ্চারিত হয় তাহা, জন্মনক্ষত্র। নাড়ীস্থ নক্ষত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। জন্মাবধি সকল খবর ; কোন বিষয়ের সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার। বাংপ্র। বি।

নাড়ীবলয়—লগ্নকাল বুঝিবার জন্য ঘড়ির মত গোলাকার যন্ত্র বিঃ, লগ্নাদি জানিবার নিমিত্ত নাড়ীসদৃশ কালজ্ঞানোপায় যন্ত্র বিঃ। নাড়ীরূপ বলয়, রূপক কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

নাড়ীব্রণ—নালী ঘা। নাড়ীস্থিত ব্রণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

নাড়ী-ভুঁড়ি—পেটের ভিতরের অন্ত্র প্রঃ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

নাড়ীমণ্ডল—বিষুবরেখা (সূর্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি সমান হয়)। নাড়ীস্থ মণ্ডল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নাড়ু—লাড়ু, লাড্ডু, এক প্রকার মিঠাই। <লড্ডুক। বি। [দ্রঃ)।

নাড়ুগোপাল—লাড়ুগোপাল (তাহা

নাতক—গ্রেফতারের পরোয়ানা, গ্রেফতার করিবার আদেশ। আ। বি।

নাত-জামাই—নাতিনীর স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি ; পুং।

নাতনী—নাতিনী (তাহা দ্রঃ)।

নাত-বৌ—নাতির স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

নাতান—'নাতোয়ান' দ্রঃ।

নাতি, নাতী—পুত্রের বা কন্যার পুত্র। <নপ্তৃ। বি ; পুং।

নাতি—বেশী নয়, পরিমিত (সমাসে পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত)। ন অতি, সুপ্। অ। বিণ।

নাতিখর্ব(র্ব্ব)—যাহা অধিক বেঁটে বা খাট নহে এরূপ। ন অতিখর্ব, সুপ্। বিণ।

নাতিদীর্ঘ—যাহা খুব বেশী লম্বা নহে এরূপ। ন অতিদীর্ঘ, সুপ্। বিণ।

নাতিনী—পৌত্রী বা দৌহিত্রী। নাতি+নী। বি ; স্ত্রী।

নাতিবিলম্ব—বেশী দেরি নয়। ন অতিবিলম্ব, সুপ্। বি ; পুং।

নাতিশীতোষ্ণ—যাহা বেশী ঠাণ্ডাও নয় এবং বেশী গরমও নয় এরূপ। শীত অথচ উষ্ণ, কর্মধা ; অতি শীতোষ্ণ, সুপ্ ; ন অতি-শীতোষ্ণ, সুপ্ (এই "ন" নঞ্ নহে বলিয়া অন্ হয় নাই)। বিণ।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল—পৃথিবীর দুইটি মণ্ডল—যেখানে শীত বা গ্রীষ্ম বিশেষ প্রবল নহে, temperate zone. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নাতিস্থূল—যাহা বা যে বেশী মোটা নহে এরূপ। ন অতিস্থূল, সুপ্। বিণ।

নাতিহ্রস্ব—যে বা যাহা বেশী ছোট বা খাটো নহে এরূপ। ন অতিহ্রস্ব, সুপ্। বিণ।

নাতোয়ান, নাতান—ক্ষমতাহীন, অপারক ; নিঃস্ব ; দেউলিয়া। <ফা 'নতুয়ান্'। বিণ।

নাথ—১। প্রভু, কর্তা ; পতি। নাথ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত সম্প্রদায় বিঃ ; হিন্দু বাঙালী জাতির পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাথবতী—স্বামিবিশিষ্টা ; সধবা ; পরাধীনা ; ধনবতী। নাথ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নাথবান্ (-বৎ)—যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে এমন ; পরাধীন, পরতন্ত্র ; ধনবান্। নাথ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

নাথি, নাথী—লাথি। গ্রা কপ্র। বি।

নাদ—১। শব্দ, ধ্বনি ; গর্জন। নদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। গরু প্রঃ পশুর বিষ্ঠা। <লণ্ড। ৩। বড় জালা বা কলস। <নন্দা। বি।

নাদনা—খিলানের কাঠ ; মোটা খুঁটি, মোটা লাঠি ; স্তূপ। বাংপ্র বা <নন্ধ। বি।

নাদনাবাড়ি—মোটা লাঠি। বাংপ্র। বি।

নাদবিন্দু—১। উপনিষদ্ বিঃ। নাদ—বিদ্+কু কর্তৃ। ২। চন্দ্রবিন্দু, ঁ। নাদযুক্ত বিন্দু, মধ্যপ কর্মধা। ৩। (উপাসক-সম্প্রদায়-বিশেষের মতে গুহ্যার্থে) শুক্রশোণিত। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

নাদব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—শব্দরূপী ব্রহ্ম, প্রণব, ওংকার। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নাদা—১। বৃহৎমুখযুক্ত জালা ; গরু প্রঃ পশুর বিষ্ঠা ; তাল, ঢেলা। 'নাদ' (২, ৩ দ্রঃ)। বি। ২। শব্দ করা ; (গরু প্রঃ পশুর) বিষ্ঠা ত্যাগ করা। কপ্র। ক্রি।

নাদান—মূর্খ। ফা। বিণ। বি—**নাদানি**।

নাদা-পেটা—যাহার পেট নাদার মত বড় এরূপ। বহু। বাংপ্র। বিণ।

নাদি—ছাগল ভেড়া প্রঃর বিষ্ঠা। নাদ+ই ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

নাদিত—শব্দিত ; মুখরিত। নাদ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

নাদী (নাদিন্)—যে শব্দ করে এরূপ, শব্দায়মান (সমাসে অন্য শব্দের পর, যেমন —গম্ভীরনাদী)। নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নাদিনী**।

নাদুসনুদুস—১। মোটা, স্থূল, গোলগাল। বাংপ্র। বিণ।

নাদেয়—নদীসম্বন্ধীয় (জলাদি)। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**। ২। সৈন্ধবলবণ ; সৌবীরাঞ্জন। বি ; স্ত্রী। ৩। কাশতৃণ ; বেতসবৃক্ষ। নদ বা নদী+এয় ভবার্থে। বি ; পুং।

নাদ্য—নদীজাত। নদী+ষ্যঞ্ ভবার্থে। বিণ।

নানকপন্থী—নানকের প্রচারিত ধর্ম মতাবলম্বী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নানা—১। অনেকপ্রকার ; ভিন্ন। ন+নাঞ্। অ। বিণ। ২। মাতার পিতা, মাতামহ। হি। বি ; পুং। স্ত্রী—**নানী**।

নানাজাতি—১। যাহাতে অনেক জাতি আছে এরূপ ; বহুবিধ। নানা জাতি যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বহুজাতি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নানাজাতীয়—অনেকজাতিবিষয়ক ; বহুপ্রকারের, নানাবিধ। নানাজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নানান—নানা, বহু, বহুবিধ। <নানা। বিণ।

নানানখানা—(বিরক্তিসূচক) অনেক রকম। বাংপ্র। বিণ।

নানাপ্রকার—১। অনেক রকমের, বহুবিধ, বিবিধ। নানা প্রকার যাহার, বহু। বিণ। ২। অনেক রকম। কর্মধা। বি; পুং।

নানাবিধ, -রূপ—অনেক রকমের, বহুবিধ, বিবিধ। নানা বিধা, রূপ (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

নানাবিধি—১। অনেকপ্রকার। বিণ। ২। অনেকভাবে। <নানাবিধ। ক্রি-বিণ।

নানামত—১। অনেক রকমের। নানা মত, রূপ্। বাংপ্র। বিণ। ২। বিভিন্ন মত বা অভিপ্রায়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নানামতে—অনেকপ্রকারে। নানা মত (প্রকার) যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নানারূপ—'নানাবিধ' দ্রঃ।

নানারূপে—অনেক রকমে; বহুরূপ ধরিয়া। নানা রূপ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নানার্থ—১। যাহার অনেক অর্থ হয় এমন, বিবিধার্থক, অনেকার্থযুক্ত। নানা অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ২। বিভিন্ন অর্থ। নানা অর্থ, কর্মধা। বি; পুং।

নানার্থক—অনেক-অর্থযুক্ত, বিভিন্নার্থবোধক। নানা অর্থ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিকা**।

নান্দী—সূত্রধার, stage-manager, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া অভিনয় যাহাতে ভালভাবে শেষ হয় তাহার জন্য যে মঙ্গলাচরণ করে তাহা; নাটকাদির মঙ্গলাচরণ; নাটকাদির প্রারম্ভে দেবাদির স্তুতি বা বন্দনা; আরব্ধ কার্যের সুসমাপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠান বিঃ, মঙ্গলাচরণ; সমৃদ্ধি; অভ্যুদয়, শ্রাদ্ধ বিঃ। নন্দ+ইন্ অথি+ঈপ্ (নিপা) [যাহাতে দেবগণ বা পিতৃগণ আনন্দ লাভ করেন]। বি; স্ত্রী।

নান্দীকর, -বাদী (-বাদিন্)—যে ব্যক্তি নান্দী পাঠ করে, মঙ্গলযুক্ত-স্তুতিবাদক, সূত্রধার। নান্দী—কৃ+অচ্ কর্তৃ; উপতৎ; নান্দী—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

নান্দীপট—কূয়া প্রঃর মুখে যে ঢাকনা দেওয়া হয় তাহা, আচ্ছাদন। নান্দী (কল্যাণ)-জনক পট (আচ্ছাদন), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নান্দীমুখ—১। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (বিবাহাদি সময়ে করণীয় শ্রাদ্ধ)-ভোজী মাতাপিতৃগণ (ইহাদের সংখ্যা ছয়; যথা—পিতা, পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ); কূপাদির আচ্ছাদন। নান্দী (স্তুতি, সৌভাগ্য) মুখে বা মুখ (প্রধান) যাঁহাদের বা যাহার, বহু। বি; পুং। ২। বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বের কর্তব্য শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। নান্দীর (শুভের) মুখ (আরম্ভ) যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

না-পছন্দ, না-পসন্দ—অমনোনীত। নঞ্তৎ। <ফা 'নাপসন্দ্'। বিণ।

নাপাক—অপবিত্র, অশুদ্ধ। না (নয়) পাক (পবিত্র), নঞ্তৎ। ফা। বিণ।

নাপান—হাবভাব, ভঙ্গী। প্রা কপ্র। বি।

নাপানি—১। লাফঝাঁপ, আস্ফালন; হাবভাব, বিলাস। কপ্র। বি। ২। লম্ফঝম্পকারিণী; বিলাসিনী;- হাবভাবযুক্তা নারী। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নাপিত—ক্ষৌরকার জাতি, প্রামাণিক। ন—আপ্+ক্ত কর্তৃ (নিপা) [অপ্রাচীন সংস্কৃত]। বি; পুং। স্ত্রী, **-তানী, -তিনী**।

নাফরা—লাবড়া, বিবিধ তরকারির মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন; পুরীর জগন্নাথদেবের ভোগের জন্য প্রস্তুত একপ্রকার ব্যঞ্জন। বাংপ্র। বি।

নাফা—লাভ। <আ 'নফ্অ্'। বি।

নাফানী—বিলাসিনী; প্রগল্‌ভা; অসতী। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

নাব—নাও, নৌকা। প্রা কপ্র। বি।

নাবড়—লম্পট; খল; ধূর্ত; দুর্বৃত্ত; অজ্ঞ। <লম্পট। প্রা কপ্র। বিণ।

নাবড়ি, নাবুড়ি—দুষ্টতা; লাম্পট্য; শঠতা; বোকামি। বাংপ্র। বি।

নাবা, নামা—১। অবতরণ করা। বাংপ্র। ক্রি। **পেট নাবা, -নামা**—তরল দাস্ত হওয়া। ২। নীচু, নিম্ন। প্রাদে। বিণ।

নাবানো—নীচে নামানো। প্রাদে। ক্রি [, বি, বিণ]।

নাবাল, নামাল—নীচু, ঢালু; নিম্নস্থান। বাংপ্র। বিণ বা বি।

নাবালক, নাবালগ-অপ্রাপ্তবয়স্ক, (বর্তমান রাষ্ট্রবিধিমতে) আঠার বছরের কম বয়সের লোক। ফা 'নাবালিগ'। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-লিকা**। বিপরীত—**সাবালক**।

নাবি—নাবী (৩) [তাহা দ্রঃ]।

নাবিক—১। মাঝী, কর্ণধার, নৌকাদি জলযানের চালক। নৌ+ইক (ইহা দ্বারা জীবনধারণ করে এই অর্থে)। বি; পুং। ২। নৌকাসংক্রান্ত। নৌ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

নাবিকবিদ্যা—নৌকাদি যানের পরিচালনবিদ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাবী—১। শ্রেণীবদ্ধ নৌকা জাহাজ প্রঃ। নৌ+অণ্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নৌ-বিষয়িণী। নাব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। নীচু, নিম্নে অবস্থিত; উপযুক্ত সময়ের পরে উৎপন্ন; যাহা বিলম্বে হয় বা জন্মে এমন। বাংপ্র। বিণ।

নাব্য—১। যেস্থানের জলে জাহাজাদি চলাচল করিতে পারে এরূপ, নৌকাযোগে উত্তরণীয়। নৌ+যৎ তরণ-যোগ্যার্থে। বিণ। ২। তরুণাবস্থা; নূতনত্ব। নব+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

নাভি—১। উদরের মধ্যভাগে গর্তাকার নিম্নাংশ, নাই। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। চাকার মধ্যভাগ, চক্রের মধ্যপিণ্ডিকা; কেন্দ্রস্থল; আলোকরশ্মিসমূহের মিলনকেন্দ্র, focus; জীবকোষের অন্তঃস্থিত সূক্ষ্ম বিন্দুবৎ পদার্থ, nucleus; অগ্নীধ্রের পুত্র। বি; পুং। ৩। কস্তূরী, মৃগনাভি। নহ্+ইঞ্ অধি, করণ (হ-স্থানে ভ)। বি; স্ত্রী।

নাভিকণ্টক—নাইয়ের গোঁড়, গোভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

নাভি-কমল—পদ্মের ন্যায় সুন্দর নাভি। নাভিরূপ কমল, রূপক কর্মধা; অথবা, নাভি কমলসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; স্ত্রী। [পুং।

নাভিকূপ—নাইয়ের গর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নাভিচ্ছেদ—সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কাটা। নাভির ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাভিজ, -জন্মা (-জন্মন্)—১। নাভি হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। পদ্মযোনি, ব্রহ্মা [বিষ্ণুর নাভিজাত পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন]। উপতৎ; নাভি—জন্+ড কর্তৃ; নাভি হইতে জন্ম যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নাভিনাড়ী, -নালী—নাভিস্থিত নাড়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাভিপদ্ম—পদ্মের ন্যায় সুন্দর নাভি; ষট্‌চক্রের অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে মণিপুরচক্র। নাভি পদ্মসদৃশ, উপমিত কর্মধা; অথবা, নাভিরূপ পদ্ম, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নাভিবর্ধ(র্দ্ধ)ন—নাড়ীচ্ছেদন। নাভির বর্ধন (বর্ধ+অনট্=বর্ধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

নাভিমূল—নাভির নিম্নভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ।

নাভিল—দীর্ঘনাভিযুক্ত। নাভি+লচ্ বৃহদর্থে। বিণ।

নাভিশ্বাস—মৃত্যুকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস; শেষ দশা। নাভ্যাগত শ্বাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নাভিস্থল—নাভিপ্রদেশ; মধ্যস্থল; সন্ধিস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নাম (নামন্)—বিভক্তিহীন শব্দ (ইহাকে লিঙ্গ বা প্রাতিপদিকও কহে); যে শব্দ দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট করা

সংজ্ঞা বা আখ্যাবাচক শব্দ [এই নাম পাঁচ প্রকার ; যথা—উণাদ্যন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজ এবং শব্দানুকরণ]। ম্না+মনি কর্ম ; অথবা, নম্+অন্ করণ (নিপা)। বি ; ক্লী।

নাম—যে শব্দদ্বারা কোন বস্তু ব্যক্তি ইঃ-কে চিনা যায় ; পরিচায়ক শব্দ, আখ্যা ; খ্যাতি, সুনাম ; ভগবানের নাম। <নামন্। বি। **নাম করা**—নাম লওয়া, নাম উল্লেখ করা ; ভগবানের নাম কীর্তন করা ; স্মরণ করা ; প্রসিদ্ধি অর্জন করা। **নাম কাটা**—তালিকা-বহির্ভূত করা ; বরখাস্ত করা। **নাম ডাকা**—জোরে জোরে নাম ধরিয়া আহ্বান করা (সাধারণতঃ ক্লাসের ছাত্রদের)। **নাম ডুবানো**—সুনাম নষ্ট করা। **নাম রাখা**—নামকরণ-সংস্কার করা ; কীর্তি রাখিয়া যাওয়া। **নাম লওয়া**—মনে করা ; দয়ার উপর নির্ভর করা। **নাম লেখানো**—দলভুক্ত হওয়া। **নাম হওয়া**—সুনাম হওয়া, যশ বৃদ্ধি পাওয়া ; নাম-কীর্তন হওয়া। **নামের ভুল**—ব্যর্থনাম, নামধারণের অযোগ্যতা।

নামক—নামধারী (সমাসে অমুক-নামক)। নাম+ক (বহুব্রীহি সমাসে)। বিণ।

নামকরণ, -কর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (**-কর্ম্মন্**)—সংস্কার বিঃ ; বিধিপূর্বক সন্তানের প্রথম নাম রাখা [ইহা হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের একটি]। নামন্—কৃ+অনট্, মন্ ভাব। বি ; ক্লী।

নামগন্ধ—সামান্যমাত্র ; অতি সামান্য সংস্রব। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

নামগ্রহ, -গ্রহণ—নাম ধরা, নাম ধরিয়া ডাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী।

নামজপ—ইষ্টদেবতার নাম বার বার মনে করা বা অনুচ্চস্বরে আবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নামজাদা—যশস্বী ; প্রখ্যাতনামা, যাহাকে বহুলোকে চিনে এমন। <ফা 'নামজদ'। বিণ।

নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য, অননুমোদিত ; পরিত্যক্ত। না (নয়) মঞ্জুর, নঞ্তৎ। <ফা-আ 'না-মন্‌জুর'। বিণ। বি—**নামঞ্জুরি**।

নামডাক—প্রতিপত্তি। নাম ও ডাক, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

নামতঃ (-তস্)—শুধু নামে অর্থাৎ কাজে নয়। নাম+তস্। অ।

নামতা—সংখ্যা গণনা করিবার ধারাবদ্ধ তালিকা। <নামপত্র। বি।

নামত্যাগ—নিজের নাম পরিত্যাগ কোন প্রতিজ্ঞা করিবার সময় "যদি না পারি, নাম ত্যাগ করিব"—এরূপ বলা হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নামদ্বাদশী—ব্রত বিঃ [অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়ায় আরম্ভ করিয়া ইহাতে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী—এই দ্বাদশ দেবীর উপাসনা করিবার বিধি আছে]। নামের দ্বাদশ যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নামধর—নামধারী, গুণ বা ক্রিয়াদি দ্বারা খ্যাতনামা, লব্ধনামা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নামধাতু—বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হইতে সাধিত ক্রিয়াপদ, নামপ্রকৃতিক প্রত্যয়ান্ত ধাতু বিঃ (যেমন ঠেঙ্গানো, ঘাটানো)। নাম-জাত ধাতু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

নামধাম (-ধামন্)—নাম-ঠিকানার পরিচয়। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

নাম-ধারক, -ধারী (-ধারিন্)—নাম-যুক্ত ; যাহার নাম দশজনে জানে বটে কিন্তু নামের উপযুক্ত গুণ নাই এমন, যাহাতে নামের অনুরূপ গুণ বা ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না এরূপ, বিহিত-ক্রিয়াবর্জিত নামমাত্রধারক (ব্রাহ্মণাদি)। নামন্—ধৃ+ণক, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিকা, -ধারিণী**।

নামধেয়—সংজ্ঞা, আখ্যা ; বাচক শব্দ। নামন্+ধেয় স্বার্থে। বি ; ক্লী।

নামন, নাবন—অবরোহণ, নাবা। <'নম্'- ধাতু। বি।

নামনা, নাবনা—বটগাছের জটা বা ঝুরি। < নম্' ধাতু। বি।

নামনি, নাম্‌নি—বিসূচিকা, ভেদ-রোগ, তরলমলনিঃসরণ। বাংপ্র। বি।

নামনির্দে(দ্দে)শ—নাম বলা, নামের উল্লেখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নামবাচক—১। যাহাতে নাম বুঝায় এরূপ। বিণ। স্ত্রী, **-চিকা**। ২। ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের সংজ্ঞাপ্রকাশক শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নামমাত্র—যাহার নামই সার কাজে কিছুই নয় এরূপ, স্ববীর্যহীন, সংজ্ঞাধারিমাত্র ; অল্পপরিমাণ, সামান্যমাত্র। নাম (সংজ্ঞা) মাত্রা যাহার, বহু ; অথবা, নামন্+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রা, -ত্রী**।

নামমুদ্রা—নাম-চিহ্নিত ছাপ বিঃ, seal ; এক প্রকার নামলেখা আংটি, নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক বিঃ বা শীলমোহর। নামাঙ্কিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নামযজ্ঞ—অবিশ্রান্তভাবে হরিনাম-কীর্তন ; ক্রিয়াহীন নামমাত্র যজ্ঞ। নামমাত্র যজ্ঞ, মধ্যপ কর্মধা ; অথবা, নামই যজ্ঞ, কর্মধা। বি ; পুং।

নামলিঙ্গ—১। শব্দ এবং লিঙ্গ। দ্বন্দ্ব। ২। শব্দভেদের লিঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নামশেষ ১। মৃত্যু। নামই শেষ যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। যাহার নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে এমন, মৃত। নাম শেষ যাহার, বহু। বিণ।

নামসংকী(ঙ্কী)র্ত(র্ত্ত)ন—নামগান, বহু-লোককর্তৃক একযোগে ভগবানের নাম এবং মহিমার কীর্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নামা (নামন্)—নামধারী, নামক (বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে প্রযোজ্য, যথা—'দশরথনামা', অর্থাৎ, 'দশরথ'-নামধারী)। <সং 'নামন্'। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী—**নাম্নী**।

নামা—১। লিখনপত্র, দলিল ('হুকুম—')। <ফা 'নামহ্'। বি। ২। নীচু, নিম্ন। প্রাদে। বিণ। ৩। অবনত হওয়া ; অবতরণ করা ; হ্রাস পাওয়া ; হীন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **নামা উঠা**—কমা বাড়া। **পেট নামা**—তরল দাস্ত হওয়া।

নামাঙ্ক—১। নামাক্ষরে অঙ্কিত। নাম অঙ্ক (অঙ্কিত) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। নামের অঙ্ক বা সংখ্যা ; নামের চিহ্ন। নামের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-ঙ্কিত**।

নামাঙ্কিত—যাহাতে নাম স্বাক্ষর করা হইয়াছে এমন ; স্বাক্ষরিত ; যাহাতে নাম আছে এমন, নামযুক্ত। নাম দ্বারা অঙ্কিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

নামাজ—মুসলমানদের উপাসনা। <ফা 'নমাজ'। বি।

নামানো—নত করা ; অবতরণ করানো ; কমানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **পেট নামানো**—তরল ভেদ হওয়া।

নামাবলি, -বলী—১। দেবতার নামযুক্ত চাদর বিঃ। নামের আবলি, আবলী যাহাতে, বহু। ২। নামশ্রেণী, নামমালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নামামৃত—নামসুধা, অর্থাৎ মধুর নাম। নামরূপ অমৃত, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

নামিক, নামীয়—নামযুক্ত ; নামমাত্রে বর্তমান, অতি নগণ্য, nominal. নামন্+ইক, ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নামী—নামধারী ; নামজাদা ; যথাসময়ের পরে উৎপন্ন, নাবী। বাংপ্র। বিণ।

নামোচ্চারণ—নাম বলা, নাম লওয়া। নামের উচ্চারণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নামোৎসব—উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের নামকীর্তন। নামগানরূপ উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

নামোল্লেখ—নামোচ্চারণ, নাম লওয়া। নামের উল্লেখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নাম্ব—তলদেশ, নিম্নদেশ। প্রা কপ্র। বি।

নাম্বা—নামা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নায়—১। নেতা। নী+ণ কর্তৃ। ২।

নয়, নীতি। নয়+অণ্ স্বার্থে। ৩। নয়ন, প্রাপণ। নী+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৪। তরণী, নৌকা। <নৌ। বি।

নায়ক—১। গ্রন্থের প্রধান পুরুষ-চরিত্র (নায়ক চতুর্বিধ—ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরললিত এবং ধীরোদ্ধত); উপদেষ্টা; সেনাপতি; প্রণয়ী; নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি-নয়াদিকুশল রসজ্ঞ পবিত্রাত্মা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রঃ নানাগুণে ভূষিত ব্যক্তি; প্রধান ব্যক্তি; স্বামী; হারমধ্যমণি। বি; পুং। ২। নেতা; যে চালনা করে বা লইয়া যায় এমন, প্রাপক; শ্রেষ্ঠ; অধ্যক্ষ। নী+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নায়িকা**।

নায়কী—বীণাদির প্রধান তার। বাংপ্র। বি।

নায়কীয়—নায়কনায়িকাসংক্রান্ত। নায়ক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নায়র—১। নাগর, প্রণয়ী। <নাগর। প্রা কপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, -**রী**। ২। বিবাহিতা রমণীদের পিত্রালয় বা কুটুম্বগৃহ। <জ্ঞাতিগৃহ। বি।

নায়রী—নাগরী; পিত্রালয়ে আগতা কন্যা। <হি 'নৈহর'; অথবা নায়র(২)+ঈ। বি; স্ত্রী।

নায়িকা—১। প্রণয়িনী স্ত্রী; কোন গ্রন্থে প্রধান স্ত্রী-চরিত্র [নায়িকা স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা বা সাধারণীভেদে তিনপ্রকার। স্বকীয়া আবার তিনপ্রকার; যথা—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা। মধ্যা—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরাভেদে তিনপ্রকার। প্রগল্ভার স্মরান্ধা, গাঢ়তারুণ্যা, সমস্তরতকোবিদা, ভাবোন্নতা, দরব্রীড়া প্রঃ ভেদ আছে। পরকীয়া—পরোঢ়া এবং কন্যকা ভেদে দুইপ্রকার। ইহাদের আবার, গুপ্তা, বিদগ্ধা ও লক্ষিকা এই তিনপ্রকার ভেদ আছে। বিদগ্ধা দুইপ্রকার—বাগবিদগ্ধা ও ক্রিয়াবিদগ্ধা। সামান্যা তিনপ্রকার—বক্রোক্তি-গর্বিতা, অন্য-সম্ভোগদুঃখিতা ও মানবতী। এই সব নায়িকার অভিসারিকা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা এই আট প্রকার ভেদ আছে]; ভগবতীর অষ্টশক্তি (উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী)। বি; স্ত্রী। ২। পরিচালিকা। নায়ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নায়েব—প্রতিনিধি; জমিদারের কর-সংগ্রাহক প্রধান কর্মচারী। <আ 'নায়িব'। বি। [আ-মু। বি।

নায়েবি—নায়েবের পদ বা কার্য।

নায়েবী—নায়েবসম্বন্ধীয়; নায়েবের যোগ্য; নাতব্যরিসূচক। আ-মু। বিণ।

নায়েরা—স্ত্রীলোকের পিত্রালয়। <জ্ঞাতি-গৃহ। প্রা কপ্র। বি।

নারক—১। নরক, দুঃখভোগের স্থান। নরক+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। নরক-ভোগী; নরকস্থ; নরকঘটিত, নরক-সংক্রান্ত। নরক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

নারকী (-কিন্)—১। নরকস্থ, নরক-ভোগী। নারক+ইন্ আছে অর্থে। ২। নরকবাসের উপযুক্ত, যাহার নরকে বাস হওয়া উচিত; পাপিষ্ঠ। নরক+ইন্ যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কিণী**।

নারঙ্গ—১। বিট; নারাঙ্গালেবুর গাছ; পিপ্পলীরস। বি; পুং। ২। কমলা-রঙের। ন অরঙ্গ (রঞ্জনের অভাব) যাহার, বহু। বিণ।

নারঙ্গি, নারাঙ্গি—কমলালেবু। <নারঙ্গ। বি।

নারদ—১। প্রসিদ্ধ দেবর্ষি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। নার—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। মহাপুরাণ বিঃ। নারদ+অণ্ কৃত অর্থে। বি; ক্লী।

নারদপুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণের এক-খানি। নারদ-কৃত পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নারদীয়—১। উপপুরাণ বিঃ। বি; ক্লী। ২। নারদসম্বন্ধীয়; নারদ-রচিত, নারদ-কৃত। নারদ+ঈয়, তদ্দ্বারা কৃত অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নারসিংহ—নরসিংহ অবতার সম্বন্ধীয় উপ-পুরাণ বিঃ। নরসিংহ+অণ্ অধিকার করিয়া কৃত অর্থে। বি; ক্লী।

নারা—না পারা। কপ্র। ক্রি।

নারাচ—লৌহময় বাণ, প্রক্ষেড়ন; বাণ; জলহস্তী; ১৮-অক্ষরের ছন্দ বিঃ। নার (নরসমূহ)—আ—চম্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

নারাচী—নিক্তি, নারাচের মত দেখিতে সোনার তুলা। নারাচ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নারাজ—অরাজী, অসম্মত; অসন্তুষ্ট। <ফা-আ 'না—রাজ'। বিণ।

নারায়ণ—১। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। নার (জল) অয়ন (স্থান) যাহার, বহু। ২। বিষ্ণুর অবতার বিঃ; অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র; কাণ্ববংশীয় ভূমিমিত্রের পুত্র; তীর্থ বিঃ। বি; পুং।

নারায়ণতৈল—(বৈদ্যক) বায়ুরোগে ব্যবহার্য ঔষধ, পক্ব তৈল বিঃ। নারায়ণ-তোষক তৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নারায়ণী—১। নারায়ণের শক্তি; লক্ষ্মী; দুর্গা; গঙ্গা; মুদ্গলমুনি-পত্নী; শতমূলী। নারায়ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নারায়ণ-সম্বন্ধিনী। নারায়ণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের সংশপ্তক সেনাবাহিনী [কুরুক্ষেত্রমহাসমরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেন এবং দুর্যোধনের প্রার্থনায় তাঁহাকে স্বীয় নারায়ণী সেনা প্রদান করেন। উহারা সংখ্যায় অষ্ট অক্ষৌহিণী এবং প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণসদৃশ বীর এবং যুদ্ধকুশল ছিল। কিন্তু সময়ে ইহারা নিঃশেষে বিনষ্ট হয়]।

নারি—পারি না, সমর্থ হই না। 'না পারি' কথার সংক্ষেপ। কপ্র। ক্রি।

নারিকেল—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষ। নারি—ক—ইল্+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। নারিকেল-ফল। নারিকেল+অণ্ তৎ-ফলার্থে। বি; ক্লী।

নারিকেলকোরা—কুরুনি দিয়া চাঁচিয়া বাহির-করা নারিকেলের শাঁস। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নারিকেলখণ্ড—দুধে সিদ্ধ ঘি-চিনি-মাখানো নারিকেলের টুকরা; আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

নারিকেলফুল—নারিকেলের ফুলের মত দেখিতে গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

নারিকেলী, নারকুলে—নারিকেলের মত, নারিকেলাকৃতি; নারিকেলসম্বন্ধীয়। নারিকেল+ঈ, এ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

নারী—১। স্ত্রীলোক, রমণী, বামা [লক্ষণ-ভেদে নারী চতুর্বিধ; যথা,—পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। এতদ্ভিন্ন সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা নামে নারীদিগের অপর তিনটি শ্রেণীবিভাগও হইয়া থাকে]। নর+স্ত্রী ঙীপ্; অথবা, নরের ধর্ম্যা এই অর্থে, নর+অণ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। নরসম্বন্ধিনী। নার+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। ত্র্যক্ষরচরণযুক্ত ছন্দ বিঃ (ইহার সকল বর্ণই গুরু)। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

নারীচরিত্র—স্ত্রীলোকের স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ।

নারীজন্ম (-জন্মন্)—স্ত্রীরূপে জন্মলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নারীজীবন—স্ত্রীলোকের বাঁচিয়া থাকা; স্ত্রীলোকের জীবিতকাল; নারীজন্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নারীতরঙ্গক—কামুক, লম্পট; নারী-চিত্ত-চঞ্চলকারক উপপতি। নারীর তরঙ্গক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নারীদূষণ—স্ত্রীলোকদিগের ষড়্‌বিধ দোষ (মদ্যপান, দুর্জনসংসর্গ, স্বামিপরিত্যাগ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অন্যের গৃহে শয়ন ও বাস)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নারীদেশ—যেখানে কেবল স্ত্রীলোকদের বাস আছে (মতভেদে এইস্থান কামরূপ, অনন্তশয়ন, প্রমীলাপুরী এবং হিমালয়ান্তর্গত প্রদেশ বিঃ বলিয়া কথিত)। নারীপূর্ণ দেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নারীধর্ষণ—বলপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নারীনিগ্রহ, -নির্যা(র্য্যা)তন—স্ত্রীলোকের উপর উৎপীড়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

নারীপ্রসঙ্গ—লাম্পট্য, কামচর্যা। নারীর সহিত প্রসঙ্গ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

নারীব্যবহার—নারীসুলভ কথাবার্তার ধরন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নারীরত্ন—অপূর্ব সুন্দরী বা গুণবতী রমণী। নারীদিগের মধ্যে রত্ন (রত্নসদৃশ উৎকৃষ্ট), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

নারীস্বভাব—১। স্ত্রী-প্রকৃতি, স্ত্রীলোকের স্বভাববিশিষ্ট। নারীর স্বভাবের ন্যায় স্বভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি (কোমলতা, স্নেহশীলতা প্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নারীস্বভাবসুলভ—স্ত্রী-প্রকৃতিতে সচরাচর যেরূপ দেখা যায় সেরূপ। নারীস্বভাবে সুলভ, ৭মীতৎ। বিণ।

নারীহরণ—স্ত্রীলোককে চুরিকরণ, abduction. নারীর (নারীকে) হরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নারেবর—নটবর। প্রা কপ্র। বি।

নার্ভ—স্নায়ু, দেহমধ্যস্থ অনুভূতি এবং কর্ম-প্রেরণা-বাহী শ্বেত বা হরিদ্রাভ সূত্রবৎ পদার্থ। <ইং 'nerve'. বি। বিণ—**নার্ভীয়**।

নার্ভ-গ্রন্থি—(শারীরবিদ্যা) নার্ভ-কোষের সমষ্টি—যাহা হইতে নার্ভ-তন্তু নির্গত হয়, ganglion. ৬ষ্ঠীতৎ। বা প্র। বি; পুং।

নাল—১। নল; মৃণাল; ফাঁপা ডাঁটা প্রঃ; হরিতাল; শিরা। নল্+ণ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। গরু, ঘোড়া প্রঃ-র ক্ষুরে বদ্ধ লৌহ বিঃ। আ। বি। ৩। লাল। বিণ। ৪। থুথু, লালা; পয়োনালা। বাংপ্র। বি।

নাল-ফুল—শাপলা-ফুল, কুমুদ। বাংপ্র। বি।

নালা—পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন। <নালক। বি।

নালায়েক—অক্ষম; অনুপযুক্ত। না (নয়) লায়েক, নঞ্তৎ। <ফা 'নালায়িক'। বিণ।

নালাস্ত্র—বন্দুক, নালিকাস্ত্র। নালই অস্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

নালি, নালী—১। নাড়ী, দেহস্থ শিরা; চুলী; জলনির্গমপথ; নাড়ীক্ষত, নালী ঘা; শোষ; একদণ্ড কাল। নল্+ইণ্ কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ফেন; লালা। প্রা কপ্র। বি।

নালিক—১। প্রাচীনকালের একপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র (অনেকের মতে বন্দুক ও কামান); শর, বাণ; মহিষ। নালী+কন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। পদ্ম; বাঁশি। নালী+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

নালিকা—নালি; ডাঁটা; নালিতা শাক; চর্মকশা; হাতির কান বিঁধিবার অস্ত্র বিঃ। নালিক+আপ্। বি; স্ত্রী।

নালিতা—পাটশাক, নালতে শাক। নল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

নালিম—১। রক্তিমা, রক্তাভা। প্রা কপ্র ২। একপ্রকার ফুটি। বাংপ্র। বি।

নালিশ—অভিযোগ, আবেদন। ফা। বি।

নালিশবন্দ—আবেদনকারী। ফা। বি।

নালিশী—নালিশসংক্রান্ত, নালিশের বিষয়ীভূত। ফা-মূ। বিণ। **নালিশী আইয়াম**—যে সময় লইয়া বাদপ্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা।

নালী—নালা, যাহা দ্বারা জল নির্গত হয়, জলনির্গম-পথ; দেহস্থ শিরা বিঃ; অনেক দিনের ঘা, পুরাতন ক্ষত; একদণ্ড কাল। নল্ (বন্ধন করা)+ইণ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। **নালী ঘা**—পুরাতন নালীযুক্ত ক্ষত।

নালীক—১। শল্যাস্ত্র; আগ্নেয়াস্ত্র বিঃ; নারিকেল-কমণ্ডলু; শরীর; শর, বাণ। বি; পুং। ২। পদ্মসমূহ; পদ্মের বৃন্ত বা বোঁটা। নালী—কৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

নালীকিনী—নলিনী, পদ্মিনী। নালীক+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নালীব্রণ—নালী ঘা। নালীগত ব্রণ (ক্ষত), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

নাশ—ধ্বংস, মৃত্যু; পলায়ন; অদর্শন। নশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নাশক—ধ্বংসক, ক্ষয়কারী, যে নাশ করে এমন। নশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নাশিকা**।

নাশকতা—ধ্বংসমূলক কার্য বা ধ্বংসমূলক কার্য করিবার প্রচেষ্টা, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ বা তাহার চেষ্টা, sabotage. নাশক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নাশন—১। উচ্ছেদন, বিলোপন। নশ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। (সমাসে) নাশক (পাপনাশন)। নশ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

নাশপাতি—আপেলজাতীয় মেওয়া ফল বিঃ, pear. ফা। বি।

নাশা—১। নাশ করা। কপ্র। ক্রি। ২। নাশকারী (সাধারণতঃ শব্দটি সমাসে উত্তর-পদে প্রযুক্ত হয়; যথা—সর্বনাশা, কীর্তিনাশা)। বাংপ্র। বিণ।

নাশিত—যাহা নষ্ট করা হইয়াছে এমন, ধ্বস্ত। নশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নাশী (নাশিন্)—১। যাহা নষ্ট হইতেছে এমন, নশ্বর, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। নাশ+ইন্ আছে অর্থে। ২। (সমাসে অন্ত শব্দের পরে) নাশক, উচ্ছেদক। নশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নাশিনী**।

নাস—নস্য, নাকে দেওয়ার নিমিত্ত তামাক পাতার গুঁড়া; নাকে দেওয়া হয় এমন দ্রব্য বা ঔষধ। <নস্য। বি। **জলের নাস**—নাক দিয়া জলপান। **ধোঁয়ার নাস**—নাক দিয়া টানিয়া ধূমপান।

নাসত্য—স্বর্গবৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। নাসা—ত্যজ্+ড কর্তৃ (যাঁহারা নাসিকাকে ত্যাগ করেন—এই অর্থে নিপা); অথবা ন (নাই) অসত্য যাঁহাদের, বহু। বি; পুং।

নাসদান, -দানি—নস্যের ডিবা। <নস্য-ধানী। বি।

নাসবেশ—নৃত্যের পোশাক। প্রা কপ্র। বি।

নাসা—১। নাক, নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাস্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নাকের রোগ বিঃ, নাকের ভিতরে ব্রণ; চৌকাঠের উপরকার কাঠ, ঝনকাঠ। বাংপ্র। বি।

নাসাজ্বর—নাসার তাড়সে যে জ্বর হয়। নাসা-ঘটিত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

নাসাপথ—নাসিকার যে ছিদ্র দিয়া প্রাণ-বায়ু প্রবেশ করে তাহা, nasal passage. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাসাপুট—নাসিকার ছিদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

নাসাবিবর, নাসারন্ধ্র—নাকের গর্ত, নাসিকার ছিদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নাসারোগ—নাকের পীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নাসিকা—নাক, নাসা। নাসা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নাসীর—১। রণস্থলে অগ্রবর্তী সৈন্য; সেনামুখ। বি; ক্লী। ২। অগ্রগামী ব্যক্তি। বি; পুং। ৩। সেনাগ্রবর্তী। নাস্+ঈরন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

নাস্তা—জলপান, প্রাতরাশ। <ফা 'নাশতহ্'। বি।

নাস্তা-নাবুদ—লাঞ্ছিত; বিধ্বস্ত; হয়রান; ছিন্ন-ভিন্ন। <ফা 'নীস্তনাবুদ'। বিণ।

নাস্তি—নাই, বিদ্যমান নহে; অবিদ্যমানতা, সত্তাভাব। ন+অস্তি। সংযুক্ত শব্দদ্বয়। অ।

নাস্তিক—ঈশ্বর এবং পরকালে অবিশ্বাসকারী, নিরীশ্বরবাদী, atheist; বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী (ইহারা ছয় প্রকার;—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্বাক ও দিগম্বর)। নাস্তি (নাই) পরলোকে মতি ইহার এই অর্থে নাস্তি+ইক (ঠন্)। বিণ।

নাস্তিকতা, নাস্তিক্য—ঈশ্বর পরলোক এবং বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস, নিরীশ্বরবাদ। নাস্তিক+তা, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

নাহ—১। বন্ধন। নহ্+ঘঞ্ ভাব। ২।

ফাঁদ ; রজ্জু। নহ্ + ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। ৩। নাথ, প্রভু ("নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ"—বিছা)। প্রা কপ্র। বি।

নাহই—স্নান করিয়া ; স্নান করিতে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

নাহক—বৃথা, অনর্থক, শুধুশুধু। না (নয়) হক, নঞ্তৎ। ফা-আ। ক্রি-বিণ।

নাহয়—বরং ; অন্যথা হইলে ; কিংবা। না + হয়। বাংপ্র। অ।

নাহল—১। ম্লেচ্ছজাতি বিঃ। বি ; পুং। ২। স্নান করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

নাহা—স্নান করা। কপ্র। ক্রি।

নাহানো—স্নান করানো। কপ্র। ক্রি [, বি]।

নাহি—১। নাই, না। কপ্র। অ। ২। স্নান করিয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

নি—১। নিষেধ অভাব নিকৃষ্টতা নিশ্চয় সংশয় সামীপ্য নিন্দা ভৃশ বিন্যাস নিত্য কৌশল উপরম আশ্রয় দান মুক্তি অন্তর্ভাব বন্ধন রাশি অধোভাগ ইঃ-সূচক উপসর্গ। নহ্ + ডি কর্তৃ। ২। 'না'-অর্থসূচক প্রত্যয় বিঃ ('আসেনি') ; প্রশ্নসূচক শব্দ বিঃ ('যাবি নি' ?) ; ক্রিয়া বিঃ ('লই'-অর্থে)। প্রাদে। অ। ৩। (সংগীত) সপ্তম স্বর। <নিষাদ। বি।

নিঅলী—নিরলী ফুল। প্রা কপ্র। বি।

নিউমোনিয়া—সজ্বর ফুসফুস প্রদাহ রোগ বিঃ। <ইং 'pneumonia'. বি।

নিংড়নো, নিংড়ানো—পাকাইয়া কিংবা পেষণ করিয়া জলাদি তরলপদার্থ নিষ্কাশন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নিঃ (নির্)—নির্গমন বহিষ্করণ নিশ্চয় নিঃশেষ নিষেধ নিতান্ত ইঃ-সূচক উপসর্গ। নৄ + ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।

নিঃ (নিস্)—সাকল্য নিশ্চয় নিষেধসূচক উপসর্গ। নিস্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।

নিঃক্ষত্র, নিঃক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়শূন্য, ক্ষত্রিয়রহিত। নিঃ (নাই) ক্ষত্র, ক্ষত্রিয় যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃশঙ্ক—ভয়শূন্য, নির্ভয় ; নিঃসন্দেহ, নিঃসংকোচ। নিঃ (নাই) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।

নিঃশঙ্কচিত্ত, -হৃদয়—নির্ভয় বা যাহার ভয় নাই। নিঃশঙ্ক চিত্ত, হৃদয় যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, **-চিত্তে, -হৃদয়ে**।

নিঃশব্দ—শব্দহীন, নীরব। নিঃ (নাই) শব্দ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**নিঃশব্দে**।

নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে—চুপি চুপি পা ফেলিয়া, চুপিসারে। নিঃশব্দ পদসঞ্চার (পা ফেলা), কর্মধা, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

নিঃশস্ত্র—অস্ত্রহীন, নিরস্ত্র, নিরায়ুধ। নিঃ (নাই) শস্ত্র যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিঃশস্ত্র-প্রতিরোধ—বিনা অস্ত্রে বাধা-প্রদান, যুদ্ধাদি না করিয়া বিপক্ষের কাজে বাধা দেওয়া, passive resistance. নিঃশস্ত্র প্রতিরোধ, কর্মধা। বি ; পুং।

নিঃশেষ—১। সম্পূর্ণ, সকল। নিঃ (নির্গত) শেষ যাহা হইতে, প্রাদি। ২। শেষহীন, অনন্ত ; অসীম ; একেবারে শূন্য ; সম্পূর্ণ রিক্ত ; সম্পূর্ণ নিহত। নিঃ (নাই) শেষ যাহার, বহু। বিণ।

নিঃশেষিত—যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে এমন, নিঃশেষপ্রাপ্ত। নির্—শেষি (নামধাতু) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিঃশ্বসন—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ; শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ। নির্—শ্বস্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিঃশ্বসিত—১। যাহা নিঃশ্বাসরূপে বাহির হইয়াছে এমন। বিণ। ২। গৃহীত ও ত্যক্ত শ্বাস ; পরিত্যক্ত শ্বাস। নির্—শ্বস্ + ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

নিঃশ্বাস—ফুসফুস হইতে নাসিকাপথে নির্গত বায়ু, শ্বাস ; প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাওয়া ; দম। নির্—শ্বস্ + ঘঞ্ ভাব, কর্ম। বি ; পুং।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস—পরিত্যক্ত এবং আকৃষ্ট শ্বাস, যে বাতাস ফুসফুস হইতে বাহির হয় ও ফুসফুসে যায় ; শ্বাস ত্যাগ এবং শ্বাস গ্রহণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

নিঃশ্রয়ণী, নিঃশ্রয়িণী—সিঁড়ি, অধিরোহণী। নির্ (অত্যন্ত)—শ্রি (গমন করা) + অনট্ করণ + ঈপ্ ; নিঃশ্রয় + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নিঃশ্রেয়স্—১। মুক্তি, মোক্ষ, পুনর্জন্ম না হওয়া ; ভক্তি ; সুখ ; জ্ঞান ; কুশল, মঙ্গল ; প্রত্যয়। নিঃ (নিশ্চিত, ভৃশ) শ্রেয়স্ (মঙ্গল), প্রাদি (অচ্ সমাসান্ত)। ২। বৈকুণ্ঠস্থিত বন বিঃ (ইহা সর্বফলপ্রদ এবং গন্ধর্বগণের নিবাসস্থান)। বি ; ক্লী। ৩। শিব। নিঃশ্রেয়স্ + অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

নিঃসংকো(ঙ্কো)চ—১। কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন। নিঃ (নাই) সংকোচ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**নিঃসংকোচে** (কুণ্ঠাহীন হইয়া, বিনা দ্বিধায়)। ২। কুণ্ঠাহীনতা, দ্বিধাহীনতা। নিঃ (না) সংকোচ, প্রাদি। বি ; পুং।

নিঃসংজ্ঞ—বেহুঁশ, অচেতন, সংজ্ঞাহীন। নিঃ (নাই) সংজ্ঞা (জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসংশয়—১। দ্বিধাহীন ; নিশ্চিত। নির্ (নাই) সংশয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। সন্দেহহীনতা, নিশ্চয়তা। নিঃ (নয়) সংশয়, প্রাদি। বি ; পুং।

নিঃসঙ্গ—একাকী, সঙ্গিহীন ; নিস্পৃহ, উদাসীন, বিষয়ানুরাগরহিত। নিঃ (নাই) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসত্ত্ব—প্রাণিহীন, জীবশূন্য, প্রাণহীন ; অসার ; তেজোহীন ; বলহীন ; দুর্বল ; ধৈর্যহীন। নির্ (নাই) সত্ত্ব যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃসন্তান—যাহার ছেলেমেয়ে নাই এমন, পুত্রকন্যাহীন, আঁটকুড়া। নিঃ (নাই) সন্তান যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসন্দেহ—১। সংশয়শূন্য, নিশ্চিত। নির্ (নাই) সন্দেহ যাহার, বহু। বিণ। ২। নিশ্চয়, সংশয়হীনতা। নিঃ (নয়) সন্দেহ, প্রাদি। বি ; পুং।

নিঃসপত্ন—শত্রুহীন, নিঃশত্রু। নিঃ (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসম্পর্ক—সম্বন্ধশূন্য ; আত্মীয়শূন্য। নিঃ (নাই) সম্পর্ক যাহার বা যাহার সহিত, বহু। বিণ।

নিঃসম্বল—পাথেয়শূন্য ; সংগতিহীন, অর্থসামর্থ্যহীন, নির্ভরহীন। নিঃ (নাই) সম্বল যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসরণ—১। বাহির হওয়া, বহির্গমন, মৃত্যু ; মুক্তি। নির্ (বাহির)—সৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিঃসরা—বাহির হওয়া, নির্গত হওয়া ; নিঃসৃত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

নিঃসর্ত(র্ত)—কড়ারশূন্য ; অহেতুক ; যুক্তিহীন। নিঃ (নাই) শর্ত (<আ 'শর্ত' = কারণ, যুক্তি) যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃসর্ত ক্ষমা—কোন কড়ার না করিয়া ক্ষমা, unconditional pardon.

নিঃসহ—যে আর সহিতে পারে না এরূপ। নির্—সহ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিঃসহায়—অনাথ, অসহায়। নিঃ (নাই) সহায় যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসাড়—স্পন্দনশূন্য, নিস্তব্ধ ; অসাড়। নিঃ (নাই) সাড়া যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসার—১। সারহীন, সারাংশশূন্য ; রসহীন ; নিস্তেজ। নিঃ (নাই) সার যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বাহির হওয়া, নির্গমন। নির্ (বাহির)—সৃ (গমন করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিঃসারক—যাহা বাহির করিয়া দেয় এমন, বহিষ্কারক, নিঃসারকারী। নির্—সৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

নিঃসারণ—বাহির করা, বহিষ্করণ, নিষ্কাশন ; নির্বাসন। নির্—সৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিঃসারিত—যাহা বাহির করিয়া দেও

হইয়াছে এমন, বহিষ্কৃত, নিষ্কাশিত ; নির্বাসিত। নির্—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিঃসীম—সীমাহীন, সীমারহিত, অনন্ত। নিঃ (নির্গত) সীমা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নিঃসুপ্ত—গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। নিঃ (গাঢ়ভাবে) সুপ্ত, প্রাদি। বিণ।

নিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত ; ক্ষরিত। নির্—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিঃস্নেহ—স্নেহশূন্য ; তৈলবর্জিত। নিঃ (নাই) স্নেহ যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃস্পন্দ—যাহা নড়াচড়া করে না এমন, স্পন্দনরহিত, স্থির। নিঃ (নাই) স্পন্দ যাহার, বহু। বিণ।

নিঃস্পৃহ—বাসনাশূন্য, নিষ্কাম ; আসক্তিহীন। নির্ (নাই) স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ। বি, -তা।

নিঃস্ব—নির্ধন, দরিদ্র ; জ্ঞাতিহীন। নিঃ (নাই) স্ব (ধন, জ্ঞাতি) যাহার, বহু। বিণ।

নিঃস্বতা—দারিদ্র্য, দৈন্য। নিঃস্ব+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

নিঃস্বত্ব—১। স্বত্বহীন, দখলশূন্য। নিঃ (নাই) স্বত্ব (অধিকার) যাহার, বহু। বিণ। ২। দারিদ্র্য, দৈন্য ; নিঃস্বতা। নিঃস্ব+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

নিঃস্বন—শব্দ, ধ্বনি ; গর্জন। নির্—স্বন্+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

নিঃস্রব, -স্রাব—১। গলন, ক্ষরণ, তরল বস্তুর নির্গমন। নির্ (বাহির)—স্রু+অপ্, ঘঞ্ ভাব। ২। ভাতের মাড় ; নির্গলিত তরল দ্রব্য। নির্—স্রু+অচ্, ণ কর্তৃ। বি ; পুং।

নিঁদ—ঘুম। < নিদ্রা। বি।

নিকট—১। কাছে, অদূর, অব্যবহিত ; ঘনিষ্ঠ। বিণ। বি, -তা, -ত্ব। **নিকট প্রাচ্য**—এশিয়া ও ইওরোপের মিলনস্থলের দেশগুলি, Near East. ২। সামীপ্য ; সমীপস্থ স্থান। নি—কট্+অচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

নিকটবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্তী** (বর্তিন্)—কাছাকাছি, নিকটস্থ, সমীপস্থ। উপতৎ ; নিকট—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা, -বর্তিত্ব**।

নিকটস্থ—কাছাকাছি, নিকটে অবস্থিত, সন্নিহিত, নিকটবর্তী। উপতৎ ; নিকট—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

নিকটানিকটি—কাছাকাছি, অতি নিকটে, খুব কাছে। বাংপ্র। অ।

নিকড়ে—দীনহীন, কপর্দকহীন। নি (নয়) কড়ে, সুপ্। বাংপ্র। বিণ।

নিকনো, নিকানো—গোবর এবং মাটি দিয়া লেপা। বাংপ্র ক্রি

বি : ~]
বার্থে। ি

নিকর—সমূহ, রাশি ; সার ; ন্যায্য দেয় ধন ; নিধি, রত্ন। নি (উপর)—কৄ+অপ্ কর্ম। বি ; পুং।

নিকর-বাকি, -বাকী—বাকির সমষ্টি, মোট বাকি। বাংপ্র। বি।

নিকরুণ—নির্দয়, দয়াশূন্য। নি (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ।

নিকর্মা (নিকর্মন্), **নিকর্ম্মা** (নিকর্ম্মন্)—কাজকর্মশূন্য, বেকার ; অকর্মণ্য, অকেজো। বহু। বিণ।

নিকর্ষ—কর্ষণ, কষ্টিপাথরে কষা। নি—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিকশই, নিকসই, নিকশত, নিকসত, নিকশয়ে, নিকসয়ে—বাহির হইতেছে, নির্গত হইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিকষ, নিকস—১। কষ্টিপাথর ; সোনা রূপা ইঃর পরীক্ষা করিবার পাথর ; শান। নি—কষ্, কস্ (বধ করা)+ঘ অধি। ২। কষ্টিপাথরের দাগ, নিকষোপলরেখা। নি—কষ্, কস্+ক কর্ম। বি ; পুং।

নিকষণ—ঘর্ষণ ; শানে ঘষা ; উল্লেখন, খনন ; কষ্টিপাথরে পরীক্ষা। নি—কষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-ষিত**।

নিকষা—রাবণের মাতা। বি ; স্ত্রী।

নিকষিত—শান-দেওয়া ; পালিশ-করা ; নিকষে পরীক্ষিত। নি—কষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিকষোপল—শান ; কষ্টিপাথর। নিকষই উপল (প্রস্তরখণ্ড), কর্মধা। বি ; পুং।

নিকসই, নিকসত, নিকসয়ে—'নিকশই' দ্রঃ।

নিকা—১। বিবাহিতা রমণীর পুনর্বিবাহ (এই রীতি মুসলমানসমাজে প্রচলিত)। <আ 'নিকাহ' (=বিবাহ)। ২। গাড়ির দুই চাকার যোগসাধক কাষ্ঠখণ্ড, অক্ষ। বাংপ্র। বি।

নিকানো—'নিকনো' দ্রঃ।

নিকায়—১। সমূহ ; সমানধর্মী প্রাণিসমূহ, body ; লক্ষ্য। নি—চি+ঘঞ্ কর্ম। ২। বাসস্থান, গৃহ ; পরমাত্মা। নি—চি+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

নিকার—১। অপকার ; তিরস্কার, পরিভব, লাঞ্ছনা ; অপমান ; অনাদর। নি—কৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। ধান্যাদির উৎক্ষেপণ, শস্য ঝাড়া। নি—কৄ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিকারী, নিকিরী—মৎস্যজীবী মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিকাল—দূর হও, বাহিরে যাও ; বাহির করিয়া দাও। হি। ক্রি।

নিকাশ—১। নির্গমন, বহির্গমন ; শেষ, অবসান ; রফা, চুক্তি ; নির্ধারণ ; কৈফিয়ত ; নাশ ; হিসাবশেষকরণ, হিসাব বুঝাইয়া দেওয়া ; হিসাব ঠিক করা ; জল বাহির হইয়া যাওয়ার পথ। <নিকাশ। বি। ২। প্রকাশ। নি—কাশ্ (শোভা পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ৩। (শব্দের পরবর্তী হইলে) তুল্য। নি—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিকাশ-ঘর—(অর্থনীতি) যেখানে ব্যাঙ্কসমূহ চেক ড্রাফট ইঃ বদলাবদলি করিয়া থাকে, clearing-house. নিকাশের ঘর, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নিকাশি পোতা—হিসাবনিকাশের পর হিসাবদাতার নিকট পাওনা টাকা। বাংপ্র। বি।

নিকিরী—'নিকারী' দ্রঃ।

নিকী—উকুন, উৎকুণ, উকুনের ডিম। <লিক্ষা। বি।

নিকুচি—শেষ ; দফারফা ; মরণ। <নিকুঞ্চিত। বাংপ্র। বি। **নিকুচি করা**—দফারফা করা ; শেষ করা (ক্রোধ বা ভয় প্রদর্শনের জন্য বলা হয়)।

নিকুঞ্জ—বাগানে বা বনে লতা প্রঃ দিয়া ঢাকা ঘরের মত জায়গা ; লতাগৃহ। নি—কু—জন্+ড কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং বা ক্লী।

নিকুঞ্জ-কানন—লতাপাতা এবং লতাগৃহাদিশোভিত রম্য বন। নিকুঞ্জযুক্ত কানন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

নিকুম্ভিলা—(রামায়ণ) ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থান। বি ; স্ত্রী।

নিকৃত—১। যাহার ক্ষতি করা হইয়াছে এমন, অপকৃত ; লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ; পরাভূত ; প্রতারিত ; হতমান, অবমানিত ; বঞ্চিত ; নিরস্ত ; নিপীড়িত। নি—কৃ+ক্ত কর্ম। ২। নীচ ; শঠ। নি—কৃৎ+ক কর্তৃ। বিণ।

নিকৃতি—১। অপকার ; ভর্ৎসনা, তিরস্কার ; লাঞ্ছনা ; উৎপীড়ন, নিন্দা ; দৈন্য ; শঠতা। নি—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**নিকৃত**। ২। বসু বিঃ। বি ; পুং। ৩। অধর্মের কন্যা। নি—কৃ+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

নিকৃত্ত—খণ্ডিত, ছিন্ন। নি—কৃৎ+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিকৃন্তন—১। ছেদন, কর্তন। নি—কৃৎ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। ছেদনকারী। নি—কৃৎ+অন কর্তৃ। বিণ।

নিকৃষ্ট—নীচ, জঘন্য, অপকৃষ্ট। নি—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-ষ্টতা**।

নিকেত, নিকেতন—গৃহ, আলয়, আবাস। নি—কিৎ+ঘঞ্, অনট্ অধি। বি ; পুং, ক্লী।

নিকেশ—নিকাশ। বাংপ্র। বি।

নিকোচন—সংকোচন ; আকুঞ্চন। নি—কুচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

নিক্তি—সোনা ইঃ দামী জিনিস সূক্ষ্মভাবে মাপিবার জন্য ব্যবহৃত ক্ষুদ্র তুলাদণ্ড। হি-মু। বি। **নিক্তির ওজন**—নির্ভুল পরিমাণ, ঠিক ওজন।

নিক্কণ, নিক্কাণ—ধ্বনি, শব্দ ; বীণা প্রঃর ধ্বনি। নি—কণ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

নিক্কাণন, নিক্কাণনা—বীণাবাদন। নি—কণ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্‌। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

নিক্ষিপ্ত—যাহা ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; ত্যক্ত ; ন্যস্ত, গচ্ছিত। নি—ক্ষিপ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিক্ষেপ—১। ক্ষেপণ ; ন্যাস, গচ্ছিত-করণ ; স্থাপন ; ত্যাগ, ছুড়িয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া। নি—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। গচ্ছিত বস্তু। নি—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

নিক্ষেপক—নিক্ষেপকারী ; মোচনকারী। নি—ক্ষিপ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

নিক্ষেপন—নিক্ষেপ (১) (সকল অর্থে)। নি—ক্ষিপ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

নিক্ষেপ্য—ছুড়িয়া ফেলিবার মত, যাহা বন্ধক রাখা হইবে এমন। নি—ক্ষিপ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

নিখনন—মাটিতে পোঁতা, খননপূর্বক স্থাপন, প্রোথন। নি—খন্‌ (খোঁড়া)+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

নি-খরচা—খরচ ছাড়া, বিনা ব্যয়ে। নি (নাই) খরচ যাহাতে, বহু। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নিখরচে—যে সহজে কিছু খরচ করিতে চায় না এমন, কৃপণ। নি (নয়) খরচ+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

নিখর্ব(র্ব্ব)—১। বেঁটে, বামন। নি (অতিশয়) খর্ব (হ্রস্ব), প্রাদি। বিণ। ২। দশ সহস্র কোটি সংখ্যা ; তৎসংখ্যক। নি—খর্ব+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ।

নিখাত—১। যাহা মাটিতে পোঁতা হইয়াছে এমন, খননপূর্বক স্থাপিত, প্রোথিত। বিণ। ২। গর্ত, খাত। নি—খন্‌ (খোঁড়া) +ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

নিখাদ—১। স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর (ইহাকে সংক্ষেপে 'নি' বলা হয়)। <নিষাদ। বি ; পুং। ২। খাদছাড়া ('— সোনা')। নি (নাই) খাদ যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

নিখিল—১। সমগ্র, সারা সমুদয় ; সম্পূর্ণ, অখণ্ড। নি (নিবৃত্ত) খিল (শেষ, অভাব) যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। সমস্ত জগৎ ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। নি (নয়) খিল (সীমাবদ্ধ), সুপ্‌। বি ; ক্লী।

নিখিলনাথ—বিশ্বপতি, পরমেশ্বর। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

নিখুঁত—নির্দোষ ; ত্রুটিশূন্য ; সর্বাঙ্গসুন্দর ; সম্পূর্ণ। নি (নাই) খুঁত যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

নিগড়—লোহার শিকল ; বেড়ি, লৌহময় পাদবন্ধনী। নি—গল্‌+অচ্‌ কর্তৃ (ল-স্থানে ড)। বি ; পুং বা ক্লী।

নিগড়িত—শিকলে বাঁধা, শৃঙ্খলিত, শৃঙ্খলা-বদ্ধ ; পায়ে বেড়ি-বাঁধা ; বদ্ধ। নিগড়+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। বিণ।

নিগদ, নিগাদ—১। কথন, ভাষণ। নি (নিশ্চয়)—গদ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাব। ২। উচ্চৈঃস্বরে জপনীয় মন্ত্র। নি—গদ্‌+অপ্‌, ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

নিগদিত—১। কথিত, উক্ত ; নির্দিষ্ট, উল্লিখিত। নি—গদ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কথন, ভাষণ। নি—গদ্‌+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

নিগম—১। নগর ; হাট, হট্ট। নি (নিয়ত) —গম্‌+অপ্‌ অধি। ২। নিশ্চয় ; প্রতিজ্ঞা ; উপদেশ। নি—গম্‌+অপ্‌ ভাব। ৩। ন্যায়শাস্ত্র ; পঞ্চাবয়ব-ন্যায়মধ্যে চরম অবয়ব ; তন্ত্র বিঃ ; বেদবোধক শাস্ত্র ; বেদ ; বাণিজ্য ; পথ। নি—গম্‌+অপ্‌ করণ। ৪। বণিক-সংঘ, guild ; যুক্তপ্রতিষ্ঠান, corporation. নি—গম্‌+অপ্‌ কর্ম। বি ; পুং। ৫। বহির্গমন। <নির্গম। বি। **নিগম আগম**—বেদ ও তন্ত্র ; প্রবেশ ও বহির্গমন।

নিগমগ্রাম—গণ্ডগ্রাম ; যেখানে হাটবাজার আছে এমন গ্রাম। বাংপ্র। বি।

নিগমদ্বার—পাকস্থলীর যে মুখ অন্ত্রের সহিত সংযুক্ত তাহা, pyloric end. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নিগমন—ন্যায়শাস্ত্রে তর্কের চরম অবয়ব, পঞ্চম ন্যায়াঙ্গ ; উপসংহার। নি—গম্‌+অনট্‌ করণ, ভাব। বি ; ক্লী।

নিগমবদ্ধ, নিগমিত—সমবেত, মিলিত ; সংঘবদ্ধ ; যুক্ত, incorporated. নিগমদ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ ; নিগম+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

নিগর, নিগার—ভক্ষণ, ভোজন। নি—গৄ+অপ্‌, ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

নিগরণ—১। গিলা, গিলন, গলাধঃকরণ। নি—গৄ+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। ২। গলদেশ। নি—গৄ+অনট্‌ করণ। বি ; পুং।

নিগা, নিগাহ, নেগা—মনোযোগ ; দৃষ্টি ; তত্ত্বাবধান ; অনুগ্রহ। <ফা 'নিগাহ্‌'। বি।

নিগার—১। 'নিগর' দ্রঃ। ২। কাফ্রী [আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদিগকে ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণ 'nigger' বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করে]। বৈদে। বি।

নিগাল—অশ্বের গলদেশ। নি—গল্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি ; পুং।

নিগীর্ণ—ভক্ষিত, গিলিত। নি—গৄ (ভক্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিগূঢ়—১। সংবৃত, লুকায়িত, গুপ্ত, অপ্রকাশিত ; আচ্ছাদিত ; আলিঙ্গিত ; রহস্যময় ; প্রকৃত ; দুর্বোধ, দুর্জ্ঞেয়, abstruse ; তিরোহিত। বিণ। ২। সার, মর্ম, তাৎপর্য। বি ; ক্লী। ৩। বনমুগ। নি—গুহ্‌+ক্ত কর্ম। বি ; পুং।

নিগৃহীত—নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ; ধৃত, কয়েদ-কৃত ; বশীকৃত ; পরাভূত ; শমিত, নিবর্তিত। নি—গ্রহ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিগ্রহ—১। তাড়না, প্রহার ; শাসন, দণ্ড-দান ; তিরস্কার, ভর্ৎসনা ; সংযম ; বন্ধন ; যাতনা ; বিড়ম্বনা ; নিয়ন্ত্রণ ; নিরাকরণ ; চিকিৎসা। নি—গ্রহ্‌+অপ্‌ ভাব। ২। হাতল ; সীমা। নি—গ্রহ্‌+অপ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

নিগ্রহপুলিস—দুষ্ট প্রজাবর্গের শাসনের জন্য তাহাদের ব্যয়ে রক্ষিত পুলিস, punitive police. নিগ্রহ-কারক পুলিস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

নিগ্রাহ—অভিশাপ ; নিগ্রহ (২) (তাহা দ্রঃ)। নি—গ্রহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

নিগ্রাহক—নিগ্রহকারক ; উৎপীড়নকারী ; যে শাস্তি দেয় এরূপ। নি—গ্রহ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হিকা**।

নিগ্রো—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আদিম অধি-বাসী, কৃষ্ণকায় কোঁকড়ানো-চুল ঠোঁট-পুরু মানবজাতি বিঃ। <ইং 'Negro'. বি।

নিঘণ্ট—সূচীপত্র, নির্ঘণ্ট ; যাস্কমুনিপ্রণীত শব্দসংগ্রহ অর্থাৎ বৈদিক-অভিধান বিঃ। নি—ঘনট্‌+উ কর্তৃ। বি ; পুং।

নিঘর্ষ—ঘষা, ঘর্ষণ। নি—ঘৃষ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং। বিণ—**নিঘৃষ্ট**।

নিঘাত—১। সম্যক্‌ বধ। নি—হন্‌+ঘঞ্‌ ভাব (হন্‌-স্থানে ঘাত্‌)। ২। অনুদাত্ত স্বর ; তালাঘাত। নি—হন্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং। [বিণ।

নিঘিন্নে—নির্লজ্জ, ঘৃণাশূন্য। <নির্ঘৃণ।

নিঘুষ্ট—১। শব্দিত। নি—ঘুষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। শব্দ, নাদ, ধ্বনি। নি—ঘুষ্‌+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

নিঘ্ন—১। আয়ত্ত, বশীভূত ; আহত, পূরিত, গুণিত ; পোষা ; আশ্রিত। নি—হন্‌+ক ঘঞর্থে কর্ম। ২। ঘাতক। নি—হন্‌+ক কর্তৃ। বিণ। ৩। নির্ভর। প্রা কপ্র। বি।

নিঙারা, নিঙাড়া, নিঙ্গারা—ভিজা কাপড় ইঃ মোচড়াইয়া জল বাহির করা; পিষিয়া ভিজা জিনিসের জল বা রস বাহির করা। কপ্র। ক্রি।

নিচয়—১। সমূহ। নি—চি+অচ্ কর্ম। ২। উপচয়, বৃদ্ধি; নিশ্চয়। নি—চি+অচ্ ভাব। বি; পুং।

নিচল—১। স্থির, নিশ্চল। নি—চল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। নিম্নস্থান ("নিচল ছাড়িয়া অচলে উঠিতে"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। বি। [কর্ম। বি; পুং।

নিচায়—ধান্যাদির রাশি। নি—চি+ঘঞ্

নিচিত—পরিপূর্ণ; আকীর্ণ, ব্যাপ্ত; রচিত; সঞ্চিত; উপার্জিত। নি—চি+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিচু—১। লিচু। চৈনিকমূলক। বি। ২। নীচু (তাহা দ্রঃ)।

নিচুল, নিচূল—বেত বা বেতগাছ, বেতস; গলার চাদর, উত্তরীয়-বস্ত্র; কবি বিঃ। নি—চুল্+ক কর্তৃ; ২য় পক্ষে নিপা দীর্ঘ। বি; পুং।

নিচুলক—বর্ম বিঃ, সাঁজোয়া। নিচুল+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; স্ত্রী।

নিচোল, নিচোলী—বস্ত্রাঞ্চল; গলার চাদর, উত্তরীয়বস্ত্র; ঘাগরা; বিছানার চাদর, প্রচ্ছদপট, আচ্ছাদনবস্ত্র; সাঁজোয়া। নি—চুল্+অচ্ কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

নিচোলক—সাঁজোয়া, কঞ্চুক; কাঁচুলি। নি—চুল্+ণক কর্তৃ, স্বার্থে। বি; পুং।

নিচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন, নিশ্ছিদ্র; ক্রটীহীন, দোষস্পর্শশূন্য। নি (নাই) ছিদ্র যাহাতে, বহু। বিণ।

নিছক—খাঁটী, বিশুদ্ধ; নিরবচ্ছিন্ন, কেবল। বাংপ্র। বিণ।

নিছনি, নিছুনি—১। বিবাহকালীন স্ত্রী-আচারের অঙ্গ বিঃ; বরণ; বালাই, অশুভ; যাহা মুছিয়া ফেলা হয়; বেশবিন্যাস; লাবণ্য; প্রসাধন; উপহার; পূজা বা পূজার অর্ঘ্য, নৈবেদ্য; ডালি; তুলনা। <নির্মঞ্ছনিকা। বি। ২। নিবেদিতা। বিণ। ৩। নিছিয়া, মুছিয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

নিছল—সরল, কপটতাশূন্য। নি (নাই) ছল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিছানো—নিঙড়ানো; ছাঁকা; মুছা; মুছিয়া অমঙ্গল বা বালাই দূর করা; বাছা; বুঝা; বুঝানো; ভুলিয়া যাওয়া; দেওয়া; বরণ করা; উপহার দেওয়া; ছাঁকা, নিংড়ানো। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নিছি—১। উপহার, ডালি। প্রা কপ্র। বি। ২। লইয়াছি। প্রাদে। ক্রি।

নিছিনু—উপহার দিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিছু—১। নিছক, শুদ্ধ, কেবল। প্রাদে। বিণ। ২। লেখা। প্রা কপ্র। বি।

নিছুনি—'নিছনি' দ্রঃ।

নিজ—১। স্বকীয়, স্বীয়, আপন; স্বাভাবিক; নিত্য। নি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। স্বয়ং ('নিজের মন')। বাংপ্র। সর্ব।

নিজজোত—যে জমি স্বত্বাধিকারী বা করদাতা স্বয়ং চাষ করে বা করায় তাহা। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

নিজলোক—ভক্তজন। কর্মধা। বি; পুং।

নিজস্ব—১। নিজের অধিকারগত, স্বকীয়, আপন। বাংপ্র। বিণ। **নিজস্ব করা**—আপনার অধিকারভুক্ত করা, আপনার করিয়া লওয়া। ২। স্বকীয় ধন বা বিষয়। নিজ স্ব (ধন), কর্মধা। বি; ক্লী।

নিজাম—শাসনকর্তা, রাজপ্রতিনিধি [পূর্বে হায়দরাবাদের মুসলমান অধিপতির উপাধি ছিল 'নিজাম']। আ। বি।

নিজামত, নিজামতি—শাসনকর্তার পদ বা অধিকার, রাজ্যশাসন। আ। বি। বিণ, **-মতী**।

নিজে—স্বয়ং। বাংপ্র। **নিজে নিজে**—আপনা আপনি।

নিজ্জস—অবশ্যই, নিশ্চয়। প্রাদে। অ।

নিঝঞ্ঝাট, নির্ঝঞ্ঝাট—যাহাতে কোন গণ্ডগোল নাই এমন, নির্বিঘ্ন। নির্ (নাই) ঝঞ্ঝাট যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ। ক্রি-বিণ—**নিঝঞ্ঝাটে, নির্ঝঞ্ঝাটে** (নির্বিবাদে, অক্লেশে)।

নিঝর—ঝরনা, নির্ঝর; অশ্রুধারা। <নির্ঝর। বি।

নিঝরে—১। ধারায় বহিয়া যায়। ক্রি। ২। ঝরনার মত অজস্রধারায়। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

নিঝুম, নিঝ্ঝুম—নীরব, নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ। বাংপ্র। বিণ।

নিট—১। খাঁটী; খরচের পর অবশিষ্ট। <ইং 'nett'। ২। নিশ্চয়; স্থায়ী। <নিষ্ঠা। বিণ।

নিটল—পাকা, স্থায়ী; নিরেট, ফাঁপা নয় এমন। বাংপ্র। বিণ। **নিটল কাত, নিটল জমা**—প্রজার অধিকৃত জমির পরিমাণ অনুসারে জমা নির্ধারণ।

নিটপিট—দীর্ঘসূত্রতার ভাব। বাংপ্র। বি বা অ। বিণ—**নিটপিটে**।

নিটুট—সম্পূর্ণ; নির্দোষ; অক্ষুণ্ণ। নি (নাই) টুট (<ক্রটি) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

নিটোল—গোলগাল, সুগোল, যাহাতে টোল পড়ে নাই এমন; সুস্পষ্ট; পূর্ণাঙ্গ। নি (নাই) টোল যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

নিঠুর—দয়ামায়াহীন, নিষ্ঠুর, নির্দয়। <নিষ্ঠুর। কপ্র। বিণ।

নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা, নির্দয় ব্যবহার। প্রা কপ্র। বি।

নিড়নো, নিড়ানো—ফসলের ক্ষেত হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা, শস্যক্ষেত্রের তৃণোৎপাটন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নিড়বিড়—ঢিমে ভাব, চিরকারিতা, কুড়েমি। বাংপ্র। বি।

নিড়বিড়ে—যে কাজ করিতে দেরি করে এমন, দীর্ঘসূত্র; কুড়ে; ঢিলে। নিড়বিড়+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

নিড়ানি—ফসলের ক্ষেত হইতে ঘাস আগাছা প্রঃ তুলিয়া ফেলিবার অস্ত্র, নিড়নাস্ত্র। নিড়া+নি করণ। বাংপ্র। বি।

নিড়ানো—'নিড়নো' দ্রঃ।

নিত—১। নাচ, নৃত্য। <নৃত্য। বি। ২। নিত্য, প্রত্যহ, রোজ, অনুক্ষণ। <নিত্য। বিণ।

নিতবর—বিবাহযাত্রায় বরের সঙ্গী বালক বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিতম্ব—স্ত্রীলোকের কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ, পাছা; কটি; পর্বতের পার্শ্বদেশ; তট; স্কন্ধ। নি (নিভৃত)—তম্ (কামনা করা)+ব কর্ম, সংজ্ঞার্থে (কামুকগণ নিভৃতে ইহা কামনা করে বলিয়া)। বি; পুং।

নিতম্বিনী—১। যে নারীর পাছা প্রশস্ত ও সুন্দর এমন, সুগঠিত নিতম্ববিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী। নিতম্ব+ইন্ প্রাশস্ত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিতল—১। সপ্ত পাতালের অন্তর্গত পাতাল বিঃ। নি (নিঃশেষে) তল (অধোভাগ), সুপ্। বি; ক্লী। ২। অতল, তলহীন, সুগভীর ("নিতল দীঘির শীতল কালো জল"—নজরুল)। কপ্র। বিণ।

নিতাই—নিত্যানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্য-সহচর। <নিত্যানন্দ। বি; পুং।

নিতান্ত—১। অতিশয়, অত্যন্ত; অবশ্য; অধিক। নি—তম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। একান্ত পক্ষে; নেহাত। বাংপ্র। অ।

নিতি—রোজ, প্রত্যহ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

নিতিনিতি—রোজ রোজ, প্রত্যহ; সর্বদা। কপ্র। ক্রি-বিণ।

নিতুই—প্রত্যহই; সর্বদা। কপ্র। অ।

নিত্য—১। রোজ, প্রত্যহ; সতত, সর্বদা। ক্রি-বিণ। ২। যাহা রোজই হয় এমন, প্রাত্যহিক; যাহার আদি ও অন্ত নাই এরূপ; যাহা সর্বকালে বিদ্যমান থাকে এরূপ; যাহার বিরাম নাই এরূপ; যাহার বিচ্ছেদ নাই এরূপ, ধারাবাহিক; যাহার বৈপরীত্য বা অন্যথাভাব ঘটে না এরূপ; ধ্রুব; যাহা না করিলে পাপ হয় এমন; যাহার ব্যতিক্রমে

প্রত্যবায় এরূপ; (পদার্থবিদ্যা) অপরিবর্তনীয়, constant. বিণ। ৩। সমুদ্র। নি (নিরত) + ত্যপ্ ভবার্থে। বি; পুং।

নিত্যকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্), **-ক্রিয়া**—প্রতিদিন সাধারণতঃ যে সকল কর্ম করিতে হয় সেইগুলি, রোজকার কর্তব্য-কর্ম; দৈনন্দিন ব্যাপার। কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

নিত্যকাল—চিরকাল। কর্মধা। বি; পুং।

নিত্যক্রিয়া—'নিত্যকর্ম' দ্রঃ।

নিত্যগতি—সদাগতি, বায়ু। নিত্যা (অবিচ্ছিন্না) গতি যাহার, বহু। বি; পুং।

নিত্যতা—(পদার্থবিদ্যা) অপরিবর্তনীয়তা, conservation. নিত্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নিত্যদান—যে দান রোজ করিতে হয়; প্রত্যহকর্তব্য দান। কর্মধা। বি; ক্লী।

নিত্যধাম (-ধামন্)—ঈশ্বরের অবিনশ্বর বাসস্থান, গোলোক, স্বর্গ। নিত্য যে ধাম, কর্মধা। বি; ক্লী।

নিত্যনৈমিত্তিক—প্রত্যহ করণীয় এবং উপলক্ষবিশেষে করণীয়; প্রতিদিনের, রোজকার। নিত্য এবং নৈমিত্তিক, দ্বন্দ্ব। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

নিত্যপূজা—গৃহদেবতার প্রতিদিনের পূজা। নিত্য যে পূজা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যপ্রলয়—চারিরকম প্রলয়ের একরকম প্রলয়; সুষুপ্তি। কর্মধা। বি; পুং।

নিত্যবদ্ধ—সর্বদা মায়ামোহে আচ্ছন্ন। সুপ্। বিণ।

নিত্যবহ—যাহা চিরদিন বহিতে থাকে এমন, যাহার স্রোত কখনও বন্ধ হয় না এমন, perennial. নিত্য—বহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিত্যমুক্ত—যে সংসারের মায়ায় আচ্ছন্ন নয় এমন, সংসারের মায়ামোহ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এমন। সুপ্। বিণ।

নিত্যযজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ। নিত্য-সাধ্য যজ্ঞ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নিত্যযৌবনা—১। চিরযৌবনবতী। বিণ; স্ত্রী। ২। দ্রৌপদী। নিত্য (চির) যৌবন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

নিত্যলীলা—ধারাবাহিক লীলা, যে লীলা সব সময় চলিতেছে তাহা; গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপগোপীগণের চিরকাল যে লীলা চলিতেছে তাহা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যশঃ (-শস্)—সর্বদা। নিত্য+শস্। অ।

নিত্যসমাস—যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না এবং হইলেও অন্যপদ দ্বারা হয় তাহা [যথা—কৃষ্ণসর্প। ইহার ব্যাসবাক্য 'কৃষ্ণ যে সর্প' বলিলে কালরঙের সাপ বুঝায়, কিন্তু কৃষ্ণসর্প বলিতে তাহা না বুঝাইয়া একজাতীয় সর্পকে বুঝায়; সুতরাং এখানে নিত্যসমাস হইয়াছে। অন্য যে দেশ—এইরূপ ব্যাসবাক্যে দেশান্তর]। কর্মধা। বি; পুং।

নিত্যসহচর—সবসময় যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

নিত্যসেবা—গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রত্যহ করণীয় পূজা, নিত্যপূজা; সর্বদা পরিচর্যা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যা—১। ভগবতীর রূপভেদ; মনসা-দেবী; শক্তি বিঃ। নি+ত্যপ্ ভবার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। 'নিত্য' (২) দ্রঃ। নিত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিত্যানন্দ—১। যে সর্বক্ষণ আনন্দে থাকে এরূপ, সদানন্দ। নিত্য আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। শ্রীপাদ নিতাই, শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রসিদ্ধ সহচর। বি; পুং।

নিত্যাভিযুক্ত—১। যোগ বিঃ। নিত্য অভিযুক্ত (যোগে সম্পূর্ণ ব্যাপৃতি) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী। ২। সর্বদা যাহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ বা নালিশ করা হয় এরূপ। নিত্য অভিযুক্ত, সুপ্। বিণ।

নিথর—স্থির, অচল; নীরব; নিস্পন্দ। বাংপ্র। বিণ।

নিদ—নিদ্রা। <নিদ্রা। কপ্র। বি।

নিদয়—নির্দয়, নিষ্ঠুর। নি (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ।

নিদর্শন—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত; চিহ্ন; প্রমাণ। নি—দৃশ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

নিদর্শনস্তম্ভ—কোন বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ বা থাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিদর্শনা—কাব্যালংকার বিঃ, সাদৃশ্য থাকার জন্য যদি কোন কিছুর উপর এমন ধর্ম ও কাজের আরোপ করা হয় যাহা অবাস্তব—

"রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"
—মাইকেল।

নি—দৃশ্+ণিচ্+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিদর্শনী—সূচী; কুঞ্চিকা। নি—দৃশ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিদাঘ—১। গ্রীষ্মকাল। নি—দহ্+ঘঞ্ অধি। ২। ঘর্মজল; উষ্মা, উত্তাপ। নি—দহ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৩। উষ্ণ, তপ্ত। নি—দহ্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

নিদাঘক্লিষ্ট, -তপ্ত, -দগ্ধ—গ্রীষ্মের উত্তাপে কাতর। ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদাঘপীড়িত—গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত, গ্রীষ্মের গরমে উত্যক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদাঘ-সলিল—ঘাম, ঘর্ম, স্বেদ। নিদাঘ-জাত সলিল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নিদাঘার্ত্ত(র্ত)—গ্রীষ্মহেতু কাতর। নিদাঘ দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদাটি, নিদালি, নিদিলি, নিদুলি—নিদ্রাকারক মন্ত্র বা মন্ত্রশক্তিযুক্ত ধূলি। বাংপ্র। বি।

নিদান—১। মূল কারণ, কারণ; (বৈদ্যক) রোগের সূক্ষ্ম লক্ষণ; রোগের মূল খুঁজিয়া বাহির করা; চিকিৎসাগ্রন্থ বিঃ। নি—দা+অনট্ করণ। ২। অন্ত, অবসান; বিরাম, নিবৃত্তি; অদর্শন; আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। নি—দা+অনট্ করণ। ৩। পবিত্রতা। নি—দৈ+অনট্ ভাব। ৪। বাছুর-বাঁধা দড়ি। নি—দো+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী। ৫। নেহাত, অন্ততঃ, একান্ত। বাংপ্র। অ বা ক্রি-বিণ।

নিদানকাল—শেষ সময়, অন্তিমকাল; মৃত্যুসময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিদানবিদ্যা—রোগের মূল কারণ নির্ণয় সম্পর্কিত বিদ্যা, etiology. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিদানভূত—মূলীভূত; কারণস্বরূপ। নিদানের তুল্য, নিত্য। বিণ।

নিদারুণ—অতিদারুণ, ভয়ানক; কঠিন; নির্দয়; দুঃসহ, অসহ্য। নি (নিরতিশয়) দারুণ, প্রাদি। বিণ।

নিদালি—'নিদাটি' দ্রঃ।

নিদিগ্ধ—যাহা মাখানো হইয়াছে এমন, লেপিত; উপচিত। নি—দিহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিদিধ্যাসন—গভীর ধ্যান, একমনে গভীর-ভাবে চিন্তা বা ধ্যান। নি—ধ্যৈ+সন্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিদিলি—'নিদাটি' দ্রঃ।

নিদিষ্ট—আদিষ্ট; উপদিষ্ট; কথিত। নি—দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**নিদেশ**।

নিদুলি—'নিদাটি' দ্রঃ।

নিদেন—নেহাত, অন্ততঃ, একান্ত। বাংপ্র। অ।

নিদেশ—১। আজ্ঞা, অনুমতি; উক্তি, কথন। নি—দিশ্+ঘঞ্ ভাব। ২। সমীপ, নিকট। নি—দিশ্+ঘঞ্ অধি। ৩। পাত্র। নি—দিশ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৪। সংকেত। প্রা কপ্র। বি।

নিদেশবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—১। সমীপস্থ, নিকটবর্তী। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**। ২। আজ্ঞা-বহ, ভৃত্য। উপপদ; নিদেশ—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

নিদেশী (-শিন্), **নিদেষ্টা** (নিদেষ্টৃ)—আদেষ্টা, আজ্ঞাকারক। নি—দিশ

+ণিন্, তৃন্ কর্ত্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী; -ত্রী**।

নিদ্রা—ঘুম; যে অবস্থায় জীব অচেতন হইয়া চোখ বুজিয়া থাকে তাহা, নিমীলন; আলস্য। নি—দ্রা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিদ্রাকর্ষণ—ঘুম আসা, নিদ্রাবেশ। নিদ্রার আকর্ষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিদ্রাগত—যে ঘুমাইয়াছে এরূপ, সুপ্ত। নিদ্রাকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রাজনক—যাহাতে ঘুম আসে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রা, **-জনিকা**।

নিদ্রাতুর—ঘুমে কাতর, যাহার খুব ঘুম পাইয়াছে এমন। নিদ্রাদ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রাবিষ্ট—ঘুমে বিভোর, নিদ্রায় মগ্ন; ঘুমে কাতর, যাহার ঘুম পাইয়াছে এমন। নিদ্রাদ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রাবেশ—ঘুম পাওয়া, ঘুমের ঘোর। নিদ্রার আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিদ্রাভঙ্গ—ঘুম ভাঙ্গা, জাগরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিদ্রাভিভূত—ঘুমে অচেতন, নিদ্রামগ্ন। নিদ্রাদ্বারা অভিভূত, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রামগ্ন—ঘুমে অচেতন, নিদ্রিত। নিদ্রায় মগ্ন, ৭মীতৎ। বিণ।

নিদ্রায়মাণ—যে ঘুমাইতেছে এরূপ। নি—দ্রা+শানচ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রা, **-মাণা** (অসাধু প্রয়োগ)।

নিদ্রালস—ঘুমের ঘোরে অবশ, ঘুম আসাতে জড়ীভূত। নিদ্রাদ্বারা অলস, ৩য়াতৎ। বিণ।

নিদ্রালু—যাহার ঘুম আসিতেছে এরূপ; নিদ্রাশীল; অলস। নি—দ্রা+আলু কর্ত্তৃ, শীলার্থে। বিণ। বি, **-লুতা**।

নিদ্রিত—ঘুমন্ত; নিমীলিত, নিদ্রাগত। নিদ্রা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

নিদ্রোত্থিত—যে ঘুম হইতে উঠিয়াছে এরূপ। নিদ্রা হইতে উত্থিত, ৫মীতৎ। বিণ।

নিধন—১। মৃত্যু; বিনাশ। নি—ধা+অন (ক্যু) ভাব। ২। (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান; বধতারা, জন্ম হইতে সপ্তম তারা। নি—ধা+অন (ক্যু) করণ। বি; ক্লী। ৩। দরিদ্র, ধনহীন। নি (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ।

নিধান—১। স্থান; আশ্রয়; আধার, ভাণ্ডার; (গণিত) লগারিদম্-এর একটি শ্রেণীর (system) প্রথম রাশি (base of logarithm). নি—ধা+অনট্ অধি। ২। নিধি; ভূগর্ভস্থ অস্বামিক রত্নাদি; কুবেরের সম্পত্তি বিঃ। নি—ধা+অনট্ কর্ম। ৩। স্থাপন; অর্পণ; অপ্রকাশ হওয়া। নি—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—নিহিত। ৪। ধানশূন্য। প্রা কপ্র (পক্ষে নিধান্য)। বিণ।

নিধার্য(র্য্য)—সিদ্ধান্ত; নিরূপিত। <নির্ধার্য। প্রা কপ্র। বিণ।

নিধি—১। কুবেরের সম্পত্তি বিঃ [ইহা পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব বা খর্ব—এই নয়প্রকার]; অস্বামিক ধন; গচ্ছিত বস্তু; সঞ্চিত ধন; বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা রক্ষিত ধন, fund. নি—ধা+কি কর্ম। ২। নিক্ষেপ। নি—ধা+কি ভাব। ৩। আধার; সমুদ্র। নি—ধা+কি অধি। বি; পুং।

নিধিনাথ, -পতি—কুবের; রত্ন-বণিক্; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিধীশ, নিধীশ্বর—কুবের। নিধির ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিধুবন—১। রতিক্রিয়া; রমণ, মৈথুন, কামকেলি। নি (নিরতিশয়) ধুবন (কম্পন) যাহাতে, বহু। ২। কম্পন। নি—ধু+অনট্ ভাব। ৩। বৃন্দাবনের একটি বন। নিধু নামক বন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নিধেয়—যাহা স্থাপন করা বা গচ্ছিত রাখা আবশ্যক এরূপ; বধযোগ্য। নি—ধা+যৎ কর্ম। বিণ।

নিধ্বান—শব্দ, ধ্বনি। নি—ধ্বন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নিধ্যান—দেখা, দর্শন। নি—ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিনদ, নিনাদ—শব্দ, ধ্বনি, গর্জন। নি—নদ্+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নিনাদ—'নিনদ' দ্রঃ।

নিনাদিত—শব্দিত, ধ্বনিত; শব্দে পরিপূর্ণ, নিনাদপূর্ণ; বাদিত, যাহাতে শব্দ জন্মানো হইয়াছে এরূপ। নি—নদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিনীষা—কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় লইয়া যাইবার ইচ্ছা, নয়নেচ্ছা। নী+সন্ ইচ্ছার্থে (=নিনীষ্)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিনীষু—লইয়া যাইতে ইচ্ছুক, নয়নেচ্ছু। নী+সন্ ইচ্ছার্থে (=নিনীষ্)+উ কর্ত্তৃ। বিণ।

নিচু—১। নীচু, নিম্ন; বিনয়াবনত; হীন। <নিম্ন। বিণ। ২। লইলাম। বাংপ্র। ক্রি।

নিন্দ—১। নিন্দিত, কুৎসিত। নিন্দ্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ। ২। নিন্দা কর। কপ্র। ক্রি। ৩। নিদ্রা। প্রা কপ্র। বি।

নিন্দক—নিন্দাকারী, অপবাদক; পরাভবকারক। নিন্দ্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিন্দিকা**।

নিন্দন, নিন্দা—কুৎসা, জুগুপ্সা, অখ্যাতি, অপবাদ। নিন্দ্+অনট্, অ ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

নিন্দনীয়—অখ্যাতিকর, দূষণীয়। নিন্দ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

নিন্দা—১। 'নিন্দন' দ্রঃ। ২। নিন্দা করা। কপ্র। ক্রি।

নিন্দাকারী (-কারিন্)—যে নিন্দা করে এরূপ। উপতৎ; নিন্দা—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

নিন্দানো—ঘুমানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিন্দাবাদ—নিন্দাসূচক বাক্য বা তাহার উচ্চারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিন্দার্হ—নিন্দার যোগ্য, নিন্দনীয়, অখ্যাতিকর। উপতৎ; নিন্দা—অর্হ্+অচ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

নিন্দাসূচক—যাহাতে নিন্দা বুঝায় এরূপ, কুৎসা-প্রকাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সূচিকা**।

নিন্দাস্তুতি—১। নিন্দা এবং প্রশংসা। দ্বন্দ্ব। ২। নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

নিন্দিত—গর্হিত, জঘন্য; অপবাদিত; নীচ; দূষিত। নিন্দ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিন্দু—নিন্দুক। নিন্দ্+উ কর্ত্তৃ। বিণ।

নিন্দুক—নিন্দাকারী। নিন্দু (নিন্দ্+উ কর্ত্তৃ)+কন্ স্বার্থে। বিণ।

নিন্দুয়া—নিন্দা; নিন্দক। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

নিন্দ্য—নিন্দনীয়, দূষণীয়। নিন্দ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

নিপ—১। ঘট, কলস। বি; পুং বা ক্লী। ২। কদম্বগাছ, কদম্ববৃক্ষ। নি—পা+ক করণ। বি; পুং।

নিপট—১। অত্যন্ত, অত্যধিক; যথার্থ; খাঁটী। <নির্বিত্ত। ২। নিষ্ঠুর। <নির্দয়। ৩। লম্পট। <লম্পট। বিণ।

নিপঠ, নিপাঠ—পাঠ, অধ্যয়ন। নি—পঠ্+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নিপতন—পড়িয়া যাওয়া। নি—পত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিপতিত—যে পড়িয়া গিয়াছে এরূপ; অধঃপতিত। নি—পত্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

নিপাত—১। মৃত্যু, নিধন, মরণ; পড়িয়া যাওয়া, পতন; অধঃপতন। নি—পত্+ঘঞ্ ভাব। ২। নিপাতন, বিনাশ, উচ্ছেদ; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) চ এবং প্র প্রঃ অব্যয় শব্দ; নিপাতন। নি—পত্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব, কর্ম। বি; পুং।

নিপাতন—নীচে টানিয়া নামানো, অধোনয়ন; আঘাত, প্রহার; বিনাশন, উচ্ছেদন; উন্মূলন; বধ; প্রক্ষেপণ, ফেলিয়া দেওয়া;

(সংস্কৃত ব্যাকরণ) নিয়মের বৈপরীত্য, লক্ষণ দ্বারা অসিদ্ধ পদে বর্ণাগমাদি কার্য; পদ সিদ্ধ করিবার সূত্রোক্ত যে সকল নিয়ম আছে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া পদ-সাধন। নি—পত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিপাতিত—যাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অধোনীত; পাতিত; বিনাশিত; অনিয়মে সাধিত। নি—পত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিপান—জলাশয়ের নিকটস্থ খাত; পশুপাখির স্নান ও পানের জন্য রক্ষিত জলাধার; চৌবাচ্চা; গরু দুইবার পাত্র, দুগ্ধভাণ্ড। নি—পা+অনট্‌ অধি। বি; স্ত্রী।

নিপিত্তে—নির্লজ্জ; পিত্তশূন্য; ঘৃণাহীন। <নিপিত্ত। বিণ।

নিপীড়ক—উৎপীড়ক, অত্যাচারী, যে অপকার বা অত্যাচার করে এরূপ; যে পাক দিয়া জল বা রস বাহির করে এরূপ, যে নিঙ্‌ড়ায় এরূপ। নি—পীড়্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ড়িকা।

নিপীড়ন—অত্যাচার; উৎপীড়ন; দলন; মর্দন; ক্লেশপ্রদান; পীড়াপীড়ি; নিষ্পীড়ন, নিঙ্‌ড়ন; অভিবাদন; পদাদি-সেবা। নি—পীড়্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিপীড়িত—উৎপীড়িত; অত্যাচারিত; ক্লেশিত; আক্রান্ত, অভিবাদিত; পাক দিয়া যাহার জল বা রস বাহির করা হইয়াছে এরূপ; মর্দিত। নি—পীড়্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিপীত—যাহা শেষ করিয়া পান করা হইয়াছে এরূপ, নিঃশেষে পীত। নি—পা+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিপুণ—দক্ষ, পটু, কার্যক্ষম, সমর্থ। নি—পুণ্‌+ক কর্ম। বিণ।

নিফলা—যাহাতে ফল হয় না। নি (নাই) ফল যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

নিব—কলমের মোচ। <ইং 'nib'. বি।

নিবড়ানো—শেষ করা; শেষ হওয়া; অতিবাহিত করা; অতীত হওয়া। <নির্বাহ। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিবদ্ধ—পরিহিত; নিয়মিত, বদ্ধ; গ্রথিত; রচিত; নিবেশিত; আশ্রিত; স্থিরীকৃত। নি—বন্ধ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিব-নিব, নিবু-নিবু—যাহা নিভিয়া যাইবার মত হইয়াছে এরূপ, নির্বাপিতপ্রায়। বাংপ্র। বিণ।

নিবনো, নিবানো—নিভাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নিবন্ত—নিব-নিব, নির্বাপিতপ্রায়, নির্বাপিত। নিব্‌+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

নিবন্ধ—১। প্রবন্ধ, সন্দর্ভ; রচনা, প্রণয়ন, লিপিদ্বারা কোন বিষয়ের সংকলন; গ্রন্থ; প্রস্তাব; বৃত্তি, বার্ষিক; কালবিশেষে দেয় বস্তু; নিয়ম, উপায়, কড়ার, ব্যবস্থা; গীত, গান। নি—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। বন্ধন স্থিরীকরণ। নি—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ৩ নিম্ববৃক্ষ। নি—বন্ধ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। ৪ বন্ধন, পাশ; হেতু, মূল। নি—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ করণ। ৫। প্রতিষ্ঠাভূমি, ভিত্তিমূল নি—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ অধি। বি; পুং।

নিবন্ধক—নিবন্ধন বা রেজেস্ট্রি করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, registrar. নি—বন্ধ্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

নিবন্ধন—১। কারণ, হেতু। নি—বন্ধ্‌+অনট্‌ করণ। ২। গ্রন্থ; নিয়ম, ব্যবস্থা; রচনা; বীণাতন্ত্রী উপরিভাগে যাহাতে বদ্ধ থাকে, তারের যন্ত্রের কান; ঠিক সময়ে দিবার জন্য রক্ষিত জিনিস; পারিতোষিক দান। নি—বন্ধ্‌+অনট্‌ কর্তৃ। ৩। বন্ধন; স্থিরীকরণ; রেজেস্ট্রি করা, registration. নি—বন্ধ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিবন্ধা (নিবন্ধৃ)—রচয়িতা, গ্রন্থকর্তা; প্রস্তাবলেখক; টীকাকার। নি—বন্ধ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -ন্ধ্রী।

নিবন্ধিত—রচিত, বদ্ধ, গ্রথিত। নি—বন্ধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম; অথবা, নিবন্ধ+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

নিবপন—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান। নি—বপ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিবরা—কুমারী, অবিবাহিতা। নি (নাই) বর যাহার, বহু+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

নিবর্ত(র্ত্ত)—ক্ষান্ত, নিবৃত্ত। নি—বৃত্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

নিবর্ত(র্ত্ত)ক—যে নিবৃত্ত করে এরূপ, নিবারণকারী। নি—বৃত্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্তিকা।

নিবর্ত(র্ত্ত)ন—১। ফিরিয়া আসা প্রত্যাবর্তন; নিবৃত্ত হওয়া, থামা; (নদীর বাঁকিয়া যাওয়া বা বাঁক। নি—বৃত্‌+অন ভাব। ২। ফিরাইয়া আনা; নিবারণ নি—বৃত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্বর্তি(র্ত্তি)ত—যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এরূপ, প্রত্যাকৃষ্ট; নিবারিত নি—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবর্তী (-র্তিন্‌), **নিবর্ত্তী** (-র্ত্তিন্‌)—পরাঙ্মুখ, যে নিবৃত্ত হয় এমন; প্রত্যাবর্তনশীল। নি—বৃৎ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্তিনী।

নিবর্হণ—উচ্ছেদসাধন, বিনাশ, মারণ, বধ। নি—বর্হ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিবর্হিত—বিনাশিত, নিহত; অপহৃত। নি—বর্হ+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবসই—বাস করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিবসতি—১। বাসস্থান, গৃহ। নি—বস্‌+অতিচ্‌ অধি। ২। নিবাস, বাসকরণ। নি—বস্‌+অতিচ্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিবসথ—জনপদ, গ্রাম। নি—বস্‌+অথচ্‌ অধি। বি; পুং।

নিবসন—১। বাসকরণ, নিবাস। নি—বস্‌+অনট্‌ ভাব। ২। গৃহ। নি—বস্‌+অনট্‌ অধি। ৩। বস্ত্র। নি—বস্‌+অনট্‌ করণ। বি; স্ত্রী।

নিবসা—বাস করা; উপবেশন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিবস্ত্র—বিবস্ত্র, বস্ত্রহীন, উলঙ্গ, নেংটা। নি (নাই) বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

নিবহ—১। সমূহ, সকল। নি—বহ্‌+ঘ কর্ম। ২। সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ। নি—বহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

নিবা—নিভিয়া যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নিবাত—১। বায়ুশূন্য, নির্বাত ('—স্থান'); দৃঢ়; সন্নদ্ধ। নি (নাই) বাত যেখানে, বহু। বিণ। ২। দৃঢ় কবচ, শস্ত্রদ্বারা অভেদ্য বর্ম; আশ্রয়। নি (নিবৃত্ত) বাত যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

নিবাতকবচ—অতি দুর্দান্ত মহাপরাক্রান্ত তিন কোটি অসুর। নিবাত (সুদৃঢ়) কবচ যাহাদের, বহু। বি; পুং।

নিবাতনিষ্কম্প—বায়ুশূন্য বলিয়া স্থির ('—প্রদীপ')। নিবাত যাহা নিষ্কম্পও তাহা, কর্মধা। বিণ।

নিবানো—নির্বাপিত করণ। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নিবাপ—মৃত পিতৃলোকের উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধতর্পণপিণ্ডদানাদি; পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তিলজল ("পতিকুলে দিতে বাপ নিবাপ অঞ্জলি"—যদুগোপাল); দান। নি—বপ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

নিবার—নিবারণ, ক্ষান্তকরণ। নি—বৃ+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

নিবারক—যে নিবারণ করে, নিষেধক। নি—বৃ+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিকা।

নিবারণ—নিষেধ, বারণ, মানা; প্রতিরোধ, ঠেকানো; দমন। নি—বৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিবারণীয়, নিবার্য(র্য্য)—যাহা বারণ করিতে হইবে বা করা উচিত, নিষেধ করিবার যোগ্য। নি—বৃ+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

নিবারা—বারণ করা, নিষেধ করা; বাধা দেওয়া; বন্ধ করা; দূর করা। কপ্র। ক্রি।

নিবারিত—যাহাকে বারণ করা হইয়াছে এরূপ, নিষিদ্ধ। নি—বৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবারিণী—বারণকারিণী, নাশিনী (সমাসে পরপদ রূপে—'কলুষ—')। নি—বৃ+ণিচ্ +ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিবার্য(র্য্য)—'নিবারণীয়' দ্রঃ।

নিবাস—১। বাসস্থান, গৃহ, আধার। নি—বস্+ঘঞ্ অধি। ২। বাস। নি—বস্ +ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। বসনশূন্য, বিবস্ত্র। নি (নাই) বাস যাহার, বহু। প্রা কপ্র। বিণ।

নিবাসা—বাসকারী। প্রা কপ্র। বিণ।

নিবাসী (-সিন্)—বাসিন্দা, যে বাস করে এরূপ। নি—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

নিবিড়—ঘন, পুরু; সান্দ্র, গভীর, গহন; স্থূল ('—নিতম্ব'); দৃঢ়। নি—বিড়্+ক কর্তৃ। বিণ।

নিবিড়কৃষ্ণ—খুব কাল। সুপ্। বিণ।

নিবিষ্ট—যে প্রবেশ করিয়াছে এরূপ, প্রবিষ্ট; একাগ্র, মনোযোগী; প্রাপ্ত, লব্ধ; বিন্যস্ত। নি—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিবিষ্টচিত্ত—১। যাহার মন একাগ্র হইয়াছে এরূপ, একাগ্রচিত্ত। নিবিষ্ট হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। মনোযোগ, অভিনিবেশযুক্ত মন। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ক্রি-বিণ, **-চিত্তে**।

নিবীত—১। গলায় মালার মত করিয়া পরা পৈতা, গলার উপর দিয়া ঝুলিতেছে এমন যজ্ঞসূত্র। নী—বী+ক্ত কর্ম। ২। উড়ানি; উত্তরীয়বস্ত্র; আচ্ছাদনবস্ত্র। নি—ব্যে+ক্ত করণ। বি; স্ত্রী। ৩। ঢাকা, আচ্ছাদিত। নি—ব্যে+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবীতী (-তিন্)—যে গলায় মালার মত করিয়া পৈতা পরে এরূপ। নিবীত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

নিবুনিবু, নিবোনিবো—নির্বাপিত-প্রায়। বাংপ্র। বিণ।

নিবৃত—১। আচ্ছাদনবস্ত্র; উড়ানি; উত্তরীয়বস্ত্র। নি—বৃ+ক্ত করণ। বি; স্ত্রী। ২। আচ্ছাদিত; পরিবেষ্টিত। নি—বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবৃত্ত—১। বিরত, ক্ষান্ত; নিবৃত্তিপ্রাপ্ত; প্রত্যাবৃত্ত। নি—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। নিবৃত্তি। নি—বৃত্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

নিবৃত্ত-প্রসবা—যে নারীর সন্তানপ্রসব বন্ধ হইয়াছে এমন। নিবৃত্ত প্রসব যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিবৃত্তাত্মা (-ত্মন্)—বিষয়বিরক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত। নিবৃত্ত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

নিবৃত্তি—১। বিশ্রাম, বিরতি, থামা; প্রবৃত্তির বিপরীত, বৈরাগ্য; বিরাগ; প্রত্যাবর্তন; (ন্যায়মতে) যত্ন বিঃ। নি—বৃত্+ক্তি ভাব। ২। মৎস্যদেশ। নি—বৃত্+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

নিবৃন্ত—বোঁটা ছাড়ানো; বোঁটাশূন্য, বৃন্তহীন। নি (নাই) বৃন্ত যাহার, বহু। বিণ।

নিবেদ—নিবেদন (১) (সকল অর্থে)। নি—বিদ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নিবেদক—নিবেদনকারী। নি—বিদ্+ণিচ্ +ণক কর্তৃ। বিণ।

নিবেদন—১। জানানো, আবেদন, বিজ্ঞাপন; সমর্পণ; অর্পণ। নি—বিদ্+ণিচ্ অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বেদনাশূন্য, গতব্যথ। নি (নাই) বেদনা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিবেদনীয়—জানাইবার মত, নিবেদ্য। নি—বিদ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

নিবেদা—জানানো, নিবেদন করা। কপ্র। ক্রি।

নিবেদিত—বিনয়ের সহিত কথিত; যাহা জানানো হইয়াছে এমন, জ্ঞাপিত; সমর্পিত; দত্ত, মন্ত্রোচ্চারণসহ প্রদত্ত; সূচিত। নি—বিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবেদ্য—জানাইবার মত, জ্ঞাপনীয়, নিবেদনযোগ্য; সমর্পণীয়। নি—বিদ্+ণিচ্ +যৎ কর্ম। বিণ।

নিবেশ—১। স্থান; শিবির; যুদ্ধ; বিবাহ; গৃহ। নি—বিশ্+ঘঞ্ অধি। ২। সৈন্য-নিবেশ; প্রবেশ; বসা, উপবেশন। নি—বিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। বিন্যাস; স্থাপন; রচনা। নি—বিশ্+ণিচ্+অচ্ ভাব। বি; পুং।

নিবেশক—স্থাপক। নি—বিশ্+ণিচ্+ ণক কর্তৃ। বিণ।

নিবেশন—১। স্থান; গৃহ; নগর। নি—বিশ্+অনট্ অধি। ২। বসা, উপবেশন; প্রবেশ। নি—বিশ্+অনট্ ভাব। ৩। স্থাপন; নিধান; সংক্রমণ। নি—বিশ্+ণিচ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিবেশিত—স্থাপিত, বিন্যস্ত; প্রবেশিত; সংক্রামিত। নি—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবোনিবো—'নিবুনিবু' দ্রঃ।

নিভ—১। (শব্দের পরবর্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ; প্রকাশক। নি—ভা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যাজ, কপট; প্রকাশ। নি—ভা+ ক করণ। বি; পুং।

নিভন্ত—নিবু-নিবু, নির্বাপিতপ্রায়। নিভ+ অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

নিভা—নিভিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নিভাউ—লুপ্ত, বিলোপপ্রাপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

নিভাঁজ—যাহা ভাজ করা নয় এরূপ; খাঁটি, ভেজালশূন্য, যাহাতে মিশাল নাই এরূপ। নি (নাই) ভাঁজ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিভানো—১। নির্বাপণ। <নির্বাপণ। বি। ২। নির্বাপিত। <নির্বাণ। বিণ। ৩। নিভাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নিভালন—দর্শন, দৃষ্টি। নি—ভল্+ণিচ্ (ভালি—দর্শন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিভৃত—১। গুপ্ত, লুক্কায়িত; অস্তমিত; নিশ্চল; নির্জন; ধৃত; বিনীত। বিণ। ২। একান্ত; নির্জন স্থান, গোপন স্থান। নি—ভৃ +ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

নিম—১। বৃক্ষ বিঃ, নিমগাছ, নিম্ববৃক্ষ। <নিম্ব। বি। ২। ঈষৎ, সামান্য; প্রায়; অর্ধেক ('—রাজি')। <ফা 'নীম'। বিণ।

নিমক—লবণ। <ফা 'নমক'। বি।

নিমকের চাকর—অনুগত ভৃত্য।

নিমকদানি—নুনের বাটি। নিমক (<ফা 'নমক')+দানি (ফা)। বি।

নিমকহারাম—কৃতঘ্ন; অকৃতজ্ঞ। নিমক (<ফা 'নমক')+হারাম (<আ 'হরাম')। বিণ। বি, **-হারামি**।

নিমকহালাল—কৃতজ্ঞ। নিমক (<ফা 'নমক')+হালাল (<আ 'হলাল')। বিণ। বি, **-হালালি**।

নিমকি—১। লবণযুক্ত। বিণ। ২। লবণযুক্ত ময়দা ঘৃতে ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্য বিঃ; নোনতা খাদ্য। <ফা 'নমকীন'। বি।

নিমখুন—আধখুন, প্রায় খুনের মত। নিম (<ফা 'নীম')+খুন (আ)। বি বা বিণ।

নিমগন—নিমগ্ন। <নিমগ্ন। কপ্র। বিণ।

নিমগ্ন—যে ডুবিয়া গিয়াছে এরূপ; আবিষ্ট; একাগ্রচিত্ত। নি—মস্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিমজ্জন—১। ডুবিয়া যাওয়া; নিমগ্ন হওয়া, স্নান, অবগাহন। নি—মস্জ্+ অনট্ ভাব। ২। ডুবাইয়া দেওয়া, জলে মগ্ন করা। নি—মস্জ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিমজ্জিত—যাহা জলে ডুবানো হইয়াছে এরূপ। নি—মস্জ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিমঝোল—নিমের শুক্ত, নিমপাতার ফোড়ন-দেওয়া তরকারি। ৺চণ্ডী৺। বাংপ্র। বি।

নিমতেল—নিমের ফলের তেল; নিমপাতার সহিত ফুটানো তেল। ৺চণ্ডী৺। বাংপ্র। বি।

নিমন্ত্রণ—কোন স্থানে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান, কোন কাজের খাতিরে ঠিক সময়ে আসিবার জন্য খবর দেওয়া; খাওয়ার জন্য ডাকা। নি—মন্ত্র্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিমন্ত্রয়িতা (-য়িতৃ)—নিমন্ত্রণকারী

নি—মন্ত্র্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ন্ত্রিত্রী।

নিমন্ত্রিত—যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এরূপ, আহূত। নি—মন্ত্র্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিমফল—নিমগাছের ফল; শিশুদিগের কোমরে পরিবার একপ্রকার অলংকার। বাংপ্র। বি।

নিমফুল—নিম্বপুষ্প; স্ত্রীলোকদিগের হাতের গহনা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নিমবেগুন—নিমপাতার সহিত ভাজা টুকরা টুকরা বেগুন। বাংপ্র। বি।

নিমভাজা—শিম বেগুন প্রঃর সহিত নিমপাতা ভাজা তরকারি। বাংপ্র। বি।

নিময়—বদল, বিনিময়। নি—মি+অচ্ ভাব। বি; পুং।

নিমরাজী—প্রায় রাজী, প্রায় সম্মত। নিম (<ফা 'নীম') + রাজী (আ)। বিণ।

নিমা—একপ্রকার ছোট জামা। বাংপ্র। বি।

নিমাই—শ্রীচৈতন্যদেবের অপর নাম [নিম অর্থাৎ তিক্ত বলিয়া যমের যাহাতে রুচি না হয় সেইজন্য এই নাম রাখা হয়]। বাংপ্র। বি; পুং।

নিমাইৎ, নিম্বাইৎ—নিম্বার্ক-নামক ধর্ম-সম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিমাখি—অন্যথা। প্রা কপ্র। অ।

নিমালিক—দেবতার প্রসাদী ফুলের, নির্মাল্যের। প্রা কপ্র। বি।

নিমি—চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ; সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। নি—মা+ডি কর্তৃ। বি; পুং।

নিমিখ—চোখের পলক। প্রা কপ্র। বি।

নিমিত—প্রক্ষিপ্ত; উৎক্ষিপ্ত; তুল্য। নি—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিমিত্ত—১। কারণ, হেতু; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য; চিহ্ন, শুভাশুভ চিহ্ন; শরব্য, লক্ষ্য। নি—মিদ্+ক্ত করণ। বি; ক্লী। ২। উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে। বাংপ্র। অ।

নিমিত্তের ভাগী—অকারণ কোন কার্যের ফলের জন্য দায়ী, উদ্যোক্তা না হইয়াও কার্যের পরিণামের জন্য দায়ী।

নিমিত্তক—নিমিত্ত, কারণ। নিমিত্ত+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

নিমিত্তকারণ—সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন কারণ, তৃতীয় কারণ, [যেমন— কুম্ভকার দণ্ড চক্র সলিল প্রঃ ঘটের সম্বন্ধে নিমিত্তকারণ]। কর্মধা। বি; ক্লী।

নিমিষ, নিমেষ—১। চোখের পলক, চক্ষুর্নিমীলন; স্পন্দন। নি—মিষ্+ক ঘঞর্থে, ঘঞ্ ভাব। ২। সূক্ষ্ম কালপরিমাণ বিঃ; চোখের পাতা ফেলিতে যে সময় লাগে। নি—মিষ্+কচ্, ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

নিমীল, নিমীলন—১। বোজা, মুদ্রিত-করণ; অপ্রকাশ; সংকোচকরণ; মরণ; মোহ। নি—মীল্+ক ঘঞর্থে, অনট্ ভাব। ২। বন্ধ করা, মুদ্রিত করা। নি—মীল্+ণিচ্+ক, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

নিমীলিকা—১। বন্ধ হওয়া, মুদ্রিত হওয়া; নিমীলন; ছল, ব্যাজ। নি—মীল্+ক ভাব; নিমীল+কন্ স্বার্থে+আপ্ (অক-স্থানে ইক)। ২। বন্ধ করা, মুদিয়া ফেলা বা রাখা। নি—মীল্+ণিচ্+ক ভাব; নিমীল+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিমীলিত—যাহা বুজানো হইয়াছে এরূপ, মুদিত; সংকুচিত; আবৃত; মৃত; নিস্পন্দ; মোহিত; অনবরত। নি—মীল্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

নিমেষ—'নিমিষ' দ্রঃ।

নিমেষহারা—নিমেষহীন। উপতৎ। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

নিমেষহীন—অপলক, অনিমেষ। ৩য়াতৎ।

নিম্ন—নীচ, অধঃ, গর্ত,র। নি—ম্না+ক কর্তৃ। বিণ। বি, -ত্তা।

নিম্নগ—যাহা নীচের দিকে যায় এরূপ, অধোগামী। উপতৎ; নিম্ন—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

নিম্নগা—১। নীচের দিকে গমনকারিণী, অধোগামিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। নিম্ন—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিম্নচাপ—১। অল্প জোরের চাপ, low pressure. কর্মধা। বি। ২। যাহার চাপের জোর কম এমন। নিম্ন চাপ যাহার, বহু। বিণ।

নিম্নতাপ্রবণ—যাহা নীচের দিকে যায় এমন, নিম্নাভিমুখ। নিম্নতায় প্রবণ, ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নপাত—(জ্যোতিষ) অবনিবিন্দু, ক্রান্তিবৃত্তকে কোন গ্রহের কক্ষ যে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহার নিম্নতরটি, descending node. নিম্নে পাত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

নিম্নপ্রাথমিক—পাঠ্যবিষয়ে নিম্নশ্রেণীর, প্রারম্ভিক, lower primary. কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, -কী।

নিম্নলিখিত—নীচে যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নসীমা—যাহার অপেক্ষা কম আর হইতে পারে না, minimum. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিম্নোক্ত—নীচে যাহা বলা হইয়াছে এরূপ। নিম্নে উক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নোদ্ধৃত—যাহা অন্য স্থান হইতে আনিয়া নীচে লেখা হইয়াছে এরূপ। নিম্নে উদ্ধৃত, ৭মীতৎ। বিণ।

নিম্নোন্নত—উচ্চনীচ, বন্ধুর। কোথাও নিম্ন কোথাও উন্নত, কর্মধা। বিণ।

নিম্ব, নিম্বক—নিমগাছ। নিম্ব্+অচ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

নিম্বু, নিম্বুক—১। কাগজী নেবুর গাছ। নিন্ব+উ কর্তৃ, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। কাগজী নেবু। নিম্বু, নিম্বুক+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

নিয়ড়—১। নিকট ("দেবগণের গতি যাই লঙ্কার নিয়ড়"—কৃত্তি)। বি। ২। প্রত্যাবৃত্ত; আগুয়ান; সমীপাগত। <নিকট। প্রা কপ্র। বিণ।

নিয়ত—নিয়তি, অদৃষ্ট। <নিয়তি। বি।

নিয়ত—১। বশীকৃত; দমিত; নিয়ন্ত্রিত; সংযত; শাসিত; যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না এরূপ; অপরিহার্য; স্থির, নিশ্চিত; অবশ্যম্ভাবী; অবিচ্ছিন্ন; নিয়মযুক্ত; সমাহিত; আচারনিষ্ঠ। নি—যম্+ক্ত কর্ম। ২। অবিশ্রান্ত, নিত্য। নি—যম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। নিত্য, সর্বদা। ক্রি-বিণ। ৪। নিত্যকর্ম। নি—যম্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

নিয়তকালিক—যাহা পর্যায়ক্রমে ঘটে এরূপ; যাহা নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে এবং নির্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া থাকে এরূপ, পর্যাবৃত্ত, periodic. নিয়তকাল+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কালিকী।

নিয়তবায়ু—(ভূগোল) যে বায়ুপ্রবাহ সারাবৎসর একই দিকে চালিত হয় তাহা, constant wind. কর্মধা। বি; পুং।

নিয়তাত্মা (-অন্)—সংযতাত্মা। নিয়ত (সংযত) আত্মা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

নিয়তাশন, নিয়তাহার—১। যে পরিমাণমত বা নিয়মমত আহার করে এরূপ, নিয়মিতভোজী। নিয়ত (নিয়মিত) অশন, আহার যাহা কর্তৃক, বহু। বিণ। ২। পরিমাণমত বা নিয়মমত খাওয়া, নিয়মিত ভোজন। নিয়ত অশন, আহার, কর্মধা। বি; ক্লী, পুং।

নিয়তি—১। দৈব, ভাগ্য, বিধিনির্বন্ধ; ঐশিক-নিয়মানুসারে জন্মান্তরীণ শুভাশুভ-কর্মের পরিণাম, পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মানুসারে ঈশ্বরনির্ধারিত সেই সেই কর্মের ফলভোগের অবস্থা; অতর্কিত বা অনপেক্ষিত ঘটনা; অপরিহার্য ঘটনা; নিয়ম; মৃত্যু। নি—যম্+ক্তি করণ। ২। বিধাতার পত্নী। নি—যম্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

নিয়তিনির্দি(র্জি)ষ্ট—দৈব বা অদৃষ্ট দ্বারা নির্ধারিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

নিয়তী—দুর্গা। নি—যম্+ক্তিচ্ কর্তৃ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

নিয়তেন্দ্রিয়—যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দমন করিয়াছে এরূপ, জিতেন্দ্রিয়। নিয়ত (সংযত) ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

নিয়ন্তা (নিয়ন্তৃ)—১। পরিচালক, নিয়ামক, বিধিবিধায়ক; যে দমন করে এরূপ, শাসনকর্তা; পশু প্রভৃতির চালক। নি—যম্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-ন্ত্রী**। ২। সারথি। বি; পুং।

নিয়ন্ত্রণ—পরিচালন, নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনয়ন; নিবারণ; সংযমন; পরিমিত মাত্রায় বা নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ('খাদ্য—')। নি—যন্ত্র্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিয়ন্ত্রিত—পরিচালিত; দমিত; বিশেষ বিধানের দ্বারা সংযত; বদ্ধ; নিবারিত; সংকোচিত। নি—যন্ত্র্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিয়ম—১। ধর্মের পুত্র। নি—যম্+ঘঞ্ করণ। ২। প্রণালী, ধারা, রীতি; বিধি, ব্যবস্থা; অবধারণ; দমন; নিরোধ; পাপ-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিজন্য ইন্দ্রিয়বর্গের দমন; ধর্মকর্ম, ধর্মানুষ্ঠান; ব্রত-উপবাসাদি; শুচিতা সন্তোষ তপস্যা অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরে প্রণিধান; প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার; সূত্র, লক্ষণ; বন্ধন। নি—যম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নিয়মতন্ত্র—আইন-কানুন। নিয়মের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিয়মতন্ত্রবাদ—কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া রাজ্যশাসন করা উচিত এই মত। নিয়মতন্ত্রের (নির্দিষ্ট নিয়মে রাজ্যশাসনের) বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিয়মতন্ত্রবাদী (-বাদিন্)—যে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিধি-অনুসারে রাজ্য শাসন করিবার পক্ষপাতী এমন। উপতৎ; নিয়মতন্ত্র—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-বাদিনী**।

নিয়মতান্ত্রিক—যে নির্দিষ্ট-নিয়মানুযায়ী রাজ্যশাসনের পক্ষপাতী এরূপ; নির্দিষ্ট আইনকানুন অনুসারে গঠিত বা চালিত; নিয়মতন্ত্র সম্বন্ধীয়, constitutional. নিয়মতন্ত্র (নির্দিষ্ট নিয়মে রাজ্যশাসন)+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী. **-কী**।

নিয়মন—সংযমন, দমন; বারণ; বন্ধন; ব্যবস্থাপন, বিধিবিধান, নিয়ম করিয়া দেওয়া, নিয়ম। নি—যম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিয়মনিষ্ঠ—যে ঠিকভাবে নিয়ম পালন করে এরূপ, যে শ্রদ্ধার সহিত নিয়মের অনুবর্তন করে এরূপ, বিধিপরায়ণ। নিয়মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

নিয়ম-পত্র—চুক্তিপত্র, যে পত্রে অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করা হয় তাহা। নিয়মযুক্ত পত্র, ধাপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নিয়ম-পালক—যে নিয়ম মানিয়া কার্য করে এরূপ, নিয়মরক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী. **-পালিকা**।

নিয়ম-পালন—নিয়মরক্ষা, রীতির অনুবর্তন, বিধিমত কার্যকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিয়ম-পূর্ব(র্ব্ব)ক—নিয়মিতভাবে, বাঁধাধরা নিয়মের অনুযায়ী হইয়া। নিয়ম পূর্ব যাহাতে, বহু, এরূপে (ক সমাসান্ত)। ক্রি-বিণ।

নিয়মবহির্ভূত—যাহা প্রথার বা ব্যবস্থার বা বিধির বাহিরে এরূপ, অবৈধ, যাহা বিধি-সংগত নহে এরূপ। ৫মীতৎ। বিণ।

নিয়মবিগর্হিত—যাহা নিয়মসংগত নহে এরূপ; অবৈধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

নিয়মবিধান—১। নিয়মকরণ; আইন প্রস্তুত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। নিয়ম এবং আইন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

নিয়মবিরুদ্ধ—নিয়মের বিপরীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নিয়মভঙ্গ—নির্দিষ্ট নিয়মের অন্যথাচরণ; নিয়মলঙ্ঘন; প্রতিশ্রুতি অরক্ষণ বা লঙ্ঘন, breach of contract; মাতাপিতৃবিয়োগে ব্রহ্মচর্যাদি পালনের পর নির্দিষ্ট দিনে পূর্বাচার গ্রহণ; অশৌচ কাটিয়া গেলে হবিষ্যান্ন খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া আগের মত মাছমাংস খাওয়া শুরু করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিয়মরক্ষা—নিয়মমাত্র পালন; আন্তরিকতা বা উদ্যমশূন্য কার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়মলঙ্ঘন—নিয়মের ব্যতিক্রম করণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিয়মসেবা—১। নিয়মানুসারে বিষ্ণুর সেবা [ইহা আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী হইতে সমগ্র কার্তিক মাসে প্রশস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে]। ৩য়াতৎ। ২। নিয়মানুবর্তন, নিয়মপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়মস্থিতি—তপস্যা; নিয়মপূর্বক থাকা। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়মাধীন—যে নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য এরূপ, নিয়মানুবর্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নিয়মানুবর্তি(ত্তি)তা—নিয়মপালন, নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থার অনুবর্তন। নিয়মানুবর্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নিয়মানুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—নিয়মানুযায়ী, নিয়মানুসারী, যে নিয়ম পালন করে এরূপ। উপতৎ; নিয়ম—অনু—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-বর্তিনী**।

নিয়মানুযায়ী (-যায়িন্)—১। নিয়ম-অনুসারে কৃত অনুষ্ঠিত বা সম্পাদিত, নিয়মানুগত; যে নিয়ম-অনুসারে চলে এরূপ, নিয়মানুবর্তী। উপতৎ; নিয়ম—অনু—যা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-যায়িনী**। বি. **-যায়িতা**। ২। নিয়মমত; নিয়মানুসারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নিয়মানুসারী (-সারিন্)—'নিয়মানুযায়ী' (সকল অর্থে)। উপতৎ; নিয়ম—অনু—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-সারিণী**। বি. **-সারিতা**।

নিয়মিত—নিয়মবদ্ধ; ব্যবস্থাপিত; বদ্ধ; নিবারিত; নিষিদ্ধ; অবধারিত, নিশ্চিত; আকৃষ্ট। নি—যম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিয়মিতরূপ—যেরূপ নিয়ম আছে সেইরূপ, নিয়মানুযায়ী, যথাবিহিত। নিয়মিত রূপ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ. **-রূপে**।

নিয়মী (-মিন্)—নিয়মপালনকারী। নিয়ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. **-মিনী**।

নিয়ম্য—শিক্ষণীয়; শাসনীয়; নিয়মযোগ্য; নিগ্রাহ্য। নিয়ম+ণিচ্ (=নিয়মি নামধাতু)+যৎ কর্ম। বিণ।

নিয়র—১। হিম, শিশির। <নীহার। প্রা কপ্র। বি। ২। নিকট; নিকটে। <নিকট। প্রা কপ্র। বি।

নিয়াই, নিহাই—নেহাই, কর্মকার যে লোহার উপর গরম লোহা রাখিয়া ঘা দেয়। <নিধাপিকা বা নাভি। বি।

নিয়াচ—জলকাদায় ধানের বীজ ছড়াইয়া চারা জন্মানো। বাংপ্র। বি।

নিযাতন—১। বিনাশকরণ, নিপাতন। নি—যত্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। নাশকারী; জয়যুক্ত। নি—যত্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। [বি; পুং।

নিয়াম—নিয়ম। নি—যম্+ঘঞ্ ভাব।

নিয়ামক—পরিচালক, নিয়মকর্তা, নিয়ন্তা, ব্যবস্থাপক, controller; নিরূপক; কর্ণধার; (জ্যামিতি) বক্ররেখা অথবা তল-অঙ্কনের অচল রেখা, directrix. নি—যম্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি বা বিণ। স্ত্রী. **-মিকা**।

নিয়ালি, নিয়ালী—১। নবমল্লিকা; মালতীফুল। <নবমল্লিকা। প্রা কপ্র। ২। একপ্রকার আউশ ধান। বাংপ্র। বি।

নিযুক্ত—যাহাকে কাজে লাগানো হইয়াছে এরূপ; প্রবর্তিত; বাহাল, ভরতি; ব্যাপৃত; অধিকৃত; আদিষ্ট; আজ্ঞপ্ত; প্রবৃত্ত। নি—যুজ্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

নিযুক্তি—নিয়মপালন। নি—যুজ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নিযুত—দশলক্ষ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। নি—যু+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী, বা বিণ।

নিযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধাদি। নি—যুধ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

নিযোক্তা (নিযোক্তৃ)—নিয়োগকর্তা, প্রভু; আদেষ্টা, আজ্ঞাপক; প্রবর্তক; ভারদাতা। নি—যুজ্+তৃচ্ কর্তৃ। বি বা বিণ। স্ত্রী—**নিযোক্ত্রী**।

নিয়োগ—কাজে লাগানো, নিযুক্ত করা, কর্মে বা পদে প্রতিষ্ঠিত করা; শাসন; আজ্ঞা; প্রেরণ; ভারার্পণ; মন দেওয়া, মনোনিবেশ করা; প্রবৃত্তি; নিশ্চয়; অধিকার। নি—যুজ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

নিয়োগপত্র—যে পত্র দ্বারা কাহাকেও কোন কর্মে বা পদে নিযুক্ত করা হয় তাহা, appointment letter. নিয়োগজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিয়োগপ্রথা—অক্ষম স্বামিকর্তৃক দেবরাদি দ্বারা স্বপত্নীতে সন্তান উৎপাদনের প্রাচীন রীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নিয়োগী (নিয়োগিন্)—যে নিযুক্ত হইয়াছে এরূপ, ব্যাপৃত; যে আদিষ্ট হইয়াছে এরূপ। নিয়োগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-গিনী**।

নিয়োগী—বাঙালী হিন্দুর উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিয়োগ্য—নিয়োগকর্তা, প্রভু। নি—যুজ্‌+ণ্যৎ কর্তৃ। বি বা বিণ।

নিয়োজক—যে নিয়োগ করে এরূপ, নিযোক্তা। নি—যুজ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**।

নিয়োজন—কাজে লাগান, নিযুক্ত করা; আদেশ করা; প্রেরণ; প্রবর্তন। নি—যুজ্‌+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিয়োজয়িতা (-তৃ)—নিয়োগকর্তা, যে নিযুক্ত করে এরূপ। নি—যুজ্‌+ণিচ্‌+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

নিয়োজিত—যাহাকে কাজে লাগানো হইয়াছে এরূপ; বাহাল; প্রবর্তিত; আজ্ঞপ্ত; প্রেরিত; অধিকারিত। নি—যুজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিয়োজ্য—যাহাকে নিযুক্ত করা উচিত এরূপ; প্রযোজ্য; প্রেষ্য। নি—যুজ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

নির্—নিঃ (নির্) তাহা দ্রঃ।

নিরংশ—১। অংশহীন; শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে যাহারা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পায় না এরূপ। বিণ। ২। রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন; সংক্রান্তি। নিঃ (নাই) অংশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বি; পুং।

নিরংশু—যাহার কিরণ নাই এরূপ, জ্যোতির্হীন। নিঃ (নাই) অংশু যাহার, বহু। বিণ।

নিরক্ষ—বিষুবরেখা; নাড়ীমণ্ডল। নির্—অক্ষ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

নিরক্ষদেশ—বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে উক্তরেখা-সন্নিহিত স্থানসমূহ। কর্মধা। বি; পুং।

নিরক্ষবৃত্ত, -মণ্ডল—(জ্যোতিষ) বিষুবরেখা, equator. নিরক্ষসূচক বৃত্ত, মণ্ডল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নিরক্ষর—যাহার বর্ণজ্ঞান অর্থাৎ লেখাপড়ার সামান্য জ্ঞানও নাই এমন, মূর্খ। নিঃ (নাই) অক্ষর (অক্ষরজ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

নিরক্ষরেখা—ভূ-বিষুবরেখা, equator. নিরক্ষসূচিকা রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিরক্ষান্তর—(জ্যোতিষ) নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব, latitude. নিরক্ষ হইতে অন্তর, ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী। **উত্তর নিরক্ষান্তর**—বিষুবরেখা হইতে উত্তরদিকের দূরত্ব পরিমাণ। **দক্ষিণ নিরক্ষান্তর**—বিষুবরেখা হইতে দক্ষিণদিকের দূরত্ব পরিমাণ।

নিরক্ষীয়—(জ্যোতিষ) নিরক্ষবৃত্ত-সম্বন্ধীয়, equatorial. নিরক্ষ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নিরখা—দেখা; নিরীক্ষণ করা। <নিরীক্ষণ। কপ্র। ক্রি।

নিরগ্নি—১। অগ্নিশূন্য; দীপ্তিহীন; অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত অনুষ্ঠান-বর্জিত। নিঃ (নাই) অগ্নি যাহার, বহু। বিণ। ২। যজ্ঞ হোম ইঃ অগ্নিক্রিয়ারহিত ব্রাহ্মণ। বি; পুং।

নিরঙ্কুশ—প্রতিবন্ধক শূন্য, বাধাহীন; অনিবার্য; স্বেচ্ছাচারী। নিঃ (নাই) অঙ্কুশ (প্রতিবন্ধক) যাহার, বহু। বিণ।

নিরঙ্গ—১। অঙ্গহীন। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**। ২। কামদেব। নিঃ (নাই) অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং।

নিরঙ্গরূপক—কাব্যের অলংকার বিঃ। [ইহা অর্থালংকার। অঙ্গের উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ কেবল অঙ্গীর উল্লেখ করা হইয়াছে এরূপ স্থলে এই অলংকার ঘটিয়া থাকে।] কর্মধা। বি; ক্লী।

নিরজন—১। নির্জন; নিভৃত স্থান। কপ্র। বি বা বিণ। ২। দেবতার আরাত্র। <নীরাজন। বি।

নিরঞ্জন—১। নির্মল, অঞ্জনরহিত; অবিদ্যাদোষরহিত। বিণ। ২। পরব্রহ্ম; ধর্মঠাকুর। বি; ক্লী। ৩। শিব। নিঃ (নাই) অঞ্জন (মলিনত্ব) যাহার, বহু। বি; পুং। ৪। পূজার শেষে দেবদেবীর প্রতিমা জলে ফেলিয়া দিয়া বিসর্জন। বাংপ্র। বি।

নিরঞ্জনা—১। পূর্ণিমা তিথি; দুর্গা। নিঃ (নাই) অঞ্জন (অর্থাৎ অন্ধকার) যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নির্মলা। নিরঞ্জন (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। নদী বিঃ; ফল্গু। বি; স্ত্রী।

নিরত—ব্যাপৃত, নিবিষ্ট; নিযুক্ত; আসক্ত, অনুরক্ত। নি—রম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিরতি—কার্যে ব্যাপৃতি, কাজে লাগিয়া থাকা; অত্যন্ত আসক্তি। নি—রম্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নিরতিশয়—১। অতি, অতিরিক্ত, অত্যধিক; অত্যুৎকৃষ্ট। বিণ। ২। পরমেশ্বর। নিঃ (নাই) অতিশয় যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

নিরত্যয়—যাহার শেষ বা বিনাশ নাই এমন, অত্যয়রহিত, অবিনাশী; বাধারহিত; নির্দোষ। নিঃ (নাই) অত্যয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরদ্বন্দ্ব—শান্ত, দ্বন্দ্বহীন, সাম্যভাব প্রাপ্ত। <নির্দ্বন্দ্ব। প্রা কপ্র। বিণ।

নিরদয়—দয়াহীন, কৃপাশূন্য। <নির্দয়। কপ্র। বিণ।

নিরধিকার—অধিকারশূন্য; অধিকারচ্যুত। নিঃ (নাই) অধিকার যাহার, বহু। বিণ।

নিরধ্ব—পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত; যে পথ হারাইয়াছে এরূপ। নির্গত অধ্ব অর্থাৎ পথ হইতে, প্রাদি (অচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

নিরন্তর—১। ঘন, সান্দ্র; নিবিড়; ফাঁকশূন্য, নিরবকাশ, নিশ্ছিদ্র। বিণ। ২। সর্বদা, অনবরত। নিঃ (নাই) অন্তর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিরন্তরাল—অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ; আড়ালশূন্য। নিঃ (নাই) অন্তরাল যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরন্ন—যাহার অন্নের সংস্থান নাই এরূপ, খাদ্যাভাবগ্রস্ত; দরিদ্র। নিঃ (নাই) অন্ন যাহার, বহু। বিণ।

নিরন্বয়—নিঃসন্তান; নির্বংশ; নিঃসম্পর্ক, সম্বন্ধরহিত। নিঃ (নাই) অন্বয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরপত্য—যাহার ছেলেমেয়ে নাই এমন, নিঃসন্তান, পুত্রকন্যারহিত। নিঃ (নাই) অপত্য যাহার, বহু। বিণ।

নিরপত্রপ—নির্লজ্জ, লজ্জাশূন্য। নিঃ (নাই) অপত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ।

নিরপরাধ—যে অপরাধ করে নাই এমন, নির্দোষ। নিঃ (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-রাধা** (সংস্কৃত), **-রাধিনী** (বাংলা মতে)।

নিরপায়—অক্ষয়, অবিনশ্বর। নিঃ (নাই) অপায় যাহার, বহু। বিণ।

নিরপেক্ষ—যে কাহারও উপর নির্ভর করে না এমন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন; পক্ষপাতশূন্য; উদাসীন; (মনোবিজ্ঞান) যাহা কোন শর্তের অধীন নহে এমন, categorical.

নিঃ (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**নিরপেক্ষে** (প্রা কপ্র)।

নিরপেক্ষতা—পক্ষপাতশূন্যতা; স্বাধীনতা; অনুরোধ প্রভৃতে উপেক্ষা; উদাসীনতা। নিরপেক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নিরব—নিঃশব্দ, মৌনী। নিঃ (নাই) রব যাহার, বহু। বিণ।

নিরবকাশ—যাহাতে ফাঁক নাই এমন, অবকাশশূন্য; যাহা তখনই করিতে হইবে এরূপ ('— কর্ম')। নিঃ (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরবগ্রহ—স্বতন্ত্র; নিষ্প্রতিবন্ধক; ব্যাঘাতরহিত। নিঃ (নাই) অবগ্রহ (প্রতিবন্ধ) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরবচ্ছিন্ন—ছেদশূন্য, ক্রমাগত, নিরন্তর; শুদ্ধ, কেবল; বিশুদ্ধ, নির্মল। নিঃ (নয়) অবচ্ছিন্ন (বিচ্ছিন্ন), প্রাদি। বিণ।

নিরবদ্য—যাহাতে কোন দোষত্রুটি নাই এমন, অনবদ্য, অনিন্দ্য, নিষ্কলঙ্ক; উৎকৃষ্ট। নির্গত অবদ্য (মন্দ) যাহার, বহু। বিণ।

নিরবধি—১। যাহার অবধি বা শেষ নাই এরূপ, অনন্ত, অসীম। বিণ। ২। সর্বদা, নিরন্তর, সতত; অবাধে। নিঃ (নাই) অবধি যাহার বা যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নিরবয়ব—১। যাহার কোন আকার নাই এমন, নিরাকার। বিণ। ২। কামদেব; পরমাণু। নিঃ (নাই) অবয়ব যাহার, বহু। বি; পুং।

নিরবলম্ব—যাহার কোন অবলম্বন নাই এরূপ, যাহার কোন উপায় নাই এরূপ, নিরুপায়, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়। নিঃ (নাই) অবলম্ব যাহার, বহু। বিণ।

নিরবলম্বন—নিরাশ্রয়, অসহায়। নিঃ (নাই) অবলম্বন যাহার, বহু। বিণ।

নিরবশেষ—নিঃশেষ; সমগ্র, সম্পূর্ণ। নিঃ (নাই) অবশেষ যাহার, বহু। বিণ।

নিরবশেষিত—যাহাতে কিছুই অবশিষ্ট নাই এরূপ, নিঃশেষিত। নিরবশেষ+ণিচ্ (=নিরবশেষি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরবসিত—যাহারা ভোজন করিলে ভোজনপাত্র সংস্কার দ্বারাও শুদ্ধ হয় না এরূপ, অত্যন্ত অপবিত্র বা নীচ ('— জাতি')। নির্—অব—সো+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরভিমান—১। দেমাক না থাকা, অভিমানের অভাব, গর্বশূন্যতা। নিঃ (নয়) অভিমান, প্রাদি। বি; পুং। ২। গর্বশূন্য, যাহার অহংকার নাই এরূপ। নিঃ (নাই) অভিমান যাহার, বহু। বিণ।

নিরভিমানী (-মানিন্)—যাহার দেমাক নাই এরূপ, গর্বশূন্য। নিঃ (নয়) অভিমানী, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-মানিনী**।

নিরভ্র—মেঘশূন্য। নিঃ (নাই) অভ্র যাহাতে, বহু। বিণ। [বিণ।

নিরমদ—নিস্তেজ; নম্র। <নির্মদ। কপ্র।

নিরমল—ময়লাশূন্য, বিমল; পবিত্র। <নির্মল। কপ্র। বিণ।

নিরমা—নির্মাণ করা। কপ্র। ক্রি।

নিরমাওল—নির্মাণ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিরমিল—নির্মাণ করিল। কপ্র। ক্রি।

নিরমূল—মূলহীন। <নির্মূল। কপ্র। বিণ। [যাহার, বহু। বিণ।

নিরম্বর—উলঙ্গ, নগ্ন। নিঃ (নাই) অম্বর

নিরম্বু—যাহাতে জলগ্রহণ করা হয় না এরূপ; নির্জল। নিঃ (নাই) অম্বু যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরয়—নরক। নিঃ (নির্গত) অয় (সৌভাগ্য) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

নিরয়গামী (-গামিন্)—কর্মদোষে যাহাকে নরকে যাইতে হয় এমন, নরকগামী, পাপভাগী। উপপদ; নিরয়—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী, -নী**।

নিরয়ণ—১। নির্গমন। নির্—ই বা অয়্+অনট্ ভাব। ২। বাহিরে যাইবার পথ বা উপায়। নির্—ই বা অয়্+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী। ৩। স্থির; বর্ষগণনার মত বা পদ্ধতি বিঃ যাহাতে নক্ষত্রগুলিকে স্থির বলিয়া কল্পনা করা হয়। নিঃ (নাই) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ বা বি; স্ত্রী।

নিরয়ণ-বর্ষ—প্রচলিত সৌরবর্ষ যাহা সূর্যের অশ্বিনী নক্ষত্রে সঞ্চার হইতে গণিত হয়। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিরর্গল—১। অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য; অর্গলরহিত; উদ্দাম। নিঃ (নাই) অর্গল যাহার, বহু। বিণ। ২। অনর্গল, অবাধে। নিঃ (নাই) অর্গল যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নিরর্থক—১। ব্যর্থ, নিষ্প্রয়োজন, বিফল; অর্থশূন্য। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিকা**। ২। বৃথা, অকারণ। নিঃ (নাই) অর্থ যাহাতে, বহু (ক-আগম)। ক্রি-বিণ।

নিরল—নির্জনস্থান। প্রা কপ্র। বি।

নিরলংকা(ঙ্কা)র—অলংকারবিহীন, আভরণশূন্য। নিঃ (নাই) অলংকার যাহার, বহু। বিণ।

নিরলস—আলস্যহীন। নিঃ (নয়) অলস, প্রাদি। বিণ।

নিরশন—১। না খাওয়া, উপবাস, অনাহার। নিঃ (নয়) অশন, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। যাহার খাওয়া হয় নাই এমন, ভোজনরহিত। নিঃ (নাই) অশন যাহার, বহু। বিণ।

নিরস—রসহীন, বিস্বাদ; অরসিক, কঠোর। নিঃ (নাই) রস যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিরসন—দূরীকরণ; প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ; নিক্ষেপ; হনন, বধ; নিষ্ঠীবনত্যাগ; থুথু ফেলা; নিষ্কাশন। নির্—অস্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিরসনীয়—যাহা খণ্ডন করিতে হইবে এমন; যাহা দূর করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ; বহিষ্করণীয়; নিবর্তনীয়। নির্—অস্ +অনীয় কর্ম। বিণ।

নিরস্ত—ক্ষান্ত, নিবর্তিত, নিবারিত; দূরীকৃত, বহিষ্কৃত; নিক্ষিপ্ত; পরিত্যক্ত; নিরাকৃত, প্রত্যাখ্যাত; খণ্ডিত; হত; প্রতিহত; নিষ্ঠ্যূত; শীঘ্রোচ্চারিত; ভর্ৎসিত। নির্—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরস্ত্র—যাহার অস্ত্র নাই এরূপ, অস্ত্রশূন্য। নিঃ (নাই) অস্ত্র যাহার, বহু। বিণ। **নিরস্ত্র করা**—অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া; আক্রমণ বা আত্মরক্ষার উপায় হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা। **নিরস্ত্র প্রতিরোধ**—অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বাধা দেওয়া, নিরস্ত্র অবস্থায় বিরোধিতা করা, passive resistance.

নিরস্ত্রীকরণ—অস্ত্রশূন্য করা; যুদ্ধের উপকরণ কমানো বা বর্জন, disarmament. নিরস্ত্র—অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নিরস্ত্রী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিরহংকা(ঙ্কা)র—অহংকারশূন্য, নিরভিমান। নিঃ (নাই) অহংকার যাহার, বহু। বিণ।

নিরহংকা(ঙ্কা)রী (-রিন্)—অহংকারশূন্য, নিরভিমান। নিঃ (নয়) অহংকারী, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

নিরাই—১। বর্ষার সময়ে জলা জায়গাতে মাছ ধরা। বি। ২। জলময়; জলের। বাংপ্র। ৩। অল্পায়ু। <নিরায়ুঃ। ৪। বায়ুশূন্য। <নির্বাত। বিণ।

নিরাকরণ—নিবারণ; খণ্ডন; প্রত্যাখ্যান, দূরীকরণ; নির্ণয়, অবধারণ; নিরসন; মীমাংসা, সিদ্ধান্ত। নির্—আ—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিরাকরিষ্ণু—নিবারণশীল; প্রত্যাখ্যানকারী; যে দূর করে বা নষ্ট করে এরূপ। নির্—আ—কৃ+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

নিরাকাঙ্ক্ষ—কোন বিষয়ে যাহার কোনরূপ কামনা নাই এরূপ, নিঃস্পৃহ, আকাঙ্ক্ষারহিত। নিঃ (নাই) আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

নিরাকার—১। আকারশূন্য; যাহার শরীর নাই এরূপ। বিণ। ২। আকাশ; বিষ্ণু; শিব; পরমেশ্বর। নিঃ (নাই) আকার যাহার, বহু। বি; পুং।

নিরাকুল—যে আকুল নয় এরূপ, অব্যাকুল ; অস্পষ্ট। নিঃ (না) আকুল, প্রাদি। বিণ।

নিরাকৃত—খণ্ডিত, নিরস্ত ; নির্ণীত, অবধারিত ; মীমাংসিত, সিদ্ধান্তিত ; দূরীকৃত ; নিবারিত। নির্—আ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরাকৃতি—১। 'নিরাকরণ' (সকল অর্থে)। নির্—আ—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। আকৃতিহীন, নিরাকার ; স্বাধ্যায়হীন ; পঞ্চযজ্ঞত্যাগী। নিঃ (নাই) আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

নিরাড়ম্বর—যাহাতে জাঁকজমক নাই এরূপ, আড়ম্বরশূন্য। নিঃ (নাই) আড়ম্বর যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরাতঙ্ক—আতঙ্কশূন্য, নির্ভয়। নিঃ (নাই) আতঙ্ক যাহার, বহু। বিণ।

নিরাতপ—যাহার উপরে রোদ পড়ে নাই এমন, আতপশূন্য। নিঃ (নাই) আতপ যেখানে, বহু। বিণ।

নিরাতপা—১। রাত্রি। বি ; স্ত্রী। ২। সূর্যকিরণশূন্যা। নিঃ (নাই) আতপ যখন বা যেখানে, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নিরাদর—যাহার কোন আদর নাই এমন, আদরহীন, সম্ভ্রমশূন্য। নিঃ (নাই) আদর যাহার, বহু। বিণ।

নিরাধার—আধারশূন্য, পাত্রবিহীন ; নিরাশ্রয়। নিঃ (নাই) আধার যাহার, বহু। বিণ।

নিরানই, নিরানব্বই—নবনবতি, এক-কম একশ ; ৯৯-সংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নিরানন্দ—১। যাহার আনন্দ নাই এরূপ, বিষণ্ণ ; শোকাকুল। নিঃ (নাই) আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষাদ। নিঃ (নয়) আনন্দ, প্রাদি। বি ; পুং।

নিরানন্দী—আনন্দশূন্য। প্রা কপ্র। বিণ।

নিরানব্বই—'নিরানই' দ্রঃ।

নিরাপৎ (-পদ্)—যাহাতে কোন বিঘ্ন বা উপদ্রব নাই এরূপ, নিরুপদ্রব, অকণ্টক ; বিপন্মুক্ত। নিঃ (নাই) আপদ্ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, **-পদে**।

নিরাপত্তা—বিঘ্নবিপদের অভাব, বিঘ্নহীনতা, বিপত্তিশূন্যতা। নিরাপদ্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-পৎ** (-পদ্)।

নিরাভরণ—অলংকারশূন্য, ভূষণবিহীন। নিঃ (নাই) আভরণ যাহার, বহু। বিণ।

নিরাময়—সুস্থ, নীরোগ। নিঃ (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহু। বিণ।

নিরামিষ—১ মাংসাদি আমিষরহিত। বিণ। ২। মাছ মাংস ডিম ছাড়া খাদ্য, আমিষবিহীন খাদ্য। নিঃ (নাই) আমিষ যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

নিরামিষাশী (-শিন্)—যে মাছ মাংস ডিম প্রঃ খায় না এমন। উপভৎ ; নিরামিষ—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

নিরামিষ্ট—মাংসশূন্য ; জীবশূন্য ; পশুশূন্য ("সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ্ট বনে"—কাশী)। প্রা কপ্র। বিণ।

নিরায়ত—১। সম্পূর্ণ বিস্তৃত, পূর্ণপ্রসারিত। নিঃ (সম্যক্, সম্পূর্ণরূপে) আয়ত (প্রসারিত), প্রাদি। ২। অবিস্তৃত ; সংকুচিত। নিঃ (নয়) আয়ত, প্রাদি। বিণ।

নিরায়াস—সহজ, আয়াসশূন্য। নিঃ (নাই) আয়াস যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরায়ুধ—নিরস্ত্র, আয়ুধশূন্য। নিঃ (নাই) আয়ুধ যাহার, বহু। বিণ।

নিরালম্ব—নিরাশ্রয়, অবলম্বনহীন। নিঃ (নাই) আলম্ব যাহার, বহু। বিণ।

নিরালয়—যাহার বাড়িঘর নাই এরূপ, গৃহহীন ; বনবাসী। নিঃ (নাই) আলয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরালস্য—১। আলস্যশূন্যতা, শ্রমশীলতা। নিঃ (না) আলস্য, প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। আলস্যশূন্য ; উদ্যমযুক্ত। নিঃ (নাই) আলস্য যাহার, বহু। বিণ।

নিরালা—নিভৃত, নির্জন ; নিভৃত স্থান ; বিরল। <নিরালয়। বি বা বিণ।

নিরালোক—আলোকশূন্য। নিঃ (নাই) আলোক যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরাশ—আশাহীন, হতাশ। নিঃ (নাই) আশা যাহার, বহু। বিণ।

নিরাশঙ্ক—ভয়শূন্য। নিঃ (নাই) আশঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

নিরাশা—১। আশাশূন্যতা, নৈরাশ্য। নিঃ (নয়) আশা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। আশাশূন্যা ; নিরাহারা। নিরাশ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নিরাশ্বাস—সান্ত্বনাশূন্য ; ভরসাহীন ; নিরাশ। নিঃ (নাই) আশ্বাস যাহার, বহু। বিণ।

নিরাশ্রয়—অসহায় ; অশরণ, যাহার আশ্রয় নাই এরূপ। নিঃ (নাই) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরাস—নিরসন (তাহা দ্রঃ)। নির্—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিরাসক্ত—যাহার কোন বিষয়ে মন নাই এমন, অনাসক্ত, আসক্তিশূন্য, উদাসীন। নিঃ (নয়) আসক্ত, প্রাদি। বিণ।

নিরাসন—আসনশূন্য, যাহাতে আসন নাই এরূপ। নিঃ (নাই) আসন যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরাহার—১। যাহার খাওয়া হয় নাই এমন উপবাসী। নিঃ (নাই) আহার যাহার, বহু। বিণ। ২। অনাহার, খাওয়ার অভাব। নিঃ (নয়) আহার, প্রাদি। বি ; পুং।

নিরিখ—জিনিসের দর ; খাজানার বা মূল্যের হার। <ফা 'নির্খ'। বি।

নিরিখ বন্দি—বাজারদর নির্ধারণ ; জিনিসের দামের ফর্দ। **নিরিখের মকদ্দমা**—খাজনার হার নির্ধারণের জন্য মকদ্দমা।

নিরিন্দ্রিয়—যাহার চক্ষু কর্ণ প্রঃ ইন্দ্রিয় নাই এমন, ইন্দ্রিয়শূন্য, যাহার পুং বা স্ত্রী-চিহ্ন নাই এমন, ক্লীব, নপুংসক ; প্রমাণশূন্য ; দুর্বল ; উৎপাদনশক্তিরহিত। নিঃ (নাই) ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরিবিলি—১। নিরালায়, নিভৃতে, একান্তে। ক্রি-বিণ। ২। নির্জন, নিরালা। <নিরাবিল। বিণ।

নিরিবিলে—একান্তে ("আর খাঁচায় থাকি নিরিবিলে"—রবীন্দ্র)। কপ্র। ক্রি-বিণ।

নিরিমিষ—নিরামিষ ; (বিদ্রূপে) সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। <নিরামিষ। বিণ।

নিরীক্ষক—দর্শক, যে নিরীক্ষণ করে এরূপ ; দলিল ইঃ দেখিয়া যিনি হিসাব পরীক্ষা করেন, auditor. নির্—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষিকা**।

নিরীক্ষণ—দেখা, নয়ন দ্বারা অনুভব করণ, মনোযোগ দিয়া দেখা। নির্—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিরীক্ষমাণ—যে দেখিতেছে এরূপ, দর্শনকারী। নির্—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিরীক্ষা—দৃষ্টি, দর্শন ; প্রমাণ-প্রয়োগাদি দেখিয়া হিসাব-পরীক্ষা, audit. নির্—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নিরীক্ষিত—যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ, দৃষ্ট, অবলোকিত। নির্—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরীক্ষ্যমাণ—যাহাকে দেখা যাইতেছে এরূপ, দৃশ্যমান। নির্—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

নিরীতি—অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি ইঃ আপৎবিহীন। নিঃ (নাই) ঈতি যাহার, বহু। বিণ।

নিরীশ—১। লাঙ্গলের ফাল। নিঃ (নির্গত) ঈশা (লাঙ্গলদণ্ড) যাহা হইতে, প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। নাস্তিক ; নিরীশ্বর। নিঃ (নাই) ঈশ (ঈশ্বর) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরীশ্বর—যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এরূপ ('—বাদ') ; যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এরূপ, নাস্তিক। নিঃ (নাই) ঈশ্বর যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিরীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই—এই মত বা সিদ্ধান্ত, নাস্তিক্যবাদ, atheism. নিরীশ্বর-সমর্থক বাদ (কথন), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

নিরীশ্বরবাদী (-বাদিন্)—যে ব্যক্তি ঈশ্বর নাই—এই মত বা সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করে এরূপ, যে নিরীশ্বরবাদ সংস্থাপন বা অবলম্বন করে এরূপ। নিরীশ্বরবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

নিরীহ—নিশ্চেষ্ট ; নিঃস্পৃহ ; যে কাহারও বিষয়ে হস্তার্পণ করে না এরূপ, যে কখনও অনধিকারচর্চা করে না এরূপ ; যে কাহারও সহিত বিবাদ করে না এরূপ, নির্বিরোধ ; শান্তপ্রকৃতি। নিঃ (নাই) ঈহা যাহার, বহু। বিণ।

নিরুক্ত—১। বেদের কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা-কারক শাস্ত্র, যাস্কাচার্য প্রণীত বৈদিক অভিধান ; ব্যাকরণের নিপাতন। নিঃ (নিশ্চয়) উক্ত যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ২। নির্ণীত, মীমাংসিত ; নিশ্চয়রূপে কথিত ; যাহা নির্বাচন করা বা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, defined. নিঃ (নিশ্চয়রূপে) উক্ত, প্রাদি। বিণ।

নিরুক্তকার—নিরুক্ত-গ্রন্থকর্তা ; যাস্কাচার্য, ঊর্ণনাভ, স্কন্দস্বামী প্রঃ। উপতৎ ; নিরুক্ত—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

নিরুক্তি—১। নিরুক্ত। নির্ (নিশ্চয়) উক্তি যাহাতে, বহু। ২। নির্বচন ; নিঃশেষে কথন ; প্রকৃতিপ্রত্যয় ব্যাসবাক্য ইঃ দেখাইয়া শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞাপন ; প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি অবয়বার্থ কথন দ্বারা সমুদিতার্থের বোধন ; নির্ণয়, মীমাংসা। নিঃ (নিশ্চিতা) উক্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

নিরুত্তর—উত্তরশূন্য, নির্বাক্ ; উত্তর-দানে অসমর্থ। নিঃ (নাই) উত্তর যাহার, বহু। বিণ।

নিরুৎসব—আমোদপ্রমোদশূন্য। নিঃ (নাই) উৎসব যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরুৎসাহ—১। উদ্যমবিহীন, উৎসাহ-শূন্য, ভগ্নোৎসাহ। নিঃ (নাই) উৎসাহ যাহার, বহু। বিণ। ২। উৎসাহের অভাব। নিঃ (নয়) উৎসাহ, প্রাদি। বি ; পুং।

নিরুৎসুক—১। অত্যন্ত উৎসুক। নিঃ (অতিশয়) উৎসুক, প্রাদি। ২। ঔৎসুক্য-শূন্য। নিঃ (নয়) উৎসুক, প্রাদি। বিণ।

নিরুদ—জলশূন্য, anhydride. নিঃ (নাই) উদক (জল) যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরুদক—জলশূন্য। নিঃ (নাই) উদক যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরুদ্দিষ্ট—হারানো, যাহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাইতেছে না এরূপ। নিঃ (নয়) উদ্দিষ্ট (উৎ—দিশ্+ক্ত কর্ম) প্রাদি। বিণ্।

নিরুদ্দেশ—১। নিখোঁজ হওয়া। নিঃ (নয়) উদ্দেশ, প্রাদি। বি। ২। নিখোঁজ, যাহার কোন সন্ধান বা ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না এরূপ ; লক্ষ্যহীন। নিঃ (নাই) উদ্দেশ যাহার, বহু। বিণ। ৩। অজানা বস্তু দেশ ইঃ ('নিরুদ্দেশের পানে')। কপ্র। বি।

নিরুদ্ধ—নিবারিত, প্রতিবদ্ধ, স্থগিত ; অবরুদ্ধ। নি—রুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরুদ্বিগ্ন—নিশ্চিন্ত, উৎকণ্ঠাশূন্য, উদ্বেগশূন্য। নিঃ (নয়) উদ্বিগ্ন, প্রাদি। বিণ।

নিরুদ্বেগ—১। নিশ্চিন্ত, উৎকণ্ঠাশূন্য। নিঃ (নাই) উদ্বেগ যাহার, বহু। বিণ। ২। উদ্বেগশূন্যতা, শান্তি। প্রাদি। বি ; পুং।

নিরুদ্বেগে—নিশ্চিন্তভাবে, বিনা উৎ-কণ্ঠায়। নিঃ (নাই) উদ্বেগ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নিরুদ্যম—উদ্যমশূন্য ; উৎসাহহীন। নিঃ (নাই) উদ্যম যাহার, বহু। বিণ।

নিরুদ্যোগ—নিশ্চেষ্ট, উদ্যমশূন্য ; অলস ; অপ্রস্তুত। নিঃ (নাই) উদ্যোগ যাহার, বহু। বিণ।

নিরুপদ্রব—উৎপাতশূন্য, উপদ্রববিহীন ; নিষ্কণ্টক। নিঃ (নাই) উপদ্রব যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরুপম—অতুলনীয়, তুলনাহীন, অনুপম। নিঃ (নাই) উপমা যাহার, বহু। বিণ।

নিরুপাধি, নিরুপাধিক—উপাধিশূন্য ; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণশূন্য ; অনির্বচনীয়। নিঃ (নাই) উপাধি যাহার, বহু ; ২য় পক্ষে +ক সমাসান্ত। বিণ।

নিরুপায়—১। উপায়হীন, অসহায়, অনন্যোপায়। নিঃ (নাই) উপায় যাহার, বহু। বিণ। ২। উপায়ের অভাব, উপায়-হীনতা। নিঃ (নয়) উপায়, প্রাদি। বি ; পুং।

নিরূঢ়—১। উৎপন্ন ; প্রসিদ্ধ। নির্—বহ্+ক্ত কর্তৃ। ২। অবিবাহিত। নিঃ (নয়) ঊঢ়, প্রাদি। বিণ। ৩। রূঢ়িলক্ষণা দ্বারা অর্থপ্রতিপাদক শব্দ ; শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ; প্রসিদ্ধ অর্থে শব্দের প্রয়োগ ; পশুযাগ বিঃ। নির্—বহ্+ক্ত করণ। বি ; পুং।

নিরূঢ়ি—প্রসিদ্ধি, খ্যাতি। নির্—বহ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিরূপ—রূপহীন, আকারশূন্য, নিরাকার। নিঃ (নাই) রূপ যাহার, বহু। বিণ।

নিরূপক—যে নিরূপণ করে এরূপ, নির্ণায়ক। নি—রূপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-পিকা**।

নিরূপণ—স্থিরীকরণ ; নির্ণয়, অবধারণ ; দর্শন ; বিতর্ক ; নিয়োগ ; বিবরণ। নি—রূপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিরূপিত—নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত ; দৃষ্ট ; বিচারিত ; নিযুক্ত। নি—রূপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরূপিতি—সংজ্ঞা ; পরীক্ষা, বিচার। নি—রূপ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নির্ঋতি—১। অলক্ষ্মী ; অভিশাপ ; মৃত্যু ; অসৌভাগ্য দেবী ; দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের শাসনকর্ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। নৈর্ঋত-কোণের অধিপতি ; একাদশ রুদ্রের একজন। নির্ (নিয়ত) ঋতি (নিন্দা) যাহা হইতে, বহু। বি ; পুং। ৩। নিরুপদ্রব। নিঃ (নিক্রান্ত) ঋতি (মঙ্গল) যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নিরেট—যাহা ফাঁপা বা তরল নয় এমন ; ছিদ্রশূন্য ; দৃঢ়, শক্ত ; অতিশয় ; (লক্ষ্যার্থে) মস্তিষ্কহীন। বাংপ্র। বিণ।

নিরেস—খারাপ, মন্দ, নিকৃষ্ট। <নীরস। বিণ।

নিরোধ—আটক, বেষ্টন, অবরোধ, কারা-বন্ধন ; বিনাশ ; প্রতিরোধ ; বারণ ; ক্ষতি, নিগ্রহ। নি—রুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিরোধক—নিরোধকারক, যে নিরোধ করে। নি—রুধ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিকা**।

নিরোধন—নিরোধ ; বাধাদান। নি—রুধ্ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নির্গত—যাহা বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, নিঃসৃত, বহির্গত ; অপগত। নির্—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্গন্ধ—গন্ধশূন্য। নিঃ (নাই) গন্ধ যাহার, বহু। বিণ।

নির্গম—১। বাহির হওন, অপগম। নির্—গম্+অপ্ ভাব। বি ; পুং। ২। দুর্গম ; নিবিড় ; অতিশয়। প্রা কপ্র। বিণ।

নির্গমন—১। বাহির হওয়া, বহির্গমন, নিঃসরণ। নির্—গম্+অনট্ ভাব। ২। দ্বার, প্রতিহার। নির্-গম্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

নির্গমে—১। নির্গত হয়। কপ্র। ক্রি। ২। নির্ধূমভাবে ; স্থিরভাবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

নির্গলন—গলিয়া যাওয়া, বিগলন ; স্রবন ; চোয়ানো, ক্ষরণ ; শোধক যন্ত্রের ভিতর দিয়া চোয়াইয়া আসা, filtration. নির্—গল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নির্গলিত—যাহা গলিয়া গিয়াছে এমন, বিগলিত ; শোধক যন্ত্রের ভিতর দিয়া যাহা চোয়াইয়া আসিয়াছে এরূপ, filtered. নির্—গল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্গলিতার্থ—মর্মার্থ, সারকথা। নির্গলিত অর্থ. কর্মধা। বি ; পুং।

নির্গামিক—যাহা বাহিরে যাইতেছে এমন, বহির্গামী, outgoing. নির্গম+ইক। বিণ।

নির্গুণ—১। যাহার কোন গুণ নাই এমন, গুণহীন ; সদ্গুণহীন ; যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত ('— ব্রহ্ম') ;

ক্রিয়াহীন, ক্রিয়াশূন্য ('— প্রভু')। নিঃ (নাই) গুণ যাহার, বহু। বিণ। ২। পরমেশ্বর, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ বর্জিত পরমাত্মা। নিঃ (নাই) গুণ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নির্গূঢ়—১। অত্যন্ত গোপন, নিতান্ত গূঢ়, সংবৃত্ত। বিণ। ২। বৃক্ষের কোটর, গাছের গর্ত। নির্—গুহ্ + ক্ত কর্ম। বি; পুং।

নির্গোলে—বিনা গোলমালে, ধীরভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নির্গ্রন্থ—বিদ্যাহীন, মূর্খ; নিঃসহায়; নির্বেদগ্রস্ত; মমতাবর্জিত; আসক্তিশূন্য; দরিদ্র; যাহাতে কোন গেরো নাই এমন, গ্রন্থিশূন্য। নিঃ (নাই) গ্রন্থ যাহার, বহু। বিণ।

নির্গ্রন্থক, নির্গ্রন্থিক—১। উলঙ্গ, নগ্ন; নিপুণ, দক্ষ; হীন, নীচ। বিণ। ২। উলঙ্গ বৌদ্ধসন্ন্যাসী বিঃ, ক্ষপণক। নিঃ (নাই) গ্রন্থ, গ্রন্থি যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বি; পুং। স্ত্রী, **-ন্থিকা**।

নির্গ্রন্থন—মারণ, বধ। নির্—গ্রন্থ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্গ্রন্থিক—'নির্গ্রন্থক' দ্রঃ।

নির্ঘণ্ট—১। নির্ণয়, নিরূপণ। নির্—ঘণ্ট্ + ঘঞ্ ভাব। ২। মীমাংসা, সিদ্ধান্ত; অনুক্রমণিকা, সূচীপত্র ('শুভদিনের —')। নির্—ঘণ্ট্ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৩। তন্ন তন্ন করিয়া দেখা। বাংপ্র। বি।

নির্ঘাত—১। বায়ুর শব্দ, বায়ুতে বায়ুতে অভিহত হইয়া যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা। নির্—হন্ + ঘঞ্ ভাব। ২। বজ্র। বি; পুং। ৩। বিষম; নিষ্ঠুর; ভয়ানক। নির্—হন্ + ঘঞ্ করণ। বিণ। ৪। নিশ্চয়, অবশ্য; অব্যর্থ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নির্ঘৃণ—যাহার দয়া লজ্জা নাই এমন, নির্লজ্জ। নিঃ (নাই) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ।

নির্ঘোষ—উৎকট শব্দ, গভীর ধ্বনি, যে শব্দ শুনিলে মনে ভয় জন্মে তাহা। নির্—ঘুষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নির্জ(র্জ্জ)ন—১। যেখানে কেহ নাই এরূপ, যেখানে লোকের যাতায়াত নাই এরূপ, জনহীন, বিরল। বিণ। ২। জনশূন্য স্থান, নিভৃত প্রদেশ। নিঃ (নাই) জন যেখানে, বহু। বি; পুং।

নির্জ(র্জ্জ)নতা—জনশূন্য অবস্থা। নির্জন + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নির্জ(র্জ্জ)নতাপ্রিয়—যে জনশূন্য স্থানে থাকিতে ভালবাসে এরূপ; গুহাবাসী। নির্জনতা প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

নির্জ(র্জ্জ)র—১। দেবতা। নিঃ (নাই) জরা যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। অমৃত, সুধা। নিঃ (নাই) জরা যাহা হইতে বা যাহাদ্বারা, বহু। বি; ক্লী। ৩। জরা-রহিত, বার্ধক্যশূন্য। নিঃ (নাই) জরা যাহার, বহু। বিণ।

নির্জ(র্জ্জ)ল—জলহীন, জলশূন্য, নিরম্বু; যাহাতে বেশী জল নাই এরূপ, অনার্দ্র; যেখানে অতিশয় জলকষ্ট এরূপ; যাহাতে জলপান নিষিদ্ধ এমন। নিঃ (নাই) জল যাহাতে বা যেখানে, বহু। বিণ।

নির্জ(র্জ্জ)লা—১। জলবিহীনা। নির্জল + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। খাঁটী, বিশুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

নির্জলৈকাদশী—জ্যৈষ্ঠের শুক্লা একাদশী। নির্জলা একাদশী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নির্জি(র্জ্জি)ত—পরাজিত; বশীকৃত। নির্—জি + ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্জী(র্জ্জী)ব—প্রাণহীন, জীবনশূন্য, জীবাত্মরহিত; অতিশয় দুর্বল; অবসন্ন, ক্লান্ত; অচেতন। নিঃ (নাই) জীব যাহার, বহু। বিণ।

নির্জী(র্জ্জী)বতা—অসাড়তা, অবসন্নতা। নির্জীব + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নির্জ্ঞাত—নির্জ্ঞান (তাহা দ্রঃ)। নিঃ (নয়) জ্ঞাত, নঞ্তৎ। বিণ।

নির্জ্ঞান—জ্ঞানশূন্য, চৈতন্যহীন, unconscious; অবচেতন, subconscious; যে জানে না এরূপ; অজানা, অজ্ঞাত। নিঃ (নাই) জ্ঞান যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্ঝঞ্ঝাট—'নিঝঞ্ঝাট' দ্রঃ।

নির্ঝর—ঝরনা, উৎস; বারিপ্রবাহ। নির্—ঝৃ + অপ্ ভাব বা অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নির্ঝরিণী—নদী। নির্ঝর + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নির্ঝরী (-রিন্)—পর্বত। নির্ঝর + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

নির্ণয়, নির্ণয়ন—১। নিশ্চয়, অবধারণ; নির্ধারণ, নিরূপণ; নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত। নির্—নী + অচ্, অনট্ ভাব। ২। ফয়সালা, ডিক্রী। নির্—নী + অচ্, অনট্ করণ। বি; পুং, ক্লী।

নির্ণায়ক—১। যে নির্ণয় করে এরূপ, নিশ্চয়কারক, নিষ্পাদক; সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা**। ২। (অর্থনীতি) বস্তুর স্বরূপ বা গুণাগুণ যাহা দ্বারা নির্ণয় করা যায় এমন বস্তু, criterion. নির্—নী + ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

নির্ণায়ক-সভা—বিচারকার্যে নিযুক্ত বিশেষ সভা বা সংঘ, Jury. নির্ণায়িকা সভা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নির্ণায়ক-সভ্য—বিশেষ বিচার-সভার সদস্য, Juror. নির্ণায়কের (নির্ণায়ক-সভার) সভ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নির্ণায়ন—নির্ণয় করানো। নির্—নী + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্ণিক্ত—পরিষ্কৃত, ক্ষালিত; পালিশ-করা; মুক্ত, শোধিত, বিগতপাপ। নির্—নিজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ণিক্তি—মুক্তি, ক্ষালন। নির্—নিজ্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্ণীত—স্থিরীকৃত; অবধারিত, নিশ্চিত। নির্—নী + ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ণেজক—১। ধোবা, রজক। বি; পুং। ২। পরিষ্কারক। নির্—নিজ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**।

নির্ণেজন—১। পরিষ্কারকরণ, শুদ্ধি। নির্—নিজ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পরিষ্কারক। নির্—নিজ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

নির্ণেতা (নির্ণেতৃ)—নির্ণায়ক, নিশ্চয়কারক; বিচারক। নির্—নী + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

নির্ণেয়—নির্ণয় করিবার যোগ্য; যাহা নির্ণয় করিতে হইবে এরূপ, নির্ধারণযোগ্য। নির্—নী + যৎ কর্ম। বিণ।

নির্দম—বেদম, বেজায়। বাংপ্র। বিণ।

নির্দ(র্দ্দ)য়—দয়াহীন, নিষ্ঠুর। নিঃ (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ।

নির্দ(র্দ্দ)হন—১। অগ্নিশূন্য। নিঃ (নাই) দহন (অগ্নি) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। ভেলা গাছ, ভল্লাতক-বৃক্ষ। নির্—দহ্ + অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। সম্যক্ দহন। নির্—দহ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্দায়—দায়শূন্য, যাহার উপর কোন দাবি নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

নির্দি(র্দ্দি)ষ্ট—নিরূপিত, স্থিরীকৃত, নির্ধারিত; উল্লিখিত; কথিত; অঙ্গুল্যাদি দ্বারা প্রদর্শিত; উপদিষ্ট; আদিষ্ট। নির্—দিশ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্দে(র্দ্দে)শ—১। আদেশ, আজ্ঞা; উপদেশ; নিরূপণ; কথন; প্রদর্শন; অবধারণ; উল্লেখ, বর্ণন। নির্—দিশ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। নাম। নির্—দিশ্ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

নির্দে(র্দ্দে)শক—যে নির্দেশ করে এরূপ; আজ্ঞাপক; উল্লেখকারী; প্রদর্শক। নির্—দিশ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**।

নির্দে(র্দ্দে)শনী—যাহা দ্বারা কোন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্—দিশ্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নির্দে(র্দ্দে)শ-পুস্তক—কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বর্ণনা প্রঃ সম্বলিত পুস্তক, reference book. নির্দেশজ্ঞাপক পুস্তক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নির্দেষ্টা (-দেষ্টৃ), **নির্দ্দেষ্টা** (-দ্দেষ্টৃ)—

নির্দেশক। নির্—দিশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -ত্রী।

নির্দো(র্দ্দো)ষ—দোষরহিত, অপরাধশূন্য; ত্রুটিহীন, নিখুঁত। নিঃ (নাই) দোষ যাহার, বহু। বিণ।

নির্দোষী—নির্দোষ। বাংপ্র। বিণ।

নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদি বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব-রহিত; যাহা দ্বিগুণ নয় এরূপ; নির্বিরোধ। নিঃ (নাই) দ্বন্দ্ব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্ধন—ধনশূন্য, অর্থহীন; দরিদ্র। নিঃ (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ।

নির্ধনতা—অর্থহীনতা, দারিদ্র্য। নির্ধন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নির্ধনী (-ধনিন্)—ধনহীন, দরিদ্র। নিঃ (নয়) ধনী, প্রাদি। বিণ।

নির্ধা(র্দ্ধা)র, নির্ধা(র্দ্ধা)রণ—স্থিরকরণ; বাছাইকরণ, অনেকের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা একের পৃথক্‌করণ, নির্ণয়। নির্—ধৃ+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

নির্ধা(র্দ্ধা)রক—যে নির্ধারণ করে এরূপ; নির্ণায়ক। নির্—ধৃ বা ধারি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -রিকা।

নির্ধা(র্দ্ধা)রণ—'নির্ধার' দ্রঃ।

নির্ধা(র্দ্ধা)রণীয়—নির্ধার্য (তাহা দ্রঃ)। নির্—ধৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

নির্ধা(র্দ্ধা)রিত—নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত; পৃথক্‌কৃত; সিদ্ধান্তিত, মীমাংসিত। নির্—ধৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ধা(র্দ্ধা)র্য—নির্ণেয়, নিরূপণীয়। নির্—ধৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

নির্ধূম—যাহাতে ধোঁয়া নাই এরূপ, ধূমশূন্য। নিঃ (নাই) ধূম যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্নিমিখ—যাহাতে পলক পড়ে না এমন, নিমেষশূন্য ('— নয়ন')। কপ্র। বিণ।

নির্নিমেষ—১। যাহাতে পলক পড়ে না এমন ('— নেত্র'); যাহার চক্ষুর পলক পড়ে না এরূপ, নিমেষশূন্য, স্থিরনেত্র। বিণ। ২। বিষ্ণু; মৎস্য। নিঃ (নাই) নিমেষ যাহাতে বা যাহার, বহু। বি; পুং।

নির্ব(র্ব্ব)ংশ—যাহার বংশ লোপ পাইয়াছে এমন, যাহার সন্তান-সন্ততি সব মরিয়া গিয়াছে এরূপ, অপত্যশূন্য, নিঃসন্তান। নিঃ (নাই) বংশ যাহার, বহু। বিণ।

নির্বংশে—সকল পুত্রের মৃত্যুকামনা করিয়া উক্ত গালি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নির্ব(র্ব্ব)চন—১। বিশেষভাবে কথন; নিরুক্তি, definition; বর্ণন; ব্যাখ্যা; মীমাংসা, সিদ্ধান্ত; নিরূপণ; বাক্যবাক্য প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি সাহায্যে অর্থ কথন; (জ্যামিতি) প্রতিজ্ঞাবাক্য, উপপাদ্যের বিষয় সূত্রাকারে প্রকাশ-করণ, enunciation. নির্—বচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। বচনরহিত, বচনশূন্য, নিরুত্তর, মৌনী। নিঃ (নাই) বচন যাহার, বহু। বিণ।

নির্ব(র্ব্ব)ন্ধ—নিয়ম, ব্যবস্থা; ভবিতব্যতা, বিধান ('বিধির —'); আগ্রহ; উৎকট যত্ন, অভিনিবেশ; জেদ; যোগাযোগ, সংযোগ, ঘটনা। নির্—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নির্ব(র্ব্ব)পণ-দান; পিতৃলোকের উদ্দেশে দান; অন্নাদি-পরিবেশন। নির্—বপ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্ব(র্ব্ব)র্ত(র্ত্ত)ক—যে সম্পাদন করে এরূপ, নির্বাহক। নির্—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -র্তিকা।

নির্ব(র্ব্ব)র্ত(র্ত্ত)ন—সম্পাদন, নিষ্পাদন। নির্—বৃৎ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্ব(র্ব্ব)র্তি(র্ত্তি)ত—নিষ্পাদিত, সম্পাদিত। নির্—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ব(র্ব্ব)র্ষ—বর্ষাহীন; বৃষ্টিশূন্য, যেখানে বৃষ্টি হয় না এরূপ। নিঃ (নাই) বর্ষ যেখানে, বহু। বিণ।

নির্ব(র্ব্ব)ল—শক্তিহীন, দুর্বল। নির্ (নাই) বল যাহার, বহু। বিণ।

নির্ব(র্ব্ব)হণ—নির্বাহ; নিষ্ঠা; নাটকাদির সমাপ্তিসূচক সন্ধি বিঃ। নির্—বহ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্বাক্ (নির্বাচ্), **নির্ব্বাক্** (নির্ব্বাচ্)—যাহার কথা বন্ধ হইয়াছে এমন, বাক্যহীন, মূক; মৌনী; হতভম্ব। নিঃ (নাই) বাক্ যাহার, বহু। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)চক—যে বাছাই করে এরূপ, নির্বাচনকারী। নির্—বচ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -চিকা।

নির্বা(র্ব্বা)চকমণ্ডলী—নির্বাচনকারী জনসমূহ, ভোটদাতাদের দল, কোন বিশেষ কেন্দ্রের ভোটদাতার সমষ্টি, constituency. ৬তীতৎ। বি; স্ত্রী।

নির্বা(র্ব্বা)চন—১। বাছিয়া বাহির করণ, নির্ধারণ, স্থিরীকরণ; বহুলোক মিলিয়া একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন, election. নির্—বচ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। নিরুত্তর, মৌনী। প্রা কপ্র। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)চনকেন্দ্র—ভোট লইবার স্থান, polling booth. ৬তীতৎ। বি; স্ত্রী।

নির্বা(র্ব্বা)চনপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—যে নির্বাচিত হইতে ইচ্ছা করে। নির্বাচনের প্রার্থী, ৬তীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী. -প্রার্থিনী।

নির্বাচা—বাছিয়া বাহির করা, নির্ধারণ করা। কপ্র। ক্রি।

নির্বা(র্ব্বা)চিত—বহু ব্যক্তি কর্তৃক একাধিক ব্যক্তির মধ্য হইতে মনোনীত, elected. নির্—বচ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)চ্য—কথনযোগ্য; নির্বাচন-যোগ্য। নির্—বচ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)ণ—১। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় দ্বারা সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে মুক্তি, ভবযন্ত্রণার অবসান, মোক্ষ; অস্তগমন; নিবিয়া যাওয়া; নাশ; শান্তি; নিবৃত্তি; বিরাম; মিলন; হস্তীর স্নান। নির্—বা+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ২। যাহা নিবিয়া গিয়াছে এরূপ; প্রশমিত; নিশ্চল; শূন্য; মুক্ত; নিমগ্ন; নিবৃত্ত, শান্ত; নষ্ট; হস্তগত; বিশ্রান্ত। নির্—বা+ক্ত কর্তৃ। ৩। বাণশূন্য। নিঃ (নাই) বাণ যাহার, বহু। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)ণোন্মুখ—যাহা শীঘ্রই নিবিয়া যাইবে এরূপ; প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন। নির্বাণে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)ত—বায়ুশূন্য; স্থির, অচঞ্চল। নিঃ (নাই) বাত যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)দ—অপবাদ, নিন্দা; জনশ্রুতি; কলহ; অবজ্ঞা; বাদ বা কথনের অভাব। নির্—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নির্বা(র্ব্বা)ধ—অবাধ, বাধাশূন্য; অর্গল-হীন। নিঃ (নাই) বাধা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)প—নিবাইয়া দেওয়া; পিতৃ-লোকের উদ্দেশে দান; বধ। নির্—বপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নির্বা(র্ব্বা)পক—যে বা যাহা নিবাইয়া দেয়; নাশক, হত্যাকারী; দানকর্তা। নির্—বপ্ বা বা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)পণ—নিবাইয়া দেওয়া; অবসান করানো; বধ, নাশ; আহুতি প্রদান; সমর্পণ; শান্তিকরণ। নির্—বপ্ বা বা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্বা(র্ব্বা)পিত—যাহা নিবানো হইয়াছে এরূপ; বিনাশিত; দত্ত। নির্—বপ্ বা বা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)সক—অপরাধীকে যে দেশান্তরে পাঠায়, নির্বাসনকারী। নির্—বস্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -সিকা।

নির্বা(র্ব্বা)সন—অপরাধের জন্য দেশ বা নগরাদি হইতে বহিষ্করণ, দেশান্তরিতকরণ; বহিষ্কৃত হইয়া দেশান্তরে বাস; দূরীকরণ; বধ। নির্—বস্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্বা(র্ব্বা)সিত—অপরাধের জন্য দেশ হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত, নগরাদি হইতে বহিষ্কৃত; হত। নির্—বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)হ—সম্পাদন; চালান

('সংসার—'); নিষ্পত্তি; সমাপ্তি। নির্—বহ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নির্বা(র্ব্বা)হক—১। নির্বাহকারক, নিষ্পাদক। বিণ। স্ত্রী, -হিকা। ২। কোন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, officer. নির্—বহ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

নির্বা(র্ব্বা)হিত—যাহা সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ, সম্পাদিত। নির্—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বা(র্ব্বা)হী (-হিন্)—কর্ম সম্পন্ন করার অধিকারপ্রাপ্ত ('—সভা'), executive. নির্—বহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হিণী।

নির্বি(র্ব্বি)কল্প—১। বিকল্পরহিত; বিশেষ্য-বিশেষণতা-সম্বন্ধশূন্য; জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়তা-ভেদশূন্য; সংশয়হীন, অভ্রান্ত। বিণ। ২। অখণ্ড জ্ঞান, বস্তুর আলোচনাখ্য প্রাথমিক জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বিঃ। নিঃ (নাই) বিকল্প যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী। **নির্বি(র্ব্বি)কল্প সমাধি**—জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-ভেদশূন্য হইয়া অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে চিত্তনিয়োগ।

নির্বি(র্ব্বি)কার—১। বিকারশূন্য, অবিকৃত; চিত্তচাঞ্চল্যহীন, উদাসীন; রাগদ্বেষাদিহীন; অপক্ষপাতী; অপরিবর্তনীয়। বিণ। ২। জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারহীন পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। নিঃ (নাই) বিকার যাঁহার বা যাঁহাতে, বহু। বি; পুং।

নির্বি(র্ব্বি)ঘ্ন—১। বিঘ্নহীন, নিরাপদ্। নিঃ (নাই) বিঘ্ন যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বিঘ্ন না থাকা, নিরাপত্তা। বিঘ্নের অভাব এই অর্থে, অব্যয়ী। বি; স্ত্রী।

নির্বি(র্ব্বি)ঘ্নে—নিরাপদে, অবাধে, অনায়াসে। নিঃ (নাই) বিঘ্ন যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)চার—বিচারশূন্য; বিবেচনাহীন। নিঃ (নাই) বিচার যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)চারে—বিচার না করিয়াই; ভাল-মন্দ না বুঝিয়াই। নিঃ (নাই) বিচার যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)ণ্ণ—দুঃখিত, খিন্ন; অনুতাপগ্রস্ত, নিজের প্রতি যাহার ধিক্কার আসিয়াছে এরূপ। নির্—বিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)ৎ—দুঃখিত, খিন্ন, ভয় বা শোকে নিতান্ত কাতর; অনুতাপী, নির্বেদযুক্ত। নির্—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)বাদ—যাহার কাহারও সহিত ঝগড়া নাই এমন, বিরোধহীন, বিবাদশূন্য। নিঃ (নাই) বিবাদ যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)বাদী (-দিন্)—যে কাহারও সহিত ঝগড়া করে না এমন, নির্বিরোধ; নিরীহ, শান্তশিষ্ট। নিঃ (নয়) বিবাদী, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, -দিনী।

নির্বি(র্ব্বি)বাদে—ঝগড়া না করিয়া, বিনা কলহে; বিনা গণ্ডগোলে। নিঃ (নাই) বিবাদ যাহাতে, বহু, এভাবে। ক্রি-বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)রোধ—যে কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে ভালবাসে না এমন, কলহবিমুখ, বিরোধশূন্য। নিঃ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)রোধী (-ধিন্)—নিরীহ, বিরোধহীন। নিঃ বিরোধী, প্রাদি। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)রোধে—কোনরূপ বাধা না পাইয়া, অবাধে। নিঃ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)শঙ্ক—ভয়শূন্য, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। নিঃ (নাই) বিশঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)শেষ—১। অভিন্ন, ভেদরহিত; সাধারণ, প্রাথমিক ('—জ্ঞান')। নিঃ (নাই) বিশেষ (ভেদ) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। ভেদের অভাব, অভিন্ন ভাব। নিঃ (নয়) বিশেষ, প্রাদি। বি; পুং।

নির্বি(র্ব্বি)শেষে—কোনরূপ ভেদাভেদ না করিয়া, সমভাবে, অভিন্নভাবে। নিঃ (নাই) বিশেষ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)ষ—যাহাতে বিষ নাই এমন, বিষশূন্য। নিঃ (নাই) বিষ যাহার, বহু। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)ষয়—অগোচর; যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন; বিষয়বহির্ভূত। নির্গত বিষয় হইতে, প্রাদি। বিণ।

নির্বি(র্ব্বি)ষ্ট—প্রাপ্ত, লব্ধ; অনুভূত; ভুক্ত; বিবাহিত; কৃতাগ্নিহোত্র; স্থিত; পুষ্ট। নির্—বিশ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

নির্বী(র্ব্বী)জ—১। বীজশূন্য; জীবাণুশূন্য, sterile; পচনপ্রবণতাশূন্য, aseptic; কারণরহিত; পুরুষত্বহীন। বিণ। ২। সমাধি বিঃ। নিঃ (নাই) বীজ যাহার, বহু। বি; পুং।

নির্বী(র্ব্বী)জন—(শারীরবিদ্যা) জীবাণুশূন্যকরণ, পচনপ্রবণতানিবারণ, sterilization, disinfection. নির্—বীজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—নির্বাজিত।

নির্বী(র্ব্বী)র—বীরশূন্য। নিঃ (নাই) বীর যেখানে, বহু। বিণ।

নির্বী(র্ব্বী)রা—১। পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী, যে নারীর স্বামী ও ছেলে নাই, অবীরা। নিঃ (নাই) বীর (অর্থাৎ পতিপুত্রাদি) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বীরশূন্যা। নির্বীর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বীরশূন্য করা। কপ্র। ক্রি।

নির্বীরিবে—বীরশূন্য করিবে ("নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি।

নির্বী(র্ব্বী)র্য(র্য্য)—নিস্তেজ, দুর্বল। নিঃ (নাই) বীর্য যাহার, বহু। বিণ।

নির্বু(র্ব্বু)দ্ধি—বোকা, জ্ঞানশূন্য। নিঃ (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। বি, -দ্ধিতা।

নির্বৃ(র্ব্বৃ)ত—সুখপ্রাপ্ত; সন্তুষ্ট। নির্—বৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্বৃ(র্ব্বৃ)তি—মুক্তি; সন্তোষ, সুখ, শান্তি; সিদ্ধি; অভয়; মৃত্যু; অস্তগমন। নির্—বৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্বৃ(র্ব্বৃ)ত্ত—১। নিষ্পন্ন; সুসিদ্ধ, সম্পন্ন; জাত। নির্—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। ২। বৃত্তিরহিত। নিঃ (নাই) বৃত্ত (বৃত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

নির্বৃ(র্ব্বৃ)ত্তি—১। নিষ্পত্তি; সমাধা, সমাপ্তি। নির্—বৃত্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। জীবিকাশূন্য। নিঃ (নাই) বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

নির্বে(র্ব্বে)দ—১। আত্মগ্লানি, খেদ, আপনাকে ধিক্কার দেওয়া; বিষাদ; বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য; অনুতাপ; (মনোবিজ্ঞান) নৈরাশ্য, হতাশা, despondency. নির্—বিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। বেদবহির্ভূত। নির্ (নির্গত) বেদ হইতে, প্রাদি। বিণ।

নির্বে(র্ব্বে)দন—ব্যথাশূন্য, বেদনাহীন। নিঃ (নাই) বেদনা যাহার, বহু। বিণ।

নির্বৈ(র্ব্বৈ)র—যাহার মনে কোন শত্রুতা নাই এমন, বিদ্বেষহীন। নিঃ (নাই) বৈর (শত্রুতা) যাহার, বহু। বিণ।

নির্বো(র্ব্বো)ধ—বোকা, বোধহীন, জ্ঞানশূন্য। নিঃ (নাই) বোধ যাহার, বহু। বিণ।

নির্ব্যথন—১। দুঃখ; খুব বেশী রকম পীড়ন। নিঃ (নিশ্চিত) ব্যথন (ভয় বা চলন) যাহাতে, বহু। ২। ব্যথার অভাব। নির্—ব্যথ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্ব্যাজ—সরল, অকপট, ছলরহিত। নিঃ (নাই) ব্যাজ (ছল) যাহার, বহু। বিণ।

নির্ব্যূঢ়—নিশ্চিত প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত, নিশ্চিত; চরম, পরম, absolute; যথেচ্ছ ব্যয়ের অধিকারযুক্ত; সম্যক্; পর্যাপ্ত; সমাপ্ত; ত্যক্ত। নির্—বি—বহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ভয়—যাহার ভয় নাই এরূপ, নিঃশঙ্ক। নিঃ (নাই) ভয় যাহার, বহু। বিণ।

নির্ভয়ে—ভয় না করিয়া, বিনা ভয়ে। নিঃ (নাই) ভয় যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নির্ভর—১। ভরসা; বিশ্বাস; অপেক্ষা। বাংপ্র। বি। **নির্ভর করা**—আস্থা স্থাপন

করা; ভার রাখা। **নির্ভর রাখা**—আস্থা বা ভরসা করা। ২। অতিরিক্ত, অধিক, বহুল; পূর্ণ। নিঃশেষে ভর যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। সারভাগ। নির্—ভৃ+অপ্ কর্ম। ৪। অতিরেক। বি; ক্লী। ৫। ভারদান; আশ্রয়। নির্—ভৃ+অপ্ ভাব। বি; পুং।

নির্ভর-পত্র—কোন আদেশ কার্যে পরিণত করিবার অধিকারপত্র, warrant. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নির্ভাবনা—নিশ্চিন্ততা, দুশ্চিন্তাশূন্যতা। নিঃ (নয়) ভাবনা (চিন্তা), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

নির্ভিন্ন—খণ্ডিত; বিদলিত, অভিন্ন; বিকসিত। নির্—ভিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ভীক—ভয়হীন, নিঃশঙ্ক। নিঃ (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। বি, **-কতা**।

নির্ভীকচিত্ত—১। যাহার মনে ভয় নাই এরূপ। নির্ভীক চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। ভয়শূন্য মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ক্রি-বিণ, **-চিত্তে**।

নির্ভীকতা—ভয়শূন্যতা সাহস। নির্ভীক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নির্ভুল—নিখুঁত, ত্রুটিবিহীন, ভুলশূন্য। নিঃ (নাই) ভুল (বাং) যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্ম(র্ম্ম)ক্ষিক—১। মাছিশূন্য; উপদ্রবকারীদের দ্বারা পরিত্যক্ত; জনপ্রাণিহীন; নিভৃত, নির্জন, একেবারে নিরালা। নিঃ (নাই) মক্ষিকা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। মাছির অভাব; উপদ্রবকারীদের অভাব। মক্ষিকার অভাব এই অর্থে, অব্যয়ী। অ। ৩। মাছিশূন্য স্থান; নির্জন স্থান। বি; ক্লী।

নির্ম(র্ম্ম)ঞ্চ(ঞ্ছ)ন—আরতি, নীরাজন; সেবা; মোছা; পূজা বা আরাধনার বস্তু। নির্—মন্চ্, মন্ছ্+অনট্ ভাব, করণ। বি; ক্লী।

নির্ম(র্ম্ম)ঞ্ছা—আরতি বা নির্মঞ্চন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নির্ম(র্ম্ম)ৎসর—মাৎসর্যবিহীন, পরশ্রীকাতরতাশূন্য; গর্বশূন্য। নিঃ (নাই) মৎসর (মাৎসর্য) যাহার, বহু। বিণ।

নির্ম(র্ম্ম)ন্থ, নির্ম(র্ম্ম)ন্থন—বিশেষভাবে মন্থন; মর্দন; ঘর্ষণ; নিংড়ানো। নির্—মন্থ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

নির্ম(র্ম্ম)ম—মমতাশূন্য, নিষ্ঠুর, নির্দয়; বাসনারহিত। নিঃ (নাই) মম (মমতা) যাহার, বহু। বিণ।

নির্ম(র্ম্ম)ল—১। পরিষ্কৃত, অনাবিল; নির্দোষ, অকলঙ্ক; সরল; পবিত্র। বিণ। ২। অভ্র, অভ্রক। নিঃ (নাই) মল যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

নির্ম(র্ম্ম)লী—জলপরিষ্কারক বীজ বিঃ; কতক ফল। নির্মল করে যাহা, এই অর্থে বাংপ্র। বি।

নির্মা(র্ম্মা)ণ—তৈয়ার, গঠন, রচনা, গ্রন্থন, প্রস্তুতকরণ; সার; সামঞ্জস্য; (অর্থনীতি) উৎপাদন, তৈরি, manufacture. নির্—মা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্মাতা (নির্মাতৃ), **নির্ম্মাতা** (নির্ম্মাতৃ)—নির্মাণকর্তা, যে প্রস্তুত করে এরূপ। নির্—মা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

নির্মা(র্ম্মা)য়ী (-য়িন্)—মায়ারহিত। নিঃ (না) মায়ী, প্রাদি। বিণ।

নির্মা(র্ম্মা)লি—নির্মাল্য। কপ্র। বি।

নির্মা(র্ম্মা)ল্য—১। দেবতার প্রসাদী ফুল বা মালা, দেবদেবীকে নিবেদন-করা ফুল প্রঃ; দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য, দেবতার প্রসাদ। নিঃ (নির্গত) মাল্য হইতে, প্রাদি। বি; ক্লী। ২। নির্মলতা, অনাবিলতা। মল্+ষ্যঞ্ স্বার্থে (= মাল্য); নিঃ (নয়) মালা, প্রাদি। ৩। মাল্যহীন; নির্মল, পরিষ্কৃত। নিঃ (নির্গত) মালা (মালা, মল) যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নির্মা(র্ম্মা)ল্যা—জলপরিষ্কারক বীজ বিঃ, নির্মলি। নির্গত হয় মালা (মল) যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

নির্মি(র্ম্মি)ত—তৈয়ারী, প্রস্তুত, গঠিত, কৃত। নির্—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্মি(র্ম্মি)তি—নির্মাণ। নির্—মা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্মি(র্ম্মি)ৎসা—নির্মাণ করিবার ইচ্ছা। নির্—মা+সন্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

নির্মী(র্ম্মী)য়মাণ—যাহা নির্মাণ করা হইতেছে এরূপ। নির্—মা+শানচ্ কর্ম। বিণ।

নির্মু(র্ম্মু)ক্ত—১। খোলস-ছাড়া সাপ। নিঃ (নিঃশেষে) মুক্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। যে মুক্তি পাইয়াছে এরূপ, বন্ধনমুক্ত; বিমুক্ত; নিঃশেষে মুক্ত; বহির্গত; পৃথগ্‌ভূত; সঙ্গরহিত। নির্—মুচ্+ক্ত কর্ম, কর্মকর্তৃ। বিণ।

নির্মূ(র্ম্মূ)ল—যাহার গোড়া কাটিয়া বা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এরূপ, ছিন্নমূল; অমূলক; বিলুপ্ত। নিঃ (নাই) মূল যাহার, বহু। বিণ।

নির্মূ(র্ম্মূ)লন—উৎপাটন, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, উৎসাদন। নির্—মূল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্মূ(র্ম্মূ)লিত—উৎপাটিত; সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত, উৎসাদিত। নির্—মূল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্মো(র্ম্মো)ক—সাপের খোলস; কোন সরীসৃপের গায়ের পাতলা আবরণ, slough; কঞ্চুক, সাঁজোয়া, বর্ম; আকাশ। নির্—মুচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নির্মো(র্ম্মো)চন—শালক খোলস ইঃ ত্যাগকরণ; moulting. নির্—মুচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্যা(র্য্যা)ণ—নিঃসরণ; বাহির হওয়া; প্রাণবায়ু বাহির হওয়া; মোক্ষ, পশুর পিঠের আসন বা পা বাঁধিবার দড়ি। নির্—যা+অনট্ ভাব, করণ। বি; ক্লী।

নির্যা(র্য্যা)ত—নির্গত, নিঃসৃত। নির্—যা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্যা(র্য্যা)তক—নির্যাতনকারী; যে অনিষ্ট করে এরূপ; যে শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে এরূপ; যে পীড়া দেয় এরূপ। নির্—যত্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তিকা**।

নির্যা(র্য্যা)তন—উৎপীড়ন, নিপীড়ন; প্রহার, নিগ্রহ; অনিষ্টকারীর অনিষ্ট করা, প্রতিহিংসা; দান; প্রত্যর্পণ; মারণ; বধ। নির্—যত্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্যা(র্য্যা)তিত—উৎপীড়িত, প্রহৃত; লাঞ্ছিত। নির্—যত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্যা(র্য্যা)স—১। ক্বাথ; গাছের রস, গাছের আঠা; নিশ্চয়, সিদ্ধান্ত। নির্—যস্+ঘঞ্ কর্ম। ২। ক্ষরণ, নিস্যন্দ। নির্—যস্ (চেষ্টা করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। সারভূত, ছাঁকা; পুরা, পূর্ণ। বিণ। ৪। নিশ্চিতভাবে; দৃঢ়ভাবে; বেশি করিয়া। ক্রি-বিণ।

নির্লক্ষণ—শুভলক্ষণশূন্য, অলক্ষণে। নিঃ (নির্গত) লক্ষণ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নির্লজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া। নির্ (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

নির্লিপ্ত—১। যে কোন সংস্রবে থাকে না এরূপ, যে কোন বিষয়ে লিপ্ত নয় এরূপ, সম্বন্ধশূন্য; আসক্তিশূন্য নিরাসক্ত; লেপশূন্য। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ; মুনি। নিঃ (নয়) লিপ্ত, প্রাদি। বি; পুং।

নির্লেখন—১। মলাদির অপসারণ; আঁচড়ান, চাঁচিয়া পরিষ্কারকরণ। নির্—লিখ্+অনট্ ভাব। ২। যাহা দিয়া চাঁচিয়া মলাদি দূর করা হয়; জিভ্-ছোলা। নির্—লিখ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

নির্লেপ—নির্লিপ্ত, আসক্তিশূন্য। নিঃ (নাই) লেপ (আসক্তি) যাহার, বহু। বিণ।

নির্লোভ—লোভহীন। নিঃ (নাই) লোভ যাহার, বহু। বিণ।

নির্লোম (-মন্)—লোমশূন্য। নিঃ (নাই) লোম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। (সংস্কৃতমতে পুং—নির্লোমা।)

নির্হরণ—শবদাহ; শব প্রঃ বাহিরে লইয়া আসা; নিঃশেষে হরণ; নিকাসন; মলমূত্রাদি পরিত্যাগ; যথেষ্ট প্রয়োগ। নির্—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্হার—বাহির করণ; অগ্নিদাহ; শল্যাদি উৎপাটন; মলমূত্রাদিত্যাগ; শবদাহ; শব প্রঃ বাহিরে লইয়া আসা; যথেষ্টনিয়োগ; সম্যক্ আকর্ষণ। নির্—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নির্হারী (-রিন্)—যে নির্হরণ করে এরূপ; অতিবিস্তৃত। নির্—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

নিলজ—নিলাজ (তাহা দ্রঃ)।

নিলম্বন—ঝুলাইয়া রাখা; কোন লোক বা বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা, suspension. নি—লম্ব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**নিলম্বিত**।

নিলয়—১। গৃহ, বাসস্থান; আধার; (শারীরবিদ্যা) হৃৎপিণ্ডের নীচের দিকের কুঠুরি দুইটির একটি, ventricle. নি—লী+অচ্ অধি। ২। নিঃশেষে লয়, অদর্শন। নি—লী+অচ্ ভাব। বি; পুং।

নিলয়ন—১। বাসস্থান। নি—লী+অনট্ অধি। ২। লীন হওয়া। নি—লী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিলাজ—লজ্জাহীন। নি (নাই) লাজ যাহার, বহু। কপ্র। বিণ।

নিলাম, নীলাম—১। প্রকাশ্যে ডাকাডাকি করিয়া বিক্রয়। <পো 'leliam' বা 'leilao'. বি। **নিলাম ডাকা**—নিলামে যাহা উঠিয়াছে তাহা খরিদ করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে দর বাড়ানো। ২। লইলাম, লইয়া গেলাম। বাংপ্র। ক্রি।

নিলাম-খরিদ—নিলামে ক্রেতাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী দাম দিয়ে কেনা। ৭মীতৎ। পো-মু। বি।

নিলামদার—যে নিলাম করে। নিলাম+দার করে অর্থে। পো-মু। বি।

নিলামী—নিলামে ক্রীত বিক্রীত অথবা বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত। নিলাম+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। পো-মু। বিণ।

নিলীন—নিমগ্ন; অবস্থিত; বিলীন, সংলগ্ন, যে মিশিয়া গিয়াছে এরূপ। নি—লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিলীয়মান—যাহা লয় পাইতেছে এমন, যে আত্মগোপন করিতেছে এমন, যাহা প্রচ্ছন্ন হইতেছে এমন। নি—লী+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিশঙ্ক—নির্ভয়, শঙ্কাশূন্য। নিঃ (নাই) শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

নিশপিশ—চাঞ্চল্যপ্রকাশ, অস্থিরতাপ্রকাশ; সুড়সুড়ির ভাব প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

নিশমন, নিশামন—শ্রবণ; দর্শন। নি—শম্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিশসি—নিঃশ্বাস ফেলিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

নিশা—১। রাত্রি, রজনী। নি—শো+ক কর্তৃ+আপ্। ২। অবসান, শেষ। নি—শো+অচ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিশাকর—চন্দ্র। উপতৎ; নিশা—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং।

নিশাকাল—রাত্রি। নিশাই কাল, কর্মধা। বি; পুং।

নিশাগম—রাত হওয়া, রাত্রির আগমন; (লক্ষ্যার্থে) সন্ধ্যাকাল। নিশার আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশাচর—১। রাক্ষস; পিশাচ; শৃগাল; পেচক; চৌর; চক্রবাক। বি; পুং। ২। রাত্রিচর, রজনীতে বিচরণকারী। উপতৎ; নিশা—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

নিশাচরী—১। রাক্ষসী; পিশাচী; অভিসারিকা; কেশীনামক গন্ধদ্রব্য। বি; স্ত্রী। ২। রজনীতে ভ্রমণকারিণী। নিশাচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [ক্লী।

নিশাজল—হিম, শিশির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নিশাত—শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত। নি—শো+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিশাত্যয়—রাত্রির অবসান, প্রভাত। নিশার অত্যয় (অবসান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশাদ—১। চণ্ডাল; ব্যাধ, জীবহিংসক। বি; পুং। ২। রাত্রিভোজী, রজনীতে ভোজনকারী। নিশা—অদ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিশাদল—একপ্রকার তীব্রগন্ধযুক্ত লবণ, ammonium chloride. < ফা 'নৌশাদর'। বি।

নিশাদি—সন্ধ্যাকাল। নিশার আদি (আরম্ভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [স্ত্রী।

নিশাদী—চণ্ডালী। নিশাদ+ঈপ্। বি;

নিশান—১। পতাকা; ধ্বজ, চিহ্ন; লক্ষ্য। ফা। বি। ২। ধারালকরণ, তীক্ষ্ণীকরণ। নি—শো+অনট্ ভাব। ৩। সংকেত, ইঙ্গিত। প্রা কপ্র। বি। **নিশান করা**—চিহ্ন দেওয়া; বন্দুকাদির টিপ করা।

নিশানদার—শনাক্তকারী। নিশান+দার করে অর্থে। ফা। বি বা বিণ।

নিশানদিহি—শনাক্তকরণ, অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক পরিচয় দান। ফা। বি।

নিশানবরদার—পতাকাবাহী। ফা। বিণ। [ফা। বি।

নিশানা—দাগ, চিহ্ন; লক্ষ্য, তাক।

নিশানাথ—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশানি—পরিচয়; সংকেত, পরিচায়ক বস্তু। ফা। বি।

নিশান্ত—১। রাত্রিশেষ। নিশার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। অতি শান্ত। নি—শম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। সদন, ভবন। নিশা—অম্+ক্ত অধি। বি; ক্লী। [পুং।

নিশাপতি—চন্দ্র; কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নিশাপুষ্প—কুমুদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিশামণি—চন্দ্র; চন্দ্রকান্তমণি; কর্পূর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নিশামন—'নিশমন' দ্রঃ।

নিশামান—রাত্রিমান; রাত্রির পরিমাণ বা মাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিশামুখ—প্রদোষ। নিশার মুখ (প্রথম ক্ষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিশার্ধ(র্দ্ধ)—দুপুর রাত, মধ্যরাত্র, নিশীথ; রাত্রির অংশ। নিশার অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী বা পুং।

নিশাস—নিঃশ্বাস। <নিশ্বাস। কপ্র। বি।

নিশি—১। রাত্রিতে ("আজি দেখিলাম নিশি ভীষণ স্বপন"—কবিকঙ্কণ)। নিশা শব্দের ৭মীর ১বচন। ২। রাত্রি, রজনী ("পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির"—মদন)। <নিশা। কপ্র। ৩। নিশীথে যে নাম ধরিয়া ডাকে এমন ভূত ("নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় যথা"—শিবনাথ)। বাংপ্র। বি। **নিশির ডাক**—'নিশিডাক' দ্রঃ।

নিশিজল—রাত্রিকালে রাখা পানীয় জল; রাত্রিতে খোলা জায়গায় খোলা পাত্রে রক্ষিত প্রভাতে পেয় জল; হিম, শিশির। নিশির (<নিশার) জল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিশিডাক—নিশিনামক ভূতের ডাক [মাঝরাতে লোকে কেহ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে ইহা ভাবিয়া ঘুমঘোরে বাহির হইয়া যায়। বস্তুনিরপেক্ষ শ্রুতিবিভ্রমের (auditory hallucination) ফলে এরূপ হয়]। বাংপ্র। বি।

নিশিত—১। ধারাল, শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত। বিণ। ২। লৌহ। নি—শো+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

নিশিদিন—দিনরাত, সর্বদা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

নিশিদিশি—রাতদিন, দিবারাত্র ("নিশিদিশি অবিরত জাগিতে"—জ্ঞান)। কপ্র। বি।

নিশিপালক—১। পঞ্চদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। বি; ক্লী। ২। প্রহরি বিঃ; রাত্রিকালের প্রহরী। নিশি (রাত্রিতে) পালক (রক্ষক), অলুক্ ৭মীতৎ। বি; পুং।

নিশিপালন—পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তির রাত্রিতে অনশন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; ক্লী।

নিশিভোরে—রাত্রি প্রভাত হইলে ; ভোর বেলায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ বা বি ; অধি।

নিশিসমাগম—রাত্রির আগমন, সন্ধ্যা। নিশির (<নিশার) সমাগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নিশীথ—দুপুর রাত, মাঝরাত ; রাত্রি। নি —শী+থক্ অধি। বি ; পুং।

নিশীথ-সূর্য(র্য্য)—মধ্য রাত্রিতে উদিত সূর্য [মেরু-অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে বহুদিন ধরিয়া সূর্যাস্ত ঘটে না ; অস্তান্ত দেশে যখন নিশীথ রাত্রি, তখনও সেখানে সূর্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ঐ সময়ে দৃষ্ট সূর্যকে নিশীথ-সূর্য (midnight sun) বলে]। নিশীথের সূর্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। **নিশীথ-সূর্যের দেশ**—উত্তর মেরুর সন্নিহিত গ্রীনল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রঃ দেশ।

নিশীথিনী—রাত্রি, রজনী ; গভীর রাত। নিশীথ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নিশীশ্বর—চৌকিদার ; রাত্রিকালের নগর-রক্ষক, কোটাল ("নিশাকালে নিশীশ্বর দেখেন নগর"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

নিশুতি—১। নিদ্রাময় ; ঘুমে বিভোর। <নিষুপ্ত। কপ্র। বিণ। ২। মধ্যরাত্রি। <নিশীথ। বি।

নিশুম্ভ—১। শুম্ভদৈত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নি—শুনভ্+অচ্ কর্তৃ। ২। বধ ; মর্দন। নি—শুনভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিশুম্ভমর্দি(দ্দি)নী—দুর্গা, ভগবতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নিশোয়াস—নিশ্বাস। প্রা কপ্র। বি।

নিশ্চয়—১। নিঃসংশয় জ্ঞান ; নির্ণয়, অসংশয় ; সিদ্ধান্ত ; বিষয়নিরূপণ ; যাহাতে ব্যতিক্রম নাই এমন অবস্থা, certainty. নির্—চি+অপ্ ভাব। বি ; পুং। ২। নিশ্চিত, অবধারিত, স্থির ('— বাক্য')। বিণ। ৩। নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নিশ্চয়তা—স্থিরতা। নিশ্চয় (২)+তা ভাবে। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

নিশ্চয়া—নিশ্চয় করা ; স্থির করা। কপ্র।

নিশ্চল—অচল ; স্থির। নির্—চল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিশ্চলা—১। অচলা, স্থিরা। বিণ ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী ; পৃথিবী। নিশ্চল+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নিশ্চলাঙ্গ—১। স্থির অবয়ব, স্পন্দহীন অঙ্গ। নিশ্চল যে অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। স্পন্দরহিত ; স্থিরকায়। নিশ্চল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী। ৩। বক। বি ; পুং।

নিশ্চায়ক—নির্ণায়ক ; নিশ্চয়কারক। নির্—চি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

নিশ্চিত—১। নির্ণীত ; নিঃসন্দিগ্ধ ; (মনোবিজ্ঞান) যাহার ব্যতিক্রম নাই এরূপ, certain. নির্—চি+ক্ত কর্ম। ২। স্থির-নিশ্চয়। নিশ্চিত+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ৩। নিশ্চয়রূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নিশ্চিন্ত—যাহার কোন ভাবনা নাই এরূপ, চিন্তাহীন। নিঃ (নাই) চিন্তা যাহার, বহু। বিণ।

নিশ্চিন্দি—নিশ্চিন্ত। <নিশ্চিন্ত। বিণ।

নিশ্চিন্দিপুর—যমের বাড়ি। বাংপ্র। বি।

নিশ্চেষ্ট—চেষ্টারহিত ; গতিশক্তিহীন ; স্পন্দহীন। নিঃ (নাই) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ। বি, -ষ্টতা।

নিশ্চেষ্টতা—যে গুণ থাকাতে জড়বস্তু-সকল আপনা হইতে চলিতে পারে না এবং চালিত হইলেও স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, inertia ; চেষ্টাহীনতা। নিশ্চেষ্ট+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

নিশ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন, নীরন্ধ্র। নিঃ (নাই) ছিদ্র যাহাতে, বহু। বিণ।

নিশ্বসন—'নিশ্বাস' দ্রঃ।

নিশ্বসিত—১। যে নিশ্বাস ফেলিয়াছে এরূপ। নি—শ্বস্+ক্ত কর্তৃ। ২। নিশ্বাস-রূপে পরিত্যক্ত। নি—শ্বস্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। নিশ্বাস। নি—শ্বস্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

নিশ্বাস, নিশ্বসন—মুখ বা নাসাদ্বারা বায়ু-ত্যাগ। নি—শ্বস্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস—শ্বাসত্যাগ ও শ্বাসগ্রহণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

নিশ্বাস-রোধ—শ্বাস বাহির হইতে না দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নিষক্ত—সংযুক্ত, সংলগ্ন, সংক্রান্ত। নি—সনজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষঙ্গ—১। বাণ রাখিবার পাত্র, তূণীর। নি—সনজ্+ঘঞ্ অধি। ২। সঙ্গ, সংসর্গ। নি—সনজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিষঙ্গী (-ঙ্গিন্)—১। যে বাণ রাখিবার পাত্র ধরিয়া থাকে, তূণীরধারী ; ধনুর্ধারী। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গিণী। ২। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিঃ। নিষঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

নিষণ্ণ—যে বসিয়া আছে এমন, উপবিষ্ট ; শয়িত ; স্থিত ; অবলম্বনকারী। নি—সদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষাদ—১। ব্যাধজাতি বিঃ, কিরাত ; চণ্ডাল ; ধীবর, জেলে ; পারশবনামক সংকর জাতি। ২। (সংগীতে) সপ্তস্বরের শেষ স্বর। নি—সদ্+ঘঞ্ অধি (যাহাতে পাপ, মন বা ষট্‌স্বর অবস্থান করে)। বি ; পুং।

নিষাদিত—যাহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, উপবেশিত। নি—সদ্+ণিচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষাদী (-দিন্)—১। মাহুত, হস্তিপক ; যে হাতির পিঠে চড়িয়া আছে, হাতির সওয়ার। বি ; পুং। ২। নিষণ্ণ (সকল অর্থে)। নি—সদ্, সাদি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দিনী।

নিষাদী—ব্যাধজাতীয়া স্ত্রী, কিরাতী ; চণ্ডালী। নিষাদ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নিষিক্ত—ভিজা, সিক্ত, ক্ষরিত। নি—সিচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষিদ্ধ—যাহাকে বারণ করা হইয়াছে এমন, প্রতিষিদ্ধ, নিবারিত ; অবিহিত ; বাধিত ; তিরস্কৃত ; অতি অপবিত্র বলিয়া যাহার ভোজন ইঃ করিতে নাই এমন (যথা, হিন্দুর পক্ষে গরুর মাংস)। নি—সিধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষুতি—১। অঘোর ঘুম, গভীর নিদ্রা। বি। ২। গভীর নিদ্রায় মগ্ন ; শব্দহীন, নিস্তব্ধ। <নিষুপ্তি। বিণ।

নিষুপ্ত—ঘুমে অচেতন, গভীর-নিদ্রা-মগ্ন। নি—স্বপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষেক—ক্ষরণ ; বর্ষণ ; সেচন ; আধান, গর্ভাধান ; শস্যোৎপাদনের উপযোগীকরণ, fertilization. নি—সিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিষেধ—১। মানা, বারণ ; নিবারণ ; তিরস্কার। নি—সিধ্+ঘঞ্ ভাব। ২। কোন কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবার বিধি। নি—সিধ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

নিষেধক—যে মানা করে এমন ; নিবারণ-কারী ; তিরস্কারকারী। নি—সিধ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধিকা।

নিষেধ্য—যাহা বারণ করা উচিত এমন, নিবারণযোগ্য। নি—সিধ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

নিষেবণ—সেবা, শুশ্রূষা ; উপভোগ। নি—সেব্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষেবিত—সেবিত, আরাধিত ; উপভুক্ত ; অনুসৃত, অনুযাত ; উপযুক্ত। নি—সেব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষেব্য—ব্যবহার্য, সেবনযোগ্য। নি—সেব্ +ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

নিষ্ক—স্বর্ণমুদ্রা, মোহর, দীনার ; বত্রিশ রতি স্বর্ণ ; ১০৮ মাষা সুবর্ণ-পরিমাণ ; সুবর্ণ ; অলংকার ; কণ্ঠভূষণ ; বক্ষোভূষণ ; চারি মাষা ; তোলা কাহন। নির্—কৈ+ক কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং বা ক্লী।

নিষ্কণ্টক—কাঁটাশূন্য, কণ্টকরহিত ; শত্রুশূন্য ; নিরাপদ ; নির্বিঘ্ন। নিঃ (নাই) কণ্টক

যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—নিষ্কণ্টকে।

নিষ্কম্প—কম্পহীন, স্থির। নিঃ (নাই) কম্প যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কর—যাহার জন্য খাজানা দিতে হয় না এরূপ, লাখেরাজ। নিঃ (নাই) কর যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্করুণ—নির্দয়, অকরুণ। নিঃ (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কর্মা (-র্মন্), **নিষ্কর্ম্মা** (-র্ম্মন্)—যাহার কোন কাজ নাই এরূপ; অলস; বেকার; নিশ্চেষ্ট; নির্ব্যাপার। নিঃ (নাই) কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কর্ষ—নিশ্চয়; তাৎপর্য, সার; নিঃসারণ; প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া খাজনা আদায়। নির্—কৃষ্ + ঘঞ্ ভাব, কর্ম। বি; পুং।

নিষ্কর্ষণ—দূরীকরণ, অপনয়ন; নিঙড়ানো, নিষ্কাশন; উদ্ধরণ; নিশ্চয়করণ। নির্—কৃষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিষ্কল—১। তেজোহীন, নষ্টবীর্য; অংশহীন, কলাশূন্য, নিরংশ, সম্পূর্ণ; বৃদ্ধ। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। নিঃ (নাই) কলা (অংশ, অবয়ব) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

নিষ্কলঙ্ক—কলঙ্কহীন, নির্দোষ, নির্মল। নিঃ (নাই) কলঙ্ক যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্কলা—১। যে স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে, নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রী; বৃদ্ধা স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। কলাশূন্যা। নিষ্কল + আপ্ বিণ; স্ত্রী।

নিষ্কলিত—ভাগশূন্য, কলাবিহীন। নিষ্কল + ণিচ্ (নামধাতু) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্কলুষ—পাপশূন্য, নির্দোষ। নিঃ (নাই) কলুষ যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্কাম—কামনাশূন্য, ফলাকাঙ্ক্ষারহিত; নিঃস্পৃহ। নিঃ (নাই) কাম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্কামকর্ম(র্ম্ম)—ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহা। কর্মধা। বি; পুং।

নিষ্কামধর্ম(র্ম্ম)—কামনাহীন ধর্ম, ফললাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কৃত ধর্মকর্ম; শুধু ভগবৎপ্রীতির জন্য বাসনাশূন্য হইয়া যে ধর্ম পালন করা হয় তাহা। কর্মধা। বি; পুং।

নিষ্কাশ—১। বাহির হওয়া, নিঃসরণ, বহির্গমন। নির্—কশ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। বারাণ্ডা। নির্—কশ্ + ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

নিষ্কাশন, **নিষ্কাসন**—বাহির করণ, বহিষ্করণ ('জল—'); নিঃসারণ; নির্বাসন। নির্—কশ্, কস্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিষ্কাশিত, **নিষ্কাসিত**—দূরীকৃত, তাড়িত; নির্বাসিত; নিঃসারিত; বহিষ্কৃত। নির্—কশ্, কস্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্কাসন—'নিষ্কাশন' দ্রঃ।

নিষ্কাসিত—'নিষ্কাশিত' দ্রঃ।

নিষ্কিঞ্চন—অকিঞ্চন, দরিদ্র, বিষয়বিরাগী; যে কিছুই চায় না এমন। নিঃ (নাই) কিঞ্চন (কিছু) যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কুল—১। সমস্ত-অবয়বশূন্য; সপিণ্ডাদি-কুলরহিত, নির্বংশ। নিঃ (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ। ২। অকুলীন। বাংপ্র। বি।

নিষ্কুষিত—দূরীকৃত; আকৃষ্ট; নিঃসারিত; যাহার ছাল ছাড়ানো হইয়াছে; তুষ বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, নিস্তুষীকৃত; ক্ষতবিক্ষত; খণ্ডিত। নির্—কুষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্কৃত—যে রেহাই পাইয়াছে এরূপ, মুক্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত। নির্—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্কৃতি—পরিত্রাণ, মুক্তি, নিস্তার; প্রতিশোধ। নির্—কৃ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নিষ্কেশ—যাহার চুল নাই এরূপ, কেশশূন্য। নিঃ (নাই) কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -শা, -শী।

নিষ্কোষণ—কোষ হইতে বাহির করা, বহির্নিঃসারণ। নির্—কুষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিষ্ক্বাথ—মাংসাদির কাথ, ঝোল। নির্—ক্বথ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

নিষ্ক্রম—১। বাহিরে যাওয়া, বহির্গমন; সংস্কার বিঃ; শিশুর জন্মের পর চতুর্থ মাসে আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইবার সময় যে সংস্কার বা আচার পালন করা হয় তাহা। নির্—ক্রম্ + ঘঞ্ ভাব। ২। বুদ্ধিশক্তি। নির্—ক্রম্ + ঘঞ্ করণ। ৩। দুষ্কুল। নির্ (নিকৃষ্ট ভাবে)—ক্রম্ + ঘঞ্ অপা। বি; পুং।

নিষ্ক্রমণ—নিষ্ক্রম (১) (সকল অর্থে)। নির্—ক্রম্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিষ্ক্রয়—১। বেতন; ভাড়া; মূল্য; বুদ্ধিযোগ; প্রত্যুপকার; সামর্থ্য। নির্—ক্রী + অচ্ করণ। ২। নির্গমন; নিষ্কৃতি; বিনিময়, বদল; বিক্রয়। নির্—ক্রী + অচ্ ভাব। বি; পুং।

নিষ্ক্রান্ত—নির্গত, যে বাহিরে গিয়াছে এমন, বহির্গত। নির্—ক্রম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্ক্রিয়—ক্রিয়াশূন্য, জড়; নিষ্কর্মা, inactive. নিঃ (নাই) ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ—আক্রমণাত্মক কোন কিছু না করিয়া অন্যের কার্যে বাধা দেওয়া, স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অপরের বিরোধিতা করা, passive resistance.

নিষ্ঠ—১। স্থির, স্থিতিশীল। নি—স্থা + ক কর্তৃ। ২। (আধারবাচক শব্দের পরে সমাসে) অবলম্বনকারী; নিষ্ঠার সহিত বর্তমান; অনুরক্ত, আসক্ত ('স্বধর্ম—')। 'নিষ্ঠা' শব্দের বহুব্রীহি সমাসে আ-কার লোপ। বিণ।

নিষ্ঠা—১। প্রগাঢ় অনুরাগ; ধর্মানুষ্ঠানে অনুরক্তি; শ্রদ্ধা; নির্বাহ; শেষ, অন্ত; নাশ, ধ্বংস; দৃঢ়তা; নিষ্পত্তি; যাচ্ঞা; উৎকর্ষ; ব্যবস্থা; ব্রতাদিক্লেশ; নিশ্চয়স্থিতি; (সংস্কৃত ব্যাকরণ) ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়। নি—স্থা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনুরক্তা। নিষ্ঠ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—ধর্ম ও আচার প্রঃতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন; দৃঢ়। নিষ্ঠা + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

নিষ্ঠিত—অবস্থিত; প্রবীণ; পণ্ডিত; নিষ্ঠাযুক্ত। নি—স্থা + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্ঠীব, **নিষ্ঠীবন**, **নিষ্ঠেব**, **নিষ্ঠেবন**—১। থুতু, মুখজল। নি—ষ্ঠিব্ + অনট্ কর্ম (বিকল্পে দীর্ঘ)। ২। থুতু ফেলা। নি—ষ্ঠিব্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব (বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং, ক্লী, পুং, ক্লী।

নিষ্ঠুর—১। নির্দয়, ক্রূর; কঠিন; নিশ্চল। নি—স্থা + উরচ্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-রতা**। ২। পরুষবচন; অশ্লীলবাক্য। নি—স্থা + উরচ্ ভাব। বি; ক্লী।

নিষ্ঠ্যূত—উদ্গীর্ণ; নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; থু থু করিয়া ফেলা হইয়াছে এমন। নি—ষ্ঠিব্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্ণ—দক্ষ, কুশল, নিপুণ। নি—স্না + ক কর্তৃ। বিণ।

নিষ্ণাত—প্রবীণ, বিজ্ঞ; নিপুণ, কুশল; পারগত; প্রধান। নি—স্না + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্পতন—নির্গমন, নিষ্ক্রমণ। নির্—পত্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিষ্পত্তি—মিটমাট, মীমাংসা; সমাপ্তি, সিদ্ধি; অবধারণ, নিশ্চয়; পরিপাক; চুক্তি। নির্বাহ; অনুপাত। নির্—পদ্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নিষ্পদ—খোঁড়া, পঙ্গু, যাহার পা নাই এমন। নিঃ (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্পন্দ—স্পন্দনরহিত। নিঃ (নাই) স্পন্দ যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্পন্ন—সিদ্ধ; সম্পন্ন; সমাপ্ত; জাত; নির্বৃত্ত। নির্—পদ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্পরিগ্রহ—১। পরিব্রাজক; পরমহংস। বি; পুং। ২। পত্নীশূন্য; পরিগ্রহশূন্য; নির্লিপ্ত; মুক্তসঙ্গ। নিঃ (নাই) পরিগ্রহ যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্পাদক—নির্বাহকারক; মীমাংসাকারী।

নির্—পদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দিকা।

নিষ্পাদন—নির্বাহকরণ, শেষকরণ, সম্পাদন, সমাপন; মীমাংসাকরণ। নির্—পদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিষ্পাদনীয়—শেষ করিবার মত, নিষ্পাদ্য; যাহা মীমাংসা করিতে হইবে বা করা উচিত এমন; যাহা নির্বাহ করিতে হইবে এমন। নির্—পদ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

নিষ্পাদিত—সম্পাদিত, সাধিত, নির্বাহিত; মীমাংসিত। নির্—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্পাদ্য—নিষ্পাদনীয় (সকল অর্থে)। নির্—পদ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

নিষ্পাপ—যাহার পাপ নাই এরূপ, নির্দোষ। নিঃ (নাই) পাপ যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্পাব—১। ধান্যাদি তুষহীন করণ; শোধন। নির্—পূ+ঘঞ্ ভাব। ২। বরবটি; শিম; আগড়া; ভুষি, কুঁড়া। নির্—পূ+ঘঞ্ কর্ম। ৩। কুলার বাতাস। নির্—পূ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

নিষ্পি, নিষ্পী—অর্থেক; খারাপ; হীন। <আ 'নিস্ফ্'। বিণ।

নিষ্পিত্ত—পিত্তশূন্য; ঘৃণাবিহীন। নিঃ (নাই) পিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্পিষ্ট—চূর্ণিত; মর্দিত; ঘৃষ্ট। নির্—পিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্পীড়ন—নিংড়ানো; নিপীড়ন। নির্—পীড়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -ড়িত।

নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ—ঘর্ষণ; পেষণ; চূর্ণন; মর্দন। নির্—পিষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী। বিণ—**নিষ্পিষ্ট, -ষিত**।

নিষ্প্রতিভ—প্রতিভাশূন্য; অজ্ঞ; মূর্খ; জড়; দীপ্তিহীন। নিঃ (নাই) প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রদীপ—১। প্রদীপহীন; অন্ধকার ('— রজনী')। নিঃ (নাই) প্রদীপ যাহার বা যেখানে, বহু। ২। প্রদীপহীনতা, black out (নিষ্প্রদীপের মহড়া)। প্রদীপের অভাব, অব্যয়ী। বি; ক্লী।

নিষ্প্রভ—১। প্রভাশূন্য, নিস্তেজ; মলিন। বিণ। ২। দানব বিঃ। নিঃ (নাই) প্রভা যাহার, বহু। বি; পুং।

নিষ্প্রয়োজন—যাহার কোন দরকার নাই এমন, প্রয়োজনশূন্য, নিরর্থক। নিঃ (নাই) প্রয়োজন যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রাণ—প্রাণহীন; গতপ্রাণ, জীবনশূন্য। নিঃ (নাই) প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রাণতা—প্রাণশূন্যতা; মৃত্যু। নিষ্প্রাণ +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নিষ্ফল—বিফল, নিরর্থক; ফলরহিত। নিঃ (নাই) ফল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্ফলা—বন্ধ্যা; ফলশূন্যা। নিঃ (নাই) ফল যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিষ্ফেন—ফেনশূন্য। নিঃ (নাই) ফেন যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ—১। গলন, ক্ষরণ; বর্ষণ; চুয়ানো; নির্ঝর; পতন। নি—স্যন্দ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। নিস্যন্দযুক্ত। নি—স্যন্দ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিষ্যন্দিত, নিস্যন্দিত—যাহা গলিয়া যায় এমন, ক্ষরণশীল; যাহা গলিয়া গিয়াছে এমন, ক্ষরিত। নি—স্যন্দ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্যন্দী (-ন্দিন্), **নিস্যন্দী** (-ন্দিন্)—যে গলায় এমন, ক্ষরণকারী; ক্ষরণবিশিষ্ট। নি—স্যন্দ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ন্দিনী।

নিসর—নিতান্ত গমনশীল। নি—সৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিসরা—বাহির হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিসর্গ—১। স্বভাব, প্রাকৃত অবস্থা, nature; সৃষ্টি, সর্গস্বরূপ। নি—সৃজ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। বৃষ্টি। নি—সৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

নিসর্গজ—স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। উপতৎ; নিসর্গ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

নিসর্গবেদী (-বেদিন্)—নিসর্গী (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; নিসর্গ—বিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -বেদিনী।

নিসর্গী (-র্গিন্)—প্রকৃতিবাদী, প্রকৃতি লইয়া যে গবেষণা করে, naturalist. নিসর্গ+ইন্ জানে অর্থে। বি; পুং।

নিসাড়, নিসাড়া—অচল, নিস্পন্দ; শব্দহীন, স্তব্ধ। বহু। বাংপ্র। বিণ।

নিসাদল—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন বিদেশী বণিগ্দ্রব্য, sal-ammoniac. < ফা 'নৌসাদর' বি।

নিসানা—চিহ্ন, লক্ষ্য। ফা। বি।

নিসারা—ইয়ত্তা; সংখ্যা; নির্ণয়। প্রা কপ্র। বি।

নিসিন্দা—একধরনের ছোট গাছ (ঔষধে লাগে। ইহাদের পাতা তিত)। বাংপ্র। বি।

নিসিন্ধু—নিসিন্দাগাছ, সিন্ধুবারবৃক্ষ; একপ্রকার শোধনাশক ঔষধ। নি—স্যন্দ্+কু কর্তৃ। বি; পুং।

নিসূদক—হিংসক; হত্যাকারী, ঘাতক; বিনাশক। নি—সূদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দিকা।

নিসূদন—১। হত্যা, বধ; নিষেধ, নিবারণ। নি—সূদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -দক, -দিত। ২। বিনাশক। নি—সূদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

নিসৃত—বহির্গত। নি—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিসৃষ্ট—প্রেরিত; দত্ত; অর্পিত, ন্যস্ত; মধ্যস্থ। নি—সৃজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিসৃষ্টার্থ—দূত বিঃ, যে দূত উভয়পক্ষের ভাব বুঝিয়া নিজেই বুঝাইয়া বলিবার মত উত্তর দিতে পারে; কর্মাধ্যক্ষ; তত্ত্বাবধায়ক। নিসৃষ্ট (দত্ত) অর্থ (বিধেয়) যৎকর্তৃক, বহু। বি; পুং।

নিস্তন্দ্র—তন্দ্রারহিত; আলস্যহীন। নিঃ (নাই) তন্দ্রা যাহার, বহু। বিণ।

নিস্তব্ধ—নীরব; স্পন্দরহিত। নি—স্তম্ভ্+ক্ত কর্তৃ।

নিস্তব্ধতা—স্পন্দনশূন্যতা, নীরবতা। নিস্তব্ধ +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নিস্তম্ভিত—নীরব, নিস্তব্ধ। কপ্র। বিণ।

নিস্তরঙ্গ—যাহাতে ঢেউ নাই এরূপ, তরঙ্গশূন্য; স্থির, অচঞ্চল। নিঃ (নাই) তরঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ।

নিস্তরণ, নিস্তার—১। উপায়, কার্যসিদ্ধির হেতু। নির্—তৃ+অনট্, ঘঞ্ করণ। ২। পার হওয়া; উদ্ধার; মুক্তি; নির্গমন; সিদ্ধি। নির্—তৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী, পুং। বিণ—**নিস্তীর্ণ**।

নিস্তল—তলশূন্য; গোলাকার; যাহার পার্শ্বগুলি সমতল নহে এরূপ। নিঃ (নাই) তল যাহার, বহু। বিণ।

নিস্তলী—বড়ি, বটিকা। নিঃ (নিরস্ত) তল (প্রতিষ্ঠা) যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিস্তার—'নিস্তরণ' দ্রঃ।

নিস্তারক—পরিত্রাতা। নি—তৃ+ণক কর্তৃ। বিণ।

নিস্তারবীজ—যাহা দ্বারা মানব মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, মুক্তিলাভের মূল উপায়। নিস্তারের বীজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নিস্তুষ—তুষশূন্য, যাহাতে তুষ নাই এরূপ। নিঃ (নাই) তুষ যাহাতে, বহু। বিণ।

নিস্তেজ—যাহার তেজ নাই এমন, তেজোহীন, নিষ্প্রভ; নির্জীব; দুর্বল; গুণহীন। <নিস্তেজস্। বিণ।

নিস্তেজাঃ (-তেজস্), **নিস্তেজা**—তেজোহীন, বলশূন্য; নিষ্প্রভ; নির্জীব; গুণহীন। নিঃ (নাই) তেজঃ যাহার, বহু। বিণ।

নিস্ত্রৈগুণ্য—গুণত্রয়রহিত, সত্ত্ব রজঃ তম—এই তিন গুণের প্রভাবমুক্ত; কামাদিশূন্য; সংসারাতীত। নিঃ (নাই) ত্রৈগুণ্য (গুণত্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

নিস্নেহ—তৈলবর্জিত; স্নেহশূন্য, মমতাহীন। নিঃ (নাই) স্নেহ যাহার, বহু। বিণ।

নিস্পন্দ—যাহা নড়িতে চড়িতে পারে না

এরূপ, স্পন্দরহিত ; চেষ্টারহিত, অসাড়, নিশ্চল ; স্থির। নিঃ (নাই) স্পন্দ যাহার, বহু। বিণ।

নিস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য, আকাঙ্ক্ষাহীন, নিরাকাঙ্ক্ষ ; নির্লোভ। নির্ (নাই) স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

নিস্বন, নিস্বান—শব্দ, ধ্বনি। নি—স্বন্ + অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

নিস্যন্দ—'নিষ্যন্দ' দ্রঃ।

নিস্রব, নিস্রাব—১। ভাতের মাড়, ফেন। নি—স্রু + অপ্, ঘঞ্ কর্ম। ২। ক্ষরণ ; নির্গমন। নি—স্রু + অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ—**নিস্রুত**।

নিহঙ্গ—উলঙ্গ। প্রা কপ্র। বিণ।

নিহড়—[কিরণ ; সমীপ, নিকট। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

নিহড়া—কাছানো, নিকটে যাওয়া ; ক্ষান্ত হওয়া, পরাবৃত্ত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিহত—যাহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, বিনাশিত। নি—হন্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিহনন—বধ, প্রাণনাশ। নি—হন্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিহন্তা (নিহন্তৃ)—বধকারী ; নিঃশেষে হননকর্তা, সংহারক। নি—হন্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্ত্রী**।

নিহাই—নেহাই, anvil. <নিধাপিকা বা নিঘাতিকা। বি।

নিহানী—লোহার বাঁটযুক্ত বাটালি ; নেহাই। বাংপ্র। বি।

নিহার—'নীহার' দ্রঃ।

নিহারা, নেহারা—১। দেখা, তাকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। মল, বিষ্ঠা। প্রা কপ্র। বি।

নিহাল—ধনী, সুখী। হি। বিণ।

নিহালা, নেহালা—দেখা, নিরীক্ষণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিহালী, নেহালী—১। একপ্রকার মূল্যবান্ বস্ত্র। প্রা কপ্র। ২। তাড়াতাড়ি পাকে এমন একপ্রকার ধান্য। বাংপ্র। বি।

নিহিংসন—হনন, হত্যা, বধ। নি—হিন্স্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিহিত—গোপনে স্থাপিত ; রক্ষিত ; অর্পিত ; দত্ত ; কৃত ; গুপ্ত ; নিক্ষিপ্ত, গচ্ছিত। নি—ধা + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিহিলিষ্ট—অনস্তিত্ববাদী ; সর্বধর্ম ও নীতি-বর্জনকারী ; প্রাচীন রুশিয়ার বিপ্লবী সম্প্রদায় বিঃ। <ইং 'Nihilist'. বি।

নিহ্নব, নিহ্নুতি—অস্বীকার, ফাঁকি দেওয়া ; শঠতা ; গোপন ; গুপ্তি। নি—হ্নু + অপ্, ক্তি ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী। বিণ—**নিহ্নুত**।

নীক—১। নিক (তাহা দ্রঃ)। ২। ক্ষুদ্র ; অতিসূক্ষ্ম। <নিক্কা। বিণ।

নীকার—ঘৃণা, ধিক্কার, অবজ্ঞা। নি—কৃ + ঘঞ্ ভাব (ইকার দীর্ঘ)। বি ; পুং।

নীচ—১। হেয় ; নিম্ন, অনুন্নত ; তলস্থ ; গভীর ; অনুচ্চ, মৃদু ; মন্দ ; ইতর, অধম, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ; ক্ষুদ্র ; বামন। নি (নিকৃষ্ট) ঈ (লক্ষ্মী)—চম্ + ড কর্তৃ। বিণ। ২। নিম্নস্থান ; তলদেশ ; নীচ ব্যক্তি। বি ; ক্লী।

নীচকুল—হীন বংশ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

নীচকুলজাত, নীচকুলোদ্ভব—যে হীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ। নীচ-কুলে জাত, ৭মীতৎ ; নীচকুল হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ।

নীচগ—১। যাহার গতি নীচের দিকে এমন, নিম্নগামী ; অধম। বিণ। ২। জল। উপতৎ ; নীচ—গম্ + ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

নীচগা—১। নিম্নগা, নদী। বি ; স্ত্রী। ২। নিম্নগামিনী ; নিকৃষ্ট পুরুষে আসক্তা ('— নারী')। উপতৎ ; নীচ—গম্ + ড কর্তৃ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নীচগামিনী—নিম্নদিকে গমনশীলা ; নীচ পুরুষে অনুরক্তা। নীচগামিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নীচগামী (-গামিন্)—নিম্নদিকে গমনশীল ; হীনপথগামী ; নীচজাতীয়া স্ত্রীতে অনুরক্ত। উপতৎ ; নীচ—গম্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

নীচগ্রহ—(জ্যোতিষ) নিজ নিজ উচ্চস্থান হইতে ভিন্ন নিম্নস্থানে অবস্থিত রবি প্রঃ গ্রহ [যথা,—রবির তুলা, সোমের বৃষ, মঙ্গলের কর্কট ইঃ]। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। [কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীচজাতি—ছোট জাত, হীন জাতি।

নীচজাতীয়—ছোট জাতের, হীনজাতীয়, ইতরজাতি-সম্বন্ধীয়। নীচজাতি + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নীচতা—নিকৃষ্টতা ; ক্ষুদ্রাশয়তা ; হীনতা ; ইতরামি। নীচ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

নীচপ্রকৃতি—১। জঘন্য-স্বভাববিশিষ্ট। নীচা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। হীন স্বভাব। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীচপ্রবৃত্তি—১। যাহার মনের গতি জঘন্য এমন, হীন-ইচ্ছাযুক্ত। নীচা প্রবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। নিন্দনীয় বিষয়ে ঝোঁক, নিকৃষ্ট বিষয়ে মতি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীচমনাঃ (-মনস্), (>**-মনা**)—যাহার মন ছোট এমন, হীনচেতা, নিকৃষ্টমনোবৃত্তি-যুক্ত। নীচ মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

নীচযোনি—১। হীন জন্মস্থান, মানুষের পশু প্রঃর কুলে জন্ম ; নিম্নশ্রেণীর জীব। কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। হীনকুলে জাত, পশু প্রঃর কুলে জাত। নীচ যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বিণ।

নীচশির—নীচশিরাঃ (তাহা দ্রঃ)। কপ্র। বিণ।

নীচশিরাঃ (-শিরস্) (>**-শিরা**)—যে মাথা নোয়াইয়া রহিয়াছে এমন, অবনতমস্তক ; নিম্নপদস্থ। নীচ হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ।

নীচান্তঃকরণ—১। ছোট মন, সংকীর্ণ হৃদয়। নীচ অন্তঃকরণ, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার মন নীচ এরূপ, সংকীর্ণমনাঃ। নীচ অন্তঃকরণ যাহার, বহু। বিণ।

নীচাসক্ত—হীনকার্যে বা বিষয়ে অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

নীচু—১। নিম্ন, নীচ। বিণ। ২। নীচে, নিম্নে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নীচে—নিম্ন স্থানে। <নীচ। বি।

নীঝর—জলস্রোত। <নির্ঝর। কপ্র। বি।

নীট—প্রকৃত, যথার্থ ; সারা, নিকর। <ইং 'nett'. বিণ। **নীট মুনাফা**—বৎসরের খরচ ওয়াশীল দিয়া যাহা জমা থাকে, যথার্থ লাভ।

নীড়—১। পাখির বাসা, কুলায় ; আশ্রয়স্থান। নি—ইল্ + ক অধি। ২। রথের উপবেশন স্থান। নি—ইল্ + অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

নীত—১। যাহা লইয়া যাওয়া হইয়াছে এরূপ, গৃহীত, প্রাপিত ; যাপিত, অতিবাহিত। নী + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। রীতি, নিয়ম ; নীতি। নী + ক্ত করণ। বি ; ক্লী। ৩। আচরণ ; অভিপ্রায়। বাংপ্র। বি।

নীতি—১। হিতাহিতবিবেচনা, হিতাহিত বিবেচনাপূর্ণ উপদেশ ; শুক্রাচার্যাদিপ্রণীত শাস্ত্র ; ধর্মাধর্মবোধ ; ধর্মসংগত আচরণ ; সমাজহিতকর বিধান ; ধর্মসংগত রীতি ; নিয়ম, সাধনের উপায়, policy. নী + ক্তি করণ। ২। পাওয়া, প্রাপণ, প্রাপ্তি ; যাপন। নী + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নীতিকথা—সদুপদেশপূর্ণ বাক্য, নীতিপূর্ণ বাক্য, নীতিপূর্ণ কথা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীতিজ্ঞ—নীতিশাস্ত্রে নিপুণ, নীতিবিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ ; নীতি—জ্ঞা + ক কর্তৃ। বিণ।

নীতিজ্ঞান—ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ; নীতি-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ; সফলতালাভের উপায়-বিষয়ক জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নীতিপথ—যে পথে চলা সংগত তাহা, যে পদ্ধতি অবলম্বন করা নীতিসংগত তাহা। নীতিসম্মত পন্থা, মধ্যপ কর্মধা (অ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

নীতিবাক্য—হিতোপদেশ, নীতিবাণী। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নীতিবিজ্ঞান, -বিদ্যা—ন্যায়-অন্যায়ের বিচারসম্বন্ধীয় শাস্ত্র, ethics. নীতির বিজ্ঞান, বিদ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

নীতিবিরুদ্ধ, -বিরোধী (-ধিন্)—সৎশিক্ষার বিপরীত, নীতিশাস্ত্রের বিরোধী; নিয়মের উলটা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিরুদ্ধা, -বিরোধিনী।**

নীতিভ্রংশ—নীতিসম্মত পথ হইতে বিচ্যুতি, ধর্মপথ হইতে বিচ্যুতি। ৫মীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-ভ্রষ্ট।**

নীতিমান্ (-মৎ)—যে সৎশিক্ষা লাভ করিয়া সৎপথে চলে, নীতিসম্পন্ন। নীতি+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী।**

নীতিমার্গ—নীতিপথ (তাহা দ্রঃ)। নীতিসম্মত মার্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নীতিমূলক—যাহার মূলে সৎশিক্ষা আছে এরূপ, নীতিযুক্ত; নীতিবিষয়ক। নীতিই মূল বা মূলে যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-মূলিকা।**

নীতিশাস্ত্র—যে সকল পুস্তকাদিতে সৎশিক্ষার কথা লেখা আছে তাহা, নানাদেশের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারক শাস্ত্র। নীতিবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নীতিসংগত—নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত; নিয়মানুযায়ী। নীতির সহিত সংগত, ৩য়াতৎ। বিণ। [সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

নীতিসম্মত—নীতিসংগত। নীতির দ্বারা

নীদ—ঘুম, সুপ্তি, নিদ্রা। <নিদ্রা। প্রা কপ্র। বি।

নীধ্র—ঘরের চালের প্রান্ত, ছাঁচ। বি; ক্লী।

নীপ—১। কদমগাছ, কদম্ববৃক্ষ; নীলাশোকবৃক্ষ; বন্ধুকবৃক্ষ; দেশবিদেশ। বি; পুং। ২। কদম্বপুষ্প। নী+পক্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

নীবার—তৃণধান্য, উড়িধান্য। নি—বৃ+ঘঞ্, কর্ম। বি; পুং।

নীবি, নীবী—মূলধন, পুঁজি; পণ, বাজি; কটিবস্ত্রগ্রন্থি, পেটের উপর কাপড়ের দুই খুঁট একত্র বন্ধন (যাহা সাধারণতঃ পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা করে)। নি—ব্যে+ইন্ করণ বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নীবিবন্ধ, নীবীবন্ধ, -বন্ধন—পরিবার কাপড়ের দুইকোণ একত্র করিয়া পেটের নীচে যে গ্রন্থি দেওয়া হয় তাহা, কটির বস্ত্রগ্রন্থি। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্মধা। বি; পুং, ক্লী।

নীবিহক—নীবির, নীবীর, কটিবস্ত্রগ্রন্থির। প্রা কপ্র। বি।

নীয়মান—যাহা লইয়া যাওয়া হইতেছে এরূপ, প্রাপ্যমাণ; গৃহ্যমাণ; প্রেষ্যমাণ। নী+শানচ্ কর্ম। বিণ।

নীর—জল; রস। নী+রক্ কর্তৃ; অথবা, নিঃ (নির্গত) র (অগ্নি, বাড়বাগ্নি) যাহা হইতে, বহু; অথবা, নির্গত র অর্থাৎ অগ্নি হইতে, প্রাদি। বি; ক্লী।

নীরক্ত—রক্তশূন্য, শোণিতহীন। নিঃ (নাই) রক্ত যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নীরজ—১। পদ্ম, জলজ মুক্তা। বি; ক্লী। ২। উদ্বিড়াল। বি; পুং। ৩। জলজাত। উপতৎ; নীর—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

নীরজাঃ (-জস্) (> **নীরজা**)—১। ধূলিরহিত; রজোগুণরহিত; পরাগশূন্য (পুষ্পাদি)। বিণ। ২। মহাদেব। বি, পুং। ৩। অরজস্বলা, যে ঋতুমতী নয় এরূপ ('— স্ত্রী')। নিঃ (নাই) রজঃ যাহার, বহু। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নীরত—ক্ষান্ত, বিরত। বাংপ্র। বিণ।

নীরদ—১। মেঘ, জলদ; মুস্তক, মুথা। বি; পুং। ২। জলদাতা। উপতৎ; নীর—দা+ক কর্তৃ। ৩। দন্তরহিত। নিঃ (নাই) রদ (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ।

নীরদবর্ণ—মেঘের ন্যায় কাল, ঘনশ্যাম। নীরদের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

নীরধর—মেঘ, জলদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নীরধারা—১। জলের ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। নির্জলা উপবাস। বাংপ্র। বি।

নীরধি, -নিধি—সমুদ্র, জলনিধি। উপতৎ; নীর—ধা+কি অধি; নীরের নিধি (আশ্রয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নীরন্ধ্র—ছিদ্রশূন্য, নিশ্ছিদ্র; ঘন, নিবিড়। নিঃ (নাই) রন্ধ্র যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নীরব—নিঃশব্দ; বাক্যহীন, যে চুপ করিয়া আছে এরূপ। নিঃ (নাই) রব যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নীরবা—১। শব্দশূন্যা; বাক্যহীনা। নীরব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নীরব হওয়া ("নীরবিলা তরুরাজ"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি।

নীরস—রসহীন, শুকনা, শুষ্ক। নিঃ (নাই) রস যাহার, বহু। বিণ।

নীরাজন, -না—১। দেবতার আরতি; আরত্রিকদীপমালা সজল-শঙ্খ ধৌতবস্ত্র বিল্বপত্রাদি সাষ্টাঙ্গপ্রণাম—এই পাঁচটি দ্বারা আরাধনা। নীর—অজ্+অনট্ ভাব; নীর—অজ্+অন, ভাব+আপ্। ২। শান্তিকর্ম বিঃ। নীরের (শান্তিজলের) অজন (ক্ষেপণ) যাহাতে, বহু; পক্ষে আপ্। ৩। অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিষ্কারকরণ; অশ্বপূজন বিঃ। নির্—রাজ্+অনট্ ভাব; নির্—রাজ্+অন ভাব+আপ্। ৪। জলে নিক্ষেপ, প্রতিমাদি জলে বিসর্জন। নীরে অজন, অজনা (ক্ষেপণ), ৭মীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

নীরোগ—সুস্থ, ব্যাধিশূন্য। নিঃ (নাই) রোগ যাহার, বহু। বিণ।

নীল—১। বর্ণ বিঃ; নীলগাছ হইতে উৎপন্ন রঞ্জন দ্রব্য বিঃ বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রঞ্জন দ্রব্য, indigo; চিহ্ন; কুবেরের নবনিধির অন্যতম। নীল্+ক করণ। ২। উড়িষ্যাসন্নিহিত পর্বতমালা; নীলবর্ণ বৃষ; ময়না পাখি; শুভসূচক শব্দ বা ঘোষণা; বটবৃক্ষ; বানর বিঃ; নিধি বিঃ, মণি বিঃ; বভ্রুর পুত্র; অজমীঢ়ের পুত্র। নীল্+ক কর্ম। বি; পুং। ৩। নীলবর্ণযুক্ত। নীলী+অন্ রঞ্জিতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**নীলা, নীলী**। ৪। নীলকণ্ঠ, শিব, গাজনের শিব। বাংপ্র। বি; পুং। **নীলের উপোস**—চড়ক সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীলকণ্ঠ শিবের অনুগ্রহ লাভের জন্য উপবাস।

নীলক—১। কালা লবণ; বর্তলোহ; বীজগণিতোক্ত অব্যক্তরাশির সংজ্ঞা বিঃ। নীল+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী। ২। অসনবৃক্ষ। উপতৎ; নীল—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং।

নীলকণ্ঠ—১। শিব; ময়ূর; খঞ্জনপক্ষী; ডাহুকপক্ষী; নীলরঙের পাখি বিঃ, roller bird; রাক্ষস বিঃ। নীল কণ্ঠ যাহার, বহু। ২। তীর্থ বিঃ। নীলকণ্ঠ আছেন এখানে এই অর্থে নীলকণ্ঠ+অচ্। ৩। নীলবর্ণ গলদেশ। কর্মধা। বি; পুং। ৪। যাহার গলদেশ নীল এরূপ। নীল কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী।**

নীলকমল—নীলপদ্ম, নীলোৎপল। কর্মধা। বি; ক্লী।

নীলকর—যে নীলের চাষ করে। উপতৎ; নীল—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং।

নীলকান্ত—নীলশিলা, ইন্দ্রনীলমণি; নীলা, sapphire; (তাহার সদৃশ বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ। নীল কান্ত (আভা) যাহার, বহু। বি; পুং।

নীলকুঠি—নীল উৎপাদন করিবার বাড়ি বা কারখানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

নীলগাই—গরুর মত বা কৃষ্ণসার হরিণ জাতীয় একপ্রকার জন্তু (পুং পশু নীলাভ কিন্তু স্ত্রী নীলগাই পাটলবর্ণ)। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

নীলগিরি—দাক্ষিণাত্যের পর্বত বিঃ, নীলাচল। কর্মধা। বি।

নীলগ্রীব—শিব। নীল (নীলবর্ণবিশিষ্ট) গ্রীবা যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নীলধ্বজ—১। তালগাছ। কর্মধা (সদৃশার্থে)। ২। নীলরঙের নিশান। কর্মধা। ৩। মাহিষ্মতীপুরীর রাজা। নীল ধ্বজ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

নীলপটল—নীলবস্ত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

নীলপতাকিনী—দুর্গাদেবী। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

নীলপ্রভ—নীলবর্ণ-দ্যুতিবিশিষ্ট। নীলা প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

নীলবড়ি—বড়ির আকারে প্রস্তুত নীল রং। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

নীলবর্ণ—১। নীল রঙের। নীল বর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। নীল রং। কর্মধা। বি ; পুং।

নীলবসন—১। নীলরঙের কাপড়। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার বস্ত্র নীলবর্ণ। নীল বসন যাহার, বহু। বিণ। ৩। শনৈশ্চর, শনিগ্রহ। বি ; পুং।

নীলবস্ত্র—১। বলরাম। নীল বস্ত্র যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। নীলরঙের কাপড়। কর্মধা। বি ; ক্লী।

নীলব্রত—নীলষষ্ঠীব্রত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নীলমণি—মণি বিঃ, ইন্দ্রনীলমণি ; শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বি ; পুং। **সবে ধন নীলমণি** —একমাত্র আদরের জিনিস শ্রীকৃষ্ণ ; জীবন-সর্বস্ব একমাত্র পুত্র।

নীলমাধব—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর মূর্তিভেদ ; জগন্নাথদেব। কর্মধা। বি ; পুং।

নীলরতন—নীলমণি। <নীলরত্ন। বি।

নীললোহিত—১। বেগনী ; ধূমল। বিণ। ২। শিব (যিনি কণ্ঠে নীল ও কেশে লোহিত) ; বেগুনে রং। নীলমিশ্র লোহিত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

নীলষষ্ঠী—চড়ক-সংক্রান্তির বা চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন (ষষ্ঠী তিথি না হইলেও)। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

নীলসরস্বতী—দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, তারা। নীলা সরস্বতী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নীলা—১। নীলরঙের মাছি, নীলবর্ণ মক্ষিকা ; নীলবৃক্ষ ; দেহস্থ চিহ্ন বিঃ ; কণ্ঠস্থ ধমনী ; (সংগীত) রাগিণী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। নীলবর্ণযুক্তা (প্রাণী ও ওষধি না বুঝাইলে)। নীল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। নীলবর্ণ মূল্যবান্ প্রস্তর বিঃ, sapphire (ইহা সাধারণতঃ শনিগ্রহের অশুভ প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আংটি ইঃতে ধারণ করা হয়)। <নীলরা। বি।

নীলাকাশ—নীলবর্ণ গগন। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

নীলাক্ষ—১। নীলবর্ণ-চক্ষুর্বিশিষ্ট। নীল অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী। ২। মরাল, রাজহংস। বি ; পুং।

নীলাচল—জগন্নাথক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র [নীল-গিরিনামক পার্বত্য ভূমির প্রান্তপ্রদেশে পুরীতে জগন্নাথক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত ; সেই জন্য ইহার নামান্তর নীলাচল] পর্বতমালা বিঃ (উড়িষ্যার দক্ষিণ নীলাচল, কামাখ্যার উত্তর নীলাচল)। নীল যে অচল (পর্বত), কর্মধা। বি ; পুং।

নীলাঞ্জন—১। তুঁতে। নীল অঞ্জন যাহা হইতে, বহু। ২। রসাঞ্জন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

নীলাব্জ—নীলপদ্ম, নীলোৎপল। নীল যে অব্জ (পদ্ম), কর্মধা। বি ; ক্লী।

নীলাভ—ঈষৎ নীলবর্ণ। নীলা আভা যাহার, বহু। বিণ।

নীলাম—'নিলাম' দ্রঃ।

নীলাম্বর—১। নীলবসন ; নীল আকাশ। নীল অম্বর, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার পরনে নীল কাপড় এরূপ। নীল অম্বর যাহার, বহু। বিণ। ৩। বলরাম ; শনৈশ্চর ; রাক্ষস। বি ; পুং।

নীলাম্বরী—নীলরঙের শাড়ি। বাংপ্র। বি।

নীলাম্বু—১। সমুদ্র। নীল অম্বু (অর্থাৎ জলরাশি) যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। নীল জল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

নীলাম্বুজ, -জন্ম (-জন্মন্)—নীল পদ্ম, নীলোৎপল। নীল যে অম্বুজ, অম্বুজন্ম (পদ্ম); কর্মধা। বি ; ক্লী।

নীলাম্বুধি—নীল সাগর। নীলাম্বু—ধা+কি আধ। বি ; পুং।

নীলারুণ—ভোর বেলা, প্রত্যূষ। নীল (শ্যামাভ, অস্পষ্ট) অরুণ যে সময়ে, বহু। বি ; পুং।

নীলিকা—১। নীলের গাছ। নীলী+কন্ স্বার্থে+স্ত্রী আপ্। ২। চোখের একপ্রকার রোগ। নীলী+কন্ আছে অর্থে+আপ্। ৩। শেফালিকা। নীলী+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নীলিম—নীলরঙের। <নীলিমন্। বিণ।

নীলিমময়—নীলবর্ণ ; শ্যামবর্ণ। নীলিমন্+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

নীলিমা (নীলিমন্)—নীলত্ব ; নীলবর্ণ। নীল+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

নীলী (নীলিন্)—নীলবর্ণবিশিষ্ট। নীল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**নীলিনী**।

নীলী—১। নীল গাছ ; একজাতীয় নীলবর্ণ কাল ভ্রমর ; চোখের একপ্রকার রোগ। নীল্+ক করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। নীলবর্ণ-বিশিষ্ট। নীল+ঈপ্ (প্রাণী ও ওষধি, অন্যত্র নীলা)। বিণ ; স্ত্রী।

নীলীন—একপ্রকার মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ, iodine. নবগঠিত পারিভাষিক। বি।

নীলীরাগ—১। গভীর ভালবাসা, দৃঢ়প্রণয় ; নায়কনায়িকার পূর্বরাগ বিঃ। নীলীসদৃশ রাগ, মধ্যপ কর্মধা। ২। নীলবর্ণ। নীলীর রাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নীলোৎপল—নীলপদ্ম। নীল উৎপল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

নীশার—বায়ুনিবারক আবরণবস্ত্র, কানাৎ মশারি পর্দা প্রঃ। নি—শৃ+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

নীহার, নিহার—বরফ, তুষার, হিম ; ঘন শিশির, কুজ্ঝটিকা। নি—হৃ+ঘঞ্ কর্ম (বিকল্পে 'ই' দীর্ঘ)। বি ; পুং।

নীহারিকা—অতি দূরে অবস্থিত বলিয়া যে তারাগুলিকে বা গ্যাসীয় পদার্থকে কুয়াশার মত মনে হয় তাহা, nebula. নীহার+কন্ বা ইক (ঠন্) সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নুকি—১। লুকায়িত। প্রাঃ কপ্র। বিণ। ২। গোপন ; আত্মগোপন। প্রাদে। বি।

নুট—শান্তভাব ; অবাধভাব ; নিরাপত্তি ; দেবতার উদ্দেশ্যে বাতাসা মিষ্টান্ন প্রঃ ছড়ানো ('হরির —')। বাংপ্র। বি।

নুটি—আঁটি ; পুঁটুলি ; মোট ; সুতা প্রঃর তাল। <লোষ্ট্র। বি।

নুড়নুড়ি—আলজিভ ; ঘুণ্টি ; ছাগলের গলস্তন। বাংপ্র। বি।

নুড়া, নুড়ো—গোছা, গুচ্ছ ; তৃণাদির গুচ্ছ ; আগুন ধরাইবার নিমিত্ত খড়ের বা তৃণের গোছা। বাংপ্র। বি।

নুড়ি—ছোট গোল পাথর ; কাঁকর। <লোষ্ট্র। বি।

নুণ, নুন—লবণ। <লবণ। বি।

নুত—প্রশংসিত ; স্তুত ; পূজিত। নু+ক্ত কর্ম। বিণ।

নুতি—স্তুতি ; প্রশংসা ; পূজা ; প্রণাম। নু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নুদ, নুদি—মোটাপেট, স্থূলোদর ; উদরে বলি, পেটের থাক মাংস বা চর্বি। <তুন্দ। বি। বিণ—**নুদো**।

নুন—'নুণ' দ্রঃ।

নুনিয়া—লবণ-বিক্রয়কারী জাতি ; পুরীর সমুদ্রসন্তরণে পটু জাতি। নুন+ইয়া। বাংপ্র। বি।

নুনুড়ি, নুনুড়ি—ঘুণ্টি ; ঘণ্টার জিহ্বা ; আলজিভ ; ছাগলের গলস্তন। বি।

নুয়া—সধবার হাতের লোহার বালা, সধবার চিহ্নস্বরূপ পাতলা লোহার বালা। <লোহ। বি।

নুয়ান—নোয়ানো (তাহা দ্রঃ)।

নুর, নূর—জ্যোতিঃ, আলোক ; দাড়ি। ফা। বি।

নুরনবী, নূরনবী—হজরত মোহাম্মদ। নূ (নু)রের (আলোকময় আল্লাহ্‌র) নবী (প্রেরিত পুরুষ), ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-আ। বি।

নুরি—মালয় উপদ্বীপের একপ্রকার পাখি ;

শুকজাতীয় পাখি বিঃ, lory. মালয়ী শব্দ। বি।

নুলা, নুলো—১। বিকলহস্তবিশিষ্ট ; টুঁটা ; যাহার হাত-পা ভাঙা এরূপ। বিণ। ২। হাত, হস্ত ; বিড়ালাদির থাবা। বাংপ্র। বি।

নুলিয়া—পুরীধামের ধীবর জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নূতন—নবীন, অভিনব। নব+তনপ্ (নব-স্থানে নূ)। বিণ।

নূতনতা, নূতনত্ব—অভিনবত্ব। নূতন+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

নূনা—কৃশ, খর্ব। প্রা কপ্র। বিণ।

নূপুর—পায়ের গহনা বিঃ, ঘুঙুর, মঞ্জীর, শিঞ্জিনী। নূ—পুর্+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

নূপুর-নিক্কণ—নূপুরের শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নূর—'নুর' দ্রঃ।

নৃ—মনুষ্য ; নর (বাংলায় শুধু সমাসে ব্যবহৃত ; যেমন—নৃপতি, নৃমুণ্ড ইঃ)। নী+ঋন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

নৃকপাল—নরকপাল, মড়ার মাথার খুলি। না'র অর্থাৎ নরের (নৃ-শব্দ) কপাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

নৃকুলবিদ্যা—মানবসমাজের বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কিত বিদ্যা, ethnology. না'র (নৃ-শব্দ) কুল, ৬ষ্ঠীতৎ ; তৎসম্বন্ধিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নৃকেশরী (-রিন্)—১। নৃসিংহাবতার। না অথচ কেশরী, কর্মধা। ২। নরশ্রেষ্ঠ। না (নৃ-শব্দ) কেশরিসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

নৃতত্ত্ব—নৃবিদ্যা (তাহা দ্রঃ)। [ক্লী।

নৃতি—নাচ, নৃত্য। নৃত্+ই ভাব। বি ; স্ত্রী।

নৃত্ত—১। নাচ, নৃত্য ; অভিনয় ; তাল লয়ের সঙ্গে হাত-পা নাড়া ; রস ভাব ইঃ শূন্য শুধু তাল লয় যোগে নাচ। নৃত্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। নর্তনকারী। নৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নৃত্য—নাচ, তাল মান রসাশ্রয় বিলাসযুক্ত হাবভাবপ্রকাশ সহকারে আঙ্গিক ক্রিয়া [মহাদেবকে নৃত্যবিদ্যার প্রবর্তক বলা হয়। নৃত্য দুই প্রকার ; তাণ্ডব ও লাস্য ; পুং-নৃত্যের নাম তাণ্ডব এবং স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য] ; অভিনয়। নৃত্+ক্যপ্ ভাব। বি ; ক্লী।

নৃত্যপর—নর্তনশীল। নৃত্য পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

নৃত্যপরায়ণ—নৃত্যে আসক্ত ; নাচিতে দক্ষ। নৃত্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

নৃত্যপ্রিয়—যে নাচ ভালবাসে এমন, নর্তনপ্রিয়। নৃত্য প্রিয় যাঁহার, বহু। বিণ।

নৃত্যশালা—নাচঘর, নাট্যশালা, রঙ্গালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নৃদেব—রাজা, নরদেব। নৃ অর্থাৎ নরমধ্যে দেব, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নৃধর্মা (-র্মন্), **নৃধর্ম্মা** (-র্ম্মন্) —১। কুবের। বি ; পুং। ২। মনুষ্যের স্বভাববিশিষ্ট, নরধর্মাক্রান্ত। নৃর (নরের) ধর্ম যাঁহার, বহু (সমাসান্ত অন্ প্রত্যয়)। বিণ।

নৃপ, নৃপতি—রাজা, নরপতি। উপপদ ; নৃ (মনুষ্য)—পা (পালন করা)+ক কর্তৃ ; না'র (নরের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নৃপত্ব—রাজত্ব, রাজার অবস্থা। নৃপ+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

নৃপবর—শ্রেষ্ঠ রাজা। নৃপমধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নৃপবল্লভ—রাজার প্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নৃপবল্লভা—১। রাজ্ঞী ; পুষ্প বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। রাজার প্রিয়া। নৃপবল্লভ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নৃপমণি—শ্রেষ্ঠ রাজা। নৃপমধ্যে মণি, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নৃপসভা—রাজার সভাগৃহ, রাজদরবার। ৬ষ্ঠীতৎ+অ সমাসান্ত। বি ; পুং।

নৃপসুতা—রাজকন্যা ; ছুঁচা, ছুছুন্দরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নৃপাংশ—১। নৃপকে দেয় নির্দিষ্ট ভাগ, রাজার প্রাপ্য কর। নৃপ প্রাপ্য অংশ, মধ্যপ কর্মধা। ২। রাজপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নৃপাল—মনুষ্যপালক, রাজা। উপপদ ; নৃ (মনুষ্য)—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

নৃপাসন—সিংহাসন, মণিখচিত আসন বিঃ। নৃপের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নৃপেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ রাজা। নৃপমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ ; অথবা, নৃপ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

নৃবিদ্যা—মানব-বিজ্ঞান, মানবের জাতি শ্রেণী ইঃ সম্বন্ধীয় বিদ্যা, anthropology. নৃ সম্বন্ধিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নৃমণি—নরশ্রেষ্ঠ ; রাজা। নৃ অর্থাৎ মনুষ্য-মধ্যে মণি (রত্নস্বরূপ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নৃমুণ্ড—মানুষের মাথা ('— মালিনী')। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

নৃমুণ্ডমালা—মানুষের মাথার মালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

নৃমুণ্ডমালিনী—১। কালী। বি ; স্ত্রী। ২। মনুষ্যের মস্তক দ্বারা নির্মিত মালা-পরিধানকারিণী। নৃমুণ্ডমালা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নৃযজ্ঞ—অতিথিসৎকার, গৃহস্থের প্রত্যহ-কর্তব্য পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত অতিথিপূজারূপ যজ্ঞ। নৃ (মনুষ্য)-সম্বন্ধীয় যজ্ঞ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

নৃলোক—মর্ত্যলোক, পৃথিবী। নাদিগের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

নৃশংস—নির্দয়, নিষ্ঠুর ; ক্রূর ; ক্ষতিকারক ; পরদ্রোহী। উপপদ ; নৃ (মনুষ্য)—শনস্ (হিংসা করা)+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**সী**। বি, -**সতা**।

নৃসিংহ—১। বিষ্ণু ; বিষ্ণুর অবতার বিঃ [ইহা ভগবানের দশাবতারের একটি ; তিনি হিরণ্যকশিপুর বধের জন্য এই মূর্তি ধারণ করেন]। না (মনুষ্য) অথচ সিংহ, কর্মধা। ২। মনুষ্যপ্রধান। না সিংহসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

নৃসিংহচতুর্দ(র্দ্দ)শী—বৈশাখমাসীয় শুক্ল-চতুর্দশী [এই দিনে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন]। নৃসিংহপ্রীতিকরী চতুর্দশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নৃসিংহপুরাণ উপপুরাণ বিঃ। নৃসিংহ-বিষয়ক পুরাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

নৃসোম—নরচন্দ্র, নরশ্রেষ্ঠ। নৃ (মনুষ্য)-মধ্যে সোম (চন্দ্র, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

নৃহরি—নৃসিংহাবতার। না (মনুষ্য) অথচ হরি (সিংহ), কর্মধা। বি ; পুং।

নে—১। নিষেধবাচক শব্দ, না (জানিনে)। অ। ২। ধর্, গ্রহণ কর্ ; থাম্। বাংপ্র। ক্রি।

নেই—১। নেহাই। বাংপ্র। বি। ২। নাই। প্রাদে। অ।

নেই-আঁকড়া, নেই-আঁকড়ে—নাছোড়-বান্দা। বাংপ্র। বিণ।

নেই-মামা—নির্ধনতা ; অভাব, কিছু না থাকা। নেই যে মামা, সুপ্। বাংপ্র। বি।

নেউগী—নিয়োগী, উপাধি বিঃ। <নিয়োগী। বি।

নেউটানো—ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা ; উলটানো ; নড়চড় হওয়া। <নিবর্তন। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নেউল—বেজী। <নকুল। বি।

নেও—বুনিয়াদ ; ভিত্তি। <নেমি। বি।

নেওট, নেওটা, নেওটো—একান্ত অনুগত ; একান্ত ভক্ত। <স্নেহবৃত্ত। বিণ।

নেওয়া—পাতলা প্রলেপ ; ডাবের কচি শাঁস। বাংপ্র। বি।

নেওয়া, নেয়া—লওয়া, গ্রহণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

নেওয়াপাতি—কচি কোমল শাঁসযুক্ত ('— ডাব')। বাংপ্র। বিণ।

নেওয়ার—মশারি প্রঃর প্রান্তে লাগানো মোটা ফিতা। বাংপ্র। বি। **নেওয়ারের**

খাট—দড়ির বদলে চওড়া মোটা ফিতা বুনিয়া তৈয়ারী খাট।

নেং, নেঙ্—পা, পদ, চরণ। প্রাদে। বি।

নেংচানো, নেঙচানো—খোঁড়ার মত চলা। বাংপ্র। ক্রি। [, বি]।

নেংটা, নেঙটা, ন্যাংটা—উলঙ্গ, বিবস্ত্র। <নগ্নবৃত্ত বা নগ্নাট। বিণ। **নেংটা গোরা**—হাইল্যাণ্ডার সৈন্য।

নেংটাপনা—বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা। নেংটা+পনা ভাবে। বাংপ্র। বি।

নেংটি—১। ছোট, ক্ষুদ্র ('— ইঁদুর')। বিণ। ২। কৌপীন। বাংপ্র। বি।

নেংড়া—'নেঙ্গড়া' দ্রঃ।

নেকড়া, ন্যাকড়া—ছিন্নবস্ত্র, কানি, পুরানো কাপড়ের টুকরা। <নক্তক। বি। **নেকড়ার আগুন**—যে আগুন ধুমাইয়া ধুমাইয়া জ্বলিতে থাকে তাহা; যাহা সহজে মিটে না এরূপ ব্যাপার।

নেকড়ে—ব্যাঘ্র বিঃ, wolf. বাংপ্র। বি।

নেকনজর—কৃপাদৃষ্টি; (ব্যঙ্গার্থে) ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি। ফা-আ। বি।

নেকরা—কৌতুক, রঙ্গ, ছল; নেকামি। <ফা 'নথ্‌রহ্‌'। বি।

নেকা, ন্যাকা—যে জানিয়াও না জানার ভান করে এমন; অস্পষ্টবাক্‌; অজ্ঞ; বোকা। <ফা 'নেক'-সাধু। বিণ। **নেকা সাজা**—বোকার ভাব দেখানো, না জানার ভান করা।

নেকাপনা, নেকামো, নেকামি—নির্বুদ্ধিতা; বুদ্ধি না থাকার ভান; অস্পষ্ট-ভাষিতা; অস্পষ্টতা। নেকা+পনা, মো, মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

নেকার—বমি, বমন। <ওঙ্কার। বি। **নেকার নেকার**—ওয়াকারের উপক্রম, বমি বমি। **গা নেকার নেকার করা**—গা বমি বমি করা, বমি করিবার মত শরীরের অবস্থা হওয়া।

নেকী—বোকা; বোকার ভানকারিণী; যে নারী নেকা সাজে এরূপ। নেকা+ঈ। ফা-মূ। বিণ; স্ত্রী।

নেকো—লম্বা নাকযুক্ত। নাক+ও (<উয়া)। বাংপ্র। বিণ।

নেগে—লাগিয়া, জন্য। প্রা কপ্র। অ।

নেঙ্—'নেং' দ্রঃ।

নেঙচানো—'নেংচানো' দ্রঃ।

নেঙটা—'নেংটা' দ্রঃ।

নেঙা, নেজ্জা—বামহস্তে অধিক বল-সম্পন্ন, বামহস্তে দক্ষিণহস্তের কার্যকারী। বাংপ্র। বিণ।

নেঙ্গড়া, নেংড়া—১। খোঁড়া, খঞ্জ; পঙ্গু। বিণ। ২। একপ্রকার ভাল আম। হি। বি।

নেঙ্গুড়—লেজ, লাঙ্গুল; অবিশ্রান্ত ধারা, সংলগ্নতা। <লাঙ্গুল। বি।

নেচি—লেচি (তাহা দ্রঃ)।

নেজ—লেজ, পুচ্ছ। বাংপ্র। বি।

নেজক—১। ধোবা, বস্ত্রপরিষ্কারক। বি; পুং। ২। শোধক, রজক। নিজ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নেজিকা**।

নেজন—১। শোধন, ধৌতকরণ। নিজ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। ধৌতকরণ-স্থান, রজকা-লয়। নিজ্‌+অনট্‌ অধি। বি; ক্লী।

নেজমা—লাঙ্গলের ফাল। <ফা 'নেজা'। বি।

নেজা—১। ভল, বর্শা; বাণ। ফা। ২। মৎস্যাদির লেজ। বাংপ্র। বি।

নেজুড়—কাপড়ের লেজ, কৃত্রিম পুচ্ছ। <লাঙ্গুল। বি।

নেট—১। জালের মত করিয়া বোনা কাপড় ('নেটের মশারি')। <ইং 'net'. বি। ২। নীট। <ইং 'nett'. বিণ।

নেটা—যে দক্ষিণহস্তের কাজ বামহস্তে করে এরূপ; নেঙা। বাংপ্র। বিণ।

নেটানো—এলাইয়া পড়া, নতাইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নেঠা—দায়, মুশকিল, ঝঞ্ঝাট; ছল, ওজর। প্রাদে। বি।

নেড়া—১। মুণ্ডিতকেশ; যাহার মাথায় চুল নাই এমন; অনাবৃত; নিরাভরণ; পত্র-হীন। বিণ। ২। ভিক্ষুক বিঃ; ধান গাছের ডাঁটা, বিচালি। বাংপ্র। বি। [বি।

নেড়া-নেড়ী—বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র।

নেড়াপোড়া—চাঁচর। বাংপ্র। বি।

নেড়ামুড়া—১। কেশহীন; মুণ্ডিতকেশ; রিক্ত। বিণ। ২। নেড়ামাথা। বাংপ্র। বি।

নেড়াসিজ—তেকাঁটা; সিজবৃক্ষ। প্রাদে। বি।

নেড়ী—১। কেশহীনা। বি; স্ত্রী। ২। সাধারণ, বাজে ('— কুত্তা')। বাংপ্র। বিণ।

নেত—ছিন্নবস্ত্র; পট্টবস্ত্র, গরদ। প্রা কপ্র। বিধ।

নেতপাট—সূক্ষ্মবস্ত্র; বহুমূল্য পট্টবস্ত্র ("নেতপাট সিংহাসন-উপরেতে তুলি"—কৃত্তি)। প্রা কপ্র। বি। [বি।

নেতফাল—পট্টবস্ত্রের ফালি। প্রা কপ্র।

নেতা (নেতৃ)—পরিচালক; প্রধান ব্যক্তি; নায়ক; প্রভু, স্বামী; যে লইয়া যায় সে; প্রেরক; পথপ্রদর্শক; প্রাপক; নির্বাহক। নী+তৃন্‌ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

নেতা—ছেঁড়া কাপড়, তেনা, যে কাপড় দিয়া ঘর লেপা হয়; পদ্মার (বিষহরীর) সখী (পদ্মাপুরাণ—দ্বিজবংশী)। বাংপ্র। বি।

নেতাড়, নেতুড়—সংলগ্নতা; জের, অবিরল ধারা। বাংপ্র। বি।

নেতাড়ি—অর্ধশ্লোক; অর্ধসংগ্রহ। প্রাদে। বি।

নেতানো—অবসন্ন হওয়া; কৃশ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নেতিবাচক—অস্বীকৃতিমূলক; নঞর্থক, negative. নেতির (ন+ইতি) বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নেতুড়—'নেতাড়' দ্রঃ।

নেতৃত্ব—নায়কতা; অধ্যক্ষতা; স্বামিত্ব, প্রভুত্ব। নেতৃ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

নেত্র—১। চোখ, চক্ষুঃ; তিনের বাচকশব্দ। নী+ষ্ট্রন্‌ করণ। বি; ক্লী। ২। প্রেরক; চালক; রক্ষক; প্রাপক; প্রবর্তক; নায়ক। নী+ষ্ট্রন্‌ কর্তৃ। বিণ।

নেত্রকনীনিকা—চক্ষুর তারকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

নেত্রকোষ—চোখের কোটর, নেত্রপটল, অক্ষিগোলক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

নেত্রগোচর—যাহা দেখা যাইতেছে এমন, চক্ষুর বিষয়ীভূত, দৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নেত্রগোলক—অক্ষিগোলক (তাহা দ্রঃ)।

নেত্রচ্ছদ—চোখের পাতা, চক্ষুর পল্লব। নেত্র—ছদ্‌+ণিচ্‌+ঘ করণ। বি; পুং।

নেত্রজন—রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ বিঃ, nitrogen. নবগঠিত পারিভাষিক শব্দ। বি। [পুং।

নেত্রপল্লব—চোখের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নেত্রপাত—দেখা, দৃষ্টিপাত, দর্শন, অব-লোকন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নেত্রবন্ধ—কানামাছি খেলা। নেত্রের বন্ধ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

নেত্রবর্ত্মকণ—(শারীরবিদ্যা) অক্ষিপট ও অক্ষিগোলকের সংযোজক ঝিল্লী, conjunctiva. নেত্রের বর্ত্ম, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার কণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নেত্রবিমোহন—যাহা চক্ষুকে মুগ্ধ করে এরূপ; নয়নরঞ্জন, সুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

নেত্রমল—পিঁচুটি, চক্ষুর মল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নেত্ররঞ্জন—১। কাজল, কজ্জল, অঞ্জন; সুর্মা। নেত্রের রঞ্জন (রাগদ্রব্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। চোখের প্রীতিকর। নেত্রের রঞ্জন (আনন্দবর্ধন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। বিণ। [ক্লী।

নেত্রাঞ্জন—কাজল, কজ্জল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

নেত্রাম্বু—চোখের জল, অশ্রু। নেত্রের অম্বু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নেত্রিকাম্ল—উগ্র দাহকারী এবং স্বর্ণ ও প্লাটিনাম ভিন্ন অন্য ধাতু-বিদ্রাবক তরল রাসায়নিক অম্ল পদার্থ বিঃ, nitric acid. নবগঠিত পারিভাষিক শব্দ। বি। [ক্লী।

নেত্রী—পরিচালিকা। নেতৃ+ঈপ্‌। বিণ;

নেত্রোৎসব—১। নয়নানন্দজনক। নেত্রের উৎসব যাহাতে, বহু। বিণ। ২। নয়নের

আনন্দ, দেখিবার সুখ। নেত্রের উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ৩। জগন্নাথের চক্ষুর অঙ্গরাগ সাধনের উৎসব। বাংপ্র। বি।

নেদা—পশুপক্ষীর মল। বাংপ্র। বি।

নেদানো—কোমলতাবশতঃ অক্ষমতা প্রকাশ করা ; হাঁপাইয়া যাওয়া ; প্রহার করা ; (পশুপক্ষীর) মলত্যাগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

নেদি—ঘুঁটে ; ছাগল ভেড়া প্রঃর বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি।

নেপ—লেপ। <লেপ। বি।

নেপটানো, লেপটানো—লিপ্ত হইয়া থাকা ; অপরিষ্কৃতভাবে জড়াইয়া থাকা। <লিপ্ত। ক্রি [, বি, বিণ]।

নেপথ্য—রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান ; রঙ্গালয়ের সাজঘর ; অভিনেতাদের বেশ, সজ্জা ; অলংকার। নী (নায়ক)-এর পথ্য (উপযুক্ত উপকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নেপথ্য-গৃহ—সাজঘর, green room. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নেপথ্যবিধান—অভিনেতাদের সাঁজ সজ্জাকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

নেপা—১। লেপন করা। ক্রি [, বি]। ২। ছাল ; বাকল ; চর্ম, ত্বক্। বাংপ্র। বি।

নেপালী—নেপালের অধিবাসী ; নেপালে উৎপন্ন ; নেপালসম্বন্ধীয়। নেপাল+ঈ অধিবাসী অর্থে, উৎপন্ন অর্থে। অসং। বি বা বিণ।

নেপুর—নূপুর। <নূপুর। বি।

নেপো—প্রবাদোক্ত চালাক লোক ; কাজিল। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নেবা—নির্বাপিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নেবা, ন্যাবা—কামলা রোগ, jaundice. বাংপ্র। বি।

নেবানো—১। নির্বাপিত করা। ক্রি [, বি]। ২। নির্বাপিত। বাংপ্র। বিণ।

নেবু—লেবু, জম্বীর ; নিম্বুফল। <নিম্বু। বি।

নেম—১। কাল, সময় ; অবধি ; অংশ ; প্রাকার, বেষ্টন ; কৈতব, ছল ; গর্ত। নী+মন্ করণ। বি ; পুং। ২। অর্ধ। নী+ম কর্তৃ। সর্ব। ৩। নিয়ম। প্রাদে। বি।

নেমক—নুন, লবণ। <ফা 'নমক'। বি।

নেমকহারাম—অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। নেমক (<ফা 'নমক')+হারাম (আ)। বিণ। বি, **-হারামি**।

নেমন্তন্ন—নিমন্ত্রণ। <নিমন্ত্রণ। বি।

নেমন্তন্নে—১। নিমন্ত্রিত। বিণ। ২। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

নেমি, নেমী—১। চাকার প্রান্ত, চক্রধারা ; কুয়ার উপরে দড়ি ঝুলাইবার তেকাটা। নী+মি করণ, সংজ্ঞার্থে ; পক্ষে+ঈপ্। ২। কূপের নিকটবর্তী সমান স্থান। নী+মি অধি ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নেয়া—'নেওয়া' দ্রঃ।

নেয়াই—কামারের নেহাই। <নিধাপিকা বা নিঘাতি। বি।

নেয়াপাতি—কচি, কোমল-শাঁসযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

নেয়ামত—স্বর্গীয় দান ; অনুগ্রহ ; সুখাদ্য দ্রব্য। আ। বি।

নেয়ার—মশারি প্রঃর পার্শ্বে লাগাইবার মোটা ফিতা ; খাটিয়া ইঃ ছাইবার সাদা ফিতা বিঃ। বাংপ্র। বি।

নেয়ালি—১। নবমল্লিকা। <নবমল্লিকা। প্রা কপ্র। ২। একপ্রকার ধান, নিহালী ধান। বাংপ্র। বি।

নেয়ে—১। নাহিয়া, স্নান করিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি। ২। মাঝি, নাবিক। না+এ (<ইয়া) চালকার্থে। বাংপ্র। বি।

নেলনেলে, ন্যালন্যালে—লালাবিশিষ্ট, হড়হড়ে। বাংপ্র। বিণ।

নেলাখেপা, -ভোলা—হাঁদা, হাবা-গোবা ; সরলবুদ্ধি, সাংসারিক বুদ্ধিরহিত ; শিথিল-প্রকৃতি, যাহার কাজকর্মের বা পোশাকের আঁট বা বাঁধুনী নাই এমন, যে অবোধ এবং যাহার মুখ দিয়া সর্বদা লালা পড়ে এমন। বাংপ্র। বিণ।

নেশা—মাদক দ্রব্য ; মত্ততা, মাতলামি ; বাতিক ; অপরিত্যাজ্য অভ্যাস। <আ 'নশাতুন'। বি।

নেশাখোর—যে নেশা করে এরূপ, মাদকদ্রব্য-সেবী। আ-মু। বিণ। বি—**নেশাখুরি**।

নেহ—১। স্নেহ। <স্নেহ। ২। অবলেহন। <'লিহ্'-ধাতু। বি। ৩। লও, গ্রহণ কর। প্রা কপ্র। ক্রি।

নেহাই—নেয়াই, কামারেরা যে লৌহ-খণ্ডের উপর রাখিয়া গরম লোহায় ঘা দেয়, তাহা। <নিঘাতি বা নিধাপিকা। বি।

নেহাইত, নেহাত—একান্ত পক্ষে, কমপক্ষে, কিছুতেই ; নিতান্ত। <আ 'নিহায়ৎ'। অ।

নেহারনি—দৃষ্টি ; কটাক্ষ ("চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অঞ্জন শোভন তাহ"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

নেহারা—দেখা, নিরীক্ষণ করা। <নিভালন। কপ্র। ক্রি [প্রাচীন বাংলা কাব্যে 'নেহারা' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ :—**নেহারই**—চাহি ; চাহিয়া ; দেখিতেছে। **নেহারলু**—দেখিলাম। **নেহারত**—দেখে ; দেখিতেছে। **নেহারব**—দেখিব। **নেহারবি**—দেখিবি।]

নেহাল, নেয়াল—ধনী, ধনশালী। প্রা কপ্র। বিণ।

নেহালা—দেখা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নেহালি—একপ্রকার পুষ্প, নিয়লি ফুল। বাংপ্র। বি।

নৈ—১। নদী। <নদী। ২। নবজাত বাছুর। <নব। বি।

নৈঋত—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। <নৈর্ঋত। বি।

নৈঃস্ব—নির্ধনত্ব। নিঃস্ব+অণ্ ভাবে। বি ; [ক্লী।

নৈক—একভিন্ন, অনেক। ন এক, সুপ্। [এই "ন" নঞ্ নহে, পৃথক্ অব্যয় শব্দ।] বিণ।

নৈকটিক—১। নিকটবর্তী। বিণ। স্ত্রী, **-টিকী**। ২। গ্রামের কাছাকাছি আশ্রমের ঋষি। নিকট+ইক স্থিতার্থে। বি ; পুং।

নৈকট্য—নিকটত্ব, সামীপ্য। নিকট+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

নৈকষেয়—নিকষাপুত্র, রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। নিকষা+এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

নৈকষ্য—বিশুদ্ধ, কষিত ('— স্বর্ণ')। নিকষ (কষ্টিপাথর)+ষ্যঞ্ পরীক্ষিতার্থে। বিণ। **নৈকষ্য কুলীন**—যাহার কৌলীন্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

নৈগম—১। উপনিষৎ ; বেদান্তশাস্ত্র ; নীতিশাস্ত্র ; নায়ক ; নিঘণ্টু ; ঋষি ; পথ। নিগম+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং। ২। বণিক্ ; নগরবাসী। নিগম+অণ্ ভবার্থে। বি ; পুং, বা বিণ। ৩। নিগম-সম্বন্ধীয়। নিগম+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

নৈতিক—নীতিঘটিত ; নীতিসম্বন্ধীয় ; মনের দৃঢ়তাসম্বন্ধীয়। নীতি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

নৈত্যিক—যাহা রোজই করিতে হয় এমন, নিত্য অনুষ্ঠেয়। নিত্য+ইক অনুষ্ঠেয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

নৈদাঘ—গ্রীষ্মকালীন, নিদাঘসম্বন্ধীয়। নিদাঘ+অণ্ সম্বন্ধার্থে বা ভাবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ঘী**।

নৈদেশিক—চাকর, কিঙ্কর, দাস। নিদেশ+ইক করে অর্থে। বি ; পুং।

নৈপুণ, নৈপুণ্য—নিপুণতা, দক্ষতা ; ওস্তাদি। নিপুণ+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

নৈবচ—এরূপ নয়। ন+এব+চ। অ। **নৈবচ নৈবচ**—কখনই তা নয় ; কখনই হইবে না ("ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ"—ভারত)।

নৈবেদ্য—যে আহার্যাদি দ্বারা দেবতার পূজা করা হয় তাহা, দেবোদ্দেশে নিবেদনীয় দ্রব্য। নিবেদ+ষ্যঞ্ যোগ্যার্থে বা নিবেদ্য+অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

নৈমিত্তিক—যাহা কোন বিশেষ কারণে হইয়া থাকে এমন, নিমিত্তোৎপন্ন; প্রয়োজনার্থক; নিমিত্তাশ্রিত; যাহা প্রত্যহ করিতে না হইলেও বিশেষ উপলক্ষে করিতে হয় এরূপ; পুত্রজন্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয়। নিমিত্ত+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

নৈমিশারণ্য—পুরাণে বর্ণিত নৈমিশ-নামক বন, নৈমিষারণ্য। নৈমিশনামক অরণ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নৈমিষ—১। নৈমিষারণ্য। নিমিষ+অণ্ নিষ্পন্নার্থে [ভগবান্ গৌরমুখ ঋষিকে কহিয়াছিলেন যে, আমি নিমেষ মধ্যে ঐস্থানে অসুর বিনাশ করায় উহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবে]। বি; ক্লী। ২। নিমেষসম্বন্ধীয়, ক্ষণিক। নিমেষ (সূক্ষ্ম সময়)+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষী।

নৈমিষারণ্য—পুরাণোক্ত নৈমিষ নামক বন। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নৈয়মিক—নিয়মাগত; নিয়ম-সম্বন্ধীয়; নিয়মানুসারী। নিয়ম+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

নৈয়ায়িক—ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত; তর্কশাস্ত্রের অনুশীলনে রত। ন্যায়+ইক জ্ঞাতার্থে, অধ্যয়নার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

নৈরন্তর্য(র্য্য)—অবিচ্ছিন্নতা; পরস্পর দৃঢ়-সংলগ্ন ভাব। নিরন্তর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

নৈরপেক্ষ, -ক্ষ্য—নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতশূন্যতা। নিরপেক্ষ+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

নৈরয়িক—নরকবাসী; নরকসম্বন্ধীয়। নিরয়+ইক তথায় বাস করে অর্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

নৈরাকার—শূন্যময়; নিরাকার। নিরাকার+অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী।

নৈরাশ—১। নৈরাশ্য। নিরাশ+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। নিরাশ। বাংপ্র। বিণ।

নৈরাশ্য—আশাশূন্যতা, হতাশ ভাব। নিরাশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

নৈর্ঋত—১। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। নির্ঋতির ইহা এই অর্থে, নির্ঋতি+অণ্। ২। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিপতি। নির্ঋতি+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

নৈর্ঋতী—নৈর্ঋতকোণ, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ। নির্ঋতির ইহা এই অর্থে নির্ঋতি+অণ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নৈর্গুণ্য—গুণহীনতা, নির্গুণতা; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের অভাব। নির্গুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

নৈর্ব্যক্তিক—ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য, impersonal. নির্ব্যক্তি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নৈর্মল্য(র্ম্মল্য)—নির্মলতা, স্বচ্ছতা; বিষয়-বৈরাগ্য। নির্মল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

নৈশ—নিশাকালীন; রাত্রিসম্বন্ধীয়। নিশা+অণ্ ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, —নৈশী।

নৈশিক—নিশাজাত; রাত্রিব্যাপী। নিশা+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

নৈষধ—১। নিষধ দেশ-সম্বন্ধীয়; নিষধদেশবাসী। নিষধ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ধী। ২। নিষধ দেশের অধিপতি, নল রাজা। নিষধ (দেশ বিঃ)+অণ্ অধিপত্যার্থে। বি; পুং। ৩। কবিবিরচিত নলনৃপের চরিতরূপ গ্রন্থ বিঃ, 'নৈষধচরিত'-নামক কাব্য। নৈষধ+অণ্ অধিকৃতার্থে। বি; ক্লী।

নৈষ্কর্ম্য(র্ম্ম্য)—আলস্য; নিষ্কর্মার ভাব; সর্বকর্মপরিত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা; মুক্তি। নিষ্কর্মন্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

নৈষ্কিক—১। টাকশালের অধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, mint master; কোষাধ্যক্ষ। নিষ্ক+ইক নিযুক্তার্থে। বি; পুং। ২। নিষ্কদ্বারা ক্রীত। নিষ্ক+ইক ক্রীতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

নৈষ্ঠিক—১ যে দ্বিজ চিরকাল গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করে ও বেদপাঠ করে। নিষ্ঠা+ইক প্রয়োজনার্থে। বি; পুং। ২। অন্তিম, চরমকালীন; স্থিতিশীল; নিষ্ঠাবান্, অবিচল-শ্রদ্ধাযুক্ত, orthodox; নিষ্ঠা-বিষয়ক; মরণকালে বিহিত; ব্রতবিশেষে আসক্ত। নিষ্ঠা+ইক আছে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। **নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী**—আজীবন ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী এবং অহিংসা অস্তেয় (চুরি না করা) ব্রহ্মচর্য অমৃষাবাদ (মিথ্যা না বলা) ও মাদক-সেবন-ত্যাগ—এই পাঁচটি প্রধান ধর্মের অনুশীলনকারী সন্ন্যাসী।

নৈষ্ঠুর্য(র্য্য)—নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, দয়াহীনতা। নিষ্ঠুর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক, নিসর্গজাত। নিসর্গ+ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। **নৈসর্গিক বিধান**—স্বাভাবিক ব্যবস্থা; মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক নিয়মানুযায়ী পরস্পর-ব্যবহার-নিয়ামক শাস্ত্র।

নো—১। নোয়া (তাহা দ্রঃ)। ২। অশ্রু। প্রা কপ্র। বি।

নোংরা—১। ময়লা; অশ্লীল; ঘৃণাযোগ্য; রজস্বলা। বিণ। ২। আবর্জনা, জঞ্জাল। বাংপ্র। বি।

নোংরামো, -মি—অপরিচ্ছন্নতা; ঘৃণাযোগ্য আচরণ। নোংরা+মো, মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

নোকর—চাকর। <ফা 'নওকর'। বি।

নোকরি—চাকরি। কা-মু। বি।

নোকসান—অনিষ্ট, ক্ষতি। <আ 'নুকসান'। বি।

নোক্তা—আরবী-ফারসী অক্ষরে যোজিত বিন্দু। <আ 'নুক্তহ্'। বি।

নোঙর, নোঙ্গর—নৌকা বাঁধিবার লৌহ-যন্ত্র বিঃ। <ফা 'নঙ্গর'। বি।

নোট—১। টাকার পরিবর্তে ব্যবহৃত সরকারী কাগজখণ্ড; টীকা; টিপ্পনী; স্মারক-লিপি। <ইং 'note'. ২। চূড়া; পিণ্ড; ঝুঁড়ি। প্রা কপ্র। ৩। ঢেঁকির গড়ের গর্ত। প্রাদে। বি।

নোটন—লুটাইয়া পড়া, লুটানো। বাংপ্র। বি। **নোটন পায়রা**—বারবার ডিগবাজি খায় এমন পায়রা বিঃ।

নোটা—লুটানো। বাংপ্র। বিণ।

নোটিস—সাধারণের অবগতির জন্য যাহা লেখা হয় তাহা, বিজ্ঞাপন। <ইং 'notice'. বি।

নোড়—১। একপ্রকার সাদা টক ফল; একপ্রকার ধাতু। <লবনী। বি। ২। মূল্যহীন; কার্যের বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

নোড়া—যে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বাটনা বাটা যায় তাহা, পেষণী, ক্ষুদ্র শিলা। বাংপ্র। <লোষ্ট্র। বি।

নোতক—চোখের জল, অশ্রু। প্রা কপ্র। [বি।

নোতুন—নূতন। <নূতন। বিণ।

নোদন—প্রেরণ; নিবারণ; অপসারণ। নুদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নোদিত—প্রেরিত; নিবারিত; অপসারিত। নুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নোনতা—লবণাক্ত। নুন+তা যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

নোনা—১। লবণাক্ত। নুন+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। মাটির যে লবণাংশ দেওয়াল প্রভৃতিতে ফুটিয়া উঠে তাহা। বাংপ্র। ৩। একপ্রকার আতাজাতীয় ফল। <পো 'anona'। বি।

নোয়া—১। লৌহ; সধবার হাতের লোহার পাতলা বালা। <লৌহ। বি। ২। অবনত হওয়া, হেলিয়া বা ঝুঁকিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নোয়ানো—অবনত বা বক্র করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

নোর—চোখের জল। প্রা কপ্র। <লোর। [বি।

নোল—শিথিল, ঢিলা। <লোল। বিণ।

নোলক—নাকের একপ্রকার গহনা। <লোলক। বি।

নোলা—জিহ্বা; লালসা, লোভ। <লোলা। বি।

নৌ, নৌকা—তরণি, জলযান। নুদ্+

ডো কর্ম, সংজ্ঞার্থে; পক্ষে নৌ+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী। **দুই নৌকায় পা দেওয়া**—দুইটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ে মন দেওয়ার ফলে বিপন্ন হওয়া (যেমন দুইটি নৌকার পা দিয়া থাকিলে নৌকা চলিবার সময় জলে পড়িয়া যাইতে হয়)।

নৌকতা, নৌকুতা—সামাজিক ব্যবহার। <লৌকিকতা। বি।

নৌকা—'নৌ' দ্রঃ।

নৌকাডুবি—নৌকা জলমধ্যে ডুবিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নৌকাজীবিক, -জীবী (-জীবিন্)—যাহারা নৌকা চালাইয়া জীবিকানির্বাহ করে এরূপ, মাঝি দাঁড়ি প্রঃ। নৌকা জীবিকা যাহার, বহু; নৌকা—আ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-জীবিকা, -জীবিনী**।

নৌকাদণ্ড—দাঁড়, ক্ষেপণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌকাপথ—নদী প্রঃর মধ্য দিয়া নৌকা-যোগে চলাচল করিবার রাস্তা, জলপথ। নৌকাগম্য পন্থা, মধ্যপ কর্মধা (ড সমাসান্ত)। বি; পুং।

নৌকাবাহক—নাবিক, মাঝি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-বাহিকা**।

নৌকাবিলাস—শ্রীকৃষ্ণের নাবিক হইয়া শ্রীরাধা এবং তাঁহার সখীগণকে যমুনাপার করা রূপ লীলা। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বি; পুং।

নৌকাবিহার, নৌ-বিহার—নৌকায় চড়িয়া আমোদ-প্রমোদ। নৌকা দ্বারা, নৌ দ্বারা বিহার (ভ্রমণ), ৩য়াতৎ; বা নৌকাতে, নৌতে বিহার (ক্রীড়া, কেলি), ৭মীতৎ। বি; পুং।

নৌকাযাত্রা—নৌকায় চড়িয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাওয়া। নৌকা-দ্বারা যাত্রা, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

নৌকাযোগে—নৌকায় চড়িয়া। নৌকার যোগ আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নৌকারূঢ়—যে নৌকায় চড়িয়াছে এরূপ। নৌকাকে বা নৌকাতে আরূঢ়, ২য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

নৌকারোহী (-হিন্)—যে নৌকায় চড়িয়াছে বা চড়ে এরূপ। উপতৎ; নৌকা—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রোহিণী**।

নৌ-ঘাঁটি—নৌসেনাদল ও যুদ্ধজাহাজ-সমূহের আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

নৌচর—নৌকাতে ভ্রমণশীল। উপতৎ; নৌ—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

নৌ-চালক—দাঁড়ী; মাঝি, কর্ণধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌজীবিক—যে নৌকা চালাইয়া জীবিকা-নির্বাহ করে, নাবিক, মাঝি। নৌ জীবিকা যাহার, বহু। বিণ।

নৌ-জোয়ান—নবীন যুবক, তরুণ যুবা। ফা-মূ। বি।

নৌতার্য(র্য্য)—নৌকায় চড়িয়া যাহা পার হওয়া যায় এমন, যেখানে নৌকা চলে এমন, নাব্য, নৌকাগম্য। নৌ দ্বারা তার্য (পার হওয়ার যোগ্য), ৩য়াতৎ। বিণ।

নৌতুন—নূতন। প্রা কপ্র। বিণ।

নৌদণ্ড—দাঁড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌবত—নহবত। প্রা কপ্র। বি।

নৌবতখানা—নহবতখানা। প্রা কপ্র। বি।

নৌবল—জলযুদ্ধের উপযোগী জাহাজ ও সৈন্যসমূহ। নৌ-সম্বন্ধীয় বল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নৌবলাধ্যক্ষ—নৌসেনার প্রধান পরি-চালক। নৌবলের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌবহর—যুদ্ধজাহাজসমূহ, সমরপোত-শ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। নৌ+(আ) বহর। বি।

নৌবাহ—১। নৌকাবাহক, দাঁড়ী। উপ-তৎ; নৌ—বহ্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হী**। ২। নৌ-চালনা, জাহাজ ইঃ পরিচালন, navigation. নৌ+বহ্+ণিচ্ +অচ্ ভাব। বি; পুং।

নৌবাহিনী—জলযুদ্ধার্থ জাহাজ ও সৈন্য-শ্রেণী। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নৌবাহ্য—জলযানকে বহন করিতে পারে এমন, নৌকাদি চলাচলের যোগ্য, নাব্য, navigable. নৌ—বহ্+ণিচ্ য। বিণ।

নৌবিদ্যা—মাঝিগিরি, নাবিকবিদ্যা, নৌকা-পরিচালন কৌশল। নৌ-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নৌবিভাগ—সরকারের যে কার্যবিভাগ নৌকা জাহাজ প্রঃর চালন এবং নৌযুদ্ধ-বিষয়ক ব্যবস্থা করে। নৌ-সম্বন্ধীয় বিভাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নৌবিমান—১। যে সকল এরোপ্লেন আকাশেও উড়িতে পারে এবং জলেও ভাসিতে পারে, sea-plane. কর্মধা। ২। নৌসেনাদলের কার্যে সাহায্যকারী উড়োজাহাজ। নৌ-রক্ষী বিমান, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

নৌবিহার—'নৌকাবিহার' দ্রঃ।

নৌব্যসন—জাহাজ প্রঃর বিপদ্, জাহাজ-ডুবি; জাহাজভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

নৌযাত্রী (-যাত্রিন্)—নৌকারোহী, নৌকাযোগে গমনকারী। নৌ দ্বারা যাত্রা, ৩য়াতৎ; নৌযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রিণী**।

নৌযায়ী (-যায়িন্)—যে নৌকাযোগে জলপথে গমন করে এমন, নৌকাযাত্রী। উপতৎ; নৌ—যা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

নৌযুদ্ধ—জাহাজের সহিত জাহাজের যুদ্ধ, জলপথে যুদ্ধ। নৌ-সাধ্য যুদ্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

নৌ-সচিব—নৌবিভাগ পরিচালনার ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী। নৌ-সংক্রান্ত সচিব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নৌসারণী—নাবিকদিগের ব্যবহার্য পঞ্জিকা, nautical almanac. নৌ-সম্পর্কিতা সারণী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নৌসেতু—নৌকার উপর স্থাপিত পুল। নৌ-গঠিত সেতু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নৌসেনা, -সৈন্য—যে সব সৈন্য জাহাজে চড়িয়া যুদ্ধ করে তাহারা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী।

নৌসেনাপতি, -ধ্যক্ষ—যে সকল সৈন্য জাহাজ প্রঃতে যুদ্ধ করে তাহাদের পরিচালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

নৌসৈনিক—নৌসেনাসমূহ, নৌবল। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

নৌসৈন্য—'নৌসেনা' দ্রঃ।

ন্যক্কার—ঘৃণা; অবজ্ঞা; অসম্মান; ধিক্কার; বমন, বমি। ন্যক্ (নীচ)—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ন্যক্কারজনক—ঘৃণাজনক; অবজ্ঞাজনক; বমনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

ন্যগ্রোধ—বটবৃক্ষ; বাহুপরিমাণ, বাঁও; শমীবৃক্ষ; বিষপর্ণীবৃক্ষ; বিষ্ণু। ন্যক্ (নিম্ন)—রুধ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল—যাহার বুক খুব চওড়া এমন, যাহার শরীরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিজের হাতের চার হাত। ন্যগ্রোধ সদৃশ পরি-মণ্ডল (শরীরের বেড়) যাহার, বহু। বিণ।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা—যে সুন্দরী নারীর স্তন দৃঢ়, নিতম্ব বিশাল এবং কটিদেশ ক্ষীণ এমন। ন্যগ্রোধসদৃশ পরিমণ্ডল যাহার, বহু +আপ্। বি; স্ত্রী।

ন্যস্ত—স্থাপিত; নিক্ষিপ্ত; ত্যক্ত; অর্পিত; প্রেরিত; রচিত; নিহিত; পাতিত; বিস্তারিত। নি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ন্যাওটা—নেওটা (তাহা দ্রঃ)।

ন্যাংটা—'নেংটা' দ্রঃ।

ন্যাংড়া—'ল্যাংড়া' দ্রঃ।

ন্যাংবোট—'ল্যাংবোট' দ্রঃ।

ন্যাকড়া—'নেকড়া' দ্রঃ।

ন্যাকরা—তুচ্ছ রসিকতা, ফাজলামি। বাংপ্র। বি।

ন্যাকা—'নেকা' দ্রঃ।

ন্যাকার—নেকার (তাহা দ্রঃ)।

ন্যাজা—নেজা (তাহা দ্রঃ)।
ন্যাড়া—নেড়া (তাহা দ্রঃ)।
ন্যাতা—ঘর নিকাইবার ছেঁড়া কাপড় ; ন্যাকড়া। <নক্তক। বি।
ন্যাবা—নেবা (তাহা দ্রঃ)।
ন্যায়—১। ঔচিত্য ; যাথার্থ্য ; সত্যতা ; অপক্ষপাত বিচার। নি—ই+ঘঞ্ ভাব। ২। নীতি ; অভিযোগের হেতু ; যুক্তিতর্ক ; তর্কশাস্ত্র ; যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিঃ ; (সংগীত) উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত—এই ত্রিধা স্বর ; (দর্শন) প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় নিগমন—এই পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট ন্যায়বাক্য ; ষড়্‌দর্শনান্তর্গত দর্শনশাস্ত্র, মহামুনি গৌতম-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র [চার্বাক প্রঃ ঋষি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নহেন। এই দর্শনমতে তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, নিত্য পরাৎপর পরমাত্মা ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা। ন্যায় বহুপ্রকার :—অন্ধগোলাঙ্গুল, অন্ধপঙ্গু, অন্ধপরম্পরা, অন্ধহস্তী, অর্ধজরতীয়, উষ্ট্রকণ্টকভোজন, কদম্বগোলক, করকঙ্কণ, কাকতালীয়, কাকাক্ষিগোলক, কূর্মাঙ্গ, কৈমুতিক, খলেকপোত, গঙ্গাস্রোতঃ, গড্ডলিকাপ্রবাহ, গতানুগতিক, গুড়জিহ্বিকা, গোবলীবর্দ, চালনী, তৃণারণিমণি, দগ্ধপত্র, দণ্ডচক্রাদি, দণ্ডাপূপ, দশম, নরাস্থিত, নষ্টাশ্ব-দগ্ধরথ, পঙ্কপ্রক্ষালন, বিশেষ্যবিশেষণ, বীচি-তরঙ্গ, বীজাঙ্কুর, মণিমন্ত্রাদি, মণ্ডূকপ্লুত, রাজ-পুরপ্রবেশ, লাজাবন্ধ, লূতাতন্তু, শঙ্খবেলা, শতপাত্রভেদ, শৃঙ্গগ্রাহিতা, সন্দংশপ্রাপিত, সর্বাপেক্ষা, সিংহাবলোকন, সূচীকটাহ ও স্থবিরলগুড় প্রঃ। **গুড়জিহ্বিকা-ন্যায়**—গুড় ও জিহ্বার সম্বন্ধ রসাস্বাদনমাত্র। এই যুক্তি বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়। **তৃণারণিমণি-ন্যায়**—তৃণ, অরণি এবং মণি এই তিনটি জিনিস হইতে আগুনের সৃষ্টি হইলেও তিনটির প্রকৃতি একরূপ নহে। অন্যবিষয়ে ইহাদের প্রকৃতি পৃথক্। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকে তৃণারণিমণি-ন্যায় বলা হইয়া থাকে। **বিশেষ্যবিশেষণ-ন্যায়**—প্রথমে ভূতলে স্থাপিত জলশূন্য ঘট বিশেষ্য, পরে তাহা জলপূর্ণ করিলে ঐ জল বিশেষণ হয়, কিন্তু প্রথমেই জলবিশিষ্ট ঘট বিশেষণ হয় না। এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়। অন্যান্য ন্যায়গুলি সেই সেই শব্দে যথাস্থানে দ্রঃ]। নি—ই+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। ৩। উচিত, সংগত। বাংপ্র। বিণ। ৪। বাদানুবাদ, তর্ক। প্রা কপ্র। বি। ৫। তুল্য, সদৃশ, মত। বাংপ্র। অ।
ন্যায়কর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রী** (-কর্তৃ)—১। বিচারপতি ; ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা। বি ; পুং। ২। যে ন্যায্য কর্ম করে এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -কর্ত্রী।

ন্যায়তঃ (-তস্) (>-ত)—উচিতমত, ন্যায়ানুসারে ; সুবিচার করিতে গেলে। ন্যায় +তস্। অ।
ন্যায়নিষ্ঠ—উচিত কার্যে বা ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, ন্যায়পরায়ণ। ন্যায়ে নিষ্ঠ, ৭মীতৎ ; অথবা, ন্যায়ে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।
ন্যায়নিষ্ঠা—১। উচিত কার্য বা ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা ; পক্ষপাতহীনতা। ন্যায়ে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ন্যায়পরায়ণা। ন্যায়নিষ্ঠ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
ন্যায়পথ—নীতিসম্মত পথ, মীমাংসাশাস্ত্র ; ধর্মপথ। ন্যায়সংগত পন্থা ('পথিন্' শব্দ), মধ্যপ কর্মধা (অ সমাসান্ত)। বি ; পুং।
ন্যায়পথাবলম্বী (-লম্বিন্)—ধার্মিক, ধর্মপথানুসারী। উপতৎ ; ন্যায়পথ—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।
ন্যায়পথাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—যে ঠিক পথে চলে এরূপ, যে ঠিকমত কার্য করে এরূপ, ন্যায়পথাবলম্বী। উপতৎ ; ন্যায়পথ—আ—শ্রি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শ্রয়িণী**।
ন্যায়পর—ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায় পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।
ন্যায়পরতা—যাহা ন্যায্য ও সংগত তাহা আশ্রয় করণের স্বভাব, ন্যায়নিষ্ঠতা। ন্যায়পর +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।
ন্যায়পরায়ণ—ন্যায়নিষ্ঠ। ন্যায় পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-য়ণতা**।
ন্যায়বান্ (-বৎ)—ন্যায়পথাবলম্বী। ন্যায়+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।
ন্যায়বিচার—ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা করিয়া ঠিকভাবে বিচার। ন্যায়সংগত বিচার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।
ন্যায়বিচারক—যিনি উচিত বিচার করেন। ন্যায়ানুবর্তী বিচারক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।
ন্যায়বিরুদ্ধ—যুক্তিবিরুদ্ধ ; অসম্ভব ; অনুচিত ; অন্যায্য। ন্যায়ের বিরুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
ন্যায়বুদ্ধি—ন্যায়-অন্যায়বিচারের বুদ্ধি ; অপক্ষপাতিতা। ন্যায়বিষয়িণী বুদ্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।
ন্যায়মার্গ—ন্যায়পথ, ধর্মপথ। ন্যায়ানুগত মার্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।
ন্যায়রত্ন—ন্যায়শাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ; ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। ন্যায়ে রত্ন (রত্নসদৃশ), ৭মীতৎ। বি ; পুং (উপচারহেতু)।
ন্যায়শাস্ত্র—তর্কশাস্ত্র। ন্যায়াখ্য শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।
ন্যায়সংগ(ঙ্গ)ত, -সম্মত—উচিত, ন্যায্য। ন্যায়কে সংগত, ২য়াতৎ ; ন্যায়ের দ্বারা সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।
ন্যায়াধীশ—বিচারপতি, বিচারক ("ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী"—রবীন্দ্র)। ন্যায়ের অধীশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
ন্যায়ান্যায়—উচিত ও অনুচিত আচরণ, সংগত ও অসংগত ব্যবহার। ন্যায় ও অন্যায়, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।
ন্যায়ালংকা(ঙ্কা)র—ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি। ন্যায়ে অলংকার (-স্বরূপ), ৭মীতৎ। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
ন্যায়ালয়—আদালত। ন্যায়ের আলয়,
ন্যায়োপেত—ন্যায্য, উচিত। ন্যায় দ্বারা উপেত, ৩য়াতৎ। বিণ।
ন্যায্য—উচিত ; যথার্থ ; যোগ্য, ন্যায়সংগত। ন্যায়+যৎ অনপেতার্থে। বিণ। বি, **-তা**।
ন্যালনেলে—লালার মত ; লালাযুক্ত ; যাহার জিহ্বা হইতে লালা পড়ে এমন, অতি-লোভী। বাংপ্র। বিণ।
ন্যাস—১। গচ্ছিতকরণ ; গচ্ছিত বিষয় রক্ষা বা রক্ষার ভার, trust ; নিক্ষেপ ; বিন্যাস, রাখা ; ত্যাগ ; অর্পণ ; নাসিকা ধরিয়া নিশ্বাসের পূরণ স্থিতিকরণ ও রেচনপূর্বক মন্ত্রপ্রয়োগ ; পূজা জপ প্রঃর প্রথমে তত্তদ্-বিষয়ে চিত্ত একাগ্র করার নিমিত্ত বিবিধ কর্তব্য [ইহা অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস মাতৃকান্যাস প্রঃ ভেদে নানাবিধ]। নি—অস্+ঘঞ্ ভাব। **ন্যাস করা**—(টাকা) খাটানো, invest. ২। গচ্ছিত বস্তু। নি—অস্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। বৃত্তিব্যাখ্যান গ্রন্থ বিঃ। নি—অস্+ঘঞ্ অধি। ৪। (সংগীত) কোন রাগের বিশ্রামস্বর। নি—অস্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।
ন্যাসধারী (-ধারিন্)—যে অপরের গচ্ছিত বস্তু রক্ষা করে এরূপ। উপতৎ ; ন্যাস—ধৃ+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।
ন্যাসপাল—যাহার উপর গচ্ছিত বস্তু রক্ষার ভার আছে, trustee. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
ন্যাসিক—ন্যাসকারী, যে কোন বস্তু গচ্ছিত রাখে এমন। ন্যাস+ইক করে এই অর্থে (ই-আগম)। বিণ।
ন্যাসী—সন্ন্যাসী। প্রা কপ্র। বি।
ন্যুব্জ—১। অধোমুখ, উপুড় ; কুঁজো, কুব্জ ; অসুখের জন্য পিঠের শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যে কুঁজো হইয়া গিয়াছে এমন ; বক্র। নি (অতিশয়)—উব্জ্ (ঋজু হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। হাতা। বি ; পুং। ৩। কামরাঙ্গা ফল। বি ; স্ত্রী।
ন্যুব্জদেহ—যাহার শিরদাঁড়া বাঁকিয়া গিয়াছে এমন, যাহার শরীর সামনের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে এমন ; উপুড়। ন্যুব্জ দেহ যাহার, বহু। বিণ।

ন্যুব্জপৃষ্ঠ—যাহার পিঠ গোল জিনিসের উপরিভাগের মত ; উন্নতোদর, convex. ন্যুব্জ পৃষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

ন্যূন—অল্প, কম ; নীচ ; ক্ষুদ্র। নি—উন্+অচ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

ন্যূনকল্পে, -পক্ষে—অন্ততঃ, কম পক্ষে, কম করিয়া ধরিলেও। ন্যূন কল্প, পক্ষ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

ন্যূনতা, -ত্ব—অল্পতা ; ক্ষুদ্রত্ব। ন্যূন+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

ন্যূনপক্ষে—'ন্যূনকল্পে' দ্রঃ।

ন্যূনাধিক—কমবেশী ; প্রায় কাছাকাছি, কিছু বেশী। ন্যূন অথবা অধিক, সুপ্। বিণ। **ন্যূনাধিক পরিমাণে**—কমবেশী করিয়া।

ন্যূনাধিক্য—অল্পতা বা আধিক্য, তারতম্য। ন্যূনাধিক+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

[প]

প—১। একবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। [ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ইহা প-বর্গের প্রথম ; অল্পপ্রাণ, ঘোষহীন বর্ণ।] ২। রাজা, শাস্তা। বি ; পুং। ৩। যে পালন করে ; যে পান করে (ইহা কোন শব্দের পর প্রযুক্ত হয় ; যথা—গোপ, মধুপ ইঃ)। পা (পান করা, পালন করা)+ক কর্ত্তৃ। বিণ। ৪। স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর। <পঞ্চম। বি।

পই, পৈ—নর্দমা, জল যাইবার রাস্তা, ড্রেন ; খুঁটি ; মই। প্রাদে। বি।

পইছা—পঁইছা (তাহা দ্রঃ)।

পইঠা, পৈঠা—১। সিঁড়ি, ধাপ। <প্রতিষ্ঠা। বি। ২। প্রবেশ করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**পৈঠল**—প্রবেশ করিল। **পইঠি**—প্রবেশ করিয়া। **পইঠব**—প্রবেশ করিব ইঃ।]

পইতা, পৈতা—যজ্ঞোপবীত ('—পরা') ; উপনয়ন ('—দেওয়া')। <পবিত্রা। বি। **পইতা কাটা**—পইতার সুতা কাটা, পইতার সুতা প্রস্তুত করা। **পইতা তোলা**—পইতার সুতা পাক দেওয়া। **পইতা দেওয়া**—উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠান করা। **পইতা পুড়িয়ে ভগবান্ হওয়া**—পইতা ও টিকি ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করা ; ব্রাহ্মণের আচারহীন হওয়া।

পইতান, পৈতান—১। বিশ্বাস করা। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। পিছনের দিক্, পায়ের দিক্। প্রাদে। বি।

পইতারা, পৈতারা—যুদ্ধারম্ভের পূর্বে যোদ্ধার অঙ্গভঙ্গী (পাঁয়তারা দ্রঃ)। <পদান্তর। বি।

পই-পই, পৈ-পৈ, পয়-পয়—বার বার ; প্রতিপদে। <দ্বিরুক্ত 'পদ'। অ।

পইথান, পৈথান—পাইতান (২) (তাহা দ্রঃ)।

পইস—গাড়ি-ঘোড়ার মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য সহিস বা গাড়োয়ান কর্ত্তৃক পথিকদের প্রতি উচ্চারিত সতর্কবাণী। হি-মু। অ।

পউখ, পৌখ—পৌষমাস। প্রা কপ্র। বি।

পউটি, পৌটি—ধানের পরিমাণ বিঃ, ৫ মন পরিমাণ। প্রাদে। বি।

পওল—লাভ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

পঁইছা, পঁইছি, পুঁইছা, পৈঁছা—স্ত্রীলোকদের হাতের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

পঁইতে—প্রভাতী, ভোরের ('—তারা')। প্রাদে। বিণ।

পঁইত্রিশ, পঁয়ত্রিশ—সংখ্যা বিঃ, ৩৫ ; ৩৫-সংখ্যক। <পঞ্চত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

পঁইষট্টি, পঁয়ষট্টি—সংখ্যা বিঃ, ৬৫ ; ৬৫-সংখ্যক। <পঞ্চষষ্টি। বি বা বিণ।

পঁউছা, পৌঁছা—উপস্থিত হওয়া, হাজির হওয়া, উপনীত হওয়া। <হি 'পঁহুছ'। বাং। ক্রি।

পঁউছি—পঁইছি, হস্তভূষণ। প্রা কপ্র। বি।

পঁচাত্তর—সংখ্যা বিঃ, ৭৫ ; ৭৫-সংখ্যক। <পঞ্চসপ্ততি। বি বা বিণ।

পঁচানব্বই—সংখ্যা বিঃ, ৯৫ ; ৯৫-সংখ্যক। <পঞ্চনবতি। বি বা বিণ।

পঁচাশি—সংখ্যা বিঃ, ৮৫ ; ৮৫-সংখ্যক। <পঞ্চাশীতি। বি বা বিণ। [বি।

পঁচি—কাঠের গোঁজ, কীলক। প্রাদে।

পঁচিশ—সংখ্যা বিঃ, ২৫ ; ২৫-সংখ্যক। <পঞ্চবিংশতি। বি বা বিণ।

পঁচিশা, পঁচিশে—মাসের ২৫ তারিখ। পঁচিশ+আ, এ (<ইয়া) তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি।

পঁয়তাল্লিশ—সংখ্যা বিঃ, ৪৫ ; ৪৫-সংখ্যক। <পঞ্চচত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।

পঁয়ত্রিশ—'পঁইত্রিশ' দ্রঃ।

পঁয়ষট্টি—'পঁইষট্টি' দ্রঃ।

পঁহু, পহু—প্রভু ; বঁধু ; বহু ; পুনরায় ; অথবা। 'প্রভু', 'বন্ধু' বা 'পুনঃ'-শব্দজ। প্রা কপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

পঁহুছা, পঁহুছানো—উপনীত হওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

পকার—প-বর্ণ। প+কার স্বার্থে। বি ; পুং।

পকাশ, পকাস—বিকাশ, প্রকাশ। <প্রকাশ। প্রা কপ্র। বি।

পকাশা, পকাসা—দৃষ্ট হওয়া, আবির্ভূত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

পকেট—জেব, জামার থলি। <ইং 'pocket'. বি। **পকেট মারা**—পকেট হইতে চুরি করা। **পকেটে হাত পড়া**—দায়ে পড়িয়া খরচ করিতে বাধ্য হওয়া।

পকেটকাটা, -মার—অতর্কিতে পকেট হইতে পয়সা প্রঃ অপহরণকারী চোর। পকেট কাটে, মারে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি।

পক্ক—পরিণত, পাকা ; রান্না-করা, পাক-নিষ্পন্ন ; সিদ্ধ ; দৃঢ় ; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ; বিনাশোন্মুখ ; দগ্ধ ; ভৃষ্ট ; জীর্ণ ; পলিত ; সপুষ্প। পচ্+ক্ত কর্ম, কর্ম-কর্ত্তৃ। বিণ।

পক্ককেশ—১। পাকা চুল। কর্মধা। বি ; পুং। ২। যাহার চুল পাকিয়াছে এমন ; পলিতকেশ, বৃদ্ধ। পক্ক কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -শী, -শা।

পক্কান্ন—১। পাক-করা খাদ্য ; কৃতপাক অন্ন, রাঁধা ভাত ; ঘি প্রঃর দ্বারা ভাজা খাবার লুচি প্রঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। এক রকমের মিঠাই। বাংপ্র। বি।

পক্কাশয়—পাকস্থলী ; উদরমধ্যে স্থিত পরিপাকযন্ত্র। পক্কের (পচনের) আশয় (আধার), ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পক্ষ—১। একমাসের অর্ধেক ; চন্দ্রের ক্ষয় বা বৃদ্ধিকাল। পক্ষ্+অচ্ কর্ত্তৃ। ২। পাখির ডানা ; পাখা ; বাণের পুচ্ছ ; পার্শ্ব-গৃহ ; পার্শ্ব ; ভিত্তি ; বর্গ ; সহায় ; দল, party ; সখা ; সৈন্য ; চুলার গর্ত্ত ; পথ ; প্রত্যুত্তর ; তর্ক বা যুক্তিতে প্রশ্ন বা উত্তর ; সাধ্য ; রাজহস্তী ; দেহার্ধ ; বিরোধ ; বহুপত্নীর একটি ; বিবাহের সংখ্যা ; সম্বন্ধ ; কপাট প্রঃর পাল্লা ; তরফ, side ; (কেশাদি শব্দের পরে বসিলে) গুচ্ছ, সমূহ ; অন্যের বস্তুর আধার ; সমীকরণের একাংশ। পক্ষ্+অচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

পক্ষক—খিড়কিদ্বার; পার্শ্ব; সহায়। পক্ষ+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

পক্ষগ্রহণ—পক্ষপাতিত্বকরণ, পক্ষে যোগদান; দুই বিরুদ্ধ দলের একটি অবলম্বন; সাহায্যকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পক্ষচর—চন্দ্র; হস্তী; বনচর, চক্রবাক; অনুচর। পক্ষ—চর্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

পক্ষচ্ছেদ—পাখা কাটা। পক্ষের ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষতা—পক্ষগ্রহণ; ন্যায়োক্ত সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াভাব; পক্ষধর্ম। পক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পক্ষদ্বার—পাশের দুয়ার, খিড়কির দরজা। পক্ষের (পার্শ্বের) দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পক্ষধর—১। চন্দ্র; পক্ষী; মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র ("পক্ষধরের পক্ষশাতন করি"—সত্যেন্দ্র)। বি; পুং। ২। পক্ষধারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পক্ষপাত—১। অন্যায় সাহায্য, একপক্ষে আসক্তি, একচোখোমি, একদিকে টান, অনুগ্রহ; স্নেহ; আসক্তি। পক্ষে পাত (পতন), ৭মীতৎ। ২। পালক পড়িয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষপাতদুষ্ট—যাহাতে একপক্ষের প্রতি অন্যায় সমর্থন রহিয়াছে; একচোখো। পক্ষপাত দ্বারা দুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

পক্ষপাতিতা, -পাতিত্ব—এক পক্ষকে অন্যায়ভাবে অনুগ্রহ দেখানো; সাহায্যকরণ; পাখার সাহায্যে উড়িয়া পড়া। পক্ষপাতিন্‌ +তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী। বিণ, **-পাতী** (-পাতিন্‌)।

পক্ষপাতী (-পাতিন্‌)—যাহার পক্ষপাত আছে এরূপ; একপক্ষে পতনশীল; একপক্ষের অন্যায় সাহায্যকারী, যে একদিকে টানিয়া কাজ করে বা বলে; অনুগ্রাহক; আসক্ত; যে পাখার সাহায্যে উড়িয়া পড়ে এমন, পক্ষদ্বারা পতনশীল। উপতৎ; পক্ষ—পত্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পাতিনী**।

পক্ষপালি, -পালী—খিড়কিদ্বার; পাখার ধার বা প্রান্ত। পক্ষের (পার্শ্বের) পালি, পালী (প্রান্তভাগ ইঃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পক্ষপুট—পক্ষরূপ আবরণ; পাখার মধ্য। কর্মধা; বি; পুং বা ক্লী।

পক্ষবল—(পাখির) পাখার জোর; দলভুক্ত লোকের জোর; সাহায্যকারী সৈন্যদল বা রাজশক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পক্ষভাগ—পার্শ্বদেশ। কর্মধা। বি পুং।

পক্ষরাজ—গরুড়; ডানাওয়ালা ঘোড়া বিঃ। <পক্ষিরাজ। বি।

পক্ষল—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহার একটি বোঁটায় দুই দিকেই সমানভাবে পাতা সাজানো থাকে এমন, pinnate. পক্ষ—লা+ক কর্তৃ। বিণ।

পক্ষশাতন—পাখা কাটা, পক্ষচ্ছেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পক্ষসমর্থন—পক্ষ বিঃর সহায়তা; পক্ষবিশেষের মতের পোষকতা; কাহারও পক্ষে কিছু বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পক্ষাকার—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহা পাখির দুইটি ডানার মত বোঁটার দুই দিকে থাকে এমন, pinnate. পক্ষের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

পক্ষাঘাত—রোগ বিঃ, paralysis. [ইহাতে হস্তপদাদি অবশ হইয়া যায়।] পক্ষে আঘাত, ৭মীতৎ। বি; পুং।

পক্ষান্ত—পূর্ণিমা; অমাবস্যা। পক্ষের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষান্তর—অন্যপক্ষ; যুক্তিপ্রদর্শনে অন্য দিক্‌। অন্য পক্ষ, নিত্য। বি; ক্লী।

পক্ষান্তরে—অন্যদিক্‌ দিয়া বিচার করিলে; যুক্তির অন্য দিক্‌ ধরিয়া, অপর দিকে; পরন্তু। অন্য পক্ষ, নিত্য, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

পক্ষাপক্ষ—দলাদলি, নিজের দল ও বিপক্ষের দল। পক্ষ এবং অপক্ষ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

পক্ষিণী—১। স্ত্রী-পাখি। বি; স্ত্রী। ২। পক্ষযুক্তা। পক্ষিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পক্ষিনীড়—পাখির বাসা, কুলায়। পক্ষীর নীড়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

পক্ষিরাজ—১। গরুড়। পক্ষীদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্‌ সমাসান্ত)। বি; পুং। ২। (রূপকথার) পক্ষযুক্ত দ্রুতগতি কাল্পনিক ঘোড়া। বাংপ্র। বি।

পক্ষিশালা—যেখানে নানারকমের পাখি রাখা হয়, চিড়িয়াখানা। পক্ষীদের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পক্ষী (পক্ষিন্‌)—১। পাখি; বাণ। বি; পুং। ২। পক্ষযুক্ত। পক্ষ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পক্ষিণী**।

পক্ষীয়—দলের, পক্ষের; দলসম্বন্ধীয়। পক্ষ +ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পক্ষোদ্গম, -ভেদ—পাখা গজানো; পক্ষের উৎপত্তি। পক্ষের উদ্গম, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পক্ষ্ম (পক্ষ্মন্‌)—চোখের পাতার লোম; পুষ্পকেশর; পাখির পাখা, পালক; সূত্রাদির অগ্রভাগ; সূক্ষ্মাংশ। পক্ষ্‌+মন্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পক্ষ্মল—সুন্দর নেত্রলোমবিশিষ্ট; লোমশ। বিণ।

পখান—পাষাণ, প্রস্তর। প্রা কপ্র। বি।

পখাল—১। ধৌত কর। <প্রক্ষালন। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। পান্তা (ভাত)। উড়িয়া। বিণ।

পখালা, পাখালা—ধৌত করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পগার—খাত, নালা, মাটি কাটিয়া লওয়াতে যে ডোবা হয় তাহা, খাত প্রঃর পার। <প্রাকার। বি। **পগার পার হওয়া**—অদৃশ্য হওয়া; পলাইয়া সীমার বাহিরে যাওয়া।

পগার—প্রবাল; পগার, প্রণালী। প্রা কপ্র। বি।

পঙ্ক—পাঁক, কর্দম; বাটিয়া বা ঘষিয়া তৈয়ারী থকথকে জিনিস; জলের তলায় যে থিতানি পড়ে তাহা, silt; পঙ্ক; পাপ। পনচ্‌+ঘঞ্‌ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

পঙ্কজ—১। পদ্ম। বি; ক্লী। ২। সারসপক্ষী। বি; পুং। ৩। কর্দমজাত। উপতৎ; পঙ্ক—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

পঙ্কজন্মা (-জন্মন্‌)—১। কর্দমজাত। বিণ। ২। সারসপক্ষী। পঙ্কে জন্ম ('জন্মন্' শব্দ) যাহার, বহু। বি; পুং।

পঙ্কজিনী—পদ্মিনী; পদ্মাকর, পুষ্করিণী। পঙ্কজ+আছে অর্থে ইন্‌+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পঙ্কপ্রক্ষালন-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [পঙ্ক লেপিয়া ধুইয়া ফেলা অপেক্ষা পঙ্ক না লেপন করাই ভাল; এইরূপ যুক্তিমূলক দৃষ্টান্তপ্রদর্শনকে পঙ্কপ্রক্ষালন-ন্যায় বলা হইয়া থাকে; অর্থাৎ আগে অনিষ্ট হইতে দিয়া পরে তাহার প্রতিবিধান করা অপেক্ষা এমন কাজ করা উচিত যাহাতে অনিষ্ট না হয়]। পঙ্কের প্রক্ষালন, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পঙ্কপ্রভা—কর্দমযুক্ত নরক বিঃ। পঙ্কের প্রভা যাহাতে, বহু+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পঙ্করুহ—১। পদ্ম। বি; ক্লী। ২। সারসপক্ষী। উপতৎ; পঙ্ক—রুহ্‌+ক কর্তৃ। বি; পুং।

পঙ্কা—কর্দমময়, পঙ্কযুক্ত ("গগন সঘন মহী পঙ্কা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ।

পঙ্কিল—কাদাময়, কর্দমযুক্ত। পঙ্ক+ইল আছে অর্থে। বিণ। বি—**পঙ্কিলতা, পঙ্ক**।

পঙ্কেরুহ—পদ্ম। অলুক্‌ উপতৎ; পঙ্কে—রুহ্‌+ক কর্তৃ (বিভক্তির অলুক্‌)। বি; ক্লী।

পঙ্কোদ্ধার—পাঁক আবর্জনা ইঃ তুলিয়া পুকুর ইঃর পরিষ্কারকরণ। পঙ্কের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পঙ্‌ক্তি—১। শ্রেণী; সারি, পাঁতি। একজাতীয় পদার্থের সংস্থান; পঞ্চাক্ষর ও দশাক্ষরপরিমিতচরণবিশিষ্ট ছন্দ বিঃ; দশ সংখ্যা; পৃথিবী; কবিতার চরণ; পাদ,

লাইন। পন্‌চ্‌+ক্তি কর্ম। ২। পাক; গৌরব। পন্‌চ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পঙ্‌ক্তিদূষক—যাহার সহিত এক সারিতে ভোজন বা উপবেশন দূষণীয়, অপাঙ্‌ক্তেয়। ষষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ। স্ত্রী, -**দূষিকা**।

পঙ্‌ক্তিপাবন—১। পঙ্‌ক্তিশোভাপ্রদ ও পঙ্‌ক্তিপবিত্রকর সর্ববেদজ্ঞ দ্বিজ। বি; পুং। ২। পঙ্‌ক্তির শোভাবর্ধনকারী; পঙ্‌ক্তিপবিত্রকারী। পঙ্‌ক্তি—পূ+ণিচ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

পঙ্‌ক্তিভোজন—এক সারিতে বসিয়া বহুলোকের খাওয়া। পঙ্‌ক্তিতে ভোজন, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

পঙ্খ—ঘরের দেওয়াল বা মেঝের উপর চুনের মসৃণ লেপ ('পঙ্খের কাজ')। <পঙ্ক। বি।

পঙ্খী—পাখি ('ময়ূর— ')। <পক্ষী। বি।

পঙ্গপাল—একপ্রকার পতঙ্গ, শস্যভক্ষক পতঙ্গ বিঃ, locust [ইহারা সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে এবং লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ মিলিয়া একসঙ্গে দল বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায়। এরূপ উড়িতে উড়িতে ইহারা যে স্থানে বসে, সেখানকার শস্যাদি খাইয়া ফেলে]; (লক্ষ্যার্থে) অসংখ্য লোক। <পতঙ্গপাল। বি।

পঙ্গু—১। খোঁড়া, বিকলপদ; যে নড়িতে চড়িতে পারে না এমন। বিণ। বি, -তা, -ত্ব। ২। (অনেক দিন এক রাশি ভোগ করে বলিয়া) শনিগ্রহ। পন্‌জ্‌+কু কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

পচ—১। পাচক, পাককর্তা। পচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ। ২। পচন; বিকৃতি। বাংপ্র। বি।

পচন—১। পচিয়া যাওয়া। পচ্‌ (বাং ক্রি)+অন্‌ ভাব। বি। ২। পাক; রন্ধন। পচ্‌ (বাং ক্রি)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ৩। পাককারী। পচ্‌ (বাং ক্রি)+অন কর্তৃ। বিণ। ৪। অগ্নি। পচ্‌ (বাং ক্রি)+অনট্‌ করণ। বি; পুং।

পচননিবারক—যাহাতে ঘা ক্ষত ইঃর পচন বন্ধ হয় এমন, antiseptic. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পচপচ—জলকাদার উপর দিয়া চলিবার শব্দ; জোরে জল বাহির হইবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

পচপচানো—পচপচ শব্দ করা; জলকাদাময় পথের উপর দিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**পচপচানি**।

পচপচে—যাহা পচপচ করিতেছে এমন, জল কাদায় ভরা; যাহা পচিয়া গিয়াছে এমন। পচপচ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

পচমান—যে পাক করিতেছে এরূপ। পচ্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

পচা—১। গলিত, বিকৃত; বাজে; কুৎসিত; নালী বিশিষ্ট ('— ঘা'); নষ্ট; গুমট; ভাপসা। পচ্‌+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ২। পচিয়া যাওয়া, গলিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **পচা গরম**—যে গরমে ঘামি হইয়া শরীরে পচপচ করে; ভাদ্র মাসের গুমট গরম।

পচাই—পচা চাউল হইতে প্রস্তুত মদ্য। বাংপ্র। বি।

পচাখসা—যাহা পচিয়া খসিয়া পড়িতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

পচাগলা—যাহা একেবারে পচিয়া গিয়াছে এরূপ, যাহা পচিয়া তরল হইয়া গিয়াছে এরূপ। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

পচানি—পচাই; পচা জিনিসের রস, কোন কিছু পচাইলে তাহা হইতে নির্গত রস। বাংপ্র। বি।

পচানো—পচাইয়া ফেলা, বিকৃত করা। বাং ক্রি [, বি, বিণ]।

পচাপাচকো—একেবারে পচা এবং আধপচা, খানিকটা খুব পচা ও বাকীটা সামান্য পচা। বাংপ্র। বিণ।

পচাভাদ্দর—সদাবর্ষণযুক্ত ভাদ্রমাস (এই সময়ে অবিরাম বৃষ্টির জলে গাছপালা পচিয়া উঠে। এইজন্য 'পচাভাদ্দর' বলা হয়)। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পচাল—ক্রমাগত নিরর্থক বাক্য; অশ্লীল কথা। বাংপ্র। বি। বিণ—**পচালে**।

পচ্য—যাহা পরিপাক হইতে পারে এমন; যাহা রাঁধা যাইতে পারে এরূপ, রাঁধিবার যোগ্য। পচ্‌+য কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

পছন্দ—১। নির্বাচন; রুচি, ভাল লাগা; ভাল-মন্দের বোধ। বি। ২। মনের মত; নির্বাচিত। <ফা 'পসন্দ্‌'। বিণ।

পছন্দসই—মনের মত; ভাল, উত্তম। পছন্দ+সই অনুরূপার্থে। ফা-বা। বিণ।

পজিটিভ—শূন্য হইতে অধিক, ধনাত্মক; অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিসম্পন্ন। <ইং 'positive'. বিণ। বিপরীত—**নেগেটিভ**।

পঞ্চ (পঞ্চন্‌)—১। পাঁচ-সংখ্যা, ৫; ৫-সংখ্যক। পন্‌চ্‌+অন্‌ (কনিন্‌) কর্তৃ। বি বা বিণ। ২। পাঁচজনের সভা। হি। বি।

পঞ্চক—১। পাঁচ; পাঁচটি। পঞ্চন্‌+কন্‌ অবয়বার্থে। বি; ক্লী। ২। পঞ্চসম্বন্ধীয়; পঞ্চপরিমিত; পাঁচজনের কেনা। পঞ্চন্‌+কন্‌ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পঞ্চিকা**। ৩। পাঁচজনের মিলিত চাঁদা; পঞ্চায়েত, পাঁচজনের সভা; পর্যায়, পালা। বাংপ্র। বি। [বি।

পঞ্চকজমা—নাম মাত্র খাজানা। বাংপ্র।

পঞ্চকপাল—যজ্ঞ বিঃ। পঞ্চ (পাঁচ) কপাল (ঘটাদির অর্ধাংশ) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

পঞ্চকর্ম (-কর্মন্‌), -**কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্‌)—বমন বিরেচন নস্য নিরূহ অনুবাসন—এই পঞ্চপ্রকার শারীরিক চিকিৎসা; (বৈশেষিক) উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ আকুঞ্চন প্রসারণ ও গমন। পঞ্চ কর্মের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চকর্মে(র্ম্মে)ন্দ্রিয়—কর্মসাধক পাঁচটি ইন্দ্রিয় (যথা—বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)। কর্মসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, কর্মধা। বি; ক্লী।

পঞ্চকষায়—জাম শিমুল কুল বকুল ও বেড়েলা (বাট্যাল) এই পাঁচটি কষায় দ্রব্য। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চকোল—চৈ চিতা পিপুল পিপুলের মূল ও শুঁঠ—এই পাঁচটি। পঞ্চ (পঞ্চন্‌) কোলের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চকোষ—অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পাঁচ কোষ। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চক্রোশী—লম্বা-চওড়ায় পাঁচ ক্রোশ জুড়িয়া অবস্থিত কাশী নগরী। পঞ্চ ক্রোশ যাহার, বহু+ঙীপ্‌, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

পঞ্চগঙ্গা—গঙ্গা গোমতী কৃষ্ণবেণী পিনাকিনী ও কাবেরী—এই পাঁচটি নদী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পঞ্চগব্য—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোমূত্র গোময়—গোজাত এই পাঁচ দ্রব্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

পঞ্চগুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চগুণী—পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

পঞ্চগুপ্ত—কচ্ছপ; চার্বাকদর্শন। পঞ্চে (পাঁচ অঙ্গে) গুপ্ত (লুকায়িত), ৭মীতৎ। বি; পুং।

পঞ্চগৌড়—কনৌজ উৎকল মিথিলা বঙ্গ ও সরস্বতী-নদীর তীরস্থ প্রদেশ। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চগ্রাস—ভোজনের পূর্বে পঞ্চ প্রাণের নামে দেয় পঞ্চভাগ অন্ন। বাংপ্র। বি।

পঞ্চচত্বারিংশ, -রিংশত্তম—পঁয়তাল্লিশ সংখ্যার পূরক। পঞ্চচত্বারিংশৎ+ডট্‌, তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**রিংশী**, -**রিংশত্তমী**।

পঞ্চচত্বারিংশৎ—পঁয়তাল্লিশ, ৪৫। পঞ্চাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চচূড়—যাহার পাঁচটি চূড়া বা ঝুঁটি আছে এমন। পঞ্চ চূড়া যাহার, বহু। বিণ।

পঞ্চচূড়া—অপ্সরা বিঃ [মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে ইহার উল্লেখ আছে। নারদের

প্রশ্নের উত্তরে ঐ অপ্সরা তাঁহার নিকটে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা করিয়াছিল]। পঞ্চ চূড়া যাহার, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি অনুভূতিসহায়ক দেহাংশ। জ্ঞান-সাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা = জ্ঞানেন্দ্রিয় ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মধা। বি ; ক্লী।

পঞ্চতত্ত্ব—(সাংখ্যমতে) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম ; (তন্ত্রমতে) মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পঞ্চ ম-কার ; (বৈষ্ণবমতে) গুরুতত্ত্ব মন্ত্রতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব ; নিত্যানন্দ (প্রেম) অদ্বৈত (জ্ঞান) গৌর (ভাব) গদাধর (রস) ও শ্রীবাস (ভক্তি)। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পঞ্চতন্ত্র—বিষ্ণুশর্মার প্রণীত নীতিশাস্ত্র বিঃ। পঞ্চ তন্ত্র যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ—এই পাঁচটির আধারস্বরূপ পৃথিবী প্রঃ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্ম ভূতাদি), কর্মধা। বি ; ক্লী।

পঞ্চতপ—ব্রত বিঃ (চারিদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড ও মাথার উপরে গ্রীষ্মকালীন সূর্য থাকিবে)। <পঞ্চতপস্। বি।

পঞ্চতপাঃ (-তপস্), (<**-তপা**) পাঁচ প্রকার আগুনের (গ্রীষ্মকালে চারিদিকে আগুন এবং উপরে জ্বলন্ত সূর্য) মধ্যস্থলে বসিয়া তপস্যাকারী। পঞ্চ (পাঁচ)-সাধ্য তপঃ (তপস্যা) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

পঞ্চতা, পঞ্চত্ব পাঁচে পাঁচ মিশা ; মরণ, মৃত্যু ; পাঁচের ভাব ; পাঁচ অংশে বিভাগ। পঞ্চন্ (পাঁচ) + তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

পঞ্চতিক্ত—নিম গুলঞ্চ বাসক পটোলপত্র কণ্টকারী—এই পাঁচটি তিক্ত পদার্থ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পঞ্চত্ব—'পঞ্চতা' দ্রঃ।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত—মৃত। পঞ্চত্বকে (মরণকে) প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

পঞ্চত্বপ্রাপ্তি—মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চত্রিংশ, -শত্তম—পঁয়ত্রিশ সংখ্যার পূরক। পঞ্চত্রিংশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রিংশী, -শত্তমী**।

পঞ্চত্রিংশৎ—পঁয়ত্রিশ সংখ্যা ; ৩৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চদশ—১৫-সংখ্যার পূরক। পঞ্চদশন্ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

পঞ্চদশ (-দশন্)—পনর সংখ্যা, ১৫ ; ১৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিক দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ।

পঞ্চদশভুজ—(জ্যামিতি) পনরটি সরল-রেখা দ্বারা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র, quindecagon. পঞ্চদশ ভুজ যাহার, বহু। বি।

পঞ্চদশী—১। পূর্ণিমা ; অমাবস্যা ; বিদ্যারণ্য প্রণীত বেদান্ত-গ্রন্থ বিঃ ; ১৫ বছর বয়সের মেয়ে। বি ; স্ত্রী। ২। পনর-স্থানীয়া। পঞ্চদশন্ + ডট্ পূরণার্থে + ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চদেবতা—আদিত্য গণেশ দেবী রুদ্র কেশব—এই পাঁচ দেবতা (কেহ কেহ গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব ও দুর্গা পঞ্চদেবের উল্লেখ করেন)। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চধা—পাঁচপ্রকারে ; পাঁচবার। পঞ্চন্ + ধাচ্ প্রকারাদি-অর্থে। অ ; ক্রি-বিণ।

পঞ্চনখ—১। হস্তী ; ব্যাঘ্র ; যে প্রাণীর পায়ে পাঁচটি নখ আছে—শশক শল্লকী গোধা গণ্ডার ও কূর্ম। বি ; পুং। ২। পঞ্চনখযুক্ত। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

পঞ্চনদ—১। শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা—এই পাঁচনদীযুক্ত দেশ, পঞ্জাব। পঞ্চ নদী যেখানে, বহু (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং। ২। কিরণা ধূতপাপা সরস্বতী গঙ্গা যমুনা—এই পাঁচ নদী ; তীর্থ বিঃ। পঞ্চ নদীর সমাহার, সমাহারার্থে অব্যয়ী (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; ক্লী।

পঞ্চনবতি—পঁচানব্বই, ৯৫-সংখ্যা ; ৯৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চনবতিতম—পঁচানব্বই সংখ্যার পূরক। পঞ্চনবতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

পঞ্চনিম্ব—নিম গাছের পাতা ফুল ফল শিকড় ও ছাল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পঞ্চনী—পাশা ও দাবা খেলিবার ছক। পঞ্চন্—নী + কিপ্ অধি। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চনীরাজন—প্রদীপ পদ্ম শঙ্খ বসন আম্র অশ্বত্থ ও বিল্বপত্র একসঙ্গে (মতান্তরে প্রদীপ পদ্ম বসন তাম্রপত্র ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম)—এই পাঁচপ্রকার দ্রব্য দ্বারা প্রতিমার আরতি ও তাহার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। পঞ্চ নীরাজন (আরতি), কর্মধা ; অথবা, পঞ্চ দ্বারা নীরাজন, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।

পঞ্চপঞ্চাশ, -শত্তম—পঞ্চান্ন সংখ্যার পূরক। পঞ্চপঞ্চাশৎ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী, -মী**।

পঞ্চপঞ্চাশৎ—পঞ্চান্ন, ৫৫-সংখ্যা। সংখ্যক। পঞ্চাধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চপর্ব (-পর্বন্), **পঞ্চপর্ব্ব** (-পর্ব্বন্)—চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্যা পূর্ণিমা রবিসংক্রান্তি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পঞ্চপল্লব—আম্র অশ্বত্থ বট প্লক্ষ যজ্ঞডুমুর—এই পাঁচ পল্লব ; (তন্ত্রমতে) পনস আম্র অশ্বত্থ বট বকুল—এই পঞ্চ পল্লব। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চপাত্র—১। দেবপক্ষ—পাৰ্ব্বণ, তিথি-ত্রয়—এই পঞ্চপাত্রকর্তব্য শ্রাদ্ধ ; পঞ্চ পাত্র যাহাতে, বহু। ২। পাঁচটি ; ব্যাকরণের দ্বিগু। বি ; ক্লী। ৩। পিলজ্ + ইন্ ব্যবহার্য জলপাত্র বিঃ। বাংপ্র। স্বপ্ ; ৩য়

পঞ্চপিতা (-পিতৃ)—জনক গুরু উপবীতের সময় পইতা পরাইয়া দেন যাঁহারা অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা—এই পাঁচ জন। কর্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চপুষ্প—আম চাঁপা পদ্ম করবী শমী। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পঞ্চপ্রদীপ—পাঁচপ্রদীপবিশিষ্ট ধাতুর তৈয়ারী আরতি করিবার পাত্র। বহু। বি ; পুং।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। কর্মধা। বি ; পুং।

পঞ্চবক্ত্র—১। পঞ্চানন, শিব। ২। রুদ্রাক্ষ বিঃ। পঞ্চ বক্ত্র (মুখ) যাঁহার, বহু। ৩। সিংহ। পঞ্চ (বিস্তৃত) বক্ত্র যাহার, বহু। বি ; পুং।

—অশ্বত্থ বিল্ব বট ধাত্রী (আমলকী) এবং অশোক—এই পাঁচ বৃক্ষ [অশ্বত্থ পূর্বে, উত্তরে, বট পশ্চিমে, ধাত্রী দক্ষিণে, অশোক অগ্নিকোণে স্থাপন করিয়া মধ্যে চারিহাত পরিমিত বেদী প্রতিষ্ঠা করিলে পঞ্চবটী হইয়া থাকে] ; দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দণ্ডকারণ্যস্থ প্রাচীন বন বিঃ (বর্তমান নাসিক শহর) ; তীর্থ বিঃ। পঞ্চ বটের সমাহার, সমা দ্বিগু + ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চবন্ধন—লোভ মোহ মান ঔদ্ধত্য ও ক্রোধ—এই পাঁচটি। কর্মধা। বি : ক্লী।

পঞ্চবল্কল—ন্যগ্রোধ উড়ুম্বর অশ্বত্থ প্লক্ষ ও বেতস—এই পাঁচটি গাছের ছাল। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চবাণ, -শর—১। কামদেব, কন্দর্প [ইহার পাঁচ বাণ ; যথা—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন ; অথবা, পদ্ম, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলপদ্ম]। পঞ্চ বাণ, শর যাঁহার, বহু। বি ; পুং। ২। পাঁচটি বাণ। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী। ৩। পঞ্চবাণবিশিষ্ট। পঞ্চ বাণ, শর যাহার, বহু। বিণ।

পঞ্চবায়ু—পঞ্চপ্রাণ (তাহা দ্রঃ)। কর্মধা বি ; পুং।

পঞ্চবিংশ, -বিংশতিতম—পঁচিশের পূরক। পঞ্চবিংশতি + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। স্ত্রী, **-বিংশী, -তমী**।

পঞ্চবিংশতি—পঁচিশ, ২৫-সংখ্যা ; ২৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা বিংশতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

(জ্যামিতি) যে ক্ষেত্রের লাইন। ...ছে, পাঁচটি সরল রেখা দ্বারা গৌরব। ক্ষেত্র, pentagon. বি ; স্ত্রী।

পঞ্চভূত—ভূ। বহু। বিণ।

...ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—...টি। পঞ্চ ভূত (মূল পদার্থ), কর্মধা। ...। **পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া** ...রিয়া যাওয়া।

পঞ্চভূতময়, পঞ্চভূতাত্মক—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—এই পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। পঞ্চভূত+ময়ট্ বিকারার্থে; পঞ্চভূত আত্মা যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -য়ী, -ত্মিকা।

পঞ্চম—১। পাঁচের পূরক; সুন্দর, রুচির, মনোজ্ঞ; দক্ষ, নিপুণ; সংগীতে 'পা' বা পঞ্চম ('— সুর')। বিণ। স্ত্রী, -মী। **পঞ্চম অবস্থা**—দশ দশার পঞ্চম দশা, বৈবর্ণ্য। ২। সপ্তস্বরের পঞ্চমস্বর, পা; কোকিলের রব; রাগ বিঃ। পঞ্চন্+মট্ পূরণার্থে। বি; পুং। ৩। স্ত্রীলোকের পায়ের গহনা বিঃ বাংপ্র। বি।

পঞ্চ-মকার—(তন্ত্রমতে) মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পাঁচটি। পঞ্চ ম-কারের (ম-অক্ষর অর্থাৎ আদিতে 'ম'-বিশিষ্ট শব্দের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চমপাতা—স্ত্রীলোকের পায়ের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

পঞ্চমবেদ—মহাভারত [মূলবেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার না থাকায় তাহাদের জন্য বেদের মত সমান ফলপ্রদ বলিয়া মহাভারতকে পঞ্চমবেদ বলা হয়]। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চমরাগ—পঞ্চম স্বর, সংগীতের সুর বিঃ। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চমস্বর—সুরসপ্তকের পঞ্চম অর্থাৎ 'পা'। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চমহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ব্রাহ্মণের অর্থাদি অপহরণ গুরুপত্নীগমন ও এই সমস্ত পাপকার্য অনুষ্ঠানকারীদিগের সংসর্গ—এই পাঁচ প্রকার পাপ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদপাঠ নৃযজ্ঞ বা অতিথিপূজা পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃপুরুষের তর্পণ দেবযজ্ঞ বা হোম ভূতযজ্ঞ বা ভূতবলি—গৃহস্থের এই পাঁচ প্রকার করণীয় কাজ। কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চমাস্য—১। পঞ্চমস্বরভাষী, কোকিল। পঞ্চম (স্বর বিঃ) আস্যে (মুখে) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। পঞ্চমাসজাত। পঞ্চ-মাস+বৎ ভবার্থে। বিণ।

পঞ্চমী—১। তিথি বিঃ; দ্রৌপদী; পাশার ছক; তন্ত্রোক্ত বিদ্যা বিঃ; রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। পঞ্চমস্থানীয়া। পঞ্চম+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চমুখ—১। শিব, পঞ্চানন। বি; পুং। ২। যাহার পাঁচটি মুখ এরূপ; বাচাল ("কুকথায় পঞ্চমুখ"—ভারত); বাগ্মী। বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী। ৩। সিংহ। পঞ্চ (বিস্তৃত) মুখ যাহার, বহু। বি; পুং। ৪। মহাদেবের পাঁচটি মুখ (অঘোর বামদেব সদ্যঃ তৎপুরুষ ঈশান)। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পঞ্চমুণ্ডী—পাঁচ জাতের মানুষের মাথা মাটিতে পুঁতিয়া তান্ত্রিকের সাধনের আসন বিঃ। বাংপ্র। বি।

পঞ্চমুদ্রা—আবাহনী স্থাপনী সন্নিধাপনী সম্বোধনী সম্মুখীকরণী—পূজায় ব্যবহৃত এই পাঁচ-প্রকার অঙ্গুলিসন্নিবেশ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পঞ্চমূল, -মূলী—পাচন বিঃ। পঞ্চ মূলের সমাহার এই বাক্যে, সমা দ্বিগু, বিকল্পে ঈপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পঞ্চযজ্ঞ—পঞ্চমহাযজ্ঞ (তাহা দ্রঃ)। পঞ্চ (পাঁচ) যজ্ঞ (যাগ), কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চরং—দাবা খেলায় ক্রমান্বয়ে গজ বড়ে দাবা ঘোড়া আর নৌকার কিস্তিতে কিস্তিমাত হওয়া; নানারকম আমোদপ্রমোদ; নেশা বিঃ, গাঁজা গুলি চরস চণ্ডুর ধূম মদের ভিতর দিয়া পান করা। বাংপ্র। বি।

পঞ্চরত্ন—হীরক মুক্তা নীলকান্ত পদ্মরাগ ও বিদ্রুম—এই পাঁচ [কেহ কেহ হীরকের স্থানে সুবর্ণকে পঞ্চরত্নের মধ্যে নির্দেশ করেন]। কর্মধা। বি; ক্লী।

পঞ্চরসা—আমলকী। পঞ্চ রস (আস্বাদন) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

পঞ্চলক্ষণ—পুরাণশাস্ত্র। পঞ্চ (সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মনুর রাজত্ব এবং তাঁহার পুত্রাদির চরিত্র—এই পাঁচ) লক্ষণ (চিহ্ন) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পঞ্চলক্ষণী—নব্য ন্যায়ের গ্রন্থ বিঃ। পঞ্চ লক্ষণ যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পঞ্চলবণ—কাচ সৈন্ধব সামুদ্র বিট সৌবর্চল—এই পাঁচপ্রকার লবণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

পঞ্চলোহক, -লোহ, -লৌহক—সোনা রূপা তামা রাঙ্ ও সীসা—এই পাঁচ ধাতু। পঞ্চ (পাঁচ) লোহক, লৌহ, লৌহক অর্থাৎ ধাতুর সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চশর—'পঞ্চবাণ' দ্রঃ।

পঞ্চশস্য—ধান মুগ মাষকলাই যব এবং শ্বেতসরিষা—এই পাঁচ ফসল। সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চশাখ—১। কর, হস্ত। বি; পুং। ২। পাঁচশাখাযুক্ত। পঞ্চ (পাঁচ) শাখা যাহার, বহু। বিণ। ৩। পাঁচ শাখার সমষ্টি। পঞ্চ শাখার সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চশিখ—১। সিংহ; মুনি বিঃ; দার্শনিক পণ্ডিত বিঃ। বি; পুং। ২। পাঁচশিখাযুক্ত। পঞ্চ (বিস্তৃত) শিখা (চূড়া বা কেশ) যাহার, বহু। বিণ।

পঞ্চষষ্টি—পঁয়ষট্টি, ৬৫-সংখ্যা; ৬৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চষষ্টিতম—পঁয়ষট্টি সংখ্যার পূরক। পঞ্চষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

পঞ্চসপ্ততি—পঁচাত্তর, ৭৫-সংখ্যা; ৭৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চসপ্ততিতম—পঁচাত্তর সংখ্যার পূরক। পঞ্চসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

পঞ্চসুগন্ধিক—কর্পূর কক্কোল লবঙ্গ সুপারি ও জাতীফল—এই পাঁচ সুগন্ধি দ্রব্য। পঞ্চ সুগন্ধি, কর্মধা+স্বার্থে কন্। বি; ক্লী।

পঞ্চসুনা—চুল্লী পেষণী উপস্কর কণ্ডনী উদকুম্ভ—গৃহস্থের এই পাঁচটি জীবহিংসা-স্থান। পঞ্চ সুনা যাহা দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চহ্রদ—তীর্থ বিঃ। পঞ্চ হ্রদ যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পঞ্চায়ত, পঞ্চায়েত—গ্রামের সামাজিক কার্যের আলোচনাদির জন্য পাঁচজনের সভা; গ্রাম্য সভা বা তাহার সভ্য; সরকার-নিযুক্ত গ্রামের চুরি ডাকাতি পথঘাট নির্মাণ ইঃ ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়ক; সমব্যবসায়ী বা স্বজাতির কলহ-বিবাদ মিটাইবার জন্য বৈঠক। হি। বি।

পঞ্চাক্ষর—মন্ত্র বিঃ; প্রতিষ্ঠানামক ছন্দ বিঃ। পঞ্চ অক্ষর যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পঞ্চাগ্নি—১। অন্বাহার্য পচন গার্হপত্য আহবনীয় আবসথ্য—এই পাঁচ অগ্নি [গরুড়পুরাণে শরীরস্থ পঞ্চাগ্নি এইরূপ নির্দিষ্ট আছে;—উদরে গার্হপত্য, মধ্যদেশে দক্ষিণ, মুখে আহবনীয় এবং মস্তকে সভ্য ও পর্বা নামে অগ্নি স্থিতি করে। মনুর মতে—দক্ষিণ, আবহনীয়, গার্হপত্য, পবন ও পাবন। ছান্দোগ্য উপনিষদমতে পঞ্চাগ্নি এই কয়টি; যথা—দিব্, পর্জন্য, ধরা, অমর ও যোষিৎ]। কর্মধা। ২। তপস্বী বিঃ, পঞ্চতপা। পঞ্চ অগ্নি যাহার, বহু। বি; পুং।

পঞ্চাঙ্ক, পঞ্চাঙ্কক—পাঁচটি অঙ্কযুক্ত ('— নাটক')। পঞ্চ অঙ্ক যাহাতে, বহু; পক্ষে+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্কা, -ঙ্কিকা।

পঞ্চাঙ্গ—১। পাঁচ অবয়ব; সহায় সাধনোপায় দেশকাল-বিভাগ বিপত্তি-প্রতীকার ও সিদ্ধি; (তান্ত্রিক পুরশ্চরণে) জপ হোম তর্পণ ব্রাহ্মণভোজন ও অভিষেক; বৃক্ষের মূল ছাল পত্র পুষ্প ও ফল;

বাহু জানু মস্তক বক্ষঃস্থল ও চক্ষু যোগে প্রণতি; তিথি বার নক্ষত্র যোগ করণ; (শ্রাদ্ধে) বৃষোৎসর্গ কপিলাদান দ্বিজ-দম্পতিপূজন কাঞ্চনপুরুষ ও বিলক্ষণা শয্যা। কর্মধা অথবা সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী। ২। কচ্ছপ; অশ্ব বিঃ; পঞ্জিকা। পাঁচটি অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং। **পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন**—সহস্র তুলসীপত্র দান সহস্র দুর্গানাম জপ সহস্র মধুসূদন নাম জপ চারিটি পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা ও চণ্ডীপাঠ করিয়া কৃত স্বস্ত্যয়ন।

পঞ্চাঙ্গুল—১। গাবভেরেণ্ডা গাছ। পঞ্চ (পাঁচ) অঙ্গুল (অঙ্গুলির ন্যায় চিহ্ন) যাহার, বহু [যাহার পত্রে পাঁচ অঙ্গুলির ন্যায় চিহ্ন আছে]। বি; পুং। ২। পঞ্চাঙ্গুলি-পরিমিত। পঞ্চ অঙ্গুল যাহাতে, বহু। বিণ।

পঞ্চাঙ্গুলি—১। হস্তের কনিষ্ঠা অনামিকা মধ্যমা তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ—এই পাঁচটি অঙ্গুলি। পঞ্চ অঙ্গুলি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। হস্ত। পঞ্চ অঙ্গুলি যাহাতে, বহু। বি; পুং।

পঞ্চানন, পঞ্চাস্য—১। শিব। পঞ্চ (পাঁচ) আনন, আস্য (মুখ) যাঁহার, বহু। ২। সিংহ; সিংহরাশি (সিংহনামত্ব হেতু)। পঞ্চ (বিস্তৃত) আনন, আস্য যাহার, বহু। বি; পুং।

পঞ্চানন্দ—পঞ্চানন। বাংপ্র। বি।

পঞ্চান্ন—পঞ্চপঞ্চাশৎ, ৫৫; ৫৫-সংখ্যক। <পঞ্চপঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।

পঞ্চাবয়ব—(ন্যায়শাস্ত্র) প্রতিজ্ঞা হেতু দৃষ্টান্ত উপনয় নিগমন—অনুমানের এই পাঁচটি অঙ্গ। সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চামৃত—দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু চিনি—এই পাঁচ দ্রব্য; গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় পঞ্চম মাসে অনুষ্ঠেয় সংস্কার বিঃ। সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চাম্র—অশ্বত্থ নিম চাঁপা বকুল নারিকেল—এই পাঁচ গাছ। পঞ্চ (পাঁচ প্রকার) আম্র (বৃক্ষ), কর্মধা [১ অশ্বত্থ ১ পিচুমর্দ ২ চম্পক ৩ কেশর ৭ তাল ৯ নারিকেল—এই তেইশটি বৃক্ষের নাম পঞ্চাম্র]। বি; পুং।

পঞ্চাম্ল—কুল ডালিম তেঁতুল বা আমড়া অম্লবেতস ও নেবু—এই পাঁচটি টকজাতীয় জিনিস। পঞ্চ অম্লের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চায়ুধ—তরবারি শক্তি ধনুক কুঠার ও বর্ম—এই পাঁচ অস্ত্র। পঞ্চ আয়ুধের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; পুং।

পঞ্চায়েত—'পঞ্চায়ত' দ্রঃ।

পঞ্চাল—১। প্রাচীন দেশ বিঃ। পঞ্চ্ (বিস্তার করা)+কালন্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। পঞ্চালদেশীয়। পঞ্চাল+অণ্ সম্বন্ধার্থে (প্রত্যয় লুক্)। বিণ। স্ত্রী, -লী।

পঞ্চালিকা, পঞ্চালী—১। বস্ত্রদন্তাদি-নির্মিত পুত্তলি; পাঁচালী গান; নেকড়ার পুতুল। পন্চ্ (বিস্তার করা)+কালন্ কর্ম +কন্ স্বার্থে+আপ্; পঞ্চাল+ঈপ্। ২। পাশার ছক্। পন্চ্+কালন্ অধি+কন্ স্বার্থে+আপ্; পঞ্চাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পঞ্চাশ—১। পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরক। পঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। স্ত্রী, -শী। ২। পঞ্চাশৎ; পঞ্চাশৎ সংখ্যাবিশিষ্ট। <পঞ্চাশৎ। বিণ। ৩। তাসের বিন্তি খেলায় এক হাতে এক রঙের পর পর চারখানা তাস থাকা। বাংপ্র। বি।

পঞ্চাশৎ—১। পঞ্চাশ সংখ্যা, ৫০। বি; স্ত্রী। ২। ৫০-সংখ্যক। পঞ্চগুণিত দশ, মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চাশত্তম—পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরক। পঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

পঞ্চাশীতি—পঁচাশি, ৮৫-সংখ্যা; ৮৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পঞ্চাশীতিতম—পঁচাশি সংখ্যার পূরক। পঞ্চাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

পঞ্চাস্য—'পঞ্চানন' দ্রঃ।

পঞ্চিকা—পাঁচটি কড়ি লইয়া বাজি রাখিয়া খেলা। পঞ্চন্+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চেষু—১। কামদেব, কন্দর্প। পঞ্চ (পাঁচ) ইষু (বাণ) যাঁহার, বহু। ২। মদনের পাঁচটি বাণ। পঞ্চ (পাঁচ) ইষু (বাণ), কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্চোপচার—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য—এই পাঁচপ্রকার পূজার সামগ্রী। পঞ্চ উপচার, কর্মধা। বি; পুং।

পঞ্জর—১। পাঁজরা; কঙ্কাল, শরীরের হাড়গুলির খাঁচা। পিন্জ্+অরন্ কর্তৃ। ২। খাঁচা, পিঞ্জর। পিন্জ্ (বাস করা) +অরচ্ অধি। বি; পুং বা স্ত্রী।

পঞ্জরাস্থি—পাঁজরার হাড়, ribs. পঞ্জরের অস্থি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পঞ্জা—অঙ্গুলিসমেত হাতের তালু, কবজি, আঙুল সমেত হাতের তেলো; অঙ্গুলিসমেত করতলের ছাপ; পাঁচ ফোঁটার তাস; তাসের বিন্তি বা গেরাবী খেলায় ক্রমান্বয়ে পাঁচবার জয়লাভ বা সেই জয়ের সূচক পাঁচ ফোঁটার তাস; পাঞ্জা, রাশি। ফা। বি।

পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী—পাঁজি, তিথি-নক্ষত্রাদির পরিমাণজ্ঞাপক গ্রন্থ; সুতার পাঁজ; প্রস্তাবনা; মীমাংসা; ব্যাকরণের টীকাগ্রন্থ বিঃ; বৃত্তান্ত, কথা। পিন্জ্+ইন্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্; ৩য় পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পঞ্জিকাকার—পাঁজিলেখক, পঞ্জিকার প্রণেতা। উপতৎ; পঞ্জিকা—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি।

পঞ্জীকার—১। লেখক, কায়স্থ। বি; পুং। ২। পঞ্জিকাকারক, গণক। উপতৎ; পঞ্জী—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

পট্—১। হঠাৎ কোন কিছু কাটিয়া যাওয়ার অনুকার-শব্দ। অ। ২। তাড়াতাড়ি, সহসা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পট—১। কাপড়, বস্ত্র; পর্দা, যবনিকা। পট্ (বেষ্টন করা)+অচ্ করণ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। ছবি আঁকিবার কাপড়, চিত্রপট, ছবি; পিয়ালগাছ। বি; পুং। ৩। চাল; ছাদ। পট্+অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৪। মিল, খাপ ('— খাওয়া'); (সংগীতে) তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

পটক—শিবির, ছাউনি। পট্ (বেষ্টন করা) +ণক কর্তৃ। বি; পুং।

পটকা—১। অগ্নিখেলার টোটা, এক-প্রকার আতসবাজি; (জীববিদ্যা) মৎস্যের উদরস্থ বায়ুর আধার; মূত্রাশয়। বি। ২। দুর্বল; ক্ষীণজীবী। বাংপ্র। বিণ।

পটকান—আছাড়; পরাভব। হি-মু। বি।

পটকানো—বশীভূত করা; দুর্বল করা; রুগ্ণ হওয়া; পরাজিত হওয়া; পাতিত করা; আছাড় দেওয়া। হি-মু। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পটকার—তাঁতী; চিত্রকর, পটুয়া। উপ-তৎ; পট—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পটকুটী—তাঁবু, বস্ত্রগৃহ। পট-নির্মিতা কুটী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পটপটী—একপ্রকার বাজি; বালক-বালিকাদের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি; একপ্রকার জলজ গাছ। বাংপ্র। বি।

পটবাস—তাঁবু, বস্ত্রগৃহ। পটনির্মিত বাস (গৃহ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পটবেশ্ম (-বেশ্মন্)—তাঁবু, পটনির্মিত গৃহ। পটনির্মিত বেশ্ম (গৃহ), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পটভূমি, -ভূমিকা—যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় হয় বা ফটো তোলা হয়; চিত্রের পিছনের অংশ, background. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পটমণ্ডপ—তাঁবু, বস্ত্রগৃহ, শামিয়ানা। পট-নির্মিত মণ্ডপ (গৃহ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

পটময়—১। বস্ত্রনির্মিত। বিণ। স্ত্রী, -**য়ী**। ২। তাঁবু; শাটী। পট (বস্ত্র)+ ময়ট্ অবয়বার্থে বা বিকারার্থে। বি; পুং বা ক্লী।

পটল—১। ছাদ, চাল; তিলক; পিটক; বাক্স, পেটরা; পরিচ্ছেদ; পরিবার; নেত্র-রোগ, চোখে ছানি পড়া। পট্+কলন্ কর্তৃ। ২। বেদাংশ; তন্ত্রের পরিচ্ছেদ; পট; সমূহ। পট্+কলন্ কর্ম। ৩। সঞ্চয়। পট্+কলন্ ভাব। বি; ক্লী। ৪। গ্রন্থ বিঃ। পট্+কলন্ কর্তৃ। বি; পুং। ৫। পলতার ফল। <পটোল। বি। **পটল তোলা**—মরিয়া যাওয়া।

পটল-চেরা—পটলের অর্ধাংশের ন্যায় আকারের ('— চোখ'), অতি আয়ত; আকর্ণবিস্তৃত। চেরা পটল, কর্মধা (সদৃশার্থে)। বাংপ্র। বিণ।

পটলপ্রান্ত—ছাঁইচ, চালের প্রান্তভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পটলী—১। বেদাংশ; তন্ত্রপরিচ্ছেদ; পট; সমূহ; সঞ্চয়; বাক্স, পেটরা; ছাদ, চাল। পটল+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। তেলেভাজা বেসনমাখানো ফালি ফালি পটল। পটল+ঈ নির্মিতার্থে। বাংপ্র। বি।

পটহ—১। নাগরা; রণঢক্কা; কানের ভিতরের ঝিল্লী। পট—হা+ক কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। সমারোহ, আড়ম্বর; বধ। পট—হা+ক অধি। বি; পুং।

পটা—মিলিত হওয়া; মিল খাওয়া; ঘনিষ্ঠ হওয়া; রাজী হওয়া; বশীভূত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

পটানো—বশীভূত করা, বাধ্য করা; নিজ-মতে আনা; মত লওয়ানো; ভোলানো, ভুলাইয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পটাপট—১। ক্রমাগত পটপট শব্দ; বারবার চড় মারার শব্দ; জুতা প্রঃর দ্বারা প্রহারের শব্দ। অ। ২। দ্রুতবেগে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পটাবাস—তাঁবু। পট-নির্মিত আবাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [বি।

পটাম্বর—পট্টবস্ত্র। পটের অম্বর, ৬ষ্ঠীতৎ।

পটি, পটী—১। বস্ত্র বিঃ, পর্দা, যবনিকা। পট্+ই করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পাড়া; একইপ্রকার ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদে পল্লী; সারি, থাক; বস্ত্রখণ্ড; ক্ষত বন্ধন করিবার বস্ত্রখণ্ড। <পট্ট। বি।

পটিকা—পটি (১ম অর্থে)। পটি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পটিমা (পটিমন্)—পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য। পটু+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

পটিষ্ঠ—অতিপটু, সুচতুর। পটু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

পটী—'পটি' দ্রঃ।

পটীয়ান্ (পটীয়স্)—অতিশয় পটু, দুইয়ের মধ্যে অধিকতর পটু। পটু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**য়সী**।

পটু—১। দক্ষ; নিপুণ, সমর্থ; নীরোগ; চতুর; মধুর; উগ্র; উদ্দণ্ড; তীক্ষ্ণ; নিষ্ঠুর; প্রস্ফুটিত; ধূর্ত। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী—**পট্বী**। ২। পলতা; পটোল; কারবেল্ল; চোরক। বি; পুং। ৩। ছত্রাক; লবণ। পট্+উ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পটুক—পটোল। পটু+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। [বি।

পটুকা—কোমরবন্ধ; পেটি। প্রা কপ্র।

পটুতা, পটুত্ব—নৈপুণ্য; দক্ষতা। পটু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

পটুয়া, প'টো—চিত্রকর জাতি বিঃ, যে পাটে সুতার জিনিস তৈয়ার করে (শিকা মুনসি ইঃ)। পট (২)+উয়া, ও নিপুণার্থে। বাংপ্র। বি।

পটোল—১। পলতার ফল। বি; ক্লী। **পটোল তোলা**—মরিয়া যাওয়া। ২। পলতাগাছ। পট্+ওল কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। ৩। গুর্জরদেশীয় পট্টবস্ত্র বিঃ। বি; ক্লী।

পটোলিকা, পটোলী—ছোট পটোল; ঝিঙা। পটোল+কন্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্, পটোল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পট্ট—১। পাট, রেশমাদি; পিঁড়ি; ঢাল; রাজকীয় সনন্দ, পাট্টা; পাটি; পাগড়ি; রাজাসন; উত্তরীয়বস্ত্র, একপাট্টা; চৌমাথা; নগর; গ্রাম। পট্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী। ২। পেষণার্থ প্রস্তর, চূর্ণ করিবার প্রস্তর, পাটা। বি; পুং।

পট্টক—ধাতব ফলক বা পাত যাহাতে রাজা-দেশ উৎকীর্ণ থাকে; জমির পাট্টা। পট্ট+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পট্টজ—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। উপতৎ; পট্ট—জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

পট্টজাত—রেশমের দ্বারা তৈয়ারী। ৫মী-তৎ। বিণ।

পট্টদেবী, -মহিষী—বড়রানী, প্রধানা মহিষী, পাটরানী। পট্ট (সিংহাসন)-অধিষ্ঠিতা দেবী, মহিষী (রাজ্ঞী), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পট্টন—পত্তন, নগর। পট্+তনম্ অধি। বি; ক্লী।

পট্টনায়ক—প্রধান নেতা; সাধারণ সৈন্য বা গ্রামের মোড়লের উপাধি বিঃ, পদবী বিঃ। পট্ট (প্রধান) নায়ক, কর্মধা। বি; পুং।

পট্টবস্ত্র—তসর গরদ চেলী প্রঃ কাপড়, পাটের কাপড়। পটনির্মিত বস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পট্টমহিষী—'পট্টদেবী' দ্রঃ।

পট্টশাক—পাটশাক, নালিতা পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

পট্টাবাস—তাঁবু। পট্টনির্মিত আবাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পট্টাম্বর—পাটের কাপড়, পট্টবস্ত্র। পট্ট (পাট)-নির্মিত অম্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পট্টি—১। ধাপ্পা। বাংপ্র। বি। **পট্টি দেওয়া**—ধাপ্পা দেওয়া, ধোকা দেওয়া। ২। পট্টবস্ত্র; পদাতিক সৈন্য। প্রা কপ্র। বি।

পট্টিকা—পাট; লোধ্রফল; পটি কাপড়ের খণ্ড, bandage. পট্ট+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পট্টিশ, পট্টিস—প্রাচীনকালের খড়্গ বিঃ। পট্+টিশচ্, টিসচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

পট্টী—ললাটভূষা; ঘোড়ার তলপেটি; ঘোড়ার বুক পেঁচাইয়া যে পটি বাঁধা হয়; বস্ত্রখণ্ড। পট্+ক্তি করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পট্টু—একপ্রকার মোটা পশমী কাপড়। <পট্ট। বি।

পট্বী—'পটু' দ্রঃ।

পঠদ্দশা—অধ্যয়নরত অবস্থা, পড়িবার কাল, ছাত্রজীবন। পঠৎ (যে পড়িতেছে)-এর দশা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পঠন—পড়া, পাঠ, অধ্যয়ন। পঠ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পঠনীয়—পড়িবার মত, পাঠ্য, যাহা পড়িতে হইবে এমন। পঠ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

পঠিত—যাহা পড়া হইয়াছে এরূপ, অধীত; উচ্চারিত; উপদিষ্ট। পঠ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পঠিতব্য—যাহা পড়িতে হইবে; পড়িবার উপযুক্ত এরূপ; অধ্যেতব্য; পঠনীয়। পঠ্+তব্য কর্ম। বিণ।

পঠ্যমান—যাহা পড়া হইতেছে এরূপ। পঠ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

পড়তা—মোট ব্যয় ধরিয়া যে মূল্য নির্ধারিত হয় তাহা, গড়; খেলায় যে দান পড়ে; দান পড়া; ভাগ্যোদয়, সুসময়। <'পত্'-ধাতু। বি। **পড়তা পড়া**—মোট ব্যয়ের মূল্য আদায় হওয়া; (লক্ষ্যার্থে) সৌভাগ্যের উদয় হওয়া, লাভের মুখ দেখা। **গড় পড়তা**—মোটামুটি হিসাবে যে দাম পড়ে বা লাগে, গড়ে প্রত্যেকটির দাম; মাথাপিছু।

পড়তি—১। স্রুতি; স্রবমতি; যাহা পড়িয়া যায়। পড়্+অতি ভাব। বাংপ্র। বি। ২। যাহা পড়িয়া যাইতেছে বা স্বভাবতঃ পড়িয়া যায় এরূপ। পড়্+অতি কর্তৃ।

বাংপ্র। বিণ। ঝরন্তি পড়ন্তি—যাহা ঝরিয়া পড়িয়া যায় বা নষ্ট হয়। পড়ন্তি বাজার—মন্দা বাজার (বিপরীত—উঠতি বাজার)।

পড়ন—পাঠ, অধ্যয়ন ; পতন ; পড়তা, গড়মূল্য। পড়্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

পড়ন্ত—যাহা পড়িতেছে এরূপ, পতনোন্মুখ ; অবসানপ্রায় ('— বেলা')। পড়্+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

পড়পড়—পতনোন্মুখ, যাহা পড়িবার মত হইয়াছে এমন ; কাপড় ইঃ ছিঁড়িবার শব্দ। বাংপ্র। বিণ।

পড়শী—প্রতিবাসী। <প্রতিবেশী। বি।

পড়া—১। পাঠ, পঠন ; পতন। পড়্+আ ভাব। বাংপ্র। বি। **পড়া করা**—নির্ধারিত পাঠ তৈয়ার করা। **পড়া দেওয়া**—পড়া প্রস্তুত হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা দেওয়া। **পড়া মুখস্থ করা**—পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া পাঠ্যবিষয় কণ্ঠস্থ করা। **পড়া লওয়া**—পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে কিনা প্রশ্ন করিয়া তাহা জানা। ২। পতিত ; হীন ; পঠিত ; যাহা চাষ করা হয় নাই এরূপ ('— জমি') ; যাহা হইতে লোক বাস উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে এরূপ। পড়্+আ কর্তৃ, কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। পতিত হওয়া ; আছাড় খাওয়া ; ঝরা ; পাঠ করা ; দুরবস্থাপন্ন হওয়া, বিপন্ন হওয়া ; হস্তাহস্ত হওয়া ; বিবাহিত হওয়া ('মেয়েটি ভাল ঘরে পড়িয়াছে') ; আঘাত পাওয়া ; আকর্ষণযোগ্য হওয়া ; মিলিত হওয়া ; রন্ধনদ্রব্যে মসলা প্রঃ মিশ্রিত করা ; চাষ না-করা অবস্থায় থাকা ; অনাদায় থাকা, আদায় না হওয়া ; লোকসান হওয়া ; আবদ্ধ হওয়া ('জালে মাছ —') ; সমাজচ্যুত হওয়া ; আক্রমণ করা ; লুণ্ঠনার্থে উপস্থিত হওয়া ('ডাকাত —') ; আরম্ভ হওয়া ; উপস্থিত হওয়া ; উদিত হওয়া ; গত্যর্থক ক্রিয়ার সমাপ্তি বা সম্পাদন করা ; খরচ হওয়া ; টাকা লাগা ; ধরা ; সংলগ্ন হওয়া ; জন্মানো ; হওয়া ; পশ্চাতে থাকা ; অনুন্নত থাকা ; অবনতি হওয়া, নীচে নামা ; স্রাব হওয়া ; অব্যবহৃত থাকা ; দশাগ্রস্ত হওয়া ('ধাঁধা —') ; কমা ; দাম কমা ; লাগা ('মরিচা, পোকা —'), হওয়া ('টাক —') ; শান্ত হওয়া ; নষ্ট হওয়া ; প্রযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **আসন পড়া**—খাইতে বসিবার ঠাঁই হওয়া। **কালি পড়া**—কালো দাগ ধরা। **কিল পড়া**—মুষ্টির আঘাত হওয়া। **গরম পড়া**—গ্রীষ্ম উপস্থিত হওয়া। **গলায় পড়া**—গলগ্রহ হওয়া। **গায়ে পড়া**—অনাহূতভাবে আসা। **চর পড়া**—নদীর মধ্যে পলিমাটি জমিয়া চরের সৃষ্টি হওয়া। **চাল পড়া**—চাউল মন্ত্রপূত করিয়া দেওয়া। **চোখ পড়া**—নজরে আসা, দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া। **ছাই পড়া**—নষ্ট হওয়া। **জট পড়া**—জটের মত পাকাইয়া যাওয়া। **জল (প্রঃ) পড়া**—জল (প্রঃ) মন্ত্রপূত করা। **জলে পড়া**—নষ্ট হওয়া। **জুটিয়া পড়া**—মিলিত হওয়া। **জ্বরে পড়া**—জ্বরে আক্রান্ত হওয়া। **ঝাঁট পড়া**—ঝাঁটাদ্বারা আবর্জনা পরিষ্কার করা। **টান পড়া**—আকর্ষণ দৃঢ় হওয়া ; কম হওয়া। **টোল পড়া**—ঘা লাগিয়া পাত্রের কোন স্থানে গর্তের মত হওয়া বা বসিয়া যাওয়া। **ডাক পড়া**—আহ্বান হওয়া ; প্রয়োজন হওয়া। **দায় পড়া**—বাধ্য হওয়া, বিপন্ন হওয়া। **দায় পড়েছে**—দায় পড়ে নাই, করিতে বাধ্যতা নাই। **দেরি পড়া**—বিলম্বে আরম্ভ করা। **ধরিয়া পড়া**—বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা। **ধার পড়া**—ধার নষ্ট হওয়া, ভোঁতা হওয়া। **পড়ে থাকা**—বাকী পড়া ; পিছনে থাকা ; অনাদৃত হওয়া। **পড়ে পাওয়া**—কুড়াইয়া পাওয়া। **পিঠে পড়া**—কিল, চড়, লাঠি ইঃ দ্বারা প্রহৃত হওয়া। **পেট পড়া**—না খাওয়ায় উদর শীর্ণ হওয়া। **পেটে পড়া**—পেট ভরা ; উদরস্থ হওয়া ; ঘুষ লওয়া। **ফুল পড়া**—গাছের ফুল ঝরিয়া পড়া ; প্রসবের পর গর্ভপুষ্প পতিত হওয়া। **ফাঁপরে, ফাঁদে, বিপদে পড়া**—বিপন্ন হওয়া। **বুক দিয়া পড়া**—প্রাণপণে যত্ন করা। **বেলা পড়া**—অপরাহ্ণ হওয়া। **ভাঙ্গিয়া পড়া**—শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ হওয়া। **মন পড়া**—আসক্তি হওয়া। **রাগ পড়া**—রাগ কমিয়া যাওয়া। **রৌদ্র পড়া**—রৌদ্রের তেজ হ্রাস পাওয়া। **হাত পড়া**—কাজের প্রভাব শুরু হওয়া। **হাতে পড়া**—হস্তগত হওয়া, কর্তৃত্বাধীন হওয়া।

পড়াৎ—চাবুক বেত প্রঃর দ্বারা হঠাৎ আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ। **পড়াৎ পড়াৎ** উপর্যুপরি চাবুক বা বেত মারার শব্দ।

পড়ানো—বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ; পাতিত করা ; মন্ত্রণা দেওয়া ; (পাখিকে) বুলি শিখানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **পাখি পড়ানো**—ক্রমাগত শিখাইতে শিখাইতে মুখস্থ করাইয়া দেওয়া।

পড়াশুনা—বিদ্যাশিক্ষা ; লেখাপড়ার অভ্যাস, পাঠাভ্যাস। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

পড়িছা—১। সভাসদ্, পাত্রমিত্র। উড়িয়া-মূলক। ২। তত্ত্বাবধায়ক ; পুরীর মন্দিরের ছড়িদার। হি-মূ। প্রা কপ্র। বি।

পড়িনাতি—প্রপৌত্র, পুত্রের পুত্র। <প্রনপ্তৃ। প্রা কপ্র। বি।

পড়িয়ান—পড়েন (তাহা দ্রঃ)।

পড়িহারী—অন্তঃপুররক্ষক। <প্রতিহারী। প্রা কপ্র। বি।

পড়ুয়া—ছাত্র, বিদ্যাশিক্ষার্থী। পড়্+উয়া কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

পড়েন—বাটখারা ; কাপড়ের অথবা তাঁতের প্রস্থের সুতা। <যথাক্রমে 'পরিমাণ' ও 'প্রতিবানি'। বি।

পড়ো—১। নিরর্থক ; পতিত, যাহার চাষ হয় নাই এরূপ ; জনহীন ; জনপরিত্যক্ত। পড়্ (<পত্)+ও (<উয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। ছাত্র। পড়্ (<পঠ্) +ও (<উয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

পড্যান—পড়েন (তাহা দ্রঃ)। প্রা কপ্র। বি।

পঢ়া—পাঠ করা ; পতিত হওয়া। প্রা কপ্র। [ক্রি।

পণ—১। প্রতিজ্ঞা ; বাজি ; দ্যূত ; বিক্রেয় দ্রব্য। পণ্+অচ্ আছে অর্থে। ২। দোকান ; গৃহ। পণ্+ঘ অধি। ৩। বেতন ; কুড়ি গণ্ডা ; কার্ষাপণ ; ধন ; মূল্য। পণ্+ঘ করণ। ৪। ব্যবহার, নিয়ম ; পরাজয়। পণ্+ঘ ভাব। বি ; পুং। ৫। বিবাহে বরপক্ষের বা কন্যাপক্ষের প্রাপ্য নগদ টাকা। বাংপ্র। বি।

পণকিয়া—পণ-সম্বন্ধীয় গণনা। পণ+কিয়া সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি।

পণন—কেনাবেচা, ক্রয়-বিক্রয়। পণ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

পণপ্রথা—বিবাহে দাবি করিয়া নগদ টাকা লওয়ার নিয়ম। বাংপ্র। বি।

পণফাজিল, -ফাজিলি—ন্যায্য প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ। ফাজিল (অতিরিক্ত) যে পণ, কর্মধা, (২য় পক্ষে)+ই স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

পণব—ঢোলজাতীয় প্রাচীনকালের বাজনা বিঃ। পণ—বা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

পণবদ্ধ—অঙ্গীকারে আবদ্ধ, প্রতিশ্রুত। ৩য়াতৎ। বিণ।

পণবন্ধ—সন্ধি ; চুক্তি ; প্রতিজ্ঞাবন্ধ ; ফল-সিদ্ধি। পণের বন্ধ (বন্ধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পণাঙ্গনা—বেশ্যা। পণ (মূল্য)-লভ্যা অঙ্গনা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পণাদি—কড়ি, বরাটক। পণের (ক্রয়-বিক্রয়ের) আদি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পণায়—ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা যে লাভ হয় তাহা। পণলব্ধ আয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পণিত—বেচা, বিক্রীত ; কেনা, ক্রীত ; স্তুত, প্রশংসিত ; ব্যবহৃত ; বর্ণিত। পণ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পণিতব্য—বেচিবার মত, বিক্রেয়; ব্যবহার্য; প্রশংসনীয়। পণ্‌+তব্য কর্ম। বিণ।

পণিতা (পণিতৃ)—বিক্রেতা, বিক্রয়কারক; ক্রেতা। পণ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

পণ্ড—নিষ্ফল, ব্যর্থ। পণ্ড্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

পণ্ডশ্রম—অনর্থক আয়াস, বিফল যত্ন, নিরর্থক শ্রম। কর্মধা। বি; পুং।

পণ্ডা—১। তীক্ষ্ণবুদ্ধি; শাস্ত্রজ্ঞান; বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। পণ্ড্‌+অচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। বি। ২। নিষ্ফলা। পণ্ড+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পণ্ডিত—১। বিদ্বান্‌, শাস্ত্রজ্ঞ; দক্ষ, নিপুণ। পণ্ডা+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। ২। সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক; উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

পণ্ডিতপ্রবর, -বর—শ্রেষ্ঠপণ্ডিত। পণ্ডিতমধ্যে প্রবর, বর, ৭মীতৎ। বিণ।

পণ্ডিতমানী (-নিন্‌)—'পণ্ডিতম্মন্য' দ্রঃ।

পণ্ডিতমূর্খ—যে ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় আচরণ করে এরূপ, বিদ্বান্‌ অথচ ব্যবহারবিষয়ে অনভিজ্ঞ। পণ্ডিত অথচ মূর্খ, কর্মধা। বিণ।

পণ্ডিতম্মন্য, -মানী (-মানিন্‌), **পণ্ডিতাভিমানী** (-মানিন্‌)—যে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এরূপ, পাণ্ডিত্যাভিমানী। উপতৎ; পণ্ডিত—মন্‌ (বোধ করা)+খশ্‌ কর্তৃ; পণ্ডিত—মন্‌+ণিন্‌ কর্তৃ; পণ্ডিত—অভি—মন্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ন্যা -নিনী।

পণ্ডিতায়মান—যে পূর্বে পণ্ডিত ছিল না এক্ষণে পণ্ডিত হইতেছে এরূপ। পণ্ডিত+ক্যঙ্‌ (=পণ্ডিতায় নামধাতু)+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

পণ্ডিতি—পণ্ডিতের পদ বা কাজ (ব্যঙ্গার্থে) বোকামি। পণ্ডিত+ই কর্মাদ্যর্থে। বাংপ্র। বি।

পণ্ডিতী—সংস্কৃতবহুল ('—ভাষা') প্রাচীন পণ্ডিতের মত ('—চালচলন')। পণ্ডিত+ঈ যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পণ্য—১। বিক্রেয়; ব্যবহার্য; স্তোতব্য। বিণ। ২। ক্রয়-বিক্রয় করিবার উপযোগী দ্রব্য, মাল, commodity; মূল্য; মাশুল। পণ্‌+যৎ কর্ম। বি; স্ত্রী।

পণ্যজীবী (-জীবিন্‌)—বণিক্‌, যে ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে এরূপ। উপতৎ; পণ্য—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বিনী।

পণ্যপত্তন—যে নগরে বাণিজ্যদ্রব্যের প্রচুর আমদানী ও রপ্তানী হয়, port town. পণ্যপ্রধান পত্তন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পণ্যবীথিকা, -বীথী—সারিবদ্ধ দোকান, বিপণিশ্রেণী; হাট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পণ্যশালা—হাট-বাজার দোকান প্রঃ ক্রয়বিক্রয়ের স্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পণ্যস্ত্রী, পণ্যযোষিৎ, পণ্যাঙ্গনা—বেশ্যা। পণ্যা স্ত্রী, যোষিৎ, অঙ্গনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পণ্যাজীব—বণিক্‌, সওদাগর। পণ্য আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পুং।

পতগ—পাখি, পক্ষী। উপতৎ; পত (পক্ষ)—গম্‌ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং।

পতঙ্গ, পতঙ্গম—১। ফড়িং মাছি মশা প্রঃ, শলভ; ষট্‌পদ কীট, পক্ষী; সূর্য; অগ্নি; শর, বাণ; শালি বিঃ। বি; পুং। ২। পারদ; চন্দন বিঃ; চিহ্ন বিঃ ('+')। উপতৎ; পত (পক্ষ)—গম্‌ (গমন করা)+খচ্‌ কর্তৃ; ১ম পক্ষে ডিৎ। বি; ক্লী।

পতঙ্গবিদ্যা—পতঙ্গ-সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, entomology. পতঙ্গ-সম্পর্কিতা বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পতঙ্গবৃত্ত—পতঙ্গের ন্যায় আচরণবিশিষ্ট অর্থাৎ যে জানিয়া শুনিয়া লোভের বশবর্তী হইয়া বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত হয় এমন (পতঙ্গ অগ্নিতে পতিত হইয়া যেমন দগ্ধ হয়)। পতঙ্গের বৃত্তের ন্যায় বৃত্ত (আচরণ) যাহার, বহু। বিণ। বি, -বৃত্তি।

পতঙ্গবৃত্তি—১। পতঙ্গ যেরূপ স্বেচ্ছায় আগুনে পুড়িয়া মরে সেইরূপ লোভের বশবর্তী হইয়া জানিয়া শুনিয়া এবং স্বেচ্ছায় বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। পতঙ্গের ন্যায় অবোধ, পতঙ্গের আচরণবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

পতঙ্গভুক্‌ (-ভুজ্‌)-পতঙ্গাশী। পতঙ্গ—ভুজ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বিণ।

পতঙ্গাশী (-শিন্‌)—যাহারা ফড়িং ই খাইয়া বাঁচিয়া থাকে এমন, insectivorous উপতৎ; পতঙ্গ -অশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

পতঙ্গিকা—একপ্রকার মৌমাছি। পতঙ্গ+কন্‌ তুল্যার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পতঞ্চিকা—ধনুকের ছিলা। পত্‌ (পত্‌ পত্‌ শব্দ)—অন্‌চ্‌+ণক কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পতঞ্জলি—যোগশাস্ত্রপ্রযোক্তা মুনি, পাণিনিভাষ্যকর্তা, দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতা মুনি বিঃ। পতৎ (পতিত) অঞ্জলিতে যিনি, বহু (নিপাতনে) [কথিত আছে ইনি সর্পাকারে স্বর্গ হইতে পাণিনি মুনির অঞ্জলিতে পড়িয়াছিলেন]। বি; পুং।

পতত—পতিত হইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি

পতত্র, -ত্তত্র—পাখির ডানা, পাখা। পত্‌+অত্রন্‌ করণ; অথবা, পতৎ—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

পতত্রী (-ত্রিন্‌), **পতত্ত্রী** (-ত্রিন্‌)—পাখি, পক্ষী পতত্র, প-ত্র+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

পতন—পড়িয়া যাওয়া, স্খলন, ভ্রংশ; চলন; শত্রুর অধিকারে গমন; নাশ; অবনতি; পাতিত্য। পত্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পতনীয়—১। পড়িবার মত, পতনযোগ্য। পত্‌+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। পাপ, পাতক। যাহা দ্বারা পতিত হয় এই অর্থে পত্‌+অনীয় করণ। বি; পুং।

পতনোন্মুখ—যাহা প্রায় পড়িবার মত হইয়াছে এরূপ, পতনোদ্যত। পতনে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -খী, -খা।

পতপত—নিশান উড়ার শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

পতর—১। গমনশীল। পত্‌+অরন্‌ কর্তৃ। বিণ। ২। বিশ্বাস, প্রত্যয়। প্রা কপ্র। ৩। লোহা অথবা অন্য ধাতুর পাতলা সরু পাত। <পত্র। বি।

পতাকা—নিশান, ধ্বজ; ধ্বজপট; চিহ্ন; সৌভাগ্য; নাটকের অঙ্গ বিঃ. নাটকমধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়। পত্‌+আক কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পতাকাদণ্ড—যে ডাণ্ডায় বাঁধিয়া নিশান উড়ানো হয়, নিশান বাঁধিবার লাঠি। পতাকা-লগ্ন দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পতাকিক—নিশানযুক্ত। পতাকা+ইক যুক্তার্থে। বিণ।

পতাকিনী—১। সেনা। বি; স্ত্রী। ২। নিশানধারিণী। পতাকা+ইন্‌ আছে অর্থে +ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পতাকী (-কিন্‌)—১। নিশানধারী; পাল-তোলা; সৌভাগ্যবান্‌। বিণ। স্ত্রী, -কিনী। ২। রথ; (জ্যোতিষ) অশুভ-বোধক চক্র বিঃ। পতাকা+ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

পতি—স্বামী, ভর্তা; রক্ষক; প্রভু; নায়ক। পা+ডতি কর্তৃ। বি; পুং।

পতিংবরা—যে কন্যা স্বয়ং নিজ পতি নির্বাচন করিয়া লয়, স্বয়ংবরা। উপতৎ পতি—বৃ+খচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পতিকুল—স্বামীর ঘর বা বংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পতিঘাতিনী—স্বামীর হত্যাকারিণী, স্বামিহন্ত্রী। উপতৎ; পতি—হন্‌+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পতিঘ্ন—স্বামিঘাতী, প্রভুহত্যাকারী, প্রভুহন্তা। উপতৎ; পতি—হন্‌+ক কর্তৃ। বিণ।

পতিঘ্নী—১। স্বামীর মৃত্যুসূচক হস্তরেখাদি-যুক্ত; পতিঘাতিনী (কর-রেখা ইঃ অর্থে)। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বামীর মৃত্যুসূচক হস্তরেখা বিঃ। পতি—হন্‌+টক্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পতিত—যে বা যাহা পড়িয়া গিয়াছে এরূপ, অধোগত ; অকৃষ্ট ; চলিত ; গলিত ; স্বধর্মভ্রষ্ট, পাপী ; নীচ ; সমাজে অবনত ; উপস্থিত ('দৃষ্টিপথে —')। পত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পতিতজমি—যে জমির আবাদ হয় নাই ও যাহাতে কোন কর ধার্য নাই তাহা। বাংপ্র। বি।

পতিতপাবন—১। শ্রীকৃষ্ণ ; শ্রীচৈতন্যদেব। বি ; পুং। ২। পাপীর উদ্ধারকর্তা, যিনি পাপীকে পাপমুক্ত করেন এরূপ। পতিতের পাবন (পবিত্রতাকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

পতিতা—১। দুশ্চরিত্রা ; চলিতা ; অধোগতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। বেশ্যা, বারনারী। পতিত+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পতিদেবতা, -দেবা—যে নারীর কাছে স্বামী দেবতার ন্যায় পূজ্য, পতিব্রতা। পতি দেবতা, দেব যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পতিপ্রাণা—সতী, পতিব্রতা, সাধ্বী। পতি প্রাণ যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পতিপ্রিয়া—স্বামীর প্রণয়ভাগিনী ; স্বামিসোহাগিনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ ; স্ত্রী।

পতিবত্নী—সধবা, সভর্তৃকা ('— নারী')। পতি+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (ন-আগম)। বিণ ; স্ত্রী।

পতিবিয়োগ—স্বামীর মৃত্যু ; স্বামীর সহিত বিরহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পতিব্রতা—সতী, সাধ্বী, পতিপরায়ণা। পতিই ব্রত (অর্থাৎ ব্রতের ন্যায় সদা উপাস্য) যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পতিমতী—প্রভুযুক্তা (পৃথিবী)। পতি+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পতিয়াই—প্রত্যয়, বিশ্বাস ("মনু মনে নাহি পতিয়াই"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে, বিশ্বাস করিবে ("বিদ্যাপতি কহ কো পতিয়ায়ব"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

পতিরতা—পতিব্রতা, স্বামীতে অনুরক্তা। ৭মীতৎ। বিণ ; স্ত্রী।

পতীয়ন্তী—স্বামী পাইতে উৎসুকা, পতিকামা। পতি+ক্যচ্ (=পতীয় নামধাতু)+শতৃ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পত্তন—১। নগর, পুর, শহর। পত্+তনন্ অধি। বি ; ক্লী। ২। আরম্ভ ; স্থাপন ('নগর—', 'ভিত্তি—') ; ভিত্তিভূমি ; লড়াই বা যুগ ; সন্ধান ; প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া করনির্ধারণপূর্বক প্রজাকে জমি-জমা দান। বাংপ্র। বি। **নাম পত্তন করা**—জমিদারি বা কালেক্টরীর দলিলপত্রে নাম উঠানো। ৩। অনুসন্ধান, সন্ধান। প্রা কপ্র। বি।

পত্তনদার, পত্তনিদার—জমিদারের অধীন ভূসম্পত্তির করদাতা ; যে পত্তনিস্বত্ব ভোগ করে। পত্তন, পত্তনি+দার। বাংপ্র। বি।

পত্তনপাল, পত্তনাধ্যক্ষ—'পোর্ট কমিশনার', বন্দরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। পত্তন—পা+ণিচ্+অন কর্তৃ ; পত্তনের পাল, অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পত্তনি—কায়েমী (স্থায়ী) বন্দোবস্তে জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট খাজনায় লওয়া তালুক মৌজা প্রঃ। বাংপ্র। বি।

পত্তনিদার—'পত্তনদার' দ্রঃ।

পত্তনী—নির্দিষ্ট খাজনা দিবার নিয়মে লব্ধ। বাংপ্র। বিণ।

পত্তর—প্রভৃতি, ইত্যাদি (অন্য শব্দের পরে যুক্ত হয়, যেমন—চিঠিপত্তর, জিনিসপত্তর)। <পত্র। অ।

পত্তি—১। পদাতিক সৈন্য ; বীর ; সেনা বিঃ [এক হস্তী, এক রথ, তিন অশ্ব, পঞ্চ পদাতিক] ; যে দলে পঞ্চায় জন সেনা আছে। পদ্+তিচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। গতি। পদ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। রোগীর পথ্য। <পথ্য। বি।

পত্তিসংহতি—পদাতিক সৈন্যবৃন্দ, যে সেনাদল পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পত্নী—বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্যা। পতি+ঈপ্ জায়ার্থে (ন-আগম)। বি ; স্ত্রী।

পত্নীপ্রিয়—১। স্ত্রীর ভালবাসার পাত্র, ভার্যার প্রণয়ভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। পত্নী প্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

পত্নীপ্রেম (-প্রেমন্)—১। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। ২। স্ত্রীর ভালবাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পত্নীবৎসল—স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

পত্র—১। পাতা ; বাহন, অশ্বশকটাদি। পত্+রক্ কর্তৃ। ২। পক্ষ, পালক ; বাণের পক্ষ ; পুস্তকাদির পাতা ; সোনা প্রঃ ধাতুর পাত ; পত্রলতা ; শরপত্র, অস্ত্রাদির ফলক ; চন্দনাদি দ্বারা পত্রাকার রচনা ; চিঠি ; লিখিত কাগজ ; মুদ্রিত কাগজ ; দলিল প্রঃ এবং অপরাপর জিনিস। পত্+রক্ করণ। বি ; ক্লী। ৩। প্রভৃতি, এবং সমজাতীয় অন্যান্য বস্তু ('জিনিস—', 'খাতা—')। বাংপ্র। বি।

পত্রক—ছোট পাতা, leaflet ; চন্দনাদি-রচিত চিত্রসমূহ। পত্র+কন্ ক্ষুদ্রার্থে, স্বার্থে। বি ; ক্লী।

পত্রকণ্টক—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) কোন কোন গাছের পাতার কঠিন ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, spine. পত্ররূপ কণ্টক, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

পত্রকোরক—পাতার কুঁড়ি, bud. পত্রের কোরক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পত্রত্যাগী (-ত্যাগিন্), **-মোচী** (-মোচিন্)—পর্ণমোচী, শীতকালে যে সকল গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়া যায় এরূপ (অশ্বত্থাদি বৃক্ষ)। উপতৎ ; পত্র—ত্যজ্+ঘিনুণ্, মুচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ।

পত্রদারক—করাত। পত্রাকার দারক (ছেদক), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পত্রনবিস—চিঠি লেখার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। পত্র+নবিস (<ফা 'নবীস')। ৭মীতৎ। বি।

পত্রপাঠ—১। চিঠি পড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। চিঠি পড়িবামাত্র ; তৎক্ষণাৎ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পত্রপুট—১। পাতার ঠোঙা, পাতার তৈরী পাত্র। মধ্যপ কর্মধা। ২। পত্ররূপ পাত্র। রূপক কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

পত্রপুষ্প—১। রক্ততুলসী। পত্র (পাতা) পুষ্পসদৃশ যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। পাতা এবং ফুল। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

পত্রপুষ্পা—তুলসী। পত্র পুষ্পসদৃশ যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পত্রবন্ধ—১। পাতা ফুল প্রঃর আকারে তৈয়ারী জিনিস। পত্রের (পাতার) ন্যায় বন্ধ (রচনা) যাহার, বহু। ২। পাতালতায় রচিত সাজসজ্জা। পত্রদ্বারা বন্ধ, ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।

পত্রবল্লী, -লতা—তিলক প্রঃ, পত্রাবলী-রচনা ; পানগাছ ; রুদ্রজটা ; পলাশীলতা। পত্রযুক্তা বল্লী, লতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পত্রবাহ—১। চিঠি-বহনকারী, লিপিবাহক। বিণ। স্ত্রী, **-হী**। ২। বাণ। পত্র—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পত্রবাহক—যে চিঠি বহন করিয়া লইয়া যায় এরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হিকা**।

পত্রব্যবহার—পরস্পরের মধ্যে চিঠি লেখা-লেখি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পত্রভঙ্গ, -ভঙ্গী—কপোলাদিতে কস্তুরিকাদি-রচিত পত্রলেখা, পত্রাবলী, অলকাতিলকা। পত্রতুল্য ভঙ্গ (খণ্ড) যাহার, বহু ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

পত্রমঞ্জরী—পাতার অগ্রভাগ ; পত্রাকার-মঞ্জরীযুক্ত তিলক বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পত্রমুকুল—(উদ্ভিদ্বিদ্যা) যে কুঁড়িতে শুধু পাতা হয় (ফুল হয় না), leaf-bud. পত্রোৎপাদক মুকুল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পত্রমুদ্রা—কাগজে প্রচলিত সরকারী মুদ্রা, currency note. পত্রস্থিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পদাগ্র—পায়ের আগা, চরণাগ্র ; পদপ্রান্ত। পদের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদাঘাত—লাথি। পদদ্বারা আঘাত, ৩য়া-তৎ। বি ; পুং।

পদাঙ্ক—পায়ের দাগ ; পায়ের ছাপ, পদচিহ্ন ; (লক্ষ্যার্থে) কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র বা কৃত কার্য ('— অনুসরণ')। পদের অঙ্ক (চিহ্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদাতি, পদাতিক—পদচারী সৈন্য, পাইক। পাদ—অত্+ইন্ কর্তৃ (পাদ-স্থানে পদ) ; পদাতি+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

পদানত, পদাবনত—যে পায়ে পড়িয়াছে এমন, চরণে পতিত ; বশীভূত। পদে আনত, অবনত, ৭মীতৎ। বিণ।

পদানুগমন, -বর্ত(র্ত্ত)ন, -সরণ—পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, (মহাজনের) প্রদর্শিত পথে গমন। পদের অনুগমন, অনুবর্তন, অনুসরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদানুগামী, -বর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্), **-সারী** (সারিন্)—পশ্চাৎ গমনকারী ; সাধুজনের প্রদর্শিত পথে গমনকারী। পদের অনুগামী, অনুবর্তী, অনুসারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী, -বর্তিনী, -সারিণী**।

পদান্তর—স্থানান্তর। অন্য পদ, নিত্য। বি ; ক্লী।

পদান্বয়—বাক্যের অন্তর্গত শব্দের পদনির্ণয় এবং অন্যান্য পদের সহিত সম্বন্ধ-প্রদর্শন, অন্বয়পূর্বক পদনির্বাচন। পদের অন্বয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদাবনত—'পদানত' দ্রঃ।

পদাবলী—কবিতার চয়ন, কবিতাসমূহ ; বৈষ্ণব গীতিকবিতা। পদের আবলী (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। **পদাবলী সাহিত্য**—বৈষ্ণব কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ সকল।

পদাম্বুজ—পদ্মের মত সুন্দর পা, পদপঙ্কজ। পদরূপ অম্বুজ, রূপক কর্মধা ; অথবা, পদ অম্বুজসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

পদারবিন্দ—পদ্মের মত পা, পাদপদ্ম। পদরূপ অরবিন্দ (পদ্ম), রূপক কর্মধা ; অথবা, পদ অরবিন্দ-সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

পদার্থ—জিনিস, সামগ্রী, বস্তু ; শব্দের প্রতিপাদ্য [পদের বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয় তাহাই পদার্থ। শব্দশক্তিতে দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া প্রঃ বুঝা যায় ; এইজন্য তাহারা সকলেই পদার্থ। ইহা হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে, দ্রব্যমাত্রই পদার্থ, কারণ তাহা পদ দ্বারা প্রকাশযোগ্য ; কিন্তু তাই বলিয়া পদার্থমাত্রই দ্রব্য নহে, কারণ দ্রব্যের গুণ-ক্রিয়াদি পদার্থ বটে, অথচ দ্রব্য নহে] ; (পদের অর্থ দ্বারা বস্তু ও তৎসংক্রান্ত গুণ-ক্রিয়াদি বুঝায় বলিয়া) দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব—এই সপ্ত ; (বেদান্তে) চিৎ ও অচিৎ ; যোগ্যতা ; মূল্য ; অভিধেয়, পদের অর্থ। পদের (শব্দের) অর্থ (অভিধেয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদার্থদর্শন, -বিজ্ঞান, -বিদ্যা—যে শাস্ত্র দ্বারা জড়পদার্থ সকলের গুণ ও গতির বিষয় জানা যায়, physics. পদার্থসম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, ক্লী, স্ত্রী।

পদার্থবিৎ—পদার্থবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। উপতৎ ; পদার্থ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

পদার্পণ—পা-ফেলা, পা-দেওয়া, চরণস্থাপন ; আগমন ; প্রবেশ। পদের অর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদাশ্রয়—১। চরণকে অবলম্বন। ৬ষ্ঠী-তৎ। ২। চরণরূপ অবলম্বন। রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

পদাশ্রিত—যে চরণে আশ্রয় লইয়াছে এরূপ ; অনুগত। পদকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

পদাসন—পা রাখিবার পিঁড়ি, পাদপীঠ ; টুল। পদের আসন (রাখিবার স্থান), ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; ক্লী।

পদাহত—যাহাকে লাথি মারা হইয়াছে এমন, চরণদ্বারা প্রহৃত। পদ দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

পদিক—পদাতিকসৈন্য। পদ+ইক চলে অর্থে। বি ; পুং।

পদুমা—পদ্মাবতী ; পদ্মা। প্রা কপ্র। বি।

পদুমিনী—পদ্মিনী ("একে ধনি পদুমিনী সহজহি ছোটি"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

পদোদক, পাদোদক—পা-ধোওয়া জল, চরণামৃত। পদস্পৃষ্ট, পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

পদোন্নতি—চাকরির উন্নতি, অধিকারের উৎকর্ষ। পদের উন্নতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পদ্ধতি—নিয়ম, রীতি ; প্রণালী ; পথ ; শ্রেণী ; পর্যায়, ক্রম ; পদচিহ্ন ; রেখা ; প্রবাহ ; আচারগ্রন্থ ; পদবী, উপাধি। পাদ—হন্+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

পদ্ম—১। কমল, শতদল, অরবিন্দ ; নিধি বিঃ ; সংখ্যা বিঃ, শত নির্বর্দ, দশ শঙ্খ ; হাতির মাথা ও শুঁড়ের উপর আঁকা এক-প্রকার চিহ্ন ; ব্যূহ বিঃ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। একজাতীয় সাপ ; রতিবন্ধ বা রতি-ক্রিয়ার প্রকার বিঃ ; তন্ত্রোক্ত দেহচক্র বিঃ [দেহস্থিত ষট্‌পদ্ম ; যথা,—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা]। পদ্+মন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পদ্ম-আঁখি—পদ্মলোচন (তাহা দ্রঃ)।

পদ্মকর—(এক হস্তে পদ্ম ধরিয়া আছেন বলিয়া) সূর্য। পদ্ম করে যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

পদ্মকর্ণিকা—পদ্মের বীজকোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

পদ্মকলি—পদ্মের কোরক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

পদ্মকাঁটা—পদ্মের নালের কাঁটা ; এক-প্রকার গাত্ররোগ (ইহাতে গায়ে কাঁটা দেখা দেয়)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পদ্মকাষ্ঠ—একপ্রকার সুগন্ধি কাঠ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

পদ্মকেশর—পরাগবিশিষ্ট পদ্মফুলের সূক্ষ্ম তন্তু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদ্মকোষ—পদ্মের কলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদ্মগন্ধি—পদ্মগন্ধযুক্ত, যাহার গন্ধ পদ্মের মত। পদ্মগন্ধতুল্য গন্ধ যাহার, বহু (ইৎ সমাসান্ত)। বিণ।

পদ্মগর্ভ—১। ব্রহ্মা, প্রজাপতি। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাঁহার, বহু। ২। পদ্মের মধ্যস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদ্মজ—ব্রহ্মা। উপতৎ ; পদ্ম (বিষ্ণুর নাভি-কমল)—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

পদ্মতন্তু—পদ্মের ডাঁটা ভাঙ্গিলে যে সুতা বাহির হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদ্মদল—পদ্মফুলের পাপড়ি বা পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদ্মনাথ—সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পদ্মনাভ—বিষ্ণু ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিঃ ; সর্প বিঃ ; জিন বিঃ। পদ্ম নাভিতে যাঁহার, বহু (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

পদ্মনাল—পদ্মের ডাঁটা, মৃণাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদ্মনেত্র—যাহার চোখ পদ্মের মত সুন্দর এমন, কমললোচন। পদ্মসদৃশ নেত্র যাঁহার, বহু। বিণ।

পদ্মপত্র—পদ্মের পাপড়ি, কমলদল ; পদ্ম-গাছের পাতা ; (পদ্মপত্রসদৃশ বলিয়া) পুষ্কর-মূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদ্মপলাশ—পদ্মের পাপড়ি ; পদ্মের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পদ্মপলাশনয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। যাহার চক্ষু পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর এবং বিস্তৃত এমন। পদ্মের পলাশ (দল), ৬ষ্ঠীতৎ ; তৎসদৃশ নয়ন, নেত্র, লোচন (চক্ষু) যাহার, বহু। বিণ। ২। (পদ্মপত্রসদৃশ-লোচনবিশিষ্ট বলিয়া) বিষ্ণু। বি ; পুং।

পদ্মপাণি—যাঁহার হাতে পদ্মফুল থাকে এমন, কমলহস্ত। পদ্ম পাণিতে যাঁহার, বহু। বিণ।

পদ্মবৎ—পদ্মের মত, পদ্মসদৃশ। পদ্ম+বতি্চ্, সদৃশার্থে। অ।

পদ্মবন—পদ্মের ঝাড়, যেখানে বহু পদ্মগাছ একসঙ্গে থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পদ্মবাস—পদ্মফুলের আঘ্রাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মবাসা—লক্ষ্মী, কমলা; সরস্বতী। পদ্ম বাস (বাসস্থান) যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

পদ্মব্যূহ—প্রাচীন ভারতে প্রচলিত পদ্মাকারে সৈন্যসমাবেশ। পদ্মাকার ব্যূহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পদ্মভূ—ব্রহ্মা। উপতৎ; পদ্ম—ভূ+ক্বিপ্, কর্তৃ। বি; পুং।

পদ্মমুখ—১। যাহার মুখ পদ্মের মত সুন্দর এমন। পদ্মতুল্য মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী। ২। পদ্মতুল্য সুন্দর মুখ। পদ্মসদৃশ মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পদ্মমুখী—পদ্মের ন্যায় মুখশোভাযুক্তা। পদ্মসদৃশ মুখ যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পদ্মমুদ্রা—তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রা বিঃ। পদ্মাখ্যা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পদ্মযোনি, পদ্মসম্ভব, পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) যোনি, সম্ভব, উদ্ভব (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি; পুং।

পদ্মরাগ—একপ্রকার তাম্রবর্ণ মণি, চুনি, মাণিক্য, ruby. পদ্মের রাগের (রঙের) ন্যায় রাগ (রং) যাহার, বহু। বি; পুং।

পদ্মরেখা—হাতের রেখা বিঃ (ইহা দ্বারা প্রচুর ধনসঞ্চয় সূচিত হয়)। পদ্মাকারা রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পদ্মলাঞ্ছন—ব্রহ্মা; সূর্য; কুবের; রাজা। পদ্ম লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

পদ্মলাঞ্ছনা—লক্ষ্মী; সরস্বতী; দুর্গা। পদ্মলাঞ্ছন+আপ্। বি; স্ত্রী।

পদ্মলোচন—যাহার চোখ পদ্মের মত এমন। পদ্মসদৃশ লোচন যাহার, বহু। বিণ।

পদ্মহস্ত—পদ্মের মত সুন্দর হাত। পদ্মসদৃশ হস্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পদ্মা—লক্ষ্মী; মনসা; পূর্ববঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিতা গঙ্গানদীর অংশ বিঃ। পদ্ম+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পদ্মাকর—পদ্মযুক্ত জলাশয়, সরোবর। পদ্মের আকর (উৎপত্তিস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মাক্ষ—১। পদ্মলোচন। পদ্মসদৃশ অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। ২। পদ্মবীজ। পদ্মের অক্ষি, ৬ষ্ঠীতৎ (অচ্ সমাসান্ত)। বি; ক্লী। স্ত্রী, -ক্ষী।

পদ্মাবতী—মনসাদেবী; কর্ণপত্নী; জয়দেবের পত্নী; পদ্মানদী। পদ্মা+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পদ্মালয়া—লক্ষ্মী, পদ্মা; লবঙ্গ। পদ্ম আলয় (গৃহ) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

পদ্মাসন—১। বসিবার একপ্রকার কায়দা, উপবেশন বিঃ, যোগাসন বিঃ; পদ্মনির্মিত আসন; রতিবন্ধ অর্থাৎ রতিক্রিয়ার প্রকার বিঃ। পদ্মাখ্য আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ব্রহ্মা। পদ্ম আসন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

পদ্মাসনা—লক্ষ্মী; পদ্মে উপবিষ্টা দেবী। পদ্ম আসন যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

পদ্মিনী—পদ্মসমূহ, কমলিনী, পদ্মের ঝাড়; যে পুকুরে বহু পদ্ম আছে; চতুর্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা প্রথমা স্ত্রী; চিতোরের জনৈক রাজমহিষী। পদ্ম+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পদ্মিনীকান্ত, -বল্লভ—সূর্য, রবি (সূর্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া)। পদ্মিনীর কান্ত, বল্লভ (স্বামী, প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পদ্মেশয়—বিষ্ণু। অলুক্ উপতৎ; পদ্মে—শী+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পদ্মোদ্ভব—'পদ্মযোনি' দ্রঃ।

পদ্য—কবিতা, শ্লোক, ছন্দোবদ্ধ রচনা। পদ+যৎ যোগ্যার্থে। বি; ক্লী।

পদ্যা—১। স্তুতি, স্তব। পদে নিবেদ্য এই অর্থে, পদ+যৎ+আপ্। ২। পদ্ধতি; রাস্তা। পদ+যৎ গমনার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পনপন—মশার ডাকের শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

পনর, পনের—১। পঞ্চদশ-সংখ্যা, ১৫। বি। ২। পঞ্চদশ-সংখ্যক। বাংপ্র। বিণ।

পনরই—মাসের পঞ্চদশ দিবস। পনর+ই তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পনস—১। কাঁঠালগাছ; কণ্টক। বি; পুং। ২। কাঁঠালফল। পন্+অসচ্ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

পনা—ভাববাচক বা বিশিষ্টতাপ্রকাশক প্রত্যয় বিঃ ('গিন্নী—')। বাংপ্র।

পনাম—নমস্কার। <প্রণাম। প্রা কপ্র। বি।

পনায়িত, পনিত—স্তুত; বর্ণিত। পন্+আয় স্বার্থে ('পনায়' ধাতু)+ক্ত কর্ম; পন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পনি—ছোট ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া। <ইং 'pony'. বি।

পনির, পনীর—লবণ দ্বারা সংরক্ষিত জলশূন্য ছানা, cheese. ফা। বি।

পনী—এক পাউণ্ড ওজনের। বাংপ্র। বিণ।

পন্থ—১। পথ। কপ্র। ২। ধর্মসম্প্রদায়; ধর্মমত; উপায়। বাংপ্র। বি।

পন্থক, পন্থকি—পথের। প্রা কপ্র। বি।

পন্থা (পথিন্)—পথ; উপায়; স্বভাব; রীতি; সাধনার মার্গ। 'পথিন্'-শব্দের ১মার একবচন (তাহা দ্রঃ)। বি; পুং।

পন্থিক—পথিক। প্রা কপ্র। বি।

পন্থী—(সমাসে) মতানুবর্তী, পন্থাবলম্বী; ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ('নানক—')। বাংপ্র। বিণ।

পন্ন—১। পতিত; চ্যুত; গলিত; অধোমুখ। পদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত। পদ্ (পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

পন্নগ—১। সর্প; পদ্মকাষ্ঠ। বি; পুং। ২। সীসক। পন্ন (পতিত)—গম্+ড কর্তৃ (যে পতিত হইয়া গমন করে); অথবা, পদ (পা)—নঞ্ (না)—গম্+ড কর্তৃ (যে পাদ দ্বারা গমন করে না)। বি; ক্লী।

পন্নগকেশর—নাগকেশর পুষ্প। পন্নগের ন্যায় কেশর যাহার, বহু। বি; পুং।

পন্নগারি, পন্নগাশন—গরুড়। পন্নগের অরি (শত্রু), অশন (ভক্ষক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পন্নগী—স্ত্রী-জাতীয় সাপ, সর্পী; মনসাদেবী। পন্নগ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পন্নাম—প্রণাম। প্রাদে। বি।

পপাত—পড়িয়া গেল ('— ধরণীতলে')। সং শব্দ। ক্রি।

পবন—১। বায়ু, বাতাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পূ (শুদ্ধ করা)+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। ধান্যাদির তুষ ঝাড়িয়া ফেলা, সারণ; শোধন। পূ+অনট্ ভাব। ৩। কুম্ভকারের পোয়ান। পূ+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

পবনগতি—১। বায়ুর ন্যায় দ্রুতগমনশীল, দ্রুতগতি। পবনের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। বায়ুর প্রবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পবনগামী (-মিন্)—বায়ুর মত দ্রুতগামী। উপতৎ; পবন—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

পবনচক্র—বায়ুর গতি-নির্দেশক চক্রাকার যন্ত্র বিঃ, weather-cock. মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পবনতনয়, -নন্দন, -পুত্র, -পুত্র—হনুমান্; ভীম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পবনবিজয়—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা শুভ এবং অশুভ জানিবার শাস্ত্র বিঃ। পবনের বিজয় যাহাতে, বহু। বি; পুং।

পবনহিল্লোল—বাতাসের ঢেউ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পবনাত্মজ, -ত্মজ—হনুমান্; ভীম; বহ্নি। পবনের অঙ্গজ, আত্মজ (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পবনাল—ধান্য বিঃ, দেধান। উপতৎ পবন (ধান্যশোধন)—অল্+অণ্ কর্তৃ বি; পুং।

পবনেশ্বর—পবনপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ। পবনের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পবমান—পবন, বায়ু; গার্হপত্য অগ্নি। পূ+মান কর্তৃ। বি; পুং।

পবিতা (পবিতৃ)—পবিত্রতাকারক, যে পবিত্র করে এরূপ। পূ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

পবিত্র—পূত; পরিশুদ্ধ; প্রধন্ত। পূ+ইত্র কর্তৃ। বিণ। **পবিত্র ধান্য**—যব।

পবিত্রতা—বিশুদ্ধতা; নিষ্পাপত্ব। পবিত্র +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পবিত্রা—১। বিশুদ্ধা। পবিত্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রাদেশ পরিমিত ও দুইটি দলযুক্ত অগ্রভাগের কুশ। পূ+ইত্র কর্তৃ+আপ্। ৩। তুলসী; নদী বিঃ; হরিদ্রা। পূ+ইত্র করণ+আপ্। বি; স্ত্রী (২য় অর্থে ক্লীবও হয়, পবিত্র)। ৪। পবিত্র করা। কপ্র। ক্রি।

পবিত্রাত্মা (-ত্মন্)—পূতচরিত্র, শুদ্ধচিত্ত। পবিত্র আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

পবিত্রারোপণ, -রোহণ—শ্রাবণ মাসের শুক্ল-দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণু প্রঃ দেবতার উদ্দেশে উপবীত (পৈতা)-দানরূপ উৎসব বিঃ। পবিত্রের (উপবীতের) আরোপণ, আরোহণ (দান), ৬ষ্ঠীতৎ (উপচার দ্বারা বহুব্রীহির অর্থ)। বি; ক্লী।

পবিত্রিত—যাহা পবিত্র হইয়াছে এমন; সংশোধিত, পরিষ্কৃত; বিশুদ্ধীকৃত। পবিত্র +ণিচ্ (=পবিত্রি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পবিত্রীকৃত—যাহা পবিত্র করা হইয়াছে এরূপ। পবিত্র+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পবিত্রী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -করণ।

পমেটম—চুলে মাখিবার সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ। <ইং 'pomatum'. বি।

পম্পা—দক্ষিণ ভারতের ওড্রদেশীয় নদী বিঃ, প্রাচীনকালের সরোবর বিঃ। পা (পান করা)+প অধি+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

পয়—১। ভাল বরাত, শুভাদৃষ্ট। ২। মঙ্গল; মঙ্গলজনক চিহ্ন। <পদ। বি

পয়ঃ (পয়স্), **পয়**—দুগ্ধ; জল। পা (পান করা)+অসুন্ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

পয়ঃপ্রণালী—নরদমা, জল বাহির হইয়া যাইবার পথ। পয়ো-নিঃসারিণী প্রণালী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পয়গম্বর—ঐশ্বরিক-বার্তাপ্রচারক; ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। ফা। বি।

পয়জার—চটি জুতা ("তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।"—বঙ্কিম)। ফা। বি।

পয়দল, পয়দাল—১। পদাতিক সৈন্য। প্রা কপ্র। বি। ২। পায়ে হাঁটিয়া। হি-মু। ক্রি-বিণ।

পয়দা—উৎপাদন; জন্ম। ফা। বি।

পয়দাল—'পয়দল' দ্রঃ।

পয়নালা, -নালী—নরদমা, জলপ্রণালী। <পয়োনালক। বি।

পয়-পয়—বারবার। বাংপ্র। অ।

পয়মন্ত—ভাগ্যবান্; কল্যাণপ্রদ। পয়+মন্ত বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পয়মাল—পদদলিত; নষ্ট। ফা। বিণ।

পয়মাশ—জমি প্রঃর মাপ, জরিপ। ফা। বি। **পয়মাশী জমি**—জরিপ-করা জমি।

পয়রা—পাতলা ('— গুড়')। বাংপ্র। বিণ।

পয়লা, পহেলা—প্রথম; মাসের প্রথম দিন। হি-মু। বিণ বা বি।

পয়সা—তাম্রমুদ্রা; অর্থ, টাকাকড়ি। বাংপ্র। বি। **পয়সা করা**—অর্থসঞ্চয় করা, ধনবান্ হওয়া। **পয়সার কাজ**—অনেক টাকার কাজ। **দু'পয়সা করা**—বেশ কিছু টাকাকড়ির মালিক হওয়া।

পয়সাওয়ালা—ধনবান্। পয়সা+ওয়ালা আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

পয়স্বিনী—১। যে গরু খুব দুধ দেয়, প্রশস্ত দুগ্ধবতী গাভী; নদী; রাত্রি; ছাগী; ক্ষীরবিদারী; জীবন্তী। বি; স্ত্রী। ২। দুগ্ধবতী; জলশালিনী। পয়স্ (দুগ্ধ, জল)+বিন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পয়স্য—দুগ্ধে প্রস্তুত, দুগ্ধজাত। পয়স্+য্যঞ্ ভবার্থে। বিণ।

পয়া—১। পদ; সৌভাগ্য; সুলক্ষণ। <পদ। বি। ২। সৌভাগ্যবান্; সুলক্ষণ-যুক্ত। পয়+আ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পয়ান, পয়ানি—প্রস্থান, গমন। <প্রয়াণ। প্রা কপ্র। বি।

পয়ান, পোয়ান—কুমারের চুলা। <পবন। বি।

পয়ার—চৌদ্দ অক্ষরে রচিত দুই চরণবিশিষ্ট বাংলা পদ্য। <পদকার। বি।

পয়ারে—পয়াররচনাকারী; কবি। বাংপ্র। বিণ বা বি।

পয়ে—ভাগ্যে; মঙ্গলে; নিশ্চয়; শুধু। প্রা কপ্র। অ। **পয়ে আকার, পয়ে-কার**—পলায়ন করার ইঙ্গিত বা ভাবা।

পয়োজ—পদ্ম। উপতৎ; পয়স্—জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

পয়োদ—মেঘ; মুস্তক, মুথা। উপতৎ; পয়স্—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

পয়োধর—স্ত্রীলোকের স্তন; মেঘ; নারিকেল। পয়ের ('পয়স্'-শব্দ) ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পয়োধি, -নিধি—সমুদ্র, জলধি। পয়স্—ধা+কি কর্তৃ; পয়ের নিধি (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পয়োনালী—পয়নাল (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পয়োনিধি—'পয়োধি' দ্রঃ।

পয়োমুখ—যাহার উপরিভাগে দুগ্ধ রহিয়াছে এমন। পয়ঃ মুখে যাহার, বহু। বিণ। **পয়োমুখ বিষকুম্ভ**—যে কলসীর উপরে দুগ্ধ, কিন্তু ভিতরটা বিষে ভরা; (ইহা হইতে) যে ব্যক্তির মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

পয়োমুচ্ (-মুক্)—মেঘ। উপতৎ; পয়স্—মুচ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পর—১। অন্য; ভিন্ন; অনাত্মীয়; অত্যন্ত; অধিক; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; (সমাসের উত্তরপদ হইলে) নিষ্ঠ, আসক্ত; অনন্তর; সম্যক্; দূর; অধিক; সীমা; পরিচ্ছিন্ন। পৃ+অপ্ করণ। বিণ। **পরের ঘর**—(মেয়েদের) শ্বশুরঘর। ২। পরমাত্মা; ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল; শত্রু। বি; পুং। ৩। ব্রহ্ম; মুক্তি, মোক্ষ। পৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৪। কেবল; অনন্তর, পশ্চাৎ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। ৫। পাখির পালক, ডানা। ফা। ৬। প্রহর। <প্রহর। বি। ৭। উপর। <উপর। অ।

পরওয়া—ভয়; ভাবনা। <ফা 'পরবা'। বি।

পরওয়ানা—হুকুমনামা; আজ্ঞাপত্র; আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশপত্র। <ফা 'পরবানা'। বি।

পরক—১। ভিন্নদেশীয়, পরদেশী, alien. পর+ক নিবাসার্থে। বি; পুং, বা বিণ। ২। পরের। প্রা কপ্র। সর্ব।

পরকলা—কাচ; দৃষ্টি-সহায়ক কাচ; আরশি। <ফা 'পর্কালা'। বি।

পরকাল—মৃত্যুর পরবর্তী সময়; ভবিষ্যৎ জীবন। পরবর্তী কাল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। **পরকাল খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। **পরকাল ঝরঝরে**—ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাহীন।

পরকাশ—১। প্রকাশ। বি। ২। পরিষ্কার, স্পষ্ট। কপ্র। বিণ।

পরকাশা—প্রকাশ করা। কপ্র। ক্রি।

পরকিত—প্রকৃত। প্রা কপ্র। বিণ।

পরকীয়—অন্য-সম্বন্ধীয়; অপরের। পর +ঈয় সম্বন্ধার্থে (ক-আগম)। বিণ।

পরকীয়া—১। প্রেমপাত্রী পরনারী;

নায়িকা বিঃ, যে পরস্ত্রীকে নিজ নায়িকারূপে কল্পনা করা হয়, যে নায়িকা গোপনে পরের সঙ্গে প্রেম করে [পরকীয়া দুইপ্রকার—পরোঢ়া ও কন্যকা]। বি ; স্ত্রী। ২। অন্য-সম্বন্ধীয়া। পরকীয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পরক্ষেত্র—পরস্ত্রী ; অন্যের ক্ষেত্র, পরের ভূমি ; অন্যের শরীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরখ—পরীক্ষা, যাচাই ; পর্যালোচনা, বিবেচনা। <পরীক্ষা। বি।

পরখা—পরীক্ষা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরগনা—কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি ; জেলার অংশ। <ফা অথবা সং 'প্রগণ'। বি।

পরগাছা—যে গাছ অপর গাছকে আশ্রয় করিয়া জন্মে, অন্য বৃক্ষের উপরে জাত গাছ, পরজীবী উদ্ভিদ্, parasite ; (ব্যঙ্গার্থে) অবাঞ্ছিত পরজন, পোষ্যপুত্র। পর (অপর) গাছ, কর্মধা+আ স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

পরগ্রন্থি—আঙুলের পাব, অঙ্গুলিপর্ব। পর (পশ্চাৎ) গ্রন্থি (গাঁইট) যাহার, বহু। বি ; পুং।

পরগ্লানি—পরের নিন্দা, পরের দোষ বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরঘরী-যে পরের বাড়িতে থাকে এমন, পরাশ্রয়ী, পরগৃহবাসী ; বিবাহিতা, পতিগৃহ-গতা। পরঘর+ঈ আশ্রিতার্থে। বাংপ্র। বিণ। **পরঘরী পান্তামারী**—যে অপরের ঘরে বাস করে ও অপরের দেওয়া পান্তাভাত খায় ; (ইহা হইতে) যাহার নিজের কোন আশ্রয় ও অন্নের সংস্থান নাই।

পরচক্র—শত্রুর চক্রান্ত। পরের (শত্রুর) চক্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরচর্চা(র্চ্চা)—অন্যের বিষয় আলোচনা ; পরনিন্দা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরচা—জমির খাজনা পরিমাণ মালিকানা প্রঃর পরিচয়-জ্ঞাপক সরকারী কাগজ, record of rights. <পরিচয়। বি।

পরচার—প্রচার, প্রকাশ, ঘোষণা। প্রা কপ্র। বি।

পরচাল, -চালা—ছোট চালা ; বড় ঘরের চালের সহিত যোগ করা ছোট চাল ; অন্তচালা ; চালের ছাঁচ। বাংপ্র। বি।

পরচিতেন—কবিগানে চিতেনের পরবর্তী অংশ। বাংপ্র। বি।

পরচুল, -চুলা—মাথায় পরিবার নকল চুল ; নকল চুল দাড়ি কেশাবরণ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পরচ্ছন্দ—১। পরের ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। পরাধীন, পরবশ। পরের (অন্যের) ছন্দে ছন্দ (অভিলাষ) যাহার, বহু বিণ।

পরচ্ছন্দানুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—যে পরের মন যোগাইয়া চলে এরূপ ; পরাধীন। উপতৎ ; পরচ্ছন্দ—অনু—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

পরচ্ছিদ্র—পরের দোষ। পরের ছিদ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরচ্ছিদ্রান্বেষী (-ষিন্)—যে অন্যের দোষ খোঁজে এমন। উপতৎ ; পরচ্ছিদ্র—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

পরজ, পরোজ—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। <পরাজিকা। বি।

পরজাত—অন্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন ; অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত। ৫মীতৎ। বিণ।

পরজাতি—জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী. species. বাংপ্র। বি।

পরজিত—অপরে যাহাকে হারাইয়া দিয়াছে এমন, অন্যাভিভূত ; শত্রু কর্তৃক পরাস্ত। পর (অন্য, শত্রু) কর্তৃক জিত (পরাভূত), ৩য়াতৎ। বিণ।

পরজীবী (-বিন্)—পরগাছা ; রোগ-জীবাণু, parasite. উপতৎ ; পর—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পরঞ্জয়—১। শত্রুজয়কারী। পর—জি+খচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। বরুণ। বি ; পুং।

পরটা, পরোটা—ঘিয়ে ভাজা স্তরে স্তরে পাট করা একপ্রকার রুটি বা লুচি। হি-মু। বি।

পরণাম—প্রণাম ("এ সখি কাহে পরণাম" —বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

পরত—ভাঁজ, স্তর। বাংপ্র। বি।

পরতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। পর তন্ত্র (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

পরতা, -ত্ব—পার্থক্য, ভিন্নত্ব ; শ্রেষ্ঠত্ব ; আসক্তি ; শত্রুতা ; দূরত্ব। পর+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

পরতাপ—১। প্রতাপ, প্রভাব। <প্রতাপ। প্রা কপ্র। বি। ২। পরের যন্ত্রণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরতাল—১। পুনরায় পরীক্ষা ; পুনরায় মাপা। বাংপ্র। ২। পুনরায় অভ্যাস ; অভ্যাস করানো, শিখানো। প্রাদে। বি।

পরতেক—প্রত্যেক ; প্রত্যক্ষ। প্রা কপ্র। বিণ। [ক্রি।

পরতেকি—প্রত্যক্ষ করিয়া। প্রা কপ্র।

পরতেখ—প্রত্যক্ষদর্শন। প্রা কপ্র। বি।

পরত্ব—'পরতা' দ্রঃ।

পরত্র—পরকালে ; পরলোকে। পর (অন্য) +ত্র (৭মী-স্থানে)। অ।

পরথা—প্রথা। প্রা কপ্র। বি।

পরথাই, -থাব—প্রসঙ্গ, উল্লেখ। <প্রস্তাব। প্রা কপ্র। বি।

পরদাজ—নিষ্পাদনকারী, সমাধানকারী। ফা। বিণ।

পর-দার—অন্যের স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরদারগমন—পরস্ত্রী-সংগম, অন্যের স্ত্রীর সহিত সংগম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরদারগামী (-মিন্)—অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত সংগমকারী। উপতৎ ; পরদার—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

পরদারিক পরস্ত্রীগামী। পরদার+ইক। বিণ ; পুং।

পরদারী (-রিন্)—পরস্ত্রীসম্ভোগকারী, অন্যের স্ত্রীতে আসক্ত। পরদার+ইন্ আসক্ত অর্থে। বিণ।

পরদেশ—১। বিদেশ, নিজ অধিকৃত দেশ ভিন্ন অন্য দেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। পরলোক, স্বর্গ। পরবর্তী দেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পরদেশী—বিদেশী ; প্রবাসী ; পরদেশে জাত। পরদেশ+ঈ নিবাসার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পরদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—যে পরকে হিংসা করে এরূপ। উপতৎ ; পর—দ্বিষ্+ণিন্ বা ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী**।

পরধন—পরের টাকাপয়সা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরধন-লোভী (-লোভিন্)—যে পরের অর্থাদি আত্মসাৎ করিতে চায় এমন। উপতৎ। পরধন—লুভ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লোভিনী**।

পরধর্ম(র্ম্ম)—অন্যের কর্তব্য বা ধর্ম ; স্বীয় ধর্মের অতিরিক্ত ধর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরধর্ম(র্ম্ম)দ্বেষী (-দ্বেষিন্)—যে পরের ধর্মমতকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে এমন, ধর্মোন্মত্ত, fanatic. উপতৎ ; পরধর্ম—দ্বিষ্+ণিন্ বা ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী**।

পরন—১। কাপড় ইঃ পরিধান। <পরিধান। ২। তবলা প্রঃ আনদ্ধ যন্ত্র প্রাথমিক সরল ছন্দের পরে প্রযুক্ত বাদ্য। <পরম্। বি।

পরনারী—অন্যের স্ত্রী ; কোনও পুরুষের অনাত্মীয়া রমণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরনিন্দা—অন্যের দোষ-কথন, পরের কুৎসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরনিপাত—(ব্যাকরণ) সমাসে কোন শব্দের পূর্বে অবস্থান স্বাভাবিক হইলেও বিশেষ নিয়মে পরে অবস্থান। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

পরন্তপ—শত্রুর পীড়াদায়ক ; যে শত্রুকে পীড়া দেয় এরূপ। উপতৎ ; পর—তপ্+ণিচ্+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

পরন্তু-কিন্তু, অধিকন্তু ; অপরঞ্চ ; পক্ষান্তরে ; তাছাড়া ; পরেও। পরম্+তু। অ।

পরপক্ষ—১। শত্রুপক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রথমা স্ত্রীর পরে বিবাহিতা স্ত্রী। পরবর্তী পক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পরপতি—উপপতি; অন্যের স্বামী। কর্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরপদ—উৎকৃষ্টস্থান; শ্রেষ্ঠপদ; মুক্তি; (ব্যাকরণ) সমাসে এক পদের পরবর্তী অপর পদ। পর (শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী) পদ, কর্মধা। বি; ক্লী।

পরপর—একটির পর আর একটি—এই ভাবে; উত্তরোত্তর। পর হইতে পর, ৫মীতৎ। ক্রি-বিণ।

পরপিণ্ড—অন্যের অন্ন, অপরের দেওয়া খাদ্য। ৬ষ্ঠীতৎ; বা, পরপ্রদত্ত পিণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পরপিণ্ডভোজী (-জিন্), **পর-পিণ্ডোপজীবী** (-জীবিন্)—পরপিণ্ডাদ (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; পরপিণ্ড—ভুজ্, উপ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী, -জীবিনী**।

পরপিণ্ডাদ—১। পরের অন্নে যাহার জীবিকানির্বাহ হয় এরূপ, পরান্নজীবী। বিণ। স্ত্রী, **-দী**। ২। ভৃত্য, চাকর। উপতৎ; পরপিণ্ড—অদ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরপীড়ক—অন্যের উপর অত্যাচারকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পীড়িকা**।

পরপীড়ন, -পীড়া—অন্যের উপর অত্যাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পরপুরুষ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিষ্ণু; স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি, উপনায়ক; অন্যপুরুষ, কোনও রমণীর অনাত্মীয় পুরুষ। কর্মধা। বি; পুং।

পরপুষ্ট—১। কোকিল। বি; পুং। ২। অন্যকর্তৃক প্রতিপালিত। পর কর্তৃক পুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

পরপুষ্টা—১। বেশ্যা, গণিকা; কোকিলা। বি; স্ত্রী। ২। অন্যকর্তৃক প্রতিপালিতা। পরপুষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পরপূর্বা(র্ব্বা)—যে স্ত্রীর পূর্বে অন্য স্বামী ছিল সে, যে স্ত্রী পূর্ব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অপর একজনকে স্বামিরূপে গ্রহণ করে সে। পর (অন্য স্বামী) পূর্ব যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরপ্রপৌত্র (ত্র)—নাতির নাতি, প্রপৌত্রের পুত্র। পর (পশ্চাদ্গামী) প্রপৌত্র (পৌত্রের সন্তান), কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, **-প্রপৌত্রী**।

পরপ্রেম (-প্রেমন্)—পরের ভালবাসা; পরকে ভালবাসা। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

পরব—উৎসব, আনন্দজনক অনুষ্ঠান। <পর্ব। বি।

পরবর্তী (-র্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—পরে অবস্থিত, পশ্চের। উপতৎ; পর—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

পরবশ—অন্য ব্যক্তির বশীভূত, পরায়ত্ত, পরাধীন; কোনও চিত্তবিকারের অধীন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি, **-তা, পারবশ্য**।

পরবাদ—পরনিন্দা, পরাপবাদ; প্রত্যুত্তর, উত্তরবাদ। পরনিন্দক বাদ (কথা), মধ্যপ কর্মধা; বা, পর (উত্তর) বাদ, কর্মধা। বি; পুং।

পরবাদী (-বাদিন্)—প্রত্যুত্তরকারী, উত্তরবাদী; প্রত্যর্থী। উপতৎ; পর—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

পরবাস—১। প্রবাস। কপ্র। বি। ২। অন্যের গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরবাসী—বিদেশবাসী। <প্রবাসী। কপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

পরবী—পরব উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ। পরব+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি।

পরবেশ—প্রবেশ। কপ্র। বি।

পরবোধ—প্রবোধ। কপ্র। বি।

পরব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—১। পরমেশ্বর, পরম-পুরুষ, সর্বাতীত ব্রহ্ম। কর্মধা। ২। ঈশ্বর-প্রতিপাদক উপনিষৎ বিঃ। পর ব্রহ্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মের বিষয়) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পরভাগ—১। ভাল বরাত, উৎকৃষ্ট ভাগ্য; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ; শ্রেষ্ঠাংশ; শেষভাগ। পর (শ্রেষ্ঠ, অন্তিম) ভাগ, কর্মধা। ২। পরের ভাগ, অন্যের অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরভাগ্যোপজীবী (-জীবিন্)—যে অপরের উপায় বা অর্থের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে এমন। উপতৎ; পরভাগ্য—উপ—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

পরভাত—১। প্রভাত ("পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি চমকি উঠিল রাই"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। ২। অন্যের অন্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পরভাতা, -তী—অন্নের জন্য পরের উপর নির্ভরকারী; পরের অন্নে প্রতিপালিত। পরভাত(২)+আ, ঈ ভক্ষকার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পরভৃৎ—কাক, বায়স। উপতৎ; পর (অন্য অর্থাৎ কোকিলকে)—ভৃ (পোষণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরভৃত—১। কোকিল। বি; পুং। ২। অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

পরম—প্রথম, আদ্য; শেষ; প্রকৃত; উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; প্রধান; চরম; সর্বাতীত; অত্যন্ত; মহৎ; (গণিত) অন্যনিরপেক্ষ, স্বয়ংস্থিত, absolute. পর—মা+ক কর্তৃ। বিণ।

পরমগতি—১। উৎকৃষ্ট গতি; মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ। পরমা গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। মোক্ষের হেতুস্বরূপ। পরমা গতি যাহা হইতে, বহু। বিণ।

পরমত—১। অন্যের ইচ্ছা; অপরের ধর্মমত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অন্যপ্রকার অভি-প্রায়। কর্মধা। বি; ক্লী।

পরমতগ্রহণ—অন্যের মত মানিয়া লওয়া; নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অপরের ধর্মগ্রহণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পরমতসহিষ্ণুতা—অন্যের মত বা সিদ্ধান্ত শুনিবার মত মানসিক স্থিরতা। পরমতকে সহিষ্ণু, ২য়াতৎ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ—**পরমতসহিষ্ণু**।

পরমতাবলম্বী (-ম্বিন্)—অন্যের মত-গ্রহণকারী; ধর্মান্তর-গ্রহণকারী। উপতৎ; পরমত—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ম্বিনী**। বি, **-লম্বন, -লম্বিতা**।

পরমতাসহিষ্ণু—যে অন্যের মত সহ্য করে না এমন। পরমতকে অসহিষ্ণু, ২য়াতৎ। বিণ। বি, **-ষ্ণুতা**।

পরমপদ, -পদার্থ—মুক্তি, অপবর্গ; শ্রেষ্ঠস্থান; পরদেবতার চরণ। পরম পদ, পদার্থ, কর্মধা। বি; ক্লী, পুং।

পরমপিতা (-পিতৃ)—জগৎস্রষ্টা, জগদীশ্বর। কর্মধা। বি; পুং।

পরমপুরুষ, -ব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম [শাস্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির আদিতত্ত্ব—ইঁহারাই নিত্য, আর সকলই অনিত্য। এই পুরুষের মধ্যে যিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, বাসনা প্রঃ দ্বারা অভিভূত বা মায়ায় বদ্ধ নহেন তিনি ঈশ্বর বা পরমপুরুষ বা পরমব্রহ্ম]। কর্মধা। বি; পুং, ক্লী।

পরমমায়া—মহামায়া; পরমেশ্বরী। প্রা কপ্র। বি।

পরমমুক্তি—ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্তমান-শরীর-ধ্বংসের পর পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিদেহ-কৈবল্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পরমর্ষি—১। বেদব্যাসাদি ঋষি। পরম (শ্রেষ্ঠ) ঋষি, কর্মধা। বি; পুং। ২। ব্রহ্ম-বেত্তা। পরম (ব্রহ্ম)—ঋষ্ (প্রাপ্ত হওয়া)+ইন্ কর্তৃ। বিণ।

পরমহংস—চতুর্বিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে এক-তম, মহাযোগী [যে মহাত্মা নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে ভ্রমণ করেন, যিনি সদা শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া শুধু বাঁচিয়া থাকিতে গেলে যতটুকু দান গ্রহণ করা দরকার ততটুকু লইয়া থাকেন, যাঁহার লাভালাভ উভয়েরই তুল্যজ্ঞান, যাঁহার আশ্রয় নাই, দেবপ্রাঙ্গণ, গাছের তলা, নদীর ধার প্রঃ সাধারণভোগ্য ভূমিই যাঁহার আশ্রয়, যাঁহার কোন বিষয়ে যত্ন বা মমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে

চিত্ত অর্পণপূর্বক শুভাশুভ কর্ম করের জন্ত সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা হয়]। পরম (প্রধান) হংস (তপস্বী), কর্মধা ; অথবা, পরম হংস (আত্মা) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

পরমা—শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। পরম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। **পরমা গতি**—নির্বাণ ; মুক্তি ; কৈবল্য। **পরমা প্রকৃতি**—আদ্যাশক্তি, মূল প্রকৃতি, সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির আদিভূতা মহামায়া।

পরমাই—পরমায়ু, জীবনকাল। বাংপ্র। বি।

পরমাণ—প্রমাণ, সাক্ষী ; নিদর্শন ("কাঠক পুতলি ঐছে মুরুছায়ত গোবিন্দদাস পরমাণ" —গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বি।

পরমাণু—অ-দৃষ্টিগোচর সূক্ষ্মতম কণা, মৌল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ, atom. [যাহার নিজের অবয়ব নাই কিন্তু পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষ সংমাত্ররূপ, পদার্থনিচয় ভাগ করিতে করিতে যখন এমন ভাগে উপস্থিত হয় যে আর তাহা ভাগ করিতে পারা যায় না, তখন তাহাকে পরমাণু বলে]। পরম অণু (কণা), কর্মধা। বি ; পুং।

পরমাণুবাদ—জগতের যাবতীয় পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি—এইরূপ মত ; কোন বস্তুর পরমাণু একাকী অবস্থান করিতে পারে না, প্রত্যেক পরমাণুই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে চায় এইরূপ মত। পরমাণু-বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পরমাত্মা (-ত্মন্)—পরমেশ্বর ; পরব্রহ্ম। কর্মধা। বি ; পুং।

পরমাত্মীয়—অতি ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি, পরম প্রিয়জন। কর্মধা। বি ; পুং বা বিণ।

পরমাদ—প্রমাদ ; বিপদ্। কপ্র। বি।

পরমাদর—অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ আপ্যায়ন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-মাদৃত**।

পরমানন্দ—অত্যন্ত আনন্দ। পরম আনন্দ, কর্মধা। বি ; পুং।

পরমান্ন—পায়সান্ন, দুধ ও চিনির সহযোগে পক্ব অন্ন। পরম (শ্রেষ্ঠ) অন্ন, কর্মধা [ইহা দৈব ও পৈত্রকার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন এই নামে অভিহিত হয়]। বি ; স্ত্রী।

পরমায়ুঃ (-য়ুস্), (> **পরমায়ু**)—বাঁচিয়া থাকিবার কাল, মৃত্যুপর্যন্ত সময়, শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার সময়। পরম আয়ুঃ (জীবনকাল), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পরমার্থ—প্রধান লক্ষ্য ; প্রকৃত অবস্থা, যাথার্থ্য ; শ্রেষ্ঠবস্তু ; ধর্ম ; ভগবদ্বিষয় ; পারলৌকিক বিষয়। পরম অর্থ (বস্তু), কর্মধা। বি ; পুং।

পরমার্থবিৎ (-বিদ্)—যিনি প্রকৃত বিষয় বা শ্রেষ্ঠ বস্তু জানেন এরূপ, যাথার্থ্যবেত্তা ; ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ ; পরমার্থ—বিদ্ (জানা) +ক্বিপ্, কর্তৃ। বিণ।

পরমার্থবিজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানী ; প্রচুর ধনলাভকারী। উপতৎ ; পরমার্থ—বিদ্+শ কর্তৃ। বিণ।

পরমুখাপেক্ষা, পরমুখাপেক্ষিতা—অন্যের উপর নির্ভর, কোন কাজের জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকা। পরের মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে পরমুখাপেক্ষিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

পরমুখাপেক্ষী (-ক্ষিন্)—অন্যের উপর নির্ভরকারী। উপতৎ ; পরমুখ—অপ—ঈক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পেক্ষিণী**।

পরমেশ—পরমেশ্বর, ভগবান্। পরম ঈশ, কর্মধা। বি ; পুং।

পরমেশ্বর—জগদীশ্বর ; শিব ; বিষ্ণু ; পরব্রহ্ম। পরম ঈশ্বর, কর্মধা। বি ; পুং।

পরমেশ্বরী—দুর্গা, পার্বতী। পরমেশ্বর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পরম্পর—পরপর, অনুক্রমাগত। পরম্পরা +অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পরম্পরা—অবিচ্ছিন্ন ধারা ; সন্ততি ; শ্রেণী, সমূহ ; বধ ; পরপর, অনুক্রম ; অন্বয়, বংশ। পরম্—পৃ বা পৃ+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পরম্পরাগত—একের পর এক করিয়া উপস্থিত, ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত। পরম্পরাদ্বারা আগত, ৩য়াতৎ। বিণ।

পরম্পরীণ—একটির পর একটি করিয়া আগত, ধারাবাহিক, ক্রমাগত। পরম্পরা+ঈন উপস্থিতার্থে। বিণ।

পররাষ্ট্র—বিদেশস্থিত রাজ্য, foreign state. পর (অপর) রাষ্ট্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

পরল, পরোল—ধুঁধুল ; ভাঁজ, পরত ; চালের নিম্নস্থ অংশ বিঃ, চাল এবং দেওয়ালের মধ্যস্থিত ফাঁক। <পটোলিকা ও পটল। বি।

পরলোক—অন্য জগৎ, লোকান্তর ; ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সত্যলোক তপোলোক মহর্লোক জনলোক—এই সাতটি উর্ধ্বলোক ; মৃত্যুর পর জীবের পুণ্য অনুসারে ভোগ্য জগৎ ; পরকাল, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা ; মৃত্যু। পর (অন্য) লোক (জগৎ), কর্মধা। বি ; পুং।

পরলোকগত—মৃত। পরলোককে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

পরলোকগমন—মৃত্যু। পরলোকে গমন, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

পরলোকপ্রাপ্ত—পরলোকগত, মৃত। পরলোককে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

পরলোকপ্রাপ্তি—মৃত্যু। পরলোকের প্রাপ্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরলোকান্তে—মরণের পর। বাংপ্র। অ।

পরশ—ছোঁয়া। <স্পর্শ। বি।

পরশন—স্পর্শ। <স্পর্শন। বি।

পরশপাথর—স্পর্শমণি। পরশ (স্পর্শগুণ)-যুক্ত পাথর, মধ্যপ কর্মধা। বি।

পরশা—ছোঁয়া, স্পর্শ করা। কপ্র। ক্রি।

পরশিত—যাহা ছোঁয়া হইয়াছে এমন, স্পৃষ্ট। কপ্র। বিণ।

পরশু—১। প্রাচীনকালের এক ধরনের যুদ্ধাস্ত্র, টাঙ্গি ; কুঠার। পর—শৃ+কু (ড) কর্তৃ। বি ; পুং। ২। গত কল্যের পূর্বদিন বা আগামী কল্যের পর দিন। <পরশ্বঃ। বি।

পরশুধর—১। পরশুরাম ; গণেশ। বি ; পুং। ২। কুঠারধারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পরশুরাম—জমদগ্নির পুত্র, দশাবতারের ষষ্ঠ অবতার। পরশুধারী রাম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পরশ্বঃ (-শ্বস্), (> **পরশু**)—আগামী দিনের পরদিন। পর শ্বঃ, কর্মধা। অ।

পরশ্রমজীবী (-জীবিন্), **পরশ্রমভোগী** (-ভোগিন্)—অপরের শ্রমের সুবিধা গ্রহণকারী ; অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণকারী। উপতৎ ; পরশ্রম—জীব্+ণিন্ কর্তৃ ; পরশ্রম—ভুজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী, -ভোগিনী**।

পরশ্রী—অন্যের সম্পদ্, অপরের উন্নতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরশ্রীকাতর—অন্যের সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষান্বিত, পরশ্রী দেখিয়া ব্যথিত। পরশ্রী দ্বারা কাতর, ৩য়াতৎ। বিণ। বি, **-কাতরতা**।

পরসঙ্গ—১। অন্যের সহিত মেলামেশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। প্রসঙ্গ। প্রা কপ্র। বি।

পরসন্ন—প্রফুল্ল ; অনুকূল ; দয়ালু। <প্রসন্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

পরসাদ—প্রসাদ, অনুগ্রহ। কপ্র। বি।

পরস্ত্রী—পরের পত্নী ; স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য নারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরস্পর—একের প্রতি বা সম্বন্ধে অন্য, অন্যোন্য। কর্মব্যতিহারার্থে 'পর'-শব্দের দ্বিত্ব, সুট্-আগম ও সমাসবদ্ভাব। সর্ব।

পরস্পরবিরোধী (-ধিন্)—একটি অন্যটির বিপরীত ; একে অন্যের প্রতি বিরুদ্ধভাবযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিনী**।

পরস্ব—অন্যের ধন, পরের সম্পত্তি। পরের স্ব (ধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরস্বত্ব—অন্যের অধিকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরস্বহরণ, পরস্বাপহরণ—পরের টাকাপয়সা কাড়িয়া লওয়া, অন্যায়পূর্বক অন্যের ধনগ্রহণ। পরস্বের হরণ, অপহরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরস্বাপহারী (-হারিন্)—অন্যায়পূর্বক পরের ধন গ্রহণকারী। উপতৎ ; পরস্ব—অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

পরস্মৈপদ-(সংস্কৃত ব্যাকরণ) ধাতুর পরবর্তী বিভক্তি বিঃ। পরস্মৈ ('পর'-শব্দের চতুর্থীর একবচন,—পরোদ্দেশ্য) পদ (চিহ্ন ফল বোধন) যাহা হইতে, অলুক্ বহু। বি ; স্ত্রী।

পরস্মৈপদী (-দিন্)—১। পরস্মৈপদের বিভক্তিযুক্ত ; যাহাতে পরস্মৈপদের বিভক্তি হইবে এমন। পরস্মৈপদ+ইন্ আছে অর্থে। স্ত্রী, **-দিনী**। ২। (ব্যঙ্গার্থে) পরের দেওয়া ; পরের। বাংপ্র। বিণ।

পরহিত—অন্যের মঙ্গল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরহিতকামী (-মিন্), **পরহিতৈষী** (-ষিন্)-অন্যের মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক। উপতৎ ; পরহিত—কম্, ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী, -ষিণী**। বি, **-কামিতা, -হিতৈষিতা, -হিতৈষণা**।

পরহিতব্রত ১। পরোপকাররূপ কর্তব্য কার্য, অন্যের মঙ্গলসাধনরূপ পুণ্যকার্য। পরহিতই ব্রত, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অন্যের উপকার করাই যাহার জীবনের লক্ষ্য এমন। পরহিত ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

পরহিতব্রতী (-তিন্)-অন্যের উপকারে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে এমন। পরহিতব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ব্রতিনী**।

পরহিতৈষণা—অপরের কল্যাণ সাধনের বাসনা, অন্যের ইষ্ট সাধনের ইচ্ছা, পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি। পরহিতের এষণা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরহিতৈষী—'পরহিতকামী' দ্রঃ।

পরা—১। অন্যা ; শ্রেষ্ঠা। পর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পরিধান করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৩। পরিহিত। পর্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৪। প্রাধান্য ; অহংকার ; বধ ; অতিক্রম ; গমন ; ক্ষতি ; আভিমুখ্য ; প্রাতিলোম্য ; ধর্ষণ ; বিক্রম ; বিরোধিতা ; তিরস্কার ; বিমোক্ষ ; অতিশয় ; অনাদর ; গতি ; প্রত্যাবৃত্তি ; ভঙ্গ। অ। ৫। নাভিমূল হইতে প্রথমোদিত নাদস্বরূপ বর্ণ, পরমপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু। পৃ+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পরাওল পরাইল, পরিধান করাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরাক্ (পরাচ্)—কুটিল, বক্র ; ঊর্ধ্বগামী ; পশ্চাদ্গামী। পরা—অনচ্+কিন্ কর্তৃ। বিণ।

পরাকরণ—বর্জন ; অবজ্ঞা ; ঘৃণাকরণ। পরা—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরাকাষ্ঠা—চরম অবস্থা, শেষ সীমা, climax. অসমস্ত পদদ্বয়।

পরাকৃত—বর্জিত, ত্যক্ত ; ঘৃণিত। পরা—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাক্রম—শক্তি, পুরুষকার ; প্রভাব। পরা—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

পরাক্রমশালী (-শালিন্)—পরাক্রান্ত, শক্তিমান্, বিক্রমযুক্ত ; প্রভাবশালী। উপতৎ ; পরাক্রম—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**। বি, **-শালিতা**।

পরাক্রান্ত—পরাক্রমশালী, শক্তিমান্। পরা—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরাক্ষ—(জ্যামিতি) ইলিপ্‌স্ (ellipse) বা উপবৃত্তের দীর্ঘতম ব্যাস, mazor axis. পর (পরম) অক্ষ, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পরাগ—ফুলের রেণু, pollen ; ধূলি ; স্নানীয় গন্ধচূর্ণ ; রেণু ; চন্দন ; পর্বত বিঃ ; খ্যাতি ; উপরাগ। পরা—গম্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

পরাগকেশর-(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) ফুলের মধ্যে অবস্থিত রেণুযুক্ত সূতার মত সরু সরু পদার্থ, কেশরের স্থূল সূত্রগাছি ব্যতীত অবশিষ্ট সূক্ষ্মসূত্র-সমুদয়, ফুলের যে কেশরে পরাগ থাকে, stamen. [পরাগকেশরের শিরোভাগে ধূলির ন্যায় একপ্রকার গুঁড়া-গুঁড়া পদার্থ থাকে।] পরাগযুক্ত কেশর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পরাগকোষ, -ধানী—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) ফুলের মধ্যে পরাগ বা ফুলরেণুর থাকিবার জায়গা, anther. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী।

পরাগত—১। যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত। পরা—আ—গম্+ক্ত কর্তৃ। ২। ব্যাপ্ত, যুক্ত ; চেষ্টিত। পরা—গম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাগধানী 'পরাগকোষ' দ্রঃ।

পরাগযোগ—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) ফুলের পরাগের পরাগকোষ হইতে বাহির হইয়া গর্ভকেশরের মাথায় লাগিয়া এবং উহার ছিদ্রপথ দিয়া গর্ভকোষে পৌঁছারূপ কাজ, pollination. পরাগের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরাঙ্ (পরাচ্)—প্রত্যাবৃত্ত ; পশ্চাদ্গামী। পরা—অনচ্+কিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চী**।

পরাঙ্মুখ—মুখ-ফিরানো, বিমুখ ; বিরত ; প্রতিকূল ; নিবৃত্ত। পরাক্ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খী, -খা**।

পরাজয়-হার, পরাভব। পরা—জি+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

পরাজিত—যে হারিয়া গিয়াছে এমন, পরাভূত, বিজিত। পরা—জি+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাজেয়—যাহাকে হারান যায় এমন। পরা—জি+যৎ কর্ম। বিণ।

পরাণ, পরাণি—প্রাণ, জীবন। <প্রাণ। কপ্র। বি।

পরাণপুতলি—প্রাণের মত প্রিয় ব্যক্তি, প্রাণসর্বস্ব ; হৃদয়, হৃৎপিণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। কপ্র। বি।

পরাণপুত্তলি, -পুত্তলী—পরাণপুতলি, অতি আদরের ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রা কপ্র। বি।

পরাণপ্রিয়—প্রাণের প্রিয় ; প্রাণের মত প্রিয়। ৬ষ্ঠীতৎ বা উপমান কর্মধা। কপ্র। বিণ।

পরাণবঁধু—অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রাণের বন্ধু ; প্রাণনাথ। কপ্র। বি।

পরাণি—'পরাণ' দ্রঃ।

পরাত—বড় থালা। <পো 'prato'. বি।

পরাৎপর—১। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বিণ। ২। পরমেশ্বর। পরাৎ পর, ৫মীতৎ (অলুক্)। বি ; পুং।

পরাত্মা (পরাত্মন্)—পরমাত্মা, পরমেশ্বর। পর আত্মা, কর্মধা। বি ; পুং।

পরাধি—অন্যের পীড়া। পরের আধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরাধিকার—অন্যের অধিকৃত বিষয় বা কার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরাধিকারচর্চা (র্চা)—অন্যের বিষয়ের বা কার্যের আলোচনা বা তাহাতে হস্তক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরাধীন—যাহাকে অপরের ইচ্ছামত চলিতে হয় এমন, পরবশ, পরতন্ত্র। পরের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি, **-ধীনতা**।

পরানো—পরিধান করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পরান্তঃপুষ্ট—যাহারা অন্যের দেহমধ্যে আপন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, পরজীবী, parasite ; কৃমি। পরের অন্তঃ (মধ্য), ৬ষ্ঠীতৎ ; পরান্তঃ (পরের দেহমধ্যে) পুষ্ট, সুপ্। বিণ।

পরান্তক-১। (সর্বসংহারক বলিয়া) মহাদেব। কর্মধা। বি ; পুং। ২। শত্রুনাশক। পরের অন্তক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিকা**।

পরান্ন—পরের দেওয়া খাদ্য ; অন্যের দ্বারা রান্না করা খাদ্যদ্রব্য (গুরু মাতুল শ্বশুর পিতা ও পুত্রের পক্ব অন্ন পরান্ন নহে)। পরের (অন্যের) অন্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পরান্নজীবী (-বিন্), **পরান্নোপজীবী** (-বিন্), **পরান্নভোজী** (-জিন্) --অন্যের অন্নগ্রহণস্বরূপ ; পরের ভাত খাইয়া

যাহার জীবন চলে এমন। উপতৎ; পরান্ন—জীব্ + ণিন্; পরান্ন—উপ—জীব্ + ণিন্; পরান্ন—ভুজ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -বিনী, -জিনী।

পরাপরা—প্রধান অপ্রধান। (পরা + অপরা।) বিণ। **পরাপরা বিদ্যা**—ব্রহ্মবিদ্যা ও জাগতিক বিদ্যা।

পরাবর্ত(র্ত্ত)—পরিবর্ত, বিনিময়; ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন। পরা—বৃত্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরাবর্ত(র্ত্ত)ক—যাহা আলোক প্রতিফলনে সহায়তা করে, প্রতিবর্তক, reflector. পরা—বৃত্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বি; পুং।

পরাবর্ত(র্ত্ত)চুল্লী—(রসায়ন) যে উনান বা অগ্নিপাত্র হইতে আগুনের আঁচ সাক্ষাৎভাবে কোন পদার্থে না লাগিয়া প্রতিহত হইয়া পদার্থে সংযুক্ত হয় তাহা, reverberatory furnace. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পরাবর্ত(র্ত্ত)ন—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন; (পদার্থবিদ্যা) প্রতিফলন, reflection; (তর্কবিজ্ঞান) নিরপেক্ষানুমানের প্রকারভেদ। পরা—বৃত্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরাবর্ত(র্ত্ত)ব্যবহার—আপিলের মামলা, পুনর্বার বিচারণীয় মকদ্দমা, appellate case. পরাবর্তযুক্ত ব্যবহার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পরাবর্ত(র্ত্ত)মাপক—যে যন্ত্রের সাহায্যে আলোক প্রতিফলনের পরিমাপ করা হয়, reflectometer. ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পরাবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহাকে ফেরানো হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্তিত। পরা—বৃত্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাবহ—উপরি বর্তমান সপ্ত বায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ। পরা—বহ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরাবিদ্যা—যে বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, উপনিষৎ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পরাবৃত্ত—১। যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত; পলায়িত। পরা—বৃত্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। **২**। (জ্যামিতি) জ্যামিতীয় অসীম কৌণিক রেখা বিঃ, hyperbola. প্রাদি। বি; ক্লী।

পরাবৃত্তি—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন; পরিবর্তন। পরা—বৃত্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরাভব—হার, পরাজয়; তিরস্কার; অতিক্রম; বিনাশ। পরা—ভূ + অপ্ ভাব। বি; পুং।

পরাভূত—যে হারিয়া গিয়াছে এমন, পরাজিত, পরাস্ত; তিরস্কৃত। পরা- ভূ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পরামর্শ—যুক্তি, মন্ত্রণা; বিচার; স্পর্শ; বিবেচনা; কর্তব্য সম্বন্ধে অভিমত; তারোক্ত জ্ঞান বিঃ। পরা—মৃশ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরামর্শসভা—যে সভায় সভ্যগণ বিচার-বিবেচনা করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে কর্ম-নির্ধারণের মন্ত্রণা জ্ঞাপন করে তাহা, advisory board. পরামর্শ-বিষয়িণী সভা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পরামর্ষ—সহন, ক্ষমা। পরা—মৃষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরামানিক—নাপিত। <প্রামাণিক। বি।

পরামৃষ্ট—বিবেচিত; বিচারিত; স্পৃষ্ট; সম্বন্ধযুক্ত। পরা—মৃশ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পরায়ণ—১। (সমাসে অন্য পদের পরে বসিলে) অত্যাসক্ত, তৎপর, অনুরক্ত; অভীষ্ট। পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ। **২**। বিষ্ণু; উত্তম অবলম্বন, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। পর অয়ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

পরায়ত্ত—পরাধীন, পরবশ। পরের আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পরার্থ—অন্যের প্রয়োজন, অপরের হিত। পরের অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **পরার্থে**—অন্যের জন্য, অপরের কল্যাণের জন্য।

পরার্থপর—অপরের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট, পরোপকারপরায়ণ। পরার্থ পর (শ্রেষ্ঠ) যাহার, বহু। বিণ।

পরার্থশ্রমী (-শ্রমিন্)—পরের জন্য পরিশ্রমকারী। উপতৎ; পরার্থ—শ্রম + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -শ্রমিণী।

পরার্থিতা, পরার্থবাদ—পরের কল্যাণের জন্য এই জীবন—এইরূপ মতবাদ, altruism. পরার্থিন্ + তা ভাবে, পরার্থের বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং। বিণ—**পরার্থী** (-র্থিন্), **পরার্থবাদী** (-বাদিন্)।

পরার্ধ(র্দ্ধ)—১। শেষার্ধ; ব্রহ্মার জীবনের দ্বিতীয় অর্ধ। পর অর্ধ, কর্মধা। **২**। সংখ্যা বিঃ, গণিতে সংখ্যা-গণনায় চরম সংখ্যা, ১০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০। পর—ঋধ্ (বর্ধিত হওয়া) + অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পরাশর—কলির ধর্মশাস্ত্র-প্রযোজক ঋষি বিঃ, ব্যাসদেবের পিতা; ইন্দ্র; চন্দ্র। পরা—আ—শাস্ + ডরন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরাশ্রয়—১। অন্যের আশ্রয়। ৬ষ্ঠীতৎ। **২**। শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কর্মধা। বি; পুং। **৩**। অন্যের আশ্রিত। পর (অন্য) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

পরাশ্রয়া—পরগাছা, যে লতা অন্য গাছের উপর জন্মে। পর (অন্য) আশ্রয় যাহার, বহু + আপ্। বি; স্ত্রী।

পরাশ্রয়ী (-য়িন্)—অন্যের উপর নির্ভরকারী, অন্যের আশ্রিত। পরাশ্রয় + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -য়িণী।

পরাশ্রিত—অন্যের নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত। পরকে আশ্রিত, ২য়াতৎ। বিণ।

পরাসু—মৃত, গতপ্রাণ। পরাগত অসু (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ।

পরাস্ত—পরাজিত; নিরাকৃত, খণ্ডিত। পরা—অস্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাহ—পরদিন। পর অহ ('অহন্'-শব্দ), কর্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পরাহত—পরাস্ত, পরাভূত; ব্যবহৃত; আহত; ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত ('দুদুর—'); তিরস্কৃত; আক্রান্ত। পরা—হন্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাহ্ণ—বিকাল, অপরাহ্ণ। অহ্নের (অর্থাৎ দিনের) পর, একদেশী। বি; পুং।

পরি—১। সর্বতোভাবে; চারিদিকে; সম্পূর্ণরূপে; অতিশয়; বারংবার, ক্রমশঃ; চিহ্ন, লক্ষণ; ইত্থম্ভাব; ভাগ; বীপ্সা; শেষ; গাঢ়; অভিমুখ; বর্জন, ত্যাগ; আলিঙ্গন; দোষাখ্যান, দোষকীর্তন; আখ্যান; নিরাস; পূজা; শোক; ব্যাধি; ভূষণ; ব্যাপ্তি। পৃ (পূর্ণ করা) + ইন্ কর্তৃ। অ। **২**। পরিধান করি। বাংপ্র। ক্রি।

পরিকথা—আখ্যায়িকাগ্রন্থ; গল্পের পুস্তক; উপকথা। পরিকল্পিত কথা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

পরিকম্প—কম্পন, ভয়। পরি—কম্প্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিকর—১। পর্যঙ্ক; শয্যা। পরি—কৃ + অপ্ অধি। **২**। সহচর; সহকারী; পরিবার; হাতি ঘোড়া প্রঃ। পরি—কৃ + ঘ করণ। **৩**। আরম্ভ, নিষ্পত্তি। পরি—কৃ + অপ্ ভাব। **৪**। উপকরণ; সমূহ; কোমরবন্ধ ('বদ্ধ—'); (নাট্য) মুখসন্ধির অঙ্গ বিঃ; (কাব্য) অলংকার বিঃ [সাভিপ্রায় (significant) বিশেষণ-সমূহের যোগে এই অলংকার হইয়া থাকে; যথা;—"হে শীতরশ্মি জগতের তাপবিমোচনকারী চন্দ্র, তুমি কিরণসম্পাতে আমাকে দগ্ধ করিতেছ কেন?"]। পরি—কৃ + অপ্ করণ। বি; পুং।

পরিকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্ত্তৃ)—যে পুরোহিত জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ দেয়। পরি—কৃ + তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—কুঙ্কুম এবং অলংকারাদি দ্বারা সাজানো, প্রসাধন, অঙ্গসংস্কার; (বৌদ্ধশাস্ত্র) চিত্তের প্রসাধক বা শোধক কর্ম (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা)। পরি—কৃ + মন্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন্) —পরিচারক, ভৃত্য। পরি কৃ+মন্ কর্তৃ। বিণ।

পরিকর্মি(র্ম্মি)ণী—পরিচারিকা, ভৃত্যা, প্রসাধিকা। পরিকর্মিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পরিকর্মী (-কর্মিন্), **-কর্ম্মী** (-কর্ম্মিন্)—পরিচারক, ভৃত্য; প্রসাধক। পরিকর্মন্+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-র্মিণী**।

পরিকল্পন চিন্তন, মনন; রচনা; রচনা-প্রণালী; রচনার প্রণালী উদ্ভাবন; ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখা। পরি—কৃপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিকল্পনা—চিন্তা, সংকল্প; রূপায়ন; নকশা, design; ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখা; উদ্ভাবনা, scheme; রচনার প্রণালী। পরি কৃপ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিকল্পয়িতা (-কল্পয়িতৃ)—পরিকল্পনা-কারী, designer. পরি—কৃপ্+ণিচ্+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

পরিকল্পিত—অনুষ্ঠিত; সজ্জিত; নির্দিষ্ট; স্থিরীকৃত; রচিত; উদ্ভাবিত; যাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে এমন। পরি—কৃপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিকীর্ণ—ব্যাপ্ত; বিস্তৃত; বিস্তৃত; সমর্পিত। পরি—কৄ+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

পরিকীর্তন—সবিস্তারে কথন বা গান। পরি—কৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিকীর্তি(র্ত্তি)ত—প্রশংসিত; উচ্চারিত, কথিত; গীত। পরি—কৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিকেন্দ্র—(জ্যামিতি) সীমারেখা স্পর্শ করিয়া অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র, circum-centre. পরিগত কেন্দ্র, প্রাদি। বি; ক্লী।

পরিক্রম, -ক্রমণ, -ক্রমা—গমন; ইতস্ততঃ পায়চারি, পদদ্বারা গমন; চারিপাশ দিয়া ঘোরা, প্রদক্ষিণী-করণ; কোন গতিপথে একবার ঘুরিয়া আসা, revolution. পরি—ক্রম্+ঘঞ্, অনট্ ভাব, পরিক্রম+আপ্। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

পরিক্রয়—বেচা জিনিস আবার কেনা। পরি—ক্রী+অচ্ ভাব। বি; পুং।

পরিক্রান্ত—যাহার চারিপাশ ঘুরিয়া আসা হইয়াছে এমন, প্রদক্ষিণীকৃত। পরি—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিক্রিয়া—পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন; সংস্করণ; একদিনের যজ্ঞ বিঃ। পরি—কৃ+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিক্লান্ত অতিশয় শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত। পরি—ক্লম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিক্লিষ্ট—অতিক্লিষ্ট, অতিশয় ক্লেশপ্রাপ্ত; উত্ত্যক্ত। পরি—ক্লিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিক্ষত—ক্ষয়প্রাপ্ত; আহত; নাশিত। পরি—ক্ষণ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিক্ষয়—ধ্বংস, বিনাশ; পতন। পরি—ক্ষি+অচ্ ভাব। বি; পুং।

পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিত—অর্জুনের পৌত্র। পরি—ক্ষি+কিপ্ কর্তৃ; পরি—ক্ষি+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

পরিক্ষিপ্ত—চতুর্দিকে ঘেরা, বেষ্টিত; নিক্ষিপ্ত; পরিব্যাপ্ত; পরিত্যক্ত। পরি—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিক্ষীণ—অতিশয় ক্ষীণ; যাহা অতিশয় কমিয়া গিয়াছে এমন, অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত। পরি—ক্ষি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিক্ষেপ—চতুর্দিকে বেষ্টন; নিক্ষেপ। পরি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিক্ষেপক—যে চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকে এমন, পরিক্রমশীল। পরি—ক্ষিপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

পরিখই—পরীক্ষা করে ("কোই সখী পরিখই বাস"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরিখণ, পরীখণ—পরীক্ষা, পরীক্ষা করণ। <পরীক্ষণ। প্রা কপ্র। বি।

পরিখনি—পরীক্ষা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরিখা—রাজধানী প্রঃর বেষ্টনখাত, গড়খাই। পরি—খন্+ড কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিখ্যাত—বিখ্যাত, অতি প্রসিদ্ধ। পরি—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগণন, -গণনা—সর্বতোভাবে গণনা করা; বিধি-নিষেধশাস্ত্রের বিশেষরূপে কীর্তন। পরি—গণ+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পরিগণিত—বিশেষরূপে কথিত; বিবেচিত; সংখ্যাত, যাহা গণনা করা হইয়াছে এরূপ। পরি—গণ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগত—১। জ্ঞাত; প্রাপ্ত; বেষ্টিত। পরি—গম্+ক্ত কর্ম। **২**। গত; চেষ্টিত। পরি—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিগম—পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিবেশ, environment. পরি—গম্+অপ্ ভাব। বি; পুং।

পরিগমিত—কাটানো, অতিবাহিত, যাপিত; চালিত। পরি—গম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ, স্বীকৃত; লব্ধ। পরি—গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগ্রহ—১। গ্রহণ; স্বীকার; অধিষ্ঠান; মিলন, সংগম; আয়ত্তীকরণ। পরি—গ্রহ্+অপ্ ভাব। **২**। স্ত্রী, পত্নী; পরিজন; অধীন ব্যক্তি; মূল; শাপ; শপথ; রাহুর মুখে স্থিত সূর্য; সেনাদলের পিছন দিক্। পরি—গ্রহ্+অপ্ কর্ম। বি; পুং।

পরিগ্রাহ—১। 'পরিগ্রহ' (সকল অর্থে)। **২**। যজ্ঞবেদী বিঃ। পরি—গ্রহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

পরিগ্রাহক—গ্রহণকারী; স্বীকারকর্তা। পরি—গ্রহ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা**।

পরিঘ—১। প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র বিঃ [ইহা কাষ্ঠনির্মিত ও ইহার মুখ লৌহময় ছিল; এই অস্ত্র ছেদনে প্রযুক্ত হইত না, ইহা মুগুরের মত ব্যবহৃত হইত]; অর্গল, হুড়কা; বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত যোগ বিঃ; শূল। পরি—হন্ (বধ করা)+অপ্ করণ (নিপা)। **২**। প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত; আঘাত। পরি—হন্+অপ্ (নিপা) ভাব। **৩**। তোরণদ্বার; কাচপাত্র, শিশি। পরি—হন্+অপ্ কর্ম। বি; পুং।

পরিঘাত, -ঘাতন—১। পরিঘ, লৌহমুখ মুদ্গর; অর্গল। পরি—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে) +ঘঞ্, অনট্ করণ। **২**। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ; হনন, হত্যা; আঘাত। পরি—হন্ +ঘঞ্, ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

পরিচয়—নাম ধাম ইঃ বিবরণ; জানাশুনা, আলাপ; আলাপের সূত্রপাত; অভ্যাস; প্রণয়; নিদর্শন। পরি—চি+অচ্ ভাব। বি; পুং।

পরিচয়-পত্র—যে পত্র দেখিয়া কাহারও নাম ধাম প্রঃ জানা যায় তাহা, letter of introduction. পরিচয়জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পরিচর—রক্ষিসৈন্য, 'বডিগার্ড'; পরিচারক; অনুচর; যুদ্ধকালে যে যোদ্ধা কোন রথীর রথ বিপক্ষদলের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত থাকেন ও সৈন্যদিগের দোষাদির বিচার করিয়া সামরিক নিয়মে দণ্ডাদি অবধারণ করেন এবং যে ব্যক্তি রাজ্যের রাজস্বাদির ব্যবস্থাপনকার্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি; প্রজাসামন্তব্যবস্থাপক; রাজ্যের দণ্ডনায়ক। পরি—চর্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিচর্যা(র্য্যা)—সেবা, শুশ্রূষা; উপাসনা; পূজা। পরি—চর্+শ ভাব (য-আগম)+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিচলন—(পদার্থবিদ্যা) সঞ্চালন, তপ্ত বা তড়িৎ-শক্তিযুক্ত পদার্থ সঞ্চালিত করিলে তাহার তাপ বা তড়িৎ-শক্তির অন্য পদার্থে সঞ্চরণ, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের ভিতর দিয়া তাপ ও তড়িতের চলন, convection. পরি—চল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিচায়ক—যাহা দেখিয়া চেনা যায় এমন,

পরিচয়প্রদানকারী ; জ্ঞাপক। পরি—চি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চায়িকা।

পরিচারক—চাকর, দাস, ভৃত্য। পরি—চর্+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -চারিকা।

পরিচারণ—সেবা। পরি—চর্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিচারিকা—চাকরানী, ঝি, দাসী। পরিচারক+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিচালক—চালনকর্তা, যে চালাইয়া যায় এরূপ, manager, নেতা; যে-সকল পদার্থের ভিতর দিয়া সহজেই তাপ কিংবা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচল করে এরূপ, conductor. পরি—চল্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -লিকা।

পরিচালকতা—যে গুণ থাকাতে জড়-পদার্থসকল এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুতে তাপ তড়িৎ প্রঃ সঞ্চালন করে সেই গুণ বা ধর্ম, conductivity; পরিচালন-ক্ষমতা; চালাইয়া লইয়া যাইবার শক্তি। পরিচালক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পরিচালন, -চালনা—চালনা; চালানো, administration. পরি-চল্+ণিচ্+অনট্ ভাব; পক্ষে, অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পরিচালিত—যাহা চালানো হইয়াছে এমন; নির্বাহিত; সঞ্চালিত; উপদিষ্ট; নীত। পরি- চল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচিত—জানাশুনা, জ্ঞাত; অভ্যস্ত; পরিচয়বিশিষ্ট। পরি—চি+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচিতি—পরিচয়-জ্ঞাপন; জানাশুনা; যাহা দ্বারা পরিচয় জানা যায়। পরি - চি+ক্তি ভাব বা করণ। বি; স্ত্রী।

পরিচিন্তন—বিশেষরূপে চিন্তাকরণ; ভাল করিয়া বিবেচনা করা। পরি—চিন্তি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিচিন্তনীয়—ভালভাবে ভাবিয়া দেখিবার মত। পরি—চিন্তি+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরিচিন্তিত—যাহার বিষয় ভালভাবে ভাবা হইয়াছে এমন। পরি—চিন্তি+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচেয়—পরিচয়যোগ্য; অভ্যসনীয়। পরি—চি+যৎ কর্ম। বিণ।

পরিচ্ছদ—১। বেশ, পোশাক; পরিজন; অনুচর; আসবাব। পরি—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণ। ২। আচ্ছাদন। পরি—ছদ্+ঘ ভাব। বি; পুং।

পরিচ্ছন্ন—গোছাল, সুবিন্যস্ত; পোশাক-পরিহিত, পরিচ্ছদবিশিষ্ট; পরিষ্কৃত; আচ্ছাদিত; সজ্জিত; ভূষিত; মার্জিত। পরি—ছদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচ্ছিত্তি—১। ব্যবধান, আড়াল। পরি—ছিদ্+ক্তি করণ। ২। অবধারণ। পরি—ছিদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিচ্ছিন্ন—কত বড় ইহা নির্ণয় করিয়া পরিমিত; নির্ণীত, নির্ধারিত; সীমাবদ্ধ, সীমিত; অবধিযুক্ত; পৃথক্‌কৃত, বিভক্ত। পরি—ছিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচ্ছেদ—১। পুস্তকের ভাগ, গ্রন্থ-বিচ্ছেদ; অংশ, ভাগ; সীমা, অবধি; ইয়ত্তা, পরিমাণ। পরি—ছিদ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। নিশ্চয়; বিশেষরূপে ইয়ত্তাকরণ; নির্ণয়। পরি—ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিচ্ছেদ্য—পরিমাণ কত ইঃ বলিয়া নির্ণেয়; বিভাজ্য। পরি—ছিদ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

পরিচ্যুত—ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত, বিচ্যুত। পরি—চ্যু+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -চ্যুতি।

পরিজন—পরিবার, পোষ্যবর্গ; পরিচারক-বর্গ। পরিগত জন, প্রাদি। বি; পুং।

পরিজনতা—অধীনতা, পরায়ত্ততা। পরি-জন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পরিজ্ঞাত—১। যাহার বিষয় বিশেষভাবে জানা গিয়াছে এমন। পরি—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। ২। যে বিশেষভাবে জানিয়াছে এমন। পরি—জ্ঞা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিজ্ঞান—সকল দিক্ দিয়া জানা; অন্তর্দৃষ্টি, insight. পরি—জ্ঞা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিজ্ঞেয়—জানিবার বা বুঝিবার উপযুক্ত। পরি—জ্ঞা+যৎ কর্ম। বিণ।

পরিণত—পাকা, পরিপক্ব; অবস্থান্তরপ্রাপ্ত, পর্যবসিত; সর্বতোভাবে নত; বৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ('—বয়স'); সম্পূর্ণ, শেষ দশায় উপনীত; বক্রভাবে দন্তাঘাতকারী ('— হস্তী')। পরি—নম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিণতবুদ্ধি—১। পাকা বুদ্ধি; চতুর্দিক্ বিবেচনা করিবার মত বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে এমন, যাহার আগাগোড়া বিচার করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা হইয়াছে এমন। পরিণতা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

পরিণতি—পরিণাম, শেষ অবস্থা; পূর্ণতা-প্রাপ্তি; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; অবনতি; অবসান; শেষ; বার্ধক্য। পরি—নম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিণদ্ধ—আটক, বদ্ধ; পরিবেষ্টিত; পরিহিত; প্রবর্ধিত; আলিঙ্গিত। পরি—নহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিণমন—১। রূপান্তরিতকরণ, পরিণত-করণ। পরি—নম্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বিণ, -মিত। ২। রূপান্তরিত হওয়া। পরি—নম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিণয়, -ণয়ন—বিবাহ, দারপরিগ্রহ। পরি—নী+অচ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

পরিণয়সূত্র—বিবাহরূপ বন্ধন; বিবাহ-সম্বন্ধ। পরিণয়রূপ সূত্র, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

পরিণাম—পরিপক্বতা; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকার; শেষ অবস্থা; বার্ধক্য; কাব্যালংকার বিঃ [উপমেয়ের ধর্ম উপমানে আরোপিত হইলে উক্ত অলংকার হয়]। পরি—নম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিণামদর্শিতা—শেষে কি হইবে না হইবে তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা; বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা। পরিণামদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, -দর্শী (-দর্শিন্)।

পরিণামদর্শী (-দর্শিন্)—পরবর্তী কাল বিবেচনা করিয়া যে কর্ম করে এমন, দূরদর্শী; কোন্ কর্ম করিলে কিরূপ ফললাভ হইবে তাহা যে অনুভব করিতে পারে এরূপ; বিচক্ষণ। উপতৎ; পরিণাম—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী। বি, -দর্শিতা।

পরিণামবাদ-ঈশ্বর জগৎরূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁহার বিকার নাই, আবার জগৎও মিথ্যা নহে—এইরূপ দার্শনিক মত। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পরিণায়—চারিদিকে পাশার গুটি চালা। পরি—নী+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিণায়ক—সেনাপতি; স্বামী। পরি—নী+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

পরিণাহ, পরীণাহ—বিশালতা, বিস্তার, প্রসার; বিস্তৃতিরেখা, বহিরেখা, contour. পরি—নহ্+ঘঞ্ ভাব অথবা করণ (বিকল্পে 'ই' দীর্ঘ)। বি; পুং।

পরিণাহী (-হিন্)—বিশাল; বিপুল। পরি—নহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হিনী। [বিণ।

পরিণীত—বিবাহিত। পরি—নী+ক্ত কর্ম।

পরিণেতা (-তৃ)—বিবাহকর্তা, পতি। পরি—নী+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিণেয়—বিবাহযোগ্য। পরি—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

পরিতঃ (-তস্), (>**পরিত**)—চারি-দিকে; সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে। পরি+তস্ (৭মীস্থানে)। অ।

পরিতপ্ত—মনোবেদনাযুক্ত, পরিতাপী; ক্ষুব্ধ। পরি—তপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিতাপ—১। দুঃখ, মনস্তাপ, সন্তাপ, শোক; ক্ষোভ, আপসোস; ভয়; কম্প। পরি—তপ্+ঘঞ্ করণ। ২। উত্তাপ। পরি—তপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিতুষ্ট—সন্তুষ্ট, আনন্দিত; পরিতৃপ্ত। পরি—তুষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিতুষ্টি—সন্তোষ, সবিশেষ প্রীতি, তৃপ্তি। পরি—তুষ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিতৃপ্ত—পরিতুষ্ট, পরম প্রীত। পরি—তৃপ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিতৃপ্তি—পরিতুষ্টি; সন্তুষ্টি। পরি—তৃপ্‌+ক্তি ভাব। বি।

পরিতোষ—সন্তোষ; তৃপ্তি। পরি—তুষ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি, পুং।

পরিত্যক্ত—যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; বর্জিত। পরি—ত্যজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিত্যজন—ছাড়া, বর্জন, পরিত্যাগ। পরি—ত্যজ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিত্যাগ—ছাড়া, বর্জন, বিসর্জন। পরি—ত্যজ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিত্যাজ্য—ছাড়িয়া দেওয়ার মত, বর্জনীয়। পরি—ত্যজ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

পরিত্রাণ—নিস্তার, রক্ষা; উদ্ধার। পরি—ত্রা বা ত্রৈ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-ত্রাত**।

পরিত্রাতা (-ত্রাতৃ), **পরিত্রায়ক**—উদ্ধারকর্তা, রক্ষাকর্তা। পরি—ত্রৈ+তৃন্‌, ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রাত্রী, -ত্রায়িকা**।

পরিত্রাহি—বাঁচাও, রক্ষা কর। পরি—ত্রা+লোট্‌ হি (অনুজ্ঞা)। সংস্কৃত ক্রি। **পরিত্রাহি ডাক ছাড়া**—রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া চিৎকার করা; ভীষণ বিপদে বা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া অত্যন্ত কাতর হওয়া।

পরিদর্শক—বিশেষভাবে দর্শনকারী, পর্যবেক্ষণকারী, inspector. পরি—দৃশ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিকা**।

পরিদর্শন—বিশেষভাবে দেখা, পর্যবেক্ষণ; তত্ত্বাবধান, inspection. পরি—দৃশ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিদর্শনীয়—ভাল করিয়া দেখিবার মত, পর্যবেক্ষণীয়। পরি—দৃশ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরিদান—বিনিময়, বদল। পরি (পরিবর্তে)—দা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিদৃশ্য—সুস্পষ্ট দৃশ্য (panorama). পরি—দৃশ্‌+ক্যপ্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

পরিদৃশ্যমান—যাহা ভালভাবে দেখা যাইতেছে এমন, সুস্পষ্ট; ('—জগৎ')। পরি—দৃশ্‌+শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

পরিদৃষ্ট—যাহা ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে এমন, বিশেষভাবে দৃষ্ট। পরি—দৃশ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিদেবন, -দেবনা, -দেবিত—শোকনিমিত্ত বিলাপ, খেদোক্তি; অনুতাপ। পরি—দিব্‌+অনট্‌ ভাব, অন ভাব+আপ্‌, ক্ত, ভাব। বি; ক্লী, স্ত্রী, ক্লী।

পরিদোলক—দোলক, যাহার দোলনে বড় ঘড়ির কাঁটা চলে, pendulum. পরি—দোলি+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

পরিধান—১। পরিবার কাপড়। পরি—ধা+অনট্‌ কর্ম। ২। পরা, দেহে ধারণ; পিধান, আচ্ছাদন। পরি—ধা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিধাপন—১। পরিধেয় বস্ত্র। পরি—ধা+ণিচ্‌+অনট্‌ করণ। ২। পরানো। পরি—ধাপি+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিধায়—১। পরিচ্ছদ, পোশাক। পরি—ধা+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। নিতম্ব; জঘনস্থান। পরি—ধা+ঘঞ্‌ অধি। ৩। পরা, পরিধান পরি—ধা+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিধায়ী (-য়িন্‌)—পরিধানকারী, যে পরে। পরি—ধা+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-ধায়িনী**।

পরিধারণ—১। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ। পরি—ধৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ কর্তৃ। ২। ভাল করিয়া ধরিয়া রাখা। পরি—ধৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিধি—(জ্যামিতি) বৃত্তের বেষ্টনরেখা, বেড়, circumference; সীমারেখা, periphery; চন্দ্রসূর্যের মণ্ডল; পরিবেষ্টন; যজ্ঞীয়তরুশাখা। পরি—ধা+কি কর্ম। বি; পুং।

পরিধিস্থ—১। চতুষ্পার্শ্বস্থ। বিণ। ২। যুদ্ধের সময়ে যে শত্রুর হাত হইতে রথকে রক্ষা করে; রাজার দণ্ডনায়ক, পরিচারক; মোসাহেব। উপভৃৎ; পরিধি—স্থা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

পরিধেয়—১। পরিবার মত, পরিধানযোগ্য। বিণ। ২। পরিবার কাপড়, আচ্ছাদন। পরি—ধা+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

পরিনাতি—নাতির ছেলে, প্রপৌত্র। <প্রনপ্তৃ। বি।

পরিনির্বা(র্ব্বা)ণ—সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি, মোক্ষ; ভগবান্‌ বুদ্ধের দেহত্যাগ; বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি; সম্যক্‌ বিলুপ্তি। পরি—নির্‌—বা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

পরিনিষ্ঠা—শেষ, সমাপ্তি। পরি—নি—স্থা+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিন্যাস—বিন্যাস, স্থাপন; (নাট্য) মুখসন্ধির অঙ্গ বিঃ। পরি—নি—অস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিপক্ব—উত্তমরূপে পাকা; সুজীর্ণ, ভালভাবে হজম হইয়াছে এমন; পরিণত; বহুদর্শী। পরি—পচ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-পক্বতা**।

পরিপত্র—বিজ্ঞাপন, সরকারী ঘোষণা, circular. পরি (পরিবোধক) পত্র, প্রাদি। বি; ক্লী।

পরিপন্থী (-পন্থিন্‌)—শত্রুভাবযুক্ত; বিপক্ষীয়; প্রতিকূল; প্রতিরোধক। পরিপন্থ্‌ (বিরোধ)+ইন্‌+অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পন্থিনী**।

পরিপাক, পরীপাক—হজম, জীর্ণতা; পরিণাম; শেষাবস্থা; নৈপুণ্য; উত্তম পাক; পক্বতা; উৎকর্ষ। পরি—পচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব; বিকল্পে 'ই' দীর্ঘ। বি; পুং।

পরিপাটি, -পাটী—১। পরিচ্ছন্ন; সুশৃঙ্খলাযুক্ত; সৌষ্ঠবযুক্ত। পরি (উত্তম) পাটি, পাটী (গতি) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অনুক্রম; সুশৃঙ্খলা; নৈপুণ্য; রীতি, নিয়ম; পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। পরি (ক্রমান্বয়ে)—পট্‌+ণিচ্‌+ইন্‌ ভাব, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিপার্শ্ব—চারিদিকের অবস্থা, environment. পরিগত পার্শ্বকে, প্রাদি। বি; পুং বা ক্লী।

পরিপালন—রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষণ, লালন; সম্পাদন। পরি—পা+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-পালনীয়, -পালিত**।

পরিপালিত—প্রতিপালিত, রক্ষিত। পরি—পা+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিপুষ্ট—বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; প্রতিপালিত। পরি—পুষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-পুষ্টি**।

পরিপূত—শুদ্ধ, পবিত্র; কুলার বাতাস দ্বারা যাহা হইতে তুষ পরিষ্কৃত করা হইয়াছে এরূপ ('ধান্যাদি')। পরি—পূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিপুর—পরিপূর্ণ, ভরপুর। প্রা কপ্র। [বিণ।

পরিপূরক—যাহা পরিপূর্ণ করে এমন। পরি—পূর্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-রিকা**।

পরিপূরণ—অভাবদূরীকরণ; পূর্ণকরণ। পরি—পূর্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-পূরক, -পূরিত**।

পরিপূর্ণ—সম্পূর্ণ; সম্যক্‌ সিদ্ধ; সম্যক্‌ পূর্ণ, একেবারে ভরতি; পরিতৃপ্ত; ব্যাপ্ত। পরি (সম্যক্‌)—পূর্‌+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

পরিপূর্ণতা, -পূর্ণত্ব—সম্পূর্ণতা; সম্যক্‌ পূর্ণতা; পরিতৃপ্তি; ব্যাপ্তি; সমাপ্তি। পরিপূর্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

পরিপৃক্ত—বিশেষরূপে সিক্ত বা ভিজা, saturated. পরি—পৃচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-পৃক্তি**।

পরিপৃচ্ছা—বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা। পরি—প্রচ্ছ্‌+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিপৃষ্ট—বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিত। পরি—প্রচ্ছ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিপোষণ—বিশেষরূপে রক্ষণাবেক্ষণ; বিশেষরূপে পুষ্টিসাধন; খাদ্যাদি দিয়া বাড়াইয়া তোলা; মনে ধারণ। পরি—পুষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিপ্রেক্ষণ—১। পরিদর্শন। পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। যে

যন্ত্রের সাহায্যে দূরের জিনিস দেখা যায়, telescope ; field-glass. পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ করণ। ৩। দৃষ্ট পদার্থ ; চিত্র। পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ কর্ম। বি ; ক্লী।

পরিপ্রেক্ষণিকা—দৃশ্যমান বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেরূপ নিকটত্ব দূরত্ব ঘনত্ব প্রঃ বোধ হয় তাদৃশ রূপ-প্রকাশক চিত্র ; প্রকৃতরূপপ্রকাশক চিত্রপট ("দূর অতীতের পরিপ্রেক্ষণিকায় আমরা পুরাণ-খ্যাত সাধ্বী ও বীরাঙ্গনাদেরকে দেখতে পাই।" —রবীন্দ্র)। পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+অনট্‌ অধি+ঈপ্‌+কন্‌ স্বার্থে+ আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পরিপ্রেক্ষিত—বস্তু সকলকে স্বাভাবিক অবস্থানে যেরূপ মনে হয় ছবিতে তাহাদিগের অবিকল সেইরূপ অবস্থান আঁকিবার বিদ্যা ; ছবিতে দূরত্ব নিকটত্ব ঘনত্ব ইঃ প্রকাশ ; পটভূমিকা, perspective. পরি—প্র—ঈক্ষ্‌+ক্ত করণ। বি ; ক্লী। **পরিপ্রেক্ষিতে**—কোন ঘটনা বা বিষয়ের প্রভাবের সহিত সংগতি রাখিয়া।

পরিপ্লব—১। কম্পমান ; চঞ্চল, অস্থির ; আকুল। পরি (সর্বতোভাবে)—প্লু (গমন করা)+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ। ২। আকুলতা ; উপদ্রব। পরি—প্লু+অপ্‌ ভাব। বি ; পুং। ৩। নৌকা ; ভেলা। পরি—প্লু+অচ্‌ করণ। বি ; পুং।

পরিপ্লবন—পরিব্যাপ্তি ; চাঞ্চল্য। পরি—প্লু+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পরিপ্লুত—ভিজা, সিক্ত ; প্লাবিত ; মগ্ন ; ব্যাপ্ত ; চঞ্চল ; কম্পমান। পরি—প্লু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিপ্লুতা—১। জলে ভিজা, জলসিক্তা ; কম্পমানা ; চঞ্চলা। পরি—প্লু+ক্ত কর্তৃ+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। মদ, মদিরা ; মৈথুনবেদনাযুক্ত বা ক্লিন্ন যোনি। বি ; স্ত্রী।

পরিপ্লুতি—চাঞ্চল্য ; খুব বেশী ভিজা ভাব ; ব্যাপ্তি। পরি—প্লু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিবৎসর—সংবৎসর ; বৎসর বিঃ ; বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশির ভোগ্য সময়। পরি—বস্‌+সরন্‌ অধি। বি ; পুং।

পরিবন্ধ, -বন্ধ—নানারকম ভাব ; নানা ভঙ্গী, নানা ছন্দ ; কৌশল ; বন্ধন ; বিবরণ, কাহিনী। <প্রবন্ধ। প্রা কপ্র। বি।

পরিবপন—বোনা, বপন ; মুণ্ডন। পরি—বপ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পরিবর্জ(র্জ্জ)ন—পরিত্যাগ ; হনন, বধ। পরি—বৃজ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পরিবর্ত(র্ত্ত), -বর্ত(র্ত্ত)ন—১। বদল, বিনিময় ; নিবৃত্তি ; আবর্তন, আবৃত্তি ; অপবর্তন ; লুণ্ঠন ; পাশ ফেরা। পরি—বৃত্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। ২। যুগান্ত ; গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ, অধ্যায়াদি। পরি—বৃত্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ অধি। বি ; পুং, ক্লী। **পরিবর্ত সম্বন্ধ**—একের পুত্রকন্যার সহিত অপরের কন্যা ও পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ।

পরিবর্ত(র্ত্ত)ক—বদলকারী ; প্রত্যাবর্তনকারী। পরি—বৃত্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিকা**।

পরিবর্ত(র্ত্ত)নশীল—যাহা এক অবস্থায় থাকে না এরূপ, নিয়তই যাহার রূপান্তর বা অবস্থান্তর হয় এরূপ, যাহা বদলায় এমন। পরিবর্তন শীল যাহার, বহু। বিণ।

পরিবর্ত(র্ত্ত)নীয়—যাহা বদলান উচিত বা বদলান হইবে এমন ; পরিবর্তনযোগ্য। পরি—বৃৎ+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরিবর্ত(র্ত্ত)মান—যাহা বদলাইতেছে এমন। পরি—বৃত্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

পরিবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহা বদল করা হইয়াছে এরূপ ; রূপান্তরিত ; অবস্থান্তরপ্রাপিত। পরি—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিবর্তী (-বর্তিন্‌), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্‌)—পরিবর্তনশীল ; (পদার্থবিদ্যা) দ্বিমুখবাহী, যাহা পরম্পর বিপরীত দুই দিকের সমক্ষণ ধরিয়া চলে এমন ('— তড়িতপ্রবাহ'), alternating. পরি—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

পরিবর্ধ(র্দ্ধ)ক—যে বা যাহা বাড়াইয়া দেয় এমন, প্রবৃদ্ধিকারক ; পালক। পরি—বৃধ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ধিকা**।

পরিবর্ধ(র্দ্ধ)ন—বাড়ানো, বৃদ্ধি সম্পাদন ; সম্যগ্‌ পুষ্টিবিধান। পরি—বৃধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পরিবর্ধি(র্দ্ধি)ত—যাহা বাড়ানো হইয়াছে এরূপ। পরি—বৃধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিবর্হ—পোশাক ; রাজার পরিচ্ছদ ; ঘরের আসবাব। পরি—বর্হ্‌+অচ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

পরিবসথ—গ্রাম। পরি—বস্‌+অথচ্‌ অধি, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

পরিবহ—সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ। পরি—বহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

পরিবহণ—১। ধারণ, গ্রহণ, বহন ; (পদার্থবিদ্যা) কোন সঞ্চালক পদার্থের ভিতর দিয়া তাপ বিদ্যুৎ ইঃ সঞ্চলন, সঞ্চালন, conduction. পরি—বহ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বহনকারী ; যানবাহন ('রাষ্ট্রীয় —'), transport. পরি—বহ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

পরি(রী)বাদ—১। নিন্দা, অপবাদ, কুৎসা। পরি (দোষকীর্তন)—বদ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। বীণার অঙ্গ বিঃ। পরি (সম্পূর্ণরূপে)—বদ্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি ; পুং।

পরিবাদক—নিন্দক, অপবাদকারী। পরি—বদ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিকা**।

পরিবাদন—১। নিন্দা করা। পরি—বদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। তারের বাজনা বাজাইবার ছড়ি। পরি—বদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণ। বি ; ক্লী।

পরিবাদিনী—১। নিন্দাকারিণী। বিণ ; স্ত্রী। ২। সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। পরি (সম্যগ্‌রূপে)—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পরিবাদী (-বাদিন্‌)—নিন্দাকারী, অপবাদী। পরি—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

পরি(রী)বাপ—১। নেড়া করা, মুণ্ডন। পরি—বপ্‌+ণিচ্‌ (মুণ্ডন করা)+ঘঞ্‌ ভাব। ২। বপন। পরি—বপ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ৩। কৃত্রিম ক্ষুদ্র জলাশয় বা জলাধার, পরিচ্ছেদ। পরি—বপ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

পরিবাপিত—যাহাকে নেড়া করা হইয়াছে এমন, মুণ্ডিত। পরি—বপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-বাপন**।

পরি(রী)বার—১। পরিজন ; পোষ্য ; আকার ; পরিচ্ছদ ; খড়্গের খাপ। পরি—বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্‌ করণ। বি ; পুং। ২। পত্নী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। [মনুষ্য ভিন্ন বুঝাইলে 'পরীবার'।]

পরি(রী)বাহ—১। জলপ্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন। পরি (সম্যগ্‌রূপে)—বহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। মোহানা ; জল যাইবার নরদমা। পরি—বহ্‌+ঘঞ্‌ করণ। ৩। রাজোপহারযোগ্য বস্তু। পরি—বহ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

পরিবাহক, পরিবাহী (-হিন্‌)—যাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ এবং তাপ সঞ্চালিত হইতে পারে এমন, conductor. পরি—বহ্‌+ণিচ্‌+ণক, ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিকা, -বাহিনী** (ণী)। বি, **-কতা, -হিতা**।

পরিবাহ-ক্ষেত্র—(ভূগোল) নদীর অববাহিকা, নদী-পর্যক, basin. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পরিবাহণ—তাপ বিদ্যুৎ প্রঃর এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চালন, conduction. পরি—বহ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-বাহিত, -বাহী** (-হিন্‌)।

পরিবাহিতা—(পদার্থবিদ্যা) পরিবহনের ক্ষমতা ; যে বস্তুর মধ্য দিয়া তাপ বিদ্যুৎ ইঃ চলে তাহার ধর্ম, conductivity. পরিবাহিন্‌+তা ভাবে। বি।

পরিবিত্তি—অগ্রে বিবাহিত কনিষ্ঠের অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ্‌+ক্তিচ্‌ কর্ম। বি ; পুং।

পরিবিন্ন—যে কনিষ্ঠের প্রথমে বিবাহ-সংস্কার হইয়াছে তাহার অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

পরিবীক্ষণ—বিশেষ যত্নের সহিত দেখা, খুব মন দিয়া দেখা। পরি—বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিবীত, পরিবৃত—ঘেরা, বেষ্টিত; আচ্ছাদিত। পরি—বী, বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিবৃতি—ঘেরণ, বেষ্টন; আচ্ছাদন; পরিধি; পরিবেশ। পরি—বৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিবৃত্ত—১। ঘূর্ণিত; প্রত্যাবৃত্ত, পরাবৃত্ত; নির্বৃত্ত, সম্পন্ন; বিপর্যস্ত। পরি—বৃৎ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। (জ্যামিতি) ত্রিভুজাদি বেষ্টন করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয় তাহা, circumcircle. পরিগত বৃত্ত, প্রাদি। বি; ক্লী।

পরিবৃত্তি—বদল, পরিবর্তন; অলংকার বিঃ। পরি—বৃত্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিবেত্তা (-বেত্তৃ)—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে বিবাহকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ্+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিবেদন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ; ক্লেশ, যন্ত্রণা; বিচার; লাভ; বিদ্যমানতা; জ্ঞান। পরি—বিদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিবেদনা—বুদ্ধি; বিবেচনা; নিদারুণ ব্যথা, দরদ। পরি—বিদ্+ণিচ্+অন ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিবেদিনী—পরিবেত্তার স্ত্রী। পরি—বিদ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পরিবেশ, -বেষ—১। চন্দ্রসূর্যের মণ্ডল; বেষ্টন, পরিধি; পরিপার্শ্ব, আশপাশের অবস্থা। পরি (সর্বতোভাবে)—বিশ্, বিষ্ (ব্যাপা)+ঘঞ্ করণ। ২। পরি-বেষণ। পরি—বিশ্, বিষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিবেষক—যে প্রতি লোকের পাতে পাতে ভাত তরকারি বা অন্য খাবার দিয়া যায়, আহারকালে প্রয়োজনমত লোকদের খাদ্যসরবরাহকারী; বিভাগকারী, বণ্টনকারী; পরিবেশনকারী। পরি বিষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেষিকা**।

পরিবেষণ—পাতে পাতে খাওয়ার জিনিস দেওয়া, ভক্ষ্য বস্তুর বিভাগপূর্বক অর্পণ; বেষ্টন। পরি—বিষ্ (বর্ষণ করা, ব্যাপা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-বেষিত**।

পরিবেষ্ট—বিদ্যুৎ প্রঃর চক্রাকারে ভ্রমণ, circuit. পরি—বেষ্ট্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিবেষ্টন—চারিদিকে ঘেরা, বেষ্টন করা; প্রদক্ষিণ করণ; ঘিরিয়া ফেলা; চারিদিকের বেড়; চারিদিকের অবস্থা, environment. পরি (সম্যক্) বেষ্টন, প্রাদি। বি; ক্লী।

পরিবেষ্টা (-বেষ্টৃ)—পরিবেষণকারী; বিতরণকারী। পরি—বিষ্ (বর্ষণ বা ব্যাপ্ত করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-বেষ্ট্রী**।

পরিবেষ্টিত—চারিদিকে বেষ্টিত, পরিবৃত, যাহাকে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে এরূপ। পরি (চতুর্দিকে)—বেষ্ট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিব্যয়—মোট খরচ। পরি—ব্যয়্+ণিচ্ +অচ্ ভাব। বি; পুং।

পরিব্যাপ্ত—বিশেষরূপে বিক্ষিপ্ত। পরি—বি—আপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-ব্যাপ্তি**।

পরিব্যাসার্ধ(র্দ্ধ)—পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ, circum-radius. পরিগত ব্যাসার্ধ, প্রাদি। বি; পুং।

পরিব্রজ্যা—সন্ন্যাসধর্ম, ঘরবাড়ি ছাড়িয়া তপস্যার জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ানো। পরি—ব্রজ্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিব্রাজক—পর্যটক, ভ্রমণকারী; ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। পরি—ব্রজ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-ব্রাজিকা**।

পরিব্রাজন—পরিভ্রমণ, পর্যটন। বি; ক্লী।

পরিব্রাজিকা—দেশভ্রমণকারিণী; ভিক্ষুকী। পরি—ব্রজ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিব্রাট্ (-ব্রাজ্)—পরিব্রাজক। পরি—ব্রজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিভব—হার, পরাজয়, পরাভব; অবজ্ঞা; তিরস্কার। পরি—ভূ+অপ্ ভাব। বি; পুং।

পরিভাব—হার, পরিভব, পরাজয়। পরিগত ভাব, প্রাদি। বি; পুং।

পরিভাবী (-ভাবিন্)—পরাজয়কারী; অতিক্রমকারী; তিরস্কারী; অবজ্ঞাকারী। পরি—ভূ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাবিনী, -ণী**।

পরিভাষণ—নিন্দাপূর্বক তিরস্কার; নিন্দা-বাক্য; আলাপ, কথোপকথন; নিয়ম; লক্ষণ। পরি—ভাষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিভাষা—বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ, সংজ্ঞা; গ্রন্থের সংক্ষেপার্থ সংকেত বিঃ, পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পরিষ্কৃত ভাষণ; যুক্তিযুক্ত বাক্য। পরি (সুব্যক্তরূপে)—ভাষ্+অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিভাষিত—পরিভাষাদ্বারা স্থিরীকৃত; কথিত, defined. পরি—ভাষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিভুক্ত—যাহা ভোগ করা গিয়াছে এরূপ, উপভুক্ত। পরি—ভুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিভূত—তিরস্কৃত; অভিভূত; অনাদৃত, অবজ্ঞাত। পরি—ভূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিভোগ—সম্ভোগ; ভোগদখল। পরি—ভুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিভ্রম, -ভ্রমণ—চারিদিকে ভ্রমণ, পর্যটন। পরি—ভ্রম্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

পরিভ্রষ্ট—চ্যুত, পতিত; নষ্ট। পরি—ভ্রন্শ্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিমণ্ডল—১। গোলক; ভূগোলক; গোল আকার; উচ্চতা ও বিস্তার; চারিদিকের বস্তু বিষয় বা ব্যাপার। বি; ক্লী। ২। গোল, বর্তুলাকৃতি। পরি মণ্ডল (গোলাকার), প্রাদি। বিণ।

পরিমণ্ডিত—বিশেষরূপে ভূষিত। পরি—মন্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিমল—১। কুঙ্কুম ও চন্দনাদির মর্দনজনিত সুগন্ধ; সুরভিমাল্য; ফুলের গন্ধ; গন্ধাদি-ধারণে উৎপন্ন মনোহর গন্ধ; সর্বতোভাবে সম্বন্ধ; পণ্ডিতসমূহ, সজ্জনসমবায়। পরি—মল্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। মধু, মকরন্দ। বাংপ্র। বি।

পরিমাণ—১। মাপ; ওজন; সংখ্যাকরণ। পরি—মা+অনট্ ভাব। ২। বস্তুর দীর্ঘতা ইঃ। পরি—মা+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

পরিমাণফল—সীমার মধ্যবর্তী স্থান বা দ্রব্যাদির কম-বেশী বুঝাইবার সংখ্যা; ক্ষেত্র-ফল, কালি, area; মাপের ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পরিমাণাত্মক—পরিমাণ-বিষয়ক, পরি-মাণযুক্ত। পরিমাণ আত্মা যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

পরিমাপ—মাপা; পরিমাণনির্ধারণ; জরিপ, জমির মাপজোক, survey. পরি—মা+ণিচ্+অচ্ ভাব। বি; পুং।

পরিমাপক—পরিমাণ-নির্ধারক, আমিন, যে জরিপ করে, surveyor. পরি—মা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

পরিমার্জ(র্জ্জ)ন—ভাল করিয়া মাজা; উত্তমরূপে ঘর্ষণ। পরি—মৃজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিমার্জি(র্জ্জি)ত—যাহা ভাল করিয়া মাজা হইয়াছে এরূপ; বিশুদ্ধ; শিক্ষা সংসর্গ প্রঃ দ্বারা উন্নীত। পরি—মৃজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিমিত—যাহা মাপা হইয়াছে এমন, যথাযোগ্য-পরিমাণযুক্ত, পরিমাণমত; অল্প, সামান্য। পরি—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিমিতি—১। পরিমাণ, মাপ। পরি—

মা+ক্তি ভাব। ২। ভূম্যাদির পরিমাণ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, ক্ষেত্রমিতি, mensuration. পরি—মা+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

পরিমুক্ত—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত; সম্যগ্‌রূপে মুক্তিপ্রাপ্ত। পরি—মুচ্‌+ক্ত কর্ম, কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

পরিমৃষ্ট—পরিমার্জিত; আলিঙ্গিত; বিস্তারিত। পরি—মৃষ্‌ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিমেয়—পরিমাণের যোগ্য; যাহা অসীম নহে এমন, সসীম, finite. পরি—মা+যৎ কর্ম। বিণ।

পরিমেল-নিয়মাবলী—কোন কোম্পানি গঠনের সময় স্বীকৃত শর্ত নিয়ম-সমূহ, articles of association. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পরিমোক্ষ—পরিত্রাণ; মোচন; নির্বাণ, মোক্ষ; ভঙ্গ; মলত্যাগ। পরি—মোক্ষ্‌ (মুক্ত হওয়া)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিম্লান—অতিশয় মলিন; খুব ম্যাড়্‌মেড়ে; শুষ্ক; বিশুষ্ক। পরি—ম্লৈ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিযঙ্ক—খাট। <পর্যঙ্ক। প্রা কপ্র। বি।

পরিযন্ত—পর্যন্ত, সীমা; পরিণাম, অবসান। প্রা কপ্র। বি।

পরিযাণ—দেশান্তরে গমন ও অবস্থিতি, প্রবাস-গমন, migration. পরি—যা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -যাত, -যায়ী (-য়িন্‌)।

পরিরক্ষণ—রক্ষা; সর্বতোভাবে রক্ষণ; উদ্ধার; অপেক্ষা। পরি—রক্ষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিরক্ষিত—বিশেষরূপে রক্ষিত। পরি—রক্ষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিরব্ধ—যাহা জড়াইয়া ধরা হইয়াছে এমন, আলিঙ্গিত। পরি—রভ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরি(রী)রম্ভ, -রম্ভণ—আলিঙ্গন; রমণ। পরি—রভ্‌ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

পরিরিপ্সু—কোলাকুলি করিতে ইচ্ছুক, আলিঙ্গনেচ্ছু; রমণেচ্ছু। পরি—রভ্‌ (আলিঙ্গন করা)+সন্‌ (ইচ্ছার্থে)+উ কর্তৃ। বিণ।

পরিলিখন—নকশা; খসড়া। পরি—লিখ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিলিখিত—(জ্যামিতি) চতুর্দিকে অঙ্কিত, circumscribed. পরি—লিখ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিলেখ—খসড়া; নকশা, outline. পরি—লিখ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পুং।

পরিলেখন—বজ্রস্থানের চারিদিকে রেখা টানা। পরি (চতুর্দিকে)—লিখ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিশিষ্ট—১। অবশিষ্ট; শেষ অংশে সংযোজিত। বিণ। ২। গ্রন্থ সমাপ্তির পর যে অবশিষ্ট ভাগ তাহাতে সংযুক্ত করা যায় তাহা, গ্রন্থশেষের পর সংযুক্ত অংশ। পরি—শিষ্‌+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

পরিশীলন—চর্চা, অনুশীলন; অবগাহন; নিরন্তর স্পর্শ; আলিঙ্গন। পরি—শীল্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -শীলিত।

পরিশুদ্ধ—সংশোধিত; পরিষ্কৃত; নিশ্চিত। পরি—শুধ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিশুদ্ধি—সংশোধন; পরিষ্কার; নিশ্চয়। পরি—শুধ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিশুষ্ক—অত্যন্ত শুকনা, নীরস। পরি—শুষ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিশেষ—১। অবশেষ, অবসান; উপসংহার; পরিশিষ্ট। পরি—শিষ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। অবশিষ্ট। পরি—শিষ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ।

পরিশোধ—ধার শোধা, ঋণশোধ, ঋণাপনয়ন; সর্বতোভাবে সংশোধন, শুদ্ধ করা। পরি—শুধ্‌+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিশোধনীয়, পরিশোধ্য—পরিশোধের যোগ্য, যাহা পরিশোধ করা উচিত এরূপ ('— ঋণ')। পরি—শুধ্‌+ণিচ্‌+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

পরিশোষ—শুষ্কতা, নীরসতা। পরি—শুষ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিশ্রম—খাটুনি, মেহনত; কাজ করিতে করিতে শ্রান্তি; আয়াস, ক্লেশ। পরি—শ্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিশ্রমী (-শ্রমিন্‌)—যে খুব খাটিতে পারে এরূপ, পরিশ্রমকারী। পরিশ্রম+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -শ্রমিণী।

পরিশ্রান্ত—শ্রান্তিযুক্ত, ক্লান্ত। পরি—শ্রম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিশ্লেষ—কোলাকুলি, আলিঙ্গন। পরি—শ্লিষ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। বিণ, -শ্লিষ্ট।

পরিষৎ (-ষদ্‌)—সভা, সমাজ, বহুজন-সমাগম-স্থান; ব্যবস্থাপক সভা, council. পরি—সদ্‌+ক্বিপ্‌ অধি। বি; স্ত্রী।

পরিষৎপাল—ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, Chairman of Legislative Council. পরিষদ্‌—পা+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিষদ—পার্শ্বচর, অনুচর। পরি—সদ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিষেক—ভিজান, সিক্তকরণ; অবগাহন। পরি—সিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -ষিক্ত।

পরিষেবক—রোগীর শুশ্রূষাকারী, nurse. পরি—সেব্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -ষেবিকা।

পরিষেবা—রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য, nursing. পরি—সেব্‌+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ, -ষেবিত।

পরিষ্করণ—সাফ করা, বিশোধন, বিশুদ্ধকরণ। পরি—কৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিষ্কর্তা (-র্তৃ), **-স্কর্তা** (-র্তৃ)—পরিষ্কারকারী; সংশোধনকারী; সংস্কর্তা। পরি—কৃ+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ।

পরিষ্কার—১। সাফকারী, নির্মলীকরণ; স্বচ্ছতা, নির্মলতা; শোধন; ভূষণ, সজ্জা, শোভা; সজ্জিতকরণ। পরি—কৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। সাফ, সাফাই, পরিষ্কৃত, নির্মল; স্পষ্ট; সরল; বাধাহীন; সুস্থ; উদার; স্বচ্ছ; স্বাভাবিক; মধুর; সুন্দর; বিচারক্ষম। বাংপ্র। বিণ।

পরিষ্কারক—পরিষ্কারকারী। পরি—কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ষ্কারিকা।

পরিষ্কৃত—নির্মল, স্বচ্ছ; শোধিত; শোভিত, ভূষিত; সংস্কৃত, মার্জিত; বেষ্টিত। পরি—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিষ্বঙ্গ—আলিঙ্গন। পরি—স্বন্‌জ্‌ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

পরিসংখ্যা (-খ্যা)—পরিগণনা; বাক্যালংকার বিঃ [প্রশ্নপূর্বকই হউক বা প্রশ্ন না করিয়াই হউক, কথিত বস্তু যদি তাদৃশ নিষেধক বা ব্যবচ্ছেদক হয়, তবে তাহাকে পরিসংখ্যা বলে]। পরি—সম্‌—খ্যা+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিসংখ্যা(খ্যা)ন—গণনা, সংখ্যা নির্ণয়করণ; কোন বিষয় সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যজ্ঞাপক সংখ্যা, statistics. পরি—সম্‌—খ্যা+অনট্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

পরিসমাপ্তি—শেষ; সম্পূর্ণতা। পরি—সম্‌—আপ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, -সমাপ্ত।

পরিসম্পদ্‌—সঞ্চিত সম্পত্তি, assets. পরি (সম্পূর্ণ) সম্পৎ, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

পরিসর—১। বিস্তার, আয়তন; প্রস্থ; বিধি। পরি—সৃ+অপ ভাব। ২। প্রদেশ; পর্যন্তভূমি; নদী নগর পর্বতাদির নিকটবর্তী ভূমি পরি—সৃ+অপ্‌ অধি। বি; পুং।

পরিসরণ—হার, পরাভব; মৃত্যু। পরি—সৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিসর্প, -সর্পণ—পরিবেষ্টন; পরিক্রমণ। পরি—সৃপ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি; পুং বা ক্লী।

পরিসর্যা(র্য্যা)—চারিদিকে গমন, সর্বত্র ভ্রমণ। পরি—সৃ+শ ভাব+আপ্‌ (য-আগম)। বি; স্ত্রী।

পরিসারক—চতুর্দিকে গমনশীল। পরি—সৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-সারিকা**।

পরিসীমা (-সীমন্), **-সীমা**—ইয়ত্তা, সীমা; (জ্যামিতি) সমতলক্ষেত্রে বাহুগুলির সমষ্টি, perimeter; পর্যন্ত। পরি—সি+মনিন্ কর্ম, পক্ষে+ডাপ্। বি; স্ত্রী।

পরিস্থিতি—অবস্থা; অবস্থান; দিনকাল, চারিদিকের হালচাল। পরি—স্থা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী [ব্যাকরণ-মতে 'পরিষ্থিতি' পদ হয়]।

পরিস্পন্দ, -স্পন্দন—১। কম্পন, নড়াচড়া। পরি—স্পন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। ২। পরিজন। পরি—স্পন্দ্+অচ্, অন কর্তৃ। ৩। পত্রাবলী-রচনা, শরীরে তিলকাদি-রচনা। পরি—স্পন্দ্+ঘঞ্, অনট্ কর্ম। বি; পুং, ক্লী।

পরিস্ফুট—বিকসিত; প্রকাশিত; স্পষ্ট; বিশদ। পরি—স্ফুট্+ক কর্তৃ। বিণ।

পরিস্ফুরণ—বিকাশ, উচ্ছ্বাস। পরি—স্ফুর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-স্ফুরিত**।

পরিস্রব—সন্তানপ্রসবের পর জলের থলির মত যাহা বাহির হয়, ফুল, placenta. পরি—স্রু+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরিস্রাব—ক্ষারজলের সহিত আলোড়িত করিয়া বস্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া; চোয়ানো। পরি—স্রু+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিস্রাবণ, -স্রুতি—(রসায়ন) চোয়ানো; ক্ষরিত করানো, filtration. পরি—স্রু+ণিচ্+অনট্, পরি—স্রু (অন্তর্ভূতণ্যর্থ)+ক্তি ভাব। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পরিস্রুত—যাহা কোন কিছু হইতে চুয়াইয়া পড়িয়াছে এমন, ক্ষরিত, filtered, distilled. পরি—স্রু+ক্ত কর্তৃ (বা অন্তর্ভূতণ্যর্থ ধরিয়া কর্ম)। বিণ।

পরিস্রুতা—১। মদ্য, মদিরা। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষরিতা। পরি—স্রু+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পরিস্রুতি—'পরিস্রাবণ' দ্রঃ।

পরিহরণ—ক্ষীণতা; হানি; বর্জন, ত্যাগ। পরি—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিহরণীয়, -হর্ত(র্ত্ত)ব্য—ত্যাগ করিবার যোগ্য, বর্জনীয়; যাহা বাদ দিতে হইবে। পরি—হৃ+অনীয়, তব্য কর্ম। বিণ।

পরিহরা—ত্যাগ করা, ক্ষমা করা। কপ্র। ক্রি। [পরিহর—ক্ষমা কর।]

পরিহরি—ত্যাগ করিয়া।

পরিহর্ত(র্ত্ত)ব্য—'পরিহরণীয়'।

পরিহসনীয়—যাহা লইয়া তামাশা করা যায় এমন, পরিহাসযোগ্য। পরি—হস্+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরিহসি—পরিহাস করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

পরিহানি—ক্ষীণতা; হানি। পরি—হা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরি(রী)হার—অসম্মান, অবজ্ঞা, অনাদর; পরিত্যাগ, এড়ান; মোচন, ছাড়িয়া দেওয়া; দোষাপনয়ন; উপেক্ষা। পরি—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পরিহার্য(র্য্য)—ত্যাগ করিবার যোগ্য, পরিত্যাজ্য। পরি—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

পরি(রী)হাস—ঠাট্টা, তামাশা, কৌতুক। পরি—হস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-হসনীয়, -হসিত**।

পরিহিত—যাহা পরিধান করা হইয়াছে এরূপ; আচ্ছাদিত, আমুক্ত। পরি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিহীন—হ্রাসপ্রাপ্ত, ক্ষীণ; পরিত্যক্ত; বঞ্চিত। পরি—হা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিহৃত—যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, পরিত্যক্ত; বিমুক্ত। পরি—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। [ক্রি।

পরিহোয়ত—পরিত্যাগ করে। প্রা কপ্র।

পরী—পক্ষযুক্ত অতি সুন্দর কল্পিত নারী বিঃ, দেবযোনি বিঃ; পরমা সুন্দরী নারী। ফা। বি। **ডানাকাটা পরী**—পরমা সুন্দরী নারী (পরীর ডানা থাকে বলিয়া সুন্দরী নারীকে পরীর সহিত তুলনা করিতে গিয়া এইরূপ বলা হয়; সাধারণতঃ বিদ্রূপ অর্থেই ইহা অধিক ব্যবহৃত)। **পরীর দেশ, রাজ্য**—যেখানে পরীরা বাস করে বলিয়া কল্পনা করা হয় এরূপ দেশ বা রাজ্য।

পরীক্ষক—পরীক্ষাকারক; দোষগুণ-বিচারক। পরি (সম্যক্, সামীপ্য)—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী. **-ক্ষিকা**।

পরীক্ষণ, পরীক্ষা—দোষগুণ-বিবেচনা; তর্ক-প্রমাণাদির দ্বারা তত্ত্বাবধারণ; দোষগুণানুসন্ধান; কোনও তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য হাতে কলমে যে কাজ করা হয় তাহা, experiment. পরি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব; পরি—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পরীক্ষণীয়—পরীক্ষা করিবার মত, যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে এমন, যাহা পরীক্ষা করা উচিত এরূপ। পরি—ঈক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরীক্ষা—'পরীক্ষণ' দ্রঃ।

পরীক্ষাগার—যে গৃহে পরীক্ষা করা হয়, laboratory. পরীক্ষার আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পরীক্ষাধীন—বিচার্য; যাহার এখনও পরীক্ষা হইতেছে এমন। পরীক্ষার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পরীক্ষামন্দির—পরীক্ষার স্থান বা গৃহ, laboratory. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পরীক্ষামূলক—যাহার উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা করিয়া দেখা এমন। পরীক্ষা মূলে যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

পরীক্ষার্থী (-র্থিন্)—পরীক্ষাপ্রদানে ইচ্ছুক। উপতৎ; পরীক্ষা—অর্থ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-র্থিনী**।

পরীক্ষালয়—পরীক্ষার গৃহ, পরীক্ষা-মন্দির। পরীক্ষার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পরীক্ষিৎ—অর্জুনপৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র। পরি—ক্ষি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরীক্ষিত—যাহার পরীক্ষা হইয়াছে এরূপ, যাহার দোষগুণ বিবেচিত হইয়াছে এরূপ। পরি—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরীক্ষোত্তীর্ণ—যে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছে এরূপ, যে পরীক্ষা পাস করিয়াছে এরূপ। পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, ৭মীতৎ। বিণ।

পরীক্ষ্যত—পরীক্ষিত। প্রা কপ্র। বিণ।

পরীত—চারিদিকে ঘেরা, পরিবৃত, পরিবেষ্টিত; যুক্ত; পরিগণিত। পরি—ই+ক্ত কর্ম। বিণ। [বি।

পরুয়া, প'রো—মূত্রাশয়; থলি। প্রাদে।

পরুষ—১। কর্কশ; কঠিন; নিষ্ঠুর; উদ্ধত; নানাবর্ণ। পৄ+উষন্ কর্তৃ। বিণ। ২। কার্কশ্য, কাঠিন্য; নিষ্ঠুরবাক্য। বি; ক্লী। বি, **-তা, -ত্ব, পারুষ্য**।

পরুষকণ্ঠ—কর্কশভাষী, যাহার কণ্ঠস্বর রুক্ষ এরূপ। পরুষ কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী. **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

পরে—তারপর, অনন্তর; পশ্চাতে। বাংপ্র। অ। **পরে পরে**—একের পর এক; ক্রমান্বয়ে; একে একে; লোকপরম্পরাক্রমে।

'পরে—উপরে। <উপরে। অ।

পরেটা—পরটা (তাহা দ্রঃ)।

পরেশ—১। ভগবান্। পর (শ্রেষ্ঠ) ঈশ, কর্মধা। বি; পুং। ২। স্পর্শমণি; স্পর্শ। প্রাদে। বি।

পরেশনাথ—'পার্শ্বনাথ' দ্রঃ।

পরেশান—বিপদ্‌গ্রস্ত; বিহ্বল। ফা। বিণ।

পরোক্ষ—১। অসাক্ষাৎ, অপ্রত্যক্ষ। অ। ২। অপ্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়াতীত ('— বিষয়'); গৌণ। অক্ষির পর এই বাক্যে অব্যয়ী; পরোক্ষ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পরোক্ষ জ্ঞান—যে জ্ঞান চক্ষুকর্ণাদির সাহায্যে অর্জিত হয় নাই তাহা, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, indirect knowledge. **পরোক্ষ প্রমাণ**—যে প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া না গেলেও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী হইতে সংগৃহীত হয় তাহা, circumstancial evidence.

পরোখ—পরীক্ষা। <ফা পরীক্ষা। বি।

পরোটা—'পরটা' দ্রঃ।

পরোঢ়া—অন্য কর্তৃক বিবাহিতা রমণী, পরস্ত্রী। পর কর্তৃক উঢ়া, ৩য়াতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পরোৎকর্ষ—শ্রেষ্ঠতা, চরম পরিণতি, perfection. পরা উৎকর্ষ, প্রাদিতৎ। বি ; পুং।

পরোপকার—পরের হিতসাধন, অন্যের মঙ্গল-সম্পাদন। পরের উপকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পরোপকারক—অন্যের হিতসাধক, পরের মঙ্গলবিধায়ক। পরের উপকারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

পরোপকারী (-কারিন্)—অন্যের হিতকারী, পরের কল্যাণকারক। পরের উপকারী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-রিতা**।

পরোপজীবী (-জীবিন্) যে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এরূপ, পরের গলগ্রহ। উপতৎ ; পর—উপ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

পরোপজীব্য—পরের গলগ্রহ, পরোপজীবী। পর উপজীব্য যাহার, বহু। বিণ।

পরোয়া—চিন্তা ; ভয়। <ফা 'পর্‌বা'। বি। **কুচ পরোয়া নেই**—কোন ভয় নাই।

পরোয়ানা—আজ্ঞাপত্র, হুকুমনামা। <ফা 'পরবানা'। বি। **পরোয়ানা জারি করা**—পরোয়ানায় লিখিত বিষয় জানাইয়া দেওয়া ; পরোয়ানায় লিখিত নির্দেশ অনুসারে ধরপাকড় করা।

পরোল—তরুই লতা এবং তাহার ফল। <পটোলিকা। বি। [ক্রি।

পরোশা—পরিবেশন করা। প্রা কপ্র।

পর্কটি, পর্কটী (-টিন্)—পাকুড় গাছ, প্লক্ষতরু। পৃচ্ (স্পর্শ করা)+অটি কর্তৃ ; পৃচ্+অটিন্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী, পুং।

পর্জ(র্জ্জ)ন্য—ইন্দ্র ; শব্দকারী মেঘ, যে মেঘ ডাকে। পৃষ্ (জলসেক করা)+অন্য কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

পর্ণ—১। পাতা, পত্র ; পান, তাম্বূল ; পক্ষ। বি ; ক্লী। ২। পলাশগাছ। পর্ণ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পর্ণকার—পানবিক্রেতা, বারুই। উপতৎ ; পর্ণ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পর্ণকুটি, -টী—পাতার কুঁড়ে, পাতার ছাওয়া ছোট ঘর। পর্ণনির্মিতা কুটি, কুটী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পর্ণকুটীর—পর্ণকুটী। পর্ণনির্মিত কুটীর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

পর্ণকুটীরবাসী (-বাসিন্)—যে পাতার কুঁড়েঘরে বাস করে এরূপ, অতিদরিদ্র। উপতৎ ; পর্ণকুটীর—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**। [পুং।

পর্ণখণ্ড—পানের টুকরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

পর্ণনর—পাতার দ্বারা তৈরী পুতুল, কুশপুত্তলিকা [কোন মনুষ্যের মৃতদেহ না পাইলে তদীয় আত্মীয়স্বজন পত্রদ্বারা তাহার এক প্রতিকৃতি নির্মাণ করে এবং তাহা দাহ করিয়া মৃতের শ্রাদ্ধাদি কার্য সমাধা করিয়া থাকে ; ইহাকে পর্ণনর বলে]। পর্ণনির্মিত নর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পর্ণবীটিকা—পানের বীড়া ; পানের খিলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পর্ণভোজন—১। পত্রভক্ষণকারী। পর্ণ ভোজন যাহার, বহু। বিণ। ২। পত্রভক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পর্ণময়—পাতার তৈয়ারী, পত্রনির্মিত। পর্ণ +ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

পর্ণমৃগ—বানর, বৃক্ষমর্কট। পর্ণবিহারী মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পর্ণমোচী (-মোচিন্)—পত্রত্যাগী ; (উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) যাহার পাতা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে এমন ('— বৃক্ষ'), deciduous. উপতৎ ; পর্ণ—মুচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মোচিনী**।

পর্ণলতা—পানগাছ, তাম্বূলীলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পর্ণশয্যা—পাতার তৈরী বিছানা, পত্ররচিত শয্যা। পর্ণরচিতা শয্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পর্ণশালা—পাতার ঘর, পাতার ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। পর্ণাচ্ছাদিতা বা পর্ণনির্মিতা শালা (গৃহ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পর্ণাশন—১। পাতা খাওয়া, পত্রভক্ষণ। পর্ণের অশন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। পত্রভোজী। পর্ণ অশন যাহার, বহু। বিণ।

পর্ণী (পর্ণিন্)—১। বৃক্ষ। পর্ণ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং। ২। পত্রযুক্ত। বিণ। স্ত্রী **-পর্ণিনী**।

পর্ণোটজ—পাতার ঘর, পর্ণশালা। পর্ণনির্মিত উটজ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

পর্দ(র্দ্দ)ন—বাতকর্ম, অধোবায়ু-নিঃসরণ। পর্দ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

পর্দা—যবনিকা ; বেড়া ব্যবধান ; চর্মের নিম্নস্থ মাংস প্রঃর অথবা চক্ষুর আবরক ঝিল্লী ; (লক্ষ্যার্থে) লজ্জা। <ফা 'পর্দহ্'। বি।

পর্দানশিন, -নশীন—অবরোধবাসিনী। ফা। বি বা বিণ।

পর্পট—ক্ষেতপাপড়া গাছ ; মিষ্টান্ন বিঃ, পাপর। পর্প্—অট্+অচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

পর্পটী—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিঃ ; একপ্রকার পিঠা। পর্প+অটন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পর্ব (-র্বন্), **পর্ব্ব** (-র্ব্বন্)—গাঁইট, গ্রন্থি ; (উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) কাণ্ডের গ্রন্থি বা জোড়ামুখ; node ; দুই পর্বসন্ধির মধ্যবর্তী স্থান, internode ; পাব ; সন্ধি ; দর্শ ও প্রতিপদের সন্ধি ; ভঙ্গী ; অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা অমাবস্যা তিথি ও সংক্রান্তি—এই পাঁচ ; বিষুবসংক্রান্তি প্রঃ কাল বিঃ ; উৎসব, পরব ; অধ্যায় ; প্রস্তাব ; সূক্ষ্মকাল, ক্ষণ ; লক্ষণান্তর ; অংশ ; ব্যাপার, বৃত্তান্ত ; উদ্যোগ। পৄ+বনিপ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পর্ব(র্ব্ব)ত—পাহাড়, গিরি ; দশনামী সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায়ের উপাধি। পর্ব+অতচ্ কর্তৃ ; অথবা, পর্বন্+তপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

পর্ব(র্ব্ব)তকন্দর—পাহাড়ের গুহা, গিরিগহ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

পর্ব(র্ব্ব)তচারী (-চারিন্)—পর্বতে ভ্রমণকারী। উপতৎ ; পর্বত—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

পর্ব(র্ব্ব)তজা—১। নদী ; পার্বতী, দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। পর্বত হইতে উৎপন্না, গিরিসম্ভবা। উপতৎ ; পর্বত—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পর্ব(র্ব্ব)তজাত—পাহাড়িয়া, পর্বতে উৎপন্ন, পার্বত্য। পর্বতে জাত, ৭মীতৎ ; বা পর্বত হইতে জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

পর্ব(র্ব্ব)তপতি—পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পর্ব(র্ব্ব)তপ্রমাণ—পাহাড়ের মত বিশাল আকৃতি, পর্বতাকৃতি, রাশীকৃত। বহু। বিণ।

পর্ব(র্ব্ব)তবাসিনী—১। পর্বতের অধিবাসিনী। পর্বতবাসিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গায়ত্রী ; আকাশমাংসী। বি ; স্ত্রী।

পর্ব(র্ব্ব)তবাসী (-বাসিন্)—যে পর্বতে বাস করে এমন, পাহাড়িয়া ('— জাতি')। উপতৎ ; পর্বত—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

পর্ব(র্ব্ব)তবিদারী (-বিদারিন্)—যাহা পাহাড় ফাটাইয়া দেয় বা বিদীর্ণ করে এরূপ। উপতৎ ; পর্বত—বি—দৄ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিদারিণী**।

পর্ব(র্ব্ব)তবিহারী (-বিহারিন্)—পর্বতে ভ্রমণকারী ; পর্বতবাসী। উপতৎ ; পর্বত—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিহারিণী**।

পর্ব(র্ব্ব)তরাজ—পর্বতাধিপতি হিমালয়। পর্বতমধ্যে রাজা বা পর্বতদিগের রাজা, ৭মী বা ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

পর্ব(র্ব্ব)তশিখর, -শৃঙ্গ—পাহাড়ের চূড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
পর্ব(র্ব্ব)তশ্রেণী—পাহাড়ের সারি, গিরিমালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
পর্ব(র্ব্ব)তাকার—পর্বতের তুল্য অতি বৃহৎ; পর্বতের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; রাশীকৃত। পর্বতের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।
পর্ব(র্ব্ব)তীয়—পাহাড়িয়া, পর্বতসম্বন্ধীয়; পর্বতবাসী। পর্বত+ঈয় সম্বন্ধার্থে, নিবাসার্থে। বিণ।
পর্ব(র্ব্ব)মধ্য—বৃক্ষকাণ্ডের বা শাখার এক গ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থি পর্যন্ত অংশ, পাব, internode. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।
পর্ব(র্ব্ব)সন্ধি—প্রতিপদ ও পঞ্চদশীর মাঝামাঝি কাল; (উদ্ভিদতত্ত্ব) তৃণাদির যে সকল স্থান হইতে পাতা বাহির হয়, node. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
পর্বা(র্ব্বা)স্ফোট—আঙুল মচকানো; অঙ্গুলিগ্রন্থির আস্ফোটন। পর্বের আস্ফোট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
পর্বা(র্ব্বা)হ—পর্বদিন, উৎসবদিন। পর্বের (উৎসবের) অহ (অহন্—দিবস) (টচ্ সমাসান্ত), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
পর্য(র্য্য)ঙ্ক—১। খাট, খট্বা, পালঙ্ক। পরি (সম্যক্‌রূপে)—অনক্ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। বসিবার একপ্রকার কায়দা, উপবেশন বিঃ। পরি—অনক্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। (ভূগোল) নদীর অববাহিকা বা দুই পাশের ভূমি—যাহা হইতে নদীতে জল আসিয়া গড়াইয়া পড়ে, basin. বি।
পর্য(র্য্য)ঙ্কবন্ধ—কাপড় প্রঃ দিয়া পিঠ ও হাঁটু দুইটি বাঁধা, কাঁড়বাঁধা; বীরাসন। পর্যঙ্কতুল্য বন্ধ অথবা পর্যঙ্কার্থক বন্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
পর্য(র্য্য)টক—পরিব্রাজক; ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। পরি—অট্+অচ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
পর্য(র্য্য)টন—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ানো, পরিভ্রমণ। পরি—অট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
পর্য(র্য্য)টনশীল—যে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে এরূপ, ভ্রমণকারী। পর্যটন শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।
পর্য(র্য্য)ন্ত—১। অবধি; নাগাইদ। বাংপ্র। অ। ২। পার্শ্ব; প্রান্ত; সমীপ, নিকট; সীমা; অবসান। বি; পুং। ৩। শেষ-সীমা-প্রাপ্ত। পরিগত অন্তকে, প্রাদি। বিণ।
পর্য(র্য্য)বসান—শেষ, সমাপন; পরিণতি, শেষ ফল। পরি—অব—সো+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
পর্য(র্য্য)বসিত—নিঃশেষিত; সমাপ্ত; পূর্বাপর সমালোচনা দ্বারা নির্ধারিত; পরিণত, রূপান্তরিত। পরি—অব—সো (ধ্বংস করা)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।
পর্য(র্য্য)বস্থা, পর্য(র্য্য)বস্থান—আটক, অবরোধ; বিরোধ। পরি—অব—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্; পক্ষে অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী, ক্লী।
পর্য(র্য্য)বস্থাতা (-স্থাতৃ)—১। ব্যাঘাতকারক; প্রতিকূল; অবরোধকারক। বিণ। স্ত্রী, **-স্থাত্রী**। ২। শত্রু। পরি—অব—স্থা+ তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।
পর্য(র্য্য)বস্থান—'পর্যবস্থা' দ্রঃ।
পর্য(র্য্য)বস্থিত—যিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন এরূপ; বিষ্ণু। পরি—অব—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।
পর্য(র্য্য)বেক্ষক—যে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে, পরীক্ষক; তত্ত্বাবধায়ক; অভিনিবেশ-সহকারে নিরীক্ষণকারী। পরি—অব—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেক্ষিকা**।
পর্য(র্য্য)বেক্ষণ—বিশেষভাবে দেখা, নিরীক্ষণ, অভিনিবেশপূর্বক অবলোকন, observation; তত্ত্বাবধান। পরি—অব—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
পর্য(র্য্য)বেক্ষণিকা—গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করিবার গৃহ, মানমন্দির, observatory. পর্যবেক্ষণ+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
পর্য(র্য্য)বেক্ষিত—যাহা বিশেষভাবে দেখা হইয়াছে এমন, নিরীক্ষিত, অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্ট। পরি—অব—ঈক্ষ্ (দর্শন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
পর্য(র্য্য)য়—বিরোধ, ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য; শাস্ত্র ও লৌকিক-ব্যবহারাতিক্রান্ত আচার। পরি—ই+অচ্ ভাব। বি; পুং।
পর্য(র্য্য)সন—দূরীকরণ, অপসারণ; চতুর্দিকে ক্ষেপণ; নিক্ষেপ। পরি—অস্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
পর্য(র্য্য)স্ত—দূরীকৃত; পতিত; বিক্ষিপ্ত; প্রসারিত; আহত; হত; দূরে নিক্ষিপ্ত; উলটানো। পরি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।
পর্য(র্য্য)স্তিকা—বিছানা, শয্যা; খাট, খট্বা; কেদারা। পরি—অস্+ক্তি অধি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
পর্যা(র্য্যা)কুল—ব্যাকুল, কাতর; স্খলিতগতি; ব্যতিব্যস্ত; বিক্ষিপ্ত। পরি—আ—কুল্+ক কর্তৃ। বিণ।
পর্যা(র্য্যা)ণ—পশুর পৃষ্ঠের আসন, পালান জিন প্রঃ। পরি—যা+অনট্ করণ (নিপা)। বি; ক্লী।
পর্যা(র্য্যা)প্ত—১। প্রচুর, যথেষ্ট, পরিমিত; পূর্ণ; পটু; সমর্থ; প্রাপ্ত; সম্পন্ন। পরি—আপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**পর্যাপ্তি**। ২। প্রাচুর্য; সামর্থ্য; তৃপ্তি; শক্তি। পরি—আপ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।
পর্যা(র্য্যা)প্তি—প্রাচুর্য; পরিপূর্ণতা; সম্যক্ প্রাপ্তি; প্রাপ্তি; পরিমিতভাব; সামর্থ্য; পরিচ্ছেদ; নিবারণ; পরিত্রাণ; প্রকাশ; (ন্যায়মতে) স্বরূপসম্বন্ধভেদ। পরি—আপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
পর্যা(র্য্যা)বর্ত—পর্যায়ানুসারে সংঘটিত, যাহার চলার বা দোলনের নির্দিষ্ট সময় থাকে এমন (যথা—ঘড়ির কাঁটা), periodic. পরি—আ—বৃৎ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
পর্যা(র্য্যা)বৃত্তি—একই ভাবে বা একই গতিপথে নিয়মিত পুনঃ পুনঃ চলার ধর্ম, নিয়মিতভাবে ঘুরিয়া আসা, periodicity. পরি—আ—বৃৎ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
পর্যা(র্য্যা)য়—অনুক্রম, পালা; সময়ের পরিমাণ বিঃ—যাহাতে কোন বস্তু বা গ্রহাদি একই ভাবে চলে, period; বংশের প্রবর্তক হইতে গণিত সন্তানসংখ্যা, generation; সমনাম, synonym; প্রকার; সুযোগ; অবসর; প্রাচুর্য; নির্মাণ; দ্রব্যধর্ম; শ্রেণী, status; সম্পর্ক বিঃ, সমানার্থবোধক শব্দ; অর্থালংকার বিঃ। পরি—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
পর্যা(র্য্যা)য়কাল—(পদার্থবিদ্যা) পদার্থের চলার বা দোলনের নির্দিষ্ট সময়, period. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
পর্যা(র্য্যা)য়ক্রম—পালাক্রম, আনুপূর্বিকভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
পর্যা(র্য্যা)য়বচন—সমানার্থবোধক শব্দ, synonym. কর্মধা। বি; ক্লী, পুং।
পর্যা(র্য্যা)য়সম—বাঙ্গালা কবিতার একপ্রকার ছন্দঃ (যাহাতে ১ম ও ৩য় এবং ২য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তির শেষ বর্ণের মিল থাকে)। পর্যায়ে সম, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।
পর্যা(র্য্যা)য়িক—যাহা পালাক্রমে ঘটে এমন, periodic. পর্যায়+ইক (ঠন্) জাতার্থে। বিণ।
পর্যা(র্য্যা)য়োক্ত—১। অলংকার বিঃ [গম্য অর্থাৎ সহজবোধ্য উহ্য বিষয়কে কার্যাদি দ্বারা অন্য ভঙ্গীতে প্রকাশ করিলে এই অলংকার হয়; যথা—'তাঁহার রাজত্ব-সময়ে সৈন্যদের অস্ত্রসমূহ কলঙ্কে (rust) পরিপূর্ণ হইয়াছিল'—এই বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, তাঁহার প্রতাপে কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইত না; অতএব অব্যবহারে অস্ত্রসমূহে মরিচা পড়িয়াছিল। সুতরাং এস্থানে পর্যায়োক্ত অলংকার হইয়াছে]। বি; ক্লী। ২। যথাক্রমে কথিত। পর্যায়ে উক্ত, সুপ্। বিণ।
পর্যা(র্য্যা)লোচন, -লোচনা—সর্বতো-

ভাবে আলোচনা; পুনঃ পুনঃ অনুশীলন; উত্তমরূপে বিচার; পর্যবেক্ষণ; তত্ত্বাবধান; বিতর্ক। পরি—আ—লোচি+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পর্যা(র্য্যা)লোচিত—সর্বতোভাবে আলোচিত, সম্যক্ প্রকারে অনুশীলিত। পরি—আ—লোচি+ক্ত কর্ম। বিণ।

পর্যা (র্য্যা) স—পরিবর্তন; বিপর্যয়; বিক্ষেপ; বিস্তার; বিনাশ; পতন। পরি—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পর্যা(র্য্যা)সিত—বিস্তারিত; পরাবর্তিত; পরিণমিত; পরিবর্তিত। পরি—অস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পর্যা(র্য্যা)হার—১। একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া; ধড়ের গাদি দেওয়া। পরি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। বোঝা; কলস। পরি—আ—হৃ+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

পর্যু(র্য্যু)ৎসুক—উৎকণ্ঠিত; অনুরক্ত। পরি—উৎ—সু+ক্বিপ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে (উ-কার হ্রস্ব)। বিণ।

পর্যু (র্য্যু) দস্ত—নিষিদ্ধ, নিবারিত; পরাভূত; হীনবল; পণ্ড। পরি—উৎ—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পর্যু (র্য্যু) দাস—নিষেধ, নিবারণ; পরাভব; (ব্যাকরণ) যে নঞ্-এ বিধির প্রাধান্য ও নিষেধের অপ্রাধান্য। পরি—উৎ—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পর্যু(র্য্যু)ষিত—বাসি, আগের দিনের ('— অন্ন')। পরি—বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **পর্যুষিত বাক্য**—যে কথা বা প্রতিজ্ঞা ঠিকভাবে রক্ষিত হয় নাই।

পর্শ—স্পর্শ, ছোঁওয়া। <স্পর্শ। বি।

পর্শু—১। পরশু, কুঠার, টাঙ্গি। পর (শত্রু)—শৃ (হিংসা করা)+উ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। ২। গতকল্যের পূর্বদিন বা আগামী কল্যের পরদিন। <পরশ্ব। বি।

পর্শুকা—(জীববিদ্যা) পাঁজর, rib. পর্শু—কৈ+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পর্শুরাম—পরশুরাম, জামদগ্ন্য। পর্শু (পরশু)-ধারী রাম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পর্ষদ্—সমাজ, সভা; পরিচালকবর্গ, পরিচালক সমিতি, board. পৃষ্+অদ্ অধি, সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

পর্ষদ্বল—পারিষদ; সভাসদ্। পর্ষদ্+বলচ্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং।

পল—১। পরিমাণ বিঃ, চারি তোলা পরিমাণ; মাংস; আমিষ। পল্+ক ঘঞর্থে করণ, সংজ্ঞার্থে। ২। প্রতারণ; চলন। পল্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; ক্লী। ৩। সূক্ষ্মকাল পরিমাণ বিঃ, এক দণ্ডের ৬০ ভাগের এক ভাগ; শস্যশূন্য তৃণ; বিশৃঙ্খল তৃণ, পোয়ালখড়। পল্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৪। ধার, পার্শ্ব। <ফা 'পহল্'। বি। **পল তোলা**—দ্রব্যাদির গাত্র কাটিয়া বা খুদিয়া শিরাল পার্শ্ব বাহির করা।

পলক—চোখের পাতা; নিমেষ। ফা। বি। **পলকে প্রলয়**—অকস্মাৎ হুলুস্থুল কাণ্ড।

পলকবিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—অপলক, নির্নিমেষ, নিমেষশূন্য। ওয়াস্তৎ। ফা-মূ। বিণ।

পলকা—যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এমন, ভঙ্গুর; জীর্ণ; অসার। পলক+আ স্থিতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পলট—পশ্চাৎ। বাংপ্র। বি। **পলট ফেরা**—পশ্চাতে ফেরা।

পলটন—পল্টন (তাহা দ্রঃ)।

পলটি—পশ্চাৎ ফিরিয়া ("পলটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

পলতা—পটোলপাতা; পটোললতা। <পটোললতা। বি।

পলতে—পলিতা, প্রদীপের বর্তিকা। <আ 'ফতীলাহ্'। বি।

পল-তোলা—যাহার ধার বা শির তোলা হইয়াছে এরূপ, বহু তল বা পার্শ্ববিশিষ্ট ('— কাচ')। বহু। ফা-মূ। বিণ।

পলপ্রিয়—১। কাক। বি; পুং। ২। মাংসপ্রিয়, যে মাংস খাইতে ভালবাসে এরূপ। পল প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

পলব—মাছ-ধরা পলো, মৎস্যধারণযন্ত্র। পল—বা+ক করণ। বি; পুং।

পলল—১। নদী প্রঃর পলি, জলস্রোতের সঙ্গে আগত এবং তাহার পর থিতানো মাটি, alluvium; পঙ্ক; মাংস; তিলচূর্ণ, তিলকুটা। পল্ (রক্ষা করা)+কলচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। রাক্ষস। উপতৎ; পল (মাংস)—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

পললীয়—ফল প্রঃর সাদা অংশ, শ্বেতসার; মাড়, starch. বি।

পলস্তারা—১। লেপনীয় দ্রব্য, বালি সুরকি চুন সিমেণ্ট ইঃর প্রলেপ। <ইং 'plaster'. ২। যে প্রলেপে শরীরে ফোসকা পড়ে। <ইং 'blister'. বি। **পলস্তারা করা**—লেপ দেওয়া।

পলা—১। রত্ন বিঃ। <প্রবাল। ২। তেল প্রঃ তুলিবার লম্বা হাতলওয়ালা হাতা, একপ্রকার ছোট হাতা। <পরিমাণার্থ 'পল'। বি। ৩। পলায়ন কর্। প্রাদে। ক্রি।

পলাকড়া, -কড়ি—পটোল। প্রাদে। বি।

পলাকাঁটি—সোনালি; হাতের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বিণ বা বি।

পলাণ্ডু—পেঁয়াজ। পল—অণ্ড্+উ কর্তৃ। বি; পুং।

পলাতক—যে পলায়ন করিয়াছে বা করিতেছে এরূপ; নিরুদ্দেশ। বাংপ্র। বিণ।

পলানে—যে বার বার পলাইয়া যায় এমন ('— বউ')। পলান+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

পলানো, পালানো—পলায়ন করা। <পলায়ন। ক্রি [, বি]।

পলান্ন—পোলাও, মাছ মাংস বা ডিমের সহিত রান্না করা অন্ন। পলমিশ্রিত অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পলায়ন—পলানো, ভয়াদি হেতু প্রস্থান। পরা—অয়্+অনট্ ভাব (র-স্থানে ল)। বি; ক্লী।

পলায়নপর—পলায়ন করিতে উদ্যত। পলায়ন পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

পলায়মান—যে পলায়ন করিতেছে এরূপ। পরা—অয়্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

পলায়িত—যে পলাইয়া গিয়াছে এমন। পরা—অয়্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পলাশ—১। কিংশুক-বৃক্ষ বা তাহার পুষ্প। পল—অশ্+অণ্ কর্তৃ। ২। হরিদ্বর্ণ। পলাশ+অচ্ সম্বন্ধার্থে (পত্রের ন্যায় বর্ণ এই অর্থে)। বি; পুং, (পুষ্প অর্থে) ক্লী। ৩। শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। পলাশ (শ্যামবর্ণ)+অচ্ আছে অর্থে বিণ।। স্ত্রী, -শা, -শী। ৪। রাক্ষস; প্রেত। উপতৎ; পল (মাংস)—অশ্ (ভক্ষণ করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পলাশী (-শিন্)—১। রাক্ষস। বি; পুং। ২। মাংসভোজী। পল (মাংস)—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**। ৩। বৃক্ষ। পলাশ (পত্র, পাতা)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৪। ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান বিঃ। বি।

পলি—১। ঘোলা জল থিতাইয়া গেলে যে মাটির স্তর পড়ে; নদীর উত্তরতীরে পতিত মৃত্তিকা; জলস্রোতে আনীত মৃত্তিকা, নদীস্রোতের সঙ্গে যে মাটি আসিয়া ইহার মোহানায় বা অন্য স্থানে সঞ্চিত হয় তাহা। <পলল। বি। **পলি পড়া**—বন্যার জলে আনীত মৃত্তিকা নদীর উপকূলে পতিত হওয়া; ঘোলাজলে মিশানো কাদা তলায় পড়িয়া যাওয়া। ২। উত্তরবঙ্গের অসভ্য জাতি বিঃ। বি।

পলিজ—(ভূ-বিদ্যা) পলি হইতে জাত, পাললিক, alluvial. পলি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

পলিত—১। বার্ধক্যহেতু সাদা, পাকা ('—কেশ'); বৃদ্ধ। পল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বার্ধক্যহেতু চুল পাকিয়া সাদা হওয়া;

তাপ ; কাদা, কর্দম। পল্‌+ক্ত ভাব, করণ। বি ; ক্লী।

পলিতকেশ—১। বার্ধক্যহেতু যাহার চুল সাদা হইয়াছে এরূপ। পলিত কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -শা, -শী। ২। সাদা চুল। কর্মধা। বি ; পুং।

পলিতা—প্রদীপের সলিতা, দীপবর্তিকা। <আ 'ফতীলাহ্'। বি।

পলিসি—নীতি ; কার্যসাধনের কৌশল, স্বার্থসাধক নীতি ; কূট মতলব ; বীমাপত্র। <ইং 'policy'. বি।

পলিসিবাজ—মতলববাজ, যে কার্যসাধনের জন্য কৌশল অবলম্বন করে এরূপ। (ইং) policy+(ফা) বাজ। বি বা বিণ।

পলীয়—খাদ্যবস্তুর অত্যাবশ্যক উপাদান বিঃ, অন্নসার, protein. বি।

পলু—রেশমকীট ; বাঁধা পুস্তকের ধার কাটিবার একপ্রকার ছুরি। বাংপ্র। বি।

পলুই, পলো—মাছ ধরিবার বাঁশের খাঁচা বিঃ। <পলব। বি।

পলো—'পলুই' দ্রঃ।

পল্টন—সেনাদল। <ইং 'platoon'. বি।

পল্বল—ডোবা, ছোট জলাশয়। পল্‌+বল কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

পল্যঙ্ক—পালঙ্ক, খাট ; মঞ্চ ; বৃষী। পরি—অন্‌ক্‌+ঘঞ্‌ অধি (র-স্থানে ল)। বি ; পুং।

পল্লব—১। নূতন পাতা, কিশলয়। পল্‌—লূ+অপ্‌ কর্ম। ২। ছোট ডাল, ফেঁকড়ি। পল্লব+অচ্‌ আছে অর্থে। বি ; ক্লী। ৩। বিস্তার। পল্‌—লূ+অপ্‌ ভাব। বি ; পুং বা ক্লী।

পল্লবগ্রাহিতা—নানা বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা, ভাসা-ভাসা জ্ঞান সংগ্রহের স্বভাব, খুঁট-আঁখুরে হওয়া। পল্লবগ্রাহিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, -গ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)।

পল্লবগ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—যাহার অনেক বিষয়ে অল্প অল্প জ্ঞান আছে এরূপ, যে কোন বিষয়ই গভীরভাবে না দেখিয়া উপর-উপর জ্ঞান আহরণ করে এরূপ ; খুট-আঁখুরে। উপতৎ ; পল্লব—গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

পল্লবাধার—গাছের ডাল, যাহাতে পল্লব জন্মে। পল্লবের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পল্লবিক—কামুক, লম্পট। পল্লব (কাম) +ইক আছে অর্থে। বিণ।

পল্লবিত—কচি কচি পাতায় ভরা, পল্লবযুক্ত ; অতিরঞ্জিত, বিস্তারিত, লাক্ষারঞ্জিত। পল্লব+ইতচ্‌ সংজাতার্থে। বিণ।

পল্লবী (-বিন্‌)—গাছ, বৃক্ষ। পল্লব (ছোট ডাল)+ইন্‌ আছে অর্থে। বি ; পুং।

পল্লি, পল্লী—ক্ষুদ্র গ্রাম, পাড়া, গ্রামখণ্ড ; কুটী, গৃহ। পল্ল্‌+ইন্‌ অধি ; পক্ষে+ঙীপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পল্লী—'পল্লি' দ্রঃ।

পল্লীগীতি—গ্রাম্য কবির রচিত গান ; সহজ ও সরল ভাষায় রচিত মর্মস্পর্শী প্রেম ও ভক্তিভাবের গান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পল্লীগ্রাম—পাড়াগাঁ। পল্লীই গ্রাম, কর্মধা। বি ; পুং। [বি ; পুং।

পল্লীবাল—পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ৬ষ্ঠীতৎ।

পল্লীবালা, -বালিকা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পল্লীর কুমারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পল্লীবাসী (-বাসিন্‌)—যে পাড়াগাঁয়ে বাস করে এরূপ। উপতৎ ; পল্লী—বস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাসিনী।

পশম—ছাগ মেষ প্রভৃতির লোম, ঊর্ণা। <ফা 'পশ্‌ম্‌'। বি। বিণ—পশমী।

পশমিনা—একপ্রকার পশম। ফা। বি।

পশমী—পশম বা পশুলোমের তৈরি। পশম+ঈ নির্মিতার্থে। ফা-মূ। বিণ।

পশা—প্রবেশ করা। কপ্র। ক্রি।

পশি—১। প্রবেশ করিয়া। অস-ক্রি। ২। প্রবেশ করি। কপ্র। ক্রি।

পশিল—প্রবেশ করিল। কপ্র। ক্রি।

পশু—জানোয়ার, জন্তু ; ছাগ ; মূর্খ ; দেবযোনি ; শিবের অনুচর ; পশুস্বভাববিশিষ্ট জীব ; মায়ায় আবদ্ধ জীব ; তন্ত্রমতে মদ্যমাংসবর্জনকারী সাধক, নিরামিষাশী শুদ্ধ এবং সংযতাচারী সাধক। পশ্‌+উ কর্ম, সংজ্ঞার্থে ; অথবা, দৃশ্‌ (দেখা)+কু কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

পশুকল্প—১। পশুবলির বিধান। পশু-সম্বন্ধীয় কল্প, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। পশুবৎ, পশুর ন্যায়। পশু+কল্পপ্‌ ঈষদূনার্থে। বিণ।

পশুচর্যা(র্য্যা)—স্বেচ্ছাচার, খেয়াল-খুশিমত আচরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পশুচিকিৎসক—পশুর রোগনির্ণয়ে ও চিকিৎসায় অভিজ্ঞ, পশুর ডাক্তার, veterinary. পশুদিগের চিকিৎসক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পশুত্ব—পশুজন্ম ; পশুর স্বভাব। পশু+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

পশুধর্ম(র্ম্ম)—পশুর স্বাভাবিক বৃত্তি ; পশুবৎ যথেচ্ছ মৈথুনরূপ ধর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পশুধর্মা (-ধর্মন্‌), **-ধর্ম্মা** (-ধর্ম্মন্‌) - পশুর ন্যায় অনিয়মিতভাবে মৈথুনপরায়ণ। পশুর ধর্মই ধর্ম যাহার, বহু (অনিচ্‌ সমাসান্ত)। বিণ।

পশুপতি—শিব। পশুদের (প্রাণীদের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পশুপাল, -পালক—রাখাল, পশুরক্ষক। উপতৎ ; পশু—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃ ; পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পশুপাশ—যে দড়ি দিয়া বলির পশু প্রভৃতি বন্ধন করা হয়। পশুর পাশ (বন্ধনরজ্জু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পশুভাব—পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন অসংযত মনোবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পশুরাজ—সিংহ, মৃগেন্দ্র। পশুমধ্যে রাজা (প্রধান), ৭মীতৎ ; অথবা, পশুদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্‌ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

পশুশালা—যে স্থানে পশুগণকে রাখা হয় তাহা, পশুগণের থাকিবার গৃহ, চিড়িয়াখানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পশ্চাৎ—পরে ; পর ; পশ্চিমে ; পিছে ; পিছন ; চরম। অপর+আৎ (নিপা)। অ।

পশ্চাত্তাপ—অনুতাপ ; সন্তাপ। পশ্চাৎ (পরে) তাপ, সুপ্‌। বি ; পুং।

পশ্চাৎপদ—পিছ-পা ; যে পিছনে হটিয়াছে এমন। পশ্চাৎ পদ যাহার, বহু। বিণ।

পশ্চাদনুসরণ—পিছনে পিছনে যাওয়া ; পশ্চাদ্‌গমন। পশ্চাতে অনুসরণ, সুপ্‌। বি ; ক্লী। বিণ, -সৃত।

পশ্চাদপসরণ—পিছন দিক্‌ হইতে বা পিছন দিক্‌ দিয়া পলায়ন, পিছন দিকে হটিয়া পলায়ন। পশ্চাতে অপসরণ, সুপ্‌। বি ; ক্লী।

পশ্চাদপসৃত—পিছন দিক্‌ হইতে বা পিছন দিক্‌ দিয়া পলায়িত ; পরে যে চলিয়া গিয়াছে এরূপ। পশ্চাতে অপসৃত, সুপ্‌। বিণ।

পশ্চাদ্‌গতি, -গমন—পিছনে যাওয়া। পশ্চাতে গতি, গমন, সুপ্‌। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

পশ্চাদ্‌গামী (-মিন্‌)—যে পিছনে পিছনে যায় এরূপ ; যে পরে যায় এরূপ। উপতৎ ; পশ্চাৎ—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।

পশ্চাদ্ধাবন—অনুসরণ, পিছনে দৌড়ানো ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। পশ্চাতে ধাবন, সুপ্‌। বি ; ক্লী।

পশ্চাদ্ধাবিত—১। যে পিছনে পিছনে ছুটিতেছে এরূপ, পশ্চাতে ধাবমান। পশ্চাতে ধাবিত, সুপ্‌। ২। যাহার পিছনে কেহ ছুটিতেছে এমন। সুপ্‌ (এই পক্ষে ধাবিত=ধাব্‌+ক্ত কর্ম)। বিণ।

পশ্চাদ্বর্তী (-বর্তিন্‌), **-র্ত্তী** (-র্ত্তিন্‌)—পিছন দিকে অবস্থিত। উপতৎ ; পশ্চাৎ—বৃৎ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বর্তিনী। বি, -বর্তিতা।

পশ্চাদ্ভাগ—পিছন দিক্‌, পৃষ্ঠদেশ ; পাছা। পশ্চাতের ভাগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পশ্চাদ্ভাগস্থ—পিছনদিকে অবস্থিত। উপতৎ ; পশ্চাদ্ভাগ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

পশ্চাদ্ভূমি—পিছনের ভূমি; দৃশ্যের দূরবর্তী অংশ; ছবি ইঃর পটভূমি, background. পশ্চাৎস্থিত ভূমি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পশ্চার্ধ(র্দ্ধ)—অপরার্ধ, পা অবধি নাভি পর্যন্ত অংশ। অপর অর্ধ, কর্মধা (অপর-স্থানে পশ্চ)। বি; পুং।

পশ্চিম—১। যে দিকে সূর্য প্রঃ অস্ত যায়, প্রতীচী; বাংলা দেশের পশ্চিমের স্থান। বাংপ্র। বি। ২। চরম, শেষ; অনন্তর; পশ্চিমদিকে অবস্থিত। পশ্চাৎ+ডিমচ্ ভবার্থে। বিণ।

পশ্চিমা—১। পশ্চিমদিকের; পশ্চিমাঞ্চলবাসী; পশ্চিমদেশবাসী, হিন্দুস্থানী। পশ্চিম +আ নিবাসার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ। ২। সূর্যাদির অস্তগমন-দিক্। পশ্চাৎ+ ডিমচ্ ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। পশ্চাদ্ভবা। পশ্চিম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৪। একপ্রকার ক্ষত; গরু প্রঃর একপ্রকার রোগ। বাংপ্র। বি।

পশ্চিমাঞ্চল—বঙ্গদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বিহার ও উত্তর প্রদেশ প্রঃ স্থান। পশ্চিম যে অঞ্চল, কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।

পশ্চিমী—পশ্চিমাঞ্চলবাসী। পশ্চিম+ঈ নিবাসার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পশ্বাচার—তান্ত্রিক আচার বিঃ, পশুভাব। পশুর (অধিকারিবিশেষের; অধম) আচার (আচরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পশ্বাচারী (-রিন্)—যে পশ্বাচার করে এমন। পশ্বাচার+ইন্। বিণ; পুং।

পশ্বাধম—পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট; অত্যন্ত হীনপ্রকৃতি। পশু হইতে অধম, ৫মীতৎ। বিণ।

পষ্টাপষ্টি—পরিষ্কার ভাবে, খোলাখুলি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পসর—আলোক, উজ্জ্বলতা; উজ্জ্বল। প্রাদে। বি বা বিণ।

পসরা—পণ্যসম্ভার, বিক্রেয় দ্রব্যের ঝুড়ি বা আধার। <প্রসারিক। বি।

পসলা—বর্ষণ। বাংপ্র। বি।

পসার—১। প্রসার; প্রতিপত্তি; ক্রেতা মক্কেল ইঃর প্রাচুর্য; প্রতিষ্ঠা। <প্রসার। বি। ২। দোকান। প্রা কপ্র। বি।

পসারা, পাসারা—বিছানো, ছড়ানো, বাড়াইয়া দেওয়া, বিস্তৃত করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**পসারই, পসারন্ত**—প্রসারিত করিতেছে। **পসারল**—প্রসারিত করিল। **পসারলি**—প্রসারিত করিলে। **পসারি, পসারিয়া**—প্রসারিত করিয়া।]

পসারী—দোকানদার, বিক্রেতা। <প্রসারক। বি। স্ত্রী—**পসারিণী**।

পসুরি—পাঁচসের ওজন। বাংপ্র। বি।

পস্তানো—আক্ষেপ করা; দুঃখ করা; অনুতাপ করা। <পশ্চাত্তাপ। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**পস্তানি**।

পহর—প্রহর। <প্রহর। বি।

পহরী, পাহরী—প্রহরী, দারোয়ান। প্রা কপ্র। বি।

পহিরণ—১। পরিধান। বি। ২। পরিধেয়, পরিহিত। প্রা কপ্র। বিণ।

পহিরা—(কাপড়) পরা, পরিধান করা প্রা কপ্র। ক্রি। [বিণ

পহিল—প্রথম, নূতন। হি। প্রা কপ্র

পহিলহি—প্রথমেই, আদিতে। প্রা কপ্র ক্রি-বিণ।

পহিলা, পহিলে, পহেলা—১ আদিতে। ক্রি-বিণ। ২। প্রথম। বিণ ৩। মাসের প্রথম দিন। হি। বি।

পহু—'পঁহু' দ্রঃ।

পহুছা, পহুছল—'পঁহুছা', 'পঁহুছনো' দ্রঃ।

পহ্লব—প্রাচীন পারসিক জাতি বিঃ; পহ্লবী ভাষা। বি।

পহ্লবী—১। পারস্যের প্রাচীন ভাষা; প্রাচীন পারসিক জাতি বিঃ; পদবী বিঃ। বি। ২। পহ্লব-সম্বন্ধীয়। বিণ।

পা—১। পদ, চরণ; পদক্ষেপ, ধাপ। <পাদ। বি। **পা উঠা**—চলা, অগ্রগামী হওয়া; লাথি মারিবার জন্য চরণ উত্থিত হওয়া। **পা চলা**—লাথি মারিবার জন্য পা উঠা; অগ্রসর হওয়া। **পা চালানো**—লাথি মারা; জোরে হাঁটিতে থাকা। **পা টিপিয়া চলা**—পায়ের শব্দ না করিয়া অতি সতর্কতার সহিত চলা। **পা তোলা**—লাথি মারিবার জন্য পা উঠানো। **পা ফেলা**—পা রাখা; পদার্পণ করা। **পা বাড়ানো**—অগ্রসর হওয়ার জন্য পা ফেলা; আসা। **পা ভারী হওয়া**—পায়ে রস নামিয়া ভারী হওয়া; অবস্থার উন্নতির জন্য অহংকার হওয়া। **পা লাগা**—বহুক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া থাকার ফলে পা কিছুটা অবশ হইয়াছে বলিয়া বোধ করা। **পায়ে ঠেলা**—নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করা; আশ্রয়দান না করা; ঘৃণার সহিত ত্যাগ করা। **পায়ে তেল দেওয়া**—অত্যন্ত হীনতা প্রকাশ করিয়া তোষামোদ করা। **পায়ে ধরা**—অতিশয় তোষামোদ করা; কাহারও পদানত হওয়া। **পায়ে পড়া**—পদানত হওয়া; পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা; বিনীতভাবে প্রার্থনা করা। **পায়ে পায়ে**—প্রতিপদে; পিছনে পিছনে; সঙ্গে সঙ্গে। **পায়ে রাখা**—কৃপা করা; আশ্রয় দেওয়া; সাহায্য করা। **পায়ের উপর পা দিয়া থাকা**—নিজে কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ না করিয়া চাকরবাকর রাখিয়া সংসারের কাজকর্ম চালাইয়া লওয়া। **পায়ের ধুলো দেওয়া**—পদার্পণ করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করা। **পায়ের পাতা**—পায়ের পত্রবৎ চওড়া নিম্নতম অংশ। **পায়ের সুতো ছেঁড়া**—খুব বেশী হাঁটার জন্য অবসাদ আসা। ২। (সমাসে) পানকারী, রক্ষাকর্তা। পা+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। স্বরসপ্তকের পঞ্চম স্বর ('সা রে গা মা পা') <পঞ্চম। বি।

পাই—১। প্রাপ্ত হই। বাংপ্র। ক্রি। ২। পাইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি। ৩। এক পয়সার তিন ভাগের এক ভাগ মুদ্রা; পয়সা; সারি, থাক; ক্ষেত্রের এক-চতুর্থ। <পাদিকা। বি।

পাইক—গ্রামরক্ষক; পেয়াদা; লাঠিয়াল; খেলোয়াড়, যাহারা লাঠি তলোয়ার প্রঃ খেলিতে পারে এরূপ লোক। <পদাতিক। বি।

পাইকস্তা—যে প্রজা এক গ্রাম হইতে গিয়া অন্য গ্রামে জমি চাষ করে; যে প্রজা এক জমিদারের জমিতে বাস করিয়া অন্য জমিদারের জোত জমি রাখে। ফা। বি।

পাইকা—ছাপার অক্ষর বিঃ (১২ পয়েন্ট)। <ইং 'pica'. বি।

পাইকার—যাহারা পণ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট পরিমাণের কম বিক্রয় করে না এরূপ ব্যবসায়ী বা যাহারা ঐরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে এরূপ ক্রেতা; একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনিয়া খুচরা-বিক্রয়কারী দোকানদার; ফেরিওয়ালা। ফা। বি।

পাইকারী—১। যাহা খুচরা নহে এমন, wholesale ('—দর'); পাইকার-সম্বন্ধীয়। বিণ। **পাইকারী দর**—একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনিলে যে সস্তা দর পাওয়া যায় তাহা। ২। পাইকারের লভ্যাংশ। বি। ৩। সর্বসাধারণের উপর ধার্য ('—জরিমানা')। পাইকার+ঈ সম্বন্ধার্থে। ফা-মূ। বিণ। **পাইকারী জরিমানা**—বহুলোকের একই অপরাধের জন্য একসঙ্গে অনেকের উপর যে জরিমানা ধার্য করা হয় তাহা, collective fine.

পাইখানা—মলত্যাগের স্থান। <ফা 'পায়খানহ্'। বি।

পাইতুঁ—পাইতাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

পাইন—১। সোনা রূপা প্রঃ ধাতু জোড়া লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত অল্প তাপে গলিয়া যাওয়ার মত ধাতু বিঃ, পান; লোহার তৈয়ারী অস্ত্রের ধার পাকা করিবার জন্য তাহাকে গরম করিয়া জলে ডুবানো, বঙ্গদেশীয় হিন্দুর উপাধি বিঃ। বাংপ্র। ২। পার্বত্য অঞ্চলের একপ্রকার গাছ। <ইং 'pine'. বি।

পাইপ—নল। <ইং 'pipe'. বি।

পাইশাল—পশুশালা; অশ্বশালা; হস্তি-শালা। প্রা কপ্র। বি।

পাউ—পাই, প্রাপ্ত হই। প্রা কপ্র। ক্রি।

পাউড়া—বাঁশের লাঠি; পাবড়া, গাঁটওয়ালা বেঁটে লাঠি। প্রাদে। বি।

পাউডার—গুঁড়া, চূর্ণ; গুঁড়া ঔষধ। <ইং 'powder'. বি।

পাউড়ি—১। পাউড়া (তাহা দ্রঃ)। ২। দৌড়; নদীর পাড়। প্রাদে। বি।

পাউণ্ড—ওজন বিঃ; ইংলণ্ডীয় মুদ্রা বিঃ। <ইং 'pound'. বি।

পাউলি—পো-ঘটি; বড় ঘটি। প্রাদে। বি।

পাওনা—১। প্রাপ্য। পা+ওনা কর্ম। বিণ। ২। প্রাপ্তি, লাভ। পা+ওনা ভাব। বাংপ্র। বি।

পাওনাগণ্ডা—প্রাপ্য অর্থ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পাওনাদার—যে পাইবে সে; উত্তমর্ণ। পাওনা+দার অধিকারী অর্থে। বাংপ্র। বি।

পাওয়া—প্রাপ্ত হওয়া; অর্জন করা; বেগ হওয়া; উদ্রেক হওয়া; ভোগ করা; হস্তগত করা; বশে আনা; আক্রমণ করা; ধরা; বোধ হওয়া, অনুভব করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [প্রাচীন বাংলায় 'পাওয়া' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ:—**পাওই**—পাইতে। **পাওত**—পায়। **পাওয়ে**—পায়। **পাওল**—পাইল]। **জো পাওয়া**—সুযোগ বা সুবিধা গ্রহণ করা। **টের পাওয়া**—জানিতে পারা; সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া। **পড়ে পাওয়া**—বিনা চেষ্টায় বা হঠাৎ লাভ করা। **প্রকাশ পাওয়া**—গোচর হওয়া। **ভাবিয়া পাওয়া**—চিন্তা করা, স্মরণে আনা। **ভূতে পাওয়া**—ভূতগ্রস্ত হওয়া।

পাওয়ানো—অন্য দ্বারা লাভ করানো; ভিজান ('মাটি—')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাংশন—দূষক; নাশকারক; গ্লানিকারক। পাংশ্‌+অন কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

পাংশব—১। লবণ বিঃ, পাঙা নুন। পাংশু (ধূলি)+অণ্‌ বিকারার্থে। বি; পুং। ২। ধূলিসম্বন্ধীয়। পাংশু+অণ্‌ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী. **-বী**।

পাংশু, পাংসু—ধূলি, রজঃ; পাপ; কর্পূর বিঃ; সার, অনেক দিনের সঞ্চিত গোবর; স্থাবর সম্পত্তি; ভস্ম, ছাই। পশ্‌ (পীড়ন করা), পন্‌স্‌ (নাশ করা)+কু কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

পাংশুটে—ফেকাশে; বিবর্ণ; পাংশুবর্ণ। পাংশু+টে (<টিয়া) ঈষদর্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাংশুবর্ণ—১। পাংশুটে রং। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। যাহার বর্ণ পাংশুটে এরূপ। পাংশুর বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

পাংশুমুখ—শুষ্কমুখ; বিষণ্ণবদন। পাংশু-বর্ণ মুখ যাহার, বহু। বিণ।

পাংশুল—ধূলিযুক্ত; পাপিষ্ঠ; দুশ্চরিত্র। পাংশু+লচ্‌ আছে অর্থে। বিণ।

পাংশুলা—১। পৃথিবী; কুলটা, অসতী স্ত্রী; রজস্বলা স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। ধূলি-যুক্তা; দুশ্চরিত্রা, পাপিষ্ঠা। পাংশুল+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পাংসু—'পাংশু' দ্রঃ।

পাঁইজ, পাঁজ—পিঁজা কার্পাস তুলার মোটা পলিতা, পিঞ্জিকা। <পঞ্জি। বি।

পাঁইজোর—একপ্রকার শব্দকারী পায়ের গহনা। পাইয়ের (<পঁয়=পদ) জোর (<জেবর=ভূষণ), ষষ্ঠীতৎ। বি।

পাঁইট, পাঁট—প্রায় পাঁচ ছটাক পরিমাণ; আধ-বোতল। <ইং 'pint'. বি।

পাঁউরুটি—ময়দায় প্রস্তুত ফুলা রুটি। (পো) pao+(তামিল) রোটি। বি।

পাঁক—কর্দম, কাদা। <পঙ্ক। বি।

পাঁকই, পাঁকুই—পায়ের রোগ বিঃ; কাদায় চলাতে আঙুলের ফাঁকে যে ক্ষত হয় তাহা। পাঁক+অই, উই জাতার্থে। বাংপ্র। বি।

পাঁকাটি—পাট গাছের ছাল ছাড়ানো শুষ্ক ডাঁটা। বাংপ্র। বি।

পাঁকাল—একপ্রকার মাছ [ইহা পাঁকের ভিতর বাস করে]। পাঁক+আল। বাংপ্র। বি।

পাঁকুই—'পাঁকই' দ্রঃ।

পাঁগাস—পাঙ্গাশ মাছ। প্রাদে। বি।

পাঁচ—সংখ্যা বিঃ, পঞ্চ; ৫-সংখ্যক; বিবিধ, না; জনসাধারণ। <পঞ্চন্‌। বি বা বিণ। **পাঁচ কথা**—নানারূপ কথা (বিশেষতঃ নিন্দাসূচক বা মন্দ)। **পাঁচ কান হওয়া**—নানা ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হওয়া; রটিয়া যাওয়া। **পাঁচ পীর**—নৌকার মুসলমান মাঝিদের উপাস্য বদর গাজি ইঃ পাঁচজন ফকির। **পাঁচ ফল**—বহেড়া আমলকী হরীতকী সুপারি ও জায়ফল। **পাঁচ ফুলে সাজি**—ভালমন্দ নানা উপকরণের সমবায়ে কোন কিছুর সজ্জা বা সংগঠন।

পাঁচই, পাঁচুই—মাসের পঞ্চম দিবস। পাঁচ+অই, উই তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচখান—পল্লবিত, অতিরঞ্জিত। বাংপ্র। বিণ।

পাঁচচুলা, -চুলো—মাথায় পাঁচটি চূড়া রাখিয়া চুল কাটা; এবড়োখেবড়ো করিয়া যা-তা ভাবে চুল কাটা। বাংপ্র। বি।

পাঁচড়া—খোস। <পিচ্চট। বি।

পাঁচন—১। বহু গাছগাছড়া একত্র মিশাইয়া জাল দিলে যে কাথ হয় তাহা; ঔষধ বিঃ। <পাচন। ২। গোতাড়নের লাঠি। <প্রাজন। বি।

পাঁচনবাড়ি—গরু তাড়াইবার লাঠি। বাংপ্র। বি।

পাঁচনর, পাঁচনল—সোনার তৈরী একপ্রকার হার। বহু। বাংপ্র। বি।

পাঁচনরী—পাঁচসারি মুক্তা ইঃ দিয়া তৈরী। বাংপ্র। বিণ।

পাঁচনি—প্রেরণ ("অদ্ভুত রচিল পুরদিকেতে পাঁচনি"—কৃত্তি)। প্রা কপ্র। বি।

পাঁচনী—গোতাড়ন-দণ্ড। <প্রাজন। বি।

পাঁচপাঁচি—পাঁচজনের তুল্য, চলনসই রকমের। বাংপ্র। বিণ।

পাঁচফোড়ন—পাঁচমিশালী মসলা, জীরা কালজীরা মেথি মৌরী ও রাঁধুনির মিশ্রণ। পাঁচ ফোড়নের সমাহার, সমা দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি। [প্রা কপ্র। বি।

পাঁচবাণ—কামদেব; পঞ্চশর। বহু।

পাঁচভাজা—চিঁড়া ছোলা ইঃ এক সঙ্গে ভাজা। বাংপ্র। বি।

পাঁচভূত—(অশ্রদ্ধায়) জনসাধারণ। বাংপ্র। বি।

পাঁচমিশালী, -মিশলী, -মিশুলী—বহু দ্রব্যের মিশ্রণ; যাহাতে নানা দ্রব্য মিশ্রিত আছে এরূপ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচাপাঁচি—পেঁচ কাটাকাটি; কথা কাটাকাটি; কথার মারপেঁচ। <পেঁচ। ব্যতীহার বহু। বি।

পাঁচালি—গীত বিঃ [এই গানে দুই দলে প্রতিযোগিতা হইত। যে দল অপেক্ষাকৃত ভাল ছড়া কাটিতে এবং গান গাহিতে পারিত তাহারই জয় হইত। প্রত্যেক দলে একজন করিয়া কাটানদার থাকিত। ঐ কাটানদার অঙ্গভঙ্গী করিয়া সুরসহযোগে কবিতা ছড়া প্রঃ আবৃত্তি করিত। প্রত্যেক দলে প্রথমে বাজনা বাজাইয়া অর্থাৎ ঐক্যতান-বাদন সমাপ্ত করিয়া শ্যামাবিষয়ক বা সখীসংবাদবিষয়ক গান গাহিত এবং ছড়া আবৃত্তি করিত। একদল গান গাহিয়া গেলে আর একদল আসরে আসিত। বর্তমানে পাঁচালি গানের বিশেষ প্রচলন নাই। তৎকালে দাশরথি রায় বিখ্যাত পাঁচালি-রচয়িতা ছিলেন]; পরস্পর-মিলিত বাক্যপ্রবন্ধ; সত্যনারায়ণ শনি প্রঃ দেবতার মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক পদ্যে রচিত গল্প। <পঞ্চালিকা। বি।

পাঁচিল—দেওয়াল। <প্রাচীর। বি।

পাঁটী—পাঁচ হাত পরিমিত; ছোট। পাঁচ+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাঁজ—'পাইজ' দ্রঃ।

পাঁজর, পাঁজরা—১। বুকের খাঁচা; পেটের পাশের অংশ, পার্শ্বাস্থি। <পঞ্জর। ২। শরীরের বাঁধন। প্রা কপ্র। বি।

পাঁজা—১। আগুনে পোড়াইবার জন্ত সাজানো ইটের স্তূপ। <ফা 'পজাবহ্'। বি। ২। পঞ্চ অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যেরূপ হস্ততল হয় তাহা, বিস্তৃত করতল; পদতল; বিস্তারিত দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরা; কক্ষতলে ধারণ করা; এক হাত ঘাড়ের নীচে এবং অপর হাত উরুর পিছনে দিয়া কাহাকেও শূন্যে ধারণ করা। <ফা 'পঞ্জহ্'। বি বা ক্রি। ৩। গুচ্ছ; আঁটি; তৃণপুঞ্জ। <পুঞ্জ। ৪। পদচিহ্ন। বি। ৫। পদচিহ্ন পরীক্ষা করা। <পদাঙ্ক। ক্রি [, বি]।

পাঁজাকোলা—ঘাড় ও উরু ধরিয়া যাহাকে কোলে লওয়া হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

পাঁজি—১। বার তিথি ইঃ জ্ঞাপক পুস্তক। <পঞ্জিকা। ২। ব্যাকরণের গ্রন্থ বিঃ; মূলগ্রন্থ। <পঞ্জী। বি।

পাঁজিপুঁথি—পুঁথিপত্র, পঞ্জিকা ও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

পাঁজুরি—পাশাখেলার দান বিঃ, পাঞ্জুরি। প্রা কপ্র। বি।

পাঁট—'পাইট' দ্রঃ।

পাঁটা, পাঁঠা—ছাগ। বাংপ্র। বি।

পাঁটী, পাঁঠী—ছাগী। পাঁটা, পাঁঠা+ঈ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পাঁড়—নিপুণ, পাকা; স্থূল; প্রধান; বোকা। <পাণ্ডা। বিণ।

পাঁড়ে—পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ; চতুর্বেদ ও পঞ্চমবেদ নামে অভিহিত মহাভারতে পারদর্শী। <পণ্ডিত। বি।

পাঁতার, পাঁথার—বন্যা; সমুদ্র। প্রা কপ্র। বি।

পাঁতি—সারি, শ্রেণী; পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। <পঙ্ক্তি। বি।

পাঁদাড়—বাড়ির পিছনের জঞ্জালপূর্ণ জায়গা। বাংপ্র। বি।

পাঁপর—১। মসলাযুক্ত ডালের পাতলা রুটি। <পর্পট। বি। ২। নিঃস্ব, যাহার অর্থ এবং জায়গা-জমি কিছুই নাই। <ইং 'pauper'. বি বা বিণ।

পাঁশ—ছাই; অকিঞ্চিৎকর বস্তু, অতি তুচ্ছ জিনিস। <পাংশু। বি।

পাঁশকুড়—আস্তাকুড়; পাঁদাড়; ছাই প্রঃ ফেলিবার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। <পাংশুকূট। বি।

পাঁশুটে—ছাই রঙের, পাংশুবর্ণ। পাঁশু (পাংশু)+টে সাদৃশ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাক—১। রন্ধন; পরিপাক, বার্ধক্যপ্রযুক্ত কেশের শুক্লতা; সিদ্ধি; ভয়; পরিণতি; নিষ্পত্তি। পচ্+ঘঞ্ ভাবে। **পাক ধরা**—পরিপক্বতা প্রাপ্ত হওয়া; রং ধরা; কেশ শ্বেতবর্ণ হওয়া। ২। ফল; ধান্য। পচ্+ঘঞ্ কর্ম-কর্তৃ। ৩। পেচক; রাক্ষস বিঃ; অসুর বিঃ। পচ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৪। পবিত্র; নির্মল। ফা। বিণ। ৫। পাখা; আবর্তন, ঘূর্ণন; জড়ানো; ঘটনাক্রম; কৌশল; বিপদ; দুর্ভাগ্য; হেতু, কারণ। বাংপ্র। বি। **পাকে চক্রে, পাকে প্রকারে**—কায়দায়, কলে-কৌশলে; ঘটনাক্রমে। **পাকে পাকে**—ঘুরিয়া ফিরিয়া; এক একবার এক একটি ফিকির করিয়া; চক্রে চক্রে।

পাক-কার্য(র্য্য), -ক্রিয়া—রান্নার কাজ, রন্ধনকার্য; পরিপাকরূপ ক্রিয়া। পাকই কার্য, ক্রিয়া, কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পাকচক্র—ঘটনাচক্র; কর্মবিপাক; ষড়্যন্ত্র; কৌশল। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র।

পাকড়—গ্রেফতার; ধরা। হি। বি।

পাকড়াও—জোর করিয়া বা অনুরোধে পড়িয়া ধরা। বাংপ্র। বি।

পাকড়ানো—আক্রমণ করা; ধৃত করা। হি-মূ। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাকতঃ—প্রকারান্তরে, গৌণভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পাকতেড়ে—অস্থিচর্মসার; কৃশ ও শ্রীহীন। 'পাকতার'+এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাকতৈল—কবিরাজী তৈল বিঃ, নানাপ্রকার দ্রব্যসহ পাক-করা তৈল। বাংপ্র। বি।

পাকন—পরিপাক হওয়া, পক্ব হওয়া। [বাংপ্র। বি।

পাকমাড়া—হাতে ধরিয়া ঘুরান। বাংপ্র। বি। [কলু। বাংপ্র। বি।

পাকপড়া—১। কুটিল; খল। বিণ। ২।

পাকপাত্র—রাঁধিবার বাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাকপুটী—কুম্ভকারের পোয়ান। পাক—পুট্+ক অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পাকমণ্ড—ভুক্তদ্রব্য অর্ধজীর্ণ অবস্থায় যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, chyme. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাকমোড়া—জড়ানো খোঁপা; প্যাকানো দড়ির বেষ্টন; পিঠমোড়া। বাংপ্র। বি।

পাকযন্ত্র—পাকাশয়, দেহাভ্যন্তরস্থ পরিপাকের যন্ত্র; রন্ধন করিবার বৈজ্ঞানিক চুলা; যে যন্ত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঔষধাদি পাক করা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাকল—১। হস্তীর জ্বর; বায়ু; অগ্নি। বি; পুং। ২। ওষধি বিঃ, কুড়। বি; ক্লী। ৩। ব্রণাদিপাককারী। উপতৎ; পাক—লা+ক কর্তৃ। ৪। রক্তবর্ণ; প্রায় পাকা। বাংপ্র। বিণ।

পাকলানো—ঘুরানো, আবর্তন করা; রক্তবর্ণ করা; ধৌত করা; দন্তশূন্য মাড়ি-দ্বারা চর্বণ করা। <প্রক্ষালন। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাকশালা—রান্নাঘর, রন্ধনালয়। পাকের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাকশাসন—ইন্দ্র, দেবরাজ। পাক—শাস্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

পাকসাঁড়াশি—সোনা রূপা প্রঃর তারে পাক দিবার যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাকসাট—পাখার ঝাপটা, পক্ষের দ্রুত সঞ্চালন; কুন্দুমি; পক্ষসঞ্চালন দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ। প্রা কপ্র। বি।

পাকস্থলী—পাকাশয়; দেহাভ্যন্তরস্থ পরিপাকযন্ত্র, stomach. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাকস্থালী—উদরের যে অংশে ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হয় তাহা; রান্না করিবার হাঁড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাকস্পর্শ—বিবাহের পর বর এবং তাহার আত্মীয়স্বজনের ভোজনপাত্রে নববধূ-কর্তৃক অন্নপরিবেশনরূপ অনুষ্ঠান, বউভাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাকা—১। পক্ব; পরিণত; অবস্থাপন্ন; ফচকে, জেঠা; অভিজ্ঞ; খাঁটী ('— সোনা'); সুশৃঙ্খল; মজবুত; জোড়-খাওয়ানো; অকপট; সারবান্; চূড়ান্ত; সুদক্ষ; সুস্থির; কর্মণ্য; পুরাপুরি; সঠিক; ঠিক পরিমাণের; সাদা; আদালতগ্রাহ্য; শক্ত; উৎকৃষ্ট; স্থির; স্থিরস্থায়ী, কায়েমী; ইট দিয়া তৈয়ারী। <পক্ব। বিণ। **পাকা কথা**—নিশ্চয়-সূচক কথা; আলোচনাদির পর নিশ্চিত বাক্য। **পাকা করা**—দৃঢ় করা; সমর্থন দ্বারা নিশ্চয় করা; ইট-পাথর দিয়া নির্মিত করা। **পাকা কাঠ**—শক্ত সারবান্ কাঠ। **পাকা খাতা**—যে খাতায় হিসাবপত্র লেখা হইলে আর বদল বা কাটাকুটি করিতে হয় না। **পাকা গাঁথনি**—চুন সুরকির বা বালি সিমেন্টের গাঁথনি। **পাকা ঘুঁটি**—যে ঘুঁটির আর নামিবার সম্ভাবনা নাই। **পাকা দলিল**—আদালতে টেঁকে এমন ভালোভাবে লেখা দলিল। **পাকা দেখা**—বিবাহের পাত্র বা পাত্রীকে শেষবার দেখিয়া বিবাহের লগ্ন স্থির করা। **পাকা ধানে মই দেওয়া**—অনেক পরিশ্রমের জিনিসের ক্ষতি করা। **পাকা পাকা কথা**—প্রবীণের মত কথা, শিশুর মুখে বুড়োর মত কথা। **পাকা পান**—

পুরাতন পান। **পাকা ফলার**—লুচি তরকারি সন্দেশের ভোজ। **পাকা মাছ**—বড় মাছ। **পাকা রং**—ধুইলে ওঠে না এমন রং। **পাকা রাস্তা**—ইটপাথর দিয়া বাঁধানো রাস্তা। **পাকা লেখা**—এক ছাঁদের অভ্যস্ত হাতের লেখা। **পাকা লোক**—বহুদর্শী লোক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি। **পাকা হাত**—নিপুণ হাত, দক্ষ ব্যক্তির হাত। **পাকা হাড়**—দুঃখকষ্ট সহিয়া শক্ত বৃদ্ধের শরীর। ২। পক্ক হওয়া; সাদা হওয়া; অভিজ্ঞ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পাকাটে—অত্যাচার হেতু লাবণ্যহীন ও অতিকৃশ; অকালপক্ব। পাকা+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাকানো—১। রন্ধন করা; দল বাঁধার চেষ্টা করা; পরিপাক করা; পেঁচ দেওয়া, মোড়া; গোল করা; জড়ানো; জটিল করা; হজম করা; পক্ক করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। একপ্রকার মালপোয়া। বাংপ্র। বি।

পাকাপনা, পাকামো, পাকামি—অল্পবয়সে বৃদ্ধের ন্যায় ব্যবহার ও চালচলন। পাকা+পনা, মো, মি কর্মার্থে, ভাবে। বাংপ্র। বি।

পাকাপাকি—১। নিশ্চিত, স্থিরীকৃত ('— বন্দোবস্ত')। বিণ। ২। উভয় পক্ষের কর্তব্য নির্ধারণ; ঠিকঠাক। বাংপ্র। বি। **পাকাপাকি করা, পাকাপাকি করিয়া তোলা**—চরম সীমায় আনা; কায়েমী করা। [বিণ।

পাকাপোক্ত—স্থির ও দৃঢ়। বাংপ্র।

পাকামি, পাকামো—'পাকাপনা' দ্রঃ।

পাকাল্যা—বিক্রম, তেজ ("বীরের পাকাল্যা দেখি চিন্তিত ঈশ্বরী"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

পাকাশয়—পাকস্থলী; পেটের মধ্যকার পরিপাকযন্ত্র। পাকের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাকী—পাকা অর্থাৎ ৮০ তোলায় সের হিসাবে ওজন-করা। বাংপ্র। বিণ।

পাকুড়—বৃক্ষ বিঃ। <পর্কটী। বি।

পাক্কা—পাকা; উত্তমরূপে কৃত। হি-মু। বিণ।

পাক্ষিক—১। পক্ষ-সম্বন্ধীয়, যাহা প্রতি-পক্ষে হয় এরূপ, যাহা এক পক্ষ বা অর্ধমাস অন্তর হয় এমন; পক্ষপাতী; যাহা বিকল্পে হয় এমন, বৈকল্পিক। পক্ষ (অর্ধমাস ইঃ) +ইক প্রাপ্ত্যর্থে। বিণ। **পাক্ষিক জ্বর**—যে জ্বর এক পক্ষ অন্তর হয়। **পাক্ষিক পত্র**—যে সাময়িক পত্রিকা পনর দিন বাদে বা প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয়। ২। পাখিমারা ব্যাধ, যে পাখি মারে, শাকুনিক। পক্ষিন্ (পাখি)+ইক তাহার দ্বারা জীবন ধারণ করে এই অর্থে। বি; পুং।

পাখ—পক্ষ, পাখির ডানা; পাখি। <পক্ষ বা পক্ষী। বি।

পাখণ্ড—পাপী, পাষণ্ড। প্রা কপ্র। বিণ।

পাখনা—ডানা। পক্ষ>পাখ+না ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

পাখরিয়া—পক্ষিরাজের ন্যায় দ্রুত-গমনশীল; পক্ষিরাজ। প্রা কপ্র। বিণ বা বি।

পাখলানো, পাখালা—ধৌত করা। <'প্র-ক্ষাল্'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি।

পাখসাট—পাকসাট (তাহা দ্রঃ)।

পাখা—ডানা, পালক; ব্যজনী। <পক্ষ। বি। **পাখা ওঠা**—পাখা বাহির হওয়া; বিপদগ্রস্ত হইবার উপক্রম হওয়া; মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ দেখা দেওয়া।

পাখালই, পাখালত—ধুইতেছে, প্রক্ষালন করে বা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পাখি, পাখী—বিহগ, বিহঙ্গম; চক্রের অর, spoke; ঝিলিমিলি; খড়খড়ির কাঠ। <'পক্ষিন্'। বি। **পাখি পড়ানো** বলিয়া বলিয়া মুখস্থ করানো। **পাখির প্রাণ**—ক্ষীণ-প্রাণ; দুর্বল অন্তঃকরণ।

পাখোয়াজ—কাঠের তৈয়ারী মৃদঙ্গ বিঃ; ঢোল বিঃ। <পক্ষবাদ্য। বি।

পাখোয়াজী—যে পাখোয়াজ বাজায়। পাখোয়াজ+ঈ বাদকার্থে। বাংপ্র। বি।

পাগ, পাগড়ি—উষ্ণীষ, শিরোবেষ্টনবস্ত্র, তাজ, টুপি। হি। বি।

পাগর—পাগল, ক্ষিপ্ত ("রতিমদ পাগর নাগরী নাগর"—ভারত); মাতাল, মত্ত। <পাগল। প্রা কপ্র। বিণ।

পাগল—উন্মত্ত, বাতুল। পা—গল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

পাগলা—১। উন্মাদিনী; ক্ষিপ্তা। পাগল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষেপা; উন্মত্ত; চপলমতি। পাগল+আ অবজ্ঞার্থে, আদরার্থে। বাংপ্র। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী —**পাগলী; পাগলিনী** (বাং)।

পাগলাই—পাগলাম। প্রা কপ্র। বি।

পাগলা-গারদ—বাতুলাশ্রম, পাগলদের চিকিৎসার ও থাকিবার স্থান, lunatic asylum. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পাগলাটে—পাগলের ন্যায়, একেবারে উন্মাদ না হইলেও কতকটা বিকৃতমস্তিষ্ক। পাগলা+টে (<টিয়া) ঈষদর্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাগলামো, পাগলামি—পাগলের মত আচরণ, ক্ষেপামি। পাগলা+মো, মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

পাঙ্‌ক্তেয়, পাংক্তেয়—যাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া খাওয়া চলে এমন, পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য। পঙ্‌ক্তি+এয় সাধু-অর্থে। বিণ।

পাঙ্গা, পাঙ্গা—মাটি হইতে উৎপন্ন লবণ; সৈন্ধব। বাংপ্র। বি।

পাঙ্গাশ, পাঙাশ—১। একপ্রকার মৎস্য। <পিঙ্গশ। বি। ২। ফেকাশে, পাংশুবর্ণ। <পাংশু। বিণ।

পাঙুর—পায়ের আঙুল। প্রা কপ্র। বি।

পাচক—১। পরিপাচক, জারক; পাক-কারক, রন্ধনকারী, যে রান্না করে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী -**পাচিকা**। ২। অগ্নি। বি; পুং। ৩। দেহস্থ পিত্তনাশক ধাতু। পচ্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

পাচকপিত্ত—যে পিত্ত আমাশয় ও পাকা-শয়ের মধ্যে থাকিয়া পরিপাক-কার্য নির্বাহ করে এবং রস মূত্র প্রঃকে যথাস্থানে বহন করে। পাচকাখ্য পিত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পাচকরস—পাকস্থলীর অন্তর্গত রস বিঃ (খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে গেলেই এই রস নির্গত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে পিণ্ডবৎ করিয়া ফেলে ও অর্ধজীর্ণ করে), gastric juice. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাচতি, পাচন্তী—ধাত্রী। প্রা কপ্র। বি।

পাচন—১। (বৈদ্যক) ঔষধ বিঃ, কাথ। পচ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। ২। প্রায়শ্চিত্ত। বি; ক্লী। ৩। অগ্নি। বি; পুং। ৪। জীর্ণতাকারক। পচ্+ণিচ্+অন কর্তৃ অথবা অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী, -না, -নী। ৫। রাখালের যষ্টি। <প্রাজন। বি।

পাচনক—সোহাগা, টঙ্কন। পচ্+ণিচ্+অনট্ করণ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পাচনকার্য(র্য্য)—জীর্ণকরণ। পাচনই কার্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

পাচনবাড়ি, পাচনি—রাখালের লাঠি। <প্রাজন। বি।

পাচনী—হরীতকী। পচ্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পাচার—চুরি দ্বারা নিঃশেষকরণ; সাবাড়, শেষ; গোপনে চালান দেওয়া বা সরানো; একপিঠ হইতে অপর পিঠ পর্যন্ত। বাংপ্র। বি। [চার। বি।

পাচারি—পদচারণা, পাদচারণ। <পাদ-

পাচিকা—যে পাক করে এরূপ স্ত্রীলোক, রন্ধনকারিণী। পচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পাচিল—পাঁচিল। <প্রাচীর। বি।

পাচ্য—যাহা রান্না করিতে হইবে এমন, রন্ধনযোগ্য; যাহা হজম করা যায় এমন। পচ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

পাছ—পিছন। <'পশ্চাৎ'। বি।

পাছড়া—পাছুড়ী (তাহা দ্রঃ)।

পাছড়ানো—পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরা; কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাছড়া-পাছড়ি—মারামারি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, গুঁতাগুঁতি। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

পাছতলা—বিছানার পায়ের দিক্; ঢেঁকির পদাঘাতস্থান। বাংপ্র। বি।

পাছা—পিছনের দিক্, পশ্চাদ্ভাগ; নিতম্ব। <পশ্চাৎ। বি।

পাছাড়—পিছন হইতে ঝাপটিয়া ধরিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম; পশ্চাৎ; আছাড়। <পশ্চাৎ। বি। [বিণ।

পাছাড়ী—পশ্চাদ্বর্তী, পেছলী। বাংপ্র।

পাছানো—পশ্চাৎপদ হওয়া, পিছু হাঁটা; পিছাইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাছাপেড়ে—যাহার দুইদিকে দুইটি ও মাঝখানে একটি পাড় আছে এরূপ ('— শাড়ী')। পাছায় পাড়, ৭মীতৎ+এ (<ইয়া) যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাছু—পিছে, পরে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ। **পাছু নেওয়া**—অনুসরণ করা। **পাছু লাগা**—বিরক্ত করা, নাছোড়বান্দাভাবে নিযুক্ত থাকা।

পাছুড়ি—দোপাট্টা, গায়ের একপ্রকার চাদর। প্রা কপ্র। বি।

পাছে—১। পরে, পশ্চাতে। বি; অধি-৭মী। ২। এই আশঙ্কায় যে। <পশ্চাৎ। অ।

পাজানো—লোহার অস্ত্র আগুনে পোড়াইয়া ধার বা শান দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পা-জামা—ইজের, পরিচ্ছদ বিঃ। <ফা 'পাজামহ্'। বি।

পাজী—অধম, পামর, নীচ; দুষ্ট। <পজ্জ। বিণ।

পাঞ্চজন্য—বিষ্ণুর শঙ্খ। পঞ্চজননামক অসুরের অস্থিতে নির্মিত এই অর্থে পঞ্চজন+ ঞ্য। বি; পুং।

পাঞ্চবার্ষিক—পাঁচ বছরের, পঞ্চবর্ষব্যাপী। পঞ্চবর্ষ+ইক (ঠক্) ভবিষ্যৎ অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। (অতীত অর্থে পঞ্চবার্ষিক।)

পাঞ্চভৌতিক—ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রঃ পঞ্চভূত হইতে জাত ('— দেহ'); পঞ্চভূতময়। পঞ্চভূত+ইক বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পাঞ্চাল—পঞ্চাল দেশে জাত, পঞ্চালদেশীয়। পঞ্চাল+অণ্ তবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লী**।

পাঞ্চালনন্দিনী—পাঞ্চালরাজের কন্যা, দ্রৌপদী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাঞ্চালিকা—কাপড়ের তৈরী পুতুল। পঞ্চ (প্রপঞ্চ, ছল)—অল্+অণ্=পঞ্চাল+ স্বার্থে অণ্=পাঞ্চাল+ঈপ্+কন্ স্বার্থে+ আপ্। বি; স্ত্রী।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদী; কাঠ প্রঃ দ্বারা তৈরী পুতুল। পঞ্চাল+অণ্ অপত্যার্থে, উৎপন্নার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পাঞ্জর—১। শরীর, দেহ। প্রা কপ্র। ২। পঞ্জর, পাঁজরা। পঞ্জর+অণ্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

পাঞ্জা—করতলের ছাপ; করতল; পাঁচ ফোঁটাযুক্ত তাস; (পাশাখেলায়) পাঁচ। <ফা 'পঞ্জহ্'। বি।

পাঞ্জাবি—একপ্রকার ঢিলা জামা। বাংপ্র। বি।

পাঞ্জাবী—পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী; পাঞ্জাব প্রদেশজাত। পাঞ্জাব+ঈ নিবাসার্থে। অসং। বিণ।

পাট—১। কোষ্টা গাছ; কোষ্টার আঁশ; ছালা; উর্ণা; রেশম; চাষ; তক্তা; ধোপার কাপড় আছড়াইবার তক্তা; রীতি; স্থান; দেবস্থান; পীঠ; চৌকী; বিশ্রামস্থান; অধিকার; দাস্যবৃত্তি; সিংহাসন; রাজার আসন; গৃহকর্ম; পাড়া; কূপের বেষ্টনী; রাজধানী; গোময়লেপন; অভ্যাস; বাটনা বাটিবার শিল; বিস্তার; ভাঁজ, স্তর; জোড়ার একখানা; কোটা। বি। ২। প্রধান। <পট্ট। বিণ। ৩। গ্রামের একাংশ, পাড়া। <পাটক। বি। **পাটে বসা**—অস্ত যাইবার উপক্রম করা।

পাটক—১। ছেদক। পাটি+অক কর্তৃ। বিণ। ২। গ্রামের অংশ, পাড়া। পাটি+অ কর্ম+ক। বি; পুং। ৩। ঘাটের সিঁড়ি; পইঠা; কূল, তীর। <পট্ট। বি।

পাটকরনী—দাসী, যে নারী বেতন লইয়া পরের কাজ করে। বাংপ্র। বি।

পাটকাটি, -কাঠি—পাঁকাটি [ছাল তুলিয়া পাট গাছ শুকাইয়া লইলে পাঁকাটি হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পাটকিলে, -কেলে—ইটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। পাটকিল, পাটকেল+এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাটকেল—ইটের টুকরা, ইষ্টকখণ্ড। বাংপ্র। বি।

পাট-ধড়া—পট্টবস্ত্র। <পট্টধটি। বি।

পাটন—১। ছেদন, কর্তন; বিদারণ। পট্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। দেশ, নগর। <পত্তন। ৩। বাণিজ্য; পাট, পাতা; কবচ। প্রা কপ্র। বি।

পাটনাই—পাটনায় জাত; পাটনা-সম্বন্ধীয়। পাটনা+ই জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাটনী, পাটুনী—খেয়াঘাটের মাঝী; নৌকাচালক জাতি বিঃ। পাটন (<পত্তন অর্থাৎ নৌপত্তন)+ঈ অধিকারী অর্থে। বাংপ্র। বি।

পাটফুল—খোঁপায় পরিবার রেশমী ফুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পাটব—পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য; আরোগ্য। পটু+অণ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

পাটবিক—পটু, দক্ষ, নিপুণ; ধূর্ত, শঠ। পটু+ইক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পাটভাঙা—যাহার ভাঁজ সদ্যঃ খোলা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

পাটমহল—রাজ-অন্তঃপুর, পাটরানীর মহল। বাংপ্র। বি।

পাটমাতা—জননীশ্রেষ্ঠা। বাংপ্র। বি।

পাটরাণী, -রানী—প্রধানা রাজ্ঞী, রাজার প্রধানা মহিষী। পাটে অধিষ্ঠিতা রাণী, রানী, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পাটল—১। ফিকে লাল রং, পাটকিলা রং, শ্বেতরক্তবর্ণ। বি; পুং। ২। আশুধান্য; পারুল-ফুল। পট্+ণিচ্+কলচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৩। পাটকিলা রঙের, ফিকে লাল; গোলাপী। পাটল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

পাটলা—পাটকিলা রংযুক্ত। পাটল+ আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাটলি—পারুল ফুল। বাংপ্র। বি।

পাটা—ভূমিসম্বন্ধীয় অধিকারপত্র, পাট্টা; তক্তা; বিস্তার। <পট্টক। বি।

পাটাতন—তক্তা দ্বারা তৈরী মেঝে। <পট্টপত্তন। বি।

পাটারি—গ্রামের খাজনা আদায়কারী। <পট্টক। বি।

পাটালি—তক্তার আকারে জমানো গুড়। বাংপ্র। বি।

পাটাসেলামি—জমি পাট্টা লইবার সময়ে জমিদারকে খাজনার অতিরিক্ত যে অর্থ দেওয়া হয় তাহা, নজর। পাটার জন্য সেলামি, ৪র্থীতৎ। বাংপ্র। বি।

পাটি—১। গাছ বিঃ; গাছ বিশেষের ছালের চিলকা বুনিয়া তৈয়ারী মাদুর বিঃ ('শীতল—'); চাটাই। <পট্টিকা। ২। সংসারের কাজের গোছগাছ; রচনাকৌশল। <পাটী। ৩। কোমরবন্ধ; জোড়ার একটি। <পট্টি। ৪। তক্তা, পাটা; পাটের বস্তা। <পট্ট। ৫। সারি, শ্রেণী; শ্রেণীবদ্ধ বসতি, পটি। <পঙ্ক্তি। বি।

পাটিকেল—ইট, ইষ্টক। বাংপ্র। বি।

পাটিত—ভগ্ন; বিদারিত; খণ্ড। পট্+ ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পাটিসাপটা—ভিতরে ক্ষীর দেওয়া ময়দার পিঠা বিঃ। পাটির ন্যায় সাপটা, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পাটী—১। শৃঙ্খলা; প্রণালী; একজাতীয় শ্রেণী; (গণিত) ব্যক্ত গণনা অর্থাৎ ক খ প্রঃ দ্বারা সংখ্যা নির্দেশ না করিয়া ১ ২ প্রঃ দ্বারা সংখ্যা নির্দেশপূর্বক গণনা; ব্যক্ত সংখ্যা। পট+ণিচ্+ইন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। একপ্রকার মাদুর। বাংপ্র। বি।

পাটীগণিত—অঙ্কবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র। পাটী-যুক্ত গণিত, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাটুনী—'পাটনী' দ্রঃ।

পাটুয়া—১। পাটবহনকারী; লোহার চওড়া ফলাযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ। ২। কলাগাছের পেটো। বাংপ্র। বি।

পাটেশ্বরী—প্রধানা মহিষী। পাট (প্রধানা) ঈশ্বরী (রানী), কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পাটোয়ার, পাটোয়ারী—যে খাজনা আদায় করে এবং তাহার হিসাব রাখে; ধূর্ত; নিপুণ; অত্যধিক হিসাবী; লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যে বেশী বিচার করে; যে হার প্রঃ গাঁথে এমন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাট্টা—জমি দখল এবং ভোগ করিবার অধিকার-পত্র। <পট্ট। বি।

পাঠ—১। পড়া, আবৃত্তি, অধ্যয়ন। পঠ্+ঘঞ্ ভাব। ২। পাঠ্য অংশ; কবিতা ইঃর শব্দবাক্য ইঃ ('পাঠান্তর')। পঠ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। চিঠির আরম্ভে 'শ্রীচরণেষু' ইঃ যাহা লেখা হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

পাঠক—১। পাঠকর্তা, পাঠকারী, অধ্যয়নকারী; ছাত্র, পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থপাঠকারী। পঠ্+ণক কর্তৃ। ২। অধ্যাপক, শিক্ষক; পদবী বিঃ। পঠ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

পাঠগৃহ—পড়িবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাঠগ্রহণ—শিক্ষকের নিকট হইতে পড়া বুঝিয়া লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাঠচ্ছেদ—পাঠ্য বিষয়ের অর্থবোধের সুবিধার জন্য যে স্থানে থামিতে হয় তাহা, যতি; কবিতাচ্ছন্দে বিরামের স্থান। পাঠের ছেদ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

পাঠন, পাঠনা—পড়ান, অধ্যাপনা। পঠ্+ণিচ্+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাববা +আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পাঠভেদ—পাঠান্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাঠশালা—১। বিদ্যালয়; চতুষ্পাঠী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাংপ্র। বি।

পাঠাগার—পড়িবার ঘর। পাঠের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, পাঠের নিমিত্ত আগার, ৪র্থীতৎ। বি; ক্লী।

পাঠান—সুবিখ্যাত মুসলমানজাতি বিঃ, আফগানিস্তানের অধিবাসী। <পুশ্‌তু। বি।

পাঠানুরাগ—পড়ায় টান, অধ্যয়নে আসক্তি। পাঠে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

পাঠানো—প্রেরণ করা, চালান দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাঠান্তর—একই পুস্তকের বা গদ্য-কবিতাদির এক সংস্করণে যাহা আছে অন্য সংস্করণে তাহা যদি ভিন্ন ভাবে থাকে তাহা। অন্য পাঠ, নিত্য। বি; ক্লী।

পাঠাভ্যাস—কিছু কিছু করিয়া পড়া মুখস্থ করা। পাঠের অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাঠার্থী (-র্থিন্)—ছাত্র, পড়িতে ইচ্ছুক। উপপদতৎ; পাঠ—অর্থ (চাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-র্থিনী**।

পাঠিকা—পাঠকারিণী। পাঠক+আপ্। বি; স্ত্রী। পুং—**পাঠক**।

পাঠিত—যাহা বা যাহাকে পড়ান হইয়াছে এমন, অধ্যাপিত। পঠ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পাঠী (পাঠিন্)—১। পাঠক। বিণ। স্ত্রী—**পাঠিনী**। ২। চিত্রক-বৃক্ষ। পঠ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পাঠ্য—পড়িবার মত, পঠনীয়, যাহা পড়িতে হইবে এমন ('—পুস্তক')। পঠ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

পাঠ্যক্রম—ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পড়িবার বিষয়, syllabus. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাঠ্যাবস্থা—ছাত্রজীবন, পড়ার কাল, পঠ-দশা। পাঠ্য (পঠ্+ণ্যৎ অধি+আপ্) অবস্থা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাড়—১। তট, তীর; আল; কিনারা; কুয়ার মাটির তৈরী বেড়। <পাটক। ২। কাপড়ের ধার। <পট্টিকা। ৩। খুঁটির মাথায় আড়াআড়ি স্থাপিত বাঁশ বা কাঠ, পাড়ি। <পাট। ৪। চালাইবার জন্য পায়ের চাপ ('ঢেঁকিতে — দেওয়া')। <পাত। বি।

পাড়ন—পাতিত করণ; স্থাপন; ছেদনার্থ অস্ত্রাঘাত; পাতিবার চাদর ইঃ; পাটাতন। বাংপ্র। বি।

পাড়া—১। নির্দিষ্ট বসতিস্থান, পল্লী, অঞ্চল। <পদ্র। **পাড়া মাথায় করা**—চিৎকার করিয়া পাড়া মাতাইয়া তোলা। ২। ধান্য প্রঃর স্তূপীকৃত আঁটি। <পাটক। বি। ৩। উৎপাদন করা ('কথা —'); ফেলা, পাতিত করা; বিছানো; (ডিম) প্রসব করা; উচ্চস্থান হইতে ফল ইঃ সংগ্রহ করা বা মাটিতে ফেলা; প্রস্তুত করা। <পাতন। ক্রি। [, বি, বিণ]। **এঁটো পাড়া**—উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করা। **গালি পাড়া**—উচ্চকণ্ঠে গালি দেওয়া। **ডাক পাড়া**—উচ্চরবে ডাকা। **ডিম পাড়া**—ডিম প্রসব করা।

পাড়াকুঁদুলী—যে নারী পাড়ার লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বেড়ায় এমন। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পাড়াকুঁদুলে—পাড়ার লোকদের সহিত যে ঝগড়া করিয়া বেড়ায় এমন। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ; পুং।

পাড়া-গাঁ—পল্লীগ্রাম। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পাড়া-গেঁয়ে—পল্লীবাসী বা পল্লীসম্বন্ধীয়। পাড়া-গাঁ+এ (<ইয়া) নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পাড়া-চলানী—যে (স্ত্রী) নির্লজ্জভাবে ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়। পাড়া চলায় যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী। পুং, **-চলানে**।

পাড়ানী, -নে—যে পাড়ায় এমন; যে ঘনাইয়া আনে এমন ('ঘুম—'); যে প্রবৃত্ত করায় এমন। বাংপ্র। বিণ।

পাড়ানো—অস্ত্রের দ্বারা ফেলানো; ঘনাইয়া আনা ('ঘুম —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাড়াপড়শী—এক পল্লীর অধিবাসী, প্রতিবেশী। পাড়ার পড়শী (<প্রতিবেশী), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পাড়া-বেড়ানী—যে নারী ঘরে না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পাড়ায় বেড়ায় যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পাড়ি—পলায়ন; বিপদ হইতে উদ্ধার; পার হওয়া; মাটির ঘরের চাল ধরিয়া রাখার নিমিত্ত খুঁটির উপরের বাঁশ। বাংপ্র। বি। **পাড়ি দেওয়া, পাড়ি জমানো**—নদী ইঃ পার হইবার জন্য যাত্রা করা।

পাণ—তাম্বূল। <পর্ণ। বি।

পাণা—জলের উপর ভাসমান একপ্রকার শেওলা। <পর্ণিকা। বি।

পাণি—হাত, হস্ত, কবজি হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত অংশ; কুলিকবৃক্ষ, কুলেখাড়া। পণ্+ইণ্ করণ। বি; পুং।

পাণিগৃহীত—যাহাকে হাতে ধরা হইয়াছে এমন, হস্ত দ্বারা গৃহীত। পাণিদ্বারা গৃহীত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গৃহীতা**।

পাণিগৃহীতী—স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা, পাণিগ্রহণে কৃতসংস্কারা সবর্ণা স্ত্রী। পাণি গৃহীত যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পাণিগ্রহ—বিবাহ, পরিণয়। ৬ষ্ঠীতৎ (পাণি—গ্রহ্+অপ্ ভাব।) বি; পুং।

পাণিগ্রহণ, -পীড়ন—বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাণিনি—প্রসিদ্ধ ব্যাকরণসূত্রকার। পাণিন্+ইঞ্ ছাত্রার্থে। বি; পুং।

পাণিনীয়—পাণিনিমুনি-কর্তৃক কৃত;

পাণিনি-প্রোক্ত ; পাণিনি প্রবর্তক ; পাণিনি-ব্যাকরণে সম্মত। পাণিনি+ঈয় কৃতার্থে। বিণ।

পাণিপীড়ন—'পাণিগ্রহণ' দ্রঃ।

পাণিশঙ্খ—ছোট শাঁখ। পাণিধৃত শঙ্খ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—পাণ্ডুরাজপুত্র, যুধিষ্ঠির প্রঃ পাঁচ ভাই। পাণ্ডু+অণ্, এয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

পাণ্ডববর্জি(র্জ্জি)ত—যে স্থানে পাণ্ডবগণ গমন করেন নাই এমন ; নিকৃষ্ট বলিয়া পাণ্ডবগণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত ; নিন্দিত ('— স্থান')। পাণ্ডব কর্তৃক বর্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

পাণ্ডবসখা (-সখি)—শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব সখা যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

পাণ্ডবীয়—পাণ্ডবসম্বন্ধীয়। পাণ্ডব+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাণ্ডবেয়—'পাণ্ডব' দ্রঃ।

পাণ্ডর—পাণ্ডুর (সকল অর্থে)। পাণ্ড্+অর কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বিণ।

পাণ্ডা—তীর্থযাত্রীদের পথপ্রদর্শন আশ্রয়দান প্রঃ কর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ব্যক্তি ; তীর্থস্থানের পূজারী ; কর্মকর্তা ; উদ্যোক্তা ; নায়ক। বাংপ্র। বি।

পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতের ভাব বা ধর্ম, বিদ্যাবত্তা ; বিচক্ষণতা। পণ্ডিত+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

পাণ্ডু—১। গৌরবর্ণ, শুক্লপীতবর্ণ ; শ্বেতবর্ণ। বিণ। ২। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিঃ, যুধিষ্ঠিরাদির পিতা। পন্ড্+কু কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (নিপা)। ৩। কামলারোগ, নেবা ; দেশ বিঃ। পন্ড্+কু কর্ম (নিপা)। বাংপ্র। বি ; পুং।

পাণ্ডুবর্ণ—১। সাদা ও হলদে মিশ্রিত বর্ণ। কর্মধা। বি ; পুং। ২। শ্বেতবর্ণ ; ফেকাশে, শ্বেতপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্ত। পাণ্ডু বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

পাণ্ডুর—১। শুক্লপীতবর্ণ ; শুভ্রবর্ণ ; মরুবক-বৃক্ষ। বি ; পুং। ২। কামলারোগ। বি ; স্ত্রী। ৩। ফেকাশে, শ্বেতপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্ত। পাণ্ডু+র আছে অর্থে। বিণ।

পাণ্ডুরাজ—কুরুবংশীয় পাণ্ডু নামক রাজা। পাণ্ডুনামক রাজা, মধ্যপ কর্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

পাণ্ডুলিপি, -লেখ্য—খসড়া লেখা, মুসাবিদা ; ছাপাইবার জন্য হাতে লেখা বই প্রঃ, manuscript. পাণ্ডু (বাংপ্র) যে লিপি, লেখ্য, কর্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

পাণ্ডে—উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ, পাঁড়ে। বাংপ্র। বি।

পাত—১। পড়া, পতন ; গমন ; নাশ ; আপাত। পত্+ঘঞ্ ভাব। ২। রাহুগ্রহ। পত্+ণ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। রক্ষিত। পা+ক্ত কর্ম। বিণ। ৪। যাহার উপর আহার্য দ্রব্য রাখা যায়, ভোজনপাত্র ; উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র। <পাত্র। **পাত চাটা**—অতিশয় তোষামোদ করা। **পাত পাড়া**—অনিমন্ত্রিতভাবে গিয়া অপরের বাড়িতে পাতগ্রহণ করা ; হীনভাবে পরের অন্ন গ্রহণ করা। ৫। গাছের পাতা ; পাতার মত পাতলা ফলক, চিঠি ; পাতা। <পত্র। ৬। (জ্যোতিষ) গ্রহের কক্ষ যে দুইটি বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্তকে ছেদ করে তাহার একটি, node. পত্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

পাতক—পাপ, দুষ্কৃতি। পত্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পাতকী (-কিন্)—পাপী, দুষ্কর্মকারী। পাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**।

পাতকুয়া, -কূয়া, -কুয়ো—পোড়া মাটির ছোট ছোট চাকতি দিয়া তৈয়ারী কুয়া ; ক্ষুদ্র কূপ। বাংপ্র। বি।

পাতখোলা—আধপোড়া মাটি [ইহা গর্ভিণী নারীরা ভক্ষণ করিতে ভালবাসে]। বাংপ্র। বি।

পাতগালা—গালার পাতলা পাত। বাংপ্র। বি।

পাতঞ্জল—মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত। পতঞ্জলি+অণ্ কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লী**। **পাতঞ্জল মহাভাষ্য**—পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্য। **পাতঞ্জল দর্শন**—যোগদর্শন।

পাতড়া—এঁটোপাতা ; উচ্ছিষ্ট ভোজন-পাত্র ; বংশপরিচায়ক পত্র, ক্রোড়পত্র পাতার তাড়া। <পাত্র। বি।

পাততাড়ি—পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীর লেখার তাল পাতার তাড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। **পাততাড়ি গুটানো**—জিনিসপত্রাদি গুছাইয়া বাঁধা ও তোলা ; কাজের শেষে চলিয়া যাইবার জন্য দ্রব্যাদি গুছানো ; সরিয়া পড়া।

পাতন—নীচে নামানো, অধঃক্ষেপণ ; বিতারণ ; বিতান ; উত্তাপ দ্বারা নিষ্কাশন ; চুয়ানো, distillation ; বিনাশন। পত্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

পাতনকাঁড়—পশুদিগকে বাণ দিয়া বিঁধিবার যন্ত্র বিঃ ; পাতিত রাখিবার ধনু। প্রা কপ্র। বি।

পাতনযন্ত্র—(রসায়ন) যে যন্ত্রে তরলদ্রব্য বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া পুনরায় তরল করিয়া পরিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করা হয় তাহা, বকযন্ত্র, still. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পাতনলী—তেলের ঘানির যে স্থান দিয়া তেল বাহির হয় তাহার নিম্নে সংলগ্ন নলাকার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পাতনা—১। মুখপাত, আরম্ভ ; চিটা, শস্যহীন ধান্য ; খড়কুটা। প্রা কপ্র। ২। নাদা ; মাটির বড় গামলা। প্রাদে। বি।

পাতয়ে—পাতে, বিছায় ; পাতিত করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পাতর—১। পাথার, সমুদ্র। <পাথার। প্রা কপ্র। ২। পাথর। <প্রস্তর। ৩। মন্ত্রী, সচিব। <পাত্র। প্রা কপ্র। বি।

পাতল, পাতলা—সরু, মিহি ; কৃশ, রোগা ; ফাঁক ফাঁক ; বিরল ; তীক্ষ্ণ ; অতি তরল ; অগাঢ়, লঘু, হালকা ; ভঙ্গুর। <পত্র। বিণ।

পাতশা, পাতশাহ্—বাদশাহ্, সম্রাট্। ফা। বি।

পাতা—১। পত্র, গাছের পাতা ; পুস্তকের পাতা ; নেত্রপল্লব ('চোখের —') ; পায়ের তলা। <পত্র। ২। পতাকা ; চিহ্ন ; সন্ধান। হি-মু। বি। ৩। লিপ্ত ; বিস্তৃত, বিছানো ; বিন্যস্ত ; স্থাপিত ; পাতের মত পাতলা চামড়ায় জোড়া। বিণ। ৪। বিছানো ; ছড়ানো ; পাতিত করা ; ঘটা ; বাধিয়া যাওয়া ; স্থাপন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া অন্যের কথা শোনা। **উনুন পাতা**—ইট মাটি দিয়া উনুন তৈরি করা। **ওঁত পাতা**—আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে উন্মুখ হইয়া থাকা। **কান পাতা**—উৎকর্ণ হইয়া থাকা, শোনা। **খড়ি পাতা**—গণনা করিবার জন্য খড়ির দাগ দিয়া অঙ্ক কষা। **ঘাড় পাতা**—রাজী হওয়া ; দায়িত্ব গ্রহণ করা। **দই পাতা**—দই তৈরি করার জন্য দুধে দম্বল দেওয়া। **মাথা পাতা**—নম্রভাবে কিছু স্বীকার করিয়া লওয়া, অবনতমস্তকে কিছু গ্রহণ করা ; ভার লওয়া। **সংসার পাতা**—গৃহস্থালীর উপযোগী যাবতীয় আয়োজন করা। **হাত পাতা**—ভিক্ষা বা সাহায্য চাওয়া ; গ্রহণের জন্য করতল বিস্তার করা।

পাতা (পাতৃ)—রক্ষাকর্তা, রক্ষক ; পানকর্তা ; বাবুই। পা+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**পাত্রী**।

পাতানো—১। কৃত্রিমসম্বন্ধযুক্ত। পাতা+নো কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ২। সাজানো, গুছানো, পত্তন করা, সম্বন্ধ স্থাপন করা ; পাতা-ক্রিয়া করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পাতামল—পায়ের পাতায় পরিবার এক-প্রকার গহনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পাতাল—মাটির নীচে যে জগৎ আছে বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা, অধোভুবন—

তল অতল বিতল নিতল তলাতল মহীতল সুতল এই সপ্ত ; নরক ; বাড়বানল ; ভূগর্ভ ; গর্তমাত্র ; (জ্যোতিষ) লগ্নের চতুর্থস্থান। পত্ + আলঞ্ অধি। বি ; ক্লী। **পাতাল কত ডুবে দেখা**—গভীর জলের তলায় পৌঁছানো ; (লাক্ষণিক অর্থে) কোন বিষয়ের চরম দেখা।

পাতালগঙ্গা—পৌরাণিক নদী ভোগবতী। পাতাল-প্রবাহিণী গঙ্গা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পাতালপুরী—মাটির তলায় প্রস্তুত গুপ্তগৃহ ; অধোভুবন, মাটির নীচের রাজ্য। পাতালস্থিতা পুরী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পাতালিক—পাতাল-সম্বন্ধীয় ; ভূগর্ভ-সম্বন্ধীয়। পাতাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। **পাতালিক শিলা**—ভূগর্ভে তাপের সাহায্যে গঠিত শিলা, plutonic rock.

পাতালী—পাতার মত একপ্রকার ছোট মাছ। বাংপ্র। বি।

পাতি—১। ছোট, হীন ; ইতর জাতি-বোধক। বিণ। ২। সারি ; পংক্তি ; আলি ; রেখা ; মাদুর পাটির গাছ ; বাঁশের সরু শলা ; পাতা ; ব্যবস্থাপত্র ; সন্ধান, খোঁজ। বাংপ্র। বি। ৩। চিঠি ; চুবড়ি ; ফুলের সাজি। প্রা কপ্র। বি। ৪। বিছাই ; পাতিয়া, বিছাইয়া ; সন্ধান করিয়া। কপ্র। সমা ক্রি বা অস ক্রি। **পাতি পাতি**—তন্ন তন্ন ; সারি সারি।

পাতিকাক—একজাতীয় ছোট কাক। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পাতিঝিনুক—ছোট পাতলা ঝিনুক বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাতিত—যাহা নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত ; বিচ্যুত ; (রসায়ন) যাহা চুয়ানো হইয়াছে এমন, distilled. পত্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পাতিত্য—পতিতের ধর্ম, পতিতত্ব ; ধর্ম-বিচ্যুতি। পতিত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

পাতিপাতি—তন্ন তন্ন করিয়া ; সারি সারি করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পাতিব্রত্য—সতীত্ব, পতিব্রতার ধর্ম। পতিব্রতা+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

পাতিমুকুর, -মৌড়—বিয়ের ক'নের মাথায় যে মুকুট দেওয়া হয় তাহা ; ছোট মুকুট। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পাতিয়াই—প্রত্যয়, বিশ্বাস ("মনু মনে নাহি পাতিয়াই"—বিদ্যা)। <প্রত্যয়। প্রা কপ্র। বি।

পাতিয়ায়—বিশ্বাস করে ; প্রত্যয় হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

পাতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিব ; বিশ্বাস করিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

পাতিল, পাতিলা—১। বিছাইল, স্থাপন করিল। বাংপ্র। ক্রি। ২। চওড়া মুখযুক্ত মাটির হাঁড়ি। প্রাদে। বি।

পাতিলেবু—একপ্রকার ছোট গোল লেবু। বাংপ্র। বি।

পাতিশিয়াল—একজাতীয় ছোট শিয়াল, খেঁকশিয়াল। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পাতিহাঁস—একজাতীয় ছোট হাঁস। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পাতী (পাতিন্)—(সমাসে পরপদে) যাহা পড়ে এমন, পতনশীল ('সদ্যঃপাতী') ; পাতকারী ; ভুক্ত ('অন্তঃপাতী') ; (উদ্ভিদ্-বিদ্যা) যাহা শীতকালে ঝরিয়া পড়ে এমন, deciduous. পত্ + ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাতিনী**।

পাতুক—১। পতনশীল। বিণ। ২। পর্বতাদির ক্রমনিম্ন প্রদেশ, ঢালুস্থান, প্রপাত ; খুব উঁচু জায়গা ; জলহস্তী। পত্ + উকঞ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বি ; পুং। [বি।

পাত্তা—ঠিকানা ; সন্ধান। <হি 'পত্তা'।

পাত্তাড়ি—পাততাড়ি (তাহা দ্রঃ)।

পাত্তাড়ে—পাঠশালার ; পাত্তাড়ি-সম্বন্ধীয়। পাত্তাড়ি+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ। **পাত্তাড়ে প'ড়ো**—পাঠশালার ছাত্র—যাহারা তালপাতায় লিখিয়া থাকে এবং তালপাতার লেখা পড়িয়া থাকে।

পাত্যমান—যাহাকে পাতিত করা হইতেছে এমন। পাত্ + শানচ্ কর্ম। বিণ।

পাত্যাড়া—বিশ্বাস, প্রত্যয়। <প্রত্যয়। প্রা কপ্র। বি।

পাত্র—১। আধার ; ভাজন ; বিষয় ; বিবাহের বর ; যোগ্য ব্যক্তি। পা (রক্ষা করা)+ষ্ট্রন্ কর্তৃ ; কিংবা, পা (পালন করা)+ষ্ট্রন্ করণ। ২। যজ্ঞের হাতা ইঃ ; তীরদ্বয়-মধ্যবর্তী জলাধার ; প্রণালী। পা+ষ্ট্রন্ অধি। ৩। মন্ত্রী ; নাটকের অভিনেতা প্রঃ, দেহ। পা+ষ্ট্রন্ কর্তৃ। ৪। পাত্রসমূহ। পাত্র+অণ্ সমূহার্থে। বি ; ক্লী (বাংলা মতে বর বা উপযুক্ত ব্যক্তি বুঝাইতে পুং)। ৫। পাতার তৈরি, পত্রনির্মিত। পত্র+অণ্ বিকারার্থে। ৬। উপযুক্ত ; বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন ; শ্রেষ্ঠ। পা+ষ্ট্রন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পাত্রী**। ৭। বাঙালী হিন্দুর উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাত্রতা, -ত্ব—উপযুক্ততা, যোগ্যতা ; গৌরব। পাত্র+তা, ত্ব ভাবে। বি, স্ত্রী, ক্লী।

পাত্রপক্ষ—বরপক্ষ, বরের দলের লোকজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পাত্রসংস্কার—পাত্রশুদ্ধি ; রায়ভাটী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পাত্রসাৎ—যোগ্যবরে সমর্পিত। পাত্র+সাৎ। অ।

পাত্রস্থ—বরকে সমর্পিত, বরের সহিত বিবাহিত ; উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্পিত। উপতৎ ; পাত্র—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

পাত্রাপাত্র—যোগ্যব্যক্তি এবং অযোগ্য-ব্যক্তি। পাত্র ও অপাত্র, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

পাত্রী—১। বিবাহের কন্যা ; যোগ্যা স্ত্রী ; থালা। পাত্র+ঈ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। ২। পালনকারিণী। পাতৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পাত্রীয়—পাত্রসম্বন্ধীয়। পাত্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পাথর—শিলা, পাষাণ, পাথরের থালা ; পরশু ; করকা, শিল ; মূল্যবান্ প্রস্তর, রত্ন। <প্রস্তর। বি। **পাথরে কোপ মারা**—বৃথা চেষ্টা করা। **পাথরে পাঁচ কিল**—বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা।

পাথরকুচি—১। পাথরের টুকরা। পাথরের কুচি, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। ২। এক-প্রকার গুল্ম। বাংপ্র। বি।

পাথরা—পাথর ; পাথরের থালা। প্রা কপ্র। বি।

পাথরি, পাথুরি—মূত্রাশয়জাত রোগ বিঃ, অশ্মরী। বাংপ্র। বি।

পাথরিয়া, পাথুরিয়া—প্রস্তরসদৃশ ; পাথরের মত কাল ও কঠিন ('— কয়লা')। পাথর+ইয়া সদৃশার্থে ; ২য় পক্ষে উ-আগম। বাংপ্র। বিণ।

পাথার—সমুদ্র ; দুই তীরের মধ্যবর্তী জলপূর্ণ স্থান। পাথ (জল)—ঋ+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

পাথালিকোলা—দুই বাহুতে ঘাড় ও পা দুইটি বেষ্টন করিয়া কোলে তোলা। বাংপ্র। বি।

পাথি—চুপড়ি ; পেতে। প্রা কপ্র। বি।

পাথুরি—'পাথরি' দ্রঃ।

পাথুরিয়া—'পাথরিয়া' দ্রঃ।

পাথেয়—১। পথখরচ, পথের সম্বল ; কড়া-রাশি। বি ; ক্লী। ২। পথ চলার জন্য প্রয়োজনীয়। পথিন্+এয় প্রয়োজনার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

পাদ—১। পা, চরণ ; রশ্মি ; চতুর্থাংশ, চারিভাগের একভাগ ; শ্লোকের চতুর্থাংশ ; পর্বতের নিকটস্থ ক্ষুদ্র শৈল ; বৃক্ষমূল ; খাটের পায়া ; (সমাসে উত্তরপদে) গৌরবসূচক শব্দ বিঃ ('প্রভু—')। পদ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। ২। অপান বায়ু ; বাতকর্ম। <পর্দ। বি।

পাদক—পা-ধোওয়া জল, চরণামৃত। <পাদোদক। বি।

পাদগ্রন্থি—গুড়্‌মুড়া, গুল্ফ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পাদগ্রহণ—চরণবন্দন, পাদস্পর্শ, অভিবাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদচার, -চারণ—পায়চারি, পরিক্রমণ; গ্রহাদির আহ্নিক ভোগ। পাদদ্বারা চার (গমন), চারণ, ৩য়াতৎ। বি; পুং, ক্লী।

পাদচারণা—ধীরে ধীরে হাঁটা, পায়চারি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাদচারী (-চারিন্)—১। পায়ে হাঁটিয়া গমনকারী, পদব্রজে গমনশীল। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। ২। পদাতিক। উপতৎ; পাদ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পাদজ—১। চরণ হইতে জাত। উপতৎ; পাদ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। (ব্রহ্মার চরণ হইতে উৎপন্ন) শূদ্র। বি; পুং।

পাদটীকা—পুস্তকের কোন পৃষ্ঠার নিম্নভাগে লিখিত মূলবিষয়ের ব্যাখ্যা, foot-note. পাদস্থ টীকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাদতল—পায়ের চেটো, চরণের নিম্নভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদত্রাণ—জুতা, পাদুকা; মোজা। পাদের ত্রাণ (রক্ষণ) যদ্দারা, বহু। বি; ক্লী।

পাদদেশ—পর্বত বৃক্ষ প্রঃর নিম্নদেশ; তলা। পাদই দেশ, কর্মধা। বি; পুং।

পাদপ—গাছ, বৃক্ষ; পাদপীঠ। উপতৎ; পাদ—পা (পান করা, রক্ষা করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

পাদপদ্ম—চরণকমল, পদ্মের ন্যায় সুন্দর পা বা পারূপ পদ্ম। উপমিত বা রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

পাদপীঠ—পা রাখার আসন, টুল বা পিঁড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদপূরণ—শ্লোকের কোন চরণের অসম্পূর্ণ অংশের পূরণ; পুস্তকের প্রবন্ধাদির শেষের ফাঁক জায়গায় অল্প ছোট লেখার সন্নিবেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদপ্রহার—লাথি, পদাঘাত। ৩য়াতৎ। বি; পুং। [বি; ক্লী।

পাদপ্রক্ষালন—পা ধোওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ।

পাদবল্মীক—গোদ, শ্লীপদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদবিক—পথিক, ভ্রমণকারী। পদবী শব্দ+ইক। বিণ। [বি; পুং।

পাদবিক্ষেপ—পা ফেলা। ৬ষ্ঠীতৎ।

পাদবিপর্যস্থান—পৃথিবীর একপৃষ্ঠে কোন জীবের পায়ের ঠিক বিপরীত দিকে অপরপৃষ্ঠে যে স্থান তাহা, antipodes. পাদের বিপক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ; সেরূপ স্থান, কর্মধা। বি; ক্লী। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদমূল—গোড়ালি, চরণের নিম্নভাগ।

পাদরজ্জু—হস্তী প্রঃর পা বাঁধিবার দড়ি; পা বাঁধিবার দড়ি। পাদের রজ্জু (দড়ি), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাদরথ—জুতা, পাদুকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাদরী—খ্রীষ্টান দিগের ধর্মযাজক। <পো 'padre'. বি।

পাদলেহন—পা চাটা; অসংগতভাবে তোষামোদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদশাখা—পায়ের আঙুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পাদশৈল—বৃহৎ পর্বতের নিম্নে অবস্থিত ক্ষুদ্র পর্বত। পাদস্থিত শৈল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পাদস্ফোট—পায়ের তলার ফোঁড়া বা ঘা; একপ্রকার পদশব্দ; পায়ের হাড় মটকানোর আওয়াজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাদাঙ্গদ—নূপুর। পাদের অঙ্গদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পাদান, পাদানি—যাহাতে পা দিয়া গাড়ি প্রঃতে উঠিতে হয়। পা+দান, দানি আধার অর্থে। বাংপ্র। বি।

পাদিক—চতুর্থাংশজীবী; চতুর্থাংশ; পাদপরিমাণ; চতুর্থ। পাদ (চতুর্থাংশ)+ইক জীবন ধারণ করে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পাদী (পাদিন্)—১। মকর কুম্ভীর প্রঃ জলজন্তু। বি; পুং। ২। চতুর্থাংশভাগী, চারভাগের একভাগ যাহার পাওনা এমন। পাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাদিনী**।

পাদুক—ভ্রমণকর্মপটু, গমনশীল; প্রসবকালে যে সন্তানের পদ অগ্রে নির্গত হইয়া থাকে এরূপ। পদ্+উকঞ্ শীলার্থে। বিণ।

পাদুকা—জুতা, উপানৎ। পদ্+ণিচ্+উ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে+আপ্ (দীর্ঘ উ হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

পাদুকাকার, -কৃৎ—চর্মকার, পাদুকানির্মাতা। উপতৎ; পাদুকা—কৃ+অণ্, ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পাদোদক—পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোওয়া জল। পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পাদোন—তিন পোয়া; চারি ভাগের এক-ভাগ কম। পাদ দ্বারা ঊন, ৩য়াতৎ। বিণ।

পাদ্য—পা ধোওয়ার জল। পাদ+যৎ প্রয়োজনার্থে। বি; ক্লী।

পান—১। তরল জিনিস গিলিয়া খাওয়া; মদ খাওয়া; রক্ষণ; শানে ধার দেওয়া। পা+অনট্ ভাব। ২। পানপাত্র। পা+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ৩। প্রাপ্ত হন। বাংপ্র। ক্রি। ৪। তাম্বূল। <পর্ণ। **পান থেকে চুন খসা**—সামান্যতম ত্রুটি হওয়া। ৫। পাইন; ধার; দিক্; ঔষধের একমাত্রা। বাংপ্র। বি।

পানই, পানাই—খড়ম; জুতা। প্রা কপ্র। বি।

পানক—পানীয় দ্রব্য, শরবত। বি; ক্লী।

পানকাঁটা—স্ত্রীলোকের খোঁপার একপ্রকার কাঁটা। পানাকৃতি কাঁটা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পানকৌড়ি—একপ্রকার জলচর পক্ষী। বাংপ্র। বি।

পানগোষ্ঠিকা, -গোষ্ঠী—যে স্থানে অনেকে একত্র হইয়া পান করে তাহা, মদ্যপান-সভা, মদের আড্ডা। পানার্থ গোষ্ঠিকা, গোষ্ঠী (সভা), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পানতুয়া—ঘিয়ে ভাজা ছানার মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

পানদর্শন—চোর-ধরা বিদ্যা বিঃ; তৈলাক্ত পান বিঃ [কোন কুমারী বালিকা ইহার দিকে তাকাইয়া চুরিসম্বন্ধীয় ঘটনা বলিয়া দিতে পারে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস]। বাংপ্র। বি।

পানদোষ—মদ্যপানরূপ বদভ্যাস, মদ খাওয়ার অভ্যাস। পানই দোষ, কর্মধা। বি; পুং।

পানপাত্র—১। জলীয় বস্তু খাইবার পাত্র; চষক, মদ্যপান করিবার পাত্র। পানসাধক পাত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। পান রাখিবার পাত্র, ডাবর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

পানফল, পানিফল—একপ্রকার জলজ ফল, শৃঙ্গাটক। পানির ফল, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা <পানীয়ফল। বাংপ্র। বি।

পানবণিক্ (-বণিজ্)—শুঁড়ী, শৌণ্ডিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পানবসন্ত—পানিবসন্ত (তাহা দ্রঃ)।

পানমরা—সোনা রূপা গলাইয়া যে খাদ বাদ দেওয়া হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

পানশালা—মদের দোকান; মদের আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পানশৌণ্ড—প্রচুরমদ্যপানাসক্ত, পানমত্ত। পানে শৌণ্ড, ৭মীতৎ। বিণ।

পানসি—ছিপ্, একপ্রকার ছোট নৌকা। <ইং 'pinnace'. বি।

পানসে—জলের মত; স্বাদবিহীন। পানি (জল)+সে সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পানা—১। শরবত। <পানক। ২। প্রাচীরের পরিসর; কাপড়ের চওড়ার দিকের পরিমাণ। ৩। পুষ্করিণী প্রঃর জলে ভাসমান উদ্ভিদ্ বিঃ বা শেওলা বিঃ। <পর্ণ। বি। ৪। মত, সদৃশ ('চাঁদ—')। বাংলা প্রত্যয়।

পানাই—'পানই' দ্রঃ।

পানাগার—পানশালা। পানের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পানানো—লোহার অস্ত্র প্রঃতে পাইন ধরান; দোহনের পূর্বে বাছুর কর্তৃক চুষাইয়া বাঁটে দুধ আনানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পানাসক্ত—মদ্যপানে অত্যধিক অভ্যস্ত। পানে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

পানি—১। জল। <পানীয়। ২। হাত। বাংপ্র। বি।

পানি-আমলা—ত্রিদোষজ্বরনাশক গাছ বিঃ। <পানীয়ামলক। বি।

পানিতরাস—একপ্রকার চওড়া, জলদেশ-যুক্ত নৌকা; নৌকার নীচের বড় কাঠ। বাংপ্র। বি।

পানিফল—'পানফল' দ্রঃ।

পানিবসন্ত—জলবসন্ত। পানি যুক্ত বসন্ত, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পানী—জল। <পানীয়। বি।

পানীয়—১। পান করিবার মত, পান-যোগ্য ('— জল')। পা+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। জল; পান করিবার জিনিস; পানা, শরবত। বি; ক্লী।

পানীয়ফল—পানিফল, শৃঙ্গাটক। পানীয়-জাত ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পানে—দিকে, প্রতি। বাংপ্র। অ।

পান্তা—জল-দেওয়া বাসী ভাত। পান (>পানি)+ত যুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

পান্তী—যে পান বেচে; বাঙালীর পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

পান্থ—পথিক; সর্বদা ভ্রমণকারী। পথিন্ +অণ্ নিত্যাগমনার্থে। বি; পুং।

পান্থনিবাস—সরাই, পথিকদিগের থাকিবার স্থান, চটি; ধর্মশালা। পান্থ-দিগের নিবাস যাহাতে, বহু, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পান্থপাদপ—মরুভূমির দেশের এক ধরনের গাছ (ইহাদের পাতার ডাঁটার নীচে ঘা দিলে প্রচুর পানীয় জল পাওয়া যায়)। পান্থোপ-কারক পাদপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পান্থশালা—পান্থনিবাস (তাহা দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পান্না—একপ্রকার সবুজ মণি, মরকত, emerald; খাঁটী সোনা বা তাহার পাত। <পর্ণ। বি।

পাপ—১। অধর্ম, দুষ্কৃত; অনিষ্ট। পা (রক্ষা করা)+প অপা (আত্মাকে যাহা হইতে রক্ষা করা হয়)। বি; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ; পাপজনক, অশুভ। পাপ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ৩। জ্বালা, লেঠা। বাংপ্র। বি।

পাপগ্রহ—জ্যোতিষোক্ত কতিপয় গ্রহ, মঙ্গল রাহু শনি প্রঃ। কর্মধা। বি; পুং।

পাপঘ্ন—১। পাপনাশক। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী, (মানুষ বুঝাইলে) -ঘ্না। ২। তিল। উপতৎ; পাপ—হন্+টক্ (মনুষ্য বুঝাইলে ক) কর্তৃ। বি; পুং।

পাপজনক—যাহাতে পাপ হয় এরূপ অধর্মজনক, দুষ্কৃতিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা। [বি।

পাপড়ি—পুষ্পদল, ফুলের পাতা। <পর্ব।

পাপতরা—পাপ হইতে উদ্ধারকারিণী। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

পাপনাশক—পাপঘ্ন, কলুষহারী; পুণ্য-জনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পাপপতি—উপপতি, জার। পাপসংঘটক পতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পাপপুরুষ—মূর্তিমান্ পাপ, পুরুষাকৃতি পাপ; অতিশয় পাপাচারী ব্যক্তি। পাপাত্মক পুরুষ, বা পাপযুক্ত পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পাপপ্রবণ—পাপাচরণ করিতে উন্মুখ; যাহাতে পাপাচারের প্রবৃত্তি খুব বেশী এমন। ৭মীতৎ। বিণ। বি, -প্রবণতা।

পাপবুদ্ধি—১। যাহার মনে পাপ করিবার অভিসন্ধি রহিয়াছে এমন; দুষ্টবুদ্ধি। পাপে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। পাপ-মতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাপভাক্ (-ভাজ্)—পাপের ভাগী, পাপী। উপতৎ; পাপ—ভজ্+ণ্বি কর্তৃ। বিণ।

পাপভাগী (-গিন্)—পাপী; অন্যের কৃত পাপের সহিত জড়িত। উপতৎ; পাপ —ভজ্+ণিন্ বা ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, -ভাগিনী।

পাপমতি—১। পাপাত্মা। পাপে মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। কুমতি, পাপ করিবার ইচ্ছা। পাপ (২) মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাপযোগ—তিথি বার প্রঃর পাপজনক সম্মেলন। কর্মধা। বি; পুং।

পাপহর—যাহাতে পাপ দূর করে এমন, পাপনাশক। উপতৎ; পাপ—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

পাপাচার—১। পাপী। পাপ আচার যাহার, বহু। বিণ। ২। পাপকার্যকরণ, পাপানুষ্ঠান। পাপের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পাপাচারী (-চারিন্)—পাপকর্মকারী, পাপী। উপতৎ; পাপ—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী।

পাপাত্মা (-ত্মন্), **পাপাশয়**—অধার্মিক, পাপকারী, পাপিষ্ঠ। পাপ আত্মা, আশয় যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ত্মা (২য় পক্ষে)।

পাপাসক্ত—পাপকর্মে নিরত, পাপ করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত। পাপে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, -আসক্তি।

পাপিনী—পাপাচারিণী, অধর্মচারিণী। পাপিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাপিয়া—১। একপ্রকার সুকণ্ঠ পাখি, hawk-cuckoo. বাংপ্র। বি। ২। পাপী। প্রা কপ্র। বিণ।

পাপিষ্ঠ, পাপীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় পাপী। পাপিন্+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ঠা, -য়সী।

পাপী (পাপিন্)—পাপযুক্ত; অধার্মিক। পাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, —পাপিনী।

পাপীয়সী—পাপিষ্ঠা। পাপীয়স্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাপীয়ান্ (-য়স্)—'পাপিষ্ঠ' দ্রঃ।

পাপোশ—পায়ের ধুলা মুছিবার জন্য নারিকেল ছোবড়া ইঃর আস্তরণ বিঃ। ফা। বি।

পাব—গাঁইট, গ্রন্থি, দুই গাঁটের মাঝের অংশ। <পর্বন্। বি।

পাবক—১। অগ্নি; বৈদ্যুতাগ্নি; সদাচারী ব্যক্তি; অগ্নিমন্থ, চিত্রক; ভল্লাতক; বিড়ঙ্গ; রক্তচিত্রক; কুসুম্ভ। বি; পুং। ২। পবিত্রতা-কারক। পূ (পবিত্র করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—পাবিকা।

পাবদা—বোয়ালের আকারের একপ্রকার আঁইশশূন্য ছোট মাছ। <পবত। বি।

পাবন—১। শোধক, পবিত্রতাজনক। পূ+ণিচ্ (=পাবি)+অন অথবা অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -না, -নী। ২। পবিত্রী-করণ। পূ+ণিচ্+অনট্ ভাব। ৩। জল; রুদ্রাক্ষ; গোময়; প্রায়শ্চিত্ত। পূ+ণিচ্ +অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৪। অগ্নি; বিষ্ণু। পূ+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

পাবনি—পবননন্দন হনুমান্। পবন+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

পাবনী—১। গঙ্গা; হরীতকী; তুলসী; গাভী। বি; স্ত্রী। ২। পবিত্রতাকারিণী। পাবন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পামর—অধম, নীচ, পাপিষ্ঠ; খল; মূর্খ। পা+ক্বিপ্ কর্তৃ। (পা—স্ত্রীধর্ম); পা— মৃ+অ করণ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

পাম্প—জল তুলিবার কিংবা হাওয়া দিবার কল। <ইং 'pump'. বি।

পাম্প-শু—শৌখিন জুতা বিঃ। <ইং 'pump-shoe'. বি

পায়—১। প্রাপ্ত হয়, লাভ করে। ক্রি। ২। চরণে। বাংপ্র। বি; ৭মী।

পায়ই—প্রাপ্ত হই। প্রা কপ্র। ক্রি।

পায়খানা—মলত্যাগের স্থান। <ফা 'পায়খানহ্'। বি।

পায়চারি—ধীরে ধীরে বেড়ানো। <পাদচারণ। বি।

পায়জামা—ইজার, একপ্রকার ঢিলা প্যাণ্ট। <ফা 'পায়জামহ্'। বি।

পায়দল, -দাল—পায়ে হাঁটিয়া। হি। ক্রি-বিণ।

পায়ব—পাইব ("পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

পায়মাল—পদদলিত; লুণ্ঠিত; বিনষ্ট। ফা। বিণ। [বি।

পায়রা—কপোত, কবুতর। <পারাবত।

পায়রাচাঁদা—গায়ে দাগযুক্ত একপ্রকার বড় চাঁদা মাছ। বাংপ্র। বি।

পায়স—১। দুগ্ধদ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ, পরমান্ন; তার্পিন তৈল; চন্দন। পয়স্+অণ্ সংস্কৃতার্থে। বি; পুং বা ক্লী। ২। দুগ্ধ-সম্বন্ধীয়; দুধের তৈয়ারী। পয়স্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -সী।

পায়সান্ন—পরমান্ন। কর্মধা। বি; ক্লী।

পায়া—পদ; চৌকির পা; পদবী। <পাদ বা পদ। বি।

পায়া-ভারী—বড় চাকরি বা উচ্চপদ হেতু গর্বিত। বহু। বাংপ্র। বিণ।

পায়ু—গুহ্যদেশ, মলদ্বার। পা+উণ্ করণ। বি; পুং।

পায়ুকাম—পুংমৈথুন, sodomy. পায়ু-বিষয়ক কাম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পায়েস—পরমান্ন। বাংপ্র। বি।

পার—১। নদীর পরতীর; জলাশয়ের অপর কূল। পৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। উদ্ধার। পৃ+ণিচ্+অচ্ ভাব। ৩। প্রান্ত। পার+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

পারক—পটু, নিপুণ; সমর্থ; পূর্তিকারক। পৃ বা পৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—পারিকা।

পারক্য—১। পরকীয়তা; পরবশতা, পরাধীনতা। পর—কণ্+অণ্। ২। পরলোকসম্বন্ধীয়; শত্রুসম্বন্ধীয়; পরকীয়। বিণ।

পারগ—পারগামী; সমর্থ; বিশেষরূপে নিপুণ ('শাস্ত্র—')। উপতৎ; পার—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

পারগত—যে পারে গমন করিয়াছে এরূপ, পারপ্রাপ্ত; অভিজ্ঞ; পারদর্শী। পারকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

পারগামী—যে পারে গমন করিয়াছে এমন; পারদর্শী। উপতৎ। পার—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী।

পারঘাট—খেয়াপারাপারের ঘাট, নদীর যে ঘাটে পারে যাইবার নৌকা থাকে তাহা। পার হওয়ার ঘাট, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পারঙ্গম—পারদর্শী। উপতৎ; পার—গম্+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

পারণ, পারণা—১। উপবাসের পর প্রথম ভোজন। পার+ণিচ্+অনট্ ভাব; পার+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। ২। তৃপ্তিবিধান। পৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পারতন্ত্র্য—পরাধীনতা, পরতন্ত্রতা। পরতন্ত্র (পরাধীন)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

পারতপক্ষে—যতদূর পারা যায় তাহাতে, সামর্থ্যসত্ত্বে, পার্যমাণে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পারত্রিক—পারলৌকিক, পরলোক-সম্বন্ধীয়; পরলোকে হিতকারক। পরত্র+ইক সম্বন্ধার্থে, হিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারদ—১। পারা, ধাতু বিঃ। পৃ+ণিচ্+তন্ কর্তৃ (ত-স্থানে দ)। বি; পুং। ২। পারকর্তা। উপতৎ; পার—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

পারদর্শিতা—দক্ষতা; বিজ্ঞতা; পাণ্ডিত্য; পরিণামদর্শিতা। পারদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, -দর্শী (-দর্শিন্)।

পারদর্শী (-দর্শিন্)—দক্ষ, পটু; পরিণাম-দর্শী; পর্যন্তদর্শী; বিজ্ঞ; সমর্থ। উপতৎ; পার—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী। বি, -দর্শিতা।

পারদসংক(ঙ্ক)র—(রসায়ন) পারদের সহিত মিশ্রিত অন্য ধাতু, amalgam. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পারদারিক—পরস্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রী-গামী; পরস্ত্রীসম্বন্ধীয়। পরদার+ইক আসক্তার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারদার্য(র্য্য)—পরস্ত্রীসঙ্গম, ব্যভিচার। পরের দারাই (স্ত্রীই) দারা (স্ত্রী) যাহার, বহু+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

পারদেশ্য—বিদেশী, প্রবাসী; ভিন্নদেশগত। পরদেশ+ষ্যঞ্ নিবাসার্থে, গতার্থে। বিণ।

পারমাণব—পরমাণুসম্বন্ধীয়, পরমাণুঘটিত। পরমাণু+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পারমাণবিক—(পদার্থবিদ্যা) পরমাণু-সংক্রান্ত, atomic. পরমাণু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারমার্থিক—পরমার্থসম্বন্ধীয়, ধর্মসম্বন্ধীয়; মঙ্গলজনক। পরমার্থ+ইক সম্বন্ধার্থে, হিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারমিট—ক্রয়-বিক্রয়সম্বন্ধে সরকারের অনুমতিপত্র। <ইং 'permit'. বি।

পারম্পরীণ—পরম্পরাগত, ক্রমাগত। পরম্পরা+ঈন। বিণ।

পারম্পর্য(র্য্য)—পরম্পরাগতি, অনুক্রম; ধারাবাহিকতা; কুলাদি-পরম্পরা, পুরুষানু-ক্রম। পরম্পরা (সান্ততা)+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

পারলৌকিক—পরকালসম্বন্ধীয়; পর-কালের হিতজনক। পরলোক+ইক সম্বন্ধার্থে, হিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারশ—পরিবেশিত ভোজনপাত্র; পরি-বেশন। <হি 'পরস্' (<পরিবেশন)-শব্দজ। বি।

পারশীক, -সীক—১। পারস্যদেশীয় লোক; পারস্যদেশীয় ঘোড়া। বি; পুং। ২। পারস্যদেশীয়, ইরানী। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারসী—পারস্য ভাষা, ফারসী; পারসীক, ইরানী; যে জরথুস্ত্রপন্থী পারসীক জাতি বহুকাল হইতে ভারতের অধিবাসী; উক্ত পারসীক জাতি সম্বন্ধীয়। ফা। পারস্য+ঈ ভবার্থে। বি বা বিণ।

পারা—১। তুল্য, মত ('পাগল—'); যেন। < প্রায়। বিণ বা অ। ২। পারদ। <পারদ। বি। ৩। সমর্থ হওয়া; পার হওয়া; পার করা। পার+আ (হওয়া, করা)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ৪। চরণ। প্রা কপ্র। বি। ৫। অভিপ্রায়, মতলব। বি।

পারানি—পারের কড়ি, খেয়া পার হইবার অর্থ। পারান (পার হওয়া)+ই প্রয়োজনার্থে। বাংপ্র। বি।

পারানো—পার হওয়া; পার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পারাপার—১। সমুদ্র। পার এবং অপার, দ্বন্দ্ব+অচ্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং। ২। নদী প্রঃর উভয় তীর। পার (এপার) এবং অপার (অন্য পার), দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। ৩। এক তীর হইতে অন্য তীরে গমন। বাংপ্র। বি।

পারাবত—পায়রা, কবুতর। পর (জীব) —অব্ (রক্ষা করা)+শতৃ=পরাবৎ; পরাবৎ (দত্তাত্রেয়)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

পারাবার—১। সমুদ্র। পার ও অবার, দ্বন্দ্ব+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। নদী প্রঃর দুই তীর। পার ও অবার, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

পারাবারীণ—উভয় তীরে গমনকারী; সমুদ্রপারগামী। পারাবার+ঈন (খঞ্) যায় অর্থে। বিণ।

পারায়ণ—সম্পূর্ণতা, সমাপ্তি; নিয়ম করিয়া নির্দিষ্টসময়মধ্যে কোন গ্রন্থের সম্পূর্ণপাঠ। পার—অয়্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

পারাশর—১। পরাশরপুত্র, বেদব্যাস। পরাশর+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। পরাশরপ্রণীত (ধর্মশাস্ত্র)। পরাশর+অণ্ উক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী।

পারি—সমর্থ হই। বাংপ্র। ক্রি।

পারিজাত, -জাতক—সমুদ্রমন্থনে জাত স্বর্গীয় বৃক্ষ বিঃ, দেবতরু ; সুগন্ধিদ্রব্য বিঃ। পারী (পারিন্=সমুদ্র) হইতে জাত, ৫মী-তৎ ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

পারিতোষিক—১। পুরস্কার। পরিতোষ + ইক দেয়ার্থে। বি ; ক্লী। ২। পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করা যায় এমন ; খুশি করিবার জন্ত যাহা দেওয়া হয়। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পারিপাট্য—পরিপাটী, সুশৃঙ্খলা। পরিপাটী + ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

পারিপার্শ্বিক—১। পার্শ্ববর্তী, চতুর্দিকের, আশপাশের, আবেষ্টনসম্বন্ধীয়। পরিপার্শ্ব + ইক গ্রহণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। সূত্রধারের পার্শ্ববর্তী নট ; পারিষদ ; উপগ্রহ, কোন বৃহৎ গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী ক্ষুদ্র গ্রহ। বি ; পুং।

পারিপ্লব—তারল্য, চাঞ্চল্য ('আনন্দ—বিবশা'—বঙ্কিম)। পরিপ্লব + অ ভাবে। বি ; ক্লী।

পারিভাষিক—পরিভাষাসম্বন্ধীয় ; কোন শাস্ত্র বিঃ বিশিষ্টার্থক শব্দসম্বন্ধীয় ; বিজ্ঞান ইঃতে বিশেষার্থবাচক। পরিভাষা + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পারিমাণ্ডল্য—ন্যায়োক্ত সমবায়িকারণশূন্য পরমাণুপরিমাণ ; সূর্যকিরণস্থিত বিন্দু বা অণু। পরিমণ্ডল (পরমাণু) + ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

পারিয়া—অন্ত্যজ জাতি বিঃ। তামিলী শব্দ। বি।

পারিযাত্র—অষ্টকুলাদ্রির এক কুলপর্বত বিঃ ; নৃপ বিঃ। পরি—যা + ত্রন্ কর্তৃ, পরিযাত্র + অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

পারিশ্রমিক—১। মজুরি ; বেতন। বি ; ক্লী। ২। পরিশ্রম-সংক্রান্ত। পরিশ্রম + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পারিষদ—১। সভাসদ্, সভ্য ; পার্শ্বচর। পরিষদ্ + অণ্ সাধু অর্থে। বি ; পুং। ২। সভাসম্বন্ধীয়। পরিষদ্ + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দী**।

পারী (-রিন্)—সমুদ্র। পার + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

পারীক্ষিত—পরীক্ষিতের পুত্র, জনমেজয়। পরীক্ষিৎ + অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

পারীণ—পারগ, পারগত ; পারগামী। পার + ঈন গমনার্থে। বিণ।

পারী(রি)ন্দ্র—সিংহ ; অজগর। পারী (পৃ—হিংসা করা + ণিন্) ইন্দ্র সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

পারুল—পাটলা ফুল, পাটল রঙের ঘণ্টার মত সুগন্ধ ফুল বিঃ। <পাটলী। বি।

পারুষ্য—কটুবাক্য ; অপ্রিয় ভাষণ ; কার্কশ্য। পরুষ + ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

পার্টি—দল ; রাজনৈতিক দল বা বিলাতী কায়দায় ভোজ বা নিমন্ত্রণ। <ইং 'party'. বি।

পার্থ—কুন্তীর পুত্র, অর্জুন ; নিজিতবর্মার পুত্র ; গন্ধর্ব বিঃ ; (অর্জুননামক হেতু) অর্জুনবৃক্ষ। পৃথা + অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

পার্থক্য—পৃথকত্ব, প্রভেদ, বিভিন্নতা। পৃথক + ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

পার্থিব—১। পৃথিবীসম্বন্ধীয়। পৃথিবী + অঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। পৃথিবীশ্বর, রাজা। পৃথিবী + অঞ্ ঈশ্বরার্থে। বি ; পুং। স্ত্রী, **-বী**।

পার্থিবী—১। পৃথিবীকন্যা, সীতা। পৃথিবী + অঞ্ অপত্যার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পৃথিবীসম্বন্ধীয়া ; পৃথিবীজাতা। পার্থিব (২) + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পার্ব(র্ব্ব)ণ—১। অমাবস্যাদি পর্বে কর্তব্য শ্রাদ্ধ। পর্বন্ + অণ্ কৃত বা দত্তার্থে। বি ; ক্লী। ২। মৃগ বিঃ। পৃ + বনিপ্ কর্তৃ + অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং। ৩। পর্বসম্বন্ধীয়। পর্বন্ + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ণী**।

পার্ব(র্ব্ব)ণী—১। পর্বসম্বন্ধীয়া। পার্বণ (৩) + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পর্বকালে বা উৎসবসময়ে প্রদত্ত পারিতোষিক। বাংপ্র। বি।

পার্ব(র্ব্ব)ত—১। পাহাড়িয়া, পর্বতসম্বন্ধীয় ; পর্বতে উৎপন্ন ; পর্বতবাসী। পর্বত + অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**। ২। ঘোড়ানিমের গাছ। পর্বত + অণ্ জাতার্থে। বি ; পুং।

পার্ব(র্ব্ব)তী—১। হিমালয় পর্বতের কন্যা, গিরিজা, উমা, দুর্গা। পর্বত (হিমালয়) + অণ্ অপত্যার্থে + ঈপ্। ২। নদী বিঃ (ইহা চর্মণ্বতী বা চম্বলে মিলিত হইয়াছে) ; শল্লকী ; গোপালপুত্রিকা ; জীবন্তী ; সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা ; পাষাণভেদা ; ধাতকী ; সৈংহলী। পর্বত + অণ্ জাতার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। পর্বতসম্বন্ধীয়া ; পর্বতজাতা। পার্বত(২) + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পার্ব(র্ব্ব)তীনন্দন—কার্তিকেয় ; গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পার্ব(র্ব্ব)ত্য—পাহাড়িয়া, পর্বতে উৎপন্ন ; পর্বতসম্বন্ধীয়। পর্বত + ষ্যঞ্ ভবার্থে। বিণ।

পার্য(র্য্য)ন্তিক—প্রান্তীয়, কোন পুস্তকের পৃষ্ঠার পার্শ্বে লিখিত বা তৎসম্বন্ধীয়, marginal. পর্যন্ত + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পার্য(র্য্য)মাণে—পারতপক্ষে ("পার্যমাণে তাহা ভাজিয়া পরচ করিও না"—ভূদেব)। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পার্লামেণ্ট—ব্যবস্থাপক মহাসভা, প্রজাবর্গের প্রতিনিধিসভা। <ইং 'Parliament'. বি।

পার্শেল—পুলিন্দা ; ডাকযোগে প্রেরণীয় পুলিন্দা। <ইং 'parcel'. বি।

পার্শ্ব—পাশ, ধার ; সমীপ, নিকট ; কক্ষের অধোদেশ। স্পৃশ্ + শ্বণ্ কর্ম। বি ; পুং বা ক্লী।

পার্শ্বগ, পার্শ্বচর—অনুচর ; পার্শ্ববর্তী ভৃত্য ; মোসাহেব। উপতৎ ; পার্শ্ব—গম্ + ড কর্তৃ ; পার্শ্ব—চর্ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গা, -রী**।

পার্শ্বপরিবর্ত(র্ত্ত)ন—পাশফেরা ; ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রীহরির পাশ ফেরা উৎসব বিঃ [এই দিনে ভগবান্ বামপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করেন]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পার্শ্ববর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—পাশে অবস্থিত ; নিকটস্থ। উপতৎ ; পার্শ্ব—বৃত্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

পার্শ্বশূল—শূলরোগ বিঃ। পার্শ্বের শূল (তীব্র যন্ত্রণা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পার্শ্বস্থ—পাশে অবস্থিত, পার্শ্ববর্তী। উপতৎ ; পার্শ্ব—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

পার্শ্বাস্থি—পাঁজর, পঞ্জর্কা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পার্ষদ—পারিষদ, সভাসদ্। পর্ষদ্ (সভা) + অণ্ স্থিতার্থে। বি ; পুং।

পার্ষ্ণি—১। গোড়ালি, গুলফের নিম্নবর্তী অংশ। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ ; পৃষ্ঠশত্রু ; জিগীষা। বি ; পুং। ৩। কুন্তী। পৃষ্ + নি কর্ম (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

পার্ষ্ণিগ্রাহ—পশ্চাদ্বর্তী শত্রু রাজা ; সৈন্যের পশ্চাদ্বর্তী সেনাপতি। উপতৎ ; পার্ষ্ণি (সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ)—গ্রহ্ + অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পার্ষ্ণিত্র—অগ্রবর্তী সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ-রক্ষাকারী সৈন্য। উপতৎ ; পার্ষ্ণি (সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ)—ত্রৈ (রক্ষা করা) + ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পাল—১। (সমাসে পরপদ হইলে) রক্ষক ; প্রতিপালক ('রাজ্যপাল')। পালি + অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লী**। ২। পিকদান। বি ; ক্লী। ৩। সামিয়ানা, চাঁদোয়া ; বায়ুভরে নৌকা চালাইবার উদ্দেশ্যে নৌকার উপরে প্রসারিত পুরু কাপড় বা ক্যাম্বিস। <পাইল। ৪। দল, সমূহ ; পশুদিগের মৈথুন ; বাঙ্গালার হিন্দুদের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি। **পাল ধরানো**—স্ত্রী-

পশুকে পুং-পশুদ্বারা গর্ভিণী করানো।
পালের গোদা—দলের সর্দার, দলপতি।
পালাই, পালুই—১। ধান্যের স্তূপ, সস্তূপ ধান্যের রাশি। <পল্লক। ২। ঢেঁকিশাক। প্রাদে। বি।
পালং—'পালঙ' দ্রঃ।
পালক—১। রক্ষক, পালনকর্তা। পা+ণিচ্ বা পালি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পালিকা**। ২। পাখির পাখনার অংশ, feather. বাংপ্র। বি।
পালকপিতা (-পিতৃ)—পুত্রবৎ প্রতিপালনকারী ব্যক্তি। কর্মধা। বি; পুং।
পালকি—শিবিকা। <পল্যঙ্কিকা। বি।
পালখ—পালক(২) (তাহা দ্রঃ)। বি।
পালঙ, পালং—১। একপ্রকার শাক। <পালঙ্ক। ২। খাট। <পল্যঙ্ক। বি।
পালঙ্ক—১। খাট। <পল্যঙ্ক। বি। ২। পালংশাক; শজারু; বাজপক্ষী। পাল—অনক্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।
পালঙ্গ—পালঙ (তাহা দ্রঃ)।
পালঝাড়া—বন্ধ্যা। বাংপ্র। বিণ।
পালট—১। পরিবর্তন; পরাবর্তন। বাংপ্র। ২। নিমেষ। প্রা কপ্র। বি।
পালটব—ফিরাইব। প্রা কপ্র। ক্রি।
পালটা—বিপরীত; বিরুদ্ধ পক্ষদ্বারা কৃত; সমান বংশমর্যাদাসম্পন্ন ('— ঘর')। বাংপ্র। বিণ।
পালটানো—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন করা; বদল করা; উলটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
পালটি, পালটিয়া—ঘুরিয়া, ফিরিয়া; উলটাইয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।
পালটী—যাহার সহিত বিবাহাদি দ্বারা সম্পর্ক স্থাপন করা যায় এমন, পালটা ('— ঘর')। বাংপ্র। বিণ।
পালন—১। রক্ষা, পোষণ; ভরণপোষণ; প্রতিপালন; মানিয়া চলা; কার্যে পরিণত করণ। পা+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। [illegible] প্রসূতা গাভীর ক্ষীর। পা+ণিচ্+অনট্ [illegible]। বি; স্ত্রী।
পালনকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা** (-কর্তৃ) [illegible]কারী, প্রতিপালক। তদ্বৎ। বিণ।
পাল[illegible] [illegible]নীয়; ভরণপোষণ করিবার সম্পাদনীয়। পা+ণিচ্+ [illegible]।
[illegible]পালিপার্বণ—শ্রাদ্ধশান্তি [illegible] বাংপ্র। বি।
[illegible] (-য়িতৃ)—পালনকর্তা, [illegible]+তৃন্ কর্তৃ। বিণ।
[illegible]টি-সংক্রান্ত, পলিদ্বারা গঠিত, alluvial. পলল+ইক সম্বন্ধার্থে, নির্মিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। **পাললিক শিলা**—পলি পাথর, পলিদ্বারা গঠিত শিলামণ্ডল, sedimentary rock.
পালা—১। বার, পর্যায়; পরম্পরা; কালনিরূপণ; কীর্তন কিংবা ধর্মসম্বন্ধীয় সংগীতের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তের কিয়দংশ; অভিনয় বা সংগীতের এক একটি আখ্যায়িকা। <পর্যায়। বি। ২। রক্ষিত, পোষা। বিণ। ৩। পালন করা; মানিয়া চলা। <পালি-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি। ৪। পল্লব। <পল্লব। বি।
পালান—১। গো-স্তন। বাংপ্র। ২। ভারবাহী পশুদিগের পৃষ্ঠের গদি। <পল্যয়ন। বি।
পালানো—প্রস্থান করা। <পলায়ন। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
পালি—প্রাচীন মাগধী ভাষা বিঃ। অসং। বি।
পালি, পালী—১। রাশি; শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি; প্রান্তভাগ; প্রদেশ; খড়্গের তীক্ষ্ণধার; ক্রোড়; কানের পাতা; কোণ; সেতু; প্রশংসাবচন; হাঁড়ি; পালা; ছাত্রদিগের বৃত্তি; খোঁয়াড়; কেশকীট; উকুন; শ্মশ্রুযুক্তা স্ত্রী। পল্+ইণ্ কর্তৃ। ২য় পক্ষে ঙীপ্। বি; স্ত্রী। ২। শস্যাদির পরিমাণ বিঃ। বাংপ্র। বি।
পালিকা—১। পালনকারিণী। পালক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার। পালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
পালিত—১। রক্ষিত; পোষিত; বর্ধিত। পা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বাঙালীর উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।
পালি-পার্বণ—'পালপার্বণ' দ্রঃ।
পালিশ—চাকচক্য; মসৃণতা; মসৃণকরণ; মসৃণ করিবার প্রলেপ। <ইং 'polish'. বি।
পালী—'পালি' দ্রঃ।
পালুই—'পালই' দ্রঃ।
পালো—শটী প্রঃর মূলের শোধিত চূর্ণ, শ্বেতসার, starch. বাংপ্র। বি।
পালোয়ান—বীর; কুস্তিগির; বলবান্। <ফা 'পহলবান্'। বি বা বিণ।
পাল্লা—তৌলকরণের পাত্র, তরাজু; পাটি ('দরজার —'); যে জিনিস মাপা হইতেছে তাহার সমান ওজন; কারুকার্যখচিত আঁচল; কার্যকারিতার সীমা; range; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আড়াআড়ি; ব্যবধান; সঙ্গ। হি। বি।
পাশ—১। দড়ি, রজ্জু; অস্ত্র বিঃ; সূত্র; ফাঁদ। পশ্+ঘঞ্ করণ। ২। (কেশবাচক শব্দের পর প্রযুক্ত হইলে) গোছা, সমূহ; (কর্ণবাচক শব্দের পর বসিলে) সুন্দর; (ছাত্র ভিষক্ প্রঃ শব্দের পর বসিলে) কুৎসিত। সংস্কৃত প্রত্যয়। ৩। ধার, পার্শ্ব। <পার্শ্ব। বি। **পাশ কাটানো**—কোন ব্যক্তি-বিশেষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অলক্ষিতভাবে তাহার পাশ দিয়া সরিয়া পড়া। **পাশ মোড়া**—শয়ান অবস্থায় পার্শ্বপরিবর্তন করা। ৪। পরীক্ষায় কৃতকার্যতা; মঞ্জুর হওয়া; অনুমোদন লাভ, কোন স্থানে প্রবেশ লাভ করিবার পত্র। <ইং 'pass'. বি। [বি; পুং।
পাশক—পাশা, অক্ষ। পশ্+ণক কর্তৃ।
পাশ-কোদাল—ছোট হাতলের কোদাল বিঃ। বাংপ্র। বি।
পাশব—১। পশুসম্বন্ধীয়; পশুর ন্যায় ('— অত্যাচার')। পশু+অণ্ সম্বন্ধার্থে বিণ। স্ত্রী, -বী। ২। পশুপাল, পশুসমূহ। পশু+অণ্ সমূহার্থে। বি; স্ত্রী।
পাশ-বালিশ—জড়াইয়া শুইবার জন্য শয্যাপার্শ্বে যে বালিশ থাকে তাহা। বাংপ্র। বি।
পাশবৃত্তি—পশুর ন্যায় হেয় মনোবৃত্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
পাশবিক—পশুসম্বন্ধীয়; পশুর ন্যায়; ধর্ষণসম্বন্ধীয়। পশু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। বি, **-বিকতা**। **পাশবিক অত্যাচার**—স্ত্রীলোককে জোর করিয়া সম্ভোগ।
পাশা—১। অক্ষ, চৌপাড়; কর্ণভূষণ বিঃ। <পাশক। ২। তুরস্কের অথবা মিশরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। তুর্কী। বি।
পাশাড়ী—পার্শ্ববর্তী। বাংপ্র। বিণ।
পাশানো—ফসকাইয়া যাওয়া; পাশ কাটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
পাশাপাশি—কাছাকাছি। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।
পাশি—কোদাল লাঙ্গল প্রঃতে ফলা জুড়িবার লোহার বেড়। বাংপ্র। বি।
পাশী (পাশিন্)—১। বরুণ; ব্যাধ; যম; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিঃ। বি; পুং। ২। পাশনামক অস্ত্রধারী। পাশ (রজ্জু)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাশিনী**।
পাশুনি—পাপ। প্রা কপ্র। বি।
পাশুপত—১। পশুপতির উপাসক, শৈব। পশুপতি+অণ্ দেবতা ইহার এই অর্থে। ২। বকপুষ্পবৃক্ষ। পশুপতি+অণ্ প্রিয় অর্থে। বি; পুং। ৩। শিবসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, -তী। ৪। শিবের অস্ত্র বিঃ। পশুপতি+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ৫। ব্রত বিঃ। পশুপতি উপাস্য ইহাতে এই অর্থে, পশুপতি+অণ্। বি; স্ত্রী।
পাশুলি, পাশুলী—পাইজোড়, পায়ের আঙুলের অঙ্গুরী বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

পাশ্চাত্য—১। পশ্চিমদেশীয়; প্রতীচ্য; পশ্চিমদিক্স্থ; পশ্চাৎস্থিত। বিণ। ২। যবন। পশ্চাৎ+ত্যক্ ভবার্থে। বি; পুং।
পাশ্চাত্ত্য—পশ্চিমদেশীয়; পিছন দিকের, পিছনে অবস্থিত। পশ্চাৎ+ত্যক্ ভবার্থে (নিপাতনে ত-লোপ)। বিণ। [অনেকের মতে 'পাশ্চাত্ত্য' বানান ভুল।]
পাষণ্ড, পাষণ্ডক, পাষণ্ডী (-ণ্ডিন্)—পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত; অধার্মিক; সদাচারভ্রষ্ট; পামর; বেদবিরুদ্ধাচারী; বিধর্মী; বৌদ্ধ-ক্ষপণকাদি নাস্তিক। পা (বেদধর্ম)—ষণ্ড্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কন্ স্বার্থে; ৩য় পক্ষে পা—ষণ্ড্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।
পাষণ্ডদলন—১। অধার্মিক ব্যক্তির দমন বা বিনাশ। বি; ক্লী। ২। অধার্মিক ব্যক্তির দমনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -না, -নী।
পাষণ্ডী (পাষণ্ডিন্)—'পাষণ্ড' দ্রঃ।
পাষাণ—১। পাথর, প্রস্তর, শিলা। পিষ্ (চূর্ণ করা)+আনচ্ অধি। বি; পুং। ২। তুলাদণ্ডের ফের। বাংপ্র। বি। **পাষাণ ভাঙ্গা**—তুলাদণ্ডের দুই দিক্ সমান করা। ৩। কঠিন; নির্দয়, যাহার হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন এমন। বাংপ্র। বিণ।
পাষাণদারক, -দারণ—পাথর-ভাঙ্গা অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
পাষাণভেদী (-দিন্)—যাহা পাথর ভাঙ্গিয়া ফেলে এমন, পাথর ভেদকারী। উপতৎ; পাষাণ—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভেদিনী।
পাষাণহৃদয়—যাহার মন পাথরের মত শক্ত এমন, নিষ্ঠুর, নির্মম। পাষাণবৎ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।
পাষাণী—১। পাথরের মত কঠিনহৃদয়যুক্তা, নির্দয়া। পাষাণ (৩)+ঈ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র পাষাণ, বাটখারা; গিরিরাজ হিমালয়ের পত্নী মেনকা। পাষাণ+ঈপ্ ক্ষুদ্রার্থে। বি; স্ত্রী।
পাষ্টি—পাশার কাঠি। প্রা কপ্র। বি।
পাস—পাশ (৫) (তাহা দ্রঃ)।
পাসরণ—ভুল, বিস্মরণ। প্রা কপ্র। বি।
পাসরা—'পাশরা' দ্রঃ।
পাসলি, পাসুলি—পাশুলি (তাহা দ্রঃ)।
পাসানো—তাস খেলার ডাক ছাড়িয়া দেওয়া; যে রঙের খেলা হইতেছে তাহা হাতে না থাকায় খেলার সুবিধার জন্য অন্য কোন বিশেষ তাস দিয়া যাওয়া। <ইং 'pass'. ক্রি [, বি, বিণ]। [বি।
পাসুড়ি—পাঁচ সের ওজন, পাঁউরি। বাংপ্র।
পাহন—পাহন (তাহা দ্রঃ)।
পাহল—পাহুল (তাহা দ্রঃ)।
পাহাড়—পর্বত, গিরি। বাংপ্র। বি।
পাহাড়তলি—উপত্যকা; পর্বতের নিম্নদেশ, তরাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
পাহাড়িয়া, পাহাড়ে—পার্বত্য। পাহাড়+ইয়া, এ ভবার্থে। বাংপ্র। বিণ।
পাহাড়ী—১। পার্বত্য। বিণ। ২। পার্বত্য জাতি; রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।
পাহাড়ে—'পাহাড়িয়া' দ্রঃ।
পাহারা—প্রহরীর কার্য, চৌকি; রক্ষার জন্য সাবধানতা। <প্রহর। বি।
পাহারাওয়ালা, -দার, পাহারালা—প্রহরী, চৌকিদার; পুলিস কনেষ্টবল। পাহারা+ওয়ালা, দার, আলা নিযুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।
পাহুন—অতিথি, পথিক ("কান্ত পাহুন কাম দারুণ"—বিদ্যা); প্রবাসী; পাষাণ, নির্দয়। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।
পাহুল—দয়াহীন। প্রা কপ্র। বিণ।
পিআসল—পিপাসার্ত। প্রা কপ্র। বিণ।
পিউ—১। প্রিয়। প্রা কপ্র। বি। ২। পাপিয়ার স্বর। বাংপ্র। অ।
পিউড়ি—গোরোচনা; হলদে রং বিঃ, lemon-chrome. বাংপ্র। বি।
পিউলী—একপ্রকার ফুল। প্রা কপ্র। বি।
পিঁচুটি—চক্ষু হইতে নির্গত ক্লেদ। <পিচ্চট। বি।
পিঁজরা—খাঁচা। <পিঞ্জর। বি।
পিঁজরাপোল—বৃদ্ধ ও রুগ্ণ পশু রাখিবার স্থান। হিং। বি।
পিঁজা—তুলা প্রঃর বীচি ফেলিয়া ও আঁশ টানিয়া সোজা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
পিঁড়া, পিঁড়ে—পিঁড়ি; ঘরের দাওয়া। <পিণ্ড বা পীঠ। বি।
পিঁড়ি—কাঠের তৈয়ারী সামান্য উঁচু আসন বিঃ, পট্টি ('চন্দন —')। <পিণ্ড বা পীঠ। বি।
পিঁধন—পরিবার কাপড়, পরিধান। প্রা কপ্র। <পিধান। বি।
পিঁধা—পরিধান করা। প্রা কপ্র। ক্রি।
পিঁপড়া, পিঁপড়ে—পিপীলিকা। <পিপীলিকা। বি।
পিঁপুল—ফল বিঃ। <পিপ্পলী। বি।
পিঁপুলপাতা—পিঁপুলের পাতার আকারের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।
পিঁয়াজ—'পেঁয়াজ' দ্রঃ।
পিক—১। কোকিল। অপি—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**পিকী**। ২। থুথু; মুখের লালা। বাংপ্র। বি।
পিককণ্ঠ—১। কোকিলের ন্যায় মধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। পিকের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কণ্ঠা, -কণ্ঠী। ২। কোকিলের গলা; কোকিলের কণ্ঠস্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
পিকদান, -দানি—থুথু ফেলিবার পাত্র, নিষ্ঠীবনপাত্র। পিক+দান, দানি, পাত্র অর্থে। বাংপ্র। বি। [বি।
পিকনিক—বনভোজন। <ইং 'picnic'.
পিকবর, -রাজ—কোকিলশ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ গায়ক-পক্ষী। পিকঃ মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মী-তৎ; পিকদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।
পিকী—কোকিলা, স্ত্রী-কোকিল। পিক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
পিকেক্ষণ—কোকিলের চক্ষুর ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট। পিকের ঈক্ষণের (চক্ষুর) ন্যায় ঈক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।
পিকেটার—কাহারও কোন অনভিপ্রেত কার্য অপর কেহ করিতে চাহিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টাকারী। <ইং 'picketer'. বি।
পিকেটিং—কাহারও কার্যে যোগদানে অথবা দোকান হইতে কোন অনভিপ্রেত দ্রব্য ক্রয়ে বাধা দান, পিকেটারের কাজ। <ইং 'picketing'. বি।
পিগুল—পিঙ্গল। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।
পিঙ্গ—১। নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ। পিন্জ্ (বর্ণযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ করণ। ২। মূষিক। বি; পুং। ৩। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ। ৪। গন্ধদ্রব্য বিঃ; হরিতাল। পিন্জ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; ক্লী।
পিঙ্গল—১। নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, কপিশবর্ণ; নাগ বিঃ; নিধি বিঃ; মুনি বিঃ; বানর; অগ্নি; নেউল; বিষ বিঃ; একাদশ রুদ্রের একজন; সূর্যের পারিপার্শ্বিক; মঙ্গলগ্রহ; বৎসর বিঃ; ক্ষুদ্রপেচক; পিঙ্গল-নাগ নামে ছন্দঃশাস্ত্রকার আচার্য বিঃ; পিঙ্গলাচার্যকৃত ছন্দোগ্রন্থ বিঃ। বি; পুং। ২। কপিশবর্ণযুক্ত ('—জটা')। পিন্জ্+কলচ্ করণ। বিণ। [বি; ক্লী।
পিঙ্গললৌহ—পিতল, পিত্তল। কর্মধ।
পিঙ্গলা—১। নাড়ী বিঃ ('ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না'); শিংশপাবৃক্ষ; রাজনীতি; ভাগবতে উক্ত বেশ্যা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। পিঙ্গলবর্ণা। পিঙ্গল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
পিঙ্গলাভ—ঈষৎ তামাটে রঙের, ঈষৎ নীলপীতমিশ্রিতবর্ণ। পিঙ্গলা আভা যাহার, বহু। বিণ।
পিঙ্গলিকা—বকশ্রেণী, বলাকা। পিঙ্গল+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
পিঙ্গাক্ষ—১। শিব; ব্যাধ বিঃ। বি; পুং। ২। যাহার চোখ কটা রঙের এমন, পিঙ্গলনেত্র। পিঙ্গ (পিঙ্গলবর্ণ) অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

পিচ—১। ফল বিঃ; বৃক্ষ বিঃ। <ইং 'peach'. ২। ঘন আলকাতরা, আলকাতরা হইতে প্রস্তুত ঘন কঠিন নমনীয় দ্রব্য বিঃ। <ইং 'pitch'. ৩। পিক, থুথু। প্রাদে। বি।

পিচকা—পিচকারী। প্রা কপ্র। বি।

পিচকারি—জলধারা নিক্ষেপ করিবার একপ্রকার যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

পিচকি—পিক। প্রাদে। বি।

পিচবোর্ড—একপ্রকার মোটা কাগজ; জমান কাগজের বোর্ড বা পাটা। <ইং 'paste board'. বি।

পিচাশ, পিচেশ—পিশাচ, ঘৃণাহীন ব্যক্তি, অতিশয় অপরিষ্কৃত লোক। <পিশাচ। বি।

পিচু—কার্পাস-তুলা; পরিমাণ বিঃ; অসুর বিঃ; কুষ্ঠ বিঃ; ভৈরব; শস্য বিঃ। পচ্+উ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

পিচুটি—পিঁচুটি (তাহা দ্রঃ)।

পিচ্ছল—হড়হড়ে, পিচ্ছিল, মসৃণ। পিচ্ছ্+কলচ্ কর্তৃ। বিণ।

পিচ্ছিল—হড়হড়ে, পিছলা; পিচ্ছলযুক্ত; সরস (ব্যঞ্জনাদি); মণ্ডযুক্ত ('— ভাত'); জলযুক্ত ('— ব্যঞ্জন')। পিচ্ছা (ফেন)+ইলচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পিছ—পশ্চাদ্দেশ, পাছ। <পশ্চাৎ। বি।

পিছটান—পিছুটান (তাহা দ্রঃ)।

পিছন—পশ্চাদ্ভাগ, পশ্চাদ্বর্তিতা। <পশ্চাৎ। বি।

পিছনো—'পিছানো' দ্রঃ।

পিছপা—'পিচপা' দ্রঃ।

পিছমোড়া, পিছুমোড়া—পিছন দিকে হাত দুইটি টানিয়া বাঁধা; যাহার হাত দুইটি পিছন দিকে বাঁধা হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পিছল, পিছলা—হড়হড়ে, হড়কা, গড়ানিয়া। <পিচ্ছিল। বিণ।

পিছলানো—হড়হড় করিয়া সরিয়া যাওয়া, হড়কানো। <পিচ্ছিল। ক্রি [, বি, বিণ]।

পিছাড়ী—পশ্চাৎ; ঘোড়ার পায়ে বাঁধিবার দড়ি। প্রাদে। বি।

পিছানো, পিছনো—পিছু হাঁটা, পশ্চাৎপদ হওয়া; পিছনে পড়া; অগ্রসর না হওয়া, পিছনে থাকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পিছার—পিছন, পশ্চাৎ ("হেন মুরতি জনি নাচল পিছারে"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

পিছিরা—পাগুলি। প্রা কপ্র। বি।

পিছিলা—পিষিয়া বা বাটিয়া হড়কা-করা জিনিস। প্রা কপ্র। বি।

পিছু—পশ্চাদ্দিক্; পরে; প্রভৃতি, ('আধা —')। <পশ্চাৎ। বি বা ক্রি-বিণ।

পিছুটান—পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ, পশ্চাতে আসক্তি, ফেলিয়া-আসা কিংবা ছাড়িতে চাওয়া হয় না এমন কিছুর প্রতি দুর্নিবার আসক্তি। পিছু হইতে টান, ৫মীতৎ; বা, পিছুতে টান, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

পিছে—পৃষ্ঠে, পশ্চাদ্ভাগে, পরে, পিছনে। <পশ্চাৎ। বি; অধি-৭মী। [বি।

পিঞ্ছ—ময়ূরপুচ্ছ। <পিচ্ছ। প্রা কপ্র।

পিঞ্জ—১। ব্যাকুল, কাতর। পিন্জ্+অচ্ কর্ম। বিণ। ২। বল, শক্তি। পিন্জ্+অচ্ করণ। বি; স্ত্রী। ৩। বধ, হত্যা। পিন্জ্+অচ্ ভাব। ৪। কর্পূরভেদ। পিন্জ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পিঞ্জন—১। তুলাফোঁড়া ধনুঃ, ধুনখারা। পিন্জ্+অনট্ করণ। ২। তুলা ফোঁড়া, পেঁজা। পিন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পিঞ্জর—১। খাঁচা, পিঞ্জরা। পিন্জ্+অরচ্ অধি। ২। হরিতাল; দেহাস্থিপুঞ্জ; পঞ্জর; স্বর্ণ; নাগকেশর। বি; ক্লী। ৩। পীতবর্ণ অশ্ব বিঃ। পিন্জ্+অরচ্ কর্তৃ। ৪। পিঙ্গলবর্ণ; পীতরক্তবর্ণ। পিন্জ্+অরচ্ করণ। বি; পুং। ৫। পীত বা পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। পিন্জ্+অরচ্ কর্তৃ। বিণ।

পিঞ্জা—১। তুলার পাঁইজ; হরিদ্রা। পিন্জ্+অচ্ কর্ম, করণ+আপ্। ২। হিংসা। পিন্জ্+অচ্ ভাব+আপ্। ৩। হড়ি। পিন্জ্+অচ্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পিঞ্জিকা—তুলার পাঁজ, তুলনালিকা। পিন্জ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পিট—তাসখেলায় একবারে নিক্ষিপ্ত তাস; জিতা তাস। বাংপ্র। বি।

পিট, পিটক—পেটারি, চুপড়ি প্রঃ, ধান্যরক্ষার্থ ডোল; ফোড়া, বিস্ফোট। পিট্+ক অধি+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

পিটন—মার, আঘাতকরণ, প্রহারকরণ, প্রহার; তাড়ন। বাংপ্র। বি।

পিটনা, পিটনে—গৃহাদির ছাদ মেঝে প্রঃ পিটিবার কাঠের মুগুর, মুগুর। পিট্+অনা, অনে করণ। বি।

পিটনো, পিটানো—আঘাত করা, প্রহার করা; দুরমুশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পিটপিট—অনুকার-শব্দ; খিটখিট; দুই আঙুলের নখের পাতা দ্বারা টিপিবার শব্দ; চোখের পাতা বার বার ফেলার ভাব, মিটমিট; শুচিবায়ু-জনিত স্পর্শভীতি। বাংপ্র। অ।

পিটপিটে—শুচিবায়ুগ্রস্ত; খিটখিটে; মিটমিটে। পিটপিট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

পিটালি, পিটুলি—জল মিশ্রিত পেষা চাউল; বৃক্ষ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পিটিশন—দরখাস্ত। <ইং 'petition'. বি।

পিটুনি—মার, প্রহার। পিট্+উনি ভাব। বি। **পিটুনি পুলিস**—কোন স্থানের অবাধ্য এবং দুর্দান্ত লোকদিগের দমনকল্পে সেই স্থানেরই অধিবাসিগণের খরচে যে পুলিস-বাহিনী সাময়িকভাবে নিযুক্ত হয় তাহা, punitive police.

পিট্টান—প্রস্থান, পলায়ন। বাংপ্র। বি।

পিঠ—পৃষ্ঠ; পাশ; বিপরীত দিক্; পশ্চাদ্ভাগ। <পৃষ্ঠ। বি।

পিঠদাঁড়া—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠদণ্ড। পিঠের দাঁড়া (<দণ্ড), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পিঠা—১। পিষ্টক। <পিষ্টক। ২। পিঠ। <পৃষ্ঠ। বি।

পিঠাপিঠি—একটির অব্যবহিত পরে আর একটি এইরূপ বা এইভাবে, পরপর; পিঠের দিকে পিঠ রাখিয়া। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

পিঠারি—পিষ্টকব্যবসায়ী, পিষ্টকবিক্রেতা। প্রা কপ্র। বি।

পিঠি—পিঠে, পৃষ্ঠে। প্রা কপ্র। পিঠা+ই অধি-৭মী। বি।

পিঠে—পিষ্টক, পিঠা। বাংপ্র। বি।

পিড়িং—১। একপ্রকার মধুর অথচ অস্ফুট ধ্বনি। অনুকার অ। ২। একপ্রকার শাক। প্রাদে। বি।

পিণ্ড—১। ডেলা, গোলাকৃতি ক্ষুদ্র রাশি, গোলবস্তু; ভাতের ডেলা; পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদেয় খাদ্যসামগ্রীর গোলাকার গ্রাস; শরীর; মাংস; ভোজনীয় বস্তু; গ্রাস। বি; ক্লী। ২। বল; পুঞ্জ; সমূহ; গজকুম্ভ; খাদ্যদ্রব্য; জীবিকা; লৌহ। বি; পুং। ৩। সংহত; সান্দ্র। পিণ্ড্ (রাশি করা)+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

পিণ্ডখর্জু(র্জূ)র—পিণ্ডিখেজুরের গাছ; পিণ্ডিখেজুর, চটকানো খেজুর। পিণ্ডসদৃশ খর্জুর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পিণ্ডজীবী (-জীবিন্)—শ্রাদ্ধভোজী; দেবকার্যাদিতে উৎসর্গীকৃত পিণ্ডাদি ভোজনকারী ('যজ্ঞ নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন'—কাশী)। উপতৎ; পিণ্ড—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-জীবিনী**।

পিণ্ডদ—পিণ্ডদানকর্তা, পিণ্ডদানকারী; অন্নদাতা। উপতৎ; পিণ্ড—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

পিণ্ডদান—পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পিণ্ডা—পিড়ি। প্রা কপ্র। বি।

পিণ্ডাকার, -কৃতি—গোলাকার, চটকানো জিনিসের ডেলার মত, পিণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। পিণ্ডের আকারের,

আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

পিণ্ডায়স—ইস্পাত। পিণ্ড অয়স্ (লৌহ), কর্মধা (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; ক্লী।

পিণ্ডালু—চুপড়ি আলু। পিণ্ডাকৃতি আলু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পিণ্ডি—পিণ্ড। গ্রাম্য। বি। **পিণ্ডি চটকানো**—শ্রাদ্ধের আয়োজন করা (গালি বিঃ)।

পিণ্ডি, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী—চাকার মধ্যভাগ ; কক্ষ বা জানুর নিম্নভাগের মাংসল প্রদেশ ; পায়ের গোছ ; লাউ ; খেজুর গাছ ; খাদ্যের গ্রাস ; পীঠ ; পীঁড়ি। পিন্ড্ (সংহত হওয়া) + ইন্ অধি ; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে + আপ্ ; ৩য় পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পিণ্ডিত—গণিত ; গুণিত ; ঘন, সান্দ্র ; সংহত ; যাহা ডেলার মত করা হইয়াছে এমন। পিন্ড্ (রাশি করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

পিতঃ—হে পিতৃদেব, বাবা। 'পিতৃ'-শব্দ সম্বোধনে। বি ; পুং।

পিতম—প্রিয়তম জন ; পরম অনুরাগ বা ভালবাসার পাত্র। <প্রিয়তম। প্রা কপ্র। ১ব। [<পিত্তল। বি।

পিতল—তামা ও দস্তা মিশ্রিত ধাতু বিঃ।

পিতা (পিতৃ)—বাপ, জনক ; পিতৃতুল্য পাঁচজন গুরু (অন্নদানকারী, ভয় হইতে পরিত্রাণকারী, শ্বশুর, জন্মদাতা এবং যিনি উপনয়নকালে কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দীক্ষা দেন তিনি) ; পিতৃতুল্য সাতজন গুরু (শ্বশুর, অন্নদাতা, শিক্ষক, অভয়প্রদ অর্থাৎ অভয়দানকারী, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ; অগ্নিষাত্ত সৌম্য হবিষ্মান্ উষ্মপ সুকালী বর্হিষদ্ এবং আজ্যপ—এই সপ্ত পিতৃপুরুষ। পা (পালন করা) + তৃচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। বিণ—**পৈতৃক**।

পিতামহ—ঠাকুরদাদা, পিতার পিতা ; ব্রহ্মা ; দক্ষরাজ ; ভীষ্ম। পিতৃ + ডামহ পিতা অর্থে। বি ; পুং। স্ত্রী, **-মহী**। বিণ—**পৈতামহিক**।

পিতামহী—ঠাকুরমা, পিতার মাতা। পিতামহ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পিতুঃষসা, পিতুঃস্বসা (-স্বসৃ)—পিসী, পিতার ভগিনী। অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃ—'পিতা' দ্রঃ।

পিতৃ-আজ্ঞা—পিতার আদেশ। পিতার আজ্ঞা, ৬ষ্ঠীতৎ [শ্রুতিকটুতা ভয়ে সন্ধি হয় নাই]। বি ; স্ত্রী।

পিতৃ-ঋণ—বাপের দেনা, পিতার কৃত ঋণ ; পুত্রের প্রতি কৃত পিতার উপকার। পিতার ঋণ, ৬ষ্ঠীতৎ [শ্রুতিকটুতা ভয়ে সন্ধি হয় নাই]। বি ; ক্লী।

পিতৃকল্প—১। বাপের মত, পিতৃতুল্য। পিতৃ + কল্পপ্ ঈষদূন অর্থে। বিণ। ২। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি বিধান। পিত্রুদ্দিষ্ট কল্প, মধ্যপ কর্মধা। ৩। পিতৃপুরুষের জন্মাদি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিঃ। পিতৃগণের কল্প যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

পিতৃকার্য(র্য্য), -কৃত্য, -ক্রিয়া—পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি। পিতৃসম্বন্ধীয় কার্য, কৃত্য, ক্রিয়া, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, ক্লী, স্ত্রী।

পিতৃকুল—পিতা পিতামহ ইঃর বংশ, পিতৃগোত্র ; বাপের পরিবার বা বাড়ি। পিতার কুল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পিতৃকৃত্য, পিতৃক্রিয়া—'পিতৃকার্য' দ্রঃ।

পিতৃগণ—অগ্নিষাত্তাদি সপ্ত পিতৃপুরুষ ('পিতা' দ্রঃ) ; পূর্বপুরুষগণ। পিতাদের গণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিতৃগৃহ—বাপের বাড়ি, পিত্রালয় ; শ্মশান। পিতার বা পিতাদের গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পিতৃঘাতক—যে পিতাকে হত্যা করে এরূপ, পিতৃহন্তা, পিতৃহত্যাকারী। পিতার ঘাতক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

পিতৃঘাতী (-ঘাতিন্)—পিতার প্রাণনাশক। উপতৎ ; পিতৃ—হন্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

পিতৃঘ্ন—পিতৃহত্যাকারী। উপতৎ ; পিতৃ—হন্ + ক কর্তৃ। বিণ।

পিতৃতর্পণ—পিতৃপুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে জলদান ; পিতৃপুরুষের তৃপ্তি। পিতাদিগের তর্পণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পিতৃতিথি—যে তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করা হয় ; অমাবস্যা। পিতাদের (পূর্বপুরুষের) তিথি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃতীর্থ—গয়াধাম ; ডান হাতের বুড়া আঙুল ও তর্জনীর মধ্যস্থান। পিতাদের (পূর্বপুরুষদের) তীর্থ (ক্ষেত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পিতৃত্ব—পিতা হওয়ার অবস্থা ; পিতার ভাব। পিতৃ + ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

পিতৃদান—মৃত পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নবস্ত্রাদি দান, নিবাপ, শ্রাদ্ধতর্পণাদি। পিত্রুদ্দিষ্ট দান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

পিতৃদায়—১। পিতৃশ্রাদ্ধরূপ অবশ্যকর্তব্য গুরুতর কার্য। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি। ২। পিতা হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি। পিত্রাগত দায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পিতৃদিন—অমাবস্যা। পিতাদের দিন (তিথি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পিতৃদেব—দেবতাসদৃশ আরাধ্য পিতা, পূজনীয় পিতা। পিতা দেবসদৃশ, উপমিত কর্মধা ; অথবা, পিতাই দেব, কর্মধা। বি ; পুং।

পিতৃদেবগণ—পিতা পিতামহ প্রঃ পূর্বপুরুষগণ ; অগ্নিষাত্ত প্রঃ পিতৃপুরুষ ('পিতা' দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিতৃদৈবত—১। মঘানক্ষত্র। পিতারাই (পিতাগণই) দৈবত যাহার, বহু। বি ; ক্লী। ২। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়। পিতৃদেবতা + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

পিতৃপক্ষ—১। যে শুক্লা সপ্তমীতে আশ্বিনে দুর্গাপূজা হয় তাহার ঠিক পূর্বের কৃষ্ণপক্ষ, ভাদ্র-কৃষ্ণপক্ষ, প্রেতপক্ষ। পিতৃপ্রিয় পক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। ২। পিতার সম্বন্ধ, পৈতৃকসম্বন্ধ। পিতার পক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ৩। পিতার বংশে জাত। পিতাদের পক্ষ (অর্থাৎ কুলজাত), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পিতৃপতি—যম। পিতাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিতৃপিতা—পিতামহ। পিতার (পিতৃ-শব্দ) পিতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিতৃপুরুষ—পিতা পিতামহ প্রঃ পূর্বপুরুষ। পিত্রোর্ধ্বক্রমিক (পিতা এবং তাঁহার ঊর্ধ্বতন) পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পিতৃপ্রতিম—পিতার মত। পিতাই প্রতিমা যাহার, বহু। বিণ।

পিতৃবৎ—পিতার তুল্য। পিতৃ + বতি তুল্যার্থে। অ।

পিতৃবন্ধু, -বান্ধব—পিতার যে কোন ভ্রাতা ; পিতার পিতৃষস্রীয় (পিসতুত ভাই) মাতৃষস্রীয় (মাসতুত ভাই) ও মাতুলপুত্র (মামাত ভাই) ; পিতার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন। পিতার (পিতৃ-শব্দ) বন্ধু, বান্ধব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিতৃবিয়োগ—পিতার মৃত্যু। পিতার (পিতৃ-শব্দ) বিয়োগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিতৃব্য—পিতার ভাই, খুড়া, জেঠা। পিতৃ + ব্যৎ পিতার ভ্রাতা অর্থে। বি ; পুং।

পিতৃভক্ত—পিতার প্রতি ভক্তিমান্। পিতার (পিতৃ-শব্দ) ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পিতৃভক্তি—পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ। পিতাতে (পিতৃ-শব্দ) ভক্তি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃমাতৃহীন—জনকজননীশূন্য, যাহার বাপ মা উভয়েই মারা গিয়াছেন এরূপ। পিতা ও মাতা, দ্বন্দ্ব ; তদ্দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। (ব্যাকরণমতে মাতাপিতৃহীন।) বিণ।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ ; তর্পণ। পিত্রুদ্দিষ্ট যজ্ঞ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পিতৃযান—পিতৃগণের চন্দ্রলোকে গমনের পথ। পিতৃ—যা + অনট্ করণ। বি ; পুং।

পিতৃরিষ্টি—নবজাত শিশুর পিতার মৃত্যুসূচক গ্রহাদির অবস্থান এবং দশা [জাতকের জন্মলগ্নের দশমে শনি, সপ্তমে মঙ্গল,

ষষ্ঠে চন্দ্র থাকিলে, রবি শুভগ্রহ বর্জিত হইলে এবং তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পিতৃ-রিষ্টি হইয়া থাকে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃলোক—১। চন্দ্রলোকস্থিত স্থান বিঃ। পিতাদের লোক (জগৎ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ ('পিতা' দ্রঃ)। পিতারাই লোক, কর্মধা। বি ; পুং।

পিতৃষসা (-ষসৃ)—পিসী, পিতার ভগিনী। পিতার স্বসা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃষস্রেয়, -ষস্রীয়—পিসতুতো ভাই। পিতৃষসৃ+এয়, ঈয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

পিতৃস্থানীয়—পিতার ন্যায় পূজনীয় ; পিতার সদৃশ, পিতৃকল্প। পিতার স্থান, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদুত্তরে ঈয় যোগ্যার্থে। বিণ।

পিতৃহত্যা—পিতার প্রাণনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃহন্তা (-হন্তৃ)—পিতার প্রাণনাশ-কারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

পিতৃহা (-হন্)—পিতৃঘাতী, পিতৃহত্যা-কারী। উপতৎ ; পিতৃ—হন্+কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

পিতৃহীন—যাহার বাপ মারা গিয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

পিতে—পান করিতে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

পিত্ত—শরীরস্থ ধাতু বিঃ, দেহাভ্যন্তরস্থ তাপজনক ধাতু, যকৃৎ হইতে নির্গত তিক্তরস বিঃ, bile. অপি (নিশ্চয়রূপে)—দো+ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী। **পিত্ত জ্বলিয়া যাওয়া**—ক্রোধ উপস্থিত হওয়া ; পিত্ত কুপিত হইলে ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া যাওয়া। **পিত্ত পড়া**—ক্ষুধার সময়ে অনাহারে থাকিলে পাকস্থলীতে অনর্থক পিত্তের স্রাব হওয়া।

পিত্তকোষ—পিত্তের থলি, দেহাভ্যন্তরে যে পাত্রে পিত্ত সঞ্চিত হয় তাহা, gall-bladder. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিত্তঘ্ন—১। পিত্তনাশক। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**। ২। ঘৃত। উপতৎ ; পিত্ত—হন্+টক্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পিত্তজ্বর—পিত্তের প্রকোপ হেতু জাত জ্বর, পৈত্তিক জ্বর। পিত্তসম্ভূত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পিত্তরক্ষা, পিত্তিরক্ষা—ক্ষুধার সময়ে সামান্য কিছু খাওয়া ; (ব্যঙ্গার্থে) নামে মাত্র আকাঙ্ক্ষা মিটানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পিত্তদ্রব—তরল পিত্ত, bile. কর্মধা। বি ; ক্লী।

পিত্তল—১। পিত্তল তামা ও দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন একপ্রকার ধাতু। বি ; ক্লী। ২। পিত্তযুক্ত। পিত্ত—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

পিত্তস্থলী, পিত্তাশয়—পেটের মধ্যে যে থলিতে পিত্ত থাকে তাহা, gall bladder. পিত্তের স্থলী, আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, পুং।

পিত্তাতি(তী)সার—পিত্তজনিত অতিসার. রোগ বিঃ। পিত্তজনিত অতিসার, অতীসার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পিত্তাশয়—'পিত্তস্থলী' দ্রঃ।

পিত্তি—পিত্ত। <পিত্ত। বি। **পিত্তি চটা**—রাগের সঞ্চার হওয়া। **পিত্তি পড়া**—যথাসময়ে না খাওয়ায় ক্ষুধা নষ্ট হওয়া।

পিত্তিরক্ষা—'পিত্তরক্ষা' দ্রঃ।

পিত্যেশ—প্রত্যাশা ; প্রতীক্ষা। <প্রত্যাশা। বি।

পিত্রালয়—বাপের বাড়ি। পিতার আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পিত্র্য—পিতৃসম্বন্ধীয় ; পৈত্রিক। পিতৃ+যৎ। বিণ।

পিদিম—প্রদীপ। <প্রদীপ। বি।

পিধান—১। ঢাকনি, আচ্ছাদন, আবরণ, খাপ। অপি—ধা+অনট্ করণ (অ-কারের লোপ)। ২। পরিধান, আচ্ছাদিতকরণ। অপি—ধা+অনট্ ভাব (অ-কারের লোপ)। বি ; ক্লী।

পিন—আলপিন ; কাঠের সরু কাঁটা ; ধাতুর কাঁটা ; ছোট পেরেক। <ইং 'pin'. বি।

পিনদ্ধ—পরিহিত ; বদ্ধ ; আবৃত। অপি—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম (অ-কারের লোপ)। বিণ।

পিনহ—পরিধান কর ; বন্ধন কর। <পিন্ধন। প্রা কপ্র। ক্রি।

পিনা—পরিধান করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পিনাক—শিবের ধনুঃ ও বাদ্যযন্ত্র ; ত্রিশূল ; ধূলিবৃষ্টি। পা (রক্ষা করা)+আকন্ কর্তৃ (আ-স্থানে ই, ন-আগম)। বি ; পুং বা ক্লী।

পিনাকপাণি—মহাদেব, শিব। পিনাক পাণিতে যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

পিনাকিনী—একপ্রকার সপ্তস্বর বাদ্যযন্ত্র। প্রা কপ্র। বি।

পিনাকী (পিনাকিন্)—শিব। পিনাক+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

পিনালকোড—অপরাধীদের দণ্ডদান সম্বন্ধীয় আইন-পুস্তক ; দণ্ডবিধি। <ইং 'penal code'. বি।

পিনাস—১। পিনাক। প্রা কপ্র। ২। নাকের ফোঁড়া, একপ্রকার নাসিকারোগ। বাংপ্র। বি।

পিনিস, পিনেস—কাঠের বড় কামরাবিশিষ্ট নৌকা, বজরা। <ইং 'pinnace'. বি।

পিন্ধন—পরিধান। প্রা কপ্র। বি।

পিন্ধা—পরিধান করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**পিন্ধাওল**—পরাইল। **পিন্ধে**—পরি-ধান করে।]

পিপা—ঢাকের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠের খোল। <পো 'pipa'. বি।

পিপারমেণ্ট—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণস্বাদ কর্পূরবৎ বৃক্ষজাত দ্রব্য বিঃ। <ইং 'pepper-mint'. বি।

পিপাসা—তৃষ্ণা, পানেচ্ছা। পা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পিপাসাকুল—তৃষ্ণায় কাতর, জলপানেচ্ছায় ব্যাকুল। পিপাসা দ্বারা আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

পিপাসাতুর—তৃষ্ণার্ত, অত্যধিক জল-পানেচ্ছাহেতু কাতর। পিপাসা দ্বারা আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

পিপাসার্ত(র্ত্ত)—তৃষ্ণায় কাতর, অত্যধিক তৃষ্ণাযুক্ত। পিপাসা দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

পিপাসিত, পিপাসু—তৃষ্ণার্ত, পানেচ্ছু। পিপাসা+ইতচ্ জাতার্থে ; পা+সন্ ইচ্ছার্থে +উ কর্তৃ। বিণ।

পিপাসী (-সিন্)—তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত। পিপাসা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

পিপাসু—'পিপাসিত' দ্রঃ।

পিপীলিকা—পিপীড়া, ক্ষুদেপিঁপড়া। অপি—পীল্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পি-পু-ফি-শু—পিঠ পুড়ে ফিরে শু (=শো)। প্রবচন-সংগ্রহ দ্রঃ। (তাহা হইতে) কুঁড়ের বাদশা, অত্যন্ত অলস। বাংপ্র। বি।

পিপুল, পিঁপুল—পিপ্পলী ফল বা তাহার গাছ, গোলমরিচজাতীয় ফল বিঃ বা তাহার গাছ। <পিপ্পলী। বি।

পিপ্পল—১। অশ্বত্থবৃক্ষ ও তাহার ফল ; বন্ধনশূন্য পক্ষী। বি ; পুং। ২। জল ; বস্ত্র-খণ্ড বিঃ। পা+অলচ্ কর্তৃ (পা-স্থানে পিপ্প)। বি ; ক্লী।

পিপ্পলি, পিপ্পলী—পিঁপুলগাছ। পা+অলি কর্তৃ (পা-স্থানে পিপ্প), পক্ষে ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

পিব—পান করিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

পিবইতে—পান করিতে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

পিয়—প্রণয়ী ; প্রিয় ; স্বামী। <প্রিয়। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

পিয়ন—পেয়াদা ; যে চিঠি বিলি করে ; পত্রবাহক। <ইং 'peon'. বি।

পিয়া—১। পান করিয়া। কপ্র। অস-ক্রি। ২। প্রিয়তম, প্রিয় ; প্রণয়ী। কপ্র। বি।

পিয়াক—প্রিয়ের, প্রণয়ীর। প্রা কপ্র। বি।

পিয়াজ—পিঁয়াজ, পলাণ্ডু। ফা। বি।

পিয়াজী—১। পিঁয়াজ-রঙের। বিণ। ২।

পিঁয়াজের বড়া। পিয়াজ+ঈ সদৃশার্থে, নির্মিতার্থে। বি।

পিয়াদা—দূত, চাপরাসী। <ফা 'পিয়াদহ্'। বি।

পিয়ানো—বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <ইতালীয় 'piano'. বি।

পিয়ার—১। সোহাগ, আদর, প্রেম। বি। ২। প্রিয়; ভালবাসার পাত্র। <প্রিয়কার। বিণ।

পিয়ারা—১। ফল বিঃ। বি। ২। আদরণীয়, প্রিয়। হি। বিণ।

পিয়ারী—সোহাগিনী, আদরিণী, প্রণয়িনী, প্রেমিকা, শ্রীরাধা। হি। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পিয়াল—রাজাদনবৃক্ষ [ইহার কাঠ খয়েরী, ফুল হলদে]। <প্রিয়াল। বি; পুং।

পিয়ালা, পেয়ালা—পান করিবার পাত্র, বাটি। <ফা 'পিয়ালহ্'। বি।

পিয়াস—পিপাসা, তৃষ্ণা; প্রয়াস, ইচ্ছা। কপ্র। বি।

পিয়াসা—১। তৃষ্ণা। <পিপাসা। বি। ২। ইচ্ছা বা প্রয়াসযুক্তা। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

পিয়াসাল—বন্যবৃক্ষ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পিয়াসী, পিয়াসু—ইচ্ছুক, অভিলাষী, প্রত্যাশী; পিপাসিত। প্রা কপ্র। বিণ।

পিয়ে—১। পান করে বা করিয়া। ক্রি। ২। প্রিয়। প্রা কপ্র। বিণ বা বি।

পিরান—জামা, পরিচ্ছদ বিঃ, কামিজ। <ফা 'পৈরাহন'। বি।

পিরামিড—ইটপাথরে নির্মিত চতুস্তলক ত্রিকোণপৃষ্ঠ সূক্ষ্মশীর্ষ প্রাচীন সমাধিস্থান বিঃ [ইহা মিশরে দেখিতে পাওয়া যায়]। <ইং 'pyramid'. বি।

পিরালী, পিরিলী—বঙ্গদেশের এক-প্রকার ব্রাহ্মণ-শ্রেণী [কথিত আছে যে, মুসলমান ভৃত্য পীর আলির খাদ্যের আঘ্রাণ লাগাতে ইহাদের পূর্বপুরুষ পতিত হইয়াছিল]। <ফা-মূ। বি।

পিরিচ—রেকাবি। <পো 'pires'. বি।

পিরিতি, পিরীত, পীরিতি—প্রীতি, ভালবাসা, প্রণয়; অবৈধ প্রণয়। <প্রীতি। কপ্র। বি।

পিল—১। পান করিল। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। হস্তী; দাবা খেলার গজ, bishop. ফা। ৩। ঔষধের বড়ি। <ইং 'pill'. বি।

পিলখানা—হস্তিশালা। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা। বি।

পিলপা, পিলপে—জমির সীমানাসূচক ছোট থাম, স্তম্ভ। বাংপ্র। বি।

পিলপিল—পিপড়ার ন্যায় অনেকের একত্র সমাবেশ; ছিদ্রমুখ দিয়া অনবরত বহির্গমন; হুড়হুড় করিয়া। বাংপ্র। অ।

পিলসুজ—পিতলের তৈয়ারী প্রদীপের গাছা, দীপাধার। <আ-ফা 'ফতীলহ্-সোজ'। বি।

পিলু—(সংগীত) একটি রাগিণীর নাম। [বি।

পিলে—প্লীহা। <প্লীহা। বি।

পিশঙ্গ—পিঙ্গলবর্ণ। পিশ্+অঙ্গচ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

পিশাচ—১। ভূত, দেবযোনি বিঃ। পিশিত (মাংস)—অশ্+অণ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। স্ত্রী, **-চী**। বিণ—**পৈশাচিক**। ২। নীচাশয়; পাপিষ্ঠ; নিষ্ঠুর; ঘৃণ্য। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পিশাচমোচন—সুবিখ্যাত তীর্থ বিঃ। পিশাচের মোচন যেখানে, বহু। বি; ক্লী।

পিশাচসিদ্ধ—যে মন্ত্র দ্বারা পিশাচ বশীভূত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় আদেশপালন করে সেই মন্ত্রে সিদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

পিশাচী—পেত্নী; স্ত্রী-পিশাচ। পিশাচ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পিশিত—মাংস। পিশ্ (অবয়বীভূত হওয়া) +ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

পিশিতাশন, পিশিতাশী (-শিন্)—মাংসভোজী (রাক্ষসাদি)। পিশিত অশন (ভোজ্য) যাহার, বহু; ২য় পক্ষে উপতৎ; পিশিত—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শনা, -শিনী**।

পিশুন—১। খল, ক্রূর; হিংস্র; সূচক, জ্ঞাপক (চরবিশেষ); পরস্পরের ভেদকারক। বিণ। ২। কাক; নারদ। বি; পুং। ৩। কুঙ্কুম। পিশ্+উনন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পিষা, পিষানো—পেষণ করা, মর্দন করা, বাটা। <'পিষ্'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

পিষ্ট—১। যাহা পেষণ করা হইয়াছে এমন, মর্দিত, চটকানো; চূর্ণিত। বিণ। ২। পিঠা; সীসা। পিষ্ (চূর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

পিষ্টক—১। পিঠা, রুটি প্রঃ, অপূপ; চোখের একপ্রকার রোগ। বি; পুং বা ক্লী। ২। তিলচূর্ণ। পিষ্ট (চূর্ণিত তণ্ডুলাদি)+কন্ বিকারার্থে। বি; পুং।

পিসতুত, -তুতো—পিসীর সম্পর্কে সম্পর্কিত। পিসী+তুত, তুতো পুত্রার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পিসশাশুড়ী—স্বামীর বা স্ত্রীর পিসী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পিসশ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর পিসা। বাংপ্র। বি; পুং।

পিসা—পিসীর স্বামী। পিসী+আ স্বামী অর্থে। বাংপ্র। বি; পুং।

পিসাত—পিসতুতো। প্রাদে। বিণ।

পিসি, পিসী, পিসীমা—পিতার ভগিনী। <পিতৃস্বসৃ। বি।

পিস্তল—আগ্নেয় অস্ত্র বিঃ। <পো 'pistola'. বি।

পিহিত—আচ্ছাদিত; অবরুদ্ধ; কোষে বা খাপে রক্ষিত; তিরোহিত। অপি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পীউষ—পীযূষ, অমৃত। প্রা কপ্র। বি।

পীঁজর—পিঞ্জর। প্রা কপ্র। বি।

পীচ—পিচ (তাহা দ্রঃ)।

পীঠ—বসিবার আসন, পীঁড়ি চৌকি প্রঃ; প্রতিষ্ঠান ('বিদ্যা —'); তীর্থস্থান; সতীর দেহাংশ পতিত হওয়ায় পবিত্র তীর্থক্ষেত্র [দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যেস্থানে তাঁহার দেহের অংশ পতিত হইয়াছিল, তাহাকে এক এক পীঠ বলা হয়। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—মুখ্যপীঠ, উপপীঠ ও সিদ্ধপীঠ। ভারতবর্ষে সর্বসমেত একান্নটি মুখ্যপীঠ আছে]। পিঠ্+ক অধি। বি; পুং বা ক্লী।

পীঠচক্র—গরুর গাড়ি প্রঃ, গোযুক্ত শকটাদি। পীঠ চক্র যাহার, বহু। বি; ক্লী।

পীঠন্যাস—প্রণব-মন্ত্র দ্বারা আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাসম্বন্ধীয় তন্ত্রোক্ত ন্যাস বিঃ। পীঠ-সম্বন্ধীয় ন্যাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পীঠমর্দ(র্দ্দ)—নায়ক বিঃ; নায়কের সহায় বিঃ। পীঠ—মৃদ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পীঠস্থান—সুদর্শনচক্রে ছিন্ন সতীর অঙ্গ যে যে স্থানে পড়িয়াছিল সেই সেই স্থান; পুরাতন দেবালয়; অতি পবিত্র তীর্থস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পীড়ক—পীড়াদায়ক, পীড়নকারী। পীড়্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পীড়িকা**।

পীড়ন—দুঃখ দেওয়া; উচ্ছেদ, বিনাশ; মর্দন; নিপীড়ন; অভিভব; সাদরে গ্রহণ ('পাণি —')। পীড়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পীড়নীয়—পীড়নযোগ্য। পীড়্+অনীয় কর্ম। বিণ।

পীড়া—১। রোগ, ব্যাধি, অসুখ; যন্ত্রণা, ব্যথা, ক্লেশ। পীড়্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ব্যথিত করা; দুঃখ দেওয়া। কপ্র। ক্রি।

পীড়াদায়ক—ক্লেশদায়ক, দুঃখদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

পীড়াপীড়ি—বারবার সনির্বন্ধ অনুরোধ; চাপিয়া ধরা; উৎপীড়ন। বাংপ্র। বি।

পীড়িত—পীড়াযুক্ত, রুগ্ণ; ক্লিষ্ট; ব্যথিত, দুঃখিত; মর্দিত। পীড়া+ইতচ্ সংজ্ঞার্থে; অথবা, পীড়্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পীড্যমান—যাহাকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে এরূপ, ব্যথ্যমান, ক্লিশ্যমান। পীড়্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

পীত—১। হলদে রঙ্, হরিদ্রাবর্ণ। বি; পুং।

২। হলদে রঙের, হরিদ্রাবর্ণযুক্ত; যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। পা+ক্ত কর্ম। ৩। যে পান করিয়াছে এরূপ, কৃতপান। পা+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৪। পান। পা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

পীতকদলী—চাঁপাকলা, স্বর্ণকদলী। পীতা কদলী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পীতকন্দ—গাজর, গর্জর। পীত কন্দ যাহার, বহু। বি; ক্লী।

পীতকাষ্ঠ—পীতচন্দন। পীত যে কাষ্ঠ, কর্মধা। বি; ক্লী।

পীতচম্পক—১। হলদে রঙের চাঁপা ফুলের গাছ। পীতচম্প+কন্ আছে অর্থে। ২। প্রদীপ, দীপ। পীত চম্প (চাঁপাফুল), কর্মধা; পীতচম্প+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

পীতদারু—দেবদারু, সরলবৃক্ষ; পীতবর্ণ চাঁপাফুলের গাছ। পীত দারু (কাষ্ঠ), কর্মধা। বি; ক্লী।

পীতধড়া—হলদে কাপড়ের টুকরা। পীত (পীতবর্ণ) ধড়া (<ধটী), কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পীতপুষ্প—চম্পকবৃক্ষ; কর্ণিকারবৃক্ষ। পীত পুষ্প যাহার, বহু। বি; পুং।

পীতবসন—১। হলদে রঙের কাপড়। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ৩। যে হলদে রঙের কাপড় পরে এমন, পীতবস্ত্রধারী। পীত বসন যাহার, বহু। বিণ।

পীতবাস—পীতবসন (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পীতবাসাঃ (-বাসস্), (<-বাসা)—১। যাহার পরনে হলদে রঙের কাপড় এমন। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। পীত বাসঃ যাহার, বহু। বি; পুং।

পীতসার—১। চন্দন; হরিচন্দন। বি; ক্লী। ২। চন্দনবৃক্ষ; গোমেদমণি। পীত সার (স্থিরাংশ) যাহার, বহু। বি; পুং।

পীতাম্বর—১। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ; পীতবস্ত্রধারী ব্যক্তি। পীত অম্বর যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। হলদে রঙের কাপড়, পীত বস্ত্র। পীত অম্বর (বস্ত্র), কর্মধা। বি; ক্লী।

পীতাম্বরী—একপ্রকার শাড়ি; চেলী। পীতাম্বর (২)+ঈ স্বার্থে। বাংপ্র। বি।

পীন—মোটা, স্থূল; প্রবৃদ্ধ; সম্পন্ন। প্যায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পীনস—নাসিকারোগ বিঃ, পীনাস রোগ। পীন (স্থূলত্ব)—সো (নাশ করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

পীনোন্নত—মোটা ও উঁচু, স্থূল এবং উন্নত। পীনও যাহা উন্নতও তাহা, কর্মধা। বিণ।

পীনোন্নতপয়োধর—স্থূল এবং উন্নত স্তন। কর্মধা। বি; পুং।

পীনোন্নতপয়োধরা—স্থূল ও উচ্চ স্তনবিশিষ্টা। পীনোন্নত পয়োধর যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পীবর—মোটা, স্থূল; বলিষ্ঠ। প্যায়্ বা প্যৈ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ষ্বরচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

পীবরোন্নত—মোটা ও উঁচু। পীবরও যাহা উন্নতও তাহা, কর্মধা। বিণ।

পীয়ল—১। হলদে রং, পীতবর্ণ। বি। ২। হলদে, পীত, পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। পান করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

পীয়া—পান করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**পীব**—পান করিব। **পীয়লু**—পান করিলাম।]

পীযূষ—১। অমৃত, সুধা। বি; ক্লী। ২। নবপ্রসূতা গাভীর সপ্তদিনমধ্যে দোহন করা অভিনব দুগ্ধ। পীয়্ (তৃপ্ত করা)+উষন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পীযূষরুচি—১। চন্দ্র। পীযূষবৎ রুচি (দীপ্তি) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। যে অমৃত পান করিতে ভালবাসে এমন। পীযূষে রুচি যাহার, বহু। বিণ।

পীর—দৈবশক্তিবিশিষ্ট সাধু; মহাপুরুষ; ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। ফা। বি। **পীরের দরগা**—পীরের সমাধিস্থান। **পীরের শিরনি**—পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুধকলা ময়দা চিনি সংযোগে প্রস্তুত ভোগ বিঃ।

পীরিতি—'পিরিতি' দ্রঃ।

পীরোত্তর—পীরের উদ্দেশে দত্ত নিষ্কর ভূমি। <পীরত্র। বাংপ্র। বি।

পীল—পিল (২) (তাহা দ্রঃ)।

পীলসুজ—পিলসুজ (তাহা দ্রঃ)।

পীলা, পীলিহা, পীলে—রোগ বিঃ। <প্লীহন্। বি।

পীলু—১। হস্তী; তালকাণ্ড; বাণ; পরমাণু; পুষ্প। পীল্+উ কর্তৃ। বি; পুং। ২। কৃমি; রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

পুং—১। পুরুষ; পুরুষজাতীয়। <পুম্স্। বি বা বিণ। ২। <পুনশ্চ। বাংপ্র। অ।

পুংকেশর—ফুলের মধ্যকার যে কেশরে রেণু হয় তাহা, পুষ্পের মধ্যবর্তী সূত্র ও পরাগকোষযুক্ত কেশর, stamen. পুং-চিহ্নিত কেশর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুংবৎ—পুংএর মত; (ব্যাক) পুংলিঙ্গের ন্যায়। পুমান্+বতি তুল্যার্থে। অ।

পুংবৎস—এঁড়ে বাছুর, পুরুষজাতীয় বাছুর। পুমান্ যে বৎস, কর্মধা। বি; পুং।

পুংবাচক—পুরুষার্থবোধক; পুরুষজাতিবোধক। পুমানের বাচক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -বাচিকা।

পুংমধুপ—পুরুষ-মৌমাছি, drone. কর্মধা। বি; পুং।

পুংযোগ—পুরুষের সহিত সঙ্গ; (ব্যাক) পুরুষের সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ পত্নী সম্বন্ধ। পুমান্ অর্থাৎ পুরুষের যোগ, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, পুমানের সহিত যোগ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

পুংরাশি—মেষ মিথুন সিংহাদি বিষমরাশি। পুমান্ রাশি, কর্মধা। বি; পুং।

পুংলিঙ্গ—১। শব্দের পুরুষবাচকত্ব। পুমানের ন্যায় লিঙ্গ (সংস্কার বিঃ) যাহাতে, বহু। বি; পুং। ২। পুংশ্চিহ্ন, শিশ্ন; পুরুষত্ব; স্ত্রীসম্ভোগের সামর্থ্য। পুমানের লিঙ্গ (চিহ্ন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুংশ্চলী—বেশ্যা, অসতী, কুলটা, ব্যভিচারিণী স্ত্রী। পুমস্—চল্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পুংশ্চিহ্ন—পুংলিঙ্গ, শিশ্ন, পুরুষোপস্থ। পুমানের চিহ্ন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুংসন্ততি—পুত্রসন্তান। পুমান্ (পুম্স্-শব্দ) যে সন্ততি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পুংসবন—পুত্রসন্তান জন্মের কামনায় গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্তব্য সংস্কার বিঃ; স্ত্রীলোকের কর্তব্য ব্রত বিঃ [অগ্রহায়ণমাসের শুক্লা প্রতিপৎ হইতে স্বামীর আদেশ লইয়া এই ব্রত করিতে হয়]। পুম্স্—সু+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

পুংস্কোকিল—পুরুষ-কোকিল। পুমান্ (পুম্স্-শব্দ) যে কোকিল, কর্মধা। বি; পুং।

পুংস্ত্ব—পুরুষত্ব; মনুষ্যত্ব; পুংলিঙ্গতা; শুক্র, বীর্য। পুম্স্+ত্ব ভাবে, চিহ্নার্থে। বি; ক্লী।

পুঃ—পুনরায় দ্রষ্টব্য। <পুনর্। অ।

পুঁই—একপ্রকার শাক লতা। <পুতিকা। বি।

পুঁইমেটুলি—১। পুঁইলতার পুষ্ট ফল। বি। ২। পুঁইমেটুলির রঙের মত রঙবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

পুঁইয়া, পুঁয়ে—পুঁইগাছের মত অর্থাৎ লতানে। পুঁই+আ, এ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ। **পুঁয়ে পাওয়া**—ক্রমশঃ রোগা হইয়া যাওয়া (সাধারণতঃ এই রোগ শিশুদের হয়)। **পুঁয়ে সাপ**—সাপ বলিয়া কথিত একপ্রকার কেঁচো জাতীয় জীব।

পুঁচকে—অতি ছোট, নিতান্ত অল্পবয়স্ক ('ছোঁড়া')। বাংপ্র। বিণ।

পুঁছা—মুছিয়া ফেলা, মাজিয়া পরিষ্কার করা; লোপ করা। কপ্র। <'প্র-উঞ্ছ'-ধাতু। ক্রি।

পুঁজ—ফোড়া বা ঘা প্রঃ হইতে নির্গত ক্লেদ, দুষ্টরক্ত। <পূয। বি।

পুঁজি—মূলধন, সঞ্চয়; ঐশ্বর্য। <পুঞ্জ। বি।

পুঁজিপাটা—সঞ্চিত ধন এবং বিষয়াদি, সম্পত্তি, জমানো টাকা। পুঁজি+পাটা (সহচর শব্দ)। বাংপ্র। বি।

পুঁটকি—নাড়ীভুঁড়ি। বাংপ্র। বি।

পুঁটকে—ছোট। বাংপ্র। বিণ।

পুঁটলি—পুটুলি (তাহা দ্রঃ)।

পুঁটি—১। মৎস্য বিঃ। <প্রোষ্ঠী। বি। **পুঁটিমাছের প্রাণ**—ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তির সামান্ত শক্তি ; দুর্বল ও ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তি। ২। ছোট মেয়ে। <পুত্রিকা। বি।

পুঁটুলি—গাঁঠরি, ছোট পোঁটলা, বস্ত্রাবৃত দ্রব্যসমূহ ; ক্ষুদ্র মণ্ডলচিহ্ন। বাংপ্র। বি।

পুঁটে—মালা প্রঃর দুই মাথা মিলিবার জায়গায় খোপনা, বালা প্রঃ গহনার মুখ ; অল্পবয়স্ক বালক। বাংপ্র। বি।

পুঁড়া—ধান ইঃ রাখিবার খড়ের তৈয়ারী বড় পাত্র। বাংপ্র। বি।

পুঁতি—১। ছিদ্রযুক্ত ছোট ছোট নানাবর্ণ কাচের গুটি। প্রাদে। ২। হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ, পুঁথি। <পুস্তিকা। বি।

পুঁথি—বই ; হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক। <পুস্তিকা। বি। **পুঁথি বাড়ানো**—লিখিত বিষয় ফেনাইয়া তোলা বা বড় করা ; বেশী কথা বলা।

পুঁথিগত—যাহা পুস্তকে আছে কিন্তু মনে নাই এমন ('— বিদ্যা') ; যাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নহে কেবল পুস্তক হইতে মুখস্থ করা এমন, বইতে পড়া হইলেও যাহার সম্বন্ধে ব্যবহারিক বা প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই এমন। পুঁথিকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ। **পুঁথিগত বিদ্যা**—যে বিদ্যা শুধু পুস্তকেই রহিয়াছে কিন্তু বিদ্যার্থীর আয়ত্ত হয় নাই বা তাহার কোন কাজে লাগে নাই।

পুঁথিপত্র—পুস্তক ও খাতা প্রভৃতি। পুথি+পত্র (সহচর শব্দ)। বাংপ্র। বি।

পুকি, পুঁকি—অঙ্কুর, ভেউড় ; ক্ষুদ্র ক্রিমি। বাংপ্র। বি।

পুকুর—পুষ্করিণী, সরোবর, সরসী। <পুষ্কর। বি। **পুকুর চুরি**—বড় রকমের চুরি। **পুকুর ঝালানো**—পুকুরের পাঁক তুলিয়া ফেলা, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা।

পুঙ্খ—বাণের পক্ষযুক্ত স্থান ; মূল ; কাণ্ডমূল। পুমস্—খন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

পুঙ্খানুপুঙ্খ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তন্নতন্ন, সবিশেষ ('— বিবেচনা') ; মূল হইতে মূল পর্যন্ত। পুঙ্খ এবং অনুপুঙ্খ, দ্বন্দ্ব। বিণ।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে—সকল দিক্ ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া ; পাতি পাতি করিয়া, তন্নতন্ন করিয়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

পুংগ(ঙ্গ)ব—১। বৃষ, ষাঁড়। পুমান্ (পুমস্ শব্দ) যে গো, কর্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং। ২। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। বিণ।

পুচকে—ছোট, কুচকে। বাংপ্র। বিণ।

পুচ্ছ—লেজ, লাঙ্গুল ; পশ্চাদ্ভাগ। পুচ্ছ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

পুচ্ছী (পুচ্ছিন্)—১। কুক্কুট। পুচ্ছ+ণিন্ কর্তৃ। ২। লেজবিশিষ্ট। পুচ্ছ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পুচ্ছিনী**।

পুছ—প্রশ্ন। হি। বি।

পুছন—প্রশ্নকরণ। <'প্রচ্ছ্'-ধাতু। প্রা কপ্র। বি।

পুছা—জিজ্ঞাসা করা ; গ্রাহ্য করা ; তত্ত্ব লওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি। [**পুছই, পুছত**—জিজ্ঞাসা করে ; জিজ্ঞাসা করিতেছে। **পুছমো**—জিজ্ঞাসা করিব। **পুছয়ে**—জিজ্ঞাসা করে। **পুছসি, পুছুসি**—জিজ্ঞাসা করিতেছ।]

পুছারি—প্রশ্ন। প্রা কপ্র। বি।

পুছারে—উপেক্ষা। প্রা কপ্র। বি।

পুঞ্জ—রাশি, স্তূপ, সমূহ। পুমস্—জি+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

পুঞ্জাক্ষি—(প্রাণিবিদ্যা) কীট-পতঙ্গাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু চক্ষুর সমষ্টিভূত নেত্র, compound eye. পুঞ্জীভূত অক্ষি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। [বি।

পুঞ্জি–পুঁজি, মূলধন। <পুঞ্জ। প্রা কপ্র।

পুঞ্জিত—একত্র রাশীভূত ; রাশীকৃত। পুঞ্জ+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

পুঞ্জীকৃত—যাহা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে এমন, গাদা-করা ; রাশীকৃত। পুঞ্জ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পুঞ্জী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পুঞ্জীভূত—একত্র জমাট, রাশীভূত। পুঞ্জ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পুঞ্জী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পুট—১। আবরণ ; খাপ ; পত্র হস্ত ওষ্ঠ বা চক্ষুর পাতা দ্বারা কৃত পাত্র বা আবরণ ; অঞ্জলি ; কৌটা ; খেলিবার পাত্র ; ঔষধের পাক-পাত্র ; মুচি, crucible ('—পাক') ; পত্রাদিরচিত পাত্র, পাতার ঠোঙ্গা ; যুগ্ম ; অশ্বের খুর। পুট্+ক কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। শিরদাঁড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাহুসন্ধি পর্যন্ত অংশ। <পৃষ্ঠ। বি।

পুটক–ঠোঙ্গা ; পত্রাদিনির্মিত পাত্র ; পদ্ম। পুট+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

পুটপাক—গোবরের ঘুঁসিতে ঔষধাদি পাক। পুটে পাক, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

পুটহাতা, পুট-আস্তীন—শিরদাঁড়া হইতে করতলের উপরিভাগের গ্রন্থি পর্যন্ত অংশ। বাংপ্র। বি।

পুটিং—ধুনা তেল ও ইটের গুঁড়া প্রঃর মিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব্য বিঃ ; কাঠে পরকলা লাগাইবার জন্য মসিনা তেল ও খড়িগুঁড়ার মিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব্য। <ইং 'putty'. বি।

পুটিকা—এলাচ ; কৌটা ; মোড়ক। পুট+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুটিত—১। যুক্ত করযুগল, অঞ্জলি, হাতের খোড়ল। বি ; ক্লী। ২। গ্রথিত ; পাটিত ; আবৃত ; আগুনে সিদ্ধ, roasted. পুট+ইতচ্ সংজাতার্থে ; অথবা পুট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পুটী—কৌপীন ; আচ্ছাদন ; পত্রাদিরচিত পুষ্পপাত্র, ঠোঙ্গা ; পানের দোনা। পুট+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

পুড়—দগ্ধ হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

পুড়ন—দহন, জ্বলন। বাংপ্র। বি।

পুড়া—১। জ্বালা করা ; দগ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। তল্লা, আঁটি, তাড়া ; ছোট ধান রাখিবার পাত্র। প্রা কপ্র। বি।

পুড়ানো—দগ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পুডিং—ডিম এবং দুধ দিয়া প্রস্তুত পিঠার মত একপ্রকার খাদ্য। <ইং 'pudding'. বি।

পুণ—পুণ্য ("জাগর পুণফলে প্রান্তরে ভেটলুঁ" —গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বি।

পুণমি—পূর্ণিমা। প্রা কপ্র। বি।

পুণমিক—পূর্ণিমার। প্রা কপ্র। বি।

পুণ্ড—তিলক, ফোঁটা। পুন্ড্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পুণ্ডরীক—১। শ্বেতপদ্ম ; সাদা ছাতা ; ঔষধ বিঃ। পুন্ড্+অরীকন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। অগ্নিকোণের হস্তী ; নৃপ বিঃ, কুরুবংশীয় নলের পুত্র ; কুরুক্ষেত্রনিবাসী বিষ্ণুভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ ; সর্প বিঃ ; ব্যাঘ্র ; কোষকার বিঃ ; হস্তিজ্বর ; সহকার ; শুভ্রবর্ণ ; কুষ্ঠরোগ ; কমণ্ডলু ; দমনকবৃক্ষ। পুণ্ডরীক+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

পুণ্ডরীকাক্ষ—১। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি। বি ; পুং। ২। যাহার চক্ষু শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মত এমন, পদ্মপলাশলোচন। পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -**ক্ষী**।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক—১। পুঁড়ি আক, একপ্রকার ইক্ষু ; দৈত্য বিঃ ; তিলক, ফোঁটা ; চিত্র ; কৃমি ; মাধবীলতা। পুন্ড্+রক্ কর্ম ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। ২। দেশ বিঃ, গৌড় প্রঃ পূর্বদেশ। পুন্ড্+রক্ অধি ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। ৩। তিলকবৃক্ষ ; দুগ্ধপ্লক্ষ ; গৌড় প্রঃ পূর্বদেশের লোক। পুন্ড্+রক্ কর্তৃ ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

পুণ্য—১। ভাল কাজের গুণ, ধর্ম, সুকৃত। পু+যৎ (ণ-আগম ও হ্রস্ব) কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। (জ্যোতিষ) মেষ কর্কট ও তুলা-রাশি। বি ; পুং। ৩। পবিত্র, নিষ্পাপ ; প্রশস্ত ; চারু, শোভন ; নির্মল ; মনোজ্ঞ। পুণ্য+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

পুণ্যক—ব্রত বিঃ [পুণ্যলাভের জন্য অনশনে

থাকিয়া এই ব্রত করা হয়। পার্বতীদেবী এই ব্রত করিয়া বিষ্ণু হইতে অভিন্ন গণেশকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন]। পুণ্য + কন্ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

পুণ্যকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—পুণ্যজনক কার্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুণ্যকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন্)—পুণ্যকর্মকারী। পুণ্য কর্ম যাঁহার, বহু। বিণ।

পুণ্যকাল—শুভ-সময় ; সূর্যাদির রাশি-বিশেষে প্রবেশনিবন্ধন যে পবিত্র কাল উপস্থিত হয় তাহা। পুণ্য (পবিত্র) কাল, কর্মধা, অথবা পুণ্যজনক কাল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পুণ্যকীর্তি(র্ত্তি)—১। পবিত্রখ্যাতিবিশিষ্ট ; পবিত্রকীর্তি। পুণ্যা কীর্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। পবিত্র খ্যাতি। পুণ্যা কীর্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুণ্যকৃৎ—যে পুণ্যকর্ম করিয়াছে এমন, কৃতপুণ্য। উপতৎ ; পুণ্য—কৃ + কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

পুণ্যক্ষয়—অসৎকার্যের ফলে পূর্বার্জিত পুণ্যের নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুণ্যক্ষেত্র—তীর্থভূমি, আর্যাবর্ত ; কুরুক্ষেত্র। কর্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পুণ্যজন—১। ধার্মিক ব্যক্তি ; প্রাচেতসের দশ পুত্র। কর্মধা। ২। রাক্ষস ; যক্ষ। কর্মধা [এখানে বিরুদ্ধলক্ষণা (Irony) দ্বারা 'পুণ্য'-শব্দে পাপই বুঝাইতেছে]। বি ; পুং।

পুণ্যতরা—সূর্যসংক্রমণ হেতু অধিক পুণ্যোৎপাদিকা ('— সংক্রান্তি')। পুণ্য + তরপ্ অতিশয়ার্থে + আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পুণ্যতোয়া—যাহার জল পবিত্র এমন, পবিত্রসলিলা ('— ভাগীরথী')। পুণ্য (পবিত্র) তোয় (জল) যাহার, বহু + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুণ্যদ—পবিত্রতাজনক। উপতৎ ; পুণ্য—দা + ক কর্তৃ। বিণ। [স্ত্রী।

পুণ্যফল—সুকৃতির ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

পুণ্যবল—পুণ্যের জোর ; ধর্মকর্মজনিত শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

পুণ্যবান্ (-বৎ)—ধার্মিক ; সুকৃতি-বিশিষ্ট ; ভাগ্যবান্। পুণ্য + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

পুণ্যভাক্ (-ভাজ্)—পুণ্যশালী, ধার্মিক। পুণ্য—ভজ্ + ধ্বি কর্তৃ। বিণ।

পুণ্যভূ, -ভূমি—আর্যাবর্ত, হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরির মধ্যবর্তী দেশ ; পুণ্যজনক স্থান। পুণ্যা ভূ, ভূমি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুণ্যভোগ—ধর্মকর্মের সুফল উপভোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুণ্যযোগ—শুভলগ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুণ্যলোক—১। যে জগতে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা ; স্বর্গ, দেবলোক। পুণ্যপূর্ণ লোক (জগৎ), মধ্যপ কর্মধা। ২। ধার্মিক ব্যক্তি। পুণ্য (পবিত্র) লোক, কর্মধা ; বা, পুণ্যাচারী লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পুণ্যশ্লোক—১। যাহার গুণগাথা স্মরণ করিলে পুণ্য হয় এমন, পবিত্রচরিত্র ; পুণ্য-কীর্তি। বিণ। ২। বিষ্ণু ; যুধিষ্ঠির ; নল রাজা ('পুণ্যশ্লোকা' দ্রঃ)। পুণ্য (পবিত্র) শ্লোক (যশঃ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

পুণ্যশ্লোকা—১। পূতচরিতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। দ্রৌপদী ; সীতা [সকালে বিছানা হইতে ওঠার সময়ে পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিদের নাম স্মরণ করা হয়। যথা—"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ।"]। পুণ্যশ্লোক + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুণ্যসঞ্চয়—সৎকার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুণ্যা—১। ধর্মপরায়ণা। পুণ্য + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শুভদিনে দেবপূজাদি করিয়া বৎসরের প্রথম খাজনা আদায় আরম্ভ করা। <পুণ্যাহ। বি।

পুণ্যাত্মা (-আন্)—ধার্মিক, পুণ্যশীল। পুণ্য আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

পুণ্যারম্ভ—শুভদিনে শুভলগ্নে নূতন খাতার পত্তন। পুণ্য যে আরম্ভ, কর্মধা। বি ; পুং।

পুণ্যাহ—১। পবিত্র দিন, যে দিনে পুণ্য কাজের অনুষ্ঠান করা হয়। পুণ্য যে অহ, কর্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; ক্লী। ২। শুভদিনে জমিদার কর্তৃক বৎসরের খাজনা আদায় আরম্ভ। বাংপ্র। বি।

পুণ্যাহবাচন—কোন ধর্মকার্য বা শুভ-কার্যের অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ দ্বারা 'পুণ্যাহ' এই কথা বিধিমত বলানো [যজমান পুরোহিতকে বা সমবেত ব্রাহ্মণদিগকে বলেন—"অমুককর্মণি পুণ্যাহং ভবন্তঃ ব্রুবন্তু" অর্থাৎ অমুক কার্যে আপনি বা আপনারা 'পুণ্যাহ' এই কথা বলুন। তখন পুরোহিত বা ক্রিয়া-নির্বাহের জন্য সমবেত ব্রাহ্মণগণ "ওঁ পুণ্যাহম্" এই কথা তিনবার উচ্চারণ করেন]। পুণ্যাহের বাচন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পুণ্যোদকা—১। যে নদীর জল পবিত্র ; গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী—এই সাতটি নদী। বি ; স্ত্রী। ২। পবিত্রজলবিশিষ্টা, পূতসলিলা। পুণ্য উদক যাহার, বহু + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুৎ—১। নরক বিঃ। বি ; পুং। ২। কুৎসিত। পূ (পবিত্র করা) + কিপ্ অপা। বিণ।

পুত—পুত্র। <পুত্র। বি।

পুত্তবতী—পুত্রসন্তানযুক্তা। প্রা কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

পুত্তলি—পুতুল, পুত্তলি ; চোখের তারা ; আদরের বাছা, প্রাণপ্রিয় সন্তান ; প্রিয়বস্তু। কপ্র। বি।

পুতি—১। পুত্র। <পুত্র। ২। পচন, putrefaction. পরি। বি।

পুত্তিকা—মক্ষিকা, মাছি। প্রা কপ্র। বি।

পুতুপুতু—যত্ন ও সাবধানতা ; পুত্রের ন্যায় আদর। বাংপ্র। বি।

পুতুল—খেলিবার পুতুল, মাটি প্রঃর তৈয়ারী মানুষ পশু পাখির প্রতিমূর্তি ; নয়নমণি, আদরের বাছা ; প্রিয়বস্তু। <পুত্তল বা পুত্রিকা। বি।

পুতুলখেলা—পুতুল লইয়া খেলা ; বাজে কাজ। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

পুতুলনাচ—বড় বড় পুতুল লইয়া তাহা দ্বারা অভিনয় করা (লোকে এই পুতুল বহিয়া থাকে এবং একটি ঘেরা জায়গার মধ্যে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া উহাদিগকে নাচায় ও কথাবার্তা বলে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পুতুলপূজা—(তুচ্ছার্থে) মূর্তিপূজা, প্রতিমাপূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পুত্তলক—খড় পাতা ইঃ দ্বারা তৈয়ারী শবের প্রতিমূর্তি (মড়া) ; পর্ণনর ; পুতুল। পুৎ (অব্যক্ত শব্দ)—তন্ (বিস্তার করা) + ড কর্তৃ—পুত্ত (পুৎপুৎ শব্দকারী পত্র বা মৃদাদি) ; পুত্ত - লা + ক কর্তৃ + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী—পুতুল, মাটির প্রতিমূর্তি ; (প্রাণিবিদ্যা) কীটাদির মূক-অবস্থা, pupa. পুত্ত—লা (গ্রহণ করা) + ডি কর্তৃ ; ৩য় পক্ষে পুত্তলি + ঙীপ্ ; ২য় পক্ষে পুত্তলী + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুত্তলিকা—ছোট পুতুল। পুত্তলী + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুত্তলীপূজক—যে মূর্তিপূজা করে এমন, পৌত্তলিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পূজিকা**।

পুত্তলীপূজা—মূর্তিপূজা, পৌত্তলিকতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পুত্তিকা—মৌমাছি ; উইপোকা। পুৎ (অব্যক্ত শব্দ)—তন্ (বিস্তার করা) + ড কর্তৃ + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুত্র, পুত্ত্র—ছেলে, তনয়, সুত ; ঔরসাদি দ্বাদশপ্রকার তনয় [(১) ঔরস—বিবাহিতা পত্নীতে উৎপাদিত ; (২) ক্ষেত্রজ—নিজ-পত্নীতে নিজের জ্ঞাতসারে অন্যকর্তৃক উৎ-পাদিত ; (৩) দত্তক—পোষ্যপুত্র ; (৪) কৃত্রিম—পুত্ররূপে গৃহীত স্বজাতীয় বালক ; (৫) গূঢ়োৎপন্ন—গোপনে কোন পরপুরুষ-কর্তৃক উৎপাদিত ; (৬) অপবিদ্ধ—মাতা-পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত ও অন্যকর্তৃক গৃহীত ;

(৭) কানীন—কুমারীর গর্ভে জাত ; (৮) সহোঢ়—গর্ভিণী কুমারীর বিবাহের পর জাত ; (৯) ক্রীতক—মূল্যদানে গৃহীত ; (১০) পৌনর্ভব অর্থাৎ পুনর্বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত ; (১১) স্বয়ংদত্ত—যে 'আপনি আমার পিতা হইলেন' বলিয়া পুত্রত্ব স্বীকার করে এরূপ ; (১২) শৌদ্র—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত]। পুৎ (নরক বিঃ)—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ক কর্তৃ ; পূ (পবিত্র করা)+ক্ত্র কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

পুত্র(ত্র)ক—ছেলে, পুত্র ; স্নেহপাত্র ; শরভ ; ধূর্ত ; বৃক্ষ বিঃ ; পর্বত বিঃ ; পতঙ্গক ; অনুগৃহীত ব্যক্তি, অনুকম্পান্বিত জন। পুত্র +কন্ স্বার্থে বা অনুকম্পার্থে। বি ; পুং।

পুত্র(ত্র)কা, পুত্রি(ত্রি)কা—মেয়ে, কন্যা ; দত্তা কন্যা ; পুত্তলিকা ; অলক্তক-পত্রিকা। পুত্রক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুত্র(ত্র)কাম—পুত্রাভিলাষী, পুত্রকামনাকারী। উপতৎ ; পুত্র—কম্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ।

পুত্র(ত্র)ঘাতক—পুত্রহত্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

পুত্র(ত্র)ঘ্ন—পুত্রঘাতক। উপতৎ ; পুত্র—হন্+ক কর্তৃ। বিণ।

পুত্র(ত্র)ঘ্নী—(বৈদ্যক) সুশ্রুতোক্ত যোনিরোগ বিঃ। পুত্র—হন্ (নাশ করা)+টক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পুত্র(ত্র)জীব—জীয়াপুতের গাছ। পুত্র জীব্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পুত্র(ত্র)ধন—ছেলেরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ পরম আদরের ছেলে। পুত্ররূপ ধন, রূপক কর্মধা ; বা পুত্র ধনসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

পুত্র(ত্র)বধূ—ছেলের বউ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পুত্র(ত্র)শোক—ছেলের মৃত্যু বা বিচ্ছেদ জন্য মনঃকষ্ট। পুত্রার্থক শোক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পুত্র(ত্র)হন্তা (-ন্তৃ), **-হা** (-হন্)—যে ছেলেকে হত্যা করিয়াছে। পুত্র—হন্+তৃচ্ কর্তৃ ; পুত্র—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পুত্র(ত্র)হারী—পুত্রহন্তা। বাংপ্র। বি।

পুত্রি(ত্রি)ক—পুত্রযুক্ত। পুত্র+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

পুত্রি(ত্রি)কা—১। মেয়ে, কন্যা ; দত্তা কন্যা ; পুত্তলিকা ; অলক্তক-পত্রিকা। পুত্র+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পুত্রবতী। পুত্রিক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুত্রি(ত্রি)কাপুত্র(ত্র)—১। মেয়ের ছেলে, দৌহিত্র। পুত্রিকার (কন্যার) পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দত্তককন্যার পুত্র। কর্মধা। বি ; পুং।

পুত্রী (পুত্রিন্), **পুত্রী** (পুত্রিন্)—পুত্রবান্, পুত্রযুক্ত। পুত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পুত্রিণী**। [বি ; স্ত্রী।

পুত্রী(ত্রী)—মেয়ে, কন্যা। পুত্র+ঈপ্।

পুত্রী(ত্রী)য়—পুত্রসম্বন্ধীয় ; পুত্রনিমিত্তক। পুত্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পুত্রে(ত্রে)ষ্টি, পুত্রে(ত্রে)ষ্টিকা—পুত্রলাভের আশায় কৃত যজ্ঞ বিঃ। পুত্রনিমিত্তিকা ইষ্টি (যাগ), মধ্যপ কর্মধা ; পুত্রেষ্টি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুথি—পুঁথি (তাহা দ্রঃ)।

পুদিনা—একপ্রকার সুগন্ধি শাক। <ফা 'পুদীনহ্'। বি।

পুন—আবার, পুনরায়, পরে ; পুণ্য ; কিন্তু। প্রা কপ্র। অ।

পুনঃ (পুনর্)—পুনরায়, আবার ; দ্বিতীয়বার। পণ্+অর করণ (নিপা)। অ।

পুনঃপুনঃ (-পুনর্)—বারবার, মুহুর্মুহুঃ। 'পুনর্'-শব্দের দ্বিত্ব। অ।

পুনঃপ্রাপ্ত—যাহা পুনরায় পাওয়া গিয়াছে এরূপ, পুনর্লব্ধ। সুপ্। বিণ।

পুনঃস্থাপন—পুনরায় রাখা ; পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুপ্। বি ; ক্লী। [বিণ।

পুনকিয়া, পুনকে—ছোট। বাংপ্র।

পুনমি—পূর্ণিমায়। প্রা কপ্র। বি।

পুনমিক—পূর্ণিমা। প্রা কপ্র। বি।

পুনরধিকার—দ্বিতীয়বার দখল। পুনঃ অধিকার, সুপ্। বি ; পুং। [অ।

পুনরপি—আবারও, পুনশ্চ। পুনঃ+অপি।

পুনরাগত—যে আবার আসিয়াছে এরূপ, প্রত্যাগত। পুনঃ আগত, সুপ্। বিণ।

পুনরাগমন—আবার আসা, প্রত্যাগমন। পুনঃ আগমন, সুপ্। বি ; ক্লী।

পুনরানয়ন—দ্বিতীয়বার লইয়া আসা। পুনঃ আনয়ন, সুপ্। বি ; ক্লী।

পুনরানীত—যাহাকে আবার আনা হইয়াছে এমন। পুনঃ আনীত, সুপ্। বিণ।

পুনরাবর্ত(র্ত্ত), -বর্ত(র্ত্ত)ন—পুনরাগমন ; ঘূর্ণন ; পুনর্জন্ম। পুনর্—আ—বৃত্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বিঃ ; পুং, ক্লী।

পুনরাবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—প্রত্যাগমনকারী ; ইহলোকে বারংবার আগমনশীল। পুনর্—আ—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা, -বর্ত**।

পুনরাবৃত্ত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত ; পুনর্বার কৃত ; যাহা আবার বলা হইয়াছে এমন, পুনরায় কথিত। পুনঃ আবৃত্ত, সুপ্। বিণ।

পুনরাবৃত্তি—পুনরায় বলা বা করা ; আবার ঘটা। পুনঃ আবৃত্তি, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

পুনরায়—পুনর্বার, আবার। <পুনর্। অ।

পুনরালাপ—দ্বিতীয়বার আলাপ। পুনঃ আলাপ, সুপ্। বি ; পুং।

পুনরাহ্বান—আবার ডাকা। পুনঃ আহ্বান, সুপ্। বি ; ক্লী।

পুনরুক্ত—যাহা আবার বলা হইয়াছে এমন, পুনর্বার কথিত। পুনঃ উক্ত, সুপ্। বিণ।

পুনরুক্তবদাভাস—কাব্যালংকার বিঃ [যে স্থলে ভিন্নাকার একার্থবোধক দুই বা বহু শব্দ প্রযুক্ত হইলে আপাততঃ পুনরুক্তির ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু শেষে বিভিন্ন অর্থের প্রতীতি হয়, তথায় এই অলংকার হইয়া থাকে ; যেমন,—জীবনাত্মা (জয়স্বরূপা) সুরধুনী কলকল নাদে প্রবাহিত হইতেছেন]। পুনঃ উক্ত, সুপ্ ; পুনরুক্ত+বতিচ্ তুল্যার্থে ; পুনরুক্তবৎ আভাস যাহাতে তাহা, বহু। বি ; পুং।

পুনরুক্তি—যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহা আবার বলা, tautology. পুনঃ উক্তি, সুপ। বি ; স্ত্রী।

পুনরুজ্জীবিত—পুনরায় চেতনাপ্রাপ্ত ; পুনর্বার জীবনপ্রাপ্ত। পুনঃ উজ্জীবিত, সুপ্। বিণ। বি, **-বন**।

পুনরুত্থান—মৃত্যুর পর সমাধি হইতে উঠা, মৃত্যুর পর পুনরায় বাঁচিয়া উঠা, resurrection ; নূতন করিয়া উঠা ; পুনরায় উন্নতি বা অভ্যুদয়। পুনঃ উত্থান, সুপ্। বি ; ক্লী। বিণ, **-থিত**।

পুনরুত্থাপন—আবার উঠান ; আবার বলা। পুনঃ উত্থাপন, সুপ্। বি ; ক্লী। বিণ, **-থাপিত**।

পুনরুৎপত্তি—পুনরুদ্ভব, উৎপন্ন বস্তুর পুনর্বার উদ্ভব। পুনঃ উৎপত্তি, সুপ্। বি ; স্ত্রী। বি, **-পন্ন**।

পুনরুদ্দীপন—পুনরায় উৎসাহদান ; পুনরায় জ্বালানো ; পুনরায় প্রচলন ; পুনরায় উস্কাইয়া দেওয়া। পুনঃ উদ্দীপন, সুপ্। বি ; ক্লী। বিণ, **-পিত**।

পুনরুদ্দীপ্ত—পুনর্বার প্রজ্বলিত ; পুনরায় উৎসাহসম্পন্ন। পুনঃ উদ্দীপ্ত, সুপ্। বিণ। বি, **-প্তি**।

পুনরুদ্ভব—পুনর্জন্ম ; পুনরুত্থান। পুনঃ উদ্ভব, সুপ্। বি ; পুং।

পুনরুদ্ভূত—পুনরায় উৎপন্ন ; পুনরুত্থিত। পুনঃ উদ্ভূত, সুপ্। বিণ।

পুনরুল্লিখিত—পুনরায় কথিত। পুনঃ উল্লিখিত, সুপ্। বিণ।

পুনরুল্লেখ—আবার বলা। পুনঃ উল্লেখ, সুপ্। বি ; পুং।

পুনর্জ(র্জ্জ)নম—পুনরায় জন্মগ্রহণ ; (প্রাণিবিদ্যা) কোন কোন প্রাণীকে কাটিলে

প্রত্যেক খণ্ডিত অংশের নূতন প্রাণীতে পরিণত হওয়া, regeneration. পুনঃ জনন, সুপ্‌। বি ; স্ত্রী। বিণ, -র্জাত।

পুনর্জন্ম (-র্জন্মন্), **পুনর্জন্ম** (-র্জন্মন্) —মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ। পুনঃ জন্ম, সুপ্‌। বি ; ক্লী।

পুনর্জাত—পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন, পুনরায় উদ্ভূত। পুনঃ জাত, সুপ্‌। বিণ।

পুনর্জী(র্জ্জী)বন—মৃত্যুর পর আবার বাঁচা। পুনঃ জীবন, সুপ্‌। বি ; ক্লী।

পুনর্জী(র্জ্জী)বিত—পুনরায় জীবনপ্রাপ্ত, যে মরিয়া আবার বাঁচিয়াছে এমন। পুনঃ জীবিত, সুপ্‌। বিণ।

পুনর্নব—নখ, নখর। পুনঃ নব (নূতন), সুপ্‌। বি ; পুং।

পুনর্নবা—শোথনাশক শাক বিঃ। পুনঃ নব, সুপ্‌+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পুনর্ব(র্ব্ব)সু—বিষ্ণু ; শিব ; অশ্বিনী প্রঃ সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তম নক্ষত্র [ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি]। পুনর্—বস্+উ কর্তৃ। বি ; পুং।

পুনর্বা(র্ব্বা)দ—পুনরুক্তি, tautology. পুনঃ বাদ, সুপ্‌। বি ; পুং।

পুনর্বা(র্ব্বা)র—আবার, দ্বিতীয়বার, পুনরায়। পুনরাগত বার, মধ্যপ কর্মধা ; অথবা পুনঃ বার, সুপ্‌। ক্রি-বিণ।

পুনর্বি(র্ব্বি)চার—দ্বিতীয়বার বিচার। পুনঃ বিচার, সুপ্‌। বি ; পুং।

পুনর্বি(র্ব্বি)বাহ—গর্ভাধান-সংস্কার ; বিবাহিত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার বিবাহ ; বিধবাবিবাহ। পুনঃ বিবাহ, সুপ্‌। বি ; পুং।

পুনর্ভব—১। নখ, কররুহ। পুনর্—ভূ+অচ্‌ কর্তৃ। ২। পুনর্জন্ম। পুনর্—ভূ+অপ্‌ ভাব। বি ; পুং। ৩। পুনরায় জাত। পুনর্—ভূ+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

পুনর্ভূ—১। বিধবা হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী ; একের নিকট বাগ্দত্তা হওয়ার পরে অন্য কর্তৃক বিবাহিতা স্ত্রী ; অন্যপূর্বা নারী। বি ; স্ত্রী। ২। পুনর্জাত। পুনর্—ভূ+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বিণ।

পুনর্মিলন—বিরহের বা বিরোধের পর মিলন ; দ্বিতীয়বার সংযোগ। পুনঃ মিলন, সুপ্‌। বি ; ক্লী।

পুনর্মূষিক—পুনরায় আগের হীন অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। "পুনর্মূষিকো ভব"—এই সংস্কৃত বাক্য হইতে জাত শব্দ। বি ; পুং।

পুনর্যাত্রা—দ্বিতীয়বার যাত্রা ; প্রত্যাগমন ; উল্টারথ, জগন্নাথদেবের দক্ষিণমুখে রথযাত্রা। পুনঃ যাত্রা, সুপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পুনশ্চ—পুনর্বার [লেখা শেষ করিয়া আবার কিছু লিখিতে হইলে পুং অর্থাৎ পুনশ্চ লিখিয়া আরম্ভ করা হয়]। অ।

পুনহি—পুনর্বার। প্রা কপ্র। অ।

পুনি—পুনরায়। প্রা কপ্র। অ।

পুনি-পুনি—বারবার। প্রা কপ্র। অ।

পুনিহ—আবার। প্রা কপ্র। অ।

পুন্নাগ—১। শ্বেতহস্তী। পুমান্ (পুংস্ শব্দ) নাগ (হস্তী), কর্মধা। ২। সাদা পদ্ম, শ্বেতোৎপল ; নাগকেশরজাতীয় বৃক্ষ বিঃ। পুন্নাগ+অচ্‌ সাদৃশ্যার্থে। ৩। পুরুষশ্রেষ্ঠ। পুমান্ নাগসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

পুন্নামনরক—পুত্র না হইলে যে নরকে যাইতে হয়। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পুমান্ (পুমস্)—পুরুষ ; মনুষ্য ; পুংলিঙ্গমাত্র। পা+ডুমসুন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

পুয়া—চারা গাছ ; ঢেঁকির পোয়া ; ৪ ছটাক। প্রাদে। বি।

পুর—১। নগর, গৃহ, ভবন ; অন্তঃপুর ; গৃহোপরিস্থ গৃহ ; (আত্মার গৃহ বলিয়া) শরীর ; চর্ম। বি ; ক্লী। ২। পূর্ণ ; প্রচুর। পৃ+ক অথি অথবা পুর্+ক কর্তৃ। বিণ। ৩। যাহা ভিতরে পোরা হয় ('শিঙাড়ার —')। বাংপ্র। বি।

পুরঃ (পুরস্)—অগ্রে ; প্রথমে ; পূর্বদেশে ; পূর্বদিকে ; পূর্বকালে। পূর্ব+অসি কালান্তর্থে। অ।

পুরঃসর—১। অগ্রসর, অগ্রবর্তী। পুরস্—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। (সমাসে অন্যশব্দের পরে) পূর্বক ('প্রণাম—')। ক্রি-বিণ।

পুরকাইত, **-কায়েত**—কায়স্থজাতির পদবী বিঃ ; নগরাধ্যক্ষ। <পুরকায়স্থ। বি।

পুরচার—যথেষ্ট পরিমাণ, পূর্ণ আয়োজন। বাংপ্র। বি।

পুরঞ্জন—আত্মা, জীব। পু (দেহ)-জন্+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ (ম-আগম)। বি ; পুং।

পুরঞ্জয়—১। শিব ; সূর্যবংশীয় নৃপতি বিঃ ; সঞ্জয়ের পুত্র। বি ; পুং। ২। নগরজয়ী, পুরজেতা। উপপদং ; পুর—জি+খচ্‌ কর্তৃ। বিণ। [বি ; ক্লী।

পুরট—সুবর্ণ। পুর—অট্+অচ্‌ কর্তৃ।

পুরণ—সমুদ্র। পৃ+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

পুরতঃ (-তস্), (>**পুরতঃ**)—অগ্রে, সম্মুখে। পুর+অতসুচ্‌ কর্তৃ। অ।

পুরদ্বার—নগরে প্রবেশ করিবার কটক, নগরদ্বার ; বাড়ির সদর দরজা। পুরের দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

পুরনারী—ঘরের বউ, অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। পুরস্থিতা নারী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুরন্ত—যাহা পুরিয়া আসিতেছে এরূপ ; পরিপুষ্ট ; নিটোল, সম্পূর্ণ, গোলগাল ; সম্পূর্ণ। পুর্+অন্ত কর্তৃ। বিণ।

পুরন্দর—১। ইন্দ্র ; চৌর ; বিষ্ণু। বি ; পুং। ২। চব্য, চই। উপপদং ; পুর—দৄ+ণিচ্‌+খচ্‌ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পুরন্ধি, **পুরন্ধ্রী**—গৃহিণী ; পতিপুত্রবতী স্ত্রী ; কুটুম্বিনী। পুর—ধৃ+খচ্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌ =পুরন্ধ্রী, ১ম পক্ষে নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

পুরপতি—শহরের প্রধান ব্যক্তি, নগরাধ্যক্ষ, মেয়র, mayor. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুরপাল—দেহপালক জীব ; নগরপাল। উপপদং ; পুর—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

পুরপ্রান্ত—শহরের শেষসীমা, নগরপ্রান্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুরবাসিনী—অন্তঃপুরচারিণী ; নগরবাসিনী। পুরবাসিন্+ঈপ্‌। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পুরবাসী (-বাসিন্)—নগরবাসী ; গৃহবাসী। উপপদং ; পুর—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

পুরবী, **পুরবী**—(সংগীত) সন্ধ্যাকালে গাহিবার উপযুক্ত রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

পুরমথন—শিব। পুর (অসুর বিঃ)—মথ্‌+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

পুরমহিলা—পুরস্ত্রী। পুরবাসিনী মহিলা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুররক্ষ, **-রক্ষী** (-রক্ষিন্)—নগররক্ষক, চৌকিদার। পুর—রক্ষ্‌+অচ্‌, ণিন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পুরল—পূর্ণ করিল বা হইল ; বাজাইল। প্র কপ্র। ক্রি।

পুরশ্চরণ—স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্র সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পূজা শেষ করিয়া তাঁহার মন্ত্রজপ হোম তর্পণ অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন দ্বারা তাঁহার তুষ্টিবিধান। পুরস্—চর্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

পুরসুত—সমান্তরাল রেখা টানিবার ছুতারের যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

পুরস্কার—পারিতোষিক ; সম্মান, পূজা, আদর, অভ্যর্থনা ; স্বীকার। পুরস্—কৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

পুরস্কৃত—যাহাকে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে এমন ; সম্মানিত, পূজিত ; প্রস্তুত ; সম্মুখে স্থাপিত ; অভিষিক্ত ; স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত ; গৃহীত ; অবলম্বিত ; অভিশপ্ত। পুরস্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পুরস্ক্রিয়া—অগ্রে করণ ; সম্মানন ; অভিষেক। পুরস্—কৃ+শ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পুরস্ত্রী—অন্তঃপুরবাসিনী নারী, ঘরের বউ ; পুরমহিলা। পুরবাসিনী স্ত্রী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুরহর—ত্রিপুরারি, শিব। উপতৎ; পুর (ত্রিপুরাসুর)—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পুরা—১। পূর্বকাল; প্রথম; পুরাবৃত্ত; নিকটে; ভবিষ্যৎ বা অতীতকালে; পশ্চাৎ; পুরানো। পুর্ (পূর্ণ করা)+কা কর্তৃ। অ। ২। ভরতি করা, পূর্ণ করা। ক্রি। ৩। পরিপূর্ণ, ভরতি; সম্পূর্ণ, অখণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

পুরাওত—পূর্ণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পুরাওব—পূর্ণ করিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

পুরাওল—পূর্ণ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

পুরাকথা—প্রাচীন কথা, পূর্ববৃত্তান্ত। পুরা কথা, সুপ্। বি; স্ত্রী।

পুরাকল্প—পুরাতন কল্প; প্রাচীন যুগ; অর্থবাদ বিঃ। পুরা (পুরাণ) কল্প, কর্ম। বি; পুং।

পুরাকাল—প্রাচীন কাল, প্রাচীন যুগ; অতীত সময়। পুরা কাল, সুপ্। বি; পুং। বিণ, **-কালীন**।

পুরাকৃত—যাহা আগে করা হইয়াছে এমন, পূর্বকালকৃত (পুণ্যাদি), প্রারব্ধ ('— কর্ম'); পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত। পুরা কৃত, সুপ্। বিণ।

পুরাগত—আগেকার, পূর্বকালীন; প্রাচীন কাল হইতে যাহা চলিয়া আসিয়াছে এমন। পুরা গত, সুপ্। বিণ।

পুরাঘটিত—(ব্যাক) বর্তমান বা অতীতকালের প্রকার ভেদ; যাহা কোন কিছুর আগে হইয়াছে বা হইতেছিল তাহার কাল। সুপ্। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পুরাঙ্গনা—পুরনারী (তাহা দ্রঃ)। পুরবাসিনী অঙ্গনা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পুরাণ—১। কোনও জাতি বা দেশের সুপ্রাচীন কাহিনী; সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত ব্যাসাদি মুনি-প্রণীত গ্রন্থশ্রেণী বিঃ [পুরাণ আঠারটি; যথা—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদায়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড]; ১৬ পণ, ১ কাহন। পুরা—নী+ড কর্ম। বি; ক্লী। ২। প্রাচীন, পুরাতন; অনাদি। পুরা+তন (ট্যু) ভবার্থে (বিকল্পে ত-লোপ)। বিণ। স্ত্রী, **-ণী**।

পুরাণকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্তা** (-কর্তৃ) —পুরাণরচয়িতা; বেদব্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

পুরাণকার—পুরাণরচয়িতা। উপতৎ; পুরাণ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পুরাণতত্ত্ব—প্রাচীন কাহিনী; পৌরাণিক তথ্য। কর্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুরাণপুরুষ—১। বিষ্ণু, আদিপুরুষ। পুরাণোপলক্ষ্য পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। ২। বৃদ্ধ ব্যক্তি। কর্মধা। বি; পুং।

পুরাণপ্রসিদ্ধি—পুরাণে উল্লেখ; পৌরাণিক ব্যাপার বলিয়া খ্যাতি; যে প্রসিদ্ধি বহু কাল আছে। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

পুরাণা—পুরাতন, প্রাচীন। হি। বিণ।

পুরাতত্ত্ব—প্রাচীন ইতিহাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুরাতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রাচীন ইতিহাসে পণ্ডিত। উপতৎ; পুরাতত্ত্ব—বিদ্+কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

পুরাতন—প্রাচীন, অনাদি। পুরা+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তনী**।

পুরাতনী—প্রাচীনা; আগেকার; আদিহীনা। পুরাতন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুরাদস্তুর—পূর্ণ মাত্রায়, সম্পূর্ণরূপে। পুরা (পূর্ণ) দস্তুর (রীতি) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পুরাদ্রব্যাগার—যেখানে অতি প্রাচীন কালের জিনিসপত্র ও বিজ্ঞান কলা ইঃ বিষয়ক বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, জাদুঘর, museum. পুরার দ্রব্য, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহার আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; ক্লী।

পুরাধ্যক্ষ—অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ, কঞ্চুকী; নগরাধ্যক্ষ, মেয়র; শেরিফ। পুরের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরানো, পুরানা—পুরাতন, সেকেলে, প্রাচীন। <পুরাণ। বিণ। **পুরানো পাপী**—যে বহুকাল হইতে পাপ করিতেছে; পূর্বে যাহার এক বা একাধিকবার জেল অর্থদণ্ড ইঃ হইয়াছে।

পুরানো—পূর্ণ করা; মিটানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পুরাপুরি—পুরামাত্রায়, ভরতি করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পুরাবিৎ (-বিদ্)—যিনি পূর্বকালের বিবরণ জানেন এমন, পুরাতত্ত্বজ্ঞ; পণ্ডিত; বৃদ্ধ। উপতৎ; পুরা—বিদ্+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

পুরাবৃত্ত—অতীত ইতিহাস, পূর্ববৃত্তান্ত। পুরা (পূর্বে) বৃত্ত (সংঘটিত), সুপ্। বি; ক্লী।

পুরারি—শিব। পুরের (ত্রিপুরাসুরের অথবা ময়নির্মিত পুরের) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি।

পুরি—আটার লুচি। <পুরিকা বা পুরী।

পুরিয়া—কাগজের মোড়ক, কাগজে মোড়া বস্তু; রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

পুরী—সন্ন্যাসীদের উপাধি বিঃ; প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান; নগরী; ভবন; দেহ। পুর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুরীষ—বিষ্ঠা, মল। পৃ+ঈষন্ (ক্) কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

পুরীষোৎসর্গ—বাহ্যে করা, মলত্যাগ। পুরীষের উৎসর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরু—১। মোটা; ঘন; অনেকবার ভাঁজ-করা; থকথকে। বাংপ্র। বিণ। ২। নৃপতি বিঃ, যযাতি শর্মিষ্ঠার পুত্র। বি; পুং।

পুরুখ—পুরুষ। প্রা কপ্র। বি।

পুরুত—পুরোহিত। <পুরোহিত। বি।

পুরুভুজ—একপ্রকার কীট। পুরু (প্রচুর) ভুজ যাহার, বহু। বি; পুং।

পুরূরবাঃ, পুরুরবাঃ (-বস্) (>-রবা)—চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ; পার্বণ শ্রাদ্ধদেবতা। পুরু—রু+অসি কর্তৃ (বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং।

পুরুষ—১। বেটাছেলে, পুংজাতীয় মনুষ্য, পুংজাতীয় জীব; আত্মা; নর; বিষ্ণু; জগতের আদিকারণ, ঈশ্বর। পুর্ (দেহ)—শী+ড কর্তৃ (নিপা)। ২। অশ্বাদির অবস্থান বিঃ, পিছনের পা দুইটিতে ভর দিয়া সামনের পা দুইটি উপরে তোলা। পুর্+কুষন কর্তৃ। ৩। (ব্যাক) যদ্দ্বারা ব্যক্তির উত্তম-মধ্যমাদি শ্রেণী অবগত হওয়া যায় তাহা, প্রথম মধ্যম ও উত্তম পুরুষ। বি; পুং। ৪। বংশের পর্যায়, generation. বাংপ্র। বি।

পুরুষকার—পুরুষত্ব, পৌরুষ; উৎসাহ; চেষ্টা। পুরুষের কার (করণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুরুষত্ব—মনুষ্যত্ব; পৌরুষ, উৎসাহ; ক্লীবত্বের বিপরীত ধর্ম, virility; রতিশক্তি। পুরুষ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

পুরুষত্বহানি—পৌরুষনাশ; স্ত্রীসংগমশক্তির লোপ, impotency. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পুরুষপরম্পরা—এক পুরুষের পর অন্য পুরুষ এইরূপ ক্রম; পুরুষানুক্রম; বংশানুক্রম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। **পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসা**—পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হওয়া।

পুরুষপরম্পরাগত—এক পুরুষের পর অন্য পুরুষ এইরূপ ক্রম, অনুযায়ী, বংশানুক্রমিক। পুরুষপরম্পরা হইতে আগত, ৫মীতৎ। বিণ।

পুরুষপুংগব (-ঙ্গ) ব, -ব্যাঘ্র, -শার্দূ(র্দু)ল, -সিংহ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; অসাধারণ তেজস্বী কর্মঠ পুরুষ। পুরুষ পুংগব, ব্যাঘ্র, শার্দূল, সিংহসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

পুরুষপ্রকৃতি—১। পুরুষস্বভাবা ('— নারী')। পুরুষের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। পুরুষের স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ৩। নর-নারী, স্ত্রী-পুরুষ; (দর্শন) ঈশ্বর এবং মায়া। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

পুরুষপ্রধান, -শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ মানব। পুরুষদিগের মধ্যে প্রধান, শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

পুরুষর্ষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ, পুরুষসিংহ। পুরুষ ঋষভসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

পুরুষসুলভ—পুরুষের পক্ষে অতি স্বাভাবিক, পুরুষোচিত। ৭মীতৎ। বিণ।

পুরুষাঙ্গ—পুংলিঙ্গ, শিশ্ন। পুরুষসূচক অঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুরুষাদ—নরখাদক, যে মানুষ খায় এমন, cannibal. উপতৎ ; পুরুষ—অদ্ (ভক্ষণ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দী।

পুরুষানুক্রম—প্রপিতামহ পিতামহ পিতা প্রঃ পূর্বপুরুষগণ ধরিয়া ক্রম, পুরুষপরম্পরা। পুরুষের অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুরুষার্থ—পুরুষের ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ প্রয়োজন ; সুখ ; সংসার ; মুক্তি। পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুরুষালি—মর্দানি, নারীর পুরুষের ধরনধারণ গ্রহণ। বাংপ্র। বি।

পুরুষালী—পুরুষের মত ; পুরুষসদৃশ। পুরুষ+আলী সদৃশার্থে। বিণ বা ক্রি-বিণ।

পুরুষোচিত—পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, পুরুষযোগ্য। পুরুষে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

পুরুষোত্তম—১। পুরুষশ্রেষ্ঠ ; বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ ; জগন্নাথদেব। পুরুষমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। ২। নীলাচলের অপর নাম। পুরুষোত্তম+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

পুরুষ্টু—নধর, মোটাসোটা ; পরিণত, পরিপক্ব। <পুষ্ট। বিণ।

পুরূরবাঃ (-রবস্), (> -রবা)—'পুরূরবাঃ' দ্রঃ।

পুরোগ, পুরোগম, পুরোগামী (-গামিন্)—অগ্রগামী, অগ্রবর্তী ; প্রধান। পুরস্ (অগ্রে)—গম্+ড, অচ্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। ৩য় পক্ষে স্ত্রী, -গামিনী, -গী।

পুরোগত—যে অগ্রে গমন করিয়াছে এরূপ, প্রধান। পুরঃ (অগ্রে) গত, সুপ্। বিণ।

পুরোগম, -গামী (-মিন্)—'পুরোগ' দ্রঃ।

পুরোজন্মা (-জন্মন্)—১। অগ্রজ ভ্রাতা। বি ; পুং। ২। যে পূর্বে জন্মিয়াছে এমন। পুরঃ (অগ্রে) জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

পুরোধাঃ (-ধস্), (>পুরোধা)—পুরোহিত, ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধ-যজ্ঞাদি-কর্মকারয়িতা। পুরস্—ধা (স্থাপন করা)+অসি কর্ম। বি ; পুং।

পুরোপলীয়—প্রস্তর যুগের আগেকার, paleolithic. উপলীয়ের পুরা (পূর্বে), সুপ্। বিণ।

পুরোবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্) —সম্মুখবর্তী, অগ্রস্থিত। উপতৎ ; পুরস্—বৃত্+ ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বর্তিনী। বি, -বর্তিতা।

পুরোভাগী (-ভাগিন্)—যে গুণভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল দোষ দর্শন করে এরূপ, দোষদর্শী। উপতৎ ; পুরস্—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভাগিনী।

পুরোভূমি—সামনের স্থান ; চিত্রের যে দৃশ্য দর্শকের নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হয়, foreground. পুরোবর্তী ভূমি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুরোমহিলা—শ্রেষ্ঠ নারী, পুজনীয়া স্ত্রীলোক। পুরঃস্থাপ্যা মহিলা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পুরোহিত—ঋত্বিক্, যজমানের জন্য যিনি শ্রাদ্ধ পূজা যজ্ঞ প্রঃ করেন, পুরুত। পুরস্ (অগ্রে)—ধা (স্থাপন করা)+ক্ত কর্ম। বি ; পুং।

পুল—সেতু, সাঁকো। ফা। বি।

পুলক—১। শরীরের রোম খাড়া হইয়া উঠা, রোমাঞ্চ ; প্রস্তর বিঃ ; গন্ধর্ব বিঃ ; হরিতাল ; গজান্নপিণ্ড ; শরীরান্তর্বহির্গত কীট ; কপাটের গুল। পুল্+ক কর্তৃ+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং। ২। আনন্দ, আহ্লাদ। বাংপ্র। বি।

পুলক-কণ্টকিত—অতিরিক্ত আনন্দ বা সুখবোধ হওয়ার জন্য রোমাঞ্চিত। ৩য়াতৎ। বিণ। [+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

পুলকিত—রোমাঞ্চিত ; আহ্লাদিত। পুলক

পুলকী (-কিন্)—১। পুলকযুক্ত। বিণ স্ত্রী, -কিনী। ২। কদম্ববৃক্ষ বিঃ। পুলক+ইন্ জাতার্থে। বি ; পুং।

পুলকোচ্ছ্বাস—অতিরিক্ত আনন্দ হওয়ায় শরীরের রোম খাড়া হইয়া উঠা। পুলকের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুলটিস—ফোঁড়া প্রঃর উপর লাগাইবার পুরু প্রলেপ বিঃ। <ইং 'poultice'. বি।

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। পুল (মহৎ)—স্ত্যৈ (একত্র করা) +ক কর্তৃ। বি ; পুং।

পুলহ—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। পুল (মহৎ)—হন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

পুলি—১। পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামানের প্রধান নগর [ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে এখানে পাঠান হইত। 'পুলিপিলাং' দ্রঃ]। <ইং 'Port Blair'. ২। একপ্রকার পিঠা। <পুলিকা। বি।

পুলিন—চড়া, তীরের যে বালুকাময় অংশ পর্যন্ত জোয়ারের জল উঠে তাহা। পুল্ (বৃহৎ হওয়া)+ইনন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পুলিনবিহারী (-রিন্)—১। শ্রীকৃষ্ণ। পুলিনে বিহারী, ৭মীতৎ। বি ; পুং। ২। নদীতীরে ভ্রমণকারী। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

পুলিন্দ—১। ম্লেচ্ছজাতি বিঃ, চোয়াড় ; যাহারা নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না এরূপ ব্যক্তি। পুল্ (বৃহৎ হওয়া)+কিন্দচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। কিরাতদেশ। পুলিন্দ+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

পুলিন্দা—গাঁঠরি, মোট, বোচকা। বাংপ্র। বি।

পুলিপিলাং, -পোলাও—দ্বীপান্তরদণ্ড ; আন্দামানে নির্বাসন। বাংপ্র ('পুলি' তাহা দ্রঃ)। বি।

পুলিস—কনস্টেবল, আরক্ষিক ; দেশের শান্তিরক্ষক কর্মচারী ; সরকারের শান্তিরক্ষাবিভাগ, আরক্ষা। <ইং 'police'. বি।

পুলিস-ইন্সপেক্টর—পুলিসের উপরিতন কর্মচারী বিঃ। <ইং 'police-inspector'. বি।

পুলিস-কনস্টেবল—সিপাহী, পুলিসের নিম্নকর্মচারী। < ইং 'police-constable'. বি।

পুলিস-কমিশনার—রাজধানীর পুলিসের প্রধান কর্মচারী। <ইং 'police-commissioner'. বি।

পুলিস-সাহেব, -সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—জেলা-পুলিসের প্রধান কর্মচারী। <ইং 'police-superintendent'. বি।

পুলে—পুত্র ('ছেলে'-শব্দের সহচর শব্দ)। বাংপ্র। বি।

পুলোমজা—শচী, ইন্দ্রপত্নী। পুলোমন্ (দৈত্য বিঃ)—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুলোমা (-মন্)—১। মুনি বিঃ, দৈত্য বিঃ। বি ; পুং। ২। চ্যবন ঋষির মাতা। পুল্—উ+মন্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পুলোমারি—ইন্দ্র। পুলোমার (দৈত্য বিঃর) অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পুষা—পালন করা, পোষণ করা ; বশ করা। <'পুষ্'-ধাতু। ক্রি। [কর্ম। বিণ।

পুষিত—প্রতিপালিত ; বর্ধিত। পুষ্+ক্ত

পুষ্কর—১। আকাশ ; কুষ্ঠরোগের ঔষধ বিঃ ; জল। পুষ্ (পোষণ করা)+করন কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। ২। পদ্ম, পদ্মকোষ ; হস্তিশুণ্ডাগ্র ; মৃদঙ্গাদি বাদ্যভাণ্ডের মুখ ; পরম পবিত্র তীর্থ বিঃ ; সপ্ত দ্বীপের একটি দ্বীপ। পুষ্কর (পদ্ম)+অচ্ আছে অর্থে। ৩। খড়্গাদির খাপ ; খড়্গফলক ; বাণ ; যুদ্ধ। পুষ্+করন্ করণ। বি ; ক্লী। ৪। সর্প বিঃ ; নৃপ বিঃ, নল রাজার ভ্রাতা ; বরুণপুত্র ; মেঘ বিঃ ; পর্বত বিঃ ; রোগ বিঃ ; সারসপক্ষী। পুষ্+করন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

পুষ্করাক্ষ—বিষ্ণু, পুণ্ডরীকাক্ষ। পুষ্করের (পদ্মের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু (সমাসান্ত ষচ্)। বি ; পুং।

পুষ্করিণী—সরোবর, পুকুর; হস্তিনী; পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। পুষ্কর+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুষ্করী (পুষ্করিন্)—হস্তী। পুষ্কর+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

পুষ্কল—উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ; বহু, অধিক; পরিপূর্ণ। পুষ্+কলচ্ কর্তৃ। বিণ।

পুষ্ট—১। বর্ধিত, প্রতিপালিত। পুষ্+ক্ত কর্ম। ২। মোটা, স্থূল, বৃদ্ধিযুক্ত। পুষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পুষ্টতাড়িত—বিয়োজনশক্তিবিশিষ্ট তাড়িত বিঃ। পুষ্ট তাড়িত, কর্মধা। বি; ক্লী।

পুষ্টি—১। পোষণ, প্রতিপালন; বৃদ্ধি; পূর্ণতা; পরিণতি; স্থূলতা। পুষ্+ক্তি ভাব। ২। অশ্বগন্ধা; মাতৃকা বিঃ। পুষ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

পুষ্টিকর—পোষণকারক, যাহাতে দেহের পোষণ হয় এমন; বৃদ্ধিকারক; স্থূলতা-সম্পাদক। উপতৎ; পুষ্টি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

পুষ্টিকা—ঝিনুক, শুক্তি। পুষ্টি+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুষ্টিজনক—পুষ্টিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা।

পুষ্টিসাধন—বৃদ্ধিসম্পাদন; পোষণসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুষ্প—১। ফুল, কুসুম; স্ত্রীরজঃ; কুবেরের পুষ্পকরথ; চোখের রোগ বিঃ, ফুলী। পুষ্প্ (বিকসিত হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। ২। বিকাশ, প্রকাশ। পুষ্প্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

পুষ্পক—১। কুবেরের রথ; চোখের এক-প্রকার রোগ। পুষ্প+কন্ সংজ্ঞার্থে। ২। রত্ননির্মিত কঙ্কণ; পিত্তল; খেলিবার মাটির গাড়ি, মৃত্তিকা-শকটী; রসাঞ্জন; লৌহ-কাংস্য; কাসীস। পুষ্প (বিকাশ, দীপ্তি ইঃ)+কন্ আছে অর্থে। বি; পুং বা ক্লী।

পুষ্পকরণ্ডক—১। ফুলের সাজি, পুষ্প-চয়নপাত্র। পুষ্পরক্ষণ করণ্ডক (চুপড়ি), মধ্যপ কর্মধা। ২। উজ্জয়িনী নগরীতে অবস্থিত মহাকাল-নামক শিবের উদ্যান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পকরথ—প্রাচীনকালের বিমান বিঃ। কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পকীট—ফুলের পোকা; ভ্রমর। পুষ্প-বিহারী কীট (পোকা), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পকেতন, -কেতু, -চাপ—কামদেব, কন্দর্প, মদন। পুষ্প কেতন, কেতু (চিহ্ন), চাপ (ধনুক) যাহার, বহু। বি; পুং।

পুষ্পগিরি—মাল্যবান্ পর্বত। পুষ্পবহুল গিরি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পচন্দন—চন্দন-মাখান ফুল; ফুল ও চন্দন। মধ্যপ কর্মধা বা দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

পুষ্পচয়ন—ফুল তোলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুষ্পচাপ—১। 'পুষ্পকেতন' দ্রঃ। ২। ফুলের ধনুক, ফুল দিয়া জড়ানো ধনুক। পুষ্পনির্মিত চাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পজ—১। যাহা ফুল হইতে হয় এমন, পুষ্পজাত। বিণ। ২। ফুলের মধু, পুষ্পরস। উপতৎ; পুষ্প—জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

পুষ্পদাম (-দামন্)—১। ফুলের মালা। পুষ্পরচিত দাম (দামন্ শব্দ=মাল্য), মধ্যপ কর্মধা। ২। প্রতি চরণে উনিশ অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত ছন্দ বিঃ। পুষ্পসদৃশ দাম (অর্থাৎ বাক্যশ্রেণী) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পুষ্পদ্রব—ফুলের মধু, মকরন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পধনুঃ (-ধনুস্), (>-ধনু), -ধন্বা (-ধন্বন্)—মদন, কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প ধনুঃ (ধনুক) যাঁহার, বহু (বিকল্পে অনঙ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পুষ্পনির্যা(র্য্যা)স—ফুলের মধু, মকরন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পপত্র—১। ফুলের পাপড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ফুল ও পাতা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

পুষ্পপথ—নারীজাতির রজোনির্গম-পথ, যোনি, স্ত্রীচিহ্ন। পুষ্পের (স্ত্রীরজের) পন্থা, ৬ষ্ঠীতৎ (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পুষ্পপল্লব—১। ফুলের পাপড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ফুল ও পাতা। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

পুষ্পপাত্র—ফুলের পাত্র, যে পাত্রে করিয়া ফুল তোলা হয়; যে পাত্রে পূজার জন্য ফুল সাজাইয়া রাখা হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুষ্পপুট—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পের যে অবস্থায় উহার দলমণ্ডল ও বৃতির পার্থক্য সহজে নির্দেশ করা যায় না তাহা, peri-anth. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুষ্পবতী—রজস্বলা, ঋতুমতী; পুষ্পিতা ('—লতা')। পুষ্প (স্ত্রীরজঃ)+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুষ্পবাটিকা, -বাটী—পুষ্পোদ্যান, ফুল বাগান। পুষ্পের বাটিকা (উদ্যান), বাটী. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পুষ্পবাণ—১। কামদেব, কন্দর্প, মদন। পুষ্প বাণ (শর) যাঁহার, বহু। ২। ফুলের শর। পুষ্পনির্মিত বাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পবিন্যাস—ফুল সাজান, inflorescence. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পবৃষ্টি—উপর হইতে ফুল ছড়াইয়া দেওয়া, আকাশ হইতে ধারাকারে অসংখ্য পুষ্পের পতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

পুষ্পভূষিত—পুষ্প দ্বারা সজ্জিত। ৩য়াতৎ।

পুষ্পমঞ্জরি, -মঞ্জরী—ফুলের শীষ বা বোঁটা; পুষ্পমুকুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পুষ্পমাস—চৈত্রমাস, বসন্তকাল। পুষ্পজনক মাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পরজঃ (-রজস্), (>-রজ)—ফুলের রেণু, কুসুমপরাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুষ্পরথ—ফুল দিয়া সাজানো রথ। পুষ্প-সজ্জিত রথ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পরস—ফুলের মধু, মকরন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পরাগ—মণি বিঃ, পদ্মরাগমণি, পোখ-রাজ। পুষ্পের রাগের (রঙের) ন্যায় রাগ যাহার, বহু। বি; পুং।

পুষ্পরেণু—ফুলের রেণু, পরাগ, পদ্মাগ-কেশরের শিরোভাগস্থ ধূলির ন্যায় এক-প্রকার গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ। পুষ্পের রেণু (ধূলি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পলাব, -লাবী (-বিন্)—মালী, মালাকার। উপতৎ; পুষ্প—লূ+অণ্, ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-লাবী, -লাবিনী**। [কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মেঘদূতের এই শব্দটি 'যাহাতে পুষ্প আহৃত হয়'—এই অর্থে (পুষ্প—লূ+ঘঞ্ অধি+ঈপ্) প্রয়োগ করিয়াছেন। "পুজা পায় পুষ্পলাবী রতনকাঞ্চন।"]

পুষ্পলিহ—মৌমাছি, মধুকর, ভ্রমর। উপতৎ; পুষ্প—লিহ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

পুষ্পশর—১। কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প শর (বাণ) যাঁহার, বহু। ২। ফুলের বাণ। পুষ্পনির্মিত শর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পসত্ত্ব—মধু। প্রা কপ্র। বি।

পুষ্পসার—ফুলের মধু; তুলসী। পুষ্পের সার (স্থিরাংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পাগম—বসন্তকাল। পুষ্পের আগম (উদ্ভব) যখন, বহু। বি; পুং।

পুষ্পাজীব, পুষ্পাজীবী (-জীবিন্)—মালী, মালাকার। পুষ্প আজীব যাহার, বহু; উপতৎ; পুষ্প—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পুষ্পাঞ্জলি—এক আঁজলা ফুল; কুসুমাঞ্জলি। পুষ্পপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পাধার—ফুলের সাজি; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে জায়গায় বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর লাগান থাকে তাহা, thalamus. পুষ্পের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পাবচায়ী (-চায়িন্)—মালী, পুষ্পা-জীব, মালাকার। উপতৎ; পুষ্প—অব—চি+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পুষ্পাভরণ—১। ফুলের গহনা, ফুলের সাজ। পুষ্পই আভরণ, কর্মধা; অথবা, পুষ্প-নির্মিত আভরণ, মধ্যপ কর্মধা। [illegible]

২। ফুলের সাজে সজ্জিত। পুষ্প আভরণ যাহার, বহু। বিণ।

পুষ্পায়ুধ—১। মদন, কন্দর্প। পুষ্প আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। ফুলের অস্ত্র। পুষ্পই আয়ুধ, কর্মধা। বি; ক্লী।

পুষ্পাসব—ফুলের মধু, মকরন্দ। পুষ্পের আসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি। পুষ্পের আসার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পাস্ত্র—১। কামদেব, কন্দর্প, কুসুমায়ুধ। পুষ্প অস্ত্র যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। ফুলের অস্ত্র। পুষ্পই অস্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

পুষ্পিকা—অধ্যায়াদির শেষে গ্রন্থকারের নিজ নামের উল্লেখ করিয়া যে কথা শেষ করা হয়, ভণিতা; দন্তমল; ঝিল্লী বিঃ। পুষ্প+কন্ তুল্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুষ্পিত—১। যাহাতে ফুল জন্মিয়াছে এমন, কুসুমিত। পুষ্প+ইতচ্ জাতার্থে। ২। প্রকাশিত। পুষ্প+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পুষ্পিতা—পুষ্পযুক্তা, কুসুমিতা; ঋতুমতী। পুষ্প (কুসুম, স্ত্রীরজঃ)+ইতচ্ জাতার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুষ্পেষু—কামদেব, কন্দর্প। পুষ্প ইষু (বাণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

পুষ্পোৎসব—স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনে কৃত উৎসব বিঃ; কুসুমক্রীড়া; ফুলের উৎসব। পুষ্প (স্ত্রীরজঃ, কুসুম)-সম্বন্ধীয় উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পুষ্পোদ্গম—ফুল ফোটা, পুষ্পোৎপত্তি। পুষ্পের উদ্গম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুষ্পোদ্যান—ফুলের বাগান। পুষ্পের উদ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুষ্য, পুষ্যা—নক্ষত্র বিঃ, অশ্বিনী প্রঃ সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টম নক্ষত্র [ইহা বাণাকার একতারাযুক্ত]। পুষ্ (পোষণ করা)+ক্যপ্ অধি (নিপা); পক্ষে আপ্। বি; পুং; স্ত্রী। [বি।

পুষ্যি—পোষ্য (তাহা দ্রঃ)। <পোষ্য।

পুসিদা—গোপন। <ফা 'পুসিদহ্'। বি।

পুস্ত—১। গ্রন্থ, বহি, পুঁথি, কেতাব। পুস্ত্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। লিপি লেখন প্রঃ শিল্পকর্ম। পুস্ত্+ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী।

পুস্তক—পুস্ত (১ম অর্থে)। পুস্ত+ঘঞ্ কর্ম+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

পুস্তকাগার—পুস্তকালয়, পাঠাগার, লাইব্রেরী; বই-এর দোকান। পুস্তকের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পুস্তকালয়—পুস্তকাগার, লাইব্রেরি; পুস্তকের দোকান। পুস্তকের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পুস্তম, পুস্তাম—১। অবলম্বন, আশ্রয়। প্রা কপ্র। ২। গৃহভিত্তি, ভিত, প্রাচীরের সংলগ্ন গাঁথনি। প্রাদে। বি।

পুস্তনী—পুস্তকের মলাটের সঙ্গে লাগোয়া ভিতরের দিকের প্রথম ও শেষ পত্র। বাংপ্র। বি। **পুস্তনী কাগজ**—বই ও বইয়ের মলাটের মধ্যে সংযোগকারী মোটা কাগজ।

পুস্তা—অবলম্বন, সহায়; ঠেস; পুস্তক বাঁধাইবার সময় উহার পিঠে যে মোটা সুতা যুক্ত করা হয় তাহা। <ফা 'পুশ্‌তা'। বি।

পুস্তিকা, পুস্তী—গ্রন্থ, বহি, কেতাব, পুঁথি। পুস্ত্+ঘঞ্ কর্ম+কন্ স্বার্থে+আপ্; পুস্ত্+ঘঞ্ কর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুস্তিম—ভেড়ার চামড়ায় প্রস্তুত গায়ের কাপড়; পুট। ফা। বি।

পুস্তু, পুশ্‌তু—আফগানিস্তানের ভাষা বিঃ। অসং। বি।

পুহুপ, পুহুপ—ফুল ("জনু গাঁথনি পুহপ-মাল"—বিদ্যা।) < পুষ্প। প্রা কপ্র। বি। [কপ্র। বি।

পুহবি—ধরণী, পৃথিবী। <পৃথিবী। প্রা

পুহু—প্রভু; আবার, পুনরায় ("পৈঠল পুহু তব ছোড়ি নিশোয়াস"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি বা অ। [বি।

পুঁজ, পুঁয—কোঁড়া প্রঃর ক্লেদ। <পূয।

পূগ—১। গুবাকবৃক্ষ; কাঁঠালগাছ; পুঞ্জ, রাশি, সমূহ; সংঘ; ভাব; ছন্দ। বি; পুং। ২। গুবাক। পূ+গন্ (ক্) করণ। বি; ক্লী।

পূজক—পূজাকারক, উপাসক, পূজারী। পূজ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পূজিকা**।

পূজন—পূজা, অর্চনা। পূজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পূজনীয়—আরাধ্য, পূজার যোগ্য; মান্য; গুরুস্থানীয়। পূজ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

পূজয়িতা (-য়িতৃ)—পূজক। পূজ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

পূজা—১। অর্চনা, আরাধনা, উপাসনা; শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন; সংবর্ধনা; প্রশংসা। পূজ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। আরাধনা করা, উপাসনা করা। কপ্র। ক্রি।

পূজাগৃহ—পূজার ঘর, উপাসনাগৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পূজারি, পূজারী—১। দেবল ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, উপাসক। বি। ২। পূজাজীবী। <পূজাকারী। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

পূজার্হ—পূজার যোগ্য, মান্য। উপতৎ; পূজা—অর্হ (যোগ্য হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

পূজাহ্নিক—প্রতিদিনের সন্ধ্যা পূজা প্রঃ; পূজা সন্ধ্যা প্রঃ নিত্যকৃত্য। পূজা এবং আহ্নিক, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

পূজিত—যাহাকে পূজা করা হইয়াছে এমন, অর্চিত; সেবিত; আদৃত, সম্মানিত; প্রশংসিত। পূজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পূজিতব্য—পূজনীয়। পূজ্+তব্য কর্ম। বিণ।

পূজোপহার—পূজা করিবার জিনিসপত্র। পূজার উপহার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পূজ্য—পূজনীয়। পূজা+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

পূজ্যপাদ—মান্য; পূজনীয়। পূজ্য পাদ যাঁহার, বহু। বিণ।

পূজ্যমান—যাঁহাকে পূজা করা হইতেছে এরূপ, সেব্যমান। পূজ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

পূট—যে পাত্রে সোনা প্রঃ ধাতু গলানো হয়; মুছি। বাংপ্র। বি। [বি।

পূণিমা, পূণমি—পূর্ণিমা। প্রা কপ্র।

পূত—১। পবিত্র; পরিষ্কৃত; শুদ্ধ; সত্য। পূ+ক্ত কর্ম। ২। দুর্গন্ধযুক্ত। পূয্+ক্ত কর্তৃ। বি।

পূতনা—কৃষ্ণ কর্তৃক হত দানবী বিঃ; বালক-মাতৃকা বিঃ; রোগ বিঃ; পেঁচোয় পাওয়া। পূত+ণিচ্ (=পূতি নামধাতু)+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পূতনারি—শ্রীকৃষ্ণ। পূতনার অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পূতাত্মা (-ত্মন্)—পবিত্রাত্মা। পূত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

পূতি—১। পবিত্রতা। পূ+ক্তি ভাব। ২। দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া। পূয্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। দুর্গন্ধবিশিষ্ট। পূয্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বিণ।

পূতিগন্ধ—১। বিশ্রী গন্ধ। কর্মধা। বি; পুং। ২। দুর্গন্ধযুক্ত, কুৎসিতগন্ধ বিশিষ্ট। বিণ। ৩। গন্ধক; ইঙ্গুদীবৃক্ষ। বি; পুং। ৪। রঙ্গ, রাংতা। পূতিগন্ধ+অচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।

পূতিগন্ধি—স্বাভাবিক-দুর্গন্ধযুক্ত। পূতি গন্ধ যাহার, বহু (ই সমাসান্ত)। বিণ।

পূতোদক—পবিত্র জল। পূত উদক, কর্মধা। বি; ক্লী।

পূপ—রুটি; পিঠা, পিষ্টক। পূ—পা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

পূপাষ্টকা—অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ-অষ্টমীতে পিঠাদ্বারা শ্রাদ্ধ। পূপ-সাধ্যা অষ্টকা (শ্রাদ্ধ বিঃ), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূব—পূর্বদিক, পূর্বদিকের। <পূর্ব। বি বা বিণ।

পূবে—১। পূর্বদেশীয়; পূর্বদিক্ হইতে আগত। পূব+এ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। ২। পূবদিকে। বাংপ্র। বি।

পূয, পূয়ন—পুঁজ, বিকৃতরক্ত। পূয্+অচ্, অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

পুর—১। জলরাশি; প্রবাহ; সমূহ; খাত বিঃ, পুরী; ব্রণশুদ্ধি। ,+ক কর্তৃ। ২। পরিপূরণ। পুর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। পরিপূর্ণ, পূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ। ৪। যাহা ভিতরে ভরিয়া দেওয়া হয় এমন বস্তু (যেমন পিষ্টকের ভিতর মটরশুটি প্রঃর পুর)। বাংপ্র। বি।

পুরই—পূর্ণ হয় বা করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পুরক—১। পরিপূর্ণতাকারক; (জ্যামিতি) সমকোণের অংশ ('— কোণ')—যে দুইটি কোণে এক সমকোণ হয় তাহার প্রত্যেকটি পরস্পরের পূরক, complementary; গুণক, যাহা দ্বারা গুণ করা যায় এমন, multiplier. বিণ। স্ত্রী--**পূরিকা** ২। প্রাণায়াম বিঃ, বহির্দেশ হইতে বামনাসিকা দ্বারা প্রাণ, বায়ুকে বাহির হইতে ভিতরে আনা। বি; পুং। ৩ মৃতাশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড। পুর্+ণক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

পুরকপিণ্ড—ঘাটপিণ্ড, অশৌচ শেষ হওয়ার দিনে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড; মৃতব্যক্তির উদ্দেশে অগ্নিদাতার অথবা তদভাবে শ্রাদ্ধকর্তার প্রদত্ত পিণ্ড। কর্মধা। বি; পুং।

পূরণ—১। বৃদ্ধি; পরিপূর্ণ হওয়া। পুর্+অনট্ ভাব। ২। গুণন, multiplication; পরিপূর্ণকরণ। পুর্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ৩। বয়নতন্তু; পড়েন। বি; ক্লী। ৪। সেতু; সমুদ্র; বিষ্ণু-তৈল। পুর্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৫। গুণক; পূরক, পূর্ণতাকারক। পুর্+ণিচ্+অন কর্তৃ বা অনট্ করণ। স্ত্রী, -**ণী**। ৬। পূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

পূরণবাচক—(গণিত) পূরক সংখ্যার বাচক (যথা, প্রথম, দ্বিতীয় ইঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

পূরণী—১। শিমুল গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ। পুর্+ণিচ্+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পূর্ণতাকারিণী। পূরণ (৫)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পূরব—পূর্ব। কপ্র। সর্ব।

পূরবী—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

পূরয়িতা (-য়িতৃ)—পূরক, যে পূরণ করে, পরিপূর্ণতাকারক। পুর্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**য়িত্রী**।

পূরা—১। মিটা, সফল হওয়া; পূর্ণ করা; পূর্ণ হওয়া; ভিতরে প্রবেশ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রাচীন কবিপ্রয়োগে 'পূরা' ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ:—**পূরব**—পূর্ণ হইবে; পূর্ণ করিব। **পূরয়, পূরয়ে**—পূর্ণ হয়; পূর্ণ করে। **পূরল**—পূর্ণ হইল বা করিল। **পূরাইহ**—পূর্ণ করিও]। ২। পূর্ণ; সম্পূর্ণ; সমগ্র; ঠিক ঠিক। পুর্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ৩। খলিয়া। প্রা কপ্র। বি।

পূরানো—পূর্ণ করা; মিটানো, সিদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পূরাপূরি, পুরাপুরি—যাহা কম বা বেশী নয় এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

পূরি—পুরা (তাহা দ্রঃ)।

পূরিকা—১। পুরি, কচুরি, ডালপুরি প্রঃ। পুর্+ক কর্ম+ঈপ্=পূরী; পূরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পূর্ণতা-কারিণী। পূরক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পূরিত—গুণিত; ভরিত, পূর্ণ, যাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে এরূপ। পুর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পূর্ণ—পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ; সমগ্র; ভরতি; সফল; সমর্থ; অপেক্ষাশূন্য; অখণ্ড। পুর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পূর্ণকল—পূর্ণাঙ্গ, সর্বাঙ্গ; সম্পন্ন। পূর্ণা কলা যাহার, বহু। বিণ।

পূর্ণকাম—পূর্ণমনোরথ, যাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে এমন। পূর্ণ কাম যাহার, বহু। বিণ।

পূর্ণকাল—সম্পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত, whole time. পূর্ণকাল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। [পুং।

পূর্ণকুম্ভ—জলপূর্ণ কলস। কর্মধা। বি;

পূর্ণগর্ভা(র্ত্তা)—যাহার প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন, আসন্নপ্রসবা; যাহার গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন। পূর্ণ গর্ভ যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পূর্ণগ্রাস—চন্দ্র বা সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ হওয়া, eclipse. কর্মধা। বি; পুং।

পূর্ণচন্দ্র—পূর্ণিমার চাঁদ। কর্মধা। বি; পুং।

পূর্ণচ্ছেদ—দাঁড়ি, বাক্যশেষসূচক চিহ্ন। পূর্ণ ছেদ যাহা দ্বারা, বহু; অথবা, পূর্ণ যে ছেদ, কর্মধা। বি; পুং।

পূর্ণতা, পূর্ণত্ব—সম্পূর্ণতা; সফলতা। পূর্ণ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

পূর্ণপাত্র—পুত্রজন্মাদি উৎসবসময়ে পারি-তোষিকরূপে প্রদত্ত বস্ত্রাদি; জিনিসপত্র ভরা পাত্র; (স্মৃতি) যজ্ঞের শেষে দক্ষিণারূপে দেয় অর্থমন (২৫৬ মুষ্টি) তণ্ডুল; তণ্ডুলাদি; জল-পূর্ণ পাত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

পূর্ণবয়স্ক—যাহার পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্তি হইয়াছে এমন, adult; যুবা, পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত। পূর্ণ বয়ঃ যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ।

পূর্ণবিকাশ—সম্পূর্ণ ফোটা, সম্যক্‌রূপে প্রকাশ; সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তি। কর্মধা। বি; পুং।

পূর্ণব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—পরমেশ্বর, অখণ্ডব্রহ্ম। কর্মধা। বি; ক্লী।

পূর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণ মাস যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পূর্ণলবণ—(রসায়ন) রাসায়নিক লবণ বিঃ, normal salt. কর্মধা। বি; ক্লী।

পূর্ণসংখ্যা—(পাটীগণিত) অখণ্ড রাশি; অ-ভগ্নাংশ, integer. পূর্ণ সংখ্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণহোম—পূর্ণাহুতি। পূর্ণ হোম যদ্দারা, বহু। বি; পুং।

পূর্ণা—১। পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা অমাবস্যা তিথি। বি; স্ত্রী। ২। পরিপূর্ণা, সম্পূর্ণা। পূর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পূর্ণাঙ্গ—যাহার কোন অংশ অসম্পূর্ণ বা খুঁতযুক্ত নহে এমন, সর্বাবয়বসম্পন্ন, নিখুঁত। পূর্ণ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -**ঙ্গা, -ঙ্গী**।

পূর্ণানন্দ—১। সম্পূর্ণ আনন্দ, অত্যধিক হর্ষ। কর্মধা। ২। পরমেশ্বর; তন্ত্রনিবন্ধকার পণ্ডিত বিঃ। পূর্ণ আনন্দ যাঁহাতে, বহু। বি; পুং।

পূর্ণাবতার—যিনি ভগবানের পূর্ণবিকাশের প্রতীক; নৃসিংহ; রাম; শ্রীকৃষ্ণ [অন্যান্য অবতার অংশাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। মতবিশেষে শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম অবতার বলিয়া কথিত]। পূর্ণ অবতার, কর্মধা। বি; পুং।

পূর্ণাবয়ব—সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট, সকল-অঙ্গযুক্ত। পূর্ণ অবয়ব যাহার, বহু। বিণ।

পূর্ণাভিষেক—তন্ত্রোক্ত কৌলিক অভিষেক বিঃ। পূর্ণ অভিষেক, কর্মধা। বি; পুং।

পূর্ণায়ত—সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত। পূর্ণ আয়ত, সুপ্। বিণ।

পূর্ণায়ুঃ (-য়ুস্), (> -য়ু)—১। দীর্ঘজীবী পূর্ণ। আয়ুঃ (আয়ুস্) যাহার, বহু। বিণ। ২। শতবর্ষপরিমিত জীবিতকাল; সুস্থ শরীরে যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। পূর্ণ আয়ুঃ, কর্মধা। বি; ক্লী।

পূর্ণাহুতি—যজ্ঞের শেষ আহুতি; কার্যের সমাপ্তি-সাধক ক্রিয়া। পূর্ণ আহুতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণিত—পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

পূর্ণিমা—শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি। পূর্ণি (পূরণ)—মা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পূর্ণেন্দু—পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণ ইন্দু, কর্মধা। বি; পুং।

পূর্ণোপমা—উপমালংকার বিঃ (সাদৃশ্য-বাচক 'যথা' প্রঃ শব্দের উল্লেখে পূর্ণোপমা অলংকার হয়; যথা,—

"আইলেন প্রভঞ্জন সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।"—
(মাইকেল)।

পূর্ণা উপমা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ত(র্ত্ত)—১। সাধারণের উপকারের জন্য পুষ্করিণী কূপ প্রঃ খনন; পালন; পূরণ। পৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। সাধারণের উপকারার্থে খাত জলাশয়াদি। পৃ+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

পূর্ত(র্ত্ত)বিভাগ সাধারণের উপকারের জন্ত পথঘাট তৈয়ারি, খালবিল কাটা প্রঃ সম্বন্ধীয় কর্মবিভাগ, Public Work-Department. মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্তি(র্ত্তি)—পূর্ণতা ; পরিপূরণ ('উদর—') ; সফলীকরণ, সিদ্ধি। পৄ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)—১। আদ্য, প্রথম ; আগেকার ; সামনের ; সমগ্র ; জ্যেষ্ঠ ; পুরাকালীন ; প্রাচ্যদেশীয়। সর্ব, বিণ। ২। পূর্বপুরুষ। বি ; পুং। ৩। কারণ ; ইতিবৃত্ত। পূর্ব্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)ক—(বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদ) পূর্বে বা আগে করিয়া পরে, পুরঃসর (যথা—প্রণামপূর্বক)। বিণ বা ক্রি-বিণ। স্ত্রী—**পূর্বিকা**।

পূর্ব(র্ব্ব)কথিত—যাহা আগে বলা হইয়াছে এমন। পূর্বে কথিত, সুপ্‌। বিণ।

পূর্ব(র্ব্ব)কায়—শরীরের উপর ভাগ (নাভির উর্ধ্বভাগ হইতে)। পূর্ব কায়ের, একদেশী। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)কাল—প্রাচীনসময়, পুরাকাল। কর্মধা। বি ; পুং। বিণ, **-কালীন**।

পূর্ব(র্ব্ব)কালিক—পূর্বকালসাধ্য ; পূর্ব-কালজাত ; আগেকার ; প্রাচীন কালের। পূর্বকাল+ইক (ঠন্‌) ভবার্থে। বিণ।

পূর্ব(র্ব্ব)গানুকৃতি—কোন প্রাণিমধ্যে পূর্বপুরুষের আকৃতি-প্রকৃতির সাদৃশ্য, atavism. পূর্বগের (পূর্বপুরুষের) অনুকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)গামী (-গামিন্‌)—যে অগ্রে গমন করে এমন, অগ্রগামী ; যে পূর্বদিকে গমন করে এমন। উপতৎ ; পূর্ব—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী, -নী**।

পূর্ব(র্ব্ব)জ, -জন্মা (-জন্মন্‌)—১। যে আগে জন্মিয়াছে এমন, জ্যেষ্ঠ। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; চন্দ্রলোকস্থ পিতামহাদি ; পূর্ব-পুরুষ ; ব্রাহ্মণ। উপতৎ ; পূর্ব—জন্‌+ড কর্তৃ ; পূর্বে জন্ম (জন্মন্‌) যাহার, বহু। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)জন্ম (-জন্মন্‌)—আগেকার জন্ম, বর্তমান জন্মের পূর্বকার জন্ম। পূর্ব জন্ম, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)জন্মা—'পূর্বজ' দ্রঃ।

পূর্ব(র্ব্ব)জন্মার্জি(র্জ্জি)ত—বর্তমান জন্মের আগেকার জন্মে কৃত কর্মের ফলে লব্ধ। পূর্বজন্মে অর্জিত, ৭মীতৎ। বিণ।

পূর্ব(র্ব্ব)জা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পূর্বজ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)জীবন—অতীত জীবন, বর্তমান-কালের আগেকার সময়। পূর্ববর্তী জীবন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)জ্ঞান—পূর্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, কোন বিষয়ে পূর্বতন জ্ঞান ; পূর্বজন্মার্জিত জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্মধা। ২। ভাবী কাল সম্বন্ধে জ্ঞান ; পূর্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া, অগ্রজ্ঞান, anticipation. ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)তন—পুরাকালীন, পূর্বকার। পূর্ব+তন (ট্যু, তুট্‌) ভবার্থে ('সায়ন্তন' প্রঃর অনুকরণে গঠিত শব্দ)। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

পূর্ব(র্ব্ব)দক্ষিণ—অগ্নিকোণ। পূর্ব ও দক্ষিণ যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)দেব—অসুর, দৈত্য। পূর্ব (শ্রেষ্ঠ) দেব যাহা হইতে, বহু। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)নিপাত—সমাসে কোন শব্দের আগে বসা। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)পক্ষ—শাস্ত্রীয় প্রশ্ন, বিচার্য বিষয় proposition ; অভিযোগ ; শুক্লপক্ষ। পূর্ব (প্রথম) পক্ষ (বিতর্কাদি), কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)পদ—(ব্যাক) সমাসবদ্ধ পদ-সমূহের সর্বাদিভূত পদ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পূর্ব(র্ব্ব)পর্ব(র্ব্ব)ত—উদয়াচল, উদয়-গিরি। পূর্ব (পূর্বদিক্‌স্থিত) পর্বত, কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)পিতামহ—প্রপিতামহ। পূর্বের (পিতার) পিতামহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)পুরুষ—পিতৃপুরুষ ; পিতা বা মাতার বংশের পূর্বজাত লোক ; একই বংশে পূর্বে যিনি জন্মিয়াছিলেন। পূর্বজাত পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)ফল্গুনী—নক্ষত্র বিঃ [অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত একাদশ নক্ষত্র]। পূর্বা (প্রথমা) ফল্গুনী (নক্ষত্র বিঃ), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)বঙ্গ—বঙ্গদেশের পূর্বাংশ, ঢাকা ময়মনসিংহ বরিশাল চট্টগ্রাম প্রঃ জেলা (বর্তমানে ইহা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত)। পূর্ব বঙ্গের, একদেশী। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)বৎ—পূর্বের ন্যায়, আগের মত। পূর্ব+বতিচ্‌ তুল্যার্থে। অ।

পূর্ব(র্ব্ব)বর্ণিত—পূর্বে যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

পূর্ব(র্ব্ব)বর্তি(র্ত্তি)তা—আগে থাকা, precedence. পূর্ববর্তিন্‌+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-বর্তী** (**-বর্তিন্‌**)।

পূর্ববর্তী (-বর্তিন্‌), **পূর্ব্ববর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্‌)—আগেকার ; প্রাগ্বর্তী ; অগ্রসর। উপতৎ ; পূর্ব—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

পূর্ব(র্ব্ব)বাদ—প্রথম আবেদন ; প্রথম অভিযোগ, প্রথম নালিশ। কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)বাদী (-বাদিন্‌)—যে ব্যক্তি প্রথমে নালিশ করে, বাদী। উপতৎ ; পূর্ব—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)বিকাশ—প্রথম স্ফুরণ ; প্রথম প্রকাশ। কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)ভাদ্রপদ, -ভাদ্রপদা—নক্ষত্র বিঃ, অশ্বিনী প্রঃ সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশ নক্ষত্র। পূর্ব (প্রথম) ভাদ্রপদ, ভাদ্রপদা (নক্ষত্র বিঃ), কর্মধা। বি ; পুং, স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)মীমাংসা—মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত শ্রুতি-স্মৃতির সমন্বয়-সাধক দর্শনশাস্ত্র। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)রঙ্গ—১। নাটকাভিনয়ের আরম্ভে নান্দীপাঠাদি ; প্রস্তাবনা, নাটকের উপাখ্যান-বস্তুর অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে সূত্রধারকৃত সংগীতাদি, prologue. পূর্ব—রন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ অধি। ২। মনোভাব, মনোবৃত্তি, propensity. পূর্বজাত রঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)রাগ—প্রথমানুরাগ, পরস্পর দর্শন বা শ্রবণাদির দ্বারা অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার অমিলন নিবন্ধন অবস্থা বিঃ ; বিবাহের পূর্বে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন, courtship. কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)রাত্র—রাত্রির প্রথম ভাগ। পূর্ব রাত্রির, একদেশী (অচ্‌ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)রীতি—প্রাচীন প্রথা, পুরাতন রীতি ; আদি প্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পূর্ব(র্ব্ব)রূপ—অর্থালংকার বিঃ ; ভাবি রোগের পূর্বলক্ষণ, ভাবিচিহ্ন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পূর্ব(র্ব্ব)লক্ষণ—ভাবি-বিষয়ের চিহ্ন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পূর্ব(র্ব্ব)লেখ—খসড়া, পূর্বকল্পনা, draft. কর্মধা। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)শৈল—উদয়-পর্বত। কর্মধা। বি ; [পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)সংস্কার—পূর্বের ধারণা ; বাল্যের অভ্যাসগত ধারণা ; পূর্বজন্মের অভ্যাসগত ধারণা বা স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

পূর্ব(র্ব্ব)সার—অগ্রগামী। উপতৎ ; পূর্ব সার (গমন) যাহার, বহু। বিণ।

পূর্ব(র্ব্ব)স্বত্ব—দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত দেনাদারের কোনো সম্পত্তি পাওনাদারের হাতে রাখার অধিকার, lien ; অস্থায়িভাবে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় সেই চাকুরিতে ফিরিয়া আসিবার অধিকার। পূর্ব-প্রাপ্ত স্বত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

পূর্বা(র্ব্বা)—১। পূর্বদিক্‌। বি ; স্ত্রী। ২। আদ্যা, প্রথমা ; সমগ্রা ; জ্যেষ্ঠা ; পুরা-কালীনা ; প্রাচ্যদেশীয়া। পূর্ব+আপ্‌। সর্ব, বিণ ; স্ত্রী।

পূর্বা(র্ব্বা)চল—উদয়-পর্বত। পূর্বস্থিত অচল (পর্বত), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)দ্রি—উদয়-পর্বত। পূর্ব অদ্রি (পর্বত), কর্মধা। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)ধিকার—পূর্বের দখল, পূর্বের স্বত্ব। কর্মধা। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)নুবৃত্তি—পূর্বানুক্রম, পূর্বগামী বিষয়ের অনুগমন; পূর্বকথিত বিষয়ের পরে আলোচনা; (জীববিদ্যা) পূর্বপুরুষের চরিত্র পুনরায় লাভ করা, reversion. পূর্বের অনুবৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পূর্বা(র্ব্বা)নুরাগ—প্রথম ভালবাসা, প্রথম প্রণয়। কর্মধা। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)পর—১। আনুপূর্বিক। পূর্ব এবং অপর, দ্বন্দ্ব; পূর্বাপর+অচ্ যুক্তার্থে। বিণ। ২। পূর্বদিক্ ও পশ্চিমদিক্। দ্বন্দ্ব। সব। [৬ষ্ঠীতৎ। অ।

পূর্বা(র্ব্বা)পেক্ষা—আগের চেয়ে।

পূর্বা(র্ব্বা)বধি—আগে হইতে, পূর্ব হইতে। সুপ্। বাংপ্র। অ।

পূর্বা(র্ব্বা)ভাষ—সূচনা, মুখবন্ধ, কোন ব্যাপারের পূর্বে তাহার ভবিতব্যতার বর্ণনা, ভবিতব্য বিষয়ের ইঙ্গিত। পূর্ব আভাষ, কর্মধা। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)ভিমুখ—যাহার মুখ পূর্বদিকে এমন। পূর্বের অভি (দিকে) মুখ যাহার, ত্রিপদ বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

পূর্বা(র্ব্বা)ভ্যাস—আগেকার অভ্যাস। কর্মধা। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)র্ধ(র্দ্ধ)—প্রথম অর্ধাংশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

পূর্বা(র্ব্বা)শা—১। পূর্বদিক্। পূর্বা আশা (দিক্), কর্মধা। ২। আগেকার আকাঙ্ক্ষা, পূর্বের প্রত্যাশা। পূর্বের আশা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

পূর্বা(র্ব্বা)শ্রম—সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের গৃহস্থ অবস্থা। পূর্ব আশ্রম, কর্মধা। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)ষাঢ়া—নক্ষত্র বিঃ, অশ্বিনী প্রঃ সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্বা(র্ব্বা)হ—পূর্ব দিন, আগেকার দিন। পূর্ব অহ (অহন্-শব্দ), কর্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)হ্ণ—দিনের প্রথমভাগ, দিনের প্রথম ১০ দণ্ড, মধ্যাহ্নের পূর্ববর্তী কাল। পূর্ব অহের (অহন্-শব্দ), একদেশী (টচ্ সমাসান্ত—অহন্-স্থানে অহ্ণ)। বি; পুং।

পূর্বা(র্ব্বা)হ্ণিক—যাহা দিনের প্রথম ভাগে করা উচিত বা করিতে হইবে এমন, পূর্বাহ্ণসম্বন্ধীয়। < পৌর্বাহ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পূর্বি(র্ব্বি)তা—পূর্ববর্তিতা, প্রথমে বিবেচিত বা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা, priority. পূর্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পূর্বো(র্ব্বো)ক্ত—যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে এরূপ, প্রথমোক্ত। পূর্বে উক্ত, সুপ্। বিণ।

পূর্বো(র্ব্বো)ত্তরা—পূর্ব ও উত্তরের মধ্যবর্তিনী দিক্, ঈশান-কোণ। পূর্ব ও উত্তর যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

পূর্বো(র্ব্বো)দ্ধৃত—আগে যাহার উদ্ধার করা হইয়াছে এমন; আগে যাহা অন্য লেখকের লেখা হইতে আনিয়া লিখিত বা কথিত হইয়াছে এরূপ। ৭মীতৎ অথবা সুপ্। বিণ।

পূষণ—সূর্য। <পূষন্। প্রা কপ্র। বি।

পূষা (পূষন্)—১। সূর্য। বি; পুং। ২। পৃথিবী। পুষ্+কনিন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

পৃক্ত—মিশ্রিত; সংলগ্ন, যুক্ত, সংশ্লিষ্ট; সম্পর্কবান্; যুক্ত। পৃচ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পৃক্তি—মিশ্রণ; যোগ, সংস্পর্শ; সম্পর্ক। পৃচ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পৃচ্ছা—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। প্রচ্ছ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—**পৃষ্ট**।

পৃতনা—সেনা, সৈন্যদল। পৃ+তনন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পৃথক্—আলাদা, ভিন্ন, অন্য, ইতর; নানা-রূপ। প্রথ্+অজ্ কর্তৃ বা কক্ কর্ম। অ; বিণ। বি—**পৃথকত্ব, পার্থক্য**।

পৃথক্করণ—আলাদা করা। পৃথক্—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পৃথক্কৃত—যাহাকে আলাদা করা হইয়াছে এমন। পৃথক্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পৃথগন্ন—১। ভিন্ন হাঁড়ি, এক পরিবারের লোক হইয়াও যাহাদের খাওয়া দাওয়ার ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে এমন; ভিন্ন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পৃথক্ অন্ন যাহাদের, বহু। বিণ। ২। বিভক্ত পরিজন; যে পরিবারে অন্নবস্ত্র এবং অন্যান্য স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে তাহা। বি; ক্লী।

পৃথগাত্মতা—বিরাগ; ভেদ; স্বরূপগত পার্থক্য; ইতরবিশেষ-বিবেচনা, বিবেক। পৃথক্ (ভিন্ন) আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু; পৃথগাত্মন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পৃথগাত্মা (-ত্মন্)—ভিন্নস্বভাব; স্বতন্ত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট। পৃথক্ আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

পৃথা—কুন্তী, পাণ্ডুর স্ত্রী; ব্রাহ্মী বিঃ। প্রথ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পৃথিবী, পৃথ্বী—ভূমি, ধরা, জগৎ। প্রথ্+ষিবন্ কর্তৃ+ঈপ্; পৃথু (স্থূল)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৃথিবীপতি, -পাল—ভূপতি, রাজা; যম। পৃথিবীর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ; পৃথিবী—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পৃথু—১। প্রাচীনকালের নৃপ বিঃ, বেণরাজ-পুত্র; অগ্নি। বি; পুং। ২। কৃষ্ণজীরা; আফিম, আহিফেন। বি; স্ত্রী। ৩। বিস্তৃত; বিশাল, বৃহৎ; স্থূল। প্রথ্+কু কর্তৃ। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী—**পৃথ্বী**।

পৃথুক—১। শিশুপ্রায়, শাবক, বাচ্চা। প্রথ্+কুকন্। বি; পুং। ২। চিড়া, চিপিটক। পৃথু—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

পৃথুল—বৃহৎ, বড়; বিস্তৃত; স্থূল, মহৎ। পৃথু+লচ্ স্বার্থে। বিণ।

পৃথ্বী—'পৃথিবী' দ্রঃ।

পৃথ্বীধর—পর্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৃথ্বীশ—পৃথিবীপতি। পৃথ্বীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৃশ্নি, পৃশ্নী—১। আকারে ছোট, অল্পশরীর; ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম; পাতলা; দুর্বল। বিণ। ২। রশ্মি, কিরণ; সুতপোরাজমহিষী [ইনি জন্মান্তরে দেবকী হইয়াছিলেন]; পৃথিবী; রত্ন; জলের পানা। স্পৃশ্ বা প্রচ্ছ্+নি কর্ম (নিপা)। বি; স্ত্রী।

পৃষ্ট—যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এমন, জিজ্ঞাসিত। প্রচ্ছ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পৃষ্টি—১। প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। প্রশ্নকারক; পার্শ্বস্থ। প্রচ্ছ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বিণ।

পৃষ্ঠ—পিঠ, পশ্চাদ্ভাগ; পত্রাদির এক পিঠ। পৃষ্+থক্ কর্ম, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠতঃ (-তস্), (> -ত)—পিছন দিকে, পশ্চাদ্ভাগে; পৃষ্ঠদেশে; পৃষ্ঠদেশ। পৃষ্ঠ+তস্ সপ্তম্যর্থে। অ।

পৃষ্ঠদান—পলায়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠদান করা—পিছন ফিরিয়া পলায়ন করা।

পৃষ্ঠদেশ—পিঠ, পশ্চাদ্ভাগ। পৃষ্ঠই দেশ, কর্মধা। বি; পুং।

পৃষ্ঠপোষক—উৎসাহ এবং সাহায্য-প্রদানকারী, patron; সহায়তাকারী, সহায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পোষিকা**।

পৃষ্ঠপোষণ—সাহায্যকরণ, উৎসাহ-প্রদান ও সহায়তাকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠপ্রদর্শন—পলায়ন, ভাগিয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠবংশ—(শারীরবিদ্যা) পৃষ্ঠাস্থি, মেরুদণ্ড, vertebral column. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৃষ্ঠব্রণ—পিঠের ফোঁড়া। পৃষ্ঠজাত ব্রণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

পৃষ্ঠভঙ্গ—পরাস্ত হইয়া পলায়ন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন। ৭মীতৎ। বি; পুং।

পৃষ্ঠরক্ষক—পৃষ্ঠপোষক, সহায়; যে পশ্চাদ্-

ভাগ রক্ষা করে এমন ; পার্শ্বরক্ষী, body-guard. ৬তীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -রক্ষিকা।

পৃষ্ঠরক্ষা—সাহায্য ; পশ্চাদ্ভাগরক্ষণ। ৬তীতৎ। বি ; স্ত্রী।

পৃষ্ঠা—বইএর পাতার এক এক পিঠ, পুস্তকের পত্রাঙ্ক। <পৃষ্ঠ। বি।

পৃষ্ঠাঘাত—পিঠের উপরে জাত দুষ্ট ব্রণ বা ঘা, curbuncle. পৃষ্ঠে আঘাত, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

পৃষ্ঠাঙ্ক—পৃষ্ঠার চিহ্ন ; পৃষ্ঠার লিখিত সংখ্যা ; পুস্তকের পৃষ্ঠার ক্রমসূচক অঙ্ক। পৃষ্ঠাসূচক অঙ্ক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

পেঁক—অঙ্কুর। প্রাদে। বি। [বি।

পেঁকাটি—পাটশোলা, পাটকাঠি। প্রাদে।

পেঁকো—পাঁকযুক্ত, পাঁকের মত। পাঁক (<পঙ্ক)+ও (<উয়া) যুক্তার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পেঁখে—পেকে (তাহা দ্রঃ)।

পেঁচ, প্যাঁচ—স্ক্রুপ ; ক্লেশ, কষ্ট ; কাগজের ঘুড়ির সুতাকাটাকাটি ; লেঠা, মুশকিল ; চক্রান্ত ; কুটিলতা ; জটিল সমস্যা ; কুস্তির কায়দা ; পাক। <ফা 'পেচ'। বি।

পেঁচা—১। পেচক। <পেচক। বি ; পুং। স্ত্রী—**পেঁচী**। ২। বোঁচা, চেপটা। বিণ। ৩। মোড়ানো। প্রাদে। ক্রি।

পেঁচানো—পাকানো ; জড়ানো ; পাক-দেওয়া, গুটান। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পেঁচালো, প্যাঁচালো, পেঁচাও, পেঁচোয়া—কুটিল, পাকযুক্ত, ঘোরাল, পেঁচযুক্ত। পেঁচ, প্যাঁচ+আলো যুক্তার্থে, আও (<ওয়া)। বাংপ্র। বিণ।

পেঁচো—শিশুদের রোগ বিঃ ; আঁতুড়ে শিশুদের ধনুষ্টংকার-রোগজনক অপদেবতা (সাধারণের ধারণা—পঞ্চানন্দ-নামক দেবতার আক্রমণে এই রোগ হয়)। বাংপ্র। বি। **পেঁচোয় পাওয়া**—আঁতুড়ে শিশুদের ধনুষ্টংকার রোগ হওয়া। [বি।

পেঁজ—পিয়াজ, পলাণ্ডু। <ফা 'পিয়াজ'।

পেঁজা—১। তুলা প্রঃর আঁশ পৃথক্ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। যাহার মধ্যে মধ্যে সুতা সরিয়া গিয়াছে এমন ('— কাপড়')। বাংপ্র। বিণ।

পেঁটরা—ঝাঁপি, পেটিকা, তোরঙ্গ। <পেটক। বি।

পেঁড়া, পেড়া—একপ্রকার ক্ষীরের মিঠাই ; পেঁটরা। <পেটক। বি।

পেঁদানো—বেদম প্রহার করা (অশিষ্ট)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**পেঁদানি**।

পেঁনপেঁন—ক্রমাগত কান্না ("পেঁপো আর পেঁনপেঁন সারাটা দিনই"—গোবিন্দ)। বাংপ্র। অ।

পেঁপে—ফল বিঃ। <পো 'papaya'। বি।

পেঁপোঁ—টানাসুরে কাঁদা ; সানাইয়ের সুর। বাংপ্র। বি।

পেঁয়াজ—পলাণ্ডু। <ফা 'পিয়াজ'। বি।

পেকে, পেঁখে—সার্শি ; তালপাতার তৈরী একপ্রকার ছাতি ; মইয়ের ধাপ। বাংপ্র। বি। [কপ্র। বি।

পেখন—দেখা, সাক্ষাৎ। <প্রেক্ষণ। প্রা

পেখম—ময়ূরের লেজ ছড়ানো ; পাখা, পক্ষ। <পক্ষম্। বি। **পেখম ধরা**—লেজ খাড়া করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া ; (ব্যঙ্গে) শোভাসম্পন্ন হওয়া।

পেখা—দেখা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**পেখই, পেখত**—দেখিতেছ। **পেখলু, পেখলুঁ, পেখলুঁ**—দেখিলাম ("পেখলু পিয়া মুখ চন্দা"—বিদ্যা)। **পেখহ**—দেখ।]

পেচক—পেঁচা ; হস্তীর পুচ্ছমূল বা শুণ্ডাগ্র ; গুহ্যদেশাচ্ছাদক মাংসপিণ্ড বিঃ ; পর্যঙ্ক ; মেঘ। পচ্+অক (বুন্) কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং। স্ত্রী, **-কী**।

পেচাল—বাজে কথা ; অতিরিক্ত কথা বলা ; অশ্লীল কথা। প্রাদে। বি।

পেছন—পশ্চাৎ। <পশ্চাৎ। বি।

পেছপা, পেছপাও—পশ্চাৎপদ। বহু। বাংপ্র। বিণ।

পেছলী—বাকী, সাবেক, পশ্চাদ্বর্তী। বাংপ্র। বিণ।

পেছু—পিছনে। বাংপ্র। অ। **পেছু ডাকা**—গমনে বাধা দেওয়া, পিছন হইতে ডাকা। **পেছু লওয়া**—ক্ষতি করিবার জন্য পশ্চাদনুসরণ করা। **পেছু লাগা**—জ্বালাতন করিতে থাকা।

পেজী—পৃষ্ঠাযুক্ত ('ষোল—')। <ইং 'page'. বিণ।

পেজোমো, -মি—দুষ্টামি, পাজির আচরণ। পাজি+মো, মি ভাবে, কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

পেট—উদর ; গর্ভ ; অন্তঃকরণ, পেটের কথা ; উদরান্ন ('— চালানো') ; কুক্ষি। বাংপ্র। বি। **পেট আঁটা**—কোষ্ঠবদ্ধতা হওয়া ; তরল দাস্ত বন্ধ হওয়া। **পেট কামড়ানো**—অন্ত্রে যন্ত্রণা হওয়া ; বাহ্যের বেগ হেতু পেট ব্যথা করা। **পেট খসা**—গর্ভপাত হওয়া। **পেট খারাপ করা, ছাড়া**—পেটের অসুখ হওয়া, দাস্ত হওয়া। **পেট চলা**—জীবিকা নির্বাহ হওয়া। **পেট জ্বলা**—তীব্র ক্ষুধাবোধ হওয়া। **পেট ডাকা**—পেটে বায়ুর প্রকোপের জন্য শব্দ হওয়া। **পেট ধরা**—তরল দাস্ত বন্ধ হওয়া। **পেট নরম হওয়া**—পেট খারাপ হওয়া। **পেট নামা**—দাস্ত হওয়া। **পেট মরা**—হজমশক্তি নষ্ট হওয়া ; বেশী খাইবার শক্তি নষ্ট হওয়া। **পেট হওয়া**—গর্ভ হওয়া। **পেটে কালির আঁচড় থাকা**—লেখাপড়ার জ্ঞান থাকা। **পেটে ধরা**—গর্ভে ধারণ করা। **পেটে পেটে**—ভিতরে ভিতরে, মনে মনে। **পেটে রাখা**—ব্যক্ত না করা। **পেটের কথা**—গুপ্ত রহস্য, মনের গোপন কথা। **পেটের ছেলে**—গর্ভস্থ সন্তান। **পেটের দায়**—উদরান্ন-সংস্থানের গরজ।

পেট, পেটক, পেটা, পেটিকা, পেটী—পেটরা, ঝাঁপি ; প্রভৃতি ; সমূহ। পিট্ (সংহত হওয়া)+অচ্ কর্তৃ ; পিট্+ণক কর্তৃ ; পিট্+অচ্ কর্তৃ+আপ্ ; পেটক+আপ্ ; পেট+ঈপ্। বি ; পুং, পুং বা স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী।

পেটকুয়া, -কো—লোভী, পেটুক। পেট+কুয়া, কো আসক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পেটভাতা—শুধু খাইতে দিয়া, বা খাইতে পাইয়া অর্থাৎ বিনা বেতনে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

পেটমরা—অন্নাভাবে যাহার উদর খুব ছোট এমন, শীর্ণোদর। বহু। বাংপ্র। বিণ।

পেট-মোটা—ভুঁড়িবিশিষ্ট ; ভোগহেতু ভুঁড়িওয়ালা ; সংগতিপন্ন। বহু। বাংপ্র। বিণ। [বি।

পেটরা—পেটিকা, পেটেরা। <পেটক।

পেটরোগা—অজীর্ণ রোগে পীড়িত। পেটরোগ+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

পেটসর্ব(র্ব)স্ব—পেটুক, অতিরিক্ত ভোজনপ্রিয়। পেটই সর্বস্ব যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

পেটা—১। আঘাত করা ; প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। পিটিয়া প্রস্তুত, পিষ্ট। বাংপ্র। বিণ। **পেটা লোহা**—উৎকৃষ্ট লোহা,—যাহা পিটাইয়া ইচ্ছামত আকারে পরিণত করা যায়, wrought iron.

পেটাই—পেটার কাজ ; পেটাই-এর মজুরি। পেটা+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

পেটাও—১। যাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি লইয়া চাষ করে তাহারা। বি। ২। অধীন ; পক্ষীয় ; আজ্ঞাবহ। বাংপ্র। বিণ।

পেটা-ঘড়ি—পিটিয়া বাজাইবার ঘড়ি, gong. কর্মধা। বাংপ্র। বি।

পেটানো—মারা, আঘাত করা ; অপরের দ্বারা মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পেটার্থী—ভোজনকামী ; পেটুক। বাংপ্র। বিণ।

পেটি—মাছের কোল, মাছের পেটের অংশ ; কোমরবন্ধ। বাংপ্র। বি।

পেটিকা, পেটী—'পেট' (২য়) দ্রঃ।

পেটী—মাছের পেটের অংশ। বাংপ্র। বি।
পেটুক—উদরম্ভরি, উদরসর্বস্ব। পেট+উক আসক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।
পেটেণ্ট—গভর্নমেণ্টের সনন্দবলে কোন নবাবিষ্কৃত বস্তুর বিক্রয়ে একাধিকার, কাহারও নিজস্ব বস্তু। <ইং 'patent.' বি।
পেটেল—গ্রামের প্রধান ব্যক্তি; সহকারী; যে সূতা পাট করিয়া দেয়; মহারাষ্ট্রদেশের জমিদার। বাংপ্র। বি।
পেটো—১। কলাগাছের খোলা; কপালের উপর ঢাকিয়া কেশবিন্যাস। <পত্র। বি। ২। পাট হইতে প্রাপ্ত; পাটের তৈয়ারী। পাট+ও (<উয়া) নির্মিতার্থে। বাংপ্র। বিণ।
পেটোয়া—অধীন; আজ্ঞাবহ, অনুগত। বাংপ্র। বিণ।
পেট্রল—কেরোসিনজাতীয় তৈল বিঃ। <ইং 'petrol'. বি।
পেড়া—১। বেত প্রঃ তৈয়ারী পেটিকা। <পেটক। ২। ক্ষীরের মিষ্টান্ন বিঃ। হি। বি। [বি।
পেড়ি—বাঁশের ঝাঁপি, পেটিকা। প্রা কপ্র।
পেণ্ট, প্যাণ্ট, পেণ্টালুন, পেণ্টুলন, পেণ্টলান, পেণ্টুলুন—পা-জামা, ইজার বিঃ। <ইং 'pantaloon'. বি।
পেণ্ডুলাম—ঘড়ির দোলক। <ইং 'pendulum'. বি।
পেত্নী—স্ত্রীজাতীয় ভূত; অতি কুরূপা স্ত্রী। <প্রেত্নী। বি; স্ত্রী।
পেত্যানো—বিশ্বাস জন্মানো; মন্ত্রণা দেওয়া; ভরসা দেওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
পেত্তিনী, পেত্নী—পেত্নী। বাংপ্র। বি।
পেতে—১। চুপড়ি। <পত্র। বি। ২। স্থাপন করিয়া, বিছাইয়া; প্রাপ্ত হইতে। বাংপ্র। অস-ক্রি। [বি।
পেতেন—বাক্স প্রঃ রাখিবার বেঞ্চ। প্রাদে।
পেত্নী—পেতনী (তাহা দ্রঃ)।
পেথে—চুপড়ি। প্রা কপ্র। বি।
পেন—কলম, লেখনী; ঝরনা কলম। <ইং 'pen'. বি। [বি।
পেনা—কাষ্ঠাদির শলাকা। <ইং 'pin'.
পেনিসিলিন—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিঃ। <ইং 'penicillin'. বি।
পেনেট—শিবলিঙ্গের নিম্নে অবস্থিত গৌরীপট্ট। বাংপ্র। বি।
পেন্সন, পেনসন—চাকরি ছাড়িবার পর প্রাপ্ত বৃত্তি। <ইং 'pension'. বি।
পেন্সিল—গ্রাফাইট (কৃষ্ণসীসক) বা পাথরে তৈরি লেখনী। <ইং 'pencil'. বি।
পেম—প্রেম, প্রণয়। <প্রেম। বি।

পেয়—১। পান করিবার বস্তু, পানীয়। পা+যৎ কর্ম। বিণ। ২। জল; দুগ্ধ; চতুর্বিধ ষড়্‌বিধ বা অষ্টবিধ অন্নান্তর্গত অন্ন বিঃ। বি; স্ত্রী।
পেয়াদা, পিয়াদা—পত্রবাহক; পিয়ন। <ফা 'পিয়াদহ্'। বি।
পেয়ার, পিয়ার—প্রীতি, আদর। <প্রিয়কার। বি।
পেয়ারা, পিয়ারা—একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। <পো 'pera'. বি।
পেয়ালা, পিয়ালা—পাত্র বিঃ, বাটি; পানপাত্র, কাপ। <ফা 'পিয়ালহ'। বি।
পেরনো—পার হওয়া; অতিক্রান্ত হওয়া ('পাঁচ মাস —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
পেরা—পেড়া, ধুচনি চুপড়ি ইঃ। প্রা কপ্র। বি।
পেরানো—পার হওয়া ("বেগবন্ত ব্রহ্মপুত্র পেরানো না যায়"—ঘনরাম)। প্রা কপ্র। বি।
পেরু—১। অগ্নি; সূর্য; সমুদ্র। পা+রু কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (নিপা)। বি; পুং। ২। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রথমে আনীত মোরগজাতীয় পক্ষী, turkey. <পো 'peru'. বি।
পেরেক—গজাল, লোহা ইঃর কাঁটা। <পো 'prego'. বি।
পেল—মুষ্ক, অণ্ডকোষ। পেল+অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।
পেলব—কোমল, নরম; মৃদু; কৃশ, ক্ষীণ; বিরল; সূক্ষ্ম; ভঙ্গুর; লঘু। পেল (কম্প) —বা+ক কর্তৃ। বিণ। বি, -তা।
পেলল—আন্দোলিত। প্রা কপ্র। বিণ।
পেলা—অবলম্বন, চাড়া, ঠেস; যাত্রা প্রঃ গানে গায়ককে শ্রোতারা যে পুরস্কার দেয় তাহা। বাংপ্র। বি।
পেলেগ—প্লেগ, গ্রন্থিস্ফীতিসহ বিষমজ্বর বিঃ। <ইং 'plague'. বি।
পেলেন—১। সমতলক্ষেত্র; রেঁদা। বি। ২। সমতল, মসৃণ। ইং 'plane'. বিণ।
পেল্লায়—বিরাট; বিষম, ভীষণ। <প্রলয়। বিণ।
পেশ—দাখিল, সম্মুখে স্থাপন, দায়ের; মিল, প্রণয়। ফা। বি।
পেশওয়াজ, পেশবাজ—পেশোয়াজ (তাহা দ্রঃ)। ফা। বি।
পেশকবচ—দুই পার্শ্বে ধারবিশিষ্ট অস্ত্র বিঃ। ফা। বি।
পেশকজ—বক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিঃ, পেশকজ (ইহা কটিবন্ধের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়); কোমরবন্ধ; উপঢৌকন; সম্মান করিবার জন্য যাহা কিছু নজর দেওয়া যায় তাহা। ফা। বি।

পেশকার—আদালতের বিচারকের নিকট যে মকদ্দমায় কাগজপত্র পেশ বা দাখিল করে এরূপ কর্মচারী; জমিদারির কাগজপত্র যাহার জিম্মায় থাকে এবং যে ব্যক্তি আবশ্যকমত উহা কাছারিতে বা জমিদারের নিকট পেশ করে ও কাগজপত্র হেপাজতে রাখে এরূপ কেরাণী; সহকারী। ফা-মু। বি।
পেশকারি—পেশকারের পদ; পেশকারের কার্য। পেশকার+ই কর্মার্থে। ফা-মু। বি।
পেশমান—দুঃখিত; অনুতাপযুক্ত। <ফা 'পেশেমান'। বিণ।
পেশল, পেসল—সুন্দর, মনোহর; মৃদু, কোমল; দক্ষ, চতুর। পিশ্, পিস্+ঘঞ্ ভাব=পেশ, পেস; পেশ, পেস—লা+ক কর্তৃ। বিণ।
পেশা—ব্যবসায়, বৃত্তি, profession. <ফা 'পেশহ্'। বি।
পেশাদার—ব্যবসায়ী। পেশা+দার করে অর্থে। ফা-মু। বি। বিণ—**পেশাদারী**।
পেশি, পেশী—শরীরের মাংসপিণ্ড, যে যন্ত্র দ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া সমাধা হয়, muscle; ডিম্ব; খড়্গাদিকোষ, খাপ; সুপক্ব মুকুল; নদী বিঃ; রাক্ষসী বিঃ; পিশাচী বিঃ। পিশ্+ইন্ কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।
পেশীতন্তু—যে সকল তন্তু দ্বারা মাংসপেশী গঠিত হয় তাহা, muscular tissue. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
পেশীতন্ত্র—সন্নিবিষ্ট পেশীসমূহ, muscular system. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
পেশোয়া, পেশবা—(মারাঠা-রাজ্যের) প্রধান মন্ত্রী বা রাজা; পুরোহিত; নায়ক। ফা। বি।
পেশোয়াজ—কটি হইতে গুল্‌ফ পর্যন্ত বিলম্বিত কুঞ্চিত স্ত্রীলোকের পরিধেয় বিঃ, নর্তকীর ঘাগরা। ফা। বি।
পেশোয়ারী—পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত পেশোয়ার-নামক স্থানের অধিবাসী। পেশোয়ার+ঈ নিবাসার্থে। অসং। বি বা বিণ।
পেষক—মর্দনকারী, চূর্ণকারক। পিষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। **পেষক দন্ত**—প্রান্তস্থিত দন্ত-যাহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া ফেলা হয়।
পেষণ—১। মর্দন, বাটা; চূর্ণন। পিষ্+অনট্ ভাব। ২। পেষণপাত্র, খলাদি। পিষ্+অনট্ অধি। বি; স্ত্রী।
পেষণি, পেষণী—পেষণযন্ত্র, শিল-নোড়া; জাঁতা। পিষ্+অনি করণ; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ম। বিণ।
পেষল—কোমল, মৃদু। পিষ্+কলচ্

পেষা—পেষাই করা, বাটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বি।
পেষাই—পেষণ; পিষাইবার খরচ। বাংপ্র।
পেষানো—পেষাই করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
পেস্তা—বাদাম জাতীয় ভক্ষ্য বীজ বিঃ। <ফা 'পিস্তা'। বি।
পৈ—১। 'পই' দ্রঃ। **পৈ পৈ**—বার-বার। ২। মধ্যে ভিতরে। প্রা কপ্র। অ।
পৈছা, পৈঁছা—হাতের একপ্রকার গহনা। বাংপ্র। বি।
পৈঠা—১। সিঁড়ি, সোপান। <প্রতিষ্ঠা। বি। ২। প্রবেশ করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**পৈঠব**—প্রবেশ করিবে বা করিব। **পৈঠয়ে**—প্রবেশ করে। **পৈঠল**—প্রবেশ করিল। **পৈঠি**—প্রবেশ করিয়া। **পৈঠে**—প্রবেশ করে।] ৩। দখলী জমির বিবরণ প্রজার নাম-নম্বরী ভিটার সহিত মিলাইয়া যে কাগজে লেখা হয় তাহা। ফা। বি।
পৈতা—যজ্ঞোপবীত। <পবিত্রা। বি।
পৈতাধারী (-ধারিন্)-যাহার গলায় পৈতা আছে এমন, উপবীতধারী। উপতৎ; পৈতা—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।
পৈতানো—প্রত্যয় করা, বিশ্বাস করা। প্রা কপ্র। ক্রি।
পৈতামহ-ঠাকুরদাদার সহিত সম্পর্কিত, পিতামহসম্বন্ধীয়। পিতামহ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-হী**।
পৈতৃক—পিতা হইতে প্রাপ্ত; বাপের আমলের, পিতৃসম্বন্ধীয়; বাপ-ঠাকুরদাদার আমলের, পিতৃপিতামহাদিসম্বন্ধীয়। পিতৃ+ইক (ঠঞ্) সম্বন্ধার্থে, আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।
পৈত্ত, পৈত্তিক—পিত্তসম্বন্ধীয়, পিত্তজন্য ('— রোগ')। পিত্ত+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পৈত্তী, পৈত্তিকী**।
পৈত্র—তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগ। পিতৃ-সম্বন্ধীয় তীর্থ এই অর্থে, পিতৃ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; স্ত্রী।
পৈত্র, পৈত্র্য—পৈতৃক, পিতৃসম্বন্ধীয়। পিতৃ+অণ্, ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পৈত্রী**।
পৈত্রিক—পৈতৃক শব্দের অশুদ্ধ বানান।
পৈথান—যে শয়ন করিয়াছে তাহার পায়ের নিম্নদিক্ বা পায়ের দিক্। <পদ-স্থান। বি।
পৈরা—ঝোলা গুড়। প্রা কপ্র। বি।
পৈরাগ—প্রয়াগ। <প্রয়াগ। বি।
পৈলব—কোমলতা, পেলবতা। পেলব+অণ্ ভাবার্থে। বি; পুং।
পৈশা—প্রবেশ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।
পৈশাচ—১। পিশাচসম্বন্ধীয়। পিশাচ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চী**। ২। অষ্টপ্রকার-বিবাহান্তর্গত বিবাহ বিঃ, বলপূর্বক বিবাহ, মত্তা কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ। বি; পুং।
পৈশাচিক—পিশাচসম্বন্ধীয়; পিশাচের মত; ঘৃণিত; নিষ্ঠুর। পিশাচ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। বি—**পৈশাচিকতা, পিশাচ**।
পৈশুন, পৈশুন্য—সূচনা; খলতা; ঈর্ষা; শয়তানি, ধূর্ততা। পিশুন+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।
পো—১। ছেলে, পুত্র। <পুত্র। ২। এক সেরের চারিভাগের একভাগ, পোয়া। <পাদ। বি।
পোঁ—সানাই প্রঃ বাঁশির শব্দ; বাঁশির মত আওয়াজ। বাংপ্র। বি। **পোঁ ধরা**—অপরের সুরে সুর মিলানো; পরের গোড়ে গোড় দেওয়া।
পোঁচ—তুলিকা প্রভৃতি দ্বারা লেপ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।
পোঁচড়া, পোঁচলা—চুনকাম-করণ।
পোঁচা, পোঁছা—১। মুছিয়া ফেলা, লোপ করা। <'প্র-উঞ্ছ'-ধাতু। ক্রি। ২। মাছের লেজ, লেজা। <পুচ্ছ। বি।
পোঁচানো—মোছানো; অস্ত্র ঘষিয়া কাটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
পোঁটলা—'পোটলা' দ্রঃ।
পোঁটা—মাছের পটকা, নাড়ী, অন্ত্র, আঁত; কফ, নাকের মল। বাংপ্র। বি।
পোঁত—যতটুকু প্রোথিত করা হয় তাহার পরিমাপ; প্রোথন; প্রোথিত অংশ। বাংপ্র। বি।
পোঁতা—১। প্রোথিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। প্রোথিত। বিণ। ৩। প্রোথন, গৃহভিত্তির ধার। প্রাদে। বি।
পোকা—কীট, কৃমি। বাংপ্র। বি। **কানের পোকা বাহির করা**—এমন বিকট চিৎকার করা যে কানে পোকা থাকিলেও তাহা বাহির হইয়া পড়ে; পুনঃ পুনঃ চিৎকার করা। **পোকা ধরা**—পোকায় কাটা। **পোকা পড়া**—কোন জিনিস পচিয়া তাহাতে পোকার সৃষ্টি হওয়া। **পোকা পাড়া**—ভাল জিনিসকে মন্দ বলা। **পোকা বাছা**—তন্ন তন্ন করিয়া বাছা। **বইয়ের পোকা**—যে প্রায় সর্বদাই পুস্তক পাঠে রত থাকে, কেতাব-কীট, book-worm.
পোকামাকড়—কীটপতঙ্গ মাকড়সা ইঃ। বাংপ্র। বি।
পোক্ত, পোক্তা—পাকা, পরিপক; মজবুত; দৃঢ়, কঠিন। <ফা 'পুখ্ত'। বিণ।
পোখর, পোখরি—পুষ্করিণী। প্রা কপ্র। বি।
পোখরাজ—মণি বিঃ; পাথর বিঃ, topaz. <পুষ্পরাগ। বি।
পোগণ্ড—১। বিকলাঙ্গ। বিণ। ২। ৬ হইতে ১০ বর্ষের শিশু। পো (পবিত্র-কারক) গণ্ড (একদেশ) যাহার, বহু। বি; পুং।
পোট—১। স্পর্শ; মিলন। পুট্ (সংযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। সদ্ভাব, মিল, ভালবাসা। বাংপ্র। বি।
পোর্টফোলিও, পোর্টফলিও—চিঠিপত্র ইঃ রাখিবার জন্য বইয়ের আকারে নির্মিত কাগজের আধার; বিশেষ বিশেষ মন্ত্রীর দপ্তর। <ইং 'portfolio'. বি।
পোর্টম্যান, -ম্যান্টো—বাক্স; ট্রাঙ্ক; চামড়ার বাক্স। <ইং 'portmanteau'. বি।
পোটলা, পোঁটলা—কাপড়ে বাঁধা গাঁঠরি; বোচকা। বাংপ্র। বি।
পোটা—যে স্ত্রীলোকের দাড়ি আছে, পুং-লক্ষণা স্ত্রী। পুট্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
পোড়—জ্বলন, দহন; দগ্ধ অবস্থা। বাংপ্র। বি। **পোড়ের ভাত**—রোগীর পথ্য, কেবল ঘুঁটের আগুনে রান্না-করা ভাত (প্রাদেশিক—'পোরের ভাত')।
পোড়-খেকো—পরীক্ষিত, অভিজ্ঞ। পোড় (সংকটে পরীক্ষা) খাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।
পোড়ন—পোড় (তাহা দ্রঃ)।
পোড়নি—দহন, পুড়া। প্রা কপ্র। বি।
পোড়া—১। দগ্ধ; দুরদৃষ্টযুক্ত, হতভাগ্য; পুড়িয়া যাইবার ফলে উৎপন্ন ('— ঘা'); নিন্দিত; কলঙ্কযুক্ত। পুড়্+আ কর্তৃ। বিণ। ২। দগ্ধ করা বা হওয়া; অনুতপ্ত হওয়া; মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করা। ক্রি [, বি,]। ৩। দগ্ধ দ্রব্য ('বেগুন—')। বাংপ্র। বি।
পোড়া-কপালে—যাহার অদৃষ্ট মন্দ এমন, মন্দভাগ্য। পোড়া-কপাল+ইয়া, এ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-কপালী**।
পোড়ানে—যে যন্ত্রণা দেয় এমন; যে পোড়ায় এমন। বাংপ্র। বিণ।
পোড়ানো—১। দহন, পোড়। বি। ২। দগ্ধ করা; অতিশয় তপ্ত করা; অত্যন্ত জ্বালাতন করা; কলঙ্কিত করা; হাজান; যন্ত্রণা দেওয়া। বাংপ্র ক্রি। [, বি, বিণ]। বিণ- **পোড়ানে** (স্ত্রী—**পোড়ানী**)।
পোড়ার-মুখো—মুখপোড়া, হতভাগা, দগ্ধমুখযুক্ত (গালিতে ব্যবহৃত)। পোড়ার

(–পোড়া)-মুখ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, -মুখী।

পোড়েন—ওজনের বাটখারা; তাঁতের প্রস্থদিকের সুতা। বাংপ্র। বি।

পোড়ো ১। পরিত্যক্ত; জনশূন্য। পড়্ (<পত্)+ও কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। পড়ুয়া, ছাত্র। পড়্ (<পঠ্)+ও কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

পোত—বালক; শাবক; নৌকা জাহাজ ইঃ জলযান; গৃহনির্মাণস্থান, পোতা; দশমবর্ষীয় হস্তী। পূ+তন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পোতচালক—মাঝি, দাঁড়ি, নাবিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। স্ত্রী, -চালিকা।

পোতনায়ক—পোতাধ্যক্ষ, জাহাজাদির কাপ্তেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পোতবণিক্ (-বণিজ্)—জলপথে বাণিজ্যকারী, সাংযাত্রিক, নৌকাযোগে বাণিজ্যকারী। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

পোতবাহ—নাবিক, দাঁড়িমাঝি। উপতৎ; পোত—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পোতরক্ষ—নৌকা প্রঃর হাইল। পোত—রক্ষ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

পোতা—১। ঘরের ভিত, জমি হইতে ঘরের মেঝে পর্যন্ত, plinth; মেঝে <পোত। ২। নাতি। <পৌত্র। ৩। বড় পুঁথি। <পুস্তক। ৪। নৌকা। <পোত। ৫। অণ্ডকোষের বৃদ্ধি, কোরণ্ড। ফা। বি।

পোতা (পোতৃ)--যজ্ঞাদি কর্মে নিয়োজিত পুরোহিত বিঃ; বিষ্ণু। পূ+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

পোতাচ্ছাদন—তাঁবু। পোত (বস্ত্র)-নির্মিত আচ্ছাদন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

পোতাধান—পোনার ঝাঁক, ক্ষুদ্রমৎস্যসমূহ। পোতদিগের (মৎস্যশাবকদের) আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

পোতাধ্যক্ষ—জাহাজের কাপ্তেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পোতামাঝি—জাহাজের খালাসী; নাবিক; বলিষ্ঠ লোক। প্রা কপ্র। বি।

পোতারোহী (-রোহিন্)—যে নৌকা বা জাহাজে আরোহণ করিয়াছে এরূপ। উপতৎ; পোত—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -হিণী।

পোতাশ্রয়—যে স্থানে জাহাজাদি নির্বিঘ্নে নঙ্গর করা থাকে, harbour. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পোথা—পুস্তক। প্রা কপ্র। বি।

পোদ—বর্ণসংকর বাঙালী জাতি বিঃ। <পুণ্ড। বি।

পোদবৃত্তি—হীনকার্য; পোদজাতির ব্যবসায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

পোদ্দার—টাকা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম জানিবার জন্য যে পরীক্ষা করিয়া লয় সেই ব্যক্তি, মুদ্রাপরীক্ষক; টাকা পয়সা যে ব্যক্তি গণিয়া লয় সে; সোনা রূপা ইঃর বন্ধকগ্রহীতা। <আ-ফা 'ফোতহ্-দার'। বি।

পোদ্দারি—পোদ্দারের কাজ বা পদ। বাংপ্র। বি।

পোদ্দারী—পোদ্দারের; পোদ্দারসম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

পোনর, পোনের—পঞ্চদশ। <পঞ্চদশন্। বিণ।

পোনরই—মাসের পঞ্চদশ দিবস। পোনর+ই তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পোনা—রুই কাতলা ইঃ মাছের বাচ্চা। বাংপ্র। বি।

পোনামাছ—রুই কাতলা ইঃ মাছ। বাংপ্র। বি।

পো-পোয়াতী—মা ও ছেলে, সদ্যপ্রসূত শিশু ও তাহার মাতা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

পোয়া—চতুর্থাংশ; সিকি সের। <পাদক। বি।

পোয়াতী—অন্তঃসত্ত্বা; নবজাত সন্তানের জননী, প্রসূতি। <পুত্রবতী। বিণ।

পোয়ান—কুমারের চুলা। বাংপ্র। বি।

পোয়ানো, পোহানো—কাটানো, যাপন করা; প্রভাত হওয়া; গাত্রে অগ্নির বা সূর্যের তাপ লাগান। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পোয়াবারো—পাশা খেলায় এক বিন্দু এবং দুই ছকার দান; বিশেষ লাভ বা সুবিধা; ভাল সময়; সৌভাগ্য। বাংপ্র। বি।

পোয়াল—বিচালি, খড়। বাংপ্র। বি।

পোয়ালকুড়—খড়ের গাদা। প্রাদে। প্রা কপ্র। বি।

পোর্টম্যাণ্টো—পোর্টম্যান (তাহা দ্রঃ)।

পোর্তুগীজ—পোর্তুগাল দেশের অধিবাসী বা তৎসম্পর্কীয়। <ইং 'Portuguese'. বি বা বিণ।

পোল—১। সাঁকো, সেতু। <ফা 'পুল'। ২। নির্বাচনে ভোটদান; গণনা বা ভোট লিপিবদ্ধ করিবার স্থান। <ইং 'poll'. বি।

পোলা—ছেলে; শিশু। প্রাদে। বি।

পোলাও—ঘৃত এবং মাংস দ্বারা পক্ব অন্ন। <পলান্ন, অথবা <আ 'পুলাও'। বি।

পোলাপান—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বালক-বালিকাসমূহ। প্রাদে। বি।

পোলিং—ভোটদানের কার্য নির্বাহ বা পরিচালনা। <ইং 'polling'. বি।

পোলো—১। ঘোড়ায় চড়িয়া লম্বা লাঠি দ্বারা বল খেলা বিঃ; অশ্বারোহণে কন্দুকক্রীড়া, ঘোড়ায় চড়িয়া ভাঁটা খেলা। অসং। ২। মাছ ধরিবার বাঁশের খাঁচা বিঃ। ঃ [illegible]প্র। বি। [illegible]

পোশাক—পরিচ্ছদ। ফা। বি। [illegible]

পোশাকী—সব সময়ে না হইলেও যা চলে কিন্তু ভদ্র সমাজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। বাংপ্র। বিণ। **পোশাকী ভাষা**—সাধু ভাষা, আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা।

পোষ—বাধ্যতা, বশ্যতা; প্রতিপালকের বশবর্তিতা। <'পুষ্'-ধাতু। বি।

পোষ, পোষণ—পালন; বর্ধন; ধারণ। পুষ্ (পালন করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

পোষক—১। পালক; বাক্যের সমর্থনকারী। বিণ। স্ত্রী—পোষিকা। ২। (জীববিদ্যা) যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্ বা জীব বাঁচিয়া থাকে, host. পুষ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

পোষকতা—সহায়তা; সমর্থন; পালন। পোষক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পোষড়া—পৌষপার্বণ। বাংপ্র। বি।

পোষণ--'পোষ' দ্রঃ।

পোষণীয়—প্রতিপাল্য, পোষণযোগ্য। পুষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

পোষা—১। পালন করা; বশে আনা। বাংপ্র। ক্রি। ২। পালিত; গৃহপালিত; পোষিত, বশীকৃত। পুষ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। পালন, পোষণ। পুষ্+আ ভাব। বাংপ্র। বি।

পোষানি—পোষণের ব্যয়, পালনের খরচা। বাংপ্র। বি।

পোষানো—কার্যের উপযুক্ত হওয়া, প্রয়োজনানুরূপ হওয়া; সংকুলান হওয়া বা করা; পর্যাপ্ত হওয়া; যথেষ্ট হওয়া; পালন করানো; পোষ মানানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

পোষিত—পালিত, বর্ধিত। পুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পোষ্টা (পোষ্টৃ)—প্রতিপালক, পোষণকর্তা। পুষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—পোষ্ট্রী।

পোষ্টাই—১। পুষ্টিকর। বিণ। ২। পুষ্টি। বাংপ্র। বি।

পোষ্য—পোষণযোগ্য, প্রতিপাল্য; ভৃত্য। পুষ্ (পালন করা)+ণ্যৎ কর্ম। বি; পুং, বা বিণ।

পোষ্যপুত্র, -পুত্র—দত্তক পুত্র, অপুত্রক ব্যক্তি পিণ্ড ও বিষয় রক্ষার জন্য যাহাকে গ্রহণ করিয়া পালন করে সেই পুত্র। কর্মধা। বি; পুং।

পোষ্যবর্গ—যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, মাতাপিতা সন্তান অতিথি প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পোস্ট—১। ডাক, গভর্নমেন্টের চিঠি-পত্রাদি পাঠাইবার বিভাগ; পদ, চাকুরি; খুঁটি। বি। **বুক পোস্ট**- ডাকে পাঠাইবার দুই-মুখ-খোলা পত্রিকা, চিঠি বা বই। **ভি পি পোস্ট**- ডাকে প্রেরিত যে বস্তুর দাম বিলির সময়েই গ্রাহকের নিকট হইতে লওয়া হয়, v. p. post. ২। পরবর্তী। <ইং 'post'. বিণ। **পোস্ট গ্রাজুয়েট**—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ বি-কম উপাধি লাভের পরবর্তী; স্নাতকোত্তর, post-graduate.

পোস্টকার্ড—চিঠি লিখিবার সরকারী কাগজখণ্ড। <ইং 'post card'. বি।

পোস্টমাস্টার- ডাকঘরের প্রধান কর্মচারী। <ইং 'postmaster'. বি।

পোস্টাপিস, -ফিস- ডাকঘর। <ইং 'post-office'. বি।

পোস্ত—১। আফিম গাছের বীজ। ফা। ২। সংগীতে পঞ্চমাত্রিক (মতান্তরে সপ্তমাত্রিক) তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

পোস্তা-ঠেকনা, প্রাচীর রক্ষার্থ যাহা গাঁথিয়া দেওয়া যায় তাহা; বাজার, গঞ্জ, মহল, দ্রব্যবিক্রয়ের বিভিন্ন ঘাঁটি; নদীর ঘাট; সিঁড়ির পার্শ্বস্থ বসিবার উপযোগী বাঁধানো স্থান। <ফা 'পুশ্‌তহ্'। বি।

পোস্তাবন্দী--বাঁধা। ফা-মূ। বি।

পোহানো—'পোয়ানো' দ্রঃ।

পৌঁছনো, পৌঁছা, পৌঁছানো—উপস্থিত হওয়া; নাগাল পাওয়া; রাখিয়া আসা। হি-মূ। ক্রি [, বি, বিণ]।

পৌখ- পৌষ। প্রা কপ্র। বি।

পৌগণ্ড—অবস্থা বিঃ, পঞ্চম হইতে দশম বৎসর পর্যন্ত বয়সের অবস্থা। পোগণ্ড+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

পৌণ্ড্র—১। পুণ্ড্রদেশ। পুণ্ড্র+অণ্ স্বার্থে। ২। পুণ্ড্রদেশীয় লোক; ভীমের শঙ্খ; পুঁড়ি আক। পুণ্ড্র+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

পৌণ্ড্রক, পৌণ্ড্রিক—পুঁড়ি আক; জাতি বিঃ, পুঁড়ো; করূষদেশের রাজা। পৌণ্ড্র+কন্ স্বার্থে; পুণ্ড্র+ইক স্বার্থে ও জাতাদ্যর্থে। বি; পুং।

পৌণ্ড্রবর্ধ (র্দ্ধ) ন—দেশ বিঃ, বিহার (কাহারও মতে মালদহের প্রাচীন নাম)। পৌণ্ড্রের বর্ধন যেখানে, বহু। বি; পুং।

পৌত্তলিক—প্রতিমাপূজক, দেবদেবীর মূর্তিপূজাকারী। পুত্তলি+ইক পূজনার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পৌত্তলিকতা—পুতুলপূজা, মূর্তিপূজা, পুতুলের উপাসনা। পৌত্তলিক+তা ভাবে ও কর্মাদি অর্থে। বি; স্ত্রী।

পৌত্র, পৌত্ত্র—নাতি, পুত্রের পুত্র। পুত্র+অণ্ অপত্যার্থে। বি। স্ত্রী, -ত্রী।

পৌত্রী, পৌত্ত্রী—পুত্রের কন্যা, ছেলের মেয়ে। পৌত্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌনঃপুনিক—পুনঃপুনঃ জাত, আবৃত্ত, recurring, যাহা একরূপে বারংবার উৎপন্ন হয় এরূপ। পুনঃপুনঃ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পৌনঃপুন্য—বারবার হওয়া, পুনঃপুনঃ সংঘটন। পুনঃপুনঃ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

পৌনমি, -মী- পূর্ণিমা। প্রা কপ্র। বি।

পৌনরুক্ত, -রুক্ত্য—পুনঃ কথন; দ্বৈগুণ্য। পুনরুক্ত+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

পৌনর্ভব—দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, পুনর্ভূপুত্র। পুনর্ভূ+অঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

পৌনে—চারিভাগের তিনভাগ, তিন-চতুর্থ ভাগ। <পাদোন। বিণ।

পৌর—পুরবাসী, নগরস্থ, নাগরজন; শহুরে, নগরসম্বন্ধীয়, urban; উদরপূরক। পুর+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী। **পৌর অধিকার**-নাগরিক অধিকার, civic rights.

পৌরকন্যা—গৃহস্থের মেয়ে, কুলস্ত্রী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরকার্য(র্য্য)—নগরের লোকেদের স্বাস্থ্য-রক্ষাদি বিষয়ের ব্যবস্থাসম্পর্কিত কার্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

পৌরচিকিৎসক—নগরের প্রধান সরকারী চিকিৎসক, Civil Surgeon. কর্মধা। বি; পুং।

পৌরজন—পুরবাসী, নাগরিক, citizen. কর্মধা। বি; পুং।

পৌরনিগম—বৃহৎ নগরের সুখবিধানের ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, municipal corporation. কর্মধা। বি; পুং।

পৌরপিতৃগণ- নগরবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাপকগণ, city fathers. পৌর পিতা, কর্মধা; তাহাদের গণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

পৌরব—পুরুবংশীয়, পুরুবংশে উৎপন্ন। পুরু+অণ্ গোত্রাপত্য অর্থে। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -বী।

পৌরসংঘ-নগরের জলসরবরাহ ইঃ ব্যবস্থাকারী সংঘ বা সভা, municipality. কর্মধা। বি; পুং।

পৌরসভা—নগরের জলসরবরাহ স্বাস্থ্যরক্ষা ও অন্যান্য সুখসুবিধার ব্যবস্থাকারী সভা, municipal board. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরস্ত্রী—পুরনারী; অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। পৌরী স্ত্রী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরাঙ্গনা—পৌরস্ত্রী। পৌরী অঙ্গনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরাণিক—১। পুরাণপাঠক; পুরাণজ্ঞ, পুরাণশাস্ত্রে পণ্ডিত। বি; পুং। ২। পুরাণ-সম্বন্ধীয়। পুরাণ+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পৌরাধিকার—নাগরিকের যোগ্য ক্ষমতা, civic rights. কর্মধা। বি; পুং।

পৌরুষ-১। পুরুষত্ব; পরাক্রম; তেজঃ; রেতঃ; সাহস; উদ্যম; উদ্যোগ; পুরুষকার। পুরুষ+অঞ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। পুরুষ-সম্বন্ধীয়; পুরুষপরিমিত। পুরুষ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষী।

পৌরুষচরিত, -চরিত্র—পুরুষের চরিত্র; পুরুষের মত আচরণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

পৌরুষপাবক, -বহ্নি—অগ্নিতুল্য পরাক্রম, ভীষণ পরাক্রম, দৃপ্ত তেজ; অগ্নি-তুল্য উদ্যম। পৌরুষরূপ পাবক, বহ্নি, রূপক কর্মধা; অথবা, পৌরুষ পাবকতুল্য, বহ্নিতুল্য, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

পৌরুষেয়—পুরুষকৃত; মনুষ্যরচিত, মানুষিক। পুরুষ+এয় কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

পৌরেয়--পুরসম্বন্ধীয়, নগরীয়, urban; নগরবাসী। পুর শব্দ+এয়। বিণ।

পৌরোহিত্য—পুরোহিতের ধর্ম বা কর্ম; সভার সভাপতিত্ব। পুরোহিত+যক্ কর্মার্থে। বি; ক্লী।

পৌর্ণমাস—পূর্ণিমা তিথিতে করণীয় যজ্ঞ বিঃ। পৌর্ণমাসী+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণমাস+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌর্ব(র্ব্ব)—আগেকার, পূর্বের; পূর্বে জাত; পূর্বসম্বন্ধীয়; প্রাচীন; পূর্বদেশজাত। পূর্ব+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী --পৌর্বী।

পৌর্ব(র্ব্ব)দেহিক--পূর্বদেহঘটিত; পূর্বজন্মের, পূর্বজন্মসম্বন্ধীয়, প্রাক্তন। পূর্বদেহ+ইক ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পৌর্বা(র্ব্বা)পর্য(র্য্য)—আগেরটির সহিত পরেরটির সম্পর্ক, পূর্বাপর সম্বন্ধ; অনুক্রম, যথাক্রম; কারণ; ফল। পূর্বাপর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

পৌর্বা(র্ব্বা)র্ধি(র্দ্ধি)ক—প্রথম অর্ধ অংশে যাহা হইয়াছে এমন, পূর্বার্ধজাত; পূর্বার্ধ-সম্বন্ধীয়। পূর্বার্ধ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পৌর্বা(র্ব্বা)হ্নিক- প্রাতঃকালীন, পূর্বাহ্ন-সম্বন্ধীয়। পূর্বাহ্ন+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পৌর্বি(র্ব্বি)ক—পূর্বকালজাত, প্রাক্তন। পূর্ব+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পৌলস্তী—শূর্পণখা; কুম্ভীনসী। পুলস্ত্য+যঞ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্য-সন্তান; কুবের; রাবণ;

কুম্ভকর্ণ; বিভীষণ। পুলস্ত্য+ষঞ্ গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং।

পৌলোমী—পুলোমার কন্যা শচী, ইন্দ্রপত্নী, ইন্দ্রাণী। পুলোমন্+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌষ—বাংলা বৎসরের নবম মাস। পৌষী+অণ্ যুক্তার্থে। বি; পুং।

পৌষপার্ব(র্ব্ব)ণ—পৌষসংক্রান্তির পিঠা-পার্বণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

পৌষী—পৌষ মাসের পূর্ণিমা, পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। পুষ্য+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌষ্টিক—১। পুষ্টিজনক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। পুষ্টিসাধন কর্ম। পুষ্টি+ইক বর্ধনার্থে। বি; ক্লী।

পৌষ্প—পুষ্পনির্মিত; পুষ্পসম্বন্ধীয়। পুষ্প+অণ্ নির্মাণার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্পী**।

প্যাঁচ—'পেঁচ' দ্রঃ।

প্যাঁচাও—পেঁচাও (তাহা দ্রঃ)।

প্যাঁচালো—'পেঁচালো' দ্রঃ।

প্যাকিং—গাঁইটবন্দীকরণ বা করিবার উপকরণ। <ইং 'packing'. বি।

প্যাকিং চার্জ—প্যাক করার খরচ।

প্যাকেট—পুলিন্দা। <ইং 'packet'. বি।

প্যাচপ্যাচ—পচপচ। বাংপ্র। অ।

প্যান্ট—'পেন্ট' দ্রঃ।

প্যানপ্যান—নাকি সুরে একঘেয়ে ভাবে কান্না, অবিরাম কান্না। বাংপ্র। অ। বিণ—**প্যানপেনে, প্যানপ্যানানে**। ক্রি—**প্যানপ্যানানো**।

প্যানেল—দ্বারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পুরু ফ্রেমে বসান তক্তা; নির্বাচিত কয়েকজন ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সমিতি; জুরীদিগের নামের ফর্দ; স্ত্রীলোকের বিচিত্ররঙের পরিধেয় বস্ত্র বিঃ। <ইং 'panel'. বি।

প্যাম্ফ্লেট—ছোট পুস্তিকা। <ইং 'pamphlet'. বি।

প্যায়দা—পেয়াদা, চাপরাসী; পত্রাদিবাহক পিয়ন বিঃ। ফা 'পিয়াদহ্'। বি।

প্যারা, প্যারাগ্রাফ—অনুচ্ছেদ, রচনায় কতকগুলি পঙ্‌ক্তির সমষ্টি। <ইং 'paragraph'. বি।

প্যারিস, প্যারী—ফ্রান্সদেশের রাজধানী। <ইং 'Paris'. বি।

প্যারী—প্রিয়া; কৃষ্ণপ্রিয়া, রাধিকা। বাংপ্র। বি। [বি।

প্যারীমোহন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র।

প্যারেড—পুলিস বা সৈন্যগণের কুচকাওয়াজ। <ইং 'parade'. বি।

প্যাসেঞ্জার—যাত্রী। <ইং 'passenger'. বি। **প্যাসেঞ্জার ট্রেন**—যাত্রিবাহী গাড়ি।

প্র—উৎকর্ষ; আধিক্য; গতি; আরম্ভ; সর্বতোভাব; প্রাথম্য; খ্যাতি; উৎপত্তি; ব্যবহার। প্রথ্ (বিখ্যাত হওয়া)+ড কর্তৃ। অ।

প্রকট—স্পষ্ট, ব্যক্ত, প্রকাশিত। প্র—কট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রকটন—প্রকাশকরণ, ব্যক্তকরণ। প্রকট+ণিচ্ (=প্রকটি নামধাতু)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রকটিত—প্রকাশিত, ব্যক্ত; স্পষ্ট। প্র-কট্+ক্ত কর্তৃ, অথবা প্রকটি (নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকটীকৃত—প্রকাশিত, ব্যক্তীকৃত, বিশদীকৃত। প্রকট+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রকটী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকম্প, প্রকম্পন—১। অতিশয় কাঁপুনি; ধাক্কা। প্র—কম্প্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী। বিণ—**প্রকম্পিত**। ২। কম্পনকারক। প্র—কম্প্+ণিচ্+অচ্, অন কর্তৃ। বিণ। ৩। বায়ু। প্র—কম্প্+অচ্, অন কর্তৃ। বি; পুং।

প্রকর—সমূহ; পুষ্পাদির স্তবক; সাহায্য; অধিকার; প্রকীর্ণ পুষ্পাদি, ছড়ানো ফুল পাতা প্রঃ। প্র—কৃ+অপ্ ভাব, কর্ম। বি; পুং।

প্রকরণ—প্রকার; প্রভেদ; প্রসঙ্গ; প্রস্তাব; বৃত্তান্ত, বিষয়; অধ্যায় ('কারক—'); সামাজিক নাটক; পরিচ্ছেদ। প্র—কৃ+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

প্রকরণিকা, প্রকরণী—প্রকরণের লক্ষণাক্রান্ত নাটিকা বিঃ; ক্ষুদ্র প্রকরণ; অষ্টাদশ উপরূপকের অন্যতম। প্রকরণ+ঈপ্; প্রথম পক্ষে তদুত্তরে কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রকর্ষ—উন্নতি, উৎকর্ষ; আধিক্য। প্র—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রকল্প—(জ্যামিতি) অনুমান; ধরিয়া লওয়া, hypothesis; উপপত্তি, theory. প্র—কৢপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রকল্পিত—অনুভাবিত; সংকল্পিত, উদ্ভাবিত। প্র—কৢপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকাণ্ড—১। বৃহৎ, বড়; প্রশস্ত; উৎকৃষ্ট। বিণ। ২। গাছের গোড়া হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত অংশ, গাছের গুঁড়ি। প্র—কম্+ণিচ্+ড কর্ম। বি; পুং বা ক্লী।

প্রকাম—পর্যাপ্ত; যথেষ্ট; অত্যন্ত। প্রগত কামকে, প্রাদি। বিণ।

প্রকার—ধরন; রকম; প্রভেদ; সাদৃশ্য; জাতি; রীতি, ধারা; কৌশল। প্র—কৃ+ঘঞ্ ভাব, করণ। বি; পুং।

প্রকারণ—প্রভেদ-প্রকাশ; জাতিপার্থক্যপ্রদর্শন, variation. প্র—কৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রকারাত্মক—রীতি বা শ্রেণীর সম্বন্ধীয়, model. প্রকার আত্মা যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রকারান্তর—অন্যরকম, অন্যভাব; অন্যরূপ কৌশল বা কথার মারপ্যাঁচ ('প্রকারান্তরে চোর বলা')। অন্য প্রকার, নিত্য। বি; ক্লী।

প্রকাশ—১। বিকাশ; প্রকটন; দীপ্তি, আলোক; সাদৃশ্য; আতপ; বিস্তার; শোভা; প্রসিদ্ধি; উদ্ঘাটন; প্রস্ফুটন; জ্ঞান; পুস্তক সংবাদপত্র প্রভৃতি সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয় বা প্রচার করিবার জন্য মুদ্রণ। প্র—কাশ্ বা কাশ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। প্রকট; স্পষ্ট, ব্যক্ত; সদৃশ; প্রস্ফুটিত, বিকশিত; প্রসন্ন; প্রসিদ্ধ; উদ্ভাবিত; বিস্তারিত। প্র—কাশ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রকাশক—প্রকাশকারী, যে প্রকাশ করে এমন; মুদ্রিত পুস্তকাদি যে সাধারণ্যে প্রচার করে, publisher. প্র—কাশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**।

প্রকাশন—প্রকাশকরণ, ব্যক্তকরণ। প্র—কাশ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রকাশনীয়—প্রকাশ করিবার যোগ্য, প্রকাশ্য। প্র—কাশ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রকাশমান—স্পষ্ট, ব্যক্ত; উজ্জ্বল, দীপ্ত। প্র—কাশ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রকাশাত্মা (-ত্মন্)—১। সূর্য; ঈশ্বর। বি; পুং। ২। ব্যক্তরূপ। প্রকাশ (দীপ্তি) আত্মা যাঁহার, বহু। বিণ।

প্রকাশিত—যাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে এমন, প্রকটিত; শোভিত; দীপ্ত; প্রস্ফুটিত; উদ্ভাবিত; আবিষ্কৃত; সাধারণ্যে প্রচারিত। প্র—কাশ্+ক্ত কর্তৃ, বা প্র—কাশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকাশ্য—১। প্রকাশ করিবার উপযুক্ত; প্রচারযোগ্য। প্র—কাশ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ। ২। সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর বা জ্ঞানগোচর; খোলাখুলি, অনাবৃত। বাংপ্র। বিণ। ক্রি-বিণ—**প্রকাশ্যে**।

প্রকীর্ণ—ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত; নানাপ্রকার; মিশ্রিত; বিস্তৃত, প্রসারিত; প্রকাশিত; অসম্বদ্ধ; উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গপ্রস্থিত। প্র—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকীর্তি(র্ত্তি)—প্রকাশ, প্রচার, প্রসিদ্ধি; যশঃ। প্রকৃষ্টা কীর্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রকীর্তি(র্ত্তি)ত—বর্ণিত, কথিত; সম্যক্ কীর্তিত। প্র—কৄত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকুপিত—অতিশয় ক্রুদ্ধ; বিকৃত। প্র—কুপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রকৃত—যথার্থ, বাস্তবিক; নির্মিত, রচিত;

প্রস্তাবিত; বর্ণনার বিষয়ীভূত; অধিকৃত; প্রক্রান্ত; আরব্ধ; (গণিত) যে ভগ্নাংশে হরের চেয়ে লব ছোট এমন, proper. প্র—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতপ্রস্তাবে—বস্তুতঃ, আসলে, বাস্তবিক। প্রকৃত পক্ষ, প্রস্তাব যাহাতে, বহু, সেরূপে। ক্রি-বিণ।

প্রকৃতার্থ—১। আসল, খাঁটী, ঠিক। প্রকৃত অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ২। ঠিক মানে, যথার্থ অর্থ, প্রকৃত মর্ম। কর্মধা। বি; পুং।

প্রকৃতি—১। ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ নাম; সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক জগতের মূল কারণ; অজ্ঞান; কারণ। প্র—কৃ+ক্তি করণ। ২। স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম; বাহ্যজগৎ, নিসর্গ; স্বাভাবিক অবস্থা। প্র—কৃ+ক্তি অধি। ৩। স্বামী মন্ত্রী সহায় ধন দেশ দুর্গ সৈন্য—এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ; ধর্মাধ্যক্ষ ধনাধ্যক্ষ কোষাধ্যক্ষ ভূপতি দূত পুরোধা দৈবজ্ঞ—এই সাতটি (মতান্তরে দশটি); নারী; স্ত্রী; সৃষ্টির মূলকারণ; শক্তি; দেবী; জননী; বেদমাতা সাবিত্রী রাধিকা দুর্গা ষষ্ঠী গঙ্গা মনসা প্রঃ; পঞ্চভূত; ছন্দ বিঃ; অমাত্য; পরমাত্মা; জীবাত্মা; শিল্প; (ব্যাক) মূল শব্দ ও ধাতু; (গণিত) গুণক। প্র-কৃ+ক্তি করণ বা ক্তিচ্ কর্তৃ। ৪। প্রজা ('—রঞ্জন'); পঞ্চভূতময় শরীর। প্র—কৃ+ক্তি কর্ম। ৫। যোনি। প্র—কৃ+ক্তি অপা। বি; স্ত্রী।

প্রকৃতিগত-স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ। প্রকৃতিকে গত (প্রাপ্ত, আশ্রিত), ২য়াতৎ। বিণ।

প্রকৃতিজ-স্বভাবজাত। উপতৎ; প্রকৃতি—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রকৃতিজন্য, -জাত—স্বভাবজাত। প্রকৃতি হইতে জন্য, জাত, ৫মীতৎ। বিণ।

প্রকৃতিদত্ত, -প্রদত্ত—স্বভাবের দেওয়া, স্বাভাবিক। ৩য়াতৎ। বিণ। [পুং বা ক্লী।

প্রকৃতিপুঞ্জ-প্রজাসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

প্রকৃতিপুত্র—ঔরসপুত্র। প্রা কপ্র। বি।

প্রকৃতিবাদ—জড়বাদ, প্রকৃতি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রঃ সাধিত হইতেছে এইরূপ মত। প্রকৃতি-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রকৃতিবাদী (-দিন্)—জড়বাদী, প্রকৃতিই জগতের যাবতীয় পদার্থের মূল এইরূপ মতাবলম্বী। প্রকৃতিবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান—পদার্থ-বিজ্ঞান, Physics. প্রকৃতিবিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ—স্বভাবের বিপরীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রকৃতিমণ্ডল—অমাত্যাদি রাজ্যাঙ্গের সহিত প্রজাসমূহ, রাজসভার লোকজন ও প্রজারা। প্রকৃতিদের মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রকৃতিরঞ্জন—প্রজাবর্গের সন্তোষবিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রকৃতিসিদ্ধ—স্বাভাবিক, স্বভাবগত, স্বভাবজাত। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

প্রকৃতিস্থ—স্বাভাবিক ভাবে স্থিত, স্বাভাবিক, ধাতস্থ; শারীরিক অস্বস্তি হইতে মুক্ত; শোক আকুলতা ইঃ হইতে মুক্ত। উপতৎ; প্রকৃতি—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট, প্রশস্ত, শ্রেষ্ঠ। প্র—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকোপ—অতিশয় ক্রোধ; প্রবলতা; জ্বরাদির উৎকটতা। প্র—কুপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রকোপণ, -কোপন—উত্তেজনা; তাপ প্রঃ বাড়ানো, রাগানো; অগ্নি প্রঃ উসকানো। প্র-কুপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রকোপিত-(জ্বরাদি) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; ক্রোধিত। প্রকোপ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

প্রকোষ্ঠ—১। কনুইএর নিম্নদেশ হইতে কবজি পর্যন্ত বাহুভাগ, lower arm; দ্বারের অংশ বিঃ; দরজার পাশের ঘর; মহল। প্রগণ্ড কোষ্ঠকে, প্রাদি। ২। কোঠা, কক্ষ। প্র—কুষ্+থন্ কর্ম। বি; পুং।

প্রক্রম—আরম্ভ, উপক্রম; ক্রম, পর্যায়, ধারা, order; গমন; অবসর; অতিক্রম। প্র—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রক্রমভঙ্গ—আরব্ধ ধারার অন্যথা, রচনার দোষ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রক্রান্ত—আরব্ধ; প্রকরণস্থ; অপসৃত। প্র—ক্রম্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

প্রক্রিয়া—কার্যের পদ্ধতি বা ধারা; প্রকরণ; নৃপাদির চামর-ব্যজন এবং ছত্র-ধারণ প্রঃ ব্যাপার; প্রয়োগ; অনুষ্ঠান। প্র—কৃ+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রক্লিন্ন—পরিতৃপ্ত; সম্যক্ ক্লেদযুক্ত। প্র—ক্লিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রক্ষালন—ধৌতকরণ; পরিষ্করণ। প্র—ক্ষল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রক্ষালিত—ধৌত; পরিষ্কৃত। প্র—ক্ষল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রক্ষিপ্ত—যাহা ছিটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিক্ষিপ্ত; নিক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত; অন্তর্নিবেশিত; কোন গ্রন্থে গ্রন্থকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্তৃক সংযোজিত, interpolated. প্র—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ—ছিটকাইয়া দেওয়া, বিক্ষেপ; নিক্ষেপ, ফেলা; বিন্যাস; কোন গ্রন্থে গ্রন্থকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিষয়ের সন্নিবেশন; (সংগীত) কোন একটি সুরে আঘাত করিয়াই সেই সুর হইতে বাম হস্তের অঙ্গুলির ঘর্ষণযোগে নিম্নদিকে গমন। প্র-ক্ষিপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

প্রক্ষেপক যে প্রক্ষেপ করে। প্র—ক্ষিপ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

প্রক্ষেপিকা-যে শক্তি দ্বারা কোন বস্তু প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা। প্র—ক্ষিপ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রক্ষেড়ন—প্রাচীনকালের তীর জাতীয় অস্ত্র বিঃ। প্র—ক্ষ্বিদ্+অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

প্রখর-তীক্ষ্ণ; তীব্র, কড়া; অত্যুষ্ণ। প্রকৃষ্টরূপে খর, প্রাদি। বিণ।

প্রখরতা, -ত্ব—প্রাখর্য, প্রখর ভাব, প্রচণ্ডত্ব, তীব্রতা; ঝাঁজ। প্রখর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রখ্যা ১। খ্যাতি, যশ। প্র—খ্যা+অঙ্ ভাব+আপ্। ২। নাম; সংজ্ঞা। প্র—খ্যা+অঙ্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রখ্যাত-বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। প্র—খ্যা (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রখ্যাতনামা (-নামন্)—স্বনামপ্রসিদ্ধ; যশস্বী। বিণ। প্রখ্যাত নাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -নাম্নী।

প্রগণ্ড—কনুই অবধি স্কন্ধ পর্যন্ত বাহুভাগ। প্রত্যাসন্ন গণ্ড যাহার, বহু। বি; পুং।

প্রগণ্ডাস্থি—প্রগণ্ডের হাড়, humerus. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রগত—প্রস্থিত; মৃত; পৃথগ্‌ভূত। প্র—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রগতি—উন্নতি; অগ্রগতি, আধুনিক রীতিনীতির অত্যধিক প্রবর্তন; পরিবর্তনশীল জগতের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলা; নিয়মিতভাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যাশ্রেণী [যেমন—১, ৩, ৫, ৭ ইঃ অথবা ২, ৪, ৮, ১৬ ইঃ], progression. প্র—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রগতিবাদী (-বাদিন্)—সংস্কারপন্থী, সংস্কারের পক্ষপাতী; সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র-বিধান প্রঃ বিষয়ে যিনি অগ্রগতির পক্ষপাতী এরূপ। উপতৎ; প্রগতি—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

প্রগতিশীল—ক্রমে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাহার স্বভাব এমন; (ব্যঙ্গার্থে) সংস্কারের নামে অত্যধিক মাত্রায় স্বৈরাচার-অবলম্বনকারী। প্রগতি শীল যাহার, বহু। বিণ।

প্রগম—ভাবী কার্যের তালিকা, programme. নবগঠিত শব্দ। বি।

প্রগমন—দূরে যাওয়া; বিবাদ, কলহ। প্র—গম্+অনট্ ভাব, করণ। বি; ক্লী।

প্রগল্ভ—উদ্ধত, অবিনীত; দাম্ভিক; নির্লজ্জ; অক্ষুব্ধ; সমর্থ; দৃঢ়; প্রধান; নির্ভীক, সাহসী; উৎসাহী; প্রত্যুৎপন্নমতি; প্রতিভান্বিত। প্র (অধিক)—গল্ভ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রগল্ভতা—ঔদ্ধত্য; নির্লজ্জতা; প্রতিভা; অধ্যবসায়; অক্ষোভ; দম্ভ; অহঙ্কার; সামর্থ্য; প্রাধান্য; কার্যে নির্ভরতা; সাহস, নির্ভীকতা। প্রগল্ভ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রগল্ভা—১। নায়িকা বিঃ, কামোন্মত্তা উচ্ছলযৌবনা ও সর্বপ্রকার রতিকুশলা নায়িকা ("স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্ত রতিকোবিদা")। বি; স্ত্রী। ২। ধৃষ্টা, অবিনীতা। প্রগল্ভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রগাঢ়—অধিক, সাতিশয়; দৃঢ়; কঠিন; নিবিড়। প্রকৃষ্টরূপে গাঢ়, প্রাদি। বিণ।

প্রগুণ—প্রকৃষ্টগুণশালী; দক্ষ; সরল, ঋজু; অনুকূল। প্রকৃষ্ট গুণ যাহার, বহু। বিণ।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—১। ঘোড়ার লাগাম; বন্ধনরজ্জু; তুলাসূত্র, নিক্তির দড়ি; ভুজ; কিরণ। প্র—গ্রহ্+অপ্, ঘঞ্ করণ। ২। বন্দী, কয়েদী। প্র—গ্রহ্+অপ্, ঘঞ্ কর্ম। ৩। গ্রহণ; বন্ধন। প্র—গ্রহ্+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রঘোষক—১। ধ্বনি, শব্দ। প্র (অধিক) ঘোষ (শব্দ), প্রাদি+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্টরূপে ঘোষণাকারক, যে ভালভাবে ঘোষণা করে এমন। প্র—ঘুষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -ষিকা।

প্রচণ্ড—প্রখর; অত্যুগ্র; দুঃসহ; ভীষণ, ভয়ানক; অতিকোপন; দুর্বহ; দুর্ধর্ষ; প্রবল, প্রতাপশালী। প্রকৃষ্টরূপে চণ্ড (উগ্র), প্রাদি। বিণ।

প্রচণ্ডতা, প্রচণ্ডত্ব—ভীষণতা; উগ্রতা। প্রচণ্ড+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রচণ্ডধন্বা (-ধন্বন্)—মহাধনুর্ধর। প্রচণ্ড ধনুঃ যাহার, বহু (অনঙ্ সমাসান্ত)। বিণ।

প্রচণ্ডমূর্তি(র্ত্তি)—১। উগ্রমূর্তি, ভয়ানকআকৃতিবিশিষ্ট। প্রচণ্ডা মূর্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। ভীষণ আকার। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রচয়—১। রাশি; সমূহ। প্র—চি+অচ্ কর্ম। ২। সংগ্রহ, বৃদ্ধি; উপচয়; সঞ্চয় বিঃ। প্র—চি+অচ্ ভাব। বি; পুং।

প্রচয়ন—সংগ্রহ। প্র—চি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রচর—পথ। প্র—চর্+ঘ করণ। বি; পুং।

প্রচল—১। প্রকৃষ্টচলনযুক্ত; চঞ্চল। বিণ। ২। প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি, চিরাগত নিয়ম, convention. প্র—চল্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রচলন—চলন, ব্যবহার ('গহনার —'); চালানো, প্রবর্তন, প্রচার ('আইন —')। প্র—চল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রচলিত—যাহার চলন হইয়াছে এরূপ, চলতি; প্রবর্তিত; প্রথিত; প্রসিদ্ধ। প্র—চল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রচায়—হাত দিয়া জিনিসপত্র জড়ো করা। প্র—চি+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রচার—ঘোষণা, প্রকাশ; রটনা; প্রচলন; প্রসিদ্ধি। প্র—চর্+ঘঞ্, বা চর্+ণিচ্+অচ্ ভাব। বি; পুং।

প্রচারক—প্রচারকারী, ঘোষণাকারী; প্রকাশক। প্র—চর্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -রিকা।

প্রচারণ—প্রচারিতকরণ, প্রকাশকরণ, ঘোষণা। প্র—চর্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রচার-বিভাগ সরকারের যে বিভাগ হইতে প্রচারকার্য সম্পাদিত হয় তাহা, কোন প্রতিষ্ঠানের যে বিভাগ হইতে প্রচারকার্যাদি চালানো হয় তাহা, Publicity Department. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রচারা—প্রচার করা। কথ্য। ক্রি।

প্রচারিত—যাহা প্রচার করা হইয়াছে এমন, ঘোষিত; প্রচলিত। প্র—চর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচালিত চালান, যাহা প্রচলিত করা হইয়াছে এরূপ। প্র—চল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচিত—১। সঞ্চিত; রাশীকৃত; উপচিত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সংগৃহীত; ব্যাপ্ত। প্র—চি+ক্ত কর্মকর্তৃ, কর্ম। বিণ। ২। বেদের উদাত্তাদিবৎ স্বর (accent) বিঃ। বি; ক্লী।

প্রচীয়মান—উপচীয়মান, বৃদ্ধিশীল। প্র—চি+শানচ্ কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

প্রচুর—অনেক, প্রভূত; পর্যাপ্ত; বহুল, অধিক। প্র—চুর্+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রচেতাঃ (-চেতস্), (>-চেতা)—১। বরুণ; সাগর; প্রজাপতি বিঃ। বি; পুং। ২। হৃষ্টচিত্ত, আহ্লাদিত; উদার; সতর্ক; জ্ঞানী। প্র (প্রকৃষ্ট) চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহু; বা, প্র—চিত্+অসুন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রচেতিত—পরিজ্ঞাত; যাহাকে জানান হইয়াছে এমন; যাহাকে চেতনাদান বা প্রেরণাদান করা হইয়াছে এরূপ। প্র—চিত (জানা)+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—প্রচেতন।

প্রচেয়—বর্ধনীয়; চয়নীয়; গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য। প্র—চি+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রচেষ্টা—প্রয়াস; সম্যক্ যত্ন, বিশেষভাবে চেষ্টা। প্রকৃষ্টা চেষ্টা, প্রাদি; বি; স্ত্রী।

প্রচ্ছদ—ঢাকনি, আচ্ছাদন, আবরণবস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র। প্র—ছদ্+ণিচ্+ঘ করণ। বি; পুং।

প্রচ্ছদপট—ঢাকা দেওয়ার কাপড়, আবরণবস্ত্র; আস্তরণপট; বিছানার চাদর; পুস্তকের আবরণ বা মলাট। প্রচ্ছদ (আচ্ছাদক) পট (বস্ত্র), কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

প্রচ্ছনা—জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা; আমন্ত্রণা। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রচ্ছন্ন—১। গুপ্ত, লুকায়িত; আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা। বিণ। ২। অন্তর্দ্বার, গুপ্তদ্বার। প্র—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

প্রচ্ছন্নচারী (-চারিন্)—যে গুপ্তভাবে চলে এমন; অদৃশ্য। উপপদ; প্রচ্ছন্ন—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -চারিণী।

প্রচ্ছাদন—১। আচ্ছাদন। প্র—ছদ্+ণিচ্ (আবরণ করা)+অনট্ ভাব। ২। আবরণবস্ত্র; উত্তরীয়বস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র। প্র—ছদ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রচ্ছাদিত—ঢাকা দেওয়া, আচ্ছাদিত, আবৃত। প্র—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচ্ছায়—১। ছায়াযুক্ত স্থান; প্রকৃষ্ট ছায়া। প্রকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি (ক্লীবত্ব)। বি; ক্লী। ২। ছায়াঘন। বাংপ্র। বিণ।

প্রচ্ছায়া—(জ্যোতিষ) গ্রহণের সময়ে চন্দ্র বা পৃথিবীর গ্রহণকারক ছায়া, umbra; সৌরকলঙ্কের কেন্দ্রস্থ কৃষ্ণ অংশ। প্রকৃষ্টা ছায়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রচ্যুত—ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত। প্র—চ্যু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রছন্ন হৃষ্ট; অনুগ্রহযুক্ত, প্রসন্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

প্রজন—১। জনসংখ্যা, population. প্রাদি। ২। পশুদিগের প্রথম গর্ভগ্রহণকাল; গবাদির গর্ভগ্রহণ করানো, পাল দেওয়ানো, breeding. প্র—জন্+ঘঞ্ অধি, ভাব। বি; পুং।

প্রজনন—১। জন্মদান, সন্তানোৎপাদন। প্র—জন্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। জন্ম। প্র—জন্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রজনিকা—মাতা, জননী। প্র—জন্+ণিচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রজা—অধিকারস্থ জন; প্রাণিসমূহ; রায়ত, যে খাজনা দিয়া জমি ভোগ করে; রাজার রাজ্যে যাহারা বাস করে; সন্তান, সন্ততি; লোক। প্র—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রজাই—১। প্রজাসম্বন্ধীয়; প্রজার অধিকৃত। প্রজা+ই সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

২। প্রজার অবস্থা, প্রজাত্ব। প্রজা+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

প্রজাগিরি—প্রজার অবস্থা, প্রজাত্ব। প্রজা+গিরি ভাবে। বাংপ্র। বি।

প্রজাত—উৎপন্ন। প্র- জন্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রজাতন্ত্র—প্রজাদিগের নির্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা রাজ্যশাসন বা শাসিত রাষ্ট্র, democracy. প্রজানিয়ন্ত্রিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রজাতা—১। যে স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে এমন, প্রসূতা। প্রজাত (গর্ভমোচন)+অচ্‌ আছে অর্থে+আপ্‌। ২। উৎপন্না। প্র—জন্‌+ক্ত কর্তৃ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রজাতি—(জীববিদ্যা) শ্রেণী, জাতি, species. প্রকৃষ্টা জাতি, প্রাদিতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রজানাথ—রাজা; প্রজাপালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রজান্তক—কাল, যম। প্রজার অন্তক (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রজাপতি—১। ব্রহ্মা; বিশ্বকর্মা; সূর্য; অগ্নি; পিতা; রাজা; মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ বশিষ্ঠ ভৃগু নারদ—ব্রহ্মার সৃষ্ট এই দশ ব্যক্তি; বিষ্ণু। প্রজাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জামাতা। প্রজার (কন্যার) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ৩। নানাবর্ণযুক্ত পতঙ্গ বিঃ। বাংপ্র। বি।

প্রজাপতিনির্ব(র্ব্ব)ন্ধ-বিধাতার বিধান (বিবাহ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য), বরকন্যার মিলন-সম্বন্ধে বিধাতার বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রজাপাল—রাজা; প্রজাপতি। উপতৎ; প্রজা—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রজাপালক—প্রজাপালনকারী, প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

প্রজাপালন—প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ; সন্তানপ্রতিপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রজাপীড়ক—অত্যাচারী শাসক; অধীন লোকের উপর অত্যাচারকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পীড়িকা**।

প্রজাপীড়ন—অধীন লোকের উপর অত্যাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রজাবতী—১। ভ্রাতার পত্নী; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। সন্তানবতী। প্রজা (সন্তান)+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রজাবিলি—প্রজার নিকট নির্দিষ্ট খাজনা-শর্তে জমির পত্তন করা। প্রজার নিকট বিলি, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

প্রজারঞ্জক—প্রজার সুখসন্তোষ-বিধানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রঞ্জিকা**।

প্রজারঞ্জন—প্রজাবর্গের সুখ-সন্তোষবিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রজারঞ্জনকারী (-কারিন্‌)—প্রজারঞ্জক, যিনি প্রজার সন্তোষবিধান করেন এমন। উপতৎ; প্রজারঞ্জন—কৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রজাসিসৃক্ষু—সন্তান উৎপাদনে ইচ্ছুক। ২য়াতৎ। বিণ। [ক্লী।

প্রজাহিত—প্রজার মঙ্গল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

প্রজেশ, প্রজেশ্বর—রাজা। প্রজার ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রজ্ঞ—জ্ঞানী, বিচক্ষণ; পণ্ডিত। প্র—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রজ্ঞপ্তি—সংকেত, জানানো, জ্ঞাপন। প্র—জ্ঞা+ণিচ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রজ্ঞা—১। বুদ্ধি, ধী; তত্ত্বজ্ঞান; মন্ত্রণা; সংকেত; স্থিরমতি। প্র—জ্ঞা+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। ২। সরস্বতী। বি; স্ত্রী। ৩। জ্ঞানবতী। প্রজ্ঞ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাচক্ষুঃ (-চক্ষুস্‌), (>-চক্ষু)—১। জ্ঞাননেত্রযুক্ত। প্রজ্ঞা চক্ষুঃ (চক্ষুস্‌-শব্দ) যাঁহার, বহু। বিণ। ২। জ্ঞাননেত্র। প্রজ্ঞারূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রজ্ঞাত—বিশেষরূপে জ্ঞাত, বিদিত; বিখ্যাত। প্র—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রজ্ঞান—১। বুদ্ধি, জ্ঞান। প্র—জ্ঞা+অনট্‌ ভাব। ২। অভিজ্ঞান, চিহ্ন; সংকেত। প্র—জ্ঞা+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী। ৩। পণ্ডিত। প্রজ্ঞান+অচ্‌ আছে অর্থে। বিণ।

প্রজ্ঞাপক—যিনি জনসাধারণকে কোন বিষয় জানান; প্রচারবিভাগের কর্তা, publicity officer. প্র—জ্ঞা+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-পিকা**।

প্রজ্ঞাপন—বিশেষ ঘোষণা, বিশিষ্ট প্রচার, communique'. প্র—জ্ঞা+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-পিত**।

প্রজ্ঞাপারমিতা—তারাদেবী; বৌদ্ধশাস্ত্র বিঃ; বৌদ্ধমতে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। প্রজ্ঞার পার (শেষ সীমা), ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাকে ইত, অলুক ২য়াতৎ; তদুত্তরে আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাবাদ—জ্ঞানগর্ভ বাক্য; পণ্ডিত ব্যক্তির মত। প্রজ্ঞাপূর্ণ বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রজ্ঞাবান্‌ (-বৎ)—বুদ্ধিমান্‌, জ্ঞানী। প্রজ্ঞা+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রজ্বলন—তীব্ররূপে জ্বলিয়া উঠা, ভালরূপে জ্বলা; ভালরূপে জ্বালানো। প্র—জ্বল্‌ বা জ্বল্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রজ্বলিত—জ্বলন্ত, জ্বলনযুক্ত; যাহা ভালরূপে জ্বালানো হইয়াছে এমন। প্র (অধিক)—জ্বল্‌ বা জ্বল্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

প্রজ্বালন—ভালরূপে জ্বালানো, প্রজ্বলিত করণ। প্রজ্বালি (নামধাতু)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রজ্বালিত—যাহা ভালরূপে জ্বালানো হইয়াছে এমন, প্রদীপিত। প্রজ্বল্‌+ণিচ্‌ (=প্রজ্বালি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রডীন—উড়িবার একপ্রকার কায়দা। প্র—ডী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রণত—যে প্রণাম করিয়াছে বা করিতেছে এমন, কৃতপ্রণাম; নম্র; বক্র। প্র—নম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রণতি—প্রণাম; নম্রভাব, নম্রতা। প্র—নম্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রণব—১। ঈশ্বরের গূঢ়নাম, ওঁকার; সামবেদের অবয়ব বিঃ। প্র—নু (স্তুতি করা)+অপ্‌ করণ। ২। বিষ্ণু। প্র—নু+অপ্‌ কর্ম। বি; পুং।

প্রণবাত্মক যাহাতে শুধু ওংকার আছে এমন, ওংকারাত্মক। প্রণব আত্মা (আত্মন্‌=স্বরূপ) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

প্রণমা—প্রণাম করা। কপ্র। ক্রি।

প্রণয়—ভালবাসা, প্রেম, অনুরাগ; বন্ধুত্ব; প্রার্থনা; শ্রদ্ধা; পরিচয়; বিস্রম্ভ, বিশ্বাস; যাচ্ঞা। প্র-নী+অচ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রণয়কলহ—প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান-জনিত ঝগড়া। প্রণয় জাত কলহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রণয়কোপ—অভিমান, ভালবাসার আব্দারে যে ক্রোধ হয় তাহা। প্রণয়জনিত কোপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রণয়গর্ভ(র্ভ্ভ)—প্রেমপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ। প্রণয় গর্ভে (ভিতরে) যাহার, বহু। বিণ।

প্রণয়গাথা, -গীত, -গীতি, -সংগী(ঙ্গী)ত—প্রেমবিষয়ক গান, প্রেমগীতি। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী, স্ত্রী, ক্লী।

প্রণয়ঘটিত—স্ত্রী-পুরুষের প্রেমসম্বন্ধীয়, প্রণয়মূলক, প্রণয়জনিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণয়ন—১। নির্মাণ; রচনা। প্র—নী+অনট্‌ ভাব। ২। অগ্নিমন্থন-মন্ত্রাদি। প্র—নী+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

প্রণয়পত্র, -পত্রিকা—প্রেমলিপি, অনঙ্গলেখ। প্রণয়সূচক পত্র, প্রণয়সূচিকা পত্রিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

প্রণয়পাত্র, -ভাজন—প্রেমাস্পদ, ভালবাসার জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লী (অজহল্লিঙ্গ); বাংলামতে পুং। স্ত্রী, **-পাত্রী**।

প্রণয়-পীড়িত -প্রেমার্ত, কামাতুর। প্রণয় দ্বারা পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণয়বচন—ভালবাসার কথা, প্রেমপূর্ণ বাক্য; প্রার্থনাবাক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রণয়বন্ধন—ভালবাসারূপ বাঁধন। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রণয়ভঙ্গ—প্রেম টুটিয়া যাওয়া; চাহিয়া না পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রণয়সংগী(ঙ্গী)ত—'প্রণয়গাথা' দ্রঃ।

প্রণয়সঞ্চার—প্রেমের উদ্রেক, অনুরাগের সঞ্চার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রণয়সম্ভাষণ—প্রেমালাপ, প্রণয়পূর্ণ কথা-বার্তা। প্রণয়সূচক সম্ভাষণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্)—প্রেমার্থী, প্রেমপ্রত্যাশী, প্রেমের কাঙাল। উপতৎ; প্রণয়—আ—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কাঙ্ক্ষিণী**।

প্রণয়াদর—ভালবাসা ও যত্ন, প্রেম ও আদর। প্রণয় ও আদর, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

প্রণয়াস্পদ—ভালবাসার পাত্র, প্রণয়পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; ক্লী (অজহল্লিঙ্গ)। বাংলা মতে পুং; স্ত্রী, **-দা**।

প্রণয়িনী—১। প্রেমিকা, অনুরক্তা স্ত্রী; অনুরক্তা নায়িকা। বি; স্ত্রী। ২। প্রণয়যুক্তা। প্রণয়িন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রণয়ী (-য়িন্) ১। প্রেমিক, অনুরক্ত স্বামী বা নায়ক। বি; পুং। ২। প্রেমাস্পদ, অনুরক্ত। প্রণয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

প্রণাম—ভক্তি ও শ্রদ্ধাতিশয্যযুক্ত নমস্কার, প্রণতি, কপালে জোড় হাত ঠেকাইয়া নমস্কার, ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার, প্রণিপাত। প্র—নম+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **দণ্ডবৎ প্রণাম** দণ্ড বা যষ্টির আকারে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক, নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, বক্ষঃস্থল, জানুদ্বয়, চরণদ্বয় এবং মন ও বাক্য—এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণাম।

প্রণামী—প্রণাম করিবার সময় প্রদত্ত অর্থ বা অন্য উপহার; সেলামী; দ্রব্য। প্রণাম+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বি।

প্রণাল, প্রণালী—নর্দমা; জল বাহির হইয়া যাইবার পথ, পয়োনালা, শ্রেণী; দ্বার; রীতি, ধারা; যে সংকীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে তাহা, channel, strait. প্র—নল্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ করণ; পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

প্রণালীবদ্ধ—নিয়মে বাঁধা; ধারাবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণালীশুদ্ধ, -সম্মত—সুশৃঙ্খল; পদ্ধতি-অনুসারে সম্পাদিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রণাশ—মৃত্যু, মরণ; পলায়ন। প্র—নশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রণিধান—মনোনিবেশ, মনের একাগ্রতা; ধ্যান; যত্ন; স্থাপন; সমাধি দ্বারা দৃষ্টি; যোগ, সমাধি; অর্পণ; ভক্তি বিঃ; কর্মের ফলত্যাগ। প্র—নি—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রণিধি—১। দূত; চর, অনুচর; চালক বা পথপ্রদর্শক, guide. প্র—নি—ধা+কি কর্ম। ২। প্রার্থনা; অবধান, মনোযোগ। প্র—নি—ধা+কি ভাব। বি; পুং।

প্রণিপাত—প্রণাম; মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার। প্র—নি—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রণিহিত—অর্পিত; স্থিরীকৃত; অভিনিবিষ্ট; স্থাপিত; সমাধিস্থ, সমাহিত; প্রসারিত; প্রাপ্ত। প্র—নি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রণীত—১। নির্মিত, রচিত, কৃত; পাক দ্বারা প্রস্তুত (ব্যঞ্জনাদি); কথিত; প্রেরিত; প্রবেশিত; নিক্ষিপ্ত। বিণ। বি—**প্রণয়ন**। ২। মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কার-করা, যজ্ঞীয় অগ্নি; মন্ত্রপূত জল। প্র—নী+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

প্রণেতা (প্রণেতৃ)—রচয়িতা, রচনাকারী; নির্মাতা। প্র—নী+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

প্রণেয়—বশ্য, অধীন, বশতাপন্ন; প্রণয়ন-যোগ্য; প্রাপণীয়। প্র—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রণোদন—প্রেরণা, প্ররোচনা; নিয়োজন; প্রবর্তিতকরণ। প্র—নুদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রণোদিত—প্রেরিত, প্ররোচিত; উৎসাহিত; চালিত; নিয়োজিত; প্রবর্তিত। প্র—নুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রততি—১। বিস্তার। প্র—তন্+ক্তি ভাব। ২। বিস্তারিত লতা। প্র—তন্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

প্রতনু—সূক্ষ্ম, সরু, পাতলা। প্রকৃষ্টরূপে তনু (সূক্ষ্ম), প্রাদি। বিণ।

প্রতপ্ত—অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত। প্রকৃষ্টরূপে তপ্ত, প্রাদি। বিণ।

প্রতর—পার হওয়া। প্র—তৄ+অপ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতর্ক—সন্দেহ, সংশয়, অনুমান; বিচার। প্র—তর্ক্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতর্কণ—বিতর্ক, বাদানুবাদ; পূর্ব হইতে কোন কিছু ভাবা, অগ্রজ্ঞান, anticipation. প্র—তর্ক্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-র্কিত**।

প্রতর্ক্য—বিতর্কের যোগ্য; অনুমান দ্বারা নির্ণেয়; বিচার্য। প্র—তর্ক্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতল—১। চাপড়, চপেট। প্রকৃষ্ট তল যাহার, বহু। বি; পুং। ২। পাতাল বিঃ। প্রকৃষ্ট তল, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতান—১। বিস্তার, প্রসার; লতাদির বিস্তৃতি। প্র—তন্ (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। লতার তন্তু, আঁশ; ঋষি বিঃ; বায়ুরোগ বিঃ। প্র—তন্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

প্রতাপ—তেজ, প্রভাব, কোষদণ্ড এবং ধনসৈন্যাদি হইতে জনিত তেজঃ; পৌরুষ; উষ্ণতা; সন্তাপ। প্র—তপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতাপন—১। তাপজনক। প্র—তপ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। পীড়ন। প্র—তপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-পিত**। ৩। কুম্ভীপাক নামক নরক। প্র—তাপি+অনট্ অধি। বি; পুং।

প্রতাপবান্ (-বৎ)—তেজস্বী; প্রতাপ-যুক্ত। প্রতাপ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রতাপশালী (-শালিন্)—তেজস্বী, পরাক্রান্ত, প্রভাবশালী। উপতৎ; প্রতাপ—শাল্+ণিন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

প্রতাপান্বিত—প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। প্রতাপ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রতাপী (-পিন্)—প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত। প্রতাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

প্রতারক—ঠগ, বঞ্চক, জুয়াচোর; ধূর্ত, শঠ। প্র—তৄ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

প্রতারণ, প্রতারণা—ঠকান, বঞ্চনা, জুয়াচুরি। প্র—তৄ+ণিচ্+অনট্ ভাব; প্র—তৄ+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

প্রতারণামূলক—ছলযুক্ত, যাহার মূলে বঞ্চনা রহিয়াছে এমন, বঞ্চনাই যাহাতে উদ্দেশ্য এমন। প্রতারণা মূলে যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রতারণাশীল—স্বভাবতঃই বঞ্চনাকারী, লোককে ঠকানোই যাহার স্বভাব এমন। প্রতারণা শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

প্রতারিত—যাহাকে ঠকানো হইয়াছে এমন, বঞ্চিত; পার-প্রাপিত, যাহাকে পার করা হইয়াছে এমন। প্র—তৄ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতি—দিকে; আভিমুখ্য (উপর, অভি-মুখে, সম্বন্ধে); প্রতিনিধি; বিপরীত; প্রতিকূল; লক্ষ্য; উপরি; পরিবর্ত; প্রত্যেক ('—দিন'); পুনর্বার; লক্ষণ, চিহ্ন; বীপ্সা; ব্যাবৃত্তি; সমীপ ('প্রতি-বাসী'); পশ্চাৎ ('প্রতীক্ষা'); প্রশস্তি; বিরোধ; অল্পমাত্রা; ইত্থম্ভূত কথন; অংশ, ভাগ; সাদৃশ্য; নিশ্চয়; নিন্দা;

স্বভাব ; ব্যাপ্তি ; সমাধি। প্রথ্ (বিখ্যাত হওয়া)+ডতি ভাব। অ।

প্রতিকণ্ঠ—১। কণ্ঠসমীপে ; প্রত্যেক কণ্ঠে। কণ্ঠের সমীপে, বা কণ্ঠে কণ্ঠে এই বাক্যে, অব্যয়ী। অ। ২। প্রত্যেক গলা। বাংপ্র। বি।

প্রতিকরণীয়—প্রতিবিধানের যোগ্য, প্রতিবিধেয়। প্রতি—কৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রতিকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্তৃ)—অপকারীর অপকারক ; প্রতীকারকারক, প্রতিফলদায়ক, যে শোধ তোলে এমন। প্র—কৃ (করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

প্রতিকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—বেশভূষা ; প্রসাধন ; প্রতিকার। প্রতি—কৃ +মনিন্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিকর্ষ—আকর্ষণ। প্রতি—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিকল্পন—পরিবর্ত, কোনও কিছুর পরিবর্তে অন্য কিছু স্থাপন, substitution. প্রতি—কৢপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-কল্পিত**।

প্রতিকায়—১। লক্ষ্য, শরব্য। প্রতীত কায় যাহার, বহু। ২। প্রতিরূপ, প্রতিমূর্তি। প্রতি (সদৃশ) কায়, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রতি(তী)কার—প্রতিবিধান ; নিবারণ ; প্রতিফল ; প্রতিশোধ ; উপশম ; পরিশোধ ; উপায় ; বৈরনির্যাতন ; চিকিৎসা। প্রতি (বিরুদ্ধ, পরিবর্ত)—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতি(তী)কারক—প্রতিকর্তা, প্রতিকারকারী। প্রতি—কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ।

প্রতি(তী)কার্য(র্য্য)—প্রতিকার করিবার যোগ্য। প্রতি—কৃ+ণ্যৎ কর্ম ; অথবা, প্রতিকার+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

প্রতি(তী)কাশ—(শব্দের পরবর্তী হইলে) সদৃশ, তুল্য। প্রতি (সদৃশভাবে)—কাশ্ +অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রতিকূল—বিরুদ্ধ, প্রতিপক্ষ। প্রতিগত কূলকে, প্রাদি। বিণ। বিপরীত শব্দ—**অনুকূল**।

প্রতিকূলতা—বিরুদ্ধভাব, বিরুদ্ধাচরণ ; অসহায়তা। প্রতিকূল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

প্রতিকূলাচরণ—বিরুদ্ধ ব্যবহার, শত্রুতা। প্রতিকূল যে আচরণ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রতিকৃত—যাহার প্রতিকার করা হইয়াছে এমন ; প্রতিদত্ত, যাহার প্রতিদান করা হইয়াছে এরূপ, উপশমিত। প্রতি—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিকৃতি—১। ছবি, প্রতিমূর্তি ; প্রতিবিম্ব ; প্রতিনিধি। প্রতি (সদৃশ)—কৃ+ক্তি কর্ম। ২। প্রতিকার। প্রতি—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রতিকৃষ্ট—নিকৃষ্ট ; দুইবার চাষ করা। প্রতি—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিক্রম—ব্যুৎক্রম, বিপরীতক্রম। প্রতি—ক্রম্+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিক্রিয়া—প্রতিকার, প্রতিবিধান ; প্রয়োগের পর যে ক্রিয়া হয় ; বিপরীত ক্রিয়া ; উত্তেজনার পর যে বিপরীত অবস্থা দেখা দেয় (যেমন উত্তেজনার পর অবসাদ, আনন্দের পর বিষাদ, আঘাতের পর প্রতিঘাত ইঃ—reaction) ; প্রতিকার। প্রতি—কৃ+শ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিক্রিয়াত্মক—যাহাতে প্রতিক্রিয়া হয় এমন ; কর্তার অপেক্ষা না করিয়া কোন ক্রিয়ার ফল (প্রতিক্রিয়া)-স্বরূপ আপনা হইতে যাহা ঘটিয়া থাকে এমন, reflexive. প্রতিক্রিয়া আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

প্রতিক্ষণ—১। প্রতিটি নিমেষ। কর্মধা। বি। ২। ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিমুহূর্তে। ক্ষণে ক্ষণে এই বাক্যে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিক্ষিপ্ত—প্রেরিত ; নিন্দিত ; তিরস্কৃত ; বাধিত ; নিষিদ্ধ, নিবারিত ; যাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বিমুখ করা হইয়াছে এমন। প্রতি—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিক্ষেপ—নিরাকরণ ; নিষেধ ; তিরস্কার। প্রতি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিগত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত, পরাবৃত্ত ; প্রাপ্ত। প্রতি—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিগমন—ফিরিয়া যাওয়া, প্রত্যাবর্তন। প্রতি—গম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিগর্জ(র্জ্জ)ন, **-গর্জি(র্জ্জি)ত**—কাহারও গর্জন শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে গর্জন, প্রতিকূলে গর্জন। প্রতি—গর্জ+অনট্, ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিগৃহীত—গৃহীত, স্বীকৃত ; পরিণীত, যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে এমন। প্রতি—গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিগ্রহ—১। স্বীকার ; গ্রহণ ; প্রত্যভিযোগ ; অনুগ্রহ ; সৈন্যরক্ষা। প্রতি—গ্রহ্+অপ্ ভাব। ২। সৈন্যপৃষ্ঠ ; দেয়বস্তু ; দত্তবস্তু। প্রতি—গ্রহ্+অপ্ কর্ম। ৩। বিরুদ্ধ গ্রহ। প্রতিকূল গ্রহ, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রতিগ্রহণ—ফিরাইয়া লওয়া ; স্বীকার ; দান লওয়া। প্রতি—গ্রহ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিগ্রহণীয়—দানস্বরূপ গ্রহণীয়। প্রতি—গ্রহ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রতিগ্রাহ—দানগ্রহণ ; স্বীকার ; প্রাক্তর্পণাদি। প্রতি—গ্রহ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিগ্রাহিত—গ্রহণ করানো, যাহাকে দান লইতে প্রবৃত্ত করা হইয়াছে এমন ; স্বীকারিত। প্রতি—গ্রহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—দানগ্রহীতা। উপভূৎ ; প্রতি—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

প্রতি(তী)ঘাত—একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তু যে পুনর্বার উহাকে আঘাত করে তাহা ; আঘাত, ঠক্কর ; প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত ; নিরাস, নিক্ষেপ। প্রতি—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-ঘাতী** (-তিন্)।

প্রতিঘাতন—মারণ, হত্যা, বধ ; বাধা। প্রতি—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিঘাতী (-ঘাতিন্)—বিঘ্নকারক ; বাধাপ্রদানকারী ; প্রতিঘাতকারী। প্রতি—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

প্রতিচক্ষুঃ (-চক্ষুস্), (**>-চক্ষু**)—চশমা। প্রতি (সদৃশ) চক্ষুঃ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রতিচিকীর্ষা—প্রতিকারের ইচ্ছা। প্রতি—কৃ+সন্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-র্ষু**।

প্রতিচিত্র—দালান কোঠা ইঃর নীল কাগজে মুদ্রিত নকশা বিঃ, blue print. প্রতি (অনুরূপ) চিত্র, প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রতিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন ; প্রতিনিধিস্বরূপ। প্রতি—ছদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিচ্ছায়া—প্রতিকৃতি, মাটি বা পাথরের প্রতিমূর্তি ; চিত্র, ছবি ; সাদৃশ্য ; (জ্যোতিষ) কোন গ্রহ বা উপগ্রহ হইতে সূর্যের অবস্থানের বিপরীত দিকে শঙ্কুর আকারে যে ছায়া পড়ে তাহা, umbra [—এই অর্থে 'প্রচ্ছায়া' বিশেষভাবে ব্যবহৃত]। প্রতিরূপা ছায়া, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিচ্ছেদ—পরস্পর ছেদকরণ ; (জ্যামিতি) যে বিন্দু বা রেখায় যথাক্রমে দুই রেখা বা সমতল পরস্পর ছিন্ন হয় তাহা। প্রতি—ছিদ্ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিজিহ্বা, **-জিহ্বিকা**—আলজিভ। প্রতিরূপা জিহ্বা, প্রাদি ; প্রতিজিহ্বা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিজ্ঞা—প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ; দৃঢ় সংকল্প ; কর্তব্যরূপে অবধারণ ; পক্ষের সাধ্যবস্তুরূপে নির্দেশ ; (জ্যামিতি) যে বিষয়ের প্রমাণ বা অঙ্কনাদি করিতে হইবে তাহার স্থাপন, theorem, problem ; অভিযোগ। প্রতি—জ্ঞা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার কয়েকটি ইংরেজী প্রতি-

শব্দ:—**অন্বয়ী প্রতিজ্ঞা**—affirmative proposition. **নিরপেক্ষ প্রতিজ্ঞা**—categorical proposition. **বিপরীত প্রতিজ্ঞা**—contrary proposition. **বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা**—contradictory proposition. **ব্যতীরেকী প্রতিজ্ঞা**—negative proposition.]

প্রতিজ্ঞাত—অঙ্গীকৃত, সংকল্পিত; কর্তব্যরূপে অবধারিত; অভিযোগের বিষয়ীভূত। প্রতি—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -জ্ঞা, -জ্ঞান।

প্রতিজ্ঞাপত্র—চুক্তিপত্র; অঙ্গীকারলিপি, ঘোষণাপত্র। প্রতিজ্ঞাসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—অঙ্গীকারে আবদ্ধ। ৩য়া তৎ। বিণ।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ—প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা, অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রতিজ্ঞেয়—প্রতিজ্ঞার বিষয়, অঙ্গীকার্য। প্রতি—জ্ঞা+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতিজ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্) (> -জ্যোতি)—জ্যোতির প্রতিফলন; প্রতিফলিত দীপ্তি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিদত্ত—যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; প্রত্যর্পিত। প্রতি—দা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিদান—১। বদল, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার বদলে দান; পরিবর্ত, বিনিময়। প্রতিরূপ (তুল্যরূপে) দান, প্রাদি। ২। গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ, ফিরাইয়া দেওয়া; প্রত্যর্পণ। প্রতি—দা+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিদিন—রোজ রোজ, প্রত্যহ, দিনদিন। দিনে দিনে, অব্যয়ী। অ।

প্রতিদিষ্ট—যে আদেশ বা আইনের উপর আর একটি আদেশ বা আইন জারি করিয়া রদ করা হইয়াছে এমন, অধিকতর প্রবল আদেশ বা নিয়ম দ্বারা নিরাকৃত, overruled. প্রতি—দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিদেয়—ফিরাইয়া দিবার মত; প্রতিদান করিবার যোগ্য। প্রতি—দা+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতিদ্বন্দ্ব—আড়াআড়ি, প্রতিযোগিতা; বিরোধ; কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ। প্রতিরূপ দ্বন্দ্ব, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিযোগিতা; বিরোধ, শত্রুতা; সমকক্ষতা। প্রতিদ্বন্দ্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রতিদ্বন্দ্বী (-দ্বন্দ্বিন্)—প্রতিযোগিতাকারী; বিপক্ষ; বিরোধী; শত্রু; সমকক্ষ। প্রতিদ্বন্দ্ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -দ্বন্দ্বিনী।

প্রতিধ্বনি—কোন আওয়াজ হইলে ঠিক তাহার অনুরূপ যে শব্দ শুনা যায় তাহা, প্রতিশব্দ। প্রতিরূপ ধ্বনি, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিধ্বনিত—যে শব্দ করা হইয়াছে তাহার অনুরূপ ভাবে উচ্চারিত বা শব্দিত; প্রতিশব্দিত। প্রতি—ধ্বন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিনন্দন—অভিনন্দন, প্রশংসা; আশীর্বাদাদি দ্বারা সম্ভাষণ। প্রতি—নন্দ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিনমস্কার—নমস্কারের বদলে নমস্কার। প্রতিরূপ নমস্কার, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিনায়ক—গল্পে নায়কের প্রতিকূল ব্যক্তি। প্রতিকূল নায়ক, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিনিধি—ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি; প্রতিরূপ; বদলি; প্রতিভূ, জামিন; তুল্য বস্তু, সদৃশ বস্তু। প্রতি—নি—ধা+কি কর্তৃ। বি; পুং।

প্রতিনিবর্ত(র্ত্ত)ন—১। অভীষ্টবিষয়ের নিবৃত্তি; ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। প্রতি—নি—বৃত্+অনট্ ভাব। ২। ফিরান; নিবারণ। প্রতি—নি—বৃত্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিনিবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহাকে বারণ করা বা ফিরান হইয়াছে এমন, নিবারিত। প্রতি—নি—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিনিবৃত্ত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত, প্রত্যাবৃত্ত; ক্ষান্ত, বিরত; নিরস্ত। প্রতি—নি—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিনিয়ত—সর্বদা; অবিরাম। (প্রতিদিনাদির অনুকরণে) অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ, শত্রু; প্রতিবাদী, আসামী, প্রত্যর্থী। প্রতি (প্রতিকূল, বিরুদ্ধ) পক্ষ যাহার, বহু। বি; পুং।

প্রতিপত্তি—প্রভাব; মান, সম্মান; সুখ্যাতি, গৌরব; প্রাপ্তি; পদপ্রাপ্তি; প্রবৃত্তি; অভিমান; নিশ্চয়; কর্তব্যজ্ঞান; সম্যক্‌জ্ঞান; অঙ্গীকার; (মীমাংসকমতে) ফলশূন্য কর্মের অঙ্গ [যথা—পূজিত প্রতিমাদির জলে বিসর্জন]; প্রতিষ্ঠা; অনুষ্ঠান; অনুসন্ধান; অভিযোগ; প্রগল্‌ভতা; অনুমতি; দান; উপায়; ব্যবস্থা। প্রতি—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিপত্তিশালী (-শালিন্)—প্রভাবশালী; খ্যাতিযুক্ত, যশস্বী, প্রতিষ্ঠাযুক্ত। উপতৎ; প্রতিপত্তি—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শালিনী।

প্রতিপত্র—রসিদ চেক ইত্যাদির যে অংশ রসিদ বা চেকদাতার নিকট থাকে তাহা, counterfoil. প্রতিকৃত পত্র, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিপদ্—১। শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি, চন্দ্রের প্রথম কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিযুক্ত তিথি। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ করণ। ২। প্রগড় বাদ্য, ডগর। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। ৩। প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ ভাব। ৪। বুদ্ধি। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ করণ। বি; স্ত্রী।

প্রতিপদে—পদে পদে; স্থানে স্থানে। পদে পদে, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ।

প্রতিপন্ন—খ্যাতিযুক্ত; সম্ভ্রমযুক্ত; সম্মানিত; জ্ঞাত; অবধারিত; নিশ্চিত; প্রমাণসিদ্ধ, যুক্ত্যাদি দ্বারা সমর্থিত; খ্যাতিযুক্ত; সম্ভ্রমযুক্ত; সম্মানিত; জ্ঞাত; অঙ্গীকৃত; গৃহীত; প্রাপ্ত; অনুমত; অভিযুক্ত। প্রতি—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিপাদ—(ভূগোল) ভূমণ্ডলের বিপরীত দিকের অধিবাসীদের সম্বন্ধীয়; সোজাসুজি ভাবে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে বর্তমান, antipodal. প্রতিগত পাদকে, প্রাদি। বিণ।

প্রতিপাদক—সম্পাদক, নির্বাহক; নির্ণায়ক; উৎপাদক; প্রতিপত্তিজনক; বোধক, জ্ঞাপক। প্রতি—পদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -পাদিকা।

প্রতিপাদন—প্রমাণিতকরণ; যুক্তিদ্বারা নির্ণয়; সম্পাদন, নির্বাহ; জ্ঞাপন, বোধন; প্রতিপত্তি; উৎপাদন; স্থিরীকরণ। প্রতি—পদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিপাদনীয়, -পাদ্য—প্রতিপাদনযোগ্য; প্রমাণযোগ্য; প্রমাণসাপেক্ষ; অভিধেয়; বর্ণনীয়; বোধ্য। প্রতি—পদ+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতিপাদিত—স্থিরীকৃত; প্রমাণিত, সম্পাদিত; নিষ্পাদিত, বিজ্ঞাপিত; বোধিত। প্রতি—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিপালক—যে প্রতিপালন করে এমন; পোষক; রক্ষক; অপেক্ষাকারী। প্রতি—পা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -পালিকা।

প্রতিপালন—পোষণ; রক্ষণ। প্রতি—পা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিপালনীয়, -পাল্য—যাহার প্রতিপালন করা উচিত এমন, ভরণীয়, পোষ্য; রক্ষণীয়। প্রতি—পা+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতিপালিত—যাহাকে প্রতিপালন করা হইয়াছে এমন, পোষিত; রক্ষিত। প্রতি—পা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিপাল্য—'প্রতিপালনীয়' দ্রঃ।

প্রতিপুরুষ—যে অন্যের পরিবর্তে কার্য করে এরূপ, প্রতিনিধি। প্রতি (প্রতিরূপ) পুরুষ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিপোষক—সহায়তাকারী, আনুকূল্যকারী। প্রতি—পুষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -পোষিকা। বি, -পোষণ, -পোষকতা।

প্রতিপ্রদান—প্রত্যর্পণ, প্রত্যর্পণ। প্রতি—প্র—দা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিপ্রভ—(পদার্থবিদ্যা) সূর্যালোকে স্থাপিত হইলে বেগুনী বা অতিবেগুনী বর্ণে প্রতিভাত হইবার ক্ষমতাযুক্ত, flourescent. প্রতি—প্র—ভা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রতিপ্রভাব—বিরুদ্ধ শক্তি, counter-influence. প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিপ্রমাণ—বিরুদ্ধ প্রমাণ, counter-evidence. প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিপ্রয়াণ—ফিরিয়া যাওয়া, প্রতিনিবৃত্তি। প্রতি—প্র—যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিপ্রসব—যাহা কোন সাধারণ সূত্র বা আইন দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে অন্য বিশেষ সূত্র দ্বারা তাহার বিধান, নিষিদ্ধের পুনর্বিধান। প্রতি—প্র—সূ+অপ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-প্রসূত**।

প্রতিপ্রস্থান ১। বিরুদ্ধপক্ষের আশ্রয়, প্রতিপক্ষের অবলম্বন। প্রতি—প্র—স্থা+অনট্ অধি। ২। ফিরিয়া যাওয়া। প্রতি—প্র—স্থা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-প্রস্থিত**।

প্রতিপ্রহর—প্রহরে প্রহরে। বীপ্সার্থে অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ।

প্রতিপ্রহার—যে প্রহার করিয়াছে তাহাকে প্রহার, কৃত প্রহারের অনুরূপ প্রহার, প্রতিঘাত। প্রতি—প্র—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিফল—প্রত্যুপকার; প্রত্যপকার, সাজা, প্রতিশোধ; প্রতিবিম্ব। প্রতি—ফল্+অচ্ কর্তৃ; অথবা, প্রতিরূপ ফল, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিফলক—যাহাতে কোন কিছু প্রতিফলিত হয় তাহা, reflector. প্রতিফল—কৈ+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রতিফলন—প্রতিবিম্বন, প্রতিবিম্ব পড়া, দর্পণাদিতে প্রতিহত হইয়া আলোকের প্রত্যাগমন, reflection. প্রতি—ফল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিফলিত—প্রতিবিম্বিত। প্রতি—ফল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিবচন—উত্তর, প্রত্যুত্তর; প্রতিকূল বাক্য; সমানার্থ বাক্য। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল বচন, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিবদ্ধ—বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত, বাধিত। প্রতি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিবন্ধ—বাধা, বিঘ্ন, ব্যাঘাত। প্রতি—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিবন্ধক—১। বাধাজনক, ব্যাঘাতকারক। বিণ। স্ত্রী, **-বন্ধিকা**। ২। বিটপ, শাখা। প্রতি—বন্ধ্+ণক কর্তৃ। ৩। কার্যপ্রতিঘাত, ব্যাঘাত, বাধা। প্রতিবন্ধ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

প্রতিবন্ধা (-বন্ধৃ)—বাধাজনক, প্রতিবন্ধক; বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। প্রতি—বন্ধ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রতিবন্ধী (-বন্ধিন্)—১। বাধাযুক্ত, প্রতিবন্ধবিশিষ্ট। প্রতিবন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। ২। বাধাজনক, প্রতিবন্ধক। প্রতি—বন্ধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বন্ধিনী**।

প্রতিবর্ত(র্ত্ত)ন—কোনও বাক্য অন্যভাবে বলা, ব্যাবর্তন, obversion. প্রতি—বৃৎ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—প্রতিবিম্বিত; প্রত্যাবর্তিত, reflex. প্রতি—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-বর্তিতা**।

প্রতিবল—১। তুল্যবল; সমর্থ, শক্ত। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল বল যাহার, বহু। বিণ। ২। বিপক্ষসৈন্য। প্রতিকূল বল, প্রাদি। বি; ক্লী। ৩। শত্রু। প্রতিকূল বল যাহার, বহু। বি; পুং।

প্রতিবস্তূপমা—কাব্যালংকার বিঃ [যে স্থলে পদার্থদ্বয়ের উপমান-উপমেয় ভাব না থাকিলেও পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণ ধর্ম একরূপ হইলেও পৃথক আকারে বিন্যস্ত থাকে, সেই স্থলে এই অলংকার হয়। যথা—পৃথিবীতে উঁহার মত রাজা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, পারিজাত বৃক্ষ একটি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই]। প্রতি (সদৃশ) বস্তু উপমা যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতিবাক্য—উত্তর-প্রত্যুত্তর; প্রতিকূল বাক্য; সমানার্থক বাক্য। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল বাক্য, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিবাত—যে দিক্ হইতে বায়ু বহে সেই দিকে, বায়ুপ্রবাহের বিরুদ্ধে বা উলটাদিকে। বায়ুর প্রতি (প্রতিকূলে), অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতি(তী)বাদ—বিরুদ্ধ বলা, প্রতিকূলে উক্তি; খণ্ডনের জন্য প্রত্যুক্তি; আপত্তি। প্রতি—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিবাদী (-বাদিন্)—আসামী; বিরুদ্ধবাদী; প্রতিপক্ষ, প্রত্যর্থী। প্রতি—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

প্রতিবার্তা(র্ত্তা)—প্রত্যুত্তরস্থানীয় বৃত্তান্ত বিঃ। প্রতি (সদৃশী) বার্তা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিবাসর—প্রতিদিন, প্রত্যহ। বাসরে বাসরে, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ।

প্রতিবাসী (-বাসিন্)—নিকটস্থ গৃহস্থ, যে কাছে বাস করে; প্রতিবেশী, পড়শী। প্রতি—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

প্রতিবিধান—প্রতিকার; প্রতিশোধ; ব্যবস্থা। প্রতি—বি—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-বিধেয়, -বিহিত**।

প্রতিবিধিৎসা—প্রতিকারের ইচ্ছা। প্রতি—বি—ধা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, **-বিধিৎসু**।

প্রতিবিধিৎসতে—প্রতিকার করিতে, প্রতিশোধ লইতে, প্রতিবিধান করিতে। মাইকেলপ্রযুক্ত ক্রিয়াপদ।

প্রতিবিম্ব—দর্পণাদিতে পতিত অনুরূপ আকৃতি, প্রতিচ্ছায়া। প্রতিরূপ বিম্ব, প্রাদি। বি; পুং বা ক্লী।

প্রতিবিম্বন—প্রতিফলন, দর্পণ ইঃতে অনুরূপ আকৃতি দেখা যাওয়া। প্রতিবিম্ব+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিবিম্বিত—যাহা প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়াছে এমন, যাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এমন, প্রতিফলিত। প্রতিবিম্ব+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিবিষ—বিষের প্রতিষেধক, antitoxin. প্রাদি। বি; পুং বা ক্লী।

প্রতিবিহিত—যাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে এমন; প্রতিকৃত; সাজ্জিত। প্রতি—বি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিবেদক—রাজ্যের যাবতীয় খবর যে রাজাকে জানায়; যে সভাসমিতির বিবরণ দান করে, reporter. প্রতি—বিদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-বেদিকা**।

প্রতিবেদন—রাজ্যের অভাব-অভিযোগ রাজার নিকটে জানানো; গোপনে সংবাদাদি প্রদান; বিবৃতি; সমাচার; বিবরণী, report. প্রতি—বিদ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রতি(তী)বেশ—সমীপবর্তী বাসস্থান; প্রতিবাসীর গৃহ; পরিবেষ্টন; পারিপার্শ্বিক অবস্থা, environment. প্রতি—বিশ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

প্রতি(তী)বেশপ্রভাব—পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব; সমসাময়িক ব্যাপারের শক্তি। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রতিবেশবাসী (-বাসিন্)—প্রতিবাসী, নিকটবর্তী গৃহস্থ। উপতৎ; প্রতিবেশ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

প্রতিবেশী (-বেশিন্)—প্রতিবাসী, নিকটবর্তী গৃহস্থ। প্রতি—বিশ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-বেশিনী**।

প্রতিবোধ, -বোধন—১। জাগরণ; প্রস্ফুটন, বিকাশ। প্রতি—বুধ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। ২। প্রবোধ; জাগান; চেতনা দান। প্রতি—বুধ্+ণিচ্+অচ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

প্রতিবোধিত—জাগরিত, যাহাকে

জাগানো হইয়াছে এমন ; যাহাকে বোঝানো হইয়াছে, বোধিত ; বিকাশিত। প্রতি—বুধ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিভয়—১। ভয়ংকর ; ভয়জনক। প্রতিগত ভয় যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। শত্রুভয়। প্রতি—ভী + অচ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রতিভা—১। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার বা সৃষ্টি করিবার মত অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। প্রতি—ভা + অঙ্ করণ + আপ্। ২। প্রভা, দীপ্তি ; সাদৃশ্য। প্রতি—ভা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিভাত—প্রদীপ্ত, আলোকিত ; প্রকাশিত ; উদিত ; প্রতিফলিত ; জ্ঞাত। প্রতি—ভা + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিভান্বিত, -বান্ (-বৎ)—অসাধারণ-বুদ্ধিশক্তিশালী ; তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। প্রতিভা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ ; প্রতিভা + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তা, -বতী**।

প্রতিভাশালী (-শালিন্) তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, প্রতিভাযুক্ত। উপতৎ ; প্রতিভা—শাল্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

প্রতিভাস—প্রকাশ দীপ্তি ; শোভা। প্রতি—ভাস্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিভাসম্পন্ন—প্রতিভাশালী। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রতিভাসিত—প্রদীপ্ত, আলোকিত ; শোভিত, উজ্জ্বল ; শোভন। প্রতি—ভাস্ + ক্ত কর্তৃ, অথবা, প্রতিভাস + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

প্রতিভূ—বদলি, স্থলীয় ব্যক্তি, প্রতিনিধি ; জামিন ; স্বরূপ। প্রতি—ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

প্রতিম—তুল্য, সদৃশ (বহুব্রীহি সমাসে অথবা নিত্যসমাসে অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়, যথা—'সোদরপ্রতিম')। বিণ। স্ত্রী **—প্রতিমা**।

প্রতিমা—১। প্রতিমূর্তি ; বিগ্রহ, গঠিত দেবমূর্তি ; হস্তী দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ, গজদন্ত-বন্ধ। প্রতি—মা + অঙ্ কর্ম + আপ্। ২। সাদৃশ্য। প্রতি—মা + অঙ্ ভাব + আপ্। ৩। প্রতিবিম্ব। প্রতি—মা + অঙ্ করণ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমাগৃহ—দেবগৃহ ; জাদুঘর, প্রাচীন প্রতিমূর্তি প্রঃ রাখিবার ঘর, museum. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

প্রতিমাণ—পড়িয়ান, ওজনের বাটখারা। বি ; ক্লী।

প্রতিমাতত্ত্ব—মূর্তিবিষয়ক জ্ঞানধারা, Iconology. প্রতিমা-বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

প্রতিমান—১। ছবি, প্রতিমূর্তি ; হাতির বড় দাঁত দুইটির মাঝের জায়গা ; প্রতিবিম্ব। প্রতি—মা + অনট্ করণ। ২। উপমা ; সাদৃশ্য। প্রতি—মা + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিমাননা—পূজা, সম্মান। প্রতি—মান + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমাপূজক—পৌত্তলিক ; যে দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পূজিকা**। বি, **-পূজা**।

প্রতিমাবিসর্জ(র্জ্জ)ন—পূজাশেষে জলে দেবমূর্তির নিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

প্রতিমুক্ত—পরিহিত ; পরিত্যক্ত ; বন্ধনমুক্ত। প্রতি—মুচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিমুখ—অভিমুখ, সম্মুখ। মুখকে প্রতিগত, প্রাদি। বিণ।

প্রতিমুহূর্তে(র্ত্তে)—প্রতিক্ষণে ; অনুক্ষণ। মুহূর্তে মুহূর্তে, অব্যয়ী। অ ; ক্রি-বিণ।

প্রতিমূর্তি(র্ত্তি)—বিগ্রহ ; ছবি, প্রতিকৃতি। প্রতিরূপা মূর্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমোচন—বিমোচন, বন্ধনমোচন, নির্বাসন ; পরিধান। প্রতি—মুচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিযত্ন—১। লিপ্সা, লাভের ইচ্ছা ; প্রতিগ্রহ ; সম্যক্‌যত্ন ; প্রতিশোধ ; রচনা। প্রতি—যত্ + নঙ্ ভাব। বি ; পুং। ২। যত্নবান্। প্রতিগত যত্নকে, প্রাদি। বিণ।

প্রতিযান—ফিরিয়া যাওয়া, প্রতিগমন, প্রতিপ্রস্থান। প্রতি—যা + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিযুদ্ধ—বিপক্ষের আক্রমণ-প্রতিরোধ ; তুল্য যুদ্ধ। প্রতি—যুধ্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিযোগ—বিপক্ষতা, opposition ; বিরোধ ; (জ্যোতিষ) ১৮০° দূরে অবস্থিতি। প্রতি—যুজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিযোগিতা—সমকক্ষতা ; সাদৃশ্য ; প্রতিদ্বন্দ্বতা। প্রতিযোগিন্ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

প্রতিযোগী (-যোগিন্)—প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী ; সদৃশ ; সমকক্ষ, তুল্যবল ; প্রতিপক্ষ ; প্রতিকূলসম্বন্ধবিশিষ্ট ; প্রতিকূল। প্রতিযোগ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

প্রতিযোজন—খাপ খাওয়ানো, অভি-যোজন, adaptation. প্রতি—যুজ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-যোজিত**।

প্রতিযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—সদৃশ যোদ্ধা ; যে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রতি—যুধ্ + তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-যোদ্ধ্রী**।

প্রতিযোধ—বিরোধী যোদ্ধা। প্রতি—যুধ্ + অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

প্রতিরক্ষা—শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা, defence. প্রতি—রক্ষ্ + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিরথ—বিপক্ষযোদ্ধা। প্রতিগত রথ যাহার, বহু। বি ; পুং।

প্রতিরব—প্রতিধ্বনি। প্রতিরূপ রব, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রতিরুদ্ধ—অবরুদ্ধ, আটক-করা ; নিবারিত। প্রতি—রুধ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিরূপ—১। সাদৃশ্য ; প্রতিবিম্ব ; প্রতিমূর্তি ; পত্র ইঃর সদৃশ অংশ, counterpart. প্রতিগত রূপ, প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। সদৃশ, তুল্য। রূপকে প্রতিগত, প্রাদি। বিণ।

প্রতিরূপক—তৎস্থানীয় বস্তু ; প্রতিনিধি ; প্রতিবিম্ব। প্রতিরূপ + কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

প্রতিরোধ—অবরোধ, আটক ; নিবারণ ; ব্যাঘাত ; নিষেধ ; প্রতিবন্ধ ; তিরস্কার। প্রতি—রুধ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রতিরোধক—যে প্রতিরোধ করে এরূপ, আটককারী ; ব্যাঘাতক। প্রতি—রুধ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিকা**।

প্রতিরোধিত—যাহাকে আটক করা হইয়াছে এমন, নিবারিত ; ব্যাহত। প্রতি—রুধ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিরোধী (-রোধিন্)—১। ব্যাঘাত-কারী, প্রতিরোধক ; যে বাধা দেয়। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিনী**। ২। চোর। প্রতি—রুধ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

প্রতিলিপি—লেখা চিত্র ইঃর নকল ; লিখিত উত্তর। প্রতিকৃতা লিপি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিলোম—বিপরীত, উলটা, প্রতিকূল। প্রতিগত লোমকে (লোমন্), প্রাদি (অচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

প্রতিলোমজ—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ইত্যাদিক্রমে উৎপন্ন, অধমবর্ণের পুরুষ এবং তদপেক্ষা উত্তমবর্ণের স্ত্রীর সংযোগে উৎপন্ন। উপতৎ ; প্রতিলোম—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ।

প্রতিলোমবিবাহ—নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ। কর্মধা। বি ; পুং।

প্রতিশঙ্কা—সর্বদা আতঙ্ক বা সংশয়, অত্যধিক ত্রাস। প্রতি—শঙ্ক্ + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিশত—শতকরা, প্রত্যেক একশতের মধ্যে, per cent. অব্যয়ী। বিণ।

প্রতিশব্দ—প্রতিধ্বনি ; সমানার্থক শব্দ, সমনাম। প্রতিগত শব্দ, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রতিশয়, -শয়ন—হত্যা দেওয়া, ধরনা দেওয়া ; অভীষ্ট লাভের জন্য দেবতার

প্রত্যাদেশ পাইবার আশায় নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করিয়া দেবমন্দিরে পড়িয়া থাকা, নির্বন্ধবাস। প্রতি—শী+অচ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

প্রতিশয়িত—যে হত্যা দিয়াছে এমন, যে ধরনা দিয়াছে এমন, প্রতিশয়নকারী। প্রতি—শী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিশাসন—ভৃত্যাদিগকে আহ্বান করিয়া কোন কার্যে প্রেরণ। প্রতি—শাস্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিশীর্ষ—প্রতিনিধি, স্থানাভিষিক্ত ব্যক্তি ("তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া গরুড়ের আগমন-প্রতীক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন"—বিদ্যাসাগর)। প্রতিগত শীর্ষকে বা শির, প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিশোধ—অপকারের বদলে অপকার, প্রতিহিংসা, অনুরূপ শোধ; প্রতিবিধান। প্রতি—শুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিশ্রব—অঙ্গীকার, স্বীকার। প্রতি—শ্রু+অপ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিশ্রয়—সভা, আশ্রয়স্থান; গৃহ; যজ্ঞশালা। প্রতি—শ্রি+অচ্ আধা। বি; পুং।

প্রতিশ্রুত—অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত; অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতি—শ্রু+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিশ্রুতি—অঙ্গীকার; প্রতিজ্ঞা। প্রতি—শ্রু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিষঙ্গ—পত্রাদির বা ভাবের আদান-প্রদান, correspondence. প্রতি—সন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিষিদ্ধ—নিবারিত, নিষিদ্ধ। প্রতি—সিধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিষেদ্ধা (-ষেদ্ধৃ), **-ষেধক**—প্রতিষেধকর্তা; নিষেধক, নিবারক, যাহা ঘটিতে দেয় না এমন, preventive. প্রতি—সিধ্+তৃন্, ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষেদ্ধ্রী**, **-ষেধিকা**।

প্রতিষেধ—নিষেধ, নিবারণ; পরিহার, ত্যাগ; অর্থালংকার বিঃ। প্রতি—সিধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিষেধক—'প্রতিষেদ্ধা' দ্রঃ।

প্রতিষ্টম্ভ—বাধা, প্রতিবন্ধ; রোধ। প্রতি—স্তম্ভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিষ্টব্ধ—বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত; রুদ্ধ। প্রতি—স্তম্ভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিষ্ঠমান—যে চলিয়া যাইতেছে এরূপ, প্রস্থানকারী। প্রতি—স্থা+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রতিষ্ঠা—১। গৌরব, সুখ্যাতি; মর্যাদা; সংস্কার বিঃ; ব্রতাদির উদ্‌যাপন; সমাপ্তি; স্থিতি; বৃক্ষ-পুষ্করিণী প্রঃর উৎসর্গ; ছন্দ বিঃ, চতুরক্ষরা বৃত্তি। প্রতি—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্। ২। স্থাপন। প্রতি—স্থা (নিচের অর্থযুক্ত)+অঙ্ ভাব+আপ্। ৩। পৃথিবী; অবলম্বন, আশ্রয়; আস্পদ, স্থান। প্রতি—স্থা+অঙ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠাতা (-ষ্ঠাতৃ)—স্থাপনকারী, স্থাপয়িতা। প্রতি—স্থা (নিচের অর্থযুক্ত)+তৃন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

প্র তি ষ্ঠা ধি কা র—কোন প্রতিষ্ঠানের সুনামসহ স্বত্ব, দোকান বা ব্যবসায়ের খ্যাতিজনক বিশেষ প্রথা বা নাম ইঃ, goodwill. প্রতিষ্ঠার অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রতিষ্ঠান—১। আশ্রম ('শিক্ষা-'); সমিতি, সঙ্ঘ, institution. প্রতি—স্থা+অনট্ কর্ম। ২। সংস্থাপন। প্রতি—স্থা+অনট্ ভাব। ৩। ব্রত প্রঃ শেষ করার বিষয়ে করণীয় কাজ, দেবপূজাঙ্গ-সংস্কার বিঃ। প্রতি—স্থা+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

প্র তি ষ্ঠা ন্বি ত—যশোযুক্ত, খ্যাতিমান, বিখ্যাত; প্রতিষ্ঠিত; গৌরবযুক্ত। প্রতিষ্ঠা দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রতিষ্ঠাপত্র—প্রশংসাপত্র, গুণাদির বর্ণনাপূর্ণ লিপি, certificate. প্রতিষ্ঠাজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠাপন—উৎসর্গকরণ; অর্পণ; সংস্থাপন। প্রতি—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্র তি ষ্ঠা পি ত—সংস্থাপিত; অর্পিত; উৎসৃষ্ট। প্রতি—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—প্রতিপত্তিশালী, গৌরবযুক্ত; প্রসিদ্ধ; যশস্বী। প্রতিষ্ঠা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রতিষ্ঠাভাজন—গৌরবের পাত্র, সম্মানের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ বা বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠিত—স্থাপিত; খ্যাতিযুক্ত, বিখ্যাত; প্রশংসিত; সম্মানিত; সমাপিত; স্থিত; সংস্কৃত; বদ্ধমূল; অধিগত। প্রতিষ্ঠা+ইতচ্ জাতার্থে, বা প্রতি—স্থা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিসংক্রম—১। প্রতিচ্ছায়া। প্রতিরূপ সংক্রম, প্রাদি। ২। সঞ্চার। প্রতি—সম্—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। প্রতিসংক্রান্ত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন। প্রতি—সম্—ক্রম্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রতিসংবিধান—প্রতিবিধান, প্রতীকার। প্রতি—সম্—বি—ধা+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিসংহার—(অস্ত্রাদি) সংবরণ, নিবর্তন; প্রত্যাকর্ষণ; সংকোচন। প্রতি—সম্—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিসংহৃত—সংবৃত; সংকুচিত; প্রত্যাকৃষ্ট; নিবর্তিত; নিবারিত। প্রতি—সম্—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিসন্ধান—অনুসন্ধান; অনুচিন্তন, নিয়ত চিন্তা; অন্বেষণ; স্তুতিপাঠ। প্রতি—সম্—ধা+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিসব্য—বিরুদ্ধ, প্রতিকূল, বিপরীত। প্রতি (সম্যক্) সব্য (বাম, বিরুদ্ধ), প্রাদি। বিণ।

প্রতিসম—১। বিসদৃশ। প্রতিগত সমকে, প্রাদি। ২। যাহার দুই দিক্ একই রূপ এমন, symmetrical. প্রতি (প্রতিদিকে, উভয়দিকে) সম, প্রাদি। বিণ।

প্রতিসমাঙ্গ—যাহার উভয়াংশ একই রূপ এরূপ, symmetrical. প্রতিসম অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**।

প্রতিসমাধান—প্রতিকার। প্রতি—সম্—আ—ধা+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিসমাধেয়—যাহার প্রতিকার করিতে হইবে বা করা উচিত এমন, প্রতিকার্য, প্রতিবিধানযোগ্য। প্রতি—সম্—আ—ধা+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতিসর—১। মালার ছড়া, নর; কঙ্কণ; হস্তসূত্র; সৈন্যপৃষ্ঠ; প্রাতঃকাল; মন্ত্র বিঃ। বি; পুং। ২। ভৃত্য, সেবক। প্রতি—সৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। ক্ষতাদি আরোগ্যকরণ, ব্রণশোধন। প্রতি—সৃ+অপ্ ভাব। বি; পুং।

প্রতিসরণ (পদার্থবিদ্যা) এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুতে সঞ্চরণকালে আলোকরশ্মি বা তাপের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন, refraction. প্রতি—সৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিসর্গ—ব্রহ্মার সৃষ্টির পর দক্ষাদির সৃষ্টি; প্রলয়। প্রতিরূপ বা প্রতিকূল সর্গ (সৃষ্টি), প্রাদি। বি; পুং।

প্রতিসাম্য—দুইটি অংশ পরস্পর সম্পূর্ণ সমান হইয়া মিশিয়া যাইতে পারে এরূপ সমান অবস্থা, উভয়দিকের একরূপতা, symmetry. প্রতি (প্রতিদিকে) সাম্য, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিসারণ—১। দূরীকরণ, অপসারণ; সুশ্রুতোক্ত অগ্নিকার্য বিঃ। প্রতি—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। অপসারক, দূরীকারক। প্রতি—সৃ+ণিচ্+অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সারণী**।

প্রতিসারিত—পরিচালিত; দূরীকৃত, অপসারিত; প্রবর্তিত; সংশোধিত। প্রতি—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিসারী (-সারিন্)—যে বা যাহা উলটাদিকে যাইতেছে এমন, প্রতিকূলগামী, প্রতীপগামী। প্রতি—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

প্রতিসৃত—(পদার্থবিদ্যা) এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুতে বক্রভাবে সঞ্চরিত

('—কিরণ'), refracted. প্রতি—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিসৃষ্ট—প্রেরিত; দত্ত; বিসৃষ্ট; প্রত্যা-খ্যাত। প্রতি—সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিস্পর্ধা(র্দ্ধা)—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতি-যোগিতা। প্রতিগত স্পর্ধাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিস্পর্ধী (-র্ধিন্) **-স্পর্দ্ধী** (-র্দ্ধিন্)—বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিস্পর্ধা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্পর্ধিনী**।

প্রতিস্রোতঃ (-স্রোতস্), (>**-স্রোত**) -বিপরীত মুখে প্রবাহিত স্রোত। প্রতিগত স্রোতঃ, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিহত—বাধাপ্রাপ্ত; ব্যাহত; নিরস্ত; আহত; প্রেরিত; প্রতিবদ্ধ; রুদ্ধ; প্রতিস্খলিত। প্রতি—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিহতি—আঘাতের পরিবর্তে আঘাত, প্রতিঘাত; রোধ। প্রতি—হন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিহনন—হত্যাকারীকে হত্যা; প্রত্যা-ঘাত। প্রতি—হন্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিহন্তা (-হন্তৃ)—নিবারক; নাশক। প্রতি—হন্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

প্রতিহস্ত—১। প্রতিনিধি, অন্যের পরি-বর্তে কার্যকারী। প্রতিরূপ হস্ত যাহার, বহু। বি, পুং। ২। প্রতিনিধিত্ব। প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতি(তী)হার—১। সদর দরজা, দ্বার ('—রক্ষী')। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। দ্বারপাল, দৌবারিক; বাজিকর। প্রতিহার, প্রতীহার+অচ্ আছে অর্থে। ৩। পরিহার, ত্যাগ; প্রত্যাঘাত। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ ভাব। ৪। মায়া, কপটতা। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

প্রতিহারক—জাদুকর, ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী; প্রতারক। প্রতি—হৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিকা**।

প্রতিহারণ—১। প্রবেশদ্বার। প্রতি—হৃ+ণিচ্+অনট্ করণ। ২। প্রবেশন; দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি। প্রতি—হৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতি(তী)হারিণী—দ্বারপালিকা। প্রতি-(তী)হারিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতি(তী)হারী (-হারিন্)—দারোয়ান, দ্বারপাল, দৌবারিক। প্রতিহার, প্রতীহার+ইন্ রক্ষার্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-হারিণী**।

প্রতিহার্য(র্য্য)—পরিহার্য, ত্যাজ্য, বর্জনীয়। প্রতি—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতিহাস—১। উপহাসকারীকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য। প্রতি—হস্+ঘঞ্ ভাব। ২। করবী গাছ। প্রতীপ হাস (বিকাস) যাহার, বহু। বি; পুং।

প্রতিহিংসা—অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ; বৈরনির্যাতন বা তাহার ইচ্ছা। প্রতি—হিন্স্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতীক—১। স্বরূপ; প্রতিনিধি; প্রতিমূর্তি; নিদর্শন, চিহ্ন, symbol. বাংপ্র। বি। ২। অঙ্গ, অবয়ব। প্রতি—ই+কীকচ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। প্রতিকূল, বিপরীত। প্রতিগতা ঈ (লক্ষ্মী) যৎকর্তৃক, বহু (ক-আগম)। বিণ।

প্রতীকার—'প্রতিকার' দ্রঃ।

প্রতীকার্য(র্য্য)—'প্রতিকার্য' দ্রঃ।

প্রতীকাশ—তুল্য, সদৃশ। প্রতি (সমান)—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রতীক্ষণ, প্রতীক্ষা—অপেক্ষা; সবুর; প্রতিপালন; নিরীক্ষণ; পূজা। প্রতি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব; প্রতি—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

প্রতীক্ষমাণ—যে কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন, প্রতীক্ষাকারী। প্রতি—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রতীক্ষিত যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইয়াছে এমন; প্রত্যাশিত। প্রতি—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতীক্ষ্য—অপেক্ষণীয়; পূজ্য, আরাধ্য। প্রতি—ঈক্ষ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতীক্ষ্যমাণ যাহার জন্য প্রতীক্ষা করা হইতেছে এমন। প্রতি—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

প্রতীঘাত—'প্রতিঘাত' দ্রঃ।

প্রতীচী—পশ্চিমদিক্। প্রতি—অন্চ্+ক্বিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

প্রতীচীন, প্রতীচ্য—পশ্চিমদিগ্‌জাত; পশ্চিমদিকস্থ; পাশ্চাত্ত্য। প্রতীচী+ঈন, যৎ ভবার্থে। বিণ।

প্রতীত—১। বিশ্বস্ত, বিশ্বাসপ্রাপ্ত; জ্ঞাত, জ্ঞানবান্; হৃষ্ট। প্রতি—ই+ক্ত কর্তৃ। ২। খ্যাত, প্রসিদ্ধ; সম্মানিত; জ্ঞাত, প্রত্যক্ষ-গোচর; অনুভূত, প্রতীয়মান। প্রতি—ই+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতীতি—বিশ্বাস, প্রত্যয়; জ্ঞান; খ্যাতি, প্রসিদ্ধি; সম্মান; আদর; হর্ষ, প্রীতি। প্রতি—ই+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতীপ—১। প্রতিকূল, বিপরীত; পরাঙ্মুখ; পশ্চিম। প্রতিগত অপ ইহাতে, বহু। বিণ। ২। অর্থালংকার বিঃ [(১) উপমানকে উপমেয়রূপে কল্পনা অথবা (২) উপমেয়ের উৎকর্ষাধিক্য হেতু উপমানের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদন দ্বারা এই অলংকার হয়। যথা—(১) হায় সীতে! তোমার নেত্রতুল্য ইন্দীবরসমূহ জলে মগ্ন হইয়া গেল। (২) "কি-ছার মিছার কাম ধনুর আগে ফুলে, ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে"—ভারত]। ৩। শান্তনু রাজার পিতা। প্রতিগত অপ্ যৎকর্তৃক, বহু (সমাসান্ত অ প্রত্যয়, অপ-স্থানে ঈপ্)। বি; পুং।

প্রতীপ-কোণ—দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করিলে ছেদবিন্দুস্থ বিপরীত-শীর্ষক কোণ, vertically opposite angle. কর্মধা। বি; পুং।

প্রতীপগতি, -গমন—উলটাদিকে যাওয়া, পশ্চাদ্‌গতি, retrogression. কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রতীপগামী (-গামিন্)—যে বিপরীত-দিকে গমন করে এমন; যে বিরুদ্ধ কার্য করে এমন। উপতৎ; প্রতীপ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

প্রতীপদর্শিনী—১। বিপরীতদর্শিনী। উপতৎ; প্রতীপ—দৃশ্+ণিন কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী, স্ত্রী, যোষিৎ। বি; স্ত্রী।

প্রতীপদর্শী (-দর্শিন্)—বিপরীতদর্শী। উপতৎ; প্রতীপ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রতীবাদ—'প্রতিবাদ' দ্রঃ।

প্রতীবেশ—'প্রতিবেশ' দ্রঃ।

প্রতীয়মান—যাহা জানা যাইতেছে এমন, জ্ঞায়মান; যাহা অনুভূত হইতেছে, মনে হইতেছে বা দেখা যাইতেছে এমন। প্রতি—ই+শানচ্ কর্ম। বিণ।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—কাব্যের অর্থা-লংকার বিঃ [ইহাকে গম্যোৎপ্রেক্ষাও বলে। যেন, মনে হয়, বুঝি, অনুমান করি ইঃ উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দ উহ্য থাকিলে যে উৎপ্রেক্ষা-অলংকার হয়, তাহাকে প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা বলে। যথা—"দেবাসুরে দ্বন্দ্ব সদা সুধার লাগিয়া, তয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া"—ভারত]। প্রতীয়মান উৎপেক্ষা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রতীহার—'প্রতিহার' দ্রঃ।

প্রতীহারী—'প্রতিহারী' দ্রঃ।

প্রতীহাস—প্রতিহাস (তাহা দ্রঃ)।

প্রতুল—১। প্রাচুর্য; সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য; মঙ্গল, শুভ। তুলার (পরিমাণের) প্রকর্ষ, অব্যয়ী; তদুত্তরে আছে অর্থে অচ্। বি; ক্লী। ২। বিলক্ষণ, বিষম; প্রচুর। প্রগতা বা প্রকৃষ্টা তুলা (উপমা, পরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ।

প্রতোদ—অশ্বাদির তাড়নদণ্ড, চাবুক। প্র—তুদ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

প্রত্ন—পুরাতন, প্রাচীন। প্র+ত্নপ্ ভবার্থে। [বিণ।

প্রত্নতত্ত্ব—প্রাচীন কালের মুদ্রালিপি ভগ্নাব-শেষ ইঃর সাহায্যে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য, পুরাতত্ত্ব, archaeology. কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ—প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে পণ্ডিত। উপ-তৎ; প্রত্নতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পুরাণ-ইতিহাসবেত্তা। উপতৎ; প্রত্নতত্ত্ব—বিদ্ +ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ববেত্তা (-বেতৃ)—প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**। [দ্রঃ)।

প্রত্নবিৎ (-বিদ্)—প্রত্নতত্ত্ববিৎ (তাহা

প্রত্নবিদ্যা—প্রত্নতত্ত্ব (তাহা দ্রঃ)।

প্রত্যক্ (প্রত্যচ্)—১। পশ্চাৎ; পশ্চিম-দিক্। অ। ২। পশ্চিমদেশীয়; পশ্চাদ্বর্তী; অন্তস্থিত; প্রতিব্যক্তিগত; বিপরীত। প্রতি—অন্চ্+ক্বিন্ কর্তৃ। বিণ। পুং-**প্রত্যঙ্**। স্ত্রী—**প্রতীচী**।

প্রত্যক্ষ—১। যাহা স্বচক্ষে দেখা যাইতেছে এমন, দৃশ্য, সাক্ষাৎ, ইন্দ্রিয়গোচর। বিণ। ২। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, দর্শন। প্রতিগত অক্ষকে (ইন্দ্রিয়কে), প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যক্ষকারী (-কারিন্)—যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন, সাক্ষাৎদ্রষ্টা। উপতৎ; প্রত্যক্ষ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রত্যক্ষগোচর—যাহা দেখা যাইতেছে এমন, নয়নপথবর্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রত্যক্ষতঃ (-তস্)—স্পষ্টতঃ; সাক্ষাৎ-ভাবে। প্রত্যক্ষ+তস্ ৭মী স্থানে। ক্রি-বিণ।

প্রত্যক্ষদর্শন ১। স্বয়ং দর্শন, নিজের চোখে দেখা। কর্মধা। বি, ক্লী। ২। সাক্ষী, যে স্বয়ং দেখিয়াছে এমন। প্রত্যক্ষ দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

প্রত্যক্ষদর্শী (-দর্শিন্)—সাক্ষী, যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন। উপতৎ; প্রত্যক্ষ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

প্রত্যক্ষপ্রমাণ—স্পষ্ট প্রমাণ, দৃষ্টির গোচরী-ভূত প্রমাণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রত্যক্ষফল—হাতে হাতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা, যে পরিণতি সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে তাহা। কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রত্যক্ষবাদ—জড়বাদ, positivism; যাহা কিছু দেখা যায় তাহা ছাড়া কিছুই হইতে বা থাকিতে পারে না এইরূপ মত; নাস্তিকতা; চার্বাকমত; বৌদ্ধমত। প্রত্যক্ষ—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রত্যক্ষবাদী (-বাদিন্)—জড়বাদী, positivist; যে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব মানে না এরূপ; বৌদ্ধমতাবলম্বী; নাস্তিক। উপতৎ; প্রত্যক্ষ—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

প্রত্যক্ষভোগ—হাতে হাতে ফল লাভ। কর্মধা। বি; পুং।

প্রত্যক্ষর—বর্ণে বর্ণে। অক্ষরে অক্ষরে, অব্যয়ী। অ।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ—চক্ষুর সম্মুখে সম্পন্ন, দৃষ্টি-গোচরে সম্পন্ন। প্রত্যক্ষে সিদ্ধ, সুপ্। বিণ।

প্রত্যক্ষী (-ক্ষিন্)—প্রত্যক্ষদর্শী; স্বয়ং দ্রষ্টা, eye-witness. প্রত্যক্ষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষিণী**।

প্রত্যক্ষীকৃত—যাহা নিজ চোখে দেখা হইয়াছে এমন, যাহা পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয় নাই এখন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এরূপ। প্রত্যক্ষ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রত্যক্ষী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-করণ**।

প্রত্যক্ষীভূত—যাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন। প্রত্যক্ষ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রত্যক্ষী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ভবন**।

প্রত্যগাত্মা (-গাত্মন্)—পরমেশ্বর, ব্রহ্ম-চৈতন্য, জীবাত্মা। প্রত্যক্ (জীব) আত্মা (স্বরূপ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

প্রত্যঙ্গ—১। অঙ্গের অঙ্গ, হাত পা অঙ্গুলি কর্ণ নাসিকা প্রঃ অবয়ব; উপকরণ। প্রতি-গত অঙ্গকে, প্রাদি। বি; ক্লী। ২। প্রতি-অঙ্গে, সকল অঙ্গে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ৩। অঙ্গ দ্বারা সম্পাদ্য ('— অভিনয়')। প্রতিগত অঙ্গকে, প্রাদি। বিণ।

প্রত্যঙ্মুখ—বিমুখ; পশ্চিমাভিমুখ। প্রত্যক্ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

প্রত্যনীক—১। বিঘ্ন; কাব্যালংকার বিঃ [শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া শত্রুপক্ষীয় কাহাকেও যদি পরাভূত করা হয় এবং তাহাতে যদি শত্রুরই উৎকর্ষ সূচিত হয় তবে এই অলংকার হয়। যথা—সিংহ দেখিল যে কৃশমধ্যা কামিনী কটীদেশ দ্বারা তাহাকে পরাভূত করিয়াছে, সেই ক্রোধে সে ঐ কামিনীর কুচকুম্ভতুল্য করিকুম্ভ বিদীর্ণ করি-তেছে]। বি; পুং। ২। প্রতিবাদী, প্রতি-পক্ষ, শত্রু। প্রতি (বিরুদ্ধ, প্রতিকূল) অনীক (সৈন্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

প্রত্যনুমান—এক ব্যক্তির অনুমানের বিরুদ্ধ অনুমান। প্রতিকূল অনুমান, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যন্ত—১। প্রান্তদেশ; ম্লেচ্ছ দেশ। বি; পুং। ২। প্রান্তবর্তী, সন্নিহিত, নিকটবর্তী। প্রতিগত অন্তকে, প্রাদি। বিণ। **প্রত্যন্তদেশ**—সীমান্তবর্তী অঞ্চল, frontier.

প্রত্যন্তপর্ব(র্ব্ব)ত—বৃহৎ পর্বতের নিকট-বর্তী ক্ষুদ্র পর্বত। কর্মধা। বি; পুং।

প্রত্যবয়ব—প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ। প্রতি—অব—যু+অচ্ করণ। বি; পুং।

প্রত্যবস্কন্দ, -স্কন্দন—বাদীর প্রদর্শিত দোষ খণ্ডন করিবার জন্য প্রতিবাদী যে কারণ দেখায় তাহা, প্রত্যর্থীর প্রত্যুত্তর বিঃ। প্রতি—অব—স্কন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

প্রত্যবহার—প্রলয়; ধ্বংস, নাশ; যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা। প্রতি—অব—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রত্যবায়—১। অনিষ্ট; ক্ষতি; বিপরীত আচরণ। প্রতি—অব—ই+ঘঞ্ ভাব। ২। পাপ; দুরদৃষ্ট। প্রতি—অব—ই+ঘঞ্ অপা। বি; পুং।

প্রত্যবেক্ষণ, -বেক্ষা—বিশেষরূপে দর্শন; তত্ত্বাবধান; অনুসন্ধান; বিচার; প্রতি-জাগর। প্রতি—অব—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব; প্রতি—অব—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী। বিণ, **-ক্ষিত**।

প্রত্যভিজ্ঞা—স্মরণ বিঃ, 'ইহা সেই' এই জ্ঞানে চেনা, recognition. প্রতি—অভি—জ্ঞা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রত্যভিজ্ঞাত—সম্যক্ পরিচিত বা জ্ঞাত। প্রতি—অভি—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যভিজ্ঞান—যাহা দ্বারা পরিচয় পাওয়া যায় এরূপ নিদর্শন বা চিহ্ন; যাহা দেখিলে কোন কিছু স্মরণ হয় তাহা। প্রতি—অভি—জ্ঞা+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রত্যভিনন্দন, প্রত্যর্চ(র্চ্চ)ন—পালটা নমস্কার। প্রতিকৃত অভিনন্দন, অর্চন, প্রাদি। বি; ক্লী। বিণ, **-নন্দিত, -র্চিত**।

প্রত্যভিবাদ, -বাদন—পূজ্য ব্যক্তিকে প্রণাম করিলে তিনি যে আশীর্বাদ করেন তাহা, প্রতি-নমস্কার। প্রতিকৃত অভিবাদ, অভিবাদন, প্রাদি। বি; পুং, ক্লী। বিণ, **-বাদিত**।

প্রত্যভিযোগ—পালটা নালিশ, অভি-যোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মদোষ খণ্ডনপূর্বক অভিযোক্তার প্রতিকূলে অভিযোগ। প্রতিকৃত অভিযোগ, প্রাদি। বি; পুং। বিণ **-যুক্ত**।

প্রত্যয়—১। বিশ্বাস; নিশ্চয়জ্ঞান; শপথ; হেতু; আচার; প্রসিদ্ধি, খ্যাতি। প্রতি—ই+অচ্ ভাব। ২। (ব্যাকরণ) শব্দ বা ধাতুর উত্তর ক্রিয়মাণ শব্দান্তরত্বসাধক শব্দাংশ, প্রকৃতির পর বিহিত বা যুক্ত বিভক্তি ইঃ। প্রতি—ই+অচ্ করণ। বি; পুং।

প্রত্যয়যোগ্য—বিশ্বাসের উপযুক্ত। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ।

প্রত্যয়িত—১। বিশ্বস্ত; বিশ্বাসপাত্র। প্রত্যয়+ইতচ্ জাতার্থে। ২। প্রতিগত। প্রতি—অয়্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

প্রত্যয়ী (-য়িন্)—বিশ্বাসী, বিশ্বাসভাজন; বিশ্বাসকারী। প্রত্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

প্রত্যর্থী (-র্থিন্)—বিবাদী; বিপক্ষ; শত্রু; যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়,

প্রতিবাদী, আসামী; প্রতিকূল; অর্থি-প্রতিপক্ষ। প্রতি—অর্থ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

প্রত্যর্পণ—ফিরাইয়া দেওয়া; প্রতিদান। প্রতি—ঋ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যর্পিত—যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; প্রতিদত্ত। প্রতি—ঋ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যহ—রোজ রোজ, প্রতিদিন। অহে অহে (দিনে দিনে), অব্যয়ী (টচ্‌ সমাসান্ত)। অ।

প্রত্যাখ্যাত—যাহাকে 'না' বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, দূরীকৃত; অস্বীকৃত; নিরাকৃত; নিরস্ত; নিরুৎসাহীকৃত। প্রতি—আ—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যাখ্যান—নিরসন; নিরাকরণ; 'না' বলিয়া বিমুখীকরণ, দূরীকরণ; অস্বীকার; পরিত্যাগ; উপেক্ষা; ফেরত। প্রতি—আ—খ্যা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাখ্যেয়—প্রত্যাখ্যানের উপযুক্ত, যাহা প্রত্যাখ্যান করা উচিত এমন। প্রতি—আ—খ্যা+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রত্যাগত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত প্রতিনিবৃত্ত। প্রতি—আ—গম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যাগতি—ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। প্রতি—আ—গম্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রত্যাগমন—ফিরিয়া আসা। প্রতি—আ—গম্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাঘাত—আঘাতের পরিবর্তে কৃত আঘাত; প্রতিক্রিয়া। প্রতিকৃত আঘাত, প্রাদি। বি; পুং।

প্রত্যাদিষ্ট—দেবতা কর্তৃক আদিষ্ট, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত; প্রত্যাখ্যাত; নিরাকৃত। ত্যক্ত। প্রতি—আ—দিশ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যাদেশ—দৈববাণী, ভক্তজনের প্রতি দেবতার আজ্ঞা; প্রত্যাখ্যান; নিরাকরণ; পূর্বাদেশ খণ্ডন; প্রতিবন্ধ; পরিত্যাগ; জ্ঞাপন। প্রতি—আ—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রত্যাদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—জ্ঞাপনকারী; প্রত্যাদেশকারী। প্রতি—আ—দিশ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দেষ্ট্রী।

প্রত্যানয়ন—ফিরাইয়া আনা; পুনরুদ্ধার। প্রতি—আ—নী+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যানীত—যাহা ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন। প্রতি—আ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যাবর্ত(র্ত্ত)ন—১। ফিরিয়া আসা। প্রতি—আ—বৃত্‌+অনট্‌ ভাব। বিণ, -বৃত্ত। ২। প্রতিনিবর্তন; প্রতিনিবারণ। প্রতি—আ—বৃত্‌+ণিচ্‌ (বর্তি=অবস্থিতি করানো)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -বর্তিত।

প্রত্যাবৃত্ত—যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাগত; পুনরাবৃত্ত। প্রতি—আ—বৃত্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যায়ন—বিশ্বাসজনন; সত্য বলিয়া সমর্থন, attestation. প্রতি—ই+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যারম্ভ—পুনরায় আরম্ভ। প্রতি—আ—রভ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। বিণ, -রব্ধ।

প্রত্যালীঢ়—১। বাণ-নিক্ষেপ-সময়ে উপবেশন অর্থাৎ বাম পদ প্রসারিত করিয়া দক্ষিণ পদ সংকুচিত করিয়া বসা। প্রতি—আ—লিহ্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। আস্বাদিত; ভুক্ত, ভক্ষিত। প্রতি—আ—লিহ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যালীঢ়পদা—বাঁ পা সামনে ও ডান পা পিছনে রাখিয়া দণ্ডায়মানা ('— দেবী')। প্রত্যালীঢ় পদ যাহার, বহু+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রত্যাশা—অপরের কাছ হইতে কিছু পাইবার আশা; আকাঙ্ক্ষা; ভরসা; প্রত্যয়। প্রতি—আ+অশ্‌+অঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রত্যাশী (-শিন্‌)—যে প্রত্যাশা করে এমন। প্রত্যাশা+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

প্রত্যাশ্বাস—১। পুনর্জীবন। প্রতি—আ—শ্বস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। প্রত্যাশা। প্রতি (পুনর্বার) আশ্বাস (আকাঙ্ক্ষা, ভরসা), প্রাদি। বি; পুং।

প্রত্যাসত্তি—নৈকট্য, সান্নিধ্য, নিকটবর্তিতা; (ন্যায়মতে) অলৌকিক প্রত্যক্ষজনক সম্বন্ধমাত্র। প্রতি—আ—সদ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রত্যাসন্ন—নিকটবর্তী, সন্নিহিত, সমীপস্থ। প্রতি—আ—সদ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যাহত—আঘাতের পরিবর্তে যাহাকে আঘাত করা হইয়াছে এমন, ব্যাহত; প্রতিবদ্ধ; সংকুচিত; কুণ্ঠিত। প্রতি—আ—হন্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যাহরণ—ফিরাইয়া লওয়া; প্রত্যাবর্তন। প্রতি—আ—হৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাহার—১। ফিরাইয়া লওয়া; যোগাঙ্গ বি; ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার জন্য বাহ্যসুখপরিহার; ইন্দ্রিয়নিবর্তন। প্রতি—আ—হৃ+ঘঞ্‌ ভাব। ২। (সংস্কৃত ব্যাকরণ) কতকগুলি বর্ণকে সংক্ষেপে বুঝিবার জন্য অচ্‌, হল্‌ প্রঃ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। প্রতি—আ—হৃ+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং।

প্রত্যাহার্য(র্য্য)—ফিরাইয়া লওয়ার মত প্রত্যাহারযোগ্য; পুনর্গ্রহণযোগ্য। প্রতি—আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রত্যাহৃত—যাহা ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন; প্রত্যাকৃষ্ট; প্রত্যাহারের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যুক্ত—১। উত্তরদান, প্রতিবচন। প্রতি—বচ্‌ বা ব্রূ+ক্ত ভাবব। বি; ক্লী। ২। প্রতিভাষিত, যাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে এমন। প্রতি—বচ্‌ বা ব্রূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যুক্তি—কথার জবাব, উত্তরদান, প্রতিবচন। প্রতিগতা উক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রত্যুৎক্রম, -ক্রমণ, -ক্রান্তি—যুদ্ধের উপক্রম; প্রধান উদ্দেশ্যের উপযোগী অপ্রধান কার্য; উৎক্রমণ। প্রতি—উৎ—ক্রম্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌, ক্তি ভাব। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

প্রত্যুত—পরন্তু; তাহা ত নয় বরং। প্রতি ও উত, দ্বন্দ্ব। অ।

প্রত্যুত্তর—পাল্টা জবাব, উত্তরের উত্তর। প্রতিগত উত্তর, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যুত্থান—মান্য ব্যক্তি আসিলে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনাকরণ, আগন্তের সম্মানার্থ উত্থান। প্রতি—উৎ—স্থা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -ত্থিত।

প্রত্যুৎপন্ন—তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন; কার্যকালে উপস্থিত; পুনরুৎপন্ন, পুনর্বার জাত। প্রতি—উৎ—পদ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যুৎপন্নমতি—১। হঠাৎ কোন বিষয়ের নির্দেশে; উপস্থিত বিষয়ে যাহার বুদ্ধি বিকশিত হয় এমন, বিপদের সময় যাহার বুদ্ধি যোগায় এমন; প্রতিভান্বিত; অসাধারণধীশক্তিবিশিষ্ট; সূক্ষ্মদর্শী; কুশাগ্রবুদ্ধি। প্রত্যুৎপন্না মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। উপস্থিত বুদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করিবার বুদ্ধি। প্রত্যুৎপন্না (কার্যকালে উপস্থিতা) মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—কার্যকালে বুদ্ধির উদয় হওয়া; বিপৎকালে বুদ্ধি যোগান, উপস্থিত বুদ্ধি। প্রত্যুৎপন্নমতি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

প্রত্যুদাহরণ—কাহারও উপস্থাপিত দৃষ্টান্তের বিপরীত দৃষ্টান্ত, উদাহরণের বিপরীত উদাহরণ। প্রতিদত্ত উদাহরণ, প্রাদি। বি; ক্লী। বিণ, -দাহৃত।

প্রত্যুদ্গত, প্রত্যুদ্যাত—১। যাহাকে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন। প্রতি—উৎ—গম্‌, যা+ক্ত কর্ম। ২। যে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইয়াছে এমন। প্রতি—উৎ—গম্‌, যা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যুদ্গম, প্রত্যুদ্গমন—অভ্যর্থনার জন্য অগ্রে গমন; অগ্রে গমনপূর্বক অভ্যর্থনা। প্রতি—উৎ—গম্‌+অপ্‌, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

প্রত্যুদ্গমনীয়—১। ধৌত-উড়ানি, ধৌত

বয়মুগল, জোড়। প্রতি—উৎ—গম্+অনীয় করণ। বি ; স্ত্রী। ২। যাহাকে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করা উচিত এমন। প্রতি—উৎ—গম্+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রত্যুদ্‌ঘাত—'প্রত্যাঘাত' দ্রঃ।

প্রত্যুপকার—উপকারের বদলে উপকার। প্রতিকৃত উপকার (সাহায্য), প্রাদি। বি ; পুং।

প্রত্যুপকারী (-কারিন্)—উপকারীর উপকারক। প্রতি—উপ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রত্যুপকৃত—উপকারের বিনিময়ে উপকার-প্রাপ্ত, প্রত্যুপকারপ্রাপ্ত। প্রতি—উপ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-কার**।

প্রত্যুপদেশ—১। উপকারানুরূপ হিতাচরণ ; বিদ্যার বিনিময়ে বিদ্যাদান। প্রতি—উপ—দিশ্+ঘঞ্ ভাব। ২। উপদেশানুরূপ শিক্ষাপ্রদান। প্রতি (যোগ্য) উপদেশ, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রত্যুপবেশন—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের আশায় বসিয়া থাকা। প্রতি—উপ—বিশ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রত্যুপহার—অনুরূপ উপহার, উপঢৌকন-দ্রব্য। প্রতি—উপ—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

প্রত্যুষঃ (-ষস্), **প্রত্যুষ**—প্রভাত, প্রাতঃকাল, ভোর। প্রতি—উষ্+অস্, ক কর্তৃ। বি ; স্ত্রী, পুং।

প্রত্যেক—১। একে একে। একে একে, অব্যয়ী। অ। ২। এক এক করিয়া সমুদয়। বিণ।

প্রথম—আদিম, আদ্য ; গোড়ার, আরম্ভকালীন ; মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ। প্রথ্+অমচ্ কর্তৃ। বিণ। **প্রথম কল্প**-মুখ্য নীতি, primary rule.

প্রথমজ—অগ্রজ ; জ্যেষ্ঠ ; প্রথমোৎপন্ন। উপতৎ ; প্রথম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রথমতঃ (-তস্), **প্রথমত**—প্রথমে, অগ্রে। প্রথম+তস্ সপ্তম্যর্থে। অ।

প্রথমসূত্র—আরম্ভ, পত্তন, উপক্রম ; আদি, গোড়া, মূলসূত্র। কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রথমাঙ্গুলি—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। প্রথমা অঙ্গুলি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

প্রথমাশ্রম—ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রথম আশ্রম, কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

প্রথা—রীতি, ধারা ; খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ; বিস্তার। প্রথ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রথানুসারে—রীতি-অনুসারে, পদ্ধতিমত, যেরূপ চলন আছে সেইমত। প্রথার অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

প্রথানুযায়ী—রীতি-অনুযায়ী ; পদ্ধতিমত ; যেরূপ চলন আছে সেইরূপ। প্রথার মত, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

প্রথিত—প্রসিদ্ধ, খ্যাত ; প্রকৃষ্ট ; বিস্তৃত। প্রথ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রথিতনামা (-নামন্)—নামজাদা, বিখ্যাত, যশস্বী। প্রথিত নাম (নামন্) যাহার, বহু। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী, **-নাম্নী**।

প্রথিতযশাঃ (-যশস্) (>-যশা)—যাহার যশ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে এমন, যশস্বী। প্রথিত যশঃ (যশস্) যাহার, বহু। বিণ।

প্রথিমা (-মন্)—পৃথুত্ব ; স্থূলত্ব ; বিস্তার। পৃথু (বৃহৎ)+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

প্রথিষ্ঠ—অতিবৃহৎ ; সব চেয়ে মোটা। পৃথু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রথীয়ান্ (-য়স্)—অতিবৃহৎ ; স্থূলতর। পৃথু+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়সী**।

প্রদ—(কোন শব্দের শেষে বসিলে) দাতা, দানকারী, যে প্রদান করে এরূপ। প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রদক্ষিণ—১। পূজনীয় ব্যক্তি বা দেবমূর্তিকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ ; বন্দন, আরাধনা। দক্ষিণকে অবলম্বন করিয়া, অব্যয়ী। বি ; স্ত্রী। ২। শুভলক্ষণযুক্ত, অতি অনুকূল। প্রকৃষ্টরূপে দক্ষিণ (অনুকূল), প্রাদি। বিণ। ৩। বেষ্টন করা, চারিদিকে ঘোরা। বাংপ্র। বি।

প্রদত্ত—যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, সমর্পিত। প্র—দা+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**প্রদান**।

প্রদন্ত—গজদন্ত, tusk. প্রকৃষ্ট দন্ত, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রদর—স্ত্রীলোকের রোগ বিঃ, leucorrhoea. প্র—দৃ+অপ্ করণ। বি ; পুং।

প্রদর্শক—যে দেখায় এমন, প্রদর্শনকারী। প্র—দৃশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্শিকা**।

প্রদর্শন—দেখানো ; উল্লেখ। প্র—দৃশ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রদর্শনী—যেখানে বহু দর্শনীয় বস্তু সংগৃহীত হয় এমন মেলা, exhibition, show. প্র—দৃশ্+অনট্ অধি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রদর্শশালা—প্রদর্শনীঘর ; জাদুঘর, museum. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রদর্শিত—যাহা দেখানো হইয়াছে এমন ; উল্লিখিত। প্র—দৃশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ

প্রদাতা (-দাতৃ)—প্রদানকারী। প্র-দা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

প্রদান—দেওয়া ; সম্যক্‌রূপে দেওয়া ; বিতরণ, অর্পণ। প্র—দা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রদায়ক—প্রদানকারী। প্র—দা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা**।

প্রদায়ী (-য়িন্)—প্রদানকর্তা। প্র—দা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

প্রদাহ—জ্বালা, জ্বালাপোড়া ; রোগাদির জন্য অঙ্গের স্ফীতি ও টাটানি ইঃ, inflammation. প্র—দহ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রদীপ—বাতি ; বাতির অনল, শিখা ; আলোক। প্র—দীপ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

প্রদীপন—১। প্রকাশন ; উদ্দীপন, উজ্জ্বলকরণ। প্র—দীপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। উদ্দীপক ; প্রকাশ ; ঔজ্জ্বল্যকারী। প্র—দীপ্+ণিচ্+অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

প্রদীপালোক—বাতির আলো, দীপের আলো। প্রদীপের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রদীপ্ত—উজ্জ্বল ; প্রকাশিত। প্র—দীপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রদীপ্তি—উজ্জ্বলতা, প্রভা ; প্রকাশ। প্র—দীপ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রদৃপ্ত—দাম্ভিক ; অত্যধিক গর্বিত ; দর্পযুক্ত। প্রকৃষ্টরূপে দৃপ্ত, প্রাদি। বিণ।

প্রদেয়—দেওয়ার মত, প্রদানযোগ্য। প্র—দা+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রদেশ—১। দেশের বা রাষ্ট্রের এক-একটি প্রধান অংশ, সুবা, province ; অঞ্চল ; একাংশ ; স্থান ; পদ ; ভিত্তি, দেওয়াল। প্র—দিশ্+ঘঞ্ অধি। বিণ—**প্রাদেশিক**। ২। বুড়া আঙুলের ডগা হইতে তর্জনীর ডগা পর্যন্ত পরিমাণ, প্রাদেশ। প্র—দিশ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

প্রদেশন—১। আদেশদান। প্র—দিশ্+অনট্ ভাব। ২। উপায়ন, উপঢৌকন, ভেট। প্র—দিশ্+অনট্ কর্ম। ৩। উপায়। প্র—দিশ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

প্রদেশনী, -শিনী—তর্জনী অঙ্গুলি। প্র—দিশ্+অনট্ করণ+ঈপ্ ; প্র—দিশ্+ণিন্ কর্তৃ (করণে কর্তৃত্বের উপচার দ্বারা)+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রদেশপাল—প্রদেশের শাসনকর্তা, provincial governor. উপতৎ ; প্রদেশ—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

প্রদোষ—১। সায়ংকাল, রাত্রি আরম্ভের প্রথম চারিদণ্ডকাল। প্রারব্ধ দোষা (রাত্রি) যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। দুষ্ট, প্রকৃষ্টদোষযুক্ত। প্রকৃষ্ট দোষ যাহার, বহু। বিণ। ৩। অত্যধিক দোষ। প্রকৃষ্ট দোষ, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রদোষকাল—সন্ধ্যাকাল, সায়ংসময়। কর্মধা। বি ; পুং।

প্রদোষাকাশ—সন্ধ্যাকালের গগন,

সাঁঝের আকাশ, প্রদোষকালীন আকাশ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

প্রদোষাগম—সন্ধ্যা হওয়া, সন্ধ্যাগম, সন্ধ্যাকালের উপস্থিতি। প্রদোষের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রদ্বেষ্টা (-ষ্টৃ)—যে অত্যন্ত বিদ্বেষ বা হিংসা করে। প্র—দ্বিষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। বি—**প্রদ্বেষ**। স্ত্রী—**প্রদ্বেষ্ট্রী**।

প্রদ্যুম্ন—শালগ্রাম বিঃ; শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র। প্র (প্রকৃষ্ট) দ্যুম্ন (শক্তি) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

প্রদ্যোত—কিরণ, আলোক; রশ্মি; উজ্জয়িনীর নৃপতি বিঃ। প্র—দ্যুত্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রদ্যোতন—১। দীপ্তিপ্রদান, ব্যঞ্জনা বা সূচনা করা। প্র—দ্যুত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। সূর্য। বি; পুং। ৩। অতিশয় দ্যোতনশীল; উজ্জ্বল। প্র—দ্যুত্+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রদ্যোতিত—উজ্জ্বলীকৃত; প্রদীপ্ত; প্রকাশিত; সম্যক্ সূচিত। প্র—দ্যুত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রধান—১। শ্রেষ্ঠ, মুখ্য। বিণ। ২। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, জগতের মূলকারণ, সাকার জগতের প্রথম কারণ; বুদ্ধি; পরমেশ্বর, পরমাত্মা; শ্রেষ্ঠ সচিব। প্র—ধা+অনট্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। সেনাপতিদিগের অধ্যক্ষ; নায়ক, সর্দার; অমাত্য; মোড়ল, মণ্ডল। প্র—ধা+অনট্ কর্ম। বি; পুং বা ক্লী।

প্রধানতঃ (-তস্), (>-নত)—বিশেষতঃ, প্রধানভাবে। প্রধান+তস্ (৫মী-স্থানে)। বাংপ্র। অ।

প্রধানতা, -ত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব। প্রধান+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রধানাঙ্গ—সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ; মস্তক; শ্রেষ্ঠ অবয়ব; শ্রেষ্ঠবিষয় বা ব্যক্তি। প্রধান যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রধাবিত—দ্রুত ধাবমান। প্র—ধাব্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**প্রধাবন**।

প্রধী—১। প্রকৃষ্টবুদ্ধিশালী, যিনি গভীর চিন্তার পর কার্যাদি করেন এমন। প্রকৃষ্টা ধী যাহার, বহু, বা প্র—ধ্যৈ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। প্রকৃষ্টা বুদ্ধি। প্রকৃষ্টা ধী, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রধূপিত—সন্তাপিত, ক্লেশিত; প্রদীপ্ত; ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত। প্র—ধূপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -পনা।

প্রধূমিত—অনলোন্মুখ; প্রকৃষ্টধূমবিশিষ্ট, যাহা হইতে খুব ধোঁয়া বাহির হইতেছে এমন ('—অগ্নি')। প্রধূম+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

প্রধ্বংস—বিনাশ; বিশেষরূপে ধ্বংস। প্র—ধ্বন্স্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রনষ্ট—সম্পূর্ণভাবে নষ্ট; মৃত; পলায়িত। প্র—নশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রপক্ষ—পালক, feather. প্রগত পক্ষকে, প্রাদি। বি; পুং।

প্রপঞ্চ—১। সমূহ; মায়া; সংসার; আড়ম্বর; পুত্রাদি। প্র—পন্চ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। ভ্রম; বঞ্চনা; বিস্তার; ছলনা; প্রতারণা; সঞ্চয়; বৈপরীত্য, উলটাভাব। প্র—পন্চ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রপঞ্চময়—মায়াপূর্ণ; প্রতারণাময়। প্রপঞ্চ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

প্রপঞ্চিত—ভ্রমযুক্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ; বিস্তৃত; বিস্তৃতভাবে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এরূপ। প্রপঞ্চ (বিস্তার)+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

প্রপতন—উপর হইতে নীচে পড়া; সম্যক্ পতন; মৃত্যু; বিনাশ। প্র—পত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রপন্ন—প্রাপ্ত; শরণাগত, আশ্রিত। প্র—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রপা—জলছত্র, পানীয়শালা; পশুগণের জলপানস্থান; কূপ; আধার। প্র—পা+অঙ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রপাত—১। উচ্চস্থান হইতে সবেগে নিম্নে পতিত জলধারা; নির্ঝর; পর্বতাদির খাড়া ধার বা পাশ বিঃ; তুঙ্গদেশ; অত্যুচ্চ তীর। প্র—পত্+ঘঞ্ অপা বা ণ কর্তৃ। ২। নির্ঝরপতনস্থান। প্র—পত্+ঘঞ্ অধি। ৩। অত্যুচ্চ স্থান হইতে জলধারার পতন। প্র—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রপান—জলসত্র। প্র—পা+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

প্রপায়ী (-য়িন্)—পানকর্তা; রক্ষাকর্তা। প্র—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িণী।

প্রপিতামহ—ব্রহ্মা; ঠাকুরদাদার বাবা, পিতামহের পিতা। প্রকৃষ্ট পিতামহ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রপিতামহী—ঠাকুরদাদার মা, পিতামহের মাতা। প্রপিতামহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রপীড়িত—যাহাকে উৎপীড়ন করা হইয়াছে এমন। প্র—পীড়্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -ড়ন।

প্রপূরক—যাহা অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করে এমন; অনুপূরক। প্র—পূর্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিকা।

প্রপূরণ—অপূর্ণ অংশ পূর্ণকরণ, অবশিষ্টাংশের পূরণ, সম্পূর্ণকরণ। প্র—পূর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রপূরিত—যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এমন। প্র—পূর্ (পরিপূর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রপৌত্র(-ত্র)—নাতির ছেলে, পৌত্রের পুত্র। প্রগত (কারণরূপে) পৌত্রকে, প্রাদি। বি; পুং।

প্রপৌত্রী(-ত্রী)—নাতির মেয়ে, পৌত্রের কন্যা। প্রপৌত্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রফুল্ল—প্রস্ফুটিত, বিকশিত; সহাস্য; প্রসন্ন; আনন্দযুক্ত। প্র—ফুল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রফুল্লচিত্ত—১। আনন্দিত মন, হৃষ্ট অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার মনে আনন্দ হইয়াছে এমন, হৃষ্টমনাঃ। প্রফুল্ল চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

প্রফুল্লতা—হর্ষ; প্রসন্নতা। প্রফুল্ল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রফুল্লিত—১। পুষ্পিত, কুসুমিত; আনন্দিত। প্র—ফুল্+ক্ত কর্তৃ। ২। যাহাকে আনন্দিত করা হইয়াছে এমন। প্র—ফুল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রফেসর, -সার—অধ্যাপক, কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। <ইং 'professor'. বি।

প্রফেসারি—প্রফেসারের কার্য, অধ্যাপনা। প্রফেসার+ই কর্মার্থে। ইং-মূ। বি।

প্রবংশ—জাতি, race. বি।

প্রবক্তা (প্রবক্তৃ)—সুবক্তা, উত্তম কথক। প্র—বচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ক্ত্রী।

প্রবচন—১। উত্তম বচন; প্রবাদবাক্য, proverb. প্রকৃষ্ট বা প্রচলিত বচন, প্রাদি। ২। বেদাদি শাস্ত্র। প্রকৃষ্ট বচন (বাক্য) যাহাতে, বহু। ৩। বেদার্থজ্ঞান। প্র—বচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রবচনীয়—বিশেষভাবে বলিবার যোগ্য, প্রকৃষ্টরূপে বাচ্য। প্রকৃষ্টরূপে বচনীয়, প্রাদি। বিণ।

প্রবঞ্চক—ঠগ, প্রতারক; ধূর্ত। প্র—বন্চ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**প্রবঞ্চিকা**।

প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা প্রতারণা, ঠকান। প্র—বন্চ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

প্রবঞ্চিত—যে ঠকিয়াছে এমন, প্রতারিত। প্র—বন্চ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবণ—১। যে সহজে কোনও অবস্থাপন্ন হয় এমন ('তন্দ্—'); ক্রমনিম্ন; গড়ানিয়া; ঢালু; নত; রত; নম্র; আসক্ত; উন্মুখ; অভিমুখ; অনুকূল; ক্ষীণ; আয়ত্ত; নিপুণ; ত্বরিত; বিনীত; আহিত। বিণ। ২। চতুষ্পথ, চৌমাথা; উদর। প্র—বণ্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রবণতা—প্রবৃত্তি, ঝোঁক, propensity; শীলত্ব। প্রবণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রবন্ধ—১। পরম্পরাসম্বন্ধবিশিষ্ট রচনা, সন্দর্ভ, নিবন্ধ; পরম্পরান্বিত বাক্যসমূহ। প্র

—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। অবিচ্ছেদ; পূর্বাপরসংগতি; প্রকৃষ্ট বন্ধন; আরম্ভ; সন্ধি, জোড়। প্র—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ৩। উপায়, ফিকির; বাক্যকৌশল। প্র—বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং।

প্রবন্ধকল্পনা—সন্দর্ভ-রচনা; গল্প, কথা। ওট্রীভৎ। বি; স্ত্রী।

প্রবন্ধকার—প্রবন্ধের লেখক। উপপত; প্রবন্ধ—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী**।

প্রবর—১। অত্যুত্তম; শ্রেষ্ঠ, প্রধান ('পণ্ডিত—')। প্রকৃষ্টরূপে বর (শ্রেষ্ঠ), প্রাদি। বিণ। ২। গোত্র; সন্ততি; গোত্র-প্রবর্তক বা তদ্বংশীয় মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি বিঃ; ইন্দ্রের জনৈক সখা। প্র—বৃ+অপ্‌, কর্ম। বি; পুং। [বিণ।

প্রবর্ত—প্রবৃত্ত। <প্রবৃত্ত। প্রা কল্প।

প্রবর্ত(র্ত্ত)ক—যে আরম্ভ করে এমন; যে প্রবর্তন বা প্রতিষ্ঠা করে এমন; প্রবৃত্তি দায়ক; নিয়োজক; প্রদর্শক; অনিবর্তক; অবিচ্ছেদকারী; প্রণেতা। প্র—বৃত্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্তিকা**।

প্রবর্ত(র্ত্ত)ন, প্রবর্ত(র্ত্ত)না—নূতন সংস্থাপন বা প্রতিষ্ঠা, প্রচলিতকরণ ('ধর্ম—'); প্রবৃত্তি-দান, প্রেরণা; নিয়োজন; উত্তেজনা; আরম্ভ। প্র—বৃত্‌+ণিচ্‌+অনট্‌; ২য় পক্ষে অন ভাব+আপ্‌। বি; ক্লী, স্ত্রী।

প্রবর্ত(র্ত্ত)মান—যে ব্যক্তি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন। প্র—বৃত্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

প্রবর্ত(র্ত্ত)য়িতা (-য়িতৃ)—প্রবর্তক; অনিবর্তক; অবিচ্ছেদকারী। প্র—বৃত্‌+ণিচ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

প্রবর্তি(র্ত্তি)ত—প্রথম সংস্থাপিত; চালিত; যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এমন; নিয়োজিত; উৎপাদিত; আরব্ধ; অপ্রত্যাবর্তিত; উত্তেজিত; প্রেরিত। প্র—বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবর্তী (-বর্তিন্‌), **প্রবর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্‌)—প্রবৃত্তিযুক্ত; প্রবাহবিশিষ্ট। প্রবর্ত+ইন্‌+যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্তিনী**।

প্রবর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। বৃদ্ধি হওয়া। প্র—বৃধ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। বিবর্ধন, বাড়ানো। প্র—বৃধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ৩। প্রবর্ধক, যাহা বা যে বাড়ায় এমন। প্র—বৃধ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রবল—অতিশয় বলবান্‌; প্রচণ্ড; অত্যন্ত। প্রকৃষ্ট বল যাহার, বহু। বিণ।

প্রবলতা, প্রবলত্ব—প্রচণ্ডতা, প্রবলতাম; আধিক্য, প্রাবল্য। প্রবল+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রবলপরাক্রম—১। অত্যধিক বিক্রমযুক্ত, খুব বেশী পরাক্রমশালী। প্রবল পরাক্রম যাহার, বহু। বিণ। ২। অত্যধিক বিক্রম। কর্মধা। বি; পুং।

প্রবলপরাক্রান্ত—অত্যধিক বিক্রমশালী। প্রবলরূপে পরাক্রান্ত, সুপ্‌। বিণ।

প্রবলপ্রতাপ—১। অত্যধিক বিক্রম। কর্মধা। বি; পুং। ২। অত্যধিক বিক্রমশালী। প্রবল প্রতাপ যাহার, বহু। বিণ।

প্রবলপ্রতাপান্বিত—অতিশয় তেজস্বী, মহাপরাক্রান্ত। প্রবলপ্রতাপ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩রাতৎ। বিণ।

প্রবলা—১। প্রকৃষ্টবলবতী। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রসারিণী, গন্ধভাদুলিয়া। প্রবল+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রবসন—দেশ ছাড়িয়া বিদেশে স্থায়িভাবে বাসের জন্য গমন, emigration. প্র—বস্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-সিত**।

প্রবহ—১। পুরাণোক্ত সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ। প্র—বহ্‌ (বহন করা)+অচ্‌ কর্তৃ। ২। প্রবাহ; গৃহমধ্যাদির বহির্গমনদ্বার। প্র—বহ্‌+অ করণ। বি; পুং।

প্রবহণ—১। প্রবাহ; বহিয়া যাওয়া; স্থানান্তরিত করণ, transportation. প্র—বহ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। আচ্ছাদিত শকট বা ডুলি; যান; পোত। প্র—বহ্‌ (বহন করা)+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

প্রবহমাণ—প্রবাহযুক্ত; যাহা বহিয়া যাইতেছে এরূপ, flowing. প্র—বহ্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ। (সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ পদ।)

প্রবাচন—ঘোষণা; ইস্তাহার। প্র—বচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রবাচ্য—যাহা অবশ্যই বলা উচিত এমন; নিন্দনীয়। প্র—বচ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রবাণি, প্রবাণী—তুরী, মাকু। প্র—বে+নি করণ, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রবাত—বিশুদ্ধ বায়ু; প্রবল বায়ু। প্রাদি। বি; পুং।

প্রবাদ—জনশ্রুতি, জনরব, কিংবদন্তী; চলতি কথা; পরম্পরাগত উক্তি; অপবাদ। প্রকৃষ্ট বাদ (কথন), প্রাদি। বি; পুং।

প্রবাদ-বচন, -বাক্য—জনসাধারণের উক্তি। প্রবাদই বচন, বাক্য, কর্মধা। বি; স্ত্রী, পুং।

প্রবার—উত্তরীয়বস্ত্র। প্র—বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং।

প্রবাল—সমুদ্রজাত অতি ক্ষুদ্র কীট বিঃ বা উহাদের দেহাবশেষের সমবায়ে গঠিত দ্রব্য বিঃ, বিদ্রুম, পলা, coral; কিশলয়, নূতন পল্লব; বীণাদণ্ড; অঙ্কুর। প্র—বল্‌ (কম্পিত হওয়া)+ণ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

প্রবালকাঞ্চন—সোনার গুটির সহিত গাঁথা প্রবালের তৈয়ারী মেয়েদের হাতের গহনা বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রবালকীট—সমুদ্রসম্ভূত নানাবর্ণ কীট বিঃ। প্রবাল নামক কীট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রবালদ্বীপ—প্রবালকীট দ্বারা রচিত দ্বীপ; দ্বীপে পরিণত স্তূপীকৃত মৃতপ্রবালকীটদেহ। প্রবালরচিত দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রবালপ্রাচীর—প্রবাল-সঞ্চয় দ্বারা গঠিত প্রাচীর, coral reef. প্রবাল-গঠিত প্রাচীর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রবালফল—রক্তচন্দন। প্রবালসদৃশ ফল যাহার, বহু। বি; ক্লী।

প্রবাস—১। বিদেশে স্থিতি, ভিন্নদেশে বাস। প্র—বস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বিণ—**প্রবাসী** (-সিন্‌), **প্রোষিত**। ২। বিদেশস্থ বাসস্থান। প্র—বস্‌+ঘঞ্‌ অধি। বি; পুং।

প্রবাসন—বিদেশে পাঠান; নির্বাসন; মারণ, বধ। প্র—বস্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রবাসিত—যাহাকে বিদেশে পাঠানো হইয়াছে এমন, নির্বাসিত; হত। প্র—বস্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবাসী (-সিন্‌)—বিদেশস্থ, বিদেশবাসী। প্রবাস+ইন্‌ আছে অর্থে; অথবা প্র—বস্‌+ণিনুণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

প্রবাহ—স্রোত; ক্রমাগত চলন; অবিচ্ছেদ; একটানা কাজ করিয়া যাওয়া; ব্যবহার; প্রসার, বিস্তার। প্র—বহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রবাহক—উত্তমরূপে বহনকারী। প্র—বহ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ।

প্রবাহিকা—১। গ্রহণী, উদরভঙ্গরোগ, আমাশয়রোগ। প্র—বহ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ+আপ্‌। বি। ২। উত্তমরূপে বহনকারিণী। প্রবাহক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রবাহিণী—১। নদী, স্রোতস্বতী। বি; স্ত্রী। ২। প্রবাহযুক্তা। প্রবাহিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রবাহিত—উত্তমরূপে বাহিত বা চালিত। প্র—বহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবাহিত, প্রবাহী (-হিন্‌)—প্রবহণশীল, প্রবাহবিশিষ্ট। প্রবাহ+ইতচ্‌, ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -তা, **-হিনী**।

প্রবাহী—বালি, বালুকা। প্রবাহ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রবাহু—কনুইএর নিম্নভাগ। প্রগত বাহুকে, প্রাদি। বি; পুং।

প্রবিদারণ—১। সংগ্রাম, যুদ্ধ। প্র—বি—দৃ+ণিচ্‌+অনট্‌ অধি। ২। প্রকৃষ্টরূপে

বিদারণ; বিস্তার; প্রস্ফুটিতকরণ। প্র—বি—দৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রবিষ্ট—যাহা প্রবেশ করিয়াছে এরূপ; অন্তর্গত; অভিনিবিষ্ট। প্র—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রবীণ—বৃদ্ধ; নিপুণ; বিজ্ঞ, বহুদর্শী; আনন্দিত। প্র (উৎকৃষ্ট) বীণা (বাদ্যযন্ত্র বিঃ) যাহার এরূপ, বহু; অথবা, প্র—বীণা+ণিচ্ (=বীণি নামধাতু—বীণা বাজানো)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রবীণতা—নিপুণতা; বিজ্ঞতা। প্রবীণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রবীর—১। উত্তম যোদ্ধা; শ্রেষ্ঠ বীর; নীলধ্বজের পুত্র। বি; পুং। **২**। মহাবলবান্, অতিশয় শৌর্যযুক্ত; শ্রেষ্ঠ। প্রকৃষ্ট বীর, প্রাদি। বিণ।

প্রবুদ্ধ—জ্ঞানী; জাগরিত; প্রফুল্ল। প্র—বুধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রবৃত্ত—নিযুক্ত, রত, ব্যাপৃত; প্রবৃত্তিবিশিষ্ট; উৎপন্ন; চলিত; আরব্ধ। প্র—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রবৃত্তি—ইচ্ছা; ঝোঁক; (ন্যায়মতে) যত্ন বিঃ; আরম্ভ, বার্তা, সংবাদ; নিয়োগ; স্বাভাবিক ধর্ম; কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান; প্রবাহ, স্রোতঃ; গতি; ব্যাপার; উৎপত্তি; হস্তিমদ; বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী সূক্ষ্মা—এই চারিপ্রকার শব্দপ্রবৃত্তি। প্র—বৃত্+ক্তি ভাব, করণ। বি; স্ত্রী।

প্রবৃত্তিমার্গ—সুখভোগের পথ, সাংসারিক সুখভোগাদি করা এবং কর্তব্য পালন করা রূপ ধর্মলাভের উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রবৃদ্ধ—অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত; অতি প্রাচীন; অতি বৃদ্ধ; বিশাল, মহান্; বিস্তৃত। প্র—বৃধ্ (বাড়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **প্রবৃদ্ধ কোণ**—(জ্যামিতি) দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় অথচ চারি সমকোণ অপেক্ষা ছোট এমন কোণ, reflex angle.

প্রবেট—উইল (চরমপত্র) আদালত কর্তৃক মঞ্জুর করা হইলে তাহার যে নকল পাওয়া যায় তাহা। < ইং 'probate'. বি।

প্রবেণি, প্রবেণী—বিউনী, কেশবিন্যাস; হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল। প্র—বেণ্+ইন্ কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবেশ—১। ভিতরে যাওয়া; ঢোকা, অন্তর্নিবেশ। প্র—বিশ্+ঘঞ্ ভাব। **২**। ভিতরে যাইবার পথ। প্র—বিশ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

প্রবেশক—১। যে ঢোকে এমন, মধ্যে গমনকারী; নাটকে বিষয় আরম্ভ করিবার বা নায়কাদিকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করাইবার উপযোগী মুখবন্ধ বিঃ। প্র—বিশ্+ণক কর্তৃ। **২**। যে প্রবেশ করায় এমন। প্র—বিশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী। -শিকা।

প্রবেশন—১। সিংহদ্বার, প্রধানদ্বার। প্র—বিশ্+অনট্ করণ। **২**। ঢোকা, ভিতরে যাওয়া। প্র—বিশ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। **৩**। যাহা দ্বারা ঢুকানো যায় এমন, প্রবেশসাধন। প্র—বিশ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বিণ। **৪**। ঢুকানো, প্রবেশ করানো। প্র—বিশ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, -শিত।

প্রবেশ-পত্র—ভিতরে যাইবার অনুমতি-জ্ঞাপক পত্র। প্রবেশ জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রবেশপথ—রাস্তার মুখ; ভিতরে গমন করিবার পথ। প্রবেশের পন্থা (পথিন্), ৬ষ্ঠীতৎ (অ সমাসান্ত)। বি; পুং।

প্রবেশিকা—১। যাহা দেখাইলে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায়, টিকিট; যাহা দ্বারা প্রবেশ করা যায় ('—পরীক্ষা'); প্রাথমিক পুস্তক। প্র—বিশ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। **২**। ভিতরে গমনকারিণী। প্রবেশক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **প্রবেশিকা পরীক্ষা**—যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় (Matriculation Examination, Entrance Examination). [ইং ১৯৫২ সাল হইতে এই পরীক্ষাকে স্কুলের শেষ পরীক্ষা বা School Final Examination বলে।]

প্রবেশিত—যাহাকে প্রবেশ করানো হইয়াছে এমন। প্র—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবেশ্য—প্রবেশযোগ্য, permeable. প্র—বিশ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রবেষ্টা (প্রবেষ্টৃ)—যে প্রবেশ করে এরূপ, অন্তর্গামী। প্র—বিশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ট্রী।

প্রবোধ—১। সান্ত্বনা; জাগানো; জ্ঞানদান। প্র—বুধ্+ণিচ্+অচ্ ভাব। বিণ—**প্রবোধিত**। **২**। জাগরণ; বিকাশ; জ্ঞান। প্র—বুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রবোধন—জাগরিতকরণ; জ্ঞাপন; সান্ত্বনা দান, বোঝানো; উত্তেজনা; সুগন্ধি দ্রব্যের পূর্বগন্ধ পুনরুৎপাদন। প্র—বুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রবোধনী, প্রবোধিনী—উত্থানৈকাদশী, কার্তিকী শুক্লা একাদশী। প্র—বুধ্+অনট্ অধি+ঈপ্; প্রবোধ (জাগরণ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবোধবাড়ি—পাচন বাড়ি, গরু ইঃ তাড়াইবার লাঠি। বাংপ্র। বি।

প্রবোধিত—যাহাকে জাগানো হইয়াছে এরূপ; জ্ঞাপিত; উত্তেজিত; যাহাকে প্রবোধ দেওয়া হইয়াছে এরূপ; বিকাসিত। প্র—বুধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রব্যক্ত—স্ফুট, স্পষ্টীকৃত। প্র—বি+অন্জ্ (প্রকাশিত হওয়া)+ক্ত কর্ম, অথবা কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

প্রব্রজিত—ভিক্ষু, যে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছে এমন, সন্ন্যাসী; প্রবাসগত। প্র—ব্রজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাসধর্ম; প্রবাস। প্র—ব্রজ্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রব্রাজ—১। অত্যন্ত নিম্নদেশ। প্র—ব্রজ্+ঘঞ্ অধি। **২**। সন্ন্যাস। প্র—ব্রজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রব্রাজন—নির্বাসন। প্র—ব্রজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রব্রাজিত—নির্বাসিত। প্র—ব্রজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রভ—(বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য; কোন কিছুর সমান-প্রভাবিশিষ্ট ('অনল—')। বিণ।

প্রভঞ্জন—১। বায়ু, ঝড়। বি; পুং। **২**। প্রকৃষ্টরূপে ভঞ্জনকারী। প্র—ভন্জ্+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রভব—১। উৎপত্তি, জন্ম। প্র—ভূ+অপ্ ভাব। **২**। প্রভাব, পরাক্রম; কারণ। প্র—ভূ+অপ্ করণ। **৩**। উৎপত্তিস্থান, source; প্রকাশস্থান। প্র—ভূ+অপ্ অপা। **৪**। বৎসর বিঃ। প্র—ভূ+অপ্ অধি। **৫**। মুনি বিঃ। প্র—ভূ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রভবিষ্ণু—১। স্বামী, প্রভু; অধিকারী। বি; পুং। **২**। উৎপত্তিশীল; প্রভাবশীল; সমর্থ; প্রভুত্বকারী। প্র—ভূ+ইষ্ণু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। বি, -তা।

প্রভা—১। দীপ্তি, তেজ; ঔজ্জ্বল্য; প্রকাশ। প্র—ভা+অঙ্ ভাব+আপ্। **২**। কুবেরের পুরী; সূর্যপত্নী; দুর্গা; গোপিকা বিঃ। প্র—ভা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রভাকর—সূর্য; চন্দ্র; সমুদ্র; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ। উপতৎ; প্রভা—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং।

প্রভাত—১। প্রাতঃকাল, প্রত্যূষ। প্র—ভা+ক্ত অধি। বি; স্ত্রী। **২**। প্রভাযুক্ত। প্র—ভা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রভাতফেরি—প্রভাতে রাজপথে গীত জনসাধারণের বিবিধ সংপ্রেরণাদায়ক গান, সকালে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া গান। গুজরাটী। বি।

প্রভাতরাগ—অরুণ; প্রাতঃকালীন জ্যোতিঃ বা সংগীতের সুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রভাতী—১। প্রভাতকালীন। বিণ। ২। প্রভাতকালীন সংগীত; প্রভাতসম্বন্ধীয় কবিতা। প্রভাত+ ঈ সম্বন্ধার্থে। বি।

প্রভাব—প্রভুশক্তি, influence; মহিমা; প্রতাপ; বিক্রম; সামর্থ্য; উদ্ভব। প্রকৃষ্ট ভাব, প্রাদি। বি; পুং।

প্রভাবতী—১। দীপ্তিমতী। প্রভাবৎ+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বজ্রনামক অসুরের কন্যা; তাপসী বিঃ; কুমারানুচর মাতৃকা বিঃ; চিত্ররথের ভার্যা; মরুৎ নৃপের পত্নী; গণদেবতাদিগের বীণা; তের অক্ষরের ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী।

প্রভাবান্ (-বৎ)—দীপ্তিমান্, প্রভাবিশিষ্ট। প্রভা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রভাময়—জ্যোতিষ্মান্, দীপ্তিপূর্ণ। প্রভা+ ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে, স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

প্রভাষ—উত্তমরূপে কথন। প্র—ভাষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রভাস—১। দীপ্তি, কান্তি; ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ সোমতীর্থ; বসু বিঃ; অষ্টম মন্বন্তরের দেবগণ; কুমারানুচর বিঃ। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্টদীপ্তিশালী। প্র-ভাস্+ অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রভিন্ন—বিভক্ত; বিদলিত; প্রস্ফুটিত; প্রকাশিত। প্র—ভিদ্+ক্ত কর্ম, কর্মকর্তৃ। বিণ।

প্রভু—১। মনিব, স্বামী; রাজা; ভাগ্যবান্; ইষ্টদেব; বৈষ্ণবগুরু। বি; পুং। ২। সমর্থ, শক্ত; শ্রেষ্ঠ; নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। প্র—ভূ অথবা ভা+ডু কর্তৃ। বিণ।

প্রভুতা, প্রভুত্ব—আধিপত্য; কর্তৃত্ব; প্রাধান্য; প্রভাব; স্বামিত্ব; সামর্থ্য; ঐশ্বর্য। প্রভু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রভুত্বকারী (-রিন্)—যে প্রভুশক্তির ব্যবহার করে এরূপ; আধিপত্যকারী; প্রভাববিস্তারকারী। উপতৎ; প্রভুত্ব—কৃ। ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রভুত্বপ্রয়াসী (-সিন্)—ক্ষমতালাভের জন্য আকাঙ্ক্ষিত; অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রয়াসিনী**।

প্রভুত্বব্যঞ্জক—যাহাতে আধিপত্যের প্রকাশ পায় এমন, কর্তৃত্বপ্রকাশক, ক্ষমতাসূচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যঞ্জিকা**।

প্রভুনী—মনিবের স্ত্রী, প্রভুপত্নী। প্রভু+ নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

প্রভুপরায়ণ—মনিবের প্রতি অনুরক্ত। প্রভু পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবদের ধর্মগুরুর নামোল্লেখকালে তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, His Holiness. বি।

প্রভুভক্ত—মনিবের প্রতি অনুরক্ত। প্রভুর ভক্ত (অনুরক্ত), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রভুভক্তি—প্রভুর প্রতি অনুরক্তি; মনিবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতি। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রভুশক্তি—প্রভাব, প্রতাপ, আধিপত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রভুহন্তা (-হন্তৃ)—মনিবের প্রাণসংহারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

প্রভূত—প্রচুর, বহু; উৎপন্ন; উন্নত। প্র (অধিক)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রভৃতি—১। (শব্দের পরবর্তী হইলে) ইত্যাদি, তদাদি, এইরূপ সমস্ত। প্র ভৃ (পোষণ করা)+ক্তি কর্তৃ। বিণ। ২। অবধি, আরম্ভ করিয়া, হইতে। প্র-ভৃ। ক্তিচ্ কর্তৃ। অ।

প্রভেদ—বিভিন্নতা; পার্থক্য; বৈলক্ষণ্য; ছেদ, ভঙ্গ; ভেদ, বিশেষ; প্রকার; বিকাশ; প্রস্ফুটন। প্র—ভিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ—**প্রভিন্ন**।

প্রভেদক—ভেদকারী; ভিন্নতাজনক। প্র —ভিদ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**।

প্রভ্রষ্ট—পতিত; নষ্ট। প্র ভ্রন্শ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রমতি—১। কশ্যপবংশীয় ঋষি বিঃ; চ্যবন ঋষির পুত্র; বাগিন্দ্র ঋষির পুত্র; বৎসপ্রীতির পুত্র। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্টমতিযুক্ত, সুবুদ্ধি। প্রকৃষ্টা মতি যাহার, বহু। বিণ।

প্রমত্ত—বিভোর, অত্যাসক্ত; মাতাল, অতিমত্ত; প্রমাদযুক্ত, অনবহিত, অসাবধান। প্র—মদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**প্রমত্ততা, প্রমাদ**।

প্রমথ—শিবের অনুচর (ইহারা নৃত্যগীতাদি-বিশারদ ও নানারূপধারী); ঘোটক; ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র বিঃ। প্র—মথ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রমথন—হত্যা, বধ, বিনাশ; উন্মূলন; বিলোড়ন; মর্দন; যন্ত্রণা দেওয়া; ত্যাগ; পরাভব। প্র—মথ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রমথনাথ, প্রমথাধিপ—শিব, মহাদেব। প্রমথদিগের (ভূতগণের) নাথ, অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রমথালয়—নরক। প্রমথদিগের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রমথিত—১। বিলোড়িত; মর্দিত; ক্লেশিত। বিণ। ২। নির্জল ঘোল। প্র—মথ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

প্রমথেশ—মহাদেব, শিব। প্রমথদিগের ঈশ (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রমদ—১। মত্ত, উন্মত্ত; কামুক, লম্পট। প্র—মদ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। আনন্দ, হর্ষ। প্র—মদ্+অপ্ ভাব। বি; পুং।

প্রমদকানন, -বন—রাজার অন্তঃপুরোদ্যান; আনন্দকানন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রমদা—১। সুন্দরী নারী; চৌদ্দ-অক্ষরের ছন্দ বিঃ। প্র (উৎকৃষ্ট) মদ (রূপসৌভাগ্যজনিত গর্ব) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মত্তা। প্রমদ (১)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রমরা, প্রমারা—তাসের একপ্রকার জুয়া খেলা। <পো 'primeiro'। বি।

প্রমা—নিশ্চয়বোধ; ভ্রমভিন্ন জ্ঞান; প্রমাণ। প্র—মা (পরিমাণ করা)। অঙ্ করণ+ আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমাই—আয়ুষ্কাল। <পরমায়ুঃ। প্রাদে। বি।

প্রমাণ—১। যাহাদ্বারা কোন বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায় তাহা, নিশ্চয়ের হেতু, proof; প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ—এই চারিটি (এতদ্ভিন্ন বেদান্তমতে—অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি নামে দুইটি অতিরিক্ত প্রমাণ অর্থাৎ যাথার্থ্য নিরূপণের উপায় আছে); সাক্ষী; লেখ্য; শাস্ত্র; পরিমাণ, মাত্রা; ওজন; আকৃতি; আয়তন; দৃষ্টান্ত; সীমা; ইয়ত্তা; বিধান; (গণিতে) ত্রৈরাশিকের প্রথম রাশি; জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়; চূড়ান্ত নিষ্পত্তির স্থল; যাহার কথা নির্বিচারে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, authority. প্র—মা। অনট্ করণ। বি; ক্লী। ২। সত্যবাদী; প্রধান; প্রমাতা। প্র—মা+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। বিশ্বাস; যথার্থ জ্ঞান; নিশ্চয়। প্র—মা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৪। উপযুক্ত-পরিমাণ, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপযুক্ত, পুরা মাপের ('— বস্ত্র')। বাংপ্র। ৫। (বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে) পরিমিত, মাপযুক্ত ('পর্বত—')। বিণ।

প্রমাণতঃ, (-তস্) (>**প্রমাণত**)—প্রমাণ দেখিয়া, প্রমাণমতে। প্রমাণ+তস্ (পঞ্চম্যর্থে)। অ।

প্রমাণপঞ্জী—প্রমাণস্বরূপ আলোচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা, Bibliography. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রমাণপত্র—প্রশংসাপত্র, certificate. মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রমাণপুরুষ—সালিস। কর্মধা। বি; পুং।

প্রমাণসই—উপযুক্ত মাপের; পুরামাপের; পরিমাণমত। ৭মীতৎ। বিণ।

প্রমাণসাপেক্ষ—যাহার জন্য প্রমাণ আবশ্যক হয় এরূপ, প্রমাণের অপেক্ষাযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রমাণসিদ্ধ—প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত; প্রমাণিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রমাণিত—প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত; মীমাংসিত; নিশ্চিত। প্রমাণ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

প্রমাণীকৃত—যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা যাহার নিশ্চয়তা স্থির করা হইয়াছে এমন, প্রমাণিত। প্রমাণ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রমাণী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -করণ।

প্রমাতা (প্রমাতৃ)—১। বিচারক; প্রমাণ কারক। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী। ২। (ন্যায়মতে) শুদ্ধচিত্তবৃত্তিসাক্ষী; (বেদান্তমতে) প্রতিফলিতমনোবৃত্তি। প্র—মা+তৃন্ কর্তৃ বি; পুং।

প্রমাতামহ—মায়ের ঠাকুরদাদা, মাতামহের পিতা। প্রকৃষ্ট মাতামহ যৎকর্তৃক, বহু বি; পুং।

প্রমাতামহী—মায়ের ঠাকুরমা, মাতামহের মাতা। প্রমাতামহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমাথ—প্রমথন; মর্দন; পীড়ন; বধ। প্র—মথ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রমাথিনী—১। অপ্সরা বিঃ। বি স্ত্রী। ২। দুঃখদায়িনী, মথনকারিণী। প্রমাথিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রমাথী (-থিন্)—পীড়াদায়ক, ক্লেশকর; বিক্ষোভকারী; ধ্বংসকারী। প্র—মথ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রমাদ—অসাবধানতা, অনবধানতা, ভ্রম; বিস্মৃতি; প্রমত্ততা; বিপদ; অন্তঃকরণের দৌর্বল্য। প্র—মদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রমাদিকা—১। দূষিতা কন্যা। বি; স্ত্রী। ২। অনবধানযুক্তা। প্র—মদ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমাদী (-দিন্)—অসতর্ক, অসাবধান। প্রমাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -দিনী।

প্রমায়ু—পরমায়ুঃ, আয়ুষ্কাল। <পরমায়ুঃ। কপ্র। বি।

প্রমারা—'প্রমরা' দ্রঃ।

প্রমিত—বিদিত, অবগত, জ্ঞাত; নিশ্চিত, প্রমাণিত; (অঙ্ক শব্দের পরে থাকিলে) পরিমিত (যেমন—অর্ধহস্তপ্রমিত); প্রথমাবধারিত। প্র—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রমিতি—নিশ্চয়জ্ঞান; প্রমাণ, পরিমাণ। প্র—মি বা মা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রমীত—১। মৃত। প্র—মী (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। নিহত; যজ্ঞার্থে হত। প্র—মী (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রমীলন—বুঁজা, নিমীলন, মুদ্রণ। প্র—মীল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রমীলা—১। ঝিমনো; তন্দ্রা; ঘুমের ঠিক আগে ও পরে যে অবসাদ আসে তাহা; মুদ্রণ। প্র—মীল্+অ ভাব+আপ্। ২। রাবণপুত্র মেঘনাদের পত্নী; অর্জুনের পত্নী বিঃ। প্র—মীল্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমীলিত—যাহা বুজিয়া গিয়াছে এমন নিমীলিত, মুদ্রিত। প্র—মীল্+ক্ত কর্ম বিণ।

প্রমুখ—১। (সমাসে উত্তরপদে) প্রথম প্রধান, শ্রেষ্ঠ; তদবধিক, প্রভৃতি, ইত্যাদি বিণ। ২। আরম্ভ; আদি; প্রধান। প্রকৃমুখ, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রমুখাৎ—মুখ হইতে, জবানি। প্রমুখ+৫মী-স্থানে আৎ। অ।

প্রমুদিত—আহ্লাদিত, হৃষ্ট; প্রফুল্ল, বিকসিত। প্র—মুদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রমূর্ত(র্ত্ত)—রূপায়িত, অভিব্যক্ত; সুস্পষ্ট সুন্দররূপে প্রকাশিত। প্রাদি। বিণ।

প্রমৃষ্ট—১। নিমগ্ন। প্র—মৃষ্ (ক্লান্ত হওয়া)+ক্ত কর্ম। ২। মার্জিত। প্র—মৃজ (পরিষ্কার করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রমেয়—১। প্রমিতির বিষয়ীভূত, commensurable; পরিমেয়, পরিচ্ছেদ্য অবধার্য; যাহার প্রমাণ হইতে পারে এমন বিণ। ২। (ন্যায়মতে) শুদ্ধচৈতন্য; (বেদান্তমতে) দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রঃ। প্র—মা+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

প্রমেহ—বহুমূত্র রোগ বিঃ; জননেন্দ্রিয় হইতে পুঁজ ইঃর ক্ষরণরূপ ব্যাধি, মেহ, gonorrhoea. প্র—মিহ্+ঘঞ্ ভাব, করণ। বি; পুং।

প্রমেহী (-হিন্)—প্রমেহ-রোগগ্রস্ত। প্রমেহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -হিণী।

প্রমোচন—খোলা, মুক্তকরণ; ছাল বা চামড়া তুলিয়া ফেলা। প্র—মুচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রমোদ—আনন্দ, আমোদ, হর্ষ। প্র—মুদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রমোদকানন, -বন—আমোদ-আহ্লাদ করিবার বাগান, বাগানবাড়ি, ক্রীড়োদ্যান; রাজান্তঃপুরসংলগ্ন উদ্যান, আনন্দকানন। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রমোদন—১। আনন্দকারক। বিণ। ২। বিষ্ণু। প্র—মুদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। আনন্দদান, আনন্দিত করণ। প্র—মুদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রমোদবন—'প্রমোদকানন' দ্রঃ।

প্রমোদভবন, প্রমোদাগার—আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত গৃহ। প্রমোদের ভবন, আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রমোদিত—আমোদিত, আনন্দিত। প্রমোদ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

প্রমোদী (-দিন্)—১। আনন্দজনক। প্র—মুদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। ২। আনন্দময়। প্রমোদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -দিনী।

প্রমোহণ, -মোহন—১। মোহজনক অস্ত্র বিঃ। প্র—মুহ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ২। মোহকারক। প্র—মুহ্+ণিচ্+অন কর্তৃ, অথবা অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী, -ণা, -না, -ণী, -নী।

প্রযত—পবিত্র, শুদ্ধ; সংযত; নিয়মবিশিষ্ট। প্র—যম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রযতাত্মা (-ত্মন্)—সংযতমনাঃ, বিশুদ্ধচিত্ত। প্রযত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

প্রযত্ন—বিশেষরূপ চেষ্টা, প্রয়াস; অধ্যবসায়; বিশেষ যত্ন [ন্যায়মতে ইহা তিনপ্রকার; যথা—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনকারণ]; (ব্যাক) বর্ণের উচ্চারণার্থ ওষ্ঠ জিহ্বা তালু কণ্ঠ প্রঃর চেষ্টা [প্রযত্ন প্রধানতঃ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য প্রযত্ন চতুর্বিধ; যথা—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। আভ্যন্তর প্রযত্ন একাদশপ্রকার; যথা—বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত]। প্রকৃষ্ট যত্ন, প্রাদি। বি; পুং।

প্রযাগ—১। উত্তম যজ্ঞ। প্রকৃষ্ট যাগ, প্রাদি। ২। শতক্রতু, ইন্দ্র। প্রকৃষ্ট যাগ যাহার, বহু। ৩। অশ্ব। প্রকৃষ্ট যাগ যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

প্রয়াগ—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—এই তিন নদীর সংগমস্থান; এলাহাবাদ। প্রকৃষ্ট যাগ যেখানে, বহু। বি; পুং।

প্রয়াণ—গমন, প্রস্থান; যুদ্ধযাত্রা। প্র—যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রয়াত—গত, প্রস্থিত। প্র—যা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রয়াস—চেষ্টা; প্রযত্ন; পরিশ্রম, আয়াস; ইচ্ছা। প্র—যস্ (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রয়াসী (-সিন্)—চেষ্টাযুক্ত, যত্নবান্; অভিলাষী, প্রত্যাশী। প্রয়াস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -সিনী।

প্রযুক্ত—১। যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন, খাটানো; নিযুক্ত; অনুষ্ঠিত; উৎপাদিত; প্রেরিত; রচিত; উল্লিখিত; উচ্চারিত; উদাহৃত; যাহা ধার দেওয়া হইয়াছে এমন। প্র—যুজ্+ক্ত কর্ম। ২। উৎপন্ন; নিমগ্ন। প্র—যুজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। দ্রি—প্রযুক্তি, প্রয়োগ। ৩। জন্য, হেতু, নিবন্ধন। বাংপ্র। অ।

প্রযুক্তি—প্রয়োগ; প্রয়োজন; শিল্পাদিতে প্রয়োগকৌশল, technique; শব্দের-

উচ্চারণ বিঃ; প্রেরণ; উত্তম যুক্তি। প্র—যুজ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রযুক্তিবিদ্যা—শিল্পাদিতে প্রয়োগ-কৌশলের বিদ্যা, technology. প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রযুজ্যমান—যাহা প্রয়োগ করা হইতেছে এমন। প্র—যুজ্‌+শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

প্রযুত—১। বিযুক্ত, দশলক্ষ। প্র—যু+ক্ত কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। সংযুক্ত। প্র—যু+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রযোক্তা (-যোক্তৃ)—প্রয়োগকর্তা; প্রবর্তক; অনুষ্ঠাতা, কর্মকর্তা; ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। প্র—যুজ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ত্রী**।

প্রয়োগ—পাঠানো; ব্যবহার; উদাহরণ; প্রবর্তন; অনুষ্ঠান; ফল; অভিনয়; যত্ন; অর্পণ; ঋণদান; নিদর্শন; উল্লেখ; নিয়োগ। প্র—যুজ্‌+ঘঞ্‌ ভাব, কর্ম। বি; পুং।

প্রয়োগজ—পরীক্ষা বা অভিজ্ঞতা দ্বারা লব্ধ, empiric. উপতৎ; প্রয়োগ—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রয়োগদোষ—প্রয়োগ করিবার ত্রুটি; ব্যবহার-দোষ; উদ্বেগজনিত দোষ। প্রয়োগ-সম্বন্ধীয় দোষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রয়োগবাদ—কার্য কারণ ও অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক ঘটনার সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন, pragmatism. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রয়োগশালা—বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান এবং পরীক্ষার জন্য যন্ত্রাদিযুক্ত গৃহ, laboratory. প্রয়োগের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রয়োগী (-গিন্‌)—প্রয়োগযুক্ত; ব্যবহার-কারী। প্রয়োগ+ইন্‌ আছে অর্থে বা প্র—যুজ্‌+ঘিনুণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গিনী**।

প্রযোজক—প্রযোজনকারী, প্রবর্তক; অনুষ্ঠানকারী, কর্মকর্তা; প্রেরক; কর্তা; অভিনয়ার্থ নাটক বা চলচ্চিত্রকে যিনি দর্শন-যোগ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন তিনি, producer; যে সুদ লইয়া টাকাপয়সা ধার দেয়। প্র—যুজ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**।

প্রযোজক-ক্রিয়া—(ব্যাক) যে ক্রিয়া একের নির্দেশে অপরের দ্বারা সাধিত হয়, প্রেরণার্থক ক্রিয়া, ণিজন্ত ক্রিয়া, causative verb. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রয়োজন—১। দরকার; হেতু; উদ্দেশ্য। প্র—যুজ্‌ (যোগ করা)+অনট্‌ করণ। ২। (প্রযোজন) প্রয়োগকরণ; প্রবর্তন; প্রভৃতি। প্র—যুজ্‌+অনট্‌ ভাব। ৩। ফল। প্র—যুজ্‌+অনট্‌ অধি। বি; স্ত্রী।

প্রয়োজনাতিরিক্ত—যাহা দরকার তাহা অপেক্ষা বেশী। প্রয়োজন হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

প্রয়োজনানুরূপ—দরকারমত; আবশ্যকমত। প্রয়োজনের অনুরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রয়োজনীয়—কার্যোপযোগী, আবশ্যক। প্র—যুজ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রযোজ্য—১। যাহা খাটে এমন, যাহাকে প্রয়োগ করা যায় এরূপ; যাহাকে দিয়া কোন কাজ করানো যায় ('— কর্তা')। বিণ। ২। প্রেষ্য, ভৃত্য। বি; পুং। ৩। মূলধন। প্র—যুজ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বি; স্ত্রী।

প্ররূঢ়—জাত, উৎপন্ন; বদ্ধমূল; অঙ্কুরিত; প্রবৃদ্ধ, বর্ধনশীল; প্রসিদ্ধ। প্র—রুহ্‌ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্ররোচক—(মন্দকার্যে) উৎসাহদানকারী, যে প্ররোচনা দেয় এমন; প্রবর্তক, উত্তেজক। প্র—রুচ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চিকা**।

প্ররোচন—উত্তেজনা দেওয়া, উসকান; রুচি-সম্পাদন; উৎসাহন। প্র—রুচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্ররোচনা—উত্তেজনা, উসকানি; রুচি; উৎসাহ। প্র—রুচ্‌+ণিচ্‌+অন ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্ররোচিত—উৎসাহিত; উত্তেজিত; প্ররোচনা-প্রাপ্ত। প্র—রুচ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্ররোহ—১। অঙ্কুর; মূল; বট প্রঃ গাছের নামনা, ঝুরি; লম্বমান বস্তু। প্র—রুহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। ২। উৎপত্তি; আরোহণ। প্র—রুহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্ররোহিত, প্ররোহী (-হিন্‌)—উৎপত্তিশীল; আরোহণকারী, অঙ্কুরিত। প্ররোহ+ইতচ্‌, ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-হিতা, -হিণী**।

প্রলপন—অর্থশূন্য কথা বলা, প্রলাপ। প্র—লপ্‌ (বলা)+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রলপিত—১। কথিত; যাহা শুধু শুধু বলা হইয়াছে এমন, বৃথা উক্ত। প্র—লপ্‌ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। প্রলাপ। প্র—লপ্‌+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রলব্ধ—উপহসিত। প্র—লভ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রলম্ব—১। বলরাম কর্তৃক নিহত দৈত্য বিঃ; উদ্ভিদের অঙ্কুর; লতার শোঁ; শাখা; বৃক্ষাদির নামনা, ঝুরি; লম্বমান বস্তু; স্ত্রী-স্তন; হার বিঃ; মেঘ। প্র—লম্ব্‌+অচ্‌ কর্তৃ। ২। লম্বমান হওয়া, ঝোলা। প্র—লম্ব্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ৩। অত্যন্ত লম্বমান। প্র—লম্ব্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

প্রলম্বন—১। ঝোলা। প্র—লম্ব্‌+অনট্‌ ভাব। ২। উদ্গত অংশ, projection. প্র—লম্ব্‌+অন কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

প্রলম্বিত—যাহা ঝুলিয়া পড়িয়াছে এমন। প্র—লম্ব্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রলম্ভ, প্রলম্ভন—বিশেষরূপে লাভ; প্রবঞ্চনা; ছলনা। প্র—লভ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

প্রলয়—১। সৃষ্টি-নাশ, কল্পান্ত, ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ (প্রলয় চারিপ্রকার; যথা—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক)। প্র—লী+অচ্‌ অধি, ভাব। ২। মৃত্যু; ধ্বংস, নাশ; ক্ষয়; মূর্ছা। প্র—লী+অচ্‌ ভাব। বি; পুং। **পলকে প্রলয়**—মুহূর্তের মধ্যে ভয়ানক কাণ্ড বা অনর্থপাত।

প্রলয়কাণ্ড—ভীষণ ধ্বংসকর ব্যাপার; সাংঘাতিক ব্যাপার। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রলয়ক্রীড়া, -লীলা—সংহার-লীলা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রলয়ংক(ঙ্ক)র—সৃষ্টিনাশকারী, সংহারক, সর্বনাশজনক; ধ্বংসকারী। লৌকিক প্রয়োগ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

প্রলয়তরঙ্গ—প্রলয়কালীন সাগরের ঢেউ; ভীষণ ঢেউ। প্রলয়োচিত বা প্রলয়কারী তরঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রলয়পবন—সৃষ্টিবিনাশক বায়ু; সৃষ্টি-লোপকালীন বাতাসের ন্যায় ভীষণ বাতাস। প্রলয়কালীন পবন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রলয়পয়োধি—সৃষ্টিনাশকালীন সমুদ্র ('প্রলয়পয়োধি-জলে')। প্রলয়কালীন পয়োধি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রলয়মেঘ—প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ভয়ংকর মেঘ। প্রলয়োচিত বা প্রলয়কালীন মেঘ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রলয়-লক্ষণ—সৃষ্টিলোপের লক্ষণ; ধ্বংসের চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রলয়লীলা—'প্রলয়ক্রীড়া' দ্রঃ।

প্রলয়ান্ধকার—সৃষ্টিনাশকালীন অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার; সৃষ্টিনাশ-কালীন অন্ধকার। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রলয়াবশেষ—প্রলয়ের শেষে সব কিছু ধ্বংসের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রলাপ—অনর্থক বাক্য, পাগলের মত কথা বলা; রোগের উপসর্গ বিঃ; বিলাপ। প্র—লপ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রলাপী (-পিন্‌)—প্রলপনশীল, প্রলাপ-কারী। প্র—লপ্‌ (বলা)+ঘিনুণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

প্রলীন—প্রলয়প্রাপ্ত; দ্রবীভূত; চেষ্টাশূন্য। প্র—লী (লীন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রলীনতা—প্রলয়; মূর্ছা। প্রলীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রলুব্ধ—যাহার অত্যন্ত লোভ বা ইচ্ছা হইয়াছে এমন, অতিশয় লোভযুক্ত। প্র—লুভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রলেপ—১। লেপন, মাখানো। প্র—লিপ্+ঘঞ্ ভাব। ২। লেপনদ্রব্য। প্র—লিপ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

প্রলেপক—প্রলেপকর্তা; উত্তমরূপে লেপনকারী। প্র—লিপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

প্রলেহ—ব্যঞ্জন বিঃ, কোর্মা। প্র—লিহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

প্রলোভ—অতিলোভ, অতিশয় লালসা; লাভেচ্ছা। প্রকৃষ্ট লোভ, প্রাদি। বি; পুং।

প্রলোভন—১। লোভ দেখানো। প্র—লুভ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। লোভপ্রদর্শক। বিণ। ৩। লোভজনক বস্তু বা বিষয়; লোভজনকতা, temptation. প্র—লুভ্+ণিচ্। অন কর্তৃ। বি; পুং।

প্রলোভিত—যাহাকে লোভ দেখানো হইয়াছে এমন; লোভ প্রদর্শন দ্বারা প্রবর্তিত। প্র—লুভ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রশংসন, প্রশংসা—সুখ্যাতিকরণ, গুণকীর্তন, স্তুতি, স্তব; ধন্যবাদ। প্র—শন্স্+অনট্ ভাব; পক্ষে অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী, স্ত্রী।

প্রশংসনীয়—প্রশংসাযোগ্য, সুখ্যাতিভাজন। প্র—শন্স্+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রশংসা—'প্রশংসন' দ্রঃ।

প্রশংসাপত্র—কাহারও কার্যক্ষমতা বা গুণের বর্ণনাযুক্ত পত্র। প্রশংসাসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রশংসাবাদ—গুণকথন, প্রশংসাকীর্তন; গুণের কথার আলোচনা, স্তুতিবাদ। প্রশংসাসূচক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রশংসাভাজন—সুখ্যাতির পাত্র; সুখ্যাতিভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রশংসিত—যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে এমন, প্রশংসাপ্রাপ্ত। প্র—শন্স্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রশম—১। শান্তি, উপশম; বৈরাগ্য; বিরতি; নির্বাণ; অবসাদ। প্র—শম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। শান্ত। প্র—শম্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। **প্রশম লবণ**—(রসায়ন) যে লবণে ক্ষার বা অম্লগুণ নাই তাহা, neutral salt.

প্রশমন—নিবারণ, নিবৃত্তিকরণ; অনুরঞ্জনাদি দ্বারা স্থিরীকরণ; শান্তি; বিরুদ্ধশক্তি দ্বারা পূর্বশক্তির বিলোপসাধন; হনন, বধ। প্র—শম্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রশমা—নিবৃত্ত বা সংযত করা। কপ্র। ক্রি।

প্রশমিত—থামানো, নিবারিত; (রসায়ন) ক্ষার বা অম্লগুণবর্জিত, neutral. প্র—শম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রশস্ত—১। প্রশংসনীয়; শ্রেষ্ঠ; যোগ্যতম; উদার। প্র—শন্স্ (স্তুতি করা)+ক্ত কর্ম। বি—। **প্রশস্তি**। ২। চওড়া, বিস্তৃত। বাংপ্র। বিণ।

প্রশস্তি—প্রশংসা; গুণাখ্যান; আশীর্বাদ; বর্ণনা। প্র—শন্স্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রশস্তিবচন—শান্তির বাণী। প্রশস্তিসূচক বচন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রশস্তি-বন্দনা—দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জন করার পর পুরোহিত যে স্বস্তিবাক্য বলেন তাহা, শান্তি আশীর্বাদ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রশস্য—প্রশংসাযোগ্য; শ্রেষ্ঠ। প্র—শন্স্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রশাখা—ছোট ডাল; শাখা হইতে নির্গত শাখা। প্রগতা (আশ্রিতা) শাখাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রশান্ত—বিশেষরূপে শমতাপ্রাপ্ত; শান্তিময়; ধীরস্থির, অচঞ্চল, নিবৃত্ত। প্র—শম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রশান্তচিত্ত—১। স্থিরান্তঃকরণ, শান্তচেতাঃ। প্রশান্ত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। স্থির অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রশান্তচেষ্ট—নিশ্চেষ্ট, স্থির, নিশ্চল। প্রশান্তা চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ।

প্রশান্তবদন—১। যাহার মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এরূপ। প্রশান্ত বদন যাহার, বহু। বিণ। ২। অচঞ্চল, শান্তিপূর্ণ মুখ। প্রশান্ত যে বদন, কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রশান্তমূর্তি(র্ত্তি)—১। সৌম্যমূর্তি। বহু। বিণ। ২। যে মূর্তি শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রশান্ত স্বরে—স্থির কণ্ঠে; শান্তিযুক্ত বাক্যে। প্রশান্ত স্বর যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

প্রশান্তি—পরিপূর্ণ শান্ত ভাব; সম্পূর্ণ উপশম। প্র—শম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রশাসন—আইন, রাজবিধি; বিধান; কড়া শাসন। প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রশাসিতা (-সিতৃ), **প্রশাস্তা** (প্রশাস্তৃ)—শাসনকর্তা; যাজক; পুরোহিত; উপদেষ্টা। প্র—শাস্ (শাসন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী, -স্ত্রী**।

প্রশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। প্র (পরবর্তী) শিষ্য, প্রাদি। বি; পুং।

প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা; যাহা জিজ্ঞাসা করা হয়; অনুযোগ; উপনিষদ্ বিঃ। প্রচ্ছ্+নঙ্ ভাব। বি; পুং।

প্রশ্নকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্ত্তৃ)—জিজ্ঞাসাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

প্রশ্নপত্র—পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজ, যাহাতে প্রশ্ন লেখা থাকে সেই কাগজ। প্রশ্নপূর্ণ পত্র মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রশ্নোত্তর—১। জিজ্ঞাসার জবাব। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জিজ্ঞাসা এবং উত্তর। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

প্রশ্বাস—নাসিকা দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করা যায় তাহা, নাসিকাগত বায়ু; ফুসফুসে বাতাস লওয়া। প্র—শ্বস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রশ্রয়—আবদার রক্ষা, আশকারা দেওয়া; সস্নেহ ব্যবহার; স্নেহযুক্ত সম্মান; বিনয়; বিশ্বাস। প্র—শ্রি+অচ্ ভাব। বি; পুং।

প্রশ্রিত—বিনীত; আদৃত। প্র—শ্রি+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাস্য, প্রশ্নযোগ্য। প্রচ্ছ্+তব্য কর্ম। বিণ।

প্রষ্টা (প্রষ্টৃ)—প্রশ্নকারক; জিজ্ঞাসু। প্রচ্ছ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রষ্ট্রী**।

প্রসক্ত—আসক্ত; অনবরত, অবিরত; সংসৃষ্ট, সংলগ্ন; প্রস্তাবিত। প্র—সন্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসক্তি—আসক্তি, প্রণয়; উৎসাহ; প্রসঙ্গ; প্রবৃত্তি; আপত্তি; ব্যাপ্তি। প্র—সন্জ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রসঙ্গ—সম্পর্ক; সম্বন্ধ; সংগতি বিঃ; আপত্তি; প্রসক্তি; প্রস্তাব; আলোচনা; আলোচ্য বিষয়; মৈথুনাসক্তি; ব্যাপ্তি। প্র—সন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রসঙ্গকোষ—কোন কিছুর সহিত সম্পর্কিত বিষয়ের বিবরণ-পুস্তক, book of reference. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রসঙ্গক্রমে—প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সংস্রব রাখিয়া; সংগতিক্রমে। প্রসঙ্গের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাকে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

প্রসঙ্গতঃ (-তস্), (> **প্রসঙ্গত**)—প্রসঙ্গক্রমে, আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গরূপে। প্রসঙ্গ+তস্ ৩য়ার্থে। অ; ক্রি-বিণ।

প্রসঙ্গান্তর—আলোচ্য বিষয় হইতে ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন প্রসঙ্গ। অন্য প্রসঙ্গ, নিত্য। বি; ক্লী।

প্রসঞ্জন—প্রসঙ্গকরণ; অবসর-দান। প্র—সন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রসত্তি—প্রসন্নতা; নির্মলতা। প্র—সদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রসন্ন—সন্তুষ্ট; প্রফুল্ল, অনুকূল, সদয়; স্বচ্ছ; নির্মল। প্র—সদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসন্নতা—আনন্দ, সন্তোষ; অনুগ্রহ; প্রসাদ; প্রফুল্লতা; স্বচ্ছতা; নির্মলতা; উজ্জ্বলতা। প্রসন্ন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রসন্নসলিলা—নির্মলজলপূর্ণা। প্রসন্ন সলিল যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রসন্না—১। সন্তুষ্টা; অনুকূলা; প্রসাদ-বিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরা, মদিরা। প্রসন্ন+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নাত্মন্)—১। নির্মলচিত্ত; প্রসন্নান্তঃকরণ। প্রসন্ন আত্মা যাহার, বহু। বিণ। ২। নির্মল চিত্ত; আনন্দযুক্ত মন। কর্মধা। বি; পুং।

প্রসব—১। সন্তান জন্মানো, গর্ভমোচন; উৎপত্তি, জন্ম; উৎপাদন; বিস্তার। প্র—সূ+অপ্ ভাব। ২। সন্তান; ফল; পুষ্প। প্র—সূ+অপ্ কর্ম। ৩। কারণ। প্র—সূ+অপ্ অপা। বি; পুং।

প্রসবগৃহ—সূতিকালয়, যে গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, আঁতুড় ঘর। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রসববেদনা—সন্তান-প্রসব-সময়ের যন্ত্রণা। প্রসবকালীন বেদনা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রসবিত্রী, প্রসবিনী—প্রসবকারিণী; মাতা, জননী। প্র—সূ+তৃন্, ইন্ (ইনি) কর্তৃ+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

প্রসব্য—১। প্রতিকূল; বিপরীত। প্রকৃষ্ট-রূপে সব্য (বাম), প্রাদি। ২। প্রসবনীয়। প্র—সূ+যৎ কর্ম। বিণ।

প্রসর—১। বিস্তার; ব্যাপ্তি; প্রকর্ষ; বার্ধপ্রবৃত্তি; উৎপত্তি; গমন; চলন; বেগ। প্র—সৃ+অপ্ ভাব। ২। সমূহ; স্নেহ; প্রণয়। প্র—সৃ+অপ্ কর্ম। ৩। যুদ্ধ। প্র—সৃ+অ অধি। ৪। নারাচাস্ত্র। প্র—সৃ+অ করণ। বি; পুং। ৫। গমনশীল। প্র—সৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রসরণ—অগ্রগমন, ইতস্ততঃ গমন; শত্রু-পক্ষের চতুর্দিকে বেষ্টন; ঘাস কাঠ প্রভৃতির জন্য সৈন্যদের এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা; ব্যাপ্তি; উৎপত্তি; বিস্তার; বার্ধপ্রবৃত্তি। প্র—সৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রসর্পণ—প্রসরণ; গমন; ব্যাপ্তি; বিস্তার; সরণ। প্র—সৃপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রসহন—১। ক্ষমা; সহিষ্ণুতা; অভিভব; আলিঙ্গন। প্র—সহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। শিকারী জন্তু, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি। বি; পুং। ৩। ক্ষমাযুক্ত। প্র—সহ্+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রসাদ—১। অনুগ্রহ; প্রসন্নতা; স্বচ্ছতা; নির্মলতা; প্রসক্তি; সৌম্যভাব; স্বাস্থ্য। প্র—সদ্+ঘঞ্ ভাব। ২। কাব্যের গুণ বিঃ, প্রসিদ্ধার্থপদত্ব [যে স্থলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানে বুঝিতে পারা যায়, অথচ বর্ণিত বিষয় মনে আঁকা থাকিয়া যায় এবং গ্রাম্যশব্দ ব্যবহৃত হয় না, সেই স্থলের ভাষাকেই প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট বলে; যথা—"এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ অজানা আবেশে করে হৃদয় শিথিল"—গোবিন্দ]; দেবনিবেদিত দ্রব্য; গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট। প্র—সদ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

প্রসাদন—১। আনন্দদান, প্রসন্নতা-সম্পাদন। প্র—সদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। অন্ন। প্র—সাদি+অন কর্তৃ। বি; ক্লী। বিণ, -দিত।

প্রসাদনা—পরিচর্যা, সেবা। প্র—সদ্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসাদপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—যে ভুক্তাব-শিষ্ট পাইতে চায় এমন, অনুগ্রহপ্রার্থী; যে প্রসন্নতা লাভ করিতে চায় এমন। ষষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -প্রার্থিনী।

প্রসাদভোজী (-ভোজিন্)—যে ভুক্তাব-শিষ্ট ভোজন করে এমন। উপতৎ; প্রসাদ—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভোজিনী।

প্রসাদাৎ—কৃপায়, দয়াহেতু; অনুগ্রহে। সংস্কৃত হেতুত্ববোধক পঞ্চমীবিভক্তিযুক্ত শব্দ। অ।

প্রসাদী—পূজনীয় ব্যক্তির ভুক্তাবশিষ্ট; দেবতার নিকট উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত ('— ফুল')। প্রসাদ+ই সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

প্রসাধক—যে সাজসজ্জা করায় এমন, প্রসাধনকারী; সম্পাদক, নির্বাহক; ভৃত্য বিঃ। প্র—সাধ্+স্বার্থে ণিচ্, বা সিধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -ধিকা।

প্রসাধন—১। সাজানো, অলংকরণ; বেশভূষাসম্পাদন; সাধন, সম্পাদন; কণ্টক-শোধন; প্রকৃষ্ট নিষ্পত্তি। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। অঙ্গের শোভা-সম্পাদনের উপকরণ, সজ্জাবস্তু, অলংকার। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রসাধনী—চিরুনি, কঙ্কতিকা; প্রসাধন দ্রব্য। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসাধিকা—সাজসজ্জাকারিণী, সজ্জা-বিধায়িনী, যে স্ত্রী বেশভূষা করিয়া দেয় এরূপ। প্রসাধক+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

প্রসাধিত—সজ্জিত, অলংকৃত; সম্পাদিত; পরিষ্কৃত। প্র—সাধ্, সিধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসার—বিস্তার, প্রসরণ; ইতস্ততঃ গমন; গমন; নির্গম। প্র—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রসারণ—বিস্তারকরণ, expansion. প্র—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -রিত। বিপরীত—সংকোচন।

প্রসারিণী—১। লজ্জাবতীলতা। বি; স্ত্রী। ২। ব্যাপিনী। প্র—সৃ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রসারিত—বিস্তারিত; ব্যাপিত; সম্পা-দিত; অলংকৃত। প্র—সৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসারী (-সারিন্)—প্রসরণশীল, বিসারী; ব্যাপী; বিস্তৃত। প্র—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

প্রসার্য(র্য্য)—প্রসারণের যোগ্য; যাহা না ভাঙিয়া টানিয়া লম্বা করা যায় এমন, ductile. প্র—সৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ। বি, -র্যতা।

প্রসার্য(র্য্য)মাণ—যাহাকে বিস্তারিত করা হইতেছে এমন। প্র—সৃ+ণিচ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

প্রসিত—ব্যাপৃত, নিযুক্ত; আসক্ত; প্রকৃষ্ট শুভ্র। প্র—সো+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত; উন্নত; ভূষিত। প্র—সিধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসিদ্ধি—১। সুনাম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি; জনশ্রুতি; বহুলোকের অবগতি; সিদ্ধি। প্র—সিধ্+ক্তি ভাব। ২। ভূষা। প্র—সিধ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

প্রসীদ—প্রসন্ন হও। কপ্র। সংস্কৃত ক্রি।

প্রসুপ্ত—গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। প্রকৃষ্টরূপে সুপ্ত, স্বপ্। বিণ।

প্রসূ—মাতা, প্রসূতি; ঘোটকী; লতা; কদলীবৃক্ষ। প্র—সূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

প্রসূত—উৎপাদিত; উৎপন্ন, জাত। প্র—সূ+ক্ত কর্ম, কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

প্রসূতা—১। উৎপাদিতা। প্র—সূ+ক্ত কর্ম+আপ্। ২। যাহার সন্তান জন্মিয়াছে এমন ('— স্ত্রী')। প্র—সূ+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। জাত-সন্তানা স্ত্রী। প্রসূত (প্রসব, ভাবে ক্ত)+অচ্ বিশিষ্টার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসূতি, প্রসূতিকা—যে স্ত্রীর সবেমাত্র সন্তান হইয়াছে এমন। প্র—সূ+ক্তিচ্ কর্তৃ; পক্ষে স্বার্থে কন্+আপ্। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রসূতি—১। প্রসব; উৎপত্তি। প্র—সূ+ক্তি ভাব। ২। মাতা; কারণ; দক্ষের স্ত্রী। প্র—সূ+ক্তি অপা। বি; স্ত্রী।

প্রসূতিকা—'প্রসূতি' দ্রঃ।

প্রসূতিজ—১। দুঃখ, ক্লেশ; প্রসবজন্য দুঃখ। বি; ক্লী। ২। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি লইয়া পরপুরুষ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে

সেই পুত্র। উপতৎ; প্রসূতি—জন্‌+ড কর্তৃ। বি; পুং।

প্রসূন—১। পুষ্প, ফুল; মুকুল; ফল। বি; ক্লী। ২। উৎপন্ন, জাত; সৃষ্ট। প্র—সূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসূনিত—পুষ্পিত, কুসুমিত; পুষ্পশোভিত। প্রসূন+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

প্রসৃত—১। বিস্তৃত, ব্যাপ্ত; নির্গত; প্রবৃত্ত; নিযুক্ত; বিনীত; বেগবান্‌। প্র—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**প্রসৃতি**। ২। করকোষ, অর্ধাঞ্জলি, হাতের খোঁদল। বি; পুং। ৩। দুই পল পরিমাণ। প্র—সৃ+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

প্রসৃষ্ট—বিশেষরূপে সৃষ্ট। প্র—সৃজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসেক—নিষেক, ক্ষরণ; সেচন। প্র—সিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রসেবক—১। বীণাপ্রান্তের বক্রকাষ্ঠ; সূত্ররচিত ভাণ্ড, থোকড়া। প্র—সিব্‌+অক (ণ্বুল্‌) কর্ম। বি; পুং। ২। যে খুব ভাল সেলাই করিতে পারে এমন। প্র—সিব্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বিকা**।

প্রস্ত—প্রতিলিপি; নকল; দফা। বাংপ্র। বি।

প্রস্তর—পাথর, পাষাণ, শিলা; মণি; পল্লবাদিরচিত শয্যা। প্র—স্তৃ (আচ্ছাদন করা)+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রস্তরনির্মি(র্মি)ত—পাথর দ্বারা তৈয়ারী, শিলাময়। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রস্তরফলক—পাথরের ফালি; স্লেট; যে পাথরের ফালির উপর নাম খোদাই করা হয় তাহা। প্রস্তরের ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রস্তরমণ্ডল—ভূত্বকের যে অংশ পাথরদ্বারা গঠিত তাহা, lithosphere. ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

প্রস্তরময়—পাথর-বিছানো; পাথরের তৈয়ারী; পাষাণময়। প্রস্তর+ময়ট্‌ বিকার বা অবয়ব অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

প্রস্তরমূর্তি(র্ত্তি)—পাথর দ্বারা গঠিত প্রতিমূর্তি। প্রস্তরগঠিতা মূর্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রস্তরযুগ—যে যুগে কেবল পাথরের অস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, ইতিহাসের আদিম যুগ, stone-age. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রস্তররচিত—পাথরে গড়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রস্তরীকরণ—পাথরে পরিণত করা। প্রস্তর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রস্তরী)—কৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -**কৃত**।

প্রস্তরীভবন—পাথর হইয়া যাওয়া। প্রস্তর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রস্তরী)—ভূ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রস্তরীভূত—পাথরে পরিণত, অশ্মীভূত। প্রস্তর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রস্তরী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -**ভাব**, -**ভবন**।

প্রস্তাব—কথার উত্থাপন; প্রসঙ্গ; প্রকরণ, গ্রন্থের অধ্যায়; আলোচনার জন্য উত্থাপিত মত, proposal, motion; অবসর, সুযোগ; সামবেদের অবয়ব বিঃ। প্র—স্তু (কথারম্ভ করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রস্তাবনা—আরম্ভ; নাটকের গোড়াতেই নাটকের বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, prologue; পুস্তকের ভূমিকা; যাহা বিচারবিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয় তাহা। প্র—স্তু+ণিচ্‌+অন ভাব, কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রস্তাবিত—যাহার প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন। প্র—স্তু+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রস্তার—১। পল্লবাদিরচিত শয্যা; তৃণবনসমূহ। প্র—স্তৃ+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়া বিঃ; বিস্তার; সংগীতচ্ছন্দের নানা ভাবে বিন্যাস; গণিতসম্বন্ধীয় সংখ্যা বা বর্ণমালার নানাভাবে সন্নিবেশ, permutation. প্র—স্তৃ+ঘঞ্‌ ভাব। ৩। ঘাটের পইঠা; ঘাসের জঙ্গল। প্র—স্তৃ+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং।

প্রস্তুত—১। তৈয়ারী, নির্মিত; নিষ্পন্ন, কৃত; প্রকৃত, প্রক্রান্ত; উল্লিখিত; উদ্যুক্ত; সতর্ক; উপস্থিত; প্রশংসিত; প্রাসঙ্গিক; প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত; প্রকৃষ্টস্তুতিযুক্ত; প্রতিপন্ন। প্র—স্তু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গঠন; নির্মাণ। প্র—স্তু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রস্তুতি—তৈয়ার, নির্মাণ, গঠন; আয়োজন, উদ্যোগ; অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা, মুদ্রাক্ষর-বিন্যাস; উন্মুখতা। প্র—স্তু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রস্থ—১। পরিসর, বিস্তার। প্র—স্থা+ক ভাব। ২। পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি, সানু। প্র—স্থা+ক অধি। বি; পুং। ৩। দফা; থাক, টা; পর; সেট; শ্রেণী, সারি; পোশাকের সমূহ। বাংপ্র। বি।

প্রস্থচ্ছেদ—আড়াআড়িভাবে কাটা, cross section. প্রস্থদিকে ছেদ, সুপ্‌। বি; পুং।

প্রস্থান—যাওয়া, গমন; যাত্রা, প্রয়াণ; পদ্ধতি; শত্রুর অভিমুখে বিজিগীষুর যাত্রা। প্র—স্থা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রস্থাপন—নিয়োগ, পাঠানো, প্রেরণ। প্র—স্থা+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রস্থাপিত—যাহা বা যাহাকে পাঠানো হইয়াছে এমন, প্রেরিত; নিযুক্ত। প্র—স্থা+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রস্থিত—যে গিয়াছে এমন, গত। প্র—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—প্রকাশিত; বিকসিত, প্রবুদ্ধ। প্র—স্ফুট্‌+ক, ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রস্ফুটন—স্ফুটন, বিকশন। প্র—স্ফুট্‌+অনট্‌ ভাব।

প্রস্ফুরক—ফসফরাস নামক উজ্জ্বল মৌলিক পদার্থ, phosphorus. প্র—স্ফুর্‌+ক কর্তৃ+কন্‌ স্বার্থে। বি।

প্রস্ফুরণ—ঈষৎ কম্পিত হওয়া, স্পন্দন। প্র—স্ফুর্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রস্ফুরিত—ঈষৎ কম্পযুক্ত, স্পন্দিত। প্র—স্ফুর্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রস্ফুরিতাধর—কম্পিত ঠোঁট। প্রস্ফুরিত যে অধর, কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রস্ফোটন—১। স্ফুটন, প্রস্ফুটিত হওয়া, বিকসন; প্রকাশিত হওয়া; তাড়ন; বিদারণ; পক্ব হওয়া। প্র—স্ফুট্‌+অনট্‌ ভাব। ২। কুলা, শূর্প। প্র—স্ফুট্‌+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

প্রস্বন—উচ্চারণে জোর, accent. প্র—স্বন্‌+অপ্‌ ভাব। বি; পুং। বিণ, -**নিত**।

প্রস্বান—উচ্চ শব্দ। প্র—স্বন্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রস্বাপন—নিদ্রাজনক। প্র—স্বপ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রস্বেদ—অত্যধিক ঘাম। প্রাদি। বি; পুং।

প্রস্বেদন—স্বক্‌ছিদ্র দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য সম্পাদন, transpiration. প্র—স্বিদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

প্রস্রব—গলন, ক্ষরণ, স্খলন। প্র—স্রু+অপ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রস্রবণ—১। ঝরনা, উৎস, নির্ঝর। বি; ক্লী। ২। মাল্যবান্‌ পর্বত। প্র—স্রু+অনট্‌ অপা। ৩। ঘর্ম, স্বেদ। প্র—স্রু+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৪। ক্ষরণ; ঘর্ম নির্গত হওয়া; স্বেদন। প্র—স্রু+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**প্রস্রুত**।

প্রস্রাব—১। মূত্র, মুত। প্র—স্রু+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। মূত্রত্যাগ; অতিমাত্রায় গলিত হওয়া, বিশেষরূপে ক্ষরণ। প্র—স্রু+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। [বিণ।

প্রস্রুত—গলিত, ক্ষরিত। প্র—স্রু+ক্ত কর্তৃ।

প্রহত—১। আহত, আঘাতপ্রাপ্ত; গুণিত; আঘাত দ্বারা বাদিত, ধ্বনিত; পরাজিত; ক্ষুণ্ণ; মাড়ানো; তাড়িত। প্র—হন্‌+ক্ত কর্ম। ২। বিস্তৃত; নিকটস্থ। প্র—হন্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রহর—দিবারাত্রির অষ্টম ভাগ, যাম। প্র—হৃ+অ অধি সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। **প্রহর গণা**—অলসভাবে সময় কাটানো।

প্রহরণ—১। অস্ত্র; স্ত্রীলোকাদির বাহনার্থ ঘেরা গাড়ি, ডুলি। প্র—হৃ+অনট্‌ করণ। ২। প্রহার। প্র—হৃ+অনট্‌ ভাব। ৩। যুদ্ধ। প্র—হৃ+অনট্‌ অধি। বি; ক্লী।

প্রহরা—পাহারা, চৌকি। <প্রহর। বি।

প্রহরার্ধ(র্দ্ধ)—এক প্রহরের অর্ধেক, আধ প্রহর। ৬তীতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রহরিণী—স্ত্রী-পাহারাওয়ালা। প্রহরিন্+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রহরী (-রিন্)—চৌকিদার, যামিক, পাহারাওয়ালা। প্রহর+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

প্রহর্তা (-র্তৃ), **প্রহর্ত্তা** (-র্ত্তৃ)—প্রহারকারী ; যোদ্ধা। প্র—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

প্রহর্ষ—অত্যধিক আনন্দ ; উত্তেজনা। প্র—হৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রহর্ষণ—১। হর্ষকারক, আহ্লাদজনক। প্র—হৃষ্+ণিচ্+অন কর্তৃ ; অথবা, প্র—হৃষ্ +অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী, -ণা, -ণী। ২। বুধগ্রহ। প্র—হৃষ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

প্রহসন—১। হাস্যরসপ্রধান ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থ বিঃ, farce. প্র—হস্+অনট্ অধি। ২। অতিহাস্য ; ঠাট্টা, ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস। প্র—হস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রহস্ত—১। চাপড়, চপেট। প্রসৃত হস্ত যাহাতে, বহু। ২। রাবণের সেনাপতি রাক্ষস বিঃ। প্রকৃষ্ট হস্ত যাহার, বহু। বি ; পুং।

প্রহার—আঘাত, নিগ্রহ। প্র—হৃ। ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রহারা—প্রহার করা, মারা। কপ্র। ক্রি।

প্রহারী (-রিন্)—প্রহারকারী ("প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান"—কাশী)। প্র—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

প্রহিত—প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; দত্ত ; প্রযুক্ত ; নিরস্ত। প্র—হি+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রহৃত—নিগৃহীত ; যে মার খাইয়াছে এমন ; আহত, আঘাতপ্রাপ্ত। প্র—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রহৃষ্ট—অতিশয় আহ্লাদিত, অত্যন্ত আনন্দিত। প্র—হৃষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রহেলিকা—হেঁয়ালি, কূটপ্রশ্ন। প্র—হিল্ +ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রহ্লাদ—১। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর হরিভক্ত পুত্র ; নাম বিঃ। প্র—হ্লাদ্+ণিচ্ +অচ্ কর্তৃ। ২। আহ্লাদ, আনন্দ। প্র—হ্লাদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রহ্লাদন—১। আহ্লাদকরণ, আনন্দদান। প্র—হ্লাদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -দিত। ২। আনন্দজনক। প্র—হ্লাদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ বা অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী -না, -নী।

প্রাইজ—পুরস্কার। <ইং 'prize'. বি।

প্রাইমারি—প্রাথমিক, প্রথমকার ; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য। <ইং 'primary'. বিণ।

প্রাংশু—উচ্চ, উন্নত, ঢেঙ্গা, দীর্ঘ। প্রকৃষ্ট অংশু যাহার, বহু। বিণ।

প্রাক্ (প্রাচ্)—১। পূর্বে, প্রথমে ; আগে, অগ্রে। অ। ২। আগেকার, পূর্ববর্তী। প্র—অন্চ্+কিন্ কর্তৃ। বিণ। পুং—প্রাঙ্। স্ত্রী—প্রাচী।

প্রাকরণিক—আলোচনার বা প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ; প্রকরণপ্রাপ্ত। প্রকরণ+ইক প্রাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য বিঃ, স্বচ্ছন্দানুবর্তিতারূপ ঐশ্বর্য, যথেচ্ছাচারিত্ব। প্রকাম+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাকার—১। প্রাচীর ; বেষ্টন, বেড়া। প্র—কৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। সর্বতোভাবে বিস্তার। প্র—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রাকৃত—১। নীচ, অধম ; অমার্জিত ; অশিক্ষিত। প্রকৃষ্ট অকৃত (অপকার্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। সংস্কৃতজাত প্রাচীন ভাষা বিঃ। বি ; ক্লী। ৩। স্বাভাবিক ; নৈসর্গিক ; প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বভাবসিদ্ধ, সাধারণ, সামান্য, প্রজা ; প্রজাসম্বন্ধীয়। প্রকৃতি (স্বভাবাদি) +অণ্ আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী।

প্রাকৃত ইতিবৃত্ত—প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথিবী ও তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তুসমূহের বিবরণ [প্রাণিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রঃ বিদ্যাসকল প্রাকৃত ইতিবৃত্তের অন্তর্গত], Natural History.

প্রাকৃতজন—প্রজাসাধারণ ; ইতর ব্যক্তি। কর্মধা। বি ; পুং।

প্রাকৃততত্ত্ববিবেক—যে শাস্ত্রদ্বারা সৃষ্ট-পদার্থ-দর্শন-জনিত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তাহা, Natural Theology. প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক) তত্ত্ব, কর্মধা ; তাহাদের বিবেক (জ্ঞান) যদ্দ্বারা, বহু। বি ; পুং।

প্রাকৃততন্ত্র—প্রজাদের বা নিয়ন্ত্রিত রাজ্য-শাসন, democracy. প্রাকৃত (প্রজাদিগের) তন্ত্র যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

প্রাকৃতভূগোল—যে ভূগোলবৃত্তান্ত দ্বারা পৃথিবীর জলস্থলবিভাগ, পর্বতাদির বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জলবায়ু ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় জানা যায় তাহা, Physical Geography. কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাকৃতসমাজ—ইংলণ্ডদেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সাধারণ লোকদের সমাজ, House of Commons. প্রাকৃতদিগের সমাজ (সম্প্রদায়), ৬তীতৎ। বি ; পুং।

প্রাকৃতিক—স্বাভাবিক, প্রকৃতিসম্বন্ধীয়। প্রকৃতি+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞান—জড়পদার্থ সম্বন্ধীয় তত্ত্বশাস্ত্র ; যে শাস্ত্র হইতে প্রকৃত কার্য-বিষয়ক জ্ঞান জন্মে তাহা, Natural Science. কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাক্‌কলন—পূর্ব হইতে কৃত হিসাব, সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব, estimate. প্রাক্‌কৃত কলন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাক্‌কলনিক—যে পূর্ব হইতে সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব করিয়া স্থির করে, estimator. প্রাক্‌কলন+ইক (ঠন্) কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ।

প্রাক্কাল—পূর্ব সময়। প্রাক্ যে কাল, কর্মধা। বি ; পুং।

প্রাক্কালিক—পূর্বকালে করণীয় ; পূর্বকালে সম্পাদিত বা জাত। প্রাক্কাল+ইক ভবাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রাক্কালীন—১। আগেকার, পূর্বকালের, পুরাতন। প্রাক্কাল+ঈন ভবার্থে। বিণ। ২। পূর্ব সময়ে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

প্রাক্তন—১। পূর্বজন্মের কর্মফল, ভাগ্য। বি ; ক্লী। ২। আগেকার, পূর্বকালীন ; পূর্বজন্মোৎপন্ন, পূর্বজন্মার্জিত, জন্মান্তরীণ। প্রাক্ (পূর্ব)+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -নী।

প্রাক্তনকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—অদৃষ্ট, ভাগ্য ; পূর্বকৃত কর্ম (পাপপুণ্য)। কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাক্তনফল—পূর্বজন্মের কার্য অনুসারে প্রাপ্ত ফল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাখর্য(র্য্য)—প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা। প্রখর+ ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাগল্‌ভ্য—ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা, তেজস্বিতা ; স্ত্রীদিগের প্রণয়াদি ব্যাপারে নির্লজ্জতা। প্রগল্‌ভ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাগুক্ত—যাহা আগে বলা হইয়াছে এমন, পূর্বোক্ত। প্রাক্ (পূর্বে) উক্ত (কথিত), ৭মীতৎ বা সুপ্। বিণ।

প্রাগৈতিহাসিক—যে সময় পর্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাহার পূর্বের, ইতিহাসপূর্ব, prehistoric. ঐতিহাসিক হইতে প্রাক্, সুপ্। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ—১। কামরূপের প্রাচীন নাম। প্রাক্ (পূর্বে) জ্যোতিষ (দীপ্তি) যাহাতে, বহু। ২। কামরূপের লোক, অসমীয়া। প্রাগ্‌জ্যোতিষ+অণ্ তদধিবাসী অর্থে। বি ; পুং।

প্রাগ্‌বিধান—পূর্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন, precaution. প্রাক্‌কৃত বিধান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাগ্‌ভাব—আগে থাকা, পূর্বে অবস্থান। প্রাক্ ভাব, সুপ্। বি ; পুং।

প্রাঙ্ (প্রাচ্)—পূর্ববর্তী ; পূর্বতন, প্রাচীন। প্র—অন্চ্+কিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—প্রাচী।

প্রাঙ্গণ—অঙ্গন; উঠান, গৃহভূমি। প্র—অন্গ্+অনট্ অধি; অথবা, প্রকৃষ্ট অঙ্গন, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রাঙ্মুখ—যাহার মুখ পূর্বদিকে এমন, পূর্বাস্য। প্রাক্ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী।

প্রাচী—১। পূর্বদিক্; পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল, ভূমধ্যসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগ, the East; পূজ্য-পূজকের মধ্যবর্তী স্থান। বি; স্ত্রী। ২। পূর্ববর্তিনী। প্রাচ্+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রাচীন—পূর্ব; পূর্বকালীন, পুরাতন, সেকেলে; বৃদ্ধ; প্রাচ্য, পূর্বদেশীয়। প্রাচ্ (পূর্ব)+ঈন ভবার্থে। বিণ।

প্রাচীনতা, প্রাচীনত্ব—পুরাতনত্ব, প্রাচীন অবস্থা। প্রাচীন+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রাচীনাবীত—শ্রাদ্ধাদি কর্মে বামহস্ত বাহির করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে অর্পিত যজ্ঞসূত্রাদি। প্রাচীন—আ—বী+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

প্রাচীনাবীতী (-তিন্)—যে উলটা করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছে এমন, যাহার ডান কাঁধে যজ্ঞসূত্র রহিয়াছে এমন। প্রাচীনাবীত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

প্রাচীপতি—পূর্বদিক্পতি, ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাচীর—দেওয়াল, পাঁচিল, ভিত্তি; প্রান্তভাগে আবৃতি, বেষ্টন, বেড়া, ইষ্টকাদিনির্মিত বেষ্টনকারক আবরণ। প্র—আ—চি+ক্রন্ কর্ম। বি; ক্লী।

প্রাচীর-চিত্রণ—দেওয়ালের গায়ে নানারূপ ছবি আঁকা, wall-painting. ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

প্রাচুর্য(র্য্য)—আধিক্য, অধিক পরিমাণ, পর্যাপ্তি। প্রচুর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী। বিণ—প্রচুর।

প্রাচ্য—১। পূর্বদেশীয়, ভারত চীন আরব পারস্য ইঃ সম্বন্ধীয়; পূর্বদিক্স্থ। বিণ। ২। পূর্বদেশ [বর্তমানে প্রাচ্য বলিতে সাধারণতঃ ভারত চীন আরব পারস্য ইঃ দেশ সমেত এশিয়া মহাদেশকে বুঝায়]। প্রাচ্ (পূর্ব)+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

প্রাচ্যদেশ—পূর্বাঞ্চল, পৃথিবীর পূর্বভাগে অবস্থিত দেশ। কর্মধা। বি; পুং।

প্রাচ্যভাষা—পূর্বদেশে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে প্রচলিত ভাষা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রাচ্যভাষাবিৎ (-বিদ্)—প্রাচ্যভাষার পণ্ডিত। উপতৎ; প্রাচ্যভাষা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রাজন—পশুতাড়ন করিবার লাঠি; পাঁচনবাড়ি। প্র—অজ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রাজাপত্য—১। বিবাহের একপ্রকার পদ্ধতি, আট রকমের বিবাহের একরকম বিবাহ। বি; পুং। ২। দ্বাদশ-দিবস-সাধ্য ব্রত বিঃ; রোহিণীনক্ষত্র। প্রজাপতি (ব্রহ্মা)+ণ্য তদ্দেবতার্থে। ৩। প্রজাপতির ভাব বা কর্ম। প্রজাপতি+যক্ ভাবে, কর্মার্থে। বি; ক্লী।

প্রাজাপত্যা—যজ্ঞ বিঃ, প্রব্রজ্যা আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া যে যজ্ঞ করা হয় তাহা। প্রজাপতি+ণ্য দেবতার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রাজ্ঞ—১। জ্ঞানবান্, বিজ্ঞ; দক্ষ, নিপুণ। বিণ। স্ত্রী, -জ্ঞা, -জ্ঞী (পত্নী-অর্থে)। ২। পণ্ডিত। প্রজ্ঞা+ণ (আছে অর্থে) অথবা প্রজ্ঞ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

প্রাজ্ঞী—বুদ্ধিমতী, ধীমতি; পণ্ডিতের পত্নী। প্রাজ্ঞ+ঙীপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

প্রাঞ্জল—সহজ, সোজা, সরল, সুখবোধ্য; নির্মল; উজ্জ্বল; সুখসেব্য। প্র—অন্জ্+অলচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রাঞ্জলি—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি; যে হাত জোড় করিয়াছে। প্র (প্রকৃষ্টরূপে কৃত) অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাড্‌বিবাক্, -বিবেক—রাজ্যের প্রধান বিচারক, ব্যবহারদর্শী, জজ। প্রাট্ (প্রচ্ছ্+ক্বিপ্ কর্তৃ; যিনি বাদী প্রতিবাদীর বাক্য জিজ্ঞাসা করেন এরূপ)। তথা বিবাক্, বিবেক (বি—বচ্, বিচ্+ঘঞ্ কর্তৃ; যিনি বিবেচনা করিয়া বলেন), কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণ—হৃদয়স্থ বায়ু; বায়ু; বল; জীবন; হৃদয়, মন; দেহের পঞ্চ বায়ুর মধ্যে যাহা শ্বাসরূপে ভিতরে যায়, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু; ব্রহ্মা। প্র—অন+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। **প্রাণ উড়িয়া যাওয়া**—অতিশয় ভীতির সঞ্চার হওয়া; একান্ত বিহ্বলতা উপস্থিত হওয়া। **প্রাণ টানা**—আগ্রহ জন্মা; মন আকৃষ্ট হওয়া ("প্রেমে তার প্রাণ টানে না"—গিরীশ ঘোষ)। **প্রাণ পড়িয়া থাকা**—কাহারও বা কিছুর জন্য বিশেষ চিন্তিত থাকা; উদ্‌গ্রীব থাকা। **প্রাণ পোড়া**—বিচ্ছেদব্যথা অনুভব করা, কাহারও বিচ্ছেদে মনে মনে কষ্ট পাওয়া। **প্রাণ হাতে করিয়া**—মৃত্যু ঘটিতে পারে সে কথা জানিয়া, বিশেষ ঝুঁকি লইয়া।

প্রাণকর—বলকারক। উপতৎ; প্রাণ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

প্রাণকান্ত—প্রণয়ী; নায়ক; পতি, স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণকৃষ্ণ—জীবনসম বা জীবনাধিক শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণতুল্য কৃষ্ণ অথবা প্রাণাধিক কৃষ্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণগতিক—শারীরিক; জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

প্রাণগতিকে—কষ্টে-সৃষ্টে, কোনপ্রকারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

প্রাণঘাতক—মৃত্যুজনক; হন্তা, হত্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ঘাতিকা।

প্রাণত্যাগ—মরিয়া যাওয়া, জীবনবিসর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণদ—১। প্রাণদাতা, যে প্রাণদান করে এমন। উপতৎ; প্রাণ—দা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। জল; রক্ত। বি; ক্লী।

প্রাণদণ্ড—অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড, বিচারে প্রাণবধরূপ শাস্তি। প্রাণহর দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণদাতা (-দাতৃ)—জীবনদানকারী, জীবনরক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দাত্রী।

প্রাণদান—প্রাণরক্ষা, প্রাণ বাঁচানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রাণধন—১। জীবনের ধনস্বরূপ অতিপ্রিয় বস্তু। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জীবনরূপ বহুমূল্য বস্তু। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রাণধারণ—বাঁচিয়া থাকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

প্রাণন—১। জীবিত থাকা। প্র—অন্+অনট্ ভাব। ২। প্রাণসঞ্চার; উৎসাহিত করা, প্রেরণা দেওয়া। প্র—অন্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রাণনাথ—স্বামী, পতি, ভর্তা; প্রণয়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণনাশ, -বধ—হত্যা, বধ; জীবননাশ, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণনিগ্রহ—প্রাণায়াম; আত্মাকে কষ্ট দেওয়া। প্রাণের নিগ্রহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণপঙ্ক—জীবন-সৃষ্টির কারণ, জীবের আদিম অবস্থা, protoplasm. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণপণ—১। জীবনপণ, কার্যসিদ্ধির জন্য জীবনত্যাগের সংকল্প। কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহাতে জীবন ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হওয়া যায় এমন, যথাসাধ্য ('— চেষ্টা')। প্রাণ পণ যাহাতে, বহু। বিণ।

প্রাণপণে—জীবন পণ করিয়া, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার করিয়া, সাধ্যমত। প্রাণ হইয়াছে পণ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

প্রাণপতি—স্বামী, জীবন-স্বামী। প্রাণের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, প্রাণতুল্য পতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণপাত—১। মৃত্যু, জীবনত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। যাহাতে মৃত্যু হইতে পারে এমন, কঠোর ('— পরিশ্রম')। প্রাণের পাত যাহাতে, বহু। বিণ।

প্রাণপ্রতিম—জীবনতুল্য প্রিয়, প্রাণতুল্য। প্রাণই প্রতিমা (সাদৃশ্য) যাহার, বহ। বিণ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবমূর্তিতে প্রাণসঞ্চার; জীবনসঞ্চার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণপ্রদ—প্রাণদানকারী, জীবনদায়ক। উপতৎ; প্রাণ—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রাণপ্রিয়—জীবনতুল্য বা অতোধিক ভালবাসার পাত্র। প্রাণাধিক প্রিয়, মধ্যপ কর্মধা; বা, প্রাণ সদৃশ প্রিয়, উপমান কর্মধা। বিণ।

প্রাণবঁধু—সখা; জীবনতুল্য প্রিয় প্রণয়ী। প্রাণতুল্য বা প্রাণাধিক বঁধু (<বন্ধু), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।

প্রাণবধ—'প্রাণনাশ' দ্রঃ।

প্রাণবন্ত—সহৃদয়; প্রাণময়, জীবন্ত, সজীব। বাংপ্র। বিণ।

প্রাণবল্লভ—জীবনস্বামী। প্রাণের বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, প্রাণতুল্য বা প্রাণাধিক বল্লভ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণবান্ (-বৎ)—জীবন্ত; উদ্দীপনাযুক্ত; সহৃদয়। প্রাণ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রাণবায়ু—বায়ুরূপ জীবন; দেহের ভিতরকার প্রাণ-নামক বায়ু। কর্মধা অথবা মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণবিনাশ—হত্যা, বধ, মৃত্যু ঘটানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণ-বিয়োগ—মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণ-বিসর্জ(র্জ্জ)ন—মৃত্যুবরণ, জীবনত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণবৃত্তি—জীবনধারক কার্য, vital function. প্রাণ-ধারক বৃত্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রাণভয়—জীবননাশের আশঙ্কা, মারা যাওয়ার ভয়। প্রাণনিমিত্তক ভয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রাণভৃৎ—প্রাণী, জীব; বিষ্ণু। উপতৎ; প্রাণ—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রাণময়—জীবন্ত, সজীব; জীবনাত্মক; স্ফূর্তিযুক্ত; জীবনসর্বস্ব; উদ্দীপনাপূর্ণ। প্রাণ+ময়ট্ ব্যাপার্থে, স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**। [কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণময়কোষ—পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়।

প্রাণযাত্রা—বাঁচিয়া থাকিবার অবস্থা, প্রাণধারণোপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণশক্তি—ভিতরকার তেজ, আভ্যন্তরীণ বল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

প্রাণশূন্য—মৃত; উদ্দীপনাহীন। ৩য়াতৎ।

প্রাণসংশয়—১। মৃত্যুর আশঙ্কা, মরণের সম্ভাবনা। প্রাণের সংশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জীবননাশের আশঙ্কাযুক্ত ('— রোগ')। প্রাণের সংশয় যাহাতে, বহ। বিণ। [পুং।

প্রাণসংহার—হত্যা, বধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

প্রাণসংহারক—হত্যাকারী; মৃত্যুজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

প্রাণসখা—প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধু। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। সংস্কৃত মতে 'প্রাণসখ'। বি; পুং। স্ত্রী, **-সখী**।

প্রাণসংক(ঙ্ক)ট—১। জীবন যাইবার উপক্রম; জীবনের বিপদ্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। জীবননাশের আশঙ্কাযুক্ত, যাহাতে মৃত্যুর ভয় আছে এমন। প্রাণের সংকট যাহাতে, বহ। বিণ।

প্রাণসঞ্চার—জীবনদান, জীবনীশক্তিপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণসমা—প্রিয়তমা; প্রাণতুল্যা পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রাণসম্য—প্রাণসম। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

প্রাণহন্তা (-হন্তৃ)—জীবনবিনাশক, হত্যাকারী, সংহারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

প্রাণহর, -হারক, -হারী জীবননাশক; বলনাশক; সাংঘাতিক। ১ম ও ৩য় পক্ষে উপতৎ; প্রাণ—হৃ+অচ্, ণিন্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হরা, -হারিকা, -হারিণী**।

প্রাণহা (-হন্)—হত্যাকারী, ঘাতক; মারাত্মক। উপতৎ; প্রাণ—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রাণঘ্নী**।

প্রাণহীন—মৃত, জীবনশূন্য; উৎসাহশূন্য; নিস্তেজ। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রাণাচার্য(র্য্য)—শ্রেষ্ঠ কবিরাজ; অভিজ্ঞ চিকিৎসক। প্রাণরক্ষক আচার্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণাত্যয়—মৃত্যু, জীবনান্ত; প্রাণনাশের সময়। প্রাণের অত্যয় (নাশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণাধিক—জীবন হইতে বেশী, প্রাণের চেয়েও প্রিয়। প্রাণ হইতে অধিক, ৫মীতৎ। বিণ।

প্রাণান্ত—মৃত্যু, প্রাণাবসান, জীবনান্ত। প্রাণের অন্ত (শেষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রাণান্তকর—মৃত্যুজনক; অত্যন্ত কঠোর ('— পরিশ্রম')। উপতৎ; প্রাণান্ত—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

প্রাণান্তপণ—'মৃত্যু হউক তথাপি চেষ্টা করিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা; জীবনপণ। কর্মধা। বি; পুং।

প্রাণান্তপরিচ্ছেদ—১। দুঃখের চরম অবস্থা, কষ্টের একশেষ; মৃত্যু পর্যন্ত সীমা। প্রাণান্তই পরিচ্ছেদ, কর্মধা। বি; পুং। ২। মৃত্যুতে যাহার শেষ এমন; দুঃখের চরম। প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ যাহার, বহ। বিণ।

প্রাণান্তিক—জীবনবিনাশক, খুব বেশী যন্ত্রণাদায়ক। প্রাণান্ত+ইক করে অর্থে। বিণ।

প্রাণাপান—প্রাণ ও অপান বায়ু। প্রাণ ও অপান, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

প্রাণায়াম—যোগসাধনের প্রক্রিয়া বিঃ; দেবতার নাম বা কোন মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকার এক ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ুরোধ এবং পরে অপর ছিদ্র দ্বারা বায়ু বিসর্জন এবং পুনর্বার ইহার বিপরীত দ্বার দ্বারা ঐরূপ পুরক কুম্ভক ও রেচক ক্রিয়া। প্রাণ—আ—যম্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

প্রাণারাম—হৃদয়ের আনন্দদায়ক, প্রাণে সুখদায়ক। প্রাণ—আ—রম্+ঘঞ্ অর্থে। বিণ।

প্রাণিকুল—সমগ্র প্রাণিজগৎ; বিশেষ দেশের বা ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাণিসমূহ, fauna. প্রাণীর কুল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণিঘাতক—জীবহত্যাকারী; ব্যাধ; কসাই। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**। [স্ত্রী।

প্রাণিঘাতন—জীবহত্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

প্রাণিজগৎ—সমস্ত জীবজন্তু; জীবজগৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণিত—যাহাকে বাঁচানো হইয়াছে এমন। প্র- অন্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রাণিতত্ত্ব, -বিদ্যা—যাহা দ্বারা প্রাণিগণের আকার প্রকার ও স্বভাবাদি জানা যায় সেই বিদ্যা, Zoology. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ—যে প্রাণিতত্ত্ব জানে এমন। উপতৎ; প্রাণিতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; প্রাণিতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রাণিদ্যূত—বাজি রাখিয়া ভেড়া ও মোরগ প্রঃর যুদ্ধ করানো। প্রাণী দ্বারা দ্যূত (ক্রীড়া), ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

প্রাণিবিদ্যা—'প্রাণিতত্ত্ব' দ্রঃ।

প্রাণিবিদ্যাবিৎ (-বিদ্)—প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; প্রাণিবিদ্যা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রাণিবিবরণ, প্রাণিবৃত্তান্ত—জীবজন্তুর বিবরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

প্রাণিহিংসা—জীবহত্যা; জীবহত্যার চেষ্টা; জীবজন্তুর অনিষ্টচেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণী (প্রাণিন্)—মানুষ পশু পাখি কীটপতঙ্গ ইঃ সচেতন জীব। প্রাণ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—স্বামী, পতি ; প্রণয়-পাত্র। প্রাণের ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্রাণেশ্বরী—ভার্যা, প্রিয়তমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রাত—প্রাতঃকাল। <প্রাতর্। বি।

প্রাতঃ—'প্রাতর্' দ্রঃ।

প্রাতঃকাল—সকালবেলা। কর্মধা। বি ; পুং।

প্রাতঃকৃত্য—সকালবেলায় হাত-মুখ ধোওয়া ও শৌচাদি ক্রিয়া ; প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি করণীয় কার্য। প্রাতঃ (প্রাতঃ-কালে) কৃত্য (কর্তব্য কর্ম), সুপ্‌। বি ; ক্লী।

প্রাতঃক্রিয়া—সকালবেলায় করণীয় কার্য ; প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদি। সুপ্‌। বি ; স্ত্রী।

প্রাতঃপ্রণাম—সকালবেলায় কৃত নমস্কার, good morning. সুপ্‌। বি ; পুং।

প্রাতঃসন্ধ্যা—১। পূর্বসন্ধ্যা, প্রত্যূষ। প্রাতঃই সন্ধ্যা, কর্মধা। ২। প্রাতঃকালে উপাস্যা সন্ধ্যা, প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাকৃত্য। প্রাতরুপাস্যা সন্ধ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

প্রাতঃস্নান—ভোরবেলায় নাওয়া, প্রাতঃ-কালে অবগাহন। সুপ্‌। বি ; ক্লী।

প্রাতঃস্নায়ী (-স্নায়িন্)—যে প্রত্যূষ-কালে স্নান করে এমন। উপপৎ ; প্রাতঃ—স্না+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্নায়িনী**।

প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য ; সকালবেলায় যাহার নাম লইলে বা যাহার কথা মনে করিলে দিন ভাল যাইবে বলিয়া ধারণা হয় এমন ; পুণ্যশ্লোক ; সুপ্‌। বিণ।

প্রাতর—প্রাতঃকাল। গ্রা কথ্য। বি।

প্রাতর্, প্রাতঃ—প্রভাত। প্র (আরম্ভ)—অত্‌ (গমন করা)+অর কর্তৃ। অ।

প্রাতরাশ—প্রাতঃকালীন ভোজন, breakfast. প্রাতঃ আশ (ভোজন), সুপ্‌। বি ; পুং।

প্রাতরাহ্নিক—সকালবেলার সন্ধ্যা-বন্দনা। প্রাতঃকর্তব্য আহ্নিক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাতর্বা(র্বা)ক্য—সকালবেলায় মুখ দিয়া প্রথম যে কথা বাহির হয় (যাহা নিষ্ফল হইবে না বলিয়া লোকের বিশ্বাস)। প্রাতঃ উচ্চারিত বাক্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রাতিকূলিক—বিরুদ্ধ, প্রতিকূলে বর্তমান। প্রতিকূল+ইক স্থিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাতিকূল্য—বিরুদ্ধতা ; বৈপরীত্য। প্রতিকূল+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাতিপক্ষ—বিরুদ্ধ ; প্রতিপক্ষবিষয়ক। প্রতিপক্ষ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**।

প্রাতিপদ—প্রতিপদ্ তিথিতে জাত। প্রতিপদ+অণ্‌ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দী**।

প্রাতিপাদিক—১। (ব্যাক) বিভক্তি-শূন্য ব্যক্তিবাচক কিংবা বিশেষণবাচক শব্দ, ক্রিয়া ভিন্ন অন্য পদের মূল। বি ; ক্লী। ২। অগ্নি। বি ; পুং। ৩। প্রতিপদসম্বন্ধীয়। প্রতিপদ (প্রত্যেক পদ)+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাতিভাসিক—যে অবাস্তবিক বিষয় বাস্তব বলিয়া বোধ হয় এমন, প্রকৃত বলিয়া প্রতীয়মান। প্রতিভাস+ইক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাতিরূপ্য—প্রতিরূপের ভাব। প্রতিরূপ +ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাতিশাখ্য—বেদের ব্যাকরণ বিঃ (ঋগ্বেদের এক, যজুর্বেদের দুই, অথর্ববেদের এক—মোট এই চারিটি প্রতিশাখা)। প্রতিশাখা+ষ্ণ্য সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী।

প্রাতিস্বিক—ব্যক্তিগত, স্বকীয়, individual ; অনন্যসাধারণ। প্রতিস্ব+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাত্যহিক—রোজকার, দৈনন্দিন, দৈনিক। প্রত্যহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাথমিক—১। যাহা প্রথমে হয় এমন, আদ্য, প্রথমকৃত, আরম্ভকালীন, primary. প্রথম+ইক ভবার্থে। ২। প্রথমাধ্যায়ী, প্রথম বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত। প্রথম+ইক অধ্যয়নার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাথম্য—প্রথমত্ব ; প্রধানত্ব, মুখ্যত্ব। প্রথম +ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাদি—উপসর্গসংজ্ঞক প্র পরা অপ প্রঃ গণ বিঃ ; সমাস বিঃ, প্র ইঃ উপসর্গের যোগে যে তৎপুরুষ সমাস হয়। প্র আদি যাহাদের, বহু। বি ; পুং।

প্রাদুর্ভাব—আবির্ভাব, প্রথম প্রকাশ ; প্রাবল্য, প্রকটিত হওয়া, উদ্ভব। প্রাদুস্—ভূ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

প্রাদুর্ভূত—আবির্ভূত, প্রকাশিত। প্রাদুস্—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রাদেশ—বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী বিস্তার করিলে একের অগ্র হইতে অপরের অগ্র পর্যন্ত পরিমাণ। প্র—দিশ্‌+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

প্রাদেশিক—প্রদেশজাত ; প্রদেশসম্বন্ধীয়। প্রদেশ+ইক ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাদেশিকতা—প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ; প্রদেশ বিঃ স্বার্থ বা বৈশিষ্ট্যকে বড় মনে করা, provincialism ; প্রদেশবিশেষে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার। প্রাদেশিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

প্রাদোষিক—সন্ধ্যাকালীন ; প্রদোষজাত ; প্রদোষকৃত ; প্রদোষসম্বন্ধীয়। প্রদোষ (সন্ধ্যা-কাল)+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাধান্য—প্রধানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ ; প্রভুত্ব ; নেতৃত্ব। প্রধান+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাধিকার—কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, প্রভুত্ব, authority. প্র (সম্যক্) অধিকার, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রাধিকারী (-রিন্)—কর্তৃত্বশালী, কর্তা, প্রভু, authority. প্রাধিকার+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

প্রাধিকৃত—অধিকারপ্রাপ্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত, authorized. প্র—অধি—কৃ+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ।

প্রান্ত—অন্তভাগ, শেষসীমা, কিনারা। প্রকৃষ্ট অন্ত (শেষ), প্রাদি। বি ; পুং।

প্রান্তবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্) শেষসীমায় অবস্থিত। উপপৎ ; প্রান্ত—বৃত্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

প্রান্তবিন্দু—(জ্যামিতি) রেখার শেষে অবস্থিত বিন্দু, extremity. প্রান্তস্থিত বিন্দু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রান্তর—অতিদূর-প্রসারী ছায়াশূন্য জলশূন্য পথ ; জনশূন্য প্রদেশ, মাঠ ; বন, জঙ্গল ; কোটর। প্রকৃষ্ট অন্তর (ব্যবধান বা অবকাশ) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

প্রান্তস্থ, প্রান্তস্থিত—প্রান্তবর্তী, শেষ-ভাগে অবস্থিত। উপপৎ ; প্রান্ত—স্থা+ক কর্তৃ ; প্রান্তে স্থিত, ৭মীতৎ। বিণ।

প্রান্তীয়—প্রান্তবর্তী, extreme. প্রান্ত+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

প্রাপক—১। যে পায় এমন, অধিগন্তা। প্র—আপ্‌+ণক কর্তৃ। ২। যে পাওয়ায় এরূপ, অধিগমক। প্র—আপ্‌+ণিচ্‌ (—আপি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রাপিকা**।

প্রাপণ—১। পাওয়া, প্রাপ্তি ; সম্যক্ ব্যাপ্তি। প্র—আপ্‌+অনট্ ভাব। বিণ—**প্রাপ্ত**। ২। পাওয়ানো ; ব্যাপ্ত করানো ; লইয়া যাওয়া। প্র—আপ্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রাপণিক—বণিক্, ব্যবসায়ী। প্রকৃষ্ট আপণিক, প্রাদি। বি ; পুং।

প্রাপণীয়—লভ্য, লব্ধব্য, প্রাপ্য। প্র—আপ্‌ +অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রাপিত—যাহাকে দিয়া বা যাহা পাওয়া হইয়াছে এমন ; প্রাহিত, অধিগমিত। প্র—আপ্‌+ণিচ্‌ (—আপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রাপ্ত—১। যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন, লব্ধ ; উপস্থাপিত। প্র—আপ্‌+ক্ত কর্ম। ২। যে পাইয়াছে এমন, লব্ধ ; উপস্থিত। প্র—আপ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রাপ্তকাল—১। যাহার মৃত্যুসময় উপস্থিত

হইয়াছে এমন, আসন্নমৃত্যু ; প্রাপ্তাবসর। প্রাপ্ত (উপস্থিত) কাল যাহার, বহু। বিণ। ২। মৃত্যুসময়। প্রাপ্ত (উপস্থিত) কাল, কর্মধা। বি ; পুং।

প্রাপ্তবয়স্ক—সাবালক, যুবাবস্থায় উপনীত। প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রাপ্তবয়াঃ (-বয়স্), (>-বয়া)—সাবালক ; উপযুক্ত বয়সে উপনীত। প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাপ্তব্য—পাওয়ার যোগ্য, লব্ধব্য, লভ্য, প্রাপ্তিযোগ্য। প্র—আপ্+তব্য কর্ম। বিণ।

প্রাপ্তব্যবহার—যে নাবালক নয় এমন, সাবালক। প্রাপ্ত ব্যবহার যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাপ্তযৌবন—সোমত্ত, তরুণ বয়সে উপনীত। বহু। বিণ।

প্রাপ্তা (প্রাপ্তৃ)—প্রাপক, টাকা ইঃ যাহাকে দিতে হইবে, payee. প্র—আপ্+তৃচ্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—প্রাপ্ত্রী।

প্রাপ্তি—পাওয়া ; লাভ, অধিগম ; অর্জন ; বৃদ্ধি ; উন্নতি ; উদয় ; উপস্থিতি ; অনুমিতি ; অষ্টবিধ-ঐশ্বর্যমধ্যে ঐশ্বর্য বিঃ, যোগলব্ধ সর্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা। প্র—আপ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রাপ্তিযোগ—পাওয়ার সম্ভাবনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি ; পুং।

প্রাপ্তিস্থান—যে স্থানে পাওয়া যায়, পাইবার ঠিকানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

প্রাপ্য—১। প্রাপ্তিযোগ্য ; লভ্য ; পাওনা ; গম্য। বিণ। ২। (ব্যাক) কর্ম বিঃ। প্র—আপ্+ণ্যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

প্রাবর—বেড়া ; প্রাচীর, প্রাকার। প্র—আ—বৃ+অপ্ করণ। বি ; পুং।

প্রাবরণ, প্রাবার—উত্তরীয়-বস্ত্র, ওড়না ; আবরণ-বস্ত্র, ঢাকনার কাপড়। প্র—আ—বৃ+অনট্, ঘঞ্ করণ। বি ; ক্লী, পুং।

প্রাবল্য—প্রবলতা ; প্রাধান্য ; উৎকটতা, তীব্রতা ; শক্তি ; প্রভাব। প্রবল+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাবার—'প্রাবরণ' দ্রঃ।

প্রাবাসিক—প্রবাসযোগ্য ; প্রবাসসম্বন্ধীয় ; প্রবাসজাত। প্রবাস+ইক সম্বন্ধাদর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রাবীণ্য—দক্ষতা, নৈপুণ্য ; প্রবীণতা। প্রবীণ+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

প্রাবৃট্ (প্রাবৃষ্), **প্রাবৃষা**—বর্ষাকাল। প্র—আ—বৃষ্+ক্বিপ্ অধি, পক্ষে আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রাবৃত—আচ্ছাদিত ; বেষ্টিত। প্র—আ—বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রাবৃতি—বেড়া ; আবরণ। প্র—আ—বৃ+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

প্রাবৃষ্য—১। বর্ষাকালীন। বিণ। ২। বৈদূর্যমণি। প্রাবৃষ্ (বর্ষা)+যৎ ভবার্থে। বি ; পুং।

প্রাবেশিক—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার দানকারী ('— পরীক্ষা')। বিণ।

প্রাভাতিক—প্রাতঃকালীন, প্রভাতকালীন। প্রভাত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রামাণিক—১। প্রমাণসিদ্ধ ; নির্ভরযোগ্য, প্রমাণরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত, authenticated ; বিধাতা ; পরিচ্ছেদক ; সম্মানযোগ্য। বিণ ; পুং, বা স্ত্রী। স্ত্রী, -কী। ২। অধ্যক্ষ ; পণ্ডিত ; সমাজপতি ; প্রমাণকর্তা ; তার্কিক ; শাস্ত্রজ্ঞ। প্রমাণ+ইক নির্বৃত্তার্থে। বি ; পুং। ৩। নাপিত, ক্ষৌরকার ; উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

প্রামাণিকতা—বিশ্বাসযোগ্যতা ; প্রমাণসিদ্ধতা, authority. প্রামাণিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

প্রামাণ্য—১। প্রমাণত্ব, প্রামাণিকতা ; বিশ্বাসযোগ্যতা। প্রমাণ+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী। ২। প্রামাণিক। বাংপ্র। বিণ।

প্রামাদিক—যাহা ভুলবশতঃ করা হইয়াছে এমন ; অনবধানতা-জনিত। প্রমাদ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রায়—১। (শব্দের পরবর্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ ; কাছাকাছি ; অধিক। প্র—ই+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। সচরাচর ; অধিকাংশস্থলে। < প্রায়ঃ। ক্রি-বিণ। ৩। মৃত্যুর সংকল্প লইয়া উপবাস ; মৃত্যু, মরণ ; বাহুল্য ; উপবাস ; বয়ঃ। প্র-ই (যাওয়া ইঃ)+অচ্ ভাব। ৪। পাপ। প্র—ই+অচ্ অপা। বি ; পুং।

প্রায়ঃ (প্রায়স্), **প্রায়**—বেশির ভাগ ; বাহুল্যরূপে। প্র—অয়্+অস্ ভাব। অ।

প্রায়গত—প্রায়োপবিষ্ট। সুপ্। বিণ।

প্রায়শঃ (-শস্), (>**প্রায়শ**)—প্রায়ই, সচরাচরই ; বাহুল্যরূপে। প্রায়+শস্ বীপ্সার্থে। অ।

প্রায়শ্চিত্ত, -চিত্তি—যাহাতে পাপক্ষয় হয় এরূপ ক্রিয়া-কর্ম ; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত। প্রায়ের (তপস্যার) চিত্ত, চিত্তি (চিৎ+ক্ত, ক্তি ভাব—নিশ্চয়) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

প্রায়শ্চিত্তার্হ—প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত। উপতৎ ; প্রায়শ্চিত্ত—অর্হ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্হী।

প্রায়শ্চিত্তী (-ত্তিন্)—যাহার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত এমন। প্রায়শ্চিত্ত+ইন্ কর্তব্যরূপে আছে ইহার এই অর্থে। বিণ।

প্রায়ান্ধকার—অল্প অন্ধকার। বাংপ্র। বিণ।

প্রায়িক—কাছাকাছি ; সাধারণ ; প্রায়শঃ যাহা হয় এমন ; কিছু কমবেশী, approximate. প্রায়+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

প্রায়োগিক—প্রয়োগজ ; প্রয়োগসম্বন্ধীয়, technical. প্রয়োগ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

প্রায়োদ্বীপ—(ভূগোল) যে ভূমির প্রায় চতুর্দিকে জল ; উপদ্বীপ, peninsula. প্রায়ঃ (বাহুল্যরূপে) দ্বীপ, সুপ্। বি ; পুং বা স্ত্রী।

প্রায়োপবিষ্ট—মৃত্যুর সংকল্প লইয়া উপবাস করিতেছে এমন। প্রায় (অনশন-মৃত্যু) নিমিত্ত উপবিষ্ট, সুপ্ ; অথবা, প্রায়ের সহিত উপবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রায়োপবেশ, -বেশন, -বেশিকা—ইচ্ছাপূর্বক উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য বসিয়া থাকা, সন্ন্যাস-অবলম্বনপূর্বক অনশনে মৃত্যুর জন্য অবস্থিতি ; আত্মশুদ্ধি বা কোন সংকল্প সাধনের জন্য দীর্ঘ কাল না খাইয়া থাকা। প্রায়ার্থ উপবেশ, উপবেশন, মধ্যপ কর্মধা ; প্রায়ার্থ উপবেশিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

প্রায়োপেত—প্রায়োপবিষ্ট। সুপ্। বিণ।

প্রারব্ধ—১। যাহা শুরু হইয়াছে এমন, যাহা শুরু করা হইয়াছে এমন। প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ, সুপ্। বিণ। ২। পূর্বজন্মার্জিত পাপ অথবা পুণ্য, অদৃষ্ট। প্রকৃষ্ট আরব্ধ (আরম্ভ) যৎ-কর্তৃক, বহু। বি ; ক্লী।

প্রারম্ভ—উপক্রম, প্রথমোদ্যোগ ; আরম্ভ। প্র—আ—রভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ—**প্রারম্ভিক**।

প্রার্থক—প্রার্থনাকারী, প্রার্থয়িতা। প্র—অর্থ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রার্থিকা**।

প্রার্থন, প্রার্থনা—চাওয়া, যাচ্ঞা ; আক্রমণ ; হিংসা ; অভিযান ; অবরোধ ; গর্ভাঙ্ক বিঃ ; মুদ্রা বিঃ। প্র—অর্থ্+অনট্ ভাব, অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

প্রার্থনা-পত্র—বিশেষ আবেদনযুক্ত দরখাস্ত। প্রার্থনাযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রার্থনীয়—প্রার্থনা করিবার যোগ্য, যাচিতব্য। প্র—অর্থ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রার্থয়িতব্য—প্রার্থনা করিবার যোগ্য, প্রার্থনীয়। প্র—অর্থ্+তব্য কর্ম। বিণ।

প্রার্থয়িতা (-য়িতৃ)—যাচক, প্রার্থনাকারী ; প্রণয়ী। প্র—অর্থ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

প্রার্থিত—যাহা চাওয়া হইয়াছে এমন, যাচিত ; অভিলষিত, বাঞ্ছিত ; যাহার নিকট

প্রার্থনা করা হইয়াছে এরূপ; অভিযাত; আক্রান্ত; হত; শত্রুসংরুদ্ধ। প্র—অর্থ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রার্থী (-র্থিন্)—প্রার্থনাকারী; আবেদনকারী, দরখাস্তকারী। প্র—অর্থ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রার্থিনী**।

প্রাশ—আহার, ভোজন। প্র—অশ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

প্রাশন—ভোজন, আহার। প্র—অশ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রাশস্ত্য—প্রশস্ততা, উৎকর্ষ; প্রশংসনীয়তা; বিস্তার, শ্রেষ্ঠতা। প্রশস্ত+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রাশিত—১। যাহা খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত; গ্রস্ত। প্র—অশ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ভক্ষণ। প্র—অশ্‌+ক্ত ভাব। ৩। পিতৃযজ্ঞ; তর্পণ। প্র—অশ্‌+ক্ত অধি। বি; স্ত্রী।

প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিঃ; কুন্ত। প্র-অস্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পুং।

প্রাসঙ্গিক—প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত, প্রসঙ্গক্রমে আগত; যৌগভাবে সংঘটিত; সম্পর্কীয়। প্রসঙ্গ+ইক উপস্থিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাসাদ—বৃহৎ অট্টালিকা; ইষ্টকময় দেবালয়। প্র—সদ্‌+ঘঞ্‌ অধি। বি; পুং।

প্রাসাদকুক্কুট—পায়রা, পারাবত। প্রাসাদস্থিত কুক্কুট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রাসাদশিখর—অট্টালিকার চূড়া বা উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাসিক—১। প্রাস-অস্ত্রধারী; শড়্‌কিওয়ালা। প্রাস+ইক প্রহরণার্থে। ২। প্রাসসম্বন্ধীয়। প্রাস+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাস্থানিক—প্রস্থানকালোচিত, প্রস্থান বা যাত্রাসম্বন্ধীয়। প্রস্থান+ইক বিহিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাহরিক—১। প্রহরসম্বন্ধীয়; প্রহরনিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। প্রহরী। প্রহর+ইক সম্বন্ধার্থে, নিযুক্তার্থে। বি; পুং।

প্রাহসনিক—প্রহসনের অভিনেতা; প্রহসনসম্বন্ধীয়। প্রহসন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাহ্ণ—সকালবেলা। প্র (পূর্বভাগ) অহ্নের (দিনের), একদেশী (অহন্‌-স্থানে অহ্ন)। বি; পুং।

প্রিণ্টার—মুদ্রাকর, মুদ্রণকারী। <ইং 'printer'. বি।

প্রিন্সিপাল—কলেজ প্রঃ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি, অধ্যক্ষ। <ইং 'principal'. বি।

প্রিয়—১। ভালবাসার যোগ্য, প্রীতিভাজন; প্রীতিজনক, রম্য, যাহা ভাল লাগে এমন। প্রী+ক কর্তৃ। বিণ। বি, -তা, -ত্ব। ২। স্বামী; বন্ধু, সুহৃদ্‌। বি; পুং।

প্রিয়ংবদ, প্রিয়বাদী (-বাদিন্)—১। মধুরভাষী, যে প্রিয় কথা বলে এমন। বিণ। স্ত্রী, **-বদা, -বাদিনী**। ২। গন্ধর্ব বিঃ। উপতৎ; প্রিয়—বদ্‌+খচ্‌, ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-বদা, -বাদিনী**।

প্রিয়ংবদা—১। মধুরভাষিণী। প্রিয়ংবদ(১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। কণ্বমুনির পালিতা কন্যা, শকুন্তলার সখী; যার অক্ষরের ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়কার—যে প্রিয় কার্য করে এমন; আনুকূল্যকারী। উপতৎ; প্রিয়—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী**।

প্রিয়কারী (-কারিন্)—প্রিয়কার। উপতৎ; প্রিয়—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রিয়ংক(ঙ্ক)র—প্রিয়কারক, হিতকারী। প্রিয়—কৃ+খচ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

প্রিয়ংক(ঙ্ক)রী—১। প্রিয়কারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বগন্ধা; শ্বেতকণ্টকারী; বৃহজ্জীবন্তী। প্রিয়ংকর+ঙীপ্‌। বি; স্ত্রী।

প্রিয়ঙ্গু—শ্যামা লতা (ইহার ফুল হলদে রঙের); কলিনীলতা; পিপুল। প্রিয়-গম্‌+ডু কর্তৃ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষা—প্রিয়কার্য করিবার ইচ্ছা, হিতেচ্ছা, খুশি করিবার ইচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষু—প্রীতিজনক কার্য করিতে ইচ্ছুক; হিতকামী। ২য়াতৎ। বিণ।

প্রিয়জন—ভালবাসার লোক, সুহৃদ্‌, আপন জন। কর্মধা। বি; পুং।

প্রিয়তম—১। স্বামী; প্রণয়ী। বি; পুং। ২। সর্বাপেক্ষা ভালবাসার পাত্র। প্রিয়+তমপ্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমা**।

প্রিয়তর—(দুইয়ের মধ্যে তুলনায়) অধিক প্রিয়। প্রিয়+তরপ্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রিয়তা—প্রীতিজনকত্ব, স্নেহ; প্রেম। প্রিয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রিয়তোষণ—১। প্রিয়জনের তুষ্টিজনক। বিণ। ২। প্রিয়জনের তুষ্টিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়ত্ব—প্রীতিজনকত্ব, প্রেম, স্নেহ; প্রণয়। প্রিয়+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রিয়দর্শন—১। সুন্দর, সুরূপ, সুদৃশ্য। বিণ। ২। শুকপক্ষী; ক্ষীরিকাবৃক্ষ। প্রিয় দর্শন যাহার, বহু। বি; পুং।

প্রিয়পাত্র—ভালবাসার পাত্র, স্নেহভাজন। কর্মধা। বি; স্ত্রী, বা বিণ। [অধুনা অনেকে বাঙ্গালায় ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 'প্রিয়পাত্রী' শব্দের প্রয়োগ করেন।] [বি; স্ত্রী।

প্রিয়বচন, -বাক্য—মিষ্ট কথা। কর্মধা।

প্রিয়বাদী (-বাদিন্)—'প্রিয়ংবদ' দ্রঃ।

প্রিয়বিয়োগ—প্রিয়জনের মৃত্যু; প্রিয়বস্তুর নাশ, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ; প্রিয়বস্তুর নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রিয়বিরহ—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বা মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রিয়ভাষণ—১। প্রিয়কথা বলা; প্রিয় কথা। প্রিয় ভাষণ (কথন), কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। প্রিয়ভাষী। প্রিয় ভাষণ যাহার, বহু। বিণ।

প্রিয়ভাষী (-ভাষিন্)—যে প্রিয়কথা বলে এমন, মিষ্টভাষী, মধুরবক্তা। উপতৎ; প্রিয়—ভাষ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

প্রিয়ভূমি—প্রীতিজনক স্থান; প্রীতির পাত্র। কর্মধা। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রিয়ম্বদা—১। প্রিয়ভাষিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। শকুন্তলার সখী; যার অক্ষরের ছন্দ বিঃ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। [শুদ্ধ রূপ প্রিয়ংবদা।]

প্রিয়সখ—প্রীতিভাজন ও সুহৃৎ। প্রিয় যে সখা, কর্মধা+টচ্‌ সমাসান্ত। বি; পুং।

প্রিয়সখা (-সখি)—১। বন্ধুর প্রতি অনুরক্ত। প্রিয় সখা যাহার, বহু। ২। প্রিয় বন্ধু। প্রিয় সখা (বন্ধু), কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-সখী**।

প্রিয়-সমাগম—প্রেমাস্পদের সহিত মিলন; প্রিয়জনদিগের সম্মিলন; নায়ক-নায়িকার মিলন। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৩য়াতৎ। বি; পুং।

প্রিয়া—১। স্ত্রী, ভার্যা। বি; স্ত্রী। ২। প্রণয়ভাগিনী, স্নেহভাগিনী। প্রিয়+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

প্রিয়াল—পিয়ালগাছ। প্রিয়—অল্‌+অচ কর্তৃ। বি; পুং।

প্রীণন—তৃপ্তিজনন, প্রীতকরণ, খুশি করা। প্রী+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাবধা। বি; স্ত্রী।

প্রীণিত—যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে এমন, তোষিত। প্রী+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রীত—১। তুষ্ট; সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত, প্রীতিযুক্ত; অনুরক্ত। প্রী+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**প্রীতি**। ২। প্রীতিসাধন ("প্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি"—কৃত্তি)। প্রী+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রীতি—১। তৃপ্তি; সন্তোষ; হর্ষ; প্রেম, অনুরাগ; ইচ্ছা। প্রী+ক্তি ভাব। ২। কামপত্নী বিঃ; (জ্যোতিষ) বিষ্কুম্ভাদি-যোগের মধ্যে দ্বিতীয় যোগ। প্রী+ক্তিচ্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

প্রীতি-উপহার—ভালবাসার সহিত দান; প্রণয়যুক্ত উপঢৌকন। প্রীতি-সূচক উপহার, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রীতিকর—তৃপ্তিপ্রদায়ক; আনন্দদানকারী। উপতৎ; প্রীতি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।
প্রীতিদায়ক—প্রীতিকর, আনন্দজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।
প্রীতিনিলয়—প্রিয়পাত্র, প্রীতির আধার; ভালবাসার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
প্রীতিপূর্ণ—ভালবাসায় ভরা, স্নেহপূর্ণ; প্রেমপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।
প্রীতিপ্রদ—প্রীতিদায়ক, আনন্দজনক। উপতৎ; প্রীতি—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।
প্রীতিভাজন—ভালবাসার পাত্র, প্রিয়পাত্র, প্রেমাস্পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী বা বিণ।
প্রীতিভোজ, -ভোজন—কাহারও সংবর্ধনার জন্য বা কোন আনন্দজনক বিষয়োপলক্ষে ভোজনরূপ উৎসব; আনন্দের জন্য ভোজ। প্রীতিজনক ভোজ, ভোজন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, ক্লী।
প্রীতিমান্ (-মৎ)—প্রীতিযুক্ত, সন্তুষ্ট। প্রীতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।
প্রীতিসম্ভাষণ—যাহাতে ভালবাসা প্রকাশ পায় এরূপ কথাবার্তা, প্রীতিসূচক কথোপকথন। প্রীতিসূচক সম্ভাষণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
প্রীতিসূচক—যাহাতে ভালবাসা বা হর্ষ প্রকাশ পায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সূচিকা**।
প্রীয়মাণ—যে প্রীতি অনুভব করিতেছে এমন; যে সন্তুষ্ট হয় এমন; যাহাকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে এমন। প্রী (তুষ্ট হওয়া বা করা)+শানচ্ কর্তৃ, কর্ম। বিণ।
প্রেক্ষণ—১। ভাল করিয়া দেখা, দর্শন। প্র—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। ২। চক্ষু। প্র—ঈক্ষ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।
প্রেক্ষণিকা—প্রদর্শনী, exhibition. প্র—ঈক্ষ্+অনট্ অধি+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।
প্রেক্ষণীয়—বিশেষরূপে দেখিবার মত, দ্রষ্টব্য, সম্যক্ দর্শনীয়। প্র—ঈক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।
প্রেক্ষা—১। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি; দর্শন, দৃষ্টি; পর্যালোচনা; মন্ত্রণা; নৃত্যদর্শন। প্র—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। ২। নৃত্য; শাখা। প্র—ঈক্ষ্+অ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।
প্রেক্ষাগার—রাজাদের মন্ত্রণাগার; বসিয়া দেখিবার ঘর, auditorium. প্রেক্ষার (মন্ত্রণার) আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
প্রেক্ষাগৃহ—দর্শনগৃহ; পর্যবেক্ষণিকা, মানমন্দির, observatory; দর্শনার্থ স্তরে স্তরে নির্মিত উপবেশন বিং, গ্যালারি; রঙ্গালয়, নাচঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
প্রেক্ষাবান্ (-বৎ)—বুদ্ধিমান্; বিবেচক। প্রেক্ষা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।
প্রেক্ষিত—বিশেষরূপে দৃষ্ট। প্র—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
প্রেত—১। পিশাচ; নরকস্থ প্রাণী (যথাবিহিত ঊর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে প্রেতত্বপ্রাপ্তি ঘটে); মৃত ব্যক্তির আত্মা। বি; পুং। ২। মৃত। প্র—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। যুগাগ্নুক্ত ব্যক্তি, অতিশয় অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।
প্রেতকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্), **-কার্য(র্য্য), -কৃত্য**—মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য, দাহাদিসপিণ্ডীকরণান্ত ক্রিয়া। প্রেতোদ্দিষ্ট কর্ম, কার্য, কৃত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
প্রেতগৃহ, -বন—শ্মশান, শবদাহস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
প্রেততর্পণ—মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি বা প্রীতির জন্য তাহার উদ্দেশে জলগণ্ডূষ-দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
প্রেতদেহ—প্রেতশরীর; বায়বীয় দেহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।
প্রেতনদী—বৈতরণী নদী। প্রেতোত্তার্য নদী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
প্রেতপক্ষ—গৌণচান্দ্রাশ্বিনকৃষ্ণপক্ষ, ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা হইতে শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্ব অমাবস্যা পর্যন্ত সময়, আশ্বিন-কৃষ্ণপক্ষ। প্রেততর্পণীয় পক্ষ (মাসার্ধ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
প্রেতপতি, -রাজ—যম। ৬ষ্ঠীতৎ, ২য় পক্ষে টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।
প্রেতপিণ্ড—মরণাবধি সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড। প্রেতোদ্দিষ্ট পিণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
প্রেতপুর—যমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
প্রেতপুরী—প্রেতলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
প্রেতবন—'প্রেতগৃহ' দ্রঃ।
প্রেতবাহিত—প্রেতচালিত, ভূতাবিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।
প্রেতমূর্তি(র্ত্তি)—মৃত ব্যক্তির আত্মার বায়বীয় অবস্থা; প্রেতের আকার; প্রেতবৎ ভয়জনক এবং বীভৎস আকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
প্রেতরাজ—'প্রেতপতি' দ্রঃ।
প্রেতলোক—যমলোক, যমালয়; মৃত্যুর পর জীবগণের বাসস্থান। প্রেতদিগের লোক (ভুবন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
প্রেতশিলা—গয়াধামে অবস্থিত যে পাথরের উপর পিণ্ডদান করা হয়। প্রেতার্পিকা শিলা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
প্রেতশ্রাদ্ধ—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত পিণ্ডদানাদি কর্ম। প্রেতোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
প্রেতাত্মা (-ত্মন্)—১। মৃত ব্যক্তির আত্মা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভূত, প্রেত। কর্মধা। বি; পুং।
প্রেতিনী—পেত্নী; প্রেতের ন্যায় অর্থাৎ অতি কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্টা নারী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
প্রেপ্সু—পাইতে ইচ্ছুক। প্র—আপ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।
প্রেম (প্রেমন্)—প্রিয়তা, ভালবাসা, অনুরাগ, প্রণয়, প্রীতি; স্নেহ; পরিহাস। প্রিয়+ইমন্ ভাবে (প্রিয়-স্থানে প্র)। বি; ক্লী।
প্রেমতরঙ্গ—ভালবাসার উচ্ছ্বাস, প্রণয়াবেগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
প্রেমদা—১। প্রেমদায়িনী। বিণ। ২। স্ত্রী, ভার্যা; প্রণয়িনী। প্রেম—দা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
প্রেমধারা—গভীর ভালবাসার ফলে অনবরত চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়া চোখের জল, প্রেমজনিত অশ্রু। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
প্রেমপত্র—ভালবাসার চিঠি, প্রণয়লিপি। প্রেম-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
প্রেমপূর্ণ—ভালবাসায় ভরা। ৩য়াতৎ। বিণ।
প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেমহেতু চিত্তবিকার। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
প্রেমভক্তি—প্রীতিযুক্ত শ্রদ্ধা; ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, ভগবৎপ্রেম। প্রেমযুক্তা ভক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
প্রেমমদ—গভীর ভালবাসার ফলে জাত আকুলতা বা উদ্বেগ; ঈশ্বরানুরাগে বিহ্বলভাব, মত্ততাজনক প্রেম। রূপক কর্মধা। বি; পুং।
প্রেমমধু—ভালবাসারূপ সুধা। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।
প্রেমময়—অতিশয় প্রেমিক, প্রীতিপূর্ণ; ভালবাসাপূর্ণ, প্রেমযুক্ত। প্রেমন্+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।
প্রেমমাধুরী—ভালবাসার ফলে জাত সৌন্দর্য; ভালবাসার মধুরত্ব। মধ্যপ কর্মধা, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
প্রেমমুগ্ধ—যে ভালবাসায় আত্মহারা হইয়াছে এমন, প্রণয়ে মোহপ্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।
প্রেমলুব্ধ—ভালবাসা পাইতে ইচ্ছুক, প্রণয়প্রয়াসী। ৩য়াতৎ। বিণ।
প্রেমসিন্ধু—ভালবাসারূপ সাগর, অগাধ ভালবাসা। প্রেমরূপ সিন্ধু, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

প্রেমহীন—যাহাতে ভালবাসা নাই এমন, প্রণয়শূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্রেমানন্দ—১। ভালবাসা হইতে জাত আনন্দ। প্রেমজনিত আনন্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। ভালবাসা পাইয়া আনন্দিত। প্রেমে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ।

প্রেমাবতার—মূর্তিমান্ ভালবাসা; যিনি জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবকে প্রেম শিক্ষা দেন বা স্বয়ং জীব এবং ভগবানের প্রেমে বিভোর হন (সাধারণতঃ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বুঝায়)। প্রেমের অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ; বা, প্রেমপূর্ণ অবতার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

প্রেমামৃত—ভালবাসারূপ সুধা, প্রণয়সুধা। প্রেমরূপ অমৃত, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রেমারা—তাসের খেলা বিঃ। <পো 'primeiro'. বি।

প্রেমালিঙ্গন—স্নেহভরে আলিঙ্গন; নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন বিঃ। প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রেমাশ্রু—গভীর ঈশ্বরানুরাগে চোখে যে জল দেখা দেয়; গভীর ভালবাসার আবেগে চোখ দিয়া যে জল পড়ে তাহা। প্রেমজনিত অশ্রু, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রেমাসক্ত—প্রণয়ে অনুরাগী; ভালবাসায় আবদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

প্রেমিক—যে ভালবাসে, প্রণয়ী। প্রেমন্+ ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রেমিকা**।

প্রেয়—ইন্দ্রিয় প্রীতিকর ঐহিক বিষয়। <প্রেয়স্। বি।

প্রেয়, প্রেয়ঃ—প্রিয়, বাঞ্ছিত। কপ্র। বিণ। [বিণ; স্ত্রী।

প্রেয়সী—প্রিয়তমা, কান্তা। প্রেয়স্+ঈপ্।

প্রেয়ান্ (প্রেয়স্)—অতিশয় প্রিয়, প্রিয়তর। প্রিয়+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রেয়সী**।

প্রেয়োবাদ—সুখই চরম লক্ষ্য—এই মত-বাদ, hedonism. প্রেয় (সুখ)-এর বাদ (মত), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

প্রেরক—যে পাঠায়, প্রেরণকারী; যে প্রেরণা দেয় এমন, প্রযোজক, প্রবর্তক। প্র—ঈর্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রেরিকা**।

প্রেরণ, প্রেষণ—পাঠান; আজ্ঞাকরণ; নিয়োগ। প্র—ঈর্+ণিচ্, ইষ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রেরণা, প্রেষণা—পাঠানো; নিয়োগ; বিধি; উৎসাহ এবং প্রবৃত্তি দান, উদ্যমযুক্ত ইচ্ছার সৃষ্টিকরণ। প্র—ঈর্+ণিচ্, ইষ্+ ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রেরয়িতা (-য়িতৃ)—প্রেরণকারী। প্র— ঈর্+ণিচ্ (স্বার্থে)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

প্রেরিত, প্রেষিত—যাহাকে পাঠান হইয়াছে এমন, বিসর্জিত; আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট; নিয়োজিত; প্রেরণাপ্রাপ্ত। প্র—ঈর্+ণিচ্, ইষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রেষ—প্রেরণ; পীড়া; ক্লেশ; (পদার্থবিদ্যা) চাপ, pressure. প্রেষ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রেষণ—'প্রেরণ' দ্রঃ।

প্রেষণী—দাসী; দূতী। প্রা কপ্র। বি।

প্রেষিত—'প্রেরিত' দ্রঃ।

প্রেষ্য, প্রৈষ্য—১। পাঠাইবার মত, প্রেরণীয়; যাহাকে ফরমাশ করা যায় এমন। বিণ। ২। দাস, ভৃত্য; দূত। প্র—ঈষ্, ইষ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; পুং।

প্রেস—ছাপাখানা; মুদ্রাযন্ত্র; সংবাদপত্র। <ইং 'press'. বি।

প্রেসিডেন্ট—সভাপতি; রাষ্ট্রের প্রধান কর্তা, রাষ্ট্রপাল। <ইং 'president'. বি।

প্রেসক্রিপশন—ঔষধের ব্যবস্থাপত্র। <ইং 'prescription'. বি।

প্রোক্ত—১। বিশেষরূপে কথিত; বর্ণিত। প্র—বচ্ বা ব্রূ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কথন। প্র—বচ্ বা ব্রূ+ক্ত ভাব। ৩। বৈদিক ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রাদি শাস্ত্র। প্র—বচ্ বা ব্রূ+ ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

প্রোক্ষণ—১। জলসেচন। প্র—উক্ষ্+ অনট্ ভাব। ২। যজ্ঞাদিতে পশুবধ; হত্যা; বধ। প্র-উক্ষ্+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

প্রোক্ষিত—অভিষিক্ত; সিক্ত; হত; যজ্ঞাদিতে হত; মন্ত্রে সংস্কৃত; যজ্ঞার্থ মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত (মাংসাদি)। প্র—উক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রোঞ্ছন—মোছা; মার্জন, পোঁছা; বর্জন। প্র—উন্ছ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রোত—১। সেলাই-করা, স্যূত; গুম্ফিত, সূত্রাদিতে গ্রথিত, বদ্ধ; খচিত; অন্তর্বিদ্ধ; ভূগর্ভনিহিত, পোতা। বিণ। ২। বস্ত্র। প্র—বে+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

প্রোৎসাহ—১। অত্যধিক উৎসাহ, সাতিশয় যত্ন, অধ্যবসায়। প্রকৃষ্ট উৎসাহ, প্রাদি। ২। উত্তেজনা। প্র-উৎ-সহ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রোৎসাহিত—১। অত্যধিক উৎসাহযুক্ত। প্রোৎসাহ+ইতচ্ সংজ্ঞাতার্থে। ২। উত্তেজিত; প্রবর্তিত; উদ্দীপিত, প্রণোদিত। প্র—উৎ—সহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি— **প্রোৎসাহন**।

প্রোথন—পুতিয়া রাখা, পোঁতা। প্রোথ্+ ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রোথিত—পোঁতা, ভূগর্ভনিহিত। প্রোথ্+ ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রোদ্ভূত—অতিশয় উদ্ভূত, বিশেষভাবে প্রভূত; অধ্যবসায়ী; সমধিক উত্তোলিত। প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভূত, প্রাদি। বিণ।

প্রোফেসার—অধ্যাপক, কলেজের শিক্ষক। <ইং 'professor'. বি।

প্রোবেট—'প্রবেট' দ্রঃ।

প্রোষিত—বিদেশগত; নিবৃত্ত; অপগত। প্র—বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রোষিতভর্তৃ(র্ত্তৃ)কা—যে স্ত্রীর স্বামী বা প্রেমিক দূরদেশে গমন করিয়াছে এমন; প্রবাসী স্বামীর বিরহে দুঃখকাতরা নারী। প্রোষিত ভর্তা (ভর্তৃ=স্বামী) যাহার, বহুব্রী +ক সমাসান্ত+আপ্। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

প্রোষিতভার্য(র্য্য)—যাহার পত্নী বা প্রণয়িনী বিদেশে গমন করিয়াছে এরূপ ('—নায়ক')। প্রোষিতা ভার্যা যাহার, বহু। বিণ।

প্রোষ্ঠী—পুটিমাছ, শফরী। প্রকৃষ্ট ওষ্ঠ যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রৌঢ়—মধ্যবয়সী, ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক; প্রবৃদ্ধ; পূর্ণতাপ্রাপ্ত; প্রবীণ; প্রচুর; প্রগল্ভ; যথাবিধি বিবাহিত; দক্ষ, নিপুণ; যুবা। প্র—বহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রৌঢ়তা, প্রৌঢ়ত্ব—মধ্যবয়স, প্রৌঢ় অবস্থা; পরিণতাবস্থা। প্রৌঢ়+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রৌঢ়বয়স্ক—মধ্য-বয়স্ক, প্রবীণ-বয়োযুক্ত। প্রৌঢ় বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

প্রৌঢ়সুলভ—যাহা প্রৌঢ়বয়সে সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

প্রৌঢ়া—১। ৪০ হইতে ৫০ বা ৫৫ বৎসর পর্যন্ত বয়ঃক্রমযুক্তা স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। মধ্য-বয়সী, প্রৌঢ়বয়সযুক্তা। প্রৌঢ়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রৌঢ়ি—প্রৌঢ়তা; উৎসাহ; ঔৎসুক্য; অধ্যবসায়; সামর্থ্য; উদ্যম; উন্নতি; প্রতিভা। প্র—বহ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্লক্ষ—১। পাকুড় গাছ; অশ্বত্থ বৃক্ষ। প্র— ক্ষর্+ড কর্তৃ। ২। পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটি দ্বীপ। প্লক্ষ+অচ্ আছে অর্থে। ৩। খিড়কির দ্বার। প্লু্ষ্ (হরণ করা)+স কর্তৃ। বি; পুং।

প্লব—১। ভাসিয়া থাকা; সন্তরণ; লম্ফন। প্লু+অপ্ ভাব। ২। ক্রমনিম্নভূমি। প্লু+ অপ্ অধি। ৩। ভেলা; ভেক; মাছধরা পোলা; জলচর পক্ষী। বি; পুং। ৪। যাহা ভাসিয়া থাকে এমন। প্লু+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

প্লবক—১। নৃত্যকারী। প্লব+কন্ আছে অর্থে। ২। প্লুতগতিবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী— **প্লবিকা**।

প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম—১। বানর;

ভেক ; হরিণ ; অরুণ, সূর্যসারথি। বি ; পুং। ২। প্লুতগতিযুক্ত। প্লব (লম্ফ)—প্লু+অ (ভ), (ভ) পচ্‌, খচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

প্লবচর—হংস প্রঃ উভচর পক্ষী। প্লব (সন্তরণ)—চর্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

প্লবতা, প্লবত্ব—ভাসিয়া থাকিতে পারার গুণ, buoyancy. প্লব+তা, ত্ব। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

প্লবন—১। ভাসিয়া থাকা ; সন্তরণ ; লম্ফন ; স্নান ; জলে ঝাঁপ দেওয়া ; প্লুতগতি ; গমন। প্লু+অনট্‌ ভাব। ২। প্লাবন। প্লু+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বিণ—প্লুত। ৩। ক্রমনিম্ন-ভূমি। প্লু+অনট্‌ অধি। বি ; ক্লী।

প্লবনশক্তি—ভাসিয়া থাকিবার শক্তি, প্লবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্লবমান—ভাসমান, যাহা ভাসিয়া আছে এরূপ। প্লু+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

প্লাটিনাম—একপ্রকার অতি মূল্যবান্‌ ধাতু। <ইং 'platinum'. বি।

প্লাবক—প্লাবনকারী। ণিজন্ত প্লু+ণক কর্তৃ। বিণ ; পুং।

প্লাবন—জলে ভাসাইয়া দেওয়া ; বন্যায় জলের স্ফীতি ; জল উথলানো ; অভিষেক, সেক। প্লু+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

প্লাবনপীড়ন—বন্যার উৎপাত বন্যার বেগ। প্লাবনের পীড়ন, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, প্লাবনরূপ পীড়ন, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

প্লাবনপীড়িত—বন্যাহেতু দুর্দশাগ্রস্ত, বন্যার ফলে দুর্গত। ৩য়াতৎ। বিণ।

প্লাবিত—যাহা জলে ভাসিয়া গিয়াছে এমন ; সিক্ত। প্লু+ণিচ্‌ (=প্লাবি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্লাবিতা—ভাসাইবার ক্ষমতা, buoyancy. প্লু+ণিন্‌ কর্তৃ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

প্লিহা (প্লিহন্‌), প্লীহা (প্লীহন্‌)—পিলা, উদরগহ্বরের বাম পার্শ্বে অবস্থিত যন্ত্র বিঃ, spleen ; পিলে রোগ। প্লিহ্‌ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কনিন্‌ (নিপা বিকল্পে দীর্ঘ)। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

প্লীহারি—অশ্বত্থগাছ। প্লীহার অরি

প্লুত—১। জলে ডোবা, নিমজ্জিত, স্নাত (অশ্রু'প্লুত') ; সিক্ত ; প্লাবিত ; উত্তীর্ণ ; মিশ্রিত ; ব্যাপ্ত। প্লু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। লম্ফ ; অশ্বের গতি বিঃ। প্লু+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ৩। তিনটি হ্রস্বস্বর সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয় তাহা, ত্রিমাত্র-কাল, ত্রিমাত্রস্বর [দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে স্বর প্লুত হয়]। প্লু+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

প্লুতগতি—১। অশ্বের লাফাইয়া চলা, gallop. বি ; স্ত্রী। ২। যে প্রাণী লাফাইয়া চলে এমন। প্লুত গতি যাহার, বহু। বিণ।

প্লুতি—জলপ্লাবন ; লাফাইয়া যাওয়া। প্লু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। [ক্ত কর্ম। বিণ।

প্লুষ্ট—ঝলসানো ; দগ্ধ। প্লুষ্‌ (দাহ করা)+

প্লেগ—মহামারী ; একপ্রকার মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। <ইং 'plague'. বি।

প্লেট—ইওরোপীয়দিগের ব্যবহৃত বাসন বিঃ, চীনামাটির থালা বিঃ ; ধাতুফলক। <ইং 'plate' বি। ['plain'. বিণ।

প্লেন—সাদাসিধা ; সরল ; সমান। <ইং

প্ল্যাকার্ড—বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন। <ইং 'placard'. বি।

প্ল্যাটফর্ম—পাটাতন, দাঁড়াইবার মঞ্চ ; রেলগাড়িতে চড়িবার বা রেলগাড়ি হইতে নামিবার উপযোগী স্টেশনের উঁচু স্থান। <ইং 'platform'. বি।

প্ল্যান—নকশা ('বাড়ির —') ; মতলব ; পরিকল্পনা। <ইং 'plan'. বি।

প্ল্যানচেট—মৃতের আত্মাকে আনয়ন করিবার তেকোনা ও তেপায়া কাঠের ছোট টেবিল। <ইং 'planchette'. বি।

প্ল্যাস্টার—মলম ; পটি ; প্রলেপ ; দেওয়ালে লাগাইবার চুন বালি ; পলস্তারা। <ইং 'plaster'. বি।

[ফ]

ফ—১। দ্বাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়]। ইহা অঘোষ ও মহাপ্রাণ। ২। রুক্ষোক্তি ; নিষ্ফলবাক্য ; ফুৎকার। ফল্‌ (মন্দ আচরণ করা)+ড ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। ঝঞ্ঝাবাত। স্ফায়্‌ (প্রবল হওয়া)+ড কর্তৃ (নিপা)। ৪। স্ফীতি ; সংজ্ঞা বিঃ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও বর্ণাভাব। স্ফায়্‌+ড ভাব। বি ; পুং।

ফইজ, ফৈজৎ, ফজুত—ভর্ৎসনা, গালা-গালি ; বদনাম, কুৎসা ; বিরোধ ; ঝগড়া ; হাঙ্গামা ; ঝামেলা ; পাতক। আ 'ফজীহৎ'। বি।

ফক্‌—(পরে 'করিয়া' শব্দের যোগে) হঠাৎ, অদৃশ্যে, না জানাইয়া। বাংপ্র। অ।

ফকার—'ফ' এই বর্ণ। ফ+কার স্বার্থে। বি ; পুং।

ফকির, ফকীর—মুসলমান সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক ; দরিদ্রব্যক্তি, নির্ধনব্যক্তি। আ। বি। বিণ—**ফকিরী, ফকীরী**। ভাব-বাচক বি—**ফকিরি**।

ফক্ক—সংগীতের যে তালে শূন্য থাকে, ফাঁক। ফক্‌+ঘঞ্‌ অধি। বি ; পুং।

ফক্কড়—চালাক ; ঘোর ইয়ার, ফাজিল, বাচাল ; ফাঁকিবাজ ; ধড়িবাজ। <আ 'ফিকরহ্‌'। বিণ। বি—**ফক্কুড়ি**।

ফক্কা, ফোক্কা—বাজে ; মিথ্যা, ফাঁকা। বাংপ্র। বিণ।

ফক্কি—ফাঁকি ; শূন্য ; মিথ্যা। <ফক্কিণ। বি।

ফক্কিকা—ফাঁকি, কূটপ্রশ্ন, তত্ত্বনির্ণয়ার্থ পূর্বপক্ষ। ফক্‌ (ফাঁকি দেওয়া)+ণক ভাব +আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ফক্কিকার—ফাঁকি, মিছ', অলীক, শূন্যময়। <ফক্কিকা। বিণ।

ফক্কুড়ি—ইয়ারকি ; পরিহাস, ধাপ্পাবাজি, চালাকি ; বাচালতা। ফক্কড়+ই ভাবে, কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

ফক্কবেনে, ফক্কবাজি—ঠুনকো, সহজ-ভঙ্গুর, অসার। <ফক্কপ্রবণ। বিণ।

ফচকে—বাচাল ; কপট ; ফিচেল, মিথ্যা-পরিহাসপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ।

ফচকেমি—বাচালতা, চপলতা, ছেবলামো। ফচকে+মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ফজর, ফজির—প্রভাতকাল। আ। বি।

ফজল—অনুগ্রহ, দয়া। আ। বি।

ফজলি—একপ্রকার আম। বাংপ্র। বি।

ফট্‌—মন্ত্রাংশ বিঃ ; অব্যক্ত শব্দ ; যোগ বিঃ। স্ফুট্‌ (ভেদ করা)+কিপ্‌ কর্তৃ (নিপা)। অ।

ফটক—সদর দরজা, সিংহদ্বার। বাংপ্র। বি।

ফটকা—পণ্যদ্রব্যের বাজারদর লইয়া জুয়া খেলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফটকি-নাটকি—নগণ্য বিষয়, খুঁটিনাটি ; লঘু হাস্যকৌতুক ("ছেলেদের সঙ্গে ফটকিনাটকি করে"—টেকচাঁদ)। বাংপ্র। বি।

ফটকিরি—রাসায়নিক কষায় দ্রব্য বিঃ, alum. <স্ফটকারি। বি।

ফটিক—১। কাচ; স্বচ্ছ প্রস্তর বিঃ। বি। ২। স্বচ্ছ। <স্ফটিক। বিণ।

ফটিকচাঁদ—অকলঙ্ক চন্দ্র; (লাক্ষণিক অর্থে) ফুলবাবু, শৌখিন বেশধারী বালক। ফটিক (নির্মল) চাঁদ, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ফটিক-জল—স্বচ্ছ জল; 'ফটিক-জল' রবকারী পাখি, চাতকপাখি; চাতক পাখির ডাকের কল্পিত রূপ। বাংপ্র। বি।

ফটো—আলোকচিত্র-যন্ত্রদ্বারা গৃহীত প্রতিকৃতি। <ইং 'photo'. বি।

ফটোগ্রাফ—আলোকচিত্র। <ইং 'photograph'. বি।

ফটোগ্রাফার—যে ফটো তোলে। <ইং 'photographer'. বি।

ফড়—কুপন নামক জুয়াখেলার ছক; গরুর গাড়ির পাশের দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড। বাংপ্র। বি।

ফড়ফড়, ফরফর—বাজে বকা, অত্যধিক বাচালতা; বাগাড়ম্বর। বাংপ্র। বি।

ফড়ফড়ে—বাচাল, অতিরিক্তভাষী। ফড়ফড় +এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফড়া—ধড়; হাত-পা ও মাথা ছাড়া শরীর। প্রা কপ্র। বি।

ফড়িং, ফড়িঙ—পতঙ্গ বিঃ। <পতঙ্গ। বি। [বি।

ফড়িঙ্গা—ঝিল্লিকা; পতঙ্গ। <পতঙ্গ।

ফড়ে—ফেরিওয়ালা; খুচরাবিক্রয়কারী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ফণ, ফণা—সর্পের বিস্তারিত মস্তক। ফণ্ +অচ্ কর্তৃ; পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

ফণধর, ফণভৃৎ, ফণাধর, ফণাভৃৎ—সর্প, ভুজঙ্গ। ফণের, ফণার ধর, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; ফণ, ফণা–ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ফণমণি—সাপের মাথার মণি। ফণস্থ মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ফণা—'ফণ' দ্রঃ।

ফণাধর, ফণাভৃৎ—'ফণধর' দ্রঃ।

ফণিভূষণ—১। সর্পবলয়, সর্পাকৃতি হস্তভূষণ। রূপক বা মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শিব। ফণী ভূষণ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ফণিমণ্ডল—১। সর্পাকৃতি কানের গহনা বিঃ। রূপক কর্মধা। ২। সাপের কুণ্ডলী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ফণিমনসা—একপ্রকার কাঁটা গাছ; ঝাঁপি গাছ। বাংপ্র। বি।

ফণিরাজ—সর্পরাজ অনন্ত। ফণীদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

ফণী (ফণিন্)—ফণাবিশিষ্ট সাপ। ফণ, ফণা +ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী —**ফণিনী**।

ফণীন্দ্র—সর্পরাজ, অনন্তদেব, বাসুকি। ফণী ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

ফণীশ্বর—সর্পরাজ, অনন্তদেব। ফণীদিগের ঈশ্বর (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ফতুয়া—একপ্রকার ছোট জামা। <আ 'ফুতোহী'। বি।

ফতুর—সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব, নির্ধন, দরিদ্র। <আ 'ফুতুর'। বিণ।

ফতে—সিদ্ধি; জয়। <আ 'ফতহ্'। বি।

ফতো—মিথ্যা; নির্ধন; অন্তঃসারশূন্য; পরপুষ্ট, অন্যের অনুগ্রহে পুষ্ট। আ-মূ। বিণ। **ফতো নবাব**—যে পরের ধনে নবাবি করে এরূপ, যাহার নিজের কিছু নাই কেবল অপরের অর্থে বাবুগিরি করে এমন। **ফতো বাবু**—যে অতি দরিদ্র হইয়া বাহিরে বাবুয়ানা দেখায় এরূপ; যে ক্ষমতার অতিরিক্তভাবে বাবুগিরি করে এরূপ; ফতো নবাব।

ফতোয়া—মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রের বিধান; মোহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, মোহম্মদীয় বিচারের ফয়সালা; কাজীর রায়। <আ 'ফৎবা'। বি।

ফনফন—ছিদ্র দিয়া জলপতনের শব্দ। বাংপ্র। অ।

ফনোগ্রাফ—কলের গান, সংগীতযন্ত্র বিঃ। <ইং 'phonograph'. বি।

ফন্দি—কূটকৌশল; মতলব, ফিকির; বিধান; যোগাযোগ; অভিপ্রায়। <প্রবন্ধ। বি।

ফন্দিবাজ—কৌশলী, মতলবী, চতুর। বাংপ্র। বিণ। বি, **-বাজি**।

ফপরদালাল, ফফরদালাল—অনাহূতভাবে পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী বা পরচর্চাকারী। বাংপ্র। বিণ। বি, **-দালালি**।

ফপল—বৃথা বাক্যব্যয়। বাংপ্র। বি।

ফম, ফোম—বুদ্ধি; কৌশল; মতলব; বোধ; হুঁশ। <আ 'ফহম্'। বি।

ফয়তা—মুসলমান ধর্মানুযায়ী উপাসনা। <আ 'ফাত্তিহহ্'। বি।

ফয়দা—'ফায়দা' দ্রঃ।

ফয়সলা, -সালা—নিষ্পত্তি; নির্ধারণ; বিচারফল, মকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র। <আ 'ফয়সলাহ্'। বি।

ফরক—১। পার্থক্য, দূরত্ব। বি। ২। দূর। <আ 'ফর্ক'। বিণ।

ফরকানো—আস্ফালন করা; বড় বড় কথা বলিয়া বাহাদুরি দেখানো; রাগে বাহির হইয়া যাওয়া; ফাঁক করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফরজ—অবশ্য কর্তব্য। আ। বিণ।

ফরফর—পাতলা জিনিস নড়িবার শব্দ বাংপ্র। বি।

ফরফরানি—চাঞ্চল্য; ক্রোধে অস্থিরতা; প্রগল্‌ভতা; পতাকাদি উড়িবার শব্দ। বাংপ্র। বি।

ফরফরে—চঞ্চল; ফরফরকারী; অতিশয় পাতলা। ফরফর+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফরমা—ছাঁচ; পুস্তক প্রঃর যতগুলি পৃষ্ঠা একবারে ছাপা হয়। <পো 'forma' বা ইং 'forme'. বি।

ফরমান—হুকুম; রাজাজ্ঞা; বাদশা নবাব ইঃর আজ্ঞাপত্র। ফা। বি।

ফরমানবরদার—আজ্ঞানুবর্তী, দাস। ফা। বিণ।

ফরমানি—হুকুম। ফা-মূ। বি।

ফরমানী—আদেশপ্রদানকারী, যিনি হুকুম দেন এমন। আ-মূ। বিণ।

ফরমাবন্দী—ছাপিবার জন্য পৃষ্ঠাসমূহ যথাযথভাবে বিন্যাসপূর্বক স্থাপিত। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ফরমাশ—হুকুম; কোন বস্তু তৈয়ারি করিবার আজ্ঞা, অর্ডার। <ফা 'ফর্মাইশ'। বি।

ফরশা, ফরসা—নির্মল, মেঘমুক্ত, শুভ্র; শেষ; সাবাড়; স্পষ্ট; অন্ধকারমুক্ত; গৌরবর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

ফরসি—দীর্ঘনলযুক্ত একপ্রকার হুঁকা। আ। বি।

ফরাকত—অবকাশ; ছাড়াছাড়ি; পৃথক্‌করণ; মুক্তস্থান। <আ 'ফরাকৎ'। বি।

ফরাজ—মুসলমান মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার-নির্ধারণপত্র। আ। বি।

ফরাশ—সুবিস্তৃত বসিবার স্থানে বিছানো চাদর; চৌকি প্রঃর উপর ঢালা বিছানা। <আ 'ফর্শ্'। বি।

ফরাসী—ইওরোপের অন্তর্গত ফ্রান্স-নামক দেশের; ফ্রান্সদেশীয় ভাষা বা জাতি। <পো 'Francez' বা ফ্রেঞ্চ 'Francais'. বি, বা বিণ।

ফরিকার, -কাল—সৈন্যদল, সেনাসমূহ। প্রা কপ্র। বি।

ফরিকালি—সেনাসমূহ, বাহিনী। প্রা কপ্র। বি।

ফরিয়াদ—নালিশ। ফা। বি।

ফরিয়াদী—বাদী, অভিযোক্তা। ফা। বি।

ফরেব—বঞ্চনা, ছলনা, ঠকানো। ফা। বি।

ফর্দ—তালিকা; কাগজের টুকরা। আ। বি।

ফর্দা—ফাঁকা, মুক্ত। আ। বিণ।

ফর্দাফাঁক—চৌচির; লম্বা লম্বা ফালি করিয়া বিদীর্ণ। (আ) ফর্দা+ফাঁক্ (<ভঙ্গ বা ফক্ক)। বিণ।

ফল—বৃক্ষলতাদি জাত শস্য; উৎপন্ন বস্তু; ধন; লাভ; নিষ্পত্তি; কার্যসিদ্ধি; পরিণাম;

পরীক্ষার কৃতকার্যতা অথবা অকৃতকার্যতা; উপকার; প্রয়োজন; স্বর্গাদিসুখ; সুখ; দুঃখ; ফলক, তক্তা, পাটা; ঢাল; খড়্গাদির পাতা; বাণের অগ্রলৌহ; ফলা; কাল; উত্তর; ত্রিফলা; মুষ্ক। ফল্+অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। **ফল দেওয়া**—উপকার পাওয়া; কার্যকরী হওয়া; ফল ধরা। **ফল দেখা**—প্রথম ঋতুমতী হওয়া। **ফল পাওয়া**—উপকার পাওয়া।

ফলই, ফলুই—একপ্রকার মাছ। <ফলকী। বি।

ফলওয়ালা—ফলবিক্রেতা। ফল+ওয়ালা বিক্রেতা অর্থে। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-ওয়ালী**।

ফলক—ঢাল; অস্ত্রের ফলা; কপালের অস্থি; কাষ্ঠাদিপট্ট, তক্তা, পাটা; ধোপার পাট; নাগকেশর। ফল+অক (বুন্) কর্তৃ. সংজ্ঞার্থে, অথবা ফল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লী।

ফলকথা—মোটকথা; সারকথা; শেষকথা। বাংপ্র। বি।

ফলকর—১। যাহাতে ফল ধরে এমন, ফলবান্; উপকারক। বিণ। ২। বৃক্ষাদির ফল উপভোগের জন্য দেয় কর। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ফলকাম—কাজের ফল যে কামনা করে এমন। ফল্—কম্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ফলকী (-কিন্)—ঢালী। ফলক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ফলগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—১। বৃক্ষ। বি; পুং। ২। ফলগ্রহণকর্তা। উপতৎ; ফল—গ্রহ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

ফলঙ্গ—লাফ, উল্লম্ফন, ঝম্প ("ফলঙ্গে লঙ্ঘিতে পারে ত্রিশ হাত খানা"—ঘনরাম)। প্রা কপ্র। বি।

ফলতঃ (ফলতস্) (>**ফলত**)—প্রকৃত পক্ষে, বস্তুতঃ, বাস্তবিক; পরিণামে, ফলে। ফল+তস্ (৩য়া-স্থানে)। অ; ক্রি-বিণ।

ফলত্বক্ (-ত্বচ্)—ফলের খোসা। ফলের ত্বক্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ফলত্যাগ—ফললাভের আশা ত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ফলত্রয়—ত্রিফলা, শুঠ পিঁপুল মরিচ, হরীতকী আমলকী বহেড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ফলদ—১। বৃক্ষ। বি; পুং ২। ফলদাতা। উপতৎ; ফল—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

ফলদর্শী (-দর্শিন্)—পরিণামদর্শী। উপতৎ; ফল—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

ফলন—১। নিষ্পত্তি, সিদ্ধি; উৎপত্তি। ফল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। লাভ; বৃদ্ধি; ঘটা; সত্য হওয়া; মোটফল। বাংপ্র। বি।

ফলনা—অমুক। <আ 'ফলানা'। ত্রিণ।

ফলনিষ্পত্তি—সিদ্ধান্ত, শেষনিষ্পত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ফলন্ত—যাহাতে ফল ধরে বা ধরিয়াছে এমন। ফল+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ফলপাকান্ত—ফল পাকিলে যে সকল গাছপালা শুকাইয়া যায়, ওষধি (কলাগাছ ধান ইঃ)। ফলের পাক, ৬ষ্ঠীতৎ; ফলপাকে অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ (ওষধি অর্থে বি)।

ফলপ্রদ, -প্রসু—যে ফল দান করে এমন, ফলদায়ক; উপকারক। ফল—প্র—দা+ক কর্তৃ; ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ফলপ্রাপ্তি—কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি; ফললাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ফলবান্ (-বৎ)—ফলযুক্ত; সফল। ফল+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

ফলভাগী (-ভাগিন্)—ফলভাগের অধিকারী; পরিণামে সুখ বা দুঃখভোগে অন্যের সহিত অংশীদার। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

ফলভোগ—কৃতকার্যজনিত সুখদুঃখাদি পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ফলভোগী (-ভোগিন্)—পরিণামে কৃতকার্যজনিত সুখ বা দুঃখ ভোগকারী। ফলের ভোগ, ৬ষ্ঠীতৎ; ফলভোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ভোগিনী**।

ফলমূল—আম কাঁটাল কলা প্রঃ ফল এবং মূলা গাজর আলু প্রঃ মূল। ফল ও মূল, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ফলশর্করা—ফলের রস হইতে প্রাপ্ত চিনি, fruit sugar. ফলজাত শর্করা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ফলশালী (-শালিন্)—ফলযুক্ত। উপতৎ; ফল—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

ফলশ্রুতি—কর্মের ফলশ্রবণ; কোন ধর্মকার্য করিয়া বা গীতাদি পুস্তক পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কি ফললাভ হয় তদ্বিষয়-শ্রবণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ফলশ্রেষ্ঠ—১। আম্রফল। ফলমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ। ফলদ্বারা শ্রেষ্ঠ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

ফলসা—মিষ্ট এবং অম্লস্বাদবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট ফল। ফা। বি।

ফলা—১। ফল প্রসব করা; যথার্থ হওয়া; ফলে সত্য হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [, বি]। ২। (সংখ্যাবাচক শব্দের পরে হইলে) ফলপ্রসবকারী ('দোফলা' গাছ); ফলকযুক্ত ('দোফলা' ছুরি)। বিণ। ৩। যুক্তাক্ষরের পরবর্তীটির চিহ্ন; ছুরির ফলক। <ফলক। বি।

ফলাও—জাঁকাল; অতিরঞ্জিত; ঢালাও। বাংপ্র। বিণ।

ফলাকাঙ্ক্ষা—কৃতকর্মের ফললাভের প্রত্যাশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ফলাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—কৃতকর্মের ফলের কামনাকারী, ফলপ্রত্যাশী। ফলাকাঙ্ক্ষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কাঙ্ক্ষিণী**।

ফলাগম—ফলোৎপত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ফলানো—ফল জন্মানো; উৎপত্তি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **বিদ্যা ফলানো**—বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করা, বিদ্যার বাহাদুরি দেখানো। **রং ফলানো**—বর্ণ পরিস্ফুট করা; অতিরঞ্জিত করা; অধিকতর উজ্জ্বলতা সম্পাদন করা।

ফলাফল—ভাল বা মন্দ ফল; পরিণামফল। ফল এবং অফল, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ফলার—চিড়া দই মিষ্টি ইঃ মিশাইয়া যে ভোজ তৈরী হয় তাহা; ফলাদি-ভোজন। <ফলাহার। বি।

ফলারে—ফলাদিভোজনে আনন্দিত বা পটু। ফলার+এ (<ইয়া) নিপুণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফলাশী (-শিন্)—ফলাহার দ্বারা জীবনধারণকারী, frugivorous. উপতৎ; ফল—অশ্ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

ফলাসক্ত—কর্ম করিয়া যে তাহার ফল কামনা করে এমন। ফলে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

ফলাসক্তি—কাজ করিয়া তাহার ফল লাভের ইচ্ছা, কর্মফলস্পৃহা। ফলে আসক্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ফলাস্বাদন—ফলভোগ। ফলের আস্বাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ফলাহার—১। ফলভক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। লুচি সন্দেশ দধি চিড়া প্রঃ আহার বা আহার্য। বাংপ্র। বি।

ফলিত, ফলিন—ফলযুক্ত; ফলবান্; সফল; পরীক্ষাসিদ্ধ, practical. ফল+ইতচ্, ইনচ্ যুক্তার্থে। বিণ। **ফলিত জ্যোতিষ**—যে জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার ও অবস্থানবিশেষজনিত মানবভাগ্যের শুভাশুভ বিষয় জানিতে পারা যায় তাহা, astrology. [গণিত জ্যোতিষ (astronomy) দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতিবিধির বিষয় জানা যায়।] **ফলিত রসায়ন**—কার্যে প্রযুক্ত রসায়ন, Applied Chemistry.

ফলিতার্থ—সারমর্ম, তাৎপর্য। কর্মধা। বি ; পুং।

ফলিনী—১। প্রিয়ঙ্গুলতা। বি ; স্ত্রী। ২। ফলযুক্তা। ফলিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ফলী (-ফলিন্)—ফলযুক্ত ; সফল। ফল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ফলিনী**।

ফলুই—'ফলই' দ্রঃ।

ফলে—ফলতঃ (তাহা দ্রঃ)।

ফলোৎপত্তি—ফলের উদ্ভব ; ফললাভ। ফলের উৎপত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফলোৎপাদক—ফলজনক ; সুখপ্রদ ; লাভজনক। ফলের উৎপাদক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পাদিকা**।

ফলোৎপাদন—ফল জন্মানো। ফলের উৎপাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ফলোদয়—১। ফলোৎপত্তি ; অভীষ্টলাভ ; আনন্দ। ফলের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্বর্গ। ফলের উদয় যেখানে, বহু। বি ; পুং।

ফলোন্মুখ—যাহা শীঘ্র ফলিবে এমন, শীঘ্র ফলপ্রসবের সম্ভাবনাযুক্ত। ফলে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

ফলোপধায়ক, -ধায়ী (-ধায়িন্)—ফলজনক। ফল—উপ—ধা+ণক, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা, -য়িনী**।

ফলোপলব্ধি—ফলের বোধ, ফলানুভব। ফলের উপলব্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ফল্গু—১। গয়ার অন্তঃসলিলা নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। বৃথা বাক্য ; লোহিতবর্ণ চূর্ণ, আবীর, ফাগ ; বসন্তকাল। বি ; পুং। ৩। তুচ্ছ, অসার ; মনোহর। ফল্ (ফলধারণ করা)+উ কর্তৃ (গ-আগম)। বিণ।

ফল্গুন—১। অর্জুন। ফল্গুনী+অচ্ ভবার্থে। ২। ফাল্গুনমাস। ফল্গু (আবীরচূর্ণ)—নী (লওয়া)+ড কর্তৃ ; অথবা, ফল্+উনন্ কর্তৃ (গ-আগম)। বি ; পুং।

ফল্গুনী—নক্ষত্র বিঃ। ফল্+উনন্ কর্তৃ (গ-আগম)+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ফল্গূৎসব—দোলযাত্রা, হোলিকা-উৎসব। ফল্গুসম্বন্ধীয় উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ফষ্টি—ফাজলামি ; দেমাগ ; তাচ্ছিল্য ; অতিরঞ্জিত কথা। বাংপ্র। বি।

ফষ্টিনষ্টি, -নাষ্টি—ফাজলামি, হাসি-ঠাট্টা ; লঘু পরিহাস ; রঙ্গ, কৌতুক। বাংপ্র। বি।

ফস্—('করিয়া' শব্দের যোগে) হঠাৎ, অতি-দ্রুত, চক্ষুর পলকে। বাংপ্র। অ।

ফসল—উৎপন্ন শস্য। <আ 'ফসল্'। বি।

ফসলী—১। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গণিত আকবর-প্রবর্তিত সাল। বি। ২। ফসল-যুক্ত ; ফসলসম্বন্ধীয়। ফসল+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। আ-মূ। বিণ।

ফাইন—জরিমানা, অর্থদণ্ড। <ইং 'fine'. বি।

ফাইফরমাশ—ছোটখাটো কাজের হুকুম ; ছোটখাটো কাজকর্ম। ফা ফর্মাইশ, তৎপূর্বে ফাই সহচর শব্দ। বি। **ফাইফরমাশ খাটা**—হুকুমমত ছোটখাটো কাজ করা।

ফাইল—তালিকা ; কাগজপত্রাদির গোছা ; কাগজ গাঁথিয়া রাখিবার সিক ; উখা। <ইং 'file' বি।

ফাউ, ফাও—নির্দিষ্ট পরিমাণের কিঞ্চিৎ অধিক। <বৃদ্ধ্যর্থক 'ফায়্'-ধাতু। বিণ।

ফাউড়, ফাউড়া—ছোট লাঠি। প্রা কপ্র। বি।

ফাউন্টেনপেন—ঝরনা-কলম, যে কলমের মধ্যে কালি রাখিয়া বহুক্ষণ লেখা চলে তাহা, পকেটে রাখার যোগ্য একপ্রকার কালিভরা কলম। <ইং 'fountain-pen'. বি।

ফাও—'ফাউ' দ্রঃ।

ফাঁক—১। ছিদ্র ; অবকাশ ; অন্তর, ব্যবধান ; অনাবৃত অংশ ; ফাঁকি ; অবসর, সুযোগ ; শূন্যস্থান, ফাঁকা জায়গা ; দোষ ; বিচ্ছেদ ; জনহীন স্থান। বি। ২। শূন্য ; পৃথক্, বিদারিত ; প্রকাশিত। <'ফক'-ধাতু বা ভঙ্গ। বিণ। **ফাঁক করা**—খোলা ; উদ্ঘাটিত করা ; রাষ্ট্র করা। **ফাঁকে পড়া**—ছলনায় পড়া, প্রতারিত হওয়া।

ফাঁকতাল—অপ্রত্যাশিত সুযোগ ; বিনা পরিশ্রমে অন্যের পরিশ্রমের ফললাভের সুযোগ ; সংগীত-স্বরের বা তালের অল্প-প্রধ্বনিত স্থান। <ফকতাল। বি।

ফাঁক-ফাঁক—খালি-খালি ; তফাত-তফাত। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

ফাঁকা—১। খোলা ; শূন্য ; অবিশ্বাস্য, মিথ্যা ; অন্তঃসারশূন্য ; বাড়তি, অতিরিক্ত। বাংপ্র। বিণ। **ফাঁকা আওয়াজ**—বন্দুকে গুলিশূন্য কার্তুজ দ্বারা কৃত শব্দ, blank shot ; বৃথা আস্ফালন। ২। মুক্ত স্থান, খোলা জায়গা। বাংপ্র। বি। **ফাঁকা ফাঁকা**—শূন্যপ্রায়।

ফাঁকি—১। ছলনা, প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা ; কূট-প্রশ্ন ; কাজে অবহেলা ও তাহা ঢাকিবার চেষ্টা ; চূর্ণ, গুঁড়া। বাংপ্র। ২। কূটপ্রশ্ন বা তর্ক। বি। ৩। মিথ্যা। <ফক্কিকা। বিণ।

ফাঁকিজুকি—ছলচাতুরী। বাংপ্র। বি।

ফাঁকিবাজ—প্রতারণাকারী ; ইচ্ছাপূর্বক গোপনে কর্তব্যকর্মে অবহেলাকারী। ফাঁকি +বাজ নিপুণার্থে, কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বিণ। বি, **-বাজি**। [বাংপ্র। বি।

ফাড়—উদর ; জলাধারের মধ্যভাগ বা বেড়।

ফাঁড়া—মৃত্যুজনক বা মহাবিঘ্নজনক গ্রহ-নক্ষত্রযোগ। বাংপ্র। বি। **ফাঁড়া কাটা**—ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা দূর হওয়া।

ফাঁড়ি—পুলিসের ঘাঁটি, থানা। বাংপ্র। বি।

ফাঁড়িদার—ফাঁড়ির প্রধান কনস্টেবল। ফাঁড়ি+দার নিযুক্তার্থে। বাংপ্র। বি।

ফাঁৎ—হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করা বুঝাইতে ব্যবহৃত শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ফাঁদ—পশুপক্ষী প্রঃ ধরিবার যন্ত্র ; কৌশল ; চক্রান্তমূলক ব্যাপার ; হাঁড়ি প্রঃর মুখের বেড় ; ব্যাস। বাংপ্র। বি। **ফাঁদ পাতা**—অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য চক্রান্ত করা। **ফাঁদে পড়া**—ফাঁদের মধ্যে ধৃত হওয়া ; অপরের চক্রান্তের ফলে বিপদে পড়া। **ফাঁদে পা দেওয়া**—কাহারও দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টের ভাগী হইবার জন্যই কোন কিছু করা।

ফাঁদা—উদ্ভাবন করা ; গঠন করা ; পত্তন করা ; বিস্তার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফাঁদালো—বৃহৎ মুখ বা উদরবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ফাঁপ—উত্তাপ ; স্ফীতি। বাংপ্র। বি।

ফাঁপর—১। মুশকিল, হতবুদ্ধিতা। বি। ২। হতবুদ্ধি ; রুদ্ধশ্বাস ; স্ফীতোদর। বাংপ্র। বিণ।

ফাঁপা—১। অসার ; স্ফীত, ফুলা। ফাঁপ্ +আ কর্তৃ। বিণ। ২। স্ফীত হওয়া ; বায়ুপূর্ণ হওয়া ; সমৃদ্ধ হওয়া। <'ফায়্'-ধাতু। ক্রি।

ফাঁপানো—স্ফীত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফাঁফর—ফাঁপর (তাহা দ্রঃ)। প্রা কপ্র।

ফাঁস—১। ঢিলা, আলগা ; প্রকাশিত ; বাজে, খেলো। বিণ। **ফাঁস করা**—গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া। ২। ইচ্ছামুযায়ী আলগা বা শক্ত করা যায় এমন দড়ির বাঁধন, রজ্জুবন্ধ ; উদ্বন্ধন, আত্মহত্যার জন্য গলদেশে পারহিত রজ্জুবন্ধন। <পাশ। বি।

ফাঁসা—পণ্ড হওয়া ; প্রকাশ হওয়া ; খুলিয়া পড়া ; বিপজ্জালে বদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফাঁসানো—পণ্ড করা ; বিপন্ন করা ; চেরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফাঁসি—উদ্বন্ধন ; উদ্বন্ধন-দণ্ড ; ফাঁস। বাংপ্র। বি।

ফাঁসিকাঠ, -কাষ্ঠ—যে কাষ্ঠদণ্ডে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফাঁসি দেওয়া হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে—যে ফাঁসি দিয়া হত্যা করে। ফাঁস্+উড়ে (<উড়িয়া)। বাংপ্র। বি।

ফাগ, ফাগু—আবীর, রক্তবর্ণ চূর্ণ বিঃ। <ফল্গু। বি।

ফাগুন—ফাল্গুন। কপ্র। বি। [বি।

ফাগুয়া—হোলি খেলা; আবীর। বাংপ্র।

ফাজলামো, -লামি—বাচালতা, বখাটেপনা। ফাজিল+আমো, আমি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ফাজিল—১। বাচাল; অসার; বখাটে; অতিরিক্ত। বিণ। ২। আধিক্য; জমাখরচে খরচ অধিক হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা। আ। বি।

ফাট, ফাটল, ফাটা—চির, বিদীর্ণ স্থান; ছিদ্র, গর্ত। বাংপ্র। বি। **ফাট ধরা**—ধীরে ধীরে ফাটিতে শুরু করা।

ফাটক—সদর দরজা, তোরণ; জেলখানা, কারাগার। হি। বি।

ফাটল—'ফাট' দ্রঃ।

ফাটা—১। বিদীর্ণ; নষ্ট, বিকৃত; মন্দ। ফট্ +আ কর্তৃ। বিণ। ২। বিদীর্ণ হওয়া; বিকৃত হওয়া; মন্দ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ফাটানো—বিদীর্ণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফাটাফাটি—বিবাদকালে পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া দেওয়া; (তাহা হইতে) ভীষণ মারামারি; তুমুল ঝগড়া; সংকট; দুর্বোধ্য ব্যাপার। বাংপ্র। বি।

ফাড়া—বিদীর্ণ করা, চেরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফাণি—গুড়; দধিমিশ্রিত ছাতু। ফণ্+ণি কর্তৃ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

ফাণিত—ঘনীভূত ইক্ষুগুড়; ঝোলা গুড়; দলো চিনি; ফেনীবাতাসা। ফণ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

ফাণ্ট—কাথ বিঃ; অন্নের পাইন। ফণ্+ক্ত কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

ফাৎ—হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠা বুঝাইতে ব্যবহৃত শব্দ। বাংপ্র। ধ্বন্যাত্মক অ।

ফাতনা, ফাতা—ছিপের সুতার সহিত সংলগ্ন পালকের ডাঁটি। বাংপ্র। বি।

ফানুস—বায়ুনিবারণার্থ কাচনির্মিত আলোকাবরণ, লণ্ঠন, সেজ; কাগজের বেলুন। আ। বি।

ফান্দ—ফাঁদ। প্রা কপ্র। বি।

ফায়দা, ফয়দা—লাভ। <আ 'ফাইদহ্'। বি।

ফার—ফাঁক; ছিদ্র; গর্ত; বিভক্ত। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

ফারখত—তালাকনামা, ত্যাগপত্র; অব্যাহতি; প্রত্যর্পণ-স্বীকারপত্র। <আ 'ফারিখৎ'। বি।

ফারসী—১। পারস্য দেশীয়। বিণ। ২। পারস্যের ভাষা। ফা। বি।

ফারাক—ব্যবধান; দূর। <আ 'ফর্ক'। বি।

ফাল—১। লাঙ্গলের মুখে যে লোহার পাত থাকে তাহা। ফল্ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী। ২। শিব; বলদেব, বলরাম। ফাল+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। তুলানির্মিত (বস্ত্রাদি)। ফল+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ফালী**।

ফালা, ফালি—লম্বা টুকরা। বাংপ্র। বি।

ফালা করা—বিদীর্ণ করা; ছিঁড়িয়া ফেলা। ['ফলাহ্'। বিণ।

ফালাও—বিস্তারিত; বিস্তৃত। <আ

ফালি—'ফালা' দ্রঃ।

ফাল্গুন—১। ফাল্গুনমাস। ফাল্গুনী (ফল্গুনী-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা)+অণ্ তদ্যুক্তমাসার্থে; অথবা, ফল্গুন+অণ্ স্বার্থে। ২। অর্জুন। ফল্গুন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ফাল্গুনি—অর্জুন। বি; পুং।

ফাল্গুনী—১। ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা। ফল্গুনী+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। ২। পূর্বফল্গুনী-নক্ষত্র; উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র। ফল্গুনী+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ফি—প্রত্যেক ('— বছর')। আ। অ।

ফিক—১। ('করিয়া' শব্দের পূর্বে থাকিলে) মুচকি। অ। ২। সহসাজাত তীব্র পার্শ্ববেদনা; স্নায়ুশূল বিঃ। <পক্ষ বি।

ফিকা, ফিকে—হালকা-রংবিশিষ্ট; ফেকাশে; জলো; অল্প স্বাদ। বাংপ্র। বিণ।

ফিকির—কল্পনা, চিন্তা; মতলব, ফন্দি। <আ 'ফিক্র্'। বি।

ফিঙ্গক—ফিঙাপাখি। ফিঙ্গ (অনুকরণ-শব্দ)—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ফিঙ্গা, ফিঙা, ফিঙে—১। পাখি বিঃ, drongo. <ফিঙ্গক। ২। ঢিল ছুড়িবার রজ্জুনির্মিত যন্ত্র; Y অক্ষরের মত বাঁকা কাঠ গাছের ডাল ইঃ। বাংপ্র। বি।

ফিচাল, ফিচেল—ধূর্ত, শঠ, ফন্দিবাজ; বাচাল। বাংপ্র। বিণ।

ফিট—১। প্রস্তুত; সুবিন্যস্ত; মাপসই। বিণ। ২। মূর্ছা; মাপমত হওয়া, ঠিক লাগিয়া যাওয়া। <ইং 'fit'. বি।

ফিটন, ফেটিন—একপ্রকার ঘোড়ার গাড়ি (ছাদ খোলা যায়)। <ইং 'phaeton'. বি।

ফিটফাট—সুবিন্যস্ত, পরিপাটী; কায়দা-দুরস্ত। <ইং 'fit'. বিণ।

ফিটফিটে—উজ্জ্বলতর; পরিপাটী সুবিন্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

ফিটবাবু—ফুলবাবু। কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ফিতা, ফিতে—কাপড়ের পাড়ের মত কালির তুল্য সরু লম্বা কাপড় ইঃ। <পো 'fita'. বি।

ফিনকি—সবেগে বহির্গত সূক্ষ্ম ধারা; স্ফুলিঙ্গ। বাংপ্র। বি। [অ।

ফিনফিন—সূক্ষ্মতার ভাব প্রকাশ। বাংপ্র।

ফিনফিনে—অতিশয় মিহি। ফিনফিন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফিনাইল—দুর্গন্ধ ও রোগ-জীবাণুর নাশক তরল পদার্থ বিঃ, phenyl. বি।

ফিনিক—দীপ্তি; ফিনকি। <স্ফুলিঙ্গ। বি।

ফিরঙ্গ—ইওরোপ; ইওরোপীয়। <পো 'francez'. বি বা বিণ।

ফিরঙ্গব্যাধি, -রোগ—উপদংশ। পো-মূ। বি।

ফিরঙ্গরোটি—পাউরুটি। ফিরঙ্গ-প্রচলিত রোটি, মধ্যপ কর্মধা। পো-মূ। বি।

ফিরত, ফেরত—১। প্রত্যাগত; প্রত্যর্পিত; পত্রলেখকের পত্র ঠিকানায় পৌঁছিবার পরই যাহা পুনরায় পত্রলেখকের অভিমুখে আসিবে এমন ('—ডাক')। ফির্+অত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। প্রত্যর্পণ, ফিরাইয়া দেওয়া। ফিরা+অত ভাব। বাংপ্র। বি।

ফিরতি—ফেরত; ফিরিবার সময়। ফির্+অতি ভাব, অধি। বাংপ্র। বি।

ফিরা, ফিরে—পুনরাবৃত্ত; পরবর্তী। ফির্+আ, এ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ফিরা, ফেরা—পরিবর্তিত হওয়া; ঘুরিয়া বেড়ানো; ঘুরিয়া দাঁড়ানো বা অবস্থান করা; প্রত্যাবর্তন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **কপাল ফিরা, ফেরা**—দুরবস্থা দূর হইয়া অবস্থার উন্নতি হওয়া।

ফিরানো, ফেরানো—প্রত্যাবর্তিত করা; ফেরত দেওয়া; পরিবর্তিত করা; আঁচড়ানো ('চুল —'); নূতন করিয়া বিন্যাস করা ('কলি —'); (পাওনাদার বা প্রার্থীকে) কিছু না দিয়া বিদায় দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফিরাফিরি—পুনঃ পুনঃ ফেরত। বাংপ্র। বি।

ফিরি—'ফেরি' দ্রঃ।

ফিরিওয়ালা—'ফেরিওয়ালা' দ্রঃ।

ফিরিঙ্গী—সাধারণতঃ ইওরোপীয় ব্যক্তি; খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী বর্ণসংকর জাতি বিঃ। <পো 'francez'. বি।

ফিরিঙ্গীরোগ—উপদংশ। পো-মূ। বি।

ফিরিস্তি—তালিকা, সূচীপত্র। <আ 'ফিহ্রিস্ত্'। বি।

ফিরে—'ফিরা' (২য়) দ্রঃ।

ফিরোজা—পীতনীলমিশ্রিত বর্ণ; নীলবর্ণ

অনচ্ছ মণি বিঃ, turquoise. <ফা 'ফিরোজহ্'। বি।

ফিলহাল—এখন। আ। অ।

ফিসফিস—কানে কানে কথা বলার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ফিসফিসানি—কানে কানে মৃদুস্বরে কথা বলা, চুপি চুপি কথা বলা। বাংপ্র। বি।

ফী—বেতন; পারিশ্রমিক; মাশুল। <ইং 'fee'. বি।

ফুঁ—ফুৎকার। <ফুৎকার। বি।

ফুঁক—চিকিৎসা-বিষয়ক মন্ত্র আবৃত্তির সহিত ফুৎকার। <ফুৎকার। বি।

ফুঁকা—১। ফুৎকার দেওয়া; ধূমপান করা; অযথা ব্যয় করা। ক্রি। ২। ফাঁপা ও হালকা। বাংপ্র। বিণ। ৩। অধিকতর দুগ্ধলাভের আশায় গাভীর জননেন্দ্রিয়ে প্রদত্ত ফুৎকার। <ফুৎকার। বি। [বিণ]।

ফুঁড়া—বিদীর্ণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি,

ফুঁপানো, ফোঁপানো—গুমরিয়া কাঁদা; সাপের ন্যায় রাগে ফোঁস ফোঁস করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি, -নি।

ফুঁপি—ঝালর। বাংপ্র। বি।

ফুক—('করিয়া' শব্দের যোগে) অতিক্রান্ত। বাংপ্র। অ। [বি।

ফুকর, ফোকর—গর্ত; খোপ। বাংপ্র।

ফুকর, ফুকার—ডাক; উচ্চৈঃস্বরে রোদন। প্রা কপ্র। বি।

ফুকরা, ফুকারা—ডাকা; চিৎকার করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**ফুকরই, ফুকরত, ফুকারই, ফুকারত**—ডাকিতেছে; কাঁদিতেছে।]

ফুকরানো, ফুকরনো—হাঁকা; চেঁচানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফুকা—হালকা ও ফাঁপা। বাংপ্র। বিণ।

ফুকার—হাঁক; চেঁচানি। বাংপ্র। বি।

ফুগইতে—খুলিতে, উন্মুক্ত করিতে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ফুঙ্গী—ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। বর্মী। বি।

ফুচকে—ছোট, ক্ষুদ্র। বাংপ্র। বিণ।

ফুট—১। বিদীর্ণ; প্রস্ফুটিত। স্ফুট্+ক কর্তৃ (নিপা)। ২। ১২ ইঞ্চি। <ইং 'foot'. ৩। দাগ; টগবগ করিয়া ফুটা। বাংপ্র। বি। ৪। ফুটপাথ, রাজপথের দুইধারে হাঁটিয়া যাইবার বাঁধানো রাস্তা। <ইং foot-path'.। বি।

ফুটকলাই, -কড়াই—একপ্রকার ভাজা কলাই। বাংপ্র। বি।

ফুটকি—ক্ষুদ্রবিন্দু। বাংপ্র। বি।

ফুটন—ফোটা। বাংপ্র। বি।

ফুটন্ত—প্রস্ফুটিত; বিকাশোন্মুখ; উত্তাপ হেতু বুদ্বুদযুক্ত। ফুট+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ফুটপাথ—রাজপথের দুইধারে মানুষের চলিবার জন্য নির্দিষ্ট বাঁধানো পথ। <'foot-path'. বি।

ফুটফুট—১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু। বি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

ফুটফুটে—সুন্দর, সুশ্রী ('— মেয়ে'); পরিষ্কার; উজ্জ্বল, ধবধবে ('— জ্যোৎস্না')। বাংপ্র। বিণ।

ফুটবল—পায়ে খেলিবার একপ্রকার বড় বল, বায়ুপূরিত চর্মগোলক বিঃ। <ইং 'football'. বি।

ফুটয়—ফোটে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুটল—ফুটিল; বিঁধিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুটা—১। প্রস্ফুটিত হওয়া; ব্যক্ত হওয়া; ফাটিয়া যাওয়া; উন্মুক্ত হওয়া; উত্তাপে বুদ্বুদযুক্ত হওয়া; উত্তাপে ফাঁপিয়া উঠা; খোলা; বিদ্ধ হওয়া; ছিদ্রযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **চোখ ফুটা**—পাখি কুকুর প্রঃর ছানার প্রথম চোখের পাতা উন্মুক্ত হওয়া; প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞান জন্মা। **মুখ ফুটা**—যে প্রথমে লজ্জা ভয় প্রঃর জন্য কথা বলিত না তাহার মুখ হইতে বাক্য নির্গত হওয়া; লজ্জা দূর হইবার পর মুখ হইতে খুব বেশী কথা বাহির হওয়া। **মুখ ফুটিয়া বলা**—সংকোচ দমন করিয়া বলা, খুলিয়া বলা। ২। ছিদ্র। বি। ৩। ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্রিত। বাংপ্র। বিণ।

ফুটানো—১। প্রস্ফুটিত করা; ডিমে তা দিয়া ছানা বাহির করা; উত্তাপ দ্বারা বুদ্বুদযুক্ত করা, বিদ্ধ করা; খোলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। যাহা উত্তাপ দ্বারা বুদ্বুদযুক্ত করা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ফুটানি, ফুটুনি—চালবাজি; অবস্থার অতিরিক্ত বাবুগিরি; অসার আস্ফালন; ফাঁকিবাজি। বাংপ্র। বি।

ফুটানিরাম—যাহার ভিতরে কিছুই নাই কেবল কথাবার্তায় দেমাগ দেখায় এমন লোক। বাংপ্র। বি।

ফুটি—একজাতীয় কাঁকুড়। <স্ফুটী। বি।

ফুটিফাটা—যাহা পাকা ফুটির মত আট-খানা হইয়াছে এমন, চৌচির। ফুটির ন্যায় ফাটা, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

ফুটোমুখ—ফোটো-ফোটো, প্রস্ফুটিত হইবার মত। <স্ফুটোন্মুখ। বিণ।

ফুড়ুক, ফুড়ুত—ছোট পাখির সহসা উড়িবার শব্দ; হুঁকার ধূমপানকালীন শব্দ। বাংপ্র। অ।

ফুৎকার, ফুৎকৃতি—ফুঁ; ফুসফুস শব্দ। ফুৎ—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

ফুৎশিখা—বাঁকনলের ভিতর দিয়া চালিত শ্বাসবায়ুর সাহায্যে দীপশিখাকে যে রূপ দেওয়া যায় তাহা, blowpipe flame. ফুৎকৃতা শিখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ফুফু—পিসী, পিতৃষসা, পিতার ভগিনী। হি। বি।

ফুয়ল—স্খলিত; উন্মুক্ত, আলুলায়িত। প্রা কপ্র। বিণ।

ফুরন, ফুরান—কোনও কাজ করাইবার পূর্বে তাহার মূল্য নির্ধারণ, চুক্তি। <পূরণ। বি।

ফুরনো, ফুরানো—শেষ হওয়া; চুক্তি দ্বারা কর্মনির্ধারণ করা; মাসিক বেতন না দিয়া কার্যানুরূপ অর্থপ্রদানের চুক্তি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফুরয়ে—ফুরায়, শেষ হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুরল—উন্মুক্ত হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুরসত, ফুরসুত—অবসর, কাজের ফাঁক; সুযোগ। আ। বি।

ফুরসি—গড়গড়া, তলা-চওড়া হুকা বিঃ। <ফা 'ফর্শি'। বি।

ফুরানো—'ফুরনো' দ্রঃ।

ফুর্না—ফুটানি। প্রা কপ্র। বি।

ফুর্তি—আনন্দ, হর্ষ, স্ফূর্তি। <স্ফূর্তি। বি।

ফুল—১। পুষ্প, কুসুম; গর্ভের ফুল, জরায়ু-পুষ্প, placenta; ফুলের মত নকশা বা কারুকার্য। <ফুল্ল। বি। ২। পুরা, পুরামাপের। <ইং 'full'. বিণ। **ফুল কাটা**—ফুলের নকশা বোনা; আতস বাজি হইতে আগুনের ফুলকি ঝরিয়া পড়া। **ফুল চড়ানো**—দেবমূর্তির মাথায় ফুল দেওয়া। **ফুল পড়া**—দেবমূর্তিকে প্রদত্ত ফুল স্খলিত হইয়া পড়া (অভিষ্টসিদ্ধির নিদর্শন); সন্তান জন্মের পর গর্ভের ফুল-নামক অংশ নির্গত হওয়া। **বিয়ের ফুল ফোটা**—বিবাহের সম্ভাবনা দেখা দেওয়া।

ফুলওয়ালা—পুষ্পবিক্রেতা। ফুল+ওয়ালা বিক্রেতা অর্থে। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, -লী।

ফুলকপি—একপ্রকার তরকারি, cauli-flower. বাংপ্র। বি।

ফুলকা, ফুলকো—১। পাতলা এবং ফাঁপা ('— লুচি')। বিণ। ২। মাছের কানকোর নীচের চিরুনিতুল্য শ্বাসযন্ত্র, gills. বাংপ্র। বি।

ফুলকাটা—ফুলতোলা, পুষ্পবৎ কারুকার্য-যুক্ত। বহু। বাংপ্র। বিণ।

ফুলকারি—ফুলের নকশা; কাপড়ে ফুল-তোলা বা বুটির কাজ। বাংপ্র। বি।

ফুলকি—অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। <স্ফুলিঙ্গ। বি।

ফুলকুমারী—১। কুসুম-কলিকা ("কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি আসবে বাহিরে" —নজরুল)। ফুল কুমারীসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বাংপ্র। ২। কুসুমকোমলা ও

মনোরমা বালিকা। ফুলসদৃশী কুমারী, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ফুলকোঁচা—ফুলের মত করিয়া কোঁচানো, চুনট-করা। ফুলের ন্যায় কোঁচা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

ফুলকো—'ফুলকা' দ্রঃ।

ফুলখড়ি—চা-খড়ি, চক, chalk. ফুলের ন্যায় খড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ফুলচন্দন—চন্দনমাখা ফুল। বাংপ্র। বি। **মুখে ফুলচন্দন পড়ুক**—যে মঙ্গলসূচক কথা বলিয়াছে তাহাকে আশীর্বাদসূচক বাক্য বিঃ।

ফুলঝরি, -ঝুরি—একপ্রকার আতশ-বাজি (ইহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে ফুলের ন্যায় অগ্নিকণা ঝরিয়া পড়ে)। বাংপ্র। বি।

ফুলটুকি—ফুলের মধুপান করে এমন পতঙ্গ বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

ফুলতোলা—১। পুষ্পচয়ন। ২য়াতৎ (সংস্কৃত অনুযায়ী ৬ষ্ঠীতৎ)। বাংপ্র। বি। ২। বুটির কাজকরা। বহু। বাংপ্র। বিণ।

ফুলদল—ফুলের পাপড়ি; ফুলসমূহ। বাংপ্র। বি।

ফুলদান, ফুলদানি—পুষ্পাধার, ফুলের তোড়া রাখিবার শৌখিন আধার। ফুল+দান, দানি পাত্র অর্থে। বাংপ্র। বি।

ফুলদার—ফুলের নকশাযুক্ত, বুটিদার, ফুল-তোলা। ফুল+দার বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফুলদোল—চৈত্রমাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের ফুলের দোলায় দোল উৎসব বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফুলধনু—১। মদন, কন্দর্প। ফুলময় ধনু (<ধনুস্) যাঁহার, বহু। বাংপ্র। ২। পুষ্পনির্মিত ধনু। ফুলনির্মিত ধনু, মধ্যপ কর্মধা। প্রা কপ্র। বি।

ফুলধারা—পুষ্পবৃষ্টি। প্রা কপ্র। বি।

ফুলন্ত—কুসুমিত, পুষ্পিত। বাংপ্র। বিণ।

ফুলপুকুরে—যাহাতে পুকুরের আকারে ফুল তোলা হইয়াছে এমন। প্রা কপ্র। বিণ।

ফুলবড়ি—ডাল-বাটার তৈয়ারী একপ্রকার সাদা হালকা ছোট বড়ি। বাংপ্র। বি।

ফুলবাণ—১। কন্দর্পের পুষ্পশর, ফুলশর। কর্মধা। বাংপ্র। ২। কন্দর্প। বহু। কপ্র। বি।

ফুলবাতাসা—একপ্রকার ছোট হালকা বাতাসা। বাংপ্র। বি।

ফুলবাবু—অতি শৌখিন-পরিচ্ছদযুক্ত বিলাসী লোক; পুরাপুরি বাবু। ফুল (full) বাবু, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ফুলমালা—ফুলের মালা, পুষ্পমাল্য। ফুল দ্বারা রচিত মালা, মধ্যপ কর্মধা। বি।

ফুলরি, ফুলুরি—একপ্রকার বেসমের বড়া। হি। বি।

ফুলল, ফুলাল, ফুলেল—ফুলের গন্ধযুক্ত, ফুলের গন্ধে সুবাসিত; ফুলময় ("আসল যদি ফুলেল ফাগুন"—নজরুল)। ফুল+ল, আল, এল বিশিষ্টার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফুলশয্যা—বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম শয়ন-জন্ত পুষ্প দ্বারা সজ্জিত শয্যা; পুষ্প-রচিতা শয্যা, ফুলের বিছানা। ফুল (<ফুল্ল)-ময়ী শয্যা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ফুলশর—ফুলবাণ। বাংপ্র। বি।

ফুলহাতা—১। জামার পুরা হাতা। ফুল (full) যে হাতা, কর্মধা। বাংপ্র। বি। ২। পুরা হাতা-বিশিষ্ট ('— জামা')। বহু। বাংপ্র। বিণ।

ফুলা, ফোলা—১। স্ফীত। বিণ। ২। স্ফীত হওয়া, ফাঁপা; মোটা হওয়া; ধনবান্ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ৩। স্ফীতি। ফুল্+আ কর্তৃ। বি। ৪। ফুটা, ফুল্ল হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুলাএল—ফুটাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুলাও—পুষ্পযুক্ত। ফুল+আও যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফুলানো, ফোলানো, ফুলনো ১। স্ফীত করা, ফাঁপানো; ধনবান্ করা; প্রশংসা বা তোষামোদ ইঃ দ্বারা গর্বযুক্ত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। ফোটানো। প্রা কপ্র।। ক্রি।

ফুলেল—'ফুলল' দ্রঃ।

ফুল্ল—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত। বিণ। ২। পুষ্প, ফুল। ফুল্ল্+অচ্ বা ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ফুল্ললোচন—১। প্রফুল্লনয়ন। বিণ। ২। মৃগ বিঃ। ফুল্ল লোচন যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। বিকশিত চক্ষুঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ফুল্লি—প্রস্ফোটন, বিকাশ। ফুল্ল্+ই ভাব। বি ; স্ত্রী।

ফুল্লিত—বিকশিত; কুসুমিত। ফুল্ল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ফুল্লেন্দীবর—প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম। ফুল্ল যে ইন্দীবর, কর্মধা। বি ; ক্লী।

ফুস্—অসার, অর্থশূন্ত; যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে এমন ("সব ভাত ফুস্ হয়ে গেছে")। প্রাদে। বিণ।

ফুসকুড়ি—ব্রণ বিঃ; একপ্রকার ঘামাচি। বাংপ্র। বি।

ফুসফুস—১। ফুসকা, শ্বাসযন্ত্র, lungs. <ফুপ্ফুস্। বি। ২। কানে কানে ফিসফিস কথা। বাংপ্র। অ।

ফুসলানো, ফুসলানো—গোপনে অসৎ কার্যে প্রবৃত্তি-দান করা; গোপনে পরামর্শ দ্বারা কুপথে বা নিজ বশে আনয়ন। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফুস্থুর-ফুস্থুর—ক্রমাগত কানে কানে কথা বলা। বাংপ্র। বি।

ফুহারা—ফোয়ারা', ঝরনা। <আ 'ফাও-ওয়ারা'। প্রা কপ্র। বি।

ফেউ—শৃগাল, খেঁকশিয়াল; ফেপা শিয়াল। <ফের। বি। **ফেউ লাগা**—ব্যতিব্যস্ত করা, উত্ত্যক্ত করা।

ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি, ফ্যাঁকড়া—প্রশাখা; কোন মূলবিষয় হইতে উদ্ভূত অপ্রধান বিষয়; ফেসাদ, লেঠা, বিঘ্ন। বাংপ্র। বি।

ফেঁকাসে, ফ্যাঁকাসে—অবসাদযুক্ত; পাণ্ডুবর্ণ, ফিকা, রক্তশূন্ত। বাংপ্র। বিণ।

ফেঁসো—পাট প্রঃর আঁশ অর্থাৎ সূক্ষ্ম তন্তু। <ফাঁস। বি।

ফেকো—মুখ শুকাইলে ঠোঁটের কোণে যে শুকনা থুতু দেখা যায় তাহা ('— ওঠা')। <আ 'ফক্'। বি।

ফেচফেচ, ফেচফেচানি—ক্রমাগত খিটমিটি। বাংপ্র। বি।

ফেচাং, ফ্যাচাং—ঝঞ্ঝাট, ফেঁকড়া; লেঠা, কার্যের বিশৃঙ্খলা; লেজুড়। বাংপ্র। বি।

ফেটা, ফেটি, ফ্যাটা—পটি, জড়ানো কাপড় বা ন্যাকড়া। বাংপ্র। বি।

ফেটানো—নাড়িয়া ফাঁপানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফেটিং—ফিটনগাড়ি ("ফেটিং চোড়ে ঘুরছে মোড়ে"—অমৃতলাল)। <ইং 'phaeton'. বি।

ফেটিন—'ফিটন' দ্রঃ।

ফেণ—'ফেন' দ্রঃ।

ফেণি, ফেণী—একপ্রকার মিষ্টান্ন; বড় বাতাসা। স্ফায়্+নি কর্তৃ (নিপা); পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ফেন—১। ফেনা, গাঁজলা, তরল বস্তুর উপরে উত্থিত বুদ্‌বুদ। স্ফায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া) +নক্ কর্তৃ (নিপা)। (কোন কোন মতে ণত্ব হওয়ায় 'ফেণ' শব্দও হয়।) বি ; পুং। ২। ভাতের মাড়, মণ্ড। বাংপ্র। বি।

ফেনক—একপ্রকার পিঠা; সাবান। ফেন+কন্ যুক্তার্থে, আছে অর্থে। বি ; পুং।

ফেনকা—কাই, লেই; আটা। ফেন—কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ফেনল—ফেনযুক্ত। ফেন—লা+ক কর্তৃ। বিণ।

[বিণ।

ফেনসা—ফেনযুক্ত, মাড়যুক্ত। বাংপ্র।

ফেনা—গাঁজলা, সাবান প্রঃ জলে গুলিয়া রগড়াইলে জলে যে বুদ্‌বুদসমূহ একত্র হইয়া দেখা দেয় তাহা; মাড়। < ফেন। বি।

ফেনানো—ফেটানো, ঘাঁটিয়া ফেনাযুক্ত করা; অতিরঞ্জিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফেনায়মান—যাহাতে ফেনা উঠিতেছে

এমন। ফেন+কাণ্ড্ (=ফেনায়, নামধাতু উদ্গমনার্থে)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ফেনায়িত—যাহা ফেনাযুক্ত হইয়াছে এমন। ফেন+কাণ্ড্ (=ফেনায়)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ফেনিকা, ফেনী—মিষ্টান্ন দ্রব্য বিঃ; বড় বাতাসা বিঃ। ফেন+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্; ফেন+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ফেনিল—ফেনযুক্ত। ফেন+ইলচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ফেব্রুআরি, ফেব্রুয়ারি—ইংরেজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস। <ইং 'February'. বি।

ফের—১। ফাঁক, ছিদ্র; অল্পতা বা আধিক্য ('নিক্তির —'); বেড়, বেষ্টন; বদল, পরিবর্তন; কৌশল, প্যাঁচ ('কথার —'); বিভিন্নতা; সংকট; বাধা; বিঘ্ন ('গ্রহের —')। বি। ২। পুনরায়। বাংপ্র। অ, ক্রি-বিণ।

ফের, ফেরণ্ড, ফেরু—শৃগাল, শিয়াল। ফে (অনুকরণ-শব্দ)—রু (শব্দ করা)+ড, অণ্ড, ডু কর্তৃ। বি; পুং।

ফেরঘোর—জটিলতা, কথার মারপ্যাঁচ। বাংপ্র। বি।

ফেরত—১। প্রত্যর্পণ। বি। ২। পালটা; যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; ফিরিবার কালীন; প্রত্যাগত। বাংপ্র। বিণ।

ফেরতা—১। প্রত্যাগত; পালটা; ফিরিবার কালীন। বিণ। ২। প্রত্যাবর্তন; বেষ্টন। বাংপ্র। বি।

ফেরফার—ছল, কৌশল; উলটা-পালটা; কথার মারপ্যাঁচ ("মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফেরফার"—ভারত); দায়, সংকট ("ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার"—ভারত)। বাংপ্র। বি।

ফেরব—১। শৃগাল, জম্বুক; রাক্ষস। বি; পুং। ২। ধূর্ত, হিংস্র। ফে (অনুকরণ-শব্দ)—রু (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ফেরা, ফেরানো—'ফিরা', 'ফিরানো' দ্রঃ।

ফেরা—বস্তা, থলি; পরিমাণ পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফেরাফিরি—ফিরাফিরি। বাংপ্র। বি।

ফেরার—পলায়িত, পলাতক। <আ 'ফিরার'। বিণ।

ফেরারী—যে পলায়ন করিয়াছে এমন, পলাতক। আ-মূ। বিণ।

ফেরি—ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয়। বাংপ্র। বি।

ফেরিওয়ালা, ফিরিওয়ালা—যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করে। ফেরি, ফিরি+ওয়ালা করে অর্থে। বাংপ্র। বি।

ফেরু—শৃগাল। ফে (অব্যক্ত শব্দ)—রু+ডু কর্তৃ। বি; পুং।

ফেরেব—প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি; প্রলোভন। <ফা 'ফরেব'। বি।

ফেরেববাজ—জুয়াচোর, প্রবঞ্চক। ফেরেব+বাজ শীলার্থে। ফা-মূ। বিণ। বি, -বাজি।

ফেরেবি—প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি। ফা-মূ। বি।

ফেরেশতা, ফেরিশতা—স্বর্গদূত। আ। বি।

ফেল—যে পাস করে নাই এমন, অনুত্তীর্ণ; দেউলিয়া। <ইং 'fail'. বিণ।

ফেলনা—অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ, ফেলিবার যোগ্য। ফেল+না কর্ম, যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ফেলা—১। নিক্ষেপ করা; শেষ করা; ত্যাগ করা; হঠাৎ কিছু করা (খাইয়া ফেলা, দেখিয়া ফেলা ইঃ)। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। পরিত্যক্ত, বাদ। ফেল্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

ফেলাছড়া—অযত্নে ছড়ানো, নষ্ট। কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ফেলানো—নিক্ষেপ করা; ছড়ানো; বিস্তার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফেসাদ, ফ্যাসাদ—ঝগড়া, কলহ; মুশকিল; বিড়ম্বনা। <আ 'ফসাদ'। বি।

ফেসাদে, ফ্যাসাদে—যে ঝঞ্ঝাট মুশকিল বা কলহ বাধায় এমন। ফেসাদ, ফ্যাসাদ+এ (<ইয়া) প্রিয় অর্থে। আ-মূ। বিণ।

ফোই—ছড়াইয়া; ছড়াইয়া দেয়; খুলিয়া দেয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফোঁকা—ফুঁ দেওয়া; ধূমপান করা; অপব্যয় করিয়া শেষ করা। বাংপ্র। ক্রি [বি, বিণ]।

শিঙ্গা ফোঁকা—মরিয়া যাওয়া।

ফোঁটা—১। তিলক; বিন্দু; বিন্দুতুল্য ক্ষুদ্র চিহ্ন; তাসের চিহ্ন। বি। ২। সামান্য, বিন্দুর ন্যায়। <স্ফুট্-ধাতু। বিণ।

ফোঁটা-তিলক—বৈষ্ণবগণ গোপীমাটি দ্বারা কপালে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গে যে চিহ্ন দেয় তাহা; (তাহা হইতে) লোকদেখানো ধার্মিকতা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ফোঁড়—ছিদ্র; ফুঁড়িয়া দেওয়া; ফোঁড়ার কাল। বাংপ্র। বি। **ফোঁড় লাগা, ফোঁড় তোলা**—কথার মধ্যে কথা বলা; অযথা তর্ক করা।

ফোঁড়া—ছিদ্র করা, বেঁধা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফোঁপরা—বহু ছিদ্রযুক্ত, ফাঁপা, অন্তঃসার-শূন্য। বাংপ্র। বিণ।

ফোঁপল—নারিকেলের ভিতরে জাত অঙ্কুর। বাংপ্র। বি।

ফোঁপানো—অনুচ্চস্বরে গুমরিয়া কাঁদা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ফোঁস্—সর্পের ক্রোধব্যঞ্জক শব্দ; ক্রোধব্যঞ্জক ভাব; ভীতিপ্রদর্শনার্থ ক্রোধের ভান। বাংপ্র। বি।

ফোকর—খোপ; গর্ত। বাংপ্র। বি।

ফোকলা—দন্তশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

ফোটা—ফুটা (তাহা দ্রঃ)।

ফোটানি, ফুটানি—চালবাজি, অনাবশ্যক কটু মন্তব্য; বিদ্রূপকরণ। বাংপ্র। বি।

ফোটানো—ফুটানো (তাহা দ্রঃ)।

ফোটোগ্রাফ—আলোকচিত্র। <ইং 'photograph'. বি।

ফোড়ন—গরম তেলে তেজপাতা প্রঃ দিয়া তাহাতে ব্যঞ্জনাদি মিশ্রিত করা, অন্যের কথায় টিপ্পনী কাটা। <ফোটন। বি।

ফোড়ন দেওয়া—কথার মধ্যে কথা বলা; কথার উপরে উত্তেজক কথা বলা।

ফোড়া—স্ফোটক; ব্রণ। <স্ফোটক। বি।

ফোতো—বাজে; অসার, শুধু বাহ্য। <আ 'ফতুহ্'। বিণ।

ফোন—টেলিফোন। <ইং 'phone'. বি।

ফোমেণ্ট—ভাপরা, গরম জলের স্বেদ। <ইং 'fomentation'. বি।

ফোয়—১। ফুৎকার। বি। ২। খুলে, উন্মুক্ত করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফোয়ারা—কৃত্রিম উৎস। < আ 'ফওবারহ্'। বি।

ফোরম্যান—কারখানার যন্ত্রপরিচালনাদির তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী। <ইং 'foreman'. বি।

ফোলা—'ফুলা' দ্রঃ।

ফোলানো—'ফুলানো' দ্রঃ।

ফোসকা—অগ্নিদাহজন্য ক্ষত, জলযুক্ত ব্রণ; লুচি প্রঃর কোলা স্তর। <স্ফোটক। বি।

ফৌজ—জনসমূহ; সেনা। আ। বি।

ফৌজদার—পুলিসকর্মচারী বিঃ, সেনা-নায়ক; কোতোয়াল। আ। বি।

ফৌজদারি—আইনমতে অপরাধসংক্রান্ত মামলা; ম্যাজিস্ট্রেটের পদ বা কার্য। আ-মূ। বি।

ফৌজদারী—শাসনসংক্রান্ত; ম্যাজিস্ট্রেট-সম্বন্ধীয়। ফৌজদার+ঈ কর্মাদি অর্থে। আ-মূ। বিণ বা বি। **ফৌজদারী আদালত**—যে বিচারালয়ে চুরি-ডাকাতি-খুন-জখম প্রঃ ব্যাপারের বিচার হয় তাহা।

ফৌত—মৃত্যু, মরণ, ধ্বংস; উত্তরাধিকারিশূন্য অবস্থায় মৃত্যু। আ। বি।

ফৌতি—বিনাশ, মৃত্যু। আ। বি।

ফ্যাকাশে—ফেকাশে। বাংপ্র। বিণ।

ফ্যাচাং, ফ্যাচাঙ্—ফেচাং (তাহা দ্রঃ)।

ফ্যাটা—১। চওড়া। বিণ। ২। পাগড়ি; পাটা; জড়ানো কাপড়। বাংপ্র। বি।

ক্যা-ক্যা—নিঃস্ব অবস্থায় বা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ। বাংপ্র। অ।

ক্যাবলক্যাবল—অর্থশূন্য, বিস্ময়যুক্ত ; বিমূঢ়-ভাবপ্রকাশক ('—দৃষ্টি')। বাংপ্র। বিণ।

ক্যাশন—শৌখিন চালচলন ; শৌখিন রীতি ; প্রচলিত ধারা। <ইং 'fashion'. বি।

ক্যালাদ—'কেদার' দ্রঃ।

ফ্রক—ঘাগরা। <ইং 'frock'. বি।

ফ্রী—অবৈতনিক ; স্বাধীন ; মুক্ত। <ইং 'free'. বিণ।

ফ্রেম—কোনও বস্তু দৃঢ় করিবার জন্য কাঠ ধাতু ইঃর বের ; কাঠামো। <ইং 'frame'. বি। [<ইং 'flannel'. বি।

ফ্লানেল—একপ্রকার গরম পশমী কাপড়।

ফ্ল্যাট—কয়েকটি কোঠাযুক্ত বাসস্থান ; জাহাজ বা স্টীমারের পাটাতন ; চিৎপাত ; নিরুপায়। <ইং 'flat'. বি বা বিণ।

[ব]

ব—১। ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ ; অপিচ ইহা ব্যঞ্জনবর্ণমালার ঊনত্রিংশ বর্ণ, উচ্চারণস্থান দন্ত ও ওষ্ঠ। ইহা ঘোষবৎ ও অল্পপ্রাণ বর্ণ ; বাংলা ভাষায় রূপ-পার্থক্য রক্ষিত হয় না বলিয়া অধুনা উক্ত দুইটি ব-কে এক করা হইয়াছে]। ২। সিন্ধু। বল্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। তোয়। বণ্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। ৪। যোনি। বজ্ (গমন করা)+ড অধি। ৫। বন্ধন। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ড ভাব। ৬। তন্তুসন্তান ; তাঁতে এক একটি টানার সুতা ঝুলাইবার সূত্রনির্মিত ফালা, পড়েনের সূত্রশ্রেণী। বপ্ (বোনা)+ড করণ। ৭। বপন। বপ্+ড ভাব। ৮। বস্ত্র ; মাত্রা বিঃ। বি ; স্ত্রী। ৯। সাদৃশ্য। অ। ১০। বরুণ ; বায়ু ; বরুণালয় ; বাহু। বা (গমন করা, বধ করা)+ক কর্তৃ। বি ; পুং। ১১। বটের ঝুরি, নামলা। <অবরোহ। বি। ১২। সহিত, সমেত ('ব-মাল') ; পরিবর্তে, প্রতিনিধিভাব ('ব-কলম') ; অপর, দ্বিতীয় ('ব-নাম')। ফা। অ।

বআটে, বওয়াটে, বকাটে, বখা, বখাটে—চরিত্রহীন ; বাচাল ; ফাজিল ; যে একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে এমন। বাংপ্র ('বওয়া' দ্রঃ)। বিণ।

বই—১। পুস্তক, খাতা। বাংপ্র। বি। ২। ভিন্ন, ছাড়া। <ব্যতীত। অ। ৩। বহন করি। ক্রি। ৪। ব্যাপ্ত, রটিত ; বাহিত। বাংপ্র। বিণ।

বইকি—খণ্ডনসূচক, নহেসূচক ; নিশ্চয়সূচক। বাংপ্র। অ।

বইঠা, বোটে—নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়। <বহিত্র। বি।

বইন—বোন, ভগিনী। প্রাদে। বি ; স্ত্রী।

বউ, বৌ—পুত্রবধূ ; পত্নী ; বিবাহের কন্যা ; আত্মবধূ ; কুলবধূ ; ঘোমটা-দেওয়া যুবতী নারী। <বধূ। বি।

বউ-কথা-কও—একপ্রকার পক্ষী, পাপিয়া (ইহার শব্দকে 'বউ কথা কও' বলিয়া কল্পনা করা হয়)। বাংপ্র। বি।

বউকাঁটকী—বধূকে যন্ত্রণাদায়িনী নারী, বধূর স্বাচ্ছন্দ্যে বিঘ্নস্বরূপা ('—শাশুড়ী')। বাংপ্র। বি, বা বিণ ; স্ত্রী।

বউড়ী—অল্পবয়স্কা বধূ। <বধূটী। বি।

বউদিদি, বৌদিদি, বৌদি—দাদার স্ত্রী, অগ্রজের পত্নী। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বউনি—১। ব্যবসায়ী লোক সর্বপ্রথমে বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পায় তাহা ; দিনের বা বিক্রয়ারম্ভের প্রথম বিক্রয়। <বর্ধনী। ২। বহনের বেতন। <বহনী। বি।

বউভাত, বৌভাত—নববধূর প্রথম অন্ন-রন্ধনোপলক্ষে ভোজ ; পাকস্পর্শ। বউয়ের, বৌয়ের স্পৃষ্ট ভাত যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি।

বউল, বোল—ফুলের কলি বা কুঁড়ি ; আম লিচু প্রঃর ফুল। <মুকুল। বি।

বউলি, বউলী—বকুল-ফুল ; কর্ণভূষণ বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

বওয়া—বহিয়া যাওয়া (সময় বয়ে যায়) ; বহন করা (গাধা ভার বয়) ; চালানো (গরু লাঙ্গল বয়) ; অতিক্রম করা (পথিক পথ বয়ে চলে)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বয়ে যাওয়া—চরিত্রহীন হওয়া, নষ্ট হইয়া যাওয়া (ছেলেটা বয়ে গেছে) ; কিছুই না হওয়া (তোমার কথায় আমার বয়ে যাবে)।

বওয়াটে—'বআটে' দ্রঃ।

বংশ—১। কুল, গোত্র। বন্+ষ কর্তৃ (নিপা)। ২। একগোত্রোৎপন্ন পূর্বপুরুষ বা সন্তান। বংশ+অচ্ আছে অর্থে। ৩। বাঁশ, বাঁশি ; নানাবিধ ; স্বর বিঃ ; সমূহ ; বর্গ ; পর্ব ; গৃহের ঊর্ধ্বকাষ্ঠ ; পৃষ্ঠদণ্ড, পিঠের দাঁড়া ; ইক্ষু। বম্ (উদ্গিরণ করা) বা বন্ (শব্দ করা)+শ কর্তৃ, কর্ম। বি ; পুং।

বংশক্রম—বাপ ছেলে নাতি এইভাবে একই বংশে সন্তানপরম্পরা, বংশের ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশক্ষয়—বংশের বিলোপ, বংশনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশগত—বংশ-সম্বন্ধীয় ; বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বা ঘটিত ; বংশসম্ভূত। বংশকে গত, ২য়া-তৎ। বিণ। বি—**বংশগতি** (heredity).

বংশগৌরব—উচ্চ কুলে জন্মজনিত সম্ভ্রম, আভিজাত্য, কুলগরিমা, কুলের মর্যাদা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশচরিত—বংশের ইতিহাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বংশজ—১। বংশজাত ; সৎকুলোৎপন্ন ; কুলভ্রষ্ট কুলীন ; মৌলিক। বিণ। ২। বেণুযব, বাঁশের চাউল। উপপতৎ ; বংশ—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

বংশজা—১। বংশলোচনা। বি ; স্ত্রী। ২। কুলীনবংশজাতা, অকুলীনা। বংশজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বংশধর—১। সন্তান, উত্তর পুরুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। ২। বংশরক্ষক, কুলপ্রবর্তক, বংশের স্থাপয়িতা। বিণ।

বংশনালিকা—বংশী, বাঁশি। বংশনির্মিতা নালিকা (চোঙা), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বংশপত্র—১। নল। বংশের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। বাঁশের পাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশপরম্পরা—বংশানুক্রম, কুলের পর পর মনুষ্য সকল ('বংশক্রম' দ্রঃ)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশবৃদ্ধি—কুলের উন্নতি ; বহু সন্তান-সন্ততির জন্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশমর্যা(র্য্যা)দা—বংশের গৌরব ; বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত গৌরব, কুলক্রমাগত মর্যাদা ; রাজদত্ত উপাধি বা খেতাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বংশরোচনা, -লোচনা, -শর্করা—বাঁশের পাবের ভিতরে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ কঠিন দ্রব্য বিঃ, বংশলোচন। বংশ—রুচ্+অন কর্তৃ+আপ্ ; পক্ষে র-স্থানে ল ; বংশজাতা শর্করা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বংশলতা—শাখা-প্রশাখাদি-ক্রমে লিপিবদ্ধ বা সজ্জিত বংশতালিকা; কুলজিনামা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বংশলোচন—বংশরোচনা (তাহা দ্রঃ)।

বংশলোপ—বংশের শেষ সন্তানের মৃত্যু; কুলের উচ্ছেদ, কুলনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বংশশর্করা—'বংশরোচনা' দ্রঃ।

বংশশলাকা—বাখারি, চোঁচালি, বাঁশের শলা; বীণামূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বংশস্থ—১। ছন্দ বিঃ। বি; ক্লী। ২। বংশে স্থিত। উপতৎ; বংশ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

বংশস্থিতি—বংশের স্থায়িত্ব, বংশ রক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বংশহীন—যাহার বংশে আর কেহই নাই এমন, নির্বংশ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বংশাগ্র, বংশাঙ্কুর—বাঁশের কোঁড়া, বাঁশের মুগ। বংশের অগ্র, অঙ্কুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

বংশানুক্রম—বংশের পর পর পুরুষ, বংশের পুরুষপরম্পরা ('বংশক্রম' দ্রঃ)। বংশের অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বংশানুক্রমিক—বংশের পর পর পুরুষগণ কর্তৃক আচরিত বা পুরুষগণ সম্বন্ধীয়; পুরুষ-পরম্পরায় আগত। বংশানুক্রম+ইক আগতার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

বংশানুচরিত—বংশের চরিত্রবর্ণন, বংশ বা কুলের ইতিহাস; (পুরাণ) পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণ বিঃ। বংশের অনুচরিত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বংশাবতংস—কুলের ভূষণস্বরূপ, বংশের গৌরবস্বরূপ। বংশের অবতংস (অলংকার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বংশাবলী—পূর্বপুরুষদের নামসমূহের তালিকা; কুলজী, genealogy. বংশের আবলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বংশিক—১। বংশে জাত। বংশ+ইক সংজাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**। ২। অগুরু। বংশ+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; ক্লী।

বংশিকা—বাঁশি, বেণু, মুরলী। বংশিক+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

বংশী—বেণু, বাঁশি, মুরলী। বংশ+ঈপ্।

বংশীধর, -ধারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠী-তৎ; ২য় পক্ষে উপতৎ; বংশী—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বংশীধ্বনি—বাঁশির শব্দ, মুরলীরব। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

বংশীবট—বৃন্দাবনের বটগাছ বিঃ (ইহার তলায় শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইত)। বংশী-নিনাদিত বট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বংশীবদন—শ্রীকৃষ্ণ। বংশী বদনে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বংশীবয়ান—শ্রীকৃষ্ণ। কপ্র। বি।

বংশীবাদন—বাঁশি বাজানো, মুরলী বাজানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বংশীয়, বংশ্য—কুলোদ্ভব; সদ্বংশজাত; সম্ভ্রান্ত। বংশ+ঈয়, যৎ ভবার্থে। বিণ।

বঁইচি, বৌঁচ—জামের মত আস্বাদবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ফল ও তাহার গাছ। বাংপ্র। বি।

বঁটি, বঁঠি—মাছ তরকারি প্রঃ কুটিবার অস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

বঁড়শি—মাছ ধরিবার বাঁকামুখযুক্ত লোহার কাঁটা। <বড়িশ। বি।

বঁধু—প্রণয়ী, নায়ক। <বন্ধু। বি।

বঁধুয়া—নাগর, নায়ক, বন্ধু, প্রণয়ী। কপ্র। বি।

বক—সুবিখ্যাত জলচর পাখি বিঃ, crane, egret; বাসকোনা গাছ, বকফুলের গাছ; দৈত্য বিঃ; রাক্ষস বিঃ; যন্ত্র বিঃ। বন্ক্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

বককড়ি—একপ্রকার প্রাচীন বাদ্য। প্রা কপ্র। বি।

বকধার্মি(র্ম্মি)ক—ধর্মের ভানকারী; কপট ধার্মিক। বকের ন্যায় ধার্মিক, উপমান কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

বকধ্যান—গভীর মনোযোগ; ধ্যান করিবার ভান, কপট ধ্যান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বকন—বকবক করা, অনর্থক ভাষণ, জল্পন। বাংপ্র। বি।

বকনা, বকনো—কম বয়সের গাইগরু; যে বাছুরের এখনও গর্ভ হয় নাই বা বাছুর হয় নাই। <বষ্কয়ণী। বি।

বকনো, বকুনা—ভাত রান্না করিবার একপ্রকার পিতলের পাত্র, পিতলের বড় মুখযুক্ত চেপটা হাঁড়ি। বাংপ্র। বি।

বকপঞ্চক—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচটি তিথি। বি; ক্লী।

বকবক—বাজে বকা, অনর্থক বহুভাষণ, অনর্গল বাজে কথা বলা। বাংপ্র। বি।

বকবকম, বকবকুম—পায়রার ডাকের শব্দ। বাংপ্র। অ।

বকবৃত্তি—১। বঞ্চক, শঠ; বকধার্মিক। বিণ। ২। ভণ্ড ধূর্ত ও স্বার্থপর ব্যক্তি। বকের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। ভণ্ডামি, কপটতা; কপটসাধুত্ব; ধর্মের ভান-পূর্বক নিজ প্রয়োজন ও অন্যের অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বকব্রতী (-ব্রতিন্)—কপট ধার্মিক; ভণ্ড। বকের ব্রত, ৬ষ্ঠীতৎ; বকব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ব্রতিনী**।

বকমকাঠ—একপ্রকার গাছ যাহার কাঠ হইতে লাল রং প্রস্তুত হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

বকযন্ত্র—(রসায়ন) চোলাই করিবার যন্ত্র; পাতন যন্ত্র, retort, still. বকাকৃতি যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বকর-ঈদ, বকরীদ—মুসলমানদিগের পর্ব বিঃ, ইদুজ্জোহা। আ। বি।

বকরা—ছাগল, পাঁঠা। <বর্করা। বি।

বকরি, বকরী—ছাগ বা ছাগী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বকরীদ—'বকর-ঈদ' দ্রঃ।

বকলম—কিছু লিখিবার বিষয়ে প্রতি-নিধিত্ব; যে ব্যক্তি লিখিতে জানে না তাহার প্রতিনিধিরূপে অপর ব্যক্তির নাম-সহি (সংক্ষেপে বঃ); পরিবর্ত। ফা-আ। বি।

বকলস, বগলস—কোমরবন্ধ, পায়জামা পেন্ট প্রঃ আটকাইবার জন্য আলযুক্ত এক-প্রকার কল। <ইং 'buckles'. বি।

বকশিস—পারিতোষিক। <ফা 'বখশিশ'। বি। [<তু 'বখ্শী'। বি।

বকশী—মুসলমান আমলের কর্মচারী বিঃ।

বকা—১। গালি দেওয়া; বেশী কথা বলা; কথা বলা; তিরস্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। বাচাল; ফাজিল; চরিত্র-হীন; কপট। বিণ। ৩। পুরুষজাতীয় বক। বাংপ্র। বি।

বকাটে—'বখাটে' দ্রঃ।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা—বৃথা আশা। অণ্ডের প্রত্যাশা, ৬ষ্ঠীতৎ; বকের অণ্ডপ্রত্যাশা, ৬ষ্ঠীতৎ (তদ্বৎ এই অর্থে)। বি; স্ত্রী।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [নদীর ধারে মাছের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে কতক-গুলি বক ষাঁড়ের লম্বমান অণ্ডকোষ দেখিয়া ভাবিল, সেগুলি পুঁটিমাছ, এবং সেগুলি প'ড়য়া গেলেই আহার করিবে। এই আশায় তাহারা বৃষগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তাহাদের বৃথা আশা পূর্ণ হইল না, অধিকন্তু তাহারা বৃষগণের পদা-ঘাতে আহত হইল। সত্যকার মৎস্য আহরণ ভুলিয়া বৃথা আশায় ঘোরাতে বকগুলির কষ্টের সীমা রহিল না। সেইরূপ মানুষ ভগ-বানের তত্ত্ব ভুলিয়া বকাণ্ডপ্রত্যাশাসদৃশ বিষয়-ভোগের প্রত্যাশায় বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অসীম কষ্ট ভোগ করে]। বকাণ্ডপ্রত্যাশা-শ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বকানো—বেশী কথা বলানো; গালি দেওয়ানো ইঃ। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বকাবকি—পরস্পরকে গালি দেওয়া; বাদানুবাদ; অত্যধিক ভর্ৎসনা; অত্যধিক গালি দেওয়া। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

বকাম্মি, বকাম্মো—'বখামি' দ্রঃ।

বকারি—ভীম (বকরাক্ষসের হত্যাকারী); শ্রীকৃষ্ণ (কংসপ্রেরিত বকাকৃতি দৈত্যের বিনাশকারী)। বকের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বকাল, বক্কাল—একপ্রকার বেণেতি মসলা; গাছগাছড়া হইতে জাত উপকরণ; ঔষধের উপাদান। আ। বি।

বকুনি—গালি, তিরস্কার; বেশী কথা। বক্ + উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

বকুল—১। বকুলগাছ। বি; পুং। ২। বকুলফুল। বন্ক্ + উলচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

বকেয়া—বাকী, অবশিষ্ট; বক্রী; পুরাতন, সাবেক; আদিম। <আ 'বকায়া'। বিণ।

বক্তব্য—১। কথনীয়, বলিবার যোগ্য; বচনীয়, নিন্দনীয়। বচ্ + তব্য কর্ম। বিণ। ২। কথন, বাচ্য; নিন্দা। বচ্ + তব্য ভাব। বি; ক্লী।

বক্তা, বক্তার—বাচাল; যাহার উপর দেবতার ভর হয় ও সেই অনুযায়ী সে কথা বলে। বাংপ্র। বিণ।

বক্তা (বক্তৃ)—বক্তৃতাপ্রদানকারী; বাক্পটু, বক্তৃতাশক্তিযুক্ত। বচ্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বক্ত্রী**।

বক্তৃতা—বাক্পটুতা, বলিবার ক্ষমতা; কথকতা; বক্তা যাহা বলে তাহা; বাগ্‌বিন্যাস। বক্তৃ + তা ভাবে, কর্মার্থে। বি; স্ত্রী।

বক্ত্র—১। আনন, মুখ, বদন, আস্য; বৈদিক ছন্দ বিঃ। বচ্ + ষ্ট্রন্ করণ। ২। বস্ত্রভেদ, একপ্রকার কাপড়; তগরমূল। বচ্ + ত্র কর্ম। বি; ক্লী।

বক্র—১। বাঁকা, কুটিল, অনৃজু; ক্রূর, শঠ। বিণ। ২। নদীর বাঁক। বি; ক্লী। ৩। বক্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ; শনিগ্রহ; মঙ্গলগ্রহ; পর্পট; রুদ্র; ত্রিপুরাসুর। বন্ক্ + রক্ কর্তৃ। বি; পুং।

বক্রচ্ছেদ—(ত্রিকোণমিতি) বাঁকা ভাবে কাটা, oblique section. বক্র ছেদ, কর্মধা। বি; পুং।

বক্রণ, বক্রণা—বাঁকানো, বক্রীকরণ। বক্র + ণিচ্ (= বক্রি নামধাতু) + অনট্ ভাব, অন ভাব + আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বক্রাঙ্গ—১। হংস। বি; পুং। ২। কুটিল-অবয়বযুক্ত। বক্র (বাঁকা) অঙ্গ (অবয়ব) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**। ৩। বাঁকা অঙ্গ। বক্র অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

বক্রিম—বাঁকা, কুটিল। বন্ক্ + ক্রিমচ্ কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

বক্রিম, বক্রিমা (-মন্)—শঠতা; বক্রতা, কৌটিল্য। বক্র (কুটিল) + ইমন্ ভাবে (বিকল্পে ন-লোপ)। বি; পুং।

বক্রী (বক্রিন্)—বক্রতাবিশিষ্ট। বক্র + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বক্রিণী**।

বক্রী—বাকী। বাংপ্র। বিণ।

বক্রীকরণ—বাঁকানো। বক্রী—কৃ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-কৃত**।

বক্রোক্তি—দ্ব্যর্থ উক্তি; কাব্যের অলংকার বিঃ [একজন কথা বলিলে, সে যে অর্থে কথা বলিল, তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ করিয়া শ্রোতা যদি উত্তর দেয় তবে বক্রোক্তিনামক শব্দালংকার হয়। যথা—

"কো হই পুনপুন করত হুকার"
"হরি হাম ইহ জগতে পরচার"
"পরিহরি সো গিরি কন্দর মাঝ
মৃগরাজ কাহে হিঁয়া আওব আজ"

রুদ্ধদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের শব্দ শুনিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, "কে ওখানে বারবার হুংকার করিতেছে"; শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি হরি, ইহা এই জগতের লোকে জানে।" শ্রীরাধা হরি অর্থে সিংহ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিগুহা পরিত্যাগ করিয়া হরি এখানে আসিবে কেন?"]; শ্লেষবাক্য, ব্যঙ্গোক্তি। বক্রা উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বক্ষঃ (বক্ষস্), **বক্ষ**—হৃদয়, বুক; উরঃস্থল। বহ্ (বহন করা) + অসুন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বক্ষঃপঞ্জর—বুকের হাড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; [স্ত্রী।

বক্ষঃস্থল—বুক। কর্মধা। বি; ক্লী।

বক্ষঃস্পন্দন—বুকের কাঁপন; হৃদয়ের কম্পন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ—স্ত্রী-স্তন, পয়োধর। উপতৎ; বক্ষস্—জন্ + ড কর্তৃ, বক্ষস্—রুহ্ + ক কর্তৃ। বি; পুং।

বক্ষোনিঃসৃত—বুক হইতে বহির্গত। বক্ষঃ হইতে নিঃসৃত, ৫মীতৎ। বিণ।

বক্ষ্যমাণ—যাহা বলা হইবে এমন; বক্তব্য; বাচ্য। বচ্ (বলা) + স্যমান কর্ম। বিণ।

বখরা—ভাগ। ফা। বি।

বখরাদার—অংশীদার। বখরা + দার অধিকারী অর্থে। ফা। বি বা বিণ।

বখা, বকা—দুশ্চরিত্র, ব-আটে। বাংপ্র। বিণ।

বখাটে—চরিত্রহীন; বাচাল; ফজিল। বাংপ্র। বিণ।

বখানো, বকানো—দুশ্চরিত্র করা, বখা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বখামি, বখামো, বকামি, বকামো—ব-আটে লোকের আচরণ বা ভাব; ধৃষ্টতা। বখা, বকা + মি, মো ভাবে। বাংপ্র। বি।

বখেয়া—সেলাইয়ের একপ্রকার টিপ। <ফা 'বখিয়া'। বি।

বখিল—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। আ। বিণ।

বখেড়া—বাধা, ব্যাঘাত; গোলযোগ; কলহ। হি। বি।

বগ, বগা—১। বকপক্ষী। বি। ২। বকের ন্যায় সাদা। বাংপ্র। বিণ **বগ দেখানো**—বিদ্রূপচ্ছলে বকের ন্যায় করিয়া হাত বাঁকানো।

বগয়রহ—সমস্ত, ইত্যাদি। <আ 'বগইরহ'। অ।

বগল—বাহুমূল, কক্ষ। আ। বি। **বগল বাজানো**—অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া; জয়ী হওয়া; জয়োল্লাস প্রকাশ করা।

বগলদাবা—বগলে চাপিয়া ধরা। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

বগলা, বগলামুখী—দশমহাবিদ্যান্তর্গত দেবী বিঃ। বি; স্ত্রী।

বগলি—পকেট; ছোট থলিয়া। ফা। বি।

বগা—'বগ' দ্রঃ।

বগাহ—মজ্জন, অবগাহন, স্নান। অব—গাহ্ + ঘঞ্ ভাব (অ-কারের বিকল্পে লোপ)। বি; পুং।

বগি—১। দুই-চাকাওয়ালা একপ্রকার ঘোড়ার গাড়ি। <ইং 'bogie'. ২। খাঁড়া; একপ্রকার ছোট কানাযুক্ত থালা। বাংপ্র। বি।

বগী—গ্রীবক। বাংপ্র। বি।

বঙ্ক—১। নদীর বাঁক। বি; পুং। ২। বক্র। বন্ক্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

বঙ্কবিহারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বি; পুং।

বঙ্কা—বাঁকা। প্রা কপ্র। বিণ।

বঙ্কিম—বাঁকা; কুটিল; ঈষৎ বক্র। <বঙ্কিমন্। বিণ।

বঙ্কিল—১। কাঁটা, কণ্টক। বঙ্ক + ইলচ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। ঈষৎ বাঁকা; বঙ্কিম। প্রা কপ্র। বিণ।

বঙ্কু—বঙ্কিম। <বঙ্কিম। বি।

বঙ্ক্ষণ—কুঁচকি, উরুসন্ধি। বন্ক্ + অনট্ [করণ নিপা ন(ঙ্) আগম]। বি; ক্লী।

বঙ্কুর—বক্রাঙ্গ, বক্রদেহ ("বামন বঙ্কুর পতি কৈতে লাজ পায়"—ভারত)। প্রা কপ্র। বিণ।

বঙ্গ—১। বাঙ্গালাদেশ; পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম। বঙ্গগণের নিবাস এই অর্থে বঙ্গ + অণ্ (প্রত্যয়ের লোপ)। ২। চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের পুত্র; কার্পাস; বেগুন; বঙ্গদেশবাসী লোক; রঙ্গ, রাং, tin; সীসক, সীসা। বন্গ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বঙ্গজ—১। সিন্দুর। বি; ক্লীব। ২। বঙ্গদেশজাত; বাঙ্গালী কায়স্থজাতির শ্রেণী বিশেষের। উপতৎ; বঙ্গ—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ।

বঙ্গবিচ্ছেদ, -ভঙ্গ—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে

লর্ড কার্জন কর্তৃক বাঙ্গালাকে দুইভাগে বিভক্তকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন—বঙ্গবিভাগ রোধ করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশের লোকেরা যে আন্দোলন করিয়াছিল তাহা। মধ্যপ কর্মধা (সন্ধি হয় নাই)। বি; স্ত্রী।

বঙ্গানুবাদ—বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরিত করণ। বঙ্গে (বাঙ্গালা ভাষায়) অনুবাদ, ৭মী,তৎ। বি; পুং।

বঙ্গাব্দ—প্রচলিত বাঙ্গালা সাল। বঙ্গের অব্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বঙ্গালী, বঙ্গালিকা—ভৈরব রাগ পত্নী ঋষভবর্জিতা ঔড়বজাতীয়া রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

বঙ্গীয়—বাংলাদেশের, বঙ্গদেশসম্বন্ধীয়। বঙ্গ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বচ—১। শুকপক্ষী। বচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। একপ্রকার ঝাল মূল। <বচা। বি।

বচঃ (বচস্), (>বচ) বাক্য, কথা। বচ্+অসুন্ কর্ম। বি; ক্লী।

বচন—১। কথন। বচ্+অনট্ ভাব। ২। বাক্য, কথা; ঋষিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রাদির শ্লোক; (ব্যাক) সুপ্তিঙাদিবিভক্তিযুক্ত পদের সংখ্যা, বিভক্তির একত্বাদি, একবচন ও বহুবচন। বচ্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

বচনগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—কথার বাধ্য, বচনস্থিত। উপতৎ; বচন—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

বচনসর্বস্ব—বাক্যেই পটু; বাক্‌সর্বস্ব। বচনই সর্বস্ব যাহার, বহু। বিণ।

বচনীয়—১। নিন্দা। বি; স্ত্রী। ২। কথনীয়; বাচ্য; নিন্দনীয়। বচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বচনীয়তা—নিন্দা, অপবাদ। বচনীয়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বচনক—বাক্য, কথা। প্রা কপ্র। বি।

বচসা—বাক্যব্যয়, বকাবকি, তর্কবিতর্ক; বাগ্‌যুদ্ধ; বিতণ্ডা। <বচস্। বি।

বচা—বচ, ঔষধ বিঃ। বচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। [কপ্র। বি।

বচাবচ—তর্কবিতর্ক, বচসা. বাক্‌কলহ। প্রা

বচ্ছর, বচ্ছর—বর্ষ। <বৎসর। বি।

বজর, বজ্জর—বজ্র, কুলিশ। প্রা কপ্র। বি।

বজরকি—বজ্রের। প্রা কপ্র। বি।

বজরা—কারুকার্যযুক্ত ও কক্ষাদিশোভিত বৃহৎ নৌকা, পিনেস, পানসি; ভারবাহী নৌকা। <ইং 'barge'. বি।

বজরাবুকি—বজ্রের ন্যায় কঠিন-হৃদয়যুক্তা; অতি নির্মম। প্রা কপ্র। বিণ।

বজাব—বলে, কহে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বজায়—১। বাঁচাইয়া রাখা, ঠিক রাখা, পূর্বের অবস্থায় রাখা। বি। ২। রক্ষিত; যাহা নষ্ট না হইয়া পূর্বাপর একরূপ আছে এমন। ফা। বিণ।

বজ্জাত—জারজ, বে-জন্মা; পাজি; দুষ্ট। <ফা-আ 'বদ্‌জাত'। বিণ। [বি।

বজ্জাতি—দুষ্টামি, নষ্টামি। ফা-আ-মূ।

বজ্র—১। বাজ, ইন্দ্রের অস্ত্র বিঃ, কুলিশ; অষ্টবজ্র [যথা—ব্রহ্মার অক্ষ, বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কার্তিকেয়ের শক্তি, কালীর খড়্গ]; বজ্রাকৃতি চিহ্ন (×); কাঁজি; আমলকী; অভ্র বিঃ; কটূক্তি; হীরক। বি; পুং, বা ক্লী। ২। যোগ বিঃ [ইহা বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের পঞ্চদশ যোগ]; যদুবংশীয় নৃপতি বিঃ, কৃষ্ণের প্রপৌত্র; শ্বেতকুশ। বি; পুং। ৩। অত্যন্ত কঠিন; হৃদয়বিদারক; অসহ্য; বজ্রাকৃতি। বজ্ (গমন করা)+রন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

বজ্রকীট—ঘুণ বা সেই জাতীয় কীট বিঃ; দন্তহীন দীর্ঘজিহ্ব প্রাণী বিঃ, pangolin. বজ্রসদৃশ কীট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বজ্রক্ষার—ক্ষারজাতীয় ঔষধ বিঃ, carbonate of soda. কর্মধা। বি; ক্লী।

বজ্রগম্ভীর—বাজপড়ার শব্দের ন্যায় গম্ভীর। বজ্রসদৃশ গম্ভীর, উপমান কর্মধা। বিণ।

বজ্রচাপড়—জোর-থাপ্পড়, ভীষণ চপেটাঘাত। বজ্রসদৃশ চাপড়, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বজ্রচিহ্ন ঢেরা, × এই চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বজ্রজ্বালা—১। বজ্রাগ্নি, বিদ্যুতের আগুন। বজ্রের জ্বালা (অগ্নিশিখা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। বজ্রের জ্বালার ন্যায় জ্বালা যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বজ্রধর, -পাণি—ইন্দ্র, দেবরাজ; জিন বিঃ। বজ্রের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ; বজ্র পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বজ্রধ্বনি, -নাদ—বাজপড়ার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বজ্রনাভ—অসুর বিঃ। বজ্রসদৃশ নাভি যাহার, বহু (অচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

বজ্রনির্ঘোষ—বাজ পড়ার শব্দ; বজ্রধ্বনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বজ্রপাণি—'বজ্রধর' দ্রঃ।

বজ্রপাত—বাজপড়া, কুলিশপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। **বিনা মেঘে বজ্রপাত**—অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিকভাবে ভীষণ বিপদ্ সংঘটন।

বজ্রবারক—যাঁহাদের নাম স্মরণে বা উচ্চারণে বজ্রাহত হইতে হয় না [যথা—"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। পুলস্ত্যঃ পুলহো ক্রতুঃ ষড়েতে বজ্রবারকাঃ॥"]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বজ্রবেদন—প্রচণ্ড ব্যথা; নিদারুণ আঘাত। বাংপ্র। বি। [পুং।

বজ্রব্যূহ—দুর্ভেদ্য ব্যূহ বিঃ। কর্মধা। বি;

বজ্রমণি—হীরক। কর্মধা। বি; পুং।

বজ্রমুষ্টি—অতি কঠিন মুঠা (যাহা সহজে খোলা যায় না), বজ্রবৎ কঠিন মুষ্টি। বজ্রসদৃশী মুষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বজ্রলেপ—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত দুর্ভেদ্য লেপ বিঃ (পারদাদি অগ্নিশোধিত করিবার কালে ইহার ব্যবহার হয়)। বজ্রসদৃশ লেপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বজ্রশলাকা—বাজের ভয় দূর করার জন্য ঘরের মাথায় খাড়া-করা লৌহদণ্ড। বজ্রনিবারিকা শলাকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বজ্রসার—১। বজ্রের কঠিন অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। বজ্রসদৃশ কঠিন। বজ্রের সারসদৃশ সার যাহার, বহু। বিণ।

বজ্রাগ্নি—বাজের আগুন, আকাশস্থ বিদ্যুতের আগুন। বজ্রের অগ্নি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

বজ্রাঘাত—বাজের আঘাত, কাহারও বা কোন কিছুর উপরে বাজপড়া। বজ্রের আঘাত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বজ্রাভ্যাস—(গণিত) গুণ বিঃ, পূরণকার্য বিঃ, cross-multiplication. বি; পুং।

বজ্রাসন—যোগের একপ্রকার আসন [দুই পায়ের আঙুলগুলি উপুড় করিয়া পা দুইটিকে দুই উরুর উপরে রাখিয়া তাহার উপরে দুই হাত রাখিলে উক্ত আসন হইয়া থাকে]। বজ্রসদৃশ আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বজ্রাস্ত্র—১। কামান বন্দুক প্রঃ আগ্নেয়াস্ত্র। বজ্রসদৃশ অস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। ২। বজ্ররূপ অস্ত্র। বজ্রই অস্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

বজ্রাহত—যাহার উপর বাজ পড়িয়াছে এমন; (গৌণার্থে) আকস্মিক ভয় বা বিস্ময়ে স্তম্ভিত। বজ্র দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বজ্রাহতবৎ—নিঃস্পন্দ; নীরব; কিংকর্তব্যবিমূঢ়; বজ্রাহত ব্যক্তির মত। বজ্রাহত+বতি তুল্যার্থে। অ।

বঞ্চক—১। প্রতারক, ধূর্ত। বিণ। স্ত্রী—বঞ্চিকা। ২। চোর; শৃগাল; কুকুর। বন্চ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

বঞ্চন—কাটানো, যাপন। বন্চ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বঞ্চন, বঞ্চনা—ঠকানো, প্রতারণ। বন্চ্+ণিচ্+অনট্ ভাব, পক্ষে+অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বঞ্চনীয়—ঠকাইবার মত, প্রতার্য। বন্চ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বঞ্চিলি—যাপন করিলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বঞ্চা—যাপন করা; ভোগ করা; বাস করা; প্রতারণা করা। কপ্র। ক্রি।
বঞ্চিত—১। যে ঠকিয়াছে এরূপ, প্রতারিত; বর্জিত, বিহীন। বন্চ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। কৃতযাপন, যাপিত। বন্চ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
বঞ্চুক—ঠগ, বঞ্চক, প্রতারক। বন্চ্+উ কর্তৃ+স্বার্থে কন্। বিণ।
বট—১। বটগাছ, ন্যগ্রোধ; কড়ি, কপর্দক; সাদৃশ্য; বর্তুলাকার বস্তু, গোল জিনিস; পিষ্টক বিঃ, বড়া। বি; পুং। ২। গুণ, দড়ি। বট্ (বেষ্টন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। আছ; হও ("একা দেখি কুলনারী কে বট আপনি"—ভারত)। কপ্র। ক্রি।
বটকান্না, বটকেন্না—ঠাট্টা, পরিহাস, বিদ্রূপ। বাংপ্র। বি।
বটবাসী (-বাসিন্)—১। যে বটগাছে বাস করে এমন। উপতৎ; বট—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**। ২। উপদেবতা বিঃ, যক্ষ। বি; পুং। [বি।
বটব্যাল—ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র।
বটিকা, বটী—গুলিকা, বাড়ি; বট; রজ্জু। (২য় পক্ষে) বট+ঈপ্; (১ম পক্ষে) বটী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
বটু, বটুক—ব্রাহ্মণকুমার; বালক; বালক ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারী ছাত্র; অজ্ঞান নির্বোধ ব্যক্তি; কুটজবৃক্ষ। বট্+উ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে, পক্ষে+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
বটুক—বটু; ভৈরব বিঃ। বটু+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং। [বি।
বটুয়া—কাপড়ের ছোট থলিয়া। বাংপ্র।
বটে, বটেক—১। হয়; আছে। কপ্র। ক্রি। ২। বিস্ময়সূচক প্রশ্নার্থক অব্যয়, সত্য নাকি; অবধারণার্থক অব্যয় ("ঠিক বটে"); ভয় প্রদর্শনার্থক অব্যয় ("বটে! এত স্পর্ধা!")। বাংপ্র। অ।
বটের—একপ্রকার পাখি, ভারুই-জাতীয় পাখি, লাব (quail জাতীয়)। বাংপ্র। বি। [বি।
বটঠাকুর, বড়ঠাকুর—ভাশুর। বাংপ্র।
বড়—১। বৃহৎ; শ্রেষ্ঠ, মহৎ; ধনী; জ্যেষ্ঠ; অধিক; দীর্ঘ; উচ্চ; প্রধান; বিস্তৃত; বয়স্ক; অধিক বয়োযুক্ত; অতিরিক্ত; উদার; সম্রান্ত। <বড্র। বিণ বা বি। ২। নেহাত; অপ্রত্যাশিতভাবে; খুব, অত্যন্ত; সচরাচর; সহজে; একেবারে; প্রায়; পাদপূরণে 'এখন যে বড় এলে')। অ বা ক্রি-বিণ। **বড় একটা**—সচরাচর, বিশেষ। **বড় কথা**—স্পর্ধাযুক্ত বচন; যাহা সকল সময়ে ঘটে তাহার সংঘটনে শ্লেষবাক্য ("বড় কথা, তুমি যে গরিবের বাড়ি এলে"); বৃদ্ধের মত কথা ("ছোট মুখে বড় কথা")। **বড় গলা**—চিৎকার, উচ্চ কণ্ঠ; গর্ব প্রকাশ। **বড় ঘর**—বনেদী বংশ; ধনী বংশ। **বড় চাল**—বড় লোকের মত চালচলন। **বড় জোর**—বেশী পক্ষে। **বড় মুখ**—বেশী দাবি বা আশায় উৎফুল্ল। **বড় হওয়া**—ধনী হওয়া; মহৎ হওয়া; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া; প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। **বড় হাজরি**—ইওরোপীয় রীতি অনুসারে দিনের প্রধান আহার, dinner [বিপরীত—ছোট হাজরি—breakfast]. ৩। বটগাছ; খড়ের তৈয়ারী একপ্রকার মোটা দড়ি। বাংপ্র। বি।
বড়ঠাকুর—'বটঠাকুর' দ্রঃ।
বড়দিন—খ্রীষ্টানদিগের পর্ব বিঃ, ক্রিস্টমাস ডে [২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ইহা অনুষ্ঠিত হয়]। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
বড়কট্টাই—বড়াই। বাংপ্র। বি।
বড়বড়—বাজে বকা, বৃথা বাক্যব্যয়। বাংপ্র। অ।
বড়বড়ানো—বাজে বকবক করা, প্রলাপ বকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**বড়বড়ানি**।
বড়বা—সমুদ্রঘোটকী; কুম্ভদাসী; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী; অশ্বিনীনক্ষত্র; অশ্বমুখী সমুদ্রস্থা দেবী বিঃ, স্বর্গবৈদ্যদ্বয়ের মাতা। বল—বা+ক কর্তৃ+আপ্ (ল-স্থানে ড)। বি; স্ত্রী।
বড়বাগ্নি, বড়বানল—জলমধ্যস্থ অগ্নি, সমুদ্রস্থ ঘোটকীর মুখাগ্নি। বড়বানিঃসৃত অগ্নি, অনল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
বড়বামুখ—বড়বানল। বড়বামুখ (ঘোটকীর মুখ)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।
বড়বাসুত—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য ও দস্র। বড়বার (ঘোটকীর) সুত (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
বড়মানুষ—ধনী। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।
বড়মানুষি—ধনী ব্যক্তির ন্যায় চালচলন। বড়মানুষ+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।
বড়মানুষী—ধনী ব্যক্তির উপযুক্ত ('—চাল')। বড়মানুষ+ঈ যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।
বড়লাট—(ইংরেজ আমলে) ভারতের প্রধান শাসনকর্তা। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
বড়লোক—ধনী ব্যক্তি; মহৎ ব্যক্তি; যশস্বী ব্যক্তি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
বড়শি—বঁড়শি (তাহা দ্রঃ)।
বড়া—গোলাকার পিঠা বিঃ। বল্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
বড়াই—দেমাক, গর্ব; গৌরব। বড়+আই ভাবে। বাংপ্র। বি।
বড়াইবুড়ি, বড়িমাই—১। শ্রীরাধার এক বৃদ্ধা দূতী বা দিদিমা। প্রা কপ্র। ২। যে বালিকা বৃদ্ধের ন্যায় পাকা পাকা কথা বলে, বাচাল বালিকা। 'বড় আয়া (<আর্যিকা) বুড়ি'-শব্দজ, বড়ি (বুড়ি)+মাই। বাংপ্র। বি।
বড়াল—বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ও সুবর্ণ বণিকের পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।
বড়ি—১। গুলি (ঔষধের —'); ছোট বড়া; পিষ্ট দালের শুষ্ক পিণ্ড। <বটিকা। বি। ২। বড়, অত্যন্ত। প্রা কপ্র। বিণ।
বড়িমাই—'বড়াইবুড়ি' দ্রঃ।
বড়িশ—মৎস্যবেধনী বিঃ, বড়শি। বলিশ—শো+ক কর্তৃ ('ল'-স্থানে 'ড়')। বি; স্ত্রী।
বডিস—স্ত্রীলোকদিগের একপ্রকার ছোট জামা। <ইং 'bodice'. বি।
বড়ু—পরিচারক; বালক; কুমার; ব্রাহ্মণকুমার। <বটু। কপ্র। বি।
বড়ুই, বাড়ুই, বাড়ুই—ছুতার; ঘরামি। < বর্ধক। বি।
বড়ুয়া—১। আসামবাসী ব্রাহ্মণদের উপাধি বিঃ। বি। ২। মহান্; অর্থশালী। কপ্র। বিণ।
বড়ে—দাবাবড়ে খেলার পদাতিক সৈন্যস্থানীয় ঘুঁটি, pawn. <বটিকা। বি।
বড়ে টেপা—আটঘাট বাঁধিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া; কৌশল প্রয়োগ করা।
বড্ড—অধিক, অতিশয়; বড়। <বড্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।
বণিক্ (ব.প্র.)—ক্রয়বিক্রয়কারী, বেনিয়া। পণ্+ইজ্ কর্তৃ। বি; পুং।
বণিক্‌পথ, বণিজপথ—দোকান, বাজার, হাট। বণিকের, বণিজের পথ, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, বণিকের, বণিজের পথ যাহাতে, বহু। বি; পুং।
বণিগ্বহ—উট, উষ্ট্র। বণিজ্—বহ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।
বণিগ্‌বৃত্তি—বাণিজ্য, ব্যবসায়। বণিকের বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [পুং।
বণিজ—বণিক্। পণ্+ইজ কর্তৃ। বি;
বণিজপথ—'বণিক্‌পথ' দ্রঃ।
বণ্ট—১। বণ্টন; ভাগ, অংশ। বন্ট্+ঘঞ্ ভাব। ২। দাত্রাদির মুষ্টি, দা ইঃর বাঁট। বন্ট্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। অবিবাহিত। বন্ট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।
বণ্টক—১। বিভাজক। বন্ট্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বণ্টিকা**। ২। বিভাগ, অংশ। বণ্ট+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।
বণ্টন—বাঁটন, বিভাগকরণ, অংশকরণ। বন্ট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
বণ্ড—১। লেজশূন্য, বেঁড়ে; ছিন্নহস্ত; নপুংসক; অবিবাহিত। বিণ। ২। বৃষ; শিশ্ন। বন্ড্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।
বৎ—মত, সদৃশ, তুল্য [এই শব্দ অন্য শব্দের

পরেই ব্যবহৃত হয়; যথা, দণ্ডবৎ]। বা (প্রবাহিত হওয়া)+ডতি কর্তৃ। অ বা প্রত্যয়।

বতংস, বতংসক—ভূষণ; কর্ণভূষণ; শিরোভূষণ। অব—তন্‌স্ (ভূষিত করা)+ঘঞ্ করণ, পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

বত্তর—মাটির চাষ করিবার মত অবস্থা, জো। বাংপ্র। বি।

বত্তারিখ—সেই দিনে, সেই তারিখে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বত্রিশ—সংখ্যা বিঃ, ৩২, দ্বাত্রিংশৎ; ৩২-সংখ্যক। <দ্বাত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

বত্রিশা, বত্রিশে—মাসের বত্রিশ তারিখ। বত্রিশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বৎস—স্নেহসূচক শব্দ, সন্তানাদির প্রতি প্রযোজ্য স্নেহসূচক সম্বোধন শব্দ, বাছা; পশুমাত্রের শিশু; গো-শিশু, বাছুর; শিশু; শাবক; গোবৎসরূপধারী কংসের অনুচর অসুর বিঃ। বদ্+স কর্তৃ। বি; পুং।

বৎসতর—ছোট এঁড়ে বাছুর, অদম্য বাছুর। বৎস+তর (ষ্টরচ্) হ্রস্বার্থে। বি; পুং।

বৎসতরী—স্ত্রীজাতীয় বাছুর, বকনা। বৎসতর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৎসপাল—শ্রীকৃষ্ণ; বলদেব। উপতৎ; বৎস—পালি+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বৎসর—বছর, বর্ষ, দ্বাদশ-মাসপরিমিত কাল। বস্+সর অধি। বি; পুং।

বৎসল—১। স্নেহযুক্ত; অনুরক্ত, ভক্ত। বৎস+লচ্ আছে অর্থে। বিণ। ২। স্নেহ, বাৎসল্য, অনুরাগ; রস বিঃ। বৎস-লা+ক কর্তৃ। বি; পুং। [ভাবে। বি; স্ত্রী।

বৎসলতা—স্নেহ, বাৎসল্য। বৎসল+তা

বৎসলা—সন্তানের প্রতি অনুরক্তা, বৎসাভিলাষিণী। বৎসল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বৎসা—স্ত্রী-শিশুমাত্রে কন্যা অথবা কন্যাস্থানীয়া মেয়ের প্রতি প্রযোজ্য স্নেহসম্বোধন; স্ত্রী-শিশু; মেয়ে-বাছুর, বকনা। বৎস+আপ্। বি; স্ত্রী।

বথু—দ্রব্য, বস্তু। প্রা কপ্র। বি।

বদ—খারাপ; অশ্লীল; হিংসাদ্বেষপূর্ণ; মন্দ। ফা। বিণ।

বদখত—বিশ্রী, অশোভন; খারাপ; কদর্য লিপিকারী; বেয়াড়া। ফা। বিণ।

বদখেয়াল—অসৎ প্রবৃত্তি; মন্দ করিবার ইচ্ছা, খারাপ মতলব। কর্মধা। বদ (ফা)+খেয়াল <আ 'খিয়াল'। বি।

বদখেয়ালী—যাহার নানারূপ খারাপ খেয়াল আছে এমন। বদখেয়াল+ঈ বিশিষ্টার্থে। ফা-আ-মূ। বিণ।

বদজবান—অশ্লীল কথা; গালাগালি। কর্মধা। ফা। বি।

বদন—১। মুখ, আস্য, আনন। বদ্+অনট্ করণ। ২। কথন, বলা। বদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বদনকমল—১। পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ। বদন কমলসদৃশ, উপমিত কর্মধা। ২। মুখরূপ পদ্ম। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

বদনমণ্ডল—সমগ্র মুখ, মুখমণ্ডল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বদনা—সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ব্যবহৃত একপ্রকার চওড়ামুখ গাড়ু। <বর্ধনী। বি।

বদনাম—নিন্দা, কুৎসা, অখ্যাতি। কর্মধা। ফা-মূ। বি।

বদনামৃত—মুখামৃত, অধরমধু; থুথু। বদনের অমৃত (সুধা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বদনাসব—মুখামৃত, অধরমধু; থুথু। বদনের আসব (মধু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বদবো, বদবু—বিশ্রী গন্ধ। ফা। বি।

বদমাশ—দুরাত্মা, পাজী; দুর্জন, দুষ্ট; অসচ্চরিত্র। < ফা-আ 'বদ্-মআশ'। বিণ।

বদমাশি-দুর্জনতা, দুষ্টতা, পাজী লোকের কার্য; লাম্পট্য। ফা-আ-মূ। বি।

বদমেজাজ—১। কোপনশীল স্বভাব। বি। ২। সহজে কোপনশীল। <বদ (ফা)+মেজাজ (<আ 'মিজাজ'। বিণ।

বদমেজাজী—যে সহজে রাগিয়া উঠে এমন। ফা-আ-মূ। বিণ।

বদর—১। কুলগাছ। বি; পুং। ২। কুলফল; কার্পাসবীজ। বদ্+অরচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। নৌকার বিঘ্ননাশক পীর বিঃ; পূর্ণচন্দ্র। <আ 'বদ্‌র্'। বি। **বদর বদর**—নৌকা ছাড়িবার সময়ে মুসলমান মাঝিগণ কর্তৃক নৌকার বিঘ্ননাশক পীরের নাম উচ্চারণ। [ফা-মূ। বি।

বদরক্ত—খারাপ রক্ত, দূষিত রক্ত। কর্মধা।

বদরাগী—যে সহজে বা অকারণে ক্রুদ্ধ হয় এমন। বদ যে রাগী, সুপ্। ফা-মূ। বিণ।

বদরিকা—কাপাসগাছ; কুলগাছ বা তাহার ফল। বদ্+অর কর্তৃ+ঈপ্ (নিপা ত্রস্ব), বদরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বদরিকাশ্রম—ব্যাসদেবের আশ্রম, তীর্থ বিঃ। বদরিকাবৃত আশ্রম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বদরী—কুলগাছ বা তাহার ফল, কাপাসগাছ। বদ+অরি কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বদল—বিনিময়, পরিবর্ত। আ। বি।

বদলানো—পরিবর্তন করা; প্রতিদান দেওয়া। আ-মূ। ক্রি [, বি, বিণ]।

বদলাবদলি—পরস্পর বিনিময়। ব্যতীহার বহু। আ-মূ। বি।

বদলি—বিনিময়; প্রতিনিধি; এক কর্মস্থান হইতে অন্য কর্মস্থানে নিয়োগ। আ-মূ। বি।

বদলী—অন্য কর্মস্থানে নিযুক্ত; প্রতিনিধি স্থানীয়। আ-মূ। বিণ।

বদহজম—অজীর্ণ; ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হওয়া। কর্মধা। <বদ (ফা)+হজম (<আ 'হজ়্ম্')। বি।

বদান্য—দানশীল, অতি দাতা; সদক্তা; মধুরভাষী। বদ্ (বলা)+আন্য কর্তৃ। বিণ। বি, -তা।

বদ্ধ—বাঁধা, সংহত; ন্যস্ত; নিগড়িত; গ্রথিত; উৎপাদিত; বিহিত। বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বদ্ধদৃষ্টি—১। স্থির দৃষ্টি, অবিচলিত দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন। বদ্ধা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

বদ্ধপরিকর—যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে কোমর বাঁধিয়াছে এরূপ; স্থিরসংকল্পযুক্ত; উদ্যত। বদ্ধ (বাঁধা) পরিকর (কটিবন্ধ) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

বদ্ধপাগল—পুরাপুরি পাগল, সম্পূর্ণ উন্মাদ। বাংপ্র। বিণ।

বদ্ধপ্রতিজ্ঞ—স্থিরসংকল্প। বদ্ধা প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

বদ্ধমুষ্টি—১। কৃপণ, দৃঢ়মুষ্টি। বদ্ধ (অপ্রসারিত) মুষ্টি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। খড়্গ। বদ্ধা মুষ্টি যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

বদ্ধমূল—যাহার শিকড় তুলিয়া ফেলা যায় না এমন, দৃঢ়মূল; যাহা দূর করা বা বিলুপ্ত করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এমন। বদ্ধ মূল যাহার, বহু। বিণ।

বদ্ধাঞ্জলি-যে হাত জোড় করিয়াছে এমন, কৃতাঞ্জলি। বদ্ধ অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

ব-দ্বীপ—নদীর মোহানাস্থিত "ব"-কারের ন্যায় ত্রিকোণাকার দ্বীপ, delta. ব-সদৃশ দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বধ—বিনাশ, হনন, হত্যা। হন্+অপ্ ভাব। বি; পুং।

বধক—হত্যাকারী, ঘাতক। হন্+অক (ণ্বুল্) কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বধিকা**।

বধনা—'বদনা' দ্রঃ। [ক্রি।

বধয়ে—হত্যা করে, বধ করে। প্রা কপ্র।

বধস্থলী, -স্থান—প্রাণিবধস্থান; যে স্থানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে বধ করা হয়, মশান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

বধা—বধ করা। কপ্র। ক্রি।

বধাজ্ঞা—হত্যা করিবার আদেশ, প্রাণদণ্ডাদেশ। বধের আজ্ঞা, নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বধার্থ—বধের জন্য, হত্যার নিমিত্ত। বধ হইয়াছে অর্থ (উদ্দেশ্য) যাহার, বহু; অথবা, বধের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বধার্হ—হত্যার যোগ্য, বধের উপযোগী। বধ—অর্হ্ (যোগ্য হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

বধির—কালা, শ্রবণশক্তিহীন। বন্ধ্+কিরচ্ কর্তৃ। বিণ। বি, -তা, -ত্ব।

বধী (-ধিন্)—ঘাতক, হত্যাকারী। বধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বধূ—নববিবাহিতা স্ত্রী; পত্নী, ভার্যা; পুত্র-বধূ, বউ; নারী। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+উ কর্তৃ, কিংবা, বহ্ (বহন করা)+উ কর্ম (নিপা)। বি; স্ত্রী।

বধূজন—নববিবাহিতা স্ত্রী; বউ; নারী। কর্মধা। বি; পুং।

বধুটি, -ধুটী—বালিকা-বউ, ক্ষুদ্রবধূ; পুত্রবধূ। বধূ+টি অল্পার্থে, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বধূৎসব—১। বধূর প্রথমরজোদর্শনরূপ উৎসব; নববধূর আগমনরূপ আনন্দজনক ব্যাপার ("কি আনন্দ বধূৎসবে বিবাহ-বাসরে"—মাইকেল)। বধূর উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। বৌভাত, পাকস্পর্শ। বাংপ্র। বি। [বি; স্ত্রী।

বধূমাতা—স্নেহের বধূ, বউমা। কর্মধা।

বধোদ্যত—হত্যা করিতে উদ্যত। বধে উদ্যত, ৭মীতৎ। বিণ।

বধ্য—বধের যোগ্য; হননীয়। বধ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ। বি—বধ।

বধ্যভূমি—হত্যা করিবার স্থান, যেখানে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করা হয়। বধ্যের ভূমি (নির্দিষ্ট স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন—জঙ্গল, অরণ্য, কানন; কুঞ্জ; দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর এক নাম; জল; প্রস্রবণ; নিবাস, আলয়। বন্+ঘ অধি। বি; ক্লী। বিণ—বন্য, **বুনো**।

বনকপোত—ঘুঘুপাখি। বনবাসী কপোত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বনকর—কোন জঙ্গল ভোগদখল করিবার নিমিত্ত সরকারকে দেয় খাজনা। বনসম্বন্ধীয় কর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বনকার্পাসী—বনকাপাস। বনজাতা কার্পাসী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বনকুক্কুট—বন্য মোরগ। বনবাসী কুক্কুট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বনগহন—নিবিড় বন। বনই গহন (নিবিড় বন), কর্মধা। বি; ক্লী।

বনচন্দ্রিকা—মল্লিকাফুল; বনে প্রতিফলিত জ্যোৎস্না। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বনচর, -চারী (-চারিন্)—১। বনবাসী, যে বনে বাস করে এমন। বিণ। স্ত্রী, **-চরী, -চারিণী**। ২। কিরাত। উপতৎ; বন—চর্+ট, ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বনচাঁড়াল—একপ্রকার গাছ, ত্রিপর্ণ ওষধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

বনজ—বনে উৎপন্ন। উপতৎ; বন—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

বনজ্যোৎস্না—মল্লিকাফুল; বনে প্রতি-ফলিত চাঁদের আলো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বনদেবতা, -দেবী—বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বননিবাসী (-সিন্)—বনবাসী, যে বনে বাস করে এরূপ। উপতৎ; বন—নি—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

বনফুল—অরণ্যজাত পুষ্প। বনজাত ফুল (<ফুল্ল), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বনবন—১। মিষ্টান্ন বিঃ, bonbon. বি। ২। দ্রুত ঘূর্ণনের শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ।

বনবরা—বুনো শূকর, বন্যবরাহ। <বন্যবরাহ। বি।

বনবহ্নি—দাবানল, বনাগ্নি। বনজাত বহ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বনবাদাড়—বনজঙ্গল; বন ও নীচু জলা-জমি। দ্বন্দ্ব। বি।

বনবাস—কাননে অবস্থিতি; অরণ্যে নির্বাসন। ৭মীতৎ। বি; পুং।

বনবাসী (-বাসিন্)—বনবাসকর্তা, যে বনে থাকে। উপতৎ; বন—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

বনবিড়াল—একপ্রকার বৃহদাকার বন্য মার্জার, একজাতীয় খট্টাশ। বনবাসী বিড়াল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বনবিহার—কাননে বিচরণ ও আমোদ-প্রমোদকরণ। ৭মী.তৎ। বি; পুং।

বনবিহারী (-রিন্)—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। কাননে বিচরণকারী, যে বনে বিচরণ ও ক্রীড়া করে এমন। উপতৎ; বন—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিহারিণী**।

বনব্রীহি—বনজাত তৃণধান্য, নীবার। বন-জাত ব্রীহি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বনভোজন—আমোদপ্রমোদের জন্য বাগানে বা বনের ধারে রান্নাবান্না করিয়া বহুলোকের একসঙ্গে খাওয়া, চড়ুইভাতি, picnic; অনেকের সমবেত ভোজন। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

বনমল্লিকা—কাঠমালী ফুল। বনজাতা মল্লিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বনমানুষ—মানুষের মত দেখিতে লেজশূন্য একপ্রকার বানর। বনবাসী মানুষ, মধ্যপ কর্মধা (নিত্য)। বি; পুং।

বনমারী—শ্রীকৃষ্ণ। প্রা কপ্র। বি।

বনমালা—১। শ্রীকৃষ্ণের গলার ফুলের মালা, হাঁটু পর্যন্ত ঝুলানো মালা; ষড়ঋতুর ফুলে গাঁথা মালা—
("আজানুলম্বিনী মালা সর্বর্তু কুসুমোজ্জ্বলা। মধ্যে স্থূল কদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্তিতা"।)
বনপুষ্পরচিতা মালা, মধ্যপ কর্মধা। ২। অরণ্যশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বনমালিনী—দ্বারকাপুরী; বারাহীলতা। বনমালা (বনসমূহ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বনমালী (-মালিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বনমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বনয়ারী—শ্রীকৃষ্ণ। প্রা কপ্র। বি।

বনরক্ষক—জঙ্গলের পাহারাদার; কাননের প্রহরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রক্ষিকা**।

বনরাজি, -রাজী—জঙ্গলসমূহ, কানন-শ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বনলক্ষ্মী—কলা, কদলী। বনের লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বনলীলা—কাননবিহার, বনের মধ্যে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

বনস্থ—১। অরণ্যে অবস্থিত; জলে স্থিত। উপতৎ; বন—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। কিন্নর; মৃগ; মুনি। বি; পুং।

বনস্পতি—গাছ, বৃক্ষ; পুষ্পহীন ফলজনক বৃক্ষ (যেমন, অশ্বত্থবৃক্ষ)। বনের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (স-আগম)। বি; পুং।

বনা—ঠিক হওয়া, মিল হওয়া, পটা; পরিণত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

বনাত—একরকম পশমী কাপড়। হি। বি।

বনানো—মিল করা, পটানো; কাটা; তৈয়ার করা। ক্রি [, বি, বিণ]।

বনানী—বিরাট জঙ্গল, বৃহৎ অরণ্য। বন+আনীপ্ মহদর্থে (অরণ্যানীর অনুকরণে গঠিত বাংলা শব্দ)। বি; স্ত্রী।

বনান্ত—বনের শেষ। বনের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বনান্তর—ভিন্ন বন, অন্য অরণ্য। অন্য বন, নিত্য। বি; ক্লী।

বনাবনি, বনাবন্তি, বনিবনাও—সদ্ভাব, পরস্পর মিল, প্রণয়। বাংপ্র। বি।

বনাম—বিরুদ্ধ পক্ষ; বিরুদ্ধে; ওরফে। ফা। অ।

বনিত—যাচিত; সেবিত। বন্ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বনিতা—১। নারী; অনুরক্তা স্ত্রী, পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। যাচিতা; সেবিতা। বন্ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বনিবনাও—'বনাবনি' দ্রঃ।

বনিয়াদ, বনেদ, বুনিয়াদ—ভিত্তি, পত্তন, মূল; গোড়া। <ফা 'বুনিয়াদ'। বি।

বনিয়াদী, বনেদী, বুনিয়াদী—প্রাচীন; প্রাচীনকাল হইতে সম্ভ্রান্ত; দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বনিয়াদ, বনেদ, বুনিয়াদ+ঈ আছে অর্থে। ফা-মূ। বিণ।

বনেচর—১। ব্যাধ, কিরাত। বি; পুং। ২। বনচর, অরণ্যচারী। অলুক্‌ উপতৎ; বনে—চর্‌+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চরী।

বনেদ—'বনিয়াদ' দ্রঃ।

বনেদী—'বনিয়াদী' দ্রঃ।

বন্ত—বাংলা অস্ত্যর্থক প্রত্যয় বিঃ ('-ভাল—')।

বন্দ—১। গৃহ প্রঃর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমষ্টি; বন্ধ, ছুটি; খণ্ড; বন্ধনী। <ফা 'বন্দ্‌'। বি। ২। বন্দনা কর। কপ্র। ক্রি। ৩। মাঠ, চাষ করিবার এক এক খণ্ড ক্ষেত্র। প্রাদে। বি।

বন্দক—১। বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক। বন্দ্‌ (স্তব করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—বন্দিকা। ২। বন্ধক, বাঁধা। বাংপ্র। বিণ।

বন্দন, বন্দনা—১। স্তব, স্তুতি; প্রণাম, অভিবাদন। বন্দ্‌+অনট্‌ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্‌। বি; ক্লী, স্ত্রী। ২। উপাস্য, বন্দনযোগ্য। প্রা কপ্র। বিণ।

বন্দনা—'বন্দন' দ্রঃ।

বন্দনীয়—নমস্য; স্তব করিবার যোগ্য। বন্দ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

বন্দনীয়া—১। গোরোচনা। বি; স্ত্রী। ২। অভিবাদন-যোগ্যা। বন্দনীয়+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বন্দর—সমুদ্র বা নদীর কূলে জাহাজাদি ভিড়িবার স্থানবিশিষ্ট শহর; সমুদ্র বা নদীর কূলে বাণিজ্য করিবার স্থান। ফা। বি।

বন্দা, বন্দাকা—বৃক্ষোপরি জাত বৃক্ষ, পরগাছা। বন্দ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম+আপ্‌, বন্দ্‌+আকন্‌ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বন্দি, বন্দী—কয়েদী, কারারুদ্ধ ব্যক্তি; মই, সিঁড়ি। বন্দ্‌+ইন্‌ কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বন্দিত—পূজিত, স্তুত; যাহার স্তুতি করা হইয়াছে এমন। বন্দ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বন্দিনী—১। স্ত্রী-কয়েদী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। ২। স্তবপাঠিকা, বন্দনাকারিণী। বন্দিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বন্দিপাঠ—১। স্তুতিগ্রন্থ। বন্দির (স্তুতির) পাঠ যাহাতে, বহ। ২। স্তুতিপাঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বন্দী (বন্দিন্‌)—১। রাজাদিগের গুণ এবং বীরত্ব প্রঃর স্তুতিপাঠক। বি; পুং। ২। বন্দনাকারী। বন্দ্‌ (স্তুতি করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

বন্দী—'বন্দি' দ্রঃ।

বন্দীশালা—জেলখানা, কয়েদীগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ঘর। বন্দীদের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন্দুক—একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র, নালীকাস্ত্র। ফা। বি। **বন্দুক মারা**—বন্দুক হইতে গুলি নিক্ষেপ করা।

বন্দুকচী—বন্দুক-চালক। বন্দুক+চী মুখ-লার্থে। ফা-তু। বিণ বা বি।

বন্দে—বন্দনা করি। সংস্কৃত ক্রি। **বন্দে মাতরম্‌**—জননীকে বন্দনা করি; ভারতের জাতীয় জয়ধ্বনি। সং শব্দ।

বন্দেগি—অভিবাদন, নমস্কার; স্তুতি। <ফা 'বন্দগী'। বি।

বন্দেজ—সুবন্দোবস্ত, সুব্যবস্থা, শৃঙ্খলা। <ফা 'বন্দিশ'। বি। বিণ, -জী।

বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা; স্থিরীকরণ; রাজার সহিত জমিদারগণের বাৎসরিক কর-দানের বিষয়-স্থিরীকরণ; রফা। <ফা 'বন্দোবস্ত্‌'। বি।

বন্দোবস্তী—সুব্যবস্থিত; সুনিয়ন্ত্রিত, যাহা জমিদারের নিকট হইতে কবুলিয়ত দ্বারা ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন ('— জমি'); প্রতিষ্ঠিত। (ফা) বন্দোবস্ত+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

বন্দ্য—১। দেবতা। বি; পুং। ২। বন্দনীয়। বন্দ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বন্দ্যবংশ—সম্ভ্রান্ত কুল, মান্যবংশ ("পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত"—ভারত); বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ। কপ্র। বি।

বন্দ্যোপাধ্যায়—রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ, বাঁড়ুয্যে। বন্দ্য উপাধ্যায় (পূজনীয় শিক্ষক), কর্মধা। বি; পুং।

বন্ধ—১। বাঁধন, বন্ধন; উৎপত্তি; রচনা; সংযোগ; ধারা; রোধ; গ্রন্থন; গৃহাদিবেষ্টন। বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। গচ্ছিত দ্রব্য; শরীর। বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। ৩। বৃন্ত; গ্রন্থি; বাঁধ। বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ করণ। ৪। ধান্য প্রঃ শস্যের বিস্তীর্ণ মাঠ। প্রাদে। বি। ৫। পর্বাদির জন্য ছুটি। বাংপ্র। বি। ৬। বদ্ধ, রুদ্ধ; যাহার কাজকর্ম স্থগিত আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

বন্ধক—ঋণজন্য স্থাপিত বস্তু; গচ্ছিত বস্তু; বিনিময়। বন্ধ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম+কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

বন্ধকগ্রহীতা (-গ্রহীতৃ)—যে বন্ধক রাখিয়া ধার দেয় এমন, বন্ধকী মহাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

বন্ধকদাতা (-দাতৃ)—যে বন্ধক দেয় এমন, যে কোন জিনিস বাঁধা দিয়া টাকা ধার করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দাত্রী।

বন্ধকী—১। ঋণের জন্য যাহা বাঁধা দেওয়া হইয়াছে এমন। বন্ধক+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। পরপুরুষগামিনী, অসতী; হস্তিনী। (যে পরপুরুষের মন বন্ধন করে এই অর্থে) বন্ধ্‌+ণক কর্তৃ+ঈপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বন্ধন—১। বাঁধা; সংযমন, রুদ্ধকরণ; অবরোধ, আটক; বধ; হিংসা; উৎপাদন; (রসায়ন) বিশেষ স্থানে স্থাপিতকরণ, fixation. বন্ধ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। বাঁধ; বৃন্ত; বাণের পুচ্ছ; বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খলাদি; ক্ষতাদি বাঁধিবার পটি। বন্ধ্‌+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

বন্ধনদশা—আটক, আবদ্ধ অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনরজ্জু—বাঁধিবার দড়ি। বন্ধনের রজ্জু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনশালা—জেলখানা, কারাগার। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনসাধন—দড়ি প্রঃ বাঁধিবার উপকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বন্ধনস্তম্ভ—হাতি বাঁধিবার থাম, আলান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বন্ধনাগার, বন্ধনালয়—জেলখানা, কারাগৃহ। বন্ধনের আগার, আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

বন্ধনী—যে পরস্পরমুখী রেখাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ বক্তব্য থাকে অথবা অনেকগুলি রাশি স্থাপিত হইলে তাহা একরাশিরূপে গৃহীত হয়, [ ] { }—এইরূপ চিহ্ন, ব্র্যাকেট, bracket; শরীরের একটি হাড়ের সঙ্গে অন্য হাড়কে যাহা জুড়িয়া বা বাঁধিয়া রাখে, ligament; যাহা দিয়া বাঁধা হয় এমন দড়ি বা শিকল। বন্ধ্‌+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বন্ধী (বন্ধিন্‌)—বাঁধা, আবদ্ধ, বন্ধনযুক্ত। বন্ধ্‌+ইন্‌ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—বন্ধিনী।

বন্ধু—মিত্র; জ্ঞাতি; স্বজন; কুটুম্ব; প্রিয় ব্যক্তি; যে বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না এমন ব্যক্তি [যথা—"অভ্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।"—অর্থাৎ বিচ্ছেদ-সহনক্ষম ব্যক্তি বন্ধু; সমমতসম্পন্ন ব্যক্তি সুহৃৎ; একরূপ কার্যকারী ব্যক্তি মিত্র এবং অভেদাত্মা ব্যক্তি সখা]; পিতৃব্য; পুত্র; বন্ধুকবৃক্ষ; (বিপ্র, ক্ষত্রিয় ইঃ শব্দের পরে থাকিলে) নীচ। বন্ধ্‌+উ কর্তৃ। বি; পুং।

বন্ধুক, বন্ধূক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক—১। বাঁধুলিফুলের গাছ, সুপরিচিত লাল রঙের ফুলের গাছ। বন্ধ্‌+উক, উক কর্তৃ সংজ্ঞার্থে, বন্ধু—জীব্‌+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃ, পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং। ২। বাঁধুলি-ফুল। বন্ধুক, বন্ধূক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক+অণ্‌ তৎপুষ্পার্থে (প্রত্যয়লোপ)। বি; ক্লী। [পুং।

বন্ধুজন—মিত্র, সুহৃদ্ব্যক্তি। কর্মধা। বি;

বন্ধুজীব—'বন্ধুক' দ্রঃ।

বন্ধুতা, -ত্ব—মিত্রতা। বন্ধু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

বন্ধুদত্ত—১। বন্ধুর দেওয়া; জ্ঞাতি কর্তৃক

প্রদত্ত। বন্ধু কর্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ। ২। বাপ-মায়ের দেওয়া স্ত্রীধন। বি ; স্ত্রী।

বন্ধুপ—মিত্রের প্রতিপালক। উপতৎ ; বন্ধু—পা+ক কর্তৃ। বিণ।

বন্ধুবর—সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুদিগের মধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি ; পুং। [পুং।

বন্ধুবান্ধব—আত্মীয় ও সখা। দ্বন্দ্ব। বি ;

বন্ধুবিচ্ছেদ—বন্ধুর সহিত ঝগড়া বা ছাড়াছাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বন্ধুয়া—প্রণয়ী, বন্ধু। প্রা কপ্র। বি।

বন্ধুর, বন্ধূর—উচ্চনীচ, অসমতল, আবুড়া-খাবুড়া ; রম্য, সুন্দর ; বধির ; ক্ষতিজনক ; নম্র। বিণ। বন্ধ্+উরচ্, উরচ্ কর্তৃ।

বন্ধুরতা, -ত্ব—অসমতলত্ব ; বধিরতা ; কর্কশতা। বন্ধুর+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

বন্ধূক—'বন্ধুক' দ্রঃ।

বন্ধূলি—১। বাঁধুলিফুলের গাছ। বন্ধ্+উলি কর্তৃ। বি ; পুং। ২। বাঁধুলিফুল। বি ; স্ত্রী।

বন্ধ্যা—১। যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁঝা ; যোনিরোগ বিঃ ; বালা ; বৃষলী। বি ; স্ত্রী। ২। নিষ্ফলা ; বন্ধনযোগ্যা। বন্ধ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বন্য—বুনো, বনসম্বন্ধীয় ; বনোৎপন্ন, বনজাত ; অসভ্য। বন+যৎ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ।

বন্যা—১। বান, জলপ্লাবন ; অরণ্যসমূহ। বন (জল, অরণ্য)+যৎ সমূহার্থে+আপ্। ২। বনজাতা ; বনসম্বন্ধীয়া। বন্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বন্যেতর—গৃহপালিত, পোষা। বন্য হইতে ইতর (অন্য), ৫মীতৎ। বিণ।

বপন—১। বীজরোপণ ; বয়ন ; ক্ষৌরকর্ম, কামান। বপ্+অনট্ ভাব। ২। অস্থি ; মজ্জা ; শুক্র। বপ্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

বপনী—১। মাকু ; নাপিতের অস্ত্র বিঃ। বপ্+অনট্ করণ+ঈপ্। ২। তাঁতঘর। বপ্+অনট্ অধি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বপুঃ (বপুস্), (>বপু)—শরীর, কায় ; প্রশস্ত আকৃতি। বপ্+উস্ অধি। বি ; ক্লী।

বপুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—বিরাটকায়, যাহার শরীর প্রকাণ্ড। বপুস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষ্মতী।

বপ্তা (বপ্তৃ)—বপনকারী ; পিতা, বাপ ; কৃষীবল। বপ্+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—বপ্ত্রী।

বপ্র—১। ক্ষেত্র ; ক্ষেতের আলি ; তীর, তট। বপ্+রন্ অধি। বি ; পুং বা ক্লী। ২। প্রাচীর, দুর্গ এবং নগরে পরিখা হইতে উদ্ধৃত মাটির স্তূপ, rampart ; রেণু। বপ্+রন্ কর্ম। বি ; পুং।

বপ্রক্রিয়া, -ক্রীড়া—পশুগণ দাঁত নখ বা শিঙের আঘাতে মাটি খুঁড়িয়া যে খেলা করে তাহা। বপ্রে (ক্ষেত্রে) ক্রিয়া, ক্রীড়া, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বববম্—শিবের গালবাদ্য। প্রা কপ্র। অ।

বর্বর—অবোধ ; অসভ্য ; মূর্খ। <বর্বর। বিণ।

বব্‌লে—বাচাল ; মিথ্যাবাক্যপ্রদানকারী ; মিথ্যুক। বাংপ্র। বিণ।

বভ্রু—১। বিষ্ণু ; শিব ; অগ্নি ; নকুল ; যদুবংশীয় ব্যক্তি বিঃ ; মুনি বিঃ ; দেশ বিঃ। বি ; পুং। ২। বিপুল, বিশাল, বৃহৎ ; পিঙ্গলবর্ণ। ভৃ (পালন করা)+কু কর্তৃ ; অথবা, বভ্র+উ কর্তৃ। বিণ।

বভ্রুবাহন—মণিপুরের রাজা। বভ্রু (বিষ্ণু)—বহ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

বম—শিবমন্ত্র বিঃ ; ডমরুবাদ্য ; গালবাদ্য। অনুকার শব্দ। অ। [ক্রি।

বমই, বময়ে—উদ্গিরণ করে। প্রা কপ্র।

বমন—১। ওকার, বমি ; উদ্গিরণ ; পীড়া, ক্লেশ ; আহুতি ; নিঃসারণ। বম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। শণ। বম্+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

বমনীয়—বমি করিবার মত, বমনযোগ্য। বম্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বমা—উদ্গিরণ করা। কপ্র। ক্রি।

বমাল, বামাল—১। চুরি-করা জিনিস, চোরিত দ্রব্য। বি। ২। দ্রব্যসহ ; চোরিত দ্রব্যসহ। ফা। ক্রি-বিণ।

বমি—বমন, ওকার। বম্+ই ভাব। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

বমিত—উদ্গীর্ণ। ণিজন্ত বম্+ক্ত কর্ম।

বম্বেটে, বোম্বেটে—১। জলদস্যু ; কামানযোগে নগরাদি-বিধ্বংসকারী। <ইং 'bombardier'। বি। ২। চরিত্রহীন, লম্পট। প্রাদে। বিণ।

বম্ভ—ব্রহ্ম, ব্রহ্মা। প্রা কপ্র। বি।

বম্-ভোলা—শিব। বাংপ্র। বি।

বয়—১। বালক ; বালকভৃত্য। <ইং 'boy'. বি। ২। প্রবাহিত হয় ; বহন করে। বাংপ্র। ক্রি। ৩। বিক্রয়। আ।

বয়ঃ (বয়স্), (>বয়)—বাল্যাদি জীবনকাল, আয়ুঃ ; জন্মের পর হইতে গণিত সময়ের পরিমাণ, যৌবন ; পক্ষী। অজ্ (গমন করা)+অসুন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বয়ঃক্রম—বয়স, বয়সের পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বয়ঃপ্রাপ্ত—সাবালক, যৌবনদশায় আগত। ২য়াতৎ। বিণ।

বয়ঃসন্ধি—যৌবনাগম ; শৈশব ও যৌবনের মিলনকাল, puberty. বয়সের (বয়স্ শব্দ) সন্ধি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বয়ঃস্থ, বয়স্থ—মধ্যবয়স্ক ; যুবা। উপতৎ ; বয়স্—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

বয়ঃস্থা, বয়স্থা—১। যুবতী, প্রাপ্তযৌবনা। বয়স্—স্থা+ক কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আমলকী ; হরীতকী ; বয়ড়া ; গুড়ুচী ; সোমবল্লরী ; কাকোলী ; সূক্ষ্মৈলা ; অত্যম্লপর্ণী। বয়স্—স্থা (ণিজর্থ অন্তর্ভুক্ত)+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বয়কট—পরিত্যাগ, বর্জন ; রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ত্যাগ ; সমাজচ্যুত করা, একঘরে করা। <ইং 'boycott'. বি। [বি।

বয়ড়া—বহেড়া নামক ফল। <বহেড়া।

বয়ন—১। কাপড় বুনা। বে+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বদন। প্রা কপ্র। বি।

বয়না, বয়নী—(অন্ত শব্দের পরে) বদনী, বদনযুক্তা। প্রা কপ্র। বিণ।

বয়নামা—বিক্রয়পত্র, নিদর্শনপত্র ; নীলাম-বিক্রয়ের পত্র। (আ) বয় (বিক্রয়)+(ফা) নামা (পত্র)। বি।

বয়লার—যাহাতে আগুনের সাহায্যে বাষ্প প্রস্তুত হয়। <ইং 'boiler'. বি।

বয়স, বয়েস—বয়ঃক্রম ; যৌবন। <বয়স্। বি।

বয়সফোড়া—যৌবনে মুখমণ্ডলে জাত ব্রণ। বয়সজনিত ফোড়া, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বয়সা—যুবা বয়সের প্রারম্ভে গলার যে আওয়াজ মোটা হয় তাহা, যৌবনে পদার্পণ-কালে স্বরভঙ্গ। বয়স+আ জাতার্থে। বাংপ্র। বি।

বয়সী—সমবয়স্ক ; (অন্ত শব্দের পরে) বয়োযুক্ত। বয়স+ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

বয়সোচিত—বয়সের উপযুক্ত। বাংপ্র।

বয়স্ক—১। সাবালক ; অধিক বয়সের। বাংপ্র। বিণ। ২। (অন্ত শব্দের পরবর্তী হইলে) বয়ঃক্রমযুক্ত। পূর্ব পদের সহিত বহুব্রীহি সমাসে ক-আগম। বিণ।

বয়স্থ—'বয়ঃস্থ' দ্রঃ।

বয়স্থা—'বয়ঃস্থা' দ্রঃ।

বয়স্য—সমানবয়স্ক ব্যক্তি ; সখা। বয়স্+যৎ তুল্যার্থে। বি ; পুং।

বয়স্যা—সখী, সহচরী। বয়স্য+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বয়া—জলে ভাসমান স্থলনির্দেশক বস্তু বিঃ ; অর্ণবপোত থামাইয়া রাখিবার লৌহযন্ত্র বিঃ। <ল্যাটিন 'boia'. বি।

বয়াটে—'বখাটে' দ্রঃ।

বয়ান—১। ব্যাখ্যা, অর্থ ; বিবরণ ; দলিলপত্রের বিশেষ ভাষা। ফা। ২। মুখ। কপ্র। বি।

বয়াম—মাটির বা চীনামাটির বা কাচের

নির্ম্মিত ঘৃত প্রঃ রাখিবার পাত্র। <পো 'boiao'. বি।

বয়ার—১। শূকর। <বরাহ। বি। ২। দুর্দান্ত, গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

বয়েত, বয়েদ—মন্ত্র; কবিতা, শ্লোক। <আ 'বইৎ'। বি।

বয়েস—'বয়স' দ্রঃ।

বয়োগুণ—বয়সের ধর্ম। বয়ঃ-এর গুণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বয়োজ্যেষ্ঠ—বয়সে বড়। বয়োদ্বারা জ্যেষ্ঠ, ৩য়াতৎ। বিণ।

বয়োতীত—বৃদ্ধ, প্রাচীন। বয়ঃ অতীত হইয়াছে যাহার, বহ (সং বয়োঽতীত)। বিণ।

বয়োদোষ—বয়সের উচিত স্বাভাবিক দোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বয়োধর্ম(র্ম্ম)—বয়সের স্বভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বয়োধিক—যাহার বয়স বেশী, জ্যেষ্ঠ। <বয়োঽধিক। বিণ।

বয়োবৃদ্ধ—বয়সে বুড়া। বয়োদ্বারা বৃদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ। [বি; স্ত্রী।

বয়োবৃদ্ধি—বয়স বাড়িয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ।

বর—১। প্রার্থিত বিষয়, দেবতার নিকট যাচিত বস্তু, ইচ্ছা; আশীর্বাদ; কোন কর্ম নির্বাহার্থ নিয়োগ, বরণ; আবরণ। বৃ+অপ্ কর্ম, ভাব। ২। স্বামী, পতি; বিবাহকর্ত্তা; জামাতা; লম্পট; উপপতি, জার; গুগ্‌গুলু। বি; পুং। ৩। জ্যেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট; অভীষ্ট। বিণ। ৪। কুঙ্কুম। বৃ+অপ্ কর্ম। বি; ক্লী। ৫। বরণ কর। কপ্র। ক্রি।

বরং (বরম্)—অপেক্ষাকৃত ভাল। বৃ+অম্ কর্ম। অ। [আ। বি।

বরকত—সৌভাগ্য; উন্নতি; প্রাচুর্য।

বরকন্দাজ—বন্দুকধারী; (বাঙ্গালায়) সামান্য সিপাহী; প্রভুর দেহরক্ষী। <আ-ফা 'বর্ক্-আন্দাজ'। বি।

বরকর্ত্তা (-র্ত্তৃ), -কর্ত্তা (-র্ত্তৃ)—বিবাহে বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তি। বরপক্ষীয় কর্ত্তা, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বরক্রতু—ইন্দ্র। বর (শ্রেষ্ঠ) ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহ। বি; পুং।

বরখিয়া—বর্ষণ; বর্ষা। প্রা কপ্র। বি।

বরখা—বর্ষণ, বর্ষা। প্রা কপ্র। বি।

বরখাস্ত—পদচ্যুত। <ফা 'বরখাস্ত্'। বিণ।

বরখে—বর্ষণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বরখেলাপ—গরমিল; অন্যরূপ; অসামঞ্জস্য। <ফা 'বরখিলাফ'। বিণ।

বরগা—১। ছাদের কড়িকাঠের উপরকার পাতলা কাঠ বা লোহা। <পো 'verga'. বি। ২। 'বর্গা' দ্রঃ।

বরজ ১। পানের ক্ষেত। <আ 'বুর্জ' (দুর্গ)। ২। ব্রজ। কপ্র। বি।

বরঞ্চ—তাহার বদলে; অপেক্ষাকৃত ভাল, ইহা হইতে ভাল। বরম্+চ। অ।

বরণ—১। শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনাকরণ; কন্যাদানের সময়ে জামাতা প্রঃর অভ্যর্থনা-ব্যাপার; নিযুক্তকরণ; বেষ্টন; আচ্ছাদন; প্রার্থনা; পূজনাদি; ইচ্ছা; স্বেচ্ছায় গ্রহণ; সাদরে গ্রহণ। বৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**বরণীয়, বৃত**। ২। বর্ণ, রং। কপ্র। ৩। বর্ণনা ("বরণ নাহিক জাতির।"—উদ্ধবদাস)। প্রা কপ্র। বি।

বরণডালা—বরণ করিবার উপকরণযুক্ত পাত্র। বাংপ্র। বি।

বরণা—বারাণসীর উত্তরস্থ নদী বিঃ [দুর্গার সহচরী জয়া এবং বিজয়া বরণা ও অসি নামক নদীদ্বয়ে পরিণত হইয়া কাশীতে পাপীদিগের গমন প্রতিরোধ করেন]। বি; স্ত্রী।

বরণীয়—প্রার্থনীয়; বরণযোগ্য; শ্রেষ্ঠ। বৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

বরদ—অভীষ্টদাতা; প্রসন্ন; প্রসন্নভাবি-সূচক হস্তাদি বিন্যাসযুক্ত (মুদ্রা বিঃ)। উপতৎ; বর—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

বরদা—১। দুর্গা; সরস্বতী; কন্যা; আদিত্যভক্তা, অশ্বগন্ধা; মাঘ-শুক্লাচতুর্থী। বি; স্ত্রী। ২। অভীষ্টদাত্রী। বরদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বরদাচতুর্থী—মাঘশুক্লাচতুর্থী। বরদাপ্রিয়া চতুর্থী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বরদার—বহনকারী, ভৃত্য। ফা। বি।

বরদাস্ত—সহ্য, সহিষ্ণুতা; সবুর। <ফা 'বরদাশ্‌ৎ'। বি। [বিণ।

বরদৃপ্ত—বরলাভ করিয়া গর্বিত। ৩য়াতৎ।

বরধাতু—(রসায়ন) সোনা রূপা প্ল্যাটিনাম ইঃ যে সকল ধাতু দীপ্তি হারায় না তাহা, noble metal. বর ধাতু, কর্মধা। বি; ক্লী।

বরনারী—উত্তমা স্ত্রী; রূপগুণবতী যুবতী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বরনাহ—শ্রেষ্ঠ নাগর, সুন্দর নাথ। প্রা কপ্র। বি।

বরপক্ষ—বরযাত্র, যাঁহারা বরের সঙ্গে কন্যার বাড়িতে আসেন তাঁহারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বরপুত্র, -পুত্র—দেবতার মায়াপ্রভাবে শাপভ্রষ্ট হইয়া যে ভূতলে জন্মগ্রহণ করে এরূপ ব্যক্তি; দেবতার আশীর্বাদে জাত পুত্র; দেবাদির অনুগৃহীত ব্যক্তি; শ্রেষ্ঠ পুত্র। বর (শ্রেষ্ঠ) পুত্র, পুত্র, কর্মধা; অথবা, বরলব্ধ বা বরপ্রাপ্ত পুত্র, পুত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বরপ্রদ—বরপ্রদানকারী, অভীষ্টদাতা। উপতৎ; বর—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

বরপ্রদা—১। বরদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। লোপামুদ্রা, অগস্ত্যপত্নী। বরপ্রদ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বরফ—জমাট জল, তুহিন, তুষার। <ফা 'বর্ফ'। বি।

বরফল—১। শ্রেষ্ঠ ফল; নারিকেল। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নারিকেলবৃক্ষ। বর ফল যাহার, বহ। বি; পুং।

বরফি—একপ্রকার চারিকোনা ক্ষীরের মিঠাই। বাংপ্র। বি।

বরবটি—শিমজাতীয় ফল বিঃ; মহামাষ। <বর্বটী। বি।

বরবৎসলা—শাশুড়ী। বরে (জামাতায়) বৎসলা (স্নেহবিশিষ্টা), ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

বরবর্ণিনী—সাধ্বী স্ত্রী; অত্যুত্তমা স্ত্রী; গৌরী; শ্যামা; লক্ষ্মী; সরস্বতী; হরিদ্রা; গোরোচনা; লাক্ষা। বর (উৎকৃষ্ট) বর্ণ (রং, প্রশংসা), কর্মধা; বরবর্ণ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বরবাদ—একেবারে নষ্ট; অপব্যয়িত। ফা। বিণ। বি—**বরবাদি**।

বরম্—'বরং' দ্রঃ।

বরমাল্য—১। বরের গলায় দিবার যোগ্য মালা। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ভাবী স্বামীর গলে মাল্যপ্রদানরূপ অনুষ্ঠান। বাংপ্র। বি।

বরযাত্রা—বিবাহার্থ গমনকারী বরের সহযাত্রী। বরসহ যাত্রা যাহাদের, বহ। বি; পুং।

বরযাত্রী (-যাত্রিন্)—বিবাহার্থ গমনকারী বরের সহযাত্রী। বরানুগত যাত্রী, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বরয়িতা (-য়িতৃ)—পাণিগ্রাহক, স্বামী; প্রার্থনাকারী; বরণকর্ত্তা। বর+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বরয়িত্রী—পত্নী; স্বয়ংবরা। বরয়িতৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বররুচি—১। কবি বিঃ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন; কাত্যায়ন মুনি। বি; পুং। ২। শ্রেষ্ঠপ্রবৃত্তিযুক্ত; উত্তমকান্তিযুক্ত। বরা রুচি যাঁহার, বহ। বিণ।

বরলব্ধ—দেবতাদির নিকট প্রার্থনা করিয়া আশীর্বাদরূপে যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন, বরপ্রভাবে প্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বরলাভ—দেবতার নিকট হইতে বর পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বরষ—বছর, বৎসর। <বর্ষ। কপ্র। বি।

বরষণ—বৃষ্টিধারার ন্যায় পতন। <'বর্ষণ'। কপ্র। বি।

বরষা—১। বর্ষা। বি। ২। বর্ষণ করা। কপ্র। ক্রি।

বরসজ্জা—বিবাহ-বাসরে বরকে বেশ

সাজ-পোশাক শয্যাদ্রব্য ও বাসনপত্র। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী। [দি।

বরহা—ময়ূরপুচ্ছ। <'বর্হ'। প্রা কপ্র।

বরা—১। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য; কলত্রিক; ব্রাহ্মী; গুড়ূচী; মেদা; বিড়ঙ্গ; পাঠা নামক লতা। বি; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠ। বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। শূকর। <বরাহ। বি। ৪। বরণ করা; আরম্ভ করা; বর্ষণ করা। কপ্র। ক্রি।

বরা-খুরে—শূকরের ন্যায় পদরূপ দুর্লক্ষণ যুক্ত। বরার (বরাহের) খুর, ৬ষ্ঠীতৎ+এ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বরা-খুরী—শূকরের ন্যায় পদরূপ দুর্লক্ষণ-যুক্তা ('— গাভী')। বরা-খুরে+ঈ। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

বরাঙ্গ—১। শ্রেষ্ঠাবয়ব; মস্তক; গুহ্যদেশ; যোনি; পুং-চিহ্ন; সুন্দর শরীর। বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। হস্তী; বিষ্ণু; কন্দর্প। বি; পুং। ৩। উত্তম অঙ্গযুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাঁহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী।

বরাঙ্গনা—উত্তমা স্ত্রী, সুন্দরী নারী। বরা (শ্রেষ্ঠা) অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বরাঙ্গী—১। উত্তম-অঙ্গযুক্তা। বরাঙ্গ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হরিদ্রা। বি; স্ত্রী।

বরাঙ্গী (-ঙ্গিন্)—উত্তম অঙ্গযুক্ত। বরাঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গিনী, -ঙ্গিণী।

বরাট, বরাটী—কড়ি; কপর্দক; দড়ি, রজ্জু। বর (অল্প)—অট্ (গমন করা)+অণ্ কর্তৃ, পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

বরাটক, বরাটিকা—কড়ি; কপর্দক, তুচ্ছবচন। বরাট+কন্ স্বার্থে; পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

বরাত—১। ভাগ্য, অদৃষ্ট। প্রাদে। ২। প্রয়োজন; কার্যানুরোধ-পত্র; ফরমাশ; নিজের কার্যভার অন্যকে প্রদান। ফা। বি।

বরাতি—বরযাত্রী। প্রা কপ্র। বি।

বরাতী—দায়কারী; যে বিষয়ের ভার অন্যকে দেওয়া হইয়াছে এমন; ভারার্পণের জন্য। বরাত+ঈ। ফা-মূ। বিণ।

বরাদ্দ—১। আন্দাজ; অনুমান; হার; অনুমান দ্বারা পরিমাণ-নির্ধারণ; পূর্ব হইতে কোন কার্য সংকুলানের জন্য বস্তু বা অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ। বি। ২। নির্দিষ্ট। <ফা 'বরাবর্দ্'। বিণ।

বরানুগমন—বরের সহিত কন্যাগৃহে যাওয়া, বরযাত্রী হওয়া। বরের অনুগমন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বরানুগামী (-গামিন্) ১। বরের পিছনে পিছনে বা সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাকারী। বিণ। স্ত্রী, -গামিনী। ২। বরযাত্রী। উপতৎ; বর—অনু—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বরাবর—১। নিকট, সমীপ। বি। ২। সম্মুখবর্তী, পাশাপাশি। বিণ। ৩। সোজা-সুজি; উদ্দেশ্য করিয়া; ঠিকানায়; সর্বদা; প্রতিবারে। ফা। অ, ক্রি-বিণ।

বরাবরে—সমীপে, নিকটে, সম্মুখে। কপ্র। ফা-মূ। বি, অধি-৭মী।

বরাবরেষু-[বড়লোকের নিকট চিঠি লিখিতে ব্যবহৃত শব্দ] হুজুরে, হুজুরের সমীপে। ফা 'বরাবর'-শব্দের উপর সংস্কৃত ৭মী বিভক্তির বহুবচন। বি।

বরাভয়—আশীর্বাদ এবং অভয়প্রদান; অভীষ্ট এবং অভয়প্রদানসূচক হস্তভঙ্গী। বর এবং অভয়, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

বরাভয়করা—১। অভীষ্ট এবং অভয়দানসূচক হস্তভঙ্গীযুক্তা (কালী, ভগবতী)। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী, ভগবতী। বরাভয় করে যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বরাভরণ—বরের প্রাপ্য অলংকার; বরের অলংকার। মধ্যপ কর্মধা, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বরারোহ-১। হস্তী; হস্তীতে আরোহণ-কারী, মাহুত, হস্তিপক। বর (শ্রেষ্ঠ) আরোহ যাহার, বহু। ২। শ্রেষ্ঠ শ্রোণিতম্ব; উত্তম কটিদেশ। বর আরোহ, কর্মধা। বি; পুং।

বরারোহা—১। শ্রেষ্ঠ নিতম্বযুক্তা, উত্তম কটিদেশযুক্তা। বর (শ্রেষ্ঠ) আরোহ (নিতম্ব) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কটিদেশ। বর আরোহ (শ্রোণিতম্ব) যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বরাসন—১। উত্তম আসন। বর (শ্রেষ্ঠ) আসন (বসিবার স্থান), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। লম্পট; দ্বারপাল। বর—অস্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। জবাপুষ্প। বর—অস্+অনট্ কর্ম। ৪। বরের বসিবার আসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বরাহ—শূকর, বিষ্ণুর শূকর-অবতার; দ্বীপ বিঃ; পর্বত বিঃ; পরিমাণ বিঃ। বর—আ—হন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

বরি—বরণ করিয়া; বরণ করি। কপ্র। ক্রি।

বরিখ—১। বর্ষণ কর। ক্রি। ২। বর্ষ বৎসর। প্রা কপ্র। বি।

বরিখণ—বর্ষণ। প্রা কপ্র। বি।

বরিখা—১। বর্ষা। বি। ২। বর্ষণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি [**বরিখত**—বর্ষণ করিতেছে। **বরিখনিয়া, বরিখন্তিয়া**—বর্ষণ করে। **বরিখব**—বর্ষণ করিবে। **বরিখতে, বরিখে**—বর্ষণ করে]।

বরিষ—১। সংবৎসর, বর্ষ। বি; ক্লীব। ২। বর্ষা, প্রাবৃট্‌কাল। বৃষ্ (-বর্ষণ করা)+ইষ অধি (ষকারের লোপ)। বি; পুং। ৩। বর্ষণ কর। কপ্র। ক্রি।

বরিষন-বৃষ্টিপতন। <বর্ষণ। কপ্র। বি।

বরিষা—১। বর্ষা। বরিষ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বর্ষণ করা। কপ্র। ক্রি।

বরিষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ; প্রধানতম, সর্বপ্রধান। উরু (মহৎ)+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ। **বরিষ্ঠ আদালত**—সর্বপ্রধান বিচারালয়, High Court.

বরীয়ান্ (-য়স্)—১। শ্রেষ্ঠ, বরিষ্ঠ; অতিযুবা। বিণ। স্ত্রী, -য়সী। ২। যোগ বিঃ। উরু+ঈয়স্ অত্যর্থে। বি; পুং।

বরুড়—অন্ত্যজ জাতি বিঃ। বৃ+উড়ন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বরুণ—১। জলাধিপ, প্রচেতা পশ্চিমদিক্-পাল। বৃ+উনন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। ২। সূর্য; সমুদ্র; তিক্তশাক-বৃক্ষ বিঃ; দ্বীপ বিঃ। বি; পুং। ৩। জল। বৃ+উনন্ কর্ম। বি; ক্লী।

বরুণ-বাণ—প্রাচীনকালে যে বাণ ছুড়িলে চারিদিক্ জলে ভাসিয়া যাইত। বরুণাধিষ্ঠিত বাণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বরুণানী—বরুণের পত্নী। বরুণ+আনীপ্ (পত্নী অর্থে)। বি; স্ত্রী।

বরেণ্য—বরণীয়; প্রধান; উৎকৃষ্ট; প্রার্থনীয়। বৃ+এণ্য কর্ম। বিণ।

বরেন্দ্র—১। ইন্দ্র; রাজা। বর (শ্রেষ্ঠ) ইন্দ্র, কর্মধা। বি; পুং। ২। প্রাচীন গৌড়-দেশ, উত্তরবঙ্গ। বি।

বরেন্দ্রী—গৌড়দেশের রাজধানী; প্রাচীন গৌড়। বরেন্দ্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বর্কর(র্ব্ব)—১। ছাগল; যুবা পশু; মেষ-শাবক। বৃক্ (গ্রহণ করা)+অর কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -রী। ২। ক্রীড়া, পরিহাস। বৃক্+অরন্ ভাব। বি; ক্লী।

বর্গ-১। দল, স্বজাতীয়সমূহ; শ্রেণী; বর্ণমালার স্পর্শবর্ণসমূহের উচ্চারণ-স্থান ভেদ-সূচক শ্রেণী (যেমন—কবর্গ, চবর্গ ইঃ); মনুষ্যবর্গ; পশুবর্গ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; পক্ষ; (গণিত) সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফল; কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে যাহা হয় তাহা [যেমন, ৭এর বর্গ=৭×৭=৪৯, square]। বৃজ্ (বর্জন করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। বর্জন, ত্যাগ। বৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বর্গক্ষেত্র-যে ভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরস্পর সমান, square. বর্গজনক ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বর্গফল—(গণিত) সমান সংখ্যাদ্বয়ের গুণ-ফল, square]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বর্গমূল—সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফলের গুণ্য

এবং গুণক প্রত্যেক অঙ্ক, square root. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বর্গি, বর্গী—দেশলুণ্ঠক ডাকাত ধরনের মহারাষ্ট্রজাতীয় সৈন্য ; মারাঠী। <ফা 'বার্গীর'। বি। **বর্গীর হাঙ্গামা**—অশ্বারোহী মারাঠা সৈন্য কর্তৃক বাংলাদেশে ব্যাপক লুঠতরাজ।

বর্গিরাজ—শিবাজী ("স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজ হইল ক্রোধিত"—ভারত)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বর্গীয়, বর্গ্য—বর্গসম্বন্ধীয়। বর্গ+ঈয়, যৎ সম্বন্ধার্থে, স্থিতার্থে। বিণ।

বর্গোত্তম—(জ্যোতিষ) ত্রিংশদংশকাত্মক রাশির নবাংশ বিঃ। বর্গমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বি ; পুং। [বি।

বর্চা, বর্ছা—শড়কি, বর্শা। প্রা কপ্র।

বর্জ(র্জ্জ)ন—ত্যাগ, পরিহার ; রহিতকরণ ; হিংসা, বধ। বৃজ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বর্জ(র্জ্জ)নীয়—বর্জনের যোগ্য, ত্যাজ্য ; মারণীয়। বৃজ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বর্জাইস—ছাপার একপ্রকার ছোট অক্ষর। <ইং 'bourgeois'. বি।

বর্জি(র্জ্জি)ত—পরিত্যক্ত, নিরাকৃত, রহিত ; বিহীন ; হত। বৃজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ণ—১। ব্রাহ্মণাদি জাতি। বর্ণ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং। ২। সাদা লাল প্রঃ রং ; হাতির পিঠের চিত্রবিচিত্র কম্বল প্রঃ ; স্তব ; প্রশংসা ; ব্রত ; গুণ ; কীর্তি ; বর্ণনা ; রূপ ; নাট্যাবেশ ; সৌন্দর্য ; অঙ্গরাগ ; উৎকর্ষ ; প্রসিদ্ধি, খ্যাতি, যশঃ ; গুণকীর্তন ; গীতক্রম ; সুবর্ণ ; অ আ ক খ প্রঃ অক্ষর ; মৃদঙ্গের ধা দিৎ প্রঃ বাণী ; বিলেপন ; ভেদ ; প্রশস্তি, অষ্টবিধ মৈথুনাভাব রূপ ব্রত ; জাতি ; আকৃতি ; কষ্টিপাথরের স্বর্ণরেখা। বর্ণ্+ঘঞ্ করণ, ভাব, কর্ম। বি ; পুং বা ক্লী। ৩। কুঙ্কুম। বর্ণ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

বর্ণক—১। অঙ্গরাগ ; বিলেপন-দ্রব্য, গাত্রানুলেপনী ; চন্দন ; যে দ্রব্য দ্বারা কাচ বা মাটির পাত্রকে চকচকে করা হয় তাহা ; হরিতাল। বর্ণ্+ঘঞ্ করণ+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। ২। স্তুতিপাঠক, গুণকীর্তনকারী। বর্ণ্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। ভূষণ ; ব্যাখ্যান-গ্রন্থ বিঃ। বর্ণ্+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বর্ণচোরা—যাহার প্রকৃত বা উপযুক্ত বর্ণ লক্ষিত হয় না এরূপ ; যাহার বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝা যায় না এমন। বর্ণ (স্বাভাবিক রং, স্বরূপ) চুরি (গোপন) করে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ। **বর্ণচোরা আম**—যে আম পাকিলেও বাহিরে কাঁচার মত দেখা দেয় এমন ; যাহার আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি বুঝা যায় না এমন লোক।

বর্ণজ্ঞান—অক্ষরপরিচয়, অক্ষর চেনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বর্ণজ্ঞানশূন্য, -হীন—অক্ষরপরিচয়বিহীন, যে অক্ষর পর্যন্ত চেনে না এমন ; মূর্খ। বর্ণজ্ঞান দ্বারা শূন্য, হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

বর্ণজ্যেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ। বর্ণ (ব্রাহ্মণাদিজাতি) মধ্যে জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ বা শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণতুলি, -তুলী—কলম, লেখনী। বর্ণকারিণী তুলি, তুলী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বর্ণদূত—লিপি, লিখিত পত্রাদি। বর্ণ (বর্ণমালার অক্ষর ইঃ >-কৃত দূত (সংবাদবাহক), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বর্ণধর্ম(র্ম্ম)—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রঃর করণীয় কাজ। বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি জাতির) ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণন, বর্ণনা—গুণকথন ; বিবরণ ; রঞ্জন ; বর্ণবিন্যাস ; ব্যাখ্যা ; প্রশস্তি, স্তুতি। বর্ণ্ (স্তব করা)+অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাব +আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

বর্ণনাতীত—যাহা ভাষার প্রকাশ করা যায় না এমন, অবর্ণনীয় ; যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না এমন। বর্ণনাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

বর্ণনীয়—বর্ণনযোগ্য। বর্ণ্+অনীয় কর্ম। বিণ। [বি ; পুং।

বর্ণ-পরিচয়—অক্ষরের জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ।

বর্ণবিশ্লেষণ—প্রত্যেক শব্দের সংঘটক অক্ষর সকলের পর পর পৃথক্‌ভাবে বিন্যাস (যেমন, বাক্য=ব্+আ+ক্+য্+অ) ; বিভিন্ন রঙের পার্থক্য নির্দেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বর্ণমাতা (-মাতৃ)—কলম, লেখনী। বর্ণের (অক্ষরের) মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বর্ণমাতৃকা—সরস্বতী, বাগ্দেবী। বর্ণের (অক্ষরের) মাতৃকা (স্বগায় মাতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বর্ণমালা—কোন ভাষার অক্ষর সকল, alphabet ; জাতিসমূহ। বর্ণের মালা (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বর্ণশ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ। বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

বর্ণসংক(ঙ্ক)র—মিশ্রজাতি ; এক জাতীয় পুরুষ ও অন্যজাতীয় স্ত্রীর সহবাসে উৎপন্ন জাতি ; ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোমজ বা প্রতিলোমজাত বর্ণ। বর্ণের (জাতির) সংকর (মিশ্রণ) যাহাতে, বহু ; অথবা, বর্ণে সংকর, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণানুক্রম—অক্ষরপরম্পরা ; অ আ ই প্রঃ পরপর অক্ষরের ধারা। বর্ণের অনুক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণানুক্রমিক—পর পর অক্ষরে সাজান ; অক্ষরপরম্পরায় সজ্জিত বা লিখিত। বর্ণানুক্রম+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

বর্ণানো—বর্ণনা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বর্ণান্ধ—রঙের পার্থক্য যে বুঝিতে পারে না এমন, কতিপয় নির্দিষ্ট বর্ণের নির্ণয়ে অসমর্থ, colour blind. বর্ণে অন্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।

বর্ণালী—ত্রিপার্শ্ব কাচের ভিতর দিয়া আলোক নির্গত হইলে যে সপ্তবর্ণের সমাবেশ দেখা যায় তাহা, spectrum. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বর্ণাশ্রম—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইঃ বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ইঃ আশ্রম। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

বর্ণাশ্রমধর্ম(র্ম্ম)—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের শাস্ত্রোক্ত কর্তব্য। বর্ণ ও আশ্রম, দ্বন্দ্ব ; তাহাদের ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বর্ণিক—লেখক, লিপিকর। বর্ণ (অক্ষর)+ইক করে অর্থে। বি ; পুং।

বর্ণিত—বিবৃত ; প্রশংসিত, স্তুত ; ব্যাখ্যাত ; রঞ্জিত ; রূপান্তর-প্রাপিত। বর্ণ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ণিনী—নারী, স্ত্রী ; লেখিকা ; চিত্রকারী ; সুন্দরী ; ব্রহ্মচারিণী ; হরিদ্রা। বর্ণিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ণী (বর্ণিন্)—চিত্রকর ; ব্রহ্মচারী ; বিপ্রাদিজাতি ; লেখক। বর্ণ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

বর্ণ্য—বর্ণনীয়, বর্ণনযোগ্য। বর্ণ্+যৎ কর্মবা। বিণ।

বর্ত(র্ত্ত)ক—১। পাখি বিঃ, তারই পাখি ; ঘোড়ার খুর। বি ; পুং। ২। লৌহ বিঃ। বৃত্+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বর্ত(র্ত্ত)ন—১। বৃত্তি, জীবিকা ; বেতন। বৃত্+অনট্ করণ। ২। স্থিতি, অবস্থিতি। বৃত্+অনট্ ভাব। ৩। স্থাপন ; পেষণ ; নিয়োগ। বৃত্+ণিচ্ (=বর্তি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৪। বর্তুল। বৃত্+অন কর্তৃ। ৫। বৃত্তিযুক্ত ; বর্তমান ; স্থিতিশীল। বিণ। ৬। তকুর্পিণ্ড, তুলার পাঁইজ। বি ; ক্লী। ৭। বামন ; বামস। বৃত্+অন কর্তৃ। বি ; পুং। ৮। লোটা ; ঘটি, পিতলের বাসন। হি। ৯। পেষণ-করা বস্তু, পিষ্টদ্রব্য। প্রা কপ্র। বি।

বর্ত(র্ত্ত)নী—১। পথ। বৃত্+অনট্ অধি +ঈপ্। ২। তুলার পাঁজ। বৃত্+ণিচ্ (ঘূর্ণিত করা)+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ত(র্ত্ত)মান—১। বিদ্যমান, উপস্থিত, যাহা চলিতেছে এমন ; এখনকার ; জীবিত ; সাক্ষাৎ ; স্থিতিশীল। বিণ। ২। যে কাল

চলিতেছে, প্রারব্ধ ও অসমাপ্ত কাল। বৃত্‌+শানচ্‌ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

বর্ত্তা, বর্ত্তানো—১। বাঁচা; কৃতার্থ হওয়া; জুড়ানো; জোগ্য হওয়া; উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কারণে প্রাপ্য হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। অবস্থান করা, বর্ত্তমান থাকা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বর্তি(র্ত্তি), বর্তি(র্ত্তি)কা, বর্তী(র্ত্তী)—প্রদীপ; দীপের শলিতা, প্রদীপের দশা; বাতি; তুলি; পক্ষিণী বিঃ; বর্ণোপরি লেপ বিঃ; বার্নিশ। বৃত্‌+ই কর্ত্তৃ; ৩য় পক্ষে ঈপ্‌; ২য় পক্ষে কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বর্তি(র্ত্তি)ক—পাখি বিঃ, ভারুই পাখি। বৃত্‌+তিকন্‌ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

বর্তি(র্ত্তি)কা—'বর্তি' ও 'বর্তিক' দ্রঃ।

বর্তি(র্ত্তি)ত—সম্পাদিত, কৃত; সম্পন্ন। বৃত্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্তি(র্ত্তি)তব্য—থাকিবার মত, স্থাতব্য, স্থিতিশীল। বৃত্‌+তব্য কর্ত্তৃ অথবা অধি। বিণ।

বর্তি(র্ত্তি)ষ্ণু—বর্তনশীল, স্থিতিশীল। বৃত্‌+ইষ্ণু কর্ত্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

বর্তী (-র্তিন্‌), **বর্ত্তী** (-র্ত্তিন্‌)—স্থিতিশীল। বৃত্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বর্তিনী**।

বর্তুক—থাকুক; জীবিত থাকুক; সুখী হউক। প্রা কপ্র। ক্রি।

বর্তু(র্ত্তু)ল—১। গোলাকার, বৃত্ত; স্থূল। বিণ। ২। বঁটুলা কলাই। বি; পুং। ৩। গোলাকার পদার্থ, sphere; বাঁটুল। বৃত্‌+উলচ্‌ কর্ত্তৃ। বি; স্ত্রী।

বর্তু(র্ত্তু)লা—১। টেকোর বাঁটুল। বি; স্ত্রী। ২। গোলাকারা। বর্তুল+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বর্ত্ম (বর্ত্মন্‌)—রাস্তা, পন্থা, পথ; আচার; নেত্রচ্ছদ, চক্ষুর পাতা। বৃত্‌ (থাকা)+মনিন্‌ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

বর্ধ(র্দ্ধ)—১। বৃদ্ধি, বর্ধন; পূরণ। বৃধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। ছেদন। বর্ধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ৩। বামনহাটির গাছ; সীসক, সীস। বর্ধ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

বর্ধ(র্দ্ধ)ক—১। বৃদ্ধিকারক; পূরক। বৃধ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্ত্তৃ। ২। ছেদক, ছেদনকারী। বর্ধ্‌+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বর্ধিকা**।

বর্ধ(র্দ্ধ)কি—ছুতার, সূত্রধর, বাড়ই। বর্ধ-কম্‌+ডি কর্ত্তৃ। বি; পুং।

বর্ধ(র্দ্ধ)কী (-কিন্‌)—ছুতার, সূত্রধর। বর্ধক+ইন্‌ জাতার্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-কিনী**।

বর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। বৃদ্ধি, উন্নতি। বৃধ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। বাড়ানো; পূরণ। বৃধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। ৩। ছেদন। বর্ধ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—বর্ধক (৩য় অর্থে), বর্ধমান, বর্ধিষ্ণু (১ম অর্থে), বর্ধিত (২য় অর্থে)। ৪। বৃদ্ধিকারক। বৃধ্‌+ণিচ্‌+অন কর্ত্তৃ অথবা অনট্‌ করণ। বিণ। স্ত্রী, -না, -নী। ৫। বঙ্গদেশীয় কায়স্থের পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

বর্ধ(র্দ্ধ)মান—১। যাহা বাড়িতেছে এমন, বৃদ্ধিশীল। বৃধ্‌ (বৃদ্ধি পাওয়া)+শানচ্‌ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। পশ্চিম-বঙ্গের একটি বিভাগ, জেলা ও নগর বিঃ; পণ্ডিত বিঃ; ধনীদিগের গৃহ বিঃ; পণ্ড বিঃ; জিন বিঃ; এরণ্ডবৃক্ষ; বিষ্ণু। বি; পুং।

বর্ধা(র্দ্ধা)পন—নাড়ীচ্ছেদন সংস্কার বিঃ; জয়ন্তী, শুভকামনায় অনুষ্ঠিত উৎসব; জন্মদিনের উৎসব। ণিজন্ত বর্ধ—বর্ধাপি (ছেদন করানো)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

বর্ধি(র্দ্ধি)ত—১। যাহা বাড়ানো হইয়াছে এমন, বৃদ্ধিপ্রাপিত, পোষিত, বাড়ানো; পূরিত। বৃধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। ২। ছেদিত, ছিন্ন। বর্ধ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ধি(র্দ্ধি)ষ্ণু—যাহা বাড়িয়া উঠিতেছে এমন, বৃদ্ধিযুক্ত। বৃধ্‌+ইষ্ণু কর্ত্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

বর্ব(র্ব্ব)ট—কলাই বিঃ, বর্বটী কলাই। বর্ব+অটন্‌ কর্ত্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

বর্ব(র্ব্ব)টী—১। বেশ্যা, বারাঙ্গনা। বর্ব্‌+অনট্‌ কর্ত্তৃ+ঈপ্‌। ২। কলায় বিঃ। বর্বট+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বর্ব(র্ব্ব)র—১। মূর্খ; অসভ্য; নীচ, পামর; বদমাশ; বাউরি। বর্ব্‌+অরন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। পীত চন্দন; হিঙ্গুল। বি; ক্লী। ৩। বাবরি চুল; বাবুই তুলসী। বাংপ্র। বি।

বর্ব(র্ব্ব)রতা—অসভ্যতা; নীচতা; মূর্খত্ব। বর্বর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বর্ম (বর্মন্‌), **বর্ম্ম** (বর্ম্মন্‌)—সাঁজোয়া, কবচ, তনুত্রাণ, armour. বৃ (আবরণ করা)+মনিন্‌ করণ। বি; ক্লী।

বর্ম(র্ম্ম)হর—১। কবচধারী। বিণ। ২। তরুণ যুবক। উপতৎ; বর্মন্‌—হৃ+অচ্‌ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

বর্মি(র্ম্মি)ত, বর্মী (বর্মিন্‌), **বর্ম্মী** (বর্ম্মিন্‌)—বর্মযুক্ত, কবচধারী, সাঁজোয়া-পরা। বর্মন্‌+ইতচ্‌, ইন আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বর্মিতা, বর্মিণী**।

বর্মী—বর্মার বা ব্রহ্মদেশের লোক বা ভাষা; ব্রহ্মদেশসম্বন্ধীয়। বর্মা+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বর্শা—বল্লম, সড়কি। <বড়িশ। বি।

বর্ষ—১। বৎসর। বৃষ্‌+অচ্‌ অধি। ২। বৃষ্টি। বৃষ্‌+অচ্‌ ভাব। বি; ক্লী। ৩। মেঘ। বৃষ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃ। বি; পুং। ৪। জম্বুদ্বীপ [জম্বুদ্বীপের নয় অংশ—কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব, কিম্পুরুষ ও ভারত]। বৃষ্‌+অচ্‌ অধি। বি; পুং বা ক্লী।

বর্ষকাল—একবৎসর সময়। বর্ষপরিমিত কাল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বর্ষজীবী (-বিন্‌)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহা মাত্র এক বৎসর জীবিত থাকে এরূপ, annual. উপতৎ; বর্ষ—জীব্‌+ণিন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ।

বর্ষণ—বৃষ্টি; উপর হইতে ছড়াইয়া দেওয়া। বৃষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

বর্ষণবিধৌত—বৃষ্টির জলে ধোওয়া। বর্ষণধারা বিধৌত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বর্ষণস্নাত—যে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

বর্ষণোন্মুখ—বর্ষণ করিতে অথবা ধারাকারে পতিত হইতে উদ্যত; যাহা এখনই বর্ষণ করিবে এমন। বর্ষণে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী।

বর্ষপর্ব(র্ব্ব)ত—হেমকূটাদি সপ্ত পর্বত (হিমবান্‌, হেমকূট, নিষধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী, শৃঙ্গী)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষবৃদ্ধি—১। জন্মতিথি। বর্ষের বৃদ্ধি যাহাতে, বহু। ২। বয়োবৃদ্ধি; প্রচুর বৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বর্ষমাণ—যে বর্ষণ করে এরূপ। বৃষ্‌+চানশ্‌ কর্ত্তৃ। কপ্র। বিণ।

বর্ষমান—বৃষ্টির জল পরিমাণ করিবার যন্ত্র। বর্ষের মান যদ্দারা, বহু। বি; ক্লী।

বর্ষশতী—একশত বৎসর বয়স্ক। বর্ষের শত, ৬ষ্ঠীতৎ+ঈ যুক্তার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বর্ষা—১। শ্রাবণ-ভাদ্রমাস, প্রাবৃট্‌কাল। বর্ষ+অচ্‌ আছে অর্থে+আপ্‌। ২। বৃষ্টিপাত। বাংপ্র। বি। ৩। বর্ষণ করা। কপ্র। ক্রি।

বর্ষাকাল—বারিপাতের সময়, আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস। কর্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষাগম—বর্ষাকালের আরম্ভ। বর্ষার আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বর্ষাঘোষ—ব্যাঙ, ভেক। বর্ষাতে ঘোষ যাহার, বহু; অথবা, উপতৎ; বর্ষা—ঘুষ্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

বর্ষাঙ্গ—মাস। বর্ষের (বৎসরের) অঙ্গ (অবয়ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বর্ষাতি—বৃষ্টি হইতে শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহৃত আবরণ, ওয়াটারপ্রুফ। বাংপ্র। বি।

বর্ষাতী—বর্ষাকালে উৎপন্ন ('— মুলো') বাংপ্র। বিণ।

বর্ষাত্যয়, বর্ষাবসান—শরৎকাল। বর্ষার অত্যয় (নাশ), অবসান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

বর্ষানো—বর্ষণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [ওয়াতৎ। বিণ।

বর্ষাস্নাত—বর্ষণস্নাত, বর্ষার জলে ভিজা।

বর্ষিত—ধারাকারে প্রবাহিত; বর্ষার জল পাইয়াছে এমন। বৃষ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ষিষ্ঠ, বর্ষীয়ান্ (-য়স্)—সর্বজ্যেষ্ঠ, অতিশয় বৃদ্ধ। বৃদ্ধ + ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে (বৃদ্ধ-স্থানে বর্ষ)। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ঠা, -য়সী**।

বর্ষী (বর্ষিন্), **বর্ষুক**—বর্ষণশীল, বর্ষণকারী। বৃষ্ + ণিন্, উকঞ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বর্ষিণী, বর্ষুকা**।

বর্ষীয় -(বয়স বাচক সংখ্যার পর) বয়োযুক্ত। বর্ষ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বর্ষীয়সী—অতিশয় বৃদ্ধা, সর্বজ্যেষ্ঠা। বর্ষীয়স্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বর্ষীয়ান্—'বর্ষিষ্ঠ' দ্রঃ।

বর্ষুক –'বর্ষী' দ্রঃ।

বর্ষোপল—মেঘজাত শিলা, করকা। বর্ষের (বৃষ্টির) উপল (প্রস্তর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বর্হ—১। ময়ূরপুচ্ছ; গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ। বি; ক্লী। ২। পত্র; সঙ্গী, অনুচর। বৃহ্ বা বর্হ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। [ক্লী।

বর্হণ পত্র, পাতা। বৃহ্ + অন কর্তৃ। বি;

বর্হা—ময়ূরপুচ্ছ। বর্হ + আপ্। বি; স্ত্রী।

বর্হি—অগ্নি। বৃহ্ + ই কর্তৃ, অথবা, বর্হ্ + কি কর্তৃ। বি; পুং।

বর্হিঃ (বর্হিস্) ১। অগ্নি। বর্হ্ + ইস্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। দীপ্তি। বর্হ্ + ইস্ ভাব। ৩। যজ্ঞ; কুশ। বর্হ্ + ইস্ অধি। বি; পুং বা ক্লী। ৪। গ্রন্থিপর্ণ। বর্হ্ + ইস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বর্হিণ, বর্হী (-হিন্)—ময়ূর, শিখী; বর্হবিশিষ্ট। বর্হ (ময়ূরপুচ্ছ) + ইনন্, ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বর্হির্মুখ—দেবতা। বর্হিঃ (অগ্নি) মুখ যাঁহাদের, বহু। বি; পুং।

বর্হী –'বর্হিণ' দ্রঃ।

বল—১। শক্তি, সামর্থ্য; সার; ভার; স্থূলত্ব; দৃঢ়তা। বল্ + অচ্ ভাব। ২। বলবান্। বল্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। খেলিবার ভাঁটা, কন্দুক। <ইং 'ball'. বি। ৪। বলরাম; অনন্ত; দৈত্য বিঃ, কাক; বরুণবৃক্ষ। বি; পুং। ৫। রূপ; দেহ, বপু; শুক্র; রক্ত; মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ আটবিক—এই ছয়প্রকার সৈন্য; দাবা খেলার মন্ত্রী গজ নৌকা ঘোড়া। বি; ক্লী। ৬। বাহু। বাংপ্র। বি।

বলক—দুগ্ধ জল প্রঃর উচ্ছলন, অগ্নিতাপে জলাদির স্ফীতি। বাংপ্র। বি।

বলকর—শক্তিজনক। উপতৎ; বল—কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

বলকা—বলকযুক্ত, উচ্ছলিত, অগ্নিতাপে স্ফীত ('— দুধ')। বাংপ্র। বিণ।

বলকারক—শক্তিজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

বলক্ষয়—শক্তিক্ষয়; সৈন্যনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বলদা—১। দামড়া, ছিন্নমুষ্ক ষাঁড়; ভারবাহী গরু। বলদ + আ স্বার্থে। বি। ২। শক্তিদায়িনী। বলদ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বলদৃপ্ত—শক্তির গর্বে গর্বিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বলদে—বলদের পিঠে ধান প্রঃ বহন করাইয়া বিক্রয়কারী। বলদ + এ নিযুক্তার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বলদেব—১। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলরাম। বলই (বলরামই) দেব (দেবতা), কর্মধা। ২। বায়ু। বলযুক্ত দেব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বলন বৃদ্ধি; কথন; গঠন; স্থূলতা। বাংপ্র। বি।

বলনাচ—উৎসবাদিতে সাহেব ও মেমের পরস্পর বাহু ধরাধরি করিয়া নৃত্য, ball-dance. মধ্যপ কর্মধা। ইং-মূ। বি।

বলনি, -নী—গঠন; স্থূলত্ব; গোলত্ব। প্রা কপ্র। বি।

বলপূর্ব(র্ব্ব)ক—জোর করিয়া। বল পূর্বে যাহাতে, বহু + ক সমাসান্ত। ক্রি-বিণ।

বলপ্রয়োগ—জোর করা; জোর খাটানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বলবৎ—কার্যকর; প্রচলিত, বহাল; প্রবল; শক্তিশালী। বল + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। [বি; স্ত্রী।

বলবত্তা—অতিশয় বল। বলবৎ + তা ভাবে।

বলবন্ত—শক্তিশালী। বল + বন্ত আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

বলবর্ধ(র্দ্ধ)ক—যাহা দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি হয় এমন, শক্তিজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ধিকা**।

বলবর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। শক্তিবর্ধক। বিণ। স্ত্রী, **-না, -নী**। ২। জোর বাড়ানো, শক্তির বৃদ্ধিসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বলবান্ (-বৎ)—শক্তিমান্, বলবিশিষ্ট; প্রবল। বল + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

বলবিদ্যা—বল এবং তাহার ক্রিয়াদিজ্ঞাপক শাস্ত্র, mechanics. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বলবিন্যাস—সৈনিকদিগকে শ্রেণীবদ্ধকরণ, ব্যূহরচনা। বলের বিন্যাস (স্থাপন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বলভদ্র—১। বলরাম; অনন্ত; লোধ্র; বলবান্ ব্যক্তি। বলে (শক্তিতে) ভদ্র (সৌম্য), ৭মীতৎ। ২। অষ্টদলপদ্ম যোগ বিঃ। বলে ভদ্র (কল্যাণ) যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

বলভি, বলভী—১। গৃহের কাঠামো; গৃহচূড়া; ছাদের উপরকার ঘর; ছাদ; চাল ও ছাদের পাড়; গেট। বল্ (আচ্ছাদন করা) + অভি কর্তৃ, পক্ষে + ঙীপ্। বি; স্ত্রী। ২। দাক্ষিণাত্যের রাজ্য বিঃ (ভট্টিকাব্যের কবির ভণিতায় ইহার নাম দেখা যায়)। বি।

বলয়—১। বালা, করভূষণ; মণ্ডল। বল্ + কয়ন্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। বেষ্টন। বল্ + কয়ন্ ভাব। বি; ক্লী।

বলয়গ্রাস (জ্যোতিষ)—সূর্যের গ্রহণ বিঃ; সূর্যগ্রহণের সময় যদি চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্বের মধ্যস্থল আবৃত করিলেও উহাকে সম্পূর্ণ আবৃত করিতে না পারায় উহার চতুর্দিকে বলয়ের আকৃতিযুক্ত একটি উজ্জ্বল রেখা থাকে তবে সেইরূপ গ্রহণ, annular eclipse. বলয়াকৃতি গ্রাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বলয়ঝংকৃ(ঙ্কৃ)ত—১। বালার ঝনঝন শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। বালার ঝনঝন শব্দে শব্দিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বলয়িত—ঘেরা; বেষ্টিত, পরিবৃত; বলয়াকার; বলয় দ্বারা বেষ্টিত। বলয় + ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

বলরাম, বলল—বলদেব, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বলঘাতক রাম বা বলাখ্য রাম, মধ্যপ কর্মধা; বা, বল—রম্ + ঘঞ্ অধি; বল—লা + ক কর্তৃ। বি; পুং।

বলরিপু ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বললি—১। গঠন, থাকে থাকে ভাগ। বি। ২। কহিলি। প্রা কপ্র। ক্রি।

বলশালী (-শালিন্)—বলবান্, বলিষ্ঠ। উপতৎ; বল—শাল্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**। বি, **-শালিতা**।

বলশেভিক—রুশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী মজদুর বা কৃষকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের সমর্থক; সাম্যবাদী। <ইং 'Bolshevic'. (<Bolsheviki—সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল)। বি বা বিণ।

বলসামান্তরিক (পদার্থবিদ্যা) চারিটি বিন্দু হইতে চারিটি বল ক্রিয়া করিতে থাকিলে তাহাদের রেখা দ্বারা গঠিত সামান্তরিক, parallelogram of forces. বলের সামান্তরিক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বলহীন—দুর্বল; যাহার সৈন্য নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

বলা—১। কওয়া, কথন; বিচার করিয়া দেখা; সম্মতি দেওয়া; উল্লেখ করা; বৃদ্ধি পাওয়া; গুটিকাকার করা; বিছানা সুতা পাটি প্রঃ গুটানো; বৃদ্ধি পাওয়া, কাঁপা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। অতিবলা

বিঃ [বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের সময় শ্রীরামচন্দ্রকে এই বিদ্যা প্রদান করেন]; বেড়েলা। বি ; স্ত্রী। ৩। বলবতী। বল+অচ্ কর্ত্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বলাই—বলরাম (কানাইয়ের অনুকরণে গঠিত)। বাংপ্র। বি।

বলাক—বকজাতি বিঃ, ক্ষুদ্রবক, কোঁচবক। বল্+আকন্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

বলাকহা, -কওয়া—কথোপকথন ; বুঝানো। বাংপ্র। বি।

বলাকা—ক্ষুদ্রজাতীয় বকশ্রেণী ; কামুকী স্ত্রী। বল্+আকন্ কর্ত্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বলাকিনী—বকশ্রেণী, বকপাঁতি। প্রা কপ্র। বি।

বলাৎ-জোর করিয়া, বলপূর্বক ; হঠাৎ। বল (শক্তি)—অত্ (গমন করা)+ক্বিপ্ করণ। অ।

বলাৎকার—বলপ্রয়োগ ("মম বিদ্যমানে করিবে বলাৎকার"—কাশী); বলপূর্বক সতীত্বনাশ ; দণ্ডদান। বলাৎ-কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বলাৎকৃত—বলপূর্বক ধর্ষিত ; বলপ্রয়োগে অভিভূত। বলাৎ-কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বলাধান—১। শক্তিসঞ্চার। বলের আধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। শক্তিসঞ্চারকারী, শক্তিজনক। বলের আধান যাহা দ্বারা, বহু। বিণ।

বলাধিক্য—শক্তির প্রাচুর্য ; অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তি। বলের আধিক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বলাধীন—১। শক্তির বশ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শক্তিশালী। বাংপ্র। বিণ।

বলাধ্যক্ষ—সেনাপতি। বলের (সেনার) অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলানুজ—শ্রীকৃষ্ণ। বলের (বলরামের) অনুজ (ছোট ভাই), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলানো—বাড়ানো ; উদ্বৃত্ত করা ; বলা ক্রিয়া করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বলান্বিত—শক্তিশালী ; সৈন্যযুক্ত। বলদ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বলাবল—ক্ষমতা এবং অক্ষমতার পরিমাণ। বল এবং অবল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

বলাবলি—অনেকে একত্র হইয়া পরস্পরকে বলা ; পরস্পরকে বলা। ব্যতীহার বহু। বি।

বলি—১। দৈত্য বিঃ। বল্+ই কর্ত্তৃ। ২। রাজস্ব, কর ; পূজার সামগ্রী ; পূজা ; দশবিধ পূজোপহার ; দেবপূজায় বধ্য প্রাণিসমূহ (মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শজারু, শশক, কচ্ছপ, গণ্ডার); ভূতযজ্ঞ, জীবগণকে খাদ্যদান ; আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, immolation. বল্+ই কর্ম, ভাব। ৩। চামরদণ্ড। বল্+ই করণ। বি ; পুং। ৪। বলিয়া, জন্য। কপ্র। অ। ৫। কহি। বাংপ্র। ক্রি। ৬। মাকড়ি বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

বলি, বলী—শরীরের ভাঁজযুক্ত চামড়া, বার্ধক্যহেতু শিথিল চর্ম ; শরীরমধ্যরেখা ; গুহ্যদ্বারের ভিতরকার মাংসপিণ্ড ; ভঙ্গী ; গৃহদারু বিঃ ; ছাঁচ। বল্+ই কর্ত্তৃ ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বলিক—'বলীক' দ্রঃ।

বলিত—১। বলিযুক্ত, শিথিল চর্মযুক্ত ; লোল, শিথিল। বলি (শ্লথচর্ম)+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ। ২। কহিত। বাংপ্র। ক্রি।

বলিদান—দেবতার উদ্দেশে বিধিপূর্বক পশুবধ ; দেবতার উদ্দেশে পূজার উপহার দান ; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ বা উৎসর্গ করণ ; দৈত্যরাজ বলির দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বলিন—বলিযুক্ত, বার্ধক্যহেতু যাহার চামড়া ঢিলা হইয়াছে এমন। বলি+ন আছে অর্থে। বিণ।

বলিনন্দন—বাণাসুর, বাণরাজ [বলির চারি পুত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে 'বলিনন্দন' শব্দে কেবল বাণাসুরকেই বুঝায়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বলিভুক্ (-ভুজ্)—কাক, বায়স ; পায়রা ; চটক। উপতৎ ; বলি (উৎসর্গ করা খাদ্যাংশ)—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

বলিয়া, বলে—১। জন্য ; শীঘ্রসমাপ্তি-সম্ভাবনা সূচক হেতু। অ। ২। কহিয়া ; ফুলিয়া, বাড়িয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

বলিয়ে—যে ভালভাবে বলিতে পারে এমন, সুবক্তা। বল্+ইয়ে কর্ত্তৃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বলিষ্ঠ—১। অতিশয় বলবান্। বিণ। ২। উষ্ট্র। বলবৎ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে (বৎ এর লোপ)। বি ; পুং।

বলিহারি—১। চমৎকার, অদ্ভুত, আশ্চর্য ; মোহিত। বিণ। ২। বাহবা, বেশ, চমৎকার ; অপূর্ব। 'বলিতে হারি' (অর্থাৎ বলিতে অপারক হই) কথার সংক্ষেপ। অ। **বলিহারি যাই**—এত চমৎকার যে ভাষায় ইহার চমৎকারিত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

বলী (বলিন্)—১। বলবান্। বিণ। স্ত্রী—**বলিনী**। ২। বলরাম ; উষ্ট্র ; মহিষ ; বৃষভ ; শূকর। বল+ইন্ আছে অর্থে। বি, পুং।

বলী—'বলি' দ্রঃ।

বলীন্দ্র—অতিশয় বলবান্। বলীদের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বিণ।

বলীবর্দ(র্দ্দ)—ষাঁড়, বলদ। বল—বৃধ্+অচ্ কর্ত্তৃ (অ-স্থানে ঈ, ধ-স্থানে দ)। বি ; পুং।

বলীয়ান্ (-য়স্)—অত্যন্ত বলশালী। বলবৎ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

বলে—'বলিয়া' দ্রঃ।

বল্ক, বল্কল—গাছের ছাল, বৃক্ষত্বক্ ; মাছের আঁইস, শল্ক। বল্+ক কর্ত্তৃ, বল্+কল কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী, পুং বা ক্লী।

বল্গা—১। লাগাম, রশ্মি, মুখরজ্জু। বল্গ্+ঘঞ্ করণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। নাচা, নৃত্য করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বল্গাহরিণ—উত্তরমেরু বা সুমেরু অঞ্চলের একজাতীয় হরিণ (ইহাদের মুখে লাগাম দিয়া গাড়ি টানানো হয়), reindeer. বল্গাযুক্ত হরিণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বল্মিক, বল্মিকি, বল্মীক, বল্মীকি—১। উইয়ের ঢিপি। বল+ইক, ইকি, ঈক, ঈকি কর্ত্তৃ (ম-আগম)। বি ; (প্রথম তিনটি), পুং বা ক্লী, (চতুর্থটি) পুং। ২। বাল্মীকি মুনি। বল্+ইক, ইকি, ঈক, ঈকি কর্ম (ম-আগম)। বি ; পুং।

বল্য—১। প্রধান ধাতু, শুক্র। বি ; ক্লী। ২। বলকারক। বিণ। ৩। বৌদ্ধভিক্ষুক। বল+যৎ হিতার্থে। বি ; পুং।

বল্লকী—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, বীণা। বল্ল্+অক (ক্বুন্) কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বল্লব—১। রন্ধনকারী। বিণ। ২। সূপকার ; ভীমসেন [বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসকালে ইনি এই নামে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন]; গোপ। বল্ল—বা+ক কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

বল্লবী—গোপী। বল্লব+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বল্লভ—১। প্রণয়ী ; দয়িত, প্রিয় ; অধ্যক্ষ ; পতি। বিণ। ২। ভালো জাতের ঘোড়া ; নায়ক ; পতি, স্বামী। বল্ল্+অভচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

বল্লভা—১। প্রিয়া, স্ত্রী, দয়িতা, প্রণয়িনী। বি ; স্ত্রী। ২। প্রিয়া। বল্লভ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বল্লম—ভল্ল, শূল, বর্শা ইঃ। বাংপ্র। বি।

বল্লরি, বল্লরী—মঞ্জরী ; ব্রততী, লতা ; চিত্রমূল। বল্ল্—ঋ+ই কর্ত্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বল্লালী—বল্লালসেনের প্রবর্তিত কৌলীন্য ("কি বুঝিবি কত জ্বালা বল্লালী অনলে"—মানকুমারী); বল্লালসেন-সম্বন্ধীয় ; বল্লাল-সেনের কৃত। বল্লাল+ঈ কৃতার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বল্লি, বল্লী—১। লতা, ব্রততী। বল্ল্+ই কর্ত্তৃ, পক্ষে ঈপ্। ২। পৃথিবী। বল্ল্+ই কর্ম, পক্ষে ঈপ। বি ; স্ত্রী।

বশ—১। আয়ত্ত, অধীন ; অনুকূল ; মন্ত্রাদি দ্বারা মুগ্ধ। বশ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ। বি, **-তা, -ত্ব**। ২। অধীনতা, আয়ত্ততা ; স্বাধীনতা ; প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব। বশ্‌+ক ঘঞর্থে কর্ম। বি ; ক্লী। ৩। অভিলাষ, ইচ্ছা। বশ্‌+ক ঘঞর্থে ভাব। বি ; পুং বা ক্লী।

বশংগ(ঙ্গ)ত—বশে আগত, আয়ত্ত। বশম্‌—গম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বশংবদ—অনুগত, বাধ্য, বশবর্তী ('বশম্বদ' অশুদ্ধ প্রয়োগ)। উপতৎ ; বশ—বদ্‌+খচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

বশগ—বশীভূত, বশবর্তী, আয়ত্ত। উপতৎ ; বশ—গম্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

বশতঃ (-তস্‌), (>**বশত**)—হেতু, প্রযুক্ত ; অধীনতাহেতু, বশীভূততাপ্রযুক্ত। বশ+তস্‌ পঞ্চমীস্থানে। অ।

বশতা, -ত্ব—অধীনতা, আয়ত্ততা। বশ (অধীন)+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

বশতাপন্ন—অধীন। বশতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

বশবর্তী (-বর্তিন্‌), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্‌)—আয়ত্ত, বশীভূত। উপতৎ ; বশ—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

বশানুগ—বশবর্তী। বশ—অনু—গম্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

বশিতা, -ত্ব—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, শিবের ঐশ্বর্য বিঃ ; স্বাধীনতা ; বশবর্তিতা। বশিন্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী। বিণ—**বশী** (-শিন্‌)।

বশিনী—বশবর্তিনী ; জিতেন্দ্রিয়া ; স্বাধীনা। বশিন্‌+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ—মুনি বিঃ। বশিন্‌+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে (নিপা শ-স্থানে স), বসুমৎ (তপস্যারূপ ধনবিশিষ্ট)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বি ; পুং।

বশী (বশিন্‌)—স্বাধীন ; জিতেন্দ্রিয়, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছে এমন ; বশবর্তী। বশ (স্বাধীনতা)+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বশিনী**। বি—**বশিতা, বশিত্ব**।

বশীকরণ—১। বশে আনা, মন্ত্রাদির সাহায্যে আয়ত্তীকরণ। বশ (আয়ত্ত)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বশী)—কৃ+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। ২। লোককে বশ করিবার মন্ত্র ঔষধ ইঃ অভিচারক্রিয়া। বশ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বশী)—কৃ+অনট্‌ করণ। বি ; ক্লী।

বশীকৃত—যাহাকে বশ করা হইয়াছে এরূপ, আয়ত্তীকৃত। বশ (আয়ত্ত)+অভূততদ্ভাবার্থে চি (=বশী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বশীভূত—যে বশে আসিয়াছে এরূপ, বশ্যতাপ্রাপ্ত, বশবর্তী, আজ্ঞাবহ। বশ (আয়ত্ত)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বশী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ভবন**।

বশ্য—বশবর্তী, আজ্ঞাকারী ; বশ করিবার যোগ্য ; পোষা। বশ (আয়ত্ততা)+যৎ গতার্থে। বিণ।

বশ্যতা—অধীনতা, আয়ত্ততা। বশ্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বষ্কয়—এক বছরের বাছুর, একবর্ষ বয়স্ক বৎস। বষ্ক্‌+অয়ন্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী—যে গাভীর অনেকদিন বাছুর হইয়াছে এমন, চিরপ্রসূতা গাভী। বষ্কয় (বাছুর)—নী+কিপ্‌ কর্তৃ ; বষ্কয় (বাছুর)+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

বস্‌, বাস্‌, ব্যাস্‌—যথেষ্ট ; এই পর্যন্ত ; আর প্রয়োজন নাই ; (বেশ হইয়াছে) কথার সমাপ্তিসূচক শব্দ ; বেশ হইয়াছে। ফা। অ।

বসত—বাস। বাংপ্র। বি।

বসতবাটী, -বাড়ি—থাকিবার বাড়ি ; ভদ্রাসন ; পৈতৃক বাসবাটী। ৪র্থীতৎ। বি।

বসতি, বসতী—১। বাস, স্থিতি। বস্‌+অতি ভাব, পক্ষে ঈপ্‌। ২। বাসস্থান ; যে স্থানে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌ সাধারণতঃ থাকে বা জন্মে সেই স্থান, habitat ; রাত্রি। বস্‌+অতি অধি, পক্ষে ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

বসন—১। কাপড়, বস্ত্র ; স্ত্রীলোকের কটিভূষণ। বস্‌+অনট্‌ করণ। ২। বাস ; বাসস্থান ; আচ্ছাদন। বস্‌+অনট্‌ ভাব, অধি। বি ; ক্লী।

বসন্ত—১। ঋতু বিঃ, ফাল্গুন চৈত্র মাস (শাস্ত্রমতে চৈত্র-বৈশাখ) ; স্বনামপ্রসিদ্ধ রোগ, মসূরিকা রোগ, small pox ; রাগ বিঃ। বস্‌+অন্ত (ঝচ্‌) অধি। বিণ—**বাসন্ত**। ২। অতিসার-রোগ ; (নাট্য) বিদূষকের উপাধি ; তাল বিঃ। বস্‌+অন্ত (ঝচ্‌) কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। যাহা বসিয়া বা নামিয়া যাইতেছে এমন। বস্‌+অন্ত। বাংপ্র। বিণ।

বসন্তঘোষ, -ঘোষী (-ঘোষিন্‌)—কোকিল। বসন্ত—ঘুষ্‌+অচ্‌, ণিন্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

বসন্ততিলক, -তিলকা—চতুর্দশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ ; পুষ্প বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

বসন্তদূত—কোকিল ; পঞ্চমস্বর ; আম্রবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বসন্তদূতী—মাধবীলতা ; কোকিলা ; পাটলী বৃক্ষ ; গণিকারী বৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বসন্তপঞ্চমী—শ্রীপঞ্চমী, মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বসন্তসখা—কামদেব, মদন। বহু। বি ; পুং।

বসন্তী—বাসন্তী, ফিকা হলদে রঙের, বসন্তকালের। বসন্ত+ঈ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বসন্তোৎসব—হোলি উৎসব, হোলী ; বসন্তকালে কামদেবের পূজারূপ মহোৎসব। বসন্তের উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বসবাস—স্থায়িভাবে বাস। বাংপ্র। বি।

বসয়, বসয়ে—বাস করে ; অবস্থান করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বসা—১। উপবেশন করা ; নিম্নদিকে নামিয়া যাওয়া ; ভিতরে ঢুকিয়া যাওয়া ; পুতিয়া যাওয়া ; অপেক্ষা করা ('একটু বস') ; সমান বা সমতলভাবে থাকা ; বাস করা ; জমাট বাঁধা ; তলায় জমা ; মিলাইয়া যাওয়া ; অল্পকালের জন্য স্থাপিত হওয়া ; স্বরভঙ্গ হওয়া ('গলা —') ; মাপমত হওয়া ; আরম্ভ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **বসিয়া থাকা**—বেকার বা নিশ্চেষ্ট থাকা। **বসিয়া পড়া**—হতাশ হওয়া, হতাশায় অবসন্ন হওয়া। **টাকা বসিয়া যাওয়া**—কারবারে যে টাকা ব্যয় করা হইয়াছে তাহা ফিরিয়া না পাওয়া। **নাড়ী বসিয়া যাওয়া**—নাড়ী একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়া। **মন বসা**—মনে ভাল লাগা। ২। মেদঃ, মজ্জা, চর্বি। বস্‌+অচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

বসানো—১। উপবেশন করানো ; স্থাপন করা ; মারা, লাগানো ; দমাইয়া দেওয়া ; প্রহার করা ; যুক্ত করা ; মিলানো জমানো ; ভিতরে প্রবেশ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। জোড়া লাগানো ; স্থাপিত। বসা+ন কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। প্রহার। বাংপ্র। বি।

বসিষ্ঠ—'বশিষ্ঠ' দ্রঃ।

বসু—১। গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতা বিঃ, ধ্রুব ভব (আপ) সোম বিষ্ণু (ধব) অনল অনিল প্রত্যুষ প্রভাব (প্রভাস)—এই অষ্টদেব ; সূর্য ; কুবের ; অগ্নি ; দীপ্তি ; রশ্মি, কিরণ ; রাজা ; চেদিরাজ ; চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিঃ ; ধনিষ্ঠানক্ষত্র ; সাধু ; বাঙালী কায়স্থের পদবী বিঃ ; অষ্ট সংখ্যা। বি ; পুং। ২। রত্ন ; ধন ; স্বর্ণ ; জল ; লবণ। বি ; ক্লী। ৩। দীপ্তি। বস্‌+উ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

বসুদ—১। ধনদাতা। বিণ। ২। কুবের। উপতৎ ; বসু—দা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

বসুদা—১। পৃথিবী। বি ; স্ত্রী। ২। ধনদাত্রী। উপতৎ ; বসু (ধন)—দা+ক কর্তৃ+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের পিতা। বসু—দিব্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বসুদেবতা—ধনিষ্ঠা-নক্ষত্র। বসু দেবতা যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বসুধা—পৃথিবী। বসু—ধা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বসুধারা—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্বে ভিত্তিতে দত্ত পাঁচ বা সাতটি ঘৃতধারা, বিবাহাদির সময় যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হয় তাহা; চেদিরাজ বসুকে যে ঘৃতধারা দেওয়া হয় তাহা; ধনপ্রবাহ; কুবেরপুরী। ৬ষ্ঠীতৎ (প্রথম দুই অর্থে); বসুর ধারা যেখানে, বহু+আপ্ (তৃতীয় অর্থে)। বি; স্ত্রী।

বসুন্ধর—কুবেরের অনুচর। বসু-ধৃ+ণিচ্+খচ্ কর্তৃ। বি; পুং

বসুন্ধরা, -মতী—পৃথিবী। বসু (ধন)—ধৃ+ণিচ্+খচ্ কর্তৃ+আপ্, বসু+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বসুমতী—১। 'বসুন্ধরা' দ্রঃ। ২। ধনশালিনী। বসুমৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বসুমাই—পৃথিবী। প্রাঃ কপ্র। বি।

বসুমান্ (-মৎ)—১। রাজা। বি; পুং। ২। ধনশালী। বসু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

বসুসেন—কর্ণ, অঙ্গরাজ, কুন্তীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র। বসু (ধন) সেনা যাঁহার, বহু। [যিনি ধনদান করিয়া সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন]। বি; পুং।

বসুস্থলী—কুবেরপুরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বস্তা—বড় থলি, বোরা ('ডালের —'); গাঁট ('কাপড়ের —')। ফা। বি।

বস্তানি—ছোট গাঁটরি। ফা। বি।

বস্তাপচা—গাঁটরির ভিতরে বহুদিন থাকিয়া যাহা পচিয়া গিয়াছে এমন, অতিশয় পুরাতন। ৭মীতৎ। ফা-মূ। বিণ।

বস্তাবন্দী—যাহা বস্তার ভিতরে বন্ধ করা হইয়াছে এমন, বস্তা-বোঝাই। ৭মীতৎ। ফা-মূ। বিণ।

বস্তি—বসতিস্থল; পল্লী; দরিদ্রপল্লী; শহরের মধ্যে টালি বা টিনের ছাদযুক্ত অপরিচ্ছন্ন বাড়ি বা ঐরূপ কতকগুলি বাড়ির সমষ্টি। <বসতি। বি।

বস্তি, বস্তী—১। নাভির অধোভাগ, তলপেট; মূত্রাশয়, bladder. বস্+তি কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। ২। বাসস্থান। বস্+তি অধি, পক্ষে ঈপ্। ৩। বস্ত্রের দশী। বস্+ক্তি করণ, পক্ষে ঈপ্। বি।

বস্তু—জিনিস, দ্রব্য, পদার্থ, সামগ্রী; বৃত্তান্ত; ব্রহ্ম; সার; সত্য; যাহা ঘটিয়া থাকে; সৎপাত্র। বস্+তুন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

বস্তুতঃ (তস্), (>**বস্তুত**)—বাস্তবিক পক্ষে, ফলতঃ; যথার্থ। বস্তু+তস্ ৩য়া-স্থানে। অ।

বস্তুতত্ত্ব—বস্তুবিষয়ক জ্ঞান; বস্তুর স্বরূপ। বস্তুবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞ—বস্তু সকলের স্বরূপ যে জানে এমন। উপতৎ; বস্তুতত্ত্ব—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

বস্তুতন্ত্র—জাগতিক বিষয় অর্থাৎ আহার-বিহারাদিকে প্রাধান্য দানের মত; বাস্তব বিষয়কে প্রাধান্য দান, realism. কর্মধা। বি; ক্লী। বিণ, **-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্), **-তন্ত্রীয়, -তান্ত্রিক**।

বস্তুতন্ত্রবাদ—জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছাড়া অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক বিষয় কিছু নাই এই মতবাদ, জড়বাদ, materialism. বস্তুতন্ত্র বিষয়ক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

বস্ত্র—কাপড়, বসন, আচ্ছাদন। বস্+ষ্ট্রন্ করণ। বি; ক্লী।

বস্ত্রগৃহ—তাঁবু, পটগৃহ। বস্ত্রনির্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বস্ত্রগ্রন্থি—পরিধান-বস্ত্রের গ্রন্থি, নীবী; কাপড়ের গাঁট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বস্ত্রহরণ—পরিবার কাপড় কাড়িয়া লওয়া, উলঙ্গকরণ; আবরণশূন্য করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বস্ত্রহীন—যাহার কাপড় নাই এমন, বসনশূন্য; উলঙ্গ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বস্ত্রাবাস—তাঁবু। বস্ত্রনির্মিত আবাস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বস্ত্রালয়—১। কাপড়ের দোকান। বস্ত্রের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তাঁবু। বস্ত্র-নির্মিত আলয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহতা—যাহা বহিয়া যাইতেছে এমন, প্রবাহিত, বহমান। বাংপ্র। বিণ।

বহতী—নদী। বহ্+অতি কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বহন—১। লইয়া যাওয়া; বহিয়া যাওয়া; ধারণ। বহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। জলযান; নৌকা; বাহন। বহ্+অনট্ করণ, অথবা বহ্+অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

বহনপত্র—জাহাজের অধ্যক্ষ কর্তৃক মাল নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার স্বীকৃতিপত্র, bill of lading. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বহনীয়—বহনযোগ্য; ধারণযোগ্য। বহ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বহমান—যাহা প্রবাহিত হইতেছে এমন; বহনশীল। বহ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

বহর—জাহাজ; নৌকা; জলযানসমূহ; ক্ষমতা; গভীরতা; প্রস্থ; বিস্তার। <আ 'বহ্‌র'। বি।

বহা—১। বহন করা; প্রবাহিত হওয়া; সহ্য করা; কর্মক্ষম থাকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [প্রাচীন কবিপ্রয়োগে বহা ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ :—**বহই**—বহন করে; প্রবাহিত হয়; বহন করিয়া। **বহত**—প্রবাহিত হয়; প্রবাহিত হইতেছে। **বহয়ে** প্রবাহিত হয়। **বহল**—প্রবাহিত হইল; অতিবাহিত হইল; বহিয়া গেল]। ২। নদী। বি; স্ত্রী। ৩। বহনকারিণী। বহ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৪। বহন। বি। ৫। বহনকারী; বাহিত। বহ্+আ কর্তৃ। বিণ।

বহানো—প্রবাহিত করানো; বহন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বহাল, বাহাল—নিযুক্ত; প্রতিষ্ঠিত; বজায়। <ফা-আ 'ব হাল'। বিণ।

বহি—১। বহন করি; বহন করিয়া। কপ্র। ক্রি। ২। ব্যতীত। প্রা কপ্র। অ। ৩। পুস্তক, খাতা। আ। বি।

বহিঃ (বহিস্), (>**বহি**)—বাহির সীমার শেষ, বাহ্যদেশ। বহ্+ইস্ কর্তৃ। অ।

বহিঃকঙ্কাল—মাছের আঁইষ; কচ্ছপের খোলক, exoskeleton. বহিঃস্থিত কঙ্কাল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহিঃকোণ—(জ্যামিতি) সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বহিঃস্থ কোণ, exterior angle. বহিঃস্থিত কোণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহিঃপ্রকোষ্ঠ—বাহিরের ঘর। বহিঃস্থ প্রকোষ্ঠ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—(শারীরবিদ্যা) কনুই হইতে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত অস্থি দুইটির উপরের অস্থিটি, radius. প্রকোষ্ঠের বহিঃ, অব্যয়ী; বহিঃপ্রকোষ্ঠ অস্থি, কর্মধা। বি; ক্লী।

বহিঃশুল্ক—বিদেশে যে সকল পণ্য প্রেরণ করা হয় তাহার উপর দেয় মাশুল, customs duty. বহিঃ সম্বন্ধীয় শুল্ক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহিঃসংসার—বহির্জগৎ (অন্তর্জগতের বিপরীত); চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত জগৎ। বহিঃস্থিত সংসার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহিঃস্থ, -স্থিত—যাহা বাহিরে আছে এমন, বাহ্য, external. উপতৎ; বহিস্ (বাহির)—স্থা+ক কর্তৃ; বহিঃ স্থিত, সুপ্। বিণ।

বহিত্র—নৌকা, জলযান; দাঁড়; পোত। বহ্+ইত্র করণ। বি; ক্লী।

বহিন—বোন, ভগিনী। হি। বি।

বহিরঙ্গ—১। অন্ত, পর, অনাত্মীয়। বহিঃস্থ অঙ্গ যাহার, বহু। ২। বাহ্য অঙ্গ; (ব্যাক) প্রত্যয়ঘটিত কার্য বিঃ। বহিঃস্থ অঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহিরাগমন—বাহিরে আসা। বহিঃ আগমন, সুপ্‌। বি; স্ত্রী। বিণ—**বহিরাগত**।

বহিরাবরণ—বাহিরের খোলস; বাহিরের ঢাকনি। বহিঃস্থিত আবরণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহিরিন্দ্রিয়—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্‌—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বহিঃস্থিত ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহির্গত—যে বা যাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এমন, নির্গত। বহিঃ গত, সুপ্‌। বিণ।

বহির্গমন—বাহিরে যাওয়া। বহিঃ গমন, সুপ্‌। বি; ক্লী।

বহির্গ্রহ—সূর্য হইতে পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর দূরবর্তী গ্রহ, superior planet. বহিঃস্থিত গ্রহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহির্জগৎ—বাহিরের জগৎ, জগতের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সমূহ। বহিঃস্থিত জগৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহির্দে(র্দ্দে)শ—বিদেশ; গ্রামের প্রান্ত; বাহির; বাহিরের অংশ। বহিঃস্থিত দেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহির্দ্বার—সদর দরজা, ফটক। বহিঃস্থিত দ্বার, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহির্বা(র্ব্বা)টী—বাহির বাড়ি। বহিঃ বাটীর, একদেশী। বি; স্ত্রী।

বহির্বা(র্ব্বা)ণিজ্য—ভিন্নদেশে ক্রয়বিক্রয়, external trade. বহিরনুষ্ঠিত বাণিজ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহির্বাসঃ (-র্বাসস্‌), **-র্ব্বাসঃ** (-র্ব্বাসস্‌)—গায়ের চাদর বা উত্তরীয়; কৌপীনের উপর পরিবার বস্ত্র। বহিঃস্থ বাস (বস্ত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহির্ভাগ—উপর পিঠ, বাহিরের অংশ; বাহির, বহির্দেশ। বহিঃস্থ ভাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বহির্ভূত—বহির্গত; বাহিরে অবস্থিত; যাহা অন্তর্ভুক্ত নহে এমন। বহিস্‌—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বহির্মুখ—১। বাহিরের বিষয়ে আসক্ত; বিমুখ, পরাঙ্মুখ। বিণ। বহিঃ মুখ যাঁহার, বহু। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**। ২। বাহিরে অবস্থিত মুখ। বহিঃস্থিত মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহির্লিখিত—(জ্যামিতি) বহিঃসীমা স্পর্শ করাইয়া অঙ্কিত, escribed. বহিঃ লিখিত, সুপ্‌। বিণ।

বহিশ্চর—বাহিরে বিচরণকারী। বহিস্‌—চর্‌+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

বহিষ্করণ—১। নিষ্কাশন; বাহির করিয়া দেওয়া, দূরীকরণ; আবিষ্কার। বহিস্‌—কৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ২। বাহিরের ইন্দ্রিয়। বহিঃস্থিত করণ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বহিষ্কার—বহিষ্করণ (১) (সকল অর্থে); কারখানা ইঃতে কর্তৃপক্ষকর্তৃক কর্মিগণকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া, সাময়িকভাবে কারখানা ইঃর তালাবন্ধ, lock-out. বহিস্‌—কৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

বহিষ্কৃত—যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; দূরীকৃত। বহিস্‌-কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বহিষ্ক্রান্ত—যে বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, দূরীভূত; নিঃসৃত। বহিস্‌—ক্রম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বহিস্থ—বহিঃস্থ (তাহা দ্রঃ)।

বহু—১। অনেক, নানা, অধিক, প্রচুর। বন্‌হ্‌+কু কর্তৃ। বিণ। ২। বউ, বধূ। হি। বি। ৩। প্রবাহিত হয় বা হউক। প্রা কপ্র। ক্রি।

বহুকাল—অনেকদিন। কর্মধা। বি; পুং।

বহুকেলে—অনেক দিনের, পুরাতন। বহুকাল+এ স্থিতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বহুক্ষম—১। যে ক্লেশাদি সহ্য করিতে পারে এরূপ, সহিষ্ণু, সহনশীল। বিণ। ২। জৈনদিগের উপাস্য মুনি বিঃ। বহু—ক্ষম্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বহুজ্ঞ—যে অনেক কিছু জানে এমন, বহুবিৎ, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ। উপতৎ; বহু—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

বহুড়ী—বালিকা বধূ। <বধূটী। বি।

বহুত—বহু, অনেক, খুব। হি। বিণ।

বহুত আচ্ছা—বেশ ভাল, উত্তম।

বহুতঃ (-তস্‌), (>**বহুত**)—অনেক রকমে, বহুপ্রকারে। বহু (অধিক)+তস্‌ ৩য়ার্থে। অ।

বহুতর—১। আরও অনেক, অত্যধিক। বহু+তরপ্‌ অতিশয়ার্থে। ২। অনেক প্রকার। বাংপ্র। বিণ।

বহুতলক—১। বহুপৃষ্ঠযুক্ত। বিণ। ২। (জ্যামিতি) বহুপৃষ্ঠযুক্ত ঘন বস্তু, polyhedron. বহু তল যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি; ক্লী।

বহুতা, বহুত্ব—বহুর ভাব বা অবস্থা, অনেকত্ব। বহু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

বহুত্র—বহুস্থানে, অনেকস্থলে। বহু+ত্রল্‌ (সপ্তমী-স্থানে)। অ।

বহুদক্ষিণ যাহার অনেক দান আছে এরূপ, বদান্য, প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট ('—যজ্ঞ')। বহু দক্ষিণা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

বহুদর্শন—অনেক বিষয় দেখাশুনা; অভিজ্ঞতা অর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বহুদর্শিতা—বহু দেখাশুনার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা। বহুদর্শিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-দর্শী** (-র্শিন্‌)।

বহুদর্শী (-দর্শিন্‌)—অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এমন, বহুজ্ঞ; বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ। উপতৎ; বহু—দৃশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

বহুদূর—১। অনেক ব্যবধান। বি; পুং। ২। বহুদূরবর্তী; অতি দীর্ঘ ('—পথ')। কর্মধা। বিণ।

বহুদূরবর্তী (-বর্তিন্‌), **-দূরবর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্‌), **-দূরস্থ**—যাহা অনেক দূরে আছে এমন। উপতৎ; বহুদূর—বৃত্‌+ণিন্‌ কর্তৃ; বহুদূর—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী, -স্থা**।

বহুধা—১। অনেক রকমে, বহুপ্রকারে; অনেকবার। বহু+ধাচ্‌ প্রকারার্থে। অ। ২। অনেক ভাগে। বাংপ্র। অ।

বহুপত্নীক—যাহার অনেক স্ত্রী আছে এমন, বহুভার্য। বহু পত্নী যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

বহুপত্যাত্মক-বিবাহ—এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণ, polyandry. বহু পতি, কর্মধা; তাহা আত্মা যাহার, বহু+ক সমাসান্ত; বহুপত্যাত্মক বিবাহ, কর্মধা। বি; পুং।

বহুপ্রদ—অতিশয় দাতা, বদান্য। বহু—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

বহুপ্রসবিনী যে (স্ত্রী) অনেক সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন। বহু—প্র—সূ+ইনি কর্তৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বহুপ্রসূ—যে স্ত্রী অনেক সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন। বহু-প্র—সূ+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বিণ; স্ত্রী।

বহুফল—১। যাহাতে অনেক ফল জন্মিয়াছে এমন; উর্বর। বহু ফল যাহার, বহু। বিণ। ২। কদম্ববৃক্ষ; বিকঙ্কতবৃক্ষ, বৈঁচ গাছ। বি; পুং। ৩। অনেক ফল। কর্মধা। বি; ক্লী।

বহুফলা—১। অনেকফলযুক্তা; উর্বরা। বহুফল (১)+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। আমলকী গাছ। বি; স্ত্রী।

বহুবচন—(ব্যাক) যাহা দ্বারা অনেক বস্তু বুঝায় এরূপ চিহ্ন। বহুর বচন (উক্তি) যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

বহুবর্ষজীবী (-জীবিন্‌)—(জীববিদ্যা) যাহা এক বৎসরের অধিক জীবিত থাকে এমন; (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহা দুই বৎসরের অধিক জীবিত থাকে এমন, perennial. উপতৎ; বহুবর্ষ—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

বহুবল—১। অতিশয় বলবান্‌। বিণ। ২। সিংহ। বহু বল যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। প্রভূত শক্তি। কর্মধা। বি; ক্লী।

বহুবার—১। অনেকবার; পুনঃ পুনঃ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। ২। বহরার গাছ। বি; পুং।

বহুবিধ—অনেকরকম, নানাপ্রকার, বিবিধ। বহু বিধা যাহার, বহু। বিণ।

বহুবিবাহ—একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ। কর্মধা। বি; পুং।

বহুবীজপত্রী (-পত্রিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহার বহু বীজপত্র আছে এমন, polycotyledon. বহুবীজপত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

বহুব্রীহি—১। (ব্যাক) সমাস বিঃ [এই সমাসে যে যে পদে সমাস করা যায় সেই সেই পদের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়। যথা—'পীতাম্বর' অর্থে শ্রীকৃষ্ণ]। বি; পুং। ২। বহুধান্যবিশিষ্ট। বহু ব্রীহি (ধান্য) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

বহুভাগ—বহুভাগ্য (তাহা দ্রঃ)।

বহুভাগী (-গিন্)—অতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত। বহুভাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

বহুভাগ্য—১। অত্যধিক প্রসন্ন অদৃষ্ট। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অত্যধিক সৌভাগ্যবান্। বহু ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

বহুভাষী (-ভাষিন্)—যে বেশী কথা বলে এমন, বাচাল; বহুভাষাবিৎ। উপতৎ; বহু—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

বহুভুজ—১। যাহার অনেক বাহু আছে এমন। বিণ। ২। (জ্যামিতি) বহু ভুজনির্দিষ্ট সমতল ক্ষেত্র, polygon. বহু ভুজ যাহার, বহু। বি; ক্লী।

বহুমানাস্পদ—অত্যধিক সম্মানের পাত্র। বহুমানের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, বা বিণ (অজহল্লিঙ্গ)।

বহুমান্য—অতিশয় মাননীয়; অনেকে যাহাকে সম্মান করে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

বহুমুখ—১। অনেক মুখ। কর্মধা। বি। ২। অনেকগুলি মুখবিশিষ্ট; বহুদিকে ব্যাপৃত। বহু মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী** ('—প্রতিভা')।

বহুমূত্র—মেহরোগ বিঃ, diabetes. [ইহাতে অনেকবার প্রস্রাব হয় এবং তাহার সহিত শরীরের শর্করাভাগ বাহির হইয়া যায়]। বহু মূত্র যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

বহুমূলা—শতমূলী গাছ। বহু মূল যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বহুমূল্য—যাহার দাম অনেক এমন, মহার্ঘ। বহু মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

বহুরাশিক—যাহাতে অনেক রাশি আছে এরূপ অঙ্ক, double rule of three. বহু রাশি যাহাতে, বহু+ক সমাসান্ত। বি; ক্লী।

বহুরি, বহুরী—বউ, বালিকা বধূ। ('কুলের বহুরি আমি কুলের নন্দিনী'—কবিকঙ্কণ)। <বধূটী। প্রা কপ্র। বি।

বহুরূপ—১। অনেকরকম; নানারূপধারী। বিণ। ২। ধূপ; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; কামদেব; কৃকলাস; কেশ; বুদ্ধ বিঃ। বহু। বি; পুং। ৩। অনেক রূপ, বহু প্রকার বা আকার। কর্মধা। বি; ক্লী।

বহুরূপা—১। যাহার অনেক রকম মূর্তি আছে এরূপ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বহু রূপ যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বহুরূপী (-রূপিন্)—যে নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে; কৃকলাস, chameleon. বহুরূপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-রূপিণী**।

বহুরেখ—অনেকরেখাযুক্ত। বহু রেখা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

বহুল—১। অনেক; অধিক; কৃষ্ণবর্ণ। বন্‌হ্+কুলচ্ কর্তৃ (নিপা)। বিণ। ২। অগ্নি; কৃষ্ণপক্ষ; কৃষ্ণবর্ণ। বি; পুং। ৩। আকাশ। বহু—লা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

বহুলীকৃত—রাশীকৃত; বিস্তারিত; সংখ্যায় বা পরিমাণে অধিকীকৃত। বহুল (অধিক) +অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বহুলী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বহুশঃ (-শস্), (>**বহুশ**)—বাহুল্যরূপে; বহুবার; বহুপ্রকারে। বহু+শস্ বারার্থে। অ।

বহুশ্রুত—সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ। বহু শ্রুত (বিদ্যা) যাঁহার, বহু। বিণ।

বহুস্বামিক—যাহার বহু মালিক বা মনিব এমন। বহু স্বামী (স্বামিন্) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

বহেড়া—বয়ড়া, হরীতকী জাতীয় গাছ ও ফল। <বিভীতক। বি।

বহ্নি—আগুন, অগ্নি; ভল্লাতক; নিম্বুক; চিত্রক; (তন্ত্র) রেফ্। বহ্+নি কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (যিনি দেবতাদের যজ্ঞভাগ বহন করেন)। বি; পুং।

বহ্নিজ্বালা—আগুনের শিখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

বহ্নিমুখ—দেবতা। বহ্নি মুখ যাঁহাদের, বহু।

বহ্নিশিখা—১। আগুনের শিখ, অগ্নিশিখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। ধাতকী; কলিনী। বহ্নির শিখার ন্যায় শিখা যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বহ্নিসংস্কার—অগ্নিদ্বারা মৃতদেহ দগ্ধকরণ, শবদাহ। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

বহ্বাড়ম্বর—অত্যধিক ঘটা, অত্যধিক জাঁকজমক। বহু আড়ম্বর, কর্মধা। বি; পুং।

বহ্বায়াস—বহু চেষ্টা। বহু আয়াস, কর্মধা। বি; পুং।

বহ্বারম্ভ—প্রথমে অত্যধিক উদ্যম বা আয়োজন, ঘটা করিয়া আরম্ভ। বহু আরম্ভ, কর্মধা। বি; পুং।

বহ্বাশী (-শিন্)—বহুভোজনশীল; বহু-আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

বা—১। কিংবা, অথবা; বিকল্প; বাক্যশোভার্থক ও পাদপূরণার্থক শব্দ; বিতর্ক; নিশ্চয়; সমুচ্চয়; উপমা; নানার্থ; বিশ্বাস; সাদৃশ্য; অতীত। বা+কিপ্ ভাব। অ। ২। ছোঁওয়া, স্পর্শ। প্রা কপ্র। ৩। বাতাস, বায়ু। বাংপ্র। বি।

বাই—১। পেশাদার গায়িকা বা নর্তকী বিঃ; নৃত্য বিঃ; রাজস্থানাদি স্থানে স্ত্রীলোকের উপাধি বিঃ। <তু 'বাজী' (সম্ভ্রান্ত মহিলা)। বি। ২। বায়ু; বায়ুরোগ, বাতিক, mania; প্রবল ঝোঁক; বাতকর্ম। <বায়ু। বি।

বাইওয়ালী—নর্তকী। হি। বি।

বাইক—বাইসিকেল, একপ্রকার দ্বিচক্রযান। <ইং 'bike'. বি।

বাইচ, বাচ—নৌকার দৌড় খেলা, নৌকাচালন-প্রতিযোগিতা; নৌকাযোগে প্রতিমা-বিসর্জন। <বহিত্র। বি।

বাইজী—উচ্চশ্রেণীর নর্তকী। <তু 'বাজী' (বাই দ্রঃ)। বি।

বাইতি—হিন্দু বাদ্যকর জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাইন—১। সর্পাকার মৎস্য বিঃ; একপ্রকার মাটির পাত্র; আবদার। ২। বাদ্যকর; বয়ন-রেখা। বাংপ্র। বি।

বাইনাচ—পেশাদার নর্তকীর নৃত্য, বাইজীর নাচ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

বাইবেল—খ্রীষ্টানদের প্রসিদ্ধ ধর্মপুস্তক। <ইং 'Bible'. বি।

বাইরে—বাহিরে, বহির্ভাগে; অতিরিক্ত; অন্যত্র। বাংপ্র। বি অথবা অ।

বাইল—১। কপাটের পাল্লা; নারিকেল তাল প্রঃ গাছের আস্ত পাতা, বালদো; সম্পূর্ণ এক টুকরা। বাংপ্র। ২। ফাঁকি; ভুলানো কথা। প্রাদে। বি।

বাইশ—২২-সংখ্যা, দ্বাবিংশতি; ২২-সংখ্যক। <দ্বাবিংশ। বি বা বিণ।

বাইশা, বাইশে—মাসের দ্বাবিংশ দিবস। বাইশ+আ, এ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাইস, বাস—১। ছুতারের একপ্রকার কোদালের ন্যায় ফলাযুক্ত অস্ত্র। <বাসি। ২। একধরনের যন্ত্র যাহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া উখা ইঃ চালানো হয়। <ইং 'vice'. বি।

বাইসম্যান—যে শ্রমিক বাইস ব্যবহার করে। <ইং 'viceman'. বি।
বাইসিকেল, বাইসাইকেল—দুই চাকার একপ্রকার গাড়ি, দ্বিচক্রযান। <ইং 'bicycle'. বি।
বাঈ—নর্তকী বিঃ; মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত মহিলাদের উপাধি বিঃ। <তু 'বাঈ'। বি।
বাউ—বাহুর গহনা বিঃ; বাতাস; বাহু। প্রা কপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।
বাউটি, বাউড়ি—স্ত্রীলোকের ভূষণ বিঃ।
বাউণ্ডুলে, বাউণ্ডেল—গৃহহীন, ছন্নছাড়া, যে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। বাংপ্র। বিণ।
বাউত্তি—যুবতী। প্রা কপ্র। বি।
বাউনি—পৌষ-সংক্রান্তির পূর্বদিনের পর্ব বিঃ [ইহাতে খড়ের দড়ি দিয়া ঘরের জিনিসপত্রে বাঁধন দেওয়া হয়]। <বন্ধনী। বি।
বাউর—উন্মাদ, বাতুল, বাউল। প্রা কপ্র। বিণ। [বিণ।
বাউরা, বাওরা পাগল, উন্মত্ত। হি।
বাউরী—১। পাগলিনী, উন্মত্তা। প্রা কপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতি বিঃ (পালকি ইঃ বহন করে)। বাংপ্র। বি।
বাউল—১। গৌরাঙ্গভক্তসম্প্রদায় বিঃ; বৈরাগীসম্প্রদায় বিঃ। বি। ২। ক্ষিপ্ত, পাগল। <বাতুল। বিণ। [স্ত্রী।
বাউলিনী—উন্মাদিনী। প্রা কপ্র। বিণ;
বাউলী—পাগলিনী; বাউল-সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়। বাউল+ঈ স্ত্রী অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।
বাও—১। বাগী। বাংপ্র। ২। বাতাস। প্রা কপ্র। বি। ৩। (নৌকা) বাহিয়া যাও। বাংপ্র। ক্রি। [ক্রি।
বাওত—বাতাস করে; বাজায়। প্রা কপ্র।
বাওয়া—১। বাহিয়া যাওয়া; অতিক্রম করা, চলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। যাহার মধ্যে কুসুম বা ভ্রূণ নাই এমন ('— ডিম'); বৃথা, ব্যর্থ। বাংপ্র। বিণ। ৩। আমন ধান। প্রাদে। বি।
বাওয়ানো—বাতাস করা; চালানো। কপ্র। ক্রি।
বাওয়াল—১। বাসা। প্রা কপ্র। বি। ২। যাহা বেশী পাকিয়া শক্ত এবং খাওয়ার অযোগ্য হইয়াছে এমন ('— লাউ')। প্রাদে। বিণ।
বাংলা, বাঙলা—১। বঙ্গদেশ; বঙ্গদেশের ভাষা। <বঙ্গ। ২। চারি চালযুক্ত ঘর; সাহেবের কুঠি। <ইং 'bungalow'. বি।
বাংশ—বংশসম্বন্ধীয়, বংশনির্মিত। বংশ+অণ সম্বন্ধার্থে, অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বাংশী**।
বাংশিক—যে বাঁশি বাজায়, বংশীবাদক। বংশী+ইক বাদনার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বাংশিকী**।
বাঃ—সাবাস; প্রশংসা বিস্ময় ও উপহাস-সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।
বাঁ—১। বাম। <বাম। বিণ। ২। বাতাস। প্রা কপ্র। বি।
বাঁও—১। বাম। <বাম। বিণ। ২। বাম; জলের গভীরতার মাপ বিঃ, চারিহাত গভীরতা; উভয় হস্ত পার্শ্বে প্রসারিত করিলে এক হস্তের প্রান্ত হইতে অপর হস্তের প্রান্ত পর্যন্ত যে ব্যবধান তৎপরিমিত দৈর্ঘ্য, fathom. <ব্যাম। বি। **বিশ বাঁও জল**—দুস্তর বিপদ্।
বাঁওড়—বাদা, যেথানে নদীর জলের স্রোত বন্ধ হইয়া যায় এইরূপ বাঁক, নদীর খাত পরিবর্তনের ফলে যে বদ্ধ জলার সৃষ্টি হয় তাহা। বাংপ্র। বি।
বাঁক—১। বক্রতা; বহনদণ্ড, ভারযষ্টি; নদী রাস্তা ইঃর মোড়; মোচড়; পায়ের গহনা বিঃ; একপ্রকার বাঁকা বাঁশি। বি। ২। বক্র। <বক্র। বিণ।
বাঁকই, বাঁকলাল, বাঁকুই—একপ্রকার ধান। বাংপ্র। বি।
বাঁকনল—স্বর্ণকার যে বক্র নল দ্বারা ফুৎকার দিয়া প্রদীপশিখাকে গহনার উপর ফেলে তাহা, blowpipe; রাসায়নিক-পরীক্ষাদি কার্যে ব্যবহৃত বাঁকা নল, u-tube. কর্মধা। বাংপ্র। বি।
বাঁকমল—স্ত্রীলোকদিগের বক্র পদাভরণ বিঃ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
বাঁকা—১। বক্র হওয়া; অসম্মত হওয়া; বিরুদ্ধ হওয়া; ঘুরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। বক্র; তির্যক, আড়; কাত; অসমান; কুটিল; বিরুদ্ধ। বাঁক্+আ কর্তৃ। বিণ। ৩। শ্রীকৃষ্ণ; বর্ধমান জেলার একটি নদীর নাম; এক ধরনের ধারালো অস্ত্র। বাংপ্র। বি।
বাঁকাচোরা—আঁকাবাঁকা, নানাভাবে বাঁকা; যাহা বক্র এবং অদৃশ্য হইয়াছে এমন। যাহা বাঁকা তাহাই চোরা, কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।
বাঁকানো—১। বক্র বা নত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **মুখ বাঁকানো**—বিরক্তিতে মুখ ফিরানো। ২। বক্রীকৃত; নত। বাঁকা+ন কর্ম। বাংপ্র। বিণ।
বাঁকারায়—ধর্মরাজের মূর্তি বিঃ; শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
বাঁকারি, বাঁখারি—বাঁশের ফালি বা চটা। বাংপ্র। বি।
বাঁকাশশী—শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
বাঁচন—জীবনধারণ, প্রাণরক্ষাকরণ; শান্তি; রক্ষা; নিষ্কৃতি। বাঁচ্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।
বাঁচা—রক্ষা পাওয়া; জীবনধারণ করা; সজীব থাকা; শান্তি পাওয়া; স্বস্তিলাভ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
বাঁচানো—রক্ষা করা; প্রাণদান করা; কোন কিছু সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া; সজীব রাখা; শান্তি দেওয়া; বজায় রাখা; লঙ্ঘন না করা (আইন —)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
বাঁচোয়া—রক্ষা; নিস্তার। বাঁচ্+ওয়া ভাব। বাংপ্র। বি।
বাঁজা—বন্ধ্যা; নিষ্ফল। <বন্ধ্যা। বিণ।
বাঁঝ, বাঁঝা—অফলন্ত; বন্ধ্যা। <বন্ধ্যা। বিণ।
বাঁট—১। পশুর স্তনের বোঁটা। <বাণ। ২। খড়্গাদির মুষ্টি, হাতল। <বণ্ট। ৩। বোঁটা। <বৃন্ত। ৪। বণ্টন; (সংগীত) সংগীতের স্বর বা কথাসমূহের নানা ভাবে বিন্যাস। <বণ্টন। বি।
বাঁটরা—বণ্টন। বাংপ্র। বি।
বাঁটলই, বাঁটলুই, বাঁটলো—একপ্রকার পিতলের হাঁড়ি। বাংপ্র। বি।
বাঁটা—ভাগ করা; পেষণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
বাঁটাইনু, বাঁটায়নু—বণ্টন করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।
বাঁটানো—বাঁটা ক্রিয়া করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
বাঁটুল—১। গুলি। <বর্তুল। বি। ২। বেঁটে। বাংপ্র। বিণ।
বাঁটোয়ারা—বণ্টন; অংশ। বাংপ্র। বি।
বাঁড়রী, বাঁড়ুরি, বাঁড়ুরী—ভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙ্গা বাঁড়ুয্যে। প্রা কপ্র। বি। [বি।
বাঁড়ুয্যা, -য্যে—বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংপ্র।
বাঁদর, বান্দর—বানর, মর্কট, শাখামৃগ; দুষ্টব্যক্তি; নির্বোধ ব্যক্তি; চঞ্চলস্বভাব ব্যক্তি। <বানর। বি।
বাঁদরামি, বাঁদরামো—বানরের মত আচরণ; দুষ্টামি, নষ্টামি। বাঁদর+আমি, আমো ভাবে, কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।
বাঁদরী—স্ত্রীজাতীয় বানর। বাঁদর+ঈ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
বাঁদিপোতা—লেপ তোশক প্রঃর রঙীন কাপড় বিঃ। বাংপ্র। বি।
বাঁদী—চাকরানী, দাসী; রক্ষিতা স্ত্রী; ক্রীতদাসী। <ফা 'বান্দী'। বি।
বাঁধ—সেতু, কাঁচাসেতু; আলি, dam; আটক, বন্ধন। <বন্ধ। বি।
বাঁধন—অবরোধন; বন্ধ। <বন্ধন। বি।
বাঁধন ছোটা—ধৈর্যচ্যুতি হওয়া।

বাঁধনহারা—যাহার কোন বন্ধন নাই এমন, মুক্ত। বাঁধন হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

বাঁধনি—বাঁধুনি (তাহা দ্রঃ)।

বাঁধয়ে—বাঁধে ; দৃঢ় করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাঁধা—১। বন্ধন ; বাধা ; বন্ধক। বাঁধ্+আ ভাব। বাংপ্র। বি। ২। বদ্ধ ; অধীন ; নির্দিষ্ট ; নিজস্ব ; স্থায়ী, বরাবরকার ('— খরিদ্দার') ; নিয়ম-বদ্ধ। বাঁধ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৩। বন্ধন করা ; গাঁট দেওয়া ; আটকানো ; রচনা করা ; ছন্দোবদ্ধ করা ; দৃঢ় করা ; সংবদ্ধ করা ; গাঁথা ; তৈয়ারি করা। বাংপ্র। ক্রি। **কোমর বাঁধা**—পূর্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া, দৃঢ়ভাবে উদ্যোগী হওয়া। **ঘর বাঁধা**—গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করা ; সংসারী হওয়া। **জমাট বাঁধা**—গাঢ় হওয়া। **জোট বাঁধা**—দল পাকানো। **বই বাঁধা**—বইয়ের খোলা পাতা সাজাইয়া বস্ত্রাদির আবরণ দিয়া সেলাই করিয়া পুস্তকের আকার করা। **বুক বাঁধা**—সাহস অবলম্বন করা ; ধৈর্যধারণ করা। **মন বাঁধা**—স্থিরসংকল্প করা।

বাঁধাই—বন্ধন ; বাঁধার দাম ; বাঁধার কাজ। বাঁধা+ই। বাংপ্র। বি।

বাঁধাছাঁদা—যাহা ভালভাবে বাঁধা হইয়াছে এমন, সুন্দরভাবে সাজানো। বাংপ্র। বিণ।

বাঁধানো—বন্ধন করানো ; পাকা করানো, ইট বা পাথর দিয়া তৈরি করা ; দৃঢ় করানো ; মলাট বা ফ্রেম লাগানো ; ধাতুর পাত দ্বারা মুড়িয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বাঁধাবাঁধি—পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা ; সংযম ; নিয়ম। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

বাঁধাল—মাটির বাঁধ ; সেতু ; জাঙ্গাল। বাংপ্র। বি। [বিণ।

বাঁধি—বাঁধা, নিয়মবদ্ধ ('— গৎ')। বাংপ্র।

বাঁধুনি—শৃঙ্খলা ; গ্রন্থিজোড় ; আঁটসাঁট ভাব। বাঁধ+উনি ভাব। বাংপ্র। বি।

বাঁধুলী, বাঁন্ধুলি—একপ্রকার লাল ফুল, বন্ধুকপুষ্প। বাংপ্র। বি।

বাঁয়—বামদিকে। বাংপ্র। বি।

বাঁয়া—চামড়ার ছাওয়া বাদ্যযন্ত্রের যে দিকে বামহস্তে আঘাত করা হয় তাহা, ডুগি। <বাম। বি।

বাঁশ—বংশ, বেণু, একপ্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদ ; ধনু। <বংশ। বি।

বাঁশগাড়ি—আদালতের নির্দেশানুযায়ী জমি দখলের নিদর্শন-স্বরূপ তাহাতে বাঁশ পোঁতা। বাংপ্র। বি।

বাঁশবাজি—বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপর কসরত দেখানো। বাংপ্র। বি।

বাঁশরি—বাঁশি, বাঁশের বাঁশি, মুরলী। কপ্র। বি।

বাঁশি, বাঁশী—বংশী, মুরলী। <বংশী। বি।

বাক্ (বাচ্), বাচা—১। বাক্য ; শব্দ ; বিদ্যা। বচ্+ক্বিপ্ কর্ম, পক্ষে+আপ্। ২। সরস্বতী। বচ্+ক্বিপ্ কর্তৃ, পক্ষে+আপ্। ৩। বাগিন্দ্রিয়। বচ্+ক্বিপ্ করণ, পক্ষে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বাক—১। বাক্য, বচন ; গ্রন্থি বিঃ। বচ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং। ২। বকসম্বন্ধীয়। বক+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বাকী**। ৩। বকসমূহ। বক+অণ্ সমূহার্থে। বি ; ক্লী।

বাকড়—গর্ত ; হস্তী ; ঔদরিক ; হস্তীর ন্যায় অতিরিক্ত খাদক জীব। বাংপ্র। বি।

বাকড়া—ফলের শক্ত বীজের বা আঁটির আবরণ ; তাল ও নারিকেল প্রঃ গাছের ডাল। বাংপ্র। বি।

বাকর—মদ তৈয়ার করার একপ্রকার উপাদান ; নফর ('চাকরে'র সহচর শব্দ)। বাংপ্র। বি। [বি।

বাকল—গাছের ছাল, বৃক্ষত্বক্। <বল্কল।

বাকস—১। বাক্স। হি। ২। বাসক। বাংপ্র। বি।

বাকি, বাকী—অবশেষ, অবশিষ্ট, যাহা এখনও দেওয়া বা পাওয়া হয় নাই এমন ; খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা, balance ; অসম্পন্ন ; অনাদায় ('— খাজানা')। আ। বি বা বিণ। **বাকি কাটা**—জমা খরচ মিলাইয়া কত বাকি তাহা বাহির করা। **বাকি জায়**—অনাদায়ী বাকি খাজানার বা অন্য পাওনার তালিকা। **বাকি পড়া**—দীর্ঘকাল যাবৎ আদায় না হওয়া।

বাকিদার, বাকীদার—যাহার দেনা বা রাজকর বাকী পড়ে এরূপ। বাকি, বাকী+দার আছে অর্থে। আ-ফা। বিণ।

বাকীবকেয়া—যে অর্থাদি অপরের নিকট এখনও পাওনা আছে তাহা। দ্বন্দ্ব। <আ 'বাকি+আ 'বকায়া'। বি।

বাক্চাতুরী, -চাতুর্য(র্য্য)—ছলনাপূর্ণ কথা ; কথার ছল। ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, বাগ্বিষয়ক চাতুরী, চাতুর্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী ; ক্লী।

বাক্ছল—ছলপূর্ণ কথা ; কথার ব্যাজ ; দ্ব্যর্থক কথা দ্বারা যে বিভ্রান্তি জন্মে তাহা, equivocation. ৭মীতৎ ; অথবা বাগ্বিষয়ক ছল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাক্পটু—বাগ্মী, উত্তম বক্তা। বাকে পটু (নিপুণ), ৭মীতৎ। বিণ।

বাক্পতি—বৃহস্পতি ; উত্তম বক্তা। বাকের (বাক্যের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠী বি ; পুং।

বাক্পারুষ্য—কুৎসিত বাক্যের প্রয়োগ, অপ্রিয় বাক্যের উচ্চারণ ; রূঢ়কথা ; কটু-বাক্যঘটিত বিবাদ বিঃ। বাকে পারুষ্য, ৭মীতৎ ; অথবা, বাগ্বিষয়ক পারুষ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাক্প্রণালী—কথা বলিবার রীতি। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাক্প্রপঞ্চ—বাগ্জাল, কথার বেড়াজাল ; বাক্যসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাক্য—কথা, বচন, যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি দ্বারা যুক্ত শব্দসমষ্টি। বচ্+ণ্যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

বাক্যদান—প্রতিশ্রুতি দেওয়া ; অঙ্গীকার, কথা দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বাক্যনবাব—বাক্যবাগীশ ("একবার ওগো বাক্যনবাব চল দেখি কথা শুনে"—রবীন্দ্র)। ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

বাক্যবাগীশ—কথা বলিতে ওস্তাদ, যে বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজে কিছুই করে না এমন। ৭মীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

বাক্যবাণ—মর্মন্তুদ বাক্য, মর্মপীড়াজনক কথা ; বচনরূপ শর। রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

বাক্যবিশারদ—কথায় নিপুণ, উত্তম-বক্তৃতাকারী। ৭মীতৎ। বিণ।

বাক্যব্যয়—কথা বলা ; বেশী কথা বলা ; নিরর্থক কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাক্যসুধা—অমৃতের ন্যায় মধুর বচন ; কর্ণতৃপ্তিকারী বচন। বাক্য-রূপ সুধা, রূপক কর্মধা ; অথবা, বাক্য সুধাসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বাক্যস্খলন—১। অনভিপ্রেত কথার উচ্চারণ ; কথার অধোচ্চারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কথিত বাক্যের অন্যথাচরণ। ৫মীতৎ। বি ; ক্লী।

বাক্যস্থ—কথার বাধ্য ; যে কথার ঠিক রাখে এমন। উপতৎ ; বাক্য—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

বাক্যস্ফূর্তি(র্ত্তি)—মুখ হইতে কথা বাহির হওয়া ; বাক্যনিঃসরণ ; প্রথম কথা-স্ফুরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাক্যালাপ—কথাবার্তা, কথোপকথন। বাক্যকৃত আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বাক্রোধ—কথা বাহির না হওয়া, কণ্ঠস্বর বন্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ [সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে 'বাগ্রোধ', 'বাগ্রোধ']। বি ; পুং।

বাক্শক্তি—কথা বলিবার ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাক্স—কাঠের, টিনের বা লোহার পেটিকা। <ইং 'box'. বি।

বাক্‌সংযম—কথা কম বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
বাক্‌সমা—বক ফুল। প্রা কপ্র। বি।
বাক্‌সর্ব(র্ব্ব)স্ব—যে কেবল বড় বড় কথা বলে কিন্তু কাজে কিছুই নয় এমন। বাক্‌ই সর্বস্ব যাহার, বহু। বিণ।
বাক্‌সিদ্ধ—যাহার কথা ব্যর্থ হয় না এমন, যাহার কথা ফলে এমন, যে কিছু বলিলেই তদনুযায়ী ঘটনা ঘটে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।
বাক্‌সিদ্ধি—অব্যর্থ বাক্য বলিবার ক্ষমতা। ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
বাখড়া—নারিকেল তাল প্রঃ গাছের বোঁটাযুক্ত পাতা, বাগলো। বাংপ্র। বি।
বাখান—১। প্রশংসা ; ব্যাখ্যান। প্রা কপ্র। ২। অশ্লীল গালি। প্রাদে। বি।
বাখানা—১। বর্ণনা করা ; প্রশংসা করা। কপ্র। ২। অশ্লীল গালি দেওয়া। প্রাদে। ক্রি।
বাখানি—১। বিবৃত ; বর্ণিত ; বিবৃত। প্রা কপ্র। বিণ। ২। প্রশংসা করি ("বাখানি সাহস তোর বীরচূড়ামণি"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি।
বাখারি—লম্বাভাবে চেরা বাঁশ। বাংপ্র। বি। **বাখারি চুন**—ঝিনুক শামুক প্রঃর খোলা পোড়াইয়া যে চুন প্রস্তুত করা হয় তাহা।
বাগ—১। উদ্যান। ফা। ২। কৌশল ('ভাগ—') ; সুযোগ, কায়দা ('বাগে পাওয়া') ; দিক্ ('উত্তর বাগে') ; বশ ('— আনা')। <বল্‌গা। বি।
বাগড়া—বাধা, প্রতিবন্ধক ; কলা বা নারিকেলের পাতার বোঁটার দিক্‌টা। বাংপ্র। বি। [বি।
বাগডোর—লাগাম, অশ্বরশ্মি। বাংপ্র।
বাগদা—একরকম চিংড়ি, prawn. বাংপ্র। বি। [বি।
বাগদী—অনুন্নত হিন্দু জাতি বিঃ। বাংপ্র।
বাগলো—বাখড়া (তাহা দ্রঃ)।
বাগাড়ম্বর—কথার জাঁকজমক ; অত্যধিক কথা বলিয়া পাণ্ডিত্য বা গর্ব প্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
বাগাত—বাগান, উপবন ; বাগিচার জমি। ফা। বি।
বাগাতি—বাগানে উৎপন্ন ফলাদি উপভোগের জন্য দেয় কর। হি। বি।
বাগান—উদ্যান। <ফা 'বাগ'। বি।
বাগানো—বশীভূত করা, আয়ত্ত করা ; ফিটফাট করিয়া বিন্যস্ত করা ('টেরি —') ; কৌশলে আদায় করা ('কাজ —') ; দক্ষতা প্রয়োগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
বাগাল—রাখাল। প্রা কপ্র। বি।
বাগালি—রাখালের কাজ। প্রা কপ্র। বি।
বাগি, বাগী—ছোট ছেলেদের ব্যবহার্য ছোট ডালা ; উপদংশজনিত দূষিত ফোঁড়া ; কুচকির ফোঁড়া, bubo. বাংপ্র। বি।
বাগিচা—উদ্যান, বাগান। <ফা 'বাগ্‌চাহ্'। বি।
বাগিন্দ্রিয়—জিহ্বা ; মুখ। বাক্যের ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
বাগীশ, বাগীশ্বর—উত্তম বক্তা, বাক্‌পতি ; বিশারদ ('তর্ক—') ; বৃহস্পতি ; ব্রহ্মা ; মঞ্জুঘোষ। বাকের ('বাচ্'-শব্দ) ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
বাগীশা, বাগীশ্বরী—বাগ্দেবী, সরস্বতী। বাগীশ+আপ্, বাগীশ্বর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
বাগুড়া, বাগুড়ি, বাগুলা—কলা সুপারি প্রঃ গাছের বোঁটা-সমেত পাতা, বাখড়া, বাগলো। বাংপ্র। বি।
বাগুরা—জাল, ফাঁদ, মৃগবন্ধনী। অব—গুর্ +ক কর্তৃ (অ-এর লোপ)+আপ্। বি ; স্ত্রী।
বাগুরিক—ব্যাধ, জালিক। বাগুরা (জাল) +ইক ইহা দ্বারা জীবনধারণ করে অর্থে। বি ; পুং। [স্ত্রী।
বাগেশ্রী—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। বি ;
বাগ্‌জাল—কথার প্যাঁচ, কথার ফাঁদ, বাগাড়ম্বর, কথার জাঁকজমক করা। বাকের ('বাচ্'-শব্দ) জাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
বাগ্‌ডম্বর—বাগাড়ম্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
বাগ্‌দত্তা—বিবাহের পূর্বে যে কন্যাকে কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়ার জন্য কথা দেওয়া হইয়াছে। বাক্ দ্বারা দত্তা, ৩য়াতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।
বাগ্‌দান—১। মেয়েকে কাহারও সহিত বিবাহ দেওয়ার কথা দেওয়া, কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি। বাক্ দ্বারা দান, ৩য়াতৎ। ২। প্রতিশ্রুতি-দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
বাগ্‌দুষ্ট—বাক্যে দোষযুক্ত। বাক্ দ্বারা দুষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।
বাগ্‌দেবতা, -দেবী—সরস্বতী, বাগীশ্বরী। বাকের দেবতা, দেবী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
বাগ্‌বাদিনী—সরস্বতী। উপতৎ ; বাক্—বদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
বাগ্‌বিতণ্ডা—তর্কবিতর্ক ; বাক্যাড়ম্বর। ৩য়াতৎ। বি ; স্ত্রী।
বাগ্‌বিদগ্ধ—বাক্যে পণ্ডিত ; কথায় রসিক। বাকে বিদগ্ধ, ৭মীতৎ। বিণ।
বাগ্‌বিদগ্ধা—১। বাক্যরসিকা। বিণ ; স্ত্রী। ২। পরকীয়া নায়িকা বিঃ, যে নায়িকা দুই অর্থযুক্ত বাক্যে নায়ককে সংকেতস্থানে গমনাদি জানাইয়া দেয় [যথা—

"চির-পরবাসী স্বামী বিরহে কাতর আমি,
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব।"
—রসমঞ্জরী]।

৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।
বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, -গ্ধ, -গ্ধী—কথায় নিপুণতা, বাক্‌পটুতা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লী, ক্লী, স্ত্রী।
বাগ্মিতা, বাগ্মিত্ব—বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা, বাক্‌পটুতা। বাগ্মিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।
বাগ্মী (বাগ্মিন্)—প্রশস্ত বক্তা, বাক্‌পটু। বাচ্ (বাক্য)+মিনি আছে অর্থে। বিণ। **স্ত্রী—বাগ্মিনী**। [বিণ।
বাগ্‌যত—সংযতবাক্য, মৌনী। ৭মীতৎ।
বাগ্‌যন্ত্র—গলমধ্যস্থিত ত্রিকোণাকার শব্দকারক নল বিঃ, larynx. বাকের যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
বাগ্‌যুদ্ধ—বিবাদ-বিসম্বাদ, তর্কবিতর্ক, কথা-কাটাকাটি ; কথার লড়াই। ৩য়াতৎ। বি ; ক্লী।
বাঘ—ব্যাঘ্র, শার্দূল। <ব্যাঘ্র। বি।
বাঘের মাসী—বিড়ালী। [বি।
বাঘ-আঁচড়া—আঁকোড় গাছ। বাংপ্র।
বাঘছড়ি, বাঘছাল—বাঘের চামড়া ; একপ্রকার গাছ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
বাঘনখ—বাঘের নখর ; বাঘের নখযুক্ত অলংকার বিঃ বা পদক ; ব্যাঘ্রনখাকৃতি ভীষণ অস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
বাঘবন্দী—নয়টি বা কুড়িটি ঘুঁটি দ্বারা একপ্রকার খেলা [ঐ ঘুঁটিগুলি দ্বারা 'বাঘ'কে এমন ভাবে আটকানো হয় যে তাহার পালাইবার আর পথ থাকে না]। বাঘ বন্দী যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি।
বাঘা—১। খুঁটি হইতে চালের পাড়ি ধরিয়া রাখিবার বাঁকা কাঠ ; বৃহৎ ব্যাঘ্র ; ব্যাঘ্রাকৃতি কুকুর। বাঘ+আ স্বার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি। ২। বৃহৎ ; মিশ্রবর্ণযুক্ত ; কড়া ; ভীষণ টক ('— তেঁতুল')। বাঘ+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।
বাঘাম্বর—ব্যাঘ্রচর্মরূপ বসন ; শিব। <ব্যাঘ্রাম্বর। বি। [বিণ।
বাঙরি—উন্মাদিনী। প্রা কপ্র। বি বা
বাঙলা—'বাংলা' দ্রঃ।
বাঙুরা—খাট, বামন। বাংপ্র। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-রী**।
বাঙ্গাল, বাঙাল—পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ; পূর্ববঙ্গসম্বন্ধীয়। বঙ্গ+আল। বাংপ্র। বি বা বিণ। বিণ, **-লে**।
বাঙ্গালা, বাঙালা—১। বঙ্গদেশ ; বঙ্গভাষা। বি। ২। বঙ্গদেশ বা বঙ্গভাষা-সম্বন্ধীয় ; বঙ্গভাষায় রচিত। <বঙ্গ। বিণ।

৩। বাংলা, সাহেবদিগের অস্থায়ী বাসের কুঠী। <ইং 'bungalow'. বি।

বাঙ্গালী, বাঙালী—১। বঙ্গদেশবাসী; বঙ্গদেশের লোক সম্বন্ধীয়। বাঙ্গালা, বাঙালা + ঈ নিবাসার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**। ২। রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাঙ্গি—১। ভার; দুইদিকে শিকাতে ভার ঝুলাইয়া লইবার বাঁক। বাংপ্র। ২। ফুটি। প্রাদে। বি।

বাঙ্গিদার—কাষ্ঠদণ্ডের বা বংশদণ্ডের দুই দিকের শিকাতে ভার বহনকারী ব্যক্তি। বাঙ্গি + দার বাহক অর্থে। বাংপ্র। বি।

বাঙ্গিদারি—বাঙ্গিদারের মজুরি বা কার্য। বাঙ্গিদার + ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

বাঙ্‌মিষ্ঠ—যাহার কথার নড়চড় হয় না এমন; সত্যবাদী। বাকে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

বাঙ্‌মিষ্ঠা—১। নিজের কথামত কাজ করিবার স্বভাব; সত্যবাদিতা; বাক্যসংযম। বাকে নিষ্ঠা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। সত্যবাদিনী। বাঙ্‌মিষ্ঠ + আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বাঙ্‌নিষ্পত্তি—বাক্যব্যয়; মুখ ফোটা। বাক্যের নিষ্পত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাঙ্ময়—১। কথায় ভরা, বাক্যময়; শব্দজাত। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**। ২। শাস্ত্র; অলংকারশাস্ত্র; সাহিত্য; কাব্যশাস্ত্র; বক্তৃতা। বাচ্‌ + ময়ট্‌ অপৃথগ্‌ভাবার্থে বা স্বরূপার্থে। বি; ক্লী।

বাঙ্ময়ী—১। সরস্বতী। বি; স্ত্রী। ২। বাক্যাত্মিকা; শব্দজাতা। বাঙ্ময় + ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বাঙ্মুখ—উপন্যাসের মুখবন্ধ; বাক্যারম্ভ। বাকের (বাক্যের) মুখ (আরম্ভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বাচ—নির্বাচন; নির্বাচনাবশিষ্ট; বাইচ। বাংপ্র। বি।

বাচক—১। কথক; বোধক; সূচক; অর্থপ্রকাশক; পুরাণাদি-পাঠক। বিণ। স্ত্রী—**বাচিকা**। ২। অভিধা শক্তিদ্বারা অর্থপ্রকাশক শব্দ। বচ্‌ + ণক কর্তৃ। বি; পুং।

বাচকাম, -নি—অতি শিশু, অতি ছোট; ছোট গামছা; শিশুর পরিবার কাপড়। বাংপ্র। বি।

বাচন, বাচনা—১। কথন; ব্যাখ্যান; পঠন, পাঠ। বচ্‌ + ণিচ্‌ (স্বার্থে) + অনট্‌ ভাব, পক্ষে অন ভাব + আপ্‌। ২। উচ্চারণ করানো, বলানো। বচ্‌ + ণিচ্‌ অনট্‌ ভাব; পক্ষে অন ভাব + আপ্‌। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বাচনক—হেঁয়ালি, প্রহেলিকা। বাচন + কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

বাচনিক—যাহা মুখে বলিয়া দেওয়া যায় এমন, মৌখিক। বচন + ইক নিষ্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বাচ(চ্‌)বিচার—পছন্দ-অপছন্দ; ভাল-মন্দের বিচার; ন্যায় অন্যায় বা ধর্মাধর্মের বিচার; পার্থক্য-বিচার, ভেদবিচার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

বাচস্পতি—বৃহস্পতি; বাক্‌পটু, বাগ্মী, সুবক্তা; বিদ্বান্‌; পুষ্যানক্ষত্র; পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। বাচঃ (বাক্যের) পতি, অলুক্‌ ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাচস্পত্য—১। বাগ্মিতা, উত্তমবক্তৃতা। বাচস্পতি + যক্‌ ভাবে। বি; ক্লী। ২। বাচস্পতি-সম্বন্ধীয়। বাচস্পতি + যক্‌ সম্বন্ধার্থে বা কৃতার্থে। বিণ। ৩। তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রণীত বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান। বাচস্পতি + যক্‌ কৃতার্থে। বি; ক্লী।

বাচা—বাক্য। বাচ্‌ (বচ্‌ + ক্বিপ্‌ ভাব) + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বাচানো—বলাইয়া দেওয়া; স্পষ্ট করিয়া তোলা; সত্যমিথ্যা স্থির করা; রুজু করা; মোকাবিলা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বাচাল—যে খুব বেশী কথা বলে এমন; অসম্বদ্ধপ্রলাপী; বহুভাষী। বাচ্‌ + আলচ্‌ আছে অর্থে, নিন্দার্থে, বহ্বর্থে। বিণ। বি, **-তা**।

বাচিক—১। বাক্যদ্বারা কৃত, বাক্য-নিষ্পাদিত। বাচ্‌ + ইক কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। সংবাদ, খবর। বি; ক্লী।

বাচ্চা—শিশু; শাবক; ছানা। <বৎস। বি। [বাংপ্র। বি।

বাচ্চাকাচ্চা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

বাচ্য—১। (ব্যাক) বাক্যের কর্তা-কর্ম প্রভৃতির যে কোনটিকে অভিহিত করিবার অর্থাৎ প্রাধান্য দানের শক্তি, ক্রিয়ার কর্তা কর্ম প্রঃকে অভিহিত করিবার শক্তি [বাচ্য আট প্রকার—কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, ভাব ও কর্মকর্তৃ]; অভিধা দ্বারা বোধ্য অর্থ; নিন্দা; প্রতিপাদন; কথন। বচ্‌ + ণ্যৎ ভাব। বি; ক্লী। ২। নিন্দনীয়, বচনীয়; ঘৃণিত; কুৎসিত; দুষ্ট; জাতিভ্রষ্ট; বক্তব্য, কথনীয়; প্রতিপাদ্য; অভিধেয়, বোধ্য। বচ্‌ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বাচ্যতা—বচনীয়তা, নিন্দার্হত্ব, নিন্দনীয়ত্ব। বাচ্য + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বাচ্যমান—পঠ্যমান, উচ্চার্যমাণ; কথ্যমান। বচ্‌ + ণিচ্‌ + শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

বাচ্যার্থ—মুখ্য বা অভিহিত অর্থ। কর্মধা। বি; পুং।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা—অর্থালংকার বিঃ [উৎপ্রেক্ষা অলংকারে (উৎপ্রেক্ষা দ্রঃ) যেন, বুঝি প্রঃ বিতর্কবাচক শব্দের প্রয়োগ হইলে তাহাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে। যথা: —"মুখে চুরাইছে হাম জিনি মুকুতার দাম চাঁদ যেন উগারয়ে সুধা"]। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বাছন—পৃথক্‌করণ; নির্বাচন। বাছ + অন ভাব। বাংপ্র। বি।

বাছনদার—যে পছন্দ বা বাছাই করে। বাছন + দার কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বি।

বাছনি—১। অতিশয় স্নেহের পাত্র, শিশু। <বৎস। ২। নির্বাচন, বাছাই। বাছ্‌ + অনি ভাব। বাংপ্র। বি।

বাছপড়া—বাছাই-করা জিনিসপত্র সরাইয়া ফেলিলে যাহা পড়িয়া থাকে এমন, ঝড়তি-পড়তি। বাংপ্র। বিণ।

বাছবিচার—'বাচবিচার' দ্রঃ।

বাছা—১। স্নেহপাত্র; শিশু। <বৎস। বি। ২। নির্বাচিত করা; পৃথক্‌ করা; পরিষ্কৃত করা। ক্রি [, বি]। ৩। মনোনীত; পরিষ্কৃত; নির্বাচিত। বাংপ্র। বিণ। **বাছা বাছা**—বাছাই-করা কয়েক জন; উত্তম কয়েকটি।

বাছাই—১। পছন্দসই, নির্বাচিত, উৎকৃষ্ট। বিণ। ২। নির্বাচন। বাংপ্র। বি।

বাছাধন—জাদুধন; প্রিয়বৎস। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বাছুনি—বাছনি (তাহা দ্রঃ)।

বাছুর—গোবৎস। <বৎস। বি।

বাজ—১। একপ্রকার শিকারী পাখি, শ্যেন, hawk. ফা। ২। বজ্র। <বজ্র। বি। ৩। (অন্ত শব্দের পরে) আসক্ত (মন্দ অর্থে)। ফা প্রত্যয়। ৪। বেগ; পক্ষ; যুদ্ধ। বজ্‌ (গমন করা) + ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

বাজখাঁই, -খেঁয়ে—উচ্চ এবং কর্কশ বাংপ্র। বিণ। [ক্রি

বাজত—বাজে, বাজিতেছে। প্রা কপ্র

বাজন, বাজনা—বাদ্য; বাদ্যযন্ত্র বাংপ্র। বি।

বাজনদার, বাজনাদার—বাদক বাজন, বাজনা + দার কর্তা অর্থে বাংপ্র। বি।

বাজনা—'বাজন' দ্রঃ।

বাজপেয়—সামবেদবিহিত যজ্ঞ বিঃ। বাজ (অন্ন বা ঘৃত) পেয় (দেবতার পানযোগ্য) যাহাতে, বহু। বি; পুং বা ক্লী।

বাজপেয়ী (-পেয়িন্‌)—বাজপেয়যাগ-কর্তা; পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ, বাজপাই। বাজপেয় + ইন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

বাজবৈরি, বাজবৌরি—মহাবিঘ্ন; একজাতীয় শিকারী পক্ষী, বড় জাতের বাজ পাখি বিঃ। <বাজবহরী। বি।

বাজরা—১। টুকরি, বড় ঝুড়ি। বাংপ্র। ২। বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। প্রাদে। ৩। একপ্রকার শস্য। হি। বি।

বাজা—১। বাদিত হওয়া ('ঘড়ি —'); ঘড়িতে সময় সূচিত হওয়া ('ঘড়িতে চারটে বেজেছে'); শব্দ করা; বাধিয়া যাওয়া; আরম্ভ হওয়া ('ঝগড়া —'); উপস্থিত হওয়া; অবরুদ্ধ হওয়া; আটকানো; শ্রুতি-কঠোর বোধ হওয়া; লাগা, আঘাত করা ('প্রাণে —')। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। যাহা বাজে ('বাজা—')। বাংপ্র। বিণ। ৩। বাদ্য, বাদ্যযন্ত্র। হি। বি।

বাজানো—ঢাক ঢোল বাঁশি প্রঃ বাদ্যযন্ত্র বাদন; শব্দ করা; যাচাই করা; লাগানো; কষ্ট দেওয়া; ঠুকিয়া পরীক্ষা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **কাজ বাজানো**—কাজ হাসিল করা, কৃতকার্য হওয়া।

বাজার—ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, হাট; প্রচলিত মূল্যের হার; পণ্যদ্রব্য-ক্রয়বিক্রয়; বাজার হইতে জিনিস ক্রয় বা ক্রীত জিনিসপত্র; দিনকাল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ফা। বি। **বাজার গরম করা**—বহুলোকের মধ্যে অত্যধিক আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করা। **বাজার বসা**—দোকানপাট খোলা।

বাজারখরচ—প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির জন্য যে অর্থ লাগে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাজার (ফা)+খরচ (<ফা 'খর্চ্')। বি।

বাজারদর—চালু দর, প্রচলিত মূল্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাজারে—যে বাজার করে এমন; বাজার-বিষয়ক; নিকৃষ্ট; অতিসাধারণ; খেলো। বাজার+এ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বাজি—১। খেলার এক এক বার বা দফা; জুয়া প্রঃ খেলার পণ; খেলা, ইন্দ্রজাল; আতশবাজি প্রঃ; অগ্নি। < ফা 'বাজী'। বি। ২। জন্য। প্রা কপ্র। অ।

বাজিকর—জাদুকর, ঐন্দ্রজালিক; কৌশল-পূর্ণ-ক্রীড়া-প্রদর্শক; পুতুলনাচ-প্রদর্শক। বাজি করে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

বাজিমাত—কোন খেলায় বা প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ। ফা। বি।

বাজী (বাজিন্)—১। পক্ষী; বাণ; অশ্ব; গ্রহ। বাজ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। বেগবান্। বিণ।

বাজীকরণ—যাহা অশ্ববৎ রমণক্ষম করে, রতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার ঔষধাদি। বাজিন্+চ্বি (=বাজী)—কৃ+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

বাজু—হাতের একপ্রকার গহনা, আভরণ বিঃ; দ্বারের পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠ; বাহু। ফা। বি।

বাজুবন্দ, -বন্ধ—একপ্রকার তাগা; বাহু-ভূষণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাজে—১। লাগে, পীড়াকর হয়; আট-কায়। বাংপ্র। ক্রি। ২। খেলো; অসার; অন্য; মিথ্যা; অপ্রধান; প্রয়োজনাতিরিক্ত; পরিহার্য, বাতিল; অকেজো। <আ বাজ'। বিণ।

বাজেয়াপ্ত—সরকার কর্তৃক অধিকৃত; রাজসরকার বা জমিদার যাহা দখল করিয়া লইয়াছেন এমন। <ফা 'বাজ্-য়াফৎ'। বিণ। [কর্ম। বিণ।

বাঞ্ছনীয়—অভিলষণীয়। বান্ছ+অনীয়

বাঞ্ছা—১। ইচ্ছা, অভিলাষ। বান্ছ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। কামনা করা। ক্রি। ৩। অভিলষিত বস্তু। কপ্র। বি।

বাঞ্ছাকল্পতরু—ভগবান্; অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ বিঃ। বাঞ্ছাপূরক কল্পতরু, মধ্যপ কর্ম। বি; পুং।

বাঞ্ছিত—অভীষ্ট, অভিলষিত। বান্ছ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাট—পথ, রাস্তা; আবৃত স্থান; বারান্দা; (অর্থশাস্ত্র) স্বর্ণ বা রৌপ্যের পিণ্ড বা তাল, bullion. বট্+ঘঞ্ কর্ম, ভাব। বি; পুং।

বাটখারা—ওজন করিবার জন্য নির্দিষ্ট ভারযুক্ত পাথর লোহা প্রঃ। বাংপ্র। বি।

বাটনা—পেষা মসলা। বাট্+অনা কর্ম। বাংপ্র। বি।

বাটপাড়—ডাকাইত, দস্যু; বোম্বেটিয়া; চোর; নাবিক। 'বর্ত্মন্'-শব্দমূলক। বি।

বাটপাড়ি—জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা; ডাকাতি। বাটপাড়+ই কর্ম। বাংপ্র। বি।

বাটলো—একপ্রকার গোলাকার কাঁসার হাঁড়ি। বাংপ্র। বি।

বাটা, বাট্টা—তাম্বূলপাত্র। বাংপ্র। বি।

বাটা—১। পূজার ডালি; ব্রত; দস্তুরি, বাট্টা; একপ্রকার মাছ; (অর্থশাস্ত্র) সম-মূল্য হইতে যে অংশ বাদ যায়, তাহা, discount. বি। ২। পেষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

বাটালি—কাঠ কাটিবার অস্ত্র বিঃ; বাড়ি; রাস্তা। বাংপ্র। বি।

বাটি—পেয়ালা; কটোরা। বাংপ্র। বি।

বাটিকা, বাটী—বাড়ি, গৃহ; বাস্তু; আবৃত স্থান। বাটী+কন্ স্বার্থে+আপ্, পক্ষে বাট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বাটিয়া—পথ, রাস্তা ('তুঁহু কি ভুলল মো-হিয়া বাটিয়া?'—মাধব দাস)। প্রা কপ্র। বি।

বাট্টা, বাটা—দস্তুরি, দাম হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

বাড়—বিস্তার; বৃদ্ধি; নৌকা প্রঃর বেষ্টন; জলে রাখিয়া মাছ ধরিবার জন্য ব্যবহৃত বংশশলাকার বেষ্টনী। বাংপ্র। বি।

বাড়ই, বাড়ুই—ছুতার; ঘরামি। <বর্ধকি। বি।

বাড়তি—১। বৃদ্ধি; আতিশয্য, আধিক্য। বাড়্+অতি ভাব। বি। ২। উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত। বাড়্+অতি কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

বাড়ন—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। বাংপ্র। বি।

বাড়ন্ত—যাহা বৃদ্ধি পাইতেছে এমন, বৃদ্ধি-শীল। বাড়+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। **চা'ল বাড়ন্ত**—চাউল নাই (মেয়েরা ঘরে চাউল না থাকিলে এইরূপ বলে)।

বাড়ব—১। সমুদ্রজাত অগ্নি, বড়বামুখাগ্নি। বড়বা (ঘোটকী)+অণ্ জাতার্থে। ২। পাতাল। বড়বা+অণ্ বিদ্যমানার্থে। বি; পুং বা ক্লী। ৩। ঘোটকী-সম্বন্ধীয়। বড়বা+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

বাড়বা—বাড়বানল। প্রা কপ্র। বি।

বাড়বাগ্নি, বাড়বানল—সমুদ্রস্থ অগ্নি। বাড়ব যে অগ্নি, অনল, কর্মধা। বি; পুং।

বাড়া—১। অধিক, বেশী। বিণ। ২। বৃদ্ধি পাওয়া; রন্ধনপাত্র হইতে বাহির করিয়া ভোজনপাত্রে রাখা; কলম কাটা। বাংপ্র। ক্রি।

বাড়ানো—বর্ধিত করা; সম্মান করা; অতিরিক্তরূপে সম্মান করা বা প্রশ্রয় দেওয়া; লম্বা করা; পরিবেশন করানো; কাহারও দ্বারা হাঁড়ি প্রঃ হইতে ভোজনপাত্রে রাখানো; কাটানো ('কলম —'); লাঠি দ্বারা প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বাড়াবাড়ি—অত্যধিক মাত্রায় কোন কার্যকরণ; আধিক্য। বাংপ্র। বি।

বাড়ি, বাড়ী—১। গৃহ। <বাটী। ২। লাঠি; প্রহার, আঘাত; শস্য প্রঃর ঋণদান; বৃদ্ধি। বাংপ্র। বি।

বাড়িওয়ালা—বাড়ির মালিক; ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিক। বাড়ি+ওয়ালা স্বামী অর্থে। বাংপ্র। বি। স্ত্রী, **-লী**।

বাড়িভাড়া—বাড়িতে থাকিবার বা বাড়ি নিজের ব্যবহারে রাখিবার জন্য বাড়ির মালিককে দেয় খাজনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

বাঢ়—বৃদ্ধি। প্রা কপ্র। বি।

বাঢ়া—বৃদ্ধি পাওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি। [**বাঢ়ই**—বাড়ে; বাড়াইয়া। **বাঢ়ত**—বাড়ে। **বাঢ়য়ে**—বাড়ে। **বাঢ়ল**—বাড়িল। **বাঢ়াই**—বাড়াইয়া। **বাঢ়ায়ল**—বাড়াইল। **বাঢ়ায়লি**—বাড়াইলে। **বাঢ়ায়া**—বাড়াইয়া। **বাঢ়ি**—বাড়ে।]

বাঢ়ানো—বর্ধিত করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাণ—তীর, শর; ধ্বনি, শব্দ; শরবৃক্ষ;

বাণরাজ; অগ্নি; কবি বিঃ। বণ্‌+ণিচ্‌ স্বার্থে+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বাণলিঙ্গ—নর্মদা-নদীতে নিক্ষিপ্ত শিবলিঙ্গ বিঃ। বাণপূজিত লিঙ্গ (শিবলিঙ্গ), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বাণসুতা—উষা, অনিরুদ্ধ-পত্নী। বাণের সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাণাশ্রয়, বাণাসন—ধনুক, শরাসন। বাণের আশ্রয় (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ; বাণ—অস্‌ (ক্ষেপণ করা)+অনট্‌ করণ। বি; পুং, ক্লী।

বাণিজ—১। বণিক্‌, ক্রয়বিক্রয়কারী। বণিজ্‌+অণ্‌ স্বার্থে। ২। বাড়বাগ্নি। বণিজ্‌+অণ্‌ অনুকূলার্থে। বি; পুং।

বাণিজিক—১। বণিক্‌, ক্রয়বিক্রয়কারী; প্রবঞ্চক, শঠ। বণিজ্‌+ইক স্বার্থে। ২। বাড়বাগ্নি। বণিজ্‌+ইক অনুকূলার্থে। বি; পুং। ৩। ক্রয়বিক্রয়। বণিজ্‌+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

বাণিজ্য—ব্যবসায়, সওদাগরি; ক্রয়বিক্রয়, কারবার। বণিজ্‌+ষ্যঞ্‌ কর্মার্থে। বি; ক্লী।

বাণিজ্যপোত—ব্যবসায়ীর জাহাজ; বাণিজ্যার্থে সমুদ্রগামী জাহাজ। বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় পোত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বাণিজ্যবায়ু—ঈশানকোণ ও অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত বায়ু বিঃ, আয়নবায়ু, trade-wind. বাণিজ্যানুকূল বায়ু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বাণিজ্যশালা—ক্রয়বিক্রয়ের নির্দিষ্ট গৃহ; দোকান। বাণিজ্যের শালা (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাণিজ্যাগার—ব্যবসায়ের কুঠী। বাণিজ্যের আগার (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বাণী—১। বাক্য, কথা; উপদেশপূর্ণ কথা, শিক্ষাপ্রদ বাক্য; মহৎ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বা প্রচারিত বা অবলম্বিত সত্য। বণ্‌ (শব্দ করা)+ইণ্‌ কর্ম+ঈপ্‌। ২। সরস্বতী, বাগ্দেবী। বণ্‌+ণিচ্‌+ইণ্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। ৩। বোনা, বয়ন। বণ্‌+ইণ্‌ ভাব+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বাণ্ডিল—পুলিন্দা; কাগজের তাড়া; একত্র বাঁধা দ্রব্য। <ইং 'bundle'. বি।

বাত—১। বায়ু, বাতাস; রোগ বিঃ, gout, rheumatism; জ্বর; ধৃষ্টমায়ক; (আয়ুর্বেদ মতে) দেহের ধাতু বিঃ। বা+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং। ২। বাক্য, কথা ("তুয়া সনে বাত নহে মঝু সমুচিত"—চন্দ্রশেখর)। প্রা কপ্র। বি।

বাতকর্ম (-কর্মন্‌), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্‌)—পাদ দেওয়া, অপানবায়ুত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বাতকী (-কিন্‌)—বাতরোগযুক্ত, বেতো রোগী। বাত+ইন্‌ আছে অর্থে (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**।

বাতগামী (-গামিন্‌)—পক্ষী। উপতৎ; বাত (বায়ু)—গম্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বাতবিক্ষুব্ধ—বাতাসে অত্যধিক আন্দোলিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বাতমণ্ডলী—বাত্যা, ঘূর্ণীবাতাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বাতযন্ত্র—বায়ুদ্বারা চালিত কল। বাত-চালিত যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বাতরক্ত—রক্তদুষ্টিঘটিত রোগ বিঃ। বাত (বায়ু)-দুষ্ট রক্ত যাহাতে, বহ। বি; ক্লী।

বাতলানো, বাতানো—বুঝাইয়া দেওয়া; নির্দেশ করা; উপদেশ দেওয়া; কথা বলা। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।

বাতা—কপাটের উপরিস্থিত কাঠের ফালি; খড়ের বা খোলার চালের ঢালু মুখ বাঁধিবার বাখারি; মেটে ঘরের চালের নীচে পাতিবার শরকাঠির গুচ্ছ; বাঁশের শলা; ছাঁচের বাখারি। বাংপ্র। বি।

বাতানো—'বাতলানো' দ্রঃ।

বাতান্বিত—বাতাস দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে এমন, aerated. বাত দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বাতাপি- অসুর বিঃ (অগস্ত্যমুনি ইহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন)। বাত—আ—পা+ই কর্তৃ। বি; পুং।

বাতাবরণ—বায়ুমণ্ডল, atmosphere. বাতই (বায়ু) আবরণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

বাতাবর্ত(র্ত্ত)—ঘূর্ণাবর্ত; ঘূর্ণীবায়ু। বাতের আবর্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাতাবি—একপ্রকার বড় লেবু, shaddock, pomelo. <বাটাভিয়া (যবদ্বীপের রাজধানী)। বি।

বাতায়ন—১। জানালা, গবাক্ষ। বাতের অয়ন যাহা দ্বারা, বহ। বি; ক্লী। ২। ঘোড়া, অশ্ব। বাতের ন্যায় অয়ন যাহার, বহ। বি; পুং।

বাতায়িত—যেখানে বায়ু-চলাচল ভাল হয় এমন, ventilated. বাত+ক্যঙ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাতাস—বায়ু। 'বাত'-শব্দজ। বি।

বাতাসা—গুড়ের ও চিনির রসে প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্য বিঃ। বাংপ্র। বি। **ফেনী বাতাসা** —চিনির তৈরী বড় বাতাসা।

বাতাহত—ঝটিকাপীড়িত; বায়ু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। বাত কর্তৃক আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বাতি—১। প্রদীপ; আলো; মোম প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত আলোক উৎপাদনকারী দ্রব্য, candle; গাছের সরু এবং লম্বা গুঁড়ি; লম্বা করিয়া তৈয়ারী জিনিস ('ধূপের—')। <বর্তিকা। বি। ২। সূর্য; চন্দ্র; বায়ু। বা+অতি কর্তৃ। বি; পুং।

বাতিক—১। বাই; অত্যন্ত ঝোঁক বা শখ; পাগলামি। বাংপ্র। বি। ২। বাতোৎপন্ন, বায়ুজনিত ('—ব্যাধি')। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ৩। রোগ বিঃ। বাত+ইক আগতার্থে। বি; পুং।

বাতিদান—দীপাধার, যাহাতে মোমের বাতি প্রঃ বসানো হয়। বাতি+দান আধার অর্থে। বাতি (<বর্তিকা)+দান (ফা)। বি।

বাতিল-রদ, পরিত্যক্ত, পণ্ড, নিষ্ফল; রহিত; অকেজো, বাজে। আ। বিণ।

বাতুল, বাতুল—বায়ুগ্রস্ত, উন্মত্ত, পাগল; বাতরোগী। বাত+উল, উল আছে অর্থে। বিণ। বি, **-তা**।

বাত্যা—বায়ুসমূহ, প্রবল বায়ু, ঝড়। বাত+যৎ সমূহার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বাত্যাকুল, -পীড়িত—ঝটিকাপীড়িত; বাতাসে অত্যধিক আন্দোলিত। বাত্যা দ্বারা আকুল, পীড়িত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বাৎসরিক—বৎসর সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। বৎসর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বাৎসল্য—রস বিঃ; কারুণ্য, স্নেহ। বৎসল+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লী।

বাৎস্য—বৎসমুনির পুত্র; বৎসপ্রবর্তিত গোত্র। বৎস+ষ্যঞ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বাৎস্যায়ন—বাৎস্যমুনির পুত্র। বাৎস্য (মুনি বিঃ)+আয়ন অপত্যার্থে। বি; পুং।

বাথান—গোশালা; মাঠ; গোষ্ঠ; শূকর গরু প্রঃর পাল। <বাসস্থান। বি।

বাথানে—যে গাভীকে বৃষসহবাস করাইবার সময় হইয়াছে এমন; বৃষ-সহবাসোপযুক্তা আগতার্তবা ('—গাভী')। বাংপ্র। বিণ।

বাদ—১। পরস্পরকে হারাইবার ইচ্ছা না করিয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর বিচার, যথার্থ বিচার; বিতর্ক; বাক্য; উক্তি, কথন; প্রবাদ; মত, doctrine, theory. বদ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। বাদন। বদ্‌+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ৩। ব্যতীত; বাতিল। বিণ। ৪। পরে। অ। ৫। বর্জন; যাহা বাদ গিয়াছে তাহা। আ। ৬। শত্রুতা; বিরোধ; বাধা; অপবাদ। বাংপ্র। বি।

বাদক—বাদ্যকর; বক্তা। বদ্‌+ণিচ্‌ বা বদ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাদিকা**।

বাদন—১। বাজানো। বদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। বাদ্য। বাদি+অনট্‌ কর্ম। বি ক্লী।

বাদপ্রতিবাদ—কথাকাটাকাটি, তর্ক-বিতর্ক। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

বাদবাকী—কিছু বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট আছে এমন; যাহা ছাড় পড়িয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

বাদরায়ণ—বেদব্যাস, বেদান্তসূত্ররচয়িতা ব্যাসদেব। বাদর (বদরী-প্রধান স্থান) অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বাদরায়ণি—১। ব্যাসদেবপুত্র, শুকদেব। বাদরায়ণ+ইঞ্ অপত্যার্থে। ২। ব্যাসদেব। বাদরায়ণ+ইঞ্ স্বার্থে। বি; পুং।

বাদল—বর্ষা; দুর্দিন। <বার্দল। বি।

বাদলা—১। বর্ষা। <বার্দল। ২। জরি, তার, জরির ফিতা। বি। ৩। মেঘলা, বর্ষাযুক্ত; বর্ষাসম্বন্ধীয়। বাদল+আ সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বাদলে, বাদুলে—বর্ষার সময়ে জাত; বর্ষাসম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

বাদশা—বাদশাহ। ফা-মূ। বি।

বাদশাহ্—মুসলমান রাজা। ফা। বি।

বাদশাহজাদা—বাদশাহের পুত্র, মুসলমান রাজপুত্র। ফা। বি; পুং। স্ত্রী, **-জাদী**।

বাদশাহি—মুসলমান রাজার রাজত্ব। বাদশাহ+ই ভাবে, অধিকারার্থে। ফা-মূ। বি।

বাদশাহী—মুসলমান-রাজাসম্বন্ধীয়। বাদশাহ+ঈ সম্বন্ধার্থে। ফা-মূ। বিণ।

বাদা—জলময় স্থান, জলা। আ। বি।

বাদাড়—জঙ্গল। বাংপ্র। বি।

বাদানুবাদ—তর্কবিতর্ক, কথাকাটাকাটি; ঝগড়া। বাদ (বিতর্ক) এবং অনুবাদ (পশ্চাৎ তর্ক), দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

বাদাম—১। ভক্ষ্য বীজ বিঃ, almond; নানাজাতীয় ভক্ষ্য বীজ বিঃ ('চীনা—', 'হিজলি—')। ফা। ২। নৌকার পাইল। বাংপ্র। বি।

বাদাম-তক্তি—বাদামের মিঠাই বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাদামী—বাদামের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পাটকিলে রঙের; ডিম্বাকৃতি। বাদাম+ঈ সদৃশার্থে। আ-মূ। বিণ।

বাদাল—বোয়ালমাছ। বদাল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

বাদিত—যাহা বাজান হইয়াছে এমন, ধ্বনিত, শব্দিত। বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাদিত্র—বাজনা, বাদ্যযন্ত্র। বদ্+ণিচ্+ইত্র কর্ম। বি; ক্লী।

বাদিয়া, বেদে—বাজিকর জাতি বিঃ; একপ্রকার যাযাবর জাতি [ইহারা সাধারণতঃ সাপের খেলা প্রঃ দেখাইয়া থাকে]। <ব্যাধ বা বৈদ্য। বি।

বাদী (বাদিন্)—১। যে কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করে, অভিযোগকারী, ফরিয়াদী; বক্তা, কথক; অর্থপ্রকাশকারী। বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাদিনী**। ২। (সংগীত) যে সুর অন্যান্য সুর অপেক্ষা কোন রাগে প্রধান অথবা স্বামিবৎ ব্যবহৃত হয়। বি; পুং।

বাদীয়—বাদমূলক, theoretical. বাদ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বাদুড়—একপ্রকার পক্ষযুক্ত স্তন্যপায়ী নিশাচর জীব, flying fox. <বাতুলি। বি।

বাদুয়া—বিষবৈদ্য; বেদে। বাংপ্র। বি।

বাদুলে—'বাদলে' দ্রঃ।

বাদে—পরে; বিলম্বে; ছাড়া; ব্যতীত। বাংপ্র। অ।

বাদ্য—বাজনা, বাজনার যন্ত্র। বদ্+ণিচ্+যৎ ভাব, কর্ম। বি; ক্লী।

বাদ্যকর—বাজনদার; বায়েন। উপতৎ; বাদ্য—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

বাদ্যধ্বনি—বাজনার শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাদ্যভাণ্ড—মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্রসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বাদ্যযন্ত্র—বাজাইবার যন্ত্র। বাদ্যের যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বাদ্যোদ্যম—বাজনা বাজাইবার আয়োজন। বাদ্যের উদ্যম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাধ—১। ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ, বারণ, রোধ; উপদ্রব; পীড়া; (ন্যায়মতে) স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান; পক্ষ। বাধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। রোধক। বাধ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

বাধক—১। বাধাজনক, প্রতিবন্ধক, নিবারক। বিণ; পুং বা ক্লী। স্ত্রী—**বাধিকা**। ২। স্ত্রীলোকের সন্তান-জনন-প্রতিবন্ধক ঋতুরোগ বিঃ। বাধ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

বাধন—বাধা, প্রতিবন্ধ; পীড়া, দুঃখ; উপদ্রব। বাধ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বাধবাধ—দ্বিধাযুক্ত, সংকোচপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

বাধা—১। নিষেধ; প্রতিবন্ধ; কাজ শুরুতে হাঁচি প্রঃ অশুভ লক্ষণ; ব্যথা, দুঃখ; উপদ্রব; শক্তির প্রতিকূলতা, resistance. বাধ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পাদুকা, জুতা; খড়ম। প্রা কপ্র। বি। ৩। বাধা দেওয়া; আরম্ভ হওয়া, লাগা (যুদ্ধ, বিবাদ প্রঃ); কঠিন বোধ হওয়া; নিয়ম-বিরুদ্ধ হওয়া; বিরুদ্ধভাবযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

বাধাজনক—প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাতক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

বাধানো—লাগানো ('ঝগড়া—'); সংঘটিত করা; ঠেকানো, আটকানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বাধাপ্রাপ্ত—যাহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছে এমন; রুদ্ধ। বাধাকে প্রাপ্ত, ২য়াতৎ। বিণ।

বাধাবিঘ্ন—প্রতিবন্ধক; ব্যাঘাত। দুইটি প্রায় একার্থক শব্দের দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

বাধিত—অনুগৃহীত; উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ; বশীকৃত, আয়ত্ত, বশ; পীড়িত, ব্যথিত; প্রতিবদ্ধ; ব্যাহত; নিবারিত। বাধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাধ্য—বশ্য, অনুরক্ত; বারণযোগ্য, নিষেধযোগ্য; পীড়নীয়; যাহার অন্যথা হইবার নহে এমন। বাধ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বাধ্যতা—বশ্যতা; বারণযোগ্যতা, নিষেধ্যতা। বাধ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বাধ্যতামূলক—অবশ্যকর্তব্য, যাহা করিতে বাধ্য করানো হয় এমন, আবশ্যিক, compulsory ('— শিক্ষা')। বাধ্যতা মূলে যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, **-মূলিকা**।

বাধ্যবাধকতা—বাধাবাধি; অবশ্য-করণীয়তা; পরস্পর বশ্যতা। বাধ্য ও বাধক, দ্বন্দ্ব; তদুত্তরে+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বান—১। বন্যা, প্লাবন, flood. <বন্যা। বি। ২। বনসমূহ; মাদুরী; গোক্ষীর; তরুক্ষীর। বন+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লী। ৩। বনসম্বন্ধীয়, বন্য; গন্ধময়, উদ্বায়ী, essential, volatile. বিণ।

বানচাল—যাহার তলদেশ ফাঁসিয়া গিয়াছে এমন (নৌকা প্রঃ); ব্যর্থ; বিশৃঙ্খল। বাংপ্র। বিণ।

বানপ্রস্থ—১। তৃতীয় আশ্রমী, ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বনবাসী। বন+অণ্ স্বার্থে; বান—প্র—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। তৃতীয় আশ্রম, (শাস্ত্রানুসারে) পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তির বনে গিয়া থাকা। বানপ্রস্থ+অণ্ ভাবে। বি; পুং।

বানর—বাঁদর, কপি, শাখামৃগ; পুর্কাশত্রী। বান (বনভব ফল)—রা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ; অথবা, বা (সদৃশ) নর, সুপ্। বি; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

বানস্পত্য—যে সকল বৃক্ষে পুষ্প না হইয়া ফল হয়; আম্রবৃক্ষ প্রঃ। বনস্পতি+ণ্য ভাবে। বি; পুং।

বানান—ব্যঞ্জন এবং স্বরবর্ণে সংযোগ করিয়া উচ্চারণ। <বর্ণন। বি।

বানানো—রচনা করা; নির্মাণ করা, প্রস্তুত করা; ছোট করিয়া কাটা; কিছুর তুল্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা। হি-মূ। ক্রি [, বি, বিণ]।

বানি—অলংকারাদি নির্মাণ করিবার মজুরি বা খরচ। <হি 'বানাই'। বি।

বানুরে—বানরের মত; বানরস্বভাববিশিষ্ট; বানরের পক্ষে স্বাভাবিক। বাংপ্র। বিণ।

বান্ত—১। যাহা বমি করা হইয়াছে এমন,

উদ্গীর্ণ। বম্‌+ক্ত কর্ম। ২। শেষে ব-বর্ণ-যুক্ত। ব অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

বান্দর—'বাঁদর' দ্রঃ।

বান্দা—চাকর, ভৃত্য; অধীন জন; (ব্যঙ্গে) লোক ('সেরকম — নই')। ফা। বি; পুং।

বান্দী, বাঁদী—১। চাকরানী, দাসী। ফা। বি; স্ত্রী। ২। বাঁধাধরা; যাহা এলোমেলো নহে এমন; ছন্দোবদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

বান্ধব—বন্ধু, মিত্র; আত্মীয়, স্বজন; জ্ঞাতি; ভ্রাতা। বন্ধু+অণ্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

বান্ধবী—স্ত্রী-বন্ধু, সখী। বান্ধব+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বান্ধল—বন্ধন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

বান্ধা—বন্ধন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বান্ধুলি, বাঁধুলি—বন্ধুজীব পুষ্প (রং লাল) বা বৃক্ষ। <বন্ধুলি। বি।

বাপ—১। পিতা; বৎস, বাছা; শিশু। <বপ্র বা বপ্তা। বি। **বাপ তোলা**—বাপের নামোল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া। **বাপের জন্মে, বাপের বয়সে**—নিজের জীবনে ত নয়ই এমন কি তাহার পূর্বে কোন কালেও নয়। **বাপের ঠাকুর**—পিতার পিতা; অতিশয় যত্ন ও আদরের পাত্র। ২। ভয় বা বিস্ময়সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

বাপক—বপনকারী; বয়নকারী; মুণ্ডনকারী। বপ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী বাপিকা।

বাপঠাকুর—পিতৃদেব, পিতা-ঠাকুর; পঞ্চানন্দঠাকুর। বাপই ঠাকুর, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বাপদাদা—বাপ ঠাকুরদাদা, পিতৃপুরুষ। বাপ ও দাদা, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

বাপন—রোপণ করানো; বয়ন করানো; মুণ্ডন করানো। বপ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। [বাংপ্র। বি।

বাপান্ত—পিতার নাম বলিয়া গালি।

বাপি, বাপী—বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি। বপ্‌+ইঞ্‌ অধি; পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বাপিত—১। যাহা বোনান হইয়াছে এমন, রোপিত; মুণ্ডিত। বিণ। ২। ধান্য বিঃ, বাওয়া ধান। বাপ+ইতচ্‌ যুক্তার্থে; অথবা, বপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্মবা। বি; ক্লী।

বাপু—বাছা, স্নেহপ্রকাশক সম্বোধন; বাবু; পিতা। বাংপ্র। বি।

বাপুজী—পিতাজী; গুরুদেব; আচার্যদেব; বাবুমহাশয়; মহাত্মা গান্ধীর সম্মানজনক সম্বোধন বা ডাকনাম। হি। বি।

বাপুর—বেচারা। প্রা কপ্র। বি।

বাফ্‌তা—রেশম ও কার্পাস সুতার প্রস্তুত বস্ত্র বিঃ। <ফা 'বাফ্‌তহ্‌'। বি।

বাবই—গাছ বিঃ, বাবুই তুলসী। বাংপ্র। বি। [আ। বি বা অ।

বাবত, বাবদ—কারণ; বাব; বিষয়।

বাবরি—কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা লম্বা ও কোঁকড়ানো চুল। <ফা 'ববর' (সিংহ)। বি।

বাবলা—একপ্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ, acacia. <বর্বুর। বি।

বাবা—১। পিতা; বৎস; গুরুজন; সাধু; সন্ন্যাসী; মহাদেব; শিব; দেবতা। <বপ্তা (-প্তৃ)। বি। ২। ভয় কষ্ট বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

বাবাজী—সাধু সন্ন্যাসী; বৈষ্ণব সাধু; পুত্রস্থানীয়ের উপাধি; বৎস। বাংপ্র। বি।

বাবাজীবন—বৎস; প্রাণাধিক বৎস। বাংপ্র। বি।

বাবু—বিলাসী; ধনী ব্যক্তিদিগের উপাধি; সুখভোগী; বাঙ্গালী কেরানী; গৃহস্বামী; ভদ্রঘরের বয়স্ক পুরুষ; সেরেস্তাদার; মহাশয়; ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক; হিন্দু ভদ্রলোকের নামের সহিত যোজ্য উপাধি। বাং 'বাপু' ও ফা 'বাবু'-শব্দের মিশ্রিত প্রয়োগ। বি বা বিণ।

বাবুই—চড়াইজাতীয় পাখি বিঃ, weaver-bird; একপ্রকার ঘাস। বাংপ্র। বি।

বাবুগিরি, -য়ানা, -য়ানি—শৌখিন চালচলন; বিলাসিতা। বাবু+গিরি, য়ানা, য়ানি ভাবে। বাংপ্র। বি।

বাবুজী—বাবুমহাশয়। বাবু+জী সম্মানার্থে। হি। বি।

বাবুয়ানা—'বাবুগিরি' দ্রঃ।

বাবুর্চী—মুসলমান পাচক। <তু 'বাবর্চী'। বি।

বাবুর্চীখানা—মুসলমান বড়লোক বা সাহেবদিগের রান্নাঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। তু-মু। বি।

বাম—১। বাঁ; দক্ষিণেতর, বামদিক্‌স্থ; প্রতিকূল, বিমুখ; বিপরীত; শ্রেষ্ঠ; বক্র; সুন্দর, মনোহর ('বামোরু'); অধম, নীচ। বিণ। ২। শিব ("অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম"—ভারত); কামদেব; বক্ষঃ; জীব। বি; পুং। ৩। ধন; পার্শ্বে প্রসারিত দুই বাহুর দৈর্ঘ্য, বাঁও। বা (গমন করা)+মন্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বামদেব—শিব, মহাদেব; মুনি বিঃ (রাজা দশরথের পুরোহিত)। কর্মধা। বি; পুং।

বামন—১। ব্রাহ্মণ। <ব্রাহ্মণ। ২। বেঁটে লোক। বাংপ্র। ৩। বিষ্ণুর অবতার বিঃ; দক্ষিণদিকের হস্তী; কাশিকাবৃত্তিকারক পণ্ডিত। বাম+ন আছে অর্থে। বি; পুং। ৪। ক্ষুদ্র; নীচ; অল্প। বম্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃ, অনট্‌ করণ। বিণ। স্ত্রী, -না, -নী।

বামনাই—ব্রাহ্মণত্ব। বামন+আই ভাবে। বাংপ্র। বি।

বামনী—ব্রাহ্মণী। বামুন+ঈ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বামলোচনা, বামাক্ষী—যাহার চোখ দুইটি খুব সুন্দর এরূপ স্ত্রী, চারুনেত্রা। বাম (সুন্দর) লোচন যাহার, বহু+আপ্‌; বাম (সুন্দর) অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্‌ সমাসান্ত)+ঈপ্‌। বি বা বিণ, স্ত্রী।

বামা—১। স্ত্রী, নারী; লক্ষ্মী; দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। বক্রা; বিমুখী; প্রতিকূলা; সুন্দরী; শ্রেষ্ঠা। বাম+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

বামাক্ষি—সুন্দর চক্ষুঃ; বামদিকের চোখ। কর্মধা। বি; ক্লী।

বামাক্ষী—'বামলোচনা' দ্রঃ।

বামাচার—তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মদ্যমাংসাদি সেবনরূপ আচার বিঃ। বাম (বেদবিরুদ্ধ) আচার, কর্মধা। বি; পুং। বিণ, -চারী।

বামাবর্ত(র্ত্ত)—যাহা বামদিকে ঘুরিতে থাকে এমন, counter-clockwise; বাম দিকে আবর্ত (whorl) যুক্ত। বামে আবর্ত যাহার, বহু। বিণ।

বামাল—১। চোরাই মাল। বি। ২। চোরাই মাল-সহিত। ফা। বি অথবা ক্রি-বিণ।

বামাস্বর—স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বামী—ঘোটকী; হস্তিনী; শৃগালী; গর্দভী। বাম+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। [বি।

বামুন—ব্রাহ্মণ; পাচক ব্রাহ্মণ। <ব্রাহ্মণ।

বামুন-ঠাকুর—পাচক ব্রাহ্মণ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বামেতর—দক্ষিণ ("প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল"—মাইকেল)। বাম হইতে ইতর (অন্য, পৃথক্‌), ৫মীতৎ। বিণ।

বামোরু—সুন্দর উরুবিশিষ্টা। বাম (সুন্দর) উরু যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

বায়—১। বপন। বে (বস্ত্রাদি বুনা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। বাতাস; বাতাসে। প্রা কপ্র। বি। ৩। (নৌকা প্রঃ) চালাইয়া যায়। বাংপ্র। ক্রি।

বায়ন—১। পূজন। বায়ি+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ২। পিষ্টক বিঃ। বায়ি+অনট্‌ করণ। ৩। যে বাজায়। <বাদন। বি।

বায়না—কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার অগ্রিম মূল্য; মূল্যের কিয়দংশ; চুক্তির টাকার অগ্রিম প্রদত্ত অংশ, advance; ছল; আবদার, আখটি বা খোট। ফা। বি।

বায়নাক্কা—ফর্দ, তালিকা; বিস্তারিত বিবরণ; বিশদভাবে বর্ণনা। বাংপ্র। বি।

বায়নাপত্র—কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া বায়না দিয়া যে দলিল করা হয় তাহা। বায়না-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বায়বী—উত্তর-পশ্চিমদিক্, বায়ুকোণ। বায়ু + অণ্ সম্বন্ধার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বায়ব্য, বায়বীয়—বায়ুসম্বন্ধীয় ; বায়ুতুল্য, gaseous. বায়ু + যৎ, ঈয় সম্বন্ধার্থে, তদ্দেবতার্থে। বিণ।

বায়ব্যমূল—(রান্না প্রঃ গাছের) শূন্যে ঝুলানো শিকড়, aerial root ; চুমুড়ি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

বায়ব্যাস্ত্র—বায়ু-অস্ত্র, air-gun. বায়ব্য যে অস্ত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

বায়স—কাক। বয় + অসচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, -সী।

বায়সী—স্ত্রীজাতীয় কাক। বায়স + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বায়া—বিক্রেতা। আ-মূ। বি।

বায়ু—বাতাস, সমীরণ, অনিল ; প্রাণ ; দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) ; (আয়ুর্বেদ) শরীরের একটি ধাতু। বা + উণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বায়ুকোণ—উত্তর-পশ্চিমকোণ। বায়ুদৈবত কোণ মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বায়ুকোষ—শরীরান্তর্গত যে চর্মময় কোষে বায়ু থাকে তাহা (যেমন মাছের পটকা), air-bladder. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বায়ুগ্রস্ত—দেহস্থ-প্রকোপিত-বায়ুযুক্ত ; বায়ুরোগে আক্রান্ত, বাতিকগ্রস্ত, পাগল। ৩য়াতৎ। বিণ।

বায়ুচলন—বাতাসের উপযুক্ত চলাচল, ventilation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বায়ুজীবী (-বিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উন্মুক্ত অম্লজান দ্বারা জীবনধারণকারী, aerobic. উপতৎ ; বায়ু—জীব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বায়ুতাড়িত—বাতাস দ্বারা সঞ্চালিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা কোন বস্তুর ভিতরকার বায়ু বাহির করা যায় তাহা, air-pump. বায়ুর নিষ্কাশন যদ্দ্বারা, বহু ; সেই যন্ত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

বায়ুপরিণাম—যে দ্রব্য অনায়াসে বায়ুরূপে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায় তাহা, volatile. বায়ু পরিণাম (শেষ অবস্থা) যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

বায়ুপরিবর্ত(র্ত্ত)ন—হাওয়া-বদল, স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে বায়ুসেবনার্থ অন্য স্থানে গমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বায়ুপুত্র, -পুত্র—(মহাভারত) ভীমসেন ; (রামায়ণ) হনুমান্। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বায়ুপ্রবাহ—বাতাসের স্রোত, বাতাসের সঞ্চরণশীল অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বায়ুবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—আকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বায়ুমণ্ডল—পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুরাশি, আবহমণ্ডল, atmosphere. ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বায়ুমানযন্ত্র—যে যন্ত্রে বায়ুর চাপের পরিমাণ নিরূপিত হয় তাহা, barometer. বায়ুর মান (পরিমাণনির্ণয়) যদ্দ্বারা, বহু ; সেই যন্ত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

বায়ুরোগ—উন্মাদরোগ ; দেহস্থ বায়ুর প্রকোপজনিত মাথা ঘোরা প্রঃ। বায়ুজনিত রোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বায়ুসখা (-সখি)—অগ্নি, বহ্নি। বায়ু সখা (সখি-শব্দ—বন্ধু) যাহার, বহু। বি ; পুং।

বায়ুসম্ভব—বায়ুপুত্র, হনুমান্ ; ভীম। বায়ু হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বি ; পুং।

বায়ুসেবন—নির্মল বায়ু গ্রহণ, শরীরে পরিষ্কার হাওয়া লাগানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বায়ুস্তর—গুরুত্ব লঘুত্ব প্রঃ হেতু বাতাসের যে পৃথক্ পৃথক্ থাক হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বায়ুস্থলী—(প্রাণিবিদ্যা) মাছের পটকা, air-bladder. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বায়েন—বাদ্যকর। বা + এন কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

বায়োস্কোপ—চলচ্চিত্র, সিনেমা। <ইং 'bioscope'. বি।

বার—১। দিন, রবি সোম প্রঃ ; অবসর ; ক্ষণ, মুহূর্ত ; সমূহ ; পর্যায়, পালা ; জল ; দ্বার ; বেশ্যা ; শিব। বি ; পুং। ২। নিবারণীয়, নিবার্য। বৃ + ঘঞ্ কর্ম। বিণ। ৩। সাধারণের ভোগ। বৃ + ঘঞ্ ভাব। ৪। মদ্যপাত্র ; গন্ধপাত্র। বৃ + ঘঞ্ অধি। বি ; ক্লী। ৫। রাজসভা, দরবার ("বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়"—ভারত) ; রাজসভায় গমন। ফা। বি। ৬। ১২-সংখ্যা, দ্বাদশ ; ১২-সংখ্যক। <দ্বাদশন্। বি বা বিণ। ৭। বাজার, মেলা ; কাহারও দেহে কোনও দেবতার আবির্ভাব। বাংপ্র। বি। ৮। বাহির। বাংপ্র। বিণ।

বারই—মাসের দ্বাদশ দিন। বার + ই তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বারইয়ারি, -ওয়ারি, বারোয়ারি—বহু লোকের মিলিত চেষ্টায় অনুষ্ঠিত পূজা উৎসব প্রঃ। বি।

বারংবার—বারবার, পুনঃ পুনঃ। <'বারংবারম্'। অ।

বারক—১। নিবারক, নিষেধক ; প্রতিবন্ধক। বিণ। স্ত্রী—**বারিকা**। ২। অশ্ব বিঃ ; অশ্বের গতি বিঃ। বি ; পুং। ৩। ক্লেশের স্থান। বৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বারকোশ—কাঠের বড় রেকাবি বা থালা। <ফা 'বারকশ'। বি।

বারণ—১। হস্তী। বৃ + ণিচ্ + অনট্ কর্ম। বি ; পুং। ২। বর্ম ; অঙ্কুশ। বৃ + ণিচ্ + অনট্ করণ। বি ; পুং বা ক্লী। ৩। নিষেধ ; রোধ। বৃ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বারণীয়—বারণ করিবার মত, নিষেধযোগ্য। বৃ + ণিচ্ অনীয় কর্ম। বিণ।

বারতা—সংবাদ ; বাক্য। <বার্তা। বি।

বার-ফিরার—আবার, পুনর্বার। বাংপ্র। অ।

বারনারী, -বধূ, -বনিতা, -বাণী, -বিলাসিনী, -যোষা, -যোষিৎ, -সুন্দরী, -স্ত্রী—বেশ্যা, গণিকা। বারের (অনেকের) নারী, বধূ, বনিতা, বাণী, বিলাসিনী, যোষা, যোষিৎ, সুন্দরী, স্ত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বারফট্টাই—বৃথা আস্ফালন, মৌখিক বড়াই। <বাহ্বাস্ফোট। বি।

বারব—নিবারণ করিব ; আটকাইব। প্রাকপ্র। ক্রি।

বারবরদার—মুটিয়া, ভারবাহক। ফা। বি।

বারবরদারি—মুটিয়ার খরচ ; মুটিয়ার কাজ ; পাথেয় ; রাজকর্মচারিগণের রাজকার্যার্থ ভ্রমণের খরচ। বারবরদার + ই সম্বন্ধার্থে। ফা-মূ। বি।

বারবরদারী—মুটিয়া-সংক্রান্ত ; মুটিয়ার খরচ-স্বরূপ ; পাথেয়-স্বরূপ। বারবরদার + ঈ সম্বন্ধার্থে। ফা-মূ। বিণ।

বারবাণ—সাঁজোয়া। বার (বারণীয়) বাণ যদ্দ্বারা, বহু। বি ; পুং বা ক্লী।

বারবার—পুনঃ পুনঃ ; বহুবার। <বারংবারম্। অ।

বারবিলাসিনী—'বারনারী' দ্রঃ।

বারবেলা—(জ্যোতিষ) বার অনুসারে যে নির্দিষ্ট সময়ে কোন কর্ম করা বিহিত নয় তাহা। [দিনমানকে আট বেলায় বা ভাগে ভাগ করিলে রবির চতুর্থ ও পঞ্চম বেলা, সোমের সপ্তম ও দ্বিতীয় বেলা, মঙ্গলের ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় বেলা, বুধের পঞ্চম ও তৃতীয় বেলা, বৃহস্পতির সপ্তম ও অষ্টম বেলা, শুক্রের তৃতীয় ও চতুর্থ বেলা এবং শনির প্রথম, ষষ্ঠ ও শেষ বেলা বারবেলা হয়।—

"রবৌ বর্জ্যং চতুঃপঞ্চ সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা।
কুজে ষষ্ঠদ্বিতীয়ঞ্চ বুধে বাণ তৃতীয়কম্।
গুরৌ সপ্তার্ধষ্টকৈব ত্রি চত্বারি চ ভার্গবে।
শনাবাদ্যং তথা চান্ত্যং ষষ্ঠঞ্চ পরিবর্জয়েৎ।"]

বারের (নিয়ারণের) বেলা (সময়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বারভুঁইয়া, -ভুঞা, -ভুঁয়া—দ্বাদশ ভৌমিক, বাংলার বারজন শক্তিশালী রাজোপাধিক জমিদার। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বারমাসি, -মাস্যা—বার মাসের বর্ণনা করিয়া রচিত গান বা কবিতা। বাংপ্র। বি।

বারমুখো—যে পুরুষ পত্নী থাকিতে বেশ্যা বা পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া বাহিরে কাটায় সে; বহির্দিকে মুখবিশিষ্ট। বারে (বাহিরে) মুখ যাহার, বহু। বি বা বিণ।

বারমুখ্যা—প্রধানা বেশ্যা। বারদিগেতে মুখ্যা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

বারমেসে—যাহা সারা বৎসর ব্যাপিয়া ঘটে বা উৎপন্ন হয় এমন, বার মাসে ঘটে বা ফলে এমন। বারমাস+এ (<ইয়া) ব্যাপ্ত্যর্থে। প্রাদে। বিণ।

বারয়িতা (-য়িতৃ)—১। নিবারক, বারণকারী। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**। ২। পতি। বৃ+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বারযোষা, -যোষিৎ—'বারনারী' দ্রঃ।

বারলাইব্রেরী—আদালতের সংশ্লিষ্ট ব্যবহারাজীবদিগের গ্রন্থাগার। <ইং 'Bar Library'. বি।

বারশিঙ্গা—একপ্রকার হরিণ (প্রতি শৃঙ্গের ছয়টি শাখা)। বাংপ্র। বি।

বারস্ত্রী—'বারনারী' দ্রঃ।

বারা—নিষেধ করা; আটকানো; এড়ানো। কপ্র। ক্রি।

বারাঙ্গনা—বেশ্যা। বারের (জনসমূহের) অঙ্গনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বারাণসী—কাশী, শিবপুরী, উত্তরপ্রদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত তীর্থ ও নগরী। বরণা এবং অসী (নদীদ্বয়), দ্বন্দ্ব; বরণাসী আছে এখানে এই অর্থে, বরণাসী+অণ্+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

বারাণসেয়—বারাণসীজাত, কাশীতে উৎপন্ন। বারাণসী+এয় ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

বারাণ্ডা, বারান্দা—উপরিস্থ গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠ; দাওয়া; পিঁড়ে; গৃহের যে অংশ বাহিরের দিকে খোলা থাকে তাহা (খোলা বা ঢাকা)। <ফা 'বরামদহ্'। বি।

বারান্তর—অন্য সময়, আর বার। অন্য বার, নিত্য। বি; স্ত্রী।

বারান্দা—'বারাণ্ডা' দ্রঃ।

বারাহ—বরাহসম্বন্ধীয়, শূকরসম্বন্ধীয়। বরাহ +অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-হী**।

বারি—১। জল; গন্ধদ্রব্য। বৃ+ণিচ্+ইঞ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। নিবারণ করিয়া; নিবারণ করি। কপ্র। ক্রি।

বারি, বারী—১। জলপাত্র, কলসী; সরস্বতী; কথা, বাক্। বৃ+ণিচ্+ইন্ কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। ২। হাতি ধরিবার ফাঁদ। বৃ+ণিচ্+ইন্ করণ; পক্ষে ঈপ্। ৩। হাতি বাঁধিবার স্থান। বৃ+ণিচ্+ইন্ অধি; পক্ষে ঈপ্। ৪। বন্দী, কয়েদী। বৃ+ণিচ্+ইন্ কর্ম; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারিক—১। সৈন্যাবাস, সেনানিবাস। <ইং 'barrack'. ২। উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

বারিচর—১। মৎস্য; বক। বি; পুং। ২। জলচর। উপতৎ; বারি—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

বারিজ—১। মৎস্য শঙ্খ শম্বুক প্রঃ জলজাত প্রাণী। বি; পুং। ২। পদ্মপুষ্প; লবঙ্গ। বি; স্ত্রী। ৩। যাহা জলে জন্মে এমন, জলজ। উপতৎ; বারি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

বারিত—যাহা বা যাহাকে বারণ করা হইয়াছে এমন, নিষিদ্ধ; নিবারিত। বৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**বারণ**।

বারিদ—জলদ, মেঘ; মুস্তক। উপতৎ; বারি—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

বারিধি, -নিধি, -রাশি—জলধি, সমুদ্র। উপতৎ; বারি—ধা+কি অধি; বারি—নি—ধা+কি অধি; বারির রাশি যাহাতে, বহু। বি; পুং।

বারিনাথ—বরুণ; সমুদ্র; মেঘ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারিনিধি—'বারিধি' দ্রঃ।

বারিপাত্র—জল রাখিবার ভাণ্ড বা পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বারিপ্রবাহ—১। ঝরনা, নির্ঝর। বারির প্রবাহ যাহা হইতে, বহু। ২। জলস্রোত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারিবারণ—১। জলরোধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত মাটির বাঁধ। বারির বারণ যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী। ২। জলহস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারিবাহ, -বাহন—মেঘ; মুস্তক। উপতৎ; বারি—বহ্+অণ্ কর্তৃ; বারি—বহ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

বারিবাহক—মেঘ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারিমণ্ডল—পৃথিবীর জলরাশি, hydrosphere. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বারিমুক্ (-মুচ্)—মেঘ। উপতৎ; বারি—মুচ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বারিরাশি—'বারিধি' দ্রঃ।

বারিরুহ—১। পদ্ম, জলরুহ। বি; ক্লী। ২। জলজাত। উপতৎ; বারি—রুহ্+ক কর্তৃ। বিণ।

বারিশ—জলশায়ী শ্রীবিষ্ণু। উপতৎ; বারি—শী+ড কর্তৃ। বি; পুং।

বারী—'বারি' দ্রঃ।

বারীন্দ্র, বারীশ—সমুদ্র। বারির ইন্দ্র (প্রধান), ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বারুই—পান বিক্রয়ী জাতি বিঃ। <বারুজীবী। বি; পুং।

বারুজীবী (-বিন্)—বারুই, তাম্বুল ব্যবসায়ী জাতি বিঃ। উপতৎ; বারু+জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বারুণ—১। বরুণসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-ণী**। ২। জল; জলধারা স্নান; শতভিষা-নক্ষত্র। বরুণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে, দেবতার্থে। বি; ক্লী।

বারুণি—অগস্ত্যমুনি। বরুণ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বারুণী—১। পশ্চিমদিক্; মদ্য বিঃ; শতভিষা-নক্ষত্র; পর্ব বিঃ; শতভিষা-নক্ষত্রযুক্তা চৈত্রকৃষ্ণত্রয়োদশী; দূর্বা। বরুণ+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। ২। বরুণের স্ত্রী। বরুণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারুদ—সোরা গন্ধকাদি মিশ্রিত দাহ্য চূর্ণ বিঃ, কামান বন্দুক প্রঃ হইতে গুলি ছুড়িবার গুঁড়া বিঃ, gun powder. তু। বি।

বারেক—একবার, একসময়। এক বার, কর্মধা (এক শব্দের পরনিপাত ও বাংলা নিয়মে সন্ধি)। ক্রি-বিণ।

বারেন্দ্র—১। বরেন্দ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ; বাঙালী ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিঃ। বি; পুং। ২। বরেন্দ্রদেশজাত। বরেন্দ্র+অণ্ অধিবাসী অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দ্রী**।

বারেন্দ্রী—বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী দেশ বিঃ, রাজশাহী বিভাগের একাংশ, বরেন্দ্রভূম। বরেন্দ্র+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারো—সংখ্যা বিঃ, ১২-সংখ্যা; ১২-সংখ্যক। <দ্বাদশন্। বি বা বিণ।

বারোঁয়া—(সংগীত) একটি রাগিণীর নাম। বাংপ্র। বি।

বারোয়ারি—পল্লীর সকলের সাহায্যে অনুষ্ঠিত পূজা বা উৎসব। <বারোপকারিক। বি।

বার্ণিক—লিপিকর, লেখক; যে রং লাগায় এমন। বর্ণ (অক্ষর)+ইক শিল্পী অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বার্ত(র্ত্ত)—১। স্বাস্থ্য, আরোগ্য; কুশল, মঙ্গল; পটুতা, পাটব। বৃত্তি (জীবন ইঃ) +অণ্ হিত অর্থে। বি; ক্লী। ২। নীরোগ, নিরাময়, সুস্থ; বৃত্তিশালী; মনোহর; পটু। বৃত্তি+ণ আছে অর্থে। বিণ।

বার্তা(র্ত্তা)—১। সংবাদ, বৃত্তান্ত; জনশ্রুতি। বৃত্ত+ণ আছে অর্থে+আপ্। ২। দুর্গা; বৃত্তি; কৃষি-গোরক্ষণাদি ও তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বৃত্তি+অণ্ আছে অর্থে, স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বার্তা(র্ত্তা)ক, বার্তা(র্ত্তা)কী, বার্তা(র্ত্তা)কু—ফল বিঃ, বেগুন। বার্ত (স্বাস্থ্য)—অক্+ণিচ্ (আকি—পাওয়া

+অণ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে ঈপ্; ৩য় পক্ষে ঈ-স্থানে উ (মিপা)। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

বার্তা(র্ত্তা)জীবী (-বিন্)—সংবাদপত্র-সেবী। বার্তা দ্বারা জীবিত থাকে যে, উপজৎ; বার্তা—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বার্তা(র্ত্তা)নীতি—অর্থশাস্ত্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বার্তা(র্ত্তা)বহ—চর, দূত; সংবাদবাহক; কৃষিবাণিজ্যজীবী, বণিক্। বার্তা—বহ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

বার্তি(র্ত্তি)ক—১। চর, দূত। বার্তা+ইক জানে অর্থে। ২। বৈশ্যজাতি। বার্তা+ইক প্রয়োজনার্থে। বি; পুং। ৩। গ্রন্থের টীকা বিঃ। বৃত্তি+ইক সাধু অর্থে। বি; স্ত্রী।

বার্দ(র্দ্দ)ল—১। দুর্দিন, বাদল। বি; স্ত্রী। ২। দোয়াত, মস্যাধার। বার্ (জল) —দা+ক কর্তৃ—বার্দ; বার্দ—লা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

বার্ধ(র্দ্ধ)ক—বৃদ্ধাবস্থা; বৃদ্ধসমূহ; বৃদ্ধের কর্ম। বৃদ্ধ+অক (বুঞ্) ভাবাদ্যর্থে। বি; স্ত্রী। [ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

বার্ধ(র্দ্ধ)ক্য—বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধত্ব। বার্ধক+

বার্নিশ—চকচকে করিবার জন্য লেপ। <ইং 'Varnish'. বি।

বার্য(র্য্য)—১। বারণীয়, বারণযোগ্য। বৃ+ণিচ্+যৎ কর্ম। ২। বারিসম্বন্ধীয়। বার্+যৎ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বার্য(র্য্য)মাণ—যাহা বা যাহাকে বারণ করা হইতেছে এমন। বৃ+শানচ্ কর্ম। বিণ। [বি।

বার্লি—যব; যবের গুঁড়া। <ইং 'barley'.

বার্ষিক—১। সাংবৎসরিক, বৎসরসম্বন্ধীয়; প্রতিবর্ষে দেয় (অর্থাদি); প্রতিবর্ষে কর্তব্য। বর্ষ+ইক ভবার্থে, দেয়ার্থে, নির্বৃত্তার্থে। ২। বর্ষাকালীন। বর্ষা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। **বার্ষিক গতি**—(ভূগোল) সূর্যের চারিদিকে নির্দিষ্ট পথে পৃথিবীর একবৎসরে ঘুরিয়া আসা। **বার্ষিক বৃত্তি**—বাৎসরিক ভাতা (নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা আজীবন দেয়—annuity).

বার্ষিকী—১। বর্ষকর্তব্যপূজাদি। বি; স্ত্রী। ২। বর্ষাসম্বন্ধীয়; বৎসরসম্বন্ধীয়। বার্ষিক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বার্হস্পত্য—১। বৃহস্পতিসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র; নীতিশাস্ত্র; বৌদ্ধশাস্ত্র। বৃহস্পতি+ণ্য উক্তার্থে। বি; স্ত্রী। ৩। চার্বাক। বার্হস্পত্য+অণ্ জানেন অর্থে। বি; পুং।

বাল—১। চুল, কেশ। বি; পুং। ২। গন্ধদ্রব্য বিঃ, বালা। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। অজ্ঞান, মূর্খ; নূতন; বালক। বল্+ণ কর্তৃ। বিণ। ৪। লেজ; ঘোড়ার বাচ্চা; পাঁচ বছরের হাতি; নারিকেলগাছ। বাল+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বালক—১। যাহার বয়স ১৬ বৎসরের অনধিক; ছেলে, শিশুপুত্র; বালা, বলয়; আংটি, অঙ্গুরীয়ক; লাঙ্গুল; গন্ধদ্রব্য বিঃ। বি; পুং। ২। অজ্ঞান। বাল+কন্ স্বার্থে। বিণ।

বালকাণ্ড—সুবিখ্যাত রামায়ণ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় (ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যকালের বিবরণ আছে)। বাল-বিষয়ক কাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বালকোচিত—ছেলেমানুষের পক্ষে উপযুক্ত, বালকের পক্ষে সংগত। ৭মীতৎ। বিণ।

বালখিল্য—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ষষ্টিসহস্র মুনি। বাল—খিল্+য্যঞ্ জাতার্থে। বি; পুং।

বালগোপাল—শ্রীকৃষ্ণমূর্তি বিঃ। কর্মধা। বি; পুং।

বালচর্যা(র্য্যা)—শিশুচিকিৎসা, শিশুপালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বালচাপল্য—ছেলেমানুষের চপলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বালতি—১। হাতলযুক্ত টবের মত জলপাত্র বিঃ। <পো 'balde'. বি। ২। যে বিধবার একটি মাত্র শিশুপুত্র আছে। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বালদো—ভাল নারিকেল প্রঃ বৃক্ষের পত্রযুক্ত শাখা, বাইল। বাংপ্র। বি।

বালবাচ্চা—ছেলে-পিলে, সন্তান-সন্ততি। দ্বন্দ্ব। হি। বি।

বালবিধবা—অতি অল্পবয়সে স্বামিহীনা। বালা বিধবা, কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বালবৈধব্য—অতি অল্পবয়সে স্বামীর মৃত্যু, বালিকা-অবস্থায় স্বামিহীনতা। বালবিধবা +ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

বালব্যজন—চামর। বালনির্মিত ব্যজন, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বালভাষিত—শিশুর কথা, বালকের উক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বালভোগ—প্রভাতকালীন ভোগ; বালকগোপালের সকালবেলায় ভোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বালরোগ—বালকের ব্যাধি, শিশুর রোগ।

বালশশী (-শশিন্)—শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্র। কর্মধা। বি; পুং।

বালসায়ো—শিশুর পীড়া হওয়া; জ্বালা-যন্ত্রণা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

বালসুলভ—যাহা ছেলেমানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এমন, বালকের উপযুক্ত, বালকোচিত। ৭মীতৎ। বিণ।

বালসূর্য(র্য্য)—১। বৈদূর্যমণি। বি; স্ত্রী। ২। প্রাতঃকালীন সূর্য, বালার্ক। কর্মধা। বি; পুং।

বালা—১। ষোল বছর পর্যন্ত বয়সের মেয়ে, একবৎসরবয়স্কা গাভী; হরিদ্রা; হস্তভূষণ বিঃ, বলয়; নারিকেল; ত্রুটি। বি; স্ত্রী। ২। মূর্খা; নবীনা; বালিকা। বাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বলয়। <বলয়। বি।

বালাই—বিপদ্, আপদ্; অমঙ্গল, উৎপাত; অমঙ্গলসূচক বাক্যের শান্তিসূচক প্রতিবাক্য বিঃ। <আ 'বালা'। বি। **বালাই লইয়া মরা**—মঙ্গলপ্রার্থনায় উক্তি বিঃ, কাহারও বিপদ্ ও অমঙ্গল নিজে লইয়া তাহাকে মুক্ত করা। **বালাই! ষাট্!**—অমঙ্গলের আশঙ্কায় উক্তি বিঃ, যাহাতে অমঙ্গল না হয় এইরূপ কামনা। ২। বলিহারি ('ভাবের — যাই')। <বলিহারি। বি।

বালাখানা—উপরতলার ঘর; অট্টালিকা। <ফা 'বালাখানহ্'। বি।

বালাঞ্চি—গরুর লেজের লোম দ্বারা তৈরী একপ্রকার দড়ি। বাংপ্র। বি।

বালাপোশ—গাত্রবস্ত্র বিঃ, ভিতরে তুলা-ভরা গরম গায়ের কাপড়, রেজাই। ফা। বি।

বালাম—একপ্রকার চাউল; চাউল বহন করিবার নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

বালামচি—ঘোড়ার ঘাড়ের বা লেজের লোম। বাংপ্র। বি।

বালারুণ, বালার্ক—নবোদিত সূর্য, প্রাতঃকালীন সূর্য। বাল অরুণ, অর্ক, কর্মধা। বি; পুং।

বালি—১। অল্পবয়স্কা বালিকা ("বালি বিলাসিনি আকুল কান"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। বালুকা, সিকতা। <বালুকা। বি। ৩। বানর-রাজ, সুগ্রীবের অগ্রজ। বল্+ইণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বালিকা—ছোট মেয়ে, শিশুকন্যা; বালুকা; কর্ণভূষণ। বালক+আপ্। বি; স্ত্রী।

বালিকাসুলভ—ছোট মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক, বালিকার উপযুক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

বালিয়া—১। বেলেমাছ; বেলে হাঁস। বি। ২। বালিভরা; বালুকা-সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

বালিয়াড়ি—বালুকার স্তূপ বা চর; সাগরের ধারের বালির ঢিপি বা পাহাড়। বাংপ্র। বি।

বালিশ—উপাধান। বালিন্ (মস্তক)+শ আছে অর্থে। বি; স্ত্রী।

বালী—১। সুগ্রীবের অগ্রজ। বাল+ইন্

আছে অর্থে। বি ; পুং। ২। বালা, বলয়। বাল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। বালুকা। বাংপ্র। বি। ৪। তরুণী, বালিকা। প্রাকপ্র। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

বালু—১। এলবালুনামক গন্ধদ্রব্য। বল্+উণ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। ২। বালি। হি। বি।

বালুকা—বালি, সিকতা ; শাখা ; হস্তপদাদি ; কর্কটী ; যন্ত্র বিঃ ; কর্পূর। বল্+উণ্ করণ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বালুকাময়—বালিপূর্ণ ; সিকতাময়। বালুকা+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

বালুকাস্বেদ—গরম বালি দ্বারা তাপ দিয়া ঘাম বাহির করা। ৩য়াতৎ। বি ; পুং।

বালুসাই—ছানায় তৈরী গোলাকার মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

বালেন্দু—শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্র। বাল ইন্দু, কর্মধা। বি ; পুং।

বাল্ক, বাল্কল—গাছের ছাল দিয়া তৈরী, বৃক্ষত্বক্ দ্বারা নির্মিত। বিণ। স্ত্রী—**বাল্কী, বাল্কলা**।

বাল্মিক, বাল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মীকি—রামায়ণগ্রন্থকার মুনি, আদ্য কবি। বল্মিক, বল্মীক (উইয়ের ঢিবি)+অণ্, ইঞ্ নির্গতার্থে। বি ; পুং।

বাল্য—ছেলেবেলা, শৈশব, ১৬ বৎসর পর্যন্ত কাল। বাল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

বাল্যকাল—ছেলেবেলা, শৈশব ; ষোল বছর পর্যন্ত বয়স। কর্মধা। বি ; পুং।

বাল্যপ্রণয়—ছেলেবেলার ভালবাসা, বাল্যবন্ধুত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাল্যপ্রেম (-প্রেমন্)—ছেলেবেলার ভালবাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বাল্যবন্ধু—ছেলেবেলাকার বন্ধু, শৈশবসুহৃৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাল্যবিবাহ—ছেলেবেলায় বিবাহ, অল্পবয়সে বিবাহ। ৭মীতৎ। বি ; পুং।

বাল্যসখা—'বাল্যসুহৃৎ' (তাহা দ্রঃ) (ব্যাকরণমতে 'বাল্যসখ')।

বাল্যসখী—ছেলেবেলার সহচরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাল্যসঙ্গী (-সঙ্গিন্)—ছেলেবেলার সাথী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, -**সঙ্গিনী**।

বাল্যসুহৃৎ—ছেলেবেলার বন্ধু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ—১। বশিষ্ঠসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, -**ষ্ঠী**। ২। বশিষ্ঠপ্রণীত যোগশাস্ত্র। বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ (মুনি বিঃ)+অণ্ কৃতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী।

বাশুলী, বাসুলী—দুর্গাদেবীর মূর্তি বিঃ ; কবি চণ্ডীদাসের পূজিতা নান্নুর গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। <বিশালাক্ষী। বি ; স্ত্রী।

বাষট্টি—দ্বিষষ্টি, ৬২-সংখ্যা ; ৬২-সংখ্যক। <দ্বিষষ্টি। বি বা বিণ।

বাষ্প—বায়ুর আকার প্রাপ্ত সূক্ষ্ম জলকণা, steam ; তাপ, গরম জল ইঃ হইতে নির্গত ধোঁয়ার মত জিনিস, vapour ; অশ্রু ; কণ্ঠবারি ; ধূম, ধোঁয়া ; লৌহ। বাধ্+প কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে (ধ্-স্থানে ষ্)। বি ; পুং।

বাষ্পপোত, বাষ্পীয়পোত—কলের জাহাজ, স্টীমার। বাষ্পচালিত পোত, মধ্যপ কর্মধা ; বাষ্পীয় (বাষ্পচালিত) পোত, কর্মধা। বি ; পুং।

বাষ্পবৎ—ধোঁয়ার মত। বাষ্প+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

বাষ্পবারি—চোখের জল, অশ্রু। কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাষ্পযন্ত্র—ধোঁয়া-কল। বাষ্পচালিত যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাষ্পযান, -রথ, -শকট—কলের গাড়ি, রেলগাড়ি। বাষ্পচালিত যান, রথ, শকট, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং, পুং বা ক্লী।

বাষ্পরুদ্ধ—চোখের জলে যাহা আটকাইয়া গিয়াছে এমন, অশ্রুরুদ্ধ ('— কণ্ঠ')। ৩য়াতৎ। বিণ।

বাষ্পশকট—'বাষ্পযান' দ্রঃ।

বাষ্পাকুল—চোখের জলে ভরা, অশ্রুপূর্ণ ; ধূমাকৃতি জলকণায় পূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বাষ্পায়ন—বাষ্প উদ্গিরণ ; বাষ্পে পরিণত হওন। বাষ্প+ক্যঙ্ (= বাষ্পায় নামধাতু)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বাষ্পীকরণ—বায়বীয় পদার্থে পরিণত করা, evaporation. বাষ্প+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বাষ্পী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -**কৃত**।

বাষ্পীভবন—বায়বীয় পদার্থে পরিণত হওয়া, evaporation. বাষ্প+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বাষ্পী)—ভূ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, -**ভূত**।

বাষ্পীয়—বাষ্পসম্বন্ধীয় ; বাষ্পচালিত। বাষ্প+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বাষ্পীয়পোত—'বাষ্পপোত' দ্রঃ।

বাষ্পীয়যন্ত্র—বাষ্পচালিত যন্ত্র, steam-engine. কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাষ্পীয়যান, -রথ, -শকট—বাষ্পচালিত গাড়ি, রেলগাড়ি। বাষ্পীয় যান, রথ, শকট, কর্মধা। বি ; ক্লী, পুং, পুং বা ক্লী।

বাস্—'বস্' দ্রঃ।

বাস—১। গৃহ, বাসস্থান ; অবস্থান ; আশ্রয়। বস্+ঘঞ্ অধি। ২। স্থিতি। বস্+ঘঞ্ ভাব। ৩। বস্ত্র। বস্+ঘঞ্ করণ। ৪। সুগন্ধ। ("কুসুমের বাস ছেড়ে কুসুমের বাস বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় বাস"—ঈশ্বর)। বাস্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৫। একপ্রকার বড় মোটরগাড়ি। <ইং 'bus'. ৬। সূত্রধরের কুঠার। <বাসি। বি।

বাসঃ (বাসস্)—কাপড়, বস্ত্র। বস্+ণিচ্+অস্ করণ। বি ; ক্লী।

বাসক—১। বাসকগাছ ; বেশভূষা ; শয্যাগৃহ ("বাসক-শয়ন পরে"—রবীন্দ্র)। বস্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং। ২। সুগন্ধকারক। বাস্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাসিকা**।

বাসকসজ্জা, বাসসজ্জা—যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে সে। বাসকে, বাসে সজ্জা যাহার বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বাসগৃহ—১। থাকিবার ঘর ; শয্যাগৃহ ; অন্তঃপুর। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বস্ত্রাবাস, তাঁবু। বাস (বস্ত্র)-রচিত গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাসন—১। ধূপন, সুগন্ধীকরণ। বাস+অনট্ ভাব। ২। বস্ত্র। বস্+ণিচ্+অনট্ করণ। ৩। বাসস্থান ; জলপাত্র, জালা, পাত্র ; বাক্স, মোড়ক। বস্+ণিচ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী। ৪। থালা ঘটি বাটি প্রঃ পাত্র ('— কোসন')। বাংপ্র। বি।

বাসনা—১। ইচ্ছা ; মনোবৃত্তি, স্মৃতিজনক সংস্কার, জ্ঞান ; প্রত্যাশা ; কল্পনা ; মুক্তি। বস্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। ২। দুর্গা। বস্+ণিচ্ (স্বার্থে)+অন কর্তৃ+আপ্। ৩। সুগন্ধীকরণ। বাস্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। ৪। কলাগাছ প্রঃর উপরের খোসা। বাংপ্র। বি।

বাসন্ত—১। বসন্ত-ঋতুসম্বন্ধীয়। বসন্ত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। উষ্ট্র ; কোকিল। বসন্ত+অণ্ প্রিয় অর্থে। ৩। মলয়-বায়ু ; কৃষ্ণমুদ্গ ; মদনবৃক্ষ। বসন্ত+অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বি ; পুং।

বাসন্তিক—ভাঁড়, বিদূষক ; নট ; নর্তক ; বসন্তকাল সম্বন্ধীয়। বসন্ত+ইক সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং, বা বিণ।

বাসন্তী—১। দুর্গা ; নবমল্লিকা ; মাধবীলতা ; মদনোৎসব ; বনদেবতা বিঃ ; চতুর্দশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। বসন্তসম্বন্ধীয়া ; বসন্তকালীনা। বাসন্ত+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। **বাসন্তী পূজা**—চৈত্রমাসীয় দুর্গাপূজা। ৩। হলদে রংযুক্ত, হলদে রঙে ছোবানো। বাংপ্র। বিণ।

বাসব—১। ইন্দ্র। বি ; পুং। ২। ধনিষ্ঠানক্ষত্র। বসু+অণ্ আছে অর্থে, অধিপতি অর্থে। বি ; স্ত্রী।

বাসভবন—থাকিবার বাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বাসর—১। বার ('রবি —') ; দিন ('শ্রাদ্ধ —')। বস্+অরন্ অধি, সংজ্ঞার্থে।

বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। নাগ বিঃ। বস্+ণিচ্+অয়ন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। বিবাহ-রাত্রিতে বরকন্যার শয়নগৃহ। <বাসগৃহ। বি। **বাসর জাগা**—বিবাহ-রাত্রিতে বাসরঘরে বর-বধূকে লইয়া স্ত্রীলোকদের আমোদ-প্রমোদ করিয়া রাত কাটানো।

বাসরশয্যা—বিবাহ-রজনীতে বরকন্যার ব্যবহার্য শয্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাসরসজ্জা—বিবাহরাত্রিতে বরকন্যার শয়নগৃহ সাজানো ; নায়কের সহিত মিলনার্থিনী রমণীর বেশভূষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাসা—১। বসতিস্থান ; অস্থায়ী বাসস্থান ; পক্ষী প্রঃর আবাসস্থান ; নীড়, কুলায়। <বাস। বি। ২। মনে করা ; ভালবাসা ; বাস করা ; সুগন্ধযুক্ত করা ; ইচ্ছা করা। কপ্র। ক্রি।

বাসি—১। কুঠার বিঃ, বাইস ; পত্র বিঃ। বস্+ইঞ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। মনে করি। কপ্র। ক্রি।

বাসিকা—১। বাসক গাছ। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা সুবাসিত করে এমন। বাসক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বাসিত—১। যাহাকে সুগন্ধযুক্ত করা হইয়াছে এমন, সুরভিত, ভাবিত ; বিখ্যাত। বাস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। বসনপরিহিত ; কাপড়ে ঢাকা ; পুরাতন, পুরানো, আর্দ্রীকৃত ; পর্যুষিত ; অধ্যুষিত। বস্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। পাখির শব্দ। বাস্+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ৪। মনে করিত। কপ্র। ক্রি। [বি।

বাসিন্দা—অধিবাসী। <ফা 'বাশিন্দ'।

বাসী (-বাসিন্)—(উপপদের পরবর্তী হইলে) বাসকারী। বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাসিনী**।

বাসী—১। পর্যুষিত ; ধোপাবাড়ির কাচা ; অধৌত ('— কাপড়') ; যাহা সূর্যোদয়ের পর ঝাঁট দেওয়া বা নিকানো হয় নাই এমন ('— ঘর'), যাহা সূর্যোদয়ের পর ধোওয়া হয় নাই এমন ('— মুখ') ; পূর্বরাত্রিতে পরিহিত। <বাসিত। বিণ। **বাসী বিয়ে**—বিবাহের দিন শেষরাত্রির বা পরদিবস প্রাতঃকালের অনুষ্ঠান বিঃ। ২। বাইস। বাসি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বাসু—বিষ্ণু, নারায়ণ ; পুনর্বসুনক্ষত্র ; পরমাত্মা। বস্+উণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বাসুকি—সর্পরাজ। বসু—কৈ+ক কর্তৃ ; বসুক+ইঞ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

বাসুদেব—বসুদেবপুত্র, শ্রীকৃষ্ণ ; শালগ্রাম বিঃ। বসুদেব+অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

বাসুলী—'বাশুলী' দ্রঃ।

বাস্তব—১। সত্য, truth, reality. বি। ২। প্রকৃত, যথার্থ ; পরমার্থভূত। বস্তু+অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**বী**।

বাস্তবিক—যথার্থ, প্রকৃত ; পরমার্থভূত। বস্তু+ইক সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**বিকী**।

বাস্তব্য—১। বাসকারী, বাসকর্তা ; প্রতিবাসী ; বাসের যোগ্য ; যাহাকে বাসে স্থাপিত করা যায় এমন। বস্+তব্যণ্ কর্তৃ। বিণ। ২। বসতি। বস্+তব্য অধি (নিপা)। বি ; পুং।

বাস্তববিদ্যা—(জীববিদ্যা) জীব বা উদ্ভিদের আবেষ্টনীভেদে যে পরিবর্তন ঘটে তদ্বিষয়ক শাস্ত্র, ecology. বাস্তব্যা বিদ্যা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বাস্তু—১। গৃহ, ভবন ; বসতিস্থান ; চিরকালের বসতবাটী, ভিটা। বি ; পুং বা ক্লী। ২। বেতুয়াশাক। বস্+তুণ্ অধি। বি ; ক্লী। ৩। নিজের ভিটায় বংশানুক্রমে বা বহুকাল যাবৎ যে বাস করিয়া আসিতেছে এমন। বাংপ্র ; বিণ।

বাস্তুকর্ম (-র্মন্), -**কর্ম্ম** (-র্ম্মন্)—গৃহাদি নির্মাণকার্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাস্তুকার—যে ঘরবাড়ি বাঁধ পথ প্রঃ তৈয়ারি করে, civil engineer. উপতৎ ; বাস্তু—কৃ+অন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বাস্তুঘুঘু—বহুকালের প্রতিপালিত ঘুঘু : গৃহের ঘুঘু : ধূর্তব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

বাস্তুত্যাগী (-গিন্)—বাস্তুহারা তাহা দ্রঃ। উপতৎ ; বাস্তু—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -**ত্যাগিনী**। বি, -**ত্যাগ**।

বাস্তুদেব—গৃহদেবতা। বাস্তুরক্ষক দেব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বাস্তুদেবতা—আবাসভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বাস্তুপুরুষ—শ্রাদ্ধের আরম্ভে পূজনীয় গৃহদেবতা। বাস্তুরধিষ্ঠাতা পুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বাস্তুভিটা—চিরকালের আবাসভূমি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বাস্তুযাগ—ভূমিশুদ্ধির নিমিত্ত কর্তব্য যজ্ঞ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বাস্তুশিল্প—গৃহনির্মাণ-কৌশল, অট্টালিকাদি নির্মাণের বিদ্যা, masonry. বাস্তুনির্মাণ-সংক্রান্ত শিল্প, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বাস্তুসাপ—বহুকাল যাবৎ গৃহে বাসকারী সাপ [লোকে সংস্কারবশতঃ ইহাকে গৃহের দেবতা মনে করে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

বাস্তুহারা—উদ্বাস্তু, যাহাকে চিরকালের মত বহুদিনের বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, refugee. বাস্তু হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাষ্প—অতি সূক্ষ্ম ও লঘু জলকণা ; কণ্ঠবারি, উষ্মা ; নেত্রজল, অশ্রু ; আনন্দ ঈর্ষা ও আর্তি হইতে সম্ভূত অশ্রুর অপ্রকাশিত অবস্থা। বা কিংবা বৈ+প কর্তৃ (স্-আগম)। বি ; পুং।

বাহক—১। সারথি। বি ; পুং। ২। বহনকর্তা। বহ্+ণিচ্ বা বহ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাহিকা**।

বাহড়ানো, বাহুরানো—প্রত্যাবৃত্ত করা, ফিরানো। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি]।

বাহন—১। যান, যদ্দ্বারা বহন করা হয় তাহা ; হস্তী, নৌকা, শিবিকা প্রঃ। বহ্+ণিচ্+অনট্ করণ। ২। যত্ন। বাহ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বাহনা—আবদার ; আপত্তি, ওজর। <ফা 'বহানাহ্'=ওজর। বি।

বাহবা—১। প্রশংসা। বি। ২। সাবাস বেশ ইঃ প্রশংসাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

বাহা—১। বাহু। বাহ্+অচ্ কর্তৃ+স্ত্রী আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। চালিত করা, আকর্ষণ করা। ক্রি [, বি]। ৩। প্রশংসাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

বাহাত্তর—দ্বিসপ্ততি, ৭২-সংখ্যা ; ৭২-সংখ্যক। <দ্বিসপ্ততি। বি বা বিণ।

বাহাত্তুরে, বায়াত্তুরে—বাহাত্তর-বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ; অকর্মণ্য বৃদ্ধ ; ভীমরতিগ্রস্ত। বাহা(য়া)ত্তর+এ (<ইয়া) বয়সার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বাহাদুর—বীর, সাহসী ; কার্যদক্ষ ; নিপুণ [ইংরেজ আমলে ভারতের রাজকীয় কর্মচারীদিগকে ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে গবর্নমেণ্ট হইতে ইহা উপাধিস্বরূপে প্রদত্ত হইত]। ফা। বি বা বিণ।

বাহাদুরি—বীরত্ব ; নিপুণতা ; কৌশল। বাহাদুর+ই ভাবার্থে। ফা-মূ। বি।

বাহাদুরীকাঠ—শাল প্রঃ গাছের গুঁড়ি। বাংপ্র। বি।

বাহানা—'বাহনা' দ্রঃ।

বাহার—সৌন্দর্য, চটক, বাহ্য রূপ ; বসন্তকাল ; সংগীতের রাগ বিঃ ; মজা। <ফা বহার=বসন্ত ঋতু। বি।

বাহারে—চটকদার ; বাহ্য সৌন্দর্যযুক্ত। বাহার+এ বিশিষ্টার্থে। ফা-মূ। বিণ।

বাহাল—নিযুক্ত ; সুস্থ ; বজায় ; স্থায়ী ; স্থির ; অপরিবর্তিত। <ফা-আ 'ব-হাল'। বিণ।

বাহিত—চালিত ; যাহা বহন করা হইয়াছে এমন ; যাহা বহন করা হয় এমন ('মনুষ্য—') ; প্রবাহিত ; প্রতারিত, বঞ্চিত। বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—বাহন।

বাহিনী—১। সৈন্যদল, army ; সেনা

বিঃ; ৮১ হস্তী ৮১ রথ ২৪৩ অশ্ব এবং ৪০৫ পদাতি—এতাবৎ-সংখ্যক সৈন্য। বাহ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। ২। নদী। বি; স্ত্রী। ৩। বাহনকর্ত্রী, বহনকারিণী। বহ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বাহির—১। বহির্ভাগ, বহির্দেশ। বি। ২। বহির্গত; বহিষ্কৃত; বহির্ভূত; প্রকাশিত; আবিষ্কৃত; অতীত; শাসিত; বহির্দেশস্থ; দূরীকৃত। <বহিস্। বিণ।

বাহিরা, বাহিরানো—বহির্গত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

বাহিরে, বাইরে—১। বহির্ভাগে; অন্য স্থানে। বি। ২। অধিক, ভিন্ন, অতিরিক্ত। বাংপ্র। অ।

বাহী (বাহিন্)—বহনকারী। বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বাহু—১। ভুজ, কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অবয়ব, arm; (জ্যামিতি) ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা, side. বহ্+উণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বাহুজ—১। (ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপন্ন বলিয়া) ক্ষত্রিয়; শুকপক্ষী; স্বয়ংজাত তিল। বি; পুং। ২। বাহুজাত। উপতৎ; বাহু—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

বাহুড়া—'বাহড়া' দ্রঃ।

বাহুত্র, বাহুত্রাণ—অস্ত্রাঘাত নিবারণার্থ বাহুবদ্ধ লৌহময় আবরণ। উপতৎ; বাহু—ত্রৈ+ক কর্তৃ; বাহুর (ভুজের) ত্রাণ (রক্ষা) যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

বাহুবল—যুদ্ধোপযোগী হস্তবল; শারীরিক শক্তি, হাতের বা গায়ের জোর; নিজের ক্ষমতা, আত্মশক্তি; অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি। বাহুগত বল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বাহুবলদৃপ্ত—শক্তি আছে বলিয়া অত্যধিক গর্বিত, ভুজবলহেতু দর্পিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বাহুভূষণ, বাহুভূষা—বাজু, কেয়ূর; বাহুর অলংকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বাহুমূল—বগল, কক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। [বি; ক্লী।

বাহুযুগল—দুইটি বাহু; ভুজদ্বয়। ৬ষ্ঠীতৎ।

বাহুযুদ্ধ—হাতাহাতি; কুস্তি, মল্লযুদ্ধ। ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

বাহুল্য—আধিক্য, প্রাচুর্য। বহুল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বাহ্বাস্ফোট—তাল ঠোকা, মালসাট, বাহুতে চপেটাঘাত। বাহুর আস্ফোট, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বাহ্য—১। বাহিরের, বহিঃস্থিত। বহিস্ (বাহিরে)+ষ্যঞ্ ভবার্থে। বিণ। **বাহ্য জগৎ**—বাহিরের সংসার; চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত জগৎ। **বাহ্য জ্ঞান**—বাহিরের বোধ; চক্ষুঃকর্ণাদি দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি; জাগতিক জ্ঞান; চেতনা। **বাহ্য দৃশ্য**—বাহিরে ব্যক্ত রূপ; আপাত দৃষ্টিতে বস্তুর যে রূপ দেখা যায় তাহা; বাহিরের চটক ("বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন"—হেম)। ২। বহনীয়। বহ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। ৩। যান, বাহন। বহ্+ণ্যৎ করণ। বি; ক্লী।

বাহ্যদৃষ্টি—চক্ষুঃকর্ণাদি দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ; জাগতিক বিষয়-দর্শন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বাহ্যমান- যাহা বাহিত হইতেছে এমন, প্রাপ্যমাণ। বহ্+ণিচ্+শানচ্ কর্ম। বিণ। [<বাহ্য। বিণ।

বাহ্যিক—বাহিরের, বহিঃসম্বন্ধীয়।

বাহ্যে—১। বহির্ভাগে। 'বাহ্য' (১) হইতে। ২। মলত্যাগ; মলত্যাগের বেগ; মল; বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি। **বাহ্যে পাওয়া**—মলত্যাগের বেগ হওয়া।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা প্রঃ। বাহ্য (বাহিরের) ইন্দ্রিয়, কর্মধা। বি; ক্লী।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—১। দেশ বিঃ, তাতার দেশের অন্তঃপাতী বল্‌খ। বহ্+লিণ অধি+কন্ স্বার্থে (বিকল্পে দীর্ঘ)। ২। তদ্দেশজ অশ্ব; গন্ধর্ব বিঃ। বাহ্লিক, বাহ্লীক +অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

বি—১। বিপরীত; নিশ্চয়; বিরুদ্ধ; বিষম; নিন্দা; বিরক্তি; অসম্মতি; অসহন; প্রভেদ; বিশেষ; কারণ, হেতু; অভাব; গতি; পরিভব; নিগ্রহ; আলম্বন, অবলম্বন, জ্ঞান; শুদ্ধি; অব্যাপ্তি; ঈষৎ; নিষেধ; বিরোধ; দান; নিয়োগ; পাদপূরণ; বৈপরীত্য। বা+কি ভাব। অ; উপ। ২। পক্ষী। বা+ইন্ (ড্) কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। আকাশ; স্বর্গ; চক্ষুঃ। বে (বিস্তার করা)+ই কর্তৃ। বি; পুং।

বিউনি, বিউনী—১। বেণী, কেশবন্ধন বিঃ। < বেণী। ২। হাতপাখা। <ব্যজনী। বি।

বিউনিল—পাখা দ্বারা বাতাস করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিউনী—'বিউনি' দ্রঃ।

বিউলি, বিউলী—খোসা ছাড়ানো মাষকলাই। <বিদলিত। বি।

বি. এ.—বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যবিষয়ে প্রথম উপাধিপরীক্ষা বা উপাধি। <ইং 'B. A.'—Bachelor of Arts. বি।

বিংশ—বিংশতির পূরণ। বিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বিংশী**।

বিংশক—বিংশতি, কুড়ি, ২০। বিংশতি+ডক (ড্বুন্) স্বার্থে। বিণ।

বিংশতি—১। কুড়ি, বিশসংখ্যা। দ্বিগুণিত দশ (দশন্ শব্দ), মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বি; স্ত্রী। ২। বিংশতি-সংখ্যক। দ্বিগুণিত দশ (দশন্-শব্দ), মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বিণ; স্ত্রী।

বিংশতিতম—বিংশতির পূরণ। বিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

বিঁড়া, বিঁড়ে, বিড়া, বিড়ে—১। কলসী প্রঃ বসাইবার অথবা মাথায় বোঝা স্থাপন করিবার বেষ্টনী। বাংপ্র। ২। ধানের আঁটি; পানের ২০ গণ্ডা। প্রাদে। বি।

বিঁধ, বিঁধ—ছিদ্র। বাংপ্র। বি।

বিঁধন—ছিদ্র-করণ; ফোটাইয়া দেওয়া। বিঁধ্+অন ভাব। বি।

বিঁধা, বেঁধা—ছিদ্র করা বা হওয়া; বিঁধ করা; বিদ্ধ করা বা হওয়া। <'ব্যধ্'-ধাতু। ক্রি [, বি]।

বিঁধানো, বেঁধানো—বিদ্ধ করানো। <'ব্যধ'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিকচ—১। প্রস্ফুটিত, বিকসিত। বি—কচ্+অচ্ কর্তৃ। ২। কেশরহিত। বিনষ্ট বা বিগত কচ যাহার, বহু। বিণ। ৩। ধ্বজ, কেতু; কেতুগ্রহ। বিশিষ্ট কচ যাহাতে, বহু। ৪। উলঙ্গ; ক্ষপণক; রাক্ষস বিঃ। বিগত কচ যাহার, বহু। বি; পুং।

বিকচ্ছ—কাছাহীন, কচ্ছরহিত। বিগত কচ্ছা (কাছা) যাহার, বহু। বিণ।

বিকট—১। ভয়ানক; বিশাল, বৃহৎ, বিপুল, বড়; দন্তুর; বিকৃত; সুন্দর। বি—কট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। বিস্ফোটক। বি+কটচ্। বি; পুং।

বিকটা—১। (বৌদ্ধ পুরাণমতে) মায়াদেবী। বি; স্ত্রী। ২। ভয়ংকরা; বিপুলা, বিকৃতা; সুন্দরী। বিকট+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিকটাকার, বিকটাকৃতি—১। ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। বিকট আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -রা (১ম পক্ষে)। ২। ভীষণ চেহারা। কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী।

বিকনো, বিকানো—বিক্রীত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিকম্পিত—বিশেষরূপে কম্পিত, অতিশয় চঞ্চল। বি (বিশেষরূপে)—কম্প্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিকর্ণ—১। দুর্যোধনের ভ্রাতা। বি; পুং। ২। কানশূন্য। বিনষ্ট বা বিকৃত কর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

বিকর্ত(র্ত্ত)ন- ১। সূর্য; অর্কবৃক্ষ। বি—কৃত্+অনট্ কর্ম। বি; পুং। ২। বিনাশক। বি—কৃত্+অন কর্তৃ। বিণ।

বিকর্ম (-র্মন্), -কর্ম্ম (-র্ম্মন্)—দুষ্কর্ম, নিষিদ্ধ কাজ। বি (নিষিদ্ধ) কর্ম, কর্মধা বা নিত্য। বি; ক্লী।

বিকর্ষণ—বিপরীত দিকে টানা; ঠেলিয়া দেওয়া, repulsion; বিপরীত আকর্ষণ। বি—কৃষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

বিকল—১। অবশ; বিহ্বল; অপ্রস্তুত; অসম্পূর্ণ, অসমগ্র; হ্রাসপ্রাপ্ত; নষ্ট; অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক; কলাহীন; অসমর্থ; রহিত। বিনষ্টা কলা যাহার, বহু। ২। যাহার যন্ত্র বিকৃত হইয়াছে এমন; ব্যবহারের অযোগ্য, অকর্মণ্য। বি (নষ্ট) কল (যন্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

বিকলা, বিকলী—১। ঋতুহীনা, নিবৃত্ত-রজস্কা। বিগতা কলা (ঋতুস্রাব) যাহার, বহু+আপ্‌, ঈপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। (জ্যামিতি) এক ডিগ্রীর ৬০ ভাগের একভাগ, second. বি।

বিকলাঙ্গ—১। যাহার শরীরের কোন অংশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এমন, হীনাঙ্গ। বিকল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী। ২। অবশ বা বিকৃত অঙ্গ। বিকল যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিকলি—বিহ্বলতা, মত্ততা। প্রা কপ্র। বি।

বিকলেন্দ্রিয়—যাহার ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছে এমন; যাহার হাত-পা প্রভৃতির জোর কম এমন। বিকল ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

বিকল্প—সন্দেহ; ভ্রম, ভ্রান্তি; বিপরীত কল্প; বিবিধ কল্পনা, ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা; ভেদবুদ্ধি বিঃ; (ব্যাক) বিভাষা; অর্থালংকার বিঃ। বি (বিভিন্ন) কল্প (বিধান ইঃ), প্রাদি। বি; পুং।

বিকল্পিত—অনিয়মিত; বিবিধরূপে কল্পিত; সন্দিগ্ধ; বিভাবিত। বিকল্প+ইতচ্‌ জাতার্থে, আছে অর্থে। বিণ।

বিকশা, বিকসা—প্রস্ফুটিত হওয়া; বিকাশপ্রাপ্ত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

বিকশিত, বিকসিত—প্রকাশিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত, ব্যক্ত। বি—কশ্‌, কস্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিকানো—বিক্রীত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিকার—প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকৃতি; বিভিন্নরূপ প্রাপ্তি; রূপান্তর; গাঁজিয়া বা পচিয়া ওঠা; অস্বাস্থ্য, রোগ; স্খলন; রোগজনিত প্রলাপ ও মস্তিষ্কবিকৃতি, delirium. বি—কৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিকারক—(রসায়ন) যাহার সাহায্যে কোন পদার্থে মিশ্রিত অন্য পদার্থ বাহির করা যায় তাহা, reagent. বি—কৃ+ণক কর্তৃ। বি বা বিণ।

বিকারগ্রস্ত—জ্বরাদিরোগে যাহার মাথা খারাপ হইয়াছে এমন; বিকৃতিযুক্ত; স্বাস্থ্যহীন; অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত। তৎ-তৎ। বিণ।

বিকারী (-রিন্‌)—পরিবর্তনশীল; বিকৃতিযুক্ত। বিকার+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

বিকার্য(র্য্য)—বিকার সাধনের যোগ্য, পরিবর্তনীয়। বি—কৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বিকাল—বৈকাল, অপরাহ্ণ। বি (অর্থাৎ দৈব-পৈত্র্যাদি কর্মে বিরুদ্ধ) কাল (সময়), প্রাদি। বি; পুং।

বিকাশ, বিকাস—প্রকাশ; উন্মেষ; অভিব্যক্তি; প্রসার, বিস্তার; উল্লাস; বিষমগতি। বি—কাশ্‌, কাস্‌ বা কশ্‌, কস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিকাশন, বিকাসন—প্রকাশিতকরণ; প্রস্ফোটন। বি—কাশ্‌, কাস্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

বিকাশা, বিকাসা—বিকসিত হওয়া বা করা। কপ্র। ক্রি।

বিকাশিত, বিকাসিত—প্রকাশিত; প্রস্ফুটিত। বি—কাশ্‌, কাস্‌+ক্ত কর্তৃ; অথবা, বিকাশ, বিকাস+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

বিকাশী (-শিন্‌), **বিকাসী** (-সিন্‌)—যাহা বিকাশপ্রাপ্ত হয়, বিকাশশীল, বিকস্বর; প্রসরণশীল; হর্ষযুক্ত, হৃষ্ট। বিকাশ, বিকাস+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -শিনী, -সিনী।

বিকি—বিক্রয়। <বিক্রয়। বি।

বিকিকিনি—বেচা-কেনা, ক্রয়-বিক্রয়। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

বিকির—বিকিরণ; অগ্নিদগ্ধাদির পিণ্ডদান। বি—কৄ+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং।

বিকিরণ—১। বিক্ষেপণ; ছড়ানো; radiation; জ্ঞান; হিংসন। বি—কৄ+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—বিকীর্ণ (বিকিরিত—আধুনিক প্র)। ২। কিরণশূন্য। বিগত কিরণ যাহার, বহু। বিণ।

বিকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; বিস্তারিত, ছড়ানো। বি—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিকীর্য(র্য্য)মাণ—যাহা ছড়ানো হইতেছে এমন, যাহা বিক্ষেপ করা হইতেছে এমন। বি—কৄ+শানচ্‌ কর্ম। বিণ।

বিকুলি—ব্যাকুলতা প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

বিকৃত—বিকারপ্রাপ্ত; স্বভাবের অন্যথা ভাবপ্রাপ্ত, (তাহা হইতে) মন্দ অবস্থাপ্রাপ্ত, বিকারবিশিষ্ট; অন্যথাকৃত; বিরূপ; ঘৃণিত; রুগ্‌ণ; পীড়িত; অসম্পূর্ণ; মায়াবী; বীভৎস; বিকট; বিকল। বি—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিকৃতকণ্ঠ—১। ভাঙ্গা গলা; গলার স্বাভাবিক আওয়াজের অন্যথাভাব। কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার গলা ভাঙ্গিয়াছে এমন; যাহার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হইয়াছে এমন। বিকৃত হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

বিকৃতমস্তিষ্ক—১। খারাপ মাথা, বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ক। কর্মধা। বি; পুং। ২। পাগল, যাহার মাথা খারাপ হইয়াছে এমন। বিকৃত হইয়াছে মস্তিষ্ক যাহার, বহু। বিণ।

বিকৃতি—বিকার, প্রকৃতির অন্যথাভাব; রোগ, পীড়া। বি—কৃ+ক্তি ভাব, করণ। বি; স্ত্রী।

বিকৃষ্ট—আকৃষ্ট; উদ্ধৃত। বি—কৃষ্‌ (আকর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিকেন্দ্রীকরণ—কোন কিছুর ব্যবস্থা কেন্দ্রে নিবদ্ধ না রাখিয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া, decentralization. বিকেন্দ্র+চ্বি—কৃ+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, -কৃত।

বিকেল—অপরাহ্ণ। <বিকাল। বি।

বিকোষ, বিকোষিত—খাপ হইতে বাহির করা, কোষ হইতে নিষ্কাশিত। বিসৃষ্ট কোষ যাহার, বহু; বি—কুষ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিক্কিরি—বিক্রয়। <বিক্রয়। বি।

বিক্রম—১। বীরত্ব, শৌর্য; সামর্থ্য, শক্তি; পরাক্রম; সাহস; চলন; আক্রমণ; পক্ষীর গতি। বি—ক্রম্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। বিক্রমাদিত্য রাজা; ত্রিবিক্রম বিষ্ণু; বৎসর বিঃ। বি—ক্রম্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বিক্রমকেশরী (-রিন্‌)—সিংহের মত পরাক্রমশালী। ৭মীতৎ। বিণ; পুং।

বিক্রম-প্রদান—বিপক্ষকে চরম-পত্র (ultimatum) দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিক্রমশালী (-শালিন্‌)—পরাক্রান্ত, প্রভাবশালী; শৌর্যসম্পন্ন। উপতৎ; বিক্রম—শাল্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শালিনী।

বিক্রমাদিত্য—উজ্জয়িনীর রাজা; কতিপয় প্রাচীন রাজার উপাধি বিঃ। বিক্রমে আদিত্য (সূর্য), ৭মীতৎ। বি; পুং।

বিক্রমী (-মিন্‌)—পরাক্রমশালী, বিক্রান্ত; প্রভাবশালী; শূর, বীর; বিষ্ণু; সিংহ। বিক্রম+ইন্‌ আছে অর্থে; অথবা, বি—ক্রম্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি বা বিণ; পুং। স্ত্রী, -মিণী।

বিক্রয়—বেচা, মূল্যগ্রহণ ও স্বত্বত্যাগপূর্বক অর্পণ। বি—ক্রী+অচ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিক্রয়িক, বিক্রয়ী (-য়িন্‌)—যে বেচে এমন, বিক্রয়কারী, বিক্রেতা। বিক্রয়+ইক (ঠন্‌) করে অর্থে; বিক্রয়+ইন্‌ জীবিকার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা, -য়িণী।

বিক্রান্ত—১। বিক্রমশালী, শূর, বীর। বিণ। ২। সিংহ। বি—ক্রম্‌+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং।

বিক্রান্তি—বিক্রম; প্রভা; অশ্বের গতি

বিঃ। বি—ক্রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিক্রি—১। বেচা, বিক্রয়। বি। ২। বিক্রীত। <বিক্রয়। বিণ।

বিক্রিয়া—বিকার, বিকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থার অন্যথাভাব; রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, chemical reaction. বি—কৃ+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিক্রীড়িত—নানাপ্রকার খেলা, বিবিধ ক্রীড়া, gambol. বি (নানাবিধ)—ক্রীড়্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিক্রীত—যাহা বেচা হইয়াছে এমন। বি—ক্রী+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিক্রেতা (বিক্রেতৃ)—বিক্রয়কারক, বিক্রয়কারী। বি—ক্রী+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

বিক্রেয়—যাহা বেচা যাইতে পারে এমন, বিক্রয়যোগ্য; পণ্য। বি—ক্রী+যৎ কর্ম। বিণ।

বিক্লব—১। বিহ্বল; বিবশ; চঞ্চলচিত্ত; উদ্‌ভ্রান্ত; ভীত, ভীরু; কাতর; অবধারণা-সমর্থ; কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ; কিংকর্তব্যবিমূঢ়; উপহত। বি—ক্লু+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যাকুলতা; জড়তা; ঔদাস্য; ভ্রান্তি। বি—ক্লু+অপ্ ভাব। বি; পুং।

বিক্লিন্ন—ভিজা, আর্দ্র; দ্রবীভূত; জীর্ণ। বি—ক্লিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিক্ষত—বিশেষরূপে আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষত-বিক্ষত; খণ্ডিত; ক্ষয়প্রাপ্ত। বি (বিশেষরূপে) ক্ষত, প্রাদি। বিণ।

বিক্ষিপ্ত—যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে এরূপ; ত্যক্ত; বিস্তারিত; প্রেরিত; বিকীর্ণ, ছড়ানো; অনিবিষ্ট, অস্থির। বি—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিক্ষিপ্তচিত্ত—১। চঞ্চল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট, অনিবিষ্টচেতাঃ। বহু। বিণ। ২। চঞ্চল মন, অভিনিবেশবিহীন মন। কর্মধা। বি; ক্লী।

বিক্ষুব্ধ—বিশেষরূপে আলোড়িত; বিচলিত; চঞ্চল। বি—ক্ষুভ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

বিক্ষেপ—১। নিক্ষেপ, ক্ষেপণ; ত্যাগ; ভয়; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; চিত্তচাঞ্চল্য; প্রসারণ; সঞ্চালন; প্রেরণ; (সংগীত) কোন একটি সুরে আঘাত করিয়াই সেই সুর হইতে এক দুই বা ততোধিক সুর ব্যবধানে আরোহণ-ক্রম বা অবরোহণ-ক্রম। বি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। ২। রাজস্ব। বি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

বিক্ষেপণ—নিক্ষেপ; প্রেরণ; বিকিরণ; চিত্তচাঞ্চল্য। বি—ক্ষিপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -পিত।

বিক্ষেপশক্তি—মায়ার শক্তি বিঃ, যে শক্তি দ্বারা বিশ্বপ্রকাশ হয় তাহা। বিক্ষেপকারিণী শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিক্ষোভ—আন্দোলন, আলোড়ন, উদ্বেল অবস্থা; প্রবল অসন্তোষ; দারুণ দুঃখ; বিদারণ, উদ্রেক; সংঘটন; ভয়; ঔদাস্য; কম্প; চাঞ্চল্য; উৎকণ্ঠা। বি—ক্ষুভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিখ—বিষ। প্রা কপ্র। বি।

বিখণ্ডিত—কর্তিত, ছিন্ন; বিদীর্ণ। বি—খন্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিখিনি—বিঘ্ন, অন্তরায়। প্রা কপ্র। বি।

বিখাউজ, বিখাজ—চুলকানি-রোগ, চর্মরোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

বিখ্যাত—নামজাদা, প্রসিদ্ধ। বিশেষরূপে খ্যাত, প্রাদি। বিণ।

বিখ্যাতি—সুনাম, যশ; প্রসিদ্ধি। বি—খ্যা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিখ্যাপন—ঘোষণা; বিজ্ঞাপন; ব্যাখ্যা; বিবরণ; প্রশংসা; কীর্তন। বি—খ্যা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিখ্যাপিত—ঘোষিত; বিজ্ঞাপিত; কীর্তিত; ব্যাখ্যাত, প্রশংসিত। বি—খ্যা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিগড়নো, বিগড়ানো—খারাপ করা বা হওয়া; নষ্ট করা বা হওয়া; বিরুদ্ধ করা বা হওয়া। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিগণন, বিগণনা—ঋণ-পরিশোধ, ঋণ-মোচন; সংখ্যাকরণ, গণনা; মান্যকরণ; চিন্তা; অবজ্ঞা। বি—গণ+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বিগণিত—যাহার গণনা করা হইয়াছে এমন, সংখ্যাত; ঋণমুক্ত; মান্য; অবজ্ঞাত। বি—গণ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিগত—১। যাহা চলিয়া গিয়াছে এমন, অতীত; মৃত; প্রস্থিত; নষ্ট; নিষ্প্রভ; ভূত; সম্পন্ন; মলিন। বি—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। পক্ষীর গতি বিঃ। বি—গম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিগতপ্রাণ—যে মরিয়া গিয়াছে এমন, মৃত। বিগত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

বিগতযৌবন—১। যাহার যৌবন চলিয়া গিয়াছে এমন। বহু। বিণ। ২। অপগত তারুণ্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

বিগতশ্রী—যাহার সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে এমন। বিগতা শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

বিগতস্পৃহ—যাহার আকাঙ্ক্ষা দূর হইয়াছে এমন, লালসাবিহীন। বিগতা স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

বিগতার্ত(র্ত)বা—যাহার ঋতুস্রাব হয় না এমন, নিবৃত্তরজস্কা। বিগত আর্তব (স্ত্রীরজঃ) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—তিরস্কার, ভর্ৎসনা; নিন্দা, অপবাদ; কলঙ্ক। বি—গর্হ্+অনট ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বিগর্হিত—১। অতি নিন্দিত; তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত; নিষিদ্ধ; কলঙ্কিত। বি—গর্হ্+ক্ত কর্ম; অথবা, বিশেষরূপে গর্হিত, প্রাদি। বিণ। ২। নিন্দা। বি—গর্হ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিগলন—গলিয়া যাওয়া, স্রবণ; ক্ষরণ; স্খলন। বি—গল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিগলা—গলিয়া যাওয়া, দ্রব হওয়া। কপ্র। ক্রি।

বিগলিত—ক্ষরিত, যাহা গলিয়া পড়িতেছে এমন; স্খলিত; দ্রবীভূত; দয়ার্দ্র; পতিত, ভ্রষ্ট; স্থানচলিত। বি—গল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিগার—বিকার; অদম্য কামোন্মাদনা; <বিকার। বি।

বিগাহ—স্নান, অবগাহন; বিলোড়ন। বি—গাহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিগীত—গর্হিত, নিন্দিত, অপবাদিত। বি গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিগুণ—১। বিকৃত; গুণহীন; প্রতিকূল। বিরুদ্ধ, বিনষ্ট গুণ (উৎকর্ষ) যাহার, বহু। বিণ। ২। বিরুদ্ধ গুণ; অপকার। বিরুদ্ধ গুণ, প্রাদি। বি; পুং।

বিগূঢ়—গুপ্ত; নিন্দিত, গর্হিত। বি—গুহ্+ক্ত কর্ম। বিণ। [বিণ।

বিগ্ন—ভীত; উদ্বিগ্ন। বিজ্+ক্ত কর্তৃ।

বিগ্রহ—১। দেবমূর্তি; শরীর, দেহ; মূর্তি; সমাসের বাক্য। বি—গ্রহ্+অপ্ কর্ম। ২। বিশেষ জ্ঞান। বি—গ্রহ্+অপ্ করণ। ৩। যুদ্ধ; বিস্তার; বিভাগ; বিবাদ, কলহ; বৈর; প্রহার। বি—গ্রহ্+অপ্ ভাব। বি; পুং।

বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা—দেবতার মূর্তিস্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিঘটন—বিশ্লেষ, অসংযোগ; ব্যাঘাত; বিরোধ; বিকাশ। বি—ঘট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিঘটিকা—পল, ২৪ সেকেণ্ড। বিভক্তা ঘটিকা, প্রাদি; অথবা, বিভক্তা ঘটিকা যদ্দ্বারা, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিঘটিত—১। বিশ্লেষিত, বিচ্ছিন্ন; বিকসিত; ব্যাহত; বিশেষরূপে রচিত। বি—ঘট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মন্দ ঘটনা; দুর্দশা ("বিঘটিত বিহি নিরমাণ" - বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

বিঘট্টন—অভিঘাত, আঘাত; বিশ্লেষ, বিশ্রংসন; সঞ্চালন, নাড়াচাড়া; বিশেষভাবে ঘাঁটা, মন্থন; দৃঢ়সংযোগ। বি—ঘট্ট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিঘট্টিত—মথিত ; সঞ্চালিত, নাড়াচাড়া ; অভিহত ; বিশ্লেষিত । বি—ঘট্ট্+ক্ত কর্ম । বিণ ।

বিঘত—আধ হাত, বার আঙ্গুলের মাপ । <বিতস্তি । বি ।

বিঘা—১ । ভূমির পরিমাণ বিঃ, ২০ কাঠা (প্রায় ⅓ একার) । < বিগ্রহ । ২ । ব্যাঘাত, অন্তরায় । <বিঘাত । বি ।

বিঘাত—ব্যাঘাত, বিঘ্ন, বাধা ; বারণ ; আঘাত ; বিনাশ । বি—হন্+ঘঞ্ ভাব । বি ; পুং ।

বিঘাতক—আঘাতকারী ; বিনাশক ; ব্যাঘাতক । বি—হন্+ণক কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-তিকা** ।

বিঘাতী (-তিন্)—১ । বিনাশকারী ; বাধাদায়ক, ব্যাঘাতক ; ঘাতক ; নিবারক । বি—হন্+ণিন্ কর্তৃ । ২ । নষ্ট ; ব্যাহত ; ধ্বস্ত । বিঘাত+ইন্ আছে অর্থে । বিণ । স্ত্রী, **-তিনী** ।

বিঘিন্নি—বাধা, বিঘ্ন । প্রা কপ্র । বি ।

বিঘূর্ণন—বিশেষরূপে ঘোরা, সঞ্চালিত হওয়া । বিশেষরূপে ঘূর্ণন, প্রাদি ।

বিঘূর্ণিত—যাহা বিশেষরূপে ঘুরিতেছে এমন । বিশেষরূপে ঘূর্ণিত, প্রাদি । বিণ ।

বিঘোর—বেহুঁশ অবস্থা ; নিরুপায় ; ভীষণ বিপদ্ । বাংপ্র । বি ।

বিঘোষণ—ঘোষণা করা, ইতস্ততঃ জানানো । বি—ঘুষ্+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

বিঘোষিত—বিশেষভাবে জ্ঞাপিত ; প্রচারিত, প্রকাশিত । বি—ঘুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম । বিণ ।

বিঘ্ন—বাধা, ব্যাঘাত, প্রত্যূহ, প্রতিবন্ধ । বি—হন্+ক কর্তৃ বা করণ । বি ; পুং ।

বিঘ্নকর—বাধাজনক । উপতৎ ; বিঘ্ন—কৃ+ট কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-করী** ।

বিঘ্নকারী (-কারিন্) বাধাজনক । উপতৎ ; বিঘ্ন—কৃ+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-কারিণী** ।

বিঘ্নজনক—বাধাপ্রদায়ক, ব্যাঘাতকারী । ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী, **-জনিকা** ।

বিঘ্ননাশক, -নাশন, -বিনাশন, -হর, -হারী (-রিন্)—১ । গণেশ । বি ; পুং । ২ । বাধা-বিঘ্ন-দূরকারী । বিঘ্নের নাশক, নাশন, বিনাশন (উচ্ছেদক), ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; বিঘ্ন—হৃ+অচ্ কর্তৃ ; বিঘ্ন—হৃ+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-নাশিকা, -তা, -রা, -হারিণী** ।

বিঘ্নিত—প্রতিহত, ব্যাহত, বিঘ্নপ্রাপ্ত । বিঘ্ন+ইতচ্ জাতার্থে । বিণ ।

বিচক্ষণ—জ্ঞানী ; বিদ্বান্, পণ্ডিত ; দূরদর্শী, অভিজ্ঞ ; দক্ষ, নিপুণ ; পটু ; কুশল ; বক্তা । বি—চক্ষ্+অন কর্তৃ । বিণ ।

বিচক্ষণতা—বিজ্ঞতা ; নৈপুণ্য ; পাণ্ডিত্য ; পটুত্ব । বিচক্ষণ+তা ভাবে । বি ; স্ত্রী ।

বিচয়, বিচয়ন—সংগ্রহ, একত্রীকরণ ; অনুসন্ধান । বি—চি+অচ্, অনট্ ভাব । বি ; পুং, ক্লী ।

বিচরণ—ভ্রমণ, ইতস্ততঃ বেড়ানো । বি-চর্+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

বিচরা—বিচরণ করা । কপ্র । ক্রি ।

বিচল, বিচলিত—অস্থির, চঞ্চল ; যে নাড়া পাইয়াছে এমন ; ব্যগ্র ; চ্যুত ; স্খলিত, ভ্রষ্ট ; কম্পিত, চলিত । বি—চল্+অচ্, ক্ত কর্তৃ । বিণ ।

বিচলন—স্খলন, চ্যুতি ; নড়া । বি—চল্+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

বিচলিত—'বিচল' দ্রঃ ।

বিচার—নিষ্পত্তি, মীমাংসা ; বিবেচনা, যুক্তিপ্রয়োগ ; তত্ত্বনির্ণয়, যাথার্থ্যনির্ণয় ; তর্ক ; ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় দোষ গুণ প্রঃর নিরূপণ । বি-চর্+ণিচ্+অচ্ ভাব । বি ; পুং । বিণ—**বিচারণীয়, বিচারিত, বিচার্য** ।

বিচার-আচার—শুদ্ধাচার ; কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণায়ক শাস্ত্র প্রঃর বিবেচনা । বাংপ্র । বি ।

বিচারক—নিষ্পত্তিকারক, মীমাংসাকারক, বিচারকর্তা ; জজ ম্যাজিস্ট্রেট প্রঃ । বি—চর্+ণিচ্+ণক কর্তৃ । বি ; পুং, বা বিণ । স্ত্রী, **-রিকা** ।

বিচারকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্ত্তৃ)—বিচারক, মীমাংসাকারী । ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী, **-কর্ত্রী** ।

বিচারণ, বিচারণা—বিচার ; বিবেচনা । বি-চর্+ণিচ্+অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাববা+আপ্ । বি ; ক্লী, স্ত্রী ।

বিচারণীয়—বিচার করিবার মত, বিচার-যোগ্য । বি—চর্+ণিচ্+অনীয় কর্ম । বিণ ।

বিচারপতি—বিচারক, বিচারকর্তা ।, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

বিচারফল—বিবেচনার পর লব্ধ সিদ্ধান্ত, জজ প্রঃ বিচারক বিচার করিয়া শেষে যে মীমাংসায় পৌঁছান তাহা, রায় । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

বিচারমল্ল—বিচারে বিশেষ পারদর্শী ; তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত । ৭মীতৎ । বিণ ।

বিচারশীল—বিবেচক ; বিতর্কপরায়ণ । বিচার শীল যাহার, বহু । বিণ ।

বিচার-স্থান—যেখানে বিচার-কার্য হয়, আদালত । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

বিচারা—বিচার করা, বিবেচনা করা । কপ্র । ক্রি ।

বিচারাজ্ঞা, বিচারাদেশ—বিচার করিবার পর বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় । বিচার (সিদ্ধান্ত)-জ্ঞাপক আজ্ঞা, আদেশ, মধ্যপ কর্মধা । বি ; স্ত্রী, পুং ।

বিচারাধীন—যাহার বিচার হইতেছে এমন । বিচারের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ ।

বিচারালয়—আদালত, ধর্মাধিকরণ । বিচারের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

বিচারি—বিচার করিয়া, বিবেচনা করিয়া ; বিচার করি । কপ্র । ক্রি ।

বিচারিত—মীমাংসিত ; বিবেচিত ; কল্পিত ; নির্ণীত । বি—চর্+ণিচ্+ক্ত কর্ম । বিণ ।

বিচারী (-রিন্)—বিচারকারক ; কর্তব্যা-কর্তব্যনির্ধারণকারী ; ব্যভিচারী ; ভ্রমণকারী । বি—চর্ বা চর্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-রিণী** ।

বিচার্য(র্য্য)—বিচার করিবার যোগ্য ; বিবেচ্য । বি—চর্+ণিচ্+যৎ কর্ম । বিণ ।

বিচাল—মধ্যবর্তী, অভ্যন্তরস্থ । বি—চল্+ণ কর্তৃ । বিণ ।

বিচালি—আঁটি-বাঁধা ধানের খড় । বাংপ্র । বি ।

বিচি, বীচি—ফলের আঁটি ; বীজ, অণ্ডকোষ । <বীজ । বি ।

বিচিকিচ্ছি, বিতিকিচ্ছি—বিশ্রী ; কুৎসিত । <বিচিকিৎস । বিণ ।

বিচিকিৎসা—সন্দেহ, সংশয় ; ভ্রম । বি—কিৎ (সংশয় করা)+সন্ স্বার্থে+অ ভাব+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

বিচিত—সংগৃহীত ; অন্বিষ্ট । বি—চি+ক্ত কর্ম । বিণ ।

বিচিত্র—নানাবর্ণবিশিষ্ট, নকশাদার ; আশ্চর্য, বিস্ময়কর ; সুন্দর, রম্য । বিশেষরূপে চিত্র, প্রাদি । বিণ ।

বিচিত্রতা—অপরূপতা ; সৌন্দর্য ; বহু-বর্ণযুক্ত অবস্থা । বিচিত্র+তা ভাবে । বি ; স্ত্রী ।

বিচিত্রদেহ—১ । নানাবর্ণ বা সুন্দর-দেহ-বিশিষ্ট । বিণ । ২ । মেঘ । বিচিত্র দেহ যাহার, বহু । ৩ । নানাবর্ণযুক্ত বা সুন্দর শরীর । কর্মধা । বি ; পুং ।

বিচিত্রবীর্য(র্য্য)—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিঃ । বিচিত্র (বিস্ময়কর) বীর্য (শৌর্য) যাহার, বহু । বি ; পুং ।

বিচিত্রাঙ্গ—১ । চিতাবাঘ, চিত্রব্যাঘ্র ; ময়ূর । বি ; পুং । ২ । সুন্দরদেহবিশিষ্ট । বিচিত্র অঙ্গ যাহার, বহু । বিণ । স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী** ।

বিচিত্রিত—নানাবর্ণবিশিষ্ট ; নানাপ্রকারে চিত্রিত । বিশেষরূপে চিত্রিত, প্রাদি । বিণ ।

বিচিন্তন—বিশেষরূপে বিবেচনাকরণ ; অভিনিবেশসহকারে ভাবা । বি—চিন্তি+

অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**বিচিন্তনীয়, বিচিন্তিত।**

বিচিন্তিত—১। বিশেষরূপে বিবেচিত। বি—চিন্তি+ক্ত কর্ম। ২। বিশেষরূপে চিন্তান্বিত। প্রাদি। বিণ।

বিচিন্ত্যমান—যাহার বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করা হইতেছে এমন। বি—চিন্তি+শানচ্ কর্ম। বিণ।

বিচূর্ণ, বিচূর্ণিত—ভাল করিয়া গুঁড়া করা হইয়াছে এমন, উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত। বিশেষরূপে চূর্ণ, চূর্ণিত, প্রাদি। বিণ।

বিচূর্ণন—(রসায়ন) বিশেষরূপে গুঁড়াকরণ, trituration. বি-চূর্ণ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**বিচূর্ণিত।**

বিচেতন—অচেতন, চৈতন্যশূন্য ; জ্ঞানশূন্য ; অবিবেকী। বিগতা চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

বিচেতাঃ (-তস্) (>**বিচেতা**)—বিমনাঃ, উদ্বিগ্নচিত্ত ; অসুখী ; অজ্ঞ। বি (বিপরীত, বিরক্ত ইত্যাদি) চেতঃ যাহার, বহু। বিণ ; পুং বা স্ত্রী।

বিচেয়—খোঁজ করিবার মত, অন্বেষণযোগ্য ; অজ্ঞ। বি—চি+যৎ কর্ম। বিণ।

বিচেষ্ট—নিশ্চেষ্ট, উত্তমহীন। বিগতা চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ।

বিচেষ্টিত—১। অঙ্গপরিবর্তন, বিবর্তন ; বিশেষচেষ্টা ; ব্যাপার, ক্রিয়া। বি—চেষ্ট্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। চেষ্টা-শূন্য। বিগত চেষ্টিত (চেষ্টা) যাহার, বহু। ৩। যাহার খোঁজ করা হইয়াছে এমন, অন্বেষিত। বি—চেষ্ট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিচ্ছায়—১। ছায়ার অভাব। ছায়ার অভাব এই বাক্যে, অব্যয়ী। বি ; ক্লী। ২। ছায়াহীন। বিগতা ছায়া যাহার, বহু। বিণ।

বিচ্ছিন্ন—যাহা আলাদা হইয়া পড়িয়াছে এমন, বিযুক্ত, বিভিন্ন ; ছিন্নভিন্ন ; বিভক্ত ; বিনষ্ট ; সমালব্ধ। বি—ছিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিচ্ছিরি—কুৎসিত। <বিশ্রী। বিণ।

বিচ্ছু—১। কাঁকড়া বিছা ; বিছা, বৃশ্চিক ; অনিষ্টকারী ধূর্ত ব্যক্তি। বি। ২। চঞ্চল ; দংশনশীল। <বৃশ্চিক। বিণ।

বিচ্ছুরণ—রঞ্জন, অনুলেপন ; বিকিরণ, আলোকরশ্মির নানাবর্ণে বিশ্লেষণ, dispersion. বি—ছুর্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিচ্ছুরিত—যাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন, বিকীর্ণ ; অনুলিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত ; অনুরঞ্জিত ; বিভিন্ন বর্ণে বিশিষ্ট ('— আলোকরশ্মি')। বি—ছুর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিচ্ছেদ—ছাড়াছাড়ি, বিরহ, বিয়োগ ; অভাব ; বিভাগ ; বিভিন্নতা, পার্থক্য ; বিরাম। বি—ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিচ্যুত—পতিত, ভ্রষ্ট, স্খলিত ; বিশ্লিষ্ট ; ক্ষরিত। বি—চ্যু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিচ্যুতি—পতন, ভ্রংশ, স্খলন, বিশ্লেষ ; ক্ষরণ ; ত্রুটি। বি—চ্যু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিছরই, বিছরত, বিছুরত—বিস্মৃত হয়, ভুলিয়া যায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিছরি, বিছুরি—বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া গিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিছা—কীট বিঃ। <বৃশ্চিক। বি।

বিছার কামড়—(গৌণার্থে) অত্যধিক জ্বালা। [বি।

বিছাড়—মাটিতে লুটাইয়া পড়া। বাংপ্র।

বিছাতি—১। বিছুটি। <বৃশ্চিকালী। ২। বীজবপন ; ছড়ানো। <বিস্তৃতি। বি।

বিছানা—শয্যা ; আস্তরণ। <বিচ্ছাদন বা বিস্তারণা। বি।

বিছানো—১। বিস্তার করা ; পাতা ; বিস্তৃত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। বিস্তৃতি, প্রসার। প্রা কপ্র। বি।

বিছারা—বিচার করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিছুটি, বিছুতি—জ্বালাকর পত্রযুক্ত ঝোপগাছ বিঃ। <বৃশ্চিকালী। বি।

বিছুরণ—বিস্মৃত হওন, ভুলা। প্রা কপ্র। বি। [ক্রি।

বিছুরা—বিস্মৃত হওয়া, ভুলা। প্রা কপ্র।

বিছোহ—বিরহ, বিচ্ছেদ। প্রা কপ্র। বি।

বিজই—যাইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিজকুড়ি—১। বীজের মত ছোট। বিণ। ২। বুদ্বুদ ; ক্ষুদ্রব্রণ। বাংপ্র। বি।

বিজড়িত—যাহা জড়াইয়া পড়িয়াছে এমন, সংশ্লিষ্ট। বি (বিশেষরূপে) জড়িত, প্রাদি। বিণ।

বিজন—নির্জন, জনশূন্য, জনহীন স্থান। বিগত জন যাহা হইতে, বহু। বিণ, বা বি ; ক্লী।

বিজনন—জন্ম, উদ্ভব, উৎপত্তি ; প্রসব ; জন্মদান। বি—জন্ বা জন্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিজন্মা (-ন্মন্)—বিজাত, জারজ। বি (পশ্চাৎ, বিরুদ্ধ) জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

বিজবিজ—বীজের মত বহু জিনিসের সমাবেশের ভাবপ্রকাশ, বহু কীটের একত্র সমাবেশের ভাবপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

বিজয়—বিশেষরূপ জয়, বিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দেওয়া ; জয়, পররাজ্যাধিকার। বি—জি+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

বিজয়কেতন—জয়সূচক পতাকা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বিজয়গৌরব—জয়লাভ হেতু গর্ব। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বিজয়দৃপ্ত—জয়লাভ হওয়াতে অত্যধিক গর্বিত, জয়লাভহেতু উদ্ধত। বিজয় হেতু দৃপ্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিজয়লক্ষ্মী—যুদ্ধে জয়প্রদানকারিণী দেবী ; জয়লাভরূপ ভাগ্য। বিজয়দায়িনী লক্ষ্মী, মধ্যপ কর্মধা ; অথবা, বিজয়রূপা লক্ষ্মী, রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিজয়া—দুর্গা ; দুর্গার সখী বিঃ ; শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী ; বিজয়া দশমী ; বিশ্বামিত্র মুনির বিদ্যা বিঃ ; যমের স্ত্রী ; হরীতকী ; বচা ; জয়ন্তী ; শেফালিকা ; মঞ্জিষ্ঠা ; শমী বিঃ ; অগ্নিমন্থ ; সিদ্ধি, ভাঙ্। বি—জি+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। **বিজয়া দশমী**—আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি। **বিজয়া সপ্তমী**—রবিবারযুক্তা শুক্লপক্ষের সপ্তমী।

বিজয়াবহ—জয়সূচক, বিজয়প্রদায়ক। বিজয়ের আবহ (আনয়নকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

বিজয়ী (বিজয়িন্)—জয়যুক্ত, জয়প্রাপ্ত ; জয়শীল। বিজয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী।**

বিজয়োৎফুল্ল—জয়লাভহেতু অত্যধিক আনন্দিত। বিজয়হেতু উৎফুল্ল, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিজয়োৎসব—১। জয়লাভহেতু অনুষ্ঠিত আনন্দজনক অনুষ্ঠান। বিজয়জনিত উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। ২। আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমীর উৎসব। বিজয়ার উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিজর—বার্ধক্যহীন, জরারহিত, চিরতরুণ। বিগতা জরা যাহার, বহু। বিণ।

বিজলি, বিজলী—বিদ্যুৎ, তড়িৎ, সৌদামিনী। <বিদ্যুৎ। বি।

বিজলি-বাতি—বৈদ্যুতিক আলো। বাংপ্র। বি।

বিজাত—১। জারজ, বিজন্মা। বিকৃত জাত (জন্ম) যাহার, বহু। ২। উৎপন্ন, উদ্ভূত। বি—জন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিজাতি—ভিন্নজাতি। বি অর্থাৎ ভিন্ন যে জাতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

বিজাতীয়—১। ভিন্নধর্মাক্রান্ত ; ভিন্নজাতীয়। বিজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। ২। ভীষণ, অত্যধিক। বাংপ্র। বিণ।

বিজারণ—(রসায়ন) বিশেষরূপে জারিতকরণ ; চূর্ণন, reduction. বি—জৄ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিজিগীষা—জয়লাভ করিবার ইচ্ছা ; লোকনিন্দা গ্রাহ্য না করা। বি—জি+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিজিগীষু—জয়লাভে ইচ্ছুক, যে ব্যক্তি জয় করিতে ইচ্ছা করে এমন, বিজয়েচ্ছু। বি—জি+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

বিজিত—পরাজিত, পরাভূত, যাহাকে হারাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। বি—জি+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিজুরি, বিজুরী, বিজুলি, বিজুলী—বিদ্যুৎ। কপ্র। বি।

বিজৃম্ভণ—হাই তোলা; ইচ্ছা; বিকাশ; বিস্তার। বি—জৃম্ভ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিজৃম্ভিত—১। বিজৃম্ভণ; বিলসিত; চেষ্টা। বি—জৃম্ভ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। বিকসিত। বি—জৃম্ভ্+ক্ত কর্তৃ। ৩। বিস্তারিত; ব্যাপ্ত। বি—জৃম্ভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিজেতা (বিজেতৃ)—জয়ী, জয়কর্তা। বি—জি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

বিজেয়—জয় করিবার যোগ্য, জয়সাধ্য। বি—জি+যৎ কর্ম। বিণ।

বিজোড়—অযুগ্ম, বিষম, যাহা জোড় নহে এমন; (গণিত) যাহাকে ২ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় না এমন ('— সংখ্যা'; যেমন, ৫, ৯, ১১ ইঃ), odd. বি (নঞ) জোড়, প্রাদি। বিণ।

বিজোরি—বিদ্যুৎ। প্রা কপ্র। বি।

বিজ্ঞ—বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ; প্রবীণ; নিপুণ, দক্ষ। বি—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

বিজ্ঞতা, বিজ্ঞত্ব—বিচক্ষণতা; জ্ঞান। বিজ্ঞ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি—নিবেদন; বিশেষ জ্ঞাপন; বিজ্ঞাপন; বৃত্তান্তকথন। বি—জ্ঞপ্, জ্ঞা+ণিচ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিজ্ঞাত—প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত; বিদিত, অবগত। বিশেষরূপে জ্ঞাত, প্রাদি। বিণ।

বিজ্ঞান—১। বস্তুসমূহের বিশেষ জ্ঞান, পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র (যথা—পদার্থবিজ্ঞান)। বি—জ্ঞা+অনট্ করণ। ২। জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান; বুদ্ধি; পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইঃর দ্বারা নির্ণীত জ্ঞান; শিল্পাদির জ্ঞান; চিত্রাদি এবং ব্যাকরণাদি জ্ঞান; মায়াবৃত্তি বিঃ; (বেদান্তমতে) অবিদ্যাবৃত্তি বিঃ; (বৌদ্ধমতে) আত্মরূপজ্ঞান। বি—জ্ঞা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিজ্ঞানবিৎ (-বিদ্), **বিজ্ঞানবেত্তা**—(-বেতৃ)—যাহার বিজ্ঞানশাস্ত্র ভালরূপ জানা আছে এমন। উপপদৎ; বিজ্ঞান—বিদ্+কিপ্, তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী** (২য় পক্ষে)।

বিজ্ঞানময়কোষ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সহিত বুদ্ধি। কর্মধা। বি; পুং।

বিজ্ঞানশাস্ত্র—যে শাস্ত্র পাঠে পদার্থের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে তাহা। বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বিজ্ঞানাচার্য(র্য)—বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষাদাতা। বিজ্ঞানের আচার্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিজ্ঞানিক—বিজ্ঞানযুক্ত; নিপুণ; বিজ্ঞ, বিচক্ষণ। বিজ্ঞান+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

বিজ্ঞানী (-নিন্)—বিজ্ঞানবিৎ, scientist. বিজ্ঞান+ইন্। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-নিনী**।

বিজ্ঞাপন—১। জানান, বিদিতকরণ, নিবেদন। বি—জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। কোন কিছু সাধারণকে জানাইবার লিপি, বিজ্ঞপ্তি, ইশ্তাহার, advertisement, notice. বি—জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

বিজ্ঞাপনী—মৌখিকভাবে অথবা লিখিয়া যে বিষয় জানানো হয় তাহা, রিপোর্ট, report; দরখাস্ত, জ্ঞাপনপত্রী। বি—জ্ঞা+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিজ্ঞাপনীয়—জানাইবার মত, বিজ্ঞাপনযোগ্য। বি—জ্ঞা+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বিজ্ঞাপিত—যাহা জানানো হইয়াছে এমন, নিবেদিত; বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচারিত। বি—জ্ঞা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিজ্ঞাপ্তি—'বিজ্ঞপ্তি' দ্রঃ।

বিজ্ঞাপ্য—বিজ্ঞাপনীয়। বি—জ্ঞা+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

বিজ্ঞেয়—বিশেষভাবে জানিবার মত, জ্ঞাতব্য। বি—জ্ঞা+যৎ কর্ম। বিণ।

বিজ্বর—যাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে এমন; যে দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনা হইতে মুক্তি পাইয়াছে এমন। বিগত হইয়াছে জ্বর যাহার, বহুব্রী। বিণ।

বিট—ধূর্ত, কামুক, লম্পট; নায়কসহচর বিঃ; কোবিদ; পর্ব বিঃ; খদির বিঃ; গন্ধকগন্ধ লবণ বিঃ; বিস্তার; মূষিক; নারঙ্গবৃক্ষ। বিট্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

বিটকেল—বিকট, ভীষণ; বিশ্রী; কুৎসিত। বাংপ্র। বিণ।

বিটঙ্ক—পায়রার খোপ; কপোতপালিকা, পায়রা ইঃ থাকিবার স্থান; পাখি ধরিবার ফাঁদ। বি (পক্ষী, বা বিশেষরূপে)—টঙ্ক (বন্ধন করা)+ঘঞ্ অধি। বি; পুং বা ক্লী।

বিটপ—১। ডাল, শাখা; ছোট ডাল, পল্লব, কেকড়ি; বিস্তার; স্তম্ব, গুচ্ছ। বিট্+কপন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পুং বা ক্লী। ২। অতিশয় লম্পট; আদিত্যপত্র। বিট—পা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

বিটপী (-পিন্)—গাছ, তরু, বৃক্ষ, বটবৃক্ষ। বিটপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিটল, বিটলে—দুষ্ট, প্রতারক; ভণ্ড; কামুক; ধূর্ত, বাচাল; অশ্লীলভাষী। <বিট। বিণ।

বিটী, বেটী—মেয়ে, কন্যা; রক্ষিতা স্ত্রী। হি। বি; স্ত্রী।

বিটখদির—গুয়ে বাবলার গাছ। বিট্ (বিষ্ঠা) সদৃশ খদির (খয়ের গাছ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিড়—লবণ বিঃ, বিটলবণ। বিড়্+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

বিড়ঙ্গ—১। ঔষধ বিঃ; ফল বিঃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ। বিড়্+অঙ্গচ্ কর্তৃ। বিণ।

বিড়বিড়—অস্ফুটবাক্য; নিম্নস্বরে বিরক্তিপ্রকাশের শব্দ। বাংপ্র। বি।

বিড়বিড়ানো—অস্ফুট বাক্য বলা; অস্ফুট স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—বঞ্চনা, প্রতারণা; পরিহাস; যন্ত্রণা, ক্লেশ; অনর্থক কষ্টভোগ; অনুকরণ, সদৃশীকরণ। বি—ডম্ব্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বিড়ম্বিত—বঞ্চিত, প্রতারিত, দুঃখিত, ক্লেশিত; অনুকৃত, সদৃশীকৃত; যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে এমন। বি—ডম্ব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিড়া, বিড়ে, বিঁড়ে—বিঁড়া (তাহা দ্রঃ)।

বিড়াল—মার্জার, বেরাল; মেও-পিও। বিড়্+কালন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**বিড়ালী**।

বিড়ালচোখী—যে নারীর চোখের তারা বিড়ালের চোখের তারার মত কটা এমন। বাংপ্র। বিণ।

বিড়াল-তপস্বী (-স্বিন্)—ভণ্ড সাধু, সাধুবেশী দুষ্টলোক। বিড়াল-সদৃশ তপস্বী, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিড়ি—কেন্দু তমাল ইঃর শুকনা পাতায় মোড়া দেশী চুরুট বিঃ; পানের খিলি। <বীটী। বি। [বি।

বিতৎ—বিশদ বিবরণ। <বিস্তারিতম্।

বিতংস—পাখি বাঁধিবার দড়ি প্রঃ ("বিতংসে কে বা বাঁধে কেশরীরে"—মাইকেল); খাঁচা। বি—তন্স্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

বিতণ্ডা—নিজমতের স্থাপন হউক বা না হউক কেবল পরমতখণ্ডনের জন্য বাগাড়ম্বর; যুক্তিহীন তর্কবিতর্ক, মিথ্যা বিচার। বি—তন্ড্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিতত—বিস্তৃত, প্রসারিত ; ব্যাপ্ত। বি—তন্+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিততি—১। বিস্তার ; ব্যাপ্তি। বি—তন্+ক্তি ভাব। ২। সমূহ ; দল। বি—তন্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।
বিতথ, বিতথ্য—অসত্য ; বৃথা। বি (বিগত) হইয়াছে তথ (সত্য) যাহা হইতে, বহু ; বিতথ+যৎ স্বার্থে। বিণ।
বিতস্ত্র—পঞ্জাবের প্রাচীন নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী। [বাংপ্র। বিণ।
বিতনু—ক্ষীণদেহা, রোগা ; সুন্দর, কমনীয়।
বিতরণ—দান, অর্পণ ; বিলানো ; বণ্টন, বাঁটিয়া দেওয়া। বি—তৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
বিতরা—বিতরণ করা। কপ্র। ক্রি।
বিতরিত—যাহা বিলান হইয়াছে ; বণ্টিত ; ছড়ানো। <বিস্তীর্ণ। বিণ।
বিতর্ক—বাদানুবাদ ; বিচার ; আলোচনা ; অনুমান ; সন্দেহ, সংশয়। বি—তর্ক্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।
বিতর্কিকা—তর্ক-বিতর্কের আসর বা সভা, symposium. বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।
বিতল—সপ্তপাতালের দ্বিতীয় পাতাল। বি—তল্+অচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। [স্ত্রী।
বিতস্তা—পঞ্জাবের নদী বিঃ, ঝিলম। বি ;
বিতস্তি—আধ হাত, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ, বিঘৎ। বি—তস্+তি কর্ম। বি ; পুং বা স্ত্রী।
বিতান—১। চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ ; পটমণ্ডপ ; সমূহ ; যজ্ঞ। বি—তন্+ঘঞ্ কর্ম। ২। বিস্তার। বি—তন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং বা ক্লী। ৩। ছন্দ বিঃ ; অবসর, অবকাশ। বি ; ক্লী। ৪। জড়, মন্দ ; শূন্য ; তুচ্ছ। বি—তন্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।
বিতায়মান—বিস্তারকারী। বি—তায়্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।
বিতারিখ—তারিখ মত ; তারিখ-সহিত। <ফা 'ব তারীখ'। বিণ।
বিতিকিচ্ছি—বিটকিচ্ছি (তাহা দ্রঃ)।
বিতীর্ণ—অবগাঢ় ; ব্যাপ্ত ; বিতরিত, দত্ত, অর্পিত ; উত্তীর্ণ। বি—তৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিতৃষ্ণ—নিস্পৃহ, তৃষ্ণারহিত ; উদাসীন। বিগতা তৃষ্ণা যাহার, বহু। বিণ।
বিতৃষ্ণা—১। অনিচ্ছা, তৃষ্ণাভাব, অরুচি। বিগতা তৃষ্ণা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ—বিতৃষ্ণ। ২। স্পৃহাশূন্যা। বিতৃষ্ণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
বিত্ত—১। ধন, অর্থ, সম্পত্তি। বিত্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। বিদিত, জ্ঞাত ; বিচারিত ; খ্যাত, বিখ্যাত ; লব্ধ। বিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিত্তেশ—কুবের ; যক্ষ ; ধনী ; প্রভু। বিত্তের ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
বিত্রস্ত—অতিশয় ভীত, অতিশয় ত্রাসযুক্ত। বি—ত্রস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
বিত্রাস—অত্যন্ত ভয়, অতিশয় ত্রাস। বি—ত্রস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।
বিথান—স্থান হইতে বিচ্যুত। <বিস্থান। প্রা কপ্র। বিণ।
বিথার—১। বিস্তৃত ; ছড়ানো ; পূর্ণ। বিণ। ২। বিস্তার। প্রা কপ্র। বি।
বিথারা—ব্যাপ্ত করা ; ব্যাপ্ত হওয়া ; ছড়ানো। কপ্র। ক্রি।
বিথারিত—ব্যাপ্ত ; পূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।
বিদকুটে, বিদঘুটে—বিশ্রী, কদর্য, জটিল। বাংপ্র। বিণ। [কপ্র। বিণ।
বিদগধ—বিদগ্ধ, পণ্ডিত ; রসিক, চতুর। প্রা
বিদগ্ধ—রসিক, রসজ্ঞ ; পণ্ডিত ; নাগর ; চতুর, নিপুণ ; পটু। বি—দহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
বিদগ্ধা—১। রসিকা স্ত্রী ; নায়িকা বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। রসিকা, চতুরা। বিদগ্ধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
বিদঘুটে—'বিদকুটে' দ্রঃ।
বিদর—ভেদন ; প্রস্ফুটন ; অতিভয়। বি—দৃ+অপ্ ভাব, করণ। বি ; পুং।
বিদরই, বিদরত, বিদরয়ে—ফাটিয়া যায়, বিদীর্ণ হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।
বিদরণ—ফাটিয়া যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া ; ভেদ। বি—দৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
বিদরা—বিদীর্ণ হওয়া ; বিদীর্ণ করা। কপ্র। ক্রি।
বিদর্ভ, বিদর্ভা—বিরাটদেশ, কুণ্ডিনগর [কুশাঘাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে এক মুনি অভিশাপ দেন যে, এই দেশে যেন কুশ না জন্মে]; বড় নাগপুর। বিগত দর্ভ (কুশ) যাহা হইতে, বহু ; পক্ষে আপ্ ; অথবা [কেহ বলেন—বিদর্ভ দেশের বর্তমান নাম বিরার ; বিদর বিরারের অন্তর্গত।] বিদর ইহার মধ্যে আছে এই অর্থে, বিদর+ভ ; পক্ষে আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।
বিদর্ভজা—দময়ন্তী ; লোপামুদ্রা ; রুক্মিণী। উপপদং ; বিদর্ভ—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।
বিদল—১। কলায় ; রুটি। বি ; পুং। ২। দ্বিধাকৃত কলায় প্রঃ ডাল ; ডালিমের ছাল ; বাঁশের চটা ; বাঁশের তৈরী একপ্রকার পাত্র। বিদীর্ণ দল যাহার, বহু। বি ; ক্লী।
বিদলন—পেষণ, বিমর্দন। বি—দল্+অনট্ ভাব। বি।
বিদলিত—মর্দিত, চূর্ণীকৃত ; বিকসিত ; বিদারিত। বি—দল্+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিদা—১। জ্ঞান ; বুদ্ধি। বিদ্+অঙ্ ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ধানের ক্ষেত আঁচড়াইয়া দিবার কাষ্ঠযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।
বিদায়—১। কাজ সারিয়া চলিয়া যাওয়া বা যাওয়ার অনুমতি ; ছুটি ; খাওয়ার সময় দেওয়া ; বিচ্ছেদ ; কার্যের শেষে দক্ষিণা পারিতোষিক ইঃ দিয়া বা সসম্মানে যাইতে দেওয়া ; বিদায়কালে প্রদত্ত অর্থাদি। বি। ২। প্রস্থিত ('—হওয়া')। <আ 'বিদাঅ'। বিণ। ৩। বিসর্জন ; দান। বি—দা+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।
বিদায়ভোগী (-গিন্)—যিনি কার্যত্যাগের পর পেনশন ভোগ করিতেছেন এমন। উপপদং ; বিদায়—ভুজ্+গিন্ কর্তৃ। আ-মু। বিণ।
বিদায়ভোজ—বিদায়ের সময়ে অনুষ্ঠিত ভোজনাদি উৎসব। বিদায়কালীন ভোজ, মধ্যপ কর্মধা। আ-মু। বি ; পুং।
বিদায়সংগীত—বিদায়ের সময়কার গান, বিদায়কালীন গাথা। মধ্যপ কর্মধা। আ-মু। বি।
বিদায়ী—১। বিদায়ের সময়কার উপহার-দ্রব্য। বি। ২। যে বিদায় লইয়াছে এমন, অবসরপ্রাপ্ত ; যে বিদায় লইতেছে এমন ; বিদায়ের সময়কার। বিদায়+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। আ-মু। বিণ।
বিদার—১। বিদারণ, ভেদন। বি—দৃ+ণিচ্+অচ্ ভাব। ২। বিদারণ ; জলোচ্ছ্বাস। বি—দৃ+ঘঞ্ ভাব। ৩। রণ, যুদ্ধ। বি—দৃ+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।
বিদারক—১। বিদারণকর্তা, বিদারণকারক। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**। ২। বজ্র। বি—দৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।
বিদারণ—১। ফুঁড়িয়া ফেলা, বিদীর্ণকরণ, ভেদন ; মারণ, হনন। বি—দৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। সংগ্রাম ; রণ, যুদ্ধ। বি—দৃ+ণিচ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।
বিদারণরেখা—চিরিবার পূর্বে যে রেখা টানা হয় তাহা, line of incision. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
বিদারা—বিদীর্ণ করা। কপ্র। ক্রি।
বিদারি, বিদারিয়া—বিদীর্ণ করিয়া। কপ্র। ক্রি।
বিদারিত—ভেদিত, যাহা ফুঁড়িয়া বা কাটাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। বি—দৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিদারী (-রিন্)—বিদীর্ণকারী। বি—দৃ+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।
বিদাহী (-হিন্)—যাহা দ্বারা দগ্ধ করা যায় এমন, caustic. বি—দহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হিনী**।
বিদিক্ (বিদিশ্)—দুই দিকের মধ্যভাগ,

দিকের কোণ, অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু ঈশান—এই চারি। বিশিষ্টা দিক্, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

বিদিত—১। যাহা জানা হইয়াছে এমন, জ্ঞাত; বিখ্যাত; প্রার্থিত। বিদ্+ক্ত কর্ম। ২। জ্ঞাতা, যে জানিয়াছে এমন। বিদ্+ক্ত ভাব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ৩। জ্ঞান; খ্যাতি; লাভ। বিদ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিদিশা—মালবদেশের নগরী বিঃ, গোয়ালিয়রের ভিলশা। বি; স্ত্রী।

বিদীর্ণ—যাহা ফাটিয়া গিয়াছে এমন, খণ্ডিত; ছিন্নভিন্ন, চেরা, ফাড়া; ভগ্ন; বিবৃত; হত। বি দৄ+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

বিদুর—১। (মহাভারত) যুধিষ্ঠিরের খুড়া। বি; পুং। ২। ধীর, জ্ঞানী, পণ্ডিত; নাগর; বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্+কুরচ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

বিদুষী—বিদ্যাবতী স্ত্রী; পণ্ডিতা। বিদ্বস্+ঈপ্। বি, বা বিণ; স্ত্রী।

বিদুষ্মতী—যেখানে বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি বাস করেন এমন, বিদ্বজ্জনপূর্ণ, পণ্ডিতবহুলা ('—সভা')। বিদ্বস্+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিদূর—১। অতি দূরবর্ত্তী, অনেক দূরের। বি (বিশিষ্ট) দূর (দূরবর্ত্তী), প্রাদি। বিণ। ২। অতিদূর। বি (বিশিষ্ট) দূর, প্রাদি। বি; ক্লী।

বিদূরিত—যাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, বিতাড়িত। বিদূর+ণিচ্ (—বিদূরি নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদূষক—১। নাট্যে নায়কের সহায় বিঃ; নাট্যের নট বিঃ, ভাঁড়, মস্করা, অঙ্গভঙ্গী প্রঃ দ্বারা যে সকলকে হাসায়। বি; পুং। ২। কামুক, লম্পট; নিন্দক, নিন্দাকারী। বি—দুষ্+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিকা**।

বিদূষণ—দোষ দেওয়া, নিন্দা। বি-দুষ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-ষিত**।

বিদে—বিদা, ধানের ক্ষেত আঁচড়াইবার যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

বিদেশ—স্বদেশভিন্ন দেশ, দেশান্তর, ভিন্ন-দেশ। বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) দেশ, প্রাদি। বি; পুং।

বিদেশগামী (-গামিন্)—ভিন্নদেশে গমন-কারী। উপতৎ; বিদেশ—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

বিদেশবাসী (-বাসিন্)—জন্মস্থান ভিন্ন অন্তদেশে বাসকারী, প্রবাসী। উপতৎ; বিদেশ—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

বিদেশযাত্রা—ভিন্নদেশে যাওয়া। বিদেশে যাত্রা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিদেশাগত—যে ভিন্নদেশ হইতে আসিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

বিদেশী—ভিন্নদেশবাসী। বিদেশ+ঈ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

বিদেশীয়—ভিন্নদেশবাসী, ভিন্নদেশসম্বন্ধীয়। বিদেশ+ঈয় সম্বন্ধাদ্যর্থে। বিণ।

বিদেহ—১। জনকবংশীয় রাজা। বিগত দেহ (ভোগদেহ, অর্থাৎ ভোগাভিলাষ) যাঁহার, বহু। ২। উত্তর বিহার, মিথিলা। বিদেহের ইহা এই অর্থে বিদেহ+অণ্ (প্রত্যয়ের লোপ)। বি; পুং। ৩। দেহ-হীন। বিনষ্ট দেহ যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্ধ—বেঁধা; সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত; আহত; তাড়িত; নিক্ষিপ্ত; সদৃশ; প্রেরিত; বাধিত; বক্র। ব্যধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদ্বজ্জন—বিদ্বান্ ব্যক্তি। বিদ্বান্ জন, কর্মধা। বি; পুং।

বিদ্বৎকল্প—পণ্ডিতের মত; প্রায় পণ্ডিত। বিদ্বৎ+কল্পপ্ ঈষদূনার্থে। বিণ।

বিদ্বৎকুল—পণ্ডিত-সমাজ, পণ্ডিতসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বিদ্বৎকুলতিলক—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

বিদ্বত্তম—অনেকের মধ্যে অধিক বিদ্বান্; অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বিদ্বস্+তমপ্ বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ।

বিদ্বত্তর—উভয়ের মধ্যে অধিক বিদ্বান্। বিদ্বস্+তরপ্ দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ।

বিদ্বত্ত্ব—পাণ্ডিত্য। বিদ্বস্+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী। বিণ—**বিদ্বান্**।

বিদ্বান্ (-বিদ্বস্)—জ্ঞানী, বিদ্যাবান্, পণ্ডিত; শাস্ত্রদর্শী। বিদ্+শতৃ-স্থানে বসু কর্ত্তৃ। বিণ।

বিদ্বিষ্ট—যাহাকে বিদ্বেষ করা যায় এমন, বিদ্বেষভাজন। বি—দ্বিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ—শত্রুতা, বৈর, ঈর্ষ্যা। বি—দ্বিষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

বিদ্বেষপরায়ণ—যে অন্যের উপর শত্রুতার ভাব পোষণ করে, দ্বেষশীল। বিদ্বেষ পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্বেষভাজন—ঈর্ষ্যার পাত্র, শত্রুতার পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, বা বিণ।

বিদ্বেষানল ঈর্ষার আগুন, শত্রুতা বা হিংসারূপ অগ্নি। বিদ্বেষরূপ অনল, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

বিদ্বেষী (-ষিন্)—ঈর্ষাকারী, শত্রু। বি—দ্বিষ্+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

বিদ্বেষ্টা (-ষ্টৃ)—বিদ্বেষকারী, ঈর্ষ্যাকারী, শত্রু। বি—দ্বিষ্+তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ট্রী**।

বিদ্যমান—বর্ত্তমান, উপস্থিত; স্থিতিশীল। বিদ্+শানচ্ কর্ত্তৃ। বিণ। বি, **-তা**।

বিদ্যা—লেখা-পড়ার জ্ঞান, অধ্যয়নাদি-জন্য বোধ; পাণ্ডিত্য; পটুতা; শিক্ষণীয় বিষয়, দর্শনশাস্ত্র; তত্ত্বজ্ঞান; মন্ত্র; চারি বেদ ছয় বেদাঙ্গ পুরাণ মীমাংসা ন্যায় ধর্মশাস্ত্র—এই চতুর্দশবিষয়ে জ্ঞান [উক্ত চতুর্দশ বিদ্যার সহিত আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্বশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র এই অষ্টাদশ]; দুর্গা, সরস্বতী। বিদ্+ক্যপ্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিদ্যাচণ, বিদ্যাচুঞ্চু—বিদ্যাদ্বারা খ্যাত, বিদ্যা হেতু প্রসিদ্ধ। বিদ্যা+চণপ্, চুঞ্চুপ্ খ্যাতার্থে। বিণ।

বিদ্যাদাতা—শিক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

বিদ্যাদিগ্‌গজ—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, অসাধারণ বিদ্বান্ ব্যক্তি; (ব্যঙ্গার্থে) মহা-মূর্খ। ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

বিদ্যাদেবী—সরস্বতী; জৈনদেবী বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

বিদ্যাধন—বিদ্যারূপ ধন, মহামূল্য বিদ্যা। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

বিদ্যাধর—সংগীত-নিপুণ দেবযোনি বিঃ গন্ধর্ব; কিন্নর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

বিদ্যানিধি—বিদ্যার সাগর, সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যানুরাগ—লেখাপড়ার প্রতি আসক্তি। বিদ্যায় অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-রাগী** (রাগিন্)।

বিদ্যানুরাগী (-গিন্)—লেখাপড়ার প্রতি আসক্ত। বিদ্যায় অনুরাগী, ৭মীতৎ; অথবা, বিদ্যানুরাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-গিণী**। বি, **-রাগিতা, -রাগ**।

বিদ্যানুশীলন—লেখাপড়ার চর্চা। বিদ্যার অনুশীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বিদ্যাপীঠ—বিদ্যালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

বিদ্যাবতী—বিদুষী, পণ্ডিতা। বিদ্যা+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং—**বিদ্বান্**।

বিদ্যাবত্তা—পাণ্ডিত্য। বিদ্যাবৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিদ্যাবান্ (-বৎ)—পণ্ডিত। বিদ্যা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

বিদ্যাবিশারদ—বিশেষপণ্ডিত, মহাবিদ্বান্। ৭মীতৎ। বিণ।

বিদ্যাভূষণ—সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। বিদ্যাই ভূষণ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বিদ্যাভ্যাস—বিদ্যাচর্চা, লেখাপড়া শিক্ষা। বিদ্যার অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যামন্দির—শিক্ষার স্থান, বিদ্যালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

বিদ্যারত্ন—উপাধি বিঃ। বিদ্যাই রত্ন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বিদ্যারম্ভ—লেখাপড়া শুরু; হাতে-খড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যার্জ(র্জ্জ)ন—বিদ্যাশিক্ষা। বিদ্যার অর্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বিদ্যার্ণব—বিদ্যার সমুদ্র; উপাধি বিঃ। বিদ্যার অর্ণব (সমুদ্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যার্থী (-র্থিন্)—ছাত্র, পড়ুয়া, শিষ্য, যে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রার্থনা করে এরূপ। উপতৎ; বিদ্যা—অর্থ+ণিন্ কর্তৃ. অথবা, বিদ্যাই অর্থ (প্রয়োজন), কর্মধা; বিদ্যার্থ +ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিনী**।

বিদ্যালংকার -বিদ্যা যাঁহার ভূষণ এমন; উপাধি বিঃ। বিদ্যা অলংকার যাঁহার, বহু। বি; পুং, বা বিণ।

বিদ্যালয়—বিদ্যাশিক্ষার স্থান, পাঠশালা, স্কুল, কলেজ প্রঃ; চতুষ্পাঠী, টোল। বিদ্যার আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যালাপ—বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন। বিদ্যাসম্বন্ধীয় আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিদ্যাশিক্ষা—লেখাপড়া শিক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। [বি; স্ত্রী।

বিদ্যাসাগর—বিদ্যার সমুদ্র অর্থাৎ যাহার বিদ্যা অগাধ; উপাধি বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যাহীন—মূর্খ, নিরক্ষর। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—(রামায়ণ) রাক্ষস বিঃ। বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহু। বি; পুং।

বিদ্যুৎ—তড়িৎ, চপলা, সৌদামিনী, শম্পা, বিজলী, দামিনী; সন্ধ্যা; কান্তি। বি—দ্যুত্+কিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। বিণ—**বৈদ্যুতিক**।

বিদ্যুৎপ্রভ—বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি-বিশিষ্ট। বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্যুৎস্পন্দন, -স্ফুরণ—বিদ্যুতের চমক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বিদ্যুদ্গর্ভ(র্ব্ভ)—যাহার ভিতরে বিদ্যুৎ আছে এমন, তড়িৎপূর্ণ। বিদ্যুৎ গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্যুদ্দাম (-মন্)—বিদ্যুৎসমূহ; বিদ্যুতের দীপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বিদ্যুদ্দামবর্ষী (-র্ষিন্), **বিদ্যুদ্বর্ষী**—(-র্ষিন্)—বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভা বর্ষণকারী; অতিতীব্র জ্যোতিঃসম্পন্ন; বিদ্যুৎবর্ষণকারী। উপতৎ; বিদ্যুদ্দামন্, বিদ্যুৎ—বৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ষিণী**।

বিদ্যুদ্দীপ্ত—১। তড়িতের ন্যায় উজ্জ্বল। বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্ত, উপমান কর্মধা। ২। তড়িতপ্রভায় আলোকিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিদ্যুদ্বিকাশ—বিদ্যুতের চমক। বিদ্যুতের বিকাশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যুদ্বেগ—তড়িতের ন্যায় ক্ষিপ্র গতি, অতিদ্রুত গতি। বিদ্যুতের বেগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিদ্যুন্মালা—বিদ্যুৎসমূহ; ছন্দ বিঃ। বিদ্যুতের মালা (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যুল্লতা—মেঘের গায়ে যে লতার আকারে বিজলী চমকায় তাহা; চপলা, তড়িৎ। বিদ্যুৎ লতাসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিদ্যোত—প্রভা, দ্যুতি, দীপ্তি। বি—দ্যুৎ +ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিদ্যোৎসাহী (-হিন্)—বিদ্যার উন্নতি-কামী, বিদ্যাশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহ-দাতা। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হিনী**।

বিদ্রাবণ—গলানো, দ্রবীকরণ; বিতাড়ন। বি—দ্রু+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিদ্রাবিত—যাহা গলানো হইয়াছে এমন, দ্রবীকৃত; তাড়িত। বি—দ্রু+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদ্রুত—গলায়িত; দ্রবীভূত। বি—দ্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিদ্রুম—১। প্রবাল, পদ্মরাগমণি, পলা; মুক্তাফলবৃক্ষ। বিশিষ্ট দ্রুম, প্রাদি। ২। কিশলয়, নবপল্লব। বিনির্গত দ্রুম হইতে, প্রাদি। বি; পুং।

বিদ্রূপ—ঠাট্টা, উপহাস, পরিহাস, ব্যঙ্গ, তামাশা। বাংপ্র। বি।

বিদ্রূপাত্মক—উপহাসপূর্ণ, পরিহাসপূর্ণ। বিদ্রূপ হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ, স্বভাব) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

বিদ্রোহ—শাসন অবমাননা, rebellion; রাজদ্রোহ; বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান; অনিষ্টাচরণ; বিদ্বেষ। বি—দ্রুহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিদ্রোহী (-হিন্)—অনিষ্টাচরণকারী; বিদ্রোহকারক। বি—দ্রুহ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ, অথবা, বিদ্রোহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-হিণী**। বি—**বিদ্রোহিতা, বিদ্রোহ**।

বিধন—বেঁধা। <বেধন। বি।

বিধবা—স্বামিহীনা, মৃতপতিকা; বিবস্ত্রা (অসাধু প্রঃ)। বিগত, বিনষ্ট ধব (স্বামী, বস্ত্র) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিধবা-বিবাহ—যে নারীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার পুনর্বার বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিধর্মী (-র্মিন্), **-ধর্ম্মী** (-র্ম্মিন্), **বিধর্মা** (-র্মন্), **-ধর্ম্মা** (-র্ম্মন্)—ভিন্নধর্মাবলম্বী, অন্যধর্মাশ্রয়ী। বিরুদ্ধ ধর্ম, প্রাদি +ইন্; বিরুদ্ধ ধর্ম যাহার, বহু+অনিচ্ সমাসান্ত। বিণ।

বিধা—রীতি, ব্যবস্থা; ধারা, প্রকার; ধাঁচ; বিকার; বিধান; বিধি, নিয়ম; সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি; বিদ্ধকরণ, বেধ; কর্ম, কার্য। বি—ধা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

বিধাতা (বিধাতৃ)—১। ব্রহ্মা; দক্ষ প্রঃ সৃষ্টিকর্তা; কন্দর্প। বি; পুং। ২। নির্মাতা, স্রষ্টা; কর্তা; বিধানকর্তা। বি—ধা+তৃন্ কর্তৃ বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

বিধান—১। বিধি, ব্যবস্থা, শাস্ত্রনিয়ম; আইন প্রণয়ন; সৃষ্টি, নির্মাণ; প্রেরণ; সম্পাদন; জনন; আজ্ঞাকরণ; ধন, সম্পত্তি; পূজা, অর্চনা; গ্রহণ; শত্রুতাচরণ; অনুভব; উপার্জন। বি—ধা+অনট্ ভাব। ২। উপায়। বি—ধা+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

বিধানজ্ঞ -যে বিধি জানে এমন, বিধান-বেত্তা। উপতৎ; বিধান—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

বিধান-পরিষদ—উচ্চশ্রেণীর মনোনীত সভ্যদের দ্বারা গঠিত (প্রাদেশিক) ব্যবস্থাপক সভা, Legislative Council. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধানশাস্ত্র, -সংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বিধান-সংসদ—আইনপ্রণয়নের মহাসভা (ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে বুঝায়—Parliament). ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধান-সভা—জনসাধারণের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত (প্রাদেশিক) আইনপ্রণয়ন-সভা, Legislative Assembly. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধায়—হেতুতে, কারণে। বিভক্তিপ্রতিরূপক অ।

বিধায়ক, বিধায়ী (-য়িন্)—জনক, কারক; ব্যবস্থাকারী; ব্যবস্থাপক, নিয়মকারক; সংঘটক। বি—ধা+ণক, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা, য়িনী**।

বিধি—১। ঈশ্বর; বিষ্ণু; ব্রহ্মা। বি—ধা+কি কর্তৃ (নিপা)। ২। ক্রম; নিয়োগ; অনুষ্ঠান। বি—ধা+কি ভাব। ৩। বিধান; নিয়ম; আইন; পদ্ধতি; শাস্ত্র-বিধান; শাস্ত্র; ভাগ্য, দৈব; অপ্রাপ্তপ্রাপক বাক্য বিঃ; উপায়। বি—ধা+ই করণ। ৪। প্রকার; আচার; ব্যাপার; যজ্ঞ; লক্ষণ, সূত্র। বি—ধা+ই কর্ম। বি; পুং।

বিধিজ্ঞ, -দর্শী (-র্শিন্)—নিয়মজ্ঞ, বিধানবেত্তা; শাস্ত্রজ্ঞ; সদস্য; যজ্ঞাদি কর্মে কোন ব্যতিক্রম ঘটিলে যিনি ভ্রম সংশোধন

করেন। উপপদ তৎ; বিধি—জ্ঞা+ক কর্তৃ; বিধি—দৃশ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জ্ঞা, -দর্শিনী।

বিধিৎসা—বিধানেচ্ছা, ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা। বি—ধা+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

বিধিৎসু—বিধানেচ্ছু, চিকীর্ষু। বি ধা+ সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

বিধিদর্শী (-দর্শিন্)—'বিধিজ্ঞ' দ্রঃ।

বিধিপূর্ব(র্ব্ব)ক - নিয়মপূর্বক, বিধান-অনুসারে। বিধি পূর্বে যাহাতে, বহু, এরূপে (ক-আগম)। ক্রি-বিণ।

বিধিবদ্ধ—নিয়মবদ্ধ, নিয়ম বলিয়া প্রচলিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিবিড়ম্বনা—অদৃষ্টের ফের, দৈবদুর্বিপাক। বিধিসৃষ্টা বিড়ম্বনা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিধিবিড়ম্বিত—অদৃষ্টের ফেরে কষ্টপ্রাপ্ত, দৈবদুর্বিপাকে দুর্দশাগ্রস্ত, অদৃষ্ট কর্তৃক লাঞ্ছিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিবিহিত—১। বিধাতার বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। বিধিনির্দিষ্ট, বিধাতাকর্তৃক নির্ধারিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিবোধিত—বিধানোক্ত, শাস্ত্রসম্মত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিব্যবস্থা—প্রয়োজনানুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান বা বন্দোবস্ত। বিধিমত ব্যবস্থা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিধিমত—নিয়মমাফিক, যথাবিহিত, বিধান-অনুযায়ী। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিধিলিপি—বিধাতার বিধান, অদৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিধিশাস্ত্র—ব্যবহারশাস্ত্র, আইন; স্মৃতিশাস্ত্র। বিধিনির্দেশক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বিধু—চন্দ্র; (চন্দ্রনামত্ব হেতু) কর্পূর; বিষ্ণু; ব্রহ্মা; শঙ্কর; বায়ু; আয়ুধ; রাক্ষস। ব্যধ্‌+কু কর্তৃ। বি; পুং।

বিধুত, বিধূত—কম্পিত; ত্যক্ত, অপসারিত; দূরীকৃত; নিঃসারিত; উৎপীড়িত। বি—ধু, ধূ+ক্ত কর্তৃ কর্ম। বিণ।

বিধুনন, বিধূনন—কাঁপনি, কম্প, কম্পন; কাঁপান, ত্যাগ। বি -ধু, ধূ+ণিচ্‌ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিধুবদন, -মুখ—১। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর-বদনযুক্ত। বিধুর ন্যায় বদন, মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -বদনা, -মুখা, -মুখী।

বিধুবন—কম্পন। বি—ধু+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিধুর—১। কাতর; দুঃখিত, ক্লিষ্ট; বিমর্ষ, ভীত; অসমর্থ; বিকল; বিযুক্ত; বিমূঢ়। বিগতা ধূঃ (ভার) যাহার, বহু (সমাসান্ত অ)। বিণ। ২। বিয়োগ; বৈকল্য; কষ্ট। বি (বিশেষরূপ) ধূঃ (ভার অর্থাৎ কষ্ট) যাহা হইতে, বহু (সমাসান্ত অ)। বি; ক্লী। ৩। শত্রু। বি (বিশেষরূপ) ধূঃ (কষ্ট) যাহা দ্বারা, বহু (সমাসান্ত অ)। বি; পুং।

বিধুরা—বিকলা; অসমর্থা। বিধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিধূত—'বিধুত' দ্রঃ।

বিধূনন—'বিধুনন' দ্রঃ।

বিধূমিত—কম্পিত; ভীত, ত্যক্ত; অভিভূত। বি—ধূ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিধৃত—যাহা বিশেষরূপে ধরা হইয়াছে এমন, অবলম্বিত; আক্রান্ত, অধিষ্ঠিত। বি—ধৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিধেয়—১। কর্তব্য, উচিত, বিধিসিদ্ধ; বিধানযোগ্য; কথার বাধ্য, বশ্য, অধীন; বিনয়ী। বিণ। ২। (ব্যাক) উদ্দেশ্যের পরিচায়ক বাক্যাংশ, predicate. বি—ধা+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

বিধ্বংস - বিনাশ; বিলোপ; ক্ষয়; অপকার। বি—ধ্বন্‌স্‌+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিধ্বংসিত—বিনাশিত; অপকারিত; বিলোপিত। বি—ধ্বন্‌স্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিধ্বংসী (-সিন্)—১। বিনাশশীল। বিধ্বংস+ইন্ আছে অর্থে। ২। শত্রু; বিনাশকারী; অপকারক। বি—ধ্বন্‌স্‌+ণিচ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সিনী।

বিধ্বস্ত—সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট; উৎসন্ন; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বি-ধ্বন্‌স্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিন, বিনহি, বিনু বিনা, ছাড়া, ব্যতীত। প্রা কপ্র। অ।

বিনজারি—যাহা ঘোষণা করা হয় নাই এমন; বিচারকের যে আদেশ কার্যে পরিণত করা হয় নাই তাহা। কা-মূ। বিণ বা বি।

বিনত—বিনীত, নম্র; অবনত, প্রণত; শিক্ষিত। বি—নম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**বিনতি, বিনয়**।

বিনতা—১। বিনম্রা; শিক্ষিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। কশ্যপমুনির পত্নী। বি—নম্‌+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিনতানন্দন, -সুত গরুড়; অরুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিনতি -(পদার্থবিদ্যা) গভীরতা; নিম্নতা, deep; নিবেদন, মিনতি; নম্রতা। বি—নম্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিননি, বিনুনি—বেণীবন্ধন। বাংপ্র। বি।

বিনমো—বিনামো (তাহা দ্রঃ)।

বিনম্র—অতিশয় বিনয়ী; অবনত। বিশেষরূপে নম্র, প্রাদি। বিণ।

বিনয়—অনুনয়; নম্রতা, শিষ্টতা; সুশীলতা; নিবারণ; দমন, শাসন, দণ্ড; পরিশোধ; বিনিয়োগ; সংযম শৃঙ্খলাদি শিক্ষা, discipline. বি—নী+অচ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিনয়গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—বিনীত; কথায় বাধ্য। উপপদ তৎ; বিনয়-গ্রহ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

বিনয়ন—দমন; শিক্ষাদান; সংযতকরণ। বি—নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিনয়-নম্র, বিনয়াবনত—বিনয়বশে প্রণত, নম্রতা হেতু নত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিনয়ী (-য়িন্)—বিনীত, নম্র, শিষ্ট, শান্ত। বিনয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

বিনশন—১। বিনাশ। বি—নশ্‌+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**বিনষ্ট**। ২। কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থ বিঃ; সরস্বতী-নদীর অন্তর্ধানদেশ। বি—নশ্‌+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

বিনশ্বর—ধ্বংসশীল, অনিত্য, অচিরস্থায়ী। বি—নশ্‌+করপ্‌ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী।

বিনষ্ট—বিনাশপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধ্বংস-বিশিষ্ট; পলায়িত; পতিত; মৃত; ক্ষরিত; গত; অতীত। বি—নশ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনষ্টি—বিনাশ (তাহা দ্রঃ)।

বিনস—খাঁদা, বিগতনাসক, নাসিকাহীন। বিগতা নসা যাহার, বহু। বিণ।

বিনহি -'বিন' দ্রঃ।

বিনা—ব্যতিরেকে; বর্জন; অভাব। বি+না ভাব। অ।

বিনাকৃত—রহিত; ত্যক্ত; বিয়োজিত। বিনা—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনানো—বিলাপ করা; বেণী রচনা করা; চুল শণ ইঃর গোছা জড়াইয়া বেণীর মত করা, গাঁথা; ধীরে ধীরে বিস্তারিত করিয়া বলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিনামা—১। জুতা, পাদুকা, উপানৎ। বি। ২। যে দলিলপত্রে মালিকের নাম-পরিবর্তন করা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

বিনামা (-মন্)—কল্পিত নামযুক্ত; নামশূন্য; বিনষ্ট। বিগত নাম (নামন্ শব্দ) যাহার, বহু। বিণ।

বিনায়ক—১। গণেশ; গুরু, শিক্ষক; বিঘ্ন; বুদ্ধদেব। বি—নী+ণক কর্তৃ। ২। গরুড়। 'বি'র (পক্ষীর) নায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিনাশ—ধ্বংস, উচ্ছেদ ; মৃত্যু ; অদর্শন ; লোপ ; ক্ষয় ; অপচয় ; অভাব। বি—নশ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিনাশক—ঘাতক ; সংহারক, ধ্বংসকারক ; অপকারক। বি—নশ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**।

বিনাশন—১। বিনাশকারী, সংহারক। বি—নশ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বিণ। ২। ধ্বংসসাধন। বি—নশ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [কপ্র। ক্রি।

বিনাশা—বিনষ্ট করা ; সংহার করা।

বিনাশিত—নিহত ; বিধ্বংসিত। বি—নশ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনাশী (-শিন্)—১। যাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যায় এমন, নশ্বর। বি—নশ্ + ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। ২। যে কোন কিছু নষ্ট করে এমন, নাশক। বি—নশ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**। বি—**বিনাশিতা, বিনাশন**।

বিনাশোন্মুখ—বিনষ্টপ্রায় ; মৃতপ্রায়, মৃতকল্প ; পক্ব ; ম্রিয়মাণ। বিনাশে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

বিনি—বিনা। <বিনা। অ।

বিনিঃসরণ—বাহির হওয়া, নির্গমন। বি—নির্—সৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিনিঃসৃত—যাহা বাহির হইয়া গিয়াছে এমন, বিনির্গত, বহির্গত। বি—নির্—সৃ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরিত ; উন্মীলিত ; বিকসিত ; প্রকাশিত। বিগতা নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

বিনিন্দিত—অপকৃষ্ট, গর্হিত, নিন্দিত [শব্দটি প্রায়ই বহুব্রীহি সমাসে পরপদরূপে প্রযুক্ত হয় ; যথা, ইন্দুবিনিন্দিত=ইন্দু (চন্দ্র) বিনিন্দিত যৎকর্তৃক অর্থাৎ চন্দ্র হইতে উৎকৃষ্ট]। বি—নিন্দ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিপাত—অধঃপতন ; অপমান ; মৃত্যু ; ক্লেশ, দুঃখ ; দৈবদুঃখ। বি—নি—পত্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিনিবর্ত(র্ত্ত)ন—১। ফিরিয়া আসা বা যাওয়া ; বিরতি। বি—নি—বৃত্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। ফিরানো। বি—নি—বৃৎ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিনিবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহাকে ফিরানো হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্তিত ; যাহাকে নিরস্ত করা বা থামান হইয়াছে এমন। বি—নি—বৃত্ + ণিচ্ ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিবারিত—যাহাকে বা যাহা বিশেষভাবে বারণ করা হইয়াছে এমন। বি—নি + বৃ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিবৃত্ত—ক্ষান্ত, নিবৃত্ত ; প্রত্যাগত। বি—নি—বৃত্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনিবেশিত—অধিষ্ঠিত ; প্রবেশিত ; সংক্রামিত ; প্রতিষ্ঠাপিত। বি—নি—বিশ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিময়—১। বদল, পরিবর্ত, প্রতিদান। বি—নি—মি + অচ্ ভাব। ২। বন্ধক, গচ্ছিত বস্তু। বি—নি—মি + অচ্ কর্ম। বি ; পুং।

বিনিমিত—যাহার বদল করা হইয়াছে এমন, পরিবর্তিত। বি—নি—মি + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিয়ত—সংযত ; নিবারিত ; নিরুদ্ধ, আটক-করা ; বদ্ধ ; শাসিত। বি নি - যম্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিয়ন্ত্রণ—নিয়ন্ত্রণ (বিশেষতঃ কোন পণ্য দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর) উঠাইয়া দেওয়া, decontrol. বি—নি—যন্ত্রি + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**বিনিয়ন্ত্রিত**।

বিনিয়ম—নিয়ম ; নিরোধ ; নিবারণ, নিষেধ। বি—নি—যম্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিনিযুক্ত—যাহাকে কাজে লাগানো হইয়াছে এমন, অর্পিত ; প্রেরিত ও প্রযুক্ত ; যে টাকা খাটানো হইতেছে এমন, invested. বি—নি—যুজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিয়োগ—কাজে লাগানো, কোন বিষয়ে নিয়োজিত-করণ ; টাকা খাটানো, investment ; বেদমন্ত্রের বিশেষ বিশেষ কার্য বা অনুষ্ঠানে প্রয়োগ ; অর্পণ ; প্রেরণ ; প্রবেশন। বি—নি—যুজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিনিয়োজিত—নিযুক্ত ; অর্পিত ; স্থাপিত ; প্রেরিত ; প্রবর্তিত ; যে টাকা খাটানো হইতেছে এমন, invested. বি—নি—যুজ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-জন**।

বিনির্গত—বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত ; অপসৃত ; প্রস্থিত ; অতীত। বি—নির্—গম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনির্গমক—প্রতিপাদক ; ব্যবচ্ছেদক ; সংশয়-নিবারক। বি—নির্—গম্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মিকা**।

বিনির্গমন—বাহিরে আগমন, নিঃসরণ। বি—নির্—গম্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিনির্জি(র্জ্জি)ত—পরাজিত ; পরাভূত। বি—নির্—জি + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনির্ণয়—স্থিরীকরণ, অবধারণ, নিশ্চয় ; নিষ্পাদন। বি—নির্—নী + অচ্ ভাব। বি ; পুং।

বিনির্ণীত—উত্তমরূপে নিরূপিত, বিশেষভাবে নির্ধারিত। বি—নির্—নী + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনির্বৃ(র্ব্বৃ)ত্ত—সম্পন্ন, সমাপ্ত, নিষ্পন্ন। বি—নির্—বৃত্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনির্মু(র্ম্মু)ক্ত—বহির্গত ; যাহা আলাদা করা হইয়াছে এমন ; যাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন ; পৃথগ্‌ভূত ; উদ্ধারপ্রাপ্ত ; উদ্ধৃত ; অনাচ্ছন্ন ; উদ্‌ঘাটিত। বি—নির্—মুচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-মু(র্ম্মু)ক্তি, -র্মোচন**।

বিনিশ্চয়—অভ্রান্ত ধারণা, স্থিরনিশ্চয়, অসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্ত। বি—নির্—চি + অচ্ ভাব। বি ; পুং।

বিনিশ্চিত—অভ্রান্ত ; স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত ; নিঃসংশয়ভাবে স্থিরীকৃত। বিশেষরূপে নিশ্চিত, প্রাদি। বিণ।

বিনিহত- নাশিত ; বিধ্বংসিত ; আহত ; দূরীকৃত। বি—নি—হন্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনীত- নম্র, শান্ত, অনুদ্ধত, বিনয়ান্বিত ; ধার্মিক ; শিক্ষিত, disciplined ; জিতেন্দ্রিয় ; দণ্ডিত, শাসিত ; অপনীত ; উপভুক্ত ; সুন্দর ; নিভৃত ; গৃহীত। বি—নী + ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**বিনয়ন**।

বিনীয়মান—যাহাকে শিখানো হইতেছে এমন, শিক্ষামাণ। বি—নী + শানচ্ কর্ম। বিণ।

বিনু—'বিন' দ্রঃ।

বিনেতা (-তৃ)—নিয়ন্ত্রণকারী, শাস্তা ; শিক্ষক। বি- নী + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

বিনেয়—শিক্ষণীয় ; দম্য ; প্রাপণীয় ; গ্রাহ্য ; দণ্ডনীয়। বি—নী + যৎ কর্ম। বিণ।

বিনোক্তি—অর্থালংকার বিঃ [ইহাতে এক বিনা অন্য এক সুন্দর বা অসুন্দর হয় না। যথা—

> "কুসুম তুলিয়া বোঁটা ভেয়াগিয়া
> শেজ বিছায়নু কেনে।
> যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায়
> রসিক নাগর বিনে।"]।

বিনা এই উক্তি যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

বিনোদ—১। সুন্দর, রমণীয় ('— নাগর')। বি—মুদ্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। রমণীয়ভাবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

বিনোদ, বিনোদন—১। আমোদিতকরণ ; ঔৎসুক্য ; আমোদ ; বিহার, আমোদপ্রমোদ ; প্রবৃত্তি ; অপনোদন, অপনয়ন ; সান্ত্বনা, প্রবোধ দেওয়া ; ব্যাপার। বি—মুদ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। ২। কালযাপনোপায়। বি—মুদ্ + ঘঞ্, অনট্ করণ। বি ; পুং, ক্লী। ৩। মনোরম, আনন্দদায়ক। বিণ।

বিনোদন—১। আনন্দদান ; আনন্দিতকরণ। বি—মুদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। যাহা আনন্দদান করে ("হেন চিত্ত বিনোদন বৈতালিক গীতে"—

মাইকেল)। বি—মুদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বিনোদশালা—বিলাসভবন, আমোদের স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিনোদিত—পরিতোষিত, প্রমোদিত। বি—মুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনোদিনী—১। আনন্দদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্রীরাধিকা। বি—মুদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিনোদিয়া—হর্ষজনক; আনন্দদায়ক; সুন্দর, রমণীয় ("বড়ি বিনোদিয়া চূড়ার টালনি"—দ্বিজ ভীম)। প্রা কপ্র। বিণ।

বিনোদী (-দিন্)—আনন্দদানকারী, আনন্দজনক। বি—মুদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

বিন্তি—তাসের খেলা বিঃ, এক বর্ণের পর পর তিনখানা তাস একজনের হাতে আসা। <পো 'vinte'। বি।

বিন্দ—বিন্দু। প্রা কপ্র। বি।

বিন্দু—ফোঁটা, ক্ষুদ্রচিহ্ন; তরলদ্রব্যের কণা; ফুটকি; অনুস্বার; ভ্রূমধ্য; দন্তক্ষতচিহ্ন; হস্তীর শুণ্ডে বিরচিত রঙ্গচিহ্ন; শুক্র; (জ্যামিতি) যাহার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তার নাই তাহা, point; (সংগীত) ফাঁক। বিদ্+উ কর্তৃ (বিদ্-স্থানে বিন্দ্)। বি; পুং।

বিন্দুবিসর্গ—অনুস্বার এবং বিসর্গ; (লক্ষণার্থে) অতি সামান্য পরিমাণ, কিছুই (ইহার 'বিন্দুবিসর্গও' জানি না)। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

বিন্ধা—বিদ্ধ করা; ভিতরে প্রবেশ করান। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিন্ধ্য—ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত পর্বত বিঃ। বি—ধ্যৈ+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

বিন্ধ্যবাসিনী—দুর্গা। উপতৎ; বিন্ধ্য—বস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্যপর্বত। বিন্ধ্যনামক অচল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিন্ধ্যাটবী—বিন্ধ্যপর্বতের বন। বিন্ধ্যের অটবী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিন্ধ্যাবলী—বিন্ধ্যপর্বতের শ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিন্ন—১। বিচারিত; প্রাপ্ত; বিবাহিত। বিদ্+ক্ত কর্ম। ২। স্থিত। বিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিন্যস্ত—স্থাপিত; সাজানো, যথাক্রমে অর্পিত; রচিত; বিক্ষিপ্ত। বি—নি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিন্যাস—রচনা; স্থাপন; সজ্জা, সাজান; (গণিত) সংখ্যাপরম্পরায় বিন্যাসের পরিবর্তন, permutation; মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হৃদয়াদিতে অঙ্গুলির অর্পণ। বি—নি—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপক্ষ—১। শত্রু; বিরুদ্ধচারী; অনিষ্টকারী। বিরুদ্ধ পক্ষ যাহার, বহু। বি; পুং, বা বিণ। ২। পাখাশূন্য, পক্ষহীন। বিনষ্ট হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহু। বিণ।

বিপক্ষতা—শত্রুতা, প্রতিকূলতা, বৈর। বিপক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিপক্ষীয়—শত্রুপক্ষীয়, শত্রুসম্বন্ধীয়। বিপক্ষ+ঈয় সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

বিপণ—বেচা, বিক্রয়; বিক্রয়ের স্থান। বি—পণ্+ক ঘঞর্থে ভাব, অধি। বি; পুং।

বিপণি, বিপণী—১। দোকান, বিক্রয়গৃহ; পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ দোকান; হাট বাজার প্রঃ; বাজারের রাস্তা। বি—পণ্+ইন্ অধি; পক্ষে+ঈপ্। ২। বেচিবার জিনিস, পণ্যদ্রব্য। বি—পণ্+ইন্ কর্ম; পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং বা স্ত্রী, স্ত্রী।

বিপণী (-ণিন্)—ব্যবসায়ী, বণিক্। বিপণ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিপৎ—'বিপদ্' দ্রঃ।

বিপত্তি—১। বিপদ্। <বিপত্তি। ২। বিপদে। প্রা কপ্র। বি।

বিপত্তি—আপদ্, বিপদ্; দুর্ভাগ্য; নাশ। বি—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিপত্তি-খণ্ডন, -নাশন, -ভঞ্জন—১। আপদশান্তি, বিপদ্দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। আপদ্-শান্তিকারী, বিপদ্নাশক। বিণ। ৩। ভগবান্। বি; পুং।

বিপত্নীক—যাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এমন, মৃতদার। বি (বিগতা=মৃতা) পত্নী যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ।

বিপৎসংকু(ঙ্কু)ল—বিপদে পরিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিপথ—নিন্দিত পথ, কুপথ; ভুল পথ। বিগর্হিত পথ, প্রাদি। বি; পুং।

বিপথগামী (-গামিন্)—যে ভুল পথে চলে এমন; ভ্রষ্টচরিত্র; মন্দপথ অবলম্বনকারী। উপতৎ; বিপথ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

বিপদ্, বিপৎ—আপদ্, সংকট; বিনাশ; মরণ; দুর্ভাগ্য; দুর্ঘটনা; দুরবস্থা। বি—পদ্+কিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

বিপদ্গ্রস্ত—বিপদে পতিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিপদ্ভঞ্জন—১। বিপদ্-নাশকারী। বিণ। ২। ভগবান্। বি; পুং। ৩। বিপদ্-দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বিপদাপন্ন—বিপদে পতিত, বিপন্ন। বিপদ্‌কে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ।

বিপন্ন—বিপদ্গ্রস্ত; দুরবস্থাপ্রাপ্ত; বিনষ্ট। বি—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিপরিণত—পরিবর্তিত; বিপর্যস্ত; পরিণামে অনমুকূল অবস্থায় উপস্থিত। বি—পরি—নম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিপরিণতি—(জীববিদ্যা) যেরূপ পরিবর্তন দ্বারা নূতন জীবশ্রেণীর উদ্ভব হয় তাহা, mutation. বি—পরি—নম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিপরিণাম—বিরুদ্ধ পরিণতি; পরিণামে শোচনীয়দশা-প্রাপ্তি, বিপাক; পরিবর্তন। বি—পরি—নম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপরিণামী (-মিন্)—বিপাক-যুক্ত; পরিবর্তনশীল; বিপরীত দশাযুক্ত। বি—পরি—নম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ণামিনী**।

বিপরিবর্ত(র্ত্ত)ন—ফিরানো; ঘুরানো। বি—পরি—বৃত্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-বর্তিত**।

বিপরীত—১। বিরুদ্ধ, উলটা; প্রতিকূল; (বীজগণিত) কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা-দ্বারা একক রাশিকে ভাগ করিলে তদ্দ্বারা লব্ধ ভাগফল, reciprocal. বি—পরি—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **বিপরীত প্রতিজ্ঞা**—(জ্যামিতি) দুইটি উপপাদ্য যদি এরূপভাবে সম্বদ্ধ হয় যে, একটির কল্পনা অপরটির সিদ্ধান্ত, তবে তাহাদের একটি অপরটির বিপরীত প্রতিজ্ঞা, converse proposition. ২। ভীষণ; বিদঘুটে; প্রকাণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

বিপরীতা—১। কামুকী স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। প্রতিকূলা, বিরুদ্ধা। বিপরীত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিপর্য(র্য্য)য়—১। উলট-পালট, ব্যতিক্রম; বৈপরীত্য; বিনাশ। বি—পরি—ই+অচ্ ভাব। বি; পুং। ২। বিশাল; প্রকাণ্ড; ভীষণ। বাংপ্র। বিণ।

বিপর্য(র্য্য)স্ত—উলটা-পালটা, ব্যতিক্রান্ত; বিপর্যয়প্রাপ্ত; ছত্রভঙ্গ; পরিবর্তিত। বি—পরি—অস্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

বিপর্যা(র্য্যা)স—বিপর্যয়, বৈপরীত্য; ব্যতিক্রম। বি—পরি—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপল—কালের সূক্ষ্ম অংশ বিঃ, পল-ষষ্টিভাগ, ২৪ সেকেণ্ডের ৬০ ভাগের একভাগ। বিভক্ত পল যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

বিপশ্চিৎ—পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিজ্ঞ। বি—প্র—চি বা চিত্+কিপ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

বিপাক—রন্ধন, রান্না; সুস্বাদু; পক্কতা, পরিপাক, জীর্ণতা; দুষ্পরিণাম; দুর্গতি; আয়ুঃ ও জঠরাগ্নি সংযোগে জাত ভুক্তদ্রব্যরস হইতে উৎপন্ন রস; কর্মের বিসদৃশ ফল; ভোগ; (জীববিদ্যা) সজীব পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন, metabolism. বি—পচ্

+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ—**বিপাকীয়**, metabolic.

বিপাশা—পঞ্জাবের নদী বিঃ। বি (বিগত) +পাশ (রজ্জু)+ণিচ্ (=বিপাশি নামধাতু)+অচ্ কর্তৃ+আপ্ [মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে পাশবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগকল্পে এই নদীতে নিমগ্ন হন, কিন্তু ইহা তাঁহাকে বিপাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত করে, এজন্য ইহার বিপাশা নাম হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।

বিপিতা (-তৃ)—জন্মদাতা ভিন্ন জননীর অন্য স্বামী, সৎবাপ, stepfather. প্রাদি। বি; পুং।

বিপিন—বন, কানন, অরণ্য। বেপ্+ইনন্ কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

বিপিনবিহারী (-রিন্)—১। বনে ভ্রমণকারী। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-রিণী**। ২। শ্রীকৃষ্ণ। উপপৎ; বিপিন—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বিপুল—অনেক, বৃহৎ, বড়; মহৎ; অগাধ, গভীর; প্রশান্ত। বি—পুল্+ক কর্তৃ। বিণ।

বিপুলতা—বিশালতা; গভীরতা। বিপুল +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিপুলা—১। গভীরা, মহতী। বিপুল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী; আর্যাচ্ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী।

বিপুলাকার—১। প্রকাণ্ডদেহবিশিষ্ট। বিপুল আকার যাহার, বহু। বিণ। ২। প্রকাণ্ড দেহ। কর্মধা। বি; পুং।

বিপ্র—ব্রাহ্মণ, দ্বিজোত্তম। বি—প্রা+ক কর্তৃ, অথবা বপ্+র অধি, সংজ্ঞার্থে (নিপা)। বি; পুং।

বিপ্রকর্ষ—দূরবর্তী হওয়া; দূরত্ব; বিপরীত দিকে টানিয়া আনা বা ঠেলিয়া দেওয়া, repulsion; (ব্যাক) স্বরভক্তি, যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বরাগমের ফলে যে বিশ্লেষণ-ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা (যথা, দর্শন—দরশন, অন্ত—অন্তর)। বি—প্র—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপ্রকর্ষণ—দূরে সরাইয়া দেওয়া, বিকর্ষণ, ঠেলিয়া দেওয়া। বি—প্র—কৃষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপ্রকর্ষণশক্তি—যে শক্তি দ্বারা পরমাণু-সকল পরস্পর হইতে দূরবর্তী হয় তাহা। বিপ্রকর্ষণকারিণী শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [প্র—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রকৃষ্ট—দূরবর্তী, দূরস্থ, অনাসন্ন। বি—

বিপ্রতিপত্তি—বিরোধ; বিরুদ্ধ জ্ঞান; পার্থক্য; অস্বীকার; সংশয়। বি—প্রতি—পদ্+ক্তি ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিপ্রতিপন্ন—বিরুদ্ধ; সন্দিগ্ধ; অস্বীকৃত। বি—প্রতি—পদ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

বিপ্রতিষিদ্ধ—নিবারিত, নিষিদ্ধ; বিরুদ্ধ। বি—প্রতি—সিধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রবর—ব্রাহ্মণপ্রধান, দ্বিজশ্রেষ্ঠ। বিপ্রদিগের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

বিপ্রযুক্ত—পৃথক্কৃত, বিযুক্ত; বিশ্লিষ্ট; বিরহিত; বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। বি (প্রভিন্ন)—প্র—যুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রয়োগ—বিয়োগ, বিরহ; পৃথগ্ভাব; বিবাদ, বিরোধ। বি—প্র—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপ্রলব্ধ—বঞ্চিত, প্রতারিত; বিরহিত। বি—প্র—লভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রলব্ধা—১। বঞ্চিতা, প্রতারিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ [যে নায়িকা সংকেত-স্থানে নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হয়]। বিপ্রলব্ধ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিপ্রলম্ভ—বঞ্চনা; প্রতারণা; বিবাদ, কলহ; বিয়োগ, বিরহ; নায়ক-নায়িকার সম্ভোগাভাব বা বিচ্ছেদ; পৃথগ্ভাব; বিরুদ্ধ-কর্ম। বি—প্র—লভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপ্রলাপ—বিরুদ্ধ বাক্যকথন, বিরোধ-বচন; কলহ; অনর্থক বিবাদ। বি—প্র—লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপ্রলিপ্সা—অভীষ্ট অর্থ দ্যোতনার অভাব; বিরুদ্ধ উক্তি বা অর্থ প্রকাশ; অন্যত্র চিত্ত-বিক্ষেপ। বি—প্র—লভ্+সন্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিপ্রসাৎ—ব্রাহ্মণকে দেয় বা দত্ত। বিপ্র+চসাৎ। অ।

বিপ্লব—বিদ্রোহ, উপদ্রব; অরাজকতা, সমাজব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন বা তাহার চেষ্টা ('রাষ্ট্র—'); কোন বিষয়ের দ্রুত পরিবর্তন, revolution; বিবাদ, দেশ-লুণ্ঠন; বিনাশ; ভয়প্রদর্শন; ভয়প্রাপ্তি; গোলমাল; কষ্ট; বিপদ্; পাপ, দুষ্টতা; তস্করী বা রব দ্বারা শত্রুকে ভয় প্রদর্শন; হঠযুদ্ধ। বি—প্লু+অপ্ ভাব। বি; পুং।

বিপ্লবাত্মক—বিদ্রোহজনক ('—কার্য-কলাপ'); সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরি-বর্তনকারক। বিপ্লব আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

বিপ্লবী (-বিন্)—বিপ্লবকারী; রাষ্ট্রবিপ্লব-সংঘটনকারী ('— সুভাষ')। বিপ্লব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বিনী**।

বিপ্লাব—অশ্বের প্লুতগতি; জলপ্লাবন; লুণ্ঠনাদি দ্বারা দেশ ধ্বংস করা; গোলমাল বা উপদ্রব দ্বারা সাধারণের শান্তি নষ্ট করা। বি—প্লু+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিপ্লাবন—জলপ্লাবন; জলে ভাসিয়া যাওয়া; ব্যাঘাত, বিঘ্ন; হানি; ধ্বংস; বিপর্যাস। বি—প্লু বা প্লব্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপ্লাবিত—জলপ্লাবিত; যাহা জলে ভাসিয়া গিয়াছে এমন; বিপর্যস্ত, উলটাইয়া পালটাইয়া দেওয়া; ব্যাহত। বি—প্লু+ণিচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্লুত—১। প্লাবিত ('অশ্রু—'); নষ্ট, বিপর্যস্ত; বিগত; দূষিত; ব্যসনার্ত; উপদ্রুত; বিহ্বল; ভ্রান্ত; অপরাধকারী; প্রতিকূল; বিপরীত; ব্যর্থ, বিফল। বি—প্লু+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যাঘাত; হানি, ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—প্লু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিফল—বৃথা, নিষ্ফল, নিরর্থক; অকৃতকার্য। বি (বিনষ্ট) ফল যাহার, বহু। বিণ।

বিফলতা—অকৃতকার্যতা; নিষ্ফলতা। বিফল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিবক্ষা—বলিবার ইচ্ছা। বচ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিবক্ষিত—যাহা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন, বলিবার ইচ্ছার বিষয়ীভূত। বচ্+সন্ ইচ্ছার্থে+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবক্ষু—বলিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বচ্ (বলিতে ইচ্ছা করা)+উ কর্তৃ। বিণ।

বিবদমান—ঝগড়ারত; বিবাদী; বাদানু-বাদে নিরত। বি—বদ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

বিবমিষা—বমন করিবার ইচ্ছা, nausea. বম্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ, **-মিষু**।

বিবর—ছিদ্র, রন্ধ্র, গর্ত; দোষ; বিচ্ছেদ; পৃথগ্ভাব। বি—বৃ+অপ্ কর্ম, ভাব। বি; ক্লী।

বিবরণ—বর্ণন; ব্যাখ্যান, টীকা, অর্থপ্রকাশ-করণ; প্রকাশ; বৃত্তান্ত। বি—বৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিবরণী—১। বিবরণ-পুস্তক, লিখিত বিবরণ; লিখিত ব্যাখ্যান। বি—বৃ+অনট্ করণ+ঈপ্। ২। ব্যাখ্যান; বৃত্তান্ত। বি—বৃ+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিবরা—বর্ণন করা; বিশদভাবে বলা। কপ্র। ক্রি।

বিবর্জ(র্জ্জ)ন—পরিত্যাগ, বিসর্জন। বি—বৃজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিবর্জি(র্জ্জি)ত—পরিত্যক্ত; বিরহিত। বি—বৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবর্ণ—ফেকাশে, বিকৃতবর্ণ; মলিন। বিকৃত বর্ণ (রং) যাহার, বহু। বিণ।

বিবর্ণতা—ফেকাশে ভাব, বর্ণবিকৃতি; মলিনতা। বিবর্ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিবর্ত(র্ত্ত)—১। ঘূর্ণন; পরিবর্ত; ভ্রান্তি, ভ্রম; ভ্রমণ; নৃত্য; রূপান্তর; বিশেষরূপে

স্থিতি। বি—বৃত্ + ঘঞ্ ভাব। ২। সমূহ। বি—বৃত্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বিবর্ত(র্ত্ত)ন—ঘোরা; ঘূর্ণন; ভ্রমণ; পরিভ্রমণ; প্রত্যাবৃত্তি; প্রত্যাবর্তন; পাশ ফিরিয়া শোওয়া; নৃত্য; প্রদক্ষিণকরণ; পরিবর্তন। বি—বৃত্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [দ্রঃ)।

বিবর্ত(র্ত্ত)নবাদ—বিবর্তবাদ (তাহা

বিবর্ত(র্ত্ত)নশীল—যাহা ঘুরিতেছে বা রূপান্তরিত হইতেছে এমন, ঘূর্ণমান; পরিবর্তনশীল। বিবর্তন শীল (প্রকৃতি) যাহার, বহু। বিণ।

বিবর্ত(র্ত্ত)বাদ—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই মতবাদ, মায়াবাদ; ক্রমবিকাশবাদ, theory of evolution. বিবর্ত-সমর্থক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহা ঘুরানো হইয়াছে এমন, যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন, ঘূর্ণিত; প্রত্যাবর্তিত; ভ্রমিত; অপসারিত। বি—বৃত্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবর্ধ(র্দ্ধ)ক—বিশেষরূপে বৃদ্ধিকারক; বৃদ্ধিজনক। বি—বৃধ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ধিকা**।

বিবর্ধ(র্দ্ধ)ন—১। বিশেষরূপে বাড়ানো; (পদার্থবিদ্যা) বড় দেখানো, magnification; ছেদন, খণ্ডন। বি—বৃধ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। ২। বিশেষরূপে বাড়া, সম্যক্ বৃদ্ধি। বি—বৃধ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**বিবর্ধিত**।

বিবশ—অবশ; বিহ্বল; অচেতন, নিশ্চেষ্ট; অবশীভূত, অবাধ্য; স্বাধীন; মৃত্যুপ্রার্থী; মৃত্যুভীত; মৃত্যুকালে নির্ভীক; প্রশান্তচেতাঃ। বিগত বশ যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা**।

বিবসন—উলঙ্গ, বস্ত্রশূন্য। বিগত বসন যাহার, বহু। বিণ।

বিবস্ত্র—উলঙ্গ, বস্ত্রহীন। বিগত বা বিনষ্ট বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

বিবস্বান্ (-স্বৎ)—সূর্য; অরুণ; দেবতা; বৈবস্বত মনু; অর্কবৃক্ষ। বিবস্ [বি (বিবিধপ্রকার)—বস্ + কিপ্ কর্তৃ, আবরণ, অর্থাৎ তেজোরূপ আবরণ] + মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিবাগ—বিদেশ; উদাসীনতা। বিগত বাগ (দিক্) অথবা <বিরাগ। বি।

বিবাগী—দেশত্যাগী; সংসারত্যাগী; উদাসীন। বিবাগ + ঈ। বাংপ্র। বিণ।

বিবাদ—ঝগড়া, কলহ; বিরোধ; ব্যবহার, মকদ্দমা। বি—বদ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিবাদপ্রিয়—যে ঝগড়া করিতে ভালবাসে এমন, কলহপ্রিয়। বিবাদ প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

বিবাদী (-দিন্)—১। ঝগড়াকারী, বিরোধী; বিবাদের বিষয়ীভূত। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**। ২। আসামী; মকদ্দমার প্রতিবাদী; (সংগীত) কোন রাগে যে স্বর বাদী স্বরের বিরোধী হয় তাহা। বিবাদ + ইন্ আছে অর্থে; অথবা, বি—বদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বিবাধ—বন্ধন; বিরোধ, কলহ; নিন্দা। প্রা কপ্র। বি।

বিবাস, বিবাসন—স্বদেশ হইতে দূরীকরণ, নির্বাসন। বি (একদিকে)—বস্ + ণিচ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

বিবাসিত—স্বদেশ হইতে দূরীকৃত, নির্বাসিত। বি—বস্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবাসী (-সিন্)—দণ্ডভোগের জন্য বিদেশে অবস্থানকারী। বি—বস্ + ণিন্ কর্তৃ, অথবা, বিবাস + ইন্ প্রাপ্ত অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

বিবাহ—দারপরিগ্রহ, পরিণয় [বিবাহ অষ্টবিধ - ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ]। বি—বহ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিবাহবিচ্ছেদ—আইনের বলে পতি বা পত্নীর দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিলোপ, তালাক, divorce. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিবাহিত—১। যাহার বিবাহ হইয়াছে এমন, কৃতবিবাহ; পরিণীত। বি—বহ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পরিণেতা, বিবাহকর্তা। বিবাহ + ইতচ্ জাতার্থে। বি, পুং।

বিবাহ্য—বিবাহযোগ্য; বহনীয়। বি বহ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বিবি—মাননীয়া মুসলমান মহিলা, স্ত্রী, পত্নী; স্ত্রীলোক; ইওরোপীয় স্ত্রীলোক; তাসের রানী, স্ত্রীমূর্তি চিহ্নিত তাস। <হি 'বীবী'। বি; স্ত্রী।

বিবিক্ত—বিজন, নির্জন; পবিত্র; শুদ্ধ; একাগ্র; পৃথগ্‌ভূত; অসম্পৃক্ত, একাকী; নির্দোষ; বিবেচক, বিবেকী। বি—বিচ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিবিক্তসেবী (-বিন্)—পবিত্র নির্জন স্থানে বাসকারী। বিবিক্ত—সেব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বিবিজান—হে প্রিয় বিবি, অয়ি প্রিয়ে। হি-মু। বি, সম্বোধন।

বিবিধ—অনেকরকম, নানাপ্রকার। বিভিন্ন বিধা যাহাতে, বহু। বিণ।

বিবিয়ানা—ইওরোপীয় মহিলার ন্যায় চালচলন, স্ত্রীলোকের বিলাসিতা। বিবি + আনা ভাবে। হি-মু। বি।

বিবুধ—পণ্ডিত, জ্ঞানী; দেবতা। বি—বুধ্ + ক কর্তৃ। বি; পুং।

বিবৃত—ব্যাখ্যাত, বর্ণিত; বিস্তৃত, প্রসারিত; প্রকটীকৃত, প্রকাশিত; মহৎ; স্পষ্টীকৃত; উন্মুক্ত, খোলা; প্রমাণীকৃত। বি—বৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবৃতি—ব্যাখ্যা, বিবরণ, টীকা; প্রকাশ, প্রকটন; বর্ণনা বা মতামত প্রকাশ, statement; বিস্তার। বি—বৃ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিবৃত্ত—ফেরানো; পরাবৃত্ত; ঘূর্ণিত, যাহা ঘুরিতেছে; তির্যক চালিত; লুণ্ঠিত। বি—বৃত্ + ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

বিবৃত্তি—চক্রবৎ ভ্রমণ, ঘূর্ণন। বি—বৃত্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিবৃদ্ধ—বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বি—বৃধ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। [ভাব। বি; স্ত্রী।

বিবৃদ্ধি—বিশেষরূপে বৃদ্ধি। বি—বৃধ্ + ক্তি

বিবেক—১। বিবেচনা, বিচার; ন্যায়-অন্যায়ের বোধ, conscience; বৈরাগ্য, সংসারে ঔদাসীন্য; ভেদ, বিভিন্নতা; প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ-জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। বি—বিচ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। দেহ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ জ্ঞান করিবার ক্ষমতা। বি—বিচ্ + ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

বিবেকবুদ্ধি—ন্যায়-অন্যায় বা ভালমন্দ বুঝিবার মত বুদ্ধি; তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না বুদ্ধি। বিবেকসংগতা বুদ্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিবেকিতা—বিচারশীলতা, বিবেকীর ভাব। বিবেকিন্ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—**বিবেকী** (-কিন্)।

বিবেকী (-কিন্)—বিবেচনাকারী; বিচারশীল, বিচারক; বিবেকযুক্ত; বৈরাগ্য-বিশিষ্ট, বিরাগী। বি—বিচ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ, অথবা বিবেক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**। বি, **-কিতা**।

বিবেচক—বিচারশক্তিমান্, বিবেচনাকারী; বিচারক; বিচক্ষণ। বি—বিচ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চিকা**।

বিবেচন, বিবেচনা—বিচার; বিতর্ক, বিশেষরূপে আলোচনা। বি—বিচ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব + আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বিবেচনীয়—বিবেচনার যোগ্য। বি—বিচ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

বিবেচা—বিবেচনা করা। কপ্র। ক্রি।

বিবেচিত—বিচারিত, তর্কিত; নিরূপিত। বি—বিচ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবেচ্য—বিবেচনাযোগ্য। বি—বিচ্ + ণিচ্ + যৎ কর্ম। বিণ।

বিবোধ—জাগরণ; জ্ঞান; বিকাস। বি—বুধ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিবোধন—জাগানো ; উদ্বোধন ; বুঝানো ; জ্ঞাপন ; বিকশিত করা। বি—বুধ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিবোধিত—যাহাকে জাগানো বা বুঝানো হইয়াছে এমন ; বিকাসিত ; জ্ঞাপিত। বি—বুধ্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিব্‌ভুল—১। বিহ্বলতা ; ভ্রম। বি। ২। বিহ্বল, হতবুদ্ধি। <বিহ্বল। বিণ।

বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত ; দায়গ্রস্ত ; বিপন্ন, ঝঞ্ঝাটে পতিত। বাংপ্র। বিণ।

বিভক্ত—বিভিন্ন, পৃথক্‌কৃত, যাহা ভাগ করা হইয়াছে এমন ; বণ্টিত ; সংক্রমিত। বি—ভজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিভক্তি—(ব্যাক) শব্দ বা ধাতুর পরে যে সকল প্রত্যয় হয় তাহা, সুপ্ ও তিঙ্ ; বিভাগ, বণ্টন ; রচনা, ভঙ্গী। বি—ভজ্ + ক্তি ভাব, করণ। বি ; স্ত্রী।

বিভঙ্গ—১। বিন্যাস ; ভঙ্গী ; সংকোচ। বি—ভনজ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। খণ্ড, ছেদ ; ভাঙ্গন, fracture. বি—ভন্‌জ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

বিভঙ্গ, বিভঙ্গি—ভঙ্গী ; রকম ; প্রকার। প্রা কপ্র। বি।

বিভজনীয়—ভাগ করিবার মত, বিভাগ-যোগ্য, বিভাজ্য। বি—ভজ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

বিভজ্যমান—যাহা বিভাগ করা হইতেছে এমন। বি—ভজ্ + শানচ্ কর্ম। বিণ।

বিভব—১। ঐশ্বর্য, সম্পত্তি, ধন ; (পদার্থ-বিদ্যা) বিদ্যুৎপ্রবাহের কার্যক্ষমতা ; প্রচ্ছন্ন শক্তি, potential. বি—ভূ + অপ্ করণ। ২। বিভুত্ব, প্রভুত্ব ; মোক্ষ, মুক্তি ; ঔদার্য ; মহত্ত্ব। বি—ভূ + অপ্ ভাব। বি ; পুং।

বিভা—আলোক, দীপ্তি, প্রভা ; কিরণ ; শোভা ; প্রকাশ। বি—ভা + অঙ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভাকর—সূর্য, ভানু, প্রভাকর ; অগ্নি ; অর্কবৃক্ষ। উপপদ ; বিভা—কৃ + ট কর্তৃ। বি ; পুং।

বিভাগ—১। ভাগ, বণ্টন। বি—ভজ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। দায় বা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ ; খণ্ড ; কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা কর্ম-পরিচালনার অংশ, department ; (অঙ্ক-শাস্ত্র) ভগ্নাংশের ভাজ্য, লব। বি—ভজ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

বিভাগীয়—বিভাগ-সম্বন্ধীয়, কোন অংশের সহিত সম্পর্কিত ; কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিচালনার অংশ সম্বন্ধীয়, departmental. বিভাগ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বিভাজক—যাহা দ্বারা ভাগ করা যায় এমন, divisor ; বিভাগকর্তা। বি—ভজ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জিকা।

বিভাজ্য—যাহাকে ভাগ করিতে হইবে এমন, বিভাগযোগ্য, divisible ; ভাজ্য, যে রাশিকে অপর রাশি দিয়া ভাগ করা হয়, dividend. বি—ভজ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বিভাজ্যতা—(গণিত) নিঃশেষে ভাগ হইতে পারার অবস্থা বা গুণ, divisibility ; (পদার্থবিদ্যা) জড় পদার্থের প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিলে যে গুণ দ্বারা উহা নানা খণ্ডে বিভক্ত হইতে পারে তাহা ; ভঙ্গুরত্ব। বিভাজ্য + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বিভাত—প্রভাত, প্রাতঃকাল। বি—ভা + ক্ত অধি। বি ; ক্লী।

বিভাব—১। কাব্যনাটকাদিতে বর্ণিত শোক ক্রোধ উৎসাহ প্রঃ স্থায়িভাবের উদ্দীপন ও আলম্বন ; পরিচয়। বি (বিশিষ্ট) ভাব যদ্দারা, বহু ; অথবা, বি—ভূ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃ। ২। ভিন্ন ভাব, বিশিষ্ট ভাব। বি (ভিন্ন বা বিশিষ্ট) ভাব, প্রাদি। বি ; পুং।

বিভাবন, বিভাবনা—বিবেচনা ; অবধারণ ; চিন্তন ; অনুভবকরণ ; প্রকাশন ; দর্শন ; খ্যাপন ; কাব্যের অলংকার বিঃ [কারণ ব্যতিরেকে কার্যোৎপত্তি হইলে এই অলংকার হয় ; যথা, "একি হৈল অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত"]। বি—ভূ + ণিচ্ + অনট্ ; পক্ষে অন ভাব + আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

বিভাবনীয়, বিভাব্য—চিন্তনীয় ; অবধারণীয় ; বিবেচনীয় ; দর্শনীয়। বি—ভূ + ণিচ্ + অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

বিভাবরী—রাত্রি, রজনী, নিশা ; কুট্টনী ; হরিদ্রা ; বক্রযোষিৎ, মুখরা স্ত্রী ; মেদাবৃক্ষ। বি—ভা + ক্বনিপ্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভাবসু—সূর্য ; (সূর্যনামত্ব হেতু) অর্কবৃক্ষ ; চিত্রকবৃক্ষ ; চন্দ্র ; অগ্নি ; হার বিঃ। বিভা (আলো) বসু (ধন) যাহার, বহু। বি ; পুং।

বিভাবিত—অনুভূত ; দৃষ্ট ; বিবেচিত, বিমৃষ্ট ; বিচিন্তিত ; প্রতিষ্ঠিত ; প্রসিদ্ধ ; বিশেষরূপে ভাবাবিষ্ট। বি—ভূ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিভাব (২) + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

বিভাব্য—'বিভাবনীয়' দ্রঃ।

বিভাষ, বিভাস—প্রাতঃকালে গাহিবার মত সংগীতের রাগ বিঃ। বি।

বিভাষা—১। অন্যপ্রকার রূপ, বিকল্প, পদান্তর বিধান। বি—ভাষ্ + অ ভাব + আপ্। ২। বিভিন্ন ভাষা ; বিরুদ্ধ ভাষা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ—**বিভাষিত**।

বিভাসা—প্রকাশ। বি—ভাস্ + অঙ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভাসিত—আলোকিত, প্রকাশিত ; জলোপরি শোভিত। বি—ভাস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**বিভাসন, বিভাসা**।

বিভিন্ন—বিভক্ত ; মিশ্রিত ; সংগৃহীত ; পৃথক্‌কৃত ; বিঘটিত ; অন্যবিধ ; বিদীর্ণ ; নানাবিধ ; বিদারিত ; বিদলিত ; বিকসিত ; হতাশ, হতবুদ্ধি ; নিঃশেষিত। বি—ভিদ্ + ক্ত কর্ম, কর্মকর্তৃ। বিণ।

বিভিন্নতা—পার্থক্য ; বহুবিধত্ব। বিভিন্ন + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বিভীতক—১। বয়ড়া গাছ। (ভূতাশ্রয়ত্ব হেতু) বিশেষরূপে ভীত (ভয়) যাহা হইতে, বহু + ক সমাসান্ত। ২। বয়ড়া ফল। বি ; ক্লী।

বিভীতকী—বয়ড়া গাছ বা ফল। বিভীতক + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভীষণ—১। (রামায়ণ) রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; (তাহা হইতে) যে স্বার্থোদ্ধারের জন্য স্বজন ছাড়িয়া শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। বি ; পুং। ২। অতি ভয়ংকর ("বিভীষণ 'বিভীষণ' রণে"—মাইকেল) ; দৃঢ়, ঘন। বি—ভী + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

বিভীষিকা—১। আতঙ্কজনক দৃশ্য, ভীষণ ভয়। বাংপ্র। বি। ২। ভয় দেখানো, ভয়প্রদর্শন। বি—ভী + ণিচ্ + অক (ণ্বুচ্) ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভু—১। পরমেশ্বর ; প্রভু ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; মহেশ্বর ; ভৃত্য। বি ; পুং। ২। সর্বব্যাপী ; ব্যাপক ; নিত্য ; সমর্থ। বি—ভূ বা ভা + ডু কর্তৃ। বিণ।

বিভুঁই—বিদেশ। <বিভূমি। বি।

বিভূতি—ভগবানের ঐশ্বর্য বা নানা মূর্তিতে প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ ; ঐশ্বর্য [অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব কামাবসায়িত—শিবের এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য] ; সম্পত্তি, ধন, সমৃদ্ধি ; ভস্ম ; ছাই। বি—ভূ + ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

বিভূতিভূষণ—১। ছাইরূপ অঙ্গশোভা। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। : শিব, মহাদেব। বিভূতি ভূষণ যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

বিভূষণ—১। আভরণ, অলংকার। বি-ভূষ্ + অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ২। সাজ-সজ্জাশূন্য, আভরণহীন। বিগত, বিনষ্ট ভূষণ যাহার, বহু। বিণ ; পুং বা ক্লী।

বিভূষা—১। অলংকার, আভরণ। বি—ভূষ্ + অনট্ অ করণ + আপ্। ২। শোভা। বি—ভূষ্ + অ ভাব + আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

বিভূষিত—শোভিত ; অলংকৃত। বি—ভূষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিভেদ—পার্থক্য, বিভিন্নতা, প্রভেদ, কলহ, মনোমালিন্য ; বৈলক্ষণ্য ; মিশ্রণ ;

অপগম; বিভাগ; বিকাশ; বিদলন; বিদারণ। বি—ভিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিভোর—বিহ্বল; তন্ময়; আত্মহারা। <সং বিহ্বল। বিণ। [বিণ

বিভোল, বিভোলা—বিভোর। কপ্র।

বিভ্রম—ভুল-ভ্রান্তি; মোহজনক ভাব ('চিত্ত—'); সংশয়; ভ্রমণ; বিলাস; লীলা; স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজাত ক্রিয়া বিঃ: তাড়াতাড়িতে অলংকার প্রঃ ঠিক ঠিক স্থানে না পরিয়া অস্থানে পরিধান; বিভূষণ; শোভা; সাদৃশ্য। বি—ভ্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিভ্রাট—সঙ্কট, গোলমাল; বিপদ্; দায়; মুশকিল; দুর্ঘটনা। বাংপ্র। বি।

বিভ্রান্ত—যাহার ভুল হইয়াছে এমন, ভ্রমযুক্ত; সংশয়হেতু বিমূঢ়; ব্যতিব্যস্ত; ঘূর্ণিত। বি—ভ্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিভ্রান্তি—ভুল, ভ্রম; ত্বরা। বি—ভ্রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিমকি—বুদ্বুদ, জলবিম্ব। বাংপ্র। বি।

বিমজিম—মত, অনুযায়ী। <ফা 'ব-মুজিব'। অ।

বিমত—যাহা ইচ্ছামত হয় নাই এমন, অনভিমত; অসম্মত; বিরুদ্ধমতিযুক্ত; অপ্রিয়; অগ্রাহ্য; অনিষ্ট। বি (বিপরীত, বিরুদ্ধ)—মন্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

বিমতি—অনিচ্ছা; অসম্মতি। বি (বিরুদ্ধ)—মন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিমথিত—বিনাশিত; যাহা বিশেষরূপে মন্থন করা হইয়াছে এমন। বি—মথ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিমনস্ক, বিমনাঃ (-মনস্), (<-মনা)—অন্যমনস্ক; বিষণ্ন, দুঃখিত; উদ্বিগ্ন; ব্যাকুল। বিচলিত বা বিক্ষিপ্ত মনঃ যাহার, বহু; ১ম পক্ষে ক সমাসান্ত। বিণ।

বিমরিষ—বিমর্ষ। প্রা কপ্র। বিণ।

বিমর্দ(র্দ্দ), বিমর্দ(র্দ্দ)ন—১। পেষণ, চূর্ণন; ঘর্ষণ; মন্থন; সম্পর্ক; সম্বাধ; বিনাশ। বি—মৃদ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি। ২। গুল্ম বিঃ; কালকাসুন্দা গাছ। বি—মৃদ্+ণিচ্+অচ্, অন কর্তৃ। বি; পুং স্ত্রী।

বিমর্দি(র্দ্দি)ত—যাহা চটকানো হইয়াছে এমন, দলিত; পিষ্ট; ঘৃষ্ট; চূর্ণিত; মথিত, বিলোড়িত। বি—মৃদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিমর্শ, বিমর্শন—তর্ককরণ, বিতর্ক; তথ্যানুসন্ধান; বিচার; বিবেচনা; যুক্তিদ্বারা পরীক্ষাকরণ। বি—মৃশ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

বিমর্ষ—অধীর; বিষণ্ণ; অসন্তুষ্ট। বিগত হইয়াছে মর্ষ (সহিষ্ণুতা) যাহার, বহু। বিণ।

বিমর্ষ, বিমর্ষণ—অসন্তোষ; অসহন। বি—মৃষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

বিমল—নির্মল, স্বচ্ছ; শুভ্র, সুন্দর, মনোহর; নিষ্কলঙ্ক; নিষ্পাপ। বিগত মল যাহা হইতে, বহু। বিণ।

বিমলতা—নির্মলতা; শুভ্রতা। বিমল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিমলানন্দ—১। পবিত্র আনন্দযুক্ত। বিমল আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। পবিত্র আনন্দ, ব্রহ্মানুভবরূপ আনন্দ কর্মধা। বি; পুং।

বিমা, বীমা—আকস্মিক ক্ষতির সময়ে অর্থপ্রাপ্তির চুক্তিতে কিস্তিতে কিস্তিতে অর্থপ্রদান, insurance. হি-মূ। বি।

বিমাতা (বিমাতৃ)—সৎমা, মাতার সপত্নী। বিরুদ্ধা মাতা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

বিমাতৃজ—১। সৎ ভাই, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মাতৃসপত্নীপুত্র। বি; পুং। ২। বিমাতার গর্ভসম্ভূত। উপপদং; বিমাতৃ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

বিমান—১। ব্যোমযান, aeroplane; দেবরথ; সপ্ততল প্রাসাদ; আকাশ। বি—মন্+ঘঞ্ করণ, কর্ম; অথবা, বি—মা+অনট্ কর্ম। ২। অসম্মান। বিপরীত, বিরুদ্ধ মান, প্রাদি। বি; পুং। ৩। পরিমাণ। বি—মা+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ৪। মানহীন। বিগত হইয়াছে মান যাহার, বহু। বিণ।

বিমান-ঘাঁটি—যে স্থানে বিমান থাকে উড়োজাহাজ ছাড়িবার ও নামিবার স্থান, aerodrome. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

বিমানচারী (-রিন্)—আকাশযানে ভ্রমণকারী। উপপদং; বিমান—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

বিমাননা—অবমান; তিরস্কার। বি (না)—মান্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিমান-বিধ্বংসী (-সিন্)—বিমানের ধ্বংসকারক, যাহা দ্বারা শত্রুপক্ষের এরোপ্লেনকে গুলি করিয়া ধ্বংস করা হয়, anti-aircraft. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

বিমানবীর—আকাশযান অর্থাৎ এরোপ্লেন চালনায় সুদক্ষ। বিমানে বীর, ৭মীতৎ। বিণ।

বিমিশ্র—মিশানো, মিশ্রিত। বিশেষভাবে মিশ্র, প্রাদি। বিণ।

বিমুক্ত—যে ছাড় পাইয়াছে এমন, মুক্তিপ্রাপ্ত; বন্ধন হইতে মুক্ত; পরিত্যক্ত। বি—মুচ্+ক্ত কমকর্তৃ, কর্ম। বিণ।

বিমুক্তি—ছাড় পাওয়া, বিমোচন, বন্ধন হইতে মোচন; মোক্ষ। বি—মুচ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিমুখ—পরাঙ্মুখ; নিবৃত্ত; নিস্পৃহ; অপ্রসন্ন; যাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই এমন। বি (বিবৃত্ত, বিরুদ্ধ, প্রভৃতি) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

বিমুখে—মুখ ফিরাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

বিমুগ্ধ—বিশেষভাবে মোহিত, মোহপ্রাপ্ত; যে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে এমন; স্বাভাবিকজ্ঞানশূন্য। বি—মুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিমুগ্ধচিত্ত—১। বিহ্বল অন্তঃকরণ। কমধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার অন্তঃকরণ অত্যধিক মুগ্ধ হইয়াছে এমন। বিমুগ্ধ হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

বিমূঢ়—মূর্খ, অজ্ঞান; কি করা উচিত বা অনুচিত ইহা যে বুঝিতে পারে না এমন, বিহ্বল; সম্যক্ মুগ্ধ; ইতিকর্তব্যতা-জ্ঞানশূন্য। বি—মুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিমৃশ্যকারিতা, বিমৃষ্যকারিতা—বিশেষরূপ বিবেচনাপূর্বক কার্য-করণ। বিমৃশ্যকারিন্, বিমৃষ্যকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিমৃশ্যকারী (-কারিন্), **বিমৃষ্যকারী** (-কারিন্)—যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ম করে এমন; বিবেচক। বিমৃশ্য, বিমৃষ্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

বিমৃষ্ট—বিবেচিত; বিচারিত। বি—মৃষ্ (শ্)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিমোক্ষ, বিমোক্ষণ—উদ্ধার, বিমুক্তি, পরিত্রাণ; বন্ধনমোচন। বি—মোক্ষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

বিমোচন—মুক্তি, উদ্ধার। বি—মুচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

বিমোহ—জড়তা, মোহ। বি—মুহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিমোহন—১। মোহ জন্মানো; মুগ্ধকরণ, ভুলানো। বি—মুহ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। মুগ্ধকারক, মোহজনক। বি—মুহ্+ণিচ্+অন কর্তৃ অথবা অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী, **-হনা, -হনী**।

বিমোহিত—১। যাহাকে ভুলানো হইয়াছে এমন, মোহপ্রাপিত। বি—মুহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। মুগ্ধ, মোহপ্রাপ্ত; অজ্ঞান, মূর্ছিত; হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। বিমোহ্+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

বিম্ব—১। সূর্য ও চন্দ্রের মণ্ডল; মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার মূর্তি; প্রতিবিম্ব; ছায়া। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। জলবুদ্বুদ। বী (গমন করা, দীপ্ত পাওয়া)+বন্ কর্তৃ (ম্-আগম, ঈকার হ্রস্ব)। ৩। তেলাকুচা ফল। বিম্বা+অণ্ ফলার্থে। বি; স্ত্রী।

বিম্বুকি, বিম্বুকী—১। ধুকধুকি, পদক। প্রা কপ্র। ২। বুদ্বুদ। বাংপ্র। বি।
বিম্বা, বিম্বী, বিম্বিকা—তেলাকুচার গাছ। বিম্ব+অচ্ আছে অর্থে+আপ্, ঈপ্; বিম্বা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
বিম্বাগত—বিম্বপ্রাপ্ত, প্রতিবিম্বিত। বিম্বকে আগত, ২য়াতৎ। বিণ।
বিম্বাধর—১। পাকা তেলাকুচার ন্যায় রক্তবর্ণ অধর (ঠোঁট)। বিম্বসদৃশ অধর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার অধর (ঠোঁট) পাকা তেলাকুচার মত এমন। বিম্বসদৃশ অধর যাহার, বহু। বিণ।
বিম্বিকা—'বিম্বা' দ্রঃ।
বিম্বিত—প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত; আভাসিত। বিম্ব+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।
বিম্বী—'বিম্বা' দ্রঃ।
বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ—১। রক্তবর্ণ ওষ্ঠ-বিশিষ্ট, যাহার ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ এমন। বিম্ব সদৃশ ওষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ঠা, -ষ্ঠী। ২। বিম্বফলের ন্যায় লাল ঠোঁট। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
বিয়চ্চারী (-রিন্)—১। আকাশগামী। বিণ। স্ত্রী, -রিণী। ২। চিলপক্ষী। উপতৎ; বিয়ৎ (আকাশ)—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।
বিয়ৎ—আকাশ, গগন। বি (না)—যম্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।
বিয়নী—পাখা, বাজনী। প্রা কপ্র। বি।
বিয়নো, বিয়ানো—প্রসব করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
বিয়ন্ত—যে সন্ত প্রসব করিয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।
বিয়লি—বিউলি। প্রা কপ্র। বি।
বিয়া—বিবাহ। <বিবাহ। বি।
বিয়াকুল—ব্যাকুল। প্রা কপ্র। বিণ।
বিয়াকুলি—১। ব্যাকুল করিয়া। ক্রি। ২। ব্যাকুল। প্রা কপ্র। বিণ।
বিয়াজ—ব্যাজ, ছল; সুদ। প্রা কপ্র। বি।
বিয়াধি—ব্যাধি। প্রা কপ্র। বি।
বিয়ান—১। প্রাতঃকাল। হি-মু। ২। প্রসব; পুত্রের বা কন্যার শাশুড়ী। প্রাদে বি।
বিয়ানো—'বিয়নো' দ্রঃ।
বিয়াপি—ব্যাপ্ত করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।
বিয়াল্লিশ—সংখ্যা বিঃ, ৪২-সংখ্যা; ৪২-সংখ্যক। <দ্বাচত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।
বিযুক্ত, বিয়ুক্ত—বিরহিত, রহিত; বিচ্ছিন্ন; ত্যক্ত; যাহা পৃথক্ হইয়াছে এমন; যাহা বাদ গিয়াছে এমন, minus. বি—যুজ্, যু+ক্ত কর্ম। বিণ। [বি।
বিয়ে, বে—বিবাহ, পরিণয়। <বিবাহ।
বিয়ে-থা, বে-থা—বিবাহাদি। বাংপ্র। বি।
বিয়োন—প্রসব। প্রাদে। বি।
বিয়োগ—বিচ্ছেদ, বিরহ; 'অভাব'; (গণিত) রাশির ব্যবকলন অর্থাৎ এক অঙ্ক হইতে অন্য অঙ্ক বাদ দেওয়া। বি—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
বিয়োগকাতর, -বিধুর—বিরহে কাতর। ৩য়াতৎ। বিণ।
বিয়োগান্ত—নায়ক-নায়িকাদির বিচ্ছেদ বা মৃত্যুকাহিনীতে পরিসমাপ্ত ('— নাটক')। বিয়োগে অন্ত যাহার, বহু। বিণ।
বিয়োগিনী—১। ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। বিরহিণী, পৃথগ্ভূতা। বিয়োগিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিয়োগী (-গিন্)—১। অসংযুক্ত, বিরহী, বিচ্ছেদযুক্ত; রহিত, পৃথগ্ভূত। বিণ। স্ত্রী, -গিনী। ২। চক্রবাক পক্ষী। বিয়োগ+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, বি (না)—যুজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বি; পুং।
বিয়োজিত—পৃথক্কৃত; যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন; বিরহিত, বিচ্ছেদপ্রাপিত; বিশ্লিষ্ট; শূন্যীকৃত। বি—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিরক্ত—অসন্তুষ্ট; বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন; নিস্পৃহ; অননুরক্ত; বিরত; জ্বালাতন; চটা, বিমুখ; বিশেষরূপে ত্যক্ত। বি—রন্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
বিরক্তা—দুর্ভাগা স্ত্রী; অননুকূলা স্ত্রী; নায়কের প্রতি অনুরাগশূন্যা নায়িকা। বিরক্ত+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
বিরক্তি—অসন্তুষ্টি; বিরাগ, বৈরাগ্য; অননুরাগ, ঔদাসীন্য; অনিচ্ছা। বি—রন্জ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
বিরক্তিকর, -জনক—অপ্রীতিকর, অসন্তোষজনক, বিরাগজনক। উপতৎ; বিরক্তি—কৃ+ট কর্তৃ; বিরক্তির জনক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী, -জনিকা।
বিরচন—প্রণয়ন রচনা, নির্মাণ। বি—রচ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
বিরচিত—প্রণীত, কৃত; নির্মিত, গঠিত; লিখিত; গ্রথিত; বর্ণিত; ভূষিত। বি—রচ+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিরজা—যযাতি রাজার মাতা; দূর্বা; রাধার সখী বিঃ; কৃষ্ণের সখী; জগন্নাথ-ক্ষেত্র; নদী বিঃ; একপ্রকার আঠাল গন্ধদ্রব্য। বি—রন্জ্+ক যঞর্থে কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।
বিরজাঃ (বিরজস্), (>**বিরজা**)—১। যাহার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়াছে, বিগতার্তবা, নিবৃত্তরজস্কা। বিগত রজঃ (স্ত্রীরজঃ) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। রজোগুণরহিত; ধূলিশূন্য। বিগত রজঃ (রজোগুণ ধূলি) যাহা হইতে, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।
বিরঞ্জন—(রসায়ন) বর্ণ-দূরীকরণ, bleaching. বি—রন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -জিত।
বিরত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, উপরত; বিমুখ; বিশ্রান্ত। বি—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
বিরতি—নিবৃত্তি; বিশ্রাম; শান্তি; বিরাগ। বি—রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
বিরল—অল্প; অনিবিড়, ফাঁক-ফাঁক ছাড়া-ছাড়া; শিথিল, আলগা; ব্যবহিত; নির্জন। বি—রা+কলন কর্তৃ। বিণ। বি, -তা।
বিরলকথন—নির্জনে কথোপকথন; গোপনীয় কথা ("তোমা সনে আছে তার বিরলকথন"—কবিকঙ্কণ)। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।
বিরস—রসহীন, বিস্বাদ; অতৃপ্তিকর; বিরক্তিজনক; নিরানন্দ; প্রতিকূল। বিগত রস যাহা হইতে, বহু। বিণ।
বিরহ—ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছেদ, বিয়োগ; ত্যাগ; অভাব; অস্থিতি; শৃঙ্গাররসের বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদরূপ অবস্থা বিঃ। বি—রহ্+অচ্ ভাব। বি; পুং।
বিরহকাতর, -বিধুর—প্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ হেতু ক্লিষ্ট। বিরহহেতু কাতর, বিধুর ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।
বিরহপ্রদীপ—বিয়োগরূপ দীপ, প্রিয়জন-বিচ্ছেদের বেদনা ("বিরহপ্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি"—রবীন্দ্র)। রূপক কর্মধা। বি; পুং।
বিরহব্যথা—বিয়োগজনিত দুঃখ। বিরহজনিত ব্যথা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
বিরহিণী—বিয়োগিনী, প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্না। বিরহিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিরহিত—বিহীন; বিযুক্ত; ত্যক্ত; বিমুক্ত। বিরহ+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।
বিরহী (বিরহিন্)—বিয়োগী বিচ্ছেদযুক্ত; প্রিয়বিরহে ক্লিষ্ট। বিরহ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -হিণী।
বিরহোৎকণ্ঠিতা—নায়িকা বিঃ। বিরহ হেতু উৎকণ্ঠিতা, ৩য়াতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।
বিরাগ—১। বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, অননুরাগ; বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য; বিবেক। বি—রন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। আসক্তিহীন। বিগত রাগ (আসক্তি) যাহা হইতে, বহু। বিণ।
বিরাগভাজন—অপ্রীতির পাত্র, বিদ্বেষের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, বা বিণ।
বিরাগী (বিরাগিন্)—বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন,

অনাসক্ত। বিরাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -গিণী।

বিরাজ—১। অবস্থান। বি—রাজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। অবস্থান কর। কপ্র। ক্রি। ৩। পরমেশ্বর; ক্ষত্রিয়। বি—রাজ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বিরাজমান—সুন্দরভাবে অবস্থিত; শোভমান; দীপ্তিবিশিষ্ট, জাঁকজমকবিশিষ্ট। বি—রাজ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

বিরাজা—বিরাজ করা, অবস্থান করা; শোভা পাওয়া। কপ্র। ক্রি।

বিরাজিত—অবস্থিত; শোভিত, প্রকাশিত। বি—রাজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিরাট্ (বিরাজ্)—সর্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর; স্বায়ম্ভুবমনু; ক্ষত্রিয়; ছন্দ বিঃ; কান্তি; দীপ্তি; (বেদান্তমতে) স্থূলশরীর-সমষ্টির উপহিত চৈতন্য। বি—রাজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বিরাট—১। বিশাল, প্রকাণ্ড। বাংপ্র। বিণ। বি, -ত্তা, -ত্ব। ২। (মহাভারত) মৎস্যদেশ; বগুড়ার অর্ধক্রোশ উত্তরে স্থিত পৌরাণিক দেশ বিঃ। বি—রট্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। বিরাট দেশের নৃপতি বিঃ। বিরাট+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বিরানই, বিরানব্বই—সংখ্যা বিঃ, ৯২-সংখ্যা; ৯২-সংখ্যক। <দ্বিনবতি। বি বা বিণ।

বিরাম—বিশ্রাম, বিরতি, নিবৃত্তি, উপরম, অবসান; বৈরাগ্য; (ব্যাক) পরবর্ণাভাব; পরে অন্য কোন বর্ণ না থাকা; পূর্বোক্ত মাত্রার অর্ধেক; (সংগীত) একটি পূর্ণ মাত্রার চতুর্থাংশ। বি—রম্+ঘঞ্ ভাব, অধি। বি; পুং।

বিরাশি, বিরাশী—দ্ব্যশীতি, ৮২-সংখ্যা; ৮২-সংখ্যক। <দ্ব্যশীতি। বি বা বিণ।

বিরিখ—বৃক্ষ। প্রা কপ্র। বি।

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর। বি—রচ্+অচ্, ইন্ কর্তৃ (ম্-আগম)। বি; পুং।

বিরুদ্ধ—উলটা, বিপরীত; প্রতিকূল, পরিপন্থী; বিদ্বেষযুক্ত; বিদ্বিষ্ট; বিঘ্ন, আটক-করা। বি-রুধ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি—**বিরুদ্ধতা, বিরোধ**।

বিরুদ্ধাচরণ—শত্রুতাকরণ; নিয়মলঙ্ঘন, বিপরীত কার্যকরণ। বিরুদ্ধ যে আচরণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

বিরুদ্ধাচারী (-চারিন্)—বিরুদ্ধ কার্যকারী; নিয়ম-লঙ্ঘনকারী; শত্রুতাচরণকারী। উপতৎ; বিরুদ্ধ—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী। বি, -চারিতা।

বিরূপ—কুরূপ, কুৎসিত; প্রতিকূল, বিরোধী; অসন্তুষ্ট। বিকৃত রূপ যাহার, বহু। বিণ।

বিরূপাক্ষ—১। মহাদেব, ত্রিলোচন; রুদ্র বিঃ; পাতালের দিগ্‌হস্তী। বি; পুং। ২। যাহার চক্ষু বিকৃত এমন; যাহার চক্ষু সাধারণ সংখ্যার অতীত এমন। বিরূপ অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ স্ত্রী, -ক্ষী।

বিরূপিকা—কুরূপা, কুৎসিতা। বিরূপ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিরেক, বিরেচন—উদরভঙ্গ, অতিরিক্ত মলনিঃসরণ, ভেদ। বি—রিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

বিরেচক—জোলাপজাতীয়, ভেদকারক। বি—রিচ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চিকা**।

বিরেচন—১। 'বিরেক' দ্রঃ। ২। বিরেচক, পুনঃ পুনঃ মলনিঃসারক। বি—রিচ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বিরোচন—সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ; প্রহ্লাদের পুত্র, বলিরাজার পিতা; রোহিতকবৃক্ষ; শ্যোনাকবৃক্ষ; পূতকরঞ্জ। বি—রুচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

বিরোধ—১। বিবাদ; শত্রুতা, বৈর; বৈপরীত্য; অবরোধ; অনৈক্য। বি—রুধ্+ঘঞ্ ভাব। ২। যুদ্ধ; বিপদ্; অর্থালংকার বিঃ ('বিরোধোক্তি' দ্রঃ); বাধা, আটক। বি—রুধ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বিরোধন—১। বিরোধ; বাধা প্রদান। বি—রুধ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বিরোধকারক। বি—রুধ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বিরোধাভাস—অর্থালংকার বিঃ ['বিরোধোক্তি' দ্রঃ]। বিরোধের আভাস যাহাতে, বহু। বি; পুং।

বিরোধী (-ধিন্)—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত; বিদ্বেষী; বিরোধকারী; অসম্মত; রিপু, শত্রু। বিরোধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ধিনী**।

বিরোধোক্তি—কাব্যালংকার বিঃ [বাস্তবিক বিরোধ নাই, কিন্তু আপাততঃ যেখানে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, সেইখানে এই অলংকার হয়। যথা—"কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই তিমিরহ কত কত চান্দ।" চন্দ্রের এবং তিমিরের (অন্ধকারের) একত্র অবস্থান অসম্ভব। কিন্তু রাসবিহারে চন্দ্র (গোপী) এবং তিমির (কৃষ্ণ) একত্র অবস্থান করিতেছে; সুতরাং এখানে স্পষ্ট বিরোধ দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে বিরোধ না থাকাতে বিরোধোক্তি অলংকার হইয়াছে]; বিপ্রলাপ। বিরোধ (বৈপরীত্য)-সূচিকা উক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিল—১। গর্ত, ছিদ্র, বিবর; গুহা। বিল্+ক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে প্রদেয় প্রাপ্য টাকার হিসাবযুক্ত তালিকা। <ইং 'bill'. ৩। জলা, জলময় নিম্নভূমি। বাংপ্র। বি।

বিলকুল—সমুদয়, সমস্ত। হি। বিণ।

বিলক্ষণ—১। সমধিক; অসাধারণ, অসামান্য; পরীক্ষক, দর্শক; ভিন্ন; পৃথক্। বিশিষ্ট, বিভিন্ন লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ। ২। যথেষ্ট, ভালরকম; খুব যা' হোক। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বিলক্ষণা—শ্রাদ্ধকালে দানযোগ্য শয্যা বিঃ। বি; স্ত্রী।

বিলঙ্ঘন—উল্লঙ্ঘন, অতিক্রম। বি—লঙ্ঘ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিলঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত; উল্লঙ্ঘিত। বি—লঙ্ঘ্+ক্ত কর্ম। বি।

বিলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, বেহায়া। বিগতা লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

বিলনো—দান করণ; ব্যয়করণ; বণ্টন। বাংপ্র। বি।

বিলপন, বিলপিত—১। বিলাপ, শোকবাক্য। বি—লপ্+অনট্, ক্ত ভাব। ২। মল, কাইট। বি—লপ্+অনট্, ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

বিলপমান—যে বিলাপ করিতেছে এমন। বি—লপ্+শানচ্ কর্তৃ (অব্যুৎপন্ন শব্দ)। বিণ।

বিলপিত—'বিলপন' দ্রঃ।

বিলম্ব, বিলম্বন—গৌণ, দেরি; দোলন, ঝুলন, লম্বন। বি—লম্ব্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

বিলম্বিত—১। যাহা ঝুলানো হইয়াছে এমন, অশীঘ্র, ধীর গতিযুক্ত, বিলম্বযুক্ত; লম্বমান। বি—লম্ব্+ক্ত কর্তৃ, লম্ব্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-ত্ব, -ত্বন**। ২। মধ্যম নৃত্য। বিলম্ব+ইতচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।

বিলম্বী (-ম্বিন্)—১। অত্বরিত; অশীঘ্রকারী, বিলম্বকারী; কুঁড়ে। বিলম্ব+ইন্ আছে অর্থে। ২। লম্বনবিশিষ্ট; যাহা ঝুলিতেছে এমন, লম্বমান; সংযুক্ত। বি—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ম্বিনী**।

বিলয়—১। বিলোপ, বিনাশ; ব্রহ্মাণ্ডের নাশ; ধ্বংস; অন্তর্ধান। বি—লী+অচ্ ভাব। বি; পুং। ২। লয়বহির্ভূত; লয়হীন, অক্ষয়। বিগত লয় যাহার, বহু। বিণ।

বিলসই—১। বিলাস করিতেছে বা করে; ইচ্ছা করে। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। জলে নিপতিত; যে বিলাপ করিতেছে এমন। প্রাদে। বিণ।

বিলসন, বিলসিত—দীপ্তি, শোভা;

আভা ; প্রকাশ ; স্ফুরণ ; বিলাস ; লীলা ; ক্রীড়া। বি—লস্+অনট্, ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিলসিত—'বিলসন' দ্রঃ।

বিলাই—১। বিতরণ করি। ক্রি। ২। বিড়াল। <বিড়াল। বি।

বিলাত, বিলেত—১। ইংলণ্ড বা ইওরোপ ; বহিঃস্থান ; ব্যবসায়ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য স্থান। <আ 'বিলায়ৎ'। ২। পরামানিকের ক্ষৌরকর্মের এলাকা। প্রাদে। ৩। দোকানদারের নিকট ক্রেতার ধার। বাংপ্র। বি।

বিলা(লে)তফেরত—যে ইওরোপে গমন করিয়া তথা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। আ-মূ। বিণ।

বিলা(লে)তবাকী—খরিদ্দারের নিকট বাকী পাওনা। বাংপ্র। বি।

বিলাতী, বিলিতী—ইওরোপীয় ; ইওরোপ হইতে আমদানী ; বিদেশীয়। বিলাত, বিলিত+ঈ। আ-মূ। বিণ।

বিলানো—বিতরণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিলাপ—খেদোক্তি, পরিদেবন ; দুঃখ। বি—লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিলাপবচন—খেদসূচক বাক্য। বিলাপযুক্ত বচন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিলাপী (-পিন্)—১। বিলাপরত, খেদযুক্ত। বিলাপ+ইন্ যুক্তার্থে। ২। বিলাপকারী। বি—লপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-পিনী**।

বিলাস—বাবুগিরি ; সুখভোগ ; দেহের অঙ্গভঙ্গী ; স্ত্রীলোকদিগের ক্রিয়া বিঃ, প্রিয়দর্শনাদিজনিত গমনোপবেশনাদির বৈচিত্র্য ও মুখনেত্রশরীরাদির ভাবভঙ্গী ; ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ ; শোভা ; প্রাদুর্ভাব ; বিকাশ ; স্ফুরণ। বি—লস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিলাসচাঞ্চল্য—আমোদ-প্রমোদ-জনিত চপলতা ; আমোদ-প্রমোদের জন্য চপলতা। বিলাসজনিত চাঞ্চল্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিলাসপরায়ণ—শৌখিন, আমোদ-প্রমোদে রত। বিলাস পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা**।

বিলাস-ভবন, -মন্দির—ক্রীড়াগৃহ, আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত নির্মিত গৃহ ; নাচঘর, বৈঠকখানা। বিলাসের (ক্রীড়ার) ভবন, মন্দির (গৃহ), (নিমিত্তার্থে) ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিলাসিতা—শৌখিনতা, ভোগাসক্তি, বাবুগিরি। বিলাসিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বিলাসিনী—১। ক্রীড়াকৌতুকরতা ; ভোগসুখাসক্তা, বিলাসরতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। রমণী, নারী, কামিনী ; বেশ্যা ; সর্পী। বিলাসিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিলাসী (-সিন্)—শৌখিন; বিলাসপরায়ণ, বিলাসযুক্ত ; ক্রীড়াকৌতুকরত ; ভোগবান্। বি—লস্+ঘিনুণ্ কর্তৃ ; অথবা, বিলাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

বিলি—বিতরণ ; শৃঙ্খলা ; ভারপ্রদান ; খাজনা দিবার শর্তে জমি প্রদান, বন্দোবস্ত। বাংপ্র। বি।

বিলিখন—খনন ; আঁচড়ানো ; বিদারণ। বি—লিখ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ **-খিত**।

বিলীন—যাহা মিলাইয়া গিয়াছে এমন, লয়প্রাপ্ত ; বিনষ্ট ; অন্তর্হিত ; দ্রবীভূত ; গলিত, ক্ষরিত ; মগ্ন ; মিশ্রিত। বি—লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিলীয়মান—যাহা বিলীন হইতেছে বা মিলাইয়া যাইতেছে এমন। বি-লী+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

বিলুণ্ঠিত—যে গড়াগড়ি দিয়াছে বা দিতেছে এমন ; অপহৃত। বিশেষরূপে লুণ্ঠিত, প্রাদি। বিণ। বি—**বিলুণ্ঠন**।

বিলুপ্ত—১। লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট ; লুণ্ঠিত ; তিরোভূত। বি—লুপ্+ক্ত কর্তৃ। ২। ছিন্ন ; আক্রান্ত ; গৃহীত। বি—লুপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিলেখন—খোঁড়া, খনন ; বিদারণ ; আঁচড়ানো ; মূলোৎপাটন ; কর্ষণ ; বিভাগকরণ। বি—লিখ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-খিত**।

বিলেপ—১। লেপন, মাখানো। বি—লিপ্+ঘঞ্ ভাব। বিণ—**বিলেপিত**। ২। লেপন করিবার দ্রব্য ; চন্দন। বি—লিপ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

বিলেপন—১। মাখানো ; চন্দনকুঙ্কুমাদিলেপন। বি—লিপ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**বিলেপিত**। ২। লেপনের বস্তু, লেপনযোগ্য সুগন্ধি বস্তু। বি—লিপ্+অনট্ করণ।

বিলোকন—১। বিশেষভাবে দেখা, দর্শন। বি—লোক্+অনট্ ভাব। ২। চোখ, নেত্র। বি—লোক্+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

বিলোকনীয়—দেখিবার মত, দর্শনীয়, সুদৃশ্য। বি—লোক্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বিলোকিত—যাহা দেখা হইয়াছে এমন; দৃষ্ট, অবলোকিত। বি—লোক্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিলোচন—১। চক্ষুঃ, নেত্র। বি—লোচ্+অনট্ করণ। ২। দেখা, দর্শন। বি—লোচ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিলোড়ন—মন্থন, আলোড়ন, ঘোঁটা। বি—লুড়্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিলোড়িত—মথিত, আলোড়িত। বিণ।

বিলোপ, বিলোপন—নষ্ট হইয়া যাওয়া, বিনাশ ; তিরোভাব ; ধ্বংস ; মৃত্যু। বি—লুপ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী।

বিলোভন—১। লোভ দেখানো, লোভপ্রদর্শন। বি—লুভ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। লোভজনক বস্তু। বি—লুভ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

বিলোম—১। উলটা, বিপরীত, প্রতিকূল। বিণ। ২। জল তুলিবার যন্ত্র বিঃ ; (সংগীত) সাতটি সুরের ক্রমান্বয়ে নিম্নগতি, অবরোহণ। বিগত, বিরুদ্ধ লোম (লোমন্‌ শরীরের চুল) যাহাতে বা যাহার, বহু (সমাসান্ত অচ্)। বি ; স্ত্রী।

বিলোমজ—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ইঃ ক্রমে উৎপন্ন। উপতৎ ; বিলোম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

বিলোমবর্ণ—বর্ণসংকর জাতি। বিলোম জাত বর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বিলোল—চঞ্চল, চপল, কম্পমান ; এলোমেলো, অসম্বদ্ধ ('— কেশ') ; অতিলোভী। বি—লুল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

বিল্টি—বোঝাই করা মালের রসিদ, ফর্দ। <ইং 'billet'. বি।

বিল্ব—১। বেল, শ্রীফল ; একপল পরিমাণ। বি ; স্ত্রী। ২। বেলগাছ। বিল্+বন্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

বিশ—কুড়ি, ২০-সংখ্যা ; ২০ সংখ্যক। <বিংশ। বি বা বিণ।

বিশঙ্ক—১। শঙ্কাহীন, নির্ভয়। বিগতা শঙ্কা যাহার, বহু। ২। অত্যধিক শঙ্কাযুক্ত। বিশেষ শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

বিশঙ্কই—শঙ্কা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিশঙ্কত—আশঙ্কা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিশদ—১। স্পষ্ট, স্ফুট ; শুভ্র, সাদা ; নির্মল, পরিষ্কৃত ; সুন্দর, মনোহর ; প্রসন্ন, অনুকূল। বিণ। ২। শুভ্রবর্ণ। বি—শদ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বিশল্য—শেলশূন্য, শল্যরহিত, শত্রুরহিত ; শেলব্যথাশূন্য ; যাতনাশূন্য ; চিন্তাশূন্য। বিগত শল্য যাহার, বহু। বিণ।

বিশল্যকরণী—শল্যব্যথাদূরকারী রসায়নোক্ত লতা বিঃ ; আয়াপানের গাছ। বিশল্য-কৃ+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিশল্যা—১। গুলঞ্চলতা ; দন্তী ; ত্রিপুটা ; জুঁয়াতাশাক ; অগ্নিশিখাবৃক্ষ ; অজমোদা। বিগত হয় শল্য যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বেদনারহিতা ; প্রসববেদনাশূন্যা ; শল্যরহিতা। বিশল্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বিশা মাসের বিংশ দিবস। বিশ+আ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি।
বিশাই—বিশ্বকর্মা। প্রা কপ্র। বি।
বিশাখ—১। কার্তিকেয়। বিশাখা+অণ্ ভবার্থে। ২। পুনর্নবা; যাচক, ভিক্ষু। বি—শাখ্+অচ্ কর্তৃ। ৩। ধনুর্ধরদিগের পদসংস্থান বিঃ। বি—শাখ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৪। ডালশূন্য, শাখাহীন। বিনষ্টা শাখা যাহার, বহু। বিণ।
বিশাখা—১। (জ্যোতিষ) ষোড়শ নক্ষত্র; রাধিকার সখী বিঃ। বি—শাখ্+অচ্ কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শাখাশূন্যা। বিশাখ (৪)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিশারদ—দক্ষ, নিপুণ, চতুর; প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত; বিদ্বান্, পাণ্ডিত; বিধৃত; প্রগল্ভ; শ্রেষ্ঠ; নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্; গর্বিত। উপস্তৎ; বিশাল—দা+ক কর্তৃ (ল-স্থানে র)। বিণ।
বিশাল—বৃহৎ, বিস্তীর্ণ; বড়; বিস্তৃত, চওড়া; বিখ্যাত, অদ্ভুতকর্মা। বি+শালচ্ কর্তৃ। বিণ।
বিশালতা, বিশালত্ব—বৃহত্ব, প্রকাণ্ডতা; বিস্তার; ওসার, বহর। বিশাল+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।
বিশালা—১। বৃহতী; বিস্তীর্ণা; বিখ্যাতা। বিশাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উজ্জয়িনী-নগরী; ইন্দ্রবারুণী; মহেন্দ্রবারুণী; দক্ষকন্যা; তীর্থ বিঃ; নদী বিঃ। বি; স্ত্রী।
বিশালাক্ষী—১। বৃহৎনেত্রযুক্তা। বিশালাক্ষ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; নাগদন্তী; যোগিনী বিঃ; বরত্রা। বি; স্ত্রী।
বিশিখ—১। বাণ, তীর; তোমরাস্ত্র; শরগাছ। বি (বিশিষ্ট) শিখা যাহার, বহু। বি; পুং। ২। শিখাশূন্য। বিনষ্টা শিখা যাহার, বহু। বিণ।
বিশিখা—১। রথ; খনিত্র, খন্তা; নাপিতের স্ত্রী, নাপিতানী; চরকার টেকো; আতুরাগার, যে গৃহে রোগী থাকে। বি; স্ত্রী। ২। শিখাশূন্যা। বিশিষ্টা, বিনষ্টা শিখা যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিশিষ্ট—যুক্ত, মিলিত; ভিন্ন; বিলক্ষণ; অভিদিষ্ট; অতিশয়; অসাধারণ; বিশেষরূপ; খ্যাত, যশস্বী; সিদ্ধ। বি—শিষ্ +ক্ত কর্ম। বিণ। বি—বিশিষ্টতা, বৈশিষ্ট্য।
বিশীর্ণ—অতিশয় কৃশ; জীর্ণ; শুষ্ক; ত্রুটিত; বিঘটিত, বিশ্লিষ্ট; পাতিত। বি—শৄ+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি, -তা, -ত্ব।
বিশীর্য(র্য্য)মাণ—যাহা শুকাইয়া যাইতেছে এমন। বি—শৄ+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।
বিশুদ্ধ—১। খাঁটী, অবিমিশ্র; অতিশুদ্ধ; নির্মল; শুচি, পবিত্র; নির্দোষ। বিশেষরূপে শুদ্ধ, প্রাদি। বিণ। ২। ষট্চক্রান্তর্গত পঞ্চম চক্র। বি—শুধ্+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।
বিশুদ্ধাত্মা (-ত্মন্)—সরল-হৃদয়; শুদ্ধমনাঃ, পবিত্র-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ আত্মা যাহার, বহু। বিণ।
বিশুদ্ধি অবিমিশ্রতা; নির্মলতা; পবিত্রতা; শোধন; সংশোধন; নির্দোষতা; সংশয়; সাদৃশ্য; একতা; ছেদ। বি—শুধ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
বিশুষ্ক—যাহা বিশেষতাব শুকাইয়া গিয়াছে এমন, নীরস; ম্লান। বিশেষরূপে শুষ্ক, প্রাদি। বিণ। বি—বিশুষ্কতা, বিশোষণ।
বিশৃঙ্খল—এলোমেলো, উলটাপালটা, শৃঙ্খলাহীন, ব্যবস্থাহীন, নিয়মবহির্ভূত; অনিয়মিত; দুর্দান্ত, অবাধ্য। বিনষ্টা শৃঙ্খলা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।
বিশৃঙ্খলা—১। এলোমেলো অব্যবস্থা, গোলযোগ, শৃঙ্খলার অভাব। বিরুদ্ধা, বিনষ্টা শৃঙ্খলা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। শৃঙ্খলাশূন্যা। বিশৃঙ্খল+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
বিশে—বিশা (২) (তাহা দ্রঃ)।
বিশেখি—বিশেষ করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।
বিশেষ—১। প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য; তারতম্য; প্রকার, রকম; ব্যক্তি; নিয়ম; বৈচিত্র্য; প্রকর্ষ; সার; অবয়ব; আধিক্য; দ্রষ্টব্য দ্রব্য; তিলক; কণাদদর্শনোক্ত পদার্থ বিঃ; বৈশেষিকদর্শনোক্ত পদার্থ বিঃ; কাব্যের অলংকার বিঃ [যদি আধেয় আধারশূন্য হয়, অথবা এক বস্তু অনেকের গোচর হয়, অথবা সমর্থই হউক বা অসমর্থই হউক, কোন একটি কার্য করিতে গিয়া দৈবাৎ যদি তাহাদের সেই কার্য করা হয় তবে এই অলংকার হয়]। বি—শিষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। প্রকৃষ্ট, অসাধারণ, special, particular; অধিক; ভিন্ন; উৎকৃষ্ট। বি—শিষ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। বি, -তা, -ত্ব।
বিশেষক—১। কপালের তিলক; চিত্রক; তমালপত্র। বি; পুং বা ক্লী। ২। তিলকযুক্ত। বি; পুং। ৩। শ্লোকত্রয়ের সম্বন্ধ, একসঙ্গে অন্বিত শ্লোকত্রয়। বি; ক্লী। ৪। বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক, characteristic; যাহা বিশেষিত করে এমন। বি—শিষ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ষিকা।
বিশেষজ্ঞ যে সবিশেষ জানে এমন, বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ, expert; জ্ঞানী। উপস্তৎ; বিশেষ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।
বিশেষণ—১। (ব্যাক) যে পদ দ্বারা অন্য পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ পায় [ইহা ত্রিবিধ,—বিশেষ্যবিশেষণ, বিশেষণ-বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ]; চিহ্ন। বি—শিষ্+অনট্ করণ। ২। গুণাদির উল্লেখ; বিশেষিতকরণ। বি—শিষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
বিশেষতঃ (-তস্), (>-ত)—অধিকন্তু; বিশেষভাবে বিশেষভাবে বলিতে গেলে; প্রধানতঃ। বিশেষ+তস্ ক্রিয়াবিশেষণার্থে। অ।
বিশেষত্ব—অনন্যসাধারণ গুণ, বিশেষ গুণ, special feature. বিশেষ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।
বিশেষা—বিশেষভাবে বলা। কপ্র। ক্রি।
বিশেষিত—পৃথক্কৃত, ভিন্ন, প্রভেদিত; বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত। বিশেষ+ইতচ্ সংজাতার্থে, অথবা, বি—শিষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিশেষোক্তি—কাব্যের অলংকার বিঃ [যেখানে কারণ-সত্ত্বেও কার্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানে এই অলংকার হয়। যথা—

"আরও অপরূপ সে মেঘে হেরি।
ঘণ মেঘ তথা না রহে বারি।"
—জ্ঞানদাস]

বিশেষ দ্বারা উক্তি, ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।
বিশেষ্য—১। যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তির বোধ হয়; গুণাদি দ্বারা প্রভেদ্য বস্তু; অবচ্ছেদ্য পদার্থ; আদি কারণ; প্রধান বিষয়; (ব্যাক) পদার্থের নামমাত্র। বি; ক্লী। ২। প্রভেদ্য, যাহা গুণাদির দ্বারা বিশেষ করা যায়, specifiable; ধর্মী; অবচ্ছেদ্য। বি—শিষ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।
বিশোক—১। শোকহীন। বিগত শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। বিগত শোক যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।
বিশোধক—বিশুদ্ধিকারক। বি—শুধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধিকা।
বিশোধন—১। সংশোধন, বিশুদ্ধকরণ; পবিত্রকরণ। বি—শুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বিশুদ্ধিকারক। বি—শুধ্+ণিচ্+অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধনী।
বিশোধনীয়, বিশোধ্য—সংশোধন করিবার মত, বিশোধনের যোগ্য। বি—শুধ্+ণিচ্+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।
বিশোধিত—যাহা পবিত্র করা হইয়াছে এমন। বি—শুধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
বিশোধী (-ধিন্)—শোধনকারক, পবিত্রতাজনক। বি—শুধ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধিনী। [বি।
বিশোয়াস, -সা—বিশ্বাস। প্রা কপ্র।
বিশোষণ—বিশেষরূপে শুখিয়া লওয়া; শুষ্ককরণ। বি—শুষ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -ষিত।

বিশ্ব ১। জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড ; শুঠী ; বোল। বি ; স্ত্রী। ২। উপদেবতা বিঃ, বসু সত্য দক্ষ ক্রতু কাল কাম কুরু ধৃতি পুরূরবাঃ মাদ্রব—এই দশ ; পরিমাণ বিঃ। বি ; পুং। ৩। সকল, সমস্ত। বিণ্ (প্রবেশ করা) + কন্ অধি, সংজ্ঞার্থে। সর্ব, বিণ।

বিশ্বকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন্)—দেবশিল্পী ; ঈশ্বর, পরমেশ্বর ; সূর্য ; মুনি বিঃ। বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড) কর্ম ('কর্মন্'-শব্দ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

বিশ্বকেতু—অনিরুদ্ধ, উষাপতি। বিশ্বঃ কেতু (ধ্বজ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

বিশ্বকোষ- বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের বিবরণযুক্ত গ্রন্থাবলী, encyclopædia. বিশ্বের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বজনীন—সকলের পক্ষে হিতকর ; জগতের সকল লোক-সম্বন্ধীয়। বিশ্বজন + ঈন হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বিশ্বজিৎ—১। যে যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় তাহা ; বরুণের পাশ ; ন্যায় বিঃ। বি ; পুং। ২। যে বিশ্ব জয় করিয়াছে এমন, জগজ্জয়ী। বিশ্ব—জি + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

বিশ্বদূত—সমগ্র বিশ্বে সংবাদ সরবরাহকারী, রয়টার Reuter ইঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বদেব, বিশ্বেদেব— জগদীশ্বর ; অগ্নি ; গণদেবতা বিঃ। বিশ্ব - দিব্ + অচ্ কর্তৃ (বিকল্পে ৭মীর অলুক্)। বি ; পুং।

বিশ্বধাত্রী—জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী ; পৃথিবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বনাথ—জগৎপতি, মহাদেব ; কাশীর শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বনিন্দক, -নিন্দুক—জগতের সকলের নিন্দাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নিন্দিকা, -নিন্দুকা**।

বিশ্বপা—বিশ্বের পালনকর্তা, জগদীশ্বর ; সূর্য ; চন্দ্র ; অগ্নি। উপতৎ ; বিশ্ব—পা + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বিশ্বপাতা (-পাতৃ)—জগৎপালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পাত্রী**।

বিশ্বপ্রেম (-প্রেমন্)—জগতের সকলের প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বপ্রেমিক—যে জগতের সকলকেই ভালবাসে এমন। বিশ্বপ্রেমন্ + ইক আছে অর্থে। বিণ।

বিশ্ববঞ্চক যে সকলকে ঠকায় এমন, সকলের প্রতারণাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বঞ্চিকা**।

বিশ্ববাঙ্গালা—সারা বাঙ্গালা ; সকল স্থান। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বিশ্ববিখ্যাত, -বিজ্ঞাত—সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনাস্থান ; শিক্ষাকেন্দ্র ; যেখানে নানা বিদ্যার অধ্যাপনা হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দেওয়া হয়, University. বিশ্বা (সমস্ত) বিদ্যা, কর্মধা ; তাহাদের আলয় (শিক্ষাস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্ববিধাতা (-ধাতৃ)—জগৎস্রষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্ববিমোহী (-হিন্)—সমগ্র-জগৎমুগ্ধকারী। উপতৎ ; বিশ্ব—বি—মুহ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মোহিনী**।

বিশ্ববিজ্ঞাত—'বিশ্ববিখ্যাত' দ্রঃ।

বিশ্ববেদাঃ (-বেদস্), (> -বেদা)—সর্বজ্ঞ ; মুনি ; দেবতা। বিশ্ব (সমস্ত)—বিদ্ + অস্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বিশ্বব্যাপী (-ব্যাপিন্), **-ব্যাপক**—সর্বত্রগামী ; সকল স্থানে বিস্তৃত, সর্বত্র বর্তমান। বিশ্ব—বি—আপ্ + ণিন্, ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যাপিনী, -ব্যাপিকা**।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সমগ্র জগৎ। কর্মধা। বি ; পুং।

বিশ্বমানব—সমস্ত মানবজাতি, humanity. বিশ্ব (সমস্ত) মানব, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বমানবতা- পৃথিবীর সমস্ত লোকের সহিত একাত্মবোধ। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বমোহিনী—জগন্মুগ্ধকারিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ ; স্ত্রী।

বিশ্বম্ভর—১। জগতের পালক ও ধারণকর্তা বিষ্ণু ; ইন্দ্র, শচীপতি। বি ; পুং। ২। বিশ্বধারণকর্তা ; বিশ্বের ভরণকর্তা। উপতৎ ; বিশ্ব- ভৃ + খচ্ কর্তৃ। বিণ।

বিশ্বম্ভরা—১। পৃথিবী। বি ; স্ত্রী। ২। বিশ্বের পালনকর্ত্রী। বিশ্বম্ভর + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বিশ্বযোনি—বিষ্ণু ; মহাদেব ; ব্রহ্মা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বরাজ—জগদীশ্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বরূপ গীতায় বর্ণিত অনন্তরূপ, বিরাটরূপী নারায়ণ, বিষ্ণু ; শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বড় ভাই। বিশ্ব রূপ (মূর্তি) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

বিশ্বশ্রবাঃ (-শ্রবস্), (> -শ্রবা)—মুনি বিঃ। বিশ্ব শ্রবস্ (কর্ণ) যাঁহার, বহু, অথবা, বিশ্ব শ্রু + অস্ কর্তৃ। বি ; পুং। [পুং।

বিশ্বসংসার সমগ্রজগৎ। কর্মধা। বি ;

বিশ্বসংহারক - জগদ্ধ্বংসকারী ; শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সংহারিকা**।

বিশ্বসন বিশ্বাস, প্রত্যয়। বি—শ্বস্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বসনীয়—বিশ্বাস করিবার মত, প্রত্যয়যোগ্য। বি—শ্বস্ + অনীয় কর্ম (সংস্কৃত মতে অধি)। বিণ।

বিশ্বসাহিত্য—পৃথিবীর সমগ্র দেশের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতা প্রঃ রচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বসিত—১। বিশ্বাসপাত্র, বিশ্বাসী। বি—শ্বস্ + ক্ত কর্ম (সংস্কৃত মতে অধি)। ২। যে বিশ্বাস করিয়াছে এমন, বিশ্বাসকারক। বি—শ্বস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্বস্ত—১। যাহাকে বিশ্বাস করা যায় এমন, বিশ্বাসপাত্র। বি—শ্বস্ + ক্ত কর্ম (সংস্কৃত মতে অধি)। ২। যে বিশ্বাস করে এমন, বিশ্বাসী, বিশ্বাসকারী। বি—শ্বস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্বস্ততা—বিশ্বাসযোগ্যতা, bonafide. বিশ্বস্ত + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বস্তসূত্রে—বিশ্বাসের যোগ্য ব্যক্তি বা কারণ হইতে। বিশ্বস্ত সূত্র, কর্মধা, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

বিশ্বস্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—জগতের সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বাত্মা (-আত্মন্)—ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। বিশ্ব আত্মা যাঁহার, বহু, অথবা, বিশ্বের আত্মা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিশ্বাবসু ১। গন্ধর্ব বিঃ। বি ; পুং। ২। রাত্রি। বিশ্ব বসু যাহার, বহু (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বামিত্র—মুনি বিঃ। বিশ্ব মিত্র যাঁহার, বহু (নিপা)। বি ; পুং।

বিশ্বাস—আস্থা, প্রত্যয়, বিশ্রম্ভ ; শ্রদ্ধা। বি—শ্বস্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিশ্বাসঘাতক—যে বিশ্বাস নষ্ট করে এমন, বিশ্বাসহন্তা, বেইমান ; অবিশ্বাসী ; প্রতারক, প্রবঞ্চক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

বিশ্বাসঘাতকতা—বিশ্বাস নষ্ট করা ; বিশ্বাসকারীর অনিষ্ট-সাধন। বিশ্বাসঘাতক + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বাসঘাতী (-ঘাতিন্)—বিশ্বাসঘাতক ; বেইমান। উপতৎ ; বিশ্বাস—হন্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

বিশ্বাসভাগী (-ভাগিন্)—বিশ্বাসভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। বিশ্বাস—ভজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

বিশ্বাসভাজন—বিশ্বাসের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

বিশ্বাসহন্তা (-হন্তৃ)—বিশ্বাসঘাতক। ৬ষ্ঠীতৎ বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

বিশ্বাসী (-সিন্)—যে বিশ্বাস করে এমন, আস্থাবান্, বিশ্বাসভাজন, যাহাকে বিশ্বাস করা যায় এমন। বিশ্বাস + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**। বি— **বিশ্বাস, বিশ্বাসিতা**।

বিশ্বাস্য—বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বসনীয়। বি—শ্বস্ + ণ্যৎ কর্ম (সংস্কৃত মতে অধিবা)। বিণ।

বিশ্বেশ, বিশ্বেশ্বর—শিব, মহাদেব,

বিশ্বনাথ; কাশীর শিবলিঙ্গ। বিশ্বের (জগতের) পল, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিশ্রবাঃ (-বস্), (>**বিশ্রবা**)—রাবণের পিতা, মুনি বিঃ। বি (বিপরীত) শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহু; অথবা, বিশিষ্ট শ্রবঃ (কীর্তি, খ্যাতি) যাহার, বহু। বি; পুং।

বিশ্রব্ধ, বিস্রব্ধ—বিশ্বস্ত; নিঃশঙ্ক; গাঢ়; ধৈর্যাবলম্বী, ধীর; শান্ত; পরিচিত; বিশ্রান্ত; নীচমনাঃ; অধিক; দৃঢ়। বি—শ্রন্ভ্, স্রন্ভ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্রম—'বিশ্রাম' দ্রঃ।

বিশ্রম্ভ, বিস্রম্ভ—ভালবাসা, প্রণয়; পরিচয়; বিশ্বাস; স্বচ্ছন্দ-বিহার; কেলি-কলহ। বি—শ্রন্ভ্, স্রন্ভ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিশ্রম্ভালাপ, বিস্রম্ভালাপ—প্রণয়ালাপ; বিশ্বস্ত আলাপ। বিশ্রম্ভপূর্ণ, বিস্রম্ভপূর্ণ আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিশ্রম্ভী (-ম্ভিন্), **বিস্রম্ভী** (-ম্ভিন্)—প্রণয়ী; বিশ্বাসী; পরিচিত। বি—শ্রন্ভ্, স্রন্ভ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ম্ভিণী**।

বিশ্রান্ত—শ্রান্তিযুক্ত; নিবৃত্ত, বিরত, ক্ষান্ত; বিগতশ্রম। বি—শ্রম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্রান্তি—নিবৃত্তি, বিরাম, ক্ষান্তি; শ্রমাপনয়ন, জিরন, খেদাপনয়ন; আরাম করা। বি—শ্রম্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিশ্রাম, বিশ্রম—বিরাম, নিবৃত্তি; শ্রমাপনয়ন, জিরনো। বি—শ্রম্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিশ্রী—কুৎসিত, কদাকার; শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট; দুষ্ট; অতি অপ্রিয়; লজ্জাকর। বিগতা শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

বিশ্রুত—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ; জ্ঞাত; ধ্বনিত। বি—শ্রু + ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**বিশ্রুতি**।

বিশ্রুতকীর্তি—খ্যাতনামা। বিশ্রুতা কীর্তি যাহার, বহু। বিণ।

বিশ্রুতি—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। বি—শ্রু + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিশ্লথ—শিথিল, আলগা। বি—শ্লথ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

বিশ্লিষ্ট—বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত, আলগা; যাহার বিবিধ উপাদান পৃথক্ বা নির্ণয় করা হইয়াছে, analysed; প্রস্ফুটিত, বিকসিত; প্রকাশিত; বিমুক্ত; শিথিল। বি—শ্লিষ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্লেষ—অসংযোগ, ভিন্ন বা পৃথক্ হওয়া, শৈথিল্য; বিকাশ; বিরাগ। বি—শ্লিষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বিশ্লেষণ—ভিন্ন ভিন্ন করা; প্রত্যেক উপাদানকে পৃথক্করণ; উপাদান নির্ণয়, analysis; বিশদভাবে কথন। বি—শ্লিষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিশ্লেষিত—পৃথক্কৃত; বিরহিত; বিকাশিত। বিশ্লেষ + ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

বিষ—১। গরল, কালকূট, হলাহল, যে জিনিস শরীরে প্রয়োগ করা হইলে মৃত্যু হয় বা স্বাস্থ্যহানি ঘটে; (লক্ষ্যার্থে) মনের হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ইঃ। বি; পুং বা ক্লী। **বিষ ঝাড়া**—মন্ত্র পড়িয়া শরীরের বিষ বাহির করা; ক্রোধবশতঃ কাহারও প্রতি কঠোর ভাব প্রদর্শন করা। ২। জল; পদ্মের মৃণাল; বৎসনাভ। বিষ্ + ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

বিষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব, মহাদেব। বিষ কণ্ঠে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বিষকুম্ভ—বিষের কলসী; (লক্ষ্যার্থে) যাহার মন বিদ্বেষপূর্ণ। বিষপূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিষকোষ—বিষের আধার বা থলি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিষক্রিয়া—বিষের কার্য, বিষের প্রাণনাশ-চেষ্টা; বিষের প্রভাব; স্বাস্থ্যহানিকর ক্রিয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিষঘ্ন—বিষনাশক। উপতৎ; বিষ্—হন্ + টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**।

বিষণ্ণ—ম্লান, বিষাদযুক্ত, খিন্ন। বি—সদ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিষণ্ণতা—গ্লানি, বিষাদ, খেদ; মনোভঙ্গ; স্ফূর্তিহীনতা। বিষণ্ণ + তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিষদ—১। শুভ্র, শুক্লবর্ণ; স্বচ্ছ, নির্মল, স্পষ্ট। ২। বিষদাতা। বিষ—দা + ক কর্তৃ। বিণ।

বিষদন্ত—১। সর্প। বি; পুং। ২। বিষদন্তবিশিষ্ট। বিষ দন্তে যাহার, বহু। বিণ। ৩। বিষদাঁত, যে দাঁতের মধ্য দিয়া দষ্ট স্থানে বিষ পতিত হয়। বিষবাহী দন্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। | বিণ।

বিষদিগ্ধ—বিষ দ্বারা লিপ্ত। ৩য়াতৎ।

বিষদুষ্ট—বিষাক্ত, বিষিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বিষদৃষ্টি—বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি বা মনোভাব। বিষপূর্ণা দৃষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিষধর—১। সর্প, সাপ। বি; পুং। স্ত্রী, **-ধরী**। ২। বিষপূর্ণ; যে জীবের বিষ আছে এমন, বিষধারণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধরা**।

বিষধাত্রী—মনসাদেবী। বিষের ধাত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বিষপাথর—প্রচলিত সংস্কার অনুসারে যে পাথর সাপের বিষ টানিয়া লয়, snake-stone. মধ্যপ কর্মধা। বি।

বিষফোঁড়া—ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ছোটধরনের ফোঁড়া বিঃ। <বিস্ফোটক। বি।

বিষবৎ—বিষতুল্য, বিষসদৃশ। বিষ + বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

বিষবিদ্যা—বিষচিকিৎসাশাস্ত্র; বিষনাশক মন্ত্র। বিষসংক্রান্তা বা বিষনাশিনী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিষবীজ—বিষের মূল; সর্বনাশের গোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বিষবৃক্ষ—বিষাক্তফলযুক্ত গাছ। বিষযুক্ত বৃক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বিষবৈদ্য—যে ব্যক্তি বিষবিদ্যা জানে, সাপুড়ে, মাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বি ষ ম—১। অসমান ('—কোণ'); বিজোড়, অযুগ্ম; দুরূহ; যাহার সমান নাই; দুর্গম; দুঃসহ; কষ্টদ, ক্লেশকর; বিষতুল্য; দুর্গ্রাহ্য; দুর্বোধ; দারুণ; বিপজ্জনক; উৎকট; উন্নতানত, বন্ধুর। বিণ। ২। পদ্য বিঃ, অলংকার বিঃ [যেখানে এক উদ্দেশ্যে কৃত কার্য বিপরীত বা অনভিমত ফল প্রসব করে তথায় বিষম অলংকার হয়:—যথা, —"শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ পেখি"—জ্ঞানদাস]; তাল বিঃ। বি; ক্লী। ৩। (জ্যোতিষ) অযুগ্মরাশি [যথা—মেষ মিথুন সিংহ ইঃ]। বিগত সম (সদৃশ) যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। ৪। মুখস্থিত খাদ্যদ্রব্যের সহসা শ্বাসনালীতে প্রবেশ ('— খাওয়া')। বাংপ্র। বি।

বিষমজ্বর—যে জ্বর অবিরতভাবে বহুদিন থাকে তাহা, বহুদিনস্থায়ী জ্বর। কর্মধা। বি; পুং।

বিষমত্রিভুজ—(জ্যামিতি) যে ত্রিভুজের বাহুগুলি পরস্পর অসমান। কর্মধা। বি; পুং।

বিষমবাহু—(জ্যামিতি) যে সমতল ক্ষেত্রের বাহুগুলি পরস্পর অসমান, scalene. বিষম বাহু যাহার, বহু। বি।

বিষময়—গরলপূর্ণ। বিষ + ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

বিষমরাশি—যে রাশি দুই সমান অংশে বিভক্ত হইতে পারে না [odd number. যথা—১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ ইঃ]। কর্মধা। বি; পুং।

বিষমশর—কন্দর্প। বিষম (অর্থাৎ পঞ্চ) শর যাহার, বহু। বি; পুং।

বিষমুখ—১। মুখে বিষযুক্ত, কটুভাষী; বিষণ্ণবদন। বিষপূর্ণ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**। ২। বিষযুক্ত বদন; বিষণ্ণ বদন। বিষপূর্ণ মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রঃ ভোগ্যবস্তু, object; সম্বন্ধ, সংক্রান্ত ব্যাপার; অধিকারভুক্ত স্থান; গৃহ, আবাস; জেলা; জনপদ, দেশ; ধন-সম্পত্তি, জমিদারি ('—আশয়'); জ্ঞেয় বস্তু; স্থান; আধার, পাত্র; ভোগ্যবস্তু, ভোগসাধন

দ্রব্য ('— বাসনা') ; বর্ণনীয় পদার্থ ; ভূত ; বিশেষপ্রদেশজাত বস্তু ; ধর্মনীতি ; শুক্র, বীর্য ; স্বামী, প্রিয় ; নিয়ামক ; আরোপাশ্রয়, (অলংকারশাস্ত্র) উপমেয়। বি—বি+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বিষয়ক—(বহুব্রীহি সমাসে পরপদ হইলে) সম্বন্ধীয়, সংক্রান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা**।

বিষয়কর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—সাংসারিক কার্য। বিষয়সংক্রান্ত কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিষয়তৃষ্ণা—সাংসারিক সুখভোগাদির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষয়-বাসনা—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগে আকাঙ্ক্ষা ; বিষয়তৃষ্ণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষয়বুদ্ধি—সাংসারিক জ্ঞান, অর্থ উপার্জন সংরক্ষণ প্রঃ বিষয়ক জ্ঞান। বিষয়সম্বন্ধিনী বুদ্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিষয়ভোগ—অর্থবিত্ত প্রঃর উপভোগ ; চক্ষুঃ কর্ণ প্রঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপভোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বিষয়াসক্ত—যাহার সংসারের প্রতি অত্যন্ত টান আছে এমন ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগে অনুরক্ত। বিষয়ে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, **-সক্তি**।

বিষয়াসক্তি—সাংসারিক অর্থবিত্তাদির প্রতি টান ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি অনুরক্তি। বিষয়ে আসক্তি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষয়ী (-য়িন্)—১। বিষয়যুক্ত ; সম্পত্তিশালী ; বিষয়াসক্ত। বিণ। স্ত্রী, **-য়িণী**। ২। রাজা ; কামদেব, কন্দর্প ; ধনী ; (দর্শনশাস্ত্র) আত্মা, জ্ঞাতা। বি ; পুং। ৩। ইন্দ্রিয়। বিষয়+ইন্ আছে অর্থে। বি ; ক্লী।

বিষযোগ—(জ্যোতিষ) একদিনে সিদ্ধিযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগের সংযোগ। বিষসদৃশ যোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বিষল—গরল। বিষ+লচ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

বিষহর—বিষনাশক, গরলনাশক। উপতৎ ; বিষ—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হরা**।

বিষহরী—মনসাদেবী। বিষহর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিষাক্ত—বিষমিশ্রিত, বিষযুক্ত। বিষ দ্বারা অক্ত (লিপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

বিষাণ—পশুর শিং ; পশুর বড় দাঁত ; হাতির দাঁত ; শূকরের দাঁত ; মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ ; ক্ষীরকাকোলী ; শৃঙ্গাকার বাদ্যযন্ত্র, শিঙ্গা। বিষ্+কানচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বিষাণী (-ণিন্)—১। শৃঙ্গবিশিষ্ট, শৃঙ্গী। বিণ। স্ত্রী, **-ণিনী**। ২। হস্তী ; শূকর ; শৃঙ্গাটক, পানিফল। বিষাণ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

বিষাদ—দুঃখ, খেদ ; আশা বা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হওয়ায় ; জড়তা ; নিশ্চেষ্টতা ; কার্যে অনিচ্ছা বা অনুৎসাহ। বি—সদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিষাদময়—দুঃখপূর্ণ ; বিষণ্ণ। বিষাদ+ময়ট্ যুক্তার্থে বা পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

বিষাদিত—দুঃখিত, বিষণ্ণ, বিষাদযুক্ত। বিষাদ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

বিষাদী (-দিন্)—দুঃখিত ; খিন্ন ; সদাবিষণ্ণ। বিষাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

বিষানন—সর্প। বিষ আননে (মুখে) যাহার, বহু। বি ; পুং।

বিষানো—বিষাক্ত (septic) হওয়া ; যন্ত্রণাদায়ক হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বিষান্তক—১। শিব [শিব সমুদ্রমন্থনোত্থিত বিষ পান করিয়াছিলেন]। বি ; পুং। ২। বিষনাশক। বিষের অন্তক (নাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিকা**।

বিষাস্য—সর্প। বিষ আস্যে (মুখে) যাহার, বহু। বি ; পুং।

বিষুপ, বিষুব—(ভূগোল) যে সময়ে দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়, সমরাত্রিন্দিবকাল [এক্ষণে ৯ই আশ্বিন ও ৯ই চৈত্র এই দুই দিন], সূর্যের মেষ ও তুলা-সংক্রান্তি, equinox. বিষু—পা, বা+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বিষুববৃত্ত—(ভূগোল) বিষুবরেখার সমান্তরাল আকাশস্থ কল্পিত বৃত্ত, equinoctial. বিষুবজনক বৃত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বিষুবরেখা—(ভূগোল) উত্তর মেরু হইতে সমদূরবর্তী স্থানে যে মণ্ডলাকার কল্পিত রেখা পূর্ব-পশ্চিমে ভূ-গোলকের চতুর্দিকে ব্যাপিয়া আছে তাহা, equator. [সূর্য এই রেখায় উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি সমান হয়।] বিষুবজনিকা রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিষুবলম্ব—(জ্যোতিষ) বিষুববৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব, ক্রান্তি, declination. ৫মীতৎ। বি।

বিষুব-সংক্রান্তি—চৈত্রমাসের শেষ দিন। বিষুবযুক্তা সংক্রান্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিষ্টম্ভ—জড়তা ; বাধা। বি—স্তন্ভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিষ্টি—১। বেতন ; বিনা বেতনে পরিশ্রম, বেগার ; নিক্ষেপকরণ ; নরকে পাতন ; যন্ত্রণাদান ; বর্ষণ ; (জ্যোতিষ) করণ বিঃ। বিশ্+ক্তি করণ, ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। বৃষ্টি। বিশ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। <বৃষ্টি। বি।

বিষ্টিভদ্রা—(জ্যোতিষ) অশুভ যোগ বিঃ (ইহার শেষ তিন দণ্ড শুভ। কৃষ্ণপক্ষে ৩য়া ও ১০মীর শেষার্ধ, ৭মী ও ১৪শীর পূর্বার্ধ এবং শুক্লপক্ষে ৪র্থী ও ১১শীর শেষার্ধ ও ৮মী ও পূর্ণিমার পূর্বার্ধ বিষ্টিভদ্রা)। বি ; স্ত্রী।

বিষ্ঠা—মল, পুরীষ। বি—স্থা+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিষ্ণু—নারায়ণ, গোবিন্দ, হরি, হৃষীকেশ ; ধর্মশাস্ত্রকর্তা মুনি বিঃ ; বসু বিঃ ; অগ্নি। বিষ্+নুক্ কর্তৃ, অথবা, বিশ্ (প্রবেশ করা)+নু অধি। বি ; পুং।

বিষ্ণুদৈবত—১। বিষ্ণু যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এমন। বিণ। ২। (জ্যোতিষ) শ্রবণানক্ষত্র। বিষ্ণু দৈবত (দেবতা) যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

বিষ্ণুপদ—আকাশ ; শ্রীবিষ্ণুর চরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

বিষ্ণুপদী—সংক্রান্তি বিঃ [এই সংক্রান্তিতে সূর্য তুলারাশি হইতে বৃশ্চিক-রাশিতে অথবা মেষরাশি হইতে বৃষরাশিতে গমন করেন] ; গঙ্গা। বিষ্ণুপদ+অচ্ আছে অর্থে+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

বিষ্ণুপ্রিয়া—লক্ষ্মী ; শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষ্ণুবল্লভা—লক্ষ্মী ; তুলসী ; অগ্নিশিখা-বৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষ্ণুশর্মা (-শর্মন্), **-শর্ম্মা** (-শর্ম্মন্)—নীতিশাস্ত্রের উপদেশক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিঃ। বিষ্ণু হইতে শর্ম (শর্মন্ শব্দ=সুখ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

বিস—পদ্মাদির মৃণাল। বি—সো+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বিসংগ (ঙ্গ) ত—খাপছাড়া, অসংগত ; বেসুরা, discordant. বিণ।

বিসংবাদ, বিসম্বাদ—ঝগড়া, বিরোধ, বিবাদ ; বঞ্চনা, প্রতারণা ; বৈলক্ষণ্য, অমিল। বি—সম্—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিসংবাদিত, বিসম্বাদিত—বিতর্কিত ; বিরোধিত, disputed ; প্রতারিত। বি—সম্—বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিসংবাদী (-দিন্), **বিসম্বাদী** (-দিন্)—বিরুদ্ধবাদী ; ঝগড়াটে, কলহকারী। বি—সম্+বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**। বি, **-বাদিতা, -বাদ**।

বিসদৃশ—অসমান, বিপরীত, বিরুদ্ধ। বি (নঞ)—সমান—দৃশ্+কঞ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-দৃশী**।

বিসমিল্লাহ্, বিসমোল্লাহ্—খোদাতায়ালার প্রশংসা ; কর্মারম্ভে আল্লাহ্‌র নামগ্রহণ ; আরম্ভ। আ। বি। **বিসমোল্লায় গলদ**—কার্যারম্ভেই ত্রুটি।

বিসরণ—প্রবাহ ; বিস্তার ; উৎপত্তি। বি—সৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিসরা ভুলিয়া যাওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিসরি, বিস্থরি, বিছুরি—বিস্মৃত হইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

বিসর্গ—১। দ্বিবিন্দুবর্ণ, "ঃ"; দক্ষিণায়ন; ত্যক্ত হস্ত। বি—সৃজ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। ত্যাগ, বিসর্জন; বিশেষ সৃষ্টি; মোক্ষ; মল-নির্গম; দীপ্তি; প্রলয়; বিয়োগ; দান। বি—সৃজ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিসর্জ(র্জ্জ)ন—ত্যাগ; পূজার শেষে প্রতিমাদি জলে ডুবাইয়া দেওয়া; দান; প্রেরণ। বি—সৃজ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

বিসর্জ(র্জ্জ)নীয়—১। ত্যাগ করিবার মত, ত্যাজ্য। বিণ। ২। বিসর্গ "ঃ"। বি—সৃজ্‌+অনীয় কর্ম। বি; পুং।

বিসর্জি(র্জ্জি)ত—যাহা বিসর্জন করা হইয়াছে এমন। বি—সৃজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিসর্প, বিসর্পণ—ব্যাপন, প্রসরণ, বিস্তৃত হওয়া; ধীরে সঞ্চরণ, creeping; পিছলাইয়া যাওয়া, sliding; ফোড়া ইঃর ছড়াইয়া যাওয়া, স্ফোটকাদির উৎসেক। বি—সৃপ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

বিসর্প—চর্মরোগ বিঃ, erysipelas. বি—সৃপ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বিসর্পী (-পিন্‌)—বিসর্পণশীল। বি—সৃপ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**পিণী**।

বিসার—বিস্তার; উৎপত্তি; প্রবাহ। বি—সৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিসারিত—বিস্তারিত, প্রসারিত; প্রবাহিত। বি—সৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**বিসারণ**।

বিসারী (-রিন্‌)—১। প্রসারী, বিস্তৃতি-শীল; প্রবাহী। বিণ। স্ত্রী, -**রিণী**। ২। মৎস্য। বি—সৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বিসূচি, বিসূচিকা, বিসূচী—রোগ বিঃ, কলেরা, ওলাউঠা। বি—সূচ্‌+ই কর্তৃ; বি—সূচি+ণক কর্তৃ+আপ্‌; বিসূচি+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিসৃত—ব্যাপ্ত; বিস্তৃত। বি—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিসৃষ্ট—নিক্ষিপ্ত; ত্যক্ত; প্রেরিত। বি—সৃজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিস্কুট—ময়দা প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার শুকনা ও সুস্বাদু খাবার জিনিস। <পো 'biscoito' অথবা 'biscuit'. বি।

বিস্তর—১। অনেক, বহু, অধিক। বাংপ্র। বিণ। ২। বহুত্ব, প্রাচুর্য; সমূহ; প্রণয়; শব্দরাশি; বাক্‌প্রপঞ্চ; সংখ্যা; শয্যা; বিশেষ বর্ণন, বর্ণনার আধিক্য। বি—স্তৃ+অপ্‌ কর্ম। ৩। বিস্তার। বি—স্তৃ+অপ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিস্তার—১। ওসার, চওড়ায় দিক্‌; বিসরণ, বর্ধন; বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, extent; বিছানা, ছড়ানো; ব্যাস; বিশালতা। বি—স্তৃ+ঘঞ্‌ ভাব। ২। সমাসবাক্য। বি—স্তৃ+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পুং।

বিস্তারণ—ছড়ানো, বিস্তৃতকরণ; (জীব-বিদ্যা) ছড়াইয়া দেওয়া, distribution. বি—স্তৃ+ণিচ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

বিস্তারিত—যাহা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, প্রসারিত, বিছানো; সবিশেষ বর্ধিত। বিস্তার+ইতচ্‌ সংজ্ঞাতার্থে, অথবা, বি—স্তৃ+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিস্তার্য(র্য্য)—যাহা বিস্তৃত করা যায়। বি—স্তৃ+ণিচ্‌+যৎ কর্ম। বিণ।

বিস্তার্য(র্য্য)তা—যে গুণ দ্বারা জড়পদার্থ পূর্বাপেক্ষা অধিক স্থানে বিস্তৃত হয় তাহা, malleability. বিস্তার্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বিস্তীর্ণ—বিস্তৃত, বিপুল; বিশাল; যাহা বিছানো হইয়াছে এমন; ফলাও, প্রশস্ত; সর্বশেষ। বি—স্তৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিস্তৃত—ব্যাপ্ত, লম্বা-চওড়া; বিশাল। বি—স্তৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্তৃতি—বিস্তার, অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকা; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের সাধারণ সংজ্ঞা; বৃত্তের ব্যাস। বি—স্তৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিস্পষ্ট—ব্যক্ত, স্ফুট, প্রকাশিত। বিশেষ-রূপে স্পষ্ট, প্রাদি। বিণ।

বিস্ফার—১। ধনুকের ছিলার শব্দ, টংকারধ্বনি; স্ফূর্তি; কম্প; বিস্তার। বি—স্ফুর্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। জ্যা, ধনুর্গুণ। বি—স্ফুর্‌+ণিচ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পুং।

বিস্ফারিত—বিস্তারিত ('—নেত্র'); কম্পিত, চলিত; স্ফূর্তিযুক্ত, প্রকাশিত; ধ্বনিত। বি—স্ফারি (স্ফুর্‌+ণিচ্‌)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -**রণ**।

বিস্ফুরণ, বিস্ফোরণ—সহজে জ্বলিয়া উঠিয়া সশব্দে ফাটিয়া যাওয়া, explosion. বি—স্ফুর্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

বিস্ফুরিত—১। স্ফূর্তিযুক্ত; চঞ্চল, কম্পিত; দীপ্ত; স্ফীত, বর্ধিত; ধ্বনিত; যাহা সশব্দে ফাটিয়া গিয়াছে এমন। বি—স্ফুর্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। স্ফুরণ, ধ্বনন। বি—স্ফুর্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা; বিষ বিঃ। বি—স্ফুর্‌+ড্ড কর্তৃ=বিস্ফ্‌ (বিস্ফোরণশীল); তাদৃশ লিঙ্গ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পুং।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক—ফোড়া; বিষফোড়া; ব্রণ। বি—স্ফুট্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বি; পুং।

বিস্ফোরক—যাহা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায় এরূপ; বোমা বারুদ ইঃ, explosive. বি—স্ফুর্‌+ণক কর্তৃ। বি। স্ত্রী, -**রিকা**।

বিস্ফোরণ—'বিস্ফুরণ' দ্রঃ।

বিস্বন, বিস্বনন, বিস্বান—শব্দ, ধ্বনি। বি—স্বন্‌+অপ্‌, অনট্‌, ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী, পুং।

বিস্বাদ—যাহা খাইতে ভাল লাগে না এমন, স্বাদবিহীন, কুস্বাদ। বিগত স্বাদ যাহার, বহু। বিণ।

বিস্বান—'বিস্বন' দ্রঃ।

বিস্ময়—আশ্চর্যভাব, অদ্ভুত বলিয়া জ্ঞান; অহংকার, গর্ব; রস বিঃ; সংশয়। বি—স্মি+অচ্‌ ভাব। বি; পুং।

বিস্ময়কর—আশ্চর্যজনক, অদ্ভুত। উপ-তৎ; বিস্ময়—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**করী**।

বিস্ময়চিহ্ন—বিস্ময়াবেগাদিসূচক যতিচিহ্ন, "!"। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বিস্ময়জনক—অদ্ভুত, বিস্ময়কর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**জনিকা**।

বিস্ময়বিস্ফারিত—বিস্ময়হেতু প্রসারিত ('—নয়ন')। হেতু অর্থে ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।

বিস্ময়বিহ্বল—বিস্ময়ে অভিভূত, আশ্চর্যে বিবশ। হেতু অর্থে ৩য়া বা ৫মীতৎ। বিণ।

বিস্ময়ান্বিত—আশ্চর্য, বিস্ময়যুক্ত। বিস্ময়-দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিস্ময়াপন্ন—বিস্মিত। বিস্ময়কে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ।

বিস্ময়াবহ—আশ্চর্যজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

বিস্ময়াবিষ্ট—বিস্ময়ে অভিভূত, আশ্চর্য হেতু বিহ্বল। বিস্ময় দ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিস্ময়াভিভূত—বিস্ময়ে বিবশ। বিস্ময় দ্বারা অভিভূত, ৩য়াতৎ। বিণ।

বিস্মরণ—ভুল, মনে না পড়া, বিস্মৃতি। বি—স্মৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**বিস্মৃত, বিস্মরণীয়**।

বিস্মিত—আশ্চর্যান্বিত, বিস্ময়াপন্ন। বি—স্মি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্মৃত—১। যাহার কথা মনে করা যায় না এমন, স্মরণাতীত, যাহা মনে নাই এমন; যে ভুলিয়া গিয়াছে এমন, বিস্মৃতিবিশিষ্ট। বি—স্মৃ+ক্ত কর্তৃ। ২। বিস্মরণের বিষয়ী-ভূত; যাহা ভুল হইয়াছে এমন। বি—স্মৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিস্মৃতি—ভুল, বিস্মরণ, মনে না থাকা। বি—স্মৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিস্রংস, বিস্রংসন—পতন; ক্ষরণ, খুলিয়া

ফেলা বা যাওয়া। বি—স্রন্স্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

বিস্রংসী (-সিন্)—পতনশীল; ক্ষরণশীল। বি—স্রন্স্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সিনী।

বিস্রব—'বিস্রব' দ্রঃ।

বিস্রুত—'বিস্রুত' দ্রঃ।

বিস্রস্তী (বিস্রস্তিন্)—'বিস্রস্তী' দ্রঃ।

বিস্রস্ত—পতিত; ক্ষরিত; চ্যুত, ভ্রষ্ট। বি—স্রন্স্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্রস্তবসন—১। যাহার পরিধান কাপড় খুলিয়া গিয়াছে এমন। বিস্রস্ত বসন যাহার, বহু। বিণ।

বিস্রুত—গলিত; ক্ষরিত; চ্যুত, ভ্রষ্ট, বিস্তৃত; প্রবাহিত। বি—স্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্রুতি—গলন, ক্ষরণ; পতন; প্রবাহ; বিস্তার। বি—স্রু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—পাখি; মেঘ; সূর্য চন্দ্র; বাণ। বিহায়স্—গম্+ড, খচ্ (ড্), খচ্ কর্তৃ (বিহায়স্-স্থানে বিহ)। বি; পুং।

বিহগরাজ, বিহঙ্গরাজ—পক্ষিরাজ গরুড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বিহগী, বিহঙ্গী—স্ত্রীজাতীয় পাখি। বিহগ, বিহঙ্গ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিহঙ্গমা—১। ভারবহন করিবার বাঁক, ভারযষ্টি। বিহঙ্গম+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রূপকথার পক্ষী। বাংপ্র। বি; পুং।

বিহত—ব্যাহত, বিঘ্নিত; ক্ষত; বিফল; ভগ্ন; নিহত; বিনষ্ট। বি-হন্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**বিহতি**।

বিহন—বিহীন। কপ্র। বিণ।

বিহনন—১। হত্যা; বিঘ্ন, ব্যাঘাত; ভঙ্গ; হিংসা। বি—হন্+অনট্ ভাব। ২। ধুনধারা, তুলা ধুনিবার যন্ত্র। বি—হন্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

বিহনে—বিনা; বিরহে। কপ্র। অ।

বিহর—১। বিহার; বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বি—হৃ+অপ্ ভাব। বি; পুং। ২। বিহার কর। কপ্র। ক্রি।

বিহরণ—ভ্রমণ; দৌড়ানো; বিহার, ক্রীড়া; বিয়োগ, বিচ্ছেদ। বি—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিহরত, বিহরই—বিহার করে বা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিহরা—বিহার করা। কপ্র। ক্রি।

বিহসন—মুচকিয়া হাসা, হাস্যকরণ। বি—হস্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিহসা—হাসা, হাস্য করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিহসি—হাসিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিহসিত—মধুর হাস্য। বি—হস্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিহস্ত—১। ব্যাকুল; উদ্‌ভ্রান্তমতি; ভ্যাবাচেকা; হস্তহীন; অতি ব্যাপৃত। বিগত হস্ত অর্থাৎ হস্তাবলম্বন যাহার, বহু; অথবা বিহীন হস্তদ্বারা, প্রাদিতৎ। বিণ। ২। পণ্ডিত। বি (বিশিষ্ট) হস্ত অর্থাৎ সামর্থ্য যাহার, বহু। বি; পুং।

বিহা—বিবাহ। কপ্র। বি।

বিহাই—পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। <বৈবাহিক। বি।

বিহান—১। প্রাতঃকাল ("বিহানে পরের বাড়ি কোন লাজে আস"—চণ্ডী)। বাংপ্র। ২। পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী, বেয়ান। প্রাদে। বি।

বিহায়স্—পক্ষী; আকাশ। বি—হয়্+অসুন্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং বা ক্লী।

বিহার—১। ভ্রমণ; ক্রীড়া; ক্রীড়ার্থ পদদ্বারা গমন; বিক্ষেপ; রতিক্রীড়া। বি—হৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। বৌদ্ধমঠ; ক্রীড়াস্থান। বি—হৃ+ঘঞ্ অধি। ৩। স্কন্ধ; বৈজয়ন্ত। বি—হৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৪। ভারতের রাজ্য বিঃ। বিহার+অচ্ আছে অর্থে। বি।

বিহারী (-রিন্)—বিহারকারী; ভ্রমণকারী। বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

বিহারী—বিহার রাজ্যের অধিবাসী বিহার+ঈ নিবাসার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বিহি—বিধি। প্রা কপ্র। বি।

বিহিত—কর্তব্য; বিধেয়, বিধিসম্মত; অনুষ্ঠিত, কৃত; দত্ত; কথিত। বি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিহিদানা—একপ্রকার বীজ (ঔষধার্থে ইহা ব্যবহৃত হয়)। ফা। বি।

বিহীন—বিরহিত, অভাববিশিষ্ট; রহিত, বর্জিত, ত্যক্ত। বি—হা+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিহ্বল—শোকাদি দ্বারা অভিভূত; বিপ্লব; বিবশ; চৈতন্যশূন্য, অচেতন; দ্রবীভূত। বি—হ্বল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। বি, -তা।

বিহ্বলতা—বিকলতা, বৈক্লব্য; চৈতন্যশূন্য অবস্থা। বিহ্বল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বীক্ষণ—দর্শন, নিরীক্ষণ। বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বীক্ষণীয়—দেখিবার মত, দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বীক্ষিত—দৃষ্ট, নিরীক্ষিত; আলোচিত। বি—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**বীক্ষণ**।

বীক্ষ্য—১। দর্শনীয়; অদ্ভুত। বিণ। ২। নৃত্যকারক; ঘোটক। বি—ঈক্ষ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; পুং।

বীচ—আঁটি; ধান্যাদির চারা। <বীজ। বি।

বীচি, বীচী—১। ঢেউ, তরঙ্গ; দীপ্তি, কিরণ; সুখ; অবকাশ; আনন্দ। বে+ঈচি কর্তৃ; পক্ষে+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী। ২। অণ্ডকোষ; বীজ; গণ্ড; গ্রন্থি। <বীজ। বি।

বীচিতরঙ্গন্যায়—ন্যায় বিঃ; [বাতাস লাগিয়া জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এক তরঙ্গের আঘাতে অপর তরঙ্গ এবং সেই তরঙ্গ হইতে অপর তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। এইরূপে পরপর আঘাতে বহু তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া জলাশয়ের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেইরূপ প্রথম শব্দ হইতে অন্য একটি শব্দ, তাহা হইতে ক্রমশঃ অন্য শব্দের সৃষ্টি হওয়াকে এবং এক ঘটনা হইতে ক্রমশঃ ঘটনা-পরম্পরা দেখা দেওয়াকে বীচিতরঙ্গন্যায়ের বিষয় বলা হয়]। বীচির তরঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বীচিবিক্ষুব্ধ—ঢেউ দ্বারা আন্দোলিত; ঢেউ হেতু চঞ্চল। ৩য়াতৎ। বিণ।

বীচিভঙ্গ—ঢেউ ওঠা, তরঙ্গভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীচিমালা—ঢেউসমূহ; কিরণজাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীচিমালী (-মালিন্)—সমুদ্র; সূর্য। বীচিমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বীচী—'বীচি' দ্রঃ।

বীচে—বীজে পরিপূর্ণ ('— কলা')। বীচ+এ পূর্ণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বীজ—বীচি, আঁটি; যে শস্য বোনা হয় ('— ধান'); অঙ্কুর; জীবাণু, germ; শস্যাদির ফল; কারণ; শুক্র; তেজঃ; অব্যক্তগণিত, অঙ্কবিদ্যা; মন্ত্র; আধার; নিধি; তত্ত্ব; মূল। বি—জন্+ড অপা (ই-স্থানে ঈ)। বি; ক্লী।

বীজই—বাতাস করে; গমন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বীজকোশ, -কোষ—বীজাধার, যাহাতে বীজ থাকে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীজগণিত—যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যাস্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্তসকল যুক্তিসহকারে সংস্থাপিত হয় তাহা, algebra. বীজমূলক গণিত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বীজঘ্ন—জীবাণু-নাশক, disinfectant. উপতৎ; বীজ—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী।

বীজতলা—ক্ষেতের যে নির্দিষ্ট স্থানে ধান কলায় প্রভৃতির চারা তোলা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

বীজদল—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) উদ্ভিদ্‌জ্রণের উভয় পার্শ্বস্থ পুরু পদার্থদ্বয়, catyledon. ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

বীজন—১। বাতাস করা, ব্যজন; সঞ্চালন। বীজ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। যাহা দিয়া বাতাস করা যায় এমন পাখা চামরাদি। বীজ্‌+অনট্‌ করণ। বি; স্ত্রী। ৩। চক্রবাকপক্ষী, চকাপাখি। বীজ্‌+অন কর্ত্তৃ। বি; পুং।

বীজপত্র—বীজদল (তাহা দ্রঃ)।

বীজপুরুষ—আদিপুরুষ; বংশের প্রধান ব্যক্তি। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বীজবারক—যাহা জীবাণুর উৎপত্তি বন্ধ করে এমন; পচন নিবারক, antiseptic. বীজের (জীবাণুর) বারক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -বারিকা।

বীজমন্ত্র—ক্লীং হ্রীং প্রঃ দেবতাত্মক মন্ত্র, ইষ্টদেবতার প্রতীকস্বরূপ মন্ত্র। বীজই মন্ত্র, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বীজাঙ্কুরন্যায়—ন্যায় বিঃ [আগে বীজ তাহা হইতে অঙ্কুর, কি, আগে অঙ্কুর তাহা হইতে বীজ—এইরূপ অমীমাংসা হেতু বীজাঙ্কুরপ্রবাহ অনাদি, এইপ্রকার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন বীজাঙ্কুরন্যায়ের বিষয়বস্তু]। বীজ ও অঙ্কুর, দ্বন্দ্ব; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বীজিত—যাহাকে বাতাস করা হইয়াছে এমন। বীজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—বীজন।

বীজী (বীজিন্‌)—১। পিতা; মূলপুরুষ, বীজপুরুষ। বি; পুং। ২। বীজশালী; শুক্রল। বীজ+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বীজিনী।

বীট—একপ্রকার শাকজাতীয় উদ্ভিদ্‌ ও তাহার কন্দ। <ইং 'beet'. বি।

বীটপালং—একপ্রকার শাক; বীট। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বীটি, বীটিকা, বীটী—পানের বিড়া, খিলি, বন্ধন। বি—ইট্‌+ইন্‌ কর্ত্তৃ; ৩য় পক্ষে ঈপ্‌; ২য় পক্ষে বীটি+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীণ—একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র। <বীণা। বি।

বীণকার -যে বীণাবাদন করে। বীণ করে (বাজায়) যে, উপপদ। বাংপ্র। বি।

বীণা—সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র, বীণ। বী+ন কর্ত্তৃ+আপ্‌ (ন-স্থানে ণ)। বি; স্ত্রী।

বীণানিন্দিত, -বিনিন্দিত—বীণার স্বর অপেক্ষা মধুর স্বরযুক্ত, অতিমধুর। বীণা নিন্দিত, বিনিন্দিত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

বীণাপাণি—সরস্বতী। বীণা পাণিতে যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

বীণাবতী—সরস্বতী। বীণা+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীণাবিনিন্দিত—'বীণানিন্দিত' দ্রঃ।

বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে, -স্বরে—বীণার স্বর অপেক্ষা মধুর স্বরে, অতি মিষ্টি সুরে। বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ, স্বর, কর্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

বীত—১। পরিত্যক্ত; অতীত; অপগত; বন্ধনমুক্ত; মুক্ত; বিগত; নিবৃত্ত। বিণ। বি—বীতি। ২। অকর্মণ্য অশ্ব ও হস্তী; সৈন্য। বি—ই+ক্ত কর্ত্তৃ, কর্ম। বি।

বীতংস, বিতংস—জাল, ফাঁদ, পশুপক্ষী-দিগের বিনাশের জন্য জাল। বি—তন্‌স্‌+ঘঞ্‌ করণ (ই-কার বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং।

বীতকাম—যাহার কামনা দূর হইয়াছে এমন। বীত কাম যাহার, বহু। বিণ।

বীতনিদ্র—যে নিদ্রা যায় না এমন, নিদ্রা-শূন্য, জাগরিত। বীতা (গতা) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

বীতভয়—১। ভয়শূন্য, নির্ভয়। বীত (বিগত) ভয় যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু। বীত ভয় যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

বীতরাগ—বিরাগী; নিস্পৃহ, আসক্তি হইতে মুক্ত। বীত (বিগত) রাগ (অনুরাগ, স্পৃহা) যাহার, বহু। বিণ।

বীতশোক—১। যাহার শোক দূর হইয়াছে এমন, বিগতশোক। বীত (গত) শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। বীত শোক যাহা হইতে, বহু। ৩। মহারাজ অশোকের অনুজ। বি; পুং।

বীতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, আস্থাশূন্য। বীতা (গতা) শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ।

বীতস্পৃহ—স্পৃহাহীন, আসক্তিশূন্য। বীতা (গতা) স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

বীতি—মুক্তি; নিবৃত্তি; গতি; ধারণ; দীপ্তি; ভোজন; উৎপাদন; পরিষ্করণ। বী+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বীতিহোত্র—অগ্নি; সূর্য। বীতি (পুরো-ডাশাদি ভোজ্য) হোত্র (দেবগণের আহুতি) যাঁহাতে, বহু। বি; পুং।

বীথি, বীথিকা, বীথী—শ্রেণী, সারি; উভয়পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ, avenue; পথ; দৃশ্যকাব্য বিঃ। বিথ্‌+ইন্‌ কর্ম; বীথি+স্বার্থে কন্‌+আপ্‌; বীথি+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীন -বীণ (তাহা দ্রঃ)।

বীনকার—বীণকার (তাহা দ্রঃ)।

বীপ্সা—এককালে ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা; ব্যাপ্তি; পুনঃপুনঃ গঠন। বি—আপ্‌+সন্‌ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীপ্সায় দ্বিরুক্তি—ব্যাপ্তির ইচ্ছা অর্থাৎ প্রতি বা প্রত্যেক অর্থে এক শব্দের দুইবার প্রয়োগ (যেমন—প্রতি ঘরে অর্থাৎ ঘরে ঘরে)।

বীবর—উত্তর আমেরিকার উভচর ইঁদুর-বর্গীয় একপ্রকার জন্তু। <ইং 'beaver'. বি।

বীভৎস—১। অত্যন্ত ঘৃণাকর, অতি কদর্য, জুগুপ্সিত; ক্রূর; বিকৃত; পাপী। বধ্‌+সন্‌ চিত্তবিকারার্থে+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ। ২। কাব্যের রস বিঃ [জুগুপ্সা (ঘৃণা) এই রসের স্থায়িভাব। যথা—

"অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগারি দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে।"
—মাইকেল]।

বীভৎসা (ঘৃণা)+অচ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

বীভৎসু—(মহাভারত) অর্জুনের নামান্তর ("বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ"—কাশী)। বধ্‌+সন্‌+উ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

বীমা—'বিমা' দ্রঃ।

বীর—১। সাহসী ও বলবান্‌, শূর, বিক্রম-শালী; বীরাচারবিশিষ্ট; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; অসামান্য কর্মী। বিণ। ২। শৃঙ্গারাদি নয় রসের মধ্যে এক রস [ইহার স্থায়ী ভাব উৎসাহ এবং দেশভক্তি, দান, যুদ্ধোদ্যম প্রঃ ইহার বিষয়। যথা—

"তবে যদি ইচ্ছে রণ তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ দেহ রণ বিলম্ব না সহে"
—মাইকেল];

জিন; নট; বিষ্ণু; কুলাচার বিঃ। বি; পুং। ৩। কাঁজি; মরিচ; পুষ্করমূল। বীর্‌+অচ্‌ কর্ত্তৃ। ৪। উশীর, বেণামূল। অজ+রক্‌ কর্ত্তৃ। বি; স্ত্রী। ৫। বানর দলের প্রধান। বাংপ্র। বি।

বীরকুঞ্জর- শ্রেষ্ঠ বীর। বীর কুঞ্জরসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

বীরকুল- বীরগণ, বীরসমাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরকুলগ্লানি—১। বীরগণের মধ্যে কলঙ্কস্বরূপ অর্থাৎ কাপুরুষ। বীরকুলের গ্লানি (তৎস্বরূপ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। বীরগণের নিন্দা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরকুলচূড়ামণি, -তিলক—শ্রেষ্ঠ বীর। ২বার ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরকুলর্ষভ—শ্রেষ্ঠবীর। বীরকুলে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

বীরকেশরী (-কেশরিন্‌)—শ্রেষ্ঠবীর। বীর কেশরিসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

বীরখণ্ডি—তিল-চিনি দিয়া প্রস্তুত পাটাজির আকারের সাদা মিষ্ট দ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

বীরচূড়ামণি—বীরশ্রেষ্ঠ। চূড়াস্থিত মণি, মধ্যপ কর্মধা; বীরদিগের চূড়ামণি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরজননী—বীরের মাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বীরজায়া—বীরের পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বীরণ—উশীর, বেণামূল। বি—ঈর্+ণিচ্+অনট্ করণ, নামার্থে। বি; ক্লী।

বীরত্ব—সাহস ও শক্তি, শৌর্য, শূরত্ব; শ্রেষ্ঠত্ব। বীর+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

বীরত্বব্যঞ্জক—যাহা দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ পায় এমন, শৌর্যপ্রকাশক, বীরত্বসূচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যঞ্জিকা**।

বীরদর্প—শক্তি ও সাহসের আস্ফালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরধটী—বীরের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, মালকোঁচা দিয়া পরা কাপড়। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বীরনারী—শৌর্যশালিনী রমণী; বীরপুরুষের স্ত্রী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বীরপঞ্চমী—বীরপুত্রলাভার্থ কৃত ব্রত বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বীরপত্নী—বীরের স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বীরপনা—বীরের ব্যবহার; বীরত্ব। বীর+পনা ভাবে। বাংপ্র। বি।

বীরপুত্রধাত্রী—বীরমাতা, বীরসন্তানের জননী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরপ্রসবিনী—শৌর্যশালী সন্তানের জন্মদাত্রী, বীরমাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বীরপ্রসূ, বীরসূ—বীরমাতা, বীরজননী, বীরপ্রসবিনী। ৬ষ্ঠীতৎ; বীর—সূ+কিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বীরপ্রসূন—বীরপুত্র, বীরসন্তান। কর্মধা। বি; ক্লী।

বীরবৎসা—বীরের মাতা। বীর বৎস যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বীরবর—বীরশ্রেষ্ঠ। বীরগণের মধ্যে বর, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

বীরবল—বীরোচিত শক্তি; বাহুবল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বীরবাহু—রাবণের পুত্র; বিষ্ণু। বীরের বাহুর ন্যায় বাহু যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বীরবৌলী—কুণ্ডল; পুরুষের একপ্রকার কর্ণভূষণ; একপ্রকার পোকা। বাংপ্র। বি।

বীরভদ্র—১। অশ্বমেধের ঘোড়া। বীরের ভদ্র যদ্দারা, বহু। ২। রুদ্র বিঃ; শিবের অনুচর বিঃ; বীরশ্রেষ্ঠ। বীরমধ্যে ভদ্র, ৭মীতৎ। বি; পুং।

বীরভার্যা(র্য্যা)—বীরপত্নী, বীরের স্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরভোগ্যা—কেবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিই যাহা ভোগ করিতে পারে এমন ('—বসুন্ধরা')। ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

বীরমাতা (-মাতৃ)—বীরের মাতা, বীরপ্রসবিনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীররস—কাব্যের বা কথার বীরত্বসূচক ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরশূন্য—বীরহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

বীরসিংহ—শ্রেষ্ঠবীর। বীর সিংহসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

বীরসূ—'বীরপ্রসূ' দ্রঃ।

বীরসেন—নলরাজার পিতা; আরুকবৃক্ষ। বীর সেনা যাহার, বহু। বি; পুং।

বীরহা (-হন্)—১। নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণ, প্রমাদ বা কারণান্তরবশতঃ যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে; বিষ্ণু। বি; পুং। ২। বীরনাশক। উপতৎ; বীর—হন্+কিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বীরঘ্নী**।

বীরা—১। বিক্রমশালিনী; শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিপুত্রবতী নারী; মদিরা; আমলকী; ক্ষীরকাকোলী; দুগ্ধিকা; এলবালুকা; রম্ভা; বিদারী; কাকোলী; ক্ষীরবিদারী; মহাশতাবরী; গৃহকন্যা; ব্রাহ্মী; শিংশপা; অতিবিষা। বীর+আপ্। বি; স্ত্রী।

বীরাঙ্গনা—বীরনারী। বীরা অঙ্গনা কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বীরাচার—তান্ত্রিকদিগের উপাসনাপদ্ধতি বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীরাচারী (-চারিন্)—বীরাচারমতে সাধনাকারী। বীরাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। পুং।

বীরাসন—এক পাদ এক উরুতে স্থাপন করিয়া অপর পাদ অন্য উরুতে সংস্থাপনপূর্বক উপবেশন। বীরের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বীরেশ্বর—প্রধান বীর; বীরভদ্র। বীরের ঈশ্বর (প্রধান, প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বীর্য(র্য্য)—বীরত্ব, শৌর্য, বল; সামর্থ্য; গৌরব; প্রভাব, প্রতাপ, তেজঃ; সার; বীজ; শুক্র, রেতঃ। বীর+যৎ করণ, অথবা বীর+যৎ সাধু অর্থে। বি; ক্লী।

বীর্য(র্য্য)বত্তা—বীরত্ব, শৌর্যশালিতা। বীর্যবৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বীর্য(র্য্য)বন্ত—সাহসী ও বলবান্, শৌর্যশালী। বীর্য+বন্ত আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

বীর্য(র্য্য)বান্ (-বৎ)—বীর, সাহসী ও বলবান। বীর্য+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। বি. **-বত্তা**।

বীর্য(র্য্য)শালী (-শালিন্)—বীর, শৌর্যসম্পন্ন। উপতৎ; বীর্য শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শালিনী**। বি. **-শালিতা**।

বীর্য(র্য্য)হানি—বীরত্বের অভাব; শুক্রক্ষয়; জননশক্তিহীনতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বীর্য(র্য্য)হীন—নির্বীর্য; দুর্বল; পুরুষত্বহীন। ৩য়াতৎ। বিণ। বি, **-তা**।

বুঁচকি—'বুচকি' দ্রঃ।

বুঁদ—বিবশ, বিভোর। <মুদ। বিণ।

বুঁদি, বুঁদ—ভুড়ভুড়ি; বিন্দু। হি (<বিন্দু)। বি।

বুঁদিয়া, বোঁদে—বটিকাকৃতি মিষ্টান্ন বিঃ। হি (বুঁদ্<বিন্দু+ইয়া, এ)। বি।

বুক—বক্ষঃস্থল; হৃদয়; সাহস; উৎসাহ; ভরসা। <বুক। বি। **বুক কাঁপা**—অন্তরে ভয় হওয়া। **বুক চড়চড় করা**—হিংসায় মনে অশান্তি হওয়া। **বুক চাপড়ানো**—বিলাপ করিবার সময় বুকে আঘাত করা। **বুক ঠোকা**—সাহস প্রকাশ করিয়া বুকে মৃদু আঘাত করা। **বুক দশ হাত হওয়া**—আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অত্যধিক গর্বের বা সাহসের সঞ্চার হওয়া। **বুক দিয়া পড়া**—কোন কাজে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করা। **বুক ফাটা**—অসহ্য দুঃখ-শোকে অতিশয় কষ্ট হওয়া। **বুক বলিয়া যাওয়া**—বাধা না পাওয়ায় সাহস বাড়িয়া যাওয়া। **বুক বাঁধা**—ধৈর্যধারণ করা; আশ্বস্ত হওয়া; সাহস করা। **বুক বাজানো**—বুক ঠুকিয়া স্পর্ধা দেখানো; জয়হেতু অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করা। **বুক বাড়া**—সাহসের বৃদ্ধি হওয়া। **বুক ভাঙ্গা**—দারুণ মনঃকষ্ট হওয়া; হৃদয় হইতে আশা সাহস ও আনন্দ দূর হওয়া। **বুকে ঢেঁকি পড়া**—উদ্বেগে ভয়ে বা খুব হিংসায় জন্য বুক কাঁপা; হিংসায় জ্বলিয়া মরা। **বুকে বাঁশ দেওয়া**—অতিশয় নির্যাতন করা; খুব শত্রুতা করা। **বুকে ভাতের হাঁড়ি আছাড়**—অতিশয় কষ্ট দেওয়া; খুব ক্ষতি করা। **বুকের পাটা**—সাহস।

বুকড়ী—মোটা। বাংপ্র। বিণ।

বুকনি—কথার ফোড়ন; একভাষায় অন্য ভাষার প্রয়োগ; ছোট টুকরা। বাংপ্র।

বুক্ক—১। বুক, বক্ষঃস্থল। বি; পুং বা ক্লী। ২। ছাগ; সময়। বুক্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বুচকি, বুঁচকি ছোট পুঁটুলি; মোট। বাংপ্র। বি।

বুজকুড়ি—বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। বাংপ্র। বি।

বুজরুক—ফাঁকিবাজ; শঠ; চালবাজ; বুহকী; ভানকারী; জাদুকর। <ফা 'বুজুর্গ' (=বিজ্ঞ ব্যক্তি)। বিণ।

বুজরুকি—ফাঁকি; চালবাজি; জাদু; কুহক; শঠতা। বুজরুক+ই। ফা-মূ। বি।

বুজা, বুঁজা, বোজা, বোঁজা—

নিমীলিত হওয়া ; বন্ধ হওয়া ; ভরতি হওয়া ; নিমীলিত করা। <বন্ধ। ক্রি [, বি]

বুজানো, বোজানো—ভরাট করা ; নিমীলিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বুজি—শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে কল্পিত অলীক শিশুধরা ডাকাত বা ভূত ; জুজু। প্রাদে। বি।

বুঝ—প্রবোধ ; উপলব্ধি, বোধ। বি

বুঝই—বুঝে ; বুঝিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বুঝলু—বুঝিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

বুঝা—অনুমান করা ; ধারণা করা ; বুঝিতে পারা ; উপলব্ধি করা ; পরীক্ষা করা ; বিবেচনা করা ; সান্ত্বনা লাভ করা, প্রবোধ পাওয়া। <'বুধ্'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

বুঝানো—উপলব্ধি করানো ; ব্যাখ্যা করা ; প্রবোধ দেওয়া। <'বুধ্'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

বুঝাপড়া, বোঝাপড়া—সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি ; কথাবার্তা দ্বারা মিটমাট ; চূড়ান্ত মীমাংসা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

বুঝায়লু—বুঝাইলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

বুঝি ১। মনে হয়, বোধ হয়, হয়তো ; নাকি, যেন। অ। ২। মনে করি ; উপলব্ধি করি। বাংপ্র। ক্রি।

বুঝিয়ে—১। বুঝি। প্রা কপ্র। অ বা ক্রি। ২। বুদ্ধিমান্, সমঝদার। বুঝ্+ইয়ে কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

বুট—১। ছোলা। হি। বি। ২। যাহা সমস্ত পা ঢাকিয়া রাখে এমন একপ্রকার জুতা। <ইং 'boot'. বি।

বুটা, বুটি—বস্ত্রের উপরে ছুঁচের সাহায্যে তোলা ফুল। বাংপ্র। বি।

বুটাদার—বুটাযুক্ত। বুটা+দার বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বুড়—বৃদ্ধ। <বৃদ্ধ। বিণ।

বুড়কে—'বুড়িকিয়া' দ্রঃ।

বুড়বাক—মূর্খ ; আহাম্মক। হি। বিণ।

বুড়ল—ডুবিয়া গেল। প্রা কপ্র। ক্রি।

বুড়া, বুড়ো—বৃদ্ধ ; বড়। <বৃদ্ধ। বিণ।

বুড়া-আঙুল—অঙ্গুষ্ঠ। বাংপ্র। বি।

বুড়াটে, বুড়্টে বুড়ার মত, বৃদ্ধের ন্যায়। বুড়া, বুড়ো+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বুড়ানো, বুড়নো—বৃদ্ধ হওয়া ; জলে ডুবানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বুড়ামো, বুড়ামি—বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ, জেঠামি। বুড়া+মো, মি ভাবার্থে বা কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

বুড়ালে—বৃদ্ধ, বুড়া। প্রা কপ্র। বিণ।

বুড়াহাবড়া—একেবারে স্থবির, সর্বপ্রকার-শক্তি-রহিত বৃদ্ধ। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

বুড়ি—পাঁচ গণ্ডার সমষ্টি। <বোড়্রী। বি।

বুড়িকিয়া, বুড়কে—বুড়ি(১)-ঘটিত অঙ্ক-প্রণালী। বুড়ি(১)+কিয়া, কে। বাংপ্র। বি। [বিণ ; স্ত্রী।

বুড়ী বৃদ্ধা। বুড়া+ঈ। বাংপ্র। বি বা

বুড়ো-আঙুল—বুড়া-আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ। বাংপ্র। বি।

বুড়োপনা, বুড়োমি—বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ, জেঠামি। বুড়ো+পনা, মি ভাবে। বাংপ্র। বি।

বুতানো—নিভানো, নির্বাপিত করা। হি-বু। ক্রি [, বি, বিণ]।

বুদ্ধ—১। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক, শ্রীবিষ্ণুর নবম অবতার, গৌতম। বি ; পুং। ২। জাগরিত ; জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। বুধ্+ক্ত কর্তৃ। ৩। বিদিত, জ্ঞাত। বুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বুদ্ধি—১। জ্ঞান, বোধ, ধী, মনীষা, বিচার-শক্তি ; মতলব ; পরামর্শ ; নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি। বুধ্+ক্তি ভাব। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—অতিশয় নির্বোধ। ২। (বৈষ্ণব শাস্ত্রে বা দর্শনে) মহত্তত্ত্ব। বুধ্+ক্তি কর্ম। ৩। অন্তঃকরণ। বুধ্+ক্তি করণ। বি, স্ত্রী।

বুদ্ধিকৌশল—বুদ্ধিচাতুর্য ; বুদ্ধিদ্বারা বাহির করা ফন্দি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বুদ্ধিগম্য—যাহা বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় এমন, বুঝিবার উপযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

বুদ্ধিচাতুর্য(র্য্য)—বুদ্ধিকৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

বুদ্ধিজীবী (-জীবিন্)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। উপতৎ ; বুদ্ধি—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

বুদ্ধিনাশ—জ্ঞাননাশ, জ্ঞানলোপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বুদ্ধিবৃত্তি—বুদ্ধির ধর্ম, জ্ঞানেন্দ্রিয় ; সর্ববিধ জ্ঞানলাভ করিবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি [বাহ্যবস্তুর সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করা এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি-সমুদায়কে যথানিয়মে নিয়োজিত করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান কাজ]। বুদ্ধির বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, বুদ্ধিই বৃত্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বুদ্ধিভ্রংশ—জ্ঞানলোপ, বুদ্ধিহীনতা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং। [পুং।

বুদ্ধিভ্রম—বুঝিবার ভুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

বুদ্ধিমান্ (-মৎ)—বুদ্ধিবিশিষ্ট, ধীমান্, জ্ঞানী, চালাক। বুদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**। বি, **-মত্তা**।

বুদ্ধিলোপ—বুদ্ধির নাশ, বোধহীনতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

বুদ্ধিশুদ্ধি—বিচার-বিবেচনা। বুদ্ধি+শুদ্ধি (সহগ শব্দ)। বাংপ্র। বি।

বুদ্ধিহারা—বুদ্ধিহীন, হতবুদ্ধি। বুদ্ধি হারাইয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

বুদ্ধিহীন—বোকা, নির্বোধ। ৩য়াতৎ। বিণ। বি, **-তা**।

বুদ্ধীন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্। বুদ্ধির ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠী-তৎ ; অথবা, বুদ্ধিজনক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

বুদ্বুদ—জলের ভুড়্ভুড়ি, জলবিম্ব, bubble ; গর্ভস্থ অবয়ব বিঃ। বুদ্+ক্বিপ্ কর্ম ; বুদ্ বুদ্+ক কর্ম অথবা, বুদ্+ক কর্তৃ (নিপাতিত)। বি ; পুং।

বুদ্বুদন—(রসায়ন) বুদ্বুদে পরিণত হওয়া, effervescence ; বুদ্বুদ উঠা ; বুদ্বুদ হইতে গঠিত। বি।

বুধ বুধগ্রহ, Mercury ; চন্দ্রপুত্র ; সপ্তাহের বার বিঃ ; পণ্ডিত, বিদ্বান্। বুধ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

বুধবার—সপ্তাহের চতুর্থদিবস, মঙ্গলবারের পরদিবস। বুধাধিষ্ঠিত বার (দিন), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

বুধাষ্টমী—চৈত্র ও পৌষ মাসে এবং হরি-শয়নভিন্ন সময়ে বুধবারযুক্তা শুক্লাষ্টমী। বুধযুক্তা অষ্টমী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বুন—ভগিনী। প্রাদে। বি।

বুনঝি—ভগিনীর কন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাদে। বি।

বুনট—'বুনাট' দ্রঃ।

বুনন—(বীজ) বপন ; (বস্ত্রাদি) বয়ন। বুন্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

বুনপো—ভগিনীর পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। প্রাদে। বি।

বুনা, বোনা—(বীজ) বপন করা ; (বস্ত্রাদি) বয়ন করা। <বপন বা বয়ন। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

বুনাট, বুনট, বুনন্—বয়ন-কার্য ; বয়নের পারিশ্রমিক। বাংপ্র। বি।

বুনিয়াদ—ভিত্তি। ফা। বি।

বুনিয়াদী—'বনিয়াদী' দ্রঃ। **বুনিয়াদী শিক্ষা**—প্রাথমিক শিক্ষা, basic education [সাধারণতঃ হাতের কাজের ভিতর দিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হয় ; মহাত্মা গান্ধী এই শিক্ষার প্রবর্তক]।

বুনো—১। বন্যজাতি ; অসভ্য। বি। ২। বন্য ; অশিষ্ট, অভদ্র। বাংপ্র। বিণ।

বুন্দ—১। অতি উচ্চ। <ফা 'বুলন্দ'। বিণ। ২। বিন্দু, ফোঁটা। প্রা কপ্র। বিণ।

বুভুক—ক্ষুধার্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

বুভুক্ষা—ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা। ভুজ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বুভুক্ষিত—ক্ষুধিত। বুভুক্ষা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

বুভুক্ষু—ক্ষুধিত, ক্ষুধার্ত। ভুজ্‌+সন্‌ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

ব্রুচ—একপ্রকারের গহনা, ব্রোচ। <ইং 'broach'. বি।

বুরুজ—পোস্তা; দীর্ঘ চূড়াযুক্ত উঁচু ঘর; দুর্গাদির প্রাকারের পোস্তা বা মন্দিরতুল্য বহির্দেশের অংশ, bastion; স্তম্ভ। <আ 'বুর্জ'। বি।

বুরুল—বৃদ্ধাঙ্গুলির বিস্তাররূপ পরিমাণ, প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ। বাংপ্র। বি।

বুরুশ—তুলি; লোমনির্মিত মার্জনী। <ইং 'brush'. । বি।

বুলবুল—Thrusth জাতীয় সুকণ্ঠ পাখি বিঃ। ফা। বি।

বুলবুলি- বুলবুল। ফা-মূ। বি।

বুলা—১। ভ্রমণ করা; কথা বলা; কোন বস্তুর উপর দিয়া ঈষৎ স্পর্শ করিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। ভ্রমণ। প্রা কপ্র। বি।

বুলানো, বুলনো—মৃদু ঘর্ষণ বা মার্জন করা, হস্ত দ্বারা মৃদু স্পর্শ এবং মার্জন করা; কোন বস্তুর উপর দিয়া মৃদুভাবে হস্ত চালিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বুলি—ভাষা, বাক্য; অস্পষ্ট বাক্য; পাখির কথা; মুখস্থ করা, ভাষায় বাঁধা বা প্রচলিত গত, idiom. বাংপ্র। বি।

বুলেট—বন্দুকের গুলি। <ইং 'bullet'. বি। [বি।

বুস্তান—ফুলের বাগান। <ফা 'বুস্তাঁ'।

বুহিত—নৌকা; বাণিজ্যতরী। প্রা কপ্র। <বহিত্র। বি।

বৃংহণ—১। পুষ্টিকারক। বৃন্‌হ্‌+অনট্‌ করণবা। বিণ। স্ত্রী, -ণী। ২। হস্তিগর্জন; বর্ধন, পোষণ। বৃন্‌হ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

বৃংহিত—১। হাতির শব্দ, হস্তিগর্জন। বৃন্‌হ্‌+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ২। পুষ্ট, বর্ধিত। বৃন্‌হ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বৃক—নেকড়ে বাঘ, wolf; জঠরাগ্নি; বক-বৃক্ষ; কাক; শৃগাল; ক্ষত্রিয়; সরলদ্রব; অনেক দ্রব্যমিশ্রণে প্রস্তুত ধূপ। বৃ+কক্‌ কর্ম; কিংবা, বৃ+কক্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বৃকোদর—ভীম, দ্বিতীয়পাণ্ডব। বৃক (অগ্নি) উদরে (পেটে) যাঁহার, বহু [বৃক নামে অগ্নি উদরে ছিল বলিয়া ভীমের নাম বৃকোদর হইয়াছিল]। বি; পুং।

বৃক্ক—(শারীরবিদ্যা) দেহমধ্যস্থ মূত্রনিঃসারক যন্ত্র, kidney বি।

বৃক্ষ—গাছ, তরু, পাদপ। ব্রশ্চ্‌+সক্‌ কর্ম। বি; পুং।

বৃক্ষক—ছোটগাছ, ক্ষুদ্রবৃক্ষ, গুল্ম; বৃক্ষমাত্র। বৃক্ষ+কন্‌ ক্ষুদ্রার্থে। বি; পুং।

বৃক্ষচ্ছায়—অনেক গাছের ছায়া। বৃক্ষদিগের ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ (বহুবচনার্থে ছায়া-স্থানে ছায়)। বি; পুং।

বৃক্ষচ্ছায়া—গাছের ছায়া বৃক্ষের ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৃক্ষবাটিকা—বাগানবাড়ি; উপবন; নিকুঞ্জ। বৃক্ষাবৃত বা বৃক্ষরচিত বাটিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বৃক্ষাগ্র—গাছের আগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বৃক্ষাম্ল—১। তেঁতুল। বৃক্ষজাত অম্ল, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। আমড়াগাছ। বৃক্ষমধ্যে অম্ল, ৭মীতৎ। বি; পুং।

বৃজিন—পাপ। বৃজ্‌+ইনচ্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বৃত—কর্মকরণার্থ নিযুক্ত; প্রার্থিত; সসম্মানে নিযুক্ত; যাহাকে বরণ করা হইয়াছে এমন; মনোনীত, nominated; আচ্ছাদিত। বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বৃতি—১। নিয়োগ; বরণ, কর্মকরণার্থ নিয়োগ; আবরণ; প্রার্থনা বিঃ; গোপন। বৃ+ক্তি ভাব। ২। বেষ্টন, বেড়া; (উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা) ফুলের বাহিরের আবরণ, পুষ্পমূলে অবস্থিত বেষ্টক পদার্থ বিঃ, calyx. বৃ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

বৃত্ত—১। জাত; দৃঢ়; অতীত; মৃত; বর্তুল, গোলাকার। বৃত্‌+ক্ত কর্তৃ। ২। আচ্ছাদিত; নিযুক্ত; অভ্যস্ত; অধীত; অপ্রতিহত। বৃত্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। চরিত্র; বর্তন; অনুষ্ঠান; চেষ্টিত; ন্যায়পূর্বক অর্থোপার্জন অর্থপালন অর্থবর্ধন ও সৎপাত্রে দান—এই চতুর্বিধ; অক্ষর ইঃ দ্বারা নিয়মিত ছন্দ। বৃত্‌+ক্ত ভাববা। ৪। (জ্যামিতি) যে গোলাকার ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থল হইতে সীমা পর্যন্ত দুই বা অধিক সরল রেখা টানিলে সকলেই পরস্পর সমান হয় তাহা, গোল, মণ্ডল, circle; গোলাকার জিনিস, sphere. বৃত্‌+ক্ত কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বৃত্তকলা—(জ্যামিতি), কোন একটি চাপ এবং উহার প্রান্তবিন্দুদ্বয় পর্যন্ত অঙ্কিত ব্যাসার্ধদ্বয় দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র, sector of a circle. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৃত্তচ্ছ—বৃত্তক্ষেত্রস্থিত; স্বচ্ছরিত্র। উপপদ; বৃত্ত- স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

বৃত্তাংশ—(জ্যামিতি) কোন জ্যা সমস্ত বৃত্তটিকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিলে তাহার প্রত্যেক অংশ, segment of a circle. বৃত্তের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃত্তান্ত বার্তা, সংবাদ, খবর; ঘটনা; বিবরণ; প্রকার; সাকল্য; প্রস্তাব; অবসর; ভাব। বৃত্ত (জাত) অন্ত (নির্ণয়) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

বৃত্তাভাস—১। প্রায় বৃত্তের ন্যায় গোলাকার। বিণ। ২। বৃত্তবৎ গোলাকার ক্ষেত্রাদি। বৃত্তের আভাস যাহাতে, বহু। বি; পুং।

বৃত্তি—১। জীবনধারণের উপায়, উপজীবিকা; জীবনের কর্মধারা; ব্যাপার; দর্শনাদি; প্রবৃত্তি; স্থিতি; নাটকের ক্রিয়া বিঃ; স্বভাব; আকারান্তরপ্রাপ্তি; ব্যবহার; মনোবৃত্তি, মানসিক শক্তি, মনোনিষ্ঠ ধর্ম, faculty; ব্যাপ্তি; শব্দের শক্তি যদ্দ্বারা অর্থ প্রসারিত হয়; বর্ণরচনা বিঃ। বৃত্‌+ক্তি ভাব। ২। অক্ষর দ্বারা নিরূপিত ছন্দঃ। বৃত্‌+ক্তি কর্ম। ৩। ব্যাখ্যান-গ্রন্থ; জীবিকা; পারিতোষিক-স্বরূপ প্রদত্ত অর্থ, scholarship; ব্যবসায়। বৃত্‌+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

বৃত্তিকার- ব্যাখ্যাকারী। উপপদ; বৃত্তি—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বিণ।

বৃত্তীয়—(জ্যামিতি) বৃত্ত-সংক্রান্ত। বৃত্ত+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। **বৃত্তীয় মান**—বৃত্তের অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ, circular measure.

বৃত্য—বরণীয়, বরণ করিবার যোগ্য। বৃ+ক্যপ্‌ কর্ম। বিণ।

বৃত্যংশ—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পুষ্পবৃতির এক একটি ভাগ, sepal. বৃতির অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃত্র—অসুর বিঃ; শত্রু; অন্ধকার; শব্দ; পর্বত বিঃ; মেঘ; মন্ত্র। বৃত্‌+রক্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বৃত্রহা (-হন্‌)—ইন্দ্র। উপপদ; বৃত্র—হন্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি; পুং। [পুং।

বৃত্রারি—ইন্দ্র। বৃত্রের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বৃথা—নিষ্ফল; অনর্থক, নিরর্থক, শুধু শুধু। বৃ+থাল্‌ কর্ম। অ।

বৃদ্ধ—বুড়া, প্রাচীন, প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ; বৃহৎ; বুদ্ধিযুক্ত; পণ্ডিত, জ্ঞানী। বৃধ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বৃদ্ধত্ব—বৃদ্ধাবস্থা, বার্ধক্য; প্রাচীনতা; পাণ্ডিত্য। বৃদ্ধ+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধপ্রপিতামহ- ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা, প্রপিতামহের পিতা। বৃদ্ধ প্রপিতামহ, কর্মধা। বি; পুং।

বৃদ্ধপ্রপিতামহী—ঠাকুরদাদার ঠাকুরমা, প্রপিতামহের মাতা। বৃদ্ধপ্রপিতামহ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধপ্রমাতামহ- মায়ের ঠাকুরদাদার বাবা, প্রমাতামহের বাবা। বৃদ্ধ প্রমাতামহ, কর্মধা। বি; পুং।

বৃদ্ধপ্রমাতামহী—মায়ের ঠাকুরদাদার মা, প্রমাতামহের মাতা। বৃদ্ধপ্রমাতামহ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধশ্রবাঃ (-শ্রবস্‌) (>-শ্রবা)—ইন্দ্র। বৃদ্ধ- শ্রু+অসুন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বৃদ্ধা—১। প্রাচীনা, বুড়ী। বিণ; স্ত্রী। ২। অঙ্গুষ্ঠ, বুড়া আঙুল। বৃদ্ধ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধাঙ্গুলি—বুড়ো আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ। বৃদ্ধা যে অঙ্গুলি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধি—১। উন্নতি, অভ্যুদয়; বিস্তার; বাড়, আধিক্য; যোগ বিঃ। বৃধ্+ক্তি ভাব। ২। সুদ; সম্পত্তি। বৃধ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধিজীবী (-জীবিন্)—সুদখোর, কুসীদ-জীবী। উপতৎ; বৃদ্ধি-জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -**বিনী**।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (বিবাহ, উপনয়ন ইঃর সময় ইহা করা হয়)। বৃদ্ধি (অভ্যুদয়) নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বৃদ্ধ্যাজীব—বৃদ্ধিজীবী। বৃদ্ধি আজীব যাহার, বহু। বি; পুং বা বিণ।

বৃন্ত—ফলপুষ্পপত্রাদির বোঁটা; কুচাগ্র, চুচুক, স্তনের বোঁটা; জলপাত্র রাখিবার পিঁড়া। বৃ+ক্ত কর্ম (ন-আগম)। বি; স্ত্রী।

বৃন্তচ্যুত—যাহা বোঁটা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

বৃন্তাক—বেগুন, বার্তাকু। বৃন্ত—অক+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বৃন্দ—১। সমূহ, গণ। বি; স্ত্রী। ২। সংখ্যা বিঃ, দশ অর্বুদ; তৎসংখ্যক। বৃত্ বা বৃণ্+দন্ কর্তৃ (নিপা)। বি বা বিণ।

বৃন্দা—তুলসীবৃক্ষ; জলন্ধরপত্নী; রাধা; রাধিকার সখী বিঃ। বৃন্দ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বৃন্দাবন—মথুরার নিকটবর্তী তীর্থস্থান বিঃ। বৃন্দার (বৃন্দার তপস্যা বা ক্রীড়ার জন্য) বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৃন্দাবন-বিলাসিনী—শ্রীরাধা। ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

বৃন্দাবনেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃন্দাবনেশ্বরী—শ্রীরাধা। বৃন্দাবনেশ্বর+ঈপ্ বা বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৃন্দারক—১। দেবতা; দলপতি। বি; পুং। ২। মনোজ্ঞ, সুন্দর; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; আনন্দজনক, তৃপ্তিকর; উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম; পূজ্য, যশস্বী; অধিক, বৃহৎ। বৃন্দ (সমূহ)+আরকন্ প্রশংসার্থে। বিণ।

বৃশ্চিক—বিছা, scorpion; শুয়াপোকা; (জ্যোতিষ) অষ্টম রাশি; অগ্রহায়ণমাস। ব্রশ্চ্+কিকন্ কর্তৃ। বি; পুং।

বৃশ্চিকালী—বিছুটির গাছ। বৃশ্চিক—অল্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৃষ—ষাঁড়, ষণ্ড, বলদ; (জ্যোতিষ) রাশি-চক্রের দ্বিতীয়রাশি; ধর্ম; চতুর্বিধ পুরুষের অন্তর্গত পুরুষ বিঃ, শুক্রল পুরুষ; বলবান্ মনুষ্য, মল্ল; ইন্দ্র; মূষিক; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; শত্রু; রাধাপুত্র, কর্ণ; বাসক; ঘরভৈরারির উপযোগী ভূমিখণ্ড; কন্দর্প; (শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

বৃষকাষ্ঠ—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে ষাঁড় বাঁধিবার খুঁটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। বৃষ কেতু যাঁহার, বহু। বি; পুং। [বি; পুং।

বৃষণ—অণ্ডকোষ। বৃষ্+অন (ক্যু) কর্তৃ।

বৃষধ্বজ—শিব; মূষিক; গণেশ; পুণ্যবান্ ব্যক্তি। বৃষ (ষণ্ড, ধর্ম) ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বৃষবাহন—শিব। বৃষ বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বৃষভ—ষাঁড়, বৃষ, বলীবর্দ; বৈদর্ভীরীতি বিঃ; জিন বিঃ; কর্ণচ্ছিদ্র; ঋষভনামক ঔষধ; (শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ্+অভচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বৃষভবাহন—শিব। বৃষভ বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বৃষভানুনন্দিনী, -সুতা—শ্রীরাধিকা। বৃষভানুর (রাধিকার পালক পিতার) নন্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৃষল—১। শূদ্র; অশ্ব; লশুন। বৃষ্+কলচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। অধার্মিক, পাপিষ্ঠ, পতিত। বৃষ—ল্+ড কর্তৃ। বিণ।

বৃষলা, বৃষলী—দ্বাদশবর্ষবয়স্কা ঋতুমতী অবিবাহিতা কন্যা; ঋতুমতী স্ত্রী; বন্ধ্যা; নীচ স্ত্রী; শূদ্রা; মৃতসন্তানপ্রসবকারিণী স্ত্রী। বৃষল+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৃষস্কন্ধ—১। যাহার কাঁধ ষাঁড়ের কাঁধের মত উঁচু ও স্থূল এমন। বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ যাহার, বহু। বিণ। ২। ষাঁড়ের কাঁধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃষাঙ্ক—শিব, বৃষধ্বজ; ধার্মিক ব্যক্তি; নপুংসক; অন্তঃপুররক্ষক; ময়ূর; ভেলাগাছ। বৃষ অঙ্ক (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বৃষোৎসর্গ—শ্রাদ্ধ বিঃ, যাগ বিঃ। বৃষের উৎসর্গ (ত্যাগ) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

বৃষ্ট—১। যাহা বর্ষণ করা হইয়াছে এমন; সিক্ত। বৃষ্+ক্ত কর্ম। ২। কৃতবর্ষণ, যাহা বর্ষণ করিয়াছে এমন। বৃষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বৃষ্টি—১। বর্ষণ, মেঘ হইতে জলপতন। বৃষ্+ক্তি ভাব। ২। বৃষ্ট জল। বৃষ্+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

বৃষ্টিপাত—মেঘ হইতে জলপতন। ৬ষ্ঠীতৎ।

বৃষ্টিভূ—১। ব্যাঙ্, ভেক, মণ্ডূক। বি; পুং। ২। বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; বৃষ্টি (বর্ষণ)—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

বৃষ্টিমানযন্ত্র—যে যন্ত্রে বৃষ্টির পরিমাণ নিরূপিত হয় তাহা, rain-gauge. বৃষ্টির মান যদ্দ্বারা, বহু; সেই যন্ত্র, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বৃষ্টিস্নাত—বর্ষার জলে ধোওয়া, বর্ষার জলে কৃতস্নান। ৩য়াতৎ। বিণ।

বৃষ্ণি—১। শ্রীকৃষ্ণের একজন পূর্বপুরুষ, কৃষ্ণ; যদুবংশ; ইন্দ্র; অগ্নি; বায়ু; মেষ; জ্যোতিঃ; গোরু। বি; পুং। ২। প্রচণ্ড, উগ্র; পামর। বৃষ্+নি কর্তৃ। বিণ।

বৃষ্য—১। বলবৃদ্ধিকারক, বীর্যবর্ধক। বৃষ্+যৎ হিতার্থে। বিণ। ২। বাজীকরণ। বৃষ্+কাপ্ ভাব। বি; ক্লী।

বৃহৎ—বড়, বিপুল, প্রকাণ্ড; মহৎ; উজ্জ্বল। বৃহ্+অৎ কর্তৃ। বিণ।

বৃহতী—১। বিপুলা, প্রকাণ্ডা। বিণ। ২। বেগুন; ছোট বেগুন; বিশ্বাবসুর বীণা; উত্তরীয় বস্ত্র; ছন্দ বিঃ; ৩৬ সংখ্যার সংকেতার্থ; বাক্য। বৃহ্+অৎ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৃহতীপতি—বাচস্পতি, বৃহস্পতি। বৃহতীর (বাক্যের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৃহৎকায়—প্রকাণ্ড-দেহযুক্ত। বৃহৎ কায় যাহার, বহু। বিণ।

বৃহত্তৃণ—বাঁশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

বৃহদ্ভানু—সূর্য; অগ্নি। বৃহৎ ভানু (কিরণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বৃহদ্রথ—১। ইন্দ্র; জরাসন্ধের পিতা। বৃহৎ (বড়) রথ যাঁহার, বহু। ২। যজ্ঞপাত্র; সামবেদের অংশ; মন্ত্র বিঃ। বৃহৎ রথ, কর্মধা। বি; পুং।

বৃহদ্দ্বার—দেউড়ি, বহির্দ্বার; মহল ("তের শত বৃহদ্দে বাহির হইল রথ"—কৃত্তি)। প্রা কল্প। বি।

বৃহন্নলা—(মহাভারত) বিরাটগৃহে ছদ্মবেশে অবস্থানকারী অর্জুন। বৃহৎ নল যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

বৃহস্পতি—দেবগুরু; দেবগুরুর ন্যায় পণ্ডিত, অতি বিদ্বান্; গ্রহ বিঃ, Jupiter; সপ্তাহের বার বিঃ। বৃহৎদিগের (দেবতাদের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, বৃহতীর (বাক্যের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপা)। বি; পুং।

বৃহস্পতিবার—সপ্তাহের পঞ্চম দিন। বৃহস্পতি-অধিষ্ঠিত বার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বে—১। অভাব; না; বিরোধ; নিন্দা। ফা। ২। বিবাহ। প্রাদে। বি।

বে-অকুফ—'বে-ওকুফ' দ্রঃ।

বে-আইন—আইন-কানুনের অভাব। আইনের অভাব, অব্যয়ী। বে (ফা)+আইন (আ)। বি।

বে-আইনী—আইন-বিরুদ্ধ। বে (নয়) আইনী, নঞ্তৎ। ফা-আ-যু। বিণ।

বে-আক্কেল—বোকা, বুদ্ধিহীন। বে (নাই) আক্কেল যাহার, বহু। বে (আ)+আক্কেল (<আ 'অক্ল্')। বিণ।

বে-আদব, বেয়াদব—অসভ্য, অশিষ্ট; অবিনীত। বে (নাই) আদব যাহার, বহু। বে (ফা)+আদব (<আ 'অদব')। বিণ।

বে-আদবি, বেয়াদবি, বেয়াদপি—অশিষ্টতা, প্রগল্ভতা। ফা+আ-মূ। বি।

বে-আন্দাজ—পরিমাণের অধিক; অতিরিক্ত; আন্দাজের বিপরীত। বে (নাই) আন্দাজ যাহাতে, বহু। < ফা 'বে-আন্দাজ'। বিণ। বি, **-জি**। বিণ, **-জী**।

বে-আবরু—১। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নাশ বা তাহার অভাব, লজ্জাশীলতার নাশ। আবরুর অভাব, অব্যয়ী। ফা। বি। ২। আবরণশূন্য; যাহার লজ্জাশীলতার নাশ হইয়াছে এমন; অপমানিত। বে (নাই) আবরু যাহার, বহু। ফা। বিণ।

বে-আরাম—রোগ, অসুস্থতা। অব্যয়ী। ফা। বি।

বে-ইজ্জত-১। অপমান; শ্লীলতাহানি। বি। ২। অপমানিত; লাঞ্ছিত। বে (ফা)+ইজ্জত (<আ 'ইজ্জৎ')। বিণ।

বে-ইজ্জতি—অপমান; শ্লীলতাহানি। ফা-আ-মূ। বি।

বে-ইমান—বিধর্মী, অধার্মিক; নিমকহারাম, কৃতঘ্ন; বিশ্বাসঘাতক। বে (নাই) ইমান যাহার, বহু। ফা-আ। বিণ।

বে-ইমানি—কৃতঘ্নতা, নিমকহারামি; অধার্মিকত্ব। বে-ইমান+ই ভাবে। ফা-আ-মূ। বি।

বেউড়-বাঁশ- একপ্রকার কাঁটাযুক্ত বাঁশ। বাংপ্র। বি।

বে-এক্তিয়ার—অধিকার ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তির বহির্ভূত। বে (ফা)+এক্তিয়ার (<ফা 'ইখ্‌তিয়ার')। বিণ।

বে-ওকুফ, বে-অকুফ, বেকুফ, বেকুব—জ্ঞানহীন, নির্বোধ। বহু। বে (ফা)+ওকুফ (<আ 'বুকুফ্')। বিণ।

বে-ওজন—অপরিমিত। বে (নাই) ওজন যাহার, বহু। বে (ফা)+ওজন (<আ 'বজন্')। বিণ।

বে-ওজর—আপত্তিশূন্যতা। অব্যয়ী। বে (ফা)+ওজর (<আ 'উজর')। বি।

বেওয়া—পতিপুত্রহীনা নারী। ফা। বি।

বে-ওয়ারিস—মালিকবিহীন, অধিকারিশূন্য। বে (নাই) ওয়ারিস যাহার, বহু। <ফা-আ 'বে-বা-রিস'। বিণ।

বেঁক—যাহা বাঁকিয়া গিয়াছে, বক্রতা; বক্র হইবার স্থান, মোড়। বাংপ্র। বি।

বেঁকা, বাঁকা—১। বক্র, অসরল; কুটিল; একগুঁয়ে; বিরুদ্ধ। <বক্র। বিণ। ২। বক্র হওয়া; বিরুদ্ধ গোঁ ধরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বেঁকানো, বাঁকানো—বাঁকা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বেঁকি—বাঁকা মল। প্রাদে। বি।

বেঁজি—নেউল। বাংপ্র। বি।

বেঁটে—খাট, খর্ব, হ্রস্ব, বামন। <বণ্ট। বিণ।

বেঁড়ে—পুচ্ছহীন, লেজশূন্য। <বণ্ড। বিণ।

বেকবুল—অস্বীকৃত। ফা-আ। বিণ।

বেকসুর—নির্দোষ; দোষ নাই বলিয়া। বে (নাই) কসুর যাহার বা যাহাতে, বহু। ফা-আ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বে-কায়দা—১। অসুবিধা; হস্তপদ দ্বারা ধরিবার বা কোন কার্য করিবার অসুবিধা। বি। ২। যাহাতে বা যেস্থানে অসুবিধা রহিয়াছে এমন; অনায়ত্ত। বে (ফা)+কায়দা (<আ 'কাইদহ্')। বিণ।

বেকার—যাহার কাজকর্ম নাই এমন; যাহার কোন চাকরি বা ব্যবসায় নাই এমন। বে (নাই) কার (কর্ম) যাহার, বহু। ফা। বিণ।

বেকার-সমস্যা—বেকারদিগকে কার্য দেওয়ার সমস্যা, কর্মহীন ব্যক্তিদের কর্মলাভের সমস্যা। বেকার (ফা)+সমস্যা (সং)। বি; স্ত্রী।

বেকুফ, বেকুব—'বে-ওকুফ' দ্রঃ।

বেকুবি—বোকামি। বেকুব+ই ভাবে। ফা-আ-মূ। বি।

বে-খরচা—কোন অর্থব্যয় না করিয়া; বিনা খরচে সম্পাদিত। বে (নাই) খরচা যাহাতে, বহু। <ফা 'বেখর্চ্'। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বে-খাপ, বে-খাপ্পা—অমানান, যাহা খাপ খায় না এমন; অসুবিধাযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

বেগ—১। গতি বা গতির মাত্রা; শীঘ্রতা, ত্বরা; মল মূত্র ইঃর বাহির হওয়ার প্রবৃত্তি; প্রবাহ; আনন্দ, আহ্লাদ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; প্রবলতা; প্রকোপ; আধিক্য; উদ্যম; প্রণয়। বিজ্+ঘঞ্, ভাব। ২। রেতঃ, শুক্র; আম্র বিঃ; মহাকালফল, মাকালফল; বাণপতি। বেগ+অচ্, আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। সম্ভ্রান্ত মোগলজাতীয়ের উপাধি। তু। বি।

বেগগামী (-গামিন্)—দ্রুত গমনকারী। উপতৎ; বেগ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

বেগড়া—১। নষ্ট, বিকৃত; দুষ্ট। হি। ২। অপরিমিতভোজী; দুঃসাহসী। প্রাদে। বিণ। ৩। বিপত্তি, ফেসাদ। বাংপ্র। বি।

বেগতিক—নিরুপায় অবস্থা; বেগোছ। গতিকের অভাব, অব্যয়ী। বাংপ্র। বি।

বেগনী—'বেগুনী' দ্রঃ।

বেগবন্ত- বেগযুক্ত, ত্বরান্বিত। বেগ+বন্ত বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বেগবান্ (-বৎ)—বেগবিশিষ্ট, ত্বরান্বিত; প্রবল, দুর্দমনীয়। বেগ+মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

বেগম—মুসলমান রাজমহিষী; মোগলবংশীয় অভিজাত স্ত্রী; সম্ভ্রান্ত স্ত্রী। <তু 'বেগুম'। বি; স্ত্রী।

বেগর—বিনা। <আ 'বগয়র'। অ।

বেগশালী (-শালিন্)—দ্রুতগতিবিশিষ্ট, ত্বরান্বিত। উপতৎ; বেগ—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**। বি, **-শালিতা**।

বেগানা—অপরিচিত; পর, অনাত্মীয়। ফা। বিণ।

বেগার--১। বেতনহীন কার্য, অনর্থক শ্রম ('—দেওয়া')। বি। ২। বিনা পারিশ্রমিকে ('—খাটা')। ক্রি-বিণ। ৩। বিনা বেতনে কার্যকারী। ফা। বি বা বিণ।

বেগিত—বেগযুক্ত, বেগবান্। বেগ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

বেগী (বেগিন্)—বেগবান্, ত্বরান্বিত; চালিত। বিণ। স্ত্রী—**বেগিনী**।

বেগুন—বার্তাকু, বার্তাকী। <বাতিঙ্গন। বি।

বেগুনী, বেগনী—১। যাহার রং বেগুনের মত এমন, violet, purple. বিণ। ২। বেসন মাখানো বেগুনের ফালি ভাজা। বাংপ্র। বি।

বেগোছ—১। বেগতিক, নিরুপায় অবস্থা। অব্যয়ী। বি। ২। বিশ্রী; অসুবিধাযুক্ত; শৃঙ্খলাশূন্য। বহু। বাংপ্র। বিণ।

বেঘোর—নিরুপায় বা সংকটময় অবস্থা। বাংপ্র। বি।

বেঙ, ব্যাং, ব্যাঙ—ভেক। <ব্যঙ্গ। বি। **বেঙের আধুলি**—যে তুচ্ছ বা সামান্য ধন লইয়া লোকে অহংকার করে তাহা (গল্পে আছে এক ব্যাঙ একটি আধুলি পাইয়া অতি গর্বিত হইয়া উঠিয়াছিল)।

বেঙাচি, ব্যাঙাচি—বেঙের বাচ্চা। বাংপ্র। বি।

বেঙ্গমা, বেঙ্গমী—ছেলে-ভুলানো গল্পের কাল্পনিক পক্ষী ও পক্ষিণী। <বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী। বি।

বেচন—বিক্রয়করণ, মূল্য-গ্রহণপূর্বক অর্পণ। বেচ্+অন ভাব। বাংপ্র। বি।

বেচনদার—বিক্রয়কারী। বেচন+দার কর্তা অর্থে। বা প্র। বি।

বেচা—বিক্রয় করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বেচানো—(কাহারও দ্বারা) বিক্রয় করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বেচারা, বেচারী—নির্দোষ ব্যক্তি; কৃপাপাত্র, অসহায়। <ফা 'বেচারহ্'। বি বা বিণ।

বেচাল—১। দুর্ব্যবহার; নিন্দিত ভাবের চালচলন, দুর্নীতি; ভুল উপায় অবলম্বন। ২। ভ্রষ্ট, কুচরিত্র, নিরুপায়; বিক্রয়কারী। বাংপ্র। বিণ। [বি।

বেজন—পাখার বাতাসকরণ। প্রা কপ্র।

বেজন্মা—জারজ, পিতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির ঔরসে জাত। বে (নিকৃষ্ট) জন্ম যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

বেজাত—নিকৃষ্ট জাতি; জারজ। বে (হীন) জাত যাহার, বহু। বি বা বিণ।

বেজায়—অপরিমিত; অসংগত। বে (ফা) + জায় (আ 'জায়েজ')। বিণ।

বেজার—দুঃখিত, অপ্রসন্ন, বিরক্ত। ফা। বিণ। [বাংপ্র। বি।

বেজি—নেউল, ichneumon, mongoose.

বেজিত—ভীত; ভয়বশতঃ কম্পিত; উদ্বিগ্ন। পিজন্ত বিজ্—বেজি + ক্ত কর্ম। বিণ।

বেঞ্চ, বেঞ্চি—উচ্চ এবং দীর্ঘ কাষ্ঠাসন। <ইং 'bench'. বি।

বেটা—ছেলে, পুত্র; ঘৃণিত ব্যক্তি, ভর্ৎসনা বা অবহেলাসূচক সম্বোধন। হি। বি; পুং। স্ত্রী —বেটী।

বেটা—ঘেরা, বেষ্টন করা। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বে-টাইম—অসময়। বে (নয়, অপ্রশস্ত) টাইম (সময়), নঞ্তৎ। ই-মূ। বি।

বেটাছেলে—পুরুষমানুষ; পুত্রসন্তান। কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং। [বি।

বেটে, বেটো—পাটের দড়ি। বাংপ্র।

বেঠিক—ভুল, ভ্রমাত্মক; অনির্দিষ্ট, যাহার স্থিরতা নাই এমন। বে (নয়) ঠিক, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

বেড়—ঘেরা, বেষ্টন, ধৃতি; গণ্ডী। <বেষ্ট। বি।

বেড়া—১। বেষ্টনকারী ('—জাল')। বিণ। ২। ঘেরা, বেষ্টন করা। ক্রি [, বি]। ৩। আবেষ্টনী, ঘের। বাংপ্র। বি।

বেড়ানো—ভ্রমণ করা; বেষ্টন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বেড়ি—শিকল, শৃঙ্খল, পা বাঁধিবার লোহার শিকল; হাঁড়ি ধরিবার পিতল বা লোহার যন্ত্র বিঃ, বাউলী; কেশবিন্যাস বিঃ। <বেষ্ট। বি। [বিণ।

বেড়ে—উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয়। বাংপ্র।

বেড্ডোল, বেড্ডোল—কুগঠন, বেঢপ। বহু। বাংপ্র। বিণ।

বেঢং, বেঢঙ্গ, বেঢপ—বিশ্রী, কদাকার, বেমানান। বহু। বাংপ্র। বিণ।

বেঢ়ল, বেঢ়লি—ঘিরিয়া ধরিল, বেষ্টন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

বেণ—পৃথুরাজার পিতা; সংকরজাতি বিঃ; বৈদ্য। বেণ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বেণা—উশীর, তৃণমূল বিঃ; খসখস। <বীরণ। বি।

বেণি, বেণিকা, বেণী—(মেয়েদের) বাঁধা চুলের রাশি, বিন্যস্ত কেশপাশ; জল-প্রবাহ [যথা,—প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলনের নাম ত্রিবেণী]; স্রোতঃ; নদী বিঃ; দেবতাড়বৃক্ষ। বী + নি কর্তৃ; অথবা, বেণ্ + ইন্ কর্তৃ; পক্ষে কন্ স্বার্থে + আপ্; বেণি + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বেণিয়া, বেণে—দোকানী; বণিক্, সওদাগর; গন্ধবণিক্। <বণিক। বি।

বেণী—'বেণি' দ্রঃ।

বেণীসংহার—১। ভট্টনারায়ণকৃত নাটক বিঃ। (দ্রৌপদীর) বেণীর সংহার (বন্ধন) যাহাতে, বহু। ২। বেণীবন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেণু—বাঁশি, বংশী; বাঁশ; বংশ। অজ্ + নু কর্তৃ (অজ-স্থানে বী)। বি; পুং।

বেণুক—প্রাজনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি। বেণু + কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

বেণুকুঞ্জ—বাঁশ-বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

বেণুবন—বাঁশ-বাগান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বেণুবাদ, -বাদক—যে বাঁশি বাজায়। উপতৎ; বেণু—বদ্ + ণিচ্ + অণ্, ণককর্তৃ (২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ); বি; পুং।

বেণুরব—বাঁশির আওয়াজ, বাঁশির স্বর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেণে—'বেণিয়া' দ্রঃ।

বেণেতি—বেণের বেচিবার জিনিসপত্র, রান্না করার মসলা প্রঃ। বাংপ্র। বি।

বেত—বেতস, বেতগাছ। <বেত্র। বি।

বেতন—মাহিয়ানা বা মাহিনা, কাজের পারিশ্রমিক; মজুরি; ভাড়া; মূল্য; জীবিকা। বী + তনন্ করণ। বি; ক্লী।

বেতনগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যে মাহিনা লইয়া কাজ করে এমন। উপতৎ; বেতন—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

বেতনভুক্ (-ভুজ্), **-ভোগী** (-ভোগিন্)—যে কাজ করিয়া তাহার জন্য মাহিনা লয় এরূপ। উপতৎ; বেতন—ভুজ্ + ক্বিপ্, ণিন্মূণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভোগিনী।

বেতর—এলোমেলো, বিশৃঙ্খল; বিশ্রী; অস্বাভাবিক। বে (ফা) + তর (<আ 'তরহ্')। বিণ।

বে-তরিবত—অসভ্য, বর্বর; অশিক্ষিত। বে (ফা) + তরিবত (<আ 'তরিয়ৎ')। বিণ।

বেতস, বেতসী—বেতগাছ। বে + অসচ্ কর্ম (ৎ-আগম)। বি; পুং, স্ত্রী।

বেতসবৃত্তি—যে প্রবল তাহার নিকট দুর্বলের নতিস্বীকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বে-তাক, বে-তাগ—লক্ষ্যশূন্য; অ-প্রাসঙ্গিক। বে (নাই) তাক, তাগ যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

বেতানো—বেত দিয়া মারা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

বে-তার—১। তারশূন্য, যাহাতে তার নাই এমন ('— বার্তা'); স্বাদবিহীন। বিণ। ২। রেডিও; বিনা তারে সংবাদ সংগীত ইঃর পরিবেশন। বে (নাই) তার যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বি।

বেতারবার্তা—বিনা তারে বিদ্যুতের সাহায্যে প্রেরিত খবর। বেতার-চালিত বার্তা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বেতাল—১। ভূতে পাওয়া মৃতদেহ; শিবানুচর বিঃ; দ্বারপাল, দ্বারী; মল্ল বিঃ। বে (বায়ুতে) তাল (প্রতিষ্ঠা) যাহার, অলুক্ বহু। বি; পুং। ২। (সংগীত) তালহীনতা, তালভঙ্গ। তালের অভাব, অব্যয়ী। বাংপ্র। বি।

বেতালা—অপ্রাসঙ্গিক; তাললয়শূন্য; খাপছাড়া; অত্যধিক। বেতাল + আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বি।

বেতি—বেতের ছড়ি; বাখারি। বাংপ্র।

বেতী—পূর্বেকার; পূর্বে যাহা ভুল বা বাদ পড়িয়াছে এমন। বেতের তৈয়ারী। বাংপ্র। বিণ।

বেতো—যে বাতরোগে ভুগিতেছে এমন ('— রোগী')। বাত + ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বেত্তা (বেত্তৃ)—যে জানে এমন, জ্ঞাতা; পরিণেতা; লাভকর্তা। বিদ্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—বেত্রী।

বেত্র—১। বেতগাছ। বি; পুং। ২। বেতের লাঠি। অজ্ + ত্র করণ। বি; ক্লী।

বেত্রদণ্ড—১। চাবুক-মারারূপ শাস্তি। বেত্র দ্বারা দণ্ড, ৩য়াতৎ। ২। বেতের লাঠি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বেত্রপ্রহার, বেত্রাঘাত—বেত দিয়া মারা। বেত্র দ্বারা প্রহার, আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

বেত্রবতী—মালবদেশের নদী বিঃ, আধুনিক বুন্দেলখণ্ডের বেত্তোয়া। বেত্র + বতু আছে অর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বেত্রাসন—বেতের তৈরি বসিবার জিনিস, মোড়া প্রঃ। বেত্রনির্মিত আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

বেত্রাহত—যাহাকে বেত দিয়া মারা হইয়াছে এমন। বেত্র দ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ। [বি!

বেথো—একপ্রকার শাক। <বাস্তুক।

বেদ—১। হিন্দুর সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম ও ব্রহ্মের প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শাস্ত্র, শ্রুতি (ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব—এই চারি ভাগে ইহা বিভক্ত)। বিদ্+ঘঞ্ করণ। ২। চারি সংখ্যা, ৪; ছন্দঃ; টিপ্পনী; আখ্যা; যজ্ঞাঙ্গ; শাস্ত্রোক্ত চরিত্র; কুশ-মুষ্টিকৃত পদার্থ বিঃ। বিদ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। জ্ঞান; শাস্ত্রজ্ঞান। বিদ্+ঘঞ্ ভাব। ৪। বিষ্ণু। বিদ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বে-দখল—১। অধিকার না থাকা; বল-পূর্বক দখল। বি। ২। যাহার দখল নষ্ট হইয়াছে এমন, অধিকারচ্যুত; অন্যায়ভাবে অধিকৃত। ফা-আ। বিণ। বি, **-লি**।

বেদগর্ভ(র্ভ) -১। ব্রহ্মা; ব্রাহ্মণ। বেদ গর্ভে (মধ্যে) যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে বঙ্গে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে তাঁহাদের একজন। বি।

বেদজ্ঞ -যে বেদ জানে এমন, বেদবিৎ। উপতৎ; বেদ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

বেদড়া, ব্যাদড়া দুষ্ট; বিশ্রী; কদর্য। বাংপ্র। বিণ।

বেদন, বেদনা ব্যথা, যাতনা; ক্লেশ, দুঃখানুভব; বোধ; জ্ঞান; বিবাহ; দান; উপঢৌকন; শূদ্রনারীর উচ্চবর্ণের পুরুষকে বিবাহ করিতে হইলে তৎকর্তৃক বরের উত্তরপ্রান্ত ধারণ। বিদ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বেদনীয়—অনুভবনীয়, জ্ঞেয়; অনুভব করিবার বা জানিবার যোগ্য, ক্লেশনীয়। বিদ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বেদপারগ, -বিৎ (-বিদ্)—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; ব্রহ্মজ্ঞানী। উপতৎ; বেদপার (বেদের অন্ত)—গম্+ড কর্তৃ; বেদ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

বেদবাক্য—বেদের কথা; অব্যর্থ বাক্য, যে কথার অন্যথা হয় না এমন কথা, Gospel truth. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বেদবিৎ (-বিদ্) -'বেদপারগ' দ্রঃ।

বেদব্যাস—বেদবিভাগকর্তা মুনি, ব্যাস-দেব। উপতৎ; বেদ—বি—অস্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বেদম—অত্যধিক ('— প্রহার'); যাহাতে দম লইবার অবকাশ নাই এমন ('—কাশি'); ঊর্ধ্বশ্বাসে ('— ছুট')। বে (নাই) দম যাহার বা যাহাতে, বহু। ফা। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বেদমাতা (-মাতৃ)-গায়ত্রী; দুর্গা। বেদের মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বে-দরকারী—অপ্রয়োজনীয়। বে (নয়) দরকারী, নঞ্তৎ। ফা-মু। বিণ।

বে-দরদ—নিষ্ঠুর, মায়াদয়াশূন্য। বে (নাই) দরদ যাহার, বহু। ফা-মু। বিণ।

বেদল—বিপক্ষীয়। বে (নাই) দল যাহার, বহু। বে (ফা)+দল (সং)। বিণ।

বে-দস্তুর—বেদাঁড়া, রীতিবিরুদ্ধ, প্রথা-বিরুদ্ধ। বে (নাই) দস্তুর যাহার, বহু। ফা। বিণ।

বে-দাঁড়া—অনিয়মিত, বে-দস্তুর। বে (নাই) দাঁড়া যাহার, বহু। বে (ফা)+দাঁড়া (<দাঁঢা)। বিণ।

বে-দাগ, বে-দাগী—যাহাতে দাগ বা পচা অংশ নাই এমন, নিষ্কলঙ্ক। বে (নাই) দাগ যাহার, বহু; বে (নয়) দাগী, নঞ্তৎ। ফা। বিণ।

বেদাঙ্গ—শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ—বেদের এই ছয় প্রকার অবয়ব-গ্রন্থ। বেদের অঙ্গ (অবয়ব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বেদাধিপ—ঋগ্বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্বেদের অধিপতি শুক্র, সামবেদের অধি-পতি মঙ্গল এবং অথর্ববেদের অধিপতি বুধ। বেদের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেদানা—একপ্রকার ডালিম। <ফা 'বেদানহ্'। বি।

বেদান্ত—বেদের শেষভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড; উপনিষৎ; বেদব্যাসপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র [ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নিরূপিত আছে]। বেদের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেদান্তবাদ—বেদান্তদর্শন, ঈশ্বরতত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই অভিমত, বেদান্ত-মত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেদান্তবাদী (-বাদিন্)—বেদান্তদর্শনের মতাবলম্বী, বেদান্তী। উপতৎ; বেদান্ত--বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

বেদান্তী (-ন্তিন্)--বেদান্তমতাবলম্বী, বেদান্তবেত্তা, বৈদান্তিক। বেদান্ত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিনী**।

বেদাভ্যাস—বেদের অধ্যয়ন বিচার অনু-শীলন জপ অধ্যাপন—এই পাঁচ কর্ম। বেদের অভ্যাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেদাশ্রয়—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। বেদের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেদি, বেদিকা, বেদী—যজ্ঞাদিকার্যের জন্য পরিষ্কৃত উচ্চ ভূমি; চতুরস্র ডমরু-সদৃশাকৃতি ভূমি; মঞ্চ, পীঠ, platform, dais, pulpit; অঙ্গনাদির মধ্যবর্তী চতুরস্র ভিত্তি; বেদীর সদৃশ ভিত্তি; নামাঙ্কিত আংটি; মৃত্তিকাস্তূপাকৃতি ভিত্তি। বিদ্+ইন্ অধি; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্; ৩য় পক্ষে বেদী+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বেদিত—যাহা জানানো হইয়াছে এমন, জ্ঞাপিত; নিবেদিত; দর্শিত; সাক্ষাৎ-কারিত। বিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বেদিতব্য—জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য। বিদ্+তব্য কর্ম। বিণ।

বেদিতা (বেদিতৃ)—যে জানে এরূপ, জ্ঞাতা, সাক্ষাৎকর্তা। বিদ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বেদিত্রী**।

বেদিয়া, বেদে—হা-ঘ'রে, একপ্রকার যাযাবর জাতি; সাপুড়ে। <(বিষ) 'বৈদ্য'। বি।

বেদী—'বেদি' দ্রঃ।

বেদী (বেদিন্)—১। পণ্ডিত; ব্রহ্মা; পরিণেতা। বি; পুং। ২। বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বেদিনী**।

বেদুইন—আরবদেশীয় গৃহহীন যাযাবর জাতি বিঃ। <ইং 'bedouin'. অ্য 'বদুইন'। বি।

বেদো—বিধবা নারীর সহিত ব্যভিচার-কারী; বিধবার জারজ সন্তান। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বেদোক্ত—যাহা বেদে আছে এমন। ৭মী-তৎ, অথবা, ৩য়াতৎ। বিণ।

বেদোক্তি—বেদের কথা। বেদের উক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বেদ্য—বোধ্য, জ্ঞেয়; সাক্ষাৎকার্য। বিদ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বেধ, বেধন—বেঁধা, ছিদ্রকরণ; গভীরতা; বস্তুর স্থূলত্বের পরিমাণ; বিবাহাদিনিষেধক গ্রহসংস্থান বিঃ। বিধ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

বেধক -১। যে বেঁধে এমন, বিদ্ধকারক। বিণ। স্ত্রী—**বেধিকা**। ২। কর্পূর; ধন্যাক। বি; পুং। ৩। পণ্ডিত ধান্য। বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

বেধড়ক—বেজায়, অত্যন্ত। বাংপ্র। বিণ।

বেধন—'বেধ' দ্রঃ।

বেধনিকা, বেধনী—মণি এবং শঙ্খাদি বেধনের অস্ত্র; সূচী তুর্পুন প্রঃ, drill; হস্তীর কর্ণবেধনাস্ত্র; মেথিকা। (২য় পক্ষে) বিধ্+অনট্ করণ+ঈপ্; (১ম পক্ষে) বেধনী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বেধনীয় -বিঁধিবার যোগ্য, বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত। বিধ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

বেধাঃ (বেধস্) (>**বেধা**)—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; সূর্য; দক্ষ প্রঃ স্রষ্টা; অনন্তপুত্র; পণ্ডিত; শ্বেতার্কবৃক্ষ। বি—ধা+অসি কর্তৃ। বি; পুং।

বেধিত—যাহাতে ছেঁদা করা হইয়াছে এমন, বিদ্ধ, ছিদ্রিত। বিধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম, অথবা, বেধ+ইত জাতার্থে। বিণ।

বেধী (বেধিন্)—বেধক, ছিদ্রকারক। বিধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বেধিনী**।

বেধ্য—১। বেধ করিবার বস্তু, শরব্য, লক্ষ্য, target. বি; ক্লী। **২**। বিঁধিবার মত, বেধনীয়। বিধ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বেনা—তৃণ বিঃ, উশীর, vetiver; পাখার বাতাস। <বীজন। বি।

বেনাম—প্রকৃত মালিক বা কর্তার পরিবর্তে রচিত অপরের নাম। ফা। বি।

বেনামদার—মালিক ভিন্ন যাহার নামে সম্পত্তি প্রঃ রাখা হয় এমন; কল্পিত-নামযুক্ত। বেনাম+দার বিশিষ্টার্থে। বিণ।

বেনামা, বেনামী—নামান্তরিত; যাহার মালিকের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে এমন; নামশূন্য। বেনাম+আ, ঈ বিশিষ্টার্থে। ফা-মু। বিণ।

বেনারসী—কাশীতে প্রস্তুত; কাশী-সম্বন্ধীয়। বেনারস+ঈ নির্মিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। ই-মু। বিণ।

বেনিয়া, বেনে—'বেণিয়া' দ্রঃ।

বেনিয়ান—১। সওদাগরী আফিসের দালাল; যে বিক্রীত দ্রব্যের বাকী মূল্যের জন্য জামিন থাকে এরূপ ব্যক্তি; বৈদেশিক বণিকদিগকে ব্যবসায়ার্থ মূলধনপ্রদানকারী; মুৎসুদ্দি। <বণিক্ (জ্)। **২**। একপ্রকার ছোট হাতাযুক্ত বোতামশূন্য জামা। <আ 'বয়নিয়ন'। বি।

বেনে-বউ—একপ্রকার পাখি; বেনের স্ত্রী, বণিক্-গৃহিণী। ষষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

বেনো—বন্যাসম্বন্ধীয়; বন্যাজাত। বান+ও (<উয়া)। বাংপ্র। বিণ।

বেন্নন—ব্যঞ্জন। <ব্যঞ্জন। বি।

বেপথু, বেপন—কাঁপুনি, কম্প। বেপ্+অথুচ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

বেপমান—যে কাঁপিতেছে এমন, কম্পমান। বেপ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

বে-পরোয়া—দুঃসাহসী, নির্ভীক। বে (নাই) পরোয়া (ভয়) যাহার, বহু। <ফা 'বেপর্‌বা'। বিণ।

বেপার—ঘটনা; বাণিজ্য; উৎসব। <ব্যাপার। বি।

বেপারী—দোকানদার; দালাল; ব্যবসায়ী। বেপার+ঈ কর্তা অর্থে। বি।

বে-পোট—অসুবিধাজনক। বাংপ্র। বিণ।

বে-ফাঁস—১। অসংলগ্ন; অনুচিত; অ-ভদ্রোচিত। বিণ। **২**। গোপনীয় বিষয় প্রকাশ। বহু। বাংপ্র। বি।

বে-কায়দা—বৃথা, অনর্থক; লাভহীন। বহু। বে (ফা)+ফায়দা (আ 'ফাইদহ্')। বিণ।

বে-বন্দোবস্ত—১। বন্দোবস্তহীন, অব্যবস্থ। বিণ। **২**। শৃঙ্খলার অভাব, ব্যবস্থার অভাব। অব্যয়ী। ফা। বি।

বে-বশ—অবশ। <বিবশ। বিণ।

বেবসা—পেশা, বৃত্তি; কারবার, ব্যবসায়। <ব্যবসায়। বি। [বিণ।

বেবাক—সমস্ত। বে (ফা)+বাকী (আ)।

বেভার—আচরণ; রীতিনীতি; প্রথা; বিবাহে বর-কনেকে যে উপঢৌকন দেওয়া হয় তাহা; বিবাহাদিতে আগতা কুটুম্বিনী-দিগকে প্রদত্ত বস্ত্রালংকার। <ব্যবহার। বি।

বেম, বেমা (বেমন্)—কাপড় প্রঃ বুনিবার যন্ত্র বিঃ, মাকু; তাঁতের সানা। বে+মন্, মনিন্ করণ। বি; পুং, পুং বা ক্লী।

বেমক্কা—অদ্ভুত; রীতিবিরুদ্ধ; যাহা স্থান বা কালের উপযুক্ত নয় এমন, অসংগত। বে (ফা)+মক্কা (আ 'মৌকা')। বিণ।

বেমানান—যাহা মানায় না এমন; বিশ্রী; অপরিমিত। বে (নয়) মানান, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

বেমার—১। পীড়িত। বিণ। **২**। রোগ, পীড়া। <ফা 'বীমার্'। বি।

বে-মালুম—গোপনে; না জানাইয়া। ফা-আ। ক্রি-বিণ।

বেয়াই—পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। <বৈবাহিক। বি; পুং। স্ত্রী—**বেয়ান**।

বেয়াকুল—ব্যাকুল। কপ্র। বিণ।

বেয়াজ—ছল; সুদ। <ব্যাজ। বি।

বেয়াড়া—কদর্য, মন্দ; বিশ্রী; উদ্ধত, অবিনীত। বাংপ্র। বিণ।

বেয়াদব—অসভ্য, অশিষ্ট। বে (নাই) আদব যাহার, বহু। বে (ফা)+আদব (<আ 'অদব')। বিণ।

বেয়াদবি—অসভ্যতা, অশিষ্টতা। বেয়াদব+ই ভাবে। ফা-আ-মু। বি।

বেয়াধি, বেয়াধে—পীড়া, রোগ ("কিবা তোর হইল বেয়াধে"—যদুনন্দন)। <ব্যাধি। প্রা কপ্র। বি।

বেয়ান—পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী। বাংপ্র। বি।

বেয়ারা—পত্রবাহক, পিয়ন; চাকর, পরিচারক। <ইং 'bearer'। বি।

বেয়ারিং—বিনা মাসুলে বা টিকিট ছাড়া প্রেরিত ('— চিঠি')। <ইং bearing'. বিণ।

বের—১। শরীর; কুঙ্কুম; বার্তাকু। অজ+রন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। **২**। বাহির। বাংপ্র। বিণ।

বেরং, বেরঙ—অন্য রং; বাজে রং। বে (অন্য) রং, রঙ, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

বেরসিক—যাহার রসজ্ঞান নাই এমন। বে (নয়) রসিক, নঞ্‌তৎ। বাংপ্র বিণ।

বেরাদার—ভ্রাতা; আত্মীয়, বন্ধু। <ফা 'বরাদর'। বি।

বেরাদারি—ভ্রাতৃত্ব; বন্ধুতা; আত্মীয়তা। ফা-মু। বি।

বেরাল, বেড়াল—বিড়াল। <বিড়াল। বি। [কপ্র। অ।

বেরি—বাহির; দফা; সময়, বেলা। প্রা

বেরি-বেরি—১। পুনঃ পুনঃ। প্রা কপ্র। অ, ক্রি-বিণ। **২**। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাজনক পদদ্বয়ের একপ্রকার শোথ-রোগ। সিংহলী। বি।

বেল—১। ফল বিঃ। <বিল্ব। **২**। একপ্রকার ফুল। <বিল্ল। **৩**। সুতার বা জরির জালি, নকশাকাটা জালের ফিতা, lace. ফা। **৪**। ঘণ্টা; ভিতরে রূপালী রং লাগানো কাচের ফাঁপা গোলক; গোল বা ঘণ্টার মত কাচের লণ্ঠন। <ইং 'bell'. বি।

বেলজ—নির্লজ্জতা ("বেলজ সঞে যব বসন উতারনু"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

বেলদার—১। যে মাটি কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করে এরূপ ব্যক্তি। প্রা কপ্র। বি। **২**। সুতার বা জরির জালিযুক্ত। বেল+দার বিশিষ্টার্থে। ফা। বিণ।

বেলন, বেলনা—লুচি রুটি প্রঃ বেলিবার দণ্ড বিঃ; বেলনকাঠির মত যন্ত্র বিঃ; cylinder. <বেল্লন। বি।

বেলফুল—একপ্রকার মল্লিকা পুষ্প। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বেল-মোক্তা—মোটামুটি। <আ 'বিল-মোক্তা'। ক্রি-বিণ।

বেলয়—১। গানে তাল কাটা, লয়স্থান-বিবর্জন। বি। **২**। বেফাঁস। বাংপ্র। বিণ।

বেলা—১। সময়, কাল [ইহা একঅহোরাত্রের চব্বিশভাগের এক ভাগ]; অবসর; সুযোগ; সমুদ্রতীর, তট; সীমা, মর্যাদা; জল; জোয়ার ভাটা; অকস্মাৎ মৃত্যু; পীড়া; বাক্য; শিবের পাত্র, বিষ; রাগ; বুধের পত্নী। বেল্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। **২**। দিবাভাগ; সময়ে ('এক-জনের —'); বিলম্ব; দ্বিপ্রহরের পূর্বের বা কিঞ্চিৎ পরের পরিমাণ ('অনেক বেলা হইল'); একপ্রকার মল্লিকাফুল। বাংপ্র। বি। **৩**। লুচি রুটি প্রঃর জন্য ময়দার গুলিকে বেলনা দ্বারা ঘষিয়া পাতলা এবং চওড়া করা। বাংপ্র। ক্রি [বি, বিণ]।

বেলানিল—সমুদ্রকূল হইতে প্রবাহিত বায়ু। বেলাগত অনিল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বেলাবেলি—সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই, দিন থাকিতে থাকিতে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বেলাবোধন—সময়জ্ঞাপক, সময়নিরূপক। বেলা—বুধ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বেলি—১। বেলা, দিবাভাগ। প্রা কপ্র। ২। বেলফুল; উঁচু কানাযুক্ত ছোট থালা। বাংপ্র। বি।

বেলুন—১। আকাশে উড়াইবার গ্যাস-পূর্ণ থলি। <ইং 'balloon'. ২। বেলনা, লুচি রুটি বেলিবার দণ্ড। <বেলন। বি।

বেলে—১। একপ্রকার মাছ। বি। ২। বালুকাপূর্ণ; বালুকাবহুল। বালি+এ (<ইয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বেলেখেলা—মিছা খেলা, খেলায় ভান। বাংপ্র। বি।

বেলেল্লা—দুশ্চরিত্র; বেহায়া; লম্পট; মাতাল। <বেল্লহল। বিণ।

বেলেস্তারা—ফোসকা উঠাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত প্রলেপ বা পটি। < ইং 'blister'. বি।

বেলোয়ারী—কাচনির্মিত ('—চুড়ি'); কাচের চুড়ির মত ('— আওয়াজ')। < ফা 'বিলুরী'। বিণ।

বেল্যা—বেলফুল। প্রা কপ্র। বি।

বেল্লিক—বেহায়া, নির্লজ্জ; লোচ্চা, দুশ্চরিত্র; দুর্বৃত্ত। <ব্যালীক। বিণ। বি, -পনা।

বেশ—১। সজ্জা, বস্ত্রালংকারাদি-পরিধান; গৃহ; নেপথ্য; বেশ্যাপল্লী; বেশ্যালয়। বিশ্+ঘঞ্ অধি। ২। প্রবেশ। বিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বেশ—১। আধিক্য; অধিক। ফা। বিণ বা বি। ২। উত্তম, চমৎকার। বিণ। ৩। অনুমোদনসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

বেশকম—ন্যূনাধিক্য। ফা। বি।

বেশধারী (-ধারিন্)—১। বেশধারণ-কারী। বিণ। স্ত্রী, -ধারিণী। ২। ভণ্ড-তপস্বী। উপপত্তি; বেশ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। [পরা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেশবিন্যাস—সাজসজ্জা করা, পোশাক

বেশভূষা—পোশাকপরিচ্ছদ, সাজসজ্জা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

বেশর, বেসর—১। বাটনা, মসলা; স্ত্রী-লোকের নাসাভূষণ বিঃ। প্রা কপ্র। বি। ২। অশ্বতর, খচ্চর। বেশ, বেস—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

বেশরম—লজ্জাহীন। বে (নাই) শরম যাহার, বহু। <ফা 'বেশর্ম'। বিণ।

বেশি—আধিক্য। ফা-মূ। বি।

বেশী—অতিরিক্ত; অধিক, অত্যন্ত। ফা-মূ। বিণ।

বেশী (বেশিন্)—বেশকারক; পরিচ্ছদ-যুক্ত। বেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—বেশিনী।

বে-শুমার—যাহার গণনা করা হয় নাই বা হইবে না এমন; অসংখ্য। বে (নাই) শুমার (গণনা) যাহার, বহু। বিণ।

বেশ্ম (বেশ্মন্)—গৃহ, বাটী, আলয়, ভবন। বিশ্+মনিন্ অধি। বি; ক্লী।

বেশ্যা—গণিকা, বারনারী, সাধারণ স্ত্রী। বেশ্+যৎ উচিতার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বেশ্যাবৃত্তি—গণিকার ব্যবসায়, বার-বনিতার জীবনোপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বেশ্যালয়—গণিকার বাড়ি। বেশ্যার আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বেশ্যাসক্ত—গণিকার প্রতি অনুরাগযুক্ত। বেশ্যাতে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, -সক্তি।

বেষ্ট—১। বেড়া, বেষ্টন। বেষ্ট্+ঘঞ্ ভাব। ২। নির্যাস, আঠা; তার্পিন। বেষ্ট্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

বেষ্টক—১। যাহা ঘিরিয়া থাকে এমন, বেষ্টনকারক। বেষ্ট্+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। উষ্ণীষ, পাগড়ি; কুষ্মাণ্ড; প্রাচীর। বেষ্ট+ণক কর্তৃ। ৩। নির্যাস; তার্পিন। বেষ্ট্+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

বেষ্টন—১। চারিদিকে ঘেরা, চতুর্দিকে আবরণ; পরিধি, বেড়; প্রাচীর, বেড়া; উষ্ণীষ। বেষ্ট্+অনট্ করণ। ২। প্রদক্ষিণ; নৃত্যকালীন হস্তচালনপ্রকার। বেষ্ট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বেষ্টনী—বেড়া, ঘেরা, বৃতি; কলার পেটো; যাহার দ্বারা বেষ্টন করা হয়। বেষ্ট্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বেষ্টিত—১। ঘেরা; পরিবৃত, আবৃত। বেষ্ট্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বেষ্টন। বেষ্ট্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বেসন—গুঁড়া-করা ডাইল, বেসম। বেস্+অনট্ কম। বি; ক্লী। [বি।

বেসম—গুঁড়া-করা ডাইল। <বেসন।

বেসর—'বেশর' দ্রঃ।

বেসরকারী—যাহা সরকার অর্থাৎ গভর্ন-মেন্টের নহে এমন ('— প্রতিষ্ঠান')। বে (নয়) সরকারী, নঞ্তৎ। ফা। বিণ।

বেসাত—আর্থিক অনটন; আসবাবপত্র; মুদী-দোকানের জিনিস; পণ্যবিক্রয়। বাংপ্র। বি।

বেসাতি—মুদী-দোকানদার; কেনা জিনিস-পত্র; হাটবাজার; পণ্যবিক্রয়। বাংপ্র। বি।

বেসাতী—জিনিসপত্র-ক্রয়-সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

বেসামরিক—যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারের বহির্ভূত, অসামরিক, civil. বে (নয়) সাম-রিক, নঞ্তৎ। বে(ফা)+সামরিক (সং)। বিণ।

বেসামাল—যাহা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে এমন, অরক্ষিত; রক্ষা করিতে অসমর্থ; সংবরণে অক্ষম। বে (নাই) সামাল যাহার, বহু। বে (ফা)+সামাল (<সম্ভার)। বিণ।

বেসালি—দুধ জ্বাল দিবার হাঁড়ি। <পোঃ 'vasilha'। বি।

বেসুর, বেসুরা, বেসুরো—যাহাতে সুরের মিল নাই এমন, শ্রুতিকটু ('—গান')। বে (নাই) সুর যাহাতে, বহু; (২য় ও ৩য় পক্ষে) সুরের অভাব—বেসুর, অব্যয়ী+আ, ও বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বেহদ্দ—যারপর নাই; সীমাবিহীন; নেহাত। বে (ফা)+হদ্দ (<আ 'হদ্')। বিণ।

বেহাই—কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর, বৈবাহিক। <বৈবাহিক। বি; পুং।

বেহাগ—সংগীতের রাগিণী বিঃ। বি।

বেহাত—হস্তচ্যুত, অনায়ত্ত, অধিকারের বহির্ভূত। বে (নাই) হাত যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ। [বি; স্ত্রী।

বেহান—পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী। প্রাদে।

বেহায়া—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। বে (নাই) হায়া (লজ্জা) যাহার, বহু। ফা-আ। বিণ।

বেহায়াপনা—নির্লজ্জতা। বেহায়া+পনা ভাবে। ফ-আ-মূ। বি।

বেহার—বিশ্রামস্থান; বিহার। <বিহার। বি।

বেহারা—পালকিবাহক; সংবাদবাহক; পরিচারক। <ইং 'bearer' বা 'ব্যবহারিক'। বি।

বেহাল—১। দুর্দশা। অব্যয়ী। বি। ২। দুর্দশাগ্রস্ত; হালছাড়া। বে (নাই) হাল যাহার, বহু। ফা-আ। বিণ।

বেহালা—তারযন্ত্র বিঃ, violin. <পো 'viola'. বি।

বেহিসাব—১। হিসাবের অভাব। বি। ২। হিসাবহীন। ফা-আ। বিণ।

বেহিসাবী—যে হিসাব করিয়া খরচ করে না এমন, অমিতব্যয়ী; অবিবেচক। বে (নয়) হিসাবী, নঞ্তৎ। ফা-আ-মূ। বিণ।

বেহুঁশ, বেহোঁশ—'বেহোশ' দ্রঃ।

বেহুঁশিয়ার—অসাবধান। বে (নয়) হুঁশিয়ার, নঞ্তৎ। বে (ফা)+হুঁশিয়ার (ফা 'হোশিয়ার')। বিণ। [ইং-মূলক। বিণ।

বেহেড—বেল্লিক, গোঁয়ার; মতিভ্রষ্ট।

বেহেশ্‌ত, বেহেস্ত—স্বর্গ। ফা। বি।

বেহোশ, বেহুঁশ, বেহোঁশ—অচেতন; অজ্ঞান; মত্ত; অসাবধান। বে (নাই) হোশ, হুঁশ, হোঁশ যাহার, বহু। ফা। বিণ।

বৈ—বিনা, ছাড়া। <ব্যতীত। অ।

বৈঁচি—খুব ছোট একপ্রকার ফল। বাংপ্র। বি।

বৈকর্ত(র্ত্ত)ন—১। সূর্যসম্বন্ধীয়; সূর্যবংশীয়। বিকর্তন+অণ্ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-নী**। ২। মহাবীর কর্ণ [মহাভারতে উক্ত আছে, কর্ণ কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া পুরন্দরকে প্রদান করাতে বৈকর্তন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন]। বি—কৃত্‌+অনট্ ভাব; বিকর্তন (অর্থাৎ কবচকুণ্ডলচ্ছেদন)+অণ কৃত অর্থে, অথবা, বিকর্তন (সূর্য)+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈকল্পিক—যাহা বিকল্পে হয় এমন, পাক্ষিক; সন্দেহযোগ্য। বিকল্প+ইক প্রাপ্ত্যর্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈকল্য—বিকলতা; কাতরতা; বিকৃতভাব; খঞ্জতা; অঙ্গহীনতা; অভাব; ন্যূনতা, অসম্পূর্ণতা। বিকল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

বৈকাল—বিকাল, অপরাহ্ণ; শেষবেলা। বিকাল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

বৈকালিক—১। বিকালবেলা সম্বন্ধীয়। বিকাল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। বৈশাখমাসের অপরাহ্ণে দেবতাকে প্রদত্ত ফলাদির ভোগ। বিকাল+ইক দেয়ার্থে। বি; পুং।

বৈকালী—দেবতার বৈকালিক ভোগ। বাংপ্র। বি।

বৈকালীন—অপরাহ্ণ সম্বন্ধীয়। বিণ।

বৈকুণ্ঠ—১। বিষ্ণুর পুরী। বিকুণ্ঠ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ২। বিষ্ণু। বি (বিগতা) কুণ্ঠা যাঁহার, বহু; বিকুণ্ঠ+অণ্ স্বার্থে। ৩। নারায়ণ (পঞ্চম মনুর কালে শুভ্রনামক মুনির ঔরসে তদীয় পত্নী বিকুণ্ঠার গর্ভে নারায়ণের জন্ম হয়)। বিকুণ্ঠা+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। [পুং।

বৈকুণ্ঠনাথ, -পতি—বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

বৈকৃত—বিকৃতত্ব, বিকার; মানসিক বা কায়িক বিকার; ঘৃণা। বিকৃত+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈক্লব্য—কাতরতা; বিহ্বলতা; অধীরতা; চিত্তচাঞ্চল্য। বিক্লব+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈগুণ্য—গুণহীনতা; বিকৃতত্তা; অপরাধ, দোষ; কর্তব্যবিষয়ের অসম্পাদন অথবা ভিন্নরূপত্ব সম্পাদন; নীচতা; প্রতিকূলতা। বিগুণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈচক্ষণ্য—বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। বিচক্ষণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈচিত্ত্য—চিত্তভ্রান্তি, মতিভ্রম। বিচিত্তি (ভ্রমণ)+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

বৈচিত্র্য—বিচিত্রতা, চমৎকারিত্ব; বিভিন্নতা, নানারূপতা; সৌন্দর্য। বিচিত্র+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈজয়ন্ত, বৈজয়ন্তিকা, বৈজয়ন্তী—ইন্দ্রপুরী; ইন্দ্রধ্বজ; পতাকা; জানুপর্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা; অধিরোহণী, সিঁড়ি; জয়ন্তীবৃক্ষ।' বি—জি+অন্ত কর্তৃ; বিজয়ন্ত+অণ্ স্বার্থে; কন্ স্বার্থে+আপ্; বৈজয়ন্ত+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

বৈজয়ন্তিক—পতাকাধারী। বৈজয়ন্তী+ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈজয়ন্তী—'বৈজয়ন্ত' দ্রঃ।

বৈজয়িক—বিজয়সম্বন্ধীয়; জয়সূচক। বিজয়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈজাত্য—বিজাতীয়তা; বৈলক্ষণ্য; স্বভাবের প্রভেদ। বিজাত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈজিক—১। বীজসম্বন্ধীয়। বীজ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। পরমাত্মা হেতু। বীজ+ইক স্বরূপার্থে। বি; ক্লী।

বৈজ্ঞানিক—যে বিজ্ঞান জানে এমন; বিজ্ঞান বিষয়ে নিপুণ; বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। বিজ্ঞান+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈজ্ঞানিকী—বিজ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বৈঠক—সভা, মজলিস; উপবেশন; উঠা এবং বসা-রূপ ব্যায়াম; হুঁকা বসাইবার আধার বিঃ। বাংপ্র। বি।

বৈঠকখানা—দরবারগৃহ; সভাগৃহ; বাহিরের বসিবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

বৈঠকী—সভা বা মজলিসের উপযোগী। বৈঠক+ঈ যোগ্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

বৈঠল বসিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৈঠা—১। বসা, উপবেশন করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**বৈঠত**—বসে। **বৈঠলু**—বসিলাম। **বৈঠবি**—বসিবে। **বৈঠলি**—বসিল; বসিলে। **বৈঠায়ব**—বসাইব। **বৈঠায়ল**—বসাইল। **বৈঠি**—উপবেশন করিয়া। **বৈঠে**—বসে]। ২। নৌকা বাহিবার খোল, দাঁড়। <বহিত্র। বি।

বৈড়াল—বিড়াল-জাতীয়; বিড়ালতুল্য; বিড়াল-সম্পর্কিত, feline. বিড়াল+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বৈড়ালব্রত—পাপকর্ম গোপন করিয়া আপনাকে ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া। বৈড়াল ব্রত, কর্মধা। বি; ক্লী।

বৈড়ালব্রতিক, -ব্রতী (-ব্রতিন্)—কপট ধার্মিক, ভণ্ডতাপস, বিড়ালতপস্বী। বৈড়ালব্রত+ইক, ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

বৈণ—বেণুজীবী; যে বাঁশ কাটে বা বাঁশের দ্রব্যাদি নির্মাণ করে, ডোম। বেণু+অণ্ জীবিকার্থে। বি; পুং।

বৈণব—বাঁশের তৈয়ারী; বেণুসম্বন্ধীয়; বাঁশের দ্রব্য-প্রস্তুতকারী। বেণু+অণ্ কৃতার্থে, জীবিকার্থে; বেণু+অণ্ জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

বৈণিক—যে বীণা বাজায় এমন, বীণাবাদক। বীণা+ইক শিল্প ইহার এই অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈণুক—বেণুবাদক। বেণু+ক (ঠক্) বাদনার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈতংসিক—কসাই, মাংসবিক্রয়ী, যে পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংস বিক্রয় করে এরূপ। বীতংস (জাল)+ইক জীবিকার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈতনিক—যে মাহিয়ানা লইয়া অপরের কাজ করে এমন, বেতনভুক্ কর্মচারী; চাকর; যাহাতে মাহিয়ানা লাগে এমন, বেতনসাধ্য। বেতন+ইক জীবিকার্থে, সাধ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈতরণি, বৈতরণী—যমদ্বারস্থ নদী, প্রেতনদী; উড়িষ্যার অন্তর্গত নদী বিঃ। বিতরণ+অণ্ উত্তার্য অর্থে+ঈপ্ (১ম পক্ষে নিপা হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

বৈতাল, বৈতালিক—১। স্তুতিপাঠক, বোধকর (নৃপের বোধকারক অর্থাৎ যে নৃপকে জাগায়)। বিতাল (বিবিধ তাল)+অণ্, ইক ব্যবহারার্থে। বি; পুং। ২। বেতাল-সম্বন্ধীয়। বেতাল+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লী**, **-লিকী**।

বৈতালিকী—স্তুতিপাঠকের গান; রাজারাজড়ার ঘুম ভাঙাইবার জন্য যে গান গাওয়া হয় তাহা। বৈতালিক+ঈ কর্মার্থে। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বৈদগ্ধ—রসিকতা, রসজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য। <বৈদগ্ধ্য। প্রা কপ্র। বি।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধী, বৈদগ্ধ্য—পটুতা; চতুরতা; রসিকতা; শোভা; পাণ্ডিত্য। (১ম পক্ষে) বিদগ্ধ+অণ্, (৩য় পক্ষে) ষ্যঞ্ ভাবে, (২য় পক্ষে) বৈদগ্ধ+ঈপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী, ক্লী।

বৈদর্ভ—১। বিদর্ভদেশ সম্বন্ধীয়; বিদর্ভদেশজাত; বিদর্ভদেশবাসী। বিদর্ভ+অণ্ সম্বন্ধার্থে, অধিবাসী অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্ভী**। ২। দাঁতের মাড়ী ফোলা, দন্তশূল। বিদর্ভ+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী। ৩। বিদর্ভরাজ, দময়ন্তীর পিতা ভীম; রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক। বিদর্ভ+অণ্ অধিপতি অর্থে। বি; পুং। ৪। বাক্‌চাতুর্য। বিদর্ভ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

বৈদর্ভী—১। কাব্যের রীতি বিঃ [রচনা মধুর এবং সমাসহীন বা অল্পসমাসযুক্ত হইলে তাহাকে বৈদর্ভী রীতি কহে]। বিদর্ভ (দেশ বিঃ)+অণ্ প্রচলিত অর্থে+ঈপ্। ২। অগস্ত্য-পত্নী, লোপামুদ্রা; দময়ন্তী; রুক্মিণী। বিদর্ভ+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৩। বিদর্ভদেশবাসিনী; বিদর্ভ-

দেশজাতা; বিদর্ভসম্বন্ধিনী। বৈদর্ভ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বৈদান্তিক—১। যিনি বেদান্তশাস্ত্র জানেন এরূপ ব্যক্তি। বি; পুং। ২। বেদান্ত-সম্বন্ধীয়। বেদান্ত+ইক জ্ঞাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈদিক—১। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিঃ। বি; পুং। ২। বেদবিহিত, বেদোক্ত ('— ক্রিয়াকলাপ'); বেদসম্বন্ধীয় ('— যুগ')। বেদ+ইক জ্ঞাতার্থে বা উক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈদিক যুগ—ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সময়ে আর্যদিগের মধ্যে বেদের প্রাধান্য ছিল, Vedic age.

বৈদুষ্য, বৈদুষী—পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা। বিদ্বস্+ষ্যঞ্ ভাবে, পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বৈদূর্য(র্য্য)—কৃষ্ণপীতবর্ণ মণি বিঃ, নীলকান্তমণি, chrysoberyl, cat's eye. বিদূর+ঞ্য ভবার্থে। বি; ক্লী।

বৈদেশিক—বিদেশীয়; ভিন্নদেশীয়; বিদেশ হইতে আগত। বিদেশ+ইক সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শিকী**।

বৈদেহ—১। মিথিলাবাসী; মিথিলায় উৎপন্ন, মিথিলাসম্বন্ধীয়। বিদেহ্+অণ্ অধিবাসী অর্থে, জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। মিথিলার রাজা। বিদেহ+অণ্ তদধীশ্বর অর্থে। ৩। সংকরজাতি বিঃ; বণিক্। বিদেহ+অণ্ ভবার্থে। বি; পুং।

বৈদেহী—১। মিথিলাসম্বন্ধীয়া; মিথিলা দেশজাতা। বিদেহ (মিথিলা)+অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জনকনন্দিনী, জানকী, সীতা। বিদেহ+অণ্ উৎপন্নার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈদ্য—চিকিৎসক, আয়ুর্বেদবেত্তা, ভিষক্; বিদ্বান্, পণ্ডিত; বঙ্গীয় হিন্দুজাতি বিঃ; বঙ্গীয় হিন্দুর পদবী বিঃ। বিদ্যা+অণ্ কুশলার্থে। বি; পুং।

বৈদ্যক—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ। বৈদ্য+কন্ অধিকৃতার্থে। বি; ক্লী।

বৈদ্যনাথ—১। শিব; ভৈরব বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তীর্থস্থান বিঃ, দেওঘর। বৈদ্যনাথ (১)+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

বৈদ্যশাস্ত্র—কবিরাজী শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বৈদ্যসংকট—বহু চিকিৎসকের মতের অমিল হওয়া ও চিকিৎসার গোলমাল; চিকিৎসাবিভ্রাট। বৈদ্যজনিত সংকট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক—বিদ্যুৎসম্বন্ধীয়; বিদ্যুৎপরিচালিত; তড়িন্ময়। বিদ্যুৎ+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী, -তিকী**।

বৈদ্যুত বার্তা(র্ত্তা)বহ—বিদ্যুতের সাহায্যে একস্থান হইতে অপর স্থানে সংবাদাদি পাঠাইবার যন্ত্র, telegraph. বৈদ্যুত বার্তাবহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

বৈদ্যুত-যান, বৈদ্যুতিক-যান—তড়িতের শক্তিতে চালিত গাড়ি; ট্রাম গাড়ি। কর্মধা। বি; ক্লী।

বৈদ্যুতালোক, বৈদ্যুতিকালোক—বিজলী বাতি, তাড়িত শক্তিতে প্রজ্বলিত আলোক, electric light. কর্মধা। বি; পুং।

বৈদ্যুতিক—'বৈদ্যুত' দ্রঃ।

বৈধ—নিয়মমত, বিধিসিদ্ধ; ন্যায্য, ন্যায়-সংগত। বিধি+অণ্ আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈধী**। বি—**বৈধতা, বৈধত্ব**।

বৈধব্য—স্বামিহীনতা, বিধবা অবস্থা। বিধবা+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈধর্ম্য(র্ম্ম্য)—নাস্তিকতা; ভিন্ন বা বিরুদ্ধ ধর্মের ভাব; বৈষম্য। বিধর্মন্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈধাত্র—১। বিধাতার পুত্র, সনৎকুমার প্রঃ। বিধাতৃ+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। বিধাতৃ-সম্বন্ধীয়। বিধাতৃ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

বৈধেয়—১। বিধিসম্বন্ধীয়। বিধি+এয় সম্বন্ধার্থে। ২। বিধেয় সম্বন্ধীয়। বিধেয়+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র, গরুড়, অরুণ। বিনতা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈনায়িক—বৌদ্ধ, বুদ্ধমতাবলম্বী। বিনায় (খণ্ডন)+ইক করে অর্থে। বি; পুং।

বৈনাশিক—১। ক্ষণিক, ক্ষণমাত্রস্থায়ী; পরতন্ত্র। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। মাকড়সা। ৩। ষড়্নাড়ীচক্রস্থ নক্ষত্র বিঃ, নিধনতারা। বিনাশ+ইক হিতার্থে। বি; পুং।

বৈপরীত্য—উলটা ভাব, বিপর্যয়, বিরুদ্ধতা। বিপরীত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—এক মাতার গর্ভে জাত ভিন্ন পিতার পুত্র। বিপিতৃ+অণ্, এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-ত্রী, -য়ী**।

বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী—এক মাতার গর্ভে জাতা ভিন্ন পিতার কন্যা। বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈপ্লবিক—বিপ্লবাত্মক; আমূল পরিবর্তন-সাধক; বিদ্রোহজনক, revolutionary. বিপ্লব+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বৈবর্ণ্য—ফেকাশে ভাব, বিবর্ণতা; মালিন্য; কালিমা; লাবণ্যহীনতা। বিবর্ণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈবস্বত—বিবস্বানের পুত্র, সপ্তম মনু; যম; শনি; রুদ্র বিঃ। বিবস্বৎ+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈবস্বতী—দক্ষিণ দিক্। বৈবস্বত+অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈবাহিক—১। বিবাহসম্বন্ধীয়; বিবাহ-যোগ্য। বিবাহ+ইক সাধু অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর, বেহাই। বি; পুং।

বৈবাহিকা—পুত্র বা কন্যার শ্বশ্রূ, বেহাইন। বৈবাহিক+আপ্। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বৈভব—ঐশ্বর্য; প্রচুর অর্থ, বিত্ত; সামর্থ্য; মহিমা; বাহুল্য। বিভু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈভবশালী (-শালিন্)—ঐশ্বর্যশালী; সামর্থ্যসম্পন্ন। উপতৎ; বৈভব—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

বৈভাষিক—বৈকল্পিক, বিকল্পে সিদ্ধ। বিভাষা+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈমনস্য—মানসিক উদ্বেগ বা অন্যমনস্কতা; দুঃখ। বিমনস্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—১। সৎমায়ের ছেলে, বিমাতার পুত্র। বি; পুং। ২। সৎমায়ের গর্ভজাত। বিমাতৃ+অণ্, এয় অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী, -ত্রেয়ী**।

বৈমানিক—বিমানচালক; আকাশচারী, খেচর; বিমানসম্বন্ধীয়, aeronautical. বিমান+ইক গমনাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈমুখী—বিরহিত। প্রা কপ্র। বিণ।

বৈমুখ্য—বিমুখতা, পরাঙ্মুখতা; অপ্রসন্নতা; অননুকূলতা; পলায়ন, হঠিয়া আসা। বিমুখ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈয়র্থ্য—ব্যর্থতা, নিরর্থকত্ব। ব্যর্থ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈয়াকরণ—ব্যাকরণে পণ্ডিত, ব্যাকরণ-বেত্তা; ব্যাকরণপাঠকারী, ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয়। ব্যাকরণ+অণ্ জ্ঞাতার্থে, অধ্যয়নার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ণী**।

বৈয়াঘ্র—ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত ('— রথ'); ব্যাঘ্রসম্বন্ধীয়। ব্যাঘ্র+অন্ ইদমর্থে। বিণ।

বৈয়াসকি—ব্যাসদেবের পুত্র। ব্যাস+ইঞ্ (অক-আগম)। বি; পুং।

বৈয়াসিক—ব্যাসসম্বন্ধীয়; ব্যাসদেব প্রণীত। ব্যাস+ইক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈর—শত্রুতা, বিরোধ, দ্বেষ; শৌর্য। বীর+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈরকার—শত্রুতাচারী, অনিষ্টাচরণকারী। উপতৎ; বৈর—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

বৈরনির্যা(র্য্যা)তন—শত্রুতার প্রতিশোধ,

অপকারীর পালটা অপকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৈরপ্রতিক্রিয়া, -প্রতীকার—অপকারীর পালটা অপকারকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

বৈরভাব—শত্রুভাব, বিদ্বেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৈরশুদ্ধি—শত্রুতার প্রতীকার, শত্রুতার প্রতিশোধ, দাদতোলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

বৈরশোধ—অপকারীর প্রত্যুপকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৈরসাধন—শত্রুতাচরণ, অনিষ্টসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

বৈরাগ—বৈরাগ্য (তাহা দ্রঃ)। বিরাগ+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈরাগী—বৈষ্ণব ভিক্ষু। বাংপ্র। বি।

বৈরাগী (-গিন্)—সংসারবাসনাশূন্য; সন্ন্যাসী; বৈষ্ণব। বৈরাগ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-গিণী**।

বৈরাগ্য—সংসারে ঔদাস্য; বিষয়ভোগে অনাসক্তি; অননুরাগ, বিরাগভাব; বৈষ্ণবধর্ম। বিরাগ+ষ্যঞ্ স্বার্থে বা ভাবে। বি; ক্লী।

বৈরাটি—বিরাট-রাজের পুত্র, উত্তর ("চালান বৈরাটি অশ্ব অতি মনোরম"—কাশী)। বিরাট+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈরিতা—শত্রুতা, বিপক্ষতা। বৈরিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

বৈরী (বৈরিন্)—শত্রু, বিদ্বেষী। বৈর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী —**বৈরিণী**।

বৈরূপ্য—বিরূপতা, কদর্যতা; বিকৃতি; অযথাভাব। বিরূপ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈরোচন-বিরোচনের পুত্র; রাজা বলি। বিরোচন+অণ্ পুত্রার্থে। বি; পুং।

বৈলক্ষণ্য—বিভিন্নতা, প্রভেদ, পার্থক্য, অন্যপ্রকার; অসাধারণতা; বিশেষ। বিলক্ষণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈলোম্য—বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা, উলটাভাব। বিলোম+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈশদ্য—নির্মলতা; প্রসন্নতা; স্পষ্টতা, বিশদতা; শুভ্রতা; প্রাঞ্জলতা। বিশদ+ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈশাখ—বঙ্গাব্দের প্রথম মাস। বৈশাখী (বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী)+অণ্ তদ্যুক্তমাসার্থে। বি; পুং।

বৈশাখী—১। বৈশাখমাস-সম্বন্ধীয়, বৈশাখ মাসের ('— পূর্ণিমা')। বাংপ্র। বিণ। **কাল বৈশাখী**—বৈশাখ মাসের বিকালবেলায় যে প্রবল ঝড় হয় তাহা। ২। বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা; রক্ত পুনর্নবা। বিশাখা+অণ্ তদ্যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈশিষ্ট্য—বিশেষ গুণ, বিশিষ্টত্ব, অসাধারণতা; পার্থক্য, প্রভেদ। বিশিষ্ট+ষ্যঞ্ ভাবে। বি।

বৈশেষিক—১। কণাদমুনিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বিশেষ (বিশেষ পদার্থ)+ইক অধিকারপূর্বক কৃত অর্থে। বি; ক্লী। ২। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ। বৈশেষিক+অণ্ জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈশ্বানর—অগ্নি; বেদাংশ বিঃ; চিত্রকবৃক্ষ। বিশ্বানর (মুনি বিঃ)+অণ্ সম্বন্ধার্থে; কিংবা, বিশ্ব (সকল) নর (মনুষ্যজাতি), কর্মধা; বিশ্বানর (সমস্ত মানব)+অণ্ (জঠরে) স্থিতার্থে। বি; পুং।

বৈশ্য—তৃতীয়বর্ণ, কৃষক বণিক্ প্রঃ। বিশ্+ক্বিপ্ কর্তৃ; বিশ্+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; পুং।

বৈশ্রবণ-বিশ্রবা মুনির পুত্র; রাবণ প্রঃ; কুবের। বিশ্রবস্+অন্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

বৈশ্লেষিক—বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত, analytical. বিশ্লেষ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। **বৈশ্লেষিক রসায়ন**—পদার্থাদির বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের গুণাগুণ-নির্ণয়ের প্রণালী, analytical chemistry.

বৈষম্য—অসমতা, পার্থক্য। বিষম (অসমান)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈষয়িক -বিষয়সম্বন্ধীয়, সংসারসংক্রান্ত। বিষয়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

বৈষ্ণব বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর উপাসক; বিষ্ণুসম্বন্ধীয়। বিষ্ণু+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,—**বী**। **বৈষ্ণব বিনয়** (ব্যঙ্গার্থে) অত্যধিক বিনয়প্রকাশ।

বৈষ্ণবাচার-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পালনীয় রীতিনীতি। বৈষ্ণবের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বৈষ্ণবাস্ত্র—বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান্ বা বিষ্ণু কর্তৃক অধিষ্ঠিত অস্ত্র বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।

বৈষ্ণবী—১। বিষ্ণুর উপাসিকা নারী, বৈষ্ণবপত্নী; দুর্গা, গঙ্গা; তুলসী; বিষ্ণুশক্তি; অপরাজিতা; শতাবরী। বি; স্ত্রী; ২। বিষ্ণুভক্তা; বিষ্ণুসম্বন্ধীয়া। বৈষ্ণব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বৈসা-বাস করা; উপবেশন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৈসাদৃশ্য—বিসদৃশতা, বৈষম্য, অমিল, প্রভেদ। বিসদৃশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

বৈসানো—বসানো, উপবেশন করানো। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি]।

বো—১। গন্ধ। ফা। বি। ২। উহ্য। প্রা কপ্র। সর্ব।

বোঁ—শূন্যে কোন বস্তুর দ্রুত চলন বা ঘূর্ণনের বেগ-সূচক। বাংপ্র। অ।

বোঁচকা—পুঁটুলি, কাপড় দিয়া বাঁধা ছোট গাঁটরি। <তু 'বুক্‌চহ্'। বি।

বোঁচা—বেহায়া, নির্লজ্জ; ভোঁতা, যাহার অগ্রভাগ কাটা বা ভাঙ্গা এরূপ; যাহার নাক বসা বা কাটা এমন; অঙ্গহীন। বাংপ্র। বিণ।

বোঁটা—১। ডাঁটা, বৃন্ত; চুচুক, স্তনাগ্র। <বোণ্ট। ২। হাতল। বাংপ্র। বি।

বোঁদে—গুটিকার তুল্য দালের মিষ্টান্ন বিঃ। <বটিকা। বি।

বোঁদেলা- বুন্দেলখণ্ডবাসী। প্রা কপ্র। [বি।

বোকা—নির্বোধ, মূঢ়, জ্ঞানহীন; বৃদ্ধ। <ছাগার্থক 'বর্কর'। বিণ।

বোকা-ছাগল, -পাঁঠা—দাড়ি এবং অধিক-লোমযুক্ত বৃদ্ধ ছাগ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

বোকামি, বোকামো—মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা। বোকা+মি, মো ভাবে। বাংপ্র। বি।

বোকারাম অতিশয় বোকা। বাংপ্র। [বিণ।

বোচকা, বুচকি—বস্ত্রাদির মোট। <তু 'বুক্‌চহ্'। বি।

বোজা—১। বন্ধ হওয়া, নিমীলিত হওয়া; মুদ্রিত করা; ভরাট হওয়া। ক্রি [, বি]। ২। নিমীলিত, মুদ্রিত, বন্ধ, ভরাট। <বন্ধ। বিণ।

বোজানো—বন্ধ করা, নিমীলিত করা; ভরাট করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বোঝা -১। ভার, মোট। হি-মূ। বি। ২। বুঝিতে পারা; জানা; সমঝানো; বিবেচনা করা। <বোধ। ক্রি [, বি, বিণ]।

বোঝাই -ভরতি করা, যানবাহনের উপর বা ভিতরে জিনিসপত্র স্থাপন; ভরতি ('পাট — নৌকা')। বোঝা+ই। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বোঝানো—প্রবোধ দেওয়া; উপদেশ দেওয়া; জানানো; সমঝানো; বুঝানো। <বোধ। ক্রি [, বি, বিণ]।

বোঝাপড়া—কথাবার্তার দ্বারা নিষ্পত্তি। বাংপ্র। বি।

বোট—বড় নৌকা; খেয়া পার করিবার গোলা নৌকা। <ইং 'boat'. বি।

বোটকা—ছাগবৎ ('— গন্ধ')। বাংপ্র। বিণ।

বোটে—নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়। <ক্ষুদ্রিত্র। [বি।

বোঠান বৌদিদি। <বৌ-ঠাকুরানী। বি।

বোড়া—একজাতীয় সাপ (viper শ্রেণীর)। <বোড্র। বি।

বোড়ে—দাবা খেলিবার সবচেয়ে ছোট গুটি, ঘুঁটি, pawn. <বটিকা। বি।

বোড্র—বোড়াসাপ, গোনস সর্প; মৎস্য। বা—উড্‌+রক্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বোড্রী—পণচতুর্থাংশ, বুড়ি, পাঁচগণ্ডা। বা—উড্‌+রক্‌ কর্ম+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বোঢ়ব্য—বহনীয়, বহনযোগ্য। বহ্‌+তব্য কর্ম। বিণ।

বোঢ়া (বোঢ়্‌)—১। বহনকর্তা; বিবাহকর্তা; পথদর্শক; ভারবাহক; স্থানান্তরপ্রাপক। বিণ। স্ত্রী—**বোঢ়ী**। ২। সারথি; বৃষভ। বহ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বোণ্ট—বোঁটা, বৃন্ত। বা+উণ্ট কর্তৃ। বি; [পুং।

বোতল—বড় শিশি। <পো 'botelha'. বি। **বোতল টানা**—বোতলের পর বোতল মদ খাওয়া।

বোতাম—জামার দুইদিক্‌ সংযুক্ত করিয়া রাখিবার চাকতি বিঃ। <পো 'botao'. বি। [বাংপ্র। বি।

বোদ—পাতা প্রঃ পচিয়া যে কাদা হয় তাহা।

বোদা—বিস্বাদ; নির্বোধ। বাংপ্র। বিণ।

বোদাল—বোয়ালমাছ। বোদ—অল্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

বোদ্ধা (-দ্ধৃ)—বুদ্ধিমান, জ্ঞানী; জ্ঞাতা, যে বোঝে। বুধ্‌+তৃচ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বোদ্ধ্রী**।

বোধ—১। অনুভব, উপলব্ধি; অনুমান; সান্ত্বনা; বুদ্ধি, জ্ঞান; জাগরণ; দর্শন। বুধ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। ২। বোধিতকরণ; জাগাইয়া দেওয়া। বুধ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাব। বি; পুং।

বোধক—জ্ঞাপক; সূচক, দ্যোতক; প্রবোধনকারী; যে জাগায়; যে বোঝায়। বুধ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ।

বোধকর, -কারক—প্রবোধনকারী; বৈতালিক, স্তুতিপাঠক। উপতৎ; বোধ—কৃ+ট কর্তৃ; ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-রী, -রিকা**।

বোধগম্য—যাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞানগম্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

বোধজ্ঞ—যে মনের ইচ্ছা বুঝিতে পারে এমন, অভিপ্রায়বেত্তা। উপতৎ; বোধ—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

বোধন—১। জ্ঞান। বুধ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। জ্ঞাপন, জানান; জাগরণ, জাগানো; শারদীয় দুর্গাপূজায় দেবীর জাগরণসম্পাদন; সন্দীপন, উদ্দীপন। বুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

বোধনী—কার্তিকী শুক্লা একাদশী, উত্থানৈকাদশী; পিপ্পলী। বুধ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ অধি, করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বোধনীয়, বোধ্য—জানিবার যোগ্য, জ্ঞাতব্য। বুধ্‌+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বোধয়িতব্য—জানাইবার যোগ্য, জ্ঞাপনীয়। বুধ্‌+ণিচ্‌+তব্য কর্ম। বিণ।

বোধাতীত—যাহা জানা যায় না এমন, দুর্জ্ঞেয়। বোধকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

বোধি—১। অশ্বত্থবৃক্ষ ('—দ্রুম')। বুধ্‌+ইন্‌ কর্তৃ। ২। পরম জ্ঞান; সমাধি বিঃ। বুধ্‌+ইন্‌ ভাব। বি; পুং। ৩। জ্ঞাতা, বোদ্ধা। বুধ্‌+ইন্‌ কর্তৃ। বিণ।

বোধিত—যাহা বা যাহাকে জানানো হইয়াছে এমন, জ্ঞাপিত; সূচিত; জাগরিত। বুধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বোধিতরু, -দ্রুম—অশ্বত্থবৃক্ষ; ভগবান্‌ বুদ্ধের সাধনাশ্রয় বৃক্ষ। কর্মধা। বি; পুং।

বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্বাবস্থায় উপনীত মহাপুরুষ [বৌদ্ধদিগের মতে—কেহ একজন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে না; কয়েক জন্ম সাধনার পর উহা লাভ করা যায়]। বোধি (বুদ্ধিযুক্ত, জ্ঞানসম্পন্ন) সত্ত্ব (চিত্ত) যাহার, বহু। বি; পুং।

বোধোদয়—জ্ঞানের প্রকাশ, জ্ঞানসঞ্চার। বোধের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

বোধ্য—'বোধনীয়' দ্রঃ।

বোন—ভগিনী। <ভগিনী। বি; স্ত্রী।

বোনঝি—বোনের মেয়ে, ভগিনীর কন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বোনপো—বোনের ছেলে, ভগিনীর পুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

বোনা—বয়ন করা; বপন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

বোনাই—ভগিনীপতি। বোন+আই স্বামী অর্থে। বাংপ্র। বি; পুং।

বোবা—হাবা; মূক, বাক্‌শক্তিহীন। বাংপ্র। [বিণ।

বোম—গাড়ির যে কাঠে জোয়াল লাগানো থাকে। বাংপ্র। বি।

বোমা—১। বস্তা হইতে মালের নমুনা বাহির করিবার সূক্ষ্মাগ্র হাতা; জল তুলিবার কল, পাম্প। বাংপ্র। ২। বিস্ফোরক পদার্থের সহিত কাচ লোহা ধারাল অস্ত্র প্রঃর দ্বারা পূর্ণ একপ্রকার বৃহদাকার মারাত্মক পটকা, বারুদপূর্ণ গোলক। < পো 'bomba'. বি।

বোমাবর্ষী (-বর্ষিন্‌), **বোমারু**—যাহা হইতে বোমা (২) নিক্ষেপ করা যায় এমন, bomber. বোমা বর্ষণ করে যাহা, বোমারু। উপতৎ। পো-সং। বিণ।

বোম্বাই—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রের রাজধানী; এক শ্রেণীর আম। অসং। বি।

বোম্বেটিয়া, বোম্বেটে—ডাকাত, জলদস্যু। <পো 'bombardeiro'. বি।

বোয়াল—একপ্রকার আঁইষশূন্য বৃহৎ মৎস্য। <বোদাল। বি।

বোর—শিশুর কোমরের অলংকার বিঃ; সোনা-রূপার দানা। <বদর। বি।

বোরক, বোলক—লেখক, লিপিকর। বা+উল কর্তৃ+কন্‌ স্বার্থে (ল-স্থানে র বিকল্পে)। বি; পুং।

বোরকা, বোরখা—সাধারণ মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহৃত আপাদমস্তকের আবরণী। <আ 'বুর্ক্‌'। বি।

বোরব—ধান্য বিঃ, বোরধান। বোর—বা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

বোরা—গুণ; থলিয়া, ছালা। বাংপ্র। বি।

বোরো—গ্রীষ্মকালের একপ্রকার ধান। <বোরব। বি।

বোর্ড—সমিতি; পরিচালক-সভা; তক্তা। <ইং 'board'. বি।

বোল—বাক্য, কথা, বুলি; বাদ্য; অনুমিত শব্দ; বাজনার সাংকেতিক শব্দসমষ্টি। বাংপ্র। বি।

বোলক—'বোরক' দ্রঃ।

বোলচাল—বাক্য ও ব্যবহার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

বোলত, বোলতই—বলিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি। [<বরটা। বি।

বোলতা—দংশক পতঙ্গ বিঃ, wasp.

বোলবোলা—নাম; প্রভাব; হাঁকডাক। বাংপ্র। বি।

বোলানো—বুলানো (তাহা দ্রঃ)।

বোলাবুলি—গোলযোগ; বাদানুবাদ; কহাকহি। প্রা কপ্র। বি।

বোল্ট, বোল্ট্‌—লোহার পেঁচ, মোটা ইস্ক্রুপ। <ইং 'bolt'. বি।

বৌ—নববিবাহিতা স্ত্রী; পুত্র বধূ; স্বামিগৃহবাসিনী যুবতী। <বধূ। বি; স্ত্রী।

বৌ-ঠাকুরানী, বৌঠান—বড় ভাইয়ের স্ত্রী; বড় শালা-বৌ। কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বৌদি, বৌদিদি—বড় ভাইয়ের স্ত্রী, বন্ধু-পত্নী প্রঃর সম্বোধন-শব্দ। কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বৌদ্ধ—১। বুদ্ধমতাবলম্বী, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বি; পুং। ২। বুদ্ধসম্বন্ধীয়; বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত; বুদ্ধপ্রবর্তিত। বুদ্ধ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৌদ্ধী**।

বৌদ্ধদর্শন—বৌদ্ধগণের প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বৌদ্ধ দর্শন, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বৌদ্ধধর্ম(র্ম্ম)—বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত ধর্মমত। বৌদ্ধ ধর্ম, কর্মধা। বি; পুং।

বৌমা—পুত্রবধূ; অনুজপত্নী; ভাগিনেয়পত্নী; দুহিতৃ-স্বামীয়া বধূ। কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ব্যংসক—১। ধূর্ত, প্রতারক। বি—অন্‌স্‌ +ণক কর্তৃ। বি; পুং; ২। স্কন্ধশূন্য। বিনষ্ট অংস যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী—**ব্যংসিকা**।

ব্যংসিত—প্রতারিত, প্রবঞ্চিত। বি—অন্‌স্‌ +ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যক্ত—স্পষ্ট; প্রকাশিত; বিকসিত; প্রকট; স্থূল; দৃষ্ট; অনুমিত; প্রাজ্ঞ। বি—অন্‌জ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যক্তরূপ—স্পষ্ট উপলব্ধ মূর্তি; বাহিরের চেহারা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যক্তি—১। লোক, জন; শরীরী জীব; দ্রব্য; বস্তু, পদার্থ; (দর্শন) বিশেষ, অসামান্য, individual, individuality. বি—অন্‌জ্‌ +ক্তি কর্ম। ২। প্রকাশ। বি—অন্‌জ্‌ +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যক্তিগত—কোন ব্যক্তি বিঃর নিজের আয়ত্ত বা সম্বন্ধীয়, প্রাতিস্বিক, individual. ২য়াতৎ। বিণ।

ব্যক্তিজনি—(জীববিদ্যা) একটি মাত্র বিশিষ্ট প্রাণীর উৎপত্তির ইতিহাস, ontogamy. ব্যক্তির জনি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি। বিপরীত—**জাতিজনি** (phylogamy).

ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তি বিঃর বৈশিষ্ট্য; আত্মবশতা, স্বাধীনভাবে কার্যাদি করিবার ক্ষমতা। ব্যক্তি+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

ব্যক্তীকৃত—যাহা স্পষ্ট করা হইয়াছে এমন, স্পষ্টীকৃত; প্রকাশিত; উদ্‌ঘাটিত। ব্যক্ত+ অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ব্যক্তী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-করণ**।

ব্যগ্র—ব্যস্ত, ব্যাকুল; ত্বরিত; ত্রস্ত, ভীত; উৎসাহী; উদ্যমশীল; আসক্ত; আগ্রহী; উৎকণ্ঠাযুক্ত। বিশেষরূপে অগ্র (প্রধান), প্রাদি। বিণ।

ব্যগ্রতা—অত্যধিক আগ্রহ, আকুলতা; উৎকণ্ঠা। ব্যগ্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ব্যঙ্গ—১। অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ। বিনষ্ট অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা -ঙ্গী**। ২। বেঙ, ভেক। বিরূপ অঙ্গ যাহার, বহু। ৩। মুখে কাল কাল দাগ হওয়া। বিকৃত অঙ্গ যদ্দ্বারা, বহু। ৪। শ্লেষ অর্থাৎ দুই অর্থযুক্ত বাক্য, শ্লিষ্টবাক্য; ঠাট্টা, পরিহাস। বি—অন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পুং।

ব্যঙ্গপ্রিয়—যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ভালবাসে এমন। ব্যঙ্গ প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

ব্যঙ্গার্থ—বিদ্রূপসূচক অর্থ। ব্যঙ্গপূর্ণ অর্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ব্যঙ্গিত—বিকলীকৃত। ব্যঙ্গ+ণিচ্‌ (= ব্যঙ্গি, নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যঙ্গোক্তি—ঠাট্টাপূর্ণ কথা। ব্যঙ্গপূর্ণা উক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যঙ্গ্য—১। ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা বোধ, covert, implied. বিণ। ২। ব্যঞ্জনাবৃত্তিবোধ্য অর্থ [যথা—"বাবা বেলা যায়"—এই বাক্যের শব্দার্থ "দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে।" ব্যঙ্গ্যার্থ—"বাবা, এখন আর শুইয়া থাকিও না, ওঠ।"]; তাৎপর্যার্থ, নিগূঢ়ভাব। বি—অন্‌জ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বি; পুং।

ব্যঙ্গ্যার্থ—বাক্যের ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ। কর্মধা। বি; পুং।

ব্যঙ্গ্যোক্তি—বক্রোক্তি; শ্লেষবাক্য; ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা। ব্যঙ্গ্যা উক্তি (বাক্য)। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যজ বাতাসকরণ, বায়ুসঞ্চালন। বি-অজ্‌+অচ্‌ ভাব। বি; পুং।

ব্যজন—১। বাতাসকরণ। বি—অজ্‌+অনট্‌ ভাব। ২। পাখা। বি—অজ্‌+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

ব্যজনী—পাখা; চামর ইঃ। বি—অজ্‌+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ব্যঞ্জক—১। প্রকাশক, বোধক; সূচক। বিণ। স্ত্রী—**ব্যঞ্জিকা**। ২। হৃদ্গত ভাবাদির প্রকাশক অভিনয়; ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধক শব্দ। বি অন্‌জ্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

ব্যঞ্জন—তরকারি, অন্নভোজনের উপকরণ; চিহ্ন; স্ত্রী-পুং-চিহ্ন; শ্মশ্রু প্রঃ চিহ্ন; ক খ ইঃ হল্‌ বর্ণ। বি—অন্‌জ্‌+অনট্‌ করণ বা অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা—কাব্যের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা বৃত্তি, ব্যঙ্গ্যার্থবোধিকা শক্তি, কাব্যের যে শক্তি দ্বারা স্থূল ছাড়া অন্য কোন অর্থ সূচিত হয় তাহা [অভিধা ও লক্ষণা শক্তি দ্বারা যে স্থলে অর্থ পরিস্ফুট না হয়, সে স্থলে অন্য যে শক্তি দ্বারা ঐ অর্থবোধ জন্মে তাহাকে বলে ব্যঞ্জনা; আর ঐরূপে প্রতীত অর্থকে বলে ব্যঙ্গ্যার্থ; যেমন—"আমার অত তক্ষা ধনুর্গুণ" বলিলে, আমি যে আজ ধনুর্গুণই পাইব এরূপ বুঝায় না, পরন্তু আমার আজ খাদ্যাভাব এরূপ অর্থেরই বোধ জন্মে; যে শক্তি দ্বারা এইরূপ অর্থ-প্রতীতি ঘটে, তাহারই নাম ব্যঞ্জনা। 'ব্যঙ্গ্য' দ্রঃ]। বি—অন্‌জ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণ; পক্ষে অন কর্তৃ+আপ্‌। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ব্যঞ্জনবর্ণ—স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত যে অক্ষরের উচ্চারণ হয় না তাহা; হল্‌ বর্ণ কর্মধা। বি; পুং।

ব্যঞ্জনসন্ধি—ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণের মিলন। ব্যঞ্জনসম্বন্ধীয় সন্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ব্যঞ্জনা—প্রকাশন; শব্দের বা বাক্যের অভিধেয় অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থের ইঙ্গিত বা দ্যোতনা, suggestion. বি—অন্‌জ্‌+অন ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ব্যঞ্জিত—প্রকটিত, প্রকাশিত, ব্যক্তীকৃত; দ্যোতিত; ব্যঞ্জনাবোধিত। বি—অন্‌জ্‌+ ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যতিক্রম—উলটা অবস্থা, বিপর্যয়, বৈপরীত্য; অন্যথাচরণ; উলটানো; বিপরীতকরণ; উল্লঙ্ঘন। বি—অতি—ক্রম্‌ +ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

ব্যতিক্রান্ত—যাহার ওলট-পালট হইয়াছে এমন, বিপর্যয়প্রাপ্ত; ব্যত্যস্ত; উল্লঙ্ঘিত। বি-অতি-ক্রম্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

ব্যতিব্যস্ত—অতিশয় উদ্বিগ্ন; বিব্রত; উৎক্রান্ত; অত্যন্ত অস্থির। অতিরিক্ত ব্যস্ত, প্রাদি; বিশেষরূপে অতিব্যস্ত, প্রাদি। বিণ।

ব্যতিরিক্ত—ছাড়া, বাদে; ভিন্ন; অতিরিক্ত, ব্যতীত; পৃথক্‌কৃত। বি—অতি —রিচ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

ব্যতিরেক—অভাব; প্রভেদ, ভিন্নতা; বৃদ্ধি; অতিক্রম; কাব্যের অলংকার বিঃ। [উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতা হইলে ব্যতিরেক অলংকার হয়।

(১) "বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্বকেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।"

(২) "যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে।
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন।
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না
যৌবন॥"]।

বি—অতি—রিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

ব্যতিরেকী (-কিন্‌)—অভাববিশিষ্ট; প্রভেদক। ব্যতিরেক+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কিণী**।

ব্যতিরেকে—বিনা, ছাড়া। বাংপ্র। অ।

ব্যতিষক্ত—পরস্পর-মিলিত; আসক্ত; গ্রথিত; একত্র বদ্ধ। বি—অতি—সন্‌জ্‌+ ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যতিষঙ্গ—পরস্পর-মিলন; আসক্তি; একত্র বন্ধন। বি—অতি—সন্‌জ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

ব্যতি(তী)হার—বদল, পরিবর্ত, বিনিময়; পরস্পর একবিধ আচরণ, reciprocity; পর্যায়করণ; গালাগালি; মারামারি। বি—অতি—হৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

ব্যতীত—১। ছাড়া, ভিন্ন; অতিক্রান্ত; বিগত; লুপ্ত; সম্পন্ন; মৃত। বি—অতি— ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বিনা, ছাড়া, ব্যতিরেক। বাংপ্র। অ।

ব্যতীপাত—অমঙ্গলজনক উৎপাত, ধূম-

কেতু ভূকম্প ইঃ; সপ্তদশ যোগ; অব্রহ্মা, অসম্মান। বি—অতি—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যত্যয়, ব্যত্যাস—ব্যতিক্রম, বিপর্যয় বৈপরীত্য। বি—অতি—ই+অচ্ ভাব; বি—অতি—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যত্যস্ত—উলটাপালটা; ব্যতিক্রান্ত; বিপরীতভাবে অবস্থাপিত, বিপর্যয়প্রাপিত; ঢেরার তুল্য, crossed. বি—অতি—অস্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

ব্যত্যাস—'ব্যত্যয়' দ্রঃ।

ব্যথা—বেদনা; পীড়া, দুঃখ, ক্লেশ; শোক; ভয়। ব্যথ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যথাকুল, ব্যথাতুর—যন্ত্রণায় কাতর; দুঃখে কাতর বেদনা-কাতর। ব্যথায় আকুল, আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্যথিত—দুঃখিত; বেদনাপ্রাপ্ত; পীড়িত; শোকপ্রাপ্ত; ভীত। ব্যথা+ইতচ্ জাতার্থে, অথবা, ব্যথ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যথিতবেদন—ব্যথীর মনোব্যথা, দুঃখীর কষ্ট ("চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?"—কৃষ্ণচন্দ্র)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্যথী (ব্যথিন্)—বেদনাপ্রাপ্ত; সহানুভূতি-যুক্ত, কাহারও দুঃখে দুঃখবোধকারী, দরদী। ব্যথা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ব্যথিনী**।

ব্যধিকরণ—(ব্যাক) যে শব্দসমূহ একই বস্তুকে বুঝায় না তাহাদের দ্বারা গঠিত (যেমন—মহাবাহু, এখানে মহা ও বাহু শব্দ একই বস্তুকে বুঝাইতেছে; কিন্তু সমুদ্রজন্মা বলিলে সমুদ্র ও জন্ম একই বস্তুকে বুঝাইতেছে না, সুতরাং পূর্বেরটি সমানাধিকরণ, পরেরটি ব্যধিকরণ)। বিভিন্ন অধিকরণ যাহার, বহু। বিণ।

ব্যধিজন—আত্মীয় বান্ধবসমূহ ("ব্যধিজন শুনে কান্দে" -ক্ষেমানন্দ)। প্রা কপ্র। বি।

ব্যপদিষ্ট—যাহাকে ছলনা করা হইয়াছে এমন, প্রতারিত; অভিহিত; আখ্যাত। বি—অপ—দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপদেশ—১। অছিলা; ছল, ব্যাজ, pretext; ইঙ্গিত; বাক্য বিঃ ['প্রয়োজন' অর্থে অশুদ্ধ]। বি—অপ—দিশ্+ঘঞ্ করণ। ২। নাম; কুল, বংশ। বি—অপ—দিশ্ (বলা ইঃ)+ঘঞ্ কর্ম। ৩। নামোল্লেখ; কথন। বি—অপ—দিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—কপটী, ছলকারক; নামোল্লেখকারী। বি—অপ—দিশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দেষ্ট্রী**।

ব্যপনয়ন—ফিরাইয়া দেওয়া, প্রত্যাখ্যান; অপসারণ; ত্যাগ। বি—অপ—নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যপনীত—প্রত্যাখ্যাত; অপসারিত, দূরীকৃত, তাড়িত, স্থানান্তরিত, অস্বীকৃত। বি—অপ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপবর্জ(র্জ্জ)ন—দান; ত্যাগ; নিবারণ; নিষেধ; নিরাকরণ। বি—অপ—বৃজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যপবর্জি(র্জ্জি)ত—দত্ত; পরিত্যক্ত, বর্জিত; নিরাকৃত; নিষিদ্ধ। বি—অপ—বৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্তিত। বি—অপ—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপাকৃত—অস্বীকৃত, নিহ্নুত; অপনীত; নিরস্ত; দূরীকৃত। বি—অপ—আ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপাকৃতি—অস্বীকার; অপনয়ন; নিবারণ; নিরাকরণ। বি—অপ—আ—কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যপায়—ঘুচানো, অপনয়ন; বিনাশ; বিরোধ; প্রতিরোধ। বি—অপ—ই+অচ্ বা ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যপাশ্রয়—অবলম্বন। বি—অপ—আ—শ্রি+অচ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-শ্রিত**।

ব্যপেক্ষা—আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা; অপেক্ষা; বিশেষ অনুরোধ। বি—অপ—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যপেত—দূরীভূত, অপগত; প্রতিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ। বি—অপ—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যবকলন, ব্যবকলনা—বিয়োজন, বাদ দেওয়া; বাকী কাটা; বিয়োগ; জমা-খরচ। বি—অব—কল+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ব্যবকলিত—১। যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন, বিয়োজিত; বাকী-কাটা। বি—অব—কল+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জমা-খরচ; ব্যবকলন। বি—অব—কল+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ব্যবচ্ছিন্ন—বিভিন্ন, বিভক্ত; বিশেষিত; নির্ধারিত; মোচিত। বি—অব—ছিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবচ্ছেদ—১। বিভাগ, খণ্ড। বি—অব—ছিদ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। বিচ্ছেদ; বিভিন্ন অংশে বিযুক্তকরণ, dissection; বিশেষকরণ; নির্ধারণ; মোচন; বাণমোচন, শরবর্ষণ। বি—অব—ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যবধা, -ধান, -ধি—তিরোধান; অন্তর, আড়াল; দূরত্ব; আচ্ছাদন। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+অঙ্ ভাব+আপ্; বি—অব—ধা+অনট্ ভাব; বি—অব—ধা+কি ভাব। বি; স্ত্রী, পুং।

ব্যবধায়ক—ব্যবধানকর্তা; তিরোধায়ক, আচ্ছাদনকারক। বি—অব—ধা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধায়িকা**।

ব্যবধি—'ব্যবধা' দ্রঃ। [বি।

ব্যবসা—ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্য। <ব্যবসায়।

ব্যবসাদার—ব্যবসায়ী, বণিক্। ব্যবসা+দার কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বি।

ব্যবসা-বাণিজ্য—বেচাকেনা, ক্রয়-বিক্রয়। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ব্যবসায়—১। ব্যাপার, কার্য; যত্ন; উদ্যম; কল্পনা, ইচ্ছা, অভিপ্রায়; নিশ্চয়; অনুষ্ঠান। বি—অব—সো+ঘঞ্ ভাব। ২। বৃত্তি, জীবিকা; কারবার। বি অব—সো+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

ব্যবসায়াত্মক—নিশ্চয়াত্মক; নিশ্চিত, স্থির; কৃতনিশ্চয়। ব্যবসায় (নিশ্চয়) আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা** ('-বুদ্ধি')।

ব্যবসায়ী (-য়িন্)—বাণিজ্যকারী; উদ্যমশালী, উদ্যোগী; কৃতনিশ্চয়; অনুষ্ঠানকারী। ব্যবসায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

ব্যবসিত—১। উদ্যত, চেষ্টিত। বি—অব—সো+ক্ত কর্তৃ। ২। অনুষ্ঠিত; অভিপ্রেত; প্রতারিত; স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। বি—অব—সো+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। অবধারণ, নিশ্চয়। বি—অব—সো+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ব্যবস্থা—নিয়ম; পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন; বন্দোবস্ত; আয়োজন; কর্তব্যনির্দেশ; শাস্ত্রীয় বিধি; আইন; স্থিরতা; স্থিতি। বি—অব—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যবস্থাজাল—১। জটিল নিয়ম, কূট ব্যবস্থা। ব্যবস্থারূপ জাল, রূপক কর্মধা; অথবা, ব্যবস্থা জালসদৃশ, উপমিত কর্মধা। ২। বিধানসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ব্যবস্থাদাতা (-দাতৃ)—যে ব্যবস্থা দান করে এমন, বিধান-দানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

ব্যবস্থান—ব্যবস্থিতি, বিধিপূর্বক অবস্থান। বি—অব—স্থা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যবস্থাপক—আইনরচনাকারী; নিয়ামক; বিধিদায়ক; সংস্থাপক। বি—অব—স্থা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

ব্যবস্থাপক-সভা—আইন রচনা-কারিণী সভা, দেশের প্রতিনিধিগণ আইন-রচনা ও দেশনিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারের জন্য যে সভা গঠন করেন তাহা, Legislative Council. কর্ম। বি; স্ত্রী। ('ব্যবস্থাপরিষদ্' দ্রঃ।)

ব্যবস্থাপত্র—বিধাননির্দেশক পত্র; চিকিৎসক যাহাতে রোগীর ঔষধের বিধান

করেন সেই পত্র ; স্মৃতিশাস্ত্র-পণ্ডিত যাহাতে প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান করেন সেই পত্র। ব্যবস্থা-নির্দেশক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

ব্যবস্থাপদ্ধতি—নিয়মপ্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ।

ব্যবস্থাপন—আইন প্রস্তুতকরণ ; ব্যবস্থা-প্রণয়ন, নিরূপণ, নির্ধারণ, নিশ্চিতকরণ। বি—অব—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্যবস্থাপরিষদ্—আইনরচনাকারিণী সভা, Legislative Assembly. [সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভা বলিতে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সভাকে এবং ব্যবস্থাপরিষদ্ বলিতে উচ্চশ্রেণীর মনোনীত সভ্যদের দ্বারা গঠিত সভাকে বুঝায়]। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্যবস্থাপিত—নিয়মিত ; স্থিরীকৃত, নির্ধারিত ; প্রকৃতি-প্রাপিত ; নিয়মপূর্বক স্থাপিত। বি—অব—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবস্থাশাস্ত্র, -সংহিতা—আইনের বই ; স্মৃতিশাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ব্যবস্থিত—১। স্থিরীকৃত ; কোন বিষয়-বিশেষে নিবদ্ধ ; পৃথক্‌কৃত ; নিয়মিত ; নির্ধারিত ; প্রচারিত। বি—অব-স্থা+ক্ত কর্ম। ২। বিশেষরূপে স্থিত ; অবস্থিত ; নিযুক্ত। বি—অব—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যবস্থিতচিত্ত—যাহার মনোভাবের পরিবর্তন হয় না এমন, স্থিরচিত্ত। ব্যবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। বি, -তা।

ব্যবস্থিতবিভাষা—(ব্যাক) যে বিকল্প বিধান সর্বত্র খাটে না, স্থানবিশেষে মাত্র প্রযুক্ত হয় তাহা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্যবহর্ত(র্ত্ত)ব্য—ব্যবহার্য। বি—অব—হৃ+তব্য কর্ম। বিণ।

ব্যবহর্তা (-হর্তৃ), -হর্ত্তা (-হর্ত্তৃ)—যে ব্যবহার করে এমন। বি—অব—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হর্ত্রী।

ব্যবহার—আচরণ ; আইন ; প্রয়োগ, কাজে লাগানো ; ঋণদানাদি অষ্টাদশ বিবাদ, মকদ্দমা ; ব্যবসায়, বাণিজ্য ; চুক্তি ; প্রথা, রীতি ; usage অর্থ। বি—অব—হৃ+ঘঞ্ ভাব, করণ। বি ; পুং। বিণ, -হারিক, -হার্য, -হৃত।

ব্যবহারজীবী (-জীবিন্)—উকিল মোক্তার প্রঃ আইনব্যবসায়ী। উপপদতৎ ; ব্যবহার—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

ব্যবহারজ্ঞ—আইনজ্ঞ, ব্যবহারবেত্তা ; যাহার নাবালকত্ব গিয়াছে এমন, সাবালক, প্রাপ্তব্যবহার। উপপদতৎ ; ব্যবহার—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

ব্যবহারদর্শী (-দর্শিন্)—বিচারক, জুরি। উপপদতৎ ; ব্যবহার—দৃশ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী।

ব্যবহারবিধি—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন ; ধর্মশাস্ত্র। ব্যবহারের (ঋণদানাদি বিবাদের) বিধি (শাস্ত্রবিধান), ৬ষ্ঠীতৎ ; বি। পুং।

ব্যবহারশাস্ত্র—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ব্যবহারের শাস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, ব্যবহারবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ব্যবহারাজীব—ব্যবহারজীবী (তাহা দ্রঃ)। ব্যবহার আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ব্যবহারিক—ব্যবহারসিদ্ধ ; প্রয়োগ-সম্বন্ধীয় ; ব্যবহারযোগ্য। ব্যবহার+ইক (ঠন্) সিদ্ধার্থে, যুক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ব্যবহার্য(র্য্য)—কাজে লাগাইবার মত ব্যবহারযোগ্য ; অনুষ্ঠেয়। বি—অব-হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

ব্যবহিত—যে দূরে সরিয়া গিয়াছে এমন, অন্তর্হিত ; অন্তরিত, দূরীকৃত ; আচ্ছাদিত ; পরস্পর অসংযুক্তভাবে অবস্থিত ; অধঃকৃত ; বিকৃত। বি—অব—ধা+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

ব্যবহৃত—আচরিত, অনুষ্ঠিত ; বিচারিত ; উপভুক্ত। বি—অব-হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -হার।

ব্যভিচার—স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ যৌনসংসর্গ ; কুক্রিয়া, কদাচরণ ; অন্যথাচরণ ; লঙ্ঘন ; স্খলন ; (ন্যায়াদিমতে) অতিব্যাপ্তি ; অব্যাপ্তি ; হেতুদোষ বিঃ। বি—অভি-চর্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

ব্যভিচারিণী—অসতী, ভ্রষ্টা, পরপুরুষগামিনী স্ত্রী ; কদাচারপরায়ণা। ব্যভিচারিন্+ঈপ্। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

ব্যভিচারিতা—লাম্পট্য, অবৈধ সহবাস ; কুক্রিয়াসক্তি ; কদাচারিতা ; অন্যথাচরণ। ব্যভিচারিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ব্যভিচারী (-চারিন্)—১। পরস্ত্রীগামী ; কুক্রিয়াসক্ত ; অন্যথাচারী ; অতিব্যাপ্ত ; অব্যাপ্ত। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী। ২। রতি হাস্য শোক প্রঃ স্থায়িভাবের মধ্যে সময়ে সময়ে উদিত অচিরস্থায়ী বিষাদ ঔৎসুক্য আবেগ গর্ব লজ্জা প্রঃ ভাব, শৃঙ্গারাদিরসের সঞ্চারী ভাব, নির্বেদ গ্লানি প্রঃ তেত্রিশ প্রকারের ভাব। ব্যভিচার+ইন্ আছে অর্থে ; অথবা, বি—অভি—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ব্যয়—খরচ ; অপচয় ; ক্ষয়, নাশ ; অভাব ; অপগম। ব্যয়্+ণিচ্+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

ব্যয়কুণ্ঠ—কৃপণ। ব্যয়ে কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। বি, -কুণ্ঠতা, -কুণ্ঠা।

ব্যয়বহুল—যাহাতে অনেক খরচ লাগে এমন, বহুব্যয়সাধ্য। ব্যয় বহুল যাহাতে, বহু। বিণ। [বি ; ক্লী।

ব্যয়বাহুল্য—অত্যধিক খরচ। ৬ষ্ঠীতৎ।

ব্যয়শীল—যে অত্যধিক খরচ করে এমন, ব্যয়ী। ব্যয় শীল যাহার, বহু। বিণ। বি, -তা।

ব্যয়সাধ্য—যাহা করিতে অনেক খরচ লাগে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ। বি, -তা।

ব্যয়সাপেক্ষ—যাহা সম্পাদন করিতে অত্যধিক খরচ লাগে এমন। ব্যয়ের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ব্যয়স্থান—(জ্যোতিষে) লগ্নের দ্বাদশ স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ব্যয়াধিক্য—অত্যধিক খরচ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ব্যয়িত—যাহা ব্যয় করা হইয়াছে এমন, অপচিত ; বিগত ; বিনষ্ট ; ক্ষরিত। ব্যয়্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

ব্যয়ী (ব্যয়িন্)—যে ব্যয় করে এমন, ব্যয়শীল। ব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—ব্যয়িনী।

ব্যর্থ—বৃথা, নিরর্থক, বিফল ; নিষ্প্রয়োজন ; লাভশূন্য ; অর্থশূন্য। বিগত অর্থ (অভিধেয়, প্রয়োজন ইঃ) যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ। বি, -তা।

ব্যর্থকাম, -মনোরথ—যাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এমন। বহু। বিণ।

ব্যষ্টি—১। পৃথগ্‌ভাব, অসামগ্র্য। বি—অশ্+ক্তি ভাব। ২। পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি। বি—অশ্+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী। বিপরীত—সমষ্টি।

ব্যস্—'আর প্রয়োজন নাই' এই অর্থবোধক শব্দ ; শেষ, ইতি। <ফা 'বস্'। অ।

ব্যসন—দুঃখ ; বিপদ্ ; পাপ ; অমঙ্গল, অশুভ ; পতন, ভ্রংশ ; বিনাশ ; নিষ্ফলোদ্যম, বৃথা চেষ্টা ; বিষয়াসক্তি ; অদৃষ্ট ; দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য ; অযোগ্যতা, অক্ষমতা ; নেশা ; কামজ ও কোপজ দোষ [মৃগয়া, দ্যূত, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীসংগম, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথাভ্রমণ, মদ্যপান—এই দশপ্রকার কামজ দোষ, এবং দৌরাত্ম্য, সাহস, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা, কটূক্তি, নিষ্ঠুরাচরণ—এই আটপ্রকার কোপজ দোষ]। বি—অস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্যসনাসক্ত—বেশ্যাসক্তি মদ্যপান প্রঃ কামজ এবং দৌরাত্ম্য দ্বেষ প্রঃ ক্রোধজ অপরাধে রত। ব্যসনে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, -সক্তি।

ব্যসনী (-নিন্)—ব্যসনাসক্ত ; বিপদ্‌গ্রস্ত ; কুক্রিয়াসক্ত ; আসক্ত। ব্যসন+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -নিনী।

ব্যস্ত—১। ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন; অসমস্ত; বিস্তৃত; ব্যাপ্ত; বিপরীত। বি—অস্+ক্ত কর্তৃ। ২। উৎক্ষিপ্ত; বিপর্যস্ত; বিভক্ত, পৃথক্কৃত। বি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যস্ত অনুপাত—বিপরীত অনুপাত (যেমন, সাধারণতঃ মানুষের বোধশক্তি ও স্মরণশক্তি ব্যস্ত অনুপাতে থাকে, ইহার অর্থ—বোধশক্তি যে মাত্রায় বাড়ে স্মরণশক্তি সেই মাত্রায় কমে, inverse ratio).

ব্যস্ততা—ব্যাকুলতা, উদ্বিগ্ন ভাব; ব্যস্তভাব। ব্যস্ত+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ব্যস্তবাগীশ—যে সর্বদা ব্যস্ততা প্রকাশ করে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ব্যস্তসমস্ত—অতিশয় ব্যস্ত; অতিশয় ত্বরাযুক্ত। ব্যস্ত+(তৎসহচর শব্দ বিপরীতার্থক) সমস্ত। বিণ।

ব্যাং—'বেঙ' দ্রঃ।

ব্যাকরণ—১। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কোন ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা বলিতে ও লিখিতে পারা যায় তাহা; যাহা দ্বারা কর্তৃ-কর্ম-ক্রিয়া-সমাসাদির নিরূপণ হয় সেই শাস্ত্র। বি—আ—কৃ+অনট্ করণ। বিণ—**বৈয়াকরণ**। ২। ব্যাখ্যান; বিকাশন। বি—আ—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যাকলা—বাকল, খোসা। <বল্কল। বি।

ব্যাকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ছড়ান। বি—আ—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**ব্যাকিরণ**।

ব্যাকুব—বোকা, নির্বোধ। <ফা-আ 'বে+বুকুফ'। বিণ।

ব্যাকুল—অস্থির, ব্যস্ত; কাতর; উৎকণ্ঠিত; কি করিতে হইবে সে বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই এমন, কর্তব্যজ্ঞানশূন্য; ভয়বিধুর। বিশেষরূপে আকুল, প্রাদি। বিণ।

ব্যাকুলতা—ব্যস্ততা, অধীরতা; উৎকণ্ঠা; কাতরতা; কর্তব্যজ্ঞানশূন্যতা। ব্যাকুল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ব্যাকুলিত—যে ব্যাকুল হইয়াছে এমন, যাহার ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে এমন। বিণ।

ব্যাকূতি—ভঙ্গী; ছল, বঞ্চনা। বি—আ—কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যাকৃত—ব্যাখ্যাত; প্রকাশিত; পরিবর্তিত, রূপান্তরিত। বি—আ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাকৃতি—১। প্রকাশন; ব্যাখ্যান; ব্যাকরণ; পরিবর্তন, রূপান্তরকরণ। বি—আ—কৃ+ক্তি ভাব। ২। ভঙ্গী; বিপরীত আকৃতি। বিরুদ্ধ আকৃতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

ব্যাকৃষ্ট—বিশেষভাবে আকৃষ্ট। বিণ। বি—**ব্যাকর্ষণ**।

ব্যাক্রোশ—তিরস্কার, দুর্বাক্য, গালাগালি; কটূক্তি। বি—আ—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যাক্ষেপ—বিলম্ব। বি—আ—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান—অর্থপ্রকাশন, টীকা; বিবরণ, বর্ণন, কথন। বি—আ—খ্যা+অঙ্ ভাব+আপ্; পক্ষে অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী, ক্লী।

ব্যাখ্যাত—যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন; বিবৃত, বর্ণিত, কথিত। বি—আ—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাখ্যান—'ব্যাখ্যা' দ্রঃ।

ব্যাখ্যানা—ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনা; ব্যাখ্যান। প্রা কপ্র। বি।

ব্যাখ্যেয়—ব্যাখ্যা করিবার মত; বর্ণনীয়। বি—আ—খ্যা+যৎ কর্ম। বিণ।

ব্যাগ—থলি; চামড়ার তৈরী থলি। <ইং 'bag'. বি।

ব্যাগল—পৃথক্, বিযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ব্যাগাত্তা, ব্যাগোত্তা—বিনয়; অনুরোধ; ব্যাকুলতা। <ব্যাকুলতা প্রাদে। বি।

ব্যাঘট্টন—সংঘর্ষণ, সংঘটন; আলোড়ন, মন্থন। বি—আ—ঘট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যাঘাত—বিঘ্ন, বাধা, অন্তরায়; প্রহার, আঘাত; যোগ বিঃ; কাব্যের অলংকার বিঃ [কোন ব্যক্তি যে উপায় দ্বারা একবার যে কার্য করে সেই উপায় দ্বারা পুনর্বার অন্য ব্যক্তি যদি তাহাকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে সেই কার্য অন্যরূপে করে, তাহা হইলে তথায় এই অলংকার হয়।

যথা—"হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে।
নেত্রেই বাঁচায় তারে যারা কুতূহলে।
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়।
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয়॥"
—মদনমোহন তর্কালংকার]।

বি—আ—হন্ (আঘাত করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যাঘাতক—বাধাপ্রদানকারী, বিঘ্নকারী, প্রতিবন্ধক। বি—আ—হন্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -তিকা।

ব্যাঘ্র—বাঘ, শার্দূল; (সমাসে উত্তরপদ হইলে) শ্রেষ্ঠ (নরব্যাঘ্র)। বি—আ—ঘ্রা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ব্যাঘ্রনখ—বাঘের নখ; অস্ত্র বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্যাঘ্রী—বাঘিনী; স্ত্রী-শার্দূল; কণ্টকারী-বৃক্ষ। ব্যাঘ্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যাঙ—'বেঙ' দ্রঃ।

ব্যাঙ্ক, ব্যাংক—যে প্রতিষ্ঠান টাকা গচ্ছিত রাখে এবং নির্দেশমত অপরকে দেয়। <ইং 'bank'. বি।

ব্যাঙমা, ব্যাঙমী—'বেঙ্গমা' দ্রঃ।

ব্যাজ—১। ছল, কপট; কালবিলম্ব; বাধা, ব্যাঘাত, বিঘ্ন; টাকার সুদ। বি—অজ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ২। তকমা, চাপরাস। <ইং 'badge'. বি।

ব্যাজস্তুতি—কপটপ্রশংসা, কপটস্তব; কাব্যের অলংকার বিঃ [যেখানে নিন্দার ছলে স্তুতি, অথবা স্তুতির ছলে নিন্দা করা হয় সেখানে এই অলংকার হয়। যথা—

১। নিন্দার ছলে প্রশংসা।—"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।" বৃদ্ধ—বুড়া, স্থবির; জ্ঞানী। সিদ্ধি—ভাঙ; অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি।

২। স্তুতির ছলে নিন্দা।—

"ভব হে জনম অতি বিপুলে।
ভুবনবিদিত অজের কুলে।
জনকদুহিতা বিবাহ করি।
তাসালে তাহাতে বংশের তরি।"

অজের—অজ রাজার; ছাগের। জনকদুহিতা—সীতা; ভগিনী]। ব্যাজ (কপট) দ্বারা স্তুতি (প্রশংসা), ৩য়াতৎ; অথবা, ব্যাজপূর্ণ স্তুতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যাজার—'বেজার' দ্রঃ।

ব্যাজোক্তি—ছলপূর্ণ কথা; কাব্যালংকার বিঃ [স্ফুটরূপে প্রকাশিত বিষয়ের ছল দ্বারা গোপনে এই অলংকার হয়। যথা—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে আগত কৃষ্ণকে রাধা প্রশ্ন করিতেছেন এবং কৃষ্ণ উত্তর দিতেছেন:—

রাধা। নীলোৎপল শ্রীমুখমণ্ডল
কাজর কাঁহে ভেল।
কৃষ্ণ। মদনজ্বরে তনু তাপল
জাগরে নিশি গেল।
রাধা। নখনির্ঘাত কত বক্ষসি
দেওল কোন নারী।
কৃষ্ণ। কণ্টকে তনু কত বিক্ষত
তোঁহে ঢুঁড়ইতে গোরী। ইঃ]।

ব্যাজ (ছল) দ্বারা উক্তি (কথন), ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্যাট—বল খেলিবার দণ্ড। <ইং 'bat'. বি।

ব্যাটবল—ক্রীড়া বিঃ, ক্রিকেট খেলা। <ইং 'batball'. বি।

ব্যাটা—পুত্র; ক্রোধ স্নেহ বা গালিসূচক শব্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।

ব্যাটারি—বৈদ্যুতিক যন্ত্র; কামানশ্রেণী ও গোলন্দাজ সৈন্যদল। <ইং 'battery'. বি।

ব্যাণ্ড—শোভাযাত্রা প্রঃতে বাদিত ঐকতানবাদন। <ইং 'band'. বি।

ব্যাত্ত—বিবৃত, প্রসারিত; উন্মুক্ত; প্রশস্ত; মহান্; বিপুল; লম্বাচওড়া। বি—আ—দা+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**ব্যাত্তি**।

ব্যাত্তানন—বিস্ফারিত মুখ। ব্যাত্ত আনন যাহার, বহু। বিণ।

ব্যাদড়া—বিজন্মা; মন্দ; বিশ্রী; কুৎসিত; দুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ব্যাদান—বিস্তার, প্রসারণ; খোলা, উদ্ঘাটন। বি-আ—দা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যাধ—পশুবধব্যবসায়ী জাতি, পশুপাখি শিকারী জাতি বিঃ; শবর, নীচজাতি; দুষ্ট। ব্যধ্+ণ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

ব্যাধবৃত্তি—১। মৃগয়াকারী; জিঘাংসু, প্রাণিহিংসক। ব্যাধের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। মৃগয়া, প্রাণিবধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্যাধি—রোগ, পীড়া; কুষ্ঠরোগ; নায়কের অবস্থা বিঃ। বি—আ—ধা+কি করণ, ভাব। বি; পুং।

ব্যাধিগ্রস্ত—পীড়িত, রুগ্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্যাধিত—রোগী, পীড়িত, আতুর। ব্যাধি+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

ব্যাধিমন্দির—পীড়ার আলয়; শরীর, দেহ ("শরীরং ব্যাধিমন্দিরং")। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ব্যাধুত, ব্যাধূত—কম্পিত, আন্দোলিত; চালিত। বি—আ—ধু, ধূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যান—দেহমধ্যস্থ বায়ু বিঃ। বি—অন+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

ব্যাপক—১। বিস্তারিত; বিস্তীর্ণ; ব্যাপ্তিশীল; দীর্ঘ; আচ্ছাদক; (ন্যায়ে) স্বাধিকরণ-বৃত্তির অভাব-প্রতিযোগী। বিণ। স্ত্রী—**ব্যাপিকা**। ২। তন্ত্রোক্ত সর্বাঙ্গসম্বন্ধীয় ন্যাস বিঃ। বি—আপ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

ব্যাপত্তি—বিপদ; মৃত্যু। বি—আ—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যাপন—বিস্তার, ব্যাপ্তি; আচ্ছাদন। বি—আপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যাপন্ন—বিপদ্গ্রস্ত, বিপন্ন; ক্ষতিগ্রস্ত; মৃত; সংসারজড়িত। বি—আ—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। [কপ্র। ক্রি।

ব্যাপা—ব্যাপ্ত হওয়া; ব্যাপ্ত করা। প্রা

ব্যাপাদ, ব্যাপাদন—বিনাশ, মারণ, বধ; পরের অনিষ্টচিন্তন। বি-আ—পদ্+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

ব্যাপাদিত—মারিত, বিনাশিত। বি—আ—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাপার—ক্রিয়া, কর্ম; নিয়োগ; অভ্যাস, অনুশীলন; ব্যবসায়। বি—আ—পৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যাপারিত—'ব্যাপৃত' দ্রঃ।

ব্যাপারী (-রিন্)—ব্যবসায়ী; ক্রিয়াসক্ত, কার্যাসক্ত। ব্যাপার+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, বি—আ—পৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

ব্যাপিকা—উগ্রস্বভাবা স্ত্রী; স্বৈরিণী। ব্যাপক+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ব্যাপী (ব্যাপিন্)—১। যাহা কোন কিছু জুড়িয়া রহিয়াছে এমন, ব্যাপক, বিসরণশীল; আচ্ছাদক। বিণ। স্ত্রী—**ব্যাপিনী**। ২। বিষ্ণু। বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ব্যাপৃত, ব্যাপারিত—১। কার্যে নিযুক্ত, কার্যাসক্ত; নিযুক্ত; নিয়োজিত। বিণ। ২। সচিব, মন্ত্রী; রাজকর্মচারী। বি—আ—পৃ+ক্ত কর্তৃ; বি—আ—পৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

ব্যাপ্ত—১। বেষ্টিত; পরিপূরিত; পূর্ণ; আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত; বিস্তারিত। বি—আপ্+ক্ত কর্ম। ২। ব্যাপ্তিযুক্ত; প্রসিদ্ধ। বি—আপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যাপ্তি—ছড়াইয়া পড়া, ব্যাপন, সর্বত্র অবস্থান, ঐশ্বর্য বিঃ; (দর্শন) সাধ্যবস্তিত্বে অসম্বন্ধ; শিবের অণিমাদি বিভূতির মধ্যে এক বিভূতি; সহজ গুণ বা ধর্ম; লাভ, প্রাপ্তি। বি—আপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যাপ্তিশীল—ছড়াইয়া পড়া যাহার স্বভাব এমন, ব্যাপী। ব্যাপ্তি শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

ব্যাপ্য—১। যাহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে এমন, ব্যাপনীয়, যাহাকে ব্যাপ্ত করা যায় এমন; অল্পদেশ-বৃত্তিযুক্ত। বিণ। বি-**ব্যাপন, ব্যাপ্তি**। ২। সাধন; হেতু; অনুমেয়; সাধ্য। বি—আপ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

ব্যাবর্ত(র্ত্ত)ন—১। ফেরা, পরাঙ্মুখ হওয়া; আবর্তন, rotation. বি—আ—বৃত্+অনট্ ভাব। ২। ফেরানো, পরাঙ্মুখীকরণ। বি—আ—বৃত্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যাবর্তি(র্ত্তি)ত—যাহাকে ফেরানো হইয়াছে এমন, পরাঙ্মুখীকৃত। বি—আ—বৃত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-র্তন**।

ব্যাবহারিক—১। ব্যবসায়-সম্বন্ধীয়; আইন-সম্বন্ধীয়; প্রথানুযায়ী; প্রয়োগমূলক, ফলিত, practical ('— বিজ্ঞান')। ব্যবহার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। মন্ত্রী; বিচারক; আইনজ্ঞ ব্যক্তি। ব্যবহার+ইক জ্ঞাতার্থে। বি; পুং।

ব্যাবৃত্ত—১। নিবৃত্ত। বি—আ—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। ২। মনোনীত; নিষিদ্ধ, নিবারিত; খণ্ডিত; পৃথক্কৃত; অংশীকৃত; আচ্ছাদিত; বেষ্টিত। বি—আ—বৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাবৃত্তি—বেষ্টন; খণ্ডন; মনোনয়ন; স্তুতি; নিরাকরণ; নিষেধ; বাধা; নিবৃত্তি; বিপর্যাস; নিয়োগ। বি—আ—বৃত্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যাভার—ব্যবহার। <ব্যবহার। বি।

ব্যাম—বাহুদ্বয় উভয় পার্শ্বে সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, বাঁও। বি—আ—অম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যামর্ষ—আকুলতা, অধীর ভাব; ধরিয়া তোলা। বি—আ—মৃষ্+অ ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যামিশ্র—বিভিন্নপ্রকার বিষয় বা বস্তুর মিশ্রণে জাত, মিশ্রিত। বি—আ—মিশ্র+ঘঞ্ কর্ম। বিণ। **ব্যামিশ্র বাক্য**—পরস্পরবিরোধী বাক্য।

ব্যামো—পীড়া, ব্যাধি। <ব্যামোহ। বি।

ব্যামোহ—অজ্ঞানতা। বি—আ—মুহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যায়ত—১। বিশেষভাবে আয়ত, বিস্তৃত; দীর্ঘ, লম্বা; ব্যাপৃত; দৃঢ়; দূর; অতিশয়। বি—আ—যম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। দৈর্ঘ্য; আয়াম, প্রসার; বিস্তার। বি—আ—যম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ব্যায়াম—অঙ্গের নিয়মিত পরিচালনা; শারীরিক শ্রম; শ্রমসাধন ব্যাপার; মল্লক্রীড়া কুস্তি কসরত প্রঃ; দুর্গম স্থানে ভ্রমণ; পৌরুষ; ব্যাপার; ব্যাম, বাঁও; দৈর্ঘ্য। বি—আ—যম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যায়ামবীর—বিভিন্নপ্রকার অঙ্গচালনায় পারদর্শী। ব্যায়ামে বীর, ৭মীতৎ। বিণ।

ব্যায়ামী (-মিন্)—অঙ্গচালনায় পটু যে নিয়মিত অঙ্গচালনা করে এমন। ব্যায়াম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

ব্যারাম—অসুখ, পীড়া। আরামের অভাব, অব্যয়ী। বি; ক্লী।

ব্যারিস্টার—বিলাতের আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উকিল। <ইং 'barrister'. বি।

ব্যারিস্টারি—ব্যারিস্টারের কার্য। ব্যারিস্টার+ই কর্মার্থে। ইং-মু। বি।

ব্যারিস্টারী—ব্যারিস্টার সম্বন্ধীয়; ব্যারিস্টারের ন্যায়। ই-মু। বিণ।

ব্যারোমিটার—বায়ুর চাপ-মাপক যন্ত্র। <ইং 'barometer'. বি।

ব্যাল—১। সর্প; শ্বাপদ, হিংস্র জন্তু; চিতাবাঘ; দুষ্ট হস্তী; সংস্কৃত ছন্দ বিঃ। বি; পুং। স্ত্রী—**ব্যালী** (সর্পী ইঃ)। ২। ক্রূর; হিংস্র; অপকারী। বি—আ—অল্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ব্যালগ্রাহ, -গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—সাপুড়ে, আহিতুণ্ডিক।। উপতৎ; ব্যাল—গ্রহ্+অণ্, ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ব্যালোল—অত্যধিক চঞ্চল, অস্থির; বিশৃঙ্খল। বিশেষ ভাবে আলোল, প্রাদি। বিণ।

ব্যাস—১। বেদবিভাগকর্তা মুনি বিঃ;

পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ। বি—আ—অস্+অচ্ কর্তৃ। ২। (জ্যামিতি) বৃত্তের মধ্যস্থ যে সরল রেখা কেন্দ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়া উভয় দিকে পরিধিকে স্পর্শ করে তাহা, diameter. বি—আ—অস্+ঘঞ্ করণ। ৩। সমাসের বিগ্রহবাক্য; পরিমাণ বিঃ। বি—আ—অস্+ঘঞ্ কর্ম। ৪। বিভাগ; বিস্তার। বি—আ—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যাসকূট—ব্যাসরচিত দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট শ্লোক [মহাভারতের শ্লোক সকলের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ব্যাসকূট আছে। কথিত আছে, উহার লেখক গণেশ যে সময়ে তাহাদের অর্থবোধে ব্যাপৃত থাকিতেন, ব্যাসদেব সেই সময়মধ্যে অন্য শ্লোক রচনা করিয়া লইতেন; কারণ গণেশের লেখা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য শ্লোক বলিতে না পারিলে, তিনি আর লিখিবেন না, উভয়ের মধ্যে এইরূপ শর্ত ছিল]। ব্যাসরচিত কূট (অর্থাৎ দুর্বোধ্য শ্লোক), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

ব্যাসক্ত—অতি আসক্ত; সংলগ্ন; উদ্‌ভ্রান্ত; অভিভূত। বি—আ—সন্‌জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যাসঙ্গ—বিশেষ সংযোগ; অতি আসক্তি; বিশেষ মনোযোগ। বি—আ—সন্‌জ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যাসার্ধ(র্দ্ধ)—ব্যাসের অর্ধভাগ; বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা, radius. ব্যাসের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ব্যাসিদ্ধ—নিষিদ্ধ, নিবারিত; অবরুদ্ধ; রাজাজ্ঞাক্রমে নিষিদ্ধ; স্থানপাত্রভেদে নিষিদ্ধ (ভূমিহস্তান্তরকরণ)। বি—আ—সিধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাহত—নিষিদ্ধ, প্রতিহত, প্রতিবদ্ধ; নিবারিত; বিফলীকৃত; ভীত; হতাশ; দূরীকৃত। বি—আ—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাহরণ, ব্যাহার—কথন, উক্তি। বি—আ—হৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী, পুং।

ব্যাহৃত—কথিত, উক্ত। বি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাহৃতি—১। কথন, উক্তি। বি—আ—হৃ+ক্তি ভাব। ২। মন্ত্রাঙ্গ বিঃ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রঃ মন্ত্র [মহাব্যাহৃতি তিনটি মন্ত্র,—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ]। বি—আ—হৃ+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

ব্যূত—বোনা, সূত্রনির্মিত। বি—বে+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যুৎক্রম—ক্রমবিপর্যয়, ব্যতিক্রম; অনিয়ম। বি—উৎ—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ব্যুত্থান—উদয়, উত্থিতি; বিশেষরূপে উত্থান; প্রতিরোধ; বিরোধকরণ; স্বাধীন হইয়া কার্যকরণ; (যোগশাস্ত্র) সমাধিভঙ্গের অবসর; নৃত্য বিঃ। বি—উৎ—স্থা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যুৎপত্তি—পাণ্ডিত্য; কৌশল; শাস্ত্রে বিশেষ সংস্কার; জ্ঞান বিঃ; (ব্যাক) শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও তৎসমুদয়ের নির্ধারণ ক্ষমতা। বি—উৎ—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যুৎপন্ন—পণ্ডিত; শাস্ত্রজ্ঞানবান্; (ব্যাক); প্রকৃতিপ্রত্যয়সাহায্যে উৎপন্ন। বি—উৎ—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যুৎপাদক—ব্যুৎপত্তিজনক; সংস্কার-জনক। বি—উৎ—পদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**।

ব্যুৎপাদন—(ব্যাক) প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি-নির্ণয়; প্রকৃতিপ্রত্যয়াদির সাহায্যে উৎপাদন; শব্দের সাধন। বি—উৎ—পদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যুৎপাদিত—(ব্যাক) প্রকৃতিপ্রত্যয়-সাহায্যে উৎপাদিত। বি—উৎ—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যুৎপাদ্য—ব্যুৎপত্তিলভ্য। বি—উৎ—পদ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

ব্যূঢ়—বিপুল, প্রশস্ত; পৃথুল; স্থূল; সংহত; স্ফীত; বিন্যস্ত ব্যূহনিবদ্ধ; তুল্য; বিবাহিত ('অব্যূঢ়'); উত্তম; অত্যুত্তম; পরিহিত; ঠাস; দৃঢ়, সুসম্বদ্ধ। বি—বহ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম; বিণ।

ব্যূঢ়ি—সাজানো, বিন্যাস; স্থূলতা। বি—বহ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যূতি—বুনন, বস্ত্রাদিবয়ন। বি—উয়্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যূহ—১। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মে সৈন্যসজ্জা, সৈন্যরচনা, বলবিন্যাস; বিস্তার; নির্মাণ, গঠন; তর্ক। বি—উহ্+ঘঞ্ ভাব। ২। সমূহ; যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মে সমাবিষ্ট সৈন্যসমূহ; দেহ। বি—উহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

ব্যূহিত—সৈন্যরচিত, ব্যূহে সন্নিবেশিত। ব্যূহ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

ব্যোম (ব্যোমন্)—আকাশ, নভোমণ্ডল; জল; সূর্যদেবের উপাসনার্থ মন্দির; অভ্রক। ব্যে+মন্ বা বি+মনিন্ কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

ব্যোমকেশ—শিব, মহাদেব। ব্যোমে অর্থাৎ আকাশে ('ব্যোমন্' শব্দ) কেশ যাঁহার, বহু [গঙ্গাধারণকালে যাঁহার কেশ ব্যোমব্যাপী হইয়াছিল অথবা চন্দ্র ও সূর্যের আকাশকীর্ণ তেজোরাশি যাঁহার কেশস্বরূপ এই অর্থে]। বি; পুং।

ব্যোমচর—১। আকাশে ভ্রমণকারী। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। পক্ষী; গ্রহ; নক্ষত্র। উপতৎ; ব্যোমন্—চর্+ট কর্তৃ। বি; পুং।

ব্যোমচারী (-চারিন্)—দেবতা; গ্রহ-নক্ষত্রাদি; পক্ষী; গগনবিহারী। উপতৎ; ব্যোমন্—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

ব্যোমভোলা—আপনভোলা ও সরল। বাংপ্র। বিণ।

ব্যোমযান—উড়োজাহাজ; বেলুন; বিমান, দেবযান। ব্যোমে যান (গমন) যদ্দ্বারা, বহু; অথবা, ব্যোমগামী যান (রথাদি), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ব্রজ—১। সমূহ। ব্রজ্+অচ্ কর্তৃ। ২। গোষ্ঠ; মথুরাসমীপস্থ গোকুল-গ্রাম; পথ। ব্রজ্+ঘ অধি। ৩। গমন ('পদব্রজে')। ব্রজ্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং।

ব্রজকামিনী, -গোপী, -নারী, -বধূ, -বালা, -রমণী—ব্রজাঙ্গনা, বৃন্দাবনের গোপনারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রজকিশোর—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের কিশোর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রজকিশোরী—শ্রীরাধিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রজগোপাল, -বিলাসী (-সিন্), **-রমণ, -সুন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রজগোপী—বৃন্দাবনের গোয়ালিনী; গোকুলবাসিনী গোপী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রজধাম (-ধামন্)—বৃন্দাবন, গোকুল। ব্রজনামক ধাম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ব্রজন—ভ্রমণ, পর্যটন। ব্রজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্রজনাথ, -মোহন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রজবল্লভ, ব্রজেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের বল্লভ, ৬ষ্ঠীতৎ; ব্রজে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং। ['ব্রজেন্দ্র' শব্দ শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দরাজ অর্থেও প্রযুক্ত হয়, সেই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন—"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হইল সেই।"]

ব্রজবাসী (-বাসিন্)—বৃন্দাবনবাসী; মথুরা বৃন্দাবনের পাণ্ডা। উপতৎ; ব্রজ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।

ব্রজবিলাসী (-সিন্)—'ব্রজগোপাল' দ্রঃ।

ব্রজবিহারী (-হারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ব্রজবুলি—বৈষ্ণবপদাবলীতে ব্যবহৃত উত্তর বিহারের মিশ্র ভাষা বিঃ; মৈথিলীর অনুকরণে ও বাঙ্গালার মিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ব্রজভাব—মাধুর্যভাব; বৃন্দাবনের শান্ত-দাস্য প্রঃ ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ব্রজভাষা—হিন্দীভাষার শাখা বিঃ [প্রাচীন

মিথিলার এক অংশকে ব্রজ বলিত. ব্রজভাষা সেইখানকার ভাষা। ব্রজবুলি ও ব্রজভাষা স্বতন্ত্র]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজমোহন—'ব্রজনাথ' দ্রঃ।

ব্রজরমণ—'ব্রজগোপাল' দ্রঃ।

ব্রজরাজ—শ্রীকৃষ্ণ ; নন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রজলীলা—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের কার্যাবলী। ৭মী.তৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজসুন্দর—'ব্রজগোপাল' দ্রঃ।

ব্রজাঙ্গনা—ব্রজনারী, গোপী। ব্রজের অঙ্গনা (রমণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজেন্দ্র—'ব্রজবল্লভ' দ্রঃ।

ব্রজেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রজেশ্বরী—শ্রীরাধিকা ; যশোদা। ব্রজের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রজ্যা—গমন ; পর্যটন ; জয়যাত্রা। ব্রজ+ক্যপ্ ভাব+স্ত্রী আপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্রণ—ক্ষত, ঘা, ফোঁড়া। ব্রণ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

ব্রণিত—ব্রণযুক্ত, যাহাতে ব্রণ হইয়াছে এমন, ক্ষতবিশিষ্ট। ব্রণ+ইতচ্ সংজ্ঞাতার্থে। বিণ। [অর্থে। বিণ।

ব্রণী (ব্রণিন্)–ব্রণযুক্ত। ব্রণ+ইন্ আছে

ব্রত—পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম, চান্দ্রায়ণাদি ; নিয়ম ; ভক্ষণ। বৃ+অতচ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

ব্রতচারী (-চারিন্)—১। ব্রতপালনকারী। ব্রত—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। ২। ব্যায়ামমূলক সংঘ ; নৃত্য বিঃ ; গুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত নৃত্য সংঘ। বাংপ্র। বি।

ব্রততি, ব্রততী—১। লতা, বল্লী। প্র—তন্+ক্তিচ্ কর্তৃ ; পক্ষে ঙীপ্। ২। বিস্তার। প্র—তন্+ক্তি ভাব ; পক্ষে ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্রতদাস—যে ইষ্টদেবের পূজার নিয়ম যথারীতি পালন করিয়া চলে এরূপ ভক্ত, দেবদাস ("হয়ে মোর ব্রতদাস, মোর পূজা পরকাশ, মরত ভুবনে গিয়া কর"—ভারত)। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রতধারী (-ধারিন্)—ধর্মার্থ নিয়মপালনকারী ; ব্রতী। উপতৎ ; ব্রত—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

ব্রতভিক্ষা—পইতা-ধারণকালীন ভিক্ষা। ব্রতার্থা ভিক্ষা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রতাদেশ—পইতা লওয়া, উপনয়ন। ব্রতের আদেশ (নির্দেশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রতী (ব্রতিন্)—১। ব্রতবিশিষ্ট ; নিযুক্ত, রত ; নিয়মধারী। বিণ। স্ত্রী—**ব্রতিনী**। ২। যজমান ; তপস্বী। ব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ব্রতীবালক—বয়স্কাউট নামক সংঘের সভ্য বালক। বাংপ্র। বি।

ব্রতোপবাস—ব্রতের নিয়মানুযায়ী উপবাস। ব্রতার্থক উপবাস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্)—জ্ঞানময় অদ্বিতীয় সত্তা ; পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ ; বেদমন্ত্র ; বেদ ; বেদজ্ঞান ; ব্রহ্মতেজঃ ; তত্ত্ব, তৎ সৎ ; তপস্যা। বৃন্হ্+মনিন্ করণ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মকাণ্ড—বেদের জ্ঞানকাণ্ড। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক কাণ্ড (অধ্যায়), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মগ্রন্থি—পইতার গ্রন্থি বিঃ। বি ; পুং।

ব্রহ্মঘাতক—ব্রাহ্মণের প্রাণনাশক, ব্রাহ্মণ হিংসক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

ব্রহ্মঘাতী (-ঘাতিন্)—ব্রাহ্মণের প্রাণবিনাশকারী। উপতৎ ; ব্রহ্মন্—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

ব্রহ্মঘোষ-বেদধ্বনি। ব্রহ্মের (বেদের) ঘোষ (উচ্চারণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মঘ্ন—ব্রহ্মহত্যাকারক (রাক্ষসাদি)। ব্রহ্মন্—হন্+টক্ (মনুষ্য কর্তা হইলে ক প্রত্যয়) কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**।

ব্রহ্মঘ্নী—১। ব্রাহ্মণ-হত্যাকারিণী। ব্রহ্ম-হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঘৃতকুমারী। ব্রহ্মন্—হন্+টক্ কর্তৃ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মচর্য(র্য্য)—ব্রহ্মচারীর ধর্ম ; স্ত্রী-পুরুষের স্মরণ কীর্তন প্রঃ অষ্টবিধ মৈথুনাভাব ; স্ত্রীলোকের বা পুরুষের কামক্রিয়া এবং কামচিন্তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন ; ব্রত বিঃ। ব্রহ্মন্—চর্+যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মচর্যা(র্য্যা)শ্রম—ব্রহ্মচারীর ধর্ম, হিন্দুধর্মে বিহিত চারি আশ্রমের প্রথমটি, পইতা লওয়ার পর ব্রাহ্মণকুমারের গুরুগৃহে থাকিয়া শাস্ত্রাদিতে শিক্ষার অবস্থা। কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মচারিণী—ব্রহ্মচর্যব্রতচারিণী স্ত্রী ; দুর্গা ; বারুণীবৃক্ষ ; ব্রাহ্মীশাক। ব্রহ্মচারিন্+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মচারী (-চারিন্)—কাম-দমনপূর্বক সৎভাবে জীবনযাপনকারী, মৈথুনত্যাগী ; সন্ন্যাসগ্রহণ কামনায় সংযতজীবন যাপনকারী ; প্রথমাশ্রমী, পইতা লওয়ার পর যে ব্রাহ্মণপুত্র গুরুগৃহে বাস করিয়া শাস্ত্রাদিতে শিক্ষা লাভ করে সেই ; সন্ন্যাসীর উপাধি। উপতৎ ; ব্রহ্মন্ (বেদ)—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম বা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্নাদি দ্বারা জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া জিজ্ঞাসা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-জিজ্ঞাসু**।

ব্রহ্মজীবী (-জীবিন্)—অপবিত্র ব্রাহ্মণ ; মূল্যগ্রহণপূর্বক বেদাধ্যাপক ; বেদজীবী। উপতৎ ; ব্রহ্মন্—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ব্রহ্মজ্ঞ—বেদজ্ঞ ; তত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী ; মুনি ঋষি প্রঃ। উপতৎ ; ব্রহ্মন্-জ্ঞা+ক কর্তৃ।

ব্রহ্মজ্ঞান—অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, আত্মতত্ত্ববোধ ; নির্বাণ ; কৈবল্য ; আধ্যাত্মিক জ্ঞান। ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ; ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ব্রহ্মজ্ঞান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-জ্ঞানিনী**।

ব্রহ্মডাঙ্গা—উচ্চ অনুর্বর ভূমি ; ব্রাহ্মণের বাসোপযুক্ত উচ্চ ভূমি। বাংপ্র। বি।

ব্রহ্মডিম্ব–ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মণ্য—১। ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ব্রহ্মতেজ। ব্রহ্মন্+যৎ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। ৩। ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মন্+যৎ ভাবে। বি ; ক্লী। ৪। ব্রহ্মদারু বৃক্ষ ; তুঁতেগাছ ; মুঞ্জতৃণ। ব্রহ্মন্+যৎ হিতার্থে। ৫। বিষ্ণু। ব্রহ্মন্+যৎ রক্ষার্থে। ৬। শনিঠাকুর, শনৈশ্চর। ব্রহ্মন্+যৎ জাতার্থে। বি ; পুং। [বি ; পুং।

ব্রহ্মণ্যদেব—নারায়ণ ; শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা।

ব্রহ্মতাল—চতুর্মুখ তাল, মৃদঙ্গের চতুর্দশমাত্রিক তাল বিঃ। ব্রহ্মাখ্য তাল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মতালু—মাথার চাঁদি, ব্রহ্মরন্ধ্র। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত তালু, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ব্রহ্মতীর্থ—পুষ্করতীর্থ ; অঙ্গুষ্ঠমূলভাগ। ব্রহ্মপ্রিয় তীর্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মতেজঃ (-তেজস্) (> **-তেজ**)—ব্রহ্মজ্ঞান হইতে জাত শক্তি। ব্রাহ্মণের তেজ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মত্ব—ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মপদ। ব্রহ্মন্+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মত্র—জমিদার অথবা রাজা ব্রাহ্মণকে যে নিষ্কর ভূমি দান করেন তাহা ; ব্রহ্মোত্তর। ব্রহ্মন্—ত্রৈ+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মদণ্ড—১। ব্রাহ্মণের লাঠি ; বশিষ্ঠের সিদ্ধযষ্টি। ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণের) দণ্ড (যষ্টি), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ব্রাহ্মণের অভিশাপ। ব্রহ্মপ্রদত্ত দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মদৈত্য—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মাই (ব্রাহ্মণই) দৈত্য, কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মন্—'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মা' দ্রঃ।

ব্রহ্মনির্বা(র্ব্বা)ণ—ব্রহ্মে লীন হওয়া, ব্রহ্মে নির্বৃতি। ব্রহ্মে নির্বাণ, ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মপিশাচ—ব্রহ্মদৈত্য, মরণান্তর পিশাচযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মপুত্র, -পুত্র—বিষ বিঃ ; সুবিখ্যাত নদ ; তীর্থ বিঃ ; ক্ষেত্র বিঃ। ব্রহ্মার পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মপুরী—ব্রহ্মার আবাসস্থল, ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মবর্ত(র্ত্ত)—'ব্রহ্মাবর্ত' দ্রঃ। ব্রহ্মন্—বৃত্ +ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

ব্রহ্মবাদ—১। বেদপাঠ, বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মের (বেদের) বাদ (কথন), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাক্য বিঃ। ব্রহ্মজ্ঞাপক বাদ (উক্তি), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মবাদিনী—১। দেবমাতা, গায়ত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। বেদাধ্যায়িনী ; ব্রহ্মবাদিন্+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবাদী (-বাদিন্)—ব্রহ্মবক্তা ; বৈদান্তিক ; যিনি ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ দেন। উপতৎ ; ব্রহ্মন্ (পরমেশ্বর, বেদ)—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

ব্রহ্মবিৎ (-বিদ্)—ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্মন্—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান ; তত্ত্বজ্ঞান ; বেদান্ত-শাস্ত্র। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া বিদ্যা (জ্ঞান, শাস্ত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবৃত্তি—ব্রাহ্মণের জীবনোপায়, ব্রহ্মস্ব। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবৈবর্ত(র্ত্ত)—অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণ বিঃ। ব্রহ্মের বৈবর্ত যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত ; ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত। ব্রহ্মন্—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্রহ্মময়—ব্রহ্মস্বরূপ ; ব্রহ্মকর্তৃক পরিব্যাপ্ত। ব্রহ্মন্+ময়ট্ স্বরূপার্থে, ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

ব্রহ্মময়ী—১। পরমেশ্বরী। বি ; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মস্বরূপিণী। বিণ।

ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপন ; যাহার উপনয়ন হইয়াছে তাহার মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার শেষের কৃত্য বিঃ। ব্রহ্মের (বেদের) যজ্ঞ (অর্থাৎ অধ্যয়নাদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মরন্ধ্র—ব্রহ্মতালু, মস্তকের মধ্যভাগে অবস্থিত যে ছিদ্রের মধ্য দিয়া মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে তাহা। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত রন্ধ্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মরাক্ষস—১। দুষ্কর্মকারী ব্রাহ্মণের রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত প্রেতাত্মা, ব্রহ্মদৈত্য ; মহাদেবের গণ বিঃ। ব্রহ্মাই ('ব্রহ্মন্'-শব্দ) রাক্ষস, কর্মধা। ২। নিন্দিত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণ) রাক্ষসসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণ-ঋষি। ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণই ঋষি, কর্মধা (সন্ধি—ব্রহ্ম+ঋষি)। বি ; পুং।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—কুরুক্ষেত্র মৎস্য পঞ্চাল ও শূরসেন—এই চারি দেশ। ব্রহ্মর্ষির দেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার ভুবন। ব্রহ্মার লোক (জগৎ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মশাপ—ব্রাহ্মণের দেওয়া অভিশাপ। ব্রহ্মপ্রদত্ত শাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মশাসন—১। ব্রহ্মার বিচারগৃহ। ব্রহ্মার শাসন (আজ্ঞা) যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। ব্রহ্মার আজ্ঞা। ব্রহ্মার শাসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মশিরঃ (-শিরস্) (> -শির)—ব্রহ্ম-তেজোময় মহাপ্রচণ্ড অস্ত্র বিঃ। ব্রহ্ম শিরে ('শিরস্'-শব্দ) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মসংহিতা—স্মৃতিশাস্ত্র ; ভগবৎসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ গ্রন্থ বিঃ। ব্রহ্মবিষয়িকা সংহিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মসংগী(ঙ্গী)ত—ব্রহ্মবিষয়ক গান ; নিরাকার ব্রহ্ম-বিষয়ক গান (সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত)। ব্রহ্ম-বিষয়ক সংগীত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মসমাজ—ব্রাহ্মসমিতি ; ব্রাহ্মগণসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ব্রহ্মগুপ্তরচিত জ্যোতিষগ্রন্থ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মসূত্র—পইতা, যজ্ঞোপবীত ; ব্রহ্মপ্রতি-পাদক বেদান্ত সূত্র। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) সূত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের ধন। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) স্ব (ধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মহত্যা—ব্রাহ্মণ-বধ। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) হত্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মহা (ব্রহ্মহন্)—ব্রাহ্মণবধকারী ব্রহ্ম-হত্যাকারী। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ)—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ, ভূতকালে। বিণ। স্ত্রী—ব্রহ্মঘ্নী।

ব্রহ্মহৃদয়—নক্ষত্রমণ্ডল বিঃ, Capella. বি। স্ত্রী।

ব্রহ্মা (ব্রহ্মন্)—১। বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা ; ঋত্বিগ বিঃ ; ব্রাহ্মণ ; ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষি বিঃ। বৃন্হ্+মনিন্ কর্তৃ। ২। যোগ বিঃ। বৃন্হ্+মনিন্ করণ, কর্তৃ। বি ; পুং।

ব্রহ্মাঞ্জলি—সামবেদপাঠকালীন উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের বিভাগার্থ অঞ্জলিকরণ ; অধ্যয়নের আদিতে ও অন্তে ওঁ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গুরুর নিকট যে অঞ্জলি করিতে হয় তাহা। ব্রহ্ম (বেদ)-প্রয়োজক অঞ্জলি (করপুট), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মার শক্তি, দেবী বিঃ ; ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মন্—অন্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ+ঙীপ্ (পত্ব), মতান্তরে ব্রহ্মন্+আনীপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ, বিশ্ব। ব্রহ্মসৃষ্ট অণ্ড (ডিম্ব), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মানন্দ—অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপলব্ধিতে যিনি আনন্দ লাভ করেন ('— কেশব সেন')। ব্রহ্মে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ।

ব্রহ্মাবর্ত(র্ত্ত)—কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী দেশ ; তীর্থ বিঃ। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) আবর্ত (বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ব্রহ্মারণ্য—বেদাধ্যয়নভূমি, বেদপাঠের স্থান। ব্রহ্মের (বেদপাঠের) অরণ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মার্পণ—'আমি কর্তা নহি, সবই পরমেশ্বর করেন' এইভাব ; কর্ম ও তৎফল পরব্রহ্মে নিষ্কামভাব অর্পণ। ব্রহ্মে অর্পণ, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মাসন—ধ্যানাসন ; যোগাসন ; স্বস্তিক-পদ্মাদি আসন। ব্রহ্মনির্দিষ্ট আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মাস্ত্র—১। যে অস্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা ব্রহ্মা তাহা। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত অস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। ২। ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মার (ব্রাহ্মণের) অস্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। অব্যর্থ অস্ত্র বা মারণের উপায়। বাংপ্র। বি।

ব্রহ্মোত্তর—ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। <ব্রহ্মত্র। বি।

ব্রাণ্ডি, ব্র্যাণ্ডি—পাশ্চাত্ত্যদেশীয় একপ্রকার মদ। <ইং 'brandy'. বি।

ব্রাত—১। পতিত ব্রাহ্মণের সন্ততি ; সমূহ। বৃ+অতচ্ কর্ম (অ-স্থানে আ)। ২। শ্রমজীবী। ব্রত+অণ্ আছে অর্থে। বি ; পুং। ৩। মজুরি, শারীরিক পরিশ্রম। ব্রত+অণ্ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

ব্রাত্য—সংস্কারহীন ; যজ্ঞোপবীতশূন্য ; অযোগ্যকালে উপনীত। ব্রাত (সমূহ, সমাজ) +যৎ চ্যুতার্থে। বিণ ; পুং।

ব্রাত্যক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার-বর্জিত জাতি ; কায়স্থ জাতি। কর্মধা। বি ; পুং।

ব্রাহ্ম—১। বুড়ো আঙুলের গোড়া, হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলদেশ [এই তীর্থে ব্রাহ্মণের আচমন বিহিত] ; ব্রহ্মপুরাণ। বি ; স্ত্রী। ২। বিবাহ বিঃ ; বরকে আহ্বানপূর্বক অলংকৃত-কন্যাদান ; বেদপাঠের পর গুরুকুল হইতে সমাগত বিপ্রের পূজাদিরূপ ধর্ম ; রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ধর্মমত। ব্রহ্মন্+অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। ৩। ব্রহ্মার পুত্র নারদ। ব্রহ্মন্+অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং। ৪। ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ; তপস্যাসম্ভূত ; ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী ; রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ব্রহ্মন্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ব্রাহ্মণ—১। বামুন, দ্বিজ, শ্রেষ্ঠবর্ণ ;

দ্বিজোত্তম। ব্রহ্মন্ (বিপ্র, প্রজাপতি)+অণ্ অপত্যার্থে, অথবা, ব্রহ্মন্ (বেদ)+অণ্ অধ্যয়নার্থে। বি; পুং। ২। বেদের ব্যাখ্যান-ভাগ (বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভক্ত)। ব্রহ্মন্+অণ্ স্বার্থে। ৩। ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মন্+অণ্ জ্ঞাতার্থে। বিণ।

ব্রাহ্মণক—কুব্রাহ্মণ, অসদাচারী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ+ক নিন্দার্থে। বি; পুং।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই পণ্ডিত, কর্মধা। বি; পুং।

ব্রাহ্মণ-ভোজন—ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণপত্নী; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী। ব্রাহ্মণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ব্রাহ্মণ্য—১। ব্রাহ্মণসমূহ। ব্রাহ্মণ+ষ্যঞ্ সমূহার্থে। ২। ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণধর্ম। ব্রাহ্মণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী। ৩। শনিগ্রহ। ব্রহ্মণ্য (শনৈশ্চর)+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ব্রাহ্মণ্যশ্রী—ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য; ব্রহ্মতেজোজাত লাবণ্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্রাহ্মধর্ম(র্ম্ম)—রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্মমত। ব্রাহ্ম (৪) ধর্ম, কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

ব্রাহ্মবিধান—ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি। কর্মধা। বি; ক্লী।

ব্রাহ্মমুহূর্ত(র্ত্ত)—সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল, অরুণোদয় কালের প্রথম দুই দণ্ড। কর্মধা। বি; পুং।

ব্রাহ্মসমাজ—রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিগণের সমাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, -**সমাজী**।

ব্রাহ্মী—১। ব্রহ্মার শক্তি বিঃ; মাতৃ বিঃ; সরস্বতী; রোহিণী নক্ষত্র; মেধা স্বর ও অগ্নিবর্ধক শাক বিঃ; একপ্রকার অক্ষর [প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই দুই রকম লিখন-রীতি ছিল। খরোষ্ঠী ডান দিক্ হইতে এবং ব্রাহ্মী বাঁ দিক্ হইতে। দেবনাগর বাংলা ইঃ অক্ষর ইহা হইতে উদ্ভূত]। বি; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মসম্বন্ধিনী; ব্রহ্মোপাসিকা। ব্রাহ্ম+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ব্রাহ্ম্য—ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। ব্রহ্মন্+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ব্রাহ্মী**।

ব্রিজ—পুল, সেতু; একপ্রকার তাসখেলা। <ইং 'bridge'. বি।

ব্রিটিশ—ইংলণ্ডদেশীয়; ইংরেজ। <ইং 'British'. বিণ বা বি।

ব্রীড়, ব্রীড়ন, ব্রীড়া—লজ্জা, ত্রপা। ব্রীড্+ঘঞ্, অনট্, অঙ্, ভাব, ৩য় পক্ষে+ +আপ্। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

ব্রীড়াকুঞ্চিত—লজ্জায় যে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্রীড়াবনত—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন, লজ্জায় আনত। ব্রীড়াহেতু অবনত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ব্রীড়িত—লজ্জিত। ব্রীড্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্রীহি—আশুধান্য। বৃহ্+ইন্ কর্ম (নিপা)। বি; পুং।

ব্রুচ, ব্রোচ—একপ্রকার গহনা। <ইং 'brooch'. বি।

ব্র্যাকেট—বন্ধনীচিহ্ন, ( ), { }, [ ]; প্রাচীরসংলগ্ন বস্ত্রাধার বিঃ। <ইং 'bracket'. বি।

ব্লক—চিত্রাদি ছাপিবার ক্ষোদিত কাষ্ঠময় বা ধাতুময় ফলক; পল্লী, বড় বাড়ি ইঃর এক একটি অংশ বা বিভাগ। <ইং 'block'. বি।

ব্লটিং—চোষ-কাগজ, কালি চুষিবার কাগজ। <ইং 'blotting-paper'. বি।

ব্লাউজ—মেয়েদের জামা বিঃ। <ইং 'blouse'. বি।

[ভ]

ভ—১। চতুর্বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। ইহা মহাপ্রাণ ও ঘোষবৎ]। ২। নক্ষত্র; গ্রহ। বি; ক্লী। ৩। শুক্রাচার্য; মেষাদি রাশি। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক কর্তৃ। ৪। ভ্রমর। ভণ্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং।

ভঅ—হয়; হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভঅা, ভয়া—হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভই—হইয়া, হয়; হই। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভই গেও—হইল, হইয়া গেল।

ভঁউই—ভ্রূ। প্রা কপ্র। বি।

ভঁইষ—মহিষ। বাংপ্র। বি। বিণ—**ভঁইষা**।

ভক্—গন্ধ ধোঁয়া প্রঃর হঠাৎ বহির্গমনসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ভকত—ভক্ত। কপ্র। বি।

ভকা, ভখা—রুচি হওয়া; ভক্ষণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভকার—ভ এই বর্ণ। ভ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ভক্ত—১। যাহার ভক্তি আছে এমন; অনুরক্ত, অনুগত, সেবক। ভজ্ (সেবা করা)+ক্ত ভাব; ভক্ত+অচ্ বিশিষ্টার্থে। ২। বিভক্ত। ভজ্ (ভাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। অন্ন, ভাত। ভজ্ (ভক্ষণ করা ইঃ)+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

ভক্তদাস—ভগবদ্ভক্তের সেবক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভক্তবৎসল—১। ভক্তের প্রতি স্নেহযুক্ত। বিণ। ২। বিষ্ণু। ৭মীতৎ। বি; পুং।

ভক্তবিটেল—ভণ্ডসাধু, ভক্তের ভানকারী। কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ভক্তমাল—বৈষ্ণবভক্তদিগের চরিত্র-কাহিনীর গ্রন্থ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ভক্তাধীন—ভক্তের বশ। ভক্তের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভক্তি—১। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত অনুরাগ; সেবা; প্রেম। ভজ্ (সেবা করা) +ক্তি ভাব। **নববিধা ভক্তি**—বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। ২। অংশ; ভাগ। ভজ্+ক্তি কর্ম, ভাব। বি; স্ত্রী।

ভক্তিগ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত শাণ্ডিল্যসূত্র ভক্তি-রসায়ন নারদসূত্র প্রঃ ভক্তিপ্রতিপাদক পুস্তক। ভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ভক্তিচিহ্ন—বন্দন অনুরাগ প্রঃ ভক্তির লক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ভক্তিতত্ত্ব—ভক্তিসম্বন্ধীয় তথ্য, ভক্তির স্বরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ভক্তিপ্লুত—ভক্তিপূর্ণ, ভক্তিতে গদগদ। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভক্তিবাদ—ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান সহায় এইরূপ মতপ্রকাশ, ভক্তির উৎকর্ষ-কীর্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, -**বাদী** (-দিন্)।

ভক্তিভরে—ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধাসহকারে। ভক্তির ভর, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ভক্তিভাজন—ভক্তির পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ (সংস্কৃত মতে ক্লী)।

ভক্তিমান্ (-মৎ)—যাহার ভক্তি আছে এমন, ভক্তিবিশিষ্ট। ভক্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**মতী**।

ভক্তিমার্গ—ভক্তিপথ, ভগবানকে লাভ

করিবার ভক্তিরূপ উপায়। কর্মধা। বি; পুং।

ভক্তিযোগ—পরমেশ্বরের সহিত ভজন-সম্বন্ধ; ভক্তিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা। ভক্তিই যোগ, কর্মধা; অথবা, ভক্তি দ্বারা যোগ (ঈশ্বরসাধন), ৩য়াতৎ। বি; পুং।

ভক্তিরস—ভক্তিরূপ রস। কর্মধা। বি; পুং।

ভক্তিস্রোতঃ (-স্রোতস্), (> -স্রোত) —স্রোতোরূপে প্রবাহিতা ভক্তি; ভক্তির অত্যধিক উচ্ছ্বাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভক্ষক—খাদক, ভোক্তা, ভক্ষণকারক। ভক্ষ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভক্ষিকা**।

ভক্ষণ—খাওয়া, খাদন, ভোজন। ভক্ষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ভক্ষণীয়, ভক্ষ্য—১। খাওয়ার মত, ভোজনীয়, ভক্ষণযোগ্য। বিণ। ২। খাদ্য-দ্রব্য। ভক্ষ্ +অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বি; পুং।

ভক্ষিত—খাদিত, ভুক্ত। ভক্ষ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

ভক্ষ্য—'ভক্ষণীয়' দ্রঃ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য—খাদ্যাখাদ্য, যাহা খাওয়া উচিত এবং যাহা খাওয়া উচিত নয়। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ভখা—'ভক' দ্রঃ।

ভগ—১। স্ত্রী-যোনি; গুহ্যদেশ; ঐশ্বর্য বীর্য যশঃ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য—ভগবানের এই ছয় গুণ; সৌন্দর্য, শ্রী; উৎকর্ষ; মাহাত্ম্য; ইচ্ছা; যত্ন; ধর্ম; মোক্ষ; শক্তি; পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র। বি; ক্লী। ২। অদিতিগর্ভসম্ভূত দ্বাদশ আদিত্যমধ্যে একজন; রবি; চন্দ্র। ভজ্ +ঘ কর্ম। বি; পুং।

ভগণ—১। (জ্যোতিষ) কোন গ্রহের একবার দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ; দ্বাদশরাশির ভোগফল [একবার দ্বাদশরাশি ভ্রমণে সমস্ত নক্ষত্র ভোগ হয় বলিয়া ইহার নাম ভগণ]; দ্বাদশরাশি। ভ অর্থাৎ নক্ষত্রের গণ (সমূহ) যাহাতে, বহু; অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত তিনটি অক্ষরের সমষ্টি [এই অক্ষরত্রয়ের প্রথমটি গুরু, পরের দুইটি লঘুস্বর]। ভ-নামক গণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ভগদৈবত—(জ্যোতিষ) পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র। ভগ (যোনি) দৈবত (অধিদেবতা) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

ভগন—ভগ্ন। কপ্র। বিণ।

ভগন্দর—গুহ্যদ্বারে ব্রণরোগ, fistula in anous. ভগ—দৃ+খশ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভগবতী—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। মান্যা; ভগযুক্তা, ষড়ৈশ্বর্যশালিনী। ভগবৎ+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

ভগবৎকৃপা—ভগবানের দয়া। ৬ষ্ঠীতৎ।

ভগবদ্গীতা—মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগবিষয়ক গ্রন্থ বিঃ। ভগবৎ কর্তৃক গীতা, ৩য়াতৎ। বিণ; স্ত্রী (শব্দটি সাধারণতঃ 'বি; স্ত্রী'-রূপে প্রচলিত; ইহার কারণ, শব্দটির পুরা নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্'; 'উপনিষদ্'-শব্দের বিশেষণ বলিয়া 'ভগবদ্গীতা' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ রূপে প্রচলিত)।

ভগবদ্দত্ত—ভগবানের দেওয়া। ভগবান্ কর্তৃক দত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভগবদ্ভক্ত—কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ। ভগবানের ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভগবন্—হে প্রভো; হে ঈশ্বর। বি; পুং (সম্বোধন)।

ভগবান্ (-বৎ)—১। পরমেশ্বর, ঈশ্বর; বুদ্ধ; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং। ২। ভগযুক্ত, ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণসম্পন্ন; পূজ্য, মান্য। ভগ +মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

ভগা—ভগবান্, ঈশ্বর। বাংপ্র। বি।

ভগিনী—বোন, সহোদরা, স্বসা; স্ত্রী-মাত্র। ভগ (যত্ন, স্নেহ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

ভগিনীপতি—ভগিনীর স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ।

ভগোল—রাশিচক্র। ভ এর অর্থাৎ নক্ষত্রের গোল (গোলাকার চক্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভগ্ন—খণ্ডিত, ভাঙ্গা; পরাজিত; নিরস্ত; অপমানিত; ছিন্ন; বিনষ্ট। ভন্জ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

ভগ্নকণ্ঠ—যাহার স্বর বিকৃত হইয়াছে এমন; যাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন। বহু। বিণ।

ভগ্নদর্প—যাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে এমন। ভগ্ন দর্প যাহার, বহু। বিণ।

ভগ্নদশা—ভাঙ্গা অবস্থা; দুরবস্থা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভগ্নদূত—(রামায়ণ) পরাজয়ের সংবাদবাহী দূত। ভগ্নের (সৈন্যধ্বংসের) দূত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [এখানে ভগ্ন=ভন্জ্ +ক্ত ভাব]।

ভগ্নদেহ—যাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন; নষ্টস্বাস্থ্য। বহু। বিণ।

ভগ্নপাইক—যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়; ভগ্নদূত। <ভগ্নপায়িক্। বি।

ভগ্নপাদ—১। (জ্যোতিষ) যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদের অন্ত রাশিতে যোগ হয় এরূপ নক্ষত্র। বি; ক্লী। ২। খঞ্জ, পঙ্গু। ভগ্ন পাদ যাহার, বহু। বিণ।

ভগ্নপৃষ্ঠ—যাহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে এমন, কুব্জ। বহু। বিণ।

ভগ্নপ্রক্রম—কাব্যগত বাক্যদোষ বিঃ, রচনার ক্রমভঙ্গ [যথা—'চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হয়, রামচন্দ্র আগমন করিয়া সীতাকে সেইরূপ উল্লাসিত করিলেন।'—এই বাক্যের প্রথমাংশে কর্তা সমুদ্রজল দ্বিতীয়াংশের কর্ম সীতার উপমান; সুতরাং বাক্যটিতে ভগ্নপ্রক্রমতা দোষ ঘটিয়াছে]। ভগ্ন প্রক্রম যাহাতে, বহু। বি; পুং।

ভগ্নপ্রক্রমতা—কাব্যের দোষ বিঃ। ভগ্ন-প্রক্রম+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। [বিণ।

ভগ্নপ্রায়—শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িবে এমন।

ভগ্নমনাঃ (-মনস্) (>-মনা)—যাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন, হতাশ। ভগ্ন মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

ভগ্নমনোরথ—যাহার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে এমন। বহু। বিণ।

ভগ্নশ্রী—যাহার শোভা নষ্ট হইয়াছে এমন। ভগ্ন শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

ভগ্নস্তূপ—যাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে তাহার স্তূপ, স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভগ্নাংশ—(গণিত) যে রাশি দ্বারা একের অংশ ব্যক্ত করা যায় তাহা, ভাঙ্গা-অঙ্ক, fraction. ভগ্ন অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

ভগ্নাত্মা (-ত্মন্)—চন্দ্র। ভগ্ন (খণ্ডিত) আত্মা (দেহ) যাহার, বহু [চন্দ্র বৃহস্পতি-পত্নীর সতীত্ব হরণ করাতে শিব ইহাকে ত্রিশূল দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে]। বি; পুং।

ভগ্নাবশেষ—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার পর যে জিনিস পড়িয়া থাকে তাহা, ধ্বংসাবশেষ। ভগ্নের অবশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভগ্নাবস্থ—ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, যাহার ভাঙ্গাচোরা অবস্থা এমন। ভগ্ন অবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

ভগ্নাশ—হতাশ, নিরাশ; অভীষ্টলাভের আশাশূন্য। ভগ্ন আশা যাহার, বহু। বিণ।

ভগ্নী—ভগিনী, সহোদরা। <ভগিনী। বি; স্ত্রী।

ভগ্নীপতি—ভগিনীর স্বামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম—নিরাশ; হতাশ। ভগ্ন উৎসাহ, উদ্যম যাহার, বহু। বিণ।

ভঙ্গ—১। ভাঙ্গিয়া যাওয়া; নাশ, হানি ('স্বাস্থ্য—'); পরাজয়; প্রতিবন্ধ; নিরাশ; ভেদ, বিদারণ; ব্যসন; অপালন ('প্রতিজ্ঞা—'); সমাপ্তি ('সভা—'); ভাঁজ ('ত্রিভঙ্গ'); ভঙ্গী ('ভ্রূভঙ্গ'); ভয়; রচনা। ভন্জ্ +ঘঞ্ ভাব। ২। ঢেউ, তরঙ্গ; খণ্ড। ভন্জ্ +ঘঞ্ কর্ম। ৩। রোগ। ভন্জ্ +ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

ভঙ্গ দেওয়া—হারিয়া পলায়ন করা।

ভঙ্গকুলীন—যে কুলীনবংশে কৌলীন্য-প্রথা লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ভঙ্গপয়ার—বাঙ্গালা কবিতার একটি ছন্দ। কর্মধা। বি।

ভঙ্গপ্রবণ—যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এমন, ঠুনকো, ভঙ্গুর। ভঙ্গে প্রবণ, ৭মীতৎ। বিণ।

ভঙ্গললিত—বাঙ্গালা কবিতায় চারি পদযুক্ত ছন্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভঙ্গললিতচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভঙ্গান—ভাঙ্গনমাছ। ভঙ্গ—অন্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভঙ্গি, ভঙ্গী—১। ভঙ্গ; চাতুরী, ব্যাজ; ভঙ্গিমা, হাবভাব; শোভা; রচনা। ভন্জ্+ইন্ ভাব; পক্ষে+ঈপ্। ২। তরঙ্গ। ভন্জ্+ইন্ কর্ম; পক্ষে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভঙ্গিমা—ভঙ্গী; শোভা; চাতুরী। <ভঙ্গী। বাংপ্র। বি।

ভঙ্গিমান্ (-মৎ)—তরঙ্গের ন্যায় পর্যায়-ক্রমে উচ্চ ও নিম্ন, ঢেউ-খেলানো; তরঙ্গযুক্ত। ভঙ্গি (তরঙ্গ)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

ভঙ্গিয়ান—যে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে এমন। প্রা কপ্র। বিণ।

ভঙ্গিল—ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গ (ভাঁজ) বিশিষ্ট। ভঙ্গ+ইল বিশিষ্টার্থে। বিণ। **ভঙ্গিল পর্ব(র্ব্ব)ত**—অভ্যন্তরে ভাঁজযুক্ত পর্বত, fold mountain.

ভঙ্গুর—১। ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ, পলকা; বিনশ্বর; বক্র, বাঁকা; ক্রূর। বিণ। ২। নদীর বাঁক। ভন্জ্+ঘুরচ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বি; পুং।

ভচক্র, ভমণ্ডল—(জ্যোতিষ) রাশিচক্র। ভ-এর অর্থাৎ নক্ষত্রদের চক্র, মণ্ডল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ভচ্ছা, ভর্চা(র্চ্চা)—তিরস্কার করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভজকট—গোলমেলে ব্যাপার বা অবস্থা, বিশৃঙ্খলা, লেঠা, ঝঞ্ঝাট। প্রাদে। বি।

ভজন, ভজনা—পূজা, উপাসনা, আরাধনা, সেবা; আশ্রয়গ্রহণ, শরণাগত হওয়া; ভাগ; সেবাদির উদ্দেশে গীত স্তবগীতি। ভজ্ (সেবা করা)+অনট্ ভাব; ভজ্+অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ভজনপূজন—উপাসনা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ভজনা—'ভজন' দ্রঃ।

ভজনালয়—উপাসনা-গৃহ; মঠ মসজিদ বা গির্জা। ভজনের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভজমান—সেবমান, উপাসনারত; বিভাজক। ভজ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ভজা—১। উপাসনা করা, ভজনা করা; উপভোগার্থ আহ্বান করা। কপ্র। ক্রি। ২। উপাসক, ভজনকারী (সাধারণতঃ কর্ম-বাচক শব্দের পর বসে)। যথা—কর্তাভজা। বিণ। ৩। ভজন ভজহরি প্রঃ নামের সংক্ষেপ। বাংপ্র। বি।

ভজানো—মোকাবিলা করা; সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা; প্রবর্তিত করা; ফুসলানো; ভজনা করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভজ্যমান—১। যাহা বিভাগ করা হইতেছে এমন; সেব্যমান। ভজ্+শানচ্ কর্ম। ২। যাহা ভাগ করা বা ভাঙ্গা হইতেছে এমন, খণ্ড্যমান। ভন্জ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ভঞ্জক—ভঞ্জনকারক, ভগ্নকারক; নিরাসক। ভন্জ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভঞ্জিকা**।

ভঞ্জন—১। ভঙ্গ; ভগ্নকরণ; নিরসন। ভন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ভঞ্জক ('ভবভয়ভঞ্জন')। ভন্জ্+অন কর্তৃ। বিণ।

ভঞ্জা—ভাঙ্গা; ঘুচানো; দূর করা। কপ্র। ক্রি।

ভঞ্জিব—ঘুচাইব; ভাঙ্গিব। কপ্র। ক্রি।

ভট—বর্ণসংকর জাতি বিঃ; ম্লেচ্ছ বিঃ; যোদ্ধা; বীর; পামর; রজনীচর। ভট্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভটভট—বুদ্বুদ ফুটিয়া বায়ু বাহির হওয়ার শব্দ। বাংপ্র। অ। বি—**ভটভটানি**।

ভট্ট—১। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ; মিথিলা ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বিঃ; একখানি বেদ যাহার কণ্ঠস্থ এমন; দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ; অধ্যাপক; স্তুতিপাঠক, ভাট (কুলপঞ্জিকা কীর্তন প্রঃ ইহাদের কার্য। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ইহাদের জন্ম)। ভট্+তন্ কর্তৃ। ২। প্রভুত্ব, স্বামিত্ব। ভট্+তন্ ভাব। বি; ক্লী।

ভট্টাচার্য(র্য্য)—যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্যের ন্যায়-সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন তিনি; দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ; বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ; অধ্যাপক; যাজক ব্রাহ্মণ; বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। ভট্ট (তুতাত ভট্ট) এবং আচার্য (উদয়নাচার্য), দ্বন্দ্ব; তাঁহাদিগকে অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন ইনি এই অর্থে, ভট্টাচার্য+অচ্। বি; পুং।

ভট্টারক—সূর্য, রবি। ভট্ট (স্বামিত্ব)—ঋ+অণ্ কর্তৃ+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

ভট্টারক বার—রবিবার। ভট্টারকের (রবির) বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভড়—১। বর্ণসংকর জাতি বিঃ। হিন্দী শব্দ। ২। মাড়; ভেলা; নৌকা। <বহিত্র। ৩। বাঙালী হিন্দুর পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভড়ং—বাহাড়ম্বর; চটক; রকম; দূর-বীক্ষণের মত আকারের প্রাচীনকালের এক-প্রকার তূর্যবাদ্য। বাংপ্র। বি।

ভড়ক—ধমক; ভয় দেখানো; বাহাড়ম্বর; ভড়ং; জাঁক। বাংপ্র। বি।

ভড়কানো—পশ্চাৎপদ করা; ভয়ে আড়ষ্ট করা; চকিত হইয়া পলায়ন করা; ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিষ্ক্রিয় বা নির্বাক্ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভড়ভড়—হুঁকার জল বা অর্ধতরল পদার্থ প্রঃর অনুকার-শব্দ। বাংপ্র। অ। ক্রি—**ভড়ভড়ানো**। বি—**ভড়ভড়ানি**।

ভণই, ভণতি, ভণহি—কহে, কবিতার ভণিতারূপে বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভণয়ে—বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভণা—বলা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভণিত—১। কথিত, উচ্চারিত। ভণ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কথন। ভণ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ভণিতা—১। কবিতার শেষে কবির নাম অথবা ক্ষেত্রবিশেষে কবির এবং কাব্যেরও পরিচয়যুক্ত উক্তি। ভণ্+ক্ত কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। কথিতা। ভণিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। আড়ম্বর-পূর্বক কথারম্ভ। বাংপ্র। বি।

ভণে—কহে; বর্ণনা করে; গান করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভণ্ড—১। কৌতুকী, ভাঁড়। বি; পুং। ২। ধূর্ত, কপট, প্রতারক; মিথ্যা, অপ্রকৃত। ভন্ড্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ভণ্ডতপস্বী (-তপস্বিন্)—ভণ্ডবিটেল, কপটতপস্বী, বকধর্মী। ভণ্ড (প্রতারক) তপস্বী, কর্মধা। বি; পুং।

ভণ্ডন—১। ভাঁড়ানো, প্রতারণা। ভন্ড্+অনট্ ভাব। ২। কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া। ভন্ড্+অনট্ করণ। ৩। যুদ্ধ। ভন্ড্+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

ভণ্ডানো—ভাঁড়ানো, বঞ্চনা করা। কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভণ্ডামো, ভণ্ডামি—চাতুরী, ছল, ভণ্ডতা। ভণ্ড+আমো, আমি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ভণ্ডুল—পণ্ড, নষ্ট; গোলযোগ; বিঘ্ন। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ভদন্ত—মাননীয়; বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে সম্ভ্রম-সূচক সম্বোধন। বিণ বা বি।

ভদ্দর—শিষ্ট, ভদ্র, সভ্য। <ভদ্র। বিণ।

ভদ্র—১। শিষ্ট, সভ্য, সাধু; ভাগ্যবান্; শ্রেষ্ঠ; মঙ্গলজনক; অনায়াস। বিণ। ২। ভাল; মঙ্গল; ক্রিয়া বিঃ; সৌভাগ্য; মুস্তক বিঃ; সুবর্ণ। বি; ক্লী। ৩। শিব; দিগ্‌হস্তী বিঃ; বৃষভ; গজ বিঃ; সুমেরু;

খঞ্জনপক্ষী; কদম্ববৃক্ষ; মৌলিক কায়স্থের পদবী বিঃ। বি; পুং। ৪। করণ বিঃ। ভন্দ্‌+রক্‌ কর্তৃ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

ভদ্রক—১। সুন্দর, মনোজ্ঞ। ভদ্র+কন্‌ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভদ্রিকা**। ২। দেবদারুবৃক্ষ। ভদ্র (কদম্ববৃক্ষ)+কন্‌ সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

ভদ্রকালী—ভগবতীর মূর্তি বিঃ [ইনি দক্ষযজ্ঞনাশসময়ে দেবীক্রোধ হইতে উৎপন্না হইয়া বীরভদ্রের সহিত যজ্ঞনাশকার্য করিয়াছিলেন]। ভদ্র (শিব)—কল্‌+ণিচ্‌ (প্রেরণ করা)+অণ্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভদ্রতা—সৌজন্য; শিষ্টতা, সভ্যতা। ভদ্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—**ভদ্র**।

ভদ্রতাচরণ—শিষ্টব্যবহার, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার। ভদ্রতাযুক্ত আচরণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভদ্রতাবিরুদ্ধ—শিষ্টাচারবিরোধী, অশিষ্ট, অসভ্যজনোচিত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভদ্রলোক—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সজ্জন। কর্মধা। বি; পুং।

ভদ্রসন্তান—ভদ্রলোক; সজ্জনের ছেলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভদ্রা—১। কৃষ্ণা; রাস্না; ব্যোমনদী; উত্তর কুরুবর্ষে প্রবাহিত গঙ্গার একটি শাখাস্রোত; তিথি বিঃ, দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি; বিষ্টির শেষ তিন দণ্ড। বি; স্ত্রী। ২। সাধ্বী; কল্যাণী; শুভা; শ্রেষ্ঠা। ভদ্র+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভদ্রাণী—দুর্গা, শিবানী। ভদ্র+আনীপ্‌ পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

ভদ্রাসন—বসতবাটী; সিংহাসন; বীরাসন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভদ্রোচিত—শিষ্ট ব্যক্তির যোগ্য। ভদ্রে বা ভদ্রের উচিত, ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভনভন—মশার ডাক; মাছি প্রঃর উড়িবার শব্দ। ধ্বন্যাত্মক অ। বি—**ভনভনানি**।

ভপতি—নক্ষত্রনাথ, চন্দ্র। ভ-এর অর্থাৎ নক্ষত্রের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভব—১। উৎপত্তি; স্থিতি; জন্ম; প্রাপ্তি; লাভ; প্রাধান্য। ভূ+অপ্‌ ভাব। ২। জগৎ; সংসার। ভূ+অপ্‌ অধি। ৩। শিব; জলমূর্তিধর শিব; ঈশ্বর। ভূ+অপ্‌ অপা। বি; পুং। ৪। (শব্দের পরবর্তী হইলে) উৎপত্তিজনক; উৎপন্ন। ভূ+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

ভবকারা—সংসাররূপ কারাগার অর্থাৎ বন্ধনের স্থান। রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভবঘুরে—যে শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, নিষ্কর্মা এবং বৃথা ভ্রমণকারী। ভবে ঘুরে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ভবতারণ—১। বিষ্ণু। বি; পুং। ২। সংসারযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণকারী। ভব—তৃ+ণিচ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

ভবতারিণী—দুর্গা। ভব—তৃ+ণিচ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভবদীয়—আপনার। ভবৎ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ভবন—১। গৃহ, আলয়, বাসস্থান। ভূ+অনট্‌ অধি। ২। উৎপত্তি; স্থিতি; হওন। ভূ+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

ভবপার—সংসাররূপ অথবা জন্মপরম্পরারূপ সমুদ্রের পরপার অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তির অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভবপারাবার—সংসারসাগর। ভবরূপ পারাবার, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

ভববন্ধন—সংসারপাশ; মুক্তির প্রতিবন্ধক সংসারানুরাগ; মোক্ষরোধক পুনর্জন্ম। ভবরূপ বন্ধন, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভবভয়—পুনর্জন্মভয়; সংসারদুঃখভয়। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভবভার—পার্থিব দুঃখ, সাংসারিক যাতনারাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভবলীলা—ইহজন্মের কার্য; সংসারলীলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। **ভবলীলা সাঙ্গ, শেষ**—মৃত্যু।

ভবসমুদ্র, -সাগর, -সিন্ধু—সংসাররূপ দুস্তর সমুদ্র। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

ভবাত্মজ—গণেশ; কার্তিকেয়। ভবের (শিবের) আত্মজ (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভবাত্মজা—মনসাদেবী। ভবের আত্মজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভবাদৃশ—আপনার মত, আপনার তুল্য। ভবৎ (আপনি)—দৃশ্‌+কঞ্‌ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -দৃশী।

ভবানী—দুর্গা, শিবপত্নী। ভব (শিব)+আনীপ্‌ জায়া অর্থে। বি; স্ত্রী।

ভবার্ণব—সংসারসমুদ্র। ভবরূপ অর্ণব (সমুদ্র), রূপক কর্মধা। বি; পুং।

ভবিতব্য—ভবিষ্যতে যাহা অবশ্য ঘটিবে এমন, ভাবী, অবশ্যভাবী। ভূ+তব্য কর্তৃ। বিণ।

ভবিতব্যতা—অবশ্যভাবিতা; অদৃষ্ট, ভাগ্য। ভবিতব্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

ভবিতা (ভবিতৃ), **ভবিষ্ণু**—ভাবী, ভবিষ্যৎ; উৎপত্তিশীল। ভূ (হওয়া)+তৃন্‌, ইষ্ণুচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

ভবিষ্ণু—'ভবিতা' দ্রঃ।

ভবিষ্য—১। যাহা পরে হইবে এমন, অনাগত। বিণ। ২। পুরাণ বিঃ; চালতা নামক টক ফল। ভূ+স্যতৃ কর্তৃ (ত-কারের লোপ)। বি; স্ত্রী।

ভবিষ্যৎ—১। যাহা হইবে এমন, ভাবী। বিণ। পুং—**ভবিষ্যন্‌**। স্ত্রী—**ভবিষ্যন্তী**। ২। আগামী কাল, ভাবী কাল। ভূ+স্যতৃ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ভবিষ্যদাক্ষেপ—কাব্যাদর্শোক্ত অলংকার বিঃ [ইহা দ্বারা কাব্যে বর্ণিত ভাবী ঘটনা সূচিত হয়। যথা—রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্র ঋষি ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাক্ষসদমনার্থ চলিলেন, তখন কোকিলগণ কুহুধ্বনি করিয়া উঠিল, পুরাঙ্গনাগণ উলুধ্বনি করিলেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সীতালাভের পূর্বাভাস পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং উক্ত অলংকার হইয়াছে]। ভবিষ্যৎ—আ—ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং।

ভবিষ্যদ্বক্তা (-বক্তৃ)—যে ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলিয়া দিতে পারে এরূপ লোক, গণক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভবিষ্যদ্বাণী—যাহা পরে ঘটিবে তাহা অগ্রে বলা। ভবিষ্যদ্বিষয়িকা বাণী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভবিষ্যসূচনা—পরে যাহা ঘটিবে অগ্রে তাহার প্রস্তাব করা, ভাবী বিষয়ের প্রস্তাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভবী—ভবানী; (কল্পিত) একগুঁয়ে মেয়ে ('ভবী ভুলিবার নয়')। বাংপ্র। বি।

ভবেশ—মঙ্গলের অধিপতি শিব। ভবের (সংসারের) ঈশ (নিয়ন্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভব্য—১। শিষ্ট, বিনীত, সভ্য, শান্ত; ভদ্র আকৃতিযুক্ত; শুভজনক; শুভযুক্ত; সাধু; ভাগ্যবান্‌; সমীচীন; যোগ্য; রম্য; ভাবী। বিণ। ২। শুভ; সত্য; সুখ; অস্থি; চালিতাফল। ভূ+যৎ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ভব্যতা—ভদ্রতা, সভ্যতা; মঙ্গল। ভব্য+তা ভবার্থে। বি; স্ত্রী।

ভব্যা—১। দুর্গা; গজপিপ্পলী। ভবে (মঙ্গলে) সাধু এই অর্থে, ভব+যৎ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। শুভকরী; রম্যা; যোগ্যা ইঃ। ভব্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

ভব্যিযুক্ত—শিষ্ট, ভদ্র, ভদ্র আকৃতিযুক্ত। প্রাদে। বিণ।

ভভম্ভম্‌—শিবের গাল বাজানোর শব্দ; শিঙ্গার শব্দের অনুকরণশব্দ ("ভভম্ভম্‌ ভভম্ভম্‌ শিঙ্গা ঘোর বাজে"—ভারত)। প্রা কপ্র। অ।

ভমণ্ডল—'ভচক্র' দ্রঃ। [বি।

ভমর, ভমরা—অলি, ভৃঙ্গ। প্রা কপ্র।

ভয়—১। শঙ্কা, ত্রাস, আতঙ্ক। ভী+অচ্‌ ভাব। ২। ভয়হেতু। ভী+অচ্‌ অপা। বি; স্ত্রী।

ভয়ংক(ঙ্ক)র—১। ভীষণ, ভয়জনক, ঘোর। ভয়—কৃ+খচ্ কর্তৃ। ২। অত্যধিক, খুব। বাংপ্র। বিণ।
ভয়ংক(ঙ্ক)রী—১। দেবী ভগবতীর সখীরূপা আবরণ দেবতা বা যোগিনী বিঃ। ভয়ংকর+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভীষণা। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।
ভয়কর—ভয়কারক। ভয়—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।
ভয়চকিত—ভয়ে চমকিত। ৩য়াতৎ। বিণ।
ভয়তরাসে—ভয়াতুর, ভীত। বাংপ্র। বিণ।
ভয়ত্রাতা (-ত্রাতৃ)—ভীতিদূরকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রাত্রী**।
ভয়দ—ভীষণ। উপতৎ; ভয়—দা+ক কর্তৃ। বিণ।
ভয়নাশন—১। ভয়নিবারক। বিণ। ২। বিষ্ণু। ভয়—নশ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। ভয়দূরীকরণ। ভয়—নশ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
ভয়বিহ্বল—ভয়ে কাতর, ভয়ার্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।
ভয়ষা—মহিষজাত ('দুধ')। হি-মু। বিণ।
ভয়াউনি—ভয়ানক। প্রা কপ্র। বিণ।
ভয়ানক—১। ভয়ংকর, ভয়জনক। বিণ। ২। কাব্যের রস বিঃ [ভয় এই রসের স্থায়ী ভাব। উদাহরণ যথা,—
"গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে।
মার বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ।"
—ভারত]।
ভী+আনক অপা। বি; পুং।
ভয়াপহ—১। ভয়নাশক। বিণ। ২। বিষ্ণু; রাজা। ভয়—অপ—হন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।
ভয়াবহ—ভয়জনক। ভয়ের আবহ, ৬ষ্ঠীতৎ। [বিণ।
ভয়ার্ত(র্ত্ত)—ভয়ে কাতর। ভয় দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।
ভয়াল—ভীষণ, ভয়ানক। বাংপ্র। বিণ।
ভর—১। ভার; আধিক্য; ভরণ; গৌরব; পূরণ। ভৃ+অপ ভাব। ২। সমূহ; (পদার্থবিদ্যা) ভার, mass. ভৃ+অপ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। ভরণকর্তা। ভৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৪। পূর্ণ ('ভরপেট'); ঠিক ('ভর সন্ধ্যা')। বাংপ্র। বিণ।
ভরই—পরিপূর্ণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভরছন—গঞ্জনা, তিরস্কার। <ভর্ৎসন। প্রা কপ্র। বি।
ভরণ—১। পোষণ, প্রতিপালন; পূরণ; ধারণ। ভৃ+অনট্ ভাব। ২। বেতন। ভৃ+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

ভরণপোষণ—খাওয়ানো ও পরানো অন্নবস্ত্রাদি দিয়া প্রতিপালন। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।
ভরণী—১। (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রঃ সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে দ্বিতীয় নক্ষত্র [ইহা তিনটি নক্ষত্রযুক্ত ত্রিকোণাকার; ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম]। বি; স্ত্রী। ২। পালয়িত্রী। ভরণ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
ভরণীয়—ভরণযোগ্য, পোষ্য। ভৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।
ভরত—১। (রামায়ণ) দশরথ রাজার দ্বিতীয় পুত্র; (মহাভারত) প্রিয়ব্রতবংশজাত রাজা ভরত; নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি; শবর, ব্যাধ; তন্তুবায়; রাজা; ক্ষুদ্র গায়ক পাখি, skylark. ভর-তন্+ড কর্তৃ। ২। নাট্যশাস্ত্র; নট; নায়ক। ভরত+অণ্ প্রোক্তার্থে; ভরত (ভরতপুত্র)+অণ্ জাতার্থে (উভয়ত্র প্রত্যয়ের লোপ)। বি; পুং।
ভরতপুত্রক—অভিনয়কারক, নট। ভরতের (নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতার) পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ; ভরতপুত্র+কন্ তুল্যার্থে। বি; পুং।
ভরতপ্রসূ—ভরতমাতা কৈকেয়ী; শকুন্তলা; ঋষভদেবের পত্নী। ভরতের প্রসূ (মাতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
ভরতবাক্য—অভিনয়শেষে নটের মুখে মঙ্গলকামনা। ভরত (নাট্যশাস্ত্র)-বিষয়ক বাক্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
ভরতাগ্রজ—রামচন্দ্র। ভরতের অগ্রজ (জ্যেষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ভরতি—১। পূরণ। বি। ২। ভরপুর; ভরতি হইয়াছে এমন; নিযুক্ত; প্রবিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।
ভরদ্বাজ—উতথ্যপত্নী মমতার গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসজাত মুনি বিঃ; ভারুইপাখি, ভরতপক্ষী। দ্বি (দুইজন) অর্থাৎ উভয় ভ্রাতা হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে, উপতৎ; দ্বি—জন্+ড কর্তৃ=দ্বাজ (নিপা); দ্বাজ অর্থাৎ আমাদের উভয় ভ্রাতা হইতে উৎপন্ন এই পুত্রকে 'ভর' অর্থাৎ প্রতিপালন কর, বৃহস্পতি মমতাকে ইহা বলিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার সেই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল; এবং ভৃ+শতৃ কর্তৃ=ভরৎ; অন্য অর্থে ভরৎ বাজ (পক্ষ) যাহার, বহু। বি; পুং।
ভরন—ব্রোঞ্জ, পিত্তল ও রাঙ্গ বা কাঁসার মিশ্র ধাতু। বাংপ্র। বি।
ভরসা—অবলম্বন, ভার; বিশ্বাস; আশা। বাংপ্র। বি।
ভরন্ত—পরিপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।
ভরপুর—ভরতি, পরিপূর্ণ; সমতল। বাংপ্র। বিণ।

ভরপেট, -পেটা—পেট ভরিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
ভরবেগ—(পদার্থবিদ্যা) ভর (mass) এবং গতিশীল পদার্থের গতিবেগের গুণফল, momentum. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ভরভর—গন্ধের পূর্ণতাপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।
ভরম—ভ্রম; সম্ভ্রম। প্রা কপ্র। বি।
ভরমা—ভ্রমণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভরভর—একান্ত নির্ভর; পরস্পরের উপর নির্ভর। বাংপ্র। বি।
ভরসা—নির্ভরশীলতা; নির্ভর; আশা; আশ্রয়; আকাঙ্ক্ষা; বিশ্বাস। বাংপ্র। বি।
ভরা—১। পূর্ণ হওয়া; বোঝাই করা; প্রবেশ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রা কপ্র—**ভরই**—ভরে। **ভরল**—ভরিল। **ভরু**—ভরে]। ২। লাগা; ব্যাপা। কপ্র। ক্রি। ৩। পূর্ণ, বোঝাই। ভর্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ। ৪। বোঝাই নৌকা ('—ডুবি'); বোঝা। বাংপ্র। বি।
ভরাট—১। মাটি দ্বারা বোঝাই। ভর্+আট্ কর্ম। বিণ। ২। পূরণ। ভর্+আট্ ভাব। বাংপ্র। বি।
ভরাটি—ভরাট হওয়া জমি। ভরাট+ই। বাংপ্র। বি।
ভরানো—ভরাট করানো, পূর্ণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ভরাভর—ভরভর (তাহা দ্রঃ)।
ভরি—১। এক তোলা ওজন। বি। ২। পূর্ণ। বিণ। ৩। পূর্ণ করিয়া লই; পূর্ণ করিয়া বা হইয়া। ক্রি বা অস-ক্রি। ৪। পদ, চরণ। বাংপ্র। বি।
ভরিত—১। পালিত; পূরিত; ভরযুক্ত; হরিদ্বর্ণ। ভৃ+ইতচ্ কর্ম। ২। ভারযুক্ত। ভর+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।
ভরু—ভরে; পূর্ণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভর্জ(র্জ্জ)ন—ভাজা, ভৃষ্টকরণ। ভ্রস্জ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**ভর্জিত, ভৃষ্ট**।
ভর্ত(র্ত্ত)ব্য—১। পোষণীয়, প্রতিপাল্য। ভৃ+তব্য কর্ম। বিণ। ২। কোন পাওনাদার একাধিক ব্যক্তির ঋণ একজনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়ার পরে অন্যান্য ঋণগ্রহীতার উক্ত ঋণশোধকারীকে স্ব স্ব অংশানুযায়ী অর্থদান, contribution; জামিনের টাকা গুনাগার দেওয়া; ক্ষতিপূরণ করা। বাংপ্র। বি।
ভর্তা (ভর্তৃ), **ভর্ত্তা** (ভর্ত্তৃ)—১। স্বামী, পতি; প্রভু; অধিপতি; রাজা। বি; পুং। ২। পালনকর্তা, ধারণকর্তা; পোষক। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**ভর্ত্রী**। ৩। বিষ্ণু। ভৃ+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভর্ত্তি—ভরতি (তাহা দ্রঃ)।

ভর্তৃ(র্ত্তৃ)দারক—(সংস্কৃত নাট্য) রাজপুত্র। ভর্ত্তার (প্রভুর) দারক (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, -দারিকা।

ভর্ত্রী(র্ত্ত্রী)—পালনকর্ত্রী। ভর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা—তিরস্কার ; কুৎসা, নিন্দা ; তর্জন। ভর্ৎস্ + অনট্ ভাব ; ভর্ৎস্ + অন ভাব + আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ভর্ৎসিত—নিন্দিত ; তিরস্কৃত। ভর্ৎস্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ভলান্টিয়ার—স্বেচ্ছাসেবক। < ইং 'volunte r'. বি।

ভল্ল—একপ্রকার বর্ম ; অস্ত্র বিঃ। ভল্ + অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ভল্লক, ভল্লুক, ভল্লূক—ভালুক, ঋক্ষ। ভল্ল + কন্ স্বার্থে ; ভল্ + উক, উক কর্তৃ। বি ; পুং। (১ম ও ২য় পক্ষে) স্ত্রী, -কা, (৩য় পক্ষে) স্ত্রী, -কী।

ভল্লাকার—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) বর্শাকৃতি, lanceolate. ভল্লের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

ভল্লাত, ভল্লাতক—বৃক্ষ বিঃ, ভেলাগাছ। ভল্ল—অত্ + অচ্ কর্তৃ ; পক্ষে + কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

ভল্লুক, ভল্লূক—'ভল্লক' দ্রঃ।

ভসকা—অস্বাদু, জলবৎ, পানসে ; যাহাতে আঁট নাই এরূপ, আলগা। বাংপ্র। বিণ।

ভসম—ছাই, ভস্ম ("আপনক তনু ভসম সম করইতে পৈঠল অনল সন্তাপে"—জগদানন্দ)। প্রা কপ্র। বি। [ক্লী।

ভসিত—ছাই, ভস্ম। ভস্ + ক্ত কর্তৃ। বি ;

ভস্ত্রা, ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী—বায়ুযন্ত্র বিঃ, হাপর ; যাঁতা ; ভিস্তী ; চর্মপ্রসেবিকা ; চর্মস্থালী। ভস্ + ত্রন্ কর্তৃ ; পক্ষে কন্ স্বার্থে + আপ্ ; ভস্ত্র + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভস্ম (ভস্মন্)—ছাই, পাঁশ। ভস্ + মনিন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ভস্মক—১। রোগ বিঃ [এই রোগের প্রভাবে বায়ুপিত্তের আধিক্য ও কফের হ্রাস হয়, এবং ভুক্তবস্তু উদরসাৎ হইবামাত্র ভস্ম হইয়া যায়]। ভস্মন্—কৃ + ড কর্তৃ। ২। স্বর্ণ ; রৌপ্য। ভস্মন্ + কন্ তুল্যার্থে। বি ; ক্লী।

ভস্মকীট—উদরের ভিতর যে কৃমি ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ করে। ভস্মকারক কীট, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভস্মলোচন—রাবণপক্ষীয় রাক্ষস বিঃ। ভস্মকারক লোচন যাহার, বহু। বি ; পুং।

ভস্মসাৎ—ছাইয়ে পরিণত, বিশেষরূপে ভস্মীভূত। ভস্মন্ + সাতিচ্ সাকল্যার্থে। অ।

ভস্মাচ্ছন্ন, ভস্মাচ্ছাদিত—ছাই দিয়া ঢাকা। ভস্মদ্বারা আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভস্মাধার—ছাই রাখার পাত্র ; মৃতের ভস্মাবশেষ রাখিবার পাত্র বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভস্মাবশেষ—১। ছাইয়ে পরিণত। ভস্ম হইয়াছে অবশেষ যাহার, বহু। বিণ। ২। দগ্ধ হইবার পর যে ছাই পড়িয়া থাকে তাহা। অবশিষ্ট ভস্ম, ভস্মই অবশেষ, কর্মধা। বি ; পুং।

ভস্মাবৃত—ছাই দিয়া ঢাকা। ভস্মদ্বারা আবৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভস্মীকরণ—ছাই-এ পরিণতকরণ, calcination. ভস্মন্ + অভূততদ্ভাবার্থে চি (=ভস্মী)—কৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ভস্মীকৃত—যাহা পোড়াইয়া ছাই করা হইয়াছে এমন। ভস্মন্ + অভূততদ্ভাবার্থে চি (=ভস্মী)—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ভস্মীভূত—যাহা ছাই হইয়া গিয়াছে এমন ; সম্পূর্ণ বিনষ্ট। ভস্মন্ + অভূততদ্ভাবার্থে চি (=ভস্মী)—ভূ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -ভব, -ভবন।

ভা, ভাঃ (ভাস্)—প্রভা, দ্যুতি ; আলোক ; কান্তি ; কিরণ। ভা, ভাস্ + ক্বিপ্ ভাব বা কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ভাই—ভ্রাতা, সহোদর ; ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি ; সখাসখী বা নাতি-নাতনীকে সম্বোধন। বাংপ্র। বি।

ভাইজ—ভ্রাতার স্ত্রী। <ভ্রাতৃজায়া। বি।

ভাইঝি—ভ্রাতার কন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ভাইদ্বিতীয়া—ভাইফোঁটার দিন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বাংপ্র। বি।

ভাইপো—ভাইয়ের ছেলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ভাই-ফোঁটা—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভগিনী ভ্রাতার কপালে যে ফোঁটা দেয় তাহা। বাংপ্র। বি।

ভাইয়া—ভায়া, ভাই। বাংপ্র। বি।

ভাউলিয়া, ভাউলে—একপ্রকার ছোট নৌকা। প্রাদে। বি।

ভাও—অবধারণ ; দাম ; মূল্যের হার। <ভাব। হি। বি।

ভাওনা—মনে করা ; বিরাজ করা ; সূচনা করা ; ভাল লাগা ; শোভা পাওয়া ; আনন্দ দেওয়া। কপ্র। ক্রি।

ভাওই—শোভা পায়, দীপ্ত পায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাওলী—শস্যরূপ কর ; যে জমির কর শস্যদ্বারা দেওয়া হয়। বাংপ্র। বি।

ভাং—সিদ্ধি। <ভঙ্গা। বি।

ভাংচি—কুপরামর্শ ; কোন কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য গোপনে প্রদত্ত উপদেশ। বাংপ্র। বি।

ভাউরি—ঘূর্ণপাক, ভ্রমি। প্রা কপ্র। বি।

ভাঁওতা—ধাপ্পা, ফাঁকি, প্রতারণামূলক বাক্য। বাংপ্র। বি। বিণ—**ভাঁওতাবাজ**। [বাংপ্র। বি।

ভাঁজ—পাট ('—ভাঙা') ; পর্দা ; স্তবক।

ভাঁজা—পাট করা ; দোমড়ানো ; রাগালাপ করা ; কসরত করা ; অভ্যাস করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভাঁট—ঘেঁটুগাছ। <ভাণ্ডীর। বি।

ভাঁটা—১। বাটুল, বর্তুল, গণ্ডক। বাংপ্র। ২। নদীর স্রোতের দিক্ ; জোয়ারের পরে জলস্ফীতির হ্রাস। বাংপ্র। বি।

ভাঁটি—নিম্নদিক্, নদীর স্রোতের দিক্। বাংপ্র। বি।

ভাঁটী—ভেঁটফুলের গাছ। <ভাণ্ডীর। বাংপ্র। বি।

ভাঁড়—১। পরিহাসক ; বিদূষক। <ভণ্ড। ২। ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্র বিঃ। <ভাণ্ড। ৩। নাপিতের অস্ত্রাদি রাখিবার আধার। <ভাণ্ড। বি।

ভাঁড়াই, ভাঁড়ামো, ভাঁড়ামি—ঠাট্টা, পরিহাস ; ভণ্ডতা ; ছলনা, প্রবঞ্চনা। ভাঁড় + আই, আমো, আমি ভাবে। বাংপ্র। বি।

ভাঁড়ানো—ফাঁকি দেওয়া, ঠকানো ; বাহানা করা ; দেই দিচ্ছি করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বি।

ভাঁড়াভাঁড়ি—বারবার ভাঁড়ান। বাংপ্র।

ভাঁড়ামো, ভাঁড়ামি—'ভাঁড়াই' দ্রঃ।

ভাঁড়ার—ধনাগার, কোষ। <ভাণ্ডার। বি।

ভাঁড়ারী—১। ভাণ্ডাররক্ষক, কোষরক্ষক। <ভাণ্ডারী। ২। খানসামা, ভৃত্য। প্রাদে। বি।

ভাঁতি—১। ভ্রম ; বিভ্রম ; পরিহাস। <ভ্রান্তি। ২। দীপ্তি ; শোভা। <ভাতি। ৩। রকম, প্রকার। প্রা কপ্র। বি।

ভাকুট—ভেটকিমাছ। ভা—কুট্ + ক কর্তৃ। বি ; পুং।

ভাক্ত—গৌণ, অপ্রধান ; কপট। ভক্ত + অণ্। বিণ।

ভাখ, ভাখা, ভাখি, ভাখী—ভাষা। প্রা কপ্র। বি।

ভাগ—১। খণ্ড, অংশ, একদেশ ; প্রদেশ, স্থান ; অদৃষ্ট, ভাগ্য। ভজ্ + ঘঞ্ কর্ম। ২। বিভাজন। ভজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ৩। পলায়ন কর্, পলা। হি। ক্রি।

ভাগফল—(গণিত) এক রাশিকে অপর রাশি দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহা, quotient. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ভাগবত—১। বেদব্যাসপ্রণীত ভগবদ্বিষয়ক গ্রন্থ বিঃ। ভগবৎ (ঈশ্বর)+অণ্ অধিকৃতার্থে। বি; স্ত্রী। ২। ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব; ভগবৎসম্বন্ধীয়। ভগবৎ+অণ্ ভক্তার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী। [বিণ।

ভাগভুক্ত—ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বাংপ্র।

ভাগল—পলায়ন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাগশেষ—(গণিত) এক রাশিকে অপর রাশিদ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা, remainder. ৬ষ্ঠীতৎ। পুং। বি;

ভাগহর—অংশগ্রহণকারী। উপতৎ; ভাগ—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ভাগহার—(গণিত) যে উপায়ে কোন এক নির্দিষ্ট রাশিকে কোন নির্দিষ্টসংখ্যক সমান অংশে বিভাগ করিতে পারা যায় তাহা, division. ভাগ—হৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

ভাগা—১। পলায়ন করা। হি। ক্রি। ২। পৃথক্ পৃথক্ ভাগ ('মাছের —')। প্রাদে। বি।

ভাগাড়—মৃত পশ্বাদি ফেলিবার স্থান। বাংপ্র। বি।

ভাগানো—পলায়ন করানো, তাড়ানো; ভাগ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভাগাভাগি—পরস্পরের মধ্যে বণ্টন। বাংপ্র। বি।

ভাগারী—অংশীদার। <ভাগহারী (-রিন্)। বি।

ভাগি—অদৃষ্ট, ভাগ্য। প্রা কপ্র। বি।

ভাগিনজামাই—ভাগিনেয়ীর স্বামী। বাংপ্র। বি। [বি।

ভাগিনবউ—ভাগিনেয়ের স্ত্রী। বাংপ্র।

ভাগিনা, ভাগ্নে—বোন-পো, ভগিনীপুত্র। <ভাগিনেয়। বি।

ভাগিনী—১। গ্রহণকারিণী। ভজ্+ ণিনুণ্ কর্তৃ+ঈপ্। ২। যে স্ত্রীর অংশ আছে এমন। ভাগ্+ইন্ আছে অর্থে+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বোনের মেয়ে। <ভাগিনেয়ী। বি।

ভাগিনেয়—বোনের ছেলে। ভগিনী+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

ভাগিনেয়ী—বোনের মেয়ে। ভাগিনেয়+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভাগী (ভাগিন্)—১। অংশী। ভাগ+ ইন্ আছে অর্থে। ২। গ্রহণকারী। ভজ্+ ণিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভাগিনী**।

ভাগী—ভাগ্যবান্ বা ভাগ। প্রা কপ্র। বিণ বা বি।

ভাগীদার—অংশীদার। ভাগী+দার স্বার্থে [অথবা এখানে ভাগী=ভাগ]। বি।

ভাগীরথী—গঙ্গা, ভগীরথ কর্তৃক আনীতা নদী। ভগীরথ+অণ্ আনীতার্থে+ঈপ্ [মহাভারতে উক্ত আছে, দক্ষিণাপ্রদানসময়ে গঙ্গা মহারাজ ভগীরথের ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন, তদবধি গঙ্গা ভগীরথের কন্যা হইয়া ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হন]। বি; স্ত্রী।

ভাগ্না-বৌ—ভাগিনজায়া। বাংপ্র। বি।

ভাগ্নী-জামাই—ভাগিনেয়ীর স্বামী। বাংপ্র। বি।

ভাগ্নে—'ভাগিনা' দ্রঃ।

ভাগ্য—১। অদৃষ্ট, দৈব, প্রাক্তন শুভাশুভকর্ম। ভজ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। ভাগযোগ্য; ভাগবিশিষ্ট; ভাগিক; সুদী (টাকা)। ভাগ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

ভাগ্যক্রমে—বরাতগুণে, সৌভাগ্যের ফলে, শুভাদৃষ্টবশতঃ। ভাগ্যের ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

ভাগ্যগণনা—অদৃষ্টে কি আছে তাহা গণিয়া দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যগুণ—অদৃষ্টের জোর, সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাগ্যচক্র—অদৃষ্টের পরিবর্তন; চক্রবৎ আবর্তমান অদৃষ্ট। রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যদেবতা—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভাগ্যবিধাত্রী দেবতা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যদোষে—দুরদৃষ্ট-হেতু, বরাত খারাপ হওয়ায়। ভাগ্যের দোষ, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে বা হেতু-অর্থে ৭মী।

ভাগ্যপুরুষ—ভাগ্যদেবতা। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ভাগ্যফল—শুভাদৃষ্ট; অদৃষ্টের ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যবান্ (-বৎ)—ভাগ্যবন্ত, সৌভাগ্যশালী, শুভাদৃষ্টবিশিষ্ট। ভাগ্য+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

ভাগ্যবিধাতা (-তৃ)—ভাগ্যপুরুষ (তাহা দ্রঃ)।

ভাগ্যবিপর্য(র্য্য)য়—দুর্ভাগ্য, ভাগ্যের বৈপরীত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাগ্যলিপি, -লেখা—অদৃষ্টলিপি, অদৃষ্টের লিখন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যহীন—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ। [বি।

ভাগ্যি—ভাগ্য; সৌভাগ্য। <ভাগ্য।

ভাগ্যিমান্—ভাগ্যবান্। <ভাগ্যবান্। বিণ। স্ত্রী, -মী।

ভাগ্যিস্—ভাগ্য ভাল তাই, কপালজোরে। <ভাগ্য। অ।

ভাগ্যোদয়—সৌভাগ্যের উদয়, অদৃষ্ট প্রসন্ন হওয়া। ভাগ্যের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাঙ—১। মাদকদ্রব্য বিঃ, সিদ্ধি। <ভঙ্গা। ২। ভাব; ভ্রূ ("নাচত ভাঙ মদন-ধনু-ভঙ্গিম"—যদুনন্দন)। প্রা কপ্র। বি।

ভাঙড়—'ভাঙড়' দ্রঃ।

ভাঙন—'ভাঙন' দ্রঃ।

ভাঙবি—ব্যক্ত করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাঙা—'ভাঙা' দ্রঃ।

ভাঙাচোরা—'ভাঙাচোরা' দ্রঃ।

ভাঙা-ভরতি—'ভাঙাভরতি' দ্রঃ।

ভাঙা-ভাঙা—'ভাঙাভাঙা' দ্রঃ।

ভাঙড়, ভাঙড়—সিদ্ধিখোর, যে ভাঙ্ অর্থাৎ সিদ্ধি ইঃ মাদকদ্রব্য সেবন করে এমন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ভাঙ(ঙ)ড়মতি—হীনবুদ্ধি। প্রা কপ্র। বিণ।

ভাঙন, ভাঙন—১। ভাঙা; ভগ্নকরণ, ভেদন; ভগ্ন হওয়া; একপ্রকার মাছ। বি। ২। ভিন্ন; চূর্ণীকৃত। <ভঙ্গ। বিণ।

ভাঙা, ভাঙা—১। লঙ্ঘন করা; চূর্ণ করা; খণ্ড খণ্ড করা; বিচ্যুত করা; বিদীর্ণ করা; নষ্ট করা; শেষ করা; হতাশ হওয়া; বহুলোকের একস্থান হইতে আসা। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। ভগ্ন; হতাশ; সন্দেহযুক্ত; অশুদ্ধ। বিণ। ৩। ভগ্নস্থান। বাংপ্র। বি।

ভাঙাচোরা, ভাঙাচোরা—যাহা ভাঙিয়া গিয়াছে এমন, টুটাফাটা। বাংপ্র। বিণ।

ভাঙাভরতি, ভাঙাভরতি—ন্যূনাধিক, গড়পড়তা। বাংপ্র। বিণ।

ভাঙানি, ভাঙানি—ভাংচি; খুচরা ('টাকার —')। বাংপ্র। বি।

ভাঙানী, ভাঙানী—যে স্ত্রী কুপরামর্শ দ্বারা পরিজনদিগের ভিতর মনোমালিন্য ঘটায় সে। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ভাঙানো, ভাঙানো—১। ভগ্ন করানো; অন্য মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা ('টাকা —'); বুঝাইয়া বলা ('হেঁয়ালি —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। আক্রমণ। প্রা কপ্র। বি।

ভাঙি, ভাঙী—ভাঙড়, সিদ্ধিখোর। বাংপ্র। বিণ।

ভাচা—ধান ভানার বেতন। বাংপ্র। বি।

ভাজ—ভ্রাতার পত্নী। <ভ্রাতৃজায়া। বি।

ভাজক—১। অংশকারক। বিণ। স্ত্রী—**ভাজিকা**। ২। (গণিত) যে রাশি দ্বারা অন্য রাশিকে ভাগ করা যায় তাহা, divisor. ভজ্, ভাজ্ (ভাগ করা)+ণক কর্তৃ, করণ। বি; পুং।

ভাজন—১। পাত্র, আধার; যোগ্য পাত্র; আঢ়কপরিমাণ। ভাজ্+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী। ২। ভাজা, ভৃষ্টকরণ। <ভর্জন। বি।

ভাজমা—যাহাতে ভাজা হয় এমন। ভাজ্ + অমা করণ। বাংপ্র। বিণ।

ভাজমা-খোলা—খই ভাজিবার পাত্র। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ভাজা—১। ভর্জিত, যাহা আগুনের তাপে শুষ্ক অথবা তৈলময় দ্রব্যে পক্ক করা হইয়াছে এমন। বিণ। ২। ভর্জন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ভাজা-ভাজা—প্রায় ভাজা; সন্তাপিত। বাংপ্র। বিণ।

ভাজা-সাধ—গর্ভিণীকে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে প্রদত্ত সাধ। বাংপ্র। বি।

ভাজি—ভাজা তরকারি। বাংপ্র। বি।

ভাজিত—পৃথক্‌কৃত, বিভক্ত। ভাজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ভাজী—ভাগ। প্রা কপ্র। বি।

ভাজ্য—১। ভাগার্হ, ভাগের যোগ্য। বিণ। ২। (গণিত) যে রাশিকে অপর রাশি দ্বারা ভাগ করিতে হইবে তাহা, dividend. ভাজি + যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

ভাট—বর্ণসংকর জাতি বিঃ, স্তুতিপাঠক; রাজদূত। <ভট্ট। বি। [বি; ক্লী।

ভাটক -মূল্য; ভাড়া। ভট্ + ণক কর্তৃ।

ভাটা—নদী প্রঃ জলপ্রবাহের স্বাভাবিক স্রোতের দিক্; জোয়ারের জলের বাড় কমিয়া আসা। বাংপ্র। বি।

ভাটি—১। ইট প্রঃ পোড়াইবার চুলা; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার পাত্র; মদ চুয়াইবার পাত্র; যেখানে মদ চোয়ানো হয়; নদীর নিম্নদিক্। বাংপ্র। ২। বিবাহ প্রঃ উপলক্ষে গ্রামবাসিগণকে প্রদত্ত বৃত্তি বিঃ। <ভৃতি বা বৃত্তি। বি।

ভাটিয়ারা, ভাটেরা—মদ প্রস্তুত করিবার স্থান। বাংপ্র। বি।

ভাটিয়ারী, ভাটিয়ালী—(সংগীত) রাগ বিঃ [ইহা সংস্কৃত মতানুযায়ী প্রাচীন রাগ নহে। কথিত আছে বিক্রমাদিত্যের সহোদর মহারাজ ভর্তৃহরি এই রাগের সংকলন করেন। ভর্তৃহরির সংকলনের জন্য ভর্তৃহারিকা অথবা ভটিহারী বা ভটিয়ারী নামে এই রাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৌকার মাঝিরা সাধারণতঃ এই রাগিণীতে গান গাহিয়া থাকে]। বাংপ্র। বি।

ভাটিয়াল—ভাটির দিকের; শেষের, অবসানের সমীপবর্তী। বাংপ্র। বিণ।

ভাড়া—কোন বস্তু সাময়িকভাবে ব্যবহার করিবার জন্য বা কোন শ্রমজীবীকে কম সময়ের জন্য নিয়োগ করিবার জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় তাহা ('বাড়ি —'); মূল্য, দাম। <ভাটক। বি। **ভাড়া দেওয়া**—ভাড়ার শর্তে ব্যবহার করিতে দেওয়া।

ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে—১। ঠিকা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মূল্যদানের চুক্তিতে যাহা লওয়া হয় এমন; যাহা ভাড়া লইয়া খাটানো হয় এমন ('— গাড়ি')। ভাড়া + টিয়া, টে দাতা অর্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। যে ভাড়া-করা বাড়িতে বাস করে এরূপ লোক। ভাড়া + টিয়া, টে দাতা অর্থে। বি।

ভাড়ার—ভাণ্ডার। প্রা কপ্র। বি।

ভাণ—১। একাঙ্ক নাট্য-গ্রন্থ বিঃ। ভণ্ + ঘঞ্ অধি। ২। ভণে। ক্রি। ৩। সদৃশ ("বিকচ সরোজ-ভাণ মুখ-মণ্ডল"—অনন্ত দাস)। প্রা কপ্র। বিণ।

ভাণা—কহা, বলা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাণ্ড—১। পাত্র, ভাঁড়; বাদ্যযন্ত্র। ভণ্ (শব্দ করা) + ড কর্তৃ; ভণ্ড + অণ্ স্বার্থে। ২। অলংকার, ভূষণ; অশ্বভূষণ। ভা (দীপ্তি পাওয়া) + অণ্ডচ্ কর্তৃ। ৩। ভাঁড়ামি। ভণ্ড (-ভাঁড়) + অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

ভাণ্ডাগার—ধনাগার; ভাঁড়ার। ভাণ্ডই আগার, কর্মধা। বি; ক্লী।

ভাণ্ডানো ভাঁড়ানো, প্রতারণা করা। প্রা কপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভাণ্ডার—ভাঁড়ার, ধনাগার। ভাণ্ড—ঋ + ঘঞ্ অধি। বি; ক্লী।

ভাণ্ডারী (-রিন্)—১। ভাঁড়ারী, ভাণ্ডারাধ্যক্ষ। ভাণ্ডার + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। ভৃত্য, অনুচর। প্রাদে। বি।

ভাণ্ডি—নাপিতের ভাঁড়ি। ভণ্ড্ (মাঙ্গলিক হওয়া) + ই কর্তৃ। বি; পুং।

ভাণ্ডিবাহ, ভাণ্ডিল—নাপিত। ভাণ্ডি—বহ্ + অণ্ কর্তৃ, ভাণ্ডি + লচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ভাণ্ডীর—ভাঁইট গাছ; ঘেঁটুগাছ; বটবৃক্ষ; বৃন্দাবনস্থ বন বিঃ। ভণ্ড্ + ঈরণ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

ভাত—১। অন্ন। <ভক্ত। **ভাত উঠা**—কোন স্থান বা কাহারও নিকট হইতে ভরণপোষণের ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া। **ভাত মারা**—চাকরি বা অপর কোন আয়ের পন্থা নষ্ট করিয়া দেওয়া। **ভাতে মারা**—খাইতে না দিয়া বা রোজগারের পথ বন্ধ করিয়া কষ্ট দেওয়া। ২। অন্নপ্রাশন। প্রাদে। বি। ৩। দীপ্ত। বিণ। ৪। প্রভাত, প্রাতঃকাল। ভা + ক্ত কর্তৃ। বি; পুং। [স্ন। বাংপ্র। বি।

ভাতকাপড়—অন্নবস্ত্র; ভরণপোষণ।

ভাতশালা—অন্নসত্র ("অনাথমণ্ডপ ভাতশালা"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

ভাতা—১। বৃত্তি; খাদ্য জলপানি প্রঃর ব্যয়। <ভৃতি। বি। ২। প্রদীপ্তা। ভাত + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভাতার—স্বামী, পতি, ভর্তা। <ভর্তৃ। বি।

ভাতি—১। শোভা, দীপ্তি। ভা + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। কৌশল; প্রকার। প্রা কপ্র। বি।

ভাতিজা—ভাইপো, ভাইয়ের ছেলে। বাং প্র। বি; পুং। স্ত্রী, -জী।

ভাতুড়ে—অন্নের জন্য যে পরের গলগ্রহ হয় এমন। ভাত + উড়ে সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ভাতে—ভাতের সহিত সিদ্ধ করা বেগুন আলু প্রঃ। বাংপ্র। বি।

ভাতে-ভাত—অন্ন এবং তৎসহ সিদ্ধ আলু বেগুন প্রঃ। বাংপ্র। বি।

ভাদর—ভাদ্রমাস ("ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে"—চণ্ডীদাস)। প্রা কপ্র। বি।

ভাদর-বউ—ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। <ভ্রাতৃবধূ। বি।

ভাদু, ভাদুরানী- বাউরীজাতির দেবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভাদুই—যে ধান ভাদ্রমাসে পাকে তাহা। <ভাদ্র। বি বা বিণ।

ভাদ্র—বৈশাখাদি মাসের পঞ্চম মাস। ভাদ্রী (ভাদ্রপদনক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা) + অণ্ তদ্‌যুক্ত মাসার্থে। বি; পুং।

ভাদ্রপদ—ভাদ্রমাস। ভদ্রপদা + অণ্ যুক্তার্থে + ঈপ্—ভাদ্রপদী; ভাদ্রপদী (ভাদ্রপদাযুক্তা পূর্ণিমা) + অণ্ তদ্‌যুক্ত মাসার্থে। বি; পুং।

ভাদ্রপদা—পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। ভাদ্রসদৃশ পদ যাহার, বহু + আপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

ভাদ্রবধূ—কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। <ভ্রাতৃবধূ।

ভান—১। প্রকাশ; শোভা; দীপ্তি। ভা + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ভাব; ভ্রম; ছল, কৃত্রিম আবরণ। বাংপ্র। বি। ৩। তুল্য। প্রা কপ্র। বিণ, অ।

ভাননী, ভানুনী—যে স্ত্রীলোক ধান ভানে এরূপ। ভান্ + অনী, উনী কর্তৃ (স্ত্রী)। বাংপ্র। বি।

ভানা—ধান হইতে তুষ বাহির করা। <ভঞ্জ। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভানানো—শস্য হইতে তুষ পৃথক্ করানো ('ধান—')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভানু—১। সূর্য; কিরণ; প্রভু; শিব; রাজা; অর্কবৃক্ষ; জৈন বিঃ; গন্ধর্ব বিঃ। ভা + নু কর্তৃ। ২। কান্তি। ভা + নু ভাব। বি; পুং। ৩। সুন্দর। ভা + নু কর্তৃ। বিণ।

ভানুবার—রবিবার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভানুমতী—১। দীপ্তিশালিনী। ভানুমৎ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভোজরাজদুহিতা, বিক্রমাদিত্য-মহিষী। বি; স্ত্রী।

ভানুমান্ (-মৎ)—১। সূর্য। বি; পুং। ২। কান্তিমান্, দীপ্তিমান্। ভানু + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী।

ভাস্তঃপ্রদেশ—(জ্যোতিষ) সৌরজগতের বহিঃস্থিত প্রদেশ, interstellar space. বি।

ভাপ—উষ্ণ বাষ্প, steam ; উত্তাপ, উষ্ণতা। <বাষ্প। বি। [বি।

ভাপরা—গরম বাষ্পের স্বেদ। <বাষ্প।

ভাপসা—গুমসো, ছাতা পড়িবার দরুন উৎপন্ন ('—গন্ধ')। বাংপ্র। বিণ।

ভাব—১। অবস্থা; অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়; চিন্তা কল্পনা ইঃর বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ; প্রকৃতি; অনুভূতি; অনুভূতির আধিক্য; মানসিক অবস্থা; প্রীতি, খাতির; ধরন, রীতিনীতি; তাৎপর্য; আশ্রয়; উৎপত্তি, জন্ম; স্থিতি; বিভূতি; চেষ্টা; সম্ভাবনা; মনঃ; আত্মা; ভক্তি; মনোবিকার বিঃ, রত্যাদি এবং নির্বেদাদি; ক্রিয়া; শরীরের ভঙ্গী; বিলাস; বাক্যের মর্ম; কাম; উপদেশ; অনুরাগ। ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। **ভাবের ঘরে চুরি**—পরের লেখা কাব্য ইঃর ভাব হুবহু গ্রহণ। ২। বস্তু, পদার্থ; চেতন পদার্থ; বিদ্বান্, বিজ্ঞ; চিত্ত; যোদ্ধা; সৃষ্টি; জগৎ; সংসার; ব্যাকরণে ধাত্বর্থ। ভূ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভাবক—উৎপাদক; চিন্তাকারী। ভূ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভাবিকা**।

ভাবগত—ভাব সম্বন্ধীয়; কোন বিষয়ের অভিপ্রায় সম্বন্ধীয়। ২য়াতৎ। বিণ।

ভাবগতি—আকার-ইঙ্গিত; মনোগত ভাব এবং কার্য। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ভাবগতিক—ভাবভঙ্গী; আকারপ্রকার; চালচলনের প্রকার; মনের ভাব এবং কার্য। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

ভাবগর্ভ(র্ভ)—ভাবে পরিপূর্ণ, গভীর-তাৎপর্যযুক্ত। ভাব গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

ভাবগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যিনি মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন এমন ('—জনার্দন'); তাৎপর্যবোদ্ধা। উপতৎ; ভাব—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**গ্রাহিণী**।

ভাবতরঙ্গ—কল্পনার উচ্ছ্বাস, ঢেউয়ের মত ভাব; মনোগত ভাবের আবেগ। রূপক কর্মধা, অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাবতান্ত্রিকতা—আদর্শের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক, idealism. ভাবতান্ত্রিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—**ভাবতান্ত্রিক**।

ভাবধারা—চিন্তাধারা; প্রচলিত মতবাদ ও রীতিনীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভাবন, ভাবনা—চিন্তা; মনে মনে কল্পনা; ধ্যান; চতুর্বিধ সংস্কার বিঃ; অনুধ্যান; বিবেচনা; সাজানো; অভিষেক; মিশ্রণ; পর্যালোচনা; অধিবাসন; ঔষধ-সংস্কার বিঃ। ভূ+ণিচ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ভাবনীয়—চিন্তনীয়, কল্পনীয়। ভূ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

ভাবপ্রবণ—ভাবের আবেগে চালিত, মনের যে কোন অবস্থায় যে বিশেষভাবে অভিভূত হয় এমন, sentimental. ৭মীতৎ। বিণ। বি, -**তা**।

ভাববিলাসী (-সিন্)—যে বড় বড় কাজের কথা চিন্তা করে কিন্তু তদনুসারে কোন মহৎ কাজ না করিয়া কেবল ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেই ভালবাসে এমন। ভাবের বিলাস, ৬ষ্ঠীতৎ; ভাববিলাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। বি, -**বিলাসিতা**, -**বিলাস**।

ভাবব্যক্তি—ভাবগতিক-প্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

ভাবভঙ্গী—ভাবগতিক, চালচলন। দ্বন্দ্ব।

ভাবলহরী—ভাবতরঙ্গ। রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভাবসাগর—কল্পনারূপ সমুদ্র, অনুভূতির আধিক্যরূপ সমুদ্র। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

ভাবা—চিন্তা করা; ধ্যান করা; স্মরণ করা, উৎকণ্ঠাযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভাবাত্মক—ভাবে পরিপূর্ণ, গভীর-ভাবযুক্ত; যাহা দ্বারা কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মে এমন, positive. ভাব আত্মা যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -**ত্মিকা**। [বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভাবানো—চিন্তাকুল করা; চিন্তা করানো।

ভাবান্তর—ভিন্ন ভাব; মনের গতির পরিবর্তন; চালচলনের পরিবর্তন। অন্য ভাব, নিত্য। বি; ক্লী।

ভাবাবেশ—কল্পনাজনিত আত্মহারা ভাব; ভাবের উদ্রেক; তন্ময়তা। ৬ষ্ঠীতৎ অথবা মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ভাবার্থ—সার কথা, গূঢ় অর্থ, তাৎপর্য। ভাব প্রকাশক অর্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ভাবিক—১। স্বাভাবিক; উদ্দীপক; রসাত্মক; ভবিষ্যৎকালিক; ভাবযুক্ত। বিণ। ২। অলংকার বিঃ [ভট্টিকাব্যের দ্বাদশ সর্গ ইহার উদাহরণ]। ভাব+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

ভাবিত—চিন্তিত; অঙ্গীকৃত; মিশ্রিত; আর্দ্রীকৃত; বাসিত; প্রাপ্ত; প্রাপিত; শুদ্ধ; পবিত্রীকৃত; সংস্কৃত; প্রমাণীকৃত। ভূ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভাবিতাত্মা (-ত্মন্)—বিশুদ্ধাত্মা। ভাবিত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

ভাবিনী—১। কামুকী স্ত্রী; স্ত্রী-মাত্র; বর্তমানপ্রাগ্‌ভাবপ্রতিযোগিনী; মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা। ভাব+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। যাহা ঘটিবে এমন, ভবিষ্যৎকালবর্তিনী। ভাবিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভাবী (ভাবিন্)—ভবিষ্যৎ; আগামী ('—কাল')। ভূ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

ভাবুক—১। ভাবগ্রাহক; চিন্তাশীল; ভাবপ্রবণ; শুভজনক। বিণ। ২। মঙ্গল, শুভ। ভূ+উকঞ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ভাবুনে—কৌতুকপ্রিয়; কপটভাপ্রিয়; বিলাসপ্রিয়। প্রা কপ্র। বিণ।

ভাবোচ্ছ্বাস—কল্পনার আবেগ; ভাবস্ফীতি। ভাবের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাবোদয়, ভাবোদ্রেক, ভাবোন্মেষ—ভাবের সঞ্চার; ভাবের প্রথম প্রকাশ। ভাবের উদয়, উদ্রেক, উন্মেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভাবোদ্দীপক—ভাবের সঞ্চারকারী; প্রেরণাদায়ক; মনে কল্পনা ভক্তি ইঃর সঞ্চারকারী। ভাবের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

ভাবোন্মাদ—ভাবের আবেগে বিহ্বলতা। ভাব-জনিত উন্মাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ভাম—১। সূর্য; দীপ্তি। ভা+ম কর্তৃ। ২। কোপ। ভাম্+ঘঞ্ ভাব। ৩। ভগিনীপতি। ভাম্+অচ্ কর্তৃ; অথবা ভা+ম কর্তৃ। বি; পুং। ৪। ভোঁদড়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্থলচর জন্তু বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভামা—কোপনা স্ত্রী; নারী; সত্যভামা। ভাম্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভামিনী—অতিকোপনা বা মানবতী স্ত্রী; নারী। ভাম্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভামী (ভামিন্)—ক্রুদ্ধ, কোপান্বিত। ভাম্ (ক্রুদ্ধ হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

ভায়রা, ভায়রা-ভাই—স্ত্রীর ভগিনীপতি, শ্যালীপতি। বাংপ্র। বি।

ভায়া—ভাই। বাংপ্র। বি।

ভারাজ—ভ্রান্তি। বাংপ্র। বি।

ভার—১। গুরুত্ব। ভৃ (পালন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। বোঝা; রাশি, সমূহ; সম্পাদন তত্ত্বাবধান ভরণপোষণ ইঃর দায়িত্ব, charge. ভৃ+ঘঞ্ কর্ম। ৩। পরিমাণ বিঃ, অষ্টাদশ সহস্র তোলকাত্মক ভার; বাঁক। ভৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৪। কঠিন ("তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার"—রবীন্দ্র); দুর্বহ, ভারী; মলিন, বেজার। বাংপ্র। বিণ। ৫। মনে হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভারকেন্দ্র, -মধ্যবিন্দু—কোন বস্তুর যে বিন্দুতে ইহার সর্বদেহের ভার কেন্দ্রীভূত

হয় তাহা, centre of gravity; সর্বাপেক্ষা—গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বা বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

ভারক্রান্ত—ভারী জিনিস বহন করিতে করিতে অবসন্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারগ্রস্ত—যাহার উপরে ভার পড়িয়াছে এরূপ, ভারাক্রান্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারত—১। ভারতবর্ষ। ভরত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ২। মহাভারত। ভরত+অণ্ অধিকৃতার্থে। ৩। ভরতপুত্র। ভরত+অণ্ কৃতার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ—**ভারতীয়**। ৪। নট; অগ্নি। ভরত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ৫। ভরতের সন্তান বা বংশধর। ভরত+অঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ৬। ভরত-বংশীয়। ভরত+অণ্ তদ্বংশীয় অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

ভারতগৌরব—১। ভারতবর্ষের গর্ব ও প্রাধান্যের বিষয়। ভারতের গৌরব, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বলকারী; ভারতের গৌরববর্ধনকারী ব্যক্তি। ভারতের গৌরব যাহা দ্বারা, বহু। বিণ, বা বি; পুং।

ভারতবর্ষ—এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশ বিঃ, হিন্দুস্থান। ভারত (ভরতশাসিত) বর্ষ (দেশ), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভারতবর্ষীয়—ভারতবর্ষবিষয়ক; ভারতে জাত। ভারতবর্ষ+ঈয় ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ভারতবাসী (-বাসিন্)—ভারতবর্ষের অধিবাসী। উপতৎ; ভারত—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

ভারতমাতা—জননীস্বরূপা ভারতভূমি। রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভারতললনা—ভারতবর্ষের নারী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; স্ত্রী।

ভারতসন্তান—ভারতবর্ষের অধিবাসী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভারতী—১। সরস্বতী। (ভারতীর অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী এই অর্থে) ভারতী +অণ্+ঈপ্। ২। বচন, বাক্য; সন্ন্যাসীদিগের উপাধি বিঃ; অলংকারোক্ত বৃত্তি বিঃ। ভৃ+অতচ্ কর্তৃ=ভরত; ভরত +অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভারতীয়—ভারতে উৎপন্ন; ভারতে জন্ম-গ্রহণকারী; ভারতসম্বন্ধীয়। ভারত+ঈয়। বিণ।

ভারদ্বাজ—১। ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র; দ্রোণাচার্য; অগস্ত্যমুনি; মঙ্গলগ্রহ; বৃহস্পতিপুত্র; ভারুইপাখি। ভরদ্বাজ (মুনি বিঃ, পাখি বিঃ)+অণ্ স্বার্থে, অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। ভরদ্বাজবংশ-সম্বন্ধীয়। ভরদ্বাজ+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-জী**।

ভারবাহ, -বাহক, -বাহী (-হিন্)—যে বোঝা বহন করিতে পারে এমন, বোঝাবহনকারী; মুটিয়া। উপতৎ; ভার—বহ্+অণ্ কর্তৃ; ভারের বাহক, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; ভার—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহী, -বাহিকা, -বাহিনী**।

ভারভুর—আড়ম্বর, জাঁক। প্রা কপ্র। বি।

ভারভৃৎ—১। ভারধারক বা বহনকারী। বিণ। ২। বিষ্ণু। ভার—ভৃ (ধারণ করা) +ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভারমধ্য—বস্তুর যে স্থানে ভার কেন্দ্রীভূত হয় তাহা, centre of gravity. ভারের মধ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভারমধ্যবিন্দু—'ভারকেন্দ্র' দ্রঃ।

ভারযষ্টি—বাঁক, ভারবহনদণ্ড। ভারবাহিকা যষ্টি (লাঠি), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভারসহ—যাহা ভারে ছিঁড়িয়া পড়ে না এমন, ভারসহনসমর্থ। ভার—সহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

ভারহার—ভারবাহক, মুটিয়া। উপতৎ; ভার—হৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

ভারহীন—যাহার ওজন নাই এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারা—ইটের বাড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য রাজমিস্ত্রিগণ বাঁশের যে মাচা বাঁধে তাহা, মঞ্চ, বোঝা। বাংপ্র। বি।

ভারাক্রান্ত—কোন কিছুর ভারে কাতর; চিন্তাকুলিত। ভার দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভারাভারা—রাশিরাশি। বাংপ্র। বিণ।

ভারার্পণ—ভার দেওয়া, দায়িত্বপ্রদান। ভারের অর্পণ (দান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভারি—যাহার ওজন খুব বেশী এমন; খুব, অত্যধিক। ভার+ই বিশিষ্টার্থে (বাংপ্র)। বিণ।

ভারিক—ভারবাহক, ভারী; ভারযুক্ত। ভার+ইক বহনার্থে, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ভারিক্কি, ভারিক্কে—মাতব্বর ধরনের, মুরুব্বির মত গম্ভীর। বাংপ্র। বিণ।

ভারিভুরি—ভড়ং; আড়ম্বর; দম্ভ; চালাকী। বাংপ্র। বি।

ভারী (ভারিন্)—ভারবাহক; যাহার ওজন খুব বেশী এমন, গুরু; মূল্যবান্; কড়া; গম্ভীর; ফোলা-ফোলা। ভার+ইন্ অথবা ঈ (বাং) আছে অর্থে। বিণ।

ভারী—যে বাঁকে করিয়া জল বহন করে এরূপ লোক। ভার+ঈ বাহকার্থে। বাংপ্র। বি।

ভারুই—ভরতপক্ষী। <ভরত। বি।

ভার্গব—শুক্রাচার্য; পরশুরাম; ধনুর্ধর; গজ, হস্তী। ভৃগু+অণ্ অপত্যার্থে, গোত্রা-পত্যার্থে। বি; পুং।

ভার্গবী—পার্বতী; শ্রী, লক্ষ্মী; দূর্বা; বিদ্যা বিঃ। ভার্গব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভার্জি(র্জ্জি)ত—যাহা ভাজানো হইয়াছে এমন; ভাজা। ভ্রস্জ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভার্যা(র্য্যা)—পত্নী, জায়া, স্ত্রী। ভৃ+ণ্যৎ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভার্যা(র্য্যা)ট—যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের সহিত সংগম করিতে অনুমতি দেয়। ভার্যা—অট্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভার্যা(র্য্যা)পতি—স্বামি-স্ত্রী, জায়াপতি। ভার্যা এবং পতি, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ভাল—১। কপাল, ললাট; অদৃষ্ট; দীপ্তি, তেজ; চূড়া। ভা—লা+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। উত্তম; মঙ্গল; বিশুদ্ধ; যোগ্য; শোভন; সুসংগত। বি বা বিণ। ৩। উপকার, হিত; নিরাপত্তা। <ভদ্র। বি। ৪। মন্দ ('— দক্ষিণা দিয়েছ')। বাংপ্র। বিণ। **ভাল রে ভাল**—বিরক্তি বা অসন্তোষপ্রকাশক কথা। **ভালয় ভালয়**—কোন প্রকার বিপদে না পড়িয়া, ভাল অবস্থাতেই।

ভালবাসা—১। অনুরাগ, প্রীতি। বি। ২। স্নেহ করা; পছন্দ করা; ভাল বোধ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভালমন্দ—হিতাহিত; উত্তম ও নিকৃষ্ট; শুভাশুভ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ভালমানুষ—নিরীহ লোক; সাধু ও শান্তলোক; সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

ভালা—ভাল। প্রা কপ্র। বিণ।

ভালাই—শুভ, মঙ্গল; উৎকর্ষ। ভাল্+আই ভাবে। বাংপ্র। বি।

ভালি—ভাল। প্রা কপ্র। অ।

ভালুক, ভালূক—ভল্লুক, ঋক্ষ। ভল্ (বধ করা)+উক, ঊক কর্তৃ; ভলুক, ভলূক +অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ভালো—ভাল (২) (তাহা দ্রঃ)।

ভাল্লুক, ভল্লুক—ভালুক, ঋক্ষ। ভল্ (বধ করা)+উক, ঊক কর্তৃ; ভল্লুক, ভল্লূক +অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ভাশুর—স্বামীর বড় ভাই। <ভ্রাতৃশ্বশুর। বি।

ভাশুর-ঝি—স্বামীর বড় ভাইয়ের মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ভাশুর-পো—স্বামীর বড় ভাইয়ের ছেলে। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

ভাষ—১। কথা, বচন। ভাষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাষক—যে বলে। ভাষ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভাষিকা**।

ভাষণ—বলা, কথন; বক্তৃতা; বিবৃতি। ভাষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**ভাষণীয়, ভাষিত**।

ভাষনি—বাক্য। প্রা কপ্র। বি।

ভাষা—১। যাহা দ্বারা মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায় তাহা, যাহার সাহায্যে লোকে কথাবার্তা বলে তাহা, সংস্কৃত বাঙ্গালা প্রঃ বাক্যরীতি; ভাবপ্রকাশক শব্দসমষ্টির বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী; ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গী। ভাষ্‌+অ কর্ম+আপ্‌। ২। অর্থযুক্ত কথন। ভাষ্‌+অ ভাব+আপ্‌। ৩। বাগ্দেবতা। ভাষ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ৪। বলা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাষাতত্ত্ব—ভাষাবিষয়ক বিজ্ঞান, ভাষার উৎপত্তি বিকৃতি বিবর্তন স্বরূপ প্রঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ভাষাতীত—যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমন। ভাষাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

ভাষান্তর—অন্য ভাষায় অনুবাদ; ভিন্ন ভাষা। অন্য ভাষা, নিত্য। বি; ক্লী।

ভাষান্তরিত—এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় পরিবর্তিত। ভাষান্তর+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ। [বিণ।

ভাষিক—ভাষাসম্বন্ধীয় ('— সাম্রাজ্যবাদ')।

ভাষিত—১। কথিত, উক্ত। ভাষ্‌ (বলা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ভাষা, বচন, উক্তি। ভাষ্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ভাষিতপুংস্ক—(ব্যাক) যাহার (যে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের) পুং-রূপ হয় (যেমন—সুন্দরী, সুন্দর)। ভাষিত-পুমান্‌ যৎকর্তৃক, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

ভাষী (ভাষিন্‌)—কথক, কথনকারী (ইহা প্রায় সমাসান্ত শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়; যেমন, কটুভাষী)। ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভাষিণী**।

ভাষ্য—১। ব্যাখ্যা, সূত্রবিবরণগ্রন্থ। বি; ক্লী। ২। কথনীয়। ভাষ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

ভাষ্যকার—ব্যাখ্যাকারক। উপতৎ; ভাষ্য—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

ভাস—দীপ্তি, উজ্জ্বলতা; শোভা। ভাস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

ভাসন্ত—ভাসমান, যাহা ভাসিতেছে এমন। ভাস্‌+অন্ত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

ভাসমান—১। দীপ্তিমান্‌, শোভমান্‌; দীপ্যমান্‌। ভাস্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। ২। যাহা জলে ভাসিতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ভাসা—জলের উপর বা বায়ুর উপর অবস্থান করা বা চলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভাসান—মনসা প্রঃ বিষয়ক গান। বাংপ্র। বি।

ভাসানো—প্রতিমা জলে ডুবানো; জলের উপর অবস্থান করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া; প্লাবিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভাসা-ভাসা—অস্পষ্ট; অগভীর। বাংপ্র। বিণ।

ভাসী (ভাসিন্‌)—উজ্জ্বল। ভাস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভাসিনী**।

ভাস্কর—১। দীপ্যমান্‌, দীপ্যযুক্ত। বিণ। বি, -**তা**। ২। স্ফটিক; বীর। ভাস্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘুরচ্‌ কর্তৃ, শীলাদ্যর্থে। বি; পুং।

ভাস্করতাপাদন—যে প্রক্রিয়াদ্বারা জল দ্রবলৌহ প্রঃ শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে একপ্রকার মনোহর আকার ধারণ করে তাহা, crystallisation. ভাস্করতা—পদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

ভাস্কর—১। সূর্য; অগ্নি; অর্কবৃক্ষ; পণ্ডিত ভাস্করাচার্য; বীর; যে প্রস্তরাদিতে মূর্তি ও অক্ষরাদি ক্ষোদিত করে; (প্রা বাং) মৃন্ময়মূর্তিকার। বি; পুং। ২। স্বর্ণ। ভাস্‌—কৃ+ট কর্তৃ। বি; ক্লী।

ভাস্বতী—দীপ্তিযুক্তা; গ্রহণ প্রঃ গণনার গ্রন্থ বিঃ। ভাস্‌+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঙীপ্‌। বিণ, বা বি; স্ত্রী।

ভাস্বান (ভাস্বৎ)—সূর্য; দীপ্তিযুক্ত। ভাস্‌+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ।

ভাস্বর—১। দীপ্যমান্‌, দীপ্তিযুক্ত, দীপ্তিশীল। বিণ। ২। সূর্য; দিবস। ভাস্‌+বরচ্‌ কর্তৃ, শীলাদ্যর্থে। বি; পুং।

ভিকিরি—ভিক্ষুক। প্রাদে। বি।

ভিক্ষা—১। পরের কাছে মাগা, অনুগ্রহ চাওয়া, প্রার্থনা; সেবা; ভৃতি। ভিক্ষ্‌+অ ভাব+আপ্‌। ২। একগ্রাস অন্ন; যাচিত বস্তু। ভিক্ষ্‌+অ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষাচর্যা(র্য্যা)—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ, ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষা—চর্‌+কাপ্‌ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষাজীবী (-জীবিন্‌)—ভিখারী, ভিক্ষুক। উপতৎ; ভিক্ষা—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -**জীবিনী**।

ভিক্ষান্ন—ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত খাদ্য। ভিক্ষালব্ধ অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

ভিক্ষাপাত্র—ভিক্ষাসংগ্রহের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ভিক্ষাপুত্র, -পুত্র—যে দ্বিজপুত্র উপনয়নের সময়ে ব্রতভিক্ষা-গ্রহণপূর্বক কাহারও পুত্রস্থানীয় হয় সে। ভিক্ষালব্ধ পুত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি।

ভিক্ষাবৃত্তি—ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা-নির্বাহ, ভিক্ষারূপ ব্যবসায়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষাভাণ্ড—ভিক্ষাপাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ভিক্ষামা—যে স্ত্রীলোক উপনয়ন সময়ে কোন দ্বিজপুত্রকে ব্রত ভিক্ষাদানপূর্বক তাহার মাতৃস্থানীয়া হয় সে। ভিক্ষালব্ধা মা, মধ্যপ কর্মধা। বি।

ভিক্ষার্থী (-র্থিন্‌)—ভিক্ষুক, ভিখারী, যাচক। উপতৎ; ভিক্ষা—অর্থ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**র্থিনী**।

ভিক্ষালব্ধ—পরের নিকট হইতে মাগিয়া আনা, ভিক্ষা করিয়া পাওয়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভিক্ষাশী (-শিন্‌)—ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষুক। উপতৎ; ভিক্ষা—অশ্‌ (ভোজন করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**শিনী**।

ভিক্ষু—১। পরিব্রাজক; ভিক্ষোপজীবী; চতুর্থাশ্রমী; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিঃ। বি; পুং। ২। ভিক্ষাজীবী। ভিক্ষ্‌+উ কর্তৃ। বিণ।

ভিক্ষুক—যাচক, ভিক্ষাজীবী। ভিক্ষু+কন্‌ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভিক্ষুকা**।

ভিখ—ভিক্ষা। কপ্র। বি।

ভিখারী—ভিক্ষুক। <ভিক্ষাকারী। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**ভিখারিনী**।

ভিগা—ভিজিয়া যাওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভিগেও, ভিগেল—সিক্ত হইল, ভিজিয়া গেল ("নয়ন পঙ্কজ লোরে ভিগেও"—চন্দ্রশেখর)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভিজা, ভেজা—১। সিক্ত; উৎসাহহীন; নরম। ভিজ+আ কর্তৃ। বিণ। **ভিজা বিড়াল**—কাহারও সামনে যথোচিত তেজবীর্য প্রকাশে অক্ষম, দুর্বলচেতা, সাহসহীন। ২। সিক্ত হওয়া; দয়ায় গলিয়া যাওয়া; রাজী হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভিজানো, ভেজানো—সিক্ত করা; কোমল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভিজিট—চিকিৎসার্থ আহূত চিকিৎসককে প্রদেয় অর্থ, ডাক্তারের দর্শনী, ফী। <ইং 'visit'. বি।

ভিটকিলি, ভিটকেলি—চাতুরী; ভণ্ডামি; বুজরুকি; (বিশেষতঃ) রোগের বা অসহায়তার ভান। ভিটকেল+ই ভাবে। বাংপ্র। বি। [বিণ।

ভিটকেল—বিশ্রী; ধড়িবাজ। বাংপ্র।

ভিটা, ভিটে—বসতিস্থান, বাস্তুভূমি। <ভিত্তি। বি।

ভিটামিন—জীবমাত্রেরই পুষ্টি বা বৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া প্রমাণিত পদার্থ বিঃ। <ইং 'vitamin'. বি।

ভিড়—লোকসমূহ, জনতা। বাংপ্র। বি।

ভিড়া—নিকটে যাওয়া; তীরের নিকট

আনা; একত্র হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ভিড়ানো—জুটানো; তীরের নিকটে আনা; তীরলগ্ন করা; কাছে আনা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভিত—১। দিক্, ধার; দেওয়ালের প্রশস্ত-পরিমাণ উচ্চ ভূমি। <ভিত্তি। ২। দেওয়াল; ভিত্তি। প্রা কপ্র। বি।

ভিতর—১। মধ্যস্থল, অভ্যন্তর। বি। ২। ভিতরে অবস্থিত। <অভ্যন্তর। বিণ।

ভিতরে ভিতরে—গোপনে গোপনে।

ভিতর-বাড়ি—অন্তঃপুর, মেয়েমহল। বাড়ির ভিতর, একদেশী। বি। [বিণ।

ভিতিভিতি—চতুর্দিকে। প্রা কপ্র। ক্রি-

ভিত্তি—১। দেওয়াল; প্রদেশ; (গবাদি শব্দের পরবর্তী হইলে) প্রশস্ত অংশ। ভিদ্+ক্তি কর্ম। ২। প্রভেদ; বিভাগ। ভিদ্+ক্তি ভাব। ৩। গোড়া, বুনিয়াদ, ভিত। বাংপ্র। বি।

ভিত্তিকা—ভিত্তি, দেওয়াল। ভিত্তি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভিত্তিপ্রস্তর—বুনিয়াদের প্রথম পাথর বা ইট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [স্ত্রী।

ভিত্তিমূল—ভিত, বুনিয়াদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

ভিত্তিহীন—অমূলক। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভিদভিদে—অসরল; অস্পষ্টভাষী। বাংপ্র। বিণ।

ভিদ্যমান—যাহা ভেদ করা হইতেছে এমন। ভিদ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ভিন—ভিন্ন; আলাদা। কপ্র। বিণ।

ভিন্দিপাল—প্রাচীনকালের ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিঃ। ভিন্দি (ভেদন)—পালি (রক্ষা করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভিন্ন—১। অন্য; বিদীর্ণ; বিশীর্ণ; শিথিলীকৃত; বিকশিত; প্রতিফলিত; সংগত; বিকসিত; মিশ্রিত; মিলিত; মদস্রাবী; খলিত; লুণ্ঠিত; বহুলীভূত; স্পষ্ট; নিরস্ত; মর্দিত; ছিন্ন; ভগ্ন; বিভক্ত, খণ্ডিত; বিদলিত; বিদারিত। বিণ। ২। ছাড়া, বিনা, ব্যতীত। বাংপ্র। অ।

ভিন্নজাতীয়—অন্য বর্ণের; অপর শ্রেণীর। ভিন্না জাতি, কর্মধা; তদুত্তরে+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি, -তা।

ভিন্নরুচি—পৃথক্ রুচি বা প্রকৃতিবিশিষ্ট। ভিন্ন রুচি যাহার, বহু। বিণ।

ভিন্নার্থ—১। অন্যরূপ তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য-যুক্ত। ভিন্ন অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ২। অন্য প্রয়োজন, উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য। কর্মধা। বি; পুং।

ভিন্নার্থক—অন্যরূপ অর্থ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনযুক্ত। ভিন্ন অর্থ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -র্থিকা।

ভিমরুল—বোলতাজাতীয় একপ্রকার পতঙ্গ, hornet. <ভৃঙ্গরোল। বি।

ভিয়ান—মিষ্টান্ন দ্রব্যের পাক। বাংপ্র। বি।

ভিরকুটি—ভ্রূভঙ্গী; স্পর্ধা; দুষ্টামি; অথবা চাঞ্চল্য। <ভ্রূকুটি। বি।

ভিরমি—আকস্মিক মূর্ছা। <ভ্রমি। বি।

ভিল্ল—ভারতীয় আদিম জাতি বিঃ, ভীল। ভিল্+লক্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভিষক্ (ভিষজ্)—বৈদ্য, চিকিৎসক। ভিষজ্+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভিস্তি—চর্মনির্মিত বৃহৎ জলপাত্র বিঃ। <ফা 'বিহিশ্‌ং'। বি।

ভিস্তি, ভিস্তী—জলবাহক, মশকে করিয়া যে জল বহে। ফা-মূ। বি।

ভিস্তিওয়ালা—যে ভিস্তিতে করিয়া জল বহন করে এরূপ ব্যক্তি। ভিস্তি+ওয়ালা স্বার্থে। ফা-মূ। বি।

ভীড়ন—যুদ্ধ ("ভীড়নে চলিল বঙ্গ বাইশ হাজার"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

ভীত—শঙ্কিত, ভয়যুক্ত, ত্রস্ত। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ভীতি—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা; কম্প। ভী+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ভীতিকর—যাহা ভয় জন্মায় এমন, ভীষণ। উপপতৎ; ভীতি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

ভীতিপ্রদ—ভয়জনক। উপপতৎ; ভীতি—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

ভীতিবিহ্বল—ভয়ে বিমূঢ়, ভয়ে অভিভূত। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভীতু, ভিতু—যে অল্পেতেই ভয় পায় এমন, ভীরু। <ভীত। বিণ।

ভীম—১। (মহাভারত) দ্বিতীয় পাণ্ডব; শিব; দময়ন্তীর পিতা; ভয়ানকরস; অম্লবেতস। বি; পুং। ২। ঘোর, ভীষণ ভয়ানক। ভী+মক্ অপা। বিণ।

ভীমদর্শন—যাহার চেহারা দেখিলে মনে ভয় হয় এমন, ভীষণাকৃতি। বহু। বিণ।

ভীমদ্বাদশী—মাঘমাসীয় শুক্লা দ্বাদশী। ভীমোপাস্যা দ্বাদশী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভীমনাদ—১। সিংহ। ভীম নাদ যাহার, বহু। ২। ভয়ানক শব্দ। কর্মধা। বি; পুং।

ভীমপরাক্রম—১। ভীষণ-বীরত্বসম্পন্ন। বিণ। ২। বিষ্ণু। ভীম (ভয়ংকর) পরাক্রম যাঁহার, বহু। ৩। ভীষণ তেজ বিক্রম বা শক্তি। কর্মধা। বি; পুং।

ভীমরতি—পদে পদে ভ্রম, বার্ধক্যের জন্য বুদ্ধিভ্রংশ, dotage. <ভীমরথী বা (কাহারও মতে) ভ্রমার্তি। বি।

ভীমরথী—প্রাচীন অবস্থা বিঃ, ৭৭ বৎসর ৭ মাসের ৭মী রাত্রি। বি; স্ত্রী। (কাহারও মতে ভ্রমার্তি হইতে গঠিত অর্বাচীন সংস্কৃত।)

ভীমরুল—ভিমরুল (তাহা দ্রঃ)।

ভীমল—ভয়ংকর। ভীম (ভয়ংকরাকার)+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ভীমসেন—(মহাভারত) দ্বিতীয় পাণ্ডব, বৃকোদর; কর্পূর বিঃ; জন্মেজয়ের পুত্র; জন্মেজয়ের ভ্রাতা। ভীমা সেনা যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ভীমা—১। দুর্গা; প্রমীলা সুন্দরী; কশা; রোচনাখ্য গন্ধদ্রব্য; নদী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। ভয়ংকরা। ভীম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভীমৈকাদশী—মাঘমাসের শুক্লা একাদশী। ভীমোপাস্যা বা ভীমপ্রিয়া একাদশী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভীরু—১। ভীতু, ভীতস্বভাব। বিণ। বি, -তা। ২। শৃগাল; ইক্ষু বিঃ। ভী+ক্রু কর্তৃ। বি; পুং।

ভীরুস্বভাব—১। স্বভাবতঃ ভীত; ভয়শীল। বহু। বিণ। ২। ভয় পাওয়ার স্বভাব, ভয়শীলতা। কর্মধা। বি; পুং।

ভীরুহৃদয়—১। মৃগ, হরিণ। বি; পুং। ২। সব কাজেই যাহার মনে ভয় হয় এমন। ভীরু হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

ভীষণ—১। ভয়ংকর, ভীতিপ্রদ; দারুণ; গাঢ়; দৃঢ়। বিণ। বি, -তা। ২। শিব; বৃক্ষ বিঃ; ভয়ানক রস; কপোত; কন্দুরুক; হিন্তাল; শল্লকী। ভী+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। ভয়প্রদর্শন। ভীষি+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ভীষ্ম—১। (মহাভারত) শান্তনু রাজার পুত্র, গাঙ্গেয়। বি; পুং। ২। ভয়ানক, ভয়ংকর। ভী+মক্ অপা (ষ-আগম)। বিণ।

ভীষ্মজননী—ভীষ্মের মাতা, গঙ্গাদেবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভীষ্মপঞ্চক—কার্তিকী শুক্লা একাদশী অবধি পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চ তিথিতে কর্তব্য ব্রত বিঃ; ঐ পাঁচ তিথি। ভীষ্মোপদিষ্ট পঞ্চক, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমী (ভীষ্মের মৃত্যুতিথি)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভুও—মিথ্যা; অসার; ফাঁপা। বাংপ্র। বিণ।

ভুঁই—জমি, ভূমি। <ভূমি। বি।

ভুঁইফোড়—যাহা মাটি ভেদ করিয়া হঠাৎ দেখা দিয়াছে এমন; (তাহা হইতে) হঠাৎ আবির্ভূত বা উন্নত অবস্থা-প্রাপ্ত; হঠাৎ বড়লোক, upstart; অদ্ভুত। ভুঁই ফুঁড়িয়া উঠে যে, উপপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

ভুঁইয়া, ভুঞা—উপাধি বিঃ; ভৌমিক; ভূম্যধিকারী। <ভৌমিক। বি।

ভুঁড়ি—বড় পেট, বৃহৎ উদর। বাংপ্র। বি।
ভুঁড়েল, ভুঁড়ো—বৃহৎ-উদরযুক্ত। ভুঁড়ি+এল, ও বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।
ভুঁতি, ভুতি, ভুতুড়ি—নাড়ীভুঁড়ি; কাঁটালের মধ্যের অখাদ্য অংশ। প্রাদে। বি।
ভুঁদো—স্থূলকায়; বোকা। বাংপ্র। বিণ।
ভুক, ভুখ—ক্ষুধা। বাংপ্র। বি।
ভুক্ত—১। যাহা খাওয়া হইয়াছে এমন, ভক্ষিত; উপভুক্ত; অন্তর্গত ('রাজ্যভুক্ত')। ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্ত কর্ম। ২। যে খাইয়াছে এমন, কৃতভোজন। ভুজ্+ক্ত ভাব+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।
ভুক্তভোগী (-ভোগিন্)—যে পূর্বে কোন বিষয়ে ভুগিয়াছে এমন। ভুক্ত এমন ভোগ, কর্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ভোগিনী। [ক্লী।
ভুক্তভোজন—চর্বিতচর্বণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
ভুক্তাবশেষ—উচ্ছিষ্ট, ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা। ভুক্তোদ্ধৃত অবশেষ, মধ্যপ কর্মধা বা, ভুক্তের অবশেষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ভুক্তি—ভোজন; ভোগ; দখল। ভুজ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
ভুখ—'ভুক' দ্রঃ।
ভুখল—ক্ষুধিত। প্রা কপ্র। বিণ।
ভুখলি—দুর্বল; ক্ষুধার্ত। প্রা কপ্র। বিণ।
ভুখা—ক্ষুধার্ত। হি। বিণ। **ভুখা মিছিল**—ক্ষুধিত অন্নপ্রার্থী লোকদের সমাবেশ, hunger march.
ভুখিল—ক্ষুধিত। প্রা কপ্র। বিণ।
ভুগা, ভোগা—কষ্ট পাওয়া; ভোগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
ভুগানো, ভোগানো—ক্লেশ প্রদান করা; ভোগ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ভুগ্ন—বাঁকা, বক্র; বেগাদি দ্বারা কুব্জীকৃত; নত। ভুজ্ (কুটিল হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
ভুজ—১। বাহু, হস্ত। ভুজ্ (ভোজন করা)+ক ঘঞর্থে করণ (নিপা)। ২। ভূর্জপত্র; ধনুকের আকৃতি; গোলাকার বস্তু; ত্রিকোণাদিক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা, side. বি; পুং। ৩। কুটিল। ভুজ্+ক কর্তৃ। বিণ।
ভুজই—ভোগ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভুজকোটর—বগল, কক্ষ। ভুজের (বাহুর) কোটর (খোড়ল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।
ভুজগ—সাপ, ফণী; বিট। ভুজ (বক্র)—গম্+ড কর্তৃ। বি; পুং।
ভুজগী—সর্পী, স্ত্রীজাতীয় সর্প; ক্রূরা স্ত্রী। ভুজগ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম—সর্প, ফণী; অশ্লেষা-নক্ষত্র। ভুজ—গম্+খচ্ (ড), খচ্ কর্তৃ। বি; পুং।
ভুজঙ্গপ্রয়াত—দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ ("ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে, অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে"—ভারত)। ভুজঙ্গের প্রয়াতের (গমনের) ন্যায় প্রয়াত যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।
ভুজঙ্গী—স্ত্রী-জাতীয় সর্প। ভুজঙ্গ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
ভুজপাশ, -বন্ধন—আলিঙ্গন; বাহুদ্বারা বেষ্টন। ভুজকৃত পাশ, মধ্যপ কর্মধা; ভুজ দ্বারা বন্ধন, ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।
ভুজবল—বাহুগত ক্ষমতা; শক্তি, ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। [ক্লী।
ভুজমধ্য—ভুজান্তর, ক্রোড়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
ভুজলতা—লতার মত সুন্দর বাহু। উপমিত কর্মধা বা রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।
ভুজা—১। চালভাজা। বাংপ্র। বি। ২। বক্র, কুটিল। ভুগ্ন+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
ভুঞ্জা—অতিবাহিত করা; ভোগ করা। কপ্র। ক্রি।
ভুঞ্জিত—অতিবাহিত; ভুক্ত। কপ্র। বিণ।
ভুঞ্জিল—অতিবাহিত করিল; ভোগ করিল। কপ্র। ক্রি।
ভুট্টা—জনার, মকা, maize. হি। বি।
ভুড়ভুড়—বুদ্‌বুদ শব্দ; গন্ধ বাহির হওয়ার প্রকার বিঃ। বাংপ্র। অ।
ভুড়ভুড়ি—১। বুদ্‌বুদ। বাংপ্র। বি। ২। অফুরন্ত ভাবে জলবুদ্‌বুদের মত (বাহির হওয়া)। প্রাদে। ক্রি-বিণ।
ভুতি, ভুতুড়ি—'ভুঁতি' দ্রঃ।
ভুতুড়ে—'ভূতুড়ে' দ্রঃ।
ভুনিখিচুড়ি—ভাজা চাল ডাল হইতে প্রস্তুত খিচুড়ি। বাংপ্র। বি।
ভুবঃ (ভুবস্), (> -ভুব)—আকাশ, অন্তরীক্ষ। ভূ+অসুক্ কর্তৃ (নিপা)। অ।
ভুবন—জগৎ, সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দশ; জল; আকাশ। ভূ (হওয়া)+অন (ক্যুন্) কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।
ভুবনজয়ী (-জয়িন্)—জগৎ-বিজেতা, যে জগতের সবাইকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে এমন। উপতৎ; ভুবন—জি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জয়িনী।
ভুবনপাবন—পৃথিবীর পাপনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। স্ত্রী, -না, -নী।
ভুবনবিজয়ী (-জয়িন্)—পৃথিবীজয়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।
ভুবনমোহন—পৃথিবীর লোকের মনোমোহকর, যে বা যাহা ত্রিভুবনকে মুগ্ধ করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।
ভুবনেশ্বর—১। ত্রিভুবনের অধিপতি। ভুবনের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শিবলিঙ্গ বিঃ; পুরীর নিকটবর্তী তীর্থস্থান বিঃ (এই স্থানের মন্দির প্রাচীন স্থপতি-শিল্পের একটি বিশেষ নিদর্শন)। বি; পুং।
ভুবনেশ্বরী—দশমহাবিদ্যামধ্যে দেবী বিঃ; ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তি। ভুবনের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
ভুবর্লোক—পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যপ্রদেশ, সপ্ত ঊর্ধ্বলোকের দ্বিতীয় লোক। ভুবঃই লোক, কর্মধা। বি; পুং।
ভুয়া, ভুয়ো—মিথ্যা; ফাঁপা; অসার। বাংপ্র। বিণ।
ভুরভুর—'ভরভর' দ্রঃ।
ভুরা, ভুরো—গুড় পরিষ্কার করিয়া যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা। বাংপ্র। বি।
ভুরু—ভ্রূ। বাংপ্র। বি।
ভুল—১। ভ্রম, ভ্রান্তি; বিস্মৃতি। বি। ২। ভ্রান্ত, অযথার্থ। <ভ্রম। বিণ।
ভুলল—বিস্মৃত হইল ("তুঁহু কি ভুলল মো-হিয়া-বাটিয়া"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভুলা—বিস্মৃত হওয়া; ভুল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
ভুলানো—মুগ্ধ করা; বিস্মৃত করানো; শান্ত করা; ফুসলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ভুলো—ভ্রমশীল, বিস্মৃতিপ্রবণ, যে সহজেই বিস্মৃত হয় এমন। ভুল+ও (<উয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।
ভুশ, ভুস—জল কাদা ইঃ ভেদ করার শব্দ। বাংপ্র। অ।
ভুশুড়ি—ভূরি পরিমাণ। বাংপ্র। বি।
ভুষি, ভুসি—যব গম প্রঃ শস্যের উপরকার আবরণ, খাদ্যাদির খোসা। <বুষ বা বুস। বি।
ভুষ্টিনাশ—সম্পূর্ণ বিনাশ; ছারখার, ধ্বংস। বাংপ্র। বি।
ভুসা, ভুসো—বাতির ঝুল, কেরোসিনের আলো প্রঃ হইতে ধোঁয়া উঠিয়া যে কালো ঝুল হয় তাহা। <ভস্মন্। বি।
ভুসাকালি, ভুসোকালি—ভুসা দ্বারা প্রস্তুত কালি। ভুসা-রচিত কালি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।
ভূ—পৃথিবী; স্থান, প্রদেশ; আধার; যজ্ঞাগ্নি। ভূ (হওয়া)+কিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।
ভূঁই—ভুঁই (তাহা দ্রঃ)।
ভুঁই, ভুঁইয়া, ভুঞা—সামন্ত; ভৌমিক; ভূম্যধিকারী। <ভৌমিক। বি।
ভুঁইয়া-রাজা, ভুঞা-রাজা—সম্রাটের অধীন রাজা, সামন্ত নৃপতি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
ভূকক্ষা—যে গ্রীবাকৃতি ভূমিখণ্ড অপর

প্রণালী ভূমিখণ্ডদ্বয়কে সংযোজিত করে তাহা, যোজক, isthmus. ভূ কমরাসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূকম্প, ভূকম্পন—ভূকম্প, পৃথিবীর কাঁপুনি, ভূমিজ উৎপাত বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী।

ভূকর্ণ—জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরক্ষবৃত্তের ব্যাসার্ধ, radius of the Equator. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূ-কেন্দ্রীয়—(জ্যোতিষ) পৃথিবীর কেন্দ্র-স্থল হইতে দৃষ্ট বলিয়া কল্পিত, geocentric. ভূর কেন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদুত্তরে ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

ভূগর্ভ(র্ত্ত)—মাটির নীচেকার অংশ, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূগর্ভ(র্ত্ত)স্থ—মাটির নীচের, পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্থিত। উপতৎ ; ভূগর্ভ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

ভূগোল—১। যে শাস্ত্র পাঠ করিয়া পৃথিবীর বিবরণ জানা যায় তাহা, পৃথিবী ও বিভিন্ন দেশের বিবরণ শাস্ত্র, Geography. বি ; স্ত্রী। ২। ভূমণ্ডল, পৃথিবীমণ্ডল। ভূর গোল (মণ্ডল), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূগোলক—১। কাষ্ঠ প্রঃর দ্বারা নির্মিত পৃথিবীর আকৃতিযুক্ত বল, পৃথিবীর প্রতিরূপ, globe. ভূ-প্রতিরূপক গোলক, মধ্যপ কর্মধা। ২। ভূগোল। ভূগোল+কন্ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

ভূগোলবিদ্যা, -শাস্ত্র—যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর সর্বপ্রকার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা। ভূগোল-সম্বন্ধীয় বিদ্যা, শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

ভূচর—যাহারা ভূমিতে বাস করে তাহারা, স্থলচর, মনুষ্য গো অশ্ব প্রঃ। উপতৎ ; ভূ—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

ভূচিত্র—পৃথিবীর বা তাহার যে কোন অংশের মানচিত্র, ম্যাপ, map. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূচ্ছায়া—চন্দ্রগ্রহণকালে চন্দ্রের উপরে পতিত পৃথিবীর ছায়া ; রাহুগ্রহ। ভূর ছায়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূঞা -'ভূঁই' দ্রঃ।

ভূঞারাজা—'ভূঁইয়া-রাজা' দ্রঃ।

ভূত—১। প্রেতযোনি বিঃ ; শিবের অনুচর। বি ; পুং। **ভূত ছাড়ানো**—মন্ত্র পড়িয়া কাহারও উপর হইতে ভূতের আবেশ দূর করা ; কঠোরভাবে প্রহার বা তিরস্কার করা। **ভূতে পাওয়া**—ভূত প্রেত ইঃর দ্বারা আবিষ্ট হওয়া ; কোন ব্যক্তিতে ভূত আসিয়া আশ্রয় করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—অতিশয় বিশৃঙ্খলা। **ভূতের বেগার খাটা**—বিনালাভে বা প্রত্যাশায় খাতে কঠোর পরিশ্রম করা। **ভূতের বোঝা বহা**—অনর্থক কোন গুরুভার বহন করা ; অনর্থক দেহধারণ করা। ২। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ —এই পঞ্চ ; জন্তু ; পিশাচ ; সত্য ; তত্ত্বানুসন্ধান ; চেতনপদার্থ ; প্রাণী। বি ; ক্লী। ৩। উৎপন্ন ; অতীত ; সত্য ; তুল্য, সদৃশ ; স্বরূপ ; উচিত। ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ভূতকাল—অতীত সময়। কর্মধা। বি ; পুং।

ভূতক্রান্তি—ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতগুণ—আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতগ্রস্ত—যাহাকে ভূতে পাইয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভূতচতুর্দ(র্দ্দ)শী—কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী (ইহাকে যমচতুর্দশীও বলে)। ভূত-প্রিয়া চতুর্দশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূততত্ত্ব, -বিদ্যা—বিদ্যুৎ আলো শব্দ উত্তাপ ও চুম্বক প্রঃ পদার্থের ধর্ম-প্রকৃতি-নির্ণায়ক বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান। ভূত-বিষয়ক তত্ত্ব, বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ভূতত্ত্ব—পৃথিবীবিষয়ক বিজ্ঞান। ভূ-বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা ; অথবা, ভূর তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ভূতত্ত্ববিদ্যা—পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে বর্ণনা-বিষয়ক শাস্ত্র, geology. ভূর তত্ত্ব ৬ষ্ঠীতৎ ; তৎসম্বন্ধীয়া বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূতধাত্রী—পৃথিবী, ধরণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতনাথ, -পতি, -ভর্তা (-ভর্তৃ), -ভর্ত্তা (-ভর্ত্তৃ) শিব ; বটুকভৈরব। ভূতের ((পিশাচাদির) নাথ, পতি, ভর্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতনায়িকা—দুর্গা, পার্বতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। ভূতপ্রিয় পক্ষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভূতপূর্ণিমা—আশ্বিনী পূর্ণিমা, কোজাগর-পূর্ণিমা। ভূতপ্রিয়া পূর্ণিমা, মধ্যপ কর্মধা [এই পূর্ণিমাতে ভূতগণ পূজিত হয়]। বি ; স্ত্রী।

ভূতপূর্ব(র্ব্ব)—যাহা পূর্বে ছিল এমন, আগেকার। পূর্বে ভূত, সুপ্‌। বিণ।

ভূতবলি—কাক প্রঃ ইতর প্রাণীকে প্রদত্ত খাদ্য। ৪র্থীতৎ। বি ; পুং।

ভূতভর্তা (-ভর্তৃ)—'ভূতনাথ' দ্রঃ।

ভূতভাবন—জীবের সৃষ্টিকর্তা বা পালন-কর্তা ; বটুকভৈরব, শিব। ভূত—ভূ+ণিচ্ অন কর্তৃ। বি ; পুং।

ভূতযজ্ঞ—জীবদিগকে খাদ্য দেওয়া, কাক প্রঃকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করা [ইহা গৃহস্থের কর্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত]। ভূত-সম্বন্ধীয় যজ্ঞ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভূতযোনি—১। প্রেতজন্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা স্ত্রী। ২। ভূত প্রেত প্রঃ। ভূত যোনি (উৎপত্তি-স্থল) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ভূতল—পাতাল ; ধরাতল, পৃথিবীর উপরি-ভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ভূতলশায়ী (-শায়িন্)—যে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এমন, ধরায় পতিত, ধরাতলশায়ী। উপতৎ ; ভূতল—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

ভূতশুদ্ধি—পূজা-অর্চনার সময় বিশেষ মন্ত্র-দ্বারা শরীর পবিত্রীকরণ, পূজাদিতে বীজ বিঃ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত শরীরস্থ পাপ-পুরুষ দহনপূর্বক শরীর-শোধন। ভূতের (পৃথিব্যাদির) শুদ্ধি (শোধন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতসঞ্চার—ভূতে পাওয়া, ভূতাবেশ। ভূতের (পিশাচাদির) সঞ্চার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতসর্গ—ভূতসৃষ্টি [ইহা চতুর্দশবিধ—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব, কৌবের, রাক্ষস, পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, নাগ, শাকুনিক, সার্প]। ভূতের সর্গ (সৃষ্টি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতাত্মা (-ত্মন্)—শরীর, দেহ ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; পরব্রহ্ম ; যুদ্ধ। ভূত (পৃথি-ব্যাদি) আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ভূতাবাস—শরীর, দেহ ; বিষ্ণু ; বিভীতক-বৃক্ষ। ভূতের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতাবিষ্ট—যাহাকে ভূতে পাইয়াছে এমন, ভূতগ্রস্ত। ভূত কর্তৃক আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

ভূতাবেশ ভূতে পাওয়া, ভূতসঞ্চার। ভূতের আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূতার্থ—যথার্থ, সত্য ; অকৃত্রিম। ভূত (সত্য) অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

ভূতার্থব্যাহৃতি—যাহা সত্য তাহাই বলা ; কিছু বাড়াইয়া বা কমাইয়া না বলিয়া ঠিক ঠিক বলা। ভূতার্থের ব্যাহৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূতি—১। শিবের শরীরস্থ ছাই ; শিবের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ; মহিমা ; সম্পত্তি ; মঙ্গল ; হস্তিশৃঙ্গার, মাতঙ্গের সিন্দূরাদি সজ্জা ; জাতি। ভূ+ক্তি করণ। ২।

উৎপত্তি ; সিদ্ধি ; অভ্যুদয় ; উৎকর্ষ। ভূ+ক্তি ভাবে। বি ; স্ত্রী।

ভূতুড়ে, ভুতুড়ে—১। ভূতের ওঝা, যে ভূতের সাহায্যে চিকিৎসা করে বা ভূত ছাড়ায় এরূপ লোক। বি। ২। ঘৃণিত ; বিশৃঙ্খল ('— কাণ্ড') ; ভূত-সম্বন্ধীয় ('— গল্প') ; ভূতে পরিপূর্ণ ('— জায়গা')। ভূত+উড়ে (<উড়িয়া)। বাংপ্র। বিণ।

ভূতেশ—শিব। ভূতের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূ-ত্বক্ (-ত্বচ্)—পৃথিবীর জলমণ্ডলের নিম্নবর্তী স্তর। ভূর ত্বক্, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

ভূদেব, ভূসুর—ব্রাহ্মণ। ৬ষ্ঠী বা ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ভূধর—পর্বত ; অনন্তদেব ; যন্ত্র বিঃ ; বটুকভৈরব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূনিম্ব—চিরতা। ভূলগ্ন নিম্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভূপ, ভূপতি, ভূপাল—রাজা, নৃপ। ভূ—পা+ক কর্তৃ ; ভূর পতি, ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; ভূ—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ভূপতিত—যে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এমন, ধরাশায়ী। ৭মীতৎ। বিণ।

ভূপাত—(ভূতত্ত্ব) ধস্ ; জঙ্গল পর্বতের স্তর স্খলন, land-slip. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূপাতিত—যাহাকে মাটির উপর ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

ভূপাল—'ভূপ' দ্রঃ।

ভূপুত্রী—সীতা, জানকী। ভূর পুত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূপেন্দ্র রাজশ্রেষ্ঠ। ভূপ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; পুং।

ভূবলয়—ভূমিপরিধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

ভূ-বিষুবরেখা, -বৃত্ত—(ভূগোল) পৃথিবীর নিরক্ষরেখা, equator. ভূর বিষুবরেখা, বৃত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

ভূভার—পৃথিবীতে পাপের বা জনসংখ্যার আধিক্য ; পৃথিবীর ভার বা বোঝা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূভারত—সমগ্র ভারতবর্ষ ; পৃথিবীর সর্বত্র, সকল স্থানে ; কোনও স্থান। বাংপ্র। বি।

ভূভারহরণ—পৃথিবীতে রাক্ষস ও ঘোর অত্যাচারী পাপাশয় অসুর প্রঃর কৃত পাপে সর্বংসহা ধরিত্রীর ভারাধিক্য ঘটিলে ঐ অসুরাদির বিনাশ দ্বারা তাহার দূরীকরণ [ভগবান্ এজন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন]। ভূর (পৃথিবীর) ভার, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার হরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ভূভারহারী (-হারিন্)—যিনি পৃথিবীর পাপাদি দূর করেন এরূপ। উপতৎ ; ভূভার—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

ভূভুৎ—রাজা ("জরাসন্ধ কারাগারে কতেক ভূভুৎ"—ঘনরাম)। <ভূভুক্। প্রা কপ্র। বি।

ভূভৃৎ—পর্বত ; ভূপতি। উপতৎ ; ভূ—ভৃ+কিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ভূম—ভূমি, ক্ষেত্র। <ভূমি। বি।

ভূমণ্ডল পৃথিবী। ভূই মণ্ডল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

ভূময়—মাটিতে ভরা, মৃন্ময় ; যাহার মূলে মাটি এমন, মৃদাত্মক। ভূ+ময়ট্ প্রাচুর্যার্থে, বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

ভূমা (ভূমন্)—১। অধিক, ভূয়িষ্ঠ, বহুল ; সর্বব্যাপী, বিরাট ; পূর্ণ, সর্ব। বহু+ইমন্ স্বার্থে। বিণ। ২। বহুত্ব, প্রাচুর্য। বহু+ইমন্ ভাবে (নিপা)। বি ; পুং।

ভূমানন্দ—১। অতিশয় আনন্দ। ভূমা আনন্দ, কর্মধা। বি ; পুং। ২। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। বহু। বিণ।

ভূমি—পৃথিবী ; বাসস্থান ; স্থান ; ক্ষেত্র, জমি ; ভূপৃষ্ঠ, মাটি ; মেঝে ; দেশ ; আকর, আধার ; আকার ; (জ্যামিতি) ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর বিপরীত দিকে অবস্থিত বাহু, base. ভূ+মিক্ অধি। বি ; স্ত্রী।

ভূমিকম্প—পৃথিবীর কাঁপুনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূমিকা—গ্রন্থের আভাস ; বক্তব্য বিষয়ের সূচনা ; নাটকীয় পাত্র বিঃর অভিনেয় অংশ, role, part ; রূপান্তরপরিগ্রহ ; সাজানো ; রচনা ; (বেদান্তমতে) চিত্তের অবস্থা বিঃ ; কক্ষা ; নাটকের কোন পাত্রের অভিনেয় অংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। উপতৎ ; ভূমি—কৈ+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—ভুঁইকুমড়া। ভূমিলগ্ন কুষ্মাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভূমিচম্পক—ভুঁইচাঁপার গাছ। ভূমি (পৃথিবী)-লগ্ন চম্পক (চাঁপা গাছ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভূমিজ—১। মঙ্গলগ্রহ ; নরকরাজ, নরকাসুর। বি ; পুং। ২। পৃথিবীজাত ; ক্ষেত্রোৎপন্ন। উপতৎ ; ভূমি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ভূমিজা—১। সীতা, জানকী। বি ; স্ত্রী। ২। পৃথিবীজাতা। উপতৎ ; ভূমি—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ভূমিজীবী (-জীবিন্)—কৃষিজীবী ; বৈশ্য। উপতৎ ; ভূমি—জীব+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ভূমিতল—পৃথিবীপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ ; পৃথিবীর অভ্যন্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

ভূমিদেব—ব্রাহ্মণ, ভূদেব। ভূমিতে দেব, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

ভূমিপ, -পতি—রাজা, ভূপতি। উপতৎ ; ভূমি—পা+ক কর্তৃ ; ভূমির পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূমিপাল—রাজা, ভূপতি। উপতৎ ; ভূমি—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ভূমিশয্যা—অনাবৃত ভূতলরূপ বিছানা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূমিষ্ঠ—জাত, উৎপন্ন ; প্রণত, ভূমিতে পতিত ; ভূমিতে স্থিত। উপতৎ ; ভূমি—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

ভূমিসম্পত্তি, ভূসম্পত্তি—জায়গা জমি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূমিসাৎ—মাটিতে পতিত, ভূপতিত। ভূমি+সাতিচ্। অ।

ভূম্যধিকারী (-কারিন্)—জমিদার ; জমির মালিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূম্যাসন—১। অনাবৃত ভূতলরূপ আসন। ভূমিই আসন, কর্মধা। ২। মাটি এবং বসিবার আসন। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

ভূয়ঃ (ভূয়স্), (>**ভূয়**)—পুনঃ পুনঃ, বারংবার। বহু+ঈয়সুন্ অত্যর্থে (বহু-স্থানে ভূ, ঈ-কারের লোপ)। অ।

ভূয়সী—অত্যধিকা, বহুলা। বহু+ঈয়সু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ভূয়ান্ (ভূয়স্)—অধিক, বহুতর। বহু+ঈয়সুন্ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ভূয়িষ্ঠ—প্রচুর, বহুল, অধিক। বহু+ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ।

ভূয়োদর্শন, ভূয়োদর্শিতা—বহু দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা, বহুল অভিজ্ঞতা। ভূয়ঃ দর্শন, সুপ্ ; ভূয়োদর্শিন্+তা ভাবে। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ভূয়োদর্শী (-র্শিন্)—যে বহু দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে। উপতৎ ; ভূয়স্—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

ভূয়োভূয়ঃ—বারবার, পুনঃপুনঃ। অ।

ভূরি—অনেক, অধিক, বহু, প্রচুর। ভূ (হওয়া)+ক্রিন্ কর্তৃ। বিণ।

ভূরিভোজন—প্রচুর খাওয়া, আকণ্ঠ আহার। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ভূরিশ্রবাঃ (-বস্), **-শ্রবা**—চন্দ্রবংশীয় সোমদত্তরাজপুত্র। ভূরি (প্রচুর) শ্রবঃ (খ্যাতি) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

ভূর্জ(র্জ্জ), ভূর্জ(র্জ্জ)পত্র—ভোজপাতার গাছ, মৃদুত্বক্। ভূ—উব্জ্+অচ্ কর্তৃ ; ভূর্জ পত্র যাহার, বহু। বি ; পুং।

ভূর্লোক—পৃথিবী, মর্ত্যলোক। ভূঃই লোক, কর্মধা। বি ; পুং।

ভূলতা—কেঁচো, কিঞ্চুলুক। ভূর (পৃথিবীর) লতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূলুণ্ঠিত—যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এরূপ। ৭মীতৎ। বিণ।

ভূশণ্ডি, ভুষণ্ডি, ভূষণ্ডী—পুরাণোক্ত

ত্রিকালদর্শী কাক বিঃ [কথিত আছে, এই কাক সত্যযুগাবধি একটি বৃক্ষশাখায় রত্নপাদের আশায় ঠোঁট মেলিয়া বসিয়া আছে]। বি ; পুং।

ভূশয্যা—অনাবৃত ভূতলরূপ বিছানা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভূশায়ী (-শায়িন্)—মাটিতে পতিত ; যে মাটিতে শয়ন করিয়াছে এমন। উপতৎ ; ভূ—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

ভূষণ, ভূষা—১। গহনা, অলংকার, আভরণ ; শোভা, সজ্জা। ভূষ্+অনট্ করণ ; ভূষ্+অ করণ+আপ্। ২। অলংকৃত-করণ। ভূষ্+অনট্ ভাব ; ভূষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ভূষিত—অলংকৃত ; শোভিত ; সজ্জিত। ভূষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভূসংস্কার—যজ্ঞাদিতে ভূমিভাগের শোধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভূসম্পত্তি—'ভূমিসম্পত্তি' দ্রঃ।

ভূস্বর্গ—সুমেরু পর্বত ; কাশ্মীর। ভূস্থ স্বর্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভূস্বামী (-স্বামিন্)—রাজা, ভূপতি ; জমিদার। ভূর (পৃথিবীর) স্বামী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভৃকুটি, ভৃকুটী—ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূকুটি। ভ্রূর কুটি, কুটী, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

ভৃগু—মুনি বিঃ, বংশ বিঃ ; শিব ; জমদগ্নি ; শুক্রাচার্য ; অত্যুচ্চস্থান ; পর্বতের উচ্চসানু ; খাড়া উঁচু পাহাড়, cliff ; গড়ানে জায়গা। ভ্রস্জ্+কু কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

ভৃগুপতি—পরশুরাম। ভৃগুর (ভৃগুবংশের বা জমদগ্নিবংশের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভৃগুমান্ (-মৎ)—উচ্চসানুবিশিষ্ট ('— পর্বত')। ভৃগু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

ভৃগুরাম—পরশুরাম। ভৃগুবংশীয় রাম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

ভৃগুসুত—শুক্রাচার্য ; পরশুরাম। ভৃগুর (ভৃগুমুনির বা ভৃগুবংশীয় জমদগ্নির) সুত (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

ভৃঙ্গ—ভ্রমর ; লম্পট ; ফিঙ্গাপাখি ; বৃক্ষ বিঃ ; ভৃঙ্গরাজ ; তিমরুল। ভৃ+গন্ কর্তৃ (ন-আগম)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গরাজ—১। ভ্রমরশ্রেষ্ঠ। ভৃঙ্গমধ্যে রাজা, ৭মীতৎ (টচ্-সমাসান্ত)। ২। বৃক্ষ বিঃ। ভৃঙ্গ—রাজ্+অচ্ কর্তৃ। ৩। কেশুরিয়া গাছ। ভৃঙ্গ—রন্‌জ্+ণিচ্+কনিন্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গরোল—তিমরুল ; পাখি বিঃ ; পতঙ্গ বিঃ ; ভৃঙ্গ। ভৃঙ্গ—রু+লচ্ কর্তৃ (ভৃঙ্গবৎ শব্দ করে বলিয়া)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গার—জলপাত্র বিঃ, গাড়ু ; ঝারি ; অভিষেক পাত্র। ভৃ+আরন্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী—ঝিল্লী, ঝিঁঝি পোকা। ভৃঙ্গ—ঋ+অণ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে +আপ্ ; ভৃঙ্গার+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

ভৃঙ্গি—শিবের একজন অনুচর ; বটবৃক্ষ। ভৃ+গিক্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ভৃত—পূর্ণ ; পুষ্ট ; বেতনাদি দ্বারা প্রতিপালিত (দাস বিঃ)। ভৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভৃতক—১। বেতনগ্রাহী। ভৃত+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভৃতিকা**। ২। বেতন। ভৃ+ক্ত করণ+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ভৃতি—১। মূল্য ; বেতন ; মূলধন, পুঁজি। ভৃ+ক্তি করণ। ২। ভরণ, পালন ; পূরণ। ভৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ভৃত্য—১। চাকর, দাস। বি ; পুং। ২। প্রতিপালনীয়, পাল্য। ভৃ (পোষণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

ভৃত্যা—১। চাকরানী, দাসী। ভৃত্য+আপ্। ২। বেতন ; ভৃতি ; চিকিৎসা। ভৃ+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ভৃমি—১। ঘূর্ণীবায়ু ; জলের পাক, আবর্ত। ভ্রম্+ইক্ কর্তৃ। ২। ভ্রমি, ঘূর্ণা ; ভ্রমণ। ভ্রম্+ইক্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। আকস্মিক সংজ্ঞালোপ, হঠাৎ মূর্ছা। বাংপ্র। বি।

ভৃষ্ট—ভাজা, ভর্জিত। ভ্রস্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভৃষ্টি—ভাজা, ভর্জন। ভ্রস্জ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ভেউ-ভেউ—উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি ; কুকুরের শব্দ। বাংপ্র। অ।

ভেংচানি, ভেংচি—বিদ্রূপাত্মক বা ক্রোধসূচক মুখভঙ্গী ; কাহারও মুখভঙ্গীর বিদ্রূপসূচক অনুকরণ। ভেংচা+নি, ই ভাব। বাংপ্র। বি।

ভেংচানো, ভেঙচানো—মুখ ভেঙানো, মুখমণ্ডলকে বিদ্রূপসূচক ভাবে বিকৃত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

ভেঁপু—তালপাতার বাঁশি বা তদ্রূপ শব্দ-কারী বাঁশি। বাংপ্র। বি।

ভেক—১। বাঙ্, মণ্ডূক। ভী+কন্ কর্তৃ। স্ত্রী—**ভেকী**। ২। মেঘ। ভী+কন্ অপা। বি ; পুং। ৩। সংসারত্যাগী বৈরাগীর ধর্ম ; বৈরাগীর বেশ ; ছদ্মবেশ ; ভণ্ডামি। <ভৈক্ষ্য। বি।

ভেকধারী (-ধারিন্)—গৃহত্যাগী বৈরাগ্য ধর্মাবলম্বী। উপতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

ভেকা, ভেকো—হতভম্ব, হতবুদ্ধি। ভেক +আ, ও সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

ভেখ—ভেক (৩) (তাহা দ্রঃ)।

ভেঙানো, ভেঙচানো—ভেংচানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি—**ভেঙানি, ভেঙচানি**।

ভেজা—১। ভিজা, সিক্ত। বিণ। ২। পাঠানো। কপ্র। ক্রি।

ভেজানো—বন্ধ করা, খিল না দিয়া সংলগ্ন করা ('দরজা, জানালা—') ; বাধানো ; সিক্ত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

ভেজাল—১। উৎকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে নিকৃষ্ট বস্তু মিশান ; গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা। বি। ২। যাহাতে নিকৃষ্ট বস্তু মিশানো হইয়াছে এমন ; কৃত্রিম। বাংপ্র। বিণ।

ভেট—কোন রাজা বা মান্য ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে যে কোন দ্রব্যাদি দ্বারা উপঢৌকন দেওয়া যায় তাহা, উপহার, সওগাদ, নজরানা, 'নজর' ; সাক্ষাৎকার। বাংপ্র। বি। [বি।

ভেটকি—একপ্রকার মাছ। <ভেকট।

ভেটেরাখানা—হোটেল ; পান্থনিবাস ; গোলমাল কলহ প্রঃর স্থান। বাংপ্র। বি।

ভেড়—ভেড়া, মেষ। ভী+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

ভেড়া—মেষ। <ভেড়। বি। স্ত্রী—

ভেড়ি—বাঁধ, জাঙ্গাল। বাংপ্র। বি।

ভেড়ুয়া, ভেড়ো—নর্তকীর সঙ্গে বাদ্য-কর ; স্ত্রীলোকের অধীন পুরুষ ; যে ব্যক্তির স্ত্রী তাহার সম্মুখেই পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে এমন ; কাপুরুষ ; অপদার্থ ; ভেড়ার ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট ; স্ত্রৈণ। ভেড়া+উয়া, ও সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ভেড়ে—অপদার্থ ; বোকা ; কাপুরুষ ; স্ত্রৈণ। ভেড়া+এ (<ইয়া) সদৃশার্থে। প্রাদে। বিণ।

ভেড়ো—'ভেড়ুয়া' দ্রঃ।

ভেতো—যে ভাত খায় এরূপ, ভাতখেকো ; দুর্বল ; অসার। ভাত+ও (<উয়া)। বাংপ্র। বিণ।

ভেত্তা (ভেত্তৃ)—ভেদকর্তা। ভিদ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভেত্রী**।

ভেদ—পৃথক্‌করণ, বিদারণ ; বিচ্ছেদ, অনৈক্য ; বিভাগ ; বেধন ; বৈলক্ষণ্য ; বেদন ; ভঙ্গ ; শত্রুবশীকরণের উপায় বিঃ ; ভিন্নতা ; উপাধি ; কলেরা, বিরেচন, উদর-ভঙ্গ ; প্রকাশ, উন্মেষ ; মনোভঙ্গ ; অন্যোন্যা-ভাব। ভিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

ভেদক—পৃথক্‌কারক ; বিদারক ; বিশেষ-ক্যরক ; যাহাতে দাস্ত হয় এমন, বিরেচক (ঔষধাদি)। ভিদ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভেদিকা**।

ভেদজ্ঞান, -বুদ্ধি—পার্থক্যবোধ ; বিচ্ছেদজনক বা বিরোধজনক বুদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

ভেদন—বিদারণ; অনৈক্যকরণ, বিচ্ছেদকরণ; ভঙ্গকরণ; বেধন; ব্যাঘাতকরণ; বিরেচন। ভিদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
ভেদনীয়—ভেদ করিবার যোগ্য, যাহা ভেদ করা উচিত এমন; যাহা ভেদ করা যায় এমন। ভিদ্+অনীয় কর্ম। বিণ।
ভেদবুদ্ধি—'ভেদজ্ঞান' দ্রঃ।
ভেদাভেদ—অমিল, পার্থক্য; আপন-পর-পার্থক্যবোধ; সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। ভেদ ও অভেদ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
ভেদিত—বিদারিত; ছেদিত; পৃথক্কৃত। ভিদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
ভেদী (ভেদিন্)—বিদারণকারী; ভেদবিশিষ্ট। ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ; ভেদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভেদিনী**।
ভেদ্য—ভেদনীয়, ভেদযোগ্য; বিভাজ্য; বিদার্য। ভিদ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।
ভেপসা—বাষ্পের ন্যায়, ঘামের মত ('—গন্ধ')। ভাপ (<বাষ্প)+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।
ভেবলা—বোকা, হাবা। প্রাদে। বিণ।
ভেবা, ভ্যাবা—বোকা, হতভম্ব। বাংপ্র। বিণ।
ভেবাচেকা, ভ্যাবাচেকা—হঠাৎ ধাঁধা লাগা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। বাংপ্র। বি। **ভেবাচেকা খাওয়া**—হঠাৎ কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া হতবুদ্ধি হওয়া।
ভেরি, ভেরী—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, ঢাক, পটহ। ভী+রি অপা; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
ভেরেণ্ডা—ভেরেণ্ডাগাছ। <এরণ্ড। বি। **ভেরেণ্ডা ভাজা**—কোন কাজকর্ম না করা।
ভেল—১। ভেলা, উড়ুপ; মুনি বিঃ। ভী+রন্ অধি, কর্তৃ (র-স্থানে ল)। বি; পুং। ২। মূর্খ; ভীরু; চঞ্চল। ভী+রন্ কর্তৃ (র-স্থানে ল)। ৩। যাহা প্রকৃত নয় এমন, নকল; ভেজাল। বাংপ্র। বিণ। ৪। হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভেলক—ভেলা, উড়ুপ। ভেল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লী।
ভেলকি—জাদু কুহক। বাংপ্র। বি।
ভেলা—১। একপ্রকার ফল, মাজুফল। <ভল্লাতক। ২। উড়ুপ, ক্ষুদ্র ভেলক। <ভেলক। বি।
ভেলি—১। জাঙ্গাল, বাঁধ, আলি, মাটির উঁচু সারি। প্রাদে। বি। ২। হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভেষজ—ঔষধ, ভৈষজ্য। ভেষ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ—ভেষ; ভেষ (রোগ)—জি+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।
ভেষজালয়—ডাক্তারখানা, dispensary. ভেষজের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

ভেস্তা—এলোমেলো, ওলটপালট, পণ্ড। বাংপ্র। বিণ।
ভেস্তানো—পণ্ড হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
ভৈ—হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য—১। ভিক্ষালব্ধ ('—বস্তু')। ভিক্ষা+অণ্, ষ্যঞ্ কৃতার্থে। বিণ। ২। ভিক্ষা, যাচ্ঞা। ভিক্ষা+অণ্, ষ্যঞ্ স্বার্থে। ৩। ভিক্ষাসমূহ। ভিক্ষা+অণ্, ষ্যঞ্ সমূহার্থে। ৪। চতুর্থাশ্রম। ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য+অচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।
ভৈক্ষজীবী (-বিন্), **ভৈক্ষাশী** (-শিন্)—যে ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরূপ, ভিক্ষাজীবী। উপতৎ; ভৈক্ষ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ; ভৈক্ষ—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী, -শিনী**।
ভৈক্ষ্য—'ভৈক্ষ' দ্রঃ।
ভৈরব—১। মহাদেব, শিব; মহাদেবের ভয়ংকর মূর্তি—অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধন উন্মত্ত কুপিত ভীষণ সংহার—এই অষ্ট; প্রভাতকালে গেয় রাগ বিঃ; নদ বিঃ। বি; পুং। ২। ভয়ানক। ভীরু+অণ্ সম্বন্ধার্থে; ভৈরব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।
ভৈরবী—১। দশ মহাবিদ্যার পঞ্চমী; দুর্গা; নদী বিঃ; পূর্বাহ্ণে গেয় সম্পূর্ণজাতীয় রাগিণী বিঃ; শৈব স্ত্রী-বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। ভয়ংকরা। ভৈরব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
ভৈরবীচক্র—তান্ত্রিক-মতাবলম্বী জনসমূহের সমাজ [ইঁহারা কুলাচারানুসারে চক্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া দেবীপূজার্থ সুরা শোধন করে]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
ভৈষজ্য—ঔষধ, ভেষজ; চিকিৎসা। ভেষজ (ঔষধ)+ষ্যঞ্ স্বার্থে, অথবা, ভিষজ্+ষ্যঞ্ কৃতার্থে। বি; ক্লী।
ভো, ভোঃ (ভোস্)—সম্বোধনসূচক শব্দ। ভা+ডো, ডোস্ করণ। অ।
ভোঁ—দ্রুতভাবোধক অব্যয়; শূন্যতাসূচক শব্দ; বংশী প্রঃর শব্দ। বাংপ্র। অ।
ভোঁতা—ধারশূন্য, অতীক্ষ্ণ; জড়; নিঃশব্দ। বাংপ্র। বিণ।
ভোঁদড়—নকুলজাতীয় মৎস্যাশী জীব বিঃ, কাঠবিড়াল। <উদ্র। বি।
ভোঁদা, ভুঁদো—বোকা; স্থূলকায়, মোটা। বাংপ্র। বিণ।
ভোঁস—নিঃশ্বাসের শব্দ। বাংপ্র। বি।
ভোক, ভোখ—ক্ষুধা। <বুভুক্ষা। প্রা কপ্র। বি।
ভোকছানি—অত্যধিক ক্ষুধাহেতু মূর্ছা বা অবসন্ন হওয়া। বাংপ্র। বি।
ভোক্তব্য—ভোজনযোগ্য; উপভোগ্য। ভুজ্+তব্য কর্ম। বিণ।

ভোক্তা (ভোক্তৃ)—১। ভোজনকর্তা; ভোগী। বিণ। স্ত্রী—**ভোক্ত্রী**। ২। শ্রীবিষ্ণু। ভুজ্+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।
ভোখিল—ক্ষুধার্ত। প্রা কপ্র। বিণ।
ভোগ—১। সুখদুঃখানুভব; উপভোগ; ভোজন; পালন। ভুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। ধন; সুখ। ভুজ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। সর্প; সর্পের দেহ; সর্প-ফণা; পণ্যা স্ত্রীর বেতন। ভুজ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৪। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আহার্য। বাংপ্র। বি।
ভোগগৃহ—বাসগৃহ; অন্তঃপুর; দেবতার নৈবেদ্য ভোগ প্রঃ নিবেদন করিয়া দিবার গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
ভোগতৃষ্ণা—সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, স্ত্রী ও ধনসম্পদ্ ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
ভোগদেহ—যে শরীরে সুখদুঃখভোগ হয় তাহা; স্বর্গ-নরকভোগার্থ সূক্ষ্মশরীর। ভোগের দেহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
ভোগবতী—১। পাতালগঙ্গা; নাগপুরী; মাতৃকা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। ভোগিনী। ভোগবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
ভোগবিলাস—বাবুগিরি; স্ত্রী-সম্ভোগ প্রঃ সুখভোগজনিত স্ফূর্তি। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
ভোগবিলাসী (-লাসিন্)—বিলাসিতাপ্রিয়, সুখসম্ভোগে আসক্ত। ভোগবিলাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সিনী**।
ভোগা—১। কষ্ট পাওয়া। ক্রি [, বি]। ২। ফাঁকি, ধাপ্পা; বুদ্ধি। বাংপ্র। বি।
ভোগানে—যে কষ্টভোগ করায় এরূপ; যে কষ্ট দেয় এরূপ। ভোগা+নে (<নিয়া) কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।
ভোগানো—১। কষ্ট দেওয়া। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। ভোগ। বাংপ্র। বি।
ভোগান্ত, ভোগান্তি—কর্মভোগ, কষ্ট পাওয়া। বাংপ্র। বি।
ভোগায়তন—ভোগের ঘর বা আধার; দেহ। ভোগের আয়তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
ভোগার্হ—১। ধন, সম্পত্তি। বি; ক্লী। ২। ভোগযোগ্য। উপতৎ; ভোগ—অর্হ (যোগ্য হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।
ভোগাসক্ত—ইন্দ্রিয়সুখ ও ধনসম্পদ্ ভোগের প্রতি অনুরক্ত। ভোগে আসক্ত, ৭মীতৎ। বিণ। বি, **-সক্তি**।
ভোগিনী—১। রাজার পাটরানী ভিন্ন অন্য স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। ভোগশালিনী, ভোগযুক্তা। ভোগিন্+স্ত্রী ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
ভোগী (ভোগিন্)—১। ভোগবিশিষ্ট, ভোগকারী; সুখী। ভোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। ২। সর্প, সাপ। বি; পুং।

ভোগৈশ্বর্য(র্য্য)—সুখভোগ ও ধনসম্পদ্। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ভোগ্য—১। ভোগের যোগ্য, ভোগার্হ। বিণ; পুং বা স্ত্রী। ২। ধনধান্য। ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম। বি; স্ত্রী।

ভোগ্যা—১। বেশ্যা, গণিকা। বি; স্ত্রী। ২। ভোগের উপযুক্তা। ভোগ্য+স্ত্রী আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভোচকানি—ভোকছানি (তাহা দ্রঃ)।

ভোজ—আহার; ঘটা করিয়া বহু লোকের এক সঙ্গে খাওয়া। ভুজ্+ঘঞ্ ভাব। **ভোজ দেওয়া**—বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা।

ভোজং—কুপরামর্শ; ধাপ্পা। বাংপ্র। বি।

ভোজক—১। ভোজনকারক, ভোজনসম্পাদক, যে খাওয়ায়। ভুজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। ২। ভোক্তা। ভুজ্+ণক কর্তৃ। বিণ; পুং বা স্ত্রী। স্ত্রী—**ভোজিকা**।

ভোজন—১। ভক্ষণ। ভুজ্+অনট্ ভাব। ২। ভক্ষ্যদ্রব্য। ভুজ্+অনট্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

ভোজনপটু—অত্যধিক আহার করিতে সমর্থ, আহারে নিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

ভোজনপাত্র—ভক্ষ্য বস্তুর আধার, যাহাতে খাওয়া যায় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভোজনশালা, ভোজনাগার—খাওয়ার ঘর। ভোজনের শালা, আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, স্ত্রী।

ভোজবাজি, -বাজী—ইন্দ্রজাল, ভেলকি। বাংপ্র। বি।

ভোজবিদ্যা—ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, ভেলকি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভোজয়িতা (ভোজয়িতৃ)—ভোজনকারয়িতা, যে ভোজন করায় এরূপ। ভুজ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ভোজয়িত্রী**।

ভোজালি, ভোজালিয়া, ভোজালে—গুর্খাদিগের অস্ত্র বিঃ, নেপালীদের কোমরে যে দা বাঁধা থাকে তাহা। বাংপ্র। বি।

ভোজী (ভোজিন্)—ভক্ষক, যে খায় এরূপ। ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ভোজিনী**।

ভোজ্য—১। ভক্ষ্য; পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থে বি। ভুজ্+ণ্যৎ কর্ম। ২। ভোজবংশীয়। ভোজ+যৎ ভবার্থে। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

ভোট—সমিতি প্রভৃতির সভ্যাদি নির্বাচনার্থ প্রদত্ত লিখিত মত। <ইং 'vote'. বি।

ভোটদাতা—যে ভোট দেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

ভোটার—ভোটদাতা। <ইং 'voter'. বি।

ভোঁম—মহাদেবের সিদ্ধি-সেবন-জনিত মত্ততাসূচক শব্দ। <ব্যোম। বি।

ভোম্, ভোঁ—বিভোর, বিহ্বল। বাংপ্র। বিণ।

ভোমর, ভোমরা—ভ্রমর; তুরপুন বিঃ, একপ্রকার বেধনাস্ত্র। <ভ্রমর। বি।

ভোর—১। প্রভাত, নিশাবসান, প্রত্যূষ। বি। ২। বিহ্বল, মত্ত; পরিমিত; ব্যাপিয়া; আচ্ছন্ন; বাংপ্র। বিণ বা অ।

ভোরি—ভোর, বিহ্বল; আচ্ছন্ন; উন্মুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ভোল—১। বিভোর, বিহ্বল। প্রা কপ্র। বিণ। ২। কপটতা, ছল; ভাব; বেশ। বাংপ্র। বি।

ভোলা—১। যে সহজে ভুলিয়া যায় এমন। বিণ। ২। বিস্মৃতি; মহাদেব। বাংপ্র। বি।

ভোলানাথ—মহাদেব। বাংপ্র। বি।

ভৌজি—উষ্ট্র, উট। ভা (দীপ্তি পাওয়া) +উজি কর্তৃ। বি; পুং।

ভৌত—১। ভূতসম্বন্ধীয়। বিণ; পুং বা স্ত্রী। স্ত্রী—**ভৌতী**। ২। দেবল ব্রাহ্মণ; ভূতযজ্ঞ। ভূত (পিশাচাদি)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

ভৌতিক—১। ভূতসম্বন্ধীয়; ভূতকৃত। বিণ; পুং বা স্ত্রী। স্ত্রী—**ভৌতিকী**। ২। মহাদেব। ভূত+ইক অধিকারার্থে। বি; পুং।

ভৌতিকনিয়ম—যে নিয়মে ভৌতিক পদার্থের কার্যনির্বাহ হয় [যেমন অগ্নিতে অন্নপাক হয়, জলে নৌকা মগ্ন হয়]। ভৌতিক নিয়ম, কর্মধা। বি; পুং।

ভৌতিকপদার্থ—স্বর্ণ রৌপ্য জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতি অচেতন পদার্থ; যে সকল বস্তু একপ্রকৃতিক পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয় সেইগুলি; পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতোৎপন্ন বা পিশাচাদি সহযোগজাত বস্তু। কর্মধা। বি; পুং।

ভৌতিকব্যাপার—প্রাকৃতিক ব্যাপার; পিশাচাদিকৃত ব্যাপার। কর্মধা। বি; পুং।

ভৌম—১। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর; অম্বর। ভূমি+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। ভূমিসম্বন্ধীয়; ভূমিজাত। ভূমি+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ; পুং বা স্ত্রী। স্ত্রী—**ভৌমী**।

ভৌমবার—মঙ্গলবার ("অষ্টমী ভৌমবারে"—কবিকঙ্কণ)। ভৌমের বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভৌমিক—১। ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী; ভূমিস্থিত। বিণ; পুং বা স্ত্রী। স্ত্রী—**ভৌমিকী**। ২। জাতীয় উপাধি বিঃ। ভূমি+ইক অধিকারার্থে। বি; পুং।

ভৌমী—১। সীতা, জানকী। ভূমি+অণ্ জাতার্থে+স্ত্রী ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভূমিসম্বন্ধীয়া; ভূমিজাতা। ভৌম+স্ত্রী ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [অ।

ভ্যা—মেষের শব্দ; উচ্চ ক্রন্দনশব্দ। বাংপ্র।

ভ্যানভ্যান—কোন কথা ক্রমাগত কাহাকেও শোনানো, ক্রমাগত বকা। বাংপ্র। অ।

ভ্যাবাচাকা—হতভম্ব, থতমত। বাংপ্র। বিণ। [অ।

ভ্যালা—বাহবা, বেশ, শাবাশ। বাংপ্র।

ভ্রংশ—পতন, চ্যুত হওয়া; নাশ; পলায়ন। ভ্রন্শ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ভ্রংশিত—অধঃপতিত। ভ্রংশ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

ভ্রকুটি, ভ্রকুটী—ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূর বক্রতা, ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি, কুটী, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

ভ্রম—১। মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি; অন্যথাভূত বস্তুর রূপান্তর জ্ঞান; ভ্রমণ। ভ্রম্+ঘঞ্ ভাব। ২। জলভ্রম। ভ্রম্+ঘঞ্ অধি। ৩। জলনির্গমস্থান, নরদমা। ভ্রম্+ঘঞ্ করণ। ৪। কুম্ভকারের চক্র; কুন্দযন্ত্র, কুঁদ। ভ্রম্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভ্রমজাল—১। ভ্রান্তির ফাঁদ। রূপক কর্মধা। ২। ভ্রমসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমণ—পর্যটন, বেড়ানো; ঘোরা। ভ্রম্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ভ্রমনিরসন—ভুল শোধরানো, ভ্রান্তি দূরকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমপ্রমাদ—১। ভুল-চুক, ভুল-ভ্রান্তি। (একার্থক শব্দ দুইটির) দ্বন্দ্ব। ২। না জানিয়া করা ভুল, অজ্ঞানকৃত প্রমাদ। ভ্রমজনিত প্রমাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ভ্রমবশতঃ (-তস্), (>-বশত)—ভুলক্রমে, ভ্রান্তি হেতু। ভ্রমের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে তস্ পঞ্চমী-স্থানে (হেত্বর্থে)। অ।

ভ্রমর—মধুকর, ভৃঙ্গ; কামুক ব্যক্তি। ভ্রম্+অর কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**ভ্রমরী**।

ভ্রমরক—১। ভৃঙ্গ; নেংটি ইঁদুর; শৃঙ্গ। ভ্রমর+কন্ স্বার্থে, তুল্যার্থে। ২। জলভ্রম। ভ্রম্+অরন্ অধি+কন্ স্বার্থে। ৩। ললাটলম্বিত চূর্ণকুন্তল; বেধনযন্ত্র বিঃ, তুরপুন। ভ্রমর—কৈ+ক কর্তৃ। বি; পুং।

ভ্রমরকৃষ্ণ—ভ্রমরের মত অর্থাৎ অত্যধিক কাল। ভ্রমরবৎ কৃষ্ণ, উপমান কর্মধা। বিণ; পুং বা স্ত্রী।

ভ্রমরগুঞ্জন, -গুঞ্জিত—ভোমরার গুনগুন ধ্বনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমসংশোধন—ভুল শোধরানো, ভুল সারিয়া লওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমসঙ্কুল, -সংকুল—ভুলে ভরা, ভ্রান্তি-

পূর্ণ। ভ্রম দ্বারা সঙ্কুল, ৩য়াতৎ। বিণ; পুং বা ক্লী।

ভ্রমা—ঘোরা, ভ্রমণ করা। কপ্র। ক্রি।

ভ্রমাত্মক—ভুলযুক্ত, ভ্রান্তিপূর্ণ। ভ্রম আত্মা যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ; পুং বা ক্লী। স্ত্রী—**ভ্রমাত্মিকা**।

ভ্রমান্ধ—যে ভুল করিয়া বুঝিতেছে না এমন; ভ্রান্তিহেতু প্রকৃতজ্ঞানশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ; পুং বা ক্লী।

ভ্রমি, ভ্রমী—১। আবর্ত, ঘূর্ণজল; কুলাল-চক্র। ভ্রম্+ইক্ কর্তৃ, পক্ষে স্ত্রী ঈপ্। ২। ভ্রান্তি; ভ্রমণ; ঘূর্ণন; মণ্ডলাকারে সৈন্য-রচনা। ভ্রম্+ইক্ ভাব, পক্ষে স্ত্রী ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভ্রমি—১। ভ্রমণ করি বা করিয়া। কপ্র। ক্রি। ২। হঠাৎ মস্তক-ঘূর্ণন ও তজ্জনিত পতন। প্রাদে। বি।

ভ্রমী (ভ্রমিন্)—ভ্রমণকারী। ভ্রম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ভ্রমিণী**।

ভ্রমী—'ভ্রমি' দ্রঃ।

ভ্রষ্ট—চ্যুত, অধঃপতিত; নষ্ট; অধার্মিক; দোষযুক্ত; চলিত। ভ্রন্শ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ; পুং বা ক্লী।

ভ্রষ্টচরিত্র-১। চরিত্রহীন; ব্যভিচাররত। বহু। বিণ; পুং বা ক্লী। ২। কলুষিত স্বভাব। কর্মধা। বি; ক্লী।

ভ্রষ্টতা, -ত্ব—পতন, ভ্রংশ; কলুষতা। ভ্রষ্ট+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

ভ্রষ্টা—পতিতা; ব্যভিচারিণী; চ্যুতা। ভ্রষ্ট+স্ত্রী আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভ্রষ্টাচরণ—ব্যভিচার; গর্হিত আচরণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

ভ্রষ্টাচার—১। কলুষিত আচরণ। কর্মধা। বি; পুং। ২। কলুষিত-চরিত্র, ব্যভিচারী; সামাজিক এবং শাস্ত্রীয় আচার-পরিত্যাগী। ভ্রষ্ট আচার যাহার, বহু। বিণ; পুং বা ক্লী।

ভ্রষ্টাচারী (-চারিন্)—গর্হিত-কার্যকারী। ভ্রষ্টাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ পুং। স্ত্রী, **-চারিণী**।

ভ্রসা—ভ্রূ। প্রাঃ কপ্র। বি।

ভ্রাতা (ভ্রাতৃ)—ভাই, একপিতৃজাত সহোদর; বৈমাত্রেয়। ভ্রাজ্+তৃচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র—ভ্রাতার সন্তান ভ্রাতুঃ (=ভ্রাতার) পুত্র, পুত্র, অলুক্ ৬ষ্ঠীতৎ বি; পুং।

ভ্রাতৃকন্যা—ভাইয়ের মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজ—ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

ভ্রাতৃজা—ভ্রাতৃকন্যা, ভাইঝি। ভ্রাতৃজ+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজায়া—ভ্রাতার পত্নী। ভ্রাতার জায়া, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—ভাইদ্বিতীয়া, কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃপ্রেম—ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ বা স্নেহ। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

ভ্রাতৃবৎ—ভ্রাতৃতুল্য, ভ্রাতার ন্যায়। ভ্রাতৃ+বতি তুল্যার্থে। অ।

ভ্রাতৃবধূ—ভাইয়ের স্ত্রী; কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃব্য—ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাইপো; শত্রু। ভ্রাতৃ+ব্যন্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ভ্রাতৃব্যা—ভ্রাতৃকন্যা। ভ্রাতৃব্য+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃশ্বশুর—১। (পতির ভ্রাতা হইয়াও শ্বশুরস্থানীয়) স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাসুর। ভ্রাতা অথচ শ্বশুর, কর্মধা। ২। ভ্রাতৃপত্নীর পিতা। ভ্রাতার শ্বশুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভ্রাতৃস্নেহ—১। ভাইয়ের ভালবাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

ভ্রাতৃহত্যা—ভ্রাতার প্রাণবিনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃহন্তা (-হন্তৃ)—ভ্রাতার প্রাণনাশ-কারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভ্রাত্রীয়—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়। ভ্রাতৃ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; পুং বা ক্লী। ২। ভ্রাতৃ-পুত্র। ভ্রাতৃ+ঈয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

ভ্রাত্রীয়া-১। ভ্রাতৃকন্যা। বি; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়া। ভ্রাত্রীয়+স্ত্রী আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভ্রান্ত—১। ভ্রান্তিযুক্ত; ঘূর্ণমান; ভ্রমণযুক্ত। ভ্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ; পুং বা ক্লী। ২। ভ্রমণ। ভ্রম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। মত্ত হস্তী; রাজধুস্তুর। ভ্রম্+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং।

ভ্রান্তি—ভ্রম, ভুল; ভ্রমণ; ঘূর্ণন। ভ্রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ভ্রান্তিকর—যাহা ভুল জন্মায় এমন, ভ্রম-জনক। উপপদ তৎ; ভ্রান্তি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ; পুং বা ক্লী। স্ত্রী, **-করী**।

ভ্রান্তিপাশ—ভ্রমজাল। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

ভ্রান্তিবশতঃ (>-বশত)—ভ্রমবশতঃ (তাহা দ্রঃ)।

ভ্রান্তিমান্ (-মৎ)—১। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-মতী**। ২। কাব্যালংকার বিঃ [সাদৃশ্য হেতু প্রকৃত বিষয়ে কবিকল্পনা-কৃত অন্য বস্তুর যে ভ্রম, তাহাকে ভ্রান্তিমান্ অলংকার বলে। যথা—"কলসীতে ঢেউ দিয়া শশধরে খেলাইয়া, সরলা গৃহস্থ বধূ ভরিতেছে জল। ও তরঙ্গ-বিকম্পনে, কত যে পুলক মনে, এক চন্দ্র শত হয়ে হাসিয়া পাগল, ভাবিয়া গৃহস্থ বধূ কুমুদ বিমল।"—গোবিন্দ দাস]। ভ্রান্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

ভ্রান্তিমূলক—ভ্রম হইতে উৎপন্ন, ভ্রম-জনিত। ভ্রান্তি মূল যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ; পুং বা ক্লী। স্ত্রী, **-মূলিকা**।

ভ্রান্তিসঙ্কুল, -সংকুল—ভুলে ভরা, ভ্রমপূর্ণ। ভ্রান্তি দ্বারা সঙ্কুল, ৩য়াতৎ। বিণ; পুং বা ক্লী।

ভ্রান্তিহর—১। ভ্রমনাশক। বিণ; পুং বা ক্লী। ২। মন্ত্রী। ৬ষ্ঠীতৎ। ভ্রান্তি—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

ভ্রামক—ভ্রমজনক। ভ্রম্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ; পুং বা ক্লী। স্ত্রী—**ভ্রামিকা**।

ভ্রামর—১। ভ্রমরজ মধু। ভ্রমর+অণ্ সম্ভূতার্থে। ২। নৃত্য বিঃ। ভ্রমর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী। ৩। চুম্বক পাথর। ভ্রমর+অণ্ সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং। ৪। ভ্রমরসম্বন্ধীয়। ভ্রমর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ; পুং বা ক্লী।

ভ্রামরী—১। পার্বতী, দুর্গা [মহাদেবকে ছলনা করিতে পার্বতী ভ্রমররূপ ধারণ করিয়াছিলেন]। বি; । ২। ভ্রমর-সম্বন্ধীয়া। ভ্রামর+স্ত্রী ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভ্রামরী মিত্রতা—ফুলে মধু থাকার সময় ভ্রমর তাহার সহিত যেরূপ বন্ধুত্ব করে সেইরূপ সম্পৎকালে বন্ধুত্ব।

ভ্রাম্যমাণ—১। যাহাকে ঘুরানো হইতেছে এমন। ভ্রম্+ণিচ্+শানচ কর্ম। ২। যে নিজে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাংপ্র। বিণ। **ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার**—যে পাঠাগার বা লাইব্রেরী নানাস্থানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ানো হয় তাহা, moving library.

ভ্রু—'ভ্রূ' দ্রঃ।

ভ্রুকুঞ্চন, ভ্রূকুঞ্চন—ভ্রূসংকোচ; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধ বিরক্তি ইঃ প্রকাশ। ৬ষ্ঠীতৎ (উ-কার বিকল্পে হ্রস্ব)। বি; ক্লী।

ভ্রুকুটি, -টী—ভ্রূকুটি (তাহা দ্রঃ)।

ভ্রুকুটি-কুটিল—ভ্রূভঙ্গি থাকাতে বিকৃত ('— দৃষ্টি')। ৩য়াতৎ। বিণ।

ভ্রুবিভ্রম, ভ্রুবিলাস—'ভ্রূবিভ্রম' (তাহা দ্রঃ)।

ভ্রূ, ভ্রু—চক্ষুর উর্ধ্বস্থিত ও ললাটের নিম্নস্থিত রোমরাজি, চক্ষুর উর্ধ্বস্থিত লোমসমূহ। ভ্রম্+ডূ, ডু কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ভ্রূকুঞ্চন—'ভ্রুকুঞ্চন' দ্রঃ।

ভ্রূকুটি, ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটী—ক্রোধাদি হেতু ভ্রূর বক্রতা; ভ্রূভঙ্গী। ৬ষ্ঠীতৎ (উ-কার বিকল্পে হ্রস্ব)। বি; স্ত্রী।

ভ্রূক্ষেপ—দৃষ্টিপাত; ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূচালন;

সংকেত-জ্ঞাপনার্থ ভ্রূর তির্যক্ চালন; ভ্রূবিলাস; (গৌণার্থে) গ্রাহ্যকরণ। ভ্রূর ক্ষেপ (ক্ষেপণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভ্রূণ—গর্ভস্থ সন্তান; বালক; বীজমধ্যস্থ বৃক্ষশিশু, embryo. ভ্রূণ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

ভ্রূণহত্যা—গর্ভস্থ সন্তানের বিনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রূবিভ্রম, ভ্রূবিলাস—মনোহর ভ্রূভঙ্গি, কটাক্ষপাতকালে ভ্রূর শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গি, -ঙ্গী—ভ্রূবিলাস, মনোহর ভ্রূভঙ্গি। ভ্রূর ভঙ্গ, ভঙ্গি, ভঙ্গী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

ভ্রূলতা—লতার মত সুন্দর ভ্রূ। ভ্রূ লতা-সদৃশী, উপমিত কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভ্রূসংকে(ঙ্কে)ত—ইশারা, ভ্রূচালনা দ্বারা সংকেত। ৩য়াতৎ। বি; পুং।

[ম]

ম—১। পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ওষ্ঠ ও নাসিকা হইতে ইহা উচ্চারিত হয়]। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; যম; সময়; চন্দ্র। মা (পরিমাণ করা)+ক কর্তৃ। ৩। বিষ; মনুষ্য। মী (বধ করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং। ৪। আমি। প্রা কপ্র। সর্ব।

মই—বাঁশ ইঃর সিঁড়ি; মাটিতে লাঙ্গল দিবার পর ঢেলা ভাঙ্গিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র, harrow. <মদিকা। বি।

মইষা—মহিষীদুগ্ধজাত; মহিষের ন্যায়। মহিষ+আ জাতার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মইলা, মইসে—কাপড়ে ছাতা পড়ার দাগ। <মসি। বি।

মউ, মৌ—মোম; মধু। <মধু। বি।

মউআলু—কন্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।

মউচাক—মধুচক্র। <মধুচক্র। বি।

মউড়—টুপি। <মুকুট। বি।

মউতাত—মৌতাত (তাহা দ্রঃ)।

মউনি—দধি-মন্থন করিবার দণ্ড। <মথনিকা। বি।

মউমাছি—মৌমাছি (তাহা দ্রঃ)।

মউয়া, মউল—মহুয়া ফুল বা ফল বা গাছ। <মধুক। বি।

মউর—বিবাহকালে ব্যবহৃত মুকুট; ময়ূর। <ময়ূর। বি।

মউল—মহুয়া। <মধুক। বি।

মকদ্দমা—মামলা, আদালতে অভিযোগ। <আ 'মুকদ্দমহ্'। বি।

মকমক—ব্যাঙের ডাক। বাংপ্র। অ।

মকমকি—ব্যাঙের ডাক। বাংপ্র। বি।

মকর—১। শৃঙ্গবিশিষ্ট পৌরাণিক মৎস্য বিঃ [ইহা গঙ্গার বাহন ও কামদেবের ধ্বজ]; (জ্যোতিষ) দশম রাশি [উত্তরাষাঢ়ার শেষ-পাদত্রয় সমগ্র শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার আদিপাদদ্বয়—এই নবপাদ এই রাশির ভোগকাল]। ম (মনুষ্য)—কৃ (হিংসা করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। কুবেরের নিধি বিঃ। মক (ভূষণ)—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং। ৩। পৌষসংক্রান্তিতে ভিজানো আতপ চাউল কাঁচাদুধ ডাবের জল এবং নানা ফল একত্র করিয়া দেবতাকে যে নৈবেদ্যদান করা হয় তাহা (মকর সংক্রান্তিতে দেওয়া হয় বলিয়া); সই প্রঃর পাতানো নাম। বাংপ্র। বি।

মকরকুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মকরকেতন, -কেতু—কন্দর্প, কামদেব; সমুদ্র। মকর (মকরচিহ্নিত) কেতন (পতাকা) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

মকরক্রান্তি—নিরক্ষরেখা হইতে ২৩° ২৭′ দক্ষিণে যে অক্ষরেখা আছে তাহা, Tropic of Capricorn. মকরে ক্রান্তি (সূর্যের গমন) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

মকরধ্বজ—ঔষধ বিঃ, স্বর্ণসিন্দূর বিঃ; মদন, কন্দর্প। মকর ধ্বজ যাহা, বহু। বি; পুং।

মকরন্দ—১। ফুলের মধু, পুষ্পরস, কুঁদ-ফুলের গাছ। বি; পুং। ২। ফুলের রেণু। মকর—অন্দ্+অণ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

মকরবাহনা—গঙ্গা। মকর বাহন যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

মকরবাহিনী—গঙ্গা। উপতৎ; মকর—ণিজন্ত বহ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মকরব্যূহ—মকরাকার সৈন্যবিন্যাস। মকরাকার ব্যূহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মকরসংক্রান্তি—মাঘ-সংক্রান্তি [ইহাতে সূর্য মকররাশি আশ্রয় করে, ঐ দিনে গঙ্গাসাগরস্নান বিধেয়]। মকরে সংক্রান্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

মকরাসন—রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসন বিঃ। মকরাখ্য আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মকাই, মক্কা, মক্কাজোড়া—ভুট্টা, maize. বাংপ্র। বি।

মকার—'ম' অক্ষর; তন্ত্রোক্ত মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পাঁচ। ম+কার স্বার্থে। বি; পুং।

মকুট—মুকুট, শিরোভূষণ। মন্ক্ (ভূষিত করা)+উট করণ (নিপা)। বি; ক্লী।

মকুফ, মকুব—অব্যাহতি, নিষ্কৃতি। <আ 'মউকুফ'। বি।

মক্কা—১। 'মকাই' দ্রঃ। ২। মোহাম্মদের জন্মস্থান, আরবের নগর বিঃ। <আ 'মক্কহ্'। বি।

মক্কেল—যে ব্যক্তি মকদ্দমার জন্য উকিল মোক্তার প্রঃর আশ্রয় গ্রহণ করে সে। <আ 'মুঅক্কল'। বি।

মক্তব—মুসলমানদিগের ধর্মসংক্রান্তবিষয় এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়। আ। বি।

মক্শ—অভ্যাস; লেখার উপর লেখা। <আ 'মশ্ক'। বি।

মক্ষিকা—মাছি, কীট বিঃ। মক্ষ্+অক (ক্ন্) বা ণক কর্তৃ+আপ্ বা মশ+সিকন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মখ—যজ্ঞ। মখ্+ঘ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

মখমল—ঊর্ণানির্মিত কোমল বস্ত্র বিঃ, velvet. আ। বি।

মখমলী—মখমলনির্মিত। মখমল+ঈ নির্মিতার্থে। আ-মূ। বিণ।

মগ—১। একপ্রকার হাতলযুক্ত জলপাত্র। <ইং 'mug'। ২। আরাকানবাসী; বৌদ্ধজাতি বিঃ। <বর্মী 'মঙ'। [মঙ অনেকটা বাংলা নামের পূর্বের শ্রী শব্দবৎ]। বি।

মগজ—মস্তিষ্ক, মজ্জা, মাথার ঘিলু। <ফা 'মগ্জ্'। বি। **মগজ খালি করা**—ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া।

মগজি—বস্ত্রাদির কিনারা। <ফা 'মগজী'। বি।

মগডাল—সর্বোচ্চ শাখা। বাংপ্র। বি।

মগধ—দক্ষিণ বিহার ; স্তুতিপাঠক ; মগধ-দেশীয় লোক। মগ (দোষ)—ধা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

মগন—বিভোর, মগ্ন। কপ্র। বিণ।

মগ্ন—১। যাহা ডুবিয়া গিয়াছে এমন ; অন্তঃপ্রবিষ্ট ; বিভোর, তন্ময়। মস্জ+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রশমিত। বাংপ্র। বিণ।

মঘবতী—ইন্দ্রাণী। মঘবৎ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মঘবা (মঘবন্)—ইন্দ্র ; জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্তীর অন্তর্গত চক্রবর্তী বিঃ। মহ্ (পূজা করা)+কনিন্ কর্ম (নিপা)। বি ; পুং।

মঘবান্ (মঘবৎ)—ইন্দ্র। মঘ (পূজা)+মতুপ্, আছে অর্থে। বি ; পুং।

মঘা—(জ্যোতিষ) দশম নক্ষত্র [ইহা গৃহাকৃতি, পঞ্চতারকাময় ; কাহারও মতে ইহা লাঙ্গলাকৃতি] ; ঔষধ বিঃ। মহ্+ক কর্ম +আপ্ (হ-স্থানে ঘ)। বি ; স্ত্রী।

মঘোনী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। মঘবন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মঙ্কু—মম, আমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

মঙ্গল—১। কুশল, ক্ষেম, শুভ। মন্গ্+অলচ্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। কুজগ্রহ, mars. মন্গ্+অলচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। শুভদায়ক। মন্গ্+অলচ্ কর্ম। বিণ। ৪। [দেবতার বা অবতারের নামের শেষে হইলে] মাহাত্ম্যসূচক গীত বা স্তুতি (চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল)। বাংপ্র। বি।

মঙ্গলকামনা—কল্যাণ হউক এইরূপ ইচ্ছা, হিতৈষণা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মঙ্গলকামী (-কামিন্)—শুভার্থী, হিতৈষী। উপতৎ ; মঙ্গল—কম্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কামিনী**।

মঙ্গলঘট—মঙ্গলসূচক জলপূর্ণ ঘট। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মঙ্গলচণ্ডিকা, -চণ্ডী—দ্বিভুজা রক্তপদ্মাসনস্থা গৌরবর্ণা দেবী [মঙ্গলবারে ইঁহার অর্চনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়]। মঙ্গলদায়িনী চণ্ডিকা, চণ্ডী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মঙ্গলপাঠক—বন্দী, স্তুতিপাঠক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মঙ্গলবার—সপ্তাহের তৃতীয় দিন। মঙ্গলাধিষ্ঠিত বার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মঙ্গলমন্দির—১। কল্যাণের ভাণ্ডার বা আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। কল্যাণরূপ গৃহ। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

মঙ্গলসংবিধান—স্বস্তিক শ্রী প্রঃ যাহা বরণডালায় দেওয়া হয় তাহা। মঙ্গলের সংবিধান যদ্দ্বারা, বহু। বি ; ক্লী।

মঙ্গলা—১। শুভদায়িকা। মঙ্গল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা ; পতিব্রতা নারী। বি ; স্ত্রী।

মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার—১। কর্মারম্ভে শুভজনক ক্রিয়া। কর্মধা। ২। বিবাহের লগ্ননির্ধারণদিনে কন্যার গৃহে আচরিত শুভানুষ্ঠান বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, পুং।

মঙ্গলামঙ্গল—কল্যাণ এবং অকল্যাণ ; হিতাহিত ; ভালমন্দ। মঙ্গল ও অমঙ্গল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

মঙ্গলার্থ—১। ভালর জন্য, কল্যাণের জন্য। মঙ্গলের জন্য ইহা এই অর্থে, নিত্য। ক্রি-বিণ। ২। কল্যাণার্থক, যাহার উদ্দেশ্য হিতসাধন এমন। মঙ্গল অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

মঙ্গলার্থে—হিতের জন্য। মঙ্গল অর্থ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

মঙ্গলোৎসব—কল্যাণজনক অনুষ্ঠান, শুভ ব্যাপার। মঙ্গল-জনক উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মঙ্গল্য—শুভকর, শুভজনক ; সুন্দর ; সুখদ। মঙ্গল+যৎ হিতার্থে। বিণ।

মচ—কাঠ প্রঃ ভাঙ্গিবার অনুকার-শব্দ। বাংপ্র। অ।

মচকানো-১। মোড়ানো ; ঈষৎ ভগ্ন। বিণ। ২। শরীরের সন্ধির হাড় প্রঃর স্থানচ্যুত হওয়া ; প্রায় ভাঙ্গিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মচমচ—চিবাইবার শব্দ ; চামড়ার নূতন জুতা পায়ে দিয়া চলিবার সময় পায়ের সহিত চামড়ার ঘর্ষণে যে শব্দ হয় তাহা। বাংপ্র। অ।

মচমচে—খাস্তা ভাজা ; যাহা মচমচ শব্দ করে এমন। মচমচ+এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মচ্ছ—মাছ, মৎস্য। মদ্+শ কর্তৃ। বি ; পুং।

মচ্ছব—সংকীর্তনাদির শেষে বৈষ্ণবদিগের যে ভোজ হয় তাহা। <মহোৎসব। বি।

মছলন্দ—মিহি কাপড়ের একপ্রকার কারুকার্যযুক্ত মাদুর ; সূক্ষ্মসূত্রনির্মিত শয্যাস্তরণ। <আ 'মস্নদ'। বি।

মছলি—১। মাছ। হি। ২। মাচা। প্রা কপ্র। বি।

মজকুর—১। পূর্বে লিখিত, উল্লিখিত। বিণ। ২। লিপিবদ্ধ বর্ণনা। <আ 'মজ্‌কুর'। বি।

মজন—মগ্ন হওয়া ; আসক্ত হওয়া। <মজ্জন। বি।

মজবুত—কঠিন, শক্ত, দৃঢ় ; নিপুণ, পটু ; টিকসই। আ। বিণ।

মজলিস—সভা, আসর। আ। বি।

মজলিসী—সভার উপযুক্ত, দরবারী। মজলিস+ঈ যোগ্যার্থে। আ-মূ। বিণ।

মজা—১। মগ্ন ; গলিত ; যাহা ঝরিয়া গিয়াছে এমন ; খুব বেশী পাকা। মজ্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। সুখ ; আনন্দ ; বিস্ময় ; বিস্ময়ের ব্যাপার ; ভাল আস্বাদ ; উপভোগ্য বিষয়। ফা। ৩। বিদ্রূপ, ঠাট্টা, তামাশা। বি। ৪। ভুলিয়া যাওয়া ; মুগ্ধ হওয়া ; বিভোর হওয়া ; অত্যধিক আসক্ত হওয়া ; খুব বেশী পাকিয়া যাওয়া ; বিপদে পড়া ; বুজিয়া যাওয়া ; পরিণত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **মজা উড়ানো**—আমোদে সময় কাটানো। **মজা টের পাওয়া, বুঝা**—পরিণামে কুফল ভোগ করা ; কোন কার্যের জন্য পশ্চাতে কষ্ট পাওয়া। **মজা দেখানো**—প্রতিফল দেওয়া।

মজাদার—সুস্বাদু ; আনন্দদায়ক ; কৌতুকজনক। মজা+দার বিশিষ্টার্থে। ফা। বিণ।

মজানো—মুগ্ধ করা ; নষ্ট করা ; বেশী পাকানো ; পাতিত করা ; মগ্ন হওয়া ("মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি"—মাইকেল)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মজুত, মজুদ—জমানো, সঞ্চিত ; যাহা হাতে বা তহবিলে আছে এমন ; বিদ্যমান। <আ 'মউজুদ'। বিণ।

মজুমদার—মজুমদার। কপ্র। বি।

মজুমদার—বাদশাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্বসম্বন্ধীয় হিসাবপত্র রাখিত ; বংশপদবী বিঃ [বর্তমানকালে মজুমদারপদবীবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে ঐ উপাধি দ্বারা অভিহিত হইয়া আসিতেছেন]। ফা। বি।

মজুর—সামান্য শ্রমজীবী, মুটে। ফা 'মুজদুর'। বি।

মজুরি—কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার মূল্য ; মজুরের কাজ ; মজুরের পারিশ্রমিক। মজুর +ই কর্মার্থে। ফা-মূ। বি।

মজ্জন—ডুবিয়া যাওয়া, মগ্ন হওয়া ; স্নান, অবগাহন। মস্জ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

মজ্জমান—যাহা ডুবিয়া যাইতেছে এমন। মস্জ্+চানশ্ কর্তৃ। বিণ।

মজ্জা (মজ্জন্)—অস্থি ও মাংসের মধ্যস্থ স্নেহপদার্থ বিঃ, marrow ; শাঁস ; মাজ, বৃক্ষসার। মস্জ্+কনিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মজ্জাগত—স্বভাবগত, অস্থিগত ; অন্তর্নিহিত। ২য়াতৎ। বিণ।

মজ্জারস—শুক্র, রেতঃ। মজ্জার রস (সার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মঝু—আমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

মঞ্চ, মঞ্চক—খাট, পর্যঙ্ক ; মাচা ; টঙ্ ; উন্নত স্থান, বেদী ; উচ্চ মণ্ডপ বিঃ। মন্চ্+অচ্ কর্তৃ ; মঞ্চ+স্বার্থে কন্। বি ; পুং।

মঞ্চশিল্পী (-ল্পিন্)—রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জাকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মঞ্জন—মার্জন ; ঘর্ষণ ; মাজন। মস্জ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

মঞ্জরি, মঞ্জরী—শীষ ; অঙ্কুর ; মুকুল ; বৃন্ত, বোঁটা ; তিলকবৃক্ষ। মঞ্জু—ঋ+ই কর্তৃ (নিপা) ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মঞ্জরিত—অঙ্কুরিত ; মুকুলিত ; মঞ্জরীযুক্ত। মঞ্জরী+ইতচ্ সংজ্ঞাতার্থে। বিণ।

মঞ্জরী—'মঞ্জরি' দ্রঃ।

মঞ্জি, মঞ্জী—মঞ্জরি। মনজ্+ই কর্তৃ ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মঞ্জিমা (মঞ্জিমন্)—মাধুর্য, মনোজ্ঞতা। মঞ্জু+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

মঞ্জিল—কোঠাবাড়ি, ইমারত, প্রাসাদ। <আ 'মনজিল'। বি।

মঞ্জিষ্ঠা—রক্তবর্ণ লতা বিঃ। মঞ্জিমৎ (মনোহর)+ইষ্ঠ অত্যর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মঞ্জী—'মঞ্জি' দ্রঃ।

মঞ্জীর—১। নূপুর, চরণাভরণ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। মন্থনদণ্ড-বন্ধনস্তম্ভ। মনজ্+ঈরন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মঞ্জীরা—শোভা। কপ্র। বি।

মঞ্জু—মধুর ; মনোজ্ঞ, সুন্দর। মনজ্+কু কর্তৃ। বিণ।

মঞ্জুগমনা—১। হংসী। বি ; স্ত্রী। ২। মনোহরগতিভঙ্গিযুক্তা। মঞ্জু গমন যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মঞ্জুঘোষ—১। মনোহর-ধ্বনিযুক্ত। মঞ্জু (মনোজ্ঞ) ঘোষ (রব) যাহার, বহু। বিণ। ২। মনোহর শব্দ। কর্মধা। ৩। তান্ত্রিক-সাধকের উপাস্য দেবতা বিঃ। মঞ্জু ঘোষ যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

মঞ্জুভাষিণী—১। ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। মধুরভাষিণী। মঞ্জুভাষিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মঞ্জুভাষী (-ভাষিন্)—মধুরভাষী, মিষ্টভাষী। উপতৎ ; মঞ্জু—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

মঞ্জুর—১। গ্রাহ্য ; অনুমোদিত। বিণ। ২। অনুমোদন। <আ 'মনজুর'। বি।

মঞ্জুরি—সম্মতি, অনুমোদন। আ-মূ। বি।

মঞ্জুল—১। সুন্দর, মনোহর ; সমীচীন ; মধুর। বিণ। ২। নিকুঞ্জ ; শৈবাল। মনজ্+উলচ্ কর্তৃ, অথবা, মঞ্জু (মনোহর)—লা+ক কর্তৃ, কিংবা, মঞ্জু+লচ্ আছে অর্থে। বি ; ক্লী।

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—সিন্দুক ; ঝাঁপি, পেটিকা, casket ; পাষাণ, প্রস্তর ; মঞ্জিষ্ঠা। মনজ্+উষন্, ঊষন্ অধি। বি ; স্ত্রী।

মঞ্জুহাসিনী—১। ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। মধুরহাস্যবিশিষ্টা। মঞ্জু—হস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মট্—কঠিন বস্তু ভাঙিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

মটকা—একপ্রকার রেশমী বস্ত্র ; খড়ের ছাওয়া ঘরের চালের মাথা ; মাটির বড় জালা ; কপট নিদ্রা ('মটকা মেরে থাকা')। বাংপ্র। বি।

মটকানো—ভাঙা ; দুমড়ানো ; (আঙুল) টানিয়া দেওয়া বা মোটন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মটকি, মটকা—মাটির বড় জালা। বাংপ্র। বি।

মটর—কলাই বিঃ, মটরকলাই। বাংপ্র। বি।

মটুক—কিরীট, শিরোভূষণ। <মুকুট। বি।

মঠ—১। টোল, পাঠশালা ; মন্দির, দেবালয় ; আখড়া ; গাড়ি। মঠ্+ক ঘঞর্থে অধি। বি ; পুং। ২। মন্দিরের আকারযুক্ত চিনির ঢেলা। বাংপ্র। বি।

মঠধারী (-ধারিন্)—মঠের অধ্যক্ষ ; মোহান্ত। উপতৎ ; মঠ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

মড়ক—কলেরা প্রঃ সাংঘাতিক ও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ও দলে দলে লোকের মৃত্যু, বহু মনুষ্যের এককালীন মৃত্যু ; মারী-ভয় ; ব্যাপক ও মারাত্মক ব্যাধি। <মরক। বি।

মড়মড়—গাছের ডাল হাড় প্রঃ ভাঙার শব্দ। বাংপ্র। অ।

মড়মড়ি—ঘা প্র.র উপরকার শুকনা মাংস। বাংপ্র। বি।

মড়া, মড়ি—মৃতদেহ, শব, লাশ। <মৃত। বি।

মড়াঞ্চে—মড়্ঞে (তাহা দ্রঃ)।

মড়িপোড়া—মড়া পোড়ায় পৌরোহিত্য-কারী পতিত ব্রাহ্মণ। বাংপ্র। বি।

মড়ুঞ্চে—মৃতবৎসা। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

মণ, মন—৪০ সের পরিমাণ। মা+ডণ, ডন করণ। বি ; পুং।

মণি—বহুমূল্য রত্ন বিঃ, মুক্তা প্রঃ ; অকালোদিত ইন্দ্রধনু ; অলিঞ্জর, জালা ; যোনির অগ্রভাগ ; লিঙ্গাগ্র ; মণিবন্ধ, হাতের কবজি ; অজাগলস্তন ; নাগ বিঃ। মণ্+ইন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা স্ত্রী। **সাপের মণি**—কিংবদন্তীতে প্রচলিত সাপের মাথায় স্থিত রত্ন বিঃ ; (গৌণার্থে) কোন বহুমূল্য বস্তু।

মণিক—মাটির কলসী, জালা, অলিঞ্জর। মণি+কন্ স্বার্থে, অথবা, মণি—কৈ+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

মণিকঙ্কণ—মণিযুক্তার বালা, রত্নবলয়। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

মণিকর্ণ—কামরূপস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। মণি কর্ণে যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

মণিকর্ণিকা—১। কাশীস্থ তীর্থ বিঃ। [মণিকর্ণিকা শিবের কর্ণভূষণ। শিব বিষ্ণুর তপস্যা-দর্শনে বিস্মিত হওয়াতে, তাঁহার কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল এই জন্য]। উপতৎ ; মণিকর্ণিকা+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। ২। মণিময় কর্ণভূষণ। মণিময়ী কর্ণিকা (কর্ণভূষণ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

মণিকাঞ্চন—রত্ন এবং স্বর্ণ। দ্বন্দ্ব। বি ;

মণিকাঞ্চনযোগ, -সংযোগ—অতি চমৎকার সম্মিলন, মণি ও কাঞ্চনের মিলনের ন্যায় মিলন ; মণি কাঞ্চনের একত্র হওয়া। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মণিকার—মণিপরিষ্কারক ; মণিপরীক্ষক ; জহরী ; গ্রন্থকার বিঃ, তত্ত্বার্থচিন্তামণিকর্তা। উপতৎ ; মণি—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মণিকুট্টিম—মাণিক্যখচিত গৃহভিত্তি ; রত্ন-নির্মিত মেঝে ; শান-বাঁধানো মেঝে। মণি-খচিত বা মণি-নির্মিত কুট্টিম, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

মণিকোঠা—মণিময় অট্টালিকা। <মণি-কুট্টিম। বি।

মণিত—চুম্বনাদিধ্বনি ; রতিকূজিত, রতি-কালে স্ত্রীলোকের অব্যক্ত শব্দ বিঃ। মণ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

মণিপুর—নাভিস্থল ; ষট্চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ তৃতীয়চক্র ; নাভিপদ্ম। মণি—পুর্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

মণিবন্ধ—হাতের কবজি, প্রকোষ্ঠ এবং পাণির মধ্যস্থ করগ্রন্থি। মণি—বন্ধ্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

মণিবীজ—দাড়িম্ববৃক্ষ। মণিসদৃশ বীজ যাহার, বহু। বি ; পুং।

মণিমন্ত্রাদিন্যায়—ন্যায় বিঃ [জলের অগ্নিনাশ করিবার শক্তি আছে বলিয়া জলের দ্বারা যে অগ্নির প্রতিরোধ হয় ইহা যুক্তি-সিদ্ধ ; কিন্তু মণি ও মন্ত্রাদি দ্বারা যে বহ্নির প্রতিরোধ হয় তাহা অজ্ঞ ক্ষমতায় হইয়া থাকে]। মণিমন্ত্রাদি-আশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মণিমান্ (-মৎ)—মণিবিশিষ্ট, মণিভূষিত। মণি+মতুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

মণিমালা—১। মণিময় হার। মণি-গ্রথিত মালা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। দীপ্তি ; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ ; লক্ষ্মী। মণির মালা যাহার বা যাহাতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মণিহারী—বহুপ্রকার শৌখিন জিনিসের বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী ; শৌখিন জিনিসের ব্যবসায় সম্বন্ধীয়। <মনোহারী। বি বা বিণ।

মণ্ড—১। ফেন, মাড় ; সার ; পিচ্ছ।

বি ; পুং বা ক্লী। ২। এরণ্ডবৃক্ষ ; ভূষণ। বি ; পুং। ৩। দধির মাত। মন্ড্ +অচ কর্তৃ, অথবা, মন্+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

মণ্ডন—১। ভূষণ, আভরণ। মন্ড্+অনট্ করণ। ২। সাজানো, অলংকরণ। মন্ড্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। অলংকারক। মন্ড্+অন কর্তৃ। বিণ।

মণ্ডপ—১। গৃহ, দালান ; জনবিশ্রামস্থান ; দেবোদ্দেশে প্রস্তুত গৃহ ; নাটমন্দির প্রঃ ; চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান। মন্ড্+কপন্ কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। মণ্ডপায়ী। উপতৎ ; মণ্ড—পা+ক কর্তৃ। বিণ।

মণ্ডল—১। গোল ; চক্র ; চন্দ্রসূর্যাদির পরিধি, চক্রাকার বেষ্টন ; দেশ ; প্রদেশ ; রাজ্য ; বিভাগ ; স্থান ; অরিমিত্রাদি দ্বাদশবিধ রাজা ; ধনুর্ধরদিগের স্থান বিঃ ; কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসন বিঃ ; নখাঘাত ; পদবী বিঃ। বি ; ক্লী। ২। সমূহ ; সূর্যবিম্ব ; চন্দ্রবিম্ব। বি ; পুং বা ক্লী। ৩। গ্রামের প্রধান প্রজা বা রাইয়ত ; মোড়ল ; সর্দার ; শূদ্রদিগের পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

মণ্ডলনৃত্য—গোলভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ, মণ্ডলাকারে নৃত্য। মণ্ডলাকৃতি নৃত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

মণ্ডলাকার—গোলাকার। মণ্ডল আকার যাহার, বহু। বিণ।

মণ্ডলাধীশ—মণ্ডলেশ্বর ; চতুঃশতযোজনদেশাধিপ। মণ্ডলের (স্থান বিঃর) অধীশ (অধিপতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মণ্ডলায়িত—গোলাকার, বর্তুল। মণ্ডল+ক্যঙ্ (=মণ্ডলায়, নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মণ্ডলী (মণ্ডলিন্)—মণ্ডলবিশিষ্ট, চক্রাকারে ঘূর্ণিত। মণ্ডল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

মণ্ডলী—১। চক্র ; বৃত্ত ; চন্দ্র ও সূর্যের বেষ্টন। মণ্ড্+কলচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সমূহ। বাংপ্র। বি।

মণ্ডলেশ, মণ্ডলেশ্বর—রাজা ; সম্রাট্ ; চতুঃশত-যোজন প্রদেশের অধিপতি। মণ্ডলের (দেশের) ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মণ্ডা—একপ্রকার সন্দেশ ; গোলাকার বা চূড়াকার মিষ্টান্ন। বাংপ্র। বি।

মণ্ডিত—সজ্জিত, ভূষিত ; মোড়া ; বেষ্টিত। মন্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মণ্ডূক—ব্যাঙ, ভেক ; (সংগীত) এক তাল এক ফাঁক ও পরে তিন তাল এক ফাঁকযুক্ত মৃদঙ্গের তাল বিঃ। মন্ড্+উকণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মণ্ডূকপ্লুতন্যায়—ন্যায় বিঃ [ভেক যেমন লম্ফ দিয়া গমন করে সেইরূপ কোন কার্য মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ হইলে মণ্ডূকপ্লুতন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে]। মণ্ডূকের প্লুত (লম্ফ), ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। [বি ; স্ত্রী।

মণ্ডূকী—স্ত্রীজাতীয় ব্যাঙ। মণ্ডূক+ঈপ্।

মৎ—আমি (সর্বদাই একবচনে সমাসের পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত)। সর্ব।

মত—১। জ্ঞাত ; অভিপ্রেত ; সম্মত ; সম্মানিত ; অর্চিত। মন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অভিপ্রায় ; বিধি ; বিশ্বাস ; সিদ্ধান্ত ; সম্মতি। মন্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ৩। তুল্য, সদৃশ। বাংপ্র। অ।

মতদ্বৈধ—মতের অমিল, ভিন্ন মত। ৬' বি ; ক্লী।

মতন—প্রকার ; যোগ্য ; সদৃশ, অনুসারে। বাংপ্র। বিণ বা অ।

মতবাদ—মূলমত, principle ; রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মত, theory. কর্মধা। বি ; পুং।

মতবিরোধ, -ভেদ—মতের অমিল, মতানৈক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মতলব—উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ; অভিসন্ধি ; কার্যসিদ্ধির উপায়, কৌশল। আ। বি।

মতলববাজ, মতলবী—স্বার্থপর ; কৌশলী, ফন্দিবাজ। মতলব+বাজ, ঈ আসক্তার্থে, আছে অর্থে। আ-ফা। বিণ।

মতানৈক্য—মতের অমিল। মতের অনৈক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মতান্তর—১। ভিন্ন মত। অন্য মত, নিত্য। ২। মতের অমিল, মতভেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মতাবলম্বন—মত মানিয়া চলা। মতের অবলম্বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মতাবলম্বী (-লম্বিন্)—যে মত মানিয়া কার্য করে এমন, মতানুবর্তী। উপতৎ ; মত—অব্—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

মতামত—১। মনের অভিপ্রায়। বাংপ্র। বি। ২। সম্মতি ও অসম্মতি। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

মতি—১। বুদ্ধি, জ্ঞান ; স্মৃতি ; ইচ্ছা। মন্+ক্তি ভাব। ২। অন্তঃকরণ, মন। মন্+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী। ৩। মুক্তা। <মৌক্তিক। ৪। রকম। বাংপ্র। ৫। মন্ত্রী। প্রা কপ্র। বি।

মতিগতি—মনের ইচ্ছা এবং চালচলন ; মতলব ও চেষ্টা। দ্বন্দ্ব বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মতিচুর—মিহিদানা। বাংপ্র। বি।

মতিচ্ছন্ন—১। বুদ্ধিভ্রংশ, কুমতি। মতির ছন্ন (অর্থাৎ বিকৃতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। বিকৃতবুদ্ধি, ভ্রষ্টবুদ্ধি। ছন্ন মতি যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

মতিছাড়া—বুদ্ধিহীন ; বিবেচনাশূন্য। প্রা কপ্র। বিণ।

মতিভ্রংশ, -ভ্রম—বুঝিবার ভুল, বুদ্ধিভ্রংশ ; মনের প্রবৃত্তির মন্দভাবধারণ, কুবুদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মতিভ্রষ্ট—ভ্রান্ত ; বুদ্ধিহীন। মতি হইতে ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ। বিণ।

মতিমান্ (-মৎ)—বুদ্ধিমান্, সুধী। মতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

মতিস্থিরতা, -স্থৈর্য(র্য্য)—মনের অবিচল অবস্থা ; সংকল্পের দৃঢ়তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী। [বিণ।

মতিহীন—বুদ্ধিশূন্য ; পাপাশয়। ৩য়াতৎ।

মৎকুণ—ছারপোকা ; মাকুন্দ ; দন্তশূন্য হস্তী ; নারিকেল ; জঙ্ঘাত্রাণ। মদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ=মৎ ; মৎ—কুণ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

মত্ত—১। পাগল, উন্মত্ত ; আনন্দিত ; বিহ্বল ; গর্বিত, প্রমত্ত ; অনবহিত ; মাতাল ; অতিমাত্রায় আসক্ত ; ক্রুদ্ধ। বিণ। ২। ক্রোধান্ধ হস্তী ; কোকিল ; মহিষ। মদ্+ক্ত কর্তৃ। বি ; পুং।

মত্ততা—পাগলামি ; মাতলামি ; অস্বাভাবিক উত্তেজনা। মত্ত+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

মত্তা—১। মদ, মত্ত, মদিরা ; দশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। মদ্+ক্ত করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ক্রুদ্ধা ; বিহ্বলা ; উন্মত্তা ; আনন্দিতা। মত্ত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মৎসর—১। পরশ্রীকাতরতা, অসূয়া ; বৈর, দ্বেষ ; ক্রোধ ; আত্মধিকার। মদ্+সরন্ ভাব। বি ; পুং। ২। পরশ্রীকাতর ; ক্রুদ্ধ ; কৃপণ ; লোভী ; খল ; দ্বেষকারী। মদ্+সরন্ কর্তৃ। বিণ।

মৎসরতা, -ত্ব—পরশ্রীকাতরতা। মৎসর+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

মৎসী—স্ত্রীজাতীয় মাছ। মৎস্য+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মৎস্য—১। মাছ, মীন ; বিষ্ণুর প্রথম অবতার [এই অবতারে ভগবান্ মৎস্যরূপধারী হইয়া দৈত্য হয়গ্রীবের সংহার করিয়া বেদ উদ্ধার করেন]। মদ্+স্যন্ কর্তৃ। ২। পুরাণ বিঃ ; দেশ বিঃ ; (জ্যোতিষ) দ্বাদশরাশি। মদ্+স্যন্ করণ। বি ; পুং।

মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী ; জলপিপ্পলী। মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মৎস্যজীবী (-জীবিন্)—জেলিয়া, ধীবর। উপতৎ ; মৎস্য (মাছ)—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

মৎস্যধানী—খালুই, চুপড়ি, মাছ রাখিবার পাত্র বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মৎস্যনীতি, -ন্যায়—মাছের মত পরস্পর

পরস্পরকে হত্যা ; দুর্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, পুং।

মৎস্যভোজী (-ভোজিন্)—যে মাছ খায় এমন ; মৎস্যাশী। উপতৎ ; মৎস্য—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

মৎস্যরঙ্গ—মাছরাঙা পাখি। মৎস্যে রঙ্গ (অনুরাগ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

মৎস্যরাজ—১। রুইমাছ, রোহিত মৎস্য। মৎস্যমধ্যে রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। ২। বিরাটরাজ। মৎস্যের (দেশ বিঃ) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

মৎস্যাশী (-শিন্)—যে মাছ খায় এমন, মৎস্যভক্ষক। উপতৎ ; মৎস্য—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

মথন—বিলোড়ন, মন্থন ; দলন ; বিনাশ ; ক্লেশ। মথ্+অনট্ ভাব, করণ। বি ; স্ত্রী।

মথনী—মন্থন করিবার দণ্ড। মথ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মথা—মন্থন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মথিত—১। ঘোঁটা, বিলোড়িত, যাহা নাড়াচাড়া করা হইয়াছে ; হত, বিনাশিত ; পীড়িত। বিণ। ২। নির্জল ঘোল, তক্র। মথ্+ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

মথুরা—আগ্রা-প্রদেশের অন্তর্গত যমুনা-তীরস্থ প্রসিদ্ধ নগরী ; মধুপুরী। মথ্+উর অথি+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মথুরেশ—শ্রীকৃষ্ণ। মথুরার ঈশ (অধিপতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মথ্যমান—যাহা মন্থন করা হইতেছে এমন। মথ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

মদ—১। আনন্দজনিত সম্মোহ ; আনন্দ ; মদিরাকৃত মনোবিকার, মত্ততা ; উন্মাদ। মদ্+অপ্ ভাব। ২। মত্ত ; অহংকার, গর্ব ; হস্তীর গণ্ডস্থলাদি হইতে ক্ষরিত ঘর্ম বিঃ ; উন্মাদজনিত মৃগগণ্ডস্থলাদি হইতে নিঃসৃত স্বেদ ; রেতঃ ; কস্তুরী। মদ্+অপ্ করণ। বি ; পুং।

মদকল—মত্ততাহেতু কলধ্বনিকারী ; মদমত্ত। মদহেতু কল, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদগর্ব(র্ব্ব)—মত্ততাজনিত দর্প। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মদত—সাহায্য। আ। বি।

মদন—১। কামদেব, অতনু, অনঙ্গ, কন্দর্প ; বসন্তকাল ; বৃক্ষ বিঃ, ময়নাগাছ ; ধুতুরা গাছ ; খদিরবৃক্ষ ; মাষকলায় ; আঁকোড় গাছ ; বকুলবৃক্ষ ; আলিঙ্গন বিঃ ; ভ্রমর। বি ; পুং। ২। মত্ততাজনক। মদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

মদনগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ। মদনসদৃশ গোপাল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মদনচতুর্দশী(র্দ্দশী)—চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশী। মদনপ্রিয়া চতুর্দশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মদনত্রয়োদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। মদনপ্রিয়া ত্রয়োদশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মদনদহন—১। মদনজ্বালা ; উৎকট রমণাভিলাষ। মদনের দহন (দগ্ধকরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। মহাদেব। মদনের দহন (দাহকারক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মদনদ্বাদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী। মদনপ্রিয়া দ্বাদশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মদনধর্ম(র্ম্ম)—রতিক্রীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মদনমোহন—১। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পুং। ২। অতিসুন্দর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ ; পুং।

মদনরিপু—শিব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মদনলেখ—প্রেম-পত্র, প্রণয়পত্রিকা। মদন-প্রণোদিত লেখ (লিখন), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মদনশর—কামদেবের বাণ অর্থাৎ কাম-জনিত জ্বালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মদনা—১। সুরা। মদ্+ণিচ্+অন কর্তৃ +আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। টিয়ার মত এক-প্রকার পাখি। বাংপ্র। বি।

মদনারি—শিব। মদনের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মদনোৎসব—হোলি উৎসব, বসন্তোৎসব, হোলিকা। মদনপ্রিয় উৎসব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মদমত্ত—মদ্যপানহেতু উন্মত্ত বা জ্ঞানশূন্য ; অত্যধিক দর্পযুক্ত ; গণ্ডদেশ হইতে মদ-নিঃসরণ জন্য উন্মত্ত ('— হস্তী')। ৩য়াতৎ। বিণ।

মদমুকুলিত—প্রণয়াদিহেতু বা সুখানুভূতি-হেতু অর্ধনিমীলিত ('— চক্ষু')। ৩য়াতৎ। বিণ।

মদয়িতা (-য়িতৃ)—মত্ততাজনক, মাদক। মদ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

মদস্রাবী (-স্রাবিন্)—মদক্ষরণকারী, মদবর্ষী ; মদমত্ত। উপতৎ ; মদ—স্রু+ণিচ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-স্রাবিণী**।

মদান্ধ—মত্ততায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য ; অতিদর্পী। মদহেতু অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদালস—মত্ততা হেতু বিহ্বল। মদহেতু অলস, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদালসা—১। হর্ষাদিবশতঃ বিহ্বলা। ৩য়াতৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিশ্বাবসুর কন্যা, অলর্কের মাতা। বি ; স্ত্রী।

মদালাপ—যাহাতে ভালবাসা বা সুখ প্রকাশ পায় এরূপ কথা। মদসমন্বিত আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মদালাপিনী—১। কোকিলা। বি ; স্ত্রী। ২। মধুরভাষিণী। মদালাপিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মদির—১। মত্তখঞ্জনপক্ষী। মদ্+কিরচ্ কর্তৃ। ২। রক্তখদির। বি ; পুং। ৩। মত্ততাজনক, মাদক। মদ্+কিরচ্ করণ। বিণ।

মদিরা—১। বারুণীমদ ; দ্বাবিংশত্যক্ষর-পাদক ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। মত্ততা-কারিণী। মদির+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা—যাহার চোখ দু'টি চঞ্চল এরূপ নারী, মত্তলোচনা রমণী। মদির অক্ষি, ঈক্ষণ (চক্ষু) যাহার, বহু ; ১ম পক্ষে ষচ্ সমাসান্ত+ঈপ্ ; ২য় পক্ষে আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

মদীয়—আমার, মৎসম্বন্ধীয়। অস্মদ্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মদো—মাতাল ; মত্তুল্য। মদ+ও (<উয়া) আসক্তার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মদোৎকট—১। মত্তহস্তী। বি ; পুং। ২। মদমত্ত ; দাম্ভিক। মদ হেতু উৎকট (দৃপ্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

মদোদ্ধত—মদমত্ত। মদ হেতু উদ্ধত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদোন্মত্ত—মদগর্বিত ; মদস্রাবহেতু ক্ষিপ্ত। মদহেতু উন্মত্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মদ্গুর—মাগুর মাছ ; সংকীর্ণ জাতি বিঃ, ডুবুরি। মদ্+উরচ্ কর্তৃ (গ-আগম)। বি ; পুং।

মদ্দ—বীর ; পুরুষ। <ফা 'মর্দ'। বি।

মদ্দা—পুরুষজাতীয়। ফা-মূ। বিণ।

মদ্দানি—বীরত্ব, পুরুষত্ব। ফা-মূ। বি।

মদ্দানী—যাহার চালচলন পুরুষের মত এরূপ নারী, পুং-স্বভাবযুক্তা স্ত্রী। ফা-মূ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

মদ্য—মদ, সুরা, মদিরা। মদ্+যৎ করণ। বি ; ক্লী।

মদ্যপ—যে মদ খায় এরূপ, সুরাপায়ী। উপতৎ ; মদ্য—পা+ক কর্তৃ। বিণ।

মদ্যপায়ী (-পায়িন্)—মদখোর, মাতাল। উপতৎ ; মদ্য—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পায়িনী**।

মদ্র—১। আহ্লাদ, হর্ষ। মদ্+রক্ ভাব। ২। মঙ্গল, ভদ্র। মদ্+রক্ করণ। বি ; পুং। ৩। দেশ বিঃ। বি।

মদ্রসুতা—মাদ্রী, পাণ্ডুপত্নী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মধু—১। মৌ ; পুষ্পরস ; সুরা ; মধুররস ; মিষ্টদ্রব্য। বি ; পুং বা ক্লী। ২। জল। বি ; ক্লী। ৩। চৈত্রমাস ; বসন্তকাল ("পঞ্চবটীবনচর মধু নিরবধি"—মাইকেল) ;

দৈত্য বিঃ। বি; পুং। ৪। স্বাদু, মিষ্ট; মধুর; আনন্দদায়ক ("মধু রাতে কত মুগ্ধ হৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি"—রবীন্দ্র)। মন+উ করণ (ন-স্থানে ধ)। বিণ।

মধুক—১। মহুয়াফুল; যষ্টিমধু। বি; ক্লী। ২। মহুয়াগাছ। বি; পুং।

মধুকণ্ঠ—১। কোকিল। বি; পুং। ২। মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত। মধু কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

মধুকর—১। ভ্রমর; প্রণয়ী, বল্লভ; কামুক ব্যক্তি; ভৃঙ্গরাজ-বৃক্ষ। উপতৎ; মধু—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-করী**। ২। চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গা বিঃ; সুদৃশ্য নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

মধুকরী—ভ্রমরী। মধুকর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মধুকাল—বসন্ত কাল ("মধুকালে বনস্থলী কুসুমকুন্তলা"—মাইকেল)। মধুময় কাল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মধুকোষ—মৌচাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মধুক্রম—মৌচাক। মধুর ক্রম (পুনঃ পুনঃ পানের অনুষ্ঠান) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

মধুচক্র—মৌচাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মধুচন্দ্র, -চন্দ্রমা—বিবাহের পর নবদম্পতি প্রথম যে কয়টি রজনী একত্র যাপন করে তাহা। <ইং 'honey-moon'-শব্দের অনূদিত রূপ। বি।

মধুচ্ছত্র—মধুচক্র। মধুর ছত্র (আচ্ছাদন-স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মধুজা—পৃথিবী। উপতৎ; মধু (দৈত্য বিঃ) —জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মধুজালক—মৌচাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মধুতৃণ—ইক্ষু। মধু (মিষ্ট) তৃণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

মধুত্রয়—ঘি মধু ও চিনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মধুদ্রুম—মহুয়াগাছ, মৌলবৃক্ষ। মধুদায়ক দ্রুম (বৃক্ষ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মধুনিশি—১। বসন্তের রাত্রি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আনন্দদায়িনী রাত্রি। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মধুপ—১। ভ্রমর, মধুকর। বি; পুং। ২। মধুপায়ী। উপতৎ; মধু—পা+ক কর্তৃ। বিণ।

মধুপর্ক—মধু দধি ঘৃত চিনি জল—এই পাঁচটির মিশ্রণে জাত পূজাদি কার্যে ব্যবহার্য দ্রব্য বিঃ। মধু—পৃচ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

মধুপায়ী (-পায়িন্)—১। ভ্রমর। বি; পুং। ২। মধুপানকারী। উপতৎ; মধু—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পায়িনী**।

মধুপুর, -পুরী—মথুরা নগরী। মধুর (অসুর বিঃর) পুর, পুরী (নগরী), ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

মধুপুষ্প—মহুয়া গাছ; শিরীষগাছ; অশোকগাছ; বকুলগাছ। মধু পুষ্পে যাহার, বহু। বি; পুং।

মধুবন—১। কোকিল। মধু (মিষ্ট)—বন্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। মধুদৈত্যকর্তৃক অধিষ্ঠিত বন; বৃন্দাবনস্থ বন বিঃ। মধুর (দৈত্য বিঃর) বন, ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। মথুরার অন্তর্গত বন বিঃ; কিষ্কিন্ধ্যাস্থ বন বিঃ। মধু (মনোহর) বন, কর্মধা। বি; ক্লী।

মধুবর্ষী (-বর্ষিন্)—যাহা হইতে মধু ক্ষরিত হয় এমন; অতি মধুর। উপতৎ; মধু—বৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ষিণী**।

মধুমক্ষিকা—মৌমাছি। মধুসংগ্রাহিকা মক্ষিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুমতী—১। নদী বিঃ; দেবী বিঃ; যোগীদিগের চিত্তবৃত্তি বিঃ; সপ্তাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ [ইহার প্রথম ছয় অক্ষর লঘু ও শেষ অক্ষর গুরু]। বি; স্ত্রী। ২। মধুযুক্তা। মধুমৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মধুময়—সুমধুর; মধুপূর্ণ। মধু+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

মধুমাধব—চৈত্র ও বৈশাখ মাস। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মধুমান্ (-মৎ)—মাধুর্যযুক্ত। মধু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

মধুমাস—চৈত্র মাস। কর্মধা। বি; পুং।

মধুযষ্টি—ইক্ষু, আক; যষ্টিমধু। মধু (মিষ্ট) যষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুযষ্টিকা—যষ্টিমধু। মধুযষ্টি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মধুযামিনী—১। বসন্তরজনী। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। অতি সুন্দর রাত্রি। মধু (মধুময়ী) যামিনী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুর—১। মিষ্টরসযুক্ত; সুন্দর, মনোহর; মাধুর্যযুক্ত; প্রিয়দর্শন, সৌম্য, শান্ত; প্রীতি-জনক। বিণ। ২। মিষ্ট রস; মাধুর্যগুণ। মধু—রা+ক কর্তৃ; কিংবা, মধু+র আছে অর্থে। বি; পুং।

মধুরতা, -ত্ব—মনোহারিত্ব, মাধুর্য; সৌন্দর্য। মধুর+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

মধুরভাষী (-ভাষিন্)—যে মিষ্ট কথা বলে এমন, প্রিয়বাদী। উপতৎ; মধুর—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

মধুরা—১। মথুরানগরী; পালং শাক; শতপুষ্পা। মধুর+অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মাধুর্যযুক্তা। মধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মধুরাতি—১। বসন্তের রাত্রি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রীতিপ্রদা রাত্রি, মধুর রাত। কর্মধা। বি। [বিণ।

মধুরি, মধুরাই- মাধুর্যপূর্ণ। প্রা কপ্র।

মধুরিপু—বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ। মধুর (মধু নামক দৈত্যের) রিপু (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মধুরিম—মাধুর্যপূর্ণ। কপ্র। বিণ।

মধুরিমা (-মন্)—মাধুর্য। মধুর+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

মধুলুব্ধ—মধুর জন্য লালসাযুক্ত, মধুপ্রাপ্তির অভিলাষী। ৭মীতৎ। বিণ।

মধুলেহ—'মধুলিট্' দ্রঃ।

মধুলেহী—'মধুলিট্' দ্রঃ।

মধুশর্করা—মধুজাত একপ্রকার চিনি, সিতাখণ্ড। মধুজাতা শর্করা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মধুসূদন—নারায়ণ, হরি। উপতৎ; মধু—সূদি+অন কর্তৃ। বি; পুং।

মধুস্বর—১। কোকিল। মধু (মধুর) স্বর যাহার, বহু। ২। মিষ্টরব। মধু স্বর, কর্মধা। বি; পুং।

মধূক—১। গুড়পুষ্প; মহুয়াগাছ। বি; পুং। ২। যষ্টিমধু; মধুকপুষ্প। মন্+উক, করণ (ন-স্থানে ধ)। বি; ক্লী।

মধূত্থ—মোম। উপতৎ; মধু—উৎ—স্থা+ক কর্তৃ (মৌচাক হইতে পাওয়া যায় বলিয়া)। বি; ক্লী।

মধূৎসব—হোলি; বসন্তোৎসব। মধুর (মধুমাসের, বসন্তকালের) উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মধ্বাসব—মধু হইতে প্রস্তুত মদ্য। মধুজাত আসব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মধ্য—১। মাঝের, মধ্যম; উপযুক্ত, ন্যায্য; কেন্দ্রস্থ; অন্তর্বর্তী। বিণ। ২। মধ্যস্থান, কেন্দ্র; পশ্চিমদিক্; কটিদেশ, মাজা; দেহ-মধ্যভাগ; অভ্যন্তর; অন্তরাল, অবসর। বি; পুং বা ক্লী। ৩। অবসান, বিরাম; সংখ্যা বিঃ; নৃত্য বিঃ; তাল বিঃ। মা (সৌন্দর্য)—ধা+যক্ কর্তৃ, অথবা, মহ্+যক্ কর্ম (নিপা)। বি; পুং।

মধ্যচ্ছদা—(শারীরবিদ্যা) বক্ষঃস্থল ও তলপেটের মধ্যবর্তী পর্দা বিঃ, diaphragm. বি।

মধ্যতঃ (-তস্), (>**মধ্যত**)—মধ্যস্থান হইতে; মধ্যে। মধ্য+পঞ্চমী বা সপ্তমী-স্থানে তস্। অ।

মধ্যদেশ—মধ্যভাগ; ভিতর; ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রাচীন দেশ বিঃ [ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাগিরি, পশ্চিমে বিনশন এবং পূর্বে প্রয়াগ]। কর্মধা। বি; পুং।

মধ্যন্দিন—দুপুরবেলা, মধ্যাহ্ন। দিনের মধ্য, একদেশী (নিপা)। বি; ক্লী।

মধ্যপদলোপী (-লোপিন্)—(ব্যাক) মধ্যপদলোপযুক্ত সমাস, শাকপার্থিবাদি (শাক-প্রিয় পার্থিব=শাকপার্থিব) সমাস। মধ্যপদলোপ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মধ্যবয়স্ক—আধাবয়সের, প্রৌঢ়। মধ্য বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

মধ্যবর্ত্তি(র্তি)তা—মধ্যস্থতা, সালিসি; মধ্যে অবস্থান। মধ্যবর্ত্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মধ্যবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্), **-বর্তী** (-বর্তিন্)—১। মধ্যস্থিত। বিণ। স্ত্রী. **-বর্ত্তিনী**। ২। সালিস। উপতৎ; মধ্য—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

মধ্যবিত্ত—যে বড়লোক নয় আবার খুব গরিবও নয় এরূপ, মধ্যম-অবস্থাপন্ন; (বর্তমান অর্থ) বিত্তহীন হইয়াও শিক্ষা-দীক্ষাসম্পন্ন ও মানী। মধ্য বিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

মধ্যবিধ—মাঝারি রকমের। মধ্য বিধা যাহার, বহু। বিণ। [পুং।

মধ্যবিন্দু—কেন্দ্রস্থিত বিন্দু। কর্মধা। বি;

মধ্যম—১। মেজো; মধ্যস্থিত; মাঝামাঝি, মাঝারি, intermediate. বিণ। ২। শরীরের মধ্যভাগ, কোমর, কটিদেশ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। (সংগীত) সপ্তস্বরের অন্তর্গত ক্রৌঞ্চস্বরতুল্য চতুর্থ স্বর, 'সা-রে-গা-মা'-র মা; রাগিণী বিঃ; মৃগ বিঃ; মধ্যদেশ; উপপতি বিঃ; গ্রহগণের সাময়িক সংজ্ঞা বিঃ। মধ্য+ম ভবার্থে। বি; পুং।

মধ্যমণি—হার প্রঃর মধ্যস্থলে গ্রথিত মণি, মধ্যরত্ন। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মধ্যমপাণ্ডব—ভীম, বৃকোদর। কর্মধা। বি; পুং।

মধ্যমসংগ্রহ—অন্যের স্ত্রীর সহিত গোপনে প্রণয় করা এবং অলংকার গন্ধমাল্য প্রঃ দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করা। কর্মধা। বি; পুং।

মধ্যমসাহস—প্রাচীন ভারতের দোষীর দণ্ড বিঃ, পাঁচশণ জরিমানা। কর্মধা। বি; পুং।

মধ্যমা—১। নবরজস্বলা যুবতী; মাঝের আঙুল। বি; স্ত্রী। ২। মধ্যস্থিতা; মেজো। মধ্যম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মধ্যমান—সংগীতের ষোল মাত্রার তাল বিঃ। মধ্যে মান (সম) যাহার, বহু। বি; পুং।

মধ্যমিকা—নবযৌবনা স্ত্রী। মধ্যমা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মধ্যমীয়—মাঝারি। মধ্যম+ঈয় স্বার্থে। বিণ।

মধ্যরাত্র—দুপুর রাত, অর্ধরাত্র, নিশীথ। রাত্রির মধ্য, একদেশী (অচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

মধ্যরেখা—(জ্যোতিষ) যে কল্পিত রেখা দ্রষ্টার মাথার উপর দিয়া আকাশকে পূর্বভাগ ও পশ্চিমভাগে বিভক্ত করে তাহা, meridian. মধ্যবর্ত্তিনী রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মধ্য-শরীর—শরীরের মাঝের অংশ, ধড়, trunk. মধ্য শরীরের, একদেশী। বি; স্ত্রী।

মধ্যশিরা—পত্রের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ শিরা, midrib. মধ্যবর্ত্তিনী শিরা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মধ্যস্থ—১। যাহা মাঝখানে আছে এমন, মধ্যবর্তী; উদাসীন, যে কোন পক্ষেই লিপ্ত নয় এমন। বিণ। ২। সালিস। উপতৎ; মধ্য—স্থা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

মধ্যস্থতা—সালিসি; ঔদাসীন্য; মধ্যবর্তিতা। মধ্যস্থ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মধ্যস্থল, -স্থলী—কোমর, কটিদেশ; মধ্যভাগ, মাঝখান; কেন্দ্র। কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

মধ্যস্থালি—মধ্যস্থতা। মধ্যস্থ+আলি কর্মার্থে। বাংপ্র। বি। [বিণ।

মধ্যস্থিত—ভিতরে অবস্থিত। ৭মীতৎ।

মধ্যা—১। কোমর, কটিদেশ; নবযৌবনা নায়িকা; মাঝের আঙুল; ছন্দ বিঃ; গ্রহের গতি বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। ভিতরে অবস্থিতা; মধ্যমা। মধ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মধ্যাহ্ন—দুপুর বেলা; দিবসের অষ্টম মুহূর্ত; (শ্রুতিমতে) দিবসের তিনভাগের মধ্যভাগ; (স্মার্তমতে) দিবসের পঞ্চভাগের তৃতীয়ভাগ। অহনের (অর্থাৎ দিনের) মধ্য, একদেশী (টচ্ সমাসান্ত, অহন্-স্থানে অহ্ন)। বি; পুং।

মন—১। অন্তঃকরণ, চিত্ত; পছন্দ; সংকল্প; প্রবৃত্তি; বোধ; স্মৃতি। <মনস্। বি। **মন উঠা**—মন সন্তুষ্ট হওয়া। **মন করা**—ইচ্ছা করা। **মন খোলা**—মনের কথা খুলিয়া বলা। **মন টেকা**—থাকিবার জন্য আগ্রহ বর্তমান থাকা। **মন পড়া**—স্নেহ বা ভালবাসার সঞ্চার হওয়া। **মন পাওয়া**—অনুগ্রহভাজন হওয়া। **মন বসা**—মনোযোগী হওয়া; পছন্দ হওয়া। **মন ভাঙা**—নিরাশ হওয়া; মনোমালিন্য হওয়া। **মন মানা**—সান্ত্বনা পাওয়া। **মন যোগানো**—খোশামুদি করা, অপরকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তদনুরূপ কার্য করা। **মনে করা**—স্মরণ করা। **মনে ধরা**—পছন্দ হওয়া। **মনের ঝাল ঝাড়া**—আক্রোশ মিটান। **মনের মানুষ**—পছন্দসই লোক, প্রিয়জন। **মনে রাখা**—স্মরণ রাখা। ২। পরিমাণ বিঃ, চল্লিশ সের। মা+ডন করণ। বি; পুং।

মনঃ (মনস্)—হৃদয়, অন্তঃকরণ, চিত্ত; (ন্যায়মতে) সকল ইন্দ্রিয়কে কার্যে নিয়োগকারী অন্তরেন্দ্রিয়; (বেদান্তমতে) সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি; তৃপ্তি; প্রবৃত্তি; বুদ্ধি; অত্যন্ত অভিলাষ। মন্+অসুন্ করণ। বি; ক্লী।

মনঃকল্পিত—মনে মনে যাহার কল্পনা করা হইয়াছে এমন; অবাস্তব, অলীক, শুধু কল্পনা-প্রসূত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মনঃকষ্ট—মনের দুঃখ, মর্মবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [তৎ। বিণ।

মনঃক্ষুণ্ণ—মনে মনে দুঃখিত; হতাশ। ৭মী-

মনঃপীড়া—আন্তরিক কষ্ট, মর্মবেদনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনঃপূত—মন দ্বারা যাহাকে পবিত্র করা হইয়াছে এমন; অভিমত, মনোমত, পছন্দমত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মনঃপ্রাণ—অন্তঃকরণ ও প্রাণ; সর্ব অন্তঃকরণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মনঃশিল, -শিলা, -সিল, -সিলা—লাল রঙের একপ্রকার পাহাড়িয়া পদার্থ, খনিজ দ্রব্য বিঃ, মনছাল, realgar. মনোহর শিল, শিলা, সিল, সিলা, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী, পুং, স্ত্রী।

মনঃসংযোগ—অভিনিবেশ, মনোযোগ, মনোনিবেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনঃস্থ, মনস্থ—১। সংকল্পিত; মনে স্থিত। উপতৎ; মনস্—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। সংকল্প, অভিপ্রায়। বাংপ্র। বি।

মনকষাকষি—অবনিবনাও, পরস্পরের মনের অমিল। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মনক্কা—বড় শুকনা আঙুর, raisins. <আ 'মুনক্কা'। বি।

মনখোলা—উদার; সরল। মন খোলা যাহার বা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

মনগড়া—কল্পনা দ্বারা কৃত; মিথ্যা ('— কথা')। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

মনচোর, -চোরা—হৃদয় মুগ্ধকারী, চিত্তহারী; ভালবাসার জন, প্রণয়ী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

মনছাল—মনঃশিলা, realgar. <মনঃশিলা। বি।

মনন—অনুমান; অনবরত অনুচিন্তন; বোধন; ধারণাকরণ; ইচ্ছাকরণ। মন্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মনমথ—কামদেব, কাম। কপ্র। বি।

মনমরা—বিমর্ষ; উৎসাহশূন্য। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

মনরক্ষা—মন রাখা, মনোমত কার্য দ্বারা প্রীতিসম্পাদন; তোষামোদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনরাখা—তোষামুদে, যাহাতে একজন অসন্তুষ্ট না হয় এমন ('— কথা')। মন—রাখ্+আ করণ। বাংপ্র। বিণ।

মনশ্চক্ষুঃ (-শ্চক্ষুস্), (> -শ্চক্ষু)—অন্তর্দৃষ্টি; কল্পনা। মনোরূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

মনশ্চাঞ্চল্য—চিত্তের অস্থিরতা, মনের উদ্বেগ; কামক্রোধাদিজনিত মনের বিকার। মনের (মনস্-শব্দ) চাঞ্চল্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মনসব—মোগল সম্রাটের দেওয়া উপাধি বিঃ। আ। বি।

মনসবদার—উপাধি বিঃ [মোগল আমলে প্রধান সুবাদারের অধীনে যাহারা শত সৈন্যের নেতা তাহারা উক্ত সম্মানের যোগ্য ছিল]। মনসব+দার বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি।

মনসা—সর্পবংশীয় দেবী বিঃ। মন—সো+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মনসিজ—১। কামদেব, মদন। বি; পুং। ২। কল্পনা হইতে উদ্ভূত; মন হইতে জাত। অলুক্ উপতৎ; মনসি (মনে)—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

মনস্কাম, মনস্কামনা—মনের অভিলাষ, মনোবাঞ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

মনস্তাপ—অনুতাপ; মনঃপীড়া, মানসিক কষ্ট। মনের (মনস্-শব্দ) তাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনস্তুষ্টি—মনের প্রীতি; সন্তোষ সাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনস্তৃপ্তি—মনের সন্তোষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনস্থ—'মনঃস্থ' দ্রঃ।

মনস্বিতা—প্রশস্তচিত্ততা; স্থিরচিত্ততা; ধীরত্ব; সম্মান। মনস্বিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মনস্বী (মনস্বিন্)—উদারচিত্ত, প্রশস্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট, মহামনাঃ; ধীর, স্থিরচিত্ত; মানী। মনস্+বিন্ প্রশংসার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্বিনী**।

মনান্তর—মনোমালিন্য, অপ্রীতি; কলহ। মনের (<মনস্) অন্তর (=পার্থক্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মনাবী, মনায়ী—মনুর পত্নী। মনু (মুনি বিঃ)+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মনি-অর্ডার—ডাকযোগে টাকা পাঠান। <ইং 'money-order'. বি।

মনিব—কর্তা, প্রভু; মুরব্বী। <আ 'মুনীব'। বি।

মনিবগিরি, মনিবানা—মনিবের পদ; প্রভুত্ব। মনিব+গিরি, আনা ভাবে, কর্মার্থে। আ-মু। বি।

মনিব্যাগ—টাকা রাখিবার ছোট থলি বিঃ। <ইং 'money-bag'. বি।

মনিষ্যি—মানুষ। <মনুষ্য। বি।

মনিহারী—মণিহারী (তাহা দ্রঃ)।

মনীষা—বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। মনের ('মনস্'-শব্দ) ঈষা (গমন), ৬ষ্ঠীতৎ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

মনীষিত—মনোভিলষিত, বাঞ্ছিত। মনীষা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মনীষিতা—১। বুদ্ধিমত্তা। মনীষিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। বাঞ্ছিতা। মনীষিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনীষী (-ষিন্)—১। জ্ঞানী; বুদ্ধিমান্; ধীর; চিন্তাশীল। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**। ২। পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদ্বান্ লোক। মনীষা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মনু—ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ; ধর্মশাস্ত্র (মনুসংহিতা)-প্রণেতা মুনি বিঃ [প্রতিকল্পে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দশ মনু হইয়া থাকেন; এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে]; মন্ত্র; সূর্যপুত্র, পৃথিবীর প্রথম রাজা। মন্+উ কর্তৃ। বি; পুং।

মনুজ, মনুষ্য—মানুষ, মানব, মনুর পুত্র। উপতৎ; মনু—জন্+ড কর্তৃ; মনু+যৎ অপত্যার্থে (ষ-আগম)। বি; পুং।

মনুজেন্দ্র—রাজা, নৃপতি। মনুজমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

মনুষী—স্ত্রীলোক, নারী। মনুষ্য+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মনুষ্য—'মনুজ' দ্রঃ।

মনুষ্যকৃত—মানুষের করা, মনুষ্যকর্তৃক অনুষ্ঠিত; কৃত্রিম। ৩য়াতৎ। বিণ।

মনুষ্যখাদক, -ভক্ষক—যে মানুষ খায় এমন, নরমাংস-ভক্ষণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খাদিকা, -ভক্ষিকা**।

মনুষ্যত্ব—মানুষের স্বভাব; মানুষের ধর্ম; মনুষ্যোচিত সদ্গুণ; দয়া শিষ্টাচার ইঃ গুণ; সভ্যতা। মনুষ্য+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

মনুষ্যভক্ষক—'মনুষ্যখাদক' দ্রঃ।

মনুষ্যলোক—পৃথিবী, মানবের বসতি-স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনুষ্যাবাস—লোকালয়, যে স্থানে মানুষ বাস করে তাহা। মনুষ্যের আবাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনুসংহিতা—মনুকৃত ধর্মশাস্ত্র। মনুপ্রণীতা সংহিতা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মনোগত—১। যাহা মনে রহিয়াছে এমন, আন্তরিক। বিণ। ২। চিন্তা; অনুভব; অভিলাষ। মনকে (মনস্-শব্দ) গত, ২য়াতৎ। বি; ক্লী।

মনোজ—১। কন্দর্প, মদন। বি; পুং। ২। অন্তঃকরণে জাত। উপতৎ; মনস্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

মনোজগৎ—অন্তঃকরণরূপ জগৎ, চিন্তারাজ্য, সকল মানসিক ব্যাপার। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

মনোজন্মা (-জন্মন্), **-ভব, -ভূ**—১। কামদেব; কাম। বি; পুং। ২। মনে উৎপন্ন, মনোজাত। মনে ('মনস্'-শব্দ) জন্ম ('জন্মন্'-শব্দ), ভব যাঁহার, বহু; মনোভূ= মনস্—ভূ+কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

মনোজ্ঞ—মনোহর, সুন্দর। উপতৎ; মনস্—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ। বি, **-জ্ঞা**।

মনোজ্ঞতা—সৌন্দর্য, রমণীয়তা। মনোজ্ঞ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মনোদুঃখ—শোক; মানসিক কষ্ট; অনুশোচনা। মনের ('মনস্'-শব্দ) দুঃখ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মনোনয়ন—মনে মনে বাছাই করা, পছন্দ-করণ; অনেক লোকের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট একজনকে বাছিয়া লওয়া, nomination. মনস্—নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মনোনিবেশ—অভিনিবেশ, মনোযোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোনীত—অভিলষিত, মনোমত; যাহাকে বহুজনের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে এমন, nominated. ৭মীতৎ বা ৩য়াতৎ। বিণ।

মনোনেত্র—মনোরূপ নয়ন; জ্ঞানচক্ষু; বুদ্ধি; কল্পনা। মনোরূপ নেত্র, রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

মনোবাঞ্ছা, -বাসনা—মনের অভিলাষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনোবাদ—মনোমালিন্য, মনের অমিল; বিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোবাসনা—'মনোবাঞ্ছা' দ্রঃ।

মনোবিকলন—মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, psycho-analysis. মনের (মনস্-শব্দ) বিকলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মনোবিকার—অন্তরের চাঞ্চল্য; মনের রোগ; বৈরাগ্য; ভাবান্তর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোবিজ্ঞান—মনের ক্রিয়া স্বভাব ইঃ বিষয়ক শাস্ত্র বা জ্ঞান, psychology. মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মনোবৃত্তি—মানসিক প্রবৃত্তি; চিত্তবৃত্তি; চিন্তা স্মরণ কল্পনা প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনোবেদনা, মনোব্যথা—মনের দুঃখ, মানসিক কষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মনোভঙ্গ—বিষাদ; অনুৎসাহ; নৈরাশ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোভব, -ভূ—'মনোজন্মা' দ্রঃ।

মনোভাব—মনের অভিপ্রায়; মনের অবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোভিনিবেশ—মনোযোগ। মনের অভিনিবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মনোভিলাষ—মনের ইচ্ছা। মনের অভিলাষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মনোভেদ—মনান্তর ; প্রণয়নাশ ; আশাভঙ্গ ; বিষাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মনোমত—পছন্দসই, মনের মতন ; অভিলষিত। মন দ্বারা ('মনস্'-শব্দ) মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মনোমদ—গর্ব, অহংকার। মনের ('মনস্'-শব্দ) মদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মনোময়—মনঃস্বরূপ ; মানস, কল্পনা বা চিন্তা দ্বারা সৃষ্ট। মনস্ + ময়ট্ স্বরূপাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

মনোমালিন্য—বিরোধ ; অসদ্ভাব। মনের ('মনস্'-শব্দ) মালিন্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মনোমোহন—যাহা মনকে মুগ্ধ করে এমন, মনোহর, রমণীয়। মনের মোহন (মোহজনক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মনোমোহিনী—সুন্দরী ; মনোমোহকারিণী। উপতৎ ; মনস্—মুহ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মনোযোগ—মনের একাগ্রতা, অভিনিবেশ ; মনোনিবেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মনোযোগী (-গিন্)—অভিনিবিষ্ট, যে একমনে কোন কাজ করে এমন। মনোযোগ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

মনোরঞ্জক—মনের আনন্দবিধায়ক, চিত্তের প্রফুল্লতা-সম্পাদনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রঞ্জিকা**।

মনোরঞ্জন—১। চিত্তের তৃপ্তিকর। বিণ। ২। মনের সন্তোষসাধন, মনস্তুষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মনোরঞ্জিকা—মনের আনন্দ-বিধায়িনী, মনের প্রফুল্লতাকারিণী। মনোরঞ্জক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মনোরঞ্জিনী—মনের আনন্দ বা সন্তোষপ্রদানকারিণী। উপতৎ ; মনস্—রন্জ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মনোরথ—ইচ্ছা, অভিলাষ, মনের বাসনা। মনের রথ অর্থাৎ তৎসদৃশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মনোরম—সুন্দর, রমণীয় ; সন্তোষদায়ক। মনস্—রম্ + ঘঞ্ অধি। বিণ।

মনোরমা—১। বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতা বিঃ ; দশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ ; গোরোচনা ; কার্তবীর্যার্জুনের মহিষী। বি ; স্ত্রী। ২। মনোহরা ; সুন্দরী। মনোরম + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মনোরাজ্য—অন্তঃকরণরূপ রাজ্য, মনের সব ব্যাপার, চিন্তারাজ্য। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

মনোলোভা—যাহা মনের মধ্যে লোভের সৃষ্টি করে এমন ; রমণীয়া। উপতৎ ; মনস্—লুভ্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মনোহত—প্রতিহত ; ভগ্নমনাঃ, হতাশ। মনে ('মনস্'-শব্দ) হত (আঘাতপ্রাপ্ত), ৭মীতৎ। বিণ।

মনোহর, -হারী (-হারিন্)—সুন্দর, রমণীয়, চিত্তাকর্ষক। উপতৎ ; মনস্—হৃ + অচ্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হরা, -হারিণী**।

মনোহরণ—মনকে মুগ্ধকরণ, চিত্তাকর্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মনোহরসাই, -সাহী—বর্ধমান বিভাগের উত্তরার্ধে জাত এবং প্রচলিত উচ্চাঙ্গ কীর্তনের রীতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

মনোহরা—১। সুন্দরী। মনোহর + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চিনির আবরণযুক্ত একপ্রকার সন্দেশ। বাংপ্র। বি।

মনোহারিত্ব—রমণীয়তা ; সৌন্দর্য। মনোহারিন্ + ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী। বিণ, **-হারী** (-হারিন্)।

মনোহারী (-হারিন্)—'মনোহর' দ্রঃ।

মন্তব্য—১। চিন্তনীয়, মননীয় ; বিচার্য, বিবেচনীয়। বিণ। ২। মতামত, অভিমত, remark ; টিপ্পনী, note. মন্ + তব্য কর্ম। বি ; ক্লী।

মন্তা (মন্তৃ)—১। পরামর্শদাতা, মন্ত্রী। বি ; পুং। ২। মননকর্তা। মন্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ।

মন্ত্র—১। যে কোন জীবের বশীকরণসাধন তন্ত্রোক্ত বাক্য ; দেবতাবিশেষের উপাসনার উপযোগী বাক্য বা শ্লোক বা পদ ; গুরুদত্ত বাক্য ; ব্রত বা কর্মের মূল নীতি ; মন্ত্রণা ; বেদের অংশ বিঃ, ঋগ্ যজুঃ ইঃ ; রহস্য। মন্ত্র্ + ঘঞ্ কর্ম। ২। মন্ত্রণা, পরামর্শ ; বিচার। মন্ত্র্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

মন্ত্রকুশল—মন্ত্রণাবিষয়ে সুদক্ষ। ৭মীতৎ। বিণ।

মন্ত্রগুপ্তি—পরামর্শ-গোপন ; নিজের গোপনীয় কথাবার্তা প্রকাশ না করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মন্ত্রগৃহ, -ভবন—পরামর্শ করিবার গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মন্ত্রজ্ঞ—১। যে মন্ত্র জানে এমন ; যে পরামর্শ দিতে জানে এমন। উপতৎ ; মন্ত্র—জ্ঞা + ক কর্তৃ। বিণ। ২। চর, গুপ্তদূত ; মন্ত্রী। বি ; পুং।

মন্ত্রণ, মন্ত্রণা—গোপনে পরামর্শ করা ; মন্ত্রকরণ। মন্ত্র্ + অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাব + আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

মন্ত্রতন্ত্র—মন্ত্র এবং মন্ত্রসম্বন্ধীয় ব্যাপারাদি। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

মন্ত্রদাতা (-দাতৃ)—মন্ত্রদানকর্তা, গুরু ; পরামর্শদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

মন্ত্রপূত—মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মন্ত্রবল—মন্ত্রের শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মন্ত্রভবন—'মন্ত্রগৃহ' দ্রঃ।

মন্ত্রমুগ্ধ—মন্ত্রবলে মোহিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মন্ত্রসাধন—সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রজপ ; মন্ত্রসিদ্ধির উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মন্ত্রসিদ্ধ—যে মন্ত্রসাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

মন্ত্রিত—যাহা মন্ত্রণা করা হইয়াছে এমন, পরামর্শপূর্বক স্থিরীকৃত ; মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত। মন্ত্র্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

মন্ত্রিত্ব—মন্ত্রীর পদ বা কার্য। মন্ত্রিন্ + ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

মন্ত্রী (মন্ত্রিন্)—১। পরামর্শদাতা। বিণ। স্ত্রী—**মন্ত্রিণী**। ২। অমাত্য, সচিব, minister. মন্ত্র (মন্ত্রণা) + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

মন্থ—১। মন্থনদণ্ড। মন্থ্ + ঘঞ্ করণ। ২। আলোড়ন, মন্থন ; বিনাশ। মন্থ্ + ঘঞ্ ভাব। ৩। সূর্য। মন্থ্ + অচ্ কর্তৃ। ৪। নেত্রমল ; নেত্ররোগ ; একপ্রকার ছাতু-মিশানো পানীয়, মথিত বস্তু। মন্থ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

মন্থজ—ননী, নবনীত। উপতৎ ; মন্থ্—জন্ + ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

মন্থন—১। আলোড়ন, বিলোড়ন ; মওয়া ; বিনাশ। মন্থ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। মথনদণ্ড। মন্থ্ + অনট্ করণ। বি ; পুং।

মন্থনী—মন্থনদণ্ড, মউনি ; মন্থনাধার। মন্থন + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মন্থর—১। অশীঘ্র, ধীরগামী ; কোন কাজে ঢিলা ; অলস, জড় ; প্রকাণ্ড, বৃহৎ ; পৃথু, ভারী ; নীচ, নম্র ; নত ; সূচক, বক্র। বিণ। ২। মন্দগামী ঘোড়া ; কোষ ; ফল ; কোপ। মন্থ্ + অরন্ কর্তৃ। ৩। মথনদণ্ড ; বাধা। মন্থ্ + অরন্ করণ। বি ; পুং।

মন্থরগতি—১। ধীরে ধীরে গমন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ধীরগতিযুক্ত। মন্থরা গতি যাহার, বহু। বিণ।

মন্থরগামী (-গামিন্)—যে ধীরে ধীরে গমন করে এমন। মন্থর—গম্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

মন্থরা—১। দশরথপত্নী কৈকেয়ীর দাসী। বি ; স্ত্রী। ২। ধীরা, ধীরগতিযুক্তা। মন্থর + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মন্থী (মন্থিন্)—মন্থনকারী। মন্থ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মন্থিনী**।

মন্দ—১। খারাপ, অপকৃষ্ট ; অশুভ ; অসৎ ;

অসুস্থ ; জড়, অলস ; মৃদু ; মূর্খ ; অল্প ; মত্ত ; নীচ ; হতভাগ্য, অভাগ্য, অতীক্ষ্ণ ; খল ; অপটু ; ক্ষীণ ; স্বাধীন ; উন্মত্ত ; আত্মম্ভরি। বিণ। ২। শনিগ্রহ ; যম ; গজ বিঃ ; প্রলয় ; কাক। মন্দ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

মন্দগ, -গামী (-গামিন্)—ধীরে ধীরে গমনকারী, মৃদুগামী। উপতৎ ; মন্দ—গম্‌+ড, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গা, -গামিনী।

মন্দগতি—১। ধীর গতি, মন্থর গমন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ধীরগতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

মন্দতা, -ত্ব—ধীরতা ; ন্যূনতা ; মান্দ্য ; মূর্খতা। মন্দ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

মন্দন—কমতি, হ্রাস ; বেগ গতির ক্রমিক হ্রাস, retardation. মন্দ্‌+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

মন্দবুদ্ধি—নির্বোধ, জড়বুদ্ধি, স্থূলবুদ্ধি ; ক্রূরমতি। মন্দা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

মন্দভাগ, -ভাগ্য—১। হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। বহু। বিণ। ২। খারাপ অদৃষ্ট, পোড়া কপাল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মন্দভাগিনী—দুর্ভাগিনী, দুরদৃষ্টা। মন্দভাগ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্‌ [সংস্কৃতব্যাকরণানুযায়ী 'মন্দভাগা' পদই সাধু]। বিণ ; স্ত্রী।

মন্দভাগ্য—'মন্দভাগ' দ্রঃ। [বিণ।

মন্দমন্দ—ধীরে ধীরে ; অল্পে অল্পে। ক্রি-

মন্দর—১। পুরাণে বর্ণিত পর্বত বিঃ [দেবাসুরেরা এই পর্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন] ; মন্দারবৃক্ষ ; মুকুর, আর্শি ; স্বর্গ ; হার বিঃ। বি ; পুং। ২। ধীর, অলস ; অনেক। মন্দ্‌+অরন্ কর্তৃ। বিণ।

মন্দা—১। সংক্রান্তি বিঃ ; গ্রহগতি বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। অলসা, জড়া ('মন্দ' দ্রঃ)। মন্দ+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ৩। যাহাতে ক্রয়বিক্রয়ের অভাব ঘটে এমন। বিণ। ৪। কমতি, হ্রাস, ঘাটতি ; লাঘব। বাংপ্র। বি।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা ; সংক্রান্তি বিঃ ; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ। মন্দ—অক্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মন্দাক্রান্তা—প্রতি চরণে সতের অক্ষরযুক্ত কবিতার ছন্দ বিঃ। মন্দ আক্রান্ত (গতি) যাহার, বহু+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মন্দাক্ষ—১। লজ্জা, লাজ। মন্দ অক্ষি (ইন্দ্রিয়) যাহা হইতে, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বি ; ক্লী। ২। সংকুচিতনেত্র। মন্দ (সংকুচিত) অক্ষি (নেত্র) যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

মন্দাগ্নি—ক্ষুধা প্রঃর অল্পতা, জঠরাগ্নির ক্ষীণতা ; অজীর্ণ। মন্দ (অল্পশক্তিযুক্ত) অগ্নি, কর্মধা। বি ; পুং।

মন্দানল—মন্দাগ্নি। মন্দ অনল, কর্মধা। বি ; পুং।

মন্দানিল—ধীরে ধীরে প্রবাহিত বায়ু। মন্দ অনিল, কর্মধা। বি ; পুং।

মন্দার—স্বর্গীয় দেবতরু বিঃ ; মাদারগাছ ; ধূর্ত ; তীর্থ বিঃ ; অর্কবৃক্ষ। মন্দ্‌+আরক্ করণ। বি ; পুং।

মন্দির—১। দেবগৃহ ; গৃহ, ভবন ; নগর, পুর। বি ; ক্লী। ২। সমুদ্র ; জানুর পশ্চাদ্ভাগ। মন্দ্‌+কিরচ্ অধি। বি ; পুং।

মন্দিরা—১। কাঁসা বা পিত্তলের তৈয়ারী বাদ্যযন্ত্র বিঃ, ছোট খত্তাল, cymbals. <মঞ্জীর। বি। ২। মন্দির। মন্দির+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মন্দীভূত—যাহা কম হইয়া গিয়াছে এরূপ, অল্পীভূত ; জড়ীভূত। মন্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=মন্দী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -ভবন, -ভাব।

মন্দুরা—ধীর, মন্দ। প্রা কপ্র। বিণ।

মন্দুরা—অশ্বশালা ; মাদুর। মন্দ্‌ (নিদ্রিত হওয়া)+উরচ্ অধি+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মন্দোদরী—রাবণের স্ত্রী ; ক্ষীণোদরী স্ত্রী ; একটি রাগিণীর নাম। মন্দ (অল্প) উদর যাহার, বহু+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মন্দ্র—১। বাদ্যযন্ত্র বিঃ, মৃদঙ্গ ; মেঘের গম্ভীর গর্জন ; গম্ভীর ধ্বনি (ইহা উদারা স্বর নামে অভিহিত)। মন্দ্‌+রক্ করণ। বি ; পুং। ২। গম্ভীর। মন্দ্র+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

মন্বন্তর—১। এক এক মনুর রাজ্যশাসনকাল, দেবতাদের একাত্তর যুগ। মনুর অন্তর যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ২। দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ। বাংপ্র। বি।

মন্মথ—কন্দর্প, কামদেব, মদন। মনস্—মথ্ +অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

মন্যা—স্নায়ু ; গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থিত শিরা ; পায়ের শির। মন্ (বোধ করা)+ক্যপ্ করণ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। [বি।

মন্যি, মুন্যি—অভিশাপ ; ক্রোধ। <মন্যু।

মন্যু—দারিদ্র্য, দৈন্য ; শোক ; ক্রোধ ; যজ্ঞ ; অহংকার ; ক্ষত্রিয় বিঃ। মন্+যু কর্ম। বি ; পুং।

মফস্বল—শহরের বাহিরের স্থান ; সম্মুখের বিপরীত। <আ 'মুফস্বল'। বি বা বিণ।

মবলগ—নগদ টাকা ; মোট। আ। বি।

মবলগে—সব ধরিয়া, সাকল্যে, সমুদায়ে। আ-মূ। ক্রি-বিণ।

মম—আমার। সংস্কৃত ষষ্ঠ্যন্ত 'অস্মদ্' শব্দ। কপ্র। সর্ব।

মমতা, মমত্ব—আমার বলিয়া জ্ঞান, আসক্তি ; মায়া ; অহংকার ; স্নেহ। মম+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

ময়—দৈত্য বিঃ, দানবগণের শিল্পী ; উষ্ট্র ; অশ্বতর। ময়্‌+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ময়দা—আটা, গোধূমচূর্ণ। <ফা 'মইদা'। বি।

ময়দান—মাঠ, ক্ষেত্র। ফা। বি।

ময়না—১। শালিকজাতীয় পাখি বিঃ ; মদন-পাখি ; কুটনী। <মদন বা মদনিকা। ২। একরকম গাছ ; একরকম ঘাস। বাংপ্র। বি।

ময়রা—মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারী জাতি বিঃ, মোদক। বাংপ্র। বি।

ময়লা—১। নোংরা, অপরিষ্কৃত ; মন্দ, কুটিল ; শ্যামল, যাহা গৌরবর্ণ নয় এমন। বিণ। ২। মালিন্য ; বিষ্ঠা। <মল। বি।

ময়ান—লুচি প্রঃ প্রস্তুত করিবার পূর্বে ময়দার সহিত ঘৃতমিশ্রণ। বাংপ্র। বি।

ময়াল—একপ্রকার বৃহৎ সর্প। <মহাকাল। বি।

ময়ূখ—দীপ্তি, কিরণ, জ্যোতিঃ ; শোভা ; জ্বালা ; কীল। মা+উখ কর্তৃ। (মা-স্থানে ময়্‌)। বি ; পুং।

ময়ূখমালা—দীপ্তিসমূহ, কিরণজাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

ময়ূখমালী (-মালিন্)—সূর্য। ময়ূখমালা +ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

ময়ূর—১। শিখী, কলাপী। মহী—রু+ড কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং। ২। বরের মুকুট। প্রাদে। বি।

ময়ূরকণ্ঠী—একপ্রকার রঙ্গিন শাড়ি ; লাল ও সবুজের মিশ্রণজাত বর্ণযুক্ত, ময়ূরের গলার ন্যায় রঙবিশিষ্ট। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ময়ূরপঙ্খী—ময়ূরের মত আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা বা যান। বাংপ্র। বি।

মর—১। মরণ। মৃ+অপ্‌ ভাব। ২। মরণাধীন, মরণশীল। মৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

মরক—মারী, মড়ক। মর+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

মরকত—সবুজ রঙের একপ্রকার মণি, পান্না, emerald. মরক—তৃ+ড করণ। বি ; ক্লী।

মরজগৎ—পৃথিবী, মরণশীল বিশ্ব। মরদিগের জগৎ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মরণ—মৃত্যু, প্রাণবায়ুর উৎক্রমণরূপ ব্যাপার, জীবননাশ, দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ। মৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

মরণধর্ম(র্ম্ম)শীল—যাহার স্বভাবই ধ্বংস হওয়া এমন, নশ্বর। মরণরূপ ধর্ম, রূপক কর্মধা ; মরণধর্মই শীল যাহার, বহু। বিণ।

মরণধর্মা (-ধর্মন্), **-ধর্ম্মা** (-ধর্ম্মন্)—মরণধর্মী ; নশ্বর। মরণ ধর্ম যাহার, বহু+অনিচ্ সমাসান্ত। বিণ।

মরণধর্মী (-ধর্মিন্), **-ধর্ম্মী** (-ধর্ম্মিন্)—যাহার স্বভাবই মরিয়া যাওয়া এমন, নাশশীল,

নশ্বর। মরণধর্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ধর্মিণী।

মরণশীল—মরণধর্মা, নশ্বর। মরণ শীল যাহার, বহু। বিণ।

মরণাপন্ন—মর-মর, মৃতপ্রায়; যাহার মরণ-দশা উপস্থিত হইয়াছে এমন। মরণকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

মরণাশৌচ—আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য অপবিত্র অবস্থা। মরণজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মরণোন্মুখ—যাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন, মুমূর্ষু; মরণোদ্যত। মরণে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ন্মুখা, -ন্মুখী।

মরত—১। পৃথিবী। <মর্ত। বি। ২। মরণশীল। কপ্র। বিণ।

মরতভবন—পৃথিবী, মরজগৎ। কপ্র। বি।

মরদ, মরদা—১। পুরুষ; যুবক। বি। ২। পুরুষজাতীয়; বলবান্। <ফা 'মর্দ্'। বিণ।

মরদানা—পুরুষত্ব। মরদ+আনা ভাবে। ফা-মূ। বি।

মরম—শরীরের সন্ধিস্থান; হৃদয়াদি জীবস্থান; অন্তঃকরণ। <মর্মন্। বি।

মরমর—মরণাপন্ন, মৃতপ্রায়। বাংপ্র। বিণ।

মরমসখা—যে বন্ধুর নিকট প্রাণের কথা বলা যায় সে, অভিন্নহৃদয় সখা। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, -সখী।

মরমিয়া—সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বোঝা যায় না এমন, স্থূলবুদ্ধির অতীত; দরদী; গূঢ়; ভগবদ্বিষয়ক। মরম+ইয়া সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মরমী—যে মনের কথা জানে এমন; দরদী; যে মরমিয়া তত্ত্ব আলোচনা করে, mystic. <মর্মী। বিণ।

মরশুম—ঋতু; মৌসুম; অধিক বিক্রয়ের সময়, সুবিধার সময়; সুযোগ। <আ 'মৌসিম'। বি।

মরশুমী—ঋতু বিশেষে উৎপন্ন। আ-মূ। বিণ।

মরা—১। মৃত, গতায়ু, ক্ষীণ; যাহাতে খাদ আছে এমন। মর্+আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ। ২। মরিয়া যাওয়া; হ্রাস পাওয়া; কষ্ট পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৩। মরণশীলা। মর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মরাই—ধান্যের গোলা। <মরায়। বি।

মরাঞ্চে—মৃতবৎসা। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

মরামর—মনুষ্য এবং দেবতা। মর এবং অমর, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মরামাস—খুশকি, মস্তকচর্মের রোগ বিঃ, dandruff. বাংপ্র। বি।

মরাল—১। রাজহংস, swan (অথবা flamingo); পাতিহাঁস; অশ্ব; মেঘ; কজ্জল। বি; পুং। ২। মসৃণ; স্নিগ্ধ। মৃ+আলচ্ কর্তৃ। বিণ।

মরালগমনা, -গামিনী—যে নারীর চলার ভঙ্গী রাজহাঁসের মত সুন্দর এমন। মরালের গমনের ন্যায় গমন যাহার, বহু+আপ্; মরাল—গম্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মরি, মরি মরি—সবিস্ময় আনন্দ দুঃখ ইঃ সূচক। বাংপ্র। অ।

মরিচ, মরীচ—একপ্রকার গোলাকার ঝাল ফল, গোলমরিচ; লঙ্কামরিচ। মৃ+ইচ করণ (নিপা বিকল্পে দীর্ঘ)। বি; পুং।

মরিচা—লৌহমল, ধাতুমল, জং। <ফা 'মোর্চহ্'। বি।

মরিয়া—জীবনের প্রতি মায়াশূন্য; জীবনে হতাশ হইয়া বিপদের সম্মুখে অগ্রসর। মর্+ইয়া উক্ত অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মরীচ—'মরিচ' দ্রঃ।

মরীচি—১। কিরণ, রশ্মি; মরীচিকা। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টিকর্তা মুনি বিঃ। মৃ+ঈচি করণ। বি; পুং।

মরীচিকা—মরুভূমিতে বালুকারাশির উপর পতিত সূর্যকিরণে জলভ্রম, মৃগতৃষ্ণা, mirage [মরুপ্রদেশে বালুকারাশির উপর প্রচণ্ড সূর্যকিরণ দর্শনে পিপাসার্ত মৃগ জলভ্রমে তদভিমুখে ধাবমান হয়, মৃগের এইরূপ ভ্রমকে মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণা কহে]। মরীচিতে ক (জল) যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

মরীচিমালী (-মালিন্)—১। সূর্য। বি; পুং। ২। কিরণমালাবিশিষ্ট। মরীচিমালা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -লিনী।

মরু—জলতৃণাদিশূন্য বালুকাময় প্রদেশ; পর্বত; মারওয়ার দেশ। মৃ+উ অধি। বি; পুং।

মরুৎ—বায়ু; দেবতা। মৃ+উতি করণ [যাহার ক্রোধ হইতে সকলে মরে এই অর্থে; অথবা—দিতির পুত্রসকল দেবগণের হস্তে বিনষ্ট হইলে, তিনি স্বামীর নিকটে এক অজেয় পুত্র কামনা করেন, ইহার ফলে তাঁহার গর্ভে পবনদেবের জন্ম হয়; ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া এই গর্ভস্থ শিশুকে বজ্র-প্রহারে উনপঞ্চাশৎ অংশে খণ্ডিত করেন এবং ঐ রোরুদ্যমান শিশুকে "মা রুদ, অর্থাৎ কাঁদিও না" বলিয়া সান্ত্বনা করেন; ইহা হইতে পবনের মারুত, মরুৎ, মরুত এই নামগুলি হইয়াছে; মতান্তরে ইহারা পবনদেবের অধীন উনপঞ্চাশৎ বায়ু; মহর্ষি কশ্যপ পূর্বোক্ত উনপঞ্চাশৎ অংশকে জীবিত করিয়া পবনাধীন করেন]। বি; পুং। [পুং।

—বায়ু। মরুৎ—দা+ক কর্তৃ। বি;

মরুৎপতি—নারায়ণ। মরুৎ অর্থাৎ দেবতার পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মরুৎপাল—ইন্দ্র। উপপদ; মরুৎ (দেবতা)—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মরুদ্বীপ—মরুভূমিমধ্যস্থ বৃক্ষাদিপূর্ণ স্থান, মরূদ্যান। মরুস্থ দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

মরুভূ, মরুভূমি—জলতৃণাদিবিহীন বালুকাপূর্ণ বিশাল ভূমি। মরুই ভূ, ভূমি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মরুস্থল, -স্থলী—মরুভূমি; শস্যাদিবিহীন বালুকাময় স্থান। কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

মরূদ্যান—মরুদ্বীপ, মরুভূমির মধ্যবর্তী গাছপালা জলাশয়সমন্বিত স্থান, oasis. মরুস্থ উদ্যান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মর্কট—ক্ষুদ্রজাতীয় বানর; মাকড়সা। মর্ক্+অটন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, -টী।

মর্কটক—মর্কট। মর্কট+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

মর্গ—মৃতদেহ সনাক্তকরণের জন্য যেখানে রাখা হয় তাহা। <ইং 'morgue'. বি।

মর্টগেজ—বন্ধক; বন্ধকী দলিল। <ইং 'mortgage'. বি।

মর্জি—ইচ্ছা; সম্মতি। <আ 'মর্জী'। বি।

মর্ত(র্ত্ত), মর্ত্য(র্ত্ত্য)—১। মানুষ। মৃ+তন্ কর্তৃ; মর্ত+যৎ স্বার্থে। ২। মধ্যমলোক, পৃথিবী। মৃ+তন্ অধি; মর্ত+যৎ ভবার্থে। বি; পুং।

মর্তমান—একপ্রকার কলা, শবরী কলা; মার্তাবান-দ্বীপজাত কলা। বাংপ্র। বি।

মর্ত্য(র্ত্ত্য)ধাম (-ধামন্)—পৃথিবী। কর্মধা। বি; ক্লী।

মর্ত্য(র্ত্ত্য)লীলা—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্বক যাহা করা হয় তাহা; নশ্বরজীবনের কার্যকলাপ, মনুষ্যলীলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মর্ত্য(র্ত্ত্য)লোক—পৃথিবী, মনুষ্যলোক। মর্ত্যদের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মর্ত্য—'মর্ত' দ্রঃ।

মর্দ(র্দ্দ)—১। মরদ, পুরুষ। বি। ২। সাহসী; বীর। <ফা 'মর্দ্'। বিণ।

মর্দ(র্দ্দ)—১। মর্দন। মৃদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। মর্দনশীল। মৃদ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

মর্দ(র্দ্দ)ন—১। গা-টেপা; পেষণ; দলন; চূর্ণন; সংবাহন। মৃদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। দলনকারী; পেটক। মৃদ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

মর্দ(র্দ্দ)ল—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, মাদল। মর্দ—লা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

মর্দা(র্দ্দা)—১। পুরুষ। বি। ২। পুংজাতীয়। <ফা 'মর্দ্'। বিণ।

মর্দা(র্দ্দা)না—পুরুষত্ব; বীরত্ব। ফা-মূ। বি।

মর্দা(র্দা)নি—পৌরুষ, সাহস। ফা-মু। বি।

মর্দা(র্দা)নী—পুংস্বভাবা নারী। ফা-মু। বি।

মর্দি(র্দি)ত—বদ্ধ ; দলিত ; চূর্ণিত। মৃদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মর্ম (মর্মন্), **মর্ম্ম** (মর্ম্মন্)—তাৎপর্য ; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ; সারতত্ত্ব ; গূঢ়কথা, রহস্য ; শরীরের সন্ধিস্থান, হৃদয়াদি জীবস্থান ; স্বরূপ, তত্ত্ব ; অন্তর। মৃ+মনিন্ অপা। বি ; ক্লী।

মর্ম(র্ম্ম)কথা—মনের কথা ; গূঢ় রহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মর্ম(র্ম্ম)কাতরতা—হৃদয়ের কাতর ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ম(র্ম্ম)গ্রহণ—তাৎপর্য বুঝা ; রহস্যবোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মর্ম(র্ম্ম)গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—যে ভাবার্থ বা তাৎপর্য বুঝে এমন ; রহস্যবোদ্ধা। উপতৎ ; মর্মন্—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হিণী**। বি, **-গ্রাহিতা**।

মর্ম(র্ম্ম)ঘাত—মনে ব্যথা দেওয়া ; মর্মপীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-ঘাতী** (-ঘাতিন্)।

মর্ম(র্ম্ম)ঘাতী (-ঘাতিন্)—অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়বিদারক। উপতৎ ; মর্মন্—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

মর্ম(র্ম্ম)জ্ঞ, -বিৎ (-বিদ্), **-বেদী** (-বেদিন্)—তাৎপর্য-গ্রাহক ; পণ্ডিত। উপতৎ ; মর্মন্—জ্ঞা+ক কর্তৃ ; মর্মন্—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ ; মর্মন্—বিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জ্ঞা, -বেদিনী**।

মর্ম(র্ম্ম)তুদ—অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়বিদারক। উপতৎ ; মর্মন্—তুদ্ (পীড়া দেওয়া)+খচ্ কর্তৃ (সংস্কৃত 'অরুন্তুদ' শব্দের অনুকরণে গঠিত)। বিণ।

মর্ম(র্ম্ম)পীড়ক—মর্মান্তিক ; হৃদয়ে ব্যথাদায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পীড়িকা**।

মর্ম(র্ম্ম)পীড়া—মনের কষ্ট, মর্মযাতনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ম(র্ম্ম)বিৎ—'মর্মজ্ঞ' দ্রঃ।

মর্ম(র্ম্ম)বিদ্ধ—যে অন্তরে খুব দুঃখ পাইয়াছে এমন ; মর্মস্থানে আহত। ৭মীতৎ। বিণ।

মর্ম(র্ম্ম)বেদনা, -ব্যথা—হৃদয়ের ব্যথা ; আন্তরিক কষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ম(র্ম্ম)বেদী—'মর্মজ্ঞ' দ্রঃ।

মর্ম(র্ম্ম)ভেদী (-ভেদিন্)—অন্তরে ব্যথাদায়ক, মর্মপীড়ক। উপতৎ ; মর্মন্—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভেদিনী**।

মর্ম(র্ম্ম)র—বস্ত্র এবং শুষ্কপত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি, মরমর শব্দ ; ধ্বন্যাত্মক শব্দ। মৃ+অরন্ কর্তৃ (ম-আগম)। বি ; পুং।

মর্মর—মসৃণ শ্বেত প্রস্তর, marble. ফা। বি।

মর্ম(র্ম্ম)রধ্বনি—মরমর শব্দ ; অস্ফুট শব্দ। কর্মধা। বি ; পুং।

মর্ম(র্ম্ম)রপ্রস্তর—মারবেল পাথর, মসৃণ শ্বেত প্রস্তর। মর্মরনামক প্রস্তর, মধ্যপ কর্মধা। বি।

মর্ম(র্ম্ম)স্থল, -স্থান—অন্তঃকরণ ; জীবনস্থান, যে স্থানে আঘাত করিলে প্রাণনাশ হইতে পারে তাহা। কর্মধা অথবা ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মর্ম(র্ম্ম)স্পর্শী (-স্পর্শিন্)—হৃদয়ে ব্যথাদায়ক ; মর্মান্তিক ; হৃদয়ে করুণভাবের উদ্দীপক। উপতৎ ; মর্মন্—স্পৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। স্ত্রী, **-স্পর্শিনী**।

মর্মা(র্ম্মা)ঘাত—মর্মপীড়া, অন্তরের ব্যথা, আঁতে ঘা। মর্মে আঘাত, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

মর্মা(র্ম্মা)ন্তিক—মর্মপীড়ক, অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়বিদারক। মর্মের অন্ত (নাশ, পীড়ন), ৬ষ্ঠীতৎ ; মর্মান্ত+ইক আছে অর্থে। বিণ।

মর্মা(র্ম্মা)র্থ—তাৎপর্য ; গূঢ়ার্থ ; প্রকৃত অর্থ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মর্মা(র্ম্মা)হত—হৃদয়ে ব্যথাপ্রাপ্ত, অন্তরে দুঃখপ্রাপ্ত। মর্মে আহত, ৭মীতৎ। বিণ।

মর্মি(র্ম্মি)কি—তাৎপর্য বুঝিতে সমর্থ ; গূঢ়জ্ঞানবাদী ; রহস্যক, mystic. মর্মন্+ইক (ঠন্) জ্ঞাতার্থে। বিণ।

মর্মী (মর্মিন্), **মর্ম্মী** (মর্ম্মিন্)—তাৎপর্যবোদ্ধা ; গূঢ়তত্ত্বপরবং-তত্ত্বের আলোচনাকারী ; দরদী। মর্মন্+ইন্ জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**মর্মিণী**।

মর্মো(র্ম্মো)দ্ঘাটন, -ভেদ—রহস্য আবিষ্কার ; তাৎপর্যনির্ণয় ; তত্ত্বপ্রকাশ। মর্মের উদ্ঘাটন, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, পুং।

মর্যা(র্য্যা)দা—১। মান, সম্ভ্রম ; গৌরব, ন্যায়পথে স্থিতি ; ন্যায়সংগত নিয়ম ; সদাচার। পরি—আ—দা+অঙ্, কর্ম, ভাব+আপ্ (নিপা)। ২। সীমা ; কূল, তীর। মর্যা (সীমা)—দা+অঙ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মর্যা(র্য্যা)দাবান্ (-বৎ)—সম্ভ্রান্ত ; গৌরবান্বিত। মর্যাদা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

মর্যা(র্য্যা)দাহানি—মানহানি ; সম্ভ্রমনাশ, গৌরবনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ষ, মর্ষণ—ক্ষমা, সহন ; নাশন। মৃষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

মর্ষিত—ক্ষান্ত, ক্ষমাশীল। মর্ষ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। বি—**অমর্ষণ**।

মল—১। বিষ্ঠা মূত্র রক্ত শ্লেষ্মা পুঁষ প্রঃ শরীরের ময়লা ; গাদ কাইট পিটা পচা বস্তু প্রঃ ; বাত ; পিত্ত ; কফ ; পাপ ; কলঙ্ক ; মেদাদি ; কর্পূর। বি ; পুং। ২। মলযুক্ত ; কৃপণ। মল+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। বলয়াকার পায়ের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

মলত্যাগ—বাহে করা, বিষ্ঠাত্যাগ, বিরেচন, পুরীষোৎসর্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মলদূষিত—মলিন। ৩য়াতৎ। বিণ।

মলদ্বার—গুহ্যদ্বার, পায়ু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মলন—১। মর্দন, পেষণ। মল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। পটবাস, তাঁবু। মল্+অনট্ অধি। বি ; পুং।

মলনালী—মল-নির্গমদ্বার, anus. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মলভাণ্ড—মল রাখিবার পাত্র ; বৃহদন্ত্র, large intestine. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মলম—প্রলেপনীয় ঔষধ বিঃ। <আ 'মর্হম'। বি।

মলময়—ময়লায় পরিপূর্ণ, মলযুক্ত। মল+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

মলমল—মিহি সুতায় প্রস্তুত একপ্রকার কাপড়। বাংপ্র। বি।

মলমাস—(জ্যোতিষ) অধিমাস, অমাবস্যাদ্বয়-যুক্ত রবিসংক্রান্তি-রহিত মাস। মলযুক্ত মাস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মলম্বা—তামার পাত্রের উপর সোনার পাত দিয়া ঢাকা বা গিলটি করা। <আ 'মুলম্মা'। বিণ।

মলয়—১। পশ্চিমঘাটপর্বত, চন্দনাদ্রি ; মালাবার ; দ্বীপ বিঃ ; ঋষভদেবের পঞ্চমপুত্র ; নন্দনবন ; উপবন। মল্+কয়ন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে আগত বায়ু, স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ দক্ষিণা বাতাস ("মলয় বহিলে হায়, নতশিরা তুমি তায়"—মাইকেল)। লাক্ষণিক অর্থে কপ্র। বি।

মলয়জ—১। দক্ষিণা বাতাস, মলয়জাত বায়ু। বি ; পুং। ২। পশ্চিমঘাট পর্বতে জাত। বিণ। ৩। গন্ধসার, চন্দন ; চন্দনকাষ্ঠ। উপতৎ ; মলয়—জন্+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

মলয়জশীতল—দক্ষিণাবাতাসে ঠাণ্ডা, মলয়বায়ুর সংস্পর্শে শীতল। ৩য়াতৎ। বিণ।

মলয়-পবন, -বায়ু—দক্ষিণবায়ু, দক্ষিণা বাতাস [বসন্তের প্রারম্ভেই এই বায়ু বহিতে আরম্ভ করে ; ইহাকেই দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। দক্ষিণে মলয় অর্থাৎ নীলগিরি পর্বতের উপর দিয়া চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ লইয়া আসে বলিয়া ইহাকে মলয় পবন বলে। নীলগিরির অন্য নাম মলয় পর্বত। কেহ কেহ পশ্চিম ঘাট পর্বতকেও মলয়াচল বলিয়া থাকে, এইজন্য সেখানকার উপকূলের

নাম মলয়বর বা মালাবর]। মলয়াগত পবন, বায়ু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মলয়ানিল—দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত বসন্তকালীন বায়ু। মলয়াগত অনিল (বায়ু), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মলা—১। ময়লা ; মল। <মল। বি। ২। মোচড়ানো ('কান —') ; রগড়ানো ; ঘর্ষণ বা আঘাত দ্বারা মিশানো ('তামাক —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মলাই—মলন, পেষণ, দলন। বাংপ্র। বি।

মলাট—পুস্তকাদির উপরের আবরণ। <মলপট্ট। বি।

মলাশয়—শরীরের যে পথে বিষ্ঠা বাহির হয় তাহা, rectum ; অন্ত্র। মলের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মলি—গায়ের ময়লা। প্রা কপ্র। বি।

মলিদা—একপ্রকার পশমী কাপড়। <ফা 'মলীদহ্'। বি।

মলিন—১। ম্লান, বিষণ্ণ ; ময়লা, মলযুক্ত, মলদূষিত ; কৃষ্ণবর্ণ ; পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ ; নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়াত্যাগী। বিণ। ২। পাপ ; কলঙ্ক ; টঙ্কন। মল্+ইনন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

মলিনতা, মলিনত্ব—মালিন্য। মলিন+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

মলিনমুখ—১। বিষণ্ণবদন, ম্লানবদন ; ক্রূর, খল। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী। ২। অগ্নি ; বানর ; প্রেত। মলিন (কৃষ্ণবর্ণ) মুখ যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। বিষাদযুক্ত বদন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মলিনিমা (-মন্)—মলিনতা, মালিন্য। মলিন+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

মলিনী—১। ঋতুমতী স্ত্রী, রজস্বলা নারী। মল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দুঃখিতা, বিষাদযুক্তা ; যাহা নীরস হইয়াছে এমন। 'মলিনা'-স্থানে কপ্র। ৩। মলযুক্তা। মলিন+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মলী (মলিন্)—মলযুক্ত। মল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মলিনী**।

মল্ল—১। কুস্তিগীর, বাহুযোদ্ধা, মাল, wrestler ; পাত্র বিঃ ; মালা ; গাল, কপোল ; দেশ বিঃ। বি ; পুং। ২। বলিষ্ঠ, অত্যন্ত শক্তিশালী। মল্ল+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

মল্লযুদ্ধ—কুস্তি, হাতাহাতি লড়াই, বাহুযুদ্ধ ; মল্লগণের সংগ্রাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মল্লার—(সংগীত) রাগ বিঃ। মল্ল—ঋ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মল্লারী—(সংগীত) রাগিণী বিঃ। মল্লার+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লি, মল্লী—বেলফুল, মল্লিকা। মল্ল+ইন্ কর্তৃ, পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লিক—১। একজাতীয় হাঁস—যাহার রং ছাইয়ের মত এবং ঠোঁট ও পা অল্প লাল ; পদবী বিঃ। মল্লি+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং। ২। বাজী ; জাতি বিঃ। আ-মু। বি।

মল্লিকা—বেলফুল। মল্লিক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লী—'মল্লি' দ্রঃ।

মশ, মশক—মশা বিঃ। মশ্+অচ্, অক (বুন্) কর্তৃ। বি ; পুং।

মশক—জল বহিবার চামড়ার থলি, ভিস্তি। <ফা 'মশ্ক্'। বি। [বিণ।

মশগুল—বিহ্বল, সানন্দে নিবিষ্ট। আ।

মশমশ—নূতন জুতার চামড়ার শব্দ ; অনুকার-শব্দ। বাংপ্র। অ।

মশলা—মসলা (তাহা দ্রঃ)।

মশহরী—মশারি। মশ—হৃ+ই কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মশা—দংশক পতঙ্গ বিঃ। <মশক। বি।

মশাই, মশায়—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি (সাধারণতঃ সম্বোধনে প্রয়োগ)। <মহাশয়। বি বা বিণ।

মশাই-মশাই, মশায়-মশায়—তোষামোদ। বাংপ্র। বি।

মশান—সমাধিস্থান ; প্রেতভূমি ; বধ্যভূমি। <শ্মশান। বি। **মশান পাওয়া**—(প্রাচীনকালে) অপরাধীর শিরশ্ছেদ করিবার জন্য তাহাকে মশানে লইয়া যাইবার পথে চৌমাথা বা জনবহুল স্থানে দোষীর অপরাধ ঘোষণা করা।

মশারি—মশকনিবারক বস্ত্রনির্মিত আবরণ বিঃ। মশের অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মশাল—ছোট লাঠি বা দণ্ডের অগ্রভাগে তৈলাক্ত কাপড় জড়াইয়া যে আলো জ্বালাইয়া হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ; দীপ। <আ 'মশ্অল'। বি।

মশালচী—মশাল-ধারী। আ-তু। বি।

মশি, মশী, মসি, মসী—কালি। মশ্, মস্+ই কর্তৃ, পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মসজিদ—মুসলমানদিগের উপাসনাগৃহ। আ। বি।

মসনদ—রাজার আসন, শাহীতক্ত। আ। বি।

মসলন্দ—কারুকার্যযুক্ত সূক্ষ্ম মাদুর বিঃ। <আ 'মস্নদ'। বি।

মসলা—ব্যঞ্জনের সুগন্ধ ও স্বাদজনক হরিদ্রা মরিচ প্রঃ বস্তু ; উপকরণ ; ('বারুদের —')। <আ 'মসালিহ্'। বি।

মসি, মসী—'মশি' দ্রঃ।

মসি(সী)জীবী (-জীবিন্)—কেরানী ; লিপিকার। উপতৎ ; মসি, মসী—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

মসিধান, -ধানী—দোয়াত, মস্যাধার। মসির ধান, ধানী (পাত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

মসিনা, মসনে—মসীনা, তিসি। <মসীনা। বি।

মসী—'মশি' দ্রঃ।

মসীচিহ্নিত—যাহাতে কালির দাগ লাগিয়াছে বা দেওয়া হইয়াছে এমন ; কালিমালিপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মসীনা—তৈলপ্রদ শস্য বিঃ, তিসি। মস্+ঈনচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসীনিন্দিত, -লাঞ্ছিত—কালির চেয়েও কাল। মসী নিন্দিত, লাঞ্ছিত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

মসীময়—কালিতে ভরা, কালিতে লেপা ; অন্ধকারপূর্ণ। মসী+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

মসীলিপ্ত—কালিতে লেপা ; বিষাদাচ্ছন্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।

মসুর, মসূর—মসুরি কলাই, lentil. মস্+উরন্, ঊরন্ কর্ম। বি ; পুং।

মসুরা, মসূরা—বেশ্যা ; ধান্য বিঃ। মস্+উরন্, ঊরন্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসূরিকা—বসন্তরোগ। মসূরী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসূরী—বসন্তরোগ ; বালিশ ; কুট্টিনী ; বেশ্যা। মস্+ঊরচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মসৃণ—যাহার উপরিভাগ সমান একরূপ, যাহাতে স্পর্শ করিলে উচ্চনীচ বোধ হয় না এমন ; স্নিগ্ধ ; চকচকে ; তেলা ; কোমল, নরম। মস্—ঋণ্+ক কর্তৃ (নিপা)। বিণ। বি, -তা।

মসৃণতা—পালিশ অবস্থা, বন্ধুরতার অভাব ; কোমলতা। মসৃণ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

মসৃণা—১। মসিনা, তিসি। বি ; স্ত্রী। ২। অবন্ধুরা ; স্নিগ্ধা ইঃ। মসৃণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মস্করা—ঠাট্টা, পরিহাস ('— করা') ; গল্পকারক, পরিহাসক ; ভণ্ড। <আ 'মস্খহ্'। বি।

মস্ত—১। মাথা, শির ; অগ্রভাগ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। উচ্চ। মস্+ত কর্ম। ৩। প্রকাণ্ড ; বৃহৎ ; অত্যধিক ; বলিষ্ঠ। বাংপ্র। বিণ।

মস্তক—১। মাথা, শির ; অগ্রভাগ। বি ; পুং বা ক্লী। ২। উচ্চ। মস্ত+কন্ স্বার্থে। বিণ।

মস্তকচ্যুত—যাহা মাথা হইতে পড়িয়া গিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

মস্তানী—মদোন্মত্তা ; প্রগল্‌ভা ("কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী"—ভারত)। প্রা কপ্র। বিণ।

মস্তিষ্ক—মাথার ঘি, মস্তকের ভিতর ঘৃতের মত যে কোমল বস্তু আছে তাহা, মগজ। মস্ত—ইষ্‌+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

মস্যাধার—দোয়াত। মসির বা মসীর আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মহকুমা—জিলার ভাগ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকা। <আ 'মহ্‌কমহ'। বি।

মহড়া, মোহরা—মহলা, আসরে গাহিবার পূর্বে গান বাজনার তালিম বা অভ্যাস; অগ্রভাগ; যুদ্ধাদির অগ্রে অবস্থান। বাংপ্র। বি।

মহৎ—বড়, বৃহৎ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; উদার; প্রবল; অধিক, অনেক। [কতিপয় শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ কদর্থ প্রকাশ করে। যথা—"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে।"] মহ্‌+অৎ কর্ম। বিণ; ক্লী।

মহত্তাব—পদবী বিঃ; নীলবর্ণ অগ্নিবাণ বিঃ। অসং। বি।

মহতী—১। প্রধানা; প্রবলা; উদারস্বভাবা; অধিকা। মহৎ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। নারদের বীণাযন্ত্র; বৃহতী। বি; স্ত্রী। **মহতী দ্বাদশী**—ভাদ্রমাসের শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী তিথি।

মহত্তম—সব চেয়ে বড়, সর্বাপেক্ষা মহৎ। মহৎ+তমপ্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ।

মহত্তর—দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী বড়, অপেক্ষাকৃত মহৎ। মহৎ+তরপ্‌ অতিশয়ার্থে। বিণ।

মহত্তরান—পারিতোষিক বা সম্মানস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর জমি। <মহত্তর। বি।

মহত্ত্ব—প্রাধান্য; বৃহত্ত্ব; প্রকর্ষ; আধিক্য; ঔদার্য। মহৎ+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

মহদাশয়—মহান্‌, সদাশয়, উদারচেতাঃ। মহতের আশয়ের ন্যায় আশয় যাহার, বহু। বিণ।

মহদাশ্রয়—মহৎ লোকের শরণ। মহতের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মহনীয়—পূজনীয়, মান্য। মহ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

মহন্ত—মোহান্ত, দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। বাংপ্র। বি।

মহম্মদীয়—ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদসম্বন্ধীয়; মুসলমান। মহম্মদ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বিণ বা বি।

মহর্‌রম্‌, মহরম—মুসলমানদিগের একটি মাসের নাম; মুসলমানদের একটি পর্বের নাম। <আ 'মুহর্‌রম্‌'। বি।

মহর্লোক—ভূর্লোকাদি সপ্তলোকের মধ্যে চতুর্থ লোক। মহঃই লোক (ভুবন), কর্মধা। বি; পুং।

মহর্ষি—প্রধান ঋষি, শ্রেষ্ঠ ঋষি; সাতপ্রকার ঋষির অন্যতম, ব্যাস প্রঃ। মহান্‌ ('মহৎ'-শব্দ) ঋষি, কর্মধা (মহৎ-স্থানে মহা)। বি; পুং।

মহল—ঘর; বাসস্থান; প্রকোষ্ঠ; বাড়ির অংশ; বাজারের এক একটি বিশেষ বিশেষ দ্রব্যবিক্রয়ের স্থান; জমিদারির এক একটি তালুক। আ। বি।

মহলা—আখড়াই; শিক্ষার পরিচয়দান; গান প্রঃ আসরে গাহিবার পূর্বে ঠিক করিয়া লওয়া; অভিনয়াদি অভ্যাস, rehearsal. বাংপ্র। বি।

মহলানবীশ—মহল বা পাড়ার হিসাবরক্ষক; উপাধি বিঃ। মহলার নবীশ (লিপিকার), ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মু। বি।

মহল্লা—নগর বা শহরের এক খণ্ডাংশ, পল্লী, পাড়া। <আ 'মহল্লহ্‌'। বি।

মহল্লাদার—পুলিসের কর্মচারীর অধীন তত্ত্বাবধায়ক। মহল্লা+দার নিযুক্তার্থে। মহল্লা (<আ 'মহল্লহ্‌')+দার (ফা)। বি।

মহা—অত্যধিক, প্রবল। <মহান্‌। বিণ।

মহাকবি—মহাকাব্য-রচয়িতা; শ্রেষ্ঠ কবি। মহান্‌ যে কবি, কর্মধা। বি; পুং।

মহাকরণ—রাজধানীস্থ সরকারী কেন্দ্রীয় অফিস, secretariat. বি।

মহাকর্ষ—জড় বস্তুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ, gravitation. মহান্‌ আকর্ষ, কর্মধা।

মহাকর্ষণ—প্রবল আকর্ষণ; যে শক্তিতে জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তু কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে তাহা। মহৎ আকর্ষণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাকাব্য—কোন দেবতা কিংবা সদ্বংশজাত অশেষগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের অথবা এক-বংশোদ্ভব বহু নৃপতির বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয় তাহা, epic. [ইহা নানা সর্গে বিভক্ত, ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকা আবশ্যক; মহাকাব্যসমূহে আদিরস বা বীররস প্রধান; মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শিশুপালবধ, বৃত্রসংহার প্রঃ মহাকাব্য।] মহৎ কাব্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাকায়—১। প্রকাণ্ড-শরীরবিশিষ্ট। মহান্‌ কায় (দেহ) যাহার, বহু। বিণ। ২। প্রকাণ্ড শরীর। মহান্‌ যে কায়, কর্মধা। বি; পুং।

মহাকাল—শিব, রুদ্র; ভৈরব বিঃ; প্রমথগণ বিঃ; অনাদি-অনন্ত সময়। মহান্‌ কাল, কর্মধা। বি; পুং।

মহাকালী—মহাকাল-পত্নী, রুদ্রাণী। মহাকাল+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

মহাগুরু—পুরুষের পিতা মাতা শিক্ষক এবং দীক্ষাদাতা; বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এবং অবিবাহিতা কন্যার পিতা এবং মাতা। কর্মধা। বি; পুং।

মহাগুরুনিপাত—মহাগুরুর মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মহাগ্রন্থ—বৃহৎ ধর্মপুস্তক; ঋগ্বেদ। কর্মধা। বি; পুং।

মহাগ্রীব—১। উষ্ট্র; জিরাফ; শিব। বি; পুং। ২। যাহার ঘাড় খুব বড় এমন। মহতী গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ।

মহাজন—১। যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করিয়া টাকা ধার দেয়, উত্তমর্ণ। বাংপ্র। বি। ২। শ্রেষ্ঠ মানব; সাধু ব্যক্তি, ধার্মিক লোক, বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান্‌ ও খ্যাতিযুক্ত ব্যক্তি; প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদকর্তা ('—পদাবলী'); বাণিজ্যকারী; একত্র সমাগত বহু লোক। কর্মধা। বি; পুং।

মহাজনি—ধারের কারবার, তেজারতি কারবার। বাংপ্র। বি।

মহাজনী—বৈষ্ণব সাধু ব্যক্তির রচিত ('—পদ'); উত্তমর্ণসম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

মহাজাতি—শ্রেষ্ঠ জাতি, শ্রেষ্ঠ বর্ণ। মহতী জাতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাজ্ঞান—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; চাঁদ সওদাগরের সর্প-বিতাড়ক মন্ত্র বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্‌)—১। শিব। বি; পুং। ২। তত্ত্বজ্ঞ; অত্যধিক জ্ঞানসম্পন্ন। কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-জ্ঞানিনী**।

মহাজ্যৈষ্ঠী—রবিবারযুক্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। মহতী জ্যৈষ্ঠী (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাজ্যোতিষিক—নিকৃষ্ট জ্যোতির্বিদ্‌। কর্মধা। বি; পুং।

মহাঢ্য—অত্যন্ত ধনী। মহৎ আঢ্য, সুপ্‌। বিণ; পুং।

মহাতপাঃ (-তপস্‌), (>**মহাতপা**)—১। শ্রীবিষ্ণু। বি; পুং। ২। কঠোর তপস্যাকারী। মহৎ তপঃ যাহার, বহু। বিণ।

মহাতারা—তন্ত্রোক্ত তারিণীদেবী। মহতী তারা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাতেজস্বী (-স্বিন্‌)—অত্যধিক তেজোযুক্ত। মহাতেজস্‌+বিন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্বিনী**।

মহাতেজাঃ (-তেজস্‌), (>**-তেজা**)—১। অতিশয় তেজস্বী। মহৎ তেজঃ যাহার, বহু। বিণ। ২। কার্তিকেয়; অগ্নি। বি; পুং।

মহাতৈল—মানুষের চর্বি, মনুষ্যদেহের তৈল। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাত্মা (-ত্মন্‌)—মহামনাঃ, উদারহৃদয়;

দানশীল ; বদান্য। মহান্ আত্মা (স্বভাবাদি) যাহার, বহু। বিণ।

মহাদেব—শিব। মহান্ দেব, কর্মধা। বি ; পুং।

মহাদেবী—দুর্গা ; মহামায়া ; পাটরাণী, রাজার প্রধানা মহিষী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহাদেশ—অনেক রাজ্যাদিবিশিষ্ট নানা-জাতি লোকের বাসস্থান, বহু দেশ সংবলিত অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ, বহুদেশের সমষ্টি; continent. কর্মধা। বি ; পুং।

মহাদেশীয়—মহাদেশ-সম্পর্কিত, মহাদেশের মত। মহাদেশ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মহাদেশীয় দ্বীপ—মহাদেশের ন্যায় বৃহৎ দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া।

মহাদ্বিজ—পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ; চণ্ডাল। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাদ্বীপ—বৃহৎ দ্বীপ ; পৃথিবীর পৌরাণিক সপ্ত মহাদ্বীপ [যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। আধুনিক মতে —এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকা লইয়া প্রাচীন মহাদ্বীপ ও দুই আমেরিকা লইয়া নূতন মহাদ্বীপ]। কর্মধা। বি ; পুং বা স্ত্রী।

মহাদ্রুম—বড় গাছ ; অশ্বত্থগাছ। মহান্ দ্রুম, কর্মধা। বি ; পুং।

মহাধন—১। অতিশয় ধনশালী, ধনাঢ্য ; বহুমূল্য। মহৎ ধন যাহার, বহু। বিণ। ২। সুবর্ণ ; কৃষিকার্য ; বহুমূল্য বস্ত্র। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [পুং।

মহান্—প্রধান ; শ্রেষ্ঠ। <মহৎ। বিণ ;

মহানগর, -নগরী—বড় শহর ; যাহাতে নানাদেশ হইতে আগত ব্যক্তিগণ ও বণিকগণ বাস করেন এমন শহর। মহৎ নগর, কর্মধা ; (২য় পক্ষে) মহতী নগরী, কর্মধা। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

মহানট—শিব, মহাদেব। মহান্ নট, কর্মধা। বি ; পুং।

মহানন্দ—১। অতিশয় আনন্দ, মুক্তি ; মোক্ষ। মহান্ আনন্দ, কর্মধা। ২। নন্দবংশীয় নৃপতি বিঃ। বি ; পুং। ৩। খুব খুশী, অতিশয় আনন্দযুক্ত। মহান্ আনন্দ যাহার, বহু। বিণ।

মহানন্দা—১। নদী বিঃ ; মদ, সুরা ; মাঘমাসের শুক্লা নবমী। মহান্ আনন্দ যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যধিক আনন্দযুক্তা। মহানন্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মহানবমী—আশ্বিনী শুক্লা নবমী, শারদীয় দুর্গোৎসবের নবমী তিথি। মহতী নবমী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহানাদ—১। বৃহৎ শব্দ, অত্যুচ্চ শব্দ ; কণ্ঠবাদ্য। কর্মধা। ২। মহাশব্দবিশিষ্ট। মহান্ নাদ যাহার, বহু। বিণ।

মহানিদ্রা—মৃত্যু, মরণ। মহতী নিদ্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহানিশা—মধ্যরাত্র, রাত্রির মধ্যপ্রহরদ্বয়। মহতী নিশা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহানীল—১। ঘোরতর নীলবর্ণ, indigo. বিণ। ২। সর্প বিঃ ; সিংহলদ্বীপসম্ভূত নীলকান্ত মণি। মহৎ নীল (নীলবর্ণ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

মহানুপ্রাণতা—উদারতা ; মহানুভবতা। মহতী অনুপ্রাণতা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহানুভব, মহানুভাব—১। উদার-স্বভাব ; মহাপ্রাণ। মহান্ অনুভব, অনুভাব (আশ্রয়, মহিমা) যাহার, বহু। বিণ। ২। অতিশয় উদারতা। মহান্ অনুভব, অনুভাব, কর্মধা। বি ; পুং।

মহানুভবতা, -ভাবতা—সদাশয়তা। মহানুভব, ভাব+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

মহান্ত—১। নয় প্রকারের ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত। মহৎ অন্ত (স্বরূপ) যাঁহার, বহু। বি ; পুং। ২। দেবমন্দির বা মঠের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। বাংপ্র। বি।

মহাপথ—বড় রাস্তা, প্রধানপথ, রাজবর্ত্ম ; মরণ ; হিমালয়ের উপরিস্থ স্বর্গারোহণপথ। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাপদ্ম—১। সর্প বিঃ ; নন্দবংশীয় রাজা বিঃ। মহৎ পদ্ম যাঁহার, বহু। ২। কুবেরের নিধি বিঃ ; লক্ষকোটি সংখ্যা। বি ; পুং। ৩। শুভ্রপদ্ম। মহৎ পদ্ম, কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাপাতক, -পাপ—অত্যন্ত পাপ ; ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি এবং গুরুভার্যাহরণ ও ইহাদের সংসর্গ জন্য পাপ—এই পাঁচপ্রকার পাপ। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী, ক্লী।

মহাপাতকী (-পাতকিন্)—মহাপাপী, পতিত, মহাপাতককারী। মহাপাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কিনী।

মহাপাত্র—নদী প্রঃর দুই তীরের মধ্যবর্তী স্থান, bed ; প্রধান মন্ত্রী ; উপাধি বিঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাপাপ—'মহাপাতক' দ্রঃ।

মহাপাপী (-পাপিন্)—গুরুতর পাপ-কার্যকারী। কর্মধা। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-পাপিনী**।

মহাপুরাণ—একাদশ লক্ষণযুক্ত ব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ পুরাণ। [ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড]। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাপুরুষ—শ্রেষ্ঠপুরুষ ; অসামান্য শক্তি-শালী সাধুব্যক্তি ; পুরুষোত্তম, নারায়ণ। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাপুরুষলক্ষণ—ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় (চুরি না করা) সত্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রঃ গুণ, মহাপুরুষের চিহ্ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মহাপ্রভু—শিব ; পরমেশ্বর ; ইন্দ্র ; মুনি ; রাজা ; শ্রীগৌরাঙ্গদেব [কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত যখন একত্র অবস্থান করিতেন তখন ভক্তগণ প্রভু বলিয়া ডাকিলে তিন জনেই সাড়া দিতেন। কাজেই ভক্তগণ তখন তিন জনকে মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু বলিয়া অভিহিত করিলেন]। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাপ্রয়াণ—মৃত্যু বা মরিবার জন্য যাত্রা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাপ্রলয়—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ, (তাহা হইতে) দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাপ্রসাদ—জগন্নাথদেবের প্রসাদ ; দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য ; পাদোদক নির্মাল্য নৈবেদ্য—এই তিনপ্রকার পবিত্র দ্রব্য ; অতি প্রসন্নতা, গভীর সন্তোষ। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাপ্রস্থান—১। মৃত্যুর উদ্দেশে যাত্রা। কর্মধা। ২। মহাভারতের একটি পর্ব। মহৎ প্রস্থান যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

মহাপ্রাণ—১। (ব্যাক) বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ, aspirate. বি ; পুং। ২। উদারচেতাঃ। মহান্ প্রাণ যাঁহার, বহু। বিণ।

মহাপ্রাণতা—উদারতা, সদাশয়তা। মহাপ্রাণ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

মহাপ্রাণী—জীবাত্মা ; প্রাণ। বাংপ্র। বি।

মহাফল—১। বেলগাছ। বি ; পুং। ২। বৃহৎ বা উত্তমফলযুক্ত। মহৎ ফল যাহার, বহু। বিণ। ৩। উত্তম ফল ; বিশেষ উপকার ; মহাপুণ্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাফেজ—মকদ্দমার দলিল ও কাগজপত্র যাহার নিকট থাকে সেই কর্মচারী, record keeper. <আ 'মুহাফিজ্'। বি।

মহাফেজখানা—যে স্থানে মহাফেজের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মু। বি।

মহাবন—বৃন্দাবনের বন বিঃ ; বৃহৎ অরণ্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাবরাহ—বিষ্ণুর বরাহ-অবতার। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাবল—১। অতিশয় বলবান্। বিণ। ২। বুদ্ধ ; বায়ু। মহৎ (অধিক) বল যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। অধিক শক্তি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাবাক্য—বাক্যসমূহ ; বৃহৎ বাক্য ; অনেক বাক্য ; ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য, "ওঁ তৎসৎ" ; দানাদিকালে সংকল্প বাক্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাবারুণী—গঙ্গাস্নানের যোগ বিঃ; গৌণ চান্দ্র চৈত্র মাসের শনিবারযুক্তা কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ দেবী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবিষুব—(জ্যোতিষ) রবির মেষে সংক্রমণ। মহৎ বিষুব (মেষসংক্রান্তি), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবীর—১। অত্যন্ত পরাক্রমশালী। কর্মধা। বিণ। ২। হনুমান্; গরুড়; সিংহ। বি; পুং।

মহাবৈদ্য—নিকৃষ্ট চিকিৎসক, হাতুড়ে ডাক্তার; যম। কর্মধা। বি; পুং।

মহাবোধি—বুদ্ধদেব। মহান্ বোধি (শিক্ষক), কর্মধা। বি; পুং।

মহাব্যাধি—কুষ্ঠ প্রঃ রোগ। কর্মধা। বি; পুং।

মহাব্যাহৃতি—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি বৈদিকমন্ত্র। মহতী ব্যাহৃতি (উক্তি), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাব্রণ—নালী-ঘা, দুষ্টব্রণ। মহৎ ব্রণ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাব্রত—দ্বাদশবার্ষিক ব্রত বিঃ; অত্যধিক পুণ্যের কার্য; একান্ত করণীয় কার্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাভদ্রা—গঙ্গা, ভাগীরথী; কাশ্মীরী, গান্তারী। মহৎ (অধিক) ভদ্র (কল্যাণ) যাহা হইতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

মহাভাগ—মহাশয়; অতিশয় সৌভাগ্যশালী; দয়াদি-অষ্টগুণযুক্ত। মহান্ ভাগ (ভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ।

মহাভারত—বেদব্যাসপ্রণীত কুরুপাণ্ডবের উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ। মহৎ ভার, কর্মধা; মহাভার—ভৃ+ড কর্তৃ, অথবা, ভরত (ভরতবংশীয় পুরুষ)+অণ্ অধিকার করিয়া কৃত অর্থে—ভারত; মহান্ বা মহৎ ভারত, কর্মধা [মহত্ত্ব ও ভারতবংশের বর্ণনার জন্য ইহার নাম 'মহাভারত']। বি; পুং বা স্ত্রী

মহাভারতীয়—মহাভারতগ্রন্থে বর্ণিত; মহাভারতসম্বন্ধীয়। মহাভারত+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মহাভাষ্য—মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রণীত পাণিনি-ব্যাকরণের ব্যাখ্যানগ্রন্থ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাভিক্ষু—বুদ্ধদেব। কর্মধা। বি; পুং।

মহাভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি; শ্রেষ্ঠজীব; পরমেশ্বর। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহামণ্ডল—বৃহৎ সমবায় বা সংঘ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহামতি—অতি বুদ্ধিমান্; অত্যুন্নত স্বভাব। মহতী মতি যাহার, বহু। বিণ।

মহামনাঃ (-মনস্), (>-মনা)—মহাত্মা, মনস্বী; উদারচিত্ত। মহৎ (উদার) মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

মহামহাবারুণী—চৈত্রমাসের গৌণ কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শুভযোগ ও শনিবারযুক্ত শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। বি; স্ত্রী।

মহামহিম—অতিশয় গৌরবান্বিত, অতি মহান্। মহৎ মহিমা (মহিমন্), কর্মধা+অচ আছে অর্থে। বিণ।

মহামহিমান্বিত—অতিশয় গৌরবান্বিত। মহামহিমা দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

মহামহোপাধ্যায়—সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। মহান্ যে মহোপাধ্যায়, কর্মধা। বি; পুং।

মহামাংস—নরমাংস। মহৎ মাংস, কর্মধা [এখানে মহৎ শব্দ কদর্থজ্ঞাপক]। বি; স্ত্রী।

মহামাত্র—প্রধান মন্ত্রী; মাহুত; ধনী ব্যক্তি। মহতী মাত্রা (ধন বা হস্তী অশ্ব রথ প্রঃ) যাহার, বহু। বি; পুং।

মহামানী (-নিন্)—অতিশয় গৌরবযুক্ত। মহান্ যে মানী, কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-নিনী**।

মহামান্য—অত্যধিক গৌরবযুক্ত; অতিশয় সম্মানের পাত্র। মহৎ ভাবে মান্য, কর্মধা। বিণ।

মহামায়া—দুর্গা; জগৎ-কারণভূতা অবিদ্যা; সংসার ভ্রম। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহামারী, -রি—অতিশয় মড়ক, মারাত্মক ব্যাধির ব্যাপকভাবে প্রকাশ। কর্মধা বি; স্ত্রী।

মহামাষ—রাজমাষ, বরবটি কলায়। কর্মধা। বি; পুং।

মহামুনি—মহর্ষি, অগস্ত্য প্রঃ; কৃপাচার্য; বুদ্ধদেব; কাল; ব্যাস। মহান্ মুনি, কর্মধা। বি; পুং।

মহামূল্য—যাহার মূল্য খুব বেশী এমন, অতিশয় মূল্যবান্। মহৎ মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

মহামোহ—বিষয়-বাসনারূপ অজ্ঞানতা; মৈথুনাদি সুখভোগেচ্ছারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি বিঃ; সংসার এবং বিষয়ভোগের বাসনারূপ মোহ। মহান্ মোহ, কর্মধা। বি; পুং।

মহাযজ্ঞ—হোম বেদপাঠ অতিথিপূজা তর্পণ ও জীবগণকে খাদ্যদান—এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞ। মহান্ যজ্ঞ (যাগ), কর্মধা। বি; পুং।

মহাযাত্রা—মৃত্যুর জন্য যাত্রা। মহতী যাত্রা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাযুদ্ধ—ভীষণ লড়াই, যে যুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী লোক যোগদান করে তাহা। মহৎ যুদ্ধ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারণ্য—বৃহৎ এবং গভীর বন। মহৎ অরণ্য, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারত্ন—মণি করী চক্র উত্তমা স্ত্রী ও পরিণায়ক—এই পাঁচটি শ্রেষ্ঠ রত্ন; গোমেদ নীলকান্ত প্রবাল পান্না মুক্তা হীরক বৈদূর্য পদ্মরাগ পুষ্পরাগ—এই নয়টি রত্ন। মহৎ রত্ন, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারথ—১। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা; দশসহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধক্ষম যোদ্ধা; আপনাকে সারথিকে অশ্বসকলকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধকারী ব্যক্তি; একমাত্র রথ লইয়া সাহংকারে শত্রুমধ্যে বিচরণপূর্বক যুদ্ধকারী ব্যক্তি। মহান্ রথ যাহার, বহু। বি; পুং, বা বিণ। ২। বৃহৎ রথ। কর্মধা। বি; পুং।

মহারথী—অসামান্য যুদ্ধকৌশল বীর। বাংপ্র। বি।

মহারাজ—প্রধান রাজা, সম্রাট্; মহারাজা; পূর্বজিন বিঃ; (অধুনা প্রচলিত) সন্ন্যাসীদিগের আখ্যা বিঃ। মহান্ রাজা, কর্মধা (সমাসান্ত টচ্)। বি; পুং।

মহারাজা—জমিদারের উপাধি বিঃ; সামন্তরাজ। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-রাণী, -রানী**।

মহারাজাধিরাজ—সর্বপ্রধান রাজা, সার্বভৌম। মহারাজমধ্যে অধিরাজ (প্রধান রাজা), ৭মীতৎ। বি; পুং।

মহারাজ্ঞী—১। শ্রেষ্ঠনৃপতিযুক্তা ('—নগরী')। মহান্ রাজা যাহাতে, বহু; মহারাজন্+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠা রাজ্ঞী। মহতী রাজ্ঞী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারাণা, -রানা—উদয়পুরের রাজাদের উপাধি। কর্মধা। বি; পুং।

মহারাণী, -রানী—মহারাজার স্ত্রী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারাত্রি—মহাপ্রলয়ের রাত্রি; অর্ধরাত্রের পর দুই মুহূর্ত। মহতী রাত্রি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারাষ্ট্র—মারাঠাদেশ। মহৎ রাষ্ট্র, কর্মধা। বি; স্ত্রী। বিণ, **-রাষ্ট্রীয়**।

মহারাষ্ট্রী—মারাঠাদেশীয় ভাষা; মারাঠাদেশের অধিবাসী, মারাঠী। মহারাষ্ট্র+ঈ তদ্ভবার্থে। বি বা বিণ।

মহারুদ্র—মহাদেব। কর্মধা। বি; পুং।

মহারূপ—১। শিব। বি; পুং। ২। অতিশয় রূপবান্। মহৎ রূপ যাহার, বহু। বিণ।

মহারোগ—রাজযক্ষ্মা প্রঃ অসাধ্য রোগ, উদরী অশ্মরী স্বপ্নদোষ উন্মাদ রাজযক্ষ্মা শ্বাস মধুমেহ ভগন্দর—এই আটরকম রোগ; কুষ্ঠব্যাধি। মহান্ রোগ, কর্মধা। বি; পুং।

মহার্ঘ—অত্যন্ত দামী, মহামূল্য। মহৎ অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ।

মহার্ণব—মহাসমুদ্র। মহান্ অর্ণব (সমুদ্র), কর্মধা। বি ; পুং।

মহার্ঘ—মহামূল্য, খুব দামী। মহতী অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ।

মহাল—ভূমিসম্পত্তি ; যে ভূসম্পত্তির খাজনা গভর্নমেণ্টকে দেওয়া যায় ও কালেক্টরির তৌজিতে রেজিস্ট্রিভুক্ত থাকে তাহা। আ। বি।

মহালক্ষ্মী—দেবী বিঃ ; রাধা ; নারায়ণী শক্তি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহালয়—১। পরমাত্মা ; আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষ ; অপরপক্ষ। মহান্ লয় যাহাতে, বহু। ২। তীর্থ ; বৃহদালয়। মহান্ আলয়, কর্মধা। বি ; পুং।

মহালয়া—আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা, শারদীয়া দুর্গাপূজার আগেকার অমাবস্যা। মহালয়(১)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মহালোহ—চুম্বক পাথর, অয়স্কান্তমণি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাশক্তি—১। অত্যন্ত পরাক্রমশালী। বিণ। ২। কার্তিকেয়। মহতী শক্তি যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। অতিশয় পরাক্রম ; দুর্গা, কালী, ভগবতী। মহতী শক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহাশঙ্খ—মড়ার মাথার খুলি, শব-কপাল ; মানুষের হাড় ; কান এবং চোখের মধ্যবর্তী হাড় ; (তন্ত্র) বীরাচারপ্রসিদ্ধ মড়ার মাথার খুলির মালা বিঃ ; ললাট ; সংখ্যা বিঃ ; বৃহৎ শঙ্খ ; কুবেরের নিধি বিঃ ; অস্ত্র বিঃ। মহান্ শঙ্খ, কর্মধা। বি ; পুং।

মহাশয়—১। মহামনাঃ ; উদারচিত্ত ; মহাত্মা। মহান্ আশয় যাহার, বহু। বিণ। ২। সম্মানসূচক নামান্ত বা সম্বোধন (সংক্ষেপে 'মশায়', 'মশাই')। বাংপ্র। বি।

মহাশয্যা—সিংহাসন ; বড় বিছানা ; রাজার বিছানা বা রাজার উপযুক্ত বিছানা। মহতী শয্যা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহাশূদ্র—গোপ, আভীর। কর্মধা। বি ; পুং। স্ত্রী, -দ্রী।

মহাশ্বাস—একপ্রকার হাঁপানি রোগ ; আসন্ন মৃত্যুর নাভিশ্বাস। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাশ্বেতা—দুর্গা ; সরস্বতী ; কাদম্বরী গ্রন্থের উপনায়িকা বিঃ ; শ্বেত অপরাজিতা। মহতী শ্বেতা, কর্মধা ; অথবা, মহান্ শ্বেত যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মহাশ্মশান—কাশী, বারাণসী ; যে স্থানে অবিশ্রান্ত বহু শবদাহ করা হয় তাহা, বড় ধরনের শবদাহস্থান। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাশ্রম—তীর্থ বিঃ। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাশ্রমণ—বুদ্ধদেব। মহান্ শ্রমণ (বৌদ্ধভিক্ষু), কর্মধা। বি ; পুং।

মহাষষ্ঠী—দুর্গা। মহতী ষষ্ঠী (দেবী বিঃ), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহাষ্টমী—আশ্বিনী শুক্লা অষ্টমী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহাসত্ত্ব—সদাশয়, উন্নতমনাঃ। মহান্ সত্ত্ব (প্রাণ) যাঁহার, বহু। বিণ।

মহাসমারোহ—অতিশয় জাঁকজমক ; অত্যধিক ঘটা। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাসমুদ্র, -সাগর—যে অতি বিস্তীর্ণ লবণময় জলভাগ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহা [ইহা একটিমাত্র হইলেও স্থানভেদে উত্তরমহাসাগর, দক্ষিণমহাসাগর, ভারতমহাসাগর, প্রশান্তমহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগর—এই পাঁচটি পৃথক্ নামে আখ্যাত]। কর্মধা। বি ; পুং।

মহাসাগরীয়—মহাসাগর-সম্পর্কিত ; মহাসাগর-সদৃশ, oceanic. মহাসাগর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

মহাসুখ—অতিশয় আনন্দ। মহৎ সুখ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহাসেন—শিব ; কার্তিকেয় ; বৃহৎসেনাপতি। মহতী সেনা যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

মহিমময়—গৌরবযুক্ত ; মাহাত্ম্যপূর্ণ ; সম্মানযুক্ত। মহিমন্+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

মহিমা (-মন্)—মাহাত্ম্য, গৌরব ; ঐশ্বর্য ; উৎকর্ষ ; শিবের বিভূতি বিঃ, স্বীয় শরীরকে স্থূল করিবার ক্ষমতা ; শক্তি। মহৎ+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

মহিমার্ণব—যাঁহার মাহাত্ম্য অথবা গৌরব সমুদ্রজলের ন্যায় অপরিমেয় এমন। মহিমার অর্ণব (সমুদ্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

মহিলা, মহেলা—নারী ; মদমত্তা নারী ; রাজমহিষী। মহ্ (পূজা করা)+ইলচ্, এলচ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মহিষ—গোজাতীয় পশু বিঃ, যমের বাহন ; অসুর বিঃ, মহিষাসুর। মহ্+টিষচ্ কর্ম। বি ; পুং।

মহিষধ্বজ, -বাহন—যম, অন্তক। মহিষ ধ্বজ, বাহন যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

মহিষমর্দি(র্দ্দি)নী— মহিষাসুরবিনাশিনী দুর্গা ; অষ্টাক্ষরী বিদ্যা। উপতৎ ; মহিষ—মৃদ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্ ; অথবা, মহিষের (অসুরবিশেষের) মর্দিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মহিষাসুর—মহিষাকার দানব, রম্ভাসুরপুত্র, মহিষী গর্ভজাত দানব বিঃ। মহিষাকৃতি অসুর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মহিষী—স্ত্রীমহিষ ; কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী, পাটরাণী ; ব্যভিচারিণী স্ত্রী। মহিষ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মহীসোপান—(ভূতত্ত্ব) সমুদ্র-উপকূল হইতে ৬০০ ফুট পর্যন্ত গভীর জলতলে অবস্থিত মহাদেশের নিমজ্জিত অংশ, continental shelf. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মহী—পৃথিবী ; গো ; নদী বিঃ। মহ্ (পূজা করা)+ইন্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মহীক্ষিৎ—রাজা, নৃপতি। উপতৎ ; মহী—ক্ষি (প্রভুত্ব করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মহীধর—পর্বত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মহীপ—রাজা, নৃপতি। মহী—পা+ক কর্তৃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মহীপতি—রাজা, নৃপতি। বি ; পুং।

মহীপাল—রাজা, নৃপতি। উপতৎ ; মহী—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মহীভৃৎ—রাজা ; পর্বত। উপতৎ ; মহী—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মহীয়সী—অতিমহতী। মহীয়স্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মহীয়ান্ (-য়স্)—মহাত্মা ; অতি মহৎ ; উত্তম। মহৎ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়সী।

মহীরুহ—গাছ, বৃক্ষ। মহী—রুহ্+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

মহীলতা—কেঁচো, কিঞ্চুলুক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি।

মহুয়া—মউল গাছ বা ফুল। <মধূক।

মহেন্দ্র—বিষ্ণু ; ইন্দ্র ; জম্বুদ্বীপের পর্বত বিঃ, পূর্বঘাট পর্বতমালা। মহান্ ইন্দ্র, কর্মধা। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মহেন্দ্রনগরী—ইন্দ্রের পুরী, অমরাবতী।

মহেন্দ্রবারুণী—বড় মাকাল। মহেন্দ্রবরুণ+অণ্ প্রিয় অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মহেন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। মহতী ইন্দ্রাণী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মহেলা—'মহিলা' দ্রঃ।

মহেশ, মহেশ্বর—মহাদেব, শিব। মহান্ ঈশ, ঈশ্বর, কর্মধা। বি ; পুং।

মহেশী, মহেশ্বরী—পার্বতী, মহেশ্বরপত্নী ; কাঁসা। মহেশ, মহেশ্বর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মহেষ্বাস—১। মহাধনুর্ধর। মহেষু (বৃহৎ বাণ)—অস্ (নিক্ষেপ করা)+অণ্ কর্তৃ ; অথবা, মহান্ ইষ্বাস (ধনু) যাহার, বহু। ২। বৃহৎ ধনু। মহান্ ইষ্বাস (ধনু), কর্মধা। বি ; পুং।

মহোৎসব—অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার। মহান্ উৎসব, কর্মধা। বি ; পুং।

মহোদধি—সমুদ্র ; মহাসমুদ্র। মহান্ উদধি, কর্মধা। বি ; পুং।

মহোদয়—১। সদাশয়, মহাত্মা ; অতিসমৃদ্ধ ; অত্যুন্নত। মহান্ উদয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। আধিপত্য, কর্তৃত্ব ; মুক্তি, মোক্ষ। মহান্ উদয়, কর্মধা। বি ; পুং।

মহোদরী—১। ভগবতী। বি ; স্ত্রী। ২। বৃহৎ উদরযুক্তা। মহৎ উদর যাহার, বহু+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মহোপকারী (-রিন্)—অত্যন্ত হিতকর, অত্যন্ত উপকারী। মহৎ উপকারী, সুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

মহোরগ—বিরাট সাপ, বৃহৎ সর্প। মহান্ উরগ, কর্মধা। বি ; পুং।

মহৌষধ—উত্তম ঔষধ ; রসুন ; শুঁঠ ; পিপুল। মহৎ ঔষধ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

মহৌষধি—রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ-লতাদি ; দূর্বা। মহতী ওষধি (কলপাকান্ত লতা), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মা—১। লক্ষ্মী। মা+ক কর্তৃ+আপ্। ২। পরিমাণ ; জ্ঞান ; দীপ্তি। মা+ ক্বিপ্, ভাব। ৩। জননী, মাতৃস্থানীয়া বা কন্যাস্থানীয়ার সম্বোধন শব্দ। <মাতৃ। বি ; স্ত্রী। ৪। (সংগীত) সুরসপ্তকের মধ্যম বা চতুর্থ সুর (সা, রে, গা, মা)। <মধ্যম। বি। ৫। বিস্ময় ভয় কষ্ট ইঃ সূচক। বাংপ্র। অ।

মাই—১। স্তন, পয়োধর ; স্তন্য, স্তনদুগ্ধ। বাংপ্র। ২। জননী, মা। প্রা কপ্র। বি।

মাইতি—হিন্দুজাতিবিশেষের একটি উপাধি। বাংপ্র। বি।

মাইদুধ—স্তন্য, স্তনের দুগ্ধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মাইনদার, মাইনেদার—১। ভৃত্য। বি। ২। বেতনগ্রহণকারী। মাইনা, মাইনে +দার গ্রাহক অর্থে। ফা-মু। বিণ।

মাইনা, মাইনে—মাসের বেতন। ফা-মু। বি।

মাইপোষ—যে খাটে বিছানার নীচে গুপ্ত বাক্স থাকে তাহা ; শিশুদিগকে দুধ খাওয়াই-বার একপ্রকার বোতল, feeding bottle. বাংপ্র। বি।

মাইফেল—নৃত্যগীতাদির মজলিস বা অনুষ্ঠান, soiree. <আ 'মহ্‌ফিল'। বি।

মাইয়া—১। মেয়ে, কন্যা ; স্ত্রীলোক। প্রা কপ্র। ২। মা। প্রাদে। বি।

মাইরি—শপথ করিতে প্রযুক্ত শব্দ ; সত্যি। <ইং 'By Mary', মতান্তরে 'Maria'. অ।

মাইল—১৭৬০ গজ-পরিমাণ দূরত্ব, প্রায় অর্ধক্রোশ। <ইং 'mile'. বি।

মাংস—শরীরের বর্ণ ও অস্থির মধ্যবর্তী কোমল অংশ, পিশিত, flesh. মন্+স কর্ম। বি ; ক্লী।

মাংসপেশি, -পেশী—(শারীরবিদ্যা) যে যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছামাত্র শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সঞ্চালনক্রিয়া সমাধা হয় তাহা, মাংসপিণ্ড, muscle. মাংসগঠিতা পেশি, পেশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মাংসভোজী (-ভোজিন্)—যে মাংস ভোজন করে এমন, মাংসাশী। উপপদ ; মাংস—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

মাংসল—প্রচুর মাংসযুক্ত, fleshy ; মোটা ; স্থূল ; বলবান্। মাংস+লচ্, আছে অর্থে। বিণ।

মাংসাদ—মাংসভোজী, মাংসখাদক। মাংস—অদ্+ক কর্তৃ। বিণ।

মাংসাশী (-শিন্)—মাংসভক্ষক। উপপদ ; মাংস—অশ্ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

মাংসিক—মাংসবিক্রয়ী, কসাই। মাংস+ ইক পণ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

মাকড়—বানর। <মর্কট। বি।

মাকড়, মাকড়সা, মাকসা—লূতা, ঊর্ণনাভ, spider. <মর্কট। বি।

মাকড়ি—কানের একপ্রকার গহনা, ear-ring. <মকরকুণ্ডল। বি।

মাকনা—যাহার দাঁত উঠে নাই এমন হস্তি-শিশু। বাংপ্র। বি।

মাকন্দ—১। চন্দনগাছ ; আম্রগাছ। মা (সৌন্দর্য) কন্দে (মূলে) যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। আম। বি ; ক্লী।

মাকরী—১। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী। বি ; স্ত্রী। ২। মকররাশিসম্বন্ধীয়া। মকর (দশম রাশি)+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মাকাল—ফল বিঃ, রাখালশসা, ইন্দ্রবারুণী ; মৎস্যের দেবতা ; মহাকাল। <মহাকাল। বি।

মাকু—কাপড় বুনিবার যন্ত্র বিঃ, তুরি, shuttle. বাংপ্র। বি।

মাকুন্দ—যাহার দাড়িগোঁফ উঠে না এমন পুরুষ, শ্মশ্রুবিহীন পুরুষ। <মৎকুণ। বি বা বিণ।

মাক্ষি(ক্ষী)ক—১। মাছি হইতে জাত বা প্রাপ্ত। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। মধু ; খনিজ উপধাতু বিঃ, pyrite. মক্ষিকা+অণ্ কৃতার্থে (নিপা বিকল্পে দীর্ঘ)। বি ; ক্লী।

মাখন, মাখম—ননী, নবনীত, butter. <ম্রক্ষণ। বি।

মাখা—লেপন করা ; ঘষিয়া বা রগড়াইয়া মিশানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাখানো—মিশ্রিত করা বা করানো ; লেপন করা বা করানো। <'ম্রক্ষ'-ধাতু। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাখামাখি—ঘনিষ্ঠভাব ; পারস্পরিক লেপন ; অত্যধিক লেপন। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

মাগ—পত্নী। <মার্গ। বি ; স্ত্রী।

মাগধ—১। রাজাদের এবং সৈন্যগণের অগ্রে স্তুতিপাঠক, বন্দী ; বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত জাতি বিঃ, ভাট। বি ; পুং। ২। মগধদেশোৎপন্ন। মগধ+অণ্ জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**মাগধী**।

মাগধী—১। মগধরাজকন্যা ; মগধদেশজাতা গণিকা ; যূথিকা পুষ্প, জুঁইফুল ; ভাষার রীতি (style) বিঃ ; মগধদেশীয় প্রাচীন ভাষা বিঃ ; গুজরাটী এলাচ ; শর্করা। বি ; স্ত্রী। ২। মগধদেশোৎপন্না। মাগধ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মাগন—কোন পূজা বা বারোয়ারী কাজের জন্য প্রত্যেক বাড়ি হইতে গৃহীত চাউল প্রঃ। <মার্গন। বি।

মাগনকুড়ে—যে মাগিয়া খায় এরূপ ; ভিক্ষুক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

মাগনা, মাঙনা—বিনামূল্যে ; বিনা কারণে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মাগা—ভিক্ষা করা ; চাওয়া, প্রার্থনা করা। কপ্র। ক্রি [, বি]।

মাগানো—'মাজানো' দ্রঃ।

মাগী—বুড়ী, বৃদ্ধা স্ত্রী, অধিকবয়স্কা স্ত্রী ; রক্ষিতা স্ত্রী ; বেশ্যা। <মার্গ। বি।

মাগীবাড়ি—বেশ্যাগৃহ। বাংপ্র। বি।

মাগু—পত্নী। প্রা কপ্র। বি।

মাগুর—catfish জাতীয় মাছ বিঃ। <মদ্গুর। বি।

মাগোসাঁই—যে গুরুপত্নী নিজেই শিষ্য-গণকে দীক্ষা দান করেন, শিষ্যবৃন্দকে স্বয়ং মন্ত্রদাত্রী গোস্বামিপত্নী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

মাগ্‌গি—বহুমূল্য। <মহার্ঘ। বিণ।

মাগ্‌গিভাতা—জিনিসপত্র দুর্মূল্য হওয়ায় বেতনের অতিরিক্ত যাহা দেওয়া হয় তাহা ; দুর্মূল্যতা হেতু প্রদত্ত বৃত্তি, dearness allowance. মাগ্‌গি হেতু ভাতা, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

মাঘ—বাংলা বৎসরের দশম মাস ; প্রাচীন কবি বিঃ। মঘা+অণ্ তদ্যুক্তার্থে+ঈপ্ ; মাঘী (পূর্ণিমা বিঃ)+অণ্ তদ্যুক্তমাসার্থে। বি ; পুং।

মাঘী—১। মাঘমাসসম্বন্ধীয়া। বিণ ; স্ত্রী। ২। মঘানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। মঘা+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। একপ্রকার শস্য। বাংপ্র। বি।

মাঙন—যাচন, ভিক্ষাকরণ। <মার্গণ। বি।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—১। মঙ্গলকর, শুভ-জনক। বিণ। স্ত্রী, **-লিকী, -ল্যা**। ২। শুভ, মঙ্গল। মঙ্গল+ইক, ষ্ণ্য হিতার্থে, স্বার্থে। বি ; ক্লী।

মাঙ্গা—১। দুর্মূল্য। <মহার্ঘ। বিণ। ২। চাওয়া ; ভিক্ষা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মাঙ্গানো, মাগানো—চাওয়ানো; আনয়ন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাচা, মাচান—মঞ্চ, বংশরচিত উচ্চস্থান। <মঞ্চ। বি।

মাচিকা—মাছি, মক্ষিকা। মচ্‌+ণক কর্তৃ +আপ্‌। বি; স্ত্রী।

মাছ—মীন, মৎস্য। <মৎস্য। বি।

মাছরাঙ্গা—একপ্রকার মৎস্যাশী ক্ষুদ্র পক্ষী, king-fisher. <মৎস্যরঙ্গ। বি।

মাছি—মক্ষিকা; মাচিকা; বন্দুকের নলের উপরিস্থিত চিহ্ন বিঃ, sight. <মক্ষি। বি।

মাছিমারা—যে নকল করিবার সময় মরা মাছিটির অনুরূপ আর একটি মাছি মারিয়া রাখিয়া দেয় এমন; যাহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি মোটেই নাই এমন, যে শুধু নকলে তৎপর এমন ('— কেরানী')। উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

মাজ—বৃক্ষকাণ্ডাদির মধ্যভাগ; বৃক্ষের ভিতরের কোমল অংশ; মাজের পাতা; সার; কলাগাছের যে পাতাটি মেলে নাই—জড়ানো আছে তাহা; কোমর। বাংপ্র। বি।

মাজন—ঘর্ষণ; মাজিয়া পরিষ্কার করিবার গুঁড়া ('দাঁতের —')। মাজ্‌+অন ভাব, করণ। বাংপ্র। বি।

মাজরা—ঘটনা ('— স্থল'); গোলমাল; বিশৃঙ্খলা। ফা। বি।

মাজা—মধ্যস্থান; কটিদেশ। <মধ্য। বি।

মাজা—১। ঘষিয়া পরিষ্কার করা, বিলেপন দ্বারা মসৃণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। ঘৃষ্ট; মার্জিত। মাজ্‌+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

মাজানো—ঘর্ষণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাজুফল—বড় বড় গাছে কীটনির্মিত কষায় দ্রব্য বিঃ, gall-nut. <মায়াফল। বি।

মাঝ—মধ্যস্থল; ভিতর। <মধ্য। বি। **মাঝে মাঝে**—মধ্যে মধ্যে; কিছুকাল অন্তর; কিছুদূর অন্তর।

মাঝথান—মধ্যস্থল। মাঝ (<মধ্য)+ থান (<স্থান)। বাংপ্র। বি।

মাঝামাঝি—প্রায় মধ্যস্থলে; প্রায় সমদূরবর্তী স্থানে; মধ্যবর্তী; মধ্যম রকমের। বাংপ্র। অ; বি বা বিণ।

মাঝার, মাঝারে—ভিতরে, মধ্যে। কপ্র। বি।

মাঝারি—মধ্যম-প্রকারের বা শ্রেণীর, ছোট-বড় বা ভাল-মন্দের মাঝামাঝি, middling. <মধ্যমাকৃতি। বিণ।

মাঝি, মাঝী—নৌকা-চালক, নাবিক; সাঁওতাল পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। <মধ্য। বি।

মাঝিমাল্লা—নৌকাচালকগণ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

মাঞ্জা—ঘুড়ির সুতা ধারাল করিবার জন্য তাহাতে প্রদত্ত কাচের গুঁড়া-মিশানো আটার প্রলেপ। বাংপ্র। বি।

মাটকলাই—চীনাবাদাম। বাংপ্র। বি।

মাটকোঠা—কাঠ খড় ও মৃত্তিকানির্মিত দ্বিতল গৃহ। মাটি-তৈয়ারী কোঠা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মাটাপালাম—একপ্রকার মোটা সুতার কাপড়। <তেলেগু 'মাটাপোলাম'। বি।

মাটাম—১। যে যন্ত্রদ্বারা সমকোণ নির্ধারিত হয় তাহা, trysquare. বি। ২। সমকোণে স্থাপিত। বাংপ্র। বিণ।

মাটামসই, -সহি—সমকোণে স্থাপিত। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

মাটি—১। মৃত্তিকা, ভূমি; অপদার্থ, সারহীন বস্তু। বি। ২। নষ্ট, পণ্ড। <মৃত্তিকা। বিণ। **মাটি করা**—পণ্ড করা, নষ্ট করা। **মাটি খাওয়া**—এমন অন্যায় বা অনুচিত কার্য করা যাহার জন্য পরে দুঃখ করিতে হয়। **মাটি দেওয়া**—কবরস্থ করা। **মাটি মাটি করা**—অসুস্থ বোধ করা। **মাটি মাড়ানো**—যাওয়া আসা করা; আসা। **মাটি হওয়া**—পণ্ড হওয়া, নষ্ট হওয়া। **মাটির দর**—সামান্য দাম। **মাটির মানুষ**—অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। (লজ্জায়) **মাটির সহিত মিশিয়া যাওয়া**—অত্যন্ত লজ্জিত হওয়া।

মাটো—অলস, কর্মে শিথিল। <মন্দ। বিণ।

মাঠ—১। ময়দান, প্রান্তর; গোচারণ-ভূমি। বাংপ্র। বি। **মাঠে মারা যাওয়া**—সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হওয়া যাহাতে আর কোন খোঁজখবর না হয়। ২। মন্থর; ভোঁতা। প্রা কপ্র। বিণ।

মাঠা—ননী, নবনীত; ঘোল। <মৃষ্ট। বি।

মাড়—ফেন; তণ্ডুলাদির কাথ, size. <মণ্ড। বি।

মাড়ওয়ারী—মাড়ওয়ার দেশের অধিবাসী। মাড়ওয়ার+ঈ নিবাসার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

মাড়ন—পেষণ, দলন। <মর্দন। বি।

মাড়া—পেষণ করা; শীষ হইতে শস্য খসানোর জন্য শস্যের স্তূপীকৃত আঁটিকে গরু বা মহিষ দ্বারা পদদলিত করানো। <মর্দন। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাড়ানো—পদদলিত করা; মর্দিত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাড়ি—১। মাড়, ফেন; ভাল প্রঃ ফলের ঘন রস। <মণ্ড। ২। দন্তমূল; দন্তমূলের বেষ্টনী। <মাঢ়ী। বি।

মাড়ুয়া—একপ্রকার শস্য (millet-জাতীয়)। বাংপ্র। বি।

মাড়োয়ারী—মাড়ওয়ারী (তাহা দ্রঃ)।

মাঢ়ী—দন্তমূল, দাঁতের মাড়ি, gum. মহ্‌ +ক্তি কর্ম+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

মাণক, মানক—১। মানকচু। বি; ক্লী। ২। মানকচুর গাছ। মান্‌+ঘঞ্‌ কর্ম+কন্‌ স্বার্থে (বিকল্পে ণত্ব)। বি; পুং।

মাণব, মাণবক—বালক; ক্ষুদ্র মনুষ্য, বামন, manikin; ব্রাহ্মণকুমার; ষোলনর হার। মনু (মনুষ্য)+অণ্‌ অল্পার্থে, সম্বন্ধার্থে, কুৎসিতার্থে; পক্ষে কন্‌ স্বার্থে (নিপা ণত্ব)। বি; পুং।

মাণিক—রত্ন বিঃ, পদ্মরাগ মণি, চুনি, ruby; আদরের ধন। <মাণিক্য। বি।

মাণিকজোড়—দুইজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; দুইজন অতি অন্তরঙ্গ মন্দ ব্যক্তি (ব্যঙ্গার্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মাণিক্য—রত্ন বিঃ, মণি, মাণিক, পদ্মরাগ, ruby. মণি—কৈ+ক কর্তৃ; মণিক+ষ্যঞ্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

মাত—১। দধি প্রঃর সারভাগ; তরল অংশ; চিটাগুড়; অসারভাগ। <মস্তু। ২। দাবা খেলায় রাজার বন্দী অবস্থা। বি। ৩। তরল; হতবুদ্ধি; মুগ্ধ; বিভোর; পরাজিত, জিত ('বাজি—')। আ। বিণ।

মাতগুড়—চিটাগুড়। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মাতঙ্গ—হাতি, হস্তী; চণ্ডাল; অশ্বত্থবৃক্ষ। মতঙ্গ+অণ্‌ ভবার্থে, স্বার্থে। বি; পুং।

মাতঙ্গী—হস্তিনী; দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত নবম মহাবিদ্যা। মাতঙ্গ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

মাতন—মাতোয়ারা হওয়া; মৃদঙ্গের বাদ্য বিঃ; আনন্দ কোলাহল। মাত্‌+অন ভাব, করণ। বি।

মাতব্বর—প্রধান ব্যক্তি, মান্যগণ্যব্যক্তি; পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। <আ 'মুতবর্'। বি বা বিণ। ভাববাচক বি—**মাতব্বরি**।

মাতল—মত্ত হইল, মাতিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

মাতলামি, মাতলামো—মত্ততাপ্রকাশ, মদ্যপানোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ। মাতাল +আমি, আমো ভাবে। বাংপ্র। বি।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি ও সখা। মত—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ; মতল+ইঞ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মাতা (মাতৃ)—১। মা, জননী; সপ্তমাতা (যথা—জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী, পৃথিবী); ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী ঐন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী কৌমারী চামুণ্ডা চর্চিকা —এই অষ্টশক্তি; গর্ভধারিণী স্তন্যদাত্রী আচার্যপত্নী গুরুপত্নী পিতার পত্নী শ্বশ্রূ পিতামহী মাতামহী ক্ষেত্রদানকারিণী অগ্রজা

মাতৃষসা পিতৃষসা মাতুলানী ভ্রাতৃজায়া কন্তা পুত্রবধূ—এই ষোলজন; পৃথিবী; গো; লক্ষ্মী, ধাত্রী। বি; স্ত্রী। ২। জীব; গগন, আকাশ। মা+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। প্রমাণকর্তা; পরিমাণকর্তা। মা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—মাত্রী।

মাতা—মত্ত হওয়া; উৎসাহের সহিত নিবিষ্ট হওয়া; গাঁজিয়া ওঠা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মাতানো—১। মত্ত করা; গাঁজানো; উৎসাহিত করা। ক্রি। ২। (অন্য শব্দের পরে হইলে) যাহা মত্ত উৎসাহিত বা অত্যধিক আনন্দিত করে এমন ('প্রাণ—')। মাতা+নো কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

মাতাপিতা (-পিতৃ)—মা-বাপ, জননী ও জনক। মাতা এবং পিতা, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মাতাপিতৃহীন—যাহার মা ও বাপ দুইজনই মারা গিয়াছেন এরূপ, জনকজননী-শূন্য। মাতাপিতা ('মাতাপিতৃ' শব্দ) দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

মাতামহ—মাতার পিতা। মাতৃ+ডামহচ্ পিতা অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-মহী**।

মাতামহী—মাতার মাতা। মাতামহ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতামাতি—পরস্পরের প্রতি মত্ততা বা অনুরাগের আতিশয্য-প্রকাশ; একত্র মত্ততা প্রকাশ, মত্তবৎ আচরণ। বাংপ্র। বি।

মাতাল—১। মদ্যপায়ী; মদ্যপানে উন্মত্ত, মত্ততাবিশিষ্ট। <মত্ত। ২। প্রধান। <মস্তক। বিণ।

মাতুঃষসা (-স্বৃ), **-ষসা** (-স্বৃ)—মাসী। ৬ষ্ঠীতৎ (সংস্কৃতে ৬ষ্ঠী বিভক্তির অলুক্, বিকল্পে ষত্ব)। বি; স্ত্রী।

মাতুল—মামা, মায়ের ভাই। মাতৃ+ডুল ভ্রাতা অর্থে। বি; পুং।

মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী—মামী, মামার স্ত্রী। মাতুল+আপ্, আনীপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতুলালয়—মামার বাড়ি। মাতুলের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাতৃক—মাতা হইতে আগত, মাতৃ-সম্বন্ধীয়। মাতৃ+ক (ঠক্) আগতার্থে। বিণ।

মাতৃকা—মাতা; ধাত্রী; মাতার মাতা; অ আ ক খ প্রঃ বর্ণ; পদ্মা গৌরী শচী মেধা বিজয়া সাবিত্রী জয়া দেবসেনা শান্তি স্বধা স্বাহা পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা ও কুলদেবতা—এই ষোড়শ দেবী; করণ; মূল কারণ; স্বর। মাতৃ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মাতৃঘাতক—মাতার প্রাণনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

মাতৃঘাতী (-ঘাতিন্)—মাতার প্রাণনাশকারী। উপতৎ; মাতৃ—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

মাতৃদশা—মাতার মৃত্যুর পর অশৌচান্ত পর্যন্ত সময়। মাতৃজনিতা দশা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মাতৃদায়—মাতার মৃত্যুজনিত বিপদ্; মাতার শ্রাদ্ধাদিরূপ কঠিন কর্তব্য। মাতৃ-সম্বন্ধীয় দায়, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।

মাতৃদুগ্ধ—মায়ের দুধ, মাতৃস্তন্য। মাতার (মাতৃ-শব্দ) দুগ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মাতৃপক্ষ—মাতার সহিত সম্পর্কযুক্ত আত্মীয় স্বজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাতৃপূজা—মায়ের সেবা। মাতার (মাতৃ-শব্দ) পূজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃবিয়োগ—মায়ের মরণ, মাতার মৃত্যু ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাতৃভক্ত—মাতার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সেবাপরায়ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মাতৃভক্তি—মাতার প্রতি শ্রদ্ধা। মাতাতে ভক্তি, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃভাষা—স্বজাতীয় ভাষা, জন্মের পর হইতে যে ভাষা শিক্ষা হয় তাহা, mother tonguc. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃভূমি—স্বদেশ; জন্মস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃরিষ্টি—(জ্যোতিষে) জাতকের মাতার মৃত্যুজনক যোগ বিঃ। মাতার রিষ্টি যাহাতে, বহু। বি; পুং বা স্ত্রী।

মাতৃশ্রাদ্ধ—মৃতা মাতার আত্মার সদ্গতির এবং তুষ্টির জন্য পিণ্ডদানাদি কার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মাতৃষসা (-স্বৃ)—মাসী, মাতার ভগিনী। মাতার স্বসা, ৬ষ্ঠীতৎ (ষত্ব)। বি; স্ত্রী।

মাতৃষসেয়—মাসীর ছেলে, মাসতুতো ভাই। মাতৃস্বসৃ+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

মাতৃষসেয়ী—মাসীর মেয়ে, মাসতুত বোন। মাতৃষসেয়+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতৃষস্ত্রীয়, -ষস্রেয়—মাতৃষসার পুত্র, মাসতুতো ভাই। মাতৃস্বসৃ+ঈয়, এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

মাতৃসেবা—মায়ের পরিচর্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃস্তন্য—মায়ের দুধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মাতৃস্তোত্র—মায়ের স্তব; স্তব বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মাতৃহত্যা—জননীর প্রাণ বিনাশকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃহন্তা (-হন্তৃ)—মায়ের প্রাণনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**। [বিণ।

মাতৃহীন—যাহার মা নাই এমন। ৩য়াতৎ।

মাতোয়ারা, -রা—প্রমত্ত; বিহ্বল। হি। বিণ।

মাতোয়ালী—মুসলমানদিগের ধর্মার্থে নিয়োজিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। <আ 'মুতবল্লী'। বি।

মাত্র—১। কেবল; সাকল্য, কাৎস্ন্য; অবধারণ। মা+ত্রন্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অমনি; কেবল; পর্যন্ত। বাংপ্র। অ।

মাত্রা—১। পরিমাণ; অংশ; ধন; সন্ন্যাসী; পরিচ্ছেদ; অক্ষরের মাথার রেখা; স্বরের স্থিতিকাল; ছন্দ অনুযায়ী সংগীতের সময় বিভাগের একক; বর্ণের উচ্চারণ-কাল [ইহা চারি প্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এবং ব্যঞ্জনরূপ, এক মাত্রা হ্রস্ব; দ্বিমাত্রা দীর্ঘ; ত্রিমাত্রা প্লুত এবং অর্ধমাত্রা ব্যঞ্জন]; কর্ণভূষণ; পরিমাণ; (জ্যামিতি) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ, dimension. মা+ত্রন্ করণ+আপ্। ২। ইন্দ্রিয়বৃত্তি; অবিচ্ছেদ। মা+ত্রন্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

মাত্রাবৃত্ত—আর্যাদি ছন্দ বিঃ; যাহাতে মাত্রাসংখ্যার বিচার করিয়া ছন্দোনির্ণয় হয় তাহা। মাত্রাসাধ্য বৃত্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মাত্রাস্পর্শ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের সহিত চক্ষুঃকর্ণাদির যোগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মাৎসর্য(র্য্য)—পরের ভাল সহ্য করিতে না পারা, পরশ্রীকাতরতা। মৎসর (শুভদ্বেষ্টা)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

মাৎস্যন্যায়—অরাজকতা; মাছের মত পরস্পরকে হত্যা; দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। বি; পুং।

মাথট—১। মাথাপিছু চাঁদা, বহুলোকের দ্বারা অর্থসংগ্রহ। <মস্তকবৃত্ত। বি। ২। ধীরগতিযুক্ত, মন্থর; সংগীতে দ্রুতগতি ছন্দঃপ্রয়োগের পরই ধীরগতিযুক্ত ছন্দের প্রয়োগ। প্রাদে। বিণ বা বি।

মাথা—মস্তক, শির; চূড়া; উপরিভাগ; প্রধানব্যক্তি; মুহূর্ত; সারভাগ; অগ্র। <মস্তক। বি। **মাথা উঁচু করা**—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা; অহংকার প্রকাশ করা। **মাথা করা**—পণ্ড করা; কিছুই করিতে না পারা। **মাথা কাটা যাওয়া**—অপমানে বা লজ্জায় মস্তক অবনত হওয়া; অত্যন্ত লজ্জা বা অপমানের কারণ ঘটা। **মাথা কেনা**—কোন কিছু উপকার করিয়াই প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করা। **মাথা কোটাকুটি, খোঁড়াখুঁড়ি করা**—নির্বন্ধাতিশয্যে অনুরোধ করা। **মাথা খাও**—মাথার দিব্যি দিতেছি। **মাথা খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। **মাথা খাটানো**—মস্তিষ্কের পরিচালনা

করা ; বুদ্ধি বাহির করা। **মাথা খারাপ বা গরম করা**—রাগিয়া যাওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া। **মাথা খোঁড়া**—ভূমিতে মাথা ঠোকা। **মাথা ঘামানো**—অনর্থক বাজে পরিশ্রম করা। **মাথা চুলকানো**—সমস্যায় পড়া। **মাথা ঠাণ্ডা করা**—ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া স্থির হওয়া ; ধীর স্থির হইয়া কোন কিছুতে মন দেওয়া। **মাথা দেওয়া**—মরা ; ভারগ্রহণ করা। **মাথা মুণ্ড বুঝিতে না পারা**—কিছুই বুঝিতে না পারা। **মাথা হেঁট করানো**—লজ্জা দেওয়া। **মাথা হেঁট হওয়া**—অখ্যাতি কুৎসা প্রঃর জন্য অতিশয় লজ্জা হওয়া। **মাথায় ওঠা, চড়া**—প্রশ্রয় পাইয়া অবাধ্য হওয়া। **মাথায় জল পড়া**—বিবাহ হওয়া। **মাথায় তোলা**—অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়া নষ্ট করা। **মাথায় হাত বুলান**—ঠকান, ফাঁকি দিয়া কার্যসিদ্ধি করা। **মাথার উপর**—স্বর্গে ; অভিভাবকরূপে। **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা**—গুরুতর পরিশ্রম করা। **মাথার দিব্য**—শপথ। **রাগের মাথায়**—হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া।

মাথা-ওয়ালা—প্রতিভাসম্পন্ন ; তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। মাথা+ওয়ালা বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মাথা-খারাপ—১। বিকৃতমস্তিষ্ক। মাথা খারাপ যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। ২। মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থা। খারাপ মাথা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মাথা-গরম—১। ক্রুদ্ধ। মাথা গরম যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ। ২। মানসিক উত্তেজনা ; ক্রোধ। গরম মাথা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মাথা-ঘষা—চুলে লাগাইবার বা তেলে মিশাইবার সুগন্ধি মসলা। বাংপ্র। বি।

মাথাঘোরা—মস্তকঘূর্ণন, শিরোঘূর্ণন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মাথা-ঠাণ্ডা—স্থিরমস্তিষ্ক ; শান্ত। মাথা ঠাণ্ডা যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

মাথাধরা—মাথাব্যথা, শিরঃপীড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মাথা-পাগলা—কতকটা পাগল, পাগলাটে। বাংপ্র। বিণ।

মাথা-ব্যথা—শিরঃপীড়া ; অত্যধিক গরজ ; সহানুভূতি ; জ্বালা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মাথাল, মাথালি—বাঁশের শলা এবং তালপাতা দিয়া তৈয়ারী ছাতা, টোকা। বাংপ্র। বি।

মাথাল, -লো—প্রতিভাশালী ; প্রধান ; সর্দার। মাথা+ল, লো বিশিষ্টার্থে, স্থিতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মাথি, মেথি—তালগাছ খেজুর গাছ প্রঃর মাথার ভিতরের কোমল অংশ। বাংপ্র। বি।

মাথুর—১। মথুরাদেশসম্বন্ধীয় ; মথুরাদেশ হইতে আগত ; মথুরাদেশজাত। মথুরা+অণ্‌ তবাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। মথুরা। প্রা কপ্র। বি। ৩। কীর্তনগানে শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা-বর্ণন [অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী গমন, কুব্জা-মিলন, মথুরায় শ্রীরাধার দূতী প্রেরণ প্রঃ]। মথুরা +অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বি ; স্ত্রী।

মাদ—অহংকার ; হর্ষ ; মত্ততা। মদ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পুং।

মাদক—১। যাহাতে নেশা হয় এমন, মত্ততাজনক। বিণ। স্ত্রী—**মাদিকা**। ২। মদ প্রঃ নেশাকারক জিনিস। মদ্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

মাদকতা—নেশা জন্মাইবার শক্তি। মাদক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

মাদকসেবী (-সেবিন্‌)—নেশাখোর, যে মদ গাঁজা প্রঃ সেবন করে এমন। উপতৎ ; মাদক—সেব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বিনী।

মাদন—হর্ষোৎপাদক। মদ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

মাদল—একপ্রকার খোল বা ঢোল। <মর্দল। বি।

মাদা, মাদি—স্ত্রী-জাতীয়। <ফা 'মাদাহ্‌'। বিণ।

মাদার—১। একপ্রকার কাঁটা গাছ। <মন্দার। ২। মুসলমানদিগের পর্ব বিঃ। আ। বি।

মাদী—স্ত্রী-জাতীয়। <ফা 'মাদহ্‌'। বিণ।

মাদুর—তৃণনির্মিত আস্তরণ। <মন্দুরা। বি। [বি।

মাদুলি—কবচ ; কণ্ঠভূষণ বিঃ। বাংপ্র।

মাদৃশ—আমার মত, মৎসদৃশ। অস্মদ্‌—দৃশ্‌+টক্‌ কর্ম (অস্মদ্‌-স্থানে একবচনে মা)। বিণ। স্ত্রী, -শী।

মাদ্রাজী—মাদ্রাজ সম্বন্ধীয় বা তাহার অধিবাসী। বিণ বা বি।

মাদ্রাসা—মুসলমানদিগের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়। <আ 'মদ্রসহ্‌'। বি।

মাদ্রী—(মহাভারত) পাণ্ডু রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী। মদ্র (সেই দেশের অধিপতি)+অণ্‌ অপত্যার্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মাধব—১। শ্রীবিষ্ণু। মার (লক্ষ্মীর) ধব (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৈশাখ মাস। মধু +অণ্‌ হিতার্থে। ৩। বসন্তকাল। মধু+অণ্‌ স্বার্থে। বি ; পুং। ৪। মধুসম্বন্ধীয়। মধু+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -বী। [বি ; স্ত্রী।

মাধবপ্রিয়া—লক্ষ্মী, কমলা। ৬ষ্ঠীতৎ।

মাধবি—বৈশাখে ("মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল"—বিভা)। প্রা কপ্র। বি।

মাধবিকা, মাধবী—বাসন্তীলতা, এক ধরনের লতা ও তাহার ফুল (ফুল বড় ধরনের জুঁই ফুলের মত) ; কুট্টনী ; মদিরা ; মধুশর্করা ; কুন্দ ; তুলসী ; দুর্গা ; মাধবের পত্নী। মাধব+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌ ; মাধব+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মাধাই—মাধব। প্রা কপ্র। বি।

মাধুকরী—১। পাঁচ জায়গা হইতে ভিক্ষাহরণ ; মধুকর বা ভ্রমর যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করে সেইরূপ নানা স্থান বা নানা গৃহ হইতে কিছু কিছু করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ। মধুকর+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। গুণগ্রাহী। বাংপ্র। বিণ।

মাধুরী—১। মিষ্টতা, মধুরতা ; সৌন্দর্য, শোভা ; উত্তমতা ; ধীরতা ; হৃদয়গ্রাহিতা। মধুর (মিষ্ট)+অণ্‌ ভাবে+ঈপ্‌। ২। মদ। মধুর+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী। ৩। মধুররসজাতা। মধুর+অণ্‌ জাতার্থে+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

মাধুর্য(র্য্য)—মিষ্টতা, মধুরতা ; সৌন্দর্য ; কাব্যের গুণ বিঃ ; যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণমাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহা [ইহাতে রচনা মধুর হইবে এবং সমাসরহিত বা অল্পসমাসযুক্ত পদাদি থাকিবে। যথা—

"সই কেবা শুনাইল
শ্যাম-নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে
পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"
—চণ্ডীদাস]।

মধুর+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি ; স্ত্রী।

মাধ্বী—মধু হইতে উৎপন্ন মদ ; দ্রাক্ষা ; মহুয়া ফল ; মৎস্য বিঃ। মধু+অণ্‌ নিষ্পন্নার্থে (নিপা)+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মাধ্বীক—মধু ; মধুজাত সুরা ; মহুয়া বা দ্রাক্ষাজাত মদ। মাধ্বী+কন্‌ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

মাধ্যন্দিন—১। শুক্ল-যজুর্বেদীয় শাখা বিঃ। মধ্যন্দিন+অণ্‌ অধিকৃতার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। দুপুরবেলাকার, মধ্যাহ্ন-সম্বন্ধীয়। মধ্যন্দিন+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -নী।

মাধ্যন্দিন রেখা—সূর্যের মাধ্যাহ্নিক গমনপথের কল্পিত রেখা, meridian.

মাধ্যম—বাহন, যাহার মধ্য দিয়া কোন কিছু যায় ; যাহা অবলম্বন করিয়া বা যাহার মধ্যবর্তিতায় কোন কাজ সাধন করা হয়, medium. মধ্যম+অণ্‌ ভাবে। বি।

মাধ্যমিক—দুই শ্রেণীর অন্তর্বর্তী, intermediate. মধ্যম+ইক স্থিতার্থে। বিণ।

স্ত্রী, -কী। **মাধ্যমিক শিক্ষা**—প্রাথমিক পাঠশালার পরবর্তী ও কলেজের পূর্ববর্তী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা।

মাধ্যাকর্ষণ—পৃথিবীর যে আকর্ষণ-শক্তি-বশতঃ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয় তাহা, gravitation. [ঐ শক্তি বস্তু মাত্রেই বর্ত্তমান আছে এবং তদ্দ্বারা সকল বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; এই আকর্ষণ প্রত্যেকের মধ্যদিকে হয় বলিয়া ইহার নাম মাধ্যাকর্ষণ]। মধ্য আকর্ষণ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মাধ্যাহ্নিক—দুপুরবেলাকার; মধ্যাহ্ন-কালীন। মধ্যাহ্ন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী. -কী।

মান—১। মাপ, হস্তাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ; থারী তুলাদি দ্বারা পরিমাণ। মা+অনট্ ভাব। ২। যাহা দ্বারা মাপা যায়, measure, standard; (সংগীত) মোকাম, সম। মা+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৩। সম্মান, পূজা। মান্+ঘঞ্ ভাব। ৪। আদর, সম্মান; অহংকার; ধনাদিহেতু চিত্তের উন্নতি; 'আমার সমান নাই' এমত বোধ করা; অনুরক্ত দম্পতির অভিমান; প্রণয়জনিত কোপ; অনাদর দর্শনে নায়ক বা নায়িকার পরস্পরের প্রতি ক্রোধ; অভিমান; সম্ভ্রম। মন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **মান ভাঙ্গা**—সাধ্য-সাধনা করিয়া কাহারও অভিমান নষ্ট করা। **মান রাখা**—সম্ভ্রম বজায় রাখা। **মানে মানে সরিয়া পড়া**—অপমানিত হইবার পূর্বে স্থানত্যাগ করা।

মানই—বোধ করে, অনুভব করে ("ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

মানকচু—বৃহৎ কন্দ ও পত্রবিশিষ্ট এক-প্রকার কচু। মান (<মানক)-নামক কচু (<কচী), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মানকলি—স্ত্রীপুরুষের অভিমানজাত কলহ। মানজ কলি (কলহ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মানচিত্র—পৃথিবীর বা তাহার নানা স্থানের নকশা, ম্যাপ। মানসূচক চিত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মানত—দেবতার অনুগ্রহ-লাভার্থ তাঁহাকে কোন বস্তু প্রদান জন্য মনে মনে অঙ্গীকার। <মনন্ত। বি।

মানদ—সম্মানপ্রদ; মানরক্ষক। উপতৎ; মান—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

মানদণ্ড—মাপকাঠি, পরিমাণ-দণ্ড। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

মানন, মাননা—সম্মানকরণ; পূজাকরণ আদরকরণ। মান্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

মাননীয়—সম্ভ্রমের যোগ্য, শ্রদ্ধেয়, মান্য, পূজনীয়। মান্+অনীয় কর্ম। বিণ।

মানপত্র—সম্মানজনক প্রশংসাপত্র বা অভিনন্দনপত্র। মানসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মানব—১। মানুষ; পুরুষ। বি; পুং। ২। মনুসম্বন্ধীয়। মনু (ব্রহ্মার পুত্র)+অণ্, অপ-ত্যার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -বী।

মানবতা—মনুষ্যত্ব, মনুষ্যোচিত গুণাবলী। মানব+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মানববিগ্রহ—১। মানুষের শরীর। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ। মানবের সহিত বিগ্রহ, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

মানবলীলা—মানুষ রূপে জন্মিয়া মানুষের কর্তব্য কার্যের সম্পাদন; মনুষ্যজীবনের কার্যকলাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মানবলীলাসংবরণ—মৃত্যু, পরলোক-গমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মানবসমাজ—মনুষ্যসম্প্রদায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মানবি—মানিবে, মনে করিবে ("শুনইতে মানবি স্বপন সরূপ"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

মানবী—১। স্ত্রীলোক, নারী। বি; স্ত্রী। ২। মনুসম্বন্ধীয়া। মানব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানবোচিত—মানুষের উপযুক্ত। ৭মীতৎ বা ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মানভঞ্জন—শপথবাক্য চাটুবাক্য ও পায়ে ধরা প্রভৃতি দ্বারা ক্রুদ্ধ প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর রাগ ভাঙ্গা, মান ভাঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মানমন্দির—যে স্থান হইতে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহা, গ্রহনক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণাগার, observatory. মানের মন্দির (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মানস—১। মন, চিত্ত; ইচ্ছা, অভিপ্রায়; চিত্তবোধ। মনস্+অণ্ স্বার্থে, ভবার্থে। ২। হিমবদ্দেশের হ্রদ বিঃ ("মানসে মা যথা ফলে"—মাইকেল)। মনস্+অণ্ নির্মিতার্থে। বি; ক্লী। ৩। মনঃসম্বন্ধীয়। মনস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -সী।

মানসতা—মনের স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য, mentality. মানস+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মানসনেত্র—অন্তঃকরণরূপ চক্ষু; ধ্যান; কল্পনা; চিন্তা; জ্ঞান। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

মানসপট—অন্তঃকরণরূপ চিত্রপট, যাহাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির রূপ আঁকা থাকে। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

মানসপুত্র—মন হইতে উৎপন্ন পুত্র ('ব্রহ্মার'—পুত্র')। বি; পুং।

মানসপূজা—অন্তরে রচিত পূজার উপকরণ প্রঃ অর্থাৎ ভক্তি একাগ্রতা ইঃ দ্বারা মনে মনে পূজা। মানসী পূজা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মানসমন্দির—অন্তঃকরণরূপ গৃহ। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

মানসম্ভ্রম—সম্মান ও প্রতিপত্তি। প্রায় একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মানসসিদ্ধি—উদ্দেশ্য-সাফল্য; ইষ্টলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মানসাঙ্ক—মৌখিক অঙ্ক, না লিখিয়া মুখে মুখে হিসাব করিয়া যে অঙ্কের উত্তর দেওয়া হয়। কর্মধা। বি; পুং।

মানসিক—১। আন্তরিক, মনোগত, mental. মনস্+ইক কৃতার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। মানত; যাহা মানত করা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

মানসী ১। মন হইতে উৎপন্না, মনোজাতা। বিণ; স্ত্রী। ২। কল্পিতা সুন্দরী প্রণয়িনী। মনস্+অণ্ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মানহানি—সম্ভ্রমের ক্ষতি, মর্যাদানাশ, defamation. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মানা—১। বারণ, নিষেধ। <আ 'মনঅ'। বি। ২। সম্মান করা, respect; গ্রাহ্য করা; মানত করা; স্বীকার করা; পালন করা ('আদেশ —', 'কথা —'); বিশ্বাস করা; মনে করা; নাম নির্দেশ করা ('সাক্ষী —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মানান—১। উপযুক্ত, শোভন। বিণ। ২। উপযুক্ততা; শোভা। বাংপ্র। বি।

মানানসই, -সহি—উপযুক্তরূপ; যাহা ভাল মতে খাপ খাইয়াছে এমন; অনুরূপ। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

মানানো—স্বীকার করানো; বাধ্য করানো; মান্য করানো; শান্ত করা; শোভা পাওয়া; খাপ খাওয়া; উপযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মানিক—মাণিক (তাহা দ্রঃ)।

মানিকজোড়—মাণিকজোড় (তাহা দ্রঃ)।

মানিত—১। পূজিত, সম্মানিত। মান্+ক্ত কর্ম। ২। যাহার নাম নির্দেশ করা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

মানিতা—১। মানিত্ব, অহংকার। মানিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। সম্মানিতা। মানিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানিনী—যে নায়িকা অনাদর ইঃ দর্শনে নায়কের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কথাবার্তা বন্ধ করিয়াছে এমন, প্রণয়-কোপবতী, অভি-মানবতী; সম্মানযুক্তা। মানিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানী (মানিন্)—অভিমানী; মনস্বী,

প্রণতমনাঃ; সম্ভ্রমশালী। মান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—মানিনী।

মানুখ—মানুষ। প্রা কপ্র। বি।

মানুষ—১। মনুষ্য, নর; ব্যক্তি, person. মনু+ষঞ্ অপত্যার্থে (স-আগম)। বি; পুং। ২। মানুষোচিত গুণসম্পন্ন; মনুষ্য-বিষয়ক, human. মানুষ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষী। ৩। লালন পালন। বাংপ্র। বি। **মানুষ করা**—লালন পালন করিয়া বড় করা। **মানুষ হওয়া**—লালিত পালিত হইয়া বড় হওয়া; মনুষ্যোচিত গুণের অধিকারী হওয়া।

মানুষিক—১। মনুষ্যকৃত। মানুষ+ইক কৃতার্থে। ২। মনুষ্যসম্বন্ধীয়; লৌকিক। মানুষ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

মানুষী—১। নারী; চিকিৎসা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। মনুষ্যসম্বন্ধিনী। মানুষ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানে—অর্থ, তাৎপর্য, meaning; অভিপ্রায়। <আ 'মানী'। বি।

মানোয়ার—যুদ্ধ-জাহাজ। <ইং 'man-of-war'. বি। বিণ, -রী।

মান্দাস—ভেলা। বাংপ্র। বি।

মান্দ্য—অলসতা; আলস্য, জড়তা; হানি; বিষাদ; রোগ, পীড়া; মন্দত্ব। মন্দ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী। বিণ—মন্দ।

মান্ধাতা (মান্ধাতৃ)—(রামায়ণ) সূর্য-বংশীয় একজন রাজা। মাম্ (= আমাকে অর্থাৎ ইন্দ্রকে)—ধে+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং। **মান্ধাতার আমল**—অতি প্রাচীন কাল।

মান্য—১। শ্রদ্ধেয়; মাননীয়; বিশ্বাসের যোগ্য; পূজ্য; আদরণীয়। মান+যৎ অর্হার্থে বা সাধ্বর্থে; অথবা, মান্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। ২। সমাদর; সম্মান; অনুবর্তন, পালন। বি। ৩। শিরোধার্য। বাংপ্র। বিণ।

মান্যবর—পূজনীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিক সম্মানভাজন, শ্রেষ্ঠ; চিঠির মধ্যে সম্মানজনক পাঠসূচক। কর্মধা। বিণ। **মান্যবরেষু**—পত্রের সম্মানজনক পাঠ বিঃ (স্ত্রী—মান্যবরাসু)।

মাপ—১। ওজন; পরিমাণ; পরিমাণ-নির্ধারণ। <'ণিজন্ত মা'-ধাতু। ২। ক্ষমা; ছাড়, রেহাই। <আ 'মুআফ'। বি।

মাপক—পরিমাপকারী। বাংপ্র। বিণ।

মাপকাটি, -কাঠি—পরিমাণ-নির্ধারণার্থ দণ্ড, মানদণ্ড; measure, standard. ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মাপজোখ—পরিমাণ আকার প্রঃ নির্ধারণ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

মাপন—পরিমাণকরণ, তোলকরণ। মা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মাপা—ওজন করা; পরিমাণ নির্ধারণ করা, measure. বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাপানো—ওজন করানো, পরিমাণ নির্ধারণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মাফ—ক্ষমা; ছাড়; ছাড়ান। <আ 'মুআফ'। বি।

মাফিক—১। উপযুক্ত; সমান, তুল্য। বিণ। ২। অনুসারে। <আ 'মুবাফিক'। অ।

মা-বাপ—মাতাপিতা; মাতাপিতার ন্যায় রক্ষক ও প্রতিপালক ('গরিবের —')। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

মাভৈঃ—ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস দান। সং বাক্য।

মামড়ি—ঘায়ের উপরকার শুকনা চামড়া; নাকের ময়লা। বাংপ্র। বি।

মামদো—মৃত মুসলমানদিগের প্রেতাত্মা। <মহম্মদীয়। বিণ।

মা-মরা—মৃতমাতৃক, মাতৃহীন। বহু। বাংপ্র। বিণ।

মামলা—মকদ্দমা, litigation. <আ 'মুআমলহ'। বি।

মামলাবাজ—মকদ্দমা করিতে পটু; মকদ্দমাপ্রিয়। আ-মূ। বিণ। [বি।

মামা—মাতুল, মাতার ভ্রাতা। <মাম।

মামাতুত, মামাতো—মামার সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত; মাতুলসম্পর্কীয়। মামা+তুত, তো অপত্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মামাশ্বশুর—স্বামী বা স্ত্রীর মাতুল। বাংপ্র। বি।

মামী—মাতুলপত্নী। মামা+ঈপ্। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মামীশাশুড়ী—স্বামী বা স্ত্রীর মামী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মামুলী—চিরপ্রচলিত প্রথামত। <আ 'মামুল'। বিণ।

মায়—সহিত, একত্র। <আ 'মঅ'। অ।

মায়া—১। মমতা; মোহ; শঠতা, চাতুরী; ইন্দ্রজাল, কুহক; ছদ্মবেশ; ভূমিকা; প্রকৃতি; অবিদ্যা; মিথ্যাবুদ্ধিহেতু অজ্ঞান বিঃ; কৃপা; ভ্রান্তি, illusion; লক্ষ্মী; দম্ভ। মা+যৎ কর্তৃ, করণ+আপ্। ২। দুর্গা। মা (মোহ)—বা (অন্তর্ভূত ণিচ্= পাওয়ানো)+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মায়াকর, -কার—মায়াকারী; জাদুকর, ঐন্দ্রজালিক। উপতৎ; মায়া—কৃ+ট, অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী, -কারী।

মায়াকান্না—ছলপূর্বক ক্রন্দন, কপট ক্রন্দন; অপরের মনে দয়া জন্মাইবার জন্য মিছামিছি নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা জানানো। মায়াশ্রিত কান্না, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মায়াঘোর—মায়াজনিত মোহ; মায়া-কানন; মায়ার ঘূর্ণীপাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মায়াজাল—মায়াপাশ; মায়ার কুহক। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

মায়াডোর—মমতার বন্ধন, গভীর স্নেহ ও আসক্তি। রূপক কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মায়াত্মক—ভ্রমাত্মক; অলীক; মিথ্যা; অবাস্তব। মায়া আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ত্মিকা।

মায়াধর—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, জাদুকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মায়াধারী (-ধারিন্)—মায়াবী; জাদুকর, কুহকী। উপতৎ; মায়া—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধারিণী।

মায়াপটু—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী; ভ্রান্তিকর, ভ্রান্তিজনক। মায়াতে (ইন্দ্রজালে) পটু (দক্ষ), ৭মীতৎ। বিণ।

মায়াপাশ—মমতার বন্ধন; মায়ার জাল। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

মায়াপুরী—কল্পিত নগরী, মায়াপ্রভাবে রচিত নগরী। মায়াকল্পিতা নগরী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মায়াবতী—স্নেহশীলা; কুহকিনী, মায়াবিনী; মায়াযুক্তা। মায়াবৎ+ঈপ্ (মায়াবান্ দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী।

মায়াবদ্ধ—মমতাহেতু সংসারে আসক্ত; অজ্ঞানতাহেতু আবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

মায়াবল—ইন্দ্রজালের শক্তি; স্নেহ ও আসক্তির প্রভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মায়াবশ—মায়ার অধীন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

মায়াবান্ (-বৎ)—কুহকী, ঐন্দ্রজালিক; মমতাযুক্ত, স্নেহপরায়ণ; কপটাচারী। মায়া+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

মায়াবিনী—কুহকিনী; মায়াবিশিষ্টা; জাদুকরী। মায়াবিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মায়াবী (-বিন্), **মায়িক, মায়ী** (-য়িন্)—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী; কপটাচারী; মায়াবিশিষ্ট; কৃত্রিম মমতাপ্রদর্শক। মায়া+বিন্, ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বিনী, -য়িকা, মায়িনী।

মায়াময়—মায়াদ্বারা পরিব্যাপ্ত, ছলনাপূর্ণ। মায়া+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

মায়ামৃগ—জাদুবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্ট হরিণ; রামচন্দ্রকে ছলনা করিয়া সীতা অপহরণ করিবার জন্য হরিণের আকৃতিধারী মারীচ-নামক রাক্ষস। মায়াসৃষ্ট মৃগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মায়ামোহ—মায়াজনিত অজ্ঞানতা। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মায়ারজ্জু—মমতার বন্ধন, মায়াজাল; মায়াবলে সৃষ্ট রজ্জু, ভ্রান্তিহেতু দৃষ্ট কল্পিত রজ্জু। রূপক কর্মধা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মায়ারথ—জাদুবিদ্যার প্রভাবে রচিত রথ ; মায়া-কল্পিত রথ। মায়ারচিত রথ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মায়ারাজ্য—মায়ার অধিকৃত স্থান ; মায়া হেতু কল্পিত রাজ্য ; ইন্দ্রজালপূর্ণ রাজ্য। ৬ষ্ঠীতৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মায়া-সীতা—বানরসৈন্যদের ঠকাইবার জন্য ইন্দ্রজিতের যোগবলে অগ্নিদেবকৃত সীতার প্রতিমূর্তি। মায়াকৃতা সীতা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মায়িক, মায়ী (মায়িন্)—'মায়াবী' দ্রঃ।

মার—১। কন্দর্প ; যে অসুর বুদ্ধদেবের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল ; বিঘ্ন। মৃ+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। ২। মারণ, বধ। মৃ+ণিচ্+অচ্ ভাব। বি ; পুং। ৩। প্রহার, আঘাত। <মা'ই'র <মারি (=মার্+ই ভাব)। বি। ৪। প্রহার কর। বাংপ্র। ক্রি।

মারক—১। মারী, মড়ক। বি ; পুং। ২। হত্যাকারী, নাশক। মৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ, অথবা, মার+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—মারিকা।

মারকুটে, মারকুটো—যে সামান্য বিষয় লইয়াই মারিতে উদ্যত হয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

মারণ—১। হত্যা, হনন, বিনাশ ; তন্ত্রোক্ত অভিচার বিঃ (যাহার প্রভাবে শত্রুর মৃত্যু ঘটানো যায়)। মৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব, করণ। বি ; স্ত্রী। ২। ঔষধ প্রঃ খলে পেষণ ; ধাতু ইঃ ভস্মীকরণ। বাংপ্র। বি।

মারধর—মারা ও ধরা ; প্রহারাদি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

মারপিট—প্রহার ; অনেকের সম্মিলিত প্রহার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

মারপেঁচ, -প্যাঁচ—কুটিলতা ; জটিলতা ; কায়দা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

মারফত—দ্বারা ; সঙ্গে ; নিকট। <আ 'মারিফৎ'। অ।

মারবাড়ী—মারোয়াড়ী (তাহা দ্রঃ)।

মারবেল—মার্বেল (তাহা দ্রঃ)।

মারমুখ, -মুখো—মারিতে উদ্যত ; বদমেজাজী। মারে মুখ যাহার, বহু ; মারে মুখ, ৭মীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, -খী।

মারমূর্তি(র্ত্তি)—রণমূর্তি, প্রহারোন্মুখ চেহারা। বাংপ্র। বি।

মারহাট্টা—১। মহারাষ্ট্রজাতি। বি। ২। মহারাষ্ট্রীয়। < মহারাষ্ট্র। ৩। যে লোককে প্রহার করে এমন। বাংপ্র। বিণ।

মারা—১। প্রহার করা, আঘাত করা ; হত্যা করা ; লাভ করা ; অসদুপায়ে লাভ করা ('টাকা —') ; চুরি করা ; দূর করা ; খুব খাওয়া ; অকর্মণ্য করা ; নষ্ট করা ; পরাস্ত করা ; সম্ভোগ করা ; লাগানো ; ঠুকিয়া বসানো ('পেরেক —') ; শুষ্ক করা ; ভান করা ; করা। <'মারি'-ধাতু। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **মারা যাওয়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, মরা। ২। মৃত ; প্রহৃত ; নষ্ট ; হত ; হঠাৎ লব্ধ ; দূরীভূত ; অপহৃত ; ভক্ষিত ; কৃত ; লাগানো ; বসানো ; পরাভূত। বাংপ্র। বিণ।

মারাঠা, মারাঠী—মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ; মহারাষ্ট্র দেশের ভাষা। মারাঠ (<মহারাষ্ট্র)+আ, ঈ নিবাসার্থে, তাহার ভাষা অর্থে। বাংপ্র। বি।

মারাত্মক—প্রাণনাশক ; সাংঘাতিক। মার (বধ) আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ত্মিকা।

মারানো—প্রহার বধ ইঃ করানো ('মারা' দ্রঃ)। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মারামারি—পরস্পরকে প্রহার ; দাঙ্গাহাঙ্গামা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

মারি, মারী—জনক্ষয়, মড়ক। মৃ+ণিচ্ (মারি=মারানো)+ই ভাব ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মারিত—হত, বিনাশিত ; ভস্মীকৃত। মৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মারীচ—১। গোলমরীচের গাছ ; মরীচিপুত্র কশ্যপ ; যাজক ব্রাহ্মণ ; রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষস বিঃ। মারীচ+অণ্ অপত্যাদি অর্থে। বি ; পুং। ২। মরীচিসম্বন্ধীয়। মরীচি+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -চী।

মারুত—বায়ু, পবন, উনপঞ্চাশৎ বায়ু। মরুৎ (বায়ু)+অণ্ স্বার্থে। বি ; পুং।

মারুতাশন—১। সর্প, পবনাশন। বি ; পুং। ২। বায়ুমাত্রভোজী। মারুত (বায়ু) অশন যাহার, বহু। বিণ।

মারুতি—হনুমান্ ; ভীম। মরুৎ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

মাড়োয়ারী—মাড়োয়ার-দেশবাসী। মারোয়াড়+ঈ, অধিবাসী অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি বিঃ। মৃকণ্ডু+অণ্, এয় অপত্যার্থে (বিপা)। বি ; পুং।

মার্কা—চিহ্ন, mark. <পো 'marca'. বি।

মার্কামারা—চিহ্নিত ; সর্বজন-পরিচিত ; প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ। মার্কা (চিহ্ন) মারা যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

মার্কিন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় ; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ; একপ্রকার মোটা সুতী কাপড়। <ইং 'American'. বিণ বা বি। বিণ, -ণী।

মার্কেট—বাজার। <ইং 'market'. বি।

মার্গ—১। রাস্তা, পথ ; পায়ু, গুহ্য ; সংগীতের খাঁটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি বা রীতি (বর্তমানে খেয়াল ধ্রুপদ ইঃকে বুঝায়)। মার্গ্ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। অন্বেষণ। মার্গ্ (অন্বেষণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। মার্গী (মৃগশীর্ষ-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী)+অণ্ তদ্যুক্তার্থে। ৪। মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ (মৃগশিরা নক্ষত্র)+অণ্ স্বার্থে। ৫। মৃগমদ, কস্তুরী। মৃগ (হরিণ)+অণ্ উৎপন্নার্থে। বি ; পুং। ৬। মৃগসম্বন্ধীয়। মৃগ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—মার্গী।

মার্গণ—১। অনুসন্ধান ; প্রার্থনা ; প্রণয়। মার্গ্ (অন্বেষণ করা)+অনট্ ভাব। ২। বাণ, শর। বি ; পুং। ৩। অন্বেষক ; যাচক। মৃগ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশীর্ষী (মৃগশিরা-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা)+অণ্ তদ্যুক্তমাসার্থে। বি ; পুং।

মার্গশীর্ষী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশিরা+অণ্ তদ্যুক্তার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মার্গিক—পান্থ, পথিক। মার্গ+ইক গমন করে অর্থে। বি ; পুং।

মার্গিত—যাহার খোঁজ করা হইয়াছে এমন, অন্বিষ্ট, অন্বেষিত। মার্গ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মার্গী (মার্গিন্)—সংগীত-পদ্ধতি বিঃ, প্রাচীন-ঋষিগণ-প্রবর্তিত সংগীত-পদ্ধতি। মার্গ+ইন্। বি ; পুং।

মার্চ—ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস। <ইং 'March'. বি।

মার্জ(র্জ্জ)ন, মার্জ(র্জ্জ)না—মাজা, পোঁছা, প্রক্ষালন, পরিষ্করণ ; দোষক্ষালন ; ক্ষমা ; মৃদঙ্গধ্বনি ; ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনার অঙ্গ বিঃ। মার্জ+অনট্ ভাব ; মার্জ্+অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

মার্জ(র্জ্জ)নী—ঝাঁটা, খেংরা ; বুরুশ। মার্জ+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মার্জ(র্জ্জ)নীয়—ক্ষমার যোগ্য ; মার্জনার যোগ্য। মার্জ+অনীয় কর্ম। বিণ।

মার্জা(র্জ্জা)র—বিড়াল ; খট্টাশ ; রক্তচিত্রক, রাংচিতা। মৃজ্+আরন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

মার্জা(র্জ্জা)রিকা, মার্জা(র্জ্জা)রী—বিড়ালী ; খট্টাশী ; কস্তুরী। ১ম পক্ষে মার্জার+কন্ স্বার্থে+আপ্ ; ২য় পক্ষে মার্জার+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মার্জি(র্জ্জি)ত—পরিষ্কৃত, প্রক্ষালিত; নির্দোষীকৃত; সংস্কৃত, চর্চার ফলে উৎকর্ষ-প্রাপ্ত। মার্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মার্জি(র্জ্জি)তরুচি—১। শিক্ষা সঙ্গ প্রঃর গুণে যাহার প্রবৃত্তি উন্নত হইয়াছে এমন। মার্জিতা রুচি যাহার, বহু। বিণ। ২। সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মার্জি(র্জ্জি)তা—শোধিতা। মার্জিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মার্ত(র্ত্ত)ণ্ড—সূর্য, ভানু; শূকর; আকন্দ-গাছ। মৃতণ্ড (মৃত+অণ্ড)+অণ্ ভবার্থে; মার্তণ্ড+অচ্ স্বার্থে। বি; পুং।

মার্দ(র্দ্দ)ব—মৃদুতা, কোমলত্ব। মৃদু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। বিণ—মৃদু।

মার্বেল—পাথর বিঃ; পাথরের তৈরী একপ্রকার ছোট খেলিবার গুলি। <ইং 'marble'. বি।

মাল—১। জিনিস, দ্রব্য, বস্তু; ধন, সম্পত্তি, অর্থ; বাণিজ্য-দ্রব্য; যাত্রীর সঙ্গের জিনিসপত্র; পণ্যদ্রব্য; গবর্নমেণ্টে রাজস্ব-দেওয়া ভূমি; রাজস্ব; জমিদারের অধীন জমি। আ। ২। মালা, মাল্য (হাড়মাল')। কপ্র। ৩। কুস্তিগির, পালোয়ান। <মল্ল। ৪। জলসিঞ্চনের দ্রোণীর মস্তকে স্থাপিত মৃত্তিকাভার। প্রাদে। ৫। মদ্য ('—টানা')। ফা-মূ। বি। **মাল টানা**—জিনিসপত্র বা বোঝা বহন করা; মদ্যপান করা (ব্যঙ্গার্থে)। ৬। বিষ্ণু; মনুষ্য। মা (লক্ষ্মী)—লা+ক কর্তৃ। ৭। অসভ্য জাতি বিঃ; সাপের ওঝা; সর্পদ্বারা ক্রীড়া-প্রদর্শক। মল+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৮। উন্নত ক্ষেত্র, মালভূমি, plateau মা (পরিমাণ)+ল করণ। ৯। কাপট্য, ছলনা। মা+ল ভাব। বি; ক্লী।

মালকা, মালিকা—মালা, মাল্য। মালা+কন্ স্বার্থে+আপ্ (বিকল্পে অক-স্থানে ইক)। বি; স্ত্রী।

মালকোঁচা—পালোয়ানের ন্যায় কোঁচা, কোঁচা পিছনদিকে আঁটিয়া কাপড় পরা। <মল্লকচ্ছ। বি।

মালকোষ, মালকৌশ—(সংগীত) রাগ বিঃ, কৌশিকরাগ। বি; পুং।

মালখানা—বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর; খাজনাখানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মালগাড়ি—রেলগাড়ির যেগুলিতে শুধু মালপত্র বহন করা হয় তাহা; ময়লা-টানা গাড়ি (ব্যঙ্গার্থে)। মালটানা গাড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মালগুজার—ভূমির করদাতা। ফা। বি।

মালগুজারদার—যে ব্যক্তি মালগুজারি দিয়া থাকে সে। মালগুজার+দার। ফা-মূ। বি।

মালগুজারি—ভূমিকর, খাজনা। মাল-গুজার+ই। ফা-মূ। বি।

মালগুদাম—যে ভাণ্ডারগৃহে মালপত্র রাখা হয় তাহা। মালের গুদাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মালঝাঁপ—বাঙ্গালা কবিতার চতুর্দশাক্ষর বৃত্তি বিঃ। বাংপ্র। বি।

মালঞ্চ—ফুলের বাগান, পুষ্পবাটিকা। <মালা-মঞ্চ। বি।

মালতী—ফুল বা লতা বিঃ; জাতীলতা; চামেলী; চন্দ্রিকা; নিশা, রাত্রি; যুবতী; কলিকা; দ্বাদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ; নদী বিঃ। মাল—তন্+ড কর্তৃ+ঈপ্, কিংবা, মা (লক্ষ্মী বা শোভা)—লত্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মালপুয়া, মালপো—একপ্রকার তৈল-পক্ব বা ঘৃতপক্ব আটা গুড় ইঃর পিষ্টক বিঃ। বাংপ্র। বি।

মালব—১। মধ্যভারতের অন্তর্গত অবন্তি-দেশ, মালোয়া। মাল—বা+ক অধি। ২। (সংগীত) রাগ বিঃ, মতবিশেষে বড় রাগের অন্তর্গত প্রথম রাগ। মাল—বা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

মালবৈদ্য—মাল, সাপের ওঝা। বাংপ্র। বি।

মালভূমি—চারিপাশের স্থান অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ বিশাল সমতল ভূভাগ (যেমন, তিব্বত), plateau. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মালমসলা—উপকরণ। মাল ও মসলা, দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

মালয়—১। চন্দনবৃক্ষ। মলয়+অণ্ জাতার্থে। বি; পুং। ২। মলয়সম্বন্ধীয়। মলয়+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

মালসা—মৃন্ময় পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

মালসাট—মালকোঁচা; আস্ফালন, তাল ঠোকা, বাহ্বাস্ফোট। বাংপ্র। বি।

মালসাভোগ—দেবতাকে নিবেদিত মালসা নামক পাত্রে স্থাপিত চিড়া মুড়ি দই সন্দেশ প্রঃ। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বি।

মালসাভোগী—মালসাভোগ পাইবার অধিকারী। মালসাভোগ+ঈ অধিকারী অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মালসী—১। রাগিণী বিঃ; শ্যামা-বিষয়ক সংগীত; একপ্রকার গাছ। বি; স্ত্রী। ২। মালসাভোগ পাইবার অধিকারী। বিণ। ৩। ছোট মালসা। বাংপ্র। ৪। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। <ইং 'M. L. C.' বি।

মালা—১। সমূহ; শ্রেণী, সারি; মাল্য; ছন্দ বিঃ। মা—লা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। জাতি বিঃ। <'মাল'। ৩। নারিকেলের খোল। <মালক। বি।

মালাই—দুধের সর, cream. <ফা 'বালা'। বি।

মালাইকারী—গরমমসলাদি দ্বারা রন্ধিত চিংড়ি মৎস্যের ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

মালাইচাকি—(শারীরবিদ্যা) হাঁটুর হাড়, জানুর অস্থি, জানু ও জঙ্ঘার সংযোগস্থলে (হাঁটুতে) অবস্থিত গোলাকার কোমল অস্থি, knee-cap. বাংপ্র। বি।

মালাইবরফ—দুধ-জমানো বরফ। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মালাকর, -কার—১। বর্ণসংকর জাতি বিঃ, মালী। বি; পুং। ২। মাল্য-নির্মাণ-কারী, যে ফুলের মালা তৈয়ার করে এমন। মালা—কৃ+ট, অণ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

মালাবদল—বরকন্যার পরস্পরকে মাল্য-প্রদান, বরকন্যার একের মালা অন্যকে প্রদানপূর্বক বিবাহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মালামো—মল্লখেলা, কুস্তি; পালোয়ানি। মাল+আমো কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

মালি—সুকেশরাক্ষসপুত্র। মল্+ইঞ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মালিক—১। মালাকার জাতি, মালী; রঞ্জক; পাখি বিঃ। বি; পুং। ২। মালা-কার। মালা+ইক করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। ৩। অধিকারী, স্বামী। আ। বি।

মালিকা—মালা, মাল্য; নদী বিঃ; সুরা; গ্রীবাভূষণ; মল্লিকা। মালা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মালিকানা, মালিকানি—১। জমির দখল পাইবার সময়ে প্রজা জমিদারকে সেলামীস্বরূপে যে টাকা দেয় তাহা। বি। ২। মালিকের প্রাপ্য, মালিকসম্বন্ধীয় ('—স্বত্ব')। মালিক+আনা, আনি সম্বন্ধাদি অর্থে। আ-মূ। বিণ।

মালিকী—মালিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য, মালিকসম্বন্ধীয় ('—স্বত্ব')। মালিক+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মূ। বিণ।

মালিনী—১। দুর্গা; মালীর স্ত্রী, মালাকারপত্নী; প্রতি চরণে পনর অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত কবিতার ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। মাল্যযুক্তা; মাল্যরচয়িত্রী; মাল্যধারিণী। মালা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মালিন্য—মলিনতা, ময়লা; অপ্রীতি; বিষণ্ণতা। মলিন+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

মালিশ—ঘর্ষণ করিয়া লাগানো; ঘর্ষণ করিয়া লাগাইবার ঔষধ। ফা। বি।

মালী (মালিন্)—১। ফুলমালার ব্যবসায়ী, মালাকার, বাগানের গাছপালা প্রঃর দেখা-

শোনার কাজে নিযুক্ত ভৃত্য। বি ; পুং। ২। মালাযুক্ত ; মাল্যধারী ; মাল্যকার। মালা+ ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

মালুম—বুঝা ; জানা, অবগত হওয়া। আ। বি।

মালো—১। জেলিয়া, ধীবর। বি। ২। নিম্ন ; সমতল। প্রাদে। বিণ।

মালোপমা—কাব্যালংকার বিঃ [এক উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকিলে উক্ত অলংকার হয়। যথা—"মলিন-বদনা দেবী ; হায় রে যেমতি খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে সৌরকররাশি যথা) সূর্যকান্তমণি ; কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে"—মাইকেল]। মালার ন্যায় উপমা যাহাতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মাল্য—মালা ; পুষ্প ; পুষ্পমালা। মালা+ যৎ হিতার্থে, ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

মাল্যদান—গলায় মালা পরানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

মাল্যবান্ (-বৎ)—১। রামায়ণবর্ণিত দক্ষিণ-ভারতের পর্বত বিঃ ; রাক্ষস বিঃ। বি ; পুং। ২। হারযুক্ত, মালাবিশিষ্ট। মাল্য+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

মাল্যবিনিময়—মালাবদল, বরকন্যার পরস্পরকে মাল্যপ্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মাল্লা—নৌকাচালক, নাবিক ; জাতি বিঃ। আ। বি।

মাষ, মাস—মাষকলায় ; স্বর্ণাদির পরিমাণ বিঃ, ৫ বা ১০ কুঁচ পরিমাণ, মাষা ; মূর্খ ; গুণ্-দোষ বিঃ। মষ্, মস্+ণ কর্তৃ, নামার্থে। বি ; পুং।

মাষক—মাষা, পাঁচরতি (মতান্তরে ১০ রতি), স্বর্ণাদির পরিমাণ বিঃ। মাষ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

মাষভক্তবলি—মাষকলায় দধি এবং চাউলমিশ্রিত পূজার ভোগ (কেহ কেহ হরিদ্রা ঘৃত এবং মধু মিশ্রণে ইহা করিয়া থাকেন)। মাষমিশ্র ভক্ত (ভক্ষ্য), মধ্যপ কর্মধা ; তাহাই বলি, কর্মধা। বি ; পুং।

মাষা—মাষকলায়ের ন্যায় ওজন, ৬ রতি পরিমাণ। <মাষ। বি।

মাস—১। শুক্ল কৃষ্ণ উভয়-পক্ষাত্মক কাল ; বৈশাখাদি দ্বাদশ। মাস (চন্দ্র)+অণ্ সম্বন্ধার্থে, চান্দ্রমাসের এই ব্যুৎপত্তি ; সৌর-মাসপক্ষে, মস্ (পরিমাণ করা)+ঘঞ্ করণবা। ২। পরিমাণ বিঃ, মাষা। মস্+ ঘঞ্ করণ। বি ; পুং। ৩। পিশিত। <মাংস। বি।

মাসকাবার—মাসের শেষদিন ; মাসের শেষে আয়ব্যয়ের হিসাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মাসতুত, -তো—মাসীর সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত। মাসী+তুত সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মাসমাহিনা—এক মাসের বেতন, এক মাসের পারিশ্রমিক ; মাসিক-বেতন-হিসাবের অঙ্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মাসশাশুড়ী—স্বামী বা স্ত্রীর মাসী। বাংপ্র। বি।

মাসশ্বশুর—স্বামী বা স্ত্রীর মেসো। বাংপ্র। বি।

মাসহরা, মাসহারা—মাসিক বেতন বা প্রাপ্য অর্থ। বাংপ্র। বি।

মাসান্ত—সংক্রান্তি ; অমাবস্যা। (সৌর ও চান্দ্র) মাসের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মাসিক—১। মাসে মাসে কর্তব্য বা দেয় ; প্রতিমাসে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ('— পত্রিকা')। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। প্রেতের সংবৎসরাভ্যন্তরে প্রতিমাসীয় মৃতসজাতীয়-তিথিকর্তব্য শ্রাদ্ধ ; প্রতিমাস-কর্তব্য কৃষ্ণপক্ষনিমিত্তক শ্রাদ্ধ। মাস+ইক নির্বৃত্তার্থে, দেয়ার্থে। বি ; ক্লী। ৩। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল। বাংপ্র। বি।

মাসী, মাসি—মাতার ভগিনী। <মাতৃষ্বসৃ। বি।

মাসুল—কর ; ভাড়া ; কোন চিঠি বা দ্রব্যাদি বহন জন্য যে শুল্ক দেওয়া যায় তাহা। <আ 'মহ্সুল'। বি।

মাস্টার—প্রভু ; শিক্ষক। <ইং 'master'. বি।

মাস্টারি—শিক্ষকতা। মাস্টার+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

মাস্তুল—জাহাজের উপরিস্থ উচ্চস্তম্ভ ; নৌকার পাল খাটাইবার দণ্ড। <পো 'mastro' বা 'mastis'। বি।

মাহ—মাস ("এ ভরা বাদর মাহ ভাদর"—বিদ্যা) ; মাঝ, মধ্যে। প্রা কপ্র। <ফা 'মাহ্'। বি ও অ।

মাহা—মাস। <ফা 'মাহ্'। বি।

মাহাজনিক—মহাজনসংক্রান্ত। মহাজন+ ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

মাহাত্ম্য—মহানুভাবতা, মহত্ত্ব, মহিমা ; কীর্তি, গৌরব। মহাত্মন্+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

মাহিনা—মাসিক বেতন ; বেতন ; মাস। <আ 'মাহ্ন'হ্'। বি।

মাহিনাদার—১। বেতনভোগী। বিণ। ২। ভৃত্য। মাহিনা+দার গ্রাহক অর্থে। বি।

মাহিষ্য—১। বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জাত জাতি [একণে কৈবর্ত জাতি আপনা-দিগকে এই আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে]। মহিষী+ষ্যঞ্ ভবার্থে। বি ; পুং। ২। মহিষ হইতে জাত ; মহিষসম্বন্ধীয়। মহিষ+ষ্যঞ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**মাহিষী**।

মাহুত—হস্তিচালক। <মহামাত্র। বি।

মাহুর—সাপ। প্রা কপ্র। বি।

মাহেন্দ্র—১। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দ্রী**। ২। শুভ-দণ্ড বিঃ। মহেন্দ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পুং।

মাহেন্দ্রী—১। ইন্দ্রাণী ; পূর্বদিক্ ; গাভী। বি ; স্ত্রী। ২। মহেন্দ্র-সম্বন্ধীয়া। মাহেন্দ্র+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মাহেশ্বর—১। মহেশ্বরসম্বন্ধীয়। মহেশ্বর+ অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। শিবোপাসক। মহেশ্বর+অণ্ উপাসক অর্থে। বি ; পুং।

মাহেশ্বরী—দুর্গা ; যবতিক্তা। মহেশ্বর+ অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মিউ—বিড়ালের মিউমিউ শব্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ। অ।

মিউনিসিপালিটি—পৌরসভা। <ইং 'municipality'. বি। বিণ—**মিউনিসি-পাল**।

মিগ—মৃগ। প্রা কপ্র। বি।

মিছই—মিছা, বৃথা। প্রা কপ্র। বিণ।

মিছরি—ফটিকাকার চিনি, খণ্ড। <আ 'মিসরী'। বি। **মিছরির ছুরি**—যাহার চালচলন বা কথাবার্তা মিছরির মত মধুর কিন্তু অন্তর ছুরির মত সাংঘাতিক ; যাহার মুখে মিষ্টি কিন্তু অন্তরে বিষ এমন আচরণ।

মিছা, মিছে—অসত্য, অনৃত ; নিষ্ফল ; অনর্থক। <মিথ্যা। বিণ।

মিছামিছি—বৃথা ; বিনা কারণে, নিরর্থক ; মিথ্যা করিয়া ; কোন লাভ না পাইয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মিছিল—শোভাযাত্রা ; মকদ্দমা বা তাহার কাগজপত্র, নথি। <আ 'মিস্‌ল্'। বি।

মিজরাব—সেতার ইঃ বাজাইবার জন্য আঙুলে ধারণীয় তারের অঙ্কুশ। আ। বি।

মিঞা, মিয়া—মুসলমান ভদ্রলোককে সম্বোধন করিবার শব্দ ; মহাশয়। <উ 'মিয়ান'। বি।

মিট—মিল। বাংপ্র। বি।

মিটমাট—নিষ্পত্তি। বাংপ্র। বি।

মিটমিট—চোখ বারবার মেলা ও বোজা ; ক্ষীণভাবে জ্বলা। বাংপ্র। অ।

মিটমিটে—মৃদু, ক্ষীণ, অস্পষ্ট। মিটমিট+ এ করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মিটা—নিষ্পত্তি হওয়া ; শেষ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মিটানো—শেষ করা ; থামানো ; চরিতার্থ করা ; নিষ্পত্তি করা, আপস করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মিটিং—সভা, মজলিস। <ইং 'meeting'. বি।

মিটিমিটি—ক্ষীণভাবে, মিটমিট করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মিঠা—১। মিষ্ট, মধুর। বিণ। ২। মিষ্টত্ব। <মিষ্ট। বি।

মিঠাই—মিষ্টান্ন, মিষ্টদ্রব্য; মোদক, ভালবাসা প্রভৃতি লাড্ডু বিঃ। <মিষ্টান্ন। বি।

মিঠাকড়া, মিঠেকড়া—মধুর অথচ ঝাঁজযুক্ত; দোয়সা; সমপরিমাণে মৃদু ও কটু; নরম-গরম। মিঠা, মিঠে অথচ কড়া, কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

মিড়—সংগীতে এক স্বর হইতে ক্রমে অনেকগুলি স্বরে আরোহণ বা অবরোহণ; কড়ি-খেলায় যে প্রথম দান পায় সে। বাংপ্র। বি।

মিত—১। পরিমাণমত, পরিমিত; সংযত; কম; ওজনকরা; অঙ্গীকৃত; পরিচ্ছন্ন; জ্ঞাত; অনুমিত; সক্ষিপ্ত; শব্দিত। মা+ক্ত কর্ম। ২। নিক্ষিপ্ত। মি+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। মিত্র। প্রা কপ্র। বি।

মিতবর—বিবাহার্থ-গমনকারী বরের সহ-যাত্রী বালক। বাংপ্র। বি।

মিতবাক্ (-বাচ্)—যে প্রয়োজনাধিক কথা বলে না এমন, মিতভাষী। মিতা বাক্ যাহার, বহু। বিণ।

মিতব্যয়—পরিমাণমত খরচ করা। কর্মধা। বি; পুং।

মিতব্যয়িতা—সংযতভাবে খরচ করিবার স্বভাব। মিতব্যয়িন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-ব্যয়ী** (-ব্যয়িন্)।

মিতব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—পরিমিত ব্যয়কারী; অল্পব্যয়ী। মিতব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যয়িনী**।

মিতভাষী (-ভাষিন্)—যে অল্প কথা বলে এমন, স্বল্পবাক্। উপতৎ; মিত—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**। বি, **-ভাষিতা**।

মিতভোজী (-ভোজিন্)—মিতাহারী, যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী আহার করে না এমন। উপতৎ; মিত—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**। বি, **-ভোজিতা**।

মিতহাসিনী—সংযতভাবে হাস্যকারিণী, মৃদুহাসিনী। উপতৎ; মিত—হস্+ণিন্ কর্তৃ +ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিতা—১। বন্ধু, সখা, সুহৃৎ। <মিত্র। বি। ২। পরিমিতা। মিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিতাক্ষর—যে ছন্দের দুই চরণের শেষে অক্ষরের মিল আছে। <মিত্রাক্ষর। বি।

মিতাক্ষরা—বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ বিঃ (বিশেষতঃ, উত্তরাধিকারীনির্ণায়ক)। মিত অক্ষর যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

মিতাচার—সংযত ব্যবহার; আহারাদি সম্বন্ধে সংযম। কর্মধা। বি; পুং। বিণ, **-চারী** (-চারিন্)।

মিতাচারী (-চারিন্)—সংযমী; আহার-বিহার-পানভোজন-বিষয়ে সংযত। মিতাচার +ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। বি, **-চার, -চারিতা**।

মিতালি—বন্ধুত্ব, মিত্রতা। মিতা+লি ভাবে। বি।

মিতাশন, মিতাহার—১। পরিমিত-ভোজী। মিত অশন, আহার যাহার, বহু। বিণ। ২। পরিমিত ভোজন। মিত যে অশন, আহার, কর্মধা। বি; ক্লী, পুং।

মিতাশী (-শিন্)—পরিমিত ভোজনকারী। উপতৎ; মিত—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

মিতাহার—'মিতাশন' দ্রঃ।

মিতাহারী (-রিন্)—পরিমিতভোজী। মিতাহার+ইন্। বিণ।

মিতি—১। পরিমাণ; পরিমাপ; জ্ঞান; অবচ্ছেদ। মা+ক্তি ভাব। ২। পরিচ্ছেদ; ক্ষেপণ। মি+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

মিতিন—বন্ধুর পত্নী, মিত্রের স্ত্রী; স্ত্রীবন্ধু। মিতা+ইন্ (<মিতিনী)। বাংপ্র। বি।

মিত্র—১। বন্ধু, সখা, সুহৃদ্, একক্রিয় ব্যক্তি, মিতা। মিদ্ (স্নেহযুক্ত হওয়া)+ক্ত্র কর্তৃ (বিকল্পে ত-লোপ)। বি; ক্লী। ২। সূর্য; বাঙালী কায়স্থ বংশের উপাধি বিঃ। মি (ক্ষেপণ করা)+ত্র কর্তৃ। বি; পুং।

মিত্রঘাতী (-ঘাতিন্)—বন্ধুর প্রাণনাশক; বন্ধুর সর্বনাশকারী। উপতৎ; মিত্র—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

মিত্রতা, মিত্রত্ব—বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য; সন্ধি। মিত্র+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

মিত্রদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—বন্ধুর অনিষ্টচিন্তা-কারী। উপতৎ; মিত্র—দ্বিষ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

মিত্রদ্রোহ—বন্ধুর সহিত শত্রুতা। মিত্রে দ্রোহ, ৭মীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-দ্রোহী** (-দ্রোহিন্)।

মিত্রদ্রোহিতা—বন্ধুর প্রতি শত্রুতাচরণ। মিত্রদ্রোহিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মিত্রদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—বন্ধুর বিরুদ্ধা-চারী। উপতৎ; মিত্র—দ্রুহ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**।

মিত্রপূজা—সূর্যপূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মিত্রবৎসল—বন্ধুর প্রতি অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

মিত্রবাৎসল্য—বন্ধুর প্রতি প্রীতি। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

মিত্রলাভ—বন্ধুপ্রাপ্তি; বিষ্ণুশর্মা প্রণীত পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থের এক অধ্যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মিত্রসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী। মিত্রাধিষ্ঠিতা সপ্তমী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মিত্রা—১। সুমিত্রা, শত্রুঘ্নজননী। বি; স্ত্রী। ২। হিতৈষিণী। মিত্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিত্রাক্ষর—পদ্যের চরণে চরণে শেষ বর্ণের যে মিল থাকে সেই মিলযুক্ত ছন্দ। মিত্র অক্ষর যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

মিত্রাবরুণ—সূর্য ও বরুণ—এই দুইজন দেবতা। মিত্র এবং বরুণ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

মিথিলা—জনকরাজার পুরী, বর্তমান ত্রিহুত। মিথ্+কিল কর্ম বা মিথি+ল আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মিথুন—১। স্ত্রীপুরুষের যুগল, জোড়, দ্বন্দ্ব, couple; মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত তৃতীয় রাশি। মিথ্ (বধ করা)+উনন্ কর্তৃ। ২। স্ত্রীসংসর্গ; মিলন; সংযোগ। মিথ্+উনন্ ভাব। বি; ক্লী।

মিথ্যা—মিছা, অসত্য; বৃথা, নিরর্থক; কাল্পনিক; কপট। মিথ্+ক্যপ্ কর্ম+আপ্। বিণ।

মিথ্যাচরণ—মিছা কথা বলা; মনের প্রকৃত ভাব লুকাইয়া বাহিরে অন্য ভাব প্রকাশকরণ, কপট ব্যবহার। মিথ্যাযুক্ত আচরণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মিথ্যাচার—১। 'মিথ্যাচরণ' (সকল অর্থে)। মিথ্যাযুক্ত আচার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। দাম্ভিক। মিথ্যা আচার যাহার, বহু। বিণ।

মিথ্যাচারিতা—কপট ব্যবহার; মিথ্যা কথা বলার স্বভাব। মিথ্যাচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মিথ্যাচারী (-চারিন্)—মিথ্যাবাদী; কপটাচারী। উপতৎ; মিথ্যা—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

মিথ্যাদৃষ্টি—যজ্ঞাদি সৎকর্মানুষ্ঠানজনিত সুখভোগ অস্বীকার করা; অসত্যদর্শন; নাস্তিকতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মিথ্যানিরসন—১। শপথ, দিব্য। মিথ্যার নিরসন যদ্দারা, বহু। ২। অসত্যের খণ্ডন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মিথ্যাবাদ—১। মিথ্যা উক্তি, মিছা কথা। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মিথ্যা দুর্নাম। কর্মধা। বি; পুং।

মিথ্যাবাদী (-বাদিন্)—যে মিথ্যা বলে এমন, অসত্যবাদী। উপতৎ; মিথ্যা—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা**। [বি; স্ত্রী।

মিথ্যাভাষণ—মিছা কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ।

মিথ্যাভাষী (-ভাষিন্)—মিথ্যাবাদী। উপতৎ; মিথ্যা—ভাষ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

মিথ্যামতি—অসত্যবুদ্ধি; মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মিথ্যা-মিথ্যা, মিথ্যে মিথ্যে—অকারণে, অনর্থক, বৃথা; মিথ্যা করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মিথ্যাসাক্ষ্য—আদালতের সাক্ষ্য হিসাবে সত্যগোপন করিয়া মিছা কথা বলা। কর্মধা। বি; ক্লী। বিণ, **-সাক্ষী** (-সাক্ষিন্) (যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, বা যে প্রকৃত সাক্ষী নহে)।

মিথ্যুক—মিথ্যাবাদী। মিথ্যা+উক শীলার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মিথ্যে—মিথ্যা। 'মিথ্যা' শব্দের অপভ্রংশ। বাংপ্র। অ। **মিথ্যের জাহাজ, মিথ্যের ঝুড়ি**—অতিশয় মিথ্যাবাদী।

মিঠুর—মৃদুল, মেদুর। প্রা কপ্র। বিণ।

মিনতি—প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয়। <বিনতি বা বিজ্ঞপ্তি। বি। [বাংপ্র। অ।

মিনমিন—ক্ষীণতা বা দুর্বলতা প্রকাশ।

মিনমিনে—১। হাম রোগ বিঃ। বি। ২। যে অতি ধীরে ধীরে কথা বলে; যে অতি নিরীহ এবং শান্ত বলিয়া অনুমিত হয়। মিনমিন+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মিনসা, মিনসে—মানুষ; পুরুষ; বয়স্ক লোক; অবতার। <মানুষ। বি।

মিনা, মিনে—ধাতুদ্রব্যের উপর কাচের মত মসৃণ আস্তর, enamel. <ফা 'মীনা'। বি। [ফা। বি।

মিনার—উচ্চ মন্দির বা তাহার চূড়া।

মিনিট—ঘণ্টার ষাট ভাগের এক ভাগ। <ইং 'minute'. বি।

মিয়া—'মিঞা' দ্রঃ।

মিয়াদ, মেয়াদ—নির্দিষ্ট সময়; সময়; কয়েদ, কারাভোগ। আ। বি।

মিয়াদী, মেয়াদী—নির্দিষ্টকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী; অল্পকালস্থায়ী। মিয়াদ, মেয়াদ+ঈ স্থায়ী অর্থে। আ-মূ। বিণ।

মিয়ানো, মিয়নো—শুষ্ক ও কড়কড়ে না থাকা; নরম হওয়া, মন্দীভূত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মিরগেল—একপ্রকার মাছ। বাংপ্র। বি।

মির্জা—মুসলমানদিগের পদবী বিঃ। ফা। বি।

মিল—১। বন্ধুত্ব, প্রণয়; খাপ খাওয়া; একরূপ হওয়া; তুলনা; সাদৃশ্য; পদ্যের দুই চরণের শেষে অক্ষরসাম্য; সংগতি। <'মিল'-ধাতু। ২। কল। <ইং 'mill'. বি।

মিলন—ঐক্য; সংযোগ; মিশ্রণ; সাক্ষাৎকার; কলহের শেষে পুনরায় সদ্ভাব; স্পর্শন; ঘটন; উপমা, সাদৃশ্য; মিত্রাক্ষর। মিল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মিলনগান, -সংগী(ঙ্গী)ত—মিলনবিষয়ক গীত; রাধাকৃষ্ণের মিলনবিষয়ক সংগীত। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মিলনসাধন—সংযোগ ঘটানো; সংযোগসাধনোপায়। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মিলনান্ত—যাহার শেষে নায়ক-নায়িকা ইত্যাদির মিলন হয় এমন ('— নাটক')। মিলনে অন্ত যাহার, বহু। বিণ।

মিলমিলা. মিলমিলে—শিশুর হাম রোগ। বাংপ্র। বি।

মিলা—একত্র হওয়া; একরূপ হওয়া; সদৃশ হওয়া; যোগদান করা; ঠিক হওয়া, খাপ খাওয়া; জুটা, যোগাড় হওয়া; উন্মীলন করা। <'মিল্'-ধাতু। ক্রি [বি, বিণ]। [প্রা কপ্র—**মিলব**—মিলিবে। **মিলাওল**—মিলাইয়া গেল; মিলিল। **মিলায়ত**—মিলায়। **মিলু**—মিলে। **মিলুঁ**—মিলি।]

মিলানো—১। জুটানো; সংগ্রহ করা; একরূপ করা; একরূপ আছে কি না পরীক্ষা করা; রুজু দেওয়া; নরম হওয়া; অদৃশ্য হওয়া; উন্মীলিত করানো। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। মিল, সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য; রুজু। বাংপ্র। বি।

মিলামিশা, মেলামেশা—ঘনিষ্ঠতা; সঙ্গ করা; একত্র মিলান। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি বা ক্রি।

মিলিত—সংযুক্ত, মিশ্রিত; একত্রিত; সম্বন্ধবিশিষ্ট; প্রাপ্ত। মিল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মিশ—১। মিলন, ঐক্য; অনুরূপভাব। <মিশ্র। ২। কালি। <মসি। বি।

মিশকালো—মিসির মত কালো। মিশি সদৃশ কালো, উপমান কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

মিশনো, মিশানো—মিলানো; একত্রীকরণ। <মিশ্রণ। বি।

মিশমিশ, মিসমিস—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

মিশমিশে, মিসমিসে—ঘোর কালো। বাংপ্র। বিণ।

মিশা—যোগ দেওয়া, সঙ্গে থাকা; মিলিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মিশানো—'মিশনো'। দ্রঃ।

মিশামিশি, মেশামেশি—সংসর্গ, ঘনিষ্ঠতা; একত্র মিশ্রণ। বাংপ্র। বি।

মিশাল, মিশল—ভেজাল, মিশ্রণ। বাংপ্র। বি। [বিণ।

মিশালী—মিশান, মিশ্রিত। বাংপ্র।

মিশুক—যে সহজেই কাহারও সঙ্গে মিলিত হইতে বা প্রীতি স্থাপন করিতে পারে এমন; সামাজিক। মিশ্+উক কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

মিশ্র—১। মিলিত, সংযুক্ত। মিশ্র+ঘঞ্ কর্ম। ২। (শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ; মান্য, পূজ্য। বিণ। ৩। ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ; উদগ্রাদি সপ্তগণান্তর্গত সপ্তমগণ; গজজাতি বিঃ। মিশ্র্+অচ্ কর্তৃ। ৪। মিশ্রিত দ্রব্য, 'মিক্‌শ্চার'। মিশ্র+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

মিশ্রক—যে মিশাল বা ভেজাল দেয় এরূপ, মিশ্রণকারী। মিশ্র+কন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মিশ্রিকা**।

মিশ্রণ—মিশান; ভেজাল; ঐক্য; একত্রীকরণ; মিলন, যোগ; সংকলন। মিশ্র্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মিশ্রপদার্থ—যে সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয় তাহা (যাহা যৌগিক পদার্থ বা compound নহে)। কর্মধা। বি; পুং।

মিশ্রললিত—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ বিঃ। কর্মধা। বি।

মিশ্রিত—মিলিত, যুক্ত, একত্রিত। মিশ্র্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মিশ্রিতা—১। মিলিতা, একত্রীকৃতা। মিশ্রিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কৃত্তিকা এবং বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত সংক্রান্তি বিঃ। বি; স্ত্রী।

মিষ্ট—১। মধুর; সুস্বাদ, সিক্ত; প্রীতিপ্রদ; সময়োচিত; স্পর্ধাযুক্ত। বিণ। ২। মিষ্টান্ন, মিষ্টদ্রব্য। বি; ক্লী। ৩। মধুর রস। মিষ্ (জলসেক করা)+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

মিষ্টতা, মিষ্টত্ব—মাধুর্য, মধুরতা। মিষ্ট+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

মিষ্টমুখ, মিষ্টিমুখ—মিষ্টান্ন দ্বারা সামান্য জলযোগ; গৃহস্থের সন্তোষের জন্য গৃহাগত ব্যক্তির সামান্য মিষ্টান্নভক্ষণ; মধুরবাক্য। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মিষ্টান্ন—সুস্বাদু বস্তু, মধুর দ্রব্য; পায়স; মিঠাই। মিষ্ট অন্ন, কর্মধা। বাংপ্র। বি; ক্লী।

মিষ্টান্নভোজী (-ভোজিন্)—মিষ্টান্নভক্ষণকারী। উপতৎ; মিষ্টান্ন—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

মিসমিস—'মিশমিশ' দ্রঃ।

মিসমিসে—'মিশমিশে' দ্রঃ।

মিসি—দাঁত কাল করিবার মাজন। <ফা 'মিসী'। বি।

মিসিবাবা—খানসামা ইঃর ভাষায় ইওরোপীয় কুমারী। <ইং 'miss'. বি।

মিস্ত্রী—কারিকর; রাজ; ছুতার; কুমার; সূত্রধর। <পো 'mestre'. বি।

মিহি—সরু, সূক্ষ্ম। <ফা 'মহীন'। বিণ।

মিহিদানা—একপ্রকার মিঠাই, মতিচুর। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মিহির—সূর্য; মেঘ; বায়ু; অর্কবৃক্ষ; চন্দ্র; মুনি বিঃ; বরাহমিহির। মিহ্ (বর্ষণ করা)+কিরচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মিহিরমণ্ডল—সূর্য বা চন্দ্রের মণ্ডল। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী।

মীঠ—মিষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ।

মীন—মাছ; রাশি বিঃ; বিষ্ণুর প্রথম অবতার। মী+নক্ কর্তৃ। বি; পুং।

মীনকেতন, -ধ্বজ—সমুদ্র; কন্দর্প, কামদেব। মীন কেতন, ধ্বজ যাহার, বহু। বি; পুং।

মীনা—উষাকন্যা, কশ্যপের স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

মীনাক্ষ—১। রাক্ষস বিঃ। বি; পুং। ২। মৎস্যের নেত্রের ন্যায় নেত্রযুক্ত। মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষী**।

মীনাক্ষী—১। কুবেরের কন্যা; দেবী বিঃ; গণ্ডদূর্বা। বি; স্ত্রী। ২। মৎস্যাক্ষী, মৎস্যের অক্ষির ন্যায় অক্ষিযুক্তা। মীনাক্ষ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মীনালয়—সমুদ্র। মীনের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মীমাংসক—১। মীমাংসাশাস্ত্রবেত্তা [যেমন,—পূর্বমীমাংসাকর্তা জৈমিনী, ভাষ্যকর্তা শবরস্বামী, বৃত্তিকর্তা কুমারভট্ট, উত্তরমীমাংসাসূত্রকর্তা বেদব্যাস]। বি; পুং। ২। যে মীমাংসা করে, নিষ্পত্তিকারী। মান্ (বিচার করা)+সন্ স্বার্থে+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সিকা**।

মীমাংসা—১। সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি; পূর্বাপর-বিরোধ-পরিহার। মান্ (বিচার করা)+ +সন্ স্বার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ষড়্দর্শনের অন্তর্গত জৈমিনিমুনিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র; বেদান্তশাস্ত্র। মান্+সন্ স্বার্থে +অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মীল, মীলন—মুদ্রিতকরণ, বুঁজা, সংকোচন। মীল্ (চক্ষু মুদ্রিত করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

মীলিত—মুদ্রিত; অপ্রফুল্ল, অবিকসিত; সংকুচিত। বিণ।

মু—মুখ; আমি। প্রা কপ্র। বি।

মুই—আমি। প্রাদে। প্রা কপ্র। সর্ব।

মুঞি—আমি। প্রা কপ্র। সর্ব।

মুকুট—কিরীট, শিরোভূষণ। মনক্+উটন্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

মুকুতা—মুক্তা, মতি। <মুক্তা। বি।

মুকুন্দ—মুক্তিদাতা নারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু; পারদ। উপতৎ; মুকু (মোক্ষ)—দা+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

মুকুর—আরশি, দর্পণ। মনক্+উরচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

মুকুল—কলিকা, কুঁড়ি; শরীর; আত্মা। মনক্+উলচ্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

মুকুলিত—আধফুটন্ত, ঈষৎ বিকসিত; অর্ধমুদিত; যাহাতে কুঁড়ি ধরিয়াছে এমন, মুকুলযুক্ত। মুকুল+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মুকুলোদ্গম—কুঁড়ির উদ্ভব। মুকুলের উদ্গম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুকেদে-মহল—ভৃত্যনিবাস ("মুকেদে-মহল তুলে দিব হাতাহাতি"—ঘনরাম)। <আ মুখাদিম্+মহল। বি।

মুক্ত—১। যে ছাড় পাইয়াছে এমন, মোক্ষপ্রাপ্ত ('— পুরুষ')। মুচ্+ক্ত কর্মকর্তৃ। ২। খোলা ('— কৃপাণ'); অবদ্ধ, অবারিত; খালাস; মোক্ষপ্রাপ্ত; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত; পরিত্যক্ত; উদ্ধৃত; বিসৃষ্ট; ত্যক্ত; আনন্দিত; নির্মল। মুচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মুক্তকচ্ছ—যাহার কাছা খোলা এমন; বেসামাল; বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। মুক্ত কচ্ছ যাহার, বহু। বিণ বা বি; পুং।

মুক্তকণ্ঠ—যাহার বাক্‌সংকোচ দূর হইয়াছে এরূপ। মুক্ত কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

মুক্তকণ্ঠে—খোলা গলায়, জোর গলায়; দ্বিধাশূন্য ভাবে। মুক্ত কণ্ঠ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

মুক্তকেশ—১। খোলা চুল। কর্ম। বি; পুং। ২। যাহার চুল খুলিয়া গিয়াছে এমন। মুক্ত কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কেশা**, **-কেশী** (—কালী)।

মুক্তচক্ষুঃ (-চক্ষুস্) (>**-চক্ষু**)—১। যে চোখ মেলিয়া আছে এমন। বিণ। ২। সিংহ। মুক্ত চক্ষুঃ যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। খোলা চোখ। কর্মধা। বি; ক্লী।

মুক্তদ্বার—১। যাহার দরজা খোলা এমন। মুক্ত দ্বার যাহার, বহু। বিণ। ২। খোলা দরজা। কর্মধা। বি; ক্লী।

মুক্তপুরুষ—যিনি সংসারের মায়া-মোহ কাটাইয়া সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন। কর্মধা। বি; পুং।

মুক্তবেণী—খোলা চুলের বেণী; উন্মুক্ত নদী-স্রোতঃ; হুগলী জেলার ত্রিবেণী ("মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে"—সত্যেন্দ্র) [প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী একত্র মিলিত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বলে বদ্ধবেণী; হুগলী জেলার ত্রিবেণী-নামক স্থানে ঐ তিন স্রোত পৃথক্ হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বলে মুক্তবেণী]। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মুক্তসঙ্গ—১। বিষয়াসক্তিরহিত, বিষয়-সঙ্গত্যাগী। বিণ। ২। পরিব্রাজক। মুক্ত সঙ্গ (বিষয়াসক্তি) যৎকর্তৃক, বহু। বি; পুং।

মুক্তহস্ত—দানশীল, বদান্য, দানে অকুণ্ঠ; যে খুব খরচ করে এমন। মুক্ত (দানের নিমিত্ত প্রসারিত) হস্ত যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

মুক্তহস্তে—খোলা হাতে, দান বিষয়ে কোনরূপ সংকোচ না করিয়া। মুক্ত হস্ত যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

মুক্তা—১। মোতি, মৌক্তিক। মুচ্+ক্ত কর্ম+আপ্। ২। উন্মুক্তা; মুক্তিপ্রাপ্তা। মুক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মুক্তাকলাপ, -প্রালম্ব—মুক্তার মালা। মুক্তার কলাপ (সমূহ), প্রালম্ব (ভূষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুক্তাফল—মোতি, মুক্তা; কর্পূর। কর্মধা। বি; ক্লী।

মুক্তাবলী, মুক্তালতা—মুক্তামালা, মুক্তাহার। মুক্তার আবলী, লতা (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মুক্তামালা—মোতির মালা; মুক্তাসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মুক্তাশুক্তি—যাহাতে মুক্তা জন্মে সেই ঝিনুক। মুক্তা-উৎপাদিকা শুক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মুক্তাসার—শ্রেষ্ঠ মুক্তা। ৭মীতৎ। বি; পুং।

মুক্তি—ছাড়, মোচন; পরিত্রাণ; জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্মার পরমব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি, মোক্ষ; নিত্যসুখপ্রাপ্তি, অপবর্গ; সংসারের মায়া-মোহ হইতে রেহাই; দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধন-শূন্যত্ব। মুচ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

মুক্তিক্ষেত্র—কাশী, বারাণসী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মুক্তিদ—মোক্ষপ্রদায়ক, মুক্তিদানকারী। উপতৎ; মুক্তি—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

মুক্তিদাতা (-দাতৃ)—বন্ধন মোচনকারী, পরিত্রাণকারী; মোক্ষপ্রদানকারী; সংসার-দুঃখনাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

মুক্তিদান, -প্রদান—ছাড়িয়া দেওয়া, বন্ধনদশা হইতে অব্যাহতিপ্রদান; জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে অব্যাহতি দান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মুক্তিদায়ক—পরিত্রাতা, মুক্তিদানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

মুক্তিনামা—কারামোচন বা বন্ধনমোচনের আদেশযুক্ত পত্র; ছাড়পত্র, passport; বন্ধকী বিষয়সম্পত্তি ছাড় দেওয়ার পত্র। মুক্তি-নামা লিপি অর্থে। বাংপ্র। বি।

মুক্তিপত্র—ছাড়পত্র, মুক্তিনামা। মুক্তি-বিজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মুক্তিপদ—মোক্ষরূপ পরম বস্তু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মুক্তিপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—যে মুক্তি চায় এমন, মুমুক্ষু; পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছুক।

উপতৎ; মুক্তি—প্র—অর্থ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -প্রার্থিনী।

মুক্তিফৌজ—খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায় বিঃ, Salvation Army. ৪র্থীতৎ। বাংপ্র। বি।

মুক্তিমণ্ডপ—কাশীর বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ; পুরীর জগন্নাথমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ। মুক্তিপ্রদ মণ্ডপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

মুক্তিসেনা—মুক্তিফৌজ (তাহা দ্রঃ)।

মুখ—১। বদন, আনন, আস্য; মুখমণ্ডল; মুখগহ্বর; মোহানা; গৃহাদির দ্বার, গৃহের নিষ্ক্রমণ এবং প্রবেশ-পথ; গৃহাঙ্গনাদির নিঃসরণপথ; নিঃসরণ; আরম্ভ; অগ্রভাগ; সম্মুখভাগ; অভিমুখ; উপায়; নাটক; নাটকাদির সন্ধি বিঃ; বাক্, শব্দ। খন্+অল্ বা অচ্ কর্ম (পূর্বে মু-আগম)। বি; ক্লী। **কোন্ মুখে আবার আসিয়াছ**—আসিতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। **তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক**—যে ভালো সংবাদ দেয় বা শুভ কামনা করে তাহাকে আশীর্বাদ। **মুখে আগুন**—শ্মশানে মুখাগ্নি-প্রদান; তুই মর্ (গালি)। **মুখ আলগা করা**—অসংযত ভাষায় কথা বলা। **মুখ আলো করা, উজ্জ্বল করা, উঁচু করা**—গৌরবান্বিত করা। **মুখ করা**—বকাবকি করা, গালি দেওয়া। **মুখ কালো করা**—বিষণ্ণ হওয়া, দুঃখের ভাব জানানো। **মুখ খাওয়া**—বকুনি খাওয়া ("তা না হলে মায়ের কাছে মুখ খেতে খেতে প্রাণ যাইত"—টেকচাঁদ)। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল কথা বলা; কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা। **মুখ খিঁচানো**—মুখ-ভেঙচি দেওয়া; বকাবকি করা। **মুখ খিস্তি করা**—অশ্লীল কথা বলা। **মুখ গোঁজ করা**—চুপ করিয়া ক্রোধসূচক মুখভঙ্গী করা। **মুখ চলা**—খাওয়া; কথা বা গালি চলিতে থাকা। **মুখ চাওয়া**—মুখাপেক্ষা করা, কাহারও উপর নির্ভর করা। **মুখ চুন হওয়া**—লজ্জা নৈরাশ্য প্রঃ কারণে মুখ ফেকাশে হওয়া। **মুখ তুলিয়া চাওয়া**—প্রসন্ন হওয়া। **মুখ থাকা**—সম্মান বজায় থাকা। **মুখ পোড়া**—কলঙ্কের জন্য সম্মান নষ্ট হওয়া। **মুখ পোড়ানো**—কলঙ্ক লেপন করিয়া সম্মান নষ্ট করা। **মুখ ফুটানো**—অসংযত ভাষা ব্যবহার করা; গালি দেওয়া; যা-তা বকা। **মুখ বাঁকানো**—অপ্রসন্ন ভাব দেখানো। **মুখ ভার করা বা হওয়া**—মুখের অপ্রসন্ন বা বিষণ্ণভাব প্রকাশ করা বা হওয়া। **মুখ ভেঙান, মুখ ভেঙচানো**—ঠাট্টা করিবার জন্য কাহারও মুখভঙ্গির বিকৃত অনুকরণ করা। **মুখ মারা**—জিহ্বার স্বাদগ্রহণ-ক্ষমতা নষ্ট হওয়া। **মুখ রাখা**—মান বা গর্ব রক্ষা করা। **মুখ সামলানো**—জিহ্বা সংযত করা। **মুখে আগুন**—মৃত্যু-কামনা। **মুখে ছাই দেওয়া**—তিরস্কার করা। **মুখে মুখে**—মুখস্বরূপে; কানায় কানায়। **মুখের উপর**—সাক্ষাতেই। **মুখের কথায়**—লিখিত আদেশ বা অনুরোধ ছাড়াই। **মুখের ভাত**—আহারের নিমিত্ত সম্মুখে আনীত অন্ন। ২। আদ্য; প্রধান। খন্+অচ্ কর্ম (নিপা)। বিণ।

মুখকমল—পদ্মের মত সুন্দর মুখ। মুখ কমলসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

মুখকান্তি—মুখের শোভা, মুখের দীপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মুখকোষ—মুখোশ, মুখাচ্ছাদন। মুখের কোষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুখগহ্বর—মুখবিবর (তাহা দ্রঃ)।

মুখচন্দ্র—চাঁদমুখ, চাঁদের মত সুন্দর মুখ। মুখরূপ চন্দ্র, রূপক কর্মধা; অথবা, মুখ চন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

মুখচন্দ্রিকা—বিবাহকালে বধূবরের পরস্পরের সহিত দৃষ্টিবিনিময়। বাংপ্র। বি।

মুখচুন—লজ্জা নৈরাশ্য ইঃর জন্য ফেকাশে মুখ। বাংপ্র। বি।

মুখচোরা—লাজুক, লজ্জাশীল, সলজ্জ। মুখ (বাক্য)-বিষয়ে চোরা, ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

মুখচ্ছবি—মুখশ্রী, মুখের আকৃতি। মুখের ছবি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুখজ—১। ব্রহ্মার মুখজাত বর্ণ, ব্রাহ্মণ; দন্ত। বি; পুং। ২। বদনে জাত। উপতৎ; মুখ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

মুখঝামটা—মুখ বিকৃত করিয়া তিরস্কার (সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের)। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

মুখটি—ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ; মুখ্যবংশজাত ব্রাহ্মণ। বাংপ্র। বি।

মুখনাড়া—ভর্ৎসনা, তিরস্কার (সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের)। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মুখনিরীক্ষক—অলস; পক্ষপাতী; অযথার্থদর্শী; মুখদর্শী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নিরীক্ষিকা**।

মুখনো, মুখানো—উদগ্রীব হওয়া, অগ্রবর্তী হইয়া থাকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মুখপত্র—কাহারও প্রতিনিধিস্বরূপে কথা বলিবার অনুমতিসূচক পত্র; প্রতিনিধিস্থানীয় পত্র; ভূমিকা। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মুখপদ্ম—পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর মুখ; বদনকমল। মুখরূপ পদ্ম, রূপক কর্মধা; অথবা, মুখ পদ্মসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; ক্লী।

মুখপাত—ভূমিকা; উপরিভাগ; প্রথম অংশ; আরম্ভ; প্রথম পত্র। <মুখপত্র। বি।

মুখপাত-দোরস্ত—আদব-কায়দা বিষয়ে ত্রুটিহীন; বাহ্য অনুষ্ঠান বিষয়ে ত্রুটিহীন। বহু। বাংপ্র। বিণ।

মুখপাত্র—প্রধান নায়ক; শ্রেষ্ঠব্যক্তি। কর্মধা। বি; ক্লী।

মুখপোড়া—গালি বিঃ, বাঁদর। বহু। বাংপ্র। বি।

মুখফোড়, -ফোঁড়—যাহার কোন কথা বলিতে মুখে বাধে না এমন, স্পষ্টবক্তা; উচিতবক্তা। বহু। বাংপ্র। বিণ।

মুখবংশ—কুলীন বংশ; প্রধানবংশ; মুখোপাধ্যায় বংশ ("গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত"—ভারত)। মুখ (প্রধান) বংশ, কর্মধা। বি; পুং।

মুখবন্ধ—কোন গ্রন্থ বা গল্প রচনার প্রারম্ভে প্রকৃত বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্বে তৎসম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গ, প্রস্তাবনা, ভূমিকা। মুখের বন্ধ যদ্দারা, বহু। বি; পুং। [ক্লী।

মুখবিবর—মুখের গর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

মুখব্যাদান—হাঁ করা, মুখ মেলানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মুখভঙ্গী—মুখের বিকৃতি; মুখের ভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মুখভার—অভিমান কোপ বা দুঃখের জন্য গম্ভীর মুখ। বাংপ্র। বি।

মুখমণ্ডল—সারা মুখ, বদনমণ্ডল। মুখই মণ্ডল, কর্মধা। বি; ক্লী।

মুখমিষ্ট—মধুরভাষী। মুখ মিষ্ট যাহার, বহু। বিণ।

মুখর—১। যে বেশী কথা বলে এমন, বাচাল; দুর্মুখ; অপ্রিয়ভাষী; যে আগে কথা বলে এরূপ; অগ্রবর্তী; শব্দায়মান। বিণ। ২। কাক; শঙ্খ। মুখ (মুখনির্গত বাক্য)+র আছে অর্থে, কিংবা মুখ—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

মুখরক্ষা—মান বাঁচানো, saving face. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মুখরিত—শব্দায়মান, ধ্বনিত। মুখর+ণিচ্ (=মুখরি, নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মুখরুচি—মুখের শোভা, মুখের বর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মুখরোচক—যাহা খাইতে বা বলিতে ভাল লাগে এমন, জিহ্বার তৃপ্তিজনক, সুস্বাদু। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রোচিকা**।

মুখশশী (-শশিন্)—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। মুখরূপ শশী, রূপক কর্মধা; অথবা, মুখ শশীর ন্যায়, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

মুখশুদ্ধি—১। ভোজন ও আচমনের পরে মুখশোধনীয় হরীতকী সুপারি প্রঃ দ্রব্য। মুখের শুদ্ধি যদ্দারা, বহু। বি ; স্ত্রী। ২। মুখপ্রক্ষালন ; দন্তধাবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মুখশোষ—মুখের শুষ্কভাব ("সীতা লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বর-বৈলক্ষণ্য দর্শনে"—বিদ্যাসাগর)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মুখশ্রী—মুখের শোভা, মুখের কান্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখসর্বস্ব—কথায় পটু কিন্তু কাজ করিতে পারে না এমন। বাংপ্র। বিণ।

মুখস্থ—যাহা মনে রাখা হইয়াছে এবং প্রয়োজন-মাত্র বলা যাইতে পারে এমন, কণ্ঠস্থ ; মুখে অবস্থিত। উপতৎ ; মুখ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

মুখাকৃতি—মুখের চেহারা, মুখের গঠন। মুখের আকৃতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখাগ্নি—সৎকার করিবার পূর্বে মড়ার মুখে যে আগুন দেওয়া হয় তাহা, শবমুখে প্রদত্ত অগ্নি (শাস্ত্রমতে—শিরঃস্থানে অগ্নি প্রদত্ত হইলেও মুখাগ্নি বলা যায়)। মুখদত্ত অগ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

মুখানি—মুখখানি। কপ্র। বি।

মুখানো—'মুখনো' দ্রঃ।

মুখাপেক্ষা—অনুগ্রহ-প্রত্যাশা, কাহারও মুখ চাহিয়া আশায় থাকা ; অনুরোধ ; পক্ষপাত। মুখের অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

মুখাপেক্ষিতা—অন্যের অনুগ্রহ-প্রত্যাশা ; পক্ষপাতিতা। মুখাপেক্ষিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-পেক্ষী** (-পেক্ষিন্)।

মুখাপেক্ষী (-ক্ষিন্)—অনুগ্রহ লাভের আশায় যে বসিয়া আছে এমন, অন্যের সাহায্যপ্রত্যাশী ; পক্ষপাতী ; মুখনিরীক্ষক। উপতৎ ; মুখ—অপ—ঈক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্ষিণী**।

মুখাবয়ব—মুখের গঠন, মুখাকৃতি। মুখের অবয়ব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

মুখামুখি, মুখোমুখি—১। সামনা-সামনি। ক্রি-বিণ। ২। সামনা-সামনি অবস্থিত। বাংপ্র। বিণ। ৩। পরস্পর কথাকাটাকাটি বা গালিপ্রদান। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

মুখামৃত—থুতু, মুখের লালা। মুখনিঃসৃত অমৃত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মুখি—কচু প্রঃর কেঁকড়া বা অঙ্কুর। মুখ+ই সদৃশার্থে। বি।

মুখী, মুখো—(দিগ্-বাচক শব্দের পরবর্তী হইলে) অভিমুখী ; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) মুখবিশিষ্ট। মুখ+ঈ, ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বি।

মুখুজ্জে—মুখোপাধ্যায়। <মুখোপাধ্যায়।

মুখুটি—ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ ; মুখোপাধ্যায়-বংশ। বাংপ্র। বি।

মুখোপাধ্যায়—রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। মুখ (প্রধান) যে উপাধ্যায় (গুরু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ), কর্মধা। বি ; পুং।

মুখোশ—মুখের ঢাকনি ; মুখের উপরিস্থিত কৃত্রিম মুখ। <মুখকোষ। বি।

মুখ্য—১। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। মুখ+যৎ সদৃশার্থে। ২। প্রথম ; আদিম। মুখ+যৎ ভবার্থে। বিণ।

মুখ্যতর—যাহার চেয়ে বড় আর কেহ নাই এমন, সারাৎসার। মুখ্য+তরপ্, দুয়ের মধ্যে একের নির্ধারণার্থে। বিণ।

মুগ—মুগ কলাই। <মুদ্গ। বি।

মুগা—একপ্রকার মোটা রেশম ; প্রবাল। বাংপ্র। বি।

মুগুর—গদা ; বড় কাঠের হাতুড়ি। <মুদ্গর। বি।

মুগ্ধ—মোহিত, চমৎকৃত ; মোহপ্রাপ্ত ; মূঢ় ; মোহবশ ; সুন্দর, মনোহর ; নূতন ; সরল ; অল্পবুদ্ধি ; নিবিষ্ট ; আত্মহারা, বিভোর। মুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মুগ্ধ-দৃষ্টি, -নয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। মনোহর চক্ষু ; বিমোহিত দৃষ্টি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। বিমোহিতনয়নবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

মুগ্ধা—১। সরলস্বভাবা নায়িকা, নায়কের প্রতি অনুরক্তা এবং বিশ্বস্তা নায়িকা, সরলা বালা। বি ; স্ত্রী। ২। চমৎকৃতা ; সরলা ; মোহপ্রাপ্তা। মুগ্ধ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মুঘল—মোগল (তাহা দ্রঃ)।

মুচকানো—সামান্য বিকসিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **মুচকে হাসা, মুচকিয়া হাসা**—স্মিত হাস্য করা।

মুচকি—ঈষৎ ; চাপা ; সামান্যভাবে লক্ষিত। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

মুচড়ানো, মুচড়নো, মোচড়ানো—বাঁকানো, ঘোরানো, পেঁচানো, দুমড়ানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মুচমুচ—মচমচ (তাহা দ্রঃ)।

মুচলেকা—দণ্ডের সহিত অঙ্গীকারপত্র ; 'এইরূপ কার্য আর হইলে আমি দণ্ড গ্রহণে বাধ্য থাকিব' এইরূপ প্রতিশ্রুতিযুক্ত পত্র, bond. <তু 'মুচল্‌কাহ্'। বি।

মুচি—১। নারিকেলের কুঁড়ি ; মোচার মত ফল। বাংপ্র। ২। ধাতু গলাইবার পাত্র, crucible ; মাটির ক্ষুদ্র সরা। <মূষা। বি।

মুচি, মুচী—জুতা তৈয়ার এবং মেরামত-কারী জাতি বিঃ। <প্রাচীন ইরাণীয় 'মুচ'। বি।

মুচুকাই—মুচকিয়া ("হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই"—জ্ঞান)। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুচুকুন্দ—১। পুষ্প-বৃক্ষ বিঃ। মুচু কুন্দ-সদৃশ, উপমিত। ২। মান্ধাতা রাজার পুত্র ; মুনি বিঃ ; দৈত্য বিঃ। মুচু (ত্যক্ত) কুন্দ যৎকর্তৃক, বহু। বি ; পুং।

মুচ্ছুদ্দী—মুৎসদ্দী (তাহা দ্রঃ)।

মুছলমে—মোটেই ; একেবারেই। <আ 'মুসল্লম'। ক্রি-বিণ।

মুছা, মুছানো, মোছা, মোছানো—প্রোঞ্ছিত করা ; ক্ষালন করা ; লোপ করা। <প্রোঞ্ছন। ক্রি [, বি, বিণ]।

মুজরা—নাচগান ; নাচগানের প্রতি-যোগিতা ; রফা ; বাদ ; প্রাপ্য টাকা হইতে ছাড় ; পারিশ্রমিক ; পারিতোষিক। আ। বি।

মুঝে—আমাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

মুঞি—আমি। প্রা কপ্র। সর্ব।

মুঞ্জকেশী (-কেশিন্)—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। মুঞ্জ (শর-তৃণ)-সদৃশ কেশ, মধ্যপ কর্মধা ; মুঞ্জকেশ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

মুঞ্জরা—গজানো ; মুকুলিত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

মুঞ্জরিত—যাহাতে কচি পাতা বা কুঁড়ি গজাইতেছে এমন, নূতন পত্রাদির উৎপত্তিযুক্ত, মুকুলিত। মুঞ্জর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মুটিয়া, মুটে—মোটবাহক, ভারিক। বাংপ্র। বি।

মুঠ—বাঁট, হাতল ; মুষ্টি। <মুষ্টি। বি।

মুঠা, মুঠি, মুঠো—১। আঙুলমোড়া হাত ; আয়ত্তি ; বাঁট, হাতল ; মুষ্টি। বি। ২। এক মুঠায় যত ধরে এমন। <মুষ্টি। বিণ।

মুড—মাথা, মস্তক। <মুণ্ড। বি।

মুড়কি—গুড় বা চিনি মাখানো খই। বাংপ্র। বি।

মুড়নো, মুড়ানো—মাথার চুল কামাইয়া ফেলা ; গাছের সব ডালগুলি কাটিয়া ফেলা ; ছাঁটা। <মুণ্ডন। ক্রি [, বি, বিণ]।

মুড়মুড়—চিবাইবার শব্দ। বাংপ্র। অ। বিণ, **-মুড়ে**।

মুড়া, মোড়া—দোমড়ানো ; ভাঁজ করা ; আবৃত করা ; মোড়ক করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মুড়া, মুড়ো—১। অগ্রহীন ('— ঝাঁটা') ; শক্ত ; সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত ; মুণ্ডিত ; ক্ষয়প্রাপ্ত। বিণ। ২। মস্তক ; লাঙ্গলের যে কাষ্ঠখণ্ডে ফলা লাগানো হয় তাহা ; অগ্রভাগ। <মুণ্ড। বি।

মুড়ানো—'মুড়নো' দ্রঃ।

মুড়ি—১। ফাঁপা হালকা ভাজা চাল, হুড়ুম। বাংপ্র। ২। মস্তক। <মুণ্ড। ৩। বস্ত্র

প্রঃর আবরণ বা ভাঁজ-করা কিনারা। <মুড়্-ধাতু। বি।

মুড়িঘণ্ট—মৎস্যাদির মস্তক দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মুড়ো—'মুড়া' দ্রঃ।

মুণ্ড—১। মাথা, মস্তক। বি; পুং বা ক্লী ২। দৈত্য বিঃ; স্থাণুবৃক্ষ; রাহুগ্রহ মুণ্ড্+ঘঞ্ কর্ম, নামার্থে। বি; পুং ৩। নাপিত। মুণ্ড্+অচ্ কর্তৃ। ৪ একপ্রকার লোহা, মুণ্ডায়স। বি; ক্লী। ৫ মুণ্ডিত। মুণ্ড্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

মুণ্ডন—মাথা মুড়ানো, কামানো। মুণ্ড্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মুণ্ডপাত—মাথা কাটা, শিরশ্ছেদন; শাস্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুণ্ডি—ছোট মুণ্ডা, ক্ষুদ্রাকার মিষ্টান্ন বিঃ। মোণ্ডা+ই ক্ষুদ্রার্থে। বাংপ্র। বি।

মুণ্ডিত—মুড়ানো, নাপিত। মুণ্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মুত—মূত্র, প্রস্রাব। <মূত্র। বি।

মুতফরক্কা—নগণ্য; বিবিধ। <আ 'মুত-ফর্‌রিক্'। বিণ।

মুতা—প্রস্রাব করা। বাংপ্র। ক্রি।

মুতানো—প্রস্রাব করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

মুৎসদ্দী—লেখক; বাণিজ্যাগার প্রঃর তত্ত্বাবধায়ক; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, agent। <আ 'মুতসদ্দী'। বি।

মুথা, মুথো—একপ্রকার সুগন্ধিমূলযুক্ত তৃণ, মুস্তক। <মুস্ত। বি।

মুদই—বোজে, মুদ্রিত করে, নিমীলিত করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুদল—বুজিল, নিমীলিত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুদা—বুজা, নিমীলিত করা। কপ্র। ক্রি।

মুদি, মুদী—নানাদ্রব্য-ব্যবসায়ী; দোকানী। <মোদক। বি।

মুদিখানা, মুদীখানা—মুদির দোকান। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মুদিত—১। মুদ্রিত, নিমীলিত। <মুদ্রিত। বিণ। ২। প্রীত; হৃষ্ট, আহ্লাদিত। মুদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। আলিঙ্গন বিঃ। মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত করণ। বি; ক্লী।

মুদ্গ—মুগ কলাই। মুদ্+গক্ করণ। বি; পুং।

মুদ্গর—মুগুর, গদা, যষ্টি বিঃ। মুদ্—গৄ+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

মুদ্গল—১। গোত্রকারক মুনি বিঃ; নৃপ বিঃ, হর্যশ্ব রাজার পুত্র; পুষ্পবৃক্ষ বিঃ। বি; পুং। ২। তৃণ বিঃ, রোহিষতৃণ। মুদ্—গৄ+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

মুদ্দই—বাদী, ফরিয়াদী। আ। বি।

মুদ্দত—নির্ধারিত সময়, মেয়াদ। আ। বি। বিণ—**মুদ্দতী**।

মুদ্দর, মুদ্দা—লাশ, শব, মড়া। <ফা 'মুর্দহ্'। বি।

মুদ্দোফরাশ, মুদ্দোফরাশ—যে মড়া বয় ও পোড়ায়, অনুন্নতশ্রেণীর জাতি বিঃ। <ফা মুর্দাফারোশ'। বি।

মুদ্রণ, মুদ্রণা—১। ছাপানো; মুদ্রিত-করণ; নিয়মন; অঙ্গুলিমুদ্রা। মুদ্রা+ণিচ্ (=মুদ্রি, নামধাতু)+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। ২। হাতের আংটি। মুদ্রা+ণিচ্+অনট্ কর্ম; পক্ষে অন কর্ম+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

মুদ্রা—১। মোহর, সীলমোহর, ছাপ, print, impression. মুদ্রা+ণিচ্+অচ্ করণ+আপ্। ২। মোহর করা; ছাপা, মুদ্রণ; প্রত্যয়করণ। মুদ্রা+ণিচ্+অচ্ ভাব+আপ্। ৩। চিহ্ন; ছাপার অক্ষর; ক্ষোদিত লিপি; ক্ষোদিতলিপিযুক্ত অঙ্গুরীয়ক। মুদ্রা+ণিচ্+অচ্ কর্ম+আপ্। ৪। বিন্যাস; নিয়মন; ভুক্তীভাব। মুদ্+রক্ ভাব+আপ্। ৫। মোহর; টাকাপয়সা প্রঃ; মদের চাট; আকার; সামা; গানাদিসময়ে হস্তমুখাদির ভঙ্গী; পঞ্চমকারান্তর্গত ভাজা বস্তু বিঃ; দেবপূজা-কালে অঙ্গুল্যাদির সন্নিবেশ বিঃ। মুদ্+রক্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী। **অঙ্কুশমুদ্রা**—ডান হাতের মাঝের আঙুল সোজা রাখিয়া তর্জনী অঙ্গুলির মাঝের গাঁট পর্যন্ত তাহাতে সংযোগ করিয়া তাহার ডগা কিঞ্চিৎ বাঁকাইলে এই মুদ্রা হয়। **অবগুণ্ঠনমুদ্রা**—দক্ষিণহস্ত মুঠা করিয়া তর্জনী অঙ্গুলি সোজা এবং নিম্নমুখ করিয়া ঐ তর্জনী অঙ্গুলিকে ডান দিকে একবার ঘুরাইলে এই মুদ্রা হয়। **অভয়মুদ্রা**—বামহস্ত উত্তোলন করিয়া প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। **আবাহনীমুদ্রা**—দুই হস্ত উত্তমরূপে অঞ্জলি করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ অনামিকা অঙ্গুলির মূল পর্বে মিলাইয়া আবাহন করিলে এই মুদ্রা হয়। **কূর্ম(র্ম্ম)মুদ্রা**—বাম হাতের বুড়া আঙুলে দক্ষিণহস্তের তর্জনী এবং বামহস্তের তর্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা যোজনা করিলে, দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উন্নত এবং মধ্যমা ও অনামিকা বামহস্তের বৃদ্ধ ও তর্জনীর মধ্য দিয়া বক্র করিয়া বামহস্তের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠে অর্থাৎ ক্রোড়ে বক্রভাবে রাখিলে এবং দক্ষিণহস্ত কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিলে এই মুদ্রা হয়। **গদামুদ্রা**—উভয় হস্ত মুখামুখি ধরিয়া অঙ্গুলিসকল গ্রথিত করিয়া উভয় হস্তের মধ্যমাদ্বয় সংলগ্ন ও সোজাভাবে উন্নত করিলে এই মুদ্রা হয়। **গালিনীমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের উপরে বামহস্ত-স্থাপনপূর্বক বামহস্তের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে যোগ করিয়া উভয় হস্তের তর্জনী মধ্যমা এবং অনামা পরস্পর মিলিত করিলে এবং উভয় হস্তের কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিকে তর্জনী মধ্যমা ও অনামা হইতে ব্যবধানে রাখিলে এই মুদ্রা হয়। **চক্রমুদ্রা**—উভয় হস্ত মুঠা করিয়া তাহাদের বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বয় হস্ত ভঙ্গ না হয় এরূপভাবে হস্ত-মধ্যে কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন করিলে এই মুদ্রা হয়। **ত্রিশূলমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাযুক্ত এবং অপর তিনটি অঙ্গুলি আলগা করিয়া সোজা করিলে এই মুদ্রা হয়। **ধেনুমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও অনামিকা বামহস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও কনিষ্ঠা বামহস্তের তর্জনী ও অনামিকাতে সংযুক্ত করিলে এই মুদ্রা হয়। **নারাচমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে তর্জনী অঙ্গুলি মিলিত করিয়া মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা করতলের ঊর্ধ্বরেখার সহিত বক্রভাবে যুক্ত রাখিলে এই মুদ্রা হয়। **পদ্মমুদ্রা**—হস্তদ্বয় মুখামুখি ধরিয়া অঙ্গুলিসকল উন্নত করিয়া কিঞ্চিৎ সংকুচিত এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়তলে সংলগ্ন করিলে এই মুদ্রা হয়। **বরমুদ্রা**—দক্ষিণহস্ত নিম্ন করিয়া প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। **মৎস্যমুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামহস্ততল ঠিক সম-ভাবে সংলগ্ন করিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় উত্তমরূপে চালনা করিলে এই মুদ্রা হয়। **মৃগমুদ্রা**—অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ মিলিত করিয়া মধ্যমাতে যুক্ত এবং তর্জনী ও কনিষ্ঠা সোজা করিলে এই মুদ্রা হয়। **যোনিমুদ্রা**—কনিষ্ঠা দ্বারা কনিষ্ঠা বদ্ধ এবং তর্জনীদ্বয় দ্বারা অনামিকাদ্বয় বদ্ধ এবং অনামিকাদ্বয় উন্নত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ মধ্যমার অগ্র পর্যন্ত সোজা করিলে এই মুদ্রা হয়। **লেলিহামুদ্রা**—দক্ষিণহস্তের তর্জনী মধ্যমা অনামিকা অঙ্গুলি সমান করিয়া নিম্নমুখ করিয়া এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি অনামিকার অগ্রভাগে যোগ করিয়া কনিষ্ঠা অঙ্গুলি সরল করিলে এই মুদ্রা হয়। **শঙ্খমুদ্রা**—দক্ষিণহস্ত দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ মুঠা করিয়া ধরিলে, বাম-হস্তের অপর চারিটি অঙ্গুলি দক্ষিণমুষ্টির পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া উন্নত করিলে এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ সোজা রাখিয়া বামহস্তের ঐ সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগে যোজনা করিলে এই মুদ্রা হয়। **সংবোধিনী মুদ্রা**—দুই হস্ত মুঠা করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় মুষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে এই মুদ্রা হয়। **সন্নিধাপনী মুদ্রা**—দুই হস্ত মুঠা ও পরস্পর সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় উন্নত করিলে এই

মুদ্রা হয়। সম্মুখীকরণী মুদ্রা—দুই হস্ত মুঠা করিয়া পরস্পর চিৎ ভাবে সংলগ্ন করিলে এই মুদ্রা হয়। স্থাপনী মুদ্রা—আবাহনীমুদ্রা নিম্নমুখ করিলে এই মুদ্রা হয়।

মুদ্রাকর—ছাপাওয়ালা, মুদ্রণকারী; যাহার হুকুমে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়, printer. উপপদতৎ; মুদ্রা—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং।

মুদ্রাকর-প্রমাদ—ছাপার ভুল; মুদ্রণকারীর অনবধানতা বশতঃ মুদ্রিত পুস্তকাদিতে যে ভুল থাকে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুদ্রাক্ষর—পুস্তকাদি ছাপিবার সীসার অক্ষর, type. মুদ্রার অক্ষর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুদ্রাঙ্কন—মুদ্রিতকরণ, ছাপানো, ছাপ লাগানো। মুদ্রাদ্বারা অঙ্কন, ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

মুদ্রাঙ্কিত—মুদ্রাচিহ্নিত; ছাপা; সীল-মোহর-করা। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

মুদ্রাতত্ত্ব—মুদ্রা-বিজ্ঞান, প্রাচীন মুদ্রা দৃষ্টে প্রাচীন ইতিহাস নিরূপণ-বিষয়িণী বিদ্যা, numismatics. মুদ্রা-বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মুদ্রাদোষ—স্বভাবগত অঙ্গভঙ্গী প্রঃ; অনন্যসাধারণ অভ্যাসাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মুদ্রাপক—(ছাপাখানায়) যাঁহার আদেশে কোন বিষয় মুদ্রিত হয় এবং তজ্জন্য যিনি দায়ী থাকেন, printer. মুদ্রা+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

মুদ্রাযন্ত্র—মুদ্রাকরণের যন্ত্র, ছাপার কল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মুদ্রালিপি—ছাপার অক্ষর, lithograph. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মুদ্রাশঙ্খ—একপ্রকার সীসকভস্ম, litharge. <মৃদ্দারশৃঙ্গ। বি।

মুদ্রিকা—টাকা পয়সা মোহর প্রঃ স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্মিত মুদ্রা; মুদ্রিতলিপি। মুদ্রা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মুদ্রিত—১। ছাপানো; সংকুচিত; নিমীলিত; ত্যক্ত। মুদ্রি (নামধাতু)+ক্ত কর্ম। ২। মুদ্রাচিহ্নিত। মুদ্রা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মুনফা, মুনাফা—লাভ। আ। বি।

মুনশী—কেরানী; লেখক; বিদ্বান্; উর্দু-শিক্ষক। আ। বি।

মুনশীখানা—যে গৃহে বসিয়া মুনশী কাজ করে। ৬ষ্ঠীতৎ। মুনশী (আ)+খানা (<ফা 'খানহ্')। বি।

মুনশীগিরি, মুনশীয়ানা—পাণ্ডিত্য; দক্ষতা; মুনশীর কাজ। আ-মু। বি।

মুনসেফ—দেওয়ানী আদালতের বিচারক বিঃ। <আ 'মুনসিফ্'। বি।

মুনা—মুদ্রিত করা ("মুনল মুখ অরবিন্দ।"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুনাকা—মুনকা দ্রঃ।

মুনাসীব—১। উপযুক্ত, যোগ্য। বিণ। ২। সুবিধা। আ। বি।

মুনি—১। ঋষি, তপস্বী; সপ্তসংখ্যা; রঙ্গসেনতরু; জিন; পলাশবৃক্ষ; পিয়ালবৃক্ষ। বি; পুং। ২। জ্ঞানী; মননশীল। মন্ (জানা)+ই কর্তৃ (অ-স্থানে উ)। বিণ। ৩। মুদিত হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুনিব—'মনিব' দ্রঃ।

মুনিয়া—বিবিধ বর্ণের একপ্রকার ছোট পাখি। বাংপ্র। বি।

মুনীন্দ্র—বুদ্ধদেব; ঋষিশ্রেষ্ঠ। মুনিমধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ; অথবা, মুনি ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

মুফৎ, মুফত—শুধুশুধু, বিনামূল্যে। আ। ক্রি-বিণ।

মুফতি—মুসলমানদিগের সামাজিক ও ধর্ম-বিষয়ক ব্যবস্থাদায়ক। আ। বি।

মুমুক্ষু—১। সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিকামী; মোক্ষেচ্ছু। বিণ। ২। যতি, ভিক্ষু। মুচ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বি; পুং।

মুমূর্ষা—মরণেচ্ছা। সনন্ত মৃ+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

মুমূর্ষু—মৃতপ্রায়, আসন্নমৃত্যু; মরিতে ইচ্ছুক। মৃ+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

মুয়াজ্জিম—নমাজের জন্য যিনি উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেন। আ। বি।

মুরগি, মুর্গি—কুক্কুট বা কুক্কুটী। <ফা 'মুর্গ্'। বি।

মুরগী, মুর্গী—কুক্কুটী। <ফা 'মুর্গ্'। বি।

মুরছই, মুরছত—মূর্ছিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুরছা—মূর্ছা। কপ্র। বি।

মুরছিত—মূর্ছিত। কপ্র। বিণ।

মুরজ—মৃদঙ্গ। মুর—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

মুরতি—মূর্তি। কপ্র। বি।

মুরদ—সামর্থ্য; ক্ষমতা। ফা। <আ 'মুরাদ'। বি।

মুরব্বী, মুরুব্বী—মাতব্বর; প্রাচীন লোক; উপদেষ্টা; নেতা; সহায়; অভিভাবক। <আ 'মুরব্বী'। বি।

মুরব্বীয়ানা—প্রভুত্ব; মাতব্বরি; অভিভাবকত্ব। আ-মু। বি।

মুরলী—বাঁশি; কেরলদেশের নদী বিঃ। মুর—লা+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মুরলীধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুরলীধারী (-ধারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপপদ; মুরলী—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং

মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। মুরের (তন্নামক দৈত্যের) অরি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুরি—নরদমা, জলনালী। বাংপ্র। বি।

মুরুব্বী—'মুরব্বী' দ্রঃ।

মুরুব্বীয়ানা—মুরব্বীয়ানা (তাহা দ্রঃ)।

মুর্গি, মুর্গী—'মুরগি', 'মুরগী' দ্রঃ।

মুর্দা—মড়া, শব। <ফা 'মুর্দহ্'। বি।

মুর্দাফরাশ—মুদ্দাফরাশ (তাহা দ্রঃ)।

মুলতবী, -তুবী—স্থগিত; জমা। আ। বিণ। [বি।

মুলতান—শহর বিঃ; রাগিণী বিঃ। হি।

মুলতুবী—'মুলতবী' দ্রঃ।

মুলা, মুলো—মূলা (তাহা দ্রঃ)।

মুলাকাত—সাক্ষাৎকার, দর্শন। আ। বি।

মুলুক, মুল্লুক—দেশ, রাজ্য। <আ 'মুল্ক্'। বি।

মুশকিল—ঝঞ্ঝাট, বিপদ্; বাধা। আ। বি।

মুষড়ানো, মুষড়নো—উৎসাহহীন হওয়া; বিমর্ষ হওয়া; ম্লান হওয়া; নীরস হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মুষল, মুসল—লৌহাগ্র কাষ্ঠখণ্ড, ঢেঁকির মোনা প্রঃ; মুদ্গর। মুষ্ (বধ করা), মুস্ (ছেদন করা)+কল কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

মুষলধার—যাহার ধারা মুষলের ন্যায় এমন। মুষলের ন্যায় ধারা যাহার, বহু। বিণ। [ফোঁটা। বি।

মুষলধার, মুষলধারা—বড় বড় বৃষ্টির

মুষলধারায়, মুষলধারে—মুষলের ন্যায় ধারাযুক্ত হইয়া, বড় বড় ফোঁটায়, অজস্র ধারে ('—বৃষ্টি হওয়া')। মুষলের ধারা (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী; ২য় পক্ষে মুষলের ন্যায় ধারা যাহাতে, বহু, এভাবে। ক্রি-বিণ।

মুষলী (-লিন্)—বলরাম। মুষল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মুষা—ধাতুদ্রব্য গলাইবার পাত্র, মুচী। মুষ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মুষ্ক—অণ্ডকোষ; তস্কর, চোর; মোক্ষকবৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল গাছ; মাংসল। মুষ্+কক্ কর্তৃ। বি; পুং।

মুষ্কচ্ছেদ—খাসীকরণ, বীচি কাটিয়া দেওয়া। মুষ্কের ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মুষ্টামুষ্টি—কিলাকিলি, ঘুষাঘুষি, মুষ্টিতে মুষ্টিতে উভয়ে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধ। মুষ্টিতে মুষ্টিতে কৃত এই রণব্যতীহারার্থে বহু (নিপা)। অ।

মুষ্টি—১। মুঠা, কুঞ্চিতপাণি; কিল, ঘুঁষি; খড়্গাদির বাঁট, হাতল, hilt; চারিতোলা; পলপরিমাণ। মুষ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। মুষ্টিমেয়, মুষ্টিতে যত ধরে তত ('এক—')। বাংপ্র। বিণ।

মুষ্টিবদ্ধ—যাহা মুঠাতে রাখা হইয়াছে এমন। মুষ্টিতে বদ্ধ, ৭মীতৎ; বা, মুষ্টি দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

মুষ্টিভিক্ষা—একমুষ্টি চাউল ভিক্ষা। মুষ্টি-মিতা ভিক্ষা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মুষ্টিমিত—এক মুঠা। ৩য়াতৎ। বিণ।

মুষ্টিমেয়—অল্পপরিমাণ; মুষ্টি দ্বারা পরিমেয়; অল্পসংখ্যক। মুষ্টি দ্বারা মেয়, ৩য়াতৎ। বিণ।

মুষ্টিযোগ—টোটকা ঔষধ বা তদ্দ্বারা রোগ সারাইবার প্রক্রিয়া; (ব্যঙ্গার্থে) ঘুষি মারা, কিলানো। বাংপ্র। বি; পুং।

মুসব্বর—গন্ধদ্রব্য বিঃ। আ। বি।

মুসম্মত, মুসম্মাত—শ্রীমতী; শ্রীযুক্তা। ফা-মু। বিণ।

মুসলমান—ইসলাম-ধর্মাবলম্বী জাতি, মোসলেম। ফা। বি।

মুসলমানী—১। মুসলমান-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। মুসলমান স্ত্রীলোক। ফা। বি; স্ত্রী।

মুসলিম, মোসলেম—মুসলমান। আ। বি।

মুসাফির, মুসাফের—ভ্রমণকারী, পথিক; বিদেশীয়। আ। বি।

মুসাফিরখানা—পান্থনিবাস। মুসাফিরদের খানা, ৬ষ্ঠীতৎ। আ-মু। বি।

মুসাবিদা—খসড়া, পাণ্ডুলিপি-রচন; কোন বিষয় সাজাইয়া লেখা। <আ 'মুসব্বদহ্'। বি।

মুস্ত, মুস্তক, মুস্তা—মূল বিঃ, মুথা। মুস্ত্ +অচ্ কর্তৃ; ৩য় পক্ষে আপ্; ২য় পক্ষে মুস্ত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং, পুং বা ক্লী, স্ত্রী।

মুহ—মুখ। প্রা কপ্র। বি।

মুহরি—১। একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। প্রা কপ্র। ২। মুহরি (তাহা দ্রঃ)। বি।

মুহুঃ (মুহুস্), (>**মুহু**)—বারংবার, পুনঃ পুনঃ; অত্যন্ত; সদ্যঃ; তৎক্ষণাৎ। মুহ্+উস্ কর্তৃ। অ।

মুহুরি—ঝাঁজরি; বদ্‌নি; মুরি; জল বাহির হইবার রাস্তা। <আ 'মোরী'। বি।

মুহুরী—কেরানী; হিসাবের খাতা প্রঃর লেখক। <আ 'মুহর্‌রির'। বি।

মুহুরীগিরি—কেরানীগিরি। মুহুরী+গিরি ভাবে। আ-মু। বি।

মুহুর্মুহুঃ (-হুস্) (>**-হু**)—বারংবার, পুনঃ পুনঃ, ঘন ঘন। অ।

মুহূর্ত(র্ত্ত)—দিবারাত্রির ৩০ ভাগের একভাগ, প্রায় দুইদণ্ড; অত্যল্প কাল। হুর্ছ্ (বক্র হওয়া)+ক্ত কর্তৃ (মু-আগম)। বি; পুং বা ক্লী।

মুহ্যমান—যাহার চিত্ত বিকৃত হইয়াছে এমন; মূঢ়-অবস্থাপ্রাপ্ত। মুহ্+শানচ্ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

মূক—বোবা, বাক্‌শক্তিরহিত; দীন, দরিদ্র। মূ+কক্ কর্তৃ। বিণ। বি, -তা।

মূড়—মুণ্ড। প্রা কপ্র। বি।

মূঢ়—মূর্খ, অনভিজ্ঞ, নির্বিবেক; অদক্ষ; জড়; তন্দ্রাগ্রস্ত; ভ্রান্ত; অব্যাপৃত। মুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মূঢ়তা—জড়ত্ব, অজ্ঞতা, বুদ্ধিহীনতা। মূঢ়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মূত—প্রস্রাব। <মূত্র। বি।

মূত্র—প্রস্রাব, মূত। মূত্র্+ঘঞ্ কর্ম। বি; ক্লী।

মূত্রকৃচ্ছ্র—মূত্ররোধ; পাথরি প্রঃ রোগ। মূত্রের কৃচ্ছ্র যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

মূত্রগ্রন্থি—১। মূত্রাশয়ের মুখপ্রদেশে মূত্র-নিরোধ। মূত্রের গ্রন্থি অর্থাৎ নিরোধ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মূত্রাধার। মূত্রের গ্রন্থি যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

মূত্রদোষ—মেহ, মূত্রের সহিত রেতঃক্ষরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মূত্রনালী—মূত্রপথ, যে ছিদ্র দ্বারা মূত্র নির্গত হয় তাহা, urethra. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মূত্রনিরোধ—১। মূত্রকৃচ্ছ্র। মূত্রের নিরোধ যাহাতে, বহু। ২। প্রস্রাব বন্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মূত্রাশয়—উদরের নিম্নে যে থলিতে মূত্র সঞ্চিত হয় তাহা, bladder. মূত্রের আশয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মূরতি—মূর্তি। কপ্র। বি।

মূরুখ, মুরুখ—মূর্খ। প্রা কপ্র। বিণ।

মূর্খ—মূঢ়; অজ্ঞ, অবোধ, নির্বোধ, বোকা। মুহ্+খ অপা (মুহ্-স্থানে মূর্)। বিণ।

মূর্ছ(র্চ্ছ)ন, মূর্ছ(র্চ্ছ)না—মূর্ছা, অচৈতন্য অবস্থা; সপ্তস্বরের আরোহণ বা অবরোহণ [আধুনিক সংগীতজ্ঞগণ কোন সুর হইতে অবিচ্ছেদগতিতে সুরান্তরে প্রবেশ করাকে মূর্ছনা বলিয়া থাকেন; মৃদঙ্গবাদ্যে পরণ শেষ করার বোলকে মূর্ছন বলে]; প্রতিফলন; ঔষধের সংস্কার বিঃ; মিশ্রণ; সাক্ষাৎকরণ। মূর্ছ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

মূর্ছা(র্চ্ছা)—অচৈতন্য, মোহ, সংমোহ; বৃদ্ধি; প্রতিফলন; প্রসার, ব্যাপ্তি; বিস্তার। মূর্ছ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

মূর্ছি(র্চ্ছি)ত—অচেতন; মূর্ছাগত; উন্নত; বর্ধিত, প্রবৃদ্ধ; ব্যাপ্ত; প্রতিফলিত; দীর্ঘ। মূর্ছ্+ক্ত কর্তৃ, কিংবা, মূর্ছা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

মূর্ত(র্ত্ত)—সাকার, মূর্তিমান্; শরীরধারী; কঠিন। মূর্ছ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মূর্তি(র্ত্তি)—১। আকৃতি; শরীর, কায়; অঙ্গ, অবয়ব; প্রতিমা; দ্রব্য; পঞ্চভূত; স্বরূপ। মূর্ছ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। ২। কাঠিন্য। মূর্ছ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

মূর্তি(র্ত্তি)পূজা—প্রতিমা-পূজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মূর্তি(র্ত্তি)ভেদ—আকৃতি বা মূর্তির পার্থক্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মূর্তি(র্ত্তি)মান্ (-মৎ)—১। মূর্তিবিশিষ্ট, শরীরী; প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ; কঠিন। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**। ২। শরীর। মূর্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। (ব্যঙ্গার্থে) নিন্দিত পুরুষ। বাংপ্র। বি; পুং।

মূর্ধ(র্দ্ধ)ন্য—বক্র জিহ্বাগ্র তালুতে ঠেকাইয়া উচ্চার্য, cerebral. মূর্ধজ, মস্তকোৎপন্ন। মূর্ধন্+যৎ ভবার্থে। বিণ।

মূর্ধা (-র্ধন্), **মূর্দ্ধা** (-র্দ্ধন্), **মূর্দ্ধ্বা** (-র্দ্ধ্বন্)—মস্তক; তালুর উপরিভাগ। মুর্ব্ (বন্ধন করা)+কনিন্ অধি (ব-স্থানে ধ)। বি; পুং।

মূর্বা(র্ব্বা), মুর্বী(র্ব্বী)—মূরগা গাছ, bow-string (ইহার সূত্রে ধনুকের গুণ হয়)। মুর্ব্+ঘঞ্ করণ+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মূল—১। শিকড়, গাছের গোড়া; মূলা আলু পেঁয়াজ প্রঃ মূল; পুঁজি, আসল; নিদান, আদিকারণ; খনগর; নিকুঞ্জ; চরণ; প্রথম গ্রন্থ, যে গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া টীকাদি প্রস্তুত করা হয় তাহা; (গণিত) কোন রাশি আপনা দ্বারা একবার বা বহুবার গুণিত হইলে যে যে রাশি উৎপন্ন হয় প্রথমোক্ত রাশিটি সেই উৎপাদিত রাশিগুলির মূল, root; পিপ্পলীমূল; পুষ্করমূল। বি; ক্লী। ২। আদ্য, প্রথম, original; প্রধান; নিকট। বিণ। ৩। নক্ষত্র বিঃ। মূল্ (স্থিতি করা)+ক কর্তৃ, অথবা, মূ+ক্ল কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ৪। দাম ("হেরি অকালের মূল, শুধাইল কত মূল"—রবীন্দ্র)। <মূল্য। বি।

মূলক—১। মূলা, কন্দ বিঃ। মূল+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। স্থাবরবিষ বিঃ। মূল +কন্ জাতার্থে। বি; পুং।

মূলকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—অভিচারের জন্য অর্থাৎ শত্রু বধ বা কাহাকেও বশীকরণ ইঃর জন্য মন্ত্রতন্ত্রাদির যোজনা; উপপাতক বিঃ; মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকরণ, জাদু করা। মূলবিষয়ক কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মূলকার—মূলগ্রন্থকর্তা। উপপদতৎ; মূল (প্রথম গ্রন্থ)—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মূলকেশ—(উদ্ভিদতত্ত্ব) প্রধান শিকড়ের গাত্রে উৎপন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড়, root-hair. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মূলগায়ক—গানের দলের প্রধান গায়ক। কর্মধা। বি; পুং।

মূলগায়েন—মূল গায়ক। বাংপ্র। বি।
মূলচ্ছেদ, মূলচ্ছেদন—গোড়া কাটিয়া ফেলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।
মূলজ—১। মূল হইতে উৎপন্ন (পদ্ম প্রঃ); মূলা নক্ষত্রে উৎপন্ন। বিণ। ২। আদা, আর্দ্রক। বি; ক্লী। ৩। উৎপলাদি। উপতৎ; মূল—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।
মূলত্রাণ—(উদ্ভিদতত্ত্ব) মূলের অগ্রভাগে বর্তমান কঠিন আবরণ, root-cap. মূলের ত্রাণ হয় যদ্দারা, বহু। বি; পুং।
মূলদ—(গণিত) যাহার মূল নির্ণীত হয় এমন উপরৎ; মূল—দা+ক কর্তৃ। বিণ।
মূলধন—পুঁজি, যে অর্থ লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করা হয়, capital. মূলীভূত ধন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
মূলপ্রকৃতি—(সাংখ্যমতে) বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের আদি কারণ, আদ্যা শক্তি, যাঁহা হইতে মহত্তত্ত্ব প্রঃ সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা; দুর্গা। মূলা যে প্রকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।
মূলভিত্তি—প্রধান আধার। কর্মধা। বি;
মূলমন্ত্র—শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, প্রধান সংকল্প; বীজমন্ত্র, ক্লীং হ্রীং প্রঃ মন্ত্র। কর্মধা। বি; পুং। [দ্রঃ)।
মূলরোম (-রোমন্)—মূলকেশ (তাহা
মূলা—১। কন্দ বিঃ, মূলক। <মূলক। ২। শতাবরী; নক্ষত্র বিঃ [ইহা একাদশ নক্ষত্রযুক্ত, এবং ইহার আকার সিংহের লেজের মত]। মূল+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। একপ্রকার ধান্য। প্রা কপ্র। বি।
মূলাধার—১। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থান। বি; পুং। ২। আসল কারণ, আদি কারণ। মূল আধার, কর্মধা। বি।
মূলী (মূলিন্)—১। মূলবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—**মূলিনী**। ২। গাছ, বৃক্ষ। মূল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
মূলীভূত—হেতুভূত; কারণস্বরূপ। মূল+ অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=মূলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
মূলোচ্ছেদ—শিকড় তুলিয়া ফেলা; সমূলে নাশ। মূলের উচ্ছেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
মূলোৎপাটন—গোড়া তুলিয়া ফেলা; সমূলে বিনাশ। মূলের উৎপাটন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
মূল্য—১। দ্রব্যের পণ, দাম; ভাড়া; মজুরি; বেতন। বি; ক্লী। ২। রোপণ-যোগ্য; প্রতিষ্ঠাযোগ্য। মূল (বিনিময়ের হেতু, রোপণ)+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।
মূল্যবান্ (-বৎ)—দামী; বহুমূল্য। মূল্য +মতুপ্ আছে অর্থে (অভিপ্রায়নে)। বিণ।
মূল্যহীন—যাহার কোন দাম নাই এমন; তুচ্ছ, হেয়। ৩য়াতৎ। বিণ।
মূষ, মূষা—মূষিক, ইন্দুর; সোনা প্রঃ গলাইবার পাত্র, মুচি। মূষ্+ক কর্তৃ; পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।
মূষক, মূষিক—ইঁদুর, rat, mouse. মূষ্ +বক, কিকন্ কর্তৃ। (উ-স্থানে ঊ)। বি; পুং।
মূষা, মূষী—স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র; মুচি; মহামূষিক। মূষ্+ক কর্তৃ+ +আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মূষিক—'মূষক' দ্রঃ।
মূষিকপর্ণী—ইন্দুরকানী পাতা। মূষিকের কর্ণের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।
মূষিকা—স্ত্রী ইন্দুর। মূষিক+আপ্। বি;
মৃগ—১। হরিণ; পশু ('শাখা—'; নক্ষত্র বিঃ; শিকার; মকররাশি। মৃগ্+ক কর্ম। ২। যাচ্ঞা; অন্বেষণ। মৃগ্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং।
মৃগচর্ম —(-চর্মন্), **-চর্ম্ম** (-চর্ম্মন্)—হরিণের চামড়া, অজিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
মৃগচর্যা (-র্য্যা)—হরিণের মত বনের ফল-মূল খাইয়া জীবনধারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
মৃগজীবন, -জীবী (-জীবিন্)—ব্যাধ। মৃগ জীবন (জীবিকা) যাহার, বহু; উপতৎ; মৃগ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।
মৃগতৃষা, -তৃষ্ণা, -তৃষ্ণিকা—মরুভূমিতে সূর্যকিরণে উজ্জ্বল বালুকাতে জলভ্রম, মরীচিকা। মৃগের (হরিণের) তৃষা, তৃষ্ণা, তৃষ্ণিকা যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।
মৃগনয়না—যে নারীর চোখ হরিণের চোখের মত সুন্দর এমন। মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
মৃগনয়নী—হরিণচোখী, মৃগনয়না। কপ্র। বিণ; স্ত্রী। [স্ত্রী।
মৃগনাভি—কস্তুরী, মৃগমদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
মৃগনেত্রা—মৃগনয়না। মৃগের নেত্রের ন্যায় নেত্র যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
মৃগপতি—সিংহ; সিংহরাশি। মৃগদিগের (পশুসমূহের) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
মৃগবাহন—বায়ু। মৃগ বাহন যাহার, বহু। বি; পুং।
মৃগমদ—কস্তুরী, মৃগনাভি, মৃগের নাভিতে উৎপন্ন সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ। মৃগের মদ (গর্ব বা মত্ততা) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।
মৃগয়া—বনের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া পশু-পাখি হত্যা, শিকার; লক্ষ্যে শরক্ষেপ। মৃগ—যা+ক ঘঞর্থে ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।
মৃগরাজ—১। সিংহ, মৃগেন্দ্র; (জ্যোতিষ) সিংহরাশি। মৃগদিগের (পশুদিগের) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। ২। মৃগশিরা নক্ষত্র; চন্দ্র। মৃগ—রাজ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।
মৃগলাঞ্ছন—চন্দ্র, মৃগাঙ্ক; মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পুং।
মৃগলোচনা—মৃগনয়না। মৃগের লোচনের ন্যায় লোচন যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
মৃগশিরা, মৃগশিরাঃ (-শিরস্), **-শীর্ষ**—(জ্যোতিষ) সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চম নক্ষত্র [ইহার আকার হরিণের মস্তকের ন্যায়; ইহার অধিদেবতা চন্দ্র]। মৃগের শির, শিরঃ, শীর্ষ (মস্তক)-তুল্য শির, শিরঃ, শীর্ষ যাহার, বহু; ১ম পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী, পুং বা স্ত্রী, পুং বা ক্লী।
মৃগাক্ষী—মৃগনয়না স্ত্রী। মৃগের (হরিণের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
মৃগাঙ্ক—১। মৃগরূপ চিহ্ন। মৃগই অঙ্ক, কর্মধা। ২। চন্দ্র; কর্পূর; যক্ষ্মা রোগের ঔষধ বিঃ। মৃগ অঙ্ক (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। ৩। বায়ু। মৃগ অঙ্ক (বাহনস্বরূপে চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পুং।
মৃগাঙ্কশেখর—শিব, চন্দ্রচূড়। মৃগাঙ্ক শেখর যাঁহার, বহু। বি; পুং।
মৃগাজীব—ব্যাধ, মৃগয়াজীবী। মৃগ (পশু) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পুং।
মৃগী—হরিণী; পুলহভার্যা; তিন অক্ষরে একটি ছন্দের নাম, অপস্মার বা মূর্ছা রোগ, epilepsy. মৃগ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মৃগেন্দ্র—সিংহ। মৃগমধ্যে ইন্দ্র, ৭মীতৎ, অথবা, মৃগ ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।
মৃগেল, মিরগেল—একপ্রকার মাছ। বাংপ্র। বি।
মৃণাল—১। পদ্মের ডাঁটা, পদ্ম-নাল; পদ্ম-নালস্থ সূত্র, পদ্মমূল। বি; পুং বা ক্লী। ২। বেণা প্রঃর মূল। মৃণ্+কালন্ কর্ম। বি; ক্লী।
মৃণালিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়, পদ্ম। মৃণাল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মৃৎ (মৃদ্)—মাটি। মৃদ্+কিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।
মৃত—১। যে মরিয়াছে এমন, গতপ্রাণ। মৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **মৃত আগ্নেয়গিরি**—যে আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণের ক্ষমতা চিরতরে লোপ পাইয়াছে, extinct volcano. ২। মরণ; যাচ্ঞা-বৃত্তি। মৃ+ক্ত ভাব করণ। বি; ক্লী।
মৃতক—১। শব, মৃতশরীর। মৃত+কন্ স্বার্থে। ২। মরণাশৌচ। মৃত—কৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।
মৃতকল্প—মরার মত, মৃততুল্য; নিস্তেজ,

নির্জীব। মৃত+কল্পপ্, ঈষদূনার্থে। বিণ।

মৃতদার—বিপত্নীক। বহু। বিণ।

মৃতদেহ—মড়া, জীবনহীন শরীর, শব। মৃত যে দেহ, কর্মধা; অথবা, মৃতের দেহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান বাঁচে না, মড়ঞ্চে, মৃতাপত্যা। মৃত হয় বৎস (সন্তান) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৃতসঞ্জীবনী—যে বিদ্যাবলে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে তাহা। মৃতের সঞ্জীবনী (জীবিতকারিণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মৃতাপত্যা—যে স্ত্রীর সন্তান বাঁচে না এমন, মড়ঞ্চে। মৃত হয় অপত্য যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৃতাশৌচ—কাহারও মৃত্যুতে অবশ্য পালনীয় অশুচি অবস্থা, মরণাশৌচ। মৃত-সম্বন্ধীয় অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মৃৎকর—কুমার, কুম্ভকার। উপতৎ; মৃদ্ (মৃত্তিকা)—কৃ (করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মৃত্তিকা—মাটি; গঙ্গামাটি; ভূমি। মৃদ্ (মৃত্তিকা)+তিকন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মৃৎপাত্র—মাটির বাসন, মাটির ভাণ্ড, কলসী শরা প্রঃ। মৃৎ-নির্মিত পাত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মৃত্যু—১। মরণ, প্রাণবিয়োগ। মৃ (মরা)+ত্যুক্ ভাব। ২। যম; কংস। মৃ+ত্যুক্ অপা। বি; পুং।

মৃত্যুগ্রাস, -মুখ—যমের কবল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী। **মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া**—মরা।

মৃত্যুঞ্জয়—১। মরণজয়ী। বিণ। ২। শিব। উপতৎ; মৃত্যু—জি+খচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মৃত্যুনাশক—১। পারদ, পারা। বি; পুং। ২। মরণ-নিবারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

মৃত্যুযোগ—(যাত্রাবিষয়ে) মৃত্যুজনক তিথিনক্ষত্রের যোগ বিঃ। মৃত্যু-জনক যোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মৃত্যুশয্যা—যে বিছানায় মরণ হয় তাহা, মরিবার সময় যে শয্যায় শয়ন করা হয় তাহা, মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা। মৃত্যুকালীন শয্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মৃদঙ্গ—১। মুরজ, পাখোয়াজ; খোল; পটহ। মৃৎ (মৃত্তিকা) অঙ্গ যাহার, বহু, অথবা, মৃদ্+অঙ্গচ্ কর্ম। ২। শব্দ, গোলমাল। মৃদ্+অঙ্গচ্ ভাব। ৩। বংশ, বাঁশ। মৃদ্+অঙ্গচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মৃদিত—চূর্ণিত, গুঁড়া-করা। মৃদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মৃদু—কোমল, নরম; ধীর; শান্ত; অতীক্ষ্ণ; মন্দ; আর্দ্র। মৃদ্+কু কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মৃদ্বী**। বি—**মৃদুতা, মার্দব**।

মৃদুগতি—১। ধীরগতিযুক্ত, মন্থর। মৃদু গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। ধীর গতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মৃদুগমনা—হংসী; মন্দগামিনী। মৃদু (কোমল, মন্দ) গমন যাহার, বহু+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

মৃদুগম্ভীর—কোমল অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ। মৃদুও যাহা গম্ভীরও তাহা, কর্মধা। বিণ।

মৃদুগামী (-গামিন্)—যে ধীরে ধীরে গমন করে এমন। উপতৎ; মৃদু—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

মৃদুজল—যে জলে সাবান গুলিলে ফেনা বাহির হয়, soft water. কর্মধা। বি; ক্লী।

মৃদুনাদী (-নাদিন্)—যে ধীরে অথচ কোমল ভাবে শব্দ করে এমন। উপতৎ; মৃদু—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নাদিনী**।

মৃদুমন্দ—অতিশয় ধীর; ধীরে ধীরে। মৃদুও যাহা মন্দও তাহা, কর্মধা। বিণ বা ক্রি-বিণ।

মৃদুল—কোমল, নরম; ধীর। মৃদ্+কলচ্ কর্ম। বিণ।

মৃদুস্পর্শ ১। কোমলস্পর্শযুক্ত। মৃদু স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ। ২। কোমল স্পর্শ। কর্মধা। বি; পুং।

মৃদ্বাসী (-সিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহাদের বীজদল মাটির নীচে থাকে এমন (আম, কাঁটাল ইঃ), hypogeal. উপতৎ; মৃৎ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

মৃদ্ভাণ্ড—মাটির পাত্র। মৃৎ-দ্বারা নির্মিত ভাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

মৃদ্ভেদী (-দিন্)—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যাহাদের বীজদল মাটির উপরে উঠিয়া কাণ্ডের গায়ে লাগিয়া থাকে এমন (শিম, লাউ, তেঁতুল ইঃ, epigeal. উপতৎ; মৃৎ—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

মৃণ্ময়—মেটে, মৃত্তিকানির্মিত। মৃদ্+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

মৃষ্ট—পরিষ্কৃত, শোধিত, মার্জিত, নির্মলীকৃত। মৃজ্ (পরিষ্কার করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মে—১। ইংরেজী বৎসরের পঞ্চম মাস। <ইং 'May'. বি। ২। ছাগ বা মেষ শাবকের ডাক। ধ্বন্যাত্মক অ।

মেই—১। প্রধান; নেতা; কেন্দ্র; শস্যস্তূপ মাড়াইবার সময়ে যে লম্বা খোঁটায় গরু মহিষ প্রঃকে বাঁধিয়া রাখা হয় তাহা। <মেথি বা মেধি। ২। স্ত্রী-জাতীয় বিড়াল; স্ত্রীলোকের স্তন। প্রাদে। বি। [বি।

মেউ—বিড়ালের শব্দ; বিড়াল। প্রাদে।

মেও, ম্যাও—বিড়ালের শব্দ; কথার প্যাঁচ; জটিলতা; দায়। বাংপ্র। বি। **ম্যাও ধরা**—অগ্রণী হইয়া কোন দুরূহ কার্যের দায়িত্ব লওয়া।

মেওয়া—১। কাবুল কুলু কাশ্মীর ইঃ স্থান হইতে আনীত বাদাম পেস্তা বেদানা ইঃ ফল; অমৃত; সুস্বাদু খাদ্য। <ফা 'মেওহ্'। ২। শুষ্ক ক্ষীর। প্রাদে। বি।

মেকদার—মাপ, পরিমাণ; মূল্য; মর্যাদা। <আ 'মিক্‌দার'। বি। [বিণ।

মেকী—কৃত্রিম; নকল, জাল। বাংপ্র।

মেখলা—কোমরের তাগা; কটিভূষণ; চন্দ্রহার গোট প্রঃ, girdle; পর্বতের মধ্য-দেশ; হাত দিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিবার উপযোগী খড়্গ প্রঃর মুখের চামড়ার বাঁধন, খড়্গ-বন্ধ, sword-belt. মা—খল্+ক কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

মেঘ—জলধর, বারিবাহ, বারিদ; দৈত্য বিঃ; রাগ বিঃ; রাক্ষস বিঃ; মুস্তক, মুথা। মিহ্ (বর্ষণ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মেঘকজ্জল—কাজলের মত ঘন কালো মেঘে ঢাকা। বাংপ্র। বিণ।

মেঘকাল—বর্ষাকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মেঘজ—মেঘ হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; মেঘ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

মেঘজাল—মেঘমালা, মেঘরাশি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মেঘজীবন—'মেঘচিন্তক' দ্রঃ।

মেঘজ্যোতিঃ (-জ্যোতিস্), **-জ্যোতি**—বিদ্যুতের চমক, বজ্রাগ্নি। মেঘের জ্যোতিঃ (দীপ্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মেঘডম্বর—মেঘগর্জন; মেঘাড়ম্বর; মেঘবর্ণ বা নীলাম্বরি প্রাচীন শাড়ি বিঃ। মেঘের ডম্বর (আড়ম্বর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মেঘদীপ—বিদ্যুৎ, তড়িৎ। উপতৎ; মেঘ—দীপ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মেঘনাদ—১। ইন্দ্রজিৎ, রাবণের পুত্র। মেঘের নাদের ন্যায় নাদ যাহার, বহু। ২। মেঘের ডাক। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। পলাশগাছ; তণ্ডুলীয় শাক। মেঘনাদ+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

মেঘনির্ঘোষ—মেঘের ডাক, মেঘের গুরুগুরু শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মেঘবর্ত্ম (-বর্ত্মন্), **-বেশ্ম** (-বেশ্মন্)—আকাশ, অন্তরীক্ষ। মেঘের বর্ত্ম, বেশ্ম ('বেশ্মন্' শব্দ—বাসস্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মেঘবহ্নি—বিদ্যুতের চমক, বজ্রাগ্নি। মেঘ-জাত বহ্নি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মেঘবাহন—ইন্দ্র, দেবরাজ। মেঘ বাহন (যান) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

মেঘবিস্ফূর্জিত—মেঘ হইতে নিঃসৃত। ৫মীতৎ। বিণ।

মেঘমণ্ডিত—মেঘ থাকাতে দুর্দৃশ্য, মেঘছায়া ভূষিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

মেঘমন্দ্র—মেঘের গম্ভীর গর্জন; মেঘের শব্দের ন্যায় গম্ভীর শব্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মেঘমল্লার—সংগীতের রাগ বিঃ। বি; পুং।

মেঘমালা—মেঘসমূহ, মেঘশ্রেণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মেঘলা—মেঘে পরিপূর্ণ; মেঘাচ্ছন্ন। মেঘ+লা আচ্ছন্নার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মেঘাগম—১। বর্ষাকাল। মেঘের আগম (আগমন) যে সময়ে, বহু। ২। মেঘ ঘনাইয়া আসা। মেঘের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মেঘাচ্ছন্ন—মেঘে ঢাকা। ৩য়াতৎ। বিণ।

মেঘাড়ম্বর—মেঘের ঘটা; মেঘের ডাক। মেঘের আড়ম্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মেঘাত্যয়, মেঘান্ত—শরৎকাল। মেঘের অত্যয় (নাশ), অন্ত (শেষ) যখন, বহু। বি; পুং।

মেচক—১। ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ; মেঘ; ধূম; শ্যামবর্ণ। বি; পুং। ২। অঞ্জন; নীলাঞ্জন; অন্ধকার। বি; ক্লী। ৩। কৃষ্ণবর্ণ, কাল। মচ্‌ (মিশ্রিত করা)+অক (ণ্বুল্‌) কর্তৃ (অ-স্থানে এ)। বিণ। স্ত্রী—**মেচিকা**।

মেচেতা, মেছেতা—মুখে কাল কাল দাগ, freckles. বাংপ্র। বি।

মেছুনী—জেলেনী, মৎস্যবিক্রেত্রী। মেছো+নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মেছো—১। জেলে, মৎস্যবিক্রয়কারী, মৎস্যজীবী। বি। ২। মৎস্যসম্বন্ধীয়; মৎস্যতুল্য; মৎস্যভক্ষক। মাছ+ও সম্বন্ধাদি অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মেছোবাজার, মেছোহাটা—মৎস্যবিক্রয়ের বাজার। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মেজ—টেবিল। ফা। বি।

মেজমেজ—অসুস্থতাবোধ; জড়তাবোধ। বাংপ্র। অ।

মেজমেজে—ঈষৎ অসুস্থ। মেজমেজ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

মেজাজ—শরীরের অবস্থা; মনের অবস্থা; প্রকৃতি, temper. <আ 'মিজাজ'। বি।

মেজাজ দেখানো—কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করা, রাগ দেখানো।

মেজাজী—খেয়ালী; গর্বিত; মেজাজওয়ালা। মেজাজ+ঈ বিশিষ্টার্থে। আ-মূ। বিণ।

মেঝে—গৃহের মধ্যস্থল, ঘরের মাঝখান। বাংপ্র। বি।

মেজো, মেঝো—মধ্যম। <মধ্য। বিণ।

মেট—সহকারী; সর্দার; নেতা; জাহাজের সারেঙ্গের সহকারী। <ইং 'mate'. বি।

মেটা, মেটানো—'মিটা', 'মিটানো' দ্রঃ।

মেটুলি—পশুর যকৃৎ। বাংপ্র। বি।

মেটে—১। মাটির তৈয়ারী; মৃন্ময়; মৃত্তিকাতুল্য। মাটি+আ, এ নির্মিতার্থে, তুল্যার্থে। বিণ। ২। ছাগ প্রঃ পশুর যকৃৎ। প্রাদে। বি।

মেঠাই—মিঠাই, মিষ্টান্ন। বাংপ্র। বি।

মেঠো—মাঠের, মাঠ-সম্বন্ধীয়। মাঠ+ও (<উয়া) সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মেড়া—ভেড়া, মেষ; বোকা। <ভেড়। বি।

মেড়াপোড়া—নেড়াপোড়া, চাঁচর। বাংপ্র। বি।

মেড়ুয়া, মেড়ুয়াবাদী, মেড়ো—মাড়োয়ারী (তুচ্ছার্থে)। বাংপ্র। বি।

মেডেল—প্রশংসাসূচক পদক। <ইং 'medal'. বি।

মেঢ্র—পুরুষের লিঙ্গ, শিশ্ন; মেষ, ভেড়া। মিহ্‌+ষ্ট্রন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

মেথর—পায়খানা-পরিষ্কারকারী ও ঝাড়ুদার জাতি বিঃ। <ফা 'মিহ্‌তর্‌'। বি; পুং। স্ত্রী—**মেথরানী**।

মেথি—একপ্রকার বীজ, মসলা বিঃ, fenugreek. <মেথিকা। বি।

মেথি, মেধি—ধান্য মাড়িবার সময় যে কাষ্ঠদণ্ডে গরু মহিষ প্রঃ বাঁধিয়া রাখা হয় তাহা, মেই কাঠ। মেথ্‌, মেধ্‌+ইন্‌ করণ। বি; পুং।

মেথিকা—মেথিশাক। বি; স্ত্রী।

মেদ, মেদঃ (মেদস্‌)—চর্বি, অস্থির মজ্জা, বসা। মিদ্‌+ঘঞ্‌, অসুন্‌ করণ। বি; পুং, ক্লী।

মেদজ—১। ভূমিগুগ্‌গুলু। বি; পুং। ২। মেদজাত। উপতৎ; মেদ—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ। [বাংপ্র। বিণ।

মেদা—মেদামারা; নিস্তেজ; অকেজো।

মেদিত—স্নিগ্ধ। মিদ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মেদিনী—পৃথিবী। মেদ+ইন্‌ আছে অর্থে +ঈপ্‌, [মধুকৈটভ-নামক দৈত্যদ্বয়ের মেদে পরিপ্লুত হওয়াতে ইহার নাম মেদিনী হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।

মেদুর—কোমল, মৃদু; স্নিগ্ধ; চিক্কণ; শ্যামবর্ণ; উৎকট; পূর্ণ। মিদ্‌ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘুরচ্‌ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

মেধ—যজ্ঞ, যাগ। মেধ্‌+ঘঞ্‌ অধি। বি; পুং।

মেধা—স্মৃতিশক্তি; বুদ্ধি; মেধাকর ঔষধ। মেধ্‌ (সঙ্গ করা)+অঙ্‌, করণ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

মেধাতিথি—মনুসংহিতার টীকাকার বিঃ; মুনি বিঃ; মেধাবী। মেধা অতিথি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

মেধাবান্‌ (-বৎ)—মেধাবিশিষ্ট, স্মরণশক্তিবিশিষ্ট; জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্‌। মেধা+মতুপ্‌, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

মেধাবী (-বিন্‌)—১। মেধাবিশিষ্ট; স্থিরবুদ্ধি; জ্ঞানী; পণ্ডিত। বিণ। স্ত্রী—**মেধাবিনী**। ২। শুকপক্ষী, মদিরা। মেধা+বিন্‌ আছে অর্থে। বি; পুং।

মেধি—'মেথি' দ্রঃ।

মেধিষ্ঠ, মেধীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অতিশয় মেধাযুক্ত। মেধাবৎ+ইষ্ঠ, ঈয়স্‌ অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মেধিষ্ঠা, মেধীয়সী**।

মেধ্য—যজ্ঞের উপযুক্ত, যজ্ঞীয়; পবিত্র। মেধ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

মেনকা, মেনা—১। হিমালয়পত্নী, উমার মাতা। মে (আমার)—ন (না)+কা (কোন স্ত্রী) [অর্থাৎ আমার তুল্যা কোন স্ত্রী নাই এইরূপ বোধ করে, এই অর্থে], অথবা, মি (ক্ষেপণ করা)+ন কর্তৃ+কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌; মন্‌+ইনচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। ২। স্বর্গবেশ্যা বিঃ, শকুন্তলার জননী। মি (ক্ষেপণ করা)+নক কর্তৃ+আপ্‌; মন্‌+ইনচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

মেনা—১। 'মেনকা' দ্রঃ। ২। মাতৃস্তন। বি। ৩। শৃঙ্গহীন; ক্ষুদ্র-শৃঙ্গবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

মেনী—স্ত্রীজাতীয় বিড়াল। বাংপ্র। বি।

মেনীমুখো—লাজুক, যে কথা বলিতে সংকুচিত হয় এমন। মেনীর মুখ, ৬ষ্ঠীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে, অথবা, মেনির মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু+ও সমাসান্ত। বাংপ্র। বিণ।

মেনে—মনে হয়; কথার মাত্রা। প্রাদে। অ।

মেন্তাই—পণ্ডিতী, মুন্সীয়ানা। আ-মূলক। বি।

মেন্ধী—মেহদিগাছ, মেধীবৃক্ষ। মা—ইন্ধ্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

মেম—ইওরোপীয় স্ত্রীলোক। <ইং 'ma'am' (<madam)। বি।

মেমসাহেব—(সসম্মানে) মেম। (তাহা দ্রঃ)।

মেয়—পরিমাণের যোগ্য, পরিমেয়; অনুমেয়; জ্ঞেয়। মা+যৎ কর্ম। বিণ।

মেয়াদ—'মিয়াদ' দ্রঃ।

মেয়ে—১। স্ত্রী ('—লোক') বিণ। ২। স্ত্রীলোক; কন্যা; বালিকা। বাংপ্র। বি।

মেয়েলী—স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয়; স্ত্রীলোকের ন্যায়। মেয়ে+লী উচিতার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মেরজাই—একপ্রকার ছোট জামা। <ফা 'মীরজাই'। বি।

মেরাপ—মণ্ডপ; আচ্ছাদন। <আ 'মিহ্‌রাব'। বি।

মেরামত—ভাঙ্গাচুরা সারা, জীর্ণসংস্কার। <আ 'মরম্মৎ'। বি।

মেরামতি—জীর্ণসংস্কার-কার্য, মেরামতের

কাজ। মেরামত+ই স্বার্থে। আ-মূ। বি।

মেরু—পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত, pole [উত্তরপ্রান্ত উত্তরমেরু, এবং দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণমেরু]; সুমেরুপর্বত, হেমাদ্রি; খড়্গাদির মুষ্টিপ্রদেশ; পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া; জপমালার উপরিস্থ প্রধান বীজ; করমালার অঙ্গুলিপর্ব বিঃ। মি+রু কর্তৃ। বি; পুং।

মেরুদণ্ড—(ভূগোল) পৃথিবীর উত্তর-কেন্দ্র-ভেদী কাল্পনিক সরলরেখা, axis; পিঠের শিরদাঁড়া, backbone. মেরুযোজক দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মেরুদণ্ডী (-দণ্ডিন্)—(প্রাণিবিদ্যা) শিরদাঁড়াযুক্ত, vertebrate. মেরুদণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

মেরুরেখা—(ভূগোল) যে কল্পিত সরল রেখা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করিয়া গিয়াছে তাহা, পৃথিবীর অক্ষদণ্ড, earth's axis. মেরুযোজিকা রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মেল—১। মিলন, ঐক্য; জনতা, উৎসব-স্থানে বা দোকানে লোকারণ্য; মসী; অঞ্জন। মিল্ (মিলিত হওয়া)+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব, অধি, অথবা, অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। আদিকুল; বিবাহে কুলের মিল ('ফুলিয়া —'); কীর্তনে সমস্ত গায়কের কণ্ঠ মিল করিবার জন্য সুর ভাঁজা। বাংপ্র। ৩। ডাক ('—ট্রেন')। <ইং 'mail'. বি।

মেলক—১। সহবাস, সঙ্গ; সমূহ। মেল+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। ঐক্যকারক; যে ব্যক্তি মিলিত হয় সে; মিলনকারক। মিল্+ণিচ্ (=মেলি—মিলন করান)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মেলিকা**।

মেলন—মিলিত হওয়া; সভাদিতে লোক-সমাগম; একত্রকরণ। মিল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মেলা—১। বিশেষ উপলক্ষে কোন স্থানে বহুলোকের সমাগম; সাময়িক বাজার; প্রদর্শনী; সমাজ, সভা। মেল+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অনেক; প্রশস্ত। বিণ। ৩। মিশিয়া যাওয়া, মিলিত হওয়া; খুলা, উন্মীলিত করা ('চোখ —'); শুকাইবার জন্য ছড়াইয়া দেওয়া ('কাপড় —'); প্রাপ্ত হওয়া; খাপ খাওয়া; ঠিক হওয়া; মিলযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বি।

মেলানি—ভেট, উপহার; ভব। কপ্র।

মেলানো—১। মিলিত করা; মিশানো; তুলনা করা; লীন হওয়া; মিল করা। ক্রি [, বি]। ২। মিলিত; মিশ্রিত; তুলিত; লীন; মিল হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

মেলামেশা—সংসর্গ, সাক্ষাৎকার ও সঙ্গ। বাংপ্র। বি।

মেশা—মেলা, ঘনিষ্ঠ হওয়া; মিলিত হওয়া; মিশিয়া যাওয়া; সংসর্গে থাকা। <মিশ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মেশানো—১। মিশ্রিত করা; মিলানো। ক্রি। ২। যাহা মিশ্রিত করা হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ। [বি।

মেশামেশি—ঘনিষ্ঠতা, সংসর্গ। বাংপ্র।

মেষ—ভেড়া, মেড়া; দ্বাদশরাশির অন্তর্গত প্রথম রাশি; লগ্ন বিঃ; ওষধি বিঃ, চক্র-মর্দবৃক্ষ। মিষ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মেষী—মূত্র, প্রস্রাব; মেষ-স্ত্রী, ভেড়ী; ত্তিনিশবৃক্ষ; জটামাংসী। মেষ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মেস—নানাস্থানের বহুলোকের একত্র বাস ও আহারের স্থান। <ইং 'mess'. বি।

মেসিন—যন্ত্র, কল। <ইং 'machine'. বি।

মেসো—মাসীর স্বামী। মাসী+ও (<উয়া) স্বামী অর্থে। বাংপ্র। বি।

মেহ—১। মূত্র। মিহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ২। মূত্ররোগ বিঃ। মিহ্+ঘঞ্ করণ। ৩। মেষ। প্রা কপ্র। বি।

মেহগনি—একপ্রকার দামী কাঠ ও তাহার গাছ। <ইং 'mahogany'. বি।

মেহন—লিঙ্গ; মূত্র; মূত্রত্যাগ। বি; ক্লী।

মেহনত—খাটুনি, পরিশ্রম, কষ্ট; আয়াস। <আ 'মিহ্নৎ'। বি।

মেহনতি, মেহনতানা—বেতন, পারি-শ্রমিক। আ-মূ। বি। [বিণ।

মেহনতী—পরিশ্রমকারী, শ্রমিক। আ-মূ।

মেহমান—অতিথি; আগন্তুক। ফা। বি।

মেহেদি—মেদিগাছ; হেনা; দাড়ি চুল প্রঃ রং করিবার বৃক্ষজাত ক্ষুদ্র ফল বিঃ। <হি 'মেহ্দি'। বি।

মেহেরবান—দয়ালু। <ফা 'মিহ্রবান্'। বিণ। ['বি।

মেহেরবানি—অনুগ্রহ, দয়া। ফা-মূ।

মৈত্র—১। মিত্রতা; সৌহার্দ; সংসর্গ, সহযোগ। মিত্র+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বি; পুং। ৩। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**মৈত্রী**।

মৈত্রাবরুণ, মৈত্রাবরুণি—বশিষ্ঠ মুনি; অগস্ত্য। মিত্র (সূর্য) ও বরুণ=মিত্রাবরুণ; তদুত্তরে অণ্, ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মৈত্রী, মৈত্র্য—মিত্রতা, সৌহার্দ; সংসর্গ, সহযোগ। মিত্র+অণ্ ভাবে+ঈপ্; মিত্র+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

মৈত্রীকরণ—বন্ধুত্বকরণ, মিত্রতা-স্থাপন। চ্বিৎ। বি; ক্লী।

মৈত্রেয়—১। বন্ধুসম্বন্ধীয়। মিত্র+এয় সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী। ২। বুদ্ধদেব; মুনি বিঃ; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। মিত্রা, মিত্র+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। ৩। উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

মৈত্র্য—'মৈত্রী' দ্রঃ।

মৈথিল—১। মিথিলারাজ, জনক। মিথিলা+অণ্ অধিপতি অর্থে। বি; পুং। ২। মিথিলাসম্বন্ধীয়। মিথিলা+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -লী। **মৈথিল ভাষা**—মিথিলার ভাষা [কবি বিদ্যাপতি এই ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন]।

মৈথিলী—১। সীতা; ভাষা বিঃ (কবি বিদ্যাপতির ভাষা)। বি; স্ত্রী। ২। মিথিলাদেশসম্বন্ধীয় মিথিলাদেশজাত। মিথিলা+অণ্ ভবার্থে, নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মৈথুন—সুরত, রতিক্রিয়া। মিথুন+অণ্ সম্বন্ধার্থে, নির্বৃত্তার্থে। বি; ক্লী।

মৈনাক—পর্বত বিঃ, মেনকাপুত্র, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। মেনকা+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মো—১। আমি। সর্ব। ২। মোহ; মায়া। প্রা কপ্র। বি। [বি; পুং।

মোকদ্দমা—মামলা। <আ 'মুকদ্দমহ্'।

মোকররী—নির্দিষ্ট খাজানায় চিরভোগ্য ('— জমি')। আ-মূ। বিণ।

মোকাবিলা—১। নিষ্পত্তি; সম্মুখবর্তিতা। বি। ২। সাক্ষাতে বর্তমান; রুজু। <আ 'মুকাবলহ্'। বিণ।

মোকাবিলা-বিবাদী—কোন মকদ্দমায় যে সব অপ্রধান বিবাদী থাকে তাহারা, Proforma defendants. কর্মধা। বি।

মোকাম—আড্ডা; ব্যবসায়স্থান; গৃহ; ঠিকানা; গন্তব্য-স্থান; (সংগীত) সম। <আ 'মুকাম'। বি।

মোক্তা (-ক্তৃ)—মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা। মুচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ।

মোক্তার—আদালতের কোন কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী, attorney; ফৌজদারী মকদ্দমাকারী সর্ব-নিম্ন ব্যবহারাজীব। <আ 'মুখ্তার'। বি।

মোক্তারনামা—মোক্তার নিযুক্ত করিবার পত্র, power of attorney. মোক্তার+নামা লিপি অর্থে। আ-মূ। বি।

মোক্ষ—১। মুক্তি, নিত্যসুখপ্রাপ্তি, অপবর্গ; মোচন; পরিত্রাণ; মৃত্যু, মরণ। মোক্ষ্+ঘঞ্ ভাব। ২। পাটলাবৃক্ষ। মোক্ষ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

মোক্ষণ—মোচন, উদ্ধার করণ; বাহির করিয়া দেওয়া ('রক্ত—')। মোক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; পুং।

মোক্ষদা—১। মুক্তিদায়িনী। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। উপভৎ; মোক্ষ—দা+ক কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী।

মোক্ষধাম (-ধামন্)—কৈবল্যধাম, নির্বাণাশ্রম।। মোক্ষের ধাম (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মোক্ষপদ—মুক্তিরূপ বস্তু, মুক্ত ব্যক্তির অবস্থা। মোক্ষই পদ, কর্মধা। বি; ক্লী।

মোক্কম—শক্ত; নির্ঘাত। <আ 'মুহ্‌কম্'। বিণ।

মোক্ষলাভ—মুক্তিপ্রাপ্তি; জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে অব্যাহতিলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মোখাদিম—মৌলবী বা মুসলমান গুরু; (তাহা হইতে) দৃঢ়মূল বস্তু ("সে যে মোখাদিম, নহে তো বেতস"—কুমুদরঞ্জন)। আ। বি।

মোগল—বাবর কর্তৃক ভারতে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ; তাতার জাতির শাখা বিঃ। <ফা 'মুঘল'। বি।

মোগলাই—১। মোগল-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ব্যঞ্জন বিঃ। মোগল+আই। ফা-মূ। বি।

মোঘ—ব্যর্থ, বন্ধ্য, বিফল; হীন। মুহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

মোচ—১। কলা, কদলীফল। মুচ্+অচ্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। কলম অথবা এই-রূপ অন্ত বস্তুর অগ্রভাগ, নিব। বাংপ্র। ৩। গোঁফ। <শ্মশ্রু। বি।

মোচক—১। কলাগাছ, কদলীবৃক্ষ; শোভাঞ্জন-বৃক্ষ; মোক্ষক। বি; পুং। ২। মুক্ত; বৈরাগ্যযুক্ত। মুচ্+ণক কর্তৃ। ৩। মুক্তিকারক। মুচ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মোচিকা**।

মোচড়—পাক, twist. বাংপ্র। বি।

মোচড়ানো—পাক দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মোচন—১। মুক্তি। মুচ্+অনট্ ভাব। ২। মুক্তকরণ; পরিত্রাণকরণ; ত্যাগকরণ; খোলা, উদ্ঘাটন; অপনোদন। মুচ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। দস্ত; শাঠ্য। মুচ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

মোচা—১। কলাগাছ, কদলীবৃক্ষ; শাল্মলী-বৃক্ষ। মোচ+আপ্। ২। কলার ফুল, কলার ফলের মঞ্জরী। বাংপ্র। বি।

মোচ্য—ছাড় পাওয়ার উপযুক্ত, মুক্তিযোগ্য। মুচ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

মোছ—গোঁফ। <শ্মশ্রু। বি।

মোছা—পোঁছা। <'প্র-উঞ্ছ'-ধাতু। ক্রি।

মোছানো—মুছাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মোজা—পায়ে পরিবার সুতা পশম ইঃর আবরণ। <ফা 'মোজহ্'। বি।

মোট—১। মাথায় বোঝা, মস্তক দ্বারা বহনীয় বস্তু; ভার, বোঝা। বি। ২। একুন, সমুদায়; সংক্ষেপে উক্ত, সার। বাংপ্র। বিণ।

মোটের উপর—সব কিছু বিচার-বিবেচনা করিয়া।

মোটন—মটকানো; পেষণ; চূর্ণন, গুঁড়া করা; মোচড়ানো। মুট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মোটর—হাওয়া-গাড়ি; অন্ত যন্ত্র চালনাকারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিঃ। <ইং 'motor'. বি।

মোটরগাড়ি—হাওয়া-গাড়ি, মোটরকার। মোটর-চালিত গাড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

মোটা—মাংসল, স্থূল, পীবর; মিহি নয় এমন, অসূক্ষ্ম; যাহাতে নৈপুণ্য নাই এমন; ভোঁতা; সাদাসিধা; বড়, প্রচুর; অধিক ('— বেতন', '— টাকা')। মোট+আ তুল্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

মোটামুটি—গড়ে; স্থূল হিসাবে, স্থূল বিচারে; একরূপ; মোটের উপর। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

মোটাসোটা—হৃষ্টপুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

মোটে—একেবারে; আদতে; সম্পূর্ণরূপে; সর্বসাকুল্যে; কেবল। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মোট্টায়িত—প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর স্মরণ ও দর্শনে মনোগত উল্লাসের বাহিরে প্রকাশ। বি; ক্লী।

মোড়—১। গরু প্রঃর স্তন; রাস্তা ঘুরিবার জায়গা, বাঁক। বাংপ্র। ২। ময়ূর, মুকুট; বিবাহের কন্যার মস্তকস্থ মুকুট; মস্তক। প্রা কপ্র। বি।

মোড়ই—ঘুরায়, মোচড়ায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

মোড়ক—পুরিয়া, কাগজ ইঃর আবরণ। বাংপ্র। বি।

মোড়ন—বক্রকরণ; আচ্ছাদন। বাংপ্র। বি।

মোড়ল—প্রধান ব্যক্তি, মাতব্বর প্রজা। <মণ্ডল। বি।

মোড়লি—১। মোড়লের কাজ; মাতব্বরি, সর্দারি। মোড়ল+ই ভাবে বা কর্মার্থে। বাংপ্র। বি। ২। মুড়াইলে, মোচন করিলে; নষ্ট করিলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

মোড়া—১। বংশ ও বেত্রনির্মিত উঁচু আসন বিঃ; আলস্য-ভঙ্গ; মোড়ক; পাক, মোচড়। বি। ২। আবৃত। বাংপ্র। বিণ।

মোড়া, মোড়ানো—১। ঘুরানো; নষ্ট করা; পরিত্যাগ করা। প্রা কপ্র। ২। আবৃত করা, মোড়ক করা, জড়ানো; ভাঁজ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মোড়ি—মোটন করিয়া; বাঁকাইয়া; ফিরাইয়া ("জোরি ভুজযুগ মোড়ি বেঢ়ল"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

মোণ্ডা—মিষ্টান্ন বিঃ, গোল্লা সন্দেশ। বাংপ্র। বি। [[, বি]।

মোতা—প্রস্রাব করা। বাংপ্র। ক্রি

মোতানো—প্রস্রাব করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

মোতাবেক—সামনাসামনি; মিলযুক্ত; অনুসারে। <আ 'মুতাবিক'। বিণ।

মোতায়েন—নিযুক্ত; স্থিরীকৃত। <আ 'মুতআইন'। বিণ।

মোতাল্লিক—সংশ্লিষ্ট, সম্বন্ধীয়; মিলিত। আ। বিণ। [বি।

মোতি, মোতিম—মুক্তা। <মৌক্তিক।

মোতিচুর—মিহিদানা। বাংপ্র। বি।

মোতিয়া—একপ্রকার বড় বেলফুল। বাংপ্র। বি।

মোৎফরক্কা—বিবিধ। আ। বিণ।

মোদক—১। মোয়া, নাড়ু; মিঠাই; মধুর আস্বাদযুক্ত কবিরাজী বাজীকরণ ঔষধ বিঃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। ময়রা, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাগর্ভে জাত জাতি। বি; পুং। ৩। হর্ষকারক, আহ্লাদজনক। মুদ্+ণিচ্ (=মোদি—হৃষ্ট করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মোদিকা**।

মোদন—আহ্লাদ, হর্ষ, আনন্দ। মুদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মোদিত—১। আনন্দিত, হর্ষিত, আহ্লাদিত; আমোদিত। মুদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। হর্ষজনন। মোদি+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

মোদী (মোদিন্)—১। হর্ষযুক্ত। মোদ +ইন্ আছে অর্থে, অথবা, মুদ্+ণিন্ কর্তৃ। ২। আনন্দদায়ক। মুদ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মোদিনী**।

মোদী—'মুদি' দ্রঃ।

মোদের—আমাদের; আমাদিগকে। কপ্র। সর্ব।

মোদ্দা—কিন্তু; মোট, সার। <আ 'মুদ্দআ'। বিণ।

মোনা—ঢেঁকির মুষলের অগ্রভাগের লৌহ-বলয়। বাংপ্র। বি।

মোম—শিক্‌থক, মৌচাকজাত বস্তু; wax. ফা। <মধূখ। বি।

মোমছাল—মনঃশিলা। <মনঃশিলা। বি।

মোমজামা—মোম ইঃ মাখানো কাপড় যাহা জলে ভেজে না। বাংপ্র। বি।

মোমঢালা—যে কাপড়ে মোম বা ঐরূপ তৈলাক্ত পদার্থ লিপ্ত থাকাতে জলে ভিজে না তাহা। বহু। বাংপ্র। বি।

মোমবাতি—চর্বি বা মোমে প্রস্তুত বাতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

মোমিন—গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ। আ। বি। [সর্ব।

মোয়—আমাকে; আমাতে। প্রা কপ্র।

মোয়া, মোআ—মুড়ি খই প্রঃর লাড়ু। <মোদক। বি।

মোয়াজ্জিম—মুয়াজ্জিম (তাহা দ্রঃ)।

মোর—আমার। কপ্র। সর্ব।

মোরগ—কুক্কুট।। <ফা 'মুর্গ'। বি; পুং। স্ত্রী—**মুরগী, মুর্গী**।

মোরব্বা—চিনির রসে পাক-করা ফলমূলের মিঠাই। <আ 'মুরব্বা'। বি।

মোরা, মোরে—আমরা, আমাকে। কপ্র। সর্ব।

মোলাকাত—সাক্ষাৎ, দেখাশুনা। <আ 'মুলাকাত'। বি। [বিণ।

মোলায়েম—নরম। <আ 'মুলাইম'।

মোল্লা—মুসলমান-পুরোহিত; ইসলাম-ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। <আ 'মুল্লা'। বি।

মোষ—মহিষ। বাংপ্র। বি।

মোসলেম—'মুসলিম' দ্রঃ।

মোসাহেব—চাটুকার; বড়লোকের তোষামুদকারী সঙ্গী। <আ 'মুসাহিব'। বি।

মোসাহেবি—স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন ভাবে আনুগত্য প্রকাশ; চাটুকারিতা। মোসাহেব+ই ভাবে, কর্মার্থে। আ-মু। বি।

মোহ—অচৈতন্য, মূর্চ্ছা; মূর্খতা, অজ্ঞতা; অবিবেক; মায়া, অবিদ্যাবৃত্তি বিঃ; দেহাদিতে আত্মাভিমান; অবুদ্ধি। মুহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

মোহঘোর—মোহজনিত ভ্রম; অত্যধিক মোহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

মোহড়া—'মহড়া' দ্রঃ।

মোহন—১। মোহজনক, মুগ্ধকারক। বিণ। ২। কন্দর্পের বাণ বিঃ; ধুস্তুর বৃক্ষ। মুহ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। মুগ্ধ-করণ। মোহি+অনট্ ভাব। ৪। সুরত। মোহি+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

মোহনভোগ—সুজি চিনি ঘি-এর মিষ্টান্ন বিঃ; হালুয়া। বাংপ্র। বি।

মোহনমালা—একপ্রকার সোনার হার। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মোহনা, মোহানা—নদীমুখ, সাগরাদিতে নদীর পতন স্থান। <মুখ। বি।

মোহনিদ্রা—১। মোহরূপ সুপ্তি, অজ্ঞানরূপ নিদ্রা। রূপক কর্মধা। ২। মায়াজনিত সুপ্তি। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মোহনিয়া—মনোমোহকর নায়ক। কপ্র। বি।

মোহন্ত—মোহান্ত (তাহা দ্রঃ)।

মোহবদ্ধ—মায়ার বন্ধন যে ছিন্ন করিতে পারিতেছে না এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

মোহবন্ধন—মায়াপাশ; অজ্ঞানরূপ বন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

মোহমদ—অজ্ঞানজনিত গর্ব। মোহজনিত মদ (গর্ব), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মোহমন্ত্র—মোহকারক মন্ত্র বা বাক্য। মোহজনক মন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

মোহময়—মায়াপূর্ণ; অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। মোহ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

মোহমুগ্ধ—অজ্ঞানতা হেতু মুগ্ধ, অজ্ঞানতায় বিভোর, মায়াচ্ছন্ন। ৩য়াতৎ। বিণ।

মোহর—১। স্বর্ণমুদ্রা; সীলমোহর বা তাহার ছাপ। <ফা 'মুহর্'। বি। ২। আমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

মোহরত—ব্যবসায়ীর নূতন খাতা পত্তন। <আ 'মোহলৎ'। বি।

মোহরী—জলনিঃসরণের মুখ। বাংপ্র। বি।

মোহানা—'মোহনা' দ্রঃ।

মোহান্ত, মোহন্ত—মঠ বা দেবালয়ের অধ্যক্ষ। বাংপ্র (মোহের অন্ত হইয়াছে যাহার এই অর্থ হইতে)। বি; পুং।

মোহিত—১। মোহপ্রাপ্ত। মোহ+ইতচ্ জাতার্থে। ২। মোহপ্রাপিত, যাহাকে মুগ্ধ করা হইয়াছে এমন। মুহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মোহিনী—১। মোহকারিণী ('— বিদ্যা'); যে মন মুগ্ধ করে এমন ('— নারী')। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বর্গবেশ্যা বিঃ; মন্ত্রোক্ত বিষ্ণু বিঃ। মোহ+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, মোহি (মুগ্ধ করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মোহী (মোহিন্)—১। মোহপ্রাপ্ত। মুহ্+ণিন্ কর্তৃ। ২। মোহকারক। মুহ্+ণিচ্ (-মোহি)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

মোহে—আমাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

মোহোর—আমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

মৌ—মধু, পুষ্পরস, মকরন্দ। <মধু। বি।

মৌক্তিক—মুক্তা, মতি। মুক্তা+ইক স্বার্থে। বি; ক্লী।

মৌখরি—১। মুখর-বংশজাত। মুখর+ইঞ্ জাতার্থে। বিণ। ২। মগধের প্রাচীন রাজবংশ বিঃ। বি।

মৌখর্য(র্য্য)—বাচালতা, মুখরতা। মুখর+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী।

মৌখিক—যাহা আন্তরিক নয় এমন, বাহ্য; মুখসম্বন্ধীয়; বাচনিক; কথ্য। মুখ+ইক সম্বন্ধার্থে, কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

মৌচাক—মধুচক্র। ৬ষ্ঠীতৎ। <মধুচক্র। বি।

মৌজা—গ্রাম। আ। বি।

মৌঞ্জীবন্ধ, -বন্ধন—উপনয়নকালে মুঞ্জতৃণনির্মিত মেখলা পরিধান করানো। মৌঞ্জীর বন্ধ, বন্ধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

মৌড়—টোপর, মুকুট। প্রা কপ্র। বি।

মৌড়লা—চূড়া। প্রা কপ্র। বি।

মৌতাত—নেশা, মাদক-সেবন; নেশা করার আগ্রহ, নিয়মিত সময়ে মাদকদ্রব্য সেবনের অত্যধিক ইচ্ছা। <মত্ততা। বি।

মৌতাত চড়ানো—ঠিক সময়ে নেশা করা। **মৌতাত ধরা**—শরীরে নেশার ক্রিয়া আরম্ভ হওয়া। **মৌতাত লাগা**—নেশা লাগা; নেশার সময়ে মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা জাগা।

মৌদ্গল্য—মুদ্গলমুনিপুত্র, গোত্রকারক ঋষি বিঃ। মুদ্গল+যঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

মৌন—১। নীরবতা, তুষ্ণীভাব, কথা না বলা, চুপ। মুনি+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। নীরব, নিঃশব্দ। মৌন (১)+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

মৌনতুণ্ড—নতমুখ। বহু। বিণ।

মৌনব্রত—নীরব থাকিবার নিয়ম। মৌনই ব্রত (নিয়ম), কর্মধা। বি; ক্লী।

মৌনব্রতী (-ব্রতিন্)—যে নিয়মপূর্বক কথা বলে না এমন, মৌনী, মৌনাবলম্বী। মৌনব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ব্রতিনী**।

মৌনভঙ্গ—প্রথম কথা বলা; চুপ করিয়া থাকিবার পর কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মৌনভাব—চুপ করিয়া থাকা। কর্মধা। বি; পুং।

মৌনাবলম্বন—নীরব হওয়া, চুপ করিয়া থাকা। মৌনের (১) অবলম্বন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

মৌনী (মৌনিন্)—১। মুনি, তপস্বী। বি; পুং। ২। মৌনব্রতধারী, যে কথা কহে না এমন। মৌন+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মৌনিনী**।

মৌমাছি—মধুমক্ষিকা। মৌ-সংগ্রাহিকা মাছি, মধ্যপ কর্মধা। বি।

মৌরলা—একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। <মুরলা। বি।

মৌরসী, মৌরুসী—পুরুষানুক্রমে ভোগ্য। <আ 'মৌরূস'। বিণ।

মৌরি, মউরি—মসলা বিঃ, aniseed. <মধুরিকা। বি।

মৌর্বী(র্ব্বী)—ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা। মূর্বা+অণ্ নির্মিতার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৌর্য(র্য্য)—চন্দ্রগুপ্ত; চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় লোক। মুরা+অণ্ অপত্যার্থে (কাহারও কাহারও মতে 'মোর' বা 'মউর' নামক প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির নাম হইতে 'মৌর্য'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে)। বি; পুং।

মৌর্য(র্য্য)বংশ—চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মগধের রাজবংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

মৌল—১। আদ্য; মূলসম্বন্ধীয়; আদিম

ভূম্যাদির মূলজাত ; মোড়ল ; মূলাগত। মূল+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—**মৌলী**। ২। (রসায়ন) কেবল একরকম পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন বস্তু, element. ৩। মহুয়া গাছ এবং তাহার ফল। বাংপ্র। বি।

মৌলবী—মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। <আ 'মৌল্‌বী'। বি।

মৌলানা—মুসলমান পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। আ। বি।

মৌলি—চূড়া, শিখা ; সংযতকেশ, খোপা ; কিরীট, মুকুট ; মস্তক ; অগ্রভাগ ; অশোকবৃক্ষ। মূল+ইঞ্ অদূরভবার্থে। বি ; পুং।

মৌলিক—১। ধাতুগত ; মূলসম্বন্ধীয় ; মূলীভূত, প্রধানস্বরূপ ; প্রথমে উদ্ভাবিত ; অনন্যতন্ত্র ; আদিম। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। অকুলীন, বংশজ। মূল+ইক সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বি ; পুং। **মৌলিক পদার্থ**—জগতের উপাদানীভূত অমিশ্র দ্রব্য, element.

মৌলী—১। কিরীট ; অগ্রভাগ ; মস্তক ; সংযত কেশ, চূড়াবাঁধা ফুল ; কেশ ; ভূমি। মৌলি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মূলসম্বন্ধীয়। মৌল+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মৌষল—১। মুষলসদৃশ। বিণ। স্ত্রী, **-লী**। ২। মহাভারতান্তর্গত ষোড়শ পর্ব। মুষল+অণ্ সদৃশার্থে, সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী।

মৌসুম—ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ এশিয়ার বর্ষাসৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহ, monsoon ; কাল, ঋতু ; মরসুম, বেশী ক্রয়-বিক্রয়ের সময়। <আ 'মৌসিম'। বি।

মৌসুমী—কোন বিশেষ সময়ের ; বর্ষাকালীন ; মরসুমী। মৌসুম+ই সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বিণ।

ম্যাও—বিড়ালের ডাক ; দায়িত্ব, ঝুঁকি ; ঝঞ্ঝাট। ধ্বন্যাত্মক অ।

ম্যাগাজিন—সাময়িক পত্রিকা। <ইং 'magazine'. বি।

ম্যাচ—দিয়াশলাই ; ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। <ইং 'match.' বি।

ম্যাজম্যাজ—ঈষৎ অসুস্থতার ভাব। বাংপ্র। অ। বিণ—**ম্যাজমেজে**।

ম্যাজিস্ট্রেট—জিলার শাসনকর্তা। <ইং 'magistrate'. বি।

ম্যাজেন্টা—ঈষৎ বেগুনী আভাযুক্ত লাল রং বিঃ। <ইং 'magenta'. বি।

ম্যানেজার—প্রধান পরিচালক, অধ্যক্ষ। <ইং 'manager'. বি।

ম্যাপ—মানচিত্র। <ইং 'map'. বি।

ম্যালেরিয়া—একপ্রকার কম্পজ্বর। <ইং 'malaria'. বি।

ম্রক্ষণ—১। মিশ্রণ, এক দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্যের সংযোজন ; লেপন, মাখা। ম্রক্ষ্+অনট্ ভাব। ২। তৈল। ম্রক্ষ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

ম্রদিষ্ঠ, ম্রদীয়ান্ (ম্রদীয়স্)—অতিমৃদু। মৃদু (কোমল)+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ঠা, -য়সী**।

ম্রিয়মাণ—দুঃখিত ; মৃতকল্প, মৃতপ্রায় ; অবসন্ন। মৃ+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ম্লান—বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন ; কান্তিহীন ; মলিন ; বিশীর্ণ ; দুর্বল ; শ্রান্ত, ক্লান্ত। ম্লৈ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ম্লানমুখ—১। বিষণ্ণ বদন। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার বদন বিষাদযুক্ত এমন, বিষণ্ণবদন। ম্লান মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী **-মুখা, -মুখী**।

ম্লানি—মালিন্য, কান্তিক্ষয় ; বিষাদ ; গ্লানি। ম্লৈ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ম্লেচ্ছ—১। অসভ্য জাতি বিঃ ; কিরাত, শবর ; যবন, অহিন্দু। বি ; পুং। ২। পাপিষ্ঠ, পাপী। ম্লেচ্ছ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। অপশব্দ। ম্লেচ্ছ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

ম্লেচ্ছাচার—১। ম্লেচ্ছজাতির ব্যবহার ; কদাচার, গর্হিত আচার-ব্যবহার। ম্লেচ্ছের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, ম্লেচ্ছোচিত আচার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। কদাচার-পরায়ণ ; ম্লেচ্ছের ন্যায় আচারযুক্ত। ম্লেচ্ছের আচারের ন্যায় আচার যাহার, বহু। বিণ।

ম্লেচ্ছাচারী (-চারিন্)—ম্লেচ্ছের ন্যায় কদাচারপরায়ণ। ম্লেচ্ছাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

[য]

য—১। ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু ; ইহা অন্তঃস্থ ও ঘোষবৎ বর্ণ]। ২। যশঃ ; বায়ু। বি ; পুং। ৩। গমনকর্তা। যা (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ৪। সংযম। যম্ (নিবৃত্ত হওয়া)+ড ভাব। ৫। যম। যম্+ড কর্তৃ। বি ; পুং। ৬। 'যত'র সংক্ষেপ ('য বার', 'যটা')। প্রাদে। ৭। 'যব'-এর সংক্ষেপ ("য জানে যাঁতা জানে, যে পেষে সে জানে"—প্রবাদবাক্য) ; এক ইঞ্চির এক-চতুর্থাংশ ('এক য পেরেক')। ৮। প্রাচীন বাঙ্গালার ৭মী বিভক্তির চিহ্ন (বনয়=বনে)।

যক—যক্ষ ; ধনাধিপতি কুবের ; ভূগর্ভপ্রোথিত ধনরাশির রক্ষক ভূতযোনিপ্রাপ্ত বালক ; অতিশয় কৃপণ ব্যক্তি। <যক্ষ। বি। **যক আগলানো**—কার্পণ্য করা। **যক দেওয়া**—প্রাচীন কালের কুসংস্কারাপন্ন কৃপণ লোকে নিজ অর্থাদি সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি বালককে অর্থাদিসহ জীবন্ত পুতিয়া ফেলিত। সেই বালক মরিয়া যক হইয়া টাকা আগলাইত বলিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের ধারণা। ইহাকে যক দেওয়া বলে।

যকের ধন—অতি কৃপণের অর্থ ; যক-দেওয়া অর্থ। [বি ; পুং।

যকার—'য' এই বর্ণ। য+কার স্বার্থে।

যকৃৎ—কুক্ষিমধ্যে দক্ষিণভাগস্থ, পিত্তনিঃসারক গ্রন্থিময় যন্ত্র, পিত্তাশয়, liver ; রোগ বিঃ। য (যম্+ক্বিপ্)—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

যক্ষ—দেবযোনি বা উপদেবতা বিঃ, কুবেরের অনুচর ; ধনরক্ষক ; কুবের ; কুবেরের ধন ; ইন্দ্রভবন ; (ব্যঙ্গার্থে) অতি কৃপণ ব্যক্তি। যক্ষ্ (পূজা করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

যক্ষরাজ—কুবের। যক্ষদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

যক্ষরাত্রি—কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রি। যক্ষপ্রিয়া রাত্রি মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

যক্ষাবাস—'যক্ষতরু' দ্রঃ। [বা বিণ।

যখ্খি—যক্ষ ; অতিশয় কৃপণ। বাংপ্র। বি

যক্ষিণী—যক্ষভার্যা ; কুবেরের পত্নী ; পিশাচী ; বিদ্যাধরী। যক্ষ্ (পূজা)+ইন্ আছে অর্থে +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

যক্ষী—যক্ষের পত্নী ; কুবেরের পত্নী ; পিশাচী। যক্ষ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

যক্ষেন্দ্র, যক্ষেশ—কুবের। যক্ষদিগের ইন্দ্র ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

যক্ষ্মা (যক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগ, Phthisis. যক্ষ্ (পূজা করা)+মনিন্ অধি। বি ; পুং।

যখ—যক (তাহা দ্রঃ)।

যখন—যে সময়ে, যৎকালে ; যে অবস্থায় ; যেহেতু। <যৎক্ষণ। অ।

যখনকার—যৎকালীন ; যে সময়ের। যখন+কার ৬ষ্ঠী স্থানে। বিণ।

যখন-তখন—প্রায় সব সময় ; ঘন ঘন ; অনির্দিষ্ট বা অসংগত সময়ে ; মাঝে মাঝে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

যগ্‌ডুমুর—যজ্ঞডুমুর (তাহা দ্রঃ)।

যছু—যাহার ("কুলজা রীতি ছোড়লু যছু লাগি"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। সর্ব।

যজন—পূজন ; যজ্ঞকরণ, যাগকরণ। যজ্ (পূজা করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

যজনীয়—যজনযোগ্য, যাগকরণের উপযুক্ত। যজ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

যজমান—যজ্ঞকারক, যষ্টা, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাপক, ব্রতী ; যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া কর্ম করায় ; মহাদেবের অষ্টমূর্তিমধ্যে প্রধান মূর্তি। যজ্+শানচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

যজানো—পৌরোহিত্য করা ; সব বর্ণকে একাকার করা ; যাজন করা ; বড় করা, বাড়ানো ; তুষ্ট করা ; অপবিত্র করা ; একত্র করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

যজুঃ (যজুস্), (>যজু)—দ্বিতীয় বেদ [দুই ভাগে বিভক্ত - কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ]। যজ্+উস্ করণ। বি ; ক্লী।

যজুর্বে(র্ব্বে)দ—শতশাখাযুক্ত বেদ বিঃ। যজুর্নামক বেদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

যজুর্বে(র্ব্বে)দী (-দিন্)—যজুর্বেদবেত্তা ; যজুর্বেদানুসারে কর্মকারী। উপতৎ ; যজুস্ —বিদ্ (জানা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ।

যজ্ঞ—যাগ, ক্রতু, অধ্বর, হোম। যজ্+নঙ্ ভাব। বি ; পুং।

যজ্ঞকর্তা (-র্তৃ), **-কর্ত্তা** (-র্ত্তৃ)—যে যজ্ঞ করে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

যজ্ঞকুণ্ড—যজ্ঞ করিবার আধার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা ক্লী।

যজ্ঞকৃৎ—যাজক, যাগকর্তা, যে যাগ করে। উপতৎ ; যজ্ঞ—কৃ (করা)+কিপ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

যজ্ঞডুমুর—একপ্রকার বড় ডুমুর বা ঐ গাছ। <যজ্ঞোডুম্বর। বি।

যজ্ঞদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—১। রাক্ষস। বি ; পুং। ২। যজ্ঞের বিঘ্নকারী। যজ্ঞ—দ্বিষ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী**।

যজ্ঞপশু—ছাগ ; ঘোড়া, অশ্ব। যজ্ঞের পশু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

যজ্ঞপাত্র—যে পাত্রে যজ্ঞ করা হয় তাহা। ।বি ; ক্লী। [বি ; পুং।

যজ্ঞপুরুষ—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। ৬ষ্ঠীতৎ।

যজ্ঞবিদ্বেষী (-ষিন্)—যজ্ঞদ্বেষী (সকল অর্থে)। যজ্ঞ—বি—দ্বিষ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী**।

যজ্ঞবেদি, -বেদিকা, -বেদী—যজ্ঞ করার জন্য মাটির তৈয়ী উঁচু জায়গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

যজ্ঞভূমি—যে স্থানে যজ্ঞ করা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

যজ্ঞসূত্র—পইতা, যজ্ঞোপবীত। যজ্ঞ-সংস্কৃত সূত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

যজ্ঞাঙ্গ—১। যজ্ঞ করার জন্য প্রয়োজনীয় সোমলতাদি ; যজ্ঞডুমুরের গাছ ; খয়ের গাছ। বি ; পুং। ২। যজ্ঞের অবয়ব। যজ্ঞের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

যজ্ঞিয়—১। যজ্ঞকর্মের যোগ্য ; যজ্ঞের পক্ষে হিতকারী। বিণ। ২। দ্বাপরযুগ। যজ্ঞ+ইয় হিতার্থে, যোগ্যার্থে। বি ; পুং।

যজ্ঞীয়—১। যজ্ঞসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। যজ্ঞডুমুরের গাছ। যজ্ঞ+ঈয় সম্বন্ধার্থে, প্রয়োজনার্থে। বি ; পুং।

যজ্ঞেশ্বর—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। যজ্ঞের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

যজ্ঞোডুম্বর—যজ্ঞডুমুর। যজ্ঞ-প্রয়োজনীয় উডুম্বর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

যজ্ঞোপবীত—পইতা, যজ্ঞসূত্র। যজ্ঞ-সংস্কৃত উপবীত (সূত্র), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

যৎ (যদ্)—যে, যাহা [বাংলায় সাধারণতঃ সমাসের পূর্বপদ]। যজ্+আদি কর্তৃ। সর্ব, বিণ।

যৎ—তবলার আটমাত্রার (মতান্তরে সপ্তমাত্রিক) তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

যত -১। সংযত, বদ্ধ ; নিগৃহীত ; অনুষ্ঠিত ; নিয়মিত। যম্ (নিবৃত্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সংযম ; পা দিয়া হাতি তাড়ন। যম্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ৩। যে-পরিমাণ, যাহা কিছু সমস্ত। <যতি। বিণ।

যত কিছু—সব কিছু, যত রকম আছে সব ; যে পরিমাণ। বাংপ্র। বিণ।

যতন—যত্ন, চেষ্টা, উদ্‌যোগ। <যত্ন। বি ; ক্লী।

যতব্রত—দৃঢ়ব্রত, যথানিয়মে নিত্যনৈমিত্তিক উপাসনাদি কর্মের অনুষ্ঠানকারী। যত ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

যতমান—যত্নকারী, যত্নবিশিষ্ট। যত্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

যতাত্মা (যতাত্মন্)—সংযতচিত্ত, যাহার মনোবৃত্তি বশীভূত আছে এমন। যত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

যতি—১। মুনি, তপস্বী ; ভিক্ষু, পরিব্রাজক। যত্+ইন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। শ্লোকাদির উচ্চারণে জিহ্বার বিশ্রামস্থান, পাঠবিচ্ছেদ, pause, caesura ; ক্রোধ ; সন্ধি ; অনুভূতি। যম্+ক্তি অধি। ৩। বিধবা। যম্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

যতিচিহ্ন—উচ্চারণের বিরামনির্দেশক কমা দাঁড়ি প্রঃ চিহ্ন। যতিসূচক চিহ্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

যতিপাত, -ভঙ্গ—যে স্থানে যতি থাকা বিধেয় তাহা না থাকা জনিত দোষ ; যতি না থাকায় ছন্দঃপতন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

যতী (যতিন্)—সন্ন্যাসী ; জিতেন্দ্রিয় মুনি। যত (যম্+ক্ত ভাব)+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

যতীন্দ্র—শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। যতীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি বা বিণ। [কপ্র। বিণ।

যতেক—সমস্ত ; যে পরিমাণ ; যতগুলি।

যৎকিঞ্চিৎ—কিছু, কিয়ৎপরিমাণ। যৎ কিঞ্চিৎ, সুপ্। অ ; বিণ।

যত্ন—১। চেষ্টা, উদ্‌যোগ ; প্রয়াস ; সেবা, শুশ্রূষা ; ঐকান্তিক মনোযোগ ও চেষ্টা ; প্রবৃত্তি ; পরিশ্রম ; উদ্যম ; (বৈশেষিক-মতে) গুণ বিঃ। যত্+নঙ্ ভাববা। বি ; পুং। ২। আদর ; সাবধানতা। বাংপ্র। বি।

যত্নপূর্ব(র্ব্ব)ক—যত্নের সহিত ; সাবধানে। যত্ন পূর্বে যাহার, বহু+ক সমাসান্ত, এরূপে। ক্রি-বিণ।

যত্নবান্ (-বৎ)—সচেষ্ট, চেষ্টান্বিত, উদ্যমযুক্ত। যত্ন+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

যত্নশীল—যত্নবান্, চেষ্টান্বিত। যত্ন শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

যৎপরিমিত—যে পরিমাণ, যতটা। ৩য়াতৎ। বিণ।

যৎপরোনাস্তি—যার-পর-নাই, অতিশয়। যৎ+পরঃ+ন+অস্তি। সংস্কৃত বাক্য। বিণ।

যত্র—১। যথায়, যেখানে ; যে বিষয়ে। যদ্+ত্র (সপ্তমী স্থানে)। অ। ২। যে পরিমাণ ('যত্র আয় তত্র ব্যয়')। বাংপ্র। বিণ।

যত্রতত্র—যথাতথা, যেখানে-সেখানে। যত্র+তত্র। অ। [বিণ।

যৎসামান্য—অল্পমাত্র, যৎকিঞ্চিৎ। বাংপ্র।

যথা—সাদৃশ্য ; যেমন ; যৎপরিমাণ ; যেমন—সেইরূপ ; নির্দিষ্ট ; যে স্থানে বা বিষয়ে ; দৃষ্টান্তসূচক ; যোগ্য ; যেখানে ; বীপ্সা ; সত্য ; অনতিক্রম ; স্বার্থ। যদ্+থাল্ প্রকারার্থে। অ।

যথাকথা—সত্যকথা, খাঁটি কথা। সুপ্। বি ; স্ত্রী। [সুপ্। বিণ।

যথাকর্ত(র্ত্ত)ব্য—যেমন করা উচিত তেমন।

যথাকাম—যেমন ইচ্ছা তেমন, স্বেচ্ছানুসারে। কামকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাকালে—উপযুক্ত সময়ে, যথাসময়ে ; দিবসের শেষভাগে। কালকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাক্রমে—ক্রমানুসারে, পর্যায় মত। ক্রমকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ।

যথাগত—১। যেখান দিয়া আসিয়াছে সেখানকার; যেরূপে আগত বা উৎপন্ন সেরূপ। যথা আগত, সুপ্‌। ২। যেরূপে গিয়াছে সেরূপ। যথা গত, সুপ্‌। বিণ।

যথাজাত—অশিক্ষিত, মূর্খ; নীচ। সুপ্‌। বিণ।

যথাতথ—যথার্থ, accurate. সত্য। অ।

যথাতথা—যেখানে-সেখানে; যে রূপে-সেরূপে। বাংপ্র। অ; ক্রি-বিণ।

যথাদিষ্ট—আদেশ-অনুসারে। যথা আদিষ্ট, সুপ্‌। বিণ।

যথানিয়মে—ঠিক নিয়মমত; নিয়মানুসারে। নিয়মকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথানুপূর্ব(র্ব্ব)—পূর্বাপর শৃঙ্খলা বা ক্রমযুক্ত বা ক্রম অনুযায়ী। সুপ্‌। বিণ বা ক্রি-বিণ।

যথাপূর্ব(র্ব্ব)—আগের মত, পূর্বানুরূপ, পূর্বদিক্‌ দেশকালানুরূপ। পূর্বকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। **যথা পূর্ব, তথা পর**—আগেও যেমন পরেও তেমন।

যথাবৎ—বিধিমত; যথার্থ; অপরিবর্তিত। অ।

যথাবিধি—নিয়ম অনুযায়ী, বিধানানুসারে। বিধিকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাবিহিত—নিয়মমত, বিধানানুরূপ। সুপ্‌। বিণ।

যথাযথ—যথাক্রম, যথার্থ; যথাযোগ্য। 'যথা'-শব্দের দ্বিত্ব (নিপা)। অ; বিণ বা ক্রি-বিণ।

যথাযোগ্য-ঠিক উপযুক্তমত; যেরূপ উচিত সেইরূপ। সুপ্‌। বিণ।

যথারীতি—রীতিমত, রীতি-অনুসারে। রীতিকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথার্থ—সত্য, প্রকৃত; যোগ্য। যথা (যথাভূত) অর্থ (সত্য) যাহাতে, বহু। বিণ।

যথার্থতঃ (-তস্‌) (>-ত)-প্রকৃতপক্ষে; সত্যতঃ। যথার্থ+তস্‌। অ।

যথাশক্তি—শক্তি-অনুসারে, যথাসাধ্য। শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাশাস্ত্র—শাস্ত্র-অনুসারে, শাস্ত্রসম্মতভাবে। শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ।

যথাসময়ে—ঠিক সময়ে, উপযুক্ত কালে। সময়কে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাসম্ভব—যতটা হইতে পারে; সম্ভব মত। সম্ভবকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ।

যথাসর্ব(র্ব্ব)স্ব—যাহা কিছু ধনসম্পদ্‌ সব। সুপ্‌। বি; পুং বা স্ত্রী।

যথাসাধ্য—ক্ষমতানুসারে, যথাশক্তি। সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অ; ক্রি-বিণ।

যথাস্থান—উপযুক্ত জায়গা; নির্দিষ্ট স্থান। সুপ্‌। বি; স্ত্রী।

যথাস্থিত—সত্য; যোগ্য, উপযুক্ত। যথা (যেমন) স্থিত (নির্ণীত, স্থাপিত), সুপ্‌। বিণ।

যথেচ্ছ—ইচ্ছামত, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ; ইচ্ছানুসারে। যথা ইচ্ছা যাহাতে, বহু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

যথেচ্ছাচার—নিজের ইচ্ছা মত চালচলন, স্বেচ্ছাচার, অসংযত চালচলন। যথেচ্ছ আচার, কর্মধা। বি; পুং। বিণ, **-চারী** (-চারিন্‌)।

যথেচ্ছাচারিতা—উচ্ছৃঙ্খলতা; স্বেচ্ছাচারিতা। যথেচ্ছাচারিন্‌+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-চারী** (-চারিন্‌)।

যথেচ্ছাচারী (-রিন্‌)—যে কাহারও বিধিনিষেধ মানে না এমন, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী। উপতৎ; যথেচ্ছ—আ—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

যথেপ্সিত ইচ্ছানুরূপ, বাঞ্ছানুযায়ী। যথা ঈপ্সিত, সুপ্‌। বিণ।

যথেষ্ট—১। অনেক, প্রচুর, বহুতর। বাংপ্র। বিণ। ২। ইচ্ছামত, যথাভিলষিত। ইষ্টকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথোক্ত—যেরূপ বলা হইয়াছে সেরূপ। সুপ্‌। বিণ।

যথোচিত—১। উপযুক্তরূপে। উচিতকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। ঠিক যেমন উচিত তেমন, যথাযোগ্য। যথা উচিত, সুপ্‌। বিণ।

যথোদিত—১। যেমনটি বলা হইয়াছে সেই ভাবে, যথোক্ত। উদিতকে (কথিতকে) অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। কথামত, কথিতানুরূপ। যথা উদিত (কথিত), সুপ্‌। বিণ।

যথোপযুক্ত—যেরূপ উচিত সেইরূপ, যথোচিত। যথা উপযুক্ত, সুপ্‌। বিণ।

যদ্‌—'যৎ (যদ্‌)' দ্রঃ।

যদবধি—যে স্থান হইতে; যে সময় হইতে; যে স্থান বা সময় পর্যন্ত। যৎ+অবধি। অ; ক্রি-বিণ।

যদা—যখন, যে সময়ে, যৎকালে; যেহেতু। যদ্‌+দাচ্‌ কালার্থে। অ।

যদি—একক্রিয়াতে অন্যের অপেক্ষাসূচক সম্ভাবনা; সংশয়; অনবধারণ; পক্ষান্তর। যদ্‌+ণিচ্‌+ইন্‌ ভাব। অ।

যদিই—নিতান্ত যদি, সংশয়াধিক্যে। বাংপ্র। অ।

যদিও—সত্ত্বেও, যদিচ। বাংপ্র। অ।

যদিবা—যদিই; অথবা যদি। বাংপ্র। অ।

যদু—১। যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র; যদুর বংশ। যজ্‌+উ কর্তৃ, ২য় অর্থে যদু+অণ্‌ অপত্যার্থে (প্রত্যয়লোপ)। বি; পুং।

যদুকুল—যদুবংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যদুনাথ, যদুপতি—শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ। যদুদিগের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যদুবংশ—'যদুকুল' (তাহা দ্রঃ)।

যদৃচ্ছা—খেয়ালখুশি, স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছা; অনায়াস; ক্রম, ঘটনা, chance; স্বৈর বৃত্তি। যদ্‌—ঋচ্ছ্‌ (গমন করা)+অ ভাব+আপ্‌, অথবা, যাহা ইচ্ছা এই বাক্যে, যদৃচ্ছা, কর্মধা (ময়ূরব্যংসকাদি)। বি; স্ত্রী।

যদৃচ্ছাক্রমে—নিজের ইচ্ছামত, স্বাধীনভাবে। যদৃচ্ছার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

যদ্দিন—যতদিন। 'যতদিন'-এর দ্রুত উচ্চারিত রূপ। বাংপ্র। বি।

যদ্ভবিষ্য—যে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে এমন, ভাগ্যাপেক্ষী। যৎ ভবিষ্য (ভবিষ্যৎ) যাহার, বহু। বিণ।

যদ্যপি—যদিও; যদিই। যদি+অপি। অ।

যনি—যেন; বোধ হয়; যাহাতে। প্রা কপ্র। অ।

যন্তা (যন্তৃ)—১। মাহুত, হস্তিপক; সারথি। বি; পুং। ২। দমনকারক; নিয়ামক; বিরতিকারক। যম্‌ (নিবৃত্ত করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—যন্ত্রী।

যন্ত্র কল; কৌশলে কোন কর্ম নির্বাহার্থ নির্মিত বস্তু, machine, apparatus; শরীরের অন্তর্গত ক্রিয়াসাধক অঙ্গ, organ; (জ্যোতিষ) গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানচিত্র; শিল্পসাধন সরঞ্জাম, tool, instrument; ইন্দ্রিয়; অগ্নিযন্ত্র, কামান বন্দুক প্রঃ; যাঁতা; পদার্থ-নিরূপণ-সামগ্রী; সূত্রধারের কাষ্ঠ ছেদনের অস্ত্র, তুরপুন ভ্রমর ইঃ; যদ্দারা একস্থানে প্রযুক্ত শক্তি স্থানান্তরে ভিন্নরূপে কার্যকরী হয় তাহা; (তন্ত্র) দেবাদির অধিষ্ঠানচক্র; আধারদারু; বাদ্য; পাত্র বিঃ। যন্ত্‌+অচ্‌ করণ। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রক—যাঁতা; যন্ত্রকাষ্ঠ, কুঁদ। যন্ত্র (কল ইঃ)+কন্‌ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রকর্ম(র্ম্ম)কার—যান্ত্রিক, mechanist. উপতৎ; যন্ত্রকর্মন্‌—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

যন্ত্রগৃহ—কলঘর, manufactory; যে

স্থানে যন্ত্র রক্ষিত ও পরিচালিত হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যন্ত্রণ—দমন; শাসন; বন্ধন; রোধ; ধারণ; রক্ষণ; সংকটতা; সংকোচন। যন্ত্রি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

যন্ত্রণা—যাতনা, ক্লেশ, pain; শরপত্রয়চনা। যন্ত্রি+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রতন্ত্র, যন্ত্রপাতি—হাতিয়ারপাতি, যত সব যন্ত্র। যন্ত্র+তন্ত্র পাতি (সহগ)। বি।

যন্ত্রপেষণী—কলের যাঁতা, grinding mill যন্ত্রচালিত পেষণী (যাঁতা), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রবিজ্ঞান, -বিদ্যা—কলের নির্মাণ গঠন প্রয়োগ প্রঃ সম্বন্ধীয় বিদ্যা, mechanics. মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

যন্ত্রবিৎ (-বিদ্)—যন্ত্রবিশারদ, যন্ত্রের গঠন ও প্রয়োগে অভিজ্ঞ। যন্ত্র-বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

যন্ত্রযুগ—যে সময়ে যন্ত্রই কার্যসাধনের প্রধান উপায়রূপে গৃহীত হয় তাহা, বিংশ শতাব্দী। যন্ত্র প্রধান যুগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

যন্ত্রশালা—কলকারখানা; যে গৃহে কলে কার্য হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রশিল্পী (-শিল্পিন্)—যন্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ ব্যক্তি, mechanic. ৭মীতৎ। বি; পুং।

যন্ত্রিকা—সুপারি কাটিবার যাঁতি। যন্ত্র+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রিত—কলে ছাপা; প্রতিরুদ্ধ; বদ্ধ; শাসিত; দমিত; সংযমিত। যন্ত্রি+ক্ত কর্ম। বিণ।

যন্ত্রিয়া—যন্ত্রবাদক। প্রা কপ্র। বি।

যন্ত্রী (যন্ত্রিন্)—যে যন্ত্র বাজায় এমন, বাজকর; যন্ত্রবিশিষ্ট যন্ত্রযুক্ত; বড় যন্ত্রকারী; শিল্পকার; যন্ত্রবিশারদ; গুণী; ধূর্ত। যন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—যন্ত্রিণী।

যব—১। শস্য বিঃ; barley; চারি ধান-পরিমাণ, ⅙ বা ⅛ ইঞ্চি; অঙ্গুলির যবাকার রেখা বিঃ। যু+অচ্ কর্তৃ। ২। বেগ। যু+অপ্ ভাব। বি; পুং। ৩। যখন। প্রা কপ্র। অ।

যবক্ষার—ক্ষার বিঃ, carbonate of potash. যবজনিত ক্ষার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

যবক্ষারজান—রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ বিঃ, nitrogen. বি; পুং।

যবজ—যবক্ষার; যবানী। উপতৎ; যব—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

যবদ্বীপ—ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত দ্বীপ বিঃ, Java. যব নামক দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

যবন—১। অহিন্দু জাতি বিঃ; ম্লেচ্ছজাতি; বিধর্মী; অসদাচারী; গ্রীস আফগানিস্তান আরব পারস্য প্রঃ দেশের অধিবাসী [কথিত আছে যে বশিষ্ঠের আশ্রমদ্রোহী বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পরাভূত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কামধেনু শবলার যোনিদ্বার হইতে এই জাতি উৎপন্ন হয়; ইহারাই যবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে যবন জাতির উৎপত্তিবিষয়ে অন্যবিধ উক্তি আছে।—সগর রাজা কতকগুলি লোককে গুরু অপরাধের জন্য মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন; তাহারাই পরে যবন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। উইলসন সাহেবের মতে, বাক্‌ট্রিয়া হইতে আয়োনা বা গ্রীস পর্যন্ত সমগ্র গ্রীক উপনিবেশের অধিবাসী গ্রীক্‌দিগকে হিন্দুরা যবন বলিতেন এবং Jonia শব্দটি হইতে 'যবন' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে]; বেগবান্ অশ্ব। বি; পুং। ২। বেগবান্। যু+অন কর্তৃ। বিণ। [স্ত্রী।

যবনানী—যবনজাতির লিপিসমূহ। বি;

যবনারি—শ্রীকৃষ্ণ। যবনের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যবনাল—দেধান। যবসদৃশ নালা (নাড়া) যাহার, বহু। বি; পুং।

যবনিকা—পর্দা, কানাত; রঙ্গমঞ্চের পট, drop-scene; যবনস্ত্রী। যু (মিলিত হওয়া)+অনট্ অধি+ঈপ্; যবনী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

যবনিকাপতন, -পাত—নাটকাভিনয়ের শেষে পর্দা পড়িয়া যাওয়া; (লক্ষণার্থে) শেষ, সমাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

যবনী—১। যবনস্ত্রী। যবন+ঈপ্। ২। পর্দা। যু+অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যবসুব—যাহার মীমাংসা বা নিষ্পত্তি হয় নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

যবহুঁ—যখনই। প্রা কপ্র। অ।

যবাগু—জাউ, যবের মণ্ড। যু (মিশ্রিত করা)+আগুচ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

যবানিকা, যবানী—ঔষধ বিঃ, যোয়ান। দুষ্ট যব এই অর্থে যব+ঈপ্ (আনুক্-আগম); ১ম পক্ষে+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

যবিষ্ঠ, যবীয়ান্ (যবীয়স্)—কনিষ্ঠ, অতিযুবা। যুবন্+ইষ্ঠ, ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ঠা, -য়সী।

যবুথবু—চলিতে অক্ষম; অকর্মণ্য। বাংপ্র। বিণ।

যবে—যখন, যে সময়ে; যে দিনে। বাংপ্র। অ।

যবোদর—এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ-পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যম—১। মৃত্যুর দেবতা, ধর্মরাজ, কৃতান্ত, শমন; শনি। বি; পুং। ২। যমজ, যুগ্মজাত। যম্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। সংযমন; অন্তঃকরণের বহির্বৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া কেবল ঈশ্বরে নিয়োগ; অহিংসা সত্যাদি নিত্যকর্ম; সহিষ্ণুতা; মৃত্যু; উৎসব বিঃ; যোগ। যম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

যমক—১। শব্দালংকার বিঃ, ভিন্নার্থক স্বর-ব্যঞ্জনসমূহের তাদৃশক্রমে পুনরাবৃত্তি [যথা—"পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা।" তরি (১)=নৌকা। তরি (২)=উত্তীর্ণ হই]। বি; ক্লী। ২। একগর্ভে একদা উৎপন্ন সন্তানদ্বয়, যুগ্মজাত; জুড়ি। যম+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। [পুং।

যমকিংকর(ঙ্কর)—যমদূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

যমঘণ্টযোগ—(জ্যোতিষ) বার এবং নক্ষত্রের দুষ্ট যোগ বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

যমজ—একগর্ভে একসঙ্গে উৎপন্ন সন্তানদ্বয়; সহজাত; তুল্য। উপতৎ; যম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

যমজয়ী (-জয়িন্)—যে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে এমন; যাহার মৃত্যু নাই এমন। উপতৎ; যম—জি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জয়িনী। [বি।

যমজাঙ্গাল—ছায়াপথ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র।

যমদণ্ড—মৃত্যু; পাপহেতু মৃত্যুর পর যমের নিকট যে শাস্তি পাওয়া যায় তাহা; যমের আয়ুধ; জ্যোতিষে বারদোষ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যমদূত—যমের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যমদ্বার—যমালয়ের দরজা; যমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যমদ্বিতীয়া—কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। যমবারণী দ্বিতীয়া, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যমন—সংযমন; বন্ধন; ছেদন; উপরম; বিনাশ। যম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

যমনিকা—পর্দা, কানাত, যবনিকা। যম্+ণিচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

যমপুকুর—অবিবাহিতা কন্যাদের ব্রত বিঃ। বাংপ্র। বি; ক্লী।

যমপুরী—যমের বাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যমপুরী দেখাইয়া আনা—প্রায় মারিয়া ফেলা; প্রায় মৃত্যুর পথে নেওয়া।

যমভগিনী—যমুনা। যমের ভগিনী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যমযন্ত্রণা—মৃত্যুরূপ দুঃখ; যমের দেওয় দুঃখ, মৃত্যুযন্ত্রণা। যমপ্রদত্তা যন্ত্রণা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যমরাজ—শমন, যম, কৃতান্ত। যমই রাজা, কর্মধা (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

যমল—১। জোড়া, যুগ্ম। বি ; স্ত্রী। **যমল গান**—দুইজনে মিলিয়া গান, duet. ২। বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ বিঃ। যম (যুগ্ম)—লা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

যমলার্জু(র্জ্জু)ন—যুগ্ম অর্জুনবৃক্ষরূপী নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবেরের শাপভ্রষ্ট পুত্রদ্বয়। যমল (যুগ্ম) অর্জুন, কর্মধা। বি ; পুং।

যমসাধন—ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই ছয় বিষয়ের অভ্যাস ; সংযম অভ্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

যমানিকা, যমানী—যবানী, যোয়ান। যম্+অনট্ করণ+ঈপ্ ; ১ম পক্ষে যমানী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

যমালয়—যমের বাড়ি। যমের আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

যমিত—বদ্ধ ; খণ্ডিত ; ছেদিত ; সংযমিত। যম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

যমী (যমিন্)—জিতেন্দ্রিয়, সংযমবিশিষ্ট। যম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**যমিনী**।

যমুনা উত্তর ভারতের কালিন্দী নদী, যমভগিনী ; বাঙলার কয়েকটি নদী। যম্+উনন্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

যযাতি—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিঃ (পিতা—নহুষ। পত্নী—দেবযানী)। য (বায়ু)—যা+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

যশঃ (যশস্), (>**যশ**) সুখ্যাতি, কীর্তি ; জীবিতের খ্যাতি। অশ্ (ব্যাপা)+অসুন্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

যশঃকীর্ত(র্ত্ত)ন—গুণের কথা বলা, প্রশংসাবাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

যশদ—দস্তা। অশ্ (ব্যাপা)+অদ কর্তৃ। বি ; পুং।

যশস্কর যাহাতে সুনাম হয় এমন, সুখ্যাতিজনক। উপতৎ ; যশস্—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রী**।

যশস্কাম—কীর্তিলাভেচ্ছু, কীর্তিলাভে অভিলাষী, যশঃপ্রার্থী। যশ কাম যাহার, বহু। বিণ।

যশস্বৎ (-স্বৎ)—কীর্তিমান, যাহার যশঃ আছে এমন। যশস্+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**যশস্বতী**।

যশস্বিনী—১। বনকার্পাসী ; যবতিক্তা ; মহাজ্যোতিষ্মতী। বি ; স্ত্রী। ২। খ্যাতিমতী। যশস্বিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

যশস্বী (-স্বিন্)—কীর্তিমান, বিখ্যাত। যশস্+বিন্ আছে অর্থে। বিণ।

যশস্য—সুখ্যাতিজনক, যশস্কর। যশস্+যৎ হিতার্থে। বিণ।

যশোগাথা—গৌরাজের কাহিনী, সুনাম। যশঃ-প্রকাশিকা গাথা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

যশোগান, -গীতি—সুনাম গান, গুণকীর্তন। যশঃ-এর গান, গীতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, স্ত্রী।

যশোদ—১। যশস্কর, কীর্তিদাতা। উপতৎ ; যশস্—দা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। পারদ। বি ; পুং।

যশোদা—১। শ্রীকৃষ্ণের পালনকারিণী মাতা, নন্দগোপপত্নী। বি ; স্ত্রী। ২। কীর্তিদায়িনী। যশস্—দা (দান করা)+ক কর্তৃ +আপ। বিণ ; স্ত্রী।

যশোধন—যশস্বী। যশঃ ধন যাহার, বহু। বিণ।

যশোভাগ্য—সুনাম পাওয়ার বরাত, খ্যাতিলাভের ভাগ্য। যশঃ-এর ভাগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

যশোমতী নন্দের স্ত্রী, যশোদা। যশস্+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

যশোলিপ্সা—কীর্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

যশোলিপ্সু—কীর্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক। যশঃকে লিপ্সু, ২য়াতৎ। বিণ।

যষ্টব্য—যজ্ঞের উপযোগী। যজ্+তব্য কর্ম। বিণ।

যষ্টা (যষ্টৃ)—যজ্ঞকর্তা ; যজমান। যজ্+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

যষ্টি—১। লাঠি ; স্তম্ভ ; ধ্বজাদিদণ্ড ; ছড়া, নর ; শাখা ; যষ্টিমধু। বি ; স্ত্রী। ২। ভুজদণ্ড। যক্ষ্+ক্তি কর্ম (ক-এর লোপ)। বি ; পুং।

যষ্টিকা—লাঠি, যষ্টি ; একনর হার ; যষ্টিমধু। যষ্টি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

যষ্টিগ্রহ—লগুড়ধারী, যষ্টিধারী। যষ্টি—গ্রহ +অচ্ কর্তৃ। বিণ।

যষ্টিমধু বৃক্ষ বিঃর শুষ্ক মিষ্ট মূল বিঃ, liquorice. যষ্টিতে মধু (মিষ্টরস) যাহার, বহু। বি ; পুং।

যহিঁ—যাহাতে। প্রা কপ্র। অ।

যহুঁক—যাহার ["যহুঁক বিরহভরে উরে হার না দেলা"—বিদ্যা)। প্র কপ্র। সর্ব।

যা—১। স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। <যাতৃ। বি ; স্ত্রী। ২। গমন কর্। < 'যা'-ধাতু। ক্রি। ৩। যাহা। 'যাহা'-শব্দের সংক্ষেপ। সর্ব।

যাই—১। গমন করি। ক্রি। ২। যখনই, যে মুহূর্তে ; যেহেতু। বাংপ্র। অ।

যাউ—মাড়, যবমণ্ড। <যবাগূ। বি।

যাওয়া গমন করা ; কোন অবস্থায় আসা বা থাকা ; প্রয়োজন সাধন করা ; চলা ; শেষ হওয়া ; কাজ চলা ; যোজন সাধন করা ; টেকা ; নষ্ট হওয়া ; কোন কিছু ঘটা ; কিছু করা বা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রা কপ্র—**যাইহ**—যাইও। **যাওত**—যায়। **যাওব**—যাইব। **যাওবি**—যাইবে। **যাত**—যাইতেছে। **যায়ব**—যাইব ; যাইবে। **যায়ল**—যাইল। **যাসি**—যাইতেছ। **যাহু**—যাও।]

যাঁতা—পেষণযন্ত্র ; জন্তা। <যন্ত্র। বি।

যাঁতি—সুপারি প্রঃ কাটিবার অস্ত্র বিঃ। <যন্ত্রিকা। বি।

যাঁহা—যেখানে ; যেইমাত্র। হি-মৈ। কপ্র। কপ্র। অ।

যাক—১। গমন করুক ; প্রসঙ্গ থাকুক। বাংপ্র। ক্রি। ২। যাহার। সর্ব। ৩। যাইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

যাকর—যাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

যাগ—যজ্ঞ, হোম। যজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

যাঙ যাক ; যাই। প্রা কপ্র। ক্রি।

যাচক—প্রার্থী, ভিক্ষু, যাচ্ঞাকারী। যাচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**যাচিকা**।

যাচন, যাচনা—যাচ্ঞা, ভিক্ষা, প্রার্থনা। যাচ্+অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী, স্ত্রী।

যাচনদার—যে যাচাই করে। যাচন+দার কর্তা অর্থে। বি।

যাচনা—'যাচন' দ্রঃ।

যাচনীয়—ভিক্ষণীয়, প্রার্থনীয়। যাচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

যাচমান—যে কোন কিছু চাহিতেছে এমন, প্রার্থমান, যাচ্ঞাকারী। যাচ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

যাচা—১। চাওয়া, প্রার্থনা করা ; যাচাই করা, পরীক্ষা বা অনুসন্ধান দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা। ক্রি [, বি]। ২। যাহা যাচিয়া দেওয়া হয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

যাচাই পরীক্ষা ; অনুসন্ধান ; নানাস্থানে জানিয়া মূল্য নির্ধারণ ; মূল্য-নির্ধারণার্থ নানাস্থানে কোন জিনিসের মূল্য জিজ্ঞাসা ; জিজ্ঞাসা করিয়া প্রাপ্ত বিবরণ। যাচা+আই ভাব। বাংপ্র। বি।

যাচানো—যাচাই করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]

যাচিত—প্রার্থিত, ভিক্ষিত। যাচ্ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

যাচিতা (-তৃ)—যাজক, প্রার্থয়িতা। যাচ্ +তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**ত্রী**।

যাচ্ছেতাই—অতি খারাপ, কদর্য। যা+ইচ্ছে+তা+ই। বাংপ্র। বিণ।

যাচ্ঞা—ভিক্ষা, প্রার্থনা। যাচ্+নঙ্ ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী।

যাচ্য—চাহিবার মত, প্রার্থনীয়। যাচ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

যাচ্যমান—যাহার নিকট বা যাহা প্রার্থনা করা যাইতেছে এমন। যাচ্+শানচ্ ক বিণ।

যাজক—পুরোহিত, ঋত্বিক্‌; যাজ্ঞিক; রাজার গজ; মত্তহস্তী। যজ্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**যাজিকা**।

যাজন—পৌরোহিত্য; যজ্ঞক্রিয়া করানো, যাগ করানো। যজ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

যাজী (-জিন্‌)—যজ্ঞকারী, যাজক। যজ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ বা বি; পুং। স্ত্রী—**যাজিনী**।

যাজ্ঞবল্ক্য—ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা যজুর্বেদপ্রবক্তা মুনি বিঃ। যজ্ঞবল্ক (মুনি বিঃ)+যঞ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদী। যজ্ঞসেন+ইঞ্‌ অপত্যার্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

যাজ্ঞিক—১। যাজক, পুরোহিত; যজ্ঞকর্তা। যজ্ঞ+ইক করে অর্থে। ২। যজ্ঞীয়। যজ্ঞ+ইক প্রয়োজনার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

যাজ্য—১। যাহার জন্য যাগ করা যায়; যাজনযোগ্য, যাজনীয়; যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য। যজ্‌ (পূজা করা)+ণিচ্‌+যৎ কর্ম। বিণ। ২। যজ্ঞস্থান; প্রতিমা; দেবতা। যজ্‌+ণ্যৎ কর্ম, অধি। বি; ক্লী।

যাঠা—যষ্টি, লগুড়। প্রা কপ্র। বি।

যাত—১। গত, অতীত। যা+ক্ত কর্তৃ। ২। লব্ধ; জ্ঞাত। যা+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। জ্ঞান। গমন; প্রাপণ। যা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৪। খেলা; ভিড়; যাত্রা; উৎসব। প্রা কপ্র। বি।

যাতনা—যন্ত্রণা, তীব্রবেদনা। যত্‌+ণিচ্‌ (স্বার্থে)+অন ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যাতব্য—যেখানে যাইতে হইবে; গমনযোগ্য; অভিযানযোগ্য; আক্রমণীয়। যা+তব্য কর্ম। বিণ।

যাতা (যাতৃ)—১। পতির ভ্রাতৃপত্নী, যা। যা+তৃচ্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। গমনকর্তা। যা+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**যাত্রী**।

যা-তা—অতিতুচ্ছ; অতি গারাপ; একথা সেকথা; যেমন-তেমন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

যাতায়াত—যাওয়া-আসা, গমনাগমন। যাত (গমন) এবং আয়াত (আগমন), দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

যাত্রা—১। গমন, প্রস্থান; অভিনির্যাণ, যুদ্ধার্থ নির্গমন; দেবতার উৎসব বিঃ; যাপন; তীর্থগমন; নির্বাহ। যা+ত্রন্‌ ভাব+আপ্‌। ২। উপায়। যা+ত্রন্‌ করণ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ৩। দফা, বার ('এ—'); মিছিল, procession; দৃশ্যপটহীন গীতিনাট্যাভিনয়। বাংপ্র। বি।

যাত্রাওয়ালা—গীতিনাট্য-দলের মালিক বা অভিনেতা। যাত্রা+ওয়ালা অধিকারী প্রঃ অর্থে। বাংপ্র। বি।

যাত্রাঘট—যাত্রাকালে দর্শনীয় মঙ্গলসূচক জলপূর্ণ কলস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যাত্রাদল—গীতিনাট্য বা অভিনয়ের দল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

যাত্রিক—১। যাত্রাসম্বন্ধীয়; যাত্রাযোগ্য, যাত্রার উপযুক্ত; যথায় বা যাহাতে যাওয়া যাইতে পারা যায় এমন। যাত্রা+ইক সম্বন্ধার্থে, যোগ্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। পাথেয়, পথখরচ। যাত্রা+ইক প্রয়োজনার্থে। বি; ক্লী। ৩। উৎসব; উপায়। যাত্রা+ইক স্বার্থে। ৪। পথিক। যাত্রা+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

যাত্রী (যাত্রিন্‌)—যে কোথাও রওনা হইয়াছে এমন, যাত্রাকারী, পথিক; তীর্থযাত্রী। যাত্রা+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**যাত্রিণী**। [স্ত্রী।

যাত্রী—গমনকারিণী। যাতৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

যাথাতথ্য—সত্যতা, যাথার্থ্য; প্রকৃত তত্ত্ব। যথাতথা+ষ্যঞ্‌ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

যাথার্থিক—বাস্তবিক, সত্য। যথার্থ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

যাথার্থ্য—সত্যতা, যথার্থতা, প্রকৃততত্ত্ব। যথার্থ+ষ্যঞ্‌ ভাবে। বি; ক্লী।

যাদঃপতি—সমুদ্র, বরুণ দেব। যাদঃ (জলজন্তু) তাহাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যাদব—১। শ্রীকৃষ্ণ, যদুনন্দন। যদু+অণ্‌ গোত্রাপত্যার্থে। বি; পুং। ২। যদুবংশীয়; যদুসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-বী**। ৩। যদুবংশীয় ব্যক্তি। যদু+অণ্‌ অপত্যার্থে। বি; পুং।

যাদবী—১। দুর্গা; মদিরা; বাসন্তী দেবী। যদু+অণ্‌ পূজিতার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্‌। বি। স্ত্রী। ২। যদুবংশোৎপন্না; যদুসম্বন্ধীয়া। যাদব+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

যাদু—১। বশীকরণ-বিদ্যা, মোহিনী। ফা। ২। বাছা, ধন, স্নেহসূচক সম্ভাষণ। <ফা 'জাদ' (সন্তান)। বি। ৩। বশীকৃত। ফা। বিণ।

যাদুকর—যাহারা মায়া দ্বারা ভোজক্রীড়া করে, মায়াবী; বশীকারক। উপতৎ; যাদু (ফা)—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

যাদুঘর—যে গৃহে নানাদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের নিদর্শন এবং পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত বস্তুসমূহ রক্ষিত হয় তাহা (museum). ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মূ। বি।

যাদুধন, -মণি—পরমস্নেহ ও আদরের পাত্র। কর্মধা। ফা-মূ। বি।

যাদুবল—ভেলকি দেখাইবার শক্তি; কুহকপ্রভাব; বশীকরণ-শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মূ। বি; ক্লী।

যাদুবিদ্যা—ভেলকি, কুহকবিদ্যা, ভোজবিদ্যা; যে বিদ্যাবলে অলৌকিক ব্যাপারসমূহ সম্পাদন করা হয় তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মূ। বি; স্ত্রী।

যাদুমণি—'যাদুধন' দ্রঃ।

যাদৃক্‌ (-দৃশ্‌)—যেমন। যদ্‌—দৃশ্‌+ক্বিন্‌ কর্ম-কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

যাদৃচ্ছিক—ইচ্ছামত; স্বেচ্ছাকৃত; স্বেচ্ছানুযায়ী। যদৃচ্ছা+ইক কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

যাদৃশ—যেরূপ, যেমন। যদ্‌—দৃশ্‌+কঞ্‌ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

যান—১। বাহন, যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়, হাতি ঘোড়া গাড়ি নৌকা প্রঃ। যা (গমন করা)+অনট্‌ করণ। ২। আক্রমণ; গমন; শত্রুর প্রতিকূলে যাত্রা। যা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ৩। গমন করুন। বাংপ্র। ক্রি।

যান্ত্রিক—১। যন্ত্রী, যন্ত্রবিশারদ। বি; পুং। ২। যন্ত্রনির্মাণে বা চালনে সুদক্ষ; যন্ত্রকুশল; যন্ত্রসম্বন্ধীয়। যন্ত্র+ইক কুশলাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

যান্ত্রিক শক্তি—যন্ত্রের ক্ষমতা, mechanical power.

যাপক—যে যাপন করে বা কাটায় এমন; অতিবাহক। যা+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**যাপিকা**।

যাপন—সময় কাটান, কালক্ষেপণ; বর্তন, অবস্থান; নিরসন; অপসারণ। যা+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

যাপনীয়—সময় কাটাইবার মত, অতিবাহনীয়, অপসারণীয়, ক্ষেপণীয়। যা+ণিচ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

যাপা—কাটানো, যাপন করা। কপ্র। ক্রি।

যাপিত—কাটানো, অতিবাহিত; অপসারিত। যা+ণিচ্‌ (—যাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

যাপ্য—যাপনীয়, ক্ষেপণীয়; নিন্দনীয় অধম; গোপনীয়; আবরণীয়; নিঃশেষে অপ্রতিকার্য, চিরস্থায়ী ('—রোগ')। যা+ণিচ্‌+যৎ কর্ম। বিণ।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর—চন্দ্র ও সূর্যের প্রকাশকাল পর্যন্ত, যতদিন চন্দ্র সূর্য আছে, চিরকাল। চন্দ্র ও দিবাকর, দ্বন্দ্ব; চন্দ্রদিবাকর পর্যন্ত, অব্যয়ী। অ, ক্রি-বিণ।

যাবজ্জীবন—জীবিতকাল পর্যন্ত, যত কাল জীবিত থাকা যায় ততকাল। যাবৎ জীবন, সুপ্‌। ক্রি-বিণ।

যাবৎ—১। যত, যৎপরিমাণ; পর্যন্ত; যতক্ষণ পর্যন্ত; সমস্ত; যৎসংখ্যক; যতটুকু। যদ্‌+বতুপ্‌ (ভাবতু) পরিমাণার্থে। বিণ; ক্লী। পুং—**যাবান্‌**। স্ত্রী—**যাবতী**। ২। সাকল্য; হেতু; অবধারণ; প্রশংসা; সীমা, পরিচ্ছেদ; সমূহ; অধিকার; সম্ভ্রম;

পরিমাণ; পক্ষান্তর। যা+বতি ভাব। অ। [স্বার্থে। বিণ।

যাবতীয়—সমুদয়, সমস্ত। যাবৎ+ঈয়

যাবনাল—শস্য বিঃ, দেধান। যবনাল+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

যাবনিক—যবনসম্বন্ধীয়। যবন+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

যাম—১। দিবা বা রাত্রির চারিভাগের একভাগ কাল; প্রহরপরিমিতকাল; সময়। যা (যাওয়া)+ম কর্তৃ। ২। সংযম। যম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। যমসম্বন্ধীয়। যম+অণ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—যামী।

যামঘোষ—শৃগাল; মোরগ, কুকুড়া; পটহ বিঃ; ঘটিকাযন্ত্র। যামে (প্রহরে) ঘোষ (শব্দ) যাহার, বহু। বি; পুং।

যামবতী—রাত্রি, যামিনী; হরিদ্রা। যাম (প্রহর)+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যামল—যোড়া, যুগ্ম; তন্ত্রশাস্ত্র বিঃ [ইহা ষড়্‌বিধ; যথা,—আদি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, গণেশ এবং আদিত্যযামল]। যমল (যুগ্ম)+অণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

যামার্ধ(র্দ্ধ)—অর্ধপ্রহর; দিনমান বা রাত্রিমানের অষ্টমাংশ (প্রায় ১½ ঘণ্টা সময়)। যামের অর্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যামি, যামী—রাত্রি; যমপত্নী; ভগিনী। যা+মি কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যামিক—যামসম্বন্ধীয়; যামনিযুক্ত, প্রহরী। যাম (প্রহর)+ইক আছে অর্থে, নিযুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

যামিকা—রাত্রি। যাম+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

যামিত্র—(জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে সপ্তম রাশি। যামি—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

যামিত্রবেধ, যামিত্রযুতবেধ—১। (জ্যোতিষ) যাত্রা বিবাহাদি কার্যের বিঘ্নকর গ্রহনক্ষত্রের যোগ বিঃ; (চন্দ্র পাপগ্রহের সপ্তমস্থ হইলে যামিত্রবেধ এবং পাপগ্রহযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়)। ৭মীতৎ। ২। লগ্নসপ্তমস্থানে প্রতিকূলগ্রহস্থিতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যামিনী—রাত্রি, রজনী; হরিদ্রা। যাম (প্রহর)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যামিনীপতি, -নাথ—চন্দ্র, নিশাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যামিনীভূষণ—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যামী—'যামি' দ্রঃ।

যাম্য—১। দক্ষিণদেশীয়। যামী (দক্ষিণদিক্)+যৎ নিবাসার্থে, ভবার্থে। ২। যমসম্বন্ধীয়। যম+য্যঞ্ সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—যাম্যা।

যাম্যোত্তরবৃত্ত—(জ্যোতিষ) আকাশের দক্ষিণ হইতে উত্তর ব্যাপী কল্পিত মধ্যরেখা, যে কল্পিত রেখা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এবং তাহা হইতে সমদূরবর্তী মধ্যস্থানে অবস্থিত দর্শকের মাথার উপরের আকাশকে স্পর্শ করে তাহা, meridian. যাম্য (দক্ষিণ) হইতে উত্তর, ৫মীতৎ; সেইরূপ বৃত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী।

যাযাবর—১। যাহাদিগের নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই তাহারা, হা-ঘরে, nomads; নানা স্থানে পরিভ্রমণকারী তপস্বী; ব্রাহ্মণ; পর্যটক; সন্ন্যাসী; অশ্বমেধের অশ্ব। বি; পুং। ২। সদা ভ্রমণকারী। যাযা (যা+যঙ্ =পুনঃ পুনঃ যাওয়া)+বরচ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

যার-পর-নাই—অত্যধিক, অতিশয়, যৎপরোনাস্তি। বাংপ্র। বিণ।

যাষ্টিক—যষ্টিধারী, লাঠিয়াল; যোদ্ধা। যষ্টি+ইক প্রহরণার্থে। বি; পুং।

যাহা—যে বস্তু বা বিষয়। <যদ। সর্ব।

যিনি—যে, মান্য বা সম্ভ্রান্ত লোক। <যদ্। সর্ব।

যীশু—যীশু খ্রীষ্ট। <পো 'Jesu'. বি।

যুঁই—যূথিকা-পুষ্প, মালতী ফুল। <যূথিকা। বি।

যুক্ত—১। ন্যায্য, উপযুক্ত; নিযুক্ত; অবশিষ্ট; ব্যাপৃত; আসক্ত; মিলিত, সংলগ্ন; যোগরত; যাহা যোগ হইয়াছে এমন, plus. বিণ। ২। যে যোগীর যোগাভ্যাস হইয়াছে এমন। যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বি; পুং। ৩। চারিহাত, হস্তচতুষ্টয়। যুজ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

যুক্তকর—১। জোড়হাত, কৃতাঞ্জলি। যুক্ত কর যাহার, বহু। বিণ। ২। জোড়-করা হাত, বদ্ধ অঞ্জলি। কর্মধা। বি; পুং।

যুক্তবেণী—বাঁধা খোপা; নদী-প্রবাহের একত্র সম্মিলন; ত্রিবেণী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যুক্তরাজ্য—গ্রেট-ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ড, United Kingdom. যুক্ত রাজ্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

যুক্তরাষ্ট্র—উত্তর-আমেরিকার সুবিখ্যাত দেশ, United States of America. যুক্ত রাষ্ট্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

যুক্তাক্ষর—মিলিত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণ [যেমন, ক্ক ক্ত ত্র ইঃ]। যুক্ত যে অক্ষর, কর্মধা। বি; পুং।

যুক্তি—১। রীতি; ন্যায়, বিচার, reason; মিলন; অনুমান; লোকব্যবহার। যুজ্+ক্তি ভাব। ২। মন্ত্রণা, পরামর্শ; ন্যায়সমর্থিত হেতু; কারণ; নাট্যাঙ্গ বিঃ; উপায়; সিদ্ধান্ত। যুজ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

যুক্তিতর্ক—ন্যায় হেতু ইঃর প্রদর্শন এবং তৎসম্পর্কীয় বিশেষ আলোচনা। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

যুক্তিবিরুদ্ধ—যাহা যুক্তিতে টেকে না এমন, অযৌক্তিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

যুক্তিযুক্ত—ন্যায্য; পরামর্শসিদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

যুক্তিসংগত, -সঙ্গত—ন্যায্য; উপযুক্ত; পরামর্শসিদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

যুক্তিসিদ্ধ—মীমাংসিত; মন্ত্রণা দ্বারা স্থিরীকৃত; যুক্তিযুক্ত; যুক্তিসম্পন্ন। বিণ।

যুগ—১। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিকাল; নির্দিষ্টকাল পরিমাণ, আসল। যুজ্+ঘঞ্ কর্ম (নিপা)। বি; ক্লী। ২। যুগল, একজোড়া; চারি হাত পরিমাণ; জোয়াল, yoke. বি; পুং।

যুগধর্ম(র্ম্ম)—কালোপযোগী ধর্ম; সময়োচিত চাল-চলন। যুগোচিত ধর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

যুগন্ধর—যুগকাষ্ঠে যে কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে তাহা; লাঙ্গলের ঈষা; গাড়ির বোম প্রঃ, কুবর; পর্বত বিঃ। উপতৎ; যুগ (জোয়াল)—ধৃ (ধরা)+খচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

যুগপৎ—একদা, এককালে, simultaneously. যুগ (যোড়া)—পদ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। অ। বি—**যুগপত্তা, যৌগপদ্য**।

যুগপ্রবর্ত(র্ত্ত)ক—যিনি নতুন যুগ অর্থাৎ নূতন ভাবধারা ও মতবাদ-বিশিষ্ট কালের প্রবর্তন করেন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

যুগযুগান্তর—বহুযুগ, বর্তমান যুগ এবং অন্য যুগ। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

যুগল—যুগ্ম, জোড়া। যুগ+লচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।

যুগলমন্ত্র—লক্ষ্মীনারায়ণাদি-মন্ত্র। যুগল মন্ত্র, কর্মধা। বি; পুং।

যুগসন্ধি—দুই যুগের মিলন, এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের আরম্ভ, transition period. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যুগানো, যোগানো—সংগ্রহ হওয়া বা করা; জুটান; সরবরাহ করা; যোগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

যুগান্ত—প্রলয়কাল, যুগের অবসান। যুগের অন্ত (শেষ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যুগান্তর—অন্য যুগ। নিত্য। বি; ক্লী।

যুগাবতার—সময়বিশেষে আবির্ভূত মানবজাতির পরিত্রাণকারী মহাপুরুষ। যুগের অবতার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যুগী—বাঙালী হিন্দু জাতি বিঃ, তন্তুবায়-জাতি বিঃ। <যোগী। বি।

যুগোপযোগী (-যোগিন্)—যে যুগে যাহা উচিত তদ্রূপ। যুগের উপযোগী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

যুগ্ম—১। জোড়া, even; সহযোগী। বিণ। ২। যুগল, জোড়া, মিথুনরাশি। যুজ্ (যোগ করা)+মক্ কর্ম। ৩। দুই শ্লোকের সম্বন্ধ; মেলন। যুজ্+মক্ ভাব। বি; ক্লী।

যুগ্মক—যুগল। যুগ্ম+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

যুগ্মক সংগীত—দুইজনে মিলিয়া গান, যুগল সংগীত, duet.

যুগ্য—১। বাহন, যান। বি; ক্লী। ২। যুগবাহী ('— পশু')। যুগ+যৎ যোগ্যার্থে, বহন করে অর্থে। বিণ।

যুঝা—যুঝাপড়া করা; তর্ক করা; যুদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

যুত—১। যুক্ত, মিলিত; সংপৃক্ত। যু (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি—**যুতি**। ২। কায়দা; সুবিধা, যো। বাংপ্র। বি।

যুতবেধ—'যামিত্রযুতবেধ' দ্রঃ।

যুতসই সুবিধামত, যাহাতে ঠিক কায়দা হয় এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

যুদ্ধ—লড়াই, সংগ্রাম, সমর, রণ; বিবাদ; দ্বন্দ্ব; গ্রহের গতি বিঃ, গ্রহদিগের পরস্পর মিলন। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

যুদ্ধকৌশল—লড়াই করিবার কায়দা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যুদ্ধনীতি—লড়াইয়ের নিয়ম। যুদ্ধ-বিষয়িণী নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যুদ্ধপোত—লড়াই করিবার জাহাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যুদ্ধবিগ্রহ—লড়াই ও ঝগড়া, সমর এবং বিবাদ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

যুদ্ধবিদ্যা—রণবিদ্যা, সমরশাস্ত্র; যুদ্ধ-কৌশল। যুদ্ধবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যুদ্ধবিশারদ—লড়াইয়ে ওস্তাদ, রণনিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

যুদ্ধযাত্রা—যুদ্ধের জন্য যাওয়া; অভিযান। যুদ্ধার্থে যাত্রা, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।

যুদ্ধাজীব—যোদ্ধা। যুদ্ধ আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পুং।

যুধিষ্ঠির—পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ, ধর্মপুত্র। যুধি (যুদ্ধে) স্থির, অলুক্ ৭মীতৎ। বি; পুং।

যুধ্যমান—যে যুদ্ধ করিতেছে এমন, যুদ্ধ-কারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

যুনানী—গ্রীসের পশ্চিমপার্শ্বস্থ সপ্তদ্বীপান্তর্গত; যাবনিক; ইউনানী। <ইং 'Ionian' বা আ। বিণ। **যুনানী চিকিৎসা**—গ্রীসদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রমতে চিকিৎসা।

যুবক—যুবা, তরুণ, প্রাপ্তযৌবন। যুবন্+কন্ স্বার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

যুবগণ্ড—বয়সফোঁড়া, যুবা ব্যক্তির গণ্ডস্থ ব্রণ বিঃ। যুবার গণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

যুবজানি—যুবতীর পতি, যাহার স্ত্রী যুবতী এমন ("পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব-জানি"—ভারত)। যুবতী জায়া যাহার, বহু (জায়া-স্থানে জানি)। বিণ।

যুবতি, যুবতী—তরুণী, প্রাপ্তযৌবনা, ষোল বছর হইতে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়স্কা; নবযৌবনা; হরিদ্রা। যুবন্ (যুবা)+তি, পক্ষে+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

যুবরাজ রাজপুত্র, রাজকুমার; রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং রাজকার্যে রাজার সাহায্যকারী রাজপুত্র। যুবা রাজা, কর্মধা +টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

যুবা (যুবন্)—তরুণ, ১৬ বছর হইতে ৪০ বছর পর্যন্ত বয়স্ক; বলবান্; সুন্দর। যু (যোগ করা)+কনিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী-**যুনী, যুবতি, যুবতী**।

যুযুৎসু—১। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, যুদ্ধেচ্ছু। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তাঁহার বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভে জাত ধার্মিক পুত্র বিঃ। যুধ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বি; পুং।

যুযুধান—যোদ্ধা, যুদ্ধকারী; ক্ষত্রিয়; সাত্যকি; ইন্দ্র। যুধ্+কানচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

যুষ্মদীয়—তোমাদের সম্বন্ধীয়, তোমাদের। যুষ্মদ্ (তুমি)+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

যূঁই—যূথিকা পুষ্প। <যূথিকা। বি।

যূথ—পশুপক্ষীর স্বজাতীয় পাল বা সমূহ। যু (যুক্ত হওয়া)+থক্ কর্তৃ (উ-স্থানে ঊ)। বি; ক্লী।

যূথচর, -চারী (-রিন্)—দল বাঁধিয়া বিচরণকারী ('— জন্তু'), gregarious. উপতৎ; যূথ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী, -চারিণী**।

যূথনাথ, -পতি, -প—বন্য গজপালের প্রধান। যূথের (পালের) নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; যূথ—পা (পালন করা) +ক কর্তৃ। বি; পুং।

যূথভ্রষ্ট—দলছাড়া, দলচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

যূথিকা, যূথী—মাগধীকুসুম, জুঁইফুল। যূথী (জুঁইফুল)+কন্ স্বার্থে+আপ্, যু+থক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যূনী—যুবতী, তরুণী। যুবন্+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

যূপ—যজ্ঞস্তম্ভ; জয়স্তম্ভ; যজ্ঞীয়-পশুবন্ধনার্থ সংস্কৃত কাষ্ঠস্তম্ভ। যু (বন্ধন করা)+পক্ অথি (নিপা)। বি; পুং।

যূপকটক—যূপের মস্তকস্থিত বলয়াকার বা ডমরুর আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড, চষাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

যূপকাষ্ঠ—হাড়িকাঠ (বলি দিবার)। কর্মধা। বি; ক্লী।

যূষ—১। ঝোল, মাংস, ডাল প্রভৃতির ক্বাথ। বি; পুং বা ক্লী। ২। তুঁতগাছ, ব্রহ্মদারু-বৃক্ষ। যূষ্ (বধ করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

যে—১। ব্যক্তি বস্তু বিষয় ইঃ নির্দেশক; যাহা। সর্ব, বিণ। ২। বাক্য বা বিষয় উল্লেখে, that; হেতুনির্দেশে, since, because; আধিক্যসূচক, so; বিস্ময় বা প্রশ্নসূচক; অসম্ভাবিত ঘটনায় বিস্ময়প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

যেই—১। যে। কপ্র। বিণ। ২। যখনই, যৎক্ষণাৎ, যেমনি। বাংপ্র। অ।

যেঁহু—যিনি। প্রা কপ্র। সর্ব।

যেখানে—যে স্থানে, যত্র যে অবস্থায়। <যৎস্থান। সর্ব।

যেখানে-সেখানে—অনির্দিষ্ট স্থানে বা অবস্থায়, যত্রতত্র। বাংপ্র। সর্ব।

যেথা, যেথায়—যেখানে। কপ্র। অ।

যেন যথা, যেরূপ; যেরূপে; যাহাতে; উপমাননির্দেশক শব্দ; উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

যেন-তেন—যেমন তেমন। বাংপ্র। বিণ।

যেন-তেন-প্রকারেণ—যেমন করিয়াই হউক; ছলে বলে অথবা কৌশলে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। [বিণ।

যেমত, যেমতি—যেমন, যেরূপ। প্রা কপ্র।

যেমন—যদ্রূপ, যেমত, যেরূপ; যেমনি, যেই; দৃষ্টান্তে যথা। যদ্+মন সদৃশার্থে। বাংপ্র। অ।

যেমনই—ঠিক যেমন; যে প্রকারেই; যেইমাত্র। যেমন+ই অবধারণার্থে। বাংপ্র। অ।

যেমন-তেমন—যে কোনও রকম, সামান্য। বাংপ্র। বিণ।

যেমনি, যেম্‌নি—যেমন; যেই, যখনই; ঠিক যেরকম। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

যে-সে—যে কোন ব্যক্তি; কোন নগণ্য ব্যক্তি। বাংপ্র। সর্ব।

যেহেতু—যে কারণ; কারণ (অনুবন্ধী শব্দ 'কাজেই', 'সুতরাং')। বাংপ্র। অ।

যেহো—যিনি। প্রা কপ্র। সর্ব।

যৈছন—১। যেরূপে। ক্রি-বিণ। ২। যেমন। প্রা কপ্র। অ।

যৈছে, যৈসে—যেরূপে। প্রা কপ্র। অ।

যো—১। উপায়; শক্তি; সুবিধা, সুযোগ; ভূমির কর্ষণযোগ্য অবস্থা। <যোগ। বি। ২। যে ("যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ"

—গোবিন্দ)। সর্ব বা বিণ। ৩। প্রীতি, প্রণয়। প্রা কপ্র। বি।

যোই—যেরূপ। প্রা কপ্র। সর্ব।

যোকারী—প্রণয়ী, প্রেমিক। প্রা কপ্র। বি।

যোক্তা (যোক্তৃ)—যোগকর্তা, যোজনকারী। যুজ্ (যোগ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী —যোক্ত্রী।

যোক্ত্র—লাঙ্গল বাঁধিবার দড়ি, যোতদড়ি; যোয়ালি। যুজ্+ষ্ট্রন্ করণ। বি; ক্লী।

যোগ—১। মিলন, ঐক্য; সম্বন্ধ; সদ্ভাব; প্রয়োগ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ; যম নিয়ম ধ্যান ধারণা আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ (তত্তৎ শব্দ দ্রঃ); চিত্তবৃত্তিনিরোধ, মনের বিষয়ান্তর নিবৃত্তি; ধ্যান; ধর্মবন্ধন; ধনসম্পত্তির উপার্জন ও বর্ধন; দেহস্থৈর্য; অপূর্ব অর্থপ্রাপ্তি; লাভ; শুভকাল; প্রণিধি; নৌকাদি যান; নিয়ম; উপযুক্ততা; (গণিত) দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টি-করণ। যুজ্+ঘঞ্ ভাব। ২। বর্ম, সাঁজোয়া; (জ্যোতিষ) প্রধান নক্ষত্র। যুজ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। উপায়, সামাদি চতুর্বিধ উপায়; বশীকরণোপায়; বিদ্বুত্তাদি যোগ; শকট; যুক্তি; কৌশল; ছল, প্রতারণা; ঔষধ; পরিণাম। যুজ্+ঘঞ্ করণ।

যোগে যাগে—কলে কৌশলে। ৪। পতঞ্জলিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিঃ। যুজ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

যোগক্ষেম—যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই তাহা পাওয়া এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করা, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ-বস্তুর রক্ষণ; বাণিজ্যদ্রব্যের ভাটক ও খরিদ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মূল্য-নির্ণয়; শরীরের স্থিতিপালন; মঙ্গল; লভ্য; উত্তরাধিকারীর অবিভাজ্য ধন। যোগ (অলব্ধফলপুষ্পাদির সাধন) ও ক্ষেম (লব্ধশরীরাদির পালন), সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

যোগজ—১। যোগ দ্বারা জাত, যৌগিক। বিণ। ২। যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম বিঃ; (ন্যায়মতে) প্রত্যক্ষসাধন অলৌকিক সন্নি-কর্ষ বিঃ। বি; পুং। ৩। অগুরু। যোগ—জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

যোগদান—সংযুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যোগনিদ্রা—১। যোগরূপ নিদ্রা, নিদ্রাতুল্য যোগাবস্থা, মন হইতে অন্য বিষয় দূর হওয়া রূপ নিদ্রা; প্রলয়কালে পরমেশ্বরের সমস্ত জীবকে বধ করার ইচ্ছা হেতু যোগব্যাপার। যোগ (মনের বিষয়ান্তর-নিবৃত্তি)-রূপা নিদ্রা, রূপক কর্মধা। ২। দুর্গা। যোগরূপা নিদ্রা যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

যোগনিষ্ঠ—ধ্যানপরায়ণ। যোগে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

যোগপট্টিকা—যোগীদিগের বস্ত্র বিঃ। যোগার্থ পট্ট (বস্ত্র), মধ্যপ কর্মধা+স্বার্থে কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

যোগপদক—পূজাদিকালে ধারণীয় উত্তরীয় বিঃ, যোগপাটা। যোগে পদ (স্থানে অর্থাৎ আয়োজন) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি; ক্লী।

যোগপীঠ—যোগাসন। যোগের পীঠ (আসন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

যোগবল—যোগপ্রভাব, যোগের শক্তি। যোগজনিত বল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

যোগবাহী (-বাহিন্)—১। যোগদ্বারা বহনশীল। বিণ। স্ত্রী, -হিনী। ২। ক্ষার বিঃ; পারদ, পারা; ভেষজাঙ্গ; ঔষধাদির যোগসাধক, medium. যোগ—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

যোগবিৎ (-বিদ্)—যোগী, তপস্বী। উপতৎ; যোগ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং। [৫মীতৎ। বি; পুং।

যোগভ্রংশ—যোগমার্গ হইতে বিচ্যুতি।

যোগভ্রষ্ট—যে যোগকার্য সাধনে অক্ষম হইয়াছে এমন, যোগমার্গ হইতে স্খলিত। ৫মীতৎ। বিণ।

যোগমায়া—১। দুর্গা। যোগরূপা মায়া যাহার, বহু+আপ্। ২। ভগবানের জগৎসৃজনকারিণী শক্তি; সংসারমায়া। যোগরূপা মায়া, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যোগমার্গ—যোগরূপ উপায়, যোগানুষ্ঠান পথ। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

যোগরূঢ়—(ব্যাক) অবয়বশক্তি ও সমুদায় শক্তি দ্বারা অর্থবোধক, অর্থাৎ সমাস বা প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ এবং তাহা ছাড়াও বিশেষ কোন বস্তুর অর্থ বাচক; যৌগিক অথচ রূঢ় (যেমন বারিদ—যে বারি দান করে, মেঘ, অন্যকিছু নহে)। যোগ ও রূঢ়, দ্বন্দ্ব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

যোগ-সাজশ—দুষ্কার্যে সহযোগিতা। বাংপ্র। বি।

যোগসাধন, -সাধনা—যোগাভ্যাস, যম নিয়ম প্রাণায়াম প্রঃ অভ্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

যোগসিদ্ধ—যোগসাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। বি, -সিদ্ধি।

যোগাকর্ষণ—যে গুণ দ্বারা একাধিক পর-মাণু একত্রিত হইয়া থাকে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না তাহা; পরমাণুসমূহের সমষ্টিকরণশক্তি। যোগ দ্বারা আকর্ষণ, ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।

যোগাড়—কর্মনির্বাহের উপায়, কর্মের উদ্‌যোগ; সংগ্রহ; সরবরাহ; সাহায্য। <যোগ। বি।

যোগাড়যন্ত্র—কার্যসম্পাদনের আয়োজন। বাংপ্র। বি।

যোগাড়ে—সাহায্যকারী; সংগ্রহ বা যোগাড়-বিষয়ে দক্ষ। যোগাড়+এ নিপুণার্থে। বিণ।

যোগান—সাহায্য; সংগ্রহ; সরবরাহ। যোগা+ন ভাব। বাংপ্র। বি।

যোগানো—সরবরাহ করা, অভাব পূরণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

যোগাযোগ—পরস্পর মিলন; সংস্রব; সামঞ্জস্য; চক্রান্ত। বাংপ্র। বি।

যোগারূঢ়—ইন্দ্রিয়োপভোগ ইত্যাদিতে আসক্তিশূন্য সর্বসংকল্পত্যাগী যোগী, যোগে নিবিষ্ট বা সিদ্ধ। যোগকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

যোগাসন—যে কায়দায় বসিয়া যোগ সাধনা করা হয় তাহা, ধ্যানাসন, যোগসাধনার্থ উপবেশন বিঃ; ব্রহ্মাসন। যোগের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যোগাসীন—যোগ সাধনের জন্য যে বসিয়া রহিয়াছে এমন, যোগসাধনার্থ উপবিষ্ট। যোগের জন্য আসীন, ৪র্থীতৎ। বিণ।

যোগিনী—যোগকারিণী নারী; চতুঃষষ্টি-সংখ্যক দেবী বিঃ; তিথি বিঃ। যোগিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যোগিনীচক্র—(জ্যোতিষ) বিশেষ তিথিতে যোগিনীর বিশেষ দিকে অবস্থান [দক্ষিণে ও সম্মুখে যোগিনী থাকিলে তাহা বর্জন করিয়া যাত্রা করিতে হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যোগী (যোগিন্)—তপস্বী; সন্ন্যাসী, দণ্ডী; ব্রহ্মবিদ্। যুজ্ (যোগ করা)+ঘিনুণ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী —যোগিনী।

যোগীন্দ্র—মহাদেব; শ্রেষ্ঠ যোগী। যোগী-দিগের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

যোগীশ, যোগীশ্বর—শিব; বিষ্ণু; যাজ্ঞবল্ক্য। যোগীদের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোগেশ, যোগেশ্বর—শ্রীবিষ্ণু; শিব; যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। যোগের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোগ্য—উপযুক্ত; সমর্থ, শক্ত; প্রবীণ; নিপুণ; পবিত্র; প্রত্যক্ষ; যোগার্হ। যুজ্ (যোগ করা)+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

যোগ্যতা—উপযুক্ততা; ক্ষমতা; পবিত্রতা; পদার্থসকলের পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকা [যেমন, "অগ্নি দ্বারা শীতল করিতেছে" এখানে—অগ্নি দ্বারা শীতল করা অসম্ভব,

সুতরাং পরস্পর সম্বন্ধে বাধা হইল ও যোগ্যতা হইল না]। যোগ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

যোজক—১। সংযোগকারক, মেলক। বিণ। স্ত্রী—**যোজিকা**। ২। যে সংকীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে, isthmus. যুজ্+ণিচ্ (=যোজি—যোগ করানো)+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

যোজন—১। চারিক্রোশ পরিমাণ [প্রায় ১২ মাইল]; পরমাত্মা। যুজ্+অনট্ অধি। ২। একত্রকরণ, মেলন; যোগ; সংঘটন। যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

যোজনগন্ধা—কস্তুরী; সীতা; ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধা। যোজন (চারিক্রোশ) ব্যাপী গন্ধ যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

যোজনা—একত্রকরণ; মেলন; সংঘটন। যুজ্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

যোজনীয়—যোজনযোগ্য। যুজ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

যোজিত—মেলিত, একত্রীকৃত; নিয়মিত; রচিত। যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

যোটক—১। যোটন, মেলন। যু+ট ভাব +কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। ঘটনাকারক, ঘটক। <যোট। বি।

যোড়—১। যুগ্ম, মিলন; সংযোগ; দম্পতি; সমকক্ষ ব্যক্তি। <যুগ্ম। বি। ২। যুক্ত, মিলিত। <যুক্ত। বিণ।

যোত্র—যোয়াল; লাঙ্গলাদিবাহী বৃষাদির স্কন্ধস্থ কাষ্ঠ বিঃ, গরু-মহিষ প্রঃ বাঁধিবার দড়ি, যোতদড়ি; সম্পত্তি। যু (যোগ করা, বন্ধন করা)+ষ্ট্রন্ করণ। বি; ক্লী।

যোত্রহীন—সংস্থানশূন্য, নিঃস্ব, সম্পত্তিশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

যোদ্ধা (যোদ্ধৃ)—যুদ্ধকারক; সৈন্য। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।

যোদ্ধৃবর্গ—যুদ্ধকারী ব্যক্তিগণ; সেনাগণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোদ্ধৃবেশ—যোদ্ধার পোশাক, সৈনিকের পরিচ্ছেদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

যোধ—১। যুদ্ধ। যুধ্+ঘঞ্ ভাব। ২। যোদ্ধা। যুধ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

যোধন—১। যুদ্ধ। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অনট্ ভাব। ২। যুদ্ধাস্ত্র। যুধ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৩। যোদ্ধা। যুধ্+অন কর্তৃ। বি, পুং বা বিণ।

যোধী (যোধিন্)—যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

যোনি—স্ত্রী-চিহ্ন, ভগ; উৎপত্তিস্থান; কারণ; জন্ম ('প্রেত—')। যু (যোগ করা) +নি কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

যোনিজ—যোনি হইতে জাত; জরায়ুজ এবং অণ্ডজ। উপতৎ; যোনি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

যোষা—স্ত্রীলোক, নারী। যুষ্+অচ্ কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী।

যোষিৎ, যোষিতা—স্ত্রীলোক, নারী। যুষ্+ইতি কর্তৃ; পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী।

যৌ—লাক্ষা, লা। <যাবক। বি।

যৌক্তিক—প্রামাণিক; যুক্তিসিদ্ধ; যুক্তিকারী। যুক্তি+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

যৌগপদ্য—এককালীনতা, সমসাময়িকত্ব। যুগপৎ+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

যৌগিক—যোগ করার ফলে যাহা হইয়াছে এমন; (ব্যাকরণ) প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা অর্থবাচক। যোগ+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। **যৌগিক ক্রিয়া**—বাঙ্গালায় দুইটি শব্দ দ্বারা প্রকাশযোগ্য ক্রিয়া [যেমন —দান করা, প্রাপ্ত হওয়া, গমন করা ইঃ]। **যৌগিক পদার্থ**—(রসায়ন) একাধিক মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্য, compound.

যৌজনিক—যে যোজনপরিমিত পথ গমন করিতে পারে এমন। যোজন+ইক গমন করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

যৌতক, যৌতুক—বিবাহকালে বর বা কনেকে (সাধারণতঃ বরকে) যে অর্থ দেওয়া হয় তাহা; দম্পতির লব্ধধন, উদ্বাহিক; অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে দত্তধন। যুত+অণ্ সম্বন্ধার্থে+কন্ স্বার্থে; ২য় পক্ষে নিপাতনে 'ত'-স্থানে তু। বি; ক্লী।

যৌথ—বহুলোক মিলিয়া যাহা করে এমন, মিলিত, সমবেত। যূথ+অণ্ ভবার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**যৌথী**।

যৌধেয়—যোদ্ধা; যোদ্ধার পুত্র; প্রাচীন কালের উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্বাধীন জাতি বিঃ। যোধ+এয় স্বার্থে, অপত্যার্থে। বি; পুং।

যৌন—যোনিজাত; যোনিসম্বন্ধীয়; বিবাহ-সম্বন্ধীয়, স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম-সম্বন্ধীয়, sexual. যোনি+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

যৌবন—তারুণ্য, তরুণাবস্থা, ১৬ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত বয়স। যুবন্+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

যৌবনকণ্টক—ব্রণসফোঁড়া, যৌবন বয়সে মুখে যে ব্রণ দেখা দেয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যৌবনলক্ষণ—যৌবনের প্রকাশ; যৌবনের আবির্ভাবসূচক শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

যৌবনশ্রী—তরুণ বয়সের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

যৌবনাশ্ব—যুবনাশ্ব রাজার ছেলে, মান্ধাতা। যুবনাশ্ব+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

যৌবরাজ্য—যুবরাজের পদ, পিতৃসত্ত্বে পুত্রের রাজ্যপদ। যুবরাজ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

[র]

র—১। সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা মূর্ধা হইতে উচ্চারিত হয়; ইহা অন্তঃস্থ বর্ণ]। ২। কামাগ্নি; অগ্নি; রঙ্গ, বর্ণ; স্বর্ণ; বেগ; উত্তাপ। বি; পুং। ৩। তীক্ষ্ণ। রা (দান করা)+ক কর্তৃ, কিংবা, রম্ (ক্রীড়া করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ৪। থাম্; অপেক্ষা কর্। <'রহ' শব্দ। ক্রি। ৫। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি।

রই—১। পুকুরের মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠ ('রই কাঠ')। বি। ২। থাকি। বাংপ্র। ক্রি। [কপ্র। বি।

রইঘর—ছই-ঘর, নৌকার ঘর। প্রা

রইরই—হইচই, কোলাহল। বাংপ্র। বি।

রওনা, রওয়ানা—১। যাত্রা, গমন। বি। ২। প্রস্থিত, যাত্রার জন্য নিষ্ক্রান্ত; প্রেরিত। <ফা 'রবানহ্'। বিণ।

রওয়া—রহা (তাহা দ্রঃ)।

রওয়াব—ভয়; গাম্ভীর্য। আ। বি।

রং, রঙ—বর্ণ, রঙ্গ; রঞ্জক পদার্থ; তাসের মধ্যে যে জাতীয় তাস এক একবার প্রধান হয় তাহা; তাসের চিহ্নভেদ; মজা, পরিহাস। <রঙ্গ। বি।

রং-চং—নানাপ্রকার রং। বাংপ্র। বি।

রংচঙা, -চঙে—চিত্র-বিচিত্র, নানা রঙের। রংচঙ্+আ, এ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

রং-তং—হাস্য পরিহাস; কৌতুকাদি। বাংপ্র। বি।

রংবেরং—নানাবর্ণের; বিচিত্র। বাংপ্র। বিণ।

রক, রোয়াক—পাকা বারান্দা; দাওয়া; দালান; শান। <তু 'রওয়াক। বি।

রকম—প্রকার, মত; রীতি, ধরন; অঙ্করাশি। আ। বি।

রকমওয়ারী, রকম-রকম, রকমারি—নানা রকমের। বাংপ্র। বিণ।

রকম-সকম—হাবভাব, ভঙ্গী। বাংপ্র। বি।

রকমারি—'রকমওয়ারী' দ্রঃ।

রক্ত—১। শোণিত, রুধির; কুঙ্কুম; তাম্র, তাঁবা; প্রাচীনামলক; পদ্মক; সিন্দুর; হিঙ্গুল। বি; ক্লী। **বুকের রক্ত**—কষ্টার্জিত ধন, প্রাণান্তকর পরিশ্রম। **রক্ত জল করা**—অত্যধিক পরিশ্রম করা। ২। কুসুম্ভ; হিঙ্গুল; লোহিতবর্ণ। রন্‌জ্‌+ক্ত করণ। বি; পুং। ৩। অনুরক্ত, আসক্ত; ক্রীড়াসক্ত; রঞ্জিত, রং-করা; মধুর, সুশ্রাব্য ('—কণ্ঠ'); লোহিত, রাঙা। রন্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

রক্তক—১। রুধির; লাল কাপড়, রক্তবস্ত্র। রক্ত+কন্ স্বার্থে আছে অর্থে, কিংবা, রক্ত—কৈ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। অনুরাগী, অনুরক্ত। রন্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃ +কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**রক্তিকা**।

রক্তকণিকা—শরীরের মধ্যস্থিত রক্তবাহী ক্ষুদ্র কীট, blood corpuscles. ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

রক্তকমল, -কহ্লার—লাল পদ্ম। কর্মধা। বি; ক্লী।

রক্তকাঞ্চন—একজাতীয় ফুলের গাছ। রক্ত কাঞ্চন, কর্মধা। বি; পুং।

রক্তকুমুদ, -কৈরব, -কোকনদ—রক্তবর্ণ পদ্ম। কর্মধা। বি; ক্লী।

রক্তক্ষয়ী (-য়িন্)—যাহাতে বহুলোকের রক্তপাত অর্থাৎ বিনাশ হয় এমন ('— সংগ্রাম')। উপতৎ; রক্ত—ক্ষি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

রক্তগঙ্গা—অত্যধিক রক্তস্রোতঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রক্তচন্দন—লাল রঙের চন্দন কাঠ। কর্মধা। বি; ক্লী।

রক্তচিত্রক—রাংচিতার গাছ। কর্মধা। বি; পুং।

রক্তচূর্ণ—সিন্দুর; লাল রঙের গুঁড়া। রক্ত (লালবর্ণ) চূর্ণ (গুঁড়া), কর্মধা। বি; ক্লী। [স্ত্রী।

রক্তজবা—লাল জবা ফুল। কর্মধা। বি;

রক্তজবারাগ—লাল জবা ফুলের বর্ণ; অত্যধিক রক্তবর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তজিহ্ব—লালবর্ণ-জিহ্বাবিশিষ্ট; রক্তমাথা জিভবিশিষ্ট। রক্ত (লালবর্ণ) জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ।

রক্তদন্তিকা, -দন্তী—ভগবতীর রূপ বিঃ; যে নারীর দাঁত রক্তমাখা। রক্ত (লালবর্ণ) দন্ত যাঁহার, বহু+ঈপ্; ১ম পক্ষে রক্তদন্ত+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

রক্তদুষ্টি, -দোষ—রক্তের খারাপ অবস্থা; রক্তের সহিত চর্মরোগজনক বীজাণুর মিশ্রণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

রক্তধাতু—রক্তবর্ণ ধাতু; দেহজাত শোণিত ধাতু; গৈরিক, গিরিমাটি; তামা। কর্মধা। বি; পুং।

রক্তনেত্র—১। যাহার চোখ রাগে লাল হইয়াছে এমন; রক্তবর্ণ-চক্ষুবিশিষ্ট। বহু। বিণ। ২। লাল চক্ষু। কর্মধা। বি; ক্লী।

রক্তপ—১। রাক্ষস। বি; পুং। ২। রক্তপানকারী। উপতৎ; রক্ত (শোণিত)—পা (পান করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

রক্তপাত—রক্ত পড়া; হত্যা; দেহ হইতে শোণিতক্ষরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তপাদ—১। যাহার পা রক্তবর্ণ এমন। রক্ত পাদ যাহার, বহু। বিণ। ২। লোহিতবর্ণ চরণ। কর্মধা। বি; পুং।

রক্তপান—রক্ত খাওয়া, শোণিত পান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রক্তপায়িনী—১। জলৌকা, জোঁক। বি; স্ত্রী। ২। রক্তপানকারিণী। রক্তপায়িন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রক্তপায়ী (-পায়িন্)—১। যে সকল কীট রক্ত পান করে তাহারা; ছারপোকা, মৎকুণ। বি; পুং। ২। রক্তপানকারী। উপতৎ; রক্ত—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**পায়িনী**।

রক্তপিত্ত—রোগ বিঃ; অকস্মাৎ রক্তবমন। রক্তদূষক পিত্ত (শরীরস্থ ধাতু বিঃ) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

রক্তপিপাসা—রক্তপানের ইচ্ছা; বধোন্মাদনা, হত্যা করিবার প্রবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রক্তপিপাসু—রক্তপান করিতে ইচ্ছুক; অত্যধিক হত্যা-প্রবৃত্তিযুক্ত। ২য়াতৎ। বিণ।

রক্তবর্ণ—১। লাল রং। কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার রং লাল এমন। রক্ত বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

রক্তবহ—শোণিতবহনকারী, যাহা দ্বারা শোণিত সঞ্চালিত হয় এমন। রক্ত—বহ্ +অচ্ কর্তৃ। বিণ।

রক্তবাহী (-বাহিন্)—যাহার ভিতর দিয়া শোণিত প্রবাহিত হয় এমন, শোণিতবাহক। উপতৎ; রক্ত—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বাহিনী**।

রক্তবীজ—১। অসুর বিঃ, শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি। রক্ত (শোণিত) বীজ যাহার, বহু। ২। ডালিম। রক্ত (লোহিতবর্ণ) বীজ যাহার, বহু। বি; পুং।

রক্তমাংস—শোণিত ও মাংস। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। **রক্তমাংসের শরীর**—সহজে আঘাত অনুভব করে এইরূপ কোমল মনুষ্যদেহ বা মন; সুখ দুঃখ প্রঃ অনুভবক্ষম মানুষ।

রক্তমোক্ষণ—শোণিতস্রাব; চিকিৎসার জন্য রক্ত বাহির করা। রক্তের মোক্ষণ (মোচন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রক্তলোচন—১। যাহার চক্ষু লাল এমন। রক্ত লোচন (নেত্র) যাহার, বহু। বিণ। ২। লাল চক্ষু। রক্ত লোচন, কর্মধা। বি; ক্লী।

রক্তশোষক—যে নিঃশেষে রক্ত চুষিয়া খায় এমন, শোণিতশোষণকারী; শ্রমিকদিগের বা দরিদ্রদিগের অর্থ শোষণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**শোষিকা**।

রক্তশোষণ—রক্ত চুষিয়া খাওয়া; নিঃশেষে রক্ত-পান; (লক্ষণার্থে) অর্থশোষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রক্তশোষা—কাকলাস। বাংপ্র। বি।

রক্তশোষী (-শোষিন্)—রক্তশোষক, রক্তশোষণকারী। উপতৎ; রক্ত—শুষ্ +ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**শোষিণী**।

রক্তস্রাব—রক্ত বাহির হওয়া; শোণিত নিঃসরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তস্রোতঃ (-স্রোতস্), (>-**স্রোত**)—শোণিতের প্রবাহ; দেহের শিরা এবং ধমনীতে সঞ্চরমাণ রক্তধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রক্তাক্ত—১। রক্তচন্দন। বি; ক্লী। ২। শোণিতমিশ্রিত, শোণিতলিপ্ত; রুধিররঞ্জিত। রক্ত দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রক্তাক্ষ—যাহার চোখ লাল এমন, রক্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট; ক্রূর। রক্ত (লালবর্ণ) অক্ষি (নেত্র) যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

রক্তাতি(তী)সার—রক্তামাশয় রোগ। রক্তমিশ্রিত অতি(তী)সার (উদরাময়); মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রক্তাভ—ঈষৎ লাল। রক্তের ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

রক্তাম্বর—১। লাল রঙের কাপড়। রক্ত অম্বর (পরিধেয়), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যে লাল রঙের কাপড় পরিয়াছে এমন। বহু। বিণ।

রক্তারক্তি—খুনাখুনি, পরস্পরের রক্তপাত, রক্তের ছড়াছড়ি; ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

রক্তাশয়—রক্তের আধার, হৃৎপিণ্ড। রক্তের আশয় (আধার), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রক্তিম—লাল, ঈষৎ লাল। বাংপ্র। বিণ।
রক্তিমা (-মন্)—লাল রং, শোণিতবর্ণ। রক্ত (শোণিত)+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।
রক্তোৎপল—১। লাল পদ্ম, কোকনদ। রক্ত (লালবর্ণ) উৎপল (পদ্ম), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শাল্মলী বৃক্ষ। রক্ত উৎপল (তৎসদৃশ পুষ্প) যাহার, বহু। বি; পুং।
রক্ষ—১। রক্ষাকর্তা। রক্ষ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। রক্ষা। রক্ষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
রক্ষঃ (রক্ষস্), **রক্ষ**—রাক্ষস। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অসুন্ অপা (যাহা হইতে যজ্ঞাদি রক্ষা করা হয়)। বি; ক্লী।
রক্ষক—রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা; বিপদ্ হইতে ত্রাণকর্তা; যে রাখে। রক্ষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রক্ষিকা**।
রক্ষণ—১। পালন; তত্ত্বাবধান; রক্ষা, পরিত্রাণ। রক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পালনকারী; তত্ত্বাবধানকারী; রক্ষক। রক্ষ্+অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী—**রক্ষণী**।
রক্ষণাবেক্ষণ—দেখাশুনা করিয়া রক্ষা করা; প্রতিপালন এবং তত্ত্বাবধান। রক্ষণ ও অবেক্ষণ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।
রক্ষণীয়—রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষণযোগ্য। রক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।
রক্ষা—১। পালন। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অ ভাব+আপ্। ২। রাখী; ভস্ম; লাক্ষা। রক্ষ্+অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। পালনকারিণী। রক্ষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
রক্ষিকা—রক্ষাকারিণী। রক্ষক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
রক্ষিণী—রক্ষাকারিণী। রক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
রক্ষিত—১। যাহাকে রক্ষা করা হইয়াছে এমন; পরিত্রাত; পালিত। বিণ। ২। উপাধি বিঃ; বৈদিক-গ্রন্থ বিঃ। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বি; পুং।
রক্ষিতা—১। পালিতা; পরিত্রাতা। বিণ; স্ত্রী। ২। উপপত্নী, অর্থাদি দ্বারা পোষিতা বেশ্যা। রক্ষিত+আপ্। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
রক্ষিতা (রক্ষিতৃ), **রক্ষী** (রক্ষিন্)—রক্ষাকারী ("এমন বিপদে কেবা আমার রক্ষিতা"—কৃত্তি)। রক্ষ্+তৃন্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী, -ণী।
রক্ষিসৈন্য—কোন স্থান বা ব্যক্তিকে শত্রু-পক্ষের আক্রমণ বা অন্য কোন প্রকার অপকার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত সৈন্য। রক্ষী যে সৈন্য, কর্মধা। বি; ক্লী।
রক্ষী (রক্ষিন্)—রক্ষাকারী; প্রহরী, guard. রক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**রক্ষিণী**।
রক্ষোনাথ—রাক্ষসদিগের রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রক্ষোরথী (-থিন্)—রথারোহী নিশা-চর; রাক্ষসযোদ্ধা। রক্ষোজাতীয় রথী, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [পুং।
রক্ষোরাজ রাক্ষসরাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
রক্ষোহা (-হন্)—'রক্ষোঘ্ন' দ্রঃ।
রক্ষ্য—রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষণীয়; বারণীয়। রক্ষ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।
রগ—কপালের দুই পাশের শিরা। ফা। বি।
রগচটা—যে সহজেই চটিয়া যায় এমন, ক্রোধনস্বভাব; রুক্ষপ্রকৃতি। বহু। ফা-মূ। বিণ।
রগড়—রহস্য, তামাশা, কৌতুক; বাদ্যের শব্দ; ঢক্কাদিতে আঘাতের উপক্রম; মর্দন, ডলা, পেষণ; বড় ঢাক। <রগড়। বি।
র গ ড়া নো—একবিষয়ের অত্যধিক আলোচনা করা; ঘর্ষণ করা; মর্দন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। বি—**রগড়ানি**।
রগরগ- উজ্জ্বলতা-প্রকাশ; বর্ণের উগ্রতা প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ—**রগরগে**।
র গু ড়ে-কৌতুকপ্রিয়; কৌতুককারী। রগড়+এ প্রিয়ার্থে। বাংপ্র। বিণ।
রঘুকুল—সূর্যবংশীয় রাজা, রঘুর বংশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
রঘুকুলতিলক—রঘুবংশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রঘুনন্দন—শ্রীরামচন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রঘুনাথ, -পতি, -বর, -শ্রেষ্ঠ—শ্রীরামচন্দ্র। রঘুদের নাথ, পতি, ৬ষ্ঠীতৎ; রঘুদের মধ্যে বর, শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বি; পুং।
রঘুমণি- শ্রীরামচন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রঙ—'রং' দ্রঃ।
রঙানো, রাঙানো-১। রঞ্জিত, ছোবানো। বিণ। ২। রং দেওয়া, রঞ্জিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
রঙিন, রঙীন, রঙ্গিন, রঙ্গীন—নানা রং দ্বারা চিত্রবিচিত্র, রঞ্জিত। রঙ্, রঙ্গ +ইন, ঈন বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।
রঙ্কু—মৃগ বিঃ. যে হরিণের পৃষ্ঠদেশ নানা বর্ণে চিত্রিত। রম্+কু কর্তৃ। বি; পুং।
রঙ্গ—১। রং, বর্ণ; রঙ্গকদ্রব্য; টঙ্কণ; খদিরসার; তামাশা, কৌতুক, রগড়; আমোদ; লীলা, পরিহাস; নাট্য-নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি। রন্‌জ্+ঘঞ্ করণ। ২। আমোদপূর্বক হেলিতে দুলিতে ভাবভঙ্গী প্রকাশ করণ। রন্‌জ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। নাট্যশালা; ব্যায়ামাদি প্রদর্শনভূমি, arena; রণভূমি। রন্‌জ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। ৪। রাঙ, ধাতু, tin. রন্‌জ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং বা ক্লী।
রঙ্গক—এলামাটি ভুসাকালি প্রঃ অন্যান্য রং, pigment. বি।
রঙ্গচঙ্গ—নানাবর্ণ; অঙ্গভঙ্গী; হাসিঠাট্টা। বাংপ্র। বি।
রঙ্গচঙ্গে·নানা রঙে রঙানো, চিত্রবিচিত্র। রঙ্গচঙ্গ+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।
রঙ্গচিঙ্গা--চেঙ্গড়া ছেলে, যাহারা রঙ্গ দেখিতে ভালবাসে এমন বালকবৃন্দ ("শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা"—ভারত)। গ্রা কপ্র। বি।
রঙ্গদার, রংদার—কৌতুককারী; মজাদার, রঙ্গিন। রঙ্গ+দার কর্তা অর্থে, বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।
রঙ্গন—রং করা, চিত্রকরণ; একপ্রকার ফুল, ixona. বাংপ্র। বি।
রঙ্গপ্রিয়—কৌতুকপ্রিয়। বহু। বিণ।
রঙ্গভঙ্গ—কৌতুকজনিত কথাবার্তা অঙ্গ-ভঙ্গী প্রঃ। রঙ্গোদ্দীপক ভঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।
র ঙ্গ ভূ মি--যাত্রা-থিয়েটারের জায়গা, অভিনয় মঞ্চ, নাট্যশালা; যুদ্ধক্ষেত্র; কুস্তির আড্ডা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রঙ্গমঞ্চ-স্টেজ, অভিনয়ের নিমিত্ত উন্নত স্থান, অভিনয়মঞ্চ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রঙ্গমহল, রংমহল--মুসলমান সম্রাট্ এবং বড়লোকদিগের আমোদ-প্রমোদ করিবার গৃহ, বেগমখানা; প্রমোদভবন। ফা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।
রঙ্গমাতা (-মাতৃ), **-মাতৃকা**—দূতী, কুট্টনী; লাক্ষা, লা। রঙ্গের (অনুরাগের, বর্ণের) মাতা, ৬ষ্ঠীতৎ, পক্ষে স্বার্থে কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।
রঙ্গরস—হাসিঠাট্টা, কৌতুক-পরিহাসাদি। রঙ্গযুক্ত রস, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
রঙ্গশালা—রঙ্গভূমি, অভিনয়গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রঙ্গস্থল--রঙ্গভূমি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
রঙ্গানো—'রঙানো' দ্রঃ।
রঙ্গালয়—অভিনয়গৃহ, নাট্যশালা। রঙ্গের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রঙ্গিণী—হাস্যপরিহাসযুক্তা রমণী, রঙ্গ-বিশিষ্টা; মত্তা। রঙ্গিন্+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।
রঙ্গিত—রাঙানো; ভূষিত। রঙ্গ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।
রঙ্গিন, রঙ্গীন—'রঙিন' দ্রঃ।
রঙ্গিয়া—রসিক; রসিকা; কৌতুক বা আমোদযুক্তা, সদানন্দ। গ্রা কপ্র। বিণ।
রঙ্গিল, রঙ্গিলা--মজাদার; আমোদ-প্রিয়; রঙ্গদার, রঙীন। হি। বিণ।
রঙ্গী (রঙ্গিন্)—রঙ্গবিশিষ্ট, রঞ্জিত;

অনুরাগী। রঙ্গ (রঙ্, অনুরাগ) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**রঙ্গিণী**।

রঙ্গীন—'রঙিন' দ্রঃ।

রচক—যে তৈয়ার করে এমন, রচনাকারক। রচ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রচিকা**।

রচন, রচনা—তৈয়ার, নির্মাণ, গঠন, প্রস্তুতকরণ; গ্রন্থন; শ্রেণীগঠনপূর্বক বিন্যাস, সাজানো; অর্পণ; ভূষণ; স্থাপন; লিখিত বিষয়, রচিত বস্তু; যাহা সাজাইয়া গুছাইয়া লেখা হয়, প্রবন্ধ গল্প ইঃ। রচ+ণিচ্ অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব, কর্ম+আপ্। বি; ক্লী; স্ত্রী।

রচনা-কৌশল—তৈয়ার করার কায়দা; নির্মাণের অসাধারণ উপায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রচনাপদ্ধতি, -প্রণালী—তৈয়ার করিবার ধারা, গঠনরীতি; রচনা করিবার বা লিখিবার নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রচনা-শৈলী—রচনা-রীতি, লিখিবার বিশিষ্ট ধারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রচনীয়—রচনার যোগ্য, যাহা রচনা করিতে হইবে এমন। রচ+অনীয় কর্ম। বিণ।

রচয়িতা (-য়িতৃ) -রচনাকর্তা; নির্মাতা। রচ+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

রচা—১। তৈয়ারী, প্রস্তুত, নির্মিত; কল্পিত। বিণ। **২**। রচনা করা; কল্পনা করা। কপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র—**রচতহি, রচয়ে**—রচনা করে। **রচহু**—রচনা কর।]

রচিত—প্রস্তুত, নির্মিত, গঠিত, কৃত; শোভিত; গ্রথিত; বিন্যস্ত; অর্পিত; পরিক্লৃপ্ত। রচ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রজঃ (রজস্)—ধুলা; পুষ্পরেণু, পরাগ; স্ত্রীলোকের মাসে মাসে যোনিনিঃসৃত রক্ত, ঋতু; ইচ্ছা; (দর্শন) প্রেমরাগ অহংকারাদির কারণ গুণ বিঃ। রন্জ্+অসুন্ কর্তৃ। বি; পুং, ক্লী।

রজক—ধোপা, বস্ত্রপরিষ্কারক; স্ত্রী.বরণস্ত্রীগর্ভে ধীবরের ঔরসে জাত জাতি বিঃ; রঙ্কারক। রন্জ্+অক (ষ্ব্ন্) কর্তৃ, শিল্পী অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী, **-কী**।

রজকিনী—ধোপানী, রজকী ("শোন রজকিনী রামী"—চণ্ডী)। কপ্র। বি; স্ত্রী।

রজকী—ধোপানী; রঙ্গকারিণী। রজক+ ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

রজত—১। রূপা, রৌপ্য। রন্জ্ (রং করা)+অতচ্ অধি, কর্ম। বি; ক্লী। **২**। সাদা, শুভ্রবর্ণ। রন্জ্+অতচ্ কর্তৃ। বিণ।

রজতগিরি, রজতাচল, রজতাদ্রি—সাদা পাহাড়, ধবলগিরি; কৈলাস পর্বত। রজত (সাদা) গিরি, অচল, অদ্রি, কর্মধা। বি; পুং।

রজতগিরিনিভ—রূপার পর্বতের মত। রজতগিরির তুল্য এইবাক্যে, নিত্য। বিণ।

রজতধবল, -শুভ্র—রূপার মত সাদা। রজতের ন্যায় ধবল, শুভ্র, উপমান কর্মধা। বিণ।

রজতাচল, রজতাদ্রি—'রজতগিরি' দ্রঃ।

রজন—চির গাছের শুকনো আঠা। <ইং 'resin'. বি।

রজনি, রজনী—রাত্রি, নিশা। রন্জ্+ অনি অধি, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রজনীকান্ত—চন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রজনীগন্ধা—শ্বেতবর্ণ সুগন্ধ পুষ্প বিঃ, tuberose. রজনীতে গন্ধ যাহার, বহু+ আপ্। বি; স্ত্রী।

রজনীচর—নিশাচর, রাক্ষস; তস্কর; প্রহরী। উপতৎ; রজনী—চর্+ট কর্তৃ। বি; পুং।

রজনীমুখ—প্রদোষ, সূর্যের অস্তকাল হইতে চারিদণ্ড কাল, সন্ধ্যাকাল, নিশামুখ। রজনীর মুখ (আদ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রজস্বলা—ঋতুমতী। রজস্+বলচ্ আছে অর্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রজোজনিত—রজোগুণ হইতে জাত; ধূলি হইতে উৎপন্ন; স্ত্রীলোকের ঋতু হইতে উৎপন্ন; স্ত্রী-ঋতুসম্বন্ধীয়। রজঃ দ্বারা জনিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রজোদর্শন—স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুস্রাব, আদ্যঋতু। রজের (রজস্-শব্দ) দর্শন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রজ্জু—দড়ি, বন্ধনী; বেণী, চুলের বিউনি। সৃজ্+উ কর্ম (নিপা)। বি; স্ত্রী।

রজ্জুভ্রম—দড়ি ভিন্ন অন্য বস্তুকে দড়ি বলিয়া বোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রঞ্জক—১। রঞ্জন দ্রব্য, হলুদ ম্যাজেণ্টা প্রঃ দ্রাব্য রং, dye. বি। **২**। প্রীতিকারক, অনুরাগজনক; বস্ত্রাদির রংকারক। রন্জ্ +ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রঞ্জিকা**। **৩**। বারুদ। বাংপ্র। বি।

রঞ্জকঘর—যে ঘরে বারুদ রাখা হয় তাহা, কামান ও বন্দুকের অগ্নিদানার্থ ছিদ্র, touch-hole. বাংপ্র। বি।

রঞ্জন—১। মনের মধ্যে প্রীতি বা সন্তোষ জন্মানো, সন্তুষ্টকরণ; রং করা, ছোপানো। রন্জ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। **২**। প্রীতিকর বা রাগজনক ('মনোরঞ্জন')। রন্জ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

রঞ্জনরশ্মি—জার্মান বিজ্ঞানী রোণ্টগেনের আবিষ্কৃত আলোক বিঃ, X-ray. বাংপ্র। বি।

রঞ্জনী—হলুদ; হরিদ্রা; নীলী; মঞ্জিষ্ঠা; শেফালিকা; হরিদ্রা পর্পটী। রঞ্জন+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রঞ্জিত—যাহা রং করা হইয়াছে এমন, রাঙানো, ছোবানো; তর্পিত, সন্তোষিত, যাহার অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। রন্জ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রটন, রটনা—প্রচার, ঘোষণা; বিবরণ; কথন; খ্যাতি। রট্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

রটন্তী—মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। রট্+ শতৃ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রটা—প্রচার হওয়া, রাষ্ট্র হওয়া; রব করা; প্রার্থনা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রা কপ্র—**রটই, রটন্তি**—শব্দ করে; বাজায়; বাজে। **রটতহি**—ধ্বনি করে; উচ্চারণ করে।]

রটানে—প্রচারকারী। রটা+নে কর্তৃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

রটানো—প্রচার করা, রাষ্ট্র করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

রটিত—প্রচারিত, ঘোষিত; খ্যাত; কথিত। রট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রড়—রথ কিংবা গাড়ি প্রঃর তাড়াতাড়ি যাওয়ার শব্দ; দৌড়, দ্রুতগমন। প্রা কপ্র। বি।

রণ—১। যুদ্ধ, সমর, সংগ্রাম; কলহ। রণ্ (শব্দ করা)+অপ্ অধি। বি; পুং বা ক্লী। **২**। শব্দ, রব। রণ্+অপ্ ভাব। বি; পুং।

রণকৌশল—যুদ্ধ করিবার কায়দা, সমর-নৈপুণ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রণক্ষেত্র—যুদ্ধের স্থান, সমরভূমি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রণজয়ী (-জয়িন্)—যে যুদ্ধে জয়লাভ করে এমন। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জয়িনী**।

রণজিৎ—যুদ্ধজয়কারী। উপতৎ; রণ—জি +কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

রণৎ—শব্দায়মান। রণ+শতৃ কর্তৃ। বিণ।

রণৎকার—ঝনঝন শব্দ, ঝনৎকার। রণৎ— কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

রণতরঙ্গ—যুদ্ধরূপ সমুদ্রের ঢেউ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রণতরি, -তরী—যুদ্ধজাহাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রণদেবতা—যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; রণ-সংঘটক দেব; (লক্ষণার্থে বা ব্যঙ্গার্থে) যুদ্ধনায়ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রণধীর—যুদ্ধে অটল; বীর। ৭মীতৎ। বিণ।

রণন—রুনুঝুনু শব্দ, ধ্বনন। রণ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রণনীতি—যুদ্ধকৌশল; সমরপ্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রণনৈপুণ্য—যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা। ৭মীতৎ; বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।
রণবাদ্য—যুদ্ধের বাজনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;
রণবেশ—যুদ্ধসজ্জা। রণোপযোগী বেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
রণমত্ত—যে যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছে এমন, যুদ্ধোন্মত্ত। ৭মীতৎ। বিণ।
রণমাতঙ্গ—যুদ্ধের হাতি। রণের মাতঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রণমুখো—যুদ্ধগমনে উদ্যত; মারমুখো। রণে মুখ, ৭মীতৎ+ও (<উয়া) বিশিষ্টার্থে অথবা বহু। বাংপ্র। বিণ।
রণযাত্রা—যুদ্ধের জন্য যাওয়া। রণের জন্য যাত্রা, ৪র্থীতৎ। বি; স্ত্রী।
রণরঙ্গ—যুদ্ধরূপ আমোদ; যুদ্ধোন্মাদনা। ৭মীতৎ বা রূপক কর্মধা। বি; পুং।
রণরঙ্গিণী—যে নারী যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছে এমন, যুদ্ধোন্মত্তা; (ব্যঙ্গার্থে) ভীষণভাবে ঝগড়ায় ব্যাপৃতা। রণরঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
রণরণ—১। নূপুর প্রঃ বাজিবার শব্দ, ঝংকার। বাংপ্র। অ। ২। মশক, মশা। রণ (অনুকরণশব্দ)—রণ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।
রণরণি—রুনুঝুনু শব্দ, রণন। প্রা কপ্র। বি।
রণসংকু(ঙ্কু)ল—১। ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল লড়াই, হুড়াহুড়ি। রণই সংকুল, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যুদ্ধপূর্ণ। রণ দ্বারা সংকুল, ৩য়াতৎ। বিণ; পুং বা স্ত্রী।
রণসজ্জা—লড়াইয়ের সাজ, যুদ্ধোপযোগী বেশ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
রণসাজ—যুদ্ধবেশ। <রণসজ্জা। বি।
রণস্থল—যুদ্ধক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রণাঙ্গন—যুদ্ধভূমি, সমরক্ষেত্র। রণের অঙ্গন (উঠান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রণিত—১। শব্দিত, শব্দ-করা। রণ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শব্দ। রণ্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।
রণ্ড—ধূর্ত; আশ্রমহীন; ধর্মবিহীন; অর্ধাবয়ব; বন্ধ্য, যে ব্যক্তির সন্তান হয় নাই এমন; যে বৃক্ষলতার ফল হয় না এমন, বাঁড়া। রণ্+ড কর্তৃ। বিণ।
রণ্ডা—১। বেশ্যা, রাঁড়; বিধবা। রণ্+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ধূর্তা; বন্ধ্যা। রণ্ড+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
রণ্ডাশ্রমী (-শ্রমিন্)—১। আটচল্লিশ বছর বয়সের পর যে ব্যক্তির স্ত্রী মারা যায় এমন। রণ্ড (বিফল) আশ্রম, কর্মধা; রণ্ডাশ্রম+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। ভবঘুরে; বয়াটে; বেশ্যাগামী। অশিষ্ট প্রয়োগ। বিণ।
রত—১। মৈথুন রতি, রমণ। রম্ (ক্রীড়া করা)+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ২। অনুরক্ত, আসক্ত। রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। শক্তি, সামর্থ্য। বাংপ্র। বি।
রতকূজিত—স্ত্রী-সংসর্গকালীন সুখব্যঞ্জক অব্যক্ত ধ্বনি বিঃ, মণিত। রত (রমণ)-জনিত কূজিত (অব্যক্তধ্বনি), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
রতন—রত্ন। কপ্র। বি।
রতি—১। কামদেবের স্ত্রী। রম্+ক্তিচ্ কর্তৃ। ২। অনুরাগ, আসক্তি; ক্রীড়া; রমণ; প্রীতি, সন্তোষ। রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। এক কুঁচ পরিমাণ; অতি অল্প পরিমাণ। <রক্তিকা। বি।
রতিকুহর, -গৃহ, -মন্দির—যোনি, স্ত্রী-চিহ্ন। রতির কুহর, গৃহ, মন্দির, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রতিক্রিয়া—স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্ভোগ, মৈথুন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
রতিগুরু—স্বামী। ৭মীতৎ। বি; পুং।
রতিগৃহ—'রতিকুহর' দ্রঃ।
রতিপতি, -প্রিয়, -রমণ—কন্দর্প, মদন। রতির পতি, প্রিয়; রমণ (যে রমণ করে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রতিবন্ধ—স্ত্রী-সম্ভোগের ষোড়শ-প্রকার রীতি। রতির বন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রতিমন্দির—'রতিকুহর' দ্রঃ।
রতিরমণ—'রতিপতি' দ্রঃ।
রতিশক্তি—রমণসামর্থ্য। রতিযোগ্য শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
রত্তো—অকেজো। বাংপ্র। বিণ।
রত্তি, রক্তিকা—পরিমাণ বিঃ, গুঞ্জা, কুঁচ, রতি; গুঞ্জাফল; (তাহা হইতে) বিন্দু, অতি অল্প মাত্রা। <রক্তিকা। বি।
রত্ন—মণি মুক্তা স্বর্ণাদি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট বস্তু; মাণিক্য; বজ্র; যে-কোন-জাতীয় বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠবস্তু। রম্+ন কর্তৃ (ম স্থানে ত)। বি; স্ত্রী।
রত্নখচিত—যাহার মধ্যে মণিমাণিক্য বসানো আছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।
রত্নগর্ভ(র্ভ)—যাহার ভিতরে রত্ন আছে; সমুদ্র; কুবের। রত্ন গর্ভে, গর্ভে যাহার, বহু। বি; পুং।
রত্নগর্ভা(র্ভা)—সৎপুত্রবতী নারী; পৃথিবী। রত্নগর্ভ+আপ্। বি; স্ত্রী।
রত্নজীবী (-জীবিন্), **-বণিক** (-বণিজ্)—মণিকার, রত্নবিক্রেতা, জহরী। উপতৎ; রত্ন—জীব+ণিন্ কর্তৃ; রত্নের বণিক্ (বণিজ্), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রত্নত্রিতয়—(জৈনধর্মে) সম্যক্ দৃষ্টি, জ্ঞান ও চরিত্র—এই তিন; (বৌদ্ধধর্মে) বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—এই তিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রত্নদ্বীপ—প্রবালদ্বীপ, coral island. রত্নগঠিত দ্বীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা স্ত্রী।
রত্নপ্রসূ—১। মণিমাণিক্য প্রঃ উৎপাদনকারিণী; সৎপুত্রপ্রসবিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
রত্নবণিক্ (-বণিজ্)—'রত্নজীবী' দ্রঃ।
রত্নবতী—১। পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ২। রত্নযুক্তা। রত্ন+মতুপ্, আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
রত্নমণ্ডিত—রত্ন দ্বারা ভূষিত। ৩য়াতৎ। বিণ।
রত্নময়—মণিময়, মণিনির্মিত। রত্ন+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।
রত্নাকর—সমুদ্র; রত্নখনি; কৃত্তিবাসী রামায়ণে উক্ত বাল্মীকির পূর্ব নাম। রত্নের আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রত্নাবলী—১। রত্নশ্রেণী; রত্নহার। রত্নের আবলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বৎসরাজ-পত্নী; শ্রীহর্ষকৃত চারি অঙ্কের নাটক বিঃ; কাব্যালংকার বিঃ। রত্নের আবলী যাঁহার বা যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।
রত্নাভরণ—১। মণিময় অলংকার, জড়োয়া গহনা। রত্নখচিত আভরণ, মধ্যপ কর্মধা। ২। মণিমাণিক্য ও অলংকার। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।
রত্নালংকা(ঙ্কা)র—জড়োয়া গহনা। রত্নখচিত বা রত্ননির্মিত অলংকার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
রত্নি—কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি হস্তাগ্র পর্যন্ত পরিমাণ, মুঠোন হাত। ঋ+কত্নি কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।
রথ—চক্রযুক্ত যুদ্ধযান; শকটাদি; স্যন্দন; বাহন; শরীর; চরণ; বেতসবৃক্ষ; বঞ্জুলতা; তিনিশবৃক্ষ; বানীর। রম্+কথন্ করণ, অধি। বি; পুং।
রথযন্তা (-যন্তৃ)—সারথি, রথের নিয়ামক ("কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হয়ে"—কাশী)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
রথযাত্রা—আষাঢ়-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে অনুষ্ঠিত রথবাহিত দেবমূর্তির (বিশেষতঃ জগন্নাথদেবের) উৎসব বিঃ। রথসম্বন্ধীয় যাত্রা (উৎসব), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
রথাঙ্গ—১। চাকা, চক্র। রথের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। চক্রবাকপক্ষী। রথের ন্যায় অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং।
রথারূঢ়—যে রথে চড়িয়াছে এমন; রথে উপবিষ্ট। রথে আরূঢ়, ৭মীতৎ; বা, রথকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।
রথারোহী (-রোহিন্)—রথস্থ যোদ্ধা। উপতৎ; রথ—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হিণী।
রথিক, রথী (-রথিন্)—রথারূঢ় ব্যক্তি;

রথযাত্রী, রথস্থ যোদ্ধা। রথ+ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

রথ্য—১। রথ-টানা ঘোড়া। রথ+যৎ বহন করে অর্থে। বি; পুং। ২। চাকা, চক্র। রথ+যৎ যোগ্যার্থে। বি; ক্লী। ৩। রথসম্বন্ধীয়। রথ+যৎ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রথ্যা—১। রাস্তা, পথ, বর্ত্ম; রথসমূহ; আবর্ত্তনী; চত্বর। রথ+যৎ গমনযোগ্য অর্থে, সমূহার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রথসম্বন্ধীয়া। রথ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রদ—১। দাঁত, দন্ত। রদ্+অচ্ কর্তৃ। ২। উৎপাত, খনন। রদ্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; পুং। ৩। রহিত; পরিবর্ত্তিত, খারিজ। আ। বিণ।

রদচ্ছদ, রদনচ্ছদ—ওষ্ঠ, দন্তচ্ছদ; অধর। রদ, রদন (দাঁত)—ছদ্+ণিচ্ (আচ্ছাদন করা)+ঘ করণ। বি; পুং।

রদন—১। দন্ত, দাঁত ("বদনে রদন নড়ে"—ভারতচন্দ্র)। রদ্+অনট্ করণ। বি; পুং। ২। ছেদন; খনন। রদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রদনচ্ছদ—'রদচ্ছদ' দ্রঃ।

রদনী (-নিন্), **রদী** (রদিন্)—দন্তী, হাতী, গজ। রদন, রদ (দন্ত)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

রদ্দী—অপকৃষ্ট; বাতিল; অকর্মণ্য; পরিত্যক্ত। <আ 'রদ'। বিণ।

রদী (রদিন্)—'রদনী' দ্রঃ।

রন-পা—পায়ে লাগাইয়া জোরে জোরে হাটিবার নিমিত্ত বংশদণ্ড, stilt. বাংপ্র। বি।

রন্ধন—পাক, রান্না। রধ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**রান্ধিত**।

রন্ধনকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্তৃ)—পাচক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পু। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

রন্ধনশালা—রান্নাঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রন্ধনাগার—রান্নাঘর। রন্ধনের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রান্ধিত—যাহা রান্না করা হইয়াছে এমন, কৃতরন্ধন। রধ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি **রন্ধন**।

রন্ধ্র—গর্ত, বিবর, ছিদ্র; কুক্ষি; অন্যায়; আলস্যাদি দোষ; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টমস্থান, মারাত্মক স্থান। রম্+ক্বিপ্ ভাব=রম্; রম্—ধৃ+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

রন্ধ্রগত—ছিদ্রে উপস্থিত; মারাত্মক স্থানে উপস্থিত; (জ্যোতিষ) লগ্নের অষ্টমস্থানে অবস্থিত। ২য়াতৎ। বিণ।

রপট—খাটুনি, বৃথা ভ্রমণ ইঃ। বাংপ্র। বি।

রপ্ত—অভ্যস্ত। <আ 'রব্‌ৎ'। বিণ।

রপ্তে রপ্তে ধীরে ধীরে; অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে।

রপ্তানি—বিদেশে চালান। <ফা 'রফ্‌তনী'। বি।

রপ্তানী—রপ্তানি-করা, বিদেশে চালান-দেওয়া। ফা-মৃ। বিণ।

রফা—ঝগড়া মিটান; শান্তি; শেষ আপস; আপস চুক্তি। আ। বি।

রফা রফা—সর্বনাশ; অত্যধিক হয়রানি বা ক্ষতি; বিনাশ।

রফানামা—আপস-মীমাংসার পত্র। রফা+নামা লিপি অর্থে। আ-মৃ। বি।

রব—শব্দ, ধ্বনি; গোলমাল। রু+অপ্ ভাব। বি; পুং।

রবাব প্রাচীন ভারতের বাদ্যযন্ত্র বিঃ; রুদ্রবীণা। ফা। বি।

রবার—একপ্রকার গাছের আঠা হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক দ্রব্য। < ইং 'rubber'. বি।

রবাহূত—যে বিনা নিমন্ত্রণে ভোজ-ব্যাপারে যোগদান করিয়াছে এমন; যে শুধু ভোজন বা আমোদ-প্রমোদের শব্দ পাইয়াই আসিয়াছে এমন, অনাহূত আগন্তুক। রবদ্বারা আহূত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রবি—সূর্য, ভানু; নায়ক; আকন্দবৃক্ষ; রক্ত অশোকবৃক্ষ; ভট্টারক বার, সপ্তাহের বার বিঃ। রু+ই কর্ম। বি; পুং।

রবিকর—রৌদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রবিকান্ত—সূর্যকান্তমণি। রবি (সূর্য) হইতে কান্ত (দীপ্তি) যাহার, বহ, বা রবির (সূর্যের) কান্ত (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রবিখন্দ—বসন্তকালের ফসল, গম যব কলাই। রবি (<আ 'রবী'=বসন্ত)+খন্দ <কন্দ। বি।

রবিচ্ছবি—সূর্যের দীপ্তি; সূর্যের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রবিজ, -তনয়, -নন্দন, -সুত-সূর্যপুত্র, যম; শনি; সুগ্রীব; সাবর্ণি ও বৈবস্বত মনু। উপতৎ; রবি—জন্+ড কর্তৃ; রবির তনয়, নন্দন, সুত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রবিজা, -তনয়া, -নন্দিনী, -সুতা—যমুনা, কালিন্দী। রবিজ+আপ্; রবির তনয়া, নন্দিনী, সুতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রবিতনয়, -নন্দন—'রবিজ' দ্রঃ।

রবিবাসর—রবিবার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী।

রবিশস্য—বসন্তকালীন ফসল। রবিপক শস্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

রবিসুত—'রবিজ' দ্রঃ।

রবিসুতা- 'রবিজা' দ্রঃ।

রভস—১। ঔৎসুক্য; বেগ, শীঘ্রতা; রসাবেশ; হর্ষ; শোক; অনুতাপ; পূর্বাপর-বিবেচনা; কার্যকারণ-গবেষণা; অভিধান বিঃ; বলাৎকার। রভ্ (উৎসুক হওয়া)+অসচ্ ভাব। বি; পুং। ২। রহস্য; সম্ভোগ; কেলিবিলাস। প্রা কপ্র। বি।

রম—১। পতি, স্বামী; কামদেব। রম্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। আনন্দজনক, মনোরম। রম্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

রমক—উপপতি জার। রম্ (ক্রীড়া করা)+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

রমজান—মুসলমানদিগের রোজার মাস, মুসলমান সনের নবম মাস। আ। বি।

রমণ—১। পতি; কন্দর্প, কামদেব। বি; পুং। ২। প্রিয়; সন্তোষ-বিধানকারী। রম্+ণিচ্+অন, অনট্ কর্তৃ। বিণ। ৩। জঘন। রম্+অনট্ অধি। ৪। সুরত, রতি, মৈথুন; ক্রীড়া। রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রমণী—নারী; সুন্দরী স্ত্রী; পত্নী। রমণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রমণীয়, রম্য—সুন্দর, মনোরম, যাহা প্রতিমুহূর্তে নব নব মনোহর ভাব বা রূপ ধারণ করে এমন। রম্+অনীয় কর্তৃ, যৎ করণ, অধি। বিণ।

রমণীসুলভ—স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। ৭মীতৎ। বিণ।

রমন্যাস—চিত্তাকর্ষক ঘটনা বা তদ্বিষয়ক গ্রন্থ romance. নবগঠিত শব্দ। বি।

রমা—১। লক্ষ্মী; উপপত্নী; প্রিয়া; শোভা। রম্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। ২। উপভোগ করা; বিহার করা; ক্রীড়া করা। কপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র—**রমই**—রমণ করে। **রমইতে**—রমণ করিতে। **রময়ে**—রমণ করে; তুষ্ট করে। **রমহ**—রমণ কর।]

রমাকান্ত, -নাথ, -পতি—নারায়ণ, বিষ্ণু, লক্ষ্মীশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রমাপ্রিয়—১। পদ্ম। বি; ক্লী। ২। বিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রমারম—১। মাতামাতি। বি। ২। জাঁকজমকের সহিত; অতিরিক্ত ভাবে; সোজাসুজি। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

রমিত—যে স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়াছে এমন, কৃতরমণ; ক্রীড়িত; শোভায়িত। রম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রমেন্দ্র, রমেশ, রমেশ্বর—রমাপতি, নারায়ণ, বিষ্ণু। রমার (লক্ষ্মীর) ইন্দ্র, ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রম্ভা—১। কলা, কদলী; অপ্সরা বিঃ; দেবী বিঃ, গৌরী; বেশ্যা। রন্ভ্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ+আপ্। ২। গোধ্বনি। রন্ভ্+ঘঞ্ ভাব+আপ্। ৩। উত্তর-দিক্। রন্ভ্+ঘঞ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

রম্ভোরু—যে স্ত্রীর উরু কলা গাছের মত এমন। রম্ভার ন্যায় উরু (অর্থাৎ জঘন) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

রম্য—'রমণীয়' দ্রঃ।

রম্যা—১। রাত্রি ; স্থলপদ্মিনী। বি ; স্ত্রী। ২। সুন্দরী, রমণীয়া ; রমণযোগ্যা। রম্য + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রয়—১। নদীপ্রবাহ, স্রোতঃ ; বেগ। রয়্ (গমন করা) + অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। থাকে ; শোভা পায় ; টিকে। বাংপ্র। ক্রি।

রয়টার—পৃথিবীর সংবাদসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিঃ। <ইং 'Reuter'. বি।

রলা—শালগাছ ; গাছের সরু ডাল। বাংপ্র। বি।

রশনা—জিহ্বা ; স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট প্রঃ। রশ্ + অন কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

রশা—দড়া। বাংপ্র। বি।

রশারশি—দড়িদড়া। বাংপ্র। বি।

রশি—দড়ি। <রশ্মি। বি।

রশুন—পিঁয়াজজাতীয় তীব্রগন্ধ কন্দ বিঃ, লশুন। <রসুন। বি।

রশ্মি—কিরণ, ray ; লাগাম ; রজ্জু ; পক্ষ্ম। অশ্ + মি কর্তৃ (অ স্থানে র)। বি ; পুং।

রস—জিহ্বার দ্বারা গ্রহণযোগ্য মাধুর্য তিক্ততা ইঃ গুণ, আস্বাদ ; কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর—এই ছয় ; কাব্যশাস্ত্রের সারস্বরূপ মনকে নানাভাবে আপ্লুত করিবার গুণ বিঃ [সহৃদয় জনসমূহের মনে রতি প্রঃ স্থায়িভাব বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে তাহাকে রস বলে, ইহা শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত—এই নয় প্রকার। কেহ কেহ বাৎসল্যকেও রস বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে রস দশ প্রকার] ; নিঃস্রাব ; আর্দ্রতা ; যে গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হয় ; আনন্দ ; রঙ্গ ; অনুরাগ ; অভিপ্রায় ; যূষ ; দ্রববস্তু ; জল ; ভোগ্যবস্তু ; বিষ ; সুবর্ণ ; মাধুর্যাদি গুণ ; পারদ ; পারদঘটিত ঔষধ ; রসায়ন ; শ্লেষ্মা ; দেহস্থ ধাতু বিঃ ; শুক্রধাতু। রস্ + ক যথার্থে কর্ম। বি ; পুং।

রসকরা—চিনির রসে পাক-করা নারিকেল-নাড়ু। বাংপ্র। বি।

রসকর্পূর—পারদঘটিত ঔষধ বিঃ, mercury perchloride. বাংপ্র। বি।

রসকলি—বৈষ্ণবদিগের ললাটস্থ সরু তিলক। বাংপ্র। বি। [বি।

রসকষ—সামান্যমাত্রও রস বা স্বাদ। বাংপ্র।

রসগর্ভ(র্ভা)—১। রসাঞ্জন। রস (পারদ) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। ২। যাহাতে খুব রস আছে এমন, সরস। রস গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

রসগোল্লা—ছানার প্রস্তুত গোলাকার মিষ্ট-দ্রব্য বিঃ। রসযুক্ত গোল্লা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

রসগ্রহ—রস বা ভাব গ্রহণ, রস বা ভাব উপলব্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রসগ্রাহী (-হিন্)—যে রস উপলব্ধি করে এমন ; যাহাতে রসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এমন ('— আলোচনা')। উপতৎ ; রস—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

রসঘন—অত্যন্ত রসাল, রসে পরিপূর্ণ। রসহেতু ঘন, ৩য়াতৎ। বিণ।

রসজ্ঞ—রসিক ; ভাবুক ; স্বাদগ্রাহী, সমঝদার, connoisseur ; সামাজিক। উপতৎ ; রস—জ্ঞা + ক কর্তৃ। বিণ।

রসজ্ঞতা—রসিকতা ; সমঝদারের গুণ। রসজ্ঞ + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

রসজ্ঞা—১। জিহ্বা, রসনা। বি ; স্ত্রী। ২। রসগ্রাহিণী ; ভাবগ্রাহিণী। রসজ্ঞ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রসতড়কা—শিশুদিগের একপ্রকার খেঁচুনি রোগ। বাংপ্র। বি।

রসদ—১। সৈন্যদিগের আহারীয় দ্রব্য, ration ; খাদ্য। ফা। বি। ২। রসিক ; সুরস। উপতৎ ; রস—দা + ক কর্তৃ। বিণ।

রসন—১। জিহ্বা। রস্ + অন কর্তৃ। ২। রসগ্রহণ, আস্বাদন ; শব্দ, ধ্বনি ; স্বনন। রস্ + অনট্ ভাবে। বি ; ক্লী। ৩। মেখলা, কটিভূষণ। প্রা কপ্র। বি।

রসনা—জিহ্বা ; কাঞ্চি, মেখলা ; রজ্জু পাশ ; গন্ধভদ্রা, রাস্না। রসন + আপ্। বি ; স্ত্রী।

রসনেন্দ্রিয়—জিহ্বা। রসনের (আস্বাদনের) ইন্দ্রিয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। [বিণ।

রসপ্রিয়—রসিক। রস প্রিয় যাহার, বহু।

রসবড়া—কলা প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত চিনির রসে পাক-করা পিঠা। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

রসবড়ি—বিষ ঔষধ, পারামিশ্রিত ঔষধ বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

রসবতী—১। রান্নাঘর। বি ; স্ত্রী। ২। রসিকা, রসজ্ঞা ('— রমণী')। রস + মতুপ্ আছে অর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রসবেত্তা (-বেত্তৃ)—রসজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

রসবোধ—রসজ্ঞান, রস উপলব্ধি ও উপভোগ করিবার শক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রসভঙ্গ—রসের উপভোগে বাধা ; রসবর্ণনায় একভাবে অন্যভাব আনয়ন হেতু রসনাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

রসভরা—রসপূর্ণ, সরস। ৩য়াতৎ। বিণ।

রসভাষ—সরস বাক্য। রসপূর্ণ ভাষ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

রসমঞ্জরী—১। নায়ক-নায়িকাভেদক গ্রন্থ বিঃ। রসের মঞ্জরী যাহাতে, বহু। ২। বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

রসময়—রসস্বরূপ ; রসাত্মক। রস + ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

রসমরা—শুকনা, শুষ্ক। রস মরিয়াছে যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

রসরঙ্গ—হাসিঠাট্টা, কৌতুকাদি। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

রসরাজ—১। রসাঞ্জন ; পারদ। রস (দ্রবপদার্থ) মধ্যে রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। ২। রসিকশ্রেষ্ঠ ; শ্রীকৃষ্ণ। রসবিষয়ে রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ (টচ্)। বি ; পুং।

রসশালা—রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহ। রসপরীক্ষণীয় শালা (গৃহ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

রসসিন্দূর—(বৈদ্যক) পারদজাত সিন্দূর বিঃ। রসজাত সিন্দূর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

রসস্থ—(বৈদ্যক) কফে ভারাক্রান্ত ; শ্লেষ্মযুক্ত। উপতৎ ; রস—স্থা + ক কর্তৃ। বিণ।

রসা—১। জিহ্বা, রসনা ; পৃথিবী ; দ্রাক্ষা। রস + অচ্ আছে অর্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। রসযুক্ত, জলো ; অল্প পচা ('— মাছ')। রস + আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। ৩। রসযুক্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

রসাঞ্জন—অ্যান্টিমনি-গন্ধক-যুক্ত খনিজ বস্তু বিঃ, stibnite. রসজাত অঞ্জন (কজ্জল), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

রসাতল—পাতাল, সাত প্রকার জগতের মধ্যে সর্বনিম্নস্থ জগৎ ; ভূতল। রসার (পৃথিবীর) তল (অধোভাগ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

রসাত্মক—সরস, রসগর্ভ, রসাল। রস আত্মা যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

রসাধিক্য—রসবৃদ্ধি, রসের বাহুল্য ; শ্লেষ্মাবৃদ্ধি। রসের আধিক্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

রসান—অলংকার প্রঃ ঘষিয়া উজ্জ্বল করিবার পাথর বা জল ; যাহা রসে ভাবনা দেওয়া হয় ; উৎসাহ-বাক্য ; উত্তেজক ঔষধ বিঃ। <রসায়ন। বি।

রসানো—ভিজানো, আর্দ্রীকরণ ; স্বর্ণাদি মার্জন করা ; উজ্জ্বল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

রসাবেশ—রসের উদ্রেক বা তজ্জনিত বিহ্বলতা। রসের আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ ; বা, রসজনিত আবেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

রসাভাস—অনুচিত বিষয়ের সবর্ণন ; নীচরস ; একরসের বর্ণনে অন্য রসের অবতারণা

হেতু রসভঙ্গ, রসবিচ্যুতি। রসের আভাস (সাদৃশ্য), ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রসায়ন—১। জরা ও ব্যাধিনাশক দীর্ঘজীবনকর ঔষধ বিঃ; আনন্দজনক বা রসে পূর্ণ বস্তু; বিষ বিঃ। রসের অয়ন যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং। ২। দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইলে কখন কখন গুণান্তর বা রসান্তর প্রাপ্ত হইয়া যে অন্য এক বস্তুতে পরিণত হয় সেই বিষয়ের জ্ঞানসাধন বিদ্যা বা শাস্ত্র, chemistry. রসের (পারদের) অয়ন (কার্য) আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

রসায়নবিদ্যা, -শাস্ত্র—যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে জড় পদার্থ সকলের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের বিষয় ও তৎসম্ভূত ক্রিয়াবিকারাদি জানিতে পারা যায় তাহা, chemistry. রসায়নসম্বন্ধীয় বিদ্যা, শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী।

রসায়নী (-নিন্) - রসায়নজ্ঞ, chemist. রসায়ন+ইন্ জ্ঞাতার্থে। বি; পুং বা বিণ।

রসাল—১। আমগাছ। বি; পুং। ২। রসযুক্ত। উপতৎ; রস—আ—লা+ক কর্তৃ। বিণ।

রসালাপ রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা, রসপূর্ণ কথোপকথন; সরস প্রেমালাপ। রসপূর্ণ আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রসাস্বাদ, -স্বাদন—রস উপভোগ; রসের স্বাদগ্রহণ। রসের আস্বাদ, আস্বাদন, ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

রসিক রসজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট; রঙ্গকুশল; স্বাদগ্রাহী। রস+ইক (ঠন্) জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী **রসিকা**; (প্রা কপ্র) **রসিকিনী**।

রসিকতা—রঙ্গরস; আদিরস বা হাস্যরসের উত্থাপন; কৌতুক। রসিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

রসিকা—১। জিহ্বা, রসনা; কাঞ্চী; গুড়। বি; স্ত্রী। ২। রসজ্ঞা। রসিক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রসিকেশ্বর- শ্রীকৃষ্ণ। রসিকদের (ভগবৎপ্রেমিকদের) ঈশ্বর (প্রভু, উপাস্য), ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রসিত—১। ধ্বনি, শব্দ; মেঘের শব্দ। রস্ (শব্দ করা)+ক্ত ভাব। ২। আস্বাদ। রস্ (আস্বাদন করা)+ক্ত ভাব। ৩। স্বাদিত; শব্দিত; স্বর্ণাদি দ্বারা খচিত। রস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রসিদ—অর্থ বা কোন বস্তুর প্রাপ্তিস্বীকারসূচক পত্র। <ফা 'রসীদ'। বি।

রসিয়া—রসিক; রসিকা। প্রা কপ্র। বিণ।

রসুই—রন্ধন। <রসবতী। বি।

রসুই -খানা- রন্ধন ও ভোজন। বাংপ্র। বি।

রশুন, রসুন, রসোন- কন্দ বিঃ, লশুন [গরুড় ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধা হরণ করিবার সময় কিঞ্চিৎ সুধা ভূপতিত হইলে তাহা হইতে রসুনের উৎপত্তি হয়]। রস্+উন, উন, কর্ম, ৩য় পক্ষে রস উন্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

রসুয়ে—রান্নাকারী পাচক। রসুই+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

রসুল—পয়গম্বর; আল্লাহ্র বাণীপ্রচারক। <আ 'রসূল'। বি।

রসুলে করিম আল্লাহ্র রসুল; হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। আ। বি।

রসোত্তীর্ণ—আরব্ধ রসের বর্ণনা বা পরিবেশণে সার্থক বা সফল। ২য়াতৎ। বিণ।

রসোদ্গার—অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকট নায়ক বা নায়িকার প্রিয়সমাগম ও সম্ভোগাদির বিষয় বর্ণন। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রহ—১। গোপনীয় ধর্মতত্ত্ব; সুরত, মৈথুন। রহ্+ক ঘঞর্থে, কর্ম। বি; পুং। ২। থাম, রাখ; থাক। বাংপ্র। ক্রি।

রহমত—করুণা। আ। বি।

রহমান—দয়ালু। আ। বিণ।

রহস—সহবাস, সুরত। প্রা কপ্র। বি।

রহসি—নির্জনে ("তৈছে তু ভজইতে বৈঠয় রহসি"—মাধবদাস)। সংস্কৃত 'রহস্'-শব্দের ৭মীর একবচন। প্রা কপ্র। অ।

রহসে—নির্জনে, গোপনে। কপ্র। বি।

রহস্য—১। গোপনীয়। বিণ। ২। ভিতরকার ব্যাপার, গুপ্তবিষয়; মর্ম, গূঢ়তত্ত্ব, যাহার মর্ম বুঝিতে পারা যায় না [রহস্য ত্রিবিধ; যথা—ধর্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য]; পরিহাস, কৌতুক। রহস্+যৎ ভবার্থে। বি; ক্লী। ৩। রসিকতা, কৌতুক। বাংপ্র। বি।

রহস্যচ্ছলে ঠাট্টার ভান করিয়া; কৌতুক করিয়া। রহস্যের ছল, ষষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

রহস্যজ্ঞ—যে গূঢ়তত্ত্ব জানে এমন। উপতৎ; রহস্য—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

রহস্যভেদ—গোপনীয় বিষয় জানা; দুর্বোধ্য বিষয় বুঝা। ষষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রহস্যালাপ—গোপনে কথাবার্তা; পরিহাসপূর্ণ কথাবার্তা; সুরতবিষয়ক কথা, প্রেমালাপ। রহস্যপূর্ণ আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রহা—থামা, সবুর করা; থাকা; শোভা পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রা কপ্র **—রহ, রহত**—রহে। **রহলু**—'রহলু' দ্রঃ। **রহব**—রহিবে। **রহবি**—থাকিবি। **রহয়ে**—রহে। **রহল**—রহিল। **রহলা**—রহিল। **রহলু, রহলুঁ, রহলু**—রহিলাম। **রহিত**—রহিতেছে। **রহু, রহুঁ**—রহ; রহে; রহুক।]

রহানো—থাকানো; থামানো; আটকানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

রহিত—ত্যক্ত, বর্জিত, বিহীন, শূন্য। রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রহিম—দয়াময় ঈশ্বর। আ। বি।

রা—১। গ্রহণ; দান; বিক্রম। রা+কিপ্ ভাব। ২। স্বর্ণ; ধন। রা+কিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। শব্দ, রব; সাড়া। <রব। বি। **রা করা**—শব্দ করা।

রাই—১। একপ্রকার কাল সরিষা। <রাজিকা। ২। শ্রীরাধা। <রাধিকা। ৩। রাজা বা রানী। প্রা কপ্র। বি।

রাইকিশোরী— শ্রীরাধিকা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রাইফেল—একপ্রকার বন্দুক। <ইং 'rifle'. বি।

রাইয়ত, রায়ত—প্রজা। <আ 'রইয়ৎ'। বি। বিণ—**রাইয়তি**।

রাউত—উপাধি বিঃ; রাজপুত। <রাজপুত। বি।

রাও—১। রাত্রি। প্রা কপ্র। ২। উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

রাং, রাঙ—১। ধাতু বিঃ, রঙ্গ, tin. <রঙ্গ। ২। পশু বা পাখির ছাল-ছাড়ানো ঠ্যাং। <ফা 'রান'। বি।

রাংচিতা—একপ্রকার ছোট গাছ, রক্তচিত্রক। <রঙ্গচিত্র। বি।

রাংঝাল—ধাতুর বাসন মেরামতের জন্য রাং-সীসা-মিশ্রিত পাইন। বাংপ্র। বি।

রাংতা, রাঙতা—রাঙের পাত। <রঙ্গপত্র। বি।

রাঁড় বিধবা; বেশ্যা; রক্ষিতা। <রণ্ডা। বি।

রাঁড়া—ফলহীন; বাঁজা, বন্ধ্যা। <রণ্ড। [বিণ বা বি।

রাঁড়ী—বিধবা। <রণ্ডা। বি।

রাঁধনি, রাঁধুনি—১। পাচক। রাঁধ+নি, উনি কর্তৃ। বাংপ্র। বি বা বিণ। ২। একপ্রকার মসলা। <রন্ধনিকা। বি।

রাঁধা ১। যাহা রন্ধন করা হইয়াছে এমন। বিণ। ২। রান্না করা, পাক করা। বাংপ্র। ক্রি [, বিণ]।

রাকা নবরজস্বলা স্ত্রী; নদী বিঃ; কচ্ছুরোগ; প্রতিপদযুক্তা পূর্ণিমা তিথি। রা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাক্ষস—১। নিশাচর। রক্ষ্+অস অপা; রক্ষস্+অণ্ স্বার্থে। ২। বিবাহ বিঃ, বলপূর্বক বিবাহ। বি; পুং। ৩। অগ্নিচিকিৎসা। বি; ক্লী। ৪। রক্ষঃসম্বন্ধীয়। রক্ষস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। স্ত্রী, **-সী**। ৫। যে অত্যধিক ভোজন করে এমন। বাংপ্র। বিণ।

রাক্ষসী—১। রাক্ষসের স্ত্রী। রাক্ষস+ঈপ্ পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী। ২। রাক্ষস-সম্বন্ধীয়। রাক্ষস+অণ্ সম্বন্ধার্থে, স্ত্রিয় অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রাক্ষসেন্দ্র—রাক্ষসরাজ রাবণ। রাক্ষসদের ইন্দ্র (রাজা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাক্ষা—লা, লাক্ষা। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অচ্ কর্তৃ+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

রাক্ষুসে—রাক্ষসের মত; অতি বড়। রাক্ষস+এ (ইয়া) তুল্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

রাখা—রক্ষা করা, পালন করা; আশ্রয় দেওয়া; স্থাপন করা; পোষণ করা; বাঁচানো; পূর্বে সম্পন্ন করা; নিযুক্ত করা; স্থগিত করা, অনুবর্তী হওয়া, দেওয়া; স্থির করা; ধারণ করা; থাকিতে দেওয়া; নিবারণ করা; চুপ করা; দাড় করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [প্রা কপ্র **রাখই, রাখত, রাখয়ে**—রাখে। **রাখলু, রাখলুঁ**—রাখিলাম। **রাখব**—রাখিবে। **রাখবি**—রাখিবি; রাখিব। **রাখল**—রাখিল।]

রাখাল—গোরক্ষক। রাখ্+আল কর্তৃ, অথবা, <রক্ষাপাল বা রক্ষক। বি।

রাখালরাজ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাখালি—রাখালের কাজ। রাখাল+ই কর্মার্থে। বাংপ্র। বি।

রাখালিয়া—রাখালসম্বন্ধীয়, রাখালের মত। রাখাল+ইয়া সম্বন্ধার্থে, সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

রাখালী—গোচারণ; রাখালের কাজ। রাখাল+ঈ। বাংপ্র। বি।

রাখি—রক্ষা-কবচ বা রক্ষা সূত্র, মাঙ্গলিক সূত্র। <রক্ষা। বি।

রাখিপূর্ণিমা—ঝুলন-পূর্ণিমা। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রাখিবন্ধন—ঝুলন পূর্ণিমা-দিনে প্রিয়জনের হাতের কবজিতে রক্ষা-সূত্র বন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রাগ—১। আসক্তি, অনুরাগ; সন্তোষ; ইচ্ছা; কামলিপ্সা; বিষয়েচ্ছা; রঞ্জন; উৎসাহ; মাৎসর্য। রন্জ্+ঘঞ্ ভাব। ২। রক্তবর্ণ; রক্তপ্রভা; রাজা; চন্দ্র; (সংগীত) যে স্বরের ধ্বনিতে লোকের চিত্তরঞ্জন করে তাহা, স্বরের প্রকার বিঃ; ভৈরব মালব সারঙ্গ হিন্দোল দীপক মেঘ—এই ছয় স্বর। রন্জ্ (রং করা ইঃ)+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। স্ত্রী—**রাগিণী**। ৩। ক্রোধ; দ্বেষ; অভিমান। বাংপ্র। বি।

রাগচূর্ণ—১। ফাগ, লালবর্ণ গুঁড়া। রাগযুক্ত (রক্তবর্ণ) চূর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। ২। কামদেব, কন্দর্প। রাগের চূর্ণ (অর্থাৎ তণ্ডুল), ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। খয়ের গাছ; লাক্ষারস। রাগনিমিত্তক চূর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাগত—১। ক্রোধযুক্ত, কুপিত। রাগ+ত বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। ক্রোধভরে। রাগ+ত ক্রি-বিণ অর্থে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

রাগদ্বেষ—অনুরাগ ও বিরাগ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

রাগমালিকা—বিভিন্ন সুরের একত্র সন্নিবেশে রচিত গীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাগরঙ্গ—১। ক্রোধের প্রকাশ। বাংপ্র। বি। ২। অনুরাগপ্রকাশক ভঙ্গী; রঙের খেলা। রাগপ্রকাশক রঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাগ-রাগ—ক্রুদ্ধ ভাবে পূর্ণ ('— মুখ')। বাংপ্র। বিণ।

রাগরাগিণী—(সংগীত) বসন্ত শ্রী প্রঃ রাগ এবং ভৈরবী প্রঃ রাগিণী। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

রাগা—রাগ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

রাগানো—ক্রুদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

রাগান্ধ—ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। রাগ হেতু অন্ধ, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

রাগান্বিত—ক্রুদ্ধ কোপিত। রাগ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

রাগিণী—স্বর বিঃ, ছয় রাগের পত্নীস্বরূপ ছত্রিশ স্বর; মেনকার জ্যেষ্ঠা কন্যা; অনুরক্তা স্ত্রী; সুরতনিপুণা স্ত্রী। রাগিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাগী (রাগিন্)—রাগযুক্ত, অনুরক্ত; কামুক; রঞ্জনকারী। রাগ+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, রন্জ্ (রং করা ইঃ)+ঘিনুণ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বি। স্ত্রী—**রাগিণী**।

রাগী—ক্রোধী। রাগ+ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

রাঘব—১। রঘুবংশীয় রাজা; শ্রীরামচন্দ্র। বি; পুং। ২। রঘুবংশীয়। রঘু+অণ্ অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**। ৩। এক-রকমের বোয়াল মাছ, সমুদ্রজাত মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি। **রাঘব বোয়াল**—অতিলোভী শিকারী মৎস্য বিঃ, (উক্ত মৎস্যের মুখগহ্বর অতিশয় বিস্তৃত বলিয়া, লক্ষণার্থে) অতিলোভী ও অতিভোক্তা ব্যক্তি।

রাঘববাঞ্ছা—সীতাদেবী ("কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে"—মাইকেল)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাঘবীয়—রঘুবংশীয়দিগের সম্পর্কিত; রাঘবের, রামচন্দ্রের ("জলস্থা-সাগর সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে"—মাইকেল)। রাঘব+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাঙ—'রাং' দ্রঃ।

রাঙতা—'রাংতা' দ্রঃ।

রাঙন—রাঙা। প্রা কপ্র। বিণ।

রাঙা—লাল। <রক্ত বা রঙ্গ। বিণ। **রাঙা আলু**—লালবর্ণের সুমিষ্ট মূল বিঃ।

রাঙানো, রাঙ্গানো—লাল করা ('চোখ —'); লাল রঙে চোবানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

রাঙ্গা—লালবর্ণ, রক্তবর্ণ। <রঙ্গ। বিণ। **রাঙ্গা বাস**—গেরুয়া কাপড়। **রাঙ্গা মুলা**—নির্গুণ সুন্দর পুরুষ।

রাঙ্গানো—'রাঙানো' দ্রঃ।

রাঙ্গী—একপ্রকার লাল কাপড়। প্রা কপ্র। বি।

রাজ—১। রাজ্য; রাজমিস্ত্রী, যে দালান কোঠা তৈরি করে। বাংপ্র। বি। ২। বিরাজ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

রাজ—'রাজা (রাজন্)' শব্দে দ্রঃ।

রাজকন্যা—রাজার মেয়ে। রাজার কন্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজকবি—রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্ত ও রাজনিযুক্ত কবি, Poet Laureate. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজকর—রাজস্ব, খাজনা। রাজপ্রাপ্য কর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাজকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্), **-কার্য** (-র্য্য)—রাজার কাজ, সরকারী চাকরি; রাজত্ব-সংক্রান্ত কাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজকর্ম(র্ম্ম)চারী (-চারিন্)—যে সরকারী চাকরি করে, রাজকীয় বিভাগের চাকুরিয়া; রাজপুরুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজকীয়—সরকারী; রাজসম্বন্ধীয়, royal. রাজক (শাসনকর্তা)+ঈয় সম্বন্ধার্থে, অথবা, রাজন্+ঈয় (ক-আগম)। বিণ।

রাজকুমার—রাজার ছেলে, রাজপুত্র; অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-কুমারী**।

রাজকুল—রাজার বংশ; রাজগণ, নৃপতি-বৃন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজকুলসম্ভব—রাজবংশজাত। রাজকুলে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহু। বিণ।

রাজকোষ—রাজার ধনভাণ্ডার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজগদি—রাজার সিংহাসন; রাজার পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

রাজগি—রাজ্য; রাজপদ। হি। বি।

রাজগিরি—রাজত্ব, রাজপদ। বাংপ্র। বি।

রাজগুরু—রাজার আচার্য অর্থাৎ দীক্ষা-দাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজগৃহ—রাজার বাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজচক্রবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা; যাঁহার অধীনে আরও বহু রাজা আছেন এমন রাজা, সম্রাট্। উপতৎ; রাজচক্র-বৃত্‌+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

রাজছত্র—রাজার মাথায় যে ছাতা ধর হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজজোটক—রাজযোটক (তাহা দ্রঃ)।

রাজটিকা—রাজার ললাটস্থ তিলক; অভিষেক সময়ে রাজললাটে যে তিলক দেওয়া হয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজড়া—সামন্ত রাজা; সম্রাটের অধীন নৃপতি, রাজন্য ('রাজা—')। বাংপ্র। বি।

রাজত—রূপার তৈরী, রৌপ্যনির্মিত। রজত (রৌপ্য)+অণ্‌ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

রাজতক্ত—রাজসিংহাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

রাজতন্ত্র—যাহাতে রাজাই সর্বেসর্বা এমন রাজ্যশাসনপ্রণালী; রাজার অধীন শাসন-পদ্ধতি বা রাষ্ট্র, monarchy. রাজনিয়ন্ত্রিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

রাজত্ব—রাজপদ, রাজ্যশাসন; সর্বময় আধিপত্য; রাজার অধীন দেশ, রাজ্য। রাজন্‌+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

রাজদণ্ড—১। রাজার হস্তস্থিত যষ্টি, রাজশক্তি, sceptre. রাজার দণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। রাজা বা রাজপুরুষের দেওয়া শাস্তি। রাজদত্ত দণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। ৩। কপালের উর্ধ্বরেখা। বাংপ্র। বি।

রাজদত্ত—রাজার দেওয়া, রাজা যাহা দান করেন এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

রাজদন্ত—উপর পাটির মাঝের দুই দাঁত বা দুই পাটির সম্মুখের চারিটি দাঁত। দন্ত-দিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্‌ সমাসান্ত, দন্ত-শব্দের পরনিপাত।

রাজদম্পতি—রাজা এবং রানী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজদরবার—রাজসভা; আদালত। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

রাজদুলালী—রাজার মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রাজদূত—রাজার চর বা সংবাদবাহক; পররাজ্যে রাজপ্রতিনিধি, ambassador. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজদ্বার—রাজবাটীর প্রবেশপথ; রাজ-সন্নিধান; বিচারালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজদ্রোহ, -দ্রোহিতা—রাজার বা রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ বা অমর্যাদা, treason, sedition. ৭মীতৎ; রাজ-দ্রোহিন্‌+তা ভাবে। বি; পুং, স্ত্রী। বিণ, **-দ্রোহী** (-হিন্)।

রাজদ্রোহী (-হিন্)—রাজার বা রাজ-শক্তির বিরুদ্ধাচরণকারী। উপতৎ; রাজন্—দ্রুহ্‌+ণিনুণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**।

রাজধর্ম(র্ম্ম)—রাজার কর্তব্যকর্ম, প্রজা-পালনাদি কর্ম। রাজার ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজধানিকা, -ধানী—রাজ্যের প্রধান নগরী, যে স্থানে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বাস করেন তাহা, capital. রাজার ধানী, ৬ষ্ঠীতৎ; ১ম পক্ষে রাজধানী+কন্ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

রাজনন্দন—রাজপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-নন্দিনী**।

রাজনয়—রাজার নীতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি; পুং।

রাজনিয়ম—রাজার আইন। ৬ষ্ঠীতৎ।

রাজনীতি—রাজ্যশাসনের জন্য আবশ্যক বিধি-বিধান, যে নীতিশাস্ত্র দ্বারা রাজকার্যের নির্বাহ হয়, সাম দান ভেদ দণ্ড—রাজ্য-শাসনের এই সামদানাদি চতুর্বিধ চারিটি উপায়; রাজ্যশাসননীতি, রাষ্ট্র পরিচালনের বিধিবিধান, politics. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজনীতিক—১। রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি; যে ব্যক্তি রাজনীতি চর্চা করে। বি; পুং। ২। রাজনীতি সম্বন্ধীয়। রাজনীতি+ইক (ঠন্) সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাজনীতিজ্ঞ, -বিৎ (-বিদ্), **-বিশারদ**—রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। উপতৎ; রাজ-নীতি—জ্ঞা+ক কর্তৃ; রাজনীতি—বিদ্+ক্বিপ্‌ কর্তৃ; রাজনীতিতে বিশারদ, ৭মীতৎ। বিণ।

রাজনৈতিক—রাজনীতি-সম্বন্ধীয়; রাজ-নীতিজ্ঞ; রাষ্ট্র বা রাজ্যশাসনঘটিত ('—আন্দোলন')। রাজনীতি+ইক সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **রাজনৈতিক মানচিত্র**—যে মানচিত্রে দেশ নগর ইঃ অঙ্কিত থাকে তাহা, political map.

রাজন্য—রাজপুত্র; ক্ষত্রিয়; রাজবংশীয় ব্যক্তি; ইংরেজ আমলে ভারতের দেশীয় রাজা। রাজ্‌+অন্য কর্তৃ। বি; পুং।

রাজন্যক—রাজন্যবর্গ; ক্ষত্রিয়সমূহ। রাজন্য+কন্ সমূহার্থে। বি; ক্লী।

রাজপট্ট—১। মুকুট; সিংহাসন। রাজার পট্ট (শিরোভূষণ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রাজসনন্দ। রাজদত্ত পট্ট (পাটা, সনন্দ), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাজপথ—সরকারী রাস্তা, রাজমার্গ; বড় রাস্তা, অতিপ্রশস্ত পথ। পথের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপদ—রাজার আসন, রাজার অধি-কার; রাজত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপরিচ্ছদ, রাজবেশ—রাজ-পোশাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপাট—রাজসিংহাসন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রাজপুত—রাজপুতানার (বর্তমানে রাজ-স্থানের) অধিবাসী ক্ষত্রিয়জাতি বিঃ। <রাজপুত্র। বি।

রাজপুত্র, -পুত্র—রাজকুমার, যুবরাজ। রাজার পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপুত্রী, -পুত্রী—রাজকন্যা; রেণুকা; জাতী; মালতী; কটুতুম্বী; রাজরীতি; ছুছুন্দরী। রাজার পুত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজপুর—রাজবাড়ি, রাজভবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজপুরপ্রবেশন্যায়—ন্যায় বিঃ [রক্ষীরা লোকদিগকে রাজপুরে বিশৃঙ্খলভাবে প্রবেশ করিতে দেয় না, এজন্য লোকে তথায় যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে, সেইরূপে কার্য-করণের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। রাজার পুর, ৬ষ্ঠীতৎ; তাহাতে প্রবেশ, ৭মা-তৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [স্ত্রী।

রাজপুরী—রাজার বাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

রাজপুরুষ—সরকারী কর্মচারী; রাজ-বংশীয় পুরুষ; পুলিস, শান্তিরক্ষক। রাজার পুরুষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপ্রসাদ—রাজার অনুগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজপ্রাসাদ—রাজবাড়ি, রাজার ও রাজ-পরিবারের বাসভবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজবংশ—নৃপতির কুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবংশী—হিন্দুজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

রাজবংশীয়—রাজকুলে জাত, রাজকুল-সম্বন্ধীয়। রাজবংশ+ঈয় জাতার্থে বা সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাজবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—রাজপথ। রাজার বর্ত্ম (পথ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজবল্লভ—রাজার প্রিয়পাত্র, রাজানু-গৃহীত ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবাটি—রাজার প্রাসাদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজবাড়ি—রাজভবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রাজবান্ (-বৎ)—যাহাতে রাজা আছে এমন ('— দেশ')। রাজন্‌+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

রাজবালা—রাজার মেয়ে। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজবিদ্রোহ—রাজার বা রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবিধি—রাজার নিয়ম, সরকারী আইন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবিপ্লব প্রচলিত রাজ্যশাসনপ্রণালীর

পরিবর্তন; রাজবিদ্রোহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজবৃত্ত—১। রাজার চরিত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। ন্যায়পথে থাকিয়া অর্থের উপার্জন বৃদ্ধিকরণ এবং সৎপাত্রে দান। বৃত্তের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (বৃত্ত-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। বি; ক্লী।

রাজবেশ—রাজার বা রাজার উপযুক্ত পোশাক। রাজার বেশ, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, রাজযোগ্য বেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাজভক্ত—রাজার প্রতি অনুরাগযুক্ত। রাজার ভক্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রাজভক্তি রাজার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরক্তি। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, **-ভক্ত**।

রাজভাষা—রাজকার্যে প্রচলিত ভাষা; আইন আদালতে এবং সরকারী আফিস-সমূহে ব্যবহৃত ভাষা, রাষ্ট্রভাষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজভোগ-১। রাজার আহার্য বা অন্য ভোগ্য বস্তু; রাজার উপযুক্ত আহার্য বা অন্যান্য সুখভোগ ইঃ। ৬ষ্ঠীতৎ; বা, রাজযোগ্য ভোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। বড় রসগোল্লা। বাংপ্র। বি।

রাজমজুর—রাজমিস্ত্রীর সাহায্যকারী মজুর। বাংপ্র। বি।

রাজমণ্ডল—বার রকমের রাজা [অরি, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র—বিজিগীষুর পুরঃসর এই পাঁচ এবং পার্ষ্ণিগ্রাহ, পার্ষ্ণি গ্রাহাসার, আক্রন্দ, আক্রন্দাসার—এই চারি বিজিগীষুর পশ্চাদ্বর্তী এবং বিজিগীষু মধ্যম ও উদাসীন এই তিন—সমুদায়ে দ্বাদশ)। রাজার মণ্ডল (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজমন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)- রাজার অমাত্য; রাজাকে রাজকার্যবিষয়ে মন্ত্রণা-দানকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজমহিষী—রাজার প্রধানা স্ত্রী, যিনি রাজার পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন করেন তিনি, পাটরানী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজমার্গ-অতি প্রশস্ত রাস্তা; রাজার নিয়ম বা পদ্ধতি। রাজার মার্গ (পথ, পদ্ধতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজমিস্ত্রী—পাকাবাড়ি তৈয়ার করিবার কারিগর। বাংপ্র। বি।

রাজমুকুট—রাজার শিরোভূষণ; রাজার পাগড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজযক্ষ্মা (-যক্ষ্মন্)—ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা। রাজার (চন্দ্রের) যক্ষ্মা (ক্ষয়রোগ), ৬ষ্ঠীতৎ; কিংবা, যক্ষ্মাসমূহের (রোগসমূহের—যক্ষ্মন্—রোগ) রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ ('যক্ষ্মন্'-শব্দের পরনিপাত)। বি; পুং।

রাজযোগ—যোগের পদ্ধতি বিঃ; (জ্যোতিষ) গ্রহ-নক্ষত্রাদির একপ্রকার শুভজনক অবস্থান। যোগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (যোগশব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। বি; পুং। [বিণ।

রাজযোগ্য-রাজার উপযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ।

রাজযোটক—(জ্যোতিষ) বরকন্যার বিবাহোপযোগী রাশির সর্বোৎকৃষ্ট যোগ বিঃ; (বাগর্থে) সমানে সমানে চমৎকার যোগাযোগ, দুই সমান ধূর্তের বা দুর্বৃত্তের মিলন। যোটকের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ ('যোটক'-শব্দের পরনিপাত)। বি; পুং।

রাজরাজ—সম্রাট্, একচ্ছত্র রাজা; কুবের। রাজাদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (টচ্ সমাসান্ত)। বি; পুং।

রাজরাজড়া—রাজা ও সামন্তরাজগণ; ধনী লোকের দল। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি; পুং।

রাজরাজেশ্বর—সার্বভৌম নৃপতি; শালগ্রাম বিঃ। রাজরাজগণের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজরাজেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী বিঃ; কমলা। রাজরাজদের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজরাণী, -রানী—রাজ্ঞী, রাজার পত্নী; ধনবান্ ব্যক্তির গৃহিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রাজরীতি-১। পিত্তল বিঃ। রাজন্—রী+ক্তি করণবা। ২। রাজার পদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজর্ষি যে রাজা সংসার-বিরাগী ঋষির মত জীবন যাপন করেন; রাজশ্রেষ্ঠ; সীরধ্বজ জনক; বিশ্বামিত্র। রাজা অথচ ঋষি, কর্মধা। বি; পুং।

রাজলক্ষ্মী—রাজশ্রী, রাজশোভা; রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং সৌভাগ্যপ্রদায়িনী দেবী। রাজার লক্ষ্মী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজলেখ্য—রাজার সই-করা আদেশপত্র, সরকারী নির্দেশজ্ঞাপক পত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজশক্তি—রাজার রাজ্য-পরিচালনের ক্ষমতা, রাজার সৈন্যবল প্রঃ রাজকীয় ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজশ্রী—রাজার শোভা; রাজলক্ষ্মী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজস, রাজসিক-১। রজোগুণপ্রধান। বিণ। স্ত্রী, **-সী, -সিকী**। ২। মান পূজা ও সম্ভ্রম লাভের জন্য দম্ভ বশতঃ যে কার্য করা হয় তাহা, খ্যাতিজনক কর্ম। রজস্+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

রাজসদন—রাজবাড়ি, রাজভবন; প্রাসাদ। রাজার সদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজসভা—রাজদরবার; নৃপতিগণের সভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজসর্প—রাজসাপ। বি; পুং।

রাজসর্ষপ রাইসরিষা; পরিমাণ বিঃ। রাজ (শ্রেষ্ঠ) সর্ষপ (সরিষা), কর্মধা। বি; পুং।

রাজসাক্ষী (-ক্ষিন্)—অপরাধীদের দলভুক্ত হইয়াও যে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দলের গোপন কথা বলিয়া দেয়; সরকারী সাক্ষী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজসাপ—শঙ্খচূড় সাপ। বাংপ্র। বি।

রাজসাযুজ্য—রাজ্য, রাজত্ব। রাজার সাযুজ্য (বিষয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজসিংহ—সিংহসদৃশ বিক্রমশালী নৃপতি। রাজা সিংহসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

রাজসিক—'রাজস' দ্রঃ।

রাজসী—১। রজোগুণময়ী দুর্গা। রজস্+অণ্ স্বরূপার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। রজোগুণসম্বন্ধিনী। রাজস্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রাজসূয়—সম্রাটের সম্পাদ্য বেদবিহিত যজ্ঞ বিঃ [ইহাতে অধীন রাজগণ ভৃত্যোচিত কার্য সম্পাদন করেন]; পবন্ত বিঃ; পণ; ধান্য বিঃ। রাজন্—সূ+ক্যপ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

রাজসেবা—সরকারী চাকুরি, রাজকীয় বিভাগে চাকুরি; রাজার পরিচর্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজস্থান—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য বিঃ। বি।

রাজস্ব—রাজকর, রাজাকে দেওয়ার খাজনা। রাজপ্রাপ্য স্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

রাজস্বসচিব—রাজ্যের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত বিষয়ের মন্ত্রী। রাজস্বসম্বন্ধীয় সচিব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাজহংস-১। লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট এক জাতের বড় হাঁস, মরাল; কলহংস; কদম্ব। হংসদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ ('হংস'-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। ২। রাজশ্রেষ্ঠ। রাজা হংসসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, **-হংসী**।

রাজহন্তা (-হন্তৃ)—রাজার প্রাণবিনাশকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

রাজহস্তী (-হস্তিন্)—১। রাজার প্রধান হাতি। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শ্রেষ্ঠ গজ। হস্তীর রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ (হস্তী-শব্দের পরনিপাত; রাজদন্তাদি)। বি; পুং। [বি।

রাজহাঁস—মরাল, রাজহংস। <রাজহংস।

রাজা (রাজন্)—নৃপতি, প্রকৃতিরঞ্জক ভূপতি; প্রভু; ক্ষত্রিয়; (শব্দের পূর্বে বা পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। রন্জ্ বা রাজ্+কনিন্ কর্তৃ। বি; পুং (তৎপুরুষ সমাসে পর পদ হইলে 'রাজন্'-শব্দ-স্থানে রাজ হয়)।

রাজা-উজির মারা—বড় বড় কথা

বলিয়া বাগাড়ম্বর করা। **রাজা করা**—রাজা বা রাজার মত ঐশ্বর্যশালী বা সুখী করা। **রাজার হালে**—ঐশ্বর্যে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে।

রাজা—বিরাজ করা; অবস্থান করা; শোভা পাওয়া। কপ্র। ক্রি।

রাজাই—রাজত্ব; রাজপদবী; রাজসম্মান। প্রা কপ্র। বি।

রাজাজ্ঞা, -দেশ—রাজার হুকুম। রাজার আজ্ঞা, আদেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

রাজাধিরাজ—সার্বভৌম, সম্রাট্; উপাধি বিঃ। রাজাদের অধিরাজ (সম্রাট্), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজানুচর—রাজার ভৃত্য। রাজার অনুচর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজানুজীবী (-বিন্)—রাজার ভৃত্য; রাজভক্ত, যে রাজার আশ্রয়ে বা অনুগ্রহে জীবনধারণ করে এমন। রাজার অনুজীবী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**বিনী**।

রাজান্তঃপুর—রাজার ভিতর-বাড়ি, রাজার অন্দর-মহল। রাজার অন্তঃপুর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজাবর্ত(র্ত্ত)—রত্ন বিঃ; বিরাটদেশজাত হীরক। রাজন্-আ—বৃত্+ণিচ্+অচ্ কর্ম। বি; পুং।

রাজাসন—রাজার সিংহাসন। রাজার আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজি, রাজী—শ্রেণী, সমূহ, সারি; রেখা। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ই কর্ম, পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাজিকা—শ্রেণী; ক্ষেত্র; রেখা; রাইসর্ষপ। রাজ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাজিত—সুন্দরভাবে অবস্থিত; বিরাজিত; শোভিত। রাজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রাজী—সন্তুষ্ট; সম্মত, অনুমোদনযুক্ত; স্বীকৃত। আ। বিণ।

রাজীনামা—সম্মতিপত্র; মকদ্দমায় বাদী ও বিবাদী রফা বা নিষ্পত্তি করিতে রাজী হইলে উভয় পক্ষ আদালতের নিকট যে সম্মতিসূচক দরখাস্ত পেশ করে তাহা। আ-মু। বি।

রাজীব—১। পদ্ম। বি; ক্লী। ২। হস্তী; বৃহৎ মৎস্য; হরিণ বিঃ; সারস। রাজী (দল, শ্রেণী)+ব আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। রাজানুগ; রাজোপজীবী। রা—জীব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

রাজীবলোচন—১। যাহার চক্ষু পদ্মফুলের পাপড়ির মত সুন্দর এমন। বিণ। ২। শ্রীরামচন্দ্র। রাজীবসদৃশ লোচন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

রাজেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ রাজা, প্রধান রাজা, সম্রাট্। রাজাদের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭মীতৎ; অথবা, রাজা ইন্দ্রসদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী—**রাজেন্দ্রাণী**।

রাজোপাধি—১। রাজার দেওয়া খেতাব। রাজদত্ত উপাধি, মধ্যপ কর্মধা। ২। রাজা এই উপাধি। কর্মধা। বি; পুং।

রাজ্ঞী—রানী, রাজমহিষী; সূর্যপত্নী; কাংস্য; নীলী। রাজন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাজ্য—রাজার অধিকৃত দেশ; স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা সমন্বিত প্রদেশ, state; রাজত্ব। রাজন্+যক্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

রাজ্যক্ষেত্র—রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল, territory. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজ্যচ্যুত, -ভ্রষ্ট—যাহার নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এমন, যে রাজ্য হারাইয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

রাজ্যতন্ত্র—রাজ্যশাসনপ্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজ্যপাল—রাজ্যের বা প্রদেশের শাসনকর্তা, governor. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজ্যভার—রাজত্ব চালাইবার দায়িত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজ্যভ্রষ্ট—'রাজ্যচ্যুত' দ্রঃ।

রাজ্যলক্ষ্মী, -শ্রী—রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজ্যশাসন—রাজ্যের রক্ষণ পালন প্রঃ কার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজ্যশ্রী—'রাজ্যলক্ষ্মী' দ্রঃ।

রাজ্যসংস্থিতি—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা। রাজ্যের সংস্থিতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাজ্যাঙ্গ—রাজ্যের আবশ্যক অঙ্গ (স্বামী মন্ত্রী সৈন্য সুহৃৎ ধন দেশ দুর্গ প্রকৃতি ও তপস্বী বা পুরোহিত—এই নয়)। রাজ্যের অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাজ্যাধিকার—রাজ্যের দখল। রাজ্যের অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজ্যাভিষেক—পবিত্রজলে স্নান করিয়া সিংহাসনে আরোহণ; সিংহাসনে আরোহণের উৎসব, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুষ্ঠান। রাজ্যের (জন্য) অভিষেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাজ্যেশ্বর—রাজা। রাজ্যের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাঢ়, রাঢ়ী—বাঙ্গালার অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমদিকস্থ দেশ। 'গঙ্গারিট'-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। বি; পুং, স্ত্রী।

রাঢ়ীয়—রাঢ়দেশীয়। রাঢ় (দেশ বিঃ)+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাণা—রাজপুতানার (বর্তমান রাজস্থানের) অন্তর্গত মিবার বা মেওয়ার দেশের রাজপুত রাজাদের উপাধি। <রাজন্। বি।

রাণী, রানী—রাজার স্ত্রী, মহিষী, রাজ্ঞী। <রাজ্ঞী। (মতান্তরে 'রায়'-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'রায়নি'-শব্দ হইতে জাত।) বি; স্ত্রী।

রাণ্ডী—রাঁড়ী, বিধবা। প্রা কপ্র। বি।

রাত—রাত্রি। <রাত্রি। বি। **রাত করা**—কোন কাজ করিতে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিলম্ব করা।

রাতকানা—যে রাত্রিতে চোখে দেখে না এমন, রাত্র্যন্ধ। ৭মীতৎ। বিণ।

রাতদিন—সর্বদা; দিবারাত্র। দ্বন্দ্ব। বি।

রাতভোর—সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

রাতা—রক্তবর্ণ। <রক্ত। বিণ।

রাতারাতি—রাত্রির ভিতরে; অল্প সময়ের মধ্যে। বাংপ্র। অ; ক্রি-বিণ।

রাতি—রাত, রজনী। <রাত্রি। বি।

রাতিয়া—রাত্রি। প্রা কপ্র। বি।

রাতুল—লাল, রাঙা। <রক্তোৎপল। বিণ।

রাত্রি—রজনী, নিশা, যামিনী; হরিদ্রা। রা (বিশ্রাম দান করা)+ত্রিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

রাত্রিকর—চন্দ্র, নিশাকর। উপতৎ; রাত্রি—কৃ+ট কর্তৃ, অথবা, রাত্রিতে কর (কিরণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

রাত্রিচর, -ঞ্চর—১। রাক্ষস, নিশাচর; চোর, তস্কর। বি; পুং। ২। রাত্রিতে গমনকারী। উপতৎ; রাত্রি—চর্+ট কর্তৃ (বিকল্পে ম-আগম)। বিণ। স্ত্রী, -**রী**।

রাত্রিচরী, -ঞ্চরী—১। রাক্ষসী, নিশাচরী। বি; স্ত্রী। ২। রাত্রিতে বিচরণকারিণী। রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রাত্রিবাস—রাত কাটানো, রজনী-যাপন; রাত্রিতে থাকা, রজনীতে অবস্থান। ৭মীতৎ। বি; পুং।

রাত্রিবাসঃ (-বাসস্), (>-**বাস**)—১। অন্ধকার। রাত্রির বাসঃ (বস্ত্র, অর্থাৎ আবরণ), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। রাত্রিতে শয়নকালে পরিধেয় বস্ত্র। রাত্রি-পরিধেয় বাসঃ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

রাত্র্যন্ধ—রাতকানা। রাত্রিতে অন্ধ, ৭মী-তৎ। বিণ।

রাদ্ধ—সম্পন্ন, সিদ্ধ; কলিত, পক্ব। রাধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রাধন, রাধনা—১। প্রাপ্তি; সাধন; সন্তোষণ; ভাষণ, কথন। রাধ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাববা+আপ্। ২। পূজা। রাধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

রাধা, রাধিকা—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, বৃষভানুনন্দিনী; বিশাখা নক্ষত্র। রাধ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্; রাধ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাধাকান্ত, -নাথ, -বল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাধাকৃষ্ণ—১। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং। ২। দুঃখপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

রাধাচক্র—১। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র। রাধাপ্রিয় চক্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। কার্নিভ্যাল মেলা প্রঃতে আরোহী-দিগকে শূন্যে ঘুরাইবার জন্য দোলাযুক্ত চক্র, নাগরদোলা, merry-go-round. বাংপ্র। বি।

রাধানাথ—'রাধাকান্ত' দ্রঃ।

রাধাপদ্ম—বড় জাতের সূর্যমুখী ফুল; এক-ধরনের লতার সুগন্ধি ফুল। বি; স্ত্রী।

রাধাবল্লভী—মসলা-সংযুক্ত একপ্রকার পুরী। বাংপ্র। বি।

রাধামাধব, -শ্যাম—১। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং। ২। দুঃখপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

রাধিকা—'রাধা' দ্রঃ।

রাধিকারঞ্জন, -রমণ, -বল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাধী—বৈশাখী পূর্ণিমা। রাধা (নক্ষত্র বিঃ) +অণ্ তদ্‌যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাধেয়—অধিরথ নামক সূতের স্ত্রী রাধার পালিত পুত্র, কর্ণ। রাধা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

রাধেশ—শ্রীকৃষ্ণ। রাধার ঈশ (বল্লভ, প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রানা—১। পাকাঘাটের চাতাল। <ফা 'রান্ (উরু)'-শব্দজ (তুল্যার্থে)। ২। রাজ-পুত রাজার উপাধি বিঃ। <রাজন্। বি।

রানী—'রাণী' দ্রঃ।

রান্ধনি—'রাঁধনি' দ্রঃ।

রান্ধা—রাঁধা' দ্রঃ।

রান্না—অন্নাদি-পাককরণ। রাঁধ+না ভাব। বাংপ্র। বি।

রান্নাঘর—রন্ধনশালা, পাকঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

রাব—১। শব্দ, রব। রু+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। মাতগুড়, তামাকে মিশাইবার আলকাতরার মত ঝোলা গুড়। বাংপ্র। বি।

রাবড়ি—কাটা কাটা পুরু সরযুক্ত চিনি-মিশানো ঘন দুগ্ধ। হি। বি।

রাবণ—লঙ্কাধিপতি দশানন। রু+ণিচ্+অন কর্তৃ. অথবা, বিশ্রবস্+অণ্ অপত্যার্থে (নিপা)। বি; পুং। **রাবণের চিতা**—চিরপ্রজ্বলিত চিতা; (লক্ষণার্থে) চিরস্থায়ী অশান্তি বা শোক। [কথিত আছে, রাবণ-বধের পর রাম যখন সীতার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন, সেই সময় সদ্য পতিহীনা রানী মন্দোদরী তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলে, রাম তাঁহাকে ভুলবশতঃ সীতা মনে করিয়া "জন্মায়স্তি হও" বলিয়া আশীর্বাদ করেন। কিন্তু পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিনি মন্দোদরীকে বলিলেন, "স্বামীর চিতাগ্নি নির্বাপিত না হইলে রমণী বিধবা হয় না। আমার আশীর্বাদে রাবণের চিতা চিরকাল অনির্বাপিত থাকিবে, সুতরাং তুমিও কখনও বিধবা হইবে না।" এই আখ্যায়িকা হইতে এই কথাটির উৎপত্তি।]

রাবণারি—রাবণহন্তা শ্রীরামচন্দ্র। রাবণের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাবণি—রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। রাবণ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

রাবিশ—আবর্জনা, জঞ্জাল; ভাঙা কোঠা-বাড়ির ইট সুরকি প্রঃ। <ইং 'rubbish'. বি।

রাভসিক—যে হঠাৎ কোন কাজ করিয়া বসে এমন, গোঁয়ার। রভস্+ইক করে অর্থে। বিণ।

রাম—১। রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র; বল-রাম; পরশুরাম। রম্+ণ কর্তৃ, অথবা, রা-র অর্থাৎ বিশ্বের ম অর্থাৎ ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, রম্+ঘঞ্ অধি [যাঁহাতে সকলে রমণ অর্থাৎ আনন্দানুভব করে এই অর্থে], অথবা, রা অর্থাৎ লক্ষ্মীর ম অর্থাৎ ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মনোহর, রমণীয়; কৃষ্ণ; শুভ্র। রম্+ঘঞ্ অধি। বিণ। ৩। (শব্দের পূর্বে থাকিলে) বৃহৎ, বড় ('—ছাগল'); (শব্দের পরে থাকিলে) ব্যঙ্গার্থক ('বোকা —')। বাংপ্র। বিণ।

রামকলা—লাল রঙের এক প্রকার বড় কলা। কর্মধা। বি।

রামচন্দ্র, -ভদ্র—দশরথের পুত্র শ্রীরাম। রামই চন্দ্র (চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদক), ভদ্র (ভাগ্যবন্ত), কর্মধা। বি; পুং।

রামছাগল—বৃহদাকৃতি ছাগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

রামজননী—কৌশল্যা; বলদেবমাতা রোহিণী; রেণুকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রামধনু, -ধনুক-ইন্দ্রধনু. আকাশের মেঘে নানারঙের ধনুরাকৃতি সমাবেশ, rainbow বাংপ্র। বি।

রামধুন—শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন [মহাত্মা গান্ধী-প্রচলিত রঘুপতি রাঘব রাজারাম' ইঃ পদগুলি লইয়া গঠিত সংগীতটিই বর্তমানে 'রামধুন' নামে সুপরিচিত]। বি।

রামনবমী—চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রামপাখি—মুরগী। বাংপ্র। বি।

রামভদ্র—'রামঃচন্দ্র' দ্রঃ।

রামযাত্রা—রামের চরিত্র-বর্ণনা লইয়া অনুষ্ঠিত যাত্রা-গান। রাম-বিষয়িণী যাত্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

রামরহিম—হিন্দুর দেবতা ও মুসলমানের আল্লাহ্, হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন ধর্মমত ("রামরহিম না জুদা কর ভাই")। দ্বন্দ্ব। মিশ্র। বি।

রামরাজত্ব, -রাজ্য—রামের রাজ্যের ন্যায় সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রামলীলা—শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রবিষয়ক অভিনয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রামশালিক—লম্বা ঠোঁটযুক্ত একজাতীয় বড় পাখি। বাংপ্র। বি।

রামশিঙ্গা(ঙা)—বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <রামশৃঙ্গ। বি।

রামা—১। প্রিয়া; রূপবতী মহিলা; সুন্দরী স্ত্রী, গীতকলাভিজ্ঞা নারী; নদী; হিঙ্গুল। রম্+ঘঞ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শুভ্রা, রমণীয়া। রাম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রামায়ণ—রামচন্দ্রের কাহিনী লইয়া রচিত মহাকাব্য। রাম+অয়ন অধিকারপূর্বক কৃত অর্থে। বি; স্ত্রী।

রামায়েত—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম। কপ্র। বি।

রায়—১। উপদেশ; বিচারকের বিচারফল-জ্ঞাপক পত্র বা বাক্য। আ। বি। ২। প্রবৃত্ত। বাংপ্র। বিণ। ৩। রাজা; উপাধি বিঃ। <রাজন্। বি।

রায়জাদা—রায়ের পুত্র; রাজপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

রায়ত, রাইয়ত—প্রজা। <আ 'রইয়ৎ'। বি।

রায়তী—প্রজাবিষয়ক, প্রজাসম্বন্ধীয়। রায়ত+ঈ-সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বিণ।

রায়বাঁশ—লম্বা লাঠি। বাংপ্র। বি।

রায়বাঘিনী—বড় বাঘিনী; উগ্রস্বভাবা স্ত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রায়বার—সুখ্যাতির খবর, যশোবার্তা; দৌত্য; বন্দী; স্তুতিপাঠক; যশঃ। <রাজ-বার্তা। বি।

রায়বাহাদুর—ইংরেজ-আমলে উচ্চপদস্থ হিন্দুকে প্রদত্ত উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

রায়বেঁশে—লাঠিয়াল; নৃত্য বিঃ। রায়-বাঁশ+এ প্রযোক্তা বা সম্বন্ধ অর্থে। বাংপ্র। বি।

রায়ভাটী—নদীর স্রোত বিঃ, আওড়। বাংপ্র। বি।

রায়ান—শ্রীরাধার স্বামী আয়ান ঘোষ। অভিমন্যু > আইহন > আয়ান > রায়ান। প্রা কপ্র। বি।

রাশ—১। স্তূপ, গাদা; জমরাশি, প্রকৃতি। <রাশি। ২। অশ্বের বল্গা, লাগাম। <রশ্মি। বি।

রাশনাম—জন্মকালীন রাশি অনুসারে রাখা নাম। রাশ (রাশি)-দত্ত নাম, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি। [বিণ।

রাশপাতলা—হেবলা। বহু। বাংপ্র।

রাশভারী—গম্ভীর প্রকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বাংপ্র। বিণ।

রাশহালকা—হেবলা, লঘুপ্রকৃতি। বহু। বাংপ্র। বিণ।

রাশি—গাদা; স্তূপ, পুঞ্জ, জ্যোতিষ-চক্রের মেষাদি দ্বাদশ অংশ; (গণিত) সংখ্যা, number, quantity. অশ্ (ব্যাপা) +ইণ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

রাশিচক্র—(জ্যোতিষ) মেষাদি-দ্বাদশ-রাশিযুক্ত বৃত্ত, মেষাদি-দ্বাদশ-রাশিঘটিত কল্পিত চক্র, ভচক্র, zodiac. অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা; ভাজ্য বা ভাজক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাশিমালা—(গণিত) কয়েকটি রাশি লইয়া গঠিত একটি অঙ্ক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাশীকৃত—স্তূপাকার-করা, পুঞ্জীকৃত। রাশি +অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=রাশী)—কৃ (করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-করণ**।

রাষ্ট্র—১। একই শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দেশ, state; প্রদেশ; দেশ। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) +ষ্ট্রন্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। প্রচার, প্রকাশ। বাংপ্র। বি; ক্লী।

রাষ্ট্রনায়ক—রাজ্যের পরিচালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাষ্ট্রনীতি—রাজ্য-পরিচালন-সম্বন্ধীয় নীতি, politics. রাষ্ট্রসম্বন্ধিনী নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

রাষ্ট্রপতি—রাজ্যের পরিচালক; সাধারণ-তন্ত্র রাষ্ট্রের নির্বাচিত অধিনায়ক, President. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাষ্ট্রপাল—দেশের প্রধান শাসনকর্তা, Governor-General. উপতৎ; রাষ্ট্র—পালি+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান—রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালন-সম্পর্কিত বিদ্যা। রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাষ্ট্রবিপ্লব—রাজ্যশাসনের প্রচলিত প্রণালীর আমূল পরিবর্তন; অরাজকতা, রাজবিদ্রোহ; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ওলটপালট, revolution. রাষ্ট্রের বিপ্লব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রাষ্ট্রিক—রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (জনপদ)+ ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

রাষ্ট্রিয়, রাষ্ট্রীয়—১। (নাট্যোক্তিতে) রাজশ্যালক। বি; পুং। ২। রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য)+ইয়, ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাস—১। কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিঃ। রস্+ঘঞ্ অধি। ২। শব্দ; কোলাহল, গোলমাল; ক্রীড়া বিঃ। রস্+ ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। লাগাম, বল্গা। বাংপ্র। আ। বি।

রাসন—(মনোবিজ্ঞান) আস্বাদ-বিষয়ক, আস্বাদীয় ('— প্রত্যক্ষ'), gustatory. রসনা+অণ্। বিণ।

রাসপূর্ণিমা—কার্তিকী পূর্ণিমা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

রাসবিহারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; রাস—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

রাসভ—গর্দভ। রস্+অভচ্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী, **-ভী**।

রাসমণ্ডপ, -মণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার স্থান; রাসনৃত্যের জন্য নর্তকীদের চক্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী, ক্লী।

রাসরস—রাসলীলাজনিত আনন্দ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রাসলীলা—রাসক্রীড়া। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

রাসায়নিক—রসায়নবিদ্যা-সম্বন্ধীয়, chemical; রসায়নশাস্ত্রবেত্তা। রসায়ন+ইক সম্বন্ধার্থে, জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

রাসেশ্বরী—শ্রীরাধা, রাধিকা। রাসের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রাস্তা—পথ, বর্ত্ম। <ফা 'রস্তহ্' অথবা 'রথ্যা'। বি।

রাস্না—লতা বিঃ, ওষধি বিঃ; orchid-জাতীয় পরগাছা বিঃ; গন্ধদ্রব্য বিঃ। রস্+ নণ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাহা—১। রাস্তা, পথ। <ফা 'রাহ্'। ২। উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

রাহাখরচ—পথখরচ। ৬ষ্ঠীতৎ। রাহা (<ফা 'রাহ্')+খরচ (<ফা, খর্চ্)। বি।

রাহাজান—রাস্তার ডাকাত। ফা-মূ। বি।

রাহাজানি—পথে দস্যুতা, রাস্তায় ডাকাইতি। ফা-মূ। বি।

রাহিত্য—হীনতা, শূন্যতা; না থাকা। রহিত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

রাহী—১। পথিক। ফা। ২। শ্রীরাধা; সুন্দরী স্ত্রী। প্রা কপ্র। বি।

রাহু—১। গ্রহণের সময়ে চন্দ্রের উপর পতিত পৃথিবীর ছায়া বা চন্দ্রের দ্বারা সূর্যমণ্ডল আবরণ; (ভারতীয় জ্যোতিষে) অষ্টম গ্রহ [গ্রহণের সময় যাহা চন্দ্র বা সূর্যকে গ্রাস করে। বর্তমানে ইহা গ্রহ বলিয়া গণ্য হয় না]। গ্রহ্+উণ্ কর্তৃ। ২। ত্যাগ। রহ্+উণ্ ভাব। বি; পুং।

রাহুগ্রস্ত—গ্রহণযুক্ত ('— চন্দ্র', '— সূর্য')। রাহু দ্বারা গ্রস্ত (ভক্ষিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

রাহুগ্রাহ—চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ। রাহুর দ্বারা গ্রাহ (গ্রহণ), ৩য়াতৎ। বি; পুং।

রাহুচ্ছত্র—আদা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রাহুদর্শন—চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ। রাহুর দর্শন যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

রাহুভেদী (-ভেদিন্)—বিষ্ণু। উপতৎ; রাহু—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

রাহুসংস্পর্শ—চন্দ্রসূর্যগ্রহণ। রাহুর সংস্পর্শ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রি, রে—(সংগীত) সুরসপ্তকের দ্বিতীয় সুর, ঋষভ। <ঋষভ। বি।

রিং—ছাতার মাথা বাঁধিবার অথবা চাবির গোছা করিবার বলয়। <ইং 'ring'. বি।

রিক্ত—১। খালি, শূন্য; (পদার্থবিদ্যা) যাহার মধ্যে বায়ু পর্যন্ত নাই এমন, vacuous; দরিদ্র; নিষ্ফল। বিণ। ২। শূন্য; বন; অবকাশ। রিচ্+ক্ত কর্মকর্তৃ। বি; ক্লী।

রিক্তহস্ত—খালি হাত; নির্ধন। রিক্ত (শূন্য) হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

রিক্তা—১। চতুর্থী নবমী চতুর্দশী তিথি। বি; স্ত্রী। ২। শূন্যা। রিক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রিক্থ—ধন; সম্পত্তি; উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ধনসম্পত্তি। রিচ্+থক্ কর্ম। বি; ক্লী।

রিক্থ-হর, -হারী (-রিন্)—জ্ঞাতি; উত্তরাধিকারী। উপতৎ; রিক্থ—হৃ+অচ্, ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

রিক্স, রিক্শা—মানুষে টানা একপ্রকার দুইচাকার গাড়ি। <জাপানী 'জিন রিক্শা'। বি।

রিঝ—হৃদয়। প্রা কপ্র। বি।

রিঝায়ত—আনন্দিত করে ("ব্রজবনিতা যত রিঝি রিঝায়ত"—উদ্ধব)। প্রা কপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

রিঝি—১। হৃদয়। বি। ২। হৃষ্ট হইয়া।

রিঠা, রিঠে—বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার একপ্রকার ফল, soapnut. <অরিষ্ট। বি।

রিপিট—উভয় প্রান্তে পুরু এমন ধাতুনির্মিত দীপক; মারি। <ইং 'rivet'. বি।

রিপু—শত্রু, বিপক্ষ; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য—এই ছয়টি দুষ্প্রবৃত্তি, passions; (জ্যোতিষ) লগ্নষষ্ঠ স্থান। রপ্ +উ কর্তৃ (অ-স্থানে ই)। বি; পুং।

রিপু, রিফু—ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ছুঁচ সুতা দিয়া মেরামত। <আ 'রফু'। বি।

রিপুজয়—শত্রুকে হারাইয়া দেওয়া; কামক্রোধাদি ছয়টি দুষ্প্রবৃত্তির দমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রিপুদমন—রিপুজয় (সকল অর্থে)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রিপুপরতন্ত্র, -পরবশ—কামক্রোধাদি-দমনে অক্ষম, কাম ক্রোধ প্রঃর বশীভূত; শত্রুর বশীভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রিপুবশ—কামক্রোধাদির দমনে অক্ষম; শত্রুর অধীন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রিমঝিম—কম বৃষ্টিপড়ার শব্দ; শারীরিক অসুস্থতা হেতু কর্ণের মধ্যে শ্রুত একপ্রকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

রিমিঝিমি—রিমঝিম শব্দ করিয়া (বৃষ্টি পড়া)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

রিরংসা—খেলিবার ইচ্ছা; স্ত্রীসম্ভোগের ইচ্ছা; কামপ্রবৃত্তি। রম্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

রিরংসু—খেলা করিতে ইচ্ছুক; রমণেচ্ছু। রম্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

রি-রি—ক্রোধ আনন্দ প্রঃর ভাবপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

রিষ, রীষ—প্রতিহিংসা; দ্বেষ; আক্রোশ। বাংপ্র। বি।

রিষারিষি—পরস্পর দ্বেষ। বাংপ্র। বি।

রিষ্ট—১। (অদৃষ্ট অর্থ) শুভ, কল্যাণ; পাপ; অশুভ; গ্রহদোষ। রিষ্+ক্ত করণ। বি; স্ত্রী। ২। নাশ; অভাব। রিষ্+ক্ত ভাব। ৩। পারদ। রিষ্+ক্ত কর্তৃ। ৪। খড়্গ। রিষ্+ক্ত করণ। বি; পুং। ৫। পাপজনক; অশুভযুক্ত; অশুভদায়ক। রিষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রিষ্টি—১। কল্যাণ, শুভ; অশুভ; অসৌভাগ্য। রিষ্+ক্তি ভাব। ২। খড়্গ। রিষ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

রিসালা, রেসালা—অশ্বারোহী সেনাদল। <আ 'রিসালহ্'। বি।

রিস্টওয়াচ্—হাতঘড়ি, হাতের কবজিতে বাঁধিবার ঘড়ি। <ইং 'wrist-watch'. বি।

রীডার—পাঠক; উপদেশদানকারী; পাঠ্য-পুস্তক; ছাপা প্রুফ-সংশোধনকারী। <ইং 'reader'. বি।

রীত—ব্যবহার; স্বভাব ('—চরিত'); প্রথা। <রীতি। বি।

রীতি—১। ধরন, ধারা; পদ্ধতি; ক্রম; স্বভাব; দেশবিদেশীর আচার-ব্যবহার। রী+ক্তি করণ। ২। গমন, গতি; স্বাভাবিক ধর্ম; গুণ বা প্রবৃত্তি; রচনার ধারা, style. রী+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

রীতিনীতি—আচার-ব্যবহার, ধারা-পদ্ধতি। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

রীতিবিরুদ্ধ—প্রচলিত পদ্ধতির উলটা, প্রথাবহির্ভূত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রীতিমত—নিয়মানুযায়ী; দস্তুর মত; পর্যাপ্ত, যথেষ্ট। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

রীম—কাগজের ২০ দিস্তা। <ইং 'ream'. বি।

রীল—ছিপের সুতা গুটাইবার চাকা; সুতা জড়ানো কাঠের পিচবোর্ডের নলী; ফিতা গুটাইবার ধাতুর চাকা। <ইং 'reel'. বি।

রুই—১। তুলা। হি। ২। উইপোকা। প্রাদে। ৩। রোহিত মৎস্য। <রোহিত। বি।

রুইতন—চতুষ্কোণ লাল-চিহ্নযুক্ত তাস। <ওলন্দাজ ruiten'. বি।

রুক্ (রুচ্)—ইচ্ছা, স্পৃহা; শোভা, কান্তি, দীপ্তি। রুচ্+কিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

রুক্ (রুজ্)—১। রোগ, পীড়া; ময়না-পাখির কপচানো। রুজ্+কিপ্ করণ, ভাব। ২। বিদ্যুৎ। রুজ্+কিপ্ করণ। বি; স্ত্রী।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী। রুক্ম+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রুক্ষ—কঠিন; কর্কশ; অচিক্কণ, খসখসে; উগ্র, তীব্র; নিষ্ঠুর। রুহ্+ক্স কর্তৃ। বিণ। বি, -তা, -ত্ব।

রুখা, রোখা—১। থামান, সংযত করা; ক্রোধ করা; উদ্যত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। অমসৃণ; রুক্ষ। <রুক্ষ। বিণ।

রুখু, রুখো—রুক্ষ; অমসৃণ; তৈলঘৃতশূন্য; খাড়া; যাহাকে খোরাক দিতে হয় না। <রুক্ষ। বিণ। [<রোগিন্। বি।

রুগী—রুগ্ণ ব্যক্তি, পীড়িত ব্যক্তি।

রুগ্ণ—অসুস্থ, পীড়িত; ভগ্ন; আহত; বক্র। রুজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রুচক—১। বলকারক ঔষধ; অশ্বাভরণ; মাল্য; মাঙ্গল্যদ্রব্য; গন্ধদ্রব্য; লবণ; আম্বাভরস; স্বর্ণপাত্র বিঃ; গোরোচনা; বিড়ঙ্গ। বি; পুং বা ক্লী। ২। পায়রা, কপোত; দন্ত; কণ্ঠভূষণ। বি; পুং। ৩। তীব্র, উৎকট। রুচ্+অক (ক্বুন্) কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—রুচিকা।

রুচা—১। শোভা; কান্তি; ইচ্ছা। রুচ্+কিপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভাল লাগা। বাংপ্র। ক্রি।

রুচি, রুচী—পছন্দ, স্পৃহা, অভিলাষ; প্রীতি, অনুরাগ; শোভা; লাবণ্য; দীপ্তি, কিরণ; খাওয়ার আগ্রহ; আস্বাদ; বুভুক্ষা; আলিঙ্গন বিঃ; গোরোচনা। রুচ্+কি ভাব; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রুচিকর—আস্বাদজনক; অনুরাগজনক; প্রীতিকর। উপতৎ; রুচি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

রুচিত—মিষ্ট; সুস্বাদু; পরিপক্ব; উজ্জ্বল। রুচ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রুচিবিরুদ্ধ—যাহা পছন্দ হয় না এমন; যাহাতে প্রবৃত্তি হয় না এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রুচিভেদ—রুচির পার্থক্য, স্পৃহার বিভিন্নতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রুচির—১। মধুর, মিষ্ট; মনোজ্ঞ, সুন্দর; উজ্জ্বল। বিণ। ২। মুলক; লবঙ্গ; কুঙ্কুম। রুচ্+কির কর্তৃ, অথবা, রুচি—রা+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

রুচিরা—১। ত্রয়োদশাক্ষরপাদক ছন্দ বিঃ; গোরোচনা। বি; স্ত্রী। ২। মধুরা; মনোজ্ঞা; উজ্জ্বলা। রুচির+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রুচী—রুচি দ্রঃ।

রুচ্য—১। রুচিকারক; রুচির, সুন্দর। রুচি+যৎ হিতার্থে। বিণ। ২। কান্ত, পতি; কেতকবৃক্ষ; চন্দ্র; শালিধান্য। রুচ্+ক্যপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

রুজা—ব্যাধি, পীড়া; ভঙ্গ; ক্ষতি, হানি। রুজ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

রুজী—দৈনিক আয়; উদরান্ন। <হি 'রোজী'। বি।

রুজী-রোজগার—খাওয়া-পরার ব্যবস্থা, জীবিকার্জন। রুজী ও রোজগার, দ্বন্দ্ব। হি-মু। বি।

রুজু—১। দায়ের, দাখিল; আরম্ভ। আ। বি। ২। সামনা-সামনি; খাড়া, সোজা; সমান; হিসাবের এক এক দফার সহিত মিল; মোকাবিলা। <ঋজু। বি বা বিণ।

রুটি—আটা-ময়দার তৈরী আগুনে সেঁকা চাকতি; পাউরুটি। <রোটিকা। বি।

রুৎ, রুত—১। পশুপক্ষীর শব্দ; রব, শব্দ; রোদন। রু+কিপ্, ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী, ক্লী। ২। রোদনকারী। রু+কিপ্, ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রুদিত—১। ক্রন্দন, রোদন। রুদ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। রোদনকারী। রুদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রুদ্ধ—বেষ্টিত, আবৃত; বদ্ধ, প্রতিবদ্ধ, বাধিত; আটক। রুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রুদ্ধশ্বাস—১। দেহের ভিতরে বদ্ধ শ্বাস-বায়ু। কর্মধা। বি; পুং। ২। যাহার শ্বাসবায়ু বদ্ধ হইয়াছে এমন। বহু। বিণ।

রুদ্ধশ্বাসে—দম আটকাইয়া, শ্বাস বন্ধ করিয়া। রুদ্ধ হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

রুদ্র—১। শিব [কথিত আছে, ইনি কল্পারম্ভে ব্রহ্মার ললাট হইতে জন্মিয়াই রোদন আরম্ভ করেন]; অজ একপাদ অহিব্রধ্ন পিণাকী অপরাজিত ত্র্যম্বক মহেশ্বর বৃষাকপি শম্ভু হর ঈশ্বর—এই একাদশবিধ গণদেবতা বিঃ; (অন্যমতে) অজৈকপাৎ অহিব্রধ্ন বিরূপাক্ষ সুরেশ্বর জয়ন্ত বহুরূপ ত্র্যম্বক অপরাজিত বৈবস্বত সাবিত্র ও হর—এই একাদশ

গণদেবতা ; একাদশ সংখ্যা ; আর্দ্রানক্ষত্র ; আদিত্যপত্র-বৃক্ষ। রুদ্+রক্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। ভীষণ, ভয়ংকর। রুদ্+রক্ কর্তৃ (ণিজর্থ অন্তর্ভূক্ত)। বিণ।

রুদ্রবীণা—যে বীণায় ক্রোধ তেজঃ ইঃ প্রকাশক সুর বাজে। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রমূর্ত্তি(র্তি)—১। ভয়ংকর চেহারা, ক্রোধোদ্দীপ্ত আকৃতি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ভয়ংকর-আকৃতিযুক্ত। রুদ্রা মূর্তি যাহার, বহু। বিণ।

রুদ্রাক্ষ—১। বৃক্ষ বিঃ। রুদ্রের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং। ২। রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষের ফল। রুদ্রাদি+অচ্ কারণরূপে আছে অর্থে। বি ; ক্লী।

রুদ্রাক্ষমালা—রুদ্রাক্ষফল দ্বারা তৈরী জপমালা বা গলায় পরিবার মালা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রাণী—রুদ্রপত্নী, দুর্গা। রুদ্র (শিব)+আনীপ্। বি ; স্ত্রী।

রুধির—১। রক্ত, শোণিত ; কুঙ্কুম। বি ; ক্লী। ২। মঙ্গলগ্রহ ; মণি বিঃ ; রক্তবর্ণ। রুধ্+কিরচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। রক্তবর্ণযুক্ত। রুধির+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ৪। মদ্য ; টাকা (রূপকার্থে)। বাংপ্র। বি।

রুধিরাক্ত—রক্তরঞ্জিত, রক্তাক্ত। রুধির দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু—মঞ্জীর নূপুর ইঃর মৃদু শব্দ। বাংপ্র। অ।

রুপা, রুপো—রৌপ্য, রজত। <রৌপ্য। বি। [দ্রঃ)।

রুপালী, রুপোলী—রূপালী (তাহা

রুপেয়া—রূপেয়া (তাহা দ্রঃ)।

রুবাইত—সংগীত বিঃ [ইহাতে নায়ক-নায়িকার এবং তাহাদের বিরহাদির বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে]। ফা। বি।

রুমাল—যাহা দ্বারা মুখ মোছা যায় এরূপ ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড ; গামছা ; শাল বিঃ। ফা। বি।

রুয়া, রোয়া—১। রোপণ করা। ক্রি। ২। পশম ; বীজদানা ; মাটির ঘরের চালে লাগানো বংশদণ্ড বিঃ। বাংপ্র। বি।

রুরু—একপ্রকার হরিণ। রু+ক্রুন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

রুল—খাতার উপর পেনসিল বা কালি দিয়া টানা রেখা ; ঐরূপ রেখা টানিবার দণ্ড, ruler ; নজীর ; উচ্চ আদালতের আদেশ ; নিয়ম ; আইন। <ইং 'rule'. বি।

রুলি—একপ্রকার চুড়ি, হাতের গহনা বিঃ। বাংপ্র বি।

রুষিত, রুষ্ট—কুপিত, ক্রুদ্ধ। রুষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**রুষ্টি, রোষ**। [স্ত্রী।

রুষ্টি—ক্রোধ, রোষ। রুষ্+ক্তি ভাব। বি ;

রুহিদাস, রুইদাস—মুচিজাতির শাখা বিঃ। <রোহিতাশ্ব। বি।

রূক্ষ—কর্কশ ; নির্দয় ; স্নেহশূন্য ; কঠিন ; কঠোর-ব্রতধারী ; বন্ধুর ; কর্কশ ; অননুকূল ; অচিক্কণ। রূক্ষ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

রূক্ষভাষী (-ষিন্)—অপ্রিয়বাদী ; কঠোরভাষী। উপতৎ ; রূক্ষ—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

রূঢ়—১। কর্কশ, অপ্রীতিকর। বাংপ্র। ২। জাত, উৎপন্ন ; প্রবৃদ্ধ ; প্রসিদ্ধ ; ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়সিদ্ধ অর্থের অপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থপ্রকাশক ('—শব্দ')। রুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রূঢ় পদার্থ—যে সকল পদার্থ অন্য পদার্থের পরমাণুযোগে উৎপন্ন হয় না সেইগুলি, মৌলিক পদার্থ।

রূঢ়ি—১। উৎপত্তি ; প্রসিদ্ধি। রুহ্+ক্তি ভাব। ২। প্রকৃতিপ্রত্যয়ের অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধশক্তি, শব্দশক্তি বিঃ। রুহ্+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

রূপ—১। সৌন্দর্য ; স্বরূপ ; স্বভাব ; শরীর ; আকৃতি ; প্রকার ; শুক্লাদি বর্ণ, রং ; বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু ; গ্রন্থাদির আবৃত্তি ; নাম ; শ্লোক ; দৃশ্যকাব্য। বি ; ক্লী। ২। (শব্দের পরবর্তী হইলে) তৎসদৃশ, তুল্য। রূপ্+ক ঘঞর্থে কর্ম। বিণ।

রূপক—১। আকৃতি ; গঠন ; সংগীতের সাত মাত্রার বা মতান্তরে ছয় মাত্রার দুই তাল ও এক ফাঁকযুক্ত তাল বিঃ ; দৃশ্যকাব্য বিঃ ; কাব্যের অলংকার বিঃ, metaphor. [উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদত্ব-স্থাপন দ্বারা এই অলংকার হয়। যথা—
"বঙ্গবাসীর, চিত্তগগনে, অভিনব ভাস্কর।
মানস-কমল, নব আনন্দে, ফুটাও নিরন্তর।"]
রূপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। ২। শুক্লাদিবর্ণ ; রৌপ্য ; আকার ; সংখ্যা বিঃ ; গুঞ্জাত্রয় পরিমাণ ; তিনটি কুঁচ ফলের পরিমাণ। বি ; ক্লী। ৩। মূর্ত। রূপ+কন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী— **রূপিকা**।

রূপকথা—উপকথা ; ভূতপ্রেত প্রঃর গল্প ; ছেলে-ভুলানো অসম্ভব গল্প। <উপকথা (যথা—'উই'-স্থানে 'রুই', 'ওঝা'-স্থানে 'রোজা', 'ইঙ্কি'-স্থানে 'রিঙ্কি' ইঃ)। বি।

রূপকার—সজ্জাকর, যে সাজাইয়া দেয়। উপতৎ ; রূপ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

রূপগুণ—চেহারার সৌন্দর্য ও মনের বিনয় ও দয়া প্রঃ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

রূপচাঁদ—রৌপ্যমুদ্রা। বাংপ্র। বি।

রূপজ—সৌন্দর্যজনিত। উপতৎ ; রূপ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

রূপণ—বর্ণন ; নিরূপণ ; অভিনয়। রূপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

রূপতৃষ্ণা—রূপ-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

রূপদক্ষ—অঙ্গসজ্জায় নিপুণ। ৭মীতৎ। বিণ।

রূপদস্তা—জার্মান সিলভার ; সীসা ও রাঙের মিশ্রধাতু, pewter. বাংপ্র। বি।

রূপবতী—সুন্দরী, সৌন্দর্যশালিনী। রূপ+মতুপ্ আছে অর্থে+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রূপবন্ত—সুরূপ, সুন্দর। রূপ+বন্ত বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

রূপবান্ (-বৎ)—সুন্দর, সৌন্দর্যশালী ; আকারবিশিষ্ট, সাকার ; শুক্লাদিবর্ণযুক্ত। রূপ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

রূপমঞ্চ—যে উচ্চস্থানে অভিনয়াদি প্রদর্শন করা হয় তাহা। রূপ-প্রদর্শক মঞ্চ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

রূপমাধুরী—রূপের শোভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

রূপমোহ—শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ; সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধতা। রূপজনিত মোহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

রূপলাবণ্য—১। সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। দ্বন্দ্ব। ২। সৌন্দর্যের মাধুরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

রূপশিল্পী (-শিল্পিন্)—রূপসজ্জাকর ; রূপসজ্জায় নিপুণ ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

রূপসী—সুন্দরী, রূপবতী। <রূপীয়সী। বিণ ; স্ত্রী।

রূপা, রূপো—রৌপ্য, রজত, চাঁদি। <রৌপ্য। বি।

রূপাজীবা—বেশ্যা, গণিকা। রূপ (সৌন্দর্য) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

রূপান্তর—ভিন্ন আকার ; ভিন্নরূপ ; অবস্থান্তর। অন্য রূপ, নিত্য। বি ; ক্লী।

রূপান্তরিত—অন্য রূপ বা অবস্থায় পরিণত (ভূগোল) পরিবর্তিত, metamorphic. রূপান্তর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

রূপায়ণ—রূপদান, অমূর্ত বিষয়ের প্রকাশ ; কোন বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করণ। রূপ+ক্যঙ্ (সংস্কৃতের অনুকরণে)+অনট্ ভাব।

রূপায়িত—যাহাকে নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে এমন, মূর্ত। রূপ্+ক্যঙ্ (সংস্কৃতের অনুকরণে)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রূপালী, রূপোলী—রূপার মত সাদা ও চকচকে ; রূপার পাত দিয়া মোড়া। বাংপ্র। বিণ।

রূপিত—রূপযুক্ত ; ব্যক্ত। রূপ+ইতচ্ জাতার্থে, বা, রূপ+ক্ত কর্ম। বিণ।

রূপী (রূপিন্)—সৌন্দর্যশালী, রূপবিশিষ্ট ;

সাকার। রূপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—রূপিণী।

রূপী—রক্তমুখ বানর। বাংপ্র। বি।

রূপেয়া—টাকা। <হি 'রূপৈয়া' (<রৌপ্য)। বি।

রূপ্য—১। রূপা, রজত, রৌপ্য; স্বর্ণ; অলংকারাদিনির্মাণার্থ আহত স্বর্ণ বা রৌপ্য। রূপ+যৎ আহতার্থে বা স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। রূপবান্, সুন্দর। রূপ+যৎ আছে অর্থে। বিণ।

রে—সম্বোধনে (নিকৃষ্টকে, ভর্ৎসনায়, বাৎসল্যে); বিস্ময়ে বা খেদে। রু+ডে ভাব। অ।

রে, রি—স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর ঋষভের সংকেত। বাংপ্র। বি।

রেউচিনি—একপ্রকার গাছের শুকনা শিকড়, rhubarb. <ফা 'রেবন্দ-ই-চীনী'। বি।

রেউয়া, রেও—যে বিনা নিমন্ত্রণে হাজির হয়, রবাহুত। রা+উয়া, ও প্রাপ্ত অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

রেউলা—অন্তঃপুর, অন্দরমহল ("মহিষীদিগের ভার তোমার পৃথক্ রেউলা হইবে।" —বঙ্কিম)। হি-মু। বি।

রেও—'রেউয়া' দ্রঃ।

রেওয়া—কৈফিয়ত দেওয়া; বৎসরের শেষ দেনা পাওনার হিসাব। ফা। বি।

রেওয়াজ—রীতি, পদ্ধতি, চলন; অভ্যাস। <আ 'রিবাজ'। বি।

রেঁদা—কাঠ পালিশ করিবার একপ্রকার অস্ত্র। বাংপ্র। বি।

রেক—১। সন্দেহ, সংশয়; শঙ্কা। রেক্+ঘঞ্ ভাব। ২। নীচ, ইতর; ভেক, ব্যাঙ্। রেক্+অচ্ কর্তৃ। ৩। বিরেচন, ভেদ। রিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৪। ধান প্রঃ মাপিবার বেতের তৈরী একপ্রকার পাত্র। বাংপ্র। ৫। রেখা, লেখা; চিহ্ন। প্রা কপ্র। বি।

রেকর্ড—নথি, দলিল-দস্তাবেজ; প্রমাণপত্র; (গ্রামোফোন) গানের আধার-চক্র বিঃ বা চাকতি। <ইং 'record'. বি।

রেকাব—ঘোড়ার জিন বা গদি হইতে দুই পাশে ঝুলানো পাদানি। <আ 'রিকাব'। বি।

রেকাব, রেকাবি—ছোট থালা। আ-মু। বি।

রেক্তা—সংগীত বিঃ (ইহাতে নায়ক নায়িকা এবং বিরহাদি-বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে); একপ্রকার ঠাস গাঁথুনি (যেমন, রেক্তার গাঁথুনি)। ফা। বি।

রেখ—রেখা, চিহ্ন। <রেখা। বি।

রেখা—বিস্তৃতিহীন দীর্ঘ চিহ্ন; line; লম্বা সরু টান, "।" দাঁড়ি "—" কষি প্রঃ; রাজি, শ্রেণী, সারি; আভোগ; অঙ্কমাত্র; সম্পূর্ণতা; ছল, কপট; শরীরস্থ শুভাশুভ লক্ষণচিহ্ন। লিখ্+অঙ্, কর্ম+আপ্ (ল-স্থানে র)। বি; স্ত্রী।

রেখাক্ষরিক—দ্রুত অনুলিপি-করণ বিদ্যায় দক্ষ, short-hand-writer. রেখাই অক্ষর, কর্মধা; তদুত্তরে ইক নিপুণার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

রেখাগণিত—জ্যামিতি, ক্ষেত্রতত্ত্ব। রেখাশ্রিত গণিত, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

রেখাঙ্কিত—রেখাচিহ্নযুক্ত। রেখাদ্বারা অঙ্কিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রেখাচিত্র—কেবল রেখার সাহায্যে অঙ্কিত চিত্র, line drawing. রেখাঙ্কিত চিত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

রেখাপাত—দাগ কাটা; লাইন টানা, রেখা দেওয়া; মনে স্থায়ী কোন ভাবের সৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রেচক—১। জোলাপ; ভেদকারক। রিচ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রেচিকা**। ২। প্রাণায়ামকালে দেহাভ্যন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। রিচ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব+কন্ স্বার্থে। ৩। যবক্ষার; জয়পালের গাছ; তিলকবৃক্ষ; পিচকারি। রিচ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

রেচন—১। দাস্ত হওয়া, ভেদ। রিচ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। যাহাতে দাস্ত করায় এমন, ভেদক। রিচ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

রেচিত—ত্যক্ত; বিবর্জিত। রিচ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

রেজগি—সিকি আধুলি প্রঃ টাকার ভাঙানি (পয়সাকে রেজকি বলা হয় না)। <ফা 'রেজগী'। বি।

রেজা—১। খুচরা। ফা। বি। ২। (লেখা) কাটিয়া দেওয়া; দাগ দেওয়া। প্রাদে। ক্রি।

রেজাই—একপ্রকার রং-করা শীতের কাপড়; বালাপোশ, পাতলা লেপ। <ফা 'রজাই'। বি।

রেজিস্টারি, রেজিস্ট্রি—সরকারী পাকা খাতায় লিখিত; সরকারী পাকা খাতায় লিখন; দলিলপত্র পাকা করা। <ইং 'registry'. বিণ বা বি।

রেঝা—নিশানা, লক্ষিত স্থান। প্রা কপ্র। বি।

রেড়ি—ভেরেণ্ডা, এরণ্ডগাছ, castor. <এরণ্ড। বি।

রেডিও—বেতার-যন্ত্র। <ইং 'radio'. বি।

রেডিয়ম—অতিদুর্লভ এবং অফুরন্ত তেজের আধার ধাতু বিঃ। <ইং 'radium'. বি।

রেড়ো—অশিক্ষিত; আনাড়ী; গ্রাম্য। <রাঢ়। বিণ।

রেণু—গুঁড়া, পরাগ; ধূলি, পাংশু। রী+নু কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

রেণুকা—মরিচের মত আকারের সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ। রেণু+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

রেতঃ (রেতস্), **রেত**—শুক্র, বীর্য, semen; শিববীর্য; পারদ, পারা। রী+অসুন্ কর্তৃ (ত-আগম)। বি; ক্লী।

রেতি—উখা। হি। বি।

রেফ—১। র, ´; রবর্ণ। র+ইফ স্বার্থে। ২। রাগ, স্নেহ; ব্যক্তি। রিফ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। ক্রূর; নীচ; কৃপণ; কুৎসিত। রিফ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

রেবতী—১। রেবত রাজার কন্যা, বলরামের পত্নী। রেবত (রাজা বিঃ)+অণ্ অপত্যার্থে+ঈপ্। ২। (জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রঃ সাতাইশটি নক্ষত্রের মধ্যে শেষ নক্ষত্র। রেব্+অতচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রেবতীরমণ, রেবতীশ—বলরাম; চন্দ্র। রেবতীর (বলরামপত্নীর, চন্দ্রপত্নী রেবতী-নক্ষত্রের) রমণ (পতি), ঈশ (প্রভু বা স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রেবা—নর্মদা নদী; কামপত্নী, রতি; দুর্গা; নীলগাছ। রেব্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রেয়াত—দয়া, অনুগ্রহ, কৃপা; অব্যাহতিদান; মাফ; (অর্থনীতি) পূর্বনির্ধারিত হার বা মূল্যের কম লওয়া, concession. <আ 'রিয়ায়ৎ'। বি।

রেয়ো—বিনা নিমন্ত্রণে আগমনকারী, রবাহুত। রা+ও (<উয়া) প্রাপ্ত অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

রেয়োৎ—প্রজা। <আ 'রইয়ৎ'। বি।

রেয়োভাট—শ্রাদ্ধাদিতে আগত রবাহুত প্রার্থী; ভিক্ষুক বিঃ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

রেল—লোহার রাস্তা, রেলগাড়ি চলিবার রাস্তা, লৌহবর্ত্ম; রেলগাড়ি। ইং 'rail'. বি।

রেলগাড়ি—লৌহবর্ত্মে চলে এমন বাষ্পীয় গাড়ি। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

রেললাইন—লৌহবর্ত্ম, রেলপথ। <ইং 'railline'. বি।

রেলা—জনতা; সারি; ধারা; বাহুল্য; বাদ্যে প্রতিমাত্রায় এক বা যুগ্ম-সংখ্যক বাণীযুক্ত বোল বিঃ। বাংপ্র। বি।

রেলিং—লোহার বেড়া; লোহা প্রঃ ধাতুর গরাদে। ইং 'railing'. বি।

রেশ—শব্দের ঝংকার; কোন শব্দ উত্থিত হইবার পরে কিয়ৎকাল পর্যন্ত তাহার যে স্থিতি তাহা। বাংপ্র। বি।

রেশম—গুটিপোকার লালাজাত তন্তু বা সূতা, কোষের সূত্র। ফা। বি।

রেশমী—রেশমজাত, রেশম দ্বারা নির্মিত। রেশম+ঈ নির্মিতার্থে। ফা-মূ। বিণ।

রেষ—প্রতিহিংসা; আক্রোশ; বিদ্বেষ। বাংপ্র। বি।

রেষণ—ঘোড়ার ডাক, হ্রেষারব; নেকড়ে বাঘের ডাক, বৃকের গর্জন। রেষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রেষারেষি, -ষিষি—পরস্পর বিদ্বেষ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্যতীহার বহু। বাংপ্র। বি।

রেস—জুয়াখেলার জন্য ঘোড়দৌড়; বেগের প্রতিযোগ। <ইং 'race'. বি।

রেস্ত—পুঁজি; নগদ টাকাকড়ি। <পো 'resto'. বি।

রেহ—রেখা ("এ নব কুসুম রেহ"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বি।

রেহা—রেখা; চিহ্ন; কলঙ্ক; স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।

রেহান—বন্ধক। <আ 'রিহ্ন্'। বি।

রেহাই—ছাড়, মুক্তি; নিস্তার, অব্যাহতি; ক্ষমা। <ফা 'রিহাঈ'। বি।

রৈ—১। বর্ণ; ধন। রা+ডৈ কর্ম। ২। শব্দ। রৈ+ক্বিপ্ ভাব। বি; পুং। ৩। গভীরতা; পুকুরের মধ্যে পোতা কাঠের দণ্ড; পুকুর প্রভৃতির সব চেয়ে গভীর অংশ। বাংপ্র। বি। [স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

রৈখিক—রেখাসম্বন্ধীয়। রেখা+ইক সম্ব-

রৈত্য—রীতি হইতে উৎপন্ন; পিত্তলের তৈরী। রীতি+ষ্য বিকারার্থে। বিণ।

রৈবত—শিব; বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমদিকস্থ পর্বত বিঃ; দৈত্য বিঃ; পঞ্চমমনু। রেবা+অণ্ স্বার্থে=রৈব; রৈব+ত আছে অর্থে; অথবা, রেবতী+অণ্ জাতার্থে। বি; পুং।

রৈবতক—পর্বত বিঃ; রেবত-বৃক্ষ। রৈবত+কন্ স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে। বি; পুং।

রৈ-রৈ—গোলমাল, কোলাহল; হইচই; ভয়ংকর চিৎকার। বাংপ্র। অ।

রোঁদ—পালা; পাহারা দিবার জন্য পালাক্রমে ভ্রমণ। <ইং 'round'. বি।

রোঁয়া—লোম। <রোমন্। বি।

রোক—১। নগদ। বিণ। ২। নগদ টাকাকড়ি; যাইবার দিক্। বাংপ্র। বি।

রোকড়—নগদ টাকাকড়ি; নগদ টাকাকড়ির হিসাব; সোনারূপার গহনাদি। হি-মূ। বি বা বিণ।

রোকশোধ—নগদ টাকায় সমস্ত দেনা পরিশোধ; অনুমতি; বিদায়। ষষ্ঠীতৎ বা কর্মধা। বাংপ্র। বি।

রোক্কা—চিঠি-পত্র। <আ 'রুক্কা'। বি।

রোখ—১। উদ্যম; সাহস; ক্রোধ; জেদ; অভিমুখ। <রোষ। বি। ২। (অর্থনীতি) আমদানি রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা, embargo. <বাং 'রুখ্'-ধাতু। বি।

রোখা—১। রোধ করা; থামানো; ক্রুদ্ধ হওয়া; আক্রমণে উদ্যত হওয়া; রাখা। ক্রি [, বি]। ২। উৎসাহী; তেজী; দুর্দান্ত; নগদ; জেদী। রোখ+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

রোখালো—তেজস্বী; উদ্যমশীল; যাহার জেদ আছে এমন। রোখ+আলো আছে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

রোগ—ব্যাধি, পীড়া। রুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। [বিণ।

রোগক্লিষ্ট—রোগে কাতর। ৩য়াতৎ।

রোগগ্রস্ত—পীড়িত। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোগঘ্ন—১। রোগনাশক। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী। ২। ঔষধ। রোগ—হন্+টক্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। চিকিৎসক, বৈদ্য। রোগ—হন্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

রোগনিদান—পীড়ার মূল কারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রোগ-প্রতিষেধক—রোগ-নিবারণকারী; পূর্ব হইতে যাহার ব্যবহার করিলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

রোগবীজ—রোগবীজাণু, যাহা রোগ বহন করে, germ. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

রোগমুক্ত—যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে এমন। ৩য়াতৎ বা ৫মীতৎ। বিণ।

রোগমুক্তি—অসুখ সারিয়া যাওয়া, আরোগ্যলাভ। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

রোগযন্ত্রণা, -যাতনা—পীড়া-জনিত কষ্ট। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

রোগশয্যা—রোগীর বিছানা। রোগকালীন শয্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

রোগশান্তি—ব্যাধির উপশম; আরোগ্য লাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রোগশীর্ণ—ব্যাধিহেতু কৃশ। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোগা—পীড়িত; কৃশ, কাহিল। রোগ+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

রোগাক্রান্ত—ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত। রোগ-দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

রোগাটে—রোগার মত; রুগ্ণপ্রায়; শীর্ণদেহ। রোগা+টে (টিয়া) ঈষদর্থে। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

রোগা-পটকা—কৃশ ও দুর্বল। বাংপ্র।

রোগী (রোগিন্)—পীড়িত, রুগ্ণ, ব্যাধিত; পীড়িত ব্যক্তি। রোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ বা বি। স্ত্রী—**রোগিণী**।

রোগ্য—রোগ সম্বন্ধীয়; রোগজনক; অপথ্য, অহিত। রোগ+যৎ সম্বন্ধার্থে, জন্মায় অর্থে। বিণ।

রোচক—১। রুচিকারক; দীপ্তিপ্রদ। বিণ। স্ত্রী—**রোচিকা**। ২। কলা, কদলী; ক্ষুধা; অবদংশ, চাটনি; পলাণ্ডু বিঃ; গ্রন্থি-পর্ণ বিঃ। রুচ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

রোচন—১। রোচক, রুচিকারক; বল-কারক; দীপ্তিপ্রদ। রুচ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ; কার্পাস-বৃক্ষ বিঃ; আরগ্বধ; শ্বেত সজিনার গাছ; জম্বীরলেবু; করঞ্জ; দাড়িম্ব। রুচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

রোচনা—১। উত্তম স্ত্রী; বর্ণ-দ্রব্য বিঃ; গন্ধদ্রব্য, গোরোচনা; রক্তকহ্লার। বি; স্ত্রী। ২। রুচিকারিকা; দীপ্তিপ্রদা। রুচ্+ণিচ্ বা রুচ্+অন কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রোচনী—গোরোচনা; আমলকী; মনঃশিলা; শ্বেত ত্রিবৃতা। রোচন+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রোচা—মুখে ভাল লাগা, রুচিকর হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

রোচিঃ (রোচিস্), (>**রোচি**)—দীপ্তি, ছবি, কান্তি। রুচ্+ইস্ ভাব। বি; ক্লী।

রোচিষ্ণু, রোচী (রোচিন্)—কান্তিযুক্ত, অলংকারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল, শোভিত। রুচ্+ইষ্ণু, ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। (২য় পক্ষে) স্ত্রী—**রোচিনী**।

রোচ্য—রুচির যোগ্য; রুচিকর, প্রীতিকর; দীপ্তিযোগ্য। রুচ্+ণ্যৎ কর্তৃ। বিণ।

রোজ—তারিখ, দিবস, প্রতিদিন; দৈনিক মজুরি। ফা। বি। **রোজ রোজ**—প্রত্যহ।

রোজকার—প্রতিদিনের। ফা-মূ। বিণ।

রোজ-কেয়ামত—শেষ বিচারের দিন, [(মুসলমান-ধর্মের মতে) যে দিন ঈশ্বর পৃথিবীর জীবের যাবতীয় পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন]। ফা। বি।

রোজগার—উপার্জন, আয়। ফা। বি। বিণ, **-গারী, -গেরে**।

রোজনামচা, রোজনামা—দৈনিক হিসাবের বহি, যে বহিতে দৈনিক বিবরণ লেখা যায় তাহা, diary. ফা। বি।

রোজা—১। মুসলমানদিগের উপবাসের পর্ব বিঃ (ইহাতে এক মাস কাল দিবাভাগে অনাহারে থাকিতে হয়); রোজার মাসে মুসলমানদিগের উপবাস। <ফা 'রোজহ্'। ২। ঝাড়নদার; সাপের ওঝা; ভূতের ওঝা; কটিবন্ধ; ঘুনসি; মরাই বাঁধিবার রজ্জুবন্ধনী। বাংপ্র। বি।

রোটি, রোটিকা—আটা বা ময়দা দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য; রুটি। রুট্+ই কর্তৃ; রুট্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রোড—সড়ক, বড় রাস্তা। <ইং 'road'. বি।

রোডসেস—সরকারী রাস্তার নির্মাণ ও

মেরামতের জন্ত সরকারকে যে খাজনা দিতে হয় তাহা। <ইং 'road-cess'. বি।

রোত্তো, রোথো—বাতিল; ওঁচা, খারাপ। বাংপ্র। বিণ।

রোদ—সূর্যের কিরণ। <রৌদ্র। বি।

রোদন—কান্না, ক্রন্দন। রুদ্‌+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

রোধঃ (রোধস্)—তীর, তট। রুধ্‌+অস্ করণ। বি; স্ত্রী।

রোধ—১। বাধা; অবরোধন; (পদার্থ-বিদ্যা) বৈদ্যুতিক প্রবাহের গতিবেগের ব্যাঘাতকারী শক্তি, resistance. রুধ্‌+ঘঞ্ ভাব। ২। কূল, তীর। রুধ্‌+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।.

রোধক—যে বাধা দেয় এমন, নিবারণ-কর্তা; প্রতিরোধকারী। রুধ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রোধিকা**।

রোধন—বাধা, অবরোধ, আটক। রুধ্‌+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

রোধা—ফিরানো; রোধ করা, বন্ধ করা; বাধা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

রোধী (রোধিন্)—প্রতিরোধকারী; নিবারণকর্তা। রুধ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রোধিনী**।

রোপণ—বুনন, গাছের চারা রোয়া; উৎপাদন, জনন; স্থাপন, অর্পণ; আরোপ। রুহ্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

রোপা—১। রোপণ। বি। ২। রোপিত। বিণ। ৩। রোপণ করা। বাংপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র-**রোপব**—রোপণ করিব। **রোপল**—রোপণ করিল। **রোপলি**—রোপণ করিলি।]

রোপিত—যাহা রোপণ করা হইয়াছে এমন; অর্পিত; আরোপিত; প্রোত; প্রোথিত, পোতা। রুহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

রোবাইয়াৎ—চৌপদী কবিতাসমূহ। <আ 'রুবাইয়া'। বি।

রোম (রোমন্)—লোম, রোঁয়া; পশম; জল। রু+মন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

রোমক—১। পাংশুলবর্ণ, অয়স্কান্ত মণি বিঃ। রোমন্—কৈ+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। রোমনগরবাসী; রোমদেশীয়। রোম+ক নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রোমকূপ—লোমের গোড়ায় যে ছিদ্র থাকে তাহা, রোমবিবর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমজ—রোমদ্বারা প্রস্তুত, পশমী। উপতৎ; রোমন্—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

রোমন্থ, রোমন্থন—জাবর কাটা, গিলিত বস্তু উদ্গার করিয়া পুনরায় চিবান। রোম —মন্থ্‌+ঘঞ্, অনট্ করণ। বি; পুং, স্ত্রী।

রোমন্থক, রোমন্থিক—যে সকল পশু ভুক্ত বস্তু উদ্গীর্ণ করিয়া তাহা পুনরায় চর্বণ করে, ruminant. রোমন্থ—কৃ+ড কর্তৃ; রোমন্থ+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি; পুং।

রোমন্থন—'রোমন্থ' দ্রঃ।

রোমবিকার—রোমোদ্গম, রোমাঞ্চ; রোমভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমশ—১। অধিক রোমযুক্ত। বিণ। ২। শূকর; মেষ; পিণ্ডালু; কুম্ভী, পানা। রোমন্ +শ আছে অর্থে। বি; পুং।

রোমহর্ষ—গায়ে কাঁটা দেওয়া, লোমস্ফুরণ, রোমাঞ্চ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমহর্ষণ—১। রোমহর্ষ (তাহা দ্রঃ)। । বি; স্ত্রী। ২। মুনি বিঃ, লোম-হর্ষণ। বি; পুং। ৩। ভয়ানক; বীভৎস। রোমের হর্ষণ যদ্দ্বারা, বহু। বিণ।

রোমাঞ্চ—শরীরে কাঁটা দিয়া উঠা, পুলক, রোমোদ্গম। রোমের অঞ্চ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোমাঞ্চকর—রোমহর্ষণ; ভয়ানক; বীভৎস। উপতৎ; রোমাঞ্চ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**করী**।

রোমাঞ্চিত—রোমাঞ্চযুক্ত, পুলকিত। রোমাঞ্চ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ। [বিণ।

রোমান—রোমদেশীয়। <ইং 'Roman'.

রোমাবলি, রোমাবলী, রোমালি, রোমালী—নাভির ঊর্ধ্বভাগে উদরের রোমশ্রেণী। রোমের আবলি, আবলী, আলি, আলী (শ্রেণী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রোমীয়—রোম-দেশবাসী; রোমদেশীয়, Roman. রোম+ঈয় নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ—শরীরে কাঁটা দিয়া উঠা; রোমাঞ্চ। রোমের উদ্গম, উদ্ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোয়া—১। রোপণ। বি। ২। রোপিত। বিণ। ৩। রোপণ করা। <রোপণ। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ৪। ক্রন্দন করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [**রোয়ই, রোয়ত**—ক্রন্দন করে। **রোয়সি**—ক্রন্দন করিতেছ। **রোয়ে**—ক্রন্দন করে।]

রোয়াক—'রক' দ্রঃ।

রোরুদ্যমান—যে বার বার কাঁদিতেছে এমন, পুনঃপুনঃ রোদনশীল। রুদ্‌+যঙ্‌+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

রোল—১। অব্যক্ত শব্দ; ক্ষোভ; কোলা-হল। রোড়্‌+অচ্ কর্তৃ (ড়-স্থানে ল)। বি; পুং। ২। কল বিঃ; আর্দ্রক। রু+লচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

রোশন, রোশনাই, রোশনি—আলোক; আলোকপ্রদানোৎসব; উজ্জ্বল বস্তু; জ্যোৎস্না; কালী। <ফা 'রৌশ্‌নী'। বি।

রোশনচৌকি—বাদ্যযন্ত্র বিঃ; ঢোল বাঁশি ও মন্দিরার ঐকতান বাদ্য। <ফা 'রৌশনচৌকি'। বি।

রোশনাই, রোশনি—'রোশন' দ্রঃ।

রোষ—ক্রোধ, রাগ। রুষ্‌+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ—**রুষ্ট**।

রোষকষায়িত—রাগে লাল, ক্রোধ হেতু রক্তবর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোষণ—১। রাগী, ক্রোধশীল, ক্রোধন। বিণ। ২। পারদ; কষ্টিপাথর; উষর ভূমি। রুষ্‌+অন কর্তৃ। বি; পুং।

রোষপ্রদীপ্ত—যে রাগিয়া আগুন হইয়াছে এমন, ক্রোধোদ্দীপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

রোষাগ্নি, রোষানল—রাগের আগুন, ক্রোধরূপ বহ্নি। রোষরূপ অগ্নি, অনল, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

রোষিত—ক্রুদ্ধ; যাহাকে রাগানো হইয়াছে এমন, কোপিত, রোষপ্রাপিত। রোষ+ইতচ্ সংজাতার্থে, অথবা, রুষ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

রোষী (রোষিন্)—রাগী, ক্রোধী। রোষ +ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**রোষিণী**।

রোস—থাক; সবুর কর। বাংপ্র। ক্রি।

রোহণ—১। জন্ম, উৎপত্তি, উদ্ভব, প্রাদুর্ভাব; অবরোহণ। রুহ্‌+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। গাছ। রুহ্‌+অন কর্তৃ। বি; পুং।

রোহিণী—১। নক্ষত্র বিঃ, চন্দ্রপত্নী, দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যা; বলরামের মাতা, বসুদেবের পত্নী; বিদ্যাধরী বিঃ; নববর্ষ-বয়স্কা কন্যা; গাভী; বিদ্যুৎ; লোহিতা; কটুম্ভরা; সোমবল্ক; জিনদিগের বিদ্যাদেবী বিঃ; হরীতকী; মঞ্জিষ্ঠা; হরিতাল; গল-রোগ বিঃ। রুহ্‌+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্; রোহত+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী। ২। উৎপত্তিশীলা; আরোহণকারিণী। রুহ্‌+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রোহিণীকুণ্ড—শ্রীক্ষেত্রস্থ কুণ্ড বিঃ (ইহা কল্পবটের পশ্চিমদিকে অবস্থিত)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

রোহিণীপতি, -বল্লভ, রোহিণীশ—চন্দ্র; বসুদেব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

রোহিৎ—১। সূর্য; মৎস্য বিঃ; বর্ণ বিঃ। বি; পুং। ২। মৃগী বিঃ; লতা বিঃ। রুহ্‌+ইৎ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

রোহিত, রোহিতক—১। রুইমাছ; পদ্মরাগমণি; হরিণ বিঃ; রক্তবর্ণ; বৃক্ষ বিঃ। রুহ্‌+ইতন্ কর্তৃ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। কুঙ্কুম; রক্ত; শোণিত। বি; স্ত্রী। ৩। রক্তবর্ণবিশিষ্ট। লোহ (রক্তবর্ণ)+ইতচ্ জাতার্থে; পক্ষে কন্ স্বার্থে (ল-স্থানে র)। বিণ। স্ত্রী, -তা, -তিকা।

রোহিতাশ্ব—১। (রামায়ণ) হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার পুত্র ; অগ্নি। রোহিত (রক্তবর্ণ) অশ্ব যাহার, বহু। ২। প্রাচীন স্থান বিঃ (বর্তমান নাম রোটাসগড়)। বি ; পুং।

রোহী (রোহিন্)–১। আরোহী ; উৎপত্তিশীল। বিণ। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ, রোহিতকবৃক্ষ ; বটবৃক্ষ। রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

রৌদ্র—১। সূর্যকিরণ, আতপ ; ক্রোধ। বি ; ক্লী। ২। যম ; হেমন্ত ঋতু ; শৃঙ্গারাদি নব রসের মধ্যে এক রস [যথা—

"অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে।
গর্জিল মস্তকে জটা ভীষণ গর্জনে॥
গর্জিলা ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে।
জ্বলিল অনল ভালে ***"- মাইকেল]।

বি ; পুং। ৩। ভয়ানক ; তীব্র ; উগ্র, প্রচণ্ড ; রুদ্র সম্বন্ধীয়। রুদ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**রৌদ্রী**।

রৌদ্রদগ্ধ—সূর্যকিরণে অতিশয় তাপিত, রোদে-পোড়া। ৩য়াতৎ। বিণ।

রৌদ্রময়—সূর্যকিরণে উজ্জ্বল ; সূর্যকিরণে পূর্ণ। রৌদ্র+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

রৌদ্রী—১। দুর্গা, চণ্ডী ; রুদ্রজটা। বি ; স্ত্রী। ২। প্রচণ্ডা ; ভয়ানকা। রুদ্র (শিব) +অণ্ সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রৌদ্রোজ্জ্বল—১। সূর্যকিরণে দীপ্তিমান্। ৩য়াতৎ। ২। ভীষণ এবং দীপ্তিমান্। রৌদ্র অথচ উজ্জ্বল, কর্মধা। বিণ।

রৌপ্য–রূপা, রজত [ত্রিপুরাসুর বধের সময়ে মহাদেবের বাঁ চোখের জল হইতে ইহার উৎপত্তি হয়] ; খনিজলবণ বিঃ, শম্বরলবণ। রূপ্য+অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

রৌপ্যচক্র—রূপার চাকা, রূপার চাকতি ; টাকা। রৌপ্যনির্মিত চক্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

রৌপ্যমুদ্রা—টাকা শিকিং আধুলি প্রঃ। রৌপ্যনির্মিতা মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

রৌরব—১। নরক বিঃ [এই নরকে গো-স্ত্রী-ভিক্ষুক-ভ্রূণ-ব্রহ্মহত্যাকারী অগম্যাগামী এবং তীর্থপ্রতিগ্রাহীরা গমন করে]। বি ; পুং। ২। চঞ্চল ; ভয়ংকর ; ধূর্ত। রু+যঙ্ (=রোরূয়)+ক্বিপ্, অধি=রোরু ; রোরু +অণ্ স্বার্থে। ৩। রুরু-নামক মৃগ সম্বন্ধীয়। রুরু+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

র‍্যাপার—গায়ে দিবার শীতবস্ত্র বিঃ। [<ইং 'wrapper'. বি।

[ল]

ল–১। অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়, ইহা অন্তঃস্থ বর্ণ]। ২। ইন্দ্র, দেবরাজ। বি ; পুং। ৩। পৃথিবীর বীজমন্ত্র। লা (দান করা)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ৪। গ্রহণ ; দান। লা+ক ভাব। বি ; পুং। ৫। বর্তমান বা অদ্যতন অতীত কালের ক্রিয়া-বিভক্তি (করি'ল') ; প্রাচীন বাংলায় অতীত কালের ক্রিয়া-বিভক্তি (কর'ল') ; যুক্তার্থক বা অস্ত্যর্থক প্রত্যয় (মুখ'ল')। ৬। আইন। <ইং 'law'. বি।

লওয়া—গ্রহণ করা ; আয়াস স্বীকার করা ; অবলম্বন করা ; ঔষধাদি সেবন করা ; সংগ্রহ করা ; অনুসরণ করা ; স্মরণ করা ; ধারণ করা ; সহ্য করা ; পছন্দ করা ; আনা ; সঙ্গে রাখা ; খাওয়া ; উচ্চারণ করা ; বোধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [প্রা কপ্র—**লব**—লইবে। **লেই**—লইয়া ; লয়। **লেও**–লইও। **লেওন্ত**–লয় ; লইও। **লেয়ব**—লইবে। **লেয়ল**—লইল।]

লওয়াজিম—দরকারী জিনিস। আ। বি।

লওয়ানো—গ্রহণ করানো ; ধারণ করানো ; প্রবৃত্ত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লংক্লথ—একপ্রকার সুতী কাপড়। <ইং 'long-cloth'. বি।

লক, লখ—ঘুড়ি উড়াইবার রেশমী সুতা বিঃ। <ফা 'লখ'। বি।

লকচ, লকুচ—ডেহুয়া বা মাদারগাছ। লক্ +অচ, উচ কর্তৃ। বি ; পুং।

লকট, লকেট—একপ্রকার খাদ্য ফল, loquat. চীনা শব্দ। বি।

লকপক—লোভপ্রকাশ ; লম্বমান অবস্থায় কাঁপা ; শিথিল অবস্থায় দাঁড়াইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

লকলক—প্রসারিত ও আন্দোলিত হওয়ার অবস্থা ; লালসার ভাব প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

লকলকে—যাহা লকলক করিতেছে এমন ('— জিহ্বা')। লকলক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

লকুচ—'লকচ' দ্রঃ।

লকেট—১। ঘড়ির চেনের সহিত ঝুলাইবার অথবা হারের সহিত ঝুলাইবার স্বর্ণপদক। <ইং 'locket'. বি। ২। 'লকট' দ্রঃ।

লক্কা—লেজ-চওড়া একপ্রকার পায়রা। আ। বি।

লক্ষ—১। শরব্য, লক্ষ্য ; নিশানা, aim ; নজর, দৃষ্টি ; শতসহস্র সংখ্যা ; চাতুরী, প্রবঞ্চনা। বি ; ক্লী। ২। শতসহস্র-সংখ্যক। লক্ষ্+অচ্ কর্ম। বিণ। ৩। লাক্ষা, গালা। প্রা কপ্র। বি।

লক্ষক—লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধক। লক্ষ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**লক্ষিকা**।

লক্ষণ—১। নাম ; চিহ্ন, sign, symptom. লক্ষ্+অনট্ করণ। ২। স্বরূপ ; ব্যাকরণসূত্র। লক্ষ্+অনট্ কর্ম। ৩। পরিচ্ছেদকরণ ; পরিচয় ; অবধারণ ; স্বজাতীয়-ব্যবচ্ছেদ ; সংজ্ঞা। লক্ষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৪। শ্রীরামের ভ্রাতা (সাধারণতঃ লক্ষ্মণ চলিত) ; দুর্যোধনের পুত্র। লক্ষ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং। ৫। শ্রীমান্। লক্ষণ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

লক্ষণা—১। শব্দের শক্তি বিঃ. কোন শব্দের আসল অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝাইবার শক্তি [প্রকৃত অর্থের বাধা হইলে যে শক্তি দ্বারা বহু প্রয়োগবশতঃ অতিরিক্ত অন্য অর্থের বোধ হয় তাহার নাম লক্ষণা ; যথা— তিনি গঙ্গাবাসী হইয়াছেন। এস্থলে 'গঙ্গা'শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝাইয়া গঙ্গাতীর এই অর্থ বুঝাইতেছে]। লক্ষ্+অনট্ করণ+আপ্। বি। ২। শ্রীমতী। লক্ষণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

লক্ষণাক্রান্ত—লক্ষণযুক্ত। লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

লক্ষণীয়—দর্শনীয় ; লক্ষ্য করিবার যোগ্য, অনুভবনীয়, অনুভবযোগ্য। লক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

লক্ষপতি—যাহার লাখ টাকা আছে এমন, লক্ষ মুদ্রার মালিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং বা বিণ।

লক্ষিত—যাহা দেখা হইয়াছে এমন, দৃষ্ট ; জ্ঞাত ; উদ্দিষ্ট ; সংজ্ঞার বিষয়ীভূত ; লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত, signified ; অনুমিত ; লক্ষীকৃত, অনুভূত ; আলোচিত। লক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লক্ষিতা—যে পরকীয়া নায়িকার গুপ্ত প্রণয় পরের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়ে। লক্ষিত+আপ্। বি, স্ত্রী।

লক্ষ্ম (লক্ষ্মন্)—চিহ্ন। লক্ষ্‌+মনিন্ করণ। বি; ক্লী।

লক্ষ্মণ—১। (রামায়ণ) রামের ভাই, দশরথ-সুমিত্রার পুত্র। বি; পুং। ২। শ্রীমান্; সৌভাগ্যশালী। লক্ষ্মী+ন আছে অর্থে (নিপাতনে ঈকার-স্থানে অকার)। বিণ।

লক্ষ্মী—১। ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিষ্ণুর পত্নী, কমলা, রমা, ইন্দিরা; রাজশ্রী; সৌন্দর্য; শ্রী, শোভা, সম্পত্তি; ঋদ্ধিনামক ঔষধ; মোক্ষপ্রাপ্তি; ফলিনী বৃক্ষ; শমী; স্থলপদ্মিনী; ব্রহ্ম; প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ; মুক্তা; বীরপত্নী; হরিদ্রা। লক্ষ্‌+ঈ কর্ম (ম-আগম)। ২। সৎস্বভাবা ও গৃহকার্য-নিপুণা কুলবধূ ('ঘরের —')। বি; স্ত্রী। ৩। শান্ত, সুবোধ, সৎস্বভাব ('— ছেলে')। বাংপ্র। বিণ।

লক্ষ্মীকান্ত—নারায়ণ, বিষ্ণু; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্মীছাড়া—হতভাগ্য; দুর্ভাগ্য; লক্ষ্মী-কর্তৃক পরিত্যক্ত; দুষ্ট; হতচ্ছাড়া। লক্ষ্মী-দ্বারা ছাড়া, ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

লক্ষ্মীজনার্দ(র্দ্দ)ন—১। কমলা এবং নারায়ণ। দ্বন্দ্ব। ২। শালগ্রাম বি। লক্ষ্মীপ্রিয় জনার্দন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লক্ষ্মীতাল—মৃদঙ্গের আঠার মাত্রার তাল বিঃ। বি; পুং।

লক্ষ্মীনারায়ণ—১। কমলা ও জনার্দন। দ্বন্দ্ব। ২। শালগ্রাম বিঃ। লক্ষ্মীপ্রিয় নারায়ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লক্ষ্মীপতি—শ্রীবিষ্ণু; রাজা; সুপারিগাছ; লবঙ্গলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্মীবন্ত, -মন্ত—ধনবান্; সৌভাগ্যবান্। লক্ষ্মী+বন্ত, মন্ত বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

লক্ষ্মীবান্ (-বৎ)—শ্রীমান্; সম্পত্তিশালী; সৌভাগ্যশালী। লক্ষ্মী+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী.-**বতী**।

লক্ষ্মীবার—বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত বার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লক্ষ্মীশ, লক্ষ্মীশ্বর—শ্রীবিষ্ণু, রমাপতি; সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। লক্ষ্মীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্মীশ্রী—সৌভাগ্যজনিত শোভাসম্পৎ; লক্ষ্মীর শোভার ন্যায় শোভা; লক্ষ্মীর অবস্থান বা আবির্ভাবজনিত শোভা। লক্ষ্মীজনিতা শ্রী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী—লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবতী। লক্ষ্মীর স্বরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে; তদুত্তরে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্য—১। বিদ্ধ করিবার জন্য যাহাকে তাক করা হয়; চিহ্ন; ছল; চাতুরী। বি; ক্লী। ২। যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে এমন, বেধ্য, যাহা শর গুলি ইঃ দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে, দেখিবার মত, target; দর্শনযোগ্য; জ্ঞেয়; অনুমেয়; উদ্দেশ্য; লক্ষণাশক্তি দ্বারা বোধ্য। লক্ষ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

লক্ষ্যচ্যুত, -ভ্রষ্ট—অভিপ্রেত বিষয়ে অমনোযোগী, উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত; উদ্দিষ্ট বস্তুকে বেধ করিতে অসমর্থ। ৫মীতৎ। বিণ।

লক্ষ্যবেধ, -ভেদ—তীর প্রভৃতি দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে বিদ্ধকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লক্ষ্যভ্রষ্ট—'লক্ষ্যচ্যুত' দ্রঃ।

লক্ষ্যস্থল উদ্দিষ্ট স্থান; নিশানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। [৩য়াতৎ। বিণ।

লক্ষ্যহীন—অভিপ্রায়শূন্য, উদ্দেশ্যহারা।

লখ—লক' দ্রঃ।

লখা—লক্ষ্য করা; স্থির করা; দৃষ্টি করা; বুঝা; জানা। কপ্র। ক্রি।

লখিমী—লক্ষ্মী। প্রা কপ্র। বি।

লগ—সঙ্গ; সংস্পর্শ। প্রাদে। প্রা কপ্র। বি।

লগন—বিবাহকালীন অনুষ্ঠান বিঃ; লগ্ন; গাত্রহরিদ্রার দ্রব্য। <লগ্ন। বি।

লগনসা—যে সময়ে পূজা বিবাহ ইঃর অনেক লগ্ন পড়ে। <লগ্ন। বি।

লগনা—বিবাহ প্রঃর উপযুক্ত লগ্নযুক্ত সময়। প্রাদে। বি।

লগা—গাছ হইতে ফুল ও পল্লব প্রঃ পাড়িবার বাঁশ। প্রাদে। বি।

লগি—আঁকশি; নৌকা প্রঃ ঠেলিয়া চালাইবার বাঁশ; লগা। <লগ্ন। বি।

লগিত—লাগা, যুক্ত, সংলগ্ন। লগ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লগুড়—বাঁশের লাঠি, বংশময় যষ্টি, ঠেঙ্গা; লোহময় মুদ্গর। লগ্‌+উলচ্ কর্তৃ (ল-স্থানে ড়)। বি; পুং।

লগ্ন—১। (জ্যোতিষ) সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশি-সংক্রমণমুহূর্ত; মেষাদি রাশির উদয়কাল। লস্জ্‌+ক্ত অধি। বি; ক্লী। ২। লজ্জিত। লস্জ্‌+ক্ত কর্তৃ। ৩। সংযুক্ত, সংলগ্ন; আসক্ত। বিণ। ৪। স্তুতি-পাঠক। লগ্‌+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং।

লগ্নকাল, -বেলা, -মুহূর্ত(র্ত্ত)-বিবাহ-ক্রিয়া-সম্পাদনের উপযুক্ত শুভ মুহূর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী, পুং বা ক্লী।

লগ্নপত্র—বিবাহের সময়নিরূপক কাগজ, কোন্ দিন কোন্ সময়ে বিবাহ স্থির হইল তাহার নির্ধারক পত্র। লগ্ননির্দেশক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

লগ্নমান—(জ্যোতিষ) লগ্ন-সময়ের পরিমাণ; মেষাদি রাশির প্রতিদিনের উদয়কাল হইতে পরবর্তী রাশির উদয়কাল পর্যন্ত সময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লগ্নি—সুদে টাকা খাটানো। বাংপ্র। বি।

লঘিমা (-মন্)—ভারহীনতা, লঘুত্ব; অগৌরব; যোগলব্ধ ঐশ্বর্য বিঃ; নিজ শরীরকে হালকা করিবার মত যোগবল। লঘু+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

লঘিষ্ঠ, লঘীয়ান্ (লঘীয়স্)—অতি হালকা; অতিক্ষুদ্র। লঘু+ইষ্ঠ, ঈয়সু আতিশয্যার্থে। বিণ। স্ত্রী. -**ষ্ঠা**, -**য়সী**।

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা **গুণিতক**—একাধিক সংখ্যার সর্বাপেক্ষা ছোট গুণিতক, lowest common multiple.

লঘু—১। হালকা, ভারহীন; অসার; নিস্পৌরুষ; নিস্তেজঃ; শুষ্ক; ক্ষুদ্র; গাম্ভীর্য-শূন্য; সহজসাধ্য; সহজপাচ্য; গৌরবহীন; দ্রুত; অল্প; সংক্ষিপ্ত; সুন্দর, মনোজ্ঞ; সূক্ষ্ম; ইষ্ট, বাঞ্ছিত। বিণ। বিকল্পে স্ত্রী—**লঘু**, **লঘ্বী**। ২। (ব্যাক) হ্রস্বস্বর; (সংগীত) একমাত্রা। লন্‌ঘ্‌+কু কর্তৃ। বি; পুং। ৩। মৃদঙ্গবাদ্যের তালের অঘোষবর্ণবহুল অর্থাৎ ক খ ত থ ইঃ যুক্ত অংশ। বাংপ্র। বি।

লঘুকায়—১। যাহার শরীর হালকা এমন; ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট। লঘু কায় যাহার, বহু। বিণ। ২। হালকা শরীর; ক্ষুদ্র দেহ। কর্মধা। বি; পুং।

লঘুগামী (-মিন্)—দ্রুত ও স্বচ্ছন্দগামী; সুন্দরভাবে গমনকারী। উপতৎ; লঘু—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -**গামিনী**।

লঘুচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ বিঃ। কর্মধা। বি।

লঘুচিত্ত, -চেতাঃ (-তস্), (> -**চেতা**)—যাহার মন সংকীর্ণ এমন, অনুদারহৃদয়; যাহার মন হালকা এমন। লঘু চিত্ত, চেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

লঘুতা, লঘুত্ব—লাঘব, ভারহীনতা; ছেবলামো, চাপল্য। লঘু+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

লঘুত্রিপদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ বিঃ। কর্মধা। বি।

লঘুপাক—সহজপাচ্য, যাহা অতি সহজে হজম হয় এমন। লঘু পাক যাহার, বহু। বিণ। [বি।

লঘুললিত—প্রাচীন ভজললিত। কর্মধা।

লঘুললিতচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ বিঃ। কর্মধা। বি।

লঘুলিপিকা—সাংকেতিক সংক্ষিপ্ত লিখন, shorthand. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লঘুহস্ত—শীঘ্রকারী ক্ষিপ্রহস্ত; পটু; শীঘ্র-বাণনিক্ষেপকারী। লঘু হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

লঘ্বী—'লঘ্বী' দ্রঃ।

লঘূকরণ—(গণিত) উচ্চশ্রেণীর রাশিকে নিম্নশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর রাশিকে উচ্চশ্রেণীর রাশিতে পরিবর্তন, simplification ; জটিল বিষয়কে সরলকরণ ; ভারী জিনিসকে হালকা করা ; হ্রাসকরণ, কমানো। লঘু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=লঘূ) কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

লঘূকৃত—যাহা কমানো হইয়াছে এমন, যাহাকে অপমানিত বা হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এমন। লঘু+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=লঘূ)- কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

লঙ্কা—১। সিংহলদ্বীপ, রাবণের পুরী। রম্+ক অধি+আপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী। ২। লঙ্কা মরিচ ; ঝাল। বাংপ্র। বি।

লঙ্কাকাণ্ড—১। রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের অন্যতম। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। তুমুল অগ্নিকাণ্ড ; হুলস্থূল ব্যাপার। বাংপ্র। বি।

লঙ্কাধিপ, -ধিপতি, -পতি—লঙ্কার রাজা, রাবণ। লঙ্কার অধিপ, অধিপতি, পতি (রাজা) ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

লঙ্কেশ, লঙ্কেশ্বর—লঙ্কার অধিপতি রাবণ। লঙ্কার ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

লঙ্গ—১। সঙ্গ, মিলন ; খঞ্জতা। লন্গ্+ঘঞ্ ভাব। ২। উপপতি। লন্গ্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। লবঙ্গ। <লবঙ্গ। বি।

লঙ্গর—নঙ্গর (তাহা দ্রঃ)।

লঙ্গরখানা—বিনা মূল্যে বা অল্পমূল্যে খাদ্য-লাভের স্থান, canteen. বাংপ্র। বি।

লঙ্ঘন—পার হওয়া, অতিক্রম ; অতিবাহন, যাপন ; উপবাস ; আক্রমণ ; লাফানো ; ডিঙ্গানো ; অতিঘাত ; অন্যথাচরণ ; অশ্বের তৃতীয় গতি। লন্ঘ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

লঙ্ঘনীয়—যাহা পার হওয়া যায় এমন ; যাহা পার হইতে হইবে এমন ; যাহা পার হওয়া উচিত এমন ; অতিক্রমণীয় ; অমান্য করিবার মত, অন্যথাচরণযোগ্য। লন্ঘ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

লঙ্ঘা—লঙ্ঘন করা। কপ্র। ক্রি।

লঙ্ঘিত—যাহা অতিক্রম করা হইয়াছে এমন, অতিক্রান্ত ; যাহা অমান্য করা হইয়াছে এমন। লন্ঘ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লছমী, লছিমা, লছিমী—লক্ষ্মী। প্রা কপ্র। বি।

লজেঞ্জুস—চিনির চাকতি গুলি বিঃ। <ইং 'lozenges'. বি।

লজ্জমান—লাজুক, লজ্জাশীল। লস্জ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

লজ্জা—সংকোচ ও কুণ্ঠা, ব্রীড়া, অনুচিত বাক্য কর্মাদি অন্যে জানিলে মনে যে সংকোচ হয় তাহা, লাজ ; সম্ভ্রমনাশ ; শীলতানাশ। লস্জ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লজ্জাকর, -জনক—যাহাতে লাজ হয় এমন, লজ্জার উৎপাদক। উপতৎ। লজ্জা—কৃ+ট কর্তৃ ; ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী, -জনিকা।

লজ্জাজনিত—লজ্জা হইতে জাত ; লজ্জা-হেতুক। ৩য়াতৎ। বিণ।

লজ্জানত—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন ; লজ্জায় যে ঈষৎ নুইয়া পড়িয়াছে এমন। লজ্জা হেতু নত বা আনত, ৩য়াতৎ। বিণ।

লজ্জানম্র—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন। লজ্জা হেতু নম্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

লজ্জাবতী—১। লজ্জাযুক্তা, লজ্জাশীলা। বিণ ; স্ত্রী। ২। এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম [স্পর্শমাত্রে ইহার পাতাগুলি সংকুচিত হয়], sensitive plant. লজ্জাবৎ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

লজ্জাবনত—যে লাজে নুইয়া পড়িয়াছে এমন। লজ্জায় অবনত, ৩য়াতৎ। বিণ।

লজ্জাবান্ (-বৎ)—লজ্জাশীল, লজ্জাযুক্ত। লজ্জা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

লজ্জালু—১। লজ্জাশীল, লাজুক। বিণ। ২। লতা বিঃ। লজ্জা—লা+কু কর্তৃ, শীলার্থে। বি ; স্ত্রী।

লজ্জাশীল—লাজুক, লজ্জাবান্। লজ্জা শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

লজ্জাশীলতা—লাজুকতা। লজ্জাশীল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

লজ্জাহীন—যাহার লাজ নাই এমন। নির্লজ্জ। ৩য়াতৎ। বিণ।

লজ্জিত—লজ্জাযুক্ত, লজ্জাশীল। লজ্জা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

লঝড়—কৃপণ ; অলস। বাংপ্র। বিণ।

লটকানো—ঝুলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লটখট—ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন। বাংপ্র। বি। বিণ, -টে।

লটঘট—অসৎ সম্বন্ধ ; অবৈধ প্রণয়। বাংপ্র। বি।

লটপট—১। ঝুলিয়া থাকিবার অবস্থা। বি। ২। যাহা লটপট করিয়া ঝুলিতেছে এমন, শিথিল বা লুণ্ঠিত। বাংপ্র। বিণ।

লটপটে—যাহা ঝুলিতেছে এমন। লটপট+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

লটবহর—সঙ্গের জিনিসপত্র। বাংপ্র। বি।

লটারি—ভাগ্য পরীক্ষার খেলা। <ইং 'lottery'. বি।

লড়ন—স্পন্দন, দোলন। লড়্+অনট্ ভাব। বাংপ্র। বি।

লড়া—যুদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

লড়াই—যুদ্ধ, রণ, সংগ্রাম। লড়া+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

লড়ানো—যুদ্ধ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লড়ায়ে, লড়িয়ে—যোদ্ধা ; যুদ্ধপ্রিয়। লড়াই+এ (<ইয়া) প্রিয়ার্থে ; লড়্+ইয়ে কর্তৃ। বিণ।

লড্ডু, লড্ডুক, লড্ডুকা—লাড়ু, মোদক। লস্জ্+ডু কর্তৃ ; লড্ডু+স্বার্থে কন্ ; লড্ডুক+আপ্। বি ; পুং, পুং, স্ত্রী।

লণ্ঠন—কাচের চিমনি দেওয়া বাতি। <ইং 'lantern'. বি।

লণ্ডভণ্ড—ব্যতিব্যস্ত, উচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল। বাংপ্র। বিণ।

লতা, লতিকা—১। ব্রততী, বল্লরী, বল্লী, লতানে গাছ ; শাখা ; সূত্র ; নারী। লৎ+অচ্ কর্তৃ+আপ্ ; লতা+কন্ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। সাপ। বাংপ্র। বি।

লতাগৃহ—লতাপাতার বেড়া-দেওয়া এবং ছাওয়া ঘর ; কুঞ্জ। লতানির্মিত গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

লতানো—লতার ন্যায় প্রসারিত হওয়া বা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লতানে—লতার মত ; লতার ন্যায় প্রসারিত বা প্রসরণশীল। লতা+নে কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

লতামণ্ডপ—কুঞ্জ। লতারচিত মণ্ডপ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

লতায়িত—লতার ন্যায় প্রসারিত। লতা+ইত কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

লতিকা—'লতা' দ্রঃ।

লপটানো—জড়ানো ; জড়িত করা বা হওয়া ; লিপ্ত করা বা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লপেট—লিপ্ত ; ঘনসংলগ্ন। <লিপ্ত। বিণ।

লপেটা—১। একপ্রকার হালকা নাগরা জুতা। বাংপ্র। বি। ২। গুটানো, লিপ্ত। <লিপ্ত। বিণ।

লপ্ত—সংলগ্নতা ; লাগালাগি থাকা ; সুবিধামত স্থানে অবস্থান। <লিপ্ত। বি।

লপ্সি—জেলে কয়েদীদিগের খাদ্য বিঃ ; ময়দা প্রঃর মণ্ড। <লপ্সিকা। বি।

লপ্সিকা—ময়দা সুজি প্রঃর মণ্ড ; মোহন-ভোগ, হালুয়া। লভ্+সন্ ইচ্ছার্থে+ইক কর্ম (নিপা)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লব—১। বিনাশ, ছেদন ; উচ্ছেদ ; বিলাস। লূ+অপ্ ভাব। ২। পুষ্পরেণু ; গোপুচ্ছের লোম ; লেশ ; কণা ; বিন্দু ; অত্যল্প অংশ ; সূক্ষ্ম সময় বিঃ। লূ+অপ্ কর্ম। ৩। রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। লূ+অচ্ কর্তৃ।

৪। পঙ্ক; লবণ; লাবানামক পক্ষী; (গণিত) বিভাজ্য অঙ্ক, ভগ্নাংশে সমান অংশে বিভক্ত রাশির যে কয়েক অংশ গৃহীত হয় তাহা, numerator, dividend. বি; পুং। ৫। লবঙ্গ; জায়ফল। বি; স্ত্রী।

লবঙ্গ—১। বৃক্ষ বিঃ; জার, উপপতি। বি; পুং। ২। দেবকুসুম; লঙ্গ। লূ+অঙ্গচ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

লবঙ্গলতা—পুষ্প বিঃ। বি; স্ত্রী।

লবঙ্গলতিকা—ভিতরে ক্ষীরের পুর-দেওয়া ময়দায় প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ; একধরনের লতানে গাছ ও তাহার ফুল। বাংপ্র। বি।

লবণ—১। ক্ষাররসযুক্ত দ্রব্য বিঃ, নুন [ইহা পঞ্চবিধ—সৈন্ধব, বিট্, সামুদ্র, সৌবর্চল, ঔদ্ভিদ]; লবণজাতীয় বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য। বি; ক্লী। ২। ক্ষাররস; লবণসমুদ্র; রাক্ষস বিঃ। বি; পুং। ৩। ক্ষাররসযুক্ত, লোনা; লাবণ্যযুক্ত। লূ+অন কর্তৃ, অথবা, লবণ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

লবণা—১। নদী বিঃ; প্রভা, দীপ্তি; লাবণ্য। বি; স্ত্রী। ২। লাবণ্যময়ী; লবণযুক্তা। লবণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

লবণাক্ত—লোনা। লবণ দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

লবণাত্মক—লোনা, লবণে ভরা। লবণ আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ত্মিকা।

লবণাম্বু—লোনা জল, লবণাক্ত জল। লবণ যে অম্বু, কর্মধা, অথবা, লবণাক্ত যে অম্বু, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

লবণাম্বুধি, লবণাম্বুরাশি—লবণ-সাগর, লোনা জলযুক্ত সমুদ্র। লবণাম্বু-ধা+কি অধি; ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লবন—১। ছেদন, কর্তন। লূ+অনট্ ভাব। ২। ছেদন করিবার অস্ত্র। লূ+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

লবনচুষ—লজেঞ্চুষ। <ইং 'lozenges'. বি।

লবলেশ—সামান্য মাত্র; কিছুমাত্র। প্রাকপ্র। বি।

লবেজান—হয়রান, ব্যাকুল; যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে এমন। <ফা 'লব্-ই-জান'। বিণ।

লবেদা, লবেদাস্ত্র—ফুলবাবু; লম্বা জামা-পরা। ফা-মু। বিণ।

লব্ধ—প্রাপ্ত; গৃহীত; উপার্জিত। লভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ—খ্যাতিমান্, খ্যাতিবিশিষ্ট; প্রসিদ্ধ, প্রতিষ্ঠাযুক্ত। লব্ধ প্রতিষ্ঠা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

লব্ধপ্রবেশ—প্রবিষ্ট; প্রবেশার্থ অনুমতিপ্রাপ্ত। লব্ধ প্রবেশ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

লব্ধা ১। নায়িকা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। প্রাপ্তা। লব্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

লব্ধি লাভ; প্রাপ্তি; গ্রহণ। লভ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

লব্ধোদয়—উদিত, সমুৎপন্ন। লব্ধ উদয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

লভ্য—১। পাইবার মত, প্রাপ্য, লাভযোগ্য; ন্যায্য, উপযুক্ত। লভ্+যৎ কর্ম। বিণ। ২। লাভ। বাংপ্র। বি।

লভ্যাংশ লাভের ভাগ; প্রাপ্য অংশ। লভ্যের অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ; লভ্য যে অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

লম্প কেরোসিনের বাতি, ডিবা। <ইং 'lamp'. বি।

লম্পট—কামুক; আসক্ত; লোচ্চা; পরস্ত্রীলোলুপ। রম্+অটন্ কর্তৃ (প-আগম, র-স্থানে ল)। বিণ।

লম্ফ—লাফানো, উল্লম্ফন। রন্ফ্+ঘঞ্ ভাব (র-স্থানে ল)। বি; পুং।

লম্ফঝম্প লাফালাফি; বীরত্ব বা ক্রোধপ্রকাশ, আস্ফালন। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

লম্ফন—লাফ। রন্ফ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লম্ব—১। খাড়া, plumb, vertical; লম্বা, দীর্ঘ; বিস্তৃত, প্রসারিত; ঝোলানো; দোলায়মান; সমকোণে অবস্থিত। বিণ। ২। ঘুষ; উৎকোচ, নর্তক; কান্ত; অঙ্ক বিঃ; দীর্ঘ রেখা; ত্রিভুজ ক্ষেত্রের লম্বমান রেখা, এক সরল রেখার উপর ঠিক খাড়া হইয়া অন্য যে সরল রেখা থাকে তাহা, perpendicular. লম্ব্+অচ্ কর্তৃ। ৩। অবলম্বন। লম্ব্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

লম্বকর্ণ—১। গণেশ; ছাগল; রাক্ষস; হস্তী; শ্যেনপক্ষী; শশক; অঙ্কোটবৃক্ষ, আঁকোড় গাছ। বি; পুং। ২। যাহার কান লম্বা এমন, দীর্ঘশ্রোত্র। লম্ব (দীর্ঘ, দোদুল্যমান) কর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ৩। লম্বা কান, দীর্ঘ শ্রোত্র। কর্মধা। বি; পুং।

লম্বকায়—দীর্ঘদেহবিশিষ্ট। লম্ব কায় যাহার, বহু। বিণ।

লম্বন—আশ্রয়গ্রহণ; অবলম্বন; ঝুলন; দোলন, suspension. লম্ব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লম্বমান—যাহা ঝুলিতেছে এমন; দোলায়মান। লম্ব্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

লম্বা—১। দৈর্ঘ্য। বি। ২। বিস্তৃত; দীর্ঘ; মাটিতে শয়ান। <লম্ব। বিণ। ৩। দীর্ঘা; দোলায়মানা। লম্ব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। **লম্বা করা**—(ভীষণভাবে প্রহার করিয়া) লম্বমান অবস্থায় ভূপাতিত করা। **লম্বা দেওয়া**—দৌড়াইয়া পলায়ন করা। **লম্বা লম্বা**—বড়মানুষি; অবস্থার অতিরিক্ত; উদ্ধত ('— কথা, '— চাল')। **লম্বা হওয়া**—হাত-পা ছড়াইয়া শয়ন করা।

লম্বাই—দীর্ঘত্ব, দৈর্ঘ্য। লম্বা+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

লম্বাই-চওড়াই—দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ; দাম্ভিকতাপূর্ণ বাক্য। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

লম্বাটে—লম্বা রকমের, কিছু লম্বা। লম্বা+টে (<টিয়া) সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ।

লম্বালম্বি—দীঘলভাবে, যে দিকে দৈর্ঘ্য সেইদিকে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

লম্বিত—দোলিত; অবলম্বিত, আশ্রিত; যাহা ঝুলিতেছে এমন; শব্দিত। লম্ব্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

লম্বোদর—১। গণেশ। বি; পুং। ২। পেটুক, ঔদরিক; দীর্ঘোদর। লম্ব (বিস্তৃত) উদর যাঁহার, বহু। বিণ। ৩। মোটা পেট। লম্ব উদর, কর্মধা। বি; ক্লী।

লয়—১। ঈশ্বর; গীতবাদ্যাদির তাল বা সমান সময়, tempo; প্রলয়কাল; আত্তনয়; আবাস। লী+অচ্ অধি। ২। বৃহৎ সত্তার সহিত মিল হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য লোপ, লীন হওয়া, মিশিয়া যাওয়া; প্রলয়; বিনাশ; ক্রীড়া; সংশ্লেষ; বিলাস। লী+অচ্ ভাব। বি; পুং। ৩। মৃদঙ্গবাদ্যের ঠেকা। বাংপ্র। বি।

লয়ক্রিয়া—সংগীতে গীতবাদ্যের সমতা; সংহারক্রিয়া; সৃষ্টিবিনাশকার্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [ক্লী।

লয়ন—ভবন। লী+অনট্ অধি। বি;

লয়নৃত্য—[ইহা হইতে গ্রাম্যভাষায় লইনেত্তর, লয়নেত্য] একপ্রকার তাণ্ডব নৃত্য। লয়কালীন নৃত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

লয়পুত্রী—নর্তকী, নটী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লয়হীন—নাশশূন্য; চিরস্থায়ী; (সংগীত) মাত্রার সমতাবিহীন, বেতাল; মিলশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

ললজ্জিহ্ব—যাহার জিহ্বা লকলক করিতেছে এমন। ললন্তী জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ।

ললৎ—লেহনকারী; কম্পমান, দোলায়মান; বিলাসযুক্ত। লল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ।

ললন—১। চালন, কম্পন; ক্রীড়া, কেলি। লড্+অনট্ ভাব (ড-স্থানে ল)। বি; ক্লী। ২। তালবৃক্ষ; পিয়ালবৃক্ষ; শালবৃক্ষ। লড্+অন কর্তৃ (ড-স্থানে ল)। বি; পুং।

ললনা—স্ত্রী, পত্নী, কান্তা; জিহ্বা। লল্+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ললনাপ্রিয়—১। কদম্ব। বি; পুং। ২।

রমণীর প্রীতিকর; রমণীর প্রীতিভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। ৩। রমণীর প্রতি প্রীতিযুক্ত। ললনা প্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

ললন্তিকা—নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার। লল্ + শতৃ + ঈপ্ + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

ললাট—কপাল, ভাল; ভাগ্য, অদৃষ্ট। লল্ —অট্ + অণ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ললাটক—প্রশস্ত ললাট; ললাট। ললাট + কন্ প্রশস্তার্থে, স্বার্থে। বি; ক্লী।

ললাটলিখন, -লিপি—কপালের লেখা; অদৃষ্ট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ললাটিকা—ললাটের ভূষণ বিঃ। টিকা; চন্দনাদি তিলক। ললাট + কন ভূষণার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

ললাম ললাটের ভূষণ; কপালের চিহ্ন; শুভ চিহ্ন; শৃঙ্গ; পুচ্ছ; ধ্বজ; পুণ্ড্র; শ্রেষ্ঠ। লল্ -অম্ + অণ্ কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

ললিত- ১। বিলাস, স্ত্রীজাতির শৃঙ্গারভাব-জনিত ক্রিয়া বিঃ; স্ত্রীনৃত্য; ক্রীড়া; চলন। লল্ বা লড়্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। স্ত্রীগৃহ; হার বিঃ। বি ক্লী। ৩। রাগ বিঃ; বাঙ্গালা ছন্দ বিঃ। বি; পুং। ৪। কোমল; মনোজ্ঞ, সুন্দর; প্রিয়; ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত; চঞ্চল। লল্ বা লড়্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ললিতচতুষ্পদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃ বিঃ। কর্মধা। বি।

ললিতত্রিপদী—বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ বিঃ। কর্মধা। বি।

ললিতা—১। রাধিকার সখী বিঃ; দুর্গা; কস্তুরী; নারী; কামুকী নারী; নদী বিঃ। লল্ + ক্ত কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দরী; মনোজ্ঞা, প্রিয়া; চঞ্চলা। ললিত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। **ললিতা পঞ্চমী**—আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী। **ললিতা সপ্তমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমী; তদ্দিনকর্তব্য ব্রত। [খালাসী। ফা। বি।

লশকর—পদাতিক সৈন্য; জাহাজের

লশুন—মূল বিঃ, রসুন। অশ্ (ভোজন করা) + উন কর্ম (নিপা)। বি; ক্লী।

লষিত—ইচ্ছিত, অভিলষিত, বাঞ্ছিত। লষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

লসত—শোভমান; বিলাসপরায়ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

লসিকা—লালা, মুখজাত ক্লেদ; জল লসীকা (তাহা দ্রঃ)। রস্ + ইক কর্ম + আপ্ (র-স্থানে ল)। বি; স্ত্রী।

লসিত—১। উল্লাস; বিলাস; চেষ্টা। লস্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। শোভিত; চেষ্টিত। লস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লসীকা—বর্ণহীন ও সর্বশরীরব্যাপী জলের মত একপ্রকার তরলপদার্থ [দূষিত রক্ত শিরাপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বে এই পদার্থের সহিত মিলিত হয়, lymph]; ইক্ষুরস। লস্ + ঈকক্ কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

লহ ধর, গ্রহণ কর। কপ্র। ক্রি।

লহনা—বন্ধকী কারবার; তেজারতি, ঋণদান-ব্যবসায়; দেনা-পাওনা; খাজনা ছাড়া অন্য পাওনা। বাংপ্র। বি।

লহমা—অতি অল্প সময়। <আ 'লম্‌হহ্'। বি।

লহর—ঢেউ; হার মালা প্রঃর এক এক পেঁচ; তালবাদ্যের অলংকার (পরণ) বিঃ। বাংপ্র। বি।

লহরি, লহরী—ঢেউ, তরঙ্গ। ল হৃ + ইন্ কর্ম; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লহরীলীলা- ঢেউয়ের খেলা, তরঙ্গভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লহা - ধরা, গ্রহণ করা; অনুমান করা; অনুমিত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

লহু—১। ধর, গ্রহণ কর। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। রক্ত; অশ্রু। <লোহিত। বি। ৩। লঘু, ধীরে। <লঘু। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

লা—১। নৌকা। প্রা কপ্র। বি। ২। ন'-বাচক উপসর্গ। আ। অ। ৩। নারীদের ভাষায় নারীদের অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন শব্দ। <ইলা। অ।

লা, লাহা- লাক্ষা, জতু। <লাক্ষা। বি।

লাইন—সারি, পঙ্‌ক্তি, রেখা; রেলপথ। <ইং 'line'. বি।

লাইনিং—কোট প্রঃর ভিতরের দিককার কাপড়ের আস্তরণ। <ইং 'lining'. বি।

লাইব্রেরি—পুস্তকালয়, গ্রন্থাগার; পাঠাগার। <ইং 'library'. বি।

লাইসেন্স—কোন দ্রব্য রাখিবার বা ব্যবহার করিবার জন্য সরকারী অনুমতি। <ইং licence'. বি। [বি।

লাউ—তুম্বী, অলাবু, কদুফল। <অলাবু।

লা-ওয়ারিশ—যাহার কোন মালিক নাই এমন; যাহার উত্তরাধিকারী নাই এমন আ। বিণ।

লাক্ষণিক—১। লক্ষণযুক্ত; লক্ষণজ্ঞ, দৈবজ্ঞ; লক্ষণসম্বন্ধীয়। লক্ষণ + ইক জানে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। ২। লক্ষণা দ্বারা অর্থ-প্রকাশক। লক্ষণা + ইক প্রতিপাদ্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

লাক্ষণ্য—লক্ষণযুক্ত; যিনি শুভাশুভ লক্ষণ বুঝিতে পারেন এমন; লক্ষণসম্বন্ধীয়। লক্ষণ + ষ্যঞ্ সম্বন্ধীয়ার্থে বা জ্ঞানার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ণ্যী।

লাক্ষা—একপ্রকার লালবর্ণ গাছের আঠা, জৌ, লা, lac. লক্ষ্ + অ করণ + আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

লাক্ষাতরু - পলাশগাছ। লাক্ষাদায়ক তরু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লাক্ষারস—আলতা, অলক্তকরস। লাক্ষা-নিঃসৃত রস (জল), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লাখ—শতসহস্র সংখ্যা, দশ অযুত। <লক্ষ। বিণ।

লাখপতি—লক্ষ টাকার মালিক; খুব বড় লোক। <লক্ষপতি। বি বা বিণ।

লাখবান—এক লক্ষ বার আগুনে পোড়াইয়া শুদ্ধ-করা ('— কাঞ্চন')। প্রা কপ্র। বিণ।

লাখেরাজ—যাহার জন্য খাজনা দিতে হয় না এমন ('— জমি'); নিষ্কর। <আ 'লা-খিরাজ'। বিণ।

লাগ—লক্ষ্য; ছোঁওয়া, নাগাল; নৈকট্য। <'লগ্'-ধাতু। বি।

লাগা - সংযুক্ত হওয়া; ভিড়া; থামা; আবশ্যক হওয়া; ব্যয় হওয়া; আঘাত পাওয়া; বেদনা পাওয়া; স্পর্শ করা; তুলনীয় হওয়া; আরম্ভ হওয়া; নিযুক্ত হওয়া; শত্রুতা কারবার চেষ্টা করা; উৎপাত করা; যন্ত্রণা বোধ হওয়া; মগ্ন হওয়া; খাপ খাওয়া; অনুভূত হওয়া; আঘাত দেওয়া; খরচ পড়া; আটকানো; বদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [প্রা কপ্র—**লাগ**—লাগে। **লাগয়, লাগয়ে**—লাগে; লাগিবে। **লাগল**—লাগিল।] **উঠে পড়ে লাগা**—বিশেষরূপ উদ্যমের সহিত কোন কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া। **তাক লাগা**—অবাক্ হওয়া। **তালা লাগা**—সাময়িকভাবে শ্রবণশক্তি নষ্ট হওয়া। **পিছু বা পিছনে লাগা**—ক্রমাগত দোষ ধরা; অনিষ্ট কারবার বা অপদস্থ করিবার চেষ্টা করা। **মনে লাগা**—পছন্দ হওয়া।

লাগসই - মানানযোগ্য; জুতমত। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বিণ।

লাগাও—পাশাপাশি অবস্থিত, যুক্ত।

লাগাড়—১। নিরবচ্ছিন্ন। বিণ। ২। বিরামহীনতা। বাংপ্র। বি।

লাগানি—নিন্দা; কাহারও অসাক্ষাতে অন্যের নিকট তাহার নিন্দা। লাগা + নি ভাব। বাংপ্র। বি।

লাগানি-ভাঙ্গানি—গোপনে নিন্দা করিয়া বা গুপ্তকথা বলিয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

লাগানে - কুমন্ত্রণা-দাতা; পরোক্ষে অন্যের নিকট নিন্দাকারী; যে কাহারও গুপ্তকথা অসাক্ষাতে অন্যের নিকট প্রকাশ করে

এমন; কুমন্ত্রণা-পটু; সর্বদা অবিচ্ছিন্ন। লাগা+নে কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

লাগানো—সংলগ্ন করা; স্পর্শ করানো; সেবন করা; মাথানো; প্রহার করা; বাধাইয়া দেওয়া; আটকানো; রোপণ করা; নিযুক্ত করা; খাটানো; প্রয়োগ করা; আড়ালে কাহারও নিকটে কাহারও নিন্দা করা; মন্দ পরামর্শ দেওয়া; আরোপ করা ভিড়ানো; ব্যয় করা; বোধ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **তাক লাগানো**-অবাক্ করা। **লাগানো ভাঙ্গানো**-কাহারও নিন্দা করিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব নষ্ট করা।

লাগাম—ঘোড়ার মুখের বল্গা, অশ্বরশ্মি। ফা। বি।

লাগায়েত—অবধি; পর্যন্ত। হি-মু। অ।

লাগি—১। নেশা, মত্ততা। বি। ২। জন্য। কপ্র। অ। ৩। লগ্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

লাগিয়া—১। জন্য। কপ্র। অ। ২। সংলগ্ন হইয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি।

লাগেজ—ভার; বোঝা; পুঁটুলি; সঙ্গের মালপত্র। <ইং 'luggage'. বি।

লাঘব—ভাররাহিত্য, লঘুত্ব; অগৌরব; আরোগ্য, স্বাস্থ্য; ক্ষৈব্য; শীঘ্রতা; পটুতা। লঘু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

লাঙ্গল—ভূমিকর্ষণ যন্ত্র বিঃ, হল; গৃহদ্বার; পুষ্প বিঃ; তালবৃক্ষ। লনগ্+কলচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

লাঙ্গলদণ্ড—লাঙ্গলের মধ্যস্থ কাষ্ঠ, লাঙ্গলের ঈশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লাঙ্গলপদ্ধতি-লাঙ্গলের রেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লাঙ্গলী (-লিন্) বলরাম; কৃষক; সর্প, নারিকেলগাছ। লাঙ্গল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

লাঙ্গলী—একপ্রকার জলপুষ্পশাক, কাঁচড়া। লাঙ্গল (লাঙ্গলাকার পুষ্প)+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লাঙ্গুল—লেজ, পুচ্ছ। লনগ্+উলচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

লাঙ্গুলী (-লিন্)—১। বানর; ঋষভনামক ঔষধ। বি; পুং। ২। লেজযুক্ত, পুচ্ছ-বিশিষ্ট। লাঙ্গুল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

লাচাড়ী, নাচাড়ী—বাঙ্গালা কবিতার নৃত্যজনক ছন্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।

লাজ—১। খই; শস্য; আতপ চাউল; ভিজা চাউল। বি; পুং। ২। উশীর, বেণার মূল। লাজ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। লজ্জা। <লজ্জা। বি।

লাজা-১। খই; আতপ চাউল। লাজ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। লজ্জিত হওয়া; লজ্জার ভাব প্রকাশ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

লাজ-বন্ধন-স্তম্ভের উভয় পার্শ্বে হাত বাড়াইয়া অঙ্গুলিতে খই লইলে পরে হাত দুইটি বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিলেই খই পড়িয়া যাইবে এইরূপ সংকট। ৩য়াতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

লাজাবন্ধনন্যায়-ন্যায় বিঃ [এক ক্ষুধিত ব্যক্তি এক থামে হেলান দিয়া ভাবিতে-ছিল; এমন সময় একজন দয়ালু ব্যক্তি লাজা অর্থাৎ খই আনিয়া তাহাকে লইতে বলিল। লোকটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া থামটির দুই পাশ দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া অঞ্জলি পাতিল। ফলে সে সেই অঞ্জলির খই খাইতে পারিল না, খই সমেত হাতও সরাইয়া লইতে পারিল না। এদিকে খইগুলি বাতাসে উড়িয়া যাইতে লাগিল। খই খাইবার মিথ্যা আশায় সে এইভাবে আটক হইয়া রহিল। এই প্রকারে মানুষ অতি তুচ্ছ সাংসারিক সুখভোগের মিথ্যা আশায় দুঃখভোগ করিয়া থাকে]। লাজা-হেতুক বন্ধন, মধ্যপ কর্মধা; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লাজুক—লজ্জাশীল; লজ্জাযুক্ত; মুখচোরা। লাজ+উক বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

লাঞ্ছন ১। কলঙ্ক; চিহ্ন; ধ্বজ; নাম; উপাধি। লান্ছ্+অনট্ করণ। ২। অঙ্কন। লান্ছ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লাঞ্ছনা—তিরস্কার; নিগ্রহ; উৎপীড়ন; অবমাননা। লান্ছ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

লাঞ্ছিত—কলঙ্কিত; ভর্ৎসিত; নিন্দিত; চিহ্নিত; ধ্বজযুক্ত; নামযুক্ত; অপদস্থ; উৎপীড়িত; তিরস্কৃত; অবমানিত। লান্ছ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লাট—১। পুরাতন; ব্যবহৃত; বিশ্রী, মলিন; জীর্ণ। লট্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ। ২। শাসনকর্তা; বড়লোক। <ইং lord'. ৩। বিক্রয়ের তালিকা; খাজনা দিবার এক এক তোক; নিলামে একসঙ্গে বিক্রয় করিবার জিনিসপত্র, lot; শুল্ক। বি। ৪। নোংরা; পাটভাঙ্গা। বাংপ্র। বিণ। ৫। সম্বন্ধ প্রা কপ্র। বি।

লাটা—লতাকরঞ্জ। <লতাকরঞ্জ। বি।

লাটিম, লাট্টু—কাঠের তৈয়ারী খেলনার বস্তু বিঃ। <লট। বি।

লাঠালাঠি—লাঠি দ্বারা মারামারি, যষ্টি দ্বারা পরস্পরকে আঘাত। ব্যতীহার বহু বাংপ্র। বি।

লাঠি দণ্ড, যষ্টি, বাড়ি। <যষ্টি। বি।

লাঠিম—লাটিম (তাহা দ্রঃ)।

লাঠিয়াল, লেঠেল-লাঠিধারী যোদ্ধা; লাঠি চালাইতে সুপটু ব্যক্তি। লাঠি+আল, এল চালকার্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

লাড়ু, নাড়ু—গোলাকার খাদ্য বিঃ। <লড্ডুক। বি।

লাড়ুগোপাল—লাড়ুপ্রার্থী শিশু শ্রীকৃষ্ণ; পাঠশালার ছাত্রদের দণ্ড বিঃ [ইহাতে লাড়ুগোপালের ন্যায় দুই হাঁটু এবং এক হাতের উপর ভর দিয়া থাকিয়া এক হাত তুলিয়া বাড়াইয়া রাখিতে হয়]। বাংপ্র। বি।

লাথি—পদাঘাত, পাদপ্রহার। হি-মু। বি।

লাদ—ছাগল গরু প্রঃ পশুর বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি। **লাদ টানা**—বিনা লাভে শ্রমজনক এবং হেয় কার্য সম্পাদন করা।

লাদা—বোঝাই করা, ভার চাপানো। বাংপ্র। ক্রি।

লাদাই—বোঝাই। লাদা+ই ভাবে। বাংপ্র। বিণ।

লাপ—কথন, ভাষণ। লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

লাপ্য—কথনীয়। লপ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

লাফ—লম্ফ, উৎপ্লব। <লম্ফ। বি।

লাফরা, লাবড়া—সাধারণতঃ বৈষ্ণবদের মহোৎসবের সময়ে বহুবিধ তরকারি-সংযোগে প্রস্তুত একপ্রকার ব্যঞ্জন। বাংপ্র। বি।

লাফানো—লম্ফ প্রদান করা; কুর্দন করা; উৎসাহ বা আকুলতা প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। বি-**লাফানি**।

লাফালাফি—পুনঃপুনঃ লম্ফ প্রদান; আস্ফালন; উৎসাহ বা আকুলতা প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

লাবড়া—'লাফরা' দ্রঃ।

লাবণ—১। লবণমিশ্রিত, লবণযুক্ত; লবণ-সম্বন্ধীয়, saline; লবণসংস্কৃত। বিণ। বি—**লাবণতা** (salinity). ২। নস্য। লবণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

লাবণিক—১। লবণবিক্রেতা। বি; পুং। ২। লবণমিশ্রিত; লবণসম্বন্ধীয়, saline; লবণসংস্কৃত। লবণ+ইক পণ্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

লাবণী-লাবণ্য, সৌন্দর্য। <লাবণ্য। কপ্র। বি।

লাবণ্য—সৌন্দর্য, কান্তি; মুক্তার অভ্যন্তরে দৃষ্ট সুন্দর তরল ছায়া; চাকচিক্য; লবণত্ব। লবণ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

লাবণ্যময়—কান্তিযুক্ত, সৌন্দর্যশালী। লাবণ্য+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

লাভ—১। প্রাপ্তি; উপার্জন। লভ্+ঘঞ্ ভাব। ২। উপস্বত্ব; ধন; আয়। লভ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

লাভজনক—সুবিধাজনক, যাহাতে খুব

লাভ হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাবিকা**।

লামা—তিব্বতী বৌদ্ধ পুরোহিত। তিব্বতীয় শব্দ। বি।

লাম্পট্য—লম্পটতা, কামুকতা, চরিত্রহীনতা। লম্পট+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

লায়েক—সাবালক; সমর্থ, উপযুক্ত। <আ 'লাইক'। বিণ।

লাল—১। থুতু, মুখামৃত। <লালা। বি। ২। সুন্দর; রক্তবর্ণ; ধনী; প্রিয়। বাংপ্র। বিণ। ৩। অশ্বাদির ক্ষুরসংলগ্ন লৌহপাদুকা। আ-মু। বি।

লালচ—লালসা, লোভ। <লালসা। বি।

লালচে—ঈষৎ লাল; লালসাযুক্ত। লাল+চে ঈষদর্থে। বাংপ্র। বিণ।

লালন—সস্নেহে পালন, অতিশয় যত্নের সহিত পালন। লল্+ণিচ্ স্বার্থে+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**লালনীয়, লালিত। লালন পালন**—প্রতিপালন [সমার্থক পদদ্বয়]।

লালমোহন—একপ্রকার লাল পাখি; একপ্রকার মিষ্টান্ন। বাংপ্র। বি।

লালস—১। লোভী, লোলুপ; জড়িত। লালসা+অচ্ আছে অর্থে। বিণ। ২। লোভ, লোলুপতা, লিপ্সা। <লালসা। বি।

লালসা—স্পৃহা লিপ্সা; আশা; চঞ্চলতা; ঔৎসুক্য; গর্ভিণীর অভিলাষ; আলিঙ্গনেচ্ছা, মৈথুনেচ্ছা; যাচ্ঞা। যঙ লুগন্ত লস্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

লালসানি—পিচ্ছিল ক্লেদ; লালাযুক্ত জল। বাংপ্র। বি।

লালা—১। মুখস্রাত জল, লাল। লল্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; ধনী ব্যক্তি; পশ্চিমা কায়স্থের পদবী বিঃ। হি। বি।

লালায়িত—পাইবার জন্য অত্যধিক অভিলাষী; আগ্রহান্বিত; লালসাযুক্ত; লালযুক্ত। লাল+ক্যঙ্ (=লালায়, নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লালিত—সেবিত; পোষিত; প্রতিপালিত। লল্+ণিচ্ স্বার্থে+ক্ত কর্ম। বিণ।

লালিত্য—মধুরতা; সৌন্দর্য; সরসতা; কোমলতা; রম্যতা, মনোহারিত্ব। ললিত (কোমল)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

লালী—পিচ্ছিল অবস্থা, লালাযুক্ত অবস্থা। বাংপ্র।

লাশ—শব, মৃতদেহ। ফা। বি।

লাস—১। স্ত্রীলোকের নৃত্য; নৃত্য। লস্+ঘঞ্ ভাব। ২। যূষ। লস্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। চামড়ার জুতা তৈয়ার করিবার কাঠের ফর্মা। <ইং 'last'. বি।

লাসক—১। ময়ূর; নৃত্যকারী, নর্তক। বি; পুং। ২। ঘরের মটকা। লস্ বা লাসি+ণক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

লাসিক—নর্তক। লাস+ইক করে অর্থে। বি: পুং।

লাসিকা, লাসিকী—নর্তকী, লাস্যকারিণী। লস্+ণক কর্তৃ+আপ্; লাসিক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লাস্য—১। নাচ, নৃত্য; স্ত্রীলোকের নৃত্য; ভাবাশ্রয় নৃত্য; তৌর্যত্রিক, নৃত্য গীত ও বাদ্য; তাললয়াশ্রয় নৃত্য। লস্+ণ্যৎ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। নর্তক। লাস্য+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

লাস্যা নর্তকী। লাস্য (২)+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

লাহা—হিন্দুজাতির পদবী বিঃ। বাংপ্র।

লিকলিক—সূক্ষ্মতা এবং দীর্ঘতার ভাবপ্রকাশক শব্দ ('কৃমি — করিতেছে')। বাংপ্র। অ।

লিকলিকে—যাহা লিকলিক করিতেছে এমন ('— বেত')। লিকলিক+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

লিক্ষা—ছোট উকুন। বি; স্ত্রী।

লিখন—১। আঁচড়ানো; লেখন, অক্ষরবিন্যাস; চিত্রকরণ। লিখ্+অনট্ ভাববা। ২। লিপি, পত্র। লিখ্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

লিখা, লেখা—১। লিপিবদ্ধ করা; অঙ্কন করা। ক্রি [, বি]। ২। লিপিবদ্ধ, লিখিত। লিখ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

লিখিত—১। যাহা লেখা হইয়াছে এমন; চিত্রিত, অঙ্কিত। লিখ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। লেখা পত্রাদি। লিখ্+ক্ত কর্ম। ৩। লিখন। লিখ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৪। ধর্মশাস্ত্রকার মুনি বিঃ। বি; পুং।

লিখিতব্য—যাহা লেখা যায় এমন, লিখিবার যোগ্য; যাহা লিখিতে হইবে এমন। লিখ্+তব্য কর্ম। বিণ।

লিখিয়ে—লিপিবদ্ধ, উত্তম লেখক। লিখ্+ইয়ে কর্তৃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

লিখু—লেখে। প্রা কপ্র। ক্রি।

লিঙ্গ—১। শিশ্ন, উপস্থ; হেতু, কারণ; সূচনা, শিবের মূর্তি বিঃ, phallus. লিন্গ্+অচ্ কর্তৃ। ২। অনুমান। লিন্গ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। অনুমানসাধন; সামর্থ্য; অর্থপ্রকাশক সামর্থ্য; (ব্যাক) শব্দের স্ত্রীপুরুষাদি ভাব, gender; পুংত্ব বা স্ত্রীত্ব, sex; সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি। লিন্গ্+ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী।

লিঙ্গদেহ, -শরীর—সূক্ষ্মদেহ; যোগপ্রভাবে শরীরের যে সূক্ষ্মাবস্থা করা যায় তাহা। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী, ক্লী।

লিঙ্গবৃত্তি—জীবিকা নির্বাহের জন্য যে জটাদি চিহ্ন ধারণ করে এরূপ; ভেকধারী, কপটসন্ন্যাসী। লিঙ্গ (সন্ন্যাসী প্রভৃর বেশধারণ) বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পুং।

লিঙ্গায়ৎ, লিঙ্গায়েত—দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

লিঙ্গী (লিঙ্গিন্)—১। জীবিকার্থ জটাদিধারী, লিঙ্গবৃত্তি, ভেকধারী; যাহাকে বাহ্যতঃ ধার্মিক বলিয়া মনে হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নহে এমন, ধর্মধ্বজী। বিণ। স্ত্রী—**লিঙ্গিনী**। ২। হস্তী। লিঙ্গ (চিহ্ন)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

লিচু—ক্ষুদ্র ফল বিঃ। চীনা। বি।

লিজে—লউন। < সংস্কৃত ক্রিয়া 'লভ্যাৎ'। ক্রি।

লিপি—১। লিখিত পত্রাদি। লিপ্+ই কর্ম। ২। লেখন, অক্ষরবিন্যাস; চিত্র; বর্ণমালার লেখ্যরূপ, বর্ণলিপি। লিপ্+ই ভাব। বি; স্ত্রী।

লিপিকর, -কার—লেখক; চিত্রকর; যে নকল তৈরি করে, copyist. উপতৎ; লিপি-কৃ+ট, অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

লিপিকর-প্রমাদ—নকল করার ভুল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লিপিকলা—সুন্দর সুন্দর অক্ষর লিখিবার বিদ্যা, calligraphy. লিপি বিষয়িণী কলা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লিপি-কৌশল লিখিবার কায়দা; লিখন-বিষয়ে দক্ষতা। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

লিপিচাতুর্য(র্য্য) লিখনকৌশল, লিখনপটুতা। ৭মীতৎ। বি, ক্লী।

লিপিবদ্ধ—লিখিত, অক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

লিপিবিদ্যা—লেখার তত্ত্ব, অক্ষরবিষয়ক শাস্ত্র। লিপিবিষয়িকা বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লিপ্ত—মিলিত, সংযুক্ত; মাখানো; জড়িত; জোড়া; চর্চিত, চন্দনাদি দ্বারা লেপিত; বিষাক্ত; ভুক্ত। লিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লিপ্তপদ, -পাদ—যাহার (যে জীবের) পায়ের আঙুল জোড়া এমন (যেমন হাঁস), জালপাদ, webfooted. লিপ্ত পদ, পাদ যাহার, বহু। বিণ।

লিপ্যন্তর—এক ভাষার অক্ষর অন্য ভাষার অক্ষরে লিখন, প্রতিবর্ণীকরণ, transliteration. অন্য লিপি, নিত্য। বি; পুং।

লিপ্সা—স্পৃহা লাভেচ্ছা, বাঞ্ছা; কামনা; লোভ। লভ্+সন্ ইচ্ছার্থে+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

লিপ্সু—লাভেচ্ছু, লুব্ধ, লোভী। লভ্+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

লিভার—যকৃৎ; যকৃৎবৃদ্ধি রোগ। <ইং 'liver'. বি।

লিয়ে—জন্য। প্রা কপ্র। অ।

লিস্ট—তালিকা; কাপড়ের পাড়। <ইং 'list'. বি।

লিস্টি—তালিকা। <ইং 'list'. বি।

লিস্টিভুক্ত—তালিকায় লিখিত, তালিকায় গৃহীত। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ।

লীঢ়—চাটা, লেহন করা; স্পৃষ্ট; আস্বাদিত; ভক্ষিত। লিহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লীন—লয়প্রাপ্ত, মিলিত; শয়িত; সংসক্ত, লুপ্ত। লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লীলা—খেলা; ক্রীড়া; কেলি, শৃঙ্গারভাবজাত চেষ্টা বিঃ; অঙ্গ-বেশ অলংকার ও প্রীতিবাক্যাদি দ্বারা প্রিয়তমের মনোরঞ্জন; বিলাস; শোভা; ভঙ্গী; হাবভাব; জীবের বা দেবতার দশা বিশেষে আচরণ বা কর্ম। লী+ক্বিপ্ ভাব=লী; লী—লা+ক ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

লীলাকমল, -পদ্ম—খেলিবার পদ্ম, প্রাচীনকালে যুবতীরা যে পদ্ম হাতে লইয়া খেলা করিত। লীলার কমল, পদ্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লীলা-কলহ—ভালবাসাজনিত ঝগড়া, প্রণয়-কলহ; ভালবাসা লইয়া ঝগড়া করার ভাণ। লীলাজনিত কলহ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লীলাকানন—উদ্যান; ক্রীড়ার উদ্যান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লীলাক্ষেত্র—খেলার স্থান; (দেবতার) পৃথিবীতে আগমনপূর্বক মাহাত্ম্য প্রকাশের স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লীলাখেলা—ক্রীড়া কৌতুক; কার্যকলাপ; সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য ভগবানের কার্যকলাপ। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

লীলাগৃহ, লীলাগার—খেলার ঘর, ক্রীড়ার গৃহ; আমোদপ্রমোদের গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং বা ক্লী।

লীলাচঞ্চল—অস্থির হাবভাবযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

লীলাধাম (-মন্)—ক্রীড়াস্থান, ক্রীড়াগৃহ; লীলাক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লীলাপদ্ম—'লীলাকমল' দ্রঃ।

লীলাবতী—১। বিলাসবতী; হাবভাবশালিনী; কেলিযুক্তা; শৃঙ্গারভাবচেষ্টান্বিতা; খেলাবিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। ভাস্করাচার্যের কন্যা; ভাস্করাচার্যকৃত অঙ্কগ্রন্থ বিঃ; কামশাস্ত্রের গ্রন্থ বিঃ। লীলা+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লীলাভূমি—ক্রীড়ার স্থান, লীলাক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লীলাময়—ক্রীড়াপরায়ণ, সর্বসময়ে নানাবিধ ক্রীড়ায় ব্যাপৃত; যাঁহার কার্যকলাপ মানববুদ্ধির অতীত। লীলা+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

লীলায়িত—মনোহর-ভঙ্গিযুক্ত; লীলাবিশিষ্ট। লীলা+ক্যঙ্ (=লীলায়, নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লীলা-সংবরণ—খেলা শেষকরণ, ক্রীড়াসমাপ্তি; মরণ, মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লীলা-সাঙ্গ—খেলা-শেষ; মৃত্যু। সাঙ্গ (পূর্ণতাপ্রাপ্ত) লীলা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

লীলোদ্যান—যে বাগানে আমোদ-প্রমোদ ও খেলা করা হয় তাহা, প্রমোদ-কানন। লীলার উদ্যান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লু—পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ বিঃ। হি। বি।

লুই, লোই, লোহি—পশুলোমনির্মিত শীতবস্ত্র বিঃ। <লোমন্। বি।

লুকাচুরি, লুকোচুরি—চোর সাজিয়া পলায়নরূপ খেলা; পুনঃপুনঃ পলায়ন; পরস্পরের মধ্যে গোপনশীলতা। বাংপ্র। বি।

লুকাছাপা—গুপ্ত; অজানা। দুই বিশেষণে কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

লুকানো—১। গুপ্ত, লুকায়িত। বিণ। ২। গোপন করা; গোপন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রা কপ্র-**লুকাওয়ে**—লুকায়। **লুকাওল**-লুকাইল। **লুকায়নু**—লুকাইলাম, গোপন করিলাম। **লুকায়লি**—লুকাইল, লুকাইলে।]

লুকিকায়—চক্ষুর অগোচর, অদৃশ্যকায়। প্রা কপ্র। বিণ।

লুকী লুকায়িত। প্রা কপ্র। বিণ।

লুকোচুরি—'লুকাচুরি' দ্রঃ।

লুক্কায়িত—গুপ্ত, অন্তর্হিত; প্রচ্ছন্ন; অদৃষ্ট। লুন্চ্+ক্বিপ্ কর্তৃ=লুক্; লুক্ কায় যাহার, বহু—লুকায়; লুকায়+ক্বিপ্=লুকায় নামধাতু; তদুত্তরে ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লুঙ্গি—পুরুষের কাছা-কোঁচাশূন্য পরিধেয় বিঃ। <বর্মী 'লৌঙ্গি'। বি।

লুচি—ঘিয়ে ভাজা ময়দার পাতলা চাকতি বিঃ; পুরি। বাংপ্র। বি।

লুট, লুঠ—বলপূর্বক অপহরণ; লুণ্ঠন; দেবতার প্রসাদ ছড়ান। <লোঠার্থ 'লুঠ্'। বি।

লুটতরাজ, -পাট—লুণ্ঠন; বহুলোক কর্তৃক একযোগে বলপূর্বক অপহরণ। বাংপ্র। বি।

লুটা, লুঠা, লোটা—লুণ্ঠন করা; গড়াগড়ি দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। [প্রা কপ্র—**লুটই, লুঠই**—গড়াগড়ি যায়। **লুটল, লুঠল**—লুঠ করিল। **লুঠত**—লুণ্ঠিত হয়। **লুঠয়ে**—লুটাইয়া পড়ে।] [বি।

লুটাতি—লুণ্ঠনকারী, দস্যু। প্রা কপ্র।

লুটানো, লোটানো—গড়াগড়ি দেওয়া; লুণ্ঠন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লুটাপুটি, লুটোপুটি—গড়াগড়ি। বাংপ্র। বি।

লুটেরা, লুঠেরা, লুটেল, লুঠেল—লুণ্ঠনকারী, দস্যু। লুট্, লুঠ্+এরা, এল কর্তৃ। বাংপ্র। বি।

লুঠিত, লুণ্ঠিত—যে গড়াগড়ি দিয়াছে এমন, পৃথিবীতে পরিবৃত্ত। লুঠ্, লুণ্ঠ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লুণ্টন—অপহরণ। লুন্ট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লুণ্ঠক—লুণ্ঠনকারী; দস্যু; চোর। লুন্ঠ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**লুণ্ঠিকা**।

লুণ্ঠন লুঠ, অপহরণ; মাটিতে লোটা। লুন্ঠ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লুণ্ঠিত—১। লুঠিত; অপহৃত; বলপূর্বক গৃহীত। লুন্ঠ্+ক্ত কর্ম। ২। ভূমিতে লুঠিত, ভূমিতে পতিত। লুন্ঠ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লুপ্ত—১। নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত; কৃশ। লুপ্+ক্ত কর্তৃ। ২। ছিন্ন; অপহৃত; বিনাশিত। লুপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**লোপ**। ৩। অপহৃত ধন, চুরি-করা বস্তু। লুপ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

লুপ্তপ্রায়—যাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে এমন, যাহা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে এমন। প্রায় লুপ্ত, সুপ্ অথবা, লুপ্তের সদৃশ, নিত্য। বিণ।

লুপ্তবুদ্ধি—১। বিনষ্টা বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার বুদ্ধি লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন, হতবুদ্ধি। লুপ্তা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

লুপ্তরত্ন—বিনষ্ট মণি; বিনাশপ্রাপ্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

লুপ্তসাহস—১। যাহার সাহস লোপ পাইয়াছে এমন। বহু। বিণ। ২। বিনষ্ট পরাক্রম। কর্মধা। বি; ক্লী।

লুবধ—লোভী; মুগ্ধ। প্রা কপ্র। বিণ।

লুবধাই—লুব্ধ হইয়া; মুগ্ধ হইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

লুব্ধ—১। ব্যাধ; নক্ষত্র বিঃ। বি; পুং। ২। লোভী, লোলুপ; লম্পট। লুভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লুব্ধক—ব্যাধ; লম্পট; (জ্যোতিষ) নক্ষত্রমণ্ডল বিঃ; Sirius. লুব্ধ+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

লুব্ধদৃষ্টি—লালসাপূর্ণ চাহনি, লোলুপ দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লুব্ধনেত্রে—লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে। লুব্ধ নেত্র, কর্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

লুলিত—১। সুন্দর, রম্য; দোলিত;

আন্দোলিত ; কম্পিত ; চলিত। লুল্+ক্ত কর্তৃ। ২। মর্দিত ; ত্যক্ত। লুল্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লূতা, লূতিকা-মাকড়সা। লূ (ছেদন করা)+তক্ কর্তৃ+আপ্; লূতা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী। [পুং।

লূতাতন্তু—মাকড়সার জাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

লূতাতন্তুন্যায়—ন্যায় বিঃ [লূতা (মাকড়সা) আপন দেহ হইতে সূত্রজাল বাহির করিয়া জাল বুনিয়া থাকে এবং সময়ে সে-ই আবার তাহার নিজের গড়া জাল নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে। সেইরূপ বিশ্বস্রষ্টা আপনার শক্তিপ্রভাবে এই জগতের সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সময়ে জগৎ ধ্বংস করেন]। লূতার তন্তু, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

লূতিকা—'লূতা' দ্রঃ।

লূন--ছিন্ন, কর্তিত। লূ+ক্ত কর্ম (ত-স্থানে ন)। বিণ। [স্ত্রী।

লূনি--ছেদ, কর্তন। লূ+ক্তি ভাব। বি ;

লে—১। স্নেহ ; প্রেম। প্রা কপ্র। বি। ২। কুকুর লেলাইয়া দিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

লেই—১। ময়দা ইঃর কাই, মণ্ড, মাড়। <লেপ। বি। ২। লইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

লেংচা—একপ্রকার মিঠাই, লম্বা পান্তুয়া। বাংপ্র। বি।

লেংচানো, নেংচানো—খোঁড়াইয়া হাঁটা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

লেংটা—উলঙ্গ। <নগ্নবৃত্ত। বিণ।

লেংটি—কৌপীন। <লিঙ্গপট্ট। বি।

লেংড়া—১। একজাতীয় আম। বি। ২। খোঁড়া। বাংপ্র। বিণ।

লেখ—১। লিখন। লিখ্+ঘঞ্ ভাব। ২। লিপি, পত্র ; লিখিত বিষয়। লিখ্+ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

লেখক—লিপিকর ; চিত্রকারক ; পুস্তকাদির রচয়িতা। লিখ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী —**লেখিকা**।

লেখতি-লিখিত, আঁকা ("তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি মুছিলেও নাহি ঘুচে।"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। বিণ।

লেখন—১। অক্ষরবিন্যাস, লিখন ; চিত্রকরণ, অঙ্কন ; জিভ আঁচড়ানো। লিখ্+অনট্ ভাব। ২। লিখনপত্র। লিখ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

লেখনিক—১। পত্রবাহক। লেখন+ইক বহন করে অর্থে। ২। যে স্বহস্তে লেখে ; যে পরহস্তে লেখাইয়া নিজে কোন চিহ্ন দ্বারা তাহাতে স্বাক্ষর করে। লেখন+ইক (ঠন্) করে অর্থে। বি ; পুং। ৩। লিপিকর ; চিত্রকর। লেখন+ইক (ঠন্) শিল্পী অর্থে। বিণ।

লেখনী—কলম ; তুলি। লিখ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

লেখনীয়—লিখিবার মত, লিখিতব্য, লিখনযোগ্য। লিখ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

লেখা—১। লিখন, চিত্রকরণ ; রেখা। লিখ্+অঙ্ ভাব+আপ্। ২। লিপি ; স্থলী। লিখ্+ঘঞ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। লিপিবদ্ধ করা, অক্ষর বিন্যাস করা ; চিঠি দেওয়া ; আঁকা, লিখা। বাংপ্র। ক্রি। ৪। লিখিত ; অঙ্কিত। লিখ্+আ কর্ম। বিণ। ৫। গণনা, সংখ্যা। প্রা কপ্র। বি।

লেখাজোখা—গনা-গনতি, হিসাব। বাংপ্র। বি।

লেখাপড়া—বিদ্যাভ্যাস ; লিখন ও পঠন : আইন-অনুসারে লিখিয়া লইয়া কোন কার্যকরণ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

লেখালেখি—বারবার চিঠি দেওয়া ; পত্রযোগে বা সংবাদপত্রাদিতে দুঃখ দৈন্য ও অভিযোগ প্রঃ জানানো। বাংপ্র। বি।

লেখিত-যাহা লেখানো হইয়াছে এমন : লিপিবদ্ধ করানো ; অঙ্কিত, চিত্রিত। লিখ্+ণিচ্ (=লেখি—লেখানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লেখ্য—১। লিখিত পত্রাদি বা চিত্রাদি ; দলিল-দস্তাবেজ। বি ; ক্লী। ২। লেখনীয়, লিখনযোগ্য। লিখ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

লেখ্যপত্র লিখিত পত্রাদি, দলিল দস্তাবেজ ; তালপাতা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

লেখ্যস্থান—আফিস, দপ্তরখানা। লেখ্য স্থান, কর্মধা। বি ; ক্লী।

লেখ্যোপকরণ—কালি কলম কাগজ প্রঃ লিখিবার জিনিস। লেখ্য উপকরণ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

লেঙ্গট, লেঙ্গট—কৌপীন, নেংটি। <লিঙ্গপট্ট। বি।

লেঙ্গড়া--লেংড়া (তাহা দ্রঃ)।

লেজুড়, লেজুড়—লেজ ; প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত উপস্থিত অপ্রয়োজনীয় গোলযোগ-সৃষ্টিকারী, বাজে বিষয় বস্তু বা ব্যক্তি। <লাঙ্গুল। বি।

লেচি—লুচি কচুরি ইঃ বেলিবার জন্য জল দিয়া মাথা ময়দা প্রঃর পিণ্ড। বাংপ্র। বি।

লেজ—লাঙ্গুল, পুচ্ছ। <লঞ্জ। বি। **লেজ গুটানো**—কুকুরের মত হার স্বীকার করা, পশ্চাৎপদ হওয়া। **লেজ ধরে চলা**—বড়লোকদের নির্বিরোধে অনুসরণ করা। **লেজ মোটা হওয়া**—দেমাক বাড়িয়া যাওয়া। **লেজে খেলা**—চতুরতার সহিত কাজ করা, কৌশলে কাজ করা।

লেজঝোলা—যাহার লেজ লম্বমান অবস্থায় ঝোলে এরূপ '(— পাখি')। বহু। বাংপ্র। বিণ।

লেজা—১। কাটা মাছের লেজ। লেজ+আ স্বার্থে। বাংপ্র। ২। একপ্রকার বল্লম। প্রাদে। বি।

লেজামুড়া—মাছের লেজা ও মুড়া ; কোন বিষয়ের আগা ও গোড়া, কোন কাজের আরম্ভ ও শেষ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

লেজুড়—'লেজুর' দ্রঃ।

লেটা—১। দক্ষিণ হস্তের পরিবর্তে বামহস্তে কার্যকারী, ন্যাটা ; বিণ। ২। একপ্রকার ছোট মাছ। বাংপ্র। বি।

লেঠা—গোলযোগ ; উৎপাত ; মুশকিল ; সংকট ; একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। বাংপ্র। বি।

লেঠেল—'লাঠিয়াল' দ্রঃ।

লেডিকেনি--একপ্রকার মিঠাই, গোল পান্তুয়া। <ইং 'Lady Canning'. বি। [ভূতপূর্ব বড়লাট-পত্নী লেডি ক্যানিং-এর নামানুযায়ী এই মিষ্টান্নের নাম হয়। তিনি কলিকাতায় মারা গিয়াছিলেন।]

লেত্তি, লেত্তি—লাটিম ঘুরাইবার দড়ি। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

লেদাড়ে--অকেজো ; দীর্ঘসূত্রী ; অলস।

লেন-দেন, লেনা-দেনা, লেনি-দেনি—দেনা-পাওনা ; কারবার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

লেপ—১। প্রলেপন, লেপন, লেপা ; ভোজন ; বন্ধন। লিপ্+ঘঞ্ ভাব। ২। লেপন-সাধন বস্তু ; লেই, আঁটিবার উপকরণ ; বিলেপন ; চূর্ণ, চুন। লিপ্+ঘঞ্ করণ। ৩। প্রলেপ ; ভক্ষ্যদ্রব্য। লিপ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং। ৪। তুলায় পরিপূর্ণ গাত্রাবরণ, শীতনিবারক তুলাপূর্ণ শয্যাদ্রব্য। বাংপ্র। বি।

লেপক, লেপী (লেপিন্)—১। লেপনকারী। বিণ। স্ত্রী—**লেপিকা, লেপনী**। ২। জাতি বিঃ, রাজমিস্ত্রী। লিপ্+ণক, ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

লেপটানো—১। লিপ্ত। বিণ। ২। লেপন করা ; জড়িত হওয়া ; আঁটিয়া লাগিয়া থাকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লেপন—১। লেপা, বিলেপন, ম্রক্ষণ। লিপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। মাখিবার বস্তু, যাহা দ্বারা লেপন করা যায় তাহা। লিপ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

লেপনীয়—যাহা লেপন করা উচিত এমন, লেপন করিবার যোগ্য। লিপ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

লেপা—নিকানো ; বিলেপন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

লেপানো—লেপিত করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লেপাপোঁছা—যাহা উত্তমরূপে নিকান হইয়াছে এমন; যাহার কোথাও উঁচুনীচু নাই, সব জায়গাই সমান এমন। বাংপ্র। বিণ।

লেপী 'লেপক' দ্রঃ।

লেপ্য—লেপনীয়, লেপনযোগ্য। লিপ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

লেফাফা—পত্রাদির আবরক কাগজ বিঃ, মোড়ক, খাম, envelope. <ফা 'লিফাফহ্‌'। বি।

লেফাফা-দুরস্ত—ভিতরে সার পদার্থ না থাকিলেও বাইরের দৃষ্টিতে সুন্দর, বাহ্যাড়ম্বর-যুক্ত যাহার বাহ্যরূপ নির্দোষ। বহু। ফা-দু। বিণ।

লেবু—জম্বীর ফল। <নিম্বুক। বি।

লেবেল—কোন বস্তুর উপর তাহার পরিচয়-নিরূপণার্থ আঁটা ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা; কোন বস্তুর পরিচায়ক লিপি। <ইং 'label'. বি।

লেমনেড মিষ্ট ও অম্লস্বাদযুক্ত বায়ু-পূরিত জল (সোডা ওয়াটার)। <ইং 'lemonade'. বি।

লেলাক্ষেপা—বোকা; বোকা এবং পাগলাটে: যে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত ও নির্বোধ এবং যাহার মুখ দিয়া লালা পড়ে এমন। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।

লেলানো—আক্রমণার্থ উত্তেজনা-প্রদান; (কুকুরকে) লে লে করিয়া পশ্চাদ্ধাবনে উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লেলিহান—১। শিব; সর্প। বি; পুং। ২। বারংবার লেহনকারী ('— জিহ্বা', '— অগ্নিশিখা')। লিহ্‌+যঙ্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

লেশ—অল্প, পরিমাণ; কণা, বিন্দু। লিশ্‌ (অল্প হওয়া)+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

লেশমাত্র—অতি সামান্য; বিন্দুমাত্র। লেশই এই বাক্যে, নিত্য, অথবা, লেশ+মাত্রচ্‌ পরিমাণার্থে। বি; ক্লী বা বিণ।

লেস—জুতা বাঁধিবার ফিতা; সরু সুতার জাল। <ইং lace'. বি।

লেহ—১। চাটা, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন; ভক্ষণ। লিহ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। আস্বাদ্য, ভক্ষ্য। লিহ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ। ৩। প্রণয়; প্রেম। <স্নেহ। বি। ৪ লও। প্রা কপ্র। ক্রি।

লেহন—আস্বাদন, জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ, চাটা; ভক্ষণ। লিহ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

লেহনীয়- চাটিয়া খাইবার মত, লেহন-যোগ্য। লিহ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

লেহী (লেহিন্‌)—লেহনকারী, আস্বাদ-কারী, যে চাটে। লিহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—লেহিনী

লেহ্য—১। আস্বাদ্য, লেহনীয়। লিহ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। বি—লেহন। ২। ন্যায়সংগত; উচিত। <ন্যায্য। বিণ।

লৈখিক—লেখা-বিষয়ক, লেখ্য। লেখা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী. -কী।

লৈঙ্গ—১। লিঙ্গপুরাণ। বি; ক্লী। ২। লিঙ্গসম্বন্ধীয়। লিঙ্গ+অণ্‌ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—লৈঙ্গী।

লো—স্ত্রীলোকের প্রতি তুচ্ছার্থক সম্বোধন; (পদ্যে) স্ত্রীলোকের প্রতি কোমল আমন্ত্রণ, স্ত্রীলোকের প্রতি প্রণয়সূচক সম্বোধন। <হলা। অ।

লোক—১। মানুষ, মনুষ্য; ভুবন, জগৎ; স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই ত্রিলোক; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য—এই সপ্ত লোক; জনসাধারণ; সমূহ। লোক্‌ (দেখা)+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। দৃষ্টি। লোক্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং।

লোকচক্ষুঃ (-চক্ষুস্‌), (>-চক্ষু), **-লোচন**—১। সূর্য, দিবাকর, ভানু। লোকের (জগতের) চক্ষুঃ, লোচন অর্থাৎ তৎস্বরূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মানুষের চোখ। লোকের চক্ষুঃ, লোচন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লোকচরিত্র—মানুষের স্বভাব; মানবের গূঢ় মনোবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লোকতঃ (-তস্‌), (>-ত)—মানবের দৃষ্টিতে, মানবসমাজের বিচারে; সমাজের সমক্ষে; সমাজ-সম্বন্ধে। লোক+তস্‌। অ।

লোকন—নিরীক্ষণ, দর্শন। লোক্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

লোকনাথ—ব্রহ্মা; শ্রীবিষ্ণু; শিব; অব-লোকিতেশ্বর; রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকনিন্দা—সর্বসাধারণে রটিত অপ-বাদ, জনসাধারণকৃত নিন্দা। লোককৃতা নিন্দা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লোকনীতি—সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আচার, সমাজে আচরিত নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকপরম্পরা-পর পর এক একটি লোক, পর্যায়ক্রমে এক একটি লোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকপাবন—ত্রিভুবন পবিত্রকারী। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ।

লোকপাবনী—১। ত্রিভুবন পবিত্র-কারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকপাল-রাজা, নৃপতি; ইন্দ্র অগ্নি যম নৈর্ঋত বরুণ বায়ু কুবের শিব—এই আটজন দিক্‌পাল। উপতৎ; লোক—পা+ণিচ্‌+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

লোকপালন—১। রাজা, নৃপতি; বিষ্ণু। লোকের পালন (পালক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রজার রক্ষণ; জগৎ-পালন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লোকপিতামহ—ব্রহ্মা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকপ্রবাদ, -বাদ—যাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে তাহা, জনশ্রুতি। লোকের প্রবাদ, বাদ (কথন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকপ্রিয়—সকল লোকের ভালবাসার পাত্র, মানুষের অনুরাগভাজন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোকবৎসল—মানুষের প্রতি স্নেহপরায়ণ। ৭মীতৎ। বিণ।

লোকবসতি—মনুষ্যের বাস; (ভূগোল) জনসংখ্যার পরিমাণ, density of population. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকবাদ—'লোকপ্রবাদ' দ্রঃ।

লোকবাহ্য—লোকবহির্ভূত, লোকাচার-বর্জিত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোকব্যবহার—লোকাচার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকভাষা—কোন স্থানের জনসাধারণের কথিত ভাষা, vernacular. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকমণ্ডল, -মণ্ডলী—মনুষ্যসমূহ। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

লোকমত—সাধারণ লোকদের ইচ্ছা, জন-সাধারণের অভিপ্রায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লোকমাতা (-মাতৃ)—লক্ষ্মী, কমলা; ধেনু, গাভী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকযাত্রা—সংসারযাত্রা, জীবনযাত্রা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকরঞ্জক—লোকের প্রীতিসাধনকারী, সমস্ত লোকের প্রিয়কার্যকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -রঞ্জিকা।

লোকরঞ্জন—১। লোককে সন্তুষ্ট করা, লোকের প্রীতিসম্পাদন। লোকের রঞ্জন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। লোকের প্রীতিসাধন-কারী। লোকের রঞ্জন (রঞ্জক), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোকলজ্জা—সমস্ত মানুষের নিন্দার ভয়ে সংকোচ, মানব-সমাজের নিকট লজ্জা। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকলীলা-মানবলীলা; পৃথিবীর খেলা, জগতের কার্যকলাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকলোকান্তর—ইহকাল এবং পরকাল, ইহজন্ম এবং পরজন্ম। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

লোকলোচন--'লোকচক্ষুঃ' দ্রঃ।

লোকশিক্ষক—জনসমাজের শিক্ষাদাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -শিক্ষিকা।

লোকশিক্ষা—সর্বসাধারণের জ্ঞানলাভ; জনসাধারণকে ধর্ম নীতি প্রঃ বিষয়ে উপদেশ-প্রদান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকসংখ্যা—যতগুলি মানুষ আছে তাহার পরিমাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

লোকসমাকীর্ণ—মানুষে পরিপূর্ণ, যেখানে বহু লোক আছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

লোকসমাজ—মনুষ্যসমূহ, মানব-সমাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বি।

লোকসান—ক্ষতি। <আরবী 'নুকসান'।

লোকসাহিত্য—গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান ইঃ (যথা—সারিগান—folk literature)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

লোকস্থিতি—১। লোকমর্যাদা। লোকের স্থিতি (মর্যাদা), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। জনসমাজ। লোকের স্থিতি যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

লোকহিত—মানবের উপকার; জগতের কল্যাণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লোকহিতব্রত—১। জগতের বা মানবের মঙ্গলসাধনই যাঁহার জীবনের প্রধান কর্তব্য এমন। লোকহিত ব্রত যাঁহার, বহু। বিণ। ২। সমস্ত মানুষের মঙ্গলসাধনরূপ পবিত্র কর্ম। লোকহিতই ব্রত, কর্মধা। বি; ক্লী।

লোকহিতৈষী (-ষিন্)—মানবের মঙ্গল-কামী, জগতের কল্যাণকামী। উপতৎ; লোকহিত—ইষ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

লোকাকীর্ণ—বহু মানুষে পরিপূর্ণ। লোক দ্বারা আকীর্ণ, ৩য়াতৎ। বিণ।

লোকাচার—জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা। লোকের আচার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকাতীত—যাহা সচরাচর ঘটে না এমন, অলৌকিক, লোকোত্তর। লোককে অতীত, ২য়াতৎ বিণ।

লোকান্তর—পরলোক, পরজগৎ; অন্য ভুবন; অন্যজন। অন্য লোক, নিত্য। বি; ক্লী।

লোকান্তরগত—মৃত, পরলোকগত। ২য়া-তৎ। বিণ।

লোকান্তরগমন—মৃত্যু, পরলোকে গমন। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

লোকান্তরিত—১। পরলোকগত, মৃত। লোকান্তর+ইত গতার্থে। বিণ। ২। স্বর্গ। লোক (মনুষ্যলোক) হইতে অন্তরিত, ৫মীতৎ। বি; পুং।

লোকাপবাদ—লোকনিন্দা। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

লোকাভাব—সাহায্যকারী লোকের অভাব, মনুষ্যের অভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকায়ত—১। চার্বাকমত নাস্তিক্য। বি; ক্লী। ২। চার্বাকমতাবলম্বী, নাস্তিক; ধর্মনিরপেক্ষ, যেখানে ধর্মের জন্য পার্থক্য করা হয় না এমন, secular. ৭মীতৎ। বিণ।

লোকায়তিক- নাস্তিক। লোকায়ত (চার্বাক মত)+ইক (ঠন)। বিণ।

লোকারণ্য--বিশাল জনসমবায়। লোকের অরণ্য (বন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

লোকালয়—মনুষ্যের আবাসস্থান, জনবাস। লোকের আলয় ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকালোক—সূর্যকিরণপাত হেতু এক-দিকে আলোকযুক্ত ও তাহার অভাবে অন্যদিকে অন্ধকারময় ব্রহ্মাণ্ড-বেষ্টন পর্বত। লোক (লোক্‌+ঘঞ্ কর্ম; সূর্যকিরণ-পাত হেতু দৃষ্ট) অথচ আলোক (আ, ঈষৎ. অস্পষ্ট —লোক্‌+ঘঞ্ কর্ম; সূর্যকিরণের অস্পষ্টতা হেতু অসম্যক্ দৃষ্ট), কর্মধা। বি; পুং।

লোকেশ—ব্রহ্মা; ঈশ্বর; রাজা; পারদ। লোকের (ভুবনের) ঈশ (ঈশ্বর), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোকোত্তর—অতিমানুষিক, অলৌকিক, অসামান্য, অসাধারণ। লোক হইতে উত্তর (পরবর্তী), ৫মীতৎ। বিণ।

লোচন—১। চক্ষু, নয়ন, নেত্র। লোচ্‌+অনট্ করণ। ২। দর্শন; আলোচনা। লোচ্‌ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লোচনরঞ্জন—১। কাজল, কজ্জল। বি; ক্লী। ২। চক্ষুর প্রীতিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোচন-লোভন—অতিসুন্দর; নয়নের লোভবর্ধক; যাহা দেখিলে নয়ন মুগ্ধ হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

লোচা—সামান্যমাত্র জ্বাল দেওয়া ইক্ষুরস। প্রাদে। বি।

লোচিকা—লুচি। লোচ্‌+অচ্ কর্ম+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

লোচ্চা—লম্পট, কামুক; বেশ্যার উপপতি। <হি 'লুচ্চা'। বি বা বিণ।

লোচ্চামো, লোচ্চামি—লাম্পট্য; নিয়ত বেশ্যা বা পরস্ত্রী-সম্ভোগ। লোচ্চা+মো, মি ভাবে। হি-মূ। বি।

লোটন—গড়াগড়ি; ঢিলা করিয়া বাঁধা খোঁপা বিঃ; একজাতীয় পায়রা। লুট্‌+অন ভাব। বি।

লোটা—১। লুণ্ঠিত হওয়া। কপ্র। ক্রি। ২। ঘটী। হি। বি।

লোটানো—ভূলুণ্ঠিত করা; ভূলুণ্ঠিত হওয়া, গড়াগড়ি দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

লোঠন—গড়াগড়ি। লুঠ্‌+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বি।

লোত্ত, লোপ্ত—চোরাই মাল। <লোপ্ত্র।

লোধ, লোধ্র—শ্বেতবর্ণ বৃক্ষ বিঃ, লোধ গাছ। রুধ্‌ (আবরণ করা)+অচ্, রন্ কর্তৃ (র-স্থানে ল)। বি; পুং।

লোনা, নোনা—১। লবণাক্ত। লুন, নুন +আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ। ২। মাটির যে লবণের ভাগ দেওয়াল প্রঃর উপর ফুটিয়া বাহির হয় তাহা; জলে বা মাটিতে স্বাস্থ্যহানিকরভাবে লবণের আধিক্য। লুন, নুন+আ আধিক্যার্থে। বাংপ্র। বি।

লোপ—অন্তর্ধান, তিরোধান, অদর্শন; অপচয়; ভ্রংশ; বিনাশ, নাশ; ছেদন; অভাব; (ব্যাক) অদর্শনরূপ বর্ণনাশ। লুপ্‌ +ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

লোপা, লোপামুদ্রা—অগস্ত্যপত্নী। লুপ্‌ +ণিচ্‌+অচ্ কর্তৃ+আপ্; লোপে (পতির অদর্শনে) অমুদ্রা (আনন্দাভাব) যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

লোপাট—১। সমস্ত আত্মসাৎ করণ; সমূলে বিনাশ। বি। ২। লুণ্ঠিত; নিঃশেষে ব্যায়িত। <লুপ্ত। বিণ।

লোফা—১। শূন্য হইতে পতিত বস্তু ধরা। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। দুই তাল ও দুই ফাঁকযুক্ত ষাণ্মাত্রিক (মতান্তরে সপ্তমাত্রিক) তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

লোবান—ধুনার মত গন্ধযুক্ত একপ্রকার বৃক্ষ-রস, benzoin. আ। বি।

লোভ—পরদ্রব্যগ্রহণে ইচ্ছা, লিপ্সা, আকাঙ্ক্ষা; স্বার্থত্যাগে একান্ত অনিচ্ছা; বিষয়তৃষ্ণা। লুভ্‌+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ—**লুব্ধ, লোভী** (-ভিন্)।

লোভন—১। যাহাতে লোভ জন্মায় এমন, লোভজনক। লুভ্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃ। বিণ। ২। লোভ দেখানো, প্রলুব্ধকরণ; প্রলোভন। লুভ্‌+ণিচ্‌+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লোভনীয়—লোভজনক, স্পৃহণীয়। লুভ্‌+অনীয় সম্প্র। বিণ।

লোভিত—যাহাকে লোভ দেখানো হইয়াছে এমন। লুভ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

লোভী (লোভিন্)—লোলুপ, লোভবিশিষ্ট, লুব্ধ। লোভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**লোভিনী**। [বণ।

লোভ্য—লোভনীয়। লুভ্‌+যৎ করণ।

লোভ্যমান—যাহাকে লোভ দেখানো হইতেছে এমন, আকৃষ্যমাণ। লুভ্‌+ণিচ্‌+শানচ্ কর্ম। বিণ।

লোম (লোমন্)—শরীরজাত কেশ, রোঁয়া। লূ+মনিন্ কর্ম। বি; ক্লী।

লোমকূপ—রোমাধার, লোমমূলে বিন্দুর আকার গর্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লোমঘ্ন—১। টাক, ইন্দ্রলুপ্তক। বি; ক্লী। ২। লোমনাশক। উপতৎ; লোমন্—হন্‌+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘ্নী**।

লোমজ—পশমী (কাপড় প্রঃ)। উপতৎ; লোমন্ (লোম)—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

লোমপাদ, রোমপাদ—নৃপতি বিঃ।

লোম, রোম (লোমন্, রোমন্ শব্দ) পাদে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

লোমফোঁড়া—লোমের গোড়ায় যে ফোঁড়া উঠে তাহা। বাংপ্র। বি।

লোমশ—১। লোমবিশিষ্ট। লোমন্+শ আছে অর্থে। বিণ। ২। মুনি বিঃ; মেষ। লোমন্+শ আছে অর্থে। বি; পুং।

লোমহর্ষণ—১। শিহরন; পুলক রোমাঞ্চ। লোমের হর্ষণ (হৃষ্ট হওয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। পুরাণবক্তা মুনি বিঃ, সূত। বি; পুং। ৩। যাহাতে লোম খাড়া হইয়া উঠে এমন, রোমাঞ্চকারক; ভয়ানক। লোমের হর্ষণ যদ্দারা, বহু। বিণ।

লোমাঞ্চ—রোমাঞ্চ। লোমের (লোমন্ শব্দ) অঞ্চ (অর্থাৎ উত্থান), ৬ষ্ঠীতৎ (লোমন শব্দের ন-কারের লোপ)। বি; পুং।

লোর—অশ্রু। কপ্র। বি।

লোরা—চোখের জল, লোর ("চরি চরি পড়ু লোরা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র : বি।

লোল—শিথিল, শ্লথ; ঝোলা; লকলকে আন্দোলিত; চঞ্চল; চালিত; সতৃষ্ণ, লোলুপ, লোভী; ইচ্ছুক। লোড্ (উন্মত্ত হওয়া)+অচ্ কর্তৃ (ড-স্থানে ল)। বিণ।

লোলজিহ্ব—যাহার জিহ্বা লালসাযুক্ত এমন; চঞ্চলজিহ্বাযুক্ত, যাহার জিভ লকলক করিতেছে এমন। লোলা জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ।

লোলজিহ্বা—১। চঞ্চল বা লালসাযুক্ত রসনা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চল অথবা লালসাযুক্ত-রসনাবিশিষ্ট। লোলজিহ্ব +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

লোলদৃষ্টি—আগ্রহপূর্ণ চাহনি, সতৃষ্ণ দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লোলনি—চাঞ্চল্য বা চঞ্চল। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

লোলা—১। জিহ্বা; লক্ষ্মী; চঞ্চলা নারী। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চলা; শ্লথা। লোল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। চঞ্চল করা বা হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

লোলায়মান—যাহা লকলক করিতেছে এমন, লকলকে, দোলায়মান। লোল+ক্যঙ্ (=লোলায়, নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

লোলিত—বিগলিত; যুক্ত; চঞ্চল। প্রা কপ্র। বিণ।

লোলুপ—অতিলোভী; অভিলাষী, ইচ্ছুক; আসক্ত। লুভ্+যঙ্ (লুক্)+অচ্ কর্তৃ (ভ স্থানে প)। বিণ।

লোষ্ট্র—১। ঢিল; ঢেলা, মৃৎখণ্ড। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। লৌহমল, মরিচা। লোষ্ট্+র কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

লোহ—১। লোহা, লৌহ; রক্তচন্দন; ধাতু। রুহ্+অচ্ কর্তৃ (র-স্থানে ল)। ২। অস্ত্র বিঃ। লূ+হ করণ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। রক্ত, শোণিত। লূ+হ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৪। চোখের জল, অশ্রু। প্রা কপ্র। বি।

লোহময়—লৌহদ্বারা প্রস্তুত, লৌহনির্মিত। লোহ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

লোহা—লৌহ; নোয়া। <লোহ। বি।

লোহার—খনি হইতে লৌহ-প্রস্তুতকারক; জাতি বিঃ; কামার। হি (>লোহকার)। বি।

লোহালক্কড়—লোহা এবং কাঠ প্রঃ দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

লোহি—'লুই' দ্রঃ।

লোহিকা—লৌহপাত্র, কড়াই প্রঃ। লোহ+কন্ ভবার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

লোহিত—১। লাল রঙের, রক্তবর্ণযুক্ত। বিণ। ২। লাল রং, রক্তবর্ণ, রক্তালু; মঙ্গলগ্রহ; ময়ূর; রুইমাছ; সর্প; মৃগ বিঃ। রুহ্+ইতন্ কর্তৃ (র-স্থানে ল)। বি; পুং। ৩। রক্ত, শোণিত, রুধির; রক্তচন্দন; কুঙ্কুম; যুদ্ধ। লোহ (রক্তবর্ণ)+ইতচ্ জাতার্থে, যুক্তার্থে। বি; স্ত্রী।

লোহিতাক্ষ—১। শ্রীবিষ্ণু; কোকিল। বি; পুং। ২। যাহার চোখ দুইটি রক্তবর্ণ এমন। লোহিত অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

লোহিতাঙ্গ—মঙ্গলগ্রহ। লোহিত অঙ্গ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

লোহু—১। লাল। বিণ। ২। রক্ত। <লোহিত। বি।

লৌ—১। লৌহ; ঔষধ বিঃ। <লোহিত। ২। রক্ত। প্রাদে। বি।

লৌকতা—সামাজিক সম্মান প্রদর্শনার্থ দান; সামাজিকতা। <লৌকিকতা। বি।

লৌকিক—মানুষিক, লোকসম্বন্ধীয়, লোক-ব্যবহারসিদ্ধ; জনসাধারণ সম্বন্ধীয়; সামাজিক; পার্থিব; সাংসারিক। লোক+ইক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

লৌকিকতা—১। সামাজিকতা। লৌকিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। বিবাহাদির সময়ে আত্মীয় কুটুম্ব ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণ কর্তৃক অর্থবস্ত্রাদি-দান। বাংপ্র। বি।

লৌকিকাগ্নি—অসংস্কৃত অগ্নি। লৌকিক অগ্নি, কর্মধা। বি; পুং।

লৌল্য—চাঞ্চল্য; লোলতা; লোভ ('রসনা—')। লোল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

লৌহ—১। ধাতু বিঃ, লোহা [পুরাণোক্তি এইরূপ—যুদ্ধে দেবগণকর্তৃক হত লোমিল দৈত্যের শরীর হইতে ইহার উৎপত্তি]। লোহ+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। লৌহ-নির্মিত। লোহ+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -হী।

লৌহবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—লোহার গড়া পথ, রেলের রাস্তা, রেলওয়ে। লৌহনির্মিত বর্ত্ম ('বর্ত্মন্' শব্দ—পথ), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লৌহভাণ্ড—১। হামানদিস্তা। বি; পুং। ২। লোহার তৈরি পাত্র। লৌহনির্মিত ভাণ্ড, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লৌহমল—লোহার মরিচা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

লৌহিত্য—১। লাল রং, রক্তিমা। লোহিত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মপুত্র নদ; রক্তসমুদ্র। লোহিত+ষ্যঞ্ বিদ্যমানার্থে। বি; পুং।

ল্যাও, ল্যায়ো—নাগাড়, সংস্পর্শ; সম্পূর্ণ-রূপে শেষ না হওয়া। বাংপ্র। বি।

ল্যাংড়া—লেংড়া (তাহা দ্রঃ)।

ল্যাংবোট—জাহাজের পশ্চাতে সংবদ্ধ নৌকা; অনুচর (উপহাসার্থে)। ল্যাং+বোট (boat). বাংপ্র। বি।

ল্যাজ—লেজ (তাহা দ্রঃ)।

ল্যাঠা—একধরনের ছোট মাছ; ঝঞ্ঝাট। বাংপ্র। বি।

[শ]

শ—১। ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা তালু হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহার নাম তালব্য, কিন্তু বাংলায় ইহা মূর্ধা হইতে উচ্চারিত হয় এবং 'ষ'-এর মত শুনায়, র-ফলা ও ল-ফলাযোগে 'শ'-এর উচ্চারণ 'স'-র মত]। ২। কল্যাণ, শুভ; ধর্ম। শী+ড অধি। বি; স্ত্রী। ৩। শিব; সীমা। শী+ড কর্তৃ। ৪। শাসিতা। শস্ত্র। শো+ড কর্ম। বি; পুং। ৫। শতসংখ্যা; শতসংখ্যক। < শত। বি বা বিণ।

শংক(ঙ্ক)র—১। শিব; বেদান্তভাষ্যকর্তা, শংকরাচার্য। বি; পুং। ২। শুভকারক। উপতৎ; শম্ (কল্যাণ)—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

শংক(ঙ্ক)রাচার্য(র্য্য) — বেদান্তভাষ্যকর্তা অদ্বৈতবাদী আচার্য। শংকরই আচার্য, কর্মধা। বি; পুং।

শংক(ঙ্ক)রাভরণ—সংগীতের রাগিণী বিঃ বি; স্ত্রী।

শংক(ঙ্ক)রী -১। দুর্গা, শিবানী ভবানী; মঞ্জিষ্ঠা; শমী। বি; স্ত্রী। ২। শুভদায়িনী। শংকর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শংসন, শংসা—সূচন; কথন, বলা; ইচ্ছা; প্রশংসা। শন্স্+অনট্ ভাব; পক্ষে অ ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

শংসাপত্র—প্রমাণপত্র, certificate. মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শংসিত—নিশ্চিত; প্রশংসিত; স্তুত; অভিলষিত, বাঞ্ছিত; কথিত; গৃহীত; হিংসিত; সূচিত; অনুষ্ঠিত। শন্স্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**শংসন, শংসা**।

শংসী (শংসিন্)—জ্ঞাপক; যে বা যাহা জানায়; সূচক; কথক। শন্স্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শংসিনী**।

শংস্থ —কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত। শম্ (কল্যাণ)—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

শংস্য—প্রশংসনীয়, স্তুত্য; গুণবান্; যে প্রসিদ্ধ কর্ম করে এমন; বাঞ্ছনীয়; বাচ্য, কথনীয়; হিংসনীয়। শন্স্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

শক—সাল অর্থাৎ শকাব্দ প্রবর্তক রাজা, শালিবাহন রাজা; শকরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ বা বৎসর (বঙ্গাব্দের ৫১৫ বৎসর পূর্ব হইতে শকাব্দ প্রচলিত); মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি বিঃ, Scythian; দেশ বিঃ; শকদেশীয় লোক। শক্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শকট—গাড়ি; তিনিসবৃক্ষ। শক্+অটন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শকটিকা, শকটী—কাঠ প্রঃর দ্বারা তৈরি খেলিবার গাড়ি; ছোট গাড়ি। শকট+কন্ হ্রস্বার্থে+আপ্; শকট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শকতি—শক্তি, ক্ষমতা। কপ্র। বি।

শকক্রম—দেবদারু গাছ। <শক্রক্রম। বি।

শকরকন্দ—রাঙা আলু, মিষ্ট লম্বা আলু। <শর্করাকন্দ। বি।

শকাব্দ—আনুমানিক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত অব্দ বিঃ [খুব সম্ভব শকজাতীয় নৃপতি দ্বিতীয় কডফিসেস কর্তৃক এই অব্দ প্রবর্তিত হয়; পরবর্তী কালে ইহা 'শালিবাহনাব্দ' নামে পরিচিত হয়]। শক (নৃপতি)-প্রবর্তিত অব্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। [পুং।

শকার—শ এই বর্ণ। শ+কার স্বার্থে। বি;

শকারি—রাজা বিক্রমাদিত্য। শকদিগের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শকুন—১। গৃধ্র, vulture; শকুনি; পক্ষী; উৎসবকালের উপযোগী মঙ্গলগীত। বি; পুং। ২। শুভাশুভসূচক চিহ্ন, নিমিত্ত (বাহুস্পন্দন, কাকশৃগালাদি দর্শন ইঃ)। শক্+উন কর্তৃ। বি; ক্লী।

শকুনজ্ঞ - যে উৎপাত প্রঃ দেখিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভের নির্ণয় করিতে পারে এমন, কাকচরিত্রজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ, চিহ্নজ্ঞ। উপতৎ; শকুন (নিমিত্ত)—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

শকুনি পক্ষী; গৃধ্র পক্ষী, vulture; চিল; (মহাভারত) দুর্যোধনাদির মাতুল, সুবল রাজার পুত্র। শক্+উনি কর্তৃ। বি; পুং।

শকুনী—পক্ষিণী বিঃ, শ্যামা পাখি। বি; স্ত্রী।

শকুন্ত, শকুন্তি—পক্ষী; ভাসপক্ষী; কীট বিঃ। শক্+উন্ত, উন্তি কর্তৃ। বি; পুং।

শকুন্তলা—(মহাভারত) দুষ্মন্তরাজের মহিষী। উপতৎ; শকুন্ত-লা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শক্কর—১। ষাঁড়, বৃষ। শক্—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং। ২। গাড়ি। <শকট। বি। ৩। গুড়, চিনি। <শর্করা। বি।

শক্ত—১। শক্তিমান্; সমর্থ, ক্ষমতাশালী, ক্ষমতাবান্; প্রিয়ংবদ; পরিশ্রমী। শক্+ক্ত কর্তৃ। ২। কঠিন, মজবুত; দুর্বোধ্য, জটিল। <ফা 'সখৎ'। বিণ।

শক্তি—১। ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল, পরাক্রম; হোমিওপ্যাথি-ঔষধের তরলীকরণ-সংখ্যা, dilution. শক্+ক্তি ভাব। ২। প্রভাবজ উৎসাহজ মন্ত্রজ—এই ত্রিবিধ রাজশক্তি; (ন্যায়মতে) কার্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম বিঃ; কাশুনামক অস্ত্র; তোমর অস্ত্র, লৌহশাবল; একপ্রকার শূল; শব্দাদির বৃত্তি বিঃ, এই শব্দ দ্বারা এইরূপ অর্থের প্রতীতি হউক এই প্রকার ইচ্ছা [ইহা ত্রিবিধ—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা]; (পদার্থবিদ্যা) ওজনহীন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, energy; (পাটীগণিত) ঘাত, power. শক্+ক্তি করণ। ৩। প্রকৃতি; গৌরী; লক্ষ্মী; স্ত্রী-দেবতা; দেবী বিঃ; শক্তিশালী জাতি। শক্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

শক্তিগ্রহ—১। মহাদেব, শিব; কার্তিকেয়। শক্তি—গ্রহ্+অচ্ কর্তৃ। ২। শব্দের অর্থবোধক বৃত্তির জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শক্তিধর—১। কার্তিকেয়। বি; পুং। ২। শক্তিযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শক্তিপূজক—শাক্ত, দুর্গা কালী প্রঃ দেবীর উপাসক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শক্তিপূজা—দুর্গা বা কালী প্রঃ দেবীর অর্চনা; শক্তির আরাধনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শক্তিভৃৎ—শক্তিধর (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; শক্তি—ভৃ+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

শক্তিমত্তা—বলবত্তা; ক্ষমতা। শক্তিমৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শক্তিমান্ (-মৎ)—ক্ষমতাশালী, বলবান্। শক্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

শক্তিশালী (-শালিন্)—বলবান্, ক্ষমতাসম্পন্ন। উপতৎ; শক্তি—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**। বি, **-শালিতা**।

শক্তিশেল—রাবণের অস্ত্র বিঃ (ইহার প্রহারে লক্ষ্মণ অচেতন হইয়াছিলেন)। শক্তিপ্রদত্ত শেল ('শল্য'-শব্দজ), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

শক্তিসঞ্চয়—বললাভ; বলবৃদ্ধি; রাজার সৈন্য অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [তৎ। বিণ।

শক্তিসম্পন্ন—সামর্থ্যযুক্ত, বলবান্। ৩য়া-

শক্তিহীন—দুর্বল, ক্ষমতাশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ। [বি; পুং।

শক্তু—ছাতু, যবাদিচূর্ণ। শচ্+তুন্ কর্তৃ।

শক্তি—বশিষ্ঠমুনির জ্যেষ্ঠ পুত্র। শক্+ক্তিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শক্য—সম্ভব, যাহা করিতে পারা যায় এমন, শক্তিবোধ্য; বাচ্য, অভিধাবৃত্তি দ্বারা বোধ্য। শক্+যৎ কর্ম। বিণ।

শক্র—ইন্দ্র, দেবরাজ; পেঁচা, পেচক; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র; অর্জুনবৃক্ষ; কুটজবৃক্ষ। শক্+র কর্তৃ। বি; পুং।

শক্রজিৎ—১। ইন্দ্রজিৎ, রাবণের পুত্র। বি; পুং। ২। ইন্দ্রজেতা। উপপদ; শক্র—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

শক্রধনুঃ (-ধনুস্), (>-ধনু)—ইন্দ্রধনুক, রামধনু। শক্রের (ইন্দ্রের) ধনু (ধনুক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শক্রধ্বজ—ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশীতে পূজ্য ধ্বজাকার স্তম্ভ। শক্রের (ইন্দ্রের) ধ্বজ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

শক্রোৎসব—শ্রাবণ ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে প্রাচীন রাজাদের ইন্দ্রধ্বজ পূজায় উৎসব। শক্রের (ইন্দ্রের) উৎসব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শক্রনন্দন-১। অর্জুন; জয়ন্ত। বি; পুং। ২। ইন্দ্রের আনন্দজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শক্রা—শর্করা, চিনি। প্রা কপ্র। বি।

শক্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। শক্র (ইন্দ্র)—অণ্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ+ঈপ্ (আনুক-আগম)। বি; স্ত্রী।

শঙ্কনীয়—ভয় পাইবার মত; আশঙ্কার যোগ্য; সন্দেহস্থল। শন্ক্+অনীয় কর্ম। বিণ।

শঙ্কর—'শংকর' দ্রঃ।

শঙ্করাচার্য(র্য্য)—'শংকরাচার্য' দ্রঃ।

শঙ্করাভরণ—'শংকরাভরণ' দ্রঃ।

শঙ্করী—'শংকরী' দ্রঃ।

শঙ্কা—১। ত্রাস, ভয়; আশঙ্কা, সংশয়; সন্দেহ; সম্ভাবনা; বিতর্ক। শন্ক্+অ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভয় করা। কপ্র। নামধাতুজ।

শঙ্কাকুল—সন্দেহযুক্ত; আশঙ্কাহেতু অধীর। শঙ্কাহেতু আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

শঙ্কাতারণ—ভয়দূরকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শঙ্কানিবৃত্তি—সন্দেহভঞ্জন; ভয়দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শঙ্কান্বিত—সন্দেহপূর্ণ; ত্রাসযুক্ত; ত্রস্ত, ভীত। শঙ্কাদ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩য়াতৎ। বিণ।

শঙ্কাহর, -হরণ—ভয়দূরকারী, ভয়নাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শঙ্কিত—ভীত; সন্দিগ্ধ; অবিশ্বস্ত। শঙ্কা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

শঙ্কিল—ভীত, শঙ্কাযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

শঙ্কু—কীলক, গোঁজ; শেল; শল্য, অস্ত্র বিঃ, বর্শা, সড়কি; সূর্যচ্ছায়া মাপিবার দ্বাদশাঙ্গুল কাঠি, style, gnomon; স্থাণু, মুড়াগাছ; শিব; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে এক রত্ন; সংখ্যা বিঃ; মৎস্য বিঃ; কলুষ, পাপ; পুং-চিহ্ন লিঙ্গ, মেঢ্র; গন্ধদ্রব্য বিঃ; হংসী; বল্মীক; কন্দর্প; শঙ্করমৎস্য; শিবের অনুচর, গন্ধর্ব বিঃ; পত্রের শিরাসমূহ; ভয়, ত্রাস; নৃপ বিঃ; ঘড়ির কাঁটা। শন্ক্+উ রূপা। বি; পুং।

শঙ্কুপট্ট—যাহাতে দণ্ড পল প্রঃর নির্দেশকারী চিহ্ন দেওয়া থাকে এরূপ ঘড়ির কাঁটা ঘুরিবার স্থান, dial plate; সূর্যঘড়ি, sun-dial. শঙ্কুযুক্ত পট্ট, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শঙ্খ—১। শাঁখ, সমুদ্রজাত একপ্রকার প্রাণীর দেহাস্থি। বি; পুং বা ক্লী। ২। শাঁখা, স্ত্রীলোকের হাতের শঙ্খবলয়; গলদেশ; কপালের হাড়; সর্প বিঃ; কুবেরের নিধি বিঃ; ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি বিঃ; রণবাদ্য যন্ত্র বিঃ; সংখ্যা বিঃ, লক্ষ কোটি, দশ নিখর্ব; গন্ধদ্রব্য বিঃ, নখী; রণঢক্কা; হস্তিদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ। শম্+খ কর্তৃ। বি; পুং।

শঙ্খকার—শাঁখারী; শঙ্খব্যবসায়ী। উপপদ; শঙ্খ কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—শ্রীবিষ্ণুর চারি হস্তের চারি বস্তু। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী (-ধারিন্)—শ্রীবিষ্ণু। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শঙ্খচিল—সাদা বক্ষোযুক্ত একপ্রকার চিল। <শঙ্খচিল্ল। বি।

শঙ্খচূড়—একপ্রকার বিষধর সাপ, রাজসাপ, king-cobra; জনৈক অসুর। শঙ্খ চূড়াতে যাহার, বহু। বি; পুং।

শঙ্খচূর্ণী—সধবা স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা, শাঁখচুন্নি। শঙ্খ—চূর্ণ্+অচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শঙ্খধ্বনি, -নাদ—শাঁখের আওয়াজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শঙ্খবণিক্ (-বণিজ্)—শাঁখারী। শঙ্খনির্মাতা বণিক্, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শঙ্খবলয়—শাঁখা। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

শঙ্খবিষ—শেঁকো বিষ। বাংপ্র। বি।

শঙ্খবেলান্যায়—ন্যায় বিঃ [শঙ্খধ্বনি দ্বারা নির্দিষ্ট বেলা নির্ণয় করার মত (আজকাল যেমন মিল স্কুল প্রঃতে বাঁশি ঘণ্টা প্রঃর দ্বারা বেলা নির্ণয় করা হয়) কোন শব্দাদির দ্বারা কোন অর্থ বিঃর জ্ঞাপন এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। শঙ্খ (অর্থাৎ শঙ্খধ্বনি)-নির্দেশিত বেলা, মধ্যপ কর্মধা; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শঙ্খিনী—১। চারিপ্রকার স্ত্রীলোকের মধ্যে একপ্রকার স্ত্রীলোক; সধবা স্ত্রীর প্রেতাত্মা; শাঁকচুন্নী। বি; স্ত্রী। ২। শঙ্খযুক্তা। শঙ্খিন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শঙ্খী (শঙ্খিন্)—১। শঙ্খবিশিষ্ট, শঙ্খযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—শঙ্খিনী। ২। শ্রীবিষ্ণু; সমুদ্র; শাঁখারী। শঙ্খ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

শচি, শচী—ইন্দ্র-পত্নী; শ্রীগৌরাঙ্গের জননী। শচ্+ই কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শচীকান্ত—ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শচীনন্দন—শ্রীগৌরাঙ্গ; জয়ন্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শচীন্দ্র—দেবরাজ ইন্দ্র। শচীর ইন্দ্র (পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শচীপতি—ইন্দ্র। শচীর (ইন্দ্রাণীর) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শচীপ্রিয়—ইন্দ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শচীশ—ইন্দ্র। শচীর ঈশ (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শজারু—গায়ে কাঁটাযুক্ত ক্ষুদ্র জন্তু বিঃ, শল্লকী। <শল্লক-রূপ। বি।

শটকে—শতকিয়া, এক হইতে একশ পর্যন্ত সংখ্যা। <শতকিয়া। বি।

শটি, শটী—হরিদ্রাজাতীয় উদ্ভিদ বিঃ, zeodary. শট্+ই কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শটিত—বাসি, পচা। শট্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শটী—'শটি' দ্রঃ।

শঠ—১। ধূর্ত, দুষ্ট, খল; পাজী; নির্বোধ, মূর্খ; নিষ্কর্মা; গাঢ়-বিপ্রিয়কারী নায়ক বা স্বামী, যে এক পত্নীকে বাহ্য প্রণয় প্রদর্শন করে কিন্তু বাস্তবিক অন্যকে ভালবাসে এমন। বিণ। ২। লৌহ, কুঙ্কুম; জাফরান; তগর। বি; ক্লী। ৩। ধুস্তুর; উদাসীন ব্যক্তি। শঠ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শঠতা—ধূর্ততা; খলতা, ক্রূরতা; দুষ্টামি; প্রতারণা। শঠ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শড়া—পচা। বাংপ্র। বিণ।

শণ—শণ গাছ, san hemp. শণ্+অচ্ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

শণতন্তু, -সূত্র—শণের সুতা। শণনির্মিত তন্তু, সূত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শত—দশগুণিত দশসংখ্যা, ১০০; ১০০-সংখ্যক। শো+ডত কর্তৃ। বি বা বিণ; ক্লী।

শতক—১। শতসংখ্যাবিশিষ্ট; শত শ্লোকে নিবদ্ধ। শত+কন্ পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—শতিকা। ২। শতসংখ্যা। শত+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী। ৩। শতাব্দী। বাংপ্র। বি।

শতকরা—প্রতি এক শতের মধ্যে, প্রতি-শতের অনুপাতে, percent. প্রতি শতে এই বাক্যে, অব্যয়ীভাব। অ।

শতকিয়া—এক হইতে এক শত পর্যন্ত গণনা। হি-মূ। বি।

শতকীর্তি—১। বহু যশস্কর কার্য সম্পাদনকারী। বিণ। ২। জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিঃ। বহু। বি; পুং।

শতক্রতু—শতাশ্বমেধযজ্ঞকারী ইন্দ্র। শত ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

শতখাগী, শতেকখাগী—যাহার একশত প্রিয়জনের বা প্রণয়ীর মৃত্যু হইয়াছে এমন (স্ত্রী) [গালি অর্থে]। উপতৎ; শত, শতেক—খা+কো (<উকা) কর্তৃ+ঈ। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

শতগাঁটি—শত গ্রন্থি; শতস্থানে ছিন্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

শতগ্রন্থি—১। দূর্বা। শত গ্রন্থি যাহার, বহু। বি; স্ত্রী। ২। একশত গেরো, এক-শত গাঁইট। কর্মধা। বি; পুং। ৩। একশত গ্রন্থি বা গেরোযুক্ত; একশ জায়গায় ছেঁড়া। শত গ্রন্থি যাহাতে, বহু। বিণ।

শতঘরিয়া—শতসংখ্যক পরস্ত্রীগামী, লম্পট ("আওত পরবঞ্চক শঠ নাগর শতঘরিয়া")। প্রা কপ্র। বিণ।

শতঘ্নী—শতপুরুষ-ঘাতক অস্ত্র বিঃ, চারি-শত লোহার কাঁটাযুক্ত লাঠির মত অস্ত্র; আধুনিক কামান; গলরোগ বিঃ; স্ত্রীবৃশ্চিক। উপতৎ; শত—হন্+টক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী]

শতচেষ্টা—বহু আয়াস। কর্মধা। বাংপ্র।

শতজীবী (-বিন্)—যিনি এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাকেন এমন, শতায়ু। উপতৎ; শত—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

শততম—একশত সংখ্যার পূরক। শত+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

শততারা—(জ্যোতিষ) শতভিষানক্ষত্র। শত তারা যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

শতদল—১। একশত পাপড়িযুক্ত। বিণ। ২। একশত দলবিশিষ্ট পদ্ম। শত দল যাহার, বহু। বি; ক্লী।

শতদলবাসিনী—কমলা, লক্ষ্মী। উপতৎ; শতদল—বস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতদ্রু—পঞ্জাবের অন্তর্গত পঞ্চনদের একটি। শত—দ্রু+কু কর্তৃ [বশিষ্ঠদেব পুত্রশোক-কাতর হইয়া গলায় পাথর বাঁধিয়া এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মবধ-ভয়ে ইহা শতধা ধাবিত হইয়াছিল, এজন্য ইহার নাম শতদ্রু হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।

শতধা—শতপ্রকারে; শতবার। শত+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

শতধারে—অজস্রধারায়। শত ধারা যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

শতপত্রভেদ-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [একশত পত্র উপর্যুপরি রাখিয়া সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে একই সময়ে সবগুলিই বিদ্ধ হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম। পত্রগুলি একটির পর একটি করিয়াই বিদ্ধ হয়। এই ন্যায় এইরূপ ভ্রমের একটি উদাহরণ]। শতপত্রের ভেদ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শতপথ—যজুর্বেদের অংশ বিঃ; বেদের অংশ ব্রাহ্মণ বিঃ। শত পথ (উপদেশ) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

শতপথিক—নানাপথাবলম্বী; শতপথ-ব্রাহ্মণগ্রন্থ অধ্যয়নকারী। শতপথ+ইক (ঠন্) গৃহীতার্থে, অধীতার্থে। বিণ।

শতপদী—কর্ণকীট, কেন্নো; বিছা বৃশ্চিক। শতপদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতবান—শতবার জারিত বা গলানো ('— সোনা')। প্রা কপ্র। বিণ।

শতভিষক্ (-ভিষজ্), **-ভিষা**—(জ্যোতিষ) অশ্বিনী প্রঃ নক্ষত্রের চতুর্বিংশ নক্ষত্র (ইহা শততারাময় ও মণ্ডলাকার। বরুণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। শত ভিষক্ (ভিষগের ন্যায় তারা) যাহাতে, বহু, (২য় পক্ষে) শত ভিষ যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

শতমারী (-মারিন্)—১। উত্তম চিকিৎ-সক। বি; পুং। ২। শত লোকের প্রাণ-বিনাশকারী; যে একশত বার পারদ জারণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ-পূর্বক বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এমন; যাহার হাতে শত রোগীর মৃত্যু হওয়াতে প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এরূপ। উপতৎ; শত-মৃ+ণিচ্ +ণিন্ কর্তৃ। বি বা বিণ।

শতমুখ—যে উৎসাহের সহিত কোনও বিষয় সম্বন্ধে বার বার কথা বলে। বাংপ্র। বিণ।

শতমুখী—১। ঝাঁটা, সম্মার্জনী। বি; স্ত্রী। ২। একশত-মুখবিশিষ্টা; অত্যন্ত মুখরা। শতমুখ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শতমুখে—অজস্রভাবে ('— প্রশংসা')। কর্মধা। বি, করণকারক।

শতমূলা—দূর্বা। শত মূল যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

শতমূলী—লতা বিঃ, asparagus. শত মূল যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতযষ্টিক—একশতনর হার। শত যষ্টি (গুচ্ছ) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

শতরঞ্জ—একপ্রকার খেলা, দাবাবোড়ে খেলা। <আ 'শৎরঞ্জ'। বি।

শতরঞ্জি—মোটা সুতী আস্তরণ বিঃ, দরি। <আ 'শৎরঞ্জি'। বি।

শতসহস্র—১। লক্ষসংখ্যা। শতগুণিত সহস্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অসংখ্য বহু। বাংপ্র। বিণ।

শতাংশ—১। একশত ভাগ। শত অংশ, কর্মধা। বি; পুং। ২। একশত ভাগের একভাগ। বাংপ্র। বি।

শতাক্ষী—রাত্রি; শতপুষ্পা; পার্বতী। শত অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতানন্দ—১। গৌতমমুনির পুত্র, জনক রাজার পুরোহিত; দেবকীনন্দন; ব্রহ্মা। শত আনন্দ যাঁহার, বহু। ২। বিষ্ণুর রথ। শত আনন্দ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

শতানীক—১। জনমেজয়ের পুত্র; সুদাম-রাজপুত্র; ব্যাসের শিষ্য; নকুলের ঔরসে দ্রৌপদীগর্ভে জাত পুত্র; মুনি বিঃ। বি; পুং। ২। শতসৈন্যবান্। শত অনীক যাঁহার, বহু। বিণ।

শতাবধি—একশতের কাছাকাছি, প্রায় একশত। শত অবধি যাহার, বহু। বিণ।

শতাব্দ, শতাব্দী—শতবৎসর পরিমিত কাল, century. শত অব্দের সমাহার, দ্বিগু; পক্ষে+ঈপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

শতায়ুঃ (-য়ুস্), (>-য়ু)—যে একশ' বছর বাঁচিয়া থাকে এমন, শতবর্ষজীবী। শত আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ।

শতিক—শতময়; শতসম্বন্ধীয়; শতদ্বারা ক্রীত; যাহাতে শত মুদ্রা কর ধার্য আছে এমন। শত+ইক (ঠন্) ক্রীতার্থে। বিণ।

শতেক—একশত; প্রায় একশত। এক শত যাহাতে, বহু (এক শব্দের পরনিপাত ও বাংলা নিয়মে সন্ধি)। বিণ।

শতেকখাগী—'শতখাগী' দ্রঃ।

শত্রু—বিপক্ষ, অরি, রিপু, দ্বেষ্টা; কামাদি ষড়্রিপু; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। শদ্+রু কর্তৃ। বি; পুং।

শত্রুঘ্ন—১। সুমিত্রা-পুত্র, রামের বৈমাত্রেয় ও লক্ষ্মণের সহোদর ভ্রাতা। বি; পুং। ২। শত্রুনাশক। উপতৎ; শত্রু—হন্+ক কর্তৃ। বিণ।

শত্রুচর—বিপক্ষের চর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শত্রুজিৎ—যে শত্রুকে হারাইয়া দিয়াছে এমন, বিপক্ষের পরাজয়কারী। উপতৎ; শত্রু—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

শত্রুঞ্জয়—শত্রুজয়কারী। শত্রু—জি+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

শত্রুতা—বিপক্ষতা, বৈরিতা, বিদ্বেষ। শত্রু +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শত্রুপক্ষ—শত্রুর দল, বৈরিদল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শত্রুবল—বিপক্ষের ক্ষমতা, বিপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শত্রুবিজয়ী (-য়িন্)—যে শত্রুকে পরাজিত করে বা করিয়াছে এমন, অরি-বিজয়কারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিজয়িনী**।

শত্রুবিজিত—যে শত্রুর কাছে হারিয়া গিয়াছে এমন, বিপক্ষ কর্তৃক পরাভূত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শত্রুমর্দ(র্দ্দ)ন—শত্রুঘ্ন, শত্রুনাশক। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ।

শত্রুসংকু(ঙ্কু)ল—শত্রুতে পূর্ণ, বৈরিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শনাক্ত—নিশানদিহি, পরিচিত বলিয়া নির্দেশ, identification. <ফা 'শিনাখ্‌ৎ'। বি।

শনি, শনৈশ্চর—সপ্তম গ্রহ, দেবতা বিঃ; শনি দেবতার দিন, শনিবার। শো+অনিক্‌ কর্তৃ; শনৈস্‌ (অল্পে অল্পে)—চর্‌ (চলা)+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

শনিপ্রসূ—শনিঠাকুরের মা; সূর্যের পত্নী, ছায়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শনিপ্রিয়—নীলমণি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শনৈঃ (শনৈস্‌)—অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে। শণ্‌+ডৈসি কর্তৃ (নিপা)। অ।

শনৈশ্চর—'শনি' দ্রঃ।

শপ—একপ্রকার লম্বা মাদুর। বাংপ্র। বি।

শপত্তি—দিব্য, শপথ। প্রা কপ্র। বি।

শপথ—প্রতিজ্ঞা; দিব্য, oath; গালি। শ+প্‌ অথন্‌ ভাব। বি; পুং।

শপথপত্র—প্রতিজ্ঞাপূর্বক কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যে দলিল লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা, affidavit. শপথজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শপন—প্রতিজ্ঞা, দিব্য, সত্যাবধারণ; অভিশাপ; তিরস্কার; ভর্ৎসনা, গালি। শপ্‌ অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

শপমান—শপথকারী, যে দিব্য করিতেছে এমন; যে অভিশাপ দিতেছে এমন। শপ্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

শপ্ত—১। শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত। শপ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অঙ্গীকার। শপ্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। তৃণ বিঃ, উলু। শপ্‌+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

শফ—পশুর পায়ের খুর; গাছের গোড়া। শম্‌+অচ্‌ কর্তৃ (ম-স্থানে ফ)। বি; পুং বা ক্লী।

শফর—বাণিজ্যার্থ যাত্রা; ভ্রমণ। আ। বি।

শফর, শফরী—পুঁটিমাছ। শফ—রা+ক কর্তৃ; পক্ষে+ঈপ্‌। বি; পুং, স্ত্রী।

শফরাধিপ—ইলিশমাছ। শফরদিগের অধিপ, ৬ষ্ঠীতৎ. বি; পুং।

শফরী—'শফর' দ্রঃ।

শফোরু—গরুর খুরের ন্যায় উরুযুগলবিশিষ্টা স্ত্রী। শফের ন্যায় উরু যাহার, বহু। বি বা বিণ; স্ত্রী।

শব—১। মড়া, মৃতদেহ। বি; পুং বা ক্লী। ২। জল। শব্‌ (বিকৃত হওয়া, গমন করা) +অচ্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

শবদহন, -দাহ—মড়া পোড়ানো, মৃতদেহসংকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

শবদহনাশৌচ—মড়া পোড়াইলে দেহের যে অশুদ্ধি হয় তাহা। শবদহনজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শবদাহ—'শবদহন' দ্রঃ।

শবদেহ—মৃতদেহ, প্রাণহীন শরীর। শবই দেহ, কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

শববাহক—যাহারা মৃতদেহকে শ্মশানে বা গোরস্থানে লইয়া যায়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবব্যবচ্ছেদ—মড়া কাটা, মৃতদেহ কাটা, dissection. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবযান—মড়াফেলা গাড়ি। শবের যান (রথাদি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শবর—১। ব্যাধ, কিরাত। বি; পুং। ২। শিব; হস্ত; জল; মীমাংসাকারক পণ্ডিত শাস্ত্র বিঃ। শব-রা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

শবরী—ব্যাধজাতীয়া স্ত্রী। শবর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

শবল—১। কর্বুরবর্ণ, নানাবর্ণযুক্ত। বিণ। ২। নানাবর্ণ। শপ্‌+কল কর্তৃ (প-স্থানে ব)। বি; পুং।

শবলা, শবলী—কর্বুরবর্ণা গাভী; বশিষ্ঠের কামধেনু। শবল+আপ্‌, ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

শবশোভাযাত্রা—মৃতদেহ লইয়া বহু লোকজনের পথ দিয়া গমন। শবানুগামিনী শোভাযাত্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শবসৎকার—মড়া পোড়ানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবসমাধি—গোর দেওয়া, মড়াকে কবর দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবসাধন—মড়ার উপর বসিয়া জপ করা। শব দ্বারা বা শবোপরি সাধন, ৩য়া বা ৭মী-তৎ। বি; ক্লী।

শবাকার—মড়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। শবের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

শবাচ্ছাদন—মড়া ঢাকিবার কাপড়। শবের আচ্ছাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শবাধার—যে বাক্সে মড়া রাখিয়া কবর দেওয়া হয় তাহা, coffin. শবের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শবাসন ১। মৃতদেহরূপ আসন। শবই আসন, কর্মধা। ২। মড়ার মত নিশ্চল অবস্থায় থাকা। শবতুল্য আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শবাসনা—মৃতদেহোপরি আসীনা; কালী। শব আসন যাহার, বহু+আপ্‌। বিণ বা বি; স্ত্রী। [বি।

শবেবরাত—মুসলমান পর্ব বিঃ। আ।

শব্দ—১। আওয়াজ, ধ্বনি, রব; অর্থবোধক ধ্বনি বা অক্ষরসমষ্টি বা অক্ষর, word. বিভক্তিহীননাম; নাম; কথা। শব্দ্‌+অচ্‌ ভাব। ২। বাচক বর্ণ, যশঃ। শব্দ্‌+অচ্‌ কর্ম। বি; পুং।

শব্দকাণ্ড—শব্দের অধ্যায়, যে অধ্যায়ে শব্দের গঠন-প্রণালী আছে তাহা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দকার—যে শব্দ করে এমন, ধ্বনিকারক। উপতৎ; শব্দ—কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী**।

শব্দকোষ—অভিধান, শব্দার্থপ্রকাশক গ্রন্থ, 'ডিকসনারি', dictionary. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দগ্রহ—১। কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। শব্দ—গ্রহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। ২। শব্দের জ্ঞান। শব্দের গ্রহ (গ্রহণ, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দতরঙ্গ—শব্দ উচ্চারিত হইলে বায়ুমণ্ডলে যে কম্পন হয় তাহা, ধ্বনির তরঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দপ্রবৃত্তি—বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা—মন্ত্রজপের এই চারিপ্রকার ভক্তি। শব্দের প্রবৃত্তি (উৎপত্তি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শব্দবহ—১। বায়ু; আকাশ। বি; পুং। ২। ধ্বনি-বহনকারী। শব্দ বহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

শব্দবিন্যাস—বাক্যমধ্যে রীতি অনুযায়ী শব্দ সাজান, শব্দ-ব্যবহার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শব্দবেধী (-বেধিন্‌), -ভেদী (-ভেদিন্‌)—শব্দানুসারে বিদ্ধকারী; অর্জুন; রাজা দশরথ; বাণ বিঃ। উপতৎ; শব্দ-বিধ্‌, ভিদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

শব্দব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্‌)—শ্রুতি, বেদ; শব্দাত্মক ব্রহ্ম। শব্দাত্মক ব্রহ্ম (বেদ, পরব্রহ্ম), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শব্দময়—শব্দে পরিপূর্ণ, শব্দাত্মক। শব্দ+ময়ট্‌ ব্যাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

শব্দযন্ত্র—শব্দকারী যন্ত্র; (চিত্রনাট্য) শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র। শব্দের যন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শব্দযন্ত্রী (-যন্ত্রিন্‌)—(চিত্রনাট্য) যিনি শব্দ-যন্ত্র পরিচালনা করিয়া শব্দ রেকর্ড করেন। শব্দযন্ত্র+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ।

শব্দশক্তি—১। শব্দের অর্থবোধিকা বৃত্তি, অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। (পদার্থবিদ্যা) ধ্বনি, sound-energy. শব্দরূপা শক্তি, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শব্দশঃ (-শস্‌)—শব্দ অনুসারে, verbatim. অ।

শব্দশাস্ত্র—ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। শব্দবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শব্দাতীত—শব্দ দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য। শব্দকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

শব্দাত্মক—শব্দময়, শব্দপূর্ণ; শব্দ দ্বারা গঠিত। শব্দ আত্মা (আত্মন্‌) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

শব্দানুশাসন—ব্যাকরণ-শাস্ত্র। শব্দের অনুশাসন যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।
শব্দায়মান—শব্দকারী, যে শব্দ করিতেছে এমন। শব্দ+ক্যঙ্ (=শব্দায়, নামধাতু) +শানচ্ কর্তৃ। বিণ।
শব্দার্থ—শব্দের মানে ; শব্দের তিনপ্রকার অর্থ (যথা—শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ)। শব্দের অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
শব্দালংকা(ঙ্কা)র—নানাভাবে শব্দ যোজনা দ্বারা বাক্যের শোভা-সম্পাদনরূপ অলংকার, যমক অনুপ্রাস বক্রোক্তি প্র. অলংকার। শব্দবিষয়ক অলংকার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।
শব্দিত—ধ্বনিত, কৃতশব্দ ; উচ্চারিত ; আহূত। শব্দ্+ক্ত কর্ম, কিংবা, শব্দ+ইতচ্ জাতার্থে, প্রাপ্ত্যর্থে। বিণ।
শম—১। শান্তি, নিরুপদ্রব, অন্তঃকরণের স্থিরতা ; মনঃসংযম ; ক্ষমা ; মোক্ষ ; নিবৃত্তি, উপশম। শম্+ঘঞ্ ভাব। ২। তিরস্কার ; উপচার ; হস্ত, পাণি। শম্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।
শমক—শময়িতা, শান্তিকারক। শম্+ণিচ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **শমিকা**।
শমতা—শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি। শম+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।
শমন—১। মৃত্যুর দেবতা, যম, কৃতান্ত ; মৃগ বিঃ ; কলায়। শম্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং। ২। যজ্ঞার্থ পশুবধ ; মনঃশান্তি, উপশম ; শান্তি সম্পাদন ; হিংসা, বধ ; তিরস্কার ; শাপ ; চর্বণ ; আঘাত, ক্ষতি ; দমন। শম্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। তলব, হাজির হইবার জন্য পত্র, বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার পত্র। <ইং 'summons'। বি।
শময়িতা (-য়িতৃ)—বিনাশক ; নিবারক, দমনকারক। শম্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।
শমি, শমী—শাঁইগাছ ; কলাই প্রঃর শুঁটি। শম্+ইন্ কর্তৃ ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শমিত—দমিত ; বিনাশিত। শম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
শমী (শমিন্)—সংযমী, ধীর ; শমগুণ-বিশিষ্ট ; শান্ত। শম+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, শম্+ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শমিনী**।
শমীক—মুনি বিঃ, শৃঙ্গীর পিতা। শম্+ঈক কর্তৃ। বি ; পুং।
শমীগর্ভ(র্ভ)—১। ব্রাহ্মণ। শমীর গর্ভের ন্যায় (শমীমধ্যে অগ্নি আছে ইহাই প্রসিদ্ধ) গর্ভ (অর্থাৎ দেহাভ্যন্তর) যাঁহার, বহু। ২। অগ্নি। শমীই গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি ; পুং।

শমীধান্য—মাষকলাই প্রঃ শস্য। শমীই (শিম্বী, মটর ইঃর শুঁটিই) ধান্য (শস্য), মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।
শম্পা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। শম্—পা+ড কর্তৃ +আপ্। বি ; স্ত্রী।
শম্ব—১। বাজ, বজ্র, অশনি ; লৌহময়াগ্র-ভাগ মুদ্গর ; মুষলাদির অগ্রলৌহমণ্ডল শাঁবি বা সাম্বী ; লৌহনির্মিত কাঞ্চী ; দরিদ্র ব্যক্তি। শম্ব্ (রাশি করা)+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী, কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত। শম্ (সুখ)+ব আছে অর্থে। বিণ।
শম্বর—১। অসুর বিঃ ; ডালওয়ালা শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মৃগ বিঃ ; পর্বত বিঃ ; মৎস্য বিঃ ; চিত্রকবৃক্ষ ; অর্জুনবৃক্ষ ; যুদ্ধ। বি ; পুং। ২। জল ; ধন ; বৌদ্ধব্রত বিঃ। শম্ব্+অরন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।
শম্বল—পথখরচ, পাথেয় ; তট ; তীর ; পরশ্রীকাতরতা, মাৎসর্য। শম্ব্+কলচ্ কর্ম। বি ; পুং বা ক্লী।
শম্বু, শম্বুক, শম্বূ, শম্বূক—শামুক ; গজকুম্ভাগ্র ; শঙ্খ ; ক্ষুদ্র শঙ্খ ; দৈত্য বিঃ ; রাম কর্তৃক নিহত শূদ্র মুনি বিঃ। শম্ব্+উন, কু কর্তৃ ; শম্বু, শম্বু+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।
শম্বুকী, শম্বূকী—স্ত্রী-শামুক। শম্বুক, শম্বূক+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শম্বূ, শম্বূক—'শম্বু' দ্রঃ।
শম্ভু—মহাদেব, শিব ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; বুদ্ধ ; শ্বেতার্ক। শম্—ভূ+ডু কর্তৃ। বি ; পুং।
শয়—১। বিছানা, শয্যা ; কর, হস্ত ; চিন্তা। শী+অচ্ অধি। ২। শয়ন ; নিদ্রা ; অভিশাপ। শী+অচ্ ভাব। ৩। সর্প। বি ; পুং। ৪। শয়নকারী (সাধারণতঃ উপপদ সমাসের পরপদ)। শী+অচ্ কর্তৃ। বিণ।
শয়তান—ইহুদী খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান শাস্ত্রে উল্লিখিত ঈশ্বরবিরোধী দেবতা বিঃ ; অত্যন্ত দুষ্ট ও ক্রূর ব্যক্তি। আ। বি।
শয়তানি—দুষ্টামি, শয়তানের ন্যায় কার্য। শয়তান+ই কর্মার্থে। আ-মূ। বি।
শয়তানী—স্ত্রী-শয়তান ; দুষ্টা ; পাপ কারিণী। শয়তান+ঈ। আ-মূ। বি ; স্ত্রী।
শয়ন—১। শোওয়া, নিদ্রা ; স্ত্রী-সঙ্গ, মৈথুন। শী+অনট্ ভাব। ২। বিছানা, শয্যা ; খাট, খট্বা। শী+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।
শয়নকক্ষ, -মন্দির—শুইবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী।
শয়নবাস—ঘুমাইবার পোশাক, sleeping-garment. শয়নোচিত বাস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।
শয়নীয়—১। শোওয়ার জায়গা, বিছানা, শয্যা। বি ; ক্লী। ২। শুইবার মত, শয়ন-যোগ্য। শী+অনীয় অধি। বিণ।

শয়নৈকাদশী—শ্রীহরির শয়নের তিথি, আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী। শয়নের একাদশী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শয়ান—যে শুইয়া আছে এরূপ ; নিদ্রিত। শী+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।
শয়ালু—নিদ্রাশীল, নিদ্রালু। শী+আলু কর্তৃ। বিণ।
শয়িত—যে শুইয়া আছে এরূপ ; নিদ্রিত, সুপ্ত। শী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
শয্যা—১। বিছানা, শয়নীয়, তল্প ; খাট ; খট্বা। শী+ক্যপ্ অধি+আপ্। ২। শয়ন। শী+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।
শয্যাগত—(রোগাদির জন্য) যে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না এমন, শয্যায় শয়ান। ২য়াতৎ। বিণ।
শয্যাগুরু—স্বামী, পতি। ৭মীতৎ। বি ; পুং।
[স্ত্রী।
শয্যাগৃহ—শুইবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;
শয্যাশায়ী (-শায়িন্)—যে বিছানায় শুইয়া আছে এমন ; (রোগাদির জন্য) যাহার বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি নাই এরূপ। উপতৎ ; শয্যা—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।
শয্যাসঙ্গিনী—পত্নী, উপভোগার্থ নিজ শয্যায় শায়িতা নারী। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী। পুং, **-সঙ্গী** (-ঙ্গিন্)।
শয্যাস্তরণ—বিছানার চাদর। শয্যার আস্তরণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
শর—১। বাণ, ইষু ; বাণতৃণ, খাগড়া গাছ, reed. শৃ+অপ্ করণ। বি ; পুং। ২। দধিদুগ্ধের অগ্রভাগ। শৃ+অচ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।
শরকাণ্ড—১। নলখাগড়া। শরনির্মিতক কাণ্ড যাহার, বহু। ২। তীরের অগ্রভাগ ভিন্ন সমস্তটুকু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
শরক্ষেপ, -ক্ষেপণ, -নিক্ষেপ—বাণ ছোড়া, তীরনিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী, পুং।
[পুং।
শরচ্চন্দ্র—শরৎকালের চাঁদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;
শরজন্মা (-জন্মন্)—কার্তিকেয়। 'শরে (শরের বনে) জন্ম যাঁহার, বহু। বি ; পুং।
শরজাল—তীরসমূহ ; একবারে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
শরণ—১। আশ্রয় ; রক্ষা ; বধ, বিনাশ। শৃ+অনট্ ভাব। ২। গৃহ ; রক্ষক। শৃ+অন কর্তৃ। বি ; ক্লী।
শরণস্থল—আশ্রয়-স্থান ; যে আশ্রয় দান করিবে এমন ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।
শরণাগত—আশ্রয়প্রার্থী, রক্ষার্থী। শরণকে আগত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

শরণাপন্ন—আশ্রিত, রক্ষার্থী। শরণকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

শরণার্থী (-র্থিন্)—আশ্রয়প্রার্থী, refugee, রক্ষাপ্রার্থী; অভয়যাচক। উপতৎ; শরণ (রক্ষা)—অর্থ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

শরণি, শরণী—রাস্তা, পথ, বর্ত্ম। শৃ+অনি করণ, অধি; ২য় পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শরণ্য—১। রক্ষাকর্তা; রক্ষণসমর্থ। শরণ+যৎ সাধু অর্থে। ২। রক্ষণীয়। শরণ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ। ৩। আশ্রয়; গৃহ। বি; স্ত্রী।

শরণ্যু—রক্ষাকর্তা; আশ্রয়দানকারী; মেঘ; বায়ু। শৃ+অন্যু কর্তৃ। বি; পুং।

শরৎ (শরদ্)—ঋতু বিঃ, ভাদ্র আশ্বিন—এই দুই মাস। শৃ+অদি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

শরৎকাল—শরৎ ঋতু, ভাদ্র আশ্বিন এই দুই মাসকাল। শরৎই কাল, কর্মধা। বি; পুং।

শরৎকালীন—শরৎকালজাত; শরৎকাল-সম্বন্ধীয়। শরৎকাল+ঈন ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

শরত্যাগ—তীর-ছোড়া, বাণ-নিক্ষেপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরদ—একপ্রকার বীণাযন্ত্র। <শারদ। [বি।

শরদিন্দু—শরৎকালের চন্দ্র। শরদের ইন্দু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরদিন্দুনিভাননা—শরৎকালের চাঁদের মত সুন্দর মুখবিশিষ্টা। শরদিন্দুর তুল্য নিভ, উপমিত কর্মধা; সেরূপ আনন যাহার, বহু আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শরদ্বান্ (শরদ্বৎ)—গৌতম মুনির পুত্র [ইনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন এজন্য ইঁহার এই নাম হইয়াছিল]। শর+মতুপ্ আছে অর্থে (দ-আগম)। বি; পুং।

শরধি—তীর রাখিবার পাত্র, তূণ। শর (বাণ)—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। বি; পুং।

শরপুঁটি—বড় পুঁটি মাছ। বাংপ্র। বি।

শরবৎ—তীরের ন্যায়। শর+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ, ক্রি-বিণ।

শরবত—মিষ্ট শীতল পানীয়। আ। বি।

শরবিদ্ধ—তীর দ্বারা আহত, তীর দ্বারা বিদীর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শরব্য—লক্ষ্য, বাণের নিশানা, target. শর (বাণশিখা বা হিংসা)+যৎ হিতার্থে। বি; স্ত্রী।

শরভ—উট, টঙ্ক; পুরাণবর্ণিত অষ্টপাদ মৃগ বিঃ; হস্তিশাবক। শৃ+অভচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শরভূ—কার্তিকেয়, শরজন্মা। উপতৎ; শর (শরখাগড়াগাছ)—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শরম—লজ্জা, ব্রীড়া। <ফা 'শর্ম'। বি।

শরযোজন, -যোজনা—নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে ধনুকে তীরস্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

শরসন্ধান—নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে তীরস্থাপন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শরা—মাটির একপ্রকার ঢাকনা। <শরাব। বি।

শরাঘাত—তীরদ্বারা বিদ্ধ করা। শরদ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি; পুং।

শরাব—১। মাটির শরা। শর—অব্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। মদ। আ। বি।

শরারোপ—১। ধনুক, কার্মুক। শরের (বাণের) আরোপ যাহাতে, বহু। ২। শরযোজন। শরের আরোপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরাশ্রয়—তীর রাখিবার পাত্র, শরধি, তূণ। শরের আশ্রয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরাসন—ধনুক, কার্মুক। শরের আসন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শরাহত—তীর দ্বারা বিদ্ধ। শরদ্বারা আহত, ৩য়াতৎ। বিণ।

শরিক—ভাগী, অংশীদার। ফা। বি।

শরিকানা, শরীকানা, সরীকানা—অংশানুযায়ী প্রাপ্য বস্তু বা অর্থ। ফা। বি।

শরিকানী, শরিকী—যাহাতে একাধিক অংশীদার আছে এমন, যাহার একাধিক মালিক আছে এমন। ফা। বিণ।

শরিয়ত, শরীয়ত—মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্র। আ। বি।

শরীর—দেহ, কায়, বিগ্রহ, কলেবর; শারীরিক অবস্থা, স্বাস্থ্য ('—রক্ষা')। শৃ (বধ করা, নষ্ট হওয়া)+ঈরন্ কর্ম বা কর্তৃ (যে যোগাদি দ্বারা শীর্ণ হয়)। বি; ক্লী।

শরীরগ্রন্থি—শরীরের যেখানে এক হাড়ের সহিত অন্য হাড় লাগিয়াছে তাহা, দেহের অস্থিসংযোগস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরীরজ—১। কামদেব, কন্দর্প; পুত্র; রোগ। বি; পুং। ২। দেহজাত, শরীরোৎপন্ন। উপতৎ; শরীর—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

শরীরধারী (-ধারিন্)—দেহবিশিষ্ট, মূর্তিবিশিষ্ট। উপতৎ; শরীর—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধারিণী।

শরীরপতন, -পাত—মৃত্যু; উপবাস ও অত্যধিক পরিশ্রম প্রঃর জন্য স্বাস্থ্যহানি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, পুং।

শরীরবদ্ধ—দেহবিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

শরীরবৈকল্য—পীড়া, অসুস্থতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শরীররক্ষক—যাহা শরীরকে শীত-গ্রীষ্ম ব্যাধি ও বিপদ্ হইতে রক্ষা করে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -রক্ষিকা।

শরীররক্ষী (-রক্ষিন্)—শত্রু প্রঃ হইতে রক্ষাকারী অনুচর, দেহরক্ষী। উপতৎ; শরীর—রক্ষ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -রক্ষিণী।

শরীরসংস্কার—দেহের পবিত্রতাজনক কর্ম; শরীরের শোভা-সম্পাদন ও পরিষ্কারকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শরীরী (শরীরিন্)—১। দেহবিশিষ্ট। শরীর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শরীরিণী। ২। প্রাণী, জীব; জন্তু; মনুষ্য। বি; পুং।

শর্করা—চিনি, খাঁড়; খাবরা, খোলামকুচি; কাঁকর, কঙ্কর; খণ্ড, টুকরা; দানা; রোগ বিঃ। শৃ+করন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শর্ত—কড়ার, প্রতিশ্রুতি; নির্ধারণ, নিয়ম। <আ 'শর্ত'। বি।

শর্ব(র্ব)—শিব। শর্ব (সংহার করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শর্ব(র্ব)রী—রাত্রি, রজনী; নারী, স্ত্রী; হরিদ্রা। শৃ+বরচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শর্ব(র্ব)রীশ—চন্দ্র। শর্বরীর ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শর্বা(র্বা)ণী—দুর্গা, পার্বতী, শিবানী। শর্ব+ঈপ্ (আনুক্-আগম)। বি; স্ত্রী।

শর্ম (শর্মন্), **শর্ম্ম** (শর্ম্মন্)—সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য; কল্যাণ। শৃ+মনিন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

শর্মা (শর্মন্), **শর্ম্মা** (শর্ম্মন্)—১। ব্রাহ্মণমাত্রের উপনাম। বি; পুং। ২। সুখী। শৃ+মনিন্ কর্তৃ। বিণ।

শল—১। শজারুর কাঁটা। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। ব্রহ্মা; ভৃঙ্গ-অস্ত্র; উষ্ট্র। শল্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। ক্ষেত্র বিঃ। শল্+ঘ অধি। ৪। শিথিল; ঢিলা। বাংপ্র। বিণ।

শলভ—ফড়িং, পতঙ্গ; পঙ্গপাল। শল্+অভচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শলা—শিক, সরু শলাকা, probe. <শলাকা। বি।

শলাকা—শলা; সূত্রবর্তি; কাঁটা; শর; বাণ; অঙ্কুর, তুলি প্রঃ; অস্থি, হাড়; শল্লকী; শল্য, শেল; ছাতার শিক; খাঁচার কাঠি; দাঁতনকাঠি; দেশলাই; ময়নাপাখী; খঞ্জন; কুড়ুল; খেলার পাশা; শারিকা; বাঁশ। শল্+আকন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। [বাংপ্র। বি।

শলি—ধান ও চাউলের মাপ বিঃ; ক্ষুদ্র শলা।

শল্ক—আঁইশ; বল্কল; খণ্ড। শল্+কন্ (উণাদি) কর্তৃ। বি; ক্লী।

শল্কল—আঁইশ; গাছের ছাল, বল্কল। শল্+কলন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

শল্য—১। শেল, শলাকা, কীলক। বি;

পুং বা স্ত্রী। ২। তোমর, লৌহশাবল; বাণ; বিষ; দুর্বাক্য; অস্থি; কণ্টক; জাগাড়। শল্+যক্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

শল্যবিদ্যা—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে দেহবিদ্ধ কণ্টকাদি অথবা দেহের অপ্রয়োজনীয় অংশ দূর করা যায় তাহা, surgery. শল্যবিষয়িকা বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শল্যোদ্ধার—বাস্তুভিটা হইতে মনুষ্যাদির অস্থি উঠাইয়া ফেলা; প্রোথিতবাণাদির উৎপাটন; শরীরে বিদ্ধ কাঁটা ইঃ তুলিয়া ফেলা। শল্যের উদ্ধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শল্ল—ত্বক্; আঁইশ। শল্+ল কর্তৃ, অথবা, শল্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

শশ, শশক—খরগোশ; চন্দ্রের লাঞ্ছন; লাঞ্ছন; ধুনা, রজন; চতুর্বিধ পুরুষের অন্তর্গত এক পুরুষ; লোধগাছ। শশ্‌+অচ্‌ কর্তৃ; পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

শশধর, শশলাঞ্ছন, শশাঙ্ক, শশী—(শশিন্) চন্দ্র, মৃগাঙ্ক; কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। শশের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ; শশ লাঞ্ছন যাহার, বহু; শশ অঙ্ক বা অঙ্কে যাঁহার, বহু; শশ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

শশবিষাণ—শশশৃঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

শশব্যস্ত—খরগোশের মত চঞ্চল; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা ত্বরান্বিত। শশবৎ ব্যস্ত, উপমান কর্মধা। বিণ।

শশলাঞ্ছন—'শশধর' দ্রঃ।

শশশৃঙ্গ—খরগোশের শিং; খরগোশের শিঙের মত অসম্ভব বা অলীক বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শশাঙ্ক—'শশধর' দ্রঃ।

শশিকলা—চন্দ্রের অংশ; প্রতি চরণে পনর অক্ষরযুক্ত ছন্দ বিঃ। শশীর ('শশিন্'-শব্দ) কলা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শশিকান্ত—১। কুমুদ। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রকান্ত মণি। শশী ('শশিন্'-শব্দ) কান্ত যাহার, বহু। বি; পুং।

শশিপ্রভ—১। মুক্তা; কুমুদ। বি; স্ত্রী। ২। সাদা রঙের, শুভ্রবর্ণ। শশীর প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

শশিবদনা—১। চাঁদবদনী, চন্দ্রতুল্য-মুখবিশিষ্টা স্ত্রী। শশীর ('শশিন্'-শব্দ) ন্যায় বদন যাহার, বহু+আপ্‌। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। ছয় অক্ষরের চরণবিশিষ্ট ছন্দ। শশী (তত্তুল্য আনন্দময় ভাব) বদনে (অর্থাৎ গতিতে) যাহার, বহু+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

শশিভূষণ, -শেখর—শিব, চন্দ্রচূড়, মহাদেব। শশী ('শশিন্'-শব্দ) ভূষণ যাঁহার, বহু; শশী শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

শশিমুখী—শশিবদনা (১ম অর্থে)। শশীর ('শশিন্'-শব্দ) ন্যায় মুখ যাহার, বহু+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

শশী (শশিন্)—'শশধর' দ্রঃ।

শষ্প, শস্প—১। কচিঘাস। শষ্‌, শস্+পক্ কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। বুদ্ধিনাশ, প্রতিভাহানি। শষ্‌, শস্+প ভাব। বি; পুং।

শসন যজ্ঞার্থে পশুহনন; মারণ, বধ। শস্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

শসা—একপ্রকার ফল, ক্ষীরিকা, cucumber. বাংপ্র। বি।

শস্ত—১। সুখী; কল্যাণযুক্ত; প্রশস্ত; উৎকৃষ্ট; ভদ্র; হত। শন্স্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সুখ; কল্যাণ। শন্স্+ক্ত ভাব। ৩। শরীর। শন্স্+ক্ত কর্ম। বি; স্ত্রী।

শস্ত্র—যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায় তাহা, খড়্গাদি [যাহা নিক্ষেপ করা যায় তাহার নাম অস্ত্র; যেমন—বল্লম, তীর প্রঃ]; লৌহ; লৌহাদি নির্মিত শিল্পসাধিত্র, tool; চিকিৎসার অস্ত্র। শস্+ষ্ট্রন্ করণ। বি; স্ত্রী।

শস্ত্রকার—শস্ত্রনির্মাণকারী। উপতৎ; শস্ত্র কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

শস্ত্রকোষ—খড়্গাদির খাপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শস্ত্রগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—শস্ত্রধারী। উপতৎ; শস্ত্র—গ্রহ্‌+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

শস্ত্রজীবী (-জীবিন্)—সৈনিক, শস্ত্রাজীব। উপতৎ; শস্ত্র—জীব্‌+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শস্ত্রধর—১। শস্ত্রধারী পুরুষ। বি; পুং। ২। শস্ত্রধারী, আয়ুধযুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শস্ত্রধারী (-ধারিন্)—শস্ত্রধারণকারী। উপতৎ; শস্ত্র—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ধারিণী।

শস্ত্রপাণি—যাহার হাতে শস্ত্র আছে এমন। শস্ত্র পাণিতে যাহার, বহু। বিণ।

শস্ত্রবিদ্যা—শস্ত্রচালনসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। শস্ত্রসম্বন্ধীয়া বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শস্ত্রাজীব—সৈনিক, শস্ত্রজীবী। শস্ত্র আজীব যাহার, বহু। বি; পুং।

শস্ত্রী (শস্ত্রিন্)—শস্ত্রধারী। শস্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—শস্ত্রিণী।

শস্ত্রী—ছুরি, ক্ষুদ্র শস্ত্র। শস্ত্র+ঈপ্‌ ক্ষুদ্রার্থে। বি; স্ত্রী।

শস্ত্রোদ্যম—শস্ত্র দ্বারা প্রহারের উপক্রম। শস্ত্রসহিত উদ্যম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শস্ত্রোপজীবী (-জীবিন্)—সৈনিক, যুদ্ধব্যবসায়ী। উপতৎ; শস্ত্র—উপ—জীব্‌+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শস্পা—'শষ্প' দ্রঃ।

শস্য—১। ফসল; বৃক্ষাদির ফল; কৃষিকার্য দ্বারা উৎপন্ন ধান্যাদি; ফলের সারাংশ, শাঁস; সদ্‌গুণ। শস্+যৎ কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। প্রশংসনীয়। শন্স্+ক্যপ্‌ কর্ম। বিণ।

শস্যক্ষেত্র—ফসলের ক্ষেত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শস্যমঞ্জরী—ধান প্রঃর শিষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শস্যশালী (-শালিন্)—প্রচুর ফসলযুক্ত। উপতৎ; শস্য—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শালিনী।

শস্যশ্যামল—প্রচুর ধান্যাদি শস্য থাকাতে সবুজবর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শস্যাগার—ফসলের ভাণ্ডার। শস্যের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শহর—নগর, রাজধানী। <ফা 'শহ্‌র্‌'। বি। [বি।

শহরত - খ্যাতি, প্রসিদ্ধি; ঘোষণা। ফা।

শহরতলী—নগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, suburb; ছোট নগর। বাংপ্র। বি।

শহিদ, শহীদ—ধর্মের জন্য প্রাণদাতা, ন্যায় ধর্ম বা স্বদেশহিত প্রঃ কার্যের জন্য যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আ। বি।

শহুরে—শহরসম্বন্ধীয়; শহরবাসী। শহর+এ (<ইয়া) সম্বন্ধার্থে। অা-মৃ। বিণ।

শাঁই—শমীবৃক্ষ। <শমী। বি।

শাঁক, শাঁখ—শঙ্খ, বাজনদ্ব। <শঙ্খ। বি। [বিঃ। বাংপ্র। বি।

শাঁক-আলু, শাঁখ-আলু—জঙ্গা কন্দ

শাঁখচিল—শুভলক্ষণযুক্ত সাদা চিল বিঃ। <শঙ্খচিল। বি।

শাঁখচুরী, শাঁকচুরী, শাঁখচুর্ণী, শাঁকচুর্ণী—সধবা স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা, পেত্নী। <শঙ্খচূর্ণী। বি।

শাঁখা—স্ত্রীলোকদিগের শঙ্খনির্মিত বলয় বিঃ। <শঙ্খ। বি।

শাঁখারী—শঙ্খকার, শঙ্খবণিক্। শাঁখা+রি নির্মাতা অর্থে। বি।

শাঁখিনী, শাঁকিনী—শাঁখচুরী (তাহা দ্রঃ)।

শাঁড়া—বাঁজা, যাহাতে ফল বা ফুল হয় না এমন। <ষণ্ড। বিণ।

শাঁস- ফলাদির সারভাগ <শস্য। বি।

শাঁসালো—শাঁসযুক্ত; ধনবান্। শাঁস+আলো বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

শাক—১। গাছের (সাধারণতঃ লতানো গাছের) পাতা প্রঃ, বৃক্ষের পত্র পুষ্প বৃন্ত মূল প্রঃ তরকারি, vegetable; কোমল কাণ্ড ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্, herb. ২। শক্তিপ। শক্+ঘঞ্‌ কর্ম, অথবা, শো+ক কর্তৃ। ৩। সেগুনগাছ। শক্+ঘঞ্ কর্ম। ৪। গণনীয় বৎসর; কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার অথবা কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে বৎসর গণনা করা হয়, তাহা [যথা—

সংবৎ; শকাব্দ প্রঃ]; পুরাণোক্ত দেশ বিঃ, শকজাতির দেশ। শক+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

শাকট—গাড়িসম্বন্ধীয়; গাড়ি-টানা পশু। শকট+অণ্ সম্বন্ধার্থে, বহন করে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -টী।

শাকটিক—যে গাড়িতে চড়িয়া যায় এমন; গাড়োয়ান। শকট+ইক গমনার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

শাকপার্থিব—শাক ভোজন করিতে অভিলাষী রাজা। শাক-প্রিয় পার্থিব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। **শাকপার্থিবাদি সমাস**—(ব্যাক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস [যেমন তিলমিশ্রিত উদক= তিলোদক]।

শাকম্ভরী দুর্গা, পার্বতী; আজমীরের অন্তর্গত নগর বিঃ, শাম্ভরী; তীর্থ বিঃ। শাক—ভৃ+খচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শাকসবজি—শাক আনাজ তরকারি প্রঃ। (সং) শাক ও সবজি, দ্বন্দ্ব। শাক (সং)+ সবজি (<ফা 'সব্‌জ্')। বি।

শাকান্ন—শাকভাত; অতি সাধারণ খাদ্য। শাকযুক্ত অন্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শাকান্নভোজী (-ভোজিন্)—যে সামান্য শাকভাত মাত্র খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন; দরিদ্র। উপপদ তৎ; শাকান্ন—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভোজিনী।

শাকুন—১। পক্ষিসম্বন্ধীয়; কাকচরিত্রাভিজ্ঞ। শকুন+ইক জ্ঞানার্থে। বিণ। ২। শকুনসমূহ। বি; ক্লী।

শাকুনিক—১। পক্ষিমারক ব্যাধ বিঃ। শকুন+ইক হননার্থে। ২। প্রকৃতির নানা লক্ষণ পক্ষী প্রঃর গতিবিধি ও শব্দ হইতে যে ভবিষ্যৎ ভালমন্দ জানিতে পারে; নিমিত্তজ্ঞ। শকুন+ইক জ্ঞানার্থে। বি; পুং।

শাক্ত—শক্তির উপাসক, দুর্গা কালী প্রঃর পুজারী, তান্ত্রিক সম্প্রদায় বিঃ। শক্তি+অণ্ উপাসকার্থে। বি; পুং।

শাক্য, শাক্যমুনি, -সিংহ—বুদ্ধদেব, বৌদ্ধমত-প্রবর্তয়িতা মুনি। শক+ষ্ণ্য ভবার্থে; শাক্যই মুনি, কর্মধা; শাক্যমধ্যে সিংহ (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

শাখা—ডাল, বিটপ; প্রধান প্রধান বিষয় হইতে নির্গত অঙ্গ, অংশ; বেদের অংশ বিঃ; এক-দেশ; বাহু; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; নিকট, সমীপ; পক্ষান্তর। শাখ্+অচ্ কর্তৃ+ আপ্। বি; স্ত্রী।

শাখানদী—একটি নদী হইতে বহির্গত অন্য নদী। শাখারূপা নদী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শাখান্তরাল—ডালের পিছন, ডালের আড়াল। শাখার অন্তরাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শাখামৃগ—বানর, বাঁদর, কপি। শাখা-বিহারী মৃগ (পশু), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শাখী (শাখিন্)—১। গাছ, বৃক্ষ, পাদপ; বেদ; নৃপ বিঃ। বি; পুং। ২। শাখাযুক্ত। শাখা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শাখিনী**।

শাখোট—শেওড়াগাছ। শাখ্+ওটন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শাগ—শাক, ভক্ষ্যবৃন্ত ও পত্র। বাংপ্র। বি।

শাগরেদ—ওস্তাদের চেলা, শিষ্য, ছাত্র। <ফা 'শাগির্দ্'। বি।

শাগরেদি—শিষ্যগিরি। শাগরেদ+ই ভাবে কর্মার্থে। ফা-মূ। বি।

শাঙন—শ্রাবণ। কপ্র। বি।

শাঙ্কর—শঙ্করাচার্য-সম্বন্ধীয়; শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রণীত বা কথিত। শঙ্কর+অণ্ সম্বন্ধাদি অর্থে। বিণ।

শাঙ্খিক—শাঁখারী, শঙ্খবণিক্। শঙ্খ+ইক জীবিকার্থে। বি; পুং।

শাজাদা—শাহ্‌জাদা (তাহা দ্রঃ)।

শাট—পরিধেয় ('— পটাবৃত')। বি।

শাটক, শাটিকা—পরিবার কাপড়, ধুতি, শাড়ি; নাটক বিঃ। শট্ (অঙ্গের চারিদিকে গমন করা)+ণক কর্তৃ; শাটক+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী। [স্ত্রী।

শাটী—শাড়ি। শট্+ঘঞ্ কর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শাঠ্য—ধূর্ততা, খলতা, শঠতা। শঠ্+ষ্ণ্য ভাবে। বি; ক্লী। বিণ—শঠ।

শাড়ি, শাড়ী—স্ত্রীলোকের পরিবার কাপড়। <শাটী। বি।

শাণ—১। কষ্টিপাথর, শাণপাথর; করাত। শণ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ২। শণসূত্র-নির্মিত বস্ত্র। শণ+অণ্ নির্মিত অর্থে। বি; ক্লী।

শাণিত—ধারাল, তীক্ষ্ণীকৃত। শাণ্+ইতচ্ সংজাতার্থে, বা শণ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শাণ্ডিল্য ১। গোত্রকারক মুনি বিঃ; অগ্নির মূর্তি বিঃ। শণ্ডিল+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। বি; পুং।

শাত্রব—১। শত্রু, রিপু। শত্রু+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। শত্রুতা, দ্বেষ। শত্রু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

শাদা—শুভ্র, শুক্ল, শ্বেতবর্ণ; সরল, অকপট ('— মন')। ফা। বিণ।

শাদি, শাদী—বিবাহ। ফা। বি।

শাদ্বল, শাদহরিত—নবতৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ ('— স্থান', '— প্রদেশ', '— স্থলী')। শাদ (নবতৃণ)+ড্বলচ্ আছে অর্থে; শাদ দ্বারা হরিত (হরিদ্বর্ণ), ৩য়াতৎ। বিণ।

শান—১। ধার দেওয়া, তীক্ষ্ণকরণ। শো+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। কর্ষণযন্ত্র। শো +অনট্ করণ। ৩। কর্ষণপ্রস্তর। শো+ অনট্ অধি। বি; পুং। ৪। ইট; ইটে বাঁধানো মেঝে। বাংপ্র। বি।

শানা—১। ধার দেওয়া, শান দেওয়া, ক্ষুধাতৃষ্ণা কমিয়া যাওয়া; পরিতৃপ্ত হওয়া; পর্যাপ্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ২। তাঁতের শলাকা; চিরুনি। বাংপ্র। বি।

শানানো—শানে ধার দেওয়া; তৃপ্ত হওয়া; ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শান্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

শানিত শাণিত (তাহা দ্রঃ)।

শান্ত—১। ধীরস্থির, শমগুণবিশিষ্ট; জিতেন্দ্রিয়; সৌম্য; অনুদ্ধত, শিষ্ট, বিনীত; শমতাপ্রাপ্ত; নিবৃত্ত; বিনষ্ট; মৃত; পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধীকৃত। শম্+ক্ত কর্তৃ। ২। শান্তিপ্রাপিত, দমিত। শম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। কাব্যের নবরসের এক রস [যেখানে সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ প্রঃ কোন ইচ্ছা না থাকে, শম প্রধান হয়, তাহাকে শান্তরস বলে। যথা—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন-সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস সার।"
—নরোত্তম]

বি; পুং।

শান্তচেতাঃ (-চেতস্), (>-চেতা)—স্থিরমনা। শান্ত চেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

শান্তমূর্তি(র্ত্তি)—১। চাঞ্চল্যহীন ধীরস্থির চেহারা, সৌম্য আকৃতি। শান্তা মূর্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার চেহারায় একটা শান্তভাব বিরাজ করে এমন, সৌম্য-আকৃতি-বিশিষ্ট। শান্তা মূর্তি যাহার, বহু। বিণ।

শান্তা—১। অঙ্গরাজ লোমপাদের প্রতি-পালিতা, দশরথ রাজার কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। বিনীতা; শমগুণযুক্তা; দমিতা। শান্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শান্তি—চিত্তের স্থিরতা; শমগুণ; সৌভাগ্য; মুক্তি; উপশম; নিরুপদ্রবতা, peace; বিশ্রাম, নিবৃত্তি; বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি; মঙ্গল, বিঘ্ননাশ; তৃষ্ণাক্ষয়; বিধ্বংস, বিনাশ। শম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

শান্তিকর—মঙ্গলজনক; অমঙ্গলনাশক; তৃপ্তিদায়ক; মনের শমজনক। উপপদ তৎ; শান্তি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

শান্তিকারী (-কারিন্)—শান্তিকর। উপপদ তৎ; শান্তি—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

শান্তিকার্য(র্য্য)—যাহাতে বিপদ্-আপদ্ দূর হয় এইরূপ কাজ, স্বস্ত্যয়ন প্রঃ বিঘ্ননাশক কার্য। শান্ত্যর্থক কার্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শান্তিজল—আপদ্‌বিনাশক মন্ত্রপূত জল; অশৌচান্তে গাত্রে সেচনীয় মন্ত্রপূত জল। শান্তিজনক জল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শান্তিনিকেতন- শান্তিময় বা বিঘ্নশূন্য স্থান; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বোলপুরে অবস্থিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শান্তিপ্রদ, -প্রদায়ক—শান্তিজনক, শান্তিকর। উপতৎ; শান্তি—প্র—দা+ক কর্তৃ; শান্তির প্রদায়ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রদা, -প্রদায়িকা**।

শান্তিপ্রিয়—যে বিবাদ প্রঃ ভালবাসে না এমন, কলহবিমুখ। শান্তি প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

শান্তিভঙ্গ—মারামারি গণ্ডগোল প্রঃ হওয়া, অশান্তির সৃষ্টি, উপদ্রবের সৃষ্টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শান্তিময়—মঙ্গলময়; শান্তিপূর্ণ। শান্তি+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

শান্তিরক্ষক- পুলিসের কর্মচারী; যে উপদ্রব নিবারণ করে; যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চুরি-ডাকাতি প্রঃ থামায় এরূপ ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শান্তিরক্ষা -চুরি-ডাকাতি দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রঃ উপদ্রবের নিবারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শান্তিস্থাপন --গোলযোগ-দূরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন—বিপদ্ দূর করিবার জন্য পূজা-হোমাদি কার্য। শান্তিজনক স্বস্ত্যয়ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শান্তিহীন—অস্থির, অশান্ত; শান্তিশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

শান্ত্রী—পাহারাদার। বাংপ্র। বি।

শাপ—অভিসম্পাত, অভিশাপ; শপথ, দিব্য; নিন্দা। শপ্+ঘঞ্ ভাব। বি পুং।

শাপগ্রস্ত - অভিশপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শাপনিবৃত্তি—অভিশপ্ত অবস্থার শেষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শাপভ্রষ্ট—অভিশাপহেতু হীনজন্মপ্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শাপমন্যি—অভিশাপাদি। বাংপ্র। বি।

শাপমুক্ত—অভিশপ্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত। ৫মীতৎ। বিণ।

শাপমুক্তি, -মোক্ষ—অভিশপ্ত অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ। ৫মীতৎ। বি; স্ত্রী পুং। [বি

শাপলা—জলজ পুষ্প বিঃ, কুমুদ। বাংপ্র

শাপশাপান্ত-নানারূপ অভিসম্পাত-প্রদান। বাংপ্র। বি।

শাপা—অভিসম্পাত দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

শাপান্ত—১। অভিশপ্ত অবস্থার শেষ শাপের অবসান। শাপের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। অভিসম্পাত-প্রদান। বাংপ্র। বি।

শাপিত—যাহাকে শাপ দেওয়া হইয়াছে এমন; ভর্ৎসিত, নিন্দিত। শপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শাপোদ্ধার—শাপমুক্তি। শাপ হইতে উদ্ধার, ৫মীতৎ। বি; পুং।

শাব, শাবক--ছানা, বৎস; শিশু। শব্+অণ্ কর্তৃ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শাবল—বড় খন্তা, খনিত্র; দন্তাকার খননাস্ত্র <'শর্বলা'। বি।

শাবান- মুসলমানী মাস বিঃ। <আ 'শা-আবান'। বি।

শাব্দ --শব্দসম্বন্ধীয়। শব্দ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী— **শাব্দী**।

শাব্দবোধ—শব্দার্থজ্ঞান; শব্দার্থজ্ঞান-জনিত জ্ঞান। শাব্দ বোধ, কর্মধা। বি; পুং।

শাব্দিক— ১। শব্দশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, বৈয়াকরণ। শব্দ+ইক জানে অর্থে। বি; পুং। ২। শব্দসম্বন্ধীয়। শব্দ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

শামলা—১। শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ। <শ্যামল। বিণ। ২। উকিলের পাগড়ি। বাংপ্র। বি।

শামা—প্রদীপ। আ। বি।

শামা, শামি—লাঠি দা প্রঃর বাঁটের মুখের লৌহবেষ্টনী, ferrule; অস্ত্র প্রঃর বাঁট <শম্ব। বি।

শামাদান—প্রদীপের গাছা, বাতিদান। শামা+দান আধার অর্থে। আ-কা। বি।

শামিয়ানা—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। <ফা 'শামিয়ানহ্'। বি।

শামিল—অন্তর্গত; সদৃশ। আ। বিণ।

শামুক—জলশুক্তি। <শম্বুক। বি।

শাম্বুক শাম্বূক—শামুক। শম্বুক, শম্বূক +অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

শায়ক—তীর, শর, বাণ; খড়্গ। শো+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

শায়িকা—নিদ্রা। শী+ণিচ্+ণক ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

শায়িত—যাহাকে শোওয়ানো হইয়াছে এমন; পাতিত। শী+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শায়ী (শায়িন্)—শয়নকারী। শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **শায়িনী**।

শায়েস্তা—দমিত, সংযত, শাসিত; বিনীত। <ফা 'শইস্তহ্'। বিণ।

শারঙ্গ—১। হস্তী; মৃগ; চাতকপক্ষী; ভ্রমর; ময়ূর। বি; পুং। ২। নানাবর্ণ; চিত্রাঙ্গ। শৄ+অঙ্গচ্ কর্তৃ, বা, শার (নানা-বর্ণ) অঙ্গ যাহার, বহু (নিপা)। বিণ।

শারঙ্গী—১। বাদ্যযন্ত্র বিঃ, শারেং। বি; স্ত্রী। ২। বহুবর্ণযুক্তা। শারঙ্গ+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

শারদ—১। শরৎকালীন; নূতন; বিনীত; প্রশস্ত; অপ্রতিভ; সাংবৎসরিক। শরদ্ (বৎসর, শরৎকাল)+অণ্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দী**। ২। কাল; বৎসর; বকুল; হরিৎ বা পীত মুদ্গ; রোগ। বি; পুং। ৩। শ্বেতপদ্ম; শস্য। বি; ক্লী।

শারদা—দুর্গা; সরস্বতী, বাগ্‌দেবী; বীণা বিঃ; ব্রাহ্মী, সারিবা। শারদ (শ্বেতপদ্মাদি) +অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শারদিক —১। শরৎকালের সূর্যকিরণ; শরৎকালীন রোগ বিঃ। শরদ্+ইক ভবার্থে। বি; পুং। ২। শরৎকালে কর্তব্য শ্রাদ্ধ বিঃ। শরৎ+ইক কর্তব্যার্থে। বি; ক্লী।

শারদী—কোজাগর পূর্ণিমা; সপ্তপর্ণ, ছাতিমগাছ। শারদ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

শারদীয়—শরৎকালীন, শরৎকালসম্বন্ধীয়। শরদ্+ঈয় (ছণ্) ভবাদ্যর্থে। বিণ।

শারি, শারিকা, শারী- ১। পক্ষিণী বিঃ, শালিক, ময়না; পাশাখেলা প্রঃর বল বা গুটি; বীণাদি বাজাইবার ছড়ি। শৄ+ইঞ্ কর্তৃ; ৩য় পক্ষে ঙীপ্; ২য় পক্ ষে শারি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। যুদ্ধার্থ সজ্জিত হস্তীর পালান; ব্যবহার বিঃ; প্রতারণা। শৄ+ইঞ্ কর্ম, ভাব; ৩য় পক্ষে ঙীপ্; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। ৩। পীত বিঃ; কপট। শৄ+ইঞ্ করণ; ৩য় পক্ষে ঙীপ্; ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শারিনী- শারী, স্ত্রীশুক। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

শারিফল, -ফলক--পাশার ছক। শারির (পাশক্রীড়াদির) ফল, ফলক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শারী—'শারি' দ্রঃ।

শারীর—১। শরীরসম্বন্ধীয়; শরীর হইতে উৎপন্ন। শরীর+অণ্। বিণ। ২। জীবাত্মা; বৃষ। বি; পুং। ৩। বেদান্তসূত্র। শারীর+অণ্ সম্বন্ধাদ্যর্থে। বি; ক্লী।

শারীরক—বেদান্তের মীমাংসা-বিষয়ক শাঙ্কর ভাষ্য; সুশ্রুতের চিকিৎসা-গ্রন্থের অংশ বিঃ। শারীর+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শারীরতত্ত্ব, -বিদ্যা, -স্থান—শরীরের তত্ত্বনির্ণায়ক শাস্ত্র [ইহাতে দেহের সমস্ত অংশ ও যন্ত্রাদির অবস্থান, আকৃতি ও ক্রিয়াদির বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে] physiology. শারীর তত্ত্ব, বিদ্যা, স্থান, কর্মধা; (১ম ও ৩য় পক্ষে)+অচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।

শারীরবিধান—যাবতীয় সজীব পদার্থ

যে যে নিয়মে অবস্থিতি করে, উৎপন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই সেই নিয়মবিধায়ক শাস্ত্র, anatomy. শারীর বিধান, কর্মধা; তত্তুল্যে অচ্ আছে অর্থে। বি; স্ত্রী।

শারীর-স্থান—দেহের বিবিধ অঙ্গের গঠন ও সংস্থান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, anatomy. শারীর স্থান, কর্মধা+অচ্ আছে অর্থে। বি; স্ত্রী।

শারীরিক—শরীরসম্বন্ধীয়, দৈহিক, কায়িক। শরীর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

শার্কর—১। চিনিসম্বন্ধীয়; চিনিমিশ্রিত; কাঁকরমিশ্রিত, কাঁকুরে; দানাদার। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। দুগ্ধফেন; কাঁকরে ভরা জায়গা। শর্করা+অণ্ যুক্তার্থে। বি; পুং।

শার্ঙ্গ—১। শৃঙ্গসম্বন্ধীয়; শৃঙ্গনির্মিত। বিণ। স্ত্রী—শার্ঙ্গী। ২। ধনুক; বিষ্ণুর ধনুক। শৃঙ্গ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পুং।

শার্ঙ্গপাণি—ধনুর্ধর; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ পাণিতে যাঁহার, বহু। বি; পুং।

শার্ঙ্গী (শার্ঙ্গিন্)—শ্রীবিষ্ণু; ধনুর্ধারী। শার্ঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

শার্ট—কামিজ, জামা বিঃ। <ইং 'shirt'. বি।

শার্দূ(র্দ্দূ)ল—বাঘ, ব্যাঘ্র; (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। শৃ+ঊলচ্ কর্তৃ (দ আগম)। বি; পুং। স্ত্রী, -লী।

শার্দূ(র্দ্দূ)লবিক্রীড়িত—উনিশ অক্ষরের একপ্রকার ছন্দ। বি; স্ত্রী।

শার্ব(র্ব্ব)রী—রাত্রি। শর্বরী+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শার্সি—জানালা প্রভৃতির কাচের কবাট। বাংগ্র। বি।

শাল—১। একপ্রকার গাছ; সর্জবৃক্ষ; মৎ বিঃ। শল্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ২। বৎসর; একপ্রকার আলোয়ান। ফা। ৩। শেল, শল্য; একপ্রকার মাছ। বাংগ্র। ৪। ইক্ষুপেষণস্থান। প্রাদে। ৫। গৃহ। <শালা। বি।

শালগম—আহারযোগ্য একপ্রকার কন্দ, turnip. ফা। বি।

শালগ্রাম—গণ্ডকী নদীতে প্রাপ্ত কীট দ্বারা ছিদ্রিত ও চক্রচিহ্নযুক্ত এবং বিষ্ণুর প্রতীক বলিয়া কল্পিত একপ্রকার পবিত্র প্রস্তরখণ্ড [ইহা আঠার প্রকার বলিয়া বর্ণিত আছে; যথা—(১) লক্ষ্মীনারায়ণ—ইহাতে একটি দ্বার, চারিটি চক্র এবং বনমালা, স্বর্ণরেখা ও গোষ্পদ চিহ্ন আছে; ইহার বর্ণ মেঘবর্ণ। (২) লক্ষ্মীজনার্দন—ইহাতে একটি দ্বার, চারিটি চক্র ও বনমালা চিহ্ন আছে। (৩) রঘুনাথ—ইহাতে দুইটি দ্বার, চারিটি চক্র এবং বনমালা ও গোষ্পদ চিহ্ন আছে। (৪) দধিবামন—ইহাতে দুইটি অতি ক্ষুদ্র চক্র আছে; ইহার বর্ণ মেঘবৎ; ইনি গৃহস্থের সুখদাতা। (৫) শ্রীধর—ইহাতে দুইটি ক্ষুদ্র চক্র ও বনমালাচিহ্ন আছে। (৬) দামোদর—ইহাতে বর্তুলাকার দুইটি স্থূল চক্র আছে। (৭) বলরাম—ইহাতে সুন্দর বর্তুলাকার দুইটি চক্র, এবং শর, তূণ ও চাপ-চিহ্ন আছে। (৮) রাজরাজেশ্বর—ইহাতে মধ্যম-বর্তুলাকার সাতটি চক্র, এবং তূণ ও ছত্র চিহ্ন আছে। (৯) অনন্ত—ইহার চৌদ্দটি স্থূল চক্র আছে; ইহার বর্ণ মেঘবৎ। (১০) মধুসূদন—ইনি চক্রাকার, দুইটি চক্রযুক্ত ও গোষ্পদ চিহ্নবিশিষ্ট; ইহার বর্ণ মেঘবৎ। (১১) গদাধর—ইহাতে একটি অতি ক্ষুদ্র চক্র, এবং গদা ও সুদর্শন চিহ্ন আছে। (১২) হয়গ্রীব ইহাতে দুইটি দ্বার, এবং চক্র, গদা ও সুদর্শন চিহ্ন আছে। (১৩) নরসিংহ—ইহার চক্রদ্বয় বিকট অগ্রভাগযুক্ত, বিকৃতাকার এবং গৃহত্যাগজনক। (১৪) লক্ষ্মী-নরসিংহ—ইহার দুই চক্র বিকৃত; ইনি বনমালাযুক্ত এবং সুখদ। (১৫) বাসুদেব—ইহার দ্বারদেশে দুই চক্র; সশ্রীক আকার; ইনি সর্বকামপ্রদ। (১৬) প্রদ্যুম্ন—ইনি বহুচ্ছিদ্র, সূক্ষ্মচক্র ও মেঘবর্ণ; সুখদ। (১৭) সুদর্শন—ইহার এক দ্বারে এক লগ্ন, দুই চক্র; ইনি বহুসুখদ। (১৮) অনিরুদ্ধ—ইনি বর্তুলাকার ও পীতবর্ণ। —এই শিলাসকলের মধ্যে ছত্রাকার রাজ্যপ্রদ, বর্তুলাকার লক্ষ্মীপ্রদ, শকটাকার অবিরত দুঃখপ্রদ, শূলাগ্রাকার মৃত্যুপ্রদ, বিকৃতাকার দারিদ্র্যপ্রদ, পিঙ্গলবর্ণ সর্বহানিকর, লগ্নচক্র ব্যাধিপ্রদ, এবং বিদীর্ণাকার নিশ্চিতমৃত্যুপ্রদ]; দেশ বিঃ। শালগ্রাম (পর্বত বিঃ)+অণ্ ভবার্থে, এবং শালের (শালবৃক্ষের) গ্রাম (সমূহ) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

শালতি—শালকাঠের একপ্রকার নৌকা। শাল+তি নির্মিতার্থে। বাংগ্র। বি।

শালনির্যা(র্য্যা)স—ধুনা, সর্জরস। ৬তীতৎ। বি; পুং।

শালপর্ণী—শালপাণি গাছ। শালের পর্ণের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শালভঞ্জি, -ভঞ্জিকা, -ভঞ্জী—কাঠের পুতুল; কাঠে খোদাই মূর্তি। শাল—ভন্জ্ (নির্মাণ করা)+অক (ণ্বুল্)—কর্ম+আপ্ (১ম ও ৩য় প্রা কল্প)। বি; স্ত্রী।

শালা—১। স্ত্রীর ভাই। <শ্যালক। বি। ২। গৃহ; গৃহের একদেশ; বড় চাল। শাল্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শালাক্য—অস্ত্রোপচার, surgery. বি; স্ত্রী। [বি।

শালাজ—শ্যালকপত্নী। <শ্যালকজায়া।

শালি ১। স্ত্রীর ভগিনী। <শ্যালিকা। বি; স্ত্রী। ২। হৈমন্তিক ধান্য; কলমাদি ধান্য, গন্ধ-মার্জার। শল্+ণিচ্+ইন্ কর্ম। বি; পুং।

শালিক—পাখি বিঃ। <শারিকা। বি।

শালিনী—১। এগার অক্ষরের একপ্রকার ছন্দ; গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। শোভমানা; যুক্তা (উপপদতৎপুরুষ সমাসে পরপদ)। শালিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শালিবাহন—শকাব্দনামক সংবৎসরের প্রবর্তক প্রসিদ্ধ রাজা। শালি (সিংহরূপী যক্ষ) বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

শালী (শালিন্)—১। গৃহযুক্ত। শালা+ইন্ আছে অর্থে। ২। বিশিষ্ট, যুক্ত; শোভমান (ইহা অন্য শব্দের পরেই প্রযুক্ত হয়; যথা, বিত্তশালী)। শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—শালিনী।

শালী—স্ত্রীর বোন, ভার্যার ভগিনী; গালি বিঃ। <শ্যালী। বি; স্ত্রী।

শালীন—লাজুক, সলজ্জ; বিনীত, অপ্রগল্ভ; সদৃশ, তুল্য। শালা+ঈন (খঞ্)। বিণ।

শালীনতা—ভব্যতা; শোভনতা; সলাজ ভাব। শালীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শালীপো—শালীর ছেলে। ৬তীতৎ। বাংগ্র। বি।

শালু—১। ব্যাঙ্, ভেক; কষায় দ্রব্য; গন্ধ বিঃ। বি; পুং। ২। শালুক; শালুকের গোড়া। শাল্+উণ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

শালুক, শালূক—১। জায়ফল; পদ্মাদির মূল। বি; স্ত্রী। ২। ভেক। শল্+উকঞ্, ঊকঞ্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। কুমুদ ফুল, লাল ফুল। বাংগ্র। বি।

শাল্ব—একটি দেশের নাম; মরুদেশ; মরুপ্রদেশের জনৈক রাজা। শাল্+ব কর্তৃ অথবা, শাল্ (প্রশংসা করা)+ব কর্ম। বি; পুং।

শাল্মল, শাল্মলি, শাল্মলী—শিমুলগাছ; সপ্তদ্বীপের এক দ্বীপ। শাল্+মলচ্, মলিচ্; কর্তৃ; ৩য় পক্ষে শাল্মল+ঈপ্। বি।

শাশুড়ী—শ্বশুরের স্ত্রী। <শ্বশ্রূ। বি।

শাশ্বত, শাশ্বতিক—চিরবর্তমান, নিত্য; অবিনশ্বর। শশ্বৎ+অণ্, ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী, -তিকী।

শাস—শাশুড়ী, শ্বশ্রূ। প্রা কল্প। বি।

শাসক—শাসনকর্তা; উপদেশদানকারী; আদেশদানকারী। শাস্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—শাসিকা।

শাসন—১। দুর্ব্যবহার সহিত পালন, প্রতিপালন; পরিচালন; দণ্ড; দমন; আজ্ঞা, আদেশ; উপদেশ। শাস্+অনট্

ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। লিখিত পত্র ; আজ্ঞা-পত্র, সনদ ; শাস্ত্র, দেবতা বা মুনিপ্রণীত গ্রন্থ, বেদাদি। শাস্+অনট্ করণ। ৩। রাজদত্ত ভূমি। শাস্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

শাসনকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্রী** (-কর্তৃ)—কোন অঞ্চলের শাসনকার্য-পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। স্ত্রী, -কর্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

শাসনতন্ত্র—রাজ্যশাসনপ্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ।

শাসনপত্র—নির্দেশলিপি, পরওয়ানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শাসনপ্রণালী—রাজ্যশাসনের রীতি, রাজকার্য নির্বাহের পদ্ধতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শাসনাধীন—অধিকারভুক্ত ; যে শাসন মানিয়া চলে এমন, আদেশপালক। শাসনের অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শাসনীয়—শাসনের যোগ্য ; দমনীয়, দম্য ; শিক্ষণীয়। শাস্+অনীয় কর্ম। বিণ।

শাসানো—শাসন করা ; ভয় দেখানো ; প্রতিশোধ লইবার বা শাস্তি দিবার ভয় দেখানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

শার্সি—কাচের কপাট, sash <ফ্রে 'chassis'. বি।

শাসিত—প্রতিপালিত ; দণ্ডিত ; শিক্ষিত। শাস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শাসিতা (শাসিতৃ)—শাসনকর্তা ; উপদেশক ; গুরু ; শিক্ষক। শাস্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

শাস্তা (শাস্তৃ)—১। শাসনকর্তা ; উপদেষ্টা ; শিক্ষয়িতা। বিণ। স্ত্রী—শাস্ত্রী। ২। রাজা ; পিতা ; উপাধ্যায়। শাস্+তৃচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

শাস্তি—শাসন, দণ্ড, নিগ্রহ ; নিয়ম। শাস্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

শাস্তিপত্রী—শাস্তির বিবরণ-সংবলিত লিপি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শাস্তিবিধান—দণ্ডের ব্যবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্র—বিশেষ বিশেষ নির্দেশ বা তত্ত্বে পূর্ণ পুস্তকাদি, বেদ তন্ত্র পুরাণ দর্শনাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ; বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ ; ধর্মবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ, scripture. শাস্+ষ্ট্রন্ করণ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রকার—যিনি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, শাস্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। উপতৎ ; শাস্ত্র—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

শাস্ত্রচর্চা(র্চ্চা)—শাস্ত্রের আলোচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শাস্ত্রজাল—১। জটিল শাস্ত্র। শাস্ত্র জালবৎ, উপমিত কর্মধা, অথবা, শাস্ত্ররূপ জাল, রূপক কর্মধা। ২। শাস্ত্রসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী (-দর্শিন্), **শাস্ত্রবিৎ** (-বিদ্)—যে শাস্ত্র জানে এমন, শাস্ত্রে পারদর্শী ; পণ্ডক। উপতৎ ; শাস্ত্র—জ্ঞা+ক কর্তৃ ; শাস্ত্র—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ ; শাস্ত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। (১ম ও ২য় পক্ষে) স্ত্রী, -জ্ঞা, -দর্শিনী।

শাস্ত্রজ্ঞান—শাস্ত্রের বোধ ; শাস্ত্রবিষয়ে জানাশুনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রতত্ত্ব—শাস্ত্রের রহস্য, শাস্ত্রের তথ্য। শাস্ত্রের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, শাস্ত্রবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রদর্শী (-দর্শিন্)—'শাস্ত্রজ্ঞ' দ্রঃ।

শাস্ত্রবল—শাস্ত্রজ্ঞানের ক্ষমতা ; শাস্ত্রের প্রভাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্রের নিয়ম, শাস্ত্রের বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শাস্ত্রবিশারদ—শাস্ত্রজ্ঞানী, শাস্ত্রে পারদর্শী। ৭মীতৎ। বিণ।

শাস্ত্রবিহিত শাস্ত্রে যেরূপ নিয়ম আছে সেইরূপ, শাস্ত্রনির্দিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

শাস্ত্রব্যাখ্যা—শাস্ত্রের অর্থ করণ, শাস্ত্রার্থ-কথন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শাস্ত্রমর্ম (-মর্মন্), **-মর্ম্ম** (-র্ম্মন্)—শাস্ত্রের তাৎপর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রসংগ(ঙ্গ)ত—শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রের ব্যবস্থা বা মত অনুযায়ী। ৩য়াতৎ। বিণ।

শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রনির্দিষ্ট, শাস্ত্রকথিত। ৩য়াতৎ। বিণ। [তৎ। বিণ।

শাস্ত্রহীন—শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ; শাস্ত্রশূন্য। ৩য়া-

শাস্ত্রানুমোদিত—শাস্ত্রবিহিত, শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্রদ্বারা অনুমোদিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

শাস্ত্রানুশীলন—শাস্ত্রচর্চা। শাস্ত্রের অনুশীলন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রালাপ—শাস্ত্রের বিষয়ে কথাবার্তা শাস্ত্রালোচনা। শাস্ত্রের আলাপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শাস্ত্রী (শাস্ত্রিন্)—১। পণ্ডিতের উপাধি, বিঃ ; পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী। বি ; পুং। ২। শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্র+ইন্ জ্ঞানার্থে। বিণ। স্ত্রী—শাস্ত্রিণী।

শাস্ত্রী—শাসনকর্ত্রী। শাস্তৃ (শাস্তা)+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

শাস্ত্রীয়—শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ; শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে, বিহিতার্থে। বিণ।

শাস্য—প্রশংসনীয় ; স্তবনীয় ; স্তুতিযোগ্য। শংস্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

শাহ্—মুসলমান রাজা। ফা। বি।

শাহ্‌জাদা—মুসলমান রাজপুত্র। ফা। বি ; পুং। স্ত্রী, -দী।

শাহাদত—সাক্ষ্য। আ। বি।

শাহানা—রাগিণী বিঃ। ফা। বি।

শাহান্‌শাহ্—রাজাধিরাজ, সম্রাট্। ফা। বি।

শিউরনো, শিউরানো—শিহরিয়া উঠা, ভয়ে বিস্ময়ে কণ্টকিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

শিউলি—শেফালিকা পুষ্প। <শেফালী। বি।

শিং, শিঙ—শৃঙ্গ, বিষাণ। <শৃঙ্গ। বি।

শিংশপা—শিশুগাছ। শিশ্র বা শীর্ষ—পা+ক কর্তৃ+আপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

শিকড়—১। গাছের মূল। বাংপ্র। **শিকড় গাড়া**—মাটির নীচে শিকড় ঢুকিয়া যাওয়া ; দৃঢ়মূল হওয়া, স্থায়ী হওয়া। ২। জিঞ্জির, নিগড়। <শৃঙ্খল। বি।

শিকদার—শান্তিরক্ষক কর্মচারী বিঃ ; উপাধি বিঃ। ফা। বি। [বি।

শিকনি নাকের কফ বা মল। <শিঙ্ঘাণ।

শিকল, শিকলি—শৃঙ্খল। <শৃঙ্খল। বি।

শিকস্ত—জড়ানো অথচ পাকা হস্তলিপি। ফা। বি।

শিকা, শিকে—জিনিসপত্র রাখিবার জন্য পাট বা দড়ি দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার ঝুলানো পাত্র। <শিক্য। বি। **শিকায় তোলা**—দূর ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা।

শিকায়ত—নালিশ, দোষারোপ। আ। বি।

শিকার—বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পশুপাখি হত্যা, মৃগয়া ; বধ করিবার মত প্রাণী ; মৃগয়াদি দ্বারা লব্ধ জীব ; অন্যান্য লোকের বস্তু। ফা। বি।

শিকারী—শিকার করিতে সমর্থ ; যে শিকার করে সে। শিকার+ঈ করে অর্থে। ফা-মূ। বিণ বা বি।

শিকে—'শিকা' দ্রঃ।

শিক্থ, শিক্থক—১। মোম। বি ; ক্লী। ২। একগ্রাস ভাত। সিচ্+থক্ কর্ম (নিপা) ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

শিক্য, শিক্যা—শিকা, দড়ির শিকা। শক্+ক্যপ্ কর্তৃ ; পক্ষে আপ্ (নিপাতনে শক্-স্থানে শিক্)। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

শিক্ষক—শিক্ষাদাতা, অধ্যাপক, মাস্টার, গুরু ; শাসনকর্তা। শিক্ষ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ, অথবা, শিক্ষা+কন্ (বুন্) জ্ঞাতার্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—শিক্ষিকা।

শিক্ষকতা—শিক্ষকের কার্য। শিক্ষক+তা কর্মার্থে। বি ; স্ত্রী।

শিক্ষণ—১। শিক্ষা, অধ্যয়ন, অভ্যাস। শিক্ষ্+অনট্ ভাব। ২। দমন ; শিক্ষাদান, অধ্যাপন। শিক্ষ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

শিক্ষণীয়—শিক্ষা করিবার মত ; উপদেষ্টব্য ; শিক্ষা দানের যোগ্য ; যাহাকে শিক্ষা দেওয়া

উচিত এমন। শিক্ষ্ বা শিক্ষ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

শিক্ষয়িতা (-য়িতৃ)—যিনি শিক্ষা দেন এরূপ, শিক্ষক, অধ্যাপক। বিণ; পুং, বা বি।

শিক্ষয়িত্রী—শিক্ষাদাত্রী। শিক্ষয়িতৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিক্ষা—১। পড়াশুনা, অধ্যয়ন; অভ্যাস; বিনয়; উপদেশ; দমন। শিক্ষ বা শিক্ষি+অচ্ ভাব+আপ্। ২। উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গ-গ্রন্থ বিঃ। শিক্ষ্+অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিক্ষা-অধিকার—দেশের শিক্ষা পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ, Education Directorate. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাকেন্দ্র—নানা স্থান হইতে আগত ব্যক্তির শিক্ষালাভের স্থান, বিশ্ববিদ্যালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শিক্ষাগুরু—বিদ্যাদাতা, শিক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাদাতা (-দাতৃ)—শিক্ষক, উপদেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -দাত্রী।

শিক্ষাদীক্ষা—লেখাপড়ার জ্ঞান ও সৎবিষয়ে উপদেশ; অভ্যাস এবং সংস্কার। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

শিক্ষাধীন—চাকরিতে ভরতি হইবার আগে যে কাজ শিখিতেছে এমন, apprentice. শিক্ষার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শিক্ষানবিস—কোন বিষয়ে যে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে, প্রথম শিক্ষার্থী, apprentice. ৭মীতৎ। বি বা বিণ। ভাববাচক বি—**শিক্ষানবিসি**।

শিক্ষানৈপুণ্য—শিক্ষাবিষয়ে পটুতা। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

শিক্ষাপ্রণালী—শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিখিবার কৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ; বি; স্ত্রী।

শিক্ষাপ্রদ—জ্ঞানজনক, উপদেশাত্মক। উপতৎ; শিক্ষা—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

শিক্ষাবিভাগ—সরকারের যে দপ্তর দেশে শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাদি করে, Education department. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাবিস্তার—শিক্ষার প্রসার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাব্রতী (-ব্রতিন্)—শিক্ষক, শিক্ষাদান যিনি জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ। শিক্ষাই ব্রত, কর্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ব্রতিনী**।

শিক্ষার্থী (শিক্ষার্থিন্)—শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক, বিদ্যালাভেচ্ছু। উপতৎ; শিক্ষা—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-র্থিনী**।

শিক্ষাসচিব—শিক্ষাবিষয়ে সরকারের মন্ত্রী, Education Minister. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিক্ষাসমিতি—শিক্ষার ব্যবস্থাকারিণী সভা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিক্ষিকা—শিক্ষয়িত্রী, mistress. শিক্ষক+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিক্ষিত—লেখাপড়া-জানা, educated; উপদিষ্ট, শিক্ষাপ্রাপ্ত, trained; যাহা শেখা হইয়াছে এমন; কৃতবিদ্য; উপদিষ্ট; দক্ষ; বিনীত; বশ্য। শিক্ষি+ক্ত কর্ম, অথবা, শিক্ষা+ইতচ্ প্রাপ্ত্যর্থে। বিণ।

শিখ—গুরুগোবিন্দ সিংহের শিষ্যসম্প্রদায়; গুরু নানকের ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায় বিঃ। <শিষ্য। বি।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—চূড়া, শিখা; ময়ূরপুচ্ছ; কাকপক্ষ, জুল্পী। শিখা—অম্+ড কর্তৃ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শিখণ্ডী (-ণ্ডিন্)—১। ময়ূর; বিষ্ণু; কুক্কুট; বাণ। বি; পুং। ২। শিখণ্ডযুক্ত। শিখণ্ড+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শিখণ্ডিনী**।

শিখর—পাহাড়ের চূড়া, পর্বতের শৃঙ্গ; অগ্রভাগ; গাছের আগা, বৃক্ষাগ্র; রোমাঞ্চ; পুলক; কক্ষ; শুকতৃণ; ডালিমের বীজের মত রঙবিশিষ্ট একপ্রকার রত্ন। শিখা+র আছে অর্থে। বি; পুং বা ক্লী।

শিখরবাসিনী—দুর্গা, পার্বতী। উপতৎ; শিখর—বস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিখরিণী—উত্তমা স্ত্রী; দুগ্ধের সর ও চিনিতে মিশ্রিত মিষ্টান্ন বিঃ; মল্লিকা; রোমাবলী; প্রতি চরণে সতের অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ। শিখরিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিখরী (শিখরিন্)—১। গাছ, বৃক্ষ; পর্বত ("কোথায় তোমার অভ্র-শিখরী?"—রবীন্দ্র); কর্কটশৃঙ্গী; কুন্দুরুক; যাবনাল; টিট্টিভপক্ষী; পর্বতদুর্গ। বি; পুং। ২। অগ্রভাগবিশিষ্ট। শিখর+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

শিখা—টিকি, মস্তকস্থ কেশগুচ্ছ; অগ্রভাগ, চূড়া; কিরীট; শিখিমৌলি; জ্বালা, আগুনের শিষ, flame; কামজ্বর; শাখা; প্রধান; পাদাগ্র; লাঙ্গলিয়া গাছ। শী+খক্ কর্তৃ+আপ্ (শী-স্থানে শি)। বি; স্ত্রী।

শিখানো—১। শিক্ষা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। ২। যাহা বা যাহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। শিক্ষা+ন কর্ম। বিণ।

শিখিধ্বজ—ধোঁয়া, ধূম; কার্তিকেয়। শিখী (অগ্নি, ময়ূর) ধ্বজ যাহার, বহু। বি; পুং

শিখিবাহন—কার্তিকেয়। শিখী বাহন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

শিখী (শিখিন্)—১। ময়ূর; অগ্নি; গিরি; পর্বত; শর; বাণ; ষাঁড়, বলীবর্দ; কেতুগ্রহ; কুক্কুট; ঘোটক; ব্রাহ্মণ; বৃক্ষ। বি; পুং। ২। শিখাযুক্ত। শিখা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শিখিনী**।

শিঙ—'শিং' দ্রঃ।

শিঙা, শিঙ্গা—ভেঁপু; বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত শৃঙ্গ বা ধাতুনির্মিত শুষির বাদ্যযন্ত্র বিঃ, horn, trumpet. <শৃঙ্গ। বি। **শিঙা ফুঁকা**—(পরিহাসার্থে) মরা।

শিঙার, শিঙ্গার—রাত্রিবেশ; বেশভূষা; রমণ। <শৃঙ্গার। প্রা কপ্র। বি।

শিঙাড়া, শিঙ্গাড়া—পানিফল; পানিফলের আকৃতিবিশিষ্ট ময়দায় ভাজা খাদ্য বিঃ। <শৃঙ্গাট। বি।

শিঙি, শিঙ্গি—মাগুর মাছের ন্যায় একপ্রকার মাছ। <শৃঙ্গী। বি।

শিঙ্গা—'শিঙা' দ্রঃ।

শিঙ্গার—'শিঙার' দ্রঃ।

শিঙ্গাড়া—'শিঙাড়া' দ্রঃ।

শিঙ্গি—'শিঙি' দ্রঃ।

শিঙ্ঘিত—যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে এমন, ঘ্রাত। শিঙ্ঘ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শিঞ্জন—অলংকারধ্বনি, শিঞ্জিত। শিন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

শিঞ্জা—১। গহনার শব্দ; ভূষণধ্বনি, শিঞ্জিত। শিন্জ্+অ ভাব+আপ্। ২। ধনুকের ছিলা। শিন্জ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিঞ্জিত—১। অলংকারের (সাধারণতঃ নূপুরের) আওয়াজ, ভূষণধ্বনি ('নূপুর—'); অব্যক্ত ধ্বনি। শিন্জ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। মুখর, শব্দকারী। শিঞ্জা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা, ধনুর্গুণ; নূপুর; আঙটা। শিন্জ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিঞ্জী (শিঞ্জিন্)—ভূষণধ্বনিবিশিষ্ট; অব্যক্তধ্বনিকারক। শিঞ্জা+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, শিন্জ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শিঞ্জিনী**।

শিটা, শিটে—গাদ, মলা, কাইট। <শিষ্ট। বি।

শিটি—বাঁশির শব্দ; শিস। বাংপ্র। বি।

শিত—কৃশ, ক্ষীণ; দুর্বল; ক্ষয়প্রাপ্ত; তীক্ষ্ণ, শাণিত; ধারালো। শি কিংবা শো+ক্ত কর্ম। বিণ।

শিথান—শিয়র, শায়িত ব্যক্তির মাথার দিক; মাথার বালিশ, উপাধান ("নাগরের বাহু শিথান করিয়া বিথান করিয়া গা"—চণ্ডী)। <শিরঃস্থান। বি।

শিতি—১। সাদা রং, শুক্লবর্ণ; কালো রং,

কৃষ্ণবর্ণ ; ভূর্জপত্রবৃক্ষ। বি ; পুং। ২। সাদা বা কালো রঙের, শুক্লকৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট। শি+ক্তিচ্ কর্তৃ। বিণ।

শিতিকণ্ঠ—শিব, মহাদেব ; নীলকণ্ঠ, ময়ূর ; দাত্যূহপক্ষী। শিতি (কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ) কণ্ঠ যাহার, বহু। বি ; পুং।

শিথিল—১। ঢিলা ; আলগা, শ্লথ ; অলস ; জড় ; ক্লান্ত ; অবসন্ন ; ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত ; দুর্বল। শ্লথ্ (মোচন করা)+কিলচ্ কর্তৃ (নিপা)। ২। যাহা ঝাড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; পরিত্যক্ত। শ্লথ্+কিলচ্ কর্ম (নিপা)। বিণ।

শিথিলচেষ্ট, -প্রযত্ন—যাহার উদ্যম হ্রাস পাইয়াছে এমন। শিথিল হইয়াছে চেষ্টা, প্রযত্ন যাহার, বহু। বিণ।

শিথিলতা—ঢিলামো, শ্লথভাব ; দুর্বলতা ; শৈথিল্য। শিথিল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

শিথিলপ্রযত্ন—'শিথিলচেষ্ট' দ্রঃ।

শিথিলবসন—যাহার পরিবার কাপড় ঢিলা হইয়াছে এমন। শিথিল হইয়াছে বসন যাহার, বহু। বিণ।

শিপ্রা—মহাকালনগরীর নদী বিঃ [এই নদী উজ্জয়িনী দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে]। শি+রক্ কর্তৃ+আপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

শিব—১। মহাদেব, মহেশ্বর ; মুক্তি ; মোক্ষ ; পারদ ; বেদ ; বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগ বিঃ ; পশুবন্ধন কাষ্ঠ বা স্তম্ভ ; শিবলিঙ্গ। বি ; পুং। ২। মঙ্গল, সুখ ; শুভ ; জল ; অবৈতব্রহ্ম। শী+বন্ করণ। বি ; ক্লী। ৩। শুভদ ; রম্য, রমণীয় ; সুখদ। শিব+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

শিবকীর্ত(র্ত্ত)ন—১। শিবের স্তুতি। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী। ২। শৈব, শিবের উপাসক। শিবের কীর্তন যাহা দ্বারা, বহু। বি ; পুং।

শিবচতুর্দ(র্দ্দ)শী—ফাল্গুন-মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। শিবপ্রিয়া চতুর্দশী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শিবজ্ঞান—যাহা দ্বারা শুভ বা অশুভ সময় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে এরূপ শাস্ত্র। শিবজনক জ্ঞান যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

শিবত্ব—শিবের সাযুজ্য, শিবের অবস্থা ; শিবের পদ। শিব+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

শিবদাত্রী (-দাতৃ)—কল্যাণদায়ক। ষষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

শিবদূতিকা, -দূতী—দেবী বিঃ, দুর্গা ; যোগিনী বিঃ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শিবনেত্র—১। যাহার চক্ষুর তারকা উর্দ্ধ দিকে গিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে (ইহা মৃত্যুর লক্ষণ) ; ধ্যানী শিবের ন্যায় উর্দ্ধচক্ষু। শিবের নেত্রের ন্যায় নেত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। উর্দ্ধনেত্র ; স্থির চক্ষু। ষষ্ঠীতৎ সদৃশার্থে। বি ; ক্লী। [স্ত্রী।

শিবপুরী—কাশী, বারাণসী। ষষ্ঠীতৎ। বি ;

শিবপ্রিয়া—দুর্গা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শিববাহন—ষাঁড় বৃষ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শিবরাত্রি—শিবচতুর্দশী, ফাল্গুনের কৃষ্ণ-চতুর্দশীরাত্রি। শিবপ্রিয়া রাত্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শিবলিঙ্গ—শিবের লিঙ্গমূর্তি, মহাদেবের প্রতীকস্বরূপ মাটি বা পাথর দিয়া প্রস্তুত মূর্তি। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শিবা—১। দুর্গা, ভবানী ; শৃগালী ; হরীতকী ; আমলকী ; নদী বিঃ ; হরিদ্রা ; দূর্বা ; মুক্তি, মোক্ষ ; শমীবৃক্ষ। বি ; স্ত্রী। ২। শুভদায়িকা। শিব+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শিবানী—শিবপত্নী, দুর্গা, কালী ; পুষ্প বিঃ ; জয়ন্তীবৃক্ষ। শিব—অণ্+ণিচ্+অণ্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শিবালয়—শিবের মন্দির ; শ্মশান, গোরস্থান। শিবের আলয় (বাসস্থান), ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শিবি—মহাভারতে বর্ণিত শরণাগতরক্ষক প্রসিদ্ধ রাজা ; হিংস্রজন্তু ; ভূর্জবৃক্ষ, দেহ বিঃ। শি+বি কর্তৃ। বি ; পুং।

শিবিকা—পালকি, ডুলি, মহাপায়া। শিব+ণিচ্ (=শিবি, নামধাতু)+ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শিবির—সেনানিবাস, ছাউনি ; পটাবাস ; শস্য বিঃ। শো+কিরচ্ অধি (ব-আগম)। বি ; ক্লী।

শিবিরসন্নিবেশ—ছাউনি ফেলা, তাঁবু ফেলা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শিম—একপ্রকার তরকারি। <শিম্ব। বি।

শিমুল—বৃক্ষ বিঃ, silk-cotton tree. <শিম্বলী। বি।

শিম্ব, শিম্বা—শিমগাছ ; শিম ; শুঁটি, pod. শম্+ঙ্বচ্ কর্তৃ (নিপা) ; পক্ষে আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী।

শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—শিমগাছ। শম্+বি কর্তৃ ; শিম্বি+কন্ স্বার্থে+আপ্ ; শিম্বি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শিয়র—শয়নকারীর মস্তক-অবস্থানের স্থান। <শেখর। বি।

শিয়া—মুসলমানদিগের একটি সম্প্রদায় [চতুর্থ খলিফা আলীর অনুবর্তিগণ এই নামে পরিচিত]। <আ 'শীয়হ্'। বি।

শিয়াল, শেয়াল—শৃগাল, শিবা। <শৃগাল। বি।

শিয়ালকাঁটা—একরকমের কাঁটাগাছ। <শৃগালকণ্টক। বি।

শির—১। মাথা, মস্তক। শৄ+ক কর্ম। বি ; পুং। **শিরে সংক্রান্তি**—আসন্ন বা আগত বিপদ বা ঝঞ্ঝাট। ২। পাতার ভিতরের রেখা ; রগ ; নাড়ী। <শিরা। বি।

শিরঃ (শিরস্), (>**শির**)—১। মাথা, মস্তক ; অগ্রভাগ ; বৃক্ষাগ্র ; সৈন্যের অগ্রবর্তী দল ; প্রধান অধ্যক্ষ। বি ; ক্লী। ২। অজগর ; শয্যা ; পিপ্পলমূল। শ্রি+অসুন্ কর্ম (নিপা)। বি ; ক্লী।

শিরঃপীড়া—মাথা ধরা বা মাথায় ব্যথাজনক রোগ। ষষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শিরঃশূল—মাথার তীব্র বেদনা। ষষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

শিরজ—মাথার চুল। উপতৎ ; শির—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

শিরদাঁড়া—মেরুদণ্ড। বাংপ্র। বি।

শিরনাম, শিরনামা, শিরোনাম—পত্রের উপরি লিখিত নাম-ঠিকানা। <ফা 'সরনামহ্'। বি।

শিরনি, শিন্নি—পীরের দরগায় প্রদত্ত ভোগ ; সত্যনারায়ণ-দেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ময়দা দুগ্ধ কলা চিনি প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত ভোগ। <ফা 'শিরীনী'। বি।

শিরপা—১। অশ্বের অগ্রপদ উত্তোলন। <শিরঃপদ। ২। পারিতোষিক, বকশিশ। <ফা 'সর ও-পা'। বি।

শিরপেচ—একপ্রকার পাগড়ি। <ফা 'সরপেচ্'। বি।

শিরমালিনী—মুণ্ডমালাধারিণী। শিরমালা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শিরসিজ—মাথার চুল, কেশ। অলুক্ উপতৎ ; শিরসি (মস্তকে)—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ—পাগড়ি, উষ্ণীষ ; টুপি ; ধাতুনির্মিত মস্তকাবরণ, helmet. শিরস্—ত্রৈ+ক কর্তৃ ; শিরের (শিরস্-শব্দ) ত্রাণ যাহা হইতে, বহু। বি ; ক্লী।

শিরা—শরীরমধ্যস্থ রক্ত-চলাচলের পথ, শির, নাড়ী, যে সকল নাড়ী দ্বারা সঞ্চালিত রক্ত পুনর্বার হৃদয়ে আনীত হয় তাহা, vein ; উচ্চ রেখা, শির, rib. শৄ+ক কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শিরাল—শিরাযুক্ত। শিরা+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।

শিরীষ—১। বৃক্ষ বিঃ। বি ; পুং। ২। শিরীষ ফুল। শৄ+ঈষন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

শিরোগৃহ—চিলেঘর, অট্টালিকার সর্বোপরিস্থ গৃহ, চন্দ্রশালা। শিরঃস্থিত গৃহ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

শিরোদেশ, শিরোভাগ—অগ্রভাগ ; মস্তক ; মাথার পাশ। শিরঃই ('শিরস্'-শব্দ) দেশ, ভাগ, কর্মধা অথবা শিরঃ

সন্নিহিত দেশ, ভাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শিরোধার্য(র্য্য)—মস্তকে ধারণীয়; অতিশয় মান্য। শিরঃ অর্থাৎ মস্তকে ধার্য, ৭মীতৎ। বিণ। **আদেশ শিরোধার্য করা**—আদেশ মানিয়া লওয়া, অর্থাৎ পালন করিতে স্বীকৃত হওয়া।

শিরোনাম—'শিরনাম' দ্রঃ।

শিরোপা—১। উষ্ণীষ, পাগড়ি। শিরস্ (মস্তক)—পা+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পুরস্কার। <ফা 'সর-ও-পা'। বি।

শিরোবেষ্ট, -বেষ্টন—পাগড়ি, উষ্ণীষ। শিরের বেষ্ট, বেষ্টন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

শিরোভাগ—'শিরোদেশ' দ্রঃ।

শিরোমণি, -রত্ন—মস্তকস্থ রত্নভূষণ, মুকুটের রত্ন; পণ্ডিতের উপাধি বিঃ; (বাক্যের শেষে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান (যথা, ধূর্তশিরোমণি)। শিরের অর্থাৎ মস্তকের বা শিরে অর্থাৎ মস্তকে (যে) মণি, রত্ন, ৬ষ্ঠী বা ৭মীতৎ। বি; পুং।

শিরোমালী (-মালিন্)—যাহার মাথায় মালা জড়ানো আছে এমন, মস্তকে মাল্য-যুক্ত; মুণ্ডমালা-পরিহিত। শিরঃ পরিহিতা মালা, অথবা, শিরোনির্মিতা মালা, মধ্যপ কর্মধা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মালিনী**।

শিরোমুকুট—মাথার মুকুট। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিল—১। বরফ, তুষার; মসলা পিষিবার পাথর; শান পাথর। <শিলা। বি। ২। ক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লইয়া যাইবার পর অবশিষ্ট পতিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া, উঞ্ছবৃত্তি [এক একটি করিয়া ধান্যাদি লওয়াকে 'উঞ্ছ' এবং ধান্যাদির শীষ খুঁটিয়া লওয়াকে 'শিল' কহে]। শিল্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি; স্ত্রী।

শিলা—পাষাণ পাথর, প্রস্তর; মনঃশিলা; দরজায় চৌকাঠের নীচের কাঠ, গোবরাট; খুঁটি বা থামের মাথা, স্তম্ভশীর্ষ; দুই থামের উপরি স্থাপিত দীর্ঘ কাষ্ঠ, থামের পাড়। শিল+ক কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিলাজ, -জতু—পর্বতজাত উপধাতু বিঃ; শৈলেয়-নামক গন্ধদ্রব্য বিঃ। শিলা—জন্+ড কর্তৃ; শিলা (পাষাণ)-নিঃসৃত জতু (লাক্ষা), মধ্যপ কর্মধা।। বি; স্ত্রী।

শিলাতল—পাথরের উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিলাধাতু—খড়ি, সিতোপল; পীতবর্ণ গিরিমাটি। শিলাজাত ধাতু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শিলাপট্ট—পিষিবার শিলা, পাথরের পাটা; করকা, শিল। শিলা নির্মিত পট্ট, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শিলাপুত্র(ত্র)—নোড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিলাবৃষ্টি—বৃষ্টির সহিত শিল পড়া, করকাবর্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিলাময়—পাথরে গড়া, প্রস্তরনির্মিত। শিলা+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্র', **-য়ী**।

শিলারস—গন্ধদ্রব্য বিঃ, বৃক্ষ বিঃর সুগন্ধ নির্যাস, stonax. ৬ষ্ঠীতৎ। বি, পুং।

শিলালিপি—পাথরে খোদাই করা কথা, প্রস্তরে খোদিত বাক্য। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিলাস্থি—যে অস্থিখণ্ডের উপরিভাগে মস্তিষ্ক অবস্থিত তাহা, atlas. শিলাসদৃশ অস্থি মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিলীন্ধ্র—১। কলা গাছ; একজাতীয় মাছ। বি; পুং। ২। কলা-ফুল, মোচা; শিল, করকা; বেঙের ছাতি, ছত্রাক। শিলী-ধৃ+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

শিলীন্ধ্রী মৃত্তিকা; কেঁচো। শিলীন্ধ্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিলীপদ—একপ্রকার পা ফুলা রোগ, গোদরোগ। শিলীর ন্যায় পদ যদ্দারা, বহু। বি; পুং।

শিলীভূত—প্রস্তরে পরিণত, প্রস্তরীভূত, petrified. শিলী—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শিলীমুখ—যুদ্ধ; বাণ; ভ্রমর। শিলীর ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি; পুং।

শিল্প—১। জিনিসপত্র তৈয়ার করার কাজ কারিকুরি; কল্পিত বিষয়ের রূপদান; সৌন্দর্য-সৃষ্টি। শিল্+প ভাব। ২। বেণুবীণাদিবাদ্য, নৃত্যগীতবাদ্যাদি। শিল্+প কর্ম। বি; স্ত্রী। বিণ—**শিল্পী** (শিল্পিন্)।

শিল্পকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—শিল্পকার্য (তাহা দ্রঃ)।

শিল্পকার, -কারী (-কারিন্) শিল্পী, কারিকর। উপতৎ; শিল্প কৃ+অণ্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্র', **-কারী, কারিণী**।

শিল্পকার্য(র্য্য)—জিনিসপত্র তৈয়ার করার কাজ, ছবি আঁকা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিল্পকুশল—কারিকুরি বিদ্যায় নিপুণ, শিল্প-কার্যে দক্ষ। ৭মীতৎ। বিণ।

শিল্পকৌশল—কারিকুরিতে নিপুণতা, শিল্পকার্যে দক্ষতা। ৭মীতৎ। বি, স্ত্রী।

শিল্পজীবী (-জীবিন্)—কারিকর, শিল্প-কার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী। উপতৎ; শিল্প—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

শিল্পবিদ্যা দ্রব্যাদির নির্মাণ-বিদ্যা, শিল্প কার্য। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিল্পযন্ত্র—কল, machine. শিল্প-সাধন যন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিল্পলিপি—প্রস্তরাদিতে খোদিত অক্ষর। শিল্পরূপ লিপি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিল্পশালা—শিল্পকর্ম করিবার ঘর, কারখানা ঘর, workshop; যে গৃহে সুন্দর সুন্দর ছবি ও অন্যান্য কারিকুরি কাজের নিদর্শন রক্ষিত থাকে তাহা, museum. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিল্পশাস্ত্র—শিল্পকর্ম বিষয়ক পুস্তক। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শিল্পানুরক্তি, শিল্পানুরাগ—শিল্প-কার্যে আসক্তি। শিল্পে অনুরক্তি, অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

শিল্পানুরাগী (-রাগিন্)—শিল্পকার্যের প্রতি আসক্ত। শিল্পে অনুরাগী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রাগিণী**।

শিল্পালয়—কারুকার্য শিখিবার বিদ্যালয়। শিল্পশিক্ষার আলয় মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শিল্পিক, শিল্পী (শিল্পিন্)—শিল্পকর্মকার, কারিকর; রসস্রষ্টা; কলাদক্ষ। শিল্প+ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শিল্পিকা, শিল্পিনী**।

শিল্পোন্নতি—কারিকুরির কাজে উৎকর্ষ, industrial development. শিল্পের উন্নতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শিশমহল—কাচের ঘর, আয়নার ঘর। ফা-মু। বি।

শিশা—কাচ। <ফা 'শীশহ্'। বি।

শিশি—কাচনির্মিত ক্ষুদ্র পাত্র বিঃ। <ফা 'শীশহ্'। বি।

শিশির—১। হিম, তুষার। বি; স্ত্রী। ২। শীতকাল, পৌষ মাঘ মাস। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। শীতল; জড়। শশ্+কিরচ্ অধি (অ-স্থানে ই)। বিণ।

শিশিরসিক্ত, -স্নাত—শিশিরে ভিজা, শিশিরে ধৌত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শিশু—১। ৮ বৎসরের কমবয়স্ক বালক; শাবক; ডিম্ব। শো+উ কর্তৃ (দ্বিত্ব)। বি; পুং, বা বিণ। ২। একপ্রকার বৃক্ষ। <শিংশপা। ৩। একপ্রকার জলজন্তু। <শুশুক। বি।

শিশুক—জলচর জন্তু বিঃ, শুশুক; বৃক্ষ বিঃ; শিশু, শাবক। শিশু+কন্ সদৃশার্থে, স্বার্থে। বি; পুং।

শিশুকাল—ছেলেবেলা, বাল্যকাল, শৈশব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিশুত্ব—ছেলেবেলা, শৈশব, বাল্যাবস্থা। শিশু+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

শিশুপাঠ্য ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী ৬ষ্ঠীতৎ. বিণ।

শিশুপালক—১। শিশুপাল; কেলিকদম্ব। বি; পুং। ২। শিশুরক্ষক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

শিশুভাব—শিশুর মত সরল মনোভাব, শিশুত্ব; তান্ত্রিকভাব বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শিশুমার—জলজন্তু বিঃ, শুশুক; তারাচক্র বিঃ। শিশু—মৃ+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শিশু-সাহিত্য—ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জক গল্পাদি। শিশুপাঠ্য সাহিত্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শিশু-সাহিত্যিক—১। শিশু-সাহিত্যের রচয়িতা। শিশুসাহিত্য+ইক নিপুণ অর্থে। ২। অল্পবয়স্ক সাহিত্য-রচনাকারী। যে শিশু সেই সাহিত্যিক, কর্মধা। বি; পুং।

শিশ্ন—পুরুষ-চিহ্ন, পুংজননেন্দ্রিয়। শশ্+নক্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

শিশ্নোদরপরায়ণ—কেবল স্ত্রীসম্ভোগ এবং ভোজনে আসক্ত। শিশ্ন ও উদর, সমাহার দ্বন্দ্ব; তাহা পরায়ণ যাহার, বহুব্রী। বিণ।

শিষ, শীষ—ধান্যাদির শীর্ষ মঞ্জরী; শিখা; অগ্নিশিখা। <শীর্ষ। বি।

শিষ্ট—১। ধীর, শান্ত, সুবোধ, সুশীল; শিক্ষিত; বিনীত; নীতিজ্ঞ; বশতাপন্ন; আজ্ঞপ্ত; পোষ্য; প্রধান; বিখ্যাত। শাস্+ক্ত কর্ম। ২। অবশিষ্ট। শিষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শিষ্টতা—ধীরতা, নম্রতা, শিষ্টের ধর্ম; বিনয়; বশীভূততা; শেষ, অবশিষ্টতা। শিষ্ট+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শিষ্টাচার—সাধুব্যবহার, ভদ্রতা; সদাচার, সৌজন্যাদি লৌকিকতা, etiquette. শিষ্ট আচার, কর্মধা। বি; পুং।

শিষ্টাচারসম্পন্ন—ভদ্রতাযুক্ত, ভদ্রতা-বিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

শিষ্টি—আজ্ঞা, আদেশ, শাসন; তাড়ন; শোধন; বিন্যাস। শাস্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

শিষ্য—১। ছাত্র, শাগরেদ, চেলা। বি; পুং। ২। শিক্ষণীয়, শিক্ষয়িতব্য; শাসনযোগ্য; উপদেষ্টব্য। শাস্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**শিষ্যা**।

শিস—ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া তদ্দ্বারা উচ্চারিত বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ। অনুকার-জ, বি।

শিহর—শিহরন, রোমাঞ্চ। কপ্র। বি।

শিহরন—পুলক, রোমাঞ্চ। <হর্ষণ। বি।

শিহরা, শিহরানো—রোমাঞ্চিত হওয়া, পুলকিত হওয়া; কম্পিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

শিহরিত—কম্পযুক্ত; রোমাঞ্চিত; পুলক-যুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

শীকর—বাতাসে বাহিত জলকণা; জলবিন্দু; সূক্ষ্ম বৃষ্টি; বায়ু; সরল-বৃক্ষ। শীক্+অর কর্তৃ। বি; পুং।

শীগগির—তাড়াতাড়ি, দ্রুত। <শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

শীঘ্র—১। তাড়াতাড়ি, অবিলম্বে, দ্রুত, সত্বর। শিঙ্ঘ্ (আঘ্রাণ করা)+রক্ কর্ম (নিপা)। ক্রি-বিণ। ২। সত্বর, শীঘ্রতা-যুক্ত, ত্বরিত। শিঙ্ঘ্+রক্ কর্তৃ। বিণ।

শীঘ্রগ—দ্রুতগামী, ত্বরিতগতি। উপতৎ; শীঘ্র—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

শীঘ্রগতি—১। দ্রুতগামী। শীঘ্র গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। দ্রুত গমন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শীঘ্রগামী (-গামিন্) দ্রুতগমনকারী। উপতৎ; শীঘ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

শীঘ্রতা—দ্রুততা, সত্বরতা। শীঘ্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শীত—১। ঠাণ্ডা, শীতল, শৈত্যগুণযুক্ত; অলস; জড়; সিক্ত। শ্যৈ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শীতলতা, শৈত্য-গুণ। শীত+অচ্ আছে অর্থে। ৩। শীতকাল, হিমঋতু; পর্পট; নিম্ব; কর্পূর। বি; ক্লী। ৪। বেতসবৃক্ষ; বহুবারক বৃক্ষ; অশনপর্ণী। শ্যৈ+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

শীতক—১। অলস, কুড়ে, দীর্ঘসূত্রী, বৃথা কালক্ষেপকারী; নিশ্চেষ্ট; নির্বৃত। বিণ। স্ত্রী—**শীতিকা**। ২। সুখী মনুষ্য; অশন-পর্ণী; বৃশ্চিক। শীত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

শীতকর, -রশ্মি, শীতাংশু—চন্দ্র, হিমকর; কর্পূর। শীত (শীতল) কর, রশ্মি, অংশু যাহার, বহু। বি; পুং।

শীতকাতুরে—শীতে যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এমন। বাংপ্র। বিণ।

শীতকাল—শৈত্যযুক্ত ঋতু, পৌষ ও মাঘ মাস। শীত কাল, কর্মধা। বি; পুং।

শীতপিত্ত—একপ্রকার চর্মরোগ। বাংপ্র। বি।

শীতপ্রধান—যেখানে শীতকাল বেশী দিন স্থায়ী এমন; অধিক-শীতযুক্ত। শীত প্রধান যেখানে, বহু। বিণ।

শীতবস্ত্র শীতের কাপড়, শীতনিবারক গরম কাপড়। শীতবারক বস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

শীতরশ্মি—'শীতকর' দ্রঃ।

শীতল—১। ঠাণ্ডা, শৈত্যগুণযুক্ত; দুঃখহীন; শান্ত। শীত+লচ্ আছে অর্থে। বিণ। ২। বিকালবেলায় দেবতাকে নিবেদ্য ভোগ। বাংপ্র। বি।

শীতলতা—শীতভাব, শৈত্য। শীতল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শীতলপাটি—একপ্রকার মসৃণ চেটাই। কর্মধা। বি।

শীতলা—১। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বি; স্ত্রী। ২। শীতযুক্তা। শীতল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। শীতল হওয়া বা করা ("শীতলিয়া মোর ডরে সদা আসি সেবা করে"—মাইকেল); দেহ হইতে খুলিয়া ফেলা (অলংকারাদি)। কপ্র। ক্রি।

শীতাংশু—'শীতকর' দ্রঃ।

শীতাগম—শীত পড়া, শীতকালের আবির্ভাব। শীতের আগম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শীতাতপ—শীত ও গ্রীষ্ম; শীত ও রৌদ্র। শীত ও আতপ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

শীতাতপসহিষ্ণু—শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে সমর্থ, ঠাণ্ডা ও গরম সহনকারী। শীতাতপকে সহিষ্ণু, ২য়াতৎ। বিণ।

শীতাদ্রি—হিমালয় পর্বত। শীত অদ্রি, কর্মধা। বি; পুং।

শীতাধিক্য—শীতের বৃদ্ধি, বেশী শীত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শীতার্ত(র্ত্ত), শীতালু—শীতকাতর, শীত-পীড়িত। শীতদ্বারা ঋত, ৩য়াতৎ; শীত+আলু আছে অর্থে। বিণ।

শীতোষ্ণ—১। ঠাণ্ডা অথচ গরম। শীতও যাহা উষ্ণও তাহা, কর্মধা। বিণ। ২। শীত-গ্রীষ্ম। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

শীৎকার, -কৃতি—রতক্রীড়ের রতিকালীন অব্যক্ত মুখশব্দ, "ইস্" এই শব্দ; সুবাশ্ ধ্বনি; শিহরন। শীৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

শীধু, সীধু—পক্ব-ইক্ষুরসজাত মদ্য বিঃ; মধু। শী, সী+ধুক্ করণ। বি; পুং বা ক্লী।

শীর্ণ—কৃশ; শুষ্ক; পাতিত; ছিন্ন। শৄ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, -**তা**।

শীর্ণকায়, -দেহ—১। যাহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এমন; কৃশদেহ। শীর্ণ কায়, দেহ যাহার, বহু। বিণ। ২। কৃশ দেহ। কর্মধা। বি; পুং।

শীর্ণতা—ক্ষীণতা, কৃশতা। শীর্ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

শীর্ণদেহ—'শীর্ণকায়' দ্রঃ।

শীর্ষ—মস্তক, মাথা; কৃষ্ণাগুরু। শৄ+ক কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

শীর্ষক—১। মস্তক; টোপর; পাগড়ি; শিরোরক্ষী, মাথার খুলি; জয়পরাজয়ের নিদর্শনপত্র। বি; ক্লী। ২। রাহুগ্রহ। শীর্ষে ক (সুখ) যাহা হইতে, বহু, অথবা, শীর্ষ+কন প্রতিকৃতি অর্থে। বি; পুং। ৩। (বহুব্রীহি সমাসের পর) আখ্যাযুক্ত শিরোনামযুক্ত (অর্থসঙ্কট-শীর্ষক প্রবন্ধ)। বিণ। স্ত্রী—**শীর্ষিকা**।

শীর্ষস্থান—সর্বোচ্চস্থান ; মস্তক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শীর্ষস্থানীয়—প্রথম ; সর্বপ্রধান। শীর্ষস্থান + ঈয় ভবার্থে। বিণ।
শীল—১। স্বভাব ; চরিত্র ; সচ্চরিত্র ; কৌলীন্য। বি স্ত্রী। ২। বৃহৎ সর্প। বি ; পুং। ৩। বিশিষ্ট, যুক্ত। শীল্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ। [বি।
শীলতা—ভদ্রতা ; সৌজন্য। <শীলতা।
শীলন—অভ্যাস ; আলোচনা ; প্রবর্তন ; অতিশায়ন ; পরিদর্শন। শীল + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।
শীলবান্ (-বৎ)—সৎস্বভাবযুক্ত, সুশীল ; সচ্চরিত্র। শীল + মতুপ্ প্রাশস্ত্য অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।
শীলিত—শিক্ষিত ; অভ্যস্ত, আলোচিত। শীল + ক্ত কর্ম। বিণ।
শীষ—'শিষ' দ্রঃ।
শুঁকা(খা), শোঁকা(খা)—গন্ধ লওয়া ; ঘ্রাণ লওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
শুঁকা(খা)নো, শোঁকা(খা)নো—গন্ধ লওয়ানো, আঘ্রাণ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
শুঁটকা, -কো—শুকনা ; শীর্ণ। <শুষ্ক-বৃন্ত। বিণ।
শুঁটকী—শুকানো ; শুকানো মাছ। <শুষ্ক-বৃন্ত। বি বা বিণ।
শুঁটি—কলায়শুটি ; ফলত্বক্। বাংপ্র। বি।
শুঁঠ—শুকনা আদা। <শুণ্ঠী। বি।
শুঁড়—হাতির শুঁড় ; চিঙড়িমাছ ও ভ্রমর প্রভৃতির মুখলগ্ন অংশ। <শুণ্ড বা শুঙ্গ। বি।
শুঁড়ী—মদ্যবিক্রেতা। <শৌণ্ডিক। বি।
শুঁয়া—ধান্যাদির অগ্রভাগ ; বৃক্ষপত্রাদিতে বর্তমান রোম। <শূক। বি।
শুঁয়াপোকা—শূককীট ; জ্বালাকর শুঁয়াযুক্ত কীট, বিছা। শুঁয়াযুক্ত পোকা, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।
শুক—১। টিয়াপাখি ; ব্যাসের পুত্র ; রাবণের মন্ত্রী ; শিরীষবৃক্ষ ; শিয়ালকাঁটার গাছ। বি ; পুং। ২। বস্ত্র ; বস্ত্রাঞ্চল ; শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ, পাগড়ি। শুভ্ + ক কর্তৃ (ভ-লোপ), অথবা, শুচ্ + কক্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।
শুকতারা—সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদিত তারা, শুক্রগ্রহ, Venus. <শুক্রতারা। বি।
শুকতি—শুষ্কতার পরিমাণ ; শুষ্কতা। বাংপ্র। বি।
শুকনা, শুকনো—শুষ্ক, নীরস, ম্লান। <শুষ্ক। বিণ।
শুকা, -খা—১। শুষ্ক হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। শুষ্ক ; যাহাতে মাহিনা ছাড়া অতিরিক্ত খাওয়াপরার ব্যবস্থা নাই, ভোলা। বিণ। ৩। অনাবৃষ্টি। <শুষ্ক। ৪। দোক্তা। হি। বি।
শুকা(খা)নো—শুষ্ক হওয়া ; শুষ্ক করা ; জীর্ণ হওয়া ; উপবাস করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। **শুকাইয়া পড়া**—অর্থহীনতার অজুহাত দেখানো। **শুকাইয়া মরা**—না খাইয়া কষ্ট পাওয়া।
শুকী—কশ্যপপত্নী ; স্ত্রীজাতীয় শুক। শুক + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শুক্ত—১। ব্যঞ্জন বিঃ যূষ ; রহস্য বিঃ ; মাংস ; কাঞ্জিক ; দুর্বাক্য কটূক্তি। বি ; স্ত্রী। ২। পবিত্র, পরিষ্কৃত ; বিকৃত হইয়া অম্লযুক্ত ; দুর্জন ; নিষ্ঠুর ; পর্যুষিত ; শ্লিষ্ট। শুচ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।
শুক্তা—১। তিক্ত ব্যঞ্জন বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। পবিত্রা, পরিষ্কৃতা। শুক্ত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
শুক্তি—১। ঝিনুক। শুচ্ + ক্তিচ্ কর্তৃ। ২। অশ্বের বক্ষঃস্থলে লোমাবলীকৃত আবর্তত্রয় ; অর্শরোগ ; শঙ্খ ; শঙ্খনখ ; কপালখণ্ড, মাথার খুলি ; চারিতোলা পরিমাণ ; গন্ধদ্রব্য বিঃ। শুচ্ + ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।
শুক্তিকা—ঝিনুক, শুক্তি, oyster. শুক্তি + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুক্তিবীজ—মুক্তাফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।
শুক্তিমান্ (-মৎ)—পর্বত বিঃ, সপ্ত কুলাচলের অন্যতম ; নদ বিঃ ; সমুদ্র। শুক্তি + মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।
শুক্তো—তিক্ত ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।
শুক্র—১। বীর্য, রেতঃ ; তেজঃ ; চক্ষুর রোগ বিঃ। বি ; ক্লী। ২। দৈত্যগুরু, ভার্গব ; গ্রহ বিঃ ; বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগ বিঃ ; অগ্নি ; চিত্র ; বৃক্ষ ; জ্যৈষ্ঠমাস। শুচ্ + রক্ কর্তৃ। বি ; পুং।
শুক্রকর—১। মজ্জা। বি ; পুং। ২। বীর্যকারক। উপপদ ; শুক্র-কৃ + ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।
শুক্রবার, -বাসর—সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস। শুক্রাধিষ্ঠিত বার, বাসর, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।
শুক্রাচার্য(র্য্য)—দৈত্যগুরু। শুক্রই আচার্য, কর্মধা। বি ; পুং।
শুক্ল—১। সাদা, শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ; শুদ্ধ। বিণ। ২। শ্বেতবর্ণ সাদা রং ; শুক্লপক্ষ। বি ; পুং। ৩। নবনীত ; রজত, রৌপ্য ; চক্ষুর রোগ বিঃ ; কাঞ্জিকাদি ; বিষ্কুম্ভাদি যোগ বিঃ। শুচ্ + রন্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; ক্লী।
শুক্লতিথি, -পক্ষ শুক্লপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পনেরটি তিথি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী, পুং।
শুক্লা—১। সরস্বতী ; চিনি, শর্করা। বি ; স্ত্রী। ২। শুভ্রা। শুক্ল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।
শুক্লিমা (-মন্)—সাদা রং, শুক্লত্ব। শুক্ল + ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।
শুক্লোপলা—চিনি, শর্করা। শুক্ল উপল, কর্মধা + অচ্ আছে অর্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুখতা, শুখতি—শুখাইবার ফলে পণ্যদ্রব্যের ওজনের যে কম হয়। বাংপ্র। বি।
শুখনা, শুখনো—শুষ্ক। <শুষ্ক। বিণ।
শুখা, শুখানো—'শুকা', 'শুকানো' দ্রঃ।
শুঙ্গ, শুঙ্গা—ধান্যাদির শুঁয়া। শম্ + গ কর্তৃ (নিপা)। শুঙ্গ + আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুচি—১। শুদ্ধ, পবিত্র ; নির্দোষ ; অনুপহত ; নির্মল ; সাদা, শুভ্র ; অনুকূল। বিণ। ২। অগ্নি ; চিত্রবৃক্ষ ; জ্যৈষ্ঠমাস ; আষাঢ়মাস, বৃহস্পতি ; সূর্য ; চন্দ্র ; ব্রাহ্মণ ; অন্নপ্রাশনকালীন যজ্ঞ ; গ্রীষ্মকাল ; শৃঙ্গাররস ; সৌরাগ্নি ; সাদা রং, শ্বেতবর্ণ ; শুদ্ধমন্ত্রী ; সদাচার। বি ; পুং। ৩। কশ্যপপত্নী। শুচ্ + ইন্ কর্তৃ। বি, স্ত্রী।
শুচিতা—শুদ্ধতা, নির্মলতা ; পবিত্রতা। শুচি + তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।
শুচিবাই, -বায়ু—শুচিতা-রক্ষার বাতিক ; মনের রোগ বিঃ। <শুচি-বাতিক। বি।
শুচিশ্রবাঃ (-শ্রবস্), (>**-শ্রবা**)—কৃষ্ণ। শুচি (পবিত্র) শ্রবঃ (কীর্তি) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।
শুচিস্মিত—বিশুদ্ধ-হাস্যযুক্ত, বিমল হাসিতে ভরা। শুচি স্মিত (হাস্য) যাঁহার, বহু। বিণ।
শুজনী—বিছানায় পাতিবার শুচিকর্মযুক্ত মোটা চাদর। শুজ (<শয্যা) + নী। বাংপ্র। বি।
শুটকি—শুকনো মাছ। বাংপ্র। বি।
শুণ্ঠি, শুণ্ঠিকা, শুণ্ঠী—শুঁঠ, শুকনো আদা। শুন্ঠ্ + ইন্ করণ ; পক্ষে কন্ স্বার্থে + আপ্ ; ৩য় পক্ষে শুণ্ঠি + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
শুণ্ড—১। হাতির শুঁড়, করিহস্ত, trunk, proboscis. শুন্ + ড কর্তৃ। ২। হস্তীর গণ্ডস্থল হইতে মদক্ষরণ। শুন্ + ড ভাব। বি ; পুং।
শুণ্ডধর—হাতি, হস্তী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।
শুণ্ডা—১। মদ ; নালনী ; কুটনী ; জলহস্তিনী ; হাতির শুঁড়। শুণ্ড + আপ্। ২। মদগৃহ ; বেশ্যা। শুন্ + ড অধি + আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুণ্ডাল—হাতি, করী, হস্তী। শুণ্ডা + লচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।
শুণ্ডিকা—আলজিভ ; শুণ্ডা। শুণ্ডা + কন্ সাদৃশ্যার্থে, স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।
শুণ্ডী (শুণ্ডিন্)—শুঁড়ী, মদ্যপ্রস্তুতকারী ; হস্তী। শুণ্ডা + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

শুতা—শয়ন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

শুতানো—শয়ন করানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

শুদ্ধ—১। কেবল; পবিত্র; উজ্জ্বল; স্বচ্ছ; শাণিত; নির্মল; নির্দোষ; ভ্রমশূন্য; অমিশ্রিত; ক্ষমতাপ্রাপ্ত; উদ্ধৃত; শুভ্র। শুধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শুদ্ধচারিতা—নিষ্কলঙ্ক চরিত্র; বিশুদ্ধ-চরিত্রের ভাব। শুদ্ধচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-চারী** (-চারিন্)।

শুদ্ধচারী—(-চারিন্)—নির্মল চরিত্র, নির্দোষ। শুদ্ধ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

শুদ্ধচৈতন্য—সত্যবিষয়ের প্রকৃত বোধ; ব্রহ্মজ্ঞান। কর্মধা। বি; পুং।

শুদ্ধমতি—১। পবিত্রবুদ্ধি। শুদ্ধা মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট। শুদ্ধা মতি যাহার, বহু। বিণ।

শুদ্ধসত্ত্ব—যাহার মনে কোন পাপ নাই এমন, পবিত্র-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। শুদ্ধ সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ।

শুদ্ধাচার—১। পবিত্র-আচরণযুক্ত। শুদ্ধ আচার যাহার, বহু। বিণ। ২। পবিত্র আচরণ। কর্মধা। বি; পুং।

শুদ্ধাচারী (-চারিন্)—পবিত্র-আচারযুক্ত। শুদ্ধাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। বি, **-চারিতা**।

শুদ্ধাত্মা (-ত্মন্)—পবিত্রচেতা, যাহার অন্তরে কোনও পাপ বা মলিনতা নাই এমন। শুদ্ধ আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

শুদ্ধান্ত—অন্তঃপুর; অন্তঃপুরস্ত্রী; অশৌচান্ত। শুদ্ধ অন্ত যাহার, বহু। বি; পুং।

শুদ্ধান্তা—রানী, রাজপত্নী; রাজার রক্ষিতা স্ত্রী। শুদ্ধান্ত+আপ্। বি; স্ত্রী।

শুদ্ধাশুদ্ধ—পবিত্র অথবা অপবিত্র; ভুল অথবা নির্ভুল। দ্বন্দ্ব। বিণ।

শুদ্ধি—১। শোধন, শুদ্ধতা; পরিষ্কার; ভ্রমশূন্যতা; স্বচ্ছতা, নির্মলতা; পবিত্রতা; অন্যধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে দীক্ষাদান; মার্জনা। শুধ্+ক্তি ভাব। ২। দুর্গা। শুধ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

শুদ্ধিপত্র—যে পাতায় সমগ্র পুস্তকের ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা। ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শুদ্ধ্যশুদ্ধি—পবিত্রতা ও অপবিত্রতা; ভুল না থাকা এবং থাকার অবস্থা। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

শুধরনো শুধরানো—সংস্কার করা; সংশোধন করা; সংশোধিত হওয়া; আরোগ্য লাভ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

শুধা, শোধা—পরিশোধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

শুধানো—জিজ্ঞাসা করা। কপ্র। ক্রি [, বি]।

শুধু—কেবল, শুদ্ধ; শূন্য, রিক্ত। <শুদ্ধ। ক্রি-বিণ।

শুধুশুধু—মিছামিছি, অনর্থক, বৃথা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

শুন—কুকুর। শুন্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

শুনা—১। শ্রবণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [প্রা কপ্র—**শুনই**—শুনিতে; শুনিয়া। **শুনতহি**—শুনিয়া; শুনে। **শুনলু**—শুনিলাম।] ২। যাহা শুনা হইয়াছে এমন। শুন্+আ কর্ম। বিণ।

শুনানি—বিচারালয়ে বাদী বিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ, hearing. শুন্+আনি, ভাবে। বাংপ্র। বি।

শুনানো—শ্রবণ করানো; তিরস্কার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [বি।

শুবা, শুবে—সন্দেহ। <আ 'শুবহ'।

শুভ—১। মঙ্গল; ক্ষেম; সুখ; পদ্মকাষ্ঠ। বি; ক্লী। ২। মঙ্গলদায়ক; মঙ্গলসূচক; সুখী; সুন্দর, মনোহর; কুশলী। বিণ। ৩। যোগ বিঃ। শুভ্+ক কর্তৃ। বি; পুং।

শুভংক(ঙ্ক)র—'শুভকর' দ্রঃ।

শুভংক(ঙ্ক)রী—১। পার্বতী। বি; স্ত্রী। ২। শুভংকর-প্রবর্তিত পাটীগণিতের অঙ্ক-সমাধানের কয়েকটি নিয়ম। শুভংকর+ঈ প্রণীতার্থে। বি।

শুভকর, শুভংক(ঙ্ক)র—১। শুভজনক, মঙ্গলজনক, মঙ্গলকর। বিণ। স্ত্রী, **-রী**। ২। সুবিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রকারক; প্রসিদ্ধ সংগীত-শাস্ত্রকার। শুভ—কৃ+ট কর্তৃ, শুভম্—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পুং।

শুভক্ষণ—মঙ্গলজনক মুহূর্ত; সুযোগ। কর্মধা। বি; পুং।

শুভগ্রহ—মঙ্গলদায়ক বা সুসময়-সূচক গ্রহ। কর্মধা। বি; পুং।

শুভঙ্করী—(তাহা শুভংকরী দ্রঃ)।

শুভদ—১। কল্যাণদায়ক, মঙ্গলজনক। বিণ। ২। অশ্বত্থবৃক্ষ। উপতৎ; শুভ—দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

শুভদৃষ্টি—বিবাহকালে বরকন্যার দৃষ্টি-বিনিময়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শুভফল—ভালো ফল, মঙ্গলজনক পরিণতি। কর্মধা: বি; ক্লী।

শুভযোগ—(জ্যোতিষ) ক্রিয়াকর্মের পক্ষে সুফলদায়ক তেরটি বিভিন্নপ্রকার সময়। কর্মধা। বি; পুং।

শুভলক্ষণ—ভালো চিহ্ন, সাফল্য লাভের পক্ষে অনুকূল চিহ্ন। কর্মধা। বি; পুং।

শুভসূচক—যাহাতে সৌভাগ্য সূচিত হয় এমন, মঙ্গলনির্দেশক। ষষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সূচিকা**।

শুভসূচনী—দেবী বিঃ, সুবচনী। শুভ—সূচ্+অন কর্তৃ+ঈপ্ (সংজ্ঞার্থে)। বি; স্ত্রী।

শুভা—১। কান্তি; শোভা; ইচ্ছা। শুভ্+ক স্বার্থে ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মঙ্গলজনিকা; পার্বতীর সখী বিঃ; দেবসভা; বংশরোচনা; গোরোচনা; শমী; শ্বেতদূর্বা। শুভ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলকামনা। শুভের আকাঙ্ক্ষা, ষষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—হিতৈষী, কল্যাণকামী। উপতৎ; শুভ—আ-কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কাঙ্ক্ষিণী**।

শুভাগমন—মঙ্গলজনক উপস্থিতি, হিতকর আগমন; সাদর অভ্যর্থনা। শুভ আগমন, কর্মধা। বি; ক্লী।

শুভানুধ্যান—কল্যাণ-কামনা। শুভের অনুধ্যান, ষষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শুভানুধ্যায়ী (-ধ্যায়িন্)—মঙ্গলকামী, হিতাভিলাষী। উপতৎ; শুভ—অনু—ধ্যৈ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধ্যায়িনী**।

শুভান্বিত—কল্যাণযুক্ত। শুভদ্বারা অন্বিত, তৃতীতৎ। বিণ।

শুভাশীর্বা(র্ব্বা)দ—কল্যাণকর আশীর্বচন। শুভ আশীর্বাদ, কর্মধা। বি; পুং।

শুভাশুভ—ভালমন্দ; মঙ্গল ও অমঙ্গল। শুভ ও অশুভ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

শুভাশৌচ—জননাশৌচ, সন্তানাদির জন্ম-জনিত অশৌচ। কর্মধা। বি; ক্লী।

শুভ্র—১। শ্বেত, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট; উদ্দীপ্ত। শুভ্+রক্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-তা**। ২। সাদা রং, শুক্ল বর্ণ; চন্দন। বি; পুং। ৩। অভ্রক; রৌপ্য; গড়লবণ। বি; ক্লী।

শুভ্রকান্তি—১। উজ্জ্বল সাদা রঙের, শ্বেত-দীপ্তিযুক্ত। শুভ্রা কান্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। সাদা রঙের বাহার, শ্বেতদীপ্তি; উজ্জ্বল দীপ্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শুভ্রাংশু—চন্দ্র। শুভ্র অংশু যাহার, বহু। বি; পুং।

শুমার, শুমারি—গণনা ('আদম—')। ফা। বি।

শুম্ভ—চণ্ডী কর্তৃক নিহত দৈত্য বিঃ। শুন্ভ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শুম্ভঘাতিনী, -মর্দি(র্দ্দি)নী—দুর্গা। উপতৎ; শুম্ভ—হন্+ণিচ্ স্বার্থে+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্; শুম্ভ—মৃদ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শুয়ার, শুওর, শুয়োর—শূকর, বরাহ। <শূকর। বি।

শুরু—আরম্ভ। ফা। বি।

শুরুয়া—মাংসের একপ্রকার কাথ। <ফা 'শোরবা'। বি।

শুলফা, শুলফো—মৌরি জাতীয় সুগন্ধ শাক বিঃ বা তাহার ফল, dill. <শতপুষ্পা। বি।

শুল্ক—মাশুল, duty, tax ; বিবাহের পণ ; যৌতুক ; পণ, বাজি ; মূল্য। শুল্ক্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি ; পুং বা স্ত্রী।

শুল্কখণ্ডন—রাজপ্রাপ্য-শুল্ক প্রদান না করা ; রাজাকে প্রাপ্য শুল্ক হইতে বঞ্চনা করা, smuggling. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শুল্কগ্রাহক, -গ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—রাজকর-আদায়কারী ব্যক্তি ; বিবাহে পণ-গ্রহণকারী। শুল্কের গ্রাহক, ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ ; শুল্ক—গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা, -গ্রাহিণী**।

শুল্কশালা, -স্থান, শুল্কালয়—পণ্য-দ্রব্যের উপর যে রাজকর ধার্য হয় তাহা আদায় করিবার স্থান, custom-house. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী, পুং।

শুশুক—জলচর স্তন্যপায়ী মৎস্যাকার জীব বিঃ, porpoise বা dolphin. <শিশুক। বি।

শুশ্রূষক—সেবক, পরিচর্যাকারী ; ভৃত্য। শ্রু+সন্‌+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

শুশ্রূষণ—শুশ্রূষা (সকল অর্থে)। শ্রু+সন্‌ +অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

শুশ্রূষা—পরিচর্যা, সেবা ; শুনিবার ইচ্ছা। শ্রু+সন্‌ উপাসনার্থে, ইচ্ছার্থে+অ ভাব+ আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শুষা—শোষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

শুষির—১। ছিদ্র, গর্ত, বিবর ; বংশী প্রঃ বাদ্য, যে সকল যন্ত্র ফুৎকার দ্বারা বাদিত হয় তাহা ('-যন্ত্র'), wind-instrument ; অবকাশ। বি ; ক্লী। ২। সচ্ছিদ্র, রন্ধ্রযুক্ত। শুষ্‌+কিরচ্‌ কর্তৃ, অথবা, শুষি+র আছে অর্থে। বিণ।

শুষ্ক—শুকনা, নীরস ; শীর্ণ ; ক্লান্ত ; বিষণ্ণ ; অকারণ, হেতুশূন্য, নিরর্থক। শুষ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-তা, -ত্ব**।

শুষ্ককণ্ঠ—১। যাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে এমন। শুষ্ক হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**। ২। নীরস গলা। কর্মধা। বি ; পুং।

শূক—শস্যাদির সূক্ষ্মাগ্র ভাগ, শুঁয়া, awn, beard ; শিখা ; দয়া ; ক্রমবর্ধমান অপূর্ণ পতঙ্গাদি, larva ; জলমলোদ্ভব সবিষ জন্তু বিঃ। শো+উকক্‌ কর্তৃ (নিপা)। বি।

শূককীট, -কীটক—শুঁয়োপোকা, caterpillar ; রেশম-উৎপাদক পোকা ; (প্রাণিবিদ্যা) কীটের জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা, larva. শূক (শুঁয়া)-যুক্ত কীট, মধ্যপ কর্মধা ; ২য় পক্ষে কন্‌ স্বার্থে। বি ; পুং।

শূকধান্য—সূক্ষ্মাগ্র শস্য ; ধান্য ; যব ; গম। শূকযুক্ত ধান্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

শূকবতী—যাহার শুঁয়া আছে এমন। শূক+মতুপ্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

শূকর—শুয়ার, বরাহ। শূক+র আছে অর্থে ; অথবা, শূ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ+ট কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-রী**।

শূদ্র—ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অন্তর্গত চতুর্থ বর্ণ। শুচ্‌+রক্‌ কর্তৃ (উ-স্থানে ঊ, চ-স্থানে দ)। বি ; পুং। স্ত্রী— **শূদ্রা, শূদ্রাণী, শূদ্রী**।

শূদ্রধর্ম(র্ম)—শূদ্রের কর্তব্য ; পরসেবা ; দাসত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শূদ্রপ্রিয়—১। পলাণ্ডু। বি ; পুং। ২। শূদ্রজাতির প্রীতিজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী। শূদ্র+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শূদ্রাণী, শূদ্রী—শূদ্রের পত্নী। শূদ্র+ আনীপ্‌, ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী। (সংস্কৃত ব্যাকরণমতে 'শূদ্রাণী' অশুদ্ধ)।

শূদ্রান্ন—শূদ্রজাতির রাঁধা বা দেওয়া ভাত (শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রান্নসেবী)। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

শূদ্রী—শূদ্রাণী' দ্রঃ।

শূন শূন্য ("শূন মন্দির মোর"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ।

শূন্য—১। আকাশ, গগন (শূন্যমার্গ, শূন্য-পথ) ; বিন্দু ; '০' এই চিহ্ন ; নির্জন স্থান ; অভাব। বি ; ক্লী। ২। খালি, রিক্ত ; তুচ্ছ ; নির্জন ; রহিত। শূনা (প্রাণিবধ) +যৎ হিতার্থে। বিণ।

শূন্যগর্ভ(র্ভ), -মধ্য—ফাঁপা ; অন্তঃসার-শূন্য। শূন্য গর্ভ, মধ্য যাহার, বহু। বিণ।

শূন্যদৃষ্টি—১। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি, অর্থশূন্য চাহনি ; ফ্যালফ্যাল করিয়া চাওয়া। কর্মধা। ২। আকাশের দিকে চাওয়া। ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শূন্যবাদী (-বাদিন্‌)—নাস্তিক বিঃ ; বৌদ্ধ। উপতৎ ; শূন্য—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

শূন্যময়—একেবারে খালি ; জনহীন। শূন্য+ময়ট্‌ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

শূন্যমধ্য—'শূন্যগর্ভ' দ্রঃ।

শূন্যমনাঃ (-মনস্‌)—মনোযোগহীন ; অমনোযোগী। শূন্য মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

শূন্যমনা—দুঃখিতহৃদয়, ব্যথিতচিত্তা ("শূন্য-মনা কাঙালিনী মেয়ে"—রবীন্দ্র)। কথ্য। বিণ ; স্ত্রী।

শূন্যহস্ত—১। যাহার হাত খালি এমন, অভাবগ্রস্ত। বহু। বিণ। ২। খালি হাত ; শূন্য অবস্থা। কর্মধা। বি ; পুং।

শূন্যা—১। নলী ; ফণিমনসা। বি ; স্ত্রী। ২। রিক্তা, খালি ; বন্ধ্যা। শূন্য+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

সূপকার—সূপের পাচক। উপতৎ ; সূপ— কৃ+অণ্‌ কর্তৃ। বি ; পুং।

শূর—১। বীর, সাহসী ; যাদব বিঃ, কৃষ্ণের পিতামহ ; সূর্য ; সিংহ ; শূকর ; চিত্রক ; সাল ; লকুচ। বি ; পুং। ২। বলবান্‌ ; বীর। শূর্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

শূরণ—ধাতমূল, ওল প্রঃ ; বৃক্ষ বিঃ, শ্যোনাক বৃক্ষ। শূর+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

শূরতা, শূরত্ব—বল, শৌর্য, পরাক্রম, সাহস। শূর্‌+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

শূরোচিত বীরের উপযুক্ত। শূরের উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

শূর্প, সূর্প—চাউল প্রঃ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার জন্য বাঁশের তৈরী একপ্রকার পাত্র, কুলা ; দ্রোণদ্বয়পরিমাণ। শূর্প্‌+ঘঞ্‌ করণ (নিপা শ-স্থানে স)। বি ; পুং।

শূর্পণখা—রাবণের বোন। শূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যাহার, বহু+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

শূর্পী—ক্ষুদ্র শূর্প, ছোট কুলা ; শূর্পণখা। শূর্প +ঈপ্‌ হ্রস্বার্থে, সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

শূল—পেটের একপ্রকার বেদনা ; ব্যথা ; শূলাকৃতি অস্ত্র pike ; ত্রিশূল ; শলাকা, সিক, spit ; মৃত্যু ; ধ্বজ। শূল্‌+ক কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

শূলদণ্ড—১। শূলের কাষ্ঠখণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শূলে দেওয়ারূপ শাস্তি। ৩য়াতৎ। বি।

শূলধর—শিব, ত্রিশূলধারী। শূলের ধর (ধারণকর্তা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শূলধরা, -ধারিণী—দুর্গা। শূলধর+ আপ্‌ ; উপতৎ ; শূল—ধৃ+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী। পুং—**শূলধারী** (-রিন্‌)— শিব।

শূলপাণি, -ভৃৎ—১। মহাদেব, শিব। বি ; পুং। ২। দুর্গা। শূল পাণিতে যাঁহার, বহু ; উপতৎ ; শূল—ভৃ+ক্বিপ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

শূলাকৃত, শূল্য লোহার শলার আগায় বিদ্ধ করিয়া আগুনে ঝলসানো মাংস, সিক কাবাব। শূল+ডাচ (=শূলা)—কৃ+ক্ত কর্ম ; শূল+যৎ কৃতপাকার্থে। বিণ।

শূলানো, শূলনো—দাঁত প্রঃ কনকন করা ; শূলের মত যন্ত্রণা দেওয়া বাংপ্র। ক্রি [বি]। বি, **-নি**।

শূলিনী—১। দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ২। শূল-ধারিণী ; শূলরোগগ্রস্তা। শূলিন্‌+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

শূলী (শূলিন্‌)—১। মহাদেব, শিব। বি ;

পুং। ২। শূলধারী; শূলরোগী। শূল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

শূল্য—'শূলাকৃত' দ্রঃ।

শৃগাল—১। শিয়াল, শিবা; খিটখিটে লোক; কটুভাষী ব্যক্তি; ভীত বীর। বি; পুং। স্ত্রী, -লী। ২। নিষ্ঠুর; খল। অসৃজ্—লা+ক কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

শৃগালিকা, শৃগালী—১। খেঁকশিয়ালী; স্ত্রী-শৃগাল। শৃগাল+ঈপ্; ১ম পক্ষে শৃগালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। ভয়ে পলায়ন; ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিদারী; কোকিলাক্ষ। শৃগালের পলায়ন সদৃশ এই অর্থে শৃগাল+অচ+ঈপ্; ১ম পক্ষে শৃগালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা—শিকল, নিগড়; লৌহময় পাদবন্ধনী, বন্ধন; পুরুষের কটিভূষণ; পুরুষের কটিবস্ত্রবন্ধ; নিয়ম, রীতি sequence; বন্ধনী, ব্র্যাকেট চিহ্ন। শৃঙ্গ (প্রাধান্য, শিকলির কড়া)—খলু+অচ্ কর্তৃ (নিপা); পক্ষে+আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

শৃঙ্খলাবদ্ধ—শিকল দিয়া বাঁধা; নিগড়বদ্ধ, সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খলাযুক্ত। শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

শৃঙ্খলিত—শিকল দিয়া বাঁধা, শৃঙ্খলবদ্ধ, নিগড়িত; সুবিন্যস্ত, নিয়মিত। শৃঙ্খল+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

শৃঙ্গ—শিং, বিষাণ; চূড়া, শিখর, পর্বতের অগ্রভাগ; ধনুকাদির অগ্র; প্রভাব; প্রভুত্ব। প্রাধান্য, উৎকর্ষ; চিহ্ন; পিচকারী যন্ত্র; শিঙের তৈরী একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; শিঙা; তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; পদ্ম; কৃত্রিম ফোয়ারা; কামোদ্রেক। শৄ+গন্ কর্তৃ (নিপা)। বি; ক্লী।

শৃঙ্গগ্রাহিকান্যায়—কোন দুরারাধ্য বিষয়ের একদেশ আয়ত্ত করিয়া ক্রমে তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করণের প্রসঙ্গে উপস্থাপিত ন্যায়, কৌশলে মহিষাদির এক শৃঙ্গ গ্রহণপূর্বক পরে অন্য শৃঙ্গ ধারণ করিয়া তাহাকে বশে আনয়ন করার দৃষ্টান্ত। শৃঙ্গগ্রাহিকাপ্রভৃত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শৃঙ্গধর—পাহাড়, পর্বত। শৃঙ্গের ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শৃঙ্গবান্ (-বৎ)- ১। পর্বত বিঃ। বি; পুং। ২। শিংওয়ালা, শৃঙ্গবিশিষ্ট। শৃঙ্গ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -বতী।

শৃঙ্গবের আদা; শুঁঠ; গুহক চণ্ডালের পুরী। শৃঙ্গ হইয়াছে বের (শরীর, আকৃতি) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

শৃঙ্গাট, শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিক ১। পানিফল, জলকণ্টক। বি; ক্লী। ২। জলকণ্টকলতা, পানিফলের গাছ; কামাখ্যাদেশস্থ পর্বত বিঃ; চতুষ্পথ; চৌরাস্তা। উপতৎ; শৃঙ্গ (প্রাধান্য)—অট্+অণ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে স্বার্থে কন্; ৩য় পক্ষে স্বার্থে ইক। বি; পুং।

শৃঙ্গার—আদিরস [ইহাতে রতিক্রিয়া ও স্ত্রী-পুরুষের অনুরাগ স্থায়িভাব, নায়কনায়িকা অবলম্বন, চন্দ্রচন্দনাদি উদ্দীপন, ভ্রূবিক্ষেপ ও কটাক্ষাদি অনুভাব; ইহা দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। উদাহরণ; যথা,—

(ক) "নিন্দুকের মুখে অনল ভেজাই
যাইব বঁধুয়া পাশে।"

(খ) "তনু তনু পরশে হরষে মন মাতল
দুহুঁ পড়্ দুহুঁ পর মাঝি।"
—উদ্ধব দাস];

গজভূষণ, হস্তীর মস্তকে সিন্দূরাদিকৃত সজ্জা; সিন্দূরচন্দনাদি দ্বারা অঙ্গরাগ; নাটা, নাট্যরস; রমণ, রতিক্রীড়া; লবঙ্গ; সিন্দূর; সুগন্ধি চূর্ণ; আর্দ্রক। উপতৎ; শৃঙ্গ (কামোদ্রেক, প্রাধান্য)—ঋ+অণ্ করণ। বি; পুং।

শৃঙ্গারক—১। সিন্দূর। বি; ক্লী। ২। শৃঙ্গবিশিষ্ট। শৃঙ্গ+আরক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -রিকা। ৩। শৃঙ্গার। শৃঙ্গার+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

শৃঙ্গারী (-রিন্)—১। হস্তী; মাণিক্য; উত্তম বেশ; সুপারিগাছ। বি; পুং। ২। শৃঙ্গারবিশিষ্ট। শৃঙ্গার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -রিণী।

শৃঙ্গি, শৃঙ্গী—শিঙ্গী মাছ, শিংমাছ; স্বর্ণ; লতা বিঃ। শৃঙ্গ+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্ (প্রথম পক্ষে নিপা ঈ-কারের হ্রস্বত্ব)। বি; স্ত্রী।

শৃঙ্গী (শৃঙ্গিন্) ১। হস্তী; পর্বত; বৃক্ষ; মুনি বিঃ। বি; পুং। ২। শৃঙ্গবিশিষ্ট। শৃঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৃঙ্গিণী**।

শৃঙ্গী—'শৃঙ্গি' দ্রঃ।

শেওড়া—শাখোট গাছ। <শাখোট। বি।

শেওলা—জলজাত উদ্ভিদ্ বিঃ, lichen, moss. <শৈবাল। বি।

শেঁকো—একপ্রকার তীব্র বিষ, arsenic. <শঙ্খ। বি।

শেকুল, শেয়াকুল—একপ্রকার লতানে কাঁটাগাছ। <শৃগাল-কোলি। বি।

শেখ—মুসলমানদিগের সম্মানসূচক উপাধি বিঃ। <আ 'শইখ'। বি।

শেখর—চূড়া; কিরীট, শিরোভূষণ; কিরীটস্থ পুষ্প; শিখাস্থিত মালা; গীতাদি ধ্রুব বিঃ। শিখ্ (গমন করা)+অরন্ কর্তৃ। বি; পুং। [ক্রি [, বি]।

শেখা—শিক্ষা করা, অভ্যাস করা। বাংপ্র।

শেখানো—১। উপদিষ্ট, শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিণ। ২। অভ্যাস করানো, শিক্ষা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

শেজ—১। দীপাধারে কাচের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত বাতি, শামাদান। বাংপ্র। ২। বিছানা। <শয্যা। বি।

শেজতুলনি, -তোলনি-ফুলশয্যার রাত্রি ভোর হইলে বরবধূর বিছানা তুলিবার জন্য স্ত্রীলোকদের প্রাপ্য উপহার-স্বরূপ অর্থ। শেজতোলা+নি দেয়ার্থে। বি।

শেজ-তুলনী—বরবধূর নিদ্রান্তে ফুলশয্যা-উত্তোলনকারিণী। উপতৎ; শেজ্—তুল্+নী কর্তৃ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

শেঠ—বণিক্জাতির উপাধি বিঃ; বণিক্। <শ্রেষ্ঠী। বি।

শেফালি, শেফালিকা, শেফালী—শিউলি ফুল বা গাছ; নীলসিন্ধুবার। শেফ (শয়নকারী) অলি (ভ্রমর) যাহাতে, বহু; ৩য় পক্ষে ঈপ্; ২য় পক্ষে শেফালী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শেবল, শেবাল—শেয়ালা, শৈবাল। শী+বলচ্; ২য় পক্ষে শী+বালন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

শেমিজ—শাড়ির নীচে পরিধেয় ঘাগরাযুক্ত জামা। <ইং 'chemise'. বি।

শেমুষী—প্রজ্ঞা, বুদ্ধি। শে (মোহ)—মুষ্ (হরণ করা)+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শেয়াকুল—'শেকুল' দ্রঃ।

শেয়ার—কারবারের অংশ। <ইং 'share'. বি।

শেয়ার-মার্কেট—যে স্থানে কারবারের শেয়ার বিক্রয় হয়। <ইং 'share-market'. বি।

শেয়াল—'শিয়াল' দ্রঃ।

শেয়ালকাঁটা—শৃগাল-কণ্টক। <শৃগাল-কণ্টক। বি। [বি।

শেয়ালা—শেওলা, জলঘাস। <শৈবাল।

শের—বাঘ, ব্যাঘ্র। ফা। বি। **শেরে বাঙ্গালা**—বাংলার বাঘ।

শেরা—সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বপ্রধান। বাংপ্র। বিণ।

শেরিফ—হাইকোর্টের আইনজারি করিবার উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিঃ। <ইং 'Sheriff'. বি। [বি।

শেল—শল্যনামক অস্ত্র বিঃ, শূল। <শূল।

শেষ—১। সমাপ্তি, অন্ত; বিনাশ, ধ্বংস; নিষ্পত্তি। শিষ্+ঘঞ্ ভাব। ২। সর্পরাজ, অনন্তদেব; বাসুকি; বলরাম; ভগবানের দ্বিতীয় মূর্তি। বি; পুং। ৩। পূর্বকথিত ভিন্ন অন্য বস্তু। বি; পুং বা ক্লী। ৪। অবশিষ্ট; পরিত্যক্ত; উচ্ছিষ্ট। শিষ্+ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ।

শেষকাল—পরিণাম, বৃদ্ধাবস্থা; মৃত্যুকাল। ৬ষ্ঠীতৎ বা কর্মধা। বি; পুং।

শেষরাত্রি—রাত্রির শেষ ভাগ। শেষগতা রাত্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শেষশয়ন, -শায়ী (-শায়িন্)—শ্রীবিষ্ণু। শেষ (সর্পরাজ) শয়ন যাঁহার, বহু; ২য় পক্ষে উপতৎ; শেষ—শী+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শেষান্ন—শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবার পরে পিণ্ডরক্ষনের পাত্রে উদ্বৃত্ত অন্ন। কর্মধা। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

শেষাবস্থা—পরিণাম; বৃদ্ধাবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ।

শেষাশেষি—শেষের দিকে, শেষ বেলায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

শেষোক্ত—যাহা সবার শেষে বলা হইয়াছে এমন, সর্বশেষে কথিত। শেষে উক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

শেহা—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব কাটার কাগজ। <ফা 'সিয়াহা'। বি। **শেহার খতিয়ান**—শেহা হইতে ওয়াসিল বাকী প্রঃ যে কাঁচা খাতায় তোলা হয় তাহা।

শেহালা—শেওলা। অপ্র। বি।

শৈক্ষিক—শিক্ষাশাস্ত্রবেত্তা; শিক্ষাসম্বন্ধীয়। শিক্ষা+ইক আছে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

শৈত্য—শীতলতা, ঠাণ্ডা ভাব। শীত (শীতল) +ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

শৈথিল্য—ঢিলে ভাব, শিথিলতা, অদৃঢ় সংযোগ; অসতর্কতা; অবসন্নতা; আলগা দেওয়া। শিথিল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি, ক্লী।

শৈব—১। শিবভক্ত, শিবের উপাসক; ধুস্তুর; আচার বিঃ। বি, পুং। ২। শিবপুরাণ। বি; ক্লী। ৩। শিবসম্বন্ধীয়। শিব+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৈবী**।

শৈবল, শৈবাল—১। পদ্মকাষ্ঠ। বি; ক্লী। ২। জলজাত উদ্ভিজ্জ বিঃ, শেয়ালা। শী+বলঞ্, বালঞ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শৈবলিনী—নদী, তটিনী। শৈবল+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শৈবাল—'শৈবল' দ্রঃ।

শৈল—১। পর্বত, ভূধর, গিরি। শিলা+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ২। শৈলের গন্ধদ্রব্য; শিলাজতু। শিলা+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী। ৩। শিলাসম্বন্ধীয়; পর্বতীয়; পর্বতজাত। শিলা (প্রস্তর)+অণ্ সম্বন্ধার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৈলী**।

শৈলজ—১। পর্বতীয় গন্ধদ্রব্য বিঃ। বি; ক্লী। ২। পর্বতে উৎপন্ন। উপতৎ; শৈল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

শৈলজা—১। দুর্গা, পার্বতী; গজপিপ্পলী। বি; স্ত্রী। ২। পর্বতে জাতা। শৈলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শৈলপতি, -রাজ—পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শৈলশিরা—(ভূগোল) শিরার আকারে ... পর্বতসমূহ, ridge. শৈল শিরাপ্রায়, ... কর্মধা। বি; স্ত্রী।

caterp. (প্রাণিবি

শৈলসুতা—পার্বতী, দুর্গা; গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শৈলী—১। কায়দা; সংক্ষিপ্ত প্রণালী; ধারা, রীতি, style ('রচনা—'); স্বভাব। শীল+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। প্রস্তরজাতা; প্রস্তরসম্বন্ধীয়া। শিলা+অণ্ ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শৈলেন্দ্র—পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়। শৈল (পর্বত)-মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান, শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; পুং।

শৈলেয়—১। শৈলজ গন্ধৌষধি বিঃ; সৈন্ধব লবণ। শিলা+এয় ভবার্থে। বি; ক্লী। ২। সিংহ; ভ্রমর। বি; পুং। ৩। শৈল-সম্ভূত, পর্বতজাত; পর্বতসম্বন্ধীয়। শৈল+এয় ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

শৈলেয়ী—১। দুর্গা, পার্বতী। বি; স্ত্রী। ২। পর্বতজাতা। শৈলেয়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শৈলেশ—হিমালয় পর্বত। শৈলদিগের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শৈলোদ্ভবা—১। ক্ষুদ্র পার্বত্য লতা; পার্বতী। বি; স্ত্রী। ২। পর্বতজাতা। শৈলে উদ্ভব যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শৈল্য—প্রস্তরসম্বন্ধীয়। শিলা+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

শৈশব—ছেলেবেলা, শিশুকাল; শিশুত্ব, বাল্যাবস্থা। শিশু+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

শৈশবকাল—ছেলেবেলা, বাল্যবয়স, শিশু-অবস্থা। শৈশবই কাল, কর্মধা; বা, শৈশবের কাল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শোওয়া—শয়ন করা, শয্যাগ্রহণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

শোক—প্রিয়জনের মৃত্যুতে দুঃখ; প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু অথবা অন্য কোনরূপ নিদারুণ ক্ষতির জন্য মনোদুঃখ। শুচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

শোককর—গভীর দুঃখজনক, শোকাবহ। উপতৎ; শোক—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

শোকগাথা, -গীতি, -সংগীত—প্রিয়জনের মৃত্যু হেতু দুঃখসূচক গান। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী, স্ত্রী, ক্লী।

শোকগ্রস্ত—প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত দুঃখে কাতর। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকজর্জ(র্জ্জ)রিত—প্রিয়জনের মৃত্যু-হেতু দুঃখে অত্যধিক কাতর; পুনঃ পুনঃ শোকপ্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকতাপ—১। প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখ এবং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক দুঃখ। দ্বন্দ্ব। ২। শোকজনিত মনঃপীড়া। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শোকনাশ—১। অশোকগাছ। শোকের নাশ যদ্দ্বারা, বহু। ২। গভীর মনো-দুঃখের নিবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শোকবিহ্বল—শোকহেতু অত্যধিক কাতর, শোকাকুল। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকরুদ্ধ—শোকহেতু আবদ্ধ ('— কণ্ঠ-স্বর')। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকসংগী(ঙ্গী)ত—'শোকগাথা' দ্রঃ।

শোকসন্তপ্ত—শোকে কাতর ('— মানস')। ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকসভা—কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য বহুলোকের সম্মেলন। শোকপ্রকাশিকা সভা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শোকাকুল—প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখে অধীর। শোক হেতু আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকাতুর—প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখে কাতর। শোক হেতু আতুর, ৩য়াতৎ। বিণ।

শোকানল—শোকরূপ অগ্নি অর্থাৎ অত্য-ধিক ব্যথাদায়ক শোক। শোকরূপ অনল, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

শোকাপনোদন—শোকদূরকরণ, শোক-প্রশমন। শোকের অপনোদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শোকাপহ—শোকনিবারক, শোকপ্রশমন-কারী। উপতৎ; শোক—অপ—হন্+ড কর্তৃ। বিণ।

শোকাবেগ—শোকের প্রাবল্য; উচ্ছ্বসিত শোক; শোকজনিত অধীরতা। শোকের আবেগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শোকী (শোকিন্)—শোকার্ত, শোক-পীড়িত। শোক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শোকিনী**।

শোকোচ্ছ্বাস—শোকহেতু অধীরভাবে কান্নাকাটি, শোকাবেগ; শোকের আধিক্য। শোকজনিত উচ্ছ্বাস, মধ্যপ কর্মধা; অথবা, শোকের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শোচন, শোচনা—শোক করা; বিলাপ; অনুতাপ। শুচ্ (শোক করা)+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

শোচনীয়, শোচ্য—যাহাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করা যায় এমন; অনুকম্পার যোগ্য; শোকযোগ্য। শুচ্+অনীয়, ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

শোচিত—যাহার জন্য শোক করা হইয়াছে এমন; শোকপ্রাপ্ত। শুচ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শোণ—১। সমুদ্র; অগ্নি; মঙ্গলগ্রহ; রক্ত-বর্ণ; রক্তবর্ণ ঘোটক; রক্তবর্ণ ইক্ষু বিঃ। বি; পুং। ২। রক্ত, রুধির; সিন্দুর। বি; ক্লী। ৩। রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লোহিতবর্ণযুক্ত। শোণ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

শোণিত—১। রক্ত, রুধির; কুঙ্কুম। বি; ক্লী। ২। রক্তের মত লাল, রক্তবর্ণযুক্ত, লোহিত। শোণ (রক্তবর্ণ)+ইতচ্ তাতার্থে। বিণ।

শোণিত-মোক্ষণ—রক্ত পড়া, রুধিরস্রাব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শোণিতশোধক—রক্তের বিশুদ্ধতাজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -শোধিকা।

শোণিতশোষণ—রক্ত চুষিয়া লওয়া; (রূপকার্থে) অর্থশোষণ; সার পদার্থ হইতে বঞ্চিত করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

শোণিতাক্ত—রক্তে ভিজা। শোণিত দ্বারা অক্ত, ৩য়াতৎ। বিণ।

শোণিমা (-মন্)—রক্তের মত লাল দীপ্তি, রক্তিমা, রক্তত্ব। শোণ+ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

শোথ, শোথক—ফোলা রোগ, dropsy; শোফ। শু+থন্ কর্তৃ; পক্ষে স্বার্থে কন্। বি; পুং।

শোধ—চুকাইয়া দেওয়া, পরিশোধ; শোধন; প্রতিশোধ। শুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। **জন্মের শোধ**—জীবনে শেষবার। **শোধ তোলা, শোধ লওয়া**—প্রতিহিংসাসাধন করা। **শোধ দেওয়া**—পরিশোধ করা। **শোধ যাওয়া**—পরিশোধ হওয়া।

শোধক—১। বিশুদ্ধতাকারক, পাবন। বিণ। স্ত্রী—**শোধিকা**। ২। (গণিত) যে রাশিকে অপর কোন রাশি হইতে বিয়োগ করা হয় তাহা, subtrahend. শুধ্+ণিচ্ (—শোধি)+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

শোধন—১। শুদ্ধি, শুদ্ধ হওয়া; নির্দোষ হওয়া। শুধ্+অনট্ ভাব। ২। নির্দোষকরণ, ভুল শুধরানো; শুদ্ধি-সাধন; পরিশোধ; প্রতিদান; অপহৃত দ্রব্যের সংখ্যা-নির্ণয়; ধাতুনির্দোষকরণ; ভাগকরণ; পরিষ্করণ; অপনয়ন; বিরেচন। শুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। ৩। মল, বিষ্ঠা; তুতিয়া, হুঁতে। শুধ্+ণিচ্+অনট্ অপা। বি; ক্লী। ৪। বিশুদ্ধতাজনক। শুধ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

শোধনী—১। ঝাঁটা, সম্মার্জনী; তাম্রপর্ণী; নীলী। শুধ্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পরিষ্কারিকা, শুদ্ধিকারিকা। শুধ্+ণিচ্ (—শোধি)+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

শোধনীয়, শোধ্য—যাহা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত এমন; চুকাইবার মত, পরিশোধযোগ্য। শুধ্+ণিচ্ (—শোধি)+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

শোধবোধ—পরিশোধ ও নিষ্পত্তি। বাংপ্র। বি।

শোধা—চুকানো, পরিশোধ করা; নির্দোষ করা। বাংপ্র। ক্রি।

শোধিত—পরিষ্কৃত, মার্জিত; অপনীত; কেশকীটাদিরহিত (খাদ্যাদি); পরিশোধিত। শুধ্+ণিচ্ (—শোধি)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—শোধন।

শোধ্য—'শোধনীয়' দ্রঃ।

শোনা—১। শ্রুত; পালিত, মানা। বিণ। ২। শ্রবণ করা, পালন করা, মানা। 'শ্রু'-ধাতু। ক্রি [, বি]।

শোনানো—শ্রবণ করানো; ভৎর্সনা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

শোভন—১। সুন্দর, মনোজ্ঞ; শোভাযুক্ত; শোভাজনক। বিণ। ২। যোগ বিঃ; গ্রহ। বি; পুং। ৩। পদ্ম। শুভ্+অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

শোভনা—১। শোভাযুক্তা; শোভাকারী। বিণ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা। শোভন+আপ্। বি; স্ত্রী।

শোভনীয়—সুন্দর, মনোরম; উপযুক্ত। শুভ্+অনীয় কর্তৃ। বিণ।

শোভমান—যাহা সুন্দরভাবে বিরাজ করে এমন, শোভাশীল। শুভ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

শোভা—১। সৌন্দর্য; কান্তি; দীপ্তি। শুভ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—**শোভমান, শোভনীয়, শোভিত**। **শোভা পাওয়া**—সুন্দরভাবে বিরাজ করা; ভাল দেখানো, মানানো; উপযুক্ত হওয়া। ২। সুন্দরী, শোভাশীলা। শুভ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। সুন্দরভাবে বিরাজ করা। কথ্য। ক্রি।

শোভাকর—সৌন্দর্যজনক। উপতৎ; শোভা—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

শোভাঞ্জন—শজিনাগাছ। শোভা—অন্জ্+অনট্ কর্ম। বি; পুং।

শোভাময়—সৌন্দর্যশালী। শোভা+ময়ট্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

শোভাযাত্রা—মিছিল; বহুলোকের একসাথে সজ্জা এবং আড়ম্বরের সহিত গমন, procession. শোভাযুক্ত যাত্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। বিণ—**শোভাযাত্রী** (শোভাযাত্রায় যোগদানকারী)।

শোভিক—সুন্দর, শোভাশালী। শোভা+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

শোভিত—শোভাযুক্ত, ভূষিত। শোভা+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

শোভী (শোভিন্)—সুন্দর, শোভাযুক্ত। শুভ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শোভিনী**।

শোয়া—শয়ন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। [[, বি, বিণ]।

শোয়ানো—শয়ন করানো। বাংপ্র। ক্রি

শোয়াল—খাস। কথ্য। বি।

শোর, শোরগোল—হইচই, হাঁকাহাঁকি। <ফা 'শোর্'। বি।

শোরা—লবণজাতীয় দ্রব্য বিঃ, বারুদের উপকরণ বিঃ; nitre. ফা। বি।

শোল—একজাতীয় মাছ। <শকুল। বি।

শোলা—জলতৃণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

শোষ—১। নীরসতা; শুষ্ককরণ। শুষ্+ঘঞ্ ভাব। ২। শুকান, রসাকর্ষণ; যক্ষ্মা রোগ। শুষ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব, করণ। বি; পুং। ৩। নালী-ঘা, sinus. বাংপ্র। বি।

শোষক—শোষণকর্তা; রসাকর্ষক; (রূপকার্থে) জোরজবরদস্তি করিয়া অর্থ আদায় কারী ('প্রজা—')। শুষ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শোষিকা**।

শোষণ—১। শুষ্ক করা, রসাকর্ষণ, absorption. শুষ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। মদনের বাণ বিঃ; শ্যোনাকবৃক্ষ। বি; পুং। ৩। শোষণকর্তা। শুষ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

শোষা—শোষণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

শোষিত—যাহা শুকানো হইয়াছে এমন, নীরসীকৃত। শুষ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শোহন—শোভন; সুন্দর। প্রা কথ্য। বিণ।

শোহরত—ঘোষণা; প্রচার। <আ 'শুহরত'। বি।

শোহা—১। শোভা। বি। ২। শোভা করা; শোভিত হওয়া। প্রা কথ্য। ক্রি।

শোহিনী—রাগিণী বিঃ। <শোভিনী। বি।

শৌক্ল্য—শুভ্রত্ব, শুক্লতা, শ্বেতত্ব। শুক্ল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

শৌখিন, শৌখীন—যাহার শখ আছে, সুরুচিসম্পন্ন, বিলাসী; কমনীয়, যাহাতে শখ মেটে এমন। <আ 'শৌকিন'। বিণ।

শৌচ—পবিত্রতা, শুদ্ধি, শুচিতা, নির্মলতা; দেহশুদ্ধি; মলমূত্রাদি-ত্যাগের পর জলমৃত্তিকাদি দ্বারা অঙ্গশোধন, ছোঁচানো। শুচি+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী। **আভ্যন্তর শৌচ**—মনের কলুষিত ভাব দূর করিয়া সদ্ভাব আনয়ন। **বাহ্য শৌচ**—জল মাটি দ্বারা শরীরের পবিত্রতা সাধন।

শৌণ্ড—মাতাল, মত্ত; অভ্যাসক্ত; বিখ্যাত। শুণ্ডা (মদ)+অণ্ আসক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৌণ্ডী**।

শৌণ্ডিক, শৌণ্ডী (শৌণ্ডিন্)—মদ্যবিক্রেতা, শুঁড়ি। শুণ্ডা (মদ)+ইক, ইন্ পণ্যার্থে। বি; পুং।

শৌণ্ডিকালয়—মদের দোকান, শুঁড়িখানা। শৌণ্ডিকের আলয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শৌদ্র—১। ব্রাহ্মণাদির ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র। শূদ্রা+অণ্ জাতার্থে। বি; পুং। ২। শূদ্রসম্বন্ধীয়। শূদ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৌদ্রী**।

শৌরি—শ্রীকৃষ্ণ; শনিগ্রহ। শূর (শূর সেন, সূর্য)+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

শৌর্য(র্য্য)—বীরত্ব; সাহস; বীর্য; বল, পরাক্রম; নাট্যক্রীড়া বিঃ। শূর (বীর)+ষ্যঞ্ ভাবে, কার্যার্থে। বি; স্ত্রী।

শৌর্য(র্য্য)শালী (-শালিন্)—বলশালী; বীর; তেজস্বী। উপতৎ; শৌর্য—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**। বি, -শালিতা।

শৌল্ক, শৌল্কিক—১। শুল্কাধ্যক্ষ, টোল-কলেক্টর। বি; পুং। ২। শুল্কসম্বন্ধীয়। শুল্ক+অণ্, ইক গ্রহণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৌল্কী, শৌল্কিকী**।

শ্ববৃত্তি—কুকুরের মত আনুগত্য দেখানো, তোষামোদ। শ্বার ('শ্বন্'-শব্দ) বৃত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শ্বশুর—পতির বা পত্নীর পিতা; মান্য ব্যক্তি। আশু—অশ্+উরন্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। স্ত্রী—**শ্বশ্রূ**, (বাংপ্র) **শাশুড়ী**।

শ্বশুরবাড়ি—স্ত্রীর বাপের বাড়ি; স্বামীর ঘর, পতিগৃহ; (ব্যঙ্গার্থে) জেলখানা। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি। [৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্বশুরালয়—শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরের আলয়,

শ্বশুর্য(র্য্য)—ভাসুর; দেওর, দেবর; শ্যালক, শালা। শ্বশুর+যৎ অপত্যার্থে। বি; পুং।

শ্বশ্রূ—স্বামীর বা স্ত্রীর মাতা, শাশুড়ী। শ্বশুর+ঊঙ্ পত্নী অর্থে (উ-কারের লোপ)। বি; স্ত্রী।

শ্বসন—১। বায়ু; মদনাগাছ। শ্বস্+অনট্ করণ। বি; পুং। ২। নিশ্বাস; জীবন। শ্বস্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

শ্বসমান—যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে ও টানে এমন। শ্বস্+চানশ্ শীলার্থে। বিণ।

শ্বসিত—নিশ্বাস, নাসাগত বায়ু; জীবন। শ্বস্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

শ্বা (শ্বন্)—কুকুর। শ্বি+কনিন্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং। স্ত্রী—**শুনী**।

শ্বাদন্ত—১। কুকুরের দাঁত। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। যে দাঁত কুকুরের দাঁতের মত তাহা, canine tooth. শ্বার ('শ্বন্' শব্দ) দন্ত (সদৃশার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্বাপদ—১। শিকারী জন্তু; যে সকল পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে (শৃগাল, কুকুর, ব্যাঘ্র, বিড়াল ইঃ)। শ্বার ('শ্বন্'-শব্দ) পদের ন্যায় পদ যাহার, বহু (নিপা)। বি; পুং। ২। শ্বাপদসম্বন্ধীয়। শ্বাপদ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -দী।

শ্বাপদসংকু(ঙ্কু)ল—ব্যাঘ্র প্রঃ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্ববরাহনীতি—শত্রুদমনোপযোগী রাজনীতি বিঃ [একজাতীয় ব্যাধ আছে, তাহারা শূকরকে নিজে আক্রমণ না করিয়া তাহার প্রতি কুকুর লেলাইয়া দেয়। তাহাতে কুকুর বা শূকরের যে কোনটি মরিলে ব্যাধের ক্ষতি নাই; কারণ সে উভয়েরই মাংস ভক্ষণ করে। সেইরূপ কোন রাজা যদি এক শত্রুকে অন্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে পারেন, তবে তাহাদের যে কোনটির ধ্বংসে তাহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য এইরূপ নীতিকে শ্ববরাহনীতি বলা হয়]। শ্বা এবং বরাহ, দ্বন্দ্ব (নিপা); তৎসম্বন্ধীয়া নীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্বাস—১। দম, নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ। শ্বস্+ঘঞ্ ভাব। ২। বায়ু; হাঁপানি, শ্বাসকাসরোগ। শ্বস্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

শ্বাসকষ্ট—দম লওয়া ও ফেলার কাজে অস্বস্তি বোধ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্বাসক্রিয়া—দম লওয়া ও ফেলার কাজ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য। শ্বাসই ক্রিয়া, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্বাসধারণ—১। প্রাণায়াম। শ্বাস—ধৃ+অনট্ করণ। ২। দম বন্ধ করিয়া রাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। [পুং।

শ্বাসরোধ—দম বন্ধ হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

শ্বাসারি—শ্বাসকষ্ট নিবারণকারী ('—বটিকা') শ্বাসের (হাঁপানির) অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

শ্বাসী (শ্বাসিন্)—১। বায়ু। বি; পুং। ২। শ্বাসযুক্ত। শ্বাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শ্বাসিনী**।

শ্বিত্র, শ্বিত্রক—শ্বেতী রোগ, ধবল রোগ, leucoderma. শ্বিত্ (সাদা করা)+ত্র কর্তৃ, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী। বিণ—**শ্বিত্রী** (-ত্রিন্), **-কী** (-কিন্)।

শ্বেত—১। সাদা, শুক্লবর্ণবিশিষ্ট। বিণ। বি—**শ্বৈত্য**। ২। সাদা রং, শুক্লবর্ণ; দ্বীপ বিঃ; পর্বত বিঃ, ধবলগিরি; শুক্রগ্রহ; সাদা মেঘ; কড়ি, কপর্দক; দৈত্যগুরু, শুক্র; শঙ্খ; শিবের অবতার বিঃ। বি; পুং। ৩। রৌপ্য, রজত; মিহরি; বেলওয়ারি কাচ। শ্বিৎ+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। [ক্লী।

শ্বেতকুষ্ঠ—শ্বেতীরোগ, ধবল। কর্মধা। বি;

শ্বেতদ্বীপ—১। চন্দ্রদ্বীপ; বিষ্ণুধাম। কর্মধা। ২। (ব্যঙ্গার্থে) বিলাত, ইংলণ্ড। শ্বেত (অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ)-দিগের দ্বীপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [পুং।

শ্বেতধাতু—খড়ি, খটিকা। কর্মধা। বি;

শ্বেতধামা (-ধামন্)—চন্দ্র; কর্পূর; সমুদ্রের ফেনা। শ্বেত ধাম (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পুং।

শ্বেতপিঙ্গ, -পিঙ্গল—১। সাদা অথচ পিঙ্গলবর্ণ। শ্বেত অথচ পিঙ্গ, পিঙ্গল, কর্মধা। বিণ। ২। শুক্লপীতবর্ণ। শ্বেত ও পিঙ্গ, পিঙ্গল, দ্বন্দ্ব, অথবা, শ্বেতমিশ্র পিঙ্গ, পিঙ্গল, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শ্বেতপ্রদর—স্ত্রীরোগ বিঃ, যোনি হইতে শ্বেতবর্ণ পদার্থের স্রাবজনক রোগ, leucorrhœa. কর্মধা। বি; পুং।

শ্বেতবাহন—১। চন্দ্র; অর্জুন। শ্বেত বাহন যাঁহার, বহু। ২। মকর। শ্বেত বাহন, কর্মধা। বি; পুং।

শ্বেতসর্ষপ—সাদা সরিষা (অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়)। নিত্য কর্মধা। বি; পুং।

শ্বেতসার—১। খয়ের গাছ, খদিরবৃক্ষ। শ্বেত সার যাহার, বহু। ২। খাদ্যাদির মধ্যস্থ সাদা পদার্থ, পালো, starch. কর্মধা। বি; পুং।

শ্বেতাঙ্গ—১। ধলা, গৌরবর্ণ, শ্বেতবর্ণচর্ম-বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—**শ্বেতাঙ্গী**, (প্রচলিত মতে) **শ্বেতাঙ্গিনী**। ২। ইওরোপীয় জাতিসমূহ। শ্বেত অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং। [বহু। বিণ।

শ্বেতাভ—ঈষৎ সাদা। শ্বেত আভা যাহার,

শ্বেতাম্বর—১। যাহার পরনে সাদা কাপড় এমন। বিণ। ২। জৈন সম্প্রদায় বিঃ। শ্বেত অম্বর যাহাদের, বহু। বি; পুং। ৩। সাদা কাপড়। কর্মধা। বি; ক্লী।

শ্বেতি, শ্বেতী—শ্বেতকুষ্ঠ, ধবল। শ্বেত+ই, ঈ। বাংপ্র। বি।

শ্বৈত্য—সাদা ভাব, ধবলতা, শুক্লত্ব, শুভ্রতা; নির্মলতা। শ্বেত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

শ্ম (শ্মন্)—মুখ; মড়া, শব। শী+ড্মনিন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

শ্মশান—মড়া পোড়াইবার জায়গা, শবদাহ-স্থান। শ্মার ('শ্মন্'-শব্দ—মড়া) বা শবের শান (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ (নিপা); অথবা, শ্মন্ (শব)—শী (শয়ন করা)+তানচ্ অধি। বি; ক্লী। **শ্মশান জাগানো**—অমাবস্যার রাত্রিতে শ্মশানে মড়ার উপর বসিয়া তান্ত্রিকমতে সাধনা করা।

শ্মশানকালী—শ্মশানস্থ কালিকা বিঃ। শ্মশানবাসিনী কালী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্মশানপাল—শ্মশানের তত্ত্বাবধায়ক, ডোম বা চণ্ডাল। উপতৎ; শ্মশান—পা+ণিচ্+অন্ কর্তৃ। বি; পুং।

শ্মশানবন্ধু—যাহারা মড়া লইয়া শ্মশানে যায় এবং মড়া পোড়াইতে সাহায্য করে। ৭মী-তৎ। বি; পুং।

শ্মশানবাসিনী—১। শ্মশানে বাসকারিণী ('— শ্যামা')। বিণ ; স্ত্রী। ২। কালী। শ্মশানবাসিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্মশানবাসী (-বাসিন্)—১। যে শ্মশানে বাস করে এমন। বিণ। স্ত্রী, -**বাসিনী**। ২। শিব, মহাদেব ; ভূত ; প্রেত ; বটুক-ভৈরব। উপপদ ; শ্মশান—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

শ্মশানবৈরাগ্য—শ্মশানদর্শনে সংসারাসক্ত ব্যক্তির মনে উদিত সাময়িক এবং অল্পকাল-স্থায়ী ঔদাসীন্য ; সাময়িক সংসারবিতৃষ্ণা। শ্মশানজাত বৈরাগ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

শ্মশানাগ্নি—চিতার আগুন। শ্মশানের অগ্নি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্মশানালয়—মড়া পোড়াইবার জায়গা, শবদাহস্থান। শ্মশানরূপ আলয়, রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

শ্মশানালয়-বাসিনী—কালী। উপপদ ; শ্মশানালয়—বস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্মশ্রু—গোঁফদাড়ি, মুখরোম ; (বাংপ্র) দাড়ি। শ্মন্ (মুখ)—শ্রি+ডুন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

শ্মশ্রুধর—যাহার গোঁফদাড়ি আছে এমন, শ্মশ্রুবিশিষ্ট। শ্মশ্রুর ধর (ধারণকারী), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শ্মশ্রুমণ্ডিত—যাহাতে গোঁফদাড়ি আছে এমন (মুখ)। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্মশ্রুমুখী—গোঁফদাড়িযুক্তা (নারী বা ছাগী)। শ্মশ্রু মুখে যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শ্মশ্রুল—যাহার গোঁফদাড়ি আছে এমন, শ্মশ্রুবিশিষ্ট। শ্মশ্রু+লচ্ আছে অর্থে। বিণ। [বি ; পুং।

শ্যা (শ্যন্)—মড়া, শব। শী+ড্বনিপ্ কর্তৃ।

শ্যাম—১। শ্রীকৃষ্ণ ; কৃষ্ণবর্ণ ; সবুজবর্ণ ; কোকিল ; প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষ বিঃ ; শ্যামাকতৃণ। বি ; পুং। ২। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, সবুজ, হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট ('— শোভা')। শ্যৈ+মক্ কর্তৃ। বিণ।

শ্যামক—শ্যামের, কৃষ্ণের ("শ্যামক নাম শ্রবণে যব পৈঠল")। ব্রা কপ্র। বি।

শ্যামকণ্ঠ—শিব ; ময়ূর। শ্যাম (নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ) কণ্ঠ যাহার, বহু। বি ; পুং।

শ্যামকান্তি—১। যাহার শরীরের রং সবুজ বা শ্যাম এমন। বহু। বিণ। ২। শ্যামবর্ণ শোভা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্যামবর্ণ—১। সবুজ রং-বিশিষ্ট। বহু বিণ। ২। সবুজ রং। কর্মধা। বি ; পুং।

শ্যামরায়—শ্রীকৃষ্ণ। বাংপ্র। বি ; পুং।

শ্যামল—কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ; সবুজ ; হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। উপপদ ; শ্যাম—লা+ক কর্তৃ ; কিংবা, শ্যাম+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।

শ্যামলতা—১। শ্যামবর্ণা লতা। কর্মধা। ২। সবুজতা, শ্যামত্ব, কালিমা। শ্যামল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

শ্যামলা—১। দুর্গা, পার্বতী। বি ; স্ত্রী। ২। শ্যামবর্ণা। শ্যামল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শ্যামলিমা (-মন্)—সবুজতা, শ্যামত্ব। শ্যামল+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং। বিণ—**শ্যামল**।

শ্যামলী—কাল গরুর নাম। বি ; স্ত্রী।

শ্যামশ্রী—সবুজ অথবা কৃষ্ণবর্ণ শোভা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্যামসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দর শ্যাম, কর্মধা (পূর্ব পদের পরনিপাত)। বি ; পুং।

শ্যামা—১। কালী, কালিকাদেবী ; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী ; যাহার শরীরের স্পর্শ গ্রীষ্মকালে শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ এবং শরীরের রং উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় এরূপ স্ত্রী ; পক্ষিণী বিঃ, শ্যামা-পাখি। বি ; স্ত্রী। ২। শ্যামবর্ণা। শ্যাম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শ্যামাক—ধান্য বিঃ। শ্যামা+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; পুং।

শ্যামাঙ্গ—১। বুধগ্রহ। বি ; পুং। ২। যাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ এমন। শ্যাম অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -**ঙ্গা**, -**ঙ্গী**। ৩। শ্যামবর্ণ দেহ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

শ্যামাপোকা—সবজে পোকা বিঃ, দেওয়ালি পোকা। বাংপ্র। বি।

শ্যামায়মান—যাহা শ্যাম হইতেছে এমন। বিণ।

শ্যামিকা—শ্যামবর্ণ ; মালিন্য ; ধাতুর খাদ। শ্যাম+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্যাল, শ্যালক—শালা, পত্নীর ভ্রাতা। শ্যৈ (গমন করা)+কালন্ কর্তৃ ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

শ্যালিকা, শ্যালী—শালী, পত্নীর ভগিনী শ্যালক+আপ্ ; শ্যাল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্যেন—বাজপাখি ; পাণ্ডুরবর্ণ ; যজ্ঞ বিঃ। শ্যৈ (গমন করা)+ইনন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

শ্যেনী—বাজপক্ষিণী ; শ্বেতবর্ণা। শ্যেন+ঈপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

শ্রদ্ধান—শ্রদ্ধান্বিত। বিণ।

শ্রদ্ধা—ভক্তি ; ধর্মকার্যে দৃঢ় বিশ্বাস ; আস্থা, বিশ্বাস ; আদর ; মনের নির্মলতা ; ইচ্ছা স্পৃহা ; সাধ। শ্রৎ (ভক্তি)—ধা+অঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্রদ্ধাবান্ (-বৎ)—আস্থাশীল, শ্রদ্ধাযুক্ত ; ভক্তিমান্। শ্রদ্ধা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**বতী**। বি—**শ্রদ্ধাবত্তা, শ্রদ্ধা**।

শ্রদ্ধালু—১। শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ভক্তিমান্। বিণ। ২। কোন দ্রব্যে স্পৃহাবতী গর্ভিণী। শ্রৎ—ধা+আলুচ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বি ; স্ত্রী।

শ্রদ্ধাভাজন—শ্রদ্ধার পাত্র। বিণ। [পত্রের আরম্ভে পুং বা স্ত্রী—শ্রদ্ধাভাজনেষু।]

শ্রদ্ধাস্পদ—ভক্তিভাজন ; মান্য ব্যক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, বা বিণ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট লিখিত চিঠির পাঠ। গৌরবে সংস্কৃত ৭মী বিভক্তির বহুবচন।

শ্রদ্ধেয়—শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধার্হ ; মাননীয় ; ভক্তিভাজন। শ্রৎ—ধা+যৎ কর্ম। বিণ।

শ্রব, শ্রবঃ (শ্রবস্)—১। কান, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয় ; (জ্যামিতি) সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহু, hypotenuse. শ্রু+অপ্, অসি করণ। ২। শোনা, আকর্ণন, শ্রবণ ; ক্ষরণ, চ্যুতি। শ্রু+অপ্, অসি ভাব। ৩। প্রসিদ্ধি, খ্যাতি ; কীর্তি। শ্রু+অপ্, অসি কর্ম। বি ; পুং, ক্লী।

শ্রবণ—১। কান, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। শ্রু+অনট্ করণ। ২। শোনা, আকর্ণন। শ্রু+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

শ্রবণ, শ্রবণা—অশ্বিনী প্রঃ নক্ষত্রের অন্তর্গত দ্বাবিংশ নক্ষত্র ; মুণ্ডিরিকাবৃক্ষ। শ্রু+অন কর্তৃ ; পক্ষে+আপ্। বি ; পুং বা ক্লী, স্ত্রী।

শ্রবণপথ, -বিবর, শ্রবণেন্দ্রিয়—কান, কর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী, ক্লী।

শ্রবণসুখকর—শুনিতে মধুর, শ্রুতিমধুর। শ্রবণের সুখ, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহা করে যাহা, উপপদ ; শ্রবণসুখ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

শ্রবণা—'শ্রবণ' দ্রঃ।

শ্রবণাতীত—শ্রবণপথের বাহির ; যাহা শোনা যায় নাই বা যায় না। শ্রবণকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

শ্রবণীয়, শ্রব্য, শ্রোতব্য—যাহা শোনা যাইতে পারে এমন, শ্রবণোপযোগী ; যাহা শুনিতে পারা যায় এমন, audible. শ্রু+অনীয়, যৎ, তব্য কর্ম। বিণ।

শ্রবণেন্দ্রিয়—'শ্রবণপথ' দ্রঃ।

শ্রবিষ্ঠা—(জ্যোতিষ) ধনিষ্ঠানক্ষত্র। শ্রববৎ (খ্যাতিবিশিষ্ট)+ইষ্ঠ অত্যর্থে (বৎ ভাগের লোপ)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্রব্য—'শ্রবণীয়' দ্রঃ।

শ্রব্যকাব্য—যে কাব্য শুধু শুনিবার মত কিন্তু অভিনয় করিবার নহে তাহা, নাটক ভিন্ন অন্য কাব্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

শ্রম—পরিশ্রম, শ্রান্তি ; খেদ ; তপঃ ; শাস্ত্রা-ভ্যাস। শ্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

শ্রমকাতর—যে পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ করে এমন, অলস। ৭মীতৎ। বিণ।

শ্রমজল, -বারি—পরিশ্রমজনিত ঘর্ম। শ্রমজনিত জল, বারি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

শ্রমজীবী (-জীবিন্)—যে খাটিয়া খায় এরূপ, পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী,

শ্রমিক। উপপদ; শ্রম্—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**জীবিনী**।

শ্রমণ—১। সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। বি; পুং। ২। শ্রমিক, শ্রমজীবী; ঘৃণিত, নীচ, অপকৃষ্ট। শ্রম্+অন কর্তৃ। বিণ।

শ্রমণা—১। সন্ন্যাসিনী; শবরী বিঃ; সুদর্শনা নারী। বি; স্ত্রী। ২। শ্রমজীবিনী। শ্রমণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

শ্রমবারি—'শ্রমজল' দ্রঃ।

শ্রমবিভাগ—কোন কর্ম কেবল এক ব্যক্তির শ্রম দ্বারা সম্পাদিত না করিয়া ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহার এক এক অংশ সম্পাদিত করিবার ব্যবস্থা, division of labour. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রমলব্ধ—পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রমলভ্য—যাহা পাইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হয়, পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রমশিল্প—শ্রমসাধ্য কারুকার্য; কারখানার শ্রমিকদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি, industry. শ্রমসাধ্য শিল্প, মধ্যপ কর্মধা। বি।

শ্রমশীল—পরিশ্রমী। শ্রম শীল যাহার, বহু। বিণ।

শ্রমসহিষ্ণু—যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত বা কাতর হয় না এমন। ২য়াতৎ। বিণ।

শ্রমসাধ্য—পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদনযোগ্য। [৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রমসাপেক্ষ—শ্রমসাধ্য। শ্রমের সাপেক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শ্রমস্বীকার—পরিশ্রমকরণ; শ্রমপ্রবৃত্ত হওন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রমহারী (-হারিন্)—শ্রমজনিত ক্লান্তিনাশক। উপপদ; শ্রম—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**হারিণী**।

শ্রমাপনোদন—শ্রান্তিনাশকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

শ্রমাপহারী (-হারিন্)—শ্রান্তি-নাশকারী। উপপদ; শ্রম—অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**হারিণী**।

শ্রমিক—মজুর, শ্রমজীবী। শ্রম+ইক (ঠন্) করে অর্থে; বি; পুং, বা বিণ।

শ্রমী (শ্রমিন্)—পরিশ্রমকারী, শ্রমশীল, যে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরূপ। শ্রম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**শ্রমিণী**।

শ্রমোপজীবী (-জীবিন্)—পরিশ্রমকারী; পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। উপপদ; শ্রম—উপ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**জীবিনী**।

শ্রয়ণ—অবলম্বন; আশ্রয়। শ্রি+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

শ্রাদ্ধ—১। শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধায় যাহা দেওয়া হয় এরূপ। বিণ। ২। মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির জন্য কৃত দানাদি কর্ম; পিতৃকৃত্য, একোদ্দিষ্ট পার্বণাদি। শ্রদ্ধা+অণ্ যুক্তার্থে। বি; স্ত্রী। **শ্রাদ্ধ করা**—একেবারে নষ্ট বা পণ্ড করা; অত্যধিক অপপ্রয়োগাদি দ্বারা নষ্ট করা ('টাকার —')। **কাহারও শ্রাদ্ধ করা**—কাহাকেও নির্যাতন বা গালিগালাজ করা। **শ্রাদ্ধ গড়ানো**—কোন মন্দ ব্যাপার আরও গুরুতর হওয়া; বিশৃঙ্খল কাণ্ড ঘটা। **শ্রাদ্ধের চাল চড়ানো**—শ্রাদ্ধের যোগাড় করা; (গালিতে) মৃত্যুকামনাসূচক উক্তি।

শ্রাদ্ধদেব—পিতৃলোক; অন্তক, যম; বৈবস্বতমনু। শ্রাদ্ধের দেব (দেবতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রাদ্ধভুক্ (-ভুজ্), -**ভোক্তা** (-ভোক্তৃ)—পরলোকগত পিতৃপুরুষ। উপপদ; শ্রাদ্ধ (শ্রদ্ধা দত্ত পিণ্ডাদি)—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ; শ্রাদ্ধের ভোক্তা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রাদ্ধশান্তি—শ্রাদ্ধ এবং তাহার শেষে শ্রাদ্ধকারীর শান্তির নিমিত্ত ক্রিয়া বিঃ। বি; স্ত্রী।

শ্রাদ্ধিক—১। শ্রাদ্ধভোজী। বিণ। ২। শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় দ্রব্য। শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধে দেয়) +ইক সম্বন্ধার্থে, ভোজনার্থে। বি; স্ত্রী।

শ্রাদ্ধীয়—শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়; শ্রাদ্ধোপযুক্ত। শ্রাদ্ধ+ঈয় সম্বন্ধার্থে, যোগ্যার্থে। বিণ।

শ্রান্ত—ক্লান্ত, শ্রমযুক্ত; শান্ত, নিবৃত্ত; খিন্ন; ভোগতৃপ্ত। শ্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শ্রান্তগতি—১। মন্থরগামী, শ্রমহেতু ধীরে গমনকারী। বহু। বিণ। ২। শ্রমহেতু ধীর গতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্রান্তি—ক্লান্তি; শ্রম; ক্লেশ; খেদ; বিশ্রাম, নিবৃত্তি। শ্রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

শ্রান্তিবোধ—ক্লান্তি অনুভব। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রান্তিহর—ক্লান্তিনাশক। উপপদ; শ্রান্তি—হৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

শ্রান্তিহীন—বিশ্রামশূন্য; ক্লান্তিশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রাবক—১। যে শুনিতেছে এমন, শ্রবণকর্তা, শ্রোতা। শ্রু+ণক কর্তৃ। ২। যে শোনায় এরূপ। শ্রু+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শ্রাবিকা**।

শ্রাবণ—১। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত চতুর্থমাস। শ্রাবণী (শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী)+অণ্ তদযুক্তার্থে। ২। শ্রবণেন্দ্রিয়জনিত ('— জ্ঞান', '— প্রত্যক্ষ'); শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, auditory; পাষণ্ড, পামর। শ্রবণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ণী**।

শ্রাবণিক—১। শ্রাবণমাস। শ্রাবণী (শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী)+ইক তদ্যুক্তার্থে। বি; পুং। ২। শ্রাবণমাস-সম্বন্ধীয়। শ্রাবণ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

শ্রাবণী—শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা। শ্রবণা+অণ্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রাবয়িতা (-তৃ)—যে শোনায় এমন। শ্রু+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**য়িত্রী**।

শ্রাবিত—যাহা শুনান হইয়াছে এমন। শ্রু+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শ্রাব্য—১। যাহা অবশ্য শোনা উচিত এমন, অবশ্য শ্রোতব্য। শ্রু+ণ্যৎ কর্ম, আবশ্যক অর্থে। ২। শুনাইবার যোগ্য। শ্রু+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

শ্রিত—আশ্রিত; উপজীবিত; সেবিত; যে আশ্রয় করিয়াছে এমন। শ্রি+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

শ্রী—১। লক্ষ্মী; সম্পত্তি; সৌন্দর্য, শোভা; বেশবিন্যাস; কীর্তি; সরস্বতী; দীপ্তি, আলোক; প্রকার; উপকরণ; ত্রিবর্গ; বিভূতি; বুদ্ধি; সিদ্ধি; লবঙ্গ; বিল্ববৃক্ষ; সরলবৃক্ষ; নামের পূর্বে ব্যবহার্য শব্দ বিঃ (সাধারণতঃ জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে এবং মহাপুরুষ অবতার বা দেবতার নামের পূর্বে ইহার প্রয়োগ হয়; বৈষ্ণব তীর্থস্থানাদির নামের পূর্বেও ইহা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়)। বি; স্ত্রী। ২। রাগ বিঃ। শ্রি+ক্বিপ্ কর্ম। বি; পুং।

শ্রীকণ্ঠ—শিব; ভবভূতি কবির উপনাম; হস্তিনার উত্তর-পশ্চিমস্থ কুরুজাঙ্গল-দেশ। শ্রী (নীলবর্ণের শোভা) কণ্ঠে যাহার বা যাহাতে, বহু। বি; পুং।

শ্রীকর—১। শ্রীবিষ্ণু; স্মৃতিগ্রন্থকারক পণ্ডিত বিঃ। বি; পুং। ২। রক্তোৎপল। বি; স্ত্রী। ৩। যিনি সৌভাগ্য দান করেন এমন, শোভাকারক, সৌন্দর্যজনক। উপপদ; শ্রী—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রী**। ৪। সুন্দর হস্ত। শ্রীযুক্ত কর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শ্রীকরণ—লেখনী, কলম। শ্রীর ('শ্রী' এই শব্দের) করণ (লিখন) যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

শ্রীকান্ত, **শ্রীনাথ**, **শ্রীপতি**—লক্ষ্মীপতি, শ্রীবিষ্ণু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

শ্রীকৃষ্ণ—রাধানাথ, বসুদেবনন্দন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

শ্রীক্ষেত্র—পুরীধাম। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শ্রীখণ্ড—চন্দনকাষ্ঠ। শ্রীর (শোভা ইঃর) খণ্ড (অংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

শ্রীঘর—(ব্যঙ্গার্থে) জেলখানা। শ্রীবিশিষ্ট ঘর, মধ্যপ কর্মধা। বাংলা। বি।

শ্রীচরণ, শ্রীপদ—শোভাযুক্ত পদ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীচরণকমল—শ্রীসম্পন্ন এবং পদ্মসদৃশ পদ। চরণরূপ কমল, রূপক কর্মধা ; শ্রীযুক্ত চরণকমল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু—পূজনীয় ব্যক্তির নিকট লেখনীয় চিঠির পাঠ। গৌরবে সংস্কৃত ৭মী বিভক্তির বহুবচন।

শ্রীছাঁদ—সুন্দর গঠনধারণ, বাহ্য সৌন্দর্য। বাংপ্র। বি।

শ্রীজ—কাম ; কামদেব। উপতৎ ; শ্রী—জন্ +ড কর্তৃ। বি ; পুং।

শ্রীদ—১। কুবের, ধনাধিপ। বি ; পুং। ২। ধনদাতা ; শোভাদায়ক। উপতৎ ; শ্রী—দা (দান করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

শ্রীধর—বিষ্ণু ; শালগ্রামমূর্তি বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্রীনন্দন—কামদেব, কন্দর্প ; লক্ষ্মীপুত্র।

শ্রীনাথ—'শ্রীকান্ত' দ্রঃ।

শ্রীনিকেতন—১। বিষ্ণু, নারায়ণ। বি ; পুং। ২। লক্ষ্মীর আলয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

শ্রীনিবাস—বিষ্ণু ; লক্ষ্মীর আলয়। ৬ষ্ঠীতৎ।

শ্রীপঞ্চমী—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী (ভগবান্ কার্তিকের এই পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই জন্য এই তিথি শ্রীপঞ্চমী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে)। শ্রীপ্রিয়া পঞ্চমী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীপতি—'শ্রীকান্ত' দ্রঃ।

শ্রীপথ—রাজপথ। শ্রীযুক্ত পন্থা ('পথিন্'), মধ্যপ কর্মধা (অ সমাসান্ত)। বি ; পুং।

শ্রীপদ—'শ্রীচরণ' দ্রঃ।

শ্রীপদপঙ্কজ—শ্রীচরণরূপ পদ্ম। পদরূপ পঙ্কজ, রূপক কর্মধা ; শ্রীযুক্ত পদপঙ্কজ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীপদপল্লব—শ্রীচরণরূপ পল্লব, শ্রীযুক্ত পদপল্লব। পদরূপ পল্লব, রূপক কর্মধা ; শ্রীযুক্ত পদপল্লব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীফল—১। বেলগাছ, বিল্ববৃক্ষ। শ্রীযুক্ত ফল যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। বেল ফল ; রাজাদনী। শ্রীযুক্ত ফল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীবৎস—১। বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী ; গৃহ বিঃ ; বৃক্ষ বিঃ ; পুরাণ বর্ণিত এক রাজার নাম। শ্রীর বৎস (প্রকাশক), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। শ্রীবিষ্ণু। শ্রীবৎস+অচ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

শ্রীবৎসলাঞ্ছন—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। শ্রীবৎস লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি ; পুং।

শ্রীবাস—পদ্ম ; বিষ্ণু ; শিব ; শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপস্থ পার্ষদ বিঃ। শ্রীর (লক্ষ্মীর) বাস যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

শ্রীবিষ্ণু—১। বিষ্ণুর পবিত্র নাম। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ২। পাপমুক্তি বা আত্মদোষ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত বিষ্ণুনাম। বাংপ্র। অ।

শ্রীবৃদ্ধি—উন্নতি ; সৌভাগ্যবৃদ্ধি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শ্রীভ্রষ্ট—যাহার সৌন্দর্য ও কান্তি নষ্ট হইয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

শ্রীমৎ—শ্রদ্ধেয়, পূজনীয় (সাধু-সন্ন্যাসীর নামের পূর্বে শ্রীমান্-স্থানে ইহার প্রয়োগ হয়)। বিণ।

শ্রীমতী—১। শ্রীযুক্তা, শ্রীবিশিষ্টা ; স্ত্রীলোকের নামের পূর্বে ব্যবহার্য শব্দ বিঃ (কুমারী অথবা সধবার নামের পূর্বে ইহার প্রয়োগ হয়)। বিণ বা বি ; স্ত্রী। ২। রাধিকা ; কপিলপত্নী। শ্রীমৎ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্রীমত্যা—বিধবার নামের পূর্বে ব্যবহার্য শব্দ। অশুদ্ধ প্রয়োগ। বিণ ; স্ত্রী।

শ্রীমন্ত—শ্রীমান্, কান্তি বা সৌভাগ্যযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

শ্রীমান্ (-মৎ)—১। শ্রীযুক্ত (স্নেহভাজনের নামের পূর্বে ব্যবহার্য শব্দ) ; ঐশ্বর্যশালী, ধনী ; সুন্দর, সুশ্রী। বিণ। ২। বিষ্ণু ; শিব ; কুবের ; তিলকবৃক্ষ ; অশ্বত্থ বৃক্ষ। শ্রী (সম্পত্তি, সৌন্দর্য)+মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

শ্রীমুখ—১। পত্রপৃষ্ঠে 'শ্রী'-শব্দলিখন। শ্রী মুখ (প্রধান) যাহাতে, বহু। বি ; পুং। ২। শোভাযুক্ত আনন। শ্রীযুক্ত মুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীমুখপঙ্কজ—ফুটন্ত পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ। মুখরূপ পঙ্কজ, রূপক কর্মধা ; শ্রীযুক্ত মুখপঙ্কজ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীমূর্তি(র্ত্তি)—১। দেববিগ্রহ ; বিষ্ণুপ্রতিমা। শ্রীযুক্তা মূর্তি, মধ্যপ কর্মধা। ২। দেবী লক্ষ্মীর প্রতিমা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত—শ্রীমান্, লক্ষ্মীবান্ ; শোভাযুক্ত, শোভিত ; জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্বে প্রযুক্ত শব্দ। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রীরাগ—ছয় রাগের মধ্যে তৃতীয় রাগ। শ্রী নামক রাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

শ্রীরামনবমী—চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রীল—শ্রীযুক্ত, সৌভাগ্যবান্, লক্ষ্মীবান্। শ্রী (ভাগ্য)+লচ্ আছে অর্থে। বিণ।

শ্রীশ—শ্রীবিষ্ণু। শ্রীর (লক্ষ্মীর) ঈশ (ঈশ্বর, পতি), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্রীশ্রী—দেবতা বা মহাপুরুষদের নামের পূর্বে প্রযুক্ত শব্দ। বাংপ্র। বি।

শ্রীহস্ত—পূজনীয় ব্যক্তির অথবা প্রিয়জনের হাত (অনেক সময় ব্যঙ্গে)। শ্রীযুক্ত (শোভাবিশিষ্ট, সুন্দর) হস্ত, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

শ্রীহীন—শোভাশূন্য ; সৌভাগ্যবঞ্চিত ; দুর্ভাগা। ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রুত—১। যাহা শোনা হইয়াছে এমন, আকর্ণিত ; জ্ঞাত ; প্রসিদ্ধ। বিণ। ২। বেদ ; শাস্ত্র ; শাস্ত্রজ্ঞান। শ্রু+ক্ত কর্ম। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতকীর্তি(র্ত্তি)—১। (রামায়ণ) রাজা কুশধ্বজের কন্যা, শত্রুঘ্নের পত্নী। বি ; স্ত্রী। ২। দেবর্ষি বিঃ। বি ; পুং। ৩। বিখ্যাত, কীর্তিযুক্ত। শ্রুতা কীর্তি যাঁহার, বহু। বিণ।

শ্রুতদেবী—সরস্বতী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতধর—'শ্রুতিধর' দ্রঃ।

শ্রুতবান্ (-বৎ)—১। যে শুনিয়াছে এমন। শ্রু+ক্তবতু কর্তৃ। ২। শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান্। শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান)+মতুপ্ আছে অর্থে। স্ত্রী, -বতী।

শ্রুতর্ষি—ঋষি বিঃ, সুশ্রুত প্রঃ। শ্রুতবিৎ ঋষি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

শ্রুতলিখন—অন্যের উচ্চারিত বিষয় লিখিয়া যাওয়া, dictation-writing. শ্রুতের (শ্রুত বিষয়ের) লিখন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতান্বিত—বেদবিৎ, যিনি বেদ পাঠ করিয়াছেন এমন ; বিদ্বান্। শ্রুত দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

শ্রুতি—১। কান, কর্ণ ("পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি"—কাশী)। শ্রু+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী। ২। শোনা, শ্রবণ। শ্রু+ক্তি ভাব। ৩। বেদ (লিখনপ্রণালী সৃষ্ট হইবার পূর্বে বেদ, শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহার একটি নাম শ্রুতি) ; কিংবদন্তি ; পুরুষপরম্পরাগত প্রবাদ ; বাচক শব্দ ; এক স্বর হইতে অন্য স্বরের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম স্বরাংশ (সংগীতের প্রতি স্বরসপ্তকে তীব্রা কুমুদ্বতী প্রঃ বাইশটি শ্রুতি আছে)। শ্রু+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতিকটু—১। যাহা শুনিতে খারাপ লাগে এমন। শ্রুতিতে কটু, ৭মীতৎ। বিণ। ২। (অলংকারে) 'কার্কশ্য' প্রঃ কর্কশধ্বনিযুক্ত শব্দের প্রয়োগজনিত দোষ। শ্রুতি বিষয়ে কটু (কর্কশ), ৭মীতৎ। বি ; পুং। [বিণ।

শ্রুতিকঠোর—শুনিতে কর্কশ। ৭মীতৎ।

শ্রুতিগম্য, -গোচর—যাহা শোনা যায় বা যাইতে পারে এমন। ৩য়াতৎ ; ২য় পক্ষে ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শ্রুতিধর, শ্রুতধর—কোন কিছু একবার শুনিয়াই যে তাহা মনে রাখিতে পারে এমন, শ্রবণমাত্র স্মৃত্যাসকারক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শ্রুতিপথ—কান, কর্ণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্রুতিপ্রসাদন—১। শুনিতে মধুর। বিণ। ২। কর্ণের প্রীতিসম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি . স্ত্রী।

শ্রুতিপ্রামাণ্য—বেদে আছে বলিয়া মানিয়া লইবার যোগ্যতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতিবেধ—সংস্কার বিঃ, কর্ণবেধ ; কান বিঁধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

শ্রুতিমধুর, -মনোহর—শুনিতে মিষ্ট। ৭মীতৎ। বিণ।

শ্রুতিমূল—১। কানের গোড়া, কর্ণমূল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। বেদরূপ ধর্মবোধন প্রমাণ ; যজ্ঞ। শ্রুতি (বেদ) মূল যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতিলিখন—শ্রুতলিখন (তাহা দ্রঃ)। অগ্রে শ্রুতি পরে লিখন, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতিসুখ—কানে ভাল লাগা, কর্ণের প্রীতি। শ্রুতিগত সুখ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতিসুখকর—শুনিতে মধুর। উপতৎ ; শ্রুতিসুখ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

শ্রুতিস্মৃতি—বেদ এবং মনু প্রঃ প্রণীত শাস্ত্র। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

শ্রুতিহারী (-হারিন্)—শুনিতে মধুর। উপতৎ ; শ্রুতি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

শ্রূয়মাণ—যাহা শুনা যাইতেছে এমন। শ্রু +শানচ্ কর্ম। বিণ।

শ্রেঢ়ী—(গণিত) গণনার প্রকার বিঃ, progression. শ্রেণি—ঢৌক্+ড কর্তৃ+ ঙীপ্ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

শ্রেণি, শ্রেণী—পঙ্‌ক্তি ; সারি, দল ; জাতি, সমধর্মবিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিসমূহ ; ক্লাস, মান ; সেচনপাত্র ; সমানব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ ; কারুসংহতি। শ্রি+নি কর্তৃ ; পক্ষে ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্রেণিকা—তাঁবু, পটবাস। শ্রেণী+কন্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্রেণী—'শ্রেণি' দ্রঃ।

শ্রেণীকরণ—পঙ্‌ক্তি বা সারিতে ভাগ করা, grading. শ্রেণী—অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-কৃত**।

শ্রেণীবদ্ধ—সারি-বাঁধা ; দল-বাঁধা ; সারি সারি ভাবে অবস্থিত। ৩য়া বা ৭মীতৎ। বিণ।

শ্রেণীবিন্যস্ত—সারি সারি করিয়া স্থাপিত ; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে সাজানো। ৭মীতৎ। বিণ। বি—**শ্রেণীবিন্যাস**।

শ্রেণীভুক্ত—শ্রেণীতে গৃহীত ; শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়াতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ।

শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্), **শ্রেয়**—১। ধর্ম, পুণ্য ; মোক্ষ, মুক্তি, অপবর্গ ; সৌভাগ্য ; সুখ ; মঙ্গল, শুভ। বি ; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠ ; শুভকর ; অতিপ্রশস্ত। প্রশস্য+ঈয়সু অত্যর্থে (প্রশস্য-স্থানে শ্র)। বিণ। পুং—**শ্রেয়ান্**। স্ত্রী—**শ্রেয়সী**।

শ্রেয়সী—শ্রেষ্ঠা ; শুভকরী। শ্রেয়স্+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শ্রেয়স্কর—শুভকর, মঙ্গলজনক। উপতৎ ; শ্রেয়স্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

শ্রেয়ান্ (শ্রেয়স্)—'শ্রেয়ঃ' শব্দে (২) দ্রঃ।

শ্রেয়োজনক—কল্যাণকর, শুভজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

শ্রেষ্ঠ—১। প্রধান ; উত্তম ; অতি প্রশস্ত। বিণ। ২। কুবের ; রাজা ; ব্রাহ্মণ ; শ্রীবিষ্ণু। বি ; পুং। ৩। গোদুগ্ধ। প্রশস্য+ইষ্ঠ অত্যর্থে (প্রশস্য-স্থানে শ্র)। বি ; ক্লী।

শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠত্ব—প্রাধান্য, উৎকর্ষ, উত্তমতা। শ্রেষ্ঠ+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী। বিণ—**শ্রেষ্ঠ**।

শ্রেষ্ঠাশ্রম—প্রধান আশ্রম ; গৃহস্থাশ্রম। শ্রেষ্ঠ আশ্রম, কর্মধা। বি ; পুং।

শ্রেষ্ঠী (শ্রেষ্ঠিন্)—বণিগ্ বিঃ, শেঠ ; অতি ধনী ব্যক্তি ; মহাজন। শ্রেষ্ঠ (প্রধান বস্তু) +ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

শ্রোণি, শ্রোণী—কোমর, কটিদেশ ; পাছা, নিতম্ব ; পথ। শ্রোণ্ (স্থূল হওয়া)+ইন্ কর্তৃ ; পক্ষে ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্রোণিতট, -ফলক—১। চওড়া পাছা, প্রশস্ত নিতম্ব। শ্রোণি তটসদৃশ, ফলকসদৃশ, উপমিত কর্মধা। ২। নিতম্বের নিম্নভাগ বা পার্শ্বভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, ক্লী।

শ্রোণিসূত্র—গড়াবন্ধনসূত্র ; কটিবন্ধনসূত্র, ঘুনসি। শ্রোণিস্থ সূত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

শ্রোণী—'শ্রোণি' দ্রঃ।

শ্রোতব্য—'শ্রবণীয়' দ্রঃ।

শ্রোতা (শ্রোতৃ)—যে শুনে এমন, শ্রবণকর্তা। শ্রু+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শ্রোত্রী**।

শ্রোতৃবর্গ, -মণ্ডলী—শ্রবণকারীর দল, শ্রোতার দল, audience. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, স্ত্রী।

শ্রোত্র, শ্রৌত্র—১। শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। শ্রু+ষ্ট্রন্ করণ ; শ্রোত্র+অণ্ স্বার্থে। ২। বেদ। শ্রু+ষ্ট্রন্ কর্ম ; শ্রোত্র+অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

শ্রোত্রিয়—১। বেদপাঠক ব্রাহ্মণ ; বেদজ্ঞ বিপ্র ; সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ। বি ; পুং। ২। সুশীল, সচ্চরিত্র ; সৎকুলজাত। ছন্দস্ (বেদ) +ঈয় অধ্যয়নার্থে (ছন্দস্-স্থানে শ্রোত্র)। বিণ।

শ্রৌত—১। শ্রুতিসিদ্ধ, বেদবিহিত। বিণ। স্ত্রী—**শ্রৌতী**। ২। গার্হপত্য আহবনীয় দক্ষিণ—এই তিন প্রকার অগ্নি। শ্রুতি (বেদ)+অণ্ বিহিতার্থে। বি ; পুং।

শ্রৌতকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—বেদবিহিত ক্রিয়া। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্লথ—ঢিলা, অদৃঢ়, শিথিল ; দুর্বল। শ্লথ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

শ্লাঘনীয়—'শ্লাঘ্য' দ্রঃ।

শ্লাঘা—প্রশংসা ; অভিলাষ, ইচ্ছা ; পরিচর্যা, সেবা ; নিজগুণ-খ্যাপন। শ্লাঘ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্লাঘাজনক—প্রশংসাজনক, গৌরবজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

শ্লাঘিত—প্রশংসিত, গৌরবিত। শ্লাঘ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয়—প্রশংসনীয়, প্রশংসাযোগ্য ; স্পৃহণীয় ; প্রশস্ত। শ্লাঘ্+ণ্যৎ, অনীয় কর্ম। বিণ।

শ্লিষ্ট—শ্লেষযুক্ত, দুই বা বহু অর্থবোধক ; সংসৃষ্ট ; সংযুক্ত ; আলিঙ্গিত। শ্লিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শ্লিষ্টার্থ—স্পষ্টভাবে যে অর্থের বোধ হয় তাহা ছাড়া অন্য অর্থ। শ্লিষ্ট যে অর্থ, কর্মধা। বি ; পুং।

শ্লিষ্টোক্তি—যাহার দুইটি অর্থ হয় এরূপ কথা। শ্লিষ্টা উক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্লীপদ—শোথরোগ, গোদ, elephantiasis. শ্রীযুক্ত (বৃদ্ধিযুক্ত) পদ যাহা হইতে, বহু (র-স্থানে ল)। বি ; ক্লী।

শ্লীপদী (-দিন্)—গোদা পায়ে, শোথযুক্ত। শ্লীপদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

শ্লীল—শ্রীযুক্ত ; সৌভাগ্যশালী ; ভদ্র ; সভ্য ; সাধু। শ্রী+লচ্ আছে অর্থে (র-স্থানে ল)। বিণ।

শ্লীলতা—ভদ্রতা ; সভ্যতা। শ্লীল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

শ্লীলতাহানি—অভদ্র ব্যবহার ; স্ত্রী-লোকের সম্ভ্রম নাশ, বলাৎকারের চেষ্টা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

শ্লেট—লিখিবার কাল প্রস্তরফলক। <ইং 'slate'. বি ; স্ত্রী।

শ্লেষ—১। যোগ, সংযোগ ; আলিঙ্গন ; দাহ ; কাব্যালংকার বিঃ, এক শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ, pun ; [একই শব্দের একাধিক অর্থসংগতি হইলে এই অলংকার হয় ; যথা—

১। "গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত"
—ভারতচন্দ্র।

গোত্র=(১) বংশ, (২) পর্বত। মুখবংশজাত =(১) মুখোপাধ্যায়, (২) শ্রেষ্ঠ বংশে উৎপন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মার মানসজাত।

২। "গৌরি শ্যামনট নহ তব দুরঘট
—রাধামোহন।
গৌরি—(১) গৌরী রাগিণী, (২) হে গৌরবর্ণে রাধিকে। শ্যামনট=(১) নটনারায়ণ রাগ, (২) শ্যামনাগর। নহ তব দুরঘট=(১) তোমার নিকট কঠিন নহে, (২) তোমার পক্ষে দুর্লভ নহে]। শ্লিষ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ৩। বিদ্রূপ, পরিহাসসূচক বক্রোক্তি। ব্যংগ্র। বি।

শ্লেষ্মা (শ্লেষ্মন্)—কফ, phlegm; শিকনি, গয়ের, mucus. শ্লিষ্‌+মনিন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

শ্লেষ্মাজ্বর—(বৈদ্যক) কফের বৈষম্য হেতু জ্বররোগ। শ্লেষ্মা-জনিত জ্বর, মধ্যপ কর্মধা (ব্যাকরণ মতে শ্লেষ্মজ্বর)। বি; পুং।

শ্লৈষ্মিক—শ্লেষ্মাসম্বন্ধীয়; শ্লেষ্মময়। শ্লেষ্মন্+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। **শ্লৈষ্মিক অন্তস্ত্বক্‌, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী**—ত্বকের যে ভাগ দ্বারা শরীরের অভ্যন্তর ভাগ আবৃত থাকে তাহা, mucous membrane.

শ্লোক—পদ্য, কবিতা, ছন্দোবদ্ধ বাক্য; সুখ্যাতি, যশঃ। শ্লোক্‌ (পদ্যরচনা করা প্রথিত হওয়া)+ঘঞ্‌ কর্ম, কর্তৃ। বি; পুং [রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, শোক শব্দ হইতে শ্লোক হইয়াছে। মহামুনি বাল্মীকি একদা এক ব্যাধকে কামক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চদম্পতির পুং-ক্রৌঞ্চটিকে শরবিদ্ধ করিতে দেখিয়া দুঃখে ব্যাধকে অভিশাপ দিলেন। শোকাবেগে ঐ অভিশাপবাণী ছন্দোবদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল। যথা—
"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥"
তদবধি ছন্দোবদ্ধ বাক্যমাত্রই শ্লোক-নামে খ্যাত হইয়াছে]।

শ্লোকময়, শ্লোকাত্মক—শ্লোকে রচিত, পদ্যে রচিত। শ্লোক+ময়ট্‌ স্বরূপার্থে; শ্লোক আত্মা (আত্মন্=স্বরূপ) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, -য়ী, -ত্মিকা।

[ষ]

ষ—১। একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ (ইহার উচ্চারণ-স্থান মূর্ধা; ইহা উষ্মবর্ণ)। ২। ক্লেশ; ক্ষতি, ধ্বংস; অবশেষ; শিক্ষক; প্রাক্তন সংস্কার বা জ্ঞানের লোপ; মুক্তি, নির্বাণ; স্বর্গ; নিদ্রা। বি; পুং। ৩। অঙ্কুর; ধৈর্য। বি; স্ত্রী। ৪। বিজ্ঞ; শ্রেষ্ঠ; শোভন। ষো (নাশ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ষকার—'ষ' এই বর্ণ। ষ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ষট্‌ (ষষ্‌)—ছয় সংখ্যা, ৬। ষো (নাশ করা)+ক্বিপ্‌ কর্তৃ (নিপা)। বিণ।

ষট্‌ক—ছয় সংখ্যা, ৬। ষষ্‌ (ছয়)+ক স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

ষট্‌কর্ম (-কর্মন্‌), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্‌)—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ—ব্রাহ্মণের কৃত্য এই ছয় কর্ম; (তন্ত্র) শান্তি বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষ উচ্চাটন মারণ—এই ছয় কর্ম। ষট্‌প্রকার কর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ষট্‌কর্মা (-কর্মন্‌), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন্‌)—যজন প্রঃ কর্মকারী ব্রাহ্মণ। ষট্‌ কর্ম যাহার, বহু। বি; পুং।

ষট্‌কর্মা(র্ম্মা)ন্বিত—যজন যাজন ইঃর অনুষ্ঠানকারী। ষট্‌কর্মদ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

ষট্‌কোণ—১। বজ্র; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান; (জ্যামিতি) ষড়্‌ভুজ ক্ষেত্র, hexagon. বি; স্ত্রী। ২। যাহার ছয়টি কোণ আছে এমন। ষট্‌ কোণ যাহার, বহু। বিণ।

ষট্‌চক্র—দেহমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত যোগোক্ত পদ্মাকার ছয়টি চক্র (যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা)। দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষট্‌চত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম—ছেচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্‌চত্বারিংশৎ+ডট্‌, তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

ষট্‌চত্বারিংশৎ—ছেচল্লিশ সংখ্যা, ৪৬; ৪৬-সংখ্যক। ষড়ধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌ত্রিংশ, -ত্রিংশত্তম—ছত্রিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্‌ত্রিংশৎ+ডট্‌, তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

ষট্‌ত্রিংশৎ—ছত্রিশ সংখ্যা, ৩৬; ৩৬-সংখ্যক। ষড়ধিকা ত্রিংশৎ (ত্রিশ), মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌পঞ্চাশ, -পঞ্চাশত্তম—ছাপ্পান্ন সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্‌পঞ্চাশৎ+ডট্‌, তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

ষট্‌পঞ্চাশৎ—ছাপ্পান্ন সংখ্যা, ৫৬; ছাপ্পান্ন-সংখ্যক। ষড়ধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌পদ—১। যাহার ছয় পা আছে এমন। বিণ। ২। ভ্রমর। ষট্‌ পদ যাহার, বহু। বি; পুং।

ষট্‌পদী—উকুন; ভ্রমরী; ছচরণযুক্ত ছন্দ। ষট্‌পদ+ঙীপ্‌। বি; স্ত্রী।

ষট্‌প্রজ্ঞ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সামাজিক নিয়ম অর্থাৎ লোকাচার ও তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ; বৌদ্ধ; কামুক ব্যক্তি। ষট্‌ (ছয়) বিষয়ে প্রজ্ঞ, ৭মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

ষট্‌ষষ্ঠ—ছেষট্টি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্‌ষষ্টি+ডট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষষ্ঠী।

ষট্‌ষষ্টি—ছেষট্টি সংখ্যা, ৬৬; ছেষট্টি-সংখ্যক। ষড়ধিকা ষষ্টি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌ষষ্টিতম—ছেষট্টি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্‌ষষ্টি+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

ষট্‌সপ্তত, -সপ্ততিতম—ছিয়াত্তর সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষট্‌সপ্ততি+ডট্‌, তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী, -মী।

ষট্‌সপ্ততি—ছিয়াত্তর সংখ্যা, ৭৬; ছিয়াত্তর-সংখ্যক। ষড়ধিকা সপ্ততি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষড়ঙ্গ—১। দুই হাত দুই পা কোমর ও মাথা—দেহের এই ছয় অঙ্গ; হৃদয়াদি ছয়টি অবয়ব; শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ—বেদের এই ছয়টি অঙ্গ; গোমূত্র গোময় ক্ষীর ঘৃত দধি রোচনা—এই ছয় গব্য; মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ আটবিক—এই ছয়প্রকার সেনাঙ্গ; আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে—পীঠাদি ছয়টি উপকরণ। ষট্‌ (ছয়) অঙ্গের (অবয়বের, অংশের) সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী। ২। ছয় অঙ্গবিশিষ্ট। বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী। ৩। ক্ষুদ্রগোক্ষুরক। ষট্‌ অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং।

ষড়ভিজ্ঞ—দিব্যচক্ষুঃ শ্রোত্র (বেদ) পর-চিত্তজ্ঞান (পরের মনের কথা জানা) পূর্বজন্ম-স্মরণ আত্মজ্ঞান বিয়দ্গতি (আকাশে গমন করিবার ক্ষমতা) কায়ব্যূহসিদ্ধি (যে কোন দেহধারণ করিবার ক্ষমতা)—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ। ষট্‌ (ছয় বিদ্যা বা ধর্মবিষয়ে) অভিজ্ঞ, ৭মীতৎ। বিণ।

ষড়যন্ত্র—<ষড়্যন্ত্র (তাহা দ্রঃ)।

ষড়শীত, -শীতিতম—ছিয়াশি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। ষড়শীতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে বিণ। স্ত্রী, -তী, -মী।

ষড়শীতি—ছিয়াশি সংখ্যা, ৮৬; সংক্রান্তি বিঃ; মিথুন কন্যা ধনু ও মীনরাশিতে সূর্যের সংক্রমণ; ছিয়াশি-সংখ্যক। ষড়ধিকা অশীতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষড়শীতিচক্র—(জ্যোতিষ) মিথুন কন্যা ধনু ও মীনরাশিস্থ রবির শুভাশুভ ফল জানিবার জন্য নক্ষত্র'ঙ্গ নরাকার চক্র। বি; স্ত্রী।

ষড়ানন—কার্তিকেয়, স্কন্দ। ষট্ আনন যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ষড়্ঋতু—গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত—বৎসরের এই ছয়টি কালবিভাগ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ষড়ৈশ্বর্য(র্য্য)—ঐশ্বর্য বীর্য যশঃ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণ [ঐশ্বর্য বলিতে সাধারণতঃ অণিমাদি আটটিকে বুঝায় এবং ভগ শব্দে ঐশ্বর্য প্রঃ ছয়টিকে বুঝায়; কিন্তু এখানে ষড়ৈশ্বর্য শব্দেই ঐশ্বর্য বীর্য ইঃকে বুঝাইতেছে]। ষট্ ঐশ্বর্যের সমাহার, দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষড়ৈশ্বর্য(র্য্য)শালী (-লিন্)—১। ছয়টি গুণের অধিকারী। উপতৎ; ষড়ৈশ্বর্য—শাল্ +ণিন্ কর্তৃ। স্ত্রী, -শালিনী। ২। শ্রীভগবান্। বি।

ষড়্গ্রন্থ—কৃতাভ্যাস, অভ্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

ষড়্গুণ—১। সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয়—রাজাদিগের এই ছয়টি শত্রুদমন-যোগ্য নীতি। ষট্-সংখ্যক গুণ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। ছয় সংখ্যাদ্বারা গুণিত। ষট্ গুণ যাহাতে, বহু। বিণ।

ষড়্জ—সংগীতের স্বর বিঃ। [নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত—এই ছয় স্থান হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা ময়ূরস্বরতুল্য। বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৬ বার কম্পন হইলে মুদারা গ্রামের ষড়্জ বা সা স্বরের উৎপত্তি হয়]। উপতৎ; ষষ্—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

ষড়্দর্শন—পূর্বমীমাংসা বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জলি ন্যায় বৈশেষিক—এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। ষট্ দর্শনের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষড়্দুর্গ—ধন্বদুর্গ মহীদুর্গ গিরিদুর্গ মনুষ্যদুর্গ মৃদ্দুর্গ বনদুর্গ—এই ছয় প্রকার দুর্গ। ষট্ দুর্গের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষড়্বক্ত্র—ষড়ানন, কার্তিকেয়। ষট্ বক্ত্র যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ষড়্বর্গ—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য—এই ছয় রিপু। ষটের (ছয়ের) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

ষড়্বিধ—ছয়প্রকার। ষট্ বিধা যাহার, বহু। বিণ।

ষড়্ভুজ—১। ছয়হস্তযুক্ত। বিণ। ২। (জ্যামিতি) ছয়টি বাহু দ্বারা বদ্ধ ক্ষেত্র, hexagon. ষট্ ভুজ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

ষড়্যন্ত্র—গুপ্ত কুমন্ত্রণা, কু-চক্রান্ত। ষটের (ছয় জনের, অর্থাৎ অনেকের) যন্ত্র (দুরভি-প্রায়সাধক পরামর্শ), ৬ষ্ঠীতৎ; ষড়্বিধ যন্ত্র মধ্যপ কর্মধা। বি।

ষড়্রস—মধুর তিক্ত কষায় অম্ল কটু লবণ —এই ছয় রস। ষট্ (ছয়) রসের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষণ্ড—১। ষাঁড়, বৃষ; নপুংসক; প্রহ্লাদের গুরু; বৃক্ষ। বি; পুং। ২। পদ্মসমূহ; সমূহ। ষণ্+ড কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

ষণ্ডা—ষাঁড়ের মত বলশালী দুর্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল; একগুঁয়ে। <ষণ্ড। বিণ।

ষণ্ডামার্ক—ষণ্ড ও অমার্ক নামক প্রহ্লাদের গুরুদ্বয়; (লক্ষার্থে) দুর্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব ব্যক্তি। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ষণ্ডামার্কা—গুণ্ডা-প্রকৃতি। ষণ্ডা মার্কা (<mark=চিহ্ন) যাহার, বহু, অথবা, <ষণ্ডামার্ক। বিণ।

ষণ্ণবতি—ছিয়ানব্বই সংখ্যা, ৯৬; ছিয়ানব্বই-সংখ্যক। ষড়ধিকা নবতি, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষণ্ণবতিতম—ছিয়ানব্বই সংখ্যার পূরক। ষণ্ণবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

ষণ্মাস্য—যাহা ছয় মাসে সম্পন্ন হয় এমন, ছয়মাসসাধ্য; যাহার বয়স ছয় মাস হইয়াছে এমন। ষণ্মাস+যৎ সাধ্যার্থে, বয়সার্থে। বিণ।

ষণ্মুখ—ষড়ানন, কার্তিকেয়। ষট্ মুখ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

ষত্ব—মূর্ধন্য ষ-কারের ভাব, ব্যাকরণের বিধানে 'ষ' হওয়া। ষ+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

ষত্ববিধান, -বিধি—(ব্যাকরণ) দন্ত্য 'স'-স্থানে মূর্ধন্য 'ষ' হওয়ার নিয়ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, পুং।

ষষ্টি—ষাট সংখ্যা, ৬০; ৬০-সংখ্যক। ষড়্-গুণিতা দশতি, মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষষ্টিক—১। ধান্য বিঃ, ৬০ রাত্রিতে যে ধান্য পক্ব হয় তাহা। বি; পুং। ২। ষষ্টি-সংখ্যা দ্বারা ক্রীত। ষষ্টি+কন্ নিষ্পন্নার্থে, ক্রীতার্থে। বিণ। [স্ত্রী।

ষষ্টিকা—ষষ্টিকধান্য। ষষ্টিক+আপ্। বি;

ষষ্টিতম—ষাটের পূরক। ষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

ষষ্ঠ, ষষ্ঠক—ছয়ের পূরক। ষষ্+থট্ পূরণার্থে (থ-আগম); ষষ্ঠ+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—ষষ্ঠী, ষষ্ঠিকা।

ষষ্ঠিকা, ষষ্ঠী—১। দেবী বিঃ; কাত্যায়নী, দুর্গা; তিথি বিঃ; মাতৃকা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। ছয়ের স্থানীয়া। ষষ্ঠ+ঈপ্, ১ম পক্ষে ষষ্ঠী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ষষ্ঠীতৎপুরুষ—(ব্যাক) সমাস বিঃ; [পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহা]। ষষ্ঠীনির্দিষ্ট তৎপুরুষ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

ষষ্ঠীতলা—ষষ্ঠীদেবীর মন্দির বা অধিষ্ঠান-স্বরূপ বৃক্ষের সমীপবর্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি। [বি।

ষষ্ঠীবাটা—জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব। <ষষ্ঠীব্রত।

ষাঁড়—পুরুষ জাতীয় গরু, পুঙ্গব। বি।

ধর্মের ষাঁড়—ধর্ম-দেবতার নামে যে ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; (তাহা হইতে বিদ্রূপার্থে) স্বেচ্ছাবিহারী, যে নিজের খেয়ালমত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

ষাঁড়ের গোবর—অকর্মণ্য অকেজো লোক বা বস্তু।

ষাঁড়াষাঁড়ি—দুইটি ষাঁড়ের লড়াই। ব্যতিহার বহু। বাংপ্র। বি। **ষাঁড়াষাঁড়ির বান**—গঙ্গার জোয়ার বিঃ। এই জোয়ারের সময় গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাত অতি ভীষণ হয়।

ষাট্—ষষ্ঠীদেবী। <ষষ্ঠী। বি। **ষাটের কোলে**—ষষ্ঠীদেবীর কৃপায়।

ষাট, ষাটি—৬০-সংখ্যা; ৬০-সংখ্যক। <ষষ্টি। বি বা বিণ।

ষাট্ ষাট্—ষাট্ ষাট্, শিশুসন্তানের অমঙ্গল নিবারণার্থে বা তাহার ক্রন্দন নিবারণ ও ভয়াদি দূর করিবার জন্য 'ষাট' শব্দের উচ্চারণ। <ষষ্ঠী বা ষষ্টি। অ।

ষাড়ব—গান, গীত, ছয়স্বরের মিলিত রাগ-রাগিণী। ষষ্+অণ্ জাতার্থে (নিপা)। <ষাড়ব। বি; পুং।

ষাড়্গুণ্য—সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধীভাব আশ্রয়—এই ছয় গুণ। ষড়্গুণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

ষাণ্মাতুর—ষড়ানন, কার্তিকেয় [কৃত্তিকা-ত্রয়, দুর্গা, গঙ্গা, পৃথ্বী—ইনি এই ছয় জনের পুত্র]। ষণ্মাতৃ+অণ্ অপত্যার্থে (ঋ-স্থানে উর)। বি; পুং।

ষাণ্মাসিক—ছয়মাসব্যাপী; ছয় মাসে করণীয় (শ্রাদ্ধাদি)। ষণ্মাস+ইক ভবার্থে, কর্তব্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ষিড়্গ—কামুক, লম্পট; উপপতি। ষিট্ (ঘৃণা করা)+গন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ষেটেরা—শিশুর কল্যাণার্থ তাহার জন্মের পর ষষ্ঠ রাত্রিতে করণীয় পূজা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ষোড়শ—ষোল সংখ্যার পূরক। ষোড়শন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী. -**শী**।

ষোড়শ (-শন্)—ষোলসংখ্যা, ১৬; ১৬-সংখ্যক। ষড়ধিকা দশ (দশন্), মধ্যপ কর্মধা, অথবা, ষট্ এবং দশ, দ্বন্দ্ব। বি বা বিণ।

ষোড়শক, -দান—ভূমি আসন অন্ন বস্ত্র জল তাম্বুল প্রদীপ ছত্র গন্ধ মাল্য ফল শয্যা পাদুকা গো কাঞ্চন রজত—শ্রাদ্ধাদিকালে এই ষোড়শপ্রকার দ্রব্য দান। ষোড়শন্ (ষোল)+কন্ পরিমাণ অর্থে; ২য় পক্ষে কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ষোড়শমাতৃকা—ষোড়শসংখ্যক দেবী বিঃ [যথা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা]। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ষোড়শাংশু—১। শুক্রগ্রহ। বি; পুং। ২। ষোড়শকিরণযুক্ত। ষোড়শ (ষোল) অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহু। বিণ।

ষোড়শাঙ্গ—১। ষোল-অঙ্গবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, -**ঙ্গা**, -**ঙ্গী**। ২। গুগ্‌গুলু দারু পত্র চন্দন সরল হ্রীবের অগুরু কুষ্ঠ গুড় সর্জরস ঘন হরীতকী নখী লাক্ষা জটামাংসী শৈলেয়—এই ষোলপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্যমিশ্রিত ধূপ। ষোড়শ অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পুং।

ষোড়শাবর্ত(র্ত্ত)—শঙ্খ। ষোড়শ আবর্ত যাহার, বহু। বি; পুং।

ষোড়শার—ষোড়শদল পদ্ম। ষোড়শ অর (দল) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

ষোড়শার্চিঃ (-র্চিস্), -**র্চি** (-র্চিস্)—শুক্রগ্রহ। ষোড়শ অর্চিঃ (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পুং।

ষোড়শী—১। কালী তারা প্রঃ দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা; ষোল বৎসরের যুবতী। বি বা বিণ; স্ত্রী। ২। ষোল সংখ্যার পূরিকা। ষোড়শ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ষোড়শোপচার—আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় স্নান বসন আভরণ চন্দন পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও বন্দন—পূজার এই ১৬ উপচার; (শক্তিপূজায়) পাদ্য অর্ঘ্য স্নান আচমনীয় বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আচমন মধু তাম্বুল তর্পণ ও নতি—এই ১৬ উপচার। ষোড়শ উপচার, কর্মধা। বি; পুং।

ষোল—১৬ সংখ্যা; ১৬-সংখ্যক। <ষোড়শন্। বি বা বিণ। **ষোল আনা**—পুরাপুরি এক টাকা; সম্পূর্ণ, সমগ্র। **ষোল কলা**—চাঁদের ষোলটি অংশ। **ষোল কলাপূর্ণ**—সর্বতোভাবে পূর্ণাঙ্গ।

ষ্টেশন—আধুনিক বানান স্টেশন (দ্রষ্টব্য)।

ষ্ঠীবন—থুথু-ফেলা, থুৎকার। ষ্ঠিব্+অনট্ ভাববা। বি; ক্লী। বিণ—**ষ্ঠ্যূত**।

ষ্ঠ্যূত—যাহা থুথুরূপে ফেলা হইয়াছে এমন; যাহার উপর থুথু ফেলা হইয়াছে এমন; যাহার উপর বমি করা হইয়াছে এমন, বান্ত; নিরস্ত। ষ্ঠিব্+ক্ত কর্মবা। বিণ। বি—**ষ্ঠীবন**।

[স]

স—১। দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ (ইহার উচ্চারণ-স্থান দন্ত)। ২। শিব; বিষ্ণু; চন্দ্র; বায়ু; সর্প; জীবাত্মা; ভৃগু; দীপ্তি। বি; পুং। ৩। জ্ঞান; চিন্তা; গাড়ি যাইবার উপযুক্ত রাস্তা। সো (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৪। (বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্যবাচক শব্দের পূর্বে থাকিলে) তৎসহিত। বিণ। ৫। সহ্য কর। বাংপ্র। ক্রি।

সই—১। সখী। <সখী। বি; স্ত্রী। **সই পাতানো**—একটি মেয়ের সহিত অন্য মেয়ের সখীত্ব-স্থাপন। ২। সহ্য করি। বাংপ্র। ক্রি। ৩। মাপমত, পুরাপুরি। বিণ। ৪। স্বীকার, সম্মতি। বাংপ্র। অ। ৫। স্বাক্ষর, দস্তখত। <সহি। বি।

সইস, সহিস—অশ্বপালক। <ফা 'সাইস'। বি। [বি।

সই-সাঙাতি—সখীদের দল। বাংপ্র।

সওগাত—উপহার, ভেট। বি।

সওদা—বাণিজ্য, ব্যবসায়; বাণিজ্যদ্রব্য; কেনা জিনিস; লাভজনক ক্রয় বা বিক্রয়। ফা। বি।

সওদাগর—বণিক্, বাণিজ্যকারী; ব্যবসায়ী। ফা। বি।

সওদাগরি—বাণিজ্য, ব্যবসায়। সওদাগর+ই কর্মার্থে। ফা-মূ। বি।

সওদাগরী—সওদাগর সম্বন্ধীয় ('—জাহাজ')। সওদাগর+ঈ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সওয়া—১। সহ্য করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। এক এবং এক-চতুর্থাংশ, পূর্ণ সংখ্যা বা মাত্রা হইতে চতুর্থাংশ বেশী। <সপাদ। বি।

সওয়াইয়া—সওয়া দ্বারা গুণ করিবার নামতা। বাংপ্র। বি।

সওয়ায়—ব্যতীত, ছাড়া। <আ 'সিবা'। অ।

সওয়ার—চড়নদার, আরোহী। <ফা 'সবার'। বি।

সওয়ারি—যান, গাড়ি, পালকি প্রঃ; বাদ্যযন্ত্র বিঃ [যথা—রসনচৌকি, ডঙ্কা প্রঃ; রাজাদিগের বহির্গমনকালে এই যন্ত্রগুলি বাদিত হইত বলিয়া ইহাদের নাম সওয়ারি যন্ত্র]। ফা-মূ। বি।

সওয়ারী—আরোহী। ফা-মূ। বি।

সওয়াল—প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা; অনুরোধ; পূর্বপক্ষ। <আ 'সুআল'। বি।

সওয়ালজবাব—প্রশ্নোত্তর; মকদ্দমার বাদপ্রতিবাদ। দ্বন্দ্ব। আ-মূ। বি।

সং, সঙ—কৌতুকজনক বেশ; রঙ্গ; কৌতুক; বিদূষক; হাস্যজনক বেশধারী ব্যক্তি। <স্বাঙ্গ। বি।

সংক(ঙ্ক)ট—১। বিপদ্; দুঃখ, ক্লেশ; জনতা, ভিড়। বি; ক্লী। ২। সংকীর্ণ, অল্পপ্রস্থ, সুঁড়ি; আপজ্জনক; জনতাযুক্ত; নিবিড়; অভেদ্য; অপার, অমুত্তার্য। সম্—কট্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

সংক(ঙ্ক)টকাল—বিপদের সময়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সংক(ঙ্ক)টত্রাণ—বিপদ্ হইতে উদ্ধার। ৫মীতৎ। বি; ক্লী।

সংক(ঙ্ক)টবারণ—১। বিপদ্ দূরীকরণ। বি; ক্লী। ২। যাহা বিপদ্ দূর করে এমন, বিপন্নিবারণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

সংক(ঙ্ক)টময়, -পূর্ণ, -সংকু(ঙ্কু)ল, -সমাকুল—বিপদে পরিপূর্ণ। সংকট+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে; সংকট দ্বারা পূর্ণ, সংকুল, সমাকুল, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**, -**পূর্ণা**, -**সংকুলা**, -**সমাকুলা**।

সংক(ঙ্ক)টস্থল—১। যোজক, ভূকন্ধরা, isthmus. কর্মধা। ২। বিপদের স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সংক(ঙ্ক)টা—দেবী বিঃ; যোগিনী বিঃ। সংকট+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংক(ঙ্ক)টাপন্ন—বিপন্ন, বিপদে পতিত। সংকটে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

সংক(ঙ্ক)র, সংকা(ঙ্কা)র—১। ঝাঁট দেওয়ার ফলে উৎক্ষিপ্ত ধূলি প্রঃ, অবস্কর; একজাতীয় পুরুষ ও অন্য জাতীয় স্ত্রীর মিলনজাত ব্যক্তি জাতি বা জীব; (জীববিদ্যা) উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর মধ্যে দুই জাতির মিশ্রণজাত জাতি বিঃ, hybrid. সম্—কৃ+অপ্, ঘঞ্ কর্ম। ২। পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থের একস্থানে মিলন; মিশ্রণ, মিলন; কাব্যের একাধিক অলংকারের দুগ্ধজল অর্থাৎ সাপেক্ষভাবে মিশ্রণ [যথা—
"কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন"
—ভারত।
এখানে গুণ—(১) বিদ্যাবিনয়াদি, (২) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তার কপালে আগুন—(১) সে হতভাগা, (২) তাঁহার নেত্রে অর্থাৎ ললাটস্থ নেত্রে কামদাহকারী অনল বর্তমান। এখানে শ্লেষ এবং ব্যাজস্তুতি নামক অলংকারদ্বয় অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্তমান থাকায় উভয়ের সংকর হইয়াছে]। সম্—কৃ+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংক(ঙ্ক)রীকরণ—মিশ্রণ, একত্রীকরণ; জাতিভ্রংশ-করণ; নববিধ পাপান্তর্গত পাপবিঃ; ভেজাল দেওয়া। সংকর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সংকরী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -কৃত।

সংক(ঙ্ক)র্ষণ—১। সজোরে টানিয়া আনা; কর্ষণ, কৃষিকর্ম। সম্—কৃষ্+অনট ভাব। বি; ক্লী। ২। বলরাম। সম্—কৃষ্+অন কর্তৃ বা অনট্ কর্ম। বি; পুং।

সংক(ঙ্ক)লক—সংগ্রহকারী, সংকলয়িতা। সম্—কল্+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

সংক(ঙ্ক)লন—সংগ্রহ, compilation; যোগ, মিলন; (গণিত) অঙ্কযোগ, ঠিক দেওয়া, addition. সম্—কল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -লিত।

সংক(ঙ্ক)লিতা (-তৃ)—সংকলনকারী। সম্—কল্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

সংক(ঙ্ক)লিত—একত্রিত; সংগৃহীত; যোজিত, যাহা যোগ করা হইয়াছে এমন; ঠিক-দেওয়া ('— অঙ্ক')। সম্—কল্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংক(ঙ্ক)ল্প—অভিলাষ, ইচ্ছা; মানসকর্ম; মনোরথ; সভা ইঃতে গৃহীত প্রস্তাব, resolution; ধর্মকর্ম করিবার প্রতিজ্ঞা; যে উদ্দেশ্যে পূজা ও অন্যান্য কাজ করা হয়। সম্—কৃপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংক(ঙ্ক)ল্পবিকল্প—নিশ্চয় ও সন্দেহ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

সংক(ঙ্ক)ল্পসিদ্ধি—ইচ্ছাপূরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সংক(ঙ্ক)ল্পিত—অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত, ইষ্ট; কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত; চিন্তিত। সম্-কৃপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংকা(ঙ্কা)শ—নিকটস্থ, সমীপবর্তী; (শব্দের পরবর্তী হইলে) তুল্যবর্ণ-বিশিষ্ট; সদৃশ ('জবাকুসুম-সংকাশ')। সম্—কাশ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

সংকী(ঙ্কী)র্ণ—১। অপ্রশস্ত; বহুলোক-সমাকীর্ণ, সমাকীর্ণ, ব্যাপ্ত; নানাবিধবস্তু-সমন্বিত; বর্ণসংকর; অপবিত্র; সংকুচিত; পরস্পরবিজাতীয়; মিশ্রিত; সংকটাপন্ন। বিণ। ২। বর্ণসংকর জাতি; (সংগীত) মিশ্রিত রাগ। সম্—কৃ+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

সংকী(ঙ্কী)র্ণচিত্ত—১। ছোট মন, অনুদার মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নীচমনাঃ, অনুদার অন্তঃকরণবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সংকী(ঙ্কী)র্ণচেতাঃ (-চেতস্) (>-চেতা), **-মনাঃ** (-মনস্) (>মনা)—যাহার মন ছোট এমন, অনুদার অন্তঃকরণবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সংকী(ঙ্কী)র্ণতা—নীচতা, অনুদারতা; ক্ষুদ্রতা। সংকীর্ণ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সংকী(ঙ্কী)র্ণমনাঃ (-মনস্)—'সংকীর্ণচেতাঃ' দ্রঃ।

সংকী(ঙ্কী)র্ণহৃদয়—১। ছোট মন, অনুদার মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অনুদার-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সংকী(ঙ্কী)র্ণাত্মা (-ত্মন্)—১। ছোট মন, অনুদার মন। কর্মধা। বি; পুং। ২। নীচমনাঃ। বহু। বিণ।

সংকী(ঙ্কী)র্ত(র্ত্ত)ন—বিশেষরূপে গুণাদিকথন; বিশেষভাবে দেবতাদের নামোচ্চারণ; গান দ্বারা দেবগুণাদি-বর্ণন; বর্ণনা; উচ্চারণ; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সংগীত. সমবেত বৈষ্ণবদিগের ভজন-সংগীত। সম্—কৃৎ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংকী(ঙ্কী)র্তি(র্ত্তি)ত—বর্ণিত; উচ্চারিত; সংস্তুত। সম্—কৃৎ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংকু(ঙ্কু)চিত—যাহা কোঁচকাইয়া গিয়াছে এমন, অপ্রসারিত, contracted; নিমীলিত, মুদ্রিত; অপ্রফুল্ল; কুণ্ঠিত; লজ্জিত; সংক্ষিপ্ত। সম্—কুচ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংকু(ঙ্কু)ল—১। তুমুল, বহুলোক-সমাকীর্ণ; ব্যাপ্ত; মিশ্রিত; সংকীর্ণ। বিণ। ২। পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য; সংগ্রাম, যুদ্ধ; জনতা, ভিড়। সম্—কুল্+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

সংকু(ঙ্কু)লান—প্রয়োজনমত হওয়া, পর্যাপ্তি; পোষাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি।

সংকে(ঙ্কে)ত—১। ইঙ্গিত, ইশারা; চিহ্ন; বোধ; নিয়ম, formula; সন্ধান, সূত্র; নিয়োগ, চুক্তি; শব্দের অর্থবোধনশক্তি, অভিধা। সম্—কিত্+ঘঞ্ ভাব। ২। গুপ্তস্থান; প্রিয়সংগমের নিরূপিত স্থান, tryst. সম্—কিত্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

সংকে(ঙ্কে)তগৃহ, -নিকেতন, -স্থান—নায়কনায়িকার মিলনস্থান। সংকেত-নির্দিষ্ট গৃহ, নিকেতন, স্থান, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সংকে(ঙ্কে)তালোক—সাংকেতিক বাতি। সংকেত-সূচক আলোক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সংকে(ঙ্কে)তিত—১। ইঙ্গিতযুক্ত। সংকেত+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। ২। দ্যোতিত; সূচিত; অভিধাবোধিত ('— শব্দার্থ')। সংকেত+ণিচ্ (=সংকেতি, নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংকো(ঙ্কো)চ—ছোট হওয়া, সংক্ষেপ; হ্রস্বীকরণ, contraction; কুণ্ঠা; সামান্য-বিষয়ে বিশেষকরণ; বন্ধন; মুদ্রণ; প্রস্ফুটিত না হওয়া; জড়ীভাব; বহুবিষয়ক বাক্যার্থের অল্প বিষয়ে স্থাপন। সম্—কুচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংকো(ঙ্কো)চন—কোঁচকানো, কুঞ্চিত হওয়া, সংকোচকরণ। সম্-কুচ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংকো(ঙ্কো)চনীয়—কোঁচকাইবার মত, সংকোচনযোগ্য, মুদ্রণীয়। সম্—কুচ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সংকো(ঙ্কো)চশূন্য, -হীন—জড়ভাব-বিহীন; লজ্জাশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংকো(ঙ্কো)চ্যতা—(পদার্থবিদ্যা) জড়-পদার্থের যে গুণ থাকাতে উহাকে চাপিয়া সংকুচিত করা যায় তাহা, compressibility. সংকোচ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সংক্রম, সংক্রাম—১। গমন; প্রাপ্তি; সংক্রমণ; (জ্যোতিষ) সূর্যাদির অন্য রাশিতে গমন; সংক্রান্তি; প্রবেশ। সম্—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব (বিকল্পে বৃদ্ধি)। ২। উপায়; সেতু; সোপান। সম্—ক্রম্+ঘঞ্ করণ (বিকল্পে বৃদ্ধি)। বি; পুং।

সংক্রমণ—১। গমন, প্রবেশ; প্রাপ্তি; সংক্রান্তি; (জ্যোতিষ) সূর্যাদির অন্য রাশিতে প্রবেশ। সম্—ক্রম্+অনট্ ভাব। ২। সিঁড়ি, সোপান; সাঁকো, সেতু; উপায়। সম্—ক্রম্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

সংক্রমিত, সংক্রামিত—স্থাপিত;

বিবেশিত, প্রবেশিত ; গমিত ; প্রতিবিম্বিত ; এক দেহ হইতে দেহান্তরে গত, infected. সম্—ক্রম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম (বিকল্পে বৃদ্ধি) ; বিণ।

সংক্রান্ত—সম্বন্ধীয় ; ঘটিত ('বিজ্ঞান—')। প্রতিবিম্বিত ; সংক্রমণবিশিষ্ট ; গত ; প্রাপ্ত ; যুক্ত ; প্রবিষ্ট ; সঞ্চারিত ; ব্যাপ্ত। সম্—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংক্রান্তি—মাসশেষে সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন, মাসের শেষ দিন ; সঞ্চার, গমন ; প্রতিবিম্বন ; ব্যাপ্তি। সম্—ক্রম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। **শিরে সংক্রান্তি**—আসন্ন বা সমাগত বিপদ্।

সংক্রাম—'সংক্রম' দ্রঃ।

সংক্রামক—যাহা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইতে পারে, ছোঁয়াচে ('— ব্যাধি') ; যাহা কোন বস্তুর সংস্রবে উৎপন্ন হয় এমন ; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশকারক ; ব্যাপক। সম্—ক্রম্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মিকা**।

সংক্রামিত—'সংক্রমিত' দ্রঃ।

সংক্ষি(ক্ষি)প্ত—ছোট-করা, অল্পীকৃত ; ত্যক্ত, পরিত্যক্ত ; নিক্ষিপ্ত ; গৃহীত ; সংকীর্ণ ; আটক-করা ; পূর্বরাগের পর সংঘটিত অর্থাৎ একেবারে প্রথম ('— সম্ভোগ')। সম্—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংক্ষি(ক্ষি)প্তসার—১। সারসংক্ষেপ, সারমর্ম। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার সারভাগকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এমন। সংক্ষিপ্ত (সংগৃহীত) সার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

সংক্ষী(ক্ষী)য়মাণ—যাহা ক্ষয় পাইতেছে এমন। সম্—ক্ষি+শানচ্ কর্ম, অথবা কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

সংক্ষু(ক্ষু)ব্ধ—সঞ্চালিত, বিলোড়িত ; আকুল। সম্—ক্ষুভ্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

সংক্ষে(ক্ষে)প—অল্পীকরণ, কমানো, abridgement, abstract ; সংকোচ। সম্—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সংক্ষে(ক্ষে)পণ—ছোট করা, সংক্ষেপ-করণ, চুম্বক করা। সম্—ক্ষিপ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংক্ষেপতঃ (-তস্), (>**সংক্ষেপত**) —অল্প কথায়, সংক্ষেপে, সংক্ষিপ্তভাবে। সঙ্ক্ষেপ+তস্। অ।

সংক্ষো(ক্ষো)ভ—চাঞ্চল্য ; আলোড়ন ; সঞ্চলন ; ভয়চকিত ভাব ; আকুলতা ; গর্ব, অহমিকা, ধর্ষণ ; অভিক্ষোভ। সম্—ক্ষুভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সংখ্য—যুদ্ধ, সংগ্রাম। সম্—খ্যা+ক ঘঞর্থে অধি। বি ; স্ত্রী।

সংখ্যা(খ্যা)—১। গণনা, একত্বদ্বিত্বাদি-গুণ, number ; অঙ্ক, figure ; বিচার ; বিচারণা। সম্—খ্যা+অঙ্ ভাব +আপ্। ২। বুদ্ধি। সম্—খ্যা+অঙ্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সংখ্যা(খ্যা)গরিষ্ঠ, -গুরু—সংখ্যায় বা অপেক্ষাকৃত বেশী। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংখ্যা(খ্যা)ত—গণনা-করা, গণিত ; বিচারিত। সম্—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংখ্যা(খ্যা)তীত—অসংখ্য, অগণিত। সংখ্যাকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

সংখ্যা(খ্যা)ধিক্য—সংখ্যায় বেশী হওয়া। সংখ্যায় আধিক্য, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংখ্যা(খ্যা)ন—গণনা, গনা ; ধ্যান। সম্—খ্যা+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংখ্যা(খ্যা)পন—স্থিরীকরণ, নির্ধারণ। সম্—খ্যা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-পিত**।

সংখ্যা(খ্যা)বাচক—যাহাতে এক দুই প্রঃ সংখ্যা বুঝায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচিকা**।

সংখ্যা(খ্যা)লঘিষ্ঠ—সংখ্যায় সব চেয়ে কম। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংখ্যা(খ্যা)লঘু—সংখ্যায় কম। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংখ্যে(খ্যে)য়—গণ্য, গণনীয়, সংখ্যা-যোগ্য। সম্—খ্যা+যৎ কর্ম। বিণ।

সংগঠন—সম্যক্‌রূপে গঠন, বিভিন্ন অংশের সংযোগসাধন, organizing. 'সংগ্রথন' বা 'সংঘটন'-শব্দজ। বি ; স্ত্রী। বিণ—**সংগঠিত**।

সংগ(ঙ্গ)ত—১। উপযুক্ত যুক্তিযুক্ত ; সম্বদ্ধ ; মিলিত ; সাক্ষাৎকৃত ; সঙ্গিত ; মৈথুন-ব্যাপৃত ; দৃষ্ট। সম্—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। মিত্রতা ; মিলন ; যোগ ; গ্রহগণের সমসূত্রে অবস্থিতি ; (সংগীত) গীতের সহিত বাদ্যের ছন্দের মিল। বাংপ্র। সম্—গম্+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংগ(ঙ্গ)তি—১। সংস্থান, সঙ্গম ; মিলন ; যোগ ; মিল, সামঞ্জস্য ; যুক্তিযুক্ততা ; সংগম ; জ্ঞান। সম্—গম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। (ন্যায়শাস্ত্র) অনন্তরাভিধানপ্রয়োজক জিজ্ঞাসাজনক জ্ঞানবিষয়। সম্—গম্+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

সংগ(ঙ্গ)তিপন্ন—ধনবান্, ধনী। সংগতিকে পন্ন (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

সংগ(ঙ্গ)তিশালী (-শালিন্)—ধনবান্। উপতৎ ; সংগতি—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

সংগ(ঙ্গ)তিশূন্য, -হীন—সম্বলশূন্য, দরিদ্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংগ(ঙ্গ)তিসম্পন্ন—ধনবান্। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংগ(ঙ্গ)তিহীন—'সংগতিশূন্য' দ্রঃ।

সংগ(ঙ্গ)ম—স্ত্রীপুরুষের সংযোগ, সহবাস, সম্ভোগ ; নদ্যাদির মিলন ; মিলন। সম্—গম্+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

সংগি(ঙ্গি)ন, সংগী(ঙ্গী)ন—'সঙিন' দ্রঃ।

সংগী(ঙ্গী)ত—১। গান, গীত ; গান-বাজনা ; তৌর্যত্রিক, নৃত্য-গীত-বাদ্য। সম্—গৈ+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। সম্যক্ গীত। সম্—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংগী(ঙ্গী)তজ্ঞ—যে গীতবাদ্য জানে এমন, সংগীত-বিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ ; সংগীত—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

সংগী(ঙ্গী)তবিদ্যা—নৃত্যগীতবাদ্যরূপ কলা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সংগী(ঙ্গী)তবিদ্যাবিশারদ—সুনিপুণ গায়ক বা বাদক ; সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শী। ৭মীতৎ। বিণ।

সংগী(ঙ্গী)তশাস্ত্র—যে শাস্ত্রদ্বারা গীত বাদ্য ও নৃত্যের প্রকরণ বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় তাহা। সংগীত-বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সংগী(ঙ্গী)তশাস্ত্রজ্ঞ—যে গীতবাদ্যবিষয়ক শাস্ত্র জানে এমন। উপতৎ ; সংগীতশাস্ত্র—জ্ঞা +ক কর্তৃ। বিণ।

সংগী(ঙ্গী)তশাস্ত্রবেত্তা (-বেত্তৃ)—সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

সংগী(ঙ্গী)তানুরাগ—গান বাজনার প্রতি আসক্তি। ৭মীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-রাগী** (-গিন্)।

সংগী(ঙ্গী)তি—সংগীত ; আলাপ, কথোপ-কথন। সম্—গৈ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংগু(গু)প্ত—লুকানো, লুকায়িত। সম্—গুপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**সংগুপ্তি, সংগোপন**।

সংগূ(গূ)ঢ়—লুকানো, লুকায়িত ; ঢাকা, সংবৃত, আচ্ছাদিত ; রাশীকৃত (ধান্যাদি) ; সংভরিত। সম্—গুহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংগৃহীত—যাহা নানাস্থান হইতে যোগাড় করা হইয়াছে এমন, সংকলিত ; আহৃত। সম্—গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**সংগ্রহ, সংগ্রহণ**।

সংগো(গো)পন—সম্পূর্ণরূপে গোপন, লুকান। সম্ (সম্যক্) গোপন, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সংগো(গো)পিত—সম্পূর্ণরূপে লুকায়িত। সম্—গুপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংগ্রহ, সংগ্রহণ—একত্রীকরণ ; আহরণ ; সঞ্চয় ; সংকলন ; গ্রহণ ; আলিঙ্গন ; মুষ্টিবদ্ধ ;

সংক্ষেপ ; উচ্চতা ; স্বীকার ; মহান্ উদ্যোগ ; ব্যাড়িপ্রণীত ব্যাকরণগ্রন্থ বিঃ। সম্—গ্রহ্ + আপ্, অনট্ ভাব, কর্ম, করণ। বি ; পুং, স্ত্রী।

সংগ্রহকার, -কারী (-কারিন্)—যে একত্র করে এমন ; সংকলয়িতা। উপতৎ ; সংগ্রহ—কৃ + অণ্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী, কারিণী**।

সংগ্রহগ্রন্থ—নানা স্থান হইতে আহৃত গল্পপ্রবন্ধাদিতে পূর্ণ পুস্তক। সংগ্রহনিষ্পন্ন গ্রন্থ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

সংগ্রহণ—'সংগ্রহ' দ্রঃ।

সংগ্রহণী—গ্রহণীরোগ, উদরভঙ্গরোগ ; পেট-নামা। সম্—গ্রহ্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সংগ্রহীতা (সংগ্রহীতৃ), **সংগ্রাহক**—আহরণকারী, সংকলয়িতা। সম্—গ্রহ্ + তৃন্, ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হীত্রী, -গ্রাহিকা**।

সংগ্রাম—যুদ্ধ, সমর, রণ। সংগ্রাম্ + ঘঞ ভাব। বি ; পুং।

সংগ্রাহ—ফলকের মুষ্টি, ফলকগ্রহণস্থান ; মুষ্টিদ্বারা বন্ধন ; মুষ্টি (অন্য অর্থ 'সংগ্রহ' শব্দে দ্রঃ)। সম্—গ্রহ্ + ঘঞ্ কর্ম, ভাব, করণ। বি ; পুং।

সংগ্রাহক—'সংগ্রহীতা' দ্রঃ।

সংগ্রাহী (-হিন্)—১। সংগ্রহকর্তা। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**। ২। কুটজ বৃক্ষ। সম্—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সংঘ(ঙ্ঘ)—গণ, দল ; রাশি, সমূহ। সম্—হন্ + অপ্, ভাব (নিপা)। বি ; পুং।

সংঘ(ঙ্ঘ)চারী (-চারিন্)—১। মাছ, মৎস্য। বি ; পুং। ২। বহুলোকের সহিত গমনকারী, যাহারা দল বাঁধিয়া চলে। উপতৎ ; সঙ্ঘ (দল)—চর্ + ণিচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

সংঘ(ঙ্ঘ)জীবী (-জীবিন্)—ভ্রাতীন ; মুটিয়া। উপতৎ ; জীব্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সংঘ(ঙ্ঘ)ট, সংঘ(ঙ্ঘ)ট্ট, সংঘ(ঙ্ঘ)টন, সংঘ(ঙ্ঘ)ট্টন, সংঘ(ঙ্ঘ)টনা—মেলন, যোজন ; গোপনে মিলন ; গঠন ; সজ্ঘর্ষ, পরস্পরঘর্ষণ ; ঘটনা ; যোটন। সম্—ঘট্, ঘট্ট + ণিচ্ + ঘঞ্, অনট্ ; শেষ-পক্ষে অন ভাব + আপ্। বি ; পুং, পুং, স্ত্রী, স্ত্রী, স্ত্রী।

সংঘ(ঙ্ঘ)টিত, সংঘ(ঙ্ঘ)ট্টিত—সং-যোজিত ; গঠিত ; পরস্পর মর্দিত ; মিশ্রিত ; চালিত ; ধর্ষিত। সম্—ঘট্ ঘট্ট + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

সংঘ(ঙ্ঘ)ট্টি—সজোরে ঘর্ষণ বা ধাকা, সংঘর্ষ। সম্—ঘট্ট + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সংঘ(ঙ্ঘ)র্ষ, সংঘ(ঙ্ঘ)র্ষণ—ঠোকাঠুকি ; পরস্পর-স্পর্ধা ; যুদ্ধ বা মারামারি ; আত্ম-প্রাধান্যসূচক অহংকারবাক্য ; ঘর্ষণ, ঘষা ; মর্দন ; বাজি রাখা ; যোটন ; ধীরে ধীরে গমন ; বহিয়া যাওয়া। সম্—ঘৃষ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী।

সংঘা(ঙ্ঘা)টিকা—যুগ্ম, জোড়া ; ঘ্রাণ ; জলকণ্টক ; দূতী, কুটনী। সম্—ঘট্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সংঘা(ঙ্ঘা)ত—১। সমষ্টি, সমূহ ; পরস্পর আঘাত ; কফ ; আঘাত ; হত্যা, বধ ; ঘন সংযোগ ; (নাটক) গতি বিঃ ; (বলবিদ্যা) দুই বা ততোধিক শক্তির সংঘর্ষ, impast. সম্—হন্ + ঘঞ্ কর্ম, ভাব। ২। নরক বিঃ। সম্—হন্ + ঘঞ্ অধি। বি ; পুং।

সংঘা(ঙ্ঘা)রাম—বৌদ্ধদিগের আশ্রম। সঙ্ঘের আরাম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সংঘু(ঙ্ঘু)ষিত, সংঘু(ঙ্ঘু)ষ্ট—১। সম্যক্‌প্রকারে ঘোষিত, প্রচারিত ; শব্দিত। সম্—ঘুষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। শব্দ ; ঘোষণা। সম্—ঘুষ্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

সংঘৃ(ঙ্ঘৃ)ষ্ট—মর্দিত, ঘষা। সম্—ঘৃষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

সংচূর্ণিত—যাহা উত্তমরূপে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন, সম্যক্ বিদলিত। সম্যক্ চূর্ণিত, সুপ্। বিণ।

সংজনন—উৎপাদন, জন্মদান। সম্—জন্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংজননা—উৎপাদন-কার্য বা উৎপাদনের ক্ষমতা। সম্—জন্ + ণিচ্ + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সংজ্ঞক—সংজ্ঞাযুক্ত, নামধারী (সমাসে পরপদরূপে ব্যবহৃত পদ, যথা—বিশেষ্য-সংজ্ঞক)। বিণ।

সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তি—মারণ, বধ ; বিজ্ঞাপন ; জানানো। সম্—জ্ঞা + ণিচ্ + অনট্, ক্তি ভাব। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

সংজ্ঞপিত—বিজ্ঞাপিত ; বিনাশিত নিহত। সম্—জ্ঞা + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

সংজ্ঞা—আখ্যা, নাম ; বুদ্ধি ; কোন কিছুর গুণ ধর্মাদির বর্ণনা, definition ; চৈতন্য, জ্ঞান ; সংকেত, হস্তাদি দ্বারা অর্থসূচনা ; সূর্য-পত্নী ; গায়ত্রী ; বিশেষ্যপদ। সম্—জ্ঞা + অঙ্, করণ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সংজ্ঞান—সংকেত, স্পষ্টজ্ঞান, awareness ; চেতনা, consciousness. সম্—জ্ঞা + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংজ্ঞাপন—জানানো, অবগত করানো। সম্—জ্ঞা + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-পিত**।

সংজ্ঞাবান্ (-বৎ)—চৈতন্যযুক্ত চেতনা-বিশিষ্ট ; নামধারী। সংজ্ঞা + মতুপ্, আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

সংজ্ঞাবিঘাতী (-তিন্)—চৈতন্যলোপ-কারী ; মোহকর। সংজ্ঞা—বি—হন্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

সংজ্ঞার্থ—পারিভাষিক অর্থ, definition. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সংজ্ঞালাভ—চৈতন্য ফিরিয়া পাওয়া, সচেতন হওয়া, নামপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [তৎ। বি ; পুং।

সংজ্ঞালোপ—চৈতন্য-লোপ, মূর্ছা। ৬ষ্ঠী-

সংজ্ঞাশূন্য—অচৈতন্য, মূর্ছিত ; নামশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংজ্ঞাহীন—মূর্ছিত, অচৈতন্য ; নাম-বিহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংজ্ঞিত—আখ্যাত ; নামযুক্ত ; সংজ্ঞাযুক্ত। সংজ্ঞা + ইতচ্ বিশিষ্টার্থে, জাতার্থে। বিণ।

সংজ্বর—সম্যক্ জ্বর, অতিশয় সন্তাপ। সম্—জ্বর্ + অপ্ ভাব। বি ; পুং।

সংনমন—(পদার্থবিদ্যা) চাপের ফলে সংকুচিত হওয়া, compression. সম্—নম্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-মিত**।

সংবৎ—বৎসর ; বিক্রমাদিত্য রাজার প্রচলিত অব্দ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬ বা ৫৭ অব্দ হইতে এই বৎসরের গণনা আরম্ভ হইয়াছে)। সম্—বদ্ + কিপ্ কর্তৃ। অ।

সংবৎসর—বছর, বর্ষ। সম্—বস্ + সরন্ অধি। বি ; পুং। বিণ—**সাংবৎসরিক**।

সংবদন—সংবাদ ; কথন ; সদৃশীকরণ। সম্—বদ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংবনন, সংবননা—আলোচনা ; বশী-করণ ; মন্ত্রৌষধি দ্বারা মুগ্ধকরণ। সম্—বদ্ + অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাব + আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

সংবনন—আলোচনা ; বশীকরণ ; মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীকরণ। সম্—বন্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংবর—১। জল ; রণ। সম—বৃ (বরণ করা) + অপ্ করণ। ২। ধন ; বৌদ্ধব্রত বিঃ। সম্—বৃ + অপ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

সংবরণ—নিবারণ, বারণ ; বরমাল্যদান ; সম্পাদন ; (বসনাদি) দেহের যথাস্থানে স্থাপন ; সংগোপন ; আবরণ। সম্—বৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংবরা, সম্বরা—১। সাঁতলাইবার মসলা। বি। ২। সাঁতলানো। বাংপ্র। ৩। সংবরণ করা। ক্রপ্র। ক্রি।

সংবরিত—গোপিত ; আচ্ছাদিত ; নিবা-রিত ; সংবৃত। সংবর + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবর্ত(র্ত্ত)—১। মহাপ্রলয়। সম্—বৃত্+ণিচ্+অচ্ ভাব। ২। মেঘ; মেঘনায়ক বিঃ; প্রলয়কালীন মেঘ বিঃ; স্মৃতিকারক মুনি বিঃ; কর্দ্দমলবৃক্ষ। সম্—বৃত্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সংবর্ত(র্ত্ত)ক—১। বলরামের লাঙ্গল; বাড়বানল, সাগরাগ্নি। সম্—বৃত্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। ২। বলরাম। সংবর্তক+অচ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সংবর্ত(র্ত্ত)কী (-কিন্)—বলরাম। সংবর্তক+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সংবর্তি(র্ত্তি), সংবর্তি(র্ত্তি)কা—পদ্মের কেশরসমীপস্থ দল; পদ্মাদির নব পত্র; দীপাদির দশা। সম্—বৃৎ+ই কর্তৃ; পক্ষে ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংবর্ধ(র্দ্ধ)ক—বৃদ্ধিকারক, সংবর্ধনকারী; সম্মানকারক। সম্—বৃধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্ধিকা।

সংবর্ধ(র্দ্ধ)ন, সংবর্ধ(র্দ্ধ)না—১। বাড়ানো; সম্মানন; বিশেষ সম্মানসহকারে অভ্যর্থনা। সম্—বৃধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। ২। বৃদ্ধি। সম্—বৃধ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী। বিণ, -র্ধিত।

সংবর্ধি(র্দ্ধি)ত—বৃদ্ধিপ্রাপিত; যাহা বাড়ানো হইয়াছে এমন; সম্মানিত; সম্মানসহকারে অভ্যর্থিত। সম্—বৃধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবলিত, সম্বলিত—মিশ্রিত; সহিত; মিলিত; চালিত; যোজিত; চূর্ণিত; বেষ্টিত। সম্—বল্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবহ—১। বিশেষরূপে বহন। সম্—বহ্+ক ঘঞর্থে ভাব। ২। বায়ু বিঃ, সমাননামক বায়ু, যে বায়ু মেঘসমুদয়কে পৃথক্-রূপে সঞ্চালন করে তাহা। সম্—বহ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সংবহন—এক স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে আগমন; সঞ্চলন, circulation. সম্—বহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংবাদ—খবর, সমাচার; বৃত্তান্ত; সম্ভাষণ; পরস্পর কথাবার্তা; সাদৃশ্য। সম্—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংবাদদাতা (-দাতৃ)—সংবাদপত্রের সংবাদ সরবরাহকারী, reporter. ৬তীতৎ। বি; পুং।

সংবাদপত্র—খবরের কাগজ। সংবাদযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সংবাদবাহক—দূত; যে ব্যক্তি খবর লইয়া যায় দেয়। ৬তীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, -বাহিকা।

সংবাদী (-দিন্)—তুল্য, সদৃশ; একরূপ; সম্বাদী; (সংগীত) কোন রাগ বা রাগিণীতে যে স্বর প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা (যেমন, ভৈরবী রাগিণীতে মধ্যম সংবাদী)। সংবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -দিনী।

সংবাহ, সংবাহন—গা-টেপা, অঙ্গমর্দন, massage; ভারাদিবহন। সম্—বহ্+ণিচ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

সংবাহক—যে গা টিপিয়া দেয় এমন, অঙ্গমর্দনকারী; বাহক। সম্—বহ্+ণিচ্ বা বহ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হিকা।

সংবাহন—'সংবাহ' দ্রঃ।

সংবাহিত—মর্দিত ('— অঙ্গ')। সম্—বহ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবিগ্ন—ভীত; উদ্বিগ্ন। সম্—বিজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংবিৎ (সংবিদ্), সংবিদা—১। জ্ঞান; সংজ্ঞা; বুদ্ধি; প্রতিজ্ঞা; নিয়ম; আচার; যুদ্ধস্থলে চিৎকারধ্বনি; সংকেত; সমাধি; সম্ভাষণ; সন্তোষ; কর্মসম্পাদন ইঃর জন্য চুক্তি, contract. সম্—বিদ্+ক্বিপ্ ভাব; পক্ষে আপ্। ২। শপ। সম্—বিদ্+ক্বিপ্ কর্ম; পক্ষে আপ্। ৩। যুদ্ধ। সম্—বিদ্+ক্বিপ্ অধি; পক্ষে আপ্। ৪। নাম; ভাঙ্। সম্—বিদ্+ক্বিপ্ করণ; পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী।

সংবিত্তি—বোধ, অনুভব; চেতনা; বুদ্ধি; সংবিদ্; পূর্বস্মৃতি। সম্—বিদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংবিদ্, সংবিদা—'সংবিৎ' দ্রঃ।

সংবিদিত—জ্ঞাত; অবগত; প্রতিজ্ঞাত; যে জানিয়াছে এমন। সম্—বিদ্+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

সংবিধা—১। সেবার সামগ্রী, উপচার। সম্—বি—ধা+অঙ্ করণ+আপ্। ২। রচনা, সজ্জা; আয়োজন; ঘটনা; বৈচিত্র্য। সম্—বি—ধা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংবিধান—সংবিধা (সকল অর্থে); দেশের শাসনবিষয়ক নিয়মাবলী, constitution. সম্—বি—ধা+অনট্ ভাব, করণ। বি; ক্লী।

সংবিভক্ত—পুরাপুরি ভাগ করা, সম্পূর্ণরূপে পৃথক্কৃত। সম্—বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -ভাগ।

সংবিষ্ট—শয়িত; নিদ্রিত, সুপ্ত; নিবিষ্ট। সম্—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংবীক্ষণ—খোঁজ, অন্বেষণ; বিশেষভাবে বা নানাভাবে দর্শন। সম্—বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -ক্ষিত।

সংবীত—১। ঢাকা, আবৃত; রুদ্ধ; গুপ্ত। সম্—ব্যে+ক্ত কর্ম। ২। সংমিলিত, সংগত; একত্রীভূত। সম্—বি—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংবৃত—ঢাকা, আচ্ছাদিত, আবৃত; সংকুচিত; গোপিত; গুপ্ত; একান্তে স্থিত, লুক্কায়িত। সম্—বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবৃতি—গোপন; আবরণ, আচ্ছাদন। সম্—বৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংবৃত্ত—১। সম্পন্ন, নিষ্পন্ন, জাত; গুপ্ত। বিণ; পুং বা ক্লী। ২। বরুণ। সম্—বৃৎ+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং।

সংবৃত্তি—গোপন; নিষ্পত্তি, সিদ্ধি। সম্—বৃৎ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংবেগ—ভয়; ভয়জনিত ত্বরা; অতিবেগ; উদ্বেগ; আবেগ। সম্—বিজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংবেদ—অনুভব, জ্ঞান, বোধ, sensation. সম্—বিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংবেদন, সংবেদনা—অনুভব; বিশেষ-জ্ঞান; চেতনা। সম্—বিদ্+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

সংবেদনশীল—অনুভূতিপ্রবণ, sensitive. বহু। বিণ।

সংবেদ্য—অনুভবযোগ্য; জ্ঞেয়। সম্—বিদ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

সংবেশন—শয়ন; রতিক্রিয়া, রমণ; রতিক্রিয়ার জন্য বিশেষভাবে শয়ন বা অবস্থান; রতিবন্ধ। সম্—বিশ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংযত—বদ্ধ, রুদ্ধ; কৃতসংযম; নিয়মিত; পরিমিত; শান্ত। সম্—যম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংযতচিত্ত—১। বশীকৃত মন, শান্ত মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। মনকে যে স্থির করিয়াছে এমন, শান্তমনাঃ। বহু। বিণ।

সংযতবাক্ (-বাচ্)—অল্পভাষী। সংযতা বাক্ যাহার, বহু। বিণ।

সংযতব্রত—কৃতসংযম; নিয়মবিশিষ্ট। সংযত ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

সংযতাচার—১। যে সংযমের সহিত কার্য করে এমন, শুদ্ধ আচারসম্পন্ন। বহু। বিণ। ২। সংযমপূর্ণ ব্যবহার, নিয়মিতভাবে চলা-ফেরা। কর্মধা। বি; পুং।

সংযতাত্মা (-ত্মন্)—যে আত্মসংযম করিয়াছে এমন, নিয়মিতচিত্ত, স্থিরমনাঃ। সংযত আত্মা (আত্মন্) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

সংযতেন্দ্রিয়—যে কামক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া রাখে এমন, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-জয়কারী। সংযত ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

সংযন্তা (সংযন্তৃ)—সংযমকারী, নিয়ন্তা। সম্—যম্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ন্ত্রী।

সংযম, সংযমন—১। কামক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির দমন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; ব্রতাদির পূর্ব দিনে কর্তব্য উপবাসাদি; ব্রত, নিয়ম; সমাধি, যোগ, ধ্যান; বন্ধন। সম্—যম্+ ঘঞ্, অনট্ ভাব। ২। চতুঃশাল গৃহ। সম্—যম্+ঘঞ্, অনট্ অধি। বি; পুং, ক্লী।

সংযমিত—যাহাকে সংযত করা হইয়াছে এমন, কৃতসংযম; বদ্ধ; দমিত; নিয়মিত। সম্—যম্+ণিচ্ (=যমি, নিবৃত্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংযমী (-মিন্)—১। মুনি, যোগী; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। বি; পুং। ২। সংযত, ইন্দ্রিয়-সংযমযুক্ত, সংযমশীল; নিয়মবান্। সংযম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মিনী**।

সংযাত্রা—জলপথে অন্য দ্বীপে গমন; বহু লোকের একসঙ্গে গমন। সম্—যা+ত্রন্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংযাত্রিক—সমুদ্র-যাত্রাকারী; বহুলোকের সঙ্গে গমনকারী। সংযাত্রা+ইক (ঠন্) কর অর্থে। বিণ।

সংযাত্রী (-যাত্রিন্)—সমুদ্রযাত্রাকারী; বহুলোকের সঙ্গে গমনকারী। সংযাত্রা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রিণী**।

সংযান—১। বিশেষভাবে গমন; মিলিত হইয়া যাওয়া। সম্—যা+অনট্ ভাব। ২। ছাঁচ। সম্—যা+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

সংযুক্ত, সংযুত—সংযোগবিশিষ্ট, সংলগ্ন, একত্রিত, মিলিত। সম্—যুজ্, যু+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংযুক্তা—মিলিতা, একত্রিতা। সংযুক্ত+ আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সংযুত—'সংযুক্ত' দ্রঃ।

সংযুতি—(রসায়ন) দুই বা তাহার বেশী জিনিস মিলাইয়া একটি জিনিস পাওয়া, composition. সম্—যু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংযোগ—মিলন, মিশ্রণ, সম্পর্ক। সম্—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংযোগসাধন—মিলন ঘটানো, মিলন-সম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সংযোগিত, সংযোগী (-গিন্)—সংযোগবিশিষ্ট। সংযোগ (মিলন)+ইতচ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-গিতা, -গিনী**।

সংযোজন—মিশ্রণ, একত্রিতকরণ; মৈথুন। সম্—যুজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংযোজনা—আয়োজন; যোগাড়যন্ত্র। সম্—যুজ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংযোজিত—সংমেলিত, মিশ্রীকৃত, একত্রীকৃত। সম্—যুজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরক্ষণ—পরিত্রাণ, রক্ষণ; তত্ত্বাবধান; কাহারও জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা, reservation; সম্যক্ রক্ষা, preservation. সম্—রক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংরক্ষণীয়—সংরক্ষণের যোগ্য। সম্—রক্ষ্ +অনীয় কর্ম। বিণ।

সংরক্ষা—সংরক্ষণ। সম্—রক্ষ্+অ ভাব+ আপ্। বি; স্ত্রী।

সংরক্ষিত—পালিত; পরিত্রাত, যাহা কাহারও জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে এমন, reserved; ভালভাবে রক্ষিত, preserved. সম্—রক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরব্ধ—ক্রুদ্ধ; বেগযুক্ত; উৎসাহিত। সম্—রভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরম্ভ—আক্রোশ; ক্রোধ; গর্ব; বেগ; সম্ভ্রম; উৎসাহ; জাঁক; যুদ্ধ। সম্—রভ্+ ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংরম্ভী (-ম্ভিন্)—সংরম্ভবিশিষ্ট; ক্রুদ্ধ; উদ্যমযুক্ত। সংরম্ভ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সংরম্ভিণী**।

সংরাধন—সেবা, আরাধনা। সম্-রাধ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংরাধিত—সেবিত, আরাধিত, অর্চিত। সম্—রাধ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -ধন।

সংরাব—নাদ, ধ্বনি, শব্দ। সম্—রু+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংরাবী (-বিন্)—উচ্চ-শব্দবিশিষ্ট; শব্দবিশিষ্ট; শব্দকারক। সম্—রু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বিণী**।

সংরুদ্ধ—প্রতিরুদ্ধ, নিরুদ্ধ; প্রতিবদ্ধ। সম্ —রুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরূঢ়—অঙ্কুরিত; জাত, উৎপন্ন; শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত। সম্—রুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংরোধ—অবরোধ, প্রতিবন্ধ; নিক্ষেপ। সম্—রুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংলগ্ন—সংযুক্ত, মিলিত; সংগত; একত্রীভূত। সম্—লগ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংলাপ—পরস্পর কথাবার্তা; অভিনয়ে উক্তিপ্রত্যুক্তির ভাবে পরস্পর কথোপকথন। সম্—লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংশপ্তক—যে সকল সৈন্য প্রতিজ্ঞা বা সংগ্রাম হইতে বিচলিত হয় না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীর; সাহসী সৈন্য; প্রধান প্রধান সৈন্য; নারায়ণী সেনা। সম্ (সম্যক্) শপ্ত (প্রতিজ্ঞা) যাহাদের, বহু+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

সংশয়—সন্দেহ, দ্বৈধজ্ঞান। সম্—শী (সন্দেহ করা)+অচ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-য়িত, -য়ী** (-য়িন্)।

সংশয়প্রবণ—সহজে সন্দিগ্ধ; যাহা সহজে সন্দেহযুক্ত হয় এমন। ৭মী তৎ। বিণ।

সংশয়স্থ—সন্দেহযুক্ত, সংশয়াপন্ন। উপপদ তৎ; সংশয়—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

সংশয়াকুল—সন্দেহ দ্বারা চঞ্চল। সংশয়দ্বারা আকুল, ৩য়াতৎ। বিণ।

সংশয়াত্মা (-ত্মন্)—সন্দিগ্ধচিত্ত। সংশয়াবিষ্ট আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

সংশয়ান, -য়ালু, -য়িতা (-য়িতৃ)—সংশয়বিশিষ্ট, সন্দিগ্ধচিত্ত। সম্—শী+শানচ্, আলু, তৃন্ কর্তৃ। বিণ। (৩য় পক্ষে) স্ত্রী, **-য়িত্রী**। বিণ।

সংশয়াম্বিত—সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ। ৩য়াতৎ।

সংশয়াপন্ন—সন্দিগ্ধ। সংশয়কে আপন্ন, ২য়াতৎ। বিণ।

সংশয়াবিষ্ট—সন্দেহ দ্বারা অভিভূত। সংশয়দ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

সংশয়ালু—'সংশয়ান' দ্রঃ।

সংশয়িত—সন্দিগ্ধ। সংশয়+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

সংশয়িতা (-তৃ)—'সংশয়ান' দ্রঃ।

সংশিত—স্থিরীকৃত, নির্ণীত; সম্পূর্ণ; সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত, নির্বাহিত; ব্রতবিষয়ে যত্নবান্; সম্যক্ শাণিত, তীক্ষ্ণ। সম্—শো+ ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশুদ্ধি, সংশোধন—বিশেষরূপে শোধন; মার্জন, পরিষ্করণ, শরীর-পরিষ্কারকরণ, দেহমার্জন। সম্—শুধ্ (অন্তর্ভুক্ত ণিচ্)+ক্তি; সম্—শুধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সংশোধক—সংশোধনকারী, পরিষ্কারক; শোধনকর্তা। সম্—শুধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

সংশোধন—'সংশুদ্ধি' দ্রঃ।

সংশোধিত—পরিষ্কৃত, মার্জিত; পরিশোধিত। সম্—শুধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশ্রব—সম্পর্ক; প্রতিজ্ঞা; অঙ্গীকার। সম্—শ্রু+অপ্ ভাব। বি; পুং।

সংশ্রয়—১। ব্যাপ্তি; প্রাপ্তি। সম্—শ্রি+ অচ্ ভাব। ২। আশ্রয়; কারণ। সম্—শ্রি +অচ্ কর্ম। বি; পুং।

সংশ্রিত—আশ্রিত, শরণাগত; ব্যাপ্ত। সম্ —শ্রি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংশ্রুত—প্রতিজ্ঞাত, অঙ্গীকৃত। সম্—শ্রু+ ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশ্লিষ্ট—সম্বন্ধযুক্ত; মিলিত, যুক্ত; আশ্লিষ্ট, আলিঙ্গিত; অন্তর্ভুক্ত; (রসায়ন) মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট, synthetic. সম্—শ্লিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশ্লেষ—মিলন; আলিঙ্গন; সম্পর্ক, সম্বন্ধ। সম্—শ্লিষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংশ্লেষণ—(রসায়ন) মিশ্রণের ফলে নূতন পদার্থের সৃষ্টি, synthesis. সম্—শ্লিষ্+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংসক্ত—সংলগ্ন; সম্পৃক্ত; সংস্পৃষ্ট;

মিলিত ; আসক্ত ; সর্বত্র বিস্তীর্ণ। সম্—সন্জ্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংসক্তি—১। (পদার্থবিদ্যা) সমজাতীয় বস্তু পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া থাকার শক্তি বা প্রভাব, cohesion ; যে গুণ থাকাতে সন্নিকৃষ্ট পদার্থদিগের পরমাণুসকল সংসক্ত অর্থাৎ মিলিত হয় তাহা, chemical affinity. সম্—সন্জ্ +ক্তি করণ। ২। পরস্পর সংযোগ, মিলন। সম্—সন্জ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংসক্তিপ্রবণ, -শীল–যাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না এমন। সংসক্তিতে প্রবণ, ৭মীতৎ ; সংসক্তি শীল যাহার, বহু। বিণ।

সংসৎ (সংসদ্)—সভা, সমাজ ; ভারতের কেন্দ্রীয় বিধানসভা, লোকসভা, parliament. সম্—সদ্+ক্বিপ্ অধি। বি ; স্ত্রী।

সংসরণ—১। অবাধে সৈন্যগমন ; যুদ্ধারম্ভ ; নিঃসরণ ; সংগতি ; জন্ম ; সংসার। সম্—সৃ+অনট্ ভাব। ২। প্রধান পথ, বড় রাস্তা। সম্—সৃ+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

সংসর্গ—একত্র অবস্থান ; সম্পর্ক, সম্বন্ধ ; মৈথুন, সংগম। সম্—সৃজ্ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সংসর্গজ—মিলন বা একত্রাবস্থান হইতে উৎপন্ন, সঙ্গজনিত। উপতৎ ; সংসর্গ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

সংসর্গলিপ্সা—একত্র অবস্থানের ইচ্ছা ; মৈথুনেচ্ছা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসর্গলিপ্সু—সংসর্গকামনাকারী ; সহবাসকামী। ২য়াতৎ। বিণ। বি, -লিপ্সা।

সংসর্গী (-সর্গিন্)—সংসর্গবিশিষ্ট, সম্বন্ধী ; সহবাসী। সংসর্গ+ইন্ আছে অর্থে, বা, সম্ -সৃজ্ +ঘিনুণ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী,

সংসর্প—সম্যক্ প্রকারে গমন ; সর্পাদির ন্যায় গতি। সম্—সৃপ্ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সংসর্পী (-সর্পিন্)—সর্বতোভাবে গমনশীল ; প্রসরণশীল ; বিসারী। সম্—সৃপ্ +ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, -পিণী।

সংসার—১। জগৎ, পৃথিবী ; মর্ত্যলোক ; মায়াজন্ত বাসনা, অবিদ্যাবন্ধন ; গার্হস্থ্য ব্যাপার ; পরিবার। সম্—সৃ+ঘঞ্ অধি, করণ। বি ; পুং। বিণ—**সংসারী** (-রিন্), **সাংসারিক**। ২। বিবাহ ("বাপু, তোমার তিন সংসার"—বঙ্কিম)। বাংপ্র। বি। **সংসার চালানো**—পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করা।

সংসারকামনা, -বাসনা—পার্থিব সুখভোগাদির অভিলাষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারচক্র—পুনঃপুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ; ঘূর্ণনশীল সংসার। রূপক কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সংসারজ্ঞান—জাগতিক ব্যাপারসমূহের অভিজ্ঞতা, সাংসারিক ব্যাপারে জ্ঞান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারত্যাগ—সংসারের মায়াবন্ধন ছেদন ; সন্ন্যাসগ্রহণ ; গৃহ ও পরিজনবর্গকে ছাড়িয়া যাওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সংসারত্যাগী (-ত্যাগিন্)—যে গৃহ ও পরিজনদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে এমন ; সন্ন্যাসী। উপতৎ ; সংসার—ত্যজ্ +ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্যাগিনী।

সংসারধর্ম(র্ম্ম)—জাগতিক কর্তব্য, গৃহী ব্যক্তির কর্তব্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সংসারবন্ধন—সংসারের প্রতি আকর্ষণ পুত্রকলত্রাদির সহিত মায়ায় বন্ধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারবাসনা—'সংসারকামনা' দ্রঃ।

সংসারযাত্রা—পরিবারপ্রতিপালন, পরিবারের ভরণপোষণাদি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারযাত্রা-নির্বা(র্ব্বা)হ—পরিবারের খরচপত্র চালানো ; পরিবারের ভরণপোষণাদি সম্পাদন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সংসারসমুদ্র, -সাগর—সুখদুঃখ-উত্থানপতনাদি-সংবলিত দুস্তর সমুদ্রের ন্যায় মায়াময় সংসার। রূপক কর্মধা। বি ; পুং।

সংসারসুখ—পারিবারিক শান্তি ; বিষয়াদির ভোগজনিত সুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারাশ্রম—গার্হস্থ্য আশ্রম। সংসারই আশ্রম, কর্মধা। বি ; পুং।

সংসারাসক্ত—সংসারের প্রতি অনুরক্ত, পার্থিব ভোগবাসনায় লিপ্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

সংসারী (সংসারিন্)—সংসারস্থ, গৃহস্থ ; শরীরাভিমানী জীব ; গৃহী, পরিবারী। সংসার+ইন্ আছে অর্থে। বি : পুং ; ব বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

সংসিক্ত—ভিজানো, সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র সম্—সিচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

সংসিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ ; সুসম্পাদিত, সুনিষ্পন্ন। সম্—সিধ্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংসিদ্ধি—প্রকৃতি, স্বভাব ; স্বাভাবিক অবস্থা ; সিদ্ধি ; নিষ্পত্তি ; সমাপ্তি ; মোক্ষ সম্—সিধ্ +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংসৃতি—সংসার ; প্রবাহ, স্রোতঃ ; সঙ্গে গমন। সম্—সৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী বিণ, -সৃত।

সংসৃষ্ট—১। সংসর্গবিশিষ্ট, মিলিত, সম্বদ্ধ। সম্—সৃজ্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। সম্বন্ধ। সম্—সৃজ্ +ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

সংসৃষ্টি—মিলন, সংসর্গ, সহবাস ; উপমাদি অলংকারের মধ্যে দুই বা বহু অলংকারের প্রধানভাবে একত্র অবস্থান [যথা—

"ও মুখমণ্ডল জিনি শরদ সুধাকর
(ব্যতিরেক)
তনুরুচি তরুণ তমাল।" (উপমা)
—গোবিন্দদাস।

এখানে ব্যতিরেক ও উপমা অলংকারের তিলতণ্ডুলবৎ স্বতন্ত্রভাবে মিশ্রণহেতু সংসৃষ্টি হইয়াছে]। সম্—সৃজ্ +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্করণ—সংশোধন ; সংশোধনপূর্বক পুনর্বার মুদ্রণ ; কোন পুস্তক এক এক বারে যেগুলি মুদ্রিত হয় তাহা, edition. সম্—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্কর্তা (-কর্তৃ), **সংস্কর্ত্তা** (-কর্তৃ)—সংস্কারকারক ; পাচক। সম্—কৃ+তৃন্ কর্তৃ (স-আগম)। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

সংস্কার—পূর্বজ্ঞান কর্ম ইঃ জনিত মনোবৃত্তি বা অভ্যাস ; পূর্বকৃত কর্মের স্মরণজনক শক্তি বিঃ ; শাস্ত্রাভ্যাসজনিত বাসনা ; সহজাত প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি, instinct, intuition ; বহুকালের অভ্যাসজাত মনের ধারণা এবং প্রবৃত্তি, গুণ বিঃ [ইহা ত্রিবি | বেগাখ্য সংস্কার, স্থিতিস্থাপক সংস্কার, ভাবনাখ্য সংস্কার] ; জাতকর্মাদি দশবিধ ব্যাপার, বিবাহ গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্তন—এই দশবিধ শুদ্ধিজনক কার্য ; শুদ্ধি ; নির্মলীকরণ ; ভূষিতকরণ ; জীর্ণোদ্ধার, মেরামত ; ব্যাকরণাদি-শুদ্ধি ; ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ; প্রস্তুতকরণ ; উদ্দীপ্তকরণ ; মার্জন ; মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন ; ভুলত্রুটির সংশোধন ; প্রোক্ষণ ; শাস্ত্রাভ্যাসজন্ত ব্যুৎপত্তি ; পাক ; বেগ ; স্থিতিস্থাপক গুণ ; ছাপ, impression ; ঝোঁক, tendency ; গড়ন। সম্—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সংস্কারক—সংস্কারকারক ; শোধক ; পরিষ্কারক ; পাচক। সম্—কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিকা।

সংস্কারজ—সংস্কার হইতে জাত। উপতৎ ; সংস্কার—জন্+ড কর্তৃ . বিণ।

সংস্কারবর্জি(র্জ্জি)ত—যাহার পইতা হয় নাই এমন, উপনয়ন-সংস্কারহীন ; দশসংস্কারহীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

সংস্কারসাধন—জীর্ণোদ্ধারকরণ ; সংস্কারকরণ ; মেরামত করা ; পরিষ্কারকরণ, ভুলত্রুটি ইঃর সংশোধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সংস্কৃত—১। শোধিত ; সজ্জিত, ভূষিত ; মন্ত্রপূত ; পক্ব ; বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত ; পরিষ্কৃত ; নির্মলীকৃত। বিণ। ২। (ব্যাক) লক্ষণাধীন সাধনযুক্ত শব্দ ; ভারতীয় আর্য-

দিগের ব্যবহৃত প্রাচীন ভাষা বিঃ মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষা। সম্—কৃ+ক্ত কর্ম। বি; স্ত্রী।

সংস্কৃতি—সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, শিক্ষা বা চর্চালব্ধ বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ, কৃষ্টি, culture. সম্—কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংক্রিয়া—সংস্কার, শোধন; পরিষ্কারকরণ: শবদাহাদি ক্রিয়া। সম্—কৃ (করা)+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংস্তম্ভ, সংস্তম্ভন—স্থিরীকরণ; দৃঢ়ীকরণ; নিবারণ, থামানো। সম্—স্তন্ভ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

সংস্তুত—পরিচিত; প্রশংসিত, স্তুত। সম্—স্তু+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংস্থ—১। স্থিত, অবস্থিত; মৃত; সদৃশ। বিণ। ২। চর, দূত; স্বরাজ্যবাসী। উপস্তং; সম্—স্থা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

সংস্থা—১। স্থিতি; ন্যায়পথে স্থিতি; জীবনকাল; সচ্চরিত্রতা; নাশ, শেষ, মৃত্যু; সাদৃশ্য; সমাপ্তি; ব্যবস্থা; ব্যক্তি; যজ্ঞ বিঃ; নিত্য নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্যন্তিক—এই চতুর্বিধ প্রলয়; প্রকাশ; মূর্তি, আকৃতি; জমা, রাজকর; সভা; সমাজ; রাজাজ্ঞা; কোন আফিসের নিয়োগ বহাল ইঃ সংক্রান্ত বিভাগ, establishment. সম্—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অবস্থিতা। সংস্থ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সংস্থান—১। অবয়ব-সংঘাত, আকৃতি; নাশ, মৃত্যু; বিন্যাস; নির্মাণ; সঞ্চয়; স্থিতি; রাশি; চিহ্ন; সন্নিবেশ; চতুষ্পথ। সম্—স্থা+অনট্ ভাব, অধি। বি; ক্লী। ২। উপায়; অবলম্বন; অবস্থা। বাংপ্র। বি।

সংস্থাপক, সংস্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—সংস্থাপনকারী। সম্—স্থা+ণিচ্+ণক, তৃন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা, -য়িত্রী**।

সংস্থাপন—স্থাপিত করা, রাখা; স্থিরীকরণ। সম্—স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংস্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—'সংস্থাপক' দ্রঃ।

সংস্থাপিত—যাহা স্থাপন করা হইয়াছে এমন। সম্—স্থা+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংস্থিত—স্থিত; সন্নিবিষ্ট; মৃত; সমাপ্ত সম্—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংস্থিতি—১। সংস্থান; মৃত্যু। সম্—স্থা+ক্তি ভাব। ২। গৃহ। সম্—স্থা+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

সংস্পর্শ—সম্যক্ স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বিঃ, সংশ্রব; মেলামেশা, সম্পর্ক। সম্—স্পৃশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংস্পৃষ্ট—সম্যক্ স্পর্শবিশিষ্ট, সংযুক্ত। সম্—স্পৃশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংস্ফুট—প্রস্ফুটিত, বিকসিত। সম্—স্ফুট্+ক কর্তৃ। বিণ।

সংস্মরণ—সংস্মৃতি; সংস্কারজন্ত জ্ঞান। সম্—স্মৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংস্মৃতি—স্মরণ, মনে রাখা। সম্—স্মৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংস্রব, সংস্রাব—সম্পর্ক, সম্বন্ধ; মিলন। সম্—স্রু+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সংহত—দৃঢ়; মিলিত; সঞ্চিত; আঘাতপ্রাপ্ত; জমাট; ঘনীভূত, compact; সম্যক্ হত। সম্—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংহতি—১। সঙ্ঘ, সমূহ; সমষ্টি; ঐক্য; সংঘাত, অবয়বসংশ্লেষ; নীরন্ধ্রতা; নিবিড়-সংযোগ; সম্যক্ বধ। সম্—হন্+ক্তি ভাব। ২। যে গুণ থাকাতে সজাতীয় পরমাণুগণ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া একত্র হইয়া থাকে তাহা, molecular attraction (এই শক্তির আধিক্যে জড়পদার্থের কাঠিন্যের আধিক্য ও অল্পতায় তাহার অল্পতা, এবং অল্পতার অত্যাধিক্যে তরলতা উপস্থিত হয়)। সম্—হন্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

সংহনন—১। সংঘাত; সম্যক্ আঘাত; বধ। সম্—হন্+অনট্ ভাব। ২। শরীর, দেহ। সম্—হন্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

সংহরণ—সংহার, বিনাশ; সংগ্রহ; সংক্ষেপ; সংকোচ; নিক্ষিপ্ত উক্ত অস্ত্র প্রঃর নিরোধ; সংবরণ। সম্—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংহর্তা (-হর্তৃ), **-হর্ত্তা** (-হর্তৃ)—সংহারকর্তা, সংহারকারী। সম্—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

সংহার—১। সংহরণ, সংবরণ; বিনাশ, ধ্বংস; প্রলয়; সংক্ষেপ; সংগ্রহ; সঞ্চয়; সংকোচ; প্রত্যাকর্ষণ। সম্—হৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। ভৈরব বিঃ। সংহার+অচ্ করে অর্থ, অথবা, সম্—হৃ+ঘঞ্ করণ। ৩। নরক বিঃ। সম্—হৃ+ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

সংহারক—ধ্বংসকারক, বিনাশকারী। সম্—হৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

সংহারমুদ্রা—মুদ্রা বিঃ। সংহারাখ্য মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সংহারা—নাশ করা, মারা। কপ্র। ক্রি।

সংহিত—১। মিলিত; সংগৃহীত; একত্রীকৃত; একত্রীভূত। সম্—ধা+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ। ২। যোগচিহ্ন, '+' এই চিহ্ন সম্—ধা+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

সংহিতা—১। বেদের মন্ত্রভাগ; স্মৃতিশাস্ত্র, code; সংকলন। সংহিত+আপ্। ২। 'সংহিত' (১) দ্রঃ। বি; স্ত্রী।

সংহৃত—সংগৃহীত; কৃতসংহার; সঞ্চিত; নষ্ট; বিনাশিত, হৃত; সংক্ষিপ্ত; সংকুচিত; প্রত্যাহৃত; সংবৃত ('—অস্ত্র')। সম্—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংহৃতি—নিজের ভিতর আকর্ষণ করিয়া লওয়া, বিনাশ, সংহার; সংকোচ; সংগ্রহ; প্রত্যাহার; গ্রহণ, আক্রমণ, আটককরণ। সম্—হৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংহৃষ্ট—অত্যন্ত আনন্দিত; যাহা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে এমন, উদ্গত। সম্—হৃষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংহ্লাদ—আহ্লাদ, আনন্দ। সম্—হ্লাদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সঁপা—সমর্পণ করা। কপ্র। ক্রি।

সকড়ি—এটো; তাত প্রঃ যে সকল বস্তু নীচজাতীয় লোকের স্পর্শে অপবিত্র হয় তাহা। <সংকট। বি।

সকণ্টক—১। শেওলা, শৈবাল; নাটাকরঞ্জ-গাছ। বি; পুং। ২। কণ্টকযুক্ত। কণ্টকের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।

সকরুণ—দয়ালু; করুণাপূর্ণ; যাহাতে করুণার উদ্রেক হয় এমন। করুণার সহিত বর্তমান, বহব্রী। বিণ।

সকর্ম(র্ম্ম)ক—কর্মযুক্ত, যাহার কর্ম আছে এরূপ, transitive; যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহার অর্থযুক্ত। কর্মের সহিত বর্তমান, বহ+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-র্মিকা**।

সকল—১। সমস্ত, সমুদায়, সম্পূর্ণ, সমগ্র; কলাসহিত। কলার সহিত বর্তমান, বহ। বিণ। ২। সমস্ত লোক। বাংপ্র। বি।

সকাম—কামনাবিশিষ্ট, সাভিলাষ। কামের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।

সকাল—১। শীঘ্র, অবিলম্ব। বিণ। **সকাল সকাল**—শীঘ্র করিয়া; সময়মত। ২। প্রাতঃকাল, পূর্বাহ্ণ। <সুকাল। বি।

সকাশ—১। সমীপ, নিকট। সহ—কাশ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। কাশযুক্ত। কাশের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।

সকুল্য—একবংশজাত, সগোত্র, সপিণ্ডের ঊর্ধ্ব তিন ও অধঃ তিন পুরুষ। সকুল (সমান বংশ)+যৎ জাতার্থে। বি; পুং।

সকৌতুক—কৌতুহলপূর্ণ; আমোদজনক। কৌতুকের সহ বর্তমান, বহ। বিণ।

সক্ত—অনুরক্ত, আসক্ত; সংলগ্ন; মনোযোগী, অভিনিবিষ্ট। সন্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সক্তি—সঙ্গ, অনুরক্তি; সংযোগ; নিবেশ; অভিনিবেশ। সন্জ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সক্তু—ছাতু, যবাদিচূর্ণ। সন্জ্+তুন্ কর্ম। বি; পুং বা ক্লী।

সক্থি—উরু; গাড়ির অংশ বিঃ। সন্জ্+ক্থিন্ অধি। বি; ক্লী।

সক্রিয়—কর্মক্ষম; ক্রিয়াম্বিত, active; শুধু কথায় নহে কার্যের সহিত যুক্ত

('—সাহায্য')। ক্রিয়ার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সক্ষম—১। সমর্থ। 'অক্ষম'-শব্দের বিপরীত। বাংপ্র। ২। ক্ষমাশীল। ক্ষমার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সক্ষোভ—মনস্তাপযুক্ত ; দুঃখপূর্ণ। ক্ষোভের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সক্ষোভে**।

সখ—খেয়াল ; রুচি, পছন্দ। <আ 'শৌক'। বি। **সখের দল** (যাত্রা ইঃ)—যে দল সংগীত ও অভিনয়াদি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে না, amateur party.

সখা (সখি)—বন্ধু, মিত্র, বয়স্য, সুহৃৎ ; সহচর ; সহায়। সহ—খ্যা (বলা)+ডিন্ কর্ম [লোক কর্তৃক যে সমান উক্ত হইয়াছে]। বি ; পুং।

সখী—সই, সহচরী, বয়স্যা। সখি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সখীসংবাদ—বৃন্দাবন-পরিত্যাগপূর্বক মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার দূতী বৃন্দার কথোপকথন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সখ্য—বন্ধুত্ব, সখিত্ব, মিত্রতা, মৈত্রী। সখি+যৎ ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সখ্য-স্থাপন, -সংস্থাপন—মিতালি পাতানো, বন্ধুত্বকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সগর—১। (রামায়ণ) সূর্যবংশীয় একজন রাজা। বি ; পুং। ২। বিষযুক্ত। গরের (বিষের) সহিত বর্তমান, বহু। ৩। সকল, সব, সমগ্র, সারা। প্রা কথ্য। বিণ।

সগর্ভ(র্ভ)—১। সহোদর, সোদর। সহ (সমান) গর্ভ (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। গর্ভযুক্ত। গর্ভের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সগর্ভ্য(র্ভ্য)—সহোদর। সগর্ভ (সমান মাতৃগর্ভ)+যৎ ভবার্থে। বি ; পুং।

সগুণ—গুণযুক্ত ; ছিলাযুক্ত ('—ধনু') ; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত ('—ব্রহ্ম')। গুণের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সগুণোপাসনা—সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণান্বিত ব্রহ্মের অর্থাৎ সাকার ভগবানের আরাধনা। সগুণের উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সগোত্র—১। জ্ঞাতি, একবংশে জাত ব্যক্তি। সমান গোত্র (বংশ) যাহার, বহু (সমান-স্থানে স)। বি ; পুং। ২। এক বংশ। সমান গোত্র, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সঘন—১। নিরন্তর, ঘন ঘন। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ। ২। মেঘে ঢাকা, মেঘাবৃত। ঘনের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সঘনে—তুমুল শব্দে ; অবিশ্রান্তভাবে ; পুনঃ পুনঃ ("সঘনে বিষম খাই নাম লয় যার"—বলরাম)। কথ্য। ক্রি-বিণ।

সঘর—যে ঘরে বা বংশে বিবাহাদি কার্য চলে। 'অঘর'-শব্দের বিপরীত। বাংপ্র। বি।

সঙ—'সং' দ্রঃ।

সঙিন, সঙীন, সঙ্গিন, সঙ্গীন—১। সাংঘাতিক, ঘোরতর, ভীষণ। <ইং 'sanguine'. বিণ। ২। বন্দুকের আগায় লাগানো ছোরা, bayonet. ফা। বি।

সঙে—সঙ্গে। প্রা কথ্য। বি।

সঙ্ক্ষিপ্ত ইঃ—সংক্ষিপ্ত ইঃ দ্রঃ।

সঙ্কীর্যমাণ—'সংকীর্যমাণ' দ্রঃ।

সঙ্কুল—'সংকুল' দ্রঃ।

সঙ্ক্ষেপ ইঃ—সংক্ষেপ ইঃ দ্রঃ।

সঙ্ক্ষোভ—'সংক্ষোভ' দ্রঃ।

সঙ্খ্যা ইঃ—'সংখ্যা' ইঃ দ্রঃ।

সঙ্খ্যান—'সংখ্যান' দ্রঃ।

সঙ্খ্যাপন—'সংখ্যাপন' দ্রঃ।

সঙ্গ—সংসর্গ, সহবাস ; অনুরাগ ; প্রতিবন্ধ ; বিষয়ানুরাগ ; মিলন ; সম্বন্ধ ; বন্ধুত্ব ; বাসনা ; আসক্তি। সন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। **সঙ্গে সঙ্গে**—তৎক্ষণাৎ, একই সময়ে।

সঙ্গচ্যুত, -ভ্রষ্ট—সঙ্গী হইতে অন্য স্থানে গত ; সঙ্গিহীন। ৫মীতৎ। বিণ।

সঙ্গত—'সংগত' ইঃ দ্রঃ।

সঙ্গি-বিরহিত, -বিহীন, -শূন্য, -হীন—সহচরশূন্য ; একাকী। ৩য়াতৎ। বিণ।

সঙ্গী (সঙ্গিন্)—সহচর, সমভিব্যাহারী ; আসক্ত, সংসক্ত। সঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী—**সঙ্গিনী**।

সঙ্গীত ইঃ—'সংগীত' ইঃ দ্রঃ।

সঙ্গুপ্ত—'সংগুপ্ত' দ্রঃ।

সঙ্গূঢ়—'সংগূঢ়' দ্রঃ।

সঙ্গোপন—'সংগোপন' দ্রঃ।

সঙ্গোপিত—'সংগোপিত' দ্রঃ।

সঙ্ঘ—'সংঘ' ইঃ দ্রঃ।

সঙ্ঘট্ট ইঃ—'সংঘট্ট' ইঃ দ্রঃ।

সচকিত—সভয়, ত্রাসযুক্ত, চমকিত। চকিতের (ভয়ের) সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সচকিতে**।

সচন্দন—চন্দন-মাখানো, চন্দনলিপ্ত। চন্দনের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সচরাচর—১। সাধারণতঃ, প্রায়শঃ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। ২। সর্বসাধারণ ; স্থাবর-জঙ্গমসহিত। বিণ। ৩। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ। চর এবং অচর, দ্বন্দ্ব ; চরাচরের সহিত বর্তমান, বহু। বি ; স্ত্রী।

সচল—যাহার চলাফেরা করিবার শক্তি আছে এমন, চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট, চলন্ত। 'অচল'-এর বিপরীত। বাংপ্র। বিণ।

সচিত্র—ছবিযুক্ত, প্রতিকৃতিযুক্ত। চিত্রের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সচিব—কর্মসম্পাদক, secretary ; অমাত্য, মন্ত্রী, সহায়, সঙ্গী ; কালো ধুতুরা। সচি—বা+ক কর্তৃ। বি ; পুং।

সচেতন—চৈতন্যবিশিষ্ট, চেতনাযুক্ত, জীবন্ত। চেতনার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সচেল—কাপড়-পরা, বস্ত্রপরিহিত। চেলের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সচেলে** ["পরপুরুষের পবন পরশে সচেলে সিনান করি"—গোবিন্দ]।

সচেষ্ট—উদ্যোগী, চেষ্টাযুক্ত, চেষ্টিত। চেষ্টার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সচ্চরিত্র—১। সৎস্বভাব, সাধুচরিত, সদাচারী। সৎ চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। সাধু চরিত্র। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সচ্চিদানন্দ—১। যিনি সর্বদাই জ্ঞান ও আনন্দে পরিপূর্ণ, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ; জগদীশ্বর। বি ; পুং। ২। সর্বদা জ্ঞান-সুখময়। সৎ (নিত্য) চিৎ (জ্ঞানময়) অথচ আনন্দ (সুখময়), কর্মধা। বিণ।

সচ্চিন্তা—ভাল বিষয়ের ভাবনা, সৎ বিষয়ের চিন্তা। সতের (সদ্বিষয়ের) চিন্তা, ৬ষ্ঠীতৎ ; অথবা, সতী চিন্তা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সচ্ছল—যাহার অনটন নাই এমন, অভাবশূন্য ; দাতা, বদান্য ; উদার। <সংশীল। বিণ।

সচ্ছিদ্র—ছিদ্রযুক্ত, রন্ধ্রযুক্ত, porous. ছিদ্রের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। বি, -তা।

সজনী—সখী ; রমণী ; প্রণয়িনী। <স্বজনী। বি ; স্ত্রী।

সজল—জলপূর্ণ ; জলযুক্ত, ভিজা ; অশ্রুপূর্ণ। জলের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সজলনয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। জল-ভরা চোখ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে এমন, অশ্রুপূর্ণ-নেত্র। সজল নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, -নয়নে, -নেত্রে, -লোচনে।

সজাগ—জাগ্রৎ ; ঈষৎ নিদ্রাযুক্ত ; সতর্ক, হুঁশিয়ার। বাংপ্র। বিণ।

সজাত—একজাতীয়। <সজাতীয়। বিণ।

সজাতি—১। সমানশ্রেণীর ; একজাতীয়। বিণ। ২। একজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সন্তান। সহ (সমান) জাতি যাহার, বহু। বি ; পুং।

সজাতীয়—একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ; এক-জাতীয় ; একধর্মাক্রান্ত ; একশ্রেণীভুক্ত ; একবিধ ; সদৃশ, তুল্য। সমান জাতীয়, দ্বন্দ্ব (সমান-স্থানে স)। বিণ।

সজারু—কণ্টকপূর্ণ-গাত্রবিশিষ্ট জীব বিঃ। <শল্লক-রূপ। বি।

সজীব—জীবিত, যাহার জীবন আছে এরূপ; স্ফূর্তিযুক্ত। জীবের (জীবনের) সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। **সজীব আগ্নেয়গিরি**—যে আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহা, active volcano.

সজোরে—জোরের সহিত, খুব জোর দিয়া। জোরের সহিত বর্তমান, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সজ্জন—সুজন, ভাল লোক; সৎবংশে জাত ব্যক্তি। সৎ (=সাধু) জন (লোক), কর্মধা। বি; পুং।

সজ্জন, সজ্জনা—১। রক্ষিসৈন্যের অবস্থিতিস্থান; ঘাট। সস্‌জ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ অধি; পক্ষে অন অধি+আপ্‌। ২। সাজানো; সজ্জা; আয়োজন; সৈন্যস্থাপন; ঘাঁটি। সস্‌জ+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্‌। বি; ক্লী, স্ত্রী।

সজ্জা—সাজ; বেশ, ভূষা; আয়োজন. সরঞ্জাম, equipment; সন্নাহ, সাঁজোয়া। সস্‌জ্‌+অ করণ+আপ্‌। বি: স্ত্রী।

সজ্জাগৃহ—সাজঘর, প্রসাধন-কক্ষ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবার ঘর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সজ্জিত—১। সাজানো; ভূষিত; আয়োজিত। সস্‌জ্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। ২। বর্মিত, সন্নদ্ধ; উদ্যুক্ত। সস্‌জ্‌+ক্ত কর্তৃ; কিংবা, সজ্জা+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

সজ্জীভূত—যাহা পূর্বে সাজানো ছিল না এখন হইয়াছে এরূপ; সজ্জিত, ভূষিত। সজ্জ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সজ্জী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সজ্ঞান—চেতনাযুক্ত, জ্ঞানযুক্ত। জ্ঞানের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সঞে—সঙ্গে, সহিত ("তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয়"—বিদ্যা); হইতে ("দেখ-দেয়াসিনি ঘর সঞে নিকসল"—কবিশেখর)। প্র· কপ্র। অ।

সঞ্চয়—সংগ্রহ; পুঁজি, সম্বল; সমূহ; রাশি। সম্‌-চি+অচ্‌ ভাব, কর্ম। বি; পুং।

সঞ্চয়ন সংগ্রহকরণ, সঞ্চয়করণ। সম্‌—চি+অনট্‌ ভাব। বি: ক্লী।

সঞ্চয়নশীল, সঞ্চয়শীল সঞ্চয়ী, সঞ্চয় করা যাহার স্বভাব এমন। সঞ্চয়ন, সঞ্চয় শীল যাহার, বহু। বিণ।

সঞ্চয়ী (সঞ্চয়িন্) সংগ্রহকারক; যে ভবিষ্যতের জন্য অর্থাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে এমন। সঞ্চয়+ইন্‌ আছে অর্থে বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

সঞ্চর, সঞ্চরণ—১ সেতু, সাঁকো; স্থান; পথ; শরীর। সম্‌—চর্‌+ঘ, অনট্‌ করণ, অধি। ২। গমন, চলন; কম্পন। সম্‌—চর্‌+ক ঘঞর্থে, অনট্‌ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

সঞ্চরমাণ—যাহা বহিয়া যাইতেছে বা চলিতেছে এমন; গমনশীল। সম্‌—চর্‌+শানচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

সঞ্চরিত—প্রচলিত; প্রস্থিত; গত। সম্‌—চর্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সঞ্চরিষ্ণু—ভ্রমণকারী, সঞ্চরণশীল। সম্‌—চর্‌+ইষ্ণু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

সঞ্চলন—দোলন, কম্পন, নড়াচড়া; প্রচলন। সম্‌—চল্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -লিত।

সঞ্চার—১। উদ্রেক; জন্মানো; বৃদ্ধি; গতি; (জ্যোতিষ) গ্রহাদির অন্য রাশিতে গমন, সংক্রম; বিস্তার; কষ্টগতি; কষ্ট; বিপদ্‌; উত্তেজন; চালন; পথপ্রদর্শন; সংক্রমণ। সম্‌—চর্‌+ঘঞ্‌ বা চর্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাব। ২। সমর্পণ। সম্‌-চর্‌+ণিচ্‌+অচ্‌ ভাব। বি; পুং। ৩। সেতু; পথ। সম্‌—চর্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি; পুং।

সঞ্চারক—উত্তেজক; চালক। সম্‌—চর্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিকা।

সঞ্চারজীবী (-জীবিন্)—শরণাগত, শরণাপন্ন; দুরবস্থাগ্রস্ত। উপতৎ; সঞ্চার—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

সঞ্চারিকা—১। যুগ্ম; দূতী; ঘ্রাণ; বায়ু। সম্‌-চর্‌+ণক কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। চালিকা; উত্তেজিকা। সঞ্চারক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সঞ্চারিণী—গমনশীলা, সঞ্চরণশীলা। সঞ্চারিন্‌+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সঞ্চারিত—১। ইতস্ততঃ চালিত। সম্‌—চর্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। ২। যাহা ইতস্ততঃ চলিতেছে এমন। সঞ্চার+ইতচ্‌। বিণ।

সঞ্চারী (-রিন্)—১। নির্বেদ আবেগ প্রঃ ব্যভিচারী ভাব; বায়ু; ধূপ; সংগীতের রাগ বা রাগিণীর তৃতীয় চরণ। বি; পুং। ২। গমনশীল; সঞ্চরণশীল; অস্থায়ী; আগন্তুক। সম্‌—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -রিণী।

সঞ্চালন—দোলানো; স্থানচ্যুতকরণ; নাড়াচাড়া। সম্‌—চল্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

সঞ্চালিত—স্বস্থান হইতে অপসারিত; চালিত; সংক্রামিত। সম্‌—চল্‌+ণিচ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঞ্চিত—সংগৃহীত, সঞ্চয়-করা; সম্ভৃত; রাশীকৃত। সম্‌—চি+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঞ্চীয়মান—যাহা সংগ্রহ করা হইতেছে এমন, উপচীয়মান। সম্‌—চি+শানচ্‌ কর্ম। বিণ। [সম্‌—চি+যৎ কর্ম। বিণ।

সঞ্চেয়—সঞ্চয় করিবার যোগ্য, সঞ্চয়যোগ্য।

সঞ্জ—ব্রহ্মা; শিব। সম্‌—জন্‌+ড অপা। বি; পুং।

সঞ্জনন, সঞ্জননা—উৎপাদন; জন্মদান। সম্‌—জন্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্‌। বি; ক্লী, স্ত্রী।

সঞ্জাত—জাত, উৎপন্ন। সম্‌—জন্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সঞ্জাব—কাপড়ের কিনারায় সেলাই-করা পটির পাড়। <ফা 'সঞ্জাফ'। বি।

সঞ্জীবন—১। জীবনদানকারী। সম্‌—জীব্‌+ণিচ্‌+অন কর্তৃ বা অনট্‌ করণ। বিণ। স্ত্রী, -না, -নী। ২। জীবনধারণ। সম্‌—জীব্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

সঞ্জীবনী—১। জীবনশক্তি-প্রদায়িনী; যাহা বাঁচাইয়া তোলে এমন; পুনর্জীবন-দায়িনী। বিণ। ২। জীবনদায়িনী ওষধি। সম্‌—জীব্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

সট্‌, সড়াক, সড়াৎ—তাড়াতাড়ি, দ্রুততা। বাংপ্র। অ।

সট, সটা—জটা, কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের চুল; শিখা। সট্‌+অচ্‌ কর্তৃ; পক্ষে আপ্‌। বি; পুং বা ক্লী, স্ত্রী। [বি।

সটকা—আলবলার লম্বা নল। বাংপ্র।

সটকানো—পলায়ন করা, গোপনে সরিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সটা—'সট' দ্রঃ।

সটাঙ্ক—সিংহ, কেশরী। সটা (কেশর) অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পুং।

সটান—১। লম্বা, দীর্ঘ। বিণ। ২। লম্বা হইয়া; সোজাসুজি। বহু। ক্রি-বিণ।

সটি, সটিকা, সটী—গন্ধদ্রব্য বিঃ, বন আদা। সট্‌+ই কর্তৃ, ৩য় পক্ষে ঈপ্‌; ২য় পক্ষে কন্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সটীক—যাহার টীকা আছে এমন, টীকা-সহিত। টীকার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সঠিক—ঠিকমত, যথার্থ (বিশেষভাবে এই অর্থে স-যোগ)। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

সড়—ষড়যন্ত্র, সাট, গোপন পরামর্শ। বাংপ্র। বি।

সড়ক—রাস্তা; বড় রাস্তা। <সরক। বি।

সড়কি—বল্লম, বর্শা। বাংপ্র। বি।

সড়গড়—আয়ত্ত, অভ্যস্ত; মুখস্থ। বাংপ্র। বিণ।

সড়সড়—কাতুকুতু লাগা; কীটাদির সঞ্চরণ-তুল্য অনুভূতি; চুলকানির অনুভূতি; সাপ প্রঃর চলার অনুকরণ-শব্দ। বাংপ্র। অ।

সড়াক, সড়াৎ—'সট্‌' দ্রঃ।

সডাক—ডাকখরচ সমেত। বহু। বাংপ্র। বিণ।

সৎ—১। ভাল, উত্তম; সভ্য, প্রশস্ত; বর্তমান; নিত্য, চিরস্থায়ী; শোভন; সাধু;

বিদ্বান্ ; মান্য, পূজ্য ; জ্ঞানী, বিচক্ষণ। বিণ। ২। ব্রহ্ম ; অস্তিত্বমাত্র। অস্+শতৃ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ৩। (অন্ত শব্দের পূর্বে) বিমাতা-সংক্রান্ত। বাংপ্র (<সতীন)। বিণ।

সতত—১। সর্বদা, নিরন্তর ; অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক। ক্রি-বিণ বা বিণ। বি—**সাতত্য**। ২। ক্রিয়া বিঃ। সম্—তন্+ক্ত ভাব, কর্ম। বি ; ক্লী।

সততা—সাধুতা। 'সত্তা'-স্থানে বাংপ্র। বি।

সতন্তর—স্বাধীন। <স্বতন্ত্র। প্রা কপ্র। বিণ। স্ত্রী—**সতন্তরী, -রা**।

সতর, সতের—১৭ সংখ্যা ; ১৭-সংখ্যক। <সপ্তদশন্। বি বা বিণ।

সতরই—মাসের সপ্তদশ দিবস। সতর+ই তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সতর্ক—সাবধান ; তর্কযুক্ত। তর্কের (বিবেচনার, বিচারণার) সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। বি. -তা।

সতা—সপত্নী ("গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি"—ভারত)। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

সতাই—বিমাতা ("শ্রীরাম বলেন শুন সুমিত্রা সতাই"—কৃত্তি)। প্রা কপ্র। বি।

সতাত, সতাল—বৈমাত্রেয়। সতা+ত, ল অপত্যার্থে। বাংপ্র। বিণ।

সতিন, সতীন—এক স্বামীর স্ত্রী। <সপত্নী। বি ; স্ত্রী।

সতী—১। সাধ্বী রমণী, পতিব্রতা স্ত্রী ; কায়মনোবাক্যে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সংগমত্যাগিনী ; দক্ষকন্যা, শিবানী, ভবানী ; চার অক্ষরের একপ্রকার ছন্দ ; পতির সহিত সহমৃতা স্ত্রী ; সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ; দাম ; অবসান। বি ; স্ত্রী। ২। পতিব্রতা, সাধ্বী। অস্+শতৃ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সতীগিরি, সতীপনা—(ব্যঙ্গার্থে) মিথ্যা সতীত্বের গর্ব। সতী+গিরি, পনা ভাবে। বাংপ্র। বি। **সতীগিরি ফলানো**—মিথ্যা সতীত্ব দেখানো, সতীত্বের ভান করা, নিজেকে সতী বলিয়া জাহির করা।

সতীচ্ছদ—যাহার রজোদর্শন বা পুরুষ-সহবাস হয় নাই সেইরূপ নারীর যোনিমুখ-আবরণকারী অর্ধচন্দ্রাকার পাতলা পর্দা ; কুমারী-ঝিল্লী, hymen. সতী-নির্ণায়ক ছদ (আবরণ), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

সতীত্ব—পাতিব্রত্য, সতী স্ত্রীর ধর্ম। সতী+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

সতীত্ব-নাশ—পরপুরুষসংগমজনিত পাতিব্রত্যধর্মের লোপ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সতীত্বাধার—শ্রেষ্ঠা সতী ; পাতিব্রত্যধর্মের অবস্থানপাত্র। সতীত্বের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং, বা বিণ।

সতীদাহ—মৃত স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় পতিব্রতা পত্নীর দেহত্যাগ, সহমরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। [বি ; পুং।

সতীধর্ম(র্ম্ম)—পাতিব্রত্য, সতীত্ব। ৬ষ্ঠীতৎ।

সতীন—'সতিন' দ্রঃ।

সতীন-ঝি—সপত্নীকন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।

সতীন-পো—সপত্নীপুত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র।

সতীপতি, সতীশ—মহাদেব। সতীর পতি, ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সতীপনা—'সতীগিরি' দ্রঃ।

সতীর্থ, সতীর্থ্য—সমকালে একগুরুর শিষ্য ; সহাধ্যায়ী, সহপাঠী। সমান তীর্থ (গুরু) যাহার, বহু ; ২য় পক্ষে সমান তীর্থ, কর্মধা+যৎ বাসার্থে। বি ; পুং।

সতীলক্ষ্মী—সাধ্বী এবং সুলক্ষণা স্ত্রী। সতীও যে লক্ষ্মীও সে, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সতীশ—'সতীপতি' দ্রঃ।

সতুষ—তুষযুক্ত। তুষের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সতৃষ্ণ—পিপাসিত ; তৃষ্ণাযুক্ত, অভিলাষী ; সস্পৃহ ; তেজস্বী ; বলবান্। তৃষ্ণার সহিত বর্তমান, বহুব্রী। বিণ।

সতৃষ্ণদৃষ্টি, -নয়ন, -নেত্র—১। অভিলাষব্যঞ্জক চক্ষু ; স্পৃহাযুক্ত চাউনি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী, ক্লী। ২। যে লালসা বা অভিলাষের সহিত চাহিতেছে এমন, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণদৃষ্টিযুক্ত। সতৃষ্ণ দৃষ্টি, নয়ন, নেত্র যাহার, বহু। বিণ।

সতেজ—তেজোযুক্ত, তেজঃপূর্ণ, বলবান্। তেজের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সতেজাঃ (-জস্) (>-জা)—তেজস্বী ; বলবান্। তেজের ('তেজস্' শব্দ) সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সৎকর্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-র্ত্তৃ)—১। শ্রীবিষ্ণু। কর্মধা। বি ; পুং। ২। সৎকারক, আদরকারী ; অভ্যর্থনাকারী। সৎ—কৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

সৎকর্ম (-কর্মন্), **-কর্ম্ম** (-কর্ম্মন্)—ভাল কাজ, পুণ্যকার্য ; বেদবিহিত ক্রিয়া। কর্মধা। বি ; ক্লী।

সৎকার, -কৃতি, -ক্রিয়া—মড়া পোড়াইবার কাজ, শবদাহাদি কর্ম ; সমাদর, পূজা, সম্মান ; পুরস্কার ; মঙ্গল। সৎ—কৃ+ঘঞ্, ক্তি ভাব ; ৩য় পক্ষে+শ ভাব+আপ্। বি ; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

সৎকার্য(র্য্য)—সৎকর্ম (তাহা দ্রঃ)।

সৎকৃত—সমাদৃত ; পূজিত ; পুরস্কৃত ; সুসম্পন্ন ; যাহার সৎকার করা হইয়াছে এমন। সৎ (আদর)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সৎকৃতি, -ক্রিয়া—'সৎকার' দ্রঃ।

সত্তম—অতি উত্তম, অতি সৎ ; অতিশয় সাধু ; অতিশোভন, পূজ্যতম। সৎ+তম অত্যর্থে। বিণ।

সত্তর—সপ্ততি ; ৭০ সংখ্যা ; ৭০-সংখ্যক। <সপ্ততি। বি বা বিণ।

সত্তা—অস্তিত্ব ; স্থিতি, বিদ্যমানতা ; নিজস্বতা ; উৎপত্তি ; উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা ; সাধুতা ; দ্রব্য গুণ ও কর্মনিষ্ঠ জাতি ; জড়-বস্তুর মাত্রা বা পরিমাণ। সৎ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সত্ত্ব—১। প্রাণী, জন্তু। বি ; পুং বা ক্লী। ২। প্রকৃতির তিন গুণের মধ্যে প্রধান গুণ [এই গুণ দ্বারা মনুষ্যের মনে দয়া ধর্ম ন্যায় সত্য ভক্তি মহত্ত্ব পবিত্রতাদি জন্মে] ; পদার্থ ; মনঃ ; স্বভাব ; স্বাভাবিক অবস্থা ; শক্তি, পরাক্রম ; ধৈর্য ; উৎসাহ ; অস্তিত্ব ; বিদ্যমানতা, স্থিতি ; ধন ; প্রাণ, জীবন ; চৈতন্য ; আত্মা ; পিশাচাদি ; রস ; সাহস। সৎ+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী। ৩। রৌদ্রে শুকানো আম প্রভৃতির রস। বাংপ্র। বি।

সত্ত্ববান্ (-বৎ)—সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ; স্থায়ী ; ধার্মিক ; নিষ্পাপ ; স্বাভাবিক ; জীবসমন্বিত। সত্ত্ব+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**। [পুং।

সৎপথ—সাধুমার্গ ; ধর্মপথ। কর্মধা। বি ;

সৎপুত্র(ত্র)—উত্তম সন্তান ; বেদাদিবিহিত পিত্রাদিকার্যকর্তা। কর্মধা। বি ; পুং।

সৎপ্রতিগ্রহ—সাধুব্যক্তির নিকট হইতে দান-গ্রহণ। ৫মীতৎ। বি ; পুং।

সৎপ্রতিপক্ষ—সমকক্ষ ; প্রতিযোগী ; (ন্যায়শাস্ত্র) হেতুদোষ বিঃ। কর্মধা। বি ; পুং।

সত্বর—১। শীঘ্র, অবিলম্বে। ক্রি-বিণ। ২। ত্বরাযুক্ত। ত্বরার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সৎ-মা—বিমাতা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

সত্য—১। প্রকৃত, যথার্থ। বিণ। ২। যাথার্থ্য, অমিথ্যা ; শপথ ; প্রতিজ্ঞা ; প্রথম যুগ, কৃতযুগ (১৭,২৮,০০০ বৎসর ইহার পরিমাণ)। বি ; ক্লী। ৩। ঊর্ধ্ব সপ্ত ভুবনের উপরিস্থিত লোক, ব্রহ্মলোক। সৎ+যৎ হিতার্থে। বি ; পুং।

সত্যকথন, -ভাষণ—সত্য কথা বলা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সত্যগ্রহ, সত্যাগ্রহ—ধর্ম ন্যায় বা সত্যের জন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত অত্যাচার বা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা-পূর্বক শেষ পর্যন্ত অটল ভাবে অবস্থান। সত্যের গ্রহ (গ্রহণ), ৬ষ্ঠীতৎ, বা, সত্যে আগ্রহ (নিষ্ঠা), ৭মীতৎ। বি ; পুং।

সত্যতা—যাথার্থ্য ; সত্যপরতা। সত্য+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সত্যদর্শী (-দর্শিন্)—প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে

যাঁহার জ্ঞান আছে এমন। উপতৎ; সত্য—দৃশ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী।

সত্যনারায়ণ—দেবতা বিঃ, সত্যপীর। সত্যই নারায়ণ, কর্মধা। বি; পুং।

সত্যনিষ্ঠ—সত্যবাদী; সত্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন বা অনুরাগী। সত্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

সত্যনিষ্ঠা—১। সত্যের প্রতি অনুরাগ। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। ২। সত্যে নিষ্ঠাবতী। সত্যনিষ্ঠ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যপরায়ণ—সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ। সত্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ। বি, -তা। [স্ত্রী।

সত্যপালন—প্রতিজ্ঞা-রক্ষা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

সত্যপীর—সত্যনারায়ণ, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীক দেবতা। সত্য-নামক পীর (দেবতা), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

সত্যপুর—বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ। সত্যযুক্ত পুর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সত্যপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ়প্রতিজ্ঞাযুক্ত, স্থিরসংকল্প। সত্য হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

সত্যবতী—১। ব্যাসদেবের মাতা; ঋচীক-মুনির পত্নী; নারদমুনির পত্নী। বি; স্ত্রী। ২। সত্যপরায়ণা; সত্যবিশিষ্টা। সত্যবৎ ('সত্যবান্' দ্রঃ) + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যবাক্য—সত্য কথা। কর্মধা। বি; ক্লী।

সত্যবাদী (-বাদিন্)—যে সত্যকথা বলে এরূপ, সত্যবক্তা। উপতৎ; সত্য—বদ্ + ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, -দিনী। বি, -বাদিতা।

সত্যবান্ (-বৎ)—১। নৃপ বিঃ; সাবিত্রীর পতি, মুনি বিঃ। বি; পুং। ২। সত্যযুক্ত; সত্যনিষ্ঠ। সত্য + মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী। বি, -বত্তা।

সত্যব্রত—১। সূর্যবংশীয় নৃপ বিঃ; ভীষ্ম। বি; পুং। ২। সত্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ। সত্য ব্রত (নিয়ম) যাঁহার, বহু। বিণ।

সত্যভঙ্গ—প্রতিজ্ঞার অপালন, প্রতিজ্ঞামত কার্য না করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সত্যভাষণ—'সত্যকথন' দ্রঃ।

সত্যভাষী (-ভাষিন্)—সত্যবাদী। উপতৎ; সত্য—ভাষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ভাষিণী। বি, -ভাষিতা।

সত্যযুগ—প্রথমযুগ, কৃতযুগ। সত্যপ্রধান যুগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সত্যরক্ষা—প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সত্যলোক—সপ্তলোকের একটি লোক। সত্য-নামক লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সত্যসন্ধ—১। সফলপ্রতিজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। বিণ। ২। শ্রীরামচন্দ্র; ভরত; জনমেজয়। সত্যা সন্ধা যাঁহার, বহু। বি; পুং।

সত্যসন্ধা—১। দ্রৌপদী। বি; স্ত্রী। ২। সত্যপ্রতিজ্ঞাযুক্তা। সত্যসন্ধ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যা—১। দুর্গা; সীতা, জানকী; সত্যবতী, ব্যাসমাতা; সত্যভামা। বি; স্ত্রী। ২। যথার্থা। সত্য + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সত্যাগ্রহ—'সত্যগ্রহ' দ্রঃ।

সত্যাগ্রহী (-হিন্)—সত্যাগ্রহকারী। সত্যাগ্রহ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -গ্রহিণী।

সত্যানুরাগ—সত্যের প্রতি আসক্তি, সত্যনিষ্ঠা। সত্যে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

সত্যানুরাগী (-রাগিন্)—সত্যের প্রতি আসক্ত, সত্যনিষ্ঠ। সত্যের অনুরাগী, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -রাগিণী।

সত্যানুসন্ধান—প্রকৃত তথ্যের খোঁজকরণ। সত্যের অনুসন্ধান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সত্যাপন, সত্যাপনা—সত্যাকৃতি, সত্যকরণ; শপথকরণ। সত্য + ণিচ্ (= সত্যাপি নামধাতু) + অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব + আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

সত্যাশ্রয়ী (-য়িন্)—সত্যাগ্রহী (তাহা দ্রঃ); সত্যনিষ্ঠ। উপতৎ; সত্য—আ—শ্রি + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শ্রয়িণী।

সত্যাসত্য—সত্য এবং মিথ্যা; সত্য বা মিথ্যা। সত্য ও অসত্য, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

সত্যি—১। সত্য। বি। ২। নিশ্চয়ই, ঠিকই। <সত্য। অ।

সত্যিকার, -কারের—প্রকৃত, যথার্থ। সত্যি + কার, সত্যি + কার + এর সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

সত্র, সত্ত্র—যজ্ঞ, বহুদিনব্যাপী যাগ; গৃহ; অরণ্য; আচ্ছাদন; সদাদান; সদাব্রত; ছত্র; কৈতব; ধন; সরোবর; দাম্ভিকতা। সদ্ + ত্র অধি। বি; ক্লী।

সত্র (ত্ত্র) শালা—অন্নাদি দানের গৃহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সত্রী (সত্রিন্), **সত্ত্রী** (সত্ত্রিন্)—১। গৃহপতি; গৃহস্থ। বি; পুং। ২। যজ্ঞশীল, যে প্রায়ই যজ্ঞ করিয়া থাকে এমন। সত্র, সত্ত্র + ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

সৎসাহস—প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সৎ-কাজ করিবার বা সত্য কথা বলিবার সাহস, নৈতিক সাহস। কর্মধা। বি; ক্লী।

সদন—১। বাড়ি, গৃহ; নিকট, সমীপ। সদ্ + অনট্ অধি। ২। বিষাদ। সদ্ + অনট্ ভাব। ৩। জল। সদ্ + অনট্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সদনুষ্ঠান—ভাল কাজ, সৎ কাজ; পরোপকার। সৎ অনুষ্ঠান, কর্মধা। বি; ক্লী।

সদভিপ্রায়—সাধু উদ্দেশ্য। কর্মধা। বি; পুং।

সদয়—দয়ালু, দয়াযুক্ত, কৃপাপরায়ণ। দয়ার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সদর—১। প্রকাশ্য; মুখ্য; প্রধান-জেলা-বিষয়ক; জেলার প্রধান নগরে অবস্থিত; বাহিরের; প্রধান। বিণ। ২। বাহিরের দিক্; বাহিরের পিঠ; বাহির-বাড়ি; জেলার প্রধান নগর। <আ 'সদ্র্'। বি।

সদর-আলা—জিলার প্রধান বিচারকের নিম্নতন বিচারক, সবজজ। সদর + আলা (>ওয়ালা) সম্বন্ধার্থে। আ-মু। বি।

সদর-দরজা—বাড়ির প্রধান প্রবেশ-পথ, ফটক, গেট। কর্মধা। আ-মু। বি।

সদর্থক—ভাল অর্থযুক্ত, অস্তিত্ববোধক, ধনাত্মক, positive. সৎ (সৎ-শব্দ) অর্থ যাহার, বহু + ক-সমাসান্ত। বিণ।

সদর্প—অহংকারযুক্ত, দম্ভপূর্ণ। দর্পের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সদসৎ—ভাল ও মন্দ; যাহা আছে এবং যাহা নাই তাহা; ন্যায় ও অন্যায়; ধার্মিক ও পাপী। সৎ এবং অসৎ, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী, বা বিণ।

সদসদ্বিবেচক, সদসদ্বিবেচনা—ভাল-মন্দের বিচার, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য-বোধ; কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহা বোঝা। সদসতের বিবেক, বিবেচনা, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং, স্ত্রী।

সদস্য—১। যজ্ঞাদি কর্মে নিযুক্ত কর্মকর্তা-দিগের ভ্রমসংশোধনকারী। বি; পুং। ২। সভা বা সমিতির সভ্য, সভাসদ্। সদস্ (সভা) + যৎ সাধু অর্থে। বিণ।

সদা—সর্বদা, নিয়ত, অবিশ্রান্ত, সর্বকালে। সর্ব + দাচ্ কালার্থে (নিপা)। অ।

সদাগতি—১। সর্বদা গমনশীল। সদা গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। সূর্য; বায়ু; আত্মা; মুক্ত; জগদীশ্বর। বি; পুং।

সদাগর—'সওদাগর' দ্রঃ।

সদাচার—উত্তম আচার, সাধু ব্যবহার, সদ্ব্যবহার। সৎ (সন্) আচার, কর্মধা। বি; পুং।

সদাচারী (-চারিন্)—সাধু-আচারসম্পন্ন। সদাচার + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -চারিণী।

সদাত্মা (সদাত্মন্)—সদন্তঃকরণবিশিষ্ট, সদাশয়। সৎ (সন্—যাহার মন ভালো এমন) আত্মা (আত্মন্-শব্দ) যাঁহার, বহু। বিণ।

সদানন্দ—১। সর্বদা হর্ষযুক্ত, সদাপ্রফুল্ল। বিণ। ২। শিব। সদা আনন্দ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

সদাব্রত—সর্বদা যেখানে অন্ন দান হয় তাহা, অন্নসত্র। সদা ব্রত যেখানে, বহু। বি; ক্লী।

সদাযোগী (-যোগিন্)—বিষ্ণু, নারায়ণ। সদাযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সদালাপ—সাধু বিষয়ে কথোপকথন, উত্তম বিষয়ের আলাপ। সৎ (সন্) আলাপ, কর্মধা। বি; পুং।

সদালাপী (-পিন্)—মিষ্টভাষী, সাধু বিষয়ে কথোপকথনকারী। সদালাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

সদাশয়—মহৎ, উদারচেতাঃ। সৎ (সন্) আশয় যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা**।

সদাশিব—মহাদেব। সদা শিব যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

সদিচ্ছা—ভালো কাজ করার প্রবৃত্তি, সদভিপ্রায়; শুভকামনা; সাধুমতি। সৎ (সতী) ইচ্ছা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদুত্তর—ঠিক মত জবাব, যথার্থ উত্তর। সৎ উত্তর, কর্মধা। বি; ক্লী।

সদুদ্দেশ্য—ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা, সাধু অভিপ্রায়। সৎ উদ্দেশ্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

সদুপায়—সাধু পন্থা; উত্তম উপায়। সৎ (সন্) উপায়, কর্মধা। বি; পুং।

সদৃশ—সমান, অনুরূপ; তুল্য; উপযুক্ত, যোগ্য। সমান-দৃশ্+কঞ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

সদৃশবিধান, -ব্যবস্থা—যে ঔষধ সেবন করিলে কোন রোগ উৎপন্ন হয় সেই ঔষধ দ্বারাই উক্ত রোগ বিনাশিত হয়—যে চিকিৎসা-শাস্ত্র এইরূপ বিধান করে তাহা, homœopathy. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদোষ—দোষযুক্ত। দোষের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। বি, **-তা**।

সদ্গতি—মুক্তি; উত্তম পরিণাম; উত্তম-গতি; (আত্মার) স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি; মোক্ষ; নির্বাণ; সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্র; উত্তম বিধান। সৎ (সতী) গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্গুণ—উত্তম গুণ; বিদ্যা বিনয় দয়া প্রঃ গুণ। সৎ (সন্) গুণ, কর্মধা। বি; পুং।

সদ্গুরু—যিনি শিষ্যকে উন্নতির পথে চালিত করেন এরূপ শিক্ষক বা দীক্ষাদাতা। সন্ (সৎ-শব্দ) গুরু, কর্মধা। বি; পুং।

সদ্গোপ—হিন্দুর জলাচরণীয় উপজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

সদ্বংশ—উচ্চ কুল, সম্ভ্রান্ত বংশ। সৎ (সন্) বংশ, কর্মধা। বি; পুং।

সদ্বংশজাত—উচ্চকুলসম্ভূত, সম্ভ্রান্তবংশ-জাত। ৭মীতৎ। বিণ।

সদ্বিচার—ন্যায়মত তর্ক; মকদ্দমা বা কলহের উত্তম মীমাংসা; ন্যায়বিচার। সৎ (সন্) বিচার, কর্মধা। বি; পুং।

সদ্বিচারক—ন্যায়-বিচারক; ন্যায়সংগত-ভাবে মীমাংসাকারী। সৎ বিচারক, কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

সদ্বিবেচনা—ন্যায়বিচার; উত্তম মীমাংসা, ন্যায়সংগতভাবে কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার। সৎ (সতী) বিবেচনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্বৃত্ত—১। সদ্ব্যবহার; সাধুস্বভাব, সচ্চরিত্র। সৎ বৃত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সচ্চরিত্রবিশিষ্ট; সুগোল। সৎ বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সদ্বৃত্তি—সদ্ব্যবহার; উত্তম ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বিঃ। সৎ (সতী) বৃত্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্ব্যবহার—ভদ্র আচরণ; সাধু আচরণ; ভাল কাজে লাগানো ('অর্থের —')। সৎ (সন্) ব্যবহার, কর্মধা। বি; পুং।

সদ্ব্যয়—ভাল কাজে খরচ; ধর্মকার্যে ব্যয়। সৎ (সন্) ব্যয়, কর্মধা। বি; পুং।

সদ্ব্যয়ী (-য়িন্)—যে ভাল কাজে খরচ করে এমন, সদ্ব্যয়কারী। সদ্ব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

সদ্ভাব—সাধুতা; সৌহৃদ, প্রণয়, বন্ধুতা; সত্তা, স্থিতি; সৎপ্রকৃতি; সৎ মেজাজ। সতের (যে হইতেছে তাহার, বা সাধুর) ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, সৎ (সন্) ভাব, কর্মধা। বি; পুং।

সদ্ম (সদ্মন্)—১। গৃহ, আবাস ("যোগ্য-সদ্ম চক্রসা পদ্মার"—কালিদাস)। সদ্ (গমন করা)+মনিন্ অধি। ২। জল। সদ্+মনিন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সদ্যঃ (সদ্যস্), (>সদ্য)—তখনি, তৎক্ষণে; বর্তমান সময়ে, উপস্থিত দিবসে; যাহা বাসি নহে এমন। সমে অহনি অর্থাৎ এই দিনে—এই অর্থে, সদ্যস্ (নিপা)। অ।

সদ্যঃপাতী (-পাতিন্)—যাহা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া যায় এমন, অবিলম্বে পতনশীল ("অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী"—মাইকেল)। উপতৎ; সদ্যস্-পত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পাতিনী**।

সদ্যঃপ্রসূত—যে সবেমাত্র জন্মিয়াছে এমন, সদ্যোজাত। সুপ্। বিণ।

সদ্যঃপ্রসূতা—যে (নারী) সবেমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন; সদ্যোজাতা। সুপ্। বিণ; স্ত্রী।

সদ্যোজাত—১। সবেমাত্র উৎপন্ন। বিণ। ২। বাছুর, বৎস; শিবের মূর্তি বিঃ। সদ্যঃ জাত, সুপ্। বি; পুং।

সধবা—যাহার পতি আছে এরূপ, পতিবত্নী, সভর্তৃকা। ধবের সহিত বর্তমান, বহু+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

সধর্ম(র্ম্ম)—একধর্ম, তুল্যধর্ম। সমান ধর্ম, কর্মধা (সমান-স্থানে স)। বি; পুং।

সধর্মা (-র্মন্), **-ধর্ম্মা** (-র্ম্মন্)—একধর্মা-ক্রান্ত; একরূপ; সদৃশ, তুল্য। সমান ধর্ম যাহার, বহু। (অনিচ্ সমাসান্ত, সমান-স্থানে স)। বিণ।

সধর্মা(র্ম্মা)চারিণী—স্ত্রী, ভার্যা, পত্নী। সধর্ম (পতিসমানধর্ম)—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সধর্মি(র্ম্মি)ণী—স্ত্রী, পত্নী, সধর্মচারিণী। সধর্মিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সধর্মী (-র্মিন্), **সধর্ম্মী** (-র্ম্মিন্)—এক-ধর্মাক্রান্ত; সদৃশ, তুল্য। সধর্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্মিণী**।

সন—১। সাল, অব্দ; বৎসর। আ। বি। ২। সমান। প্রা কপ্র। বিণ।

সনৎ—১। ব্রহ্মা। বি; পুং। ২। সর্বদা, সদা। সন্+অৎ কর্তৃ। অ।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার পুত্র, মুনি বিঃ। সনতের (ব্রহ্মার) কুমার (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সনদ—সনন্দ; উপাধিপত্র; দলিল; কোন বিশেষ ক্ষমতাপ্রদানার্থ প্রদত্ত পত্র। আ। বি।

সনন্ত—ইচ্ছার্থক সন্ প্রত্যয়যুক্ত [যেমন—পিপাসু (সনন্ত পা-ধাতু হইতে)]। সন্ অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

সনন্দ—১। আনন্দযুক্ত; আনন্দসহিত। নন্দের (আনন্দের) সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ২। প্রমাণস্বরূপ লিখিত পত্রাদি। <আ 'সনদ'। বি।

সনসন—বেগে গমনের ভাব বা শব্দ। বাংপ্র। অ।

সনাক্ত—কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নাম বা পরিচয়ের নির্দেশ; নিশান-দিহি, চিহ্নিত। <ফা 'শিনাখৎ'। বি বা বিণ।

সনাতন—১। সদাতন, চিরস্থায়ী, নিত্য। বিণ। স্ত্রী, **-নী**। ২। ব্রহ্মা, মহেশ্বর; পরমভক্ত বৈষ্ণব বিঃ। সনা+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বি; পুং।

সনাতনধর্ম(র্ম্ম)—চিরস্থায়ী ধর্ম; বেদোক্ত ধর্ম। কর্মধা। বি; পুং।

সনাতনী—১। চিরস্থায়িনী, চিরকাল বর্তমানা ('— প্রথা')। সনাতন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; লক্ষ্মী; সরস্বতী। বি; স্ত্রী। ৩। সনাতন-ধর্মাচারাদির পরিবর্তন-বিরোধী; গোঁড়া; প্রাচীনপন্থী। সনাতন+ঈ (বাংপ্র)। বি বা বিণ।

সনাথ—নাথবিশিষ্ট; সহিত, যুক্ত, সমন্বিত। নাথের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সনাথা—নাথযুক্তা; সধবা। সনাথ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সনাভি—১। সদৃশ; স্নেহযুক্ত। বিণ। ২। সপিণ্ড, জ্ঞাতি। সমান নাভি (অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি; পুং।

সন্নির্ব(র্ব)ন্ধ—অত্যধিক আগ্রহসূচক ('— অনুরোধ')। নির্বন্ধের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সন্নীড়—নিকট, সমীপ, সন্নিধি; তুল্য; নীড়যুক্ত। সহ (সমান) নীড় যাহাতে, বা নীড়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সনে—সহিত, সঙ্গে। কপ্র। অ।

সনেট—একপ্রকার চতুর্দশপদী কবিতা। <ইং 'sonnet'. বি। [বি।

সন্ত—সাধু; সন্ন্যাসী ('সাধু—')। বাংপ্র।

সন্তত—অবিরত, অবিচ্ছিন্ন, continuous; সম্যক্ বিস্তৃত; অনাদি; অনন্ত। সম্—তন্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্ততি—১। পুত্র বা কন্যা, সন্তান; বংশ, গোত্র; পঙ্ক্তি, শ্রেণী। সম্—তন্+ক্তি করণ, অধি। ২। ব্যক্তি; ধারা; পারম্পর্য; বিস্তার, ব্যাপ্তি; অবিচ্ছেদ, continuum. সম্—তন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সন্তপ্ত—সন্তাপযুক্ত, ক্লিষ্ট; পথশ্রমে পরিশ্রান্ত; দগ্ধ, ত্রস্ত; ব্যথিত; উত্তপ্ত; অগ্নি-বিশুদ্ধ। সম্—তপ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

সন্তমস—গাঢ় অন্ধকার, ব্যাপক অন্ধকার, সাতিশয় অন্ধকার; মহামোহ। সন্তত তমস্ (অন্ধকার), কর্মধা (অ সমাসান্ত)। বি; ক্লী।

সন্তরণ—সাঁতার; পারগমন। সম্—তৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সন্তরণপটু—সাঁতার কাটিতে নিপুণ। ৭মী-তৎ। বিণ।

সন্তর্পণ—১। তোষণ, তৃপ্তিকরণ। সম্—তর্পি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। তৃপ্তিকর, প্রীতিজনক। সম্—তৃপ্+অন কর্তৃ। বিণ। [ক্রি-বিণ।

সন্তর্পণে—সাবধানে, সতর্ক হইয়া। বাংপ্র।

সন্তান—১। পুত্রকন্যা, অপত্য; বংশ। সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ণ কর্তৃ। ২। অবিচ্ছেদ প্রবাহ; বিস্তার। সম্ তন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সন্তাননির্বি(র্ব্বি)শেষে—সন্তান হইতে ভিন্ন মনে না করিয়া, সন্তানের মত। সন্তান হইতে নির্ (নির্গত) বিশেষ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সন্তান-সন্ততি—পুত্রকন্যাগণ, বংশধরগণ। একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সন্তানিত—বিস্তারিত। সন্তান+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সন্তানোচিত—পুত্র বা কন্যার উপযুক্ত। সন্তানে উচিত, ৭মীতৎ। বিণ।

সন্তাপ—১। জ্বালা; মনস্তাপ, অন্তরের জ্বালা, অন্তর্দাহ; দুঃখ; রিপু; অনুতাপ। সম্—তপ্+ঘঞ্ করণ। ২। উষ্ণতা, উত্তাপ। সম্—তপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সন্তাপন—১। তাপদান। সম্—তাপি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ -পিত। ২। দাহকর, সন্তাপজনক। সম্—তপ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। কন্দর্পের বাণ বিঃ। বি; পুং।

সন্তাপহারী (-হারিন্)—দুঃখনিবারক, সন্তাপদূরকারী। উপতৎ; সন্তাপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

সন্তাপিত—দুঃখিত; সন্তপ্ত; সন্তাপযুক্ত; উত্তপ্ত, উষ্ণ। সন্তাপ+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সন্তাপী (-পিন্)—সন্তাপযুক্ত; দুঃখপ্রাপ্ত। সন্তাপ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পিনী**।

সন্তুষ্ট—তৃপ্ত, সন্তোষযুক্ত; আহ্লাদিত। সম্ (সম্যক্)-তুষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্তুষ্টচিত্ত—১। যাহার মন তৃপ্ত হইয়াছে এমন, যাহার মনে সন্তোষ বিরাজ করে এমন। সন্তুষ্ট চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। তৃপ্তিপূর্ণ মন। কর্মধা। বি; ক্লী।

সন্তুষ্টি—সন্তোষ (সকল অর্থে)। সম্—তুষ্+ক্তি ভাব। বি।

সন্তোষ—তৃপ্তি; আহ্লাদ, হর্ষ। সম্ (সম্যক্)-তুষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সন্তোষজনক—তৃপ্তিদায়ক, প্রীতিকর; যাহাতে মনের সন্দেহ প্রঃ দূর হয় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। [+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্ত্রস্ত—অত্যন্ত ভীত; শঙ্কিত। সম্—ত্রস্

সন্ত্রাস—অত্যধিক ভয়; শঙ্কা। সম্—ত্রস্ +ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সন্ত্রাসবাদ—রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য অথবা শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য অত্যাচার হত্যা প্রঃ ত্রাসজনক কর্ম করার নীতি, বিপ্লবাদ, ভীতিমূলক রাজদ্রোহবাদ, terrorism. সন্ত্রাসমূলক বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সন্দ—সংশয়। <সন্দেহ। বি।

সন্দংশ, সন্দংশিকা, সন্দংশী—কাঁচি; সাঁড়াশি, কাটারি, জাঁতি; চিমটা সোন্না প্রঃ। সম্—দন্শ্+অচ্ কর্তৃ; সন্দংশ +কন্ স্বার্থে+আপ্; সন্দংশ+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী, স্ত্রী।

সন্দংশপ্রাপিতন্যায়—ন্যায় বিঃ [সাঁড়াশির দুই দিক্ চাপিয়া ধরিয়া কোন জিনিস ধরা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ন্যায়]। সন্দংশকে প্রাপিত, ২য়াতৎ; সন্দংশ-প্রাপিত যে ন্যায়, কর্মধা। বি; পুং।

সন্দর্ভ—১। প্রবন্ধ, পরম্পরান্বিত রচনা; সংগ্রহ; বিস্তার। সম্—দৃভ্+ঘঞ্ কর্ম, ভাব। ২। গ্রন্থ। সম্—দৃভ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

সন্দর্শন—১। ভালরূপে দেখা, পরীক্ষা; অবলোকন, নিরীক্ষণ; জ্ঞান। সম্—দৃশ্+অনট্ ভাব। ২। চেহারা, আকৃতি, মূর্তি। সম্—দৃশ্+অনট্ কর্ম। ৩। দেখানো। সম্—দৃশ্+ণিচ্ (—দর্শি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সন্দষ্ট—সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন; যাহা সাঁড়াশি দিয়া ধরা হইয়াছে এমন; কামড়ানো। সম্—দন্শ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্দিগ্ধ—সন্দেহযুক্ত, সন্দিহান; সংশয়িত। সম্—দিহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্দিগ্ধচিত্ত—১। সন্দেহযুক্ত মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার মন সন্দেহে পূর্ণ এমন। সন্দিগ্ধ চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সন্দিগ্ধমনাঃ (-মনস্), (>-মনা)—সন্দিগ্ধচিত্ত (তাহা দ্রঃ)। বহু। বিণ।

সন্দিষ্ট—১। খবর, বার্তা, সংবাদ; আদেশ। সম্—দিশ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। আদিষ্ট, আজ্ঞপ্ত; কথিত। সম্—দিশ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্দিহান—সংশয়যুক্ত, সন্দেহান্বিত, সংশয়ী। সম্—দিহ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

সন্দীপন—১। জ্বালানো; প্রজ্বলন; উৎসাহদান। সম্—দীপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রজ্বালক, উৎসাহক; বৃদ্ধিকারক। সম্—দীপ্+ণিচ্+অনট্ করণ। বিণ। স্ত্রী, -নী।

সন্দীপিত—প্রজ্বলিত, প্রোৎসাহিত। সম্ —দীপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্দেশ—১। খবর, বার্তা, সংবাদ; আদেশ। সম্—দিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। চিনির সহিত পাক-করা ছানার মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

সন্দেশবহ, -হর, -হার—দূত, বার্তাবহ। সন্দেশ—বহ্+অচ্ কর্তৃ; সন্দেহ- হৃ+ অচ্, অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সন্দেহ—সংশয়, দ্বৈধজ্ঞান; অর্থালংকার বিঃ [কবির কল্পনাসৃষ্ট সন্দেহকে সন্দেহ অলংকার বলে। যথা—

(১) "দৌতুন তমাল কিয়ে কিয়ে দামিনী
অম্বরে।
লখিতে নারিনু সখি কাল কিয়ে গৌরং।"
—শশিশেখর।

(২) "একি ইন্দ্রধনু যায় গো দেখা—
নাকি চূড়ার উপর ময়ূর পাখা"
—কৃষ্ণকমল]।

সম্—দিহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সন্দেহজনক—যাহাতে সন্দেহ জন্মায় এমন, সংশয়জনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

সন্দেহভঞ্জন—সন্দেহ দূর করা; সন্দেহ দূর হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সন্ধা—১। প্রতিজ্ঞা, পণ; মিলন, সন্ধি;

স্থিতি; অনুসন্ধান। সম্—ধা+অঙ্, তার+আপ্। ২। সন্ধ্যাকাল। সম্—ধা+অঙ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

সন্ধাতব্য—যাহার সহিত সন্ধি কর্তব্য এমন। সম্—ধা+তব্য কর্ম। বিণ।

সন্ধান—১। খোঁজ, অন্বেষণ; সন্ধি, মিলন; মিশ্রণ; প্রাপ্তি; বন্ধন; পালন; সংযোজন; ভ্রূসংকোচ; ধনুকে বাণযোজনা; মদ্যপানাদি; মদ্য সজ্জীকরণ; মদ্যে পরিণত করা, পচন, গাঁজানো, fermentation; চাট, আচার, pickle. সম্—ধা+অনট্ ভাব। ২। আমানি, কাঁজি। সম্—ধা+অনট্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

সন্ধান-পুস্তক—যে বইয়ে নানা বিষয়ের খোঁজ পাওয়া যায় তাহা, book of reference. সন্ধান-জ্ঞাপক পুস্তক, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সন্ধানসূত্র—যাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছুর খোঁজ করা যায় তাহা, সন্ধানের খেই, clue. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ধানিত—সংঘটিত; সংযোজিত। সন্ধান+ইতচ্ সংজাতার্থে। বিণ।

সন্ধানী (-নিন্)—যে খোঁজ খবর রাখে এমন; সন্ধানকারী। সন্ধান+ইন্ আছে অর্থে অথবা ঈ (বাং) করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -**নিনী**।

সন্ধি—১। (ব্যাক) অতি নিকটত্ব হেতু দুই বা ততধিক বর্ণের মিলন; মিলন; যুদ্ধরত দুই দলের বিশেষ শর্ত মানিয়া লইয়া মিটমাট, peace, treaty; বিশ্রাম। সম্—ধা+কি ভাব। ২। জোড়, সংযোগ; শরীরের অস্থি প্রঃর মিলনস্থান ('জানুসন্ধি'); মধ্য সময় ('যুগসন্ধি'); কবজা; সিঁধ; সুরঙ্গ; যোনি-দ্বার; নাটকগ্রন্থের অংশ বিঃ; সাংন; কারণ; খোঁজ, সন্ধান; কৌশল। সম্ ধা+কি অধি, করণ। বি; পুং।

সন্ধিক্ষণ—সংযোগকাল; দুইটি বিষয়ের মিলনসময়; (জ্যোতিষ) একতিথি শেষ হইয়া অন্যতিথি আরম্ভ হইবার সময়; সংকটকাল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সন্ধিচোর—সিঁদাল চোর। সন্ধি (সিঁধ)-কারী চোর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সন্ধিত—১। সংযুক্ত, মিলিত; সন্ধিদ্বারা বদ্ধ; বদ্ধ; পুনর্মিলিত। ২। মদ্যে পরিণত, গাঁজানো, fermented. সন্ধা (মিলন)+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সন্ধিৎসু—খোঁজ করিতে ইচ্ছুক। সম্—ধা+সন্ ইচ্ছার্থে+উ কর্তৃ। বিণ।

সন্ধিনী—বৃষ দ্বারা আক্রান্তা ঋতুমতী গাভী; অকালে দুগ্ধদায়িনী গাভী। সন্ধা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সন্ধিপদ-(জীববিদ্যা) যে সব জীবের পায়ে গাঁট থাকে (যেমন—চিংড়ি, কাঁকড়া ইঃ—arthropod). সন্ধিযুক্ত পদ যাহাদের, বহু। বি; পুং।

সন্ধিপূজা—দুই তিথির মধ্যসময়ে যে পূজা হয় তাহা, অষ্টমীর শেষদণ্ড হইতে নবমীর প্রথম দণ্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূজা। সন্ধিতে পূজা, ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ধিবদ্ধ—১। মিলিত; সংযোগস্থলে বদ্ধ। সন্ধিতে বদ্ধ, ৭মীতৎ। ২। সন্ধির শর্ত অনুসারে আটক, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। সন্ধি-দ্বারা বদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

সন্ধিবন্ধন—গাঁইট বাঁধা, সন্ধিদ্বারা আবদ্ধ হওয়া বা করণ। ৩য়াতৎ। বি স্ত্রী।

সন্ধিবাত—গেঁটেবাত, কোমর হাটু প্রঃ সন্ধিস্থলে বেদনাযুক্ত বাতরোগ, rheumatism. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সন্ধিবিগ্রহ—আপস এবং যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

সন্ধিবেলা—দিনরাত্রির মিলনকাল, সন্ধ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ধিমুক্ত—যাহা সংযোগস্থল হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে এমন, dislocated. ৫মীতৎ। বিণ।

সন্ধিসূত্র—(রাজাদিগের) পরস্পরের সংহত সম্পাদিত সন্ধি বা আপস। সন্ধিরূপ সূত্র, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সন্ধুক্ষিত—উদ্দীপিত, প্রজ্বলিত; উত্তেজিত। সম্—ধুক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্ধেয়—সন্ধি করিবার যোগ্য। সম্—ধা+যৎ কর্ম। বিণ।

সন্ধ্যা—১। দিবারাত্রির মিলনকাল ('প্রাতঃ-সন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা'); সায়ংকালে উপাস্য মন্ত্র-রূপ দেবতা; যুগসন্ধি, সত্যত্রেতাদি যুগের মিলন; কাল; সীমা; নদী বিঃ; পুষ্প বিঃ। সম্—ধ্যৈ+অঙ্ অধি, কর্ম+আপ্। ২। সন্ধ্যাবন্দনা; চিন্তা; প্রতিজ্ঞা। সম্—ধ্যৈ+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সন্ধ্যাংশ—সত্যত্রেতাদি যুগের প্রথম ও শেষ অংশ, যুগসন্ধি। সন্ধ্যার অংশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সন্ধ্যাতারা—সূর্যাস্তের পরক্ষণেই যে তারাকে দেখা যায় তাহা, শুক্রগ্রহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ধ্যাত্রয়—প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নকাল ও সায়ং-কাল; ত্রিসন্ধ্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ধ্যাদীপ—সাঁঝের বাতি, সন্ধ্যার সময় কুলবধূগণ যে প্রদীপ জ্বালাইয়া শয়নগৃহে দেবতার সম্মুখে এবং তুলসীতলায় রাখে তাহা। সন্ধ্যাকালীন দীপ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সন্ধ্যাবন্দনা—সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। সন্ধ্যাকালীনা বন্দনা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সন্ধ্যারাগ—সন্ধ্যাকালের অস্তগামী সূর্যের লোহিত কিরণ, সন্ধ্যায় আকাশে ও পৃথিবীর উপরিভাগে পতিত সূর্যের লাল আভা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সন্ধ্যালোক—দিনের শেষে অস্তগামী সূর্যের শেষ ম্লান আলো, twilight. সন্ধ্যাকালীন আলোক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সন্ধ্যাহ্নিক—সন্ধ্যা এবং পূজা প্রঃ। সন্ধ্যা এবং আহ্নিক, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সন্নদ্ধ—সাঁজোয়াপরা, বর্মিত, অস্ত্র-সজ্জিত; ব্যূহবিন্যাসযুক্ত; যাহার বাহুতে কবচ আছে এমন; শ্রেণীবদ্ধ; উৎপন্ন; আততায়ীকে বধোদ্যত; বদ্ধ; মন্ত্রাদিযুক্ত। সম্—নহ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

সন্না—১। চিমটার ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র, ছোট চিমটা, forceps. <সন্দংশ। বি। ২। অবসন্না; হীনা; ক্ষীণা। সন্ন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। বন্ধন। প্রা কপ্র। বি।

সন্নাহ—সাঁজোয়া, অঙ্গত্রাণ, কবচ, বর্ম; রণসজ্জা। সম্—নহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

সন্নিকট—একেবারে নিকট, অত্যন্ত সমীপ। সম্ (সম্যক্) নিকট, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সন্নিকর্ষ—১। পাশাপাশি থাকা, সান্নিধ্য, নৈকট্য; ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। সম্—নি—কৃষ্+ঘঞ্ ভাব। ২। (ন্যায়শাস্ত্র) সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোজক—এই ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ-সাধন উপায়। সম্—নি—কৃষ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

সন্নিকর্ষণ—পরস্পরের নিকটে থাকা, সন্নিধান। সম্—নি—কৃষ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

সন্নিকৃষ্ট—নিকটবর্তী, সন্নিহিত; সম্—নি—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্নিধ—১। সামীপ্য, নৈকট্য। সম্—নি—ধা+ক ভাব। বি; স্ত্রী। ২। সমীপস্থ। সম্—নি—ধা+ক কর্তৃ। বিণ।

সন্নিধান, সন্নিধি—১। সামীপ্য, নিকটত্ব, নৈকট্য; আশ্রয়; ইন্দ্রিয়বিষয়; সমাগম। সম্—নি—ধা+অনট্, কি কর্ম। ২। আবির্ভাব; স্থিতি। সম্—নি—ধা+অনট্, ক ভাব। ৩। সাধুগণের স্থান। সত্তের নিধান, নিধি ৬ষ্ঠীতৎ। ৪। উত্তম নিধি বা গচ্ছিত ধন। সৎ নিধান, নিধি, কর্মধা। বি; স্ত্রী, পুং।

সন্নিধাপন—রাখা, সংস্থাপন। সম্—নি—ধা+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

সন্নিধাপনী—একপ্রকার অঙ্গুলিবিন্যাস, মুদ্রা বিঃ। সম্—নি—ধা+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সন্নিধি—'সন্নিধান' দ্রঃ।

সন্নিপতিত—একত্র মিলিত; মিশ্রিত; সম্যক্‌প্রকারে পতিত; উপস্থিত; মৃত; আগত; অবতীর্ণ। সম্—নি—পত্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্নিপাত, সন্নিপাতন—(বৈদ্যক) ত্রিদোষজ বিকার রোগ বিঃ, বাতপিত্তকফের মিলন; সংগ্রাম, যুদ্ধ; বিশেষভাবে পতন; নাশ; তাল বিঃ; অবতরণ; উপস্থিতি। সম্—নি—পত্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, স্ত্রী।

সন্নিবদ্ধ—শক্ত করিয়া বাঁধা, দৃঢ়বদ্ধ; গ্রথিত, রচিত। সম্—নি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্নিবন্ধ, -বন্ধন—১। দৃঢ়বন্ধন; গ্রন্থন, রচনা; বিশেষরূপে একত্র সংকলন। সম্যক্ বা সৎ নিবন্ধ, নিবন্ধন, প্রাদি বা কর্মধা। বি; পুং, স্ত্রী। ২। উত্তম অনুগ্রহযুক্ত; উত্তম প্রীতিদানযুক্ত। সম্ (সম্পূর্ণ) বা সৎ নিবন্ধ, নিবন্ধন যাহাতে, বহু। বিণ।

সন্নিবিষ্ট—নিকটস্থ; সম্মুখে উপস্থিত; যিনি আসন গ্রহণ করিয়াছেন এমন; উপবিষ্ট; সংক্রান্ত। সম্—নি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্নিবৃত্ত—নিবৃত্ত; বিরত; প্রত্যাগত। সম্—নি—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্নিবৃত্তি—নিবৃত্তি, বিরতি; প্রত্যাবর্তন; চলিয়া যাওয়া; আসা। সম্—নি—বৃত্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সন্নিবেশ—১। সংযোগ, যোগ, মিলন; ভিতরে প্রবেশ করানো; সমষ্টি; সংগ্রহ; স্থাপন; বিন্যাস। সম্—নি—বিশ্+ণিচ্+ঘঞ্ ভাব। ২। আশ্রম; স্থান; নিকট; নগরাদির বাহিরে অবস্থিত বিহারভূমি; পুরবহিঃস্থপ্রদেশ। সম্—নি—বিশ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। বিণ. -বেশিত।

সন্নিভ—(অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত) সদৃশ, তুল্য ('বজ্র—')। সম্—নি—ভা+ক কর্তৃ। বিণ।

সন্নিহিত—নিকটবর্তী, সমীপস্থ; সম্যক্ স্থাপিত। সম্—নি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

সন্ন্যসন—সংসার-পরিত্যাগ; ত্যাগ; ধর্মত্যাগ; গচ্ছিত রাখা, নিক্ষেপকরণ। সম্—নি—অস্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

সন্ন্যস্ত—পরিত্যক্ত; সমর্পিত; নিক্ষিপ্ত। সম্—নি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্ন্যাস—১। ভিক্ষুধর্ম, চতুর্থ আশ্রম; সংসারের কামনা-পরিত্যাগ; ত্যাগ; নিক্ষেপ, গচ্ছিত রাখা। সম্—নি—অস্+ঘঞ্ ভাব। ২। জটামাংসী; সহসা মৃত্যুজনক রোগ বিঃ, apoplexy. সম্—নি—অস্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

সন্ন্যাসগ্রহণ—গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হওয়া। ৬তীতৎ। বি; স্ত্রী।

সন্ন্যাসধর্ম(র্ম্ম)—ভিক্ষুধর্ম, গৃহ এবং সংসারবাসনা ত্যাগরূপ ধর্ম। কর্মধা। বি; পুং।

সন্ন্যাসী (-সিন্)—ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী, যে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিয়াছে এরূপ। সন্ন্যাস+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী. -সিনী।

সন্মার্গ—ধর্মের পথ; সৎ পথ। সন্ (সৎ) মার্গ, কর্মধা। বি; পুং।

সন্মার্গগামী (-মিন্), **সন্মার্গী** (-র্গিন্)—সৎপথ-অবলম্বনকারী, যে ভাল পথে চলে এমন, সাধুস্বভাব। উপপদৎ; সন্মার্গ—গম্+ণিন্ কর্তৃ; সন্মার্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -গামিনী, -র্গিণী।

সপ—বড় কাঠির লম্বা মাদুর। <আ 'সফ'। বি।

সপক্ষ—১। একপক্ষাবলম্বী, সহায়, অনুকূল; তুল্য। সমান পক্ষ যাহার, বহু। ২। যাহার পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে এমন, পাখাযুক্ত। পক্ষের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সপক্ষতা—একপক্ষাবলম্বন, আনুকূল্য, সাহায্য; পক্ষ অর্থাৎ ডানা থাকা। সপক্ষ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সপত্ন—বৈরী, শত্রু, রিপু ('নিঃসপত্ন রাজ্য')। সহ (একার্থে)—পত্ (যত্ন করা)+ন কর্তৃ। বি; পুং।

সপত্নী—সমানপতিকা স্ত্রী, সতিনী। সহ (সমান) পতি যাহার, বহু+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

সপত্নীক—পত্নীযুক্ত। পত্নীর সহিত বর্তমান, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ বা ক্রি-বিণ।

সপরিবার—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে স্থিত, স্ত্রী-পুত্রাদিসহিত। পরিবারের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সপরিবারে**।

সপর্যা(র্য্যা)—সেবা; পূজা। সপর (পূজা)+যক্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সপসপ—আর্দ্রতার লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ. -সপে।

সপাং, সপাৎ—দ্রুত ও জোরে বেত্র চালনার বা প্রহারের শব্দ। বাংপ্র। অ।

সপাদ—চতুর্থাংশ সমেত, সওয়া। পাদের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সপাসপ—দ্রুত ভাল ভাত প্রঃ মাখিবার ও খাইবার শব্দ; দ্রুত বেত্রাঘাতের শব্দ। বাংপ্র। অ।

সপিণ্ড—সজাতি, সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। সমান পিণ্ড যাহার, বহু। বি; পুং।

সপিণ্ডীকরণ—মৃত্যুর একবৎসর পরে কর্তব্য শ্রাদ্ধ, পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ, একত্র পিণ্ডভোজন করানো। সপিণ্ড (সজাতি)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সপিণ্ডী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

সপিণ্ডীকৃত—যাহার উদ্দেশে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে এরূপ। সপিণ্ড+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সপিণ্ডী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সপুষ্পক—(উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব) যাহাদের ফুল হয় এমন। পুষ্পের সহিত বর্তমান, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

সপেটা—একপ্রকার ফল, sapota. <পো 'zapota'. বি।

সপ্ত (সপ্তন্)—সাত, ৭ সংখ্যা; ৭-সংখ্যক। সপ্+তন্ কর্ম। বি বা বিণ।

সপ্তক—১। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, একসঙ্গে সাতটি। সপ্তন্+কন্ প্রমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—সপ্তিকা। ২। সপ্তসংখ্যা, ৭; (সংগীত) স ঋ গ ম প ধ নি এই কয়েকটি সুরের সমষ্টি। সপ্তন্ (সাত)+কন্ অবয়বার্থে। বি; স্ত্রী।

সপ্তকী—সাতনর কাঞ্চী, মেখলা। সপ্তন্—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্তৃ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

সপ্তগ্রাম—১। বঙ্গদেশের একটি প্রাচীন গ্রাম। বি। ২। (সংগীত) সা ঋ গা মা পা ধা নি এই সাতটি সুর [ইহাদের যে কোনটিকে সা ধরিয়া রাগ-রাগিণীর আলাপ হইতে পারে, যাহাকে সা ধরা হয় তাহাই গ্রাম (scale) বলিয়া কথিত হয়]। সপ্ত গ্রামের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

সপ্তচত্বারিংশ, সপ্তচত্বারিংশত্তম—সাতচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। সপ্তচত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ।

সপ্তচত্বারিংশৎ—সাতচল্লিশ, ৪৭; ৪৭-সংখ্যক। সপ্তাধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

সপ্তচত্বারিংশত্তম—'সপ্তচত্বারিংশ' দ্রঃ।

সপ্তচ্ছদ, -পর্ণ, -পলাশ—ছাতিমগাছ, বিষমচ্ছদ। সপ্ত ছদ, পর্ণ, পলাশ (পাতা) যাহার, বহু। বি; পুং।

সপ্তজিহ্ব, সপ্তজ্বাল—সপ্তার্চিঃ, অগ্নি [সাত্ত্বিকদিগের যাগকর্মে ইহাদিগের নাম; যথা—হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা, অতিরিক্তা। কাম্যকর্মে—পদ্মরাগ, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, ধূম্রিণী, শ্বেতা, করালিকা]। সপ্ত জিহ্বা, জ্বালা (শিখা) যাহার, বহু। বি; পুং।

সপ্ততি—সত্তর সংখ্যা, ৭০; ৭০-সংখ্যক। সপ্তন্+দশতি (নিপা), অথবা, সপ্তগুণিত দশ, মধ্যপ কর্মধা (নিপা)। বি বা বিণ; স্ত্রী।

সপ্ততিতম—সপ্ততি-সংখ্যার পূরক। সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী. -মী।

সপ্তত্রিংশ—৩৭ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়, ৩৭তম। সপ্তত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী. -শী।

সপ্তত্রিংশৎ—৩৭ সংখ্যা; ৩৭-সংখ্যক। সপ্তাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ কর্মধা। বি বা বিণ; স্ত্রী।

সপ্তত্রিংশত্তম—৩৭ সংখ্যার পূরক। সপ্তত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

সপ্তদশ—সতর সংখ্যার পূরক। সপ্তদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

সপ্তদশ (-দশন্)—১৭ সংখ্যা; ১৭-সংখ্যক। সপ্ত (সাত)-অধিক দশ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং, বা বিণ।

সপ্তদীধিতি—অগ্নি, যাহার কিরণ সাতটি; সূর্য। সপ্ত দীধিতি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

সপ্তদ্বীপ—১। সাতটি দ্বীপযুক্ত। বহু। বিণ। ২। জম্বু প্লক্ষ শাল্মলী কুশ ক্রৌঞ্চ শাক ও পুষ্কর—এই সাতটি মহাদ্বীপ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তদ্বীপপতি—অগ্নীধ্র মেধাতিথি বপুষ্মান্ জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ ভব্য ও সবল—জম্বু প্রঃ সাতটি দ্বীপের এই সাতজন রাজা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সপ্তদ্বীপা—পৃথিবী। সপ্ত দ্বীপ যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

সপ্তধা—সাতপ্রকার; সাতভাগে; সাতপ্রকারে; সাত দিকে; সাতবার। সপ্তন্+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

সপ্তধাতু—শরীরের সাতটি ধাতু; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তপত্র—সপ্তচ্ছদ, ছাতিম। সপ্ত পত্র যাহার, বহু। বি; পুং।

সপ্তপদী—বিবাহকালে মণ্ডলিকায় গন্তব্য সপ্তপদ। সপ্ত পদের সমাহার, সমা দ্বিগু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সপ্তপর্ণ—'সপ্তচ্ছদ' দ্রঃ।

সপ্তপাতাল—অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল—এই সাতটি নিম্নস্থ ভুবন। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী

সপ্তপ্রকৃতি—মহৎ ও অহংকার সহিত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মক দেহ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সপ্তভূমিক—সাততলা। বহু। বিণ।

সপ্তম—সাতের পূরক, সাতেরটি। সপ্তন্ (সাত)+মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

সপ্তমী—১। তিথি বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। সাতের পূরণীয়। সপ্তম+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সপ্তরক্ত—শরীরের সাতটি রক্তবর্ণস্থানযুক্ত সুলক্ষণ ব্যক্তি। [উক্ত স্থানগুলি, যথা—করতল, পদতল, অপাঙ্গ, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা, নখ।] বহু। বি; পুং।

সপ্তরথী (-থিন্)—দ্রোণ কর্ণ শকুনি দুঃশাসন কৃপ অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন—একযোগে অভিমন্যু বধকারী এই সাত জন। কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তর্ষি—সাতটি নক্ষত্র; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি। সপ্ত ঋষি, কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—উত্তরাকাশে বৃহৎ ভল্লুকাকারে বা লাঙ্গলাকারে বর্তমান সাতটি নক্ষত্র, Great Bear or Plough. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সপ্তলোক—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—উপরিস্থ এই সাত জগৎ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তশতী—দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী; সাতশত; সাতশত শ্লোকে রচিত গ্রন্থ। সপ্ত শতের সমাহার এই বাক্যে, দ্বিগু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সপ্তশলাক—জ্যোতিষোক্ত বিবাহের শুভাশুভ-দিননির্ণয়ার্থ চক্র বিঃ। সপ্ত শলাকা যাহাতে, বহু। বি; পুং।

সপ্তসপ্তি, সপ্তাশ্ব—সূর্য, রবি। সপ্ত সপ্তি, অশ্ব (ঘোটক) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

সপ্তসমুদ্র, -সাগর—১। লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ জল—এই সাতটি জিনিসে ভরা সাত সমুদ্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ২। মহাদান বিঃ। বহু। বি; ক্লী।

সপ্তসাম—রথন্তর বৃহৎসাম বামদেব্য বৈরূপ পাবমান বৈরাজ ও চান্দ্রমাস—এই সাতটি সাম। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সপ্তস্বর—(সংগীত) ষড়্জ (সা) ঋষভ (ঋ) গান্ধার (গা) মধ্যম (মা) পঞ্চম (পা) ধৈবত (ধা) ও নিষাদ (নি)—এই সাতটি সুর। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তস্বরা—প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিঃ [সাতটি পাত্র যথোচিত ভাবে জলপূর্ণ করিয়া বাজাইতে হয়। এইরূপ যন্ত্র কাংস্য প্রঃ নানাপ্রকার ধাতুর হইতে পারে]। সপ্ত স্বর যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

সপ্তাঙ্গ—স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ ও বল—রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সপ্তার্ণব—লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ ও জল—এই সপ্ত পদার্থময় সপ্ত সমুদ্র, সপ্তসাগর। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তাশ্ব—১। সূর্য। সপ্ত অশ্ব যাঁহার, বহু। ২। গায়ত্রী উষ্ণিক অনুষ্টুপ্ বৃহতী পংক্তি ত্রিষ্টুপ্ জগতী—এই সাত ছন্দঃ; সাত অশ্ব। সপ্ত সংখ্যক অশ্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সপ্তাহ—সাতদিন; হপ্তা। সপ্ত (সাত) অহন্ (দিন)-এর সমাহার, সমা দ্বিগু+টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

সপ্রতিভ—প্রতিভান্বিত, অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন; চালাক-চতুর, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। সংকোচহীন প্রতিভার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সপ্রমাণ—প্রমাণিত, প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। প্রমাণের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সফর—বিদেশ-ভ্রমণ; রাজকর্মচারীদিগের শহর হইতে এলাকাধীন স্থানপরিদর্শনার্থ গমন; মুসলমানদিগের একটি মাসের নাম; (প্রাচীন পত্রে) শহর। আ। বি।

সফর, সফরী—পুঁটীমাছ। স্ফুর্+অচ্ কর্তৃ (নিপা); সফর+ঈপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

সফল—ফলবিশিষ্ট; সুসিদ্ধ, কৃতকার্য; লাভজনক। ফলের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সফলকাম—যাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে এমন। সফল কাম যাহার, বহু। বিণ।

সফলতা—কৃতকার্যতা, সিদ্ধি। সফল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সফেদ—সাদা, শুভ্র। ফা। বিণ।

সফেদা—একপ্রকার খরমুজ; চাউলের গুঁড়া; সীসা হইতে প্রস্তুত একপ্রকার সাদা রং, whitelead. উর্দু। বি।

সফেন—ফেনাযুক্ত ('— তরঙ্গ'); মাড়সমেত ('— অন্ন')। ফেনের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সব—১। সকল, সমস্ত। বিণ। ২। গণ, সমূহ। <সর্ব। বি।

সবংশ—বংশের সকলের সহিত বর্তমান। বংশের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সবংশে**।

সবজান্তা—(বিদ্রূপার্থে) যে সকল জানে এমন, যে সব জানে বলিয়া গর্ব করে এমন। হি-মু। বিণ।

সবজি—শাক, কাঁচা তরকারি। <ফা 'সব্‌জ্'। বি।

সবর্ণ—১। সমানবর্ণ, সমানজাতি; (ব্যাক) উচ্চারণ স্থান এবং প্রযত্ন দ্বারা তুল্যতাবিশিষ্ট বর্ণ বা অক্ষর (উচ্চারণ স্থান দ্বারা; যেমন, ক ও গ '— কণ্ঠ্য'। প্রযত্ন দ্বারা; যেমন, চ ও ক—অল্পপ্রাণ ও অঘোষ ইঃ)। সমান বর্ণ, কর্মধা (সমান-স্থানে স)। বি; পুং। ২। সমানবর্ণযুক্ত; তুল্যরূপ, সদৃশ। সমান বর্ণ যাহার, বহু (সমান-স্থানে স)। বিণ।

সবল—বলশালী, সামর্থ্যবান; সৈন্যযুক্ত। বলের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবলতা—শক্তিমত্তা; সামর্থ্য। সবল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সবলে—সজোরে, জোরের সহিত। বলের সহিত বর্তমান যাহাতে, বহু, সেরূপে। ক্রি-বিণ।

সবজোট—লম্পট; যে সব লুণ্ঠন করিয়া স্বয়ং ভোগ করে এমন। বাংপ্র। বিণ।

সবহারা—নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব। সব হারাইয়াছে যে, বহু। বিণ।

সবহু—সকলই। প্রা কপ্র। সর্ব।

সবাই—সকলে। <সর্ব। সর্ব।

সবাক্ (-বাচ্)—বাক্যযুক্ত। বাকের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবাক্‌চিত্র—বাক্যযুক্ত চলচ্চিত্র, টকি বায়োস্কোপ, talkie. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সবাস—গন্ধযুক্ত, সুগন্ধ; যাহার গৃহ আছে এমন, গৃহস্থ। বাসের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবাসাঃ (-সস্)—বস্ত্রপরিহিত, কাপড়-পরা। বাসঃ অর্থাৎ বস্ত্রের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবিকল্পক—১। (স্যায়শাস্ত্র) বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান; (বেদান্ত) জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদজ্ঞান। বি; স্ত্রী। ২। সন্দিগ্ধ; উভয়প্রকারের মতানুযায়ী, যে স্থলে উভয়-প্রকার কল্পনারই প্রবৃত্তি হয় এমন। বিকল্পের (ইচ্ছানুযায়ী কল্পনার) সহিত বর্তমান, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ল্পিকা**।

সবিতা (সবিতৃ)—১। সূর্য, দিবাকর; অর্কবৃক্ষ; পরমেশ্বর। বি; পুং। ২। জন্মদাতা। সূ+তৃচ্, তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রী**।

সবিত্রী—১। জননী, মাতা; গাভী। বি; স্ত্রী। ২। প্রসবকারিণী, উৎপাদয়িত্রী। সবিতৃ+ঈপ্। বিণ: স্ত্রী।

সবিনয়—বিনীত, বিনয়যুক্ত। বিনয়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবিরাম—বিরামযুক্ত; যাহা থামিয়া থামিয়া হয় এরূপ, একটানা নয়, intermittent. বিরামের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবিশেষ—সমধিকপ্রকার; বিশেষরূপ, অসাধারণ। বিশেষের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবিস্তর—প্রচুর। বিস্তরের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবিস্তার—অসংক্ষিপ্ত; বিস্তারযুক্ত। বিস্তারের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবিস্ময়—বিস্ময়যুক্ত। বিস্ময়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সবুজ—১। হরিৎ, সবুজবর্ণ। ২। হরিদ্বর্ণ। <ফা 'সব্‌জ্'। বিণ।

সবুর—সহকরণ; অপেক্ষা, ধৈর্যধারণ; সহিষ্ণু। <ফা 'সব্‌র্'। বি বা বিণ।

সবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিযুক্ত; সুদসমেত। বৃদ্ধির সহিত বর্তমান, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, **-দ্ধিকা**।

সবে—১। এইমাত্র; মোটে; কেবল। অ। ২। সকলে। বাংপ্র। সর্ব।

সবেশ—বেশযুক্ত, ভূষিত। বেশের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সব্য—বাম; প্রতিকূল; দক্ষিণ; পশ্চাৎ-দিকস্থ। সূ+যৎ কর্ম। বিণ।

সব্যসাচী (-সাচিন্)—১। অর্জুন। বি; পুং। ২। যিনি বাম হস্তেও বাণ ছুড়িতে পারেন; যাঁহার দুই হাতে সমান জোর, ambidexter. উপতৎ; সব্য (বাম)—সচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সাচিনী**।

সব্যাজ—ছলনাপূর্ণ; বাধাযুক্ত। ব্যাজের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সব্রহ্মচারী (-চারিন্)—সতীর্থ, একবিধ বেদপাঠরত ও আচারবিশিষ্ট এক গুরুর শিষ্য। সমান—ব্রহ্মন্ (বেদ) চর্ (আচরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

সব্রীড়—সলজ্জ; বিনয়যুক্ত। ব্রীড়ার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সভঙ্গ—(উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) যে পাতার কিনারার দাঁতগুলি গোল এমন, crenate ('—পত্র')। ভঙ্গের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সভয়—ভয়যুক্ত। ভয়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সভয়ে—ভয়ে ভয়ে, ভয়ের সঙ্গে। ক্রি-বিণ।

সভর্তৃ(র্তৃ)কা—সধবা, এয়ো, স্বামীর সহিত অবস্থিত। ভর্তার (ভর্তৃ শব্দ=স্বামী) সহিত বর্তমান, বহু (ক-আগম)+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সভা—১। কোন কার্যের নিমিত্ত যেখানে অনেক লোক একত্র হয় তাহা, সম্মেলন; পরিষদ্, assembly; সমাজ; দরবার; জনতা। সহ ভা+কিপ্ অধি। ২। সভ্য। সহ ভা+কিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সভাজন—১। সংকার, পূজা; গমনাগমন-সময়ে সুহৃদাদির আলিঙ্গন আরোগ্য প্রশ্ন প্রশ্নাদি দ্বারা সম্ভাষণ, কুশলাদি প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা; আনন্দ। সভাজ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। সভার লোক, সভ্য, সভাসদ্ ("সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়"—ভারত)। সভাস্থ জন (লোক), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। ৩। ভাজনযুক্ত। ভাজনের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সভাতল—সভার স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সভানায়ক—সভাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভানেতা (-নেতৃ)—সভাপতি, সভার পরিচালক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। স্ত্রী, **-নেত্রী**।

সভানেতৃত্ব—সভাপতির কার্য বা পদ। সভানেতৃ+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

সভানেত্রী—সভার পরিচালিকা; স্ত্রী-সভাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সভাপতি—সভার কর্তা, সভাতে প্রধান রূপে নির্বাচিত এবং শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, president, chairman. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভাপতিত্ব—সভাপতির কার্য পদ বা অধিকার। সভাপতি+ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী।

সভাভঙ্গ—সভার কার্য-শেষে সকলের প্রস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভারম্ভ—সভার কাজ শুরু, সভার কার্য আরম্ভ। সভার আরম্ভ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সভাসদ্—সভ্য, সদস্য; সভায় উপস্থিত ব্যক্তি; সামাজিক; বিজ্ঞ। সভা সদ্+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ।

সভাসমিতি—ছোট বড় সভা। একার্থক দুইটি শব্দের দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সভাসীন—সভাতে উপবিষ্ট, সভাতে রহিয়াছে এমন। সভায় আসীন, ৭মীতৎ। বিণ।

সভ্য—১। সামাজিক, সভাসদ্; সদ্বংশ-জাত; যাহার রুচি মার্জিত এমন; শিষ্ট; ভদ্র; যাহার সমাজ বা জীবনযাত্রা উন্নত, civilized; সভাসম্বন্ধীয়; দ্যূতকার। সভা+যৎ সাধু অর্থে। বিণ। ২। সদস্য, সংঘ সমিতি পরিষদ্ ইঃর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, member. বাংপ্র। বি।

সভ্যজগৎ—শিষ্টব্যক্তিদের সমাজ; জগতের সভ্য জাতিগণ বা ব্যক্তিগণ। সভ্যদিগের জগৎ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সভ্যতা—শিষ্টতা, ভদ্রতা; জীবনযাত্রা-প্রণালীর উৎকর্ষ, civilization. সভ্য+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সভ্যতালোক—ভদ্রতা এবং শিক্ষাদীক্ষা-রূপ উৎকর্ষ। সভ্যতারূপ আলোক, রূপক কর্মধা। বি; পুং।

সভ্যভব্য—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; ভদ্রতা-সম্পন্ন। কর্মধা। বিণ।

সম্—সংযোগ, সম্যক্; সমূহ; সৌন্দর্য; সঙ্গ, মিলন; সংগত; শোভন; আশ্লেষ; সমান, তুল্য; প্রকর্ষ; প্রকৃষ্ট; সমুচ্চয়; নৈঃস্বর্য; অবিচ্ছেদ, ঔচিত্য; আভিমুখ্য। সো+ডম্ কর্তৃ। অ।

সম—১। সদৃশ, তুল্য; সমান, অপরিবর্তনীয়, একরূপ uniform; সমগ্র, সকল; সাধু; অবন্ধুর; চোস্ত। বিণ। ২। (গণিত) বর্গমূল আনয়নার্থ অঙ্কোপরি দত্ত বক্ররেখা; জোড়, যুগ্ম (যথা ২, ৪, ৬, ইঃ সম-সংখ্যা); (সংগীত) গীতবাদ্যাদির মানের সাম্য; তালের যে স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্বন হয় তাহা; অর্থালংকার বিঃ। সম্ (অবিকল হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সমক—(গণিত) মধ্যক, mean. সম+কন্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

সমকক্ষ—তুল্য, সমান; প্রতিযোগী; তুল্যবল। সমা কক্ষা (প্রতিযোগিতা) যাহাদের, বহ। বিণ। বি, -তা।
সমকন্যা—বিবাহোপযুক্তা কুমারী; পালটি ঘরের মেয়ে। সমা কন্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
সমকাল—এক সময়। কর্মধা। বি; পুং।
সমকালীন—এক সময়ে বর্তমান বা উৎপন্ন। সমকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।
সমকেন্দ্রিক—যে যে বস্তুর কেন্দ্র একস্থানে থাকে এরূপ, concentric. সম কেন্দ্র, কর্মধা; সমকেন্দ্র+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কেন্দ্রিকা**।
সমকোণ—এক সরল রেখায় উপর অন্য এক সরল রেখা লম্বভাবে পতিত হইলে পার্শ্বদ্বয়ে যে কোণ দুইটি উৎপন্ন হয় তাহাদের প্রত্যেকটি, right angle. কর্মধা। বি; পুং।
সমক্ষ—১। চক্ষুঃসমীপে। অক্ষির সমীপ বা অভিমুখ এই বাক্যে, অব্যয়ী। অ। ২। প্রত্যক্ষ, সম্মুখস্থ; অগ্রবর্তী। সমক্ষ+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।
সমগুণশ্রেঢ়ী—যে সকল রাশির প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরবর্তী রাশির সহিত সমান অনুপাত-যুক্ত, geometrical progression. সমগুণা শ্রেঢ়ী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
সমগ্র—সকল, সমস্ত, সমুদয়, সম্পূর্ণ। সম—গ্রহ্+ড কর্তৃ। বিণ। বি, -তা।
সমচতুর্ভুজ—(জ্যামিতি) বর্গক্ষেত্র, যে চতুর্ভুজের চারিটি বাহু পরস্পর সমান ও কোণগুলি সমকোণ, square. সম চতুর্ভুজ যাহার, বহ। বি; পুং।
সমজাতীয়—তুল্যজাতীয়, একশ্রেণীর। সমজাতি+ঈয় ভবার্থে। বিণ।
সমজ্ঞা—যশঃ, কীর্তি, সুখ্যাতি। সম—জ্ঞা+অঙ্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।
সমঝ—জ্ঞান; বোধ; বিবেচনা। হি। বি।
সমঝদার—বোদ্ধা; জ্ঞানী, রসিক, রসগ্রাহী, connoisseur; মর্মজ্ঞ। সমঝ+দার আছে অর্থে। হি-মু। বিণ।
সমঝানো—বুঝিতে পারা; বুঝানো। হি-মু। ক্রি [, বি, বিণ]।
সমঞ্জস—১। উচিত, যোগ্য; উপযুক্ত; যথার্থ, নির্ভুল, সত্য; অভ্যস্ত; পরিচিত; সদৃশ; সাধু; সমীচীন, উত্তম। সম্ (সম্যক্) অঞ্জস্ (তত্ত্ব) যাহার, বহ (সমাসান্ত অ)। বিণ। ২। উপযুক্ততা, যোগ্যতা। নিত্য। বি; ক্লী।
সমতল, -দেশ—সমানভূমি, যাহা উঁচুনীচু নহে এমন, অবন্ধুর, plain. সম তল (পৃষ্ঠ), দেশ (স্থান) যাহার, বহ। বিণ।
সমতা, সমত্ব—তুল্যতা, সাদৃশ্য, সাম্য; একরূপতা, বন্ধুতা, অবন্ধুরতা। সম (সমান)+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সমতি—১। সম্মতি; সাড়া; উত্তর। বি। ২। স্বীকৃতা। প্রা কপ্র। বিণ।
সমতীত—অতীত, গত। সম্—অতি—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সমতুল—তুল্য, সমকক্ষ। সমা তুলা যাহার, বহ। বিণ।
সমতুল্য—সমান, সমকক্ষ। <সমতুল। বিণ।
সমত্রিভুজ—(জ্যামিতি) যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তাহা, equilateral triangle. সম ত্রি ভুজ যাহার, বহ। বি; ক্লী।
সমদর্শন, -দৃষ্টি, -দর্শী (-দর্শিন্)—যে সকলকে একরূপ দেখে, সর্বত্র সমদর্শক; পণ্ডিত; তত্ত্বজ্ঞানী; বিবেকী, আত্মবোধ-সম্পন্ন। সম দর্শন, দৃষ্টি যাহার, বহ; উপতৎ; সম্—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী** (৩য় পক্ষে)।
সমদর্শন, -দৃষ্টি—সর্বত্র তুল্য-জ্ঞান। সম দর্শন, কর্মধা; সমা দৃষ্টি, কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।
সমদর্শিতা—সর্বত্র তুল্যজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞানিতা। সমদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-দর্শী** (-দর্শিন্)।
সমদর্শিনী—সর্বত্র তুল্যজ্ঞানসম্পন্না, সর্ববস্তুতে তুল্যদৃষ্টিযুক্তা; তত্ত্বজ্ঞানিনী। সমদর্শিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
সমদর্শী (-দর্শিন্)—'সমদর্শন' (১ম) দ্রঃ।
সমধিক—অত্যধিক, বহু, প্রচুর। সম্ (সম্যক্) অধিক, প্রাদি। বিণ।
সমন—আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাক্ষী আসামী ইঃর প্রতি আদেশপত্র। <ইং 'summons'. বি।
সমন্ত—১। প্রান্ত, সীমা, পর্যন্তভাগ। সম্ (সম্যক্) অন্ত, প্রাদি। বি; পুং। ২। প্রান্তস্থিত। অন্তকে সংগত, প্রাদি। বিণ।
সমন্ততঃ (-তস্), **সমন্তাৎ**—সর্বতঃ, সকলদিকে। সমন্ত+তস্, আৎ (৭মী-স্থানে)। অ।
সমন্ত্রক—মন্ত্রযুক্ত। মন্ত্রের সহিত বর্তমান, বহ (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, **-ন্ত্রিকা**।
সমন্বয়—সংযোগ, মিলন; অবিরোধ। সম্ (সম্যক্) অন্বয়, প্রাদি। বি; পুং।
সমন্বিত—মিলিত, সংযুক্ত; অবিরুদ্ধ। সম্—অনু—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সমপদ—রতিবন্ধ বিঃ; ধনুর্ধারিগণের অবস্থান বিঃ। সম পদ যাহাতে, বহ। বি; ক্লী।
সমপদস্থ—একইরূপ পদে অধিষ্ঠিত। উপতৎ; সমপদ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

সমপৃষ্ঠ—অবন্ধুর, যাহা উচ্চনীচ নয় এরূপ, সমতল। সম পৃষ্ঠ যাহার, বহ। বিণ।
সমপ্রাণ—সখা। সম প্রাণ যাহার, বহ। বি বা বিণ।
সমবয়সী—সমান-বয়ঃক্রমবিশিষ্ট। সমবয়স+ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।
সমবয়স্ক—সমান বয়সবিশিষ্ট। সম বয়ঃ ('বয়স্'-শব্দ) যাহার, বহ+ক সমাসান্ত। বিণ।
সমবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্তী** -বর্তিন্—তুল্যরূপে স্থিত। সম—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্তিনী**।
সমবস্থা—কালকৃত বিশেষ অবস্থা; সমান অবস্থা, তুল্যদশা। সম্—অব—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।
সমবায়—মিলন, union; নিত্যসম্বন্ধ; (দর্শনশাস্ত্র) সম্বন্ধ বিঃ; গণ; সমূহ; যৌথ অনুষ্ঠান, co-operation. সম্—অব—ই+অচ্ ভাব, কর্ম। বি; পুং।
সমবায়-সমিতি—অনেকে মিলিত হইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গঠিত সভা, co-operative society. সমবায়-গঠিতা সমিতি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
সমবায়ী (-বায়িন্)—গঠনকারী, উপাদান-স্বরূপ ('— কারণ')। সম্—অব—ই+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বায়িনী**।
সমবেত—মিলিত; একত্রীকৃত বা একত্রীভূত; সঞ্চিত; নিত্যসম্বদ্ধ, যুক্ত; একশ্রেণীভুক্ত। সম্—অব—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সমবেদনা, -ব্যথা—সহানুভূতি; অন্যের দুঃখে দুঃখানুভব। সমা বেদনা, ব্যথা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
সমব্যথী (-থিন্)—অপরের দুঃখে দুঃখানুভবকারী, সহানুভূতিশীল। সমব্যথা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।
সমভাব—সাদৃশ্য, সমতা, একরূপতা। কর্মধা। বি; পুং।
সমভিব্যাহার—সঙ্গ, একত্রাবস্থান। সম্—অভি—বি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
সমভিব্যাহারী (-হারিন্)—সঙ্গী, সাথী; সহিত। সম্—অভি—বি—আ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।
সমভিব্যাহৃত—সমভিব্যাহারে চলিত, মিলিত, যুক্ত; সহিত। সম্—অভি—বি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
সমভিহার—পৌনঃপুন্য, বারংবার ঘটন; আতিশয্য। সম্—অভি—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
সমমণ্ডল—গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে উত্তর-বৃত্ত ও দক্ষিণ-বৃত্ত পর্যন্ত দুই ভূভাগ, temperate zone. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সময়—কাল ; যোগ্যকাল, সুযোগ ; অবসর, আচার ; চিরাচরিত নিয়ম ('কবিসময় প্রসিদ্ধি') ; প্রতিজ্ঞা ; শপথ ; সংকেত ; সীমা ; সিদ্ধান্ত ; নিয়ম, প্রথা, convention ; নির্দেশ ; কর্তব্যানবাহ ; বাক্য, বক্তৃতা, প্রচার, ঘোষণা ; উপদেশ ; ধর্ম ; দুঃখাবসান, মৃত্যুকাল। সম্ ই+অচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সময়নিষ্ঠ নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকারী, যে নির্দিষ্ট সময়ে আসে, punctual, সময়ে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। বি, **-নিষ্ঠা**।

সময়সেবক, -সেবী (-বিন্) সময়ানু যায়ী কার্যকারী, যে সময়ের মূল্য বুঝিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে এমন, timeserver. ৬ষ্ঠীতৎ ; ২য় পক্ষে উপতৎ, সময়-সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিকা, -সেবিনী**।

সময়ানুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্তিন্), **-সারী** (-সারিন্) সময়ের উপযোগী, যে কালের ধারা মানিয়া চলে এমন। উপতৎ ; সময়-অনু—বৃৎ, সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী, -সারিণী**।

সময়ান্তর কালান্তর, অন্য সময়। নিত্য। বি ; ক্লী।

সময়োচিত, সময়োপযোগী (-গিন্) —সময়ানুরূপ ; যে কালের যাহা উপযুক্ত ঠিক সেইরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা, -গিনী**।

সমর—রণ, সংগ্রাম, যুদ্ধ, লড়াই। সম্ (একসঙ্গে)—ঋ (গমন করা)+অপ্ অধি। বি ; পুং বা ক্লী।

সমরকৌশল—যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা। ৭মী-তৎ। বি ; ক্লী।

সমরজয়ী (-য়িন্)—যুদ্ধে জয়লাভকারী। ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জয়িনী**।

সমরপোত যুদ্ধজাহাজ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সমরবিজ্ঞান—যুদ্ধকৌশল, strategy. সমর-বিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

সমরভূমি -যুদ্ধক্ষেত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি, স্ত্রী।

সমরশয্যা—(যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির) যুদ্ধক্ষেত্ররূপ বিছানা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সমরশায়ী (-শায়িন্)—যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারী। উপতৎ, সমর শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

সমরসচিব—যুদ্ধমন্ত্রী, যুদ্ধবিষয়ে পরামর্শদাতা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

সমরাঙ্গন—যুদ্ধক্ষেত্র, রণস্থল। সমরের অঙ্গন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

সমরাশি -যুগ্মসংখ্যা, যে রাশি দুই দ্বারা নিঃশেষে বিভক্ত হইতে পারে তাহা, even number (যথা, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ প্রঃ)। কর্মধা। বি ; পুং।

সমর্থ—১। পারক ; শক্তিসম্পন্ন, বলবান্ ; সক্ষম, ক্ষমতাপন্ন, ক্ষমতাবান্ ; যোগ্য, উপযুক্ত ; যুক্তিসংগত ; হিত ; প্রশস্ত ; অভীষ্ট। সম্ অর্থি+অচ্ কর্তৃ। ২। তুল্যার্থক, এক অর্থাবশিষ্ট। সম (তুল্য) অর্থ যাহার, বহু (নিপা)। বিণ।

সমর্থক—সমর্থনকারী, যে কোন কিছুর বা কাহারও পক্ষে মত দেয় এমন। সম্ -অর্থি +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সমর্থিকা**।

সমর্থতা—শক্তি, সামর্থ্য, বল, যোগ্যতা, উপযুক্ততা। সমর্থ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সমর্থন, সমর্থনা—মতানুবর্তন, কাহারও মতে বা কাজে মত দেওয়া ; প্রতিপোষণ, supporting ('প্রস্তাব — করা') ; মানা ; বিবেচনা ; সম্ভাবনা ; উৎসাহ ; অসাধ্য বিষয়ের অনুষ্ঠানার্থ উৎসাহ ; "ইহা উচিত ইহা অনুচিত" এইরূপ নিশ্চয় ; সামর্থ্য ; দৃঢ়ীকরণ ; বিবাদ-ভঞ্জ করা। সম—অর্থ্+অনট্ ভাব, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

সমর্থিত—দৃঢ় কৃত ; বিবেচিত ; অনুমোদিত ; মীমাংসিত, স্থিরীকৃত ; সম্ভাবিত। সম্—অর্থ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমর্পণ—দান, প্রদান, অর্পণ ; স্থাপন। সম্—ঋ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি, ক্লী।

সমর্পণীয়—স্থাপনযোগ্য ; দেয়, দানযোগ্য। সম্ ঋ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সমর্পিত অর্পিত ; দত্ত ; স্থাপিত। সম্—ঋ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমর্যা (র্য্যা) দ—সচ্চরিত্র ; সমীপস্থ, নিকটস্থ ; সীমাযুক্ত। মর্যাদার সহিত বর্তমান, সহ। বিণ।

সমল ১। মলযুক্ত, মলিন, আবিল। বিণ। ২। বিষ্ঠা। মলের সহিত বর্তমান, বহু। বি ; ক্লী।

সমশ্রেণী একসারি ; একজাতি ; একদল। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমশ্রেণীভুক্ত—একজাতীয়, একশ্রেণীর অন্তর্গত। ৭মীতৎ। বিণ।

সমষ্টি—সম্যক্ ব্যাপ্তি ; সমস্ততা, সামগ্র্য, সাকল্য, সংঘীভূত সমস্ত পদার্থ ; যোগফল। সম্—অশ্ (ব্যাপা)+ক্তি ভাব, কর্ম। বি ; স্ত্রী।

সমষ্টীভূত—যাহারা একত্র হইয়াছে এরূপ ; যাহাদের সমষ্টি পূর্বে ছিল না এখন হইয়াছে এরূপ। সমষ্টি+অভূততদ্ভাবে চ্বি (=সমষ্টী) ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমসংস্থান—উভয়দিকে ভারের সমতা, equilibrium. সম সংস্থান, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমসন—সমাস ; সংক্ষেপকরণ। সম্—অস্ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সমসাময়িক—এককালীন ; একই সময়ে বর্তমান বা জাত। সমসময়+ইক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকী**। [কাহারও মতে সামসময়িক।]

সমস্ত—সকল, সমুদয় ; সম্পূর্ণ ; একত্রীকৃত ; সঞ্চিত, যুক্ত ; সংক্ষিপ্ত ; কৃতসমাস, যাহার সমাস করা হইয়াছে এমন, সমাসবদ্ধ। সম্—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমস্যমান—যাহাদের সমাস করা হইতেছে এরূপ, সমাসের অংশীভূত। সম্—অস্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

সমস্যা ১। যাহার সমাধান কঠিন এমন বিষয় ; সংকট ; শ্লোক-সম্পূরণার্থ প্রশ্ন ; শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রশ্ন ; সমাধানের জন্য প্রদত্ত জটিল বিষয় ; কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। সম্—অস্+ণ্যৎ কর্ম+আপ্। ২। সংঘটন ; মিশ্রণ। সম্ -অস্+যৎ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সমস্যাপূরণ—জটিল প্রশ্নের মীমাংসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সমা ১। সংবৎসর। সম্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। ২। তুল্যা। সম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সমাওত—প্রবেশ করে ("তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি।

সমাংশ—তুল্য অংশ, সমানাংশ। কর্মধা। বি ; পুং।

সমাংশিক, সমাংশী (-শিন্)—সমানভাগী, তুল্য অংশী। সমাংশ+ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা, -শিনী**।

সমাকর্ষী (-কর্ষিন্)—১। অতি দূরগামী গন্ধ। বি ; পুং। ২। সম্যক্ আকর্ষণকারী। সম্—আ—কৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ষিণী**।

সমাকীর্ণ -ছড়ানো, আস্তীর্ণ, সমাচ্ছন্ন, ব্যাপ্ত। সম্—আ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাকুল—ব্যাকুল, কাতর, অস্থির ; ব্যাপ্ত ; সংশয়িত, সন্দিগ্ধ ; হতবুদ্ধি। সম্—আ—কুল্ +ক কর্তৃ। বিণ। বি, **-তা**।

সমাক্রান্ত—আক্রান্ত ; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ; গৃহীত ; অধিষ্ঠিত। সম্—আ—ক্রম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাখ্যা—যশঃ, কীর্তি ; আখ্যা, নাম। সম্—আ-খ্যা (বলা)+অঙ্ কর্ম, করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সমাগত—উপস্থিত, মিলিত ; প্রত্যাগত, সাক্ষাৎপ্রাপ্ত। সম্—আ—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-গতি, -গম**।

সমাগতি, সমাগম—উপস্থিতি, আগমন ; মিলন, সংগম। সম্—আ গম্+ক্তি, ঘঞ্ ভাব। বি ; স্ত্রী, পুং।

সমাঘাত—সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ ; হত্যা, বধ ; সম্যক্ আঘাত। সম্—আ—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমাচার—১। উত্তম আচরণ। সম্—আ—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। সংবাদ, খবর। বাংপ্র। বি।

সমাচ্ছন্ন—আবৃত, আচ্ছাদিত, ঢাকা। সম্—আ—ছদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাজ—১। সভা, পরিষদ্ ; বৈষ্ণবদিগের সমাধিস্থান ; পরস্পর নির্ভরশীল জনসমূহ বা প্রাণিসমূহ, society ; সমূহ, গণ ; সম্প্রদায়, সংঘ। সম্—অজ্+ঘঞ্ অধি। ২। একসঙ্গে গমন। সম্ অজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমাজচ্যুত, -পতিত, -ভ্রষ্ট—নিজ সম্প্রদায় হইতে দূরীভূত ; একঘরে। ৫মীতৎ। বিণ।

সমাজতন্ত্র—রাজ্যের সকল ব্যক্তিই সব বিষয়ে সমান অধিকারী এবং সমস্ত ব্যক্তিই সর্বজনীন সুবিধার জন্য নিজ নিজ ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকারকে বিসর্জন করিবে এইরূপ রাষ্ট্রনীতি, socialism. সমাজ তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী। বিণ, -তন্ত্রীয়।

সমাজতন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—সমাজতন্ত্র-মতাবলম্বী, socialist. সমাজতন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

সমাজনীতি—সমাজবিষয়ক নিয়ম। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমাজপতি—সমাজের নেতা ; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সমাজপতিত—'সমাজচ্যুত' দ্রঃ।

সমাজবদ্ধ—সংঘবদ্ধ। ৩য়াতৎ। বিণ।

সমাজবহির্ভূত—অসামাজিক ; যাহা সমাজে চলে না এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

সমাজশাসন—সামাজিক নিয়ম ; সামাজিক শাস্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সমাজসংস্কার—সমাজের কুপ্রথা প্রঃ দূর করিয়া তাহার উন্নতি-বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সমাজসংস্কারক—সমাজের উন্নতিবিধানকারী ; সমাজের কুরীতি দূর করিয়া সুরীতির প্রবর্তনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সংস্কারিকা।

সমাজহিতৈষণা—সমাজের মঙ্গলকামনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সমাজহিতৈষী (-ষিন্)—সমাজের উন্নতিকামী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ষিণী।

সমাদর—সম্মান, সম্যক্ আদর, সংবর্ধনা। সম্ (সম্যক্) আদর, প্রাদি। বি ; পুং।

সমাদরণীয়—সম্যক্ আদরের যোগ্য। সম্—আ—দৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

সমাদান—উপযুক্ত দানগ্রহণ ; বৌদ্ধদিগের নিত্যকর্ম। সম্-আ—দা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সমাদৃত—সম্মানিত, আদরপ্রাপ্ত ; অত্যধিক আদৃত। সম্ (সম্যক্) আদৃত, প্রাদি। বিণ।

সমাদ্দার উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

সমাধা, সমাধান সম্পাদন ; সিদ্ধান্ত ; নিষ্পত্তি ; বিরোধভঞ্জন ; নিয়ম ; তপস্যা ; অনুসন্ধান ; সমর্থন ; চিত্তের একাগ্রতা ; প্রতীকার ; ধ্যান। সম্ আ—ধা+অঙ্, অনট্ ভাব ; ১ম পক্ষে আপ্। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

সমাধি—১। স্থিরনিশ্চয় ; গভীর ধ্যান ; নিয়ম [ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোন এক-বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তাহাকে একাগ্রতা বলে ; একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধারণা, এবং ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধ্যান, এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সমাধি বলে। সমাধিতে অহংজ্ঞান লোপপ্রাপ্ত হয় ; তখন ইহ কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকে উদ্ভাসিত করে। সাধারণতঃ ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা উৎকৃষ্ট সমাধিলাভ হয় ; পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হইলেই সমাধি হয়] ; নিদ্রা ; নিবেশ, আশ্রিত-রক্ষণ-চিন্তা ; যোগ, ধ্যান ; প্রতিজ্ঞা ; সম্মতি ; চুক্তি ; প্রতিশোধ ; বিবাদভঞ্জন ; আরোপ ; জলাভাবকালে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা ; ইন্দ্রিয়ের নিরোধন ; অসাধ্য বিষয়ে অধ্যবসায় ; ভূগর্ভে শব-নিধান, গোর দেওয়া ; মৌনভাব ; সমর্থন ; কাব্যের অলংকার বিঃ [আরব্ধ কার্যের সহিত অন্য কারণের সংযোগ হওয়াতে কার্য সুকর হইলে উক্ত অলংকার হয়, যথা—

"ও চাঁদ মুখের হাসি জীব হেন নাহি বাসি, আর তাহে পিরীতি চাহনি"]।

সম্—আ—ধা+কি ভাব। ২। সমাধের বিষয়, যাহাতে মন সমাহিত করা যায় তাহা ; শব প্রোথিত করিবার স্থান, কবর। সম্—আ—ধা+কি অধি। বি ; পুং।

সমাধিক্ষেত্র, -স্থান—যে স্থানে মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করা হয়, গোরস্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সমাধিমগ্ন—ধ্যান করিতে করিতে যাহার ইন্দ্রিয়ের বাহ্যবৃত্তি লোপ হইয়াছে এমন। ৭মীতৎ। বিণ।

সমাধি-মন্দির, -সৌধ—সমাহিত মৃতদেহের বা প্রোথিত চিতাভস্মের উপর নির্মিত মন্দির। সমাধিস্থ মন্দির, সৌধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

সমাধিস্তম্ভ—মৃতের সমাধি বা কবরের উপর নির্মিত স্তম্ভ। সমাধিনির্মিত স্তম্ভ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

সমাধিস্থ—সমাধিযুক্ত, সমাধিমগ্ন। উপপদতৎ ; সমাধি—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

সমাধিস্থান 'সমাধিক্ষেত্র' দ্রঃ।

সমাধ্মাত—অত্যধিক স্ফীত ; গর্বিত ; উৎসাহিত ; সমুদ্দীপিত। সম্—আ—ধ্মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাধ্যায়ী (-য়িন্)- সহপাঠী। সম্—অধি—ই+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

সমান—১। তুল্য, সদৃশ ; অভিন্ন, একরূপ। সহ (সমান) মান (পরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। শরীরাভ্যন্তর্গত নাভিস্থিত বায়ু বিঃ ; একস্থান হইতে উচ্চার্য বর্ণ। সম্—অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্ করণ বি ; পুং।

সমানকালীন—এক সময়ের। সমান কাল, কর্মধা ; সমানকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।

সমানধর্মা (-ধর্মন্), **-ধর্ম্মা** (-র্ম্মন্)—একধর্মবিশিষ্ট, সমান-স্বভাবযুক্ত। সমান ধর্ম যাহার, বহু (অনিচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

সমানয়ন—সম্মেলন ; সংগতিকরণ, মেলন। সম্—আ—নী+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সমানাধিকরণ—১। জাতীয় সাধারণ গুণ ; একাশ্রয় ; একই অবস্থায় অবস্থান ; যাহাতে সমানজাতীয় কোন পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি থাকে না এরূপ একধর্ম। সমান অধিকরণ, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। একই আধারবিশিষ্ট ; একই পদার্থ যাহাদের আশ্রয় ; বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত। বহু। বিণ। **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসের পদগুলি একটির প্রতি অপরটি বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন (যেমন—মহাকাল)।

সমানীত—উপস্থাপিত, আনীত ; একত্রীকৃত। সম্—আ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমানুপাত—দুই অথবা বহুসংখ্যক অনুপাতের সমানত্ব-সম্বন্ধ, proportion. সম অনুপাত, কর্মধা। বি ; পুং।

সমানোদক—চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি—যাহাদের তর্পণ করিতে হয়। সমান উদক (জল) যাহাদের, বহু। বি ; পুং।

সমান্তর—সর্বত্র সমব্যবধানযুক্ত, সর্বত্র সমদূরবর্তী, parallel ; সমান পরিমাণ ভেদাবশিষ্ট (৩, ৬, ৯)। সম অন্তর যাহাদের এরূপ, বহু। বিণ।

সমান্তরশ্রেঢ়ী—যে সকল রাশি স্ব স্ব পরবর্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে তফ

অথবা সমান পরিমাণে লঘু, arithmetical progression. সমান্তরা শ্রেঢ়ী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমান্তরাল সর্বত্র সমব্যবধানযুক্ত, সমান্তর, parallel. সম অন্তরাল যাহাদের, বহু। বিণ। **সমান্তরাল সরলরেখা**—একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত যে দুই সরলরেখা উভয় পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি পাইলেও পরস্পর স্পর্শ করে না সেই রেখাদ্বয়, parallel straight lines.

সমান্তরিক (জ্যামিতি) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের দুই দুই ভুজ পরস্পর সমান্তর তাহা, parallelogram. সমান্তর+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি ; স্ত্রী।

সমাপক- সমাপ্তিকারক, সমাপনকারী, যে শেষ করে। সম্—আপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

সমাপত্তি--সমকালে উপস্থিতি ; মিলন। সম্—আ—পদ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমাপন - সমাপ্তি, শেষ, সম্পূরণ ; পরিচ্ছেদ, সমাধান ; বধ, লাভ। সম্—আপ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমাপন্ন—১। সমাপ্ত ; সাধিত, নির্বাহিত ; আপদ্‌গ্রস্ত ; হত। সম্—আ—পদ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ। সম্—আ—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাপিকা—(ব্যাক) বাক্যসমাপনকারিণী যাহাতে বাক্য শেষ হয় এমন ('— ক্রিয়া')। সম্—আপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সমাপিত—সম্পাদিত ; নিষ্পাদিত ; যাহার কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট নাই এমন, সম্পূর্ণ ; সমাপ্তিপ্রাপিত, শেষিত ; মারিত। সম্—আপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাপ্ত—সম্পূর্ণ ; সম্প্রাপ্ত। সম্—আপ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি, **-প্তি**।

সমাপ্তি—সমাপন, শেষ ; বিরোধভঞ্জন ; প্রাপ্তি। সম্—আপ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমাবরণ—এক গ্রহের পিছনের দিক্ দিয়া অন্য গ্রহের গমন, occultation. সম্—আ—বৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমাবর্জি(র্জ্জি)ত—বক্রপাতিত, বক্রভাবে নোয়ানো। সম্—আ বৃজ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাবর্ত(র্ত্ত)ন—ব্রহ্মচর্যের পর গৃহধর্মে প্রবেশ ; অধীতবিদ্য ছাত্রের গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন ; প্রত্যাগমন। সম্—আ—বৃত্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। **সমাবর্তন উৎসব**—(বিশ্ববিদ্যালয়ের) উপাধিবিতরণ-উপলক্ষে অনুষ্ঠান, পদবীসম্মানবিতরণোপলক্ষে সভার অধিবেশন, convocation.

সমাবিদ্ধ -সংবদ্ধ, সংযোজিত। সম্—আ—ব্যধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাবিষ্ট—একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী ; সমবেত ; প্রবৃষ্ট ; আক্রান্ত। সম্—আ বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাবৃত—পরিবেষ্টিত, সম্যক্ আবৃত। সম্—আ বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-বরণ, -বৃতি**।

সমাবৃত্ত-১। বেদপাঠের পর গৃহধর্মে প্রবিষ্ট ব্রাহ্মণকুমার। বি ; পুং। ২। প্রত্যাগত। সম্—আ—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাবেশ -১। একত্র অবস্থান ; মনোযোগ। সম্—আ—বিশ্+ঘঞ্ ভাব। ২। একত্র স্থাপন, সংস্থান। সম্ আ—বিশ্+ণিচ্+অচ্ ভাব। বি ; পুং। বিণ, **-বিষ্ট** (১ম পক্ষে), **-বেশিত** (২য় পক্ষে)।

সমাবেশিত -প্রবেশিত ; স্থাপিত ; অভিনিবেশিত ; সহাবস্থিত, একত্র অবস্থিত। সম্—আ—বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম, বা, সমাবেশ+ইতচ্ সংজ্ঞাতার্থে। বিণ।

সমায়াত - সমাগত, উপস্থিত। সম্ আ—যা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাযোগ --সংযোগ ; প্রয়োজন ; সমূহ ; পরিচ্ছদ। সম্—আ—যুজ্+ঘঞ্ ভাব, কর্ম। বি ; পুং।

সমারম্ভ—আরম্ভ ; অনুষ্ঠান ; সমারোহ, আড়ম্বর। সম্—আ—রভ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমারাধন - আরাধনা ; সেবা। সম্—আ—রাধ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমারাধিত- উত্তমরূপে পূজিত। সম্—আ—রাধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমারূঢ় - আরূঢ়, যে আরোহণ করিয়াছে এমন। সম্—আ রুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমারোহ—আড়ম্বর, জাঁকজমক ; অত্যুন্নতি ; আরোহণ ; সম্মত হওয়া। সম্—আ—রুহ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমার্থ, সমার্থক সমান অর্থ-বিশিষ্ট, যাহার একই মানে এরূপ। বহু। বিণ।

সমালব্ধ—লেপিত ; রঞ্জিত, মেলিত ; হত। সম্—আ লভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমালম্ভ, সমালম্ভন—আবীর কুঙ্কুম ইঃ বিলেপন ; মারণ, বধ। সম্—আ—লম্ভ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী।

সমালোচক—দোষগুণের বিচারকারী, সমালোচনাকারী। সম্—আ - লোচি+ণক কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-লোচিকা**।

সমালোচনা—দোষগুণের বিচার। সম্যক্ আলোচনা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সমালোচিত—যাহার দোষগুণের বিচার করা হইয়াছে এমন, কৃতসমালোচন। সম্ (সম্যক্) আলোচিত, প্রাদি। বিণ।

সমালোচ্য সমালোচনার যোগ্য, যাহার দোষগুণ বিচার করা উচিত বা করিতে হইবে এমন। সম্—আ—লো চ+যৎ কর্ম। বিণ।

সমাশ্রয়—উত্তম আশ্রয় বা অবলম্বন ; রক্ষা। সম্—আ—শ্রি+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

সমাশ্রিত—আশ্রিত ; রক্ষিত। সম্—আ—শ্রি+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

সমাস—(ব্যাক) দুই বা বহু পদের একপদীকরণ ; সংক্ষেপ ; সংগ্রহ ; সমর্থন ; সমাহার, মেলন। সম্—অস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমাসক্ত—সংলগ্ন ; যুক্ত ; অভিনিবিষ্ট ; বশীভূত ; অত্যাসক্ত ; লব্ধ। সম্—আ—সন্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাসঙ্গ—সংযোগ ; অতি আসক্তি। সম্—আ—সন্‌জ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমাসন্ন—১। সন্নিহিত, নিকটবর্তী ; যাহা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সম্—আ—সদ্+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত। সম্—আ—সদ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-সত্তি**।

সমাসাদিত—প্রাপ্ত, লব্ধ ; সমানীত ; আক্রান্ত ; আহৃত ; উদ্ধৃত। সম্—আ—সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাসীন -উপবিষ্ট, আসীন। সম্—আস্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

সমাসোক্তি—কাব্যের অলংকার বিঃ, personification [যেখানে উপমানের উল্লেখ থাকে না অথচ উপমেয়ের বিশেষণ ক্রিয়া ইঃ হইতে উপমান অনুমান করিয়া লওয়া যায় সেখানে এই অলংকার হয় ;—যথা—

"হরষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই-কানু-রূপে ভুলি"
—বংশীদাস।

"ধাইলেন প্রভঞ্জন সিংহনাদ করি ঘন"
—মাইকেল]।

সমাসযুক্তা উক্তি (কথন), মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সমাহত—বিশেষভাবে আহত বা তাড়িত। সম্—আ—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাহরণ—একত্রীকরণ ; সঞ্চয়। সম্—আ—হৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমাহর্তা (-র্তৃ), **-হর্ত্তা** (-র্ত্তৃ)—সংগ্রহকারী ; রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী। সম্—আ—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী, **-হর্ত্রী**।

সমাহার—মেলন ; সংগ্রহ ; সংক্ষেপ ; সমূহ ; দ্বিগু-দ্বন্দ্বসমাস বিঃ (এইরূপ সমাসে সমূহ বা সমষ্টি বুঝায়)। সম্—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাব, কর্ম, করণ। বি ; পুং।

সমাহিত—সমাধিনিষ্ঠ; অভ্রান্তচিত্ত; দৃঢ়; অবিচলিত; অবহিত, একাগ্রচিত্ত; অঙ্গীকৃত; মীমাংসিত; স্থাপিত; নিষ্পাদিত; সঞ্চিত; সমাধিক্ষেত্রে নিহিত; বিশোধিত। সম্—আ—ধা+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

সমাহৃত—সংমেলিত; প্রাপ্ত; সংগৃহীত, একত্রীকৃত; সংক্ষিপ্ত; আনীত; আয়োজিত। সম্—আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাহৃতি—সংগ্রহ; সংক্ষেপ; আয়োজন, আহরণ। সম্—আ—হৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সমিৎ (সমিধ্)—আগুন জ্বালাইবার তৃণাদি; হোমের আগুন জ্বালিবার কাঠ প্রঃ। সম্—ইন্ধ্+ক্বিপ্ করণ। বি; স্ত্রী।

সমিত—১। সংগত, একত্রমিলিত। বিণ; পুং বা স্ত্রী। ২। তুল্যতা-বোধক চিহ্ন, "=" এই চিহ্ন। সম্ ই+ক্ত কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সমিতি—সভা; সঙ্গ; যুদ্ধ। সম্ (সহিত) —ই (গমন করা)+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

সমিদ্ধ—প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত; দীপিত, উত্তেজিত। সম্—ইন্ধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমিধ্—'সমিৎ' দ্রঃ।

সমিধ—১। অগ্নি। সম্—ইন্ধ্+ক কর্তৃ। ২। যজ্ঞকাষ্ঠ। সম্ ইন্ধ্+ক করণ। বি; পুং।

সমীকরণ—(গণিত) অজ্ঞাত সংখ্যা জানিবার প্রক্রিয়া বিঃ, কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয়া তাহারই তুল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ-নির্ণয়করণ, equation; একজাতীয়করণ, সদৃশীকরণ; অনুরূপ করা। সম্+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (-সমী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; পুং।

সমীক্ষ—১। সাংখ্য দর্শন। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+ঘঞ্ করণ। ২। দৃষ্টি, দর্শন; যত্ন; অন্বেষণ; বিবেচনা; সম্যক্ জ্ঞান। সম্—ঈক্ষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমীক্ষণ—অনুসন্ধান, অন্বেষণ; পূর্বাপর বিবেচনা; আলোচনা, উত্তমরূপে দর্শন। সম্ (সম্যক্)—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমীক্ষা—১। বুদ্ধি; প্রকৃতি; চতুর্বিংশতি তত্ত্ব; মীমাংসাশাস্ত্র; বেদাঙ্গ গ্রন্থ বিঃ। সম্—ঈক্ষ্+অ করণ+আপ্। ২। অন্বেষণ; সম্যক্ জ্ঞান; পূর্বাপর বিবেচনা; দৃষ্টি; যত্ন। সম্—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সমীক্ষিত—অন্বেষিত; আলোচিত; উত্তমরূপে দৃষ্ট। সম্—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমীক্ষ্যকারী (-কারিন্)—যে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য করে এরূপ; বিমৃশ্যকারী। সমীক্ষ্য—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

সমীক্ষ্যবাদী (-বাদিন্)—যে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা বলে এরূপ। সমীক্ষ্য—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

সমীচীন—১। সত্য, যথার্থ; উত্তম; উপযুক্ত। সম্যচ্ (সত্য ইঃ)+ঈন স্বার্থে। বিণ। ২। সত্য। সম্যচ্+ঈন স্বার্থে। বি; ক্লী।

সমীপ—নিকট, অন্তিক, সন্নিধি। সম্ (সংগত) অপ্ যেখানে, বহু (অ সমাসান্ত)। বি; ক্লী।

সমীপবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্) —নিকটস্থ। উপস্থিত; সমীপ—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

সমীপস্থ—নিকটবর্তী। উপস্থিত; সমীপ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

সমীর, সমীরণ—১। বায়ু; শমীবৃক্ষ। সম্—ঈর্+অচ্, অন কর্তৃ। ২। প্রেরণ। সম্—ঈর্+ক, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

সমীরিত—প্রেরিত, উচ্চারিত। সম্ ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমীহ—খাতির; সম্মান; গ্রাহ্যকরণ; মান্য ব্যক্তির নিকট সংকুচিতভাব প্রদর্শন। <সমীহ। বি।

সমীহা—উদ্যোগ, চেষ্টা; সন্ধান; ইচ্ছা। সম্—ঈহ্ (চেষ্টা করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সমীহিত—সম্যক্ চেষ্টিত; অভীষ্ট। সম্—ঈহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুখ—১। বাগ্মী, বক্তা; যাহার মুখ আছে এমন। মুখের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**। ২। সম্মুখ। <সম্মুখ। বি।

সমুখাসমুখি সামনাসামনি, পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া বর্তমান ("সমুখাসমুখি দুঁহু ছুটে পিচকারী মুহু"- বল্লভী)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ বা বিণ।

সমুচিত—উপযুক্ত, যোগ্য; সমঞ্জস। সম্ (সম্যক্) উচিত, প্রাদি। বিণ।

সমুচ্চ—অত্যন্ত উঁচু। সম্ (সম্যক্) উচ্চ, প্রাদি। বিণ।

সমুচ্চয় সমূহ, রাশি; সমাহার সৃষ্টি; মিলন, অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়; অর্থালংকার বিঃ [একই কর্তার মনোহর ভাবপ্রকাশক একাধিক ক্রিয়া অথবা একই বিশেষ্যের সৌন্দর্যসূচক একাধিক বিশেষণাদি একত্র থাকিলে উক্ত অলংকার হয়। যথা—
"মধুরিম হাসিনি কমল বিকাশিনী
মোতিমহারিণী কম্বুকণ্ঠিনী।"
—গোবিন্দ]। সম্—উৎ—চি (একত্র করা)+অচ্ ভাব। বি; পুং।

সমুচ্চর, সমুচ্চার—সম্যক্ উচ্চারণ; পরিত্যাগ; মলমূত্রাদি ত্যাগ। সম্ (সম্যক্) —উৎ—চর্ (শব্দ করা, ত্যাগ করা)+ক, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমুচ্চিত—রাশীকৃত; সংগৃহীত; সঞ্চয়যুক্ত। সম্—উৎ চি (সংগ্রহ করা ইঃ)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুচ্ছলিত—চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ, যাহা খুব উছলিয়া উঠিয়াছে এমন; বিস্তীর্ণ। সম্—উৎ-শল্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুচ্ছেদ ধ্বংস, বিনাশ; উন্মূলন। সম্—উৎ—ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমুচ্ছ্বসিত—পুনরুজ্জীবিত; অত্যধিক উচ্ছ্বাসযুক্ত। সম্ উৎ—শ্বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুচ্ছ্বাস—নিশ্বাসপ্রশ্বাস; স্ফূর্তি; প্রবল আবেগ; অত্যধিক স্ফীতি। সম্—উৎ—শ্বস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমুজ্জ্বল—বিশেষরূপে দীপ্তিশালী। সম্ (সম্যক্রূপে) উজ্জ্বল, প্রাদি। বিণ।

সমুঝা বুঝা। হি-সমু। ক্রি। (ণিজন্ত **সমুঝানো**।)

সমুৎকীর্ণ—ক্ষোদিত; বিদীর্ণ, ভগ্ন, বিদ্ধ। সম্—উৎ কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুৎক্রম—ঊর্ধ্বগমন, উপরে ওঠা। সম্—উৎ—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমুত্থান—১। উঠা, উত্থান, উদয়; উৎপাত। সম্ উৎ—স্থা+অনট্ ভাব। ২। উত্তোলন; কার্যারম্ভ; উদ্যোগ; রোগনির্ণয়; রোগশান্তি, রোগমুক্তি। সম্—উৎ—স্থা (পীড়ের অবমুক্ত)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমুত্থিত—উৎপন্ন, জাত; উত্থিত, উদিত, যে উঠিয়াছে এমন। সম্—উৎ—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-থান**।

সমুৎপত্তি উৎপত্তি; উদ্রেক; উদ্ভব। সম্—উৎ—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সমুৎপন্ন—উৎপন্ন, জাত; ঘটিত, প্রবৃত্ত; উদগত। সম্—উৎ—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুৎপাটন মূল সহিত তুলিয়া ফেলা বা দূর করা, উন্মূলন। সম্—উৎ—পট্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমুৎপাটিত—উন্মূলিত, যাহা মূল সমেত উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এমন। সম্ উৎ —পট্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুৎফুল্ল—সম্যক্ প্রস্ফুটিত; অত্যধিক আনন্দিত। সম্ (সম্যক্) উৎফুল্ল, প্রাদি। বিণ।

সমুৎসাদিত—বিনাশিত; উন্মূলিত। সম্ (সম্যক্)-উৎ—সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-সাদন**।

সমুৎসুক—অত্যধিক উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত; ইষ্টলাভের জন্য আগ্রহযুক্ত, অতিশয় উৎসুক। সম্ (সম্যক্) উৎসুক, প্রাদি। বিণ।

সমুৎসৃষ্ট—সম্যক্ ত্যক্ত। সম্ (সম্যক্)-উৎ-সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুৎসেধ—উচ্চতা, উচ্ছ্রায়। সম্-উৎ-সিধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমুদয়—১। সমগ্র, সমস্ত, সকল, সমূহ। সম্—উৎ—ই+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ; দিবস; সমুত্থান, সম্যক্ উদয়। বি; পুং। ৩। লগ্ন; (জ্যোতিষ) ছয়টি নাড়ীচক্রের মধ্যে চতুর্থ নাড়ী। সম্-উৎ—ই+অচ্ অধি। বি; স্ত্রী।

সমুদায়—সমগ্র, সমস্ত, সকল; সংগ্রাম, যুদ্ধ; উদয়, উন্নতি। সম্—উৎ-ই+ঘঞ্ কর্তৃ, ভাব। বি; পুং, বা বিণ।

সমুদিত—১। আবির্ভূত; উত্থিত; উন্নত; উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ই+ক্ত কর্তৃ। ২। সম্যক্ কথিত। সম্—বদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদীরণ—ভাল করিয়া বলা, সম্যক্ কথন। সম্—উৎ ঈর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমুদীরিত—১। সম্যক্ কথিত বা উচ্চারিত। সম্—উৎ—ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সম্যক্ কথন। সম্—উৎ—ঈর্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

সমুদ্গত—উদিত; উৎপন্ন। সম্—উৎ-গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্গম—উৎপত্তি; উদয়। সম্-উৎ—গম্+অপ্ ভাব। বি; পুং।

সমুদ্গীত উচ্চ শব্দে যাহা গান করা হইয়াছে। সম্ উৎ—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদ্গীর্ণ যাহা উদ্গার করা হইয়াছে এমন; উচ্চারিত, কথিত; উত্তোলিত। সম্-উৎ-গৄ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-দ্গীরণ**।

সমুদ্দিষ্ট—সম্যক্ উদ্দিষ্ট, বিশেষভাবে লক্ষ্যীকৃত। সম্—উৎ দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদ্দুর—সাগর। <সমুদ্র। বি।

সমুদ্ধত—১। অশিষ্ট; অবিনীত; গর্বিত, অহংকৃত। সম্ (সম্যক্) উদ্ধত, প্রাদি। ২। উদ্ধত। সম্—উৎ—হন্+ক্ত কর্তৃ। ৩। উত্থাপিত, উৎক্ষিপ্ত। সম্—উৎ-হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার—উদ্ধার, মোচন; বমন; উত্তোলন, উন্মূলন। সম্-উৎ—ধৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; ক্লী, পুং।

সমুদ্ধর্তা (-র্তৃ), -র্ত্রী (-র্তৃ) উদ্ধার-কর্তা, উন্মূলয়িতা; ঋণশোধনকর্তা। সম্—উৎ—হৃ (লওয়া)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্ধৃত—মোচিত, উদ্ধার করা; উত্তোলিত; উদ্ধৃত; উন্মূলিত; অসদ্ব্যবহারপ্রাপ্ত; গৃহীত, অধিকৃত; অংশ করিয়া গৃহীত; অংশীকৃত। সম্—উৎ—ধৃ, হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-দ্ধরণ, -দ্ধৃতি**।

সমুদ্ভব—১। উৎপত্তি, জন্ম। সম্—উৎ—ভূ+অপ্ ভাব। ২। কারণ। সম্—উৎ—ভূ+অপ্ করণ। বি; পুং। ৩। জাত, উদ্ভূত। সম্—উৎ—ভূ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্ভাসিত—শোভিত; উজ্জ্বলীকৃত প্রদীপ্ত। সম্-উৎ—ভাস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ বি, **-ভাসন**।

সমুদ্ভূত—উৎপন্ন, সঞ্জাত। সম্—উৎ—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ভব, -ভূতি**।

সমুদ্যত—সম্যক্ উদ্যত, বিশেষভাবে উদ্যমযুক্ত। সম্ (সম্যক্) উদ্যত (উদ্যুক্ত), প্রাদি। বিণ।

সমুদ্র—১। সাগর, জলধি, পারাবার, সিন্ধু। সম্ (সম্যক্) উৎ (উদ্গত) র (অগ্নি) যাহাতে, বহু, কিংবা, মুদ্রার (রত্নাদির) সহিত বর্তমান, বহু, অথবা, সম্—উন্দ্ (ক্লিন্ন হওয়া)+রক্ কর্তৃ। বি; পুং। বিণ—**সমুদ্রীয়, সামুদ্রিক**। ২। মুদ্রিত, ছাপা; মুদ্রাযুক্ত। মুদ্রার (ছাপার) সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সমুদ্রগ—সমুদ্রস্থিত; সমুদ্রগামী। সমুদ্র—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্রগা—১। নদী। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রে গমনকারিণী। সমুদ্রগ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সমুদ্রতল—সমুদ্রের তলদেশ, ocean floor. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমুদ্রপৃষ্ঠ—সমুদ্রজলের উপরিভাগ, sea-level. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমুদ্রবায়ু—সমুদ্রের দিক্ হইতে স্থলের দিকে প্রবাহিত বায়ু, sea-breeze. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সমুদ্রমন্থন—ক্ষীর সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীকে তুলিবার জন্য দেবতা ও অসুরগণ কর্তৃক ক্ষীর-সমুদ্রের মন্থন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সমুদ্রমেখলা, -রসনা, সমুদ্রাম্বরা—সাগর-পরিবৃতা, পৃথিবী। সমুদ্র মেখলা, রসনা (কটিভূষণ), অম্বর (পরিচ্ছদ) যাহার, বহু+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

সমুদ্রযান ১। অর্ণবপোত, জাহাজ। সমুদ্রগামী যান, মধ্যপ কর্মধা। ২। সমুদ্রযাত্রা। সমুদ্রে যান (গমন), ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

সমুদ্রীয়—সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সমুদ্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সমুন্নত—উন্নতিবিশিষ্ট, বৃদ্ধিযুক্ত; মহৎ; উচ্চ; সম্যক্ উন্নত। সম্—উৎ-নম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুন্নতি—সম্যক্ উন্নতি, বৃদ্ধি; উচ্চতা; মহত্ত্ব; উচ্চপদ। সম্—উৎ—নম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—বিশেষভাবে উন্নতকরণ; ঊর্ধ্বে নয়ন, উৎক্ষেপণ; লাভ, প্রাপ্তি; উদ্ভাবন। সম্—উৎ—নী (লওয়া)+অচ্, অনট্ ভাব। বি; পুং বা ক্লী। বিণ, **-নীত**।

সমুপচিত—বর্ধিত; বহুলীকৃত; সংগৃহীত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সম্—উপ—চি (একত্র করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুপধান স্থাপন; উৎপাদন, জনন; রক্ষাকরণ। সম্—উপ—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমুপবেশ—অভ্যর্থনা; বসানো। সম্—উপ—বিশ্+ণিচ্+অচ্ ভাব। বি; পুং।

সমুপেত—সমাগত। সম্—উপ-ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুল্লসিত—অত্যধিক উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত; ক্রীড়াশীল; শোভিত। সম্—উৎ—লস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুল্লেখ—বিশেষভাবে উল্লেখ; আঁচড়ানো; খনন; কুন্দন, চাঁচা। সম্—উৎ—লিখ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমূঢ় রাশীকৃত, পুঞ্জীকৃত, পুঞ্জিত; সংস্কৃত, ভুগ্ন; ধৃত; বিবাহিত; পরিষ্কৃত, শোধিত; সদ্যোজাত; অনুপক্রত; দমিত; সংগত। সম্-বহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমূল, সমূলক—মূলসহিত; সহেতুক, কারণসহিত; সত্য। মূলের সহিত বর্তমান, বহু+কন্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লা, -লিকা**।

সমূহ—১। সমুদয়, সকল, গণ; রাশি। সম্—উহ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। সম্যক্ তর্ক। সম্—উহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সমূহনী—সম্মার্জনী, খেংরা। সম্—উহ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সমৃদ্ধ—ঐশ্বর্যশালী; সমৃদ্ধিযুক্ত, prosperous; বৃদ্ধিযুক্ত; উৎপন্ন, জাত। সম্—ঋধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমৃদ্ধি—উন্নতি, বৃদ্ধি; সম্পত্তি, ঐশ্বর্য; শ্রেয়ঃ, মঙ্গল; কৃতকার্যতা; প্রভাব, আধিপত্য। সম্—ঋধ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সমৃদ্ধিমত্তা—সম্পত্তিশালিতা; ঐশ্বর্যবিশিষ্টতা। সমৃদ্ধিমৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-মান্ (-মৎ)**।

সমৃদ্ধিমান্ (-মৎ)—সমৃদ্ধিশালী। সমৃদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**। বি, **-মত্তা**। **সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ**—দীর্ঘপ্রবাসের পর নায়ক-নায়িকার অতিশয় উল্লাসযুক্ত সম্ভোগ।

সমৃদ্ধিশালী (-শালিন্)—ঐশ্বর্যসম্পন্ন,

ধনবান্। উপপদ তৎ; সমৃদ্ধি—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শালিনী।

সমৃদ্ধিসম্পন্ন—ধনবান্, ঐশ্বর্যশালী। ৩য়া-তৎ। বিণ।

সমেত—সহিত; সংযুক্ত, মিলিত; প্রাপ্ত; উপস্থিত; সংগত। সম্—আ—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমেধিত—যাহা বিশেষভাবে বাড়ানো হইয়াছে এমন, সংবর্ধিত; উন্নমিত; উন্নত। সম্—এধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম; সম্—এধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্পৎ (সম্পদ্), **সম্পত্তি**—ধন; বিভূতি, ঐশ্বর্য; লক্ষ্মী; শোভা; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ; গৌরব। সম্—পদ্+ক্বিপ্, ক্তি করণ, কর্ম। বি; স্ত্রী।

সম্পন্ন—১। যুক্ত, বিশিষ্ট; সমগ্র; সম্পূর্ণ; নিষ্পন্ন; সম্পাদিত; সহিত। সম্—পদ্+ক্ত কর্ম। ২। সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্যবিশিষ্ট, যাহার আর্থিক অবস্থা ভাল এমন। সম্—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। **সম্পন্ন সম্ভোগ** সামান্য বিচ্ছেদের পর নায়ক-নায়িকার উল্লাসযুক্ত সম্ভোগ।

সম্পর্ক—সম্বন্ধ; সংসর্গ; সংযোগ, মিলন; মৈথুন, স্ত্রী-সংসর্গ। সম্—পৃচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সম্পর্কিত—সম্বন্ধযুক্ত। সম্পর্ক+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

সম্পর্কী (সম্পর্কিন্)—সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পর্কশালী। সম্পর্ক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -র্কিণী।

সম্পর্কীয়—সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্বন্ধীয়; সম্পর্কিত, সংক্রান্ত। সম্পর্ক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সম্পাত—উড্ডয়ন, উড়া; পতন; গমন; প্রবেশ। সম্—পৎ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সম্পাদক—নিষ্পাদক, কার্যনির্বাহক, secretary; গ্রন্থাদির রচনাকারী বা সংকলয়িতা; সংবাদপত্রের সংবাদ-সংকলয়িতা ও মন্তব্য-লেখক, editor. সম্—পদ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি; পু বা বিণ। স্ত্রী, -দিকা।

সম্পাদকীয়—সম্পাদক-কর্তৃক লিখিত; সম্পাদক-সম্বন্ধীয়, editorial. সম্পাদক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সম্পাদন, সম্পাদনা—নির্বাহ, নিষ্পাদন, সমাপন; উপার্জন; পুস্তকাদি প্রণয়ন। সম্—পদ্—ণিচ্+অনট্, অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী; স্ত্রী।

সম্পাদিত—নির্বাহিত, নিষ্পাদিত, সমাপিত; গ্রন্থকার দ্বারা লিখিত। সম্—পদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্পাদ্য—১। সম্পাদন করিবার যোগ্য, নিষ্পাদ্য। বিণ। বি, -দ্যত্ব। ২। (জ্যামিতি) যে-প্রকার প্রতিজ্ঞার কোন ক্রিয়াসাধন উদ্দেশ্য তাহা, problem. সম্—পদ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

সম্পীড়ন—ক্লেশ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া। সম্—পীড়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সম্পুট, সম্পুটক—১। ঠোঙা; কৌটা; খুঙি পেঁটরা প্রঃ; কুরুবক। সম্—পুট্+ক কর্তৃ; পক্ষে কন্ স্বার্থে। ২। একজাতীয় পদার্থের মধ্যে ভিন্নজাতীয় পদার্থের সম্যক্ ব্যাপ্তি; রতিবন্ধ বিঃ। সম্—পুট্+ক ভাব; পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

সম্পূরণ—১। পরিপূরণ, সমাপন। সম্—পূরি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। সম্পূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

সম্পূর্ণ—সমাপ্ত; পরিপূর্ণ; সমগ্র; সপ্তস্বরবিশিষ্ট ('— রাগ')। সম্—পূরি+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্পূর্ণরূপে—পুরাপুরি, নিঃশেষে। সম্পূর্ণ রূপ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সম্পৃক্ত—মিলিত, মিশ্রিত; খচিত, গ্রথিত। সম্—পৃচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্পোষ্য—১। পোষণের যোগ্য; অভাবপূরণের যোগ্য; কুলাইবার মত। সম্—পুষ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। ২। কুলানো, অভাব পূরণের যোগ্যতা বা ক্ষমতা। বাংপ্র। বি।

সম্প্রচার—সকল স্থানে প্রচার বা বাক্যাদি প্রেরণ, broadcast. সম্যক্ প্রচার, প্রাদি। বি; পুং।

সম্প্রতি—অধুনা, ইদানীং, এক্ষণে; মাত্র কিছুকাল হইল। অ।

সম্প্রতিপত্তি—বাদীর অভিযোগ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদীর তাহা স্বীকার করা; স্বীকার; অভিমতি; সম্যক্‌জ্ঞান; সঙ্গ, সমভিব্যাহারী হওয়া; সাহচর্য, সহায়তা; চুক্তি; আপদ; আক্রমণ; সম্পাদন; কার্যকরণ। সম্—প্রতি—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সম্প্রতীতি—প্রত্যয়, জ্ঞান; খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। সম্—প্রতি—ই+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সম্প্রদাতা (-দাতৃ)—সম্প্রদানকর্তা। সম্—প্র—দা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -দাত্রী।

সম্প্রদান—১। দানীয় ব্যক্তি, যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায় সে; কারক বিঃ, dative. সম্—প্র—দা+অনট্ সম্প্রদান। ২। স্বত্বত্যাগপূর্বক দান। সম্—প্র—দা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সম্প্রদায়—সমাজ, দল, সংঘ, sect, community; গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ। সম্—প্র—দা+ঘঞ্ সম্প্রদান, কর্ম। বি; পুং।

সম্প্রদায়ভুক্ত—কোন বিশেষ দলের অন্তর্গত; সমাজভুক্ত। ৩য়া-তৎ। বিণ।

সম্প্রয়োগ—১। অর্থাদি-প্রয়োগ, বিনিয়োগ, খাটানো; সম্বন্ধ, সম্পর্ক; নিধুবন, রমণ, রতিক্রিয়া; সাপেক্ষতা; ইন্দ্রজাল, বশীকরণাদি কর্ম। সম্—প্র—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। ২। ইন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধ। সম্—প্র—যুজ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

সম্প্রয়োগী (-য়োগিন্)—ঐন্দ্রজালিক; অর্থাদি প্রয়োগকর্তা; কামুক, লম্পট। সম্—প্র—যুজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

সম্প্রসাদ—যোগাদিশাস্ত্রোক্ত চিত্তের নির্মলতা-সম্পাদক যত্ন বিঃ; প্রসন্নতা; সুষুপ্তি; বিশ্বাস। সম্—প্র—সদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সম্প্রসারক—বিবর্ধক, যাহা প্রসারিত করে এমন, adjunct. সম্—প্র—সৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -সারিকা।

সম্প্রসারণ—বাড়ানো, বিস্তারণ; ব্যাকরণের সংজ্ঞা বিঃ, য-ব-র-ল-স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ঌ হওয়া, মুগ্ধবোধে—'জি' সংজ্ঞা। সম্—প্র—সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, -রিত।

সম্প্রহার—১। যুদ্ধ, রণ। সম্—প্র—হৃ+ঘঞ্ অধি। ২। হনন, সম্যক্ প্রহার; গমন। সম্—প্র—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সম্প্রাপ্ত—১। সম্যক্ লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে এমন। সম্—প্র—আপ্+ক্ত কর্ম। ২। আগত, উপস্থিত; ফলিত। সম্—প্র—আপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্প্রাপ্তি—লাভ, প্রাপ্তি; উপস্থিতি। সম্—প্র—আপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সম্প্রীতি—বিশেষ ভালবাসা বা বন্ধুত্ব; সম্যক্ প্রণয়; হর্ষ; সন্তোষ। সম্—প্রী+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**সম্প্রীত**।

সম্বদ্ধ—১। সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট; সংযুক্ত, মিলিত। সম্—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। উত্তমরূপে বদ্ধ, দৃঢ়বদ্ধ। সম্—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**সম্বন্ধ**।

সম্বন্ধ—১। সম্পর্ক, সংসর্গ, relation; সংযোগ, মিলন, connection; সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি; যোগ্যতা; সজ্ঘটন; সমীচীনতা, উপযুক্ততা। সম্—বন্ধ্+ঘঞ্ ভাব। ২। সখ্য, মিত্রতা; কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা; (ব্যাক) জন্যজনকত্বাদি, possessive case. সম্—বন্ধ্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৩। বিবাহের প্রস্তাব। বাংপ্র। বি।

সম্বন্ধসূচক—যাহাতে কোন সম্পর্ক বুঝায় এমন; সম্পর্কপ্রকাশক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সূচিকা।

সম্বন্ধিনী—সম্পর্কবিশিষ্টা, সম্বন্ধযুক্তা; কুটুম্বিনী। সম্বন্ধিন্+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

সম্বন্ধী—শ্যালক। বাংপ্র। বি।

সম্বন্ধী (-ন্ধিন্)—সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পর্কী ; স্ত্রীর ভ্রাতা ; কুটুম্ব ; সদ্‌গুণবিশিষ্ট ; বিদ্বান্ ; সুদৃশ্য। সম্বন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ন্ধিনী**।

সম্বন্ধীয়—বিষয়ক ; সম্পর্কীয়। সম্বন্ধ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সম্বরবৈরী (-রিন্)—সম্বরারি (তাহা দ্রঃ)।

সম্বরণ—'সংবরণ' দ্রঃ।

সম্বরা—১। সংযত করা ; ক্রোধ প্রঃ দমন করা ; সাঁতলানো। কপ্র। ক্রি। ২। ফোড়ন। বাংপ্র। বি।

সম্বরারি—কামদেব, কন্দর্প। সম্বরের (সম্বরদৈত্যের) অরি (শত্রু), ৬ বি ; পুং।

সম্বর্দ্ধক—'সংবর্ধক' দ্রঃ।

সম্বর্দ্ধন, সম্বর্দ্ধনা—'সংবর্ধন', 'সংবর্ধনা' [দ্রঃ।

সম্বর্দ্ধিত—'সংবর্ধিত' দ্রঃ।

সম্বল—১। পাথেয়, পথ-খরচ ; সংস্থাপন, পুঁজি ; অবলম্বন। সম্—বল্+ক বি ; পুং বা ক্লী। ২। জল। শম্+অলচ্ কর্ত্তৃ (নিপা)। বি ; ক্লী।

সম্বলশূন্য, -হীন—সংস্থানশূন্য, উপায়হীন। ৩য়াতৎ। বিণ।

সম্বলিত—'সংবলিত' দ্রঃ।

সম্বাই—অঙ্গমর্দন করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

সম্বাদী (-দিন্)—সংগীতে বাদীর সহগামী (সুর)। সম্-বদ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্বাধ—১। বাধা ; ভয় ; সংকট ; ভিড় ; সংঘর্ষ ; গোনিমার্গ ; সংকুচিত যোনি ; নরকের পথ। সম্—বাধ্+অচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং। ২। সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, কম চওড়া ; জনতাপূর্ণ। সম্—বাধ্+অচ্ কর্ত্তৃ ; অথবা, সম্ (সম্যক্) বাধা যাহাতে এরূপ, বহু। বিণ।

সম্বাধন—১। বাধা দেওয়া। সম্—বাধ্+অনট্ ভাব। ২। দ্বারপাল। সম্—বাধ্+অন কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

সম্বাহন—'সংবাহন' (অঙ্গমর্দন, গা টেপা)-স্থানে প্রা কপ্র (তাহা দ্রঃ)। (ক্রিয়ারূপ—সম্বহই, সম্বাহব, সম্বাহি ইঃ।)

সম্বিৎ—'সংবিৎ' দ্রঃ।

সম্বিত—১। সংযুক্ত ; সুস্থ। বিণ। ২। চৈতন্য ; সোয়াস্তি। প্রা কপ্র। বি।

সম্বিধান—'সংবিধান' দ্রঃ।

সম্বুদ্ধ—১। বুদ্ধাবতার। বি ; পুং। ২। চৈতন্যবিশিষ্ট, জাগরিত, চেতনাযুক্ত ; প্রবুদ্ধ। সম্ (সম্যক্) বুদ্ধ (জ্ঞানী), প্রাদি। বিণ।

সম্বুদ্ধি, সম্বোধন—আহ্বান ; আমন্ত্রণ ; অভিভাষণ ; অভিমুখীকরণ, দর্শন ; বিশেষণ ; (ব্যাক) বিভক্তি বিঃ। সম্—বুধ্+ক্তি, অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সম্বোধা—সম্বোধন করা। কপ্র। ক্রি।

—১। সম্ভাবনা ; উৎপত্তি, জন্ম ; যোগ্যতা ; উপায় ; যুক্তি, আপদ ; সংকেত ; ক্ষতি, ধ্বংস ; সমীচীনতা ; উপযুক্ততা ; পরিচয় ; সখ্য ; শক্তি, ক্ষমতা। সম্ (সম্যক্) —ভূ (হওয়া)+অপ্ ভাব। ২। হেতু, কারণ। সম্—ভূ+অপ্ করণ। বি ; পুং। ৩। সম্ভাব্য, হইবার বা ঘটিবার যোগ্য, সম্ভবপর। বাংপ্র। বিণ।

সম্ভবপর, -যোগ্য—সম্ভাবনাযুক্ত ; যোগ্যতাবিশিষ্ট, যাহা হইতে পারে এমন, possible. সম্ভব পর (প্রধান) যাহাতে, বহু ; সম্ভবের যোগ্য, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

সম্ভবাতীত—অসম্ভব, যাহা হইতে পারে না এমন ; কারণবিহীন। সম্ভবকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

সম্ভাইল—প্রবেশ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

সম্ভাবন, সম্ভাবনা—হইতে পারা বা ঘটিতে পারার অবস্থা বা যোগ্যতা ; "যদি এ প্রকার হয়" এই তর্ক ; অনুগ্রহ ; সুখ্যাতি, যশঃ ; পূজা, সৎকার ; সম্মান ; স্বীকার ; চিন্তা ; সম্পাদন ; অভিসন্ধি ; কাব্যালংকার বিঃ ; (ব্যাক) ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়রূপ লিঙ্গার্থ বিঃ। সম্—ভূ+ণিচ্ +অনট্ ভাব ; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

সম্ভাবনীয়—সম্ভাব্য, হইবার বা ঘটিবার যোগ্য, probable. সম্—ভূ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সম্ভাবিত—সম্ভাবনার যোগ্য ; সম্ভাবনার বিষয়, সন্দেহের বিষয় ; সৎকৃত, পূজিত ; সম্মানিত ; অনুগৃহীত ; বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ; নিশ্চয়প্রধান ; চিন্তিত ; তর্কিত ; বহুমত। সম্—ভূ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্ভাব্য—যাহা হইতে পারে এমন ; শ্লাঘ্য, প্রশংসনীয়। সম্—ভূ+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

সম্ভায়ল—প্রবেশ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

সম্ভার—১। আয়োজন ; সংগ্রহ ; সরবরাহ, পরিপূর্ণতা ; পুষ্টিসাধন, পোষণ। সম্—ভৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। সমূহ, রাশি ; উপকরণ। সম্—ভৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং। ৩। সংবরণ। প্রা কপ্র। ক্রি।

সম্ভালি—প্রবেশ করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষা—পরস্পর কথোপকথন, আলাপ ; অভিভাষণ, সম্বোধন। সম্—ভাষ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব ; ৩য় পক্ষে অ ভাব+আপ্। বি ; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

সম্ভাষা—আলাপ করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [রূপ :—**সম্ভাষই**—আলাপ করে ; **সম্ভাষসি**—আলাপ করিতেছে ইঃ]।

সম্ভূত—উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত। সম্—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্ভূতি—উৎপত্তি, উদ্ভব ; বিভূতি ; ক্ষমতা, শক্তি ; যোগ ; ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বিঃ। সম্—ভূ +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সম্ভূয়সম্ভাষ—পরস্পর মিলিত হইয়া সন্ধি-করণ। সম্—ভূ+ল্যপ্, অনন্তরার্থে ; সম্ভূয় (সম্মিলিত হইয়া)—সম্—ধা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্ভূয়সমুত্থান—অংশীদিগের একযোগে মিলিয়া বাণিজ্য, সমবায়-বাণিজ্য ; তদ্ঘটিত বিবাদ। সম্ভূয় (একত্রিত হইয়া)—সম্—উৎ—স্থা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্ভৃত—যত্নসাধিত ; সঞ্চিত ; দত্ত ; জনিত ; লব্ধ ; পরিপূর্ণ ; সম্যক্ বর্ধিত ; পরিপুষ্ট ; প্রস্তুত ; সংকলিত। সম্—ভৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্ভৃতি—ভরণ, প্রতিপালন ; সম্যক্ পোষণ ; পরিপূর্ণতা ; বর্ধন, প্রস্তুতকরণ ; সঞ্চয়। সম্—ভৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সম্ভোগ—শৃঙ্গার বিঃ ; রতিক্রিয়া ; উপভোগ, সুখাস্বাদন ; হর্ষ। সম্—ভুজ্+ঘঞ্ ভাব, অপা। বি ; পুং।

সম্ভ্রম—সম্মান, গৌরব, মান্যতা ; আদর ; ভয় ; ভ্রান্তি ; ঘূর্ণন ; ভয়াদিজনিত ত্বরা ; আনন্দ বা ভয়াদিজনিত ব্যগ্রতা, আবেগ ; খাতির দেখানোর জন্য ব্যস্ততা। সম্—ভ্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সম্ভ্রান্ত—মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী ; আদরণীয় ; সম্যক্ ভ্রান্ত ; ত্বরাবিশিষ্ট। সম্—ভ্রম্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্ভ্রান্ততন্ত্র—সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিগণের হস্তগত রাজশাসন, aristocracy. সম্ভ্রান্তদিগের তন্ত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সম্মত—অনুমত, অনুমোদিত ; অভিপ্রেত, অভিমত ; সম্মতিযুক্ত, স্বীকৃত। সম্—মন্ (অনুমতি করা ইঃ)+ক্ত কর্ম, কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্মতি—মত, অভিমত ; সমর্থন ; অভিপ্রায় ; অনুমতি, আজ্ঞা ; ইচ্ছা, বাসনা ; সম্মান ; ঐকমত্য ; আত্মবোধ। সম্—মন্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সম্মদ—১। আহ্লাদ, আমোদ, হর্ষ। সম্—মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অপ্ ভাব। বি ; পুং। ২। সুখী ; আহ্লাদিত, আনন্দিত। সম্—মদ্+অচ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্মাদ—উন্মাদ, মত্ততা ; অভিরোষ। সম্—মদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সম্মান—পূজা ; সমাদর, খাতির, মর্যাদা ; গৌরব। সম্—মান্ (পূজা করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সম্মানন, সম্মাননা—সম্মান প্রদর্শন, সংবর্ধনা। সম্—মান্ (পূজা করা)+অনট্

ভাব ; পক্ষে অন ভাব+আপ্‌। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

সম্মানরক্ষা—মান রাখা ; খাতির রাখা ; মর্যাদা-রক্ষণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সম্মানাস্পদ—শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সম্মানিত—যাহাকে সম্মান বা সমাদর দেখান হয় বা হইয়াছে এমন ; সমাদৃত ; পূজিত, সৎকৃত। সম্—মান্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্মার্জ(র্জ্জ)ক—১। পরিষ্কারক। সম্—মৃজ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**র্জিকা**। ২। সম্মার্জনী। সম্—মৃজ্+ঘঞ্ করণ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

সম্মার্জ(র্জ্জ)ন—শোধন, পরিষ্করণ। সম্—মৃজ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্মার্জ(র্জ্জ)নী—মার্জনী, ঝাঁটা। সম্—মৃজ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সম্মিত—তুল্য, সদৃশ, সমান ; তুল্যপরিমাণ ; অনুযায়ী ; পরিমিত। সম্—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্মিলন—মিলন, সংযোগ, union ; একত্র হওয়া, সাক্ষাৎকার, meeting. সম্—মিল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। (মতান্তরে সম্মেলন।)

সম্মিলনী—সমিতি, সংঘ ; সভা। সম্মিলন+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সম্মিলিত—সংযুক্ত, মিলিত, একত্রিত। সম্—মিল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্মুখ—১। আভিমুখ্য। মুখের সমীপ, অগ্রভাগ। বি ; ক্লী। ২। সমক্ষ, অভিমুখ ; মুখামুখি ; সামনেকার। সংগত মুখকে, প্রাদি। বিণ।

সম্মুখবর্তী (-বর্তিন্), -**বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—সম্মুখে অবস্থিত। উপতৎ ; সম্মুখ—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**র্ত্তিনী**। বি, -**র্ত্তিতা**।

সম্মুখসংগ্রাম, -**সমর**—সামনাসামনি যুদ্ধ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

সম্মুখসহ—সম্মুখে বর্তমান। উপতৎ ; সম্মুখ—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

সম্মুখীন—অভিমুখে স্থিত, সম্মুখবর্তী ; অভিমুখ ; প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সম্মুখে গত। সম্মুখ+ঈন বিদ্যমানার্থে। বিণ।

সম্মূঢ়—নির্বোধ, অজ্ঞান ; অতিশয় মোহযুক্ত, বিমুগ্ধ। সম্—মুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্মেলন—একত্র হওয়া ; সমিতি সভা প্রভৃতে লোকের একত্র হওয়া, meeting, gathering ; জনসমূহকে একত্র করা। সম্—মিল্ বা মিল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্মোহ—মুগ্ধকরণ ; অতিশয় মোহ। সম্—মুহ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সম্মোহন—১। মোহজনক, মোহকারক। বিণ। ২। কন্দর্পের বাণ বিঃ। সম্—মুহ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং। ৩। মুগ্ধকরণ, fascination. সম্—মুহ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্মোহিত—অতিশয় মোহপ্রাপ্ত, বিমোহিত। সম্ (সম্যক্) মোহিত, প্রাদি। বিণ।

সম্যক্ (সম্যচ্)—১। সর্বপ্রকারে ; সমগ্ররূপে ; উপযুক্তরূপে ; উত্তমরূপে। ক্রি-বিণ। ২। সমুদয়, সম্পূর্ণ, সকল ; সত্য, যথার্থ ; সহিত ; শুদ্ধ ; মনোজ্ঞ, সুন্দর ; সংগত, উপযুক্ত ; যোগ্য। সম্—অন্চ্+কিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সমীচী**।

সম্রাজ্ঞী—১। মহারানী, রাজরাজেশ্বরী। সম্ (সম্যক্) রাজ্ঞী, প্রাদি (পাণিনিমতে সংরাজ্ঞী)। ২। সম্রাটের পত্নী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

সম্রাট্ (সম্রাজ্)—একচ্ছত্র রাজা, সার্বভৌম, সর্বভূমীশ্বর রাজা, রাজাধিরাজ ; দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধীশ্বর এবং রাজগণের নিয়োগকর্তা। সম্—রাজ্+কিপ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং বা স্ত্রী।

সয়—সহ্য করে। বাংপ্র। ক্রি।

সযতনে—সযত্নে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

সযত্ন—চেষ্টাযুক্ত ; যত্নসহিত। যত্নের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সর—১। দুগ্ধ দধি প্রঃর সার ; লবণ ; বাণ। বি ; পুং। ২। সরোবর ; মাল্য, নর, ছড়া ; মধু ; জল। বি ; ক্লী। ৩। নির্ঝর। বি ; পুং। ৪। গমনকারী (এই অর্থে অন্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়। যথা, অগ্রসর)। সৃ (গমন করা)+অচ্ বা ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সরা, সরী**। ৫। গমন। সৃ+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

সরঃ (সরস্) (>**সর**)—১। সরোবর, পুষ্করিণী। সৃ+অস্ অধি। ২। জল ; গতি ; বাণ ; লবণ ; দধির অগ্রভাগ। সৃ+অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

সরকার—শাসকসম্প্রদায়, গভর্নমেণ্ট ; মালিক ; গোমস্তা, হিসাবরক্ষক ; কবিগানের কবিতারচনাকারী ; বাঙ্গালীর বংশগত খেতাব বা উপাধি বিঃ ; রাজস্ব আদায়ের বিভাগস্বরূপ কয়েকটি পরগনার সমষ্টি। ফা। বি।

সরকারি—সরকারের কার্য বা পদ। সরকার+ই ভাব-কর্মাদি অর্থে। ফা-মূ। বি।

সরকারী—সর্বসাধারণের, public ; মালিকের ; গভর্নমেণ্টের, গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধীয়। সরকার+ঈ সম্বন্ধার্থে। ফা-মূ। বিণ। [বি।

সরখেল—উপাধি বিঃ। <ফা 'সরখয়ল্'।

সরগরম—উষ্ণ ; উৎসাহশীল ; গুলজার। <ফা 'সর্গর্ম্'। বিণ।

সরজমিন, সরেজমিন—কোন ঘটনার স্থান, অকুস্থান। <ফা 'সর্জমীন' (=ভূপৃষ্ঠ)। বি।

সরঞ্জাম—উপকরণ ; আসবাবপত্র, হাতিয়ারপাতি। ফা। বি।

সরট—কৃকলাস, কাঁকলাস ("সরট-শরীর-সম দীর্ঘ ক্ষীণকায়"—পদ্যপাঠ)। সৃ+অটন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সরণ—১। গমন ; লৌহমল। সৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। গমনশীল। সৃ+অন কর্তৃ। বিণ।

সরণি, সরণী—পথ, বর্ত্ম ; সারি, পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী ; রীতি, পদ্ধতি ; গলরোগ বিঃ। সৃ+অনি করণ ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সরপুরি—লুচির মত করিয়া ঘিয়ে ভাজা সর। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। [বি।

সরপোশ—গেলাস ইঃর ঢাকনি। ফা।

সরফরাজ—১। দম্ভ করা ; প্রশংসা করা ; স্পর্ধা করা। বি। ২। মোড়ল, মেতা, কর্তা, প্রধান। ফা। বিণ। ভাববাচক বি—**সরফরাজি**।

সরবৎ—মিষ্ট পানীয় ; চিনি প্রঃ মিশ্রিত ঠাণ্ডা জল। <আ 'শরবত'। বি।

সরবরাহ—যোগান ; আয়োজন। ফা। বি।

সরভাজা—ঘৃতে দুধের সর ভাজিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ। ভাজা সর, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

সরম—লজ্জা, লাজ। <ফা 'শর্ম'। বি।

সরমা—বিভীষণ-পত্নী ; কশ্যপ-কন্যা ; কুক্কুরী। সৃ+অম কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সরল—১। অবক্র, সোজা, অকপট ; উদার ; সাধু ; সুবোধ্য ; সুসাধ্য ; সাদাসিধা, অনাড়ম্বর। বিণ। ২। দেবদারু বৃক্ষ ; শালগাছ। সৃ+অলচ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সরল করা—(গণিত) জটিল যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ ভগ্নাংশ ইঃ সমন্বিত অঙ্ক কষিয়া ফল বাহির করা, simplify.

সরলচিত্ত—১। অকপট মন, উদার অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার মন কপটতাশূন্য এমন। সরল চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সরলতা—অকপট ভাব, উদারতা ; ঋজুতা। সরল+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ—**সরল**।

সরলপ্রকৃতি, -**স্বভাব**—১। অকপট স্বভাব। কর্মধা। বি ; স্ত্রী, পুং। ২। যাহার স্বভাব উদার এমন। সরলা প্রকৃতি, স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

সরলপ্রাণ—১। যাহার মনে কপটতা নাই এমন। বহু। বিণ। ২। অকপট মন। কর্মধা। বি ; পুং।

সরলবর্গীয়—(ভূগোল) পাইন, ফার প্রঃ বৃক্ষের শ্রেণীভুক্ত, coniferous. সরলের (২) বর্গ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সরলবৃক্ষ—দেবদারু গাছসদৃশ বৃক্ষ বিঃ, চিরগাছ, pine. কর্মধা। বি; পুং।

সরলমতি—১। অকপট হৃদয়। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার হৃদয় অকপট এমন। বহু। বিণ।

সরলরৈখিক—যাহা সরল রেখায় গমন করে; সরলরেখাসম্বন্ধীয়, rectilinear. সরলরেখা+ইক সম্বন্ধার্থে। বাংপ্র। বিণ।

সরলোন্নত—সোজাভাবে খাড়া। সরল অথচ উন্নত, কর্মধা। বিণ।

সরষে—সর্ষপ। <সরিষা। বি।

সরস—১। সরোবর। বি; ক্লী। ২। রসযুক্ত সুস্বাদ; মধুর; রসাল; কাব্যরসযুক্ত, ভাবপূর্ণ; চিত্তাকর্ষক; উত্তম, উৎকৃষ্ট ('— জমি'); নূতন। রসের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সরসতা—মধুরত্ব; রসপূর্ণতা। সরস+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সরসিজ—পদ্ম, সরোজ, পঙ্কজ। অলুক্ উপপদতৎ; সরসি—জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

সরসী—সরোবর। সৃ+অস্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সরসীরুহ—সরোজ, পদ্ম। সরসী—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

সরস্বতী—বাগ্‌দেবী; ভারতী, বীণাপাণি; বাণী, বাক্য; নদী বিঃ; নদী; ব্রহ্মাণী। সরস্বৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

সরহদ্দ—সীমানা। <ফা-আ 'সর্-হদ্দ'।

সরহস্য—রহস্যযুক্ত; মন্ত্রযুক্ত; নিগূঢ় বিষয় সমন্বিত। রহস্যের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সরা—১। মাটির ঢাকনি। <শরাব। বি। ২। গমন করা; চলা; নির্গত হওয়া ('কথা —'); ব্যবহার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

সরাই—পান্থশালা, পথিকদিগের থাকিবার স্থান, পথে যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার স্থান, inn. ফা। বি।

সরাগ—অনুরক্ত, অনুরাগী; বাসনাযুক্ত; রক্তবর্ণ; রঞ্জিত। রাগের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সরানো—অন্যত্র নয়ন, নাড়া, চালানো; গোপনে লইয়া যাওয়া, চুরি করা। ক্রি [, বি, বিণ]।

সরাসরি—১। সোজাসুজি, direct; সংক্ষিপ্ত, summary. বিণ। ২। মোটামুটি-ভাবে, সংক্ষিপ্ত বা স্থূলভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সরিৎ—নদী; দুর্গা; সূত্র। সৃ+ইতি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সরিৎপতি—সমুদ্র, সাগর। সরিতের (নদীর) পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সরিষা—সর্ষপ। <সর্ষপ। বি।

সরীসৃপ—যাহারা বুকে হাঁটিয়া যায় তাহারা; সর্প কুম্ভীর কচ্ছপ ইঃ, reptile; (জ্যোতিষ) মীন বৃশ্চিক কর্কটরাশি। সৃপ্ +যঙ্‌লুক্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সরু—১। ক্ষীণ, মিহি, সূক্ষ্ম; পাতলা; কম চওড়া, সংকীর্ণ। বিণ। ২। খড়্গের মুষ্টি, মুট। সৃ+উ কর্তৃ। বি; পুং।

সরুচাকলি—কলাই বাটা প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত রুটির মত পাতলা খাদ্যদ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

সরূপ—সমানরূপ; সদৃশ রূপযুক্ত। সমান রূপ যাহার, বা, রূপের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সরূপতা—তুল্যতা, একরূপতা, সাদৃশ্য। সরূপ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সরূপে—স্বরূপতঃ, সত্য করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

সরেজমিন—'সরজমিন' দ্রঃ।

সরেস—উত্তম, উৎকৃষ্ট। <সরস। বিণ।

সরোজ—১। পদ্ম। বি; ক্লী। ২। সরোবরে জাত। উপপদতৎ; সরস্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

সরোজিনী—পদ্মিনী, কমলিনী, পদ্মের ঝাড়; পদ্মবহুল পুষ্করিণী। সরোজ (পদ্ম)+ইন্ সমূহার্থে, আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সরোদ—একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র, বীণা বিঃ। <স্বরদ। বি।

সরোবর—পদ্মাদিযুক্ত পুষ্করিণী। সরস্ (পুষ্করিণী)-মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

সরোরুহ—পঙ্কজ, পদ্ম; বড় পুকুর; হ্রদ। সরস্ (সরোবর)—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

সরোষ—ক্রুদ্ধ; ক্রোধপূর্ণ। রোষের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সর্গ—অধ্যায়, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; সৃষ্টি, নির্মাণ; উৎপাদন; নিয়ম, নিশ্চয়; মোহ; স্বভাব; মোক্ষ; যত্ন, চেষ্টা; উৎসাহ; অনুমতি; বস্তুর প্রবণতা; মত; চুক্তি; মলত্যাগ; পরিত্যাগ। সৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সর্গবন্ধ—অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ, মহাকাব্য। সর্গের বন্ধ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

সর্জ(র্জ্জ)—শালগাছ। সৃজ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সর্জ(র্জ্জ)ন—১। সৃষ্টি; বিসর্জন, ত্যাগ। সৃজ্+অনট্ ভাব। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ। সৃজ্+অনট্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

সর্জ(র্জ্জ)রস—ধুনা, শালগাছের আঠা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সর্জি(র্জ্জি), **সর্জি(র্জ্জি)কা**, **সর্জী(র্জ্জী)**—ক্ষার বিঃ, সাজিমাটি। সৃজ্+ইন্ কর্ম; কন্ স্বার্থে+আপ্; সর্জ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সর্ত(র্ত্ত)—করার, চুক্তি। <আ 'শর্ত্'। বি।

সর্দা(র্দ্দা)র—নেতা, দলপতি। ফা। বি; পুং। স্ত্রী—**সর্দারনী**।

সর্দা(র্দ্দা)রি—মোড়লি, সর্দারের কার্য বা পদ; সর্দারের ন্যায় আচরণ। সর্দার+ই কর্মার্থে। ফা-মূ। বি।

সর্দি—কফজ রোগ, cold, catarrh; ঠাণ্ডা; আর্দ্রতা। ফা। বি।

সর্দিগরমি—গরমের পরে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন রোগ বিঃ, sunstroke. দ্বন্দ্ব। ফা-মূ। বি।

সর্প—১। সাপ, ভুজঙ্গ, নাগ, ফণী। সৃপ্ +অচ্ কর্তৃ। স্ত্রী—**সর্পী**, **সর্পিণী**। ২। গমন। সৃপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সর্পণ—বক্র গমন; গতি। সৃপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সর্পভুক্ (-ভুজ্)—সর্পভক্ষক; ময়ূর; গরুড়। উপপদতৎ; সর্প—ভুজ্+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সর্পরাজ—বাসুকি, অনন্তদেব। সর্পদিগের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ+টচ্ (সমাসান্ত)। বি; পুং।

সর্পাঘাত—সাপের কামড়। সর্পকৃত আঘাত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সর্পাশন—গরুড়; ময়ূর; নকুল। সর্প—অশ্ (ভক্ষণ করা)+অন কর্তৃ। বি; পুং।

সর্পিঃ (সর্পিস্), **সর্পি**—আজ্য, ঘৃত, হবিঃ। সৃপ্+ইস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সর্পিণী—১। স্ত্রীসর্প, ভুজঙ্গী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। ২। গমনকারিণী। সর্পিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সর্পিল—সাপের গতির ন্যায় আঁকাবাঁকা; জটিল; কুটিল। সৃপ্+ইলচ্ কর্তৃ। বিণ।

সর্পী (সর্পিন্)—বিসর্পণশীল; গমনশীল। সৃপ্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সর্পিণী**। [স্ত্রী।

সর্পী—স্ত্রীজাতীয় সর্প। সর্প+ঈপ্। বি;

সর্ব(র্ব্ব)—১। সমুদয়, সমগ্র, সকল। সর্ব; বিণ। ২। শিব; বিষ্ণু। সর্ব+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)ংসহ—সকলসহিষ্ণু, সমস্ত সহ্য করিতে অভ্যস্ত। উপপদতৎ; সর্ব—সহ্+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)ংসহা—১। বসুমতী, পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ২। সমস্ত সহ্য করিতে অভ্যস্তা। সর্বংসহ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব(র্ব্ব)কর্তা (-কর্তৃ), -কর্ত্তা (-কর্ত্তৃ—ব্রহ্মা, বিধাতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)কর্মী (র্ম্মী)ণ— সকল-কর্মক্ষম সর্বকর্মন্ + ঈন নিপুণার্থে। বিণ। [পুং

সর্ব(র্ব্ব)ক্ষণ—সব সময়। কর্মধা। বি

সর্ব(র্ব্ব)গ—১। সর্বত্রগামী ; সর্বব্যাপী বিণ। ২। শিব ; আত্মা ; বায়ু। বি ; পুং ৩। জল। উপতৎ ; সর্ব—গম্ + ড কর্তৃ বি ; ক্লী।

সর্ব(র্ব্ব)গত—সর্বব্যাপী, সর্বত্রস্থিত। সর্বকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)জনীন—সর্বলোকের হিতকর, সকলের হিতকারী ; বিখ্যাত ; সর্বসাধারণের অনুষ্ঠিত। সর্বজন + ঈন হিতার্থে। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)জ্ঞ—১। শিব ; বুদ্ধ। বি ; পুং। ২। যে সকল জানে এরূপ। উপতৎ ; সর্ব —জ্ঞা + ক কর্তৃ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)তঃ(-তস্)—সকলদিকে ; সকল প্রকারে ; সকল বিষয়ে, সম্পূর্ণরূপে। সর্ব + তস্ (৭মী বা ৩য়া-স্থানে)। অ।

সর্ব(র্ব্ব)তন্ত্র -১। সাধারণতন্ত্র, republic. বি ; ক্লী। ২। স্বতঃসিদ্ধ, যে কথা প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে এমন, যাহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় এমন। সর্ব তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহু। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)তোভাবে—সকলরকমে, সর্ব-প্রকারে। সর্বতঃ ভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)তোমুখ ১। জল ; আকাশ। বি ; ক্লী। ২। মহাদেব, শিব ; চতুর্মুখ, ব্রহ্মা ; আত্মা ; ব্রাহ্মণ ; স্বর্গ ; অগ্নি। সর্বতঃ মুখ যাহার, বহু। বি ; পুং। ৩। সর্বদিগভিমুখ ; সর্বদিগ্‌বর্ত্তী ; সকল বিষয়ে স্থিত, versatile. সর্বতঃ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী।

সর্ব(র্ব্ব)ত্যাগী (-ত্যাগিন্)—যে সমস্ত বর্জন করিয়াছে এমন। উপতৎ ; সর্ব—ত্যজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ত্যাগিনী।

সর্ব(র্ব্ব)ত্র—সকল স্থানে ; সকল দিকে ; সকল কালে ; সকল বিষয়ে। সর্ব (সকল) + ৭মী-স্থানে ত্র। অ।

সর্ব(র্ব্ব)থা—সকল প্রকারে ; হেতু ; স্বীকার ; ভৃশ, অতিশয় ; নিশ্চয়। সর্ব (সকল) + থাল্ প্রকারার্থে। অ।

সর্ব(র্ব্ব)দমন—১। শকুন্তলাপুত্র, দুষ্মন্তপুত্র, ভরত। বি ; পুং। ২। সকলের দমনকারী। সর্ব (সকল)—দম্ + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)দর্শী (-দর্শিন্)—১। সর্বদ্রষ্টা, যিনি সমুদায় দর্শন করেন এমন ; অভিজ্ঞ। বিণ। স্ত্রী, -দর্শিনী। ২। বুদ্ধ ; ঈশ্বর। উপতৎ ; সর্ব—দৃশ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)দা—সদা, সকল সময়ে। সর্ব + দাচ কালার্থে। অ।

সর্ব(র্ব্ব)নাম (-নামন্)—সকলের সংজ্ঞা ব্যাকরণের সংজ্ঞা বিঃ, বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ, pronoun. সর্বের নাম (নাম শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সর্ব(র্ব্ব)নাশ—সমস্ত ক্ষয়, সকল ধ্বংস ভীষণ অনিষ্টপাত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)নাশা—সর্বনাশকারী। উপতৎ ; স —নাশ্ + আ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ, স্ত্রী -নাশী।

সর্বনাশী—সকল ধ্বংসকারিণী। সর্বনাশ (তাহা দ্রঃ) + ঈ। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

সর্ব(র্ব্ব)নাশী (-শিন্)—সকল ধ্বংস-কারী। উপতৎ ; সর্ব—নশ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -নাশিনী।

সর্ব(র্ব্ব)নিয়ন্তা (-তৃ)—সকলের নিয়ামক, সকলের পরিচালক ('— ঈশ্বর') ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -নিয়ন্ত্রী।

সর্ব(র্ব্ব)প্রথম—সকলের অগ্রবর্তী। সর্ব-মধ্যে প্রথম, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)প্রধান—সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বমধ্যে প্রধান, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)বাদিসম্মত—সমস্ত সম্প্রদায়ের অনুমোদিত, সকল লোককর্তৃক স্বকৃত সর্ববাদী কর্তৃক সম্মত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)বাদী (-দিন্)—সকল সম্প্রদায় সকলপ্রকার মতবাদী। কর্মধা। বি ; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

সর্ব(র্ব্ব)বিৎ (-বিদ্), **সর্ব(র্ব্ব)বেদী** (-বেদিন্)—১। সর্বজ্ঞ, সমস্ত জ্ঞানযুক্ত, যিনি সকল জানেন এরূপ। বিণ। (২য় পক্ষে) স্ত্রী, -বেদিনী। ২। জগদীশ্বর। উপতৎ ; সর্ব—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্, ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)ব্যাপক—সর্বত্র ব্যাপ্তিশীল, যাহা সব জায়গা বা বস্তু জুড়িয়া রহিয়াছে এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -ব্যাপিকা।

সর্ব(র্ব্ব)ব্যাপী (-পিন্)—১। সর্বত্র ব্যাপ্তিশীল, সর্বব্যাপক, all-pervading. বিণ। স্ত্রী, -ব্যাপিনী। ২। ঈশ্বর ; বায়ু। উপতৎ ; সর্ব—বি—আপ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)ভক্ষ—১। যে সমুদয় বস্তু বা খাদ্য আহার করে এমন। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষা (সংজ্ঞার্থে)। ২। হুতাশন, বহ্নি, অগ্নি। সর্ব—ভক্ষ্ + অণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)মঙ্গলময়—১। ঈশ্বর। বি ; পুং। ২। সমস্তপ্রকার কল্যাণের আধার। সর্ব-মঙ্গল + ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

সর্ব(র্ব্ব)মঙ্গলা—দুর্গা, শংকরী। সর্ব মঙ্গল যাঁহা হইতে, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সর্ব(র্ব্ব)ময়—১। সর্বাত্মক, সকলস্বরূপ, বিরাট্‌রূপী। বিণ। স্ত্রী, -য়ী। **সর্বময় কর্তা**—সর্বেসর্বা ; সর্বাধিনায়ক। ২। ঈশ্বর। সর্ব + ময়ট্ অপৃথগ্‌ভাবার্থে। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)রাত্র—সমস্ত রজনী, সমুদয় রাত্রি। সর্বা রাত্রি, কর্মধা + অচ্ সমাসান্ত। বি ; পুং। [ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সর্ব(র্ব্ব)রী– রাত্রি। সৃ + বনিপ্ কর্তৃ +

সর্ব(র্ব্ব)রীকর—চন্দ্র। সর্বরীতে কর যাহার, বহু। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)লোক—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ; সকল মানুষ। কর্মধা। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)লোকপিতামহ—ব্রহ্মা, বিধাতা। সর্বলোকের পিতামহ, ৬ষ্ঠীতৎ [স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব-জন্তু প্রঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সর্বলোকের পিতৃস্বরূপে পরিগণিত ; ব্রহ্মা এই আদি পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা, এই নিমিত্ত সর্বলোকপিতামহ]। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)শঃ (-শস্)—সর্বপ্রকারে ; সাধারণরূপে। সর্ব + শস্ বীপ্সার্থে। অ।

সর্ব(র্ব্ব)শক্তিমান্ (-মৎ)—১। সকল-প্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ, omnipotent. বিণ। স্ত্রী, -মতী। বি, -মত্তা। ২। ঈশ্বর। সর্বশক্তি + মতুপ্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)শুচি—অগ্নি। সর্ব শুচি যাহার, বহু। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)শেষ—সকলের অন্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)শ্রেষ্ঠ—সর্বোত্তম, সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট। সর্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)সম—(জ্যামিতি) সকল রকমে সমান, congruent. সর্বথারা সম, ৩য়া-তৎ। বিণ। বি, -সমত্ব, -সমতা।

সর্ব(র্ব্ব)সমক্ষে—সকলের সম্মুখে। ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

সর্ব(র্ব্ব)সমতা—সকলের প্রতি সমান জ্ঞান বা ব্যবহার ; সমুদয়ের ঐকমত্য। সর্বে সমতা, ৭মীতৎ, বা, সর্বের সমতা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সর্ব(র্ব্ব)সম্মত—সকল লোককর্তৃক অনু-মোদিত। ৩য়াতৎ। বিণ। বি, -সম্মতি।

সর্ব(র্ব্ব)সম্মতি—সকলের অনুমোদন, unanimity. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, -সম্মত।

সর্ব(র্ব্ব)সম্মতিক্রমে—সমস্ত লোকের মত অনুসারে, সকলের অনুমোদনে। সর্ব-সম্মতির ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

সর্ব(র্ব্ব)সাধারণ—সমস্ত লোক, ছোট বড় সকল লোক। কর্মধা। বি ; পুং।

সর্ব(র্ব্ব)সিদ্ধি—১। শ্রীবৃক্ষ। সর্বের সিদ্ধি যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। ২। সকল-বিষয়ে সফলতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সর্ব(র্ব্ব)স্ব—সমুদয় ধন, সকল সম্পত্তি। সর্ব স্ব (ধন), কর্মধা। বি; ক্লী।

সর্ব(র্ব্ব)স্বান্ত—১। সমস্ত ধনসম্পদের বিনাশ। সর্বস্বের অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। যাহার সমস্ত ধনসম্পদ্ শেষ হইয়াছে এমন। সর্বস্বের অন্ত হইয়াছে যাহার, বহু। বিণ।

সর্ব(র্ব্ব)স্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—সকলের সৃষ্টিকর্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্রষ্ট্রী**।

সর্বা(র্ব্বা)গ্রে—সকলের আগে। সর্বের অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

সর্বা(র্ব্বা)ঙ্গ—সকল অবয়ব। সর্ব অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

সর্বা(র্ব্বা)ঙ্গসম্পন্ন—সমস্ত অবয়বযুক্ত ত্রুটিশূন্য, নিখুঁত। ৩য়াতৎ। বিণ।

সর্বা(র্ব্বা)ঙ্গসুন্দর—সকল অংশে বা সকল বিষয়ে উত্তম; সর্বাংশে পরিপাটী। সর্ব অঙ্গ, কর্মধা; তদ্দ্বারা বা তাহাতে সুন্দর, ৩য়া বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

সর্বা(র্ব্বা)ঙ্গীণ—সকল-অবয়বীয়, সকল-অঙ্গসম্বন্ধীয়; সর্বাঙ্গব্যাপক; সকল অবয়বের হিতকারী; সম্পূর্ণ, নিখুঁত। সর্বাঙ্গ+ঈন ব্যাপ্ত্যাদি অর্থে। বিণ।

সর্বা(র্ব্বা)ণী—ভবানী, দুর্গা। সর্ব (শিব)+ ঙীপ্ (অনুক্-আগম)। বি; স্ত্রী।

সর্বা(র্ব্বা)ধিকারী (-কারিন্)—যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে এরূপ, মন্ত্রী প্রঃ; কায়স্থের উপাধি বিঃ। সর্ব যে অধিকার, কর্মধা; তদন্তরে ইন্ আছে অর্থে। বি; পু, বা বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

সর্বা(র্ব্বা)ন্তর্ভু—সকলের অন্তর্যামী ঈশ্বর। উপতৎ; সর্ব—অন্ত—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সর্বা(র্ব্বা)পেক্ষা-ন্যায়—ন্যায় বিঃ [অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে একজন আগে আসিলে তাহাকে আহার দেওয়া যায় না, সকলের আগমন অপেক্ষা করিতে হয়। এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শন এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। সর্বের অপেক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সর্বা(র্ব্বা)র্থসাধিকা—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। সকল প্রয়োজন সম্পাদনকারিণী। সর্ব অর্থ, কর্মধা; সর্বার্থের সাধিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ; স্ত্রী।

সর্বা(র্ব্বা)র্থসিদ্ধ—১। বুদ্ধ। বি; পুং। ২। সকল-প্রয়োজনসিদ্ধিযুক্ত। সর্বার্থ সিদ্ধ যাহাতে, বহু। বিণ।

সর্বা(র্ব্বা)শী (-শিন্)—১। অগ্নি। বি; পুং। ২। সমস্ত-ভক্ষণকারী। উপতৎ; সর্ব—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

সর্বে(র্ব্বে)শ্বর—১। শিব, শংকর, মহাদেব; সার্বভৌম, সকলের রাজা। বি; পুং। ২। সকলের প্রভু। সর্বের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

সর্বেসর্বা—সকলের উপরিতন, একমাত্র কর্তা, all in all; ইচ্ছামত কার্য করিতে সমর্থ। বাংপ্র। বিণ।

সর্বো(র্ব্বো)ত্তম—সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সব-চেয়ে ভাল। সর্বমধ্যে উত্তম, ৭মীতৎ। বিণ।

সর্বো(র্ব্বো)ত্তর—সকলের অপেক্ষা অধিক; সর্বপ্রধান। সর্ব হইতে উত্তর (অধিক), ৫মীতৎ। বিণ।

সর্বো(র্ব্বো)পরি—সকলের উপর। ৬ষ্ঠীতৎ। অ।

সর্বৌ(র্ব্বৌ)ষধি—কুষ্ঠ মাংসী হরিদ্রা বচ শৈলের চন্দন চম্পক মুরা কর্পূর মুস্তা—এই কয়টি। সর্ব ওষধি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সর্ষপ—সরিষা, rape-seed, mustard. সৃ+অপ অপ্ (স্-আগম)। বি; পুং।

সলজ্জ—সব্রীড়, লজ্জাযুক্ত। লজ্জার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সলা—পরামর্শ। <আ 'সলাহ্'। বি।

সলাজ—লজ্জাযুক্ত। বহু। <সলজ্জ। বিণ।

সলিতা—প্রদীপের বর্তিকা, সরু পলতে। বাংপ্র। বি।

সলিল—বারি, অম্বু, জল। সল্ (গমন করা)+ইলচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সলিলক্রিয়া—তর্পণাদি; জলদ্বারা চিতা ধৌতকরণ। সলিল দ্বারা ক্রিয়া (কলাপ), ৩য়াতৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পুং।

সলিলনিধি—জলনিধি, সমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ।

সলিলসমাধি—জলে ডুবিয়া বিনাশ। ৭মীতৎ। বি; পুং।

সলীল—লীলাযুক্ত, ক্রীড়াকারী; কৌতুকী, কৌতূহলী; ভঙ্গীসহিত। লীলার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সল্লকী—সজারু পশু; বাবলা গাছ। সৎ—লক্+অচ্ কর্তৃ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

সশঙ্ক—শঙ্কাযুক্ত, চকিত, ভীত, ত্রস্ত। শঙ্কার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সশঙ্কে**।

সশঙ্কচিত্ত—১। ভয়যুক্ত মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার মনে ভয় আছে এমন, বহু। বিণ।

সশঙ্কিত—শঙ্কাযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

সশব্দ—শব্দসহিত। শব্দের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সশব্দে—শব্দ করিয়া। শব্দের সহিত বর্তমান যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সশরীরে—স্বয়ং; মূর্তিধারণ করিয়া। শরীরের সহিত বর্তমান, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সশল্য—কণ্টকবিদ্ধ; শেলবিদ্ধ; কষ্টদায়ক, পীড়াদায়ক; দুষ্কর। শল্যের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সশস্ত্র—শস্ত্রধারী, যাহার হাতে শস্ত্র রহিয়াছে এমন, armed. শস্ত্রের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সসংজ্ঞ—নামযুক্ত; চেতনাযুক্ত। সংজ্ঞার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সসজ্জ—সজ্জিত, সজ্জাযুক্ত। সজ্জার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সসত্ত্ব—প্রাণিযুক্ত। সত্ত্বের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। [বিণ; স্ত্রী।

সসত্ত্বা—গর্ভবতী, গর্ভিণী। সসত্ত্ব+আপ্।

সসম্ভ্রম—গৌরবযুক্ত; ত্বরান্বিত, দ্রুত; সম্মানসূচক-ভাবযুক্ত। সম্ভ্রমের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সসম্ভ্রমে**।

সসম্মান—সম্মানসূচক-ভাবযুক্ত। সম্মানের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সসম্মানে—সম্মানের সহিত, সম্মানপ্রদর্শন-পূর্বক। সম্মানের সহিত বর্তমান, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সসাগরা—সমুদ্রসমেতা, সাগরপরিবেষ্টিতা। ('— পৃথিবী')। সাগরের সহিত বর্তমান, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সসীম—সীমাযুক্ত, finite. সীমার সহ বর্তমান, বহু। বিণ।

সসেমিরা—সংকটজনক অবস্থা; কঠিন সমস্যা; বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা। [কালিদাসের গল্প হইতে—বিশ্বাসঘাতক রাজপুত্র বন্ধু ভল্লুককে ব্যাঘ্রমুখে ফেলিতে চাহিলে, ভল্লুক 'সসেমিরা' বলিয়া তাঁহার গণ্ডে চপেটাঘাত করে। কালিদাস চারিটি অক্ষর চারি চরণের আদ্য অক্ষর করিয়া একটি শ্লোক রচনা করেন]। বি।

সসৈন্য—সেনাসমন্বিত, সৈন্যযুক্ত। সৈন্যের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সসৈন্যে**।

সসৌষ্ঠব—বেগগামী, সত্বর; অতিসুন্দর। সৌষ্ঠবের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সস্তা—সুলভ, যাহার দাম কম এমন, কম-দামী। বাংপ্র। বিণ।

সস্ত্রীক—স্ত্রীসহিত, সপত্নীক, ভার্যার সহ। স্ত্রীর সহিত বর্তমান, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

সস্নেহ—স্নেহযুক্ত; বাৎসল্যযুক্ত। স্নেহের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সস্নেহে**।

সস্পৃহ—অভিলাষপূর্ণ; স্পৃহাযুক্ত, ইচ্ছুক, লোভী। স্পৃহার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সস্মিত—ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সহাস্য। স্মিতের (ঈষৎ হাস্যের) সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সহ—১। সহিত; সাহিত্য; সাকল্য; সাদৃশ্য; বিদ্যমানতা; সমৃদ্ধি; সম্বন্ধ। অ। ২। বল, শক্তি। সহ্ (সহ্য করা)+অচ্ করণ। বি; পুং বা স্ত্রী। ৩। সহায়; সহিষ্ণু; সমর্থ। সহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

সহকর্মা (-কর্মন্), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন্)—সহায়, সাহায্যকারী। সহ (সহিত) কর্ম (কর্মন্) যাহার, বহু। বিণ।

সহকর্মী (-র্মিন্), **-কর্ম্মী** (-র্ম্মিন্)—একত্র কার্যকারী, colleague. সুপ্। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-কর্মিণী**।

সহকার—১। সহায়তা, সাহায্য। সহ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ। সহ (যুগপৎ)—কৃ (বিক্ষেপ করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সহকারিতা—সাহায্য, সহকারীর কার্য। সহকারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-কারী** (-কারিন্)।

সহকারী (-কারিন্)—সহায়, সাহায্যকারী। সহ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**। বি, **-কারিতা**।

সহগমন—সহমরণ, স্বামীর সহিত চিতাগ্নিতে স্ত্রীর শরীর বিসর্জন; সঙ্গে গমন। সহ—গম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সহগামী (-গামিন্)—সঙ্গী; অনুবর্তী; সঙ্গে গমনকারী। উপতৎ; সহ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

সহচর—অনুচর, সঙ্গী; বয়স্য, বন্ধু, সখা; জামিন, প্রতিভূ। সহ—চর্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

সহচরী—সখী, সঙ্গিনী; পত্নী, ভার্যা। সহচর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সহচারী (-চারিন্)—সঙ্গী। সহ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

সহজ—১। জন্মগত; স্বাভাবিক; সুলভ; অনায়াসসিদ্ধ; সুবোধ্য; সরল; যাহা কঠিন নহে এমন, সুকর; অকৃত্রিম; সহজাত; প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক। বিণ। ২। সহোদর, এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা; স্বভাব; (জ্যোতিষ) জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় স্থান। উপতৎ; সহ—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

সহজজ্ঞান, **-প্রবৃত্তি**—জন্মগতবোধ, সহজাত-সংস্কার, instinct. কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

সহজবিশ্বাস—স্বাভাবিক ধারণা; অল্প আয়াসে জাত বিশ্বাস। কর্মধা। বি; পুং। বিণ, **-বিশ্বাসী**।

সহজমিত্র—স্বাভাবিক সুহৃৎ; ভাগিনেয় পিসতুতো ভাই প্রঃ [ইহারা বিষয়ের অংশী নয় বলিয়া স্বাভাবিক মিত্র]। সহজ মিত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

সহজলব্ধ—অনায়াসে প্রাপ্ত। সহজে লব্ধ, সুপ্। বিণ।

সহজশত্রু—স্বাভাবিক শত্রু [বৈমাত্রেয়, পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদি; ইহারা পৈতৃক ধনের অংশী, সুতরাং জন্মের সঙ্গেই ইহাদিগের শত্রুভাব উৎপন্ন হয়]। সহজ শত্রু, কর্মধা। বি; পুং।

সহজাত—জন্মসহ উৎপন্ন, একই সময়ে উৎপন্ন। সুপ্। বিণ।

সহজাতসংস্কার—সহজজ্ঞান, সহজপ্রবৃত্তি। কর্মধা। বি; পুং।

সহজিয়া—১। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিঃ; বৈষ্ণবসাধনার পদ্ধতি বিঃ। বি। ২। প্রাকৃতিক। বাংপ্র। বিণ।

সহজেতর—অস্বাভাবিক, অলৌকিক। সহজ হইতে ইতর, ৫মীতৎ। বিণ।

সহদেব—মাদ্রীর গর্ভজাত পাণ্ডুর কনিষ্ঠ পুত্র। দেবের (ক্রীড়ার, বা দেবতাদের) সহিত বর্তমান, বহু। বি; পুং।

সহধর্মি(ম্মি)ণী—স্ত্রী, ভার্যা, ভর্তার সহিত ধর্মানুষ্ঠানকারিণী। সহ (সমান) ধর্ম, সুপ্; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সহন—১। সহিষ্ণু। সহ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। সহ্য করা ক্ষমা; প্রতীক্ষা। সহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**সহনীয়**।

সহনীয়—সহ্য করিবার যোগ্য। সহ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সহপাঠী (-পাঠিন্)—এক বিদ্যালয়ে বা এক গুরুর নিকট এক শ্রেণীতে বা একত্র অধ্যয়নকারী। উপতৎ; সহ—পঠ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পাঠিনী**।

সহবত—সঙ্গ; সঙ্গজনিত শিক্ষা। <আ 'সুহ্‌বৎ'। বি। [বি।

সহবর্তী—সঙ্গী। সহবৎ+ঈ। প্রা কপ্র।

সহবাস—একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস; স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস; স্ত্রীপুরুষের যোগ, সম্ভোগ। সহ—বস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সহভাবী (-ভাবিন্)—সহায়, আনুকূল্যকারী; সহোদর, সোদর; সহচর; একসঙ্গে উৎপন্ন বা বর্তমান। সহ (সহিত)—ভূ (হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

সহমরণ—অনুমরণ, মৃত পতির সহিত মরণ, মৃত স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণপূর্বক প্রাণত্যাগ। সুপ্। বি; ক্লী।

সহমৃতা—যে স্ত্রী মৃত স্বামীর চিতায় প্রাণত্যাগ করে সে। সহ (সহিত) মৃতা, সুপ্। বি; স্ত্রী।

সহযাত্রা—একসঙ্গে প্রস্থান। সুপ্। বি; স্ত্রী।

সহযাত্রী (-যাত্রিন্)—একসঙ্গে গমনকারী। সহ যাত্রী, সুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-যাত্রিণী**।

সহযায়ী (-যায়িন্)—একত্র গমনকারী, যাহারা মিলিত হইয়া গমন করে এমন। উপতৎ; সহ—যা (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী**।

সহযোগ—সংযোগ, মিলন; সাহায্য, সহকারিতা, co-operation. সহ—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সহযোগিতা—একসঙ্গে কার্যকরণ; সহকারিতা। সহযোগিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-যোগী** (-যোগিন্)।

সহযোগী (-যোগিন্)—সাহায্যকারী; একসঙ্গে কার্যকারী। সহযোগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**। বি, **-যোগিতা**।

সহর—নগর। ফা। বি। বিণ—**সহুরে**।

সহর্ষ—হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত। হর্ষের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সহসা—হঠাৎ, অকস্মাৎ; শীঘ্র। সহ+অসা ভাব। অ।

সহস্র—হাজার, দশশত সংখ্যা; ১০০০-সংখ্যক। সহ (সমান)—হস্+র কর্তৃ। বি বা বিণ; ক্লী।

সহস্রকর, **-কিরণ**—সূর্য, সহস্রাংশু। সহস্র কর, কিরণ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

সহস্রতম—হাজার সংখ্যার পূরক। সহস্র+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

সহস্রধা—সহস্রবার; সহস্রপ্রকার। সহস্র+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

সহস্রনয়ন, **সহস্রনেত্র**—ইন্দ্র। সহস্র নয়ন, নেত্র যাঁহার, বহু। বি; পুং।

সহস্রপাৎ (-পাদ্), **সহস্রপাদ**—শ্রীবিষ্ণু; সূর্য, ব্রহ্মা, জগদীশ্বর। সহস্র পাদ (চরণ বা রশ্মি) যাঁহার, বহু (পাদ-স্থানে বিকল্পে পাদ্)। বি; পুং।

সহস্রবাহু, **-ভুজ**—বিষ্ণু; কার্তবীর্যার্জুন। সহস্র বাহু, ভুজ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

সহস্রভুজা—মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী। সহস্র ভুজ যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

সহস্ররশ্মি, **সহস্রাংশু**—সূর্য। সহস্র রশ্মি, অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং। [বহু। বি; পুং।

সহস্রলোচন—ইন্দ্র। সহস্র লোচন যাঁহার,

সহস্রশঃ (-শস্)—সহস্র সহস্র, বহু সংখ্যক। সহস্র+শস্ বীপ্সার্থে। অ।

সহস্রাংশু—'সহস্ররশ্মি' দ্রঃ।

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র; বিষ্ণু। সহস্র অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

সহস্রাধিক—হাজারের বেশী। সহস্র হইতে অধিক, ৫মীতৎ। বিণ।

সহস্রার—শিরোমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীস্থিত সহস্রদলপদ্ম। সহস্র অর (দল) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

সহস্রী (-স্রিন্)—সহস্রপতি; সহস্রবিশিষ্ট; হাজার সৈন্যের নায়ক। সহস্র+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -স্রিণী।

সহা—সহ্য করা; সহনীয় হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সহাধ্যায়ী (-য়িন্)—সহপাঠী, একই সময়ে এক গুরুর শিষ্য। সহ (সহিত)—অধি—ই+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

সহানো—সহ্য করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সহানুভূতি—অন্যের সুখদুঃখাদিতে তাদৃশ সুখদুঃখাদির অনুভব। সহ অনুভূতি, সুপ্। বি; স্ত্রী।

সহায়—১। সাহায্যকারী, যে আনুকূল্য করে এমন, সহকারী, পৃষ্ঠপোষক। বিণ। ২। সহচর। সহ (সহিত)—ই+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সহায়ক—সাহায্যকারী, পরিপোষক; পৃষ্ঠপোষক। সহ—ই+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িকা।

সহায়তা—সাহায্য, আনুকূল্য। সহায়+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সহাস, সহাস্য—হাস্যযুক্ত। হাসের, হাস্যের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সহাস্যবদন—১। হাসিমাখা মুখ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। হাসিমাখামুখযুক্ত। বহু। বিণ।

সহি—১। সহ্য করি। কপ্র। ক্রি। ২। সখী। প্রা কপ্র। ৩। দস্তখত, স্বাক্ষর। <আ 'সহীহ্'। বি। ৪। অনুযায়ী; সমান; প্রমিত; সম্মতি। আ-মূ। অ। ৫। প্রামাণিক, স্বীকার্য। বাংপ্র। বিণ।

সহিত—১। সমন্বিত; সংযুক্ত। সম্—ধা+ক্ত কর্ম। ২। হিতকর, ইষ্টসাধক। সম্ (সম্যক্) হিত যাহা হইতে, বহু (হিত-শব্দ পরে সম্-শব্দের মকারের বিকল্পে লোপ; পক্ষে সংহিত)। বিণ।

সহিষ্ণু—সহনশীল, ক্ষমাবান্; প্রতীক্ষাশীল। সহ+ইষ্ণু কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

সহিষ্ণুতা—ক্ষমা, সহনশীলতা; প্রতীক্ষা। সহিষ্ণু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সহিস—অশ্বপাল, ঘোড়ার পরিচারক। <আ 'সাইস'। বি।

সহুব—সহিবে ("সো নাহি সহব হি হামার পরাণ"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

সহৃদয়—দয়ালু; প্রসন্নচিত্ত; সদন্তঃকরণ; আন্তরিক; সামাজিক; রসজ্ঞ; বিদ্বান্। হৃদয়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সহোক্তি—কাব্যের অলংকার বিঃ [ইহা অতিশয়োক্তি অলংকারের প্রকারভেদ মাত্র। সহার্থক শব্দের বলে এক বস্তু উভয়ের বাচক হইলে এই অলংকার হয়। এই স্থলে যে অতিশয়োক্তি হয়, তাহা ভেদসত্ত্বেও অভেদ কল্পনা দ্বারা অথবা কার্যকারণের পৌর্বাপর্য বিপর্যয়দ্বারা সংঘটিত হয়। এই অভেদ কল্পনা আবার শ্লেষমূলক বা অশ্লেষমূলক হইতে পারে। যথা—"ধৈরয লাজ মান সঙ্গে ভাগল।"—গোবিন্দ]। সহ উক্তি, সুপ্। বি; স্ত্রী।

সহোঢ়—১। অজ্ঞাতগর্ভা পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভ। উঢ়ার (পরিণীতার) সহিত বর্তমান, বহু। ২। অপহৃত দ্রব্য সহিত ধৃত তস্কর। উঢ়ের (অপহৃত দ্রব্যের) সহিত বর্তমান, বহু। বি; পুং।

সহোঢ়জ—অজ্ঞাতগর্ভা পরিণীতার সন্তান। উপতৎ; সহোঢ়—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

সহোদর—এক মাতার গর্ভজাত ভ্রাতা, সোদর। সহ (সমান) উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহু। বি; পুং।

সহ্য—১। সহনীয়, সহনযোগ্য; উপযুক্ত; সমান; প্রচুর; মিষ্ট; মনোজ্ঞ; শক্ত, সমর্থ। সহ্+যৎ কর্ম। বিণ। **সহ্য করা**—সহা, বরদাস্ত করা। **সহ্য হওয়া**—সহিয়া যাওয়া। ২। ভারতবর্ষের পর্বত বিঃ, পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরাংশ। সহ্+যৎ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। বরদাস্ত, সহন। বাংপ্র। বি।

সা—১। লক্ষ্মী; গৌরী; শান্তি; স্ত্রী। সো+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সংগীতে স্বরগ্রামের প্রথম স্বর ষড়্জের সংক্ষেপ। সং। ৩। বণিগ্‌জাতির উপাধি বিঃ। <সাহা। বি।

সাইকেল—দ্বিচক্রযান। ইং 'cycle'. বি।

সাউ—বৈশ্যজাতির পদবী বিঃ। <সাধু। বি।

সাউকার—বণিক্; মাতব্বর; সাধু। বাংপ্র। বি।

সাউকারি, সাউখুরি—সাধুতা প্রদর্শন। বাংপ্র। বি।

সাউখড়, সাউখর—দাতা; দেনাশোধ সম্বন্ধে যাহার কথার ঠিক থাকে এমন। বাংপ্র। বিণ।

সাংকে(ঙ্কে)তিক—১। সংকেতকারক। বিণ। স্ত্রী, -কী। ২। সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অঙ্ক কষিবার প্রক্রিয়া বিঃ, practice. সংকেত+ইক সম্বন্ধার্থে। বি; স্ত্রী।

সাংক্রামিক—সংক্রমণশীল, যাহার সংক্রমণ হয় এমন; ব্যাপক। সংক্রম+ইক আগতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মিকী।

সাংখ্য(ঙ্খ্য)—কপিলমুনি-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র [ইহাতে প্রকৃতি, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহংকার, সূক্ষ্মপঞ্চভূত, স্থূলপঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই চতুর্বিংশতি এবং পুরুষ সহিত পঞ্চবিংশতি পদার্থ কল্পিত হইয়াছে]। সংখ্যা (সম্যক্‌জ্ঞান)+অণ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।

সাংগ্রামিক—১। যুদ্ধোপযোগী; যুদ্ধসম্বন্ধীয়; যুদ্ধনিপুণ, রণদক্ষ। সংগ্রাম (যুদ্ধ)+ইক প্রয়োজনার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মিকী। ২। সেনাপতি। সংগ্রাম+ইক নেতা অর্থে। বি; পুং।

সাংঘা(ঙ্ঘা)তিক—মারাত্মক। সংঘাত+ইক হিতার্থে। বিণ।

সাংবৎসরিক—সংবৎসর-সম্বন্ধীয়, বার্ষিক; প্রতিবর্ষকর্তব্য ('— শ্রাদ্ধ')। সংবৎসর (বর্ষ)+ইক ভবার্থে, কর্তব্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সাংবাদিক—সংবাদদাতা; যে সংবাদপত্রে কাজ করে; সংবাদ-সম্বন্ধীয়। সংবাদ (বাদানুবাদ, খবর)+ইক আছে অর্থে, সামর্থ্যার্থে। বি; পুং।

সাংসারিক—সংসারসম্বন্ধীয়; সংসারোপযোগী; পারিবারিক; সংসারে আসক্ত। সংসার+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সাংসারিকতা—সংসারের প্রতি আসক্তি। সাংসারিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সাংসিদ্ধিক—স্বভাবসিদ্ধ। সংসিদ্ধি (স্বভাবসিদ্ধি)+ইক নির্বৃত্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সাংস্থানিক—একদেশীয়, একদেশস্থ। সম্ (সংগত) স্থান, প্রাদি; সংস্থান+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সাঁ, সাঁই—দ্রুত চলনের অব্যক্ত অনুকরণশব্দ। বাংপ্র। অ।

সাঁইত্রিশ—৩৭, সপ্তত্রিংশৎ; ৩৭-সংখ্যক। <সপ্তত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

সাঁওতাল—সাঁওতাল পরগনার আদিম অধিবাসী; অসভ্য জাতি বিঃ। হি-মূ। বি।

সাঁকো—সেতু, পুল। <সংক্রম। বি।

সাঁচ্চা—যথার্থ; সত্য; অকৃত্রিম। হি। বিণ।

সাঁজ—'সাঁঝ' দ্রঃ।

সাঁজসেঁজুতি—বালিকাদের সন্ধ্যাকালে করণীয় ব্রত বিঃ। বাংপ্র। বি।

সাঁজা—দই জমাইবার জন্য সঞ্চিত অম্ল, দম্বল। <সন্ধান। বি।

সাঁজাল—গরু ঘোড়া প্রভৃতির মশার উপদ্রব-নিবারণ জন্য ঘুঁটে পোড়াইয়া যে ধূম উৎপন্ন করা হয়, তাহা। বাংপ্র। বি।

সাঁজো, সাঁজা—টাটকা। বাংপ্র। বিণ।

সাঁজোয়া—বর্ম, অস্ত্রনিবারণার্থ কবচ। <সংযোগ। বি।

সাঁঝ, সাঁজ—সন্ধ্যাকাল। <সন্ধ্যা। বি।
সাঁঝক—সাঁঝের। প্রা কপ্র। বিণ।
সাঁঝবাতি—সন্ধ্যার পর লোকচলাচল-নিয়ামক আইন, curfew order. সাঁঝের বাতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।
সাঁট, সাট—সংক্ষেপ; সংকেত, ইশারা। বাংপ্র। বি।
সাঁটা—আঁটা, লাগানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
সাঁতরানো—সন্তরণ করা। <'সম্-তৃ'-ধাতু। ক্রি [, বি]।
সাঁতলানো—তরকারি মাছ প্রভৃতে মসলা-বাটা দিবার পূর্বে তেলে ঈষৎ ভাজিয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
সাড়াশি—লৌহনির্মিত যন্ত্র বিঃ, tongs. <সন্দংশিকা। বি।
সাতার—জলোপরি ভাসন। <সন্তরণ। বি।
সাঁতারু—সন্তরণকারী। সাঁতার+উ নিপুণ অর্থে বা কর্তা অর্থে। বাংপ্র। বিণ।
সাঁধা, সাঁধানো—ঢুকা, প্রবেশ করা। প্রাদে। ক্রি [, বি]।
সাকল্য—১। সমুদায়; সম্পূর্ণতা; সমষ্টি। সকল+ষ্ণ্য ভাবে। ২। হোমার্থ মিশ্রিত তিলাদি দ্রব্য। সকল+ষ্ণ্য স্বার্থে। বি; স্ত্রী।
সাকার—আকৃতিবিশিষ্ট, যাহার আকার আছে এরূপ। আকারের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।
সাকারবাদ—ঈশ্বরের মূর্তি আছে বা উপাসনায় মূর্তি-কল্পনার প্রয়োজন আছে এইরূপ মত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সাকারবাদী (-দিন্)—সাকারোপাসক, যে ঈশ্বরের মূর্তি বা কোন আকৃতি কল্পনায় সমর্থক। উপতৎ; সাকার—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। বি, -বাদ।
সাকারোপাসক—প্রতিমাপূজক; ঈশ্বরের মূর্তিকল্পনাপূর্বক তাঁহার উপাসনাকারী। সাকারের উপাসক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -সিকা।
সাকারোপাসনা—প্রতিমা-পূজা। সাকারের উপাসনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সাকিন—নিবাসস্থান, ঠিকানা। আ। বি।
সাকী—মদ্য-পরিবেশনকারী। আ। বি।
সাক্ষর—অক্ষরযুক্ত; বিদ্বান্। বহ। বিণ।
সাক্ষাৎ—১। প্রত্যক্ষীভূত; সম্মুখ, প্রত্যক্ষ; মূর্তিমান্; তুল্য, সদৃশ; স্বয়ং। সাক্ষ—অত্+ক্বিপ্, কর্তৃ। অ। ২। দেখা, মোলাকাত; সমক্ষ। বাংপ্র। বি।
সাক্ষাৎকার—প্রত্যক্ষ করা; দেখা করা। সাক্ষাৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
সাক্ষাৎকারী (-কারিন্)—যে দেখা করিতে আসে এমন। সাক্ষাৎ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।
সাক্ষাৎসম্বন্ধ—বাহ্যসম্বন্ধ; প্রত্যক্ষসম্বন্ধ। রূপ্। বি; পুং।
সাক্ষি—সাক্ষ্য। <সাক্ষিন্। বি।
সাক্ষী (সাক্ষিন্)—প্রত্যক্ষদর্শী, স্বয়ংদ্রষ্টা; যে এজাহার দেয়, যাহার কোনও ঘটনা বা বিষয় জানা আছে; উপদেষ্টা; বৃত্তান্তজ্ঞ। সাক্ষাৎ+ইন্ দ্রষ্টা অর্থে (নিপা)। বি; পুং, বা বিণ। **সাক্ষী মানা**—'আমি যাহা বলিতেছি সেই বিষয়ে অমুক সাক্ষী' এই কথা বলা।
সাক্ষীগোপাল—পুরীধামের নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিঃ; পুরীর নিকটস্থ স্থান বিঃ; (ব্যঙ্গার্থে) নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।
সাক্ষীসাবুদ—সাক্ষী এবং তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য; সাক্ষীর কথা এবং অন্যান্য প্রমাণ। বাংপ্র। বি।
সাক্ষ্য—সাক্ষীর কর্ম, প্রমাণ দেওয়া; এজাহার। সাক্ষিন্+ষ্ণ্য ভাবে বা কর্মার্থে। বি; স্ত্রী।
সাগর—সমুদ্র; দশপদ্ম সংখ্যা। সগর+অণ সম্বন্ধার্থে বা নির্বৃত্তার্থে। বি; পুং। [সাগর সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ কথিত আছে,—সগর রাজা ইন্দ্রত্ব লাভের আশায় শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব উন্মোচিত করিলে তাঁহার ষষ্টি-সহস্র পুত্র ঐ অশ্বের রক্ষী হইয়া গমন করেন। এদিকে ইন্দ্র পথিমধ্যে ঐ অশ্ব অপহরণ করিয়া পাতালে মহর্ষি কপিলের নিকটে বাঁধিয়া রাখিয়া আসেন। তখন সগর-পুত্রগণ সর্বস্থানে অন্বেষণ করিয়া শেষে পৃথিবী খননপূর্বক পাতালে গিয়া অশ্বের দর্শন পান এবং মহর্ষি কপিলকে অশ্বচোর ভাবিয়া উৎপীড়ন করিতে গিয়া তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হন। পরে তাঁহাদের কৃত সেই খাত জলপূর্ণ হইয়া 'সাগর' নাম ধারণ করিয়াছে।]
সাগরগর্ভ—সমুদ্রের ভিতর ভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সাগরগামিনী—নদী, সরিৎ। উপতৎ; সাগর—গম্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
সাগরনেমি, সাগরমেখলা, সাগরাম্বরা—পৃথিবী। সাগর নেমি (চক্রের প্রান্ত, বেড়), মেখলা (কটিবন্ধ), অম্বর (বস্ত্র) যাঁহার তিনি, বহ; ২য় ও ৩য় পক্ষে আপ্। বি; স্ত্রী।
সাগরশাখা—স্থলভাগে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ সাগরাংশ; সমুদ্রের খাড়ি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সাগরসংগ(ঙ্গ)ম—সাগরের সহিত নদীর মিলন-স্থান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সাগরাম্বরা—'সাগরনেমি' দ্রঃ।
সাগরালয়—বরুণ, জলাধিপতি। সাগর আলয় যাঁহার, বহ। বি; পুং।
সাগরিক—সাগরজাত; সমুদ্রসংক্রান্ত। সাগর+ইক তত্রভবার্থে। বিণ।
সাগরোত্থ—সমুদ্রলবণ। সাগর (সমুদ্র)—উৎ—স্থা+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।
সাগু—সাবু, বৃক্ষজাত খাদ্য বিঃ, রোগীর পথ্য বিঃ, sago. <পো 'sagu'. বি।
সাগ্নিক—যে ব্যক্তি সতত যাগশীল ও যাহার যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয় না এমন; অগ্নিহোত্রী দ্বিজ। অগ্নির সহিত বর্তমান, বহ+ক সমাসান্ত। বি; পুং, বা বিণ।
সাঙন, সাঙর—শ্রাবণ। প্রা কপ্র। বি।
সাঙরি, সোঙরি—স্মরণ করিয়া; স্মরণ করি। প্রা কপ্র। ক্রি।
সাঙ্কেতিক—'সাংকেতিক' দ্রঃ।
সাঙ্খ্য—'সাংখ্য' দ্রঃ।
সাঙ্গ—অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ (তাহা হইতে) সমাপ্ত; যাহার সমুদয় অঙ্গ সম্পূর্ণ—কোন অঙ্গই বিকল হয় নাই এমন; পূর্ণাঙ্গ। অঙ্গের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী।
সাঙ্গতা—পরিপূর্ণতা; সমাপ্তি। সাঙ্গ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।
সাঙ্গা—১। অঙ্গযুক্তা। সাঙ্গ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিধবার পুনর্বিবাহ। <সঙ্গ। ৩। বাঁশের আলনা। বাংপ্র। বি।
সাঙ্গাত, সাঙ্গাতি, সাঙ্গাত, সেঙ্গাত, সেঙাত—সখা, মিত্র। প্রাদে। বি।
সাঙ্গোপাঙ্গ—১। দলবল, অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত। অঙ্গ ও উপাঙ্গ, দ্বন্দ্ব; অঙ্গোপাঙ্গের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ। ২। দলবল; অনুবর্তিগণ। বাংপ্র। বি।
সাঙ্খাতিক—'সাংঘাতিক' দ্রঃ।
সাচি—বক্র, তির্যক। সচ্+ইঞ্ কর্তৃ। অ।
সাচিব্য—মন্ত্রিত্ব; সাহায্য, সহায়তা। সচিব (মন্ত্রী)+ষ্ণ্য কার্য অর্থে। বি; স্ত্রী।
সাচীকৃত—বক্রীকৃত বাঁকানো, মোয়ানো। সাচী—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
সাচ্চা—সাঁচ্চা (তাহা দ্রঃ)।
সাজ—১। বেশ, ভূষণদ্রব্য; অস্ত্রশস্ত্রাদি সরঞ্জাম। <সজ্জা। বি। ২। সজ্জিত হও; শোভা পায়। প্রা কপ্র। ক্রি।
সাজগোজ—পোশাক-পরিচ্ছদ; পোশাক-পরিধান। বাংপ্র। বি।
সাজঘর—থিয়েটার বা যাত্রার অভিনেতাদিগের সাজিবার ঘর, green-room. <সজ্জাগৃহ। বি।

সাজন্ত—মানানসই, শোভন; সাজানো। বাংপ্র। বিণ।
সাজশ—খারাপ কাজে সাহায্য, কুকর্মে সহযোগ, collusion. <আ 'সাজিশ'। বি।
সাজ-সরঞ্জাম—বিবিধ উপকরণ; সাজ-পোশাক; কোন কার্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।
সাজা—১। দধি প্রস্তুত করিবার অম্ল, দম্বল। <সন্ধান। বি। ২। শাস্তি। <ফা 'সজা'। ৩। সেবনযোগ্য করা; ভান করা; সজ্জিত হওয়া বা করা; মানানো; শোভা পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। তামাক সাজা—কলিকাতে তামাক আগুন প্রঃ দিয়া তাহা সেবনোপযোগী করা।
সাজাত্য—সজাতীয়তা; একধর্মাক্রান্ততা; একবিধতা। সজাতি+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।
সাজানো—১। বিন্যস্ত; সজ্জিত; কলিকায় রক্ষিত। বিণ। ২। বিন্যস্ত করা; সজ্জিত করা; (তামাক) সেবনোপযোগী করিয়া কলিকাতে রাখা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
সাজি—১। পুষ্পচয়ন-পাত্র, ফুল তুলিয়া যাহাতে রাখা হয় তাহা। বাংপ্র। বি। ২। সজ্জিত হইয়া। কপ্র। অস-ক্রি।
সাজিমাটি—বস্ত্রাদি-পরিষ্কারক একপ্রকার মাটি। <সর্জিকা। বি।
সাজোয়ার—খুব জোয়ার। বাংপ্র। বিণ।
সাট—'সাঁট' দ্রঃ।
সাটিন—একপ্রকার চিক্কণ রেশমী কাপড়। ইং। বি।
সাঁটী—পরিবার শাড়ি। <শাটী। বি।
সাড়—স্পন্দন, চৈতন্য। 'সাড়া'-শব্দের সংক্ষেপ। বি।
সাড়ম্বর—জাঁকাল, জাঁকজমকযুক্ত। আড়ম্বরের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।
সাড়া—শব্দ; উত্তর; প্রতিক্রিয়া, response; চেতনা; ঠার; বাক্য; ডাক; কোলাহল, হাঁকডাক। বাংপ্র। বি।
সাড়াশব্দ উত্তর এবং শব্দ; কোন প্রকার শব্দ; উচ্চবাচ্য। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।
সাড়ে—অর্ধের সহিত। <সার্ধ। বিণ।
সাত—সংখ্যা বিঃ, ৭; ৭-সংখ্যক। <সপ্তন্। বি বা বিণ। সাত কথা শুনানো—গালাগালি অনুযোগ বা দোষারোপ করা। সাত খুন মাপ—কাহারও আদরের পাত্র বলিয়া অথবা ক্ষমতা পদবী ইঃর জন্য গুরুতর অন্যায় অপরাধ করিয়াও শাস্তি তিরস্কার ইঃ না পাওয়া। সাত ঘাটের জল খাওয়ানো—নাকালের একশেষ করা (বালীর লেজে বদ্ধ রাবণের সাত সমুদ্রে জল খাওয়া হইতে)। সাত জন্মে—কোন কালেও, জীবনে কখনও। সাত তাড়াতাড়ি—অতিশয় দ্রুত। সাত সমুদ্র তের নদী পার—রূপকথায় বর্ণিত সাত সমুদ্র ও তের নদী ছাড়াইয়া; বহুদূরবর্তী। সাতেও নাই পাঁচেও নাই—কোন সংস্রবে নাই।
সাতচল্লিশ—৪৭-সংখ্যা; ৪৭-সংখ্যক। <সপ্তচত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।
সাতনর, -নরী—একপ্রকার হার। সাত নর যাহার, বহু; ২য় পক্ষে কর্মধা+ঈ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বি।
সাতপাঁচ—১। নানাবিষয়। বি। ২। বহুবিধ, নানাপ্রকার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বিণ।
সাতপুরুষ—পিতা পিতামহ প্রঃ উর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ। কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।
সাতষট্টি—৬৭-সংখ্যা; ৬৭-সংখ্যক। <সপ্তষষ্টি। বি বা বিণ।
সাতা—সাতটি ফোঁটাযুক্ত তাস। সাত+আ বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।
সাতাইশ, সাতাশ—২৭-সংখ্যা; ২৭-সংখ্যক। <সপ্তবিংশতি। বি বা বিণ।
সাতাইশে, সাতাশে—মাসের সপ্তবিংশতিতম দিবস। সাতাইশ, সাতাশ+এ তারিখ অর্থে। বাংপ্র। বি।
সাতাত্তর—৭৭-সংখ্যা; ৭৭-সংখ্যক। <সপ্তসপ্ততি। বি বা বিণ।
সাতানব্বই—৯৭-সংখ্যা; ৯৭-সংখ্যক। <সপ্তনবতি। বি বা বিণ।
সাতান্ন—৫৭-সংখ্যা; ৫৭-সংখ্যক। <সপ্তপঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।
সাতাশ—'সাতাইশ' দ্রঃ।
সাতাশি, সাতাশী—৮৭-সংখ্যা; ৮৭-সংখ্যক। <সপ্তাশীতি। বি বা বিণ।
সাতাশে—'সাতাইশে' দ্রঃ।
সাতিশয়—অতিশয়িত, অধিক, অত্যন্ত। অতিশয়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।
সাত্ত্বিক—১। ব্রহ্মা; অন্তঃকরণের ভাব বিঃ [ইহার কার্য অষ্টবিধ; যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বৈস্বর্য (স্বরভঙ্গ), বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্ছা)]; আসক্তিশূন্য অহংবাদশূন্য ধৃতিমান্ উৎসাহী সিদ্ধাসিদ্ধিবিষয়ে নির্বিকার ব্যক্তি। বি; পুং। ২। সত্ত্বগুণজাত; সত্ত্বগুণসম্বন্ধীয়; ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য (কর্ম); সত্য, যথার্থ; সাধু, সৎ। সত্ত্ব+ইক সম্বন্ধার্থে, উৎপন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।
সাত্ত্বিকদান—উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া শুধু কর্তব্যবোধের বৈধ দান। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
সাত্ত্বিকপূজা—নিষ্কাম আরাধনা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
সাত্ত্বিকযজ্ঞ—নিষ্কাম যাগ। কর্মধা। বি; পুং।
সাত্ত্বিকাহার—সত্ত্বগুণবর্ধক খাদ্য; মাছ মাংস পেঁয়াজ প্রঃ শূন্য খাদ্য; আয়ুঃ বল সুখ ও চিত্তশান্তিবর্ধক খাদ্য। সাত্ত্বিক যে আহার, কর্মধা। বি; পুং।
সাত্যকি—যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিঃ, কৃষ্ণের সারথি। সত্যক (বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তি বিঃ)+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।
সাথ—সহিত; সঙ্গ। <সহিত। বি বা ক্রি-বিণ।
সাথী—সঙ্গী, সহচর। <সার্থিক। বি।
সাদ—১। অবসন্নতা, আলস্য। সদ্+ঘঞ্ ভাব। ২। ক্ষীণতা; বিনাশ; হিংসা; বিষাদ। সদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
সাদন—১। সদন, গৃহ। সদ্+ণিচ্+অনট্ অধি। ২। বিনাশন, উচ্ছেদন, বিনাশকরণ; অবসাদন, ক্লান্তকরণ; দূরীকরণ। সাদি+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। সাদন কাম—কলহরূপ সুরত; কামক্রীড়ায় প্রণয়ী প্রণয়িনীকে দংশনপীড়নাদি করিবার ইচ্ছা, sadism. [বিপরীত—মর্ষকাম, অর্থাৎ স্বয়ং পীড়িত-দলিত হইবার ইচ্ছা।]
সাদর—আদরসহিত, আদরযুক্ত। আদরের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।
সাদরসম্ভাষণ—প্রীতিসূচক আলাপ; আপ্যায়নজনক কথোপকথন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
সাদরে—আদরের সহিত। আদরের সহিত বর্তমান, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।
সাদা—শ্বেত; সরল ('— প্রাণ'); যাহাতে লেখা হয় নাই এমন ('— কাগজ'); সহজ; জাঁকজমকহীন; স্পষ্ট; অরঞ্জিত; আড়ম্বরশূন্য। <ফা 'সাদহ্'। বিণ।
সাদাসিধা, -সিধে—আড়ম্বরশূন্য, সরল; সোজাসুজি। কর্মধা। বাংপ্র। বিণ।
সাদি—বিবাহ। <ফা 'শাদি'। বি।
সাদিত—বিনাশিত; ক্ষয়িত; বিধ্বস্ত; ভগ্ন; ছিন্ন; অবসাদপ্রাপিত; দুর্বলীকৃত। সদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
সাদী (সাদিন্)—অশ্বারোহী; গজারোহী; রথারোহী; সারথি; যোদ্ধা। সদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।
সাদৃশ্য—তুল্যতা, সাম্য। সদৃশ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।
সাধ—বাসনা, অভিলাষ ('— মেটা'); শখ; গর্ভিণীর তৃপ্তিজনক ভোজন, দোহদ; দোহদসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বিঃ। <শ্রদ্ধা। বি।
সাধক—সিদ্ধিকারক, সাধনকর্তা, নিষ্পাদক; সহায়ক; আরাধক, অর্চক,

সেবক ; একনিষ্ঠ চেষ্টাযুক্ত। সিধ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—সাধিকা।

সাধন—১। করণকারক বিঃ; উপায় ; সহায় ; কারণ, হেতু ; সৈন্য ; বাহন ; সম্পত্তি ; প্রমাণ ; উপকরণ ; যুদ্ধোপকরণ ; সাধিত্র, instrument, tool ; শিশ্ন, পুরুষের লিঙ্গ। সিধ্+ণিচ্ (সাধি=নিষ্পন্ন করা) +অনট্ করণ। ২। মন্ত্রসিদ্ধিকরণ ; সিদ্ধিকরণ ; আরাধনা ; গমন ; সম্পাদন ('উদ্দেশ্য—') ; অনুগমন ; বিনাশন ; হত্যা, বধ ; দাপন ; ধাতুমারণ, পারদাদিশোধন ; অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া-নিষ্পাদন। সিধ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সাধনক্ষম—সম্পাদন-সমর্থ, সাধন-সমর্থ। ৭মীতৎ। বিণ।

সাধনভজন—পূজা, আরাধনা। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

সাধনমার্গ—যোগ উপাসনা ইঃর প্রক্রিয়া ও উপায় বা সেই সকল বিষয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সাধনা—আরাধনা ; অভ্যাস, শিক্ষা ; উপাসনা ; একনিষ্ঠ প্রযত্ন। সাধি+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সাধনী—সাধকারিণী ; বিলাসিনী। প্রা কপ্র। বিণ।

সাধনীয়—সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য ; আরাধনীয়। সিধ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সাধভক্ষণ—গর্ভবতী স্ত্রীলোকের তৃপ্তিকর ভোজন। ৬ষ্ঠীতৎ (বর্তমানমতে ২য়াতৎ)। বি ; ক্লী।

সাধর্ম্য(র্ম্ম্য)—সাদৃশ্য ; সাম্য ; সমান ধর্মবত্তা। সধর্ম+ষ্ণ্য ভাবে। বি ; ক্লী।

সাধা—১। সম্পাদন করা ; ব্যুৎপত্তি দেখান ('পদ —') ; পূর্ণ করা ("সাধিতে মনের সাধ"—মাইকেল) ; ক্রোধনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অনুনয় করা ("একি মিছি মিছি কলহ করিবি, মোরা মেনে মারি সাধিতে"—চণ্ডী) ; অনুনয় করা ; যাচা ; সমাধান করা ; সিদ্ধিলাভের জন্য অভ্যাস করা, কসরৎ করা ('গলা —') ; আদায় করা ('দাম —') ; রক্ষা করা ; ঔষধাদি প্রয়োগ করা (প্রা কপ্র)। বাংপ্র। ক্রি [, বি]। **বাদ সাধা**—বাধা জন্মাইয়া পণ্ড করা ; শত্রুতা করিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত করা। ২। অভ্যাস দ্বারা নিপুণতাপ্রাপ্ত ('— গলা')। সাধ্+আ কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

সাধারণ—১। সকল ব্যক্তি। বি। ২। তুল্য, একবিধ ; যাহা সকলেরই আছে এমন ; বিশিষ্টতাহীন ; সর্বজনীন ; নির্বিশেষ ; সামান্য, বর্গের সকলের common, general ; অনেকের সম্বন্ধীয় ; (ন্যায়মতে) হেত্বাভাস বিঃ। ধারণার সহিত বর্তমান, বহু ; সাধারণ+অণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ণী।

সাধারণগতি—সচল দ্রব্যের উপরিস্থ পদার্থের গতি—[যেমন শকটের আরোহীর গতি, ভূমণ্ডলের সহিত ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পদার্থের গতি]। সাধারণী গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সাধারণতঃ (-তস্)—সচরাচর, প্রায়শঃ। সাধারণ+তস্ ক্রিয়াবিশেষণার্থে। অ।

সাধারণতন্ত্র—যেখানে রাজা নাই এবং সর্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহিত হয়, republic. সাধারণ-পরিচালিত তন্ত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

সাধারণধর্ম(র্ম্ম)—চতুর্বর্ণের কর্তব্য ধর্ম ; দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে বর্তমান সাধারণ গুণ। কর্মধা। বি ; পুং।

সাধারণস্ত্রী—বেশ্যা, বারাঙ্গনা। সাধারণের স্ত্রী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সাধারণী—১। কুঞ্চিকা, চাবি। বি ; স্ত্রী। ২। সামান্যা ; একবিধা। সাধারণ+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সাধারণ্য—সাধারণের ধর্ম, যাহা সকলের মধ্যে আছে তাহা ; সাধারণের সমবায়। সাধারণ+ষ্ণ্য ভাবে, কার্যার্থে। বি ; ক্লী।

সাধাসাধি—পুনঃ পুনঃ অনুরোধ। বাংপ্র। বি।

সাধিকা—'সাধক' দ্রঃ।

সাধিত—সম্পাদিত, নিষ্পাদিত ; কৃত, অনুষ্ঠিত ; দণ্ডিত ; শোধিত, পরিশোধিত ; যাহা দেওয়ানো যায় এমন ; প্রমাণাদি দ্বারা উদ্ভাবিত ; বিনাশিত ; ঋণপরিশোধিত ; অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। সিধ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সাধিষ্ঠ, সাধীয়ান্ (-য়স্)—অতিশ্লাঘ্য ; অতিশয় সাধু ; অতি যোগ্য, উপযুক্ত ; অত্যন্ত কঠিন। সাধু+ইষ্ঠ, ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ঠা, -য়সী।

সাধিষ্ঠান—দেহস্থ ষট্চক্রমধ্যে একচক্র। অধিষ্ঠানের সহিত বর্তমান, বহু। বি ; পুং।

সাধীয়ান্ (-য়স্)—'সাধিষ্ঠ' দ্রঃ।

সাধু—১। সৎ, ধার্মিক ; উত্তম ; মহৎ ; সুন্দর ; হিত ; সদ্বংশজাত ; সমর্থ, যোগ্য, উপযুক্ত ; উচিত ; নিপুণ। বিণ। স্ত্রী—সাধু, সাধ্বী। বি, -তা। **সাধু সাধু**—কাহারও কার্যাদিতে প্রশংসাসূচক উক্তি ; উৎসাহজনক উক্তি। **সাধু সাবধান**—ভাবী অনিষ্টের সম্বন্ধে সতর্কতাসূচক বাক্য বিঃ। ২। মুনি ; জৈন সন্ন্যাসী ; সুদখোর ; বণিক্। সাধ্ (সম্পন্ন করা)+উণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

সাধুতা—সৌজন্য, শিষ্টতা ; সজ্জনতা, honesty ; ধার্মিকতা ; ন্যায়ানুমোদিত পথে চলা। সাধু+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সাধুবাদ—"সাধু" এই কথা বলা, প্রশংসা ; ধন্যবাদ। সাধু—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সাধুবৃত্ত, -শীল—সৎস্বভাববিশিষ্ট, সচ্চরিত্র। সাধু (সৎ) বৃত্ত, শীল (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ।

সাধুভাষা—ব্যাকরণ-সম্মত ভাষা, মার্জিত ভাষা ; চলতি ভাষার বিপরীত সংস্কৃতানুগ ভাষা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সাধুসম্মত—ধার্মিক ব্যক্তিগণের অনুমোদিত ; বিশুদ্ধ ('— ভাষা')। ৩য়াতৎ। বিণ।

সাধুশীল—'সাধুবৃত্ত' দ্রঃ।

সাধ্বী—পতিব্রতা, সতী ; সচ্চরিত্রা ; উত্তমা। সাধু+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সাধ্য—১। সাধনযোগ্য, সাধনীয়, নিষ্পাদ্য ; শক্য ; জেয় ; প্রতিবিধেয়, প্রতিকারযোগ্য ; নিবর্তনীয় ; জেয় ; প্রতিপাদ্য। সাধ্+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ। ২। মনঃ মন্তা প্রাণ নর পান বীর্যবান্ বিনির্ভয় নয় দংস নারায়ণ বৃষ প্রভু—এই দ্বাদশবিধ গণদেবতা বিঃ ; যোগ বিঃ ; শর। সাধ্+ণিচ্+যৎ করণ। বি ; পুং। ৩। সামর্থ্য, শক্তি ; যোগ্যতা। সাধি+যৎ করণ। বি ; স্ত্রী।

সাধ্যতা—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম ; সাধনযোগ্যতা। সাধ্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সাধ্যমত—যথাসাধ্য, ক্ষমতানুরূপ। ৬ষ্ঠীতৎ। ক্রি-বিণ।

সাধ্যসাধনতত্ত্ব—সাধনার ক্রম ও সাধনার বস্তু কি ইঃ বিষয়। সাধ্য ও সাধন, দ্বন্দ্ব ; তদ্বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

সাধ্যসাধনা, সাধ্যিসাধনা—অনুনয়-বিনয়, সাধাসাধি। বাংপ্র। বি।

সাধ্যাতিরিক্ত—ক্ষমতার বহির্ভূত ; অসাধ্য। সাধ্য হইতে অতিরিক্ত, ৫মীতৎ। বিণ।

সাধ্যাতীত—সাধ্যাতিরিক্ত, ক্ষমতার বহির্ভূত। সাধ্যকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

সাধ্যানুসারে—যথাসাধ্য, সামর্থ্য-অনুসারে, যতদূর সাধ্যে কুলায় ততদূর। সাধ্যের অনুসার, ৬ষ্ঠীতৎ, তাহাতে। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

সাধ্যাসাধ্য—শক্য ও অশক্য। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী বা বিণ। [বি।

সাধ্যি—ক্ষমতা, শক্তি ; যোগ্যতা। <সাধ্য।

সান—চেতনা, সাড়া। <সংজ্ঞা। বি।

সানক, সানকি—চিনামাটি বা এনামেলের থালা। <আ সহ্নক'। বি।

সানন্দ—১। সহর্ষ, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদিত। বিণ। ২। স্তবক বিঃ। আনন্দের সহিত বর্তমান, বহু। বি ; পুং।

সানা—১। তাঁতের মধ্যে যাহার ভিতর দিয়া টানার সূতাগুলি একটি একটি করিয়া প্রসারিত থাকে তাহা। বি.। ২। চটকাইয়া মাখা; চৈতন্য হওয়া; শান্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

সানাই—একপ্রকার বাঁশি। <ফা 'শহ্‌নাই' বা <সানেয়ী অথবা <সানেয়িকা। বি।

সানিকা, সানেয়িকা, সানেয়ী—বংশী, বাঁশি; সানাই। সন্+ণক কর্তৃ+আপ্; সন্+ঘঞ্ ভাব; সান+এয় করে অর্থে; সানেয়+কন্ স্বার্থে+আপ্; সানেয়+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সানু—১। পর্বতের উপরিস্থ সমান ভূমি, গিরিতট, প্রস্থ; অগ্রভাগ; বিপশ্চিৎ, বিদ্বান্; বন; বাত্যা; পথ; পল্লব। বি; পুং বা ক্লী। ২। পণ্ডিত; সূর্য। সন্ ('সুখ'-দান করা) +ঞুণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সানুকম্প—সদয়, কৃপাযুক্ত। অনুকম্পার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সানুক্রোশ—সদয়, কৃপাযুক্ত। অনুক্রোশের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সানুজ—১। সানু হইতে জাত। উপত্যং; সানু—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। ২। অনুজসহিত। অনুজের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। [কর্মধা। বি; পুং।

সানুদেশ—পর্বতের উপরের সমতল স্থান।

সানুনয়—সবিনয়, বিনয়পূর্ণ; অনুনয়যুক্ত। অনুনয়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সানুনয়ে—অনুনয়পূর্বক, বিনয়-সহকারে। অনুনয়ের সহিত বর্তমান, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সানুনাসিক—নাসিকোচ্চারিত শব্দযুক্ত; অনুনাসিক উচ্চারণযুক্ত, চন্দ্রবিন্দুযুক্ত। অনুনাসিকের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সানুবন্ধ—অনুবন্ধযুক্ত; সনির্বন্ধ; নিরন্তর; (ব্যাক) ইৎ বর্ণযুক্ত। অনুবন্ধের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সানুমান্ (-মৎ)—পর্বত। সানু+মতুপ আছে অর্থে। বি; পুং।

সান্ত—সীমাযুক্ত, সসীম, finite. অন্তের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সান্তপন—ব্রত বিঃ [ইহাতে গোময় গোমূত্র দুগ্ধ দধি ঘৃত ও কুশোদক ক্রমে ক্রমে ছয় দিন এই ছয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সপ্তম দিনে পারণ করিতে হয়]। সন্ (সম্যক্‌রূপে)—তপ্+অনট্ ভাব; সন্তপন+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; ক্লী।

সান্তর—ব্যবধানবিশিষ্ট, বিরল; তফাত; সচ্ছিদ্র, গর্ত করা। অন্তরের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সান্তরতা—যে গুণ থাকাতে জড় বস্তুর পরমাণুগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ বা অন্তর থাকে তাহা। সান্তর+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। ['cintra'। বি।

সান্তারা—একপ্রকার কমলালেবু। <পো

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, সমাশ্বসন, শান্ত করা; প্রণয়; সাম, সন্ধি; সস্নেহ সাদর সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্ন। সান্ত্ব+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

সান্ত্বনিত—যাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে এমন। সান্ত্বনা+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

সান্ত্রী—প্রহরী; পাহারাদার সৈন্য। <ইং 'sentry'। বি।

সান্দ্র—১। নিবিড়, ঘন; তরল ও গাঢ়, viscous; মৃদু; মনোজ্ঞ; প্রবৃদ্ধ। বিণ। ২। অরণ্য, বন। সহ (সহিত)—অন্দ্ (বন্ধন করা)+রক্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সান্ধানো—প্রবেশ করা; সন্ধান করা; লক্ষ্য করা; প্রবেশ করানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন; সন্ধ্যাসম্বন্ধীয়। সন্ধ্যা+অণ্ তদার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সান্ধ্যী**। **সান্ধ্য আইন**—সন্ধ্যার পর লোক-চলাচল-নিয়ন্ত্রক আইন, curfew order.

সান্ধ্য গগন—সন্ধ্যাকালীন আকাশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

সান্ধ্যতারা, -নক্ষত্র—সূর্যাস্তের পর প্রথম দৃষ্ট নক্ষত্র, সন্ধ্যাকালে উদিত নক্ষত্র। কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সান্ধ্যদীপ, -প্রদীপ—সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত দীপ। কর্মধা। বি; পুং।

সান্ধ্যনক্ষত্র—'সান্ধ্যতারা' দ্রঃ।

সান্নিধ্য—সন্নিধান, সামীপ্য। সন্নিধি+য্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

সান্নিপাতিক—ত্রিদোষজ, বাত-পিত্ত-কফজ; সাংঘাতিক; মিশ্রিত, সমষ্টিজাত। সন্নিপাত (একত্র মিলন)+ইক জাতার্থে, কোপনার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সান্ন্যাসিক—সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। সন্ন্যাস (কামনা-পরিত্যাগ)+ইক আছে অর্থে। বি; পুং।

সান্বয়—বংশসহিত; অন্বয়-সহিত; সম্বন্ধযুক্ত। অন্বয়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাপ—অহি, সর্প। <সর্প। বি। স্ত্রী—**সাপিনী**। **সাপে নেউলে**—ভীষণ শত্রুতা। **সাপের হাঁড়ি**—অতি ক্রুদ্ধস্বভাবা নারী। [বি।

সাপট—দম্ভ, আস্ফালন, তড়পানো। বাংপ্র।

সাপটা—১। সাধারণ; যেরূপ জোটে সেইরূপ, যাহাতে ইতর বিশেষ নাই এমন; বাছাই না-করা। বিণ। ২। মোটামুটি। বাংপ্র, ক্রি-বিণ।

সাপটানো—ঠিক করিয়া গুছানো; জড়াইয়া ধরা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সাপত্ন—১। শত্রু। সপত্ন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। শত্রুসম্বন্ধীয়। সপত্ন+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ৩। সপত্নীজাত। বিণ। স্ত্রী, -ত্নী। ৪। শত্রুর অপত্য; সতীনের পুত্র। সপত্নী+অণ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

সাপত্ন্য—১। শত্রু। সপত্ন+য্যঞ্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। শত্রুতা। সপত্ন (শত্রু)+য্যঞ্ ভাবে। ৩। সতীনগিরি। সপত্নী+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সাপরাধ—অপরাধী, দোষী; অপরাধযুক্ত। অপরাধের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাপিণ্ড্য—সপিণ্ডতা, জ্ঞাতিত্ব; অশৌচ-গ্রহণোপযোগী জ্ঞাতিধর্ম বিঃ। সপিণ্ড (জ্ঞাতি) +য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে—সর্পমারক; সর্প-খেলক, যাহারা সাপ লইয়া খেলা করে বা সাপ ধরে। সাপ+উড়িয়া, উড়ে। বাংপ্র। বি।

সাপেক্ষ—অপেক্ষাযুক্ত; পরস্পরাপেক্ষী, dependent; সাকাঙ্ক্ষ। অপেক্ষার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাপ্তপদীন—বন্ধুতা, সৌহার্দ, সখ্য, সপ্তপদনির্বৃত্ত অর্থাৎ সাতটি মাত্র কথায় যে বন্ধুত্ব উৎপন্ন হয় তাহা। সপ্তপদ (সাতটি কথা) +ঈন (খঞ্) নির্বৃত্তার্থে। বি; ক্লী।

সাফ—স্পষ্ট; সাদা; পরিষ্কার; নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। আ। বিণ।

সাফকবালা—সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগপূর্বক বিক্রয়ের পত্র। কর্মধা। আ। বি।

সাফল্য—সফলতা, ফলোৎপত্তি; লাভ-জনকতা। সফল+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সাফাই—দোষক্ষালন; পরিষ্কার করা। বাংপ্র। বি। **সাফাই গাওয়া**—স্বয়ং বা অমুক নির্দোষ এইরূপ বলিয়া বেড়ানো। **সাফাই সাক্ষী**—যে সাক্ষী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও আদালতে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বভাব-বিষয়ে সাক্ষ্য-দান করে এবং তৎকর্তৃক কোন অন্যায় কার্য হইতে পারে না এরূপ বলে; আসামী পক্ষের সাক্ষী।

সাবকাশ—১। অবসরবিশিষ্ট; যাহাতে ফাঁক আছে এমন। অবকাশের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ২। অবকাশ। অশুদ্ধ। বি।

সাবধান—১। সতর্ক, অপ্রমত্ত, অবহিত, মনোযোগী, হুঁশিয়ার। অবধানের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ২। খুব হুঁশিয়ার থাকিও, take care। বাংপ্র। অ।

সাবধানতা—সতর্কতা। সাবধান+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সাবধানী—সতর্ক, হুঁশিয়ার। সাবধান+ঈ স্বার্থে। বাংপ্র। বিণ।

সাবন—সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল অনুসারে গণিত ('— দিন', '— মাস')। বাংপ্র। বিণ।

সাবয়ব—অবয়বযুক্ত। অবয়বের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাবর্ণি—১। সূর্যপুত্র, অষ্টম মনু। সবর্ণা (সূর্যের পত্নী)+ইঞ্ অপত্যার্থে। ২। গোত্র বিঃ। সাবর্ণ (অষ্টম মনু)+ইঞ্ গোত্রাপত্য অর্থে। বি; পুং।

সাবলীল—স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, অবাধ, সহজ; অনায়াসকৃত; লীলায়িত। অবলীলার সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাবশেষ—অবশিষ্ট; অসম্পূর্ণ। অবশেষের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাবহিত—সাবধান, সাবধানে। প্রা কপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

সাবাড়—সমাপ্ত; নিঃশেষিত, শেষ; ধ্বস্ত, বিনষ্ট। <সর্বান্ত। বিণ।

সাবান—গাত্র ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার ক্ষারপদার্থ বিঃ, soap; ফেনক। <ফ্রে 'savon' বা <পো 'sabao'. বি।

সাবালক, সাবালগ—প্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তব্যবহার, major. আ-মূলক। বিণ।

সাবাস—প্রশংসাসূচক ধ্বনি; বেশ। <ফা 'শাবাশ'। অ।

সাবিত্র—১। যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত। সাবিত্রী+অণ্ প্রাপ্তার্থে। ২। ব্রাহ্মণ। সবিতৃ+অণ্ উপাসক অর্থে। ৩। শিব। সবিতৃ+অণ্ জাতার্থে। ৪। সূর্য। সবিতৃ+অণ্ স্বার্থে। ৫। গর্ভ। সূ+ইত্র অপা—সবিত্র; সবিত্র+অণ্ স্বার্থে। ৬। বসু বিঃ। বি; পুং। ৭। সবিতৃসম্বন্ধীয়। সবিতৃ+অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী।

সাবিত্রী—সত্যবানের পত্নী; বেদের মন্ত্র বিঃ, গায়ত্রী; ব্রহ্মার পত্নী; সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; দুর্গা। সবিতৃ+অণ্ প্রাপ্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সাবিত্রীপতিত—যথাকালে যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয় নাই সে। সাবিত্রী হইতে পতিত, ৫মীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

সাবিত্রীব্রত—জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে কর্তব্য স্ত্রীলোকদিগের ব্রত বিঃ। সাবিত্রী-কৃত ব্রত, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সাবিত্রীসূত্র—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। সাবিত্রী (বেদের মন্ত্র বিঃ) দ্বারা প্রাপ্ত সূত্র (সুতা), মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সাবু—সাগু। <পো 'sago'। বি।

সাবুদ—সাক্ষ্য, প্রমাণ। <আ 'সুবুৎ'। বি।

সাবেক—অবশিষ্ট; পুরাতন, প্রাচীন; পূর্বতন, আগেকার। <আ 'সাবিক'। বিণ।

সাব্যস্ত—১। মীমাংসিত, নির্ধারিত; স্থিরীকৃত। <সব্যবস্থ। ২। প্রকৃতিস্থ; সংযত; সভ্য। প্রাদে। বিণ।

সাম (সামন্)—সামবেদ; তাহার মন্ত্র; সন্ধি; সান্ত্বনা; প্রিয় বচন; তোষণ-বাক্য; গান বিঃ। সো (পাপ এবং বিরোধ—নাশ করা)+মন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সামগ—সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, সাম-গানকারী ব্রাহ্মণ। সামন্ (সামবেদ)—গৈ (গান করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

সামগ্রী, সামগ্র্য—১। সাকল্য; সমুদয়। সমগ্র (সকল)+ষ্যঞ্ ভাবে; ১ম পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। ২। কারণকলাপ; দ্রব্য, বস্তু; দলবল; অস্ত্রশস্ত্র; ভাণ্ডার। সমগ্র+ষ্যঞ্ স্বার্থে; ১ম পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সামঞ্জস্য—সমীচীনতা, উৎকর্ষ; ঔচিত্য, উপযুক্ততা; মিল। সমঞ্জস+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সামঞ্জস্যবিধান, -সম্পাদন, -সাধন—মিল করা; সমীচীন করা; সংগতি-বিধান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সামনা—সম্মুখ; উপকরণ। <সম্মুখ। বি।

সামনা-সামনি—মুখামুখি; সমক্ষে। বাংপ্র। অ।

সামনে—সমক্ষে, সম্মুখে। <সম্মুখ। অ।

সামন্ত—১। সমীপস্থ রাজা; সামান্য রাজা; অধীন রাজা; অধিনায়ক; প্রতিবেশী; শ্রেষ্ঠ প্রজা ('—মণ্ডল'); উপাধি বিঃ। বি; পুং। ২। নিকটবর্তী। সমন্ত+অণ্ হিতার্থে, ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ন্তী। ৩। সামীপ্য। সামন্ত (নিকটবর্তী)+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সামন্তেশ্বর—চক্রবর্তী, সম্রাট্। সামন্তদের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সামবাদ—প্রিয়বাক্য। সামসূচক বাদ (বাক্য), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সামবায়িক—১। অমাত্য, মন্ত্রী; দলপতি। সমবায়+ইক আছে অর্থে। বি; পুং। ২। সমবায়-সম্বন্ধীয়। সমবায়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সাময়িক—সময়োচিত, কালোপযুক্ত; নিয়মানুযায়ী; যাহা চিরস্থায়ী নহে এমন; হঠাৎ উদ্ভূত এবং অল্পকালস্থায়ী ('— উত্তেজনা', '— ক্রোধ')। সময়+ইক যোগ্যার্থে, জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সামরিক—যুদ্ধসম্বন্ধীয়; যুদ্ধোপযোগী। সমর+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সামরিক-আইন—সমরবিভাগে প্রচলিত কঠোর দণ্ডাদি বিধানের আইন, martial law.

সামরিকপোত—যুদ্ধজাহাজ। সামরিক পোত (জাহাজ), কর্মধা। বি; পুং।

সামরিক-বিচারালয়—অপরাধী সৈন্যগণের বিচারার্থ সমর-বিভাগের আদালত, court martial. কর্মধা। বি; পুং।

সামরিকবিধান—সামরিক আইন। কর্মধা। বি; ক্লী।

সামর্থ্য—বল, শক্তি; ক্ষমতা; যোগ্যতা; এক শব্দের অন্য শব্দের সহিত যোগ্যতা ও অন্বয়, অসংগতার্থতা। সমর্থ (বলবান্)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সামর্থ্যহীন—অসমর্থ, শক্তিশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

সামলানো—গোপন করা; সংবরণ করা; বারণ করা; সাবধান হওয়া; প্রকৃতিস্থ হওয়া বা করা; সহ্য করা; প্রতিরোধ করা; রক্ষা করা; রক্ষা পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সামসাময়িক—এককালীন; একই সময়ে জাত বা উদ্ভূত। সমসময়+ইক জাতার্থে। বিণ।

সামাই—১। বরদাস্ত, সহ্য; সংবরণ; সংকুলান। বি। ২। প্রবেশ করি ("মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই"—ভারত)। প্রা কপ্র। ক্রি।

সামাজিক—১। সভ্য, সভাসদ্; সহৃদয়; মিশুক; রসজ্ঞ। সমাজ (সভা)+ইক সাধু অর্থে। বি; পুং। ২। সমাজসম্বন্ধীয়, সমাজবদ্ধ। সমাজ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী। ৩। কাজেকর্মে প্রদেয় উপঢৌকন, লৌকিকতা। বাংপ্র। বি।

সামাজিকতন্ত্র—সমাজসম্বন্ধীয় নিয়ম, socialism. সামাজিক তন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

সামাজিকতা—১। সভ্যতা; রসজ্ঞতা। সামাজিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—সামাজিক। ২। লৌকিকতা, লোকাচার। বাংপ্র। বি।

সামাজিকনিয়ম—মানবের পারস্পরিক আচরণ-প্রণালী; মানবের সমবেতভাবে চলিবার উদ্দেশে প্রতিপাল্য নিয়মসমূহ। কর্মধা। বি; পুং।

সামাজিকপ্রথা—সমাজের নিয়ম; সমাজের রীতিনীতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সামাজিকমৃত্যু—রাজদ্রোহ প্রভৃতি উৎকট অপরাধে অপরাধীর সমাজ হইতে বহিষ্করণ। সামাজিক মৃত্যু, কর্মধা। বি; পুং।

সামানাধিকরণ্য—১। একাশ্রয়বৃত্তি, একস্থানস্থায়িত্ব; একাধিক পদের বিশেষ্য-

বিশেষণ ভাব। সমানাধিকরণ (একাশ্রয়) +ষ্যঞ্ ভাবে। ২। সাধারণ গুণ বা ধর্মের অবস্থিতিস্থান। সমানাধিকরণ+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

সামান্তরিক—যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলি সমান্তরাল ও সমান কিন্তু কোণগুলি সরল নহে, parallelogram. সমান্তর+ইক। বি ; পুং।

সামান্য—১। সাধারণ, সচরাচর, যাহা সকলের আছে এমন ; বৈশিষ্ট্যহীন ; বর্গের সকলের, common, general, generic ; সর্ববিষয়ক। সমান+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বিণ। ২। প্রকার, রকম ; গোত্র মনুষ্যত্বাদি জাতিসাধর্ম্য, generic properties ; সামগ্র্য ; সাধারণের কার্য ; কাব্যের অলংকার বিঃ। সমান (সাধারণ)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; স্ত্রী। ৩। অল্প, কিঞ্চিৎ ; অতি তুচ্ছ। বাংপ্র। বিণ।

সামান্যতঃ (-তস্)—সচরাচর ; সামান্যরূপে। সামান্য+তস্। অ।

সামান্যলক্ষণা—বস্তুদর্শনে তৎসজাতীয়মাত্রের জ্ঞানজনক উপায়। সামান্য লক্ষণ যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সামান্যা—১। সাধারণী স্ত্রী, বেশ্যা। বি ; স্ত্রী। ২। সাধারণী। সামান্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সামাল—১। আত্মসংবরণ করা ; সাবধানতা ; গোপন। বি। ২। সাবধান হও ; রক্ষা কর। <সম্ভার। অ।

সামালা—সাবধান হওয়া ; রক্ষা করা ; আত্মরক্ষা করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

সামিয়ানা—সমতল ছাদবিশিষ্ট তাঁবু ; চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। <ফা 'শামিয়ানহ্'। বি।

সামিল—অন্তর্গত, সংবলিত, সংক্রান্ত ; অন্তর্ভুক্ত, একসঙ্গের। আ। বিণ।

সামীপ্য—নৈকট্য, সান্নিধ্য। সমীপ (নিকট)+ষ্যঞ্ স্বার্থে বা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সামুদ্র—১। সমুদ্রফেন ; সমুদ্রলবণ ; শরীরস্থ চিহ্ন ; দেহস্থ-চিহ্নঘটিত শুভাশুভ লক্ষণসূচক শাস্ত্র। সমুদ্র (সিন্ধু, চিহ্ন)+অণ্ ভবাদ্যর্থে। বি ; স্ত্রী। ২। সামুদ্রশাস্ত্রব্যবসায়ী। সামুদ্র (সামুদ্রিক শাস্ত্র)+অণ্ জ্ঞাত্রর্থে। ৩। সমুদ্রজাত ; সমুদ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী -দ্রী। ৪। সমুদ্রযাত্রী, নাবিক। সমুদ্র+অণ্ সম্বন্ধার্থে, গন্ত্রর্থে। বি ; পুং।

সামুদ্রিক—১। শরীরচিহ্নের শুভাশুভপ্রকাশক দৈবজ্ঞ। সমুদ্র (চিহ্ন)+ইক জ্ঞাত্রর্থে। বি ; পুং। ২। শরীরচিহ্নসম্বন্ধীয় ('—বিদ্যা') ; সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সমুদ্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সামূহিক—সমষ্টিগত, collective. সমূহ+ইক। বিণ।

সাম্পান—এক ধরনের ছোট নৌকা। চীনা। বি।

সাম্প্রতিক—আজকালকার, কিছুকালপূর্বের। সম্প্রতি+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সাম্প্রদায়িক—সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়, communal ; বিভিন্ন দল সংক্রান্ত ; দলাদলিঘটিত। সম্প্রদায়+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়িকী।

সাম্প্রদায়িকতা—নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সাম্প্রদায়িক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী (-দিন্)—যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে। উপতৎ ; সাম্প্রদায়িকতা—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বাদিনী।

সাম্ভাল—হুঁশিয়ার হও, সাবধান হও ; সাবধানতা। প্রা কথ্য। ক্রি বা বি।

সাম্য—তুল্যতা, সমতা, সাদৃশ্য ; মনের রাগহিংসাহীন ভাব। সম (তুল্য)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সাম্যবাদ—পৃথিবীর সকল লোকই সমান এবং ধনী নির্ধন রাজা প্রজা প্রঃ বিভেদ অন্যায়মূলক এইরূপ মত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, -বাদী (-বাদিন্)।

সাম্যভাব—স্থিরাবস্থা, equilibrium [যদি কোন দ্রব্য একাধিক শক্তি দ্বারা এককালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইয়াও কোন দিকে না যাইয়া একস্থানে থাকে তাহা হইলে তাহার সেই অবস্থাকে সাম্যভাব বলে]. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সাম্যসংস্থাপন—ধনী দরিদ্র প্রঃ ভেদাভেদ দূর করিয়া সমাজে সমতার প্রতিষ্ঠা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, -সংস্থাপক।

সাম্রাজ্য—সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য, empire ; সার্বভৌমত্ব। সম্রাজ্+ষ্যঞ্ অধিকারার্থে, ভবাদ্যর্থে। বি ; স্ত্রী।

সাম্রাজ্যবাদ—সাম্রাজ্য-রক্ষার নীতি, imperialism. সাম্রাজ্য-সম্বন্ধীয় বাদ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। বিণ, -বাদী (-দিন্)।

সাম্রাজ্যিকতা—সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্য প্রসারের নীতি, imperialism. সাম্রাজ্যিক (সাম্রাজ্য+ইক)+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সায়—১। সায়ংকাল, দিনান্ত ; শর, বাণ। সো+ণ কর্তৃ। ২। শেষ ; নাশ ; অবসান। সো+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ৩। স্বীকার, সম্মতি ; সাড়া। বাংপ্র। বি। [পুং।

সায়ংকাল—সন্ধ্যাকাল। কর্মধা। বি ;

সায়ংকৃত্য—সন্ধ্যাকালে কর্তব্য আহ্নিকাদি। সুপ্। বি ; স্ত্রী।

সায়ংসন্ধ্যা—সন্ধ্যাকালীন আহ্নিক। সায়ংকৃত্যা সন্ধ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সায়ক—বাণ, শর ; খড়্গ ; যন্ত্র। সো+ঘঞ্ করণ+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

সায়ন্তন- সন্ধ্যাকালীন। সায়ম্+তন (টুল্, তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -নী।

সায়ম্, সায়াহ্ন—সন্ধ্যাকাল, দিনান্ত ; দিনকে পাঁচভাগ করিলে তাহার পঞ্চমভাগ। সো (নাশ করা)+অম্ কর্তৃ ; অহঃ অর্থাৎ দিনের ('অহন্'-শব্দ) সায়, একদেশী (টচ্ সমাসান্ত ও অহন্-স্থানে অহ্ন)। অ, বি ; পুং।

সায়র—সাগর ; উদর ; বৃহৎ জলাশয়। <সাগর। বি।

সায়া—স্ত্রীলোকদিগের শাড়ির নীচে পরিধেয় ঘাগরা বিঃ। <পো 'saia'. বি।

সায়াহ্ন—'সায়ম্' দ্রঃ।

সায়াহ্নকৃত্য—সায়ংকৃত্য (তাহা দ্রঃ)।

সাযুজ্য—সাম্য, সাদৃশ্য ; সহযোগ, অভেদ ; একত্ব ; পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তি বিঃ। সযুজ্ (যুক্ত)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; স্ত্রী।

সায়ুধ—সশস্ত্র, অস্ত্রসমেত ; অস্ত্রধারী, armed. বহু। বিণ।

সার—১। শ্রেষ্ঠাংশ ; বৃক্ষের মজ্জা ; অতিশয় ; তত্ত্বার্থ ; মজ্জা ; বায়ু ; বল, তেজ ; পীড়া ; নবনীত, সর। সৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। ২। কাঠিন্য, দৃঢ়তা ; উৎকর্ষ। সৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ৩। ধন ; জল ; উপযুক্ততা ; বৃক্ষাদির পুষ্টিকারক বস্তু, মাটির উর্বরতাসাধক দ্রব্য, manure ; রহস্য ; অর্থালংকার বিঃ। বি ; স্ত্রী। ৪। শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ; স্থায়ী ; ন্যায্য ; সংক্ষিপ্ত ; নানাবর্ণ। সৃ+ঘঞ্ কর্ম। ৫। স্থির। প্রা কথ্য। বিণ।

সারক—রেচক, ভেদ-কারক ; জারক। সৃ+ণিচ্ (—সারি, গমন করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—সারিকা।

সারগর্ভ—সারপূর্ণ, যাহার ভিতর সার আছে এমন। সার গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

সারগ্রাহিতা—সারভাগ গ্রহণ করিবার শক্তি বা স্বভাব। সারগ্রাহিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। বিণ, -গ্রাহী (-গ্রাহিন্)।

সারগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—শ্রেষ্ঠাংশগ্রাহক, সারগ্রহণকারী। উপতৎ ; সার—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

সারঙ্গ—১। হরিণ, spotted deer ; হস্তী ; সিংহ ; রাজহংস ; চাতকপক্ষী ; ভ্রমর ; কোকিল ; ময়ূর ; কামদেব ; মেঘ ; রাগ বিঃ ; বৃক্ষ ; পরিচ্ছদ ; বস্ত্র ; কেশ ; শব্দ ; পুষ্প ; শঙ্খ ; স্বর্ণ ; পৃথিবী ; রাত্রি,

জ্যোতিঃ; ছত্র। বি; পুং। ২। বাদ্যযন্ত্র বিঃ; স্বর্ণ; ধনুক; চন্দন; কর্পূর। সার—গম্+অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৩। নানাবর্ণ, শবল। সার অঙ্গ যাহার, বহু (বিণ)। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী।

সারঙ্গী—১। তারের বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। শবলা, চিত্রবিচিত্র অঙ্গযুক্তা। সারঙ্গ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। সারঙ্গ-বাদক। বাংপ্র। বি।

সারণ—১। অপসারণ, চালন। সৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অতিসার-রোগ; রাবণের মন্ত্রী বিঃ; রাক্ষস বিঃ। সারি+অন কর্তৃ। বি; পুং। ৩। দোষশুদ্ধি; সারিয়া যাওয়া, শোধরানো। বাংপ্র। বি।

সারণি, সারণী—ক্ষুদ্র নদী; তালিকা, table. সৃ+ণিচ্ (=সারি, গমন করানো) +অনি কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সারথি—রথাদিচালক, যন্তা; সহায়। সৃ+অথিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

সারথ্য—সাহায্য; যান; রথাদিচালন; সারথির কার্য। সারথি+ষ্যঞ্ কার্য অর্থে। বি; ক্লী।

সারদা—দুর্গা; সরস্বতী; লক্ষ্মী। সার—দা (দান করা)+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সারবত্তা—শ্রেষ্ঠত্ব, সারপূর্ণতা। সারবৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, -বান্ (-বৎ)।

সারবন্দী—শ্রেণীবদ্ধ। ফারসী। বিণ।

সারবান্ (-বৎ)—উৎকৃষ্ট; সারপূর্ণ। সার+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

সারভূত—শ্রেষ্ঠ; সারত্বপ্রাপ্ত। সারের তুল্য, নিত্য। বিণ।

সারমর্ম (-মর্মন্), -মর্ম্ম (-মর্ম্মন্)—সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

সারমেয়—কুকুর। সরমা (কুকুরী)+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী, -য়ী।

সারল্য—সরলতা, অকাপট্য। সরল+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সারস—১। খ্যাতপ্রসিদ্ধ জলচর পক্ষী; হংস। বি; পুং। ২। পদ্ম। সরস্ (সরোবর) +অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী। ৩। সরোবরসম্বন্ধীয়। সরস+অণ, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -সী।

সারসংগ্রহ, -সংক(ঙ্ক)লন—চুম্বককরণ; সারাংশের আহরণ; মর্মগ্রহণ। ৬তীতৎ। বি; পুং, ক্লী।

সারস্বত—১। বিল্বদণ্ড, বেলগাছের যষ্টি; ব্রহ্মার দিনরূপ কল্প বিঃ। বি; পুং। ২। ব্যাকরণ বিঃ। বি; ক্লী। ৩। সরস্বতী-সম্বন্ধীয়; বিদ্বান্। সরস্বতী (বাগ্‌দেবী)+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তী।

সারহীন—অসার; বাজে, অকেজো। ৩য়াতৎ। বিণ।

সারা—১। উৎকৃষ্টা; শবলা। সার+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সংশোধন করা; সমাপ্ত করা; নির্বাহ করা; আরোগ্য লাভ করা; মেরামত করা; (ব্যঙ্গার্থে) দুর্দশাগ্রস্ত করা; সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা। <সংস্কৃ। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]। ৩। সমগ্র, সম্পূর্ণ। <সর্ব। ৪। ক্লান্ত, হয়রান; বিপন্ন। বিণ। ৫। (গণিত) কালি, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল। বাংপ্র। বি।

সারাংশ—মর্ম; প্রধানভাগ, শ্রেষ্ঠাংশ। সার অংশ, কর্মধা। বি; পুং।

সারানো—মেরামত করানো; সমাপ্ত করানো; আরোগ্য করা; সংশোধন করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সারার্থ—প্রধান অর্থ; সারমর্ম। সার অর্থ, কর্মধা। বি; পুং।

সারাল—সারযুক্ত, সারবান্। সার+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

সারাসেন—উত্তর-পশ্চিম আরবের অধিবাসী, মধ্যযুগের মুসলমানগণের সাধারণ নাম, Saracen. বি।

সারি—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি; সমবেত মাঝিদের গীত বিঃ। বাংপ্র। বি। **সারি সারি**—শ্রেণীবদ্ধভাবে, অনেকগুলি সারিতে।

সারি, সারী—শালিকপক্ষিণী; পাশক, পাশগুটিকা। সৃ+ইঞ্ কর্তৃ; পক্ষে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সারিকা—১। পক্ষিণী বিঃ, শালিকপাখি; পাশগুটিকা। সারি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বিরেচনকারিণী। সারক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সারিগান—হরসপ্তকের সংক্ষিপ্তরূপ; আরম্ভ। বাংপ্র। বি। [বিণ।

সারিবন্দী—শ্রেণীবদ্ধ। ফারসীতৎ। বাংপ্র।

সারিভারি—ষড়যন্ত্র ("অন্তরের সনে তব আছে সারিভারি"—কৃত্তি)। ধ্বা কল্প। বি।

সারী (-রিন্)—সারবান্। সার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সারিণী।

সারী—'সারি' দ্রঃ।

সারূপ্য—সমানরূপতা; মুক্তি বিঃ, যাহাতে ঈশ্বরের তুল্যরূপ হওয়া যায় এরূপ মুক্তি। সরূপ (সমানরূপ)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সারেঙ্গ, সারেং—জাহাজের প্রধান চালক বা কর্ণধার। <ইং 'serang' বা ফা 'সরহ'-শব্দজ। বি।

সারোদ্ধার—প্রকৃত সত্য বা ঘটনা, সংক্ষিপ্ত সত্য। ৬তীতৎ। বি; পুং।

সার্কাস—ক্রীড়াচক্র, ব্যায়াম-কৌশল ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদির ক্রীড়াপ্রদর্শন। <ইং 'circus'. বি।

সার্জ—একপ্রকার পশমীবস্ত্র। <ইং 'serge'. বি।

সার্জন—১। ইওরোপীয় পুলিস পাহারাদার। <ইং 'sergeant'. ২। ইওরোপীয় প্রণালীতে অস্ত্রচিকিৎসক। <ইং 'surgeon'. বি।

সার্টিফিকেট—প্রশংসাপত্র; প্রমাণপত্র। <ইং 'certificate'. বি।

সার্থ—১। সঙ্গী, সাথী; সমূহ; জন্তুসমূহ। সৃ (গমন করা)+থন্ কর্তৃ। ২। বণিক্-সমূহ। বি; পুং। ৩। ধনবান্, ধনী, ধনাঢ্য; অর্থযুক্ত। অর্থের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সার্থক—১। অর্থযুক্ত, অব্যর্থ; সফল। বিণ। স্ত্রী—সার্থিকা। ২। বণিক্-দলের অধিনায়ক। অর্থের (প্রয়োজন ইঃর সহিত) বর্তমান, বহু+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

সার্থকতা—উদ্দেশ্যযুক্ততা; সফলতা। সার্থক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সার্থকতাসম্পাদন—সফলকরণ; অব্যর্থকরণ। ৬তীতৎ। বি; ক্লী।

সার্থকনামা (-নামন্)—নামানুরূপ কর্মকারী; যশস্বী। সার্থক হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ম্নী।

সার্থবাহ—বণিক্, দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী; পথদর্শক। উপতৎ; সার্থ (সমূহ)—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সার্ধ(র্দ্ধ)—অর্ধযুক্ত, অর্ধসহিত, সাড়ে। অর্ধের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সার্ব(র্ব্ব)—সর্বহিতকর; সর্ব-সম্বন্ধীয়, universal. সর্ব+অণ্ হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—সার্বা।

সার্ব(র্ব্ব)কালিক—যাহা সকল সময়ে হয় এমন। সর্বকাল+ইক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সার্ব(র্ব্ব)জনীন—সর্বলোকবিদিত; সর্বলোকহিতকর; সর্বজনের ইষ্টসাধক; সর্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত। সর্বজন (সকল মনুষ্য)+ঈন (খঞ্)। বিণ।

সার্ব(র্ব্ব)জাতিক—আন্তর্জাতিক, নানা-জাতিঘটিত, international. সর্বজাতি+ইক। বিণ।

সার্ব(র্ব্ব)ত্রিক—সর্বত্রব্যাপী, সকল স্থানে স্থিত, সকল স্থানের উপযুক্ত। সর্বত্র (সকল স্থান)+ইক ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সার্ব(র্ব্ব)দেশিক—সকল দেশের উপযোগী; সকলদেশসম্বন্ধীয়। সর্বদেশ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সার্ব(র্ব্ব)ধাতুক—সর্বধাতুসম্বন্ধীয়। সর্বধাতু+ক (ঠক্)। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সার্ব(র্ব)বিভক্তিক— সর্ববিভক্তিজাত। সর্ববিভক্তি+ক (ঠক্) জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

সার্ব(র্ব)ভৌম-১। উত্তর দিগ্‌গজ, কুবেরের হস্তী; চক্রবর্তী; সম্রাট্, সমুদয় ভূমির অধীশ্বর। সর্বভূমি (সকল স্থান)+অণ্ ঈশ্বরার্থে। বি; পুং। ২। জগদ্‌বাসী; জগদ্বিখ্যাত। সর্বভূমি+অণ্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

সার্ব(র্ব)লৌকিক— সর্বলোকসম্বন্ধীয়; সর্বত্রপ্রসিদ্ধ; সর্বজনবিদিত; পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। সর্বলোক+ইক সম্বন্ধার্থে, জাতার্থে। বিণ।

সার্ষপ—সর্ষপসম্বন্ধীয়; সর্ষপজাত। সর্ষপ+অন্ ইদমর্থে। বিণ।

সার্ষ্টি—ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি রূপ মুক্তি। ঋষ্টির সহ বর্তমান, বহু। বি; স্ত্রী।

সাল—১। বৎসর; বাংলা বা হিজরী সন (খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ কম)। ফা। ২। বৃক্ষ; সর্জবৃক্ষ; প্রাকার, প্রাচীর। সল্ +ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

সালংকা(ঙ্কা)র—অলংকারযুক্ত, আভরণ-ভূষিত। অলংকারের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সালতামামি—সাংবৎসরিক বিবরণ; বৎসরান্ত; ফা। বি।

সালতি—একপ্রকার সরু নৌকা, শালকাঠের ছোট নৌকা। সাল+তি নির্মিতার্থে। বাংপ্র। বি।

সালনির্যা(র্য্যা)স—সর্জরস, ধুনা। সালের নির্যাস (আঠা), ৬ষ্ঠীতৎ; সাল—আ—নী+ড কর্ম। বি; পুং।

সালব-মিসরি— কন্দ বিঃ। আ। বি।

সালভঞ্জিকা- পুত্তলিকা, পুতুল; বেশ্যা। সাল (সালবৃক্ষ বা ইহার কাষ্ঠ)—ভন্‌জ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সালমমিছরি—কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত কন্দ বিঃ। <আ 'সালবমিসরি'। বি।

সালসা—রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধ বিঃ, দ্রবপাচন ঔষধ, sarsa। <পো 'salsa'. বি।

সালিক—শারিকা পক্ষী। <শারিকা। বি।

সালিপনা—সালিয়ানা (তাহা) দ্রঃ।

সালিয়ানা—বার্ষিক। <ফা 'সালানহ্'। বি।

সালিস—মধ্যস্থ ব্যক্তি, arbitrator. আ। বি।

সালিসি—মধ্যস্থতা। সালিস+ই কর্মার্থে। আ-মূ। বি।

সালিসী—মধ্যস্থ-সম্বন্ধীয়; মধ্যস্থ দ্বারা কৃত। সালিস+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। আ-মূ। বিণ।

সালু—একপ্রকার লাল সূতী কাপড়। বাংপ্র। বি।

সালোক্য—মুক্তি বিঃ, তুল্যলোকবাসরূপ মুক্তি, ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস। সমান লোক, নিত্য; সলোক+ষ্যঞ্ বাসার্থে বা স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

সাশ্রয়—১। অবলম্বনযুক্ত, আশ্রয়যুক্ত। আশ্রয়ের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। ২। ব্যয়সংক্ষেপ; খরচ বাঁচা। বাংপ্র। বি।

সাশ্রু—অশ্রুপূর্ণ। অশ্রুর সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাশ্রুনয়নে, -নেত্রে, -লোচনে—সজল নয়নে। সাশ্রু নয়ন, নেত্র, লোচন যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সাষ্টাঙ্গ—অষ্টাঙ্গযুক্ত ('—নমস্কার')। অষ্টাঙ্গের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ। [জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য, অথবা, শির, গ্রীবা, বক্ষ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত, পদ—এই আট]।

সাষ্টাঙ্গে—অষ্টাঙ্গের সহিত, ভূলুণ্ঠিত হইয়া। অষ্টাঙ্গের সহিত বর্তমান যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সাস্না—গরুর গলকম্বল। সস্ (নিদ্রা যাওয়া) +ন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সাহংকা(ঙ্কা)র—অহংকৃত, গর্বিত। অহংকারের সহিত বর্তমান, বহু। বিণ।

সাহচর্য(র্য্য)—সংসর্গ, সঙ্গ, সহচরত্ব; সামানাধিকরণ্য, একাধারে থাকা। সহচর (সঙ্গী)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

সাহজিক- স্বাভাবিক। সহজ+ইক। বিণ।

সাহস—১। অন্তঃকরণের বিক্রম; উৎসাহ; নির্ভয়তা, ভয়হীনতা; দ্বেষ; অনৌচিত্য; দণ্ড; দস্যুবৃত্তি; বলপূর্বক কৃত দুষ্কর্ম, অত্যাচার। সহস্ (বল)+অণ্ কৃত অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নি বিঃ। সহস্+অণ্ আছে অর্থে। বি; পুং। ৩। গায়ের জোরে কৃত দুষ্কর্ম; দণ্ড। বাংপ্র। বি।

সাহসিক, সাহসী (-সিন্)—সাহসের কর্মকারী; নির্ভীক, নির্ভয়; পরুষবাদী; পারদারিক; অনৃতবাদী। সাহস+ইক, ইন্ আছে অর্থে বা প্রশস্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সিকী, -সিনী**।

সাহসিকতা—সাহসিকের ভাব; নির্ভীকতা; ভয়শূন্য হইয়া কোন বিপজ্জনক কার্যের সম্পাদন। সাহসিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সাহসী (-সিন্)—'সাহসিক' দ্রঃ।

সাহস্র—১। বহুসহস্র; সহস্রমাত্র; সহস্র সংখ্যায় সংখ্যাত দল। সহস্র+অণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লী। ২। সহস্রসংখ্যক; সহস্রসম্বন্ধীয়; সহস্র মুদ্রায় ক্রীত। বিণ। ৩। সহস্র সৈনিকসংখ্যাত সৈন্যদল। সহস্র+অণ্ আছে অর্থে, সম্বন্ধার্থে, ক্রীতার্থে। বি; পুং। [বি।

সাহা—বণিক্‌জাতির উপাধি বিঃ। <সাধু।

সাহানা—রাগিণী বিঃ। <ফা 'শাহানা'। ফা। বি।

সাহায্য—আনুকূল্য, সহায়তা। সহায়+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সাহায্যকারী (-রিন্)—সহায়ক; পৃষ্ঠপোষক, সহায়তাকারী। উপতৎ; সাহায্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

সাহায্যপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—সহায়তা-প্রার্থনাকারী, যে সাহায্য চায় এমন। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

সাহিত্য—১। কাব্যশাস্ত্র; চিত্তাকর্ষক রচনা, belles-lettres; রসরচনা; কবিতা গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস আখ্যায়িকা প্রঃ রচনা, literature. সম্যক্ হিত, প্রাদি; সহিত +ষ্যঞ্ করে অর্থে। ২। সংসর্গ, মিলন; সম্বন্ধ বিঃ, একক্রিয়ান্বয়িত্ব; বুদ্ধি বিঃ, বিশেষত্ব। সহিত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সাহিত্যচর্যা(র্চা)—সাহিত্যের আলোচনা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সাহিত্যব্যবসায়ী (-য়িন্)—সাহিত্য লিখিয়া অর্থ উপার্জনকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

সাহিত্যরথী (-রথিন্)—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। সাহিত্যে রথী, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রথিনী**।

সাহিত্য-সম্রাট্ (-সম্রাজ্)—সাহিত্যের সকল শাখায় যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি। ৭মী তৎ। বি; পুং।

সাহিত্যসেবক, -সেবী (-সেবিন্)—কাব্যশাস্ত্রপ্রণয়নকারী; নিরন্তর সাহিত্যের রচনা ও আলোচনাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; সাহিত্য—সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিকা, -সেবিনী**।

সাহিত্যসেবা—সাহিত্যের আলোচনা ও প্রণয়ন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। [দ্রঃ।

সাহিত্যসেবী (-বিন্)—'সাহিত্যসেবক'

সাহিত্যামোদী (-দিন্)—সাহিত্যের প্রতি অনুরাগযুক্ত। ৩য়া বা ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

সাহিত্যালোচনা—সাহিত্য-চর্চা। সাহিত্যের আলোচনা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সাহিত্যিক—সাহিত্য-প্রণয়নকারী; সাহিত্যসম্বন্ধীয়। সাহিত্য+ইক করে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

সাহু—বণিক। <সাধু। বি।

সাহুকার—হুণ্ডির কাজ করে এমন ধনী মহাজন। বাংপ্র। বি।

সাহুকারি—ধনী মহাজনের পেশা, হুণ্ডির কাজ। বাংপ্র। বি।

সাহেব—ইওরোপীয় ব্যক্তি ; প্রধান ব্যক্তি ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ; প্রভু ; মুসলমান ভদ্রলোকের উপনাম বিঃ ; ছবিযুক্ত তাস বিঃ, king. <আ 'সাহিব'। বি।

সাহেবি, সাহেবিয়ানা—সাহেবের মত চালচলন। আ-মূ। বি।

সাহেবী—সাহেবের স্থায়। সাহেব+ঈ সদৃশার্থে। আ-মূ। বিণ।

সিউনি—জল-সেচন-পাত্র বিঃ। <সেচনী। বি।

সিউলী—১। শিউলি ফুল, শেফালিকা। <শেফালিকা। ২। খেজুরের গুড় প্রস্তুতকারী জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

সিংহ—পশুরাজ, মৃগেন্দ্র, কেশরী ; পঞ্চম রাশি ; (কোন শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ ; হিন্দুর উপাধি বিঃ। হিন্স্ (হিংসা করা)+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং।

সিংহগ্রীব—সিংহের স্থায় গ্রীবাবিশিষ্ট ("সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল"—কাশী)। বহু। বিণ।

সিংহদরজা—সিংহদ্বার, ফটক। সিংহ-চিহ্নিত দরজা <ফা 'দর্বাজহ্'), মধ্যপ কর্মধা। বি।

সিংহদ্বার—সিংহমূর্তি-চিহ্নিত প্রবেশদ্বার, ফটক, সিংহদরজা। সিংহাকৃতিযুক্ত দ্বার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

সিংহধ্বনি, -নাদ—১। যোদ্ধাদিগের আস্ফালনসূচক শব্দ, war-cry ; বীরগর্জন। সিংহের ধ্বনি, নাদ (তুল্যার্থে), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সিংহের ডাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সিংহবাহনা—দুর্গা, ভগবতী। সিংহ বাহন যাঁহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সিংহবাহিনী—দুর্গা, ভগবতী। সিংহই বাহ (বাহন), কর্মধা ; সিংহবাহন+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সিংহল—১। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপ বিঃ। সিংহ (মৃগেন্দ্র)—লা+ক কর্তৃ ; অথবা, সিংহবংশের অধিকৃত ইহা এই অর্থে সিংহ+লচ্ [কথিত আছে—বঙ্গের রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্তৃক ইহা অধিকৃত হয়]। ২। রঙ্গ, রাঙ্; টিন ; পিত্তল ; দারুচিনি। সিংহ—লা+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

সিংহশিশু—সিংহের শাবক ; পরাক্রান্ত ও নির্ভীক শিশু ; বীর পুরুষের সন্তান। ৬ষ্ঠী-তৎ। বি ; পুং।

সিংহাবলোকনন্যায়—ন্যায় বিঃ [শিকারের চেষ্টায় অগ্রসর হইবার সময়ে সিংহ তাহার নাগালের মধ্যে কোন শিকার আছে কিনা জানিবার জন্ত বারবার পিছনের দিকে চায়। এইরূপ কোন কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে গত বিষয়ের আলোচনা এই ন্যায়ের বিষয়]। সিংহের অবলোকন, ৬ষ্ঠীতৎ ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

সিংহাসন—১। সিংহচিহ্নিত আসন, রাজাসন, রাজার বসিবার আসন [ইহাতে এই মূর্তিগুলির কোন না কোনটি থাকে ; যথা—"পদ্ম শঙ্খ গজ হংস ভৃঙ্গ সিংহ হয়"]। সিংহ-চিহ্নিত আসন, মধ্যপ কর্মধা। ২। ষোড়শ রতিবন্ধান্তর্গত চতুর্দশবন্ধ। সিংহের স্থায় আসন যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

সিংহাসনচ্যুত—রাজ্যভ্রষ্ট। ৫মীতৎ। বিণ।

সিংহাসনাধিরূঢ়, সিংহাসনারূঢ়—সিংহাসনে উপবিষ্ট ; রাজ্যপ্রাপ্ত। সিংহাসনকে অধিরূঢ়, আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।

সিংহী—১। সিংহপত্নী, স্ত্রীসিংহ। সিংহ+ঈপ্। ২। রাহুর মাতা ; বার্তাকু-বৃক্ষ, বেগুন গাছ ; বাসক ; বৃহতী ; মুদ্গপর্ণী ; কণ্টকারী। সিংহ+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি ; স্ত্রী।

সিঁচা—সেচন করা। < 'সিচ্'-ধাতু। ক্রি। [বি।

সিঁড়ি—সোপান, পইঠা ; মই। <শ্রেণী।

সিঁথি—সীমন্ত, দুই পাশে আঁচড়ানো চুলের মধ্য রেখা ; মস্তকের স্বর্ণাভরণ বিঃ। প্রাদে। বি।

সিঁদুর—রক্তবর্ণ চূর্ণ বিঃ। <সিন্দূর। বি।

সিঁধ—সুড়ঙ্গ ; চুরি করিবার উদ্দেশ্যে গৃহের ভিত্তিতে বা প্রাচীরে কৃত গর্ত। <সন্ধি। বি।

সিঁধকাটি—সিঁধ কাটিবার ছোট শাবল। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

সিঁধাল, সিঁধেল—যে সিঁধ কাটে এমন, সন্ধিখননকারী। সিঁধ+আল, এল খনকার্থে। বাংপ্র। বিণ।

সিক—শলাকা ; সরু দণ্ড, ছড়। <ফা 'সীখ'। বি।

সিকতা—১। বালুকা। সিক্+অতচ্ কর্তৃ +আপ্। ২। বালুকাময় দেশ। সিকতা +অচ্ আছে অর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সিকতাময়—১। বালুকাময়, বালুকাযুক্ত। বিণ। স্ত্রী, -য়ী। ২। বালুকাময় এমন তট ; যাহার উপকূল বালুকাময় দ্বীপ। সিকতা+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বি ; ক্লী।

সিকা, সিকে—১। হাঁড়ি প্রঃ ঝুলাইয়া রাখিবার রজ্জু-নির্মিত আধার। <সিক্য। ২। চারি আনা, টাকার চতুর্থ ভাগ ; সিকি। <চতুষ্ক। বি।

সিকি—মুদ্রার চারিভাগের এক ভাগ, চারি আনা ; চতুর্থাংশ, পোয়া ; চতুর্থাংশপরিমিত। <চতুষ্ক। বি বা বিণ।

সিক্কা—বাদশাহী বা কোম্পানির আমলের পূর্ণ এক তোলা ওজনের টাকা ; একতোলা। <আ 'সিক'। বি।

সিক্ত—আর্দ্রীকৃত, ভিজা ; অভিবৃষ্ট, যাহার উপর জল বর্ষণ করা হইয়াছে এমন। সিচ্ (জলাদি সেচন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সিক্থ—মোম। সিচ্+থক্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

সিগারেট—চুরুটিকা, পাতলা কাগজে মোড়া ক্ষুদ্র চুরুট। <ইং 'cigarette'. বি।

সিজ—মনসা গাছ। বাংপ্র। বি।

সিঝা—জলে সিদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

সিঝানো—জলে সিদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সিঞ্চন—সেচন। কপ্র। বি।

সিঞ্চা—সেচন করা। কপ্র। ক্রি।

সিঞ্চিত—সিক্ত, যাহা বা যাহাতে সেচন করা হইয়াছে এমন। কপ্র। বিণ।

সিটকানো, সিটকনো—কুঞ্চিত হওয়া ; ঘৃণাদি হেতু নাসিকা কুঞ্চিত করা। <সংকোচন। ক্রি [, বি, বিণ]।

সিটি—বাঁশির শব্দ, whistle. বাংপ্র। বি।

সিণ্ডিকেট—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি। <ইং 'syndicate'. বি।

সিড়সিড়—শিহরনের ভাব। বাংপ্র। বি।

সিত—১। শুক্লবর্ণ ; শুক্রাচার্য ; শর, বাণ। বি ; পুং। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা। সো+ক্ত কর্তৃ। ৩। সম্পন্ন ; সমাপ্ত ; জ্ঞাত। বিণ। ৪। রৌপ্য ; মূলক, চন্দন। সি (বন্ধন করা) +ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

সিতকর—১। চন্দ্র। সিত কর যাহার, বহু। ২। কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। বি ; পুং।

সিতাংশু—১। চন্দ্র। সিত (সাদা) অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহু। ২। কর্পূর (চন্দ্র-নামত্ব হেতু)। বি ; পুং।

সিতাসিত—১। বলদেব। সিত (শুভ্র চর্ম) এবং অসিত (কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র) যাঁহার, বহু। ২। শুক্র সহিত শনি। সিত (শুক্র) সহিত অসিত (শনি), মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং। ৩। শুক্ল ও কৃষ্ণ। সিত অথচ অসিত, কর্মধা। বিণ।

সিতি—১। শুক্লবর্ণ ; কৃষ্ণবর্ণ। সো+ক্তি ভাব। বি ; পুং। ২। শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। সো (নাশ করা)+ক্তিচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। বন্ধন। সি+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সিতিকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, মহেশ্বর, শিব ; ময়ূর ; দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখি। সিতি (কৃষ্ণবর্ণ) কণ্ঠ (গলা) যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

সিতিমা (সিতিমন্)—শ্বেতত্ব ; কৃষ্ণতা ; নীলিমা। সিতি+ইমন্ ভাবে। বি ; পুং।

সিতোপল—১। কঠিনী, খড়ি। বি ; স্ত্রী। ২। স্ফটিকমণি। সিত (সাদা) উপল (প্রস্তর), কর্মধা। বি ; পুং।

সিথান—মাথার বালিশ; শিয়র। <শিরঃস্থান। প্রা কপ্র। বি।

সিদ্ধ—১। সম্পন্ন; প্রমাণীকৃত; তপ্ত জলাদিতে পক্ব; ফলিত; প্রসিদ্ধ; বিচারিত; নিত্য; মুক্ত; নিপুণ; পারদর্শী, কৃতবিদ্য; প্রতিপন্ন, প্রতিপাদিত; প্রস্তুত; মিশ্রিত; দীপ্তিশীল; সাধনায় উত্তীর্ণ; মন্ত্র-সিদ্ধিবিশিষ্ট; পরিশোধিত। সিধ্+ক্ত কর্ম (ণিজর্থ অন্তর্ভূত), কর্তৃ। বিণ। ২। দেবযোনি বিঃ; মুনি; অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের বিষয় যিনি জানেন এমন ঋষি; যোগী; বিষ্কুম্ভাদি যোগের অন্তর্গত যোগ বিঃ; ঐন্দ্রজালিক; ঔষধগুল্ম বিঃ। বি; পুং। ৩। সৈন্ধবলবণ। সিধ্+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

সিদ্ধকাম, -মনোরথ—সফলকাম, যাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে এমন। সিদ্ধ কাম, মনোরথ যাহার, বহু। বিণ।

সিদ্ধগঙ্গা, -সিন্ধু—মন্দাকিনী, স্বর্গঙ্গা; গঙ্গা। সিদ্ধদিগের গঙ্গা, সিন্ধু (নদী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধদেব—শিব, মহাদেব। সিদ্ধ (যোগী) দেব, কর্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধধাতু পারদ, পারা। সিদ্ধ (রসায়ন বিদ্যা দ্বারা সম্পন্ন) ধাতু (রস), কর্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধপীঠ—যে স্থানে লক্ষ বলি কোটিসংখ্যক হোম এবং তৎপরিমিত মহাবিদ্যা-জপ হইয়াছে সেই স্থান। সিদ্ধ পীঠ (স্থান), কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

সিদ্ধপুরুষ—মুক্ত মানব; সাধনা দ্বারা যাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছে এমন পুরুষ। কর্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধবিদ্যা কালী তারা প্রঃ দশমহা-বিদ্যা। সিদ্ধা বিদ্যা (অর্থাৎ মন্ত্র) যাঁহার বহু+আপ্। বি স্ত্রী।

সিদ্ধমনোরথ 'সিদ্ধকাম' দ্রঃ।

সিদ্ধসাধন ১। (ন্যায়শাস্ত্র) সাধ্যবস্তু হেতু নিশ্চিতসত্ত্বেও পুনরনুমান-দোষ। সিদ্ধের সাধন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী। ২। গৌরসর্ষপ; শ্বেত সরিষা। সিদ্ধ সাধন যদ্দ্বারা, অথবা, সিদ্ধদিগের সাধন যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

সিদ্ধা ১। যোগিনী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। সম্পন্না; পক্বা, মন্ত্রসিদ্ধিযুক্তা। সিধ্+ক্ত কর্তৃ, কর্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সিদ্ধাচার্য(র্য্য) বৌদ্ধদিগের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বিঃ [ইঁহারা চর্যাপদ নামক প্রাচীন বৌদ্ধগান ও দোঁহাসমূহের রচয়িতা]। সিদ্ধ যে আচার্য, কর্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধান্ত—১। পূর্বপক্ষের যুক্তি ও মত খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপন, মীমাংসা। সিদ্ধ অন্ত যাহা হইতে, বহু। ২। জ্যোতিঃ-শাস্ত্র বিঃ। সিদ্ধ অন্ত যদ্দ্বারা, বহু। বি; পুং।

সিদ্ধান্তাচার—তান্ত্রিক আচার বিঃ (যাহাতে নিজেকে দেবতা মনে করিয়া শান্ত শুদ্ধ মনে যজন করা হয়)। সিদ্ধান্ত আচার, কর্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধান্তী (সিদ্ধান্তিন্)—সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক; মীমাংসা-দর্শন-মতাবলম্বী। সিদ্ধান্ত+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সিদ্ধার্থ—১। বুদ্ধদেব; শ্বেতসর্ষপ। সিদ্ধ (সম্পন্ন) অর্থ (প্রয়োজন, ধন ইঃ) যাহার বা যদ্দ্বারা, বহু। ২। প্রতিপাদিত অর্থ। সিদ্ধ অর্থ, কর্মধা। বি; পুং। ৩। কৃতার্থ, সিদ্ধকার্য; সফলকাম। সিদ্ধ অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

সিদ্ধাশ্রম—প্রসিদ্ধ তপোবন বিঃ [বামনদেব ও ঋষি বিশ্বামিত্র প্রঃ অনেক মহাত্মা এই স্থানে তপঃসিদ্ধি লাভ করেন বলিয়া ইহা এই নামে আখ্যাত হইয়াছে]। সিদ্ধ আশ্রম, কর্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধি ১। নিষ্পত্তি; সাধনাদ্বারা ইষ্টলাভ; মুক্তি, মোক্ষ; ফলোৎপত্তি, সফলতা; যোগ বিঃ; পারদর্শিতা; শুভ; পাক; ঐশ্বর্য; জ্ঞান; শুদ্ধি; বৃদ্ধি, অন্তর্ধান; জয়লাভ, প্রভাবসিদ্ধি মন্ত্রসিদ্ধি উৎসাহসিদ্ধি—রাজা-দিগের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি; অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য; পুরুষার্থ। সিধ্+ক্তি ভাব। ২। মাদকদ্রব্য বিঃ ভাঙ্গ। সিধ্+ক্তি করণবা। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধিদাতা (-দাতৃ)—১। সফলতা-প্রদানকারী। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**। ২। গণেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সিদ্ধিযোগ—(জ্যোতিষ) যোগ বিঃ [যদি শুক্রবারে নন্দা, শনিবারে রিক্তা, বুধবারে ভদ্রা, মঙ্গলবারে জয়া এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা যুক্ত হয়, তবে তাহাকে সিদ্ধিযোগ কহে]। সিদ্ধিনামক বা সিদ্ধিদায়ক যোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সিদ্ধেশ্বরী—দেবী বিঃ। সিদ্ধা ঈশ্বরী (দেবী), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সিধা—১। সরল, সোজা; শাসিত। <সিদ্ধ। বিণ। ২। কাহারও আহারের জন্য প্রদত্ত আচাঁধা চাউল ডাল লবণ প্রঃ; চাউল। হি। বি।

সিধ্য—১। কার্যসাধক। বিণ। ২। পুষ্যানক্ষত্র। সিধ্ (নিষ্পন্ন করা বা হওয়া) +ক্যপ কর্তৃ, অধি। বি; পুং।

সিনান ১। স্নান। বি। ২। স্নান করা বা করানো। প্রা কপ্র। ক্রি। [রূপ— **সিনায়ক, সিনায়ল**।]

সিনিয়া—স্নান করিয়া ("সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটিতে পড়েছে চিকুররাশি"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

সিনেমা—বায়োস্কোপ, চলচ্চিত্র। <ইং 'cinema'. বি।

সিন্দুক—বড় বাক্স। <আ 'সন্দুক'। বি।

সিন্দুর—রক্তবর্ণ চূর্ণ বিঃ, সিঁদুর। স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উরন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সিন্ধু—১। সমুদ্র, সাগর। স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উ কর্তৃ (নিপা)। ২। অক্ষমুনির পুত্র; সিন্ধুনামক নদ; পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রদেশ বিঃ; হস্তী; গজমদ; রাগ বিঃ; শ্বেতটঙ্কণ; ক্ষুদ্রবৃক্ষ বিঃ। বি; পুং। ৩। নদী। স্যন্দ্+উ কর্তৃ, অপা, অধি। বি; স্ত্রী।

সিন্ধুজ—১। সৈন্ধবলবণ। বি; ক্লী। ২। চন্দ্র; উচ্চৈঃশ্রবা; কর্পূর। বি; পুং। ৩। সমুদ্রজাত; নদীজাত। উপতৎ। সিন্ধু—জন্ +ড কর্তৃ। বিণ।

সিন্ধুনাথ—সমুদ্র, নদীপতি। সিন্ধুর (নদীর) নাথ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সিন্ধুবার—নিসিন্দাগাছ; সিন্ধুদেশীয় বা পারস্যদেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব। সিন্ধু—বৃ+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সিন্ধুর—হস্তী, গজ ("জলদ সুন্দর বপু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ"—গোবিন্দ)। স্যন্দ্+উর অপা (নিপা), অথবা, সিন্ধু+র আছে অর্থে। বি; পুং।

সিপাহী—ভারতে ইংরাজশাসনের সময়ে ইংরাজদিগের ভারতবর্ষস্থ সৈন্যদলের দেশীয় সৈন্যগণ। ফা। বি।

সিপ্রা—উজ্জয়িনীর সমীপে প্রবাহিত নদী; স্ত্রীলোকের কটিবন্ধ; স্ত্রী-মহিষ। সিপ্+রক্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সিমেণ্ট—বিলাতী মাটি, শুক্তিকাচূর্ণ প্রস্তর প্রঃ মিশাইয়া এবং পোড়াইয়া প্রস্তুত চূর্ণ বিঃ। <ইং 'cement'. বি।

সিয়ন—সূচীকর্ম। <সীবন। বি।

সিয়ানা—চতুর; বয়ঃপ্রাপ্ত; বড়সড়, হৃষ্ট-পুষ্ট। প্রাদে। বিণ।

সিরকা—'সির্কা' দ্রঃ।

সিরসির—শিহরনসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

সিরা—নাড়ী; জলবাহিনী, জল বহিবার চর্মাদি-নির্মিত পাত্র, ভাণ্ড। সি+রক্ কর্তৃ, কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

সিরিশ—পশুর খুর ও শিং পোড়াইয়া বা গলাইয়া প্রস্তুত আঠা, glue. <ফা 'সরেশ'। বি। **সিরিশ কাগজ**—কাঠ প্রঃ পালিশ করিবার জন্য সিরিশ ও কাচের গুঁড়া মাখানো একপ্রকার কাগজ।

সির্কা, সিরকা—গুড় প্রঃর টক রস, vinegar. ফা। বি।

সিল্ক—রেশম; রেশমনির্মিত বস্ত্র। <ইং 'silk'. বি।

সিসৃক্ষা—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। সনন্ত সৃজ্‌+অ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সিসৃক্ষু—সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক। সৃজ্‌+সন্‌+উ কর্তৃ। বিণ। বি—**সিসৃক্ষা**।

সীকর—জলকণা, গুঁড়ি গুঁড়ি জল ; বায়ু। সীক্‌+অরন্‌ কর্ম। বি ; পুং।

সীতা—১। লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলচিহ্নিত রেখা ; (রামায়ণ) রামচন্দ্রের পত্নী, বৈদেহী, মৈথিলী। সি (খনন করা)+ক্ত কর্ম, সংজ্ঞার্থে+আপ্‌ (নিপাতনে ই-কার দীর্ঘ)। ২। লক্ষ্মী ; দুর্গা ; স্বর্গগঙ্গার শাখা বিঃ ; বনদেবতা বিঃ ; মদ্য। সি+ক্ত কর্তৃ+আপ্‌ (নিপা)। বি ; স্ত্রী।

সীতাকান্ত, -নাথ, -পতি—রামচন্দ্র, রঘুনাথ ; অদ্বৈতাচার্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সীতাকুণ্ড—চন্দ্রনাথ পাহাড় ও মুঙ্গেরের তীর্থস্থানের উষ্ণ প্রস্রবণ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সীতাভোগ—শ্বেতবর্ণ মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

সীৎকার, -কৃতি—অব্যক্ত মুখ শব্দ বিঃ, রতিকালে স্ত্রীলোকদের সুখব্যঞ্জক শব্দ বিঃ। সীৎ—কৃ+ঘঞ্‌, ক্তি ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী।

সীধু—মাদিরিকা, মদ্য ; গুড়জ মদ্য। সিধ্‌+ড কর্ম (নিপা)। বি ; পুং।

সীন—থিয়েটারের দৃশ্যপট বা দৃশ্য। <ইং 'scene'. বি।

সীবন—সূচীকর্ম, সেলাই। সিব্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

সীবনী—সূচী ; লিঙ্গমূল হইতে গুহ্য পর্যন্ত সীবন, perinium. সিব্‌+অনট্‌ করণ, কর্ম+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সীমন্ত—১। সিঁথি, কেশবীথি, ঝাপটা। সীমার (সীমন্‌ শব্দ) অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ (নিপা)। ২। সীমন্তোন্নয়ন। সীমন্‌—অন্‌+ড অধি (নিপা)। ৩। মস্তক। সীমার (অর্থাৎ কেশের সীমার) অন্ত (শেষ) যাহাতে, বহু। বি ; পুং বা ক্লী।

সীমন্তক—সিন্দূর, সিঁদুর। সীমন্ত-কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

সীমন্তিত—যাহা সীমন্তযুক্ত করা হইয়াছে, দ্বিবিভক্ত। সীমন্তি (নামধাতু—সীমন্তযুক্ত করান)+ক্ত কর্ম, অথবা, সীমন্ত+ইতচ্‌ জাতার্থে। বিণ।

সীমন্তিনী—স্ত্রী, নারী ; বধূ। সীমন্ত+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভিণী স্ত্রীর চতুর্থ বা ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে করণীয় সংস্কার বিঃ। সীমন্তের উন্নয়ন যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

সীমা (সীমন্‌)—অন্ত, অবধি, প্রান্তভাগ, limit ; ক্ষেত্র, ঘাড়। সি+ইমন্‌ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

সীমা—অবধি, অন্ত, প্রান্তভাগ ; মর্যাদা ; স্থিতি ; ক্ষেত্র ; মুষ্ক, অণ্ডকোষ ; সমুদ্রবেলা ; তীর। সীমন্‌+ডাপ্‌। বি ; স্ত্রী।

সীমানা—অবধি ; গ্রামাদির নির্ণীত শেষ-ভাগ ; জমির প্রান্ত, চৌহদ্দি, boundary. <সীমন্‌। বি।

সীমান্ত—শেষসীমা, সীমা ; শেষ। সীমার অন্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সীমান্তপ্রদেশ—কোন দেশের সীমার নিকটবর্তী অঞ্চল, frontier. সীমান্তবর্তী প্রদেশ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

সীমান্তর—অন্য সীমা। নিত্য। বি ; ক্লী।

সীমাবদ্ধ, -বচ্ছিন্ন—সীমাযুক্ত, সসীম। সীমাদ্বারা বদ্ধ, অবচ্ছিন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

সীমাবিহীন, -শূন্য—অসীম, অনন্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

সীর—হল, লাঙ্গল, সূর্য। সি+রক্‌ কর্তৃ (ই-স্থানে ঈ)। বি ; পুং।

সীরধ্বজ—মিথিলাপতি, জনকরাজ। সীর (লাঙ্গল) ধ্বজ যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

সীল—জলজন্তু বিঃ। <ইং 'seal'. বি।

সীল, সীলমোহর—গলিত গালা কাগজ ইঃর উপর নামাঙ্কিত ছাপ, নামমুদ্রা। <ইং 'seal'. বি।

সীস, সীসক—সীসাধাতু, lead. সী (সি+ক্বিপ্‌ ভাববা—বন্ধন)—সো+ক কর্তৃ ; সীস+কন্‌ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

সীস—পেনসিলের মধ্যে অবস্থিত যে পদার্থের সাহায্যে লেখা হয়। বাংপ্র। বি।

সু—১। উত্তম ; শুভ ; শোভন, সুন্দর ; অতি-শয়, অত্যন্ত ; অনায়াস ; সৌন্দর্য ; পূজা ; উৎকর্ষ ; অনুমতি ; সমৃদ্ধি ; কষ্ট ; হর্ষ। সু+ডু ভাব। অ। ২। প্রসব। সু+ক্বিপ্‌ ভাব। বি ; পুং।

সুঁড়ি—অপ্রশস্ত পথ, গলিপথ। বাংপ্র। বি।

সুঁতী—ক্ষুদ্রখাল, নালা, ক্ষুদ্র জলপথ। <স্রোতস্‌। বি।

সুঁদরী—সুন্দরবনের একপ্রকার বৃক্ষ এবং তজ্জাত কাষ্ঠ। <সুন্দরী। বি। [বি।

সুঁদী—শ্বেতোৎপল, কুমুদ। <সৌগন্ধিক।

সুকঠিন—সুন্দর ও কঠিন ; দুরূহ ; অতিদৃঢ় ; দুষ্কর। সু (অত্যন্ত) কঠিন, প্রাদি। বিণ।

সুকণ্ঠ—১। মধুর-কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। সু (উত্তম) কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ণ্ঠা, -ণ্ঠী। ২। মধুর কণ্ঠস্বর। বি ; পুং।

সুকতলা—'সুখতলা' দ্রঃ।

সুকর—অক্লেশসাধ্য, সুসাধ্য, অনায়াসসাধ্য ; সুখকর। সু—কৃ+খল্‌ কর্ম। বিণ।

সুকর্মা (-কর্মন্‌), **-কর্ম্মা** (-কর্ম্মন্‌)—১। সৎক্রিয়ান্বিত ; কর্মঠ। বিণ। ২। বিশ্বকর্মা ; যোগ বিঃ। সু (উত্তম) কর্ম যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

সুকুমার—১। অতি মৃদু, অতি কোমল ; অতি শিশু। বিণ। স্ত্রী, -রী। ২। পুঁড়ি আখ ; শস্য বিঃ ; বনচম্পক বিঃ। সু (অত্যন্ত) কুমার, প্রাদি। বি ; পুং বা ক্লী।

সুকুমারবিদ্যা—সাহিত্য কাব্য নৃত্য গীত চিত্রাঙ্কন প্রঃ বিদ্যা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সুকুমারবৃত্তি—চিত্রাঙ্কন নৃত্য গীত কাব্যাদিরূপ জীবিকা ; কোমল স্বভাব। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সুকুমারমতি—১। সরল-হৃদয় ; কোমল-স্বভাব। সুকুমার মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। কোমল অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সুকৃৎ—পুণ্যবান্‌, সুকৃতকারী, পুণ্যাত্মা, ধার্মিক ; সৌভাগ্যশালী। উপতৎ ; সু (শুভ)—কৃ+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বিণ।

সুকৃত—১। পুণ্য, ধর্ম ; শুভ ; দান ; ভাগ্য ; পুরস্কার ; দয়া, বদান্যতা। সু (শুভ) কৃত (কর্ম), প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। পুণ্যাত্মা, পুণ্যবান্‌, ধার্মিক ; সুনির্মিত, সুবিহিত ; ভাগ্যবান্‌। সু কৃত (কর্ম) যাহার, বহু। ৩। যাহা উত্তমরূপে করা হইয়াছে এমন। সু (উত্তমরূপে) কৃত, প্রাদি। বিণ।

—সৎকর্ম, অদৃষ্ট, ভাগ্য ; পুণ্য, ধর্ম ; । প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

(সুকৃতিন্‌)—ভাগ্যবান্‌, সৌভাগ্য-শালী ; ধার্মিক, পুণ্যবান্‌ ; শুভযুক্ত। সুকৃত (পুণ্য)+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

সুকেতু—(রামায়ণ) তাড়কা রাক্ষসীর পিতা। সু (উত্তম) কেতু (ধ্বজ) যাহার, বহু। বি ; পুং।

সুকেশ—মনোহর-কেশরাশিবিশিষ্ট। সু (উত্তম) কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -শা, -শী ; (কপ্র) **-শিনী**।

সুকেশী—১। অপ্সরা বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। শোভনকেশযুক্তা। সু (উত্তম) কেশ যাহার, বহু+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

সুকৌশল—উত্তম উপায় বা নৈপুণ্য, সুন্দর কৌশল। প্রাদি। বি ; ক্লী।

সুক্ত, সুক্তনি, সুক্তো—ঝালশূন্য তিক্ত ব্যঞ্জন। <সুতিক্ত। বি।

সুখ—১। আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ ; স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি, আরাম। সু (উত্তম) খ (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যাহা হইতে, বহু ; অথবা, সুখ্‌+ক ঘঞর্থে ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**সুখিত, সুখী**।

সুখের পায়রা—সুদিনের বন্ধু, শুধু সুখভোগের জন্য বন্ধু। ২। প্রীতিকর, হর্ষ-জনক ; প্রিয়, মনোহর ; মধুর। সুখ্‌+ক কর্তৃ। বিণ।

সুখকর—১। সুখজনক। উপতৎ ; সুখ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। ২। সুসাধ্য। সুখ—কৃ+অপ্‌ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -রা, -রী।

সুখচর—যাহা সুখে গমন করে, সুখগামী। সুখ—চর্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

সুখতলা, সুকতলা—চর্মপাদুকার ভিতরের কোমল চামড়ার আস্তরণ। বাংপ্র। বি।

সুখদ—১। সুখদায়ক, হর্ষপ্রদ। বিণ। ২। শ্রীবিষ্ণু; তাল বিঃ। উপতৎ; সুখ-দা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

সুখদা—১। স্বর্গবেশ্যা; শমীবৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ২। সুখদায়িনী। সুখদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুখদায়ক—আনন্দপ্রদায়ী; সুখজনক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দায়িকা**।

সুখদুঃখ—আনন্দ ও নিরানন্দ। সমা-দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

সু-খবর—ভাল খবর, শুভ সংবাদ। সু (উত্তম) খবর, প্রাদি। বাংপ্র। বি।

সুখময়—আনন্দপূর্ণ। সুখ+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

সুখরাত্রি—দীপান্বিতা অমাবস্যাতে পূজ্যা লক্ষ্মী। সুখা রাত্রি যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

সুখলব—সুখের অঙ্কুর, সবে মাত্র জাত ঈষৎ সুখ ("সুখলব ভৈ গেল নৈরাশা"—বিদ্যা)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুখলেশ—সামান্যমাত্র সুখ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সুখশয্যা—আরামপ্রদ বিছানা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সুখশান্তি—আনন্দ ও চিত্তস্থৈর্য। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সুখশ্রাব্য—শুনিতে মধুর, শ্রুতিসুখজনক। সুখে শ্রাব্য, সুপ্। বিণ।

সুখসম্পৎ (-সম্পদ্)—আনন্দ ও ঐশ্বর্য। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সুখসাধ্য—সুকর, যাহা সহজে সম্পন্ন করা যায় এমন। সুখে সাধ্য, সুপ্। বিণ।

সুখসেব্য—যাহা সেবনে আরাম এবং তৃপ্তি হয় এমন। সুখে সেব্য, সুপ্। বিণ।

সুখস্পর্শ—যাহার স্পর্শে আরাম হয় এমন। সুখজনক স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ।

সুখস্বচ্ছন্দতা, -স্বাচ্ছন্দ্য—আনন্দ ও চিত্তের সুস্থ এবং স্বাধীন ভাব। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সুখস্বপ্ন—আনন্দজনক স্বপ্ন, স্বপ্নাবস্থায় সুখলাভের অনুভূতি। সুখজনক স্বপ্ন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সুখাদ্য—উত্তম আহার্য; মধুরাস্বাদ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ভোজ্য। সু (উত্তম) খাদ্য, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুখাধার—স্বর্গ; সুখের স্থান। সুখের (আনন্দের) আধার (স্থান), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুখাবহ—সুখদায়ক, সুখজনক। সুখের আবহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

সুখাশা—সুখলাভের সম্ভাবনা; সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা। সুখের আশা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুখাসন ১। আরামপ্রদ আসন; সুখে উপবেশন। সুখপ্রদ আসন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শ্রাদ্ধের সময়ে রূপার ডিবা প্রঃ দান। বাংপ্র। বি।

সুখাসীন—আরামে উপবিষ্ট। সুখে আসীন, সুপ্। বিণ।

সুখাস্বাদ—১। সুখের উপভোগ। সুখের আস্বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ২। প্রীতিপ্রদ-আস্বাদবিশিষ্ট, মধুরাস্বাদযুক্ত। সুখজনক আস্বাদ যাহার, বহু। বিণ।

সুখিত—সুখী, সুখযুক্ত। সুখ+ইতচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

সুখিনী—সুখপ্রাপ্তা; সুখযুক্তা, হৃষ্টা ("শিখীসহ শিখিনী সুখিনী নাচিত দুয়ারে মোর"—মাইকেল)। সুখিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুখী (সুখিন্)—প্রীতিমান, সুখবিশিষ্ট, সন্তুষ্ট। বিণ।

সুখৈশ্বর্য(র্য্য)—সুখসম্পদ্। সুখ ও ঐশ্বর্য, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

সুখোষ্ণ—ঈষৎ তপ্ত, যাহাতে আরাম হয় এমন উষ্ণ। সুখজনকভাবে উষ্ণ, সুপ্। বিণ।

সুখ্যাতি—প্রশংসা, যশ। সু (উত্তমা) খ্যাতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুগঠিত—সুন্দরভাবে গঠিত, উত্তমরূপে নির্মিত; সুন্দরগঠনবিশিষ্ট, সুন্দর-অবয়বাদি-বিশিষ্ট। সু (উত্তমরূপে) গঠিত, প্রাদি। বিণ।

সুগত—১। বুদ্ধদেব। সু গম্+ক্ত কর্তৃ। বি; পুং। ২। সুন্দরগতিবিশিষ্ট। সু (উত্তমরূপ) গত (গতি) যাহার, বহু। ৩। উত্তম, চমৎকার। সু—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সুগন্ধ—১। সদ্গন্ধযুক্ত, উত্তমগন্ধবিশিষ্ট (গন্ধ নিজস্ব হইলে সুগন্ধি; সুগন্ধি পুষ্প; সুগন্ধ বায়ু)। বিণ। ২। চন্দনবৃক্ষ; গন্ধক; গন্ধবণিক্; নীলোৎপল; চন্দন; জিরা; গন্ধতৃণ বিঃ। সু (উত্তম) গন্ধ যাহার, বহু। ৩। উত্তম গন্ধ। প্রাদি। বি; পুং।

সুগন্ধি ১। সদ্গন্ধযুক্ত, সুরভি। বিণ। ২। মুস্তা; পিপ্পলীমূল; ধন্যাক, ধনিয়া; গন্ধতৃণ বিঃ; চুনির ন্যায় মণি বিঃ, spinel. সু গন্ধ যাহার, বহু (ইচ্ আগম; সুগন্ধ ১ দ্রঃ)। বি; পুং।

সুগভীর—অত্যধিক গভীর, গভীরতাযুক্ত, অত্যন্ত খাতবিশিষ্ট। সু (অতিশয়) গভীর, প্রাদি। বিণ।

সুগম—যাহাতে যাওয়া সহজ এমন; অনায়াসলভ্য; অনায়াসসাধ্য; সুগম্য, যাহা সহজে জানা বা বুঝা যায়। সু (উত্তমরূপে)—গম্+খল্ কর্ম। বিণ।

সুগম্ভীর—অতীব গাম্ভীর্যপূর্ণ। সু (অতিশয়) গম্ভীর, প্রাদি। বিণ।

সুগম্য—সুগম। সু (উত্তমরূপে) গম্য, সুপ্। বিণ।

সুগহন—নিবিড়। সু (অতিশয়) গহন, সুপ্। বিণ।

সুগ্রীব—১। রামচন্দ্রের মিত্র বা বানররাজ; কৃষ্ণের অশ্ব বিঃ; শিব; ইন্দ্র; হংস; রাজহংস; বীর; জলাশয়; বংশুকি; পর্বত বিঃ; অস্ত্র বিঃ। বি; পুং। ২। সুন্দর-গ্রীবাযুক্ত। সু (শোভনা) গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ।

সুচরিত—১। সাধু আচরণ। সু (উত্তম) চরিত, প্রাদি। বি; ক্লী। ২। উত্তমরূপে আচরিত। সু (উত্তমরূপে) চরিত, প্রাদি। ৩। সচ্চরিত্র। সু (উত্তম) চরিত যাহার, বহু। বিণ।

সুচরিত্র—১। সচ্চরিত্র, চরিত্রবান্। সু (উত্তম) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। সাধু চরিত্র। সু (উত্তম) চরিত্র, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুচর্মা (-র্মন্), **সুচর্ম্মা** (-র্ম্মন্)—১। শোভনচর্মবিশিষ্ট। বিণ। ২। ভূর্জবৃক্ষ। সু চর্ম (ত্বক্) যাহার, বহু। বি; পুং।

সুচারু—অতিশয় মনোহর, অতি সুন্দর। সু (অত্যন্ত) চারু, প্রাদি। বিণ।

সুচারুরূপে—উত্তমরূপে; নিখুঁতভাবে; সুন্দরভাবে। সুচারু রূপ যাহাতে, বহু, এভাবে। ক্রি-বিণ।

সুচিক্কণ—খুব চক্‌চকে, অত্যন্ত পালিশ। সু (উত্তমরূপে) চিক্কণ, প্রাদি। বিণ।

সুচির—১। অতি দীর্ঘকাল। সু (অত্যন্ত) চির (অধিককাল), প্রাদি। বি; ক্লী। ২। দীর্ঘকালস্থায়ী। সু (অতিশয়রূপে) চির, প্রাদি। বিণ।

সুচেতাঃ (-তস্) (>**সুচেতা**)—সতর্ক; সন্তুষ্টচিত্ত। সু (উৎকৃষ্ট) চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ।

সুছন্দ—মনোহর শোভাযুক্ত; সুগঠিত। প্রা কপ্র। বিণ।

সুছাঁদ—মনোহর-গঠনবিশিষ্ট, সুঠাম, দেখিতে খুব সুন্দর; উত্তমপ্রকার। বাংপ্র। বিণ।

সুজন—সজ্জন, সাধু ব্যক্তি, ধার্মিক লোক; ভদ্র বা দয়ালু ব্যক্তি। সু (উত্তম) জন (লোক), প্রাদি। বি; পুং।

সুজনতা—সাধুতা; সৌজন্য; ভদ্রতা। সুজন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সুজনী—একপ্রকার মোটা এবং কারুকার্য-যুক্ত বিছানার চাদর। বাংপ্র। বি।

সুজন্মা (-জন্মন্)—শোভনজন্মা; সৎ-কুলোদ্ভব; বিবাহিত স্বামীর ঔরসে উৎপন্ন;

সম্যক্ উৎপন্ন; সুন্দর। সু (শোভন) জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

সুজয়, সুজেয়—যাহা বা যাহাকে অনায়াসে জয় করা যায়, সহজে জয় করিবার যোগ্য। সু—জি+খল্ কর্ম; সু (সুখে) জেয়, প্রাদি। বিণ।

সুজলা—সুস্বাদ-জলবিশিষ্টা; প্রচুরনদীযুক্তা, নদীমাতৃকা। সু (উত্তম, প্রচুর) জল যাহাতে, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুজাত—১। সৎকুলজাত; শাস্ত্রসম্মতভাবে বিবাহিতা পত্নীতে উৎপাদিত; সুন্দর। সু (উত্তমরূপে) জাত, প্রাদি, অথবা, সু (উত্তম) জাত (জন্ম) যাহার, বহু। বিণ। ২। সৎকুলে জন্ম; শাস্ত্রসম্মত পত্নীর গর্ভে জন্ম। সু (উত্তম) জাত (জন্ম), প্রাদি। বি; ক্লী।

সুজি—১। যাহাতে হালুয়া প্রস্তুত হয় সেই মোটা দানাযুক্ত আটা, গমের মোটা গুঁড়া। বাংপ্র। ২। উকুনের ডিম। প্রাদে। বি।

সুজেয়—'সুজয়' দ্রঃ।

সুট—পরিচ্ছদ; একসঙ্গে পরিধেয় পরিচ্ছদের প্রস্থ; কোটপ্যান্ট; মকদ্দমা। <ইং 'suit'. বি।

সুটকেস—পোশাক পরিচ্ছদাদি রাখিবার পেটিকা বিঃ; চামড়া টিন ইস্পাত প্রঃ দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার বহনযোগ্য বাক্স। <ইং 'suit-case'. বি।

সুঠাম—মনোহর-ভঙ্গীবিশিষ্ট; সুগঠিত; সুন্দর। বহু। বাংপ্র। বিণ।

সুড়ঙ্গ—সন্ধি, সিঁধ; গর্ত; মাটির নীচ দিয়া কাটা লম্বা গর্তপথ; পর্বতে ছিদ্র কাটিয়া নির্মিত রাস্তা; দেওয়ালের ছিদ্র। <সুরঙ্গ। বি।

সুড়সুড়—সরীসৃপ প্রঃর গতির অনুকার-শব্দ; শিহরন; কাতুকুতু বা চুলকানি অনুভব; তীব্র লালসা অনুভব। বাংপ্র। অ।

সুড়সুড়ানো—কাতুকুতু বা চুলকানি অনুভব করা; কোন কিছুর জন্য হস্তাদি ইন্দ্রিয় অত্যধিক লালসাযুক্ত হওয়া; চুলবুল করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

সুড়সুড়ি—কাতুকুতুজনক স্পর্শ। সুড়সুড়+ই ভাবে। বাংপ্র। বি।

সুডীন—পক্ষীর গতি বিঃ। সু—ডী+ক্ত ভাবে। বি; ক্লী।

সুডোল, সুডৌল, সু-ডপ—সুন্দর-অবয়ববিশিষ্ট, সুগঠিত। বহু। বাংপ্র। বিণ।

সুত—১। পুত্র; রাজনন্দন, যুবরাজ। বি; পুং। ২। উৎপন্ন; নিষ্পীড়িত; সম্বন্ধ। সু (প্রসব করা ইঃ)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সুতক—জন্মাশৌচ। সুত+কন্ আগতার্থে। বি; ক্লী।

সুতনু, সুতনূ—শোভনাঙ্গী, সুন্দরী; কৃশাঙ্গী। সু তনু যাহার, বহু; পক্ষে+উপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুতবতী—পুত্রবতী। সুতবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুতবান্ (-বৎ)—পুত্রবিশিষ্ট, যাহার পুত্র আছে এমন। সুত+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী. -বতী।

সুতরাং—অগত্যা; কাজেই; অবশ্য; অত্যন্ত, অতিশয়; অবধারিত; ঔচিত্য। সু (অতিশয়)+তরাম্ স্বার্থে। অ।

সুতল—১। ষষ্ঠ পাতাল; অট্টালিকাবন্ধ, অট্টালিকার মূলপত্তন। সু (অত্যন্ত) তল (অধোভাগ), প্রাদি। বি; পুং। ২। উত্তম-তলযুক্ত (গৃহাদি)। সু (উত্তম) তল যাহার, বহু। বিণ।

সুতলি, সুতুলি—সরু দড়ি। বাংপ্র। বি।

সুতহিবুকযোগ—যোগ বিঃ, বিবাহ-বিষয়ক যোগ বিঃ। সুতহিবুক যোগ (গ্রহ বিঃর অবস্থান) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

সুতা—১। কন্যা, দুহিতা। বি; স্ত্রী। ২। সম্বন্ধা; জাতা। সুত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। সূত্র; তন্তু; ১/৮ ইঞ্চি। <সূত্র। বি।

সুতার—সুস্বাদ। বহু। বাংপ্র। বিণ।

সুতার্থী (-র্থিন্)—পুত্রকামী, পুত্রলাভেচ্ছু। উপতৎ; সুত—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -র্থিনী।

সুতী (সুতিন্)—পুত্রবিশিষ্ট, যাহার পুত্র আছে এমন। সুত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—সুতিনী।

সুতী—কার্পাসসূত্রে প্রস্তুত। সুতা+ঈ। বাংপ্র। বিণ।

সুতীক্ষ্ণ—১। অতি তীক্ষ্ণ, অতিশয় ধারাল। বিণ। ২। মুনি বিঃ; শোভাঞ্জন। সু (অত্যন্ত) তীক্ষ্ণ, প্রাদি। বি; পুং।

সুতীব্র—অতিশয় তীক্ষ্ণ; অত্যন্ত ঝাঁঝযুক্ত; অত্যন্ত কর্কশ বা উগ্র। সু (অতিশয়) তীব্র, প্রাদি। বিণ।

সুতুলি—'সুতলি' দ্রঃ।

সুতোৎপত্তি—পুত্রের জন্ম; পুত্রলাভ। সুতের উৎপত্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুতোৎপাদন—পুত্রের জন্মদান, পুত্র-জনন। সুতের উৎপাদন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সুদ—ধনপ্রয়োগের লাভ; কুসীদ, বৃদ্ধি, interest. ফা। বি।

সুদক্ষ—অতিশয় নিপুণ; সুপটু। সু (অতিশয়) দক্ষ, প্রাদি। বিণ।

সুদক্ষিণ—১। বিদর্ভদেশের একজন রাজা। সু (অত্যন্ত) দক্ষিণ (নিপুণ), প্রাদি। বি; পুং। ২। উত্তম-দক্ষিণাযুক্ত ('— যজ্ঞ')। সু দক্ষিণা যাহাতে, বহু। বিণ।

সুদখোর—কুসীদজীবী; অতিরিক্ত সুদ আদায়কারী। সুদ+খোর আসক্তার্থে। বিণ।

সুদতী—১। সুন্দরী স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। শোভনদন্তযুক্তা। সু (উত্তম) দন্ত যাহার, বহু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুদম—অনায়াসে দমনীয়। সু (অনায়াসে)—দম্+খল্ কর্ম। বিণ।

সুদর্শন—১। বিষ্ণুর চক্রনামক অস্ত্র [বিশ্বকর্মা সূর্যদেবের তেজোভাগ গ্রহণপূর্বক ইহা নির্মাণ করিয়া মহাদেবকে দিলে তিনি আবার ইহা বিষ্ণুকে দানবগণের বিনাশার্থ দান করেন]; সুমেরু; গোলাবজাম; বর্তমান কালের অষ্টাদশ জৈনমুনির পিতা; গৃধ্র, শকুনি। সু (সুন্দররূপে)—দৃশ্+অনট্ কর্ম। বি; পুং। ২। সুন্দরদর্শন, সুদৃশ্য, দেখিতে উত্তম। সু (উত্তম) দর্শন (আকৃতি) যাহার, বহু। বিণ।

সুদর্শনা—সুন্দরী স্ত্রী; ঔষধ; বৃক্ষ বিঃ। সুদর্শন+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুদামা (-মন্)—১। সমুদ্র; মেঘ; পর্বত; ঐরাবত; পুরাণবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সখা দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিঃ। বি; পুং। ২। অতিশয় দাতা; উত্তম দাতা। বিণ। ৩। নদী বিঃ। সু (উত্তম) দাম (দীপ্তি) যাহার, বহু, কিংবা, সু (অত্যন্ত)—দা+মনিন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সুদিন—শুভদিন; সুখের সময়; সম্পৎ-কাল। সু (উত্তম) দিন, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুদীর্ঘ—অতিদীর্ঘ, অধিক লম্বা। সু (অত্যন্ত) দীর্ঘ, প্রাদি। বিণ।

সুদুর্লভ—অতিকষ্টে লাভযোগ্য, অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। সু (অত্যন্ত) দুর্লভ, প্রাদি। বিণ।

সুদুষ্কর—অতি দুঃসাধ্য, অত্যন্ত দুষ্কর। সু (অত্যন্ত) দুষ্কর (দুঃসাধ্য), প্রাদি। বিণ।

সুদুস্তর—অতিদুস্তর, যাহা পার হওয়া কঠিন এমন। সু (অত্যন্ত) দুস্তর (দুরতিক্রম্য), প্রাদি। বিণ।

সুদূর—অতি দূর বা দূরবর্তী, বহুদূরস্থ। সু (অত্যন্ত) দূর (অসন্নিকৃষ্ট), প্রাদি। বি; ক্লী বা বিণ।

সুদূরপরাহত—যাহা হইতে বহু দেরি এমন, যাহা হওয়া একরূপ অসম্ভব এমন, অতি দূরে নিরাকৃত। সুদূরে পরাহত, ৭মীতৎ। বিণ।

সুদৃঢ়—অতি দৃঢ়, অত্যন্ত কঠিন। সু (অত্যন্ত) দৃঢ় (কঠিন), প্রাদি। বিণ।

সুদৃশ্য—সুন্দর, দেখিতে সুশ্রী। সু (উত্তম) দৃশ্য (দর্শনীয়), প্রাদি; অথবা, সু দৃশ্য (রূপ) যাহার, বহু। বিণ।

সুদ্ধ, সুদ্দ—পর্যন্ত; সমেত। বাংপ্র। অ।

সুধন্বা (-ন্বন্)—উত্তম ধনুর্ধারী; বিশ্বকর্মা; অনন্তদেব; জনৈক রাজা। সু (উত্তম) ধনুঃ (ধনুক) যাহার, বহু (অনঙ্-আগম)। বি; পুং।

সুধর্মা (-ধর্মন্), **সুধর্ম্মা** (-ধর্ম্মন্)—১। দেবগণের সভা ; গৃহস্থ। সু (অত্যন্ত) ধর্ম যাহাতে, বহু (অনিচ্)। বি ; পুং। ২। অতি ধার্মিক। বিণ। ৩। বর্তমান কালের শেষ জৈনের একজন প্রধান শিষ্য। সু ধর্ম যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

সুধা—অমৃত, পীযুষ ; বিদ্যুৎ ; চুন ; চন্দ্রিকা, চাঁদের আলো। সু (সুখে)—ধে কিংবা ধা + অঙ্ কর্ম + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সুধাংশু, সুধাকর—চন্দ্র, শশী। সুধাময় অংশু যাঁহার, বহু ; সুধার আকর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুধাজীবী (-জীবিন্)—রা জ মি স্ত্রী। উপতৎ ; সুধা (চুনকাম)—জীব্ + ণিন কর্তৃ। বি ; পুং।

সুধাধবলিত—চুনকাম-করা। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুধাধার, -নিধি—চন্দ্র, শশী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুধানো—জিজ্ঞাসা করা। কপ্র। ক্রি।

সুধানিস্যন্দী (-ন্দিন্)—যাহা হইতে সুধা ক্ষরিত হয় এমন ; অমৃতবর্ষী, মধুর। উপতৎ ; সুধা—নি—স্যন্দ্ + ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দিনী**।

সুধাপাত্র—অমৃতের ভাণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সুধাবর্ষী (-বর্ষিন্)—১। ব্রহ্মা ; চন্দ্র ; বুদ্ধ বিঃ। বি ; পুং। ২। যাহা হইতে অমৃতক্ষরণ হয় এমন ; মধুর। উপতৎ ; সুধা—বৃষ্ (বর্ষণ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্ষিণী**।

সুধাময়—১। অমৃতময় ; চূর্ণময়। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**। ২। প্রাসাদ, অট্টালিকা। সুধা + ময়ট্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

সুধাসিক্ত—অমৃত দ্বারা আর্দ্র ; সুধায় পরিপূর্ণ ; অতি মধুর। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুধাসিন্ধু—অমৃতসমুদ্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুধী—১। পণ্ডিত, বিদ্বান্ ; সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। বি ; পুং। ২। সুবুদ্ধি। সু (শোভনা) ধী যাঁহার, বহু। বিণ। ৩। সুন্দর বুদ্ধি। সু (উত্তমা) ধী, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সুধীর—১। অতি ধীর বা শান্ত। প্রাদি। ২। অতি বিজ্ঞ বা নিপুণ। প্রা কপ্র। বিণ।

সুনন্দ—আনন্দজনক, আনন্দদায়ক। সু (উত্তমরূপে)—নন্দ্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

সুনন্দা—পার্বতী ; পার্বতীর সখী বিঃ ; ইন্দুমতীর সখী ; নারী ; গোরোচনা ; ইষের মূল। সুনন্দ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সুনয়ন—১। হরিণ, মৃগ। বি ; পুং। ২। উত্তমনেত্রযুক্ত। সু (উত্তম) নয়ন (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ। ৩। উত্তম নয়ন ; (লক্ষণার্থে) সুদৃষ্টি। সু (উত্তম) নয়ন, প্রাদি। বি ; ক্লী।

সুনাম (-মন্)—যশঃ, সুখ্যাতি, প্রশংসা। সু (উত্তম) নাম, প্রাদি। বি ; ক্লী।

সুনিপুণ—সুদক্ষ। সু (অতিশয়) নিপুণ, প্রাদি। বিণ।

সুনির্দি(র্দ্দি)ষ্ট—উত্তমরূপে স্থিরীকৃত, উত্ত রূপে নির্ধারিত। সু (উত্তমরূপে) নির্দিষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুনির্ম(র্ম্ম)ল—অতীব পবিত্র ; অতিস্বচ্ছ। সু (উত্তমরূপে) নির্মল, প্রাদি। বিণ।

সুনিশ্চয়—অবশ্য ; সঠিক। প্রাদি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সুনিশ্চিত—অবধারিত, স্থিরীকৃত। সু (সম্পূর্ণরূপে) নিশ্চিত, প্রাদি। বিণ।

সুনীতি—১। নীতিমান্ ; নীতিমতী। নীতি যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম নীতি ; সদাচরণ। সু (উত্তমা) নীতি, প্রাদি। ৩। ধ্রুবমাতা। সু নীতি যাঁহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

সুনীল—১। মণি বিঃ। বি ; ক্লী। ২। দাড়িম। বি ; পুং। ৩। গাঢ় নীলবর্ণ। সু নীল, প্রাদি। বিণ।

সুনীলবরণী—গাঢ় নীলবর্ণা, ঘন নীল রঙের। বহু। কপ্র। বিণ।

সুন্দর—১। সুশ্রী, মনোহর, রম্য, সুরূপ। বিণ। স্ত্রী—**সুন্দরী**। ২। কামদেব ; বৃক্ষ বিঃ। সু (উত্তমরূপে)—দৃ (আদর করা) + অপ্ কর্ম (ন-আগম)। বি ; পুং।

সুন্দরী—১। সুরূপা। বিণ ; স্ত্রী। ২। অর্ধসম ছন্দ বিঃ ; হরিদ্রা ; সুঁদরী গাছ। সুন্দর + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সুন্নত—মুসলমান ও ইহুদীদিগের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক্‌চ্ছেদন-রূপ সংস্কার, circumcision. আ। বি।

সুন্নী—মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ। আ। বি।

সুপক্ব—উত্তমরূপে পরিপক্ব ; সুপরিণত, সুসিদ্ধ। সু (উত্তম) পক্ব, প্রাদি। বিণ।

সুপচ—লঘুপাক, যাহা সহজে হজম হয়। সু—পচ্ + খল্ কর্ম। বিণ।

সুপণ্ডিত—অতিশয় বিদ্বান্। সু (অতিশয়) পণ্ডিত, প্রাদি। বিণ।

সুপথ—সুন্দর পথ, সন্মার্গ ; সুরীতি ; সদাচার। সু (উত্তম) পন্থা (রাস্তা), প্রাদি + অ সমাসান্ত। বি ; পুং।

সুপর্ণ—১। গরুড় ("ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ"—কাশী) ; স্বর্ণচূড়পক্ষী ; কুক্কুট। বি ; পুং। ২। সুন্দর পাখা বা পাতাযুক্ত। সু (সুন্দর) পর্ণ (পালক, পাতা) যাহার, বহু। বিণ।

সুপর্ণা, সুপর্ণী—পদ্মিনী ; বিনতা, গরুড়-মাতা। সুপর্ণ + আপ্, ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সুপর্বা (-র্বন্), **সুপর্ব্বা** (-র্ব্বন্)—দেবতা ; বাঁশ ; বাণ ; ধূম ; অতিথি বিঃ। সু (উত্তম, অত্যন্ত) পর্ব যাহার, বহু। বি ; পুং।

সুপর্বা (**র্ব্বা**)—১। শ্বেতদূর্বা। বি ; স্ত্রী। ২। সুন্দর-পর্ববিশিষ্টা। সুপর্বন্ + ডাপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সুপাত্র—উপযুক্ত পাত্র, যোগ্য ব্যক্তি ; উত্তম ভাজন। সু (উত্তম) পাত্র (ভাজন), প্রাদি। বি ; ক্লী।

সুপারি, সুপুরি—গুবাক ফল, পূগ, গুয়া। বাংপ্র। বি।

সুপারিশ—উপরোধ, অনুরোধ। <ফা 'সিফারিশ'। বি।

সুপার্শ্ব—সম্পাতির পুত্র ; বর্তমান খান্দেশ ; সপ্তম জৈনমুনি ; প্লক্ষবৃক্ষ। সু (উত্তম) পার্শ্ব যাহার, বহু। বি ; পুং।

সুপুরুষ—সুশ্রী ব্যক্তি ; সুন্দর-আকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষ। সু (সুশ্রী) পুরুষ, প্রাদি। বি ; পুং।

সুপুষ্ট—উত্তমরূপে বর্ধিত, সম্যক্ পরিপুষ্ট। সু (উত্তমরূপে) পুষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুপ্ত—নিদ্রিত ; শায়িত ; ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য। স্বপ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**সুপ্তি**।

সুপ্তি—নিদ্রা, ঘুমানো ; শয়ন ; স্বপ্ন ; বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস। স্বপ্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**সুপ্ত**।

সুপ্তোত্থিত—নিদ্রা হইতে উত্থিত। পূর্বে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত, কর্মধা। বিণ।

সুপ্রতিভা—উজ্জ্বল বুদ্ধি। সু (শোভনা) প্রতিভা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠ—সুপ্রসিদ্ধ, অতিশয় প্রতিষ্ঠাযুক্ত ; যাহাকে সহজে স্থানচ্যুত বা অপ্রমাণিত করা যায় না। সু (অতিশয়) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

সুপ্রতিষ্ঠা—১। যশঃ, খ্যাতি। সু (শোভনা) প্রতিষ্ঠা, প্রাদি। ২। পঞ্চাক্ষর-পাদক ছন্দ বিঃ। সু প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু + আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। সুপ্রসিদ্ধা। সুপ্রতিষ্ঠ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠিত—উত্তমরূপে স্থাপিত ; উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত। সু (উত্তমরূপে) প্রতিষ্ঠিত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রতীক—১। ঈশান কোণের হস্তী ; কামদেব। বি ; পুং। ২। শোভনাঙ্গ ; সুন্দর-রূপে নির্মিত। সু (সুন্দর) প্রতীক (অবয়ব) যাহার, বহু। বিণ।

সুপ্রতীত—উত্তমরূপে জ্ঞাত ; অতি প্রসিদ্ধ ; স্পষ্ট প্রমাণীভূত। সু (উত্তমরূপে) প্রতীত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রভ—সুন্দর প্রভাযুক্ত। সু (প্রভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ।

সুপ্রভা—১। উত্তমা দীপ্তি। সু (উত্তমা) প্রভা, প্রাদি। ২। অগ্নিজিহ্বাবৃক্ষ। সু প্রভা যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। অতিশয় দীপ্তিমতী। সুপ্রভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুপ্রভাত—১। শুভসূচক প্রাতঃকাল; প্রাতঃপ্রণাম (ইং good-morning-শব্দের অনুবাদ)। সু (শুভ) প্রভাত (প্রাতঃকাল), প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। সাতিশয় দীপ্তি-বিশিষ্ট। সু (অত্যন্ত) প্রভাত (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ।

সুপ্রযুক্ত ঠিকমত যাহার প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন, যাহা ঠিক ঠিক লাগানো হইয়াছে এমন। সু (উত্তমরূপে) প্রযুক্ত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রশস্ত—অত্যুত্তম; সুযোগ্য; সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। সু (উত্তমরূপে) প্রশস্ত, প্রাদি। বিণ।

সুপ্রসন্ন—১। সাতিশয় প্রসন্ন। বিণ। ২। কুবের। সু (উত্তমরূপে, অত্যন্ত) প্রসন্ন, প্রাদি। বি; পুং।

সুপ্রসিদ্ধ—সমধিক খ্যাত, সুবিখ্যাত। সু (অতিশয়) প্রসিদ্ধ, প্রাদি। বিণ।

সুফল—১। বিল্ব, বেল; দাড়িম্ব; শিম্বী বিঃ; উত্তম পরিণাম; তীর্থদর্শনের ফললাভের জন্য পাণ্ডার আশীর্বাদ; উত্তম ক্রিয়া। সু (সুন্দর) ফল, প্রাদি। বি; ক্লী। ২। উত্তমফলশালী; সুন্দর-ফলোৎপাদক। সু ফল যাহার, বহু। বিণ।

সুফলা—১। উত্তম-ফলযুক্তা; প্রচুর শস্য-শালিনী ('—বঙ্গভূমি')। বিণ; স্ত্রী। ২। কদলী; অলাবু, লাউ; দ্রাক্ষা বিঃ; ইন্দ্র-বারুণী; কপিথ। সুফল (২)+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুফী মুসলমান ধার্মিক সম্প্রদায় বিঃ। আ। বি।

সুবচনী—১। দেবী বিঃ। <শুভসূচনী বা শুভচণ্ডী। ২। শক্তির ভেদ বিঃ; দেবী বিঃ। সু (শুভ) বচন যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুবদন—১। সুন্দর-মুখবিশিষ্ট। সু (উত্তম) বদন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-বদনা, -বদনী** (বাংপ্র)। ২। মনোহর বদন। সু (সুন্দর) বদন, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুবন্ত—যাহা সু ও ইঃ বিভক্তি দ্বারা সাধিত ('—পদ')। সুপ্ অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

সুবরণ—স্বর্ণ, সোনা ("সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ"—জগদানন্দ)। <সুবর্ণ। প্রা কপ্র। বি।

সুবর্ণ—১। স্বর্ণ, সোনা; ১৬ মাষা-পরিমিত সোনা; হরিচন্দন; ধন, সম্পত্তি। বি; ক্লী। ২। মোহর; কর্ষপরিমাণ। বি; পুং বা ক্লী। ৩। সুরূপ; সুন্দরবর্ণযুক্ত; সুন্দর অক্ষরযুক্ত; শ্রেষ্ঠ জাতিতে উৎপন্ন। বিণ। ৪। যজ্ঞ বিঃ; ধুস্তূর; গৈরিক, গিরিমাটি। সু (সুন্দর) বর্ণ যাহার, বহু। ৫। উত্তম বর্ণ। সু (উত্তম) বর্ণ, প্রাদি। বি; পুং।

সুবর্ণকদলী—চাঁপা-কলার গাছ; চাঁপা-কলা। সুবর্ণবর্ণা কদলী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সুবর্ণকার, -কৃৎ—স্বর্ণকার সেকরা। উপস্বৎ; সুবর্ণ (সোনা)—কৃ+অণ্, ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

সুবর্ণখচিত—যাহাতে মাঝে মাঝে সোনা বসান হইয়াছে এমন। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুবর্ণপ্রতিমা—সোনার প্রতিমূর্তি। সুবর্ণ-নির্মিতা প্রতিমা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সুবর্ণবণিক্ (-বণিজ্)—অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত বর্ণসংকর জাতি বিঃ, সোনার-বেনে। সুবর্ণ-ব্যবসায়ী বণিক্ (বোনয়া), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সুবর্ণবর্ণ—১। শ্রীবিষ্ণু। সুবর্ণসদৃশ বর্ণ যাহার, বহু। বি; পুং। ২। যাহার রং সোনার মত। সুবর্ণের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

সুবর্ণময়—স্বর্ণনির্মিত। সুবর্ণ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

সুবর্ণসুযোগ—অতি উত্তম অবসর, কোন কাজ করিবার সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সময়, golden opportunity. সুবর্ণ-সদৃশ (উত্তম) সুযোগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সুবল শ্রীকৃষ্ণের জনৈক সখা বৃন্দাবনবাসী বালক। সু (উত্তম) বল যাহার, বহু। বি; পুং।

সুবলিত—বলবিশিষ্ট; সুগঠিত, সুগোল। সুবল (উত্তম বল)+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সুবহ—১। অনায়াসে বহনীয়, সুখে বহন-যোগ্য। সু (সুখে)—বহ্ (বহন করা)+খল্ কর্ম। ২। যে অনায়াসে বহন করিতে পারে এমন; ধৈর্যশালী। সু—বহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

সুবা—বাদশাহী আমলে রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশ, province. আ। বি।

সুবাদ—দূর সম্পর্ক; গ্রাম-সম্পর্ক। বাংপ্র। বি।

সুবাদার—প্রদেশের শাসনকর্তা; দেশীয় সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন। সুবা+দার অধি-কৃতার্থে। সুবা (আ)+দার (ফা)। বি।

সুবাস—১। সৌরভ; সুখে বাস; উত্তম নিবাস; উত্তম বাসস্থান। সু (উত্তম) বাস (গন্ধ, গৃহ), প্রাদি। বি; পুং। ২। সুগন্ধ-যুক্ত। সু (উত্তম) বাস যাহার, বহু। বিণ।

সুবাসিত—সুবাসযুক্ত, সৌরভযুক্ত। সুবাস+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

সুবাসিনী—১। পিত্রালয়-নিবাসিনী স্ত্রী; চিরণ্টী। সু (সুখে)—বস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সৌরভযুক্তা। সুবাস+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুবিচার—উত্তম বিচার, সূক্ষ্ম মীমাংসা; পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচার। সু (উত্তম) বিচার (বিবেচনা), প্রাদি। বি; পুং।

সুবিচারক—পক্ষপাতশূন্য বিচারক, ন্যায়-বিচারক। সু (উত্তম) বিচারক, প্রাদি। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-চারিকা**।

সুবিৎ (সুবিদ্)—গুণবান্; পণ্ডিত। সু (উত্তমরূপে)—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

সুবিদিত—ভালভাবে জানা, উত্তমরূপে [জ্ঞাত। প্রাদি। বিণ।

সুবিধা—উত্তম প্রকার বা উপায়; সুযোগ; সুসময়। সু (উত্তম) বিধা (প্রকার), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুবিধি—সুনিয়ম, উত্তম বিধান। সু (উত্তম) বিধি (বিধান), প্রাদি। বি; পুং।

সুবিনীত—অতিশয় বিনয়বিশিষ্ট। সু (অতিশয়) বিনীত, প্রাদি। বিণ।

সুবিমল—অতিশয় পবিত্র; অতি স্বচ্ছ। সু (অতিশয়) বিমল, প্রাদি। বিণ।

সুবিশাল—প্রকাণ্ড, অতি বৃহৎ। সু (অতিশয়) বিশাল, প্রাদি। বিণ।

সুবিস্তীর্ণ, সুবিস্তৃত—অতি বৃহৎ, অতিশয় প্রসারযুক্ত। সু (অতিশয়) বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত, প্রাদি। বিণ।

সুবুদ্ধি—১। উত্তম বুদ্ধিশালী। সু (উত্তম) বুদ্ধি (বোধ) যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম বোধশক্তি। সু (উত্তম) বুদ্ধি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুবৃত্ত—১। সাধু, সচ্চরিত্র, সদাচার। সু (উত্তম) বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম বর্তুল; বেশ গোলগাল। সু (সুষ্ঠু) বৃত্ত (বর্তুল), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুবৃহৎ—অতি প্রকাণ্ড। সু (অতিশয়) বৃহৎ, প্রাদি। বিণ।

সুবেশ—১। উত্তম সজ্জা, উত্তম বেশ। সু (উত্তম) বেশ (সজ্জা), প্রাদি। বি; পুং। ২। উত্তম-বেশযুক্ত। সু (উত্তম) বেশ যাহার, বহু। বিণ।

সুবোধ ১। উত্তম বুদ্ধিশালী, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্; যাহাকে অনায়াসে বুঝানো যায় এমন; যে শীঘ্র বুঝিতে পারে এমন। সু (উত্তম) বোধ (জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ। ২। জ্ঞান; জাগরণ। সু (উত্তম) বোধ, প্রাদি। বি; পুং।

সুবোধ্য—যাহা সহজে বুঝা যায় এমন, অনায়াসে বোধ্য। সু (উত্তমরূপে) বোধ্য, প্রাদি। বিণ।

সুব্যক্ত—১। স্পষ্ট, প্রকাশিত, প্রকটিত, উদ্ঘাটিত। বিণ। ২। স্পষ্টরূপে; প্রকাশিত-ভাবে। সু (সুষ্ঠু) ব্যক্ত (প্রকাশিত), প্রাদি। ক্রি-বিণ।

সুব্যবস্থা—ভাল বন্দোবস্ত। সু (উত্তম) ব্যবস্থা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুব্রত—১। ধার্মিক; শোভন-ব্রতানুষ্ঠায়ী। সু (উত্তম) ব্রত যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম ব্রত। সু (উত্তম) ব্রত, প্রাদি। বি; পুং বা ক্লী।

সুব্রাহ্মণ—সদাচারপরায়ণ বিপ্র। সু (উত্তম) ব্রাহ্মণ, প্রাদি। বি; পুং।

সুভগ ১। সুন্দর, লোচনানন্দদায়ক; যাহাকে স্ত্রীগণ কামনা করে এমন; ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী; সুখদ; প্রিয়। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ; চম্পক। সু (উত্তম, শ্রেষ্ঠ) ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহু। বি; পুং।

সুভগা—স্বামীর সোহাগিনী রমণী; সম্ভ্রান্ত গৃহিণী। সুভগ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুভদ্র—১। সৌভাগ্যবিশিষ্ট; উত্তম; অতিশয় মঙ্গলযুক্ত। সু (অতিশয়) ভদ্র (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। শ্রীবিষ্ণু; নৃপতি বিঃ। সু (অতিশয়) ভদ্র (কল্যাণ) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। ৩। অতিশয় মঙ্গল। সু (সুষ্ঠু) ভদ্র, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী, অর্জুন-পত্নী; শ্যামালতা। সুভদ্র+আপ্। বি; স্ত্রী

সুভাষিত—১। উত্তমরূপে কথিত। সু—ভাষ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সৎ কথা, সুবচন, উপদেশপূর্ণ বচন। প্রাদি। বি; ক্লী।

সুভিক্ষ—প্রচুর ভিক্ষা বা ভক্ষ্যবিশিষ্ট, যেখানে প্রচুর ভিক্ষা মিলে এমন। সু (উত্তমরূপে)—ভিক্ষ্ (যাচ্ঞা করা, ভিক্ষা দ্বারা লাভ করা)+অ অধি, অথবা, সু ভিক্ষা যাহাতে, বহু। বিণ।

সুভ্রূ—১। সুন্দরী নারী, সুন্দরভ্রূবিশিষ্টা রমণী। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দর ভ্রূযুক্ত। সু (সুন্দর) ভ্রূ (চক্ষের ভুরু) যাহার, বহু। বিণ।

সুমত—সুবুদ্ধিশালী; বন্ধুত্ববিশিষ্ট; প্রিয়। সু (উত্তমরূপ)—মন্ (বোধ করা)+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

সুমতি—১। সুবুদ্ধি; বন্ধুত্ব; দয়া। সু (উত্তম) মতি (বুদ্ধি), প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দরমতিযুক্ত, সুবুদ্ধিশালী, সুবুদ্ধিশালিনী। সু মতি যাহার, বহু। বিণ।

সুমধুর—অতিমধুর, অতিশয় মিষ্ট। সু (অতিশয়) মধুর, প্রাদি। বিণ।

সুমধ্যম—উত্তম-কটিযুক্ত, যাহার কটিদেশ উত্তম এমন। সু (উত্তম) মধ্যম (কটি) যাহার, বহু। বিণ।

সুমধ্যমা—যাহার কটিদেশ উত্তম অর্থাৎ সরু এরূপ রমণী। সুমধ্যম+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুমনঃ (-মনস্)—পুষ্প। সু (উত্তম) মন যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

সুমনাঃ (-মনস্)—১। বিদ্বান্, পণ্ডিত দেবতা; নিম্ববৃক্ষ। বি; পুং। ২। মহামনাঃ; প্রীত, সন্তুষ্ট। বিণ। ৩। মালতীপুষ্প; পুষ্পমালা। সু (উত্তম) মন (মনস্) যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

সুমন্দ—মৃদুমন্দ। নিত্য। বিণ।

সুমুখ—১। গরুড়পুত্র; গণেশ; পণ্ডিত অধ্যাপক; শাক বিঃ; নাগ বিঃ; ঐরাবত-বংশীয় আর্যকের পুত্র। সু (উত্তম) মুখ যাহার, বহু। বি; পুং। ২। কামক্রীড়া প্রদত্ত নখক্ষত বিঃ। সু মুখ যাহাতে, বহু বি; ক্লী। ৩। সুন্দরমুখযুক্ত; সুন্দর, মনোজ্ঞ বিদ্বান্। সু মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী —**সুমুখী, সুমুখা**। ৪। সম্মুখ। প্রাদে বি।

সুমেধাঃ (-ধস্)—সুবুদ্ধি, উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন; তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। সু (উত্তম) মেধা যাহার, বহু (অসিচ্ সমাসান্ত)। বিণ।

সুমেরু—১। পৃথিবীর মধ্যস্থ কল্পিত পর্বত বিঃ, পৌরাণিক মেরু পর্বত; জপমালার শেষভাগে অবস্থিত গুটিকা। বি; পুং। ২। সর্বশেষ। সু (উত্তম)—মি (ক্ষেপণ করা) +রু কর্ম। বিণ। ৩। উত্তর মেরু, North Pole. বাংপ্র। বি।

সুমেরুবৃত্ত—উত্তর মেরু হইতে ২৩½ অক্ষাংশ অন্তরে স্থিত কল্পিত রেখা, Arctic circle. সুমেরুস্থ বৃত্ত (মণ্ডল), মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; ক্লী।

সুমেরুসমুদ্র—পৃথিবীর উত্তরমেরুর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্র, Arctic ocean. সুমেরুস্থ সমুদ্র, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; পুং।

সুয়া, সুয়ো—প্রিয়া, সোহাগিনী। <সোহাগী। বিণ; স্ত্রী।

সুযুক্তি—ভাল পরামর্শ। সু (উত্তম) যুক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুযোগ—সুসময়; সুবিধা; সদুপায়; জ্যোতিষমতে উত্তম যোগ। সু (উত্তম) যোগ (উপায় ইঃ), প্রাদি। বি; পুং।

সুযোগ্য—বিশেষরূপে যোগ্য, অতি উপযুক্ত। সু (অতিশয়) যোগ্য, প্রাদি। বিণ।

সুযোধন—দুর্যোধন [ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির আদর করিয়া দুর্যোধনকে এই নামে ডাকিতেন]। সু (উত্তমরূপে)—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন কর্ম। বি; পুং।

সুর—১। দেবতা; সূর্য; পণ্ডিত। সু—রা (দান করা)+ক কর্তৃ অথবা, সু (উত্তমরূপে)—রাজ্+ড কর্তৃ। বি; পুং। ২। স্বর; কণ্ঠস্বর; সংগীতের সা রে গা মা ইঃ স্বর, note, tone. <স্বর। দি।

সুর বদলানো বা পাল্টানো—পূর্বের কথা প্রতিশ্রুতি বা মত পরিবর্তন করা।

সুরকি, সুর্কি—ইটের গুঁড়া, ইষ্টকচূর্ণ। <ফা 'সুর্খ'। বি।

সুরক্ত—অতিশয় অনুরক্ত; অতিসুশ্রাব্য, অতিশয় মধুর; যাহার কণ্ঠধ্বনি মধুর এরূপ; উত্তমরূপে রঞ্জিত। সু (উত্তমরূপে)—রন্জ্ (অনুরক্ত হওয়া ইঃ)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সুরক্ষিত—উত্তমরূপে পালিত সঞ্চিত বা রক্ষিত। প্রাদি। বিণ।

সুরগুরু—বৃহস্পতি, দেবাচার্য। সুরদিগের গুরু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরঙ্গ—১। সুড়ঙ্গ। সু—রন্জ্+ঘঞ্ অধি। ২। অতি উজ্জ্বল রং। সু (উত্তম) রঙ্গ, প্রাদি। বি; পুং। ৩। কমলালেবু; উত্তম বর্ণবিশিষ্ট। সু রঙ্গ (বর্ণ) যাহার, বহু। বি; ক্লী বা বিণ।

সুরজ—সূর্য। প্রা কপ্র। বি।

সুরজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মা, প্রজাপতি। সুরদের জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরঞ্জিত—উত্তমরূপে রং-করা। সু (উত্তমরূপে) রঞ্জিত, প্রাদি। বিণ।

সুরত—১। রতিক্রীড়া, মৈথুন। সু (উত্তমরূপে)—রম্ (ক্রীড়া করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। অতি অনুরক্ত; দয়ালু। সু—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। (উচ্চারণ—সুরৎ) চেহারা; ভাব; রকম; উপায়; সুযোগ। আ। বি।

সুরততালী—দূতী, কুটনী; যে স্ত্রী গোপনে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটায়। সুরত (রতিক্রীড়া) তাল (স্বর, বাক্য) যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুরতরঙ্গিণী—গঙ্গা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরতরু—কল্পবৃক্ষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরত-হাল—শব-পরীক্ষা; নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ-পরীক্ষা; অবস্থা; আদালতে এজাহার; তদন্ত। আ। বি।

সুরতি—১। 'সুর্তি' দ্রঃ। ২। আলিঙ্গন; রমণ। প্রা কপ্র। বি।

সুরথ—১। চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ। বি; পুং। ২। উত্তমরথযুক্ত। সু রথ যাহার, বহু। বিণ।

সুরদারু—দেবদারু-বৃক্ষ। সুরদিগের দারু (কাষ্ঠ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সুরধনুঃ (-ধনুস্)—শক্রধনুক, রামধনু। সুরদিগের ধনু (ধনুক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সুরধুনী, -নদী—দেবনদী, গঙ্গা। সুরদিগের ধুনী, নদী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুরপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। সুরদিগের পতি (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরপথ—আকাশ। সুরদিগের পন্থা (পথিন্ শব্দ), ৬ষ্ঠীতৎ+অ সমাসান্ত। বি ; পুং।

সুরপাদপ—কল্পবৃক্ষ, দেবতরু। সুরদিগের পাদপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—আকাশ। সুরদিগের বর্ত্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সুরবালা—দেবকন্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুরবাহার—বীণাজাতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

সুরবৈরী (-রিন্), **-শত্রু**—দৈত্য, অসুর। সুরদিগের বৈরী, শত্রু, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরবোধ—'সা রে গা মা'র জ্ঞান, সংগীত-সুরের জ্ঞান, গানের সুর ঠিক হইল কিনা বুঝিতে পারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরভি—১। সুবাস ; সুগন্ধদ্রব্য ; চৈত্রমাস ; বসন্তকাল। বি ; পুং। ২। স্বর্ণ ; গন্ধক ; জাতীফল। বি ; ক্লী। ৩। সুগন্ধি ; পণ্ডিত, জ্ঞানী ; মনোরম ; প্রিয় ; ধার্মিক ; বিখ্যাত। সু—রভ্+ইন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

সুরভি, সুরভী—গাভী ; কামধেনু, দেবগাভী, নন্দিনীর মাতা ; মাতৃকা বিঃ। সু—রভ্+ইন্ কর্ত্তৃ ; পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সুরভিত—সুবাসিত, সৌরভযুক্ত, গন্ধবিশিষ্ট ; খ্যাত। সুরভি+ইতচ্ জাতার্থে ; অথবা, সু—রভ্ (হৃষ্ট করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সুরভিতা—১। সৌরভ। সুরভি+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী। ২। সৌরভযুক্তা ; খ্যাতা। সুরভিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সুরভী—'সুরভি' দ্রঃ।

সুরভূমি—স্বর্গ ; প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপ। সুরদিগের ভূমি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুরম্য—অতি মনোহর, অতি সুন্দর। সু (অতিশয়) রম্য, প্রাদি। বিণ।

সুররিপু—অসুর। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরর্ষি—দেবর্ষি, নারদ, তুম্বুরু প্রঃ। সুর অথচ ঋষি, কর্মধা। বি ; পুং।

সুরলাসিকা—বাঁশির শব্দ, বংশীবাদ্য। সুরদিগের লাস (আনন্দ) যদ্দ্বারা, বহু (ক-আগম)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সুরলোক—দেবলোক, স্বর্গ। সুরদিগের লোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরশিল্পী (-শিল্পিন্)—১। যিনি সংগীতে সুরদান করেন ; সুগায়ক। সুরের শিল্পী, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। দেবশিল্পী ; বিশ্বকর্মা। যিনি সুর তিনিই শিল্পী, কর্মধা। বি ; পুং।

সুরশৈবলিনী—গঙ্গা, সুরধুনী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুরস—১। সুস্বাদু, স্বাদু, মিষ্ট ; (কাব্যে) রসযুক্ত। সু (উত্তম) রস যাহার, বহু। বিণ। ২। সুন্দর রস। সু (উত্তম) রস, প্রাদি। বি ; পুং।

সুরসরিৎ, -সিন্ধু—সুরনদী, গঙ্গা। সুরদিগের সরিৎ, সিন্ধু (নদী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুরসা—উত্তমরসযুক্তা, সুস্বাদু। সুরস+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সুরসিক—অতি রসজ্ঞ ; রসালাপে সুপটু ; রসের অবতারণায় সুদক্ষ। সু (উত্তমরূপে) রসিক, প্রাদি। বিণ।

সুরসুন্দরী, সুরাঙ্গনা—স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা ; দুর্গা ; বিদ্যুৎ। সুরদিগের সুন্দরী, অঙ্গনা (স্ত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুরা—মদ্য, মদ ; চুয়ানো মদ, spirits ; পানপাত্র ; সর্পী। সু+রক্ কর্ত্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সুরাগরঞ্জিত—উত্তমবর্ণে অনুলিপ্ত। সু (উত্তম) রাগ (রং), প্রাদি ; তদ্দ্বারা রঞ্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সুরাঙ্গনা—'সুরসুন্দরী' দ্রঃ।

সুরাচার্য(র্য্য)—বৃহস্পতি, দেবগুরু। সুরদিগের আচার্য (গুরু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরাজীব, -জীবী (-জীবিন্)—মদ্যবিক্রেতা ; শৌণ্ডিক, শুঁড়ী। সুরা আজীব যাহার, বহু। উপতৎ ; সুরা—জীব্+অচ্, ণিন্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

সুরাপ—মদ্যপায়ী, মাতাল ; মদ্যরক্ষক। উপতৎ ; সুরা—পা+ক কর্ত্তৃ। বিণ।

সুরাপান—মদ্যপান। সুরার পান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সুরাপায়ী (-য়িন্)—মদ্যপানকারী উপতৎ ; সুরা—পা+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ স্ত্রী, **-পায়িনী**।

সুরামত্ত—মদ্যপান হেতু উন্মত্ত। ৩য়াতৎ বিণ।

সুরারি—দানব, অসুর। সুরের অরি ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরালয়—স্বর্গ ; সুমেরুপর্বত ; মদিরা-গৃহ শুঁড়ির দোকান। সুরের (দেবতার) ব সুরার (মদ্যের) আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ বি ; পুং।

সুরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্র, সুরাট দেশ। সু (উত্তম) রাষ্ট্র, প্রাদি। বি ; পুং।

সুরাসার—মদ্যের সারাংশ, শোধিত মদ্য alcohol. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরাসুর—দেবতা ও দানব। সুর ও অসুর দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

সুরাহা—সুপথ ; সুবিধা ; সমাধান সদুপায়। সু (সং)+রাহা (<ফ 'রাহ্')। বি।

সুরী—দেবী ("বানরীর সজ্জা দেখি লজ্জা পায় সুরী"—কৃত্তি)। সুর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সুরু—আরম্ভ। <আ 'শুরু'। বি।

সুরুক, সুলুক—টের ; খেই, clue. <ফা 'সুরাগ'। বি।

সুরুচি—১। সদ্বিষয়ে অনুরাগ ; মার্জিত রুচি ; সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তি ; যাহাতে অশ্লীলতা নাই এমন বিষয়ে রুচি। সু (উত্তমা) রুচি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। ধ্রুবের বিমাতা। বি ; স্ত্রী। ৩। উত্তমরুচিবিশিষ্ট। সু (উত্তম) রুচি যাহার, বহু। বিণ।

সুরুচিসংগত—শ্লীলতাযুক্ত, অশ্লীলতা-বর্জিত ; শিষ্টতাযুক্ত ; সুরুচির অনুমোদিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুরুচিসম্পন্ন—সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তিবিশিষ্ট। ৩য়াতৎ। বিণ।

সুরুজ—সূর্য। প্রা কপ্র। বি।

সুরুয়া—ঝোল, যূষ। <ফা 'শোরবা'। বি।

সুরূপ—১। সুশ্রী, রূপবান্ ; বিচক্ষণ, জ্ঞানী, পণ্ডিত। সু (উত্তম) রূপ যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম শ্রী। সু (উত্তম) রূপ, প্রাদি। বি ; ক্লী। [স্ত্রী।

সুরূপা—সুন্দরী। সুরূপ+আপ্। বিণ ;

সুরেন্দ্র—দেবরাজ, ইন্দ্র। সুরদিগের ইন্দ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরেন্দ্রজিৎ—গরুড় ; ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। উপতৎ ; সুরেন্দ্র—জি+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পুং।

সুরেলা—মধুর স্বরযুক্ত ; শ্রুতিমধুর। সুর+এলা। বাংপ্র। বিণ।

সুরেশ—ইন্দ্র। সুরদিগের ঈশ (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরেশ্বর—শিব, মহাদেব ; ইন্দ্র। সুরদিগের ঈশ্বর (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সুরেশ্বরী—গঙ্গা ; দুর্গা, ভগবতী। সুরদিগের ঈশ্বরী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

সুর্কি—ইটের গুঁড়া, ইষ্টকচূর্ণ। <ফা 'সুর্খ'। বি।

সুর্তি, সুরতি—১। একপ্রকার জুয়াখেলা, লটারি খেলা বিঃ। <পো 'sorte'। ২। পানের সহিত খাইবার বা তামাকের গুঁড়া প্রঃ মিশ্রিত মসলা বিঃ ; খইনি, চুনের সহিত মর্দিত তামাক পাতা। হি। বি।

সুর্মা—চোখে লাগাইবার একপ্রকার অঞ্জন, রসাঞ্জন-চূর্ণ। ফা। বি।

সুলক্ষণ—১। উত্তমলক্ষণাক্রান্ত, সুন্দরলক্ষণযুক্ত। সু (উত্তম) লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম চিহ্ন, শুভ লক্ষণ। সু (উত্তম) লক্ষণ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

সুলতান—মুসলমান নৃপতির উপাধি বিঃ। তুর্কী। বি ; পুং। বিণ, **-না**।

সুলভ—সস্তা, অনায়াসলভ্য, সুখলভ্য; অযত্নসিদ্ধ; সু (সুখে)—লভ্‌+খল্‌ কর্ম। বিণ।

সুললিত—সুকোমল; অতিশয় মধুর; অতি রমণীয়। সু (অতিশয়) ললিত, প্রাদি। বিণ।

সুলেখক উত্তম-গল্প-প্রবন্ধাদি-রচয়িতা; উত্তম লিপিকর। সু (উত্তম) লেখক, প্রাদি। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -**লেখিকা**।

সুলেহ—গভীর প্রেম। প্রা কপ্র। বি।

সুলোচন—১। উত্তমচক্ষুবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ। ২। হরিণ। বি; পুং।

সুলোচনা—১। সুনয়না স্ত্রী; হরিণী। বি; স্ত্রী। ২। উত্তমনয়নবিশিষ্টা, যে স্ত্রীর চোখ সুন্দর। সুলোচন+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সুলোহিত—অতিশয় রক্তবর্ণ। সু (অত্যন্ত) লোহিত (রক্তবর্ণ), প্রাদি। বিণ।

সুশাসন—উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ; ভালরূপে প্রজাপালন। সু (উত্তম) শাসন, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুশাসিত—উত্তমরূপে পালিত; উত্তমরূপে দমিত। সু (উত্তমরূপে) শাসিত, প্রাদি। বিণ।

সুশিক্ষা—উত্তম শিক্ষা; উত্তমরূপে অধ্যয়ন বা অভ্যাস; উত্তমরূপে উপদেশদান। সু (উত্তমা) শিক্ষা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুশিক্ষিত—উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সু (উত্তমরূপে) শিক্ষিত (শিক্ষাপ্রাপ্ত), প্রাদি। বিণ।

সুশীতল, সুশীত—অতি শীতল, যে ঠাণ্ডায় আরাম বোধ হয় এমন। সু (অতিশয়) শীতল, প্রাদি। বিণ।

সুশীল—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (উত্তম) শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

সুশীলতা—বিনয়, নম্রতা; সৎস্বভাব। সুশীল+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

সুশৃঙ্খল—ভালরূপে গুছানো, বেশ গোছাল, সুব্যবস্থিত। সু (উত্তম) শৃঙ্খলা যাহাতে, বহু। বিণ।

সুশৃঙ্খলা—উত্তম বন্দোবস্ত। সু (উত্তমা) শৃঙ্খলা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুশোভন—অতি সুন্দর। সু (উত্তমরূপে) শোভন, প্রাদি। বিণ।

সুশোভিত অতি সুন্দর, অত্যধিক শোভাযুক্ত, সুন্দররূপে শোভিত। সু (উত্তমরূপে) শোভিত, প্রাদি। বিণ।

সুশ্রাব্য—শুনিতে ভাল, সুমধুর, শ্রবণযোগ্য। সু (উত্তমরূপে)—শ্রু+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

সুশ্রী—শ্রীযুক্ত, শ্রীমান্‌, সুন্দর, সুরূপ। সু (উত্তমা) শ্রী যাহার বহু। বিণ।

সুশ্রুত—১। বিশ্বামিত্রপুত্র প্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থকার বিঃ। সু (উত্তম) শ্রুত (খ্যাতি বা বিদ্যা) যাঁহার, বহু। ২। চিকিৎসাগ্রন্থ বিঃ। সুশ্রুত+অণ্‌ কৃতার্থে। বি; পুং। ৩। যাহা উত্তমরূপে শোনা হইয়াছে এমন। সু (উত্তমরূপে) শ্রুত, প্রাদি। ৪। (বেদ) কৃতবিদ্য। সু শ্রুত (বিদ্যা) যাহার, বহু। বিণ।

সুশ্লিষ্ট—নিবিড় সংযোগবিশিষ্ট, দৃঢ়রূপে সংযুক্ত। সু (অত্যন্ত) শ্লিষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুষনি, সুষুনি—একপ্রকার জলজাত শাক। <সুনিষণ্ণক। বি।

সুষম—সুন্দর, শোভন, তুল্য, সমান, সদৃশ; যথোপযুক্ত উপাদানবিশিষ্ট. balanced. সু (সুন্দরভাবে) সম, প্রাদি। বিণ।

সুষমা—পরম শোভা, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য, লাবণ্য। সু সম, প্রাদি+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সুষমিত—সুষমাযুক্ত, মনোহর। সুষমা+ইতচ্‌ যুক্তার্থে। বিণ।

সুষি, সুষির—গর্ত, ছিদ্র; বংশী বা সেই জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। শুষ্‌+ইন্‌, কিরচ্‌ কর্তৃ (শ-স্থানে স)। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সুষুনি—সুষনি' দ্রঃ।

সুষুপ্ত—গভীর-নিদ্রায় নিদ্রিত, সুষুপ্তিযুক্ত; অজ্ঞ, আত্মবোধশূন্য। সু (অত্যন্ত)—স্বপ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সুষুপ্তি—সুনিদ্রা, গাঢ় নিদ্রা। সু—স্বপ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সুষুম্না—শরীরস্থ নাড়ী বিঃ, মেরুদণ্ডের বাহির্ভাগে ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্তী নাড়ী; সূর্যরশ্মি। সুষু (অব্যক্ত শব্দ) ম্না+ক কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সুষুম্নাকাণ্ড—মেরুমজ্জা, মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থিত স্নায়ুময় কাণ্ড spinal cord. সুষুম্নার কাণ্ড, কর্মধা। বি; পুং।

সুষ্ঠু অতিশয় সুন্দর; শ্রেষ্ঠ; সত্য; চমৎকারভাবে, নিখুঁতভাবে। সু (উত্তম)—স্থা+কু কর্তৃ। বিণ।

সুসংগত সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। সু (উত্তমরূপে) সংগত, প্রাদি। বিণ।

সুসংবাদ—ভাল খবর। সু (উত্তম) সংবাদ, প্রাদি। বি; পুং।

সুসংযত—যথাবিধি নিয়মবিশিষ্ট; বিশেষরূপে সংযত; দৃঢ়বদ্ধ। সু (উত্তমরূপে) সংযত, প্রাদি। বিণ।

সুসংস্কৃত—ভালরূপে সংশোধন বা মেরামত করা; উত্তম সংস্কারবিশিষ্ট, বিলক্ষণ-বুৎপন্ন; ঘৃতাদি নানা দ্রব্যে উত্তমরূপে রন্ধিত। সু (উত্তমরূপে) সংস্কৃত, প্রাদি। বিণ।

সুসংহত—আঁটসাট, সুদৃঢ়; উত্তমরূপে ঘনীভূত বা গ্রথিত। প্রাদি। বিণ।

উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত, উত্তমরূপে সজ্জিত। সু (উত্তমা) সজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

সুসজ্জা—১। উত্তম বেশভূষা। সু (উত্তমা) সজ্জা, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। উত্তম বেশভূষায় সজ্জিতা। সুসজ্জ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

সুসজ্জিত—উত্তমরূপে সাজানো; চমৎকারভাবে বিন্যস্ত। সু (উত্তমরূপে) সজ্জিত, প্রাদি। বিণ।

সুসভ্য—রীতিনীতি জ্ঞান বিজ্ঞান ইঃতে বিশেষ উন্নত; উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত; অতিশয় ভদ্র। সু (উত্তমরূপে) সভ্য, প্রাদি। বিণ।

সুসময়—ভাল সময়; সম্পৎকাল; সুখের সময়। সু (উত্তম) সময়, প্রাদি। বি; পুং।

সুসমৃদ্ধ—অতিশয় ঐশ্বর্যশালী, অত্যন্ত উত্তম। সু (অতিশয়) সমৃদ্ধ, প্রাদি। বিণ।

সুসম্পন্ন—উত্তমরূপে নিষ্পন্ন; অতি ধনাঢ্য, অতিশয় সমৃদ্ধিশালী। সু (অতিশয়) সম্পন্ন, প্রাদি। বিণ।

সুসহ—১। সুখসহ্য, অনায়াসে সহনীয়। সু (সুখে)—সহ্‌ (সহ্য করা)+খল্‌ কর্ম। ২। অতি সহনক্ষম। সু—সহ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

সুসাধ্য—অনায়াসে সম্পাদনীয়, সহজসাধ্য। সু (সুখে) সাধ্য, প্রাদি। বিণ।

সুসার—১। সর্বোৎকৃষ্ট। বিণ। ২। রক্তখদির। সু সার যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। কুলানো; সচ্ছল অবস্থা। বাংপ্র। ৪। সুবন্দোবস্ত; সুবিধা; সফলতা; সংস্কার। প্রা কপ্র। বি।

সুসিদ্ধ উত্তমরূপে সম্পন্ন; ভালরূপে জ্বাল দিয়া গলানো। প্রাদি। বিণ।

সুস্থ—রোগশূন্য, নীরোগ, স্বাস্থ্যযুক্ত; স্বচ্ছন্দ; সুখী; সুস্থির; সুন্দর। সু (উত্তমরূপে)—স্থা (থাকা)+ক কর্তৃ। বিণ।

সুস্থকায়, -দেহ—১। যাহার শরীর পীড়াশূন্য এমন, নীরোগ, ব্যাধিশূন্য। সুস্থ কায়, দেহ যাহার, বহু। বিণ। ২। নীরোগ শরীর। কর্মধা। বি; পুং।

সুস্থচিত্ত—১। স্থিরমনাঃ, শান্ত-অন্তঃকরণবিশিষ্ট। সুস্থ চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। স্থিরমন, উদ্বেগশূন্য মন। কর্মধা। বি; ক্লী।

সুস্থতা—স্বাস্থ্য, শরীর ও মনের আনন্দ, আরোগ্য। সুস্থ+তা ভাব। বি; স্ত্রী।

সুস্থদেহ—'সুস্থকায়' দ্রঃ।

সুস্থির—অতিস্থির, অতি ধীর স্থির দৃঢ়, বদ্ধমূল; সুস্থ। সু (অত্যন্ত, সুখে)—স্থা+কিরচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

সুস্নাত—১। যে উত্তমরূপে স্নান করিয়াছে এমন; মাঙ্গল্যদ্রব্যদ্বারা স্নাত। বিণ।

২। উত্তম স্নান। সু (শোভন) স্নাত (স্নান), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুস্নিগ্ধ—অতিশয় শীতল। সু (উত্তমরূপে) স্নিগ্ধ, প্রাদি। বিণ।

সুস্পষ্ট—অতিশয় স্পষ্ট, উত্তমরূপে প্রকট। সু (অতিশয়) স্পষ্ট, প্রাদি। বিণ।

সুস্বর—১। মধুর স্বর, মিষ্টস্বর। সু (উত্তম) স্বর, প্রাদি। বি; পুং। ২। মধুরস্বরযুক্ত। বহু। বিণ।

সুস্বাদ—১। উত্তম আস্বাদযুক্ত। সু (উত্তম) স্বাদ যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম আস্বাদ। সু (উত্তম) স্বাদ, প্রাদি। বি; পুং।

সুস্বাদু—উত্তম আস্বাদযুক্ত। সু (উত্তমরূপে) স্বাদু, প্রাদি। বিণ।

সুস্মিত—সুন্দর এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত। সু (উত্তম) স্মিত (ঈষৎ হাস্য) যাহার, বহু। বিণ।

সুহৃত্তম—সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। সুহৃদ্+তমপ্, অতিশয়ার্থে। বি; পুং, বা বিণ।

সুহৃদ্—বন্ধু, সখা; সাহায্যকারী; সহায়; সহৃদয়; (জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। সু (উত্তম) হৃদয় যাহার, বহু (হৃদয়-স্থানে হৃৎ)। বি; পুং।

সুহৃদয়—যাহার অন্তঃকরণ মহৎ, প্রশস্তমনাঃ, সদন্তঃকরণবিশিষ্ট; শুদ্ধচিত্ত। সু (উত্তম) হৃদয় (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ।

সুহৃদ্বর—শ্রেষ্ঠমিত্র। সুহৃৎ-সকলের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭মীতৎ। বিণ। **সুহৃদ্বরেষু**—বন্ধু বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকট লিখিত চিঠির পাঠ। স্ত্রী, -**রাসু**।

সুহৃদ্বল—মিত্ররূপ সৈন্য। সুহৃদ্‌ই বল (সৈন্য), কর্মধা। বি; ক্লী।

সূ—১। প্রসব; প্রেরণ। সূ+ক্বিপ্, ভাব। ২। উৎপাদক বা উৎপাদিকা; প্রসবকারিণী (সাধারণতঃ)। সূ+ক্বিপ্, কর্তৃ। বি বা বিণ।

সূক্ত—সমীচীন বাক্য, সদ্বচন; বেদোক্ত স্তোত্র-মন্ত্রাদি। সু (উত্তম) উক্ত, প্রাদি। বি; ক্লী।

সূক্তি—বেদবচন, বেদমন্ত্র; সদ্বচন। সু (উত্তমা) উক্তি (বচন), প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সূক্ষ্ম—১। ক্ষুদ্র; অল্প; ক্ষীণ, সরু; অতীন্দ্রিয়। বিণ। ২। অণু। বি; পুং। ৩। কপটতা; কৈতব, ছল; অধ্যাত্মবস্তু; অধ্যাত্মশাস্ত্র; অলংকার বিঃ। সূচ্ (জ্ঞাপন করা) +মন্ কর্ম (স-আগম)। বি; ক্লী। **সূক্ষ্ম কোণ**—(জ্যামিতি) সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ; acute angle.

সূক্ষ্মদর্শনযন্ত্র—অণুবীক্ষণ, যে যন্ত্রদ্বারা চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করা যায় তাহা, microscope. সূক্ষ্মের দর্শন যদ্দ্বারা, বহু; সেইরূপ যন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

সূক্ষ্মদর্শিতা—অতিশয় বুদ্ধিমত্তা; সকল বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিবার শক্তি। সূক্ষ্মদর্শিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, -**দর্শী** (-দর্শিন্)।

সূক্ষ্মদর্শী (-দর্শিন্)—অতিশয় বুদ্ধিমান্; সূক্ষ্মবিচারক্ষম। উপতৎ; সূক্ষ্ম—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**দর্শিনী**।

সূক্ষ্মবুদ্ধি—১। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার বা বিচার করিবার মত ধীশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। বহু। বিণ।

সূক্ষ্মভূত—ক্ষিতি প্রঃ পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ বিঃ। সূক্ষ্ম ভূত, কর্মধা। বি; ক্লী।

সূক্ষ্মশরীর—পঞ্চপ্রাণ দশ ইন্দ্রিয় মনঃ ও বুদ্ধি—আত্মার যোগসাধন এই সপ্তদশ, ইন্দ্রিয় প্রাণমনবুদ্ধি-সমন্বিত জড়ধর্মবর্জিত দেহ। সূক্ষ্ম শরীর (দেহ), কর্মধা। বি; ক্লী।

সূক্ষ্মাগ্র—যাহার আগা সরু এমন; তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম অগ্র যাহার, বহু। বিণ।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম—বিশেষরূপে সূক্ষ্ম; ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া সম্পাদিত ('— অনুসন্ধান')। সূক্ষ্ম হইতে অনুসূক্ষ্ম, ৫মীতৎ। বিণ।

সূচক—১। গোয়েন্দা, চর, গুপ্তপুরুষ; পিশুন, খল; সীবনী, ছুঁচ; সূচীকর্মকারী; সূত্রধর; শিক্ষক; দলপতি। বি; পুং। ২। কথক; জ্ঞাপক, প্রকাশক; সূচনাকারী। সূচ্+ণিচ্ (=সূচি, জানান)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সূচিকা**। ৩। বৈষ্ণব মহাপুরুষদের তিরোভাব উৎসব বা তদ্বিষয়ক গান। বাংপ্র। বি।

সূচন, সূচনা—আরম্ভ, সূত্রপাত; উপক্রম; জ্ঞাপন; কথন; অঙ্গভঙ্গী দ্বারা জানানো; সংকেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানানো; বিদ্ধকরণ; হিংসন; দুষ্টামি; দৃষ্টি; অভিনয়; দোষা-বিষ্করণ। সূচ্ (জানান)+অনট্ ভাব; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

সূচনীয়—'সূচ্য' দ্রঃ।

সূচি, সূচী—সীবনী, ছুঁচ; জ্ঞাপনী; সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; নর্তকী বা গায়কদিগের করাদ্যভিনয়; নির্ঘণ্ট, তালিকা; পুস্তকের বিষয়-সমূহের পৃষ্ঠাঙ্কিত তালিকা, index. সূচ্ (ছিদ্রিত করা, সূচনা করা, নির্দেশ করা) +ণিচ্+ইন্ করণ; পক্ষে+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

সূচিক—দরজী; সূচীকর্মচারী। সূচি, সূচী (ছুঁচ)+ক (ঠন্) জীবিকা অর্থে। বি; পুং-

সূচিকা—ছুঁচ; হস্তিশুণ্ড। সূচি+কন্ স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

সূচীকাভরণ—সূচ্যগ্রপরিমিত সেব্য সর্প বিষঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। সূচিকা দ্বারা ভরণ যাহার, বহু। বি; ক্লী।

সূচিত—দ্যোতিত, সংকেতিত; জ্ঞাপিত, বোধিত; প্রকাশিত; হিংসিত; যোগ্য। সূচ্ (জানানো)+ক্ত কর্মবা। বিণ।

সূচী—'সূচি' দ্রঃ।

সূচীকটাহন্যায় ন্যাঃ বিঃ [একটি সূচ তৈয়ার করিতে অতি অল্প সময় লাগে (যেমন পাঁচ মিনিট), আর একটি কড়া তৈয়ার করিতে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সময় লাগে (যেমন দুই ঘণ্টা); কর্মকার যদি আগে সূচ তৈয়ার করে তবে পাঁচ মিনিটে সূচ হইয়া গেলে তারপর সে দুই ঘণ্টা বসিয়া কড়া তৈয়ার করিতে পারে। কিন্তু আগে কড়া তৈয়ার করিলে, কড়া হইতে ত দুই ঘণ্টা লাগিবেই, আবার সূচের জন্যও দুই ঘণ্টার বেশী বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং পূর্বে সূচ অর্থাৎ অল্পসময়সাধ্য কাজটি শেষ করিয়া পরে কড়া অর্থাৎ অধিকসময়-সাধ্য কাজটি আরম্ভ করাই বিধেয়]। সূচী এবং কটাহ, দ্বন্দ্ব; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সূচীজীবী (-বিন্)—দরজী, সীবনকার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। উপতৎ; সূচী—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, -**জীবিনী**।

সূচীপত্র—পুস্তকের যে পাতায় পুস্তকের বিষয়সমূহের তালিকা এবং পৃষ্ঠাঙ্ক থাকে তাহা। সূচীযুক্ত পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সূচীভেদ্য—সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিবার যোগ্য; জমাট বাঁধা, অতি নিবিড় ('— অন্ধকার')। ৩য়াতৎ। বিণ।

সূচীমুখ—১। মণি, রত্ন; ব্যূহ বিঃ। সূচীর ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি; পুং। ২। সরুমুখ। মধ্যপ কর্মধা। ৩। সূচের মুখ, ছুঁচের ডগা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সূচীশিল্প—ছুঁচের কাজ, সূচীর দ্বারা কৃত কারুকার্য। সূচী সম্পাদ্য শিল্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সূচ্য, সূচনীয়, সূচয়িতব্য—জ্ঞাপনীয়; বোদ্ধব্য; কথনীয়। সূচ্+ণ্যৎ, অনীয়, তব্য, কর্ম। বিণ।

সূচ্যগ্র—সূচের আগা, অতি সামান্য। সূচির অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সূচ্যগ্রপরিমিত—সূচের আগার সমান; অতি সামান্যমাত্র। ৩য়াতৎ। বিণ।

সূত—১। সারথি; সূর্য; সূত্রধর জাতি, ছুতার; ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সংকীর্ণ জাতি; স্তুতি-পাঠক, বন্দী; জনৈক পুরাণবক্তা। বি; পুং। ২। পারদ, পারা। সূ+ক্ত কর্তৃ। বি;

পুং বা স্ত্রী। ৩। জাত, প্রসূত, উৎপন্ন; উৎপাদিত; প্রেরিত। সূ+ক্ত কর্ম। বিণ।
সূতক—১। জন্ম; জননাশৌচ, সন্তানজন্মজন্য অশৌচ। সূত (জনন)+কন্ স্বার্থে আগতার্থে। বি; ক্লী। ২। পারদ। সূত+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। [স্ত্রী।
সূতকা—সূতিকা। সূতক+আপ্। বি;
সূতকাশৌচ—জননাশৌচ; পুত্রাদির জন্মজনিত অশৌচ। সূতকজনিত অশৌচ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
সূতপুত্র(ত্র)—কর্ণ। সূতের (অধিরথ নামক সারথির) পুত্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূতা, সূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী; যাহার সবেমাত্র বা অল্পকাল হইল সন্তান হইয়াছে এমন স্ত্রীলোক। সূ (প্রসব করা)+ক্ত কর্তৃ+আপ্; পক্ষে স্বার্থে কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।
সুতা—তন্তু সূত্র। <সূত্র। বি।
সূতি—১। প্রসব; প্রভব, উৎপত্তি, জন্ম। সূ (প্রসব করা)+ক্তি ভাব। ২। সন্তান। সূ+ক্তি কর্ম। ৩। সীবন, সেলাই করা। সিব্ (সেলাই করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
সূতিকা—১। সদ্যঃপ্রসূতা নারী (সূতা দ্রঃ)। সূত+ইক (ঠন্) আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সদ্যঃপ্রসূতা নারীর উদরাময়। বাংপ্র। বি।
সূতিকাগার, -গৃহ, -ভবন—প্রসব-গৃহ, আঁতুড়ঘর। সূতিকার আগার, গৃহ, ভবন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
সূতিগৃহ, সূতীগৃহ—প্রসবগৃহ। সূতির, সূতীর (প্রসবের) গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
সুতী—কার্পাসসূত্রনির্মিত। সুতা+ঈ। বাংপ্র। বিণ।
সূত্র—সূতা, তন্ত; ব্যবস্থা, নিয়ম, rule, formula; উপবীত, পৈতা; শাস্ত্র; দর্শনশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র বা শব্দশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতার গ্রথিত সংক্ষিপ্ত বাক্য বিঃ, aphonism; নাট্যশাস্ত্রের উপক্রম; আইনবিষয়ক মত বা নিষ্পত্তি; ক্রম, গতিক; কথার খেই; সন্ধানের হদিস বা নির্দেশ; আরম্ভ; সূচনা; ক্রম। সিব্ (সেলাই করা)+ষ্ট্রন্ করণ (সিব্-স্থানে সূ), কিংবা সূত্র্ (গাঁথা ইঃ) ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী।
সূত্রকার—মূল-সূত্র গ্রন্থের প্রণেতা (যেমন—পাণিনি, ব্যাস)। উপতৎ; সূত্র-কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।
সূত্রধর—ছুতার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূত্রধার—ইন্দ্র; সূত্রধর জাতি, ছুতার; নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট; সূত্রপ্রণয়নকর্তা। উপতৎ; সূত্র (প্রয়োগানুষ্ঠান)—ধৃ (ধরা) +অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।
সূত্রপাত—আরম্ভ, উপক্রম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূত্রী (সূত্রিন্)—১। কাক। বি; পুং। ২। সূত্রবিশিষ্ট। সূত্র (সূতা, নিয়ম ইঃ)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সূত্রিণী**।
সূদন—বিনাশক, হন্তা; প্রিয়। সূদ্+ণিচ্ (=সূদি, হিংসা করা)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। হনন, বধ; অঙ্গীকার করা; নিরাস করা। সূদি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
সূনু—১। তনয়, ছেলে, পুত্র; কনিষ্ঠ ভ্রাতা; দৌহিত্র। সূ+নুক্ কর্ম। ২। রবি। সূ+নুক্ কর্তৃ। বি; পুং।
সূনু, সূনূ—কন্যা। সূ+নুক্ কর্ম; পক্ষে উপ্। বি; স্ত্রী।
সূনৃত—১। সত্য অথচ প্রিয়বাক্য; মঙ্গল, শুভ। বি; ক্লী। ২। সত্য-প্রিয়; সত্য এবং প্রিয়বক্তা। সু—নৃৎ (নৃত্য করা)+ক কর্তৃ (উ-স্থানে ঊ), অথবা, সু ঋত, প্রাদি (নিপা)। বি; ক্লী।
সূপ—১। ঝোল, শুরুয়া, ব্যঞ্জন বিঃ; রান্না ডাল; ভাণ্ড; বাণ। সূ+পক্ কর্ম। বি; পুং। ২। পাচক। সূ+পক্ কর্তৃ। বিণ।
সূপকার—পাচক, রন্ধনকারী। উপতৎ; সূপ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি, পুং, বা বিণ। স্ত্রী, -কারী।
সূর—১। সূর্য। সূ+রক্ কর্তৃ। ২। পণ্ডিত, জ্ঞানী। সূর্+ক কর্তৃ। বি; পুং।
সূরি—১। পণ্ডিত; বিদ্বান্; শ্রীকৃষ্ণ; জৈন-গুরুগণের সাধারণ উপাধি। সূর্+ই কর্তৃ। ২। সূর্য। সূ+ক্রি কর্তৃ। বি; পুং।
সূরী (সূরিন্)—পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বিদ্বান্। সূর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—সূরিণী। [স্ত্রী।
সূরী—সূর্যপত্নী, কুন্তী। সূর্য+ঈপ্। বি;
সূর্প—১। কুলা, শূর্প। সূর্প্+ঘঞ্ করণ, কিংবা, শূ (হিংসা করা)+প কর্তৃ (শূ-স্থানে সূর্)। ২। পরিমাণ বিঃ। সূর্প্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং বা ক্লী।
সূর্পণখা—রাবণের ভগিনী। সূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যাহার, বহু+আপ্ (ণত্ব)। বি; স্ত্রী।
সূর্য(র্য্য)—দিবাকর, ভানু, আদিত্য, ভাস্কর, সবিতা; বালির পুত্র। সূ+ক্যপ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।
সূর্য(র্য্য)কর—রৌদ্র, সূর্যের কিরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্য(র্য্য)করোজ্জ্বল—সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত, রৌদ্র দ্বারা প্রকাশিত। সূর্যকর দ্বারা উজ্জ্বল, ৩য়াতৎ। বিণ।
সূর্য(র্য্য)কান্ত—মণি বিঃ, কাচমণি, আতসমণি। সূর্যের কান্ত (প্রিয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্য(র্য্য)গ্রহণ—রাহু বা পৃথিবীর ছায়া কর্তৃক সূর্যের গ্রাস [জ্যোতিষ-মতে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী হইলে পৃথিবী হইতে সূর্য দৃষ্ট না হওয়াতে সূর্যগ্রহণ হয়]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
সূর্য(র্য্য)ঘড়ি—ছায়াদ্বারা সময়নিরূপক যন্ত্র বিঃ, sun-dial. ৬ষ্ঠীতৎ। বা প্র। বি।
সূর্য(র্য্য)জ, -তনয়—যম; শনিগ্রহ; কর্ণ; সুগ্রীব; বালী। সূর্য—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ; সূর্যের তনয় (পুত্র), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্য(র্য্য)বংশ—(রামায়ণ) সূর্য হইতে জাত বংশ। (সগর দশরথ শ্রীরামচন্দ্র প্রঃ সূর্যবংশজাত)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্য(র্য্য)মণি—সূর্যকান্তমণি। সূর্যপ্রিয় মণি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
সূর্য(র্য্য)মণ্ডল—সূর্যের চতুর্দিকস্থ মালাকার-বেষ্টনীর অভ্যন্তরভাগ; সূর্য। ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা কর্মধা। বি; ক্লী।
সূর্য(র্য্য)মুখ, -মুখী—হলদে রঙের ফুল বিঃ, sun-flower. সূর্য প্রতি মুখ যাহার, বহু; পক্ষে ঈপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।
সূর্য(র্য্য)লোক—সূর্যের জগৎ, সূর্যের ভুবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্য(র্য্য)সারথি—অরুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্যা(র্য্যা)—সূর্যপত্নী, সংজ্ঞা; নবোঢ়া স্ত্রী, নববধূ। সূর্য+আপ্। বি; স্ত্রী।
সূর্যা(র্য্যা)লোক—রৌদ্র। সূর্যের আলোক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্যা(র্য্যা)স্ত—দিনের শেষে সূর্যের পশ্চিম-দিক্‌চক্রবালের নীচে অন্তর্ধান, সূর্যের ডুবিয়া যাওয়া। সূর্যের অস্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
সূর্যে(র্য্যে)ন্দুসংগ(ঙ্গ)ম—অমাবস্যা। সূর্য ও ইন্দু (চন্দ্র), দ্বন্দ্ব; তাঁহাদের সংগম যাহাতে, বহু। বি; পুং।
সূর্যো(র্য্যো)দয়—ভোরবেলায় সূর্যদেবের পূর্বদিক্‌চক্রবাল রেখার উপরে আবির্ভাব, প্রাতঃকালে সূর্যের পূর্বাকাশে প্রকাশ। সূর্যের উদয়, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সূর্যো(র্য্যো)পস্থান—বৈদিক সন্ধ্যায় কর্তব্য উপাসনা বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
সৃক্ক, সৃক্কণী—কষ, ঠোঁটের ধার, ওষ্ঠপ্রান্ত। সৃজ্+কণিন্, পক্ষে+ঈপ্। বি; ক্লী; স্ত্রী।
সৃজন—সৃষ্টি, নির্মাণ; বর্ষণ। বাংপ্র। (ব্যাকরণমতে 'সর্জন')। বি।
সৃজনী-শক্তি—উৎপাদন-ক্ষমতা। সৃষ্টিকারিণী শক্তি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
সৃজিত—সৃষ্ট; উৎপাদিত। সৃজ্+ক্ত কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

সৃত—গত, বিগত। সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সৃতি—১। গমন, গতি; আঘাত-করণ; ক্ষতিকরণ। সৃ+ক্তি ভাব। ২। বর্ত্ম, পথ। সৃ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।
সৃপ্ত—স্খলিত, slipped. সৃপ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সৃষ্ট—নির্মিত, রচিত, কৃত; ঈশ্বরনির্মিত; পরিত্যক্ত; ভূষিত; যুক্ত, মিলিত; অধিক; নির্ণীত। সৃজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।
সৃষ্টি—১। নির্মাণ, রচনা; ঈশ্বরকর্তৃক রচনা। সৃজ্‌+ক্তি ভাব। ২। জগৎ; স্বভাব; শিল্প। সৃজ্‌+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।
সৃষ্টিকর্ত্তা (-কর্তৃ), **-কর্ত্তা** (-কর্তৃ)—১। ভগবান্; ব্রহ্মা। বি; পুং। ২। নির্মাণকারী। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।
সৃষ্টিকার্য(র্য্য), -ক্রিয়া—নির্মাণরূপ কার্য, জগৎসৃষ্টিরূপ কর্ম। কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।
সৃষ্টিচাতুর্য(র্য্য)—নির্মাণবিষয়ে দক্ষতা; জগৎসৃষ্টিবিষয়ে নৈপুণ্য। ৭মীতৎ। বি; ক্লী।
সৃষ্টিছাড়া—আজগুবী, কিম্ভুতকিমাকার। ৫মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।
সৃষ্টিনাশ, -লোপ—জগতের ধ্বংস, প্রলয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—সৃষ্টি করিবার প্রণালী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সৃষ্টিরক্ষা—বিশ্বের পালন; জগতের রক্ষা-কার্য; জগৎ যাহাতে বর্তমান থাকে তাহার ব্যবস্থা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থিতি এবং নাশ, নির্মাণ রক্ষণ এবং সংহার। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
সে—বক্তা অর্থাৎ উত্তম পুরুষ ও যাহাকে বলা হইতেছে অর্থাৎ মধ্যম পুরুষ ভিন্ন পুরুষ বা ব্যক্তি। সংস্কৃত 'সঃ' শব্দ হইতে। সর্ব।
সেই—তাহাই; পূর্বোক্ত; সেই সময় ('— অবধি')। বাংপ্র। সর্ব বা বিণ।
সেউনি—সেচনী। প্রা কপ্র। বি।
সেও—আপেল। <ফা 'সীব'। বি।
সেঁউতি—নৌকায় জল ফেলিবার জন্য কাঠের বাঁশের বেতের বা লৌহাদিনির্মিত পাত্র, সেচনী। <সেচনী। বি।
সেঁউতি, সেঁওতি—দেশী সাদা গোলাপ ফুল বিঃ। <সেবতি। বি।
সেঁকা, সেকা—অগ্নিতাপ-প্রয়োগ করা, উত্তাপ দেওয়া; অগ্নিতাপে পাক করা ('রুটি —')। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।
সেঁকো, শেঁকো, সেঁকোবিষ—ধাতব বিষ বিঃ, শঙ্খবিষ, arsenic. বাংপ্র। বি।
সেঁচা—সেচন করা। বাংপ্র। ক্রি।
সেঁজুতি—সন্ধ্যাদীপ, সাঁঝের বাতি। <সন্ধ্যাবর্তি। বি।
সেঁতানো—ভিজা; ভিজানো; ঈষৎ আর্দ্র হওয়া; স্যাঁতসেঁতে হওয়া। <সিক্ত। ক্রি [, বি, বিণ]।
সেঁৎসেঁতে—ঈষৎ ভিজা, সিক্তপ্রায়। বাংপ্র। বিণ।
সেঁধানো—প্রবেশ করা। <সন্ধি। ক্রি [, বি, বিণ]।
সেক—১। জলপ্রক্ষেপ; ভিজানো। সিচ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পুং। ২। শরীরে তাপ দেওয়া, fomentation. বাংপ্র। বি।
সেকরা—স্বর্ণজীবী জাতি বিঃ, সোনা রূপার গহনা নির্মাণকারী। <স্বর্ণকার [মতান্তরে প্রাচীন পারসীক হইতে]। বি।
সেকাল—প্রাচীন কাল; অতীত সুখের সময়; যখন অবস্থা অন্যরূপ ছিল সেই সময়। কর্মধা। বাংপ্র। বি।
সেকালে, সেকেলে—প্রাচীন কালে প্রচলিত অধুনা অপ্রচলিত; প্রাচীন কালের। সেকাল+এ ভবার্থে। বাংপ্র। বিণ।
সেকেণ্ড—এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ। <ইং 'second'. বি।
সেকেন্দর—আলেকজাণ্ডার। ফা। বি।
সেকেন্দরী—সেকেন্দরের সময়ের; সেকেন্দর-সম্বন্ধীয়। সেকেন্দর+ঈ সম্বন্ধার্থে। ফা-মূ। বিণ।
সেক্তা—১। সেচনকর্তা; নিষেককর্তা। বিণ। স্ত্রী—**সেক্ত্রী**। ২। ভর্তা, স্বামী। সিচ্‌ (সেচন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং।
সেক্রেটারী-সম্পাদক, কার্যনির্বাহক। <ইং 'secretary'. বি।
সেখান—সেইস্থান। বাংপ্র। অ বা বি।
সেখানকার—সেইস্থানের। সেখান+কার। বাংপ্র। বিণ।
সেগুন—বৃক্ষ বিঃ; সেগুন কাঠ, teak. বাংপ্র। বি।
সেঙাত, সেঙ্গাত—সাঙ্গাত (তাহা দ্রঃ)।
সেচ—জলসেচন। <'সিচ্‌'-ধাতু। বি।
সেচক—১। মেঘ। বি; পুং। ২। সেচনকারী। সিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সেচিকা**।
সেচন—সেঁচা; সেক, আর্দ্রীকরণ; ক্ষরণ। সিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।
সেচনী—সেচনপাত্র, জলসেচনপাত্র। সিচ্‌+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।
সেচা- সেচন করা; পুকুর ইঃ হইতে জল তুলিয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
সেজ—১। বিছানা। <শয্যা। প্রা কপ্র। ২। মোমবাতি। প্রাদে। বি।
সেজো, সেজ—দ্বিতীয়ের পরবর্তী। বাংপ্র। বিণ। [ক্রি [, বি]।
সেঝা, সেজা—জলে সিদ্ধ হওয়া। বাংপ্র।
সেঝানো, সেজানো—সিদ্ধ করানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।
সেট—একরকমের বা এক সঙ্গে ব্যবহার্য দ্রব্যের সমূহ; তাসখেলায় প্রতিপক্ষের সহিত জয় বা পরাজয়সূচক পাঁচ কোঁটা বা ছয় কোঁটার তাসের সবগুলি কোঁটা। <ইং 'set'. বি।
সেটকানো-কুঞ্চিত করা ('নাক —')। <সংকোচন। ক্রি। [বি।
সেতখানা—পায়খানা। <ফা 'সহ্‌খানা'।
সেতার--বাদ্যযন্ত্র বিঃ [সংস্কৃত নাম ত্রিতন্ত্রী। মুসলমানরাজাদিগের রাজত্বকালে সংস্কৃত নামের সহিত ঐক্য রাখিয়া আমীর খসরু এই ত্রিতন্ত্রীকে "সেতার" এই আখ্যা প্রদান করেন। পারস্যভাষায় 'সে' শব্দের অর্থ তিন; তার অর্থাৎ তন্ত্র]। ফা। বি।
সেতু-সাঁকো, পুল; জলবন্ধ, ক্ষেত্রাদির আলি, জাঙ্গাল; মর্যাদা। সি (বন্ধন করা)+তুন্ করণ। বি; পুং।
সেতুবন্ধ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ প্রবালদ্বীপশ্রেণী [কথিত আছে নল নামক বানর রামের আজ্ঞায় এই সেতু বন্ধন করিয়াছিল]; সাঁকো, পুল, সেতু। সেতুই বন্ধ, কর্মধা। বি; পুং।
সেথা, সেথায়—সেখানে, তথায়। বাংপ্র। অ। [বাংপ্র। বি।
সেথো-সঙ্গী। সাথ+ও স্থিতার্থে।
সেন—বৈদ্য জাতির উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।
সেনা—সৈন্য, যোদ্ধার দল, অনীকিনী, বাহিনী। সি (শত্রু-বন্ধন করা)+ন কর্তৃ+আপ্‌, অথবা ইন অর্থাৎ প্রভুর সহিত বর্তমান, বহু+আপ্‌। বি; স্ত্রী।
সেনাগ্র—সৈন্যদলের সম্মুখভাগ, van, vanguard. সেনার অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
সেনাঙ্গ—সৈন্যদলের অবয়ব, হস্তী অশ্ব রথ পদাতি—এই চারি। সেনার অঙ্গ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
সেনাধ্যক্ষ—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সেনানায়ক—সেনাপতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সেনানিবাস—ছাউনি, শিবির। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সেনানিবেশ—শিবির, ছাউনি। সেনার নিবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, সেনার নিবেশ (স্থাপন) যাহাতে, বহু। বি; পুং।
সেনানী, সেনাপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ, কার্তিকেয়। সেনা—নী+ক্বিপ্‌ কর্তৃ; সেনাদের পতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
সেনাপৃষ্ঠ—সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ, rear. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

সেনাবল—যোদ্ধৃবর্গের দ্বারা গঠিত ক্ষমতা। সেনাই বল, কর্মধা। বি ; পুং।

সেনামুখ—৩ হস্তী ৩ রথ ৯ অশ্ব ১৫ পদাতি—এতৎসংখ্যক সৈন্য (অক্ষৌহিণী দ্রঃ) ; সেনাগ্রভাগ, পুরদ্বারের সম্মুখবর্তী পথ। সেনার মুখ (সম্মুখাংশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

সেনাসমাবেশ—সৈন্যদল একত্রিত করণ। সেনার সমাবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সেপাই—সিপাহী ; দেশীয় সৈন্য। <ফা 'সিপাহী'। বি।

সেপ্টেম্বর—ইংরেজী বৎসরের নবম মাস। <ইং 'September'. বি।

সেবক—১। চাকর, দাস, ভৃত্য ; পরিচারক ; সেবাকারী ; অনুজীবী। সেব্ (সেবা করা) +ণক কর্তৃ। ২। সীবনকর্তা, দরজী প্রঃ। সিব্ (সেলাই করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী—**সেবকা, সেবিকা**।

সেবকাধম—চাকর হইতেও হীন। সেবক হইতে অধম, ৫মীতৎ। বিণ।

সেবন—১। উপভোগ ; সেবা ; উপাসনা। সেব্+অনট্ ভাব। ২। সীবন, সেলাই। সিব্ (সেলাই করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সেবনী সূচী, ছুঁচ। সেব্+অনট্ করণ

সেবনীয়—সেবনযোগ্য ; যাহা সেবন করিতে হইবে এমন। সেব্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সেবমান—যে সেবা করিতেছে এমন, সেবায় ব্যাপৃত। সেব্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

সেবা—উপভোগ ; পরিচর্যা, শুশ্রূষা ; আশ্রয় ; পূজা, উপাসনা। সেব্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সেবাইত, সেবায়ত, সেবায়েত—পূজারী, পূজক ; পাণ্ডা ; দেবমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ও পূজাকারী। সেবা+ইত, অ, এত করে অর্থে। বাংপ্র। বি।

সেবাত্তি—সেবাইত, পূজারী। প্রা কপ্র। বি।

সেবাদাসী—পরিচর্যাকারিণী, ভৃত্যা ; সম্প্রদায় বিঃর বৈরাগীর রক্ষিতা স্ত্রী। সেবাকারিণী দাসী, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সেবাব্রত—১। একনিষ্ঠ ভাবে পরিচর্যায় রত। সেবা ব্রত যাহার, বহু। বিণ। ২। পরিচর্যারূপ পুণ্যকার্য। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্লী।

সেবাব্রতী (-ব্রতিন্)—সেবাকারী ; স্বেচ্ছা-সেবক। সেবাব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ব্রতিনী**।

সেবায়ত, সেবায়েত—'সেবাইত' দ্রঃ।

সেবিকা—সেবাকারিণী ; দাসী। সেবক+আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

সেবিত—উপভুক্ত ; উপাসিত, আরাধিত ; আশ্রিত ; রক্ষিত ; অভ্যস্ত ; ব্যবহৃত। সেব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সেব্য—সেবনীয়, আরাধ্য, উপাস্য ; অভ্যাস অনুশীলন বা ব্যবহার করিবার উপযুক্ত ; যত্ন করিবার যোগ্য। সেব্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

সেব্যমান—আরাধ্যমান, যাহাকে সেবা করা হইতেছে এমন। সেব্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

সেমই, সেমুই—ময়দার সূত্রাকার খাদ্য বিঃ, vermicelli. <সেবিকা। বি।

সেমতি—সেইরূপ ("আমার পরাণ যেমতি করিছে সেমতি হউক সে"—চণ্ডী)। প্রা কপ্র। বিণ। [+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সেমন্তী—সেঁউতী ফুল। সি+মন্ত কর্তৃ

সেমিকোলন—কমা হইতে দীর্ঘস্থায়ী ছেদ চিহ্ন বিঃ। <ইং 'semi-colon'. বি।

সেয়াই—লিখিবার কালি। <ফা 'সিআহী'। বি।

সেয়ান, সেয়ানা—বয়ঃপ্রাপ্ত, বর্ধিত ; জ্ঞানবান ; চতুর। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**সেয়ানী**।

সের—(লীলাবতীতে উক্ত) পরিমাণ বিঃ, এক মনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বি ; পুং।

সেরা—শ্রেষ্ঠ। <শ্রেষ্ঠ বা ফা 'সর্'। বিণ। **সেরার সেরা**—অত্যুত্তম, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সেরা, সেরী—(সংখ্যাবাচক শব্দের পরে যুক্ত হইলে) তত সের ওজনের, তত সের পরিমাণের। সের+আ, ঈ পরিমাণার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বহু। বাংপ্র। বিণ।

সেরূপ—সেইরকম। সেই রূপ যাহার,

সেরেফ—কেবলমাত্র, শুধু। < আ 'সর্ফ'। বিণ।

সেরেস্তা—আফিস, দপ্তর। <ফা 'সর্‌রিশ্‌তহ্'। বি।

সেরেস্তাদার—আফিসের বড় কেরানী বিঃ। ফা-মূ। বি।

সেলাই—সূচীকর্ম, সীবন ; সেলাই-এর জোড়। হি। বি।

সেলাখানা—অস্ত্রগৃহ, অস্ত্রাগার। <আ-ফা 'সিলহ্‌খানহ্'। বি।

সেলাম—নমস্কার ; প্রণাম ; শান্তি। <আ 'সলাম'। বি।

সেলাম-আলেকম—নমস্কার, আপনার কুশল হউক। আ-মূ। বি।

সেলামী—জমিদারের নিকট হইতে পাট্টা লইবার সময়ে তাঁহাকে যাহা কিছু দেওয়া যায় তাহা ; নজরানা, প্রভু ইঃকে উপঢৌকন। আ-মূ। বি।

সেলেখানা—সেলাখানা (তাহা দ্রঃ)।

সেলেট—লিখিবার প্রস্তরফলক। <ইং 'slate'. বি।

সেসন—দায়রা, ফৌজদারী মকদ্দমার বিচারার্থ জজের অধিবেশন ; স্কুল-কলেজের অধ্যয়নের নির্দিষ্ট কাল। <ইং 'session'. বি।

সেহ, সেহো—সেই ; সে-ও, সেই লোকও। প্রা কপ্র। সর্ব।

সেহা—খাজনা আদায়ের দৈনিক হিসাব বা হিসাবের খাতা। ফা। বি।

সেহানবিস—খাজনা আদায়ের হিসাব-রক্ষক ; উপাধি বিঃ। ফা। বি।

সেহি—সেই ; সে। কপ্র। সর্ব।

সৈকত—১। পুলিন, বালুকাময় তট। বি ; ক্লী। ২। বালুকাময় ('— ভূমি'), বালি-ময়। সিকতা+অণ্ ব্যাপ্ত্যর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সৈকতচর—বালুকাময় নদীতটে বিচরণ-কারী। উপতৎ ; সৈকত—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

সৈনাপত্য—সেনাপতির কর্ম বা পদ। সেনাপতি+যক্ ভাবে, কার্যার্থে। বি ; ক্লী।

সৈনিক—১। সৈন্য, সেনাদলভুক্ত ব্যক্তি, সেপাই ; সশস্ত্র প্রহরী ; সেনারক্ষক। সেনা +ইক স্বার্থে। ২। সেনাশ্রেণী ; মিলিত হস্ত্যশ্বরথপদাতি। সেনা+ইক সমবেতার্থে। বি ; পুং। ৩। সেনাসম্বন্ধীয়। সেনা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

সৈনিকপুরুষ—যোদ্ধা। কর্মধা। বি ; পুং।

সৈনিকবেশ—যোদ্ধার পোশাক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সৈন্ধব—১। অশ্ব, ঘোটক। বি ; পুং। ২। সমুদ্রজাত লবণ। বি ; ক্লী। ৩। সিন্ধু-দেশীয় ; সমুদ্রজাত। সিন্ধু (দেশ বিঃ, সমুদ্র)+অণ্ জাতার্থে, নিবাসার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**। **সৈন্ধব লবণ**—পাথরের মত দেখিতে খনিজ লবণ, rock salt.

সৈন্য—১। অস্ত্রধারী সেপাই, সেনা। সেনা +ঞ্য স্বার্থে। বি ; পুং। ২। শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা। সেনা+ষ্যঞ্ সমুদায়ার্থে। বি ; ক্লী।

সৈন্যচালন, -চালনা, -পরিচালন—সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী, ক্লী।

সৈন্য-সমাবেশ—সেনাদের একত্র হওয়া বা করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সৈন্য-সামন্ত—সেনা এবং অধীন নৃপতি-বৃন্দ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

সৈন্যাধ্যক্ষ—সেনাপতি। সৈন্যের অধ্যক্ষ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

সৈমন্তিক—সিঁদুর। সীমন্ত+ইক হিতার্থে। বি; স্ত্রী।

সৈয়দ—মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের বংশজ ব্যক্তির উপাধি; মুসলমানের উপাধি বিঃ, প্রধান ব্যক্তি। আ। বি।

সৈরন্ধ্রী, সৈরিন্ধ্রী—পরগৃহবাসিনী স্বাধীনা শিল্পকারিণী; পরগৃহস্থিতা স্ববশা শিল্পকারিণী; দ্রৌপদী [ইনি বিরাটরাজের ভবনে একবৎসরকাল সৈরিন্ধ্রীর কার্য করিয়াছিলেন, সেই অবধি ইঁহার নাম সৈরিন্ধ্রী হইয়াছে]। সীরন্ধ + অণ্ যোগার্থে —সৈরন্ধ্ (শিল্প কর্ম); সৈরন্ধ্ + অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সো—সে; সেই ("সো বর নাগর রাজ" —যদুনন্দন); সহিত। প্রা কপ্র। সর্ব বা অ।

সো—বেগে গমন করার অনুকার-শব্দ। বাংপ্র। অ।

সোঁটা—লাঠি। বাংপ্র। বি।

সোঁতা—ক্ষীণ স্রোত ("ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা"—রবীন্দ্র)। <স্রোতঃ। বি।

সোঁদা—শুষ্ক ভূমিতে জল পড়িলে যে গন্ধ হয় তাহা বা তদ্রূপ গন্ধ। <সুগন্ধ। বি বা বিণ।

সোঁদাল—আরগ্বধ বৃক্ষ। বাংপ্র। বি।

সোঙরণ—স্মরণ। প্রা কপ্র। বি।

সোঙরা—স্মরণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি। [রূপ—সোঙর, সোঙরি; সোঙরনি ইঃ।]

সোঙারা—সংস্কার করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

সোচ্ছ্বাস—আবেগযুক্ত; দীর্ঘশ্বাসযুক্ত। উচ্ছ্বাসের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ। ক্রি-বিণ—**সোচ্ছ্বাসে**।

সোজা—সরল, অবক্র, অকুটিল; সুসাধ্য; সুবোধ্য। <সহজ। বিণ। **সোজা করা**—সংশোধন, সরল বা পালন করা; শায়েস্তা করা।

সোজাসুজি—বরাবর। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সোডা—একপ্রকার ক্ষার, সজ্জিকা, sodium carbonate বা sodium-bicarbonate. <ইং 'soda'. বি।

সোডা-ওয়াটার—কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসযুক্ত জল। <ইং 'soda-water'. বি।

সোঢ়—যাহা সহ্য করা হইয়াছে এমন। সহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সোঢ়া (সোঢ়্)—সহনশীল, সহনকারক; ক্ষমাযুক্ত; শক্ত; সমর্থ। সহ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সোঢ়্রী**।

সোণা—সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য। <স্বর্ণ। বি।

সোণার—স্বর্ণকার। প্রা কপ্র। বি।

সোত—প্রবাহ। <স্রোতস্। বি।

সোৎকণ্ঠ—উৎকণ্ঠাযুক্ত, উদ্বিগ্ন; শোককারী। উৎকণ্ঠার সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।

সোৎপ্রাস—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত বাক্য; উপহাস; শ্লেষযুক্ত বাক্য। বি; স্ত্রী। ২। বুদ্ধিযুক্ত, অধিক; সোল্লুণ্ঠ (বাক্য)। উৎপ্রাসের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।

সোৎসাহ—উৎসাহযুক্ত। উৎসাহের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ। ক্রি-বিণ—**সোৎসাহে**।

সোদর, সোদর্য(র্য্য)—একগর্ভজ ভ্রাতা। সহ (সমান) উদর (মাতৃগর্ভ) যাহার, বহ; সমান উদর্য, কর্মধা (সমান-স্থানে স)। বি; পুং।

সোদরা, সোদর্যা(র্য্যা) সহোদরা ভগিনী। সোদর, সোদর্য+আপ্। বি; স্ত্রী।

সোদ্বেগ—উৎকণ্ঠাযুক্ত। উদ্বেগের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ। ক্রি-বিণ—**সোদ্বেগে**।

সোনা—১। সুবর্ণ। <স্বর্ণ। ২। বাছা; জাদু। প্রাদে। বি। ৩। স্বর্ণবর্ণ, পীতবর্ণ-সূচক। বাংপ্র। বিণ। **সোনায় সোহাগা**—যাহা নিজেই উৎকৃষ্ট তাহার সহিত অন্য অধিকতর উৎকর্ষজনক বস্তুর সমাবেশ। **সোনা ফলা**—অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হওয়া; অত্যধিক অর্থ ও সম্পৎ লাভ হওয়া।

সোনামুখী—সোঁদালপাতা, senna. বাংপ্র। বি।

সোনামুগ—একপ্রকার উৎকৃষ্ট মুগ কলাই। বাংপ্র। বি।

সোনার-বেনে—সুবর্ণ-বণিক্, হিন্দুজাতি বিঃ। <সুবর্ণ-বণিক্। বি।

সোনালী—স্বর্ণবর্ণ, সোনার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; স্বর্ণমণ্ডিত। সোনা+লী সদৃশার্থে। বাংপ্র। বিণ। [বি।

সোন্না—স্বর্ণকারের চিমটা। <সন্দংশ।

সোন্মাদ—উন্মত্ত, পাগল। উন্মাদের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।

সোপকরণ—বাঞ্জনাদি-উপকরণ-সমেত। উপকরণের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ।

সোপরন্দ—বিচারার্থ প্রেরণ বা প্রেরিত ('দায়রায় —')। <ফা 'সুপুর্দ'। বি বা বিণ।

সোপহাস—উপহাসযুক্ত। উপহাসের সহিত বর্তমান, বহ। বিণ। ক্রি-বিণ, **-হাসে**।

সোপাধিক—উপাধিযুক্ত। উপাধির সহিত বর্তমান, বহ+ক সমাসান্ত। বিণ।

সোপান—সিঁড়ি, আরোহণী। উপ (ঊর্ধ্ব) —অন্ (বাঁচা—এখানে গমন করা)+ঘঞ্, করণ; উপানের (ঊর্ধ্বগমনপথের) সহিত বর্তমান, বহ। বি; স্ত্রী।

সোপান-শ্রেণী—সিঁড়িসমূহ, ধাপসকল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সোপানাবলি, -বলী—সোপানশ্রেণী। সোপানের আবলি, আবলী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সোম, সোমা (সোমন্)—১। চন্দ্র; কুবের; যম; বায়ু; জল; অমৃত; পর্বত; বসু বিঃ; কর্পূর; বানর বিঃ; যজ্ঞে প্রস্তুত রস বিঃ, সোমলতার রস। বি; পুং। ২। সৌম্য, মনোহর। সু (প্রসব করা)+মন্, মনিন্ কর্তৃ। বিণ।

সোমক্ষয়—অমাবস্যা। সোমের (চন্দ্রের) ক্ষয় যাহাতে, বহ। বি; পুং।

সোমগর্ভ—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ। সোমের (অমৃতস্বরূপ মোক্ষের) গর্ভ (উৎপত্তি-কারণ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সোমগিরি—দেবগণেরও অগম্য উত্তরসমুদ্রস্থ পৌরাণিক পর্বত বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সোমজ—১। দুগ্ধ। বি; ক্লী। ২। গজ; বুধ। বি; পুং। ৩। চন্দ্রজাত। উপতৎ; সোম (চন্দ্র)—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

সোমতীর্থ—ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রদেশস্থ পুণ্য স্থান বিঃ, প্রভাসতীর্থ। সোমপ্রিয় তীর্থ (পুণ্যস্থান), মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সোমত্ত—পূর্ণযৌবনবিশিষ্টা; বয়স্কা; স্ফুট-যৌবনলক্ষণা। <সমর্থ। বিণ; স্ত্রী।

সোমধারা—আকাশ, অন্তরীক্ষ। সোমের (চন্দ্রের) ধারা (ধারণ) যাহাতে, বহ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সোমপ, সোমপা—যজ্ঞে সোমরসপান-কারী ব্রাহ্মণ। উপতৎ; সোম—পা+ক, ক্বিপ্, কর্তৃ। বি; পুং।

সোমপীতী (-তিন্)—যজ্ঞে সোমরস-পানকারী ব্রাহ্মণ। সোমরসের পীত (পান), ৬ষ্ঠীতৎ, তদুত্তর ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

সোমবার, -বাসর—সপ্তাহের দ্বিতীয় দিবস। সোমাধিষ্ঠিত বার, বাসর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সোমযাগ—যাহাতে সোমলতারস পান করিতে হয়; তিন বৎসরে সমাপনীয় যজ্ঞ বিঃ। সোম (সোমপান)-যুক্ত যাগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

সোমযাজী (-যাজিন্) সোমযাগকর্তা। উপতৎ; সোম—যজ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

সোমরস—ভেষজ মদ্য বিঃ; সোম-নামক লতার রস [প্রাচীনকালে ঋষিগণ যজ্ঞসময়ে এই মাদক রস পান করিতেন]। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সোমরাজী (-রাজিন্)—ওষধি বিঃ, সোমরাজের গাছ। সোম (চন্দ্র)—রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

সোমলতা, -লতিকা—স্বনামপ্রসিদ্ধ মাদকরসযুক্ত লতা বিঃ। সোমপ্রিয়া বা সোমাখ্যা লতা, লতিকা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সোমসিদ্ধান্ত—১। শৈবমতাবলম্বী পণ্ডিত বিঃ। সোমে (অর্থাৎ চন্দ্রোক্ত শাস্ত্রে) সিদ্ধান্ত (সত্যজ্ঞান) যাহার, বহু। ২। চন্দ্রপ্রোক্ত জ্যোতিষগ্রন্থ বিঃ। সোমের সিদ্ধান্ত যাহাতে, বহু। বি; পুং।

সোমা (সোমন্)—চন্দ্র। সু+মনিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

সোয়—তাহা; সে; তাহাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

সোয়াতি—স্বাতী নক্ষত্র। <স্বাতী। বি।

সোয়াতি, সোয়াথ, সোয়াথি, সোয়াস্থ—সোয়াস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য। প্রা কপ্র। বি।

সোয়াদ—আস্বাদন; ইচ্ছা। <স্বাদ বা সাধ। বি।

সোয়ামী—পতি। <স্বামী। বি।

সোয়ার—অশ্বারোহী সেনা; আরোহী ফা। বি।

সোয়ারি—আরোহী; আরোহণ; তানপুরা ইঃ বাদ্যযন্ত্রের যে কাষ্ঠখণ্ডের উপরে তার থাকে তাহা; মৃদঙ্গবাদ্যের তাল বিঃ। ফা। বি।

সোয়াস্তি—সুখ; শান্তি; অবসর। <স্বস্তি। বি।

সোয়াস্থ—'সোয়াতি' দ্রঃ।

সোর, সোরগোল—কোলাহল, হই-চই। ফা। বি।

সোরা—বারুদের উপকরণ লবণ দ্রব্য বিঃ, nitre. ফা। বি।

সোরাই—জলের কুঁজা। <আ 'সুরাহী'। বি।

সোলা—'শোলা' দ্রঃ।

সোলে—আপস মীমাংসা, উভয় পক্ষের রফা। <আ 'সুলহ'। বি।

সোলেনামা—আপস মীমাংসা পত্র। সোলে+নামা লিপি অর্থে। আ-মূ। বি।

সোসর—তুল্য, সদৃশ, সমান; সাহায্যকারী। <সমস্তর। বি বা বিণ।

সোসরি—সদৃশ, সমান; সাহায্যকারী। প্রা কপ্র। বিণ।

সোসাইটি—সমিতি, সংঘ, সমবায়-প্রতিষ্ঠান। <ইং 'society'. বি।

সোহই শোভা পায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

সোহহং—ব্রহ্ম ও আমি অভিন্ন; তিনিই আমি। সঃ+অহম্।

সোহহং-তত্ত্ব—ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নত্ববোধক মতবাদ। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সোহাগ—১। আদর। <সৌভাগ্য। বি। ২। কন্যার বিবাহদিনে এয়োস্ত্রী এবং কুমারীগণের সহিত কন্যার জননীর প্রতিবেশিনীগণের নিকট হইতে তণ্ডুলাহরণ [প্রথমবার পতিগৃহে গমন করিয়া কন্যা এই তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করে]। প্রাদে। বি। **সোহাগ মাগা, সোহাগ সাধা**—সোহাগের তণ্ডুল আহরণ করা।

সোহাগা—স্বর্ণদ্রাবক বস্তু বিঃ; টঙ্কণ, borax. বাংপ্র। বি।

সোহাগিনী, সোহাগী—আদরিণী। সোহাগিয়া+ইনী, ঈ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সোহাগী—'সোহাগিনী' দ্রঃ।

সোহাগে—সোহাগকারী; সোহাগপ্রাপ্ত। সোহাগ+এ। বাংপ্র। বিণ।

সোহায়ল—শোভা করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

সোহিনী—১। সোহাগিনী, শোভিনী ("বুঝি আয়লি সোহিনী"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বিণ। ২। রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

সোহেন—তাহার মত। প্রা কপ্র। বিণ।

সৌকর্য(র্য্য)—সুবিধা, অনায়াস; সুসাধ্যতা। সু (সুখে)—কৃ (করা)+খল্ কর্ম; সুকর (সুসাধ্য)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

সৌকুমার্য(র্য্য)—লালিত্য, সুকুমারতা, কোমলতা; যৌবন। সুকুমার (অতিমৃদু)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

সৌখিন—সুখেচ্ছু, বিলাসী; সখের, বিলাসিতার উপযুক্ত। আ। বিণ।

সৌখিনতা—বাবুগিরি। আ-মূ। বি; স্ত্রী।

সৌখ্য—সুখ; সুখধারা, সুখবিভূতি। সুখ+ষ্যঞ্ স্বার্থে, সমূহার্থে। বি; স্ত্রী।

সৌগত—বুদ্ধ। সুগত (বুদ্ধ) অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য—সুগন্ধ, সৌরভ। সুগন্ধ+অণ্, ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

সৌগন্ধিক—১। নীলোৎপল; বর্ষার পুষ্প বিঃ, কহ্লার; পদ্মরাগমণি। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধক; সুগন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী, গন্ধবণিক্, গন্ধবেনে। সুগন্ধ (মনোহর ঘ্রাণ বা গন্ধদ্রব্য)+ইক আছে অর্থে বা ব্যবহার করে অর্থে। বি; পুং।

সৌচি, সৌচিক—দরজী, সূচীকর্মোপজীবী। সূচী+ইঞ্, ইক জীবিকার্থে। বি; পুং।

সৌজন্য—সাধুতা, সুজনতা, ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার। সুজন (সজ্জন)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

সৌজাত্য—কৌলীন্য, আভিজাত্য, জন্মের উৎকর্ষ। সুজাত+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

সৌতি—লোমহর্ষণ ঋষির পুত্র; প্রসিদ্ধ পুরাণবক্তা। সূত+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

সৌতিনি—সপত্নী, সতিন। প্রা কপ্র। বি।

সৌত্র, সৌত্রিক—১। ব্রাহ্মণ; (ব্যাক) যে ধাতু গণ-পাঠে নাই অথচ কোন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য সূত্রে উল্লিখিত হয় তাহা। সূত্র+অণ্, ইক ধারণার্থে। বি; পুং। ২। সূত্রসম্বন্ধীয়, সূত্রানুযায়ী; সূত্রে উল্লিখিত। সূত্র+অণ্, ইক সম্বন্ধার্থে, অনুসারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ত্রী, -কী

সৌদামনী, সৌদামিনী—১। তড়িৎ, বিদ্যুৎ। সুদামন্+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্; পক্ষে অ-স্থানে ই (নিপা)। ২। অপ্সরা বিঃ; ঐরাবত-পত্নী। সুদামন্+অণ্ স্বার্থে+ঈপ্; পক্ষে অ-স্থানে ই (নিপা)। বি; স্ত্রী।

সৌধ—১। রাজসদন, প্রাসাদ; অট্টালিকা, ইষ্টকাদি-নির্মিত ভবন, হর্ম্য, কোঠাবাড়ি; সুধাধবলিত গৃহ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। চুনকাম-করা। সুধা (চুন)+অণ্ রঞ্জিতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সৌধী**।

সৌধকিরীটিনী—বহু উন্নত ও মনোহর অট্টালিকা-পরিশোভিতা ('— নগরী')। সৌধরূপ কিরীট (শিরোভূষণ), রূপক কর্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সৌধচূড়া, -শিখর—প্রাসাদের উপরিভাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সৌধময়—১। চুনকাম-করা। প্রা কপ্র। ২। অট্টালিকাপূর্ণ। সৌধ+ময়ট্ প্রাচুর্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

সৌধমালা, -রাজি, -শ্রেণী—প্রাসাদের শ্রেণী, সারি সারি অট্টালিকা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সৌধ-শিখর—'সৌধচূড়া' দ্রঃ।

সৌধশ্রেণী—'সৌধমালা' দ্রঃ।

সৌন্দর্য(র্য্য)—রূপ, সুন্দরতা, সুশ্রীকতা, মনোহারিতা। সুন্দর+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

সৌন্দর্য(র্য্য)প্রিয়—শোভার প্রতি অনুরাগী, সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত। সৌন্দর্য প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। বি, **-প্রিয়তা**।

সৌন্দর্য(র্য্য)ময়—অতিসুন্দর, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। সৌন্দর্য+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ স্ত্রী, **-ময়ী**।

সৌন্দর্যা(র্য্যা)ধার—শোভার আধার, অতি সুন্দর। সৌন্দর্যের আধার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সৌন্দর্য(র্য্য)ানুরাগ—সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি, সৌন্দর্যপ্রিয়তা। সৌন্দর্যে অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি; পুং।

সৌপর্ণ—১। গরুড়; মরকত-মণি। সুপর্ণ (গরুড়)+অণ্ স্বার্থে, প্রিয় অর্থে। বি; পুং। ২। সুপর্ণসম্বন্ধীয়। সুপর্ণ+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সৌপর্ণী**।

সৌপ্তিক—১। রাত্রি-যুদ্ধ, নিশা-রণ; মহাভারতের পর্ব বিঃ। সুপ্ত+ইক কৃত অর্থে, অধিকারার্থে। বি; ক্লী। ২। সুপ্ত-সম্বন্ধীয়। সুপ্ত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

সৌবর্চ(র্চ্চ)ল—লবণ বিঃ, ক্ষার; সোরা। সুবর্চল (দেশ বিঃ)+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

সৌবর্ণ—সুবর্ণময়, স্বর্ণ-নির্মিত। সুবর্ণ (সোনা)+অণ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-র্ণী**।

সৌবীর, সৌবীর্য(র্য্য)—১। সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন দেশ বিঃ। বি; পুং। ২। বদর, কুল; কাঞ্জিক, আমানী। সুবীর (দেশ বিঃ) +অণ্, য্যঞ্ স্বার্থে, ভবার্থে। বি; ক্লী।

সৌবীরাঞ্জন—অঞ্জন বিঃ। সৌবীরভব অঞ্জন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

সৌভগ—সৌভাগ্যযুক্ত, সৌভাগ্যসূচক। প্রা কপ্র। বিণ।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়—সুভদ্রার পুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রা+অণ্, এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

সৌভাগিনেয়—সৌভাগ্যবতীর পুত্র। সুভগা+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং।

সৌভাগিন্য—ভগিনীদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। সুভগিনী+য্যঞ্। বি; ক্লী।

সৌভাগ্য—১। শুভাদৃষ্ট; মনোহরত্ব; সৌন্দর্য; সুভগত্ব; প্রিয়ত্ব; যোগ বিঃ। সুভগ+য্যঞ্ ভাবে। ২। রক্তসীসক, সিন্দুর; টঙ্কণ। সুভগ+য্যঞ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

সৌভাগ্যক্রমে—শুভাদৃষ্টবশতঃ, কপালের জোরে। সৌভাগ্যের ক্রম যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

সৌভাগ্যবশতঃ (-তস্), **-বশত**—সৌভাগ্যক্রমে। সৌভাগ্যের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে তস্ পঞ্চম্যর্থে। অ।

সৌভাগ্যবান্ (-বৎ), **-শালী** (-শালিন্)—শুভাদৃষ্টযুক্ত, যাহার কপাল ভাল এমন। সৌভাগ্য+মতুপ্ আছে অর্থে, উপপদ; সৌভাগ্য—শাল্+ণিন্ কর্তৃ, বিণ। স্ত্রী, **-বতী, -শালিনী**।

সৌভ্রাত্র—ভাইয়ে ভাইয়ে ভালবাসা, সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃবর্গের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ভালবাসা। সুভ্রাতৃ (উত্তম ভ্রাতা)+অণ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সৌমনস্য—প্রীতি; সন্তোষ; ভালবাসা। সুমনস্+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—সুমিত্রা-পুত্র, লক্ষ্মণ; শত্রুঘ্ন। সুমিত্রা+অণ্, ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং।

সৌম্য—১। শান্তমূর্তি; সুন্দর, মনোজ্ঞ, সুদৃশ্য; প্রসন্ন; সাধু; নিপুণ; সোমদৈবত। সোম+ট্যণ্ সাদৃশ্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সৌমী, সৌম্যা**। ২। সোমের পুত্র, বুধগ্রহ। সোম+ট্যণ্ অপত্যার্থে। ৩। বিপ্র। সোম+য্যঞ্ সদৃশার্থে। ৪। চন্দ্রলোক। সোম দেবতা ইহাতে এই অর্থে, সোম+য্যঞ্। বি; পুং।

সৌম্যভাব—প্রশান্তভাব। কর্মধা। বি; পুং।

সৌম্যমূর্তি(র্ত্তি), সৌম্যাকৃতি—১। প্রশান্ত-আকৃতিবিশিষ্ট; সুন্দর-দেহবিশিষ্ট। সৌম্য মূর্তি, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। প্রশান্ত আকৃতি, মনোহর দেহ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সৌর—১। সূর্য সম্বন্ধীয়, solar. সূর্য বা সুর+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সৌরী**। ২। (পুরাণ) যম; শনি; বালী; সুগ্রীব; কর্ণ। সূর (সূর্য)+অণ্ অপত্যার্থে। ৩। সূর্যের উপাসক। সূর+অণ্ উপাসক অর্থে। বি; পুং।

সৌরকর, -কিরণ—সূর্যরশ্মি, রৌদ্র। কর্মধা। বি; পুং।

সৌরকররাশি—সূর্যরশ্মিসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

সৌরকরলেখা—সূর্যরশ্মির রেখা; সূর্য-রশ্মিসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

সৌরকরোজ্জ্বল, সৌরকরোদ্ভাসিত—সূর্যকিরণে উজ্জ্বল, রৌদ্রদীপ্ত। সৌরকর দ্বারা উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সৌরজগৎ—সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহগণ এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক—এই সমস্ত, solar system সৌর জগৎ, কর্মধা। বি; ক্লী।

সৌরবৎসর—৩৬৫ দিনে পরিগণিত বৎসর। কর্মধা। বি; পুং।

সৌরভ—১। সুগন্ধ; সৌন্দর্য। সুরভি (সুগন্ধ)+অণ্ ভাবে। ২। কুঙ্কুম; কুক্কুর বিঃ। সৌরভ+অচ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।

সৌরভময়—সুবাসপূর্ণ। সৌরভ+ময়ট্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

সৌরভশালী (-শালিন্)—সুবাসপূর্ণ। উপপদ; সৌরভ—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **-শালিনী**।

সৌরভান্বিত—সুবাসযুক্ত। সৌরভ দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

সৌরভেয়—১। বৃষ, ষাঁড়। সুরভি (গাভী)+এয় অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। সুরভিসম্বন্ধীয়। সুরভি+এয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

সৌরভেয়ী—গবী, গাই; সুরভিকন্যা। সুরভি+এয় অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সৌরমণ্ডল—সূর্যের পরিবেশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

সৌরমাস—সূর্যের এক রাশিতে স্থিতি দ্বারা নির্দিষ্ট মাস (অর্থাৎ সূর্যের উদয়াস্ত দ্বারা দিন গণনা করিয়া যে মাস হয়)। কর্মধা। বি; পুং।

সৌরসেন—দেবসেনাপতি কার্তিকের। সুর সেনা যাহার, বহু; সুরসেন+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

সৌরাজ্য—সুরাজত্ব; রাজার সুশাসন। সুরাজন্+য্যঞ্ ভাবে, কার্যার্থে। বি; ক্লী।

সৌরাষ্ট্র—১। ভারতের পশ্চিমস্থ অঞ্চল বিঃ, সুরাটদেশ। সুরাষ্ট্র+অণ্ স্বার্থে। ২। সুরাটদেশের লোক। সৌরাষ্ট্র+অণ্ অধিবাসী অর্থে। বি; পুং। ৩। কাংস্য। সৌরাষ্ট্র+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

সৌরাষ্ট্রিক—সুরাষ্ট্রদেশসম্বন্ধীয়। সুরাষ্ট্র+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

সৌরি—১। যম; শনৈশ্চর, শনি; অসনবৃক্ষ। সূর (সূর্য)+ইঞ্ অপত্যার্থে। ২। কৃষ্ণ। শূরি+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পুং। ৩। সূর্যসম্বন্ধীয়। সূর+ইঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সৌরিক—১। স্বর্গ। সুর (দেবতা)+ইক নিবাসার্থে। ২। মদ্যবিক্রয়কারী। সুরা (মদ্য)+ইক পণ্য ইহার এই অর্থে। বি; পুং। ৩। স্বর্গীয়। সুর+ইক সম্বন্ধার্থে। ৪। মদ্যসম্বন্ধীয়। সুরা+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

সৌষ্ঠব—১। সুন্দর গঠন বা সংস্থান; সৌন্দর্য, সুন্দরতা; উৎকর্ষ; আধিক্য, প্রাচুর্য; লঘুতা; ক্ষিপ্রতা। সুষ্ঠু+অণ্ ভাবে। ২। নাটকের অংশ বিঃ। সৌষ্ঠব+অণ্ আছে অর্থে। বি; ক্লী।

সৌষ্ঠবশালী (-শালিন্), **সৌষ্ঠবান্বিত**—সুগঠিত, সৌষ্ঠবযুক্ত, সুন্দর। উপপদ; সৌষ্ঠব -শাল্+ণিন্ কর্তৃ; সৌষ্ঠব দ্বারা অন্বিত, ৩য়াতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী, -ন্বিতা**।

সৌসাদৃশ্য—উত্তমসাদৃশ্য, সম্পূর্ণ মিল। সুসদৃশ+য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সৌহার্দ(র্দ্দ), সৌহার্দ্য(র্দ্দ্য)—বন্ধুত্ব, সখ্য, প্রণয়; সৌজন্য। সুহৃদ্ (মিত্র)+অণ্, য্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

সৌহিত্য—অতিতৃপ্তি, সন্তোষ; পর্যাপ্তি। সুহিত (তৃপ্ত)+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

স্কন্দ—১। কার্তিকেয়, ষড়ানন; শরীর, দেহ; নদীতট; নৃপতি, রাজা; বিদ্বান্; দক্ষ; পারদ। স্কন্দ্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। গতি। স্কন্দ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

স্কন্ধ—অংস, কাঁধ, কন্ধরা; মূল অবধি শাখা-নির্গম-স্থান পর্যন্ত বৃক্ষভাগ, গাছের গুঁড়ি; শরীর; নৃপতি, রাজা; ব্যূহ, সৈন্যরচনা; সৈন্যাধ্যক্ষ; সেনাবিভাগ; যুদ্ধ; সমূহ; পথ; অভিষেক-সামগ্রী; বক; চুক্তিনির্দিষ্ট কার্য; পণ্ডিত; শিক্ষক; বিজ্ঞ প্রাচীন মনুষ্য; ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁটি; ছন্দ বিঃ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ, গ্রন্থের অধ্যায়; পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়, রূপরসাদি। স্কন্দ্+ঘঞ্ কর্ম (দ-স্থানে ধ)। বি; পুং।

স্কন্ধদেশ—অংস, কাঁধ, কন্ধরা; হস্তিস্কন্ধ, যে স্থানে মাহুত উপবেশন করে তাহা। স্কন্ধই দেশ (অংশ), কর্মধা। বি; পুং।

স্কলারশিপ—ছাত্রবৃত্তি; কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে যে বৃত্তি দেওয়া হয়। <ইং 'scholarship'. বি।

স্কুল—বিদ্যালয়। <ইং 'school'. বি।

স্ক্রু, স্ক্রুপ—পেঁচ বা পেরেক। <ইং 'screw বি।

স্খলৎ—যে স্খলিত হইতেছে, অথবা স্খলিত হওয়া যাহার স্বভাব এমন। স্খল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ। পুং—স্খলন। স্ত্রী—**স্খলন্তী**।

স্খলন—ভ্রংশ, পতন; মোচন; হুঁচট খাওয়া; পিছলানো; ধর্ম হইতে পতন; প্রতিঘাত; ধাক্কা; ভ্রম হওয়া; ক্ষোভ; বিকৃতি; বাক্যের অর্ধ উচ্চারণ; ভ্রমবশতঃ অনুদ্দিষ্ট বাক্য কথন; আঘাতাদি দ্বারা চাঞ্চল্য; স্থানচ্যুতি; বিরুদ্ধাচরণ; বিফল হওয়া। স্খল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**স্খলিত**।

স্খলিত—১। পতিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট; গত, চলিত; কুণ্ঠিত; অর্ধোচ্চারিত; প্রতিহত; বিকৃত; মত্ত; বিচলিত। স্খল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। স্খলন; পতন; চলন; অস্পষ্ট উচ্চারণ; যুদ্ধে কূটপ্রয়োগ। স্খল্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

স্খলিতচরণ, -পদ—যাহার পা জড়াইয়া পড়িতেছে এমন, যাহার চরণ যথাস্থানে পড়িতেছে না এমন, যাহা পিছলাইতেছে এমন। বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, **-চরণে, -পদে**।

স্খলিতবচন—যাহার কথা জড়াইয়া আসিতেছে এমন, আড়ষ্টবাক্। বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, **-বচনে**।

স্খলিত-বসন—যাহার পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। বহু। বিণ।

স্খালন—মোচন, খণ্ডন ('দোষ—'); সরাইয়া দেওয়া, অপসারিত করা। স্খল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্টীমার—বাষ্পচালিত জাহাজ। <ইং 'steamer'. বি।

স্টেশন—রেলগাড়ি প্রঃ থামিবার বা ছাড়িবার জায়গা। <ইং 'station'. বি।

স্ট্যাম্প—চিঠি দলিল ইঃর টিকিট। <ইং 'stamp'. বি।

স্তন—মাই, পয়োধর, কুচ। স্তন্+অচ্ কর্ম। বি; পুং। **অজাগল স্তন**—ছাগীর গলদেশে যে স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ড থাকে তাহা; (তাহা হইতে) নিষ্ফল বা নিরর্থক।

স্তনন—শব্দ, ধ্বনি; মেঘধ্বনি; কাতরধ্বনি। স্তন্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্তনন্ধয়—স্তন্যপায়ী, অতি শিশু। স্তন—ধে+খশ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

স্তনমুখ, -বৃন্ত, -শিখা, স্তনাগ্র—মাইয়ের বোঁটা, চুচুক, কুচাগ্র। স্তনের মুখ, বৃন্ত, শিখা, অগ্র, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী, ক্লী, স্ত্রী, ক্লী।

স্তনান্তর—স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল; স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগস্থিত চিহ্নবিশেষ। স্তনের অন্তর (মধ্য), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্তনিত—১। শব্দিত; গর্জিত। স্তনি+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বজ্রধ্বনি; মেঘধ্বনি; গর্জন; রতিশব্দ, মণিত; করতালি-শব্দ। স্তন+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

স্তন্য—মাতৃদুগ্ধ, স্তনদুগ্ধ। স্তন+যৎ উৎপন্নার্থে। বি; ক্লী।

স্তন্যজীবী (-জীবিন্), **স্তন্যপায়ী** (-পায়িন্)—স্তন্যপানকারী; যাহারা স্তন্যপান করিয়া বর্ধিত হয় এমন, mammal. উপপদ, স্তন্য (স্তনদুগ্ধ)—জীব্+ণিন্ কর্তৃ; স্তন্য—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী, -পায়িনী**।

স্তন্যপান—মায়ের বুকের দুধ খাওয়া, স্তনদুগ্ধ সেবন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্তব, স্তবন—স্তুতি, প্রশংসা, গুণবর্ণন, গুণকথন। স্তু (স্তুতি কর)+অপ্, অনট্ ভাব। বি; পুং, ক্লী।

স্তবক—১। গুচ্ছ, থলো; সমূহ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; কবিতার এক একটি শ্লোক বা অংশ, stanza. স্থা+অবক কর্তৃ (নিপা)। ২। স্তব। স্তব+কন্ স্বার্থে। বি; পুং।

স্তবকিত—গুচ্ছীকৃত, তোড়া-বাঁধা; যাহার স্তবক হইয়াছে এমন। স্তবক+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

স্তবগাথা—স্তুতিপূর্ণ কবিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা স্ত্রী।

স্তবগীতি—স্তুতিপূর্ণ গান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্তবধ—স্তব্ধ; স্তব্ধতা। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

স্তবন—'স্তব' দ্রঃ।

স্তবস্তুতি—স্তুতি ও অনুনয়বিনয়। একার্থক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

স্তব্ধ—স্তম্ভিত, জড়ীভূত, নিস্পন্দ; মূর্ছিত; দৃঢ়ীভূত; বধির। স্তম্ভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্তব্ধতা—নিশ্চলতা, স্পন্দনশূন্যতা; দৃঢ়তা। স্তব্ধ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

স্তব্ধীকৃত—নিস্পন্দীকৃত, যাহাকে স্তব্ধ করা হইয়াছে এমন; দৃঢ়ীকৃত। স্তব্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্তব্ধী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-করণ**।

স্তব্ধীভূত—জড়ীভূত; নিশ্চল, যে নিস্পন্দ হইয়াছে এমন; দৃঢ়ীভূত। স্তব্ধ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্তব্ধী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-ভবন, -ভাব**।

স্তম্ব—১। ধান্যাদি বৃক্ষের ডাঁটা, কাণ্ড; স্কন্ধহীন বৃক্ষ; ঝাড়, গোছা; তৃণাদির আঁটি; হস্তিবন্ধন-স্তম্ভ। বি; পুং। ২। খুঁটি; থাম। স্থা (থাকা)+অম্বচ্ কর্তৃ (নিপা)। ৩। অজ্ঞান অবস্থা। স্থা+অম্বচ্ ভাব। বি; ক্লী।

স্তম্ভ—১। খুঁটি, থাম; বৃক্ষকাণ্ড। স্তন্ভ্+অচ্ কর্তৃ। ২। অচঞ্চলতা, স্থিরীভাব; জড়তা, জড়ীভাব, stupor; প্রতিবন্ধ, রোধ; রোগাদিহেতু অজ্ঞান অবস্থা; ইন্দ্রজাল দ্বারা শরীরের নড়ন-চড়ন বন্ধ করা; শীতাদি-নিবন্ধন জড়তা। স্তন্ভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

স্তম্ভন—১। নিবারণ, থামানো; অবরোধ, স্থিরীকরণ; দৃঢ়করণ; জড়ীকরণ, stupefaction; গতিরোধ; স্ত্রীসঙ্গমকালে বীর্য নিরোধ; ইন্দ্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ; (তন্ত্র) ষট্ কর্মান্তর্গত অভিচার বিঃ, মন্ত্রাদি-দ্বারা শক্তিশূন্য ও নিশ্চলকরণ। স্তন্ভ্+অনট্ ভাব। ২। জড়ীকরণ সাধন। স্তন্ভ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৩। কামদেবের পঞ্চবাণান্তর্গত বাণ। স্তন্ভ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

স্তম্ভিত—বিস্ময়াদিহেতু জড়ীভূত; স্থিরীকৃত; নিবারিত; দৃঢ়ীকৃত; অবরুদ্ধ। স্তন্ভ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্তর—স্তবক, থাক, পরৎ; ভাঁজ; উপর্যুপরি সংস্থিত মাটি পাথর ইঃর বিভাগ, stratum; layer; পলি; বিছানা, তল্প, শয্যা। স্তৃ (আস্তরণ করা)+অপ্ কর্ম। বি; পুং।

স্তরীভূত—স্তরে পরিণত, stratified. স্তর+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্তরীভূত শিলা—(ভূগোল) স্তরে স্তরে সজ্জিত পাললিক শিলা, stratified rock.

স্তাবক—স্তুতিকারক, গুণগায়ক। স্তু (স্তব করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্তাবিকা**।

স্তাবেলা—আস্তাবল। <ইং 'stable'. প্রা কপ্র। বি।

স্তিমিত—১। ম্লান; নিশ্চল, স্থির, জড়; আর্দ্র, ভিজা। স্তিম্ (ক্লিন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। আর্দ্রতা; জড়তা, নিশ্চলতা। স্তিম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

স্তুত—প্রশংসিত, সংকীর্তিত, যাহার স্তব করা হইয়াছে এমন। স্তু+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্তুতি—১। স্তব, প্রশংসা, গুণকথন, গুণবর্ণন। স্তু+ক্তি ভাব। ২। দুর্গা। স্তু+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

স্তুতিপাঠক—রাজাদের যাত্রাকালীন বাঁয়ধাদির স্তবকর্তা, বন্দী; সূত, মগধজাতি। স্তুতির (স্তবের) পাঠক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্তুতিবাক্য—প্রশংসা-বাক্য। স্তুতিসূচক বাক্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

স্তুতিবাদ—প্রশংসা-বাক্য। স্তুতির বাদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। [বিণ।

স্তুত্য—স্তবের যোগ্য। স্তু+ক্যপ্ কর্ম।

স্তূপ—রাশি, সমূহ; ঢিপি, রাশীকৃত মৃত্তিকাদি, ঢিপির তুল্য চৈত্যমন্দিরাদি। স্তূপ্ (উন্নত হওয়া, রাশি করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি—গাদা-করা, রাশীকৃত। স্তূপ আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

স্তূপীকৃত—গাদা-করা, রাশীকৃত। স্তূপ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্তূপী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, -করণ।

স্তূয়মান—যাহার স্তব করা হইতেছে এমন। স্তু+শানচ্ কর্ম। বিণ।

স্তেন—১। চোর, তস্কর; বর্ণসংকর জাতি বিঃ; যে দেবতা প্রঃর উদ্দিষ্ট নৈবেদ্য ভক্ষণ করে। স্তেনি (চুরি করা)+অচ্ কর্তৃ। ২। চৌর্য, চুরি। স্তেনি+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

স্তেয়—চৌর্য, পরদ্রব্যাপহরণ। স্তেন+যৎ ভাবে (ন-লোপ)। বি; ক্লী।

স্তেয়ী (-য়িন্)—চোর। স্তেয়+ইন্। বি; পুং।

স্তোক—অল্প, ঈষৎ। স্তুচ্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ, বা বি; পুং।

স্তোকবাক্য—তোষামোদ, প্রীতিপূর্ণ বাক্য। বাংপ্র। বি।

স্তোতা (স্তোতৃ)—স্তবকর্তা, স্তুতিকারক; সূত, বন্দী। স্তু+তৃচ্ বা তৃন্ কর্তৃ। বি; পুং, বা বিণ।

স্তোত্র—স্তব, স্তুতি, আরাধনাবাক্য, প্রার্থনা-বাক্য। স্তু+ষ্ট্রন্ ভাব। বি; ক্লী।

স্তোত্রপাঠ—স্তবের আবৃত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্তোভ—স্তম্ভন; বাধা দেওয়া, আটক করা; অসম্মান, অগৌরব, গ্লানি; নিরর্থক বাক্য; সামবেদের গানের স্বর-পূরণার্থ নিরর্থক শব্দ। স্তুভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

স্তোম—১। রাশি, সমূহ; যজ্ঞ। স্তোম্ (প্রশংসা করা ইঃ)+ঘঞ্ কর্ম। ২। স্তব। স্তোম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

স্ত্রী—পত্নী, ভার্যা; অবলা, নারী [নারী চতুর্বিধা—(১) পদ্মিনী, (২) চিত্রিণী, (৩) শঙ্খিনী ও (৪) হস্তিনী]। স্তু+ড্রট্ কর্ম+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

স্ত্রী-আচার—বিবাহকালীন স্ত্রীদিগের ব্যবহারের অঙ্গ বিঃ। ৬ষ্ঠীতৎ (শ্রুতিকটুতা হেতু সন্ধি-নিষেধ)। বি; পুং।

স্ত্রীচরিত্র—নারীর স্বভাব; নারীর অন্তঃ-করণরহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীচিহ্ন—যোনি, ভগ। স্ত্রীদিগের চিহ্ন, ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীজনসুলভ, স্ত্রীসুলভ—নারীর পক্ষে স্বাভাবিক, নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। ৭মী-তৎ। বিণ।

স্ত্রীজাতি—নারীজাতি; স্ত্রীলোকমাত্র, স্ত্রীলোকসাধারণ; সমস্ত স্ত্রীলোক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীজিত—স্ত্রীর বশীভূত ('— পুরুষ'), স্ত্রৈণ। স্ত্রী দ্বারা জিত (পরাজিত), ৩য়াতৎ। বিণ।

স্ত্রীত্ব—নারীত্ব, স্ত্রীর ধর্ম; স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রী+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

স্ত্রীদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—রমণীবিদ্বেষী, mis-cogamist. উপতৎ; স্ত্রী—দ্বিষ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

স্ত্রীধন—স্ত্রীলোকের স্বত্ববৎ বস্তু; স্ত্রীলোকদের বিবাহকালীন প্রাপ্ত সম্পত্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীধর্ম(র্ম্ম)—ঋতু, রজঃ; স্ত্রীলোকের কর্তব্য-কর্ম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীধর্মি(র্ম্মি)ণী—ঋতুমতী, রজস্বলা। স্ত্রীধর্ম +ইন্ আছে অর্থে+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্ত্রীধর্ষণ—স্ত্রীলোকের উপর বলপ্রয়োগ; বলাৎকার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীনির্জি(র্জ্জি)ত—স্ত্রীর বশীভূত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্ত্রীপুংধর্ম(র্ম্ম)—স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর কর্তব্য কর্ম; তদ্বিষয়ক বিবাদ। স্ত্রী ও পুমান্ ('পুমস্'-শব্দ), দ্বন্দ্ব (পুমস্-স্থানে পুম্); তাহাদের ধর্ম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীপুংস—স্ত্রীপুরুষ; মিথুন। স্ত্রী ও পুমান্, দ্বন্দ্ব (সমাসান্ত অ প্রত্যয়)। বি; পুং।

স্ত্রীপুংসলক্ষণা—স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণযুক্তা স্ত্রী। স্ত্রীপুংসের লক্ষণ যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীপুরুষ—নারী ও পুরুষ; স্বামী ও স্ত্রী। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

স্ত্রীপ্রত্যয়—(ব্যাক) কোন শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিবার জন্য যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয় তাহা। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

স্ত্রীপ্রিয়—১। নারীর প্রীতিকর। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। স্ত্রী প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ৩। আম্রবৃক্ষ; অশোকবৃক্ষ। বি; পুং।

স্ত্রীবশ—স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীবুদ্ধি—স্ত্রীলোকের বিবেচনা; স্ত্রীলোকের উপদেশ। ৬ষ্ঠীতৎ, বা স্ত্রী হইতে লব্ধ বুদ্ধি, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীরত্ন—উত্তমা স্ত্রী, নারীশ্রেষ্ঠ। স্ত্রী মধ্যে রত্ন, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীলিঙ্গ—১। ব্যাকরণ-সংস্কারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ; শব্দের স্ত্রীবাচকত্ব। বহু। বি; পুং। ২। যোনি। স্ত্রীর লিঙ্গ (চিহ্ন ইঃ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীলোক—নারীজাতি, নারীমাত্র। কর্মধা। বি; পুং।

স্ত্রীশিক্ষা—মেয়েদের লেখাপড়া শেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীসঙ্গ, -সঙ্গম, -সংসর্গ, -সম্ভোগ—রতিক্রিয়া, রমণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীসুলভ—'স্ত্রীজনসুলভ' দ্রঃ।

স্ত্রীস্বভাব—১। অন্তঃপুররক্ষক, মহল্লক। স্ত্রীর স্বভাবের ন্যায় স্বভাব যাহার, বহু। ২। নারীপ্রকৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ত্রীস্বাধীনতা—মেয়েদের পুরুষের অধীন না হইয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিবার ক্ষমতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রৈণ—১। স্ত্রীজিত, স্ত্রীর বশীভূত। বিণ। ২। স্ত্রীত্ব; স্ত্রীস্বভাব; স্ত্রীসমূহ। বি; ক্লী। ৩। স্ত্রীসম্বন্ধীয়; স্ত্রীলোকের উপযুক্ত। স্ত্রী+নঞ্ অধীন, সমূহ ইঃ অর্থে। বিণ।

স্ত্রৈণতা—স্ত্রীবশতা, স্ত্রীর বশীভূততা। স্ত্রৈণ +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

স্থ—(অধিকরণবাচক শব্দের পর) যাহা বর্তমান আছে বা রহিয়াছে; অবস্থিত (যেমন—দেহস্থ, আকাশস্থ, গৃহস্থ)। স্থা +ক কর্তৃ। বিণ।

স্থকিত—স্তব্ধ, নিশ্চল, গতিশূন্য ("মিলায়েছে শিলারাশি স্থকিত হয়েছে শশী"—যদুনাথ)। কপ্র। বিণ।

স্থগ—ধূর্ত; নির্লজ্জ, ঠগ। স্থগ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

স্থগন—তিরোধান, গোপন, আচ্ছাদন; নিরোধ; সমান। স্থগ্‌+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্থগিত—মুলতুবী; নিবৃত্ত; আবৃত; তিরোহিত; অবরুদ্ধ; যাহা পরে কোন সময়ে করা হইবে বলিয়া এখন বন্ধ করা হইয়াছে এমন। স্থগ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্থণ্ডিল—যজ্ঞার্থ প্রস্তুত পরিষ্কৃত ভূমি; সমান ভূমি; সীমা; বালুকাদি প্রস্তুত হোমার্থমণ্ডল বিঃ। স্থল+ইলচ্‌ অধি (নিপা)। বি; ক্লী।

স্থণ্ডিলশায়ী (-শায়িন্‌), **স্থণ্ডিলেশয়**—যজ্ঞভূমিতে শয়নকারী ব্রতী। উপতৎ; স্থণ্ডিল—শী (শয়ন করা)+ণিন্‌ কর্তৃ, ব্রতার্থে; অলুক্ উপতৎ; স্থণ্ডিলে (যজ্ঞভূমিতে)—শী (শয়ন করা)+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী, -শয়া**।

স্থপতি—১। শিল্পী; ঘরামি; রাজমিস্ত্রী; নগরে গৃহনির্মাণাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, city architect; সূত্রধর; সারথি; অন্তঃপুররক্ষক, কঞ্চুকী; বার্হস্পত্য-যাগ-কর্তা; অধীশ্বর, অধিপতি; মন্ত্রী; বৃহস্পতি; কুবের। বি; পুং। ২। প্রধান, মুখ্য; সত্তম। স্থর (স্থিতির) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্থপতিবিজ্ঞান, -বিদ্যা—ইষ্টকালয় প্রঃ নির্মাণের বিদ্যা বা তৎসম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

স্থপতিশালা—রাজমিস্ত্রি বা ছুতারের কারখানা বা কার্যস্থল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্থবির—১। বৃদ্ধ, বুড়া, প্রাচীন; জীর্ণ; অচল, স্থির। বিণ। বি—**স্থাবির, স্থাবির্য, স্থবিরত্ব**। ২। ব্রহ্মা; বৃদ্ধ ব্যক্তি; বৌদ্ধসন্ন্যাসী বিঃ। স্থা (বহুকাল থাকা)+কিরচ্‌ কর্তৃ (স্থা-স্থানে স্থব)। বি; পুং।

স্থবিরলগুড়ন্যায়—ন্যায় বিঃ [বৃদ্ধের হাতের লাঠি কখন লক্ষ্যস্থানে পড়ে, কখনও বা নাও পড়ে। সেইরূপ লক্ষ্যস্থানে লক্ষণের প্রবেশ না হওয়া এই ন্যায়ের বিষয়বস্তু]। স্থবিরের লগুড়, ৬ষ্ঠীতৎ; তদাশ্রিত ন্যায়, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

স্থবিষ্ঠ, স্থবীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অতি স্থূল, অতিশয় মোটা। স্থূল+ইষ্ঠ, ঈয়সু অত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ঠা, -য়সী**।

স্থল, স্থলী—স্থান, জায়গা; প্রদেশ; জল-শূন্য অকৃত্রিম ভূমি, ডাঙ্গা; পাত্র; ক্ষেত্র, বিষয়, অবস্থা; পদ; থলী; থালী; থাল। স্থল্‌ (স্থিতি করা)+অচ্‌ কর্তৃ; পক্ষে ঙীপ্‌। বি; ক্লী, স্ত্রী।

স্থলকন্দ—বুনো ওল। স্থলজাত কন্দ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

স্থলকমল, -কমলিনী—স্থলপদ্ম। স্থল-জাত কমল, কমলিনী, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী।

স্থলচর—যাহারা স্থলে বাস বা বিচরণ করে তাহারা। উপতৎ; স্থল—চর্‌ (গমন করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

স্থলজ—স্থলে উৎপন্ন, ডাঙ্গায় জাত। উপতৎ; স্থল—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ। [পুং।

স্থলপথ—ডাঙ্গার রাস্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি;

স্থলপদ্ম—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প বিঃ। বি; ক্লী। ২। মানকচু। স্থলজাত পদ্ম; (২য় পক্ষে তত্তুল্য), মধ্যপ কর্মধা। বি। পুং।

স্থলপদ্মিনী—স্থলপদ্মসমূহ; তদ্যুক্ত বৃক্ষ। স্থলপদ্ম+ইন্‌ সমূহার্থে, আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

স্থলবায়ু—স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত বায়ু, land breeze. স্থলাগত বায়ু, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

স্থলসংক(ঙ্ক)ট—যোজক, ভুকস্বা। স্থল-ময় সংকট (অপ্রসর স্থান), মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

স্থলাভিষিক্ত—প্রতিনিধিস্বরূপ, অন্যের স্থলীয়। স্থলে অভিষিক্ত, ৭মীতৎ। বিণ।

স্থলী—'স্থল' দ্রঃ।

স্থলীয়—স্থলসম্বন্ধীয়, স্থানীয়। স্থল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। বি—**স্থল**।

স্থাণু—১। মহাদেব, শিবলিঙ্গ ("স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে"—মাইকেল); খোঁটা, কীল, গোঁজা; স্তম্ভ; বর্শা, সড়কি; বল্মীক, উইয়ের ঢিবি। বি; পুং। ২। শাখাশূন্য বৃক্ষ, মুড়োগাছ, stump. বি; পুং বা ক্লী। ৩। স্থির; স্থবির। স্থা+নু কর্তৃ। বিণ।

স্থাণুবৎ—স্থাণুসদৃশ; নিশ্চল, নিস্পন্দ। স্থাণু+বতি তুল্যার্থে। অ; বিণ।

স্থাতব্য—স্থিতিযোগ্য, থাকিবার উপযুক্ত। স্থা (থাকা)+তব্য অধি। বিণ।

স্থাতা (স্থাতৃ)—স্থিতিকারী, যে থাকে এমন। স্থা (থাকা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্থাত্রী**।

স্থান—১। স্থল, জায়গা; অবস্থা, ক্ষেত্র; কারণ; পদ; অবকাশ; বাটী, বাড়ি, গৃহ; নিকট; নগর; নগরের মধ্যস্থ পরিষ্কৃত ভূমি; কার্য, কর্ম, ব্যবসায়; গ্রন্থসন্ধি; আধার; ভাজন। স্থা (থাকা)+অনট্ অধি। ২। অবস্থান, স্থিতি, গমন না করা; স্থৈর্য; সন্নিবেশ; সাদৃশ্য। স্থা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্থানচ্যুত, -ভ্রষ্ট—পদচ্যুত; অবস্থিতির স্থান হইতে বিচলিত। স্থান হইতে চ্যুত, ভ্রষ্ট, ৫মীতৎ।

স্থানত্যাগ—কোন স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া; পদত্যাগ চাকুরি ছাড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। বিণ, **-ত্যাগী** (-গিন্‌)।

স্থানদান—আশ্রয় দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্থানভ্রষ্ট—'স্থানচ্যুত' দ্রঃ।

স্থানমাহাত্ম্য—কোন স্থান বিঃ বা তীর্থ-ক্ষেত্রে লক্ষিত দৈব প্রভাব; স্থানের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্থানসংকুলান—জায়গা হওয়া; কোন বিশেষ লোকসমষ্টি বা বস্তুসমষ্টিকে ধারণ করিবার মত জায়গা হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

স্থানসন্নিবেশ—স্থাননির্ণয় ও তাহার সীমাদি-নিরূপণ; স্থান সংকুলান। স্থানের সন্নিবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্থানান্তর—অন্য জায়গা। অন্য স্থান, নিত্য। বি; ক্লী।

স্থানান্তরিত—অন্যস্থানে গত বা নীত। স্থানান্তর+ইতচ্‌ জাতার্থে, বা, স্থানান্তরকে ইত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ। বিণ।

স্থানাভাব—জায়গার অসংকুলান, জায়গা কম পড়া। স্থানের অভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্থানাভাববশতঃ (-তস্‌), (>বশত)—পর্যাপ্ত স্থান না থাকাতে। স্থানাভাবের বশ, ৬ষ্ঠীতৎ; তদুত্তরে তস্‌ হেতু-অর্থে। অ।

স্থানিক—১। স্থানাধ্যক্ষ। স্থান+ইক অধ্যক্ষার্থে। বি; পুং। ২। স্থানীয়, local. স্থান+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

স্থানী (স্থানিন্‌)—স্থানবিশিষ্ট; স্থিতিশীল; অন্যের স্থলবর্তী। স্থান+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**স্থানিনী**।

স্থানীয়—১। স্থিতিযোগ্য; স্থানস্থিত। স্থা (থাকা)+অনীয় অধিবা। ২। স্থান-সম্বন্ধীয়; কোন বিশেষ স্থানের; প্রতিনিধি-স্বরূপ, তুল্য। স্থান+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্থানীয় কাল—স্থান-বিশেষে সূর্যের অবস্থান দৃষ্টে নির্ধারিত সময়, local time.

স্থানীয় বায়ু—ভূ-পৃষ্ঠের স্থানবিশেষে উত্তাপের তারতম্য হেতু সময়-বিশেষে প্রবাহিত বায়ু, local wind.

স্থানীয় মান—কোন সংখ্যা একক দশক প্রঃ স্থানে থাকার জন্য তাহার যে মূল্য হয় তাহা [local value; যেমন ৪৫ সংখ্যায় চারের স্থানীয় মান ৪০ এবং পাঁচের স্থানীয় মান শুধু ৫]।

স্থাপক—সংস্থাপনকারী, যে রাখে এমন; মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠাকর্তা। স্থা+ণিচ্‌ (স্থাপি—রাখা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্থাপিকা**।

স্থাপত্য—১। স্থপতির কর্ম; রাজমিস্ত্রির

কাজ বা বাস্তুবিদ্যা। স্থপতি+যক্ কার্য-অর্থে। বি; স্ত্রী। ২। অন্তঃপুররক্ষক। স্থদিগের (অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিগণের) পতি (প্রভু), ৬ষ্ঠীতৎ; স্থপতি+যক্ স্বার্থে। বি; পুং।

স্থাপন, স্থাপনা—রাখা; অর্পণ; প্রতিষ্ঠা; নিবেশন; নিয়োগকরণ; আরোপণ; পুংসবন; আলয়, আবাস; সমাধি। স্থা+ণিচ্+অনট্ ভাবনা; পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

স্থাপনীয়—স্থাপনযোগ্য। স্থা+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

স্থাপয়িতা (-য়িতৃ)—স্থাপনকারী। স্থা+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

স্থাপা—রাখা, স্থাপন করা ("স্থাপিলা বিধুরে বিধি"—মাইকেল)। প্রা কথ্য। ক্রি।

স্থাপিত—যাহা রাখা হইয়াছে এমন, অর্পিত; নিবেশিত; গচ্ছিত; ন্যস্ত; আরোপিত; নিশ্চিত। স্থা+ণিচ্ (=স্থাপি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

স্থাপ্য—স্থাপনযোগ্য। স্থা+ণিচ্+যৎ কর্ম। বিণ।

স্থাবর—১। অচল, স্থায়ী (যেমন পাকাবাড়ি জমি, বৃক্ষ ইঃ), immovable; অচেতন; স্থিতিশীল। বিণ। স্ত্রী, **-রা**, **-রী**। ২। পর্বত। ৩। ধনুকের ছিলা। স্থা (থাকা) + বরচ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বি; পুং।

স্থাবরজঙ্গম—চল এবং অচল, স্থিতিশীল ও গতিশীল। দ্বন্দ্ব। বিণ।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক—স্থিতিশীল ও গতিশীল পদার্থে পূর্ণ। স্থাবরজঙ্গম আত্মা যাহার, বহু (ক সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

স্থাবর-সম্পত্তি—গৃহ ভূমি প্রঃ যে সকল সম্পত্তিকে স্থানান্তরিত করা যায় না তাহা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্থাবির, স্থাবির্য(র্য্য)—স্থবিরত্ব, বৃদ্ধাবস্থা, স্ত্রীলোকের পঞ্চাশের পরবর্তী এবং পুরুষের সত্তরের পরবর্তী অবস্থা। স্থবির (বৃদ্ধ)+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

স্থায়িতা, স্থায়িত্ব—স্থিরতা, স্থিতিশীলতা। স্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী। বিণ, **-স্থায়ী** (স্থায়িন্)।

স্থায়িভাব—শোক রতি হাস্য ক্রোধ উৎসাহ ভয় জুগুপ্সা বিস্ময় শম—শৃঙ্গারাদি রসের এই কয়টি ভাব, কাব্য পাঠে যে ভাব মনকে বহুক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। স্থায়ী (স্থায়িন্ শব্দ) ভাব (গুণ), কর্মধা। বি; পুং।

স্থায়িভাবে—চিরকালের জন্য; বহুকাল থাকিবে বলিয়া। স্থায়ী ভাব, কর্মধা, তাহাতে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

স্থায়ী (স্থায়িন্)—১। স্থিতিশীল, টেকসই; অচল, স্থির। বিণ। স্ত্রী—**স্থায়িনী**। বি—**স্থায়িতা, স্থায়িত্ব**। ২। অলংকারে রসানুকূল রতি হাস্য ইঃ ভাব। স্থা (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

স্থাল—পাত্র বিঃ, থালা। স্থল+ষ্ণঞ্ অধি। বি; ক্লী।

স্থালী—হাঁড়ি, পাকপাত্র; থালী; পাটলা-বৃক্ষ। স্থাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্থিত—যাহা রহিয়াছে এমন, বিরাজিত, বিদ্যমান; অবধারিত, স্থির; ঘটিত; উপস্থিত; অভিযুক্ত; আক্রান্ত; দণ্ডায়মান; স্থিতিশালী; প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট। স্থা (থাকা) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্থিতি—অবস্থান, position; থাকা, stay, existence; অবধারণ; স্থিরতা; অবস্থা, দশা; মর্যাদা; সীমা; পালন; নিবৃত্তি; নিষ্পত্তি। স্থা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

স্থিতিবিদ্যা—কোন স্থির বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল সম্বন্ধীয় বিদ্যা, statics. স্থিতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। বিপরীত—**গতিবিদ্যা**।

স্থিতিশীল—যাহা একস্থানে থাকে নড়ে না এমন। বহু। বিণ। বিপরীত—**গতিশীল**।

স্থিতিস্থাপক—বাহ্যশক্তিবলে অবস্থান্তরিত হইলেও পুনর্বার যাহা স্বভাবতঃ নিজের পূর্বরূপ প্রাপ্ত হয় এমন (যেমন—রবার, স্প্রিং প্রঃ), elastic. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থাপিকা**।

স্থিতিস্থাপকতা—পূর্বস্থানে স্থাপনকারী গুণ বিঃ; আকুঞ্চন প্রসারণ ও অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিক গুণপ্রভাবে পুনর্বার পূর্বভাব প্রাপ্ত হয় তাহা, elasticity. স্থিতিস্থাপক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

স্থিতীয়—স্থিতিসম্বন্ধীয়, statical; যাহা চলে না ('—বিদ্যুৎ')। স্থিতি+ঈয়। বিণ।

স্থির—যাহা নড়ে না এমন; যাহা ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে এমন; নিয়ত; বিশ্বাসযোগ্য; স্থায়ী; বাক্য মন বা কর্ম দ্বারা নিশ্চল; নিশ্চিত; ধীর; দৃঢ়, কঠিন। স্থা+কিরচ্ কর্তৃ। বিণ।

স্থিরতর—অতিস্থির; অতিধীর, সুধীর; সুনিশ্চিত; চিরস্থায়ী; দৃঢ়তর। স্থির+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

স্থিরতা, স্থিরত্ব—স্থৈর্য; অবধারণ; নিশ্চয়তা; দৃঢ়তা। স্থির+তা, ত্ব ভাবে। স্ত্রী, ক্লী।

স্থিরদৃষ্টি, -নেত্র—১। পলকবিহীন চোখ; অচঞ্চল চক্ষু। কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী। ২। যাহার চোখ পলকশূন্য এমন; অচঞ্চল-নয়নবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

স্থিরনিশ্চয়—১। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দৃঢ় সংকল্প-যুক্ত। বহু। বিণ। ২। দৃঢ় সংকল্প। কর্মধা। বি; পুং।

স্থিরনেত্র—'স্থিরদৃষ্টি' দ্রঃ।

স্থিরপ্রজ্ঞ—ধীরবুদ্ধি, বিবেচক। স্থিরা প্রজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ়সংকল্প। স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

স্থিরমতি—১। নিশ্চলা বুদ্ধি। স্থিরা মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অটলবুদ্ধিযুক্ত, দৃঢ়-সংকল্প। স্থিরা মতি যাহার, বহু। বিণ।

স্থিরযৌবন—১। চিরযৌবনবিশিষ্ট। স্থির (চিরস্থায়ী) যৌবন (তরুণাবস্থা) যাহার, বহু। বিণ। ২। বিদ্যাধর। বি; পুং।

স্থিরায়ুঃ (-য়ুস্), (>-য়ু)—চিরজীবী। স্থির (স্থায়ী) আয়ুঃ (জীবন) যাহার, বহু। বিণ।

স্থিরীকরণ—নির্ণয়, অবধারণ, দৃঢ়ীকরণ; নির্ধারণ। স্থির+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্থিরীকৃত—যাহা ঠিক করা হইয়াছে এমন, নির্ধারিত; নির্ণীত; দৃঢ়ীকৃত। স্থির+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্থূল—মোটা, অসূক্ষ্ম, পীবর; পুর; অতীক্ষ্ণ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; পুষ্ট; মন্দ; প্রকাণ্ড; মূর্খ। স্থূল+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

স্থূলকায়—১। মোটা শরীর, স্থূলাঙ্গ। কর্মধা। বি; পুং। ২। মোটা-শরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

স্থূলকোণ—সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ, obtuse angle. স্থূল কোণ, কর্মধা। বি; পুং।

স্থূলচর্মী (-চর্মিন্), **-চর্ম্মী** (-চর্ম্মিন্), **-ত্বক** (-ত্বচ্)—যে সকল জীবের দেহ স্থূল চর্মে আবৃত থাকে তাহারা (যথা—হস্তী)। স্থূলচর্ম+ইন্ আছে অর্থে; স্থূল ত্বক্ যাহার, বহু। বিণ।

স্থূলতা, -ত্ব—মোটার ভাব; পীনতা; পুষ্টতা; আধিক্য; বৃহত্ত্ব। স্থূল+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী। বিণ—**স্থূল**।

স্থূলদেহ—ধ্বংসশীল রক্তমাংস অস্থি প্রঃ-বিশিষ্ট দেহ। কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

স্থূলবুদ্ধি—১। কোন বিষয় গভীর ভাবে বুঝিতে অক্ষম, সূক্ষ্ম বিচারে অসমর্থ; মোটা বুদ্ধিযুক্ত। স্থূলা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। মোটা বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্থূলভূত—পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ—পঞ্চীকৃত এই পাঁচভূত। স্থূল ভূত, কর্মধা। বি; ক্লী।

স্থূলাঙ্গ—১। যাহার শরীর মোটা এমন। স্থূল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**। ২। মোটা শরীর। কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্থূলোদর—বৃহৎ উদরযুক্ত। স্থূল উদর যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-রা, -রী**।

স্থেয়—১। স্থিরতর ; স্থাপনীয়। ২। সংশয়নির্ণায়ক ; বিবাদ-পক্ষের নির্ণেতা ; মধ্যস্থ ; জুরি ; পুরোহিত। স্থা (ণিজর্থ অন্তর্ভূত=রাখা)+যৎ কর্ম। বিণ।

স্থৈর্য(র্য্য)—দৃঢ়তা ; স্থিরতা ; অবধারণ। স্থির+য্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

স্নাত—যে স্নান করিয়াছে এমন ; ধৌত, ক্ষালিত ; অভিষিক্ত। স্না (স্নান করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্নাতক—আপ্লুতব্রতী গৃহস্থ ; ব্রহ্মচর্য-সমাধানপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি ; ব্রহ্মচর্যানন্তর সমাবর্তন-সময়ে স্নানকারী ব্যক্তি ; স্নানার্থী ব্যক্তি ("সরোবরে স্নাতক দেখি না।" —বঙ্কিম)। স্নাত+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

স্নাতকব্রত—স্নাতকের কর্তব্য ব্রত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্নাতকোত্তর—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাধিলাভের পরবর্তী, post-graduate. স্নাতক হইতে উত্তর (পরবর্তী), ৫মীতৎ। বিণ।

স্নাতানুলিপ্ত—যে স্নান করার পর শরীরে চন্দনাদি মাখিয়াছে এমন। পূর্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত, কর্মধা। বিণ।

স্নান—নাওয়া, অবগাহন, মজ্জন ; সর্বাঙ্গক্ষালন ; বারুণ বায়ব্য আগ্নেয় ও ব্রাহ্ম এই চতুর্বিধ স্নান (কোন মতে সপ্তবিধ এবং কোন মতে অষ্টবিধ স্নান)। স্না+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের মহাস্নানরূপ উৎসব। স্নানের যাত্রা (উৎসব), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্নানাগার—স্নান করিবার ঘর। স্নানের আগার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্নানীয়—১। স্নানোপযুক্ত, স্নানযোগ্য। বিণ। ২। স্নানসাধন ; স্নানার্থ জল গন্ধচূর্ণ তৈল-হরিদ্রাদি, স্নানের উপকরণ। স্নান+ঈয় হিতার্থে ; বা, স্না+অনীয় করণ। বি ; ক্লী।

স্নাপক—যে স্নান করায়। স্না+ণিচ্ (=স্নাপি, স্নান করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্নাপিকা**।

স্নাপন—স্নান করানো। স্না+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-পিত**।

স্নায়বিক—স্নায়ু-সম্বন্ধীয়। স্নায়ু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

স্নায়ী (স্নায়িন্)—স্নানকর্তা, যে স্নান করে। স্না+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্নায়িনী**।

স্নায়ু—দেহবর্তী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী, সর্বশরীরব্যাপী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম শিরা বিঃ ; যাহার দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশসমূহের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ হইতেছে, nerve. স্না+উণ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

স্নায়ুকেন্দ্র—যে স্থান হইতে সর্বশরীরে স্নায়ু সকল গিয়াছে তাহা ; মস্তিষ্ক ; মেরুমজ্জা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্নায়ুমণ্ডল—সর্বশরীরব্যাপী স্নায়ুসমূহ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্নায়ুযুদ্ধ—ভয় দেখাইয়া ঘাবড়াইয়া দেওয়ার যুদ্ধ, war of nerves. স্নায়ুঘটিত যুদ্ধ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্নায়ুশূল—রোগ বিঃ, স্নায়ুকেন্দ্রে অনুভূত তীব্র বেদনা, neuralgia. ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্নিগ্ধ—১। কোমল ; মধুর ; চিক্কণ ; স্নেহের পাত্র ; নিবিড় ; সুশ্রাব্য ; শীতলতাকারক ; মসৃণ ; স্নেহযুক্ত ; রম্য। বিণ। ২। বয়স্য, সখা ; রক্ত এরণ্ড ; সরলবৃক্ষ। বি ; পুং। ৩। তেজঃ ; মোম ; ভাতের মাড় ; বেধ। স্নিহ্+ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী।

স্নিগ্ধকর—শীতলতাজনক, স্নিগ্ধতাজনক। উপতৎ ; স্নিগ্ধ (স্নিগ্ধতা)—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

স্নিগ্ধকান্তি ১। রমণীয় শোভা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। রমণীয় লাবণ্যযুক্ত। বহু। বিণ।

স্নিগ্ধগম্ভীর—স্নেহপূর্ণ অথচ গাম্ভীর্যযুক্ত ; রমণীয় অথচ গম্ভীর। কর্মধা। বিণ।

স্নিগ্ধতা—চকচকে ভাব ; চিক্কণতা ; স্নেহ ; প্রিয়তা ; কোমলতা ; শীতলতা। স্নিগ্ধ+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

স্নিগ্ধদৃষ্টি—১। মধুরদৃষ্টিসম্পন্ন ; স্নেহপূর্ণ চাহনিযুক্ত। বিণ। ২। স্নেহপূর্ণ বা মধুর চাহনি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্নুষা—পুত্রবধূ। স্নু+স কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

স্নেহ—১। বাৎসল্য ; দয়া ; প্রেম। স্নিহ্ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। তৈলাদি ; দ্রববস্তু ; চিক্কণতা ; (স্যায়) গুণ বিঃ। স্নিহ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পুং।

স্নেহগর্ভ—স্নেহপূর্ণ ; বাৎসল্যপূর্ণ। স্নেহ গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

স্নেহন—তেল ইঃ মাখা, তৈলাদি-ম্রক্ষণ ; স্নেহকরণ। স্নিহ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্নেহপরায়ণ—অধিক বাৎসল্যযুক্ত। স্নেহ পরায়ণ যাহার, বহু। বিণ।

স্নেহপরিপ্লুত—স্নেহপূর্ণ ; স্নেহমাখা। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহপালিত—বাৎসল্যের সহিত লালিতপালিত। স্নেহে পালিত, সুপ্। বিণ।

স্নেহপুত্তলি—অত্যধিক স্নেহের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্নেহপ্রবণ—স্বভাবতঃ স্নেহশীল। ৭মীতৎ। [বিণ।

স্নেহবতী—স্নেহযুক্তা, বাৎসল্যযুক্তা। স্নেহবৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্নেহবন্ধন—বাৎসল্যের বাঁধন। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্নেহবান্ (-বৎ)—স্নেহযুক্ত। স্নেহ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

স্নেহভাজন—স্নেহের পাত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ ; ক্লী।

স্নেহময়—বাৎসল্যপূর্ণ ; তৈলাদিযুক্ত। স্নেহ+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

স্নেহশালী (-শালিন্)—স্নেহপরায়ণ ; বাৎসল্যযুক্ত। উপতৎ ; স্নেহ—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

স্নেহশীল—বাৎসল্যপরায়ণ। স্নেহ শীল যাহার, বহু। বিণ।

স্নেহসিক্ত—বাৎসল্যহেতু আর্দ্র ; অত্যধিক স্নেহযুক্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহহীন—বাৎসল্যশূন্য ; প্রীতিশূন্য ; স্নেহশূন্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহাশীর্বা(র্ব্বা)দ—স্নেহযুক্ত মঙ্গল কামনা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

স্নেহার্দ্র—স্নেহহেতু কোমল, স্নেহমাখা। স্নেহ দ্বারা আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্নেহাস্পদ—স্নেহভাজন ; প্রীতির পাত্র। স্নেহের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ।

স্নেহী (স্নেহিন্)—১। প্রেমিক ; স্নেহযুক্ত ; তৈলাদিযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—**স্নেহিনী**। ২। বয়স্য, বন্ধু ; চিত্রকর। স্নেহ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

স্নেহোপহার—স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত বস্তু বা যৌতুক। স্নেহসূচক উপহার, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

স্পন্দ, স্পন্দন—স্ফুরণ, মৃদু কম্প, vibration ; ঈষৎ কম্পন, নড়াচড়া ; চলন। স্পন্দ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

স্পন্দনরহিত, -শূন্য, -হীন—নিঃস্পন্দ ; কম্পনশূন্য, নিশ্চল, স্থির। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্পন্দিত—১। কম্পিত, স্ফুরিত। স্পন্দ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**স্পন্দন**। ২। স্পন্দন, কম্পন। স্পন্দ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

স্পর্ধ(র্দ্ধ)না, স্পর্ধা(র্দ্ধা)—প্রতিযোগিতা, অন্য ব্যক্তিকে পরাভব করিবার ইচ্ছা ; মাৎসর্য-প্রকাশ ; অহংকার ; সাদৃশ্য ; সংঘর্ষ ; ক্রমশঃ উন্নতি ; সদৃশীকরণ ; ভিড়। স্পর্ধ+অন, অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

স্পর্ধি(র্দ্ধি)নী—স্পর্ধাযুক্তা ; সদৃশী। স্পর্ধিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্পর্ধি(র্দ্ধি)ত—স্পর্ধাযুক্ত। স্পর্ধা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্পর্ধী (স্পর্ধিন্), **স্পর্দ্ধী** (-দ্ধিন্)—স্পর্ধাযুক্ত ; স্পর্ধাকারী, সদৃশ। স্পর্ধা+ইন্ আছে অর্থে, অথবা, স্পর্ধ (স্পর্ধা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্পর্ধিনী**।

স্পর্শ—১। স্পর্শন, ছোঁয়া ; ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ বিঃ, ত্বকের অনুভূতি। স্পৃশ্+ঘঞ্ ভাব। ২। বর্গীয় পঞ্চবিংশতি বর্ণ ; যোগ ; বায়ু ; পদার্থ ; প্রণিধি। বি ; পুং। ৩। স্পর্শকারী। স্পৃশ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

স্পর্শক—স্পর্শকারী, যে ছোঁয় এরূপ ; যে সরলরেখা বৃত্তাদির পরিধি স্পর্শ করে কিন্তু বর্ধিত হইলেও ছেদ করে না, tangent. স্পৃশ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্পর্শিকা**।

স্পর্শক্রামী (-মিন্), **-ক্রামক**—ছোঁয়াচে, contagious. ৬য়াতৎ। বিণ।

স্পর্শজ্যা—বৃত্তে সংলগ্ন যে সরল রেখা বৃদ্ধি পাইলেও বৃত্তকে পুনরায় স্পর্শ করে না তাহা, tangent. স্পর্শকারিণী জ্যা, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্পর্শতন্মাত্র—(দর্শন) বায়ুর উপাদানভূত সূক্ষ্ম ভূত বিঃ। বি ; ক্লী।

স্পর্শন—১। স্পর্শ, ছোঁয়া ; গ্রহণ। স্পৃশ্+অনট্ ভাব। ২। বিতরণ, দান। স্পৃশ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**স্পৃষ্ট**। ৩। বায়ু। স্পৃশ্+অন কর্তৃ। বি ; পুং।

স্পর্শবর্ণ—(ব্যাক) ক হইতে ম পর্যন্ত অক্ষর। স্পর্শোচ্চারিত বর্ণ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

স্পর্শবান্ (-বৎ)—সুখস্পর্শ, কোমলস্পর্শবিশিষ্ট। স্পর্শ+মতুপ্ প্রাশস্ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

স্পর্শমণি—পরশ পাথর। স্পর্শপ্রসিদ্ধ মণি (পাথর), মধ্যপ কর্মধা [যাহার স্পর্শমাত্র সুবর্ণজনক]। বি ; পুং।

স্পর্শরেখা, **স্পর্শিনী**—(জ্যামিতি) বৃত্তের পরিধির এক স্থান মাত্র স্পর্শকারী সরল রেখা, tangent. ৬ষ্ঠীতৎ ; স্পর্শিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্পর্শসুখ—স্পর্শজনিত আরাম। মধ্যপ

স্পর্শিনী—১। স্পর্শকারিণী। বিণ ; স্ত্রী। ২। 'স্পর্শরেখা' দ্রঃ। স্পর্শিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

স্পর্শী (স্পর্শিন্)—১। স্পর্শকারী। স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+ণিন্ কর্তৃ। ২। স্পর্শযুক্ত। স্পর্শ+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী—**স্পর্শিনী**।

স্পর্শেন্দ্রিয়—ত্বক্, চামড়া, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা স্পর্শবোধ হয়। স্পর্শসম্পাদক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্পষ্ট—স্ফুট, ব্যক্ত, প্রকাশিত, খোলাখুলি। স্পশ্ (পরিষ্কার করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্পষ্টবক্তা (-বক্তৃ)—উচিতবক্তা, স্পষ্টভাষী। স্পষ্ট বক্তা, সুপ্। বিণ। স্ত্রী, **-বক্ত্রী**।

স্পষ্টবাদিতা, **-বাদিত্ব**—স্পষ্টবাক্যকথন, স্পষ্টভাষিতা। স্পষ্টবাদিন্+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী। বিণ, **-বাদী** (-বাদিন্)।

স্পষ্টবাদিনী—স্পষ্টভাষিণী, অগোপনভাষিণী। স্পষ্টবাদিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্পষ্টবাদী (-বাদিন্)—স্পষ্টভাষী ; উচিতবক্তা। উপতৎ ; স্পষ্ট—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

স্পষ্টভাষী (-ভাষিন্)—স্পষ্টবক্তা ; উচিতবক্তা, যে নিঃসংকোচে উচিত কথা বলিতে পারে এমন। উপতৎ ; স্পষ্ট—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**। বি, **-ভাষিতা**।

স্পষ্টীকৃত—যাহা স্পষ্ট বা বিশদ করা হইয়াছে এমন, স্ফুটীকৃত ; ব্যাখ্যাত। স্পষ্ট+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্পষ্টী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-করণ**।

স্পিরিট—সুরাসার, কোহল। <ইং 'spirit'. বি।

স্পৃক্ (স্পৃশ্)—১। স্পর্শ। স্পৃশ্+কিপ্ ভাব (বিকল্পে আপ্ যোগে স্পৃশা)। বি ; স্ত্রী। ২। (কর্মবাচক উপপদের পর) যাহা স্পর্শ করে (নভঃস্পৃক্)। স্পৃশ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

স্পৃশ্য—স্পর্শযোগ্য, স্পর্শনীয়। স্পৃশ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

স্পৃষ্ট—যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে এমন, ছোঁয়া ; ব্যাপ্ত। স্পৃশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্পৃষ্টি—স্পর্শন, ছোঁয়া। স্পৃশ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্পৃহণীয়—লোভনীয় ; বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয় ; আশ্চর্য ; শ্লাঘ্য। স্পৃহ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

স্পৃহয়ালু—স্পৃহাবিশিষ্ট, লোভী। স্পৃহ্+আলুচ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

স্পৃহা—বাঞ্ছা, ইচ্ছা ; গ্রহণেচ্ছা ; লোভ ; লালসা। স্পৃহ্+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

স্প্রিং—তারের স্থিতিস্থাপক কুণ্ডলী। <ইং 'spring'. বি।

স্ফটিক—অতিস্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ প্রস্তর বিঃ সূর্যকান্তমণি, ফটিক, rock-crystal. স্ফট্ (ভেদ করা)+ইক কর্ম। বি ; পুং।

স্ফটিকনিভ্নিভ, **-বিনিভ্নিভ**—স্ফটিক হইতেও স্বচ্ছ। স্ফটিক নিভ্নিভ, বিনিভ্নিভ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

স্ফটিকপ্রভ—স্বচ্ছ। স্ফটিকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

স্ফটিকময়—স্ফটিকমণিনির্মিত। স্ফটিক+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

স্ফটিকারি—ফটকিরি। স্ফটিকের অরি (প্রতিদ্বন্দ্বী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্ফটীক—স্ফটিক (তাহা দ্রঃ)।

স্ফার—১। প্রচুর, বহুল ; বৃদ্ধিযুক্ত ; বৃহৎ ; বিস্তৃত ; উচ্চরূপে শব্দিত। স্ফায়্+রক্ কর্তৃ। বিণ। ২। বিকাশ। স্ফায়্+রক্ ভাব। বি ; পুং।

স্ফারণ—স্ফুরণ, স্ফূর্তি ; বিকাশ ; কম্পন ; আস্ফালন। স্ফায়্+ণিচ্ (=স্ফারি, চঞ্চল করা, স্ফূর্তিযুক্ত করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ - **স্ফারিত**।

স্ফাল—স্ফুরণ, স্ফূর্তি ; আস্ফালন। স্ফল্ (স্ফূর্তি পাওয়া, চালিত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

স্ফীত—ফুলা, ফাঁপা ; প্রবৃদ্ধ, বর্ধিত ; অধিক, অনেক, পদোন্নতিপ্রাপ্ত ; সমৃদ্ধ ; হৃষ্ট। স্ফায়্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্ফীতি—ফুলিয়া উঠা ; প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি। স্ফায়্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্ফীতোদর—১। যাহার পেট ফুলা বা প্রশস্ত। স্ফীত উদর যাহার, বহু। বিণ। ২। স্থূল পেট বা অভ্যন্তর। কর্মধা। বি।

স্ফুট—স্পষ্ট, ব্যক্ত ; বিকসিত ; প্রফুল্ল ; দীপ্ত, প্রদীপ্ত ; নির্মল ; বিদীর্ণ, ফুটা ; দৃষ্ট, যেমন দেখা যায়, apparent ; বিশদ ; নিশ্চিত ; শুভ্র ; জ্ঞাত ; বিস্তৃত। স্ফুট্+ক কর্তৃ। বিণ।

স্ফুটন—ব্যক্ত বা স্পষ্ট হওয়া ; বিকশন ; বিদলিত হওয়া ; ফোটা, তাপের ফলে বাষ্পের বুদ্বুদ নিঃসারণ, boiling. স্ফুট্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্ফুটনাঙ্ক—উত্তাপের যে মাত্রা জলকে ফুটাইয়া তোলে, তাপমান-যন্ত্রের যে চিহ্নে পারদ উঠিলে কোন তরল পদার্থ ফুটিতে আরম্ভ করে তাহা, boiling point. স্ফুটনের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

স্ফুটনোন্মুখ—যাহা শীঘ্রই ফুটিবে এমন ; অর্ধবিকশিত। স্ফুটনে উন্মুখ, ৭মীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

স্ফুটার্থ—১। স্পষ্ট অর্থযুক্ত, যাহার অর্থ সুস্পষ্ট এমন। স্ফুট অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ২। স্পষ্ট অর্থ। কর্মধা। বি ; পুং।

স্ফুটি, **স্ফুটী**—ফুটিফল ; পা ফুলা রোগ। স্ফুট্+ই কর্তৃ ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

স্ফুটিত—বিকসিত ; ছিদ্রিত, ফুটা ; বিদীর্ণ, স্পষ্টীকৃত ; বিস্তারিত। স্ফুট্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্ফুৎকার ফুঁ দেওয়া, ফুৎকার। স্ফুৎ- কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

স্ফুর—১। ফলক, ঢাল। স্ফুর্ (চঞ্চল হওয়া ইঃ)+ক কর্তৃ। ২। স্ফুরণ ; বৃদ্ধি পাওয়া, ফুলা। স্ফুর্+ক ঘঞর্থে ভাব। বি ; পুং।

স্ফুরণ—স্পন্দন, ঈষৎ কম্পন; দীপ্তি; উদ্রেক; প্রকাশ। স্ফুর্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

স্ফুরিত—১। কম্পন; উদ্রেক; দীপ্তি; প্রতিবিম্বন। স্ফুর্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রকাশিত, উদ্রিক্ত; কম্পিত; দীপ্ত, উজ্জ্বল; প্রতিবিম্বিত। স্ফুর্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিনকি, spank. স্ফু—লিন্‌গ্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

স্ফুলিঙ্গিনী—অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বা বিঃ। স্ফুলিঙ্গ+ইন্‌ আছে অর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

স্ফূর্ত(র্ত্ত)—স্ফূর্তিপ্রাপ্ত; বিকাশপ্রাপ্ত। স্ফুর্‌+ক্ত কর্তৃ (উ-স্থানে ঊ)। বিণ।

স্ফূর্তি(র্ত্তি)—হর্ষ; কম্প; স্পন্দ; প্রতিভা; বিকাশ। স্ফুর্‌+ক্তি ভাব (উ-স্থানে ঊ)। বি; স্ত্রী।

স্ফূর্তি(র্ত্তি)ব্যঞ্জক—আমোদজনক; উৎসাহপ্রদ; আনন্দপ্রদ; আনন্দসূচক। ৬ষ্ঠী-তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যঞ্জিকা**।

স্ফূর্তি(র্ত্তি)মতী—বিকাশযুক্তা, স্ফূর্তিযুক্তা, প্রতিভাসম্পন্না। স্ফূর্তিমৎ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

স্ফূর্তি(র্ত্তি)মান্‌ (স্ফূর্তিমৎ)—প্রতিভাযুক্ত; বিকাশযুক্ত; স্ফূর্তিবিশিষ্ট। স্ফূর্তি+মতুপ্‌ আছে অর্থে। বিণ।

স্ফূর্তি(র্ত্তি)লাভ—বিকাশপ্রাপ্তি; আনন্দ পাওয়া; হর্ষপ্রাপ্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্ফোট—ফোঁড়া; অর্বুদ বা আব; সাপের ফণা; পরপর উচ্চারিত বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত শব্দ; স্ফোটন। স্ফুট্‌+অচ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

স্ফোটক—ফোঁড়া; আব। স্ফুট্‌+ণক কর্তৃ। বি; পুং।

স্ফোটন—বিদারণ; ভঙ্গ; বিকাশন প্রকাশন। স্ফুট্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

স্ফোটনী—বেধনী, ছিদ্রকারক যন্ত্র, তুরপুন প্রঃ। স্ফোটি+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

স্ব—১। আত্মা; আত্মীয়। সর্ব। ২। জ্ঞাতি। বি; পুং। ৩। ধন। স্বন (শব্দ করা)+ড কর্তৃ, কর্ম। বি; ক্লী। **স্ব স্ব**—নিজ নিজ; পৃথক্‌ পৃথক্‌।

স্বঃ (স্বর্‌)—স্বর্গ, সুরলোক; পরলোক; আকাশ; প্রভা, সৌন্দর্য; সূর্য ও ধ্রুব নক্ষত্রের মধ্যস্থান; নিরবচ্ছিন্ন সুখ। স্বৃ (শব্দ করা)+বিচ্‌ কর্তৃ (ঋ-স্থানে অর্‌)। অ।

স্বকীয়—স্বীয়, নিজ, আপন। স্ব (আপন)+ঈয় সম্বন্ধার্থে (ক-আগম)। বিণ।

স্বকৃত—নিজের করা, নিজের অনুষ্ঠিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বকৃতভঙ্গ—স্বয়ং কৌলীন্যপ্রথা-লঙ্ঘনকারী কুলীন। স্বকৃত ভঙ্গ যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

স্বখাত—১। নিজের খোঁড়া জলাশয়। বি। ২। নিজের খোঁড়া, নিজের খনিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বখাতসলিল—নিজের কাটা জলাশয়ের জল; নিজকৃত কর্মের ফল। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্বখাদ—নিজের কাটা জলাশয় ('স্বখাদ সলিল')। <স্বখাত। বি।

স্বগত—১। নিজ সম্বন্ধীয়, আত্মগত, আত্মনিষ্ঠ; মনোগত। স্ব (আত্মাকে) গত, ২য়াতৎ। বিণ। ২। অভিনয়কালে কোনও নট অন্যের অগোচরে নিজে নিজে যে উক্তি করে তাহা। স্বকে গত, ২য়াতৎ। বি; ক্লী।

স্বগতোক্তি—মনে মনে বলা, soliloquy. স্বগতা উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্বগৃহ—নিজের বাড়ি। স্ব গৃহ, কর্মধা, বা স্বর (নিজের) গৃহ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্বচ্ছ—নির্মল, কলুষহীন; প্রতিবিম্বধারণক্ষম (দর্পণ প্রঃ); যাহার ভিতর দিয়া আলো চলে বা দেখা যায় এমন, transparent; শুভ্র, শুক্ল; সুস্থ, নীরোগ। সু (অতিশয়) অচ্ছ (নির্মল), প্রাদি। বিণ। **স্বচ্ছ কাগজ**—যে কাগজের মধ্য দিয়া দৃষ্টি চলে, tracing paper.

স্বচ্ছতা, -ত্ব—নির্মলতা; প্রতিবিম্বধারণক্ষমতা, যে গুণ দ্বারা কোন বস্তুর ভিতর দিয়া আলোক আসিতে পারে তাহা। স্বচ্ছ+তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

স্বচ্ছন্দ—১। সুস্থ; স্বাধীন, স্বেচ্ছানুবর্তী, অবাধিত; অযত্নজাত। স্ব ছন্দ (অভিলাষ) যাহার, বহু। বিণ। ২। স্বেচ্ছা, স্বেচ্ছাচার। স্ব ছন্দ, কর্মধা, বা, স্বর ছন্দ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বচ্ছন্দচারী (-চারিন্‌), **-বিহারী**—(-বিহারিন্‌)—ইচ্ছামত বিচরণকারী। স্বচ্ছন্দ—চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ; স্বচ্ছন্দ—বি—হৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী, -বিহারিণী**।

স্বচ্ছন্দচিত্ত—১। নিরুদ্বেগ মন; স্বাধীনভাবযুক্ত মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সুস্থমনাঃ, নিরুদ্বিগ্নমনাঃ। বহু। বিণ।

স্বচ্ছন্দবিহারী (-রিন্‌)—'স্বচ্ছন্দচারী' দ্রঃ।

স্বচ্ছন্দানুবর্তী (-বর্তিন্‌)—আত্মবশ; একগুঁয়ে; ব্যক্তিত্বপূর্ণ। উপতৎ; স্বচ্ছন্দ—অনু—বৃৎ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা**।

স্বজন—আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব। স্ব (আপন) জন, কর্মধা। বি; পুং।

স্বজনপ্রীতি—আত্মীয়জনের প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী। বিপরীত—**স্বজনবিদ্বেষ** (৭মীতৎ), **স্বজনবিরোধ** (সহার্থে ৩য়াতৎ)।

স্বজনী—আত্মীয়া; অন্তরঙ্গ সখী। স্বজন+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

স্বজাতি—নিজশ্রেণী, নিজের জাতি। স্ব (আপন) জাতি, কর্মধা, অথবা, স্বর জাতি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বজাতিদ্রোহ—নিজের জাতির অনিষ্টসাধনচেষ্টা; নিজের জাতির প্রতি বিরোধ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বজাতিদ্রোহী (-দ্রোহিন্‌)—নিজের জাতির অনিষ্টসাধনকারী বা বিরুদ্ধাচারী। উপতৎ; স্বজাতি—দ্রুহ্‌+ঘিনুণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**; বি, **-দ্রোহিতা**।

স্বজাতিপ্রীতি, -প্রেম (-প্রেমন্‌)—নিজের জাতির প্রতি ভালবাসা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

স্বজাতীয়—নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত, নিজের জাতি সম্বন্ধীয়। স্বজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বতঃ (স্বতস্‌), **স্বত**—নিজ হইতে, আপনা হইতে, স্বয়ং। স্ব (আপনি)+তস্‌ (পঞ্চমীস্থানে)। অ।

স্বতঃপ্রবৃত্ত—স্বয়ংপ্রবৃত্ত, কাহারও আদেশ বা অনুরোধ ছাড়া স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্যে ব্যাপৃত। স্বতঃ প্রবৃত্ত, সুপ্‌। বিণ।

স্বতঃসিদ্ধ—যাহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় এমন, self-evident. স্বতঃ সিদ্ধ, সুপ্‌। বিণ।

স্বতঃস্ফূর্ত(র্ত্ত)—যাহা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে এমন। স্বতঃ স্ফূর্ত, সুপ্‌। বিণ।

স্বতন্তর—স্বতন্ত্র, স্বাধীন। প্রা কপ্র বিণ। স্ত্রী—**স্বতন্তরী**।

স্বতন্ত্র—স্বাধীন, আত্মবশ; পৃথক্‌; অন্যের সহিত অসম্বদ্ধ। স্বর তন্ত্র (প্রাধান্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা; স্বেচ্ছাচারিতা; বিভিন্নতা; পার্থক্য। স্বতন্ত্র+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

স্বত্ব—অধিকার; ধনাদিতে প্রভুত্ব দাবি, দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়াদিতে বিনিয়োজক ধর্ম। স্ব (আপন)+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

স্বত্বত্যাগ—স্বাধিকার-বর্জন, নিজের অধিকার বা দাবি ছাড়িয়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বত্বত্যাগপত্র—বিক্রয়পত্র; দানপত্র। স্বত্বত্যাগসূচক পত্র, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

স্বত্বসাব্যস্ত—স্বামিত্বনির্ধারণ, অধিকারস্থিরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

স্বত্বাধিকার—ভোগ-দখলের অধিকার;

মালিক এবং দখল। স্ব এবং অধিকার, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

স্বত্বাধিকারী (-কারিন্)—মালিক, স্বামী ; মালিক এবং দখলকার, proprietor. ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

স্বদেশ—নিজের মাতৃভূমি ; নিজের দেশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্ব দে শ দ্রো হ, -দ্রো হি তা—নিজের জন্মভূমির অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট করিবার চেষ্টা। ৭মীতৎ ; স্বদেশদ্রোহিন্+তা ভাবে। বি ; পুং, স্ত্রী। বিণ, **-দ্রোহী** (-দ্রোহিন্)।

স্বদেশদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—নিজ দেশের অনিষ্টসাধনকারী, স্বদেশের শত্রুতাচরণকারী। উপতৎ ; স্বদেশ—দ্রুহ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**।

স্বদেশপ্রিয়—জন্মভূমির প্রতি অনুরক্ত। স্বদেশ প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

স্বদেশ-প্রীতি, -প্রেম (-প্রেমন্), **-বাৎসল্য**—মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী, ক্লী।

স্বদেশপ্রেমিক, -বৎসল মাতৃভূমির প্রতি অনুরক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বদেশসেবক, -সেবী (-সেবিন্)—মাতৃভূমির হিতসাধক, নিজ দেশের পরিচর্যাকারী। ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; স্বদেশ—সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিকা, -সেবিনী**।

স্বদেশসেবা—মাতৃভূমির হিতসাধন, নিজ দেশের পরিচর্যা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বদেশহিতৈষী (-ষিন্)—মাতৃভূমির মঙ্গলকামী। উপতৎ ; স্বদেশহিত—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

স্বদেশানুরক্তি, -রাগ—মাতৃভূমির প্রতি আসক্তি, নিজের দেশকে ভালবাসা। স্বদেশে অনুরক্তি, অনুরাগ, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী, পুং।

স্বদেশী (-শিন্)—নিজ দেশের অধিবাসী। স্বদেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**। বি—**স্বদেশিতা**।

স্ব দে শী—নিজ-দেশ-সম্বন্ধীয়, নিজের দেশের। স্বদেশ+ঈ সম্বন্ধাদি অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

স্বদেশীয়—নিজের দেশে উৎপন্ন ; নিজ-দেশসংক্রান্ত। স্বদেশ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বধর্ম(র্ম্ম)—স্বজাতির আচার, নিজ ধর্ম। স্ব ধর্ম, কর্মধা। বি ; পুং।

স্বধর্ম(র্ম্ম)ত্যাগ—নিজের ধর্ম বর্জন ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বধর্ম(র্ম্ম)ত্যাগী (-ত্যাগিন্)—নিজের ধর্মপরিত্যাগকারী। উপতৎ ; স্বধর্ম—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

স্বধর্ম(র্ম্ম)পালন—নিজের কর্তব্যকরণ ; নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বধর্ম(র্ম্ম)ভ্রষ্ট—নিজের ধর্ম-বর্জনকারী ; নিজের ধর্ম হইতে বিচ্যুত। ৫মীতৎ। বিণ।

স্বধা—১। দেবোদ্দেশে হবির্দান ; পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি-দান। স্বদ্ (আস্বাদন করা)+আ কর্ম (দ-স্থানে ধ)। ২। মৃত বা পিতৃ দানের মন্ত্র ; পিতৃলোকের ভোজ্যবস্তু, পিণ্ডোদকাদি। স্বদ্+আ করণ (দ-স্থানে ধ)। অ। ৩। অগ্নিপত্নী ; মাতৃকাদেবী বিঃ, পিতৃলোকের পত্নী। স্ব (নিজ)—ধা (ধারণ করা)+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

স্বন, স্বনন—ধ্বনি, শব্দ, স্বর। স্বন্ (শব্দ করা)+অপ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, ক্লী।

স্বনাম (-মন্)—নিজের নাম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বনামখ্যাত—নিজের গুণ এবং কীর্তির জন্য সর্বত্র পরিচিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বনামধন্য—নিজের কীর্তি ও গুণের জন্য প্রশংসনীয়। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বনিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। স্বন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মেঘধ্বনি, বজ্রধ্বনি ; শব্দ। স্বন্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

স্বপক্ষ—নিজের পক্ষ, নিজের দল ; নিজের মত বা স্বার্থ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বপন—স্বপ্ন। স্বপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্বপ্ন—নিদ্রা ; নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব। স্বপ্+নন্ ভাব। বি ; পুং।

স্বপ্নঘোর—স্বপ্নজনিত মোহ বা ভ্রম। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

স্বপ্নচারিতা—নিদ্রাবস্থায় বিচরণ, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বেড়ানো, somnambulism. স্বপ্নচারী+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

স্বপ্নতত্ত্ব—স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ ; স্বপ্নরহস্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বপ্নদোষ—নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলন ; সুপ্তিস্খলন। স্বপ্নে দোষ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

স্বপ্নভাষিত—স্বপ্নাবস্থায় কথিত বাক্য ; স্বপ্নে বলা কথা। ৭মীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বপ্নরাজ্য, -লোক—স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্য ; কল্পিতরাজ্য ; অমূলক কল্পনা। স্বপ্নসৃষ্ট বা স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্য, লোক, মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী, পুং।

স্বপ্নলব্ধ—স্বপ্নাবস্থায় প্রাপ্ত ; স্বপ্নাবস্থায় দেবতা বা মহাপুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত (ঔষধ মাদুলি উপদেশ প্রঃ)। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বপ্নাদেশ—স্বপ্নাবস্থায় লব্ধ দেবতা বা মহাপুরুষের উপদেশ বা আদেশ। স্বপ্নে আদেশ, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

স্বপ্নাদ্য—স্বপ্নলব্ধ ('—ঔষধ') ; স্বপ্নমূলক। স্বপ্ন আদ্য যাহার, বহু। বিণ।

স্বপ্নাবস্থা—স্বপ্নদর্শন-সময় ; স্বপ্ন দেখার অবস্থা। স্বপ্নের অবস্থা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বপ্নাবিষ্ট—স্বপ্নঘোরে মোহপ্রাপ্ত ; স্বপ্নাভিভূত ; যে স্বপ্ন দেখিতেছে এমন। স্বপ্নদ্বারা আবিষ্ট, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বপ্নাবেশ—স্বপ্নের ঘোর ; স্বপ্নের আবির্ভাব। স্বপ্নজনিত আবেশ, মধ্যপ কর্মধা, বা, স্বপ্নের আবেশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং। বিণ, **-বিষ্ট**।

স্বপ্নোত্থিত—স্বপ্ন দেখিবার পর বা নিদ্রা হইতে জাগরিত। স্বপ্ন হইতে উত্থিত, ৫মীতৎ। বিণ।

স্ববশ—স্বায়ত্ত, আত্মবশ। স্বর বশ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্ব বা সি নী—চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা। উপতৎ ; স্ব—বস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

স্বভাব—আত্মভাব ; প্রকৃতি, স্বরূপ ; প্রকৃতিগত ধর্ম ; মনের উৎকর্ষাপকর্ষ ; মেজাজ ; স্বাভাবিক অবস্থা ; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। স্ব (আপন) ভাব, কর্মধা, বা, স্বর ভাব, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বভাবকুলীন—যাহাতে কৌলীন্যপ্রথা অব্যাহত রহিয়াছে এমন। স্বভাবস্থিত কুলীন, মধ্যপ কর্মধা। বিণ।

স্বভাবগত—স্বাভাবিক, প্রকৃতিগত। ২য়াতৎ। বিণ।

স্বভাবগুণ—স্বভাবের উৎকর্ষ ; প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বভাবজ—স্বাভাবিক, স্বভাবজাত। উপতৎ ; স্বভাব—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

স্বভাবজাত—স্বভাবজ ; প্রকৃতিগত। স্বভাব দ্বারা জাত, সুপ্। বিণ।

স্বভাবতঃ (-তস্), (>-ত)—স্বাভাবিকরূপে, স্বভাববশতঃ। স্বভাব+তস্ ৩য়াস্থানে। অ।

স্বভাববিরুদ্ধ—স্বভাবের বিপরীত, অস্বাভাবিক। ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্বভাবশোভা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বভাবসংগ(ঙ্গ)ত—স্বাভাবিক। ২য়াতৎ। বিণ।

স্বভাবসিদ্ধ—প্রকৃতিবশে উৎপন্ন, প্রকৃতি-নিষ্পন্ন, প্রকৃতিগত। স্ব ভাব, কর্মধা ; তদ্দ্বারা সিদ্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বভাবসুলভ—স্বাভাবিক, স্বভাবজাত। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বভাবী (-বিন্)—স্বভাবানুযায়ী, normal. স্বভাব+ইন্। বিণ।

স্বভাবোক্তি—স্বভাবকথন ; কাব্যের অলংকার বিঃ [কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণমূলক

পদার্থের রূপগুণ-অবস্থাদির বর্ণনায় এই অলংকার হয়। যথা—

"শোভে বনমাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায়,
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত যে তড়াগে ভাসে।
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে।
ক্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি
মৃণাল উগারি খায়;
রৌদ্র সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায়।"
—হেমচন্দ্র]।

স্বভাবের উক্তি (কথন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বভূ—ব্রহ্মা ; শ্রীবিষ্ণু ; মহেশ্বর ; কন্দর্প। স্ব (আপনি)—ভূ (হওয়া) + কিপ্, কর্তৃ। বি ; পুং।

স্বয়ং—'স্বয়ম্' দ্রঃ।

স্বয়ংবর—স্বয়ং অর্থাৎ নিজে পতিকে বরণ, সভা করিয়া তন্মধ্য হইতে কুমারীকর্তৃক স্বয়ং পতিনির্বাচন। স্বয়ম্ (আপনি)—বৃ + অপ্, ভাব। বি ; পুং।

স্বয়ংবরা—স্বয়ং পতিনির্বাচনকারিণী স্ত্রী। স্বয়ম্ (আপনি)—বৃ (মনোনীত করা) + অচ্, কর্তৃ + আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

স্বয়ংসম্পূর্ণ—আপনা হইতেই সম্পূর্ণ ; যাহা সম্পূর্ণ হইতে অন্যের অপেক্ষা রাখে না। সুপ্। বিণ।

স্বয়ংসিদ্ধ—আপনা হইতে সিদ্ধ, কেবল নিজের চেষ্টায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। সুপ্। বিণ।

স্বয়ংকৃ(ক্ল)ত—১। কৃত্রিমপুত্র। বি ; পুং। ২। স্বাভাবিক ; অযত্নসিদ্ধ। স্বয়ম্ (আপনা দ্বারা) কৃত, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বয়ম্, স্বয়ং—আপনি, নিজে। সু—অয় (গমন করা) + অম কর্তৃ। অ।

স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ—১। ব্রহ্মা ; সৃষ্টিবিষয়ে রজোগুণময় ব্রহ্মা পালনবিষয়ে সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু সংহারবিষয়ে তমোগুণময় মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তি ; সময়। বি ; পুং। ২। স্বভাবজাত। স্বয়ম্ (আপনি)—ভূ + ডু, কিপ্, কর্তৃ। বিণ।

স্বয়ম্ভুব—ব্রহ্মা ; প্রথমমনু ; স্বয়ম্ভূ। স্বয়ম্ (আপনি)—ভূ + ক কর্তৃ। বি ; পুং।

স্বর—স্বন্, শব্দ ; উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত—এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি ; অ আ প্রভৃতি স্বতঃ উচ্চারিত বর্ণ ; (তন্ত্র) প্রাণাদি-বায়ুর ব্যাপার বিঃ ; সুর ; ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ—সংগীতের এই সপ্তবিধ স্বর, স ঋ গ ম প ধ নি ; প্রাণাদি বায়ুর কার্য বিঃ ; প্রয়োজনবশতঃ বর্ণ বা শব্দবিশেষের গুরু উচ্চারণ। স্বৃ + অপ্, ভাব। বি ; পুং।

স্বরগ্রাম—সংগীতের সুরসপ্তক ; সা রে গা মা পা ধা নি। স্বরের গ্রাম (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বরচিত—আত্মকৃত, নিজের তৈয়ারী ; নিজের লেখা। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বরধরযন্ত্র—যাহাতে মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত বা যন্ত্রোত্থিত স্বরকে গ্রহণ করিয়া পুনর্বার তাহা অবিকল উৎপাদন করা যায় সেই যন্ত্র, phonograph, gramophone. স্বরের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাদৃশ যন্ত্র, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্বরবর্ণ—(ব্যাক) অ আ হইতে ঔ পর্যন্ত অক্ষরসকল। কর্মধা। বি।

স্বরবিজ্ঞান—বায়ুমণ্ডলে কিভাবে কম্পন উপস্থিত হইয়া স্বরের উৎপত্তি হয়—কিরূপে এবং কত দ্রুত স্বরের বিকিরণ হয়—কিভাবে প্রতিধ্বনির উৎপত্তি হয় ইঃ তথ্যসম্বলিত বিদ্যা। মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্বরবিবর্ত(র্ত্ত)—স্বরকম্পন, স্বরের পরিবর্তন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বরভঙ্গ—সাত্ত্বিক ভাব বিঃ ; ভাবাবেগ অনুরাগ বিরহ বেদনা ইঃর আতিশয্য হেতু গলা ভাঙ্গা ; গলা ভাঙ্গা, গলার আওয়াজ বিকৃত হওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বরভঙ্গী—স্বরের মাধুর্য, সংগীতে স্বরবিস্তার কৌশল ; স্বরচাতুরী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বরলহরী—তরঙ্গবৎ কম্পমান স্বর ; সংগীতস্বর ; গিটকারী ; তরঙ্গবৎ উত্থানপতন যুক্ত স্বরবিস্তার। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বরলিপি—সংগীতস্বরের সাংকেতিক লিপি ; কোন গান বা সুরকে সা রে গা ম দ্বারা প্রকাশ করণ। স্বরসূচিকা লিপি, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্বরস—১। স্বাভিপ্রায়, আপনমত, নিজমত ; পেষণজাত রস। স্ব-র রস, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। বিলক্ষণ রসবোধ ; শিলাপিষ্ট বক বিঃ। স্ব রস যাহাতে বা যাহার, বহু। বি ; পুং।

স্বরসন্ধি—(ব্যাক) অত্যধিক সন্নিকর্ষহেতু স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলন এবং তাহাদের স্থানে নূতন স্বরের উৎপত্তি ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বরাজ—স্বায়ত্তশাসন ; স্বাধীনতা <স্বরাজ্য। বি।

স্বরাজ্য—১। নিজের রাজ্য। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। প্রজাগণকর্তৃক শাসিত রাজ্য। স্বশাসিত রাজ্য, মধ্যপ কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রসচিব—নিজের রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী অমাত্য। স্বরাষ্ট্রবিষয়ে সচিব, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

স্বরিত—১। তৃতীয় স্বর, লঘুগুরুমিলিত স্বর, উদাত্ত অনুদাত্তে মিলিত স্বর ; খুব চড়াও নয় খুব নীচুও নয় এমন মাঝামাঝি স্বর। বি ; পুং। ২। স্বরযুক্ত ; উচ্চারিত ; ধ্বনিত। স্বর (গানাঙ্গধ্বনি) + ইতচ্, সংজ্ঞাতার্থে। ৩। আক্ষিপ্ত। স্বর + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

স্বরীশ্বর—ইন্দ্র, দেবরাজ। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বরুচি—১। স্বতন্ত্র, যেচ্ছাবর্তী। স্বতে রুচি যাহার, বহু। বিণ। ২। যেচ্ছা। স্ব-র রুচি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বরূপ—১। প্রকৃতি, স্বভাব ; নিজের রূপ ; প্রকৃত অবস্থা, স্বাভাবিক অবস্থা। স্ব রূপ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী। ২। সদৃশ, তুল্য ; পণ্ডিত ; সুন্দর, মনোজ্ঞ ; প্রকৃত, যথার্থ ; সত্য। স্ব—রূপ্ + ণিচ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

স্বরূপতঃ (-তস্), -ত—যথার্থতঃ, প্রকৃতপক্ষে। স্বরূপ + তস্ ক্রিয়াবিশেষণার্থে। অ।

স্বরূপনির্ণয়—প্রকৃত অবস্থা বা রূপ স্থিরীকরণ ; যাথার্থ্য-নিরূপণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বরূপযোগ্য—কার্যসাধনযোগ্য। স্বরূপে যোগ্য, ৭মীতৎ। বিণ। বি, -তা।

স্বরূপসম্বন্ধ—অভিন্নসম্বন্ধ, তৎস্বরূপতা ; কোন কিছুর সঙ্গে অভিন্নভাব। স্বরূপের সম্বন্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বরূপে—যথার্থভাবে, ঠিক করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

স্বরোদয়—শ্বাসপ্রশ্বাসের অবস্থা বিঃ দ্বারা শুভাশুভ-নির্ণায়ক শাস্ত্র। স্বরের উদয় যাহাতে, বহু। বি ; পুং।

স্বর্গ—সুরলোক, দেবনগরী, ত্রিদিব ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সপ্ত ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ। সু (সুখ)—ঋজ্ (পাওয়া) + ঘঞ্ ঋধি অথবা, স্বর্—গৈ (গান করা) + ক কর্ম। বি ; পুং। **স্বর্গে তোলা** —অতিরিক্ত প্রশংসা বা তোষামোদ করা।

স্বর্গকাম—স্বর্গগমনে অভিলাষী। স্বর্গ কাম যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

স্বর্গগত—পরলোকগত, মৃত। ২য়াতৎ।

স্বর্গঙ্গা—মন্দাকিনী, সুরনদী। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের গঙ্গা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্গণিকা—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের গণিকা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্গত—যে স্বর্গে গমন করিয়াছে এমন, মৃত। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গকে গত, সুপ্। বিণ।

স্বর্গতি—স্বর্গে গমন, মৃত্যু ; পারলৌকিক সুখ। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গে গতি, ৭মীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্গধাম (-ধামন্)—সুরলোক, স্বর্গ। স্বর্গই ধাম, কর্মধা। বি; ক্লী।
স্বর্গপতি—ইন্দ্র, দেবরাজ। স্বর্গের পতি (স্বামী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
স্বর্গবধূ—সুরবধূ, অপ্সরা। স্বর্গের বধূ (স্ত্রী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
স্বর্গবাস—স্বর্গধাম; স্বর্গে অবস্থান। স্বর্গই বাস, কর্মধা; স্বর্গে বাস, ৭মীতৎ। বি; পুং।
স্বর্গবাসী (-বাসিন্)—সুরলোকে অবস্থানকারী। উপতৎ; স্বর্গ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।
স্বর্গভোগ—স্বর্গে অবস্থান ও তথায় আনন্দ-উপভোগ; স্বর্গীয় সুখলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
স্বর্গলাভ—স্বর্গে গমন; মৃত্যু। ৬ষ্ঠীতৎ (আধুনিক মতে ২য়াতৎ)। বি; পুং।
স্বর্গসুখ—স্বর্গবাসজনিত সুখ; পবিত্র আনন্দ; অত্যধিক আনন্দ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
স্বর্গাচল—সুমেরুপর্বত। স্বর্গের অচল (পর্বত), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
স্বর্গাপগা—স্বর্গঙ্গা, স্বর্গে প্রবাহিতা গঙ্গা-নদী। স্বর্গের আপগা (নদী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
স্বর্গারূঢ়—স্বর্গগত; মৃত। স্বর্গকে আরূঢ়, ২য়াতৎ। বিণ।
স্বর্গারোহণ—স্বর্গগমন; মৃত্যু। স্বর্গে আরোহণ, ৭মীতৎ। বি; ক্লী।
স্বর্গী (স্বর্গিন্)—১। দেবতা, সুরলোক-বাসী। বি; পুং। ২। মৃত। স্বর্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**স্বর্গিণী**।
স্বর্গীয়, স্বর্গ্য—স্বর্গসম্বন্ধীয়; স্বর্গসুখজনক; পবিত্র; স্বর্গগত। স্বর্গ+ঈয়, যৎ সম্বন্ধার্থে। বিণ।
স্বর্ণ—সুবর্ণ, কাঞ্চন, সোনা; সুবর্ণবর্ণ-ধুতুর, কনক-ধুতুরা; নাগকেশর। সু (সৌন্দর্য) —ঋণ্ (পাওয়া)+অচ্ কর্তৃ; সু (সুন্দর) বর্ণ (গতি) যাহা দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।
স্বর্ণকায়—১। গরুড়। বি; পুং। ২। যাহার শরীর সুবর্ণময়। স্বর্ণসদৃশ বা স্বর্ণময় কায় যাহার, বহু। বিণ।
স্বর্ণকার—সেকরাজাতি, যে অলংকারাদি গড়ে। উপতৎ; স্বর্ণ—কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।
স্বর্ণ-খচিত—সোনা-বসানো। ৩য়াতৎ। বিণ।
স্বর্ণচূড়—পক্ষিবিশেষ, তাসপক্ষী; কুক্কুট। স্বর্ণবর্ণ চূড়া যাহার, বহু। বি; পুং।
স্বর্ণদী, স্বর্নদী—মন্দাকিনী, সুরনদী; গঙ্গা। স্বর্ অর্থাৎ স্বর্গের নদী, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
স্বর্ণপক্ষ—গরুড়; যাহার পাখা সুবর্ণ-নির্মিত। স্বর্ণবর্ণ পক্ষ যাহার, বহু। বি; পুং।
স্বর্ণপুষ্প—চম্পকবৃক্ষ; সোঁদালি গাছ; বাবলাগাছ। স্বর্ণবর্ণ পুষ্প যাহার, বহু। বি; পুং।
স্বর্ণপ্রতিমা—সোনার মূর্তি, সুবর্ণময়ী প্রতিকৃতি। স্বর্ণনির্মিতা প্রতিমা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
স্বর্ণপ্রসূ—সুবর্ণ-উৎপাদনকারিণী; অতিশয় উর্বরা; প্রচুর-ধনরত্নপ্রসবকারিণী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।
স্বর্ণবণিক্ (-বণিজ্)—সোনার-বেনে। স্বর্ণব্যবসায়ী বণিক্, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
স্বর্ণবর্ণ—১। সোনালী রঙের। স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। সোনালী রং; সোনার রং। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
স্বর্ণবিন্দু—সুবর্ণকণা, সোনার গুড়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
স্বর্ণমণ্ডিত—সুবর্ণখচিত; সোনার মোড়া; সুবর্ণে ভূষিত। ৩য়াতৎ। বিণ।
স্বর্ণময়—সুবর্ণনির্মিত, কাঞ্চনময়। স্বর্ণ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।
স্বর্ণমাক্ষিক—উপধাতু বিঃ। স্বর্ণ সদৃশ মাক্ষিক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
স্বর্ণমুদ্রা—গিনি, মোহর। স্বর্ণময়ী মুদ্রা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
স্বর্ণমৃগ—(রামায়ণ) সীতাহরণকালে শ্রীরাম-চন্দ্রের ছলনার্থ মারীচ রাক্ষস কর্তৃক গৃহীত সুবর্ণময় হরিণের রূপ; (রূপকার্থে) প্রলোভন-জনক বস্তু। স্বর্ণনির্মিত মৃগ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
স্বর্ণলতা—জ্যোতিষ্মতী, সোনালী লতা। মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।
স্বর্ণসিন্দূর—(বৈদ্যক) মকরধ্বজ-নামক ঔষধ। স্বর্ণঘটিত সিন্দূর, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
স্বর্ণাক্ষর—উজ্জ্বল অক্ষর, গৌরবের পরি-চায়ক উজ্জ্বল বর্ণ। স্বর্ণরচিত অক্ষর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
স্বর্ণাঙ্গুরীয়, স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক—সোনার আংটী। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
স্বর্ণালংকা(ঙ্কা)র—সোনার গহনা। স্বর্ণময় অলংকার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।
স্বর্নদী—'স্বর্ণদী' দ্রঃ।
স্বর্বধূ(র্ব্বধূ), স্বর্বে(র্ব্বে)শ্যা—অপ্সরা। স্বর্ (স্বর্গের) বধূ, বেশ্যা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
স্বর্বা(র্ব্বা)পী—সুরনদী, গঙ্গা। স্বর্ (স্বর্গের) বাপী (জলাশয়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।
স্বর্বে(র্ব্বে)শ্যা—'স্বর্বধূ' দ্রঃ।
স্বর্বৈ(র্ব্বৈ)দ্য—স্বর্গের চিকিৎসক, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। স্বর্ (স্বর্গের) বৈদ্য (চিকিৎসক), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।
স্বর্যা(র্য্যা)ত—স্বর্গত, মৃত। স্বর্ (স্বর্গকে) যাত, ২য়াতৎ। বিণ।
স্বর্লোক—সুরলোক, স্বর্গ। স্বর্ (স্বর্গই) লোক (ভুবন), কর্মধা। বি; পুং।
স্বল্প—অতি অল্প; অতি ক্ষুদ্র। সু (অতিশয়) অল্প, প্রাদি। বিণ। বি, **-তা, -ত্ব**।
স্বল্পকেশী (-কেশিন্)—অত্যল্প কেশবিশিষ্ট। স্বল্প কেশ, কর্মধা; স্বল্পকেশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কেশিনী**।
স্বল্পদৃষ্টি—যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এমন; অদূরদর্শী। স্বল্প দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।
স্বল্পভাষী (-ভাষিন্)—যে অতি কম কথা বলে এমন। উপতৎ; স্বল্প—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।
স্বশাসন—দেশবাসী কর্তৃক শাসন, autonomy. ৩য়াতৎ। বি; ক্লী।
স্বসা (স্বসৃ)—বোন, ভগিনী। সু—অস্+ঋণ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।
স্বস্তি—আশীর্বাদ; স্বস্তিশব্দযুক্ত মন্ত্র; ক্ষেম, শুভ, মঙ্গল; পুণ্যাদি; স্বীকার, হাঁ; সন্তোষ। সু (শুভ)—অস্+ক্তি ভাব। অ।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা—কোন ঝঞ্ঝাট ভয় উদ্বেগ ইত্যাদির অবসানে শান্তি লাভ করা।
স্বস্তিক—১। যোগাঙ্গ বিঃ; সম্মুখে বারান্দা বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ। বি; পুং বা ক্লী। ২। পূর্ণকুম্ভ প্রঃ মাঙ্গলিক দ্রব্য, পিটুলিনির্মিত মাঙ্গল্য দ্রব্য বিঃ, শ্রী; সর্পফণা; সাপের ফণার মত হাতের পাত্র; হাতের ঠোঙা; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা; মাঙ্গলিক চিহ্ন বিঃ, যাহা বস্তু বা দ্রব্যের উপর প্রযুক্ত হইলে উহার শুভোৎপাদন করে এরূপ চিহ্ন বিঃ, চতুষ্ক; আসন বিঃ; পিষ্টক বিঃ; লশুন; লম্পট। স্বস্তি+কন্ আছে অর্থে। বি; পুং।
স্বস্তিকাসন—যোগসাধনে করণীয় আসন বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।
স্বস্তিবাচন—মঙ্গলকার্যারম্ভে মঙ্গলকথন, স্বস্তি শব্দের উচ্চারণ করানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।
স্বস্তিবাচনিক—স্বস্তিবাচনকারক; স্বস্তি-বাচনসম্বন্ধীয়। স্বস্তিবাচন+ইক করে অর্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।
স্বস্তিমুখ—ব্রাহ্মণ; স্তুতিপাঠক। স্বস্তি (এই বাক্য) মুখে যাঁহার, বহু। বি; পুং, বা বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**।
স্বস্ত্যয়ন—গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত মঙ্গলকর্মানু-ষ্ঠান, শুভাবহবিধি; দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ। স্বস্তির (মঙ্গলের) অয়ন (আগমন) যাহা হইতে বা যদ্দারা, বহু। বি; ক্লী।
স্বস্থ—১। সুস্থ, নীরোগ; নিরুদ্বিগ্ন, নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্ত; স্থির; বিনায়াসে সুখে

অবস্থিত ; সন্তুষ্টচিত্ত ; সমাহিত-চিত্ত। স্ব—স্থা+ক কর্তৃ। ২। স্বর্গস্থ, মৃত। স্বর্ (স্বর্গে)—স্থা+ক কর্তৃ (বিকল্পে—স্বঃস্থ)। বিণ।

স্বস্থান—নিজের জায়গা ; নিজের পদ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বস্রীয়—১। ভগিনীর পুত্র। স্বসৃ+ঈয় অপত্যার্থে। বি ; পুং। ২। ভগিনীসম্বন্ধীয়। স্বসৃ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বাক্ষর—সহি, দস্তখৎ। স্বর অক্ষর, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বাগত—সুখে আগমন ; কুশলপ্রশ্ন ; শুভাগমন, welcome. সু (শুভ) আগত (আগমন), প্রাদি। বি ; ক্লী। [পুং।

স্বাগতপ্রশ্ন—কুশলজিজ্ঞাসা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ;

স্বাচ্ছন্দ্য—সুস্থতা, স্বাস্থ্য ; স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা। স্বচ্ছন্দ+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

স্বাতন্ত্র্য—স্বাধীনতা ; স্বতন্ত্রতা, পার্থক্য। স্বতন্ত্র+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; ক্লী।

স্বাতি, স্বাতী—নক্ষত্র বিঃ ; সূর্যপত্নী বিঃ ; খড়্গ। সু (শোভন)—অৎ (গমন করা)+ইন্ কর্তৃ ; পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

স্বাদ—রস, আস্বাদ ; রসানুভব, লেহন ; প্রীতি। স্বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

স্বাদগ্রহণ—আস্বাদ লওয়া ; খাইয়া বা উপভোগ করিয়া দেখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বাদগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—রসানুভবকারী ; আস্বাদনকারী। উপতৎ ; স্বাদ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

স্বাদন—১। রসগ্রহণ, আস্বাদানুভব। স্বাদি+অনট্ ভাব। ২। রস। স্বাদি+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

স্বাদিত—ভক্ষিত, গৃহীতস্বাদ ; আস্বাদিত, লীঢ় ; পীত। স্বদ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্বাদু—১। মিষ্ট, মধুর, সুস্বাদু ; মনোজ্ঞ। বিণ। স্ত্রী—**স্বাদু, স্বাদ্বী**। ২। মধুররস ; ঔষধ বিঃ ; জীরক ; মধু ; গুড়। স্বদ্+উণ্ কর্তৃ। বি ; পুং। [বি।

স্বাদুপানা—মধুরতা, মিষ্টতা। প্রা কথ্য।

স্বাদেশিক—স্বদেশীয় ; যে মাতৃভূমি ভালবাসে ; দেশপ্রেমিক। স্বদেশ+ইক। বিণ। বি—**স্বাদেশিকতা**।

স্বাধিকার—নিজ অধিকার, নিজ কর্তব্য। স্ব-র অধিকার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বাধিকার-বর্জ (র্জ্জ)ন—নিজের অধিকারত্যাগ ; নিজের দাবি ছাড়িয়া দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বাধিষ্ঠান—(যোগশাস্ত্র) লিঙ্গমূলস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্দল পদ্ম বিঃ। স্বর অধিষ্ঠান যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

স্বাধীন—আত্মবশ, স্ববশ, স্বচ্ছন্দ ; যে পরাধীন নয় এমন, বিজাতির অধীন নয় এমন। স্ব-র অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। বি, -তা।

স্বাধীনতা—স্বতন্ত্রতা, আত্মবশতা ; স্বেচ্ছাচারিতা। স্বাধীন+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

স্বাধীনপতিকা, -ভর্তৃ(র্ত্তৃ)কা—নায়িকা বিঃ, নায়ক যাহার বশীভূত এমন নায়িকা ("সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন। স্বাধীন ভর্তৃকা তারে কহে কবিগণ।"—রসমঞ্জরী)। স্ব-র অধীন (বশ) পতি, ভর্তৃ (স্বামী) যাহার, বহু (ক-আগম)+আপ্। বি ; স্ত্রী।

স্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ ; অধ্যয়ন। স্ব—অধি—ই+ঘঞ্, অথবা, সু—আ—অধি—ই+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং। ২। বেদাংশ বিঃ। সু—আ—অধি—ই+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পুং।

স্বাধ্যায়-নিবৃত্ত—যে বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এমন। ৫মীতৎ। বিণ।

স্বাধ্যায়-নিরত—বেদপাঠে নিবিষ্ট, বেদাধ্যয়নে আসক্ত। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বাধ্যায়বান্ (-বৎ), **স্বাধ্যায়ী** (-য়িন্)—বেদপাঠক, যে বেদ পড়ে এমন ; অধ্যেতা, অধ্যয়নকারী। স্বাধ্যায়+মতুপ্, ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী, -য়িনী**।

স্বাপ—১। নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব, স্বপ্ন ; নিদ্রা ; অচৈতন্য ; পক্ষাঘাত, স্পর্শশক্তিরাহিত্য। স্বপ্+ঘঞ্ ভাব। ২। পক্ষাঘাত রোগ। স্বপ্+ঘঞ্ অধি বা করণ। বি ; পুং।

স্বাবমাননা—আত্মাবমাননা ; নিজের অপমান, self-contempt. স্ব-র অবমাননা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বাবলম্ব, স্বাবলম্বন—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ান, নিজ প্রয়োজনের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হওয়া, আত্মনির্ভর। স্ব—অব—লম্ব্+ঘঞ্, অনট্ ভাব (বর্তমান মতে ২য়াতৎ)। বি ; পুং, ক্লী। বিণ, **-লম্বী** (-লম্বিন্)।

স্বাবলম্বী (-লম্বিন্)—আত্মনির্ভরশীল। উপতৎ ; স্ব—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লম্বিনী**। বি, **-লম্বিতা, -লম্বন**।

স্বাভাবিক—স্বভাবসিদ্ধ, নৈসর্গিক, natural, স্বভাবজাত ; স্বভাবসম্বন্ধীয় ; প্রকৃতিগত ; অবিকৃত, normal. স্বভাব+ইক ভবার্থে। বিণ।

স্বামিত্ব—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ; স্বত্ব, অধিকার। স্বামিন্+ত্ব ভাবে। বি ; ক্লী।

স্বামী (স্বামিন্)—১। পতি, ভর্তা ; অধিপতি, প্রভু ; মালিক ; পালক ; রাজা ; গুরু ; কার্তিকেয় ; পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ ; বিষ্ণু ; শিব ; বাৎস্যায়ন মুনি ; গরুড় ; পরমহংস। বি ; পুং। ২। প্রভু, অধিকারী। স্ব (ঐশ্বর্য)+আমিন্ ঐশ্বর্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—**স্বামিনী**।

স্বায়ত্ত—নিজের অধীন। স্ব-র আয়ত্ত, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্বায়ত্তশাসন—নিজের দেশের শাসনকার্য নিজেরা চালানো। স্বায়ত্ত যে শাসন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্বায়ত্তীকরণ—নিজের বশীভূত করা, স্ববশে আনয়ন। স্বায়ত্ত+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বায়ত্তী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-কৃত**।

স্বায়ম্ভুব—১। স্বয়ম্ভু-পুত্র, প্রথম মনু। বি ; পুং। ২। স্বয়ম্ভুসম্বন্ধীয়। স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা)+অণ্ অপত্য ইঃ অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

স্বারাজ্য—১। ঈশ্বরত্ব। স্বরাজ্+ষ্যঞ্ ভাবে। ২। স্বর্গরাজ্য ; ইন্দ্রত্ব। স্বরাজ্+ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বি ; ক্লী।

স্বারোচিষ—দ্বিতীয় মনু। স্বরোচিস্+অণ্ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

স্বার্জি(র্জ্জি)ত—স্বয়ংলব্ধ, নিজের উপার্জিত। স্ব কর্তৃক অর্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বার্থ—স্বকার্য, নিজ প্রয়োজন ; নিজের লাভ, নিজের ইষ্ট ; স্বীয় অর্থ ; লিঙ্গার্থ বিঃ ; বিশেষণ। স্ব-র অর্থ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বার্থচিন্তা—নিজের লাভের বিষয় ভাবা ; নিজের ইষ্টসিদ্ধির চিন্তা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বার্থত্যাগ—নিজের লাভ ছাড়িয়া দেওয়া ; নিজের ইষ্ট-বিসর্জন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্বার্থত্যাগী (-ত্যাগিন্)—আপনার ইষ্ট-বিসর্জনকারী ; যে পরার্থে নিজের লাভ বা হিত ত্যাগ করে এমন। উপতৎ ; স্বার্থ—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

স্বার্থপর, -পরায়ণ—স্বকার্যসাধনে তৎপর, নিজ ইষ্টসাধনে রত, নিজপ্রয়োজন-সিদ্ধিবিষয়ে ব্যগ্র। স্বার্থ পর, পরায়ণ যাহার, বহু। বিণ।

স্বার্থবিসর্জ(র্জ্জ)ন—স্বার্থত্যাগ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বার্থসাধন—শুধু নিজের ইষ্টসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

স্বার্থসাধনতৎপর—শুধু নিজের ইষ্টলাভে যত্নবান্। ৭মীতৎ। বিণ।

স্বার্থসিদ্ধি—নিজের ইষ্টলাভ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বার্থান্ধ—নিজের ইষ্টলাভের চেষ্টায় যে অন্যের ক্ষতিবৃদ্ধি একেবারে ভুলিয়া যায় এমন। স্বার্থদ্বারা অন্ধ, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বার্থান্বেষণ—শুধু নিজের ইষ্টানুসন্ধান, শুধু নিজ লাভের খোঁজ করা। স্বার্থের অন্বেষণ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বার্থান্বেষী (-ষিন্)—আপনার ইষ্টানুসন্ধানকারী। উপতৎ; স্বার্থ—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ষিণী।

স্বার্থিক—স্বার্থে বিহিত (ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয় যে—রক্ষস্+অণ্=রাক্ষস, এখানে অণ্ স্বার্থে হইয়াছে); নিজ অর্থ দ্বারা সম্পাদিত; স্বার্থপরায়ণ, স্বার্থপর। স্বার্থ+ইক কৃত, রত ইত্যাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

স্বাস্থ্য—১। সুস্থতা, নীরোগতা, আরোগ্য; সন্তোষ; অনুদ্বেগ, নিরুদ্বেগতা, নিশ্চিন্ততা; সুখ। স্বস্থ+ষ্ণ্য ভাবে। বি; স্ত্রী। ২। শারীরিক অবস্থা। বাংপ্র। বি।

স্বাস্থ্যকর—আরোগ্যজনক, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এমন। উপতৎ; স্বাস্থ্য—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

স্বাস্থ্যকামী (-কামিন্)—আরোগ্যলাভেচ্ছু, যে শরীর সুস্থ রাখিতে চায় এমন। উপতৎ; স্বাস্থ্য—কামি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কামিনী।

স্বাস্থ্যজনক, -প্রদ—যাহাতে শরীর ভাল থাকে, সুস্থতাসম্পাদক, আরোগ্যকর; স্বাচ্ছন্দ্যজনক। ৬ষ্ঠীতৎ; উপতৎ; স্বাস্থ্য—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা, -প্রদা।

স্বাস্থ্যভঙ্গ—শরীর অসুস্থ বা রোগা হওয়া, সুস্থতা-নাশ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বাস্থ্যরক্ষা—শরীরকে নীরোগ বা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাখা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যহানি—সুস্থতা-নাশ, স্বাস্থ্যভঙ্গ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যহীন—রোগা, অসুস্থ; ভগ্নস্বাস্থ্য। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বাহা—১। দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতপ্রদান; ঐ দানের মন্ত্র। সু (সুন্দরভাবে)—আ—হ্বে (আহ্বান করা)+ড করণ+স্ত্রী আপ্; কিংবা, স্বদ্ (আস্বাদন করা)+ড করণ (দ-স্থানে হ)। অ। ২। দক্ষরাজের কন্যা, অগ্নিদেবের ভার্যা; মাতৃকা বিঃ। সু—আ—হ্বে+ড কর্ম+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

স্বাহানাথ, -পতি, -প্রিয়—অগ্নি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্বাহাভুক্ (-ভুজ্)—দেবতা। উপতৎ; স্বাহা—ভুজ্+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

স্বিন্ন—স্বেদযুক্ত, ঘর্মযুক্ত, ঘর্মাক্ত; আর্দ্র; পক্ব; ক্লিন্ন। স্বিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্বিন্নকায়, -দেহ—১। ঘর্মাক্তকলেবর, যাহার শরীর ঘামিয়াছে এমন। স্বিন্ন কায়, দেহ যাহার, বহু। বিণ। ২। ঘর্মাক্ত শরীর। কর্মধা। বি; পুং, পুং বা স্ত্রী।

স্বীকার—অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা; সম্মতি; মানা, কবুল; পরিগ্রহ; প্রতিগ্রহ, গ্রহণ; আয়ত্তীকরণ; বশীকরণ। স্ব (আপন)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

স্বীকারোক্তি—স্বীকারসূচক বাক্য। স্বীকারের উক্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বীকার্য(র্য্য)—যাহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে বা লওয়া উচিত এমন। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

স্বীকৃত—সম্মত; অঙ্গীকৃত; পরিগৃহীত; প্রতিগৃহীত, গৃহীত; আয়ত্তীকৃত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্বীকৃতি—স্বীকার, মানা। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

স্বীয়—নিজ, স্বকীয়, আপনার, আত্মীয়। স্ব+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

স্বীয়া—১। নায়িকা বিঃ, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকা। বি; স্ত্রী। ২। স্বকীয়া। স্বীয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছা—আপন ইচ্ছা, যদৃচ্ছা, স্বচ্ছন্দ। স্ব-র ইচ্ছা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাকৃত—নিজের ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত। স্বেচ্ছায় কৃত, সুপ্। বিণ।

স্বেচ্ছাক্রম—নিজের ইচ্ছা। স্বেচ্ছার ক্রম, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং। ক্রি-বিণ—**স্বেচ্ছাক্রমে**।

স্বেচ্ছাচার—নিজবাসনারূপ কার্যকরণ; স্বাধীনতা; অবাধ্যতা; অসংযত আচরণ। স্বেচ্ছা—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-চারী** (-চারিন্)।

স্বেচ্ছাচারিণী—আপন ইচ্ছামত কার্যকারিণী; অবাধ্যা; স্বাধীনা, স্বৈরিণী। স্বেচ্ছাচারিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারিতা—স্বাধীনতা; উচ্ছৃঙ্খলতা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছাচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-চারী** (-চারিন্)।

স্বেচ্ছাচারী (-চারিন্)—স্বাধীন, যে আপন ইচ্ছানুরূপ আচরণ করে এমন; অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। স্বেচ্ছা—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

স্বেচ্ছাধীন—স্বাধীন; আপন ইচ্ছানুযায়ী, স্বচ্ছন্দানুবর্তী। স্বেচ্ছার অধীন, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্বেচ্ছানুবর্তি(র্ত্তি)তা—স্বেচ্ছাচার, নিজের ইচ্ছামত চলা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছানুবর্তিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছানুবর্তী (-বর্তিন্), **-বর্ত্তী** (-বর্ত্তিন্)—অবাধ্য, স্বাধীন। উপতৎ; স্বেচ্ছা—অনু—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত—নিজের ইচ্ছা দ্বারা প্রবর্তিত; নিজের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত—আপন ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত। স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত, সুপ্। বিণ।

স্বেচ্ছামৃত্যু—১। আপন ইচ্ছায় মরণ। স্বেচ্ছায় মৃত্যু, সুপ্। ২। ভীষ্ম। স্বেচ্ছায় মৃত্যু যাঁহার, বহু। বি; পুং।

স্বেচ্ছাসেবক—আপন ইচ্ছায় বিনা বেতনে সেবাকারী, volunteer. স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবক, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং। স্ত্রী, **-সেবিকা**।

স্বেদ—১। ঘর্ম, ঘাম; ক্লেদ; তাপ; বাষ্প, উষ্মা। স্বিদ্ (ঘর্মোক্ত হওয়া ইঃ)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। গরম বাষ্পের ভাপরা; সেক। বাংপ্র। বি।

স্বেদজ—ঘাম হইতে উৎপন্ন, উষ্মজাত। উপতৎ; স্বেদ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

স্বেদন—স্বেদ, ঘর্ম; ঘর্মজনন, ঘর্মোৎপত্তি; ঘর্মনিঃসারণ; ভাপরা দেওয়া। স্বিদ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্বেদাপ্লুত, স্বেদার্দ্র—ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা আপ্লুত, আর্দ্র, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্বেদিত—ঘামযুক্ত। স্বেদ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

স্বৈর—১। স্বাধীন, আত্মবশ, স্বচ্ছন্দ, অসংযত; মন্দ, জড়। স্ব—ঈর্+অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বিণ। ২। স্বেচ্ছাধীনতা; যথেচ্ছাচার। স্ব—ঈর্+অচ্ ভাব। বি; ক্লী।

স্বৈরচার, স্বৈরাচার—স্বেচ্ছাচার, যদৃচ্ছা ব্যবহার, যথেচ্ছাচার। স্বৈর—চর্, আ—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-চারী** (-চারিন্)।

স্বৈরচারপরায়ণ, স্বৈরাচারপরায়ণ—স্বেচ্ছাচারী; ব্যভিচারী; অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। স্বৈরচার, স্বৈরাচার পরায়ণ যাহার, বহু। বিণ।

স্বৈরচারিণী, স্বৈরাচারিণী—স্বেচ্ছাচারিণী; ব্যভিচারিণী। স্বৈরচারিন্, স্বৈরাচারিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরচারিতা, স্বৈরাচারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা; ব্যভিচারিতা। স্বৈরচারিন্, স্বৈরাচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ, **-চারী** (-চারিন্)।

স্বৈরচারী (-চারিন্), **স্বৈরাচারী**—(-চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। উপতৎ; স্বৈর—চর্ (গমন করা), আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

স্বৈরতা, স্বৈরিতা—স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচারিতা। স্বৈর, স্বৈরিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী। বিণ—**স্বৈরী** (-রিন্)।

স্বৈরিণী—স্বেচ্ছাচারিণী; অবাধ্যা; ব্যভিচারিণী, চতুঃপুরুষগামিনী। স্বৈরিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরিতা—'স্বৈরতা' দ্রঃ।

স্বৈরিন্ধ্রী—পরগৃহবাসিনী শিল্পকারিণী রমণী। স্বৈর (স্বাচ্ছন্দ্য)—ধৃ+ক কর্তৃ+ঈপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

স্বৈরী (স্বৈরিন্)—স্বেচ্ছাচার, অবাধ্য; ব্যভিচারী স্ব—ঈর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্বৈরিণী**।

স্বোদরপূর্তি(র্ত্তি)—নিজের পেট ভরা; নিজের স্বার্থসাধন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্বোপার্জি(র্জ্জি)ত—নিজের অর্জিত। স্ব কর্তৃক উপার্জিত, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্মর—১। কামদেব, মদন। স্মৃ (স্মরণ করা) +অপ্ কর্ম। ২। স্মরণ। স্মৃ+অপ্ ভাব। বি; পুং। ৩। স্মরণকর্তা ('জাতিস্মর')। স্মৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

স্মরগরল—কামবিষ; উৎকট কাম। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

স্মরগুরু—শ্রীবিষ্ণু; কন্দর্পের পিতা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মরণ—ধ্যান, চিন্তা; স্মৃতি, মনে করা, মনে থাকা, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান। স্মৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্মরণশক্তি মনে রাখিবার ক্ষমতা; স্মৃতিশক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মরণাতীত—যে পর্যন্ত মনে করা যায় তাহারও পূর্ববর্তী, স্মৃতির অতিরিক্ত; অতি প্রাচীন। স্মরণকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

স্মরণীয়—মনে রাখিবার মত, স্মর্তব্য। স্মৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

স্মরদশা—মদনাবস্থা, কামদশা; নয়নের প্রীতি, মনের আসক্তি; সংকল্প অনিদ্রা ক্ষীণতা বিষয়বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য লজ্জানাশ উন্মাদ মূর্চ্ছা ও মৃত্যু—এই দশ দশা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মরপ্রিয়া—রতি, কামপত্নী। স্মরের (কামদেবের) প্রিয়া (পত্নী), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মরহর, স্মরারি—শিব। উপতৎ; স্মর (কামদেব)—হৃ+অচ্ কর্তৃ; স্মরের অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মর্ত(র্ত্ত)ব্য—স্মৃতিযোগ্য, স্মরণীয়। স্মৃ (স্মরণ করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

স্মারক—স্মৃতিজনক, যাহা মনে করাইয়া দেয় এমন, reminder, memento. স্মৃ+ণিচ্ (=স্মারি, স্মরণ করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্মারিকা**।

স্মারকলিপি—যে চিঠি বা লেখা দেখিয়া কোন কিছু মনে পড়ে তাহা, কোন বিষয় মনে করাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র, memorandum. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্মারণ—মনে করাইয়া দেওয়া, মনে করানো। স্মৃ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্মারিত যাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে বা হয় এমন। স্মৃ+ণিচ্ (=স্মারি, স্মরণ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্মার্ত(র্ত্ত)—১। স্মৃতিসম্বন্ধীয়; স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত। বিণ। স্ত্রী—**স্মার্ত্তী**। ২। স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। স্মৃতি+অণ্ আত্মার্থে, অধীতার্থে। বি; পুং।

স্মিত—১। ঈষৎ হাস্য। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। হসিত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত; বিস্মিত; বিকসিত। স্মি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্মিতবদন, -মুখ—১। সহাস্য বদন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সহাস্যবদনযুক্ত। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-বদনা, -মুখা, -মুখী**।

স্মিতানন—১। সহাস্যবদন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সহাস্যবদনযুক্ত। স্মিত আনন যাহার, বহু। বিণ।

স্মৃত—স্মরণের বিষয়, যাহার স্মরণ হইয়াছে এমন। স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্ত কর্মবা। বিণ।

স্মৃতি—১। স্মরণ, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান। স্মৃ+ক্তি ভাব। ২। মনু প্রঃ মুনিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসংহিতা; জ্ঞান; বুদ্ধি; ইচ্ছা। স্মৃ+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

স্মৃতিচিহ্ন, -নিদর্শন—যাহা দেখিলে কোন কিছু মনে পড়ে এমন বস্তু। স্মৃতিজনক চিহ্ন, নিদর্শন, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

স্মৃতিপট—স্মরণরূপ আলেখ্য; যাহাতে কোন কিছু অঙ্কিত থাকে। রূপক কর্মধা। বি; পুং।

স্মৃতিপথ—স্মরণমার্গ; যে সকল বস্তু মনে উদিত হইতেছে তাহাদের পরম্পরা। রূপক কর্মধা বা ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মৃতিবার্ষিকী—কোন ঘটনা ঘটিবার তারিখে প্রতি বৎসরে অনুষ্ঠিত উৎসব। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

স্মৃতিবিভ্রম—স্মরণশক্তির বিপর্যয়, কোন কিছু ঠিক মনে করিতে না পারা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

স্মৃতিবিরুদ্ধ—ধর্মশাস্ত্রের বিপরীত। স্মৃতির বিরুদ্ধ, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্মৃতিভ্রংশ—স্মরণশক্তির লোপ, বিস্মৃতি। ৬ষ্ঠীতৎ বা ৫মীতৎ। বি; পুং।

স্মৃতিমন্দির—মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থ নির্মিত মন্দির। স্মৃতিজনক মন্দির, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

স্মৃতিমান্ (-মৎ)—স্মরণযুক্ত, স্মরণকারী; তীক্ষ্ণস্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। স্মৃতি (স্মরণ)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মতী**।

স্মৃতিরক্ষা—যাহাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিষয় লোকের মনে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মৃতিশক্তি—মনে রাখিবার ক্ষমতা, স্মরণশক্তি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

স্মৃতিশাস্ত্র—মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত প্রভৃতিকৃত ব্যবস্থা ও নিয়ম-জ্ঞাপক শাস্ত্র। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

স্মৃতিস্তম্ভ—মৃত ব্যক্তি বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে নির্মিত স্তম্ভ। মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

স্মের—ঈষৎ হাস্যযুক্ত; বিকসিত; স্পষ্ট, স্ফুট, ফুট। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+র কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

স্যন্দন—১। রথ; বায়ু; তিনিশবৃক্ষ। স্যন্দ্+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। ক্ষরণ; গতি, গমন; বেগ। স্যন্দ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**স্যন্দিত**।

স্যন্দনী, স্যন্দিনী—১। লালা, মুখজাত জল। স্যন্দ্+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্; স্যন্দ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। ২। গাভী; যমজ বৎস প্রসব করে এরূপ গাভী। স্যন্দ্+অন্তর্ভূত ণিচ্+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্; পক্ষে ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্যন্দী (স্যন্দিন্)—ক্ষরণশীল; গমনশীল। স্যন্দ্+ণিন্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

স্যাঁৎসেঁতে—ভিজা ভিজা। স্যাঁৎসেঁৎ (অনুকার অব্যয়)+এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বিণ।

স্যূত—বোনা; সেলাই-করা; রিপু-করা; সুতা-বসানো; গ্রথিত। সিব্ (সেলাই করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্যূতি—১। তন্তুসন্তান, বোনা; সেলাই করা। সিব্+ক্তি ভাব। ২। বংশ, সন্ততি; থলিয়া। সিব্+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

স্রংসন—অধঃপতন, স্খলন; বিশ্লেষ, বিচ্যুতি। স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্রংসী (স্রংসিন্)—অধঃপতনশীল; চ্যুতিশীল; স্খলিত, ভ্রষ্ট, পতিত। স্রন্স্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী-**স্রংসিনী**।

স্রক্ (স্রজ্)—ফুলের মালা, হার। সৃজ্+ক্বিপ্ কর্ম (সৃজ্-স্থানে 'স্রজ্')। বি; স্ত্রী।

স্রগ্ধর—মাল্যধারী। স্রকের ধর, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ।

স্রগ্ধরা—একবিংশত্যক্ষরপাদকচ্ছন্দ বিঃ। স্রগ্ধর+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্রব, স্রবণ—১। পতন, গলন; ক্ষরণ। স্রু+অপ্, অনট্ ভাব। ২। উৎস, ফোয়ারা। স্রু+অপ্, অনট্ অপা। বি; পুং, ক্লী।

স্রবন্তী—১। নদী, নির্ঝরিণী। স্রু+অতি

কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ক্ষরণশীলা। স্রু+শতৃ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্রষ্টব্য—সৃষ্টিযোগ্য। সৃজ্+তব্য কর্ম। বিণ।

স্রষ্টা (স্রষ্টৃ)—১। বিধাতা, ব্রহ্মা ; মহাদেব, শিব। বি ; পুং। ২। সৃষ্টিকর্তা। সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্রষ্ট্রী**।

স্রস্ত—চ্যুত, ক্ষরিত ; বিগলিত ; স্থলভ্রষ্ট ; বিযুক্তীকৃত ; শিথিল। স্রন্স্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**স্রংস, স্রংসন**।

স্রাব—ক্ষরণ, গলন, পতন ; ভ্রংশ। স্রু+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

স্রাবক—১। ক্ষরণশীল, যাহা ক্ষরিত হয় এমন ; যাহা ক্ষরণ করায় এমন। স্রু অথবা স্রু+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্রাবিকা**। ২। মরিচ। স্রাবি+ণক কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

স্রুত—গলিত ; ক্ষরিত ; পতিত ; চুয়ানো। স্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**স্রাব, স্রুতি**।

স্রুতি—নিস্তন্দ, ক্ষরণ ; গলন ; পতন। স্রু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্রেফ—'সেরেফ' (তাহা দ্রঃ)।

স্রোত, স্রোতঃ (স্রোতস্)—১। জলপ্রবাহ। স্রু+তস্, অসচ্ কর্তৃ (ত-আগম)। ২। ইন্দ্রিয়। স্রু+তস্, অসচ্ অপা। বি ; স্ত্রী।

স্রোতস্বতী, -স্বিনী—১। নদী। বি ; স্ত্রী। ২। স্রোতোযুক্তা। স্রোতস্+মতুপ্, বিন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্রোতস্বান্ (-বৎ), **স্রোতস্বী** (-বিন্)—স্রোতোবিশিষ্ট। স্রোতস্+মতুপ্, বিন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-স্বতী, -স্বিনী**।

স্রোতোজল—প্রবাহবিশিষ্ট জল। স্রোতের ('স্রোতস্'-শব্দ) জল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

স্রোতোবহা—নদী। স্রোতস্—বহ্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

স্রোতোবেগ—স্রোতের প্রবলতা ; জলধারার দ্রুতগতি। স্রোতের ('স্রোতস্'-শব্দ) বেগ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

স্রোতোহীন—প্রবাহশূন্য, স্থির। স্রোত ('স্রোতস্'-শব্দ) দ্বারা হীন, ৩য়াতৎ। বিণ।

স্লেট—সেলেট, লিখিবার উপযোগী কাল পাথরের পাতলা তক্তা। <ইং 'slate'. বি।

[হ]

হ—১। ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ [ইহা কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় ; ইহা ঘোষবৎ ও উষ্মবর্ণ]। ২। শ্রীবিষ্ণু ; শিব ; জল ; শূন্য। বি ; পুং। ৩। আহ্বান ; অস্ত্রশস্ত্র। হা+ক কর্তৃ, কিংবা, হন্ (বধ করা)+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। ৪। সম্বোধন। ৫। অবিশ্বাসসূচক শব্দ ; হঁ, হাঁ। বাংপ্র। ৬। যদিও, তবুও ; এবং। প্রা কপ্র। ৭। "অ" এবং "ও" এই দুই বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ("সেহ গলায় ভরেছে"—কাশী)। কপ্র। অ।

হইচই—চিৎকার, গোলমাল। বাংপ্র। বি।

হইতে—অপেক্ষা, চেয়ে ; থেকে ; অবধি। বাংপ্র। অ।

হইয়া—১। হইবার পর। অস-ক্রি। ২। মধ্য দিয়া (via—যেমন 'কলিকাতা—')। বাংপ্র। অ।

হইহই—হইচই (তাহা দ্রঃ)।

হওন—হওয়া। বাংপ্র। বি।

হওয়া—ঘটা ; জন্মা ; পর্যাপ্ত হওয়া ; শেষ হওয়া ; বিদ্যমান থাকা ; জন্মানো ; বৃদ্ধি পাওয়া ; স্থাপিত হওয়া ; প্রতিনিধিরূপে থাকা ; অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ; সম্বন্ধযুক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

হংস—১। হাঁস ; তপস্বী। হন্ (বধ করা)+স কর্ম। ২। শ্রীবিষ্ণু ; ব্রহ্মা ; শিব ; সূর্য ; পরমাত্মা ; পরমব্রহ্ম ; অশ্ব ; মাৎসর্য ; মহিষ ; গূঢ়মন্ত্র বিঃ, অজপামন্ত্ররূপবর্ণ ; নির্লোভ যতি ; নরপতি ; গুরু ; পর্বত ; বৎসর ; (শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রধান। হন্ (গমন করা, নাশ করা)+স কর্তৃ। ৩। ভেষজ। হন্+অচ্ কর্তৃ (সুক্-আগম)। বি ; পুং।

হংসক—১। পাদাভরণ বিঃ, মল, নূপুর। হংস—কৈ (প্রকাশ করা)+ক কর্তৃ। ২। হংস ; রাজহংস ; বাদ্যের তাল বিঃ। হংস+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

হংসগামিনী—হাঁসের মত হেলিয়া দুলিয়া গমনকারিণী নারী ; ব্রহ্মাণীদেবী। উপতৎ ; হংস—গম্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

হংসডিম্ব—হাঁসের ডিম। হংসীর ডিম, ৬ষ্ঠীতৎ (পুংবদ্ভাব)। বি ; পুং।

হংসনাদিনী—পরমা সুন্দরী স্ত্রী (যাহার মধ্যভাগ ক্ষীণ, নিতম্বদেশ বিপুল, গমন হস্তীর ন্যায়, স্বরও কোকিলের ন্যায়)। উপতৎ ; হংস—নদ্ (শব্দ করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

হংসবাহন, -রথ—ব্রহ্মা, প্রজাপতি। হংস বাহন, রথ যাঁহার, বহু। বি ; পুং।

হংসারূঢ়—ব্রহ্মা। হংসকে আরূঢ়, ২য়াতৎ ; বা, হংসে আরূঢ়, ৭মীতৎ। বি ; পুং।

হংসী—স্ত্রী-হংস ; ছন্দ বিঃ। হংস+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

হক—১। যথার্থ, ন্যায্য। বিণ। ২। স্বত্ব, ন্যায্য অধিকার। <আ 'হক্'। বি।

হককথা—উচিত কথা, খাঁটী সত্য বিষয়। কর্মধা। আ-মি। বি।

হকদার—ন্যায্য পাওনাদার। আ-মি। বি। বিণ, **-দারী**।

হকার—১। হ এই বর্ণ। হ+কার স্বার্থে। বি ; পুং। ২। ফেরিওয়ালা। <ইং 'hawker'. ৩। আহ্বান। প্রা কপ্র। বি।

হকি—একপ্রকার খেলা, যষ্টি দ্বারা বল খেলা বিঃ। <ইং 'hockey'. বি।

হকিকত—সত্যতা ; সত্য বিবরণ, তথ্য। আ। বি। [বি।

হকিয়ত—স্বত্বসাব্যস্তের মকদ্দমা। আ।

হজ—মুসলমানদের মক্কাতীর্থে গমন ও তথায় তীর্থকৃত্য-সমাপন। <আ 'হজ্জ্'। বি।

হজম—পরিপাক ; আত্মসাৎ করা। <আ 'হজ্ম্'। বি। **অপমান হজম করা**—অপমানিত হইয়া চুপ করিয়া যাওয়া। **কথা হজম করা**—গোপনীয় কথা কাহারও নিকট না বলিয়া থাকা।

হজমী—পরিপাকজনক। হজম+ঈ কারক অর্থে। আ-মি। বিণ।

হজরত—প্রভু ; মহাপুরুষ ; পীর। <আ 'হজ্রত'। বি বা বিণ।

হট্—অবিবেকিতা ; শীঘ্রতা । বাংপ্র । অ । **হট্ হট্ করিয়া চলা**—টো টো করিয়া চলা ; অশোভন ভাবে ইতস্ততঃ চলা ।

হটা, হঠা—পশ্চাৎ গমন করা ; পরাস্ত হওয়া ; নিরস্ত হওয়া । বাংপ্র । ক্রি ।

হটানো—পরাস্ত করা ; নিরস্ত করা ; পিছনে যাইতে বাধ্য করা । বাংপ্র । ক্রি [, বি, বিণ] ।

হট্ট—ক্রয়বিক্রয়স্থান, হাট । হট্ (দীপ্তি পাওয়া) + ট কর্তৃ । বি ; পুং ।

হট্টগোল—কোলাহল, হইচই । হট্টোচিত গোল, মধ্যপ কর্মধা । বাংপ্র । বি ।

হট্টবিলাসিনী—বারাঙ্গনা, বেশ্যা । ৬ষ্ঠী-তৎ । বি ; স্ত্রী ।

হট্টমন্দির—(ব্যঙ্গার্থে) বাজারের চালা । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

হঠ—১ । বলপ্রয়োগ ; বলাৎকার ; লুঠ ; প্রসভ ; পশ্চাদাসক্তি । হঠ্ + ঘ করণ । বি ; পুং । **২** । অবিবেচনা ; উপেক্ষা ; বিবাদ ; পরাভব ("মদন কৌতুকী দিয়ে হঠ নাহি মান"—বিদ্যা) ; বলের সহিত অনুষ্ঠিত ("হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল"—বিদ্যা) । প্রা কপ্র । বি বা বিণ ।

হঠকারিতা—অবিমৃষ্যকারিতা, অবিবেকিতা । হঠকারিন্ + তা ভাবে । বি ; স্ত্রী । বিণ, **-কারী** (-কারিন্) ।

হঠকারী (-কারিন্)—অবিবেকী, অবিমৃষ্যকারী ; গোঁয়ার । উপতৎ ; হঠ—কৃ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-কারিণী** ।

হঠবন্দীকরণ—বলপূর্বক কারারুদ্ধ করা । হঠ (বল) দ্বারা বন্দীকরণ, সুপ্ । বি ; স্ত্রী ।

হঠযোগ—নেতি ধৌতি বস্তি প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধ্য যোগ-প্রক্রিয়া, কুম্ভকাদি কৃচ্ছ্রযোগ । হঠসম্পাদ্য যোগ, মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

হঠাৎ—অকস্মাৎ, দৈবাৎ, আচম্বিৎ ; সহসা ; বিবেচনা না করিয়া ; সবলে । হঠ + ৫মী ১ম স্থানে আৎ । ক্রি-বিণ । অ ।

হঠাৎকার—হঠকারিতা । হঠাৎ—কৃ + ঘঞ্ ভাব । বি ; পুং ।

হড়কা—১ । পিচ্ছিল । বিণ । **২** । খটকা টান । বাংপ্র । বি ।

হড়কানো—পিছলাইয়া যাওয়া, পিছলানো । বাংপ্র । ক্রি [, বি] ।

হড়বড়—ব্যস্ততা । বাংপ্র । অ ।

হড়বড়ে—ব্যস্ততাপরায়ণ, ব্যস্তবাগীশ । হড়বড় + এ (<ইয়া) করে অর্থে । বাংপ্র । বিণ ।

হড়হড়ে—পিচ্ছিল ; গড়াইয়া যাইবার ভাবযুক্ত । হড়হড় (পিচ্ছিলতার ভাবপ্রকাশ) + এ (<ইয়া) করে অর্থে । বাংপ্র । বিণ ।

হড্ডিক, হড্ডিক—হাড়িজাতি, ঝাড়ুদার । হড্ + ইকক্ কর্তৃ (নিপা) । বি ; পুং ।

হড্ড—অস্থি, হাড় । হঠ্ + ড কর্তৃ । বি ; স্ত্রী ।

হড্ডিক—'হড়িক' দ্রঃ ।

হণ্ডা—হাঁড়ি । হন্ + ড কর্তৃ + আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

হণ্ডিকা, হণ্ডী—মৃৎপাত্র বিঃ, হাঁড়ি । হণ্ডা + কন্ স্বার্থে + আপ্ ; হণ্ডা + ঙীপ্ । বি ; স্ত্রী ।

হত—১ । বিনাশপ্রাপ্ত, বিনষ্ট ; ব্যাহত, প্রতিহত ; গুণিত ; কুৎসিত ; তুচ্ছ ; দগ্ধ ; মন্দ ('হতভাগ্য') । হন্ (বধ করা) + ক্ত কর্ম । বিণ । **২** । হনন ; গুণন । হন্ + ক্ত ভাব । বি ; স্ত্রী ।

হতক—নীচ ; ভীরু, কাপুরুষ ; নষ্টপ্রায় ; মৃত ; হতভাগ্য । হত + কন্ স্বার্থে, সদৃশার্থে । বিণ । স্ত্রী—**হতিকা** ।

হতচেতন—সংজ্ঞাশূন্য, মূর্ছাগত, মূর্ছিত হতা চেতনা যাহার, বহু । বিণ ।

হতচ্ছাড়া—হতভাগ্য, পাজি ; লক্ষ্মীছাড়া । <হতশ্রী । বিণ ।

হতজীবিত—মৃত, গতাসু । হত জীবিত (প্রাণ) যাহার, বহু । বিণ ।

হতজ্ঞান—জ্ঞানশূন্য, জ্ঞানহারা । হত জ্ঞান যাহার, বহু । বিণ ।

হতপ্রভ—প্রভাশূন্য, নষ্টপ্রভ । হতা প্রভা যাহার, বহু । বিণ ।

হতপ্রায়—প্রায় নিহত ; নষ্টপ্রায় । প্রায় হত, সুপ্, অথবা, হতের তুল্য, নিত্য । বিণ ।

হতবল—১ । বলহীন ; নষ্টশক্তি । হত বল যাহার, বহু । বিণ । **২** । লুপ্তশক্তি, বিনষ্ট বল । কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

হতবুদ্ধি—স্তম্ভিত, জ্ঞানহারা, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ; ভ্যাবাচেকা । হতা বুদ্ধি যাহার, বহু । বিণ ।

হতভম্ব—হতবুদ্ধি । বাংপ্র । বিণ ।

হতভাগা—ভাগ্যহীন ; পোড়াকপালে ; গালি বিঃ । হত ভাগ (ভাগ্য), কর্মধা + আ বিশিষ্টার্থে । বাংপ্র । বিণ । স্ত্রী, **-ভাগী -ভাগিনী** ।

হতভাগ্য—ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট । বহু । বিণ ।

হতমান—অবমানিত, যাহার সম্মান নষ্ট হইয়াছে এমন । হত হইয়াছে মান যাহার, বহু । বিণ ।

হতশ্রদ্ধ—বীতশ্রদ্ধ, যাহার শ্রদ্ধা দূর হইয়াছে এমন । হতা শ্রদ্ধা যাহার, বহু । বিণ ।

হতশ্রদ্ধা—অশ্রদ্ধা, অনাদর, অবজ্ঞা । বাংপ্র । বি ।

হতশ্রী—শোভাশূন্য, শ্রীহীন । হতা শ্রী যাহার, বহু । বিণ ।

হতাদর—১ । যাহার প্রীতি বা আদর নষ্ট হইয়াছে এমন ; অনাদৃত । হত আদর যাহার বা যাহাতে, বহু । বিণ । **২** । অসম্মান, অনাদর, অমর্যাদা । হত (বিনষ্ট) আদর, কর্মধা । বি ; পুং ।

হতাশ—নিরাশ, আশারহিত ; নির্দয় ; দুষ্ট ; নিষ্ফল, বন্ধ্য ; দুর্বল । হতা (বিনষ্টা) আশা (আকাঙ্ক্ষা) যাহার, বহু । বিণ ।

হতাশা—নৈরাশ্য । হতা আশা, কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

হতাশ্বাস—১ । সান্ত্বনাশূন্য ; নিরাশ । হত আশ্বাস যাহার, বহু । বিণ । **২** । নৈরাশ্য । হত আশ্বাস, কর্মধা । বি ; পুং ।

হতি—বধ, হনন ; ব্যাঘাত ; অপকর্ষ ; গুণন । হন্ (বধ করা) + ক্তি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

হতে—১ । হইতে, থেকে । অ । **২** । ঘটিতে । বাংপ্র । অস-ক্রি । **হতে করতে**—আগা গোড়া কাজ শেষ হইতে । **হতে পারে**—সম্ভবতঃ ।

হতোদ্যম—১ । নিরুৎসাহ, ভগ্নোৎসাহ । হত উদ্যম যাহার, বহু । বিণ । **২** । নষ্ট উৎসাহ । কর্মধা । বি ; পুং ।

হতোঽস্মি—(পুরুষের উক্তি) আমি হত হইলাম । হতঃ (অর্থাৎ বিনষ্ট) + অস্মি (হইলাম) । ক্রিয়া । স্ত্রীর উক্তি—**হতাস্মি** ।

হত্যা—১ । বধ, হনন ; বিনাশ, হিংসা । হন্ (বধ করা) + ক্যপ্ ভাব + আপ্ । বি ; স্ত্রী । **২** । অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বা প্রত্যাদেশ-লাভের জন্য দেবতার মন্দিরে ধরনা ('—দেওয়া') । বাংপ্র । বি ।

হত্যাকাণ্ড—হত্যারূপ ব্যাপার ; মানুষ খুন । কর্মধা । বি ; পুং বা স্ত্রী ।

হত্যাকারী (-কারিন্)—ঘাতক ; প্রাণনাশ-কারী । উপতৎ ; হত্যা—কৃ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-কারিণী** ।

হত্যাপরাধ—বধজনিত পাপ ; বধ করা রূপ অপরাধ । মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

হদিস—হিসাব ; সন্ধান ; পাত্তা ; পরম্পরাগত হজরত মোহাম্মদের উপদেশাবলী ; মহম্মদীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র । আ । বি ।

হদ্দ—চূড়ান্ত ; শেষ ; সীমা ; বড় জোর । <আ 'হদ্' । বি বা অ ।

হদ্দমুদ্দ—বড় জোর । আ । অ ।

হনন—হত্যা, বধ, মারণ ; আঘাত ; সংবর্ধন । হন্ + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

হননীয়—হন্তব্য, বধযোগ্য । হন্ + অনীয় কর্ম । বিণ ।

হনহন—গমনের দ্রুততাবোধক শব্দ । বাংপ্র । অ ।

হনু—হইলাম । বাংপ্র । ক্রি ।

হনু, হনূ—১ । গণ্ডদেশের উপরিভাগ,

চোয়াল। হন্ (বধ করা)+উ কর্ম, পক্ষে উপ্। বি; পুং বা স্ত্রী, স্ত্রী। ২। রামায়ণ বর্ণিত মহাবীর হনুমান্। কথ্য। বি।

হনুমান্ (-মৎ), হনূমান্ (-মৎ)—একশ্রেণীর বড় কালমুখ বানর, langur; শ্রীরামচন্দ্রের সেবক অঞ্জনাগর্ভজাত বানর। হনু, হনূ+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; পুং।

হন্ত—খেদ; বিষাদ; অনুকম্পা, করুণা; সম্ভ্রম; বাক্যারম্ভ; হর্ষ। হন্+ত ভাব। অ। [বিণ।

হন্তদন্ত—ব্যস্তসমস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। বাংপ্র।

হন্তব্য—বধযোগ্য, হননীয়। হন্ (বধ করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

হন্তা (হন্তৃ)—হননকর্তা, বধকারক, যে বধ করে। হন্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—হন্ত্রী।

হন্তারক—প্রতিবন্ধক; বিঘ্নকারী; হত্যাকারী। <অন্তরায়। বি বা বিণ।

হন্দর—১। প্রায় ১ মন ১৫ সের ওজন। <ইং 'hundred-weight'। ২। তাসখেলায় ক্রমিক তাসসমষ্টিবিশেষ। <ইং 'hundred'। বি।

হন্য—হননীয় (তাহা দ্রঃ)।

হন্যমান—যাহাকে হনন (বধ) করা হইতেছে এরূপ। হন্ (বধ করা)+শানচ্ কর্ম। বিণ।

হন্যা, হন্যে—ক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান; ক্ষিপ্ত; খুনী; যাহার খুন চাপিয়াছে এমন। <হত্যা। বিণ।

হপ্তা—সপ্তাহ। <ফা 'হফ্‌তহ্'। বি।

হব—১। হোম, যজ্ঞ। হু+অপ্ অধি, ভাব। ২। আহ্বান; আজ্ঞা। হ্বে+অপ্ ভাব। বি; পুং। ৩। হইব। বাংপ্র। ক্রি।

হবন—হোম, যজ্ঞ। হু+অনট্ অধি, ভাব। বি; পুং।

হবনী—হোমকুণ্ড। হু+অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হবনীয়—১। যজ্ঞের উপযুক্ত, হোমযোগ্য। হু+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। যজ্ঞার্থ বস্তু। হু+অনীয় করণ। বি; ক্লী।

হবা—ইহুদী, খ্রীষ্টান মুসলমানদের প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আদি মানবী, eve. আ। বি।

হবিঃ (হবিস্), (>হবি)—১। ঘৃত; হব্যঘৃত; হবনীয় দ্রব্যমাত্র; জল। হু (হোম করা)+ইস্ করণ। ২। হোম। হু+ইস্ ভাব। বি; ক্লী।

হবিত্রী—হোমকুণ্ড, হবনী। হু (হোম করা)+ইত্র অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হবির্ভুক্ (-ভুজ্)—অগ্নি; দেবতা। উপতৎ; হবিস্—ভুজ্+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

হবিষ্য—১। ঘৃতান্ন; নিরামিষ ঘৃতমিশ্রিত আতপান্ন। হবিস্ (ঘৃত)+যৎ যুক্তার্থে। ২। গব্যনবনীত, ঘৃত। হবিস্+যৎ হিতার্থে। বি। **হবিষ্য (<হবিষ্যি) করা**—ব্রতাদি উদ্‌যাপনে বা মহাগুরুনিপাতে হবিষ্যান্ন-ভোজন।

হবিষ্যান্ন—ঘৃতমিশ্রিত নিরামিষ আতপ-তণ্ডুলান্ন, হবিষ্যি ভাত। হবিষ্য-অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

হবিষ্যাশী (-শিন্)—হবিষ্যান্ন ভোজনকারী। উপতৎ; হবিষ্য—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -শিনী।

হবু—যে হইবে এমন, ভাবী, would-be. বাংপ্র। বিণ।

হবুচন্দ্র—প্রবাদোক্ত মূর্খ নৃপতি বিঃ ('হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী')। বাংপ্র। বি।

হবো-হবো—যাহা হইবার উপক্রম হইয়াছে এমন; আসন্ন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হব্য—১। ঘৃত, হবিঃ; চরু প্রঃ, ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু, হোমার্থ দ্রব্য। হু (হোম করা)+যৎ করণ। ২। হোম। হু+যৎ ভাব। বি; ক্লী। ৩। হোমযোগ্য, হবনীয়। হু+যৎ কর্ম। বিণ।

হব্যকব্য—দেবতা ও পিতৃপুরুষের জন্য পক্ব অন্ন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

হব্যবাহ, -বাহন—অগ্নি, অনল, বহ্নি। হব্য (হবনীয় দ্রব্য)—বহ্ (বহন করা)+অণ্, বহ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বি; পুং।

হব্যাশ—অগ্নি। উপতৎ; হব্য—অশ্ (ভক্ষণ করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

হব্যাশন—অগ্নি। হব্য অশন যাহার, বহু। বি; পুং।

হম্বা, হম্ভা, হম্মা—গোধ্বনি, গরুর ডাক, গরুর শব্দ। হম্—বা+অঙ্ ভাব+আপ্; হম্ (অনুকরণ-শব্দ)—ভা+অঙ্ ভাব+আপ্; হম্—মা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

হয়—১। ঘোড়া, অশ্ব, ঘোটক; ইন্দ্র; সপ্তসংখ্যা, সাত। হয়্ বা হি+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। দুইটি বৈকল্পিক শব্দের প্রথমটির পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ [পরের শব্দটির পূর্বে 'নয়' বসানো হয়]। বাংপ্র। অ। **হয়কে নয় করা**—সত্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করা।

হয়গ্রীব—দৈত্য বিঃ; বিষ্ণুর অবতার বিঃ, নৃসিংহ অবতার; রাজর্ষি বিঃ। হয়ের (ঘোটকের) গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বি; পুং।

হয়ত, হয়তো—সম্ভবতঃ। বাংপ্র। অ।

হ-য-ব-র-ল—১। বিশৃঙ্খলা। বি। ২। বিশৃঙ্খল; হতভম্ব। বাংপ্র। বিণ।

হয়রান—শ্রান্ত; নাকাল, উত্ত্যক্ত; লাঞ্ছিত। আ। বিণ।

হয়রানি—লাঞ্ছনা, ক্লান্তি; নাকালের হদ্দ। আ-মূ। বি।

হয়শীর্ষ—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ; শালগ্রাম-মূর্তি বিঃ। হয়ের শীর্ষের ন্যায় শীর্ষ যাহার, বহু। বি; পুং।

হর—১। মহাদেব, শিব; অগ্নি; গর্দভ; ভাজক অঙ্ক, ভগ্নাংশসম্বন্ধীয় রাশি যত সমান অংশে বিভক্ত হয় সেইগুলি, denominator, divisor. বি; পুং। ২। বহনকারক, যে লইয়া যায়; হরণকারী। হৃ (হরণ করা, লওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। হরণ। হৃ+অপ্ ভাব। ৪। ভাগ। হৃ+অপ্ কর্ম। বি; পুং। ৫। হরণকারী; উপশমকারী (কর্মবাচক উপপদের পর—যেমন—সন্তাপহর)। হৃ+অচ্ কর্তৃ। ৬। অনেক; নানারকমের (হরকিসিম); প্রত্যেক (হররোজ)। ফা। বিণ।

হরকত—বাধা, প্রতিবন্ধক। আ। বি।

হরকরা—পত্রাদিবাহক; চর, দূত। <ফা 'হর্‌কারহ্'। বি।

হরকসম, -কিসিম—অনেক রকমের। <আ 'হর্‌কিস্‌ম্'। বিণ।

হরখ—হর্ষ। প্রা কথ্য। বি।

হরগৌরী—১। অর্ধনারীশ্বর রূপ, শিব-পার্বতীর মূর্তি বিঃ। হর অথচ গৌরী, কর্মধা, অথবা, হরসহিতা গৌরী, মধ্যপ কর্মধা। ২। শিব এবং পার্বতী। হর এবং গৌরী, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। [বি।

হরজ—ক্ষতি, লোকসান। <আ 'হর্জ্'।

হরণ—১। অপহরণ, চুরি; গ্রহণ; বহন; ভাগকরণ। হৃ+অনট্ ভাব। ২। ভুজ, বাহু। হৃ+অনট্ করণ। ৩। যৌতুক-দান, গুরুদক্ষিণাদি-দান। হৃ+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

হরতন—লাল রঙের বোঁটাশূন্য পানের আকৃতিযুক্ত তাসের চিহ্ন। <ডাচ 'harten'. বি।

হরতাল—কোন কিছুর প্রতিবাদকল্পে কাজকর্ম হাটবাজার প্রঃ বন্ধ করা। গুজরাটী। বি।

হরদম—অনবরত, সর্বদা। ফা। অ।

হরনেত্র—১। শিবচক্ষুঃ, অর্ধনিমীলিত এবং ঊর্ধ্বগততারকাযুক্ত চক্ষু; মৃতের বা মৃতপ্রায় ব্যক্তির চক্ষু। হরের নেত্র (চক্ষু), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। সংখ্যাত্রয়। হরের নেত্র (অর্থাৎ নেত্র-সংখ্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হরফ—বর্ণমালার অক্ষর; টাইপ; পদাতিক। <আ 'হর্ফ'। বি।

হরবোলা—নানা পশুপক্ষীর শব্দ-অনুকরণে পটু ব্যক্তি, যে হরেকরকম বুলি বলে, mimic. হর (অনেক) বোল (ভাষা) যাহার, বহু। বি।

হররা—আনন্দসূচক উচ্চরব, গররা। <ইং 'hurrah'। বি।

হরষ—আহ্লাদ, হর্ষ। কপ্র। বি।

হরষিত—আনন্দিত, হৃষ্ট। কপ্র। বিণ।

হরা—হরণ করা, চুরি করা; ভাগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

হরি—১। শ্রীবিষ্ণু; মহাদেব; ব্রহ্মা; ইন্দ্র; যম; বায়ু; অগ্নি; সূর্য; চন্দ্র; সিংহ; অশ্ব; শুকপক্ষী; বানর; রশ্মি; কিরণ; পশু; হংস; সর্প; ভেক; কোকিল; ময়ূর; পৃথিবীর নববর্ষের মধ্যে একটি বর্ষ; ভর্তৃহরি-পণ্ডিত। বি; পুং। ২। হরিৎবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণ; কপিলবর্ণ। হৃ+ই কর্তৃ। বিণ। ৩। হরণ করি বা করিয়া। কপ্র। ক্রি।

হরিকেলীয়—বঙ্গদেশ। হরি (বিষ্ণু)+কেলি (ক্রীড়া)+ঈয় আছে অর্থে। বি; পুং।

হরিকেশ—১। শিব। হরি (বিষ্ণু) ও ক (ব্রহ্মা), দ্বন্দ্ব; তদ্রূপী বা তৎসমন্বিত ঈশ (প্রভু), মধ্যপ কর্মধা; অথবা হরি (পিঙ্গল-বর্ণ) কেশ যাহার, বহু। ২। যক্ষ বিঃ। হরিকেশ+অচ্ ভক্ত অর্থে। বি; পুং।

হরিগৃহ—১। হরিমূর্তি-গৃহ; একচক্র; পুরী বিঃ। হরিযুক্ত গৃহ; মধ্যপ কর্মধা। ২। শ্রীবিষ্ণুর আলয়। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হরিচন্দন—১। দেবতরু বিঃ। হরি (ইন্দ্র)—চন্দ্ (আহ্লাদিত করা)+অন কর্তৃ। ২। পীতবর্ণ সুগন্ধ কাষ্ঠ বিঃ, গোশীর্ষনামক শ্বেত চন্দন। হরি (কপিলবর্ণ) চন্দন, কর্মধা; কিংবা, হরির (ইন্দ্রের) চন্দন, ৬ষ্ঠীতৎ; অথবা, হরি (ভেক তদাকারে পর্বতভাগে জাতত্বহেতু)-সদৃশ চন্দন, অথবা, হরিপ্রিয় চন্দন, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী। ৩। কুঙ্কুম; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; পদ্মকেশর। হরির চন্দন (আহ্লাদ) যাহাতে, বহু; বা, হরিকে আহ্লাদিত করে যে এই বাক্যে উপতৎ হরি—চন্দ্+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

হরিজন—অস্পৃশ্য বর্ণ; অবনত হিন্দুজাতি (গান্ধীজী প্রদত্ত নাম)। ৬ষ্ঠীতৎ। বি।

হরিণ—মৃগ, কুরঙ্গ, deer, antelope; শ্রীবিষ্ণু; শিব; সূর্য; হংস; জগতের ক্ষুদ্রতর বিভাগ বিঃ; পাণ্ডুবর্ণ। হৃ+ইনন্ কর্তৃ। বি; পুং।

হরিণনয়না, -লোচনা—মৃগাক্ষী, হরিণের ন্যায় আয়তনয়নবিশিষ্টা। হরিণের নয়নের, লোচনের ন্যায় নয়ন, লোচন যাহার বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

হরিণাক্ষী—মৃগনয়নতুল্য-নয়নবিশিষ্টা স্ত্রী; শঠবিলাসিনী। হরিণের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

হরিণী—১। মৃগী, কুরঙ্গী; পদ্মিনী প্রঃ চতুর্বিধা স্ত্রীর একবিধা স্ত্রী, চিত্রিণী স্ত্রী; তরুণী; বরস্ত্রী; হরিদ্বর্ণা স্ত্রী; অপ্সরা বিঃ; ছন্দ বিঃ; মঞ্জিষ্ঠা; স্বর্ণযূথী। হরিণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। হরিতবর্ণা, হরিদ্বর্ণা। হরিত+ঈপ্ (ত-স্থানে ন)। বিণ; স্ত্রী।

হরিৎ—১। নীল-লোহিত-মিশ্রিত বর্ণ, সবুজবর্ণ; বেগবান্ অশ্ব; সূর্য; সূর্যের অশ্ব; সিংহ; শ্রীবিষ্ণু। বি; পুং। ২। ঘাস, সবুজবর্ণ দূর্বাদি। বি; পুং বা ক্লী। ৩। দিক্; হরিদ্রা। বি; স্ত্রী। ৪। হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট। হৃ (লওয়া)+ইৎ কর্তৃ। বিণ।

হরিত—১। সবুজবর্ণ; সিংহ। বি; পুং। ২। সবুজবর্ণবিশিষ্ট। হৃ+ইতন্ কর্তৃ। বিণ।

হরিতাল—১। পীতবর্ণ স্বনামপ্রসিদ্ধ উপ-ধাতু, হত্তেল, orpiment. বি; ক্লী। ২। পীতবর্ণ পক্ষি বিঃ, হরিয়াল। হরিত (কপিলবর্ণের) তাল (প্রতিষ্ঠা) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

হরিতালী, -তালিকা—দূর্বাঘাস; দক্ষিণোত্তরব্যাপিনী আকাশস্থ রেখা, ছায়া-পথ; ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী, নষ্টচন্দ্রের তিথি; ব্রত বিঃ। হরিতাল+ঈপ্; হরিতাল+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

হরিদ্বর্ণ—১। সবুজ রং। হরিৎ বর্ণ, কর্মধা বি। ২। সবুজ রঙের। হরিৎ বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

হরিদ্বার—হিমালয়পাদস্থ নগর ও তীর্থ বিঃ। হরির (বিষ্ণুর) দ্বার, ৬ষ্ঠীতৎ। বি, ক্লী।

হরিদ্রা—হলুদ। হরি—দৃ+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

হরিদ্রাভ—১। পীতশাল; কর্পূরক; পীতবর্ণ। হরিদ্রা—আ—ভা+ক কর্তৃ। বি; পুং। ২। পীতবর্ণ। হরিদ্রাবৎ আভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ।

হরিধ্বনি—উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-উচ্চারণ. হরি এই ধ্বনি, কর্মধা। বি; পুং।

হরিপদী—বিষুবরেখার সহিত অয়ন-মণ্ডলের পশ্চিমদিকের সংযোগস্থল, autumnal point. হরির পদ যাহাতে, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হরিপ্রিয়—১। যে ব্যক্তি হরিকে ভাল-বাসে এমন। হরি প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ২। কৃষ্ণচন্দন। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হরিপ্রিয়া—লক্ষ্মী; তুলসী; দ্বাদশীতিথি, পৃথিবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হরিবংশ—১। শ্রীকৃষ্ণের সন্তান। ৬ষ্ঠীতৎ। ২। মহাভারতান্তর্গত ব্যাসকৃত গ্রন্থ বিঃ হরির বংশ (বংশকীর্তন) যাহাতে, বহু বি; পুং।

হরিবর্ষ—পৃথিবীর নববর্ষের এক বর্ষ হরির (বিষ্ণুর) বর্ষ (পৃথিবীর একদেশ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হরিবল্লভা—লক্ষ্মী; জয়া; তুলসী। হরির বল্লভা (প্রিয়া), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হরিবাসর—১। একাদশীযুক্ত দিন; দ্বাদশীর প্রথম পাদ। হরির বাসর (দিন), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং বা ক্লী। ২। (ব্যঙ্গার্থে) সমস্ত দিন উপবাস। বাংপ্র। বি।

হরিবোল—হরিধ্বনি, 'হরি' এই কথা। বাংপ্র। বি। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—গোলমালের সুযোগে কাজে ফাঁকি দেওয়া বা যেন-তেন প্রকারে কাজ সারা।

হরিবোলা—যে সদা সর্বদা হরিনাম উচ্চারণ করে। উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

হরিভক্ত—হরিসেবক; হরির প্রতি শ্রদ্ধা-যুক্ত। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং, বা বিণ।

হরিভক্তি—হরির প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা। ৭মীতৎ। বি; স্ত্রী।

হরিমটর—হরিবাসর (২) (তাহা দ্রঃ)।

হরিমন্দির—বিষ্ণুর মন্দির; একপ্রকার তিলক। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হরিয়াল—পারাবতাকৃতি একপ্রকার বন্য পক্ষী। প্রাদে। বি।

হরিলুট—শ্রীহরিকে নিবেদিত বাতাসা ছড়ানো বা বিতরণ করা। বাংপ্র। বি।

হরিশয়ন—১। শ্রীবিষ্ণুর নিদ্রা। হরির শয়ন, ৬ষ্ঠীতৎ। ২। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত চারি মাস কাল। হরির শয়ন যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

হরিশ্চন্দ্র—সূর্যবংশীয় জনৈক রাজা, শৈব্যার স্বামী ও রোহিতাশ্বের পিতা। হরির ন্যায় চন্দ্র (রমণীয়), কর্মধা। বি; পুং।

হরিষ—হর্ষ; আনন্দ। <'হর্ষ'। কপ্র। বি।

হরিসংকী (ঙ্কী) র্ত (র্ত্ত) ন—শ্রীহরির নামোচ্চারণ। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হরিসভা—ভাগবত গ্রন্থপাঠ কথকতা সংকীর্তন ইঃর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবদের সভা। মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

হরিহর—সংযুক্ত হরিহর মূর্তি। হরিযুক্ত হর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হরিহরাত্মক—গরুড়; শিবের বৃষ; দক্ষ। হরি এবং হর, দ্বন্দ্ব; তাঁহারা আত্মা যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বি; পুং।

হরিহরাত্মা—একপ্রাণ, অভিন্নচিত্ত সখ্য বা বন্ধুত্ব-যুক্ত। বহু। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হরীতকী—বৃক্ষ বিঃ; কষায় ফল বিঃ। হরিকে (পীতবর্ণ) ইত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ+কন্ সংজ্ঞার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হরু—হরণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

হরেক—প্রত্যেক ; বিবিধ । ফা-মু । বিণ ।

হরেদরে—মোটামুটি ; মোটের উপর ধাংপ্র । ক্রি-বিণ ।

হর্তা (হর্তৃ), হর্ত্তা (হর্ত্তৃ)—১ । হরণ-কারক ; সংহারকারক ; গ্রহণকারক ; বহন-কারক । বিণ । স্ত্রী—**হর্ত্রী** । ২ । চৌর্য পূর্ব । হৃ+তৃন্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

হর্ত(র্ত্ত)া-কর্ত(র্ত্ত)া-বিধাতা — সর্বময় কর্তা, সর্বেসর্বা । বাংপ্র । বিণ ।

হর্ষি(র্ষ্মি)ত—দগ্ধ ; ক্ষিপ্ত ; স্তম্ভিত । হর্মন্+ইতচ্ জাতার্থে । বিণ ।

হর্ম্য(র্ম্ম্য)—ধনীদের বাসভবন, প্রাসাদ, ইষ্টকাদি-রচিত গৃহ । হৃ (মনকে—হরণ করা)+যক্ কর্তৃ (ম-আগম) । বি ; ক্লী ।

হর্ম্য(র্ম্ম্য)তল—প্রাসাদের তলভাগ, ঘরের মেঝে । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

হর্ম্য(র্ম্ম্য)শিখর—অট্টালিকার উপরিভাগ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

হর্য(র্য্য)ক্ষ—সিংহ ("চৌদিকে আইল ধাই হর্য্যক্ষ আস্ফালি পুচ্ছ"—মাইকেল) ; কুবের । হরি (পিঙ্গলবর্ণ) অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত । বি ; পুং ।

হর্য(র্য্য)শ্ব—ইন্দ্র, হরিহর । হরি (পিঙ্গলবর্ণ) অশ্ব যাহার, বহু । বি ; পুং ।

হর্ষ—আনন্দ, সুখ, আমোদ । হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভাব । বি ; পুং ।

হর্ষক—১ । হর্ষজনক । বিণ । স্ত্রী—**হর্ষিকা** । ২ । পর্বত বিঃ । হৃষ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ । বি ; পুং ।

হর্ষণ—১ । হর্ষ, আনন্দ । হৃষ্+অনট্ ভাব । ২ । চক্ষুরোগ বিঃ । হৃষ্+ণিচ্ +অন কর্তৃ । ৩ । শ্রাদ্ধ বিঃ । হৃষ্+ অনট্ আধি । বি ; ক্লী । ৪ । হর্ষজনক । হৃষ্+ণিচ্+অন কর্তৃ । বিণ ।

হর্ষমাণ—হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত । হৃষ্+চানশ্ কর্তৃ, তাচ্ছীল্যার্থে । বিণ ।

হর্ষিত—১ । তোষিত, আমোদিত । হৃষ্ +ণিচ্ (=হর্ষি, হৃষ্ট হওয়ানো)+ক্ত কর্ম । ২ । হৃষ্ট, আনন্দিত । হর্ষ+ইতচ্ জাতার্থে । বিণ ।

হর্ষোচ্ছ্বাস—অত্যধিক আনন্দ ; আনন্দ-জনিত আবেগ । হর্ষের উচ্ছ্বাস, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, হর্ষজনিত উচ্ছ্বাস, মধ্যপ কর্মধা । বি ; পুং ।

হর্ষোৎফুল্ল—আনন্দে প্রফুল্ল । ৩য়াতৎ । বিণ ।

হল্—ব্যঞ্জনবর্ণ । বি ; পুং ।

হল—১ । লাঙ্গল, হাল । হল্+অচ্ কর্তৃ । বি ; ক্লী । ২ । দীর্ঘায়তন কোঠা, ঘেরা দালান । <ইং 'hall'. ৩ । সোনালী রূপালী প্রঃ চাকচিক্যযুক্ত রঙের প্রলেপ । বাংপ্র । বি ।

হলকর্ষণ—লাঙ্গল দ্বারা ভূমি চাষ করা ৩য়াতৎ । বি ; ক্লী ।

হলকা—সমূহ, দল ; উত্তাপ ; ঘোড়ার গলায় পরাইবার চামড়ার বেষ্টনী ; ঢেউ অগ্নিশিখা ; উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ । আ । বি ।

হলঘর—লম্বা বড় ঘর, ঘেরা দালান । কর্মধা । বাংপ্র । বি । [পুং ।

হলচালক—কৃষক, চাষী । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ;

হলচালন, -চালনা—ভূমিকর্ষণ, লাঙ্গল চালান । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী, স্ত্রী ।

হলদী—হলুদ । <হলদী । বি ।

হলদে—হরিদ্রাবর্ণের ; গাঢ় পীত বর্ণযুক্ত । হলুদ+এ (ইয়া) সম্বন্ধার্থে । বাংপ্র । বিণ ।

হলদী—হরিদ্রা, হলুদ । হলৎ (কৃষক)—দে +ক কর্তৃ+ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

হলধর, হলভৃৎ—বলদেব, বলরাম ; লাঙ্গলী, কৃষক । ৬ষ্ঠীতৎ ; উপতৎ ; হল—ভৃ +ক্বিপ্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

হলন্ত—ব্যঞ্জনান্ত । হল্ (ব্যঞ্জনবর্ণ) অন্তে যাহার, বহু । বি ; পুং, বা বিণ । [বি ।

হলফ—শপথ, দিব্য । <আ 'হল্ফ্' ।

হলভৃৎ—'হলধর' দ্রঃ ।

হলহল—ঢিলে অবস্থা । বাংপ্র । অ ।

হলহলা—হর্ষজনিত কলরব । প্রা কপ্র । বি ।

হলহলে—ঢিলে । বাংপ্র । বিণ ।

হলায়ুধ—বলরাম, বলদেব ; গ্রন্থকার বিঃ । হল (লাঙ্গল) আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, বহু । বি ; পুং ।

হলাহল—১ । বিষ বিঃ, কালকূট । বি ; পুং বা ক্লী । ২ । সর্প বিঃ ; সর্প ; ব্রহ্ম ; অপ্সরা ; বুদ্ধ বিঃ । হল—আ—হল্+অচ্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

হলাহলি—অত্যধিক ভালবাসা বা প্রণয় । বাংপ্র । বি ।

হলী (হলিন্)—বলরাম ; হলধারী ; কৃষক । হল (লাঙ্গল)+ইন্ আছে অর্থে । বি ; পুং ।

হলুদ—হলদী (তাহা দ্রঃ) ।

হল্য—চাষের উপযুক্ত, কর্ষণযোগ্য । হল+যৎ যোগ্যার্থে । বিণ ।

হল্লা—গোলমাল, কোলাহল ; আক্রমণ । বাংপ্র । বি ।

হস, হসন—হাস্য, হাসা । হস্ (হাস্য করা) +অপ্, অনট্ ভাব । বি ; পুং, ক্লী ।

হসন্ (হসৎ)—হাস্যকারী, যে হাসে এমন । হস্ (হাস্য করা)+শতৃ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী—**হসন্তী** ।

হসন্ত—১ । ব্যঞ্জনান্ত । হস্ (ব্যঞ্জন) অন্তে যাহার, বহু । বিণ । ২ । ., এই চিহ্ন । বাংপ্র । বি । ৩ । যে হাসিতেছে এমন ; প্রস্ফুটিত । প্রা কপ্র । বিণ ।

হসন্তিকা, হসন্তী—যে স্ত্রী হাস্য করিতেছে এমন, হাস্যকারিণী । হস্ (হাস্য করা, বিকাশ পাওয়া)+শতৃ কর্তৃ+ঈপ্, ১ম পক্ষে কন্ স্বার্থে+আপ্ । বিণ ; স্ত্রী ।

হসিত—১ । সহাস্য ; বিকসিত । হস্ (হাস্য করা)+ক্ত কর্তৃ । বিণ । ২ । হাস্য । হস্+ ক্ত ভাব । বি ; ক্লী ।

হস্ত—হাত, কর, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুল্যাগ্র পর্যন্ত, hand ; বাহু, ভুজ, arm ; হস্তিশুণ্ড ; চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণ ; (কেশবাচক শব্দের পরবর্তী হইলে) গুচ্ছ । হস্+তন্ কর্তৃ । বি ; পুং ।

হস্ত, হস্তা—অষ্টাবিংশতি নক্ষত্রান্তর্গত ত্রয়োদশ নক্ষত্র [ইহার আকার হস্তাকার এবং পঞ্চতারাত্মক] ; সমূহ । হস্+তন্ কর্তৃ ; পক্ষে+আপ্ । বি ; পুং, স্ত্রী ।

হস্তকণ্ডূয়ন, -কণ্ডূতি—হাত চুলকানো ; কোন কার্য করিবার জন্য হস্তের চঞ্চলতা-প্রকাশ ; অনুনয়-বিনয় । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী, স্ত্রী ।

হস্তকৌশল—হাত চালানো বিষয়ে দক্ষতা । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

হস্তক্ষেপ, -ক্ষেপণ—হাত দেওয়া ; আরম্ভ করা ; হাত চালানো ; কোন কাজ করিবার জন্য তাহাতে হাত দেওয়া ; কোন কাজে বাধাদান । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং, ক্লী ।

হস্তগত—আয়ত্ত, অধিকৃত ; হস্তে লব্ধ । হস্তকে গত (প্রাপ্ত), ২য়াতৎ । বিণ ।

হস্তচালনা—কৌশলসাপেক্ষ কার্যে হাত চালানো । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

হস্তপক্ষ—যে সকল জীব চর্মযুক্ত হাতের সাহায্যে উড়ে (যেমন, বাদুড় প্রঃ) । হস্তই পক্ষ যাহাদের, বহু । বি ; পুং ।

হস্তপ্রসারণ—হাত বাড়ানো । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

হস্তবান্ (-বৎ)—হস্তযুক্ত ; লঘুহস্ত । হস্ত +মতুপ্ আছে অর্থে, প্রাশস্ত্যার্থে । বিণ । স্ত্রী, **-বতী** ।

হস্তবুদ—আগেকার ও বর্তমানের হিসাব ; জমাবন্দি । <ফা 'হস্ত্-ও বুদ্' । বি ।

হস্তরেখা—করতলের রেখা যাহা দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা করা যায় । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

হস্তরেখা-বিচার—হাতের রেখা দেখিয়া অদৃষ্টের শুভাশুভ-নির্ণয় । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

হস্তলাঘব—হাতের কৌশল, হস্তের ক্ষিপ্রতা, হাত-সাফাই । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

হস্তলিখিত—হাতের লেখা । ৩য়াতৎ । বিণ ।

হস্তলিপি—হাতের লেখা ; হস্তাক্ষর । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

হস্তলেখ—মক্স, পুনঃপুনঃ হাতের লেখা অভ্যাস করা । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

হস্তসিদ্ধি—স্তুতি, বেতন। হস্তের সিদ্ধি (অর্থাৎ কার্যকরণ) যদ্দারা, বহ। বি; স্ত্রী।

হস্তসূত্র—বলয়; হস্তপরিহিত সূত্র। হস্তের সূত্র (সুতা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হস্তা—'হস্ত' (২) দ্রঃ।

হস্তাক্ষর—হাতের লেখা। হস্তলিখিত অক্ষর, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হস্তান্তর—অন্য হাত; অন্যের অধিকার; জমি প্রঃর মালিকের পরিবর্তন। অন্য হস্ত, নিত্য। বি; ক্লী।

হস্তান্তরিত—যাহা অন্যের হাতে চলিয়া গিয়াছে; অন্য ব্যক্তির অধিকারে প্রদত্ত। হস্তান্তর+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

হস্তাবর্ত(র্ত্ত)ন—হস্তদ্বারা স্পর্শ, হাত বুলানো; হাত দিয়া নাড়া। হস্তের আবর্তন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হস্তামর্শন—হাত বুলানো; হাত দেওয়া। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হস্তামলক—করস্থিত আমলকী ফল; বেদান্ত-গ্রন্থ বিঃ। হস্তের আমলক (আমলকী ফল, বা তৎসদৃশ সুখায়ত্ত বস্তু), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হস্তার্পণ—হস্তক্ষেপ, হাত দেওয়া; আরম্ভ করা। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হস্তিদন্ত—১। হাতির দাঁত। হস্তীর (হাতির) দন্ত (দাঁত), ৬ষ্ঠীতৎ। ২। নাগদন্তক, দ্রব্যাদি-স্থাপনার্থ ভিত্তিপ্রোথিত কীলক; মূলক, মূলা। হস্তীর (হস্তিন্ শব্দ) দন্ত, সদৃশার্থে ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হস্তিদন্তখচিত—মাঝে মাঝে হাতির দাঁতবসানো। ৩য়াতৎ। বিণ।

হস্তিনাপুর—চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামক রাজনির্মিত নগর, প্রাচীন দিল্লী নগর। বি; ক্লী।

হস্তিনী—স্ত্রীজাতীয় হস্তী; চতুর্বিধ স্ত্রীজাতির অন্যতম, স্থূলকায়া অত্যধিক কামুকী ও ভোজনশীলা স্ত্রী। হস্তিন্+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

হস্তিমূর্খ—অকাটমূর্খ, নিরেট বোকা। হস্তিসদৃশ মূর্খ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হস্তিশুণ্ডা—১। হাতিশুঁড়ার গাছ। হস্তীর (হাতির) শুণ্ড (অর্থাৎ তদবৎ পুষ্প) যাহার, বহ+আপ্। ২। হাতির শুঁড়। হস্তির শুণ্ডা (শুঁড়), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হস্তী (হস্তিন্)—হাতি, করী, গজ; সুহোত্র রাজপুত্র [ইহা হইতেই হস্তিনাপুর নাম হইয়াছে]। হস্ত (শুণ্ড)+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং। স্ত্রী—**হস্তিনী**।

হস্ত্য—হস্তদত্ত; হস্তকৃত। হস্ত+যৎ দত্তার্থে। বিণ।

হস্ত্যায়ুর্বেদ—হস্তিচিকিৎসা বিদ্যা বা শাস্ত্র। বি; পুং।

হা—১। হায়; বিষাদ শোক দুঃখ পীড়া আরাম ইঃ-সূচক বা আনন্দ-সূচক অব্যয় শব্দ; কুৎসা। হা (ত্যাগ করা)+ক্বি ভাব। অ। ২। পরিত্যাগ। হা+ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। অভাবার্থক শব্দ ('হাভাত', 'হাঘরে')। বাংপ্র। অ।

হাই—জৃম্ভণ, মুখব্যাদান। <হাক্কিকা। বি।

হাই-আমলা—কন্যা কর্তৃক বরের বশীকরণার্থ প্রস্তুত মেথী আমলকী প্রঃর পিণ্ড। বাংপ্র। বি।

হাইকোর্ট—রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়। <ইং 'High-Court'. বি।

হাইফেন—দুইটি সমাসবদ্ধ শব্দের সংযোগ-সাধক চিহ্ন (-)। <ইং 'hyphen'. বি।

হাইল—নৌকাদণ্ড, বহিত্র। বাংপ্র। বি।

হাউই—আতশবাজি বিঃ। <আ 'হাবাই'। বি।

হাউচাউ, -মাউ—চিৎকারধ্বনি; বহলোকের সমবেত আর্তনাদ; হইচই। বাংপ্র। বি।

হাওদা—হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার আসন বা চৌকি। আ। বি।

হাওয়া—বাতাস, বায়ু; হালচাল; সাধারণের মতিগতি। <আ 'হবা'। বি। **হাওয়া খাওয়া**—শরীরে বিশুদ্ধ বাতাস লাগানো এবং প্রবাসরূপে গ্রহণ। **হাওয়া বদলানো**—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন।

হাওয়া-অফিস—আবহাওয়ার অবস্থা নির্ণয়ের কার্যালয়, Meteorological office. বাংপ্র। বি।

হাওয়াই—বায়ু-সংক্রান্ত। হাওয়া+ই। বাংপ্র। বিণ।

হাওয়াগাড়ি—মোটরগাড়ি। হাওয়ার ন্যায় দ্রুতগামী গাড়ি, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

হাওর—জলপূর্ণ অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রাদে। বি।

হাওলা—তত্ত্বাবধান, জিম্মা। <আ 'হবালৎ'। বি।

হাওলাত—ধার; আমানত। <আ 'হাবালত'। বি।

হাওলাতী—যাহা ধার করা হইয়াছে বা নিজের কাছে আমানত রাখা হইয়াছে এমন। হাওলাৎ+ঈ সম্বন্ধার্থে। আ-মূ। বিণ।

হাঁ—১। মুখব্যাদান। বি। ২। স্বীকার বা সম্মতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হাঁইফাঁই—আইঢাই (তাহা দ্রঃ)।

হাঁক, হাঁকার—দীর্ঘ চিৎকার; ডাক। <হংকার। বি।

হাঁকডাক—প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি; আস্ফালন-সূচক চিৎকার। দম্ভ। বাংপ্র। বি।

হাঁকপাঁক, হাঁকুপাঁকু—ব্যস্ততা বা ব্যাকুলতা প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

হাঁকা—চিৎকার করা; ডাকা। বাংপ্র। ক্রি [, বি।

হাঁকানো—চালানো ('গাড়ি—')। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হাঁকাহাঁকি—পুনঃপুনঃ ডাকাডাকি। বাংপ্র। বি।

হাঁচা—ফুৎকার করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হাঁচি—ক্ষুৎ, হাঁচা। <হক্কি। বি।

হাঁটকানো—তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

হাঁটা—চলা, গমন করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হাঁটাহাঁটি—পুনঃপুনঃ যাতায়াত। বাংপ্র। [বি।

হাঁটু—জানুসন্ধি। <অষ্ঠীবৎ। বি।

হাঁটুনি—পদব্রজে চলন। বাংপ্র। বি।

হাঁড়া—বৃহৎ মৃৎপাত্র বিঃ। <হণ্ডা। বি।

হাঁড়ি—মৃত্তিকাপাত্র বিঃ। <হণ্ডী বা হণ্ডিক। বি।

হাঁড়িকুড়ি—হাঁড়ি এবং অন্যান্য রন্ধনপাত্র। বাংপ্র। বি।

হাঁড়িখাকী—গালি বিঃ; গোপনে হাঁড়ি হইতে ভোজনকারিণী। ৫মীতৎ। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

হাঁড়িচাঁচা—একপ্রকার পাখি। বাংপ্র। [বি।

হাঁদা—বোকা; মোটা। হি-মূ। বিণ।

হাঁদারাম—বোকারাম, বোকার হদ্দ। বাংপ্র। বিণ।

হাঁপ—শ্বাসত্যাগ; শ্রমজন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস। বাংপ্র। বি।

হাঁপানি—একপ্রকার শ্বাসরোগ, asthma. হাঁপা+নি ভাব। বাংপ্র। বি।

হাঁপানো—শ্রম পরিশ্রমে অত্যধিক ক্লান্ত হওয়া; ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হাঁপাহাঁপি—ব্যস্ততা; ত্বরা। বাংপ্র। বি।

হাঁরে—জিজ্ঞাসাসূচক তুচ্ছ সম্বোধন শব্দ। [বাংপ্র। অ।

হাঁস—মরাল, হংস। <হংস। বি।

হাঁসকল—চৌকাঠের উপরে সংলগ্ন কপাট বুলাইবার লৌহদণ্ড বিঃ। হাঁস-সদৃশ কল, মধ্যপ কর্মধা। বাংপ্র। বি।

হাঁসপাতাল—বিনাব্যয়ে রোগীদের চিকিৎসার স্থান। <ইং 'hospital'. বি।

হাঁসফাঁস—হাঁপানির ভাব। বাংপ্র। বি।

হাঁসা, হাঁসানো—'হাসা,' 'হাসানো' দ্রঃ।

হাঁসিয়া—শাল প্রঃর কন্যাদায় পাড়। বাংপ্র। বি।

হাঁসিয়াদার—কিনারার পাড়যুক্ত। হাঁসিয়া +দার বিশিষ্টার্থে। বাংপ্র। বিণ।

হাঁসুলি, হেঁসো—অর্ধচন্দ্রাকৃতি কণ্ঠ-ভূষণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাকড়—কোলাহল, গোলমাল। প্রা বাং। বি। [স্ত্রী।

হাকিনী—যোগিনী। <শাকিনী। বি;

হাকিম — বিচারক; ইউনানীমতে চিকিৎসক। আ। বি। ভাববাচক বি—**হাকিমি**।

হাকিমী—বিচারকের উপযুক্ত ('— চাল'); ইউনানী চিকিৎসা-প্রণালীসংক্রান্ত ('— দাওয়াই')। হাকিম+ঈ যোগ্যার্থে, সম্বন্ধার্থে (আ-মূ)। বিণ।

হাগা—মলত্যাগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

হা-ঘরে—গৃহহীন যাযাবর জাতি বিঃ; নিরাশ্রয়; অতি দরিদ্র। ঘরের অভাব, অব্যয়ী—হা-ঘর; তদুত্তরে এ (<ইয়া)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হাঙর—হিংস্র জলজন্তু বিঃ, লবণাম্বু। হাং -গৃ+অচ্ কর্তৃ, অথবা, হা (পীড়া)—অঙ্গ—রা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

হাঙ্গাম, হাঙ্গামা—দাঙ্গা, লড়াই; গোলমাল, চিৎকার; ফেসাদ, ঝঞ্ঝাট; আক্রমণ। ফা। বি।

হাজত—বিচারকাল পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির কারাবাস। আ। বি।

হাজরা—জাতীয় উপাধি বিঃ; সহস্র সৈন্যের নায়ক। বাংপ্র। বি।

হাজরি—উপস্থিতি। হাজির+ই ভাবে (আ-মূ)। বি।

হাজা—১। জলপ্লাবনে বিনষ্ট। বিণ। ২। জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ৩। বর্ষাহেতু হাত পায়ের ক্ষত বিঃ। বি।

হাজার—১। সহস্র, দশশত, ১০০০; সহস্রসংখ্যক। <ফা 'হজার'। বি বা বিণ। ২। যথেষ্ট; অত্যধিক; যথাসম্ভব। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। **হাজার হউক**—বিপক্ষে যত কারণই থাকুক।

হাজার-করা—প্রতি সহস্রে। প্রতি হাজারে, অব্যয়ী (আ-মূ)। অ।

হাজারী—সহস্র সৈন্যের নায়ক; জাতিগত উপাধি বিঃ। হাজার+ঈ নায়কার্থে (ফা-মূ)। বি। [বিণ।

হাজির—উপস্থিত; প্রস্তুত, ইচ্ছুক। আ।

হাজিরজবাব—পটুবক্তা; রসিক। আ। বিণ।

হাজিরজামিন—যে ব্যক্তি আদালতে অন্য ব্যক্তির নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে সে। আ। বি।

হাজিরা, হাজিরি—উপস্থিতির হিসাব-বহি, attendance register; উপস্থিতি; এক একবারের ভোজন। হাজির+আ, ই সম্বন্ধাদি অর্থে (আ-মূ)। বি।

হাজী—যে মক্কাতীর্থে যাত্রা করিয়াছে এরূপ; মক্কাতীর্থযাত্রী; মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়া তথা হইতে যে ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। হজ+ঈ নিষ্পন্নার্থে। আ। বি বা বিণ।

হাট—বাজার, ক্রয়বিক্রয়-স্থান; নির্দিষ্ট দিবসে বেলায় বা তারিখে যে সাময়িক বাজার বসে তাহা। <হট্ট। বি। **হাট বসানো**—অনেকে মিলিয়া গণ্ডগোল করা। **হাটে হাড়ি ভাঙ্গা**—গুপ্ত বিষয় সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

হাটহদ্দ—সমস্ত ব্যাপার বা খবর। বাংপ্র। বি।

হাটুরিয়া, হাটুরে—১। হাটের বিক্রেতা। বি। ২। হাটে বিক্রেয় দ্রব্যাদির বহনকারী। হাট+উরিয়া, উরে। বাংপ্র। বিণ।

হাড়—অস্থি, হড্ড। <হড্ড। বি। **হাড় জুড়ানো**—জ্বালাতনকারী ব্যক্তির সঙ্গ হইতে মুক্তিলাভ ইঃ হেতু প্রাণে স্বস্তি অনুভব হওয়া। **হাড় ভাজা-ভাজা হওয়া**—অত্যধিক জ্বালাতন হওয়া; উপদ্রব ইঃতে জর্জরিত হওয়া। **হাড়ে দুর্বা গজানো**—একান্ত আলস্য হেতু অবসাদ আসা। **হাড়ে মাড়ে জ্বালানো**—হাড় ও নাড়ি পর্যন্ত পোড়ানো; অতিশয় জ্বালাতন করিয়া অতিষ্ঠ করা। **হাড়ে হাড়ে**—অত্যধিক মাত্রায় ('— পাজী'); পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, নাড়ীনক্ষত্রসমেত ('— চেনা')।

হাড়কাট, হাড়িকাট, হাড়িকাঠ—পশুবলিদানের যূপকাষ্ঠ। <হড়িকাষ্ঠ। বি।

হাড়গিলা—শকুনির তুল্য পাখি বিঃ; adjutant. হাড় গিলে যে, উপপদ (বাংপ্র)। বি।

হাড়গোড়—অস্থিপঞ্জরাদি। বাংপ্র। বি।

হাড়-ভাঙ্গা—যাহাতে অস্থি চূর্ণ হইয়া যায় এমন; অতি কঠোর ('— খাটুনি')। হাড় ভাঙ্গে যাহা, উপপদ। বাংপ্র। বিণ।

হাড়হদ্দ—আমূল; নাড়ীনক্ষত্র পর্যন্ত। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

হাড়হাবাতে—অতি দরিদ্র, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। বাংপ্র। বিণ।

হাড়াই-ডোমাই—হাড়ি-ডোমের আচরণ, ইতরামি ("হাড়াই-ডোমাই ভাল দেখায় না"—দীনবন্ধু)। বাংপ্র। বি।

হাড়িকাঠ—'হাড়কাট' দ্রঃ। [বি।

হাড়ী—জাতি বিঃ। <হড়ি বা হড্ডক।

হাডুডু, হাডুডুডু—গ্রাম্য ক্রীড়া বিঃ, কপাটী খেলা। বাংপ্র। বি।

হাড্ডি—হাড়। <অস্থি। বি।

হাড্ডিসার—কঙ্কালসার; বিশীর্ণ। বহু। বাংপ্র। বিণ।

হাণ্ডিয়া—হাঁড়ি। প্রা কথ্য। বি।

হাত—ভুজ, পাণি; ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ; অভ্যাস, নিপুণতা; কর্তৃত্ব; ক্ষমতা, অধিকার। <হস্ত। বি। **হাত আসা**—অভ্যাস হওয়া। **হাত করা**—বাধ্য বা আয়ত্ত করা। **হাত খালি করা**—হাতের কাজ শেষ করা; হাতের টাকা নিঃশেষে ব্যয় করা। **হাত গুটানো**—কার্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া। **হাত চালা**—অপহৃত বস্তুর সন্ধানার্থ মন্ত্রবলে হস্তের চালন। **হাত চালানো**—তাড়াতাড়ি করা, ক্ষিপ্রতার সহিত কোন কার্য করা। **হাত নিসপিস করা**—কিছু করিবার জন্য হাত নিশপিশ করা। **হাত জোড় করা**—নমস্কার অনুরোধ বা ক্ষমা-প্রার্থনা করা। **হাত দেখা**—করেরেখা দেখিয়া অদৃষ্ট বিচার করা। **হাত দেওয়া**—(কার্য) আরম্ভ করা; সাহায্য করা; স্পর্শ করা। **হাত পাতা**—প্রার্থনা করা; ভিক্ষা করা। **হাত-পা বাঁধা থাকা**—কোন কিছু করিবার স্বাধীনতা না থাকা। **হাতে কলমে**—কার্যতঃ, practically. **হাতে খড়ি**—শিক্ষার আরম্ভ মাত্র। **হাতে থাকা**—বাধ্য বা আয়ত্ত থাকা; সঞ্চিত থাকা; (অঙ্কে) প্রতিঘরের সংখ্যাসমূহের যোগের বা বিয়োগের পর পরবর্তী ঘরে দিবার জন্য থাকা। **হাতে নাতে ধরা পড়া**—চুরি প্রঃ করিবার সময়েই ধরা পড়া। **হাতের পাঁচ**—শেষ সম্বল। **হাতে হাতে**—সদ্যঃ সদ্যঃ; সঙ্গে সঙ্গে।

হাতকড়ি—হস্তবন্ধনের শৃঙ্খল, হাত বাঁধিবার শিকল, handcuff. বাংপ্র। বি।

হাতকর্জা—অল্পদিনের ধার। বাংপ্র। বি।

হাতকষা—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। বহু। বাংপ্র। বিণ।

হাতকাটা—কর্তিতবাহু; আস্তিনশূন্য ('— জামা')। হাত কাটা যাহার, বহু (বাংপ্র)। বিণ।

হাতখরচ—জল খাওয়া পান খাওয়া ইঃর জন্য সামান্য ব্যয়; ব্যক্তিগত ব্যয়। তদ্বৎ। বাংপ্র। বি।

হাতখালি—কপর্দকশূন্য; অর্থহীন; যাহার হাতে কাজ নাই এমন। হাত খালি যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

হাতছাড়া—আয়ত্তের বহির্ভূত। হাত হইতে ছাড়া, তৎপু। বাংপ্র। বিণ।

হাতছানি—হাতের ইশারা। বাংপ্র। বি।

হাতছেঁচড়া—যে পাওনাদারকে টাকা দিতে ঘুরায় এমন। বাংপ্র। বিণ।

হাতটান—১। চুরি করার অভ্যাস। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি। ২। ব্যয়কুণ্ঠ। হাত টান যাহার, বহ। বাংপ্র। বিণ।

হাতঠার—হাতের ইশারা। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

হাতড়ানো—না দেখিয়া হাতে খোঁজা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হাততালি—করতালি, উভয় করতলের আঘাতে উৎপন্ন শব্দ। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বি।

হাততোলা—অনুগ্রহপ্রদত্ত; কৃপা করিয়া দেওয়া জিনিস; খামখেয়ালি মত দেওয়া। ৩য়াতৎ। বাংপ্র। বিণ বা বি। **হাততোলা হইয়া থাকা**—পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকা; একান্ত পরবশ থাকা।

হাত-ধরা—আয়ত্ত; বাধ্য; অনুগত। হাত ধরিয়াছে যে, উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

হাত-ফের—হাত বদলানো। বাংপ্র। বি। [বিণ।

হাতব্য—পরিত্যাগযোগ্য। হা+তব্য কর্ম।

হাতভারী—কৃপণ। বহ। বাংপ্র। বিণ।

হাতযশ—দক্ষতা; সফলতার খ্যাতি। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

হাতল—ধরিবার কড়া; অস্ত্র ও যন্ত্রাদির যে অংশ হাতে বা মুঠাতে ধরা হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

হাতলই—হস্তপ্রমিত; একহাত মাপের। ৭মীতৎ। বাংপ্র। বিণ।

হাতসাফাই—ক্ষিপ্রহস্ততা; চমৎকার হস্ত-কৌশল। ৬ষ্ঠীতৎ। বাংপ্র। বি।

হাতা—ডাল ইঃ পরিবেশন করিবার দর্বী; জামার আস্তিন। হাত+আ সদৃশার্থে। বাংপ্র। বি।

হাতানো—হস্তগত করা, বাগানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

হাতাহাতি—১। তাড়াতাড়ির জন্য অনেকে মিলিয়া (কোন কাজ করা)। ক্রি-বিণ। ২। হস্তদ্বারা পরস্পরকে প্রহার। ব্যতীহার বহ। বাংপ্র। বি।

হাতি—<হস্তী। বি।

হাতিয়ার—যন্ত্র; অস্ত্র। হি। বি।

হাতিয়ারপাতি—সমস্ত যন্ত্র, যন্ত্রপাতি। বাংপ্র। বি।

হাতী—১। গজ, করী। <হস্তী। বি। **হাতী পোষা**—অতি ব্যয়সাধ্য কাজ করা। **হাতীর খোরাক**—প্রচুর ব্যয়। **হাতীর গলায় ঘন্টা**—অতি বৃহত্তের সঙ্গে অতি ক্ষুদ্রের সংযোগ। ২। (সংখ্যাবাচক শব্দের পরে থাকিলে) তত্তহস্তপ্রমিত। হাত+ঈ প্রমাণার্থে। বাংপ্র। বিণ।

হাতীকাঁদা—যাহাতে হাতি কাঁদে অর্থাৎ কাদায় ভরা ('—পথ')। উপতৎ। বাংপ্র। বিণ।

হাতুড়ি—পেরেক প্রঃ ঠুকিয়া বসাইবার যন্ত্র বিঃ; লোহা প্রঃ পিটাইবার জন্য হাতলযুক্ত লোহার মুদ্গর বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাতুড়ে—মূর্খ বৈদ্য, কুচিকিৎসক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হানা—১। অস্ত্রদ্বারা আঘাত; আক্রমণ; বাধা প্রদান; জলস্রোতে উৎপন্ন গর্ত; অমঙ্গল। <'হন্'-ধাতু। ২। কণ্ঠদেশ, গলা। ফা। বি। ৩। আঘাত করা; নাশ করা; নিক্ষেপ করা; ক্ষতি করা; হত্যা করা। ক্রি। ৪। ভূতাশ্রিত ('— বাড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

হানাদার—আক্রমণকারী। হানা+দার করে অর্থে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হানি—১। ক্ষতি, অপচয়; ত্যাগ; নাশ। হা+নি ভাব। ২। গতি। হা+ক্তি ভাব (নিপা)। বি; স্ত্রী।

হানিকর—ক্ষতিকর, অনিষ্টজনক। উপতৎ; হানি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -করী।

হানী—হননকারী ("পুত্রহানী শত্রু সে দুর্মতি"—মাইকেল)। কপ্র। বিণ।

হাপর—ধাতু গলাইবার পাত্র; ভস্ত্রা; সেকরার অগ্নিকুণ্ড; কাদায় ভরা ছোট ডোবা। বাংপ্র। বি।

হাপরানো—সশব্দে দধি প্রঃ ভক্ষণ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হাপুস—দধি প্রঃ ভক্ষণের শব্দ; ফোঁপাইবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

হাফ—অর্ধ। <ইং 'half'. বিণ।

হাফ-আখড়াই—আখড়াই অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত গান-বাজনার আসর। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

হাফ-ইস্কুল—বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক শেষ করিয়া ছুটি। <ইং 'half-school'. বি।

হাফ-টিকিট—দ্বাদশবর্ষাপেক্ষা কমবয়স্ক রেলযাত্রীর অর্ধমূল্যের টিকিট (half-ticket). হাফ (অর্ধমূল্যের) টিকিট, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

হাফটোন—আলোকচিত্র-গ্রহণের রীতি বিঃ। <ইং 'halftone'. বি।

হাফহাতা—কনুই পর্যন্ত হাতাযুক্ত ('— জামা')। বহ। বাংপ্র। বিণ।

হাফিজ, হাফেজ—কোরান পাঠক; যাহার সমগ্র কোরান মুখস্থ আছে এমন লোক। আ। বি।

হাব—১। স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারভাবজাত বিলাস প্রঃ। হ+ঘঞ্ অধি বা করণ। ২। আহ্বান, ডাকা। হ্বে+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। [বিণ।

হাবলা—বোকা, তেবলা। <হিহ্বল।

হাবসী—আবিসিনিয়াবাসী। <আ 'হবশ্'। বি বা বিণ।

হাবা—বোবা; জড়; বোকা; পাগলা; idiot. বাংপ্র। বিণ।

হাবাতে—হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, মন্দাদৃষ্ট; নির্ধন; যে অন্নাভাবে হা অন্ন হা অন্ন করে। হাভাত+ই, এ (বাংপ্র)। বিণ।

হাবিলদার—ভারতীয় সিপাহীদিগের নায়ক বিঃ। <আ-ফা 'হাবালহ্'+'দার'। বি।

হাবুজখানা—জেলখানা, কারাগার ("সে এখন হাবুজখানায় আছে"—বঙ্কিম)। <(আ) 'হব্স্'+(ফা) 'খানা'। বি।

হাবুডুবু—নাকানিচোবানি, জলে পুনঃ-পুনঃ ভাসা এবং ডোবা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হাভাত—অত্যধিক অন্নকষ্ট; দারিদ্র্যের চূড়ান্ত। ভাতের অভাব, অব্য (বাংপ্র)। বি।

হাভাতে—অন্নের কাঙাল, হতভাগ্য। ভাতের অভাব, অব্যয়ী+এ আছে অর্থে (বাংপ্র)। বিণ।

হাম—১। রোগ বিঃ, মিলমিলা রোগ। বাংপ্র। বি। ২। আমি। হি, কপ্র। সর্ব।

হামড়ি—উপুড়; অতিশয় আগ্রহ; হামা-গুড়ি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হামবড়া—আত্মাভিমান; আত্মগরিমা। হাম (আমি)+বড়া (প্রধান)। হি। বি।

হামরাই—তত্ত্বাবধানে। <ফা 'হম্রাহ্'। ক্রি-বিণ। [বি।

হামলা—চড়াও, আক্রমণ। <আ 'হম্লহ্'।

হামলানো—হাম্বা রব করা; বৎসের জন্য উতলা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হামা, হামাগুড়ি—জানু এবং করতলে ভর দিয়া চলা। বাংপ্র। বি।

হামানদিস্তা—ঔষধাদি চূর্ণ করিবার লৌহ বা প্রস্তরের উদূখল, মুষল। <ফা 'হাবনদস্তহ্'। বি।

হামাম—উষ্ণ জলযুক্ত স্নানাগার। <আ 'হাম্মাম'। বি।

হামার—১। আমার (বিকল্পে হামারি)। প্রা। কপ্র। সর্ব। ২। শস্যের গোলা; রাশি, স্তূপ। প্রাদে। বি।

হামি—সাহায্যকারী; পৃষ্ঠপোষক; রক্ষক ("আমি মলে এ মহলে আর নাই হামি"—রামপ্রসাদ)। আ। বি; পুং।

হামেশা—সর্বদা, অনবরত; ক্রমাগত; চিরকাল; সর্ব অবস্থায়। ফা-ঘু। অ।

হামেহাল—সর্বদা। <ফা-আ 'হমে'+ 'হাল'। বি।

হাম্বা—গাভীর রব। বাংপ্র। বি।

হাম্বীর—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

হায়—খেদপ্রকাশক শব্দ। <হা। অ।

হায়ন—১। বৎসর, বর্ষ। বি; পুং বা ক্লী। ২। ধান্য বিঃ; অগ্নিশিখা। হা+ অনট্ কর্তৃ (য-আগম, নিপা)। বি; পুং।

হায়রান—হয়রান (তাহা দ্রঃ)।

হায়া—লজ্জা, শরম। আ। বি।

হার—১। মুক্তাদির মালা। হৃ (মন ইঃ হরণ করা)+ঘঞ্ করণ। ২। যুদ্ধ; ভাগ। হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। ভাজক; হারক; বাহক। হৃ+ণ কর্তৃ। বিণ। ৪। দর ইঃর হিসাব, rate; পরাজয়। বাংপ্র। হার্+ই ভাব (ই-কার লোপ)। বি।

হারক—১। ভাজক অঙ্ক; কিতব, ধূর্ত; চোর। বি; পুং। ২। বাহক; হরণকারী; দ্যূতকার। হৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**হারিকা**।

হারমাদ—পোর্তুগিজ জলদস্যুর যুদ্ধ-জাহাজ; পোর্তুগিজ জলদস্যু। <পো 'armada'. বি।

হারমোনিয়ম—বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <ইং 'harmonium'. বি।

হারা—১। (কর্মবাচক উপপদের পরে থাকিলে) যে হারাইয়াছে এমন, বিহীন ("জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত"—রবীন্দ্র)। বিণ। ২। অকৃতকার্য হওয়া; পরাজিত হওয়া; রোগা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হারাউঁ—হারাই। প্রা কপ্র। ক্রি।

হারাকিরি—পেট চিরিয়া আত্মহত্যা। জাপানী। বি।

হারাধন, -নিধি—হারানো ধন, হারানো প্রিয়পাত্র। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

হারানিধি—'হারাধন' দ্রঃ।

হারানো—১। পরাজিত করা; পরাস্ত করা; অজ্ঞাতসারে হস্তভ্রষ্ট করা; খোয়ানো। ক্রি [, বি]। ২। যাহা হারাইয়া গিয়াছে এমন। হারা+নো কর্ম বা কর্মকর্তৃ। বিণ।

হারাম—মুসলমানদিগের অস্পৃশ্য জন্তু, শূকর; অসদ্ভাবে উপার্জিত সুতরাং শূকর (মুসলমানদের অখাদ্য)-সদৃশ খাদ্য। <আ 'হরাম'। বি। **হারাম খাওয়া**—মুসলমানদের গালিতে বা শপথে উক্ত বাক্য বিঃ।

হারামজাদা—গালি বিঃ; শূকরের বাচ্চা। <আ 'হরাম'+ফা 'জাদহ্'। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-জাদী**।

হারামদ—পোর্তুগিজ জলদস্যু ("রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে"—কবিকঙ্কণ)। <পো 'armada'. বি।

হারাহারি—মোটামুটি ভাগ-বাটোয়ারা। বাংপ্র। অ। [বি।

হারি—পরাজয়। হার্+ই ভাব। বাংপ্র।

হারিকেন—একপ্রকার লণ্ঠন। <ইং 'hurricane'. বি।

হারিত—১। পরাজিত; অপহারিত হৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ২। হরিদ্‌বর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। শুকপক্ষী। হরিত+অণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

হারিদ—হরিদ্রা। প্রা কপ্র। বি।

হারিদ্র—হরিদ্রাবর্ণ। হরিদ্রা+অণ্ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দ্রী**।

হারী (-রিন্)—১। (কর্মবাচক পদের পর) হরণকারী; অপহারক; গ্রহণকারী; মনোহর; বাহক। হৃ+ণিন্ কর্তৃ। ২। হারবিশিষ্ট। হার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**হারিণী**।

হারীত—পশুপক্ষী; ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনি; প্রতারণা, ছলনা। হারি (মনোহর) ইত (গতি) যাহার, বহু। বি; পুং।

হার্দ, হার্দ্য—১। প্রণয়, হৃদ্যতা, প্রীতি, স্নেহ। হৃদ্ (অন্তঃকরণ)+অণ্, ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী। ২। মনোজ্ঞ; হৃদ্গত। হৃদ্+অণ্, ষ্যঞ্ অধিকার করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**হার্দী**।

হার্মাদ—হারমাদ (তাহা দ্রঃ) ("হার্মাদের নৌকাসঙ্গে হৈল দরশন"—আলাওল)।

হার্য—অপহরণীয়; বহনীয়; গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য; ভাজ্য; নিবার্য। হৃ (হরণ করা)+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

হাল—১। লাঙ্গল। হল (কর্ষণ করা)+ঘঞ্ করণ। ২। অবস্থা; বর্তমান সময়। বি। ৩। আধুনিক; নূতন। আ। বিণ। ৪। নৌকাদির কর্ণ; লোহার লম্বা পাটি; গাড়ির চাকার লোহার বেড়। বাংপ্র। বি। **হালে পানি পাওয়া**—শেষ রক্ষা করা।

হালকা—লঘু, গুরুত্বহীন। <লঘুক। বিণ।

হালখাতা—নব বৎসরের হিসাবের খাতা, নব বৎসরের হিসাবের খাতায় উৎসবানুষ্ঠান পূর্বক লেখা আরম্ভ। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

হালত—অবস্থা। আ। বি।

হালফিল—ফিলহাল, বর্তমানে, এখন। আ-মু। অ।

হালাক—১। বধ। বি। ২। হয়রান; কাহিল; নষ্ট। <আ 'হলাক'। বিণ।

হালাল—বৈধ, ধর্মসম্মত; মুসলমানধর্মের নিয়মানুযায়ী পশুপক্ষ্যাদির কণ্ঠচ্ছেদন। <আ 'হলাল'। বি বা বিণ।

হালি—১। নবোৎপন্ন; এবছরের; নূতন; একেলে। হাল+ই ভবার্থে, সম্বন্ধার্থে (বাংপ্র)। বিণ। ২। নৌকাদণ্ড, বহিত্র; আঁটি, গণ্ডা। বাংপ্র। বি।

হালিক—হলসম্বন্ধীয়; হালিয়া, হেলে; হালবাহক; লাঙ্গলধারী, কৃষক। হল (লাঙ্গল)+ইক বহন করে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

হালুইকর—মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারক, মিঠাই-ওয়ালা। <আ 'হলুবা'+কর। বি বা বিণ।

হালুয়া—ঘৃত, চিনি ও সুজি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ, মোহনভোগ। <আ 'হলুবা'। বি।

হাশিয়া—শাল ইঃর পাড়। <আ 'হাশিঅহ্'। বি।

হাস—হাস্য। হস্ (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

হাসই, হাসন্ত—হাসে। প্রা কপ্র। ক্রি।

হাসনি—হাস্য। প্রা কপ্র। বি।

হাসপাতাল—হাঁসপাতাল (তাহা দ্রঃ)।

হাসাহাসি—কয়েকজনের মিলিত হাস্য-পরিহাস; বিদ্রূপাত্মক হাস্যপরিহাস। ব্যতিহার বহু। বাংপ্র। বি।

হাসি—১। হাস্য, হাস। হাস্+ই ভাব (বাংপ্র)। বি। ২। হাস্য করিয়া। কপ্র। অস-ক্রি।

হাসিখুশি—সহাস্য আনন্দ। বাংপ্র। বি।

হাসিয়া—হাঁসিয়া (তাহা দ্রঃ)।

হাসিল—১। আদায়; সিদ্ধি। বি। ২। লভ্য; উৎপন্ন; আবাদী; নিষ্পাদিত, সিদ্ধ; সম্পন্ন। আ। বিণ।

হাসিহাসি—সহাস্য, প্রফুল্ল। বাংপ্র। বিণ।

হাস্নোহানা, হাস্নাহানা—শ্বেতবর্ণ ছোট সুগন্ধি পুষ্প বিঃ। জাপানী। বি।

হাস্তিক—১। হস্তিসমূহ। হস্তিন্+ইক সমূহার্থে। বি; ক্লী। ২। হস্তীতে আরোহণ-কারী; হস্তিসম্বন্ধীয়। হস্তিন্+ইক্ আরোহণার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

হাস্য—১। হাসি। হস্+ণ্যৎ ভাব। বি; ক্লী। ২। কাব্যের রস বিঃ (হাস্যরস দ্রঃ)। হাস্য+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি; পুং। ৩। পরিহসনীয়, উপহসনীয়। হাস +ণ্যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

হাস্যকর—যাহাতে হাসি পায় এমন; উপ-হাসের উপযুক্ত। উপতৎ; হাস্য—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

হাস্যকৌতুক—হাস্য-পরিহাস, হাসিঠাট্টা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

হাস্যজনক—হাস্যকর। ৬তীতৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

হাস্যপরিহাস—হাসি-তামাশা। হাস্য ও পরিহাস, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

হাস্যময়—হাস্যযুক্ত, হাসিতে ভরা। হাস্য+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

হাস্যমুখ—১। হাসি-মাখা বদন। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার মুখে হাসি আছে এমন ; স্মিতানন। হাস্যপূর্ণ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -**মুখা**, -**মুখী**।

হাস্যরঞ্জিত—হাসিতে রাঙা ; হাস্যশোভিত। ৩য়াতৎ। বিণ।

হাস্যরস—কাব্যের হাস্যজনক রস [ইহাতে স্থায়িভাব হাস্য ; হাস্যজনক অঙ্গবিকৃতি ও বাক্যাদি ইহাতে আলম্বন। যথা—
"নামটি আমার গভাচন্দ্র সবাই ডাকে গডা।
সারা ভিনটা রোজে টৌ-টৌ গায়ে চুলো কাডা।
ডাডা বলে গাচা টুই লিখবি পড়বি নে।
অমনি আমি কেঁড়ে ভিলুম এঁহেঁ হেঁ হেঁ হেঁ"]। হাস্যনামক রস, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

হাস্যরসাত্মক—যাহাতে হাস্যরস আছে এমন ; হাস্যরসযুক্ত। হাস্যরস আত্মা (আত্মন্ =স্বরূপ) যাহার, বহু (সমাসান্ত ক)। বিণ। স্ত্রী, -**ত্মিকা**।

হাস্যরসিক—হাস্যরসের উত্থাপনে বা পরিবেশনে নিপুণ ; যে হাসাইতে পারে এমন। হাস্যরস+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বিণ।

হাস্যসংবরণ—হাসি থামানো। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

হাস্যালাপ—হাস্যপরিহাস ; রসালাপ। হাস্যযুক্ত আলাপ, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পুং।

হাস্যাস্পদ—উপহাসের পাত্র। হাস্যের আস্পদ, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী, বা বিণ।

হাস্যোদ্দীপক—হাস্যকর ; যাহাতে হাসিবার অত্যধিক প্রবৃত্তি হয় এমন। হাস্যের উদ্দীপক, ৬ষ্ঠীতৎ। বিণ। স্ত্রী, -**পিকা**।

হাস্যোদ্দীপন—বাক্য অথবা আচরণাদি দ্বারা হাসির উদ্রেক করা। হাস্যের উদ্দীপন, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

হাস্যোদ্রেক—হাসি পাওয়া। হাস্যের উদ্রেক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পুং।

হাহা—১। গন্ধর্ব বিঃ, কুবেরানুচর বিঃ। হা—হা+বিচ্ কর্তৃ+স্বার্থে ডা। বি ; পুং। ২। দুঃখ শোক বিস্ময় ও সম্ভ্রমসূচক শব্দ ; খেদজনক শব্দ ; শোকধ্বনি ; আশ্চর্য ; শোক ; কষ্ট। খেদাদি অর্থে বিরুক্তি। হা শব্দ—হা+কিপ্ কর্তৃ+আপ্। অ।

হাহাকার—শোকধ্বনি ; কলরব ; কাতরতাজন্ত কলরব ; যুদ্ধকলরব ; অশ্বাদিপ্রেরণধ্বনি। হা হা—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

হিং, হিঙ—বণিক্-দ্রব্য বিঃ। <হিঙ্গু। বি।

হিংলী—একপ্রকার তামাক গাছ এবং তাহার পাতা। বাংপ্র। বি।

হিংসক—১। হিংসাকারক, ঘাতক, দ্বেষ্টা। বিণ। স্ত্রী—**হিংসিকা**। ২। হিংস্রজন্তু ; শত্রু ; অথর্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণ। হিন্স্+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

হিংসন, হিংসা—বধ, হত্যা, হনন ; অপকার, ক্ষতি ; পরানিষ্টসাধনপ্রবৃত্তি, দ্বেষ ; ঈর্ষা। হিন্স্+অনট্ ভাব ; হিন্স্+অ ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী। বিণ—**হিংসনীয়, হিংসিত, হিংসুক, হিংস্য**।

হিংসাকর্ম (-কর্মন্)—হিংসার কাজ ; অভিচার, মারণ মোহন স্তম্ভন বিদ্বেষণ উচ্চাটন বশীকরণ—এই ছয়টি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; ক্লী।

হিংসালু—হিংসাপ্রকৃতিক, ঘাতক ; অপকারক, হিংসা করা যাহার স্বভাব এমন। হিন্স্+আলুচ্ কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ।

হিংসিত—যাহাকে হিংসা করা হয় এরূপ ; হত, বিনাশিত। হিন্স্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**হিংসন, হিংসা**।

হিংসুক—হিংসা করাই যাহার স্বভাব এমন ; পরশ্রীকাতর। হিন্স্+উক কর্তৃ, শীলার্থে। বিণ। বি—**হিংসন, হিংসা**।

হিংসুটে—পরশ্রীকাতর ; যে অন্যের ভাল দেখিতে পারে না। বাংপ্র। বিণ।

হিংস্য—হিংসাযোগ্য, বধ্য। হিন্স্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। বি—**হিংসন, হিংসা**।

হিংস্র, হিংস্রক—১। হিংসা করাই যাহার স্বভাব এমন ; হননকারক, ঘাতুক ; অনিষ্টকারক, অপকারক। বিণ। স্ত্রী, -**স্রা**, -**স্রিকা**। ২। হিংসাকারক জন্তু। হিন্স্+র কর্তৃ, শীলাদ্যর্থে ; হিংস্র+কন্ স্বার্থে। বি ; পুং।

হিংস্রপ্রকৃতি—অত্যন্ত হিংসুক ; মারাত্মক স্বভাববিশিষ্ট ; হিংসাশীল। হিংস্রা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

হিঁচড়নো, হিঁচড়ানো—জোরে টানা, বলপূর্বক আকর্ষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

হিঁন্তোর—হিন্দোল, দোলন। প্রা কপ্র। বি।

হিঁদু—হিন্দু। <ফা 'হিন্দু' (<সিন্ধু)। বি।

হিঁদুয়ানি—হিন্দুর আচার-ব্যবহার, হিন্দুর চালচলন। হিন্দু+আনি ভাবে (ফা-মূ)। বি।

হিঁয়ালি—গূঢ়ার্থ প্রশ্ন ; কূটপ্রশ্ন ; যাহার অর্থ করা কঠিন এরূপ শ্লোক (riddle). <হেয়ালিকা। বি।

হিকমত, হেকমত—ফিকির, চাতুরী ; কৌশল ; জ্ঞান। আ। বি।

হিক্কা—রোগের উপসর্গ বিঃ, হেঁচকি। হিক+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

হিঙ্গু—নির্যাস বিঃ, হিং। হিন্—গম্+কু কর্তৃ (নিপা)। বি ; পুং বা ক্লী।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি—রঞ্জনদ্রব্য বিঃ ; পারা ও গন্ধক মিশানো লাল রঙের একপ্রকার পদার্থ। হিঙ্গু—লা+ক, কি কর্তৃ। বি ; পুং বা ক্লী।

হিজড়া, হিজড়ে—ক্লীব, নপুংসক, খোজা। বাংপ্র। বি।

হিজরত—পলায়ন (সাধারণতঃ হজরত মোহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নকে বুঝায়)। আ। বি।

হিজরা—মুসলমানের প্রচলিত সন [হজরত মোহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নের সময় অর্থাৎ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই সনের গণনা আরম্ভ হইয়াছে]। আ। বি।

হিজরী—হিজরা। <আ 'হিজর'। বি।

হিজল—একপ্রকার বৃক্ষ। <হিজ্জল। বি।

হিজলিবাদাম—কাজুবাদাম। বাংপ্র। বি।

হিজিবিজি—কালির অর্থহীন এলোমেলো রেখা ; আঁকাবাঁকা ; বোধাতীত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হিজ্জ, হিজ্জল—হিজলগাছ। হি+কিপ্ কর্তৃ ; হিৎ জল যাহাতে, বহু ; ১ম পক্ষে হিৎ—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

হিঞ্চা, হিঞ্চে—জলজ তিক্ত শাক বিঃ। <হিলমোচিকা। বি।

হিড়হিড়—গড়াইয়া পড়িবার বা টানিবার অনুকার-শব্দ। বাংপ্র। অ।

হিড়িক—আন্দোলন ; হুজুগ ; সুযোগ ; ভিড়, ঠেলা ; চাপ ; হাঙ্গামা। বাংপ্র। বি।

হিড়িম্ব—রাক্ষস বিঃ। হিন্ড্+কিব কর্তৃ। বি ; পুং।

হিড়িম্বা—ভীমপত্নী রাক্ষসী বিঃ। হিড়িম্ব+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বি।

হিন্তোর—দোলনা, হিন্দোল। প্রা কপ্র।

হিত—১। উপকারক ; যোগ্য, উপযুক্ত ; প্রিয় ; পথ্য ; গত ; অনুকূল ; ধৃত ; ব্যবহার্য। ধা+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ইষ্টসাধন ; মঙ্গল ; গমন। হি+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

হিতকর, -কারী (-কারিন্)—মঙ্গলজনক, উপকারক। উপতৎ ; হিত (মঙ্গল)—কৃ (করা)+ট, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**করী**, -**কারিণী**।

হিতকাম—হিতৈষী, মঙ্গলকামী। হিত কাম (ইচ্ছা) যাঁহার, বহু। বিণ।

হিতবাদী (-বাদিন্)—সৎপরামর্শদায়ক, হিতকথনশীল। উপতৎ ; হিত—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বাদিনী**।

হিতাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলকামনা। হিতের আকাঙ্ক্ষা, ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; স্ত্রী।

হিতাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—হিতৈষী, শুভার্থী, মঙ্গলকামী। উপতৎ; হিত—আ—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কাঙ্ক্ষিণী।

হিতার্থী (-র্থিন্)—মঙ্গলপ্রার্থী; শুভানুধ্যায়ী। উপতৎ; হিত (মঙ্গল)—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -র্থিনী।

হিতাশী (-শিন্)—১। পথ্যভোজী। উপতৎ; হিত—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। স্ত্রী, -শিনী। ২। হিতৈষী ("বাঁচাও হিতাশী মাসী উপায় বলিয়া"—ভারত)। প্রা কপ্র। বিণ।

হিতাহিত—ন্যায়ান্যায়; ভালমন্দ; শুভাশুভ। হিত ও অহিত, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী, বা বিণ।

হিতৈষণা, হিতৈষা—হিতেচ্ছা, পরের উপকারসাধনের ইচ্ছা। হিতের এষণা, এষা (ইচ্ছা, চেষ্টা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হিতৈষী (-ষিন্)—শুভানুধ্যায়ী, হিতাভিলাষী। উপতৎ; হিত (মঙ্গল)—ইষ্ (ইচ্ছা করা)+ণিন্ কর্তৃ, অথবা, হিতৈষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষিণী।

হিতোক্তি—প্রিয়বচন, হিতকর বাক্য। হিতা উক্তি (কথন), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হিতোপদেশ—১। সৎপরামর্শদান। হিত উপদেশ, কর্মধা। ২। পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণে নারায়ণকৃত মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ ও সন্ধি-নামক কথাচতুষ্টয়াত্মক নীতিগ্রন্থ বিঃ। হিত উপদেশ যাহাতে, বহু। বি; পুং।

হিন্তাল, হীন্তাল—হেঁতালগাছ। হীন (অধম) তাল, কর্মধা (নিপা)। বি; পুং।

হিন্দী—উত্তর ভারতের ভাষা বিঃ। ফা। বি।

হিন্দু—সনাতনপন্থী ভারতীয় জাতি, বৈদিক ধর্মাচারী ভারতবর্ষবাসী। <ফা (<সিন্ধু)। বি।

হিন্দুত্ব—হিন্দুর আচার-ব্যবহার চালচলন প্রভৃতি; হিন্দুর ভাব। হিন্দু (ফা শব্দ)+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

হিন্দুধর্ম—হিন্দুজাতির আচরিত ধর্ম। হিন্দু (ফা) সেবিত ধর্ম, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হিন্দুয়ানি—হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও চালচলন। হিন্দু (ফা)+আনি। বি।

হিন্দুসমাজ—ভারতের আর্যসম্প্রদায়। ৬ষ্ঠীতৎ। ফা-মূ। বি; পুং।

হিন্দুস্থান—ভারতবর্ষ; উত্তর ভারত। <ফা 'হিন্দুস্তাঁন'। বি।

হিন্দুস্থানী—১। ভারতবাসী; উত্তর ভারতের অধিবাসী; উত্তর ভারতের ভাষা বিঃ। বি। ২। ভারত-সংক্রান্ত; উত্তর ভারত-সম্বন্ধীয়। হিন্দুস্থান (<ফা হিন্দুস্তাঁন)+ঈ নিবাসাদি অর্থে। বিণ।

হিন্দোল, হিন্দোলা—১। দোলা, ঝুলন; ঝুলনযাত্রা। হি (অব্যয়শব্দ)—দুল্ (দোলানো)+ঘঞ্ ভাব, অথবা, হিন্দোল্+ঘঞ্ ভাব (নিপা); পক্ষে আপ্। ২। যান বিঃ। হি—দুল্+ঘঞ্ অধি, অথবা, হিন্দোল্+ঘঞ্ অধি (নিপা); পক্ষে আপ্। ৩। রাগ বিঃ। হি—দুল্+অচ্ কর্তৃ, অথবা, হিন্দোল্+অচ্ কর্তৃ (নিপা); পক্ষে আপ্। বি; পুং, স্ত্রী।

হিন্দোলী—ডুলি, ঝুলি। হিন্দোল+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

হিবুক—লগ্নের চতুর্থ স্থান। হিম্ব্ (প্রীত করা)+উকক্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

হিব্রু—ইহুদীজাতি; প্রাচীন ইহুদীদের ভাষা। হিব্রু। বি।

হিম—১। তুষার; নীহার; চন্দন; চন্দনদ্রব; শৈত্য, শীতলতা; শীতলস্পর্শ; মুক্তা; পদ্ম; নবনীত। বি; ক্লী। ২। হিমগিরি, হিমালয়-পর্বত; চন্দ্র; নন্দনবৃক্ষ; কর্পূর; ঋতু বিঃ। বি; পুং। ৩। শীতল। হন্ (বধ করা) বা হি+মক্ কর্তৃ (হন্-স্থানে হি)। বিণ।

হিমকটিবন্ধ—উদীচ্যবৃত্ত ও উদীচ্যোত্তরবৃত্ত হইতে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত দুই ভূভাগ, Arctic Zone. হিম কটিবন্ধ, কর্মধা। বি; পুং।

হিমকর—১। চন্দ্র; কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। বি; পুং। ২। শীতস্পর্শবিশিষ্ট। হিম কর যাহার, বহু। বিণ।

হিমকরশীকর—শিশিরবিন্দু। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হিমগিরি—হিমালয়-পর্বত। ৬ষ্ঠীতৎ বা মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হিমজ—১। মৈনাক-পর্বত। বি; পুং। ২। হিমালয়-পর্বতে জাত। উপতৎ; হিম (হিমালয়-পর্বত)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

হিমজা—দুর্গা, পার্বতী। হিমজ+আপ্। বি; স্ত্রী।

হিমধামা (-ধামন্)—চন্দ্র ("হরিণীহীন হিমধামা"—বিদ্যা)। হিম ধাম (রশ্মি) যাহার, বহু। বি; পুং।

হিমনিষ্পত্র—যাহারা শীতকালে পত্রত্যাগ করে এমন। হিমে নিষ্পত্র, ৭মীতৎ। বিণ।

হিমবর্ষী (-বর্ষিন্)—যাহা হইতে তুষার বর্ষণ হয় এমন। উপতৎ; হিম—বৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -বর্ষিণী।

হিমবান্ (-বৎ)—১। হিমালয়-পর্বত। বি; পুং। ২। শীতল, ঠাণ্ডা, শৈত্যগুণযুক্ত। হিম (তুষার, শৈত্য)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

হিমবাহ—(ভূগোল) পর্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নে অবতরণশীল বিরাট্কায় বরফস্তূপ, glacier. হিম—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

হিমমণ্ডল—হিমকটিবন্ধ (তাহা দ্রঃ)। হিমময় মণ্ডল, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

হিমরেখা—(ভূগোল) যে অক্ষরেখার নিম্নে তুষার গলিয়া যায় কিন্তু উপরে সারা বৎসরই তুষারস্তূপ থাকে তাহা, snowline. হিমজ্ঞাপক রেখা, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হিমশিম—হয়রান; ক্লান্ত; জব্দ। বাংধ্ব। বিণ। **হিমশিম খাওয়া**—বিশেষ পরিশ্রান্ত হওয়া।

হিমশিলা—তুষার, বরফ। হিমের শিলা (কঠিন খণ্ড), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হিমশৈল—১। হিমালয়-পর্বত। হিমপ্রধান শৈল (পর্বত), মধ্যপ কর্মধা। ২। (ভূগোল) সমুদ্রজলে ভাসমান বিরাট্কায় বরফখণ্ড, iceberg. ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হিমশৈলজ—১। হিমালয়-পর্বতে উৎপন্ন। বিণ। ২। মৈনাক-পর্বত। উপতৎ; হিমশৈল—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

হিমশৈলজা—পার্বতী, দুর্গা। উপতৎ; হিমশৈল (হিমালয়-পর্বত)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

হিমসংহতি—হিমানী, বরফের রাশি। হিমের সংহতি (সমূহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হিমাংশু—চন্দ্র, শশী; কর্পূর (চন্দ্রনামত্ব হেতু)। হিম (শীতল) অংশু (কিরণ) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

হিমাগম—শীতকাল; হেমন্ত ঋতু। হিমের আগম (আগমন) যাহাতে, বহু। বি; পুং।

হিমাঙ্ক—তাপমান-যন্ত্রের পারদ যে চিহ্নে আসিলে কোন তরল পদার্থ জমিয়া বরফ হয় তাহা, freezing point. হিমের অঙ্ক, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হিমাঙ্গ—১। শীতল অঙ্গ। হিম (শীতল) অঙ্গ (অবয়ব), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার শরীর ঠাণ্ডা এমন; হিমকায়। হিম অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী।

হিমাচ্ছন্ন—তুষারাবৃত; বরফে ঢাকা। হিমে আচ্ছন্ন, ৩য়াতৎ। বিণ।

হিমাদ্রি—হিমালয়-পর্বত। হিমের অদ্রি, (পর্বত), ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, হিমময় অদ্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হিমাদ্রিজা, -তনয়া—পার্বতী, দুর্গা; ক্ষীরিণী। হিমাদ্রি (হিমালয়-পর্বত)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ+আপ্; হিমাদ্রির তনয়া (কন্যা), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

হিমানী—বরফের স্তূপ; বরফ। হিম (তুষার)+ঙীপ্ সংহতি অর্থে (আনুক্-আগম)। বি; স্ত্রী।

হিমারাতি, হিমারি—ভানু, সূর্য;

অগ্নি। হিমের অরাতি, অরি (শত্রু), ৬ষ্ঠী-তৎ। বি; পুং।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অবস্থিত পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী বিরাট পর্বত। [এই পর্বতের চূড়াসকল সর্বদা হিমে অর্থাৎ বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে।] হিমের (তুষারের) আলয় (গৃহ), ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হিমিকা—১। শিশির, হিমকণা; তৃণাদির উপরিভাগে পতিত হিম। হিম (কুয়াশা)+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। ২। কুজ্ঝটিকা। হিম্+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

হিম্মত—সাহস, বীরত্ব। আ। বি।

হিম্মতওয়ালা—মনস্বী; সাহসী। হিম্মত (আ)+ওয়ালা বিশিষ্টার্থে। বিণ।

হিম্য—হিমজাত, হিমোৎপন্ন, শীতল। হিম (তুষার)+যৎ জাতার্থে। বিণ।

হিয়া—হৃদয়। কপ্র। বি।

হিরণ—সোনা, স্বর্ণ; বরাটক, কড়ি; রেতঃ। হৃ (লওয়া)+অন (ক্যু) কর্ম (ঋ-স্থানে ইর্)। বি; ক্লী।

হিরণ-কিরণ—স্বর্ণের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

হিরণ্ময়—১। স্বর্ণময়। বিণ। স্ত্রী, -য়ী। ২। নববর্ষমধ্যে বর্ষ বিঃ। বি; ক্লী। ৩। ব্রহ্মা। হিরণ্য+ময়ট্ বিকারার্থে (য-কারের লোপ)। বি; পুং।

হিরণ্য—স্বর্ণ; রৌপ্য; ধন; রেতঃ। হিরণ+যৎ স্বার্থে। বি; ক্লী।

হিরণ্যকশিপু—দৈত্য বিঃ। হিরণ্য (স্বর্ণ) কশিপু (প্রাসাচ্ছাদন) যাহার, বহু। বি; পুং।

হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা; শিলা বিঃ। হিরণ্য (স্বর্ণময় অণ্ড) গর্ভ (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি; পুং।

হিরণ্যাক্ষ—হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা। হিরণ (স্বর্ণবর্ণ) অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

হিরাকস—কষায় দ্রব্য বিঃ; কাসীস, iron sulphate. বাংপ্র। বি।

হিলন—১। যে হেলাইয়া অর্থাৎ বক্র হইয়া আছে এমন ("হিলন নটবর সাজ"—যদুনন্দন)। ২। হেলানো, ঠেস। প্রা কপ্র। বি।

হিলমোচি, হিলমোচিকা, হিলমোচী—হিঞ্চাশাক, হেলেঞ্চা। হিল্+ক ভাবে=হিল (কটাক্ষাদি ভঙ্গীকরণ); হিল—মুচ্+ই কর্তৃ; হিলমোচ+কন্ স্বার্থে+আপ্; হিলমোচি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হিলায়ত—দোলাইতেছে। প্রা কপ্র। বি।

হিলোর—১। আন্দোলিত। বিণ। ২। হিল্লোল; আন্দোলন, দোলনা। প্রা কপ্র। বি।

হিলোল—তরঙ্গ, আন্দোলন। <হিল্লোল। বি।

হিলোলি—দোলাইয়া, আন্দোলিত করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

হিল্লা, হিল্লে—উপায়; আশ্রয়। <আ 'হিলহ্'। বি।

হিল্লোল—১। দোলন। হিল্লোল্ (দোলা) +ঘঞ্ ভাব। ২। তরঙ্গ, ঢেউ। হিল্লোল্ +অচ্ কর্তৃ। ৩। রতিক্রিয়ার শয়ন বা অবস্থান বিঃ অর্থাৎ রতিবন্ধ বিঃ। হিল্লোল্ +ঘঞ্ অধি। বি; পুং।

হিসাব, হিসেব—গণনা; হার; আয়-ব্যয়াদি-স্থিরীকরণ। আ। বি।

হিসাবনবিস—জমাখরচ-লেখক। হিসাবের নবিস (লিপিকার), ৬ষ্ঠীতৎ। আ-ফা। বি।

হিসাব-নিকাশ—আয়-ব্যয়াদির হিসাব-স্থিরীকরণ। ৬ষ্ঠীতৎ। আ-ফা। বি।

হিসাবী, হিসেবী—হিসাবসম্বন্ধীয়; বিমৃষ্যকারী; মিতব্যয়ী। হিসাব+ঈ সম্বন্ধার্থে, শীলার্থে। আ-ফা। বিণ।

হিস্টিরিয়া—একপ্রকার মূর্চ্ছারোগ। <ইং 'hysteria'. বি।

হিস্সা, হিস্সে—অংশ, ভাগ। আ। বি।

হিস্সাদার—অংশীদার। হিস্সা+দার আছে অর্থে। আ-ফা-ফা। বিণ।

হিহি—আহ্লাদসূচক শব্দ, আনন্দসূচক শব্দ, আনন্দসূচক ধ্বনি; হাস্যশব্দ। বাংপ্র। অ।

হীন—পরিত্যক্ত, বর্জিত; রহিত, ঊন, শূন্য; নিন্দনীয়; অধম, নীচ। হা (পরিত্যাগ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

হীনচেতাঃ (-চেতস্), **-চেতা**—নীচমনাঃ, সংকীর্ণমনাঃ। হীন চেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

হীনতা—নীচতা; ক্ষুদ্রতা। হীন+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

হীনপ্রকৃতি—১। নীচমনাঃ, ক্ষুদ্রাশয়। বহু। বিণ। ২। নীচ স্বভাব; নীচ মন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হীনপ্রভ—যাহার দীপ্তি কমিয়া গিয়াছে এমন। হীনা প্রভা যাহার বহু। বিণ।

হীনপ্রাণ—দুর্বল; নীচমনাঃ, ক্ষুদ্রচেতাঃ। বহু। বিণ।

হীনবর্ণ—মলিন রঙের; নিকৃষ্টজাতীয়। হীন বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

হীনবল—দুর্বল। হীন বল যাহার, বহু। বিণ।

হীনবুদ্ধি—১। নীচবুদ্ধি; অজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট। হীনা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। অল্প বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হীনবৃত্তি—১। নীচ ব্যবসায়। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। নীচস্বভাব; নীচ উপায়ে জীবিকানির্বাহকারী। হীনা বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

হীনবেশ—১। মলিন বেশ; দারিদ্র্যের পরিচায়ক বেশভূষা। কর্মধা। বি; পুং। ২। মলিন-পরিচ্ছদধারী। হীন বেশ যাহার, বহু। বিণ।

হীনমতি—নীচমনাঃ। হীনা মতি যাহার, বহু। বিণ।

হীনশক্তি—দুর্বল। হীনা শক্তি যাহার, বহু। বিণ।

হীনসত্ত্ব—ভীত; বিহ্বল ("যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ত্ব"—কাশী)। হীন সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ।

হীনাঙ্গ—বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন। হীন অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গী, -ঙ্গা।

হীনাবস্থ—দরিদ্র, দৈন্যদশাগ্রস্ত। হীনা অবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

হীন্তাল—'হিন্তাল' দ্রঃ।

হীয়মান—যাহা হীন হইতেছে এমন, যাহা হ্রাস পাইতেছে এমন। হা (ত্যাগ করা)+শানচ্ কর্মকর্তৃ। বিণ।

হীরক—বহুমূল্য প্রস্তর বিঃ, হীরা, হীরে। হীর্+কন্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

হীরকখচিত—মাঝে মাঝে হীরার টুকরা-বসানো। ৩য়াতৎ। বিণ।

হীরকজুবিলি—কোন সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞীর ষাট বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে তাঁহার অভিনন্দনার্থ উৎসব বিঃ, diamond jubilee. বাংপ্র। বি।

হীরকাঙ্গুরীয়ক—হীরার আংটি। হীরক-নির্মিত অঙ্গুরীয়ক, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

হীরা—রত্ন বিঃ, হীরে। <হীরক। বি।

হীরামন, হীরেমন—একজাতীয় শুক-পক্ষী। হি। বি।

হীহীকার—উচ্চ হাস্য; শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া হীহী শব্দ করণ ("চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে"—রবীন্দ্র)। হীহী—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বাংপ্র। বি; পুং।

হুইপ—ব্যবস্থাপক সভায় নিজদলের সভ্য-গণকে কোন বিশেষ মতে মিলিত হইবার জন্য আহ্বানকারী সভ্য; চাবুক। <ইং 'whip'. বি।

হুইল—চক্র, চাকা; বড়শি প্রভৃতির সুতা গুটাইবার ধাতুময় চক্র। <ইং 'wheel'. বি।

হু—স্বীকার-বোধক শব্দ; সম্মতিসূচক শব্দ; সন্দেহপ্রকাশক শব্দ; প্রতিজ্ঞাসূচক শব্দ; ভয়প্রদর্শনসূচক শব্দ। <হুম। অ।

হুঁকা—তামাকের ধূমপানার্থ যন্ত্র, তাম্রকূট-

সেবনের নলিচাযুক্ত নারিকেলের খোল। <আ 'হুক্‌'। বি।

হুঁকারি—তামাকখোর ("বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি"—টেকচাঁদ)। হুঁকা+রি আসক্তার্থে। আ-মূ। বিণ।

হুঁপো—চিচিঙ্গা। বাংপ্র। বি।

হুঁশ—সংজ্ঞা, চৈতন্য। <ফা 'হোশ'। বি।

হুঁশিয়ার—সাবধান, সতর্ক; চালাক; চেতনাবিশিষ্ট। <ফা 'হোশিয়ার'। বিণ। বি. -য়ারি।

হুংকার, হুংকৃত, হুংকৃতি—হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি (তাহা দ্রঃ)।

হুক—কোন কিছু আটকাইবার বক্রাগ্র লৌহ; বঁড়শি। <ইং 'hook'. বি।

হুকুম—আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি। <ফা হুকুম'। বি।

হুকুমত—প্রভুত্ব। আ। বি।

হুকুমদার—১। আদেশকারী। হুকুম (<আ 'হুকুম')+দার (ফা) কর্তা অর্থে। বি বা বিণ। ২। কে আসিতেছে [সরকারী কোষাগারের সম্মুখে রাত্রিতে যে পাহারা-ওয়ালা থাকে সে কোন ব্যক্তিকে নিকটে যাইতে দেখিলেই এই কথা বলে এবং "রাইয়ত" বলিয়া উত্তর দিলে তাহাকে যাইতে দেয়, অন্যথা তাহাকে আটক করে অথবা বিপদ্ বুঝিলে গুলি করে]। <ইং 'Who comes there'.

হুকুমনামা—আদেশপত্র। হুকুম+নামা লিপি অর্থে। ফা-মূ। বি।

হুকুমবরদার—আজ্ঞাপালক, আজ্ঞাধীন। ফা-মূ। বিণ।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—'হুম্' এইরূপ শব্দ-করণ; বজ্রবরাহধ্বনি; গর্জন। হুম্—কৃ+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভাব। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

হুজুক, হুজুগ—সাময়িক গোলযোগ, আন্দোলন; গুজব, মজা প্রঃ। আ-মূ। বি।

হুজুকপ্রিয়—যে সহজেই হুজুকে মাতিয়া উঠে এমন; কোন বিষয়ে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত হইচই যাহার ভাল লাগে এমন। বহু। আ-মূ। বিণ।

হুজুকে—হুজুকপ্রিয়। হুজুক+এ প্রিয়ার্থে। আ-মূ। বিণ।

হুজুর—মনিব, প্রভু। <আ 'হুজুর'। বি।

হুজ্জত—বচসা, তর্ক; কোলাহল ("ভুলরাম ধুমধাম মহা হুজ্জত"—সত্যেন্দ্র)। আ। বি।

হুট—অবিবেচনা। বাংপ্র। বি।

হুটোপাটি—হুড়াহুড়ি, লাফালাফি; কোলাহল। বাংপ্র। বি।

হুড়—ভর্ৎসনা, ঠেলাঠেলি, বিবাদ; ভিড়। বাংপ্র। বি।

হুড়কা—১। দ্বার বন্ধ করিবার কাঠ। ২। পতিসংসর্গত্যাগিনী, পতিসংসর্গভীতা। <উৎকা। বিণ; স্ত্রী।

হুড়মুড়—দ্রুত এবং ভারী বস্তুর পতনাদি-জনিত শব্দ। বাংপ্র। অ।

হুড়হুড়—বেগে বৃষ্টিজলাদির পতনশব্দ। বাংপ্র। অ।

হুড়া, হুড়ো—ঠেলা; তাগাদা। বাংপ্র। বি।

হুড়াহুড়ি, হুড়োহুড়ি—ঠেলাঠেলি; মারামারি। বাংপ্র। বি।

হুড়ি—হোঁচট খাইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

হুড়ুম—মুড়ি। প্রাদে। বি।

হুণ্ডি—অর্থসম্বন্ধীয় চিঠি; টাকা দিবার বরাতি চিঠি। বাংপ্র। বি।

হুত—১। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি); তর্পিত। বিণ। ২। হোম-করা অগ্নি। হু+ক্ত কর্ম। বি; পুং। ৩। হোম। হু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

হুতবহ, -ভুক্ (-ভুজ্)—অগ্নি; চিত্রক-বৃক্ষ। হুত—বহ্+অচ্ কর্তৃ; হুত—ভুজ্+কিপ্ কর্তৃ। বি; পুং।

হুতাশ—নৈরাশ্য, আতঙ্ক। <হুতাশ। বি।

হুতাশ, হুতাশন—অগ্নি, বহ্নি; হোম-ঘৃতাদি-ভক্ষক। হুত—অশ্ (ভোজন করা)+অণ্ কর্তৃ; হুত অশন যাহার, বহু। বি; পুং।

হুতি—হবন, হোম, যজ্ঞে ঘৃতাদি নিক্ষেপ। হু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

হুতুম, হুতোম—একপ্রকার পাখি, বৃহদাকার পেচকজাতীয় পাখি। বাংপ্র। বি।

হুদ্দা, হুদ্দো—এলাকা, অধিকারের সীমানা। বাংপ্র। বি।

হুনরী, হুন্নরী—হুনক শিল্পী। <ফা 'হুনর্'। বি।

হুবহু—ঠিক ঠিক; অবিকল; সম্পূর্ণরূপে। আ-ফা-মূ। ক্রি-বিণ।

হুম্, হুঁম্—সম্মতি স্বীকার নিষেধ স্মৃতি পান সংশয় অসূয়া বিতর্ক প্রশ্ন প্রঃসূচক শব্দ। হ্বে+ডুম্, ডুম্ করণ। অ।

হুমকি—হুংকার; ভয় দেখানো, তর্জন। <হুংকার। বি।

হুমড়ি—কিছু লইবার জন্য আগ্রহাতিশয্য দেখানো; হামাগুড়ি। <হেঁটমুণ্ড। বি।

হুরী—পরী। <আ 'হূর্'। বি।

হুল—দংশ্রাগ্রভাগ; ভ্রমর বোলতা প্রঃর দংশ্র বেধনাস্ত্রবৎ অঙ্গ। <অল। বি।

হুলস্থুল, হুলুস্থুল—গোলযোগ, গোল-মাল। বাংপ্র। বি।

হুলহুলী—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলসূচক মুখ-শব্দ, হুলুধ্বনি। হুলু+ক কর্তৃ, ষিত্+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

হুলা, হুলো—মদ্দা বিড়াল; পুরুষজাতীয়। হোল (মুক্ত)+আ, ও বিশিষ্টার্থে। বি বা বিণ।

হুলাস—উল্লাস। প্রা কপ্র। বি।

হুলাহুলি—উলুধ্বনি। বাংপ্র। বি।

হুলিয়া—পলাতক আসামীর চেহারার বর্ণনা। <আ 'হুলিয়হ্'। বি।

হুলু—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলধ্বনি; উলুধ্বনি; <হুলাহুলী। বি।

হুলো—'হুলা' দ্রঃ।

হুল্লোড়—দলবদ্ধভাবে আমোদ-প্রমোদ ও কোলাহল। বাংপ্র। বি।

হুশিয়ার—মনোযোগী; চতুর, বিজ্ঞ, সতর্ক, সাবধান। <ফা 'হোশিয়ার'। বিণ।

হুশিয়ারি—সাবধানতা। <ফা 'হোশি-য়ার'। বি।

হুসহুস—অনুকার শব্দ বিঃ। বাংপ্র। অ।

হুহু, হূহূ—(রামায়ণ) গন্ধর্ব বিঃ। হ্বে+ডু কর্ম (নিপা)। বি; পুং।

হুহুংকার—হুংকার। হুহুম্—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

হুংকা(ঙ্কা)র, হুংকৃ(ঙ্কৃ)ত, হুংকৃ(ঙ্কৃ)তি—"হুম্" এই অবজ্ঞাসূচক শব্দ। হুম্—কৃ+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভাব। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

হূণ, হূন—ম্লেচ্ছজাতি। বি; পুং।

হূত—১। যাহাকে ডাকা হইয়াছে এমন; আহূত। হ্বে+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আহ্বান। হ্বে+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

হূতি—আহ্বান, ডাকা। হ্বে+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

হূয়মান—যাহাকে আহ্বান করা হইতেছে এমন। হ্বে+শানচ্ কর্ম। বিণ।

হূহু, হুহূ—১। (রামায়ণ) গন্ধর্ব বিঃ। হ্বে (আহ্বান করা)+ডু, ডু কর্ম, দ্বিত্ব। বি; পুং। ২। যাতনাসূচক ধ্বনি। হ্বে+ডু, ডু ভাব। অ।

হৃৎ (-দ্)—বক্ষঃস্থল; চিত্ত, মনঃ, জীবন। হৃ (হরণ করা)+কিপ্ কর্ম। বি; ক্লী।

হৃত—যাহা চুরি করা হইয়াছে এমন, আকৃষ্ট; আনীত; ছিন্ন। হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

হৃতসর্বস্ব—যাহার সমস্ত চোরিত হই-য়াছে এমন, যাহার সব হরণ করা হইয়াছে এমন। হৃত সর্বস্ব যাহার, বহু। বিণ।

হৃতি—হরণ, চুরি। হৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

হৃৎকমল, -পদ্ম—(আরাধ্য দেবতার চরণ-স্থাপনোপযোগী) অন্তঃকরণরূপ পদ্ম। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

হৃৎকম্প—হৃৎস্পন্দন; ভয়াদি হেতু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন। হৃদয়ের কম্প, ৬তৎ। বি; পুং।

হৃতস্ববিবেক—কোন ব্যক্তির মস্তকের

গঠন দেখিয়া তদীয় মনোবৃত্তি-সমুদায় যে শাস্ত্র দ্বারা নিরূপিত হয় তাহা, Prenology. হৃদের তত্ত্ব, ৬ষ্ঠীতৎ ; তাহার বিবেক যদ্দারা, বহু । বি ; পুং ।

হৃৎপিঞ্জর—(স্নেহভাজনের বিষয় বা অন্য স্মর্তব্য বিষয় আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উপযোগী) মনোরূপ পিঁজরা । রূপক কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

হৃৎপিণ্ড—হৃদয়স্থিত রক্তাদির আধারস্থান । হৃদের পিণ্ড, ৬ষ্ঠীতৎ, অথবা, হৃদ্ই পিণ্ড, কর্মধা । বি ; পুং ।

হৃদয়—বক্ষঃস্থল ; চিত্ত, মনঃ । হৃ+কয়ন্ কর্ম (দ-আগম) । বি ; ক্লী ।

হৃদয়কন্দর—অন্তঃকরণরূপ গুহা । রূপক কর্মধা । বি ; পুং বা ক্লী । [বি ; পুং ।

হৃদয়গ্রন্থি—মনের বাঁধন । ৬ষ্ঠীতৎ ।

হৃদয়গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—মনোহারী, মনোজ্ঞ ; যাহা হৃদয়কে ভাব রস আবেগ ইঃতে আপ্লুত করে এমন ; যাহা খুব মনে লাগে এমন । উপতৎ ; হৃদয়—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-গ্রাহিণী** ।

হৃদয়ংগম—হৃত্ত, হৃদয়গত, হৃদ্গত, মনোগত ; উপযুক্ত ; মনোহর ; উপলব্ধ । হৃদয়—গম্+খচ্ কর্তৃ । বিণ ।

হৃদয়জ—১ । অন্তঃকরণে জাত । বিণ । ২ । স্তন । উপতৎ ; হৃদয়—জন্+ড কর্তৃ । বি ; পুং ।

হৃদয়তন্ত্রী—(মধুরভাবে বা ভগবানের নামে ঝংকৃত হইবার উপযোগী) অন্তঃকরণরূপ তার । রূপক কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

হৃদয়পট—(আরাধ্য দেবতা বা প্রীতি-ভাজনের মূর্তি অঙ্কিত হইয়া থাকিবার উপযোগী) অন্তঃকরণরূপ বস্ত্র । রূপক কর্মধা । বি ; পুং ।

হৃদয়বল্লভ—প্রাণপ্রিয় ; পতি ; প্রণয়ী, প্রেমাস্পদ । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং, বা বিণ ।

হৃদয়বান্ (-বৎ)—যাহার মনে দয়া সহানুভূতি ইঃ আছে এমন ; মনস্বী ; সদন্তঃকরণ ; প্রশস্তমনা । হৃদয় (অন্তঃকরণ) +মতুপ্ আছে অর্থে । বিণ । স্ত্রী, **-বতী** ।

হৃদয়বিদারক—মর্মান্তিক ; মর্মভেদী ; অতীব দুঃখজনক । ৬ষ্ঠীতৎ । বিণ । স্ত্রী, **-বিদারিকা** ।

হৃদয়বীণা—অন্তঃকরণরূপ বীণা ; হৃদয়-তন্ত্রী । রূপক কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

হৃদয়বেধী (-বেধিন্)—অতীব মর্মপীড়া-জনক ; যাহাতে বুক ফাটিয়া যায় এমন । উপতৎ ; হৃদয়—বিধ্+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-বেধিনী** ।

হৃদয়ভেদী (-ভেদিন্)—মর্মান্তিক, মর্ম-ঘাতী ; অতীব দুঃখজনক । উপতৎ ; হৃদয় —ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-ভেদিনী** ।

হৃদয়মন্দির—(আরাধ্য দেবতা বা প্রেমাস্পদের স্থিতিযোগ্য) অন্তঃকরণরূপ দেবালয় । রূপক কর্মধা । বি ; ক্লী ।

হৃদয়রাজ্য—(প্রেমাস্পদের সর্বতোভাবে প্রভুত্ব করিবার উপযোগী) অন্তঃকরণরূপ রাজত্ব । রূপক কর্মধা । বি ; ক্লী ।

হৃদয়রাণী—হৃদয়েশ্বরী, প্রিয়তমা । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; স্ত্রী ।

হৃদয়সর্বস্ব—অন্তঃকরণের একমাত্র প্রভু ; প্রিয়তম । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

হৃদয়স্থান—বক্ষঃস্থল, বুক । ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; ক্লী ।

হৃদয়স্পর্শী (-স্পর্শিন্)—মর্মস্পর্শী ; যাহাতে অন্তঃকরণে করুণাবেগের সঞ্চার হয় এমন । উপতৎ ; হৃদয়—স্পৃশ্+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-স্পর্শিনী** ।

হৃদয়হীন—নির্দয় ; কঠোর-অন্তঃকরণ-যুক্ত ; যাহার অন্তঃকরণে ভাবাবেগ নাই এমন । ৩য়াতৎ । বিণ ।

হৃদয়ালু, হৃদয়িক, হৃদয়ী (-য়িন্)—প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ, উদারচেতা । হৃদয়+ আলুচ্, ইক (ঠন্), ইন্ আছে অর্থে । বিণ ।

হৃদয়েশ, হৃদয়েশ্বর—স্বামী ; প্রাণেশ্বর ; কান্ত, বল্লভ, জীবিতেশ্বর । হৃদয়ের ঈশ, ঈশ্বর, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং, বা বিণ ।

হৃদয়েশা, হৃদয়েশ্বরী—প্রণয়িনী ; কান্তা । ৬ষ্ঠীতৎ । বি বা বিণ ; স্ত্রী ।

হৃদাকাশ—অন্তঃকরণরূপ গগন । হৃদ্রূপ আকাশ, রূপক কর্মধা । বি ; ক্লী ।

হৃদি—হৃদয় । কপ্র । বি ।

হৃদিপট—হৃদয়পট, অন্তঃকরণরূপ ছবি । কপ্র । বি ।

হৃদিপদ্ম—হৃদয়কমল, মনরূপ পদ্ম । কপ্র । বি ।

হৃদিলগ্ন, -সংলগ্ন—হৃদয়ে মিলিত, যাহা মনে লাগিয়া আছে এরূপ । অলুক্ ৭মীতৎ । বিণ ।

হৃদ্গত—মনোগত ; হৃদয়ঙ্গম ; হৃদয়স্থ, চিত্তস্থ । হৃদ্‌কে গত, ২য়াতৎ । বিণ ।

হৃদ্বিলাসী (-সিন্), **হৃদ্বিহারী** (-রিন্) —অন্তঃকরণে বিহারকারী ; সর্বদা যাহার আনন্দময়ী মূর্তি মনোমধ্যে উদিত হয় এমন । উপতৎ ; হৃদ্—বি—লস্. হৃ+ণিন্ কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-সিনী, -রিণী** ।

হৃদ্য—বাঞ্ছিত ; প্রিয় ; মনোগত, হৃদ্গত ; মনোজ্ঞ । হৃদ্ (অন্তঃকরণ)+যৎ প্রাপ্ত অর্থে । বিণ ।

হৃদ্যতা—প্রণয়, প্রেম ; সদ্ভাব, সৌহার্দ্য । হৃদ্য+তা ভাবে । বি ; স্ত্রী ।

হৃদ্যন্ত্র—হৃৎপিণ্ড, হৃদয় । হৃদ্রূপ যন্ত্র, রূপক কর্মধা । বি ; ক্লী ।

হৃদ্রোগ—হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাজনিত ব্যাধি বিঃ, heart-disease. হৃদের রোগ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

হৃষিক—ইন্দ্রিয় । <হৃষীক । বি ।

হৃষিত—প্রীত ; আনন্দিত, আহ্লাদিত, হৃষ্ট ; হর্ষিত, পুলকিত ; প্রণত ; লজ্জিত, বর্মিত । হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ । বিণ ।

হৃষীক—ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় । হৃষ্+ঈকক্ কর্তৃ । বি ; ক্লী ।

হৃষীকেশ—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ, পরমাত্মরূপ । হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) ঈশ, ৬ষ্ঠীতৎ । বি ; পুং ।

হৃষ্ট—আহ্লাদিত, আনন্দিত ; প্রীত, সন্তুষ্ট ; পুলকিত, রোমাঞ্চিত ; বিস্মিত ; বর্মিত । হৃষ্+ক্ত কর্তৃ । বিণ ।

হৃষ্টচিত্ত—১ । প্রফুল্ল মন, প্রীত মন । কর্মধা । বি ; ক্লী । ২ । প্রফুল্ল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট । হৃষ্ট চিত্ত যাহার, বহু । বিণ । ক্রি-বিণ, **-চিত্তে** ।

হৃষ্টপুষ্ট—মোটাসোটা ; আনন্দিত ও বৃদ্ধপ্রাপ্ত । হৃষ্টও যে পুষ্টও সে, কর্মধা । বিণ ।

হৃষ্টমনাঃ (-মনস্) (>-মনা)—যাহার মন প্রফুল্ল হইয়াছে এমন ; প্রফুল্লমনাঃ । বহু । বিণ ।

হৃষ্টরোমা (-রোমন্)—পুলকিত, রোমা-ঞ্চিত । হৃষ্ট রোম যাহার, বহু । বিণ ।

হৃষ্টান্তঃকরণ—হৃষ্টচিত্ত (তাহা দ্রঃ) ।

হৃষ্টি—হর্ষ, পুলক, আনন্দ ; গর্ব । হৃষ্+ক্তি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

হে—সম্বোধন ; আহ্বানসূচক শব্দ, ওহে । হা +ডে ভাব । অ ।

হেঁ—হাঁ । বাংপ্র । অ ।

হেঁচকা—১ । ঝাঁকনি, হঠাৎ সজোরে আকর্ষণ । বি । ২ । সহসা এবং সজোরে কৃত ('—টান') । বাংপ্র । বিণ ।

হেঁচকি—হিক্কা । বাংপ্র । বি ।

হেঁজিপেঁজি—তুচ্ছ, নগণ্য । বাংপ্র । বিণ । [<অধস্তাৎ । বিণ ।

হেঁট, হেট—অধঃকৃত ; নম্র ; পরাজিত ।

হেঁটমুখ—অধোবদন ; লজ্জিত । বহু । বাংপ্র । বিণ ।

হেঁড়ে—হাঁড়ির মত, প্রকাণ্ড । হাঁড়ি+এ সদৃশার্থে । বাংপ্র । বিণ ।

হেঁতাল—হিন্তাল-বৃক্ষ । <হিন্তাল । বি ।

হেঁয়ালি—অস্পষ্টার্থ প্রশ্ন । <প্রহেলিকা । বি । [শালা । বি ।

হেঁসেল—রন্ধনাগার, রান্নাঘর । <হাঁড়ি-

হেঁসো—হাসুলি ; কাস্তের ন্যায় অস্ত্র । বাংপ্র । বি ।

হেক্কা—হিক্কা, হেঁচকি । হিক্+অ ভাব+ আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

হেট—গরু প্রভৃতিকে চালাইবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

হেটমুণ্ড্যা—নত মস্তক। প্রা কপ্র। বিণ।

হেড—প্রধান ('— পণ্ডিত'); মাথা। <ইং 'head'. বি বা বিণ।

হেডক্লার্ক—প্রধান কেরানী; অফিসের বড়বাবু। <ইং 'head clerk'. বি।

হেডমাস্টার—প্রধান শিক্ষক। <ইং 'headmaster'. বি।

হেতু—কারণ; প্রয়োজন; বীজ, মূল; (ন্যায়মতে) অনুমতিসাধন; অলংকার বিঃ। হি (গমন করা)+তুন্ কর্তৃ। বি; পুং।

হেতুক—১। কারণ। হেতু+কন্ স্বার্থে। বি; পুং। ২। হেতুসম্বন্ধীয়। হেতু+কন্ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হেতুতা—কারণতা, হেতুর ধর্ম, হেতুত্ব। হেতু+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

হেতুমান্ (-মৎ)—হেতুবিশিষ্ট; কার্য। হেতু+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -মতী। বি, -মত্তা।

হেত্বাভাস—নিকৃষ্ট হেতু; দুষ্ট হেতু, প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয় তাহা; অসিদ্ধি ব্যভিচার বিরুদ্ধতা সৎপ্রতিপক্ষতা বাধ—এই পাঁচ হেতুদোষ। হেতুর আভাস, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হেথা—অত্র, এখানে। <অত্র। অ।

হেদানো—খেদ প্রকাশ করা; প্রিয়জনের বিরহে কাতরতা প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হেদে—সম্বোধনসূচক অব্যয়, ওহে। বাংপ্র। অ।

হেন—এমন, ঈদৃশ; তুল্য। কপ্র। অ।

হেনস্তা, -স্থা—দুর্দশা; নাকাল অবস্থা। <হীনাবস্থা। বি।

হেনা—মেহেদি গাছ; একপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প। <আ 'হিনা'। বি।

হেপাজত—জিম্মা, তত্ত্বাবধান। <আ 'হিফাজৎ'। বি।

হেম, হৈম (হেমন্)—স্বর্ণ, সুবর্ণ, সোনা, ধুতুর; কেশর। বি; ক্লী।

হেমকান্তি—১। দারুহরিদ্রা। হেমের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহু। ২। স্বর্ণ; সোনার বর্ণের ন্যায় বর্ণ। হেমের কান্তি, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী। ৩। স্বর্ণবর্ণযুক্ত। হেমের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহু। বিণ।

হেমকার—স্বর্ণকার, সেকরা। উপতৎ; হেম—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

হেমকূট—হিমালয়ের উত্তরে স্থিত কিংপুরুষবর্ষস্থ পর্বত বঃ। হেমময় কূট যাহার, বহু। বি; পুং।

হেমন্ত—হিমসময়, হিমঋতু, কার্তিক ও অগ্রহায়ণমাস (শাস্ত্রমতে অগ্রহায়ণ পৌষ); হিমালয়-পর্বত। হিমের অন্ত যাহাতে, বহু (নিপা), অথবা, হি+অন্ত কর্তৃ (ম-আগম)। বি; পুং বা ক্লী।

হেমপর্বত—সুমেরু-পর্বত। হেমপূর্ণ পর্বত, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হেমপীঠ—স্বর্ণাসন। হেমনির্মিত পীঠ, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং বা ক্লী।

হেমপুষ্প—১। অশোকপুষ্প। হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) পুষ্প, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী। ২। চম্পক-বৃক্ষ। হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) পুষ্প যাহার, বহু। বি; পুং।

হেমময়—সুবর্ণময়, সোনায় গড়া। হেম+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

হেমমালী (-মালিন্)—সূর্য। হেমমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

হেমলক—একপ্রকার বিষবৃক্ষ। <ইং 'hemlock'. বি।

হেমহার—স্বর্ণহার। হেমনির্মিত হার, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হেমাঙ্গ—১। স্বর্ণময়দেহবিশিষ্ট; স্বর্ণকান্তি। হেমবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) অঙ্গ (অবয়ব) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গিনী** (বাং)। ২। স্বর্ণবর্ণ-অঙ্গ, সোনার দেহ; গৌরবর্ণ। হেমবর্ণ (স্বর্ণকান্তি) অঙ্গ, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

হেমাদ্রি—সুমেরু-পর্বত। হেমের (স্বর্ণের) অদ্রি (পর্বত), ৬ষ্ঠীতৎ, বা, হেমপূর্ণ অদ্রি, মধ্যপ কর্মধা। বি; পুং।

হেমাভ—স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট। হেমের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

হেয়—ত্যাজ্য; তুচ্ছ; ঘৃণার যোগ্য। হা+যৎ কর্ম। বিণ।

হেয়জ্ঞান—তাচ্ছিল্য; অবজ্ঞা। হেয় এইরূপ জ্ঞান, সুপ্। বি; ক্লী।

হেরফের—গোলমাল; অদলবদল। হি-মূ। বি।

হেরম্ব—গণেশ; মহিষ; গর্বিত বীর; বুদ্ধ বিঃ। হে (শিবে)—রম্ব্ (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

হেরা—দেখা। কপ্র। ক্রি [প্রা কপ্র—**হেরই**—দেখে; দেখিয়া। **হেরইতে**—দেখিতে, দেখিয়া। **হেরত**—দেখিতেছে। **হেরব**- দেখিবে; দেখিব। **হেরয়ে**—দেখে; দেখিতে পায়। **হেরল**—দেখিল। **হেরলি**—দেখিল; দেখিলে। **হেরলু, হেরলুঁ**—দেখিলাম। **হেরসি**—দেখিতেছ। **হেরহ**—দেখ। **হেরহ**—দেখ। **হেরিয়ে**—দেখি, দেখা যায়। **হেরিলোঁ**—দেখিলাম ("কি হেরিলোঁ অপরূপ গোরী"—বিদ্যা)। **হেরু**—দেখে, দেখিলাম ("গলার উপর মণিময় হার গগনমণ্ডল হেরু"—চণ্ডী)]।

হেরিণী—দৃষ্টিকারিণী। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

হেলঞ্চা—হিলমোচিকা, হেলাঞ্চা; জলজ তিক্ত শাক বিঃ। হেল—চি+ড কর্তৃ+আপ্ (নিপা)। বি; স্ত্রী।

হেলন—অসম্মান, অবজ্ঞা, অনাদর। হেড্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

হেলা—১। অবহেলা; অবজ্ঞা; অবলীলা। হেড্+অ ভাব+আপ্। ২। লীলা, স্ত্রীলোকের ভাব বিঃ। হিল্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। ঝুঁকিয়া পড়া; ঠেস দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

হেলাঞ্চ—হিংচাশাক। <হেলঞ্চা। বি।

হেলান—ঠেস। বাংপ্র। বি।

হেলানো—বক্র করা; দোলানো। বাংপ্র। ক্রি [, বি, বিণ]।

হেলাফেলা—১। তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যকরণ। বি। ২। তুচ্ছ-তাচ্ছীল্যের উপযোগী। বাংপ্র। বিণ।

হেলাহেলি—পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়া। ব্যতীহার বহু। বি।

হেলে—১। হেলিয়া, বাঁকিয়া। বাংপ্র। অস-ক্রি। ২। লাঙ্গল-আকর্ষণকারী। হাল+এ আকর্ষণকারী অর্থে (বাংপ্র)। বিণ। ৩। বিষহীন সর্প বিঃ; সর্পাকৃতি হার বিঃ; হালের বলদ। বাংপ্র। বি।

হেলেঞ্চা—হিংচা (তাহা দ্রঃ)।

হেষা—অশ্বধ্বনি, ঘোড়ার শব্দ, ঘোড়ার ডাক। হেষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

হেষানি—ঘোড়ার ডাক ("তোমারে দেখিয়া বাজী জানাবে হেষানি"—ঘনরাম)। প্রা কপ্র। বি।

হেস্তনেস্ত—চরম; চূড়ান্ত-নিষ্পত্তি, শেষ মীমাংসা। <ফা 'হস্ত্‌নীস্ত্'। বি।

হৈ—সম্বোধন; আহ্বান; নিষেধ; পাদপূরণার্থক শব্দ। হা+ডৈ ভাব। অ।

হৈচৈ—কোলাহল, শোরগোল। বাংপ্র। বি।

হৈতুক—১। যে ব্যক্তি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সংকর্মের অনুষ্ঠানে সন্দিহান হয় সে। হেতু (কারণ)+ক (ঠক্) আছে অর্থে। বি; পুং। ২। হেতুসম্বন্ধীয়। হেতু+ক (ঠক্) সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

হৈম—১। সোনাসম্বন্ধীয়; সৌবর্ণ, হিরণ্ময়। হেমন্ (স্বর্ণ)+অণ্ সম্বন্ধার্থে, বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**হৈমী**। ২। হিমভব জল, শিশির। হিম+অণ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

হৈমদ্যুতি—স্বর্ণকান্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হৈমন্তিক—১। শালি ধান্য, আমন ধান। বি; স্ত্রী। ২। হিমকালীন; হেমন্তসম্বন্ধীয়।

হেমন্ত (হিমঋতু) + ইক ভাবার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

হৈমবত—১। ভারতবর্ষ। বি; ক্লী। ২। হিমালয়সম্বন্ধীয়। হিমবৎ (হিমালয়-পর্বত) + অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -বতী।

হৈমবতী—গৌরী, পার্বতী, দুর্গা; গঙ্গা; হিমবৎ (হিমবান্=হিমালয়) + অণ্ অপত্যার্থে, ভবার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হৈয়ঙ্গব, হৈয়ঙ্গবীন—নবনীত, টাটকা মাখন। হ্যস্ (গত + কল্য)—গো + ঈন্ (গত কল্য গো দোহন হইতে জাত)। ১মটি ২য়টির অপভ্রংশ। বি; ক্লী।

হৈলু—হইলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

হৈহয়, হৈহেয়—দেশ বিঃ; তদ্দেশীয় রাজা কার্তবীর্য। হৈহয়, হৈহেয় + অণ্ তদধিপতি অর্থে। বি; পুং।

হৈ-হল্লা—গণ্ডগোল, কোলাহল। বাংপ্র। বি।

হো—সম্বোধনসূচক শব্দ; আহ্বান; সম্বোধন; বিস্ময়। হা + ডো ভাব। অ।

হোই—হইয়া। প্রা কপ্র। অন-ক্রি।

হোতকা—মূর্খ; গোঁয়ার; মোটা। বাংপ্র। বিণ।

হোদল—যাহার পেট মোটা এমন। বাংপ্র। বিণ। **হোদল কুত-কুত**—মোটাসোটা মাংসপিণ্ডবৎ জীব বা মানুষ।

হোগল, হোগলা—একপ্রকার উদ্ভিদ; ঐ উদ্ভিদের পাতায় নির্মিত ছই। বাংপ্র। বি।

হোটেল—মূল্যদান করিয়া ভোজন করিবার কিংবা আহার ও বাস করিবার স্থান। <ইং 'hotel'. বি।

হোড়, হোঢ়—১। হড় বা হুড় নৌকা; মৌলিক কায়স্থের উপাধি বিঃ। হোড়্ (গমন করা) + ঘঞ্ করণ; ২য় পক্ষে ড়-স্থানে ঢ়। বি; পুং। ২। কাদাময়; জলময়; একাকার; বিশৃঙ্খল। বাংপ্র। বিণ।

হোড়াপঞ্চমী—জগন্নাথদেব লক্ষ্মীদেবীকে গুণ্ডিচাবাড়ি না নেওয়ায় অষ্টমী দিনে লক্ষ্মীদেবী সহচরীবর্গের সঙ্গে তথায় গিয়া তাঁহার সহিত কলহ করেন, সেই পঞ্চমী। বাংপ্র। বি।

হোতা (হোতৃ)—১। পুরোহিত; যজ্ঞাদিস্থলে ঋক্‌প্রযোক্তা; ঋগ্-বেদজ্ঞ; যজমান, যষ্টা। বি; পুং। ২। যজ্ঞকর্তা। হু (হোম করা) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**হোত্রী**।

হোত্র—১। হোম। হু (হোম করা) + ত্রন্ ভাব। ২। হবিঃ, যজ্ঞের ঘৃত। হু + ত্রন্ করণ। বি; ক্লী।

হোত্রী (হোত্রিন্)—হোমকারক, যাজ্ঞিক। হোত্র (হোম) + ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

হোত্রী—যজ্ঞকারিণী। হোতৃ + ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

হোত্রীয়—১। যজ্ঞঘৃত রাখিবার ঘর। বি; ক্লী। ২। হোত্রসম্বন্ধীয়। হোত্র (হোম) + ঈয় সম্বন্ধার্থে। ৩। হোতৃসম্বন্ধীয়। হোতৃ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হোথা—সেখানে, ওখানে। বাংপ্র। অ।

হোম—দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে ঘৃতাদি-ক্ষেপণ; মন্ত্রপাঠপূর্বক শ্রাদ্ধীয় অগ্রভাগ শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে দান। হু (হোম করা) + ম ভাব। বি; পুং।

হোমকুণ্ড—যজ্ঞার্থ কুণ্ড। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হোমধান্য—তিল। হোমপ্রয়োজনীয় ধান্য, মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

হোমরাই-চোমরাই—মাতব্বরি, আস্ফালন। আ-মূ। বি।

হোমরা-চোমরা—সম্ভ্রান্ত; জাঁকজমকশালী, মাতব্বর। <আ 'আমীর-উমরাহ্'। বিণ।

হোমাগ্নি, হোমানল—যজ্ঞের আগুন। হোমের অগ্নি, অনল, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; পুং।

হোমিওপ্যাথি—হানিমান সাহেবের উদ্ভাবিত সদৃশবিধান চিকিৎসা-প্রণালী। <ইং 'Homœopathy'. বি। বিণ, **-প্যাথিক**।

হোমী (-মিন্)—যজ্ঞকারী। হোম + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**হোমিনী**।

হোম্য—১। হোমোপযুক্ত ঘৃত। বি; ক্লী। ২। হোমসম্বন্ধীয়। হোম + যৎ হিতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

হোয়, হোয়ে—হইয়া থাকে; হয়। প্রা কপ্র। ক্রি (**হোয়ত**—হয়। **হোয়ব**—হইবে। **হোয়বি**—হইবি। **হোয়ল**—হইল। **হোতি, হোত**—হয়)।

হোর—সম্মুখে, অদূরে; ওহে, হে। প্রা কপ্র। অ।

হোরা—লগ্ন, আড়াইদণ্ড-পরিমিত কাল; ইংরেজী এক ঘণ্টা; রাশিপরিমাণের অর্ধাংশ; রেখা-শাস্ত্র বিঃ। হোড়্ (গমন করা) + অচ্ কর্তৃ + আপ্ (ড-স্থানে র), বা, হু + রন্ অধি + আপ্। বি; স্ত্রী।

হোরাবিজ্ঞান—জ্যোতিষিক কাল-নিরূপণাত্মক শাস্ত্র; সময় ঠিক করিবার শাস্ত্র। মধ্যপ কর্মধা। বি; ক্লী।

হোলি—দোল উৎসব। <হোলাকা। বি।

হোলা—মালসা ("পান্ত খাবার হোলা গেল একি মনস্তাপ"—কবিকঙ্কণ)। প্রা কপ্র। বি।

হোলাকা—বসন্তোৎসব, হোলি। হু + কিপ্ ভাব=হো; হো—লক্ + ঘঞ্ অধি + আপ্। বি; স্ত্রী।

হোলি—দোলযাত্রা, বসন্তোৎসব। <হোলাকা। বি।

হৌজ—বড় চৌবাচ্চা; ক্ষুদ্র জলাশয়; পুকুর। আ। বি।

হৌম্য—১। হোমোপযুক্ত ঘৃত। হোম + ষ্যঞ্ যোগ্যার্থে। বি; ক্লী। ২। হোম-সম্বন্ধীয়। হোম + ষ্যঞ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**হৌম্যী**।

হৌস—বাণিজ্যাগার; বণিক্-সমবায়। <ইং 'house'. বি।

হ্যাংলা—অতিলোভী; যে হীনভাবে লোভ জানায় এমন; অধম। বাংপ্র। বিণ।

হ্যা—সম্মতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হ্যাগা—সম্বোধনসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হ্যাচকা—হঠাৎ জোরে আকৃষ্ট, ঝটকা। বাংপ্র। বিণ।

হ্যাচকানো—ঝটকা মারা, হঠাৎ জোরে টানা। বাংপ্র। ক্রি [, বি]।

হ্যাট—সাহেবদিগের পরিধেয় টুপি। <ইং 'hat'. বি।

হ্যাণ্ডনোট—ঋণস্বীকারপত্র। <ইং 'handnote'. বি।

হ্যাদানো—ব্যাকুল হওয়া; শোকে অধীর হওয়া। প্র কপ্র। ক্রি।

হ্রদ—অকৃত্রিম সুবৃহৎ জলাশয়; আলোক; রশ্মি। হ্রাদ্ + অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

হ্রদিনী—নদী; বিদ্যুৎ। হ্রদ + ইন্ আছে অর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হ্রসিমা (হ্রসিমন্)—লঘুতা; ক্ষুদ্রতা; হ্রস্বত্ব। হ্রস্ব + ইমন্ ভাবে। বি; পুং।

হ্রসিষ্ঠ, হ্রসীয়ান্ (-য়স্)—অতি হ্রস্ব, অতি ক্ষুদ্র। হ্রস্ব (খর্ব) + ইষ্ঠ, ঈয়সু অতি-শয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ষ্ঠা, -য়সী**।

হ্রস্ব—১। লঘু, ক্ষুদ্র, খর্ব, ছোট, খাটো। বিণ। ২। একমাত্রাকালোচ্চার্য স্বরবর্ণ; বামন, বেঁটে। হ্রস্ + বন্ কর্তৃ। বি; পুং।

হ্রস্বতা, -ত্ব—খর্বতা, ক্ষুদ্রতা; লঘুতা। হ্রস্ব + তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

হ্রস্বতেজাঃ (-তেজস্), (>-তেজা)—ক্ষীণদীপ্তিবিশিষ্ট। হ্রস্ব তেজঃ (তেজস্) যাহার, বহু। বিণ।

হ্রস্বদীপ্তি—ক্ষীণজ্যোতিঃ, হ্রস্বতেজাঃ। হ্রস্বা দীপ্তি যাহার, বহু। বিণ।

হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান, সামান্য-মাত্র বিদ্যা। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, দ্বন্দ্ব; তাহার জ্ঞান, ৬ষ্ঠীতৎ। বি; ক্লী।

হ্রাদ—১। শব্দ, গোলমালধ্বনি। হ্রাদ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ২। দৈত্য বিঃ, হিরণ্যকশিপুর পুত্র। হ্রাদ্ + অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

হ্রাদিনী—নদী ; বিদ্যুৎ ; বজ্র। হ্রাদ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

হ্রাদী (হ্রাদিন্)—শব্দকারক। হ্রাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**হ্রাদিনী**।

হ্রাস—ক্ষয়, ক্ষীণতা ; অল্পতা ; শব্দ। হ্রস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

হ্রাসপ্রাপ্ত—ক্ষয়প্রাপ্ত, যাহা কমিয়া গিয়াছে এমন। ২য়াতৎ। বিণ। [স্ত্রী।

হ্রাসবৃদ্ধি—কমতি ও বাড়তি। দ্বন্দ্ব। বি ;

হ্রী—লাজ ; লজ্জা, ব্রীড়া, ত্রপা। হ্রী (লজ্জিত হওয়া)+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

হ্রীমান্ (হ্রীমৎ)—লজ্জাযুক্ত। হ্রী (লজ্জা) +মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**হ্রীমতী**।

হ্রেষা, হ্লেষা—ঘোড়ার ডাক, অশ্বধ্বনি। হ্রেষ্+অ ভাব+আপ্ (পক্ষে র-স্থানে ল)। বি ; স্ত্রী।

হ্লাদ, হ্লাদন—আহ্লাদ, আনন্দ। হ্লাদ্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পুং, স্ত্রী। [+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

হ্লাদিত—আনন্দিত, আহ্লাদিত। হ্লাদ

হ্লাদিনী—১। বজ্র ; বিদ্যুৎ ; শক্তি বিঃ। বি ; স্ত্রী। <হ্রাদিনী-শব্দে র-স্থানে ল। ২। আহ্লাদযুক্তা। হ্লাদিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

হ্লাদী (হ্লাদিন্)—আহ্লাদযুক্ত। হ্লাদ্ +ইন্ আছে অর্থে, বা, হ্লাদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

চরিতাবলী

[সংকেত :—রাম=রামায়ণ। ভারত= মহাভারত। হরি=হরিবংশ। ভাগ=শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ। অগ্নি অগ্নিপুরাণ, কল্কি—কল্কিপুরাণ, বিষ্ণু=বিষ্ণুপুরাণ, কূর্ম=কূর্মপুরাণ, লিঙ্গ=লিঙ্গপুরাণ, শিব=শিবপুরাণ, ব্রহ্মবৈ=ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদি। সং=সংহিতা। অথ—অথর্ববেদ, ঋক্=ঋগ্‌বেদ ইত্যাদি। ঈশ= ঈশোপনিষৎ, কঠ=কঠোপনিষৎ ইত্যাদি। গ্রীক পুঃ—গ্রীক পুরাণ।]

অ

অংশ—১। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। পিতা কশ্যপ মাতা অদিতি। বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য নামে তিনি খ্যাত হন (বিষ্ণু)। ২। অদিতির পুত্র ছয়জন আদিত্যের অন্যতম। এই অদিতি আদিমাতা বা প্রকৃতি (ঋক্)।

অংশু—১। যদুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র অংশু। অংশুর পুত্র সত্বত (কূর্ম)। ২। রাজপুত্র বিশেষ। পিতা চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুদ্বান্, মাতা বিদর্ভরাজকন্যা ভদ্রাবতী। অংশুর পুত্র সত্ব (লিঙ্গ)।

অংশুধর—রাজা অসমঞ্জের অপর নাম। ('অসমঞ্জ' দ্রঃ।)

অংশুবর্মা — (আঃ ৬০৮—৬২৫)। নেপালের বিখ্যাত শাসনকর্তা। হিউএন্‌-সাঙ্-এর বিবরণী হইতে জানা যায় যে তিনি একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করিয়াছিলেন। অংশুবর্মা নেপালের লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের মহাসামন্ত ছিলেন এবং আভীরদের নিকট হইতে নেপালের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

অংশুমান্—রাজা সগরের পৌত্র। পিতা অসমঞ্জ। যজ্ঞীয় অশ্বের সন্ধানে রত সগরের ষাট হাজার পুত্র পাতালে মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত হইলে সগর পৌত্র অংশুমান্‌কে সেখানে পাঠাইলেন। পাতালে গিয়া অংশুমান্ কপিল মুনিকে স্তবস্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সেখান হইতে যজ্ঞীয় অশ্ব আনিলে সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। সগরের পর তিনি রাজা হন। পরিণত বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য তিনি লক্ষ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করেন (বিষ্ণু)।

অক্টারলোনি (Ochterlony, Sir David) (১৭৫৮—১৮২৫)। বিখ্যাত সেনাপতি। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ইনি দিল্লীতে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেল ছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে হোলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপালী সেনাপতি অমর সিংহকে সন্ধি করিতে বাধ্য করান। কলিকাতার গড়ের মাঠে তাঁহার একটি স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। উহা 'অক্টারলোনি মনুমেণ্ট' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে তাহার নাম হইয়াছে 'শহীদ মিনার'।

অকম্পন—রাবণের সেনাপতি ও মাতুল। পিতা সুমালী; মাতা কেতুমতি। রাবণের মাতা নিকষা বা কৈকসী তাঁহার ভগিনী; কুম্ভীনসী তাঁহার অপরা ভগিনী। প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা ছিল। বানরেন্দ্র হনুমান তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করেন (রাম)।

অকলঙ্কদেব—বিখ্যাত জৈন নৈয়ায়িক। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কুমারিল ভট্ট তাঁহার নিন্দা করিলেও অপর অনেকেই তাঁহাকে সমর্থন জানাইয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা রচনা ছাড়াও তিনি কয়েকখানি জৈন ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অকল্যাণ্ড—(১৭৮৪—১৮৪৯)। ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল। উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে রুশভীতি দূর করিবার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি আফগানিস্তানে এক বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মোহম্মদকে অপসারিত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিক্রিয়ায় প্রচুর ব্রিটিশসৈন্য নিহত হইলে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন।

অকিঞ্চন—(১৭৫০—১৮০৬)। বিখ্যাত ধর্মসংগীত-রচয়িতা। তিনি অকিঞ্চন ভণিতায় অনেকগুলি কৃষ্ণসংগীত এবং শ্যামাসংগীত রচনা করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল রঘুনাথ রায়। কর্মজীবনে তিনি বর্ধমান রাজের দেওয়ান ছিলেন।

অকৃশাশ্ব, অকৃষাশ্ব—রাজা বিশেষ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সংহতাশ্বের অন্যতম পুত্র (হরি)।

অক্রূর—বৃষ্ণিবংশজাত সাধুপুরুষ। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হন। পিতা শ্বফল্ক, মাতা গান্দিনী। ইনি বহুকাল কংসগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের আনিবার জন্য কংস অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। কংসের এই গুপ্ত অভিসন্ধি অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামের কাছে প্রকাশ করিয়া দেন। কংসসভায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে কংসের নিধন করেন। অক্রূর পাণ্ডবপক্ষের দূতরূপে দুর্যোধনের কাছে যান। তাঁহারই প্ররোচনায় শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে বধ করেন ও স্যমন্তক মণি অধিকার করিয়া লন, কিন্তু শেষে তিনি ভয়ে অক্রূরকেই তাহা প্রদান

করেন। অক্রূর এই মণির সাহায্যে বহু ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় যখন যদুবংশ ধ্বংস হয়, তখন অক্রূরেরও মৃত্যু ঘটে (হরি)।

অক্রোধম—কুরুবংশীয় রাজা। পিতা অযুতায়ু, মাতা কাম্তা (ভারত)।

অক্ষপাদ—গৌতম ঋষির নামান্তর। ব্যাসদেব গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে গৌতম ব্যাসদেবের মুখদর্শনেও অস্বীকৃত হন। পরে ব্যাসদেব তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গৌতম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষাহেতু ব্যাসদেবের দিকে তাকাইলেন না। তবে নিজের চরণে চক্ষু সৃষ্টি করিয়া সেই চক্ষু দ্বারা ব্যাসদেবের মুখদর্শন করিলেন। তদবধি গৌতম 'অক্ষপাদ' নামে খ্যাত।

অক্ষয়—রাবণের একজন পুত্র। অশোক-বন ধ্বংসসাধনে রত হনুমানের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত—(১০ই জুলাই, ১৮২০—১৮ই মে, ১৮৮৬)। বিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক। জন্মস্থান—চুপী, বর্ধমান। পিতা পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী। কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। পরে দারিদ্র্যের জন্য তাঁহাকে পড়া ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু অদম্য জ্ঞানপিপাসা থাকার জন্য তিনি পড়াশুনা ছাড়েন নাই। ইওরোপীয় বিজ্ঞানে ও দর্শনে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে সার্থক রচনা তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। 'সংবাদ-প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উৎসাহে অক্ষয়কুমার গদ্য রচনা শুরু করেন। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। বারো বৎসর কাল তিনি ইহার সম্পাদনা করেন। 'চারুপাঠ' (তিন ভাগ), 'ভূগোল', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার পৌত্র।

অক্ষয়কুমার বড়াল—(১৮৬০—১৯শে জুন, ১৯১৯)। দরদী কবি। জন্মস্থান—চোরবাগান, কলিকাতা। আদি নিবাস—করাসডাঙ্গা। পিতা কালীচরণ বড়াল। হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু স্কুলের শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি পঠদ্দশায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন আর অল্প-বয়সেই কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখান। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা 'পুনর্মিলনে'। ইহা ১২৮৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। সেকালের সকল বিখ্যাত সাময়িক পত্রেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহাদের অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়া তাঁহার নানা কাব্যগ্রন্থে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার স্বর্গতা পত্নীর উদ্দেশ্যে 'এষা' নামক কাব্যগ্রন্থ রচিত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—(১লা মার্চ, ১৮৬১—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০)। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক। জন্মস্থান—নদীয়া জেলার সিমলা গ্রাম। পিতা মথুরানাথ, মাতা সৌদামিনী। অক্ষয়কুমার রামপুর-বোয়ালিয়া গভর্নমেণ্ট স্কুল ও কলেজ হইতে যথাক্রমে প্রবেশিকা ও এফ. এ. পরীক্ষা দেন। তারপর কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. ও রাজসাহী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া রাজসাহীতে ওকালতি করিতে থাকেন। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা', 'সীতারাম রায়', 'মীরকাসিম' ও 'ফিরিঙ্গি বণিক' বিখ্যাত পুস্তক। তিনি বহুকাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র প্রতিষ্ঠায় ও পাহাড়পুরের আবিষ্কারকার্যে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—(১৮৫০—৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮)। ইনি সাহিত্য-সেবক। জন্ম—আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরীবংশে। পিতা মিহিরচন্দ্র চৌধুরী সে-যুগের একজন অ্যাটর্নী ছিলেন। কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। তিনি এম. এ. বি. এল. ছিলেন। ১৮৭৮ সালের ১৫ই এপ্রিল অ্যাটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বিবাহ হয় "বাংলা কথাচিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িত্রী" শরৎকুমারী চৌধুরানীর সঙ্গে। অক্ষয়চন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রকে তাঁহার "বাল্যবয়সের সাহিত্য দীক্ষাদাতা" বলিয়াছেন। সংগীত ও কাব্যরচনায় অক্ষয়চন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার ভিত্তিস্থাপনার মূলে যাঁহারা ছিলেন, অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। 'উদাসিনী', 'সাগরসংগমে', 'ভারতগাথা'—এই তিনখানি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—(১১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৬—২রা অক্টোবর, ১৯১৭)। কবি ও লেখক। জন্মস্থান—হুগলী জেলার চুঁচুড়া। পিতা গঙ্গাচরণ সরকার। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষা দিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে থাকেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার লেখক ছিলেন। 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' নামে দুইখানি পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ', 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'গোচারণের মাঠে', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ও উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন।

অগস্ত্য—ঋষি বিশেষ। পিতার নাম মিত্রা-বরুণ। পূর্ব নাম মান। অগস্ত্য জন্মলাভ করিলে তাঁহার আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় হইয়াছিল; এই আকার পরিমিত ছিল বলিয়া তাঁহার নাম মান হয়। পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য অগস্ত্য বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া লোপামুদ্রা নামে এক রমণীরত্ন সৃষ্টি করিলেন। বিদর্ভরাজ কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কন্যাটি যৌবনপ্রাপ্তা হইলে ঋষি অগস্ত্য তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই লোপামুদ্রার গর্ভে ইধ্মবাহ নামে তাঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়। অগস্ত্যের অসাধারণ তপোবল ছিল। বাতাপি নামে এক দানবকে তিনি উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন। তখন ভীত হইয়া বাতাপির ভ্রাতা ইম্বল তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দেয়। এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়া ইনি সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত কালকেয়-নামক দৈত্যগণের বিনাশে দেবগণকে সাহায্য করেন। রামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি তাঁহাকে অস্ত্রাদি দান করেন। রাজা নহুষ কর্তৃক অপমানিত হইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে দশহাজার বছর সর্পরূপ লাভ করিবার অভিশাপ দেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্বত গর্বিত হইয়া সূর্যের গতিরোধ করিলে দেবতাদের অনুরোধে তিনি বিন্ধ্যপর্বতের কাছে যান। বিন্ধ্য গুরুকে প্রণাম করিলে, অগস্ত্য তাহাকে প্রণামরত অবস্থায় থাকিতে বলিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই। সেই দিন হইতে বিন্ধ্যপর্বত আর মাথা তুলিয়া সূর্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। এই ঘটনা ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে ঘটিয়াছিল। এই কারণে ঐ দিনকে 'অগস্ত্য-যাত্রা' বলা হয় (ভারত)।

অগাস্টাস (Augustus Gaius Julius Cæsar Octavianus)—(খ্রীঃ পূঃ ৬৩—খ্রীষ্টাব্দ ১৪)। রোমের প্রথম সম্রাট্।

জুলিয়াস সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র। খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দ হইতে অগাস্টাস মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে রোম সর্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

অগাস্টিন, সেন্ট (Augustine, St.) —বিখ্যাত খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। তিনি পোপ গ্রেগরি দি গ্রেটের আদেশে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের জন্য ব্রিটেনে আসেন। তিনি ক্যান্টারবেরির প্রথম 'আর্কবিশপ'। সম্ভবতঃ ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অগ্নি—ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে তিনি পরমপুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভারতের মতে তাঁহার পিতা ধর্ম, মাতা বসুভার্যা। কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে, তাঁহার পিতা মহর্ষি কশ্যপ, মাতা অদিতি। তিনি একজন দিক্‌পাল, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাঁহার অবস্থিতি। তিনি স্থূলকায়, লম্বোদর, রক্তবর্ণ; তাঁহার চোখ, ভুরু ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার বাহন ছাগ। তাঁহার হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র আছে। তাঁহার সাতটি জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা। কোথাও এরূপ বর্ণনা আছে যে, অগ্নির তিন পা, সাত হাত ও দুই মুখ। অগ্নির রং প্রভাতসূর্যের মত রাঙা। অগ্নির পত্নী স্বাহা। স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তিন পুত্র জন্মে। অগ্নির অপর পত্নীর নাম বসুধারা। তাঁহার গর্ভে অগ্নির পঁয়তাল্লিশটি পুত্র হয়। তিনি কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দগ্ধ করেন।

অগ্নিবর্ণ—১। মনুবংশীয় রাজা সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ (রাম)। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে কালিদাস তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২। ধ্রুবের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দন হইতে অগ্নিবর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র (কল্কি)।

অগ্নিবেশ—প্রাচীন কালের বিশিষ্ট আয়ুর্বেদশাস্ত্রী। তাঁহার রচিত 'অগ্নিবেশ-সংহিতা'র উপর ভিত্তি করিয়াই মহর্ষি চরক 'চরকসংহিতা' রচনা করেন।

অগ্নিবেশ্য—অগ্নির পুত্র। ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। মহামতি দ্রোণাচার্য তাঁহার নিকট হইতেই অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অগ্নিমিত্র—শুঙ্গবংশীয় রাজা। পিতা শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর অগ্নিমিত্র মগধের রাজা হন (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক)। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের তিনিই নায়ক।

অগ্নীধ্র—রাজা বিশেষ। পিতা জম্বুদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রত, মাতা কাম্যা; তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা পূর্বচিত্তি নামে এক অপ্সরার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। তাঁহার নয় পুত্র—নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। এই নয় পুত্র জম্বুদ্বীপকে নয়ভাগে ভাগ করেন (ভাগ)।

অঘাসুর—কংসের অনুচর। বকাসুর ও পুতনার কনিষ্ঠ সহোদর। কংস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বধের জন্য প্রেরিত হইয়া এই দানব অজগরের রূপ ধরিয়া মুখ হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। ব্রজবালকগণ পর্বতগুহা ভাবিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের দেহ বিস্তার করিতে থাকেন। তাহার ফলে দানব শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে (ভাগ)।

অঘোরনাথ চক্রবর্তী—(১৮৫২—১৯১৫)। তিনি একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগনার রাজপুর গ্রাম। তিনি সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ গায়কদের নিকট সংগীত শিক্ষা করিয়া সর্বভারতেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সংগীতে পারদর্শিতার জন্য কাশীর বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'সংগীতরত্নাকর' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৫০—১৯১৫)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সরোজিনী নাইডুর পিতা। জন্মস্থান—ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণগাঁ। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া তিনি বিলেত যান এবং এডিনবরা হইতে ডি. এস-সি. ও জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়নশাস্ত্রে উপাধি লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। হায়দরাবাদে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয় এবং সেখানকার শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

অঙ্গ—১। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। বলির পত্নীগর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গের জন্ম। অঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত (হরি)। ২। সূর্যবংশীয় উরু নামক রাজার পুত্র। স্বনামখ্যাত বেণ তাঁহারই পুত্র (হরি)।

অঙ্গদ—১। কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালীর পুত্র। মাতার নাম তারা। বালী রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হইলে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি রামচন্দ্রের বানর-বাহিনীর অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি রাবণের সভায় যান এবং সীতাকে ফিরাইয়া না দেওয়ায় তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর তিনি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন (রাম)। ২। রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের পুত্র (রাম)।

অঙ্গারপর্ণ—কুবেরের সখা চিত্ররথের নামান্তর। তিনি ইন্দ্রের সারথি ছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে একবার যুদ্ধে অর্জুনের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

অঙ্গিরা—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র। তপস্যার প্রভাবে তিনি অগ্নিসদৃশ তেজস্বী হন। অগ্নি নিজেকে নিস্তেজ ভাবিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি সসম্মানে অগ্নির অধিকার প্রত্যর্পণ করেন। অগ্নির বরে তাঁহার বৃহস্পতি নামে পুত্র জন্মে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উতথ্য (ভারত)। ২। একজন ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তক ঋষি। তাঁহার প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম 'অঙ্গির সংহিতা'। তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্তর্গত (ঋক্)।

অঙ্গুলিমাল—বুদ্ধদেবের সমকালীন একজন প্রসিদ্ধ দস্যু। বুদ্ধের উপদেশে এই দস্যুর জীবনধারা পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্য হন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—(২রা আশ্বিন, ১৩১১ বঙ্গাব্দ)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। আদিনিবাস নোয়াখালি। নোয়াখালি ও ভবানীপুর হইতে বাল্যে ও কৈশোরে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্. এ. বি. এল. উপাধি গ্রহণ করেন ও মুন্সেফ হন। পরে তিনি জজ হন এবং বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কল্লোল-যুগের তিনি অন্যতম স্রষ্টা। কবি ও ঔপন্যাসিকরূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রবাসীতে 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে তাঁহার প্রথম কবিতার প্রকাশ। 'অমাবস্যা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী' (কাব্য), 'ইন্দ্রাণী', 'বেদে', 'প্রথম প্রেম', 'নেপথ্য', 'ছিনিমিনি' (উপন্যাস), 'কল্লোলযুগ' তাঁহার লিখিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক। তাঁহার সাম্প্রতিক রচনা 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। এই গ্রন্থের পর তিনি 'কবি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' নামেও একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ১৯৬১ খ্রীঃ ইনি 'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করেন।

অচ্যুত—১। বিষ্ণুর অপর নাম। ২। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য যক্ষগণ যে পঞ্চদশ সেনাপতি পাঠাইয়াছিলেন, অচ্যুত তাঁহাদের অন্যতম (রাম)। ৩। অদ্বৈতপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কৃষ্ণভক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া কথিত আছে।

অজ—১। সূর্যবংশীয় রাজা রঘুর পুত্র এবং দশরথের পিতা। বিদর্ভের রাজকন্যা ইন্দুমতী স্বয়ংবর সভায় অজকে পতিত্বে বরণ করেন। ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হয়। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর রাজা অজ আর বিবাহ করেন নাই। দশরথের যৌবনপ্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার হস্তে রাজ্য দিয়া তিনি

অনশনে গঙ্গাসরয়ূর সঙ্গমস্থলে প্রাণবিসর্জন করেন (রাম)। ২। একাদশ রুদ্রের অন্যতম (ভাগ)।

অজয়রাজ—খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে ইনি শাকম্ভরীর চৌহান বংশের রাজা ছিলেন। তিনি অনেক রাজাকে পরাজিত করিয়া আপন রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। অজয়রাজ স্বনামে অজয়মেরু (আজমীর) নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

অজাতশত্রু—১। বারাণসীর ব্রহ্মজ্ঞ রাজা। মহর্ষি গর্গ একবার তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা অজাতশত্রু ব্রহ্মজ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ২। মগধরাজ। ৫৫৪ খ্রীঃ পূঃ অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া রাজা হন। অপর নাম কুনিক। আনুমানিক সাতাশ বৎসরকাল তিনি রাজত্ব করেন। লিচ্ছবি মাতার গর্ভে তাঁহার জন্ম এবং তিনি নিজে কোশলরাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি লিচ্ছবিরাজ ও কোশলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। অজাতশত্রু বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

অজিতকুমার চক্রবর্তী—(১৮৮৬—১৯১৮)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং গ্রন্থকার। জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার মঠবাড়ি গ্রাম। পিতা—শ্রীচরণ চক্রবর্তী। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। সাহিত্যসমালোচকক্ষেত্রে একজন পথ-প্রদর্শক। তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্য পরিক্রমা' অতিশয় উপাদেয় গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থ—'বাতায়ন', 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', 'খ্রীষ্ট'।

অজিত কেশকম্বলী—তিনি গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার মতবাদ (উচ্ছেদবাদ=Nihilism) বৌদ্ধগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, দান-যজ্ঞাদি নিরর্থক ; ইহকাল পরকাল বলিয়া কিছু নাই,—মৃত্যুতেই জীবের সমাপ্তি।

অজিত ন্যায়রত্ন—(১৮৩৯—১৯২০)। তিনি সুরসিক পণ্ডিত ছিলেন। অতি দ্রুত কবিতা রচনায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। অজিত ন্যায়রত্ন অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তদানীন্তন ভারত সরকার তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দান করিয়াছিলেন।

অজিত সিংহ (১৬৭৯—১৭২১)—তিনি যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র ছিলেন। মোগল সম্রাটদের সঙ্গে সুদীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার পর ১৭০৯ খ্রীঃ সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ, তাঁহাকে যোধপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি কিছুকাল আজমীর ও গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। পুত্রের হাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অণীমাণ্ডব্য—ধার্মিক ব্রাহ্মণ। তিনি মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিতেন। একদা কয়েকজন চোর তাঁহার আশ্রমে চোরাই মাল রাখিয়া পলায়ন করিতে থাকে। রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাহারা ধৃত হয় এবং সেই সঙ্গে অণীমাণ্ডব্যকেও রাজদরবারে চালান দেওয়া হয়। বিচারে তাঁহার শূলদণ্ড হয়। ধ্যানমগ্ন ঋষি এ বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি শূলবিদ্ধ হইয়া অনাহারে বহুকাল জীবিত রহিলেন। তখন রাজা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পান ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঋষি রাজাকে ক্ষমা করিলে রাজা সেই শূল বাহির করিবার জন্য কর্মচারীদের আদেশ দেন। কিন্তু শূল কিছুতেই বাহিরে আসিল না। তখন শূলের বাহিরের অংশ কাটিয়া ফেলা হইল। মুনি অন্তর্গত শূল লইয়া তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার নাম অণীমাণ্ডব্য হয়। অণীমাণ্ডব্য অর্থে শূলাগ্রবহনকারী মাণ্ডব্য বুঝায়। একদা এই ঋষি যমের নিকটে যান ও নিজের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যমের নিকটে জানিতে পারিলেন যে, তিনি এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করাইয়া ছেন বলিয়া তাঁহার ঐরূপ শাস্তি হইয়াছে। ইহা লঘুপাপে গুরুদণ্ড। তাই ঋষি যমকে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবার অভিশাপ দিলেন। যম মুনির শাপে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনি বিধান দেন যে, চৌদ্দ বছর বয়সের পূর্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কাহাকেও দণ্ড-ভোগ করিতে হইবে না (ভারত)।

অতিকায়—রাবণের অমিতবীর্য এক সন্তান। ব্রহ্মার বরে ইনি দেবতা ও অসুরদের অবধ্য ছিলেন। ইন্দ্রের বজ্র এবং বরুণের পাশও তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইত। রাম-রাবণের যুদ্ধকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অতীশ দীপংকর—'দীপংকর' দ্রঃ।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—জন্মস্থান কলিকাতা সিমুলিয়া। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বংশধর। তিনি 'লঘু-ভাগবতামৃতের সটীক অনুবাদ', চৈতন্যভাগবতের প্রামাণ্য সংস্করণ', 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ, 'ঈশ্বরপুরীর জীবনী', 'ভক্তের জয়' ইত্যাদি রচনা করিয়া পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—(২২শে নভেম্বর, ১৮৫৭—৭ই অক্টোবর, ১৯১২)। স্বনামখ্যাত নাট্যকার। জন্ম কলিকাতার ঠনঠনিয়ায়। পিতা রাজকৃষ্ণ মিত্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তরুণ বয়সেই তাঁহার নাট্যাভিনয়ের দিকে ঝোঁক যায়। পরে তিনি নাট্যগ্রন্থ রচনার দিকে মনোযোগী হন। তাঁহার রচিত 'নন্দবিদায়' বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তারপর তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং 'আন্দোলন' নামে একখানি পত্রিকাও পরিচালনা করেন। 'বসুমতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হইয়াও তিনি কিছুকাল সংবাদ-পত্রের সেবা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ার জমিদারী সেরেস্তায় কিছুকাল কাজ করেন। কিন্তু শেষ জীবনে আবার তিনি রঙ্গালয়ের দিকে ঝুঁকিলেন এবং 'শিরী-ফরহাদ', 'লুলিয়া' প্রভৃতি নাটক লিখিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। 'আসল ও নকল' নামে কৌতুক নাটিকাটি তাঁহার শেষ রচনা। অতুলকৃষ্ণ 'দেবী চৌধুরানী' ও 'কপাল-কুণ্ডলা'র নাট্যরূপ দেন।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪—১৯৬১)। জন্মস্থান—ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল। অধ্যয়ন—রংপুর ও কলিকাতা। দর্শনে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক এবং পরে হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য। রচনাবলীর মধ্যে 'কাব্যজিজ্ঞাসা', 'শিক্ষা ও সভ্যতা', 'জমির মালিক', 'ইতিহাসের মুক্তি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সমসাময়িক যুগে অন্যতম মনীষীরূপে পরিচিত ছিলেন।

অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার—(১৮৭৮—১৯৪৬)। আই. সি. এস্. (I. C. S.) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ খ্রীঃ যুক্তপ্রদেশের চীফ সেক্রেটারী এবং ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভার সদস্য হন। ১৯২১ খ্রীঃ ভাইস্রয়ের অধ্যক্ষসভার সদস্য, ১৯২১—২৪ খ্রীঃ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯২৫—৩১ খ্রীঃ লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার রূপে কার্য করিয়াছেন।

অতুলপ্রসাদ সেন—(১২৭৮—১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। দরদী কবি ও সংগীতজ্ঞ। সুললিত সংগীত রচনা করিয়া অতুলপ্রসাদ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক ছিলেন। লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার কর্মজীবন কাটে। কর্মজীবনে তিনি ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি 'উত্তরা' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। 'কয়েকটি গান' নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত।

অত্রি—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি সপ্তর্ষিগণের মধ্যে অন্যতম। অনসূয়া তাঁহার পত্নী। অনসূয়ার পুত্র মহর্ষি দুর্বাসা (কূর্ম)। ২। অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্র নামক পুত্রের উদ্ভব হয় (ভাগ)। ৩। রামচন্দ্র বনবাস-

কালে অত্রির আশ্রমে কিছুকাল ছিলেন। তাঁহার পত্নী অনসূয়া সীতাকে নানাবিধ বস্ত্রালংকার দেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে অত্রি ওঁ হাকে আশীর্বাদ করিতে গিয়াছিলেন (রাম)।

অথর্বা—বৈদিক যুগের একজন ঋষি। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনিই প্রথমে অগ্নি সৃষ্টি করিয়া আর্যদের মধ্যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রবর্তন করেন। তিনিই ত্রয়ীবেদ হইতে অথর্ববেদকে পৃথক্ করেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার দ্বারা পৃথক্ করা বেদের অংশ অথর্ববেদ হয় (অথর্ব)।

অদিতি—মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। তিনি দক্ষপ্রজাপতির কন্যা। বামন-অবতারে বিষ্ণু ইঁহার গর্ভে জন্মেন। তিনি ইন্দ্রাদি দ্বাদশ দেবতার জননী। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া যে দুইটি কুণ্ডল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অদিতিকে দেন। পারিজাত লইয়া ইন্দ্র ও কৃষ্ণে যে বিবাদ ঘটে, তাহার সমাধান তিনি করিয়াছিলেন (বিষ্ণু)।

অদ্বয়বজ্র—খ্রীঃ দশম শতাব্দীর একজন সিদ্ধাচার্য। তিনি সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গনিবাসী ছিলেন। অদ্বয়বজ্র অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিব্বতী ভাষায়ও কিছু কিছু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন।

অদ্বৈত, অদ্বৈতাচার্য, অদ্বৈতপ্রভু—শ্রীচৈতন্যদেবের তিন প্রধান ভক্তের অন্যতম। জন্মস্থান—শ্রীহট্ট জেলার নবগ্রাম। আনুমানিক ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। পিতা কুবের পঞ্চানন জন্মভূমি ছাড়িয়া শান্তিপুরে বসবাস করেন। পত্নীর নাম সীতাদেবী ও অষ্টম (সর্বকনিষ্ঠ) পুত্রের নাম অচ্যুত।

অদ্বৈতচরণ আঢ্য (১৮১৩—১৮৭৩)—জন্মস্থান—কলিকাতা, আমড়াতলা। ব্যবসায়ী হইলেও সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। ইনি ৩৩ বৎসর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদক ছিলেন এবং তিনিই পত্রিকাটিকে দৈনিকে পরিণত করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতদাস বাবাজী (পণ্ডিত বাবাজী) —(১২৩৬—১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও কীর্তনীয়া। জন্মস্থান—পাবনা জেলার চড়িয়াগ্রাম। প্রকৃত নাম ভীমকিশোর রক্ষিত। প্রথমে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর গরাণহাটি ও মনোহরসাই কীর্তন শিক্ষা করেন। দশ বৎসরকাল তিনি কাশিমবাজারে কীর্তন শিক্ষা দেন। ৭৫ বৎসর বয়সে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার চেষ্টায় 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' সংস্কৃত আ্যাসোসিয়েশন বোর্ডে পরীক্ষার জন্য গৃহীত হয়। তাঁহার সংকলিত অনেক প্রাচীন পুস্তকাদি আছে। বাংলার বহু বিশিষ্ট কীর্তনীয়া কোন-না-কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। নবদ্বীপ ব্রজবাসী তাঁহাদের অন্যতম।

অদ্ভুতাচার্য—'অদ্ভুত রামায়ণ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। এই রামায়ণে সীতা কালীর অবতার। অদ্ভুতাচার্য উপাধিবিশেষ। তাঁহার আসল নাম 'বড়' নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দ আচার্য। পিতার নাম শ্রী নিবাস (পাঠান্তরে কাশী) আচার্য, মাতার নাম মেনকা। নিবাস—পাবনা জেলার সোনাবাজু পরগনার বড়বাড়ী। সাঁতোলের রাজার তিনি সভাকবি ছিলেন। কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের শেষ। তিনি সাত বৎসর বয়সের পূর্বে গুরুর কৃপায় কুড়ি হাজার শ্লোকবিশিষ্ট রামায়ণ গ্রন্থখানি রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অদ্রিকা—তিনি বেদব্যাসের মাতা সত্যবতীর জননী। পূর্বজন্মে অপ্সরা ছিলেন।

অধর্ম—১। ভগবান্ ব্রহ্মার পিঠ হইতে অধর্মের জন্ম (ব্রহ্মবৈ)। ২। অধর্মের পত্নী হিংসা, পুত্র অনৃত ও কন্যা নিকৃতি (বিষ্ণু)।

অধিরথ—কর্ণের পালকপিতা। পিতার নাম সত্যকর্মা। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু সূত বা সারথির কার্য করিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম রাধা (বিষ্ণু) ['কর্ণ' দ্রঃ]।

অনঙ্গ—কন্দর্পের অপর নাম ['কন্দর্প দ্রঃ]।

অনঙ্গপাল—তোমর বংশীয় নরপতি বর্তমান দিল্লীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাত। তিনি দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে দিল্লীসিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন বলিয়াও কথিত হয়।

অনঙ্গভীমদেব (তৃতীয়)—ওড়িশার প্রাচীন রাজা। তিনি ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের কার্য তিনি সমাধা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অনন্ত—নাগরাজ। অপর নাম শেষ, বাসুকি, গোনস। পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিবার পর কঠোর তপস্যা শুরু করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন ও নিজ মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিতে বলেন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি বসুন্ধরা মস্তকে ধারণ করেন। ব্রহ্মা চিরশত্রু গরুড়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব করিয়া দেন (ভারত)।

অনন্ত আচার্য—নবদ্বীপের অধিবাসী এবং গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়। তিনি সম্ভবতঃ কয়েকটি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন।

অনন্ত কন্দলী—তাঁহার প্রকৃত নাম হরিচরণ হইলেও ভাগবতাচার্য, শ্রীচন্দ্র ভারতী, মধুভারতী, ভাগবত ভট্টাচার্য প্রভৃতি একাধিক উপনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি মাতৃভাষা অসমীয়াতে 'রামায়ণ', 'বৃত্রাসুর বধ', 'মধ্য ও শেষ দশম' প্রভৃতি কাব্য এবং 'সীতার পাতাল প্রবেশ' নাটক রচনা করেন।

অনন্তদাস—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণের অনুমান।

অনন্তনাথ—চতুর্দশ জৈন তীর্থংকর। তিনি অশ্বত্থমূলে সিদ্ধিলাভ করেন।

অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৬৯—১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত গায়ক। বিষ্ণুপুর রাজসভার সংগীতজ্ঞ। পুত্র গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ও সংগীত-নায়ক ছিলেন।

অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ—প্রায় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকলে বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি। তাঁহার রাজত্বকালেই পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মিত হয়।

অনসূয়া—১। অত্রিমুনির পত্নী। দক্ষপ্রজাপতির ঔরসে ও প্রসূতির গর্ভে তাঁহার জন্ম। বনগমনকালে রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ অত্রিমুনির আশ্রমে কিছুক্ষণ অবস্থান করিলে তিনি তাঁহাদের সেবা করেন (রাম)। ২। পিতা কর্দম ও মাতা দেবহূতি (ভাগ)।

অনাগারিক ধর্মপাল—(১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪—২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩)। পিতা মুদালিয়র একজন বিখ্যাত ধনীব্যবসায়ী ছিলেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করেন, পরে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে আত্মোৎসর্গ করায় চাকুরি ত্যাগ করেন। তিনি মহাবোধি সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ধর্মপ্রচার ব্যপদেশে পৃথিবীর বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবীর বহু স্থলেই তাঁহার প্রচেষ্টায় বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষজীবন বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে অতিবাহিত করেন।

অনাথগোপাল সেন—(১৮৯৬—১৯৪৫ খ্রীঃ)। জন্ম ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামে। পিতা সবজজ হরিশচন্দ্র। তিনি উকিল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। রচনা—'টাকার কথা', 'করনীতি', 'যুদ্ধের দক্ষিণা', 'আগামিক পরিবেশ', 'অর্থনীতি'।

অনাথপিণ্ডদ—একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। প্রকৃত নাম সুদত্ত। অনাথকে অন্নদান করিবার জন্য উক্ত নাম হয়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠী এবং তাঁহার অন্যতম শিষ্য।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ বরেন্দ্রভূমির চম্পাহট্টে জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি রাজা বল্লালসেনের গুরু ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। 'পিতৃদয়িতা' ও 'হারলতা' নামক দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

অদ্রু—রাজা যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র। তিনি ম্লেচ্ছজাতির জনক বলিয়া কথিত (ভারত)।

অনুকূল মুখোপাধ্যায়—(১৮২৯—১৮৭১)। জন্মস্থান—কলিকাতার পাথুরিয়া-ঘাটা। কলিকাতা সদর কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৭০ সালে হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অনুরুদ্ধ—গৌতমবুদ্ধের খুল্লতাত-পুত্র। বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করেন।

অনুরূপা দেবী—(১৮৮২—১৯৫৮)। উপন্যাস-রচয়িত্রী। পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। জন্ম কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে। স্বামীর নাম শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পোষ্যপুত্র', 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'মহানিশা' প্রভৃতি বহু উপন্যাস রচনা করিয়া অনুরূপা দেবী বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি 'জগত্তারিণী' ও 'ভুবনমোহিনী' পদক লাভ করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা লেকচারার' হন। তাঁহার 'সাহিত্যে নারী' নামে পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

অনুশাল্ব—একজন দৈত্য। শ্রীকৃষ্ণের উপরে তাহার প্রবল বিদ্বেষ ছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য হস্তিনাপুর অবরোধ করে। ভীম ও অর্জুন এই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলে কর্ণের পুত্র বৃষকেতু তাহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যকে ধর্মোপদেশ দিলে দৈত্যের ধর্মে মতি হয় ও তপস্যার জন্য বনগমন করে (ভারত)।

অন্তিয়োক—পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়ার রাজা। খ্রীঃ পূঃ ২৬১—২৪৬ তাঁহার রাজত্বকাল। মৌর্য সম্রাট অশোক যবনরাজ অন্তিয়োকের রাজ্যসীমায়ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

অন্ধ (অন্ধক)—অযোধ্যার সরযূতীরবাসী বৈশ্যজাতীয় মুনি। শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি বনে পত্নীর সঙ্গে আশ্রমবাসী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অন্ধ ছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র একদিন কলসীতে জল পূর্ণ করিতেছিলেন। সেই সময় রাজা দশরথ হস্তিভ্রমে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলে শোকে অভিভূত মাতাপিতা হুতাশনে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে মুনি দশরথকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, তিনিও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। মুনির এই বাক্য সফল হইয়াছিল (রাম)।

অন্ধক—এক দৈত্য। কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে জন্ম। তিনি দেবের অবধ্য ছিলেন। তাঁহার সহস্র বাহু, সহস্র শীর্ষ, দ্বিসহস্র নয়ন এবং দ্বিসহস্র চরণ ছিল। অন্ধ না হইলেও এই দৈত্য অন্ধের মত গমন করিতেন বলিয়া লোকে এই অসুরকে অন্ধক বলিত। এই অসুর দেবতামাত্রেরই উপর অত্যাচার শুরু করাতে মহাদেব মন্দার-পর্বতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন। মহাদেব এই জন্য অন্ধকান্তক নামে খ্যাত হন (হরি)।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচি—(১৮৪৯—১৯০৫)। জন্মস্থান ২৪ পরগনার শিখরবালি গ্রাম। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিল্পাদর্শের অনুরাগী একজন প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত 'আর্ট স্টুডিও' তরুণ শিল্পীদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। প্রথম বাঙলা শিল্পবিষয়ক পত্রিকা 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'র সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

অন্নদাশংকর রায়—(১৫ই মার্চ, ১৯০৪)। কবি ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—ওড়িশার ঢেনকানল রাজ্যে। শিক্ষালাভ—ঢেনকানল, কটক ও পাটনা। তিনি ১৯২৫ সালে বি. এ. পরীক্ষায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯২৭—২৯ সালে লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৯৪০ সালে জেলা জজ হন। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিনিকেতনে যান। তাঁহার প্রথম রচনা টলস্টয়ের পুস্তকের অনুবাদ 'প্রবাসী' পত্রিকায় বাহির হয়। 'পথে প্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'বিনুর বই', 'ইসারা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

অন্নপূর্ণা—ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। একদিন মহাদেব ভগবতীর সঙ্গে কলহ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তাঁহার কাঁধে ঝুলি। কিন্তু ভগবতীর মায়ায় তাঁহার ভিক্ষা কোথাও মিলিল না। এদিকে দেবী ভগবতী অন্নপূর্ণা রূপ গ্রহণ করিয়া কাশীতে জনসাধারণকে অন্ন দান করিতে লাগিলেন। মহাদেব অন্নপূর্ণার নিকট উপস্থিত হইয়া অন্ন গ্রহণ করিলেন। অন্নপূর্ণার মূর্তি এইরূপ—তিনি পদ্মাসনে সমাসীনা। তাঁহার বাম হাতে অন্নব্যঞ্জনাদির থালা, ডান হাতে হাতা, সামনে মহাদেব ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে অন্নপূর্ণার পূজা হইয়া থাকে (অন্নদামঙ্গল)।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৮৭৫—১৯৩৪)। প্রসিদ্ধ নাট্যকার। নিবাস—কলিকাতা। পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। মিনার্ভা ও স্টার থিয়েটারের ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু নাটক আছে। 'কর্ণার্জুন', 'ইরানের রানী', 'ছিন্নহার' ইত্যাদি তাঁহার রচিত বিখ্যাত নাটক।

অপর্ণা—হিমালয় দুহিতা উমা। (দ্রষ্টব্য উমা)।

অপালা—তিনি ব্রহ্মবাদিনী এবং ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের এক সূক্তের ঋষি ছিলেন। স্বামি পরিত্যক্তা নির্লোম অপালা ইন্দ্রের বরে উজ্জ্বলবর্ণা হইয়াছিলেন।

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৬৭—১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান—বর্ধমান জেলার চাকটা গ্রামে। পিতা রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিছুকাল সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবার পর দামোদর কুণ্ডু নামক কীর্তনাচার্যের নিকট কীর্তন গান শিক্ষা করিয়া তাহাতে এমন পারদর্শিতা অর্জন করেন যে তাঁহার নামে প্রায় সকল কীর্তনগায়ক ও কীর্তনরসিক শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতেন। বর্তমানে তাঁহার দুই শিষ্য শ্রীপঞ্চানন দাস ও শ্রীনন্দকিশোর দাস তাঁহার গীতপদ্ধতির ধারা রক্ষা করিতেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৭ই আগস্ট, ১৮৭১—৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১)। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে জন্ম। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সাহিত্যসেবা ও চিত্রাঙ্কন করিয়াই তাঁহার জীবন কাটে। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁহার জগৎজোড়া নাম, কথাশিল্পী হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার ভঙ্গিতে চিত্রাঙ্কনই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। 'নির্বাসিত যক্ষ', 'সাজাহানের মৃত্যু', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'কচ ও দেবযানী', 'ওমর খৈয়াম' প্রভৃতি তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'বুড়ো আংলা', 'পথে-বিপথে', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া' পুস্তকগুলি তাঁহার সাহিত্যিক অবদান। 'ভারতশিল্প', 'ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ', 'বাগীশ্বরীশিল্প প্রবন্ধাবলী'

প্রভৃতি কয়েকখানি শিল্পবিষয়ক পুস্তকেরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ১৯০৫ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ ও কিছুকাল অধ্যক্ষ ছিলেন। বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কলা-বিদ্যায় অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় 'Indian Society of Oriental Arts' প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবলা বসু—(১৮৬৫—১৯৫১)। আচার্য জগদীশ বসুর স্ত্রী। তিনি দুর্গামোহন দাশের কন্যা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লইয়া কিছুকাল চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাঙলাদেশে নারী শিক্ষার একজন একনিষ্ঠা কর্মী, সমাজসেবায়ও অনলসকর্মী। 'বিদ্যাসাগর বাণীভবন' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

অবলোকিতেশ্বর—গৌতমবুদ্ধের তিরোভাব এবং মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাবের অন্তর্বর্তী কালে মহাযানী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের আবির্ভাব ঘটে। নির্বাণ-মুহূর্তে প্রাণীদের আর্তনাদে তিনি নির্বাণ সংকল্প ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রাণীর দুঃখ নিবৃত্তির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ভারতে ও নেপালে অবলোকিতেশ্বরের বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

অবিনাশ ভট্টাচার্য—(১৮৮২—১৯৬২)। জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার আড়বালিয়া গ্রাম। প্রথম জীবনেই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, পরে আপীলে সাত বৎসরের জন্য আন্দামান দ্বীপান্তরিত হন।

অবীক্ষিৎ (অবিক্ষিৎ)—রাজা করন্ধমের পুত্র। বিদিশার রাজা বিশালের কন্যা বৈশালিনীকে তিনি স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উপস্থিত রাজাদের বাধাদানে হরণ করিতে না পারিয়া পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তখন রাজা করন্ধম পুত্রকে উদ্ধার করেন। বিদিশার রাজা বিশাল নিজ কন্যাকে তখন অবীক্ষিতের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিলেন। বৈশালিনীও অবীক্ষিতের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবীক্ষিৎ বিবাহ করিতে চাহিলেন না। তখন বৈশালিনী বনে তপস্যা করিতে গেলেন। কিছুকাল পরে এক রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই সময় বৈশালিনী অবীক্ষিতের নাম উচ্চারণ করিয়া চিৎকার করেন। অবীক্ষিৎ দৈবক্রমে সেইখানে উপস্থিত হন এবং বৈশালিনীকে উদ্ধার করেন। অতঃপর তাঁহাদের বিবাহ হয়। তাঁহাদের একটি পুত্র হয়। তাহার নাম মরুত্ত (ভাগ, ভারত)।

অভিনব গুপ্ত—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরসিংহ গুপ্ত ও মাতা বিমলকলা। তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিকট নানা শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করিয়া সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং পরিণত বয়সে ভৈরব গুহায় স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করেন। আচার্য অভিনব গুপ্ত যে সমস্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অলংকারশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র এবং আগম শাস্ত্রই প্রধান। নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার অভিনব-ভারতী'ও উল্লেখযোগ্য কীর্তি। রসতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার মতবাদ 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে পরিচিত।

অভিমন্যু—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা ইহার মাতা। বিরাটরাজকন্যা উত্তরাকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ষোল বছরের এই বীরের নিকট কৌরবদের প্রধান প্রধান যোদ্ধারা পরাজিত হন। যাহা হউক, দ্রোণ-রচিত চক্রব্যূহে প্রবেশ করিলে কর্ণ, কৃপ ইত্যাদি সপ্তরথী তাঁহাকে অন্যায় সমরে বধ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে পত্নী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। পাণ্ডবদের সকল পুত্রই নিহত হয়। কেবল উত্তরার গর্ভজাত সন্তান পরীক্ষিৎ জীবিত থাকেন। পরীক্ষিৎ হইতেই পাণ্ডবদের বংশরক্ষা হয় (ভারত)। ২। চাক্ষুস মুনির পুত্র। মাতা নড়লা (কূর্ম)।

অভেদানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী—(২রা অক্টোবর, ১৮৬৬—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বনামখ্যাত শিষ্য। পূর্বনাম কালীপ্রসাদ চন্দ্র। পিতা রসিকলাল চন্দ্র, মাতা নয়নতারা। বাল্যজীবনে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পাঠকালে তাঁহার সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেন এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন যাত্রা করেন ও পরবৎসর আমেরিকায় যান। নিউইয়র্ক ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচারকার্য চালাইয়া ১৯২১ সালে ভারতে আসেন। ১৯২৬ সালে 'বিশ্ববাণী' নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন এবং ১৯২৯ সালে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির বাড়ি নির্মাণের জন্য চেষ্টা করেন। ১৯৩৭ সালে কলিকাতার টাউন হলে তিনি 'পার্লামেণ্ট অব রিলিজন'-এর উদ্বোধন করেন। 'India and Her People', 'Gospel of Ramkrishna Re-incarnation' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

অমরদাস—(১৫০৯—১৫৭৪)। শিখদের তৃতীয় ধর্মগুরু। শিখধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

অমর সিংহ—১। হিন্দু কবি। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চাশ অব্দে বর্তমান ছিলেন। অনেকের মতে তিনি খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চম শতকে বর্তমান ছিলেন। প্রবাদ, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। তিনি 'অমরকোষ'-নামক অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। ২। রাজপুতবীর প্রতাপ সিংহের পুত্র। ১৬১৪ সালে রাজকুমার খুররম (শাহজাহান) অমর সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। ইহার ফলে তিনি মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ৩। গুর্খা সেনাপতি। ১৯১৫ সালে তিনি সার অকটার্লোনির নিকট পরাজিত হন। ৪। রাজকোটের অধিবাসী বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় (১৯১০—১৯৪০)। ফাস্ট বোলার হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেটে পেশাদার ক্রিকেটিয়ারের মর্যাদা লাভ করেন।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৮০—১৯৫৭)। খ্যাতনামা বিপ্লবী। যতীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সহকর্মী ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত স্বদেশী পণ্যালয় 'শ্রমজীবী সমবায়' বিপ্লবীদের গুপ্ত পরামর্শ-কেন্দ্র ছিল। তিনি সাত বৎসর আত্মগোপন করিবার পর ১৯২১ সালে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৭—৪৫ পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ সালে মানবেন্দ্রনাথের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগদান করেন।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—(১৮৭৬—১৯১৬)। নাট্যকার। তিনি সুনিপুণ নাট্যাধ্যক্ষ ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন আছে। তিনি 'রঙ্গালয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রবর্তন করেন। রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে ইহাই প্রথম সাময়িক পত্র। তিনি 'ক্লাসিক থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি 'নির্মলা', 'প্রণয় না বিষ', 'জীবনে-মরণে' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটিকা লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অমিতাভ—পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে তিনি

প্রাচীনতম। বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মপ্রধান দেশে তাঁহার প্রচার থাকিলেও জাপানেই তাঁহার সর্বাধিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বদেশসমূহে অমিতাভের অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—(১৮৭৭—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০)। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। পিতা উদয়নাথ ঘোষ মজুমদার। অমূল্যচরণের পালি ও প্রাকৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ভাষার অনুবাদের জন্য তিনি 'Translating Bureau' ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য Edward Institution প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক হন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'বাণী' নামক একখানি বাংলা পত্রিকা ও 'Indian Academy' নামক ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। তাহার পর 'পঞ্চপুষ্প' নামক মাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদকও হন। তিনি বহু পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা করেন। 'জৈনজাতক', 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে তিনি বহুকাল কার্য করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস সংকলন-কার্যে তিনি কিছুকাল নিযুক্ত হন এবং পরে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে অভিধানখানি সংকলন করিবার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমৃত কাউর, রাজকুমারী—(২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯—১৯৬৩)। জন্মস্থান লক্ষ্ণৌ। কপুরতলার রাজা হরনাম সিংহ তাঁহার পিতা। বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর সমাজহিতকর কাজে নিযুক্ত থাকেন। ষোল বৎসর কাল তিনি মহাত্মা গান্ধীর কর্ম-সচিব ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সালে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ভাল টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। নারীর সম্পর্কে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকও আছে। স্বাধীন ভারতে তিনিই প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুকাল অবধি রাজ্যসভার সদস্যা ছিলেন। ইউনেস্কোর বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

অমৃতলাল দত্ত—(আঃ ১৮৫৮—?) জন্মস্থান কলিকাতার শিমুলিয়া। তিনি বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সংগীত-সম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ তাঁহার শিষ্য।

অমৃতলাল বসু—(১৭ই এপ্রিল, ১৮৫৩—২রা জুলাই, ১৯২৯)। প্রসিদ্ধ নাট্যশিল্পী। পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু। কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া অমৃতলাল ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন। কখন কখন শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে শিক্ষকতাও করিতেন। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর অমৃতলাল ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগদান করেন। ইহার পর তিনি গ্রেট ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। নাট্যজীবনে অমৃতলালের প্রথম গুরু অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। প্যারডি বা ব্যঙ্গকাব্য রচনায় তিনি একজন পাকা শিল্পী ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ'। গ্রেট ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটারে অমৃতলাল অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। এই সময় একবার পুলিসের চাকুরি লন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আবার রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। স্বদেশী আন্দোলনেও অমৃতলাল যোগ দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার রচিত অনেক গান আছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণ পদক দান করেন। রসরচনার জন্য তিনি 'রসরাজ' নামে অভিহিত। তাঁহার রচিত বহু নাটক ও প্রহসন আছে। তাহার মধ্যে 'বিজয় বসন্ত', 'হরিশ্চন্দ্র', 'তরুবালা', 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'অবতার', 'খাসদখল' ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অমৃতলাল মিত্র—জন্মস্থান কলিকাতা। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শিষ্য এবং বঙ্গ রঙ্গালয়ের বিশিষ্ট অভিনেতা। অভিনয়-কৃতিত্বে সমসাময়িক যুগে তিনি অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটারের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। মৃত্যু—১৯০৮ খ্রীঃ।

অমৃতলাল শীল—আদি নিবাস বড়িশা, বেহালা। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং পরে তথাকার নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি উর্দু, আরবী ও ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, কোরান-হদিসে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং উর্দু ও ফারসী সাহিত্য-বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

অমৃত শের গিল—(১৯১২—১৯৪১)। প্রখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী। পাঞ্জাবী পিতা এবং হাঙ্গেরীয় মাতার সন্তান—জন্ম বুদাপেস্তে। চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা—প্যারিস।

অমোঘবর্ষ—(?৮১৫—৮৭৭)। রাষ্ট্রকূট-বংশের বিখ্যাত রাজা। পিতা তৃতীয় গোবিন্দ। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সামরিক কীর্তি অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতিই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। সিন্ধুদেশের আরবগণের সহিত তিনি সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মান্যখেট (বর্তমান হায়দ্রাবাদের মালখেট)।

অম্বপালী, আম্রপালী—জন্মস্থান বৈশালীর রাজোদ্যান। তিনি রাজসভার সভানর্তকী ছিলেন। তিনি বুদ্ধের দর্শন ও ধর্মোপদেশ লাভ করিয়া বিষয় বাসনা পরিহারপূর্বক অর্হত্ব লাভ করেন। তিনি ভিক্ষুসংঘকে একটি 'বিহার' দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে বুদ্ধদেব এই নর্তকীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অম্বর মালিক—(১৫৪৯—১৬২৬)। হাবসী ক্রীতদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা গুণে তিনি আহমদনগর রাজ্যের কর্ণধার ও প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

অম্বরীষ—১। সূর্যবংশীয় রাজা। অযোধ্যা তাঁহার রাজধানী ছিল। পিতা নাভাগ। তিনি বিশেষ শক্তিমান্ রাজা ছিলেন এবং একাকী দশলক্ষ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। পরে শত শত যজ্ঞ করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জন ও স্বর্গলাভ করেন (বিষ্ণু)। ২। তিনি সহস্র বৎসর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। ইহাতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন এবং অম্বরীষকে পরীক্ষার জন্য ইন্দ্ররূপে তাঁহার নিকট আসিয়া বর দিতে চাহিলেন। অম্বরীষ ইন্দ্রের বর লইলেন না। তিনি জানাইলেন বিষ্ণুই তাঁহার আরাধ্য। তখন অম্বরীষ বিষ্ণুরূপ দর্শন করিলেন (লিঙ্গ)। ৩। অম্বরীষের কন্যার নাম শ্রীমতী। তিনি শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য অম্বরীষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা নারদ ও পর্বত শ্রীমতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্থির হইল, নির্দিষ্ট দিনে তাঁহারা আসিবেন। সেই দিন যাঁহার গলায় শ্রীমতী বরমালা দিবেন, তাঁহার সহিত শ্রীমতীর বিবাহ হইবে। এদিকে পর্বত ও নারদ উভয়েই বিভিন্ন সময়ে বিষ্ণুর নিকটে গেলেন এবং একজন অপরজনকে বানরের মত কুৎসিত করিয়া দিতে বিষ্ণুকে অনুরোধ জানাইলেন। বিষ্ণু তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু বলিতে নিষেধ করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে তাঁহারা শ্রীমতীর বরমালা লাভের আশায় অম্বরীষের প্রাসাদে আসিলেন। শ্রীমতী বরমালা লইয়া জানাইলেন যে, তিনি বানরের মুখের মত

দুইটি মনুষ্য দেখিতেছেন। আর তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দর পুরুষ রহিয়াছেন। শ্রীমতী সেই সুন্দর পুরুষটির গলায় বরমাল্য দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইলেন। এই সুন্দর পুরুষটি শ্রীকৃষ্ণ। মুনিদ্বয় ভাবিলেন যে অম্বরীষ মায়ার দ্বারা তাঁহাদের ছলনা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন। অম্বরীষকে অভিশাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বিষ্ণুচক্র উপস্থিত হইল এবং মুনিদ্বয়ের অনুসরণ করিল। মুনিদ্বয় সুদর্শনের হাত হইতে কোথাও নিষ্কৃতি পাইলেন না। তখন তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন (লিঙ্গ)। ৪। কোন কারণে ক্রোধান্বিত হইয়া দুর্বাসা ঋষি অম্বরীষের বধের ব্যবস্থা করিলে বিষ্ণুচক্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। শেষ পর্যন্ত অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তিনি উহার হস্ত হইতে রক্ষা পান (ব্রহ্মবৈ)।

অম্বা—কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভীষ্ম তাঁহাকে ও তাঁহার অপর দুই কনিষ্ঠা ভগিনীকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করিয়া আনেন। অম্বা শাল্বকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন জানিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু শাল্ব অম্বাকে গ্রহণ করিলেন না। পরজন্মে তিনি শিখণ্ডীরূপ ধারণ করিয়া ভীষ্মের প্রাণবধের কারণ হন (ভারত)।

অম্বালিকা, অম্বিকা—কাশীরাজের কনিষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যা। স্বয়ংবর-সভা হইতে ভীষ্ম তাঁহাদের হরণ করেন। বিচিত্রবীর্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। অপুত্রক বিচিত্রবীর্য মারা গেলে ব্যাসদেব তাঁহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু নামক পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর উভয়ে তপস্যা করিতে বনগমন করেন।

অম্বিকাচরণ গুহ—(১৮৪৩—১৯০০)। জন্মস্থান—কলিকাতা। আট নয় বৎসর বয়সে পড়িয়া গিয়া তিন চার মাস অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীয় চেষ্টা এবং অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে পরবর্তী কালে একজন শ্রেষ্ঠ মল্লবীরের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। মল্লজগতে তিনি রাজাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন।

অম্বিকাচরণ মজুমদার—(১৮৫১ – ১৯২২)। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী। জন্মস্থান—ফরিদপুর জেলার সেনদিয়া গ্রাম। অম্বিকাচরণ ফরিদপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি মধ্যপন্থী কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি 'Indian National Evolution' নামে পুস্তকখানির প্রণেতা।

অযুতনায়ী—চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা। অযুত নরমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি এই আখ্যা পান। তাঁহার পিতার নাম মহাভৌম, মাতার নাম সুযজ্ঞা (ভারত)।

অযোধ্যানাথ গোস্বামী—'আজু গোঁসাই' দ্রঃ।

অযোধ্যানাথ পণ্ডিত—(১৮৪০—১৮৯২)। জন্মস্থান—আগ্রা। আইনের অধ্যাপক এবং আইন-ব্যবসায়ী। 'Indian Herald' ও 'Indian Union' নামক দুইখানা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। পরে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী—(?—১৮৭৩)। মহাভারতের অনুবাদ-কার্যে কালীপ্রসন্ন সিংহকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল।

অরবিন্দ ঘোষ-(১৫ই আগস্ট, ১৮৭২—৫ই নভেম্বর, ১৯৫০)। স্বনামখ্যাত দার্শনিক ও সাধক। জন্ম—কলিকাতায়। পিতা ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ। তাঁহার মাতামহ ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। সাতেরো বছর বয়সে অরবিন্দ বিলাত যান। আঠার বছর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হন, কিন্তু অশ্বারোহণে ত্রুটির জন্য তাঁহার চাকরি হয় নাই। ভারতে ফিরিয়া তিনি বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি ঐ কাজ ছাড়িয়া দেন এবং জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। এই সময় তিনি 'বন্দে মাতরম্' নামক পত্রিকাটির সম্পাদনা করিতে থাকেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বিপ্লববাদী বলিয়া অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু বিচারে তাঁহার মুক্তি হয়। পরে তিনি 'কর্মযোগিন্' নামে একখানি ইংরাজী পত্রিকা বাহির করেন। ক্রমে তাঁহার জীবনে পরিবর্তন আসিতে থাকে এবং তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায় কাল কাটান। এই সময় তিনি পণ্ডিচেরিতে আশ্রম স্থাপন করেন এবং এইখানেই জীবন কাটাইতে থাকেন। সেখানে 'আর্য' নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। 'The Hero and the Nymph', 'Urvasie', 'Songs to Myrtilla and other Poems', গীতার ভাষ্য 'The Life Divine' প্রভৃতি তাঁহার নানা গ্রন্থ আছে। পণ্ডিচেরীর আশ্রমে মীরা রিচার্ড নামে একজন ফরাসী মহিলাকে অরবিন্দ দীক্ষা দেন এবং তিনি 'শ্রীমা' নামে প্রসিদ্ধ হন।

অরিলিয়াস মার্কাস অ্যাণ্টোনিনাস—(Aurelius Marcus Antoninus)—(১২১—৮০ খ্রীঃ পূঃ)। রোমক সম্রাট্। তিনি Stoic-দর্শনের মত পোষণ করিতেন। 'Meditations' নামে পুস্তকে তাঁহার চিন্তাধারা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

অরিষ্ট—কংসের অনুচর এক দানব। পিতার নাম বলি। অরিষ্টকে কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধের জন্ম পাঠান। অরিষ্ট বৃষভরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিলে সে রক্তবমন করিয়া মারা যায় (বিষ্ণু)।

অরিষ্টনেমা—মহাভারতে উল্লেখিত ঋষি জনৈক রাজার তীরে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিলেও পুণ্যগুণে আবার জীবন লাভ করেন। অরিষ্টনেমা সর্বদাই দেবদ্বিজ অতিথির সেবা করিতেন ও ধর্মপথে সৎসঙ্গে চলিতেন বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় হইতে মুক্ত ছিলেন।

অরিষ্টনেমি—১। কশ্যপ ও বিনতার পুত্র এক যক্ষ। তিনি পৌষ মাসে সূর্যরথে অধিষ্ঠান করেন। ২। জনৈক প্রজাপতি। তিনি দক্ষের চারিটি কন্যাকে বিবাহ করেন।

অরুণ—গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা মহর্ষি কশ্যপ, মাতা বিনতা। তাঁহার সপত্নী কদ্রু সহস্র অণ্ড প্রসব করেন ও প্রত্যেকটি অণ্ড হইতে এক একটি সর্প বাহির হয়। ঈর্ষান্বিতা বিনতা দুইটি অণ্ড প্রসব করেন, এবং অপক্ব অবস্থাতেই একটি ভাঙিয়া ফেলেন। এই অপক্ব ডিম্ব হইতে উরুহীন অরুণের জন্ম হয়। তিনি সূর্যের সারথি হন। তাঁহার পত্নীর নাম শ্যেনী। সম্পাতি ও জটায়ু তাঁহার দুই পুত্র।

অরুণকুমার সিংহ—(২২শে আগস্ট, ১৮৮৭)। রায়পুরের দ্বিতীয় ব্যারন। পিতা প্রথম ভারতীয় গভর্নর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ। তিনি ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৯২৮ সালে তিনি লর্ড উপাধি পান। বিলাতের লর্ড সভায় তাঁহার স্থানলাভ লইয়া যে তুমুল আন্দোলন চলে, তাহা স্মরণীয় কালের মধ্যে একটি বিখ্যাত ঘটনা। অবশেষে তিনি লর্ডসভায় স্থানলাভ করিতে সমর্থ হন।

অরুণা—এক অপ্সরা। কশ্যপের পত্নী ও দক্ষের কন্যা কপিলা হইতে অরুণা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের উদ্ভব হয় (ভারত)।

অরুন্ধতী—১। বশিষ্ঠপত্নী। তিনি প্রজাপতি কর্দম মুনির কন্যা। মাতা দেবহূতি। তিনি পতিব্রতার আদর্শস্থানীয়া বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠের ন্যায় তিনিও নক্ষত্রলোকে স্থান পাইয়াছেন (ভারত)। ২। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও ধর্মের পত্নী (হরি)।

অরোরা (Aurora)—গ্রীক পুরাণের উষাদেবী। পিতা হাইপেরিয়ন (Hyperion) ও মাতা থিয়া (Thia). স্বামী টিথোনাস (Tithonus).

অর্জুন—১। তৃতীয় পাণ্ডব। লৌকিক পিতা পাণ্ডু। ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম। বিখ্যাত ধনুর্বিৎ ছিলেন। অর্জুন দ্রোণাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সারথি ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণবেশে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হন এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পরে নাগকন্যা উলূপী, মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্রৌপদী, উলূপী, সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার যথাক্রমে শ্রুতকর্মা, ইলাবন্ত, অভিমন্যু ও বভ্রুবাহন নামক পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অর্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করেন। বনবাসকালে তিনি ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়া মহাদেবের আরাধনা করেন ও তাঁহার নিকট হইতে পাশুপতাস্ত্র লাভ করেন। তিনি অস্ত্রশিক্ষার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে যান। সেখানে উর্বশী অর্জুনকে পাইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্জুন তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দেন। বিরাটরাজভবনে যখন অর্জুন অজ্ঞাতভাবে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজকন্যা উত্তরাকে তিনি সংগীত শিক্ষা দিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অর্জুন সেই অশ্ব লইয়া বহু দেশ জয় করেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের শক্তি লোপ পায়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের তেজেই তিনি শক্তিমান্ ছিলেন। তখন তিনি ভ্রাতৃগণ ও পত্নী দ্রৌপদীর সঙ্গে মহাপ্রস্থান করেন। অর্জুন অবশ্য সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। সুমেরু পর্বতে তাঁহার দেহপাত হয়। **২**। হৈহয় বংশের রাজা কার্তবীর্যের পুত্র,—কার্তবীর্যার্জুন নামে অধিকতর পরিচিত। হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া পুরাণে উল্লেখিত হইয়াছে। **৩**। সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সেনাপতি অর্জুন (অরুণাশ্ব ?) হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। চীনদেশীয় গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে তিনি এক চীনদূতের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বলিয়া চীনদূত তিব্বত ও নেপালরাজের সহায়তায় অর্জুনকে পরাজিত করেন ও তাহার রাজ্য অধিকার করেন।

অর্জুনমিশ্র—মহাভারত ও কুসুমাঞ্জলির টীকাকার। তাঁহার রচিত মহাভারতের টীকার নাম 'ভাবদীপ'। ভক্তমালগ্রন্থ অনুসারে তিনি জয়দেবের পরবর্তী।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী—(১২৫৮—১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। নাট্যশিল্পী। জন্মস্থান—কলিকাতা। সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষকরূপে বিশেষ নাম অর্জন করেন। ১২৭৯ সালে রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়া সারাজীবন অভিনয় করিয়া কাটান।

অর্ফিউস (Orpheus)—গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। সূর্যদেবের কাছে একটি বীণা পাইয়া অর্ফিউস তাহাতে যে সুর তুলিতেন, তাহা বন্যজন্তু ও পর্বতাদি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিত। সুবর্ণ মেষলোম আহরণ করিতে যে সকল বীর গিয়াছিলেন, অর্ফিউস্ তাঁহাদের অন্যতম। ফেরার পথে তিনি ইউরিডিসিকে বিবাহ করেন। কিন্তু ইউরিডিসিকে সাপে কামড়াইলে অর্ফিউস তাঁহাকে যমের পাতালপুরী হইতে আনিতে যান এবং যম বা প্লুটোকে বীণার ঝংকারে মোহিত করেন। কিন্তু ইউরিডিসিকে আনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

অলকট, কর্নেল হেনরি স্টিল—(১৮৩২—১৯০৭)। জন্ম—আমেরিকার অরেঞ্জ নগরীতে। তিনি নিউইয়র্কে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন। কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দুকলেজ সংস্থাপনায় তিনি অ্যানি বেশান্তের সহযোগিতা করেন। তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার একজন উত্তম প্রচারক ছিলেন। ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে তাঁহার রচিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

অলক্ষ্মী—লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। অলক্ষ্মী অমঙ্গল ও অধর্মের নিদান। সমুদ্রমন্থনকালে তিনি লক্ষ্মীর পূর্বে উঠিয়াছিলেন। দুঃসহ নামক ঋষির সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (লিঙ্গ)। উদ্দালক ঋষির সহিত অলক্ষ্মীর বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি ঋষির সহিত থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বিষ্ণু আসিয়া তাঁহার বাসস্থান অশ্বত্থবৃক্ষে ঠিক করিয়া দেন (মার্ক)।

অলম্বুষ—পাণ্ডবগণ জটাসুরকে বধ করিলে তাহার পুত্র অলম্বুষ পাণ্ডবদের বিরোধিতা করে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অলম্বুষ ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে নিহত হয়।

অলম্বুষা—১। একজন অপ্সরা। কশ্যপ হইতে দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে জন্ম (ভারত)। **২**। রাজা ইক্ষ্বাকুর পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিশাল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে (রাম)।

অলর্ক—১। কীটবিশেষ। সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর ভৃগুমুনির শাপে কীটরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি পরশুরামকে দংশন করিয়াছিলেন। পরে পরশুরামের দৃষ্টিপাতে তাঁহার মুক্তিলাভ হয় (ভারত)। **২**। রাজপুত্র। পিতা কুবলয়াশ্ব ও মাতা মদালসা। কুবলয়াশ্ব বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অলর্ককে রাজ্যভার দিয়া যান। অলর্ক বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। কাশীরাজের সহিত যুদ্ধে অবরুদ্ধ হইলে তিনি কাশীরাজকে নানা উপদেশ দেন। তখন কাশীরাজ তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যান। যোগে তিনি প্রাণত্যাগ করেন (মার্ক)।

অলায়ুধ—বকরাক্ষসের ভাই। অলায়ুধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করেন এবং ঘটোৎকচের হাতে নিহত হন (ভারত)।

অশোক—(রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ - ২৩২)। মগধের বিখ্যাত সম্রাট্। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম 'অশোকবর্ধন'। পিতা বিন্দুসার, পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত, মাতা সুভদ্রাঙ্গী। পিতার জীবিতকালে তিনি প্রথমে তক্ষশিলা ও পরে উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা ছিলেন। রাজা হইবার ১২ বৎসর পরে তিনি কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ কলিঙ্গযুদ্ধে নরহত্যার নিষ্ঠুর লীলা দেখিয়া তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং তিনি উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তখন তিনি রাজ্যবিজয়ের পরিবর্তে 'ধর্মবিজয়ে' আত্মনিয়োগ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নানাস্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। অশোক বহু পান্থশালা ও ধর্ম মন্দির নির্মাণ করেন এবং অসংখ্য কূপ খনন করেন। এই সব কারণে তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 'প্রিয়দর্শী'। তাঁহার সময়ে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হয়।

অশ্বঘোষ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজ কনিষ্কের সভাকবি হন। তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে বৌদ্ধ হন। তাঁহার রচিত প্রায় দ্বাদশখানি গ্রন্থের মধ্যে 'বুদ্ধচরিত', 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রম্' প্রভৃতি পুস্তক শ্রেষ্ঠ। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

অশ্বতর—নাগবিশেষ। অশ্বতর ফাল্গুন মাসে সূর্যরথে যোজিত থাকে। তাঁহার পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু (বিষ্ণু)।

অশ্বত্থামা—১। দ্রোণাচার্যের পুত্র। মাতার নাম কৃপী। জন্মকালে অশ্বের মত শব্দ করাতে তাঁহার নাম হয় অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামা দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষ দিন অশ্বত্থামা দুর্যোধনের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তিনি পাণ্ডব-দিগকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ভুল করিয়া পাণ্ডবগণের পুত্রকে বিনাশ করিলেন। ইহাতে ভীম ও অর্জুন অশ্বত্থামাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হন। অর্জুন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অশ্বত্থামা ঐশিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাস সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিজ নিজ অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে বলেন। জিতেন্দ্রিয় অর্জুন সেই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে পারিলেন কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা পারিলেন না, কারণ তিনি অজিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সেই অস্ত্র তখন উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিল। উত্তরা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে সেই গর্ভ রক্ষা করিলেন। অশ্বত্থামা নিজের মাথার সহজাত মণি প্রদান করিয়া বনে চলিয়া যান। সাতজন অমর ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন। অপর ছয় জনের নাম—বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম। ২। ইন্দ্রবর্মার হস্তী। ইন্দ্রবর্মা পাণ্ডবপক্ষীয় ছিলেন। তিনি মালবদেশের রাজা ছিলেন। দ্রোণ পাণ্ডবসৈন্য বধ করিয়া চলিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য উপায় খুঁজিতে-ছিলেন। অশ্বত্থামা নামে হস্তী পূর্বেই নিহত হইয়াছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণের নিকট খবর পাঠাইলেন যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। কিন্তু দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অমর। তিনি কথাটি বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু বার বার কথাটি বলা হইলে তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই সংবাদ শুনিতে চাহিলেন। যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত' এই কথাটি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আর 'ইতি গজঃ' বাক্যাংশটি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন। শেষের বাক্যাংশ দ্রোণ শুনিতে না পাইয়া পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে দ্রোণকে পাণ্ডবগণ বধ করিলেন (ভারত)।

অশ্বপতি—মদ্রের অধিপতি, সাবিত্রীর জনক (ভারত)।

অশ্বসেন—খাণ্ডববনের সর্প। তিনি তক্ষক-পুত্র। খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার সময় তিনি অর্জুন কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। এই সর্প প্রতিশোধবাসনায় কর্ণের তূণীরে প্রবেশ করিলে অর্জুন কৃষ্ণের উপদেশে মস্তক নত করিয়া রক্ষা পান এবং পরে বাণাঘাতে তাঁহার প্রাণনাশ করেন (ভারত)।

অশ্বিনী—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের প্রথমা পত্নী (শিব)। এই নক্ষত্রের আকার অশ্বমুখের ন্যায়, এইজন্য অশ্বিনী নাম দেওয়া হইয়াছে। অশ্বিনীর অপর নাম সংজ্ঞা। এই নক্ষত্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে অবস্থান করে বলিয়া ঐ মাসের উক্ত নাম হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার—যমজ স্বর্গবৈদ্য। সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহিতে না পারিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) ইহাতে কন্যার উপর বিরক্ত হইলে সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপ ধরিয়া উত্তরকুরুবর্ষে ভ্রমণ করিতে থাকেন। সূর্য ইহা জানিতে পারিয়া অশ্বরূপ ধরেন এবং পত্নীর সঙ্গে সংগত হন। এই সংগমের ফলে অশ্বিনীকুমার দুইজনের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন (ভারত)। অশ্বিনীকুমার দুই-জন 'চিকিৎসার সার-তন্ত্র' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (ব্রহ্মবৈ)।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—(২০শে জানুয়ারি, ১৮৫৬—৭ই নভেম্বর, ১৯২৩)। বরিশালের প্রসিদ্ধ জননেতা, সাহিত্যিক, রাজনীতিক এবং অধ্যাপক। পিতা ব্রজমোহন দত্ত। জন্মস্থান—বাটাজোড়। কৃতিত্বের সহিত এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল বরিশালে আইন ব্যবসায় করেন, এবং পরে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য গ্রহণ করেন। পরে তিনি এই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তিলাভ করিয়া অশ্বিনীকুমার জনসেবায় ও লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রণীত 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম' ও 'দুর্গোৎসব তত্ত্ব' নামক পুস্তকাদি প্রসিদ্ধ।

অশ্মক—কল্মাষপাদ নামক নৃপতির ক্ষেত্রজ পুত্র। এই রাজার মহিষী মদয়ন্তী পতির আদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হন। উহারই ফলে অশ্মকের জন্ম হয়। সাত মাস গর্ভ ধারণ করিয়া মদয়ন্তী ধৈর্যচ্যুতা হন এবং একখণ্ড পাথর (অশ্ম) দিয়া নিজের উদর ভেদ করেন। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার নাম হয় অশ্মক (বিষ্ণু)।

অষ্টক—পুণ্যবান্ রাজা। পিতা বিশ্বামিত্র, মাতা যযাতির কন্যা মাধবী। ইন্দ্রের নিকটে যযাতি নিজের গুণকীর্তন করিতে গিয়া অন্যান্য পুণ্যবান্ দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও মহর্ষিদের অবমাননা করিয়া ফেলেন। ফলে ইন্দ্রের অভিশাপে তাঁহাকে ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পতিত হইতে হয়। রাজা যযাতির যখন স্বর্গ হইতে পতন হইতেছিল, তখন অষ্টক নিজের পুণ্য দান করিয়া রাজাকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। এই কর্মফলে অষ্টকও স্বর্গলাভের অধিকারী হন (বায়ু, হরি)।

অষ্টাবক্র-১। প্রকৃত নাম দেবল। মহর্ষি অসিতের পুত্র। একদা গন্ধমাদন-পর্বতের গহ্বরে তিনি যখন তপস্যা করিতেছিলেন তখন রম্ভা সম্ভোগের নিমিত্ত মুনিবরকে অনুরোধ করেন। মুনিবর তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে রম্ভার অভিশাপে তাঁহার দেহ অষ্টাবক্র হয় (ব্রহ্মবৈ)। ২। মহর্ষি উদ্দালকের শিষ্য কাহোড়ের পুত্র। মাতার নাম সুজাতা। গর্ভে অবস্থানকালেই তিনি পিতার বেদ পাঠে ভ্রম প্রদর্শন করিলে কাহোড় ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দেন। ফলে তাঁহার অষ্টস্থান বক্র হয়। এক সময়ে কাহোড় ধনলাভের আশায় জনকরাজের নিকট উপস্থিত হইলে সেখানে সভাপণ্ডিত বন্দী কর্তৃক তর্কে পরাজিত হইয়া শর্তানুসারে কাহোড়কে জলে ডুবিয়া থাকিতে হয়। পিতার নিকট সকল বিষয় জানিয়া অষ্টাবক্র মাতুল শ্বেতকেতুকে লইয়া জনকের রাজ-সভায় আসেন এবং তর্কে বন্দীকে পরাস্ত করেন। এইভাবে তিনি জলমগ্ন পিতার উদ্ধার সাধন করেন। তখন কাহোড় সন্তুষ্ট হইয়া অষ্টাবক্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করিতে বলেন। এই নদীতে স্নানের পর তাঁহার দেহ সুন্দর হয়। অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' নামে খ্যাত (ভারত)।

অসঙ্গ—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে পুরুষপুরের (পেশোয়ার) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি আবির্ভূত হন। আচার্য অসঙ্গ এবং তাঁহার অনুজ আচার্য বসুবন্ধু মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের যোগাচার শাখাকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেন। সমসাময়িক যুগে অসঙ্গ একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিকরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি 'মহাযান সূত্রালংকার' ও 'মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র' ছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া চৈনিক ও তিব্বতীয় ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

অসমঞ্জ, অসমঞ্জস—রাজা সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতা কেশিনী। তাঁহার পুত্র অংশুমান্ ('অংশুমান্' দ্রঃ) [রাম]।

অসিক্নী—বীরণপ্রজাপতির কন্যা বলিয়া তাঁহার অপর নাম বৈরণী। তিনি দক্ষের পত্নী। তাঁহার হর্যশ্ব নামে এক সহস্র এবং শবলাশ্বাদি নামে অপর এক সহস্র পুত্র নারদের পরামর্শে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে ৬০টি কন্যা জন্মে। তাহাদিগকে ধর্ম,

কশ্যপ, চন্দ্র অরিষ্টনেমি, বসুপুত্র, অঙ্গিরস ও কৃশাশ্বের হস্তে দান করেন।

অসিতকুমার হালদার—(১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০—১৯৬৪)। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। পিতা সুকুমার হালদার এবং মাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী সুপ্রভা দেবী। শিল্পে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম জয়পুর রাজকীয় শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে এবং পরে লক্ষ্ণৌ শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে (১৯২৫—১৯৪৫) কাজ করেন। তাঁহার অঙ্কিত অনেক ছবিই অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়। তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। রচনা—'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার'-এর বাঙলা অনুবাদ, 'অজন্তা, রামগড়, 'বাঘ গুহা'।

অসিতদেবল—তিনি অসিত এবং দেবল নামেও পরিচিত। তিনি গৃহীতাপস ছিলেন। অসিতদেবল জৈগীষব্য মুনির অসাধারণ তপোবল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট মোক্ষধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিমাল -মেনকার কন্যা একপর্ণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

অসিতলোমা—কশ্যপ ও দনুর সন্তান, দানব বিশেষ। অসিতলোমা ব্রহ্মার বরে বরুণাদি দেবতাকেও পরাজিত করেন। তাঁহার ভয়ে ভীত দেবতাদের রক্ষার জন্য বিষ্ণু আপন দেহ হইতে অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার হস্তেই অসিতলোমার মৃত্যু ঘটে।

অস্কার ওয়াইল্ড (Wilde, Oscar Fingai O'Flaherite Wills)—(১৮৫৬—১৯০০)। বিখ্যাত আইরিশ কবি ও নাট্যকার। অক্সফোর্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি এক নূতন শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'Poems'-নামক পুস্তকখানি তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। 'The Picture of Dorian Grey' তাঁহার একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে একবার কারাভোগ করিতে হয়। এই সময় 'Ballad of Reading Gaol' ও 'De Profundis' নামে তিনি যে দুইখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'Lady Windermere's Fan', 'A Woman of No Importance', 'Salome', 'The Ideal Husband and the Importance of Being Earnest' ইত্যাদি তাঁহার অন্যান্য পুস্তক।

অস্টেন, জেন (Austen, Jane)—(১৭৭৫—১৮১৭)। ইংরেজ উপন্যাস-লেখিকা। ইংল্যাণ্ডের হ্যাম্পশায়ারে তাঁহার জন্ম। 'Sense and Sensibility', 'Pride and Prejudice', 'Mansfield Park', 'Emma' ইত্যাদি তাঁহার রচিত উপন্যাস।

অস্তি—মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা। তাঁহার ভগ্নীর নাম প্রাপ্তি। দুই বোনই কংসের পত্নী ছিলেন (বিষ্ণু, হরি)।

অহল্যা—মহর্ষি গৌতমের পত্নী। পিতা বৃদ্ধাশ্ব। রাজর্ষি জনকের পুরোহিত শতানন্দ তাঁহার গর্ভজাত। দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরিয়া তাঁহার ধর্ম নষ্ট করেন। ইহাতে গৌতম রুষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দেন। গৌতমের শাপে ইন্দ্র অণ্ডকোষহীন হন। গৌতম অহল্যাকেও অভিশাপ দেন। তাঁহার শাপে অহল্যা বাতভক্ষ্যা, নিরাহারা, অনুশোচনপরায়ণা, ভস্মলিপ্তা ও সকল জীবের অদৃশ্যা হইলেন। কালে রামচন্দ্র যখন আশ্রমে আসিয়া অহল্যাকে এই অবস্থায় দেখিলেন, তখন অহল্যা শাপমুক্তা হইলেন (রাম)। পদ্মপুরাণ মতে অহল্যা পাষাণী হন ও ইন্দ্র ভগাঙ্গ হন।

অহল্যাবাঈ—(১৭৩৫—১৭৯৫)। প্রাতঃস্মরণীয়া মারাঠী মহিলা। ইন্দোররাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি হোলকার বংশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার শ্বশুর মলহর রাও হোলকার ও স্বামী খান্দে রাও। স্বামী ও শ্বশুরের মৃত্যুতে ৩১ বৎসর বয়সে তিনি রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। শাসনকার্যের দক্ষতার জন্য তিনি কি ভারতীয়, কি ইংরেজ, সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিনি দানধ্যানে ও প্রজার হিতকর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কাশীর অন্নপূর্ণামন্দির, কলিকাতা হইতে কাশীধাম পর্যন্ত রাজপথ ও গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির তাঁহার প্রধান কীর্তি।

অহীন্দ্র চৌধুরী—(১৮৯৫, ৬ই আগস্ট)। প্রখ্যাত অভিনেতা। বাঙলার রঙ্গমঞ্চে এবং চলচ্চিত্রে অসংখ্য প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। অভিনয়জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গের 'সংগীত নৃত্য নাট্য আকাদমী'র নাট্য বিভাগের অধিকর্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অ্যাকিলিজ (Achilles)—অজেয় বীর। শৈশবে তাঁহার মা থেটিস্ স্টাইক্সের জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া গোড়ালি ছাড়া তাঁহার দেহ অভেদ্য হয়। সেই জন্য ট্রোজান যুদ্ধে প্যারিস তাঁহাকে গোড়ালিতে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাকুইনাস, টমাস (Aquinas, Thomas)—(১২২৫—১২৭৪)। দক্ষিণ ইটালীর দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহার ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র-বিষয়ক বহু পুস্তক আছে। তাঁহাকে নীতি-শাস্ত্রের জনক আখ্যা দেওয়া হয়।

অ্যাক্টীয়ন (Actaeon)—বিখ্যাত শিকারী। স্নানরত ডায়েনাকে দেখিয়া মৃগে পরিণত হন এবং তাঁহার নিজের কুকুরগণ দ্বারা বিনষ্ট হন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাগামেমনন (Agamemnon)—মেনেলাউসের ভ্রাতা ও আর্গসের রাজা। তিনি ট্রয়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত গ্রীকবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। স্ত্রী ক্লাইটেমনেস্ট্রা ও তাঁহার প্রেমিক কর্তৃক তিনি নিহত হন।

অ্যাটলাস (Atlas)—একজন অতিমানব। পারসিউস গর্গনের মাথা দেখাইয়া তাঁহাকে অ্যাটলাস পর্বতে পরিবর্তিত করেন। তিনি ভূমণ্ডলের ভার স্কন্ধে বহন করিয়াছেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাটলি (Rt. Hon. Clement R. Attlie)—(১৮৮৩—১৯৬৭)। ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। অ্যাটলির মন্ত্রিত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহার পূর্বে অন্যান্য মন্ত্রিসভার সঙ্গে তিনি নানাভাবে যুক্ত থাকেন এবং ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের একজন সভ্য নিযুক্ত হন। পূর্বজীবনে তিনি ব্যারিস্টার ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনচরিত 'As It Happened' ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অ্যাটালাণ্টা (Atalanta)—বিখ্যাত ব্যাধ রমণী। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য ছিল। অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। তিনি তখন স্থির করেন যে, যে তাঁহাকে দৌড়ে হারাইতে পারিবে, তাহারই গলে তিনি বরমাল্য দিবেন। মিলানিয়ন নামে একজন গ্রীক যুবক দৌড়াইবার কালে পথে ভেনাসপ্রদত্ত স্বর্ণময় আপেল ফেলিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে, তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাটিলা (Attila)—(৪০৬—৪৫৩)। হূনদিগের রাজা। রোমকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার করেন।

অ্যাডিসন, জোসেফ (Addison, Joseph)—(১৬৭২—১৭১৯)। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও কবি। তাঁহার রচিত 'The Campaign' নামক কবিতা বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। তিনি Tatler' ও 'Spectator' নামক দুইখানি পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। প্রাঞ্জল গদ্য

লিখিবার জন্য তাঁহার নাম ইংরেজী সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। তাঁহার সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'Coverley Essays' নামে একটি প্রবন্ধ-পুস্তক ও বিয়োগান্ত নাটক 'Cato'.

অ্যাডোনিস (Adonis)—একজন রূপবান্ যুবক। তিনি ভেনাসের প্রিয়পাত্র ছিলেন। একটি বন্য বরাহ কর্তৃক তিনি নিহত হন। কিন্তু প্রোসার্পাইন তাঁহার সহিত বৎসরে ছয় মাস কাটাইবার শর্তে অ্যাডোনিসকে জীবন দান করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাণ্টনি, মার্ক (Antony, Mark)—(আনুমানিক ৮৩—৩০ খ্রীঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি ও জুলিয়াস সীজারের প্রধান অনুচর। সিজারের মৃত্যুর পর রোমে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহাতে তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন এবং ব্রুটাস ও কেসিয়াস নামক দুই সেনাপতিকে অক্টেভিয়াস অগাস্টাসের সাহায্যে পরাজিত করেন। তাহার পর মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার রূপমুগ্ধ হইয়া তিনি সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। অক্টেভিয়াস কর্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন।

অ্যাণ্টোনিনাস, পিউস (Antoninus, Pius)—(৮৬—১৬১)। রোমক সম্রাট্। ১৩৮ হইতে ১৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের হিতসাধনে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারই শাসন-সময়ে রোমক-শাসনাধীন ইংল্যাণ্ডে ফোর্থ হইতে ক্লাইড পর্যন্ত বিখ্যাত প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল।

অ্যাণ্ডারসন (Anderson, Hans Christian)—(১৮০৫—১৮৭৫)। বিখ্যাত দিনেমার লেখক। উপকথা ও রূপকথার রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'The Ugly Duckling', 'The Little Mermaid', 'The Little Matchseller' প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক।

অ্যাণ্ড্রুজ দীনবন্ধু, সি, এফ,—'দীনবন্ধু' দ্রঃ।

অ্যাণ্ড্রোমেকি (Andromache)—ট্রোজান যোদ্ধা হেক্টরের স্ত্রী। নেপচুন-পুত্র হারকিউলিস তাঁহাকে হত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যাণ্ড্রমেডা—ইথিওপিয়ার রাজা সিফিউসের কন্যা। মাতা ক্যাসিওপীয়া। ক্যাসিওপীয়া সমুদ্র-পরীদের চেয়ে সুন্দরী বলিয়া গর্ব করিতেন। এই কারণে সমুদ্র-দেবতা পোসাইডন তাঁহার দেশ ধ্বংস করিবার জন্য এক সমুদ্র রাক্ষসকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার ক্রোধভঙ্গের নিমিত্ত অ্যাণ্ড্রোমেডাকে পাহাড়ের উপরে বাঁধিয়া রাখা হয় এবং রাক্ষসটা তাঁহাকে পীড়ন করে। পার্সিউস অ্যাণ্ড্রোমেডাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অ্যান (Queen Anne)—(১৬৬৪—১৭১৪)। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের কন্যা। ১৭০২—১৪ তিনি ইংলণ্ডের রানী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

অ্যান বোলিন (Anne Boleyn)—(১৫০৭—১৫৩৬)। ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর অন্যতমা পত্নী ও রানী এলিজাবেথের জননী। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয়।

অ্যানাক্রিয়ন (Anacreon)—বিখ্যাত গ্রীক কবি। অনুমান ৫৬০ হইতে ৪৭৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

অ্যানাক্‌সাগোরাস (Anaxagoras)—(খ্রীঃ পূঃ ৫০০—৪২৮)। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক। সক্রেটিস, পেরিক্লিস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

অ্যানী বেশান্ত—বেশান্ত, মিসেস অ্যানি দ্রঃ।

অ্যাপলো (Apollo)—সূর্যদেব বলিয়া গ্রীক ও রোমানরা তাঁহার পূজা করিতেন। তিনি সংগীত ও কাব্যের দেবতা বলিয়াও পূজিত।

অ্যাফ্রোডাইট (Aphrodite)—ভেনাসের অন্য নাম।

অ্যাম্পিয়ার (Ampere, Andre' Marie)—(১৭৭৫—১৮৩৬)। বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ। তড়িৎ-বিজ্ঞানে তাঁহার দান অমূল্য। তিনি 'ইলেকট্রোডাইনামিক' (Electro-dynamic) সূত্রের আবিষ্কারক।

অ্যাম্ফিয়ন (Amphion)—থিবস্-দেশীয় রাজপুত্র। তাঁহার বীণাবাদনে পাষাণসমূহ একত্র হইয়া প্রাচীরে পরিণত হইয়াছিল।

অ্যারিথিউসা (Arethusa)—ডায়েনার সহচরী জলকন্যা; জলদেবতা অ্যালফিউস অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি নির্ঝররূপ ধারণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

অ্যারিয়ন (Arion)—প্রসিদ্ধ সেতার-বাদক। তাঁহাকে নাবিকেরা সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে একটি সমুদ্র-রাক্ষস তাঁহার বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তীরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল (গ্রীক পুঃ)।

অ্যারিয়াড্‌নি (Ariadne)—ক্রীটরাজ মাইনসের কন্যা। ['থিসিউস' দ্রঃ] (গ্রীক পুঃ)।

অ্যারিস্টটল্—(Aristotle)—(৩৮৪—৩২২ খ্রীঃ পূঃ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ পণ্ডিত। গ্রীসের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্লেটো তাঁহার অধ্যাপক। প্লেটোর নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি এথেন্স নগরীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র, অলংকার, রাজনীতি, কবিতা, মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অ্যারিস্টটল্ মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। 'Ethics', 'Poetics', 'Politics' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক।

অ্যারিস্টাইডিস (Aristides)—(খ্রীঃ পূঃ ৫৩০—৪৬৭)। এথেনিয়ান সেনাপতি। খ্রীঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে পারসীকদের সহিত ম্যারাথন ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অত্যন্ত সৎ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'The Just' আখ্যা দেওয়া হয়।

অ্যারিস্টিপাস (Aristippus)—খ্রীঃ পূঃ ৪২৮—৩৫৬ পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন। তিনি মিশরের অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু সক্রেটিসের ছাত্র হইয়া এথেন্সে বসবাস করিতেন। আনন্দ উপভোগই জীবনের চরম উদ্দেশ্য—ইহাই ছিল তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের মূল নীতি।

অ্যারিস্টোফেনিস (Aristophanes)—(৪৪৪—৩৮০ খ্রীঃ পূঃ)। গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-রচয়িতা। তাঁহার গ্রন্থগুলি গ্রীসের তৎকালীন রাজনীতি ও সমাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ। 'Knights', 'Clouds', 'Peace' ইত্যাদি তাঁহার বহু পুস্তক আছে।

অ্যারাক্নি (Arachne)—লিডিয়া-দেশের কুমারী। উত্তম সূচীকার্য জানিতেন বলিয়া গর্ব করাতে মিনার্ভা কর্তৃক মাকড়সায় পরিবর্তিত হন।

অ্যাল্‌ফ্রেড, দি গ্রেট (Alfred, the Great)—(৮৪৯—৯০১)। ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি ৮৭১—৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওয়েস্ট স্যাক্সনদের রাজা ছিলেন। দিনেমার-দের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। তিনি সুশাসক ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত আইনগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ নৌবহরের পত্তনের জন্য তাঁহাকে 'ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জনক' বলা হয়। তাঁহার সংকলিত 'অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌ল' ইতিহাসের দিক্ দিয়া অতি মূল্যবান্।

অ্যাল্‌সিবিয়াডিস্ (Alcibiades)—(আনুমানিক ৪৫০—৪০৪ খ্রীঃ পূঃ)। এথেন্সের বিখ্যাত রাজনীতিক ও সেনাপতি। তিনি সক্রেটিসের ছাত্র ও বন্ধু ছিলেন।

অ্যাস্কুইথ (Asquith, Earl of Oxford and,)—(১৮৫২—১৯২৮)। ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার মন্ত্রিত্বের কালে আয়ার্ল্যাণ্ডের

স্বায়ত্তশাসন আইন পাকা হয় এবং বিগত ইওরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধে।

—

আ

আইও (Io)—একজন দেবী। পিতা ইনেকাস, মাতা ইনমিনি। জুপিটার তাঁহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইলে পত্নী জুনোর ভয়ে তাঁহাকে গাভীতে রূপান্তরিত করেন। পরে মিশর দেশে ভ্রমণকালে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তথাকার রাজা অসাইরিসকে বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

আইকেরাস (Icarus)—ডীড্যালাসের পুত্র। তিনি পিতার সহিত ক্রীট হইতে সিসিলি দ্বীপে উড়িয়া যাইবার কালে সমুদ্রে নিমজ্জিত হন (গ্রীক পুঃ)।

আইটো, হিরোবুমি (Ito, Hirobumi, Prince)—(১৮২৪—১৯১১)। জাপানের বিখ্যাত রাজনীতিক। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে তিনি জাপানের সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি চারিবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আইনস্টাইন (Einstein, Prof. Albert)—(১৮৭৯—১৯৫৫)। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী। জার্মানীর উলম (Ulm) নামক স্থানে জন্ম। পিতার নাম হেরম্যান আইনস্টাইন। 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' আবিষ্কার করিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি বার্লিনের 'The Kaiser Wilhelm Physical Institute'-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জাতিতে ইহুদি। হিটলার ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ করিলে তিনি নির্বাসিত হন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির প্রিন্সটন শহরে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। আইনস্টাইন সংগীতজ্ঞ ও নিপুণ বেহালাবাদক ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পারমাণবিক শক্তিকে লোকহিতকর কার্যে নিয়োগ করিবার জন্য তিনি শেষ জীবনে আন্দোলন করেন। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী সম্বন্ধে আইনস্টাইন অতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতেন।

আইভ্যান, দি গ্রেট—(Ivan, the Great)—(১৪৪০—১৫০৫)। রুশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রাশিয়া যখন তাতারগণের অধীন ছিল, তখন তিনি মস্কো শহরের গ্র্যাণ্ড ডিউক (Grand Duke) ছিলেন। ক্রমে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাতারগণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেন এবং মস্কোর নিকটবর্তী প্রদেশগুলি জয় করিয়া আপনাকে রাশিয়ার স্বাধীন সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

আইরিস (Iris)—টমাস ও ইলেক্ট্রার কন্যা। তিনি জুনোদেবীর সংবাদবাহিকা ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা ইন্দ্রধনুতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন (গ্রীক পুঃ)। [নাম।

আইসিস (Isis)—আইওদেবীর মিশরীয়

আইসেনহাওয়ার, জেনারেল (Eisenhower, General Dwight D.)—(জন্ম ১৮৯০—১৯৬৯)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি। ১৯৫০ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পশ্চিম ইওরোপের মিত্রশক্তির সেনাপতি ছিলেন। গত মহাযুদ্ধে তিনিই ছিলেন সর্বাধিনায়ক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস নামক রাজ্যের অধিবাসী। সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন।

আউট্রাম (Outram, Sir James)—(১৮০৩—১৮৬৩)। বিখ্যাত সেনাপতি। জন্মস্থান ইংল্যাণ্ডের ডার্বিশায়ার। পিতা বেনজামিন আউটরাম। সাধারণ সৈনিকরূপে ভারতে আসিয়া আউটরাম বিভিন্ন রাজপদ পান এবং সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে কৃতিত্ব দেখাইয়া লেফ্‌টেন্যান্ট-জেনারেলের পদ পান। তিনি বড়লাটের সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন।

আউলচাঁদ—(১৬৮৬—১৭৬৯)। কর্তাভজা-নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নদীয়া জেলার উলাগ্রামের মহাদেব বারুই-এর পালিত পুত্র। পূর্বনাম পূর্ণচন্দ্র। তিনি ফুলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বলরাম দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'আউলচাঁদ' নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার ২২ জন শিষ্য ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে পরস্ত্রীগমন, পরপীড়ন বা পরহত্যা এবং পরদ্রব্যহরণ প্রভৃতি কার্যের ইচ্ছা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিতেন। এছাড়া তিনি শিষ্যগণকে অতিথিসেবা, বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা, সকাল সন্ধ্যায় ধোয়া কাপড় পরা ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বোয়ালে গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আউলিয়া মনোহর দাস—(১৬ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদ রচয়িতা ও সংকলয়িতা। প্রথমে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন; পরে হুগলী জেলার বদনগঞ্জ নামক স্থানে আগমন করিয়া আমরণ তথায় বাস করেন। তিনি 'পদ সমুদ্র'-নামক গ্রন্থ সংকলন ও 'দিনমণি চন্দ্রোদয়'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আওরঙ্জেব—(১৬১৮—১৭০৭)। মোগলসাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের তৃতীয় পুত্র। আওরঙ্জেবের রাজত্বকাল ১৬৫৯—১৭০৭ খ্রীঃ। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার ছিলেন। পরে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া অপর ভ্রাতাদের মধ্যে দারা ও মোরাদকে হত্যা করিয়া তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পূর্বে তিনি পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ হইয়া তিনি আলমগীর নাম ধারণ করেন। তাঁহার সময়ে মোগলসাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুতগণ বিদ্রোহী হয়। প্রাতঃস্মরণীয় মারাঠা বীর শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য হন নাই। শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভুজীকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান রাজাদের অধিকৃত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিতে তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়া যায়। এইভাবে রাজ্য বিস্তার করিয়াও তিনি মোগলরাজ্যের পতনের কারণ হন। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং সরল জীবনযাত্রা করিতেন। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না।

আকবর—(১৫৪২—১৬০৫)। দিল্লীর তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট্। মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন যখন শের খাঁ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অমরকোট নগরে হুমায়ুন-পত্নী হামিদা বেগমের গর্ভে আকবরের জন্ম হয়। ১৫৫৫—১৬০৫ আকবরের রাজত্বকাল। মন্ত্রী ও অভিভাবক বৈরাম খাঁর সাহায্যে তিনি পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিমুকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করিলে তিনি বিদ্রোহী হন; কিন্তু আকবর তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। আকবর রাজপুতদের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করেন। শুধু চিতোরের রানা প্রতাপসিংহকে তিনি স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন নাই। আকবর ক্রমে কাশ্মীর, সিন্ধু, আহম্মদনগর প্রভৃতি স্থান জয় করেন। পরাজিত রাজগণের সহিত তিনি সর্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। তিনি জিজিয়া কর রহিত করিয়াছিলেন এবং রাজপুতদের রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্বসচিব টোডরমল্ল এবং সেনাপতি

মানসিংহ বহুকাল বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নিরক্ষর হইলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সভায় বীরবল, তানসেন, আবুল ফজল প্রভৃতি অনেক গুণীব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন। সুশাসনের জন্য আকবর তাঁহার সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ভাগে বা সুবায় ভাগ করেন এবং সুবাদার ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। পুত্র সেলিম বিদ্রোহাচরণ করিলেও তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

আকবর হায়দারী—১। (৮ই নভেম্বর, ১৮৬৯—৮ই জানুয়ারী, ১৯৪২)। রাজনীতিজ্ঞ ও কর্মবীর। বোম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া ভারতীয় ফিনান্স বিভাগে যোগদান করেন এবং পরে রাজকোষগুলির নিয়ামক (Controller) হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতিরূপেই তিনি বিখ্যাত হন। পরে অবশ্য তিনি কয়েকমাসের জন্য বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগ দিয়াছিলেন। ২। সার মহম্মদ আকবর হায়দারী (১৮৯৪ –১৯৪৮) একজন বিখ্যাত আই. সি. এস. কর্মচারী ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি আসামের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আকবর হায়দারী ব্রিটিশ শাসনকালে সি. আই. ই., সি. এস. আই., কে. সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন।

আগা খাঁ, সুলতান সার মহম্মদ শাহ্—(১৮৭৭—১৯৫৭)। ভারতীয় খোজা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। জন্ম করাচীতে। তাঁহার পিতা হুসেন আলি খাঁ পারস্য হইতে আসিয়া ভারতে বসতি করেন। তিনি আফগান যুদ্ধে ও সিন্ধু বিদ্রোহে ইংরেজ গভর্নমেন্টকে সাহায্য করিয়া বংশানুক্রমিক হিজ্ হাইনেস্ (His Highness) উপাধি লাভ করেন। রেসের ঘোড়ার মালিক হিসাবে ও ডার্বি রেসে কয়েকবার জয়লাভ করিয়া তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধি-স্বরূপে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

আঙ্গিরস—দেবগুরু বৃহস্পতি। অঙ্গিরা মুনির পুত্র।

আজমল খাঁ, হাকিম—(১৮৪২—১৯২৭)। বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতী। পিতা হাকিম মামুদ খাঁ। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি দিল্লীর 'তিব্বিয়া স্কুল'-নামক হাকিমি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। তিনি কয়েকখানি হাকিমি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আলিগড়ে এম. এ. কলেজ ও মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি মুসলীম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি হন।

আজিমুশ্‌শান—তাঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ আজিমুদ্দিন। তিনি পিতামহ ঔরঙ্গজীব কর্তৃক বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই ইংরেজদিগকে কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর জমিদারি ক্রয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। সম্রাট্‌বাহাদুর তাঁহাকে 'আজিমুশ্‌শান' উপাধি দান করেন। অলস ও লোভী সুবাদার সিংহাসন-দ্বন্দ্বে নিহত হন।

আজু গোসাঞি—সাধক কবি। প্রকৃত নাম অযোধ্যানাথ গোস্বামী। তিনি রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন।

আণ্টনি—ফরাসডাঙ্গা-নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। তিনি জাতিতে ফরাসী, (কাহারও মতে) পোর্তুগিজ ছিলেন। কোন ব্রাহ্মণরমণীকে ভালবাসিয়া তিনি হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন এবং উত্তমরূপে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। সে সময়ে তাঁহার রচিত পদগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

আত্মারাম দাস—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভক্ত। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। স্ত্রী সৌদামিনী। 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা বলরাম দাস (বা নিত্যানন্দ দাস) তাঁহার পুত্র। পদকর্তা ও কীর্তনীয়া হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

আত্মারাম পাণ্ডুরং—(১৮২৩—১৮৯৮)। বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে তিনি মারাঠাদেশে একজন অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমসাময়িকযুগের বাঙালী নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ১৮৭৮—৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের শেরিফ ছিলেন। কলিকাতায় তিনি বিশেষ সংবর্ধনা লাভ করেন। 'Stray Thoughts On Origin And Development Of Religion' নামে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ তাঁহার রচনা।

আদম (Adam)—বাইবেল ও কোরান অনুসারে মানবজাতির আদিপুরুষ। বিশ্বসৃষ্টির পর ঈশ্বর প্রথমে আদমকে এবং পরে তাঁহার পাঁজর হইতে ইভ্ বা হবা বিবিকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা স্বর্গের নন্দন কাননে বাস করিতেন এবং নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করিতেন। ঐ কাননে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে নিষেধ করেন। কিন্তু সর্পরূপী শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ঐ ফল খাইলে আদম ও ইভের নগ্নতার জন্য লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। ঈশ্বর ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে নন্দন কানন হইতে বিতাড়িত করেন এবং পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন।

আদিত্য—অদিতির পুত্রগণ। তাঁহাদের পিতা কশ্যপ। ইঁহারা সংখ্যায় বারোজন—বিবস্বান, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা (সোম), বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম, মতান্তরে আদিত্য ৬, ৭ বা ৮ জন। গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায়, এক সূর্যই বারোমাসে বারো আদিত্যরূপে দেখা দেন— বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু, মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য ও চৈত্রে বেদজ্ঞ।

আদিশূর—বঙ্গদেশের প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ নৃপতি। প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন। বাংলার সেন রাজগণের আদি রাজা বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হয়। ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে তিনি রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমান। তাঁহার রাজধানী ছিল গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। তিনি একবার যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারাই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ এবং তাঁহাদের কায়স্থ ভৃত্যগণ উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। কিছুকাল পরে তিনি পুত্র লাভের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। তাঁহাদের সঙ্গে যে পাঁচ জন কায়স্থ আসেন, তাঁহারা দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ আদিশূর নামক রাজার অস্তিত্ব এবং পঞ্চব্রাহ্মণের আনয়ন-কাহিনী টি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না।

আনন্দ—বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা ও সহচর। ভক্তি ও নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। শ্রুতিধর আনন্দ বুদ্ধের উপদেশাবলি যথাযথ স্মরণ রাখিতেন।

আনন্দ গিরি—(৯ শতক) শংকরাচার্যের শিষ্য। তিনি 'শংকরবিজয় জয়ন্তী'-নামক গ্রন্থ এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র টীকা প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—(১৮১৯—১৮৭৫)। জন্মস্থান ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে

তিনি কাশীতে বেদবেদান্ত শিক্ষালাভ করেন। তিনি পরে ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ও আচার্যরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বৃহৎকথা, শকুন্তলোপখ্যান দশোপদেশ, সানুবাদ বেদান্তসার বেদান্তদর্শন' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে কয়েকখানা সংস্কৃত গ্রন্থও তিনি সম্পাদনা করিয়াছেন।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—(১৮৫৪—১৯০৩)। সুকবি। নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্র গোগিনী গ্রাম। পিতা বঙ্গচন্দ্র মিত্র। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া কাটান। শেষ জীবনে কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'হেলেনা কাব্য', 'ভারতমঙ্গল', 'মিত্র-কাব্য' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি কিছু উপন্যাস, নাটক ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আনন্দ চার্লু—(১৮৪২—১৯০৭)। শিক্ষাবিদ্ ও কংগ্রেসসেবক। তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'বিদ্যা-বিনোদ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন মাদ্রাজের 'মহাজনসভা' এবং 'পিপলস্ ম্যাগাজিন' নামক পত্রিকা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর-অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

আনন্দ পাল—ভাটিণ্ডার রাজা, জয়পালের পুত্র। জয়পাল আত্মহত্যা করিলে তিনি মামুদকে বাধা দেন, কিন্তু পরাজিত হন। পরে তিনি পূর্ব-পঞ্জাবে নন্দন-নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলে মামুদ ঐস্থানও অধিকার করিয়া লন (১০১৪)।

আনন্দবর্ধন—খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি, দার্শনিক এবং সাহিত্যমীমাংসক ছিলেন। অলংকারশাস্ত্র তথা সাহিত্য মীমাংসা সম্বন্ধে রচিত তাঁহার গ্রন্থ 'ধ্বন্যালোক' স্বদেশে-বিদেশে সেকালে-একালে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। তিনি 'তত্ত্বালোক' নামক অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়।

আনন্দময়ী—(১৭৫২—১৭৭২)। জন্মস্থান ঢাকা জেলার জপসা গ্রাম। শৈশবেই তিনি সংস্কৃতসাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তাঁহার স্বামী অযোধ্যারামও সুশিক্ষিত ছিলেন। বিভিন্ন মাঙ্গলিক উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত আনন্দময়ীর গানগুলি বহু প্রচলিত। তিনি 'হরিলীলা' নামক কাব্যের সহযোগী গ্রন্থকর্ত্রী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

আনন্দ, মুল্ক রাজ—(জন্ম ১৯০৫)। বিখ্যাত ভারতীয় লেখক। পঞ্জাব, লণ্ডন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ভারতীয় মজুর ও দরিদ্রদের সম্বন্ধে উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। 'Coolie', 'Untouchable', 'Two Leaves and a Bud' ইত্যাদি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক। 'British Ministry of Information'-এ তিনি চিত্রলিপিকার হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন। তিনি একজন শিল্প-সমালোচকরূপেও নাম করিয়াছেন।

আনন্দমোহন বসু—(১৮৪৭-১৯০৬)। শিক্ষাব্রতী ও কংগ্রেসসেবক। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাতে গমন করেন। কেম্ব্রিজ হইতে গণিতে র‍্যাংলার উপাধি লাভ করিয়া এবং পরে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায় আরম্ভ করেন। সদস্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহার নিয়মপ্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। কলিকাতার সিটি কলেজ এবং ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠারও তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। সার জগদীশ বসুর ভবনে এই কর্মবীরের মৃত্যু হয়।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন—(১৮২৯—১৮৫৯)। আসামী লেখক ও সংস্কারক। গৌহাটিতে তাঁহার জন্ম। তিনি প্রথমে নওগাঁ জেলার অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার ও পরে জেলার কর্তা হন। তাঁহার চেষ্টায় আসামের অফিস আদালতে বঙ্গভাষার পরিবর্তে আসামী ভাষা প্রচলিত হয়। তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'অসমীয়া লরার মিত্র'-নামক পুস্তকখানি সর্বশ্রেষ্ঠ।

আনন্দরাম বড়ুয়া—(১৮৫০—১৮৮৯)। গৌহাটিতে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। তিনি একজন আই. সি. এস. ও ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল বাঙলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল। রচনা—'Practical English-Sanskrit Dictionary'.

আনর্ত—১। বৈবস্বত মনুর বংশধর। তাঁহার ভগ্নীর নাম সুকন্যা। আনর্তের পুত্র রেব। আনর্ত আনর্তদেশের কুশস্থলী নগরে রাজত্ব করিতেন (হরি)। ২। বিদুর পুত্র আনর্ত ও সুকুমার (অগ্নি)।

আনারকলি—অপর নাম নাদিরা বেগম। কথিত আছে, যুবরাজ সেলিমের (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের) দাসী ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার সহিত সেলিমের প্রণয় ঘটাতে সম্রাট আকবর তাঁহাকে জীবন্ত কবর দেন।

আন্সারি—গজনীর রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি কবি ও দার্শনিক ছিলেন। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আন্সারি, ডাক্তার মুক্তার আহম্মদ—(১৮৮০—১৯৩৬)। বিখ্যাত চিকিৎসক। জন্মস্থান বিহার-গাজীপুর। তিনি এডিনবরা হইতে এম. বি. ও সি. এইচ্. বি. উপাধি লাভ করেন। ১৯১২ ও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তুরস্কের সাহায্যার্থ 'অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল মিশন' গঠন করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে তিনি দুইবার কারা-ভোগ করেন।

আপস্তম্ভ—১। অষ্টাদশ ধর্মশাস্ত্রকারের অন্যতম। তাঁহার রচিত সংহিতা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ (আপস্তম্ব-সং)। ২। কার্ত-বীর্যার্জুন আপস্তম্ব ঋষির আশ্রম অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করেন। অর্জুনকে মুনি শাপ দেন যে, ভার্গব রাম তাঁহার শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন করিবেন (শিব)।

আপ্তে, হরিনারায়ণ—(—১৯১৯)। মারাঠী ঔপন্যাসিক। প্রাচীন মারাঠা ইতিহাস হইতে উপাদান লইয়া তিনি ওয়াল্টার স্কটের অনুসরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ডিকেন্সের অনুসরণে সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন।

আফজল খাঁ—বিজাপুরের শাসনকর্তার অধীন বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি। তিনি শিবাজীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হন এবং শিবাজী কর্তৃক নিহত হন।

আবদুর রজ্জাক—১। মুসলমান রাজত্বের সময়ে ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারস্য হইতে দূতরূপে হিন্দুরাজ্য কালিকটে ও পরে বিজয়নগরে আসেন। ২। বিজাপুরের বিখ্যাত সেনাপতি। আওরঙ্গজেব তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের বাহিনীতে কাজ দেন।

আবদুর রসুল—(১৮৭২—১৯১৭)। জন্মস্থান ত্রিপুরা জেলার গুরুক গ্রাম। অক্সফোর্ডের এম্. এ. ও ব্যারিস্টার। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম মুসলমান নেতা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

সদস্য এবং ১৯১৩—১৪ খ্রীষ্টাব্দে অবৈতনিক সম্পাদক।

আবদুর রহমন—(? ১৮৪৪—১৯০১)। আফগানিস্তানের আমীর। সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করা হয় এবং দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের শেষে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফগানিস্তান শক্তিশালী হয়। তাঁহার পুত্র হাবিবুল্লা।

আবদুল কাদের জিলানী, হজরত—(১০৭৮—১১৬৬)। পারস্য দেশের জিলান নামক স্থানে জন্ম। ১৭ বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার্থ বোগ্দাদ গমনকালে জননী তাঁহার জামার অভ্যন্তরের ভিতর ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পথে দস্যুগণকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি নিজের গুপ্তমুদ্রার সন্ধান বলিয়া দিলেন। বালকের সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হইয়া দস্যুগণ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধু জীবন যাপনের সংকল্প করে।

আবদুল কাদের বদাউনী—(১৫৪০—১৫৯৬)। বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। আকবরের আদেশে তিনি মুসলিম-ভারতের এক ইতিহাস রচনা করেন। রামায়ণ, বত্রিশ সিংহাসন, কথাসরিৎ-সাগর-এর ফারসী অনুবাদ রচনায় তিনি স্বয়ং নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থের অনুবাদেও সহায়তা করেন।

আবদুল গনি, খাজা—(১৮৩০—১৮৯৬)। দানবীর। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীর হইতে ঢাকায় আসিয়া বসতি করেন। পিতা খাজা আলিমুল্লা সাহেব ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিবার জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত। গভর্নমেন্ট তাঁহাকে নবাব বাহাদুর উপাধি দেন।

আবদুল গফুর খাঁ, খাঁ—জন্মস্থান—পেশোয়ার। কংগ্রেসসেবী ও মহাত্মা গান্ধীর একজন প্রধান অনুচর। তিনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দেশহিতকর কাজে যোগদান করেন। তাঁহার স্থাপিত একটি জাতীয় বিদ্যালয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট বন্ধ করিয়া দেন। পরে তিনি Rowlatt Act অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর সহিত লক্ষ্ণৌতে তিনি দেখা করেন। তিনি 'খুদ-ই-খিদমৎগার' নামক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সংগঠক। ব্রিটিশ রাজত্বকালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে তিনি পেশোয়ারে যথেষ্ট কার্য করিয়াছেন। তিনি সাধারণের নিকট 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত।' 'স্বাধীন পাখতুন' আন্দোলনের প্রধান সমর্থক বলিয়া তাঁহাকে পাকিস্তান সরকার বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে তিনি আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আবদুল বারি—(১৮৯৪ ?—১৯৪৭)। বিহারের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা। তিনি রাজনৈতিক জীবনে চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহকর্মী ছিলেন। তিনি তিন বৎসরকাল বিহার বিধান সভার উপাধ্যক্ষ এবং ১৯৪৬ খ্রীঃ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিহার কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি শোচনীয়ভাবে এক সিপাহীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল লতিফ, নবাব—(১৮২৮—১৮৯৩)। শিক্ষাব্রতী। ফরিদপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে তাঁহার জন্ম। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি' স্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সরকার তাঁহাকে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। কিছুকাল তিনি ভূপাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন।

আবদুল হামিদ, সুলতান—(১৮৪২—১৯১৮)। তুরস্কের সুলতান। তিনি ১৮৭৬ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের সুলতান ছিলেন। ১৮৭৭—৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে তাঁহার বল্কান রাজ্যের অনেকগুলি স্থান হস্তচ্যুত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে Young Turks বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। বাকী জীবন তাঁহাকে বন্দী হইয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

আবদুল্লা—(?—৫৭০)। মুসলমানধর্মের প্রবর্তক মোহাম্মদের পিতা। তাঁহার পত্নীর নাম আমিনা।

আবদুল্লা, শেখ মহম্মদ—(জন্ম ১৯০৫)। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী। জন্মস্থান শ্রীনগরের নিকটে সেউর' নামক স্থানে। "স্বাধীন কাশ্মীর" আন্দোলনের সমর্থক হওয়ায় তিনি সদর-ই-রিয়াসৎ কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হন। তিনি কিছুকাল বন্দী অবস্থায় থাকিবার পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আবি—দৈত্যরাজ অন্ধকের পুত্র। অন্ধককে মহাদেব বধ করিলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আবি ব্রহ্মার তপস্যা করিতে থাকেন। আবির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দেন যে, তিনি রূপ পরিবর্তন না করিলে তাঁহাকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। আবি সর্পরূপ ধরিয়া মহাদেবের গৃহে প্রবেশ করেন। সর্প মহাদেবের ভূষণ বলিয়া নন্দী আবিকে যাইতে বাধা দিলেন না। ভিতরে গিয়া আবি উমারূপ ধরিয়া মহাদেবকে বিনাশ করিতে গেলে মহাদেব কর্তৃক নিহত হন। সর্প হইতে উমাতে রূপ পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার এই অবস্থা।

আবুবকর সিদ্দিক—(৫৭৩—৬৩৪)। প্রথম মুসলমান খলিফা। প্রকৃত নাম আবদেল্ কাবা। জন্ম মক্কায়। হজরত মোহাম্মদের পত্নী আয়েশার পিতা। মোহাম্মদ তাঁহাকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু মোহাম্মদের জামাতা আলি তাঁহার দাবি অগ্রাহ্য করেন। আবুবকরের অনুচরগণ সুন্নী সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

আবু-মনসুর জাফরান সুফী—(? ৯৫০)। আরবদেশের রসায়নশাস্ত্র তাঁহার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের সহায়তা লইয়া রসায়ন সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। ৫৮৫ রকম ঔষধের কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

আবু মাসার—(৮০৫—৮৮৫)। বিখ্যাত আরবীয় জ্যোতির্বিদ্। তাঁহার প্রণীত জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের নাম 'কিতাব-উল্-উলুফ'। তিনি ঐ বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকগুলি ১৫৮৬ খ্রীঃ ভিনিস নগরে লাটিন অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার ওয়াসিদ-নামক স্থানে তিনি মারা যান।

আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা—(১৮৮৮—২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮)—জন্মস্থান মক্কায়। পিতা মৌলানা মহম্মদ খয়রুদ্দীন। তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। মৌলানা আজাদ বহুকাল হইতে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি কায়রোতে 'আল্-আজহার' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ধর্মবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেন এবং 'আল্ হিলাল' নামে একখানি উর্দু পত্রিকা কলিকাতায় প্রকাশ করেন। আজাদ খিলাফৎ আন্দোলনের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার সভাপতি হন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি

থাকেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আজাদ পেষবারের মত জেলে যান। ১৯৪৭ খ্রীঃ সংবিধান সভার সভ্য হন ও ১৯৪৭ খ্রীঃ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী এবং অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। উর্দু ভাষায় তিনি কয়েকটি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন।

আবুল ফজল—(১৫৫১—১৬০২)। ভারতীয় ঐতিহাসিক। জন্মস্থান আগ্রা। পিতার নাম মুবারিক। তিনি সম্রাট্ আকবরের সভাসদ্ ছিলেন। 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রণীত। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে হত্যা করেন।

আবুল ফৈজী—সম্রাট্ আকবরের প্রধান অমাত্য এবং প্রসিদ্ধ পারসিক কবি। আবুল ফজল তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর।

আবু সীনা—(৯৮৩—১০৩৭)। বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক ও চিকিৎসক। বুখারা নগরে জন্ম। তিনি বাগদাদের সুলতানের চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। তিনি দর্শন, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ক শতাধিক পুস্তক রচনা করেন।

আব্বাস—(৫৬৬—৬৫২)। মুসলমান-ধর্ম-প্রবর্তক মোহাম্মদের পিতৃব্য। প্রথমে তিনি মোহাম্মদের প্রবর্তিত ধর্মের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পরে সেই মত গ্রহণ করেন। আব্বাসের সমাধি-মন্দির মদিনায় বর্তমান আছে। আবুল আব্বাস নামে তাঁহার এক বংশধর বাগদাদে খলিফা হন। জগদ্বিখ্যাত হারুন্-অর্-রশীদ তাঁহারই বংশধর ছিলেন।

আব্বাস, দ্বিতীয়—(১৮৭৪—১৯২৩)। মিশরের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

আমহার্স্ট লর্ড (Amherst, Lord)—(১৭৭৬—১৮৫৭)। ভারতের প্রাক্তন বড়লাট। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রহ্মদেশবাসীর সহিত ইংরেজের যুদ্ধ এবং তাহার ফলে আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম প্রদেশ লাভ, ভরতপুর দুর্গ অধিকার এবং কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা—এই কয়টি তাঁহার সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আমাণ্ডসেন, ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড (Amundsen, Captain Roald)—(১৮৭২—১৯২৮)। নরওয়ে দেশীয় আবিষ্কারক। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেরুসমুদ্রের এক অভিযাত্রী দলে যোগদান করেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের নিমিত্ত গমন করেন এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছান। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উড়োজাহাজে উত্তর-মেরুতে পৌঁছিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া যান। নোবাইল অভিযানকারীদের খুঁজিতে গিয়া তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-মেরুতে মারা যান।

আমানুল্লা—(জন্ম ১৮৯২)। আফগানিস্তানের আমীর বা রাজা। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতা আমীর হবিবুল্লা গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার খুড়া নাসিরুল্লা আমীর হন। কিন্তু অল্পকাল পরে আমানুল্লা সিংহাসন লাভ করেন। তৃতীয় আফগান যুদ্ধে জয়লাভ করায় রাওয়ালপিণ্ডিতে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে তিনি স্বাধীন রাজারূপে গণ্য হন। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পত্নী সৌরীয়াকে সঙ্গে লইয়া ইওরোপে বেড়াইতে যান এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার ও মেয়েদের পর্দা-প্রথার লোপ প্রভৃতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সংস্কার-চেষ্টায় গোঁড়া সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই গোলযোগে বাচ্চা-ই-সাক্কাও নামে এক দস্যুসর্দার তাঁহার সৈন্যকে আক্রমণ ও পরাজিত করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি ইটালীতে বাস করিতেছেন।

আমীনচাঁদ (আমীরচাঁদ)—সিরাজ-উদ্দৌলার সময়ের একজন শিখ। অপর নাম 'উমিচাঁদ'। তিনি তেজারতি ব্যবসায় করিতেন। রাজদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত ক্লাইবের গুপ্তসন্ধির কথা তিনি জানিতেন বলিয়া ক্লাইব প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। পরে অবশ্য এক জাল সন্ধিপত্রের বলে তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন।

আমীন পাশা—(১৮৪০—১৮৯২)। আফ্রিকাদেশীয় বিখ্যাত আবিষ্কারক। কিছুকাল তিনি সুদানের শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশর হইতে বিতাড়িত হইয়া আফ্রিকার বাহিরে চলিয়া যান। পরে পুনরায় আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিলে আরবেরা তাঁহাকে হত্যা করে।

আমীর আলি, সৈয়দ—(৬ই এপ্রিল ১৮৪৯—৩রা আগস্ট, ১৯২৮)। প্রথম ভারতীয় প্রিভি কাউন্সিলার। জন্মস্থান হুগলী জেলার চুঁচুড়া। তিনি কিছুকাল কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর-আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯০ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হইয়া বিলাতে যান ও সেইখানেই মারা যান। মুসলমান আইন সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে।

আমীর খুসরু—সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের সভাকবি। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে সে সময়কার অনেক ঘটনা জানা যায়।

আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci)—(১৪৫১—১৫১২)। ইতালীয় নাবিক। জন্মস্থান ইতালীর ফ্লোরেন্স শহর। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানের বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহারই নামানুসারে নূতন আবিষ্কৃত মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

আম্বেদকর, ডাঃ ভীমরাও রামজী, এম. এ., পি-এইচ. ডি, ডি. এস-সি. বার-এট-ল—(১৮৯৩—১৯৫৬)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন আইনমন্ত্রী। ব্রিটিশের রাজত্বকালে তিনি অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন ভারতের আইনমন্ত্রী হন এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনা করেন। তিনি শেষজীবনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির উপর বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—'The Problem of Rupee, Caste in India, Federation Versus Federation, Thoughts on Pakistan, The Annihilation of Caste' প্রভৃতি।

আয়ান—বৃন্দাবনবাসী একজন গোপ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতুল ও শ্রীরাধার লৌকিক স্বামী। পূর্বজন্মে তিনি বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন এবং তাহাতে তিনি শ্রীরাধাকে পত্নীরূপে লাভ করেন। তিনি ক্লীব ছিলেন (হরি)।

আয়ু—চন্দ্রবংশীয় রাজা। পিতা পুরুরবা, মাতা উর্বশী। তিনি চ্যবন ঋষির আশ্রমে পালিত হন। তিনি নহুষাদি চারি পুত্রের জনক (রাম)।

আয়েঙ্গার, গোপালস্বামী—'গোপালস্বামী আয়েঙ্গার' দ্রঃ।

আয়েশা—(? ৬১১—৬৭৮)। মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক মোহাম্মদের তৃতীয় পত্নী ও হজরত আবুবকরের কন্যা। মাত্র ৯ বৎসর বয়সে

মোহাম্মদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মদিনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

আয়োদধৌম্য—বিখ্যাত প্রাচীন ঋষি। তাঁহার আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তিনজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন (ভারত)।

আরবী পাশা—(১৮৩৯—১৯১১)। মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতা। প্রকৃত নাম আরবী আমেদ। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মিশরীয় বিদ্রোহে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মিশরে সর্বপ্রকার ইওরোপীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেন। কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-সেনার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি সিংহলে নির্বাসিত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মিশরে ফিরিয়া আসেন।

আরিয়ান—(৯৬—১৮০)। জন্মস্থান এশিয়া মাইনর। তিনি একজন প্রখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি কিছুকাল কাপাদোসিয়ার শাসনকর্তাও ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের ইতিহাস অবলম্বনে তিনি সাত খণ্ডে 'আনাবাসিস' নামে এক বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পরিশিষ্ট 'ইণ্ডিকা' প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে এক অতিশয় মূল্যবান্ দলিলরূপে স্বীকৃত হয়। আরিয়ান বিভিন্ন বিষয়ে আরও কয়টি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

আরুণি—মহর্ষি আয়োদধৌম্যের শিষ্য। নিবাস পাঞ্চালদেশ। তিনি গুরুর আদেশে ক্ষেত্রের জল বন্ধ করিতে যান, কিন্তু বাঁধ দিতে পারিলেন না। তখন শয়ন করিয়া নিজের শরীর দ্বারা জল নিরোধ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে, অথচ আরুণি ফিরিলেন না দেখিয়া গুরু তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আরুণি কাদামাখা দেহে আল হইতে উঠিয়া আসিলেন। গুরু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া জানাইলেন যে, অতঃপর তাঁহার নাম উদ্দালক হইবে (ভারত)।

আর্করাইট (Arkwright, Sir Richard) —(১৭৩২—১৭৯২)। ইংরেজ আবিষ্কারক। জন্ম ইংল্যাণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত প্রেস্টনে। প্রথম জীবনে তিনি নাপিত ছিলেন। তিনি বয়নযন্ত্র-নির্মাণের চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ফলে জলধারা চালিত এক অভিনব বয়নযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বয়নযন্ত্রের প্রথম পেটেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর্কিমীডীস (Archimedes)—(?২৮৭—২১২ খ্রীঃ পূঃ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক গণিতবেত্তা। সিসিলি দ্বীপের সাইরাকিউস নগর তাঁহার জন্মস্থান। গণিত ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)-তত্ত্বের তিনি আবিষ্কার করেন। তাহা ছাড়া 'লিভার' (Lever) এবং 'আর্কিমীডীয়ান্ স্ক্রু' (Archimedean Screw) তাঁহার আবিষ্কৃত। কথিত আছে, একবার কাচ হইতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করিয়া তিনি সাইরাকিউস-আক্রমণকারী রোমীয় নৌ-বাহিনী ভস্মসাৎ করেন। তারপর রোমীয় সৈন্যগণ খ্রীঃ পূঃ ২১২ অব্দে সাইরাকিউস অধিকার করে এবং গবেষণানিরত আর্কি-মীডিসকে হত্যা করে।

আর্গাস (Argus)—একশত চক্ষুবিশিষ্ট এক দেবতা। ইনি পর্যায়ক্রমে দুইটি করিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেন (গ্রীক পুঃ)।

আর্টাজারক্সেজ (Artaxerxes)—পারস্যে এই নামের তিনজন রাজা রাজত্ব করেন। প্রথম আর্টাজারক্সেজের পিতা সম্রাট্ জারক্সেজ খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গ্রীস দেশ জয় করেন। শেষ আর্টাজারক্সেজ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মিডিয়া রাজ্য জয় করেন।

আর্থার (Arthur)—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের জনৈক প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহার সময়ে একশত জন প্রসিদ্ধ নাইট লইয়া 'রাউণ্ড টেবিল' নামক বীর-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল।

আর্নল্ড, এড্উইন (Arnold, Sir Edwin)—(১৮৩২—১৯০৪)। ইংরেজ কবি। ইংল্যাণ্ডের গ্রেভ্‌স্‌এণ্ড নামক স্থানে জন্ম। লণ্ডনের কিংস কলেজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি পুনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আসেন। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বইগুলির মধ্যে 'লাইট অব এসিয়া' ও 'লাইট অব দি ওয়ার্ল্ড' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আর্নল্ড, ম্যাথু (Arnold, Matthew) —(১৮২২—১৮৮৮)। ভিক্টোরিয়া যুগের প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ও সমালোচক। পিতা টমাস আর্নল্ড। তাঁহার প্রণীত 'সোরাব রুস্তম'-নামক কাব্যগ্রন্থ এবং 'এসেজ ইন্ ক্রিটিসিজম্'-নামক সমালোচনা-গ্রন্থ বিখ্যাত।

আর্ভিং, ওয়াশিংটন (Irving, Washington)—(১৭৮৩—১৮৫৯)। জীবনী-লেখক। জন্মস্থান নিউইয়র্ক শহর। গোল্ড-স্মিথ ও কলম্বস, মোহাম্মদ ও জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

আর্যভট্ট—(জন্ম ৪৭৬)। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা গাণিতিক। তিনি পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা জানিতেন। 'সূর্যসিদ্ধান্ত' ও 'বীজগণিত'-নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আলতামাস—'ইলতুৎমিস' দ্রঃ।

আলপ্তিগীন—গজনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথমে খোরাসান ও বোখারার সামানীবংশীয় কোন নৃপতির ক্রীতদাস ছিলেন। আনুমানিক ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

আলফন্সো (Alphonso, the Wise) —(১২২১—১২৮৪)। স্পেনের লিঁয় ও কাস্টাইলের প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ নরপতি। তিনি 'আলফন্সো দশম' নামে খ্যাত। তাঁহার রাজত্বকাল ১২৫২ হইতে ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি রসায়ন ও দর্শন শাস্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, বহু আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনের একটি ইতিহাস রচিত হয়।

আলফন্সো দোদে (Alphonsoe Daudet)—(১৮৪০—১৮৯৭)। ফরাসী ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে তিনি প্যারিসের 'ফিগারো' পত্রিকায় সামান্য সহকারীর কাজ করিতেন। পরে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। রসরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'Tartarin de Tarascon' লিখিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ হন।

আলবার্ট (Albert, Prince Francis Augustus, Charles Emmanuel)—(১৮১৯—১৮৬১)। মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। জাতিতে জার্মান।

আলবার্ট (Albert, King of Belgium)—(১৮৭৫—১৯৩৪)। বেলজিয়ামের রাজা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মানী সন্ধির শর্ত অমান্য করিয়া বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া সৈন্য চালনা করিতে গেলে তিনি বাধা দেন।

আলবুকার্ক (Albuquerque)—(১৪৫৩—১৫১৫)। পোর্তুগিজ রাজপ্রতিনিধি। তাঁহার চেষ্টায় ভারতবর্ষে গোয়ায় পোর্তুগ্যালের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আলবেরুনি—বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিৎ। তাঁহার অপর নাম আল্ রিহান। তিনি সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আগমন করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং দর্শন, জ্যোতিষতত্ত্ব ও গণিত অধ্যয়ন করেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরবীয় ভাষায় ভারত সম্বন্ধে এক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন।

আলমগীর ১ম—'আওরঙ্গজেব' দ্রঃ।

আলমগীর ২য়—১৭৫৪ হইতে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী দুইবার ভারত আক্রমণ করেন।

আল-মামুন (ওরফে আবদুল্লা)—(? ৭৮৬–৮৩৩)। আব্বাসবংশীয় সপ্তম খলিফা। তাঁহার রাজত্বকালে মিশরের মুসলমানেরা সিসিলি দ্বীপ আক্রমণ করে। আল-মামুন ক্রীট দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন।

আলসিওন (Alcyon)—ইয়োলাসের কন্যা এবং সিসিয় পত্নী। পতির মৃত্যুতে শোকাতুরা হইয়া তিনি জলে ডুবিয়া প্রাণ-বিসর্জন করেন এবং মাছরাঙা পাখিতে রূপান্তরিত হন (গ্রীক পুঃ)।

আলাউদ্দীন খাঁ (ওস্তাদ)—বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। জন্মস্থান ত্রিপুরা। নিবাস মাইহার রাজ্য। পিতার নাম সদু খাঁ। মাতার নাম সুন্দরী। তাঁহার পূর্বপুরুষ ছিলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, নাম দীননাথ শর্মা। ত্রিপুরা হইতে অতি অল্প বয়সেই তিনি কলিকাতায় আসেন। রামপুরে উজীর খাঁর কাছেই তাঁহার চরম শিক্ষা লাভ হয়। তিনি বেহালা ও সরোদে বিশেষজ্ঞ।

আলাউদ্দীন খিলিজি—ভারতের অত্যাচারী নৃশংস মুসলমান (তুর্কি-আফগান) সম্রাট্‌। খুল্লতাত জালালউদ্দীন খিলিজির সেনাপতি হইয়া তিনি দেবগিরি ও মহারাষ্ট্র জয় করেন। খুল্লতাত জালাল-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনি সুলতান হন। ১২৯৬ হইতে ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সুলতান ছিলেন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাট জয় করেন এবং ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ ও জয় করেন ('পদ্মিনী' দ্রঃ)। তাঁহার সময়ে মোগলগণ পাঁচবার ভারত আক্রমণের চেষ্টা করিয়া প্রতিহত হয়। ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলাওল সাহেব, সৈয়দ—(সপ্তম শতাব্দী)। বঙ্গীয় মুসলমান কবি। ফরিদপুর জেলার জালালপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি হিন্দী 'পদ্মাবৎ' কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি 'ছয়ফলমুলুক বদিউজ্জমাল', 'সপ্তপয়কর', 'দারা সিকন্দর' প্রভৃতি কয়েকখানি ফারসী গ্রন্থের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন, 'লোকচন্দ্রাণী' এবং 'সতী ময়না' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং আরবী 'তোহফা' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। ইহা ছাড়া কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন।

আলারিক (Alaric)—(৩৭৬—৪১০)। ড্যানিয়ুব নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপে জন্ম বলিয়া অনুমান। তিনি ভিসিগোথদিগের সেনানী হইয়া রোম, গ্রীস ও ইতালী আক্রমণ করেন এবং ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোম অধিকার করেন।

আলি ইমাম, সৈয়দ—(১৮৬৯–১৯৩২)। জন্মস্থান পাটনার সমীপস্থ নেওরা গ্রাম। তাঁহার চেষ্টায় বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ পৃথক্ হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অমৃতসর মোসলেম লীগের সভাপতি হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কিছুকাল তিনি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পরে নিজামের পরিষদের সভাপতি হন। ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি জাতিসংঘে যোগদান করেন। বহুকাল তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাতে রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌-ফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন।

আলি, হজরত—(৬০০—৬৬১)। চতুর্থ খলিফা। হজরত মোহাম্মদের শিষ্য এবং জামাতা। তিনি মোহাম্মদের পিতৃব্য আবু-তালিবের পুত্র। তাঁহার ঔরসে মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা বিবির গর্ভে হাসেন ও হোসেন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় খলিফা ওসমানের মৃত্যুর পর ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খলিফার পদ লাভ করেন এবং ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তঘাতক কর্তৃক আহত হইয়া মারা যান।

আলীবর্দী খাঁ—(১৬৭৬—১৭৫৬)। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পূর্ববর্তী নবাব। তাঁহার মাতামহ। প্রকৃত নাম আল্লাবর্দী খাঁ। প্রথমে ইনি মোগল-সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহের অধীনে বিহারের সুবাদার ছিলেন। বাঙ্গালার তৎকালীন সুবাদার সরফরাজ খাঁ জগৎ শেঠ, আলম চাঁদ ও হাজি মহম্মদ এই তিনজন পিতৃবন্ধুকে অপমান করাতে তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া দিল্লী হইতে আলীবর্দীর নামে বাঙ্গালার সুবাদারি সনন্দ আনয়ন করেন এবং আলীবর্দী তাঁহাদের নিমন্ত্রণে সরফরাজকে আক্রমণ ও নিহত করিয়া বাঙ্গালায় মসনদ অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামা হয়। তিনি চক্রান্ত করিয়া বর্গীনেতা ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণনাশ করেন। ইহাতে বর্গীরা বাঙ্গালায় অমানুষিক অত্যাচার করে। পর বৎসরে বার লক্ষ টাকা চৌথ দিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তিনি বর্গীদিগের হস্ত হইতে বাঙ্গালাকে রক্ষা করেন। তাঁহারই অনুমতিক্রমে কলি-কাতাবাসী ইংরেজগণ বর্গীদের প্রতি-রোধকল্পে 'মারহাট্টা ডিচ'-নামক খাল খনন করেন।

আলেকজাণ্ডার, দি গ্রেট—(Alexander, the Great)—(৩৫৬–৩২৩ খ্রীঃ পূঃ)। পিতা গ্রীসদেশের অন্তর্গত মাসিডনের রাজা ফিলিপ, মাতা ওলিম্পিয়া। তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের নিকট শিক্ষালাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিশ বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পারস্য, ডামস্কস, বেবিলন ও সুসা নগর এবং মিশর অধিকার করেন। টায়ার নগরী, তুরস্কের রাজধানী পার্সিপলিস নগর ধ্বংস করেন, আলেক-জান্দ্রিয়া নগরী স্থাপিত করেন এবং ৩২৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ভারতে আসিয়া পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। পুরু পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করেন এবং তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। অতঃপর সৈন্যগণ স্বদেশ-গমনের জন্য আতুর হওয়াতে তিনি মগধ-জয়ের কল্পনা ছাড়িয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে বেবিলনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় (Alexander II, Czar)—(১৮১৮—১৮৮১)। রুশ সম্রাট্‌। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২ কোটি ৩০ লক্ষ ক্রীতদাসকে মুক্ত দেন। তাঁহার সময়ে পোল্যাণ্ডে যে গণবিদ্রোহ ঘটে, তাহাও তাঁহার রাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আল্লাবকস—(১৯০১—১৯৪৩)। প্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা মুসলমান জননেতা। জন্ম শিকারপুরে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুর মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় নীতির জন্য তিনি ব্রিটিশ-প্রদত্ত উপাধি বর্জন করিলে পদচ্যুত হন। তিনি আজাদ মুসলিম সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

আশানন্দ ঢেঁকী—খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বীর। জন্মস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রাম। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া জমিদারগণ তাঁহার মারফত কালেক্টরিতে টাকা পাঠাইতেন; একদিন এইভাবে জমিদারের টাকা লইয়া কোন আত্মীয়ের গৃহে রাত্রি কাটাইবার সময় তিনি একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঢেঁকির প্রহারে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই জন্য তাঁহার পদবী ঢেঁকী হয়।

আশাপূর্ণা দেবী—(জন্ম ১৩১৫ সন)। জন্মস্থান হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রাম। বাংলার সুপরিচিত মহিলা সাহিত্যিক।

তাঁহার সাহিত্যকীর্তির জন্য ইনি ১৯৫৫ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার', ১৯৫৯ খ্রীঃ 'মতিলাল পুরস্কার' এবং ১৯৬৬ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'নির্জন পৃথিবী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

আশুতোষ চৌধুরী—(১৮৬০—১৯২৪)। জন্মস্থান—পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম। কর্মজীবনে ব্যারিস্টাররূপে সুখ্যাতি অর্জন করেন। পরে ১৯১২ খ্রীঃ—১৯২৪ খ্রীঃ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের একজন বিশিষ্ট সুহৃদ এবং সাহিত্যরসিক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিয়া দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি প্রভৃতি রূপে বাঙালী সমাজের অশেষ উপকার সাধন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)।

আশুতোষ (দেব)—(১৮০৫—১৮৫৬)। তিনি ছাতুবাবু নামেই অধিকতর পরিচিত। এই বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী ধনীর অকাতর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে বহু জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে প্রথমযুগের বাঙলা নাটক অভিনীত হয়। তিনি নিজে একজন সংগীতজ্ঞ ছিলেন, সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছেন।

আশুতোষ (দেব) মজুমদার—(১৮৬৭—১৯৪৩)। খ্যাতনামা গ্রন্থ-রচয়িতা ও পুস্তক-প্রকাশক। পিতা বরদাপ্রসন্ন (দেব) মজুমদার। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ও এ. টি. দেব প্রাইভেট লিমিটেড নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বহু অভিধান ও অর্থপুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙলাদেশে শিক্ষা-বিস্তারে অপরিসীম সহায়তা করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—(২৯শে জুন, ১৮৬৪—২৫শে মে, ১৯২৪)। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাব্রতী। পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জন্ম কলিকাতার ভবানীপুরে। আশুতোষ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং পরবৎসর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ২৫ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত এবং পর পর চারিবার তাহার ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাই-কোর্টের অন্যতম বিচারপতির ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কিছুকালের জন্য প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিচার-পতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছু-কাল পরে বিখ্যাত ডুমরাঁও মামলার ডুমরাঁওয়ের রাজার পক্ষে নিযুক্ত হইয়া তিনি পাটনায় গমন করেন। সেই সময়ে হঠাৎ অস্ত্রকীতি-রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য এবং ছাত্রদের প্রতি দরদী মনোভাব সর্বদা পোষণ করিতেন বলিয়া আশুতোষ চির-স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার তেজস্বিতাও সকলকে মুগ্ধ করিত। বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সহিত মতের অমিল হওয়ায় তিনি তখনকার গভর্নর লর্ড লিটনকে এক তেজস্বিতাপূর্ণ চিঠি লিখিয়া 'বাঙ্গালার ব্যাঘ্র' আখ্যা লাভ করেন।

আশ্বলায়ন—১। একজন ঋষি। মহর্ষি কৌশল্যের অপর নাম। পিতা অশ্বল। এই জন্য তাঁহার নাম আশ্বলায়ন হইয়াছে (প্রশ্ন)। ২। বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র (ভারত)।

আসফ খাঁ—১। সম্রাট আওরঙ্গজেবের একজন প্রিয় অমাত্যের পুত্র। কিছুকাল তিনি দিল্লীর রাজসভায় উজীর ছিলেন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিনি দাক্ষি-ণাত্যের স্বাধীন নরপতিরূপে রাজত্ব করিতে থাকেন। তিনি বর্তমান হায়দ্রাবাদের নিজামের পূর্বপুরুষ। ২। নুরজাহানের ভ্রাতা ও শাহজাহানের শ্বশুর।

আসফুদ্দৌলা—অযোধ্যার নবাব বংশের চতুর্থ উত্তরাধিকারী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারে তিনি ফৈজাবাদ হইতে রাজধানী লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত করেন।

আসানুল্লা খাজা, নবাব—(১৮৪৬—১৯০১)। দানবীর। ঢাকার নবাব বাহাদুর খাজা আবদুল গণির পুত্র। তিনি ১১ লক্ষ টাকার অধিক দান করিয়া গিয়াছেন।

আস্তিক, আস্তীক—একজন মুনি। জরৎকারু মুনির পুত্র (মাতার নামও জরৎকারু)। মাতা সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনী মনসাদেবী। মনসাদেবী স্বামীর নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন। জরৎকারু 'অস্তি' বলিয়া চলিয়া যান। 'অস্তি' কথার অর্থ 'তোমার গর্ভে আমার সন্তান বিদ্যমান'। এই কারণে তাঁহার নাম আস্তিক হইয়াছে। রাজা জনমেজয় তক্ষকদংশনে মৃত পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য সর্পযজ্ঞ করেন। আস্তিক যজ্ঞস্থানে গিয়া পূর্ণাহুতি প্রার্থনা করিয়া সর্পকুলকে রক্ষা করেন। এই কারণে তাঁহার নাম উচ্চারণে সর্পভয় নিবারিত হয় (ব্রহ্মবৈ, ভারত)।

আহ্‌মদ নিজাম শাহী, বাহ্‌রি—দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদনগরের নিজাম শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রাজারা ১০৮ বৎসর রাজত্ব করেন।

আহ্‌মদ শাহ আবদালী—সাধারণতঃ তিনি 'শাহ দুররানি' নামে পরিচিত। তিনি পারস্যের রাজা নাদির শাহের সৈন্যবিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পরে দিল্লীর সম্রাট আহ্‌মদ শাহের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু দিল্লী জয় করিতে পারেন নাই। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি ভারতে আসিয়া মথুরাবাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেন এবং বহু মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া যান। তিনি কান্দাহার হইতে লাহোর পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তিনি মারাঠাদের পরাজিত করিয়া শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া চলিয়া যান। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্‌মদ, সৈয়দ—(১৮১৭—১৮৯৮)। উত্তরপ্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চারি বৎসর আহ্‌মদ বড়লাটের শাসনপরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। আলিগড় কলেজ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

আহুক—প্রাচীনকালে ভোজ নামে এক রাজবংশ মৃত্তিকাবর্ত নগরীতে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে অভিজিৎ নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। অভিজিতের দুই যমজ সন্তান জন্মে—পুত্রের নাম আহুক ও কন্যা আহুকী। মহারাজ আহুক ভোজ-বংশীয় সকল রাজা অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। আহুকের পত্নীর নাম কাশ্যা। কাশ্যা গর্ভে আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবক শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ ও উগ্রসেন কংসের পিতা ছিলেন (হরি)।

ই

ইউক্লিড (Euclid) - প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্যামিতিক। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। প্রথম টলেমির সময়ে (৩২৩—২৮৩ খ্রীঃ পূঃ) তিনি আলেক্জান্দ্রিয়াতে বাস করিতেন। তাঁহার রচিত জ্যামিতি পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। তিনি থেলিজ (Thales), পিথাগোরাস (Pythagorus) প্রভৃতি গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়া প্রকাশ করেন।

ইউটার্পি (Euterpe) - সংগীত ও গীতি-কবিতার দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ইউফ্রসিনি (Euphrosyne)—সৌন্দর্য ও লাবণ্যের অন্যতম দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ইউয়ান-শি-কাই (Yuan-Shi-Kai) —(১৮৫৯—১৯১৬)। তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার মন্ত্রী ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সাম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হয় এবং পরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে বিদ্রোহকালে তিনি বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনা সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন।

ইউরিডিসি (Euridice)—প্রসিদ্ধ বংশীবাদক অর্ফিউসের (তাহা দ্রঃ) পত্নী (গ্রীক পুঃ)।

ইউরিপিডিস (Euripides)—(৪৮০—৪০৬ খ্রীঃ পূঃ)। প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটক-রচয়িতা। তিনি নব্বইখানি নাটক রচনা করেন। তাহার মধ্যে 'মিডিয়া', 'অরিস্টিস', 'ইফিজেনাইয়া অ্যাম্‌ং দি টাউরি' ও 'অ্যালসেস্টিস' অন্যতম।

ইউরেনাস (Uranus)—আকাশের দেবতা। তিনি পৃথিবীদেবীকে বিবাহ করেন। স্যাটার্নের পিতা (গ্রীক পুঃ)।

ইউরেনিয়া (Urania)—জ্যোতির্বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ইউরোপা (Europa)—অ্যাজীনরের কন্যা, জুপিটারের প্রণয়পাত্রী। জুপিটার শ্বেতবৃষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ক্রীট দ্বীপে লইয়া যান। সেখানে জুপিটারের ঔরসে তাঁহার গর্ভে মাইনস, সারপিডন ও রাডাম্যান্থাসের জন্ম হয় (গ্রীক পুঃ)।

ইউলিসিস (গ্রীক **ওডিসিউস**)—লায়েটিসের পুত্র, পেনিলপির স্বামী ও টেলিমেকাসের পিতা। তিনি ইথাকার রাজা ছিলেন। ট্রয়-যুদ্ধের পর তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তনকালে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই হোমারের 'অডিসী' মহাকাব্য রচিত হয়। গৃহে ফিরিয়া তিনি পেনিলপির প্রণয়াকাঙ্ক্ষিগণকে হত্যা করেন। তিনি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও রাজনীতিবিৎ ছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

ইউসুফ আদিল শাহ—প্রকৃত নাম ইউসুফ আদিল খাঁ। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাহ্‌মনী-রাজ্যের বিখ্যাত মন্ত্রী মাহ্‌মুদ গাওয়ান তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করেন। ক্রমে তিনি রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। বাহ্‌মনী-রাজ্যের পতন হইলে তিনি বিজাপুর-রাজ্যের গঠন করেন। গোয়া উদ্ধারের জন্য আলবুকার্কের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ সে সময়কার বিশিষ্ট ঘটনা। ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ইকবাল—'মোহাম্মদ ইকবাল' দ্রঃ।

ইকো (Echo)—পরী। ইকো জুনোকে অন্যমনস্ক রাখিতেন। সেই সুযোগে জুপিটার অন্যান্য পরীদের সহিত প্রেমচর্চা করিতেন। জুনো ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রতিধ্বনিতে পরিণত করেন। এই অবস্থায় ইকো নার্সিসাসকে প্রেম নিবেদন করেন কিন্তু নার্সিসাস প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি গভীর মনোবেদনায় শীর্ণ হইতে হইতে কণ্ঠস্বরে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ইক্ষ্বাকু—১। সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা। বৈবস্বত মনুর পুত্র। মাতা শ্রদ্ধা। অযোধ্যার প্রথম রাজা ও রামচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ। তাঁহার পুত্রের নাম কুক্ষি। তিনি মনুর নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণু)। ২। সূর্যবংশীয় রাজা। তাঁহার ঔরসে ও অলম্বুষার গর্ভে বিশাল নামে এক ধার্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন (রাম)।

ইক্সাইয়ন (Ixion)—থেসালির রাজা। তাঁহাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুর ডীয়াই-ওনিউসকে প্রতিশ্রুত উপহার দেন নাই। এই জন্য শ্বশুর তাঁহার ঘোড়া চুরি করেন। তখন ইক্সাইয়ন শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ এক গর্তে ফেলিয়া দেন। ফলে লোকে ইক্সাইয়নকে ত্যাগ করে। জীউস তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। কিন্তু সেখানে ইক্সাইয়ন হেরা বা জুনোর সঙ্গে প্রেম করিতে থাকেন। তখন জীউস তাঁহাকে নরকে এক সদাঘূর্ণমান চাকায় বাঁধিয়া রাখিবার আদেশ দেন (গ্রীক পুঃ)।

ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ—কুতুবুদ্দীনের একজন সেনাপতি। পিতার নাম বখ্‌তিয়ার খিলজী। তিনি পালবংশীয় রাজাকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব বিহার এবং লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন।

ইছাই ঘোষ—অজয় নদের তটস্থিত ঢেকুর-নামক স্থানের রাজা। তিনি জাতিতে গোয়ালা ও শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি প্রথমে পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের অধীন ছিলেন, পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে গৌড়েশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয় হয়। ইহার বহুদিন পরে গৌড়েশ্বরের ভাগিনেয় লাউসেনের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। অজয়ের তীরে তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজিও দেখা যায়।

ইজাবেলা অব ক্যাস্টাইল (Isabella of Castille)—(১৪৫১—১৫০৪)। স্পেনের রানী। তিনি তাঁহার স্বামী পঞ্চম ফার্ডিনাণ্ডের সহিত একযোগে ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে স্পেন উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কার, গ্রানাডা-অধিকার, মুরদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ইড়া—১। বৈবস্বত মনুর কন্যা। বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় যজ্ঞার্থ আনীত জলে ঘি, নবনী ও আমিক্ষা দেন। ইহা হইতে এক বছরে ইড়া-নাম্নী একটি কন্যার জন্ম হয়। বুধ এই কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম পুরূরবা (পদ্ম)। ২। দক্ষের অন্যতমা কন্যা। কশ্যপের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইড়া হইতে তৃণ, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি জন্মে (বায়ু)।

ইডিপাস (Œdipus)—থিবসের রাজা লেয়াসের পুত্র। মাতা জোকাস্টা। দৈববাণীতে লেয়াস জানিতে পারেন যে, নিজের ছেলের হাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ইডিপাসকে তিনি গাছে ঝুলাইয়া রাখেন। কিন্তু কোনও মেষপালক তাঁহাকে রক্ষা করে। পরবর্তী জীবনে না জানিয়া ইডিপাস লেয়াসকে হত্যা করেন ও থিবসে আসিয়া স্ফিংক্সের হেঁয়ালির সমাধান করেন। পরে তিনি নিজ মাতা জোকাস্টাকে বিবাহ করেন। মাতার গর্ভে তাঁহার কয়েকটি সন্তান হয়। পরে সব কথা জানিতে পারিলে ইডিপাস ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া নিজ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলেন এবং জোকাস্টা আত্মহত্যা করেন। এথেন্সের নিকটে কলোনসে তাঁহার মৃত্যু হয় (গ্রীক পুঃ)।

ইনোনি (Œnone)—ইডা পর্বতের এক পরী। প্যারিসের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। প্যারিস যুদ্ধে আহত হইয়া আরোগ্যের জন্য

তাঁহার নিকট যান, কিন্তু অত্যন্ত দেরি হওয়াতে ইনোনি স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্যারিসের মৃত্যু হইলে তিনি আত্মহত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ইন্দিরা গান্ধী (জন্ম ১৯১৭, ১৯ নভেম্বর) —জন্মস্থান এলাহাবাদ। পিতা জওহরলাল নেহেরু। স্বামী ফিরোজ গান্ধী। ১৯৬০ খ্রীঃ স্বামীর মৃত্যু হয়। তিনি একাধিকবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধী ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনের পরও তিনিই প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। দেশের বহু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ইনি প্রধানা। কূটনৈতিক পারদর্শিতার জন্য ১৯৬৫ খ্রীঃ ইতালীর 'ইসাবেলা পুরস্কার' লাভ করেন।

ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯—১৯২২)— সাহিত্যিক। প্রকৃত নাম সুরূপা দেবী। তিনি ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। পিতামহ স্বনামপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী হুগলীর ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার রচিত পুস্তক 'স্পর্শমণি', 'পরাজিতা', 'স্রোতের গতি', 'প্রত্যাবর্তন', 'সৌধরহস্য', 'নির্মাল্য', 'কেতকী', 'মাতৃহীন' ও 'ফুলের তোড়া'।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—(১৮৭৩— ১৯৬০)। জন্ম—বিজাপুরের অন্তর্গত কালাতগীতে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। ৫ ৬ বছর বয়সে তিনি বিলাত যান। বি. এ.-তে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি 'পদ্মাবতী পদক' প্রাপ্ত হন। তিনি রবীন্দ্র-সংগীত, পাশ্চাত্য-সংগীত ও হিন্দুস্থানী সংগীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন 'সবুজপত্রে'র মারফতে। 'নারীর উক্তি' তাঁহার একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনি ফরাসী ভাষা হইতে বাঙলায় এবং বাঙলা হইতে ইংরেজী ভাষায় অনেক লেখা অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ হয় প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের সঙ্গে। তাঁহার সাহিত্যিক অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ভুবনমোহিনী পদক' দেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ তিনি বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্যরূপে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী বৎসর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৯ খ্রীঃ তিনি রবীন্দ্রভারতী সমিতির রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

ইন্দুমতী—বিদর্ভরাজকন্যা। অজের স্ত্রী ও দশরথের মাতা। তিনি স্বয়ংবর-সভায় অজের গলায় মালা দেন। বিবাহের পর একদা তিনি স্বামীর সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় আকাশগামী নারদের বীণা হইতে পারিজাত-মালা তাঁহার গায়ে আসিয়া পড়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং অপ্সরামূর্তি ধরিয়া স্বর্গে প্রস্থান করেন।

ইন্দুমতীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত এইরূপ :— তৃণবিন্দু নামে ঋষির কঠোর তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হন। তখন ইন্দ্র অপ্সরা হরিণীকে মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য পাঠাইলেন। হরিণী মুনির তপোভঙ্গ করিতে গিয়া তাঁহার কোপে পতিত হন। মুনি তাঁহাকে মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দিলেন। হরিণীর কাতর মিনতিতে মুনি বলেন যে, স্বর্গীয় পুষ্প দেখিলে তিনি শাপমুক্ত হইবেন। মুনির শাপে হরিণী বিদর্ভরাজগৃহে ইন্দুমতী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (রাম)।

ইন্দুরাজ—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকেই মনে করেন আলংকারিক ভট্টেন্দুরাজ এবং আলংকারিক প্রতীহারেন্দুরাজ এই ইন্দুরাজ হইতে অভিন্ন। অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। ভট্টেন্দুরাজ আচার্য অভিনবগুপ্তের গুরু ছিলেন। তাঁহার 'লঘুবৃত্তি' নামক টীকা সুপ্রসিদ্ধ।

ইন্দ্র—দেবরাজ। মাতা অদিতি, পিতা মহর্ষি কশ্যপ। তিনি পুলোমা দানবের কন্যা শচীকে বিবাহ করেন। ইন্দ্র পূর্বদিকের অধিপতি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনজন ব্যতীত অন্যান্য সকল দেবতাই তাঁহার অধীন বলিয়া তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলা হয়। তাঁহার রাজ্য অমরাবতী, উদ্যান নন্দন, প্রাসাদ বৈজয়ন্ত, হস্তী ঐরাবত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রচাপ, অস্ত্র বজ্র। পুত্রের নাম জয়ন্ত। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাঁহার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বালিও তাঁহার পুত্র। রাবণের পুত্র মেঘনাদ তাঁহাকে পরাজিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম ইন্দ্রজিৎ হয়।

একদা সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দানব স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। এই দুই দানবকে বধের জন্য ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমা নামে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীর সৃষ্টি করেন। সুন্দ ও উপসুন্দের নিকটে যাইবার পূর্বে এই রমণী ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে যান। সেই সময় তিলোত্তমাকে দেখিবার জন্য ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে সহস্র লোচন উৎপন্ন হয়। গৌতমের পত্নী অহল্যার সতীত্ব নাশ করেন বলিয়া গৌতমের অভিশাপে তাঁহার অণ্ডকোষ নষ্ট হয়। ইন্দ্র দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করাইয়া বৃত্রাসুরের সংহার করেন। তিনি বহু অসুর বধ করেন। বারিবর্ষণ ও বজ্রবিদ্যুৎ চালনা ইন্দ্রের দ্বারা ঘটিয়া থাকে (ঋক্‌, রাম)।

ইন্দ্রজিৎ—রাবণের পুত্র। প্রকৃত নাম মেঘনাদ। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া মেঘনাদ এই নাম প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রজিতের পত্নীর নাম প্রমীলা। তিনি মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে নিহত করেন (রাম)।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—১। পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন ও শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দির নির্মাণের পূর্বে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। বিষ্ণু রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন যে, তিনি মন্দিরে বিষ্ণুর সনাতনী মূর্তি স্থাপন করিবেন। রাজা স্বপ্নে এই নির্দেশ পাইলেন যে, সমুদ্রতীরে এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দেখা যাইবে। সেই কাষ্ঠখণ্ডকে ছেদন করিয়া মূর্তি নির্মাণ করিবেন। স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী রাজা সমুদ্রতীরে গেলেন এবং কাষ্ঠখণ্ড ছেদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া বিষ্ণু ও বিশ্বকর্মা আসিয়া উপস্থিত। বিষ্ণুর পরামর্শে রাজা বিশ্বকর্মাকে মূর্তি নির্মাণের ভার দিলেন। বিশ্বকর্মা কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি নির্মাণ করিলেন (বিষ্ণু)। ২। স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় নরপতি তৈজসের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি শ্বেতদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। কূর্মরূপী ভগবানের মুখে পৌরাণিক কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং শেষে ব্রহ্মে বিলীন হন (কূর্ম)। ৩। ভাল্লবী ঋষির ছেলে ইন্দ্রদ্যুম্ন (ভাল্লবেয়) কেকয়নন্দন অশ্বপতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন (ছান্দোগ্য)।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৪৯— ২৩শে মার্চ, ১৯১১)। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক কবি। পিতা পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ উকিল বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম বর্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রাম। নিবাস— গঙ্গাটিকুরি, কাটোয়ার নিকটবর্তী স্থান। তিনি কিছুদিন হেতমপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমে পূর্ণিয়ায় ওকালতি, পরে মুন্সেফি, তাহার পর দিনাজপুরে ওকালতি পরে হাইকোর্টে ওকালতি, শেষে বর্ধমানে স্থায়িভাবে ওকালতি করেন। তাঁহার শ্লেষব্যঙ্গপূর্ণ রচনা 'পঞ্চানন্দ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তিনি 'পঞ্চানন্দ' নামে পরিচিত ছিলেন। 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' তাঁহার প্রথম রচনা। 'হাতে হাতে ফল' (প্রহসন), 'পাঁচুঠাকুর', 'খাজানার

আইন', 'ক্ষুদিরাম' (গালগল্প) তাঁহার অন্যতম রচনা।

ইন্দ্রপ্রমতি, ইন্দ্রপ্রমিত—একজন ঋগ্বেদাচার্য ঋষি ও পৈলের ছাত্র। পৈল ঋগ্বেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশ মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতিকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁহার সংহিতার এক অংশ নিজের ছেলে মাণ্ডূকেয়কে অধ্যয়ন করান (বিষ্ণু)।

ইন্দ্রভূতি—সম্ভবতঃ খ্রীঃ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর দিকে তিনি বর্তমান ছিলেন। তিনি উড্ডীয়ানের রাজা ছিলেন কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র ও বজ্রযান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইন্দ্রভূতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু আচার্য পদ্মসম্ভব তাঁহার পুত্র ছিলেন।

ইন্দ্রসাবর্ণি—১। চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি। উরু, গম্ভীর, এধ্ন প্রভৃতি তাঁহার পুত্র (ভাগ)। ২। ইন্দ্রসাবর্ণি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। নিজের পুত্র সুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া তিনি বনে গমন করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈ)। ৩। দেবসাবর্ণির পুত্র ইন্দ্রসাবর্ণি অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজের আশ্রমে মহাদেব অবস্থান করেন (দেবীভাগ)।

ইন্দ্রসেন -১। নলরাজের পুত্র, দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূত (ভারত)। ২। পরীক্ষিতের পুত্র। ৩। সূর্যবংশীয় পূর্ণের পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম বীতিহোত্র (ভাগ)।

ইন্দ্রসেনা—১। নলরাজের কন্যা, দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূতা। ২। মহর্ষি মুদ্গলের পত্নী। তিনি বীর রমণী ছিলেন (ঋক্)।

ইফিজেনাইয়া (Iphigenia)—আগামেমনন ও ক্লাইটেম্নেস্ট্রার কন্যা। পিতা নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অ্যাপলোর পুরোহিতের নির্দেশক্রমে তাঁহাকে ডায়েনা দেবীর নিকট বলি দিতে যান। কিন্তু ডায়েনা বলির উদ্যত খড়্গের নিচে একটি হরিণ রাখিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন এবং পরে তাঁহাকে মন্দিরের পূজারিণী করেন।

ইব্‌ন্‌ বতুতা—(১৩০৪—১৩৭৮)। প্রসিদ্ধ মিশরীয় পর্যটক। মধ্য আফ্রিকার মরক্কো দেশে। তিনি মহম্মদ তোগলকের আমলে ভারতে আসেন এবং নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত একখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। মহম্মদ তোগলকের অধীনে আট বৎসর কাজীর কাজ করিয়া তিনি চীনদেশে দূতরূপে যান। তাঁহার লিখিত পুস্তকের নাম 'সফরনামা'।

ইবনে রশিদ—(১১২৯—১২০৬?)। বিখ্যাত দার্শনিক, ফলিত-জ্যোতিষী, বিজ্ঞানবিৎ ও কবি। তাঁহার জন্মস্থান স্পেনের কার্ডোভা। তিনি প্রথমে মুর সম্রাটের অধীনে প্রধান বিচারপতি ও মৌলভী হন। কিছুকাল পরে তাঁহাকে ধর্মমতবিরোধী সন্দেহ করিয়া বন্দী করা হয়। পরে তিনি মুক্ত হইয়া পুনরায় প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। তিনি গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের পুস্তকগুলির টীকাসহ অনুবাদ করেন। তাঁহার গ্রন্থ ইউরোপের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ইবসেন, হেনরিক (Ibsen, Henrik)—(১৮২৮—১৯০৬)। নরওয়েবাসী বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁহার নাটকগুলি ইউরোপের বহুদেশে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। 'Brand' ও 'Peer Gynt' তাঁহার রচিত দুইটি বিখ্যাত গীতিনাট্য। ইহার পর তিনি যে কয়টি সমস্যামূলক নাটক লেখেন তাহার মধ্যে 'A Doll's House', 'Ghosts', 'Rosmer Sholm', 'Hedda Gabler', 'When We Dead Awake' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

ইব্রাহিম কুতুব শাহ—গোলকুণ্ডার শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি বিজয়নগরের রাজাকে পরাজিত করিয়া আপনার রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ১৫৫০—১৫৮০। প্রজাদের প্রতি সমদৃষ্টির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইব্রাহিম পাশা—(১৭৮৯—১৮৪৮)। বিখ্যাত মিশরীয় রাজনীতিবিৎ ও সেনাপতি। মহম্মদ আলির পোষ্যপুত্র। তিনি অপূর্ব দক্ষতার সহিত সৈন্যচালনা করিয়া সীরিয়া জয় করেন। মিশরের রাজপ্রতিনিধি হইবার কয়েক মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম লোদী—লোদী-বংশের শেষ নরপতি। সিকন্দর লোদীর তৃতীয় পুত্র। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দরের মৃত্যু হইলে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে শক্তিশালী ওমরাহ্‌গণ প্রায়ই বিদ্রোহ করিতেন। দেশে অশান্তির অবস্থা দেখিয়া পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী কাবুলের মোগলরাজ বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৫২৬ খ্রীঃ পানিপথ নামক স্থানে বাবরের সহিত যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হন।

ইভ (Eve)—(বাইবেল-মতে) সৃষ্টির প্রথম নারী। তাঁহার স্বামী আদম (তাহা দ্রঃ)।

ইমার্সন, র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো (Emerson, Ralph Waldo)—(১৮০৩—১৮৮২)। বিখ্যাত আমেরিকান কবি, প্রবন্ধকার ও দার্শনিক। বোস্টন নগরে তাঁহার জন্ম। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইমার্সন ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে Representative Men সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করেন। ১৮৭৬এ তাঁহার 'English Traits' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার পর তিনি 'The Conduct of life', 'Society and Solitude', 'Letters and Social Aims', 'Essays' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইম্পে, ইলাইজা (Impey, Sir Elijah)—(১৭৩২—১৮০৯)। গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সতীর্থ ও বিখ্যাত বিচারপতি। তিনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিরূপে ভারতে আগমন করেন। তিনি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন ('নন্দকুমার' দ্রঃ)। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পেকে দেশে ফিরিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। সেখানে নন্দকুমারের প্রতি অবিচারের অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু বিচারে তাঁহার কোন শাস্তি হয় নাই।

ইম্যানুয়েল, ১ম (Emmanuel I)—(১৪৬৯—১৫২১)। পোর্তুগালের বিখ্যাত রাজা। তাঁহার সময়ে পোর্তুগাল বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তাঁহার সময়ে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করেন, কাব্রাল (Cabral) ব্রেজিল আবিষ্কার করেন এবং আলবুকার্ক তাঁহার দলবলসহ ভারতের নিকটবর্তী বহু স্থান অধিকার করেন।

ইয়ংহাজব্যাণ্ড, কর্নেল, সার ফ্রান্সিস—(Younghusband, Col., Sir Francis)—(১৮৬৩—১৯৪২)। বিখ্যাত ধর্মপ্রাণ ইংরেজ। কর্মজীবনে তিনি বহু বিচিত্রকর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯১৯ খ্রীঃ তিনি রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ধর্মবিষয়ে এবং ভ্রমণ বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইয়াকুব খাঁ—আফগান আমীর শের আলির পুত্র; ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শের আলি পলায়ন করিলে ইয়াকুব ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আমীর বলিয়া নির্বাচিত হন। ইহার কয়েক মাস পরে ইংরেজ দূত সার লুই ক্যাভাগনারি তাঁহার দলবলসহ কাবুলে নিহত হন। ফলে পুনরায় ইংরেজদের সহিত আফগানদের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে ইয়াকুব পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন।

ইয়েট্‌স্‌, উইলিয়াম বাট্‌লার—(Yeats, William Butler)—(১৮৬৫—

১৯৩৯)। বিখ্যাত আইরিশ কবি, নাট্যকার ও প্রবন্ধলেখক। ডাবলিনের নিকটবর্তী স্যাণ্ডিমাউন্ট-নামক স্থানে জন্ম। তিনি আইরিশ ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন। তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইরিশ পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯২৩-এ সাহিত্যে নবেল পুরস্কার লাভ করেন। গীতিকবিরূপেই তাঁহার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'Poems' ও 'The Wind Among the Reeds'—এই দুইখানির মধ্যে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সংকলিত হইয়াছে। 'The Tower', 'The Hour Glass', 'Deidre', 'The Secret Rose', 'The Shadowy Waters' প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য পুস্তক।

ইয়া—কশ্যপের ধর্মপত্নীগণের মধ্যে একজন। বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও সমস্ত তৃণ ইয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ভাগ, হরি)।

ইরাবতী—১। ভব নামক রুদ্রের পত্নী। ২। উদ্ধবের কন্যা ইরাবতী। তাঁহাকে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত বিবাহ করেন। ইরাবতীর গর্ভে জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন নামে চারি পুত্র জন্মে (ভাগ)।

ইরাবান্ (ইলাবন্ত)—অর্জুনের পুত্র। তিনি নাগরাজকন্যা উলূপীর গর্ভে অর্জুনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য অর্জুনের প্রতি ক্রোধবশতঃ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তখন এই পুত্র নাগলোকেই প্রতিপালিত হন। একদিন পিতা ইহলোকে আছেন শুনিয়া সেখানে গিয়া পিতাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। অতঃপর পিতার আদেশে তিনি যুদ্ধে যান এবং আর্ধশৃঙ্গ রাক্ষস কর্তৃক নিহত হন (ভারত)।

ইরেজমাস, ডেজিডেরিয়াস—(Erasmas, Desiderius)—(১৪৬৬—১৫৩৬)। বিখ্যাত ওলন্দাজ দার্শনিক ও লেখক। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপে ধর্মজগতে যে বিপ্লব ঘটে, তাহাতে তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। খ্রীষ্টানধর্মের মধ্যে যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে মার্টিন লুথার ইত্যাদি সংস্কারকগণ ধর্মসংস্কার করিয়াছিলেন। 'Novum Instrumentum', 'Institutio Christiani Principis' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ইল—বৈবস্বত মনুর সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার হস্তে রাজ্যভার দিয়া মনু নন্দনবনে গমন করেন। ইল তখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। এইরূপ ভ্রমণকালে তিনি শিবের শরবনে উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার নাম হয় ইলা। চন্দ্রের পুত্র বুধ তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যান। ইলার গর্ভে বুধের পুরুরবা নামে পুত্র জন্মিল। শেষে ইলের ভ্রাতাদের আরাধনায় মহাদেব সন্তুষ্ট হন এবং এই বর দেন যে, ইল এক মাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ থাকিবেন। এই অবস্থাকে কিম্পুরুষ বলে। কিম্পুরুষ অবস্থায় তাঁহার নাম সুদ্যুম্ন হয়। পুরুষ অবস্থায় তাঁহার তিন পুত্র জন্মে—উৎকল, গয় ও হরিতাশ্ব। ইলের নামানুসারে তাঁহার বর্ষ ইলাবৃত নামে উক্ত হইয়া থাকে (ভাগ)।

ইলতুৎমিস (আলতামাস), **শামসুদ্দিন**—দিল্লীর দাসবংশীয় অন্যতম সম্রাট্। তিনি জাতিতে তুর্কী ছিলেন। রাজত্বকাল ১২১১ হইতে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি প্রথমে কুতুবুদ্দিনের ক্রীতদাস ছিলেন ও পরে জামাতা ও সুলতান হন। তিনি মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং মহাকালের মন্দির বিধ্বস্ত করেন (১২৩২ খ্রীঃ)। তিনি বঙ্গ ও সিন্ধুদেশে সাম্রাজ্যের অধিকার সুদৃঢ় করেন এবং ভারতের বহুস্থান অধিকার করেন। তিনি দিল্লীর কুতবী মসজিদ, কুতুবমিনারের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ করেন। তাঁহার সময়ে চেঙ্গিস খাঁ ভারতে আসেন।

ইলবিলা—বিশ্রবার পত্নী ও কুবেরের মাতা। অগ্নিপুরাণমতে তাঁহার নাম ইড়বিড়া ও তিনি পুলস্ত্যের পত্নী। তাঁহার সন্তান বলিয়া কুবেরের অপর নাম ঐলবিল (ভাগ)।

ইলা—১। বৈবস্বত মনুর কন্যা। তিনি বিষ্ণুর বরে পুরুষভাবাপন্ন হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন ['ইল' দ্রঃ]। ২। সপ্ত কর্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্তিকের জন্ম-স্থানে গিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি ইলা নামে খ্যাত হন। পরে ভগবতীর পূজা করিয়া এক মাস স্ত্রীভাব ও এক মাস পুরুষভাব পাইলেন ['ইড়া' দ্রঃ]।

ইলাবৃত—অগ্নীধ্রের স্বনামখ্যাত পুত্র। তাঁহার পত্নীর নাম লতা। তিনি পিতার নিকট হইতে ইলাবৃত বর্ষ লাভ করিয়াছিলেন (অগ্নি, ভাগ)।

ইলিয়ট, জর্জ (Eliot, George)—(১৮১৯—১৮৮০)। বিখ্যাত ইংরেজ উপন্যাস-লেখিকা। তাঁহার প্রকৃত নাম মেরিয়ান ইভান্স (Marian Evans). 'Adam Bede', 'The Mill on the Floss', 'Silas Marner', 'Middlemarch', 'Daniel Deronda', 'Romola' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস। তাঁহার উপন্যাসে ইংল্যাণ্ডের ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং কৃষক ও ব্যবসাদারদিগের অতুলনীয় লেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি জন ক্রসকে বিবাহ করেন।

ইলিয়ট, টমাস স্টার্নস (Eliot, Thomas Stearns)—(১৮৮৮—১৯৬৫)। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত গীতিকবি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯২৭ সালে ইংলণ্ডের নাগরিক অধিকার লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'The Waste Land', 'Ash Wednesday', 'The Hollow Men, 'Four Quarters' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ; 'Murder in the Cathedral' ও 'The Family Reunion' তাঁহার বিখ্যাত নাটক।

ইলিয়াস শাহ্—বঙ্গের স্বাধীন নরপতি। পূর্ব নাম সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। গৌড়ের স্বাধীন নরপতি আলাউদ্দীন আলি শাহের তিনি ধাত্রী-পুত্র। তিনি পিতাকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪২ খ্রীঃ)। দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন্ তোগলক ও ফিরোজ শাহ্ তোগলক তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইল্বল—দৈত্য বিশেষ। বাতাপী নামক দানব এই দৈত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বিপ্রচিত্তি, মাতা সিংহিকা। বাসস্থান মণিমতীপুর। বাতাপী এক ব্রাহ্মণের কাছে ইন্দ্রতুল্য পুত্রের জন্য বর চায়। কিন্তু তাহা না পাইয়া সে এবং তাহার ভাই ইল্বল ব্রাহ্মণবধ করিতে থাকে। বাতাপী মায়াবলে মেষরূপ ধারণ করিত আর তাহাকে কাটিয়া মুনিদের খাওয়ান হইত। তারপর ইল্বল বাতাপীর নাম ধরিয়া ডাকিলে বাতাপী মুনিদের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু অগস্ত্য বাতাপীকে ভক্ষণ করিয়া উদরে জীর্ণ করিয়া ফেলেন। তখন ইল্বল ভীত হইয়া অগস্ত্যকে প্রচুর অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করে (রাম, বিষ্ণু)।

ইসমাইল পাশা—(১৮৩০-১৮৯৫)। মিশরের বিখ্যাত খেদিব। তাঁহার প্রচেষ্টায় মিশর তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে খেদিব উপাধি দেন। সুয়েজ খালের পরিকল্পনা ও উহা খনন করার বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি ইংল্যাণ্ডকে তাঁহার সুয়েজ খালের অংশ বিক্রয় করেন। তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র তিউফিক রাজা হন।

ঈ

ঈওলাস (Aeolus)—হিপ্পোটিসের পুত্র। বায়ু-দেবতা (গ্রীক পুঃ)।

ঈজিয়াস (Aegeus)—এথেন্সের রাজা। থিসিউসের পিতা (থিসিউস দ্রঃ) (গ্রীক পুঃ)।

ঈজিস্থাস (Aegisthus)—আর্গসের রাজা। তিনি অ্যাগ্যামেমননের পত্নী 'ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা'র (তাহা দ্রঃ) প্রেমে পড়িয়াছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

ঈৎসিঙ্—(৬৩৫—৭১৩)। বিখ্যাত চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষু। ভারত দর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি ৬৭৩ খ্রীঃ তাম্রলিপ্ত বন্দরে (তমলুকে) উপস্থিত হন এবং পরবর্তী কয়েক বৎসরে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি দশবৎসর কাল নালন্দায় শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রায় চারিশত বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া উক্ত গ্রন্থগুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পঞ্চাশাধিক বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাতখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলী সমসাময়িক যুগের ভারত-ইতিহাস এবং বৌদ্ধ সমাজের রীতিনীতি বিষয়ে তথ্যের খনিরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

ঈনিয়াস (Aeneas)—ঈনিড মহাকাব্যের নায়ক, ট্রোজান যোদ্ধা। অ্যান্‌কিসেস ও ভেনাসের পুত্র। ট্রোজান যুদ্ধশেষে তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পলায়ন করেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী হারাইয়া যান। তাঁহার কাহিনী ভার্জিল প্রমুখ বিভিন্ন ল্যাটিন গ্রন্থকারের বিষয়বস্তু।

ঈলিন—পুরুবংশের রাজা তংসুর পত্নী কালিন্দীর গর্ভে ঈলিনের জন্ম। ঈলিনের পত্নী রথন্তরী। দুষ্মন্ত, সুর, ভীম, প্রবসু ও বসু নামে তাঁহার পাঁচ পুত্র (ভারত)।

ঈশপ (Aesop)—(৬২০—? ৫৬০ খ্রীঃ পূঃ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক নীতি-গল্প লেখক। প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। রাজা ক্রিসাসের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি এক কার্য উপলক্ষে ডেলফিতে প্রেরিত হন। তাঁহার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরোহিতগণ তাঁহাকে পর্বত হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করে।

ঈশা খাঁ—বারভূঁইয়ার সর্বপ্রধান ভূঁইয়া। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পিতামহ কালিদাস গজদানী অযোধ্যা হইতে বাঙ্গালায় আসেন। কালিদাস বা তাঁহার পুত্র মুসলমান হন। পুত্রের নাম হয় সুলেমান খাঁ। ঈশা খাঁ সুলেমানের পুত্র। তিনি সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে সুবর্ণগ্রামের অধিকার পান। বর্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর পারে শীতলক্ষা নদীর তীরে খিজিরপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি কলাগাছিয়া হাজিগঞ্জ ও ত্রিবেণীতে দুর্গ তৈয়ারি করেন এবং একডালা ও এগারসিন্ধুর দুর্গ সুদৃঢ় করেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে আকবর তাঁহার সহিত যুদ্ধের জন্য শাহ্‌বাজ খাঁকে পাঠান (১৫৮৫ খ্রীঃ)। ঈশা খাঁ প্রথমে পরাজিত হইলেও পরে শাহ্‌বাজকে পরাজিত করেন। যুদ্ধের ফলে রাজধানী খিজিরপুর বিধ্বস্ত হওয়ায় তিনি সুবর্ণগ্রামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পরে কামরূপ ও ময়মনসিংহ অধিকার করেন এবং কামরূপের রাঙ্গামাটিয়াতে ও ময়মনসিংহের সেরপুর দশকাহনিয়াতে দুর্গ নির্মাণ করেন। আকবর পুনরায় মানসিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন (১৫৯৫ খ্রীঃ)। ঘোরতর যুদ্ধের পর মানসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। তিনি আগ্রায় আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে আকবর তাঁহাকে 'দেওয়ান' ও 'মসনদ আলী' সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বাইশটি পরগনার আধিপত্য প্রদান করেন। তিনি বারভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। কথিত আছে ঈশা খাঁ বন্ধু বসন্ত রায়কে হত্যা করার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু পরাজিত হন।

ঈশান—১। সুরভির গর্ভে ধর্মের ঔরসে ঈশানের জন্ম। ২। দিক্‌পাল ঈশান দক্ষযজ্ঞে শিবের অনুচর বীরভদ্র কর্তৃক শূলাঘাতে নিহত হন। পরে শিবের দয়ায় জীবনলাভ করেন (লিঙ্গ)। ৩। পূর্বে ঈশান নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ ও শিবের উপাসক ছিলেন। শিবের অনুগ্রহে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। যে শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন তাহা ঈশানেশ্বর নামে খ্যাত (স্কন্দ)।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ—(১২৬৭—১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান—যশোহর। কর্মজীবনে তিনি প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন; কিছুকাল শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টরও ছিলেন। পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ জাতকগুলির বাংলা অনুবাদ রচনাই তাঁহার সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(১০ই মার্চ, ১৮৫৬—১২ই জুন, ১৮৯৭)। কবি। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ। বোর্ড অব রেভেনিউ ও কলিকাতা হাইকোর্টের ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার কর্মজীবন কাটে। কবিতা-রচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি 'পূর্ণিমা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'চিত্ত-মুকুর' 'বাসন্তী', 'যোগেশকাব্য', 'চিন্তা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

ঈশান নাগর—বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য। শ্রীহট্টের লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম (১৪৯২ খ্রীঃ)। তিনি ১২ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের ছাত্র হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি প্রায় সকল সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি পরে শ্রীহট্টে ফিরিয়া 'অদ্বৈত প্রকাশ'-নামে এক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—(২৫শে ফাল্গুন, ১২১৮—১০ই মাঘ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। তিনি কাঁচড়াপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। মাতৃবিয়োগের পর তাঁহার জীবন কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর মাতুলালয়ে কাটে। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নী দুর্গামণি দেবীর সঙ্গে তিনি আজীবন সংসার করেন নাই। তিনি ঠাকুরবাড়ির যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় ১২৩৭ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'সংবাদ-প্রভাকর' বাহির করেন। ১২৩৯ বঙ্গাব্দে সংবাদপত্রটি উঠিয়া যায়। পরে তিনি ১২৪৩ বঙ্গাব্দে কানাইলাল ঠাকুরের সহায়তায় 'সংবাদ-প্রভাকর'কে বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিনবার)-রূপে বাহির করেন। ১২৪৬ হইতে উহা দৈনিকরূপে বাহির হয়। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। সাময়িক পত্র পরিচালন ব্যাপারেই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'সংবাদ রত্নাবলী', 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি তাঁহার পরিচালিত সাময়িক পত্রাদি ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গুরু। তিনি একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনকথা ও তাঁহাদের বহু লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন। 'প্রবোধপ্রভাকর', 'হিতপ্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়)—(২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০—২৯শে জুলাই, ১৮৯১)। বাঙ্গালার সর্বজনপূজ্য মহামনীষী। জন্মস্থান মেদিনীপুরের (তখন হুগলীর) বীরসিংহ গ্রাম। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য পিতার

সহিত কলিকাতায় আসেন। ১৮২৯ হইতে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায় অধ্যয়ন করেন। হিন্দু-ল-কমিটি তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর' এই উপাধি দেখা যায়। উহার তারিখ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে। দারিদ্র্যহেতু তাঁহাকে বহু কষ্টে লেখাপড়া করিতে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি বৃত্তি পান। কর্মজীবনের শুরু হয় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর। তিনি সে সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি ক্রমে ক্রমে ইংরেজী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারী হন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত করেন। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান কেরানী হইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন। পরে তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হন। তিনি যখন অধ্যক্ষ-হিসাবে ৩০০ টাকা বেতন পাইতেছিলেন, সেই সময়ে বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক হইয়া সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত ২০০ টাকা পাইতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র বহু চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্টের দ্বারা বিধবা-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লন এবং ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। ১৮৫৫—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে নূতন ডিরেক্টার ইয়ং-এর সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি চাকুরি ছাড়িয়া দেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসনকে কলেজে পরিণত করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রী মারা যান। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 'সীতার বনবাস', 'কথা-মালা', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী', 'আখ্যান-মঞ্জরী', 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ-কৌমুদী', 'ঋজুপাঠ', 'শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে। তাঁহাকে আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের জনক বলা হয়। বিদ্যাসাগর বিরাট পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চারিত্রিক বিশেষত্বই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, জনগণের প্রতি দয়া ও প্রেম এবং পাণ্ডিত্যই তাঁহার চরিত্রের শেষকথা নয়, তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা—(১৭১৮—১৮০২)। কৃষ্ণনগরের অন্যতম রাজা। পিতা শিবচন্দ্র, পুত্র গিরিশচন্দ্র। তিনি অতিশয় সংগীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সভায় জ্যোতির্বিৎ বাক্‌পতি 'সারদা-মঙ্গল' নামে একখানি বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বর পুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ঈস্কাইলাস (Aeschylus)—(৫২৫—৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ)। বিখ্যাত এথেনিয়ান কবি। বিয়োগান্ত নাটক ও কবিতা লিখিয়া তিনি যশস্বী হন। তাঁহাকে গ্রীক 'বিয়োগান্ত নাটকের জনক' এই আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে সাতখানি মাত্র বর্তমান আছে।

উ

উইক্লিফ, জন (Wyclif, John)—(? ১৩২০—১৩৮৪)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ধর্ম সংস্কারক। রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দোষ-গুলির বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়মত প্রকাশ করেন। তাঁহার বিখ্যাত বই 'De Dominio Divino' ধর্মজগতে বিপ্লব আনয়ন করে। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনিই প্রথম বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উইলকিন্স, স্যার চার্লস (Wilkins Sir Charles)—(১৭৫০—১৮৩৬)। ইংরেজ শিক্ষাব্রতী। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ইংরেজদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার প্রচারে তাঁহার উদ্যম যথেষ্ট ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় গীতা ইংরেজিতে অনূদিত এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা ও পারসী টাইপ তাঁহার দ্বারাই তৈয়ারী হয়। তাঁহার হিতোপদেশ ও শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির গঠনে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য ছিল। তিনি 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ফিরিয়া যান এবং ১৮০৮-এ আর একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

উইলবারফোর্স, উইলিয়াম (Wilberforce, William)—(১৭৫৯—১৮৩৩)। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মনীষী। তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাউস-অব-কমন্সে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ-মূলক প্রস্তাব আনয়ন করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়।

উইলসন, উড্রো (Wilson, Woodrow)—(১৮৫৬—১৯২৪)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বিগত মহাসমরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই ঐ যুদ্ধের শান্তি-প্রতিষ্ঠা হয়।

উইলসন, হোরেস হেম্যান (Wilson, Horace Hayman)—(১৭৮৬—১৮৬০)। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ একজন ইংরেজ পণ্ডিত। তিনি ১৮১৬ হইতে ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত কলিকাতা টাকশালে কার্য করিয়া-ছিলেন এবং ১৮১১ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত একখানি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান আছে। তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত'-নামক কাব্য এবং 'মৃচ্ছকটিক', 'মালতীমাধব', 'উত্তররামচরিত', 'বিক্রমোর্বশী', 'রত্নাবলী' ও 'মুদ্রারাক্ষস'—এই কয়খানি সংস্কৃত নাটক ইংরেজীতে অনূদিত করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুধর্মসম্প্রদায় ও দর্শনবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদও করেন। 'থিয়েটার অব দি হিণ্ডুস্'-নামক গ্রন্থখানি তাঁহার রচিত।

উইলিংডন, ১ম আর্ল অব (Willingdon, 1st Earl of)—(১৮৬৬—১৯৪১)। তিনি ১৯১৯—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাইয়ের গভর্নর ছিলেন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া 'লীগ অব্ নেশন্‌সে' যোগদান করেন। ১৯২৬ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কানাডার গভর্নর-জেনারেল ও ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত ছিলেন।

উইলিয়াম, ১ম (William I)—(১০২৭—১০৮৭)। তিনি বিজেতা উইলিয়ম বা 'William the Conqueror' নামে সুপরিচিত। তিনিই ইংল্যাণ্ডের প্রথম নর্মান অধিপতি। নূতন সামন্তপ্রথার প্রবর্তন ও জমির খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য জমির সঠিক নির্ধারণ তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। [উইলিয়াম নামে আরও তিনজন রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় উইলিয়াম প্রথম উইলিয়ামের পুত্র। তৃতীয় উইলিয়াম প্রথমে হল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে ইংল্যাণ্ডের রাজা

হন। চতুর্থ উইলিয়াম মহারানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত।]

উইলিয়াম, ১ম (William I of Prussia)—(১৭৯৭—১৮৮৮)। বর্তমান জার্মানীর সংগঠনকারী। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসিয়ার রাজা হন। মন্ত্রী বিসমার্কের সাহায্যে তিনি সমগ্র জার্মান রাজ্যকে এক নায়কের অধীনে আনেন এবং ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সম্রাট্ হন।

উইলিয়াম, ২য় (William II)—(১৮৫৯—১৯৪১)। জার্মানীর নির্বাসিত সম্রাট্। তিনি 'কাইজার' নামে পরিচিত। গত প্রথম মহাসমরের জন্য তিনিই কতকটা দায়ী। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন জার্মানী যুদ্ধে পরাস্ত হইল এবং সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল, তখন তিনি রাজ্য হইতে পলাইয়া হল্যাণ্ডে যান। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানকার ডুন প্রাসাদে সপরিবারে নির্বাসিত অবস্থায় বাস করিতে থাকেন।

উগ্রচণ্ডা—ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। তাঁহার অষ্টাদশ ভুজ। এই মূর্তি ধরিয়া সতী দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা নবমীতে তিনি হিন্দুর গৃহে আবির্ভূতা ও পূজিতা হন ['দক্ষ' দ্রঃ]।

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় দেবতাদের উপর অত্যাচার শুরু করিলে দেবতাগণ মতঙ্গ মুনির আশ্রমে আসিয়া ভগবতীর আরাধনা করিতে থাকেন। দেবী মতঙ্গ মুনির পত্নী মাতঙ্গীর রূপ ধরিয়া উত্থিত হন এবং অসুরদ্বয় বিনাশ করেন। ঋষিগণ এই মূর্তিকে উগ্রতারা নাম দিয়াছেন। মাতঙ্গীর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ভগবতীর এই মূর্তির অপর নাম মাতঙ্গী (কালিকা)।

উগ্রসেন—১। কংসের পিতা। পিতা আহুক, মাতা কাশ্যা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ দেবকের ভ্রাতা। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের সাহায্যে উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং নিজে রাজা হন। উগ্রসেন কারারুদ্ধ অবস্থায় দিন কাটান। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন (বিষ্ণু)। ২। তিনি নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ উগ্রসেন এবং মহাপদ্ম নন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

উজ্জ্বল দত্ত—প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি উণাদি-সূত্রের বৃত্তিকার।

উড্রফ স্যার জর্জ—(১৮৬৫—১৯৩৬)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও বি. সি. এল. উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে আইনজীবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন, পরে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম এবং তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন করিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয় আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

উতঙ্ক—১। মহর্ষি বেদের শিষ্য। শিষ্যকে গৃহে রাখিয়া গুরু একদা স্থানান্তরে যান। গুরুর অনুপস্থিতিতে গুরুপত্নী উতঙ্ককে এক অসংগত প্রস্তাব করেন। উতঙ্ক ইহাতে রাজী হন না। গুরু গৃহে ফিরিয়া সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং উতঙ্কের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে আদেশ দিলেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে গুরু তাঁহার পত্নীর নিকট পাঠাইলেন। গুরুপত্নী পৌষ্য নরপতির স্ত্রীর কানের অলংকার চাহিলেন। উতঙ্ক উহা পৌষ্যরাজার মহিষীর নিকট হইতে আনিলেন বটে, কিন্তু পথে উহা ক্ষপণকবেশী তক্ষক হরণ করিল। দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে তিনি উহা উদ্ধার করেন এবং গুরুপত্নীকে দেন। এই তক্ষককে বিনাশ করিবার জন্যই তিনি জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞ করিতে বলেন (ভারত)। ২। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে বাসুদেব হস্তিনা হইতে দ্বারকায় যাইতেছিলেন। তাঁহার মুখে উতঙ্ক কৌরবগণের বিনাশের কথা শুনিয়া বাসুদেবকে শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন বাসুদেব তাঁহাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং উতঙ্ককে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। উতঙ্ক প্রার্থনা করিলেন যে, মরুভূমিতে যেন তিনি অনায়াসে জললাভ করিতে পারেন। বাসুদেব সেই বর দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মরুভূমিতে যে মেঘ জলদানের নিমিত্ত উদয় হইবে, উহা উতঙ্ক মেঘ নামে খ্যাত হইবে (ভারত)। ৩। মহর্ষি উতঙ্ক অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন। গুরু গৌতম সর্বদাই তাঁহাকে কাছে কাছে রাখিতেন। দীর্ঘকাল গুরুর কাছে থাকিয়াও তিনি নিজের বয়সবৃদ্ধির কথা বুঝিতে পারেন নাই। যখন উহা বুঝিতে পারিলেন, তখন গুরুর কাছে অনুযোগ করিলেন। তখন গৌতম তাঁহাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন এবং গুরুর বরে বার্ধক্যে উপনীত উতঙ্কের যৌবন ফিরিয়া আসিল। তখন গৌতম নিজ কন্যার সঙ্গে উতঙ্কের বিবাহ দিলেন (ভারত)। ৪। গুরুপত্নী অহল্যার আদেশক্রমে উতঙ্ক সৌদাস রাজার স্ত্রী মদয়ন্তীর কুণ্ডল লইয়া ফিরিতেছিলেন। এমন সময় ঐরাবত বংশীয় এক নাগ উহা লইয়া নাগলোকে প্রবেশ করে। উতঙ্ক উহা উদ্ধার করিতে অসমর্থ হন। তখন দেব হুতাশন অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উতঙ্ককে উহা উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন (ভারত)।

উতথ্য—প্রাচীন ঋষি। পিতা অঙ্গিরা, মাতা শ্রদ্ধা। পত্নীর নাম মমতা। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবগুরু বৃহস্পতি। মমতার গর্ভে উতথ্যের এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন এবং জগতে দীর্ঘতমা নামে খ্যাত হন।

উৎকল—১। ধ্রুবের পত্নী ইলার গর্ভে জন্ম। তিনি পুষ্করতীর্থে সংস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন (ভাগ, ব্রহ্মবৈ)। ২। দানব হয়গ্রীবের পুত্র। তিনি দেবগণকে পরাস্ত করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য অধিকার করেন। মহর্ষি জাজলির শাপে তিনি বকরূপে পরিণত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের হাতে মারা যান (গর্গ-সং)।

উত্তম—রাজা উত্তানপাদের পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তান-পাদের দুই মহিষী—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচির গর্ভে উত্তমের জন্ম। সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়। উত্তম অল্প বয়সে অবিবাহিত অবস্থায় হিমালয়ের এক বনে মৃগয়ার জন্য যান। সেখানে এক যক্ষ তাঁহাকে হত্যা করে (ভাগ)।

উত্তমৌজা—১। সাবর্ণি মনুর অন্যতম পুত্র। ২। দ্রুপদের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অশ্বত্থামা কর্তৃক তিনি নিহত হন (ভারত)।

উত্তর—মৎস্যরাজ বিরাটের পুত্র। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে দুর্যোধনাদি বিরাটরাজের উত্তর গোগৃহ আক্রমণ করেন। উত্তর দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় যান, কিন্তু বিশাল কৌরবসৈন্য দেখিয়া রথ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে চাহেন। তখন বৃহন্নলা নামধারী অর্জুন সেই রথের সারথি ছিলেন। তিনি আত্মপরিচয় দিয়া স্বয়ং রথী হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। উত্তর অর্জুনের সারথি হইলেন। তিনি অর্জুনের সাহায্যে জয়লাভ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিন উত্তর শল্য কর্তৃক নিহত হন (ভারত)।

উত্তরা—বিরাটরাজার কন্যা। উত্তরের ভগিনী ও অভিমন্যুর পত্নী। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলা নামধারী অর্জুন উত্তরাকে চারুশিল্পে শিক্ষাদান করিতেন। পরে অর্জুন অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে তিনি ছয়মাস গর্ভবতী ছিলেন। অশ্বত্থামা সেই গর্ভ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ইষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে সেই সন্তানকে রক্ষা করেন (ভারত)।

উত্তানপাদ—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ও হরিভক্ত ধ্রুবের পিতা। তাঁহার দুই পত্নী—সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে পুত্রের জন্ম হয়। সুরুচির মন্ত্রণায় রাজা সুনীতিকে বনবাসে দেন (বিষ্ণু)।

উদয়ন—নৃসিংহ পুরাণমতে তাঁহার পিতার নাম শতানীক। পত্নী বাসবদত্তা। পুত্রের নাম নরবাহন। মতান্তরে তিনি শতানীকের পৌত্র। অপর পত্নীর নাম রত্নাবলী। কৌশাম্বী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মশিক্ষক ছিলেন।

উদয়নাচার্য—প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। মিথিলা তাঁহার জন্মস্থান। তিনি 'কুসুমাঞ্জলি'-নামক ন্যায়-গ্রন্থের প্রণেতা।

উদয়নাচার্য ভাদুড়ী—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বারেন্দ্রব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। রাজসাহী (কাহারও মতে ঢাকা জেলা) তাঁহার জন্মস্থান। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 'কিরণাবলী', 'আত্মতত্ত্ববিবেক', 'কণাদসূত্রের টীকা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। মনুসংহিতার টীকাকার কুলুক ভট্ট তাঁহার সমসাময়িক। বারেন্দ্র কুলীনসমাজে তিনি পরিবর্ত-প্রথার প্রবর্তন করেন।

উদয়নারায়ণ (রাজা)—১। রাজসাহীর জমিদার রাজা। তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তখন মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব। রাজা উদয়নারায়ণের জন্ম মুর্শিদাবাদের বড়নগরের নিকটে বিনোদ গ্রামে। বড়নগরই ছিল তাঁহার রাজধানী। রাজসাহী বিভাগের দুই একটি জেলা এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি তাঁহার জমিদারির অন্তর্গত ছিল। সাঁওতাল পরগনায় বীরকিটি-নামক স্থানের রাধাগোবিন্দ, বড়নগরের মদনগোপাল এবং বমনওগাঁ গ্রামের গিরিধারী মূর্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। নবাবের সঙ্গে উদয়নারায়ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজা নবাবের হস্তে বন্দী হন। সেই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে উদয়নারায়ণের পক্ষে গোলাম মহম্মদ ও নবাবের পক্ষে মোহাম্মদ জান (মতান্তরে লহরীমাল) সেনাপতি ছিলেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামকেও নবাব পত্র পাঠাইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজসাহীর ভার রামজীবনের উপর পড়ে। রামজীবন নাটোরের রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের ভ্রাতা। ২। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নামে পূর্ববঙ্গের আর একজন রাজা ছিলেন। উকাইল গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তিনি খুব বীরপুরুষ ছিলেন এবং ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেন।

উদয়শংকর—(জন্ম ১৯০০)। পৃথিবী-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। পুরা নাম উদয়শংকর চৌধুরী। যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বাস করিতেন। উদয়পুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি লণ্ডনে রয়েল কলেজ অফ্ আর্টসে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রুশ নর্তকী অ্যানা প্যাভলোভা তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। পৃথিবীর সকল স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য নৃত্যকলা তাঁহারই প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছে। নৃত্যশিল্পী অমলাশংকর তাঁহার পত্নী। ১৯৫৫ খ্রীঃ পশ্চিমবঙ্গের সংগীত নৃত্য নাটক আকাদমীর নৃত্যবিভাগের আচার্যরূপে মনোনীত হন। ১৯৬৪ খ্রীঃ কলিকাতায় একটি 'কলাকেন্দ্র' স্থাপন করিয়া নৃত্য শিক্ষা দানে ব্রতী হন।

উদয়সিংহ—মেবারের রানা সংগ্রামসিংহের পুত্র এবং রানা প্রতাপসিংহের পিতা। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোরে রাজত্ব করিতেন। বাল্যকালে তাঁহাকে কাকা বনবীর মারিয়া ফেলিতে গেলে পান্না নামে ধাত্রী তাঁহাকে রক্ষা করে বলিয়া কাহিনী প্রচলিত আছে। উদয়সিংহ রাজ্য লাভ করিয়া আকবরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি উদয়পুর-নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উদয়াদিত্য—১। যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র। মানসিংহের যশোহর আক্রমণকালে উদয়াদিত্য যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব দেখান। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ যুদ্ধে মারা যান। ২। মালবের রাজা ভোজ রাজের পুত্র। ১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালবের রাজা হন। চেদি ও চালুক্যগণ তাঁহার পিতার শত্রু ছিল বলিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন।

উদ্দক রামপুত্ত—গৌতম বুদ্ধ তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ গৌতমের মনঃপুত না হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে গৌতম অতিশয় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন।

উদ্দালক—১। মুনি। শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য, পুত্র শ্বেতকেতু। ২। আয়োদধৌম্য ঋষির শিষ্য আরুণি [তাহা দ্রঃ] (ভারত)।

উদ্ধব—কৃষ্ণমাতুল। যাদব বিশেষ। তিনি সত্যকের পুত্র ও বৃহস্পতির শিষ্য। তাঁহার আর একটি নাম দেবশ্রবাঃ। তিনি অন্তিম-দশায় বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট জ্ঞানোপদেশ বর্ণনা করেন (হরি)।

উদ্ধবদাস—ভক্ত বৈষ্ণব। মুর্শিদাবাদের টেঁয়াগ্রামে ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম। প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। তিনি রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।

উদ্ধারণ দত্ত—(১৪০০—১৪৬৩ শকাব্দ)। সপ্তগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীকর দত্ত ও মাতার নাম ভদ্রাবতী। তিনি চৈতন্যদেবের প্রধান ভক্ত এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের পারিষদ ছিলেন। তাঁহার লিখিত কোন গ্রন্থ বা পদাবলী নাই। তাঁহার বিশাল জমিদারি ছিল। তাঁহারই নামানুসারে কাটোয়ার নিকটে উদ্ধারণপুর গ্রামের নাম-করণ হইয়াছে। ভক্ত হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট নাম আছে। কথিত আছে, উদ্ধারণ দত্তের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া জগন্মাতা কোন শঙ্খবণিকের নিকট হইতে শাঁখা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন শঙ্খবণিক্ উদ্ধারণ দত্তের নিকট জানিতে পারিল যে, জগন্মাতা তাহার নিকট হইতে শাঁখা লইয়াছিলেন, তখন সে কাঁদিতে থাকে। ইহাতে করুণাময়ী মাতা নদীর মধ্য হইতে শঙ্খযুক্ত হস্তদ্বয় দেখান।

উদ্ভট—তিনি একজন প্রসিদ্ধ আলংকারিক ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কাশ্মীর। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাব্যালংকার সার-সংগ্রহ নামে তাঁহার একখানি মাত্র গ্রন্থেরই সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন অলংকারের নিদর্শন-রূপে তিনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্ব শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দ্যোতকর—ন্যায়ের টীকাকার জনৈক পণ্ডিত। তাঁহার টীকা দিঙ্‌নাগকৃত টীকার প্রতিবাদস্বরূপ লিখিত হয়। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক।

উপকীচক—রাজা বিরাটের শ্যালক, কীচকের ছোট ভাই।

উপগুপ্ত—বিশিষ্ট বৌদ্ধধর্ম প্রচারক ও মহারাজ অশোকের দীক্ষাদাতা। তিনি বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর কালাশোকের সময়ে বর্তমান ছিলেন। তিনি শূদ্র ছিলেন। তিনি মথুরায় প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন।

উপনন্দ—১। বসুদেবের পুত্র। মদিরার গর্ভজাত (ভারত)। ২। গোপপতি নন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (হরি)। ৩। কাশী-রাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। তিনি রাজ-পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুহ্মের সাহায্যে যুবরাজ নন্দের প্রাণবধে যত্ন করেন। ৪।

গান্ধারীর শত পুত্রের অন্যতম। ভীমের হস্তে তিনি নিহত হন (ভারত)।

উপবর্ষ—জনৈক ঋষি। কাত্যায়ন, পাণিনি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অধ্যাপক।

উপমন্যু—আয়োদধৌম্য মুনির শিষ্য। তিনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর আদেশে গোচারণ করিতেন এবং ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় গুরুর নিকটে দাঁড়াইতেন। গুরু উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আহার কর? উপমন্যু ভিক্ষান্নের কথা বলিলেন। গুরু জানাইলেন যে, তাঁহাকে না জানাইয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা শিষ্যের উচিত নয়। সেইদিন হইতে উপমন্যু ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা গুরুকে দিতে লাগিলেন। তাহাতেও উপমন্যুর শরীর কিছু কমিল না দেখিয়া গুরু শিষ্য যাহাতে কোন প্রকার আহার না পায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। একদিন গোচারণকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া উপমন্যু অর্কপত্র খাইয়া ফেলেন। ফলে তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়া যান। যথাসময়ে উপমন্যুকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া গুরু অন্বেষণ করিতে করিতে শিষ্যকে কূপমধ্যে পাইলেন এবং সকল বিষয় জানিয়া তাঁহাকে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি পিষ্টক খাইতে দিলেন। কিন্তু উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া কিছুই খাইতে চাহিলেন না। তাঁহার গুরুভক্তিতে অশ্বিদ্বয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং চক্ষুরত্ন দান করিলেন। তাঁহারা বর দিলেন যে, সকল বেদ ও সকল ধর্মশাস্ত্র উপমন্যুর স্মরণে থাকিবে (কূর্ম, লিঙ্গ, বায়ু)।

উপরিচর—পুরুবংশের রাজা। পুত্রের নাম মৎস্যরাজ, কন্যার নাম মৎস্যগন্ধা। এই মৎস্য-গন্ধা ব্যাসদেবের মাতা। মৎস্যরাজ ও মৎস্য-গন্ধার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ:—মৃগয়ায় গিয়া একদা রাজার রেতঃস্খলন হয়। সেই রেতঃ তিনি এক শ্যেনপক্ষীকে রানীর নিকটে লইয়া যাইতে বলেন। শ্যেন উড়িয়া যাইবার কালে উহা নদীর জলে পড়িয়া যায়। তখন মৎস্যরূপা অদ্রি উহা খাইয়া ফেলে। সেই মৎস্যের গর্ভেই মৎস্যরাজ ও মৎস্যগন্ধা জন্মগ্রহণ করেন। উপরিচর ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্তন করেন। তিনি আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার নাম উপরিচর হয় (ভারত)।

উপসুন্দ—১। নরকাসুরের সেনাপতি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন। ২। নিকুম্ভ নামক দৈত্যের পুত্র। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। দুই ভ্রাতা তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার কাছে এই বর পায় যে, একত্র মিলিত থাকিলে তাহাদিগকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। তাহাদের বিনাশের জন্য তিলোত্তমা নামে এক অপূর্ব নারীর সৃষ্টি হয়। সেই নারীকে লাভ করিবার জন্য দুই ভ্রাতা পরস্পর মারামারি করিয়া নিহত হয় (ভারত)।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—(১৮৬৩—১৯১৫)। জন্মস্থান—ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রাম। তিনি অধ্যক্ষ সারদা-রঞ্জন রায়ের সহোদর ভ্রাতা। প্রকৃত নাম কামদারঞ্জন। খুল্লতাত হরিকিশোরের দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইবার পর নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর। তিনি বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক। 'সন্দেশ' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তিনি শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করেন। তিনি 'টুনটুনির বই', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। সংগীতশিল্পে এবং চিত্রশিল্পেও তাঁহার সহজাত অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে চিত্রমুদ্রণের ব্যাপারে তাঁহার প্রচেষ্টা যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক এবং হাস্যরসস্রষ্টা ৺সুকুমার রায়। তাঁহার অপর পুত্র সুবিনয় রায় এবং কন্যা সুখলতা রাও এবং পুণ্যলতা চক্রবর্তীও সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(১২ই অক্টোবর, ১৮৮১)। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। জন্ম ভাগলপুরে। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের মাতুল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি. এল. উপাধি লইয়া ভাগলপুরে ওকালতি করিতে থাকেন। ১৯২৫—৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বিচিত্রা'র সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুনাম অর্জন করেন। 'রাজপথ', 'অমূল তরু', 'অমলা', 'অভি-জ্ঞান', 'দিক্‌শূল' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উপন্যাস।

উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫—১৩০২ বঙ্গাব্দ)—বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বাঙলানাটকের প্রথমযুগে কয়েকটি নাটক রচনা করেন—এইগুলির মধ্যে একদিকে যেমন দেশহিতৈষিতার পরিচয় ছিল, তেমনি শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটকের জন্য তাঁহাকে রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়া-ছিল। তাঁহার রচনার মধ্যে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' ও 'শরৎ-সরোজিনী' উল্লেখ-যোগ্য।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৭৯—৫ই এপ্রিল, ১৯৫১)। বিপ্লবী। চন্দন-নগরের গোন্দলপাড়ার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে জন্ম। বাল্যশিক্ষা চন্দননগরেই আরম্ভ হয়। ডুপ্লে কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় আসেন ও ডাফ কলেজে বি. এ. পড়া শুরু করেন। কিছু-কাল সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর চন্দননগরে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত। তিনি 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় ও বিপ্লবী দল 'যুগান্তরে' যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ধরা পড়েন। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে আন্দামানে পাঠান হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছাড়া পান এবং স্বরাজ পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি জেলে যান। মুক্তিলাভের পর সাংবাদিক জীবন ও লেখকরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। হাস্যরসের সঙ্গে বর্ণনা করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'নির্বাসিতের আত্মকথা', 'উনপঞ্চাশী পথের সন্ধান' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার—(১৮৭৫—১৯৪৬)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় বিবিধ পুস্তক আছে। তিনি কলিকাতার কার-মাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এবং 'Indian Institute of Science'-এর সভ্য ছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৮—১৯১৯)। জন্মস্থান কলিকাতা। 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'দৈনিক 'বসুমতী' এবং 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' প্রতিষ্ঠাতা। সুলভ মূল্যে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও বাঙলা গ্রন্থাদি প্রকাশ ও বিক্রয় করিয়া বাঙালী সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি নিজেও সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং 'মানসোল্লাস', শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন।

উপ্পলবন্না (উৎপলবর্ণা)—বুদ্ধের অন্যতমা মহিলা শিষ্যা। তিনি একজন শ্রেষ্ঠীকন্যা হইলেও সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তা ছিলেন। বনের মধ্যে তিনি অত্যাচারিতা হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তী কালে ভিক্ষুণী-দিগের বনে বাস নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

উভয়ভারতী—পণ্ডিতাগ্রগণ্য মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী। তিনি স্বয়ং সুপ্রখ্যাত বিদুষী ছিলেন। কথিত আছে মণ্ডন মিশ্র এবং শংকরাচার্যের তর্কযুদ্ধে উভয় ভারতী ছিলেন

মধ্যস্থ। মণ্ডন মিশ্র শংকরাচার্যের নিকট পরাজিত হইলে উভয়ভারতী শংকরাচার্যের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয়ভারতী কাব্যশাস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শংকরাচার্য একবৎসরের সময় চাহিয়া লন। বৎসরান্তে পুনর্বার তর্কযুদ্ধ শুরু হইলে উভয়ভারতী পরাজিত হন এবং তিনি ও তাঁহার স্বামী মণ্ডন মিশ্র উভয়েই শংকরাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

উমা—মহাদেবের পত্নী। অপর নাম পার্বতী। হিমালয়ের কন্যা। মেনকা তাঁহার মাতা। পূর্বজন্মে তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন ও পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্যা-দ্বারা মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার চেষ্টা করেন। উমার কঠোর তপস্যা দেখিয়া জননী মেনকা—'উঃ মা আর তপস্যা করিও না', এইরূপ বলিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার নাম উমা।

উমাপতি ধর—প্রাচীন বঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তাঁহার উল্লেখ আছে। তিনি একাধিক সেনরাজের মন্ত্রিত্ব করেন। তাঁহার রচিত কোন কাব্য পাওয়া যায় নাই।

উমাস্বামী, স্বাতি—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি জৈনসমাজের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন। পাঁচশত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি থাকিলেও তাঁহার রচিত 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উমিচাঁদ—'আমীনচাদ' দ্রঃ।

উমেশচন্দ্র দত্ত—(১৮৪০—১৯০৯)। জন্মস্থান চব্বিশ পরগনার মজিলপুর গ্রাম কর্মজীবনে তিনি প্রথমে সিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পরে সিটি কলেজের অধ্যক্ষরূপে কার্য করেন। চল্লিশ বৎসর কাল তিনি 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি 'ধর্মসাধন' এবং 'ভারত সংস্কার' নামক দুইটি পত্রিকা সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র দত্ত—(১৮২৭—১৮৬২)। সংবাদ প্রভাকরের নিয়মিত লেখক এবং সমসাময়িক যুগের একজন উৎকৃষ্ট অনুবাদক ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক ছিলেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—(৩০শে আগস্ট, ১৮৫২—১৬ই জুলাই, ১৮৯৮)। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। হুগলী জেলার খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে জন্ম। পিতা দুর্গাচরণ বটব্যাল। প্রবেশিকা হইতে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং এম. এ.-তে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে স্টাটুটারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। 'বৈদিক সোম'-নামক গ্রন্থ তাঁহার প্রথম রচনা। 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। তাঁহার রচিত 'সাংখ্যদর্শন' পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে উচ্চপ্রশংসাসূচক পত্র লেখেন, তাহাতেই তাঁহার সাহিত্যিক অবদান নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji)—(১৮৪৪—১৯০৬)। বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও কংগ্রেসসেবক। কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। জন্ম খিদিরপুরে। কিছুকাল অ্যাটর্নি অফিসে কেরানীর কাজ করিয়া তিনি বিলাত যান এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতায় ফেরেন। এদেশের মধ্যে তিনিই প্রথম স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হন। তিনি ১৮৮০ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও ছিলেন। তিনি ১৮৮৫ ও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে যে প্রথম জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তিনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেস কমিটি তিনিই স্থাপন করেন। তিনি বিলাতে মারা যান।

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—তাঁহার জন্মস্থান যশোহর জেলার কালিয়াগ্রাম। বেদের প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যাকে তিনি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রত্যহ অপরাহ্নে গোলদীঘিতে তিনি বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করিতেন। তাঁহার মতে দেবতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের আদি বাসভূমি স্বর্গ অর্থাৎ মঙ্গোলিয়া, তথায় দৈত্য দানব অর্থাৎ রেড ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচার শুরু হইলে তাঁহারা ভূলোক অর্থাৎ ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। সামবেদ পূর্বেই রচিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে ঋগবেদ ও অথর্ববেদ রচিত হয় এবং যজুর্বেদ রচিত হয় ভুবর্লোক অর্থাৎ পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি কোন অঞ্চলে।

ঊর্ব—মহর্ষিবিশেষ। তিনি নিদারুণ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার সমান তেজস্বী হন। একবার তিনি আগুনে উরু প্রবেশ করাইয়া তপস্যারত ছিলেন। সহসা উরু ভেদ করিয়া এক অনল উঠিল। উহার নাম ঔর্ব অনল। ব্রহ্মা উহা সমুদ্রে ফেলিলেন ['ঔর্ব' দ্রঃ] (পদ্ম)।

উর্বশী—অপ্সরা। বিখ্যাত স্বর্বেশ্যা। উর্বশীর জন্মসম্বন্ধে নানা মত আছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি নারায়ণের উরু ভেদ করিয়া বাহির হন, এই কারণে তাঁহার নাম উর্বশী হয়। একদা ইন্দ্রের সভায় উর্বশী নৃত্য করিতেছিলেন। রাজা পুরূরবা সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত করিলে উর্বশীর তালভঙ্গ হয়। ইন্দ্র মর্ত্য-বাসিনী হইবার জন্য তাঁহাকে শাপ দেন। হরিবংশ মতে, উর্বশী ব্রহ্মশাপে মানুষী মূর্তি পরিগ্রহ করেন এবং পুরূরবার পত্নী হন। অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র ও সংগীত শিক্ষা করিতে যান। উর্বশী অর্জুনের প্রতি কামাসক্তা হইয়া নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। অর্জুন উর্বশীকে মাতৃ সম্বোধন করিলে উর্বশী তাঁহাকে নপুংসক হইবার অভিশাপ দেন (ভারত)। মিত্রাবরুণ উর্বশীকে কামনা করেন কিন্তু উর্বশী রাজী না হওয়ায় মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলন হয়। ঐ রেতের একভাগ হইতে মহামুনি অগস্ত্য ও অপরভাগ হইতে বশিষ্ঠ জন্মলাভ করেন।

উলসী, কার্ডিনাল টমাস (Wolsey, Cardinal Thomas)—(১৪৭১—১৫৩০)। রাজা অষ্টম হেনরীর পরামর্শদাতা। তিনি প্রথমে ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর ধর্ম-যাজক ছিলেন, পরে মন্ত্রী হইয়া প্রজাদের উপরে অত্যাচার করেন। বহুকাল রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ থাকিয়া পরে রাজা কর্তৃক রানী ক্যাথারিনকে ত্যাগ করার সম্বন্ধে পোপের অনুমোদন না আনিতে পারায় তিনি রাজার বিরক্তিভাজন হন ও তাঁহার সম্পর্ক ছাড়িতে বাধ্য হন। তিনি 'Balance of Power' নামে রাজনীতির প্রবর্তক।

উলূক (উলুক)—১। শকুনির পুত্র। তিনি ভারতযুদ্ধের পূর্বে কুরুপক্ষ হইতে দূতরূপে যুধিষ্ঠিরাদির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ তখন বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন। তিনি সহদেব কর্তৃক নিহত হন (ভারত)। ২। বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা। তাঁহার অপর নাম কণাদ। এজন্য বৈশেষিক-দর্শনকে ঔলূক্য-দর্শন বা কণাদ-দর্শনও বলা হইয়া থাকে।

উলূপী—কৌরব্য-নামক নাগরাজের কন্যা। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন বার বৎসরকাল বনবাস করেন। তিনি গঙ্গাদ্বারে আশ্রম নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। একদা অর্জুন স্নান করিয়া গঙ্গা হইতে উঠিতেছিলেন, এমন সময় উলূপী মদন-বাণে পীড়িত হইয়া অর্জুনকে টানিয়া লইয়া নাগভবনে যান। সেখানে অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বভ্রুবাহনের হাতে

অর্জুন যুদ্ধে পরাজিত ও চেতনাশূন্য হইলে উলূপী নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী আনাইয়া অর্জুনের চৈতন্য সঞ্চার করেন (ভারত, বিষ্ণু)।

উল্‌ফ্‌, চার্লস্‌ (Wolfe, Charles)—(১৭৯১—১৮২৩)। আয়ার্ল্যাণ্ডের ধর্মযাজক। 'The Burial of Sir John Moore'-নামক কবিতাটি লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

উল্‌ফ্‌, ভার্জিনিয়া (Woolf, Virginia)—(১৮৮২—১৯৪১)। ইংরেজ মহিলা সাহিত্যিক। পিতা স্যর লেসলি স্টিফেন। আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের নূতন ধারার প্রবর্তক বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। 'To the Lighthouse', 'The Years', 'A Room of One's Own', 'Jacob's Room', 'Mrs. Dalloway', 'Orlando' এবং 'The Waves' তাঁহার বিখ্যাত বই।

উশীনর—চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজা। পিতা মহামনা, পুত্র শিবি। জলা ও উপজলা নামে যমুনা নদীর দুই শাখা যেখানে প্রবাহমানা, সেইখানে রাজা উশীনর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ইন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তাঁহার ধর্মবল পরীক্ষা করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেনপক্ষিরূপে এবং অগ্নি কপোতরূপে তাঁহার সভায় উপস্থিত হন। কপোত শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে উশীনর তাহাতে সম্মত হন। শ্যেন কপোতকে ফিরাইয়া দিতে বলে। কিন্তু রাজা তাহাতে রাজী না হইয়া কপোতের পরিবর্তে শ্যেনকে গো, বৃষ, মহিষ ইত্যাদি যে কোন আহার্য বস্তু চাহিতে বলেন। কিন্তু শ্যেন অন্য কোন আহার্যে স্পৃহা নাই জানাইয়া বলিল যে, যদি কপোতের প্রতি রাজার এত মমতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা আপনার দেহ হইতে কপোত-পরিমাণ মাংস কাটিয়া দিন। কিন্তু বারবার মাংস কাটিয়াও কপোতের পরিমাণ মাংস হইল না। তখন তিনি নিজেই তুলাদণ্ডে উঠিয়া বসিলেন। তখন কপোত ও শ্যেন নিজেদের মূর্তি ধরিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন (ভারত)।

উষা—তিনি বৈদিক দেবতা। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বেদে অনেকগুলি গীতিময় সূক্ত রচিত হইয়াছে। বালগঙ্গাধর তিলক এই বৈদিক উষাকে মেরুজ্যোতি (অয়োরা বোরিয়ালিস্‌) বলিয়া মনে করেন।

———

ঊ

ঊরু—চাক্ষুষ মনুর দশপুত্রের অন্যতম। পত্নী আগ্নেয়ী। তাঁহার ছয় পুত্রগণের নাম—অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব (হরি)।

ঊর্জ—দ্বিতীয় মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জা হইতে তাঁহার জন্ম হয় (হরি)।

ঊর্জস্বতী—১। দক্ষের কন্যা, ধর্মের পত্নী। ২। রাজা প্রিয়ব্রতের কন্যা। তিনি শুক্রাচার্যের পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে দেবযানীর জন্ম হয় (ভাগ)।

ঊর্ব মুনি। তিনি নিজ ঊরুর উপরে অগ্নি রাখিয়া অগ্নিসদৃশ এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার পুত্র ঔর্ব। ঔর্ব পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। সেই সময় হইতে ঔর্ব বাড়বানল নামে উক্ত হন [ঔর্ব দ্রঃ] (হরি)।

ঊর্ক্ষশ—ভরতবংশীয় মহাবীর্যের পুত্র।

ঊর্মিলা—মিথিলার রাজা সীরধ্বজ জনকের কন্যা, লক্ষ্মণের পত্নী এবং অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর মাতা (রাম)।

ঊর্মিলা দেবী—(১৮৮৩—১৯৫৬)। জন্মস্থান ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রাম। পিতা ভুবনমোহন দাস। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি নারীজাতির অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঊর্মিলা দেবী সাহিত্যরচনাতেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গল্পের বই 'পুষ্পহার', এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্মৃতিচারণও প্রশংসনীয়।

ঊষা—১। ভব-নামক রুদ্রের পত্নী। ২। বাণের কন্যা, অনিরুদ্ধের পত্নী ['অনিরুদ্ধ' দ্রঃ] (বিষ্ণু)।

ঊষানাথ সেন—(১৮৮০—১৯৫৯)। জন্মস্থান চব্বিশ পরগনার নৈহাটী (গরিফা)। তিনি সাংবাদিকরূপে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লীর সরকারী মহলে তাঁহার অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি তদানীন্তন ভারত সরকার কর্তৃক 'সি. বি. ই' এবং 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

———

ঋ

ঋক্ষ—১। কুরুবংশীয় অরিহ রাজার পুত্র। মাতা সুদেবা। ঋক্ষ তক্ষকের কন্যা জ্বালাকে বিবাহ করেন (ভারত)। ২। পৌরব বিদূরথের পুত্র। ৩। পুরুবংশীয় অজমীঢ় রাজার পুত্র (হরি)।

ঋক্ষরাজ—বানরবিশেষ। ব্রহ্মার যোগাভ্যাসকালে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে পতিত অশ্রুধারা হইতে তাহার উৎপত্তি হয়। একদিন বনে ভ্রমণকালে এই বানর এক সরোবরতীরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এবং অন্য বানরজ্ঞানে তাহার উপর লম্ফ দিয়া পড়ে। পরে তীরে উঠিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার দেহ এক সুন্দরী রমণীমূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঋক্ষরাজ এই অবস্থাতেই সরোবরতীরে বাস করিতে থাকে। তাহার গর্ভে এবং ইন্দ্র ও সূর্যের ঔরসে যথাক্রমে বালী ও সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইহার পর ঋক্ষরাজ পূর্বের মূর্তি ফিরিয়া পাইল ও দুই পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে আসিল। ব্রহ্মা তাহার কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন (রাম)।

ঋচীক—ঔর্ব-নামক ঋষির বিখ্যাত পুত্র। পত্নীর নাম সত্যবতী। তাঁহার একশত পুত্র জন্মে; তাহার মধ্যে জমদগ্নি জ্যেষ্ঠ। শুনঃশেফ ও শুনঃপুচ্ছ তাঁহার অপর দুই পুত্র। জমদগ্নির ঔরসে পরশুরামের জন্ম হয় (ভারত)।

ঋতধ্বজ—১। রঘুবংশে রিপুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঋতধ্বজ। তিনি কুবলয়-নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া বজ্রকেতুর পুত্র পাতালকেতুকে বধ করেন এবং তৎকর্তৃক অপহৃতা মদালসাকে বিবাহ করেন (রাম)। ২। প্রতর্দনের অপর নাম।

ঋতপর্ণ (বা **ঋতুপর্ণ**)—সূর্যবংশীয় রাজা। পিতার নাম অযুতাশ্ব। অযোধ্যানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। নল রাজা কলি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাহুকবেশে তাঁহার কাছে আশ্রয় লন। সেখানে ছদ্মবেশী নল অশ্বাধ্যক্ষরূপে কাজ করিতে লাগিলেন। ঋতপর্ণ তাঁহার নিকটে যেমন অশ্ববিদ্যা শিখিতেন, নলও সেইরূপ ঋতপর্ণের নিকটে অক্ষক্রীড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। নলের স্ত্রী দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ংবর ঘোষণা করিলে বাহুকবেশী নলের দ্বারা চালিত রথে তিনি বিদর্ভে যাত্রা করিলেন। বিদর্ভে তিনি নলের প্রকৃত পরিচয় পাইলেন (ভাগ)।

ঋভু—১। দেবগণবিশেষ। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার অনুচরেরা দক্ষের লোকদের তাড়াইয়া দেয়। তখন দক্ষের পুরোহিত ভৃগু অগ্নিতে আহুতি দিলে, সেই অগ্নি হইতে ঋভু নামক দেবগণ উদ্ভূত হয় এবং সতীর অনুচরদের তাড়াইয়া দেয়। ২। ব্রহ্মার পুত্র। পুলস্ত্যের পুত্র নিদাঘকে তিনি অদ্বৈততত্ত্ব শিক্ষা দেন (ভাগ)। ৩। মহর্ষিবিশেষ। গোবর্ধন পর্বতের কাছে এক সরোবরতীরে ঋভু এক পায়ে দাঁড়াইয়া

তপস্যা করিতেন। কৃষ্ণ-রাধা তাঁহাকে দর্শন দিলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন (গর্গ)। ৪। সুধন্বার পুত্র ঋভু, বিভু ও বাজ। তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়া সূর্যলোকে বাস করিতেন। তাঁহারা মাতা-পিতার পুনরায় যৌবন দান করেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের জন্য তাঁহারা সুন্দর রথ প্রস্তুত করেন। ইন্দ্রের বাহন বলবান হরি নামক অশ্বদ্বয় নির্মাণ ঋভুগণের কাজ। একবার এক ঋষির গাভী মরিয়া গেলে তাঁহারা একটি গাভী নির্মাণ করিয়া দেন (ঋক্)।

ঋষভ—১। নারায়ণের দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে অষ্টম অবতার। তিনি নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা নাভি পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বদরিকা আশ্রমে গমন করিলেন। তখন ইন্দ্র জয়ন্তী নামে একটি কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। জয়ন্তীর গর্ভে ঋষভের একশত পুত্র জন্মে। তাহার মধ্যে ভরত সর্বজ্যেষ্ঠ। ভরতের নামেই ভারতবর্ষ হইয়াছে। তীর্থভ্রমণকালে ঋষভ কর্ণাট-প্রদেশে কূটকাচলের অরণ্যে উপস্থিত হন এবং সেখানকার দাবানলে প্রাণত্যাগ করেন (ভাগ)। ২। তিনি জৈনদের প্রথম তীর্থংকর। তাঁহার অপর নাম আদিনাথ।

ঋষ্যশৃঙ্গ—মুনিবিশেষ। তাঁহার পিতার নাম বিভাণ্ডক। উর্বশীকে দেখিয়া বিভাণ্ডক মুনির রেতঃপাত হয়। সেই রেতঃ জলে পড়ে। হরিণীরূপী এক দেবকন্যা সেই জল পান করিলে হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। তাঁহার মাথায় শৃঙ্গ ছিল। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। একসময়ে দশরথের বন্ধু অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহাকে রাজ্যে আনিতে পারিলেই বৃষ্টি হইবে। কতকগুলি গণিকাকে পাঠাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া রাজ্যে আনা হইল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হইল। ইহার পর রোমপাদ পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। এই শান্তা রাজা দশরথের কন্যা। দশরথ তাঁহার দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলে রামাদি চারি পুত্রের জন্ম হয় (রাম)।

এ

একচূর্ণী—মুনিবিশেষ। তিনি তৈত্তিরীয় যজুর্বেদের একখানি টীকা রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

একজটা—১। চণ্ডীতে বর্ণিত পার্বতীর রূপ বিশেষ। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা ও তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা বিরাজ করে। তাঁহার দক্ষিণের দুইটি হাতে খড়্গ ও পদ্ম, ও বাম দুইটি হাতে কর্ত্রী ও খর্পর। তাঁহার শিরে জটা। তাঁহার আটটি যোগিনী। দেবগণ যখন অসুরভয়ে মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করেন, তখন এই মূর্তির উদ্ভব হয় (কালিকা)। ২। বৌদ্ধদের মতে তিনি নীলতারা, মহাশক্তিশালিনী দেবী। তাঁহার অপর নাম উগ্রতারা। তিব্বতে তাঁহার নাম 'লামা', নেপালে 'আর্যতারা দেবী'।

একনাথ স্বামী—(১৫২৮—১৬০৩)। মহারাষ্ট্রবাসী প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ। মহারাষ্ট্র জাতিকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য তিনি রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ সাধারণের উপযোগী করিয়া অনুবাদ করেন। তিনি সমসাময়িক যুগে অনেক অন্ধ কুসংস্কারের উপর আঘাত করিয়াছিলেন।

একপাটলা, একপাটলা—হিমালয়ের কন্যা। তাঁহার মাতা মেনকা, ভগ্নী অপর্ণা ও স্বামী জৈগীষব্য। তিনি প্রত্যহ একটি পাটল ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া তাঁহার উক্ত নাম হয় ['উমা' দ্রঃ]।

একপর্ণা—হিমালয়ের কন্যা। মাতা মেনকা ও স্বামী অসিত দেবল। তিনি একটি পত্র বা পর্ণ ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতেন বলিয়া তাঁহার উক্ত নাম হয় ['উমা' দ্রঃ] (হরি)।

একলব্য—ব্যাধরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। তিনি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার জন্য দ্রোণের নিকটে যান, কিন্তু ব্যাধ বলিয়া দ্রোণ তাঁহাকে শিক্ষা দিতে রাজী হইলেন না। তখন তিনি বনে গমন করিয়া দ্রোণের একটি মূর্তি প্রস্তুত করাইলেন এবং তাহার সম্মুখে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পকাল পরেই একলব্য ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন কুরুরাজকুমারগণ শিকারের নিমিত্ত সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের শিকারী কুকুর একলব্যকে দেখিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। তখন একলব্য সাতটি শর নিক্ষেপ করিয়া কুকুরের শব্দ-শক্তি নষ্ট করিলেন। রাজপুত্রগণ একলব্যের ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। একলব্যের সহিত পরিচয়ে তাঁহারা জানিলেন যে, একলব্য দ্রোণের শিষ্য। গৃহে ফিরিয়া অর্জুন দ্রোণকে বলিলেন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ্ হইবে না। কিন্তু একলব্য আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গুরু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। তখন অর্জুনের সঙ্গে বনে গিয়া একলব্যের সাক্ষাৎ পাইলেন। একলব্য সকল কথা নিবেদন করিলে এবং দ্রোণাচার্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলে, দ্রোণ গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। একলব্য দক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে দ্রোণ তাঁহার ডান হাতের একটি আঙুল কাটিয়া দিতে বলেন। ধনুচালনা করিবার শক্তি হারাইতে হইবে জানিয়াও একলব্য তাহাই করিলেন। ইহাতে তাঁহার শর-নিক্ষেপের শক্তি কমিয়া গেল।

এখেনেটন (Akhenanton)—প্রায় ১৩৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি মিশরের সম্রাট্ (ফেরো) হন। তিনি তৃতীয় অ্যামেনহটেপের পুত্র। সম্ভবতঃ এগার বৎসর বয়সে চতুর্থ অ্যামেনহটেপ নামে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্বকার দেশ-প্রচলিত ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া সূর্য-পূজার প্রবর্তন করেন।

এঙ্গেলস্, ফ্রিডারিখ্ (Engles, Friedrich) (১৮২০-৯৫)—জন্মস্থান জার্মানীর বার্মেন্ শহর। তিনি প্রথমাবধি বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন এবং ফ্রান্স জার্মানী প্রভৃতি দেশে শ্রমিক সংগঠনে নিযুক্ত থাকেন। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক কার্ল মার্কস-এর সহিত যুগ্মভাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৪৮ খ্রীঃ)।

এজিদ—ইসলামের পঞ্চম খলিফা। হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র এমাম হাসান ও এমাম হোসেনকে নিহত করিয়া তিনি খলিফার পদ লাভ করেন।

এজ্যাক্স (Ajax)—১। স্যালামিসের রাজা। টেলামনের পুত্র। তিনি ট্রোজান যুদ্ধের একজন প্রসিদ্ধ বীর। অ্যাকিলিস প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার অস্ত্র অধিকার করিতে যান, কিন্তু ইউলিসিস তাহা অধিকার করেন। তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া এক মেষপালককে হত্যা করেন এবং নিজের বুকে ছুরি মারিয়া আত্মহত্যা করেন। ২। অয়েলিউসের পুত্র। তিনি ট্রোজান যুদ্ধে চল্লিশটি জাহাজ লইয়া যান। বাড়ি ফেরার পথে তাঁহার জাহাজডুবি হয় এবং তিনি মারা যান।

এঞ্জেলিকো, ফ্রা—(Angelico, Fra)—(১৩৮৭—১৪৫৫)। বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রকর। টাসকানিতে তাঁহার জন্ম। প্রথমে তিনি ধর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং পরে ধীরে ধীরে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিতা লাভ করেন 'Madonna of the Linen Weavers', 'Deposition', 'The Last Judgment' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত চিত্র।

এডিসন, টমাস আল্ভা (Edison, Thomas Alva)—(১৮৪৭—১৯৩১)। আমেরিকার সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী। প্রথম জীবনে তিনি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করিতেন, পরে টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক বহু যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। গ্রামোফোন,

বৈদ্যুতিক বাতি, সিনেম্যাটোগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কারের জন্য তিনি চিরকাল বিখ্যাত হইয়া থাকিবেন। প্রায় ১৩০০ যন্ত্র তাঁহার দ্বারা রেজেস্ট্রীকৃত হয়।

এড্ওয়ার্ড, ১ম (Edward I)—(১২৩৯—১৩০৭)। তিনি ১২৭২ হইতে ১৩০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। তিনি ওয়েল্‌স্ প্রদেশ জয় করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শিশু পুত্রকে ওয়েল্‌সের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। সেই হইতে ইংলণ্ডের যুবরাজ মাত্রেরই নাম Prince of Wales হইয়া থাকে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা ব্রুসের সঙ্গে তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রুস পরাজিত হন।

এড্ওয়ার্ড, ৩য় (Edward III)—(১৩১২—১৩৭৭)। বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফ্রান্স ও স্কটল্যাণ্ডের সহিত যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ বাধে, তাহাই ইতিহাসে 'Hundred Years War' নামে অভিহিত। তাঁহারই পুত্রের নাম The Black Prince.

এড্ওয়ার্ড, ৬ষ্ঠ (Edward VI)—(১৫৩৭—১৫৫৩)। দশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন এবং ষোড়শ বর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সময় তাঁহার পিতা অষ্টম হেনরী কর্তৃক প্রবর্তিত 'Reformation' আন্দোলন বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল।

এড্ওয়াড, ৭ম (Edward VII)—(১৮৪১—১৯১০)। মহারানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইংল্যাণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাট্ ছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ইটালি, স্পেন, আমেরিকা (১৮৬০ খ্রীঃ), প্যালেস্টাইন, মিশর, ভারতবর্ষ (১৮৭৫ খ্রীঃ) প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীঃ ৯ই আগস্ট তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। তিনি সর্বদাই ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন বলিয়া তিনি সাধারণতঃ 'Edward the Peacemaker' নামে খ্যাত। পরলোকগত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র।

এড্ওয়ার্ড, ৮ম (Edward VIII)—(জন্ম ১৮৯৪)। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৯৩৬ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা হন কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহার মতভেদ ঘটায় তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৪০ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাহামার গভর্নর ছিলেন। তাঁহার বর্তমান উপাধি ডিউক অব উইণ্ডসর।

এড্ওয়ার্ড দি কন্‌ফেসর (Edward the Confessor)—ইংল্যাণ্ডের ধার্মিক রাজা। অনুমান ১০০৪ হইতে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে নর্মান-বিজয়ের পূর্বে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই পরবর্তী রাজা হ্যারল্ডকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উইলিয়াম রাজা হন। 'Westminster Abbey' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলিয়া ১০৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে 'সাধু' (সেণ্ট) আখ্যা দেওয়া হয়।

এণ্ড্রিয়া ডেল সার্টো (Andrea Del Sarto)—(১৪৮৭—১৫৩১)। বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রকর। জন্ম ফ্লোরেন্সে। ফরাসীরাজ প্রথম ফ্রান্সিস কর্তৃক আহূত হইয়া ফরাসীদেশে যান এবং সেখানে 'Charity' নামে বিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করেন। Madonna di San Francesco তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

এথিনা (Athena)—প্রাচীন গ্রীকদিগের জ্ঞান, যুদ্ধ ও চারুশিল্পের দেবী (গ্রীক পুঃ)।

এপিউস (Epeus)—পোনোপিয়াসের পুত্র—ট্রয়বিজয়সহায়ক কাষ্ঠঘোটকের নির্মাতা (গ্রীক পুঃ)।

এপিকিউরাস (Epicurus)—(খ্রীঃ পূঃ ৩৪১—২৭০)। বিখ্যাত গ্রীক্ দার্শনিক। বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি পরমাণুবাদী ছিলেন এবং মানসিক শান্তিই জীবনের চরম মঙ্গল বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম ও নীতি হইতেই এইরূপ শান্তি আসে, অতএব ধর্ম ও নীতিই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত, ইহাই তাঁহার উপদেশ।

এপিক্টেটাস্ (Epictetus)—প্রাচীন গ্রীসের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। অনেকের ধারণা তিনি খোঁড়া ও দরিদ্র ছিলেন। তিনি নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই। তাঁহার নীতিসূত্রগুলি তাঁহার ছাত্র Arrian কর্তৃক সংকলিত হয়। তাঁহার মতে সহনশীলতা ও সংযমই মানুষের ধর্ম।

এব্রাহাম—ইহুদিজাতির প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৮০০ অব্দের মধ্যে তিনি বর্তমান ছিলেন। বেবিলনের কাল্‌ডিয়া-নামক নগরের উর-নামক স্থানের তিনি বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম টেরা। তাঁহার স্ত্রীর নাম সারা ও পুত্রের নাম আইজাক। ইহুদি ও আরবদের আদি-পুরুষ বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ।

এব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln)—(১৮০৯—১৮৬৫)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মহাপ্রাণ মনীষী। তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার সময়ে দাসপ্রথা আমেরিকা হইতে উঠিয়া যায় এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধ বাধে। তাঁহার বিচক্ষণতায় সেই যুদ্ধ সহজেই বন্ধ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলি প্রকৃতই যুক্ত হয়। ১৮৬৪ খ্রীঃ তিনি পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু পর বৎসর জন উইলকিস বুথ নামে একজন লোক তাঁহাকে হত্যা করে।

এব্রাহিম—প্রাচীন আরবের একজন মহা-পুরুষ। তিনি বেবেল-নামক নগরে বাস করিতেন। তিনি একেশ্বরবাদী ও প্রতিমা-পূজার বিরোধী ছিলেন। সারা ও হাজেরা নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিল। সারার গর্ভে ইহুদী-বংশের আদিপুরুষ এসাহক ও হাজেরার গর্ভে মুসলমান-জাতির আদিপুরুষ ইসমাইলের জন্ম হয়। এব্রাহিমের দ্বারাই মক্কা নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে তিনি 'কাবা'-নামক প্রসিদ্ধ মসজিদও স্থাপিত করেন।

এমদাদ খাঁ - (১৮৪৮—১৯২০)। জন্ম-স্থান উত্তর প্রদেশের ইটাওয়া, কিন্তু বাসস্থান প্রধানতঃ কালকাতা। যন্ত্রসংগীতের একজন প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভারত-বিখ্যাত সেতারী এনায়েৎ খাঁ।

এমপিডোক্লিস্ (Empedocles)—বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। খ্রীঃ পূঃ ৪৪৪ অব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার আবির্ভাব হয়। সিসিলিতে তাঁহার জন্ম। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি গবেষণা করিতেন। আগ্নেয়গিরি এটনার গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া তিনি আত্মহত্যা করেন বলিয়া কথিত আছে।

এয়ার্ড, সার জন (Aird, Sir John)—(১৮৩৩—১৯১১)। বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার। নীলনদের বাঁধ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন।

এরিবাস (Erebus)—কেওসের পুত্র এবং যমপুরীর অন্ততম দেবতা। যমপুরীর মধ্যকার অন্ধকারকে এই নামে অভিহিত করা হয় (গ্রীক পুঃ)।

এর‍্যাটো (Erato)—গীতিকাব্য ও প্রণয়-সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী নয়জন দেবীর অন্ততমা (গ্রীক পুঃ)।

এল্উইন্, ভ্যারি ভেরিয়র হলম্যান —(১৯০২—৬৪)। জন্মস্থান ইংল্যাণ্ডের ডোভার, শিক্ষা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় ভারতবর্ষে। তিনি গান্ধীজি এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের সম্বন্ধে প্রামাণিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন

এবং জীবনের একটা বিশেষ অংশ তাহাদের মধ্যেই কাটাইয়াছেন। তিনি ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আদিবাসী-অধ্যুষিত গ্রামভারতের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এলফিনস্টোন, মাউন্ট স্টুয়ার্ট—(১৭৭৯—১৮৫৯)। জন্মস্থান ইংল্যাণ্ড, কর্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতের ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অনেকগুলি অতিশয় মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। গভর্নর জেনারেল পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হইলেও তিনি দুইবার তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

এলিজাবেথ, রানী (Elizabeth, Queen)—(১৫৩৩—১৬০৩)। ইংলণ্ডের রানী। ২৫ বৎসর বয়সে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম ইংল্যাণ্ডের রাজধর্ম বলিয়া গৃহীত হয়। স্পেনীয় রণতরী 'আর্মাডা'র পরাজয়, স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী স্টুয়ার্টের প্রাণদণ্ড, উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা এবং শেক্‌স্পীয়র-প্রমুখ নব সাহিত্যিক-বৃন্দের অভ্যুদয় তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার নিকট হইতে অনুমতিপত্র লইয়া প্রথম ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। রানী এলিজাবেথ বিবাহ করেন নাই।

এলিস, হেনরী হ্যাভলক (Ellis, Henry Havelock)—(১৮৫৯—১৯৩৯)। বিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিৎ। তিনি যৌনসম্পর্কীয় বহু প্রামাণিক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

এলিসন, আর্চিবল্ড (Alison, Sir Archibold)—(১৭৯২—১৮৬৭)। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। ১৭৮৯ হইতে ১৮১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ইওরোপের একখানি ইতিহাস তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

এলেনবরা, লর্ড (Ellenborough, Lord)—(১৭৯০—১৮৭১)। ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল। তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন। তাঁহার সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

এশিয়া (Asia)—ওশিয়ানাস ও থিটিসের কন্যা। তাঁহার নাম হইতে এশিয়া মহাদেশের নামকরণ হইয়াছে (গ্রীক পুঃ)।

ঐ

ঐতরেয়—১। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকুমার। তিনি বিষ্ণু ভক্তির বলে সকলশাস্ত্রবিশারদ হইয়াছিলেন (লিঙ্গ)। ২। মহর্ষি মহীদাসের অপর নাম। তাঁহার জননীর নাম ইতরা ছিল বলিয়া তিনি ঐতরেয় নামে খ্যাত ছিলেন (ছান্দো)।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রাসুর-পত্নী।

ঐরাবত—ইন্দ্রের হস্তী, সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত হয়। ভগীরথের অনুরোধে গঙ্গার ধারাকে ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অসমর্থ হইয়া গঙ্গার শরণ গ্রহণ করে।

ঐল—১। মনুবংশীয় নরপতি সুদ্যুম্নের পুত্র। ঐল জন্মিবার পর সুদ্যুম্ন মারা যান (হরি)। ২। মহর্ষি ইলের পুত্র। তিনি ঐল পুরূরবা নামে খ্যাত ছিলেন (ভারত)।

ঐলবিল—১। বিশ্রবা মুনির অপর নাম [বিশ্রবা দ্রঃ] (লিঙ্গ)। ২। ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথের পুত্র। দশরথ ছিলেন মূলকের পুত্র (গরুড়)। ৩। ইক্ষ্বাকুবংশীয় শতরথের পুত্র (বায়ু)।

ও

ও'কনেল, ডেনিয়েল (O'Connel, Daniel)—(১৭৭৫—১৮৪৭)। বিখ্যাত আইরিশ দেশপ্রেমিক, বক্তা ও ব্যারিস্টার। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

ওকাকুরা কাকুজো—(১৮৬২—১৯১৩)। জন্মস্থান জাপানের ইয়াকোহামা। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি বাঙলাদেশে কিছুকাল ছিলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণাতেই বাঙলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা শ্রীঅরবিন্দও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী শিল্পীদের ধ্যানধারণায়ও ওকাকুরার প্রভাব বর্তমান ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার মূল্যবান্ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

ওকুমা, প্রিন্স সিগেনবু (Okuma, Prince Shigenobu)—(১৮৩৮—১৯২৩)। জাপানে উন্নত শাসনপ্রণালী প্রচলনের অন্যতম প্রবর্তক। ১৯১৪—১৯১৫ খ্রীঃ তিনি জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

ওঘবতী—১। মনুবংশীয় রাজা ওঘবানের কন্যা। তাঁহার স্বামী রাজা সুদর্শন। ২। একটি পৌরাণিক নদী। দেবাসুর যুদ্ধে স্বয়ং দেবসেনাপতি রূপে যুদ্ধ করেন। সেই সময় ওঘবতী তাঁহাকে নিজের অনুচরদের দিয়া সাহায্য করেন (বাম)। ৩। মনুবংশীয় রাজা প্রতীকের কন্যার নাম ওঘবতী ছিল (ভাগ)। [দ্রঃ।

ওডিসিউস (Odysseus)—'ইউলিসিস'

ওপস্ (Ops)—স্যাটার্নের স্ত্রী। কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ওভিড (Ovid)—(খ্রীঃ পূঃ ৪৩—১৮)। বিখ্যাত ল্যাটিন কবি। তাঁহার 'Metamorphoses' ও 'Art of Love' নামক পুস্তক দুইখানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ওম, জর্জ সাইমন (Ohm, George Simon)—(১৭৮৭—১৮৫৪)। গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী। গবেষণা করিয়া তিনি তড়িৎ-বিজ্ঞানে যে নিয়মের আবিষ্কার করেন, তাহার নাম 'Ohm's Law'। তাঁহার নাম হইতেই বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের 'Ohm' শব্দ প্রচলিত হইয়াছে।

ওমর, ১ম—(৫৮১—৬৪৪)। হজরত মোহাম্মদের প্রিয় শিষ্য। হজরতের মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় খলিফা হন। তিনি সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, মিশর ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশ জয় করেন এবং ৬৩৪—৬৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার এক ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন।

ওমর খৈয়াম—পারস্য-দেশীয় বিখ্যাত কবি ও জ্যোতির্বিদ্। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খোরাসানের নৈশাপুরে জন্ম। তাঁহার প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ' ১৮৫৯ খ্রীঃ এডওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ড কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল।

ওয়াগনার, রিচার্ড (Wagner, Wilhelm Richard)—(১৮১৩—১৮৮৩)। জার্মান গীতিকবি, সুরকার ও নাট্যকার। ব্যাভেরিয়ার রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি গীতিকাব্য রচনা করিতে থাকেন। গীতিকাব্য রচনায় তিনি নূতন রীতি প্রবর্তন করিয়া বিখ্যাত হন। প্রথম দিকে ওয়াগনারের সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া বার্নার্ড শ জীবনে খ্যাতিলাভ করেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ্‌—অযোধ্যার শেষ নবাব। তাঁহার সময়ে অযোধ্যার শাসনব্যাপারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এই অজুহাতে ভারতের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬ খ্রীঃ অযোধ্যা ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ওয়াজিদ আলিকে বার লক্ষ টাকা বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ওয়াজিদ কলিকাতার মুচিখোলায় বসবাস করিতে থাকেন।

ওয়াজেদ আলী—(৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯০—১১ই জুন, ১৯৫১)। সুপরিচিত বাঙালী সাহিত্যিক। জন্ম হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তাঁহার রচিত গল্প-পুস্তকের মধ্যে 'গুলদস্তা', 'মাশুকের দরবার', 'দরবেশের দোয়া', 'গ্রানাডার শেষ বীর', 'ইরাণ-তুরাণের গল্প' উল্লেখযোগ্য।

ওয়াট, জেমস্ (Watt, James)—(১৭৩৬—১৮১৯)। বাষ্পচালিত এঞ্জিনের আবিষ্কারক। প্রথমে তিনি গাণিতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার মনোযোগ বাষ্পের কার্যকারিতার দিকে আকৃষ্ট হয়। 'স্টীম এঞ্জিন' প্রস্তুত করিয়া তিনি ১৭৬৯ খ্রীঃ উহা রেজিস্ট্রি করিয়া লন।

ওয়াটসন (Watson, Admiral)—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়কার একজন নৌ-সেনাপতি। ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যা নামে পরিচিত ঘটনার সংঘটনের পর তিনি কয়েকখানি জাহাজ লইয়া সিরাজদ্দৌলার হস্ত হইতে কলিকাতা পুনরধিকারের জন্য মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত হন।

ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings)—(১৭৩২—১৮১৮)। কুখ্যাত গভর্নর-জেনারেল। প্রথমে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরানী হইয়া আসেন, পরে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ১৭৭৪ খ্রীঃ ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হন। তাঁহার শাসনকালে রাজা চৈতসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হয়। তাঁহার সময়ে 'সুপ্রীম কোর্ট' ও 'চীফ-জাস্টিসে'র পদ গঠিত হয়। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি তাঁহার সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা। 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র স্থাপন ও বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন তাঁহার সময়েই হইয়াছিল। বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিলে পার্লামেন্ট তাঁহাকে ঐ সমস্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করে, কিন্তু বিচারে তিনি নিরপরাধ সাব্যস্ত হন।

ওয়ারেরকার, ভার্গবরাম—(১৮৮৩—১৯৬৪)। প্রখ্যাত মারাঠী সাহিত্যিক। মারাঠী ও হিন্দী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু নাট্যকার হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 'সংগীত নাটক একাডেমী' কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান লাভ করেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ওয়ারেরকার ভাল বাঙলা জানিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাস মারাঠীভাষায় অনুবাদ করেন।

ওয়ার্ড, রেভারেণ্ড উইলিয়াম (Ward, Rev. William)—(১৭৬৯—১৮২৩)। বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক (মিশনারী)। মার্শম্যান ও কেরীর সহিত একযোগে শ্রীরামপুরে তিনি একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনে ছাপাখানার কার্যও হইত। এইখানেই তিনি বাইবেলের বাংলাভাষায় অনুবাদ ও কুড়িখানির বেশী খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম ও পুরাণবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, উইলিয়াম (Wordsworth, William)—(১৭৭০—১৮৫০)। বিখ্যাত ইংরেজ কবি। ইংল্যাণ্ডের ককারমাউথ-নামক স্থানে জন্ম। কবি কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ উভয়ে ১৭৯৮ খ্রীঃ 'Lyrical Ballads' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার ভগিনী Dorothyও সব সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ইহার পর কবি ভগিনীর সঙ্গে জার্মানী যান এবং Goslar নামক স্থানে কয়েকটি কবিতা লেখেন। সেগুলির মধ্যে 'The Prelude', 'Lucy Gray', 'Ruth' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতাগুলির মধ্যে 'Duty', 'On Intimations of Immortality', 'Excursion' ইত্যাদিও প্রধান। ১৮০২ খ্রীঃ মেরী হাচিনসনকে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ তিনি রাজকবি (Poet Laureate) হন।

ওয়ালেস, অ্যালফ্রেড রাসেল—(Wallace, Alfred Russel)—(১৮২৩—১৯১৩)। বিখ্যাত প্রকৃতিতত্ত্ববিদ। তাঁহার 'Travels on the Amazon and Rio Negro' নামক একখানি পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি মালয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া 'Malaya Archipelago' নামক পুস্তকখানি লেখেন। এই সময় প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রমবিকাশের সমস্যা সমাধান করিতে পারে বলিয়া তিনি উহা ডারউইনকে জানান। ইহার ফলেই ক্রমবিবর্তনবাদের উৎপত্তি।

ওয়ালেস, উইলিয়াম (Wallace, Sir William)—(? ১২৭২—১৩০৫)। স্কটল্যাণ্ডের স্বদেশপ্রাণ নায়ক। প্রথম এডওয়ার্ডের সহিত তিনি যুদ্ধ করেন এবং তাঁহার স্কটল্যাণ্ড-জয়ে অনেক বাধা দেন। পরে তিনি ফলকার্ক-নামক স্থানে এডওয়ার্ড কর্তৃক পরাজিত হন। ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

ওয়ালেস, এডগার (Wallace, Edgar)—(১৮৭৫—১৯৩২)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। রোমাঞ্চকর গোয়েন্দাকাহিনী লিখিয়া তিনি বিশেষ নাম করেন। তিনি ১৫০ খানি উপন্যাস রচনা করেন। 'The Four Just Men', 'Sanders of the River', 'The Angel of Terror' ইত্যাদি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

ওয়াশিংটন, জর্জ (Washington, George)—(১৭৩২—১৭৯৯)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (President)। আমেরিকার অন্তঃপাতী ভার্জিনিয়া প্রদেশে তাঁহার জন্ম। যখন ফরাসীদের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময় তিনি সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন এবং কয়েকটি স্থলে বিশেষ বীরত্ব ও কৌশল প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ধনবতী বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৭৭৫ খ্রীঃ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন এবং ১৭৮৯ খ্রীঃ যখন আমেরিকার প্রথম গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়, তখন তিনি তাহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৭৯৩ খ্রীঃ তিনি পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। ইনি তৃতীয়বার সভাপতি হইতে অস্বীকার করেন।

ওয়াশিংটন, বুকার টি. (Washington, Booker T.)—(১৮৫৮—১৯১৫)। বিখ্যাত নিগ্রো শিক্ষাব্রতী। নিগ্রো ক্রীতদাসের গৃহে তাঁহার জন্ম। আমেরিকায় দাসত্বপ্রথা উঠিয়া গেলে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং নিজের চেষ্টায় প্রভূত বিদ্যা অর্জন করেন। দাসত্বপ্রথা-সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ তিনি নিগ্রোদের জন্য প্রতিষ্ঠিত টাস্কেগী ইন্সটিটিউট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার লিখিত আত্মজীবনী (Up from Slavery) বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। 'নিগ্রো-জাতির কর্মবীর' নামে এই পুস্তকের একটি বঙ্গানুবাদ আছে।

ওয়াহাব—বিখ্যাত মুসলমান সাধুপুরুষ। তিনি ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচলিত একটি ধর্মমত আছে। মুসলমানেরা সেই মতকে 'ওয়াহাবী মত' বলেন।

ওয়েবস্টার, নোয়া (Webster, Noah)—(১৭৫৮—১৮৪৩)। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ও অভিধান-সংকলয়িতা। তাঁহার সংকলিত 'Dictionary of the English Language' বিশেষ বিখ্যাত।

ওয়েবের (Weber, Albrecht Friedrick Von)—(১৮২৫—১৯০১)। সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত। তিনি শুক্ল যজুর্বেদ ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তকের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করেন। প্রাকৃত ভাষা,

ভারতীয় ইতিহাস, জৈন-ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার পুস্তক ও প্রবন্ধ আছে।

ওয়াভেল (Wavell, Sir Archibald, Field Marshall)—(১৮৮৩—১৯৫০)। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের বড়লাট ছিলেন এবং ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি অনেকগুলি বৈঠক করেন। তাঁহার সময়েই ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত অন্তর্বর্তী কালীন সরকার (Interim Govt.) গঠিত হয়। তিনি মাউণ্টব্যাটেনের হাতে কার্যভার দিয়া যান। ১৯৪১—৪৩ খ্রীঃ তিনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

ওয়েলিংটন, ডিউক অব (Arthur Wellesley, Duke of Wellington) —(১৭৬৯—১৮৫২)। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা। তিনি সৈনিক বিভাগের কর্মচারিরূপে ১৭৯৭ খ্রীঃ ভারতে আগমন করেন এবং বিখ্যাত আসাইএর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ১৮০৫-এ ইংল্যাণ্ডে ফেরেন এবং ১৮১৫ খ্রীঃ নেপোলিয়নকে ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ তিনি রাজমন্ত্রী হন।

ওয়েলেসলি, মার্কুইস অব (Wellesley, Richard Colley, Marquis of)—(১৭৬০—১৮৪২)। ভারতের গভর্নর-জেনারেল। তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ১৭৮১ খ্রীঃ তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ১৭৯৭ খ্রীঃ গভর্নর-জেনারেলরূপে ভারতে আগমন করেন।

ওয়েলস্ (Wells, Herbert George) —(১৮৬৬—১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক। তাঁহার 'Outline of History'-নামক পুস্তকখানি বিশ্বসাহিত্যে অপরূপ দান। তাঁহার উপন্যাসগুলিকে রমন্যাস, চরিত্রমূলক সরস উপন্যাস ও আলোচনামূলক উপন্যাসে ভাগ করা হয়। 'The Wonderful Visit', 'The History of Mr. Polly', 'Kipps' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বিখ্যাত পুস্তক।

ওরাইয়ন (Orion)—বিখ্যাত শিকারী দৈত্য। সিউসের ঈনোপিয়নের কন্যা মেরোপীর পাণিপ্রার্থী হইলে ঈনোপিয়ন বিবাহের পণ-স্বরূপ তাঁহাকে সিউস দ্বীপ হইতে বন্যজন্তসমূহ দূর করিতে বলেন। তিনি অতি সহজেই কার্য সমাধা করেন, কিন্তু ঈনোপিয়ন কন্যাদানের ভান করিয়া তাঁহাকে সুরামত্ত করেন এবং সেই অবস্থায় তাঁহার চক্ষু দুইটি তুলিয়া ফেলেন। তিনি অতঃপর পূর্বের দিকে মুখ ফিরাইলেই দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করেন এবং ঈনোপিয়নকে শাস্তিদান করেন। মৃত্যুর পর তিনি নক্ষত্রমণ্ডলে স্থান পান। ভারতে এই নক্ষত্রপুঞ্জ 'কালপুরুষ' নামে খ্যাত (গ্রীক পুঃ)।

ওল্ডহ্যাম, টমাস—(১৮১৬-১৮৭৮)। তিনি দীর্ঘকাল জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার কর্ণধার ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই ভারতবর্ষে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজ আরম্ভ হয় এবং সর্বভারতীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচিত হয়। তিনি পাঁচবার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

ওল্ডেনবুর্গ, হেরমান (১৮৫৪—১৯২০)—প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্ জার্মান পণ্ডিত। তিনি জার্মান ভাষায় বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম এবং উপনিষদ্ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

ওসমান, পাশা (Osman, Pasha)—(১৮৩২—১৯০০)। বিখ্যাত তুর্ক-সেনাপতি। ১৮৭৬ খ্রীঃ সার্ভিয়ার সহিত যুদ্ধে তিনি সুনাম অর্জন করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ রাশিয়ার আক্রমণ হইতে নিপুণতার সহিত প্লেভনা রক্ষা করেন।

ওসাইরিস (Osiris)—শ্রেষ্ঠ মিশরীয় দেবতা। পিতা সেব (স্বর্গ), মাতা নুট (পৃথিবী), পত্নী আইসিস, পুত্র যমপুরীর বিচারকর্তা হোরাস। সেট তাঁহাকে হত্যা করেন, কিন্তু হোরাস তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন (বৈদেশিক পুঃ)।

ঔ

ঔর্ব—১। একজন ঋষি। প্রাচীনকালে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদের পুরোহিত ভৃগুবংশীয়দের বধ করিতে থাকেন। ভৃগুবংশীয় এক বিধবার উরু ভেদ করিয়া এক ঋষির জন্মলাভ হয়। এই ঋষিই ঔর্ব নামে খ্যাত। তিনি রাজপুত্রদের প্রথমে অন্ধ করিয়া দেন। তারপর তিনি সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বাধা দেন। তিনি তাঁহার অগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এই অগ্নি বাড়বানল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে (ভারত)। ২। দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিলে হিরণ্যকশিপুর অনুরোধে ঔর্ব কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। ফলে সমগ্র জগৎ উত্তপ্ত হইল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে তখন বিবাহ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই। তিনি হুতাশনে উরু প্রবেশ করাইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই উরু ভেদ করিয়া এক অনল উঠিল। এই ঔর্বজাত অগ্নি পৃথিবী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এই অগ্নি বাড়বানল (পদ্ম)।

ক

কংস—ভোজবংশীয় রাজা। তিনি মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র। দানবরাজ দ্রুমিলের ঔরসে উগ্রসেনের পত্নীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। মগধরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুই কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তিনি পিতাকে বন্দী করিয়া রাজা হন। তিনি দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ দেন। নারদ কংসকে বলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংসের বিনাশসাধন করিবেন। এই জন্য কংস দেবকীর গর্ভজাত সন্তানদের একে একে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয়টি সন্তানকে বিনাশ করা হইল। সপ্তম গর্ভ বসুদেবের অন্যতমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হয়। অষ্টম গর্ভজাত সন্তান শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব নন্দঘোষের সন্তান যোগমায়ার সঙ্গে পরিবর্তিত করিয়া আনেন। যোগমায়াকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিবার পূর্বেই তিনি শূন্যে উঠিয়া যান এবং যাইবার সময় বলিয়া যান যে, কংসকে যে মারিবে সে গোকুলে বাড়িতেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বেই রোহিণী বলরামকে প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণকে বধের জন্য পুতনা নামে রাক্ষসী ও প্রলম্বাদি দৈত্যগণকে কংস পাঠান, কিন্তু তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়। তখন কংস কৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রুরকে পাঠান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংস শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন (হরি)।

কংসবতী, কংসাবতী—মথুরার রাজা উগ্রসেনের অন্যতমা কন্যা ['উগ্রসেন' দ্রঃ]।

কক, রবার্ট (Koch, Robert)—(১৮৪৩—১৯১০)। প্রসিদ্ধ জীবাণু-তত্ত্ববিদ্। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু লইয়া তিনি অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করেন। এশিয়াটিক কলেরা ও বিউবোনিক প্লেগ সম্বন্ধেও তিনি অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন।

ককুৎস্থ—সূর্যবংশীয় রাজা। অপর নাম পুরঞ্জয়। পিতা শশাদ। দেবগণের সঙ্গে অসুরদের যখন যুদ্ধ হয়, তখন বৃষরূপধারী

ইন্দ্রের ককুৎ অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ককুৎস্থ হয়। তাঁহার অপর নাম ইন্দ্রবাহ (দেবীভাগ)।

কঙ্ক—১। কংসের ভ্রাতা ও উগ্রসেনের পুত্র (হরি)। ২। বাসুদেবের অন্যতম ভ্রাতা। তিনি কংসের ভগিনী কঙ্কাকে বিবাহ করেন (হরি)। ৩। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিরাটরাজভবনে এক বৎসরকাল কঙ্ক নামে আত্মগোপন করিয়াছিলেন (ভারত)।

কঙ্কা—মথুরাপতি উগ্রসেনের পাঁচ কন্যার অন্যতমা। যদুবংশীয় শূরের ঔরসে ও মারিষাণ গর্ভে বসুদেব, কঙ্ক প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কঙ্ক উগ্রসেনের কন্যা কঙ্কাকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও নকজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মে (ভাগ)।

কচ—দেবগুরু বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে রাজ্য লইয়া প্রায়ই যুদ্ধ হইত। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রসাহায্যে মৃত্যুমুখে পতিত অসুরদের পুনর্জীবিত করিতেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে কচ শুক্রাচার্যের শিষ্য হন। অসুরগণ কচের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বারবার মারিয়া ফেলেন, কিন্তু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য তাঁহার পুনর্জীবন দান করেন। অবশেষে অসুরগণ কচকে পুড়াইয়া ফেলে। কচের অস্থিভস্ম মদের সঙ্গে শুক্রাচার্যকে খাওয়ান হয়। দেবযানী ইহা জানিতে পারেন এবং তাঁহার অনুরোধে শুক্রাচার্য উদরস্থ কচকে প্রথমে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখাইয়া তাঁহার জীবন দান করিলেন। কচ উদর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিলে শুক্রাচার্য মারা যান। তখন কচ মন্ত্রবলে শুক্রাচার্যের জীবনদান করিলেন। বিদায়কালে দেবযানী কচকে স্বামীত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কচ ইহাতে রাজী হন না। তখন দেবযানী কচকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, সঞ্জীবনীবিদ্যা তাঁহার পক্ষে কোন ফলদায়ী হইবে না। কচও অভিশাপ দিলেন যে, দেবযানীকে কোনও ব্রাহ্মণসন্তান বিবাহ করিবে না (ভারত)।

কচু রায়—রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের পুত্র। প্রতাপ একবার ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্ত রায়কে তাঁহার পরিবারবর্গসহ নিহত করেন। তিনি কচুবনে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। সেই হইতে তাঁহার নাম হয় 'কচু রায়'। পরে তিনি দিল্লীর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সভায় গমন করেন এবং জাহাঙ্গীরকে সব কথা জানাইয়া মানসিংহকে লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার মন্ত্রণার ফলে মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হন। মানসিংহ কচু রায়কে যশোহরের রাজা করিয়া চলিয়া যান।

কচ্চায়ন—প্রাচীনতম পালি ব্যাকরণকার কাত্যায়ন। তাঁহার রচিত ব্যাকরণ অনুসরণে পরবর্তী কালে অনেক পালি ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল।

কটন, হেনরী (Cotton, Sir Henry)—(১৮৪৫—১৯১৫)। তিনি ১৮৯৬ হইতে ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন। তিনি ভারতের মঙ্গলের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 'New India'-নামক গ্রন্থ তাঁহার ভারতহিতৈষিতার পরিচায়ক। ১৯০৪ খ্রীঃ ভারতের জাতীয় মহাসভার বোম্বাইতে যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন।

কঠ—১। ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি (হরি)। ২। বশিষ্ঠবংশীয় গোত্রপ্রবর্তক ঋষি (ভাগ)।

কণাদ—প্রাচীন ঋষি। তিনি ষড়্দর্শনের অন্তর্গত বৈশেষিক-দর্শনের প্রণেতা। তিনি চালের খুদ (কণা) খাইয়া জীবনধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম কণাদ হয়। মতান্তরে তিনি পরমাণুবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম। অবশ্য এই ঋষির প্রকৃত নাম উলূক বা উলুক। এই কারণে কণাদ-দর্শনের অপর নাম ঔলূক্য বা ঔলুক্য-দর্শন। অনেকের মতে তিনি খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। তাই কণাদকে অনেকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন (কূর্ম, পদ্ম)।

কণিক—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছিলেন (ভারত)।

কণ্ডু—মহর্ষি। কণ্বমুনির পুত্র। গোমতীর তীরে তাঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র প্রম্লোচা নামে অপ্সরাকে মহর্ষি কণ্ডুর নিকট পাঠান। ঋষি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত বহুকাল কাটান। অবশেষে গর্ভাবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার কঠোর তপস্যা সুরু করেন (রাম, বিষ্ণু)।

কণ্ব—পুরুবংশীয় রাজা অপ্রতিরথের পুত্র। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি (হরি)। ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভজাত কন্যা শকুন্তলাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন (রাম)। ['শকুন্তলা' দ্রঃ]।

কতি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। কতি হইতে কাত্যায়নবংশ প্রতিষ্ঠিত (হরি)।

কদফিস, ১ম (Kadphises I)—কুষান রাজা। তিনি গ্রীক ও পহ্লবগণকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অধিকার করেন। তিনিই ভারতবর্ষে কুষান অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কদফিস, ২য় (Kadphises II)—প্রথম কদফিসের পুত্র। তিনি ভারতবর্ষের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসী পর্যন্ত আগমন করেন।

কদ্রু, কদ্রূ—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। কদ্রুর সহস্র অণ্ড হইতে নাগগণ জন্মগ্রহণ করে। একদিন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের পুচ্ছের বর্ণ কাল কি সাদা ইহা লইয়া সপত্নী বিনতার সহিত কদ্রুর তর্ক উপস্থিত হয়। কদ্রু কাল ও বিনতা ইহাকে সাদা বলেন। উভয়ে পণ রাখিলেন যে যাহার কথা মিথ্যা হইবে সে অপরের দাসী হইবে। কদ্রু নিজ পুত্র নাগদের অশ্বের পুচ্ছে লম্বমান থাকিতে বলিলেন। ফলে উহা কাল দেখাইল। বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন। পরে বিনতার পুত্র গরুড় তাঁহাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করেন (ভারত)।

কনগ্রিভ, উইলিয়াম (Congreve, William)—(১৬৭০—১৭২৯)। ইংল্যাণ্ডের নাট্যকার। বিখ্যাত লেখক সুইফ্‌টের সতীর্থ ছিলেন। ১৬৯৩ খ্রীঃ 'The Old Bachelor'-নামক নাটক লিখিয়া সহসা প্রসিদ্ধ হন। মিলনাত্মক নাটক লিখিয়াই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। 'The Double Dealer', 'Love for Love', 'The Way of the World' তাঁহার অন্যান্য নাটক।

কনফুশিয়াস—(খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ বা ৫৫১—৫৭০)। চৈনিক রাজনীতিবিদ্ ও সংস্কারক। তাঁহার চৈনিক নাম 'খুঙ্-ফু-ৎসে'। দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত চীনা পরিবারে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি নিম্নশ্রেণীর রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে উচ্চপদে আরোহণ করেন। তিনি বহুস্থান ভ্রমণ করেন এবং চৈনিক ধর্মগ্রন্থসকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মতবাদ ও উক্তিগুলি তাঁহার শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রায় ৩৫ কোটি শিষ্য ছিল।

কনরাড, জোসেফ (Conrad, Joseph)—(১৮৫৭—১৯২৪)। পোল-দেশীয় বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক। তাঁহার পুরা নাম Teodor Josef Konrad Korzeiowski. ইউক্রেনে তাঁহার জন্ম। মাতাপিতার সঙ্গে উত্তর রাশিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ নাগরিক

অধিকার পান। 'The Nigger of the Narcissus', 'Lord Jim', 'Almayer's Folly,' 'Nostromo' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। কয়েকটি চমৎকার ছোট গল্পও তিনি লিখিয়াছেন।

কন্স্ট্যান্টাইন, দি গ্রেট (Constantine the Great)—(২৭৪—৩৩৭)। বিখ্যাত রোমক সম্রাট্। ৩০৬ খ্রীঃ হইতে তিনি রোমের সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই কনস্ট্যান্টিনোপল শহরটির নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার আসল নাম ফ্লেভিয়াস ভ্যালেরিয়াস কনস্ট্যান্টিনাস।

কনিষ্ক—কুষান বংশীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) তাঁহার রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাঁহার রাজত্বকাল। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি (Fourth Buddhist Council) আহ্বান করেন। তাঁহার সময়েই মহাযান মতের প্রচলন হয়। তিনি বিদ্যা ও শিল্পের অতিশয় উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার সভায় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। অনেকের মতে কনিষ্ক শকাব্দের প্রবর্তক।

কনো, স্টেন—(১৮৬৭—১৯৪৮)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ওস্লো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন; তাঁহার প্রকৃত শিক্ষাগুরু প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত পিশেল। কনো ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন আর্য ও অনার্য ভাষা লইয়া বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন এবং এই সব ভাষার উপর বহু প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কন্তি, নিকোলো দে—চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভেনিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসরকাল এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া তৎ-সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দান করিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিকদের নিকট তাহা অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

কন্দর্প—১। কামদেবের অপর নাম। কন্দর্প ব্রহ্মার মানসপুত্র। কন্দর্পের স্ত্রীর নাম রতি। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব তপস্যানিমগ্ন হন। সেই সময় কন্দর্প মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে যান। ইহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কপালের আগুন দিয়া কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন (রাম)। ২। বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের অনুরোধে কামদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ করিয়া ভস্মীভূত হন। শেষে কামদেবের স্ত্রীর অনুরোধে মহাদেব এই বর দেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে কামদেব জন্মগ্রহণ করিবেন। তদবধি রতি মায়া অবলম্বন করিয়া শম্বরের পত্নী মায়াবতী নামে অবস্থান করেন (লিঙ্গ)। ৩। ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কামদেবের জন্ম। ব্রহ্মা তাঁহার বাণে জর্জরিত হইয়া নিজ কন্যা শতরূপাতে উপগত হন। সেই জন্য তিনি কামদেবকে মহাদেবের দ্বারা ভস্মীভূত হইবেন বলিয়া শাপ দেন। কামদেবের প্রার্থনায় তিনি বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও ভরতবংশের অবসানে মৎস্যরাজের পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন (ভাগ)।

কন্দর্পনারায়ণ রায়—বাঙ্গালার বারভূঁইয়ার অন্যতম। তিনি বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। তাঁহার পৌনে আট ফুট দীর্ঘ পিত্তল-নির্মিত একটি কামান এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন।

কন্দলী—ব্রহ্মার পৌত্রী ও ঊর্বের কন্যা। কন্দলী পিতার জানু হইতে উৎপন্ন হন। দুর্বাসার সহিত তিনি পরিণীতা হন। দুর্বাসা তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলেন। কন্দলী প্রাণত্যাগ করিয়া কন্দর জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মবৈ)।

কপর্দী—একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ঋগ্বেদ-অনুসারে তিনি বায়ুর জনক।

কপালী—১। মহাদেবের নাম। ব্রহ্মার সঙ্গে মহাদেব বিবাদে লিপ্ত হইয়া তাঁহার একটি মস্তক ছেদন করেন। ছিন্নমুণ্ড মহাদেবের হাতে লাগিয়া থাকে বলিয়া তাঁহার নাম কপালী হয় (রাম)। ২। দেবী ভগবতী। তিনি ব্রহ্মার কপাল ধারণ বা জগৎ পালন করেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম কপালী (দেবী)।

কপিঞ্জল—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব তাঁহার পিতা এবং অপ্সরা ঘৃতাচী মাতা। তাঁহার অপর নাম ইন্দ্রপ্রমতি।

কপিল—প্রসিদ্ধ সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মুনি। ভাগবত মতে তিনি নারায়ণের পঞ্চম অবতার। পিতা কর্দম প্রজাপতি, মাতা দেবহূতি। ইনি সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্রকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন (হরি)। ['অংশুমান' দ্রঃ]।

কপিলা—১। দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে অন্যতমা। মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী। কপিলা হইতে অলম্বুষা প্রভৃতি অপ্সরাগণ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ ও গো, অমৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে (ভারত)। ২। মহর্ষি আসুরির পত্নী। তিনি পঞ্চশিখ-নামক এক বালককে নিজের পুত্রের ন্যায় স্তন্যদান করিয়া প্রতিপালন করেন। এই বালক আসুরির শিষ্য ছিল (ভারত)।

কপিলেন্দ্রদেব—তিনি ওড়িশার রাজা ভানুদেবের মন্ত্রী হইলেও তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে 'গজপতি' উপাধি ধারণ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া বসেন। গঙ্গার পশ্চিমকূল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তিনি গৌড়েশ্বর উপাধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য গঙ্গা হইতে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কপিলেন্দ্রদেব মধ্য পঞ্চদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

কপোত—১। কশ্যপের পত্নী বিনতার গর্ভে যে সকল পক্ষী জন্মে, তাহার মধ্যে কপোত একটি (ভারত)। ২। ঋগ্বেদে কথিত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি (ঋক্)।

কবন্ধ—দিতির এক পুত্র। তাঁহার পূর্ব নাম দনু। স্থূলশিরা মুনির শাপে তিনি রাক্ষসে পরিণত হন। পরে তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘায়ু হইবার বর লাভ করেন। তখন তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইন্দ্র এই রাক্ষসের মস্তক ও জঙ্ঘা কাটিয়া ফেলেন। ইন্দ্রকে অনেক অনুনয়বিনয় করিলে তিনি কবন্ধের জীবন ধারণের জন্য হস্তদ্বয় যোজনবিস্তৃত ও মুখ কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দেন। এই অবস্থায় তাঁহার দিন দণ্ডকারণ্যে কাটিত। রামের বনবাসকালে রামলক্ষ্মণের প্রতি তিনি অত্যাচার করিতে যান। তখন রাম এই রাক্ষসের হাত দুইটি কাটিয়া দেন। তখন তাঁহার দিব্যদেহ লাভ হয়। সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া সীতার উদ্ধার করিতে কবন্ধ রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়াছিলেন (রাম)।

কবিকঙ্ক—তাঁহার জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার বিপ্রগ্রাম। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে প্রামাণিক কোন উপাদান পাওয়া যায় না। 'ময়মনসিংহগীতিকা'য় কবিকঙ্ক ও লীলার সম্বন্ধে যে জীবন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা কষ্টকর। তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বহু নূতনত্ব বর্তমান।

কবিচন্দ্র—'কবিচন্দ্র' উপাধিবিশেষ। এই নামের অনেক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ১। বৈষ্ণব পদাবলীতে কবিচন্দ্র-যুক্ত চারিটি পদ আছে। কিন্তু উহা কোন্ কবিচন্দ্রের তাহা জানিবার উপায় নাই। ২। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহদেবের (রাজ্যকাল ১৭১২—৪৮) সভাকবি শংকর চক্রবর্তীর 'কবিচন্দ্র', উপাধি ছিল। পিতা মুনিরাম চক্রবর্তী। নিবাস জেলার নিকটবর্তী পানুয়া গ্রামে। তাঁহার রচিত 'গোবিন্দমঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'পাঁচালী', 'রামায়ণ' প্রভৃতি পুস্তক

আছে। ৩। বীরসিংহদেবের রাজত্বকালে (১৬৫৬–১৬৮২) দ্বিজ কবিচন্দ্র নামে আর একজন কবি ছিলেন। তিনি 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন।

কবিরঞ্জন—তিনি শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। কবিরঞ্জন কয়েকটি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করেন।

কবিরাজ পণ্ডিত—জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাপণ্ডিত। 'রাঘবপাণ্ডবীয়' নামক মহাকাব্য তাঁহার রচিত। কবিরাজ পণ্ডিত গ্রন্থকারের নাম কিংবা উপাধি, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর—'পরমেশ্বর' দ্রঃ।

কবীর—(১৪৪০—১৫১৮)। রামানন্দের সর্বপ্রধান শিষ্য। জনপ্রবাদমতে তিনি এক ব্রাহ্মণ বিধবার গর্ভজাত সন্তান এবং মুসলমান জোলার দ্বারা লালিত। বস্ত্রবয়ন তাঁহার ব্যবসায় ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের কোন পার্থক্য নাই--ইহাই তিনি প্রচার করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণকে কবীরপন্থী বলে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় লোকই তাঁহার শিষ্য ছিল। কবীর হিন্দী ভাষায় বহু 'দোঁহা' রচনা করিয়াছিলেন।

কবীর, হুমায়ুন—'হুমায়ুন কবীর' দ্রঃ।

কমলা—লক্ষ্মীদেবীর নামান্তর ['লক্ষ্মী' দ্রঃ]।

কমলাকর পিপলাই—(৮৯৯—৯৭০? বঙ্গাব্দ)। চৈতন্যদেবের ভক্ত। জন্মস্থান সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি' গ্রামে। চৈতন্যভাগবতে তাঁহার নাম কমলাকান্ত পিপ্‌লাই বলা হইয়াছে। স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী মাহেশে আসেন এবং সেখানে তিনি জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার মিলনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই।

কমলাকর ভট্ট—বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। তাঁহার রচিত 'তত্ত্বকমলাকর', 'পূর্তকমলাকর' প্রভৃতি পুস্তক আছে।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য—গীতিকার ও পণ্ডিত। তিনি ১২১৬ বঙ্গাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি তৎকালীন বর্ধমান মহারাজের সাধক সভাপণ্ডিত ছিলেন। বর্ধমান মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি প্রতিবৎসর কোটালহাট গ্রামে শ্যামাপূজা করিতেন। তাঁহার শ্যামাসংগীত রামপ্রসাদের পদাবলীর মতই সুমিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক।

কমলা দেবী—গুজরাটরাজ ২য় কর্ণদেবের মহিষী। তাঁহার সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনিয়া পরধর্মদ্বেষী অত্যাচারী আলাউদ্দীন খিলজী গুজরাট আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যান। পরে তিনি আলাউদ্দিনের মহিষী হন।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় (জন্ম—১৯০৩)। জন্মস্থান--ম্যাঙ্গালোর। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যবিধবা হইবার পর কবি হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। পরে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। প্রতিষ্ঠাবধি সোসালিস্ট পার্টির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম আইন সভায় নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। স্বদেশপ্রেমের ফলস্বরূপ জীবনে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

কয়াধু—হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী ও বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের জননী। পিতা জম্ভাসুর। তাঁহার গর্ভে সংহ্লাদ ও হ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন। অপর নাম কমলা (ভাগ)।

করন্ধম—মহাত্মা খনীনেত্রের পুত্র। প্রকৃত নাম সুবর্চা। প্রজারা পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সুবর্চাকে রাজা করেন। তাঁহার শত্রুরা তাঁহার প্রতি পীড়ন আরম্ভ করে। তখন একদিন তিনি হাতদুটি যুক্ত করিয়া ফুঁ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এক অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইল। তিনি বিপক্ষদের পরাজিত করিয়া দিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় করন্ধম। করন্ধমের পুত্রের নাম অবীক্ষিৎ (ভারত)।

করমেতি বাঈ—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিশিষ্ট ধার্মিক মহিলা। তিনি পরশুরাম-নামক এক রাজপুরোহিতের কন্যা। তিনি স্বামিসঙ্গ হইতে বিরত থাকিতেন। পরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার পিতা যে রাজার পুরোহিত ছিলেন, সেই রাজা তাঁহার জন্য বৃন্দাবনে বাড়ি করিয়া দেন। আজও তাহা বর্তমান আছে।

করম্ভ—১। যদুবংশীয় রাজা। পিতা শকুনি (পদ্ম)। ২। দৈত্যবিশেষ। তাঁহার ভ্রাতা রম্ভ মহিষাসুরের পিতা (রাম)।

করম্ভি—যযাতিবংশীয় রাজা। তাঁহার পিতার নাম শকুনি ও পুত্রের নাম দেবরাত (ভাগ)।

করুণা—পুলস্ত্য মুনির কন্যা। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম মিত্রা।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৭৭—১৯৫৫)। দরদী কবি। নদীয়া জেলার শান্তিপুর গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার ছাত্রজীবনের সমাপ্তি হয় বি. এ. পাস করিয়া এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কর্মজীবনের সূত্রপাত। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। তাঁহার প্রথম কবিতা-সংগ্রহ 'বঙ্গমঙ্গল' দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত। 'প্রসাদী', 'ঝরা ফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'শতনরী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫১ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন।

করেণুমতি—নকুলের স্ত্রী। তাঁহার পুত্রের নাম নিরমিত্র (ভারত)।

করেলি, মেরী (Corelli, Marie)—(১৮৫৪—১৯২৪)। অতি জনপ্রিয় উপন্যাস-লেখিকা। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'A Romance of Two Worlds', 'The Sorrows of Satan' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কর্কোট, কর্কোটক—নাগবিশেষ। পিতার নাম কশ্যপ, মাতা কদ্রু। নারদের শাপে তিনি দাবানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। এমন সময় কলিগ্রস্ত নল কর্কোটককে উদ্ধার করেন। নলকে তিনি দংশন করিলে পর নলের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তখন তিনি নলকে ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে থাকিবার জন্য উপদেশ দেন। কর্কোটকের দংশনে নলের শরীরস্থ কলি কষ্ট পাইবে বলিয়া তিনি নলকে দংশন করিয়াছিলেন (ভারত)।

কর্ণ—১। কুন্তীর কানীন পুত্র। সূর্যের অনুগ্রহে কুন্তী কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হন। ঘটনাটি গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে কুন্তী কর্ণকে একটি সিন্দুকে রাখিয়া অশ্বনদীর জলে ভাসাইয়া দিলে সূত অধিরথ এবং তাঁহার স্ত্রী রাধা তাঁহাকে লালনপালন করিতে থাকেন। এই জন্য কর্ণের অপর নাম সূতপুত্র ও রাধেয়। কর্ণের আদি নাম ছিল বসুষেণ। দুর্যোধন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন এবং অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে পরশুরামের নিকট তিনি অস্ত্রশিক্ষা করেন। একটি অলর্কজাতীয় কীট তাঁহার উরু ভেদ করিয়া গেলেও তাঁহার উরুতে স্থাপিত গুরুর মস্তক তিনি নাড়ান নাই। পরশুরাম তখন জানিতে পারিলেন যে, কর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন; তখন তাঁহাকে পরশুরাম শাপ দেন যে, যুদ্ধের সময় ব্রহ্মাস্ত্র সকলের নাম কর্ণ ভুলিয়া যাইবেন। কর্ণের বিবাহ হয় পদ্মাবতীর সঙ্গে। পদ্মাবতীর গর্ভে কর্ণের বৃষসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রভৃতি পুত্র জন্মে। একবার কর্ণের অতুলনীয় দানশীলতা পরীক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সন্তান বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করিতে চান। কর্ণ তদনুসারে কার্য করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্রকে পুনর্জীবন দান করেন। প্রার্থনামাত্রই ইন্দ্র কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল লাভ করিলে ইন্দ্র তাঁহাকে শক্তি-অস্ত্র প্রদান

করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অভিমন্যু ও ঘটোৎকচকে বধ করেন। যুদ্ধের ষোড়শ দিবসে তিনি প্রধান সেনাপতিপদে বৃত হন। তিনি অর্জুনের হস্তে নিহত হন (ভারত)। ২। কলচুরিবংশীয় সম্রাট্। আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া তিনি 'ত্রিকলিঙ্গাধিপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে কলচুরি বংশের প্রাধান্য লোপ পায়।

কর্ণপুর, কবি—(১৫২৪—?) বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা। প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। পিতার নাম শিবানন্দ সেন। নিবাস কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া। চৈতন্যদেব তাঁহাকে পুরীদাস বলিয়া ডাকিতেন। সাত বৎসরের বালক পুরীদাস শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা করেন বলিয়া চৈতন্যদেব তাঁহাকে 'কর্ণপুর' আখ্যা প্রদান করেন। তিনি 'চৈতন্য-চরিত', 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ', 'আর্যাশতক', 'আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ', 'গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। কর্ণপুর কয়েকটি মধুর পদও রচনা করিয়াছিলেন।

কর্ণবতী—চিতোরের রানা সংগ্রামসিংহের রাজকার্যনিপুণা বুদ্ধিমতী পত্নী। বাহাদুর শাহ্ মালব আক্রমণ করিলে সংগ্রামসিংহ তাঁহাকে বাধা দেন। সেই ক্রোধে তিনি সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর চিতোর অবরোধ করেন। কর্ণবতী তখন হুমায়ুনের নিকট রাখী প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্য চাহেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহ্‌কে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন।

কর্ণিক—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শদাতা পাণ্ডববিরোধী মন্ত্রী।

কর্দম—ঋষিবিশেষ। তিনি প্রজাপতিদের অন্যতম। পিতার নাম কীর্তিমান। তিনি মনুর অন্যতমা কন্যা দেবহুতিকে বিবাহ করেন। দেবহুতির গর্ভে মহাত্মা কপিল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্দমের পুত্র অনঙ্গ সাধু ও প্রজাপালক ছিলেন (ভারত)।

কর্নওয়ালিস (Cornwallis, Lord)—(১৭৩৮—১৮০৫)। ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল। তিনি ১৭৮৬-এ প্রথম শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯৩-এ জমিদারদিগের সহিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement)-নামে রাজস্ববিষয়ক ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তৃতীয় মহীশূর-যুদ্ধ তাঁহারই শাসনকালে সংঘটিত হয়। ১৮০৪-এ তিনি পুনরায় গভর্নর-জেনারেলরূপে ভারতে আসেন।

কর্পূরদেবী—রাজপুতবীর পৃথ্বীরাজ চৌহানের মাতা।

কর্মদেবী—চিতোরের রানা সমরসিংহের অন্যতমা রানী। মহম্মদ শিহাবুদ্দিন ঘোরীর সহিত তরাই-নামক স্থানের যুদ্ধে সমরসিংহ ও তাঁহার শ্যালক পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দীন মেবার আক্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় শৌর্যবতী ও বুদ্ধিমতী কর্মদেবী পুরুষের বেশে সমগ্র রাজপুতনার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং কুতুবউদ্দিনকে পরাস্ত করেন। তাঁহার সপত্নী-পুত্রের নাম কর্ণ। কর্মদেবী জওহরব্রত পালন করিয়া আত্মবিসর্জন করেন।

কলম্বস, ক্রিস্টোফার—(Columbus, Christopher)—(? ১৪৪৭-১৫০৬)। প্রসিদ্ধ ইটালীয় নাবিক। ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে তাঁহার জন্ম হয়। স্পেনের রাজদম্পতি ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার সহায়তায় তিনি ১৪৯২-এ প্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন। প্রথমে তিনি কিউবা, বাহামা প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং ক্রমশঃ জ্যামেকা (১৪৯৮), আমেরিকা ও ত্রিনিদাদ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১৫০২-এ চতুর্থবার সমুদ্রযাত্রা করেন, কিন্তু রোগগ্রস্ত হইয়া ১৫০৪-এ প্রত্যাবর্তন করেন।

কলা—১। কশ্যপ মুনির মাতা। পিতা মহর্ষি কর্দম, মাতা দেবহূতি (ভাগ)। ২। বিভীষণের কন্যা। সীতা যখন অশোকবনে অবরুদ্ধা থাকেন, তখন তিনি কলার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন যে অবিন্ধ্য নামে এক রাক্ষস সীতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাবণকে অনুরোধ করিয়াছিল (রাম)।

কলাবতী—১। শ্রীরাধিকার মাতা। কান্যকুব্জরাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে এই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কলাবতীর সহিত বৃষভানু রাজার বিবাহ হয় (ব্রহ্মবৈ)। ২। কান্যকুব্জ দেশে দ্রমিল নামক গোপরাজের স্ত্রী। স্বামীর অনুমতি পাইয়া কলাবতী কশ্যপবংশীয় নরদ মুনির নিকট গমন করেন। এই মিলনে যে পুত্র জন্মে, তিনিই নারদ ঋষি (ব্রহ্মবৈ)।

কলি—যুগপ্রবর্তক দেবতাবিশেষ। কলির পিতা ক্রোধ, মাতা হিংসা, ভগিনী দুরুক্তি স্ত্রী। পুত্রের নাম ভয়, কন্যার নাম মৃত্যু। একবার রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে সংহার করিতে গেলে কলি তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। পরে পরীক্ষিৎ স্বদেশ হইতে কলিকে বিতাড়িত করিয়া দেন। কলির অত্যাচারে নিষধরাজ নল পত্নী দময়ন্তীর সঙ্গে অশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন (কল্কি)। ['নল' দ্রঃ।]

কলিঙ্গ—বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে কলিঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের নাম কলিঙ্গ (রাম)।

কলিন্স, মাইকেল (Collins, Michael)—(১৮৯০—১৯২২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন-ফিন আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি আইরিশ ফ্রী স্টেট সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি রাজস্বসচিব (১৯২১-২২) এবং আইরিশ ফ্রী স্টেটের অস্থায়ী গভর্নমেন্টের চেয়ারম্যান (১৯২২ জানুয়ারি—আগস্ট) হন। তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

কল্ডওয়েল, রবার্ট (১৮১৪-৯১)। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। দক্ষিণভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইনি বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে তাঁহার রচিত 'A Comparative Grammar of the Dravidian or South India Family of Languages' ভাষাতাত্ত্বিকদিগের নিকট অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

কল্মাষপাদ—১। সগরবংশীয় নৃপতি সুদাসের পুত্র। তাঁহার অপর নাম সৌদাস (বায়ু)। ২। বশিষ্ঠ কর্তৃক একবার বৃথা অভিশপ্ত হইয়া সৌদাস বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে যান, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বারণ করাতে তিনি সেই মন্ত্রপূত জল নিজের পায়ে ফেলিয়া দেন। সেইহেতু তাঁহার নাম কল্মাষপাদ (বিচিত্রবর্ণ পাদ) হইল (ভাগ)। ৩। ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যার রাজা। তিনি বশিষ্ঠপুত্র শক্তির শাপে রাক্ষস হইয়া তাহাকে ও বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করেন। পরে বশিষ্ঠের বরে শাপমুক্ত হন (ভারত)।

কশ্যপ—সুবিখ্যাত ঋষি। তিনি ব্রহ্মার পৌত্র ও মরীচির মানসপুত্র। অন্যমতে মরীচির ঔরসে কলা নামে পত্নীর গর্ভে জন্ম। কাহারও মতে তাঁহার পত্নী সাতটি, কাহারও মতে তেরটি। তিনি দেব, দানব, নাগ, বিহঙ্গ প্রভৃতির জনক বলিয়া কথিত আছেন। বরুণের ধেনু চুরি করার জন্য ব্রহ্মার শাপে তিনি মর্ত্যে বসুদেব নামে জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

কস্‌গ্রেভ, উইলিয়াম (Cosgrave, William)—(জন্ম ১৮৮০ এ)। প্রসিদ্ধ আইরিশ রাজনীতিবিদ্। আইরিশ ফ্রী স্টেটের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৩-এ তিনি রাজস্ব-সচিব ও ১৯২৪-এ দেশরক্ষাবিভাগের সচিব হন। তিনি ডি. ভ্যালেরার প্রতিদ্বন্দ্বী।

কস্টা, মাইকেল—(Costa, Sir Michael)—(১৮১০—১৮৮৪)। প্রসিদ্ধ বাদক। তিনি ইটালী হইতে ইংল্যাণ্ডে আগমন করিয়া ইংল্যাণ্ডের সংগীতজ্ঞমহলে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার, এস্. (১৮৫৯—১৯২৩)। বিশিষ্ট মাদ্রাজী সাংবাদিক। প্রসিদ্ধ 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি জাতীয় সংগ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং মাদ্রাজ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

কহোড়—মুনিবিশেষ। উদ্দালক মুনির শিষ্য। উদ্দালকের কন্যা সুজাতাকে তিনি বিবাহ করেন। এই সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্র ঋষির জন্ম হয় (ভারত) ['অষ্টাবক্র' দ্রঃ]।

কহ্লণ—কাশ্মীর-দেশীয় পণ্ডিত। তিনি কাশ্মীর রাজগণের ইতিহাস কবিতায় লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই ইতিহাস-গ্রন্থের নাম 'রাজতরঙ্গিণী'। তিনি ১১৪৯-এ ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তৎকালীন কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রিপুত্র ছিলেন।

কাইরন (Chiron)—দৈত্যবিশেষ। ভেষজ ও সংগীত-বিজ্ঞানে তাঁহার অপূর্ব জ্ঞান ছিল। তিনি অ্যাকিলিস ও হারকিউলিসের শিক্ষক ছিলেন।

কাউয়ার্ড, নোয়েল (Coward, Noel)—(জন্ম ১৮৯৯)। বিখ্যাত নাট্যকার ও নট। নাটক লিখিয়া এযুগে তিনি বিশেষ নাম করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'Hay Fever', 'Private Lives', 'Cavalcade', 'Bitter Sweet', 'Brief Encounter', 'Blithe Spirot' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাক্ষীবতী—রাজা কাক্ষীবানের কন্যা এবং পুরুবংশীয় রাজা ভুবিতাশ্বের স্ত্রী।

কাক্ষীবান—ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে ও বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তপশ্চর্যার সাহায্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

কাঙাল হরিনাথ—(১৮৩৩—৯৬)। জন্মস্থান নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম। তাঁহার প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার। তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষকতা এবং পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। পরে ধর্মসাধনায় অগ্রসর হন। তাঁহার রচিত বাউলগানগুলি সর্ববঙ্গে প্রচলিত ও প্রশংসিত। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম—'নজরুল' দ্রঃ।

কাটজু, ডাঃ কৈলাসনাথ—(জন্ম ১৭ই জুন, ১৮৮৭?)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ১৯১৪-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের উপাধি লইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। ১৯৩০-এ আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ হন। ইহার পর তিনি আরও কয়েকবার জেল খাটিয়াছিলেন। ১৯৪৭-এ ওড়িশার ও ১৯৪৮-এ পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল হন। কয়েকখানি আইনের বইও তিনি রচনা করিয়াছেন।

কাঠিয়া বাবা (?—১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। পাঞ্জাবের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি বৈরাগ্য অনুভব করেন। গৃহত্যাগ করিয়া তিনি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি আসমুদ্র-হিমাচল পদব্রজে ভ্রমণ করেন। কাঠিয়া বাবা একজন উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন।

কাণ্ট, ইম্মানুয়েল (Kant, Immanuel)—(১৭২৪—১৮০৪)। জার্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তাঁহার রচিত 'Critique of Pure Reason' এবং 'Critique of Practical Reason' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কাত্যায়ন—১। বৈয়াকরণ মুনি। পাণিনিসূত্রের বার্তিক তাঁহারই রচিত। তিনি কাত্যায়ন বররুচি নামে খ্যাত (কথাসরিৎসাগর)। ২। প্রাচীন ভারতের অন্যতম মহর্ষি। পিতা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মাতা কাত্যায়নী। বেদসূত্রের প্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত (স্কন্দ)।

কাত্যায়নী—১। দেবী দুর্গা। মহিষাসুরের আক্রমণে বিপন্ন দেবগণ হরিহরের শরণাগত হইলে তাঁহাদের মুখমণ্ডল হইতে উগ্র তেজ বাহির হইয়া আসে। সেই তেজ এক কন্যার আকার ধারণ করিয়া কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে পালিতা হন। এই জন্য তাঁহার নাম কাত্যায়নী হয় (বাম)। ২। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী ['কাত্যায়ন' দ্রঃ]।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১/৬২—১৯২৩)। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে এডিনবরা, গ্লাসগো এবং ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসাবিদ্যার উপাধি লাভ করেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পিতা ব্রজকিশোর বসু এবং স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কানাইলাল দত্ত—(৩১শে আগস্ট, ১৮৮৭—১০ই নভেম্বর, ১৯০৮)। বিখ্যাত শহীদ। তাঁহার বাল্যজীবনের কিছুকাল কাটে বোম্বাই ও করাচীতে। তারপর তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় চন্দননগরে কাটে। সেখানে তিনি পড়াশুনা করেন এবং সেখানেই বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তারপর তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের গুপ্তসমিতিতে যোগদান করেন এবং চন্দননগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। গুপ্তসমিতির বারীন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে কানাইলালও গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাদের জেলে বিচারাধীন অবস্থায় রাখা হয়। এই সময় তাঁহাদের দলের নরেন গোসাঁই নামে একজন যুবক রাজসাক্ষী বা 'অ্যাপ্রুভার' হয়। কানাইলাল এই নরেন গোসাঁইকে জেলে হত্যা করিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেন। ইতিমধ্যে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু নরেনের হত্যাকাণ্ডের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বি. এ. ডিগ্রি কাড়িয়া লয়।

কানিংহাম, আলেকজাণ্ডার (Cunningham, Sir Alexander)—(১৮১৪—১৮৯৩)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি সৈনিক-বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার হইয়া ভারতে আসেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। 'The Book of Indian Eras' তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

কান্তবাবু—কাশিমবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃত নাম রামকান্ত নন্দী। 'কান্তমুদী' নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। কান্তবাবুর একটি মুদীর দোকান ছিল। একবার ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার কাছে লুকাইয়া জীবনরক্ষা করেন। তারপর যখন হেস্টিংস বাংলার শাসনকর্তা হইলেন, তখন কান্তবাবুর ভাগ্য ফিরিল। তিনি হেস্টিংসের কাছে বহু জমিদারি প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রমাতামহ এই কান্তবাবুর পুত্র। রানী স্বর্ণময়ী এই বংশেরই বধূ।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৫—১৯০১)। জন্মস্থান—চব্বিশ পরগনা জেলার রাহুতা গ্রাম। জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, পরে জয়পুর মহারাজের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি 'রায়বাহাদুর' এবং 'সি. আই. ই.' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

কান্তিরঞ্জন ঘোষ (১৮৮৬—১৯৪৮)। ওমর খৈয়ামের রুবাই বা চৌপদীর ফিট্‌জেরাল্ড্-কৃত অনুবাদ অবলম্বনে বাঙলায় 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম' রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু রচনা বর্তমান আছে।

কাভুর, কাউণ্ট ক্যামিলো বেন্সো—(Cavour, Count Camillo Benso)—(১৮১০—১৮৬১)। বিখ্যাত ইতালীয় রাজনীতিবিদ্। তিনি রাজা ভিক্টর ইম্মানুয়েলের মন্ত্রিরূপে ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

কামদেব—ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁহার অপর নাম কন্দর্প।

কামন্দক—'নীতিসার' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের

অনুসরণে রচিত। ইহাতে রাজনীতি-আদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ছন্দে রচিত হইয়াছে। মহাভারতে কামন্দকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

কামা, ভিকাজি রুস্তম—(১৮৬১—১৯৩৬)। জন্ম বোম্বাই শহরে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং ভারতের বাহিরে বহু সংগঠন গড়িয়া তোলেন। মাদাম কামা সুদীর্ঘকাল ফরাসী দেশে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

কামাল পাশা—'কেমাল আতাতুর্ক' দ্রঃ।

কামিনী রায়—(১২ই অক্টোবর, ১৮৬৪—২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)। মহিলা কবি। পিতার নাম চণ্ডীচরণ সেন এবং স্বামীর নাম কেদারনাথ রায়। আট বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৬-এ বি. এ. পাস করিয়া তিনি বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীরূপে যোগদান করেন। ছোট ছোট কবিতা লিখিতেই নিপুণা ছিলেন বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত তাঁহার 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক'-নামক দীর্ঘ কবিতা দুইটিও প্রসিদ্ধ। তিনি 'আলো ও ছায়া', 'দীপ ও ধূপ', 'পৌরাণিকী', 'অশোক-সংগীত', 'জীবনপথে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

কামু, আলবার্ত—(১৯১৩ খ্রীঃ)। প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে অধ্যাপনা, শৌখিন অভিনয় ও সাংবাদিকতার সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার অত্যাধুনিক জীবন-দর্শন বিশ্বের সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি প্রধানতঃ মানবতাবাদী। ১৯৫৭ খ্রীঃ তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

কায়কোবাদ সাহেব—(১৮৫৮—১৯৫১)। প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। তাঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ কাসেম আল্ কোরেশী। জন্মস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম। ১২-১৩ বৎসর বয়সের সময় তিনি 'বিরহ-বিলাপ' ও 'কুসুম-কানন' নামক দুইখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। পরে 'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

কায়কোবাদ, সুলতান—দাসবংশের শেষ রাজা। তিনি গিয়াসুদ্দীন বলবনের পৌত্র ও বঘরা খাঁর পুত্র। জালালউদ্দীন খিলজী তাঁহাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

কারমাইকেল (Carmichael, Lord) —(১৮৫৯—১৯১৬)। বাংলার ভূতপূর্ব শাসনকর্তা। তিনি ১৯১১-এ মাদ্রাজের গভর্নর হইয়া ভারতে আসেন। বাংলা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে তিনি উক্ত প্রদেশের প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৯১২)। তাঁহার শাসনকালে ঢাকায় একটি পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। তাঁহারই নামানুসারে রংপুরে 'কারমাইকেল কলেজ' ও কলিকাতায় 'কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারিয়াপ্পা, জেনারেল কে. এম.—(জন্ম ২৮শে জানুয়ারি, ১৯০০)। ভারতের প্রাক্তন সেনাপতি। জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতের কুর্গ। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সৈন্যবিভাগে ভরতি হন। হকি, টেনিস ও ক্রিকেট খেলায় বিশেষ পারদর্শী। ১৯৪৭-এ তিনি মেজর জেনারেল হন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল তিনি সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯৪৯-এ তিনি প্রথম ভারতীয় সেনাপতি হন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহাকে 'Legion of Merit' এই উপাধি দেন। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় হাই কমিশনার।

কার্জন (Curzon, Lord)—(১৮৫৯—১৯২৫)। ভারতের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার নাম বিশেষ খ্যাত। ১৮৯৯-এ তিনি 'ভাইসরয়' হইয়া ভারতে আসেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন, পুরাতত্ত্ব-বিভাগের কার্যের প্রসার ও বঙ্গব্যবচ্ছেদ তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারত-সচিবের সঙ্গে মতের অনৈক্য হওয়াতে তিনি ১৯০৫-এ পদত্যাগ করেন। ১৯১৯-২৪ পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

কার্টরাইট, এডমাণ্ড (Cartwright, Edmund)—(১৭৪৩—১৮২৩)। যন্ত্র-চালিত তাঁতের আবিষ্কর্তা। ১৭৯০-এ তাঁহার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়।

কার্টাইয়ে, জ্যাক (Cartier, Jacques)—(১৪৯৪—১৫৫৭)। ফরাসী আবিষ্কর্তা। সেন্ট ম্যালো নামক স্থানে জন্ম। কানাডা ও সেন্ট লরেন্স নদী ও উপসাগর সম্পর্কে তাঁহার আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্তবীর্য—১। হৈহয় দেশের অধিপতি ও বিখ্যাত বীর। কার্তবীর্যার্জুন নামেই অধিক পরিচিত। মাহিষ্মতী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। একবার রাবণের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে রাবণ পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্তবীর্য রাবণকে মুক্তি দেন (রাম)। **২**। বিভিন্ন পুরাণে কথিত আছে যে তিনি জমদগ্নি মুনির কামধেনু হরণ করিয়া মুনিকে ও মুনির স্ত্রীকে বধ করেন। এই কারণে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনকে হত্যা করেন।

কার্তিক, কার্তিকেয়—শিবের পুত্র। মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে যখন রমণকার্যে নিরত ছিলেন তখন দেবতারা তাঁহার নিকট গেলে তিনি উঠিয়া পড়েন ও বীর্য মাটিতে পড়ে। পৃথিবী উহা ধরিতে না পারিয়া অগ্নিতে ফেলেন। অগ্নি হইতে শরবণে উহা নিক্ষিপ্ত হয়। এই বীর্য হইতে কার্তিকের উৎপত্তি। এ সময় তাঁহাকে কৃত্তিকাগণ লালনপালন করেন। এই জন্য তাঁহার নাম কার্তিকেয়। তারকাসুরকে বধ করায় তাঁহার অপর নাম তারকারি। কার্তিক দেব-সেনাপতি। (কার্তিকের জন্মবিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ মহাভারত, মার্কণ্ডেয়, রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ইত্যাদি পুরাণে পাওয়া যায়।)

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, দেওয়ান—(জন্ম (১৮২০—১৮৮৫)। স্বর্গীয় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা। তিনি প্রথমতঃ ফারসী ও পরে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া খাস সেক্রেটারীরূপে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ দেওয়ানী পদ লাভ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর-রাজবংশের এক ইতিহাস রচনা করেন, ইহা 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত' নামে খ্যাত। সংগীতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'গীত-মঞ্জরী' নামে সংগীত-পুস্তক তাঁহার রচনা।

কার্নার্ভন, আর্ল অব (Carnarvon, Earl of)—(১৮৬৬—১৯২৩)। ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিদ্। তিনি বহু অর্থব্যয়ে মিশরে অনেক কবর খনন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯২৩-এ তিনি রাজা তুতেন খামেনের কবর আবিষ্কার করেন।

কার্নেগী, এণ্ড্রু (Carnegie, Andrew) —(১৮৩৫—১৯১৯)। দানবীর। জন্ম স্কটল্যাণ্ডের ডানফার্মলাইনে। তিনি ১৮৪৮-এ পিতার সহিত আমেরিকায় যান। তিনি 'লৌহ-ব্যবসায়ের রাজা' বলিয়া পরিচিত। কারখানায়, টেলিগ্রাফ অফিসে ও রেলওয়ে অফিসে চাকুরি করিবার পর তিনি লৌহ-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং ইহাতেই তিনি অগাধ অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০,০০০,০০০ পাউণ্ড দান করেন।

কার্পেণ্টার, মেরী (Carpenter, Mary)—(১৮০৭—১৮৭০)। জনসেবিকা ও লেখিকা। তিনি অনাথ বালক-বালিকাগণের শিক্ষাবিধানের জন্য একটি বিদ্যালয় ও কয়েকটি সংশোধনাগার স্থাপন করেন। জনহিতকর উদ্দেশ্য লইয়া তিনি চারিবার

ভারতে আসেন। 'Last Days of Rammohan Roy' (১৮৬৬) এবং 'Six Months in India' (১৮৬৮) তাঁহার রচিত পুস্তক।

কার্ভে, ডঃ ধুন্ডু কেশব—(১৮৫৮—১৯৬২)। প্রসিদ্ধ মারাঠী শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক। নারীশিক্ষা ও নারী-সমাজের উন্নতির জন্য তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'বিধবা বিবাহ সমিতি', 'হিন্দু বিধবা গৃহ সংস্থা' এবং 'হিন্দু মহিলা বিত্তালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ-সেবার পুরস্কার স্বরূপ রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে ১৯৫৮ খ্রীঃ 'ভারতরত্ন' নামক ভারতের সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত করেন।

কার্লাইল, টমাস (Carlyle, Thomas)—(১৭৯৫—১৮৮১)। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক। স্কটল্যাণ্ডের ডামফিশায়ার নামক স্থানে জন্ম। তাঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে 'Sartor Resartus', 'Past and Present', 'French Revolution', 'Frederick the Great' প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। তিনি নির্ভীক ও শক্তিশালী লেখক ছিলেন।

কালকা—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। ইহার অসংখ্য পুত্র ছিল। ইহাদের সাধারণ নাম কালকেয়। ইহারা অতিশয় শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত ছিল।

কালকেতু—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ব্যাধ। ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর মহাদেবের শাপে পৃথিবীতে ধর্মকেতু-নামক ব্যাধের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই কালকেতু।

কালকেয়—বৃত্রাসুরের অনুচর দৈত্যগণ। তাহারা সমুদ্রে লুকাইয়া থাকিত ও রাত্রি-কালে বাহির হইয়া দেবতাদের উপর অত্যাচার করিত। অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়া এই দৈত্যদের বিনাশ সাধন করেন (রাম, স্কন্দ)।

কালনেমি—১। বিখ্যাত দানব। তিনি দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হন (রাম)। ২। পাতালবাসী রাক্ষস। তিনি বিষ্ণু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া সুমালী রাক্ষসের সহিত পাতালে চলিয়া যান (হরি)। ৩। রাবণের মাতুল। হনুমান বিশল্যকরণী আনিতে গন্ধমাদন পর্বতে গেলে তিনি হনুমানকে মারিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পরে তাঁহারই হস্তে নিহত হন (কৃত্তিবাস)।

কালপুরুষ—ব্রহ্মার পৌত্র ও সূর্যের পুত্র। যম নামেও তিনি অভিহিত। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে রামের নিকট গমন করেন এবং তাঁহারা নিভৃতে কথা বলিবার কালে কেহ সেখানে আসিলে রাম তাহাকে ত্যাগ করিবেন, রামকে এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া লন। রাম নিভৃতে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় লক্ষ্মণ দ্বারে আগত দুর্বাসার আদেশক্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে রাম বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন (রাম)।

কালভৈরব—শিবের অংশে জাত দেবতা। এই ভৈরবের হাতে কাশীরক্ষার ভার ছিল। ব্রহ্মা কাশীর মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহার একটি মুখ কাটিয়া লন। সেইদিন হইতে পঞ্চমুখ ব্রহ্মা চতুর্মুখ হন। সেই মুণ্ড যে স্থানে পড়ে, তাহা কপালমোচনতীর্থ নামে খ্যাত হয় (কূর্ম)।

কালযবন—মহর্ষি গার্গ্যের পুত্র (বিষ্ণু)। তিনি যবনরাজের দ্বারা প্রতিপালিত হন বলিয়া কালযবন নামে খ্যাত হন। মহাদেব মহাত্মা গার্গকে এক পুত্র-বর দিয়াছিলেন, তাহার ফলে কালযবনের জন্ম হয়—হরিবংশে ইহাও কথিত আছে। জরাসন্ধের অনুরোধে শাল্ব যবন-রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং কালযবনকে মথুরা আক্রমণ করিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী নগরে পলায়ন করেন। কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে নিদ্রিত মুচুকুন্দ রাজার পর্বতগুহায় লইয়া যান। কালযবন মুচুকুন্দ রাজাকে পদাঘাত করিলে তিনি জাগিয়া উঠেন এবং কালযবন ভস্মীভূত হন। মুচুকুন্দ এই বর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কেহ জাগাইলেই ভস্মীভূত হইবে (হরি)।

কালাপাহাড়—মুসলমান সেনাপতি। তাঁহার প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। মুসলমানেরা তাঁহাকে রাজু বলিয়া অভিহিত করিতেন। কাহারও মতে তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান হন। আবার মুসলমানদিগের মতে তিনি আফগান। 'কালাযবন', 'কালাসুলতান' নামেই তিনি পরিচিত হইতেন। তিনি অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির তিনি ধ্বংস করিয়াছেন। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের বহু দেবালয় তিনি ভগ্ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বাংলার নবাব সুলেমান কররানীর ও পরে দায়ুদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৫৬৮-এ উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ধ্বংস করেন। 'আকবরনামা' অনুসারে রাজদ্রোহী দায়ুদের দমনের জন্য প্রেরিত মোগল সৈন্যের হস্তে তিনি নিহত হন।

কালিদাস—ভারতবর্ষের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। তাঁহার রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক বিশ্ববিখ্যাত। 'বিক্রমোর্বশী', 'মাল-বিকাগ্নিমিত্র', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক তাঁহার রচিত। তাঁহাকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের (২য় চন্দ্রগুপ্তের) সভার নবরত্নের মধ্যে অন্যতম বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। কিন্তু অনেকে আবার তাঁহাকে প্রথম কুমারগুপ্তের সমসাময়িক বলেন। কিংবদন্তি আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন এবং পরে সরস্বতীর বরে বিদ্বান্ হন। অনেকে বলেন, কালিদাস পশ্চিম মালবের বাসিন্দা ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম-গ্রহণ করেন।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়—(? ১৭৫০—১৮২০ ?)। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। সাধারণতঃ কালী মির্জা নামে তিনি পরিচিত। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া তাঁহার জন্মস্থান। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া সংগীত শিক্ষা করেন এবং উহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

কালিদাস দত্ত—(১২২৮—১২৭৭ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান কলিকাতা। 'হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সমসাময়িক হিন্দু সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

কালিদাস নাগ—(১৮৯২—১৯৬৬, ৮ই নভেম্বর)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও সংস্কৃতিবিদ্। স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক হন। ১৯২১-এ তিনি জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতাদি বিশেষ মূল্যবান্। বঙ্গীয় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস ও সংস্কৃত বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি বই আছে।

কালিদাস রায়, কবিশেখর—(৯ই জুলাই, ১৮৮৯)। কবি ও লেখক। নিবাস—বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রাম। বি. এ. পাস করিয়া শিক্ষকতাকার্যে ব্রতী হন এবং চিরকাল শিক্ষকতাকার্যেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আধুনিক প্রসিদ্ধ কবিগণের অন্যতম। তাঁহার রচিত 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ঋতুমঙ্গল', 'ব্রজবেণু', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'রসকদম্ব', 'লাজাঞ্জলি' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক আছে। 'আহরণ' ও 'আহরণী' তাঁহার নির্বাচিত কবিতার চয়নিকা। সমালোচন-সাহিত্যে তাঁহার খ্যাতি আছে। 'বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়' ও 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' তাহার নিদর্শন।

কালিন্দী—১। মনুবংশীয় রাজা অসিতের

অন্যতমা পত্নী। কালিন্দীর পুত্র গর বা বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সগর নামে খ্যাত (রাম)। ২। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, সূর্যের কন্যা (ভাগ)।

কালিয়—কালিন্দী হ্রদবাসী নাগ বা সর্প। গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া গিয়া এই নাগ কালিন্দী-হ্রদে বাস করিতে থাকে। সৌভরি ঋষির শাপে কালিন্দীর জল গরুড়ের পক্ষে বিষস্বরূপ হইলে কালিয় উক্ত হ্রদে নির্ভয়ে বাস করে। কালিয়ের বিষে কালিন্দীর জল অপেয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে দমন করেন (ব্রহ্মবৈ)।

কালী-১। ভগবতীর অপর রূপ। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর ললাট হইতে উৎপন্ন হন। তিনি রক্তবীজ দৈত্যের রক্ত-পান করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। কালী দুর্গার অর্ধাংশস্বরূপা। সর্বদা কৃষ্ণের ভাবনার জন্য তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন (দেবী)। ২। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে শিবের নিঃশ্বাসবায়ু হইতে কালীর উদ্ভব হয় (স্কন্দ)।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—(১৮৪১—১৯০৫)। খ্যাতনামা দানবীর। কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটার ঠাকুরবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি আদর্শ জমিদার ছিলেন এবং জনহিতকর কার্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত 'বিজ্ঞান-পরিষদে'র উন্নতিকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন।

কালীকৃষ্ণ দেব—(১৮০৮—১৮৭৪)। সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী। শোভাবাজার রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। 'Rasselas', 'Gay's Fables' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকল্পে প্রভূত অর্থব্যয় করেন। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান।

কালীচরণ ঘোষ—(জেনারেল কালু ঘোষ নামে অধিকতর খ্যাত)। বীর সৈনিক। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি সমরবিভাগে প্রবেশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সমরবিভায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। তিনি ভরতপুরের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়া সরকার তাঁহাকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড)—(৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৭—৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী রেজিস্ট্রার। জন্মস্থান জব্বলপুর। পিতা হরচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। নিবাস হুগলী জেলার খন্নিয়ান গ্রাম। তিনি অসাধারণ বাগ্মী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের উকিল ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালীনাথ রায়—(১৮৭৭—১৯৪৫)। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। জন্মস্থান যশোহর। তিনি সাংবাদিকতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সহকারী ছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসরকাল লাহোরের 'দি ট্রিবিউন'-নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—(৯ই জুন, ১৮৬১—৪ঠা জুলাই, ১৯০৭)। উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট লেখক ও কবি। সাংবাদিকরূপেও তিনি প্রখ্যাত। কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে জন্ম। পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আদি নিবাস ইছাপুর (২৪ পরগনা)। ভবানীপুরে চড়কডাঙ্গা ও লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়িয়া ১৮৭৬-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি বার বৎসর কাল 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'অ্যান্টি ক্রিস্টিয়ান', 'কসমোপোলিটান' প্রভৃতি পত্রিকারও সম্পাদকতা করেন। তিনি সংগীত ও কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সমালোচকহিসাবে তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। দেশের কাজে বহুবার তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহার গুরু। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'দেশাচার', 'মিঠেকড়া', 'রুচিবিকার', 'স্বদেশ-সংগীত' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রায় বাহাদুর, বিদ্যাসাগর—(২৩শে জুলাই, ১৮৪৩—২৯শে জুলাই, ১৯১০)। প্রসিদ্ধ গদ্য-সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখক। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ। তিনি বহুকাল ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। 'বান্ধব'-নামক পত্রিকাখানির তিনি পরিচালক ছিলেন। 'প্রভাত চিন্তা', 'নিশীথ-চিন্তা', 'নিভৃত-চিন্তা' তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৪২—১৯০০)। বিগত শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ সংগীত-সাধক। যন্ত্রসংগীতে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন এবং বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতেও প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—(২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০—২৪শে জুলাই, ১৮৭০)। লেখক ও বাঙ্গালা গদ্যে মহাভারতকার। জোড়া-সাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদারবংশে জন্ম; পিতা নন্দলাল। তিনি সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি নিজের বাড়িতে 'বিদ্যোৎ-সাহিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'বিক্রমোর্বশী' ও 'মালতী-মাধব' নামে নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী-পত্রিকা', 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পরিদর্শক' ইত্যাদি পত্রিকা পরিচালন করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনি সমসাময়িক ছিলেন। 'হুতোম পেঁচার নক্সা'-নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত। তবে সংস্কৃত মহাভারতের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তিনি সপ্তদশ খণ্ডে সমাপ্ত মহাভারত নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিনা-মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আরও কয়েকখানি বই আছে।

কালীময় ঘটক—(১২৪৭—১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের লেখক। পিতা চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত, জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত রানাঘাট। 'চরিতাষ্টক' (১ম ও ২য়), 'কৃষিশিক্ষা', 'কৃষিপ্রবেশ', 'ছিন্নমস্তা', 'সর্বাঙ্গী' (উপন্যাস) প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

কালী মির্জা—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (তাহা দ্রঃ) এই নামে পরিচিত।

কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ—(৩০শে আগস্ট, ১৮৫০—১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩)। মহারাষ্ট্রবাসী বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি। তিনি 'রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি'র বোম্বাই শাখার সভ্য ছিলেন এবং ১৮৯২-এ উহার সভাপতি হন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া বিদেশে কাশীনাথ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৯২-এ তিনি বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ভাইসচ্যান্সেলার' মনোনীত হন।

কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল—(১৮৮২—১৯৩৭)। উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তিনি কর্মজীবনে ব্যারিস্টার ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর আইন অধ্যাপক ছিলেন এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন।

কাশীরাজ—প্রাচীন রাজা। এই রাজা

বারাণসী নগরীর অধিপতি ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা—অম্বা অম্বিকা ও অম্বালিকা (ভারত)।

কাশীরাম দাস (দেব)—(১৬শ শতকের শেষার্ধ)। 'ভারত-পাঁচালী' কাব্যের কবি। বাঙ্গালা পদ্যে সংস্কৃত মহাভারতের কিয়দংশ তিনি অনুবাদ করেন। জাতি কায়স্থ, পিতা কমলাকান্ত। জন্ম—বর্ধমান জেলার সিঙ্গি-গ্রাম। কমলাকান্ত সপরিবারে উড়িষ্যাতেই বাস করিতেন। কাশীরামেরা তিন ভাই—কৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিংকর, কাশীরাম ও গদাধর। তিনজনেই কবি ছিলেন। কাশীরাম আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব ও বিরাটপর্বের কতকাংশ লিখিয়া মারা যান। কাশীরামের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

কাশ্যপ—১। বিখ্যাত মুনি। পুত্র বিভাণ্ডক। বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ (রাম)। ২। মহর্ষি কাশ্যপ বিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎকে তিনি তক্ষক-দংশন হইতে রক্ষা করিতে যাইতে-ছিলেন, পথে ব্রাহ্মণবেশী তক্ষক অর্থদানে তাঁহাকে রাজার নিকট যাইতে নিবৃত্ত করেন (ভারত)।

কাশ্যা—কাশীরাজের কন্যা এবং কুরুবংশীয় রাজা জনমেজয়ের স্ত্রী। ইহার দুই পুত্র—চন্দ্রাপীড় ও সূর্যাপীড়।

কিউপিড (Cupid)—কামদেব। জুপি-টারের ঔরসে ভেনাসের গর্ভে তাঁহার জন্ম।

কিংস্‌লে, চার্লস্‌ (Kingsley, Charles)—(১৮১৯—১৮৭৫)। ইংরেজ ধর্ম-যাজক, ঔপন্যাসিক ও কবি। তাঁহার লিখিত 'Westward Ho', 'Hereward the Wake', 'Hypatia' বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'The Heroes' নামে বইখানি শিশুদের জন্য রচনা।

কিচলু, সৈফুদ্দীন—(?—১৯৬৩)। জন্মস্থান পাঞ্জাবের অমৃতসর। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্ট-রট। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অগ্রনায়ক ছিলেন। পরবর্তী কালে ভারতীয় শান্তি সংসদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪-এ তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্র কর্তৃক 'লেনিন পুরস্কারে' ভূষিত হন।

কিচেনার অব খার্টুম, আর্ল (Kitchener of Khartoum, Earl)—(১৮৫০—১৯১৬)। বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি। তিনি ১৯০২ হইতে ১৯০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চিফ বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি বিশেষ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ১৯১১-এ তিনি মিশরের কন্সাল জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ইওরোপীয় মহাসমরের প্রারম্ভে তিনি সমর-সচিবের পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত মহাযুদ্ধে ফিল্ড মার্শালও হন। রাশিয়া যাওয়ার পথে 'হ্যাম্পসায়ার' জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে ডুবিয়া গেলে জলমগ্ন হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

কিদোয়াই, রফি আমেদ—(১৮৯৪—১৯৫৪)। জন্মস্থান—উত্তরপ্রদেশ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত প্রথমাবধি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ র পর হইতেই বহুবার তিনি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

কিপলিং, রুডিয়ার্ড (Kipling, Rudyard)—(১৮৬৫—১৯৩৬)। কবি, ঔপন্যাসিক ও লেখক। জন্ম বোম্বাই শহরে। পিতার নাম জন লকউড কিপলিং। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৯ পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা-কার্যে ভারতবর্ষে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকের মতে তিনি আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের অন্যতম। 'The Jungle Book', 'Kim' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি বহু গ্রন্থের ও কবিতার রচয়িতা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কিমীরা (Chimaera)—লিডিয়ার প্রসিদ্ধ দৈত্য। তিনি অগ্নি বমন করিতেন। এই দৈত্য বেলেরোফন কর্তৃক নিহত হন।

কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৮৮৩—১৯৫৪)। জন্মস্থান যশোহর জেলার ভুগিলহাট গ্রাম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই তিনি বাঙলার বিপ্লবপ্রচেষ্টার সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এইজন্য বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিয়া দেশের যুবকদলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইখানি বই আছে।

কিরণচাঁদ দরবেশ—(জন্ম ১২২৫ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালিয়া গ্রাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী শিষ্য। তিনি একজন সুকবি। 'মন্দির', 'গানের খাতা', 'কাবেরী', 'জপজী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—(১৮৮৭—১৯৩১)। জন্মস্থান হুগলী জেলার উত্তরপাড়া। প্রসিদ্ধ সাহিত্যগোষ্ঠী 'ভারতী'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কর্মজীবনে ওকালতি ও পরে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'নতুন খাতা'।

কির্মীর—বকরাক্ষসের ভ্রাতা। কির্মীর কাম্যকবনে বাস করিতেন। ঐ বনে পাণ্ডবেরা কির্মীর কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ভীম তাঁহাকে বধ করেন (ভারত)।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—(১৮২২—১৮৭৩)। সাহিত্যসেবক। তিনি ১৮৪৬-এ এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী-সম্পাদক হন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-নামক পত্রিকার তিনি প্রথম বাঙ্গালী লেখক। তাঁহার লিখিত 'রামমোহন রায়'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া দেন। তাঁহার অধীনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিভাষীর (Interpreter) কার্য করিতেন। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'-নামক একখানি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—(১৮৪৮—১৯০৮)। জন্মস্থান হুগলী জেলার জনাই গ্রাম। মূল সংস্কৃত মহাভারতের আদ্যোপান্ত এবং চরকসংহিতা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকরূপেও সমকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্যসেবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি আজীবন পেনসন ভোগ করিয়াছেন।

কিশোরীলাল ঘোষ—(১৮৯০—১৯৩৩)। বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। কিছুকাল সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন।

কীচক—বিরাটরাজের শ্যালক, কেকয়-রাজের পুত্র। বিরাটের শত্রু ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিরাটরাজের অত্যন্ত প্রিয় হন। তিনি দ্রৌপদীকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া পড়েন। কৌশলে তিনি দ্রৌপদীকে স্বগৃহে লইয়া আসেন। দ্রৌপদী ভয়ে রাজসভায় পলায়ন করিলে তিনি রাজসভায় যান এবং তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া পদাঘাত করেন। পরে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী তাঁহাকে নাট্যগৃহে যাইতে বলেন। সেখানে স্ত্রীবেশধারী ভীম-সেনের সহিত মল্লযুদ্ধে তিনি নিহত হন।

কীট্‌স, জন (Keats, John)—(১৭৯৫—১৮২১)। বিখ্যাত ইংরেজ কবি। লণ্ডনে এক আস্তাবলরক্ষকের পুত্র। কবি শেলীর সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহার পুস্তক 'Endymion' সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহাকে খুব আঘাত দিয়াছিল। তিনি যক্ষ্মা রোগে ইটালীতে মারা যান। 'Isabella', 'The Eve of St. Agnes', 'Endymion', 'Hyperion' ও বিভিন্ন Odes তাঁহার রচিত কাব্য। তাঁহাকে 'সৌন্দর্যের কবি' বলা হইয়া থাকে।

কীথ, আর্থার বেরিডেল—(১৮৭৯—

১৯৪৪)। জন্মস্থান স্কটল্যাণ্ড। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন এবং পরে আজীবন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন এবং ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে রচিত তাঁহার গ্রন্থাবলী অমূল্য বিবেচিত হইয়া থাকে। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'The Sanskrit Drama In Its Origin', 'Development Theory and Practice', 'The Religion and Philosophy of the Veda and Upanisad', 'A History of Sanskrit Literature'.

কীর্তিবর্মা—(একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ)। চন্দেলবংশীয় জেজাকভুক্তি বা বুন্দেলখণ্ডের অধিপতি। চন্দেলবংশের গৌরববৃদ্ধির জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি চেদীরাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কবিচূড়ামণি কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন।

কীর্তিমান—শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তিনি কংস কর্তৃক নিহত হন (অগ্নি)।

কুইলার-কাউচ (Quiller-Couch, Sir Arthur Thomas)—(১৮৬৩—১৯৪৪)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধ-লেখক। ১৯১২-এ তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) হন। 'কিউ' (Q) এই ছদ্মনামেই তাঁহার অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয়। 'Dead Man's Rock', 'Troy Town', 'Studies in Literature' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কুইস্লিং (Quisling, Vidkum)—(১৮৮৭—১৯৪৫)। নরওয়ের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী। প্রথমে তিনি সৈন্যবিভাগে মেজর হন ও রাষ্ট্রসংঘের কাজে লিপ্ত থাকেন। পরে তিনি নরওয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন (১৯৩১—৩৩)। হিটলারের আমলে তিনি নরওয়ের সর্বময় কর্তা হইয়া জার্মানীকে দেশ অধিকার করিতে দেন। ঘরের শত্রু বিভীষণ রূপে তাঁহার নাম চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ অর্থে আজকাল quisling কথাটির প্রচলন আছে।

কুক (Cook, Captain James)—(১৭২৮—১৭৭৯)। অতি সাহসী নাবিক। গ্রেট ব্রিটেনের নামে তিনি স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য স্থান আবিষ্কার করেন। তাঁহার লিখিত 'Voyages Round The World' একখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ পুস্তক।

কুটিলা—১। শ্রীরাধার ননদিনী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দেখানোর জন্য তিনি রাধাকে পীড়ন করিতেন। ২। মহাদেবের তেজ হইতে জন্ম। কুটিলা গর্ভবতী হইয়া পর্বতের ধারে শরবনে গর্ভমোচন করেন। নবজাত শিশুকে ছয়জন কৃত্তিকা স্তন্যপান করাইয়াছিলেন (রাম)।

কুণাল—মহারাজ অশোকের পুত্র। পত্নীর নাম কাঞ্চনমালা। রূপবান্ কুণালকে দেখিয়া মহারাজ অশোকের বিমাতা তিষ্যরক্ষা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কুণাল তাহার প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করায় তিষ্যরক্ষা অশোকের নিকট হইতে এক সপ্তাহের জন্য রাজ্যশাসনের অধিকার গ্রহণ করে। তিষ্যরক্ষার আদেশে কুণালের চক্ষু উৎপাটিত হয়। অশোক সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া তিষ্যরক্ষার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন, কিন্তু কুণালের অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা করেন (বুদ্ধচরিত)।

কুতব-উদ্দীন আইবেক—দিল্লীর প্রথম মুসলমান সুলতান (রাজত্বকাল ১২০৬—১২১১)। তিনি তুর্কীজাতীয়। প্রথমে তিনি মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তাঁহার সেনাপতি ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ঘোরীর মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হন এবং ক্রমে ভারতের নানা প্রদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি ফকীর কুতুব-উদ্দীন উশীর নামে দিল্লীর কুতুবমিনার ও কুতুব মসজিদ নির্মাণ করেন।

কুতুবুদ্দিন—যবনদস্যু ও পরম বৈষ্ণব। শ্রীনিত্যানন্দ গৃহিণী জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবনে যাইবার কালে এই দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হন। কুতুবুদ্দিন দেবীর দ্রব্যাদি কোনক্রমেই লুণ্ঠন করিতে না পারায় দেবীর মহিমা বুঝিতে পারেন ও দেবীর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে থাকেন। তিনি পরে সঙ্গিদলের সঙ্গে পরম বৈষ্ণব হইয়া যান।

কুৎস—ঋক্‌মন্ত্রের রচয়িতা ও গোত্র-প্রবর্তক ঋষি।

কুন্তক—তিনি কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত এবং সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ আলংকারিক অভিনব গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার রচিত 'বক্রোক্তি জীবিত' অলংকারশাস্ত্রের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

কুন্তী—পাণ্ডবজননী। পিতা যদুবংশীয় শূরসেন। পিতৃদত্ত নাম পৃথা। রাজা কুন্তিভোজের নিকট পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুন্তী হয় (হরি)। মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে কুন্তীর সেবায় তিনি সন্তুষ্ট হন এবং এই বর দেন, যে দেবতাকেই কুন্তী আহ্বান করিবেন, সেই দেবতার প্রভাবে কুন্তীর পুত্র হইবে। কুমারী অবস্থায় কুন্তী সূর্যদেবকে স্মরণ করেন এবং তাঁহার ঔরসে কর্ণের জন্ম হয় ['কর্ণ' দ্রঃ]। পরে কুন্তী পাণ্ডুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর ইচ্ছায় তিনি ধর্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম ও ইন্দ্র হইতে অর্জুনকে লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে বনে গমন করেন এবং দাবানলে ভস্মীভূত হন (ভারত)।

কুন্তীভোজ, কুন্তিভোজ—যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের পিতৃস্বসা-পুত্র। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন, শূরসেনের কন্যা পৃথাকে পোষ্যকন্যারূপে গ্রহণ করেন, তদবধি পৃথার নাম 'কুন্তী'। রাজা কুন্তিভোজ কুন্তীর বিবাহের জন্য স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করেন এবং তথায় কুন্তী পাণ্ডুরাজার গলায় মাল্যদান করেন।

কুপার, উইলিয়াম (Cowper, William)—(১৭৩১—১৮০০)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। তাঁহার লিখিত 'Task' অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি জীবজন্তুদের বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কুবলাই খাঁ—(১২১৬—১২৯৪)। বিখ্যাত মোঙ্গল-সম্রাট্। চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। তিনি মোঙ্গল-সাম্রাজ্য প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করিয়া প্রায় সমগ্র চীন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র এশিয়া জয়ের পরিকল্পনা করিলেও তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তৎসত্ত্বেও সমকালে তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি তিব্বতীয় লামার নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খুব জাঁকজমকের সহিত থাকিতেন।

কুবলায়শ্ব, কুবলাশ্ব—১। সূর্যবংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র। তিনি মহর্ষি উতঙ্কের প্রীতিকামনায় ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ করেন। এই জন্য তিনি ধুন্ধুমার নামে খ্যাত (ভাগ)। ২। ইঁহার প্রকৃত নাম ঋতধ্বজ। ইনি কুবলয় নামক অশ্বে ভ্রমণ করিতেন বলিয়া এইরূপ নাম। ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে বিবাহ করেন।

কুবের—১। যক্ষরাজ। পিতা বিশ্রবা, মাতা বরবর্ণিনী। ব্রহ্মার বরে তিনি অমর ও উত্তরদিকের অধিপতি হন। তিনি প্রথমে লঙ্কায় বাস করিতেন, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলে তিনি হিমালয়ে অলকাপুরীতে বাস করিতে থাকেন (রাম)। ২। পিতা

বিশ্রবা, মাতা ইলবিলা। কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুই পুত্র ছিল (ভাগ)। ৩। কুবেরের স্ত্রীর নাম ঋদ্ধি (ভারত)। ৪। বৈশ্রবণের অপর নাম। বিশ্রবণের ঔরসে বরবর্ণিনীর গর্ভে বৈশ্রবণ জন্মগ্রহণ করেন। বৈশ্রবণ অতিশয় কুৎসিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুবের অর্থাৎ কুৎসিত দেহ হয়। স্ত্রী বৃদ্ধি, পুত্র নলকুবর (স্কন্দ)।

কুবের পণ্ডিত—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পিতা। পত্নী নাভা দেবী ['অদ্বৈতপ্রভু' দ্রঃ]।

কুব্জা—১। কংসের পরিচারিকা। মাল্য-চন্দন লইয়া রাজবাড়িতে যাইবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উহা প্রার্থনা করিলে কুব্জা অত্যন্ত সমাদরে উহা তাঁহাকে দান করেন। কৃষ্ণ কুব্জার বক্রপৃষ্ঠে হাত দিলে উহার বক্রতা নষ্ট হইয়া যায় (হরি)। ২। কুব্জা পূর্বজন্মে শূর্পণখা ছিল। রামকে পাইবার জন্য তপস্যা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে বর দেন যে, জন্মান্তরে সে রামরূপী কৃষ্ণকে পাইবে (ব্রহ্মবৈ)।

কুভিয়ে (Cuvier, George) -(১৭৬৯ —১৮৩২)। বিখ্যাত ফরাসী প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ ও শরীরতত্ত্ববিদ্। তিনি 'The Animal Kingdom Distributed according to its Organisation'-নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের রচয়িতা।

কুমার—কার্তিকেয় (তাহা দ্রঃ)।

কুমার গুপ্ত, মহেন্দ্রাদিত্য—(৪১৪—৪৫৫)। গুপ্তবংশীয় নরপতি। পিতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তাঁহার শাসনকালে গুপ্তসাম্রাজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হূণ-আক্রমণে কুমার গুপ্তকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়।

কুমারজীব—(৩৩২—৪১১)। বৌদ্ধ পণ্ডিত। মধ্য এশিয়ায় কুচাদেশে জন্ম। পিতা ভারতীয় কুমারায়ণ ও মাতা কুচাদেশের রাজার ভগ্নী জীবা। বাল্যকালে তিনি কাশ্মীরে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং বহু বৌদ্ধগ্রন্থাদি অনুবাদ করেন। তিনি চীনের সম্রাটের আদেশে ৪৩১ খণ্ডে ৯৮ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

কুমার পাল—গুজরাটের সোলাঙ্কিবংশীয় রাজা। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে তাঁহার ক্ষমতা পূর্বদিকে গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি বহু জৈন ও হিন্দু মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

কুমার সিংহ—(১৭৮২—১৮৫৮)। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদের তিনি নেতা ছিলেন। তিনি সাহাবাদ জেলার জগদীশপুরের জমিদার ছিলেন।

কুমারিল ভট্ট—আসামের অধিবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যখন সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেই সময় তিনি বৈদিকধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। তিনি শংকরাচার্যের সমসাময়িক লোক। পূর্ব-মীমাংসার ভাষ্য ও বৈদিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—(১৮৮৩—১৯৭১)। আধুনিক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবিদের অন্যতম। নিবাস-শ্রীখণ্ড, অধুনা কোগ্রাম, বর্ধমান। ১৯০৫-এ বি. এ. পাস করিয়া 'বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক' পান। তিনি শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হন। 'শতদল', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'রজনীগন্ধা', 'দ্বারাবতী', 'বনতুলসী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

কুম্ভ, রানা—(১৪০৯—১৪৬৯)। মেবারের রানা হামিরের বংশধর ও মুকুলের পুত্র। তিনি ১৪১৯-এ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মেবার অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। মালবের অধিপতি মামুদ মেবার আক্রমণ করিলে রানা কুম্ভ মামুদকে পরাজিত ও বন্দী করেন ও পরে ছাড়িয়া দেন। তিনি মেবারে ৩২টি দুর্গ ও বহু বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তাঁহার পৌত্র রানা সংগ্রাম সিংহ। ১৪৬৯-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুম্ভকর্ণ—রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। পিতা বিশ্রবা, মাতা কৈকসী বা নিকষা। পত্নী দৈত্যরাজ বলির কন্যা বজ্রজ্বালা। ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দেন যে, তিনি বৎসরে ছয় মাস নিদ্রা যাইবেন, কিন্তু অকালে কেহ নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হইলে তাঁহাকে জাগান হয় এবং তিনি যুদ্ধে নিহত হন (রাম)।

কুম্ভাণ্ড—১। রাজা বাণের মন্ত্রী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন (ভাগ)। ২। মহাদেব যখন দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর নামে অবতীর্ণ হন, তখন কুম্ভাণ্ড তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন (লিঙ্গ)।

কুম্ভিনসী, কুম্ভীনসী—১। রাক্ষসী। পিতা রাক্ষসরাজ সুমালী, মাতা কেতুমতী। মতান্তরে, পিতা রাক্ষসরাজ মাল্যবান্, মাতা অনলা (রাম)। ২। বাণাসুরের ভগিনী। বাণের স্ত্রীর প্রতি তিনি বড়ই অত্যাচার করিতেন (মৎস্য)।

কুরি, পিয়ারে (Curie, Pierre)—(১৮৫৯—১৯০৬)। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত একযোগে পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। তিনি ১৯০৩-এ পদার্থ-বিদ্যায় 'নোবেল পুরস্কার' পান।

কুরি, ম্যাডাম (Curie, Madame Marrie S.)—(১৮৬৭—১৯৩৪)। প্রসিদ্ধ মহিলা বিজ্ঞানী। তাঁহার প্রকৃত নাম মারিয়া স্ক্লোডোভ্স্কা। তিনি জাতিতে পোল। তাঁহার সহিত অধ্যাপক কুরির বিবাহ হয়। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত একযোগে পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯০৩-এ পদার্থবিদ্যায় (স্বামীর সহিত একযোগে) ও ১৯১১-এ রসায়নে 'নোবেল পুরস্কার' পান। একমাত্র তিনিই এই পর্যন্ত দুইবার নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯১১-এ তিনি ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিওলজির অধ্যাপক হন।

কুরু—১। পুরুবংশীয় রাজা। তিনি প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া কুরুক্ষেত্র নগরীতে বনবাস করিতে থাকেন। কুরুর নামানুসারেই তাঁহার বংশধরগণদের কৌরব বলা হয় (হরি)। ২। অম্বরণ রাজার পুত্র। সূর্যের কন্যা তপতী হইতে সম্বরণ রাজার জন্ম হয়। কুরু সমন্ত-পঞ্চক তীর্থের নিকটবর্তী স্থান কর্ষণ করিয়া পবিত্র কুরুক্ষেত্রের পত্তন করেন (রাম)। ৩। মহর্ষিবিশেষ (ভারত)।

কুরোপ্যাটকিন (Kuropatkin, Alexcie Nikoloaivitch)-(১৮৪৮—১৯২১)। বিখ্যাত রুশীয় সেনাপতি। ১৯০৪—০৫-এ জাপানের সহিত রুশিয়ার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি মাঞ্চুরিয়ায় রুশীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইওরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি উত্তর সীমান্তে রুশবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তারপর তুর্কিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

কুলদারঞ্জন রায়—(১৮৭৮—১৯৫০)। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রাম। তিনি একজন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ্, আলোক-চিত্রশিল্পী ও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'রবিনহুড্', 'কথাসরিৎসাগর', 'পুরাণের গল্প' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার অপর ভ্রাতা ৺সারদারঞ্জন শিক্ষাবিদ্ ও ক্রীড়াবিদ্রূপে এবং ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশুসাহিত্যিক এবং শিল্পীরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

কুল্লুক ভট্ট—(১৩শ শতক)। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার। পিতার নাম দিবাকর ভট্ট। তিনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও রাজশাহী

জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

কুশ—রামচন্দ্রের পুত্র। সীতার বনবাসকালে বাল্মীকির আশ্রমে তিনি পালিত হন ['রাম' ও 'সীতা' দ্রঃ]। সীতার অন্তর্ধানে রামচন্দ্র কুশকে রাজত্ব করিতে আদেশ দেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল (হরি)।

কুশধ্বজ—১। মিথিলার নরপতি হ্রস্বরোমনের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সীরধ্বজ। সীরধ্বজের কন্যা সীতার সহিত রামের ও উর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হইলে কুশধ্বজ নিজের কন্যা মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরতের ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিবাহ দেন (রাম) ['সীরধ্বজ' দ্রঃ]। ২। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র (রাম)।

কুশনাভ—প্রাচীন রাজা। পিতা কুশরাজ, মাতা বৈদর্ভী। কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র (রাম)।

কুশিক—১। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ ও গাধিরাজের পিতা (ভারত)। ২। বলাকাশ্ব মুনির তনয় কুশিক। কুশিকের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং গাধি নামে খ্যাত হন (ভারত)।

কূর্ম—বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু কূর্মশরীর ধারণ করেন। কূর্মরূপী ভগবান্ সমুদ্রমন্থনকালে মন্দরশৈল পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন (ভাগ)।

কৃতবর্মা—১। একজন যাদব। হৃদিকের পুত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কুরুপক্ষ অবলম্বন করেন। প্রভাসক্ষেত্রে বাসুদেবের খড়্গাঘাতে সাত্যকি তাঁহাকে নিহত করেন (ভারত)। ২। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ (কূর্ম)। ৩। অযোধ্যার রাজা। তাঁহার কন্যা মৃগাবতী। মৃগাবতীকে শতানীকের পুত্র সহস্রানীক বিবাহ করেন (গর্গ)।

কৃতবীর্য—১। চন্দ্রবংশীয় রাজা। তিনি মহর্ষি জমদগ্নিকে বধ করেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কৃতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্যার্জুনকে বধ করেন (ভারত)। ২। ভৃগুবংশীয়েরা হৈহয়বংশীয় কৃতবীর্যের পুরোহিত ছিলেন। কৃতবীর্যের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশের সন্তানগণ ভার্গবদের অনেক অর্থ আছে শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন (ভারত)।

কৃত্তিকা—১। ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মার ঔরসে ও সাবিত্রীর গর্ভে ছয়জন কৃত্তিকার জন্ম হয় (ব্রহ্মবৈ)। ২। অগ্নি সপ্তর্ষিগণের পত্নীদের দেখিয়া কামাসক্ত হন। তখন এই ছয়জন কৃত্তিকা সপ্তর্ষিপত্নীদের রূপ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে কামাসক্ত করিয়াছিলেন। এই ছয় কৃত্তিকার পুত্র ষড়ানন ও কার্তিকের নামে খ্যাত (রাম)।

কৃত্তিকাগর্ভ—কার্তিকের ধাত্রী ['কার্তিক' দ্রঃ]।

কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)—প্রসিদ্ধ রামায়ণ পাঁচালীকার। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতামহ মুরারি ওঝা। পিতা বনমালী, মাতা মানিকা (বা মেনকা)। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের সুললিত পদ্যানুবাদ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। কবি বড়গঙ্গা বা পদ্মা পার হইয়া বরেন্দ্রভূমিতে পাঠ করিতে যান এবং পাঠশেষে গৌড়েশ্বরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুবাদ করেন। তাঁহার রামায়ণ সর্বথা বাল্মীকির অনুবাদ নহে, বহু স্থলেই তিনি মৌলিক প্রতিভার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তবে বর্তমানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে যাহা পরিচিত, তাহাতে কৃত্তিবাসের মূল রচনা অক্ষুন্ন আছে কিনা সন্দেহজনক।

কৃপ—১। গৌতম মুনির পুত্র। গৌতম বা শরদ্বান ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া ইন্দ্র জানপদী নামে এক দেবকন্যাকে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে পাঠান। এই জানপদীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জন্মের পর পিতা ও মাতা উভয়েই উহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে মহারাজ শান্তনু উহাদের কৃপাপূর্বক প্রতিপালন করেন। সেই হেতু উহাদের নাম কৃপ ও কৃপী। কৃপ ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন ও পরে কৌরবপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। কৌরবকুল ধ্বংসের পর তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি পরীক্ষিৎকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন (ভারত)। ২। শরদ্বানের পুত্র শতানন্দ, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি। কোনও এক অপ্সরাকে দেখিয়া সত্যধৃতির তেজ শরবনে পড়ে, তাহা হইতে যমজ পুত্র-কন্যা জন্মে। পরে শান্তনু তাহাদের লালনপালন করেন (হরি)।

কৃপালনী, আচার্য—(১৮৮৮ জন্ম)। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ও প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা। জন্ম হায়দরাবাদ (সিন্ধু)। এম. এ. পাশ করিয়া কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহে মহাত্মা গান্ধীর সহিত যোগদান, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের খাসসচিবরূপে নিযুক্তি, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অধ্যাপনা, আচার্যরূপে গুজরাট বিদ্যাপীঠের ভারগ্রহণ তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নয়বার তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৪৫-এ মুক্তি পাইয়া তিনি ১৯৪৬ এ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। বহুদিন তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭-এ কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া তিনি কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। 'The Gandhian Way', 'The Indian National Congress', 'Gandhi the Statesman' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

কৃপী—কৃপের ভগিনী। দ্রোণাচার্যের পত্নী ও অশ্বত্থামার মাতা (ভারত)।

কৃশাশ্ব—একজন মহর্ষি। তিনি দক্ষের জামাতা এবং অর্চি ও ধীষণার স্বামী (হরি)।

কৃষ্ণ—১। নারায়ণের অষ্টম অবতার (ভাগবতমতে বিংশ অবতার)। পিতা বসুদেব, মাতা কংস-ভগিনী দেবকী। তিনি দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভাদ্ররোহিণীনক্ষত্রে তাঁহার জন্ম। কংসের ভয়ে তিনি বসুদেব কর্তৃক নন্দালয়ে নীত হন এবং সেস্থলেই যশোদার পুত্ররূপে পালিত হন। তিনি কংস ও কংসের অনুচরদিগকে নিহত করেন। তিনি কালিয়-নামক সর্পকেও দমন করিয়াছিলেন। গোপবালিকাদের সঙ্গে তাঁহার প্রেমের কথা সর্বজন-বিদিত। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়া উঠেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি। তাঁহাকে যাদবেরা রাজ্য দিতে চাহিলে তিনি গ্রহণ করেন নাই। সান্দীপনি মুনির নিকটে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এই শিক্ষাকালে পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বধ করায় তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন। তিনি বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার সহিত অর্জুনের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার কৌশলে ভীম কর্তৃক মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হন। রাজসূয় যজ্ঞে অর্চনার অর্ঘ্য সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত হইলে শিশুপাল তাঁহার নিন্দা করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার হস্তে তিনি নিহত হন। তাঁহার ভগিনী সুভদ্রা। অগ্নিদেব তাঁহাকে সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকী গদা দান করেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথি ছিলেন। জ্ঞাতিবিনাশ করিবার আশঙ্কায় অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে যে সমস্ত উপদেশ দেন, তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে আখ্যাত। যদুবংশ-ধ্বংসের পর তিনি বনগমন করেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহাকে জরা-নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। কৃষ্ণ-কাহিনীকে যাঁহারা ঐতিহাসিক

ঘটনা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের একটি বিতর্কিত মত এই যে, কৃষ্ণ সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ নবম বা দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। মহাভারত এবং বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে যে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার সহিত বৃন্দাবনলীলার কোন সম্পর্ক ছিল না। বৃন্দাবনলীলার কাহিনী পরবর্তী কালে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। ২। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশে কৃষ্ণ-নামক তিনজন নরপতির সন্ধান পাওয়া যায়।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—বিখ্যাত পাঁচালী কবি। জন্মস্থান নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রাম। পিতা মুরলীধর ঠাকুর। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। নবদ্বীপে তিনি সাহিত্য-শিক্ষা করেন। তাঁহার লিখিত 'নিমাই সন্ন্যাস', 'স্বপ্ন বিলাস', 'রাই-উন্মাদিনী', 'বিচিত্র-বিলাস', 'ভরত-মিলন', 'সুবল-সংবাদ' প্রভৃতি গীতিকাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি শেষ জীবন ঢাকায় কাটান। সেখানে তিনি 'বড়গোঁসাই' নামে পরিচিত ছিলেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, আচার্য—(১৮৪০—১৯৩২)। প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। নিবাস মাহেশ। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমসাময়িক। তিনি কিছুকাল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। রিপন কলেজের (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তিনি প্রথম অধ্যক্ষ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ফেলো মনোনীত হন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার ও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার রচিত 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' এবং অনুবাদ গ্রন্থ 'পৌল ভর্জিনী' উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণকুমার মিত্র—(১৮৫২—১৯৩৬)। সমাজসেবক। নিবাস টাঙ্গাইল মহকুমার বাঘিল গ্রাম। পিতা গুরুচরণ। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্মী ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিখ্যাত। তিনি নারীরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। বি. এ. পাস করিয়া ১৮৭৯-এ কলিকাতার সিটি স্কুলে তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। স্বদেশীযুগে তিনি সরকারী কোপে পড়িয়া কারারুদ্ধ হন (১৯০৮)। নারীরক্ষার কাজে তিনি জীবনপাত করেন। তিনি 'স্বদেশীমেলা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী—মেবারের রানা ভীমসিংহের কন্যা। তিনি বিশেষ সুন্দরী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'রাজস্থানের কুসুম' বলা হইত। মানসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তিনি রাজ্যের ও আত্মীয়স্বজনের বিপদ দূর করিবার জন্য সহাস্যে বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, স্যর—(১৮৫১—১৯২৬)। জন্মস্থান ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রাম। তিনি বিলাতে সিভিল সার্ভিস পড়িতে যান এবং আই. সি. এস. হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিভিন্ন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম বোর্ড অব্ রেভেনিউর সদস্য এবং ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ছোটলাট পদের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ভারতবাসী বলিয়া ঐ পদ লাভ করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস—বৈষ্ণব কবি। 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক। তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'বিলাপ-বিবৃত্তিমালা' (১৭৯১)।

কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)—(১৮৯৪—১৯৬২)। বিখ্যাত গায়ক। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ১৩ বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক পরলোকগত শশিমোহন দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট 'টপ্পা', গয়ার মোহিনী-প্রসাদের নিকট 'ঠুংরী' এবং প্রফেসর বদন খাঁ ও কামরুল্লার নিকট 'খেয়াল' শিক্ষা করেন। তিনি গ্রামোফোন রেকর্ড রেডিও রঙ্গমঞ্চ ও সবাক-চিত্রে অনেক গান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁহার অন্ততঃ সহস্রাধিক গান বর্তমান।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য—(১৮৭৫—১৯৪৯)। সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে শিক্ষাজগতে অসাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার মৌলিক দান দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। তাঁহার উপর বেদান্তদর্শন এবং কান্টের প্রভাব বর্তমান ছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—(১৮৩৭—১৯০৭)। সদ্ভাবকবি। জন্মস্থান খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রাম। তিনি যশোহর জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী', 'দ্বৈভাষিকী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকতা করিতেন। তিনি ফারসীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। হাফিজের কবিতাগুলি অনুবাদ করিয়া তিনি 'সদ্ভাবশতক' নাম দিয়া একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। 'সদ্ভাবশতক' ব্যতীত তিনি 'রাসের ইতিবৃত্ত', 'মোহভোগ' ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' এই কয়খানি পুস্তকও প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ—(১৭১০—১৭৮০)। নবদ্বীপের রাজা। রাজা রঘুরাম রায় তাঁহার পিতা। তিনি ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর। তিনি প্রজাবৎসল এবং গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানা পণ্ডিতের সমাবেশ হইত। তিনিই কবি ভারতচন্দ্রকে নিজের সভাকবি করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন, জ্যোতির্বিৎ অনুকূল বাচস্পতি ও বাণেশ্বর বিদ্যালংকার তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। গোপাল ভাঁড় তাঁহারই সভায় বিদূষক ছিলেন। তাঁহার হিন্দুধর্মে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি 'অগ্নিহোত্র' ও 'বাজপেয়'-নামক দুইটি যজ্ঞ করিয়া 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র' উপাধি লাভ করেন। তিনি ক্লাইবের পক্ষ হইয়া সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষতা করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—তিনি সাধারণতঃ 'লালাবাবু' নামে পরিচিত। তিনি পাইকপাড়া রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। তিনি ১৮০৩-এ উড়িষ্যার সরকারী বন্দোবস্তী মহাল সকলের দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। পরে তাহা ছাড়িয়া দেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া মথুরায় যান। লালাবাবু বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৃন্দাবনে এক মন্দির স্থাপন করেন এবং তথায় এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন অন্নসত্র "লালাবাবুর কুঞ্জ" নামে খ্যাত।

কৃষ্ণদাস—এই নামে একাধিক কবির নাম বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায়। ১। কৃষ্ণদাস মিশ্র—অম্বিকাগ্রামে জন্ম। দীন কৃষ্ণদাস এই ভনিতায় তিনি পদরচনা করিতেন। তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য। ২। দুঃখী কৃষ্ণদাস ভনিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়। তাঁহার নাম শ্যামানন্দ। ৩। 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' রচকের নাম কৃষ্ণদাস। তিনি কাশীরাম দাসের ভ্রাতা বলিয়া অনুমান করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর তাঁহার অপর নাম।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—(আঃ ১৪৯৬—আঃ ১৫৮০)। চৈতন্যপ্রভুর বিখ্যাত জীবনীকার। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রাম। পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা। বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেবের জীবনচরিত-প্রণেতা হিসাবে তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি রূপ গোস্বামীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থখানির নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

কৃষ্ণদাস পাল—(১৮৩৮—১৮৮৪)। বাগ্মী ও লেখক। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-নামক

পত্রিকার সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধ। জন্ম কলিকাতায়। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের পরিচালনা করেন। উক্ত পত্রিকায় তাঁহার লিখিত রাজনীতিমূলক প্রবন্ধগুলিই তাঁহার খ্যাতির কারণ। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস বাবাজী—হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক। অপর নাম লাল'-দাস বাবাজী। এতদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডলে আরও দুইজন কৃষ্ণদাস বাবাজী বর্তমান ছিলেন। এই তিনজন সিদ্ধ বৈষ্ণবই বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া—বিখ্যাত বৈষ্ণব রাজা। প্রকৃত নাম দিব্য সিংহ। অদ্বৈত-প্রভুর পিতা কুবের পণ্ডিত তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি কৃষ্ণদাস নাম লইয়া বৈষ্ণব হন। অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যজীবনী 'বাল্যলীলাসূত্রম্' তাঁহার লিখিত। তিনি 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী'রও বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন।

কৃষ্ণদেব রায়, রাজা—(রাজত্বকাল ১৫০৯—১৫২৯)। বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি বিজাপুরের রাজাকে পরাজিত করিয়া গুলবার্গ দুর্গ ধূলিসাৎ করেন। দক্ষিণে তিনি ভারতসমুদ্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন; সমুদ্রস্থ কয়েকটি দ্বীপেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পর্তুগিজ পর্যটক পাএস-এর মতে তিনি সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল। তিনি উৎসাহী ও উদার ছিলেন।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন—'ব্যাস' দ্রঃ।

কৃষ্ণপান্তী—(১৭৪৯—১৮০৯)। রানাঘাটের বিখ্যাত 'পাল চৌধুরী' বংশের আদি-পুরুষ। প্রথম জীবনে পান বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া তিনি 'পান্তী' আখ্যা লাভ করেন। ক্রমে তিনি ছোলা, মটর ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ক্রোড়পতি হন। তিনি অসাধারণ সত্যবাদী ছিলেন।

কৃষ্ণমিশ্র—(১২শ শতক)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়'-নামক নাটক তাঁহার রচিত। তিনি চন্দেলরাজ কীর্তি-বর্মনের আশ্রয়ে বাস করিতেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—(২৪শে মে, ১৮১৩—১১ই মে, ১৮৮৫)। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও ধর্মীয় লেখক। জন্ম কলিকাতায়। পিতা জীবনকৃষ্ণ। তিনি ডাফ সাহেবের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি খ্রীষ্টধর্মের আচার্য হন এবং 'ক্রাইস্ট চার্চ'-নামক গির্জার ভার প্রাপ্ত হন। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার সহায়তায় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরকে তিনি নিজে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। তিনি ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী, গ্রীক, হিব্রু ল্যাটিন, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষা জানিতেন। তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র সভাপতি হন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। 'হিন্দু ইউথ', 'সংবাদ সুধাংশু' প্রভৃতি সংবাদপত্র তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ষড়দর্শন সংবাদ', 'উপদেশকথা', 'The Persecuted', 'Dialogues on the Hindu Philosophy' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

কৃষ্ণরাম দাস—(১৭শ শতকের শেষার্ধ)। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার। নিবাস ২৪ পরগনার নিমতা গ্রাম। পিতার নাম ভগবতী দাস। 'কালিকামঙ্গল', 'রায়মঙ্গল', 'ষষ্ঠীমঙ্গল' ও 'শীতলামঙ্গল' কবির লিখিত পাঁচালী। 'রায়মঙ্গল' ১৬০৮ শকে (১৬৮৮ খ্রীঃ) রচিত হয়।

কৃষ্ণ সিংহ—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা দ্রঃ)।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—(১৬—১৭ শতক)। বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক এবং 'তন্ত্রসারসাধক'-নামক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের সংগ্রহকার। পিতার নাম গৌড়াচার্য মাহেশ্বর। নবদ্বীপে জন্ম। তাঁহার প্রবর্তিত রীতি অনুসারেই শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব, রাগসাগর—তিনি 'সংগীত রাগকল্পদ্রুম' (১৮৪৩)-নামক একখানি রাগ-রাগিণী-সংবলিত সংগীত-পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই 'রাগকল্পদ্রুম' পুস্তকখানি রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—(১৭৯০—১৮৮২)। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পুরুষ। হাওড়া জেলায় জন্ম। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ভারতের বহু তীর্থ তিনি ভ্রমণ করেন। পঞ্জাব, রাজপুতানা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে তিনি সর্বসমেত ৩২টি কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার চেষ্টায় পঞ্জাবে কালীভক্তি প্রসারলাভ করে।

কেকয়ী—কেকয়বংশের কন্যা, দশরথের মধ্যমা স্ত্রী ('কৈকেয়ী' দ্রঃ)।

কেকাস (Cacus)—দৈত্যবিশেষ। তিনি ভল্কান ও মেডুসার পুত্র। তিনি হার-কিউলিসের গোধনকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া হারকিউলিস তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন (বৈদে পুঃ)।

কেটো, মার্কাস (Cato, Marcus Porcius)—(২৩৪—১৪৯ খ্রীঃ পূঃ)। রোমক রাজনীতিবিদ্। সুলেখক হিসাবে তিনি যশস্বী ছিলেন। সেকালের বিলাসিতার প্রতি তিনি অত্যন্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন। সাধারণতঃ 'Cato the Censor' নামে তিনি পরিচিত।

কেতকাদাস—(জীবৎকাল ১৭দশ শতাব্দীর কাছাকাছি)। মনসামঙ্গল পাঁচালীর বিখ্যাত কবি। তিনি 'মনসার ভাসান'-নামক পালা গানের পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ। পিতার নাম শংকর মণ্ডল, ভাই অভিরাম। নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলায়। তিনি ভণিতায় কেতকাদাস (মনসা-দাস) লিখিতেন।

কেতু—১। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম (ভারত)। **২**। এক দৈত্যবিশেষ (স্কন্দ)। **৩**। অন্যতম গ্রহ (জ্যোতিষ)।

কেদমন (Cædmon)—প্রথম ইংরেজ কবি। তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাইবেলের কিয়দংশ পদ্যে রচনা করেন। আনুমানিক ৬৮০ এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৯১—১৯৬৫)। ইনি প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন ইম্পিরিয়্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

কেদারনাথ দাস, ডাঃ—(১৮৬৭—১৯৩৬)। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ। পিতা যাদবকৃষ্ণ। নিবাস কলিকাতা। ১৮৯৪ এ এম. ডি. উপাধি পান। ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তিনি ১৯০২-এ নিযুক্ত হন। তিনি Das Forceps-নামক প্রসব-যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। পরে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ হন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৫ই

ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৩—২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৯)। বিখ্যাত হাস্যরসিক ও ঔপন্যাসিক। নিবাস দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগনা। পিতা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকরির খাতিরে তাঁহাকে কিছুকাল চীনদেশে কাটাইতে হয়। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের সংগঠনে ও 'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার নাম চিরকাল যুক্ত হইয়া থাকিবে। তিনি শেষ জীবন কাশীতে ও পূর্ণিয়ায় কাটান। উত্তর জীবনে তিনি বাঙালী সাহিত্যিকদের নিকট 'দাদামশাই' নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (রসকবিতা), 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (উপন্যাস), 'আই হাজ' (উপন্যাস) বিশেষ বিখ্যাত।

কেদার রায়—বিখ্যাত বারভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদ রায়ের পুত্র (কাহারও মতে ভ্রাতা)। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যাকে হরণ করিলে তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তিনি মোগলের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং সন্দীপ-নামক স্থান মোগলের হাত হইতে কাড়িয়া লন। ১৬০৩-এ মানসিংহ তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য বাংলায় আসিলে তিনি বহু সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধজাহাজ লইয়া যুদ্ধ করেন, কিন্তু মানসিংহ কর্তৃক পরাজিত হন এবং পরে একজন হিন্দু কর্তৃক নিহত হন।

কেন, টমাস (Caine, Sir Thomas Henry Hall)—(১৮৫৩-১৯৩১)। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁহার জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির মধ্যে 'The Christian', 'The Woman Thou Gavest Me', 'The Shadow of a Crime', 'The Eternal City', 'The Prodigal Son' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

কেনেডি, জন ফিট্‌স্‌জেরাল্ড—(১৯১৭-১৯৬৩)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চত্রিংশৎ প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধাবসানে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯৫২ হইতে তিনি আমেরিকান কংগ্রেসের সিনেটর ছিলেন। ১৯৬০-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হন। ১৯৬৩-এ গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। জন কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় সভাপতি এবং সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন।

কেপলার, জোহান (Kepler, Johann)—(১৫৭১-১৬৩০)। প্রসিদ্ধ জার্মান জ্যোতির্বিদ্। গ্রহগণের গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার সেই তথ্যগুলি 'Kepler's Laws' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

কেবলকৃষ্ণ বসু—বাঙালী কবি। নিবাস ময়মনসিংহ জেলার কেদারপুর গ্রাম। 'কালীখণ্ড' (১৮১৫) ও 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'-প্রণেতা। পিতার নাম বিজয়রাম। তিনি 'সূত্রপণ্ডিত' নামে খ্যাত ছিলেন।

কেমাল আতাতুর্ক—(১৮৮১—১৯৩৮)। নব্য তুরস্কের নেতা ও সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। ১৯২২-এ তিনি গ্রীকদিগকে এশিয়া মাইনর হইতে বিতাড়িত করেন এবং ১৯২৩-এ তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি খলিফার পদ তুলিয়া দেন। তিনি পূর্বে 'কেমাল পাশা' নামে অভিহিত হইতেন। পরে 'কেমাল আতাতুর্ক' নামে অভিহিত হন।

কেম্পিস, টমাস এ. (Kempis, Thomas A.)—(১৩৮০—১৪৭১)। জার্মান ধর্মযাজক ও লেখক। 'The Imitation of Christ'-নামক একখানি মাত্র পুস্তক লিখিয়া তিনি জগদ্বিখ্যাত হন।

কেম্পেনফেল্ট, অ্যাড্‌মিরাল রিচার্ড (Kempenfelt, Admiral Richard)—(১৭১৮-১৭৮২)। ইংরেজ নৌসেনাপতি। 'রয়েল জর্জ'-নামক জাহাজে তিনি প্রায় ছয়শত নাবিকের সহিত জলমগ্ন হন।

কেরন (Charon)—দৈত্যবিশেষ। লোক মরিয়া গেলে তিনি তাহাকে নরকের পথে স্থিত 'স্টাইক্স' ও 'একিরন' নদীর পারে লইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

কেরি, উইলিয়াম, ডি. ডি. (Carey, William, D. D.)—(১৭৬১—১৮৩৪)। বাংলা গদ্যসাহিত্যের উৎসাহদাতা ইংরেজ মিশনারি। জন্ম ইংল্যাণ্ডে। ১৭৯৪-এ তিনি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া কলিকাতায় আসেন। ১৭৯৯-এ তিনি শ্রীরামপুরে একটি 'মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ঐস্থলে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তিনি বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮২৫) ও রামায়ণের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার চেষ্টায় বিভিন্ন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তিনি মহাপ্রাণ ও পরোপকারী ছিলেন।

কেরি, ফেলিক্স্—(১৭৮৬—১৮২২)। তিনি উইলিয়ম কেরির পুত্র। প্রথম জীবনে বর্মীভাষা শিক্ষা করিয়া বর্মা ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন। পরে বাঙলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া 'বিদ্যাহারাবলী' নামে এক কোষগ্রন্থ সংকলনে প্রবৃত্ত হন। ইহার প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেন। সমসাময়িক ইওরোপীয়দের মধ্যে বাঙলাভাষায় তাঁহার অধিকারই ছিল সম্ভবতঃ সর্বাধিক।

কেরেন্‌স্কি, আলেকজাণ্ডার—(Kerensky, Alexander)—(জন্ম ১৮৮১)। রাশিয়ার বিদ্রোহী নেতা। ১৯১৭ এ জুলাই হইতে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই সময়ে বলশেভিকরা তাঁহাকে বিতাড়িত করে।

কেল্‌কার, এন. সি. (Kelker, N. C.)—(১৮৭২—১৯৪৭)। সাংবাদিক। তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের ছাত্র ও সহকর্মী ছিলেন। তিনি ১৯২০-এ বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি হিন্দু-মহাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি 'কেশরী'-নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

কেলভিন, উইলিয়াম টমসন, ব্যারন (Kelvin, William Thomson, Baron)—(১৮২৪-১৯০৭)। স্কটদেশীয় বিজ্ঞানী। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাপের গতি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা অতি মূল্যবান্। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার সংস্থাপনের কার্য তাঁহার গবেষণার ফলে সফল হয়।

কেলভিন, জন (Calvin, John)—(১৫০৯—১৫৬৪)। ইওরোপীয় ধর্ম-সংস্কারক। জন্ম পিকার্ডিতে। তিনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের প্রবর্তক মার্টিন লুথারের সমসাময়িক। তিনি ক্যাথলিক ধর্মের দোষগুলি প্রদর্শন করিয়া নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন।

কেলগ, ফ্রাঙ্ক বিলিংস (Kellog, Hon. Frank Billings, Ll. D.)—(১৮৫৬—১৯৩৭)। রাজনীতিবিদ্। তিনি হেগ শহরে প্রতিষ্ঠিত 'Permanent Court of International Justice'-এর ১৯৩০ হইতে ১৯৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বিচারক ছিলেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দূতরূপে গ্রেট ব্রিটেনে যান। 'কেলগ চুক্তি' তাঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হয়। শান্তির জন্য তিনি ১৯২৯-এ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কেশব—কৃষ্ণ। কেশী নামক দৈত্যকে বধ করিবার জন্যই এই নাম লাভ করেন।

কেশব কাশ্মীরী—প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তিনি শ্রীনিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী ছিলেন। নিবাস—কাশ্মীর। নবদ্বীপে আসিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হন এবং প্রভুপদে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক 'বেদান্তভাষ্য' ও 'ভূচক্রদিগ্‌বিজয়ী'।

কেশবচন্দ্র সেন—(১৮৩৮—১৮৮৪)।

ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা। নিবাস ২৪-পরগনা জেলার নৈহাটী শহরের অন্তর্গত গরিফা। জন্মস্থান কলিকাতার কলুটোলা। পিতার নাম প্যারীমোহন সেন, পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন। ১৮৫৭-এ তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৯-এ তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন ও ইহার মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব'-নামক পত্রিকার পত্তন করেন। ১৮৭০-এ তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭০-এ তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি Indian Reform Association, নৈশ বিদ্যালয়, মাদকদ্রব্য-নিবারণ সভা প্রভৃতি গঠিত করেন। ১৮৭৮-এ তাঁহার কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ হয়। এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মসমাজে তুমুল কলহের সৃষ্টি হয়। তিনি এই সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন এবং 'নববিধান' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া নূতন ধর্মমত প্রচারে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তিনি ধর্মসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। 'জীবনবেদ'-নামক পুস্তকখানি অনেকটা আত্মজীবনীর মত।

কেশব ভারতী—চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু। পূর্বনাম কালীনাথ আচার্য। নিবাস—কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলিয়া। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যদেব ১৫১০ খ্রীঃর ২৬শে জানুয়ারি তাঁহার নিকট সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেন।

কেশিনী—বিদর্ভরাজের কন্যা। তিনি রাজা সগরের অন্যতমা পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত সন্তান অসমঞ্জস (হরি)।

কেশী—দৈত্যবিশেষ। কংসের অনুচর। কৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য কংস তাঁহাকে ব্রজে পাঠান। কেশী অশ্বরূপ ধরিয়া মুখ হাঁ করিয়া অগ্রসর হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মুখমধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন (ভাগ, হরি)।

কৈকয়ী, কৈকেয়ী—কেকয়রাজকন্যা। দশরথের মধ্যমা রানী ও ভরতের মাতা। তিনি দশরথের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরের সাহায্যে নিজ পুত্র ভরতকে রাজা ও রামকে বনে নির্বাসিত করেন। ভরত কিন্তু রাজত্ব গ্রহণ করেন নাই। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর কৈকেয়ীর মৃত্যু হয় (রাম)।

কৈকসী—সুমালী রাক্ষসের কন্যা ও বিশ্রবা মুনির পত্নী। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তাঁহার তিন পুত্র ও শূর্পণখা তাঁহার কন্যা। নিকষা নামেও তিনি পরিচিতা (রাম)।

কৈটভ—১। নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানবের সৃষ্টি হয়। তাহারা অত্যাচারী ছিল। নারায়ণ তাহাদের ধ্বংস করেন। মধু ও কৈটভের মেদে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর নাম হয় মেদিনী (রাম)। ২। ব্রহ্মা নারায়ণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া পদ্মপাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার উপরে নারায়ণ দুই বিন্দু জল নিক্ষেপ করেন। উহার এক বিন্দু মধুর মত প্রভাবিশিষ্ট ছিল; ঐ বিন্দু হইতে তমোগুণসম্পন্ন মধু আর অপর বিন্দু হইতে রজোগুণসম্পন্ন কৈটভের উৎপত্তি হয়। এই দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ চুরি করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। পরে তাহারা নারায়ণ কর্তৃক নিহত হয় (ভারত)।

কৈলাসচন্দ্র বসু—(১৮২৭—১৮৭৮)। শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। কলিকাতায় জন্ম। প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু, পিতা হরলাল বসু। সুবক্তা হিসাবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি 'Literary Chronicle'-নামক একখানি পত্রিকা বাহির করেন। 'বেঙ্গল রেকর্ডার', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি Civil Finance Commission-এর সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি আঠার বৎসর বেথুন সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন।

কোপার্নিকাস, নিকোলাস (Copernicus, Nicolas)—(১৪৭৩—১৫৪৩)। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ। তিনি জাতিতে পোল। পাশ্চাত্য জগতে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন যে, সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।

কোমটে, অগস্ট (Comte, Auguste)—(১৭৯৮—১৮৫৭)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক। একাদশ বর্ষকাল পরিশ্রম করিয়া ১৮৪২-এ তিনি ছয়টি বৃহৎ খণ্ডে তাঁহার 'Positive Philosophy'-নামক অমর গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কোরেশী মাগন—বাংলা চন্দ্রাবতী কাব্যের কবি। তিনি আরাকানের রোসাঙ্গের রাজপুত্র ছিলেন। তিনি জাতিতে মগ। তাঁহার নামের শেষে ঠাকুর এই পদ দেখা যায়। তিনি কবি আলাওলের সমসাময়িক ছিলেন।

কোর্টেস (Cortes Hernando)—(১৪৮৫—১৫৪৭)। স্পেনীয় নেতা। মেক্সিকো-বিজেতারূপে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। তিনি মেক্সিকোর গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কোলব্রুক হেনরী টমাস (Colbrook, Henry Thomas)—(১৭৬৫—১৮৩৭)। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮০১-এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃতের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮০৫-এ তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন। তিনি বেদ, জৈনধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। 'Digest of the Hindu Law on Contracts and Succession' তাঁহারই লিখিত (১৭৯৮ খ্রীঃ)। তিনি ১৮০৭ হইতে ১৮১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর (Coleridge, Samuel Taylor)—(১৭৭২—১৮৩৪)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। তিনি Robert Southey ও Wordsworth-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 'Ancient Mariner', 'Kublai Khan' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁহার লিখিত 'Biographia'-নামক সমালোচনা পুস্তক ইংরেজী সাহিত্যে একটি বিশেষ অবদান।

কোল্ট, স্যামুয়েল (Colt, Samuel)—(১৮১৪—১৮৬২)। পিস্তল আবিষ্কারক। তিনি হার্টফোর্ড্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

কৌটিল্য (চাণক্য)—(জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী)। মৌর্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ব্রাহ্মণ। তিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও অভিহিত হন। তাঁহার সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'অর্থশাস্ত্র' নামে তাঁহার রাজনীতির একখানি পুস্তক আছে। তাঁহার পূর্বে যে সব অর্থশাস্ত্র ছিল, সেই সকল শাস্ত্র অবলম্বনে ইহা লিখিত। তাঁহার অত্যন্ত কূটনৈতিক জ্ঞান ছিল বলিয়া খ্যাতি আছে।

কৌশল্যা—দশরথের প্রধানা রানী ও রামচন্দ্রের জননী। দক্ষিণ কোশলের রাজার কন্যা বলিয়া তাঁহার নাম কৌশল্যা হইয়াছে। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর তিনি দেহত্যাগ করেন (রাম)।

কৌশিক—১। মুনিবিশেষ। তিনি মাতাপিতার অনুমতি না লইয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে যান। একদিন একটি বক গাত্রে পুরীষ ত্যাগ করিলে, ক্রোধে তিনি ঐ বককে ভস্ম করিয়া ফেলেন। অতঃপর ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষার জন্য আসেন। গৃহিণী পূর্বে স্বামীর সেবা করিয়া পরে তাঁহাকে ভিক্ষা দেন। কৌশিক ক্রুদ্ধ হইলে গৃহিণী তাঁহাকে মিথিলায় ধর্মব্যাধের নিকট উপদেশ লাভের জন্য যাইতে বলিলেন।

সেখান হইতে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি গৃহে ফিরেন ও মাতাপিতার সেবায় নিযুক্ত হন (ভারত)। ২। 'বিশ্বামিত্র' দ্রঃ।

কৌশিকী—১। গাধি রাজার কন্যা সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। সত্যবতী পরে কৌশিকী নামে নদী হন (বিষ্ণু বায়ু)। ২। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ সুমতির স্ত্রী কৌশিকী (স্কন্দ)।

ক্যাক্সটন, উইলিয়াম (Caxton, William)—(১৪২২—১৪৯১)। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত কেন্টে জন্ম। তিনি সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করেন।

ক্যাটিলিনা, লুসিয়াস সার্জিয়াস (Catilina, Lucius Sergius)—(১০৮—৬২ খ্রীঃ পূঃ)। রোমক রাজনীতিক। তিনি কন্সাল সিসেরোর বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই।

ক্যাটুলাস, কেয়াস ভ্যালেরিয়াস (Catullus, Caius Valerius)—(৮৭—৫৪ খ্রীঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক কবি। গীতিকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

ক্যাডমাস (Cadmus)—গ্রীক পুরাণের রাজপুত্র। ফিনিসিয়ার রাজার ছেলে। তাঁহার ভগ্নী ইউরোপাকে জিউস বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া গেলে তিনি পিতার আদেশে ভগ্নীকে খুঁজিতে যান। তাঁহার সঙ্গীরা এক দানব কর্তৃক নিহত হয়। তিনি গ্রীক দেবী অ্যাথেনির সাহায্যে সেই দানবটিকে পরাভূত করেন এবং তাহার দাঁত মাটিতে পুঁতিয়া দেন। সেই দাঁত হইতে অসংখ্য সশস্ত্র লোক জন্মগ্রহণ করে। ক্যাডমাস তাহাদের মধ্যে একখণ্ড পাথর ফেলিয়া দিলে তাহারা কাটাকাটি করিয়া মারা পড়ে। কেবল পাঁচজন জীবিত থাকে। এই পাঁচজন ক্যাডমাসকে থিবস্ নগরী প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। তিনি গ্রীক বর্ণমালার প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত।

ক্যাথারিন অব অ্যারাগন (Catherine of Aragon)—(১৪৮৫—১৫৩৬)। ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর প্রথমা পত্নী। পূর্বে হেনরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাকে হেনরী ত্যাগ করিতে চাহিলে পোপ তাঁহার মত দেন নাই। ফলে, হেনরী ইংল্যাণ্ডে 'Reformation' আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। ১৫২৬-এ তাঁহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।

ক্যাথারিন ডি' মেডিচি (Catherine de' Medici)—(১৫১৯—১৫৮৯)। ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর রানী। তিনি অতি শক্তিমতী মহিলা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র নবম চার্ল্‌সের হইয়া তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট-মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধতা করায় 'সেন্ট বার্থলমিউ'র কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়।

ক্যাথারিন ২য় (Catherine II, Empress of Russia)—(১৭২৯—১৭৯৬)। তিনি রাশিয়ার রাজা তৃতীয় পিটারের রানী। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্যের শাসনভার তাঁহার উপর পতিত হয়। তিনি প্রথমে উত্তমরূপে শাসনকার্য চালাইলেও পরে অত্যন্ত ব্যভিচারিণী হইয়া উঠেন। তাঁহাকে সেমিরামিস অব দি নর্থ (Semiramis of the North) বলা হয়।

ক্যাথারিন, সেন্ট্ (Catherine, St)—অ্যালেকজান্ড্রিয়া নগরীর বিখ্যাত ধর্মপ্রাণা কুমারী। তিনি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবার জন্য ৩০৭-এ বিশেষ উৎপীড়িতা হন। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পূর্বে লোহার শিক-বিশিষ্ট চাকায় ফেলিয়া যন্ত্রণা দেওয়া হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহা হইতে 'সেন্ট ক্যাথারিনের চক্র' (St. Catherine's Wheel) নাম হইয়াছে। প্রতি বৎসর ২৫শে নভেম্বর তাঁহার স্মরণে উৎসব হইয়া থাকে।

ক্যানিউট দি গ্রেট (Canute the Great)—(৯৯৫—১০৩৫)। ডেনমার্কের রাজা। তিনি সৈন্যদলসহ ডেনমার্ক হইতে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা Ethelred the Unreadyকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার পিতা সোয়েইনকে রাজা করেন। ১০১৪-এ পিতার মৃত্যুর অনেক দিন পরে তিনি রাজা হন।

ক্যানিং, আর্ল অব (Canning, Earl of)—(১৮১২—১৮৬২)। ভারতবর্ষের প্রথম রাজপ্রতিনিধি (Viceroy)। ক্যানিং ১৮৫৬-এ গভর্নর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসেন। তাঁহার শাসনভার গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যেই সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। তাঁহার শাসনকালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ক্যাপিটোলিনাস (Capitolinus)—জুপিটারের অন্য নাম। ক্যাপিটল পর্বতে তাঁহার মন্দির থাকায় তিনি এই নামে পরিচিত হন।

ক্যাবট, সিবাস্টিয়ান (Cabot, Sebastian)—(১৪৭৪—১৫৫৭)। বিখ্যাত ইতালীয় নাবিক ও আবিষ্কারক। তিনি ইতালীয় নাবিক জন ক্যাবটের পুত্র। ১৪৯৭-এ তিনি লাব্রাদর আবিষ্কার করেন। পরে তিনি আমেরিকার উপকূলভাগের ১৮০০ মাইল ভ্রমণ করেন। ভারতে আসিবার উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ তিনি পিতার সাহায্যে এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর পৃষ্ঠপোষকতায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন।

ক্যাভেল, এডিথ লুইসা (Cavell, Edith Louisa)—(১৮৬৫—১৯১৫)। বিখ্যাত ইংরেজ নার্স। তিনি বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে আহত ব্রিটিশ সৈন্যদের বেলজিয়াম হইতে অপসারণের চেষ্টায় সাহায্য করিবার অভিযোগে অভিযুক্তা হন। জার্মানরা তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

ক্যামিলাস, মার্কাস ফিউরিয়াস (Camillus, Marcus Furius)—(৪৪৬—৩৬৫ খ্রীঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। তিনি রোমের গণতন্ত্রের পাঁচবার 'ডিক্টেটর' হন।

ক্যামেরন, ভার্নে লাভেট (Cameron, Varney Lovett)—(১৮৪৪—১৮৯৪)। প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। তিনিই প্রথম পূর্ব হইতে পশ্চিমে আফ্রিকা অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের আবিষ্কারক। ১৮৭২-এ তিনি লিভিংস্টোনকে অনুসন্ধান করিতে গমন করেন এবং ১৮৭১-এ আফ্রিকার কয়েকজন আদিম অধিবাসীকে তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখেন।

ক্যাম্বেল, স্যার জর্জ (Campbell, Sir George)—(১৮২৪—১৮৯২)। বাংলার পঞ্চম গভর্নর। ১৮৭১-এ তিনি বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। রোডসেস নামক কর-প্রথা, কয়েদীদের সশ্রম কারাদণ্ড, প্রেসিডেন্সি কলেজ নির্মাণ, সব ডেপুটি কলেক্টরের পদ সৃষ্টি তাঁহার শাসনকালের ঘটনা। তিনি 'Statistics', 'Ethnology', 'A Hand-Book of the Eastern Questions' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন।

ক্যাম্বেল, টমাস (Campbell, Thomas)—(১৭৭৭—১৮৪৪)। ইংরেজ কবি। 'Ye Mariners of England', 'Hohenlinden', 'The Battle of the Baltic' প্রভৃতি কবিতা এবং 'The Pleasures of Hope'-নামক কাব্য তাঁহার রচনা।

ক্যাম্বেল, স্যার ম্যালকম (Campbell, Sir Malcolm)—(১৮৮৫—১৯৪৮)। দ্রুত মোটরগাড়ি চালনার জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৩২-এ তিনি ডেটোনা সমুদ্রতীরে ঘণ্টায় ২৫৩·৯ মাইল বেগে গাড়ি চালনা করেন। ১৯৩৩-এ তিনি ঘণ্টায় ২৭২·১০৮ মাইল বেগে মোটর চালান। তাঁহার সর্বোচ্চ 'রেকর্ড' ঘণ্টায় ৩০১·১৩৩৭ মাইল (১৯৩৫)।

ক্যারল, লুইস্ (Carroll, Lewis) —(১৮৩২-১৮৯৮)। জন্মস্থান ইংলণ্ড। এই ছদ্মনামধারী লেখকের প্রকৃত নাম চার্লস ডজসন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক হইলেও অদ্ভুত রসাত্মক সাহিত্য-রচনায় তিনি সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যিকদের মধ্যমণিরূপে সমাদৃত হইয়া থাকেন। গণিত বিষয়ে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন 'Alice in Wonderland' এবং 'Through the Looking Glass' গ্রন্থ রচনা করিয়া। এই দুইটিতেই আজগুবি রাজ্যের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্যারাকালা, মার্কাস অরিলিয়াস – (Caracalla, Marcus Aurelius)—(১৮৬—২১৭)। রোমক সম্রাট্। গলের অধিবাসী। তিনি ২১১-এ পিতা সেভেরাসের পর সম্রাট্ হন। তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন।

ক্যারাক্টেকাস (Caractacus)—প্রাচীন যুগের ব্রিটন বীর রাজা। তিনি ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ৫১-এ বন্দী হইয়া রোমে প্রেরিত হন। তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক ভাবে প্রীত হইয়া রোমান সম্রাট্ তাঁহাকে মুক্তি দেন।

ক্যারিবডিস (Charybdis)—কলহপ্রিয়া রমণী। জুপিটার কর্তৃক সিসিলির নিকটে ঘূর্ণাবর্তে পরিণতা হন (গ্রীক পুঃ)।

ক্যালভিন (Calvin, John)—(১৫০৯—১৫৬৪)। ফরাসী ধর্মসংস্কারক। তাঁহার নিবাস ছিল জেনেভা। তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতকে নানা যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত করেন ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের পোষকতা করেন। তাঁহার মতাবলম্বী লোকদের ফ্রান্সে 'হুগুএনট' বলিত।

ক্যালিগুলা (Caligula, Caius Cæsar)—তৃতীয় রোমক সম্রাট্। তিনি প্রথমে শান্তির সহিত রাজত্ব করেন। শেষে তাঁহাকে নানা অশান্তিতে কাটাইতে হয়। প্রজারা তাঁহার কার্যে অসন্তুষ্ট হয়। পরে তিনি খ্রীঃ পুঃ ৪১ অব্দে নিহত হন।

ক্যালিপ্সো (Calypso)—জাহাজ জলমগ্ন হইলে ইউলিসিস যে দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সেই অগিগিয়া দ্বীপের জলদেবী। তিনি ইউলিসিসের প্রেমমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাত বৎসর আটক করিয়া রাখেন (গ্রীক পুঃ)।

ক্যালিওপি (Calliope)—অর্ফিয়ুসের মাতা। তিনি নয়জন সংগীত দেবীর প্রধানা। তিনি কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (বৈদে)।

ক্যালিস্টো (Callisto)—ডায়েনা দেবীর সখী। জুপিটারের ঔরসে তাঁহার আর্কাস নামে একটি পুত্র জন্মে। পরে জুপিটার তাঁহাকে তারকায় পরিণত করেন (গ্রীক পুঃ)।

ক্যাসাণ্ড্রা (Cassandra)—প্রায়াম ও হেকিউবার কন্যা। অ্যাপলোর নিকট হইতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা পান। ট্রয় পতনের পর অ্যাগামেমননের কাছে তিনি যান, কিন্তু রানী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা তাঁহাকে বধ করেন।

ক্যাসাবিয়াঙ্কা (Casabianca, Louis) —(১৭৫৫—১৭৯৮)। আবুকিরের যুদ্ধে ফরাসী জাহাজ 'লা ওরিয়েন্টে'র কাপ্তেন। ইংরাজদের হাতে যাহাতে জাহাজটি না পড়ে, সেই কারণে তিনি জাহাজটি উড়াইয়া দেন এবং তাঁহার ছোট ছেলেটির সঙ্গে মারা যান। ঐ ছেলেটির নামও ছিল ক্যাসাবিয়াঙ্ক।

ক্যাসিওপি (Cassiope, Cassiopea) —সিফিয়াসের পত্নী ও অ্যাণ্ড্রোমিডার জননী। জলপরীদের অপেক্ষা আপনাকে অধিকতর সুন্দরী বলিয়া তিনি গর্ব করিতেন ['অ্যাণ্ড্রোমিডা' দ্রঃ] (গ্রীক পুঃ)।

ক্যাসিয়াস (Cassius, Longinus)—(মৃত্যু ৪২ খ্রীঃ পুঃ)। জুলিয়াস সীজারের সমসাময়িক এবং তৎকালীন বিখ্যাত সেনাপতি। সীজারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন। মার্ক অ্যাণ্টনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

ক্যাস্টর (Castor)—তাঁহার পোলাক্স নামে একটি ভ্রাতা ছিল। পোলাক্স ও তিনি যমজ ভ্রাতা। ক্যাস্টর মর ছিলেন, আর পোলাক্স অমর ছিলেন। তাঁহারা জুপিটার কর্তৃক তারকাতে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ক্রতু—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি কর্দম পত্নী দেবহূতির গর্ভজাত কন্যা ক্রিয়াকে বিবাহ করেন। ক্রিয়া হইতে ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি জন্মগ্রহণ করেন (ভাগ)। **২**। ক্রতুর পত্নী সন্নতি। সন্নতি হইতে ষাট হাজার বালখিল্য ঋষির জন্ম হয় (বিষ্ণু)।

ক্রমওয়েল, অলিভার (Cromwell, Oliver)—(১৫৯৯—১৬৫৮)। বিখ্যাত ব্রিটিশ যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৬২৮-এ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ইংলণ্ডের প্রথম রাজা চার্লস্ যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও রাজাকে পরাস্ত করেন। পার্লামেণ্টে 'রাউণ্ডহেড্‌স্' দলের তিনি নেতা ছিলেন। রাজার মৃত্যুদণ্ডের পর তিনি ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। ইতিহাসে তাঁহাকে 'লর্ড প্রটেক্টর' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহাকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের ত্রাণকর্তারূপেও অভিহিত করা যায়।

ক্রম্পটন, স্যামুয়েল (Crompton, Samuel)—(১৭৫৩—১৮২৭)। বয়ন-যন্ত্রের আবিষ্কারক। তিনি বোল্টনের দরিদ্র তন্তুবায় ছিলেন।

ক্রিমার (Cremer, Sir W. R.)—(১৮৩৮—১৯০৮)। তিনি আন্তর্জাতিক পার্লামেণ্টারী সভার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৩ এ তিনি বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টার জন্য 'নোবেল পুরস্কার' পান।

ক্রিস্টি (Christie, Sir William Henry Mahoney)—(১৮৪৫—১৯২২)। বিখ্যাত ইংরেজ জ্যোতিবিদ্। ১৮৭০-এ তিনি রাজকীয় পর্যবেক্ষণাগারের (observatory) প্রধান সহকারী নিযুক্ত হন। ১৮৮১—১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি রাজ-জ্যোতি-বিদ্ ছিলেন। তাঁহার লিখিত একটি মূল্যবান্ জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় পুস্তক ও আবিষ্কৃত জ্যোতিষিক যন্ত্র আছে।

ক্রিস্টোফার, সেণ্ট (Christopher, St.)—খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টান সাধু। রোমক ও গ্রীক গীর্জায় তাঁহার উৎসব (রোমক ২৫শে জুলাই তারিখে, গ্রীক ৯ই মে তারিখে) হইয়া থাকে।

ক্রিস্পিন, সেণ্ট—(Crispin, St.)—রোমক ধর্মপ্রচারক। তিনি ফ্রান্সে বাস করিতেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রোমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবার জন্য অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেন। তিনি জুতা প্রস্তুত করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ২৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর গলিত সীসার কড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ক্রীসাস (Crœsus)—(রাজত্বকাল খ্রীঃ পুঃ ৫৬০—৫৪৬)। লিডিয়ার শেষ রাজা। তিনি অসাধ অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। পারস্যের রাজা সাইরাস কর্তৃক তিনি পরাজিত হন। তাঁহার রাজধানীতে গ্রীক পণ্ডিত সোলোন আসিয়াছিলেন।

ক্রুক্‌স্ (Crookes, Sir William)—(১৮৩২—১৯১৯)। বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। রসায়নশাস্ত্রে ও তাড়িৎ-বিজ্ঞানে তাঁহার দান অপূর্ব। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'থেলিয়াম' নামক রাসায়নিক পদার্থের তিনি আবিষ্কারক ও 'রেডিওমিটারের' উদ্ভাবক। তিনি ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রয়াল সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন।

ক্রুগার (Kreuger, Ivar)—(১৮৮০—১৯৩২)। সুইডেনের বিরাট ব্যবসায়ী। প্রথম জীবনে ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ১৯১৩-এ সুইডিস ম্যাচ কোং করিয়া পৃথিবী-বিখ্যাত হন। ৪৩টি দেশের মধ্যে ২৫০টি দেয়াশলাই কারখানা করিয়া তিনি ঐ ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। তিনি আত্মহত্যা করেন।

ক্রুগার, স্টিফেনাস জোহানেস পলাস (Kruger, Stephanus Johannes Paulus)—(১৮২৫—১৯০৪)। বুয়র নেতা। তিনি ১৮৮১ হইতে ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত Transvaal গণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন। কেপ কলোনীতে জন্ম। বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা (১৮০০)। ট্রান্সভালের বুয়র যুদ্ধে তাঁহার দায়িত্বহীনতার জন্য তাঁহাকে হল্যাণ্ডে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় ও সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ক্রুপ (Krupp, Alfred)—(১৮১২—১৮৮৭)। বিখ্যাত জার্মান ইঞ্জিনীয়ার। ইসেন নামক স্থানে তাঁহার স্থাপিত কয়েকটি কামানের কারখানা জগতের বিখ্যাত কারখানাগুলির অন্যতম। তাঁহার পুত্র ফ্রেডারিক আলফ্রেড্ ক্রুপ (১৮৫৪—১৯০২)। এই সময়ে কারখানা সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়।

ক্রোধ—১। কশ্যপের অন্যতমা পত্নী কালা হইতে জন্ম (ভারত)। **২**। লোভের পত্নী নিকৃতির পুত্র। ক্রোধ নিজের ভগ্নী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কলি নামে পুত্র ও দুরুক্তি নামে কন্যা জন্মে (ভাগ)।

ক্রোধী—দক্ষের কন্যা, কশ্যপের স্ত্রী। তাঁহার গর্ভে পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল।

ক্রোন্‌জে (Cronje)—(১৮৪০—১৯১১)। প্রসিদ্ধ বুয়র-সেনাপতি। বুয়র যুদ্ধে লর্ড রবার্ট্‌স্ ইংরেজদিগের সেনাপতি ছিলেন ও ক্রোন্‌জে বুয়রদের সেনাপতি ছিলেন। বন্দী হইয়া তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। ইংরেজদিগের সহিত বুয়রদের সন্ধি হইলে তিনি মুক্তি পান।

ক্রোপোটকিন, প্রিন্স পিটার (Kropotkin, Prince Peter)—(১৮৪২—১৯২১)। রাশিয়ার বিপ্লবী লেখক। তিনি রাশিয়ার বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং শ্রমিকদের উত্তেজিত করার অপরাধে বন্দী হন এবং পলাইয়া ইংলণ্ডে যান। পরে ১৯১৭-এ রাশিয়ায় ফিরিয়া যান। তিনি ভূতত্ত্ব এবং সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'The French Revolution', 'Memoirs of a Revolutionary' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ক্র্যান্‌মার, টমাস (Cranmer, Thomas)—(১৪৮৯—১৫৫৬)। ইংলণ্ডের ধর্মযাজক। ৮ম হেনরী ও ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময়ে তিনি ক্যাণ্টারবারীর আর্চবিশপ ছিলেন। হেনরীর প্রবর্তিত 'Reformation' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন এবং প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। মেরী রানী হইলে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু সর্বসমক্ষে তাহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিয়া ফেলা হয়।

ক্লডিয়াস, ১ম (Claudius I)—(১০—৫৪)। রোমক সম্রাট্। তাঁহার সময়ে ব্রিটেনের কিছুটা রোমের অধিকারে আসে। তিনি রোমে বহু সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তাঁহার স্ত্রী অ্যাগ্রিপিনা তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে।

ক্লাইও (Clio)—ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (গ্রীক পুঃ)।

ক্লাইটেম্‌নেস্‌ট্রা (Clytaemnestra)—স্পার্টার রাজা অ্যাগামেমননের পত্নী। টিনডারিউস ও লেডার কন্যা ['অ্যাগামেমনন' দ্রঃ]।

ক্লাইড (Clyde, Colin Campbell, Lord)—(১৭৯২—১৮৬৩)। ইংরাজ সেনাপতি। তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন।

ক্লাইভ, লর্ড (Clive, Lord)—(১৭২৫—১৭৭৪)। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৪২-এ তিনি মাদ্রাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরানী হইয়া আসেন। ১৭৪৮-এ তিনি সৈনিক-বিভাগের কর্মচারী হন। আরকটের নবাবের মৃত্যুর পর ফরাসী-মনোনীত চাঁদসাহেব ও ইংরেজ-মনোনীত মহম্মদ আলীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ক্লাইভ আরকট অবরোধ করেন। ফরাসীদের পরাজিত করিয়া তিনি মহম্মদ আলীকে আরকটের সিংহাসনে বসান। সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া তিনি কলিকাতা উদ্ধার করেন। চন্দননগর অধিকার করিলে তাঁহার সহিত সিরাজ-উদ্দৌলার বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে অত্যাচারী নবাবের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার একটি ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। সেই ষড়যন্ত্রে তিনি যোগদান করেন। অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই ষড়যন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে পলাশীর যুদ্ধে (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। নবাবের হত্যার পর ক্লাইভ মীরজাফরকে বঙ্গের নবাবী দিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং 'Baron Clive of Plassey' নামে সম্মানিত হন। ইহার পর তিনি বাংলার গভর্নর হইয়া এদেশে পুনরায় আগমন করেন। ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া তিনি কোম্পানির রাজত্ব দৃঢ় করিলেন। তিনি ১৭৬৫-এ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবার চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন। দেশে ফিরিলে তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতে নানা কুকার্য করিবার জন্য অভিযোগ আনীত হয়। বিচারে তিনি মুক্ত হন। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ক্লিওপেট্রা (Cleopatra)—(খ্রীঃ পূঃ ৬৮—৩০)। মিশরের প্রসিদ্ধ সুন্দরী রানী। পিতা মিশরের রাজা টলেমি অলেটিজ। তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহাকেও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করা হয়। জুলিয়াস সীজার তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে ক্লিওপেট্রার একটি পুত্র জন্মে। পরে মার্ক অ্যাণ্টনি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মিশরেই তাঁহার সহিত বাস করিতে থাকেন। অগাস্টাস সীজারের সহিত যুদ্ধে অ্যাণ্টনির মৃত্যু হইলে তিনি অ্যাস্প-নামক বিষধর সর্প নিজের বক্ষে রাখেন এবং এইভাবে আত্মহত্যা করেন।

ক্লেভারিং (Clavering)—(১৭২২—১৭৭৭)। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি সমরবিভাগের কাজ করিতেন ও ১৭৭৪-এ তিনি বেঙ্গল সৈন্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি হেস্টিংসের মত পছন্দ করিতেন না।

ক্লেমাঁসো (Clemenceau, Georges Eugene)—(১৮৪১—১৯২৯)। বিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিবিদ্ ও বাগ্মী। ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। তিনি ১৯১৭ হইতে ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্সের সমরসচিব ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই শান্তিসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

ক্লোথো (Clotho)—ভাগ্যদেবীগণের মধ্যে তিন সর্বকনিষ্ঠ। জীবনসূত্র প্রস্তুত করাই তাঁহার কার্য (গ্রীক পুঃ)।

ক্লোরিস (Chloris)—পবনদেবতার স্ত্রী। গ্রীকদিগের ফুলপরী (গ্রীক পুঃ)।

ক্ষপণক—বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম। বৈয়াকরণ ও আভিধানিক বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

ক্ষমা—দক্ষ প্রজাপতির চব্বিশটি কন্যার মধ্যে একজন। ইহার স্বামী পুলহ। ইহার তিন পুত্র।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—(১৮৮০—১৯৬০)। লেখক ও শিক্ষাবিদ্। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার সোনারং। তিনি কাশীতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০৮-এ তিনি শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫৩-এ তিনি বিশ্বভারতী'র উপাচার্য হন। 'কবীর', 'ভারতীয় সাধনার ধারা' ইত্যাদি কয়েকখানি বই তাঁহার রচিত। 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা', 'চিন্ময় বঙ্গ', 'প্রাচীন ভারতে নারী' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য ক্ষিতিমোহন বিশ্বভারতী হইতে 'দেশিকোত্তম' পদবী লাভ করিয়াছিলেন।

ক্ষীরস্বামী—অমরকোষের টীকাকার। তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—(১২ই এপ্রিল, ১৮৬৩—৪ঠা জুলাই, ১৯২৭)। পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য শিরোমণি। জন্মস্থান ২৪ পরগনার খড়দহ গ্রাম। তিনি এম্. এ. পাস করিয়া জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ কলেজের (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজের) বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি 'অলৌকিক রহস্য'-নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'আলিবাবা', 'সাবিত্রী', 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'প্রমোদরঞ্জন', 'নারায়ণী', 'রত্নাবতী', 'পদ্মিনী', 'নন্দকুমার', 'চাঁদবিবি', 'দাদা ও দিদি', 'আলমগীর', 'ভূতমুখে', 'নিবেদিতা', 'পণ্ডিতার সিদ্ধি' (শেষ তিনখানি উপন্যাস) ইত্যাদি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ক্ষুদিরাম বসু-(৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯—১১ই আগস্ট, ১৯০৮)। বীর-বিপ্লবী। জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার মৌবানি গ্রাম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ। ক্ষুদিরাম তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট থাকিয়া পড়াশুনা করেন। ১৯০২-এ মেদিনীপুরে একটি গুপ্তসমিতি গঠিত হয়। সমিতির কর্তা সত্যেন্দ্রনাথ এই সমিতির মধ্যে ক্ষুদিরামকে টানিয়া লইলেন। ১৯০৫—০৬ খ্রীষ্টাব্দেও ক্ষুদিরাম বিলাতী বর্জন ইত্যাদি আন্দোলনে যোগ দেন ও পুলিসের হাতে কিছু কিছু নিগ্রহ ভোগ করেন। ১৯০৮-এ ক্ষুদিরামকে যুগান্তর আফিসে পাঠানো হয় এবং সেখান হইতে মজঃফরপুরে পাঠানো হইল। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী আর উদ্দেশ্য ছিল ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা। ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ তারিখে ক্ষুদিরাম ও চাকী ভুলবশতঃ অন্য একটি গাড়িতে বোমা ছোড়েন। সে গাড়িতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডী। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ও বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী—(১৮১৩ বা ২৩—১৮৯৩)। জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা গ্রাম। বাল্যে বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্য রামশংকর ভট্টাচার্যের নিকট সংগীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতে ঐকতান বাদন প্রবর্তন করেন। সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন অঙ্কমাত্রা প্রণালীর স্বরলিপি প্রণয়ন করেন এবং সংগীতবিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

ক্ষেমরাজ—কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত। তিনি রাজানক ক্ষেমরাজ নামে পরিচিত। তিনি অভিনব গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি 'স্পন্দনির্ণয়', 'স্পন্দসন্দোহ' প্রভৃতি সাতখানি গ্রন্থ রচনা এবং তাঁহার অধ্যাপকের পাঁচখানি গ্রন্থের টীকা করেন।

ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ—'মনসার ভাসান' প্রণেতা কায়স্থ গ্রন্থকার। তাঁহার অপর নাম কেতকাদাস।

ক্ষেমীশ্বর—বঙ্গের রাজা মহীপালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। রাজার আদেশে তিনি 'চণ্ডকৌশিক' (১০১৫)-নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।

ক্ষেমেন্দ্র, ব্যাসদাস—(১০৪০)। কাশ্মীরস্থ হিন্দু কবি। পিতা প্রকাশেন্দ্র। তিনি অভিনব গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। সোমপাদের নিকটে তিনি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। কাশ্মীররাজ অনন্তের সভাপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থের রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ। তিনি 'বুদ্ধচরিত', 'অমৃততরঙ্গ', 'নীতিকল্প-তরু', 'দশাবতার', 'মুনিমত মীমাংসা', 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' প্রভৃতি ছত্রিশখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন।

খ

খগম—মহর্ষিবিশেষ। তাঁহার শাপে সহস্রপাদ মুনি ঢোঁড়া সাপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে শান্ত হইয়া এই ব্যবস্থা করেন যে, রুরু মুনির দর্শনে তিনি শাপমুক্ত হইবেন (ভারত)।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর—(জন্ম ১৮৮০)। লেখক ও শিক্ষাব্রতী। যশোহর জেলার ধুলগ্রামে জন্ম। পিতা দীননাথ মিত্র। ১৮৯৯-এ দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রাজশাহী, কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকতা করেন (১৯০২—২৮)। পরে ১৯৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়-পরিদর্শক ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলা ভাষায়) রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হন। রাধানগর সাহিত্য সম্মেলন ও বোম্বাই ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসে তিনি সভাপতি হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের তিনি যথাক্রমে সম্পাদক ও কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষিত সমাজে তিনি উচ্চাঙ্গ কীর্তনের প্রবর্তক। বৈষ্ণবসাহিত্যেও তিনি সুপণ্ডিত। 'বিবিধচিত্র', 'কানের দুল', 'সুখদুঃখ', 'পদামৃত মাধুরী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

খট্বাঙ্গ, খট্টাঙ্গ—সগরবংশীয় রাজা। অন্য নাম দিলীপ। পিতার নাম বিশ্বসহ। দেবতাদের নিকট তাঁহার আয়ু মুহূর্তমাত্র ইহা শুনিয়া খট্বাঙ্গ সকল কার্য ত্যাগ করেন এবং আনন্দিত মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন (ভাগ)।

খনা—মহিলা জ্যোতির্বিদ্। এ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা এই :—খনা সিংহলের রাজকন্যা। জ্যোতির্বিদ্ বরাহের সিংহল-প্রবাসী পুত্র খনাকে বিবাহ করিয়া উজ্জয়িনীতে আসেন। খনার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে রাজসভার সভাসদ্ করিয়া দেন। বরাহ ঈর্ষান্বিত হন। তিনি পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে বলিলে খনা স্বেচ্ছায় নিজের জিহ্বা কাটিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

খর—রাক্ষসবিশেষ। পিতা বিশ্রবা মুনি, মাতা রাকা। খরের অপর ভ্রাতার নাম দূষণ। ভগ্নী শূর্পণখা। শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ লক্ষ্মণ কর্তৃক ছিন্ন হইলে খর রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন (রাম)।

খনীনেত্র—ইক্ষ্বাকুবংশীয় বিবিংশের পুত্র। তিনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার পুত্র সুবর্চাকে রাজা করেন (ভারত)।

খাঁ জাহান (হোসেন কুলি খাঁ)—(১৫৭৬—১৫৭৯)। সম্রাট্ আকবর বাংলা অধিকার করিলে খাঁ জাহান প্রথম সুবাদার হন। দাউদ খাঁ ও তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়কে তিনি পরাজিত ও নিহত করেন।

খাকানী—(?—১১৮৬)- প্রসিদ্ধ পারসীক কবি ও গীতিকাব্য-রচয়িতা। প্রকৃত নাম আফজালউদ্দীন ইব্রাহিম বিন আলি শেরওয়ানী। শেরওয়ানের রাজা তাঁহাকে 'খাকানী' উপাধি দান করেন। 'তাকাৎ-

উস্-ই-রাকিন' তাঁহার প্রণীত একখানি শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক কাব্য।

খাজা জাহান—(রাজত্বকাল ১৩৯৪—১৪০০)। জৌনপুরের প্রথম স্বাধীন রাজা। দিল্লীর ওমরাহ ছিলেন, পরে ১৩৯৪-এ জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিয়া শার্কী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার পরে তাঁহার পোষ্যপুত্র মোবারক শা' রাজ্যলাভ করেন।

খাফি খাঁ—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক। প্রকৃত নাম মোহাম্মদ হাশিম। তিনি 'মুন্তাখিব-উল্-লাবাব'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বাবর হইতে মোহাম্মদ শাহ্ পর্যন্ত সমস্ত মোগল সম্রাটের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ১৭৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ না করাতে তাঁহার নাম হয় খাফি খাঁ অর্থাৎ গোপনকারী খাঁ।

খারবেল—প্রাচীন কলিঙ্গের রাজা। খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দে কলিঙ্গদেশে (বর্তমান ওড়িশা) তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সময়ে কলিঙ্গের সামরিক শক্তি যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছিল।

খালিদ ইবনুল ওলীদ—(?—৬৪২)। আরবের অপরাজেয় বীর। অমুসলিম অবস্থায় তিনি হজরত মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পরে তিনি ৬২৯-এ ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেন। ৬৩৪-এ সিরিয়াতে তিনি ৪০,০০০ মুসলিম সৈন্য লইয়া গ্রীক সম্রাটের ২৪০,০০০ সৈন্য পরাজিত করিয়া অশেষ বীরত্ব দেখান। পরে ওমর তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিত্ব হইতে সরাইয়া দেন।

খালিদা আদীব খানম (Halida Adib Hanum) বিখ্যাত তুর্কী বিদুষী মহিলা। তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সর্বপ্রথম উপাধিধারিণী মহিলা। বৈপ্লবিক মতবাদের জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি তখন আনকারার জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি কামাল পাশার এডিকং ছিলেন। উপন্যাস-লেখিকা ও তুরস্কের নারীজাগরণের নেত্রীরূপেও তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। পরবর্তী কালে কামাল পাশার সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি নির্বাসিত হন।

খিজির খাঁ—১। মুলতানের শাসনকর্তা। পরে দৌলত খাঁ লোদীর নিকট হইতে দিল্লী রাজ্য অধিকার করেন (১৪১৪ খ্রীঃ)। তিনি তৈমুরলঙের নামে রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার স্থাপিত বংশের নাম সৈয়দ বংশ। ২। সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলিজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং চিতোরের শাসনকর্তা। তিনি আলাউদ্দীন কর্তৃক গুজরাট বিজয়ের পরে গুজরাটরাজ দ্বিতীয় কর্ণদেবের কন্যা দেবলাকে বিবাহ করেন।

খুররম—'শাহ্জাহান' দ্রঃ।

খুল্লনা—শাপভ্রষ্টা রত্নমালা নামে অপ্সরা। পিতা লক্ষপতি সওদাগর এবং পতি ধনপতি সওদাগর। পতি বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গমন করিলে তিনি সপত্নী কর্তৃক উৎপীড়িতা হন। পরে পুত্র শ্রীমন্ত মাতার দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে পিতার অনুসন্ধানে বাহির হয়। ধনপতির প্রত্যাগমনে তাঁহার দুঃখ দূরীভূত হয় (চণ্ডীমঙ্গল কাব্য)।

খুসরু—জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। খুসরু জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং লাহোর অধিকার করেন। এই বিদ্রোহী পুত্রকে জাহাঙ্গীর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। দরবারী ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে পরে গলায় ফাঁস দিয়া হত্যা করা হয়।

খুসরু খাঁ (নাসিরুউদ্দীন)—আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবউদ্দীন মোবারকের মন্ত্রী। তিনি ১৩২০-এ কুতুবকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হন। তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন। তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজি খাঁ তোগলকের পুত্র জুনা খাঁর দ্বারা নিহত হন।

খেলারাম—ধর্মমঙ্গলের প্রণেতা। তাঁহার পুরা নাম খেলারাম চক্রবর্তী বলিয়া মনে হয়। ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

খ্যাতি—১। ভৃগুমুনির পত্নী। পিতা মহর্ষি কর্দম, মাতা দেবহূতি। খ্যাতির ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র ও শ্রী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ২। দক্ষের অন্যতম কন্যা (ভাগ)।

গ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৬৭—১৯৩৮)। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কিউবিজম', 'ফ্রেস্কো' ও 'ওয়াটার কলার' পেন্টিং-এ তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কৌতুক চিত্রাঙ্কনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'অদ্ভুতলোক', 'বিরূপবজ্র', 'নবহুল্লোড়' নামে তিনি তিনখানি ব্যঙ্গচিত্রের বই লেখেন। এইগুলি ছাড়াও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

গঙ্গা—১। গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা। মাতা সুমেরুর কন্যা মেনা। মহাদেব গঙ্গার স্বামী (রাম)। ২। গঙ্গা বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন হন এবং বিষ্ণুরই স্ত্রী (ব্রহ্মবৈ)। ৩। রাজর্ষি জহ্নুর যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলেন। তখন মহর্ষিগণ গঙ্গাকে তাঁহার কন্যারূপে স্থির করেন। সেই দিন হইতে গঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত (হরি)। ৪। গঙ্গার এক নাম বিষ্ণুপদী। গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত নাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকামা গঙ্গাকে দেখিয়া রাধিকা তাঁহাকে পান করিতে উদ্যত হন। তখন গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় লন। জলাভাবে সমুদয় ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র হইতে গঙ্গাকে বহির্গত করেন ['ভাগীরথী' দ্রঃ] (ব্রহ্মবৈ)।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। নিবাস শ্রীরামপুরের নিকটে বহরা গ্রাম। ১৮১৬-এ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া বাংলা ভাষায় ইংরেজী ব্যাকরণ, 'ভগবদ্গীতা', 'দ্রব্যগুণ ভাষা', 'চিকিৎসার্ণব' তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক। তিনি ১৮১৭-এ বাঙ্গালা প্রেস বা বাংলা যন্ত্র নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন ও ১৮১৮-এ 'বাঙ্গালা গেজেট' নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান—(১৭৪৯—১৭৯৩)। পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনিবাস মুর্শিদাবাদের কাঁদি। তিনি গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং রাজস্ব কাউন্সিলের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র) তাঁহার পৌত্র।

গঙ্গাচরণ সরকার—(১৮২৩—১৮৮৮)। সাহিত্যিক। জন্ম চুঁচুড়ার কাঁকশিয়ালী গ্রামে। সেরেস্তাদারের কাজে নিযুক্ত হইয়া তিনি জজ পর্যন্ত হন। তাঁহার পুত্র কবি অক্ষয়চন্দ্র সরকার। 'ঋতুবর্ণন', 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' ইত্যাদি তাঁহার পুস্তক আছে।

গঙ্গাদাস—'ছন্দোমঞ্জরী'-নামক সংস্কৃত ছন্দগ্রন্থের রচয়িতা। 'অচ্যুতচরিত' এবং 'গোপালশতক' গ্রন্থদ্বয়ও তাঁহার রচনা।

গঙ্গাধর—বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কাত্যায়ন সূত্র টীকা', 'আধানপদ্ধতি', 'শাবযন্ত্র পদ্ধতি', 'প্রয়োগ পদ্ধতি', 'স্মার্তপদার্থ', 'সংগ্রহ পদ্ধতি' ও 'সংস্কার পদ্ধতি' উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গাধর সেন রায়, কবিরাজ—(১৭৯৮—১৮৮৫)। খ্যাতনামা বিশিষ্ট কবিরাজ। জন্মস্থান যশোহর জেলার মাগুরা গ্রাম। পিতা ভবানীপ্রসাদ। গঙ্গাধর মুগ্ধবোধের টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং 'লোকালোকপুরুষীয়' নামে

কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চরকের টীকা (টীকা জল্পকল্পতরু), উপনিষদের তিনখানি ভাষ্য পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য, 'প্রাচ্যপ্রভা' (অলংকারশাস্ত্র), ভগবদ্‌গীতা ব্যাখ্যান, পদ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, 'হর্ষোদয়' (চিত্রকাব্য) প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের যে অংশ সমাপ্ত করিয়া যান নাই, তিনি সেই অংশ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

গঙ্গানাথ ঝাঁ, মহামহোপাধ্যায় ডঃ—(১৮৭১–১৯৪১)। ভারতীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌। তিনি ১৯০২—১৯১৮ মুইর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অতঃপর তিনি কয়েক বৎসর বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ১৯২৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি কমলা লেকচার দেন। তাঁহার রচিত দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বই আছে।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-(১৮৩৬—১৮৮৯)। বিখ্যাত চিকিৎসক এবং স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা। পিতার নাম বিশ্বনাথ। জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরাট-বলাগড় গ্রাম। তিনি বি. এ., এম. বি. পাস করিয়া ভবানীপুরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। 'মাতৃশিক্ষা', 'চিকিৎসাপ্রকরণ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

গঙ্গারাম, লালা-(১৮৫১—১৯২৭)। পঞ্জাবের বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার ও কৃষিবিৎ। তিনি ১৯২৭-এ রাজকীয় কৃষি কমিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন। দেশহিতকর কার্যের জন্য তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। তিনি হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার গচ্ছিত টাকায় বিভিন্ন স্থানে বহু বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার স্থাপিত একটি দাতব্য হাসপাতাল আছে।

গঙ্গু (হাসান)-মহম্মদ বিন তোগলকের সমসাময়িক জনৈক আফগান শাসনকর্তা। তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—(১২০০)। মিথিলার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও নব্য ন্যায়ের প্রবর্তক। তাঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি' বিখ্যাত গ্রন্থ।

গজাসুর—১। অসুরবিশেষ। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি একাদশ রুদ্রের অন্যতম কাপাল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হন। ২। মহিষাসুরের অন্যতম পুত্র (স্কন্দ)।

গডউইন-অসটেন (Godwin-Austen)—(১৮৩৪—১৯২৩)। ভারতের ভূতত্ত্ব-বিভাগের কর্মচারী ও হিমালয়ের গড্‌উইন-অস্‌টেন শৃঙ্গের আবিষ্কর্তা। উক্ত বিভাগে কার্যকালে তিনি হিমালয়ের জরিপ করেন। ১৮৬২-এ কারাকোরামের নিকটবর্তী মুস্তাগ পর্বতমালার শ্রেষ্ঠ শিখর তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে। উহার উচ্চতা ২৮,২৫০ ফুট।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৪১–১৮৬৯)। দেশসেবক ও লেখক। পিতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা গঠনে ও চৈত্রমেলা (পরে উহার নাম হিন্দুমেলা হয়) সংগঠনে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই চৈত্রমেলাই জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। তিনি শক্তিমান্‌ লেখক ছিলেন। তাঁহার 'বিক্রমোর্বশী নাটক ও 'জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য' নামে দুইখানি বই আছে। সংগীত রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গণেশ—১। হর-পার্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি সর্বসিদ্ধিদাতা। মূষিক তাঁহার বাহন। ব্যাসদেবের মহাভারত রচনায় তিনি লিপিকার ছিলেন। তাঁহার মুখ গজাকৃতি হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন উপাখ্যান প্রচলিত আছে। গণেশের জন্ম হইলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকল দেবতাই আসিলেন। শনি দৃষ্টিপাত করিতেই গণেশের মস্তক দেহ হইতে খসিয়া পড়িল। তখন বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে একটি গজমুণ্ড কাটিয়া আনিয়া গণেশের স্কন্ধে যোজনা করিয়া দিলেন (ব্রহ্মবৈ)। ২। শিব ও পার্বতী গণেশকে দ্বারী রাখিয়া বিহার করিতেছিলেন। এমন সময় পরশুরাম আসেন ও গণেশের সহিত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় (ব্রহ্মবৈ)। ৩। মহাদেবের হাসি হইতে এক কুমারের উদ্ভব হয়। ঐ কুমারের সৌন্দর্যে দেবগণ ও উমাদেবীও মুগ্ধ হন। তখন মহাদেব ঐ কুমারকে শাপ দিলেন যে তাঁহার মুখ হাতির মত হইবে (বরাহ)।

গণেশ দাস—(১২৬৫—১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া। জন্ম নদীয়া জেলার চাঁদঘর গ্রামে। পিতা মহেশ দাস। তিনি প্রথমে পিতার নিকটে পরে দক্ষিণখণ্ডের প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া রসিক দাসের নিকট মনোহরসাই কীর্তন শিক্ষা করেন। মহাজন-পদে মনোহর অলংকার প্রয়োগ তাঁহার গানের বিশেষত্ব। শেষজীবনে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার গড়হুয়ার গ্রামে গিয়া বাড়ি করিয়াছিলেন।

গণেশ, রাজা—(১৫শ শতকের প্রারম্ভ)। দিনাজপুর ও ভাতুড়িয়ার রাজা। মুসলমান ইতিহাসে রাজা 'কানস' নামে পরিচিত। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯—৯৬) রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসন-বিভাগের তিনি কর্তা ছিলেন। আজম শাহ গণেশের চক্রান্তে নিহত হন। পরে সুলতান শামসুদ্দীনকে হত্যা করিয়া তিনি রাজা হন। দনুজমর্দনকে অনেকে রাজা গণেশের সঙ্গে অভিন্ন বলেন। তাঁহার পুত্র যদু মুসলমান হন ও জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে রাজা হন।

গদ—ইনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও যদুবংশীয় বীর ছিলেন।

গদাধর—বিষ্ণু। উনি গদাসুরের বিনাশসাধন করিয়া তাহার হাড় দ্বারা আয়ুধগদা নির্মাণ করেন এবং এই গদা ধারণ করিয়াই বিভিন্ন অসুরের বিনাশ সাধন করেন।

গদাধর চট্টোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণ পরমহংসের পূর্বনাম ['রামকৃষ্ণ' দ্রঃ]।

গদাধর দাস বাবাজী—(? ১২৯৩–? বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক। পূর্বাশ্রমে তিনি নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি দশ বৎসরাধিককাল পাগুত বাবাজীর নিকট গরানহাটী কীর্তন শিক্ষা করিয়াছেন।

গদাধর ভট্টাচার্য—(? ১৬৫০)। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতা জীবাচার্য। জন্মস্থান বগুড়া জেলা। মিথিলায় অধ্যয়নকালে তিনি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মিথিলা হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। রচনা—'কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা', 'মুক্তাবলী টীকা', 'তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি', 'দীধিতির ব্যাখ্যা' ও 'ব্রহ্মনির্ণয়'। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার টীকার নাম গদাধরী টীকা।

গদাধর মুখোপাধ্যায়—(১১৫৩—১২০০ ? বঙ্গাব্দ)। ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী প্রভৃতির দলের প্রসিদ্ধ গঠনদার। তিনি সংগীত-রচয়িতা হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ২৪ পরগনায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার সখীসংবাদ ও অন্যান্য কয়েকটি গান অতি মধুর।

গবাক্ষ—বানর দলপতি। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের কথা ঘোষণা করিলে এই বানর-প্রধান বহু সহস্র বানর লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন (রাম)।

গভিল—মহর্ষিবিশেষ ['গোভিল' দ্রঃ]।

গয়—১। রাজাবিশেষ। মনুবংশীয় রাজা সুদ্যুম্ন গয়ের পিতা। গয়ের অধিকারে গয়াপুরী ছিল (হরি)। ২। বানর দলপতি। সুগ্রীবের সহিত সীতা উদ্ধারের জন্য মিলিত হন (রাম)। ৩। দৈত্যবিশেষ। পার্বতী তাহার বিনাশ সাধন করেন (স্কন্দ)।

গরুড়—বিখ্যাত পক্ষী। পিতা কশ্যপ, মাতা

দক্ষের অন্যতমা কন্যা বিনতা (ভারত)। মহাদেবের বরে গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়াছিলেন (কূর্ম) ['অরুণ', 'কাশ্যপ', 'কালীয়' দ্রঃ]।

গর্কী, ম্যাক্সিম (Gorkey, Maxim) —(১৮৬৮—১৯৩৬)। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক। আসল নাম Alexie Maximovitch Peshkov. বিপ্লবী কাজের জন্য একবার তিনি নির্বাসিত হন। তাঁহার প্রথম গল্প ১৮৯২-এ প্রকাশিত হয়। ১৯০৫-এ তিনি একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের তিনি শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রচনা—'মাদার' (Mother), 'মাই চাইল্ডহুড' (My Childhood), 'বাইস্ট্যাণ্ডার' (Bystander), টোয়েন্টি-সিক্স মেন অ্যাণ্ড ওয়ান ওম্যান' (Twenty-six Men and One Woman), 'স্যাটার্ডে নাইট' (Saturday Night) ইত্যাদি বিখ্যাত।

গর্গ—জনৈক জ্যোতির্বিদ্ ঋষি। তিনি যাদবগণের কুলগুরু ছিলেন। তাঁহার পুত্র গার্গ্য এবং কন্যা গার্গী।

গল্‌স্‌ওয়ার্দী, জন (Galsworthy, John)—(১৮৬৭—১৯৩৩)। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক। বাল্যে অক্সফোর্ড ও হ্যারোতে শিক্ষালাভের পর তিনি ব্যারিস্টারি পাস করেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ফোরসাইট সাগা' (Foresite Saga) বিশেষ বিখ্যাত। গল্‌স্‌ওয়ার্দী নাট্যকার হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে 'জাস্টিস' (Justice) ও 'স্ট্রাইফ' (Strife), 'The Man of Property'র নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২-এ তিনি 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন।

গাজী (ইরাক)—(১৯১২—?)। ইরাকের রাজা। ১৯৩৩-এ তিনি রাজা হন। পিতা রাজা ফৈজল। ১৯৩৩-এ তিনি কিরকুক হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত পেট্রোলের পাইপ নির্মাণ করান।

গাধি—১। রাজা কুশের পুত্র। গাধির পুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও কন্যা সত্যবতী (রাম)। ২। চন্দ্রবংশীয় রাজা কুশের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্বের পুত্র গাধি। ইন্দ্র কুশাশ্বের তপস্যায় প্রীত হইয়া গাধিরূপে জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণু)।

গান্দিনী—কাশীরাজতনয়া। যদুবংশীয় শফল্কের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিষ্ণুভক্ত অক্রুর গান্দিনীর পুত্র (হরি)।

গান্ধারী—দুর্যোধনাদির জননী। গান্ধারদেশের রাজা সুবলের কন্যা। গান্ধারীর ভ্রাতার নাম শকুনি। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ হয়। তিনি শতপুত্রের জননী ছিলেন। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী নিজের চোখ সর্বদা একখণ্ড বস্ত্র দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর সঙ্গে বনগমন করেন এবং সেখানে দাবানলে প্রাণবিসর্জন দেন (ভারত)।

গান্ধী, মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ—(২রা অক্টোবর, ১৮৬৯—৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮)। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁহাকে 'জাতির জনক' এই আখ্যা দেওয়া হয়। জন্মস্থান গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দর। পিতা করমচাঁদ, মাতা পুতলী বাঈ। ১৮৮৭-এ রাজকোট হইতে এনট্রান্স পাস করেন এবং ১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। গান্ধী বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন, পরে এক মামলা সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন এবং মামলা শেষ হইলে নাটাল সুপ্রীম কোর্টের অধীনে অ্যাডভোকেট হন। গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তথাকার গভর্নমেণ্ট এশিয়াবাসীদের বহিষ্কারের জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। গান্ধীজী এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী গোরাদের কাছে তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ১৮৯৪-এ তিনি নাটালে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯-এ বুয়র-যুদ্ধের সময় তিনি সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য একটি সেবাদল গঠন করিয়াছিলেন। ১৯০১-এ তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় বোম্বাইয়ে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যান। ১৯০৪-এ তিনি নাটালে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এই সময়ে একটি আশ্রম স্থাপনও করেন। জুলু বিদ্রোহে তিনি জুলু আহতদের সেবা করেন আর এই সময়েই তাঁহার জীবনে সত্যাগ্রহের সূত্রপাত হয়। ১৯০৬-এ ট্রান্সভালে 'এসিয়াটিক ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট' অর্ডিনান্স জারি হয়। এই অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার ফলে তিনি তাঁহার সহকর্মীদের সহিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। টলস্টয় আশ্রমের পত্তন ও শ্রমিকদের লইয়া নাটাল হইতে ট্রান্সভালে গমন করিয়া আইন অমান্য করা তাঁহার আফ্রিকাবাসের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৫-এ তিনি সস্ত্রীক ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। ভারতে ফিরিবার পর তিনি ১৯১৬-এ চম্পারন সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকল্পে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯২০-এ তিনি মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সময় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগ নীতি অনুমোদন করিলে তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেন। দেশে ফিরিয়া তিনি আমেদাবাদে সবরমতী আশ্রম স্থাপন এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' (ইংরেজী) ও 'নবজীবন' (হিন্দী) পত্রিকা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র রাজদ্রোহজনক প্রবন্ধ-প্রকাশের অভিযোগে তিনি ১৯২২-এ ৬ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সরকার তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হইবার পর তিনি খদ্দর-প্রচার, মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি সমাজহিতকর নানাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বেলগাঁওতে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হইলে তিনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯২৪)। ইহার পর (১৯২৯) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইলে গান্ধীজী আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি স্বয়ং একদল অনুচর লইয়া ডাণ্ডিতে লবণ-আইন অমান্য করিতে বহির্গত হন (১৯৩০)। আইন অমান্য প্রচারের অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন (১৯৩১)। চুক্তির ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করা হয় এবং ১৯৩১-এ ভারতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র-স্বরূপ দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। তাঁহাকে যারবেদা জেলে কারারুদ্ধ করা হয়। ইহার কিছুকাল পরে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) প্রকাশ করেন। এই রোয়েদাদে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি যে অবিচার করা হয়, তাহার প্রতিবাদকল্পে তিনি প্রায়োপবেশন করেন, এবং ফলে সরকার তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হন। যারবেদা জেলে 'পুনা-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। তারপর তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করেন ও সবরমতী আশ্রম তুলিয়া দেন। ১৯৩৪-এ কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের সদস্য না হইলেও তিনিই কংগ্রেসের কর্ণধার ও প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে মন্ত্রিত্ব

গ্রহণে আপস সম্ভব হয় (১৯৩৭)। ১৯৪২-এ তিনি 'ভারত ছাড়' অভিযান চালান এবং ইহার ফলে কংগ্রেসের সকল নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। ইহার পর যুদ্ধশেষে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও তিনি রাজনৈতিক সকল সংস্রব প্রায় পরিত্যাগ করেন। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক গোলযোগকালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বর্ধনের জন্য নোয়াখালি সফর তাঁহার অন্যতম প্রধান কাজ। 'My Experiments with Truth'-নামক তাঁহার আত্মজীবনী পৃথিবীবিখ্যাত। 'Young India', 'Navajivan', 'Harijan' তাঁহার পরিচালিত পত্রিকা। ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে আততায়ীহস্তে তিনি নিহত হন।

গামা (বড়)—প্রসিদ্ধ ভারতীয় মল্লযোদ্ধা। জন্মস্থান পাত্রজার (পঞ্জাব)। তিনি পৃথিবীর নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি আমেরিকার মল্লবীর জিসিকোকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হন (১৯২৯)। তিনি জাতিতে মুসলমান।

গার্ফিল্ড—জেমস্ এব্রাহাম গার্ফিল্ড ['এব্রাহাম' দ্রঃ]।

গার্গী—১। প্রাচীনকালের বিদুষী মহিলা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা স্ত্রী। ২। অপর নাম বাচক্নবী। বচক্নু ঋষির কন্যা বলিয়া উক্ত নাম। মহর্ষি জনকের সভায় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে প্রচার করেন। গার্গী তখন তাঁহাকে বার বার প্রশ্ন করেন এবং তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্।

গার্গ্য—মহর্ষি বিশেষ। পিতার নাম অঙ্গিরা। তিনি বেদজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার রচিত জ্যোতিষগ্রন্থের নাম 'গার্গ্য-সংহিতা' (গ্রহোপনিষদ্)। গার্গ্য যদুবংশীয় পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কালযবন (হরি) ['কালযবন' দ্রঃ]।

গালব—১। মহর্ষিবিশেষ। তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। গালব বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ, শ্যামকর্ণ আটশত অশ্ব চাহিলেন। তখন গালব গরুড়ের সাহায্যে রাজা যযাতির নিকট যান। রাজা যযাতি তাঁহার কন্যা মাধবীকে তাঁহার হস্তে দান করিলেন। গালব মাধবীকে প্রথমে রাজা হর্যশ্ব, পরে দিবোদাস, অতঃপর ভোজরাজ উশীনরের হস্তে প্রদান করেন এবং বিনিময়ে ছয়শত অশ্ব পান। এই ছয়শত অশ্ব ও মাধবীকে বিশ্বামিত্রের হাতে দিয়া গালব ঋণমুক্ত হইলেন (ভারত)। ২। বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র গালব। ৩। বৈয়াকরণ বিঃ। পাণিনি সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

গালেন (Galen)—(১৩০—২০০)। চিকিৎসাবিদ্যায় গ্রীক পণ্ডিত। জন্ম এশিয়া মাইনরের Pergamum-নামক স্থানে। তিনি সম্রাট্ মার্কাস অরিলিয়াসের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন।

গিজো (Guizo)—(১৭৮৭—১৮৭৪)। ফরাসী রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার 'History of Civilization'-নামক গ্রন্থখানি বিশ্ববিশ্রুত।

গিবন, এডওয়ার্ড (Gibbon, Edward)—(১৭৩৭—১৭৯৪)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক। 'Decline and Fall of the Roman Empire'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

গিয়াসউদ্দীন তোগলক—(রাজত্বকাল ১৩২০—১৩২৫)। দিল্লীর তুগলকবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পূর্বে পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। খিলিজীবংশের শেষ সুলতানকে হত্যা করিয়া তিনি সম্রাট্ হন। তাঁহার সময়ে বাংলায় একটি বিদ্রোহ হয়। সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফিরিবার পথে তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ তাঁহাকে বিশেষরূপে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দনের জন্য জুনা খাঁ যে তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার পতনে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই জুনা খাঁই মহম্মদ বিন তোগলক।

গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন—(রাজত্বকাল ১২৬৬—১২৮৭)। দাসরাজবংশের অন্যতম রাজা। আসল নাম উলুঘ খাঁ। সম্রাট্ নাসিরুদ্দীনের শ্বশুর ও সম্রাটের রাজত্বকালে প্রকৃত শাসক। তিনি মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়াছিলেন। রাজ্যশাসনে তিনি খুব দৃঢ়তা দেখান। বাংলার শাসক তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ তিনি কঠোরহস্তে দমন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—(১২৬৮—১৩০৫ সাল)। সাহিত্যিক। জন্ম বরিশাল জেলার সিদ্ধকাটী গ্রামে। প্রথমে বরিশাল ও পরে কলিকাতা হাই-কোর্টে ওকালতি করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলির সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'গৃহলক্ষ্মী', 'হিতকথা' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী—(জন্ম ১৮৮৫)। প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ্। পৈতৃক বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার ন'পাড়া গ্রাম। পিতা বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৺ভবানী-কিশোর চক্রবর্তী। প্রথম জীবনে তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট দশবৎসরাধিককাল সংগীত শিক্ষা করেন। অতঃপর ক্রমে তিনি আহম্মদ আলি খাঁ, নবাব ঝুম্মন সাহেব, এনায়েৎ হোসেন খাঁ, মুজাফর খাঁ, বাদল খাঁ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট বহুকাল সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি কলিকাতার 'সংগীত-কলা-ভবন'-নামক সংগীত-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, 'সংগীত-সম্মিলনী'র অধ্যাপক এবং 'সংগীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা'-নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক।

গিরিধর—গীতগোবিন্দের প্রথম বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। তিনি ১৭৩৬-এ উহা বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১। (১৮৪৪—১৯১২)। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা। জন্ম কলিকাতায়। পিতা নীলকমল। প্রথমে বাগবাজারে একটি শখের থিয়েটার করেন। পরে উহা ন্যাশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করে। তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেন এবং বিভিন্ন সময় 'ষ্টার', 'মিনার্ভা', 'এমারেল্ড' ও 'ক্লাসিক' থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র প্রায় ৭০ খানি নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্য রচনা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তিনি শেক্স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। তিনি সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বাঙ্গালার 'গ্যারিক' বলিত। তিনি 'নিমচাঁদ', 'যোগেশ', 'করুণাময়', 'করিম চাচা' প্রভৃতি চরিত্র অভিনয় করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার প্রথম পর্ব ছিল অনুবাদ ও গীতিনাট্যের যুগ। এই সময় তিনি 'আগমনী', 'দোললীলা', 'আশাভঙ্গ' প্রভৃতি রচনা করেন। দ্বিতীয় যুগে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এসময়ে 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ইত্যাদি তিনি রচনা করেন। তৃতীয় পর্ব 'অবতার-মহাপুরুষের' যুগ। 'চৈতন্যলীলা', 'প্রভাসযজ্ঞ', 'বুদ্ধদেবচরিত' এ সময় লেখা হয়। তারপর বিয়োগান্ত নাটক লেখার সূত্রপাত। এ যুগের প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল'। দেশ-প্রেম ও প্রাচীন ভারতের আদর্শ কীর্তন তাঁহার নাটক রচনার পঞ্চম পর্ব। 'সিরাজদ্দৌলা' এযুগের নাটক। 'বলিদান', 'মীরকাসিম' প্রভৃতি তাঁহার অনেক নাটক আছে। 'জনা'ই সম্ভবতঃ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। 'তপোবন' গিরিশচন্দ্রের শেষ

নাটক। ২। (১৮২৯—১৮৬৯)। বিখ্যাত সাংবাদিক। কলিকাতায় জন্ম। তিনি ২০ বৎসর বয়সে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানিই পরে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তখনও তিনি তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৬১-এ তিনি 'বেঙ্গলী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ খ্রীঃ তিনি প্রখ্যাত রামদুলাল সরকারের একটি জীবনী রচনা করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র বসু—(১৮৫৩—১৯৩৮)। কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের স্থাপয়িতা ও অধ্যক্ষ। বর্ধমান জেলার বেড়্গ্রামে জন্ম। তিনি কৃষিশিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করেন এবং দেশে ফিরিয়া চাকরি গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বঙ্গবাসী স্কুল, পরে বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করেন। তিনি উদ্ভিদ্ ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'A Manual of Indian Botany' একখানি অতিশয় তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—(২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২২—৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩)। সংস্কৃত পণ্ডিত। ২৪ পরগনার রাজপুর গ্রামে জন্ম। পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতি। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫৬-এ তিনি 'গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র' নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন। বাংলা অনুবাদসহ 'দশকুমারচরিত', 'বিধবা বিষম বিপদ' (নাটক), 'শব্দসাগর' (অভিধান) ইত্যাদি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—(১৮ই আগস্ট, ১৮৫৮—১৬ই আগস্ট, ১৯২৪)। মহিলা কবি। জন্ম কলিকাতা ভবানীপুরে। পিতা হারাণচন্দ্র মিত্র। আদিনিবাস পানিহাটি। চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। দশ বৎসর বয়সে বহুবাজারের নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪-এ তিনি বিধবা হন। তিনি 'অশ্রুকণা', 'অর্ঘ্য', 'সন্ন্যাসিনী', 'সিন্ধুগাথা', 'স্বদেশিনী', 'ভারতকুসুম' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'কবিতা হার' তাঁহার প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'জাহ্নবী' নামে পত্রিকাখানি তিনি তিন বৎসর পরিচালনা করেন।

গিরীন্দ্রশেখর বসু—(১৮৮৭—১৯৫৩)। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্। জন্ম দ্বারভাঙ্গা। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৯-এ তিনি ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি দুইবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনস্তত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তিনি মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য 'লুম্বিনী পার্ক' নামে হাসপাতাল স্থাপন করেন। তিনি 'Everyday Psycho-analysis', 'পুরাণ-প্রবেশ', 'স্বপ্নতত্ত্ব' ইত্যাদি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

গুটেনবের্গ (Gutenberg) (১৪০০—১৪৬৮)। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্তা। জার্মানীর মেনজ শহরে জন্ম। পিতার নাম গানজ্ ফ্লাইশ। ১৪৫৫-এ তিনি প্রথম লাতিন বাইবেল প্রকাশ করেন।

গুডইয়ার (Goodyear)—(১৮০০—১৮৬০)। রবারশিল্পের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। রবার হইতে তিনিই প্রথম মোটর টায়ার আবিষ্কার করেন। তিনি আমেরিকার লোক। তাঁহার প্রদর্শিত পথে বহু লোক এই শিল্পে প্রতিষ্ঠাবান্ হন।

গুডিভ চক্রবর্তী—(১৮২৭—১৮৭৫)। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলা। অসাধারণ পরিশ্রম ও মেধার বলে বেশী বয়সেও শিক্ষালাভে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বদেশে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সম্পূর্ণতার জন্য বিলাত যাত্রা করেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য—'গৌরীশংকর ভট্টাচার্য' দ্রঃ।

গুড়াকেশ—নিদ্রাবিজয়ী ও আলস্যবিজয়ী ছিলেন বলিয়া অর্জুন এই নামে পরিচিত।

গুণকেশী—ইনি মাতলীর কন্যা। ইহার স্বামী চিকুরনাগের পুত্র সুমুখ। ইহার পুত্র সুধর্মা।

গুণরাজ খাঁ—'মালাধর বসু' দ্রঃ।

গুরু গোবিন্দ সিংহ—(১৬৬২—১৭০৮)। শিখ-সম্প্রদায়ের দশম বা শেষ গুরু (১৬৭৫)। পিতা নবম গুরু তেগ-বাহাদুর। জন্ম পাটনায়। শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ উঠাইয়া খালসা-প্রথা প্রবর্তন তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। এইভাবে শিখদের তিনি একজাতিতে পরিণত করেন। শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'-এর তিনি প্রণেতা। দাক্ষিণাত্যে নান্দের-নামক স্থানে এক আফগান কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৪৪—১৯১৮)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস ১৮৭৬-এ ডি. এল. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি ঠাকুর ল-লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৮৮৭-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৮-এ তিনি অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। পর বৎসর তাঁহাকে এই পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দুই বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। ১৯০৪ খ্রীঃ তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কর্ম ও জ্ঞান' এবং 'A Few Thoughts on Education' উল্লেখযোগ্য।

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ—(?—১৯০০)। বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি। তিনি জোড়াবাগানের শিবনারায়ণ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ টাকা দান করেন। এই অর্থ হইতেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে শিল্পশিক্ষার জন্য পাঠান হইয়া থাকে।

গুরুসদয় দত্ত—ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তক। শ্রীহট্ট জেলায় জন্ম। পিতার নাম রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী। সিভিলিয়ান হিসাবে তিনি বহুস্থানে কার্য করেন। তিনি 'রাইবেঁশে'-লোক-নৃত্য পুনঃ প্রচলন করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সরোজনলিনী দত্ত। তাহারই প্রচেষ্টায় 'সরোজনলিনী শিক্ষা-সমিতি' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহার দ্বারা পুনঃ প্রবর্তিত লোক-নৃত্য 'ব্রতচারী' নৃত্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ভজার বাঁশী', 'পাগলামির পুঁথি' প্রভৃতি শিশুদের জন্য তিনি কবিতা রচনা করেন।

গুলাব সিং (গোলাপ সিং)—আধুনিক কাশ্মীররাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। রণজিৎ সিংহের ভ্রাতা তাঁহার পিতামহ। ইংরেজদের ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়া তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে জম্মুর অধিকার প্রাপ্ত হন। এইভাবে কাশ্মীররাজ্যের উৎপত্তি ঘটে।

গুস্টেভ ফ্লবার্ট (Gustave Flaubert)—(১৮২১—১৮৮০)। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক। রুয়েঁ শহরে জন্ম। ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'ম্যাডাম বোভারী' রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'টেম্পটেশান অভ সেন্ট এন্টন,' ও 'সালাম্বো'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ম্যাডাম বোভারী' প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার নামে অশ্লীল উপন্যাস রচনার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল।

গুহ, গুহক—নিষাদরাজ। শ্রীরামচন্দ্রের

মিত্র। বনবাসকালে রামচন্দ্র তাঁহার গৃহে অতিথি হন। বনবাস হইতে ফিরিবার কালে রামচন্দ্র গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন (রাম)।

গে, জন (Gay, John)—(১৬৮৫—১৭৩২)। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। তিনি প্রথমে স্টীল কর্তৃক পরিচালিত 'Guardian'-নামক পত্রিকায় লিখিতেন। ১৭১৪-এ 'Shepherd's Week' লিখিয়া প্রথম কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। ১৭১৬-এ 'Trivia'-নামক কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'Fables' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। 'Beggar's Opera'-নামক গীতিনাট্যখানি তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করে।

গেন্সবরো (Gainsborough)—(১৭২৭—১৭৮৮)। ইংরেজ চিত্রকর। প্রতিকৃতি ও দৃশ্যাদি অঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার Dutches of Devonshire ছবিখানি সুপ্রসিদ্ধ।

গোঁজলা গুঁই—(১৮শ শতক) : প্রাচীনকালের কবিওয়ালা।

গোকুলচন্দ্র নাগ—লেখক। ডক্টর কালিদাস নাগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অতি অল্প বয়সেই তিনি চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 'কল্লোল'-নামক মাসিক পত্রিকাখানির গোকুলচন্দ্র ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তাঁহার অধিকাংশ রচনা কল্লোলে প্রকাশিত হয়। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে যক্ষ্মা রোগে দার্জিলিঙে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তিনি 'পথিক' নামে একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ঝড়ের দোলা' ও 'মায়ামুকুলে'র নাম উল্লেখযোগ্য।

গোকুলানন্দ—১। (১৬৫০ ?)। বৈষ্ণব কবি। তাঁহার পদগুলি ব্রজবুলিতে লিখিত। ২। (১৮শ শতক ?)। গোকুল, গোকুলদাস ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়।

গোকুলানন্দ সেন—(১৭—১৮শ শতক)। 'পদকল্পতরু'র সংগ্রহকর্তা। অপর নাম বৈষ্ণবদাস। কাটোয়ার নিকটে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গোখলে, গোপালকৃষ্ণ—(১৮৬৬—১৯১৫)। রাজনীতিক ও লেখক। জন্মস্থান কোলাপুর। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি পুনার সর্বজনীন সভার ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক পত্র 'সুধাকর'ও তাঁহার দ্বারা এক সময় পরিচালিত হয়। ১৮৯৫-এ কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে গোখেল উহার অন্যতম সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০৫-এ তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের বারাণসীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই বৎসর ভারত সেবক সমিতি (Servants of India Society) তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১-এ যে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' গঠিত হয়, তিনি তাহার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গোগোল, নিকোলাই, ভ্যাসিলিয়েভিচ (Gogol, Nikolai Vasilievich)—(১৮০৯—১৮৫২)। প্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যিক। তিনি সেন্টপিটার্সবুর্গে কিছুকাল কেরানী ছিলেন। ১৮২১-এ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হয়। রুশ সাহিত্যে প্রথম গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া তিনি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার উপন্যাস 'ডেড সোল্‌স্' ও নাটক 'The Government Inspector' বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অবদান।

গোতম—১। মহর্ষি গোতম ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। ২। বৈবস্বত মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সাতজন সপ্তর্ষি ছিলেন (ভাগ)।

গোতমী—দ্রোণাচার্যের স্ত্রী কৃপীর নামান্তর. তিনি গোতমবংশীয়া ছিলেন।

গোপবন্ধু দাস—(১৮৭৭—১৯২৮)। জন্মস্থান পুরী। আধুনিক ওড়িশার জনকদের মধ্যে তিনিও একজন। তিনি 'সত্যবাদী উচ্চবিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, 'সত্যবাদী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সমাজ' কালে উড়িষ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। গোপবন্ধু জাতীয় কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং উড়িষ্যা বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

গোপা—কলিদেশের রাজা দণ্ডপাণির কন্যা, গৌতম বুদ্ধের পত্নী। গৌতম বিবাহের পূর্বে গোপার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গোপাকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিলেন, পরে নিজের শৌর্য ও বিদ্যার পরিচয় দিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে বুদ্ধদেবের রাহুল নামে এক পুত্র জন্মে।

গোপাল—শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম। ব্রজধামে নন্দালয়ে পালিত বলিয়া তিনি নন্দনন্দনরূপে পরিচিত হন। ব্রজলীলাকালে তিনি সর্বদা গোপবালকগণ ও গোপকন্যাগণ দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। তিনি সর্বদা গোপবেশে বালকের ন্যায় থাকিতেন ['কৃষ্ণ' দ্রঃ]।

গোপাল—(? —৭৭৫ ?)—পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গদেশ যখন অরাজক হয়, সেই সময় লোকে তাঁহাকে রাজা করে। পত্নী ভদ্রদেশের কন্যা দেদ্দা দেবী। পুত্র ধর্মপাল বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

গোপাল উড়ে—যাত্রাওয়ালা। কটকের জাজপুর গ্রামে জন্ম। গোপাল অল্প বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বহুবাজারের রাধামোহন সরকারের প্রতিষ্ঠিত শখের যাত্রাদলে প্রবেশ করেন। সুগায়ক হিসাবে তিনি যাত্রাদলে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই একটি যাত্রার দল গঠন করেন।

গোপাল দাস—পদকর্তা। অপর নাম রামগোপাল রায় চৌধুরী। পিতা শ্যাম রায়। জন্মস্থান বর্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রাম। 'রসকথাবল্লী', 'রসরাত্তি', 'মঞ্জরী', 'রতিশাস্ত্র' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী—(১৫০৩—১৫৭৮)। চৈতন্যদেবের প্রধান ছয়জন ভক্তের অন্যতম। দ্রাবিড়দেশীয় ব্রাহ্মণ। পিতা বেঙ্কট ভট্ট। তিনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি 'হরিভক্তি বিলাস'-নামক একখানি পুস্তক সংকলন করেন। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা ও 'বৃন্দাবন যমক' গ্রন্থের তিনি প্রণেতা।

গোপাল ভাঁড়—কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্য। তাঁহার কৌতুককর গল্প রচনা করিয়া বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এই কৌতুকপ্রিয়তার জন্যই তিনি গোপাল ভাঁড় নামে খ্যাত হইয়াছেন। তিনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

গোপালস্বামী আয়েঙ্গার—(৩১শে মার্চ, ১৮৮২—১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী। জন্ম মাদ্রাজে। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে অধ্যাপক ছিলেন। পরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত থাকেন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। পরে কাশ্মীর রাজ্যের তিনি দেওয়ান হন এবং সংবিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হন (১৯৪৬)। কাশ্মীর ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন (১৯৪৮)। ১৯৪৮-এই যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী হন এবং সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর ভারতীয় রাজ্য-দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন।

গোপালী—অপ্সরাবিশেষ। মহর্ষি গার্গ্যের পত্নী। গোপালীর গর্ভে ও গার্গ্যের ঔরসে কালযবন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপ্সরা গোপালী পুত্র জন্মিবার পরই চলিয়া যান। কালযবন যবনরাজের নিকট প্রতিপালিত হন ['কালযবন' দ্রঃ]।

গোপীকান্ত দাস—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব পদকর্তা। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার ৪টি পদের মধ্যে তিনটি ব্রজবুলিতে লিখিত।

গোপীচাঁদ—প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত উত্তরবঙ্গের রাজা। পিতা মাণিকচাঁদ, মাতা ময়নামতী। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দচন্দ্র। তিনি গোরক্ষনাথ-প্রবর্তিত যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অদুনা ও পদুনা নামে দুই পত্নী ছিল। গোপীচাঁদ সম্বন্ধে লোকগীতি রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত।

গোপীনাথ কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮৮৭)। জন্মস্থান ঢাকা। দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৪-এ ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার লাভ করেন।

গোপীনাথ বড়দলৈ—(১৮৯১—১৯৫১)। দেশসেবক ও আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৩৮-এ তিনি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি দুইবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬-এ তিনি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন। সংবিধান সভার তিনি সভ্য ছিলেন।

গোপীমোহন ঠাকুর—(?—১৮১৮)। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যমপুত্র। তিনি বহুভাষাবিৎ এবং দান-দাক্ষিণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মূলাজোড় গ্রামে দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার পুত্র।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দীর্ঘকাল বর্ধমান মহারাজের সভা-গায়ক ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরী সম্প্রদায়ের (school) গায়ক হিসাবে পরিচিত। সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তিনি 'সংগীতনায়ক' উপাধি পান।

গোবর—(জন্ম ১৩ই মার্চ, ১৮৯৪—১৯৭২)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর। তাঁহার প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ গুহ। তিনি গামা ও কাল্লু পালোয়ানের নিকট কুস্তি শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে তিনিই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশে কুস্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তিনি ১৯২১-এ স্যানফ্রান্সিস্কোর মল্লযোদ্ধা অ্যাড স্যান্টেলকে পরাজিত করিয়া সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হন।

গোবর্ধন—১। (আচার্য)। জয়দেবের পূর্ববর্তী কালের কবি। ভক্ত কবি জয়দেব তাঁহার রচনার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি 'আর্যাসপ্তশতী' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। উহা আর্যা ছন্দে রচিত এবং সাত শত শ্লোকে সম্পূর্ণ। ২। (দাস) বৈষ্ণব পদকর্তা। এই নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত—কলিকাতার রামবাগানের অধিবাসী প্রগতিপন্থী খ্রীষ্টান। ইংরেজীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রখ্যাত কবি তরু দত্ত ও অরু দত্ত তাঁহারই কন্যা ছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারী—(১৮০০—১৮৭২)। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা, কীর্তনীয়া ও কথক। হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম। তিনি 'কালীয় দমন' নামে যাত্রার দল গঠন করিয়া নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় করিয়া বেড়াইতেন এবং নিজে দূতী সাজিতেন। শুকসারীর পালা, চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি পালাগুলি তাঁহার রচনা।

গোবিন্দ কর্মকার—চৈতন্যদেবের ভৃত্য। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের এক বৎসর পূর্বে গোবিন্দ চৈতন্যদেবের ভৃত্য নিযুক্ত হন। চৈতন্যদেবের তিরোভাব পর্যন্ত তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কড়চা'য় শ্রীচৈতন্যের বিবিধ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। উহা 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। 'গোবিন্দদাসের কড়চা'কে প্রকৃতই গোবিন্দ কর্মকারের রচনা বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে চাহেন না।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—(৪ঠা মাঘ, ১২৬১—১৩ই আশ্বিন, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ স্বভাব-কবি। জন্ম ভাওয়ালের জয়দেবপুরে। পিতা রামনাথ দাস। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ভাওয়ালের ম্যানেজার হইয়া আসিলে তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটে বলিয়াই তাঁহাকে ভাওয়াল ছাড়িতে হয়। সেরপুরে 'চারুবার্তা'-নামক কাগজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ ও কলিকাতায় 'বিভা'-নামক পত্রিকা প্রকাশ তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জন্মভূমি ভাওয়াল হইতে তাঁহাকে মিথ্যা দোষারোপ দিয়া নির্বাসিত করা হয়, সেই সময় তিনি 'মগের মুল্লুক' নামে একটি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। মুক্তাগাছা'র সূর্যকান্ত আচার্যের নায়েবরূপেও তিনি কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আজীবন দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে একবার কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তাঁহাকে আবার ভাওয়ালে ফিরাইয়া আনা হয়। তাঁহার দুই বিবাহ। তাঁহার রচনা—'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী', 'চন্দন', 'ফুলরেণু' ইত্যাদি।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—(১৮৩৮—১৯১৭)।—কবি। পিতা গৌরসুন্দর রায়। নিবাস ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড় গ্রাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন এবং পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি "নির্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও", "কতকাল পরে বল ভারত রে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে" প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ কবিতা ও সংগীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গীতিকবিতা', 'রোমিও জুলিয়েট', 'ভিষক-দুহিতা' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

গোবিন্দ দাস—(১৫৩৫—১৬১৩)। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদরচয়িতা। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড। পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা। 'সংগীত দামোদরে'র প্রণেতা দামোদর সেন। বড় ভাই রামচন্দ্র। গোবিন্দ প্রৌঢ়বয়সে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব কবিতাগুলি ব্যতীত তিনি সংস্কৃতে 'সংগীতমাধব' (নাটক) ও 'কর্ণামৃত' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির 'প্রেম কি অঙ্কুর' পদটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য গুরু তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তী—(১৫৮৩ ?)। বৈষ্ণব পদকর্তা। গোবিন্দ দাসের সমকালীন কবি। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পদাবলীর সহিত গোবিন্দদাসের পদাবলী অনেক মিশিয়া গিয়াছে। তবে গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ব্রজবুলিতে লেখেন নাই, বাংলায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ, পণ্ডিত—(১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৭—৭ই মার্চ ১৯৬১)। উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। পিতা পণ্ডিত মনোরথ পন্থ। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাজ্য দলের নেতা ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭—৩৯-এ তিনি যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পরে আবার ১৯৪৬—১৯৫৫ জানুয়ারী পর্যন্তও ঐ পদের অধিকারী ছিলেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৭-এ তিনি ভারত সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ 'ভারতরত্ন'-নামক সম্মানাত্মক উপাধিতে ভূষিত হন।

গোবিন্দমাণিক্য—(১৬৫৯)। ত্রিপুরার বিখ্যাত রাজা। পিতা কল্যাণমাণিক্য। তাঁহার সময়ে মোগলেরা ত্রিপুরা অধিকার করে। তিনি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শিবলিঙ্গের

প্রতিষ্ঠাতা। গোবিন্দমাণিক্য কনিষ্ঠ ছত্রমাণিক্যের চক্রান্তে পড়িয়া কিছুকাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। [রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' দ্রঃ।]

গোবিন্দ রাণাড়ে—(১৮৪২—১৯০৪)। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, পিতা গোবিন্দ অমৃত রাণাড়ে। তিনি সাবজজ হইতে জজ এবং জজ হইতে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। তিনি বিধবাবিবাহ, রাজস্ব-আইন, রাজা রামমোহন রায় ও মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

গোবিন্দ সিংহ—'গুরু গোবিন্দ' দ্রঃ।

গোভিল—মহর্ষিবিশেষ। তিনি বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত সংহিতা 'গোভিল গৃহ্যসূত্র' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র কাত্যায়ন।

গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ)—(জীবৎকাল আনুমানিক ৮ম—১১শ শতাব্দী)। বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ। তাঁহাকে যোগী বা নাথ-সম্প্রদায়ের গুরু বলা হয়। জন্মস্থান জলন্ধর (পঞ্জাব)। এই যোগী সার্বভৌম ধর্মমত প্রচার করেন। পঞ্জাবে ও নেপালে তাঁহার সর্বাধিক শিষ্য। বাংলাদেশের যুগীরা এককালে তাঁহার ধর্মমত পালন করিত। সংস্কৃত ও বাংলায় এই সিদ্ধপুরুষের কাহিনী ও ধর্মমত অবলম্বনে বহু পুস্তক আছে। 'ময়নামতীর গান', 'গোরক্ষ-বিজয়' ইত্যাদি বাংলা পুস্তকে তাঁহার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী—(১৮৪৩—১৯১৫)। বিখ্যাত আইনবিদ্। কলিকাতা হাইকোর্টের হিন্দু-আইন-বিশেষজ্ঞ উকিল। তিনি কিছুকাল মেট্রোপলিটান ল' কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

গোলাম মহম্মদ—(জন্ম ১৮৯৫)। পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল। তিনি টাটা কোম্পানির ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ও ১৯৫১-এ গভর্নর জেনারেল হন।

গোলাম হোসেন খাঁ—মুসলমান ঐতিহাসিক। নিবাস মালদহ জেলা। 'রিয়াজ-উস-সলাতিন' নামে পার্শী ভাষায় তিনি বাংলাদেশের এক ইতিহাস রচনা করেন। এই বইখানি রামপ্রাণ গুপ্ত কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

গোল্ডস্টুকার, থিয়োডোর (Goldstucker, Theodore)—(১৮২১—১৮৭২)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত। জন্মস্থান জার্মানীর কনিগস্‌বের্গ। তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ এ তিনি পাণিনি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তিনি বহু সংস্কৃত পুরাণাদি ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তকের রচয়িতা।

গোল্ডস্মিথ, অলিভার (Goldsmith, Oliver)—(১৭২৮—১৭৭৪)। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক। ১৭৫৬-এ গোল্ড্‌স্মিথ লণ্ডনে আসিয়া সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ডাঃ জনসন্ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার রচনা—'দি ভাইকার অব ওয়েক্‌ফিল্ড', 'দি ডেজার্টেড ভিলেজ', 'দি ট্র্যাভেলার' এবং 'সি ষ্টুপ্‌স্ টু কঙ্কার' প্রভৃতি।

গৌড়গোবিন্দ, রাজা—গৌড়ের রাজা। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি গৌড়ে রাজত্ব করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম গৌড়গোবিন্দ হয়। তিনি খুব বীর ছিলেন। অনেকের মতে এই নামে বিশিষ্ট কোন রাজা ছিলেন না। গৌড়ের বিভিন্ন রাজারা এই নাম ব্যবহার করিতেন।

গৌতম—১। মহর্ষিবিশেষ। গোতম মুনির পুত্র। স্ত্রী অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারিণী হওয়ায় স্বামীর শাপে শিলায় পরিণত হইয়া অঙ্গের অদৃশ্য হন। রামের দর্শনে তিনি শাপমুক্ত হইয়াছিলেন (রাম)। গৌতম ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত সংহিতা 'গৌতমসংহিতা' নামে খ্যাত। ২। কৃপাচার্যের নামান্তর। তিনি গোতম গোত্রীয় শরদ্বানের পুত্র বলিয়া গৌতম নামে অভিহিত। ৩। ভরদ্বাজ মুনির নামান্তর। মহর্ষি গোতমের পুত্র। তিনি গোত্রপ্রবর্তক ঋষি।

গৌতমী বা গোতমী—১। এক ব্রাহ্মণী। তাঁহার একমাত্র পুত্রকে সর্প দংশন করিলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিলে মীমাংসা হয় যে, কর্মফলেই ছেলেটির মৃত্যু হইয়াছে (ভারত)। ২। শাক্যসিংহের জ্ঞাতিকন্যা। পালি জাতকগ্রন্থে তাঁহার বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি একদা শাক্যসিংহকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে গান গাহিয়াছিলেন; শাক্যসিংহ উহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকে কণ্ঠ হইতে রত্নহার খুলিয়া দেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তিনি তাঁহার নিকট নিজ মৃত পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কৌশলে তাঁহার ভ্রম-নিরসন করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষীণকায়া ছিলেন; সেজন্য তিনি জাতকগ্রন্থে 'কিশা' বা 'কৃশা গোতমী' নামে পরিচিতা।

গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী—শাতবাহন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে শকদিগকে বিতাড়িত করেন, এবং শকরাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গৌরমুখ—শমীক মুনির জনৈক শিষ্য। ইনি শমীকের আদেশে রাজা পরীক্ষিৎকে শৃঙ্গী-প্রদত্ত শাপের কথা জানাইয়া আসেন।

গৌরমোহন আঢ্য—(১৮০৫—১৮৫৪)। কলিকাতার 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'-নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৮২৩)।

গৌরী—উমা, পার্বতী (তাহা দ্রঃ)।

গৌরীদাস—১। গৌরীদাস ঠাকুর, বৈষ্ণব কবি। পিতা কংসারি মিশ্র। নিবাস—অম্বিকা-কালনা। তিনি কাঠখোদাইকর ছিলেন এবং নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। ২। কীর্তনিয়া। নিত্যানন্দের সমসাময়িক।

গৌরীশংকর দে—(১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৫—৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৪)। বিখ্যাত গণিতবিদ্। জন্মস্থান কলিকাতা। এম. এ. পরীক্ষাতে তিনি গণিতশাস্ত্রে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এম. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই তিনি জেনারাল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউটে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৮১-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত ও ১৮৮৪-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন। গণিতে তাঁহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য)—(১২০৭—১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। খ্যাতনামা সাংবাদিক। জন্মস্থান শ্রীহট্ট। তিনি নবদ্বীপে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের তৎকালীন 'রসরাজ'-নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রের সহিত এই পত্রের কবিতাযুদ্ধ চলিত। পরে তিনি স্বয়ং 'সংবাদভাস্কর' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার রচনা—'গৌরীশংকর ভূগোল', 'জ্ঞান-প্রদীপ' ১ম ও ২য় ভাগ।

গৌরী সেন—(জীবৎকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল)। বাঙ্গালার দানবীররূপে খ্যাত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। নিবাস বহরমপুর। সামান্য অবস্থা হইতে তিনি ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার সাতখানি নৌকার মাল রূপায় পরিণত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

তাঁহার দান ও দাক্ষিণ্যের অন্ত ছিল না। এই জন্যই তাঁহার সম্বন্ধে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদটি প্রচলিত হইয়াছে।]

গ্যয় দ্য মোপাসাঁ (Guy de Maupassant)—'মোপাসাঁ' দ্রঃ।

গ্যারিক, ডেভিড (Garric, David)—(১৭১৭—১৭৭৯)। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অভিনেতা। করুণরসাত্মক নাটকের চরিত্রাভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। Druny Lane থিয়েটারের তিনি মালিক ছিলেন। শেকসপীয়ারের নাটক অভিনয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হন।

গ্যারিবল্ডি (Garibaldi, Giuseppe)—(১৮০৭—১৮৮২)। ইটালীর প্রসিদ্ধ সৈনিক ও দেশপ্রেমিক। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অভিযোগে ১৮৩৪ এ তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় পলায়ন করেন। ১৮৪৮-এ তিনি ইটালীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৫৯-এ ইটালী যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাঁহার উপর একদল সৈন্য পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। তিনি অস্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পর বৎসর তিনি এক বিরাট্ সৈন্যবাহিনীর পরিচালকরূপে ইটালীর স্বাধীনতা অর্জন করেন। তাঁহার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নাম ছিল লালকোর্তা (Red Shirt)।

গ্যাল্টন (Galton)—(১৮২২—১৯১১)। ইংরেজ বিজ্ঞানী। বংশানুক্রমিকতা (Heredity) সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি বিখ্যাত। চিকিৎসাবিদ্যায় উপাধি লইয়া তিনি আফ্রিকা ভ্রমণ করেন এবং মানুষের আঙুলের ছাপ যে বিভিন্ন ও অপরিবর্তনীয় তাহা প্রমাণ করেন।

গ্যালভানি (Galvani, Luigi)—(১৭৩৭—১৭৯৮)। বিখ্যাত ইটালীয় বৈজ্ঞানিক। তিনি বোলোগনায় দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে জীবদেহে বৈদ্যুতিক শক্তিক্রিয়ার ধারা আবিষ্কার করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে 'গ্যালভানিজম্' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গ্যালিলিও, গ্যালিলি (Galileo, Galilei)—(১৫৬৪—১৬৪২)। বিখ্যাত ইটালিয়ান জ্যোতির্বিদ্। পিসা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পেণ্ডুলামের গতি-নিয়ম নির্ণয় ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর গতি নির্ণয় করিয়া সূর্যকে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র বলিয়া প্রচার করেন। প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী বৈজ্ঞানিক মত প্রচারের জন্য তিনি লাঞ্ছিত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গ্যাসকেল (Gaskell)—(১৮১০—১৮৬৫)। মহিলা ঔপন্যাসিক। তাঁহার 'Mary Bunton', 'Ruth', 'Cranford' ও অন্যান্য গল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। Charlotte Bronte-র জীবনী লিখিয়াও তিনি সুনাম অর্জন করেন।

গ্যেটে, জোহান উল্ফ্গ্যাং ফোন (Goethe, Johann Wolfgang von)—(১৭৪৯—১৮৩২)। বিখ্যাত জার্মান কবি ও নাটাকার। তিনি 'ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-দি মেন' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্যেটে প্রথম জীবনে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও নানা জটিল বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'ফাউস্ট' (Faust) রচনা আরম্ভ করেন। উহা শেষ হইতে ৫৮ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তাঁহার গদ্য রচনা 'Wilhelm Meister's Lehrjahre' শেষ হইতে ৪৪ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তিনি কালিদাসের 'শকুন্তলা' পাঠে মুগ্ধ হইয়া তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং গোল্ডস্মিথের 'Deserted Village' জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গ্রহবর্মা—(৭ম শতক)। মৌখরি রাজবংশের রাজা ও সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের ভগিনীপতি। পত্নীর নাম রাজ্যশ্রী। মালবরাজ দেবক গুপ্ত গ্রহবর্মাকে হত্যা ও রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিয়াছিলেন।

গ্রাউস, ফ্রেড্রিক স্যামন (Growse, Frederic Salmon)—(১৮৩৭—১৮৯৩)। ভারতীয় সিভিলিয়ান। তিনি মথুরার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং ১৮৯৮-এ তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

গ্রাণ্ট (Grant)—(১৮০৭—১৮৯৩)। ব্রিটিশ শাসক ও রাজনীতিক। জন্ম ইংল্যাণ্ড। পিতা সার পিটার গ্রাণ্ট। তিনি কলিকাতার হাইকোর্টের জজ ছিলেন। পরে তিনি মধ্যপ্রদেশের ও বাংলার ছোটলাট হন। নীলকরের অত্যাচার ও হাঙ্গামা তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহার সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি জামাইকার গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গ্রিফিথ, আর্থার (Griffith, Arthur)—(১৮৭২—১৯২২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিন্ফিন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও উক্ত আন্দোলনের প্রবর্তক। জন্ম ডাবলিনে। ১৯২১-এ তিনি 'আইরিশ ফ্রী স্টেট'র প্রেসিডেণ্ট হন।

গ্রিফিথ, রাল্ফ (Griffith, Ralph Thomas Hotchkin) (১৮২৬—?)। সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত। তিনি প্রথমে বেনারস কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ও পরে উহার অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি গভর্নমেণ্ট কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন (১৮৭৮—১৮৮৫)। সংস্কৃত রামায়ণের ও অন্যান্য সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ তিনি ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। 'পণ্ডিত'-নামক মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রিফিথ পুরস্কার' দেওয়া হয়।

গ্রিয়ারসন, স্যার জর্জ—(Grierson, Sir George)—(১৮৫১—?)। ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদ্। তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিয়া ভারতে আসেন। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান্। তাঁহার পরিচালনায় Linguistic Survey করা হয়। 'Introduction to Maithili Language', 'Kaithi Character', 'The Linguistic Survey of India' তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির অন্যতম।

গ্রে, স্যার উইলিয়াম—(Gray, Sir William)—(১৮১৮—১৮৭৮)। ১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গের ছোট লাট। পলতা হইতে কলিকাতায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও হাওড়া-পুল নির্মাণ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরবর্তী কালে জামাইকার গভর্নর হন।

গ্রেগরি দি গ্রেট (Gregory the Great)—(৫৪০—৬০৪)। প্রাচীন রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মযাজক। গ্রেগরি নামে সেকালে ১৬ জন পোপ ছিলেন; তিনি তাঁহাদের সর্বপ্রথম। তিনি স্তোত্র পাঠের বিশেষ একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ গ্রেগরি (১৫০২—১৫৮৫) একপ্রকার দিনপঞ্জীর প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রে, টমাস (Gray, Thomas)—(১৭১৬—১৭৭১)। বিখ্যাত ইংরেজ কবি। কর্নহিলে জন্ম। তাঁহার লিখিত 'এলিজি' (Elegy Written in a Country Churchyard) সুপ্রসিদ্ধ কবিতা। এই কবিতা ১৭৪২-এ লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৭৪৯-এ প্রকাশিত হয়। 'ওড্ টু স্প্রিং' (Ode to Spring), 'হীম' (Hymn), 'ওড টু অ্যাডভার্সিটি' (Ode to Adversity), 'ওড অন এ ডিস্ট্যাণ্ট প্রসপেক্ট অব ইটন কলেজ' (Ode on a Distant Prospect of Eton College) প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

গ্রেটা গার্বো (Greta Garbo)—

(১৯০৫)। সুপ্রসিদ্ধ সুইডিস অভিনেত্রী। সবাক্ ও নির্বাক্ চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি অশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে 'ম্যাটা হ্যারি', 'কুইন ক্রিশ্চিনা', 'অ্যানা কারেনিনা', 'পেণ্টেড ভেল', 'ফ্লেশ অ্যাণ্ড দি ডেভিল', 'অ্যাফেয়ার্স অব ওম্যান', 'ক্যামিলী' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবাহ করেন নাই।

গ্রোমিকো (Gromyko)--(জন্ম ১৯০৮)। রাশিয়ান কূটনীতিক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তিনি রাজদূত ছিলেন (১৯৪৩—৪৬)। ১৯৪৬ ৪৯-এ স্বস্তি পরিষদে তিনি সোভিয়েট প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ এ তিনি উপপররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হন।

গ্লকাস (Glaucus)—জনৈক ধীবর। তিনি ওসিয়ানাসের কৃপায় সমুদ্রদেবতায় রূপান্তরিত হন এবং অ্যাপলোর বরে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা লাভ করেন (গ্রীক পুঃ)।

গ্ল্যাড্‌স্টোন (Gladstone, Rt. Hon. William Ewart)--(১৮০৯—১৮৯৮)। ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্। তাঁহার পিতা লিভারপুলের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮৬৮-এ তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৮৭৪ এর পর তিনি কিছুকাল রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন; কিন্তু বুলগেরিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়া অল্পকাল পরেই আবার রাজনীতিক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮০-এ তিনি দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। ছয় বৎসর পরে তিনি তৃতীয়বার ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ এ তিনি দ্বিতীয় হোমরুল বিল উত্থাপন করেন। উহা লর্ড সভায় অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি 'The State in its Relations with the Church'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

ঘ

ঘটকর্পর—সংস্কৃত কবি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন বলিয়া খ্যাত।

ঘটোৎকচ—ভীমের রাক্ষসপুত্র। মাতা হিড়িম্বা রাক্ষসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ কৌরবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। কর্ণ তাঁহাকে বধ করেন। জন্মকালে তাঁহার মস্তক উৎকচ অর্থাৎ কেশহীন ছিল বলিয়া এই নাম হয় (ভারত)।

ঘণ্টাকর্ণ—১। মহাদেবের অনুচর বিশেষ। এই দৈত্য অন্ধকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন (কূর্ম)। ২। দেবাসুর যুদ্ধে মহাদেব ঘণ্টাকর্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন (ভারত)। ৩। ঘণ্টাকর্ণ বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন। হরিনাম যাহাতে কানে না যায়, এইজন্য তিনি সর্বদা কানে ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিতেন (হরি)।

ঘণ্টেশ্বর (ঘেঁটু ঠাকুর)—১। মঙ্গলের পুত্র (ব্রহ্মবৈ)। ২। ঘণ্ট নামে মহাদেবের অনুচর এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম ঘণ্টেশ্বর (স্কন্দ)। ৩। গ্রাম্য দেবতা।

ঘনরাম-(১৬৬৯—?) প্রাচীন কবি। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা গৌরীকান্ত চক্রবর্তী, মাতা সীতা দেবী। তিনি গুরুর আদেশে 'শ্রীধর্মমঙ্গল' নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন (১৭১১)। উপাধি 'কবিরত্ন'। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের তিনি রাজকবি ছিলেন। তাঁহার আদেশেই তিনি 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। ঘনরাম ভণিতায় অন্যান্য পদ ও কবিতা পাওয়া যায়।

ঘনশ্যাম বৈষ্ণব কবি। পিতা দিব্যদাস। তিনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের পৌত্র। তিনি 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'-নামক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

ঘনশ্যামদাস বিরলা--(জন্ম ১৮৯৪)। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার। জন্ম জয়পুর রাজ্যে। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং ১৯২৪-এ 'Indian Chamber of Commerce'-এর সভাপতি হন। তিনি 'Indian Fiscal Commission'-এর এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য হন। তিনি 'Royal Commission'এর সভ্য ছিলেন। ১৯২৭-এ জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে তিনি প্রতিনিধি মনোনীত হন। নিখিল ভারত হরিজন সেবক সংঘের তিনি সভাপতি।

ঘূর্ণিকা-শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পরিচারিকা (ভারত)। এই পরিচারিকাই দেবযানীর কূপে পড়িবার সংবাদ শুক্রাচার্যকে প্রদান করেন (মৎস্য)।

ঘৃতাচী—১। অপ্সরাবিশেষ। রাজা কুশনাভের ঔরসে তাঁহার গর্ভে শত কন্যা জন্মগ্রহণ করেন (রাম)। ২। এই অপ্সরা হইতে চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মে। আবার তাঁহার গর্ভে মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়। ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁহার গর্ভে শুকদেব গোস্বামীর জন্ম হয় (ভারত)।

ঘোষা—কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা। ঋক্-মন্ত্র-রচয়িত্রী। তাঁহার কুষ্ঠরোগ হওয়াতে কেহ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করিলে এই রমণী রোগমুক্ত হন এবং তাঁহার বিবাহ হয়। পুত্রের নাম সুহস্ত্য (ঋক্)।

চ

চক্রধ্বজ সিংহ—আসামের রাজা। তিনি অহোমবংশীয়। প্রকৃত নাম সুপুং মুংকা। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। ১৬৬৮-এ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা সুস্তৎফা উদয়াদিত্য নামে রাজা হন।

চক্রপাণি দত্ত—বিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান বীরভূম। পিতা নারায়ণ। তিনি 'চক্রদত্ত'-নামক একখানি বৈদ্যক গ্রন্থের রচনা করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

চণ্ড—১। দৈত্যবিশেষ। মহিষাসুরের অমাত্য। চণ্ড ও অপর অমাত্য মুণ্ড কৌশিকী-হস্তে নিহত হন (বামন)। দেবসেনাপতি স্কন্দের অপর নাম। মহাদেবের অন্যতম অনুচর। ২। হাম্বিরের নাতি লখারানার (লক্ষ্মণের) পুত্র। চণ্ড বিবাহ করেন নাই। বিমাতার ছেলে মুকুল ছোট ছিল বলিয়া তিনি রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু বিমাতা তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে যখন শত্রুরা চিতোর গ্রাস করিতে আসে, তখন তিনি মেবারে আসিয়া শত্রুদের হাত হইতে চিতোর উদ্ধার করেন।

চণ্ডকৌশিক—১। মুনিবিশেষ। কক্ষীবান্ গৌতমের পুত্র। তাঁহার প্রদত্ত ফলে নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী জরাসন্ধকে প্রসব করেন (ভারত)। ২। বিশ্বামিত্র—কুশিক গোত্রীয় এবং কোপনস্বভাব বলিয়া এই নাম।

চণ্ডাশোক—রাজা অশোকের অপর নাম ['অশোক' দ্রঃ]।

চণ্ডী—দুর্গার অপর নাম। শুম্ভাসুরের সেনানী চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন (মার্কণ্ডেয়)।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৬৪—১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও লেখক। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সংকলন করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। 'কমলকুমার', 'মনোরমার গৃহ', 'পাপীর নবজীবন লাভ' ইত্যাদি পুস্তকগুলি তাঁহার রচিত।

চণ্ডীচরণ সেন—(১৮৪৫—১৯০৬)। সাহিত্যিক। 'Uncle Tom's Cabin'-

নামক ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে 'টম কাকার কুটীর'-নামক পুস্তকখানি রচনা করিয়া তিনি বিশেষ নাম করেন। জন্মস্থান—বাসণ্ডা, বাখরগঞ্জ। পিতার নাম নিমচাঁদ। তিনি প্রথমে মুনসেফ ও পরে সাবজজ হন। ১৮৭০-এ তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। 'জীবনগতি নির্ণয়', 'লঙ্কাকাণ্ড', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'ঝাঁন্সীর রানী', 'অযোধ্যার বেগম', 'এই কি রামের অযোধ্যা', 'চল্লিশ বৎসর' প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক। 'মহারাজ নন্দকুমার' লিখিয়া তিনি সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হন। মহিলা কবি কামিনী রায় তাঁহার কন্যা।

চণ্ডীদাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। বাঙলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কাহারও সুনিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে 'বড়ু চণ্ডীদাস' বা 'অনন্তবড়ু চণ্ডীদাস' নামে একজন কবি চৈতন্য পূর্ব যুগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-নামক একটি ঝুমুর-জাতীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ছাড়াও 'দীন চণ্ডীদাস' এবং 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'-নামক অপর দুই জন কবির অস্তিত্বও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে একজন সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের সমকালে কিংবা কিঞ্চিৎ পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং অপরজন নিশ্চিতভাবেই চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। বীরভূম জেলার নান্নুর এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনা—উভয় গ্রামেই চণ্ডীদাসের বাসস্থান বলিয়া দাবি করা হয়। চণ্ডীদাস একাধিক হইলে এই সমস্যার সমাধান সহজেই হইতে পারে। উভত্র দেবী বাশুলীর মন্দির আছে এবং চণ্ডীদাস বাশুলীর পূজক ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। 'রামী'-নামক এক রজকিনীর প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন বলিয়াও একটি জনশ্রুতি আছে। 'চণ্ডীদাস-চরিত'-নামক যে গ্রন্থে চণ্ডীদাসের জীবনী পাওয়া যায় তাহা নির্ভরযোগ্য নহে।

চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর—(১৪শ শতক)। বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। মিথিলার রাজা হরিসিংহদেবের সভায় তিনি অমাত্য ছিলেন। তিনি 'বিবাদ-রত্নাকর' নামে বহু স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৩১৪-এ বাঘমতী নদীর তীরে তুলাপুরুষ নামে দানব্যাপার সম্পন্ন করেন। যোদ্ধা ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি মিথিলারাজের সৈন্যবাহিনীর পরিচালক হইয়া নেপালরাজকে পরাস্ত করেন।

চতুর্ভুজ—করুরি-নামক স্থানের রাজা। তাঁহার বৈষ্ণব ভক্তির তুলনা ছিল না। একবার তাঁহার এক বিপক্ষ রাজা একটি ডোমকে বৈষ্ণব-বেশে সাজাইয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ডোম জানিয়াও তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং বিদায়কালে তাহাকে একখানি জরীর কাপড়ে একটি কানাকড়ি বাঁধিয়া দেন। ইহার অর্থ এই যে, ডোমের দাম কানাকড়ি, কিন্তু ডোমের বৈষ্ণব-বেশের জন্য জরীর কাপড়। বিপক্ষ রাজা ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন।

চন্দ্র—১। ব্রহ্মার পৌত্র, অত্রির পুত্র। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন। তারার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম হয় (বিষ্ণু)। দক্ষপ্রজাপতির সাতাশটি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তাহার মধ্যে তিনি রোহিণীর প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিলেন বলিয়া অপর কন্যারা পিতার নিকট অভিযোগ করেন। দক্ষ চন্দ্রকে শাপ দেন যে, তিনি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেন (ব্রহ্মবৈ)। পরে অবশ্য সকল পত্নীর প্রতি সমান যত্ন দেখানোর ফলে ঐ রোগ পক্ষব্যাপী হয় (পদ্ম)। সেই দিন হইতে চন্দ্রের এক পক্ষে ক্ষয় এবং অপর পক্ষে বৃদ্ধি হয়। ২। সমুদ্রমন্থনকালে চন্দ্রের উদ্ভব হয়, এ মতও আছে।

চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৩৬—১৯১৩)। বেদজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম ময়মনসিংহের সেরপুরে। পিতার নাম রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। তিনি স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিলে পর তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে 'তর্কালংকার' উপাধি দেওয়া হয়। সভাষ্য 'গোভিল গৃহ্যসূত্র' প্রকাশ করিয়া তিনি যশস্বী হন। পরে তিনি ১৮৮৩-এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৮৯৭-এ তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপের প্রথম বক্তৃতা দেন। 'সতীপরিণয়', 'সত্যবতী চম্পূ', 'প্রবোধবটক', 'যুবরাজ-প্রশস্তি', 'কৌমুদী-সুধাকর', 'আনন্দ-তরঙ্গিণী', 'শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্য' ইত্যাদি তাঁহার বহু পুস্তক আছে।

চন্দ্রকীর্তি—বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থকার। তিনি বাংলার অধিবাসী ছিলেন।

চন্দ্রকেতু—১। লক্ষ্মণের পুত্র। অপর ভ্রাতার নাম অঙ্গদ (রাম)। ২। বীর রাজা। তিনি দুর্যোধনের পক্ষে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন এবং অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (ভারত)।

চন্দ্রগুপ্ত, ১ম—(জীবৎকাল ৩২০ খ্রীঃ)। গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনা) নিকটে কোনও স্থানের এক নগণ্য রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি লিচ্ছবিবংশের এক রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং রাজ্যের সীমা বর্ধন করেন। তাঁহার সিংহাসনের আরোহণের দিন হইতেই গুপ্তাব্দ (৩১৯ বা ৩২০ খ্রীঃ) আরম্ভ হয়। তাঁহারই পৌত্রের নাম দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য।

চন্দ্রগুপ্ত, ২য়—(রাজত্বকাল ৩৮০—৪১৪)। গুপ্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তাঁহাকেই গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। তাঁহার সময়ে গুপ্তরাজ্য শক্তি ও সম্পদে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' ও 'শকারি' নামে পরিচিত। তাঁহার রাজধানী প্রথমে ছিল পাটলীপুত্রে, পরে তিনি উজ্জয়িনীতে তাঁহার রাজধানী সরাইয়া লইয়া যান। প্রবাদ আছে, তাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া উক্ত সভাকে নবরত্নের সভা বলা হইত। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী রাজা ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য—(জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ ৩২১ শতক)। মগধের প্রাচীন হিন্দু রাজা ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মগধের নন্দবংশীয় রাজার বিদ্বেষভাজন হইয়া তিনি পঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি কূটনীতিক চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া ৩২২ বা ৩২১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে মগধের রাজা হন। তিনি উত্তরকালে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করেন। আলেকজাণ্ডারের প্রধান সেনাপতি সেলুকাস পঞ্জাবে গ্রীকদিগের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে পরাস্ত করেন। তিনি ঐ সেনাপতির এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গ্রীকগণ ভারতের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা লাভ করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার ও পৌত্র অশোক।

চন্দ্রগোমিন—১। বৌদ্ধ বৈয়াকরণ। পাণিনি ব্যাকরণের পরিবর্তন সাধন করিয়া চান্দ্রব্যাকরণ প্রণীত হয়। ২। বরেন্দ্রভূমি-নিবাসী বৈদ্য নৈয়ায়িক।

চন্দ্রনাথ বসু—(১৮৪০—১৯২৪)। সুপ্রসিদ্ধ লেখক। হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে জন্ম। তিনি জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৭৯-এ তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হন। অতঃপর তিনি গভর্নমেন্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকার অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'ফুল ও

কল্প', 'চন্দ্রকণা', 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ত্রিধারা', 'পশুপতি-সংবাদ', 'সাবিত্রীতত্ত্ব', 'হিন্দুতত্ত্ব', 'কঃ পন্থাঃ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফরিদপুর জেলায় জন্ম। তাঁহার 'চান্দীপাইতা'-নামক একটি ন্যায়ের টিপ্পনী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

চন্দ্রভানু—১। শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী (ভাগ)। **২**। রাধিকার অন্যতম দ্বাররক্ষক (ব্রহ্মবৈ)।

চন্দ্রভারকার, স্যর এন. জি.—(১৮৫৫—১৯২৩)। জন্মস্থান কর্ণাট প্রদেশ। কর্মজীবনের প্রথমে ইনি আইনজীবী এবং পরে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। এক সময় তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েরও উপাচার্য ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রভারকার লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ তিনি স্যর উপাধিতে ভূষিত হন।

চন্দ্রমাধব ঘোষ—(১৮৩৮—১৯১৮)। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্ম। পিতা দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। ১৮৮৪-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন এবং ১৮৮৫-এ হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। কিছুকাল তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের উন্নতির জন্য তাঁহার সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ১৯০৩ খ্রীঃ তিনি স্যর উপাধি লাভ করেন।

চন্দ্রলেখা—তাঁহার অপর নাম চন্দ্ররেখা। অসুররাজ বাণের কুষ্মাণ্ড-নামক মন্ত্রীর কন্যা এবং অসুররাজের কন্যা উষার সখী।

চন্দ্রশেখর বসু—(১৮৩৩—১৯০২)। বঙ্গভাষার লেখক। জন্ম নদীয়ার উলা গ্রামে। পিতার নাম কালীচরণ। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজ্যে চাকরি করিতেন। তাঁহার যত্নে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ—'অধিকারতত্ত্ব', 'বেদান্তপ্রবেশ', 'পরলোকতত্ত্ব' ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—(২৭শে অক্টোবর, ১৮৪৯—১৯শে অক্টোবর, ১৯২২)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। নিবাস নদীয়ায়। পিতা বিশ্বেশ্বর। তিনি খাগড়ায় বাস করিতেন। তাঁহাকে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার পরিচালিত 'উপাসনা' পত্রিকায় সম্পাদনা করিবার জন্য বহরমপুরে আনেন। তিনি সাহিত্যসেবায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। সুবিখ্যাত গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' তাঁহার রচনা। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। অন্যান্য পুস্তক—'মশলা বাঁধা কাগজ', 'স্ত্রীচরিত্র', 'কুন্তলতার মনের কথা' ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর সেন—(জন্ম ,১৮৫১)। বিখ্যাত ভূপর্যটক। মালদহে জন্ম। পিতা হরমোহন। কিছুকাল শিক্ষকতা ও ডাক্তারি করিয়া তিনি পরে ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৯-এ তাঁহার পৃথিবী ভ্রমণ আরম্ভ হয়। পৃথিবীর বহুদেশ পর্যটন করিয়া তিনি 'ভূ প্রদক্ষিণ' নামে একখানি বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

চন্দ্রসেন—রাজাবিশেষ। পিতা সমুদ্রসেন। তিনি বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিয়া তিনি দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অশ্বত্থামার হস্তে তিনি নিহত হন (ভারত)।

চন্দ্রহাস—কেরল দেশের রাজা। মাতাপিতৃহীন হইয়া তিনি কুলিন্দ কর্তৃক পালিত হন। পরে কুন্তলপতির মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যাকে বিবাহ করেন (গর্গ-সং)।

চন্দ্রাপীড়—১। রাজা জনমেজয়ের পুত্র। মাতা কাশ্যা। তাঁহার অপর ভ্রাতার নাম সূর্যাপীড় (হরি)। **২**। কাশ্মীরের রাজা (৬৮৪-৬৯৩)। পিতা প্রতাপাদিত্য। পত্নীর নাম প্রকাশা। নিজের ভ্রাতা তারাপীড়ের অনুচর কর্তৃক তিনি নিহত হন।

চন্দ্রাবতী—(আঃ ১৫৫০)। ময়মনসিংহের মহিলা কবি। জন্ম কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়াইর গ্রাম। পিতা 'মনসাভাসান' রচয়িতা বংশীদাস, মাতা সুলোচনা। 'রামায়ণ গীত', 'দস্যু কেনারাম' ইত্যাদি রচয়িত্রী। কথিত আছে, জয়চন্দ্র নামে একটি ছেলেকে ভালবাসিতেন বলিয়া তিনি কখনও বিবাহ করেন নাই। তাঁহাকে বাঙলার প্রথমা মহিলা কবির সম্মান দান করা হয়।

চন্দ্রাবলী—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রিয়সখী গোপী। পিতা চন্দ্রভানু, মাতা বিন্দুমতী। গোবর্ধন মল্ল তাঁহার স্বামী। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন। এজন্য শ্রীরাধার সঙ্গে চন্দ্রাবলীর প্রায়ই বিবাদ হইত (বৃন্দাবনলীলা)।

চমনলাল, দেওয়ান—(জন্ম ১৮৯২)। বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ ও সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি প্রথমে 'Bombay Chronicle'-নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯২০-এ ভারতবর্ষীয় ট্রেড-ইউনিয়ন (Trade Union) স্থাপিত করেন। তিনি A. I. T. U. C. ত্যাগ করিয়া 'All India Trade Union Federation' স্থাপন করেন। তিনি 'কুলি'-নামক পুস্তকের রচয়িতা।

চম্পতিপতি—(১৭শ শতক)। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। তাঁহার উপাধি 'বিদ্যাপতি'। তিনি ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতেন। তিনি উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন।

চরক—১। মহর্ষি বৈশম্পায়নের অন্যতম শিষ্য। ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম হয় (ভাগ)। **২**। সংহিতাবাদী দ্বিজগণ এই নামে অভিহিত হন (বায়ু)। **৩**। বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ 'চরকসংহিতা'র প্রণেতা। অনন্তদেব চররূপে পৃথিবীতে আসিয়া দেখেন যে, লোকে অশেষ ব্যাধিতে ভুগিতেছে। চররূপে নামিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চরক হয়। অত্রিপুত্র ভরদ্বাজের নিকট চরক আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। তিনি ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, অত্রি ও অগ্নিবেশ্যের নিকট যথাক্রমে সূত্র, শরীরস্থান, ইন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি এই অষ্ট স্থান শিক্ষা করিয়া 'চরকসংহিতা' রচনা করেন।

চসার, জিওফ্রে (Chaucer, Geoffrey)—(? ১৩৪০—১৪০০)। প্রথম ইংরেজ কবি। তিনি রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের সমসাময়িক ছিলেন। একবার ফ্রান্সে যুদ্ধে যান ও পরে রাজকার্যে জীবন কাটে। রাজকর্ম উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্' (Canterbury Tales).

চাঁদ কবি—(১২শ শতক)। বিখ্যাত হিন্দী কবি। তিনি দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের সভাকবি ছিলেন। 'পৃথ্বী রাজ রাসো'-নামক তাঁহার একটি হিন্দী কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়।

চাঁদ কাজি—(১৫শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম গোরাই কাজি। তাঁহার 'বাঁশী বাজানো জান না' কবিতাটি সুপ্রসিদ্ধ।

চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যের মুসলমান বীর রমণী। চাঁদ সুলতানা নামেও পরিচিতা। পিতা আহ্‌মদনগররাজ হুসেন নিজাম শাহ্, স্বামী বিজাপুররাজ আলি আদিল শাহ্। তিনি অপূর্ব শৌর্যবতী ছিলেন। মুরাদ আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিলে তিনি সৈন্য পরিচালনা করিয়া মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মুরাদ যুদ্ধ জয় করিতে পারিলেন না। পরে আবার তিনি আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিলে চাঁদবিবি মোগলদের ঠেকাইতে না পারিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। এইবার তিনি শত্রুহস্তে নিহত হন। কাহারও কাহারও মতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

চাঁদরায়—১। বারভুঁঞার অন্যতম। শ্রীপুর

তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি অসাধারণ বীর ও নৌ-যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক শিবমন্দিরের স্থাপনা করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ঈশা খাঁ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বিধবা কন্যাকে (কাহারও মতে ভগ্নীকে) ঈশা খাঁ কৌশলে হরণ করিয়া লইয়া যান। সেই শোকে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মাতার স্মৃতিস্তম্ভ এবং তাঁহার নির্মিত দীঘি আজিও বিক্রমপুরে দেখা যায়। ২। দস্যু ও জমিদার। তিনি রাজমহলনিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন। শেষে তিনি পাগল হইয়া যান। নরোত্তম দাস ঠাকুরের পরামর্শে তিনি যখন কৃষ্ণমন্ত্র জপিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার উন্মাদ রোগ সারিয়া যায়। তখন তিনি সৎপথগামী ও পরম বৈষ্ণব হইলেন।

চাঁদ সদাগর—চম্পাই নগরের বিখ্যাত বণিক। তাঁহার পুত্রের নাম লখিন্দর। কিংবদন্তী এই যে, তিনি মনসাবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া তাঁহার পুত্র বিবাহ-রাত্রিতে সর্পদষ্ট হয়। পুত্রবধূ বেহুলা স্তব করিলে মনসাদেবী তাঁহার পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন। সেই দিন হইতে চাঁদ সদাগর মনসার ভক্ত হন (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

চাঁদ সাহেব—(১৮শ শতক)। কর্ণাটকের মুসলমান নবাব। ১৭৫১-এ তিনি ফরাসীদের সাহায্যে ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করেন। পরে ক্লাইভ আর্কটের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। চাঁদসাহেবের মৃত্যু ঘটিলে মহম্মদ আলি কর্ণাটকের নবাব হন।

চাক্ষুষ মনু—১। চতুর্থ মনুর অন্যতম চক্ষুর পুত্র (ভাগ)। ষষ্ঠ মন্বন্তরে চাক্ষুষ নামে মনু ছিলেন (বিষ্ণু)। ২। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রিপুর পুত্র (কূর্ম)।

চাটার্টন (Chatterton)—(১৭৫২—১৭৭০)। ইংরেজ কবি। Thomas Rowley এই নামের ১৫শ শতকের এক কবির লেখা বলিয়া নিজের লেখা প্রকাশ করেন। তিনি আরও অনেক কবিতা লেখেন। ১৭৭০-এ তিনি লণ্ডনে আসেন। তাঁহার প্রহসন 'The Revenge' সেই বছরেই অভিনীত হয়। দারিদ্র্যের জ্বালায় তিনি আত্মহত্যা করেন।

চাণক্য—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী ['কৌটিল্য' দ্রঃ]।

চাণুর, চাণূর -দৈত্যবিশেষ। তিনি কংসরাজের মল্ল। কংসের ধনুর্যজ্ঞের সময়ে এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন (হরি)।

চামুণ্ডা -১। শক্তির মূর্তিবিশেষ। মহিষাসুরের অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করিয়া এই দেবী তাঁহাদের মস্তকের মালা গলায় পরেন। এইজন্য তাঁহার নাম হয় চামুণ্ডা (বাম)। ২। মহিষাসুর দৈত্যকে বধ করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে এক বৈষ্ণবী মূর্তির সৃষ্টি হয়। এই মূর্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। রৌদ্রী মূর্তি রুরু নামে দৈত্যকে বিনাশ করিয়া চামুণ্ডা নামে খ্যাত হন (বরাহ)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৭৭—১৯৩৮)। বিখ্যাত সাহিত্যিক। মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে জন্ম। পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মুক্তকেশী দেবী। তিনি কিছুকাল 'ভারতী'র সম্পাদকতা করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন। 'শূন্যপুরাণ' ও 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' পুস্তক দুইটির তিনি সম্পাদক। তিনি 'হাইফেন', 'দোটানা', 'মুক্তস্নান', 'স্রোতের ফুল', 'পরগাছা', 'চন্দ্রচন্দ্র', 'যমুনাপুলিনে', 'ভিখারিণী', 'চোরকাঁটা', 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস' ও অন্যান্য বৈষ্ণব 'মহাজন গীতিকা' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'রবিরশ্মি' রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনামূলক তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ বই।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস—(জন্ম ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব আইন-সচিব। ১৯১০-এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায় শুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিনি নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৩৬-এ জেনেভায় জাতিসংঘের ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি। তিনি বর্তমানে পরলোকগত।

চার্চিল, রাইট অনারেবল, উইন্স্টন এস্. (Churchill, Rt. Hon. Winston S.)—(জন্ম ১৮৭৪—১৯৬৫)। বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিশারদ। তিনি লর্ড র্যাণ্ডলফ চার্চিলের পুত্র। তিনি বুয়র যুদ্ধে গমন করেন। তিনি পার্লামেণ্ট সভার রক্ষণশীল সভ্যদের অগ্রণী বলিয়া খ্যাত। ১৯১৮—২১ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের সমর-সচিব ছিলেন। তিনি ১৯২৪-এ ইংল্যাণ্ডের আয়ব্যয়বিভাগের কর্তা (Chancellor of the Exchequer) হন। ১৯৪০ ৪৫-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫১-এ তিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। প্রধানতঃ রাজনীতিবিদ্ হইলেও তিনি সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'The Second World War'-এর জন্য তিনি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নোবল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

চার্বাক—১। নাস্তিক ঋষিবিশেষ। বৃহস্পতির শিষ্য বলিয়া কথিত। চার্বাক মতে আত্মা বা পরলোক বলিয়া কিছু নাই। যাগযজ্ঞ ইত্যাদি শুধুই প্রতারণা। প্রত্যক্ষ ছাড়া কোনো প্রমাণ নাই। ২। রাক্ষসবিশেষ। বদরী তপোবনে তপস্যা করিয়া তিনি ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, কোনও প্রাণী হইতে তাঁহার ভয় থাকিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। এই রাক্ষস দুর্যোধনের বন্ধু ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের শেষে তিনি ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের উদ্রেক করিয়া নিহত হন (ভারত)।

চার্লস্, ১ম (Charles I)—(১৬০০—১৬৪৯)। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্সের পুত্র। পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিবাদ তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। অন্যায়ভাবে করবৃদ্ধি (যেমন, Ship money), ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি ঘটনায় জন্য তাঁহার সময়ে গৃহযুদ্ধ ঘটে (১৬৪২)। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

চার্লস্, ২য় (Charles II)—(১৬৬০—১৬৮৫)। প্রথম চার্লসের পুত্র। গৃহবিপ্লবের সময় তিনি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনে এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ ও আমেরিকায় রাজ্যলাভ তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। তাঁহার সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস হয়।

চার্লস্, ৫ম (Charles V)—(১৫০০—১৫৫৮)। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) সম্রাট্। জন্মস্থান বেলজিয়ামের ঘেণ্ট। পিতামহ সম্রাট্ ম্যাক্সিমিলিয়ান। স্পেনের ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা তাঁহার মাতামহ ও মাতামহী। তিনি নেদারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও স্পেনের রাজা ছিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যকে Holy Roman Empire বলা হইত। তাঁহার শাসনকালে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়।

চিকুর—নাগ। পিতার নাম আর্যক, পুত্রের নাম সুমুখ। গরুড় এক সময়ে চিকুরকে মারিয়া ফেলিলে মাতলি, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের কৃপায় তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। গরুড়

ইহাতে অপমান বোধ করিয়া ইন্দ্রকে ভয় দেখান। সেইজন্য বিষ্ণু গরুড়ের উপরে বাহু রাখিলে গরুড় বিকলাঙ্গ হয়। অতঃপর গরুড় বিষ্ণুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু চিকুরকে গরুড়ের বক্ষোপরি রাখেন। সেই-দিন হইতে গরুড় ও চিকুর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন (ভারত)।

চিক্কু—পিণ্ডারীদের সর্দার। তিনি ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার না করিয়া বনে পলাইয়া যান।

চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)-(৫ই নভেম্বর, ১৮৭০—১৬ই জুন, ১৯২৫)। ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক ও রাজনীতি-বিদ্। আদি নিবাস ঢাকা জেলার তেলির-বাগ গ্রাম। পিতা ভুবনমোহন দাশ অ্যাটর্নী ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় তিনি অরবিন্দ ঘোষের পক্ষে দাঁড়াইয়া সুনাম অর্জন করেন। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। বহু গরিব ছাত্র ও গৃহস্থ তাঁহার দানের উপরেই নির্ভর করিত। তিনি সুকবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সাগর-সংগীত', 'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি 'নারায়ণ'-নামক একখানি মাসিক পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনা করিতেন। ১৯১৭-এ ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করেন এবং আদালত পরি-ত্যাগ করেন। ১৯২১-এ তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২২-এ তিনি গয়া কংগ্রেসের বিশেষ সভাপতি হন। তিনি 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করেন ও 'ফরোয়ার্ড' পরে 'লিবার্টি'-নামক কাগজ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নূতন দলের মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। তিনি পিতার কৃত চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ দেউলিয়া হওয়ার পরও শোধ দিয়া অপূর্ব সাধুতা ও পিতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনিই প্রথম মেয়র। তাঁহার ত্যাগ অতুলনীয়। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বাসভবনে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চিত্রকেতু—শূরসেন দেশের রাজা। ইনি পার্বতীর শাপে অসুর যোনিতে বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিত্রগুপ্ত—১। যমের প্রধান কর্মচারী। তাঁহার অধীনে নিযুক্ত লোকেরা কর্মানুসারে পরলোকবাসীদের শাস্তি দেন (বরাহ)। ২। ব্রহ্মার অঙ্গজাত পুত্র। তিনি দোয়াত ও কলম হস্তে উদ্ভূত হন। ব্রহ্মার আদেশে চিত্রগুপ্ত যমের বাড়ি যান ও পাপপুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকেন। পাপপুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব রাখা হয় বলিয়া তাঁহার এই নাম হয় (ভবিষ্য)। তিনি মানুষের কপালে শুভাশুভ ফল লিখিয়া থাকেন (পদ্ম)।

চিত্রভানু—১। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি পার্বতীর হস্তে নিহত হন (স্কন্দ)। ২। মণিপুরের রাজা। তাঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করেন (ভারত)।

চিত্ররথ—১। রাজাবিশেষ। পিতা ধর্ম-রথ। চিত্ররথ বিষ্ণুপদ পর্বতে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপান করেন। চিত্ররথের পুত্র লোমপাদ (হরি)। ২। গন্ধর্ব-বিশেষ। পিতা কশ্যপ, মাতা দক্ষকন্যা। প্রকৃত নাম অঙ্গারপর্ণ। তাঁহার নানাবর্ণের রথ থাকাতে তাঁহার নাম হয় চিত্ররথ। পত্নীর নাম কুম্ভীনসী। পাণ্ডবগণের বনবাস-কালে চিত্ররথ অর্জুন কর্তৃক পরাস্ত ও বন্দী হন। যুধিষ্ঠিরের দয়ায় চিত্ররথ মুক্তিলাভ করেন (ভারত)।

চিত্রলেখা—বাণরাজার কন্যা উষার সহ-চরী। পিতা বাণরাজার মন্ত্রী কুম্ভাণ্ড। চিত্রলেখার সাহায্যে উষা অনিরুদ্ধকে নিজের গৃহে আনিতে পারিয়াছিলেন (ভাগ) ['অনিরুদ্ধ' দ্রঃ]।

চিত্রসেন—গন্ধর্ববিশেষ। পিতা গন্ধর্ব-রাজ বিশ্বাবসু। অর্জুন চিত্রসেনের নিকট হইতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা করেন। এই গন্ধর্ব দুর্যোধনকে তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু অর্জুনের অনুরোধে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেন (ভারত)।

চিত্রা—চন্দ্র হইতে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করেন এবং চিত্রা হইতে চৈত্র নামে এক পুত্র জন্মে (ব্রহ্মবৈ)।

চিত্রাঙ্গদ—১। শান্তনুর পত্নী সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। কিন্তু গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি মারা যান (ভারত)। ২। গন্ধর্বরাজবিশেষ।

চিত্রাঙ্গদা—মণিপুর রাজকন্যা। বনবাস-কালে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে পুত্র জন্মে (ভারত)।

চিমকুলি খাঁ—'আসফ খাঁ' দ্রঃ।

চিন্তা—শ্রীবৎস রাজার পত্নী। ইনি শনিগ্রস্ত পতির সহিত অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ছিলেন (ভারত)।

চিন্তামণি, চিরুরাভবি, যজ্ঞেশ্বর—(জন্ম ১৮৮০—)। বিখ্যাত সংবাদপত্রসেবী। এলাহাবাদের 'লীডার'-নামক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। তিনি উত্তরপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯২১—২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। 'Indian Social Reform', 'Speeches and Writings of Sir Pheroze Shah Mehta' প্রভৃতি পুস্তক তিনি রচনা করেন। ভারতের প্রধান সংবাদপত্রসেবীদের তিনি অন্যতম ছিলেন।

চিয়াং-কাই-শেক (Chiang-Kai-Shek)—(জন্ম ১৮৮৭)। খ্যাতনামা চৈনিক সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। নিংপো-নামক স্থানে জন্ম। চীনের বিপ্লবী দলে প্রথম হইতেই যুক্ত ছিলেন। সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তিনি চীনের প্রধান সেনাপতি হন। ১৯২৮ হইতে তিনি চীনদেশের জাতীয় শাসনতন্ত্রের সভাপতিরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কমিউনিস্টবিরোধী। চীন-জাপান যুদ্ধে তাঁহাকে নেতা করা হয়। পরবর্তী কালে তিনি কমিউনিস্টদের দ্বারা বিতাড়িত হন। বর্তমানে তিনি তাইওয়ানে (ফরমোজায়) আছেন। সেখানেই তাঁহার কুও-মিন-টাং বা চীনা জাতীয় সরকারের তিনি সভাপতি।

চিরকারী—গৌতম-পুত্র। গৌতম-পত্নী একদা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারিণী হন। গৌতম চিরকারীকে স্ত্রীকে বধের আদেশ দিয়া বনে গমন করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন পুত্র কিংকর্তব্যের মত বসিয়া আছে। তখন তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে ক্ষমা করেন (ভারত)।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য—তিনি ষোড়শ শকাব্দে বর্তমান ছিলেন। হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার জন্ম। পিতা রাজেন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। তাঁহার প্রকৃত নাম বামদেব। 'বিদ্বোন্মাদ-তরঙ্গিণী' ও 'মাধবচম্পূ' নামে তাঁহার দুইখানা গ্রন্থ আছে।

চিরঞ্জীব শর্মা—(১৮ শতক)। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। তাঁহার প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। তিনি ভক্তিরসপূর্ণ কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি নববিধান ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। 'গীত-রত্নাবলী', 'অমৃতে গরল', 'ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত সংগীত-পুস্তক।

চুনীলাল বসু—(১৮৬১—১৯৩০)। খ্যাত-নামা চিকিৎসক ও রসায়নশাস্ত্রবিদ্। ১৮৮৬-এ বাংলা গভর্নমেন্টের সহকারী সার্জেন ও পরে রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

তাঁহার রচিত 'খাত', 'শারীর স্বাস্থ্য-বিধান প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত।

চেঙ্গিস খাঁ—(১১৬২—১২২৭)। বিখ্যাত মোগল সেনাপতি। জন্ম মঙ্গোলিয়ায় পূর্ব নাম তেমুচিন। প্রথমে তিনি চীন জয় করেন। পরে খারিজম রাজ্য জয় করিয়া তিনি ভারত সীমান্ত পর্যন্ত আসেন। সেসময় দাসবংশের দ্বিতীয় রাজা আলতামাস রাজত্ব করিতেন। তিনি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া কুকীর্তি অর্জন করেন ও ভারতবর্ষ আংশিক জয় করেন।

চেট্টি, সম্মুখম্—(জন্ম ১৮৯২)। রাজনীতিবিদ্। ১৯২০-এ তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৩-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ লাভ করেন। ১৯৩৩-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৩৫-এ তিনি কোচিনের দেওয়ান ও ১৯৪৪-এ Bretton Woods Monetary Conference-এ ভারতের প্রতিনিধি হন। ১৯৪৭—৪৮-এ তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী হন কিন্তু পরে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

চেম্বারলেন, জোসেফ (Chamberlain, Joseph)—(১৮৩৬—১৯১৪)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। তিনি ১৮৭৬-এ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রদান সম্পর্কে বিশেষ নাম করেন। ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের তিনি সমসাময়িক। গ্ল্যাডস্টোনের মন্ত্রিত্বের সময়ে তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৩-এ তিনি তৎকালীন প্রচলিত সরকারের অর্থনীতির কিছু সংস্কার সাধন করেন।

চেম্বারলেন, নেভিল (Chamberlain, Neville)—(১৮৬৯—১৯৪০)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। জোসেফ চেম্বারলেনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বহুকাল ইংল্যাণ্ডের আয়ব্যয়-বিভাগের সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ১৯৩৭—৪০ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

চেম্‌সফোর্ড, ভাইকাউন্ট (Chelmsford, Viscount)—(শাসনকাল ১৯১৬—১৯২১)। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট। তাঁহার শাসনকালে 'Rowlatt Act'-নামক একটি কুখ্যাত আইন বিধিবদ্ধ এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। তাঁহার সময়ে 'Montague-Chelmsford Reform' নামক নূতন শাসন-বিধি গঠিত হয়।

চেস্টারটন, গিলবার্ট কীথ (Chesterton, Gilbert Keith)—(১৮৭৪—১৯৩৬)। বর্তমান যুগের বিখ্যাত লেখক। রবার্ট ব্রাউনিং ও চার্লস্ ডিকেন্সের জীবনী ও কাব্যের সম্পর্কে তাঁহার লিখিত রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিখিত গ্রন্থাদি—(উপন্যাস) 'The Napoleon of Notting Hill', 'The Flying Inn', 'Father Brown Stories'; (কবিতা) 'The Ballad of the White Horse', 'Wine, Water and Song', 'Poems'; (প্রবন্ধ) 'Generally Speaking', 'What's Wrong with the World'.

চেস্টারফিল্ড, আর্ল অব (Chesterfield, Earl of) (১৬৯৪—১৭৭৩)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। কিন্তু লেখক হিসাবেই তিনি স্মরণীয়। তাঁহার 'Letters to his Son'-এর জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

চৈতন্যদেব—(১৪৮৫—১৫৩৩)। আধুনিক প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব মতের প্রবর্তক। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। জন্মস্থান—নবদ্বীপ। তাঁহার অনেক নাম ছিল; যথা, নিমাই, গৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর ইত্যাদি। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার নাম হয় চৈতন্য। তিনি প্রথম জীবনে নানাশাস্ত্র পাঠ করেন। তাঁহার দুইবার বিবাহ হয়। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মী. দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। একুশ বৎসর বয়সের সময় তিনি নিজে চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত হন। গয়ায় পিতৃক্রিয়া উপলক্ষে গিয়া তিনি ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লন। হরিনামই চৈতন্যের সার হইল। তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া হরিভক্তিতে মাতিয়া উঠিলেন। ক্রমে তিনি সর্বত্যাগী হইয়া উঠিলেন ও সংসার তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী চৈতন্য শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে গমন করেন এবং সেখানে শচীদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরে তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন। এখানে সার্বভৌম পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহাকে নিজের শিষ্য করিয়া লন। তিনি নীলাচলেই থাকিবার সংকল্প করিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি দুই একজন ভক্তকে দেশে গিয়া হরিভক্তি প্রচার করিতে বলেন। ইহার পর তিনি কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করেন। একদা চন্দ্রালোকে সমুদ্রের নীল জলরাশিকে শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া গেলে তিনি সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া যান। তাঁহার শেষ জীবন নীলাচলেই কাটে।

চৈত্র—চিত্রার গর্ভজাত পুত্র। তিনি সপ্তদ্বীপের রাজা সুরথের পিতামহ (ব্রহ্মবৈ)।

চৈৎ সিং, রাজা—বারাণসীর রাজা। পিতা রাজা বলবন্ত সিংহ। তিনি ইংরেজদিগের অধীন ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারকে ২২½ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ঐ কর ব্যতীত পাঁচ লক্ষ টাকা বেশী দাবি করেন। এইরূপ আরও দুই একবার কর ব্যতীত তাঁহাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। একবার হেস্টিংস ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। এই টাকা আদায় করিবার জন্য হেস্টিংস তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি পলায়ন করেন। ১৮১০-এ তিনি গোয়ালিয়রে মারা যান।

চোপরা, রামনাথ, ডাঃ—(জন্ম ১৮৮২)। বিখ্যাত চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী। তিনি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে ছিলেন। কলিকাতার স্কুল অব ট্রাপিক্যাল মেডিসিনের তিনি ডিরেক্টর হন। দেশীয় গাছগাছড়ার সম্পর্কে তাঁহার গবেষণার জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁহার অনেক বই আছে। তন্মধ্যে 'Indigenous Drugs of India' বিশেষ বিখ্যাত।

চোর কবি—১। প্রসিদ্ধ কবি। তিনি কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র এবং বর্ধমানরাজ বীরসিংহের জামাতা। তাঁহার প্রকৃত নাম সুন্দর। তিনি বর্ধমান রাজকুমারী বিদ্যার গৃহে সুড়ঙ্গপথে গোপনে গমন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। সংস্কৃত 'চোর-পঞ্চাশিকা' কাব্য তাঁহার রচিত। ২। প্রকৃত নাম বিহ্লন। লক্ষ্মীমন্দির-নামক নগরের রাজা মদনাভিরাম ও রানী মন্দারমালা বিহ্লনকে নিজ কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পর্দার আড়ালে থাকিয়া বিহ্লন রাজকুমারীকে শিক্ষা দিতেন। পরে গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেও রাজা কবির কবিত্বের জন্য ক্ষমা করেন।

চ্যবন—মহর্ষিবিশেষ। পিতা ভৃগু মুনি, মাতা পুলোমা। পুলোমা যখন গর্ভবতী, তখন এক রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় চ্যবন জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হওয়ায় তাঁহার নাম চ্যবন হয় (ভারত)। চ্যবন তপস্যা করিতে করিতে একটি বল্মীকে পরিণত হন। রাজা শর্যাতির দুহিতা সুকন্যা বল্মীক-ছিদ্র পথে খদ্যোতের ন্যায় জ্যোতি দেখিয়া ঐ স্থান কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিলে সেই স্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। তখন রাজা শর্যাতি চ্যবন মুনিকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সহিত সুকন্যার বিবাহ দিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় চ্যবন চিরযৌবন

লাভ করেন। বৈদ্যকশাস্ত্রমতে যে ঔষধ সেবনে তাঁহার চিরযৌবন লাভ হয়, তাহা 'চ্যবনপ্রাশ' নামে বিদিত। চ্যবন ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন (মহা)। তিনি 'জীবনদান' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন (ব্রহ্মবৈ)।

চ্যাটার্জ, উইলিয়াম পিট—'পিট' দ্রঃ।

চ্যাপম্যান, জর্জ (Chapman, George)—(? ১৫৫৯—১৬৩৪)। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। তিনি ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের সময়ে বর্তমান ছিলেন। হোমারের কাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

চ্যাপলিন, চার্লি স্পেন্সার (Chaplin, Charlie Spencer)—১৮৮৯-এ লণ্ডনে জন্ম। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ছায়াচিত্রাভিনেতা। রঙ্গমঞ্চে তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন। ছায়াচিত্রের অভিনেতা হিসাবে, বিশেষতঃ হাস্যরসের অভিনয় দ্বারা, তিনি বিশ্ববিখ্যাত। The Tramp, Shoulder Arms, The Kid, The Great Dictator, Monsieur Verdoux, The Gold Rush, The Circus, City Lights, Modern Times, Limelight প্রভৃতি ছায়াচিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

ছ

ছত্রশাল—(১৭শ শতক)। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সামরিক কর্মচারী ও বুন্দেলখণ্ড-নামক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা চম্পৎ রায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। ছত্রশাল হিন্দুধর্মের রক্ষক হইয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং অনেক যুদ্ধে জয়ী হন। তিনি শিবাজীর সঙ্গেও যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাবে শিবাজী রাজী হন নাই। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বুন্দেলখণ্ড-নামক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ছায়া—সূর্যের পত্নী। সূর্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ছায়াকে নিজ দেহ হইতে সৃষ্টি করেন এবং নিজে পিত্রালয়ে চলিয়া যান। তিনি সূর্যের সহিত পত্নীভাবে থাকিতে লাগিলেন এবং সংজ্ঞার যমাদি পুত্রদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। নিজের গর্ভে শনি নামে এক পুত্র জন্মিলে ছায়া সপত্নীপুত্রদিগকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। ইহাতে যম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। ছায়া 'পদহীন হও' বলিয়া শাপ দিলে যম সূর্যের শরণাপন্ন হন। তখন সকল কথা প্রকাশ হইয়া যায় এবং সূর্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানে যান (হরি)।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া তিনি বাম করে ধরিয়া থাকেন এবং স্কন্ধ হইতে নির্গত রক্তধারা পান করেন (দেবী-ভা)।

জ

জং বাহাদুর (Jung Bahadur, Maharaja Sir)—(১৮১৮—১৮৭৭)। নেপালের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। ১৮৪৪-এ তিনি নেপালের প্রধান সেনাপতি হন। ১৮৪৬-এ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করেন। ১৮৫০-এ তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। জং বাহাদুরের বংশধরেরাই এ পর্যন্ত নেপালের মন্ত্রী হইয়া আসিতেছিলেন।

জখনাচার্য—মহীশূরের রাজা ও প্রসিদ্ধ শিল্পী। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। মহীশূরের প্রধান দেবালয়গুলি তাঁহারই নির্মিত।

জগৎকুমার শীল—বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ও মুষ্টিযোদ্ধা। পিতা বঙ্কুবিহারী শীল। জন্ম কলিকাতায়। তিনি জে. কে. শীল নামেই বিশেষ পরিচিত। মাদ্রাজে Physical Training College-এ তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি আফ্রিকায় মুষ্টিযোদ্ধা Percy Vanger-এর সহিত লড়াই করেন এবং ১৯২৮-এ উইল কাটারকে ও রসকার্লোকে পরাস্ত করেন।

জগৎশেঠ, মহতাব রায়—মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ বণিক্। জগৎশেঠ তাঁহার উপাধিমাত্র। পিতা আনন্দচাঁদ, পিতামহ ফতেচাঁদ। ১৭৪৯-এ আলিবর্দী খাঁ ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠী আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে বহু লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করেন। অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য থাকাতে জগৎশেঠ ইংরেজদিগের সাহায্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত মীরজাফরকে পরামর্শ দেন। পরে তিনি মীরকাশিমের হস্তে বন্দী হন। ইংরেজদিগের সহিত মিত্রতা থাকিবার জন্য মীরকাশিম তাঁহাকে হত্যা করেন।

জগদানন্দ—(জীবৎকাল ১৭৮৪)। বৈষ্ণব কবি। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড। পিতা নিত্যানন্দ। পরে তিনি বীরভূমের জোফলাই গ্রামে বসতি করেন।

জগদানন্দ রায়—(১৮৬৯—১৯৩৩)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞান-লেখক। কৃষ্ণনগর তাঁহার জন্মস্থান। কৃষ্ণনগরের জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম। ১৯০১ সাল হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে মারা যান। 'প্রকৃতি-পরিচয়', 'বৈজ্ঞানিকী', 'প্রাকৃতিকী', 'গ্রহনক্ষত্র', 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার', 'শব্দ', 'আলো' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত।

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা—(১৮৬৮—১৯২৬)। নাটোরের (বড় তরফ) মহারাজা। তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন। ১৮৯৫-এ তিনি প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৯৭-এ তিনি দ্বিতীয়বার উহার সভ্য হন। এই বছর তাঁহার চেষ্টায় নাটোরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম কংগ্রেসে যোগদান। ১৯০১-এ তিনি 'Bengal Landholders' Association' (বঙ্গীয় জমিদার-সমিতি) স্থাপন করেন। কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনাসমিতির তিনি সভাপতি হন। ১৯০৩-এ তিনি বহরমপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯০৫-এ তিনি বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনে যোগদান করেন। 'মানসী ও মর্মবাণী'-নামক মাসিক পত্রিকাখানির তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯১২-এ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী গঠিত নূতন কাউন্সিলের সভ্য হন। ১৯১৪-এ তিনি পাবনা সাহিত্যসম্মেলনে এবং ১৯২৫-এ মুন্সীগঞ্জ সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 'সন্ধ্যাতারা', 'শ্রুতিস্মৃতি', 'দারার অদৃষ্ট', 'নূরজাহান' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত।

জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য—(৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮—২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭)। পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল-নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ হইতে বি. এ. (১৮৮৪) এবং লণ্ডন হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন (১৮৮৫)। বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণাই স্বদেশে-বিদেশে তাঁহার খ্যাতিলাভের কারণ। বিলাতের Royal Society তাঁহার আবিষ্কার স্বীকার করিয়া লন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস-সি. উপাধি দেয়। বেতারের সম্ভাবনা সম্পর্কে ১৯১৫-এ

কলিকাতার টাউন হলে তিনি একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। Royal Institute-এ তিনি অনেক বক্তৃতা দেন। উদ্ভিদ্-জীবন সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান্। এ সম্পর্কে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) নামে পরিচিত। ১৯১৫-এ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডের উপরে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' (Bose Institute) নামে খ্যাত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার লিখনভঙ্গী অতি চমৎকার। 'Response in the Living and Non-living', 'Plant Response' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। বাংলায় 'অব্যক্ত' নামে তাঁহার একখানি পুস্তক আছে।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—(১৮৫৪—১৮৯৪)। প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। পিতার নাম উমাচরণ। তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে পাস করিয়া হোমিওপ্যাথিক-মতে চিকিৎসা শুরু করেন। সাধারণের মধ্যে এই চিকিৎসার প্রচলনের জন্য তিনি আট-খানি হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক' ও 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড' নামে দুইখানি মাসিক পত্র পরিচালনা করিতেন। তিনি একটি হোমিওপ্যাথিক স্কুলও স্থাপন করেন।

জগদীশ তর্কালংকার—(১৬—১৭ শতক)। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে অতি অল্পকালমধ্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'তর্কালংকার' উপাধি লাভ করেন এবং পরে নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শিক্ষাদান করিতে থাকেন। 'দীধিতি' গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন।

জগদীশ্বর গুপ্ত—(১৮৪৬—১৮৯২)। নদীয়ার বৈষ্ণব লেখক। মেহেরপুরে জন্ম। কিছুকাল ওকালতি করিবার পর তিনি মুন্সেফ হন। 'লীলাস্তবক', 'চৈতন্য-লীলামৃত' প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক। সটীক চৈতন্যচরিতামৃত তিনি প্রকাশ করেন।

জগদ্ধর ঠাকুর—(১৩শ শতক)। প্রসিদ্ধ টীকাকার। সম্ভবতঃ মিথিলায় তাঁহার জন্ম হয়। পিতা রত্নধর। তিনি মিথিলারাজের বিচারক ছিলেন। 'তত্ত্বদীপনী' (বাসবদত্তার টীকা), 'রসদীপিকা' (মেঘদূতের টীকা), 'গীত-প্রদীপ' (ভগবদ্গীতার টীকা), 'মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের দুর্গাটীকা' তাঁহার রচিত। 'মালতীমাধবে'র টীকা তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।

জগদ্ধাত্রী—একবার দেবতাগণের কয়েক জনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁহারাই ঈশ্বর। তখন ভগবতী দুর্গা জগদ্ধাত্রীর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি একখণ্ড তৃণ লইয়া পবন-দেবকে প্রথমে তুলিতে বলেন। পবনদেব তুলিতে পারিলেন না। তখন অগ্নিদেবকে উহা পুড়াইতে বলিলেন। তিনি উহা দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন এই দেবতাগণ তাঁহাকে পরমেশ্বরী বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রীর চারিখানি হাত ও তিনটি চক্ষু এবং তিনি সিংহবাহিনী।

জগদ্বন্ধু ভদ্র—(১৮৪২)। সাহিত্যিক। নিবাস ঢাকা। তিনি যশোহর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মেঘনাদবধের অনুকরণে 'ছুছুন্দরীবধকাব্য' লিখিয়া তিনি যশস্বী হন। 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' নামে বৈষ্ণব পদাবলী ও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর তিনি সম্পাদক।

জগন্নাথ—পুরীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি গঠন করিতে থাকেন। বিশ্বকর্মা রাজাকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন যে, যতদিন তিনি নির্মাণকার্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন যেন রাজা মূর্তি দর্শন না করেন। পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে রাজা কৌতূহলবশে বিশ্বকর্মার অজ্ঞাতে মূর্তি দেখিয়া ফেলিলেন। ইহাতে বিশ্বকর্মা কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তখনও মূর্তির হাত পা নির্মিত হয় নাই। ব্রহ্মার আদেশে মূর্তি ঐরূপই রহিল। তদবধি জগন্নাথদেব হস্ত-পদহীন। ঐতিহাসিক মতে জগন্নাথ বৌদ্ধ-বিগ্রহ। মন্দিরস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর মূর্তি বলিয়া কথিত মূর্তিত্রয় যথাক্রমে 'বুদ্ধ', 'ধর্ম' ও 'সঙ্ঘে'র প্রতীক। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই।

জগন্নাথ—বৈষ্ণব কবি। রসময় কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার মাত্র ৯টি পদ আছে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—(১৬৯৫—১৮০৬)। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ত্রিবেণী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম। পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। রাজা নবকৃষ্ণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তিনি 'ব্রহ্মোত্তর' লাভে ধনী হইয়া উঠেন। তিনি 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ' ও 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' নামক দুইখানি পুস্তক সংকলন করিয়া গভর্নমেন্ট হইতে ২হ টাকা প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া, তাঁহার দুই-একখানি সংস্কৃত নাটক ও কয়েকখানি সংগ্রহ-পুস্তক আছে। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

জগন্নাথ পণ্ডিত—(১৬২০—১৬৬০)। অন্ধ পণ্ডিত, আলংকারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি দিল্লীতে শাহ্জাহানের সভায় ছিলেন। পরে তাঁহার জীবন কাশীতে কাটে। 'ভামিনীবিলাস' ও 'রসগঙ্গাধর' (অলংকার শাস্ত্র) তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

জগন্নাথ মিশ্র—(১৫ শতক)। শ্রীচৈতন্য-প্রভুর পিতা। নিবাস নবদ্বীপ, আদি নিবাস শ্রীহট্ট। পিতা নীলকণ্ঠ ও মাতা শোভা দেবী। পত্নী শচী দেবী। তাঁহার ৮টি কন্যার পর বিশ্বরূপ জন্মে। বিশ্বরূপের পর নিমাইয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ উৎকলে বাস করিতেন।

জগবন্ধু বসু, ডাক্তার—(১৮৩১—১৮৯৮)। সুবিখ্যাত চিকিৎসক। বসিরহাটের নিকট দণ্ডীরহাট গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা রাধামাধব বসু। তিনি বর্মার আকিয়াবে 'Seamen's Hospital'-এর চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হন। ইহার পরে তিনি মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ডিমনস্ট্রেটর ও ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের Materia Medica-র অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৮ এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও Faculty of Medicine-এর সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৮৯ ও ১৮৯০-এ তিনি এম. বি. ও এম. ডি. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৮৮৭-এ ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ) স্থাপিত হয়। তিনি চিকিৎসাসম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

জগলুল পাশা—(১৮৫৭—১৯২৭)। মিশরের রাজনীতিক। ১৯০৬-এ তিনি মিশরের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইংরেজদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তাঁহার মন্ত্রিত্ব যায় ও দুইবার কারারুদ্ধ হন। অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া ১৯২৪-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন।

জটাধর—১। মহাদেবের একটি নাম। ২। দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের একজন সেনাধ্যক্ষ।

জটায়ু—পক্ষিবিশেষ। পিতা অরুণ, মাতা শ্যেনী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। দশরথ জটায়ুর বন্ধু ছিলেন। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তিনি তখন বাধা দিতে গিয়া আহত হন। মরণোন্মুখ জটায়ু রামকে সীতাহরণের সংবাদ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন (রাম)।

জটাসুর—রাক্ষসবিশেষ। পাণ্ডবেরা যখন

বদরিকাশ্রমে ছিলেন, তখন এই রাক্ষস ব্রাহ্মণের বেশে পাণ্ডবদের নিকটে যায় এবং যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করে। অর্জুন সেই সময় অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্ত স্বর্গে গিয়াছিলেন। ভীম পথিমধ্যে তাহাকে এভাবে পাইয়া বধ করেন (ভারত)।

জটিল—হরিভক্ত সাধু। কিংবদন্তী এই যে, তিনি মাতার আদেশে পাঠশালায় যাইবার পথে 'সখে গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিতেন, আর শ্রীহরি বালক সাজিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতেন। গুরুর পিতৃশ্রাদ্ধদিনে জটিল দধি যোগাইবার ভার লন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি একভাণ্ড দধি লইয়া আসিলে গুরু তাঁহাকে কটূক্তি প্রয়োগ করেন। ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর দেন যে, সখার কৃপায় একভাণ্ড দধিই যথেষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইল। তখন গুরু তাঁহার সখাকে দেখিতে যান, কিন্তু দেখা না পাইয়া তপস্যা করিতে বসেন।

জটিলা—১। গোপী। গোল নামক গোপ তাঁহার স্বামী। তাঁহার গর্ভে আয়ান (শ্রীরাধার লৌকিক স্বামী) ও দুর্মদ নামে দুই পুত্র ও কুটিলা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে (বৃন্দাবনলীলা)। ২। একজন ধর্মপরায়ণা নারী। তিনি গৌতমবংশীয়া ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সাতজন ঋষির স্ত্রী ছিলেন।

জড়ভরত—পূর্বে তাঁহার নাম ছিল রাজা ভরত। একটি পালিত মৃগশাবকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া তিনি জন্মান্তরে জাতিস্মর মৃগ হন। পুনরায় পরজন্মেও তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তিনি পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারিতেন। পূর্ব জীবনের চিন্তায় তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, সংসারে আসক্তি জন্মিলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়; অতএব যাহাতে সংসারে আসক্তি না জন্মে, সেই হেতু নির্বাক্ থাকিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম জড়ভরত হয় (বিষ্ণু)।

জন (John)—(১১৬৭—১২১৬)। ইংল্যাণ্ডের রাজা। ২য় হেনরীর পুত্র। তিনি অত্যাচারী ও অপরিণামদর্শী রাজা ছিলেন। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ফরাসীদেশে তাঁহার অধিকার হারান ও পোপের সঙ্গে বিবাদে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হয়। এইসব কারণে দেশের লোক তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হয় এবং ১২১৫-এ ম্যাগনা কার্টা (Magna Charta)-নামক দলিলে তাঁহাকে সই করিতে বাধ্য করে।

জন অন্সট্রুথার, ব্যারনেট (John Anstruther, Sir Baronet)—(১৭৫৩—?) কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি প্রথমে ব্যারিস্টার ও পরে পার্লামেন্টের সভ্য হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের মামলার সময়ে তিনি একজন অ্যাসেসর ছিলেন।

জনক—১। নিমির পৌত্র, মিথির পুত্র। তিনি বিদেহের 'জনক'-উপাধিধারী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্রের নাম উদাবসু। ২। সাধারণতঃ জনক বলিলে সীতার পালক পিতা সীরধ্বজ জনককে (তাহা দ্রঃ) বুঝাইয়া থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত মতে তিনি নিমির পুত্র এবং তাঁহার অপর নাম মিথিল ও বৈদেহ।)

জনদেব—জনকবংশীয় রাজা। মিথিলার অধিপতি। মহর্ষি পঞ্চশিখের নিকট তিনি অনেক উপদেশ লাভ করেন (ভারত)।

জনমেজয়—অর্জুনের প্রপৌত্র ও পরীক্ষিতের পুত্র। কলিযুগের আরম্ভকালে তিনি রাজত্ব করিতেন। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে তিনি মন্ত্রিগণের সাহায্যে রাজ্য শাসন করেন। তিনি বহু রাজ্য জয় করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তক্ষক-দংশনে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় বলিয়া তিনি সর্পযজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এই যজ্ঞে বহু সর্প বিনষ্ট হয়। তখন তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের নিকটে লুকাইয়া থাকেন। তক্ষকের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া বাসুকির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আস্তিক মুনি রাজাকে শান্ত করিয়া যজ্ঞ রহিত করেন। ফলে তক্ষক ও অবশিষ্ট সর্পগণ অব্যাহতি লাভ করে। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি বৈশম্পায়ন মুনির নিকটে সমগ্র অষ্টাদশপর্ব মহাভারত শ্রবণ করেন (ভারত)।

জনসন, ডাঃ স্যামুয়েল (Johnson, Dr. Samuel)—(১৭০৯—১৭৮৪)। বিখ্যাত অভিধান-সংকলক ও গ্রন্থকার। বিলাতের লিচ্‌ফিল্ড-নামক স্থানে জন্ম। তাঁহার 'Dictionary' ১৭৫৫-এ প্রকাশিত হয়। তিনি 'Vanity of Human Wishes', 'Rasselas' (১৭৫৯), 'Lives of the Poets' (১৭৮১), 'The Idler' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

জনসন, বেন (Jonson, Benjamin)—(১৫৭২—১৬৩৭)। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। 'বেন জনসন' নামে তিনি পরিচিত। তিনি সেক্সপিয়ারের বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৬১৯-এ রাজকবি (Poet Laureate) হন। 'Every Man in his Humour' এবং 'The Alchemist' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

জনসন, লিণ্ডন (Johnson, Lyndon Baines)—(জন্ম ১৯০৮ খ্রীঃ)। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন।

জন, সেণ্ট্, দি ইভানজেলিস্ট (John, St., the Evangelist)—যীশুর বার জন প্রধান ভক্তের অন্যতম। যীশুর মৃত্যুর পর তিনি প্যাট্মস-নামক স্থানে চলিয়া যান। তাঁহার পিতা জেবেদি ও ভ্রাতা জেম্স্। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটে একিসাস নামক স্থানে। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহাকে 'Apostle' বলা হয় ও তাঁহার লিখিত উপদেশাবলী 'The Gospel of St. John' নামে খ্যাত।

জন, সেণ্ট্, দি ব্যাপ্‌টিস্ট (John, St., the Baptist)—ধর্মপ্রাণ ইহুদি। জন্ম জুডিয়ায়। তিনি যীশুর পূর্ববর্তী লোক। তৎকালীন প্রচলিত কুনীতির বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন বলিয়া তিনি বিলাসী রাজা হিরোদের (Herod) বিরাগভাজন হন। ২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিরোদ তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। শিশু যীশুকে জর্ডন নদীর জল দ্বারা তিনিই শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জন, স্টুয়ার্ট মিল—'মিল, জন স্টুয়ার্ট' দ্রঃ।

জনা—নীলধ্বজ রাজার মহিষী ও বিখ্যাত বীর প্রবীরের জননী। প্রবীর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধৃত করিয়া সমরে নিহত হইলে এবং তাঁহার স্বামী অর্জুনের সঙ্গে আপস করিলে তিনি পুত্রশোকে গঙ্গাজলে দেহ বিসর্জন করেন (জৈমিনী-ভারত)।

জনার্দন—'জন' নামক অসুরকে বধ করিয়া বিষ্ণু এই নাম গ্রহণ করেন।

জনার্দন কর্মকার—প্রাচীনকালের বিখ্যাত বাঙ্গালী কর্মকার। তিনি মুর্শিদাবাদের ২১২ মণ ওজনের ও ১২ হাত দৈর্ঘ্যের বিখ্যাত 'জাহানকোষা' নামক কামানের নির্মাতা। তিনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানের আমলে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) ইসলাম খাঁর শাসনকালে তিনি বর্তমান ছিলেন।

জব চার্নক—(?—১৬৯২)। কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৫৫—৫৬-এ তিনি ইংল্যাণ্ড হইতে এদেশে আগমন করেন এবং কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ হন। তখন হুগলিতেও ইংরেজদিগের কুঠী ছিল। নবাবের সহিত ইংরেজদিগের সংঘর্ষ বাধিলে তিনি সেস্থান ত্যাগ করেন এবং বড়িষায়

সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট হইতে কালীকোঠা বা কালীঘাট, গোবিন্দপুর ও সুতানটি এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিয়া কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। নবাবের সহিত মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি পরে মাদ্রাজ চলিয়া যান। অবশ্য পরবর্তী নবাবের কালে তিনি ফিরিয়া আসেন ও এক হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করেন।

জবহর বাঈ—মেবারের বীর শিশোদীয়-বংশীয় বিক্রমজিতের পত্নী। গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ বিক্রমজিতকে আক্রমণ করিয়া অন্যত্র নিযুক্ত রাণেন ও চিতোর আক্রমণ করেন। জবহর বাঈ সেই সময় মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। পুত্রের নাম উদয়সিংহ।

জবালা—মহর্ষি সত্যকামের মাতা। তিনি যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। সেই সময়ে সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের কাছে দীক্ষার জন্য গেলে তিনি গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। জবালাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্য কথাই বলেন। সত্যকামও সেই কথা গৌতমকে বলিলে তিনি সত্যকামের সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন (ছান্দোগ্য)।

জমদগ্নি—গোত্রপ্রবর্তক মুনি। তিনি পরশুরামের পিতা। রাজকন্যা রেণুকা তাঁহার স্ত্রী। একদা রাজা চিত্ররথের সঙ্গে জলকেলি করিতে গেলে রেণুকার চিত্তবিকার হয়। জমদগ্নি ইহা জানিতে পারিয়া প্রত্যেক পুত্রকে মাতার মস্তক ছিন্ন করিতে আদেশ করেন। কেহই সম্মত হন না। কিন্তু পরশুরাম মাতার শিরশ্ছেদন করেন। মুনি বর দিতে চাহিলে পরশুরাম মাতার পুনর্জীবন কামনা করেন। মুনির বরে রেণুকা বাঁচিয়া উঠেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা কার্তবীর্যার্জুন তাঁহার নিকট কামধেনু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে, রাজা তাঁহাকে বধ করেন এবং কামধেনুটি লইয়া যান। ক্ষত্রিয়ের প্রতি পরশুরামের ক্রোধের ইহাই কারণ (ভারত)।

জমান শাহ্—আফগানিস্তানের রাজা। তিনি ১৭৯৬-এ পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু নিজ রাজ্য পারসীকেরা আক্রমণ করিতে আসায় তিনি ফিরিয়া যান। ১৭৯৯-এ রণজিৎসিংহ তাঁহাকে পঞ্জাব অধিকার করিতে সাহায্য করেন। তিনি পঞ্জাবের সর্বময় কর্তা হইয়া রণজিৎসিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান।

জম্বুমালী—লঙ্কার রাক্ষস প্রহস্তের পুত্র। হনুমানের হস্তে নিহত হয়।

জম্ভ—দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পিতা। ইনি ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন।

জয়—১। বিষ্ণুর একজন পার্ষদ। তিনি এবং বিজয় নামে অপর পার্ষদ সনকাদি ঋষিগণকে হরি-দর্শনে বাধা প্রদান করেন। ফলে তাঁহাদের শাপে তিনি হিরণ্যাক্ষ, পরে রাবণ ও তৎপরে শিশুপাল হইয়া এবং বিজয় প্রথমে হিরণ্যকশিপু, পরে কুম্ভকর্ণ ও তৎপরে দন্তবক্র হইয়া সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর এই তিন যুগে জন্মগ্রহণ করেন (ভাগ)। ২। দ্রুপদ রাজার পুত্র। ৩। বিরাটভবনে যুধিষ্ঠিরের ছদ্ম নাম।

জয়কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তা। নিবাস হুগলি-আরামবাগ। পিতা রামমোহন। তাঁহার প্রকৃত নাম কেনারাম। তিনি 'চৈতন্য পরিষদ জন্মস্থান নিরূপণ', 'রসকল্পলতা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। গীতগোবিন্দের তিনি বাংলা অনুবাদ করেন।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(১৮০৮—১৮৮৮)। উত্তরপাড়ার জমিদার। ভরতপুর দুর্গ অধিকারে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা যথেষ্ট অর্থলাভ করেন। সেই টাকাতে জয়কৃষ্ণ জমিদারি কেনেন। পরে জাল উইলের ব্যাপারে জড়িত হইয়া তাঁহাকে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত লড়িতে হয়। তিনি নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। উত্তরপাড়ার বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তাঁহার নাম জড়িত।

জয়গোপাল গোস্বামী—(১২৩৬—১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। পণ্ডিত ও লেখক। জন্ম শান্তিপুরে। পিতা রামনাথ। শান্তিপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হন। তাঁহার গ্রন্থাদি—'গণিত বিজ্ঞান', 'সীতাহরণ', 'শৈবলিনী' ও 'রত্নযুগল' (উপন্যাস)। কেহ কেহ অনুমান করেন যে গোবিন্দদাস কর্মকার রচিত বলিয়া কথিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' আসলে তাঁহারই রচিত। এডুকেশন গেজেটে তিনি ছদ্মনামে লিখিতেন।

জয়গোপাল তর্কালংকার—(১৭৭৫—১৮৪৪)। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। যশোহর জেলার বজরাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। তিনি কাশীতে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮১৩-এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশংকর, মদনমোহন প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কেরি ও মার্শম্যান সাহেব তাঁহারই সাহায্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করেন। তিনি বিল্বমঙ্গলের রচিত সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ এবং পারসী অভিধান সংকলন করেন। তাঁহার রচিত বহু উৎকৃষ্ট কবিতা আছে।

জয়চন্দ্র—প্রকৃত নাম 'জয়চ্চন্দ্র' বা 'জয়চাঁদ'। তিনি কনৌজের অধিপতি। জয়চন্দ্র দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকেন। জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বিবাহ লইয়া যে কাহিনী প্রচলিত, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় করা যায় নাই। শিহাবুদ্দীন ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিলে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে কোন সাহায্য করেন নাই। তিনি মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক এটোয়া নামক জেলায় পরাজিত ও নিহত হন (১১৯৪)।

জয়ৎসেন—পাণ্ডুর চতুর্থ পুত্র নকুল বিরাট রাজার আলয়ে ছদ্মবেশে অবস্থানকালে এই নাম গ্রহণ করেন (ভারত)।

জয়দেব—(১২শ শতক)। 'গীতগোবিন্দ'-নামক সুমধুর সংস্কৃত গীতি-কাব্যের রচয়িতা। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ভোজদেব। তিনি কিছুকাল লক্ষ্মণসেনের সভায় রাজকবি ছিলেন, পরে উৎকল-রাজের সভাপণ্ডিত হন। তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। কথিত আছে, জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পদ্মাবতীর পিতা কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া চলিয়া যান। পরে পদ্মাবতীর অনুরোধে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার গীতগোবিন্দের 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'—ছত্রটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রচনা বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

জয়দ্বল—পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব বিরাট-ভবনে অবস্থানকালে এই নাম ধারণ করেন (ভারত)।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের অধিপতি। দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে তিনি তাঁহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া দ্রৌপদীকে হরণ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু ভীম ও অর্জুনের হস্তে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অন্যায় সমরে যখন অভিমন্যু নিহত হন, তখন তিনি কৌরব-গণের ব্যূহদ্বারে থাকিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণকে ব্যূহপ্রবেশে বাধা দেন। এইজন্য অর্জুন জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন করেন। কিন্তু জয়দ্রথ এক বর পান যে, যে কেহ তাঁহার মস্তক মাটিতে ফেলিবে তাহারই মস্তক বিদীর্ণ হইবে। এই কারণে অর্জুন জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক সমন্তপঞ্চক তীর্থে তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে ফেলিলেন। এইভাবে জয়দ্রথের মৃত্যু হয় (ভারত)।

জয়নারায়ণ ঘোষাল—(১৭৫২—১৮৩৫)। ভূকৈলাসের রাজা। প্রথমে মুর্শিদা-বাদের নবাবের অধীনে কাজ করেন, পরে

কোম্পানির চাকরি করিতে থাকেন। হেস্টিংসের সাহায্যে তিনি 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি পান। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সৎকর্মে দানের জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত। কাশীতে অবৈতনিক 'জয়নারায়ণ বিদ্যালয়' তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। 'কাশী পরিক্রমা', 'শঙ্করী গীতা', কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—(১৮০৬ —১৮৭২)। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও অলংকার-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ২৪ পরগনা জেলার মুচাদিপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষাও দেন। সংস্কৃত কলেজের কার্য ত্যাগ করিয়া তিনি শেষ জীবন কাশীতে অতিবাহিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ১১ খানি দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ এবং 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জয়ন্ত—স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের পুত্র। মাতা শচী। মেঘনাদ ও জয়ন্তের মধ্যে একবার যুদ্ধ হয়। সেই সময়ে তাঁহার মাতামহ পুলোমা তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়া রক্ষা করেন (রাম)।

জয়ন্তনাথ চৌধুরী, জেনারেল—(জন্ম ১৯০৮)। বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ। জন্ম কলিকাতায়। পিতা ব্যারিস্টার এ. এন. চৌধুরী। তিনি কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে পাস করিয়া বিলাতে সাণ্ডহার্স্টের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কমিশন পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বিভিন্ন স্থানে বদলি হন। পরে ভারতে ফিরিয়া Chief of General Staff হন। ১৯৪৯-এর শেষ পর্যন্ত তিনি হায়দরাবাদের সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন। পরে সৈন্যবিভাগে একটি বিশিষ্ট পদ পান এবং ভারতের স্থল-বাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে (১৯৬২-১৯৬৬) কর্মভার প্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণান্তে কানাডার ভারতীয় হাইকমিশনার পদে নিযুক্ত আছেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন।

জয়পাল—পঞ্জাব প্রদেশের নৃপতি। সিন্ধুর অপর তীরস্থ পেশোয়ার পর্যন্ত ভূভাগ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। গজনীর রাজা সবুক্তিগিনের সহিত তিনি এক যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজা স্বীয় রাজধানী লাহোরে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর জয়পাল সন্ধির শর্ত পালন না করিলে সবুক্তিগিন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। এবারেও জয়পাল পরাজিত হন। ইহার কিছুদিন পরে ১০০১-এ সবুক্তিগিনের পুত্র সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করিলে জয়পাল তাঁহার হস্তে বন্দী হন। মামুদ মুক্তিপণ লইয়া জয়পালকে ছাড়িয়া দেন। তিনি তখন রাজ্যভার পুত্র আনন্দপালকে দিয়া নিজে আত্মহত্যা করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণ—বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা। বিহারের সারণ জেলায় তাঁহার জন্ম। ৮ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করেন। ১৯৩০-৩২-এ তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৪-এ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। আরও কয়েকবার তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে ভূদান আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। ১৯৬৫ খ্রীঃ জনসেবার স্বীকৃতি-স্বরূপ ফিলিপাইন হইতে 'রমন ম্যাগসাইসাই' পুরস্কার লাভ করেন।

জয়মল্ল—১। চিতোরের রানা উদয়সিংহের সেনাপতি। ১৫৬৭-এ আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রানা উদয়সিংহ উদয়পুরে পলায়ন করেন। জয়মল্ল যুদ্ধ করিয়া প্রাণ-বিসর্জন দেন। আকবর তাঁহার প্রস্তরমূর্তি দিল্লীতে স্থাপিত করেন। ২। জনৈক বিষ্ণু-ভক্ত রাজা। কোন রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি বিষ্ণুপূজা না করিয়া যুদ্ধ করিতে যান নাই। স্বয়ং বিষ্ণু যোদ্ধবেশে যুদ্ধ করেন। ফলে বিপক্ষ রাজা পরাভূত হন। বিষ্ণুপূজার পর জয়মল্ল যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলে বিষ্ণুর মহিমা বুঝিতে পারিয়া আক্রমণকারী রাজাও বিষ্ণুভক্ত হন।

জয়সিংহ—১। 'রাজা' উপাধিধারী সেনাপতি। অম্বররাজ মানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি মোগল সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র কুমার মুয়াজমের সঙ্গে তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনিই শিবাজীকে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগ্রায় আনেন। পুত্র কিরাতসিংহ তাঁহাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন (১৬৬৭)। ২। (১৬৯৯—১৭৪৩) অম্বরের প্রসিদ্ধ ভূপতি। তিনি গণিত ও জ্যোতিষ-বিদ্যার অনুশীলনের জন্য উজ্জয়িনী, বারাণসী, মথুরা ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বর্তমান জয়পুর নগর নির্মাণ করেন এবং ঐ সময় হইতে অম্বরের পরিবর্তে উহা তাঁহার রাজধানী হয়।

জয়সেন—অজ্ঞাতবাস কালে নকুলের ছদ্ম-নাম ছিল।

জয়াকর, মুকুন্দ রামরাও—তিলকের রাজনৈতিক শিষ্য ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌। ১৯২৩-এ তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং স্বরাজ্য-দলের নেতা হন। শেষে তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেস ও গভর্নমেন্টের মিলনের জন্য ১৯৩০-এ বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি Joint Parliamentary Committee-র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ১৯৩৭-এ দিল্লীর ফেডারেল কোর্টের জজ হন। ১৯৩৯-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলের বিচারসভার সভ্য হন ও ১৯৪২-এ পদত্যাগ করেন। তিনি সংবিধান সভার সভ্য হইয়াছিলেন কিন্তু ১৯৪৭-এই তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪৮-এ তিনি পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের সম্পাদক।

জয়ানন্দ—(জন্ম ১৫১২)। বৈষ্ণব লেখক। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রাম। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। তাঁহার রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' আজও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য।

জরৎকারু—১। প্রসিদ্ধ মুনি। তিনি প্রথম জীবনে বিবাহ করেন নাই। পরে নিজের নামীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলে তিনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসাদেবীকে (জরৎকারুকে) বিবাহ করেন। এই জরৎকারুর পুত্র বিখ্যাত আস্তিক মুনি। ২। মনসাদেবী। পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু। আস্তিক মুনি তাঁহার পুত্র।

জরা—১। রাক্ষসীবিশেষ। তিনি জরা-সন্ধের অর্ধ কলেবরদ্বয় যোজনা করিয়া তাঁহাকে জীবিত করেন (ভারত)। ২। ব্যাধবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ যখন যদুবংশের ধ্বংসের পর বৃক্ষমূলে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহাকে বধ করে। এই ব্যাধ দ্বাপরে অঙ্গদ ছিল (ভাগ)।

জরাসন্ধ—বৃহদ্রথ রাজার পুত্র, মগধের রাজা। বৃহদ্রথের দুই মহিষী ছিল। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। চণ্ডকৌশিক মুনি একটি ফল দিয়া তাঁহার পত্নীকে খাওয়াইতে বলেন। রাজা গৃহে ফিরিয়া ফলটি দুই সমান ভাগে ভাগ করিয়া দুই পত্নীকে খাইতে দিলেন। কালক্রমে প্রত্যেকে অর্ধখণ্ড করিয়া সন্তান প্রসব করেন। রাজার আদেশে খণ্ড দুইটি শ্মশানে ফেলিয়া দেওয়া হয়। জরা নামক রাক্ষসী খণ্ড দুইটি সংযুক্ত (সন্ধিত) করিলে একটি সুন্দর জীবিত বালক গঠিত হয়। রাজাকে উহা প্রদান করিয়া জরা বলে যে,

বালকের খণ্ড দুইটি বিভক্ত না হইলে বালক মরিবে না। জরা কর্তৃক যুক্তদেহ হওয়াতেই বালকের নাম 'জরাসন্ধ' হইল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মগধের রাজা হন। তিনি বহু রাজ্য জয় করেন। তিনি কর্ণের নিকট পরাস্ত হন। জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর। কংস নিহত হইলে বহুবার তিনি মথুরা আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি বহু রাজাকে বন্দী করিয়া রাখেন। তিনি স্বীয় পুরীতে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বন্দী নৃপতিদিগকে বলি দিবার চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জুনের সহিত তাঁহার পুরীতে যান। ভীম দ্বন্দ্বযুদ্ধে জরাসন্ধকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে তাঁহার মৃত্যু হয় (ভারত)।

জর্জ ৩য় (George III)—(১৭৩৮—১৮২০)। গ্রেট ব্রিটেনের রাজা। রাজত্বকাল ১৭৬০—১৮২০। তাঁহার সময়ে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়, ফ্রান্সের সহিত ব্রিটেনের যুদ্ধ বাধে (১৭৯৩—১৮১৫)। নেপোলিয়ন পরাস্ত হন এবং ভারতে ব্রিটিশ রাজ্য সুদৃঢ় হয়।

জর্জ ৫ম (George V)—(১৮৬৫—১৯৩৬)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র। মাতা আলেক্জান্দ্রা। তিনি ১৯০৫-এ ভারত ভ্রমণ করেন। ১৯১১-এ তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। সেই বৎসর তিনি সম্রাজ্ঞী মেরী সহ ভারতে আগমন করেন। এই সময়ে 'দিল্লীর দরবার' উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩৫-এ তাঁহার রাজ্যশাসনের রজত-জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হয়।

জর্জ ৬ষ্ঠ (George VI)—(১৮৯৫—১৯৫২)। ইংল্যাণ্ডের রাজা। পঞ্চম জর্জের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা Duke of Windsor (অষ্টম এড্ওয়ার্ড) সিংহাসন ত্যাগ করিলে তিনি ১৯৩৭-এ রাজা হন।

জলধর সেন—(১৩ই মার্চ, ১৮৬০—১৫ই মার্চ, ১৯৩৯)। নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা হলধর সেন। তিনি প্রথম জীবনে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্তা' সম্পাদনা করিতেন। উত্তর জীবনে তিনি 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হইয়া শেষে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ—'প্রবাসচিত্র', 'হিমালয়', 'পথিক', 'বিশুদাদা', 'অভাগী', 'কাঙ্গাল হরিনাথ', 'পাগল', 'দক্ষিণাপথ', 'কিশোর' ইত্যাদি।

জলন্ধর—ইন্দ্র শিবলোকে গিয়া এক ভীমাকৃতি পুরুষকে বজ্রাহত করেন। তখন সেই পুরুষটির কপাল হইতে অগ্নি বাহির হইতে থাকিলে ইন্দ্র তাঁহাকে মহাদেব বুঝিয়া স্তব করেন। মহাদেব এই অগ্নি সমুদ্রে ফেলেন। তখন এক বালকের উদ্ভব হয়। এই বালককে সমুদ্র আপন পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয় ও ব্রহ্মাকে পালন করিতে বলে। ব্রহ্মা তাহাকে কোলে লইলে সে ব্রহ্মার দাড়ি এত জোরে টানে যে ব্রহ্মার চোখ দিয়া জল বাহির হয়। এই জন্য এই শিশুর নাম হয় জলন্ধর। ব্রহ্মার বরে তিনি অসুরের রাজা এবং শিব ভিন্ন অন্য সকলের অবধ্য হন। কালনেমির কন্যা বৃন্দার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর অসুরগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ বাধে। তখন দেবগণ শিবের নিকটে গেলে শিব জলন্ধরের প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃন্দা বিষ্ণুর নিকট হইতে স্বামীকে শিবেরও অবধ্য হইবার বর চাহিয়া লন। দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের বেশে তপস্যা-নিরতা বৃন্দার নিকটে যাইতেই বৃন্দার তপস্যা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই সময়ে জলন্ধরও শিবের হাতে নিহত হইলেন (পদ্ম-লিঙ্গ-বিষ্ণু)।

জলি, জুলিয়াস ই (Jolly, Julius E.)—বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত। ১৮৪৯-এ হাইডেলবার্গ নামক নগরে তাঁহার জন্ম। ভাষাতত্ত্ব, প্রাচ্যভাষা ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। তিনি ১৮৮২-এ কলিকাতায় আসেন এবং 'ঠাকুর ল' লেকচারারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র-বিশারদ। 'মানবধর্ম-শাস্ত্র', 'নারদ-সংহিতা', 'বিষ্ণু-সংহিতা' প্রভৃতি পুস্তকের তিনি অনুবাদ করিয়াছেন।

জসীমউদ্দীন—শক্তিশালী বাঙ্গালী কবি। গ্রাম্যভাষায় পল্লী চিত্র অঙ্কনে তিনি অদ্বিতীয়। 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'রাখালী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিদের তিনি অন্যতম। প্রথম জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

জম্বু স্বামী—একজন সাধুপুরুষ। অন্তর্বেদ তাঁহার জন্মস্থান। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং স্বয়ং কৃষিকার্য করিতেন। একবার একটি চোর তাঁহার দুইটি বলদ লইয়া যায়। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে, বলদ দুইটি তাহার গৃহেও আছে এবং সাধুর মাঠেও বাঁধা রহিয়াছে, তখন সে আশ্চর্য হইয়া গেল এবং সাধুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হইল (ভক্তমাল)।

জহরফ, বেসিল (Zaharoff, Sir Basil)—(১৮৪৯—১৯৩৬)। প্রভাবশালী অর্থবান্ গ্রীক্। তিনি লণ্ডনে বাস করিতেন। তিনি বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অর্থ দান করেন। তন্মধ্যে লণ্ডনের 'Imperial College of Science'-এ এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিমানবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য বহু অর্থ দেন। যুদ্ধের সময়ে অস্ত্রাদি আমদানি-রপ্তানি করিয়া তিনি বিশাল অর্থের মালিক হন।

জহরলাল নেহরু, পণ্ডিত—(১৪ই নভেম্বর ১৮৮৯—২৭শে মে, ১৯৬৪)। ভারতের বিশিষ্ট দেশসেবক, জননায়ক ও স্বাধীনতার সূচনা হইতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী। জন্মস্থান এলাহাবাদ। পিতা বিখ্যাত দেশকর্মী ও রাজনীতিক পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তাঁহারা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। ইংল্যাণ্ড হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবসায় শুরু করেন এবং ১৯১৮-এ কংগ্রেসের সভ্য হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কারারুদ্ধ হন এবং মোট নয়বার জেলভোগ করেন। ১৯২৯-৩০, ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৪৬-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষে তিনি কারাভোগ করেন এবং ১৯৩১-এ মুক্তি পান। পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৩২-এ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তি পান। ১৯৩৪-এ আবার তিনি কারারুদ্ধ হন এবং পত্নী কমলা নেহরুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ১৯৩৫-এ মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪২-এ আগস্ট আন্দোলনে আবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫-এ কারামুক্ত হইয়া তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপার লইয়া লর্ড ওয়েভেল ও লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হন এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। কমনওয়েলথ কনফারেন্সে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হইয়া যান। ১৯৫১-এ তিনি পুনরায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ খ্রীঃ তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানাত্মক উপাধি 'ভারতরত্ন' লাভ করেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ—'Autobiograpy', 'Glimpses of World History', 'Soviet Russia', 'Discovery of India' উল্লেখযোগ্য।

জহ্নু—১। মুনিবিশেষ। ভগীরথ যখন গঙ্গা আনিতেছিলেন তখন গঙ্গা এই মুনির তপোবন জলে প্লাবিত করেন। জহ্নু সমুদয় জল ক্রোধে পান করিয়া ফেলিলেন। পরে দেবতাদের অনুরোধে তিনি গঙ্গাকে কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া ফেলেন। এই জন্য গঙ্গার জাহ্নবী অর্থাৎ জহ্নুকন্যা এই নাম হয় (রাম)। ২। রাজর্ষি। পিতা সোমবংশীয় নরপতি সুহোত্র, মাতা কেশিনী। গঙ্গা একদা জহ্নুকে পতিরূপে পাইবার বাসনা করেন। জহ্নু তাঁহার প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করাতে গঙ্গা ঋষির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করেন। ঋষিও গঙ্গাকে পান করেন। তখন মহর্ষিরা গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যারূপে স্থির করিয়া দেন (হরি)।

জাঁদরেল কালু—জেনারেল কালু ঘোষ ['কালীচরণ' দ্রঃ]।

জাকির হোসেন, ডক্টর (১৮৯৯—১৯৬৯)। ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্। প্রথম জীবনেই জাতীয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। বার্লিন হইতে ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করিয়া গান্ধীজির 'ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার' সহিত যুক্ত হন। দিল্লী জামিয়া মিলিয়া ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ খ্রীঃ 'পদ্মবিভূষণ' এবং ১৯৬৩ খ্রীঃ 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৯৬২—৬৬-এ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং ১৯৬৭-এ রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন।

জাজলি-ঋষিবিশেষ। বায়ুমাত্র খাইয়া এবং কাষ্ঠ ও স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি তপস্যা করিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার জটায় চটক পাখি শাবক উৎপাদন করে। তাহাতে তাঁহার অহংকার জন্মে। এই সময় তিনি শুনিতে পান যে, কাশীর বৈশ্যকুলোদ্ভব এক লোক তাঁহার চেয়ে জ্ঞানী। তিনি কাশীতে গিয়া তাঁহার কাছে জ্ঞান-লাভ করেন (ভারত)।

জাতুকর্ণ—ঋষিবিশেষ। তিনি আয়ুর্বেদ-সংহিতা রচনা করেন। তিনি আত্রেয় পুনর্বসুর শিষ্য।

জাতুকর্ণী—কবি ভবভূতির জননী।

জানকী—সীতার অপর নাম। জনক সীরধ্বজের কন্যা ['সীতা' দ্রঃ]।

জানকীনাথ বসু—(১৮৬০—১৯৩৫)। বিশিষ্ট উকিল ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা। জন্মস্থান চব্বিশ পরগনার হরিনাভি গ্রাম। তিনি ১৮৮৫-এ কটক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০৫-এ তিনি সরকারী উকিল হন। তিনি কটক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

জানকীরাম, রাজা—আলিবর্দী খাঁ নাজিম হইলে তিনি প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্ পরে প্রধান যুদ্ধ-সচিব হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আলিবর্দীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আলিবর্দী মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া যখন পলায়ন করেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এবং নবাবকে তাঁহার দুরবস্থার সময়ে পূর্বসঞ্চিত অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন। নবাব তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। সিরাজ যখন পাটনার ডেপুটি সুবাদার ছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনিই ডেপুটি সুবাদারের কার্য করিতেন। ১৭৫২-এ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দুর্লভ।

জানপদী—অপ্সরাবিশেষ। গৌতম শরদ্বান্ উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহাকে গৌতমের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া মুনির চিত্ত মোহিত হয়। জানপদীর গর্ভে শরদ্বানের কৃপ ও কৃপী নামে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয় (ভারত)।

জাফর আলি খাঁ—মীরজাফর (তাহা দ্রঃ)।

জাবালি—১। রাজা দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। রামের বনবাসকালে ভরত যখন রামকে পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিতে বলেন, সেই সময় জাবালিও রামকে অনুরোধ করিবার জন্য যান (রাম)। ২। সত্য-কামের অপর নাম ['জেবালা' দ্রঃ]।

জামদগ্ন্য—পরশুরামের অপর নাম।

জামসেদজী টাটা—'টাটা' দ্রঃ।

জামসেদজী টাটা, জীজী ভাই—(১৭৮৩—১৮৫৯)। সুপ্রসিদ্ধ বণিক্। বরোদার নওসরি গ্রামে জন্ম। তিনি চীন-দেশে ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ২৮ বৎসর ব্যবসায় করিয়া দুই কোটির উপর টাকা সঞ্চয় করেন। তিনি অতিশয় দানশীল ও উদারস্বভাব ছিলেন। তাঁহার অর্থে বোম্বাই শহরে অনেক দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি জন-সাধারণের হিতার্থে পনের লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

জামালউদ্দীন—(জীবৎকাল ১৮৩৮)। রাজনীতিবিদ্ ও দার্শনিক। আফগানি-স্তানের সাদাবাদ নামক স্থানে জন্ম। প্রাচ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া বেড়ান ও 'মিশর মিশরীয়দের জন্য' এই বাণী তিনি প্রথম ঘোষণা করেন। জগলুল পাশা তাঁহার ভাবশিষ্য।

জামি—(১৪১৪—১৪৯২)। প্রসিদ্ধ পারস্য-দেশীয় কবি। পিতা মৌলানা মোহাম্মদ ইস্পাহানি। হিরাটের অন্তর্গত জাম নামক স্থানে জন্ম। এইজন্যই নাম হয় জামি। প্রকৃত নাম নুরউদ্দীন আবদুর রহমান। তিনি য়োসেফ ও জালি খাঁর প্রণয় ব্যাপার লইয়া একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

জাম্ববতী—ভল্লুকরাজ জাম্বুবানের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ জাম্বুবান্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিলে জাম্বুবান্ স্যমন্তক মণি ও কন্যা জাম্ববতীকে উপহার দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধি করেন। শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে তাঁহার গর্ভে শাম্ব প্রভৃতি দশটি পুত্রের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলে তিনি জলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জন দেন (হরি)।

জাম্ববান্—১। ভল্লুকদিগের রাজা এবং সুগ্রীবের মন্ত্রী। লঙ্কাসমরে তিনি রামচন্দ্রের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন (রাম)। ২। ভল্লুকদিগের শক্তিশালী রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। একদা স্যমন্তক মণি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং স্যমন্তকসহ নিজ কন্যা জাম্ববতীকে অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন (হরি)।

জারক্সেস (Xerxes)—(খ্রীঃ পূঃ ৫১৯—৪৬৫?)। পারস্যের দিগ্বিজয়ী রাজা ও সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। পিতা দরায়ুস। খ্রীঃ পূঃ ৪৮১ অব্দে তিনি গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। থার্মপিলি নামক গিরিসংকটে তিনি গ্রীকদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু স্যালামিস নামক স্থানের নৌ-যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫ হইতে ৪৬৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

জালালউদ্দীন খিলজী—(রাজত্বকাল ১২৯০—১২৯৬)। দিল্লীর খিলজী রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার শাসনকালে ঠগ দস্যুদের অত্যাচার হইতে দেশ কতকটা নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

জাহাঙ্গীর—(১৫৬৮—১৬২৭)। দিল্লীর সম্রাট্। বিখ্যাত মোগল-সম্রাট্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজত্বকাল ১৬০৫—১৬২৭। পূর্ব নাম সেলিম। তিনি নুরজাহান নামে এক পারস্যদেশীয়া রমণীর স্বামীকে হত্যা করাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। জাহাঙ্গীর রাজকার্য পরিচালনা-বিষয়ে তাঁহার মত লইয়াই চলিতেন। সার টমাস রো, হকিন্স, এডওয়ার্ডস নামক ইংরেজদের আগমন ও পোর্তুগীজদের ভারতে তামাক আমদানি তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জাহাঙ্গীর, কয়াসজী—(জন্ম ১৮৭৯)। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্, রাজনীতিবিশারদ ও ব্যবসায়ী। ১৯৩০-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন। ১৯০৪—২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনের সভ্য ছিলেন এবং ১৯১৯—২০-এ ইহার চেয়ারম্যান হন। ১৯৩০—৪৭-এ তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৩০—৩১—৩২-এ তিনি গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি হন। টাটার লৌহ-কারখানা, টাটার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও 'ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' ইত্যাদির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

জাহান-আরা, বেগম (১৬১৪—১৬৮০)। দিল্লীর সম্রাট্ শাহজাহানের কন্যা। মাতা মমতাজমহল। তিনি নানা-গুণে বিভূষিতা ও অপরূপ সৌন্দর্যশালিনী ছিলেন। পিতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি

ছিল এবং তিনি বন্দী পিতার সহিত আগ্রায় অবস্থান করেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একবার অগ্নিদগ্ধ হন। সে সময় এক ইংরেজ ডাক্তার তাঁহাকে আরোগ্য করেন। তখন সম্রাট্ শাহ্জাহান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দেন।

জাহ্নবী—গঙ্গার অপর নাম ['জহ্নু' দ্রঃ]।

জিউস (Zeus)—জুপিটারের গ্রীক নাম (গ্রীক পুঃ)।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৬০—১৯৩৫)। ব্যারিস্টার ও ব্যায়ামবীর। পিতা দুর্গাচরণ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভাই। তিনি রিপন কলেজের পরিচালক-সভার সভ্য ও পরে সভাপতি হন। ১৯০৬-এ তিনি প্রেসিডেন্সি রাইফেল ব্যাটালিয়নে প্রবেশ করেন।

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৮২—৫ই মার্চ, ১৯৪০)। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, বাগ্মী ও দেশসেবক। পিতা অনন্তনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০২-এ বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কয়েকটি কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯২৪-এ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক হন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কংগ্রেস-সেবক ছিলেন এবং কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

জিন—(খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। জৈনধর্মের প্রবর্তক। প্রকৃত নাম বর্ধমান মহাবীর। ইনি চতুর্বিংশতি তীর্থংকরের একজন। তিনি বৈশালীর রাজার অমাত্যের পুত্র ছিলেন। ১২ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি ধর্মপ্রবর্তক হন। তিনি রিপুসকল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে জিন বলা হয়। এই জিন হইতেই জৈনধর্মের নামকরণ হইয়াছে। তিনি বিহারের নানাস্থানে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিয়া বেড়ান। বর্তমান পাটনা জেলার পাবা নামক স্থানে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭ (কাহারও মতে ৪৬৭) অব্দে প্রাণত্যাগ করেন ['বর্ধমান' দ্রঃ]।

জিনগুপ্ত—(৬ষ্ঠ শতক)। বৌদ্ধ পণ্ডিত। প্রকৃত নাম কুম্ভ। পিতার নাম ব্রজসার। নিবাস পুরুষপুর। চীনদেশে গিয়া তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

জিনচন্দ্র সুরি—আকবরের সমসাময়িক বিখ্যাত জৈনাচার্য। সম্রাট্ আকবর তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কাম্বে উপসাগরে মৎস্য শিকার ও আষাঢ় মাসে ৮ দিন জীবহত্যা বন্ধ করেন।

জিনোভিভ, গ্রিগরী ই. (Zinoviev, Grigory E. A.)—(১৮৮৩—১৯৩৬)। বলশেভিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তনকালের বিখ্যাত রুশীয় রাজনীতিক। ১৯১৯-এ তিনি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সংঘের সভাপতি হন। লেনিনের মতবাদের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। কম্যুনিস্ট দল হইতে ১৯২৬-এ তিনি বিতাড়িত হন। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করার অপরাধে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

জিন্না, মহম্মদ আলী—(১৮৭৬—১৯৪৮)। প্রসিদ্ধ মুসলমান ব্যারিস্টার ও রাজনীতিবিদ্। করাচীতে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১০-এ তিনি Imperial Legislative Council-এর সভ্য হন। অতঃপর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং লর্ড চেম্স্ফোর্ড কর্তৃক 'Rowlatt Act' বিধিবদ্ধ হইলে তাহার প্রতিবাদকল্পে ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যের পদ ত্যাগ করেন। হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার উদ্ভাবিত চৌদ্দ দফা নামে শর্তাবলী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি গোল টেবিল বৈঠকের সভ্য মনোনীত হন। ১৯৩৪-এ তিনি 'Moslem League'-এর সভাপতি হন। পাকিস্তান গঠনের দাবি লইয়া ১৯৪৬-এ তাঁহার কংগ্রেসের সঙ্গে ঘোরতর মতভেদ হয়। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই পাকিস্তান গঠিত হয়। ১৯৪৭-এ তিনিই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হন।

জিয়াউদ্দীন বার্নি—মহম্মদ বিন তোগলকের সমকালীন ঐতিহাসিক। জন্মস্থান বুলন্দ শহর। 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

জিষ্ণু—অর্জুন সহজেই শত্রুকে জয় করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম জিষ্ণু।

জিহোবা—ইহুদীদের ঈশ্বরের নাম। ঈশ্বর এই নামে মুসার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জীন্স্, জেম্স্ (Jeans, Sir James)—(১৮৭৭—১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 'The Universe Around Us', 'The Mysterious Universe' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকের রচয়িতা।

জীব গোস্বামী (?—১৬১৮)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসিদ্ধ ষড়গোস্বামীর একজন। বাক্লা চন্দ্রদ্বীপে জন্ম। তিনি রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ গোস্বামীর পুত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম অনুপম। বৃন্দাবনে রূপ সনাতনের নিকটে থাকিয়া তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মধ্যে 'ষট্সন্দর্ভ', 'ক্রমসন্দর্ভ', 'মাধবমহোৎসব' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। রূপ ও সনাতনের পরে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বৃন্দাবনের অভিভাবক ও আচার্যের পদে বৃত হন।

জীমূতবাহন—(১২শ শতক)। প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত। মনুসংহিতার ভাষ্যকার হিসাবে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান—বর্ধমান জেলার পারিগ্রাম। তাঁহার 'ধর্মরত্ন' নামে একখানি পুস্তক আছে।

জুকভ, মার্শাল—(জন্ম ১৮৯৫)। লালসেনানীর বিখ্যাত সেনাপতি। পুরা নাম Grigory Konstantinovitch. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লালসৈন্যদের তিনি পরিচালনা করিয়া ও বার্লিন জয় করিয়া প্রসিদ্ধ হন। ১৯৪৬-এ তিনি স্থলসৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর উপমন্ত্রী হন।

জুডাস ইস্কারিয়ট (Judas Iscariot)—যীশুখ্রীষ্টের অন্যতম শিষ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যীশুকে ধরাইয়া দিবার জন্য তাঁহার নাম কুখ্যাত। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

জুনো (Juno)—স্বর্গের রানী, জুপিটারের পত্নী। তিনি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা ছিলেন। মার্স, হিব, লুসিনিয়া, ভল্কান প্রভৃতি তাঁহার পুত্র। ট্রোজান যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের সাহায্য করেন।

জুপিটার (Jupiter)—স্বর্গের রাজা। পত্নী জুনো। মানুষ ও দেবতাগণের তিনি পিতা। তিনি প্রাচীন রোমের দেবতা ছিলেন। গ্রীক 'জিউস' (Zeus)-এর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য আছে।

জুল, জেম্স্ প্রেস্কট (Joule, James Prescott)—(১৮১৮—১৮৮৯)। ইংরেজ পদার্থতত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানী। বৈদ্যুতিক শক্তি মাপিবার সূত্র (Joule's Law) আবিষ্কারের জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত।

জুলফিকার খাঁ—বাহাদুর শাহের প্রতিপত্তিশালী অমাত্য। সম্রাট্ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার অন্যতম পুত্র জাহান্দার শাহ্কে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করেন।

জুলিয়ান (Julian)—(৩৩১—৩৬৩)। রোমক সম্রাট্। প্রথমে তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম অবলম্বন করেন এবং সম্রাট্ হইয়া সে ধর্ম পরিত্যাগ করেন। এই জন্য তাঁহার নাম হয় 'ধর্মত্যাগী জুলিয়ান'। তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানকালে এক শরের আঘাতে নিহত হন।

জুলিয়াস সীজার—'সীজার' দ্রঃ।

জেনার, এড্ওয়ার্ড (Jenner, Edward)—(১৭৪৯—১৮২৩)। ইংরেজ ডাক্তার।

বসন্তের টীকার প্রবর্তক। এই উদ্ভাবনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁহাকে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিয়াছিল।

জেনো (Zeno)—(খ্রীঃ পূঃ ৪ শতক)। গ্রীক দার্শনিক। স্টোইক (Stoic)-দর্শনের প্রবর্তক। তিনি সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন, তাহা Painted Porch' নামক স্থানে ছিল। গ্রীক Stoa অর্থে Painted, এইজন্য তাঁহার শিষ্যদের Stoics বলা হইত।

জেনোক্র্যোটিজ (Xenocrates)—(খ্রীঃ পূঃ ৩৯৬—৩১৪)। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক। তিনি প্লেটোর (Plato) শিষ্য ছিলেন।

জেনোফোন (Xenophon)—(? খ্রীঃ পূঃ ৪৩০ -৩৫৫)। প্রসিদ্ধ গ্রীক সেনাপতি। তিনি সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া এবং সেখান হইতে সসৈন্যে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি বিখ্যাত হন। স্পার্টা ও পারস্যের যুদ্ধের সময়ে তিনি নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন বলিয়া নির্বাসিত হন। 'Anabasis', 'Hellenica', 'Cyropœdia' তাঁহার লিখিত পুস্তক।

জেপেলিন (Zeppelin, Count Ferdinand von) - (১৮৩৮—১৯১৭)। 'জেপিলিন'-নামক বিখ্যাত উড়োজাহাজের উদ্ভাবক। তাঁহার নাম অনুসারে এই উড়োজাহাজের নাম হয়। গত প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি জার্মান সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য এই জেপেলিন নির্মাণ করেন। ১৯০০-এ তিনি এই নামের উড়োজাহাজে করিয়া বহুদূর পর্যন্ত উড়িয়া যান। তিনি আমেরিকায় গৃহ-বিবাদের সময় ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান (Franco-Prussian) যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

জেফাইরাস (Zephyrus)—পশ্চিম বায়ুর দেবতা, ফ্লোরা দেবীর প্রণয়ী, ইয়োলাস ও অয়োরার পুত্র (বৈদে পুঃ)।

জেফানিয়া (Zephaniah)—(জীবৎকাল ৬৩০ খ্রীঃ পূঃ ?)। প্রসিদ্ধ হিব্রু কবি। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

জেফারসন, টমাস (Jefferson, Thomas)—(১৭৪৩—১৮২৬)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি লিপিবদ্ধ করেন (৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬)। একবার ১৮০১-এ ও আর একবার ১৮০৫-এ—এই দুইবার তিনি সভাপতি হন।

জেবউন্নিসা—(১৬৩৯—১৭০৯)। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দুহিতা। তিনি পারসীক ও আরবীয় ভাষায় বিদুষী ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি কোরানের একখানি টীকা রচনা করেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি চমৎকার ছিল। তিনি চিরকুমারী ছিলেন।

জেভিয়ার, সেণ্ট (Xavier, St.)—(১৫০৬—১৫৫২)। প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক। তিনি 'Ignatius de Loyola'র অনুচর ছিলেন। প্রাচ্যে তিনি ধর্মপ্রচার-কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি 'অবতার' বলিয়া পূজিত হন। চীনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জেমস্, ১ম (James I)—(১৫৬৬—১৬২৫)। ইংল্যাণ্ডের রাজা। তিনি প্রথমে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৬০৩-এ তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা হন। তাঁহার শাসনকালে বহুবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 'রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি'—এই বাণী তিনি প্রচার করিতেন। বাইবেলের 'Authorised Version' তাঁহার আমলেই প্রকাশিত হয়।

জেমস্, ২য় (James II)—(১৬৩৩—১৭০১)। ইংল্যাণ্ডের রাজা। তিনি ১৬৮৫—১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখান এবং ধর্মযাজকদের উপর অযথা অত্যাচার করেন বলিয়া দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাঁহার সময়েই ১৬৮৮-এ 'Glorious Revolution' হয় এবং ইহার ফলে রাজাও পার্লামেন্ট মহাসভার অধীন এই নীতি স্বীকৃত হয়।

জেরোম, জেরোম ক্লাপ্‌কা (Jerome, Jerome Klapka)—(১৮৫৯—১৯২৭)। ইংরেজ লেখক ও সংবাদপত্রসেবী। 'Three Men in a Boat'-নামক হাস্য-রসপ্রধান পুস্তকখানি লিখিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার বহু উপন্যাস ও নাটক আছে। তিনি 'The Idler'-নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

জেলালউদ্দীন রুমি—পারসী কবি। জন্মস্থান খোরাসানের বলখন নগরী। তিনি সুফী কবি ছিলেন। তিনি 'দরবেশ' নামে ফকির সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

জেসন (Jason)—বিখ্যাত বীর। পিতা ইসন (Aeson)। স্বর্ণ পশম সংগ্রহ করিতে তিনি কলচিস অভিযানে যান। মিডিয়া সাহায্য করাতে তিনি উহা লাভ করেন। মিডিয়াকে তিনি বিবাহ করেন কিন্তু পরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

জৈগীষব্য—ঋষিবিশেষ। তিনি আদিত্য-তীর্থে অসিতদেবল ঋষির আশ্রমে গিয়া তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অসিতদেবলকে মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন (ভারত)।

জৈত্রপাল—দেবগিরির রাজা। তিনি শ্রীকৃষ্ণরাজের পিতা। হেমাদ্রি-প্রণীত 'চতুর্বর্গ চিন্তামণি'তে তাঁহার বিবরণ পাওয়া যায়।

জৈমিনি—মুনিবিশেষ। তিনি পূর্ব-মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করেন। তিনি বেদ-ব্যাসের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত জৈমিনীয় দর্শন বা পূর্ব-মীমাংসা ও জৈমিনি-ভারত বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত মহাভারতের একমাত্র অশ্বমেধ-পর্বই পাওয়া যায়। তাঁহার নামে বজ্র নিবারণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে (ভারত, বিষ্ণু)।

জোন্স (Jones, Sir William)—(১৭৪৬—১৭৯৪)। সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত। তিনি ১৭৮৩-এ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের জজ নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং চিরজীবন উহার সভাপতি ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রাচ্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজদিগের মধ্যে তাহার প্রচলন করেন। এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক গ্রন্থে তিনি প্রাচ্য দেশের সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লেখেন। তিনি 'গীতগোবিন্দ', 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc)—(১৪১২—১৪৩১)। প্রকৃত নাম জীন ডার্ক। প্রসিদ্ধ ফরাসী বীরবালিকা। তিনি এক দরিদ্র কৃষকের কন্যা ছিলেন। তাঁহার শৌর্যে ও উদ্দীপনায় ফরাসীরা ইংরেজদিগকে অরলিয়েন্স হইতে দূর করিয়া দেয় এবং চার্লস্ রাজা হন (১৪২৯)। পরে রাজনৈতিক দল বার্গেণ্ডিয়া তাঁহাকে আহত অবস্থায় ধৃত করিয়া ইংরেজদের নিকট বিক্রয় করে। ইংরেজেরা তাঁহাকে নৃশংসভাবে পুড়াইয়া মারে (১৪৩১)।

জোরোয়াস্তার, জরথুষ্ট্র (Zoroaster)—পারসীকদিগের ধর্মপ্রবর্তক। খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে 'আবেস্তা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা কেহ বুঝিতে না পারায় পুনরায় 'জেন্দ' নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই নিমিত্তই পারসীকদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দ আবেস্তা' হইয়াছে। তাঁহার মতাবলম্বীরা অগ্নির উপাসক।

জোলা, এমিলি (Zola Emile)—(১৮৪০—১৯০২)। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক। তাঁহার লিখিত 'নানা', 'ড্রিঙ্ক' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি অতি জনপ্রিয়।

জো লুই, বি (Joe Louis, B.)—(জন্ম ১৯১৪)। আমেরিকার বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা। ১৯৩৭-৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি পঁচিশবার মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন।

জোসেফ (Joseph)—১। জোসেফ জ্যাকবের পুত্র। ভাইয়েরা জোসেফকে কয়েকজন বণিকের কাছে বিক্রয় করে। তাহারা আবার তাঁহাকে মিশরের এক রাজকর্মচারীর নিকট বেচিয়া দেয়। কোনও কারণে জোসেফের কারাদণ্ড হয়। কিন্তু মিশরের রাজার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি মুক্তি পান ও রাজকর্ম লাভ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার সুব্যবস্থায় লোকে কষ্ট পায় নাই। সেই সময় তাঁহার ভাইয়েরাও আসে। জোসেফ তাহাদের ও তাঁহার পিতাকে মিশরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন (বাইবেল)। ২। যীশুখ্রীষ্টের পালক পিতা। তিনি বেথলেহেমে বাস করিতেন, তিনি ছুতার ছিলেন।

জোসেফাইন, সম্রাজ্ঞী (Josephine, Empress)—(১৭৬৩—১৮১৪)। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রথমা স্ত্রী। নেপোলিয়ন তাঁহাকে ১৮০৯-এ ত্যাগ করেন। তিনি নেপোলিয়নকে বিবাহের পূর্বে আর একবার বিবাহ করেন এবং সে বিবাহের ফলে তাঁহার দুইটি সন্তান হইয়াছিল।

জোহান্‌সন্ ক্লারা (১৮৭৫—১৯৪৮)—সুইডিশ সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। এই লেখিকার রচনায় বিষয়-বস্তু ও রচনা-শৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটিয়াছে।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ—(জন্ম ১৮৯৪ খ্রীঃ)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। রাসায়নিক হিসাবে তিনি বিশেষ নাম করেন। ১৯১৫—২১ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। অতঃপর ১৯২১-৩৯ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ তিনি বাঙ্গালোর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হন। ১৯৩১-এ তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটুট অব টেকনোলজির ডিরেক্টর ছিলেন। ডঃ ঘোষ ১৯৪৩ খ্রীঃ 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৫৪-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন এবং ১৯৫৫ খ্রীঃ জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

জ্ঞানদাস—(১৫৩০—?)। প্রসিদ্ধ পদকর্তা। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া নামক গ্রামে এক মঙ্গল-ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি 'মামুর' ও 'মুরলীশিক্ষা' নামক দুইখানি সুমধুর গীতিকাব্যের রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। তাঁহার বহু সুমধুর পদ আছে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী—বিশিষ্ট গায়ক। জন্ম ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। পিতা প্রসিদ্ধ গায়ক ও এস্রাজবাদক বিপিনচন্দ্র গোস্বামী। প্রথমে তিনি কনিষ্ঠ খুল্লতাত লোকনাথ গোস্বামীর নিকট সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ৮ বৎসর বয়স হইতে ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত তৃতীয় খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট সংগীত অভ্যাস করেন। বাঙ্গালা গানে খেয়ালের ঢঙ প্রয়োগ তাঁহার সংগীতের বৈশিষ্ট্য। তিনি 'রাধিকাপ্রসাদ চতুষ্পাঠী'-নামক সংগীত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—প্রথম বাঙালী ব্যারিস্টার। পিতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতা ত্যাজ্যপুত্র ও বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যান। কিন্তু মকদ্দমা করিয়া তিনি সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতেই মারা যান।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—(? ১৮৭২—১৯৩৯)। সাহিত্যসেবক ও বিখ্যাত অভিধানকার। কলিকাতার শিকদারবাগানে জন্ম। উত্তরপ্রদেশের পুলিসবিভাগে তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। প্রবাসী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিয়া তিনি সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত করেন। 'বাংলা ভাষার অভিধান', 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী', 'প্রাণীদের অন্তরের কথা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

জ্বর দৈত্যরাজ বাণের সেনাপতি। তাঁহার তিনটি মস্তক, নয়টি চক্ষু, ছয়খানি হস্ত ও তিনখানি পদ। শ্রীকৃষ্ণ বাণের হস্ত হইতে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহমধ্যস্থ জ্বরকে বৈষ্ণব জ্বর পরাভূত করিয়া ফেলে। এই জ্বরকে শ্রীকৃষ্ণ মারিয়া ফেলিতেন, কেবল ব্রহ্মার অনুরোধে ক্ষমা করেন (বিষ্ণু)।

জ্বালা—তক্ষকের কন্যা। ঋক্ষ জ্বালাকে বিবাহ করেন (ভারত)।

জ্যান্থিপী (Xanthippe)—গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের স্ত্রী। তিনি অত্যন্ত কোপনস্বভাবা নারী ছিলেন।

জ্যামঘ—যযাতিবংশীয় রাজপুত্র। তাঁহার শৈব্যা নামে পরম বলবতী ও সতী স্ত্রী ছিল। নিঃসন্তান হইলেও তিনি অন্য বিবাহ করেন নাই। একদা এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি উপদানবী (ভাগবত মতে ভোজ্যা) নামে এক কন্যা পান ও শৈব্যাকে বলেন যে, ঐ কন্যা তাঁহার পুত্রবধূ হইবে। ইহার পর শৈব্যার বিদর্ভ নামে পুত্র জন্মে (হরি)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৪ঠা মে, ১৮৪৯—৪ঠা মার্চ, ১৯২৫)। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতা। ১৮৬৪-এ তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল পড়েন। তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং বহু ফরাসী লেখকের রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সংগীত-বিজ্ঞানেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি উত্তম সংগীত রচনাও করিতে পারিতেন। কিছুকাল তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সংগীত-প্রকাশিকা'-নামক পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তিনি 'ভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। 'অশ্রুমতী', 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবক। পিতা প্রমথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার বহু কলেজের অধ্যাপক হন এবং বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন। 'Indian Nation' ও 'Reis and Rayyat' পত্রিকা দুইটিতে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি হুগলী ও ঢাকা কলেজেও অধ্যাপনা করেন। 'Poems Lay and Devotional' ও 'মানস-লীলা' এই দুইখানি পুস্তক তাঁহার প্রণীত।

জ্যোতিষ্মান্—কুশদ্বীপের নৃপতি। প্রিয়ব্রতের পুত্র (লিঙ্গ)।

ঝা

ঝা, অমরনাথ—(জন্ম ১৮৯৭)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতে তিনি উহার উপাচার্য হন। হিন্দু বিদ্যালয়ের তিনি কয়েক বৎসর উপাচার্য ছিলেন। ১৯৪১-এ তিনি নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

ঝাঁসির রানী—'লক্ষ্মীবাই' দ্রঃ।

ঝিন্দনকুমারী—পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মহিষী এবং দলীপ সিংহের জননী। ১৮৪৩-এ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পুত্রের

নাবালক অবস্থায় তিনি তাঁহার অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য নির্বাহ করেন। ১ম শিখ-যুদ্ধের পরে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাঁহাকে রাজকার্য হইতে অপসারিত করা হয় এবং দলীপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত পঞ্জাবের শাসনভার ইংরেজ গভর্নমেন্টের হস্তে যায়। অতঃপর তিনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ২য় শিখযুদ্ধ তাঁহারই নির্বাসনের ফল। তাঁহাকে নির্বাসিত করিবার ফলে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে শিখদিগের নিকট ইংরেজগণের পরাজয় হয়। শেষজীবন তিনি ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত করেন। ১৮৬৩-এ লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ট

টড, কর্নেল জেম্স্ (Tod, Col. James)—(১৭৮২—১৮৩৫?)। তিনি ১৮১২—২৩ সাল পর্যন্ত রাজপুতানার রেসিডেন্ট ছিলেন। রাজপুতানার ইতিহাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থখানির নাম 'Annals and Antiquities of Rajasthan'.

টডহান্টার, আইজাক (Todhunter, Isaac)—(১৮২০—১৮৮৪)। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। তিনি গণিতের বহু পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি কেমব্রিজের শ্রেষ্ঠ 'Wrangler' ছিলেন। 'Researches on the Calculus of Variation' এবং 'History of the Theory of Elasticity and the Strength of Materials' তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক।

টনি, চার্লস্ (Tawney Charles)—(১৮৩৭—১৯২২)। শিক্ষাব্রতী। প্রথমে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও তিনবার অস্থায়িভাবে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং 'উত্তররামচরিত', 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হইয়া তিনি জীবনের শেষভাগ লণ্ডনে যাপন করেন।

টমসন, জেম্স্ (Thomson, James)—(১৮৩৪—১৮৮২)। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি। তাঁহার রচিত 'The City of Dreadful Night' প্রসিদ্ধ।

টমসন, জোসেফ (Thomson, Sir Joseph)—(১৮৫৬—১৯৪০)। প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্। তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিশ অধ্যাপক হন। তাঁহার লিখিত পদার্থবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান ও চুম্বকের আকর্ষণশক্তি সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধসমূহ গভীর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। ১৯০৬-এ তিনি পদার্থবিদ্যায় 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন।

টমাস মান—(Thomas Mann) মান, টমাস দ্রঃ।

টমাস রো (Thomas Roe, Sir)—(১৫৬৮—?)। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা জেম্সের দূতরূপে ১৬১৬-এ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সুবিধাজনক শর্তে বাংলা ও অন্যান্য স্থানে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন।

টরিসেলি, ইভানজেলিস্টা (Torricelli, Evangelista)—(১৬০৮—১৬৪৭)। বিখ্যাত ইটালীয় বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। তিনি গ্যালিলিওর ছাত্র ছিলেন। 'ব্যারোমিটার' বা আবহাওয়া-নিরূপণ যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন।

টলস্টয়, কাউণ্ট লিও (Tolstoi, Count Leo)—(১৮২৮—১৯১০)। রাশিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন ও পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যান। যুদ্ধের বীভৎসতা তাঁহাকে অহিংস করিয়া তুলে। তিনি গ্রন্থরচনায় মন দেন। তিনি বিশাল জমিদারির মালিক ছিলেন। ভগবানে বিশ্বাস ও মানবপ্রেম তাঁহার সকল রচনার মূলসূত্র। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'War and Peace', 'Anna Karenina', 'The Cossacks', 'Resurrection', 'The End of the Age', 'The Power of Darkness' প্রভৃতি অতি জনপ্রিয়। এ ছাড়াও তাঁহার লিখিত অনেক বই আছে।

টলেমি (Ptolemy)—আলেকজাণ্ডারের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তিনি মিশরে রাজত্ব করেন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩—২৮৫)। তাঁহার রাজত্বকালে ইউক্লিড জীবিত ছিলেন।

টলেমি, ক্লডিয়াস টলেমিয়াস (Ptolemy, Claudius Ptolemæus)—মিশরদেশীয় বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। তিনি ১৩ খণ্ডে ভূগোল, জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। তাঁহার মতে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণ করে। কোপার্নিকাস এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন।

টাইটান (Titan)—দৈত্যবংশ। উরেনাস ও গীর তাহাদের সন্তান; সংখ্যায় তাহারা বার জন। ছয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্যা (গ্রীক পুঃ)।

টাইটাস (Titus)—(৪০—৮১)। তিনি রোমের সম্রাট ভেসপাসিয়ানের পুত্র। ইহুদিদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি জেরুজালেম ধ্বংস করেন। তিনি ভেসপাসিয়ানের বৃহৎ রঙ্গভূমির (Colosseum) নির্মাণকার্য শেষ করেন।

টাইরেসিয়াস (Tiresias)—পুরাকালীন একজন প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি থিবসের অধিবাসী এবং অন্ধ ছিলেন।

টাইলার, ওয়াট (Tyler, Wat)—(?—১৩৮১)। কৃষক-বিদ্রোহের নেতা। ইংল্যাণ্ডরাজ দ্বিতীয় রিচার্ডের সময় Poll Tax-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, তিনি তাহার নেতা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ১৩৮১-এ প্রায় ১০০,০০০ কৃষক স্মিথফিল্ডে এক সভায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করে। রিচার্ড তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু পরে তিনি এই প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। এই সভায় লণ্ডনের লর্ড মেয়র স্যার উইলিয়াম ওয়ালওয়ার্থ তরবারির আঘাতে তাঁহাকে নিহত করেন।

টাটা, জামসেদজী—(১৮৩৯—১৯০৪)। জামসেদজী টাটার পুত্র। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি পিতার ব্যবসায় তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় তুলা রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ম্যাঞ্চেস্টার গমন করেন এবং সেখান হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ১৮৭৭-এ নাগপুরে 'এম্প্রেস কটন মিল' নাম দিয়া একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন। দশ বৎসর পরে টাটা স্বদেশী মিল নামে পরিচিত অপর একটি কাপড়ের কল চালাইতে আরম্ভ করেন। বিপুল অর্থব্যয় করিয়া তিনি বাঙ্গালোরে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবার সংকল্প করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত স্থানে এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাকচীর লৌহ-কারখানা (টাটানগর) তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার কার্যারম্ভ হয়। তাঁহার আর একটি কাজ 'লোনাভলা হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক স্কীম'। জার্মানীতে তিনি মারা যান।

টাটা, জীজীভাই—'জীজীভাই' দ্রঃ।

টাভার্নিয়ার (Tavernier, Jeane Baptist)—(১৬০৫—১৬৮৯)। ফরাসী বণিক্ ও পরিব্রাজক। প্যারিসে জন্ম। বাণিজ্য-উপলক্ষে তাঁহাকে পৃথিবীর বহুদেশ পর্যটন করিতে হয়। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ইওরোপের বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভারতে অবস্থানকালে তিনি মোগল-সাম্রাজ্যের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

টারকুইন দি এলডার (Tarquin, the Elder)—রোমের পঞ্চম নৃপতি। Ancius Mastius-এর পর তিনি রাজা হন (খ্রীঃ পূঃ ৬১৫)। তিনি দেশের সকল আইন সংশোধিত করেন। তাঁহার সময়ে রোমনগরী অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। গুপ্তঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন।

টারকুইন, সুপারবাস (Tarquin, Superbus)—রোমের শেষ রাজা। খ্রীঃ পূঃ ৫১০-এ তিনি রোম হইতে নির্বাসিত হন। তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির পর হইতেই রোমে কনসাল-শাসিত শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়।

টার্নার (Turner, Joseph Mallord William)—(১৭৭৫—১৮৫১)। বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী। তিনি লণ্ডনের এক নাপিতের পুত্র। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে 'The Sun Rising Through Vapour', 'Crossing the Brook' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

টাসো (Tasso, Torquato)—(১৫৪৪—১৫৯৫)। বিখ্যাত ইতালীয় কবি। ভেনিসে জন্ম। 'Jerusalem Delivered' তাঁহার একখানি বিখ্যাত বই।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ—(১৮৫৮—১৮৯১)। মণিপুরের রাজা কীর্তিচন্দ্রের পুত্র। ১৮৭৮-এ ইংরেজগণের সহিত নাগাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি ঐ যুদ্ধে ইংরেজদিগকে সাহায্য করেন। ১৮৮৪-এ পিতার মৃত্যুর পর তিনি মণিপুরের সেনাপতি হন। ১৮৯০-এ মণিপুরে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে যুবরাজ কুলচন্দ্র রাজা হন এবং টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ হন। পর বৎসর ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি ধৃত হন এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়।

টিটো, মার্শাল—(Tito, Marshal Josif Broz)—(জন্ম ১৮৯২ খ্রীঃ)। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট।

টিণ্ডেল, উইলিয়ম (Tyndale, William)—(১৪৯০—১৫৩৬)। ইংরেজ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি লুথারের সহিত মিলিত হন এবং New Testament-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অতঃপর টিণ্ডেল Old Testament-এর অনুবাদে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু উহা শেষ করিতে পারেন নাই। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত প্রচার করার জন্য তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। সে সময় ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন অষ্টম হেনরী।

টিথোনাস (Tithonus)—লাওমেডানের পুত্র এবং প্রায়ামের ভ্রাতা। অরোরা তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তিনি অরোরার নিকট হইতে ভুলক্রমে অক্ষয় যৌবন না চাহিয়া অমরত্ব লাভের বর চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য বৃদ্ধকালে জরাজীর্ণ হইয়া বহু অনুতাপ ভোগ করিয়াছিলেন (বৈদে পুঃ)।

টিপু সুলতান—মহীশূরের রাজা। মহীশূরের সুবিখ্যাত রাজা ও প্রসিদ্ধ সেনাপতি হায়দার আলির পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৮২-র টিপু 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া মহীশূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ফরাসী সেনাপতি বুসী টিপুর সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ইংরেজরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। পরে ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইহার পরে টিপু ম্যাঙ্গালোর অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানেও ইংরেজেরা পরাজিত হয়। এই সময়ে দুই দিক দিয়া দুইদল ইংরেজ সৈন্য টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু ইংরেজদিগের প্রস্তাব অনুসারে এক সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, অতঃপর উভয়পক্ষই যুদ্ধবিগ্রহ হইতে বিরত হইবেন এবং পরস্পর পরস্পরের বিজিত প্রদেশসমূহ প্রত্যর্পণ করিবেন। এই সন্ধির পরে টিপু আপনার বলবৃদ্ধির নিমিত্ত পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে থাকিলে পেশোয়ার সেনাপতি নানাফার্নাবিশ ও হায়দরাবাদের নিজাম মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিছুদিন যুদ্ধ করিবার পর টিপু বাধ্য হইয়া মারাঠাদের কয়েকটি প্রদেশ ও ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া এক সন্ধি করিলেন (১৭৮৭)। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে টিপু ইংরেজদিগের আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজা আক্রমণ করিলে ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। নিজাম ও মারাঠাগণের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইল। যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন চতুর্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল। টিপু নিরুপায় হইয়া গবর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের সহিত সন্ধি করিলেন। টিপুর দুই পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ ইংরেজ শিবিরে থাকিতে হইল। টিপু ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাদিগকে নগদ তিন কোটি টাকা ও রাজ্যের অর্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। পরে লর্ড কর্নওয়ালিস টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন (১৭৯৯)। টিপু প্রাণপণে রাজধানী রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যোগই বিফল হইল। এই যুদ্ধে টিপু নিহত হইলেন এবং তাঁহার রাজ্য ইংরেজদিগের হস্তগত হইল।

টিমোথিউস্ (খ্রীঃ পূঃ ৪৫০—খ্রীঃ পূঃ ৩৬০)। প্রাচীন গ্রীক কবি। সংগীতে নবরূপের উদ্ভাবক।

টুর্গেনিভ, আইভান সার্ভেভিচ (Turgenev, Ivan Serveyvich)—(১৮১৮—১৮৮৩)। বিখ্যাত রুশ লেখক। তিনি গোগোল ও টলস্টয়ের বন্ধু ছিলেন। কৃষকদের অত্যাচারের কাহিনী লইয়াই তাঁহার উপন্যাসগুলি রচিত। 'Nihilist' কথাটির তিনিই উদ্ভাবক। 'A Nest of Gentlefolk', 'Fathers and Sons', 'Smoke' ও 'Virgin Soil' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

টেকচাঁদ ঠাকুর—আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র (তাহা দ্রঃ)।

টেন (Taine, Hippolite Adolphe)—(১৮২৮—১৮৯৩)। শক্তিশালী ফরাসী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত তথ্যপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

টেনিসন, অ্যালফ্রেড, লর্ড—(Tennyson, Alfred, Lord)—(৬ই আগস্ট, ১৮০৯—৬ই অক্টোবর, ১৮৯২)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। তিনি কেমব্রিজ ট্রিনিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ১৮২৭-এ ভ্রাতার সহযোগিতায় তিনি 'Poems by Two Brothers' প্রকাশ করেন। 'Timbuctoo' নামে কবিতা লিখিয়া কবি ১৮২৯-এ একটি পদক প্রাপ্ত হন; ১৮৩৩-এ বন্ধু হালামের মৃত্যু তাঁহার কবি-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৪৭-এ 'The Princess' এবং ১৮৫০-এ 'In Memoriam' প্রকাশিত হয়। ১৮৫০-এ তিনি রাজকবি (Poet Laureate) হন। ১৮৫৫-এ তাঁহার প্রণীত 'Maud'-নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে 'The Idylls of the King', 'The May Queen', 'Enoch Arden' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

টেম্পল (Temple, Sir William)—(১৬২৮—১৬৯৯)। ইংরেজ লেখক ও রাজনীতিবিশারদ। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে

ইংল্যাণ্ডের রাজদূতরূপে তিনি হেগে প্রেরিত হন। ইংলাণ্ড, হল্যাণ্ড ও সুইডেনের চুক্তি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাঁহার লিখিত পুস্তক 'Essay Upon the Present State of Ireland' ও 'Miscellanea'.

টেরিয়ুস (Tereus)—থ্রেসদেশীয় রাজা। তিনি এথেন্সের প্যাণ্ডিয়নের কন্যা প্রোকুইকে বিবাহ করেন। পরে রাণীর সহোদরা ফিলোমেলার সহিত ব্যভিচার করেন ও তাহার জিভ কাটিয়া দেন। ফিলোমেলা একটি শালের উপর ঘটনাটি বুনিয়া ভগিনীর গোচর করিলে প্রোকুই ক্রোধে তাহার পুত্রকে কাটিয়া উহার মাংস টেরিয়ুসকে খাইতে দেয়। তারপর দুই ভগিনী পলায়ন করে। টেরিয়ুস উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলে দেবতারা উহাদের সকলকে পক্ষীতে রূপান্তরিত করিয়া দেন (গ্রীক পুঃ)।

টেরেন্স (Terence, Publius Terentius Afer)—(? খ্রীঃ পূঃ ১৮৪—১৫৯)। বিখ্যাত রোমক কবি ও নাট্যকার। প্রথমে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ছয়খানি পুস্তক মাত্র পাওয়া যায়।

টেরেসা, সেণ্ট (Teresa, St. or Theresa, St.)—(১৫১৫—১৫৮২)। স্পেনীয় সন্ন্যাসিনী। তাঁহার লিখিত কতকগুলি ধর্মপুস্তক আছে। তন্মধ্যে 'The Way of Perfection' ও 'The Castle of the Soul' বিখ্যাত।

টেল, উইলিয়াম (Tell, William)—(১৩-১৪শ শতক)। সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দেশভক্ত বীর। কথিত আছে, রাজার আদেশে তিনি স্বীয় পুত্রের মাথায় একটি আপেল রাখিয়া উহা লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে বাধ্য হন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সকল প্রচেষ্টাতেই তিনি যোগদান করেন।

টেলার, জেরেমি (Taylor, Jeremy)—(১৬১৩—১৬৬৭)। একজন প্রতিভাবান্ ও প্রতিপত্তিশালী ইংরেজ ধর্মবেত্তা। তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'Holy Living and Holy Dying' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

টেলার, বেয়ার্ড (Taylor, Bayard)—(১৮২৫—১৮৭৮)। আমেরিকা মহাদেশের একজন প্রসিদ্ধ পর্যটক ও সুলেখক।

টেলার, ব্রুক (Taylor, Brook)—(১৬৮৫—১৭৩১)। বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ। 'Taylor's Theorem'-এর আবিষ্কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

টেলিমেকাস (Telemachus)—ট্রোজান-যুদ্ধের বিজয়ী বীর ইউলিসিসের পুত্র। মাতার নাম পেনিলোপি। ট্রোজান-যুদ্ধের পরে পিতার অনুপস্থিতিকালে তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

টোডরমল, রাজা—সম্রাট্ আকবরের রাজস্ব-সচিব। পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর নগরে তাঁহার জন্ম। ১৫৭৪-এ গুজরাট জয় করিলে আকবর তাঁহাকে রাজস্ব-সচিব করেন। তিনি বিচক্ষণ রাজস্ব-সচিব ছিলেন। ১৫৭৬-এ তিনি বঙ্গবিজয় করেন ও ১৫৮০-এ বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সুবেদার হন। আকবরের সাম্রাজ্যের সমগ্র ভূমি জরিপ করাইয়া তিনি করসংগ্রহের যে নূতন প্রণালী স্থির করেন, তাহা বহুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

টোয়েন, মার্ক (Twain, Mark)—(১৮৩০—১৯১০)। বিখ্যাত মার্কিন হাস্য-রসাত্মক লেখক। প্রকৃত নাম Samuel Langhorne Clemens. তাঁহার লিখিত 'Tom Sawyer', 'Innocents Abroad', 'Huckleberry Finn', 'A Tramp Abroad' প্রভৃতি পুস্তক প্রসিদ্ধ।

ট্যাণ্টালাস (Tantalus)—জুপিটারের পুত্র। পিতার গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করায় তিনি এই শাস্তি পান যে, সর্বদা অদম্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইবেন এবং সম্মুখে সুমিষ্ট পানীয় ও উপাদেয় খাদ্য দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তিনি ধরিতে গেলেই উহা দূরে সরিয়া যাইবে (গ্রীক পুঃ)।

ট্যাসম্যান (Tasman, Abel J.)—(? ১৬০২—১৬৫৯)। বিখ্যাত ওলন্দাজ নাবিক। ১৬৪২-এ তিনি ট্যাসমেনিয়া নামক দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন। ১৬৪৪-এ তিনি অস্ট্রেলিয়ার দিকে গমন করেন এবং কার্পেণ্টারিয়া নামক উপসাগর আবিষ্কার করেন। তিনি ব্যাটেভিয়ায় প্রাণত্যাগ করেন।

ট্যাসিটাস, কেয়াস (Tacitus, Caius Cornelius)—(৫৮—১২০)। প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'Life of Agricola' ও 'Annales' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ট্যাসিটাস, মার্কাস (Tacitus, Marcus Claudius)—অরিলিয়াসের পর তিনি রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী হইলেও ঐ সময় দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

ট্রট্স্কি, লিও (Trotsky, Leon)—(১৮৭৯—১৯৪০)। প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা। প্রকৃত নাম Lev Davidovich Bronstein. ১৮৭৯-এ রুশিয়ায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি লেনিনের মতবাদের দৃঢ় সমর্থক। ১৯১৭-এ রুশীয় বিদ্রোহের সময় তিনি পররাষ্ট্রবিভাগের জন্য People's Commissar নিযুক্ত হন। ১৯২৫-এ তাঁহাকে কমিউনিস্ট সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পরবর্তী বৎসর নির্বাসিত করা হয়। ১৯২৯-এ মেক্সিকোতে তিনি নির্বাসনে থাকেন এবং সেখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ট্রলপ, অ্যান্থনি (Trollope, Anthony)—(১৮১৫—১৮৮২)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'Barchester Towers', 'Orley Farn', 'Phineas Finn' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ট্রাইটন (Triton)—সমুদ্রের দেবতা, নেপচুনের পুত্র। তিনি ভেরী বাজাইয়া সমুদ্রের তরঙ্গকে শান্ত করেন (গ্রীক পুঃ)।

ট্রুম্যান (Truman Harry S.)—(জন্ম ১৮৮৪)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। 'ক্যানসাস সিটি স্কুল অব ল'তে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি ৩৩ বছর চাষ আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩৪-এ তিনি সিনেটের সভ্য হন। তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের 'New Deal'-এর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ১৯৪৪-এ তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি ও ১৯৪৫-এ রুজভেল্টের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৪৮-এও তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী—১২০৯ বঙ্গাব্দে নদীয়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি পিতা যে জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করিতেন, সেই সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করিতে থাকেন। পরে ২৭।২৮ বৎসর বয়সে ভোলা ময়রা, অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালাদের সহিত পরিচিত হন এবং কবিগান রচনা করিয়া বিভিন্ন দলে দিতে থাকেন। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঠাকুরদাস দত্ত—(? ১৮০১—১৮৭৬)। পাঁচালীকার। হাওড়ার অন্তর্গত বাঁটরায় তাঁহার জন্ম। পিতা রামমোহন দত্ত। ঠাকুরদাস কবিগান রচনা করিয়া বিভিন্ন কবিওয়ালাকে দিতেন। তিনি এক পাঁচালীর দল গঠন করিয়া তাহাতে গান করিতেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম—'সাহিত্য-মঙ্গল', 'সাত্তনরী', 'উদ্ভটকাব্য', 'বিজনবালা', 'মালঞ্চ', 'শারদীয় সাহিত্য'।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা।

পত্নীর নাম ভগবতী দেবী। মেদিনীপুরের অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে তিনি এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ['ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' দ্রঃ]।

ড

ডগের (Daguerre, Louis Jacques Mande)—(১৭৮৯—১৮৫১)। বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী। তাঁহাকে 'ফটোগ্রাফি'র উদ্ভাবক বলা হয়।

ডগলাস (Douglas, Sir James)—(১২৮৬—১৩৩০)। স্কটল্যাণ্ডের সেনানায়ক। তিনি ব্ল্যাক ডগলাস নামেই অধিক পরিচিত। ব্যানকবার্নের যুদ্ধে তিনি স্কটল্যাণ্ডের সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রবার্ট ব্রুসের দেহাবশেষ জেরুজালেমে লইয়া যাইবার জন্য যাত্রা করেন। স্পেনের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি নিহত হন।

ডব্লিউ, সি. ব্যানার্জী—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (তাহা দ্রঃ)।

ডয়েল, কোনান (Doyle, Sir A. Conan)—(১৮৫৯—১৯৩০)। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। তিনি ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক ডিটেক্টিভ উপন্যাসে 'শার্লক হোম্‌স্' প্রধান চরিত্র। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধের ও মহাসমরের ইতিহাসও তিনি লিখিয়াছেন।

ডস্টয়েভস্কি (Dostoievsky, Feodor Mikhailovitch)— (১৮২১—১৮৮১)। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান মস্কো। প্রথমে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গের ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৪৬-এ তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Poor People' বাহির হয়। 'Crime and Punishment' তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি ১৮৪৯-এ সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। 'The Idiot', 'The Possessed', 'Brothers Karamazov' ইত্যাদি তাঁহার লিখিত অন্যান্য পুস্তক।

ডাইওক্লিসিয়ান (Diocletian)—(২৪৫—৩১৩)। তিনি ২৮৪ হইতে ৩০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রোমের সম্রাট্ ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টানদিগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার সময়ে রোম সাম্রাজ্য চারি অংশে বিভক্ত হইয়া চারিজন সম্রাটের শাসনাধীন হয়। তিনি পূর্বাংশের অধিপতি হন।

ডাইডো (Dido)—রাজা বেলাসের কন্যা। তিনি ট্রয়যুদ্ধের বীর ইনিয়াসের প্রতি অনুরাগিণী হন, কিন্তু ভালবাসার প্রতিদান না পাইয়া আত্মহত্যা করেন।

ডাইয়জেনীজ (Diogenes)—(খ্রীঃ পূঃ ৪১২—?)। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। কৃষ্ণসাগর তীরে ইউকসাইন দেশে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। পরে অত্যন্ত কঠোর জীবনযাত্রা শুরু করেন। করিন্থে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং আলেকজাণ্ডার তাঁহার জন্য কি করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমার পায়ের উপর যে রৌদ্র আসিয়া পড়িতেছে, তুমি তাহা ছায়া করিয়া আটকাইও না। আলেকজাণ্ডার মুগ্ধ হইয়া বলেন—আমি যদি আলেকজাণ্ডার না হইতাম, তা'হলে আমি ডাইয়জেনীজ হইতাম।

ডাইয়নাইসাস (Dionysus)—'ব্যাকাস' এর অপর নাম। সুরার অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবতা। জীউস ও সেমিলির পুত্র।

ডাইয়নাইসিয়াস (Dionysius)—১। (? খ্রীঃ পূঃ ৪৩০—৩৬৭)। সাইরাকিউসের অত্যাচারী রাজা। তিনি সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ হিসাবেও বিখ্যাত। কাব্যে ও দর্শনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ২। সাইরাকিউসের রাজা ডায়োনিসিয়াসের পুত্র। তিনি এত অত্যাচারী ছিলেন যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। খ্রীঃ পূঃ ৩৪৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডাইয়মীডীস (Diomedes)—গ্রীসের অন্তর্গত আর্গসের রাজা। ট্রোজান যুদ্ধে তিনি গ্রীকদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। তিনি দেবতাগণের সহিতও যুদ্ধ করিতেন। 'ইলিয়াডে' তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন (গ্রীক পুঃ)।

ডাউডেন (Dowden, Edward)—(১৮৪৩—১৯১৩)। বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক। ইংরেজ কবিদের সমালোচনা লিখিয়া তিনি বিশেষ যশস্বী হন। তিনি ট্রিনিটি (Trinity) কলেজে ৩৭ বৎসর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের সমালোচনাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডাওসন, জন (Dowson, John)—(১৮২০—১৮৮১)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক ছিলেন। 'History of India as Told by Its Historians' বইখানি তিনি সম্পাদনা করিয়া বিখ্যাত হন। 'A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion' তাঁহার অন্য গ্রন্থ।

ডাণ্টন (Danton, Georges Jacques)—(১৭৫৯—১৭৯৪)। ফরাসী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। জাতীয় সভার তিনি সভ্য ছিলেন। সর্বসাধারণের নিরাপত্তার জন্য যে সমিতি আহ্বান করা হয়, তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। কিন্তু পরে Robespiere তাঁহাকে সরাইয়া দেন। তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ডানলপ (Dunlop, John Boyd)—(১৮৪০—১৯২১)। টায়ারের আবিষ্কারক। প্রথম জীবনে তিনি পশুচিকিৎসক ছিলেন। নিউমেটিক টিউব ও টায়ার আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন।

ডাফ (Rev. Dr. Alexander Duff)—(১৮০৬—১৮৭৮)। স্কটল্যাণ্ডের মিশনারী। ১৮২৯-এ তিনি কলিকাতায় আগমন করেন ও ১৮৩০-এ ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি Free Church Institution নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের জন্য তিনি অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। 'Calcutta Review'-নামক পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকটে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বৃত্তি আছে।

ডাফরিন (Dufferin, and Ava, Marquis of)—(১৮২৬—১৯০২)। ব্রিটিশ রাজনীতিক। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তিনি ব্রহ্মরাজ থিবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার সহধর্মিণী এদেশের নানাস্থানে স্ত্রী-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ঐগুলির মধ্যে 'Lady Dufferin Hospital' বিশেষভাবে পরিচিত।

ডায়েনা (Diana)—মৃগয়া ও সতীত্ব-ধর্মের দেবী। তাঁহার পিতা জুপিটার। অ্যাপলো (Apollo) তাঁহার যমজ ভ্রাতা। তাঁহাকে আলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও বলা হয় (গ্রীক পুঃ)।

ডারুইন (Darwin, Charles Robert)—(১৮০৯—১৮৮২)। বিবর্তনবাদ প্রবর্তনের জন্য বিখ্যাত। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ইরাসমাস ডারুইনের তিনি পৌত্র। তাঁহার বিখ্যাত বই 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' ১৮৫৯-এ প্রকাশিত হয়।

ডার্নলে, আর্ল অব (Darnley, Earl of)—(১৫৪৫—১৫৬৭)। স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরীর দ্বিতীয় স্বামী। 'মেরী স্টুয়ার্ট'-

এর সহিত তাঁহার ১৫৬৫-এ বিবাহ হয়। বথওয়েলের (Bothwell) সহিত মেরী ষড় যন্ত্রে লিপ্ত হইলে ডার্নলেকে হত্যা করা হয়।

ডার্লিং, গ্রেস (Darling, Grace)—(১৮১৫ ১৮৪২)। ফার্ন দ্বীপের একটি লাইটহাউস হইতে তিনি পিতার সহিত একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া ভীষণ ঝটিকার মধ্যে পোতমগ্ন নাবিকদিগকে উদ্ধার করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে ক্ষয়রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডালহাউসী (Dalhousie, Marquis of)—(১৮১২—১৮৬০)। ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল (১৮৪৮—১৮৫৬)। তাঁহার শাসন-সময়ে ২য় শিখযুদ্ধ এবং ২য় ব্রহ্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এইরূপ যুদ্ধযাত্রা করিয়া পররাজ্য জয় ও Doctrine of Lapse বা 'পুত্রাদি বংশধরদের অভাবে দত্তকপুত্র রাজ্য পাইবে না' এই নীতি তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও বাংলা পৃথক ছোটলাটের অধীন তাঁহার সময়ে হয়। এদেশে টেলিগ্রাফ ডাকঘর ও রেলপথ স্থাপন তাঁহার প্রধান কীর্তি।

ডাল্টন, জন (Dalton, John)—(১৭৬৬—১৮৪৪)। বিখ্যাত গণিত ও রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্। 'New System of Chemical Philosophy'-নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের রচয়িতা। এই পুস্তকে তিনি সর্বপ্রথম আণবিক তত্ত্বের গবেষণা করেন।

ডি' আনুনজিও (D' Annunzio, Gabriele)—(১৮৬৩—১৯৩৮)। ইতালীর কবি ও সাহিত্যিক। তিনি ১৯১৪—১৮-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়া আহত হন। ১৯১৯-এ তিনি বেসরকারী-ভাবে ফিউম-নামক স্থানে আক্রমণ চালাইয়া ঐ শহর অবরোধ করেন। মুসোলিনির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে।

ডিউকেলিয়ন (Deucalion)—প্রমিথিউসের পুত্র। তিনি পিরাকে বিবাহ করেন। জুপিটার মানুষের পাপ দেখিয়া সমগ্র পৃথিবী মহাপ্লাবনে ভাসাইয়া দিলেন। ডিউকেলিয়ন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া একটি নৌকায় আত্মরক্ষা করেন। জল সরিয়া গেলে তিনি দৈববাণীতে আদেশ পান যে তাঁহাদের পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে নরনারী জন্মিবে। ডিউকেলিয়ন যে প্রস্তরখণ্ড ছুড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে পুরুষ ও পিরা যে প্রস্তরখণ্ড ছুড়িয়াছিলেন তাহা হইতে স্ত্রী জন্মলাভ করে (বৈদে পুঃ)।

ডিওয়ার (Dewar, Sir James)—(১৮৪২—১৯২৩)। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। সার এফ. এবেলের সহিত একযোগে তিনি করডাইট নামে মারাত্মক বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন। বর্ণালী সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। তিনি থার্মোফ্লাস্ক (thermosflask) আবিষ্কার করেন। বায়বা পদার্থ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কারও বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর আনিয়াছিল।

ডি কুইন্সি (De Quincey, Thomas)—(১৭৮৫—১৮৫৯)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রবন্ধলেখক ও সমালোচক। অক্সফোর্ডের ওরসেস্টার কলেজে ভরতি হন কিন্তু কোনও ডিগ্রী নেন নাই। এখানেই তিনি প্রথম আফিম খাইতে শুরু করেন। তিনি অলংকার-পূর্ণ গদ্য রচনা করিতেন। তিনি কোলরিজ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সাদে প্রভৃতি কবির বন্ধু ছিলেন। 'Confessions of An Opium-eater' ও 'On Murder As One of the Fine Arts' তাঁহার লিখিত প্রসিদ্ধ পুস্তক।

ডিকেন্স, চার্লস্ (Dickens, Charles)—(১৮১২—১৮৭০)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচয়িতা। স্কুলের লেখাপড়া তাঁহার বেশিদূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি কমন্স সভায় 'Morning Chronicle'-নামক কাগজের রিপোর্টার হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন। তিনি 'Pickwick Papers', 'A Tale of Two Cities', 'David Copperfield' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ডিগবি, উইলিয়াম (Digby, William)—(১৮৪৯—১৯০৪)। ভারতহিতৈষী ইংরেজ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক। ইংল্যাণ্ড হইতে তিনি 'Ceylon Observer'-নামক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হইয়া সিংহলে আসেন। পরে তিনি 'মাদ্রাজ টাইম্‌স্' নামক পত্রিকার সম্পাদক হন। ইংল্যাণ্ডের 'Fortnightly Review'-নামক পত্রিকাতে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের হোমরুল (Home-Rule) সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ভারতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি প্রায় বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া ভারতবাসীর সাহায্য করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে 'Prosperous British India'-নামক পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডিজরেলি, বেঞ্জামিন (Disraeli, Benjamin, Lord of Beaconsfield)—(১৮০৪—১৮৮১)। ইহুদিজাতীয় এক বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ। তিনি লর্ড বেকন্‌স্‌ফিল্ড নামেই অধিক পরিচিত। এক সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রিরূপে রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'Vivian Grey' একখানি নামজাদা উপন্যাস।

ডিজেল (Diesel, Rudolf)—(১৮৫৮—১৯১৩)। জার্মান যন্ত্রবিদ্। তিনি ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

ডিফো, ড্যানিয়েল (Defoe, Daniel) (? ১৬৬০—১৭৩১)। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। জন্ম লণ্ডনে। পিতা জেম্‌স্ ফো কসাই ছিলেন। তিনি ডিফো নামে নিজ নাম পরিবর্তন করেন। ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীন মত অবলম্বন করায় তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ১৭০৪-এ তিনি 'Review' নামে পত্রিকা পরিচালনা করেন। পরে উহার স্থলে 'Mercator' নামে বাণিজ্য-পত্রিকা চালান। 'রবিন্‌সন ক্রুসো' তাঁহার লিখিত বিখ্যাত পুস্তক। এ ছাড়া তিনি প্রায় ২৫০ খানি পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করেন।

ডি ভ্যালেরা, ইমান (De Valera, Eamon)—(জন্ম ১৮৮২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী নেতা। তিনি নিউ ইয়র্কে জন্মলাভ করেন। বি. এ., বি. এস-সি. পাস করিবার পর তিনি সিন্‌ফিন দলের সভাপতি হন। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-ঘোষণার সময় পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আইরিশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন, কিন্তু সে পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি আইরিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং সেজন্য এক বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২২ হইতে ১৯৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যবস্থাপক সভার (Dail Eireann) বিরুদ্ধবাদীদের নেতা ছিলেন। ১৯৩২—৩৭ তিনি স্বাধীন আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন হইতে তিনি আয়ারের প্রধান মন্ত্রী হন।

ডি মর্গান (De Morgan, William Fraud)—(১৮৩৯—১৯১৭)। ইংরেজ সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে চিত্রশিল্পে মনোনিবেশ করেন। পরে 'Joseph Vance'-নামক উপন্যাসখানি লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার লিখিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

ডিম্বক—প্রাচীন বীরবিশেষ। পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মার বরলাভে বলদৃপ্ত হইয়া তিনি লোকের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া তিনি তাঁহার বিরাগভাজন হন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হংসের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হংস তাঁহার প্রতাপ সহ্য

করিতে না পারিয়া কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দেন। তাঁহাকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া তিনি শেষে যমুনায় প্রাণ বিসর্জন দেন (ভারত)।

ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান (Derozio, Henry Louis Vivian) —(১৮০৯—১৮৩১)। ইংরেজ মনীষী ও কবি। কলিকাতায় জন্ম। কিছুকাল তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেক বাঙালী ছাত্র নাস্তিকভাবাপন্ন হয়। তিনি অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। 'East Indian' নামে একখানি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করিতেন।

ডিস্‌নে, ওয়াল্ট (Disney, Walt)—(১৯০১—১৯৬৬)। 'মিকি মাউস' (Mickey Mouse)-নামক কার্টুন ফিল্মের আবিষ্কারক। কিছুকাল কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য চিকাগো শহরে গমন করেন। অবশেষে তিনি ক্যালিফর্নিয়া শহরে গিয়া সিনেমার জন্য 'মিকি মাউসে'র পরিকল্পনা করেন।

ডীড্যালাস (Dædalus)—এথেন্সবাসী বিখ্যাত শিল্পী। তিনি ক্রীটের গোলকধাঁধা নির্মাণ করেন। তিনি দুইটি পাখা প্রস্তুত করিয়া ইজিয়ান সমুদ্র উড়িয়া পার হইয়াছিলেন।

ডু চেলু, পল (Du Chaillu, Paul)—(১৮৩৫—১৯০৩)। বিখ্যাত পর্যটক। তিনি আফ্রিকার বহু দুর্গম স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। গরিলা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

ডুণ্ডুভ—'খগম' দ্রঃ।

ডুপ্লে (Dupleix, Joseph Francois) —(১৬৯৭—১৭৬৩)। ফরাসী ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল। ১৭১৫-এ তিনি ভারতে আসেন ও ১৭২০-এ পণ্ডিচেরীর কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন। ক্লাইভের সহিত প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতে ফরাসী অধিকার বিস্তারে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু ক্লাইভের সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠেন নাই ['ক্লাইভ' দ্রঃ]।

ডুমা, আলেকজাঁদ্রে (Dumas, Alexandre)—(১৮০৩—১৮৭০)। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাটক-লেখক। সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক রচনাগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার রচিত 'Monte Cristo' ও 'The Three Musketeers'-নামক উপন্যাস সুপ্রসিদ্ধ।

ডেকার্ট, রেনি (Descartes, Rene) —(১৫৯৬—১৬৫০)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক। তিনি গণিতশাস্ত্রেও বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। 'আমি চিন্তা করিতে পারি, অতএব আমার অস্তিত্ব আছে'—ইহাই তাঁহার দর্শনের মূল ভিত্তি। তাঁহার 'Meditations'-নামক পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডেজানিরা (Dejanira)—হারকিউলিসের পত্নী। তিনি নেসাস নামক পৌরাণিক রাক্ষসের রক্তসিক্ত জামা স্বামীকে পরাইলে তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করে। হারকিউলিস যন্ত্রণায় পুড়িয়া মারা যান। পরে তিনি আত্মহত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ডেভিড, ১ম (David I)—(১০৮৪—১১৫৩)। স্কটল্যাণ্ডের নৃপতি। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন লইয়া ১ম হেনরীর কন্যা ম্যাটিল্ডার সহিত স্টিফেনের বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি ম্যাটিল্ডার পক্ষে স্টিফেনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

ডেভিড, ২য় (David II)—(১৩২৪—১৩৭১)। রবার্ট ব্রুসের পুত্র। ১৩৩০ হইতে ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। ইংরেজ-সেনার বিরুদ্ধে নেভিল্‌স্ ক্রসের যুদ্ধে তিনি রাজ্ঞী ফিলিপ্পা কর্তৃক বন্দী হন।

ডেভিড হেয়ার (David Hare)—(১৭৭৫—১৮৪২)। বিখ্যাত ছাত্রবন্ধু ও ভারতহিতৈষী মনীষী। তিনি স্কটল্যাণ্ডের এক ঘড়ি-নির্মাতার পুত্র। অল্পবয়সে তিনি অর্থোপার্জনের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং ঘড়ির ব্যবসায় করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। কিন্তু এই সমস্ত অর্থ ই শেষে তিনি এদেশীয় বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। মহাত্মা হেয়ার যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আধুনিক 'হেয়ার স্কুল' অন্যতম। সে সময়কার ছাত্রেরা তাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্য পাইত। তিনি স্ত্রীশিক্ষার এবং এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের বিশেষ চেষ্টা করেন।

ডেভিস, জন (Davis, John)—(১৫৫০—১৬০৫)। ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের সময়ের এক প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। তিনি আটলান্টিক ও উত্তর মহাসাগরের মধ্যবর্তী 'ডেভিস প্রণালী' আবিষ্কার করেন।

ডেভিস, টি. ডবলিউ. রীস (Davis, T. W. Rhys)—(১৮৪৩—১৯৩১)। প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত। তিনি বৌদ্ধ-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি 'Buddhism' (১৮৭৮), 'Buddhism, its History & Literature' (১৮৯৬) এবং 'Buddhist India' (১৯০২)-নামক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে পালী ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন।

ডেভি, হাম্‌ফ্রি (Davy, Sir Humphry) —(১৭৭৮—১৮২৯)। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক। তিনি লণ্ডনের রয়েল ইন্‌স্টিটিউসনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি Safety-lamp ও নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide) অথবা লাফিং গ্যাস (Laughing gas)-এর আবিষ্কারক।

ডেমিয়েন, ফাদার (Damien, Father)—(১৮৪০—১৮৮৯)। বেলজিয়ান মিশনারী। হনলুলুতে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া তিনি মলোকাই (Molokai) দ্বীপের কুষ্ঠরোগীদের দুঃখে অভিভূত হন এবং উহাদের কল্যাণের জন্য ঐখানেই অবস্থান করেন। এখানে কুষ্ঠরোগে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ডেমোক্রিটাস (Democritus)—(খ্রীঃ পূঃ ৪৬০—৩৫৭ অব্দ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক ও পরমাণুতত্ত্বের আবিষ্কারক।

ডেমোস্থিনিস—(খ্রীঃ পূঃ ৩৮৫—৩২২)। প্রাচীন গ্রীসের প্রসিদ্ধ বক্তা। অধ্যবসায়ের বলে তিনি অতি সাধারণ অবস্থা হইতে গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া গ্রীকগণ ফিলিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

ডেরিয়াস, ১ম, ২য়, ৩য়—(Darius I, II, III)—'দরায়ুস, ১ম, ২য়, ৩য়' দ্রঃ।

ডে লা মেয়ার, ওয়াল্টার (De La Mare, Walter John)—(১৮৭৩—১৯৫৬)। ইংরেজ লেখক ও কবি। তিনি 'The Return' নামক উপন্যাসখানি লিখিয়া 'Prince Edmund de Polighac Prize' প্রাপ্ত হন। 'Songs of Childhood', 'Henry Brocken' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। এযুগের তিনি একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

ডেলেড্ডা, গ্রেৎসিয়া (Deledda, Grazia)—ইটালীর বিখ্যাত লেখিকা। তিনি ১৯২৭-এ 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন। তাঁহার 'The Mother'-নামক পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ডোমিশিয়ান (Domitian)—(৫২—৯৬)। রোমের সম্রাট্। তাঁহার অত্যাচারে

প্রপীড়িত হইয়া প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিহত করে।

ড্যানেই (Danae)—জুপিটারের ঔরসে ও তাঁহার গর্ভে পার্সিউসের জন্ম হয়। পার্সিউসের জন্মের পূর্বে দৈববাণী হয় যে, তিনি মাতামহকে হত্যা করিবেন। এই ভয়ে ড্যানেইকে পিতল ও দস্তা দ্বারা নির্মিত একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অতঃপর পার্সিউস জন্মগ্রহণ করিলে মাতা ও পুত্রকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গে তাঁহারা সেরিফাস দ্বীপে নীত হন। এইরূপে তাঁহাদের জীবন রক্ষা পায়।

ড্যাফ্‌নি (Daphne)—পরীবিশেষ। গ্রীকদেবতা অ্যাপলোর প্রণয়িনী। তিনি লরেল বৃক্ষে পরিণত হন।

ড্যামোক্লিজ (Damocles)—সাইরাকিউসের অত্যাচারী রাজা ডাইয়নাইসিয়াসের অনুচর। তিনি ডাইয়নাইসিয়াসকে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি বলেন। তখন রাজা তাঁহাকে একটি মহাভোজে বসাইয়া দেন। ড্যামোক্লিজ দেখিলেন যে, তাঁহার মাথার উপরে মাত্র একগাছি চুলের উপর নির্ভর করিয়া একখানি কোষমুক্ত তরবারি ঝুলিতেছে।

ড্যাম্পিয়র, উইলিয়াম (Dampier, William)—(১৬৫২—১৭১৫)। আবিষ্কারক। তিনি ভৌগোলিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া উপকূলে শার্ক উপসাগর হইতে ড্যাম্পিয়র দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পরিদর্শন করিয়া ড্যাম্পিয়র প্রণালীর নিকটস্থ নিউ ব্রিটেন আবিষ্কার করেন। তিনি 'Voyages and Descriptions', 'A Voyage to New Holland'-নামক দুইখানি নানা তথ্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

ড্রাইডেন, জন (Dryden, John)—(১৬৩১—১৭০০)। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। ওয়েস্টমিনিস্টার ও কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৬৭০ হইতে ১৬৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজ-কবি ও রাজকীয় ইতিহাস-লেখক ছিলেন। তিনি ব্যঙ্গ-নাটক লিখিতে পারদর্শী ছিলেন। ভার্জিলের অনুবাদ লিখিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 'All for Love', 'Rehearsal' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বহু পুস্তক আছে।

ড্রাকো (Draco)—গ্রীসের প্রথিতনামা আইনকর্তা। তিনি (খ্রীঃ পূঃ ৬২৩) ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সকল অপরাধের জন্যই মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শনের জন্য একদা এক সাধারণ সভায় জনসাধারণ তাঁহার উপর এত অধিক কোট ও টুপি নিক্ষেপ করে যে, তাহার চাপে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ড্রাকোর মৃত্যুর পরে সোলন (Solon) হত্যা ভিন্ন সকল অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ধারাগুলি উঠাইয়া দেন।

ড্রামণ্ড, হেনরি (Drummond, Henry)—(১৮৫১—১৮৯৭)। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। তিনি গ্লাসগোর ফ্রি চার্চ কলেজের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 'Natural Law in the Spiritual World' এবং 'The Ascent of Man'-নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক।

ড্রেকন (Dracon)—এথেন্সের খ্যাতনামা আইন-প্রণেতা। তাঁহার সময়ে সর্বপ্রথমে এথেন্সের আইনসমূহ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়। খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং লোককে সৎপথে প্রবর্তিত করিবার জন্য অতি কঠোর আইন সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ড্রেক, ফ্রান্সিস (Drake, Sir Francis)—(১৫৪০—১৫৯৬)। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত নৌ-সেনাপতি। তিনি লুণ্ঠন ও আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে অনেক দ্বীপে গমন করেন এবং বিখ্যাত স্পেনীয় নৌ-বাহিনী আর্মাডার ধ্বংস-সাধনে (১৫৮৮) একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

ড্রেফিউস (Dreyfus, Alfred)—(১৮৫৯—১৯৩৫)। ফরাসী সৈন্যবিভাগের কর্মচারী। সরকারী গোপন সংবাদ বিদেশী সরকারের নিকট প্রকাশ করার জন্য তাঁহার বিচার হয় এবং এই বিচার লইয়া বহু আন্দোলন চলিয়াছিল। এমিলি জোলা এই আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন। তাঁহার দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯০৬-এ তিনি পুনরায় সৈন্যবিভাগে কাজ পাইয়াছিলেন।

ত

তক্ষ—ভরতপুত্র। তিনি গান্ধারের রাজা ছিলেন। তক্ষশিলা তাঁহার রাজধানী ছিল (ভারত)।

তক্ষক—স্বনামপ্রসিদ্ধ নাগ। মহর্ষি কশ্যপ পিতা এবং কদ্রু মাতা। খাণ্ডববনে তাঁহার বাসস্থান ছিল। অগ্নিদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহায়তায় খাণ্ডববন দগ্ধ করিলে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণের অভিশাপে মহারাজ পরীক্ষিৎ তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করিলে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় যখন সর্পযজ্ঞ করেন, তখন তিনি প্রাণভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে নাগরাজ বাসুকির অনুরোধে আস্তিক মুনি সর্পযজ্ঞ রহিত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন (ভারত)।

তণ্ডি—ব্রহ্মযোগী তণ্ডি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট মহাদেবের সহস্র নাম কীর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই নাম যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন (ভারত)।

তন্ত্রিপাল—ছদ্মবেশী সহদেব। বিরাট-রাজভবনে বাসকালে সহদেব এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন (ভারত)।

তপতী—সূর্যকন্যা। রাজা সম্বরণের শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব তাঁহাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। তিনি সাবিত্রীর অনুজা এবং কুরুরাজের মাতা (ভারত)।

তরণীসেন—বিভীষণের পুত্র। তিনি রাবণ-পক্ষে থাকিলেও আসলে ছিলেন রামভক্ত। যুদ্ধে রামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যু বরণ করেন।

তরু দত্ত—(১৮৫৬—১৮৭৭)। বিখ্যাত মহিলা কবি। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। কলিকাতার রামবাগানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ভারতে অবস্থান করিয়া ইংরেজী, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি অনেক ফরাসী গীতি-কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'A Sheaf Gleaned from French Fields' তাঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থ। তিনি ফরাসীভাষায় একখানি উপন্যাসও রচনা করেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবিবাহিতা ছিলেন। যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাইমুর লঙ্গ—(১৩৩৫—১৪০৫)। সমরখন্দের বিখ্যাত বীর ও ভারত-আক্রমণকারী। তিনি চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। পিতা আমীর তুরাঘাই। জন্ম মধ্য এশিয়ার সগদেশিয়ার কুশনগরে। তিনি সমগ্র এশিয়া মাইনর, স্মার্না প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। দিল্লীর সম্রাট্ মাহ্‌মুদ তোগলকের সময় তিনি দিল্লী আক্রমণ করিয়া পথ-ঘাট নররক্তে ভাসাইয়া বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তিনি খঞ্জ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে তাইমুর লঙ্গ বলিত।

তাজবিবি—মমতাজ মহল (তাহা দ্রঃ)।

তাড়কা—রাক্ষসী। সুকেতু-নামক যক্ষের কন্যা ও সুন্দ-নামক অসুরের স্ত্রী। অগস্ত্য ঋষির শাপে সুন্দ নিহত হইলে তাড়কা পুত্র মারীচকে লইয়া ঋষিকে বধ করিতে উদ্যত হয়। তখন অগস্ত্যের অভিশাপে উহারা রাক্ষস হয়। অনন্তর তপোবনে যজ্ঞবিঘ্ন

করিতে থাকিলে বিশ্বামিত্রের উপদেশে রামচন্দ্র উহাদিগকে নিহত করেন (রাম)।

তাঁতিয়া তোপী—(১৮১৯—১৮৫৯)। সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নানাসাহেবের অধীনে তিনি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেন। তিনি অতি দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। ঝাঁসীর রানীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি ইংরেজ-সেনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁহার প্ররোচনায় কানপুরের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বুন্দেলখণ্ডের বনে পলাইয়া যান। মেজর মীডস্ তাঁহাকে বহু চেষ্টার পর গ্রেফতার করেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়।

তাঁতিয়া ভীল—(১৮৪২—?)। ভারতের বিখ্যাত ভীল দস্যু। নিমার জেলার বিরদা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁতিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া যে অর্থ লাভ করিতেন, তাহার সমস্তই দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। ১৮৭৮-এ তিনি একবার ধরা পড়েন, কিন্তু পুলিসের হাত হইতে তিনি পলায়ন করিতে সমর্থ হন। পরে গণপৎ নামে একজন লোক তাঁহাকে আবার ধরাইয়া দেন। ১৮৭৯-এ তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

তানসেন—(১৫৪৮—১৫৯৬)। বিখ্যাত গায়ক। তিনি আকবরের সভার সভ্য ছিলেন। নিবাস গোয়ালিয়র। পূর্বে তিনি হিন্দু ছিলেন। নাম ছিল রত্নাকর পাণ্ডে। পিতার নাম মকরন্দ পাণ্ডে। এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া তিনি মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বাঘেলার রাজা রামচন্দ্রের সভার সভ্য ছিলেন। পরে আকবরের সভায় যান।

তারক—অসুরবিশেষ। দেবগণের উপর দৌরাত্ম্য করিতে থাকিলে ব্রহ্মার পরামর্শে দেবতারা মহাদেবের শরণ লন। অতঃপর মহাদেবের ঔরসে কার্তিকের জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরকে বধ করেন (ভাগ)।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৩—২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১)। বিখ্যাত বাংলা ঔপন্যাসিক। 'স্বর্ণলতা' নামে উপন্যাস লিখিয়া তিনি যশস্বী হন। নিবাস যশোহর বনগ্রাম। পিতার নাম মহানন্দ। মেডিক্যাল কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি সরকারী চাকরি করিতে থাকেন। তাঁহার উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' প্রথমে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অদৃষ্ট', 'হরিষে বিষাদ', 'ললিত সৌদামিনী' তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ।

তারকনাথ পালিত—(১৮৩১ ১৯১৪)। বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও বিদ্যোৎসাহী। বিজ্ঞানচর্চার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনর লক্ষ টাকা দান করেন। এই অর্থে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের দুইটি পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ পদধারীকে পালিত অধ্যাপক বলা হয়। ১৯১৩ খ্রী: তিনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন।

তারকনাথ প্রামাণিক—(১২২৩—১২৯১ বঙ্গাব্দ)। কলিকাতার ধর্মপ্রাণ ও দানশীল মহাপুরুষ। বাসনের দোকান করিয়া তিনি অগাধ ধনের অধিকারী হন। তিনি অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ও দরিদ্র-সেবক ছিলেন। গরিব ছাত্রের বেতন দিতে বা গরিবের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে তিনি বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি অনেক ইন্দারা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করেন।

তারকনাথ বিশ্বাস—(১২৬৪—১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। হুগলি জেলার বালোড় গ্রামে জন্ম। পিতা দিগম্বর। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি 'আদরিণী'-নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অতঃপর 'Registration Journal'-নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদনা করেন। 'মহামায়া', 'রানা প্রতাপসিংহ', 'The Registration Act' ইত্যাদি ইংরেজী ও বাংলায় মিলিয়া তাঁহার সর্বশুদ্ধ ৩৩ খানি পুস্তক আছে।

তারা—১। বৃহস্পতির ভার্যা। চন্দ্র তাঁহাকে হরণ করেন এবং তাঁহার ঔরসে তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয় (হরি)। ২। বালির ভার্যা। রামচন্দ্র বালিকে বধ করিলে তিনি দেবর সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করেন (রাম) ৩। দশমহাবিদ্যার মূর্তিবিশেষ (স্কন্দ)। ৪। (বৌদ্ধ মতে) বৌদ্ধদেবীবিশেষ। অবলোকিতেশ্বরের স্ত্রী।

তারাকুমার কবিরত্ন—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ২৪ পরগনার অন্তর্গত চড়িপোতায় জন্ম। পিতা কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। তিনি রাজসাহী ও মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'পদ্মামৃত', 'তারা মা', 'শিবশতকম্', 'নীতিমাল' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি অনেক পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী—লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ। কলিকাতায় জন্ম। তিনি মুন্সেফ ছিলেন, পরে বর্ধমানের রাজার অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজীতে মনুসংহিতার অনুবাদ করেন এবং একখানি ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করেন। 'Quill' নামক সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া তিনি সরকারের অপ্রীতিভাজন হন। তিনি রামমোহন রায়ের শিষ্য ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তারাচাঁদ, ডাক্তার—(জন্ম ১৮৮৮)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও লেখক। ইতিহাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক। কয়েক বৎসর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে তিনি সেক্রেটারীও ছিলেন। ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার কয়েকখানি বই আছে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—(১৮০৬—১৮৮৫)। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অভিধানকার। পিতার নাম কালিদাস সার্বভৌম। নিবাস যশোহর। কাশী ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বহুবিধ ব্যবসায়-কার্যে লিপ্ত ছিলেন। 'বাচস্পত্য অভিধান' তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তিনি 'শব্দস্তোমমহানিধি', 'আশুবোধ ব্যাকরণ', 'বহুবিবাহবাদ' প্রভৃতি অন্যান্য বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। 'কাদম্বরী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থেরও তিনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়ক ছিলেন। বহু-বিবাহ প্রচলন বিষয়ে তাঁহার সমর্থন ছিল।

তারানাথ, লামা—(১৫৭৩—১৬০৮)। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক। তিব্বতী ভাষায় তিনি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার ইতিহাস জার্মান পণ্ডিত শীফনার জার্মান অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন।

তারাপীড়—অযোধ্যার রাজা। পিতার নাম চন্দ্রাবলোক এবং পুত্রের নাম চন্দ্রগিরি (কূর্ম)।

তারাবতী—ইক্ষ্বাকু রাজার কন্যা। ব্রহ্মাবর্ত-রাজ মহারাজ চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (কালিকা)।

তারা বাঈ—১। শিবাজীর পৌত্র সাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীর অভিভাবক রাজারামের পত্নী। ১৭০০-এ তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বালকপুত্র রাজা হইয়া তৃতীয় শিবাজী নাম গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার অভিভাবিকারূপে রাজ্য পরিচালনা করেন। মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের উৎপীড়নে তাঁহাকে পুত্রসহ দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে আশ্রয় লইয়া বেড়াইতে হয়। শেষে তাঁহার অতুল

বীরত্ব ও কৌশলে বহুসংখ্যক দুর্গ তাঁহার অধিকারে আসে। ২। রাজপুত বীরনারী। তোড়াটকের রাজা রাও সুরতান তাঁহার পিতা। পাঠানেরা তোড়াটক অধিকার করিলে তিনি পিতার সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। চিতোরের রানা জয়মলের পুত্র পৃথ্বীরাজ তোড়াটক উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই যুদ্ধে পাঠান সর্দার তাঁহার হস্তে নিহত হন। কিছুদিন পরে পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি পাভুবার খাদ্যের সহিত বিষ মিশাইয়া পৃথ্বীরাজকে নিহত করিলে তারা স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিয়া সহমৃতা হন। ৩। গোয়ালিয়রের রাজা জনকজী সিন্ধিয়ার পত্নী। তিনি লর্ড এলেনবরার মনোনীত ইংরেজ অভিভাবককে গোয়ালিয়রে কর্তৃত্ব করিতে দিতে চান নাই বলিয়া ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন।

তারাশংকর তর্করত্ন—(?—১৮৫৮)। পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। পিতার নাম মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। 'কাদম্বরী'র বঙ্গানুবাদ তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তিনি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', 'রাসেলাস' তাঁহার অন্যান্য পুস্তক।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—২৩শে জুলাই, ১৮৯৮—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রীঃ)। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জন্ম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এ. পড়ার সময় রাজনৈতিক কারণে অন্তরীণ হন। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি কারাবরণ করেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ত্রিপত্র' (কবিতা সংকলন)। প্রথম উপন্যাস 'দীনার দান' সাপ্তাহিক শিশিরে এবং প্রথম মুদ্রিত গল্প 'রসকলি' কল্লোলে প্রকাশিত হয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' লিখিয়া তিনি শরৎচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'ধাত্রী দেবতা', 'দুই পুরুষ', 'সন্দীপন পাঠশালা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত উপন্যাস। তাঁহার 'কালিন্দী' ও 'দুই পুরুষ' নাটক, 'যাদুকরী', 'তিনশূন্য' প্রভৃতি গল্প প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'আরোগ্য-নিকেতন'-নামক গ্রন্থের জন্য ১৯৫৫ খ্রীঃ পঃ বঃ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং ১৯৫৭-এ ভারত সরকারের 'সাহিত্য আকাদমী' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৭ খ্রীঃ তাঁহার 'গণদেবতা' রচনার জন্য স্বাধীনোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে লক্ষ টাকা মূল্যের 'জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন।

তারিক বিন জিয়াদ—বিখ্যাত আরব সেনাপতি। তিনি ৭১১-এ স্পেন দেশ জয় করেন। তিনি ফ্রান্সেরও দক্ষিণাংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি স্পেনের দক্ষিণভাগে যে স্থানে অবতরণ করেন, তাহার নাম হয় 'জব্‌লুল তারিক'। আধুনিক জিব্রাল্টার এই জব্‌লুল তারিক'-এর অপভ্রংশ।

তালবেতাল—তাল ও বেতাল-নামক দুইজন যক্ষ। মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় গুণবত্তা ও সাহসিকতা দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তালবেতালসিদ্ধ হন। তখন তাহারা তাঁহার বশীভূত হইয়া বহু কার্য সাধন করে। কথিত আছে, তাহাদের প্রভাবে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অনেক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হন।

তিতুমীর—(১৭৮২—১৮৩১)। বিখ্যাত লাঠিয়াল। ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া গ্রামে জন্ম। মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। হিন্দু ও নীলকুঠীর সাহেবদের উপর অত্যাচার করিলে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল সাহেব নারিকেলবাড়িয়ায় উপস্থিত হইয়া তিতুর বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করিলে কামানের গোলার আঘাতে তিনি নিহত হন।

তিমিরবরণ ভট্টাচার্য—(জন্ম ১৯১০)। বিখ্যাত স্বরোদ-শিল্পী। ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর তিনি শিষ্য। ১৯৩০-এ তিনি উদয়শংকরের সঙ্গে যোগ দেন ও বিদেশে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ঐকতান বাদনে তাঁহার যথেষ্ট নাম আছে।

তিলক, বালগঙ্গাধর—(২৩শে জুলাই, ১৮৫৭—৩১শে জুলাই, ১৯২০)। বিখ্যাত রাজনীতিক ও পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত রত্নগিরি-নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা গঙ্গাধর রামচন্দ্র। ১৮৭৬-এ ডেকান কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পাস ও ১৮৭৯-এ আইনে উপাধি লাভ করেন। তাঁহারই যত্নে ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি 'মারাঠা' ও 'কেশরী'-নামক দুইখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। কোলাপুরের রাজা সম্বন্ধে সমালোচনার জন্য তাঁহাকে কারাভোগ করিতে হয়। তিনি শিবাজী উৎসবের প্রবর্তক (১৮৯৭)। ১৯০৭-এ তিনি কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দল গঠন করেন। ১৯০৮-এ তাঁহাকে রাজদ্রোহাত্মক অপরাধে আবার কারাবরণ করিতে হয়। ১৯১৪-এ তিনি মুক্তিলাভ করেন ও ১৯১৮-এ বিলাত যাইতে মনস্থ করেন কিন্তু পাসপোর্ট পান নাই। পরে অবশ্য পাসপোর্ট পান এবং বিলাতে গিয়া 'Indian Unrest'-নামক পুস্তকের গ্রন্থকার চিরোলের নামে মানহানির মকদ্দমা আনেন। ইহাতে তিনি হারিয়া যান। তাঁহার লিখিত 'গীতারহস্য' ও 'The Arctic Home in the Vedas' এই দুইখানি গ্রন্থ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তিলোত্তমা—স্বর্গবেশ্যা। সুন্দ ও উপসুন্দ'-নামক দৈত্যদ্বয় দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে ব্রহ্মা তিল তিল করিয়া রূপ লইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করেন। তাই তিলোত্তমা নাম হয়। পরে ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে উক্ত অসুরদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তিলোত্তমা উপস্থিত হইলে অসুরদ্বয় তাঁহার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই নিহত হয় (ভারত)।

তুকাজী হোলকার—ইন্দোরের রাজা। তিনি অহল্যা বাঈ-এর বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন।

তুকারাম—(১৫৮৮—১৬৫৯)। বিখ্যাত মারাঠা সাধু। পুনার নিকটবর্তী দেহু নামক স্থানে জন্ম। কাহারও মতে তিনি বণিকপুত্র, আবার কাহারও মতে তাঁহার শূদ্র বংশে জন্ম। সাংসারিক দুঃখদুর্দশায় তিনি সর্বদাই বিব্রত থাকিতেন। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া উঠেন এবং ঐ সময় হইতে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করেন। অনন্তর অনেকে তাঁহার শিষ্য হয়। তিনি শিবাজীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তুকারামের গীতকে 'অভঙ্গ' বলে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিঠলদেব নামে পূজা করিতেন।

তুগ্রিল খাঁ—বাংলার শাসনকর্তা। গিয়াসউদ্দীন বলবন্ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন, পরে সুলতানের প্রিয়পাত্র হন। তিনি বিদ্রোহী হইলে বলবন্ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

তুতেনখামেন-(? জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ ১৩৫০)। মিশরের একজন ফেরো (রাজা)। ১৯২২-এ কার্টার সাহেব তাঁহার কবর আবিষ্কার করেন। কবরে এই রাজার দেহ 'মামি'র আকারে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য অনেক আসবাবপত্র ও অলংকারাদি পাওয়া গিয়াছিল। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

তুম্বুরু—এক সংগীতজ্ঞ গন্ধর্ব। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ছিলেন (ভারত)।

তুর্বসু—যযাতির পুত্র। মাতার নাম দেবযানী (ভারত)।

তুলসী—রাধিকার সখী। রাধিকার শাপে

ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে শঙ্খচূড় দৈত্যের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের রূপ ধরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিলে শিব শঙ্খচূড়কে নিহত করেন। অতঃপর সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তিনি সহমৃতা হন। কৃষ্ণের বরে তাঁহার কেশ হইতে তুলসীবৃক্ষের জন্ম হয় (ব্রহ্মবৈ)।

তুলসীদাস গোস্বামী—(?১৫৩৩-১৬২৪)। প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি ও সাধক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। উত্তরপ্রদেশের বাঁদা জেলার রাজাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা আত্মারাম দুবে। মাতা হুলসী দেবী। তিনি প্রথমে পত্নীপ্রেমে একান্ত বিহ্বল ছিলেন। পরে পত্নীর মৃদু তিরস্কারে ভগবানে তাঁহার মতি জন্মে। তিনি গৃহত্যাগী হন। তিনি আকবরের সমসাময়িক কবি। তিনি হিন্দীভাষায় রামচরিত রচনা করেন; ইহা 'তুলসী দাস রামায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রণীত 'দোহাবলী' অতি অমূল্য গ্রন্থ।

তুলাধার—কাশীর একজন সাধুব্যক্তি। তিনি জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। ঋষি জাজলি তাঁহার নিকট হইতে মোক্ষপদপ্রাপ্তির উপদেশ গ্রহণ করেন (ভারত)।

তুলারাম সেনাপতি—(?—১৮৫০) বিখ্যাত যোদ্ধা। কাছাড়ের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তিনি একজন চাপরাসী ছিলেন। পিতা কাচাদিন। পিতা বিদ্রোহী হন বলিয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত মিলিত হন এবং কাছাড় আক্রমণ করেন। অতঃপর তিনি উত্তর কাছাড় জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। তখন গোবিন্দচন্দ্র তুলারামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তিনবার পরাস্ত হন। ১৮২৯-এ ইংরেজেরা তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

তুষারকান্তি ঘোষ—(জন্ম ১৮৯৯)। বিখ্যাত সাংবাদিক। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক। একবার তিনি পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতারূপে তিনি বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন।

তৃণবিন্দু—১। বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রয়োবিংশ দ্বাপরে তিনি বেদবিভাগ করেন এবং বেদব্যাস নামে খ্যাত হন (বিষ্ণু)। ২। রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য দীর্ঘকাল তপস্যা করেন ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন (রাম)।

তৃণাবর্ত—কংসের অনুচর দানব। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কংস তাহাকে গোকুলে প্রেরণ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে বিনষ্ট করেন (ভাগ)।

তেগ বাহাদুর—সুবিখ্যাত নবম শিখগুরু। পিতা গুরু হরিকিষণ রায়। পুত্র গুরু গোবিন্দ। তিনি আওরঙ্গজেবের কুদৃষ্টিতে পড়েন। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপরে আওরঙ্গজেব অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রতিবাদ করেন। ফলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই বলিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ হয় (১৬৭৫)। তাঁহার বিখ্যাত উক্তি 'শির দিয়া, সের নাহি দিয়া'।

তেনজিং—এভারেস্ট-শৃঙ্গ বিজয়ী। পুরা নাম শেরপা তেনজিং নোরগে। নেপালে জন্ম। নেপাল হইতে তিনি দার্জিলিং-এর তুংসুং বস্তিতে অন্যান্য শেরপাদের সঙ্গে বসবাস করিতে থাকেন। এই জন্য তাঁহাকে বাঙালী বলা হয়। তেনজিং বিভিন্ন বিদেশী অভিযানে গাইডের কাজ করিয়াছিলেন। সুইস্ অভিযানেও তিনি ছিলেন। শেষে কর্নেল হান্টের অধিনায়কত্বে তিনি এভারেস্ট-শৃঙ্গে উঠিতে সমর্থ হন (২৯শে মে, ১৯৫৩)।

তেলাঙ্গ—'কাশীনাথ ত্র্যম্বক' দ্রঃ।

তৈমুর লঙ্গ—তাইমুর লঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

তৈলঙ্গস্বামী—'ত্রৈলঙ্গ স্বামী' দ্রঃ।

তোডরমল্ল—'টোডরমল্ল' দ্রঃ।

তোরমন—(৬ষ্ঠ শতক)। হূন নরপতি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্তবংশীয় রাজা বুধগুপ্ত তাঁহাকে সিন্ধুনদের পশ্চিমে বিতাড়িত করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মিহিরকুল।

ত্যাগরাজা (১৭৬৭-১৮৪৭)—দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত জগতের শ্রেষ্ঠপুরুষ। তিনি এক তেলেগু ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণাটীয় সংগীতে তাঁহাকে বিঠোফেনের সম্মানদান করা হয়। দক্ষিণ ভারতের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে বাল্মীকির অবতাররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্মীকির মতই ২৪,০০০ কীর্তন রচনা করেন।

ত্রিগুণা সেন, ডক্টর (জন্ম—১৯০৫ খ্রীঃ) —জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলা। বর্তমান ভারতের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। দীর্ঘকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। কলিকাতা করপোরেশনের প্রাক্তন মেয়র। শিক্ষাকমিশনের অন্যতম সদস্যও ছিলেন কিছুকাল। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইবার অল্প পরেই ১৯৬৭ খ্রীঃ ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হন।

ত্রিজটা—রাক্ষসীবিশেষ। সীতা রাবণ কর্তৃক অবরুদ্ধা হইলে এই রাক্ষসী তাঁহাকে প্রায়ই সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিত (রাম)।

ত্রিত—১। ব্রহ্মার মানসপুত্র, ঋষিবিশেষ। তিনি অতি তেজস্বী ও মহাতপা ছিলেন (ভারত)। ২। ঋগ্বেদে বর্ণিত পুরুষবিশেষ।

ত্রিপাদ—বামনদেব। দৈত্যরাজ বলি অতিশয় গর্বিত হইয়া উঠিলে তিনি বলিকে নিগ্রহের জন্য বামনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন ('বলি' দ্রঃ)।

ত্রিপুরারি—মহাদেব। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী-নামক অসুরত্রয় দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে মহাদেব ঐ তিন অসুরের পুরী ধ্বংস করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন (ভাগ)।

ত্রিলোচন পাল—রাজা জয়পালের পৌত্র ও অনঙ্গপালের পুত্র। অনঙ্গপাল গজনীর সুলতান মামুদের নিকট পরাস্ত হইয়া নন্দন-নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলে তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পাল মামুদের সহিত যুদ্ধ করেন। এই স্থানের দুর্গ মামুদের হস্তগত হয়। অতঃপর ১০২১—২২-এ তিনি ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন।

ত্রিশঙ্কু—অযোধ্যার অধিপতি, সূর্যবংশীয় নৃপতি। বিশ্বামিত্রের সহায়তায় তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত করেন। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলে বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবগণ তখন তাঁহাকে নক্ষত্রবেষ্টিত হইয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যপথে অবস্থিতি করিতে দেন (রাম)।

ত্রিশিরা—১। ত্বষ্টা নামে প্রজাপতির পুত্র। তিনি এক বদনে বেদাধ্যয়ন, অন্য বদনে সুরাপান ও তৃতীয় বদনে সমুদয় পৃথিবী গ্রাস করিতে যান। তিনি ইন্দ্রপদ লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় ব্যাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কয়েকজন অপ্সরা পাঠাইয়া ব্যর্থকাম হইলে তিনি বজ্রদ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধন করেন ও কুঠার দ্বারা মস্তক তিনটি কাটিয়া ফেলেন। ত্রিশিরার তিন মস্তক হইতে তখন কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক ও তিত্তির পক্ষীর উদ্ভব হইল (ভারত)। ২। খর-দূষণের সহচর রাক্ষসবিশেষ (রাম)।

ত্রৈলঙ্গ (তৈলঙ্গ) স্বামী—(১৬০৭—১৮৮৭)। কাশীর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ও যোগী। দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। মাতৃবিয়োগের পর গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সুদীর্ঘকাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া তিনি ভগীরথ-নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং

যোগের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হন। সেই হইতে তিনি গণপতি স্বামী নামে অভিহিত হন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামী নামেই সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি সুদূর তীর্থগুলি পর্যটন করিয়া অবশেষে নেপালরাজ্যে উপস্থিত হন এবং সেখানে যোগসাধনায় রত হন। সেস্থান হইতে তিনি তিব্বত হইয়া মানস সরোবরে গমন করেন। সেখানে তিনি বহুদিন যোগ-রত অবস্থায় যাপন করেন। সেখান হইতে পুনরায় ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ পরিদর্শন করেন। এই সকল স্থানে লোকে তাঁহার অসাধারণ যোগক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইত। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন এবং সুখদুঃখের অতীত হইয়া অবস্থান করিতেন। যোগবলে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। ২৮০ বৎসর বয়সে কাশীধামে যোগাসনে এই মহাত্মার তিরোধান হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—(১৮৪৪–১৮৯৫)। বিখ্যাত আইনজ্ঞ। কোন্নগরে জন্ম। পিতা জয়গোপাল মিত্র। ১৮৬৪-এ তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকাল হুগলী কলেজের আইনের ও দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৭৭-এ তিনি ডি. এল. উপাধি পান এবং ১৮৭৯-এ ঠাকুর-আইন অধ্যাপক হন। ১৮৯২-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগের সভাপতি মনোনীত হন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি একজন সভ্য ছিলেন। তিনি কংগ্রেস-কর্মীও ছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—(১৮৪৭–১৯১৩)। গ্রন্থকার। শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বিশ্বম্ভর। তিনি ইংল্যাণ্ডে ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি 'Visit to Europe'-নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি 'Art Manufacturers of India'-নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 'বিশ্বকোষ'-নামক অভিধান তাঁহার প্রচেষ্টাতেই আরম্ভ হয়। বিখ্যাত শিশু-উপন্যাস 'কঙ্কাবতী', 'ভূত না মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা', 'ময়না কোথায়' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ত্র্যম্বক—১। মহাদেবের নামান্তর (বরাহ)। ২। অষ্টবসুর একটি বসু (ভারত)। ৩। অষ্টতম রুদ্র। কশ্যপ-পত্নী সুরভি হইতে ত্র্যম্বক প্রভৃতি একাদশ রুদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (হরি)।

থর্নহিল (Thornhill, Sir James)—(১৬৭৬—১৭৩৪)। চিত্রশিল্পী। ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জর্জের সময় তিনি বর্তমান ছিলেন। কিছুকাল তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর হগার্থ (Hogarth) তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

থর্নিক্রফ্‌ট্ (Thornycroft, Sir John Isaac)—(১৮৪৩—১৯২৮)। বিখ্যাত জাহাজনির্মাতা। রোমনগরে জন্ম। ১৮৬৬-এ তিনি চিসউইক-নামক স্থানে জাহাজ নির্মাণের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করেন। টর্পেডো-বোট, টারবাইন-প্রোপেলার ইত্যাদির প্রবর্তক। মোটর-এঞ্জিন নির্মাণেও তিনি পারদর্শিতা দেখান।

থিউকিডিডিজ (Thucydides)—(খ্রীঃ পূঃ ৪৭১—৪০১)। গ্রীক ঐতিহাসিক। স্পার্টার সহিত এথেন্সের যুদ্ধে (Peloponnesian War) তিনি একদল সৈন্যের নেতা ছিলেন। কিন্তু সেনানায়কের কাজে যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে নির্বাসিত করা হয়। অতঃপর তিনি ২০ বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। 'History of the Peloponnesian War' তাঁহার রচিত ইতিহাস।

থিওক্রিটাস (Theocritus)—(খ্রীঃ পূঃ ২৮৫—২৪৭)। প্রসিদ্ধ গ্রীক কবি। সাইরাকিউসে তাঁহার জন্ম। তাঁহার 'Idylls' ও 'Epigrams'-নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ বিশ্ববিশ্রুত।

থিওডোর পার্কার (Theodore Parker)—(১৮১০—১৮৬০)। বিখ্যাত মানবপ্রেমিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত লেকসিংটন-নামক গ্রামে জন্ম। গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা এবং বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। দাস-ব্যবসায় এবং খ্রীষ্টানধর্মের প্রচলিত ভ্রান্ত মতসমূহের বিপক্ষে তিনি প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুস্তকালয়ে ১১টি ভাষায় লিখিত ৭০০০ পুস্তক বোস্টন নগরের অধিবাসীদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন।

থিওডোর, রাজা (Theodore, King)—(১৮১৮—১৮৬৮)। আবিসিনিয়ার রাজা। তিনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ও নির্দয় রাজা ছিলেন। ইংরেজ প্রতিনিধি ক্যামেরনকে তিনি বন্দী করিয়া রাখেন। বিখ্যাত সেনাপতি নেপিয়ার ১৮৬৮-এ মাগডালা দুর্গ ধ্বংস করেন। এই পরাজয়ের দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করেন।

থিওডোরিক দি গ্রেট (Theodoric the Great)—(৪৫৪—৫২৬)। প্রসিদ্ধ রাজা। প্যানোনিয়ায় জন্ম। তিনি ৪৮৮-এ দলবলসহ আল্পস পর্বত পার হন। তাঁহার শাসনপদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল। ইটালীয় অস্ট্রোগথিক রাজ্য তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

থিওডোরেট (Theodoret)—(৩৯০—৪৫৭)। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক। তিনি ধর্মবিষয়ে গবেষণা করিতেন। ঐতিহাসিক হিসাবেও তিনি খ্যাত।

থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus)—(খ্রীঃ পূঃ ৩৭২—২৮৭)। তিনি অ্যারিস্টটলের পরে এথেন্সের 'Lyceum'-এর সভাপতি হন। 'History of Plants' ও 'Moral Characters' তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

থিটিস (Thetis)—বিখ্যাত গ্রীক বীর অ্যাকিলিসের মাতা। তাঁহার বিবাহের সময় কলহদেবী বিবাহ-সভায় একটি আপেল ফেলেন এবং সেই আপেলের উপরে ইহাই লিখিত থাকে যে, যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী তাহারই এই আপেল ফল প্রাপ্য।

থিবো (Thibaut, George Frederick William)—(১৮৪৮—১৯১৪)। সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত। জার্মানিতে হাইডেলবার্গ নগরে জন্ম। তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের অধীনে কিছুকাল কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৫-এ তিনি বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারও হন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীর অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখেন। বৌধায়ন-প্রণীত শুল্বসূত্র, অর্থসংগ্রহ, বরাহ-মিহির-প্রণীত সিদ্ধান্তিকা, শাংকরভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র, রামানুজ-ভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। তিনি জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধেও অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রিফিথ সাহেবের সহিত 'বেনারস সংস্কৃত সিরিজ' (Benares Sanskrit Series) সম্পাদন করিয়াছেন।

থিবো, চতুর্থ—(১২০১—১২৫৩)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি। তিনি শাঁপেন-র কাউণ্ট ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক মতবাদও একসময় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

থিমিস্টক্লিজ (Themistocles)—(? খ্রীঃ পূঃ ৫২০—৪৪৯)। এথেন্সের বিখ্যাত সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। যখন পারসীক রাজা জারক্সেস (Xerxes) এথেন্স আক্রমণ করেন, সে সময় তিনি গ্রীক নৌ-বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার

পরিচালনার জন্যই স্থালামিজে গ্রীকদের জয়লাভ হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অসাধু ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হয়।

থিসিউস (Theseus)—বিখ্যাত গ্রীক বীর। এথেন্সের রাজা ঈজিউস তাঁহার পিতা। মাতার নাম আইথ্রা। থিসিউস অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজ করেন। তন্মধ্যে মাইনোটারকে বধ অন্যতম। এথেন্স প্রত্যাগমনকালে তাঁহার জাহাজে কাল পতাকা দেখিয়া তাঁহার পিতা আত্মহত্যা করেন এবং থিসিউস রাজা হন। আমাজনদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেন। পার্সিফোনিকে উদ্ধার করিতে গিয়া তিনি বন্দী হন ও পরে হারকিউলিসের সাহায্যে মুক্তি পান (গ্রীক পুঃ)

থিস্‌বি (Thisbe)—বাবিলনদেশের কুমারী। পিরামাস তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু পিতার বাধার জন্য বিবাহ হয় নাই। অতঃপর তিনি নিনাসের কবরের নিকট প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। ঐ স্থানে একটি সিংহকে দেখিয়া তিনি পলায়ন করেন। কিন্তু পলাইবার সময় তাঁহার পোশাকটি ফেলিয়া যান। পিরামাস ভাবিলেন যে, তাঁহার প্রণয়িনীকে সিংহ হত্যা করিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন। কিছু পরে থিস্‌বি ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন যে পিরামাস মৃত, তখন তিনিও আত্মহত্যা করিলেন (বৈদে পুঃ)।

থীব, রাজা (Theebaw, King)—ব্রহ্মদেশের রাজা। পিতা মিনডন। ১৮৭৮-এ তিনি রাজা হন। মান্দালয়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। তাঁহাকে ভারতে আনা হইয়াছিল। তিনি উত্তরব্রহ্মে রাজত্ব করিতেন। ১৮৮৬-এ উত্তরব্রহ্ম ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়।

থেমিস্টিয়াস—(৩১৭—৩৮৮)। প্রসিদ্ধ গ্রীক আলংকারিক ও দার্শনিক। সম্রাট আর্কেদিয়ুস্‌-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ৩৪টি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

থেলাইয়া (Thalia)—প্রহসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি নয়জন সংগীতদেবীর অন্যতমা (বৈদে পুঃ)।

থেলিজ (Thales)—(? খ্রী: পূ: ৬৪০—৫৪৬)। গ্রীক দার্শনিক। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি প্রাচীন গ্রীসের সাতজন জ্ঞানী লোকের অন্যতম। খ্রী: পূ: ৫৮৫ অব্দে যে সূর্যগ্রহণ হয়, তিনি তাহা পূর্বেই গণনা করিয়া বলেন। তাঁহার মতে জলই বিশ্বজগতের আদি পদার্থ।

থেস্‌পিস (Thespis)—(৬ষ্ঠ শতক)। গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি অভিনয়ে প্রথমে অভিনেতার প্রবর্তন করেন।

থোরো, হেনরী ডেভিড (Thoreau, Henry David)—(১৮১৭—১৮৬২)। আমেরিকার দার্শনিক ও লেখক। তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমেরিকার বনে আদিম যুগের মানুষের মত জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি ইমার্সনের বন্ধু ছিলেন। ১৮৪৫ হইতে তিনি নির্জনে বাস করিতে থাকেন। 'Walden' বা 'Life in the Woods'-নামক তাঁহার পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

থ্যাকারে, উইলিয়াম মেক্‌পিস (Thackeray, William Makepeace)—(১৮১১—১৮৬৩)। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তিনি কলিকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ইংল্যাণ্ডে নীত হন এবং সেখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি বহু পত্রিকাতে গল্প, প্রহসন প্রভৃতি লিখিতেন। 'Punch'-নামক পত্রিকাতে তাঁহার রচনা প্রায়ই প্রকাশিত হইত। ১৮৪৬ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার 'Vanity Fair'-নামক পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। ইহা লিখিয়াই তিনি উপন্যাস-জগতে নাম করেন। 'Yellow-Papers' ও 'The Book of Snobs' তাঁহার দুইখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

———

দ

দংশ—অসুরবিশেষ। ভৃগুর পত্নীকে চুরি করার জন্য তিনি কীট হন। ইহার পর তিনি যখন পরশুরামের গৃহে কর্ণের ঊরু ভেদ করেন, তখন তিনি মুক্ত হন (ভারত)।

দক্ষ প্রজাপতি—ব্রহ্মার পুত্র। স্ত্রীর নাম প্রসূতি। দক্ষের বহু কন্যা ছিল। কনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়। দক্ষযজ্ঞের সময়ে সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। ইহাতে শিব কুপিত হইলে তাঁহার অনুচরগণ দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অনন্তর প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষের স্কন্ধে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন (ভাগ)।

দক্ষসাবর্ণি—ব্রহ্মার মানসপুত্র। সংহিতাশাস্ত্রকার। প্রতি কল্পে যে চৌদ্দজন মনু আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী শাসন করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে নবম। এক্ষণে সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। অতঃপর সাবর্ণির পরে তাঁহার অধিকার প্রবর্তিত হইবে (ভাগ)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। রূপকথার কাহিনী লিখিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নাম করেন। তাঁহার 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' ইত্যাদি উপকথা বিশেষ উপভোগ্য। তাঁহার লিখনভঙ্গী অতি চমৎকার।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা—(১৮১৪—১৮৭৮)। শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্য-সাধক। পাথুরিয়াঘাটার সূর্যকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও (Derozio) সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স কলেক্টর, বাংলার নবাব নাজিমের দেওয়ান ও বর্ধমানের ডেপুটি কলেক্টরের পদে কার্য করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদিগকে সাহায্য করিয়া রায়বেরিলির অন্তর্গত শংকরপুর-নামক একটি তালুক পুরস্কার পান। অতঃপর গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার উদ্যোগে Oudh Talukdars' Association'-নামক সমিতি স্থাপিত হয়। তাঁহারই যত্নে 'লক্ষ্ণৌ টাইমস্‌'-নামক সংবাদপত্র জমিদারদিগের মুখপত্র বলিয়া পরিচিত হয়। 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা' তিনি প্রকাশ করেন।

দণ্ডী—১। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম (ভারত)। ২। সূর্যের দ্বারপাল। রাবণ সূর্যকে পরাস্ত করিতে গেলে তিনি প্রতিরোধ করেন (রাম)। ৩। অলংকারশাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত। তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন বিদর্ভদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কাব্যাদর্শ', 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

দত্তাত্রেয়—মুনিবিশেষ। বিষ্ণুর অংশে জন্ম। পিতার নাম অত্রি। দৈত্যপতি প্রহ্লাদ তাঁহার নিকট অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করেন (বিষ্ণু)।

দধিমুখ—সুগ্রীবের মাতুল। তিনি বানররাজের অধিকৃত মধুবনের রক্ষক ছিলেন। সীতার সংবাদ পাইবার পরে অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি বানরগণ এই বনে যখন উৎসব করেন, তখন তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া লাঞ্ছিত হন (রাম)।

দধীচি—স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষি। বেদমতে অথর্ব ঋষির পুত্র। পুরাণমতে মহর্ষি ভৃগু

বা চ্যবনের পুত্র। তিনি শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করিলে তিনি ঐ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তপস্যার প্রভাব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হন এবং অলম্বুষা অপ্সরাকে তপোভঙ্গ করিতে প্রেরণ করেন। ইহাতে দধীচির চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা অনুসারে বৃত্রবধার্থে তিনি স্বীয় অস্থি দেবতাদের প্রদান করেন। ঐ অস্থি হইতে নির্মিত বজ্রাস্ত্র প্রহারে ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন (ভারত)।

দনু—দক্ষকন্যা, কশ্যপের পত্নী। ইহার পুত্রগণ দানব নামে খ্যাত (ভারত)।

দনুজমর্দন—(? জীবৎকাল ১৪১৭)। মুসলমান শাসনযুগের এক রাজার নাম। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। কিন্তু এ অনুমান মাত্র। অনেকের মতে দনুজমর্দন ও রাজা গণেশ অভিন্ন।

দন্তবক্র—তিনি চেদীরাজ দমঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শিশুপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন। বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবা তাঁহার মাতা। শিশুপালের বধের পর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দহিত:-নামক গ্রামে একদিন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের গদাঘাতে তিনি নিহত হন (ভাগ)।

দমঘোষ—চেদীরাজ। যদুবংশীয় বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই মহাবল পুত্র জন্মে। তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের পক্ষভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে আত্মীয় যাদবগণের সহিত বিবাদ করিতে হয় (হরি)।

দমন—মুনি। তাঁহার বরে বিদর্ভরাজ ভীম দম প্রভৃতি পুত্রগণ এবং দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন (ভারত)।

দময়ন্তী—নিষধরাজ নলের মহিষী এবং বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। স্বয়ংবরসভায় দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া তিনি নলকে পতিত্বে বরণ করিলে কলি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহার চক্রান্তে দময়ন্তী স্বামীর সহিত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন। অনন্তর বনমধ্যে বিচরণকালে কর্কোটক-নামক নাগের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিয়া নল পুনরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হন (ভারত)।

দয়ানন্দ ঠাকুর—(১৮৮১—১৯৩৭)। বিশ্বশান্তির প্রচারক। তিনি শিলচর অরুণাচল মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জে বামৈগ্রামে জন্ম। সংসারী নাম গুরুদাস চৌধুরী। পিতা গুরুচরণ। ১৯০৮-এ তিনি বিশ্বশান্তির প্রচারে উদ্যত হন। দেওঘরে লীলামন্দির নামে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী—(১৮২৪—১৮৮৩)। বৈদিক ধর্ম-সংস্কারক সন্ন্যাসী। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। কাথিয়াবাড় প্রদেশে জন্ম। প্রকৃত নাম মূলশংকর। পিতা অম্বাশংকর। যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হন এবং বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়া যোগ-শিক্ষা করেন। বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রচারের জন্য তিনি আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭-এ তিনি লাহোরে আর্যসমাজের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলিতে বেদের তাৎপর্য অতি সরল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'ঋগ্বেদ-ভাষ্য' ও 'সত্যার্থ-প্রকাশ'-নামক দুইখানি গ্রন্থে তাঁহার মতবাদ প্রকাশিত আছে।

দয়ালচন্দ্র সোম—(১৮৪২—১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সোম পরিবারে জন্ম। ধাত্রীবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। আগ্রা ও পাটনার মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতা করিবার পর তিনি কলিকাতায় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন। গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডাফরিনের সময় হইতে লর্ড এলগিনের শাসনকাল পর্যন্ত তিনি রাজকীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ছিলেন। তাঁহার রচিত 'Dars-i-Jarahi'-নামক উর্দু ভাষায় লিখিত অস্ত্রচিকিৎসার এবং ইংরেজী ভাষায় লিখিত ধাত্রীবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক।

দয়ালসিংহ, সর্দার—(১৮৪৯—১৮৯৯) দাতা ও কর্মবীর। মাজিসিয়া-নামক পঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ শিখবংশে জন্ম। পিতা লেনা সিংহ খালসা সৈন্যের নায়ক ছিলেন। তিনি স্বয়ং পঞ্জাব প্রদেশের জাতীয়দলের অধিনেতা ছিলেন। তিনি 'ট্রিবিউন' পত্রিকা ও পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের জন্য একখানি বাড়ি ও নগদ ৬০ হাজার টাকা এবং একটি কলেজের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

দয়ালহরি মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন—(জন্ম ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর, মৃত্যু ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি)। ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র প্রঃ বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত। লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা তাঁহার জানা ছিল। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে বহু গল্পের ভাব ও ভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'রঘুবংশের অনুবাদ', বহু গান ও কবিতা এক সময়ে দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।

দরায়ুস, ১ম (Darius I)—(? খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮—? ৪৮৫)। পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্। তিনি গান্ধার ও তাহার নিকটবর্তী কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। গ্রীকগণ তাঁহাকে ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাভূত করে।

দরায়ুস, ২য় (Darius II)—তিনি পারস্যরাজ আর্টা জারক্সেক্সের পুত্র। ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া তিনি খ্রীঃ পূঃ ৪২৪ হইতে ৪০৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দরায়ুস, ৩য় (Darius III)—পারস্যের শেষ রাজা। খ্রীঃ পূঃ ৩৩৬ হইতে ৩৩১ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি ঘাতকের হস্তে নিহত হন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা জয়রাম ঠাকুর কোম্পানির কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। দর্পনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোড়াসাঁকোর নীলমণি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ।

দর্পনারায়ণ রায়, দেওয়ান—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খাজুরডিহি গ্রামে জন্ম হয়। বাদশাহ্ সরকার হইতে তিনি প্রধান কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই রাজস্বের আয় প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা বর্ধিত করেন।

দলীপ সিংজী—(জন্ম ১৯০৫)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। নবনগরের জাম সাহেব রণজিৎ সিংজীর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। পৃথিবীর একজন অন্যতম বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান। শিক্ষা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানেই ক্রিকেট খেলোয়াড়রূপে তিনি নাম করেন। ১৯৩১—৩২ এ তিনি সাসেক্স কাউন্টি টীমে অধিনায়কত্ব করেন। ইংল্যাণ্ডের হইয়া অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজীল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে খেলেন। নবনগর রাজ্যে তিনি অনেক উচ্চ পদ অধিকার করেন। ১৯৫০-এ অস্ট্রেলিয়াতে ভারতের হাই কমিশনার হন।

দলীপ সিংহ, মহারাজ বাহাদুর—(১৮৩৭—১৮৯৩)। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র। মাতার নাম ঝিন্দন-কুমারী (তাহা দ্রঃ)। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর পঞ্জাব ইংরেজদিগের অধিকৃত হইলে তিনি বার্ষিক নির্দিষ্ট বৃত্তি লইয়া রাজ্যত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া ইংল্যাণ্ডে

গমন করেন। পঞ্জাব প্রদেশ ফিরাইয়া লইবার অধিকার জানাইয়া আন্দোলন করিবার জন্য তিনি শিখদের নিকট একটি বিবৃতি প্রেরণ করেন। এই আন্দোলনের জন্য তিনি ভারতে আসিতে অনুমতি পান নাই। পরবর্তী কালে তিনি পুনরায় শিখধর্ম গ্রহণ করেন।

দশরথ—অযোধ্যার অধিপতি ৷ সূর্যবংশীয় নৃপতি। বিষ্ণুর অংশে তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারি পুত্রের জন্ম হয়। সত্যরক্ষার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে প্রেরণ করেন। কিন্তু পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারায় অচিরেই তিনি দেহত্যাগ করেন (রাম)।

দশানন—রাবণ (তাহা দ্রঃ)।

দাক্ষায়ণী—দক্ষের কন্যামাত্রেরই দাক্ষায়ণী নাম ছিল। তবে দাক্ষায়ণী নামে দেবমাতা অদিতিকেই বিশেষভাবে বুঝায় (ভারত)।

দাদাজী কোণ্ডদেব—(?—১৬৪৭)। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। শিবাজী বাল্যকালে তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তাঁহার কাছে শিবাজী রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিতেন। শিবাজীর উত্তর জীবনে তাঁহার শিক্ষার প্রভাব ছিল।

দাদাভাই নওরোজী (Dadabhai Naoroji)—(১৮২৫—১৯১৭)। বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। বোম্বাই নগরে এক প্রসিদ্ধ পার্শী পুরোহিত পরিবারে জন্ম। তাঁহার জীবন বহুমুখী প্রতিভায় সম্পোজ্জ্বল ক্ষেত্রে তিনি এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় পার্শী বালিকা বিদ্যালয়, বিধবা-বিবাহ সভা ইত্যাদির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। 'রস্ত গোফতার' নামে একখানি গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্র তিনি পরিচালনা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ইংল্যাণ্ডে 'Indian Association' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিনের জন্য তিনি বরোদা রাজ্যের দেওয়ান ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। ১৮৮৬, ১৮৯৩, ১৯০৬-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। 'Grand Old Man of India' বলিয়া লোকে তাঁহাকে অশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। ১৮৯২-এ তিনি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভায়ও সভ্যপদে নির্বাচিত হন।

দাদু (১৫৪৪—১৬০৩)—কাশীর সন্নিকটে এক ধুনিয়ার ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। সাধনার বলে তিনি একজন সাধকে পরিণত হন এবং পরে এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল মহাবলী।

দান্তে (Dante Alighieri)—(১২৬৫—১৩২১)। ইটালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার 'La Divina Commedia'-নামক পৃথিবী-বিখ্যাত গ্রন্থের বহুবার বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহার প্রণয়িনী 'বিয়াত্রিচ'-এরও নাম জগতে স্মরণীয় হইয়া আছে।

দান্নুনৎসিও, গ্যাব্রিয়েল (D' Annunzio, Gabriele)—'ডি' আন্নুনজিও' দ্রঃ।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—(১৮৫৩—১৯০৭)। প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক। মাতুল লোহারাম শিরোরত্নের বাড়িতে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জন্ম। 'আমাঙ্কুর' ও 'প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদ সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাসের উপসংহার রচনা করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক ছিলেন। 'মৃণ্ময়ী' তাঁহার প্রথম উপন্যাস। উহা কপালকুণ্ডলার উপসংহার। তাঁহার রচিত 'নবাব-নন্দিনী' বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার। 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী', 'বিমলা' প্রভৃতি অনেক উপন্যাসের তিনি প্রণেতা।

দায়ুদ খাঁ—(?—১৫৭৬)। বাংলার শাসনকর্তা। মোগল-সম্রাট্ আকবরের সময়ে তিনি রাজত্ব করিতেন। সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আকবর যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁহাকে পাটনায় পরাস্ত করেন। তিনি উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি আকবরের অধীনতা স্বীকার করিতে রাজী হন। কিন্তু সন্ধির সর্ত রাখিতে না পারায় তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

দারা শিকো—(১৬১৫—১৬৫৯)। দিল্লীশ্বর শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ধর্মবিষয়ে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। তিনি ফারসী ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৬৫৭-এ শাহ্‌জাহানের সংকটজনক পীড়া হইলে সিংহাসনের অধিকার লইয়া সম্রাটের পুত্রগণ বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তখন সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব দারাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী ও হত্যা করেন।

দারুক—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সারথি। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তিনি বহু সমরক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত রথ পরিচালনা করিয়াছিলেন (ভাগ)।

দালেম্বার্ট (D' Alembert, Jean le Rond)—(১৭১৭—১৭৮৩)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। 'Theory of the Winds' এবং 'Precession of the Equinoxes' প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

দাশরথি রায়—(১৮০৪—১৮৫৭)। বিখ্যাত পাঁচালী-লেখক। দাশু রায় নামেই সাধারণ্যে পরিচিত। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বাঁদমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গান ও ছড়া বাঁধিতে তাঁহার অসামান্য শক্তি ছিল। তাঁহার ৬০ খানি পালা মুদ্রিত হয়।

দাহির—(?—৭১২)। সিন্ধুদেশের রাজা। মহম্মদ-বিন্-কাসিম-নামক একজন আরব সেনাপতি যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তিনি তাঁহার হস্তে নিহত হন। তাঁহার রাজ্য মুসলমানেরা অধিকার করে।

দিগম্বর মিত্র, রাজা—(১৮১৭—১৮৭৯)। কলিকাতার প্রথম বাঙালী শেরিফ। হুগলীর অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে জন্ম। হিন্দু কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদে কালেক্টারের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর কাশিমবাজারের রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার হন। পরে তিনি রাজার নিকট হইতে লক্ষ টাকা পাইয়া নীল ও রেশমের ব্যবসায় করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় জমিদারি কিনিতে লাগিলেন। রেল-বিস্তারের ফলে যে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, একথা তিনিই প্রথমে বলিয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিন বার তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন।

দিতি—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের ভার্যা। তাঁহার পুত্রগণ দৈত্য নামে খ্যাত (ভাগ)।

দিনকর ভট্ট—প্রাচীন গ্রন্থকার। তিনি 'ন্যায়মুক্তাবলী'র টীকা রচনা করেন।

দিনকর রাও, রাজা—(১৮১৯—১৮৯৬)। মহারাষ্ট্রীয় নেতা। মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ বংশে রত্নগিরি জেলায় জন্ম। কিছুদিন গোয়ালিয়রের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গোয়ালিয়র রাজসরকার হইতে ইংরেজদিগকে সাহায্য করায় তিনি বেনারস জেলায় একটি জমিদারি পুরস্কার পান। অতঃপর তিনি ঢোলপুর রাজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি পুরুষানুক্রমিক 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

দিনশা এডুলজি ওয়াচা (Dinshaw Edulji Wacha)—পার্শী নেতা। তিনি বোম্বাই কর্পোরেশনের কমিশনার ও কংগ্রেস সভাপতি (১৯০১) হন। ভারতীয় অর্থনীতির সম্বন্ধে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৪২—১৯২৬)। অধিকাংশ রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরকার। মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র ও দীপেন্দ্রনাথের পুত্র। তিনি বাল্যকাল হইতেই সংগীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি ১৯০৮-এ বিলাতে গিয়া ইওরোপীয় সংগীতে সুপণ্ডিত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ২৫ বৎসর সংগীতাধ্যাপক ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ সংগীতজ্ঞ, এসরাজ ও পিয়ানো বাদ্যে দক্ষ, সু-অভিনেতা ও কবি ছিলেন। তিনি 'সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত গান ও কবিতা-পুস্তকের নাম 'বাণ'।

দিবোদাস—১। কাশীরাজ। সুদেবের পুত্র। তিনি বারাণসী নগরীর স্থাপয়িতা। হৈহয়গণ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগের নিকট পরাজিত হন। পরে রাজ্যলাভার্থ পুত্রকামনা করিয়া তিনি এক যজ্ঞ করেন এবং ভরদ্বাজ মুনির কৃপায় প্রতর্দন নামে তাঁহার এক মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। প্রতর্দন হৈহয়গণকে পরাভূত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন (ভারত)। ২। চিকিৎসক। তিনি ভাস্করের নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'চিকিৎসা-দর্শন' নামে একখানি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈ)।

দিব্যসিংহ, রাজা—পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় রাজ্যে জন্ম। অদ্বৈতাচার্যের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে দিব্যসিংহ পুত্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কাশীযাত্রা করেন। কিন্তু মন্ত্রিপুত্র অদ্বৈতের সহিত দেখা করিতে গিয়া শান্তিপুরে অবস্থান করেন। এখানে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং কৃষ্ণদাস নামে অভিহিত হন। তিনি 'বাল্যলীলাসূত্রম্' নামে অদ্বৈতের লীলাত্মক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং বিষ্ণুপুরী কৃত 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' গ্রন্থের পয়ারে অনুবাদ করেন ['কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া' দ্রঃ]।

দিব্যোক, দিব্য—(১১শ শতক)। প্রসিদ্ধ মাহিষ্য বীর। তিনি পালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপালের অন্যতম সচিব ছিলেন। রাজা প্রজাপীড়ন করিতে থাকিলে দিব্য বিদ্রোহী হন এবং মহীপালের পতন ঘটে। উত্তরবঙ্গে তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্র, রুদ্রের পুত্র ভীম।

দিলীপ—সূর্যবংশীয় নৃপতি। তিনি সর্বগুণে বিভূষিত আদর্শ ভূপতি ছিলেন। কামধেনু নন্দিনীর সেবা করিয়া তিনি পুত্র রঘুকে লাভ করেন (হরি)।

দিলীপকুমার রায়—(জন্ম ১৮৯৭)। লেখক ও সংগীতজ্ঞ। পিতা খ্যাতনামা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সংগীতেই তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ১৯১৭ এ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস-সি. পাস করেন। ১৯১৯-এ কেম্ব্রিজে গণিত ও আইন শিক্ষার জন্য যান। কিন্তু সেখানে তিনি ঐ শিক্ষা ছাড়িয়া সংগীতবিদ্যা লাভ করিতে থাকেন। ইওরোপে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৯২৭-এ তিনি যোগসাধনার জন্য শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগ দেন। তাঁহার 'সাংগীতিকী' পুস্তকখানি সংগীত সম্বন্ধে লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী',-'মনের পরশ', 'রঙের পরশ', 'তীর্থংকর', 'অনামী', 'সূর্যমুখী' (কাব্য) প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক। ১৯৬৫-এ সংগীত নাটক আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত হন।

দিলু—নৃপতিবিশেষ। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করেন। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই স্থান তাঁহার নাম অনুসারে দিল্লী বলিয়া অভিহিত হয়।

দীননাথ সেন—(১৮৩৯—১৮৯৮)। তিনি পূর্ববঙ্গের স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। 'শিক্ষাদান প্রণালী', 'মানসিক গণনা', 'বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' তাঁহার লিখিত পুস্তক। তিনি ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ (C. F. Andrews)—(১৮৭১—১৯৪১)। ভারতহিতৈষী ও সমাজসেবী। কেম্ব্রিজের পেমব্রোক কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া পেমব্রোক কলেজ মিশনের নেতা হন। ১৯০৪-এ কেম্ব্রিজ ভ্রাতৃ-সংঘে যোগদান করেন। পরে ভারতে আসেন ও তিনি দিল্লীর সেণ্ট-স্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন (১৯০৮—১৩)। ইহার পর তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে যোগ দেন ও স্মাটস-গান্ধী মিলন ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর পরম বন্ধু ছিলেন। ভারতীয় সমাজের সেবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র—(১৮৩০—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। নদীয়ার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য এবং কবিত্ব-শক্তি প্রচুর ছিল। তাঁহার লিখিত 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ হয় এবং ইহার ফলে নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার বহু পরিমাণে নিবারিত হয়। তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমসাময়িক। তাঁহার সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রে তাঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রণীত 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী', 'কমলে কামিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি পুস্তক আছে। দীনবন্ধুবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

দীনেন্দ্রকুমার রায়—(২৬শে আগস্ট, ১৮৬৯—২৭শে জুন, ১৯৪৩)। সাহিত্যিক, বিশেষতঃ ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। নদীয়া জেলার মেহেরপুরে এক সম্ভ্রান্ত ভিলি পরিবারে তাঁহার জন্ম। পিতা ব্রজনাথ। তিনি বরোদা রাজ্যে শ্রীঅরবিন্দের বাংলা শিক্ষক হইয়া যান। পরে সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক ও 'নন্দন-কাননে'র সম্পাদক হন। 'ভারতী' ও 'বালকে'র পাতাতেই তাঁহার রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি 'রহস্যলহরী' নামে গোয়েন্দা-কাহিনীর সম্পাদক। ঐ সিরিজে ২১৭ খানি উপন্যাস মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট', 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীকথা', 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ', 'নানা সাহেব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (?—১৯৩১)। শহীদ যুবক। ১৯৩০-এ রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ সিম্পসনকে হত্যা করার অপরাধে তাঁহাকে বিনয় বসুর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। ইংরেজ সরকার তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া বাঁচাইয়া তোলে। দলের খবর জানিবার জন্য তাঁহার উপরে নির্মম অত্যাচার করা সত্ত্বেও তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হয় নাই। আলিপুরের প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁহার ফাঁসি হয়।

দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর—(৩রা নভেম্বর, ১৮৬৬—২০শে নভেম্বর, ১৯৩৯)। নিবাস সুয়াপুর, ঢাকা। পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র। বি. এ. পাস করিবার পর তিনি কিছুকাল কুমিল্লার শম্ভুনাথ স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। এই সময় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে থাকেন। ১৮৯৬-এ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। তাঁহার লিখিত ...হুলা', 'সতী', 'ফুল্লরা', 'রামায়ণী কথা' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বঙ্গভাষার সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ও প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। পূর্ববঙ্গের লৌকিক গীতিকাব্যগুলি তিনি যত্নের সহিত প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

তিনি সম্মানজনক (অনারারি) ডি. লিট. উপাধি পান।

দীনেশচরণ বসু—(১৮৫১—১৮৯৮)। কবি। জন্মস্থান ঢাকা-মাণিকগঞ্জ, শ্রীবাড়ি। পিতা অভয়াচরণ। জন্ম পূর্ণিয়ায়। কিছুকালের জন্য তিনি 'ঢাকবার্তা' ও 'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদনা করেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কবিকাহিনী', মহাপ্রস্থান', 'কুল-কলঙ্কিনী', 'নিরাশ-প্রণয়' (উপন্যাস) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ—(৯৮০—?১০৫৩)। বিক্রমশীলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ। বিক্রমপুরে জন্ম। পিতার নাম কমলশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী। শৈশবের নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সেই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী হন। ওদন্তপুরীর মহাসাংঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর তিনি 'শ্রীজ্ঞান' আখ্যায় প্রসিদ্ধ হন। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অধিপতি ১ম মহীপাল দেবের রাজত্বকালে তিনি বিক্রমশীলার মহাবিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে তিনি তিব্বত গমন করেন ও সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। তিব্বতের লাসা হইতে কিছু দূরে এক স্থানে তিনি মারা যান। তাঁহার প্রণীত বৌদ্ধধর্মবিষয়ক বহু গ্রন্থ অদ্যাপি স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্প্রতি তিব্বতে তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে তিনি 'অতীশ' নামে পরিচিত ছিলেন।

দীর্ঘতমা—বৃহস্পতির ভ্রাতা উতথ্যের পুত্র। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, কিন্তু তপস্যার প্রভাবে ধর্ম বিষয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গৌতম প্রভৃতি ঋষির জনক। তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয় নাই বলিয়া স্ত্রী প্রদ্বেষী তাঁহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেন। বলি রাজা তাঁহাকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন (ভাগ)।

দুঃখী শ্যামদাস—(১৬শ শতক)। কবি। জন্মস্থান মেদিনীপুরে হরিহরপুর গ্রাম। পিতার নাম শ্রীমুখ। শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুরী বর্ণনা করিয়া তিনি 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদও জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

দুঃশলা—ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা, দুর্যোধনের ভগিনী। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়দ্রথ নিহত হইলে তিনি শিশুপুত্র সুরথের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর সুরথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন (ভারত)।

দুঃশাসন—ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র, দুর্যোধনের ভ্রাতা। তিনি পাণ্ডবগণের বিপক্ষে দুর্যোধনকে অসৎ মন্ত্রণা দান করিতেন। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে তিনি দুর্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীকে কেশে ধরিয়া রাজসভায় আনয়ন করেন এবং বিবস্ত্রা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই অপরাধের নিমিত্ত ভীম কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নিহত করেন ও তাঁহার রক্ত পান করেন (ভারত)।

দুন্দুভি—১। অসুরবিশেষ। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে তিনি বর্তমান ছিলেন (লিঙ্গ)। ২। শিবের অন্যতম অনুচর। তিনি শিব-পার্বতীর বিবাহে আট কোটী অনুচরের সহিত উপস্থিত ছিলেন (লিঙ্গ)।

দুর্গ—অসুরবিশেষ। মহামায়া ভগবতী তাঁহাকে নিধন করিয়া 'দুর্গা' নামে খ্যাত হন (স্কন্দ)।

দুর্গা—মহামায়া ভগবতী। পুরাণে তিনি দশভুজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দশ হস্তে তিনি দশ প্রহরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। দুর্গাসুরকে বধ করিয়া তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন। রাজা সুরথ সর্বপ্রথম তাঁহার পূজা পৃথিবীতে প্রচলিত করিয়াছেন। তারপর রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত শরৎকালে তাঁহার অর্চনা করেন। সে সময় হইতে তিনি শারদীয়া নামে অভিহিত হইয়া শরৎকালে পূজিতা হইয়া থাকেন (স্কন্দ)।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার—(১৮১৯—১৮৭০)। চিকিৎসক। ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তারিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হয় এবং তিনি প্রায় ১০ বৎসর মাত্র এই ব্যবসায় করিয়া লক্ষাধিক মুদ্রা অর্জন করেন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশসেবক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র।

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজ—(১৮২৩—১৯০৪)। সুবর্ণবণিক ও বিখ্যাত ধনী। জন্ম চুঁচুড়ায়। পিতা প্রাণকৃষ্ণ। ব্যবসায় করিয়া পিতা ধনী হন। তিনি পিতার ব্যবসায় বাড়ান ও জমিদারি কেনেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে কার্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম পোর্ট কমিশনার হন এবং দুইবার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সভাপতি হন।

দুর্গাদাস—বিখ্যাত রাজপুতবীর। আওরঙ্গজেব যখন যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী ও শিশুপুত্র অজিতসিংহকে বন্দী করিবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁহার প্রচেষ্টায় তাঁহারা পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৯২—১৯৪৩)। জনপ্রিয় নট। ২৪ পরগনার কালিকাপুরের জমিদারবংশে জন্ম। চিত্রশিল্পী রূপে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন ও পরে রঙ্গমঞ্চে ও পর্দায় নটরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ৫১ বছর বয়সে মারা যান।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—বিখ্যাত নৈয়ায়িক। পিতা বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' ও 'কবিকল্পদ্রুমে'র টীকা প্রণয়ন করেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—(১২৬০—১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। সাহিত্যসেবী। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চক ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে জন্ম। সুধারাম লাহিড়ীর পুত্র। তিনি 'অনুসন্ধান' নামে একখানি পত্র বহুদিন পরিচালিত করেন। কিছুদিন তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রানী ভবানী', 'শিখযুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪০ খণ্ডে বেদের মূল, ভাষ্য, ব্যাখ্যা প্রকাশ তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(১৯শ শতকের প্রথমার্ধ)। বিখ্যাত কবি। নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম আত্মারাম। তাঁহার স্ত্রী স্বপ্নাদিষ্ট হইলে তিনি 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন।

দুর্গাবতী, রানী—(১৬শ শতক)। সুপ্রসিদ্ধ বীর নারী। তিনি চন্দেল রাজপুত মাহোবারাজের কন্যা এবং গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপত শা'র পত্নী। তিনি বিবাহের অল্প পরেই বিধবা হন। অনন্তর শিশুপুত্রের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আকবরের সৈন্যগণ রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ করিলে তিনি অদম্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত দুইটি শরে তাঁহার একটি চক্ষু বিদ্ধ ও গণ্ডস্থল আহত হইলে সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিল। তিনি প্রাণপণ যত্ন করিয়াও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তখন জয়াশা বিসর্জন দিয়া একখানি ছুরিকার সাহায্যে এই বীররমণী প্রাণত্যাগ করেন।

দুর্গামোহন দাশ—(১৮৪১—১৮৯৭)।

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা। জন্ম ঢাকা-বিক্রমপুরের তেলিরবাগ। পিতা কালীশ্বর। দুর্গামোহন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজ বিমাতার বিবাহ দেন এবং নিজেও বৃদ্ধবয়সে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার এক জামাতা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য এস. আর. দাস তাঁহার অন্যতম পুত্র।

দুর্বাসা—স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষি। পিতা মহর্ষি অত্রি। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এক অযুত ছিল। তিনি অতিশয় ক্রোধপরায়ণ বলিয়া কুখ্যাতি ছিল। তিনি পত্নী কন্দলীকে অভিশাপে ভস্ম করিয়াছিলেন। দুর্যোধনের উপকারের জন্য তিনি পাণ্ডবদের বিরোধী হন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাঁহার প্রচেষ্টা বিফল হয়। তাঁহারই কারণে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জন করিতে বাধ্য হন এবং দুর্বাসার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াই যদুবংশ ধ্বংস হয় (ভারত)।

দুর্মুখ—অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রের গুপ্তচর। তাঁহারই প্রদত্ত সংবাদ অনুসারে সীতাদেবী নির্বাসিতা হন (রাম)।

দুর্যোধন—ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অত্যধিক অভিমানী ও ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডু রাজা হন; পরে দুর্যোধন ও পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য ভাগ হয়। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরকে হারাইয়া দুর্যোধন পাণ্ডবদের বারো বৎসর বনবাসে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে পাঠান এবং তাঁহাদের রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবেরা রাজ্য চান। কিন্তু বিনা যুদ্ধে দুর্যোধন রাজ্য দিতে অস্বীকার করেন। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কৌরবেরা পরাজিত হইলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে পালান, কিন্তু ভীম তাঁহাকে গদাযুদ্ধে অন্যায়-ভাবে গুরুতর আহত করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান। দুর্যোধনের দুই স্ত্রী ছিলেন—চিত্রাঙ্গদা ও ভানুমতী। তাঁহার লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা ছিল (ভারত)।

দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য—১২৭৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় জন্ম। পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ন। ১৩০০ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি মুরারি গুপ্তের নিকট মৃদঙ্গবাদ্য (পাখোয়াজ) শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বর্তমান যুগে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গবাদক ছিলেন।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি। মৃগয়া উপলক্ষে একবার বনে গিয়া তিনি কণ্বমুনির আশ্রমে বিশ্রামের জন্য উপস্থিত হন। সেখানে কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। অতঃপর গান্ধর্ববিধানে তাঁহাদের বিবাহ হইলে শকুন্তলা গর্ভবতী হন। কিছুদিন পরে রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি শকুন্তলার কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। অনন্তর শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া স্বামীর নিকটে গেলে দুষ্মন্ত তাঁহার কথা স্মরণ করিতে না পারিয়া শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে দৈববাণী হইতে সকল বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং তিনি ভার্যা ও পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিলেন (ভারত)।

দূষণ—রাক্ষসবিশেষ। তিনি রাবণের মাসীর পুত্র ছিলেন। তিনি খর-নামক রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া দণ্ডকারণ্যে শূর্পণখার রক্ষক নিযুক্ত হন। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাককান কাটিয়া দিলে তিনি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন এবং তাঁহার হস্তে নিহত হন (রাম)।

দেবক—১। মাল্যবান নামে অসুরের পুত্র (শব্দ)। ২। শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ (হরি)। ৩। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে পৌরবীর দেবক নামে পুত্র জন্মে (ভাগ)।

দেবকী, দৈবকী—'কৃষ্ণ', 'কংস', 'উগ্রসেন' দ্রঃ।

দেবকুমার রায় (মিঃ ডি. কে. রায়)—(১৯০৫-১৯৩৫)। প্রসিদ্ধ বৈমানিক। পিতা দীনেশচন্দ্র রায় ঢাকা জেলার মানিক-গঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। দেবকুমার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বিমান চালনায় দক্ষতা অর্জন করিয়া তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। দমদমের সন্নিকটে গৌরীপুর গ্রামে বিমানের ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে গিয়া অপর একখানি বিমানের সহিত সংঘর্ষের ফলে বিমানসমেত ভূপতিত হইয়া তিনি মারা যান।

দেবকুমার রায় চৌধুরী—(১৮৮৪—১৯২৯)। কবি ও সাহিত্যিক। বরিশাল জেলার কাখুটিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাখালচন্দ্র। তিনি জমিদার ছিলেন। 'অরুণ', 'মাধুরী', 'দেবদূত', 'ধারা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার 'দ্বিজেন্দ্র-লালের জীবনী' একখানি অপূর্ব গ্রন্থ।

দেবদত্ত—বুদ্ধদেবের জ্ঞাতিভ্রাতা। বুদ্ধদেব কর্তৃক বৌদ্ধসংঘ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার বিশ বৎসর পরে সংঘে প্রবেশ করেন। তিনি পরে সংঘাচার্য হইবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলে সংঘভেদের চেষ্টা করেন ও নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন।

দেবদাস গান্ধী—(১৯০০—১৯৫৭)। মহাত্মা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র। সাংবাদিক জীবনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্'-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন এবং 'Memories of Bapu', 'India Reconciled' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি একাধিকবার নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদকের সভাপতি ছিলেন।

দেবপাল—(৮১৫—৮৫৪)। পালবংশের তৃতীয় নৃপতি। পিতার রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি উৎকল, দ্রাবিড় ও গুর্জর-গণকে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

দেবপ্রসাদ ঘোষ—(জন্ম ১৮৯৪)—জন্মস্থান বরিশাল। তিনি অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং গণিতে 'ঈশান স্কলার' ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত; দীর্ঘকাল রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অবসর গ্রহণান্তে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং দীর্ঘকাল জনসংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি লোকসভার ভূতপূর্ব সদস্য এবং 'হিন্দু কোন্ পথে', 'সত্তর বৎসর পরে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী—(১৮৬২—১৯৩৫)। বিখ্যাত মনীষী। হাওড়া জেলার বামুনপাড়া গ্রামে জন্ম। সূর্যকুমার সর্বাধি-কারীর দ্বিতীয় পুত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পাস করিবার পর তিনি অ্যাটর্নীশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্রমে তিনি ল-ফ্যাকাল্টি ও সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়-কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ইংল্যাণ্ডে গমন করিলে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বেসরকারী ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'ইউরোপে তিন মাস' নামে তাঁহার লিখিত একখানি গ্রন্থ আছে।

দেববর্ণিনী ভরদ্বাজ মুনির কন্যা ও বিশ্রবার স্ত্রী। ইহার পুত্র বৈশ্রবণ বা কুবের।

দেবব্রত—কুরুপতি শান্তনুর পুত্র। তাঁহারই অপর নাম ভীষ্ম।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সহিত কলহ হইলে শর্মিষ্ঠা তাঁহাকে এক বনমধ্যে শুষ্ক কূপে ফেলিয়া দিলেন। মহারাজ যযাতি মৃগয়ার্থ ঐ বনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। শুক্রাচার্য এই সকল জানিতে পারিয়া বৃষপর্বার রাজ্য ত্যাগ

করিতে উদ্যত হইলে দৈত্যরাজ নিজ কন্যাকে দেবযানীর দাসীরূপে দান করিয়া গুরুর ক্রোধশান্তি করিলেন। অতঃপর যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ হইলে শর্মিষ্ঠাও রাজার সহিত গমন করেন। রাজা গোপনে শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। এই সংবাদ তিনি অবগত হইলে ক্রোধে সকল বিষয় পিতার গোচর করেন। তাহার ফলে শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ দেন। দেবযানীর গর্ভে যযাতির দুই পুত্র জন্মে (ভারত)।

দেবরাত—১। অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের নামান্তর। ২। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা নিমির পুত্র।

দেবল—ঋষি। তিনি অসিত ঋষির পুত্র। তিনি জৈগীষব্যের সহিত একই আশ্রমে যোগাভ্যাস করিতেন। দেবল জৈগীষব্যকে আপনার অগ্রে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (ঋক্)।

দেবলাদেবী—গুজরাট রাজকন্যা। পিতা করণরায়। মাতা কমলাদেবী। দেবলাদেবীর সহিত খিজির খাঁর (আলাউদ্দীন খিলজীর পুত্র) বিবাহ হয়। খিজির খাঁ বন্দীভাবে বাস করিতে থাকিলে দেবলাদেবী স্বামীর সহিত বাস করেন ও পরে স্বামীকে আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া নিহত হন।

দেবসেনা—প্রজাপতির কন্যা এবং কার্তিকেয়ের ভার্যা। অপর নাম ষষ্ঠী। কেশী দৈত্য তাঁহাকে অপহরণ করিলে ইন্দ্র তাহাকে পরাস্ত করিয়া উদ্ধার করেন (ভারত)।

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনু পিতা এবং কর্দম প্রজাপতি পতি। তিনি কপিল এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি নয়টি কন্যার জননী (ভারত)।

দেবাপি—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ শান্তনুর ভ্রাতা। তাঁহার পিতার নাম প্রতীপ। তপস্যার বলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন (ভারত)।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—(১৮৫৩—১৯২১)। সাহিত্যসেবক। ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুর গ্রামে জন্ম। পিতা রামচন্দ্র। তিনি সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি 'ভারত-সুহৃদ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিছুকাল 'নব্যভারত'-নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী ও প্রবন্ধ-পুস্তক আছে। ফরিদপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

দেবীপ্রসাদ, মুন্সী—ভাষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান শ্রীহট্টের নিকটবর্তী আথালিয়া গ্রাম। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী ছিলেন। নানা ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁহার রচিত 'পলিগ্লট গ্রামার' (Polyglot Grammar) পুস্তকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী, আরবী, ফারসী, হিন্দী ও উর্দু ভাষার সমাবেশ আছে।

দেবীবর ঘটক—(১৬শ শতক)। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের মেল বন্ধন করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। সর্বানন্দ ঘটকের পুত্র। কুলীনগণের মধ্যে ব্যভিচার ও অনাচারের প্রশ্রয় দেখিয়া তিনি সমাজসংস্কারে ব্রতী হন।

দেবী সিংহ, মহারাজ বাহাদুর—(? – ১৮০৫)। নসীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পানিপথ হইতে আগমন করিয়া এদেশে বাস করিয়াছিলেন দেবী সিংহ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সময়ে রাজস্ব-বিভাগের ইজারাদার ছিলেন প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া তিনি কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন রংপুরের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলে তিনি প্রজাপীড়নের অপরাধে অভিযুক্ত হন, কিন্তু বিচারে অধিকাংশ অপরাধ হইতেই মুক্তিলাভ করেন। তিনি বিস্তৃত জমিদারি ও প্রভূত অর্থের অধিকারী ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি—(১৫ই মে, ১৮১৭—১৯শে জানুয়ারি, ১৯০৫)। স্বনামপ্রসিদ্ধ মনীষী। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা। রামমোহন রায় প্রবর্তিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে তিনি প্রথম জীবনে পড়েন ও ১৮৩১-এ তিনি হিন্দু কলেজে ভরতি হন। এখানে তিন চারি বৎসর পড়িয়াছিলেন। পরে তাঁহার পিতৃদেব 'কার ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানি'-নামক তাঁহার ব্যবসায়ে তাঁহাকে লইয়া আসেন। এই ব্যবসায় পরে ফেল পড়িলে, দেবেন্দ্রনাথ সকল দেনা পরিশোধ করেন। দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রথম হইতেই ধর্মভাব ছিল। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' নামে সভা, পাঠশালা ও মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসভায় উপাসনার প্রবর্তন হয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সকল সম্প্রদায়ের ও দলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যা দেওয়া হয়। জনশিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান যথেষ্ট। তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। শান্তিনিকেতন আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

দেবেন্দ্রনাথ দাস—(১৮৫৬—১৯০৮)। শিক্ষাবিদ্। প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র। তিনি বিবিধ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি কিছুকাল ইংল্যাণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া কয়েক বৎসর সিটি কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকের কার্য করিবার পর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থিগণের জন্য একটি ক্লাস ও সেঞ্চুরী স্কুল ও সেঞ্চুরী কলেজ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউসন, সিটি কলেজ ও রিপন কলেজে অধ্যাপকের কার্য করেন। তিনি এফ. এ. ও বি. এ. পাঠ্যপুস্তকের বহু নোট প্রণয়ন করেন। 'পাগলের কথা' নামে তাঁহার একখানি বই আছে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—(১৮৫৮—২১শে নভেম্বর, ১৯২০)। কবি। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে জন্ম। পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। আদি নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি। তিনি কলিকাতায় অধুনালুপ্ত বিখ্যাত হাই স্কুল 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা করেন। 'গোলাপগুচ্ছ', 'অশোকগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যপুস্তক।

দৈত্যসেনা—প্রজাপতির কন্যা এবং কেশী-নামক দানবের ভার্যা। বিবাহের পূর্ব হইতেই কেশীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। দেবসেনার তিনি ভগিনী (ভারত)।

দোস্ত মোহাম্মদ—(১৭৮৩—১৮৬৩)। আফগানিস্তানের রাজা। তিনি শাহ্ সুজাকে বিতাড়িত করিয়া রাজা হন। শাহ্ সুজার সহিত ইংরেজরা মিলিত হন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড শাহ্ সুজাকে সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করিলে তিনি মোহাম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। কিন্তু আফগানেরা শাহ সুজাকে পছন্দ করিল না। তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল এবং দোস্তকে রাজা করিল।

দৌলৎ কাজী—(১৭শ শতক)। মুসলমান কবি। 'সতী ময়না' ও 'লোরচন্দ্রাণী' ('চন্দ্রানী' অপপাঠ) নামে দুইখানি সুললিত কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। রোসাঙ্গের (আরাকান) রাজা 'শ্রীসুধর্মা' বা 'থিরি-থু-ধর্মা'র আশ্রয়ে তিনি বাস করিতেন। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

দৌলত খাঁ লোদী—(১৩শ শতক)। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্তা। তাঁহারই আমন্ত্রণে বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পরে দৌলত বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(২০শে

এপ্রিল, ১৮৪৪—২৭শে জুন, ১৮৯৮)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কর্মবীর। ঢাকা জেলার মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্ম। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গাঙ্গুলী। লোনসিংহে শিক্ষকতা করিবার কালে তাঁহার 'অবলাবান্ধব' প্রচারিত হয়। 'অবলা-বান্ধব' পত্রিকা লইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিয়া স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার পণ্ডিত নিযুক্ত হন। উহা উঠিয়া গেলে তিনি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ভারতসভা স্থাপনে, 'সঞ্জীবনী' পরিচালনায়, জাতীয় মহাসমিতির কার্যেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি সম্পাদক হন। "না জাগিলে সব ভারত ললনা" গানটি তাঁহার রচিত। 'পদ্যমালা', 'জাতীয় সংগীত', 'কবি-গাথা', 'কবিতামাল' তাঁহার লিখিত কাব্য গ্রন্থ এবং 'সুরুচির কুটীর' তাঁহার লিখিত উপন্যাস।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—(১৮২৩—?)। কবি ও সাহিত্যিক। যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামে জন্ম। পিতা নীলমণি। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'হেমপ্রভা' (১২৬৪ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি 'Vernacular Literature Society.' হইতে পুরস্কার পান। 'বিক্রমোর্বশী'-নামক নাটক অবলম্বনে তিনি 'বিক্রমোর্বশী' গ্রন্থ (১২৬৮ বঙ্গাব্দ) রচনা করেন। তাঁহার 'ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তাঁহার 'ষড়ধাতুস্তোত্র' নামেও একখানি পুস্তক আছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রিন্স—(১৭৯৪—১৮৪৬)। বিখ্যাত মনীষী। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের পুত্র। তিনি কিছুকাল ইংরেজদিগের অধীনে কার্য করিয়া 'কার ঠাকুর অ্যাণ্ড কোং'-নামক একটি সওদাগরী আফিস খুলেন। এই আফিস খুলিয়া এক-দিকে তিনি যেমনি অগাধ অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন, তেমনি তিনি নানা জন হিতকর কার্যেও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও জমিদার সভা তাঁহারই প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত ব্যাঙ্ক বাঙালীর প্রথম ব্যাঙ্ক। ১৮৪২-এ তিনি ইওরোপ গমন করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করিয়া মহারানীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইওরোপের বিভিন্ন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার লণ্ডন শহরে মৃত্যু হয়। তাঁহাকে 'Indian Prince' এই আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতের মধ্যে তিনিই প্রথম 'Justice of the Peace'. তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৌত্র কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ও ধর্মসংস্কার বিষয়ে সহযোগী ছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—(১৮২০—১৮৮৪)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সংবাদপত্রসেবী। চব্বিশ পরগনা জেলার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে জন্ম। পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান ও পরে ব্যাকরণের অধ্যাপক হন। তিনি 'রোম ও গ্রীসের ইতিহাস', 'নীতিসার', 'বিদেশ্বর-বিলাপ', 'ভূষণসার ব্যাকরণ' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৫৮-এ তিনি 'সোমপ্রকাশ'-নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি উহার সম্পাদক হন। লর্ড লিটনের প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি মুচলেকা দিতে অসম্মত হন এবং 'সোম-প্রকাশ' বন্ধ করিয়া দেন। পরে উক্ত আইন রহিত হইলে তিনি আবার 'সোমপ্রকাশ' বাহির করেন। 'কল্পদ্রুম' নামে তিনি আর একখানি মাসিকও প্রকাশ করিতেন।

দ্বারকানাথ মিত্র—(১৮৩৬—১৮৭৪)। কলিকাতার বিখ্যাত বিচারপতি। হুগলি জেলার আগুন্সী গ্রামে জন্ম। ১৮৬৭-এ তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। সাত বৎসর তিনি বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 'অসতী' মকদ্দমায় হাইকোর্টের রায়-সম্বন্ধে ফুলবেঞ্চের পুনর্বিচারকালে তিনি ভিন্নরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি দানশীল এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি দার্শনিক কোমতের মতানুসারে প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন।

দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৪৫—১৯০৯)। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবিরাজ। ফরিদপুরের খান্দারপাড়া গ্রামে জন্ম। গঙ্গাধর কবি-রাজের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি মেবারের যুবরাজকে চিকিৎসা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৯০৬-এ কবিরাজ-দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পান। কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১১ই মার্চ, ১৮৪০—১৯শে জানুয়ারি, ১৯২৬)। কবি ও সাধক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে মেঘদূতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। স্বদেশীমেলার তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অনেক দিন পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী' এবং 'ভারতী' পত্রিকা তাঁহার সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'র তিনি প্রথম সম্পাদক। 'হিতবাদী' পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৪-এ তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। 'মেঘদূত', 'স্বপ্নপ্রয়াণ', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন', 'কাব্যমালা' ইত্যাদি তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়)—(১৯শে জুলাই, ১৮৬৩—১৭ই মে, ১৯১৩)। কবি ও নাট্যকার। রসরচনায় সিদ্ধহস্ত। কৃষ্ণনগরে জন্ম। পিতা দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। ১৮৮৪-এ এম. এ. পাস করিবার পর সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাত যান। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে', 'আহম্পর্শ', 'মেবার পতন', 'সাজা-হান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পুনর্জন্ম', 'পরপারে' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। ইংরেজীতেও তিনি 'Lyrics of Ind' ও 'Crops of Bengal' নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। 'পূর্ণিমা মিলন'-নামক সাহিত্যিকদের সম্মেলন এবং 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

দ্বিবিদ—বানরবিশেষ। সুগ্রীবের অধীনে তিনি একজন সেনানায়ক ছিলেন। শ্রীরাম-চন্দ্র তাঁহাকে কলিযুগ পর্যন্ত জীবিত থাকিতে বলেন। তিনি নরকাসুরের বন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে হত্যা করিলে তিনি যাদবদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। একদা বলদেব রৈবতকে সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি সেখানে উপদ্রব করিলে বলদেব তাঁহাকে বধ করেন (ভাগ)।

দ্বিমাতৃক—জরাসন্ধের অপর নাম ['জরা-সন্ধ' দ্রঃ]।

দ্বৈপায়ন—ব্যাসদেবের অপর নাম। দ্বীপে জন্ম হয় বলিয়া তিনি এই নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন (ভারত)।

দ্যুমৎসেন—শাল্বদেশের অধিপতি, সত্য-বানের পিতা ['সত্যবান', 'সাবিত্রী' দ্রঃ]।

দ্রুপদ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। দ্রৌপদীর পিতা। দ্রোণ-শিষ্য অর্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি দ্রোণকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে অর্জুন লক্ষ্যবেদ করিয়া তাঁহার কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া-

ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ তাঁহাকে নিহত করেন (ভারত)।

দ্রোণ—ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। তিনি অশ্বত্থামার পিতা। পরশুরামের নিকট তিনি ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন। একদা তিনি বাল্যবন্ধু পঞ্চালরাজ দ্রুপদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। অনন্তর তিনি কুরু ও পাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। শিক্ষাশেষে শিষ্যগণ গুরু-দক্ষিণা দিতে চাহিলে তিনি পঞ্চালরাজকে বাঁধিয়া আনিতে আদেশ করেন। অতঃপর অর্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দ্রুপদ দ্রোণকে স্বীয় অর্ধরাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার কালে কৃষ্ণের কৌশলে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

দ্রৌপদী—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা এবং পাণ্ডবরাজ-মহিষী। দ্রুপদ কুরুবংশ ধ্বংসের নিমিত্ত যজ্ঞ করিলে তিনি সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত হন। স্বয়ংবর-সভায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া তাঁহাকে লাভ করেন। পরে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কপটপাশায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দুর্যোধন প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁহার অবমাননা করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ কামনায় দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম কুরুকুল নির্মূল করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। পাণ্ডবগণের বনবাসকালে তিনি তাঁহাদের সহিত বনে গমন করেন এবং অজ্ঞাতবাসের সময়ে বিরাটরাজভবনে সৈরিন্ধ্রীর বেশে অবস্থান করিয়া রাজমহিষীর পরিচর্যা করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবগণের হস্তে কৌরবগণ নিহত হইলে তিনি পতিগণের সহিত কিছুদিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিলে তিনি তাঁহাদের অনুগমন করিয়া স্বর্গের পথে মৃত্যুমুখে পতিত হন (ভারত)।

ধ

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬)—অল্পবয়সেই শিল্পশিক্ষার জন্য প্রথমে জাপান এবং পরে আমেরিকা যান। ১৯২৪-এ 'গে-নেক' (চিত্রগ্রীব)-নামক এক শিশুসাহিত্য রচনা করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। ইহার পর 'Kari the Elephant', 'Chief of the Herd' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশ-বিদেশে প্রভূত সম্মান লাভ করেন।

ধনঞ্জয়—১। 'দশরূপকম্'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ১০২৮-এ বর্তমান ছিলেন। ২। অর্জুনের অপর নাম ['অর্জুন' দ্রঃ]।

ধনপতি—১। প্রসিদ্ধ বণিক। তিনি উজানি নগরে বসবাস করিতেন। খুল্লনা ও লহনা নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিল। তিনি বাণিজ্যের জন্য বহু দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেন। রাজা বিক্রমকেশরী একবার বাণিজ্যের জন্য তাঁহাকে সিংহলে পাঠান। সেখানে তিনি কালীদহে 'কমলে কামিনী' দর্শন করিয়া সিংহলের রাজাকে সে বিষয় অবগত করান। সিংহলরাজ 'কমলে কামিনী' দর্শনের জন্য কালীদহে আসেন, কিন্তু উহা দেখিতে না পাইয়া ধনপতিকে মিথ্যাবাদী ভাবিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত রাজাকে 'কমলে কামিনী' দর্শন করাইলে তিনি মুক্তি পান (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। ২। বিশ্রবা মুনির পুত্র বৈশ্রবণ—নামান্তর কুবের ও ধনপতি।

ধনিক—'কাব্য-নির্ণয়'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। পিতার নাম বিষ্ণু। তিনি 'ধনঞ্জয়'-প্রণীত 'দশরূপকম্'-নামক পুস্তকের টীকা রচনা করেন। এই টীকার নাম দশ-রূপকাব্যালোক'।

ধন্বন্তরী—১। দেবতাদিগের চিকিৎসক। সমুদ্রমন্থনের সময় তিনি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শংকর ও গরুড়ের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ভাস্করের নিকট তিনি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান' তাঁহার প্রণীত পুস্তক (ভাগ, ব্রহ্মবৈ)। ২। একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। বিক্রমাদিত্যের সভার নব-রত্নের অন্যতম। নবরত্নের নামের আদিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

ধন্যমাণিক্য—ত্রিপুরার অধিপতি। পত্নী কমলাদেবীর নামে তিনি কৈলাসগড়ে কমলা-সাগর নামে একটি দীঘি খনন করান।

ধর্মদাস সুর—(১৮৫২—১৯১০)। নাট্য-শিল্পী। বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রবর্তনের জন্য তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। অর্ধেন্দু-শেখর মুস্তোফি, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক।

ধর্মধ্বজ—সত্যযুগে মিথিলার রাজা ছিলেন। পঞ্চশিখ-নামক ঋষি তাঁহাকে ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা দেন। সুলভা নামে এক ব্রহ্মচারিণী তাঁহার নিকটে আসিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করেন (ভারত)।

ধর্মপাল—(রাজত্বকাল ৭৭০—৮১০)। পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজা। তিনি পূর্বদিকে কামরূপ পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তার-সাধন করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম-মতাবলম্বী ছিলেন।

ধর্মপুত্র—যুধিষ্ঠিরের অপর নাম। ধর্মরাজ যমের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নাম ধর্মপুত্র হয়।

ধর্মব্যাধ—মিথিলাবাসী ব্যাধ। তিনি মাত্র মাতাপিতার সেবা করিয়া ধার্মিক পুরুষ হন। কৌশিক নামে এক গর্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে ধর্মশিক্ষা করিতে আসেন। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। তখন ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া জনক-জননীর সেবায় নিযুক্ত হন (ভারত)।

ধর্মমাণিক্য—ত্রিপুরার অধিপতি। কুমিল্লায় ধর্মসাগর নামে এক দীঘি তিনি খনন করান।

ধান্যমালিনী—রাবণের অন্যতম পত্নী (রাম)।

ধাবক—কবি। তিনি কালিদাসের পূর্ববর্তী কবি। কালিদাস-রচিত মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি যত্ন ও চেষ্টায় কবিত্ব-শক্তি অর্জন করেন। অতঃপর একশত সর্গে 'নৈষধ-চরিত' রচনা করেন। তিনি 'রত্নাবলী' নাটকেরও রচয়িতা।

ধাম্রপাল—বৈদিশনগরের রাজা। তিনি পূর্বজন্মে শিবের অনুচর ছিলেন। অন্য রমণী সহবাসে শিবকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পার্বতী কর্তৃক অভিশপ্ত হন ও জম্বুকযোনিতে জন্মলাভ করেন (শিব)।

ধীমান্—১। চিত্রশিল্পী। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। রাজা ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাস্কর্যেও তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ২। পুরূরবার পুত্র। মাতা অপ্সরা উর্বশী (ভারত)।

ধুন্ধু—অসুরবিশেষ। মধু রাক্ষসের পুত্র। তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে এই বর লাভ করেন যে, তিনি দেব-দানবের অবধ্য হইবেন। এই বরে গর্বিত হইয়া তিনি দেবগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্ক মুনির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন উতঙ্ক মুনি কুবলয়াশ্ব রাজাকে এই অসুর বধ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই রাজা কর্তৃক তিনি নিহত হন (ভাগ)।

ধুন্ধুমার—রাজা কুবলয়াশ্ব ধুন্ধুকে মারিয়া এই নামে অভিহিত হন। তিনি ইক্ষ্বাকু-বংশীয় বৃহদশ্বের পুত্র (ভারত)।

ধূমাবতী—দুর্গার অপর নাম। তিনি দশ-মহাবিদ্যার অন্যতমা। একবার পার্বতী

শিবের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু খাদ্য দিতে শিবের বিলম্ব হয়। তখন পার্বতী শিবকেই গ্রাস করিয়া ফেলেন। শিবকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে পার্বতীর শরীর হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে। সেই হইতে পার্বতীর নাম ধূমাবতী হইয়াছে (বৃহদ্ধর্ম)।

ধূম্রলোচন—অসুর বিশেষ। দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। শুম্ভের দূত যখন অম্বিকাকে আনিতে অকৃতকার্য হয়, তখন তিনি ধূম্রলোচনকে প্রেরণ করেন। অম্বিকার সহিত ধূম্রলোচনের যুদ্ধ হইলে তিনি নিহত হন (রাম)।

ধূম্রাক্ষ—রাবণের রাক্ষস সেনাপতি। সুমালীর অন্যতম পুত্র। লঙ্কাযুদ্ধে তিনি হনুমান কর্তৃক নিহত হন (রাম)।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮৯৪)। সাহিত্যিক-সমালোচক ও সংগীতের সমঝদার। পূর্বে তিনি লক্ষ্মৌতে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ফরমেশন ও প্রেস অ্যাডভাইজর ছিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ হন। 'প্রবন্ধাবলী', 'ছোট গল্প', 'ত্রিধারা' (উপন্যাস) বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অবদান। ইংরেজীতে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার রচনা আছে।

ধৃতবর্মা—ত্রিগর্তের রাজা সুবর্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অর্জুন যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হন, তখন ধৃতবর্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ধৃতবর্মা সেই যুদ্ধে হত হন।

ধৃতরাষ্ট্র—দুর্যোধনাদির পিতা ও যুধিষ্ঠিরাদির জ্যেষ্ঠতাত। ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকার গর্ভজাত পুত্র। জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হন। স্ত্রী গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। তিনি দুর্যোধনকে গৌণভাবে সর্ববিষয়ে সমর্থন করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তাঁহার এই অন্ধ স্নেহের ফল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইলে ভীমকে তিনি তাঁহার নিকটে আসিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে তাঁহার নিকট লৌহভীম পাঠান হয়। এই লৌহভীম আলিঙ্গন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে ১৫ বৎসর বাস করেন। অতঃপর সস্ত্রীক বনে যান। সেখানে দাবাগ্নিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে (ভারত)।

ধৃষ্টকেতু—শিশুপালের পুত্র। শিশুপালের মৃত্যুর পর তিনি চেদিরাজ্যের রাজা হন। শুক্তিমতী নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং দ্রোণের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—রাজা দ্রুপদের পুত্র। দ্রোণ-বধের নিমিত্ত দ্রুপদ যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয়। দ্রোণের নিকট তিনি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করেন। অশ্বত্থামা হত হইয়াছে মনে করিয়া দ্রোণ যখন বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন, সেই সময়ে তিনি তাঁহাকে খড়্গাঘাতে হত্যা করেন। পরে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করেন (ভারত)।

ধেনুক—অসুরবিশেষ। বৃন্দাবনে তাহার বাস ছিল। যমুনাতীরে একটি সুন্দর ফলবন ছিল। ফল খাইবার জন্য একদিন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেই বনে যান। সেই বনের রক্ষক ধেনুক তখন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। বলরাম তাহাকে বধ করেন (বিষ্ণু, ব্রহ্মবৈ)।

ধোয়ী—(১২শ শতক)। কবি। তিনি জয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন। 'পবনদূত'-নামক কাব্য তিনি রচনা করেন। কবি বাঙ্গালী ছিলেন মনে হয়।

ধৌম্য—অসিত ঋষির পুত্র। তিনি উৎকোচক-নামক তীর্থে আশ্রম করিয়া তপস্যা করেন। এইখানে অর্জুনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অর্জুন তাঁহাকে পুরোহিত করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসিয়া ধৌম্যকে প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন (ভারত)।

ধ্যানচাঁদ—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর হকি খেলোয়াড় বলিয়া গণ্য হন। তিনি ১৯২৬-এ ইণ্ডিয়ান আর্মিটিমের পক্ষভুক্ত হইয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬-এ অলিম্পিক খেলায় তিনি ভারতীয় হকি টিমের অধিনায়ক হইয়া গমন করেন। তিনি সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলিতেন। ১৯৩২-এর অলিম্পিকে তিনি ১০১ গোল করেন। তাঁহাকে 'হকির জাদুকর' বলা হয়।

ধ্যান সিংহ, রাজা—পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের মন্ত্রী। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহের অভিভাবক ও শিক্ষক হন। কিন্তু খড়্গ সিংহ তাঁহাকে অবিশ্বাস করায় তিনি তাঁহাকে বন্দী করেন। অতঃপর খড়্গ সিংহ ও তাঁহার পুত্র মারা গেলে রানী চাঁদকুমারী রাজ্যের ভার লন। তিনি রানীকেও পদচ্যুত করেন এবং সের সিংহকে রাজা দেন। রানীর বিপক্ষতার জন্য তিনি সের সিংহের সহিত যুক্তি করিয়া রানীকে মারিয়া ফেলেন। পরে তিনি অজিত সিংহ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন।

ধ্রুব—রাজা উত্তানপাদের পুত্র ও শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত। তিনি সুনীতির গর্ভজাত। সুরুচির গর্ভজাত উত্তমকে পিতা বেশী ভালবাসেন দেখিয়া তাঁহার মনে দুঃখ হয় এবং মাতার পরামর্শে তিনি ঈশ্বরের চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। একদিন রাত্রিতে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব বাড়ির বাহির হইলেন এবং বনে বনে হরির সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অতঃপর নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট তিনি হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং তাঁহারই উপদেশে তিনি মধুবনে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। এই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া হরি তাঁহাকে দেখা দেন এবং ইচ্ছানুরূপ বর দেন। ধ্রুব গৃহে ফিরিলে রাজা উত্তানপাদ তাঁহাকে সিংহাসন দান করেন। রাজা ধ্রুবের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে যক্ষেরা মারিয়া ফেলিলে তিনি যক্ষদের সহিত যুদ্ধ করেন। ইলা ও ভ্রমি নামে তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। দেহত্যাগের পর তিনি ধ্রুবলোকে গমন করেন (ভাগ, বিষ্ণু)।

ন

নাকব খাঁ—(?—১৬১৪)। পারস্যদেশীয় পণ্ডিত। আসল নাম গিয়াসউদ্দিন আলী। তাঁহার পূর্বপুরুষের নিবাস পারস্যের অন্তর্গত বেগয়াজাবন্‌। পিতার নাম আবদুল লতিফ। সম্রাট আকবর সংস্কৃত মহাভারতের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করিলে তিনি সে বিষয়ে অধ্যক্ষতা করেন।

নকুল—চতুর্থ পাণ্ডব। পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্ম। মাতা মাদ্রী পিতার সহিত সহমৃতা হইলে তিনি বিমাতা কুন্তী কর্তৃক পালিত হন। কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্য তাঁহার অস্ত্রগুরু। দ্রৌপদীর গর্ভে তাঁহার শতানীক নামে পুত্র হয়। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটভবনে তিনি গ্রন্থিক নামে অশ্বাধ্যক্ষের কার্য করেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তিনি মহাপ্রস্থান করেন, কিন্তু নিজ রূপের গর্ব করিতেন বলিয়া সশরীরে স্বর্গগমন করিতে অসমর্থ হন (ভারত)।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগর বা চন্দ্রধরের পুত্র। মাতা সনকা ও পত্নী বেহুলা। পিতার সহিত মনসাদেবীর বিবাদের ফলে বাসরগৃহে কালনাগের দংশনে তাঁহার মৃত্যু হয়। পতিব্রতা বেহুলা তাঁহার শবসহ ভেলায় আরোহণপূর্বক স্বর্গে দেবলোকে গমন করেন এবং নৃত্যগীতে দেবগণের মনোরঞ্জন করিয়া ও

স্তবস্তুতিতে মনসাদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন (মনসামঙ্গল)।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—(১৮৬১—১৯৪০)। বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক। জন্মস্থান বিহারের মোতিহারী। পিতা মথুরানাথ গুপ্ত। আদি নিবাস হালিশহর, ২৪ পরগনা। ১৮৮৪ এ তিনি করাচীতে 'ফিনিক্স' (Phœnix) পত্রিকার সম্পাদক হন। ইহার পর তিনি লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক হন (১৮৯১—৯২)। ১৯০৫-এ 'Indian People' ও পরে 'লীডারে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। 'প্রদীপ' ও 'প্রভাত' নামে দুইখানি বাংলা পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'পর্বতবাসিনী', 'অমরসিংহ', 'লীলা', 'জীবন ও মৃত্যু' ইত্যাদি।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—(১৮৫৪—১৯০৯)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। N. N. Ghose নামে অধিকতর পরিচিত। পিতা হাইকোর্টের উকিল ভগবতীপ্রসন্ন ঘোষ। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হন এবং শেষে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিছুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন এবং 'Indian Echo'-নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'Indian Nation'-নামক সাপ্তাহিক পত্রের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'England's Work in India' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি দাতা নবকৃষ্ণের জীবনী লেখেন। তিনি রাধাস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—(১৮৬৬—১৯৩৮)। সুপণ্ডিত। 'বিশ্বকোষ'-নামক গ্রন্থের সম্পাদক হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। জন্ম কলিকাতায়। প্রথম জীবনে তিনি 'তপস্বিনী' ও 'ভারত' নামে মাসিকপত্রের সম্পাদনা করেন। অতঃপর তিনি 'লাউসেন', 'শংকরাচার্য' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তিনি বহুকাল 'সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা'র এবং 'কায়স্থ পত্রিকা'র সম্পাদনা করিয়াছেন। বহু প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া 'রসমঞ্জরী', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'বিশ্বকোষ' ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'। ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া তিনি গবেষণাপূর্বক 'Archæological Survey of Mayurbhanj'-নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

নগেন্দ্রনাথ সোম, কবিশেখর, কাব্যালংকার—(১৮৭০—১৯৪০)। সাহিত্যিক। পিতা মহেন্দ্রনাথ। জন্মস্থান হুগলির সরিষা গ্রাম। 'মধুস্মৃতি'-নামক মাইকেলের জীবনচরিত, 'বারাণসী'-নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং 'প্রেমপ্রকৃতি' ও 'শ্মশানসন্ধ্যা'-নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

নগ্নজিৎ—কোশলের রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের পত্নী নাগ্নজিতীর (সত্যা) পিতা। তাঁহার রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ মারিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে বিবাহ করেন (ভাগ)।

নচিকেতা—'নাচিকেতা' দ্রঃ।

নজরুল ইস্‌লাম, কাজী—(২৪.শে মে, ১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৯১৬ এ তিনি সৈনিক হন। সৈনিকরূপে তাঁহাকে নওশেরা, করাচী, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। তিনি ক্রমে হাবিলদার হন। পরে ১৯২১-এ তিনি কার্যত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়াই তিনি সাহিত্য-রচনা শুরু করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পড়িয়া অকালে বন্ধ হইয়া যায়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহ-জনক রচনা প্রকাশের জন্য তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুজঃফর আহ্‌মদের সহায়তায় তিনি বাংলায় সর্বপ্রথম কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন করেন এবং উহার প্রথম সভাপতি হন। তাঁহার রচনাঃ—ছোটগল্প—'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন'; উপন্যাস—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যু ক্ষুধা'; নাটক—'আলেয়া', 'ঝিলিমিলি'; কবিতাগ্রন্থ—'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট'; গীতিগ্রন্থ—'বুলবুল' প্রভৃতি। একখানি পুস্তক রচনার জন্য তাঁহাকে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। প্রথম যৌবনে তিনি 'বিদ্রোহী' নামে কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত হন এবং সেই কারণেই তাঁহাকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হইত। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি মস্তিষ্ক রোগে ভুগিতেছেন। সাহিত্যিক প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ ভারত সরকার তাঁহার এই দুরবস্থায় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ভারত সরকার কর্তৃক তিনি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

নবীলাল বসু—(জন্ম ১৮৮৭) বিখ্যাত অসি-খেলোয়াড়। ২৪ পরগনা জেলার বেণীপুর গ্রামে জন্ম। আব্বাস-নামক এক মুসলমানের কাছে তিনি লাঠিখেলা শেখেন। সরলা দেবী চৌধুরাণীর গৃহে বীরাষ্টমী উৎসবে লাঠিচালনায় অভিজ্ঞতায় অসিচালনা প্রদর্শন করিয়া তিনি পদক লাভ করেন। কলিকাতা মল্লিক লেনে তিনি 'আর্যকুমার সমিতি'-নামক এক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া লাঠি ও অসিচালনা শিক্ষা দেন। শিবনারায়ণ পরমহংস-নামক এক রাজপুত্রের নিকট তিনি অসিচালনার অনেক অভিনব কৌশল শিক্ষা করেন।

নন্দ—১। ব্রজগোপগণের অধিপতি ও শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা। তিনি বসুদেবের মিত্র ছিলেন। সেই জন্য বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সন্তান বলিয়া জানিতেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহারা অত্যন্ত কাতর হন। শেষ জীবন তিনি ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন (ভাগ)। ২। মগধের নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পূর্ণ নাম মহাপদ্ম নন্দ। শিশুনাগবংশীয় মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রা দাসীর গর্ভে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম। তাঁহার আটটি পুত্র ছিল। ৩। বসুদেবের পুত্র। মাতা মদিরা।

নন্দকিশোর দাস, লীলাকীর্তি সুধাকর—(জন্ম ১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। মুর্শিদাবাদ জেলার দুপুখুরিয়াবাজার-নামক গ্রামে জন্ম। পিতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস একজন শ্রীখোলবিশারদ। মাতা রজরানী দেবীর আগ্রহে তিনি প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট কীর্তন গান ও 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি পাঠের জন্য শক্তিপুর কীর্তন চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করেন এবং ষোল বৎসর কীর্তন ও ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। মধুর কণ্ঠ, সাবলীল বাগ্‌ভঙ্গী ও বিচিত্র পরিবেষণ-পদ্ধতির জন্য তিনি সারা বাঙ্গালায় এবং ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন।

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু—(১৮৩৫—১৮৬২)। বিখ্যাত পণ্ডিত। নৈহাটীর ভট্টাচার্য-বংশে জন্ম। পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি মাত্র এগার বৎসর বয়সে ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তিনি 'ন্যায়চুঞ্চু' উপাধি পান। ১৯২০ বৎসর বয়সে তিনি নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতবর্গকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে 'তর্করত্ন' উপাধি দেওয়া হয়।

নন্দকুমার রায়, মহারাজ—(১৭০৪—১৭৭৫)। নিবাস বীরভূম জেলার ভদ্রপুর। পিতা পদ্মনাভ রায়। তিনি প্রথমে আলিবর্দী খাঁর অধীনে আমিনী করিতেন।

পরে সিরাজউদ্দৌলার অধীনে চাকরি দেওয়ান হন। সিরাজের পতনের পর তিনি ক্লাইভের মুনশীপদে নিযুক্ত হন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করেন। ক্লাইভের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'The Black Colonel' বলিত। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ঘটে। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। পরে হেস্টিংস মোহনপ্রসাদকে দিয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তখনকার আইনমত নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। সুপ্রিম কোর্ট তাঁহার বিচার হইয়াছিল। সার ইলাইজা ইম্পে ছিলেন প্রধান বিচারপতি।

নন্দলাল বসু—(১৮৮৩—১৯৬৬)। বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। আদি নিবাস—হাওড়া, বাণীপুর গ্রাম। পিতা পূর্ণচন্দ্র। ১৯০৫-এ তিনি অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র হন। ১৯১৯-এ শান্তিনিকেতনে ও ১৯২৪-এ বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বহুস্থান ঘুরিয়াছেন। তাঁহার চিত্রখ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি একজন উচ্চাঙ্গের শিল্পী। ভারতের চিত্রকলার ভিত্তিচিত্র অঙ্কন-প্রথা তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার অসাধারণ শিল্পরচনার জন্য তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী হইতে ডি. লিট্. উপাধি লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁহাকে ১৯৫৫ সালে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারাও সম্মানিত করেন। ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নন্দিনী—বশিষ্ঠের কামধেনু। মাতা সুরভি। অপর নাম শবলা। রাজা দিলীপ সস্ত্রীক তাঁহার সেবা করিয়া পুত্রলাভ করেন। পত্নীর প্ররোচনায় দ্যু-নামক বসু অন্য বসুগণের সাহায্যে তাঁহাকে হরণ করিয়া বশিষ্ঠের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়। একদা রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে আসিলে বশিষ্ঠ তাঁহাকে নন্দিনীর সাহায্যে সৎকার করেন। ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র নন্দিনীকে প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বল প্রকাশ করেন। তখন নন্দিনীর দেহ-নিঃসৃত সৈন্যগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে পরাস্ত করে (ভারত)।

নন্দিবর্ধন—১। মগধরাজ উদয়াশ্বের পুত্র। ২। জনকবংশীয় উদাবসুর পুত্র। পুত্রের নাম সুকেতু (বিষ্ণু)।

নন্দী—শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল। শালঙ্কায়ন মুনির দক্ষিণ অঙ্গ হইতে তিনি উৎপন্ন হন। দধীচি মুনি তাঁহার গুরু। দক্ষযজ্ঞকালে শিবনিন্দা করিয়া তাঁহারই অভিশাপে ছাগবদন হন। শুক্র বরে তিনি শিবের পার্শ্বচররূপে গৃহীত হন (স্কন্দ কূর্ম)।

নফরচন্দ্র কুণ্ডু—(? – ১৯০৭)। আত্মত্যাগী। কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুর-নিবাসী সামান্য ব্যক্তি। ১৯০৭-এ অফিসে যাইবার সময় পথিমধ্যে নর্দমার পতিত দুইজন কুলির প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরোধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নামে ঐ স্থানে 'নফর কুণ্ডু লেন' নামে একটি রাস্তা ও একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়।

নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর—(১৭৩২—১৭৯৮)। কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা রামচরণ। তিনি অল্প বয়সেই ওয়ারেন হেস্টিংসকে ফারসী ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। লর্ড ক্লাইভ তাঁহার ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কোম্পানির মুনশী করেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য করার জন্য তাঁহার নাম খ্যাত। লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে তিনি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রাজা বাহাদুর ও মনসব দশ হাজারী উপাধি ও ৩০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার লাভ করেন এবং পরে ছয় হাজারী উপাধি ও আরও ১০০০ সৈন্য বেশী রাখিবার অধিকার লাভ করেন। লর্ড ক্লাইভ তাঁহাকে সুতানুটীর জমিদারি প্রদান করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময় তিনি বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক ও তাঁহার স্টেটের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং বাণেশ্বর বিদ্যালংকার প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সভাসদ ছিলেন।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—(২৯শে এপ্রিল, ১৮৫৯—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। কবি। জন্ম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্তী নারিট গ্রামে। পিতা রাজনারায়ণ তর্কবাচস্পতি। তাঁহার প্রথম কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রশংসা করেন। ইহার পর 'প্রচার'-নামক পত্রিকায় তাঁহার 'গোকুল মধু ফুরায়ে গেল' কবিতাটি বাহির হয়। 'ছেলেখেলা', 'টুকটুকে রামায়ণ', 'ছবির ছড়া', 'পুষ্পাঞ্জলি' তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

নবগোপাল মিত্র—হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা। জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টায় তিনি এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শরীরচর্চা, শিল্পোন্নতি ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা হইত। 'National Paper' নামে একখানি পত্রিকা তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালনা করিতেন।

নবদুর্গা—কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী—এই নয় জন নবদুর্গা। দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময় তাঁহারা বীরভদ্রের সঙ্গে যান (স্কন্দ)।

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী—(?– ১৯১২)। বিখ্যাত কীর্তনীয়া। পিতৃদত্ত নাম পূর্ণচন্দ্র ব্রজবাসী। জন্ম বৃন্দাবনধামে। পিতা প্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। ৭ বৎসর বয়সে তিনি পিতার নিকট খোল-বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে পণ্ডিত বাবাজীর নিকট তিনি 'গরাণহাটী' ও 'মনোহরসাই' কীর্তন অভ্যাস করেন। প্রেমানন্দ গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাগুরু। ১৩২০ বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলে তাঁহার গীতবাদ্যে মুগ্ধ হইয়া রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শিক্ষিত সমাজে কীর্তনের প্রবর্তন করেন।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮২৪—১৮৯৬)। সাহিত্যিক। নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া গ্রামে জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের সহিত পরিচিত হওয়ায় তিনি সাহিত্য-সেবায় মনোযোগী হন। তিনি ছয় বৎসরকাল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তিনি 'প্রাকৃত-তত্ত্ববিবেক' ও 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে দুইখানি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সংস্রবে থাকিয়া দুর্ভিক্ষের সময় এবং নীলকরের অত্যাচারের সময় দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'এডুকেশন গেজেট' নামক পত্রিকা দুইখানির সম্পাদকতা করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্র দাস, কবি-গুণাকর—(২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩—২১শে ডিসেম্বর ১৯১৪)। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার আলমপুর গ্রাম। পিতা মাধব দাস। বিশ্ববিশ্রুত শরৎচন্দ্র দাসের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরে রংপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য ১৯০৬-এ নবদ্বীপ হইতে 'কবি-গুণাকর' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি 'আকাশকুসুম'-নামক কাব্যগ্রন্থ ও 'রঘুবংশম্', 'কিরাতার্জুন', 'শিশুপাল-বধ' প্রভৃতি গ্রন্থের বাংলা পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

পঠদশায় 'বিভাকর' ও 'প্রভাত' নামে দু'খানি পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(৫ই জুলাই, ১৮৬৩—২৮শে আগস্ট, ১৯২২)। কবি। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার বুড়া গ্রাম। পিতা ঠাকুরদাস। তিনি 'ভুবনমোহিনী দেবী' এই নামে লিখিতেন। 'সাধারণী' পত্রিকায় তাঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'আর্যসংগীত' ও 'সিন্ধুদূত' উল্লেখযোগ্য।

নবীনচন্দ্র সেন—(১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৭—২৩শে জানুয়ারি, ১৯০৯)। বাঙালার স্বনামধন্য কবি। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রাম। পিতার নাম গোপীমোহন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতাপুস্তকের নাম 'অবকাশরঞ্জিনী'। ১৮৭৬-এ তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস', 'অমিতাভ', 'রঙ্গমতী' প্রভৃতি কাব্য এবং 'আমার জীবন', 'প্রবাসের পত্র', 'গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ'।

নভগ—বৈবস্বত মনুর পুত্র। বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থান করাতে ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সংসারত্যাগী মনে করিয়া পৈতৃক ধন আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। অতঃপর গৃহে আগমন করিয়া তিনি পিতৃনির্দেশক্রমে অঙ্গিরা ঋষির যজ্ঞে বিশ্বদেবের স্তুতি পাঠ করিয়া রুদ্রপ্রাপ্য যজ্ঞাংশ লাভ করেন। অতঃপর রুদ্রদেব নিজের অংশ চাহিলে তিনি তাঁহার প্রসাদ মাত্র প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রদেব প্রীত হইয়া আপনার সমস্ত যজ্ঞাংশ তাঁহাকে প্রদান করেন (ভাগ)।

নভস্বতী পৃথুবংশীয় অন্তর্ধানের পত্নী (ভাগ)।

নমুচি—১। দানববিশেষ। পিতা কশ্যপ, মাতা দনু। ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করেন (ভারত)। ২। বিপ্রচিত্তি-নামক দানবের পুত্র। মাতা হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী সিংহিকা। সমুদ্রমন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধ হইলে তিনি ইন্দ্র-হস্তে নিহত হন।

নয়চন্দ্র সুরি—বিশিষ্ট জৈন পণ্ডিত। তিনি 'হম্মীর'-নামক মহাকাব্য রচনা করেন।

নয়নানন্দ দাস—বৈষ্ণব কবি। পিতা বাণীনাথ মিশ্র। আদি নাম ধ্রুবানন্দ। নিবাস ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার রচিত ২৫টি পদ আছে।

নয়পাল—(রাজত্বকাল ১০৪০—১০৫৫) পালবংশীয় রাজা। তিনি বাংলার পাল রাজাদের মধ্যে দশম। পিতা ১ম মহীপাল। তাঁহার রাজ্য মগধ ও উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত ছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নয়পালের অনুরোধে বিক্রমশিলার মহাচার্যের পদ গ্রহণ করেন।

নর—১। ধর্মের পত্নী মূর্তি হইতে বিষ্ণুর অবতার নর ও নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন (ভাগ)। ২। নররূপী দেব হইতে জলের উদ্ভব হয়। এইজন্য জলকে নারায়ণ বলে।

নরক—১। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা। পত্নী বিদর্ভরাজনন্দিনী মায়া। তাঁহার গর্ভে ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবত্ত ও সুমালী নামে নরকের চারি পুত্র জন্মে। তিনি বাণ ও কংসের সহিত মিলিত হইয়া ষোড়শ সহস্র দিব্যাঙ্গনাকে হরণ করেন এবং দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ঐ ষোড়শ সহস্র দেবকন্যার পাণিগ্রহণ করেন (ভাগ)। ২। ভয়ের পুত্র। মাতা মৃত্যু এবং পত্নী যমসহোদরা যাতনা। ৩। অনুহ্রদের পুত্র। মাতার নাম নিকৃতি (বায়ু)।

নরনারায়ণ—১। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। ধর্মের স্ত্রী মূর্তি হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন (ভাগ)। শরভরূপধারী মহাদেবের দন্তাঘাতে বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া নর ও নারায়ণ নামে ঋষিদ্বয়ের উৎপত্তি হয় (কালিকা)। ২। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকেও নারায়ণ বলা হয়।

নরনারায়ণ সিংহ—(রাজত্বকাল ১৫২৫—১৫৮৪)। কামরূপের রাজা। অত্যধিক মল্লশালী বলিয়া তাঁহার অন্য নাম ছিল মল্লনারায়ণ। তিনি কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত কামাখ্যাদেবীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

নরসিংহ—বিষ্ণুর (চতুর্দশ?) অবতার। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে হিরণ্যকশিপু-নামক বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্য দেবগণের অবধ্য ছিলেন। তিনি নিজ বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে কোন প্রকারে বিনাশ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভে বিষ্ণু আছেন কি না। প্রহ্লাদ, ঐ স্তম্ভে বিষ্ণু আছেন, বলাতে হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে পদাঘাত করিবামাত্র অর্ধ-নর ও অর্ধ-সিংহের মূর্তিধারী বিষ্ণু তাহা হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রাণবধ করেন (ভাগ)। মতান্তরে তিনি চতুর্থ অবতার।

নরসিংহ দেব—আলাউদ্দীন খিলজির সময়ের উৎকলদেশীয় নৃপতি। তিনি গৌড় নগর অবরোধ করিয়া সেখানকার মুসলমানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করেন। এই নামে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায়।

নরসিংহ বসু—(১৮শ শতক)। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কবি। নিবাস বর্ধমান জেলার রাধাবি। পিতা ঘনশ্যাম। বীরভূমের রাজনগরের রাজা আসদুল্লা-র উকিল ছিলেন। নরসিংহ ১৭৩৭-এ 'ধর্মমঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন।

নরসিংহ বালাদিত্য গুপ্ত—(? ৬ষ্ঠ শতক)। গুপ্তবংশীয় রাজা। তিনি ৫২৮-এ হুন সর্দার মিহিরগুলকে পরাজিত করেন।

নরসিংহ শালুব—(১৫শ শতক)। বিজয়নগরের শালুববংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চন্দ্রগিরির শাসনকর্তা ছিলেন। ১৪৮৭-এ সংগমবংশ ধ্বংস করিয়া তিনি বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে বিজয়নগর বাহমনী সুলতানের ও উড়িষ্যারাজ পুরুষোত্তম গজপতির আক্রমণে বিপন্ন হয়।

নরহরি চক্রবর্তী—(১৮শ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্তী। 'ভক্তিরত্নাকর', 'গীতচন্দ্রোদয়', 'ছন্দঃসমুদ্র', 'প্রক্রিয়াপদ্ধতি', 'নবোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গবিষয়ক বহু পদাবলী তিনি রচনা করিয়াছেন। তিনি বিনয়প্রকাশের নিমিত্ত নিজেকে 'নরহরি দাস' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

নরহরি সরকার, ঠাকুর—(১৪৭১—১৫৪০)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। পিতার নাম নারায়ণ। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রাম। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর ছিলেন এবং সখীভাবে তাঁহার ভজনা করিতেন। 'ভক্ত-অমৃতাষ্টক' ও 'ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল'-নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রণীত। শ্রীখণ্ডের গৌরনিতাই বিগ্রহ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। 'চৈতন্যমঙ্গল'-প্রণেতা লোচনদাস তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

নরিস ফ্র্যাঙ্ক—(১৮৭০—১৯০২)। মার্কিন ঔপন্যাসিক। মার্কিন প্রকৃতিবাদীদের মধ্যে একজন অগ্রণী লেখক।

নরীম্যান, কে. এফ.—(১৮৮৫—১৯৩৯)। বোম্বাই এর এক পারসিক পরিবারের সন্তান। দীর্ঘকাল তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় তাঁহার আইন ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি একবার যুব-সম্মেলনের সভাপতি ও একবার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩৫-এ বোম্বাই-এর মেয়র নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজা বাহাদুর, স্যার—(১৮২২—১৯০৩)। কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র এবং মহারাজ রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার

ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং বহুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে গভর্নমেণ্টের মনোনীত সদস্য ছিলেন। তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে অনেকদিন পর্যন্ত অতিরিক্ত সভ্য হন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত—'বিবেকানন্দ' দ্রঃ।

নরেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর—(১৮৪৬—১৯১১)। বিখ্যাত সাংবাদিক। তিনি কলিকাতা কলুটোলার হরিমোহন সেনের পুত্র। তিনি দৈনিক পত্রে পরিণত 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র সম্পাদক হন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনি সভ্য হন। তাঁহার পরিচালনায় 'সুলভ সমাচার'-নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। তিনি কিছুদিন 'গীতাসভা'র সভাপতি ছিলেন এবং 'বেঙ্গল থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি'র নেতা ছিলেন।

নরেন্দ্রাদিত্য—কাশ্মীররাজ গোকর্ণের পুত্র। তিনি বহু দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরে এই নামের আরও রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—(১৮৮২—১৯৬৪)। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল এবং বঙ্গভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। রিপন ও সিটি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। ঢাকা আইন কলেজেও তিনি অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যক্ষ হন। আইন সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান্ পুস্তক আছে। তিনি আইনে 'ডক্টরেট্' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত 'অগ্নিসংস্কার', 'শাস্তি', 'সবহারা', 'পাপের ছাপ', 'বিপর্যয়' ও 'রাজগী' প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নরোত্তম দাস—(? ১৫৪০—১৬০৭?)। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা। বৈষ্ণবসাহিত্যে নরোত্তম দাস, নরোত্তম দাস ঠাকুর বা দাস-ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রাম। পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ এবং মাতার নাম নারায়ণী। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। জীব গোস্বামী তাঁহাকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য স্বপ্রণীত গ্রন্থসমূহ নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু পথিমধ্যে গ্রন্থসমূহ দস্যুকর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। অতঃপর নরোত্তম খেতুরীতে গমন করেন এবং কিছু-কাল গৃহে অবস্থানের পর নবদ্বীপে গিয়া চৈতন্যদেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দর্শন লাভ করেন। অতঃপর তিনি নীলাচল এবং তথা হইতে শ্রীখণ্ড এবং শ্রীখণ্ড হইতে কাটোয়ায় গমন করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি খেতুরীতে ফিরিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহ স্থাপন করেন। নরোত্তম 'হাটপত্তন', 'প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা', 'প্রার্থনা', 'স্মরণমঙ্গল', 'কুঞ্জবর্ণন' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি 'গরাণহাটী' কীর্তনের প্রবর্তক।

নল—১। নিষধদেশের রাজা। পিতা বীরসেন। বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তী তাঁহাকে বিবাহ করেন ['দময়ন্তী' দ্রঃ]। নিজের ভাই পুষ্কর কর্তৃক তিনি পাশাখেলায় হারিয়া যান। ফলে স্বামী-স্ত্রী বনবাসী হন। বনে নল নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। অনলে পতিত কর্কোটক নাগকে তিনি উদ্ধার করিয়াছিলেন। কর্কোটক নলকে দংশন করিলে নল বিবর্ণ হইয়া যান এবং বাহুক নাম ধরিয়া রাজা ঋতুপর্ণের সারথি হন। দময়ন্তী এ সময়ে পিতৃগৃহে পৌঁছাইয়া নলের খোঁজ পান। অপ্রকাশ্যে নলের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার এই দুর্দশা হয় ['কলি' দ্রঃ]। দময়ন্তী আবার স্বয়ংবরা হইবেন বলিয়া জনরব উঠিলে রাজা ঋতুপর্ণ নলকে সারথিরূপে লইয়া আসেন। এ সময় কর্কোটকের দংশনের জন্য নলের যে বিবর্ণতা ছিল, তাহা দূর হয়। ফলে দময়ন্তী নলকে চিনিতে পারিলেন। অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের কাছে নল পাশাখেলায় দক্ষ হইয়া আসেন। তিনি ভ্রাতা পুষ্করকে খেলায় হারাইয়া আবার রাজ্য ফিরিয়া পান (ভারত)। ২। বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামে বানর। ব্রহ্মা যখন মানস সরোবরের তীরে সন্ধ্যা করিতেন, তখন চপলস্বভাব নল প্রত্যহ তাঁহার কোষা জলে নিক্ষেপ করাতে নূতন নূতন কোষা সৃষ্টি করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মা বলেন যে, নলের স্পর্শে শিলা প্রভৃতি জলে ভাসিয়া থাকিবে। এই নল পরে রামচন্দ্রের লঙ্কা গমনের জন্য সমুদ্র বন্ধন করে (রাম)।

নলকুবর—কুবেরপুত্র। অপ্সরা রম্ভা তাঁহাকে ভালবাসে। একদা নলকুবর এবং তাঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব নগ্ন ও সুরাপানোন্মত্ত হইয়া নারীগণের সহিত জলকেলি করিবার সময় দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া তাঁহার সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। সেই অপরাধে নারদের শাপে উভয় ভ্রাতা বৃন্দাবনে দুই অর্জুন-বৃক্ষরূপে পরিণত হন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শে শাপমুক্ত হন (ভাগ)। কবিবর ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তাঁহার সম্বন্ধে এক নূতন আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন—পদ্মিনী ও চন্দ্রা নামে দুই পত্নীর সহিত সুরাপানে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণবেশী অন্নদার মর্যাদা না করাতে তাঁহার শাপে তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ দুইজন পত্নী পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী।

নলিনীরঞ্জন সরকার—(১৮৮৮—২৫এ জানুয়ারি, ১৯৫৩)। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনীতিক। জন্ম ময়মনসিংহ-সাজুড়া। হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ বীমা কোম্পানিতে সাধারণ কেরানী হইয়া প্রবেশ করেন, পরে উহার সভাপতি হন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১৯৩৪-৩৫-এ কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন। স্বরাজ্য পার্টির সম্পাদক ও প্রধান হুইপ ছিলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্য ছিলেন; ১৯৪২-এ পদত্যাগ করেন। ১৯৪৫-এ ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গমন করেন। প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত পশ্চিম-বঙ্গের অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

নশরৎ শাহ—(শাসনকাল ১৫১৯—১৫৩১)। বাঙ্গালার রাজা হোসেন শাহের পুত্র। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। পিতা আয়ু, মাতা স্বর্ভানবী। পত্নী বিরজার গর্ভে যযাতি প্রভৃতি তাঁহার ছয় পুত্র জন্মে। নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীকে কামনা করিলে বৃহস্পতির উপদেশে শচী তাঁহাকে ঋষিবাহিত যানে তাঁহার নিকট যাইতে বলেন। নহুষ সপ্তর্ষি বাহিত শিবিকায় যাইবার কালে অগস্ত্যমুনির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার শাপে সর্পরূপ প্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতবনে বাস করেন। তাঁহার অনুনয়ে অগস্ত্য বলিলেন 'যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে, তাহার দ্বারাই তোমার মুক্তি হইবে।' অতঃপর একদা ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে যুধিষ্ঠির সর্পরূপী নহুষের উত্তর দেন। ফলে নহুষের শাপমুক্তি ঘটে।

নাইওবি (Niobe)—ট্যাণ্টালাসের কন্যা ও থিবসের রাজা অ্যাম্ফিয়নের পত্নী। সাতটি পুত্র ও সাতটি কন্যার জননী হইয়া তিনি অ্যাপলো ও ডায়েনার জননী ল্যাটোনাকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়া অ্যাপলো ও ডায়েনা তাঁহার সন্তানগণকে বিনাশ করেন এবং জুপিটার তাঁহাকে প্রস্তরে পরিণত করেন (বৈদে পু)।

নাইটিঙ্গেল, ফ্লোরেন্স (Nightingale, Florence)—(১৮২০—১৯১০)। বিখ্যাত মহিলা মানবহিতৈষী। ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে জন্ম হওয়াতে তাঁহার

নাম হয় ফ্লোরেন্স। জনকজননী ইংরেজ। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য তিনি এক সেবা-সংঘ গঠন করিয়া সৈনিক-শিবিরে গমন করেন। তাঁহার মহান্ আদর্শে পৃথিবীর সমস্ত দেশে সেবা-সংঘ গঠিত হইয়াছে ও তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরস্কারস্বরূপে লব্ধ ৫০,০০০ পাউণ্ড দ্বারা তিনি নারীগণের সেবা-শিক্ষার জন্য 'নাইটিঙ্গেল হোম' নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

নাইডু, সি. কে., মেজর (Nayudu, Cottari Kankaiyu, Major)—(জন্ম ১৮৯৫)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। নাগপুরে জন্ম। পৃথিবী-বিখ্যাত 'ব্যাটস্‌ম্যান'দের তিনি অন্যতম। তিনি 'মোদী ক্রিকেট ক্লাবের' অধিনায়কত্ব করেন। ১৯১৬ হইতে তিনি বোম্বে কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্নামেন্টে' (Bombay Quadrangular Tournament) বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। তিনি ভিজিয়ানাগ্রামের টীমের সহিত অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষীয় ক্রিকেট টীমের নেতা হইয়া তিনি ইংলণ্ডে যান। তিনি সকল প্রকার ক্রীড়াতেই অভিজ্ঞ।

নাগর ঈশান—'ঈশান নাগর' দ্রঃ।

নাগার্জুন—(২য় শতক)। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য। তিনি মহাযান মত ও বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রবর্তক। তাঁহাকে সিদ্ধ নাগার্জুন বলা হয়। রাজা শালিবাহন বরাহমূল পর্বতে তাঁহার আশ্রম নির্মাণ করিয়া দেন।

নাগেশ ভট্ট—(১৭শ—১৮শ শতক)। সুবিখ্যাত বৈয়াকরণ পণ্ডিত। পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্য বিবরণাদিযুক্ত 'পরিভাষেন্দুশেখর' ও 'লঘুশব্দেন্দুশেখর'-নামক গ্রন্থদ্বয় লেখেন।

নাচিকেতা, নচিকেতা ১। উদ্দালক ঋষির পুত্র। উদ্দালক একদা নদীতীরে ফলপুষ্পাদি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। পুত্রকে তিনি উহা আনিতে বলেন কিন্তু সে পায় নাই। খালি হাতে তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার যম দর্শন হউক।" সঙ্গে সঙ্গে নাচিকেতা বিগতপ্রাণ হইলেন। তাঁহার শব কুশাসনে পড়িয়া রহিল। এক দিন ও এক রাত্রি পরে উহাতে প্রাণসঞ্চার হয়। পিতার অভিশাপে যমদর্শন হইলে যমের আদেশে তিনি ফিরিয়া আসেন। নাচিকেতা যমালয়ে পুণ্যলোক দেখিয়া ফিরেন (ভারত)। ২। গৌতম-বংশীয় বাজশ্রবার পুত্র। বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদিগকে ধনরত্ন দিবার সময় বালক নাচিকেতা পিতার নিকট তিনবার প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাকে দান করা হউক। বিরক্ত হইয়া পিতা বলিলেন, "তোমাকে যমের হাতে অর্পণ করিলাম।" তিনি যমসদনে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্রি অনাহারে কাটাইবার পর যমের দর্শন পাইলেন। যম তাঁহাকে তিনটি বর দিতে চান। নাচিকেতা প্রথম বরে প্রার্থনা করেন যে তাঁহার পিতা যেন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। দ্বিতীয় বরে নাচিকেতা স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ অগ্নির স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয় বরে তিনি পরলোকতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। যম তখন নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে চান। কিন্তু নাচিকেতা শেষ পর্যন্ত পরলোকতত্ত্ব জানিয়া তবে ফিরিলেন (কঠ)।

নাজিমুদ্দিন, খাজা—(জন্ম ১৮৯৪)। পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা-সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আলিগড় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি হন। ১৯৪৭-এ পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ও ১৯৫১ এ পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন। প্রধান মন্ত্রী হইবার সময়ে তিনি পাকিস্তানের গবর্নর-জেনারেল পদে বৃত হন। ১০ বৎসর তিনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। পরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হন।

নাদির শাহ্‌—(১৬৬৮—১৭৪৭)। অত্যাচারী লুণ্ঠক পারস্য সেনাপতি। প্রথম জীবনে তিনি পশুপালক ছিলেন। পারস্যের রাজা তমাস্প আফগানদের দ্বারা বিতাড়িত হইলে তিনি তমাস্পকে সিংহাসনে স্থাপন করেন কিন্তু কিছুদিন পরে তমাস্পকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং 'শাহ্' উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭৩৮)। ক্রমে তিনি কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। ১৭৩৮ এ তিনি ভারত আক্রমণ করেন এবং কর্নাল-নামক স্থানে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্‌কে পরাভূত করিয়া তাঁহার সহিত দিল্লীতে প্রবেশ করেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিবার আদেশ দেন। বহু সহস্র লোককে হত্যা করা হয়। ৩০ কোটির অধিক স্বর্ণমুদ্রা ও ময়ূরসিংহাসন প্রভৃতি গ্রহণপূর্বক সিন্ধুর পশ্চিমে অবস্থিত সমগ্র মোগল রাজ্যের অধিকার পাইয়া নাদির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৭৩৯)। উৎপীড়িত দেশবাসিগণ কর্তৃক তিনি নিহত হন।

নানক—(১৪৬৯—১৫৩৮)। গুরু নানক নামে প্রসিদ্ধ। শিখধর্মের প্রবর্তক। জন্মস্থান লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী (আধুনিক নানকানা) গ্রাম। পিতার নাম কালু, মাতার নাম তৃপ্তা। বাল্যকালে তিনি গোপালনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত এবং কুতবুদ্দিন মোল্লার নিকট ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথম হইতেই নানকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। ২০ বৎসর বয়সে তিনি ভগিনীপতির নিকট গমন করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় কিছুকাল পরে চৌনী নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। অতঃপর তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করেন। কথিত আছে, তিনি মক্কা পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বদেশে ফিরিয়া তিনি আপনার ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। সদ্গুরুর উপদেশ অবলম্বনই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের মূলনীতি। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মই শিখধর্ম।

নানসেন (Nansen, Fridtjof)—(১৮৬১—১৯৩০)। নরওয়ে দেশের প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। দুই তিন বার গ্রীনল্যাণ্ডে অভিযানের পর ১৮৯৩-এ উত্তর-মেরু অভিমুখে যাত্রা করেন। তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'Farthest North'-নামক গ্রন্থে তাঁহার আবিষ্কার-কাহিনী প্রকাশ করেন। ১৯২১-এ রুশিয়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯২২-এ 'শান্তি' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নানা ফড়নবিশ—(১৭৪১—১৮০০)। রাজনীতিবিশারদ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দন। তাঁহাকে সংক্ষেপে 'নানা' বলিয়া ডাকিত। পেশোয়ার অধীনে তিনি ফর্দনবিশের কাজ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম নানা ফড়নবিশ হয়। ৫ম পেশোয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া তাঁহার খুড়া রঘুনাথ পেশোয়া হন। কিন্তু নানা নারায়ণ রাও-এর পুত্র মাধব রাওকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। রঘুনাথ ইংরেজের সাহায্য লইলে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ বাধে (১৭৭২-৮২)। এই সময় নানা রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজের সহযোগিতা করিয়া নানা মহীশূর রাজ্যের কিছুটা লাভ করেন। ১৭৯৬-এ পেশোয়ার মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র ২য় বাজী রাও-এর কালে তাঁহার প্রতিপত্তি কমিয়া যায়। তাঁহার জীবদ্দশায় পেশোয়া ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) মানিয়া লন নাই।

নানাসাহেব—সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান

নেতা। প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। তিনি ২য় পেশোয়া বাজী রাও-এর দত্তক পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নানাসাহেব ইংরেজদের 'Doctrine of Lapse' নীতি অনুসারে পৈতৃক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হন। এই কারণে তিনি বিদ্রোহী সিপাহীগণের সহিত মিলিত হন এবং পেশোয়া উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যার বেগম ও বেরেলীর নবাবের সঙ্গে যোগদান করেন। বিদ্রোহের শান্তি হইলে তিনি নেপালে পলায়ন করেন কিন্তু তথায় আশ্রয় না পাইয়া ইংরেজের ভয়ে অরণ্যবাসী হন। তাঁহার মৃত্যুকাল অজ্ঞাত।

নাভাগ—১। মহারাজ দিষ্টের পুত্র। বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হয় এবং তিনি ঔর্ব মুনির বরে পুনরায় ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করেন (মার্ক)। ২। সূর্যবংশীয় যযাতি রাজার পুত্র। তাঁহার পুত্রের নাম অজ (রাম)। ৩। বিষ্ণুপুরাণমতে ভগীরথের পুত্র ও মৎস্যপুরাণমতে ভগীরথের পৌত্র।

নাভাজী—(১৬শ শতক)। হিন্দী লেখক। দাক্ষিণাত্যের কোন ডোমের ঘরে জন্ম। দুর্ভিক্ষের সময় মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক বৈষ্ণব কর্তৃক তিনি প্রতিপালিত হন এবং অগর দাসের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়া ১০৮ শ্লোকে ব্রজভাষায় 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নামদেব 'ভক্তমাল' গ্রন্থে উক্ত প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। তিনি বামদেবজীর দৌহিত্র। মাতামহ একদা গ্রামান্তরে গমনকালে কৃষ্ণবিগ্রহকে দুগ্ধ নিবেদন করিতে বলিয়া যান। তিনি আকুলভাবে ঠাকুরকে দুগ্ধপান করিতে বলেন এবং শেষে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া দুগ্ধপান করেন। বাদশাহ এই বিবরণগুলির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আপন সভায় লইয়া যান। তথায় তিনি একটি মৃত বৎসের প্রাণদান করেন। স্বর্ণদানার্থী কোন বণিককে তিনি কৃষ্ণনামযুক্ত তুলসীপত্রের তুল্য পরিমিত স্বর্ণ দান করিতে বলায় ঐ বণিক তাহাতে অপারগ হইয়া কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।

নারদ-ব্রহ্মার মানসপুত্র ও দেবর্ষি। পিতা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টির আদেশ অমান্য করায় পিতৃশাপে তিনি গন্ধর্ব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া উপবর্হণ নামে খ্যাত হন এবং চিত্ররথের পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। রম্ভার নৃত্য দর্শনে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য হওয়াতে ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব হইতে তিনি মানবজন্ম প্রাপ্ত হন। দ্রুমিল-নামক গোপের পত্নী কলাবতীর গর্ভে কাশ্যপ-নারদের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। মাতার আদেশে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্যা করিয়া তাঁহার হরিভক্তি হয় এবং তিনি ব্রাহ্মণগণ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিয়া শাপমুক্ত হন (ব্রহ্মবৈ)। শ্রীমদ্ভাগবত-মতে তিনি ভগবানের তৃতীয় অবতার। একদা মায়ার স্বরূপ বুঝিবার জন্য বিষ্ণু কর্তৃক তিনি নারীতে রূপান্তরিত হইয়া রাজা তালধ্বজের পত্নী এবং পঞ্চাশটি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। তুম্বুরু গন্ধর্বের গান শুনিয়া ঈর্ষা হওয়াতে তিনি বহুকাল উলূকেশ্বরের নিকট সংগীত অভ্যাস করেন এবং তাহাতেও কৃতকার্য না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পত্নী জাম্ববতী, সত্যভামা ও রুক্মিণীর নিকট এবং শেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। বেদে নারদের উল্লেখ আছে। তাঁহার কৃত গ্রন্থের নাম 'নারদপঞ্চরাত্র'। নারদ যে কলহকারী ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কথিত হয়, উহা লোকাপবাদ মাত্র—উহা কোন পুরাণে নাই (ভাগ)। নারদ পিতৃলোককে নার বা পানীয় দান করেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম।

নারায়ণ—১। বিষ্ণুর একটি নাম। ২। অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র। বিষ্ণুর অবতারবিশেষ ['নর-নারায়ণ' দ্রঃ]।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যাভূষণ—?–১৯২৭)। পণ্ডিত ও ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান হুগলী জেলার গোপালগ্রাম। পিতার নাম পীতাম্বর। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি'র মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বহু উপন্যাস ও গল্প প্রণয়ন করিয়াছেন।

নারায়ণ রাও-(মৃত্যু ১৭৭৩)। ৫ম পেশোয়া। পেশোয়া মাধব রাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাধব রাও-এর পরে তিনি পেশোয়া হন এবং খুড়া রঘুনাথ রাওকে কারারুদ্ধ করেন। অতঃপর ষড়যন্ত্রকারীর সহিত মিলিত হইয়া রঘুনাথ তাঁহাকে হত্যা করেন।

নারায়ণ স্বামী—(১৭৮০–১৮২৯)। নারায়ণী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। জন্মস্থান অযোধ্যার নিকটবর্তী ছুপিয়া গ্রাম। পিতার নাম হরিপ্রসাদ। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ঘনশ্যাম। দশ বৎসর বয়সে মাতাপিতৃহীন হইয়া বারশ বৎসর বয়সে তিনি তীর্থ পর্যটনে বাহির হন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জুনাগড়ের নিকটবর্তী শ্রীলোজ গ্রামে গমন করিয়া তিনি রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হন এবং 'নারায়ণ স্বামী' নাম লাভ করেন। তিনি অসংখ্য ব্যক্তিকে দীক্ষা দেন। 'শিক্ষাপত্র' ও 'সৎসঙ্গজীবন' নামে দুইখানি ধর্মগ্রন্থের প্রণেতা। গুজরাটে অদ্যাপি তাঁহার মঠ এবং সম্প্রদায় বর্তমান।

নার্সিসাস (Narcissus)—জনৈক সুরূপ যুবা। পিতা সেফিসাস, মাতা লিরিয়োপী। তাঁহার রূপমুগ্ধা ইকো প্রত্যাখ্যাত হইলে কুপিত ভেনাসের প্রভাবে তিনি ঝরনার জলে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিশীর্ণ দেহে প্রাণত্যাগ করেন এবং নার্সিসাস নামে পুষ্পে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

নাসিরুদ্দীন-দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান। ১২৪৬ হইতে ১২৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল। তাঁহার মন্ত্রী গিয়াসুদ্দীন বলবনই রাজ্যে প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন। নাসিরুদ্দীনের সভায় মিনহাজ-ই-সিরাজ-নামক পণ্ডিত 'তবকত-ই-নাসিরি'-নামক ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কথিত আছে, তিনি রাজকোষের অর্থ গ্রহণ না করিয়া স্বহস্তলিখিত কোরান বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়াছেন।

নিউটন (Sir Isaac Newton)—(১৬৪২–১৭২৭)। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। ইংলণ্ডের অন্তর্গত উলস্‌থর্প-নামক স্থানে জন্ম। ১৬৬৮-এ তিনি কেম্ব্রিজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৬৭০-এ ট্রিনিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন। ঐ সময় তিনি স্বহস্তে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন এবং ল্যাটিন ভাষায় আলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া এফ. আর. এস্. উপাধি লাভ করেন। ১৬৮৬-এ তিনি গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় 'প্রিন্সিপিয়া'-নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৭০৩-এ তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পর রানী অ্যান তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। কথিত আছে, বৃক্ষ হইতে আপেল ফলের পতন দেখিয়া তিনি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার করেন।

নিউফিল্ড, লর্ড (Nuffield, Lord)—(১৮৭৭–১৯৬৩)। বিখ্যাত মোটরকার-নির্মাতা। পূর্ব নাম স্যার উইলিয়াম মরিস। তিনি মরিস (Morris) মোটরকার কোম্পানির সভাপতি। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া তিনি বাইসাইকেল নির্মাতারূপে জীবন আরম্ভ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

নিউবোল্ট (Newbolt, Sir Henry)—(১৮৬২–১৯৩৮)। বিশিষ্ট ইংরেজ কবি। কয়েক বৎসর তিনি কাব্যের অধ্যাপক ছিলেন। সমুদ্র-কবিতা লিখিয়া বিশেষ যশস্বী হন। তাঁহার যুদ্ধ কবিতাগুলিও প্রসিদ্ধ।

নিউমা পম্পিলিয়াস (Numa Pompilius)—রোমের দ্বিতীয় রাজা। তিনি

'রোমান ক্যাথলিক মিশনারীয়াল ল' প্রবর্তন করেন।

নিউম্যান (Newman, John Henry, Cardinal)—(১৮০১—১৮৯০)। ইংরেজ মনীষী, ধর্মযাজক ও লেখক। তিনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে তিনি ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং ধর্মযাজকের জীবন যাপন আরম্ভ করেন। তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি এবং "Lead Kindly Light", "Dream of Geron tius" প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা।

নিকষা—রাক্ষসরাজ রাবণের মাতা (রাম)।

নিকুম্ভ—১। অসুরবিশেষ। ব্রহ্মদত্ত নামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করেন (হরি)। ২। কুম্ভকর্ণের পুত্র। মাতার নাম বজ্রজ্বালা (রাম)।

নিকোলাস, ১ম (Czar Nicholas I)—(১৭৯৬—১৮৫৫)। রুশিয়ার ক্ষমতাশালী সম্রাট্। পিতা সম্রাট্ পল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের সহিত মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন, পরে ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ান।

নিকোলাস, ২য় (Czar Nicholas II)—(১৮৬৮—১৯১৮)। রুশ সম্রাট্। ১৮৯৪-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিগত ইওরোপীয় মহাসমরে তিনি ইংরেজ ও ফরাসীর সহিত মিত্রতা করেন। সম্রাজ্ঞী এলিক্স ও মন্ত্রিমণ্ডলের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার ফলে ১৯১৭-এ রুশিয়ায় যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তাহাতে তিনি রাজ্যচ্যুত হন এবং পর বৎসর সপরিবারে নিহত হন। তাঁহারই সময় ভণ্ড সন্ন্যাসী অর্ধ উন্মাদ রাসপুটিন রাজসভায় আধিপত্য বিস্তার করে।

নিকোলাস, সেণ্ট (Nicholas, St.)—(? ৪র্থ শতক)। রুশিয়ার বিখ্যাত সাধু। তিনি সাণ্টা ক্লস (Santa Claus) নামে পরিচিত।

নিখিলনাথ রায়—(১৮৬৫—১৯৩২)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার পুঁড়া গ্রাম। পিতার নাম জানকীনাথ। বি. এ. পরীক্ষার পর তিনি 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' লিখিতে আরম্ভ করেন ও বাংলা ১৩০৪ (ইংরেজী ১৮৯৭)-এ উহা প্রকাশ করেন। তিনি বহরমপুরে, কলিকাতার হাইকোর্ট ও ছোট আদালতে ওকালতি করেন। পরে কাশিমবাজার এস্টেটের নায়েব হন। তিনি ছাত্রজীবনে 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী', 'সাহিত্য', ও 'নব্যভারতে' লিখিতেন। 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'বান্ধব' ও 'পল্লীবাসী' পত্রিকাগুলি তিনি সম্পাদনা করেন। 'অগ্রহার' (কাব্য), 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী', 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', 'প্রতাপাদিত্য', 'জগৎশেঠ' (ঐতিহাসিক চিত্র), 'সমাধান' (উপন্যাস) ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

নিজাম উদ্দীন আউলিয়া—(১২৩৮—১৩২৫)। বিখ্যাত দরবেশ। প্রকৃত নাম মোহম্মদ ইব্‌নে আহম্মদ ইব্‌নে আলী বুখারী আল বদায়ুনী। জন্ম বদায়ুনে। তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দরবেশদিগের মধ্যে একজন। দিল্লীতে যে স্থানে তিনি থাকিতেন সেই স্থানকে 'নিজামুদ্দীন আউলিয়া কি বস্তী' বলে। 'কাওয়ায়েদ-উল ফুয়াদ' ও 'রাহাতুল মুহিব্বিন' তাঁহার দুইখানি বই।

নিজাম-উল-মুলক, চিন কিলিজ খাঁ—(১৬৪৪—১৭৪৮)। হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি একটি সেনাবাহিনীর নায়ক হন। ২০ বছর বয়সে তিনি 'চিন কিলিজ খাঁ' উপাধি লাভ করেন। সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্-এর শাসনকালে তিনি অযোধ্যার সুবাদার হন। ১৭১৩-এ তিনি নিজাম-উল-মুলক উপাধি ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি লাভ করেন। ১৭২৩-এ তিনি দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি আসফ খাঁ নামেও পরিচিত।

নিজামি গাঞ্জাবী—ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পারসীক কবি। তিনি ১০।১১ খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে 'সেকেন্দরনামা' প্রসিদ্ধ।

নিতাই বৈরাগী—(১৭৫১—১৮২১)। প্রসিদ্ধ ঢোলবাদক ও কবিগান রচয়িতা। প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস। জন্মস্থান ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগর। প্রথমে নীলু ঠাকুরের দলে কিছুকাল থাকিয়া পরে তিনি স্বয়ং দল গঠন করেন। তিনি সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। ভবানী বেনের সহিত তিনি কবিতা-যুদ্ধ করিতেন।

নিত্যানন্দ—১। (১৪৭৩—১৫৩২)। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রসিদ্ধ সহচর। বীরভূমের একচক্রা গ্রামে জন্ম। পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। আদি নাম কুবের। অল্পবয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বৃন্দাবনে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠান এবং এইভাবে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। 'নিতাই-গৌর' বলিলে নিত্যানন্দকে বুঝায় ['চৈতন্য' দ্রঃ]। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তিনি তাঁহার জননী শচীদেবীর নিকট পুত্ররূপে অবস্থান করেন। গোবর্ধন নামক বৈষ্ণবের অনুরোধে তিনি শালি গ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবী নামে কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন এবং বীরভদ্র ও গঙ্গা নামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। খড়দহের গোস্বামিগণ তাঁহার বংশধর। ২। 'শীতলা-মঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। ৩। 'অদ্ভুত রামায়ণ'-প্রণেতা ['অদ্ভুতাচার্য' দ্রঃ]।

নিৎসে (Nietzsche, Friedrich Wilhelm)—(১৮৪৪—১৯০০)। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। 'Thus Spake Zarathustra', 'Beyond Good and Evil' ইত্যাদি তাঁহার পুস্তক (ইংরেজী অনুবাদ)। তাঁহার পুস্তকগুলি ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। মৃত্যুর ১১ বৎসর পূর্বে তিনি উন্মাদ হইয়া যান।

নিধিরাম কবিচন্দ্র—বিখ্যাত কবি। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'গোবিন্দলাল', 'দাতাকর্ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

নিধুবাবু—(১৭৪১—১৮৩৪)। আসল নাম নিধিরাম গুপ্ত বা রামনিধি গুপ্ত। জন্মস্থান হুগলী জেলার চাঁপ্‌তা গ্রাম। কলিকাতার কুমারটুলীতে অবস্থান করিয়া তিনি কোম্পানির অধীনে চাকুরি করিতেন এবং গীত রচনা করিতেন। তিনি টপ্পা জাতীয় গান রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারই রচিত গীতসমূহ 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ।

নিনাস (Ninus)—অ্যাসিরিয়ার রাজা ও নিনেভা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। পত্নীর নাম সেমিরামিস।

নিনিয়াস (Ninyas)—অ্যাসিরিয়ার রাজা নিনাসের পুত্র।

নিবাতকবচ—হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের ঔরসজাত সাগরগর্ভবাসী তিন কোটি দৈত্য। বরপ্রভাবে দেবগণের অবধ্য হইয়া তাহারা দেবগণের উপর অত্যাচার করিত। শেষে অর্জুনের হস্তে তাহারা নিহত হয় (ভারত)।

নিবেদিতা, ভগিনী—(২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭—১৩ই অক্টোবর, ১৯১১)। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত শিষ্যা। জন্মস্থান ডাঙ্গানন, ব্রিটেন। পূর্ব নাম মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ১৮৯৬-এ স্বামী বিবেকানন্দ ইংল্যাণ্ড গমন করিলে তিনি তাঁহার শিষ্যা হন এবং উক্ত নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া বোসপাড়ায় একটি বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষা দিতেন। ভারতের ধর্ম, সমাজনীতি, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। দার্জিলিং-এ জগদীশচন্দ্র বসুর গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি 'The Master as I

Saw Him', 'The Cradle Tales of Hindusthan', 'An Indian Study of Love and Death' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নিমাই—চৈতন্যদেব (তাহা দ্রঃ)।

নিমি—সূর্যবংশের নৃপতি। পিতা ইক্ষ্বাকু। একদা তিনি যজ্ঞার্থ বশিষ্ঠকে পুরোহিত বরণ করেন। বশিষ্ঠ পূর্বেই ইন্দ্রযজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সুরলোকে গমন করেন। তাঁহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি অন্য দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন। বশিষ্ঠ আসিয়া ইহা জানিতে পারিলেন এবং আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া তাঁহাকে মরিয়া যাইতে অভিশাপ দেন। তাঁহার মৃতদেহ মন্থনে মিথিলা বা বিদেহের উৎপত্তি হয় (ভাগ)।

নিম্বার্ক—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্তক। অন্য নাম নিম্বাদিত্য। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল। জয়দেব গোস্বামী তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক আওরঙ্গজেব কর্তৃক দগ্ধ হয়।

নিয়তি—অদৃষ্টদেবী। তিনি মেরুর কন্যা ও বিধাতার পত্নী (ভাগ)।

নিরিউস (Nereus)—জলদেবতাবিশেষ। পিতা ওশিয়ানাস, মাতা টেরা এবং পত্নী ডোরিস। তাঁহার পঞ্চাশটি কন্যা জন্মে। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা এবং ঈজিয়ান সাগরবাসী (গ্রীক পুঃ)।

নিরুপমা দেবী—বিখ্যাত লেখিকা। 'দিদি' লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' তাঁহার প্রথম উপন্যাস। তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে।

নিরো (Nero, Claudius Cæsar)—(৩৭—৬৮)। রোমের এক অত্যাচারী লম্পট সম্রাট্। তিনি নিজের জননী, দুই পত্নী এবং অন্যান্য বহু লোককে হত্যা করেন। রোম নগর দগ্ধ করাতে তিনি বহু খ্রীষ্টানকে হত্যা করেন এবং নূতন করিয়া রোম নগর নির্মাণ করেন। তিনি রোম হইতে পলায়ন করিয়া অবশেষে আত্মহত্যা করেন।

নির্ঋতি—১। সমস্ত রাক্ষসের অধিপতি ও পাপকর্মের ফলদাতা (কূর্ম)। ২। অধর্মের পত্নী হিংসার নির্ঋতি নামে কন্যার জন্ম হয় (মার্ক)। ৩। রুদ্রবিশেষ। ব্রহ্মার ঔরসে সুরভির গর্ভে জন্ম। ব্রহ্মা এইরূপ একাদশ রুদ্রের জন্ম দেন। তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার কাছে যায় বলিয়া তাহাদের নাম হয় রুদ্র (হরি)।

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—(১৮৮৮—১লা মার্চ, ১৯৫৩)। দেশসেবক ও আইনব্যবসায়ী। তিনি এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া সলিসিটর হন। ১৯৫২-এ তিনি কলিকাতার মেয়র হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে যে পাঁচজন স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

নিশুম্ভ—দৈত্যরাজ শুম্ভের অনুজ। পিতা কশ্যপ, মাতা দনু। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজের পরে এই দৈত্য নিহত হয় (রাম, চণ্ডী)।

নিশ্চল দাস—সাধুবিশেষ। দিল্লীর অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে কিহড়ৌলী গ্রামে জন্ম। পিতা ভক্তজী, মাতা লছমী। তুলসীদাসের সমসাময়িক ও রামচন্দ্রের উপাসক এবং দাদূপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত। একাদশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু পর বৎসর সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'বিচার সাগর', 'বৃত্তি-প্রভাকর', 'আত্মজ্ঞানবোধ' ও 'কঠোপনিষদে'র টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নীল—১। মাহিষ্মতীপুরীর রাজা। অগ্নিদেব তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে সহদেব তাঁহার নগর আক্রমণ করিয়া অগ্নিবেষ্টিত হন, পরে স্তবে অগ্নিদেবকে তুষ্ট করিয়া নীলের নিকট কর লাভ করেন (ভারত)। ২। সুগ্রীবের কপিবাহিনীর অন্তর্গত রামচন্দ্রের সাহায্যকারী বানর। অগ্নির ঔরসে তাঁহার জন্ম হয় (রাম)।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—(১৮৬১—১৯১৩)। প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ধরণীগ্রাম। গোবিন্দ অধিকারীর দলে ঢুকিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও সংগীত শিক্ষা করেন। পরে ঐ দল ভাঙিয়া দুইটি দল হইলে তিনি একটি দলের নেতা হন। নারায়ণের মৃত্যুর পর নীলকণ্ঠই সমস্ত দলের মালিক হন। তাঁহার ভক্তিমাখা গান সর্বজনপ্রিয় ছিল।

নীলমণি বসাক—(১৮০৮—৬ই আগস্ট, ১৮৬৪)। সুপ্রসিদ্ধ গদ্যলেখক। জন্ম রামবাগান, উমেশ দত্ত লেনে। পিতা রাজচন্দ্র বসাক। প্রথমে হুগলি কোর্টে কেরানীর পদ লাভ করিয়া পরে বর্ধমানের কমিশনারের পার্সনাল অ্যাসিস্টাণ্ট হন। তাঁহার গদ্যরচনা বঙ্গসাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার রচিত 'নবনারী' বিখ্যাত পুস্তক। এ ছাড়া 'পারস্য ইতিহাস', 'পারস্য উপন্যাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

নীলরতন সরকার—প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ জাওড়া গ্রাম। মেডিকেল কলেজ হইতে এম্. বি. পাস করেন। যৌবনেই ব্রাহ্ম হন। তিনি নানা শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। ন্যাশনাল ট্যানারীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯—১৯২১ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন।

নীলরত্ন হালদার—(?—১৮৫৫)। গ্রন্থকার ও কবি। তিনি চুঁচুড়ানিবাসী নীলমণি হালদারের পুত্র। তিনি 'বঙ্গদূত' (Bengal Herald)-নামক একখানি পত্রিকা এক বৎসর সম্পাদনা করেন। তিনি সল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিতা-রত্নাকর', 'অদ্ভুত প্রকাশ', 'বহুদর্শন', 'দম্পতী-শিক্ষা', 'সর্বানন্দ ও জিনী' ইত্যাদি।

নূরজাহান—(?—১৬৪৬)। মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের মহিষী। বাল্যনাম মেহের-উন্নিসা। পিতা মির্জা ঘিয়াস পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। পারস্য হইতে ভারতে আসিবার পথে কান্দাহারের এক মরুভূমিতে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। ঘিয়াসের অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় তিনি কন্যাকে এক বণিকের হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হন। তারপর ঐ বণিক্ কন্যার মাতাকেই ধাত্রী নিযুক্ত করেন। এই সওদাগরের সহিত বাদশাহ আকবরের পরিচয় ছিল। যুবরাজ সেলিম মেহেরউন্নিসাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাদশাহ আপত্তি করেন এবং আলিকুলী শের আফগান খাঁর সঙ্গে মেহেরউন্নিসার বিবাহ দেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়া কোন আততায়ীর দ্বারা শের আফগানকে নিহত করাইয়া মেহেরউন্নিসাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। ইহার চারি বৎসর পরে মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় মেহেরউন্নিসা 'নূরজাহান' বা জগজ্জ্যোতি উপাধিতে ভূষিত হইয়া সম্রাটের মহিষী হন। জাহাঙ্গীরের জীবিতকালে প্রকৃতপক্ষে তিনিই সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার সকল আধিপত্য লোপ পায়।

নৃগ—১। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ভুলক্রমে এক ব্রাহ্মণের গরু চুরি করেন বলিয়া তিনি পরজন্মে কৃকলাস হইয়া জন্মান। পরে বসুদেবের অনুগ্রহে তিনি পাপমুক্ত হন (ভারত)। ২। সূর্যবংশীয় নৃপতি। তিনি ষড়্দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের সমসাময়িক।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ—(১৮৬২—১৯১১)। কুচবিহারের রাজা। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ শিকারী এবং টেনিস প্রভৃতি ক্রীড়ায়

সুদক্ষ ছিলেন। টিরা যুদ্ধে সৈনিক কর্মচারী হইয়া তিনি ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা সম্মানিত হইবার মর্যাদা প্রদান করেন। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত বরহিল-নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের আদেশে সামরিক প্রথায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়।

নৃসিংহদেব—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা। পূর্বপুরুষগণের বাসস্থান মানভূম। 'পদসমুদ্র'-নামক সংকলন-গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ আছে। তিনি তোটক ছন্দে বহু মধুর পদ রচনা করিয়াছেন।

নেকস (Nechos,—মিশরের প্রাচীন নৃপতি-বিশেষ। লোহিত সমুদ্র ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগ করিতে গিয়া তিনি বার হাজার শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ হন।

নেগুইব, জেনারেল (Neguib, General)—(জন্ম ১৯০০)। মিশরের বিখ্যাত সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী। জন্মস্থান খার্তুম। খার্তুমের রাজকীয় মিলিটারী কলেজে শিক্ষালাভ। ১৯৪৮-এ সিনাই মরুভূমিতে তিনি একটি গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। পদাতিক সৈন্যদের শিক্ষা-কেন্দ্রের তিনি অধ্যক্ষ। ১৯৫২-এ জুলাই মাসে যে বিদ্রোহ হয়, তিনি তাহার নেতা ছিলেন। তাহার ফলে রাজা ফারুকের পতন ঘটে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর তিনি মিশরের প্রধান মন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতি (১৯৫৩) হন। পরে নাসের ক্ষমতা আয়ত্ত করিলে নেগুইব রাজনীতি হইতে অপসৃত হন।

নেপচুন (Neptune)—সমুদ্রের রাজা এবং অশ্বগণের দেবতা। পিতা স্যাটার্ন, মাতা রিয়া। জুপিটার এবং প্লুটো তাঁহার ভ্রাতা। তিনি শশুক এবং অন্যান্য কতিপয় জন্তুর রূপ ধরিয়া অ্যাম্ফিট্রাইটের সহিত প্রেম করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে একটি ত্রিশূল থাকিত। পিত্তলের খুরযুক্ত অশ্বগণ সমুদ্রের উপর দিয়া তাঁহার রথ আকর্ষণ করে (গ্রীক পুঃ)।

নেপিয়ার, চার্লস্ (Napier, Sir Charles James)—(১৭৮২—১৮৫৩)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি। স্পেনদেশে করুনার যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। সিন্ধুর আমিরগণের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি আমিরদিগের বিপক্ষে এক রিপোর্ট প্রদান করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। তাঁহার অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইলে নেপিয়ার সিন্ধুযুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদ সংহার করেন। গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসির সহিত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte)—(১৭৬৯—১৮২১)। মহাবীর ফরাসী সম্রাট্। করসিকার অন্তর্গত এজাসো শহরে জন্ম। তিনি ১৭৯৬ এ প্যারিস শহরের বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার অধিনায়কত্বে ইটালী ও মিশরে ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপিত হয়। তিনি 'কনসাল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সের প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৪-এ তিনি ফ্রান্সের রাজা হন। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রায় সমগ্র ইওরোপের অধীশ্বর হন। প্রথমা পত্নী জোসেফাইন, দ্বিতীয়া পত্নী মেরিয়া লুইসা। ১৮১২-এ রুশিয়া জয় করিতে গিয়া দারুণ বিপর্যয় ভোগ করিয়া মস্কো হইতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ইহার পর বিভিন্ন দেশের রাজারা সম্মিলিত হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এল্বা দ্বীপে চলিয়া যান (১৮১৪)। এক বৎসর পরে তিনি এল্বা হইতে ফিরিয়া আসেন এবং বিনা রক্তপাতে সম্রাট্ হন। ১৮১৫-এ তিনি জার্মান-সৈন্য বিপর্যস্ত করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাস্ত হন। পরে তাঁহাকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তথায় নির্বাসিত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়ন, ৩য় (Napoleon III)—(১৮০৮—১৮৭৩)। হল্যাণ্ডের রাজা লুই বোনাপার্টের পুত্র, প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র। ফ্রান্সের সিংহাসন লাভের জন্য তিনি আন্দোলন উপস্থিত করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮-এ ফ্রান্সে যে বিদ্রোহ হয়, তিনি সেই বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া ফরাসী গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হন। অতঃপর ১৮৫২-এ তিনি নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি অনেক যুদ্ধ করেন। প্রাসিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধই তাঁহার পতনের কারণ। অতঃপর তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেমেসিস (Nemesis)—দেবী। রাত্রির কন্যা। মানুষকে তিনি সুখ বা দুঃখ দেন, আর যাহারা বড় উদ্ধত তাহাদের শাস্তি দেন (গ্রীক পুঃ)।

নেলসন, হোরেসিও, ভাইকাউণ্ট (Nelson, Horatio, Viscount)—(১৭৫৮—১৮০৫)। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত নরফোক-নামক স্থানে জন্ম। একবার তিনি অভিযানকারীদের সহিত উত্তরমেরুতে গমন করেন। অতঃপর এক যুদ্ধে তিনি আমেরিকায় প্রেরিত হন। ক্যালভির যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু এবং স্যাণ্টাক্রুজের যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নষ্ট হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। কর্ডোভার জলযুদ্ধে তিনি স্পেনীয়দিগকে এবং নীলনদের যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাস্ত করেন। সুপ্রসিদ্ধ ট্রাফালগার যুদ্ধে তিনি ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়লাভ করেন, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আহত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

নেস্টর (Nestor)—বুদ্ধিমত্তা এবং বাগ্মিতার জন্য খ্যাত। গ্রীসের অন্তর্গত পাইলসের রাজা। পিতা নেপচুনের পুত্র নিলিয়ুস্ এবং মাতা ক্লোরিস। হারকিউলিস তাঁহার পিতাকে নিহত করেন। ট্রয়যুদ্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া গ্রীকগণ বিশেষ লাভবান হয় (গ্রীক পুঃ)।

নোবেল, আলফ্রেড (Nobel, Dr. Alfred Bernhard)—(১৮৩৩—১৮৯৬)। সুইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত ও যন্ত্রশিল্পী। ডিনামাইট-নামক বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু ঐ পদার্থ বহু-লোকের প্রাণনাশের কারণ হওয়াতে অনুতাপযুক্ত হইয়া তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় সম্পত্তির অধিকাংশ পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও শান্তিবাণী প্রচারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রতিবৎসর পুরস্কার দিবার জন্য দান করিয়া যান। এই পুরস্কারই 'নোবেল পুরস্কার' নামে পৃথিবীবিখ্যাত।

নোয়া (Noah)—ইহুদিদের মতে লামেখের পুত্র। ঈশ্বরের আদেশে তিনি মহাপ্লাবন (the Deluge) ঘটিবার পূর্বেই এক বিরাট নৌকা প্রস্তুত করেন এবং তাহাতে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর একজোড়া করিয়া লইয়া যান। প্রলয়ের শেষে তাঁহার পুত্রাদি হইতে মানব জাতি ও ঐ প্রাণীগুলি হইতে জীবজগতের উৎপত্তি হয় (বৈবে পুঃ)।

প

পওহারী বাবা—(১৮৪০—১৮৯৮)। প্রসিদ্ধ যোগী। জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর গ্রামে জন্ম। ইহার গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল হরভজন দাস। পিতা অযোধ্যা তেওয়ারী। বেদান্তদর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বদরিকাশ্রম হইতে

সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি বিল্বপত্রের রস ও দুগ্ধ পান করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'পওহারী বাবা' বলিয়া ডাকিত। ৫০টি লঙ্কা বাটিয়া রস করিয়া তাহা তিনি পান করিতেন। তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া পনর বৎসর ছিলেন। তিনি বহু সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি মহাযজ্ঞ অসম্পন্ন করেন এবং যজ্ঞাগ্নিতে দেহ বিসর্জন দেন। কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন।

পঁয়কারে, রেমণ্ড নিকোলাস ল্যাণ্ড্রি (Poincare, Raymond Nicolas Landry)—(১৮৬০—১৯৩৪)। বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রনীতিক। ১৯১৩ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯১২, ১৯২২—১৯২৪ এবং ১৯২৬ হইতে ১৯২৯-এ তিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী হন। প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক এবং সুদক্ষ বাগ্মী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। বিগত মহাসমরের সময়ে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

পক্ষধর মিশ্র—(১৫শ শতক)। মিথিলা-বাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। যথার্থ নাম জয়দেব মিশ্র তর্কালংকার। শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য লক্ষিত হইত। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

পঙ্কজ গুপ্ত—(জন্ম ১৮৯৯)। সাংবাদিক ও খেলোয়াড়। বি. এ. পাস। সব রকম খেলাতেই তিনি প্রায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। রেফারী ও খেলার পরিচালনায় তাঁহার বিশেষ নাম ছিল। খেলার সম্পর্কে বহুবার বিদেশে যান। আই. এফ. এ. শীল্ডের প্রথম ভারতীয় রেফারী। ক্রীড়াজগতের সাংবাদিক হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন।

পঞ্চজন—অসুরবিশেষ। হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদ পিতা ও ধৃতি মাতা। সান্দীপনি মুনির পুত্রকে তিনি হরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ নিজের পুত্রের উদ্ধার প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে হত্যা করেন। তাহার অস্থি হইতেই শ্রীকৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য শঙ্খ' প্রস্তুত হয় (ভাগ)।

পঞ্চশিখ—মুনিবিশেষ। তিনি আসুরি নামে এক ঋষির শিষ্য। তিনি আসুরির পত্নী কপিলার স্তন্যপানে পুষ্ট হন, এই জন্য তাঁহাকে কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে অভিহিত করা হয়। তিনি জনকবংশীয় মিথিলার রাজা জনদেবের আচার্য। পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যদর্শনের মতবাদ সর্বত্র প্রচারিত হয় (ভারত)।

পঞ্চানন তর্করত্ন—(১৮৪৬—১৯৪০)। ভট্টপল্লী-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ন। তিনি অল্প বয়সেই সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি বঙ্গবাসী-কার্যালয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার লন। বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ তাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্তিরূপে গণ্য হইয়া থাকে। তিনি বঙ্গবাসী কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর পূর্ণিমা টীকা', 'অমরমঙ্গল', 'ধর্মসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি অনেক পুস্তক রচনা করেন। 'ভট্টপল্লী পত্রিকা-সমাজে'র তিনিই সম্পাদক ছিলেন।

পতঞ্জলি—(? জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০)। বিখ্যাত যোগশাস্ত্র-প্রণেতা ও দার্শনিক। পাতঞ্জল দর্শন-নামক যোগশাস্ত্রের রচয়িতা। পাণিনির প্রসিদ্ধ মহাভাষ্যও তিনিই রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, পাণিনি-ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্র-সূত্রকার পতঞ্জলি একই লোক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি পুষ্পমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৬৮—১৯৩৯)। শ্রীহট্টবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। কিছুকাল শিলং সেক্রেটারিয়েটে কাজ করিয়া তিনি গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি শিলং সাহিত্য-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীহট্টের ইতিহাস গবেষণার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রকাশের জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। সরকার হইতে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্ত হন।

পদ্মনাভ—১। নাগবিশেষ। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি গোমতীর তীরে 'নাগপুর'-নামক পুরীতে বাস করিতেন। তিনি অতিথি সেবা করিতেন এবং প্রাণীদিগের হিতসাধনে রত থাকিতেন। ধর্মারণ্য নামে এক মহর্ষির নিকট ধর্মোপদেশ পাইয়া তিনি গার্হস্থ্য জীবনেই ধর্ম সাধন করিয়াছিলেন (ভারত)। ২। 'সুপদ্ম'-ব্যাকরণ প্রণেতা।

পদ্মবর্ণ—মহারাজ যদুর পুত্র। তিনি নাগ-কন্যা মুচুকুন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

পদ্মাবতী—১। কবি জয়দেবের পত্নী। ২। নিত্যানন্দ প্রভুর মাতা।

পদ্মিনী—(১৩শ শতক) বিখ্যাত রাজপুত-সতী। পিতা হামির শঙ্খ, স্বামী মেবারের রানা রতনসিংহ। তাঁহার সৌন্দর্যের কাহিনী শুনিয়া অত্যাচারী সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজী তাঁহাকে পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। চিতোর অবরোধ করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি বলিয়া পাঠান যে, দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিয়াই চলিয়া যাইবেন; কিন্তু পদ্মিনীর রূপরাশি দর্পণের মধ্য দিয়া দেখিয়া আলাউদ্দীন একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যান। রতনসিংহকে দুর্গের বাহিরে আনিয়া আলাউদ্দীন তাঁহাকে বন্দী করেন। স্বামীর উদ্ধারের জন্য তিনি আলাউদ্দীনকে আত্মদান করিবেন বলিয়া সংবাদ দেন। নির্দিষ্ট দিনে সাতশত শিবিকা আলাউদ্দীনের শিবিরে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত শিবিকায় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া রাজপুত যোদ্ধারা ছিল। তাহাদের সহিত পাঠানদের যুদ্ধ বাধে এবং রতনসিংহ উদ্ধার পান। এই অপমানের জন্য পরে আলা-উদ্দীন আবার চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু এবার চিতোর বিধ্বস্ত হয়। পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত মহিলারা সতীত্ব রক্ষার জন্য জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেন।

পবন—বাতাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবতাগণের মধ্যে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী। অঞ্জনার গর্ভে তাঁহার পুত্র হনুমান, কুন্তীর গর্ভে তাঁহার পুত্র ভীম জন্মগ্রহণ করে। তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকের রাজা। ঊনপঞ্চাশ বায়ু তাঁহার অধীন (রাম)।

পম্পে দি গ্রেট (Pompey the Great) (খ্রীঃ পূঃ ১০৬—৪৮)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। তিনি সীজারের সহিত মিলিত হইয়া রোমের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রোমে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে তিনি সীজার কর্তৃক পরাজিত হইয়া মিশরে পলায়ন করেন এবং তথায় নিহত হন।

পরমানন্দ, কবিকর্ণপুর—(১৫২৪—?)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ['কর্ণপুর' দ্রঃ]।

পরমানন্দ, স্বামী—(?—১৯৪০)। বিখ্যাত সন্ন্যাসী। তিনি ১৯০৬-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করেন। তিনি বেদান্ত সোসাইটিও স্থাপন করেন। তিনি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা ও 'Vedanta Monthly' নামে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

পরমার্থ—(৬ষ্ঠ শতক)। বৌদ্ধ ভিক্ষু। পূর্বনাম কুলনাথ। তিনি উজ্জয়িনীর শ্রমণ ছিলেন। বহুদেশ ঘুরিয়া তিনি পাটলীপুত্রে আসেন। সেই সময় চীনদেশ হইতে পণ্ডিতের খোঁজে লোক আসিলে সম্রাট কুমারগুপ্ত তাঁহাকে পাঠান। চীনদেশে গিয়া তিনি ৭০ খানি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বর—(১৫শ শতক)। 'পরাগলী

মহাভারতে'র প্রণেতা। গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে আঠার পর্ব মহাভারত রচনা করেন বলিয়া তাঁহার মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। তিনি মূল মহাভারতকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। 'পরমেশ্বর-দাস', 'কবীন্দ্র' ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত।

পরমেশ্বর দাস (১৬শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। জন্ম কেতু বা কাউগ্রামে। তিনি চৈতন্যদেবের সমকালীন কবি। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটে দীক্ষা লইয়া খড়দহে বাস করিতেন। তিনি জাহ্নবী ঠাকুরানীর আদেশে আঁটপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা করিতেন। ঐ বিগ্রহের নাম বর্তমানে শ্যামসুন্দর।

পরশুরাম—১। প্রসিদ্ধ মুনি। পিতা জমদগ্নি মাতা রেণুকা। পরশুরাম তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে তাঁহার নাম ছিল রাম। পরশু অস্ত্র ধারণ করিবার হেতু তাঁহার নাম হয় পরশুরাম। পিতার আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেন ['জমদগ্নি' দ্রঃ]। মাতৃহত্যা পাপের ফলস্বরূপে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিত হইল না। তখন তিনি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করিলে তাঁহার হাত হইতে কুঠার পড়িয়া যায়। জমদগ্নি মুনির একটি কামধেনু ছিল। রাজা কার্তবীর্যার্জুন তাহা মুনির নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহা দিতে অস্বীকার করেন। তখন রাজা মুনিকে হত্যা করেন, রেণুকাকে একবিংশতিবার প্রহার করেন এবং কামধেনু লইয়া পলাইয়া যান। পরশুরাম তখন প্রবাসে ছিলেন। পরে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি শিবের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন। ইহার পর তিনি শিবের নিকটে যান, কিন্তু সে সময়ে শিব ও গৌরী অন্তঃপুরে ছিলেন এবং গণেশ দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। গণেশ পরশুরামকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। গণেশের সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধ হইল। তিনি গণেশের প্রতি পরশু নিক্ষেপ করিলে গণেশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু গণেশ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। নিহত ক্ষত্রিয়গণের রক্তে সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি শোণিত-সরোবর নির্মিত হয়। এই সরোবরে তিনি পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন। অতঃপর গুরু কশ্যপকে তিনি সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যা করিতে গমন করেন। বহুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গের সংবাদ শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং নিজ বৈষ্ণবধনুতে শরযোজনা করিতে বলেন। কিন্তু রামচন্দ্র তাহাতে সমর্থ হইলে তিনি অপমানিত হইয়া পুনরায় মহেন্দ্র পর্বতে চলিয়া যান। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। একবার ভীষ্মের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তিনি সে যুদ্ধে পরাজিত হন (ভারত)। ২। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও লেখক ['রাজশেখর বসু' দ্রঃ]।

পরাশর ১। পরাশরের পিতা বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি, মাতা অদৃশ্যন্তী। শক্তি রাক্ষস-কর্তৃক নিহত হইবার পর তিনি ভূমিষ্ঠ হন। বশিষ্ঠের নিকট পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি এক রাক্ষসবধের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন (ভারত)। ২। পরাশর হইতে মৎস্যগন্ধার (সত্যবতী) গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন (ঐ)। ৩। পরাশর এক সংহিতা রচনা করেন। তাহা 'পরাশর সংহিতা' নামে বিদিত (পরাশর সং)।

পরীক্ষিৎ অর্জুনের পৌত্র। পিতা অভিমন্যু, মাতা উত্তরা। কৃপাচার্য তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে চলিয়া গেলে তিনি হস্তিনাপুরের রাজা হন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন বনে শিকার করিতে গিয়া শমীক-নামক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। শমীক তখন ধ্যাননিরত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া জল প্রার্থনা করেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়ায় তিনি মুনির গলায় একটি মৃত সর্প ঝুলাইয়া চলিয়া যান। অতঃপর মুনির পুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া তাহা দেখিয়া এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে যে লোক এইরূপ কার্য করিয়াছে সে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে মরিবে। তিনি এই অভিশাপের কথা শুনিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং মুক্তিলাভের জন্য হরিনাম শুনিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। সপ্তম দিবসের শেষভাগ পর্যন্তও মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে একসময়ে একটি ফল তাঁহার নিকট আনীত হয়। আহারের নিমিত্ত সেই ফলটি কাটা হইলে তাহার মধ্য হইতে তক্ষক বাহির হয় এবং তাঁহাকে দংশন করে। সেই দংশনেই তাঁহার মৃত্যু হয় (ভারত)। কথিত আছে, তিনি শুক মুনির কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে নির্যাণ বরণ করিয়া লন।

পরেশনাথ ঘোষ—(১৮৫৬ ১৯২৩)। পূর্ব বাঙ্গালার বিখ্যাত মনীষী। ঢাকা জেলার শুভাড্যা গ্রামে জন্ম। পিতা দীননাথ ঘোষ। তিনি কলিকাতার সিটি কলেজ হইতে আই. এ. পাস করেন। প্রথম জীবন হইতেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ওজন ছিল চারি মণেরও উপর।

পরেশলাল রায়—(পি. এল. রায়)—বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। বাখরগঞ্জের লাখুটিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ইংল্যান্ডে থাকিবার কালেই তিনি সেখানে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা করেন এবং দেশবিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন এবং 'লেফটেন্যান্ট' পদ প্রাপ্ত হন।

পর্বগুপ্ত—কাশ্মীরের রাজা উন্মত্তবন্তীর মন্ত্রী। তিনিই রাজাকে পিতৃহত্যা করিতে পরামর্শ দেন। উন্মত্তবন্তীর মৃত্যুর পর শূরবর্মা ও শূরবর্মার পরে যশস্কর রাজা হন। তাঁহার পর পর্বগুপ্ত সংগ্রামদেবকে রাজপদে স্থাপিত করেন। তারপর তিনি প্রজাদিগের বিশেষ প্রিয় হন। পরে তিনি রাজাকে হত্যা করিয়া নিজে রাজা হন। রাজা হইবার এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পল, ১ম (Paul I)—(১৭৫৪—১৮০১)। রুশিয়ার জার। তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য অমাত্যেরা তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। তিনি নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

পল, সেণ্ট (Paul, Saint)—যীশুর বারজন শিষ্যের তিনি অন্যতম। এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত তার্সাস নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি যীশুর অনুচরদিগের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন, পরে যীশুর ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মপ্রচার-কার্যে বহুস্থানে ভ্রমণ করেন।

পলিক্লিটাস (Polycletus)—(খ্রীঃ পূঃ ৪৫২ ৪১২)। গ্রীক ভাস্কর ও স্থাপত্য-শিল্পী। বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াস (Phidias) তাঁহার বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। তিনি গ্রীসের আর্গস নগরে বাস করিতেন। তাঁহার নির্মিত ডোরিফোরাসের মূর্তি মানবদেহের গঠন-সৌন্দর্যের চরম নিদর্শন।

পলিফেমাস (Polyphemus)—নেপচুনের পুত্র এবং সাইক্লোপদিগের সর্দার। ইটনা পর্বতের গুহায় এই দৈত্য বাস করিত। তাহার একটিমাত্র চক্ষু ছিল। ইউলিসিস ও তাঁহার বারজন সঙ্গী তাহার গুহায় গমন করেন। এই দৈত্য তাঁহাদের মধ্যে ছয় জনকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে ইউলিসিস তাহার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া পলাইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

পলিহিম্নিয়া (Polyhymnia)—গম্ভীর কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (গ্রীক পুঃ)।

পশুপতি—শিবের অপর নাম। তিনি

সর্বদা পশুগণকে পালন করেন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া করেন এবং পশুদিগের উপরে আধিপত্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার নাম পশুপতি হইয়াছে (রাম)।

পসাইডোন (Poseidon)—সমুদ্রদেবতা নেপচুনের অন্য নাম (গ্রীক পুঃ)।

পাঁচকড়ি দে—(১২৮০—১৩৫২ সন)। বাঙলা ভাষায় গোয়েন্দা গল্প-লেখকদের অগ্রণী। তিনি অনেকগুলি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—'নীলবসনা সুন্দরী', 'হত্যাকারী কে' প্রভৃতি। তাঁহার কোন কোন বই অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—(২০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬—১৫ই নবেম্বর, ১৯২৩)। সুবিখ্যাত সাংবাদিক। জন্মস্থান ভাগলপুর। পৈতৃক বাসস্থান ২৪ পরগনা জেলার হালিশহর। পিতা বেণীমাধব। ২০ বৎসর বয়সে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্যবিষয়ে পরীক্ষা দেন এবং তাহাতেও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। প্রথমে তিনি গভর্নমেণ্ট অফিসে কাজ করিতেন, পরে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি সংবাদপত্র সম্পাদনা আরম্ভ করেন। 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', নায়ক', 'সাহিত্য' ও 'রঙ্গালয়' পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। তিনি বহু জনহিতকর সভাসমিতির সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন এবং একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-নামক বৈষ্ণব গ্রন্থের একখানি সংস্করণ এবং 'আইন-ই-আকবরী'-নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ তিনি প্রকাশ করেন। 'রূপলহরী', 'উমা' প্রভৃতি উপন্যাসগ্রন্থ, 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ইত্যাদি তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ।

পাউণ্ড, এজরা লুমিস্ (Pound, Ezra Loomis)—(জন্ম ১৮৮৫)। আমেরিকান কবি ও সমালোচক। ১৯০৮-এ তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইওরোপে চলিয়া আসেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ তিনজন কবির একজন এবং শ্রেষ্ঠ তিনজন সমালোচকের একজন বলিয়া স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ফ্যাসিস্টদের সমর্থনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া আমেরিকায় দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হন।

পাক—অসুরবিশেষ। এই অসুরকে হত্যা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র 'পাকশাসন' নামে আখ্যাত হইয়াছেন (রাম)।

পাঞ্চালী—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী (তাহা দ্রঃ)।

পাণিনি—(খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক?)। বিখ্যাত বৈয়াকরণ। পঞ্জাবের অন্তর্গত শলাতুর গ্রাম জন্ম। এই কারণে তাঁহাকে শলাতুরীয় বলা হইত। পিতার নাম দেবল, মাতার নাম দাক্ষী দেবী। এই কারণে তিনি দাক্ষীপুত্র বা দাক্ষেয় নামেও খ্যাত ছিলেন। শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে তিনি পাটলিপুত্র নগরে আসেন। সেখায় বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিতেন। তিনি একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সেই ব্যাকরণই পাণিনি-ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। 'ধাতুপাঠ', 'গণপাঠ-শিক্ষা' ইত্যাদিও তাঁহারই প্রণীত।

পাণ্ডু—যুধিষ্ঠিরাদির পিতা। লৌকিক-পিতা বিচিত্রবীর্য, মাতা অম্বালিকা। ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ব্যাসদেবের ভয়ংকর রূপ দর্শনে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেন। এই কারণে গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং পুত্রের নাম পাণ্ডু হয়। তিনি জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম কর্তৃক প্রতিপালিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া তিনি রাজা হন। কুন্তী ও মাদ্রী নামক তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। তিনি মৃগয়া করিতে করিতে মৃগরূপী কিমিন্দক নামে ঋষিকুমারকে মৃগ ভাবিয়া শরবিদ্ধ করেন। তখন তিনি মৃগরূপিণী ভার্যার প্রতি আসক্ত ছিলেন। ঋষিকুমার পাণ্ডুকে শাপ দেন যে, স্ত্রীসহবাস-কালে তাঁহারও মৃত্যু হইবে। ফলে পত্নীসঙ্গ তিনি ত্যাগ করেন এবং দেবগণের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। পরে এক সময়ে তিনি মাদ্রীর সহিত যখন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ভুলক্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন; ফলে তাঁহার মৃত্যু হয় (ভারত)।

পাতাউদি, নবাব (Pataudi, Nawab of)—(১৭ই মার্চ, ১৯১০—৫ই জানুয়ারি, ১৯৫২)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। তিনি ১৯২৭-এ বিদ্যাশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড যাত্রা করেন। ১৯৩৪-এ তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ১৯৩৬-এ তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দলের নেতা হইয়া বিলাত যান। তাঁহার পুত্রও দীর্ঘকাল ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করিয়াছেন।

পান্না—স্বার্থত্যাগিনী রাজপুত রমণী। তিনি সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহের ধাত্রী ছিলেন। উদয়সিংহ বনবীর কর্তৃক নিহত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি নিজের পুত্রের প্রাণ দিয়া উদয়সিংহের প্রাণ বাঁচান।

পামারস্টন, ভাইকাউণ্ট হেনরী জন টেম্পল (Palmerston, Viscount Henry John Temple)—(১৭৮৪—১৮৬৫)। ইংরেজ রাজনীতি-বিশারদ। তিনি ১৮০৭-এ পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রায় আমরণ সেই সভার সভ্য ছিলেন। প্রথমে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, পরে উদারপন্থী হন। তিনি ১৮৫৫ ও ১৮৫৯-এ প্রধান মন্ত্রী হন।

পার্ক, মাঙ্গো (Park, Mungo)—(১৭৭১—১৮০৬)। বিখ্যাত ব্রিটিশ পর্যটক। তিনি আফ্রিকা দেশে ভ্রমণ করেন। 'Travels in the Interior of Africa'-নামক তাঁহার রচিত পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পার্থ—অর্জুনের অপর নাম। কুন্তীর প্রকৃত নাম পৃথা। পৃথার গর্ভে জন্ম বলিয়া পার্থ বলিতে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এই তিনজন-কেই বুঝাইতে পারে। কিন্তু পার্থ বলিলে সাধারণতঃ অর্জুনকেই বুঝাইয়া থাকে (ভারত)।

পার্নেল, চার্লস স্টুয়ার্ট (Parnell, Charles Stewart)—(১৮৪৬—১৮৯১)। বিখ্যাত আইরিশ রাজনীতিবিশারদ। আইরিশ জাতীয় সংগ্রামের নেতা। তাঁহারই নেতৃত্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রথম জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। তিনিই আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বরাজ (Home Rule) প্রবর্তনের বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি একাধিক বার কারারুদ্ধ হন এবং সে সময়ে যে সমস্ত রাজকর্মচারী নিহত হন, তাহার জন্য ইংরেজরা তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান এবং মিথ্যা অভিযোগ প্রচারের জন্য 'টাইমস'-এর নিকট পাঁচ হাজার পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করেন (১৮৯০)। পরে কুচরিত্রের অভিযোগে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

পার্বতী—দুর্গার অপর নাম। হিমালয় পর্বতের কন্যা বলিয়া তাঁহার অপর নাম পার্বতী হইয়াছে।

পার্শ্বনাথ—(? জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০)। জৈন তীর্থংকরদিগের অন্যতম এবং জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক বলিয়া কথিত। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাশীরাজ বিশ্বসেনের ঔরসে ব্রাহ্মীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া যান এবং দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে পরেশনাথ পর্বতে দেহত্যাগ করেন। তিনি আত্মাকে 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং শিষ্যগণকে জীবহিংসা ত্যাগ করিতে, সত্যবাদী হইতে, চুরি না করিতে এবং পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন।

পার্সিউস (Perseus)—পিতা জুপিটার, মাতা ডেন্সাই। তিনি মেডুসা-নামক দৈত্যের

মাথা কাটিয়া নিজের বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি অ্যাণ্ড্রোমিডাকে জলরাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

পাস্কাল, ব্লেইজ (Pascal, Blaise)—(১৬২৩-১৬৬২)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। তাঁহার রচিত 'Provincial Letters' একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

পাস্তুর, লুই (Pasteur, Louis)—(১৮২২—১৮৯৫)। বিখ্যাত ফরাসী রসায়নশাস্ত্রবিদ্। উদ্ভিজ্জরস গাঁজাইয়া উঠিবার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি প্রথমে প্রসিদ্ধ হন। কলেরা ও অন্যান্য রোগেরও জীবাণু সম্বন্ধে তিনি অনেক গভীর গবেষণা করেন। ১৮৮২-এ তিনি 'Academy of France'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। শেষ জীবনে তিনি 'পাস্তুর ইনস্টিটিউট' (Pasteur Institute) স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

পাস্তেরনাক, বোরিস লেওনিদোভিচ (Pasternak Boris Leonidovich) (১৮৯০-১৯৬০) রুশীয় কবি। সহজ ভাষায় কিন্তু অপরিচিত ছন্দ ও বাক্‌ভঙ্গীর সাহায্যে তিনি যে সকল গীতিকবিতা রচনা করেন, ঐগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ছোট গল্প এবং আত্মজীবনীমূলক রচনাতেও তিনি সার্থকতা লাভ করেন। অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী বলিয়া অভিযুক্ত হওয়ায় তিনি বেশির ভাগ বিদেশীয় সাহিত্যের অনুবাদেই রত থাকেন। ১৯৫৮-এ তাঁহাকে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'Dr. Zhivago'র জন্য 'নোবেল পুরস্কার' দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

পিকক, সার বার্নস্ (Peacock, Sir Barnes)—কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের শেষ বিচারপতি। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টেরও প্রথম ও প্রধান বিচারপতি হন। ১৮৫২—১৮৫৯ পর্যন্ত তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সদস্য ছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ করেন।

পিগ্‌মেলিয়ন (Pygmalion)—সাইপ্রাস (Cyprus) দ্বীপের একজন বিখ্যাত ভাস্কর। তিনি হস্তিদন্ত দ্বারা একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন। স্বহস্তে নির্মিত সেই প্রতিমূর্তিটিকে তিনি ভালবাসেন। দেবী ভেনাস (Venus) এই মূর্তিটিতে প্রাণসঞ্চার করিয়া দেন। পরে এই প্রাণময়ী মূর্তিকে তিনি বিবাহ করেন (গ্রীক পুঃ)।

পিজারো, ফ্রান্সিস্কো (Pizarro, Francisco) —(১৪৭৫—১৫৪১)। দুঃসাহসিক স্পেনীয় সেনাপতি। কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইলে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করেন এবং পেরু-নামক স্থানের অধিপতি হন। তিনি তাঁহার অধীন লোকদিগের উপরে অত্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। অবশেষে তিনি নিজেরই সৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন।

পিট, উইলিয়াম (Pitt, William)—(১৭৫৯—১৮০৬)। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মন্ত্রী। পিতা আর্ল অব চ্যাটাম। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং বক্তৃতা দিয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করেন। ১৭৮২-এ তিনি রাজস্বসচিব হন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তাঁহারই সময়ে ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটে। প্রথম দিকে তিনি উদার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু ফরাসী-বিদ্রোহ বাধিলে তিনি সে মত পরিত্যাগ করেন। অনেকে তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলিয়া থাকেন। তাঁহার সময়েই আইন করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের রাজার হাতে আনা হয়।

পিটম্যান, সার আইজাক (Pitman, Sir Isaac)—(১৮১৩—১৮৯৭)। পিটম্যান-নামক শর্টহ্যাণ্ড লিপিপদ্ধতির উদ্ভাবক। তাঁহার পরিকল্পিত শর্টহ্যাণ্ড-বিজ্ঞান এখন সর্বত্র সমাদৃত।

পিণ্ডার (Pindar)—(খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৪২)। প্রাচীন গ্রীসের কবি। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গ্রীসের জাতীয় মেলায় কাব্য রচনার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। Epinicia' কাব্যখানি ছাড়া তাঁহার অধিকাংশ কাব্যই লুপ্ত।

পিয়াজি, গিউসেপ্পি (Piazzi, Giuseppe)—(১৭৪৬—১৮২৬)। ইতালীয় জ্যোতির্বিদ্। 'সিরিজ'-নামক গ্রহ তিনি আবিষ্কার করেন।

পিয়ারী, রবার্ট এডুইন (Peary, Robert Edwin)-(১৮৫৬—১৯২০)। আমেরিকান আবিষ্কারক। তিনি উত্তরমেরু প্রদেশে আবিষ্কার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯১—১৮৯২-এ মেরুপ্রদেশের নিকটবর্তী সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ ও পরে মেরুপ্রদেশে গমন করিয়া বিখ্যাত হন। ৬ই এপ্রিল ১৯০৯-এ তিনি উত্তরমেরুবিন্দুতে পৌঁছান।

পিলপস্ (Pelops)—ট্যান্টালাসের পুত্র। দেবতাদের আহারের জন্য তিনি পিতা কর্তৃক প্রদত্ত হন, কিন্তু জুপিটার তাঁহার জীবন দান করেন। সিরিস (Ceres) তাঁহার ঘাড় খাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া জুপিটার সেই ঘাড়ের পরিবর্তে তাঁহাকে একটি হস্তিদন্ত-নির্মিত ঘাড় প্রদান করেন (বৈদে পুঃ)।

পিলসুডস্কি (Pilsudski, Marshal Joseph)—(১৮৬৭—১৯৩৫)। পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিক। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মরণকাল পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তিনি ১৯২৬-এ পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন ও তাহার ফলে পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও সমরসচিব নিযুক্ত হন। যোদ্ধা হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

পীটার গ্রাণ্ট, সার জন (Peter Grant, Sir John)-(১৮০৭—১৮৯৩)। বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর। স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ১৮২৭-এ তিনি ভারতে সিভিলিয়ান হিসাবে আসেন এবং ১৮৫৯-এ বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর হন। নীল-চাষীদের বিদ্রোহ, সাবডিভিসান বা মহকুমার সৃষ্টি ও ওকালতি পরীক্ষার নূতন নিয়ম প্রবর্তন তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পীটার দি গ্রেট (Peter the Great)—(১৬৭২—১৭২৫)। রুশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্। বাণিজ্য-জাহাজ নির্মাণ, নৌ-সৈন্য গঠন, দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, সেণ্ট পিটার্সবার্গ নগরীর পত্তন (১৭০৩) ইত্যাদি তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি ছদ্মবেশে ইংল্যাণ্ডে গিয়া জাহাজ-নির্মাণ-বিদ্যা শিখিয়া আসেন। তিনি ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান জয় করেন। জন্মভূমির উন্নতির জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'পীটার দি গ্রেট' আখ্যা দেওয়া হয়।

পীটার দি হার্মিট (Peter the Hermit)—(? ১০৫০- ১১১৫)। ফরাসী ধর্মযাজক। তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া লোকে প্রথম ক্রুসেডের যুদ্ধ আরম্ভ করে। জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের দ্বারা অধিকৃত হইবার পর তিনি মারা যান।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ—কামরূপ-রাজের সভাপণ্ডিত। 'শ্রাদ্ধ-কৌমুদী', 'তিথি-কৌমুদী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। 'দায়-কৌমুদী'-নামক পুস্তকখানি টোল পরীক্ষায় আজিও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পীথাগোরাস (Pythagoras)—(? খ্রীঃ পূঃ ৫৮২—৫০০)। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। আত্মা একদেহ হইতে অন্যদেহে গমন করিয়া থাকে, এই মতবাদের প্রবর্তক। তাঁহার জ্যোতিষের মতবাদ কোপার্নিকাসের

মতবাদের অনুরূপ। তাঁহার গণিতের প্রতিভাও সুপ্রসিদ্ধ।

পীরন, ইভা (Peron, Eva)—(১৯১৯—১৯৫২)। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেনটাইনা রাজ্যের রাষ্ট্রপতির পত্নী। শ্রমিকদের উপর তাঁহার অভূতপূর্ব প্রভাব থাকাতে তিনি রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অতি ক্ষমতাশালিনী হন। মা ছিলেন এক সহিসের মেয়ে, বাবাও ছিলেন সামান্য ভূস্বামী। অতি দুঃখে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং তিনি ষোল বছরে রঙ্গমঞ্চে নামিতে রাজধানীতে চলিয়া আসেন। সেই সময় কর্নেল পীরনকে তিনি বন্ধুভাবে পান। পরে কর্নেল পীরন যখন কারারুদ্ধ হন, ইভা বা ইভিটা ৫০,০০০ শ্রমিক লইয়া তৎনকার প্রেসিডেন্টের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং কর্নেলকে মুক্ত করেন। ইহার চার দিন পরেই তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার পর বৎসর (১৯৪৬) কর্নেল প্রেসিডেণ্ট হইলে ইভা সর্বময়ী কর্ত্রী হন। শ্রমিক ও জনসাধারণের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

পীল, সার রবার্ট (Peel, Sir Robert) —(১৭৮৮—১৮৫০)। বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। একুশ বৎসর বয়সে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৩৪-এ তিনি প্রথম প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৮৪১-এ পুনরায় ঐ পদে নিযুক্ত হন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি নূতন শান্তি-রক্ষণ প্রথা (Police System) প্রবর্তন করেন। এই শান্তিরক্ষণ প্রথা তাঁহার নামের সহিত যুক্ত। তিনি আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্কের হার বর্ধিত করিয়াছিলেন। অর্থনীতির দিক্ দিয়া তিনি ইংল্যাণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলিয়া গণ্য হন।

পীল, সার লরেন্স (Peel, Sir Lawrence)—(১৭৯৯—১৮৮৪)। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সুপ্রীম কোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল হইয়া ভারতে আগমন করেন এবং ১৮৪২-এ প্রধান বিচারপতি হন। তিনি পরে ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ইংল্যাণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশ্যাল কমিটির সদস্য হন। তাঁহার উপার্জিত অর্থ তিনি দানেই ব্যয় করিতেন।

পুচিনি, জিয়াকোমো (Puccini, Giacomo)—(১৮৫৮—১৯২৪)। ইতালীয় গীত-রচয়িতা। 'La Tosca' ও 'Madame Butterfly', 'Manon Lescant,' 'La Boheme' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য।

পুণ্ডরীক— প্রাচীনকালের বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি প্রথমে অসংযমী ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন। পরে বন্ধু অম্বরীষের সহিত তিনি তীর্থপর্যটন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার মনে ধর্মভাবের উদয় হয়। অবশেষে তিনি নীলাচলে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে মোক্ষলাভের বর দেন (পদ্ম)।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বৈষ্ণবভক্ত। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরম রসজ্ঞ ভক্ত। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার। নবদ্বীপেও তাঁহার বাড়ি ছিল। পিতা বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী, মাতা গঙ্গা দেবী। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বৈষ্ণবধর্মানুরাগী ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন। মেখলাতে তাঁহার বংশধরদের বাস আছে।

পুত্ত - (১৬শ শতক)। প্রসিদ্ধ রাজপুত-বীর। ১৫৬৭-এ আকবর চিতোর আক্রমণ করেন এবং উদয়সিংহ, জয়মল্ল প্রভৃতি বীরপুরুষদের মৃত্যু হইলে চিতোর প্রায় মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই সময় পুত্তের বয়স মাত্র ষোড়শ বৎসর। তাঁহার বীরত্ব ও সাহস অপূর্ব ছিল। তিনি মোগল-সৈন্যের সম্মুখীন হন। মাতা কর্মদেবী পুত্রকে রণসাজে সাজাইয়া হাসিমুখে বিদায় দেন। পুত্ত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। যুদ্ধে মৃত্যু হইলেও তাঁহার বীরত্ব-কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

পুরঞ্জয়—সূর্যবংশীয় রাজা। অপর নাম ককুৎস্থ (বিষ্ণু) ['ককুৎস্থ' দ্রঃ]।

পুরন্দর মিশ্র—গৌরাঙ্গদেবের পিতৃদেব। অপর নাম জগন্নাথ মিশ্র।

পুরু—১। চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজা। পিতা যযাতি, মাতা শর্মিষ্ঠা। যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে তিনি নিজের যৌবন পিতাকে দান করিয়া নিজে পিতার জরা গ্রহণ করেন। বহুকাল পরে তিনি পিতার নিকট হইতে নিজ যৌবন প্রাপ্ত হন। যযাতি পুত্রের উপর সন্তুষ্ট হইয়া অপর চারি পুত্রকে সিংহাসন না দিয়া তাঁহাকেই সিংহাসন দান করেন (ভারত, হরি)। **২**। ভারতবর্ষীয় বীর রাজা। তিনি শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী স্থানের রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত মহাবীর আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হয়। তিনি পরাজিত হইলেও গ্রীকবীর তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, আলেকজাণ্ডারই পুরুর নিকট পরাজিত হন।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—কামরূপীয় পণ্ডিত। তিনি রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক। তাঁহার রচিত 'প্রয়োগ-রত্নমালা' একখানি ব্যাকরণ।

পুরূরবা—চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ পিতা, ইলা মাতা। ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উর্বশী শাপগ্রস্ত হইয়া মানবী হইলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। উর্বশীর গর্ভে তাঁহার ছয়টি পুত্র জন্মে। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক রাজা ছিলেন এবং বিষ্ণুকে আরাধনা করিতেন (হরি, ভারত)।

পুরোচন—দুর্যোধনের মন্ত্রী। তিনি জাতিতে যবন ছিলেন। বারণাবতে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি দুর্যোধন কর্তৃক তথায় প্রেরিত হন এবং তথায় জতুগৃহ নির্মাণ করেন। বিদুর ইহা জানিতে পারিয়া পাণ্ডবগণকে সতর্ক করিয়া দেন। তখন ভীম জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করেন। সেই অগ্নিতেই তিনি পুড়িয়া মারা যান (ভারত)।

পুলকেশী, ২য় দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শক্তিশালী রাজা। হর্ষ যে সময় উত্তর ভারতের একচ্ছত্র রাজা, তিনি তখন দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ৬০৮—৬৪২ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। নাসিক তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি হর্ষকে দাক্ষিণাত্যে আসিতে বাধা প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাং তাঁহার রাজধানী পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির অন্যতম। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি সুমেরু-শিখরের নিকটে তপস্যা করিতেন। তথায় অপ্সরা প্রভৃতির গীতবাদ্যে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটিত। সেইজন্য তিনি এই অভিশাপ দেন যে, যে রমণী তাঁহার নয়নপথে আসিবে, তাহার গর্ভ হইবে। তিনি তৃণবিন্দু ঋষির আশ্রমের নিকটে থাকিতেন। তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূ তাঁহার নয়নগোচর হইলে তিনি গর্ভবতী হন। তখন তিনি তৃণবিন্দু ঋষির অনুরোধে হবির্ভূকে বিবাহ করেন। এই হবির্ভূর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র হয়। তাঁহার নাম বিশ্রবাঃ। এই বিশ্রবাঃ রাবণের পিতা (রাম)।

পুলহ—সপ্তর্ষির অন্যতম। তিনি কপিল মুনির ভগিনী গতিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার সহিষ্ণু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে (ভাগ)।

পুলিৎজার, যোশেফ (১৮৪৭—১৯১১) —জার্মান-আমেরিকান সাংবাদিক। তাঁহার ইচ্ছাপত্রের পরিপূরণে 'পুলিৎজার প্রাইজ' এবং 'আমেরিকান স্কুল অব জার্নালিজম' প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুলিনবিহারী দাস—প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল। জন্ম ঢাকায়। তিনি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ 'মার্তাজা'-নামক মুসলমান গুরুর নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। লাঠি ছাড়া তিনি অসি, ছোরা ও যুযুৎসু খেলিতেও বিশেষ পারদর্শী হন। তাঁহার চেষ্টায় ও উদ্যোগে বঙ্গদেশে লাঠিখেলার অধিকার প্রচলন হয়।

পুলোমা (পুলোমন্)—মুনিবিশেষ। কশ্যপ মুনির পুত্র। কন্যা ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবী। রাবণের পুত্র মেঘনাদের সহিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের যুদ্ধকালে তিনি জয়ন্তকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন। পুলোমার মত লইয়া অনুহ্লাদ শচীকে হরণ করেন। এই কারণে ইন্দ্র তাঁহাকে নিহত করেন (রাম)।

পুলোমা—ভৃগুমুনির পত্নী ও চ্যবন ঋষির জননী। এক সময়ে ভৃগুমুনির অনুপস্থিতিতে তিনি এক রাক্ষস কর্তৃক হৃত হন। সেই সময়ে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পথে তাঁহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মাতার দুর্দশা দেখিয়া সেই সদ্যোজাত শিশু রাক্ষসকে ব্রহ্মতেজে পুড়াইয়া ফেলেন। সেই শিশুপুত্রই চ্যবন ঋষি (ভারত)।

পুশকিন, আলেকজাণ্ডার (Pushkin, Alexander) (১৭৯৯—১৮৩৭)। রুশীয় কবি। পুশকিনের কবিতার উপর বায়রনের প্রভাব এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ঐতিহাসিক নাটকের উপর শেক্স্পীয়রের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাঁহার কোন কোন রচনায় স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাবও বর্তমান। পশ্চিম ইওরোপীয় সাহিত্যিক রূপ রীতির সঙ্গে রুশীয় ভাবের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া যে উদার সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী রুশীয় সাহিত্যকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে। পুশকিন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার রচিত 'Eugene Gregin' ও 'Boris Godunove' দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

পুষ্কর—রাজা নলের ভ্রাতা ['নল' দ্রঃ]।

পুষ্পদন্ত—১। শিবের অনুচর। একদা তিনি গোপনে হরপার্বতীর কথাবার্তা শুনিয়াছিলেন বলিয়া পার্বতীর শাপে তিনি মর্ত্যলোকে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণের নাম সোমদত্ত। সোমদত্তের এক পুত্রের নাম কাত্যায়নবররুচি (কথাসরিৎসাগর)। ২। পুষ্পদন্ত নামে এক গন্ধর্ব ছিল। তাহার পুত্রের নাম মাল্যবান্ (পদ্ম)।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ—(খ্রীঃ পূঃ ৩য়-শতক) মগধের রাজা। শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম অগ্নিমিত্র।

পুতনা—এক দানবী। কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য তাহাকে ব্রজধামে পাঠান। এই দানবী নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া শিশু কৃষ্ণকে পান করিতে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তন্য এমন জোরে আকর্ষণ করেন যে দানবী মারা যায় (ভাগ)।

পূর্ণানন্দ পরমহংস—১৬শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে জন্ম। পূর্ণানন্দ পরমহংস গুরুপ্রদত্ত নাম। পূর্বনাম জগদানন্দ। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতার অভিভাবকতায় তিনি বড় দুর্দান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ স্বীয় গুরু প্রকাশানন্দকে অবমাননা করিয়া অভিশাপগ্রস্ত হন। পরে প্রকাশানন্দ বলেন যে, উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যাতীর্থের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে শাপমুক্ত হইয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ব্রহ্মানন্দ বহুকাল ঘুরিয়া অবশেষে জগদানন্দকে শিষ্য করেন। প্রথমে তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়াইয়া দীক্ষাপ্রদান এবং পূর্ণানন্দ নাম প্রদান করেন। পূর্ণানন্দ গুরুর পূর্বেই সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহারা গুরুশিষ্যে তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়া কামাখ্যাতীর্থের উদ্ধার সাধন করেন। 'যোগ চিন্তামণি', 'শ্যামারহস্য', 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' ও 'তত্ত্বানন্দ-তরঙ্গিণী'-নামক তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সাধন-গ্রন্থ আছে।

পৃথা—১। কুন্তীর অপর নাম। ২। দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের ভগিনী। তাঁহার সহিত চিতোরের রানা সমরসিংহের বিবাহ হয়।

পৃথু—১। বেণ রাজার পুত্র। তিনি বাহুবলে পৃথিবীর সকল রাজাকে পরাস্ত করেন। তাঁহার দ্বারা পৃথিবী প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পৃথু নামে প্রসিদ্ধ। তিনি প্রবলপ্রতাপ ও ধার্মিক রাজা ছিলেন (ভারত)। ২। রাজা বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথু রাজা হইয়া প্রজাদের সন্তোষবিধান করেন। তিনি ধনুর্বাণ দ্বারা পাহাড় কাটিয়া পৃথিবীকে সমতল করিয়াছিলেন (হরি)। ৩। রাজা বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিলে পৃথু নামে পুত্র ও অর্চি নামে কন্যার জন্ম হয়। পৃথু অর্চিকেই বিবাহ করেন। তিনি মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া পৃথিবী দোহন করেন। এইরূপ দোহন করার জন্য ধরিত্রী পৃথিবী বা পৃথ্বী এই নামে অভিহিত হয়। তাঁহার পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া তিনি বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (ভাগ)।

পৃথ্বীরাজ (পৃথ্বীরায়)—(১১৫৯—১১৯২)। দিল্লীর সর্বশেষ হিন্দু রাজা। পিতা আজমীরের চৌহানবংশীয় ভূপতি বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বর। মাতামহ দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল। অনঙ্গপাল ও সোমেশ্বরের মৃত্যুতে তিনি আজমীর ও দিল্লীর রাজা হন। তাঁহার ভগিনী পৃথার সহিত চিতোরের রানা সমরসিংহের বিবাহ হয়। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র তাঁহার মাসতুত ভ্রাতা ছিলেন। দিল্লীতে তিনি একটি বিশাল দুর্গ গঠন করেন। সেই দুর্গও 'রায় পিথোরা' নামে পরিচিত। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞও সম্পন্ন করেন। ইহার পর ভারতে আর কোন অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় নাই। জয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অসদ্ভাব ছিল [জয়চন্দ্র দ্রঃ]। পৃথ্বীরাজ যখন দিল্লীর রাজা, তখন মহম্মদ ঘোরী দিল্লী জয় করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর সহিত মিলিত হইলেন। মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিলেন। ১১৯১-এ থানেশ্বরের নিকটে তরাইন প্রান্তরে দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয়। মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। পর বৎসর মুসলমানেরা আবার দিল্লী আক্রমণ করে। এবারে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

পৃশ্নি, পৃষ্ণি শ্রীকৃষ্ণের জননী দেবকীর অন্য নাম (ভাগ)।

পেগাসাস (Pegasus)—পক্ষিরাজ অশ্ববিশেষ। পার্সিউস মেডুসার মস্তক ছেদন করিলে পর যে রক্ত নির্গত হয়, সেই রক্ত হইতে তাহার উৎপত্তি। তিনি অলিম্পাস-পর্বতে গমন করিয়া জুপিটারের বজ্র ও বিদ্যুৎ বহন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি জুপিটার কর্তৃক তারকায় পরিণত হন।

পেট্রার্ক, ফ্রান্সেস্কো (Petrarch, Francesco)—(১৩০৪—১৩৭৪)। প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি। 'To Laura'-নামক তাঁহার কাব্যগ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থখানি পৃথিবীর বহুভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার 'সনেট' বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

পেট্রি (Petrie, Sir William Mathew Flinders)—(১৮৫৩—১৯৪৬)। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন কলেজের মিশরের পুরাতত্ত্ব বিষয়ের এডওয়ার্ডস অধ্যাপক ছিলেন। মিশরের

খননকার্যের জন্ম তিনি প্রসিদ্ধ। প্রাচীন মিশরের আবিষ্কারের সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি পুস্তক আছে।

পেনেলোপি (Penelope)—গ্রীকবীর ইউলিসিস (Ulysses)-এর পত্নী। তিনি অত্যন্ত পতিগতপ্রাণা ছিলেন। স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিকালে বহু গ্রীকবীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে আসেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের এড়াইবার জন্ম বলেন যে, একটি বুনানির কাজ শেষ হইয়া গেলেই তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ করিবেন। তিনি দিনে যতটুকু বুনিতেন, রাত্রে তাহা খুলিয়া ফেলিতেন। ২০ বৎসর পরে স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করেন (গ্রীক পুঃ)।

পেরিক্লিস (Pericles)—(খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫—৪২৯)। এথেন্সের বিখ্যাত সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। তিনি সুবক্তা ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে এথেন্স স্থাপত্যকলায়, ভাস্কর্যশিল্পে ও সাহিত্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। এথেন্স নগর তাঁহার সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সে সময়ে এথেন্স তাঁহারই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে এথেন্সে সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র (Democracy) প্রতিষ্ঠিত হয়।

পো, এডগার অ্যালান (Poe, Edgar Allan) (১৮০৯—১৮৪৯)। মার্কিন কবি। বোস্টনে জন্ম। ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। এক বৎসরের জন্য ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষালাভ করেন। 'Tamberlane, and Other Poems' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। 'The Raven' (কবিতা), 'The Bells', 'The Masque of the Red Death', 'Annabel Lee' 'Tales of Mystery' ইত্যাদি তাঁহার রচনা।

পোপ, আলেকজাণ্ডার (Pope, Alexander)—(১৬৮৮—১৭৪৪)। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি। তিনি গ্রীক কবি হোমারের কাব্যগ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তিনি লণ্ডনের এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি 'Pastorals' লিখিয়া বিশেষ ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। 'Essay on Criticism', 'Essay on Man', 'The Rape of the Lock' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

পোলীবিয়াস (Polybius)—(খ্রীঃ পূঃ ২০৪—১২২)। গ্রীক ঐতিহাসিক। তিনি চল্লিশটি খণ্ডে একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম পাঁচটি খণ্ড ও অন্যান্য খণ্ডের কিয়দংশ এখন পাওয়া যায়।

পোলো, মার্কো (Polo, Marco)—(১২৫৪—১৩২৪)। ইতালীর পর্যটক। ভেনিসের উচ্চবংশে জন্ম। পোপের দৌত্যকার্যে পিতা ও খুড়ার সঙ্গে তিনি 'কুবলাই খাঁ'র দরবারে গমন করেন এবং ১২৭৫-এ সাংটুতে পৌঁছান। কুবলাই খাঁর দরবারে তিনি ১৭ বৎসর কাজ করেন। ২৪ বছর পরে আবার তিনি ভেনিসে ফিরিয়া আসেন। তিনি জেনোয়াবাসীদের দ্বারা বন্দী হন। বন্দী-অবস্থায় তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংকলন করেন।

পৌণ্ড্রক—অসুররাজ নরকের বন্ধু। তিনি করূষদেশের রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিলে তিনি এক রাত্রিকালে দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। সে সময় শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালে কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে বধ করেন (ভাগ)।

প্যাঙ্কহার্স্ট, এমিলিন (Parkhurst, Emmeline)—(১৮৫৮—১৯২৮)। প্রগতিবাদিনী ইংরেজ নারী। তিনি ম্যাঞ্চেস্টারবাসী রবার্ট গোল্ডেনের কন্যা। স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার লইয়া তিনি বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তিনি ঐ আন্দোলনের একজন অগ্রগণ্য কর্মী ছিলেন।

প্যাট্রিক, সেণ্ট (Patric, St.)—(৩৭৩—৪৬৩)। আইরিশদিগের দেবসিবিশপ। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি আয়র্লাণ্ড হইতে সর্পকুল দূর করেন। আয়র্লাণ্ডে প্রতি বৎসর ১৭ই মার্চ 'প্যাট্রিক দিবস' প্রতিপালিত হয়।

প্যাট্রোক্লাস (Patroclus)—অ্যাকিলিসের বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি অ্যাকিলিসের বর্ম চাহিয়া লইয়া গ্রীকদের হইয়া ট্রোজান যুদ্ধে গমন করেন। হেক্টর কর্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে অ্যাকিলিস যুদ্ধে গমন করেন (গ্রীক পুঃ)।

প্যাডারেভস্কি (Paderewski, Ignace Jan)—(১৮৬০—১৯৪১)। পোলাণ্ডবাসী রাজনীতিবিশারদ। তিনি ১৯১৮—১৯-এ পোলাণ্ডের শাসন স্থাপন ও নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৯-এ তিনি পোলাণ্ডের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯২০-এ তিনি পোলাণ্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ জাতিসংঘে (League of Nations) গমন করেন। পরে তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া আবার গীত-রচনায় মনোনিবেশ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে নির্বাসনে প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

প্যাণ্ডোরা (Pandora)—জুপিটারের আদেশে ভলকান কর্তৃক সৃষ্ট পরমা সুন্দরী প্রথমা নারী। জুপিটার একটি পাত্রে সকল রকম দুর্বিপাক আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পাত্রটি প্রদান করেন। তিনি কৌতূহলী হইয়া তাহা দেখিতে গেলে সমস্তই বাহির হইয়া পড়ে, কেবলমাত্র আশা পাত্রের মধ্যে থাকে। এই কারণে মানুষের জীবনে যত দুর্বিপাক আছে আর তার সঙ্গে মানুষের জীবনে আশাও আছে (গ্রীক পুঃ)।

প্যান (Pan)—মেষপালকগণের দেবতা। তিনি মধুমক্ষিকা-রক্ষক এবং মৎস্য ও পক্ষী শিকারের পৃষ্ঠপোষক। তিনি শৃঙ্গধারী, ছাগের ন্যায় পদ ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট মানব (গ্রীক পুঃ)।

প্যাবলো পিকাসো (Pablo Picasso)—(জন্ম ২৫শে অক্টোবর, ১৮৮১)। বিখ্যাত চিত্রকর। জন্ম স্পেনের মালাগা-নামক স্থানে। ৮ বৎসর বয়স হইতেই তিনি চিত্রাঙ্কনে নিপুণতা দেখান। ১৮ বছর বয়সে ফরাসী দেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাইতে হয়। 'কিউবিজম'-নামক চিত্রাঙ্কনের তিনি অন্যতম স্রষ্টা। বর্তমানে পৃথিবীতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকররূপে প্রসিদ্ধ।

প্যাভ্‌লোভা, অ্যানা (Pavlova, Anna)—(১৮৮৫—১৯৩১)। রুশিয়ার বিখ্যাত নর্তকী। তিনি বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভারতের বিখ্যাত নর্তক উদয়শংকরের সহযোগে তিনি ইওরোপের বিভিন্ন দেশে নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন।

প্যারিস (Paris)—ট্রয়রাজ প্রায়ামের পুত্র। জুনো, মিনার্ভা ও ভেনাসের রূপ প্রতিযোগিতায় ভেনাসকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলায় তিনি তাঁহার সাহায্যে গ্রীসের রূপসী হেলেনকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই হেলেন হরণেই ট্রোজান যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (গ্রীক পুঃ)।

প্যারীচরণ সরকার—(১৮২৩—১৮৭৫)। প্রসিদ্ধ ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। বারাসতে জন্ম। ১৮৫৪-এ তিনি হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। তিনিই বাঙালীর মধ্যে প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। সুরাপান নিবারণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন। ইহা ছাড়া, তিনি এই উদ্দেশ্যে 'ওয়েল উইশার' নামে একখানি ইংরেজী ও 'হিতসাধক' নামে একখানি বাংলা মাসিক

পত্র পরিচালনা করেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া অন্নদান করেন। তিনি কিছুকাল 'এডুকেশন গেজেট'-নামক একখানি সরকারী সংবাদ-পত্রের সম্পাদনা করেন, কিন্তু সরকারের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। তিনি শিশুপাঠ্য ইংরেজী পুস্তক 'First Book' ও 'Second Book' রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র—(২২শে জুলাই, ১৮১৪—২৩শে নভেম্বর, ১৮৮৩)। বিখ্যাত প্রাচীন লেখক। টেকচাঁদ ঠাকুর নামে বিখ্যাত। 'আলালের ঘরের দুলাল'-নামক উপন্যাসের লেখক। কলিকাতার নিমতলায় জন্ম। পিতা রামনারায়ণ। তিনি কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। পরে তিনি ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'-নামক ইংরেজী পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'মাসিক পত্রিকা'-নামক একখানি মাসিক পত্রের তিনি সম্পাদনা করিতেন। প্রেততত্ত্বে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারই প্রচেষ্টায় পশুক্লেশ নিবারণ-বিষয়ক আইন পাস হয়। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই কল্পিত নামেই তিনি অধিক পরিচিত। 'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'জাত থাকার কি উপায়', 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

প্যারীমোহন কবিরত্ন—(বঙ্গাব্দ ১২৪১—১৩৮২)। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা-বিজ্ঞ গীত-রচয়িতা। বর্ধমান জেলার সাঁহাসুই গ্রামে জন্ম। তিনি নিজে একজন সুগায়ক ছিলেন। বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ তাঁহাকে 'কবিরত্ন' উপাধি দেন।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রাজা—(১৮৪০—১৯২২)। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। পিতা উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এম. এ., বি. এল পাস করিয়া তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। তিনি ১৮৭৯-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ১৮৮৪ ও ১৮৮৬-এ বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য হন। 'Bengal Tenancy Bill' পাস হইবার সময় তিনি যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দেন। তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন।

প্যারী, সার (Parry, Sir William Edward)—(১৭৯০—১৮৫৫)। সুপ্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি ও আবিষ্কারক। তিনি মেরুর প্রদেশে বহুবার অভিযান করেন এবং অনেক স্থান আবিষ্কার করেন।

প্যালগ্রেভ (Palgrave, Francis Turner)—(১৮২৪—১৮৯৭)। ইংরেজ কবি ও সমালোচক। 'Idylls and Songs' (১৮৫৪), 'Essays on Art' (১৮৬৬), 'Lyrical Poems' (১৮৭১) ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি অপরের রচিত বহু কবিতা গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। সেগুলির মধ্যে 'Golden Treasury of English Songs and Lyrics' (১৮৬১) প্রসিদ্ধ।

প্যালাডিও, অ্যান্ড্রিয়া—(Palladio, Andrea)—(১৫১৮—১৫৮০)। বিখ্যাত ইতালীয় স্থাপত্য-শিল্পী। তাঁহার স্থাপত্য-শিল্প 'প্যালাডিয়ান স্থাপত্য-শিল্প' নামে অভিহিত। ভেনিসে 'Church of the Redeemer' তাঁহার স্থাপত্যের চরম নিদর্শন।

প্যালিসার (Palliser, Sir William) (১৮৩০—১৮৮২)। 'প্যালিসার'-নামক কামানের উদ্ভাবক। ১৮৭০-এ ইহা প্রচলিত হয়। তিনি যে গোলার উদ্ভাবন করেন, তাহাও 'প্যালিসার গোলা' নামে খ্যাত।

প্রকাশম্, টি. (১৮৬৯—১৯৫৭)—মাদ্রাজের বিশিষ্ট দেশকর্মী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ব্যারিস্টারি ছাড়িয়া দেন। ১৯২৬-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন এবং ১৯৩০-এ ঐ পদ ত্যাগ করেন। তিনি কয়েকবার কারাবাস করিয়াছেন। ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশ গঠন আন্দোলনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা। স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হওয়ায় তিনি উহার মুখ্যমন্ত্রী হন (১৯৫৩)।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—বেদান্ত-দর্শনবিদ্ পণ্ডিত। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। তিনি কাশীবাসী ও মায়াবাদী ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া ভক্ত করেন।

প্রকাশানন্দ স্বামী—(১৮৭৪—?)। বিবেকানন্দের শিষ্য। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী। তিনি বিবেকানন্দের নিকটে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। পূর্বনাম সুশীলচন্দ্র। তিনি কিছুকাল মায়াবতীর উত্তরে পর্বত-গুহায় অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন। এখানে কিছুকাল ধর্ম-সাধনের পর তিনি ১৯০৬-এ বেদান্ত প্রচারের জন্য আমেরিকায় গমন করেন। তিনি আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্কো'র হিন্দু-মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং 'Voice of Freedom'-নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

প্রচেতা—১। ঋষিবিশেষ। তিনি ব্রহ্মার পুত্র। ২। বরুণের এক নাম।

প্রণবানন্দ আচার্য স্বামী—(১৮৯৬—১৯৪০)। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দু জাতি সংগঠন ও সমাজ-সংস্কারক। আজন্ম কঠোর তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও আত্মসমাহিত পুরুষ ছিলেন। কৈশোরেই গৃহত্যাগ করিয়া তিনি গোরক্ষপুরে যান ও বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৮-এ তিনি নিজ গ্রাম ফরিদপুরের বাজিতপুর গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেবা ও গঠনমূলক কার্যসূচী লইয়া লোকসমাজে দাঁড়ান। তিনি প্রায় একশত কর্মী সংগ্রহ করিয়া ফেলেন। তারপর বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও তাঁহার সেবার কাজ চলিতে থাকে। জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি হিন্দুধর্মের প্রচার ও হিন্দু সংগঠনে কাটান। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৫০০ শত মিলন-মন্দির স্থাপন করেন ও ৩৫,০০০ হিন্দু তাঁহার সেবাব্রত গ্রহণ করে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (?—১৯২১)। ঔপন্যাসিক। 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি লেখা। তিনি উনবিংশ শতকের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—(১৮৪০—১৯০৫)। কেশবচন্দ্রের সমসাময়িক ধর্ম-প্রচারক। জন্মস্থান হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রাম। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বন্ধু এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রধান সহায়ক ছিলেন। ২৫ বৎসর বয়স হইতে তিনি ধর্মপ্রচার-কার্য আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দীতে বক্তৃতা করিতেন। পরে ভালরূপ ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি ভারতের সকল প্রদেশ, ইওরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর 'Interpreter'-নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 'Heartbeats', 'Spirit of God', 'Oriental Christ' এবং 'Life and Teachings of Keshab Chandra Sen'-নামক তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ—(১৮৬১—১৯২২)। স্বনামধন্য চিকিৎসক। জন্মস্থান নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রাম। কুমারখালি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় মেডিকাল কলেজে ভরতি হন। ডাক্তারি পাস করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তিনি ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি আমেরিকার 'World Columbian Exposition'-নামক চিকিৎসক-

মহাসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন এবং নিজ গবেষণা এবং বিদ্যার প্রভাবে ঐ সভার সহকারী সভাপতি হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতাল আছে।

প্রতাপচন্দ্র রায়—(১৮৪১—১৮৯৫)। মহাভারতের অনুবাদক। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সাঁকো গ্রাম। কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকটে চাকরি করিয়া ও বইয়ের দোকান করিয়া কিছুকাল কাটান। তারপর তিনি সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন এবং ইহার প্রতি খণ্ড ৪২ টাকায় বিক্রয় করিয়া পরে এক সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিলাইয়া দেন। তিনি অন্যান্য পুরাণেরও বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদও করিয়াছিলেন।

প্রতাপনারায়ণ দেব—(?—১৯১৩)। লক্ষ্মীপুরের জমিদার। সেখানে 'প্রতাপ-নারায়ণ সংস্কৃত কলেজ' এবং 'প্রতাপকেন্দ্র' তাঁহারই স্থাপিত। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলেজ পরিচালনার জন্য তিনি ১১০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ তাঁহারই প্রদত্ত সাড়ে নয় হাজার টাকা হইতে মেডেল ও স্বর্ণ কেয়ূর প্রাপ্ত হয়। ভুবনেশ্বরী মঠও তাঁহার কীর্তি।

প্রতাপ রুদ্র—(১৪শ শতক)। ১। কাকতেয় বংশের রাজা। ওরঙ্গল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বাহমনিরাজ আহম্মদ শাহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি মারা যান। ২। উড়িষ্যা দেশের স্বাধীন রাজা। পিতা পুরুষোত্তম দেব, মাতা পদ্মাবতী। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। চৈতন্যদেব পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শন করিতে গেলে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লন। তাঁহারই প্রযত্নে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করে। 'শ্রীসরস্বতীবিলাস', 'প্রতাপ-মার্তণ্ড', 'নির্ণয়সংগ্রহ' ও 'কৌতুকচিন্তামণি' তাঁহার রচিত গ্রন্থ। কয়েকটি বাংলা পদও তিনি রচনা করিয়াছেন।

প্রতাপসিংহ—(?—১৫৯৭)। মেবারের প্রসিদ্ধ মহারানা। পিতা উদয়সিংহ। তিনি পিতার সহিত উদয়পুরে গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি আকবরের অধীনতা অস্বীকার করেন। আকবরের সেনাপতি রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহ একবার তাঁহার অতিথি হন। কিন্তু মানসিংহ মোগলদের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপসিংহ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। সেইজন্য তিনি আহারের সময় নিজে উপস্থিত না থাকিয়া পুত্র অমরসিংহকে পাঠাইয়া দেন। ইহাতে মানসিংহ অপমান বোধ করেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর তিনি হলদীঘাট নামক গিরিসংকটে মোগল-সৈন্যের সম্মুখীন হন। মানসিংহ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। এই যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন। মোগল-সৈন্য রাজধানী ও দুর্গসকল অধিকার করিলে তিনি সপরিবারে গুটিকতক বিশ্বস্ত সহচর লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে থাকেন, তথাপি মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন না। সিন্ধু-প্রদেশের অভিমুখে যখন তিনি যাত্রা করেন, সেই সময় ভীম শাহ নামে একজন অমাত্য তাঁহাকে তাঁহার সঞ্চিত অগাধ অর্থ দান করিয়া আকবরের সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৫৭৭—১৫৮০ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করিয়া পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করেন। তিনি এই সময়ে মানসিংহের রাজ্য জয়পুর বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার শত্রুতার প্রতিশোধ লন। চিতোর উদ্ধার তাঁহার পণ ছিল। কিন্তু তিনি তাহা পারিয়া উঠেন নাই। তাঁহার একটি প্রিয় অশ্ব ছিল। তাহার নাম চৈতক। রানা প্রতাপের ন্যায় স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি জগতের ইতিহাসে বিরল।

প্রতাপাদিত্য রায়—(১৬শ শতক)। যশোহরের সুবিখ্যাত বীর রাজা। পিতা বিক্রমাদিত্য রায়। তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে রাজার ন্যায় বসবাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন এবং মোগল-সম্রাটকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। ইহা শুনিয়া আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বাংলার সুবাদারকে আদেশ করেন। তিনি মোগল-সৈন্য পরাস্ত করেন। গৌড় সে সময় বাংলার রাজধানী ছিল। সেই গৌড়ের যশঃ অপহরণ করার জন্য প্রতাপের রাজধানী 'যশোহর' নামে আখ্যাত। তিনি তাঁহার পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেন বলিয়া শুনা যায়। বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায় দিল্লীতে পলায়ন করেন। তাঁহারই পরামর্শে জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বাংলায় পাঠাইয়া দেন। কচু রায়ের মন্ত্রণায় মানসিংহ তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় তিনি মারা যান। প্রতাপের রাজধানী এখন সুন্দরবন-নামক মহারণ্যে পরিণত।

প্রতিবিন্ধ্য—যুধিষ্ঠিরের ঔরসে জাত দ্রৌপদীর পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অতঃপর অশ্বত্থামার নৈশ-হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার হস্তে নিহত হন (ভারত)।

প্রতীপ—এক রাজা। পিতার নাম শান্তনু।

প্রতুলচন্দ্র সরকার (জাদু-সম্রাট্ পি. সি. সরকার)—(১৯১৩—১৯৭১ খ্রীঃ)। বিখ্যাত জাদুকর। ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল নামক স্থানে জন্ম। পিতার নাম ভগবানচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স লইয়া তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি নিউ ইয়র্ক শহর হইতে জাদুবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'Sphinx' পান এবং এ পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর কেহ দুইবার পান নাই। জার্মানীতেও তিনি অনেক পুরস্কার লাভ করেন। প্যারিসে চোখে রুমাল বাঁধিয়া তিনি (১৯৫০) সাইকেলে চড়িয়া যান এবং তাঁহার এই প্রদর্শনী আমেরিকা ও ইংলণ্ডে টেলিভিসনে চিত্রিত হয়। তাঁহার ১৬ খানি জাদুসম্বন্ধে পুস্তক আছে।

প্রদ্যুম্ন—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। তিনি রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মে তিনি কামদেব ছিলেন। শিবের তপোভঙ্গ করিতে গিয়া তিনি তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হন বলিয়া তাঁহাকে অনেকে কন্দর্প বলেন। তিনি যখন মাত্র ছয় দিনের পুত্র, তখন শম্বর নামক একটি অসুর তাঁহাকে চুরি করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেন। সমুদ্রের মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। সেই মৎস্য ধৃত হইয়া মায়াবতীর নিকটে নীত হয়। মায়াবতী তাঁহাকে পাইয়া লালন পালন করিতে থাকেন। যখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর, তখন মায়াবতীর নিকটে নিজ পূর্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি শম্বর অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন এবং মায়াবতীকে লইয়া দ্বারকায় যান। কৃষ্ণ তাঁহার সহিত মায়াবতীর বিবাহ দেন। তাঁহার পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। তিনি মহাবীর ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বহু যুদ্ধে যান। যদুবংশের ধ্বংসের সময় তিনি নিহত হন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ডাঃ স্যার পি. সি. রায়)—(১৮৬১—১৯৪৪)। সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্ ও দেশসেবক। জন্ম খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, পরে (১৯১৬—৩৭) বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ হন। রাসায়নিক গবেষণার জন্য তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্-সি. উপাধি পান। বেঙ্গল কেমিক্যাল রসায়ন কারখানার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কর্মযোগী ছিলেন। সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ আদর্শই

ছিল তাঁহার লক্ষ্য। দেশের সেবা ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতিও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সুলেখক ছিলেন। সেবাকার্য ও সংকট ত্রাণ সমিতি গঠনে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্যে যাহাতে উৎসাহ আসে, সেজন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' তাঁহার একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপ-ব্যবহার' এবং 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকার' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ।

প্রফুল্ল চাকী—স্বাধীনতার প্রথম শহীদ নিবাস রংপুর। রংপুর জেলা স্কুলে যখন পড়িতেন, সেই সময় বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। ১৯০৬—১৯০৮, এপ্রিল যত গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রফুল্ল চাকীর যোগাযোগ ছিল। ১৯০৬-এর মধ্যভাগে রংপুরে সর্বপ্রথম ডাকাতির চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৬-এ বৈপ্লবিক গুপ্ত-হত্যার চেষ্টাও করা হয়। লক্ষ্য ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট ফুলার সাহেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এর পর আরও কয়েকটি গুপ্তহত্যা ও ডাকাতির চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন ও পরে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া মিসেস্ ও মিস্ কেনেডিকে হত্যা করেন। পুলিসের হাতে তিনি ধরা না দিয়া ১৯০৮-এর ১লা মে আত্মহত্যা করেন।

প্রবহ—ইন্দ্রের বন্ধু। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মার বরে তিনি স্বর্গপুরে গমন করেন এবং সকলের অবধ্য হন। ইন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কৃষ্ণ যখন পারিজাত হরণ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রের পক্ষে যুদ্ধ করেন। তিনি সাত্যকিকে পরাস্ত করিয়া গরুড়ের উপরিস্থিত পারিজাত গ্রহণ করিতে গেলে গরুড় পক্ষের আঘাতে তাঁহাকে ফেলিয়া দেয়। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলেন। ষটপুরের দানবগণকে যখন শ্রীকৃষ্ণ দমন করিতে যান, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ করেন (ভাগ)।

প্রবীর—নীলধ্বজ রাজার পুত্র। তিনি অর্জুনের অশ্ব ধরিলে তাঁহার সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে প্রবীর নিহত হন। (ভারত)।

প্রবোধকুমার সান্যাল—(জন্ম ১৯০৭)। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য কর্মচারী ছিলেন। পরে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। 'প্রিয় বান্ধবী', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'সরল রেখা', 'নদ ও নদী' ইত্যাদি তাঁহার রচিত উপন্যাস। ছোটগল্পও তাঁহার কিছু আছে। উপরি-উক্ত বই কয়খানির মধ্যে প্রথম কয়েকখানি চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। ১৯৬০ সালে তিনি 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ করেন।

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার—(১৮৯৯—১৯২৮)। বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও গ্রন্থকার। পৈতৃক নিবাস হাওড়া জেলার পাতিহাল গ্রাম। কলিকাতার ঝামাপুকুরে জন্ম। ষোড়শ বৎসরে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। তিনি মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছিলেন। দানশীল হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও বিলাসব্যসনশূন্য ছিলেন। তিনি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশকদের অন্যতম। 'দেব-সাহিত্য কুটীর' নামে প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

প্রবোধানন্দ—বৈষ্ণব দার্শনিক। তাঁহার প্রকৃত নাম প্রকাশানন্দ সরস্বতী। চৈতন্যদেব তাঁহার 'প্রবোধানন্দ' নাম দেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—১। (৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩—৫ই এপ্রিল, ১৯৩২)। প্রখ্যাত গল্প-লেখক। জন্মস্থান ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান। আদি নিবাস হুগলী জেলার গুরপ। পিতা জয়গোপাল। তিনি ব্যারিস্টারি পাস করিয়া প্রথমে দার্জিলিং ও রঙ্গপুর, পরে গয়ায় আইন ব্যবসায় করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে আমরণ অধ্যাপনাও করেন। 'মানসী ও মর্মবাণী'র তিনি বহুকাল সম্পাদকতা করেন। 'ভারতী' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার 'সিন্দুর-কৌটা', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সত্যবালা', 'গল্পবীথি', 'দেশী ও বিলাতি' প্রভৃতি বহু পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ২। (জন্ম —১৮৯২)—দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের কাজ করিয়াছেন। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উনি একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী (চারি খণ্ড)' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ সালে তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পুরস্কারে' ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ইনি 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৬২ সালে সোভিয়েট আকাদমী অব্ সায়েন্স-এর অতিথিরূপে তিনি রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন।

প্রভাবতী—বজ্র-নামক অসুরের কন্যা। তিনি কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরে আসিলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে তাঁহার গর্ভ হইলে অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। তিনি পত্নীর অনুমতি লইয়া অসুর-বংশ সবংশে নিহত করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র বজ্রপুরের রাজা হন (ভাগ)।

প্রভাবতীদেবী সরস্বতী—(১৯০৫—১৯৭২)। বাংলার মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। তিনি ১৩ বৎসর বয়সে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। পরে আরও অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন—'ঘূর্ণী হাওয়া', 'মাটির দেবতা', 'পথের শেষে', ব্রতচারিণী' প্রভৃতি।

প্রমথ চৌধুরী—(১৮৬৮—১৯৪৬)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক। বঙ্গ-সাহিত্যে 'বীরবল' নামে প্রখ্যাত। পাবনা জেলা আদি বাসস্থান। ঐ জেলার হরিপুর গ্রামে জন্ম। তিনি ব্যারিস্টারি পাস করার বহুকাল পরে 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক হন। আইন কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন। সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁহার অবদান চির-স্মরণীয়। তিনি কথ্যভাষার একটি মার্জিত লেখ্যরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'নানাকথা', 'পদচারণ', 'চারইয়ারী কথা', 'আহুতি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ—প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তিনি উদার মতের পরিপোষক। তাঁহার লিখিত বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ আছে।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(১৮৭২—১৯৪৯)। সুকবি। ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষ নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। তিনি বৈদেশিক আচার এবং বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্য এবং সাহিত্যিক গৃহশিক্ষকের নিকট হইতেই তিনি সাহিত্য এবং কাব্যচর্চায় প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। 'গৈরিক', 'পদ্মা' ও 'গৌরব-গীতিকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার প্রণীত। তিনি 'ভাগ্যচক্র', 'জয়পরাজয়', চিতোরোদ্ধার' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা।

প্রমথনাথ বিশী—(জন্ম ১৯০২)। বাংলার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিক। জন্মস্থান রাজশাহী। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাজীবন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সৃষ্ট প্রথম 'ঠাকুর অধ্যাপক'। অবসরগ্রহণান্তে বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত বৃত্তি লাভ

করিয়া পুনরায় অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রভৃতি সর্ববিধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ১৯৬০ সালে রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করিয়াছে। অন্যান্য রচনা—'রবীন্দ্র কবিপ্রবাহ', 'রবীন্দ্র নাট্য-প্রবাহ', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার,' 'ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ' প্রভৃতি।

প্রমথেশ বড়ুয়া—(২৪শে অক্টোবর ১৯০৩—২৯শে নভেম্বর, ১৯৫১)। সুবিখ্যাত চিত্রপরিচালক। জন্ম আসামের গৌরীপুরে। পিতা গৌরীপুররাজ প্রভাত বড়ুয়া। ১৯২৪-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস্-সি. পাস করেন ও ১৯২৮-এ আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। আসাম ব্যবস্থাপক সভার তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য-দলের চীফ হুইপ ছিলেন। ১৯৩০-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৮-এ ইওরোপ পরিভ্রমণকালে প্যারিসে ফক্স স্টুডিওতে প্রবেশ করেন ও ক্যামেরার টেকনিক শিখিয়া আসেন। প্রখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক হিসাবে তাঁহার নাম চলচ্চিত্র-জগতে অমর হইয়া থাকিবে 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি' প্রভৃতি তাঁহার ছবি। ঘরের মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ছবি তুলিবার পদ্ধতি ভারতে তিনি প্রথম সূত্রপাত করেন। ভারতে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা ও তথ্যমূলক ছবি তুলিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়।

প্রমদ্বরা—রুরু মুনির পত্নী। পিতা গন্ধর্ব-রাজ বিশ্বাবসু, মাতা অপ্সরা মেনকা। স্থূল-কেশ নামক মুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। অতঃপর রুরুর সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্তা স্থির হয়। একদা সর্প-দংশনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। রুরু ভাবী পত্নীর মৃত্যুতে অত্যন্ত বিমর্ষ হন। তখন দেবদূতের পরামর্শে তিনি নিজ আয়ুকালের অর্ধাংশ তাঁহাকে দিতে রাজী হইলে তিনি জীবিত হন। অনন্তর তাঁহার সহিত রুরুর বিবাহ হয় (ভারত)।

প্রমিথিউস (Prometheus)—প্রাচীন কবিগণ কর্তৃক বর্ণিত সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মানব। তিনি মাটির মানবমূর্তি প্রস্তুত করিয়া স্বর্গ হইতে আহৃত অগ্নি দ্বারা তাহাতে জীবনীশক্তি প্রদান করিতেন। মানব-সমাজের হিতসাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। জুপিটার ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ককেসাস পর্বতে বাঁধিয়া রাখিয়া শকুনিকে তাঁহার যকৃৎ-প্রদেশ খাওয়াইতে মার্কারিকে আদেশ করেন (গ্রীক পুঃ)।

প্রমীলা—রাবণের পুত্রবধূ, মেঘনাদের পত্নী (রাম)।

প্রলম্ব—দানববিশেষ। তিনি গোপবেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য গোপগণের সহিত ভাণ্ডির বনে খেলা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন। স্থির হয় যে, খেলায় যে হারিবে, সে বিজয়ীকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। বলরামের সহিত তিনি মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইলে বলরামকে তিনি অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবার মতলব করেন। কিন্তু তাঁহাকে বলরামের মুষ্টির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হয় (বিষ্ণু. ভাগ)।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ—(জন্ম ১৮৯৩ —মৃত্যু ১৯৭২)। সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও বিজ্ঞানী। ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া কেমব্রিজে যান এবং ট্রাইপস্ লাভ করেন। ১৯১৭-এ তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি বিশ্বভারতীর সম্পাদক ছিলেন (১৯২১—৩১)। বিভিন্ন সময়ে গঠিত পরিসংখ্যান কমিটি-সমূহের তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি এফ. আর. এস. হন (১৯৪৫) ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯৫০)। 'সাংখ্য' পত্রিকা তিনি কয়েক বৎসর সম্পাদনা করেন। তিনি 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয় আয় কমিটির সভাপতি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সভ্য ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—(১৮০৩—১৮৬৮)। বিদ্যোৎসাহী ও দাতা। লেখকরূপেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার গোপী-মোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি প্রথমে সরকারী উকিল ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সরকারের লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার আইন রহিত হয়। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম Clerk Assistant এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সভ্য। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি ৩ লক্ষ টাকা আইন-শিক্ষার জন্য দিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকাতেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঠাকুর-ল-লেকচারের ব্যয় নির্বাহিত হয়। তিনি মূলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য ৩৫ হাজার টাকা, ঐ স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ১ লক্ষ টাকা, আত্মীয়দের জন্য ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা এবং নিজের কর্মচারিগণের জন্য ১ লক্ষ টাকা উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি 'অনুবাদক' নামে একখানি বাঙ্গালা এবং 'রিফরমার' নামে একখানি ইংরেজী পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত দায়ভাগ গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' তাঁহার যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি তাহার দ্বিতীয় সভাপতি। উইলসন সাহেবের অনূদিত 'উত্তরচরিতে'র প্রথমাঙ্ক এবং 'জুলিয়াস সীজারে'র পঞ্চম অঙ্ক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত হয়।

প্রসন্নকুমার রায়—(ডাক্তার পি. কে. রায়)—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জন্ম ১৮৪৯। জন্মস্থান ঢাকা জেলার শুভাঢ্যা গ্রাম। ঢাকার পগোস স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও পরে গিলক্রাইস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ পূর্বক বিলাত গমন করেন। তথায় ১৮৭৩-এ বি. এস্-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৬-এ এডিনবরা ও পরে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় পাস করিয়া ডি. এস্-সি. উপাধি লাভ করেন। তাঁহার এবং আনন্দমোহন বসুর চেষ্টাতেই বিলাতে ব্রাহ্মসমাজ, 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' ও একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি প্রথমে পাটনা কলেজের অধ্যাপক ও পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। ইহার ন্যূনাধিক ১০ বৎসর পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হইয়াছিলেন। পরে কিছুদিন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী—(১৮২৫ —১৮৮৬)। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্। জন্মস্থান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম। পিতার নাম যদুনাথ সর্বাধিকারী। কলিকাতা হিন্দু কলেজে তিনি কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হন। সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার উপকারিতা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়া তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যাপক হন এবং পরে রাজা সীতানাথ সর্বাধিকারীর চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ রাজ-সরকারের উচ্চপদ লাভ করেন। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট সংস্কৃত শিখিতেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরেজী শিখাইতেন। বিদ্যা-সাগরের সঙ্গে এই বন্ধুত্বের ফলে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হইয়া-ছিলেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক এবং ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি বর্ধমান বিভাগের স্কুল ইনসপেক্টর ছিলেন। তারপর তিনি বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ

হইয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা গণিত-গ্রন্থ ও গণিত-পরিভাষা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বদান্য, ছাত্রবৎসল ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—(১৮৪২—১৯১৪)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। জন্মস্থান বিক্রমপুরের আটপাড়া। পিতার নাম স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্তী। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া কোলা-সমাজের সদাশিব চক্রবর্তীর নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে আরও কিছু সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ও নর্মাল পরীক্ষা পাস করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হন। পরে ঢাকা কলেজে সংস্কৃত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তিনি ঢাকা সারস্বত সমাজের সম্পাদক এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গীয় সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতির তিনি একজন সভ্য ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন।

প্রসার্পিন (Proserpine)—কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'সিরিজ' (Ceres)-এর কন্যা। সিসিলির অন্তর্গত এক উপত্যকায় তিনি যখন পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় নরকের অধিপতি প্লুটো (Pluto) তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। পরে জিউসের মধ্যস্থতায় ঠিক হয় যে, তিনি ছয় মাস পৃথিবীতে ও বাকী ছয় মাস প্লুটোর সঙ্গে থাকিবেন (গ্রীক পুঃ)।

প্রসূতি—অপর নাম মেনকা। সতীর জননী। পিতা স্বায়ম্ভুব মনু, মাতা শতরূপা, স্বামী দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষের ঔরসে তাঁহার গর্ভে ষষ্টি কন্যার জন্ম হয়। সতী সর্বকনিষ্ঠা (কূর্ম, বিষ্ণু) ['দক্ষ' দ্রঃ]।

প্রসেন—রাজাবিশেষ। পিতা নিম্ন, ভ্রাতা সত্রাজিত (ভাগ)। তাঁহারা দ্বারকা-পুরীতে বাস করিতেন। প্রসেন সমুদ্র হইতে এক মণি পান; সেই মণি সত্রাজিত ব্যবহার করিতেন। একদা সেই মণি লইয়া তিনি মৃগয়া করিতে যাইয়া সিংহের দ্বারা নিহত হন। তখন জাম্ববান্ উহা লন (হরি) ['জাম্ববান' দ্রঃ]।

প্রসেনজিৎ—১। রাজা সত্রাজিতের পুত্র (ব্রহ্মবৈ)। ২। যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিতের ভ্রাতা। নামান্তর প্রসেন (ভাগ)। ৩। রাজা প্রসেনজিতের বক্ষঃস্থিত স্যমন্তক মণি নর্মদার তীরে নিক্ষিপ্ত হইলে জাম্ববান্ সেই মণি গ্রহণ করেন (স্কন্দ)।

প্রহ্লাদ—বিষ্ণুভক্ত বালক। পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। তিনি বাল্যকাল হইতেই হরিভক্ত ছিলেন। সর্বদাই হরিনাম কীর্তন করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন বলিয়া পুত্র প্রহ্লাদের এইরূপ আচরণ পছন্দ করিতেন না। তাঁহাকে হরিনাম ছাড়াইবার জন্য হিরণ্যকশিপু তাঁহার গুরুকে আদেশ দেন। কিন্তু গুরু কোনক্রমেই তাঁহাকে হরিনাম ছাড়াইতে পারেন নাই। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। বালক প্রহ্লাদ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সর্বদাই হরিনাম করিতে থাকেন। তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য খড়্গাঘাত, হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড, সাগরগর্ভ, পর্বত হইতে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান প্রভৃতি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু প্রহ্লাদ কোনক্রমেই মরিলেন না দেখিয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে নিজমতে ফিরাইবার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু তিনি হরিনাম কিছুতেই ছাড়েন না। তখন হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে হরির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। প্রহ্লাদ উত্তরে বলেন যে, হরি সর্বত্রই বিদ্যমান। নিকটস্থ একটি প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভে হরি আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বালক প্রহ্লাদ বলেন যে, সেখানেও হরি আছেন। রাগে হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে পদাঘাত করেন। স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া যায় এবং স্তম্ভের মধ্য হইতে নরসিংহ মূর্তি বাহির হইয়া হিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার করেন। তারপর প্রহ্লাদ রাজা হন। রাজা হইয়াও তিনি কোনদিনই হরিনাম ছাড়েন নাই (ভাগ)।

প্রাউস্ট মার্সেল (Proust Marcel)—(১৮৭১—১৯২২)। প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক। তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল অতিশয় বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁহার গদ্যরীতি ছিল অতিশয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ছোট গল্প, অনুবাদ, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং পত্রাবলী বর্তমান। 'A la Recherche du Temps Perdu' তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

প্রাচীনবর্হি—রাজাবিশেষ। পিতা হবির্ধন। তিনি প্রজাপতি উপাধি পান। তাঁহার দশ পুত্রকে প্রচেতা বলে (ভাগ)।

প্রাবা—দক্ষরাজের এক কন্যা। কশ্যপ মুনি তাঁহার স্বামী। তাঁহারই গর্ভে অপ্সরাগণ জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

প্রায়াম (Priam)—শেষ ট্রয়রাজ। তিনি লেওমেডনের পুত্র এবং হেক্টর, প্যারিস প্রভৃতির পিতা ও হেকুবার স্বামী (গ্রীক পুঃ)।

প্রিন্সেপ, জেম্স্ (Prinsep, James)—(১৭৯৯—১৮৪০)। পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদ্। কুড়ি বছর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন। তিনি বেনারস ট্যাঁকশাল অফিসের ডেপুটি 'এসে মাস্টার' ছিলেন। অতঃপর ১৮৩০ হইতে ১৮৩২ পর্যন্ত কলিকাতা ট্যাঁকশাল অফিসের 'ডেপুটি এসে মাস্টার' ও পরে ১৮৩৮ পর্যন্ত ইহার 'এসে মাস্টার'-রূপে কার্য করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৩ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষও ছিলেন। তিনি রসায়নশাস্ত্রে খনিজতত্ত্বে ও মুদ্রাতত্ত্বে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। অশোকের বহু শিলালিপির পাঠ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বেনারসে একটি ট্যাঁকশাল, একটি গির্জা ও একটি সেতু নির্মাণ করেন। কলিকাতার প্রিন্সেপ ঘাট তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। কর্দমের কন্যা কাম্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কাম্যার গর্ভে তাঁহার দুই কন্যা ও দশটি পুত্র জন্মে।

প্রিয়ম্বদা—শকুন্তলার সখী। তিনি ও অনসূয়া নাম্নী আর একজন সখী রাজা দুষ্মন্তের নিকট শকুন্তলার মনের কথা নানা ছলে জানাইয়া দেন।

প্রিয়ম্বদা দেবী—(১৮৭১—১৯৩৪)—সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি। জন্ম পাবনার গুনাইগাছা গ্রামে। পিতা কমলকৃষ্ণ বাগচী। মাতা কবি ও ঔপন্যাসিক প্রসন্নময়ী, স্বামী মধ্যপ্রদেশের তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রেণু, পত্র লেখা, রেখা, চম্পা ও পাটল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

প্রিস্টলে, জে. বি. (Priestly, J. B.)—(জন্ম ১৮৯৪)। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাঁহার লিখিত বহু উপন্যাস আছে। 'The Good Companions' নামক তাঁহার উপন্যাসখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রিস্টলে, জোসেফ (Priestley, Joseph)—(১৭৩৩—১৮০৪)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি অম্লজান (Oxygen) বাষ্প উদ্ভাবন করেন। 'A History of Electricity' নামক তাঁহার লিখিত পুস্তকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দার—(১৯১১—১৯৩২)। বীর মহিলা শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তিনি অন্যতম নায়িকা ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাস্টার-দার (সূর্য সেন) কাছে বৈপ্লবিক শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁহারই নেতৃত্বে এই বীর রমণী চট্টগ্রামের ইওরোপীয় ক্লাবের উপরে বোমা ফেলিয়া পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেন।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—(১৮০৬—১৮৬৭)। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বর্ধমান জেলার শাকনাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা রাম

নারায়ণ। সংস্কৃত কলেজে তিনি অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এডুকেশন কমিটি তাঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি প্রদান করেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। অনুবাদ কার্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি উইলসন সাহেবের প্রিয় ছিলেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব সংকলনে তিনি জেম্‌স্ প্রিন্সেপকে অনেক সাহায্য করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—বোম্বাইএর এক শিক্ষানুরাগী দানশীল ব্যক্তি। শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। মৌলিক গবেষণার জন্য এই টাকা হইতে বৃত্তি দান করা হয়। এই বৃত্তিই 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি নামে খ্যাত।

প্রেমদাস—(১৭শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। আদি নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। পদবী ছিল সিদ্ধান্তবাগীশ। নবদ্বীপের নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। তিনি ষোল বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং প্রেমদাস নাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৭১২-এ কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকের পদ্যানুবাদ করেন। ১৭১৬-এ তিনি 'বংশীশিক্ষা'-নামক কাব্য রচনা করেন। ইহাই তাঁহার মৌলিক কাব্য। পদাবলী রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশী।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—(১৮৯০—১৯৬৪)। জীবনে তিনি বহুবিধ কর্মে যোগদান করিয়াছেন, কিন্তু কোন কিছুতেই প্রায় স্থির থাকিতে পারেন নাই। এই অবস্থার মধ্যেই সাহিত্যচর্চা করিয়া গিয়াছেন। চলচ্চিত্র জগতে যোগদান করিয়া তিনি অনেকগুলি ছবি পরিচালনা করিয়াছেন। 'মহাস্থবির' ছদ্মনামে তিনি 'মহাস্থবির জাতক' নামে যে গ্রন্থত্রয় রচনা করেন, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। তাঁহার অন্যান্য রচনা—'চাষার মেয়ে', 'ঝড়ের পাখি', 'স্বর্গের চাবি', 'তখৎ-ই-তাউস' প্রভৃতি।

প্রেমানন্দ ভারতী—(১৮৫৭—১৯১৪)। হিন্দুধর্মপ্রচারক। প্রকৃত নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য ইওরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন। আমেরিকায় তিনি 'লাইট অব ইণ্ডিয়া' নামক একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদনা করিতেন। তিনি দুইবার ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গমন করেন। 'প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ' নামে তিনি একখানি ইংরেজী পুস্তক রচনা করেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—(জন্ম ১৯০৪)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট কবি। নিবাস কলিকাতা। কাশী ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ। কল্লোলযুগের তিনি অন্যতম প্রবর্তক। 'উপনয়ন', 'কালো-ছায়া', 'ভাবীকাল', 'ড্রাগনের নিশ্বাস', 'দাবী', 'পঙ্কতিলক', 'বেনামী বন্দর' (গল্পগুচ্ছ), 'মিছিল', 'বাঁকা লেখা'; 'কেয়ারী কৌজ' (কাব্যগ্রন্থ); 'ভয়ঙ্কর' (শিশু উপন্যাস); 'সরস ও বিরস' নাটক, (বার্নার্ড শ'র অনুবাদ) ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যের জন্য তিনি ১৯৫৭ সালে 'সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার' ও ১৯৫৮ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন।

প্রোটিয়াস (Proteus)—ভবিষ্যদ্বক্তা সমুদ্র দেবতাবিশেষ। তিনি ইচ্ছামত যে কোনও মূর্তি ধারণ করিতে পারিতেন (গ্রীক পুঃ)।

প্রোট্যাগোরাস (Protagoras)—গ্রীক দার্শনিক। তিনি নাস্তিক ছিলেন।

প্লিনি (Pliny)—প্লিনি দুইজন। বড় জন প্রাচীনকালের বিখ্যাত স্বভাবতত্ত্ববিদ্। তিনি ২৩ হইতে ৭৯ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। ছোট জন বড়রই একজন আত্মীয়; তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পত্র লেখেন। এই পত্রগুলি সে সময়কার বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে পূর্ণ।

প্লুটার্ক (Plutarch)—(? ৫০—১২০)। বিখ্যাত জীবনী-লেখক। তিনি গ্রীসে জন্মগ্রহণ করিলেও জীবনের অধিকাংশ সময় রোমে অতিবাহিত করেন। তাঁহার লিখিত 'Lives' নামক পুস্তকখানি অপূর্ব। শেক্‌স্‌পীয়র প্রমুখ বহু লেখক তাঁহার নিকট ঋণী।

প্লুটাস (Plutus)—ঐশ্বর্যের দেবতা (গ্রীক পুঃ)।

প্লুটো (Pluto)—পাতালপুরীর অধীশ্বর। তিনি স্যাটার্ন ও ওপ্‌সের পুত্র। তিনি জুপিটার ও নেপচুনের ভ্রাতা এবং প্রোসারপাইনের স্বামী ছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

প্লেটো (Plato)—(খ্রীঃ পূঃ ৪২৯—৩৪৭)। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক। তাঁহার প্রকৃত নাম 'অ্যারিস্টক্লিস' (Aristocles)। তিনি 'সক্রেটিসে'র শিষ্য ও অ্যারিস্টটলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার 'Republic' ও 'Dialogues' নামক দুইখানি বই আছে।

ফ

ফকনার (Falconer, William)—(১৭৩২—১৭৬৯)। স্কটল্যাণ্ডের জনপ্রিয় কবি। এডিনবরায় জন্ম। তিনি 'The Shipwreck' নামক কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হন।

ফকনার (Falkner or Faulkner, William)—(জন্ম ১৮৯৭)। দক্ষিণ আমেরিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নোবেল পুরস্কারধারী। জন্ম মিসিসিপি রাজ্যের নিউ অ্যালবানি। 'Soldiers' Pay' (কবিতা), 'The Sound and the Fury', 'Sanctuary', 'Sartoris', 'As I lay Dying', 'Light in August' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। 'Sanctuary' গ্রন্থখানি ১১ লক্ষ কপি বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের নোবেল পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হয়।

ফক্স, গি (Fawks, Guy)—(১৫৭০—১৬০৬)। ইংরেজ ষড়যন্ত্রকারী। তিনি স্পেনীয় সৈন্যদলের যোদ্ধা ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ 'Gunpowder plot'-এর অন্যতম সহায়ক। ১৬০৫-এ তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। ভীষণ নির্যাতনের পর দোষ স্বীকার করিলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়।

ফক্স, চার্ল্‌স্ (Fox, Charles James)—(১৭৪৯—১৮০৬)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। তিনি আমেরিকার উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ও ফরাসী বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন। তিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্যতম অভিযোক্তা। ১৮০৬-এ তিনি পররাষ্ট্রসচিব হন।

ফজলল করিম—(জন্ম ১৮৮২)। রঙ্গপুরের কাকিনা গ্রামনিবাসী কবি। 'লয়লা-মজনু' তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁহার 'আফগানিস্থানের ইতিহাস'-নামক একখানি ইতিহাসও আছে। তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনকল্পে 'বাসনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করিতেন।

ফজলুল হক, আবুল কাসেম—(জন্ম ১৮৭৩—মৃত্যু ১৯৬২)। রাজনীতিবিদ্। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল। জন্ম বরিশালে। এম. এ., বি. এল. পাস করিয়া হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯০৪)। তিনি কিছুদিন কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি হইয়াছিলেন। অবিভক্ত বাংলার তিনি মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন (১৯৩৭—৪৩)। কৃষক-প্রজা পার্টির তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (মহামহোপাধ্যায়)—(১৮৮০—১৯৪২)। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি বহুবৎসর পাবনা ও কাশীতে ন্যায় ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের

অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তিনি কিছুকাল ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের তিনি অন্যতম।

ফতেমা বিবি-মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ মোহাম্মদের কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ হাসান হোসেনের জননী।

ফতে সিং বাহাদুর—(১৮৪৮—?)। উদয়পুরের মহারানা। তিনি ১৮৮৪-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মেবারের প্রাচীন শিশোদীয়বংশপ্রসূত। তিনি উদার, নিষ্ঠাবান্ ও নীতিকুশল এবং হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

ফনাস (Faunus)—প্রাচীন ইতালীয় দেবতা, কৃষি ও মেষপালকের রক্ষক। তাঁহাকে গ্রীক 'প্যানে'র সহিত তুলনা করা হয়।

ফয়েস্টোয়াঙ্গের, ডাঃ লায়ন (Feuchtwanger, Dr. Lion)—(জন্ম ১৮৮৪)। জার্মানীর প্রসিদ্ধ লেখক। জাতিতে ইহুদী। তিনি বহু কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। নাৎসী গভর্নমেণ্টের আদেশে তিনি জার্মানী হইতে ১৯৩৩-এ বহিষ্কৃত হন। 'Jew Suss', 'The Ugly Dutchess', 'The False Nero' তাঁহার লিখিত উপন্যাস।

ফর্চুনা (Fortuna)—অন্ধরূপে কল্পিতা ভাগ্যদেবী। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ ও দারিদ্র্য এবং সুখ ও দুঃখ পাওয়া যাইত (গ্রীক পুঃ)।

ফশ, ফার্ডিন্যাণ্ড (Foch, Ferdinand)—(১৮৫১—১৯২৯)। মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে অবস্থিত মিত্রশক্তির সৈন্যদলের অধিনায়ক (১৯১৮, মার্চ)। তাঁহার নিকট জার্মানী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। তিনি পূর্বে উত্তর ফরাসী সৈন্যদলের কমাণ্ডার-ইন্-চিফ ছিলেন। ১৯১৯-এ তিনি ব্রিটেনের ফিল্ডমার্শাল হন। যুদ্ধ-সম্পর্কে তাঁহার দুইটি পুস্তক আছে।

ফস্ফরাস (Phosphorus)--'লুসিফারে'র (প্রভাতী তারা) গ্রীক নাম (গ্রীক পুঃ)।

ফারার (Farrar, Frederic William)—(১৮৩১—১৯০৩)। ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ধর্মযাজক ও লেখক। 'The Life of Christ', 'Early Days of Christianity', 'The Life and Works of St. Paul' তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

ফারেনহাইট (Fahrenheit, Gabriel Daniel)—(১৬৮৬—১৭৩৬)। প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী। ডানৎজিগে জন্ম। তিনি তাপনির্ণয় যন্ত্রে (Thermometer) পারদ ব্যবহার করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত তাপনির্ণয় যন্ত্রকে 'ফারেনহাইট থার্মোমিটার' বলে।

ফার্গুসন, উইলিয়ম (Ferguson, Sir William)—(১৮০৮—১৮৭৭)। অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিকিৎসক। তিনি অস্ত্রচিকিৎসাবিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি 'কিংস্ কলেজে'র অধ্যাপক (১৮৪০—১৮৭০) ও 'রয়াল কলেজ অব সার্জনসে'র সভাপতি ছিলেন।

ফার্গুসন, জেম্‌স্ (Ferguson, James)—(১৭১০—১৭৭৬)। ইংরেজ বিজ্ঞানী। তিনি মেষপালকের পুত্র ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায়, গণিত শাস্ত্রে এবং চিত্রাঙ্কনে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। অবশেষে তিনি বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও রয়েল সোসাইটির সভ্য হন।

ফার্ডিন্যাণ্ড, পঞ্চম (Ferdinand V)—(১৪৫২—১৫১৬)। স্পেনের রাজা। স্পেনের রাজকুমারী ইসাবেলাকে বিবাহ করেন। তিনি স্পেনে বহু বৎসর রাজত্ব করেন। কলম্বসের আমেরিকা অভিযান ও আবিষ্কার তাঁহার রাজত্বকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা। তিনি স্পেন হইতে মুরদিগকে দূরীভূত করেন।

ফার্নাণ্ডেজ, জুয়ান (Fernandez, Juan)—স্পেনীয় নাবিক। দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে তিনি যে দ্বীপগুলি আবিষ্কার করেন, সেইগুলির নাম 'জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ'। এই দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক বাস করিতেন।

ফার্মি (Fermi, Eurico)—(জন্ম ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০১)। সুবিখ্যাত ইতালীয় পদার্থবিদ্। জন্ম রোমে। পিসা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২২-এ ডিগ্রী লইয়া তিনি ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ লন। পরে তিনি মুসোলিনীর রোম হইতে যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান ও সেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। আণবিক গবেষণা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। তিনিই প্রথম অণু বিভক্ত করিয়া ১৯৪২-এ আণবিক বোমার নির্মাণ সম্ভব করেন। এই অণু-বিভাগ সমগ্র পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত করিয়াছে।

ফা হিয়েন (Fa Hien)—(৪র্থ ৫ম শতক)। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। তিনি ৩৯৯ হইতে ৪১৫ পর্যন্ত ভারত পর্যটন করেন। তিনি একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, ঐখানির নাম 'ফো-কুওকি' (Fo-Kuoki)। উহা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার বৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদ্ বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি উত্তর ভারতের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় তাঁহার রাজ্যে ৪০৫-৪১০ পর্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই রাজ্যের শাসনপ্রণালী ও সাধারণ সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ফিক্‌টে (Fichte, Johann Gottlieb)—(১৭৬২—১৮১৪)। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। জেনা ও এরলানজেনে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হন। তাঁহার মতবাদ কেণ্টের দার্শনিক তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করে।

ফিজরয় রবার্ট (Fitzroy, Robert)—(১৮০৫—১৮৬৫)। আবহাওয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। ঝটিকাসতর্কবাণী বা Storm-warning এর প্রবর্তক।

ফিট্‌জেরাল্ড, এডওয়ার্ড (Fitzgerald, Edward)—(১৮০৯—১৮৮৩)। ইংরেজ কবি। পিতা জন পার্সেল (John Purcell); তিনি পত্নীর ফিট্‌জেরাল্ড উপাধি গ্রহণ করেন। পারসীক কবি ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ' অনুবাদ করিয়া তিনি যশস্বী হন।

ফিডিয়াস (Phidias)—বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর। খ্রীঃ পূঃ ৪৯০ হইতে ৪৩২ পর্যন্ত তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁহার ভাস্কর্যের নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত গ্রীক মন্দিরের (Perthenon) ভগ্নাবশেষ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ 'Elgin Marbles' নামে অভিহিত।

ফিড্রা (Phædra)—এথেন্সের বীর রাজকুমার থিসিউসের পত্নী। তিনি সপত্নীপুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড ঘটান। পরে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে আত্মহত্যা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ফিনসেন (Finsen, Niels Ryberg)—(১৮৬১—১৯০৪)। বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের পণ্ডিত। ডেনমার্কে তাঁহার নিবাস। আলোকের সাহায্যে 'Lupus' নামক যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা বাহির করিয়া তিনি যশস্বী হন। কোপেনহেগেন শহরে তিনি এই রোগ আরোগ্যের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

ফিবাস (Phœbus)—অ্যাপলো (Apollo) দেবের অপর নাম (গ্রীক পুঃ)।

ফিবি (Phœbe)—ডায়েনার অপর নাম। এই নামে ডায়েনাকে শুধু চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝায়। তিনি সূর্যের বা 'ফিবাস' (Phœbus) এর ভগিনী (গ্রীক পুঃ)।

ফিরদৌসী—(৯৩১—১০২০)। গজনীর মামুদের সভাকবি। পূর্বনাম মুহম্মদ আবুল কাসিম। 'ফিরদৌসী' কবির উপাধি। উহার অর্থ স্বর্গীয়। ইরানের অন্তর্গত তুস্ নামক স্থানে জন্ম। ইরান তখন আরবের অধীন ছিল। তাই প্রাচীন ইরানের গৌরবময়

কাহিনী লইয়া তিনি 'শাহ্‌নামা' নামে বিখ্যাত কাব্য রচনা করেন। এই 'শাহ্‌নামা' লইয়াই তিনি মামুদের (গজনীর সুলতান) কাছে যান। মামুদ প্রতি শ্লোকের জন্ত একটি স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক দিতে চান, কিন্তু পরে অন্তের প্ররোচনায় মামুদ ৬০,০০০ শ্লোকের জন্ত ৬০,০০০ রজতমুদ্রা কবিকে দিতে চাহিলে কবি ঘৃণায় উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং একখানি ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। তারপর কবি বেরিস্তানের শাসনকর্তার কাছে যান। তিনি ঐ ব্যঙ্গকবিতা একলক্ষ মৌপ্য দিয়া কিনিয়া উহা ধ্বংস করেন। তারপর তিনি বোগদাদের খলিফার দরবারে যান ও তাঁহার আদেশে 'ইউসুফ-জুলেখা' নামে একখানি প্রেমের কাব্য লিখিয়া স্বদেশে ফেরেন। পরে সুলতান নিজের ভুল বুঝিয়া যখন কাব্যের যোগ্য পারিশ্রমিক পাঠাইয়া দেন, তখন আর কবিবর ইহলোকে ছিলেন না।

ফিরোজ তোগলক (মোয়াজ্জিম ফিরোজউদ্দিন তোগলক) (১২৯৮—১৩৮৮)। দিল্লীর সুলতান। দিল্লীর প্রসিদ্ধ পাঠান সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ১৩৫১-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ শাহ্ বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের ও তাঁহার পুত্র সিকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিয়া উঠেন নাই। তিনি তাঁহাদের বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতিরূপে স্বীকার করিয়া লন। তিনি উড়িষ্যা, পঞ্জাবের কাঙড়া অঞ্চল, সিন্ধুদেশ ইত্যাদিও আক্রমণ করিয়াছিলেন। জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন, রাজস্বের হার কমান, নির্মম শাস্তি দান রহিত করা তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধর্মব্যাপারে তিনি অনুদার ছিলেন।

ফিরোজশা মেহ্তা, স্যর (১৮৪৫—১৯১৫)। তিনি বোম্বাই-এর পারসিক সম্প্রদায়ভুক্ত। কর্মজীবনে তিনি আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টিকাল হইতেই তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যবস্থাপরিষদের সহিত তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন।

ফিলিপ, ২য় (Philip II)—(১১৮০—১২২৩)। ফ্রান্সের রাজা। তৃতীয় ক্রুসেড (Crusade) নামক যে ধর্মযুদ্ধ হয়, তিনি সেই ধর্মযুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডের সহিত যোগদান করেন। অতঃপর তিনি রিচার্ডের বিরুদ্ধে 'জনের' সহিত যোগদান করেন। জন ইংলণ্ডের রাজা হইলে তিনি জনের নিকট হইতে ইংরেজ অধিকৃত স্থানগুলি কাড়িয়া লন।

ফিলিপ, ২য় (Philip II)—খ্রীঃ পূঃ ৩৮২—৩৩৬)। গ্রীসের ম্যাসিডোনিয়া নামক স্থানের রাজা। প্রথম জীবনে তিনি বন্দীরূপে গ্রীসের তৎকালীন প্রসিদ্ধ রাজ্য থিব্সে নীত হন। তিনি সেখানে থাকিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি দেশে ফিরিয়া রাজা হন এবং বহু যুদ্ধযাত্রা করেন। অবশেষে সমস্ত গ্রীস তাঁহার পদানত হয়। সমগ্র গ্রীস জয় করিয়া পারস্যে যাইবার কল্পনা করিলে তিনি গোপনে নিহত হন। বিশ্ববিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার তাঁহার পুত্র।

ফিলিপ, ২য় (স্পেন-সম্রাট্) (Philip II of Spain)—(১৫২৭—১৫৯৮)। স্পেনের সম্রাট্। তিনি পঞ্চম চার্লসের পুত্র। তাঁহার অন্যতমা পত্নী মেরী ইংলণ্ডের রানী হইয়াছিলেন। মেরীর মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের চিরশত্রু হইয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ 'আর্মাডা' (The Spanish Armada) অভিযান করিয়া ইংলণ্ডকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পরাজিত হন।

ফিলিপ, ৫ম (Philip V)—(১৬৮৩—১৭৪৬)। স্পেনের রাজা। তিনি ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের পৌত্র এবং স্পেনের রানী মেরিয়া টেরেসার পুত্র। দ্বিতীয় চার্লস অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে রাজ্য দিয়া যান। 'War of the Spanish Succession' নামক যুদ্ধের ইহাই কারণ।

ফিলিপস্ স্টিফেন (Phillips, Stephen)—(১৮৬৪—১৯১৫)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। 'Herod', 'Ulysses', 'Nero' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

ফিলেমন (Philemon)—ফ্রিজিয়া-নিবাসী অতিথিবৎসল ব্যক্তি। তাঁহার অতিথিবৎসলতায় প্রীত হইয়া জুপিটার (Jupiter) ও মার্কারি (Mercury) ছদ্মবেশে তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কুটীর প্রাসাদে পরিবর্তিত করিয়া দেন। মৃত্যুর পর তিনি সস্ত্রীক বৃক্ষরূপে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ফিলোমেলা (Phelomela)—এথেন্স-রাজ প্যান্ডিয়নের কন্যা। তিনি নাইটিঙ্গেল পক্ষীতে পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ফিল্ডিং, হেনরী (Fielding, Henry)—(১৭০৭—১৭৫৪)। খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ইটন হইতে পাস করিয়া তিনি লেডেনে আইন পড়েন। প্রথম দিকে তিনি নাটক ও প্রহসন লিখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তিনি সাংবাদিকতাও করেন। 'Tom Jones' ও 'Amelia' তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস।

ফুয়াদ, আহমেদ (Fuad, Ahmed)—(১৮৬৮—১৯৩৭)। ইসমাইল পাশার পুত্র এবং মিশরের রাজা। তিনি ১৯১৭-এ মিশরের সুলতান হন। তিনি ইটালীতে শিক্ষালাভ করিয়া ইটালিয়ান সেনাবিভাগে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯২২ হইতে তিনি মিশরের রাজা হন।

ফুল্টন, রবার্ট (Fulton, Robert)—(১৭৬৫—১৮১৫)। আমেরিকাবাসী এঞ্জিনীয়ার। বাষ্প দ্বারা প্রথম জাহাজ চালাইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। ১৮০৭-এ তিনি হাডসন নদীতে 'Clermont' নামক জাহাজ বাষ্প দ্বারা চালিত করেন। তিনি 'ফুল্টন' নামে একটি বাষ্পীয়পোতও নির্মাণ করেন।

ফেবিয়াস (Fabius, Maximus)—(?—খ্রীঃ পূঃ ২০৩)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। তিনি কার্থেজের বীর যোদ্ধা হানিবলের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও চাতুরী প্রদর্শন করেন। অবশেষে হানিবল পরাস্ত হন। তাঁহার নাম হইতে Fabian Policy' কথাটি আসিয়াছে। 'Fabian Policy' বলিতে বিলম্বে কোন কাজ করিবার নীতি অনুসরণ করা বুঝায়।

ফেয়ারব্যাঙ্কস, ডগলাস (Fairbanks, Douglas)—(১৮৮৩—১৯৩৯)। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা। দর্শকদের নিকটে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ঐতিহাসিক বা উপকথা-মূলক চিত্রনাট্যে অভিনয় করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার পুত্রও (ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, জুনিয়ার) চিত্রতারকা।

ফেরার (Ferrer, Francisco)—(১৮৫৯—১৯০৯)। তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তক। এই শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তারের জন্য তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংঘের স্থাপনা করেন। বার্সিলোনা বিদ্রোহের জন্য তিনি দায়ী বলিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ফেরিস্তা—মুসলমান ঐতিহাসিক। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। আকবরের সময় পর্যন্ত হিন্দুস্থানের একখানি ইতিহাস তিনি রচনা করেন।

ফৈজল (Feisal Al Husain)—(১৮৮৩—১৯৩৩)। ইরাকের ভূতপূর্ব রাজা। রাহাব নামক স্থানে জন্ম। পিতা হেজাজের রাজা হুসেন আলি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবদের নেতৃত্ব করেন এবং ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করেন। ইংরেজ কর্তৃত্বাধীনে তাঁহাকে ইরাকের রাজা (২৩শে

আগস্ট, ১৯২১) বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন।

ফৈজী—প্রখ্যাত পারসীক কবি। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আকবরের রাজত্ব সময়ে বর্তমান ছিলেন। তিনি আকবরের সভাকবি ছিলেন। তিনিই মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ভাস্করাচার্যের 'বীজগণিত' ও 'লীলাবতী' এবং কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রের ফারসীভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য বহু গ্রন্থের অনুবাদেও তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন।

ফোর্ড, হেনরী (Ford, Henry)—(১৮৬৩—১৯৪৭) ফোর্ড নামে মোটর-কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। প্রসিদ্ধ ধনবীর। তিনি নিজ চেষ্টায় সামান্য অবস্থা হইতে অভূতপূর্ব উন্নতি করেন। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন।

ফ্যারাডে, মাইকেল (Faraday, Michael)—(১৭৯১—১৮৬৭)। খ্যাত-নামা ইংরেজ বিজ্ঞানী। তিনি 'রয়াল ইনস্টিটিউশনে'র রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। পদার্থবিদ্যায় ও রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। বিদ্যুৎ (Electricity) সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তিনি অনেক নূতন তথ্য প্রচার করেন। তিনি বহু রাসায়নিক তথ্যও আবিষ্কার করেন।

ফ্রবিশার, মার্টিন (Frobisher, Sir Martin)—(১৫৩৫—১৫৯৪)। ব্রিটিশ নাবিক। প্রথম ভারতবর্ষে আসিবার উত্তর-পশ্চিমের পথ তিনি আবিষ্কার করেন। তাঁহার স্মরণার্থ বেফিন দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত প্রণালীকে ফ্রবিসার প্রণালী কহে। স্পেনীয় রণতরী আর্মাডার সহিত যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ফ্রয়েড, সিগমুণ্ড (Freud, Sigmund) —(১৮৫৬—১৯৩৯)। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্। তিনি অস্ট্রিয়াবাসী। মানবের স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যশস্বী হন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯০২—১৯১৮ পর্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন। পরে অস্ট্রিয়া ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের অধিবাসী হন। Royal Society-তে ১৯৩৬-এ সদস্য নির্বাচিত হন। মনঃসমীক্ষণ বিজ্ঞানের তিনি প্রবর্তক। তাঁহার বহু পুস্তক রহিয়াছে—তাহার মধ্যে 'Interpretation of Dreams' উল্লেখযোগ্য।

ফ্রাই, এলিজাবেথ (Fry, Elizabeth) —(১৭৮০—১৮৪৫)। নরওয়েবাসিনী রমণী। তিনি কারাগার-সংস্কার কার্যে জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত করেন। তিনি 'Society of Friends'এর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ফ্রাঙ্কো (Franco, General)—(জন্ম ১৮৯২)। বিখ্যাত স্পেনীয় সৈনিক ও রাষ্ট্রনায়ক। তিনি মরক্কো অভিযানের স্পেনীয় সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন (১৯২০—২৩) ও ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ হন। ১৯৩৬-৩৯এ স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে তিনি জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩৯ হইতে তিনি স্পেনের রাষ্ট্রপতি।

ফ্রাঙ্গ আনাতোলে (France, Anatole)—(১৮৪৪—১৯২৪)। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণের অন্যতম। তাঁহার প্রকৃত নাম Jacques AnatoleThibault. তাঁহার চরিত্র-চিত্র অতি মনোরম। তাঁহার সকল রচনাই ইংরেজী ও অন্যান্য বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'থেই', 'রেড লিলি' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

ফ্রাবেল (Frœbel, Friedrich)—(১৭৮২—১৮৫২)। প্রসিদ্ধ জার্মান শিক্ষা-সংস্কারক। তিনি কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তক। তিনি ১৮২৮-এ 'The Education of Man' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

ফ্রিক্সুস (Phrixus)—অর্চো-মেনোসের (Orcho-menos) রাজা আথামাসের পুত্র। তাঁহার বিমাতা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে দেবতার নিকট বলি দিবার ব্যবস্থা করিলে নেপচুনদেবের অনুগ্রহে স্বর্ণমেষে আরোহণ করিয়া শূন্যে উঠিয়া যান ও পরে কল্‌কিস্ (Colchis) দেশে গমন করিয়া জীবন রক্ষা করেন (গ্রীক পুঃ)।

ফ্রান্সিস, ফিলিপ (Francis, Sir Philip)—(১৭৪০—১৮১৮)। ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। ১৭৭৪-এ তিনি ভারতে আসেন। তিনি পদে পদে হেস্টিংসকে বাধা দেন। একবার হেস্টিংসের সহিত তাঁহার পিস্তলের সাহায্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। তিনি ১৭৮০-এ ভারত ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যান এবং তথায় 'Letters of Junius' নামে কতকগুলি বেনামী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

ফ্রুড (Froude, James Anthony)—(১৮১৮—১৮৯৪)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁহার সঙ্গে কার্লাইলের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁহার লিখিত ইতিহাস 'History of England from the Fall of Wolsely to the Defeat of the Spanish Armada'-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। তিনি বিখ্যাত লেখক কার্লাইলের জীবনকথা লেখেন। ১৮৯২-এ তিনি অক্সফোর্ডে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ফ্রেজার (Frazer, Sir James George)—(১৮৫৪—১৯৪১)। খ্যাতনামা ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ্। তাঁহার নৃতত্ত্ব (Anthropology) সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে 'The Golden Bough' প্রসিদ্ধ।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট (Frederick the Great)—(১৭১২—১৭৮৬)। প্রুশিয়ার প্রসিদ্ধ রাজা। তিনি ১৭৪০ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজা ছিলেন। তিনি কূটনীতি, দূরদর্শিতা ও সমর-দক্ষতার বলে স্বীয় রাজ্যের শক্তি বহুল পরিমাণে বর্ধিত করেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অন্ততঃ ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ৭ বৎসর ধরিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন (Franklin, Benjamin)—(১৭০৬—১৭৯০)। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 'Poor Richard's Almanac' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার পর তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত থাকিয়া 'Lightning Conductor' আবিষ্কার করেন।

ফ্লবার্ট, গুস্টেভ—'গুস্টেভ ফ্লবার্ট' দ্রঃ।

ফ্লিনডার্স্, ম্যাথিউ (Flinders, Matthew)—(১৭৭৪—১৮১৪)। দুঃসাহসী পর্যটক ও নাবিক। তিনি অস্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে অনেক নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি বাস (Bass Strait)-এর মধ্য দিয়া জাহাজ চালাইয়া যান। তাঁহার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ফ্লেচার, জন (Fletcher, John)—(১৫৭৯—১৬২৫)। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। তিনি Francis Beaumont নামে এক নাট্যকারের সঙ্গে মিলিয়া বহু নাটক রচনা করেন। তাঁহাদের সময়ে তাঁহাদের রচনা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল।

ফ্লেমিং, আলেকজাণ্ডার (Fleming, Sir Alexander)—(১৮৮১—১৯৫৫)। ব্রিটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও পেনিসিলিনের আবিষ্কারকরূপে খ্যাত। জন্ম স্কটল্যাণ্ডের ডারভেল নামে এক স্থানে। ১৯০৬ এ ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন। St. Mary's

হাসপাতালে যুক্ত থাকিয়া তিনি তাঁহার গবেষণা করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি লাইসোজাইম নামে এক বিষঘ্ন ঔষধ আবিষ্কার করেন। পরে পেনিসিলিনের মূল দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন। অন্যান্য আরও দুইজন চিকিৎসকের সঙ্গে তিনি ১৯৪৫-এ 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন।

ফ্লেমিং, অ্যামব্রোজ (Fleming, Sir Ambrose)—(১৮৪৯—১৯৪৫)। ইংরেজ বিজ্ঞানী। ল্যাঙ্কাস্টারে জন্ম। তিনি Thermionic Valve আবিষ্কার করেন। তাহাতেই বেতারবার্তা ও টেলিফোন প্রবর্তন সম্ভবপর হয়। ১৮৮৫—১৯২৬ পর্যন্ত তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

ফ্লোরা (Flora)—পুষ্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার গ্রীক নাম ক্লোরিস (Chloris) (বৈদে পুঃ)।

ব

বংশীদাস চক্রবর্তী—(১৬শ শতক ?)। 'মনসামঙ্গলের' গীতিকার। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটবাড়ী বা পাতুয়ারী গ্রামে নিবাস। পিতা যাদবানন্দ। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁহার পেশা ছিল মনসার 'ভাসান' গীত গাওয়া। 'মনসামঙ্গল পাঁচালী'র কোনও বই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কন্যার নাম চন্দ্রাবতী (তাহা দ্রঃ)।

বংশীবদন (১৫০৫—?)। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি। পদকর্তা হিসাবে বিখ্যাত। জন্মস্থান নবদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়াপাহাড়পুর। পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। 'দীপকোজ্জ্বল' ও 'দীপান্বিত'-নামক দুইটি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমিত হয়।

বক ১। কংসাসুরের দৈত্যবিশেষ। পূতনার ভ্রাতা। বিশালকায় বকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে গিয়া নিহত হয় (ভাগ)। **২**। একচক্রা নগরের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী রাক্ষসবিশেষ। নগরবাসিগণ প্রত্যহ এক একটি মনুষ্যসহ তাহার আহার্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতিতে তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়। একদা এক ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হইলে তাঁহার পরিবারের সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করে। কুন্তী পুত্রদের সঙ্গে তখন সেখানে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন। তিনি ভীমকে পাঠাইয়া দেন ও ভীমের হাতে বক নিহত হয় (ভারত)।

বখতিয়ার খিলিজি—বঙ্গবিজেতা ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদের পিতা।

বগ্‌রা খাঁ—(১৩শ শতক)। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসিতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহার পুত্র কায়কোবাদ সম্রাট্ হন (১২৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২৬শে জুন, ১৮৩৮—৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪)। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়া। পিতা ডেপুটী কালেক্টর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিছুকাল গ্রামে ও মেদিনীপুরে (পিতার কর্মস্থল) পড়িয়া তিনি হুগলী কলেজে ভরতি হন এবং ১৮৫৪-এ জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এই বৎসরই তাঁহার প্রথম কবিতা 'সংবাদপ্রভাকরে' মুদ্রিত হয়। ১৮৫৩-এ তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা ও মানস' রচিত হয়। ১৮৫৬-এ তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি পান। তারপর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিভাগে পড়িতে প্রবেশ করেন ও ১৮৫৭-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান লাভ করেন। পরে কর্মজীবনেই তিনি বি. এল. (১৮৬৯) পরীক্ষা দেন। ছাত্রজীবন শেষ করিয়াই তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন এবং ১৮৯১-এ অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অবদান অতুলনীয়। তাঁহাকে বাংলার সাহিত্যসম্রাট্ বলা হয়। প্রথমে তিনি 'সংবাদপ্রভাকর' নামক মাসিকপত্রে কবিতা লিখিতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার প্রথম উপন্যাসগ্রন্থ। 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস, 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক তাঁহার রচিত। তিনি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা। 'বঙ্গদর্শন' নামক পত্রিকা তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'Rajmohan's Wife' তাঁহার রচিত ইংরেজী গ্রন্থ (১৮৬৪)। 'প্রচার' নামে একটি পত্রিকাও তিনি কিছুকাল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ—চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। তাঁহার রাজ্যের নাম বঙ্গ।

বজ্র-যদুবংশীয় রাজা। পিতা অনিরুদ্ধ, মাতা সুভদ্রা। যদুবংশ ধ্বংসের পর তিনি অর্জুন কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে নীত ও তথাকার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন (ভাগ)।

বজ্রজ্বালা—বলির দৌহিত্রী। রাবণ তাঁহাকে চুরি করিয়া কুম্ভকর্ণের সহিত বিবাহ দেন (রাম)।

বজ্রনাভ—ব্রহ্মার বরে দেবগণের অবধ্য দেবপীড়ক দৈত্য। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন অনুচরগণসহ গোপনে তাহার পুরীতে গিয়া তাহার কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার অনুচরগণ অন্যান্য দেবকন্যাকে বিবাহ করে। ক্রমে বজ্রনাভ সমস্ত জানিতে পারিয়া তাহাদের বধ করিতে উদ্যত হইলে প্রদ্যুম্ন হস্তে নিহত হয় (হরি)।

বজ্রবাহু—রাক্ষস। লঙ্কাসমরে কুম্ভকর্ণ তাহাকে বধ করিয়া খাইয়া ফেলেন (ভারত)।

বটকৃষ্ণ পাল—(১৮৩৫—১৯১৪)। সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-ব্যবসায়ী। জন্ম শিবপুরে (হাওড়া)। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ-বিক্রেতা হইয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন। তিনি দয়ালু ও দাতা ছিলেন। নিজের জন্মস্থানে তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বেনেটোলাতেও তিনি বালকদিগের জন্য একটি এবং বালিকাদিগের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সার হরিশংকর পাল তাঁহার অন্যতম পুত্র ছিলেন।

বড়বামুখ—নারায়ণ একবার বড়বামুখ নামে তপস্বীর বেশ ধরিয়া সুমেরু পর্বতে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি সমুদ্রকে ডাকেন কিন্তু সমুদ্র তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। সেইজন্য তিনি সমুদ্রকে তাহার জল অপেয় হইবে বলিয়া শাপ দেন। সেই দিন হইতে সমুদ্রের জল অপেয় হইয়াছে (ভারত)।

বত্তিচেলি (Botticelli, Sandro)—(১৪৪৪—১৫১০)। ইটালীর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। তাঁহার অঙ্কিত 'The Adoration of the Magi', 'The Birth of Venus', 'The Virgin with the Pomegranate' প্রভৃতি চিত্র জগদ্বিখ্যাত।

বৎসপ্রাজ—১। প্রাচীন রাজা। পিতা কিম্বুরুষ। শত্রুরা তাঁহাকে পরাস্ত করিলে তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি নৃসিংহ দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ভগবান্ নরসিংহ দেবের নিকট হইতে এক চক্রাস্ত্র লাভ করেন। এই অস্ত্র সাহায্যে তিনি হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন (বরাহ)। **২**। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় আগত এক রাজা।

বৎসাচার্য—বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। রাজ-

সাহী জন্মস্থান। তিনি পুটিয়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ।

বৎসাসুর—কংসের অনুচর দৈত্য। বৎসরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিধন চেষ্টায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয় (ভাগ)।

বদরুদ্দীন তায়াবজী—(১৮৪৪—১৯০৯)। বোম্বাইয়ের প্রথম ব্যারিস্টার ও কংগ্রেস-সেবক। তায়াবজী ভাই মিঞা-সাহেব নামে আরবদেশের অধিবাসী এক ধনী ব্যক্তি তাঁহার পিতা। তিনি বোম্বাই শহরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৯০৩-এ বোম্বাইয়ে মুসলমান শিক্ষা-কনফারেন্সের সভাপতি হন। তিনি বোম্বাইয়ের 'আঞ্জুমান ইসলামিয়া'র সেক্রেটারী এবং ক্রমে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৮২-এ বোম্বাই কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৭-এ তিনি ভারতের জাতীয় মহাসভার মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি হইয়া মুসলমানগণকে উক্ত সভায় যোগদানের উপদেশ দেন। ১৮৯৫-এ তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারকের পদ লাভ করেন।

বনফুল—প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

বনবিহারী কাপুর—বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদের পিতা। তিনি পঞ্জাবদেশীয় ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদের তৃতীয় ভ্রাতার দত্তক পুত্র। ১৮৫৬ এ ৩ বৎসর বয়সে তিনি দত্তকস্বরূপে গৃহীত হন। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি বর্ধমানরাজের কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ ও ১৯০৫ এ এই দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৫-এ তিনি বর্ধমান রাজের জয়েণ্ট ম্যানেজারের পদ লাভ করেন।

বপ, ফ্রান্সিস (Bopp, Francis)—(১৭৯১—১৮৬৭)। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিদ্ জার্মান পণ্ডিত। জন্মস্থান সেণ্ট্‌স্ নগর। প্যারিসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ৩০ বৎসর বয়সে বার্লিন বিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচ্য ভাষার অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৮২৩-এ তিনি "Analytical Comparison of the Sanskrit, Latin and Teutonic Languages" নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি অনেকগুলি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে 'Comparative Grammar' নামক পুস্তক ইংরেজীতে অনুদিত হয়।

বভ্রুবাহন—মণিপুরের রাজা। পিতা অর্জুন, মাতা চিত্রাঙ্গদা। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন অশ্বসহ মণিপুরে গমন করিলে পিতাপুত্রে যুদ্ধ হয় এবং অর্জুন তাঁহার বাণে হৃতচেতন হন। অতঃপর তাঁহার বিমাতা উলূপী সঞ্জীবনী মণিদ্বারা অর্জুনকে পুনর্জীবিত করেন (ভারত)।

বয়েড-অর (Boyd-orr, John)—(জন্ম ১৮৮০)। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও কৃষিকার্যে সুপণ্ডিত। তিনি আবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন (১৯৪২)। পরে বিশ্ব-খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার (F. A. O.) সর্বাধ্যক্ষ হন (১৯৪৫ ৪৮)। অতঃপর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছেন। ১৯৪৯ এ তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

বয়েল, রবার্ট (Boyle, Robert)—(১৬২৭—১৬৯১)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। তিনি 'Air Pump' যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন এবং 'Boyle's Law' নামক বাষ্পবিষয়ক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন।

বর (Bohr, Niels Henrik David)—(জন্ম ১৮৮৫)। প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ আধুনিক আণবিক তত্ত্বের জনক। জন্মস্থান কোপেনহাগেন, ডেনমার্ক। কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ্. ডি. (১৯১১) লইয়া তিনি ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আসেন। এখানে তিনি লর্ড রাদারফোর্ড-এর সঙ্গে ১৯১৬ পর্যন্ত নিউ-ক্লিয়ার' পদার্থ-বিদ্যাসম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। পরে কোপেনহাগেনে ফিরিয়া পদার্থবিভাগের অধ্যাপক হন। আণবিক তথ্য সম্বন্ধে আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯২২-এ নোবেল পুরস্কার পান। পরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে কাজ করেন (১৯৩৮—৩৯)। তিনিই আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম (U—235) চূর্ণ করা হইয়াছে। পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে অণু চূর্ণ করা গিয়াছে, কিন্তু কোন্ অণু চূর্ণ করা হইয়াছে তাহা তিনিই আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলেই আণবিক বোমা আবিষ্কার সম্ভব হয়।

বরদাচরণ মিত্র—(১৮৬২—১৯১৫)। সাহিত্য-সমালোচক। পিতা কলিকাতা কুমারটুলির মিত্রবংশের বেণীমাধব মিত্র। পূর্বপুরুষের নিবাস নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রাম। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯৪-এ তিনি দায়রা জজের পদ প্রাপ্ত হন। পঠদ্দশাতেই তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী রচনা করেন। তিনি 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ এবং 'অবসর'-নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৮৫-এ 'ক্যালকাটা রিভিউ' নামক পত্রিকায় 'The English Influence on Bengali Literature'-নামক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া পরিগণিত হন।

বরদাপ্রসাদ মজুমদার—(১৮৩২—১৯১২)। বিশিষ্ট পুস্তকব্যবসায়ী। পিতা হাওড়া জেলার পাতিহালনিবাসী উমাচরণ মজুমদার। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতা ব্রহ্মময়ীর সহিত তিনি কাশীতে বাস করেন, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি বি. পি. এম. প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-গণের সহযোগিতায় তিনি 'কাব্য প্রকাশিকা' নাম দিয়া সংস্কৃত পুস্তকসমূহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাখ্যাপুস্তকের তিনিই প্রবর্তক।

বররুচি—১। পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তিকার কাত্যায়নের নামান্তর। ২। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। তিনি একখানি সংস্কৃত অভিধান, 'প্রাকৃত প্রকাশ' নামক ব্যাকরণ এবং 'নীতিরত্ন' নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বরাহ—ভগবান্ বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। মহাপ্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নিকটে থাকিবার স্থান প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নাসিকা হইতে সহসা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক বরাহ নির্গত হইল। উহা ব্রহ্মার সম্মুখেই হস্তীর ন্যায় বৃহৎ আকার ধরিল। পরে এই বরাহ ভীষণ চিৎকার করিতে করিতে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তাগ্রভাগে বিদীর্ণ করিল ও জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিল (ভাগ)।

বরাহ, বরাহমিহির—উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। তিনি আর্য-ভট্টের নির্ণীত পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই। তিনি অবন্তীনগরবাসী ছিলেন ['খনা' দ্রঃ]।

বরুণ—১। সমুদ্রের এবং পশ্চিমদিকের অধিপতি দেবতা। অগ্নি তাঁহার সখা। সেইজন্য খাণ্ডবদাহের সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকী গদা এবং অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ দান করেন। তাঁহার জলবেষ্টিত ভবন ধবল বর্ণ ও চিরসুখের আবাস। তাঁহার ভবনে কামধেনু সুরভি অবস্থান করে। একদা উর্বশীকে দেখিয়া তাঁহার এবং মিত্রের (সূর্যের) কামোদ্রেক হওয়াতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ নামক ঋষিদ্বয়ের জন্ম হয়। তিনি রাজর্ষি দেবরাতকে হরধনু প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও রামচন্দ্রের নিকট হইতে পরশুরামের বৈষ্ণব ধনু প্রাপ্ত হন। তাঁহার কন্যার নাম বারুণী (ভাগ, ভারত)।

৫। আর্য ঋষিদের এক প্রধান দেবতা। নৈশ আকাশকেই তাঁহারা বরুণ বলিয়া পূজা করিতেন। অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণকে একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পূজা করা হয়। বরুণ অদিতির পুত্র। বরুণের পুত্র ভৃগু (ঋক)।

বর্নুফ, ইউজিনী (Burnouf, Eugene) —(১৮০২—১৮৫২)। প্যারিস নগরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ভারতের বৌদ্ধধর্মের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

বর্নুফ, এমিলি লুই (Burnouf, Emele Louis)—প্রসিদ্ধ প্রাচ্যভাষাবিদ্ ফরাসী পণ্ডিত। তিনি এবং লিউপল নামক পণ্ডিত মিলিত হইয়া ১৮৬৫-এ সংস্কৃত হইতে ফরাসী ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন।

বর্ধমান—(? খ্রীঃ পূঃ ৫২৭ বা ৪৬৮)। জৈন-ধর্মের সর্বশেষ বা চতুর্বিংশ তীর্থংকর। তাঁহার বাল্যকালের নাম বর্ধমান। পরে তাঁহার নাম হয় মহাবীর। তিনি উত্তর বিহারে (বর্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত) বৈশালীনগরীর নিকটে জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্ম জ্ঞাতৃক নামে ক্ষত্রিয়বংশে। তাঁহার পত্নীর নাম যশোদা। তাঁহার একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার পর তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বারো বৎসর বিভিন্ন স্থানে পর্যটন ও দুশ্চর তপস্যা করিয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এই সময় তিনি 'জিন' (বা রিপুজয়ী) এবং 'নিগ্রন্থ' (বা সংসারবন্ধন বিমুক্ত) নামে পরিচিত হন। 'মহাবীর' নামেও এই সময়ে অভিহিত হন। ইহার পর তিনি আরও ত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি মগধ, কোশল ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। বর্তমান পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা নামে এক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য এবং বেদান্তসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' প্রণেতা। জয়পুরের মন্দিরসমূহ হইতে বাঙ্গালী সেবায়েতগণ অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত হন। তখন তিনি জয়পুরে গিয়া তর্কে বিপক্ষদের পরাজিত করেন এবং 'গলিতা' নামে পাবত্যপ্রদেশে বাঙ্গালীদের আসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি 'বিজয়গোপাল' বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। 'গোবিন্দভাষ্য' ছাড়াও তিনি ষট্সন্দর্ভের টীকা, 'সিদ্ধান্তদর্পণ', 'সাহিত্য কৌমুদী', 'ছন্দঃ-কৌস্তুভ' ইত্যাদি বহু পুস্তক রচনা করেন।

বলবন, গিয়াসুদ্দীন (রাজত্বকাল ১২৬৬—১২৮৬)। দিল্লীর দাসবংশীয় পাঠান সম্রাট্। প্রথমে তিনি ইল্‌তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রমে ক্ষমতা লাভ করিয়া নাসিরুদ্দীনের রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্য-শাসন করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবেশন করেন। বিদ্রোহী মেওয়াটীদের দমন এবং বাংলার বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুঘ্রিলের দমন তাঁহার শাসন-কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বলরাম—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। পিতা বসুদেব, মাতা রোহিণী। তিনি প্রথমে দেবকীর গর্ভে জন্মান। কিন্তু কংসের ভয়ে তাঁহাকে যোগনিদ্রার প্রভাবে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে লইয়া যাওয়া হয়। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম সংকর্ষণ। কংসভয়ে বসুদেব তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে নন্দালয়ে রক্ষা করেন। তিনি সান্দীপনি মুনির শিষ্য, লাঙ্গল তাঁহার অস্ত্র। ভীম ও দুর্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন। কংসের ধনুর্যজ্ঞে তিনি ও কৃষ্ণ নীত হইলে উভয়ে কংসকে বিনাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহকালে রাজা রুক্মীর সহিত পাশক-ক্রীড়ায় রত হইয়া ছলনাকারী রুক্মীকে তিনি পাশকপ্রহারে হত্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব দুর্যোধন কর্তৃক বন্দী হইলে তিনি হস্তিনা ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। তখন দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণাকে শাম্বের পত্নীরূপে দান করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করেন। তিনি বলভদ্র নামেও পরিচিত (বিষ্ণু, ভাগ)।

বলরাম ঠাকুর—(? ১৬৫৫ - ?)। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব। তাঁহার উপাধি গোস্বামী। পিতা তারাচাঁদ ভাগবত। আদি নিবাস ঢাকা জেলার বলদাখান। পরে নিবাস পাবনা জেলার ভুঁইখালি। তিনি বাল্যকালে গৌর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৃহত্যাগ করেন ও তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট 'শ্রীশ্রীকেশব রায়' নামে এক শ্রীবিগ্রহ সর্বদাই থাকিত। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তির পাত্র ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে প্রথমে 'বোয়ে' নামে এক জমিদারি দিতে চান। কিন্তু তিনি তাহা লন নাই। পরে তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত এক স্থানের মাত্র কুড়ি বিঘা জমি লন। পরে তিনি নাটোরের মহারাজার অনুরোধে পাবনা জেলার ভুঁইখালি গ্রামে বাস করেন।

বলরাম দাস—(১৫৩৭—?)। বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বলরামের নাম পাওয়া যায়। 'প্রেমবিলাস'-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসই সম্ভবতঃ এই নামের পদাবলী রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। পিতা আত্মারাম দাস, বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামের গোবিন্দ দাস তাঁহার মাতুল। অনুমান হয়, তাঁহার বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার দোগাছিয়া গ্রামে। তিনি জাহ্নবী ঠাকুরানীর শিষ্য। 'প্রেমবিলাস', 'রসকল্পসার', 'গৌরাঙ্গাষ্টক', 'কৃষ্ণলীলামৃত', 'বীরচন্দ্র-চরিত', 'হাটবন্দনা' প্রভৃতি তাঁহার রচনা।

বলরাম ভজা—(১৯শ শতক)। বলরাম ভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। মেহেরপুর গ্রামের এক হাড়ী বংশে জন্ম। জমিদার পদ্মলোচন মল্লিকের বাড়িতে চাকরি করিবার সময় দেবমূর্তির অলংকার চুরির অভিযোগে নিগৃহীত হইয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি বৌদ্ধ মতে যোগসাধন আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার অনেক শিষ্য হয়। শিষ্যগণ তাঁহাকে রামচন্দ্রের বা বলরামের অবতার বলিয়া মনে করে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—(জন্ম ১৯০০)। 'বনফুল' নামে প্রখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিক। আদি নিবাস হুগলি জেলার শিয়াখোলা কিন্তু পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে ভাগলপুরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে রত আছেন। গদ্য পদ্য উভয়প্রকার রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। এককালে তাঁহার 'জঙ্গম' উপন্যাসটি বাংলা রচনায় বৃহত্তম উপন্যাস ছিল। ১৯৬০ সালে তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তাঁহার 'হাটেবাজারে' রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ভৈরব,' 'সে ও আমি,' 'সপ্তর্ষি,' 'বৈতরণী তীরে,' 'শ্রীমধুসূদন' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

বলাইদাস চাটার্জী—(জন্ম ১৯০০—মৃত্যু ১৯৭৪)। জন্ম হুগলী জেলার ডুমুরদহ গ্রামে। প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা ও খেলোয়াড়। ১৯১৯-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৮-এ 'এরিয়ান ক্লাবে' ফুটবল খেলা আরম্ভ করেন। পরে তিনি মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবে Centre Half খেলিয়া বিশেষ নাম করেন। তিনি লং জাম্প, বক্সিং প্রভৃতিতেও বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ১৯২৬ এ সার্জেন্ট ডে নামক প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় নিহত হন। তিনি নানাস্থান হইতে ৭০টি কাপ, ২১০টি রৌপ্যপদক ও ৪০টি স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

বলাই বৈষ্ণব (?—১৭৭৪?)। ভোলা ময়রার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। জন্মস্থান হুগলী জেলার পিয়াসপাড়া গ্রাম। কৌলিক উপাধি সরকার। প্রপিতামহ বংশীবাদক কবিওয়ালা। 'মান', 'মাথুর' প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণলীলা গান

করিতেন বলিয়া তাঁহার বৈষ্ণব উপাধি লাভ হইয়াছে।

বলি—দানবীর দৈত্য। পিতা বিরোচন, পিতামহ প্রহ্লাদ। তপঃপ্রভাবে তিনি ত্রিভুবন জয় করিলে বামনরূপী বিষ্ণু তাঁহার নিকট গমন করিয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য আবৃত করিয়া নাভি-নির্গত তৃতীয় পদ তাঁহার মস্তকে স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করেন। তাঁহার ভক্তির প্রভাবে বিষ্ণুকে একবার তাঁহার দৌবারিক হইতে হইয়াছিল (ভাগ)।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৬ই নভেম্বর, ১৮৭০—২০শে আগস্ট, ১৮৯৯)। বিখ্যাত সাহিত্যিক। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-বংশে জন্ম। পিতা বীরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। ১৮৮৬-এ তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। স্বদেশী বস্ত্রের কারবার ও আর্যসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মিলনের প্রচেষ্টা তাঁহার কর্মজীবনের একমাত্র পরিচয়। অল্পবয়স হইতেই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। 'চিত্র ও কাব্য' (নিবন্ধ), 'মাধবিকা' (কাব্য), 'শ্রাবণী' (কাব্য) তাঁহার গ্রন্থ। ব্রহ্মসংগীত রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। প্রবন্ধ-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথ এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বলডুইন (Baldwin, Rt. Hon. Stanley)—(১৮৬৭—১৯৪৭)। বিশিষ্ট ইংরেজ রাজনীতিক। ১৯১৭-এ তিনি প্রথম ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২১—১৯২২-এ বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি এবং ১৯২২—১৯২৩-এ রাজস্বসচিব হন। ১৯২৩-এ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। আবার ১৯২৪—১৯২৯ ও ১৯৩৫—১৯৩৭-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। "On England and Service of Our Lives" নামে গ্রন্থের তিনি লেখক।

বল্লভ—অজ্ঞাতবাসকালে ভীম এই ছদ্মনামে বিরাট রাজার গৃহে সূপকাররূপে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বল্লভ গোস্বামী—বিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্ত। জীব গোস্বামীর পিতা। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী ও বল্লভ গোস্বামী—তিন সহোদর ভ্রাতা।

বল্লভ ভট্ট (বল্লভাচার্য)—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব ও বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নিবাস তৈলঙ্গদেশে। পিতা লক্ষ্মণ। মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রয়াগে আড়াইল গ্রামে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজ মত প্রচারের জন্য দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করেন এবং শেষে পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নেন।

বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার—(১৮৭৫—১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০)। বিশিষ্ট দেশকর্মী ও রাজনীতিক। প্রথমে তিনি গোধারা নামে এক ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করিতেন। পরে তিনি ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। আমেদাবাদে আইন-ব্যবসায় করিবার সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহাকে কয়েকবার কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি কয়রা সত্যাগ্রহ, বরদৌলী সত্যাগ্রহ ইত্যাদিতে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২-এ 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের সময় তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় ও তিনি ১৯৪৫ পর্যন্ত কারাগারে থাকেন। ১৯৪৬-এ 'অন্তর্বর্তী কালীন সরকার' গঠিত হইলে তিনি তাহার সভ্য হন। ১৯৪৭ হইতে তিনি স্বাধীন ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদেই ছিলেন। সহকারী প্রধান মন্ত্রী রূপে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ তাঁহার প্রধানতম কাজ। অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততার জন্য তিনি 'লৌহ-মানব' নামে খ্যাত ছিলেন।

বল্লভাচার্য—'মাধবাচার্য' দ্রঃ।

বল্লাল সেন—(১২শ শতক)। বঙ্গের সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা। পিতা বিজয় সেন, মাতা বিলাস দেবী। কথিত আছে, তিনি আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি গুণানুসারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। রাঢ় (বর্ধমান বিভাগ), বরেন্দ্র (রাজসাহী বিভাগ), বাগড়ি (প্রেসিডেন্সী বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং মিথিলা এই পাঁচ ভাগে স্বীয় রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া এবং নবদ্বীপ, রামপাল ও গৌড় এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি ১১১৮(?) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন।

বশিষ্ঠ—ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষির অন্যতম। নিমিকে দেহনাশের অভিশাপ দিয়া তাঁহার শাপে বশিষ্ঠের চৈতন্য লোপ হয়। সুতরাং ব্রহ্মার উপদেশে পুনরায় মিত্রাবরুণের ঔরসে তাঁহাকে জন্ম লইতে হয়। পত্নী অরুন্ধতীর গর্ভে তাঁহার শক্তি প্রভৃতি শত পুত্রের জন্ম হয়। নন্দিনী নামে ধেনু লইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। তাহার ফলে শক্তির অভিশাপে রাক্ষসরূপে পরিণত রাজা কল্মাষপাদ বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় তাঁহার শত পুত্রকে গ্রাস করেন। বশিষ্ঠ শোকে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে অন্তঃসত্ত্বা জানিয়া শোক সংবরণ করেন। অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়। বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু কর্তৃক সূর্যবংশের পুরোহিত নিযুক্ত হন। 'বশিষ্ঠ সংহিতা' তাঁহার প্রণীত (ভারত)। ঋগ্বেদে তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বসওয়েল, জেম্‌স্—(Boswell, James)—(১৭৪০—১৭৯৫)। স্কটিশ লেখক। তাঁহার 'The Life of Dr. Johnson' একটি অত্যুৎকৃষ্ট জীবনী-গ্রন্থ। তিনি এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন।

বসন্ত রায়—১। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং পদাবলী রচয়িতা। কাহারও মতে তিনি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার ৫১টি পদ আছে। ২। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত। তিনি এবং প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য উভয়ে মিলিয়া রাজ্যাধিকারের সনন্দ লাভ করেন। পরে দৈবক্রমে তিনি প্রতাপাদিত্যের হস্তে নিহত হন। কথিত আছে, কালীঘাটের কালীমন্দির তাঁহার নির্মিত।

বসু—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। তিনি ব্রাহ্মণোচিত তপস্যায় নিরত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে আকাশগামী রথ ও বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করেন। তিনি চেদিরাজ্য জয় করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পত্নীর নাম গিরিকা; আকাশগামী রথ লাভ করিয়া তাঁহার উপরিচর নাম হয়। মৎস্যরূপা অপ্সরার গর্ভে তাঁহার মৎস্যগন্ধা নামে কন্যা ও একটি পুত্রের জন্ম হয় (ভারত) ['উপরিচর' দ্রঃ]।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের জনক। পত্নী রোহিণীর গর্ভে তাঁহার বলরাম এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। দেবকী মথুরারাজ কংসের পিতৃব্য-কন্যা। দৈবজ্ঞমুখে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান দ্বারা নিজের বিনাশ হইবে জানিয়া কংস, বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহাদের সাতটি সন্তানকে নিহত করেন। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে যোগনিদ্রার প্রভাবে নিদ্রিত পুরী হইতে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া গোপনে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দের সদ্যোজাতা শিশু কন্যাকে লইয়া আসেন। পরে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কংসের ধনুর্যজ্ঞে আসেন এবং কংসকে বধ করিয়া জনকজননীকে কারামুক্ত করেন। বসুদেব

বসুবংশ ধ্বংসের পর যোগবলে দেহত্যাগ করেন (ভাগ) ['কংস' দ্রঃ]।

বসুধা—১। পৃথিবীর অপর নাম। বসু অর্থাৎ ধনরত্ন ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হয়। বসুধার অপর নাম পৃথিবী। পৃথিবী প্রজাগণকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম হয় বসুন্ধরা (বায়ু)। ২। বসুধা দৈত্যভারে পীড়িতা হইয়া সুমেরু পর্বতে যান এবং দেবগণকে তাঁহার ভার লাঘবের জন্য বলেন। তখন দেবগণ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন (মার্ক)।

বসুমিত্র—মৌর্যরাজা। পুষ্যমিত্রের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও দশ বৎসর রাজত্ব করেন। পিতা অগ্নিমিত্র (বিষ্ণু)।

বাক (Bach, Johann Sebastian)—(১৬৮৫—১৭৫০)। বিশ্ববিশ্রুত সুরকার। লাইপজিগের দুইটি গির্জায় তিনি বহুকাল সংগীতাধ্যক্ষ ছিলেন। এখানেই তিনি তাঁহার প্রায় সব সংগীত রচনা করেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত সংগীতই ধর্মসম্বন্ধীয়।

বাক, পার্ল (Buck, Pearl Sydenstricker)—(জন্ম ১৮৯২)। বিখ্যাত মার্কিন মহিলা সাহিত্যিক। তাঁহার শৈশব চীনদেশে কাটে। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তিনি আবার চীনদেশে ফিরিয়া যান এবং নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয়। তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস 'The Good Earth', চিত্রনাট্য হিসাবে ১৯৪০-এ ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়, এবং এই বই লিখিয়া তিনি Pullitzer Prize পান। ১৯৩৮-এ তাঁহাকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাক্সটার, জর্জ (Baxter, George)—(১৮০৪—১৮৬৭)। ইংরেজ শিল্পী। তিনি তৈলের সাহায্যে মুদ্রণের উপায় উদ্ভাবন করেন। মুদ্রণ-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম ছিল।

বাঘা যতীন—'যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' দ্রঃ।

বাজশ্রবা—গৌতমবংশীয় মহর্ষি। নচিকেতা তাঁহার পুত্র ['নচিকেতা' দ্রঃ]।

বাজী রাও, ১ম—(১৭২০—১৭৪০)। মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় পেশোয়া। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার পিতা। পেশোয়াগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ভারতবর্ষে 'হিন্দু পাদশাহী' স্থাপনের সংকল্প করেন। তিনি মালব ও গুজরাট জয় করেন ও বুন্দেলারাজ ছত্রসালের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি বার বার গঙ্গা-যমুনা দোয়াব আক্রমণ করেন ও ১৭৩৭-এ দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের অনুরোধে নিজাম বাজী রাওএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে ভূপালের নিকট নিজাম পরাজিত হন (১৭৩৮)। মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

বাজী রাও, ২য়—(১৭৯৬—১৮১৮)। মহারাষ্ট্রের অষ্টম বা শেষ পেশোয়া। ১৮০২-এ যশোবন্ত হোলকারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ইংরেজের সহিত সন্ধি করেন এবং ব্যয়ের জন্য রাজ্যের কিয়দংশ ইংরেজকে ছাড়িয়া দেন। পরে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তৃতীয় মারাঠাযুদ্ধ (১৮১৭—১৯) ঘটে এবং ঐ যুদ্ধে বাজী রাও কোরেগাঁও ও অষ্টির যুদ্ধে (১৮১৮) পরাজিত হন। পরে তিনি ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইয়া কানপুরের নিকটে বিঠুরে বাস করিতে থাকেন। ১৮৫২-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাটা (Bata, Thomas)—(১৮৭৬—১৯৩১)। বিখ্যাত পাদুকা-ব্যবসায়ী। তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসী ছিলেন। বাল্যে তিনি পৈতৃক ব্যবসায় মুচির কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৮৯৪-এ একটি জুতার দোকান খোলেন। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে ঐ ক্ষুদ্র দোকানই কালে বিশ্ববিখ্যাত 'বাটা' কারখানায় পরিণত হয়। সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৩৩ এ বাটার কারখানার ভারতীয় শাখা স্থাপিত হয়।

বাটলার, স্যামুয়েল (Butler, Samuel)—(১৮৩৫—১৯০২)। ভিক্টোরিয়া যুগের প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে তিনি নিউজিল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে মেষ উৎপাদনের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৬৪-এ তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন ও ১৮৭২-এ তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'Ere Whon' নামে ব্যঙ্গরচনা প্রকাশ করেন। তারপর তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বিতর্কপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এগুলিতে তিনি ডারুইনের মতবাদ খণ্ডন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 'The Way of All Flesh' তাঁহার আত্মকথামূলক উপন্যাস। 'The fair Haven', 'Life and Habit', 'Evolution Old and New' প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক।

বাণভট্ট—(৭ম শতাব্দী)। প্রসিদ্ধ কবি। তিনি মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' প্রসিদ্ধ।

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার—নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। জন্মস্থান হুগলী জেলার গুপ্তপল্লী গ্রাম। পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। তিনি অন্য কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের জন্য 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক স্মৃতিগ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি মুখে মুখে বহু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

বাতাপি—ইল্বলের ভ্রাতা ['ইল্বল' দ্রঃ]।

বাৎস্যায়ন—১। ঋষি। তিনি ভৃগুবংশীয় ছিলেন। সম্ভবতঃ কামসূত্র তিনিই রচনা করেন। ২। কশ্যপবংশীয় ঋষি (মৎস্য)। তাঁহার কন্যার নাম ধর্মিষ্ঠা।

বানিয়ান, জন (Bunyan, John)—(১৬২৮—১৬৮৮)। শক্তিশালী ইংরেজ লেখক। টিনকর্মকারের পুত্র বলিয়া তিনি প্রথমে টিনের কাজেই নিযুক্ত থাকেন। তিনি ১৬৪৫ এ ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে পার্লামেন্টের পক্ষে যোগদান করেন। অতঃপর ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হন। বিনা অনুমতিপত্রে ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় (১৬৬০) এবং তাঁহাকে বারো বৎসর কারাভোগ করিতে হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'The Pilgrim's Progress' এবং 'The Holy War' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বান্দা—(১৮শ শতক।) বিখ্যাত শিখ নেতা। গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি শিখদিগের নেতা হন। গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহাকে শুধু শিখদিগের সেনাপতিই করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধর্মীয় ব্যাপারের নেতৃত্ব দিয়া যান নাই। কারণ গুরু গোবিন্দ সিংহ গুরুর পদ উঠাইয়া দেন। মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শার নিকট পরাস্ত হইয়া তিনি নিজের গিরিদুর্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৭১৫-এ তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করেন এবং ফরুকশিয়রের মোগল বাহিনী কর্তৃক গুরুদাসপুরের দুর্গে অবরুদ্ধ হন। দিল্লীতে আনিয়া তাঁহাকে সদলে এবং সপুত্রক নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয় (১৭১৬)।

বানসেন (Bunsen, Robert Wilhelm von)—(১৮১১—১৮৯৯)। জার্মান রসায়নবিদ্। তিনি 'সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম' নামক ধাতুর আবিষ্কর্তা (১৮৬০) এবং বানসেন বার্নার, ব্যাটারী ও পাম্পের উদ্ভাবক।

বাপুদেব শাস্ত্রী—(১৮২১—?)। বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বশাস্ত্রবিদ্ ও গণিতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। জন্ম পুনা শহরে। পিতার নাম সীতারাম দেব বেদবিৎ। ১৬

বৎসর বয়সে তিনি পিতার সহিত নাগপুরে আসিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সেহোরের পলিটিক্যাল এজেন্ট এল. উইলকিন্সন তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সেহোরে লইয়া যান এবং হিন্দী বিদ্যালয়ের গণিত-শিক্ষক ও সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। পরে তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন (১৮৪২)। তিনি হিন্দী ভাষায় বীজগণিত ও সংস্কৃত ভাষায় ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ইংরেজীতে সূর্যসিদ্ধান্তের অনুবাদ রচনা করেন। ১৮৬৪-এ তিনি বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হন এবং ১৮৬৮-এ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য পদ লাভ করেন। ১৮৬৯-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন।

বাপ্পা রাও—চিতোরের রানা বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা ভীলরাজ নাগাদিত্য বিদ্রোহী ভীলদের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্যে পরাশর অরণ্যে গমন করেন। তথায় তিনি ব্রাহ্মণদের গো-চারণে নিযুক্ত হন এবং ক্রীড়াচ্ছলে একদিন শোলাঙ্কী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাজার কোপে পতিত হন। অতঃপর পলায়ন করিয়া চিতোরে স্বীয় মাতুল মানসিংহের আশ্রয়ে গমন করিয়া তাঁহার সেনাপতি হন। গজনীর রাজা সেলিমকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার স্থানে এক রাজপুতকে স্থাপন করেন। অতঃপর মাতুলকে বিতাড়িত করিয়া তিনি চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষ বয়সে তিনি খোরাসান জয় করিয়া তথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। একশত বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাবর—(১৪৮২—১৫৩০)। দিল্লীর প্রথম মোগল সম্রাট্‌। পিতা তৈমুরলঙ্গের বংশীয় মধ্য এশিয়ার ফরগনা নামক স্থানের অধিপতি ওমর শেখ মির্জা। চেঙ্গিস খাঁর বংশ তাঁহার মাতৃকুল। পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তিনি সমরখন্দ অধিকার করেন। পরে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া কাবুলে বাস করেন। পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলৎ খাঁর নিমন্ত্রণে তিনি সসৈন্যে ভারতে আগমন করিয়া পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর পাঠান সম্রাট্‌ ইব্রাহিম লোদীকে পরাভূত ও নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫২৬)। পরবৎসর ফতেপুর সিক্রী নামক স্থানে চিতোরাধিপতি সংগ্রামসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তাহাতেও তিনি জয়লাভ করেন।

বাবা শ্রীঠাকুরদাসজী—(?—১৩২৭)। উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষ মহাপুরুষ। তিনি চাম্পা নগরীর একজন রাজ-পুরোহিতের মানত সন্তান। বার বৎসর বয়সে তিনি গুরু ঈশ্বর দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। গয়া জেলার অন্তঃপাতী ধনিয়াপাহাড়ীতে তাঁহার বিরাট আশ্রম রহিয়াছে। গুরু নানকের তিরোধানতিথিতে এই স্থানে এক বিরাট মহোৎসব হয়। সাধুসন্ন্যাসিগণ মর্যাদাস্বরূপ এই আশ্রমে লোটা ও কম্বল পাইয়া থাকেন এবং যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারেন। কথিত আছে, একবার আশ্রমে আগুন লাগিলে তিনি শিষ্যদিগকে তাহা নিভাইতে নিষেধ করেন। সমস্ত আশ্রম পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয়। কিন্তু পরদিন বাবার নিকট তাঁহার ভস্মীভূত মোহরপূর্ণ বাটুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। রামেশ্বর সিং নামক ভক্তের চেষ্টায় অল্প সময়েই আশ্রম পুনর্নির্মিত হয়। সর্ব সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার কৃপায় বহু লোক বহু বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

বামদেব—১। ঋষিবিশেষ। পিতা অঙ্গিরা, মাতা সুরূপা। তিনি রাজা দশরথের ঋত্বিক ছিলেন (রাম)। ২। বিদিশা দেশের রাজা। তিনি জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি জরাসন্ধের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন (হরি)।

বামন—১। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। দেবপীড়ক ও দান-গর্বিত বলির যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করেন। (বাম) ['বলি' দ্রঃ]। ২। পাণিনি ব্যাকরণের 'কাশিকা বৃত্তি' নামক টীকার প্রণেতা।

বামা ক্ষেপা—(১২৪১—১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান বীরভূম জেলার তারাপুর গ্রাম। পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম বামাচরণ। বাল্যকাল হইতেই তিনি একটু পাগলাটে ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সংসার চালাইবার জন্য কালীবাড়ির পূজারী হন এবং পরে নিজ গ্রামের নিকটে তারাপুরের তারাপীঠ পৌরোহিত্য আরম্ভ করেন। লোকে ক্রমে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে পারে।

বায়রন (Byron, George Gordon, Lord)—(১৭৮৮—১৮২৪)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। তাঁহার বহু কবিতা ও কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'Childe Harold's Pilgrimage' ও 'Don Juan' সর্বশ্রেষ্ঠ। সারা ইওরোপ ভ্রমণ করিয়া তিনি পূর্বোক্ত পুস্তকখানির উপাদান সংগ্রহ করেন। তিনি গ্রীকদের স্বাধীনতার যুদ্ধে সহায়তার জন্য গ্রীসে গমন করেন।

বায়েজিদ, ১ম—(রাজত্বকাল ১৩৮৯—১৪০৩)। তুরস্কের বিখ্যাত সুলতান। তিনি বুলগেরিয়া, ম্যাসিডোনিয়া ও থেসেলি জয় করেন এবং শেষে তৈমুরলঙ্গের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

বায়েজিদ, ২য়—(রাজত্বকাল ১৪৮১—১৫১২)। তুরস্কের সম্রাট্‌। পিতা ২য় মোহাম্মদ ও পুত্র ১ম সেলিম। তিনি পুত্র কর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন।

বারওয়েল, রিচার্ড (Barwell, Richard)—ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্ত্রণাসভার অন্যতম সভ্য। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের গভর্নর-জেনারেল হইলে (১৭৭৪) বারওয়েল মন্ত্রণাসভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৭৫৮ হইতে তিনি কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। তিনি হেস্টিংস-এর পক্ষসমর্থন করিতেন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৭০—১৯৫৯)। সুবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। পিতা কে. ডি. ঘোষ। তিনি অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই। তাঁর জন্ম হয় জাহাজে। তাই বারীন্দ্র এই নাম। কৈশোরে তিনি ঋষি রাজনারায়ণের কাছে দেওঘরে মানুষ হন। পরে তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। এ সময় তাঁহার সহকর্মী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকতলার মুরারিপুকুর লেনে তাঁহার কেন্দ্র ছিল। তিনি 'যুগান্তর' নামে কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিংসফোর্ডকে হত্যার পর তিনি ধরা পড়েন এবং বিচারে শেষ পর্যন্ত আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সাংবাদিকতা করিতে থাকেন। শেষ জীবনে তিনি দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি দুইটি উপন্যাস ও আত্মজীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বার্ক, এডমাণ্ড (Burke, Edmund)—(১৭২৯—১৭৯৭)। বিখ্যাত আইরিশ রাজনীতিক ও বাগ্মী। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৭৫০-এ 'মিডল টেম্পল'-এ প্রবেশ করেন। তিনি বহুবার পার্লামেন্টের সদস্য হন। 'On American Taxation' নামে তাঁহার বক্তৃতা ও ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ আনয়ন বার্কের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। দাস-ব্যবসায় রহিতের ব্যাপারে তাঁহার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'Reflections on the French Revolution' তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

বার্কেনহেড (Birkenhead, Earl of)—(১৮৭২—১৯৩০)। ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিক।

১৯২৪ হইতে ১৯২৮ পর্যন্ত ভারত-সচিব ছিলেন। ১৯১৯—১৯২২-এ তিনি ইংলণ্ডের Lord Chancellor ছিলেন। ১৯০৬—১৯১৮ তিনি পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। ভারতসচিবরূপে তিনি সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই।

বার্গসঁ, আঁরি (Bergson, Henri)—(১৮৫৯—১৯৪১)। সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা দিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে Vitalism বা প্রাণবাদ বলা হয়। কর্মই চরম মঙ্গল—এই নীতি তিনি পোষণ করেন। French Academy-র তিনি সদস্য ছিলেন (১৯৪১)। সাহিত্যের জন্য ১৯২৭-এ নোবেল পুরস্কার পান। 'Matter and Memory', 'Creative Evolution' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

বার্টন (Burton, Sir Richard Francis)—(১৮২১—১৮৯০)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ আবিষ্কর্তা। তিনি আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ড, ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা ও ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদ আবিষ্কার করেন। তিনি ডামস্কাস, ট্রিয়েস্ট প্রভৃতি স্থানের কনসাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬ খণ্ডে আরব্য উপন্যাস ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বার্টিলন (Bertillon, M. Alphonse)—(১৮৫৩—১৯১৪)। প্যারিসের পুলিস বিভাগের কর্মচারী। তিনি অপরাধী ধরিবার জন্য এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। তাঁহার সেই উদ্ভাবিত উপায়ে আজকাল বহু অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাকে 'Anthropometric Method' বলা হয়।

বার্নার্ডশ—'শ' দ্রঃ।

বার্নার্ড, সেণ্ট (Bernard, St.)—(১০৯১—১১৫৩)। সুবিখ্যাত ধর্মযাজক। ১১৪৬-এ ধর্মযুদ্ধের (Crusade) একজন সংগঠনকারী। তিনি এক বিশিষ্ট যাজক সম্প্রদায় গঠন করেন। এই যাজক সম্প্রদায় 'Bernardines' নামে খ্যাত।

বার্নিয়ে, ফ্রাঁসোয়া (Bernier, Francois)—(১৬২০—১৬৮৮)। প্রসিদ্ধ ফরাসী পরিব্রাজক ও চিকিৎসক। জন্মস্থান ফরাসীদেশের মাঞ্জুপ্রদেশের জোই নামক গ্রাম। ৩২ বৎসর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া তিনি ইওরোপ, মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৬৫৮-এ পশ্চিম ভারতের সুরাট নগরে আগমন করেন। সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র দারার আমেদাবাদে পলায়নকালে তিনি তাঁহার পত্নীকে চিকিৎসা করেন। ১৬৬৩-এ তিনি দিল্লীতে আসিয়া মোগল সম্রাটের গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৬৬৭-এ তিনি স্বদেশে গমন করেন এবং স্বীয় ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে মোগলসাম্রাজ্যের বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় এবং মোগল অন্তঃপুরের বিষয়ও জানা যায়।

বার্ন্‌স্, রবার্ট (Burns, Robert)—(১৭৫৯—১৭৯৬)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি। গৃহে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি চাষের কাজে নিযুক্ত হন। প্রথম হইতেই তাঁহার কাব্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। গীতিকাব্য রচনা করিয়া তিনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ব্যঙ্গরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'The Cotter's Saturday Night' প্রসিদ্ধ।

বার্নহার্ট, সারা (Bernhardt, Sarah)—(১৮৪৪—১৯২৩)। প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রী। ১৮৬২-এ তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় তিনি সর্বপ্রধান ছিলেন। ১৮৯৯-এ তিনি স্বয়ং এক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বার্বারা, সেণ্ট (Barbara, St.)—(৩য় শতক)। মহিলা সন্ন্যাসিনী। প্রাচীন যুগের খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে ধর্মার্থ জীবন-বিসর্জনকারিণী মহিলা। তাঁহার পিতা তাঁহার মুণ্ড ছেদন করেন। কন্যাকে নিহত করিবার পরমুহূর্তেই পিতা বজ্রাঘাতে নিহত হন।

বার্লো (Barlow, Sir George)—রাজনীতিক। তিনি লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন-পরিষদের সভ্য ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর লর্ড মিণ্টোর আগমন পর্যন্ত (১৮০৫ হইতে ১৮০৭) বড়লাট হইয়াছিলেন। হোলকারের সহিত সন্ধি ও ভেলোরে বৃটিশ সিপাহীগণের বিদ্রোহ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বালখিল্য—১। অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ ষাট হাজার ঋষি। কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিলে কাঠ আহরণে গমন করিয়া তাঁহারা গোষ্পদে মগ্ন হওয়াতে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে উপহাস করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলে কশ্যপের অনুরোধে তাঁহারা শান্ত হন এবং তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে কশ্যপপত্নী বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড়ের উৎপত্তি হয় (ভারত)। ২। শংকরের বিবাহকালে উমাকে দেখিয়া ব্রহ্মার বীর্যপাত হয়। তিনি ঐ বীর্য বালুকামধ্যে নিক্ষেপ করেন। তাহা হইতে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষির জন্ম হয়। তাঁহারাই বালখিল্য (রাম)।

বালাকি—ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ। পিতা গর্গবংশীয় বলাকা। পিতার নাম অনুসারে তাঁহার নাম বালাকি হয়। অল্পবয়সেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে পণ্ডিত হন এবং বাগ্মী বলিয়াও খ্যাতি হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠেন। একদা তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুর সভায় ব্রহ্মবিদ্যা দিবার জন্য যান। কাশীরাজ নিজেও সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। বালাকি কিন্তু রাজাকে উপদেশ দিতে গিয়া নিজেই অপদস্থ হন। তখন বালাকি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (বৃহদারণ্যক)।

বালাজী বাজী রাও—(শাসনকাল ১৭৪০—১৭৬১)। তৃতীয় পেশোয়া। তিনি প্রথম বাজী রাও-এর পুত্র। তিনি মারাঠা-রাজ শাহুর নিকট হইতে সাম্রাজ্যের চরম শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন (১৭৪৯)। তাঁহার সময়ে মারাঠারাজ্য সবচেয়ে বিস্তার লাভ করে। তিনি নিজামকে পরাজিত করেন (১৭৬০)। তাঁহার ভাই রঘুনাথ রাও পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া আহ্‌মদ শাহের পুত্রকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তারপর আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী ভারত আক্রমণ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে তিনি নিজ পুত্র বিশ্বাস রাওকে পাঠান (১৭৫৯), কিন্তু পানিপথের ৩য় যুদ্ধে এই সেনাদল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। দুঃখে ও মর্মবেদনায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

বালাজী বিশ্বনাথ, পেশোয়া—কঙ্কণবাসী ব্রাহ্মণ এবং পেশোয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম পেশোয়া (১৭১৪—২০)। মহারাষ্ট্র-রাজ শাহুর মন্ত্রিবরূপেই তিনি 'পেশোয়া' উপাধি লাভ করেন। তিনি সমগ্র দক্ষিণ দেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার সূত্রে মোগল সম্রাট্ ফর্‌রুখ্‌সিয়রের নিকট হইতে অনুমতিপত্র আদায় করেন। ১৭২০-এ তাঁহার মৃত্যু হয়।

বালজাক, হনরী ডি (Balzac, Honore de)—(১৭৯৯—১৮৫০)। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। তিনি আশি-খানিরও বেশী উপন্যাস রচনা করেন। চরিত্র-অঙ্কনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। 'The Chouans' (১৮২৯), 'The Wild Ass's Skin' (১৮৩১) প্রভৃতি তাঁহার রচিত। 'La Comedie Humaine' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

বাল্মীকি—১। 'রামায়ণ'-প্রণেতা ভারতের আদি কবি। পিতা চ্যবন মুনি। যৌবনে তাঁহার নাম ছিল রত্নাকর এবং তিনি দস্যুবৃত্তি দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন। একদা তিনি ব্রহ্মা ও নারদকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা জানিতে চাহেন

যে, রত্নাকরের পাপের ভাগী কেহ হইবে কি না। পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া রত্নাকর যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পাপের ভাগী কেহ হইবে না, তখন তিনি অনুতপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে বলেন। তিনি পাপহেতু তাহাতে অসমর্থ হইয়া 'মরা মরা' বলিতে থাকেন। এইরূপে উলটাভাবে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া বহুকাল সেই স্থানে বসিয়া তাহা জপ করিতে করিতে শেষে তাঁহার গাত্রে উইসকল বল্মীক (ঢিবি) প্রস্তুত করে। অতঃপর ইন্দ্র বৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাকে বল্মীক হইতে বহির্গত করেন। এখন তাঁহাকে নারদ রামায়ণ' গ্রন্থ প্রণয়নের উপদেশ দেন (কৃত্তিবাস রামায়ণ)। ২। কৃশু নামে কোন মুনি দীর্ঘকাল দুষ্কর তপস্যা করেন। এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার দেহ বল্মীক-মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হয়। এইজন্য তিনি বল্মীক নামে খ্যাত হন। রামায়ণকার বাল্মীকি তাঁহার পুত্র (স্কন্দ)। ৩। পিতা সুমতি নামে ভৃগুবংশীয় বিপ্র, মাতা কৌশিকা। পূর্ব নাম অগ্নিশর্মা। তিনি দস্যুবৃত্তি করিতেন, পরে অত্রি মুনির উপদেশে অগ্নির ধ্যান করিতে থাকেন। ধ্যান করিতে করিতে তিনি বল্মীকে আচ্ছন্ন হন। এই হেতু উক্ত নাম (স্কন্দ)। ৪। কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধশরে নিহত হইতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে ব্যাধকে অভিশাপ দিলে সেই অভিশাপবাণী শ্লোকাকারে উচ্চারিত হয়। অতঃপর তিনি কবিতায় (অনুষ্টুপছন্দে) রামায়ণ রচনা করেন। সীতা তাঁহার আশ্রমে নির্বাসিত হইয়া লব ও কুশ নামক যমজ সন্তানদ্বয় প্রসব করেন। ঐ পুত্রদ্বয় তাঁহার নিকট ধনুর্বিদ্যা ও রামায়ণ গান অভ্যাস করে (রাম)।

বাসবদত্তা—উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোতনের কন্যা ও কৌশাম্বীরাজ উদয়নের পত্নী। প্রদ্যোতন উদয়নকে অতিশয় হিংসা করিতেন এবং একবার কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসেন। অতঃপর একটি যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহাকে সংগীতশিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদ্যোতন উদয়নকে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহার সহিত উদয়নের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে পলায়ন করেন। অতঃপর স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গিয়া উদয়ন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

বাসিরিস (Busiris)—মিশরের পৌরাণিক রাজা। তিনি পোসাইডনের পুত্র। তাঁহার দেশে আগত প্রত্যেক বিদেশীকেই তিনি বধ করিতেন। হারকিউলিস তাঁহাকে হত্যা করেন (বৈদে পুঃ)।

বাসুকি, বাসুকেয়—পাতালের সর্পরাজ। পিতা কশ্যপ, মাতা কদ্রু। তাঁহার রাজধানী ভোগবতী। তিনি সমুদ্রমন্থনকালে মন্থনরজ্জু হইয়া হলাহল উদ্গারণ করিয়াছিলেন। মাতের অভিশাপে সর্পকুলের ভয়ে দেবগণের উপদেশে ভগিনী মনসাকে জরৎকারু মুনির সহিত বিবাহ দিয়া তৎপুত্র আস্তিক দ্বারা তিনি সর্পকুলকে রক্ষা করেন (ভারত) ['আস্তিক' দ্রঃ]।

বাসুদেব কাণ্ব—তিনি শুঙ্গবংশের শেষ রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দে তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশ কাণ্ব বংশ নামে খ্যাত।

বাসুদেব ঘোষ—শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। তমলুকে তাঁহার বাসস্থান আছে। তাঁহার পদাবলী সুমধুর। 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে দুইখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মেদিনীপুরের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে।

বাসুদেব সার্বভৌম—১। (১৫শ শতক)। শ্রীচৈতন্যদেব ও পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির শিক্ষক, নদীয়ার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য। বাসুদেব মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্য। মিথিলা হইতে 'চিন্তামণি' ও 'কুসুমাঞ্জলি' নামক ন্যায়শাস্ত্রগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া আসেন এবং নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে লিখিত আছে যে 'কুসুমাঞ্জলি' কণ্ঠস্থ না হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। শলাকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে তিনি সসম্মানে 'সার্বভৌম' উপাধি লাভ করেন। তাঁহাকে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব রাজসভার পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'সার্বভৌম-নিরুক্ত' তাঁহার রচনা। ২। পুরীধামনিবাসী প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া নীলাচলে গমন করিলে তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে বলেন। চৈতন্যদেব নীরবে বসিয়া তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বৈত-মতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। তিনি কোনরূপ শব্দ করেন না দেখিয়া বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত তাঁহাকে এ নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব বলিলেন যে ভাগবতের শ্লোকগুলির অর্থ তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা মোটেই বুঝিতে পারিতেছেন না। তখন বাসুদেব ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থংভূতগুণো হরিঃ" শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে শুনান। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই চৈতন্যদেবের মনঃপূত না হওয়াতে তিনি তাহার আঠার রকম ব্যাখ্যা করেন। বাসুদেব চৈতন্যদেবের ঐরূপ অমানুষিক ধীশক্তি দর্শনে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (চৈতন্যচরিতামৃত)।

বাহাদুর শাহ্, ১ম—(রাজত্বকাল ১৭০৭—১৭১২)। দিল্লীর সপ্তম মোগল সম্রাট্। অপর নাম শাহ্ আলম। তিনি আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। পূর্বনাম মুয়াজ্জম। তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিখ-নেতা বান্দার সহিত যুদ্ধ ও মারবাড়, মেবার ও অম্বরের রাজগণের সঙ্গে সংঘর্ষ। তাঁহার রাজ্যশাসনে বিশেষ যোগ্যতা ছিল না বলিয়া তাঁহাকে 'শাহ্-ই-বেখবর' (অনাবধান নৃপতি) বলা হইত।

বাহাদুর শাহ্, ২য়—(শাসনকাল ১৮৩৭—১৮৫৮)। শেষ মোগল সম্রাট্। বিদ্রোহী সিপাহীগণ ১৮৫৭-এ দিল্লীতে ইওরোপীয়গণকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমিত হইলে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন।

বাহু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। তাঁহার পুত্র সগর (হরি)।

বাহুক—ঋতুপর্ণ রাজার সারথি বেশধারী নল রাজা (ভারত)।

বাহ্‌রাম—ইল্‌তুৎমিসের পুত্র। সুলতানা রিজিয়ার পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৪০)।

বিকর্ণ—দুর্যোধনের ধর্মপ্রাণ ভ্রাতা। তিনি দুর্যোধনের অন্যায় কার্যাবলীর প্রতিবাদ করিতেন (ভারত)।

বিকর্তন—সূর্যদেব। পত্নী সংজ্ঞা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হওয়াতে সংজ্ঞার পিতা বিশ্বকর্মা তাঁহার তেজ কুন্দদ্বারা খণ্ড খণ্ড করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে (স্কন্দ)।

বিকুক্ষি—সূর্যবংশীয় রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। শ্রাদ্ধের নিমিত্ত মাংস আনিতে পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মৃগয়ায় গমন করেন এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া মৃগয়ালব্ধ কিঞ্চিৎ মাংস ভক্ষণ করেন। পিতা বশিষ্ঠের কাছে ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার শশাদ নাম হয়। পরে পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য লাভ করেন (হরি, ভাগ, বিষ্ণু)।

বিক্রমাদিত্য—১। উজ্জয়িনী বা অবন্তীর প্রসিদ্ধ রাজা ও বিক্রম সংবৎ-নামক বর্ষগণনার প্রবর্তক। তাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন বর্তমান ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পিতা গন্ধর্ব সেন। পিতার মৃত্যুর

কিছুকাল পরে ভ্রাতা শঙ্খকে হত্যা করিয়া তিনি রাজা হন এবং পরে পত্নীকে ভ্রষ্টা সন্দেহ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে রাজ্যদান করেন এবং সংসার হইতে চলিয়া যান। গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ এই বিক্রমাদিত্য (ইতিহাস)। ২। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের পিতা। তাঁহার উপাধি ছিল 'রায়'।

বিগ্রহপাল—পালবংশীয় রাজা। তিনি দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নারায়ণপালের পিতা। বাংলায় তিনিই সর্বপ্রথম টাকা চালাইতে চেষ্টা করেন।

বিচিত্রবীর্য—কুরুবংশীয় নৃপতিবিশেষ। পিতা শান্তনু, মাতা সত্যবতী। চিত্রাঙ্গদ তাঁহার অগ্রজ। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্মদেব কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কন্যা দুইজনকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন। অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন লাভ করেন। যক্ষ্মা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইলে, ব্যাসদেবের ঔরসে তাঁহার পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয় (ভারত)।

বিজয়—ভ্রাতা জয়ের সহিত তিনি বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক ছিলেন। বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎকামী সনকাদি ঋষিগণকে বাধা দিয়া তাঁহাদের শাপে তাঁহাকে সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতাযুগে কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় (ব্রহ্মবৈ)।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—(১৮৪১—১৮৯৯)। বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্যের বংশে জন্ম। পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। বাল্যে শান্তিপুরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভরতি হন এবং সাঁতরাগাছিতে চৌধুরীদের গৃহে থাকেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটিলে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আবার গয়াধামে এক যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন। শেষে আবার উপবীত পরিত্যাগ করেন। শেষ জীবন তিনি পুরীধামে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে তিনি পরম হরিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'প্রশ্নোত্তর' নামে একখানি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ আছে।

বিজয়গুপ্ত—'মনসামঙ্গল' রচয়িতা কবি। সম্ভবতঃ তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি। তাঁহার নিবাস ছিল বাখরগঞ্জ জেলার গৈলা গ্রামের কাছে ফুল্লশ্রী নামে এক স্থানে। তাঁহার 'মনসামঙ্গল' প্রথম ছাপা হয় বরিশালে (১৮৯৬)।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—(১৮৬১—১৯৪২)। কবি। ফরিদপুর জেলার খানাকুল গ্রামে জন্ম। তিনি তামিল, তেলেগু, উড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষা জানিতেন। তিনি সুকবি, ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি বহুকাল সম্বলপুরে ছিলেন ও একবার চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। শেষে তিনি অন্ধ হন। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। 'যজ্ঞ ও তপস্যার ফল', 'গীতগোবিন্দ', 'থেরীগাথা' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার রচিত।

বিজয়চাঁদ মহাতাব—বর্ধমানের মহারাজা। পিতা রাজা বনবিহারী কাপুর। তিনি বর্ধমানের রাজা আফতাবচাঁদের দত্তক পুত্র। শিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। 'Studies', 'বিজয় গীতিকা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তাঁহার রচিত একখানি ভ্রমণ-কাহিনীও আছে। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন (১৯০৮)। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং 'ইম্পিরিয়াল লীগ'-নামক সভার সভাপতি ছিলেন। বর্ধমানের সাহিত্য-সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন (১৯১৫)।

বিজয় মার্চেন্ট—(জন্ম ১৯১১)। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। বোম্বাই রাজ্যে জন্ম। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে দুই শতাধিক রান করেন। ১৯৩২-এ তিনি ১৭০০ রান করেন। জার্ডিনের এম. সি. সি. টিমের বিরুদ্ধে তিনি তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ১৯৩৬-৩৭ এ তিনি ভারতীয় টিমের পক্ষে ইংলণ্ডে খেলেন এবং 'ব্যাটিং'এ ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান লাভ করেন। ইহার পরে বহু খেলায় তিনি ভারতীয় টিমের অধিনায়ক হন।

বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহামহোপাধ্যায়—(১৮৫৪—১৯১১)। সুবিখ্যাত কবিরাজ। জন্মস্থান ঢাকা জেলার কাঁচাদিয়া গ্রাম। পিতার নাম জগচ্চন্দ্র। কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেন। চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তিনি কুমারটুলীতে ঔষধালয় স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের বিষয় দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া উহা ইওরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাকে সর্বদা চিকিৎসার জন্য আহ্বান করিতেন। আয়ুর্বেদীয় 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'-নামক গ্রন্থ মূল ও টীকাসহ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—(জন্ম ১৯০০)। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কন্যা ও জহরলালের ভগিনী। প্রথম জীবনেই জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম মহিলা মন্ত্রী। রাষ্ট্রপুঞ্জে বহুবার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫৩—৫৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ভারতের রাষ্ট্রদূতরূপে কাজ করিয়াছেন। ১৯৬২—৬৪ সালে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ছিলেন।

বিজয় সিংহ—বাংলার রাজা (কাহারও মতে গুজরাটের রাজা) সিংহবাহুর পুত্র। তিনি যৌবনে অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। তিনি জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি লঙ্কাদ্বীপে গিয়া অনার্য জাতিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তথাকার রাজা হন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। সিংহবংশের রাজা বলিয়া লঙ্কার নাম 'সিংহল'। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সিংহলেও উহা প্রচার করেন।

বিজয় সেন—(শাসনকাল ১০৯৫—১১৫৮)। বঙ্গের সেন-বংশীয় রাজা। পিতা হেমন্ত সেন, মাতা যশোদেবী। তাঁহার পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাট হইতে বাংলায় আসেন। তিনি পালবংশীয় শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া গৌড় অধিকার করেন এবং কলিঙ্গ, কামরূপ, ত্রিহুত প্রভৃতি জয় করিয়া বিজয়পুর নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শূর-বংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। প্রসিদ্ধ বল্লাল সেন তাঁহার পুত্র।

বিজলী খাঁন—(১৫শ-১৬শ শতক)। বিখ্যাত পাঠান বৈষ্ণব। তিনি অত্যন্ত ধনী এক মুসলমানের পুত্র ছিলেন। এই সময় চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আসিতেছিলেন। পথে বাঁশি শুনিয়া প্রভু অচৈতন্য হইয়া পড়েন। সেই সময় বিজলী খাঁন পাঠান ভৃত্যদের লইয়া যাইতেছিলেন। প্রথমে রামদাস নামে এক ভৃত্য প্রভুর কৃপায় উদ্ধার হন। ইহা দেখিয়া বিজলী খাঁনও প্রভুর ভক্ত হন।

বিট্ঠলনাথ (বিট্ঠলেশ্বর)—(?—১৫৮৬)। বল্লভী সম্প্রদায়ের কর্তা ও

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। পিতা বল্লভাচার্য। বৃন্দাবনে বিঠ্‌ঠলনাথ শ্রীশ্রীগোপালজীর সেবা করিতেন। তিনি প্রেমামৃত রসায়নের টীকা ও বিদ্বন্মণ্ডন' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিঠলদাস জবেরি প্যাটেল—(V. J. Patel) (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩—২২শে অক্টোবর, ১৯৩৩)। বিখ্যাত দেশকর্মী। জন্ম নদীয়াদে। তিনি সর্দার প্যাটেলের ভাই। ১৮৭৮-এ করমসাদে তিনি গ্রামাস্কুলে ভরতি হন ও ১৮৯১-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন। পরে তিনি বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারি পাস করেন ও ব্যারিস্টারি করিতে শুরু করেন (১৯০৫)। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে তিনি ভীষণ সংগ্রাম করেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে দুইবার বিলাতে যাইতে হয়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করেন এবং পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক স্বরাজ্য দল গঠিত হইলে তাহাতে যোগ দিয়া তিনি আবার ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন এবং তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সরকারের পাবলিক সেফটি বিল উপস্থাপনে আপত্তি করেন এবং পরিষদে পুলিসের প্রবেশ বন্ধ করেন। ১৯৩০-এ কংগ্রেসের নেতৃগণ কারারুদ্ধ হইলে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। কারাভোগের ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কিছুকাল পরে চিকিৎসার জন্য তিনি ভিয়েনায় যান (১৯৩৩) এবং পরে ইংলণ্ডের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। একটু সুস্থ হইয়া তিনি আমেরিকায় যান, আবার ভিয়েনায় আসেন এবং সেখানে মারা যান (১৯৩৩)। দেশের জন্য তিনি দুই লক্ষ টাকা উইল করিয়া সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট দিয়া যান। কিন্তু (সর্দার) প্যাটেল সেই টাকার ব্যাপারে মকদ্দমা চালান এবং সুভাষবাবুর হাত হইতে নিজে উহা লইয়া কংগ্রেসে দেন।

বিড (Bede)—(৬৭৩—৭৩৫)। ইংরেজ ধর্মযাজক ও ঐতিহাসিক। তাঁহার লিখিত ইতিহাস হইতে ইংলণ্ডের অনেক প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বিডন (Beadon, Sir Cecil)—(শাসনকাল ১৮৬২—১৮৬৯)। বঙ্গের তৃতীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর। পিতার নাম রিচার্ড বিডন। চৈত্র-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাসীদের চড়কে আরোহণ বন্ধ করা, এদেশে জুরির বিচারের প্রবর্তন, বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটি এবং কলিকাতায় জলের কলের প্রতিষ্ঠা, হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিদুলা—শাখণ্ড-বংশীয়া রাজকন্যা। তাঁহার স্বামী সৌবীররাজ এবং পুত্র সঞ্জয়। স্বামীর মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ কর্তৃক রাজ্য অধিকৃত হইলে এই বীরাঙ্গনার উৎসাহবাক্যেই পুত্র সঞ্জয় শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন (ভারত)।

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য—কৃতী বাঙ্গালী। পিতার নাম সন্তোষরাম। সর্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া তিনি জয়পুর-রাজ্যের মন্ত্রিপদ লাভ করেন এবং জয়পুর শহর নির্মাণের নকশা প্রস্তুত করিয়া দেন।

বিদ্যাপতি-(? ১৪০০—১৫০৬)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি। অনেকের মতে তিনি মিথিল-প্রবাসী বাঙ্গালী। তিনি পদাবলী মৈথিলী বাংলায় রচনা করিতেন। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। এই জন্য তাঁহার পদাবলীর ভণিতায় শিবসিংহ ও তাঁহার পত্নী লছিমাদেবীর নাম যুক্ত হইয়াছে। অনেকের মতে বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন। 'পুরুষপরীক্ষা', 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী', 'বিবাদ-সার' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার প্রণীত। তাঁহার 'রাধাকৃষ্ণ'-বিষয়ক পদাবলী বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন।

বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন—(১৬শ শতক)। বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবকবি। রঘুনন্দন ঠাকুর তাঁহার গুরু। তিনি 'ছোট বিদ্যাপতি' নামে প্রসিদ্ধ। বোলপুরের নিকট-বর্তী রূপপুর গ্রামে তাঁহার সমাধি আছে।

বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২—১৯৬২)। সুবিখ্যাত ডাক্তার ও রাজনীতিক। জন্মস্থান বাঁকীপুর, পাটনা। আদি নিবাস খুলনা জেলার টাকি শ্রীপুর। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়। পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন (১৮৯৭)। বাঁকীপুর কলেজ হইতে অঙ্কে অনার্স লইয়া তিনি ডিগ্রী-উপাধি লাভ করেন (১৯০১)। ১৯০৮-এ তিনি এম্. ডি. উপাধি লাভ করেন। বিলাতে গিয়া এল্. আর. সি. পি., এম্. আর. সি. পি. ইত্যাদি পরীক্ষা দিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি ক্যাম্বেল স্কুলে ও পরে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তিনি ভারতীয় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১৯১৬ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ও পরে উহার উপাচার্য হন (১৯৪২—৪৪)। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রবর্তিত স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটে পরাজিত করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি ও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব সভ্য ছিলেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের গঠন বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তিনি Shillong Hydro-electric Ltd., Oriental Mercantile Co. Ltd., Riverside Electric Co. Ltd., Hindusthan Insurance Society Ltd., ইত্যাদি বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্তপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬১ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মানাত্মক 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

বিনতা—দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, কশ্যপের পত্নী, অরুণ ও গরুড়ের মাতা ['অরুণ' ও 'গরুড়' দ্রঃ]।

বিনয়কুমার দাস—(১৮৯১—১৯৩৫)। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈমানিক। বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে বিমান চালনা শিক্ষা করেন (১৯২৯)। ১৯৩০-এ তিনি 'ভি-টি-এ বি' নামক একটি বিমান ক্রয় করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং বিমানের অবতরণের কয়েকটি উত্তম স্থান আবিষ্কার করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ফলে বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে বিমান অব-তরণের স্থান আবিষ্কৃত হয়। বিমান-প্রতিযোগিতায় দমদমের নিকটবর্তী গৌরী-পুর গ্রামে ডি. কে. রায় নামে বৈমানিকের বিমানের সহিত তাঁহার বিমানের সংঘর্ষের ফলে তিনি মারা যান।

বিনয়কুমার সরকার—(১৮৮৭—১৯৪৯)। শিক্ষাব্রতী ও লেখক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯২৯ সালে যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'ধন-বিজ্ঞান পরিষদে'র প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি'-নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 'নিগ্রো-জাতির কর্মবীর', 'বর্তমান জগৎ', 'চীনা সভ্যতার অ আ ক খ', 'Creative India' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজা বাহাদুর—(১৮৬৬—১৯১২)। সুসাহিত্যিক ও জমিদার। পিতা মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব। প্রপিতামহ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব। 'শোভা-

বাজার বেনেভোলেন্ট সোসাইটি' এবং 'সাহিত্য-সভা' তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। তিনি কিছুকাল 'ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি'র সহকারী সভাপতি ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে সরকার কর্তৃক সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'আর্লি হিস্টরি অ্যাণ্ড গ্রোথ অব ক্যালকাটা'-নামক পুস্তক তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

বিনোবা ভাবে, আচার্য—(জন্ম ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫)। বিখ্যাত দেশহিতৈষী ও জননায়ক। জন্ম মহারাষ্ট্রে। বরোদা কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন (১৯১৫) ও মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসেন (১৯১৬)। গান্ধীবাদ প্রচার, ও জনসাধারণের উন্নতির জন্য গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে "সর্বোদয়" আন্দোলন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাজ। ১৯৫১-এ তিনি 'ভূদান' যজ্ঞের সূচনা করেন।

বিন্দুসার, অমিত্রঘাত—(৩য় শতক খ্রীঃ পূঃ)। মগধের রাজা। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পিতা এবং অশোক তাঁহার পুত্র। তাঁহার উপাধি ছিল অমিত্রঘাত বা শত্রুহন্তা। ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁহার রাজত্বকাল বা শাসন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রসার সম্ভবতঃ তাঁহার অন্যতম কীর্তি ছিল। সিরিয়ার গ্রীক রাজা তাঁহার সভায় ডেইমেকস নামে দূত প্রেরণ করেন।

বিন্ধ্য—ভারতের মধ্যবর্তী পর্বতরাজ। তাঁহার কথায় সূর্য সুমেরু পর্বতের ন্যায় তাঁহাকেও প্রদক্ষিণ না করাতে তিনি মস্তক উন্নত করিয়া সূর্যের গতিরোধ করেন। পরে দেবগণের অনুরোধে তাঁহার গুরু অগস্ত্য তাঁহার নিকটে গেলে তিনি প্রণত হইলেন। তখন নিজের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁহাকে প্রণত অবস্থায় থাকিতে বলিয়া অগস্ত্য চলিয়া গেলেন আর ফিরিলেন না (পদ্ম) ['অগস্ত্য' দ্রঃ]।

বিপিনচন্দ্র পাল—(১৮৫৫-১৯৩২)। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও বিশিষ্ট বক্তা। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। ইংরেজী এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বহু সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে *Bengalee* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন। যাঁহারা ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়াছেন, বিপিনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তিনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

বিপ্রচিত্তি—কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভে তাঁহার জন্ম। সমুদ্রমন্থনের পর দেব-দানব যুদ্ধকালে ইনি দানব পক্ষের সেনাপতি ছিলেন। রাহু, কেতু ইঁহার পুত্র।

বিবেকানন্দ, স্বামী—(১২ই জানুয়ারি, ১৮৬৩–২রা জুলাই, ১৯০২)। সুবিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও সন্ন্যাসী। জন্ম কলিকাতার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী। শৈশবের নাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে। অন্নপ্রাশনের সময় নাম রাখা হয় নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৭৯)। তাহার পূর্বেই তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের ভাল ভাল বই পড়িয়াছিলেন। ১৮৮৩-এ তিনি এফ. এ. পড়িতে থাকেন। ১৮৮৪-এ তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে আইন পড়িতে থাকেন। পিতার মৃত্যু হইলে (১৮৮৫) নরেন্দ্রনাথকে ভীষণ অভাবের মধ্যে পড়িতে হয় এবং মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষক হন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং তিনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তিনি মঠের সন্ন্যাসী সংঘের পরিচালক হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। পরে তিন বছর তিনি পায়ে হাঁটিয়া কুমারিকা হইতে হিমালয় পরিভ্রমণ করেন। পরে তথা হইতে গমন করিয়া মাদ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ১৮৯৩-এ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি স্বরূপে আমেরিকার শিকাগো শহরে 'Parliament of Religions'-নামক ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করেন। তাঁহার তৎকালীন বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীরা মুগ্ধ হইয়া যায় এবং মিঃ স্যাণ্ডস্বর্গ ও মাদাম লুই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯৬-এ তিনি ইংলণ্ডে যাইলে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ম্যাক্সমুলারের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ (সিস্টার নিবেদিতা) তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর দেশে ফিরিয়া তিনি বেলুড়মঠ ও আলমোড়া ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং 'রামকৃষ্ণ মিশন' গঠন করেন। ১৮৯৯-এ চিকিৎসার জন্য পুনরায় আমেরিকায় গমন করিয়া স্যানফ্রান্সিস্কো নগরে তিনি একটি বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০০-এ প্যারী নগরীর ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করিয়া তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'বেনারস ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 'Reincarnation', 'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ' প্রভৃতি বহু পুস্তক তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিভাণ্ডক—ঋষি। মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। এক মৃগীর গর্ভে তাঁহার যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ (ভারত) ['ঋষ্যশৃঙ্গ' দ্রঃ]।

বিভাবসু—১। কোপনস্বভাব ঋষি। ভ্রাতার শাপে তিনি কচ্ছপরূপ ধারণ করেন। গজ-কচ্ছপ যুদ্ধের তিনিই সেই কচ্ছপ। ২। অষ্ট বসুর অন্যতম বসু।

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বিশ্রবা, মাতা কৈকসী। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি ধর্মে অচলা মতি লাভের বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাকে অমর হইবার বর দেন। তিনি সীতাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে বলায় রাবণ কর্তৃক পদাহত হন এবং রামের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহারই মন্ত্রণায় রাম রাবণকে সবংশে নিধন করিতে সমর্থ হন। গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা পত্নী সরমার গর্ভে তরণীসেন নামে তাঁহার পুত্র হয়। ঐ পুত্র লঙ্কাসমরে বিভীষণেরই মন্ত্রণায় নিহত হয়। রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণ লঙ্কার রাজা হন। (রাম)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪—১লা নভেম্বর, ১৯৫০)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গল্পলেখক। জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের নিকটে মুরাতিপুর গ্রাম। পিতা মহানন্দ কথকতা ও পৌরোহিত্য করিতেন। মাতা মৃণালিনী দেবী। আদি নিবাস যশোহরের বনগ্রাম। কর্মজীবনে তিনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি কিছুকাল গোরক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমাণ প্রচারক ও ভাগলপুর জমিদারী এস্টেটের নায়েব তহশিলদার ছিলেন। পরে আবার স্কুলের শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৪০-এ তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা' নামে একটি গল্প। উহা ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। 'পথের পাঁচালী'কার হিসাবেই তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি। 'পথের পাঁচালী' ছাড়া 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'অনুবর্তন', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'ইচ্ছামতী' ইত্যাদি তাঁহার পুস্তকও উল্লেখযোগ্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৮৯৬)। জন্মস্থান মিথিলায় পাণ্ডুলে হইলেও আদিনিবাস হুগলী জেলায় চাতরা গ্রামে। কর্মজীবনে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃত্তিতে লিপ্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রজগতের সহিতও বিশেষভাবে যুক্ত।

কৌতুকরসাশ্রিত রচনায় তিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা দাবি করিতে পারেন। ছোট গল্প ও উপন্যাস উভয়প্রকার রচনাতেই ইনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'নীলাঙ্গুরীয়', 'বরযাত্রী', 'রাণুর প্রথম ভাগ' প্রভৃতি বিখ্যাত। ১৯৫৮ সালে ইনি 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ করেন।

বিমলচন্দ্র ঘোষ—(জন্ম ১৯১০)। জন্মস্থান কলিকাতা। বাঙলার বিশিষ্ট কবি। তাঁহার রচিত কবিতার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। অসুস্থতার জন্য সরকারী বৃত্তি লাভ করিতেছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'জীবন ও রাত্রি', 'উলুখড়', 'সাবিত্রী', 'উদাত্ত ভারত' প্রভৃতি বিশিষ্ট।

বিম্বিসার—(খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। হর্যঙ্ক-বংশীয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা। তিনি মগধে রাজত্ব করিতেন। রাজগৃহে তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। বিহারের পূর্বভাগে অবস্থিত অঙ্গরাজ্য জয় তাঁহার প্রধান কীর্তি।

বিয়ট লিংক (Boht Lingk Otto von)—(১৮১৫—১৯০৪)। প্রাচ্যভাষা-বিদ্ পণ্ডিত। জন্মস্থান সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ। আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পাণিনি-ব্যাকরণ, শকুন্তলার একটি সংস্করণ এবং সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নই তাঁহার প্রধান কীর্তি। উক্ত অভিধান প্রণয়নে রথ সাহেব এবং ওয়েব সাহেব তাঁহার সহযোগী ছিলেন।

বিরজা—১। রাজা যযাতির মাতা (হরি)। ২। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় গোপী। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থানকালে পুত্রগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শাপে সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়। আর একবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থানকালে শ্রীরাধার আগমনে ভয়ে তিনি নদীতে পরিণত হন (দেবীভাগ)।

বিরাট—মৎস্যদেশের রাজা। পত্নী সুদেষ্ণা, পুত্র উত্তর, কন্যা উত্তরা, শ্যালক কীচক। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহার ভবনে অবস্থান করেন। পরাক্রান্ত শ্যালক কীচকের মৃত্যুর পর ত্রিগর্তরাজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলে ছদ্মবেশী ভীম তাঁহার উদ্ধার করেন। কৌরবগণ উত্তর-গো-গৃহ আক্রমণ করিলে উত্তরের সারথি হইয়া বৃহন্নলারূপী অর্জুন তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। অজ্ঞাতবাসের পর উত্তরার সহিত অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণাচার্যের হস্তে তিনি নিহত হন (ভারত)।

বিরাধ—দণ্ডকারণ্যের এক রাক্ষস। ব্রহ্মার বরে তিনি অস্ত্রদ্বারা অবধ্য হন। পঞ্চবটী বন হইতে সীতাকে এবং পরে রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া পলাইতে গেলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন করিয়া পদচাপে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করেন (রাম)।

বিরোচন—প্রহ্লাদের অন্যতম পুত্র। বিরোচনের পুত্র দানবীর বলি (ভাগ)।

বিল্বমঙ্গল—দাক্ষিণাত্যবাসী প্রসিদ্ধ সাধু-পুরুষ। তিনি 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'বিল্বমঙ্গল'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। যৌবনে তিনি দুশ্চরিত্র ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে বারাঙ্গনা চিন্তামণির নিকট গমন করিলে তাহার তিরস্কারে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং সোমগিরি-নামক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া পরম সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাত হন।

বিশাখদত্ত—(১০ম-১১শ শতক)। রাজা পৃথুর পুত্র। প্রসিদ্ধ 'মুদ্রারাক্ষস'-নামক নাটক তাঁহার প্রণীত।

বিশাখা—শ্রীরাধার সহচরী। তিনি শ্রীরাধাকে চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখান ও যমুনাতীরে কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখান। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরাগ বর্ধন করেন (বৃন্দাবনলীলা)।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, স্বামী-(১৮২০—১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সন্ন্যাসী। তিনি কনোজীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার গার্হস্থ্য-নাম বংশীধর। বাল্যে ফারসী ও উর্দুভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি নিজামরাজ্যে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি অশ্বচালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু একবার অশ্বচালন প্রতি-যোগিতায় পরাজিত হইয়া মনোদুঃখে গৃহ-ত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পাণিনি-ব্যাকরণে এবং দর্শনশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিন বৎসর হরিদ্বারে অবস্থানের পর তিনি কাশীতে আগমন করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণপূর্বক বিশুদ্ধানন্দ নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আমরণ অহল্যাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মপুরীর গৌড়স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিশ্বকর্মা—দেবশিল্পী। পিতা অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস ও মাতা বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনী। তাঁহার দুই কন্যা ছায়া ও সংজ্ঞাকে সূর্য বিবাহ করেন। বিশ্বকর্মা দেবগণের বিমান-নির্মাতা ও সহস্র প্রকার শিল্পের কর্তা ছিলেন (ভাগ, হরি)।

বিশ্বদেব—এক প্রকার বৈদিক দেবতাবর্গ (ঋক্)।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—(১৫শ শতক)। সুপ্রসিদ্ধ 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র-প্রণেতা।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—(? ১৬৬৪—?)। জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার দেবগ্রামে। পিতার নাম রামনারায়ণ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা তাঁহারই রচিত। জয়পুররাজের সভায় তিনি বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'মাধুর্য-কাদম্বিনী', 'স্তবামৃতলহরী', 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত', 'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী', 'উজ্জ্বল কিরণ', 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা', 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব—(১৮৫৭—১৯১২)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান চব্বিশ পরগনা জেলার ধানাকুল। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁহারই সহোদর ছিলেন। তিনি বাগাটে রামচন্দ্র তর্কভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও কোঁড়কদীর কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পিতার নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। পরে তিনি 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা'র প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক পঞ্জিকাকার নিযুক্ত হন। নবদ্বীপের দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পর নদীয়ার জজ কর্তৃক তিনি হাইকোর্টের পঞ্জিকাকার নিযুক্ত হন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অনুমতিক্রমে 'বিদগ্ধতোষিণী' এবং 'রবি-সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী'-নামক দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বিশ্বরূপ—১। বিশ্বকর্মার পুত্র। তিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন (রাম)। ২। শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ। কিশোর বয়সেই তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্বক গৃহত্যাগ করেন। ৩। দেবগণের পুরোহিত। ত্বষ্টা নামে বৈদিক যুগের অসুরের পুত্র। বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল। একটি দ্বারা তিনি সোমপান, একটি দ্বারা সুরাপান ও তৃতীয়টি দ্বারা অন্ন ভোজন করিতেন। ইন্দ্র তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। তখন বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক যথাক্রমে কপিঞ্জল পক্ষী, কলবিঙ্ক পক্ষী ও তিত্তির পক্ষীতে পরিণত হইল (তৈত্তিরীয়)।

বিশ্বসিংহ—কামরূপের কোচবংশীয় রাজা। বাল্যনাম বিশু। পিতা হাড়িয়া, মাতা জিরা। তিনি মৃত্তিকা খনন করিয়া কামরূপের শক্তিপীঠ আবিষ্কার করেন এবং তদুপরি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

বিশ্বাবসু—গন্ধর্বরাজ। তিনি খুব ভাল বীণা বাজাইতে পারিতেন। তিনি একবার রাজা দিলীপের যজ্ঞে বীণা বাজান (ভারত)।

বিশ্বামিত্র—রাজা গাধির পুত্র। বশিষ্ঠাশ্রমে অপমানিত হইয়া ['নন্দিনী' দ্রঃ] তিনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মার নিকট ধনুর্বিদ্যা লাভ করিয়া বশিষ্ঠের প্রতি তাহার প্রয়োগ করেন। কিন্তু ব্রহ্মতেজের দ্বারা বশিষ্ঠ তাহার প্রতিরোধ করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি তপস্যায় নিরত হইয়া রাজর্ষি হন এবং তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করেন। পুনরায় তিনি পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া তপোমগ্ন হন। একবার অযোধ্যারাজ অম্বরীষের যজ্ঞে বলির জন্য গৃহীত ঋচীক-পুত্র শুনঃশেফকে অগ্নিমন্ত্র দান করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন এবং পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। একবার মেনকা নামে অপ্সরা ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করে এবং তাঁহার ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। পরে চৈতন্য হইলে পুনরায় তপস্যা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপরীক্ষা করেন ['হরিশ্চন্দ্র' দ্রঃ]। তিনি রামকে মন্ত্রবিদ্যা শিখান। রামলক্ষ্মণকে মিথিলায় লইয়া গিয়া তাঁহাদের পরিণয় সংঘটন করান (রাম, ভারত)।

বিশ্রবা—মুনিবিশেষ। পিতা পুলস্ত্য, মাতা হবির্ভূ। পত্নী ইলবিলার গর্ভে তাঁহার পুত্র কুবেরের জন্ম হয় এবং কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম হয়। রাকা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে তাঁহার খর-নামক পুত্র জন্মে (রাম)।

বিষ্ণু—১। জগৎপালনকর্তা। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি। পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি তাঁহার দশ অবতার। ২। স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি-বিশেষ। 'বিষ্ণুসংহিতা' তাঁহার প্রণীত।

বিষ্ণুগুপ্ত—চাণক্যের অপর নাম ['চাণক্য' দ্রঃ]।

বিষ্ণুপুরী—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি। তিনি 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—গৌরাঙ্গদেবের দ্বিতীয়া পত্নী। পিতা সনাতন মিশ্র। মতান্তরে তিনি দুর্গাদাস মিশ্রের কন্যা।

বিষ্ণুশর্মা—'পঞ্চতন্ত্র'-গ্রন্থের রচয়িতা। চারিটি রাজপুত্রের শিক্ষাকল্পে তিনি মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয় অবলম্বনপূর্বক নীতিপূর্ণ 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থ রচনা করেন। বিদর্ভ তাঁহার জন্মস্থান।

বিষ্ণুস্বামী—(১২৭৮?)। বেদের ভাষ্যকার বিশেষ। তিনি 'রুদ্রসম্প্রদায়'-নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

বিসমার্ক (Bismark, Prince Otto Eduard Leopold von)—(১৮১৫—১৮৯৮)। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ এবং বর্তমান জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম জীবনে তিনি প্রুশিয়ার সরকারী চাকরিতে (Civil Service) নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬২-এ তিনি প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৮৬৬-এ অস্ট্রিয়াকে এবং ১৮৭০-এ ফ্রান্সকে পরাভূত করিয়া তিনি নূতন জার্মান রাজ্যের সংগঠন করেন এবং উইলিয়াম ও ফ্রেডারিকের রাজত্বকাল ব্যাপিয়া ঐ রাজ্যের চ্যান্সেলার বা প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—(২১শে মে, ১৮৩৫—২৪শে মে, ১৮৯৪)। আধুনিক গীতিকাব্যের জনক ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। কবির শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। তিনি 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্য-সংক্রান্তি', 'অবোধ-বন্ধু' ইত্যাদি কয়েকখানি পত্রিকা পরিচালনা করেন। 'সংগীত-শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সারদামঙ্গল' ইত্যাদি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়—(১৮৪০—১৯০১)। প্রসিদ্ধ নাট্যকার এবং অভিনেতা। জন্মস্থান কলিকাতা তারক চ্যাটার্জি লেন। তিনি ১৮৬৩-এ বেঙ্গল থিয়েটারের (পরে রয়াল বেঙ্গল) ম্যানেজার হন। তাঁহার প্রথম দুইটি রচনা 'মেঘনাদবধ ব্যঙ্গকাব্য' (১৮৭৮) এবং 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' (১৮৮০) দাদাপেটা হাঁদারাম এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। 'প্রভাসমিলন', 'সীতাস্বয়ংবর', 'বাণযুদ্ধ', 'নন্দবিদায়' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল সরকার—(১৮৫৫—১৯২১)। সাহিত্য সেবক। জন্মস্থান হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রাম। পিতার নাম উমাচরণ। এফ. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসে প্রেস-পরিদর্শকের কার্য গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি আরম্ভ করেন এবং ৩০ বৎসরকাল ঐ কার্য করেন। তিনি অন্ধকূপহত্যা-নামক ঘটনাটি মিথ্যা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'তিতুমীর', 'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত', 'ইংরেজের জয় প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিহ্লণ—খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি। তিনি মহাপঞ্চালের রাজা মদনাভিরামের কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকার-শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে উভয়ের গন্ধর্ব মতে বিবাহ হয়। রাজা এই বিষয় জানিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে তিনি মশানে দ্ব্যর্থক শ্লোকে কালীর স্তব (অন্য অর্থে রাজকন্যার রূপগুণের বর্ণনা) করেন। তাহাই 'চৌর পঞ্চাশৎ কাব্য' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে 'দ্বিতীয় চৌর কবি' বলা হয়।

বীচি, ফ্রেডারিক উইলিয়াম (Beechey, Frederick William)—(১৭৯৬—১৮৫৬)। আবিষ্কারক। তিনি ১৮১৮-এ ফ্রাঙ্কলিনের সহিত সুমেরুপ্রদেশ আবিষ্কার করিতে যান। অতঃপর স্বীয় চেষ্টাতেই আরও কয়েকবার উক্ত প্রদেশে গমন করেন। তাঁহারই নামানুসারে 'বীচি' দ্বীপের নাম হইয়াছে।

বীচ্‌ক্রফ্‌ট (Beachcroft, Charles Porten)—(১৮৭১—?)। সুবিখ্যাত বিচারক। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত বিচারক ছিলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯২-এ তিনি ভারতে আগমন করেন এবং ১৯০০-এ বিচারকের পদ লাভ করেন। আলিপুর সেসন জজ হইয়া তিনি প্রসিদ্ধ মুরারিপুকুর বোমার মকদ্দমার বিচার করেন। তাঁহার বিচারে অরবিন্দ ঘোষ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন। ১৯১২-এ তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হন। তিনি বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

বীটপাল—(৯ম শতাব্দী)। বাঙালী চিত্রশিল্পী। পিতা ধীমান্। তিনিও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপাল নামক রাজার সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। ভাস্কর-হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

বীরবল, রাজা—১। সম্রাট্ আকবরের সভাকবি ও প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক। পূর্ব নাম মহেশদাস। 'রাজা' উপাধি লাভ করিবার পর পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া তিনি ইউসুফজাই-বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া নিহত হন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল কাল্পী এবং তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ২। সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম।

বীরবাহু—রাবণের পুত্র। রামের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয় (রাম)।

বীরভদ্র—দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে ক্রুদ্ধ মহাদেবের ছিন্ন জটা হইতে তাঁহার উদ্ভব হয় এবং তিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন (ভাগ)।

বীর হাম্বীর—বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের রাজা। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার নাম রাখেন 'শ্রীচৈতন্যদাস'। তিনি শ্রীকালাচাঁদ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। পূর্বে তিনি খুব অত্যাচারী রাজা ছিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে তাঁহার রচিত দুইটি পদ পাওয়া যায়।

বীরেশ্বর পাঁড়ে—(১৮৪২—১৯১১)। শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান যশোহর জেলার কামরা গ্রাম। পিতার নাম মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পূর্বপুরুষ সম্রাট্ আকবরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণাদি শিক্ষা করেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং সুসাহিত্যিক ছিলেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি লীলাবতী বা গণিত-বিজ্ঞান নামক পুস্তক রচনা করেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' কাব্যের প্রতিবাদ হিসাবে তিনি 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত'-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক আছে। তিনি অনেক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন। মানবতত্ত্ব গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ রচনা করিয়া তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করেন। কাশীতে শিবমন্দির স্থাপন ও 'ধর্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্তব্য বিচার' নামে পুস্তক রচনা তাঁহার অন্যতম কাজ।

বুথ, "জেনারেল" উইলিয়াম (Booth, "General" William)—(১৮২৯—১৯১২)। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক। তিনি ১৮৭৮-এ খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক সংঘ গঠন করিয়া ঐ সংঘকেই পরে Salvation Army (মুক্তিফৌজ) নাম দিয়া তাহার সেনাপতি হন।

বুদ্ধদেব—(? ৫৪৪ বা ৪৮৬?) বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবর্তক। পুরাণমতে তিনি বিষ্ণুর নবম অবতার। তিনি শাক্যবংশে কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। কপিলবস্তুর নিকটে লুম্বিনি (বর্তমান নেপালের অন্তর্গত রুম্মিনদেঈ) গ্রামের উদ্যানে ভূমিষ্ঠ হন। মাতা মায়া দেবী। বিমাতা ও মাতৃস্বসা গৌতমী তাঁহাকে লালনপালন করেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নীর নাম যশোধরা। পুত্রের নাম রাহুল। তাঁহার বাল্যনাম সিদ্ধার্থ, গৌতম ও শাক্যসিংহ। কথিত আছে, একদা ভ্রমণকালে একটি রোগী, একটি বৃদ্ধ ও একটি মৃতদেহ দেখিয়া তিনি ব্যথিত হন এবং মানবের এইরূপ কর্মভোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে পুত্র, পত্নী প্রভৃতির মায়া কাটাইয়া ২৯ বৎসর বয়সে সংসারত্যাগী হন। প্রথমে তিনি বৈশালী নগরীর আড়ার পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে গিরিগুহাবাসী রুদ্রক মুনির শিষ্য হন। পরে তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটে উরুবিল্ব নামক স্থানে যাইয়া কঠোর তপস্যা করেন। পরে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ-মূলে গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া পরতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া 'বুদ্ধ' নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার মতে অহিংসা, পরোপকার প্রভৃতি সচেষ্টা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিয়া নির্বাণপ্রাপ্তিই মানবের পরমার্থ। তিনি রাজগৃহে গমন করিলে রাজা বিম্বিসার ও তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার শিষ্য হন। পরে তাঁহার পত্নী, পুত্র প্রভৃতিও তাঁহার ধর্ম অবলম্বন করেন। কুশী নগরে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়।

বুদ্ধদেব বসু—(জন্ম ১৯০৮ মৃত্যু ১৯৭৪)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি। জন্মস্থান কুমিল্লা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে এম. এ. পাস করিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতায় তিনি কিছুকাল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ—সব রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'এরা ও ওরা' অশ্লীলতার অভিযোগে একদা বাজেয়াপ্ত হয় (১৯৩৩)। 'অকর্মণ্য', 'সাড়া', হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'সমুদ্রতীর', 'বন্দীর বন্দনা', 'মনের মত মেয়ে', 'তুমি কি সুন্দর', 'ক্ষণিকের বন্ধু' ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। 'কবিতাভবন' নামে তিনি একটি প্রকাশনী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৪ সালে তিনি 'ফুলব্রাইট পুরস্কার' লাভ করেন এবং আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৯৬৩ সালে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ করেন।

বুধ—গ্রহ বিঃ। চন্দ্রের ঔরসে বৃহস্পতি-পত্নী তারার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। তিনি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ।

বৃ...শ...বরে অজেয় দৈত্য বিঃ। তাঁহার পত্নীর নাম ঐন্দ্রিলা। তিনি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ ব্রহ্মার উপদেশে দধীচি মুনির নিকট গমন করেন। দধীচি স্বীয় দেহপাত করিলে তাঁহার অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্মা কর্তৃক বজ্র নির্মিত হয় এবং ইন্দ্র তাহার দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন (পদ্ম, ভারত)।

বৃন্দা—১। শ্রীরাধার সখী। তিনি শ্রীরাধার বার্তা লইয়া মথুরায় কৃষ্ণসকাশে গমন করিয়া ছিলেন। ২। 'জলন্ধর' দ্রঃ।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—(১৫০৭—১৬০৯)। প্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থ-প্রণেতা। জন্ম হালিশহরের নিকটগ্রাম। তিনি বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বাস করিতেন। আদি নিবাস শ্রীহট্ট। পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র, মাতা শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য। 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল ১৫৩৫ (?)। বইটির নাম প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল, পরে উহার নাম 'চৈতন্যভাগবত' হয়। 'নিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তার', 'চৈতন্যলীলামৃত', 'ভক্তিচিন্তামণি', 'ভজন-নির্ণয়' ইত্যাদি তাঁহার প্রণীত পুস্তক। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার রচিত ৩০টি পদ আছে।

বৃষকেতু—কর্ণের পুত্র। মাতার নাম পদ্মাবতী। একাদশীর পারণার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া কর্ণের নিকট তাঁহার মাংস প্রার্থনা করিলে কর্ণ ও তাঁহার পত্নী বৃষকেতুর মস্তক ছেদন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে তিনি পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হন (ভারত)।

বৃষপর্বা—দৈত্যরাজ। শর্মিষ্ঠার পিতা (ভারত)।

বৃষভানু—শ্রীরাধার পিতা (ভাগ)।

বৃষ্ণি—যদুবংশীয় অনমিত্রের পুত্র (ভাগ)।

বৃহদ্বল—সূর্যবংশীয় রাজা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (ভারত)।

বৃহদ্রথ—মগধের রাজা। তিনি কাশীরাজের যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন। চণ্ডকৌশিক নামে ঋষির প্রদত্ত ফল খাইয়া তাঁহার দুই পত্নী যে সন্তান প্রসব করেন, তাহার নাম হয় জরাসন্ধ (ভারত) ['জরাসন্ধ' দ্রঃ]।

বৃহন্নলা—ছদ্মবেশী অর্জুন ['অর্জুন' দ্রঃ]।

বৃহস্পতি—দেবগুরু। অঙ্গিরা তাঁহার পিতা। তিনি 'বৃহস্পতি-সংহিতা' প্রণয়ন করেন। পত্নী তারার গর্ভে তাঁহার কচ ও ভরদ্বাজ নামে দুই পুত্র হয়। চন্দ্র তাঁহার পত্নীকে হরণ করিলে তিনি দেবগণের সাহায্যে যুদ্ধায়োজন করেন। কিন্তু ব্রহ্মা আসিয়া তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে তিনি শান্ত হন।

বেকন, ফ্রান্সিস—(Bacon, Francis), (১৫৬১—১৬২৬)। সুবিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিক ও লেখক। পিতা স্যার নিকোলাস বেকন। আইন-ব্যবসায়ে তিনি লিপ্ত ছিলেন ও পরে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন (১৫৮৪)। তিনি অতঃপর অ্যাটর্নি-জেনারেল (১৬১৩) ও লর্ড চ্যান্সেলার (১৬১৮) হন। ঘুষ লওয়া ও অন্যান্য অপরাধে পরে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইলে তিনি বন্দী হন। বাকী জীবন সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। 'The Advancement of Learning',

'Novum Organum', 'Essays' ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

বেকন, রোজার—(Bacon, Roger) —(? ১২১৪—১২৯৪)। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি ফ্রায়ার বেকন ('Friar' Bacon) নামেও পরিচিত। তিনি আতসী কাচ, বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র এবং বারুদের ন্যায় একপ্রকার পদার্থের উদ্ভাবক। বাষ্পীয় পোত এবং দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল। ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের জনক বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করা হয়। তিনিই প্রথম অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝিয়া লইবার উপর বিশেষ জোর দেন।

বেকার, বেঞ্জামিন—(Baker, Sir Benjamin)—(১৮৪০—১৯০৭)। বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার। মিশরের আসুয়ান (Assouan) বাঁধ, স্কটল্যাণ্ডের ফোর্থ (Forth) সেতু (সার জন ফাউলারের সহযোগে) এবং 'সেনট্রাল লণ্ডন টিউব রেলওয়ে' নির্মাণ তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বেকার, স্যামুয়েল হোয়াইট—(Baker, Sir Samuel White)—(১৮২১—১৮৯৩)। পর্যটক ও লেখক। ১৮৪০ হইতে ১৮৪৯ পর্যন্ত তিনি সিংহলে ছিলেন এবং ঐ দ্বীপ সম্বন্ধে দুইখানি মনোরম পুস্তক লিখেন। ১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ পর্যন্ত তিনি মধ্য-আফ্রিকাদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং আলবার্ট নায়েঞ্জা-নামক হ্রদ আবিষ্কার করেন। ১৮৬৬-এ তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৯ এ দাস-ব্যবসায় রোধ করিবার জন্ত তিনি সৈন্যসহ মধ্য-আফ্রিকায় গমন করেন। মিশরের শাসনকর্তা তাঁহাকে ঐ দেশের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করেন।

বেকেট, টমাস—(Becket, Thomas) —(১১১৮—১১৭০)। ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্ ধর্মযাজক। রাজা দ্বিতীয় হেনরী তাঁহাকে ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপ নিযুক্ত করেন। ১১৬৪-এ রাজার সঙ্গে বিরোধের ফলে আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে ফ্রান্সে গমন করিতে হয়। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। কথিত আছে, রাজার আদেশে চারিজন 'নাইট' তাঁহাকে গির্জার মধ্যে হত্যা করিয়াছিল।

বেকেট, স্যামুয়েল—(Beckett, Samuel)—(জন্ম ১৯০৬ খ্রীঃ)। আইরিশ গ্রন্থকার। ডাবলিনে জন্ম। তাঁর বিখ্যাত রচনা—Ken attendant Godot (waiting for Godot), Oh le Beaux (oh, the Good days). তিনি ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বেটোভেন (Beethoven, Ludwig von)—(১৭৭০ —১৮২৭)। সুবিখ্যাত সুরকার। জার্মানীর বন শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সুর-শিল্প জগদ্বিখ্যাত। তিনি বিখ্যাত বাদক ও গীতরচয়িতা মোজার্টের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

বেডেন-পোয়েল (Baden-Powell, Lord)—(১৮৫৭—১৯৪১)। 'Boy Scout' আন্দোলনের প্রবর্তক। ১৯০৮ এ তিনি ইহার প্রবর্তন করেন।

বেণ—অঙ্গরাজের পুত্র। মাতার নাম সুনীথা। তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম গ্রহণ ও স্বরাজ্যে পূজাদি নিষেধ করিলে ব্রাহ্মণগণ কুশদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহু হইতে পৃথুর উৎপাদন করেন ও তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করেন (হরি, ভাগ)।

বেণ্টলী, জন (Bentley, John)- ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরেজ প্রাচ্যভাষাবিৎ ও গণিতবিৎ। তিনি 'সূর্যসিদ্ধান্ত'কে অতি আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার যথেষ্ট প্রতিবাদ হয়। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। 'হিস্টরিক্যাল ভিউ অব হিন্দু এস্ট্রনমি' এবং 'প্রিন্সিপ্যাল এরাজ এণ্ড পেরিয়ড্‌স্ অব দি এন্শেণ্ট হিন্দুজ' তাঁহার প্রণীত দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বেণ্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম (Bentinck, Lord William)—(১৭৭৪ - ১৮৩৯)। ভারতের প্রসিদ্ধ গভর্নর-জেনারেল (১৮২৮ —১৮৩৫)। পূর্বে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন। রাজকোষে অর্থাভাব হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লাখেরাজ সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণ করেন, শাসনব্যয় দেড়কোটি টাকা কমাইয়া দেন এবং মালবে উৎপন্ন অহিফেনের উপর শুল্ক স্থাপন করেন। কর্ণেল স্লীমানের সহকারিতায় তিনি ঠগী দস্যুদিগকে দমন করেন। তিনি আইন করিয়া সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, উড়িষ্যাবাসীর ধরিত্রীদেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি এবং রাজপুতদিগের কন্যানিধন প্রভৃতি কুপ্রথা রহিত করেন। ১৮৩৫-এ কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ তিনি স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ লেখক মেকলে তাঁহার আইন-সচিব ছিলেন এবং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। কুর্গ ও কাছাড় রাজ্য অধিকার, মহীশূরের উচ্ছৃঙ্খল রাজাকে বৃত্তিদান করিয়া অপসারণ ভিন্ন দেশীয় রাজার সহিত তাঁহার আর কোন সংঘর্ষ হয় নাই। তাঁহার সময় প্রভিন্সিয়াল কোর্ট উঠিয়া যায় এবং কয়েকটি জেলা লইয়া যে এক একটি বিভাগ গঠিত হয়, তাহাতে এক একজন রেভিনিউ কমিশনার নিযুক্ত হন।

বেতালভট্ট রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' ও 'নীতিপ্রদীপ'-নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার প্রণীত।

বেথুন (Bethune, John Elliot Drinkwater)—(১৮০১—১৮৫২)। সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী। প্রথমে তিনি বিলাতে ব্যারিস্টার ছিলেন। পরে বড়লাটের আইন-সচিব হইয়া তিনি ভারতে আসেন। তিনি শিক্ষা-সমিতির সভাপতি হইয়া এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে মন দেন এবং 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। কালে উহাই 'বেথুন কলেজে' রূপান্তরিত হয়।

বেদবতী—মহারাজ কুশধ্বজের কন্যা। শুম্ভ-নামক দৈত্যের হস্তে কুশধ্বজ নিহত হইলে তিনি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার আশায় তপস্যা আরম্ভ করেন। রাবণ তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করিতে চাহিলে তিনি চিতানলে প্রাণবিসর্জন করেন এবং জন্মান্তরে রাবণের ধ্বংসের কারণ সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন (রাম)।

বেনেট, আর্নল্ড (Bennett, Enoch Arnold)—(১৮৬৭—১৯৩১)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক। কিছুকাল তিনি 'Woman' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তাঁহার 'The Old Wives' Tales', 'A Man from the North' প্রভৃতি পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য।

বেন্থাম, জেরিমি (Bentham, Jeremy)—(১৭৪৮—১৮৩২)। বিখ্যাত রাজনীতি-শাস্ত্রবিদ্ ও দার্শনিক। যে কাজ সবচেয়ে বেশীসংখ্যক লোকের সবচেয়ে বেশী মঙ্গল আনে সেই কাজই ভাল (the greatest happiness of the greatest number) এই নীতি প্রচার করিয়া তিনি বিখ্যাত হন। তাঁহার প্রচারিত নীতিকে Utilitarianism বা উপযোগবাদ বলে। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁহারই ভাবশিষ্য। তাঁহার লিখিত 'A Fragment on Government', 'Introduction to the Principles of Morals and Politics' পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য।

বেফিন, উইলিয়াম (Baffin, William)—(১৫৮৪ - ১৬২২)। বিখ্যাত নাবিক ও আবিষ্কর্তা। উত্তর আমেরিকা ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যস্থিত সমুদ্রপথটি তিনি আবিষ্কার করেন বলিয়া ঐ উপসাগরের নাম 'বেফিন উপসাগর' হইয়াছে।

বেয়ার্ড (Baird, John L.)—(১৮৮৮

—১৯৪৬)। টেলিভসন যন্ত্রের উদ্ভাবক। ১৯২৩-এ তিনি তাড়িতের সাহায্যে চিত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি Alexander Palace-এ ১৯৩৬-এ একটি 'Television Station' প্রতিষ্ঠা করেন।

বেরিং, এমিল ফোন (Behring, Emil von)—(১৮৫৪—১৯১৭)। প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী। তিনি স্টাস্‌বার্গে অধ্যাপকের কার্য করিতেন। ডিপথিরিয়া ও যক্ষ্মা রোগের নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

বেরিং, ভিটাস (Behring, Vitus)—(১৬৮০—১৭৪১)। ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ নাবিক ও আবিষ্কারক। রুশিয়ার নৌবিভাগে চাকরি করিবার সময়ে তিনি বেরিং প্রণালী আবিষ্কার করেন।

বেল, আলেক্‌জাণ্ডার গ্র্যাহাম (Bell, Alexander Graham)—(১৮৪৭—১৯২২)। টেলিফোনের আবিষ্কারক। এডিনবরায় জন্ম। শারীরবিভার অধ্যাপকরূপে তিনি আমেরিকায় গমন করেন। তিনি 'ফটোফোন'-নামক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। বধিরদের শিক্ষার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৭৬-এ তিনি যে যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন, টেলিফোন যন্ত্র তাহারই পরিণতি।

বেল, চার্লস্‌ (Bell, Sir Charles)—(১৭৭৪—১৮৪২)। বিখ্যাত শরীরগঠনতত্ত্ববিদ্‌। সংজ্ঞাবহা (sensory) ও চেষ্টাবহা (motor) বাতনাড়ীর বিশিষ্ট কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি বহু তথ্য আবিষ্কার করেন।

বেলক (Belloc, Joseph Hilaire Pierre)—(জন্ম ১৮৭০)। সাহিত্যিক। ফরাসীদেশে জন্ম। অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে রচনা আছে। 'The Path to Rome' তাঁহার একটি সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। 'Cautionary Tales' (কবিতা), 'A Change in the Cabinet' (উপন্যাস), 'The Four Men' (অপরূপ ভ্রমণ-কাহিনী), 'Nothing', 'Something', 'Everything' (প্রবন্ধ) তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

বেলজনি, জিওভ্যানি (Belzoni, Giovanni B.)—(১৭৭৮—১৮২৩)। বিখ্যাত আবিষ্কারক। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বাস করিতেন। তিনি প্রথমে নীলনদের জল উত্তোলন কার্যের জন্য মিশর সরকারের অনুমতি লইতে মিশরে গমন করেন। অতঃপর তিনি মিশরের প্রাচীন বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত হন।

বেলশাজার (Belshazzar)—ব্যাবিলনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। প্রাচীরগাত্রে লেখা হইতে তাঁহার ধ্বংসের কথা পূর্ব হইতেই জানিতে পারা গিয়াছিল। ব্যাবিলন ধ্বংসের সময় তিনি নিহত হন (৫৩৮ খ্রীঃ পূঃ)।

বেল, হেনরী (Bell, Henry)—(১৭৬৭—১৮৩০)। ইংরেজ আবিষ্কারক। ১৭৯১-এ বাষ্পচালিত জাহাজের উদ্ভাবন করিয়া তিনি 'কমেট'-নামক জাহাজে গ্লাসগো হইতে গ্রীকে গমন করেন।

বেলিয়ল, জন (Baliol, John)—(১২৪৯—১৩১৫)। স্কটদেশীয় রাজা। তিনি স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন দাবি করিয়া রবার্ট ব্রুসের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড তাঁহার স্বপক্ষে মত দেন। মাত্র চারি বৎসর রাজত্বের পর তিনি এডওয়ার্ড কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত হন।

বেলেরোফোন (Bellerophon)—ইফিরিয়ার রাজা গ্লকাসের পুত্র। বেলেরাসকে হত্যা করিয়া তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন। মিনার্ভার সাহায্যে তিনি কিমীরাকে পরাভূত করেন। পেগাসাসের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্গগমনকালে তিনি জুপিটার কর্তৃক ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধ হন (গ্রীক পুঃ)।

বেলোনা (Bellona)—গ্রীক দেবতা। মার্সের ভগিনী। তিনি যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পিতা ফর্‌সিস্‌, মাতা সিটো (গ্রীক পুঃ)।

বেশান্ত, মিসেস অ্যানি (Besant, Mrs. Annie)—(১লা অক্টোবর, ১৮৪৭—১৯৩৩)। ভারতহিতৈষিণী ইংরেজ রমণী ও ব্রহ্মবাদিনী। পিতার নাম উইলিয়ম পেজ উড। ২০ বৎসর বয়সে রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক বেশান্তের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। কিন্তু বিবাহের ৫ বৎসর পরেই তিনি বিবাহসূত্র ছিন্ন করিয়া ব্রডলাফ সাহেবের সহিত মিলিত হন এবং নাস্তিকমত ও সাধারণতন্ত্রবাদ অবলম্বন করেন। পরে ম্যাডাম ব্লাভাস্কি-প্রণীত 'সিক্রেট ডক্‌ট্রিন'-নামক পুস্তকের অনুবাদ কার্যে নিয়োজিত হইয়া পুনরায় তাঁহার ধর্মবিশ্বাস আসে এবং তিনি ম্যাডাম ব্লাভাস্কির শিষ্যা হন ও তাঁহার সমর্থিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতে থাকেন। তিনি কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৯৮)। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাঁহার যথেষ্ট প্রচেষ্টা ছিল। ১৯০৭-এ কর্নেল অলকটের মৃত্যুর পরে তিনি থিয়জফিক্যাল্‌ সোসাইটির সভাপতি হন এবং 'থিয়জফিস্ট'-নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনা করিতে থাকেন। 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে আর একখানি পত্রও তিনি সম্পাদন করিতেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতির আসন লাভ করেন (১৯১৭)।

বেসেমার (Bessemer, Sir Henry)—(১৮১৩—১৮৯৮)। বিখ্যাত বিজ্ঞানী। গলিত লৌহ হইতে ইস্পাত তৈয়ারি করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি যশস্বী হন। এইরূপে ইস্পাত তৈয়ারি করিবার প্রণালীকে 'বেসেমার' প্রণালী বলে।

বেহুলা—মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের পত্নী। সায় সদাগর তাঁহার পিতা ['লখিন্দর' দ্রঃ]।

বৈরাম খাঁ—(?—১৫৬১)। মোগল সম্রাট্‌ হুমায়ুনের বন্ধু ও পরে নাবালক সম্রাট্‌ আকবরের অভিভাবক। তিনি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন এবং হিমুকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া হত্যা করেন। পরে বিদ্রোহী হইয়া তিনি বন্দী হন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া ও বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে মুবারিক খাঁ লোহানি কর্তৃক তিনি নিহত হন (১৫৬১)।

বৈশম্পায়ন, বৈশাম্পায়ন—ব্যাসদেবের শিষ্য। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে তিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন (ভারত)। একদা ব্রহ্মবধ-জনিত পাপ মোচনের জন্য তিনি শিষ্যগণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বলিলে শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহা অস্বীকার করিয়া তাঁহার অধ্যাপিত বেদমন্ত্র সকল তিত্তিরপক্ষিরূপে বমন করিয়া দেন। তাহাই অন্য শিষ্যগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌' নামে খ্যাত হয় (বিষ্ণু, বায়ু)।

বোকাচিও, জিওভানি (Boccaccin, Giovanni)—(১৩১৩—১৩৭৫)। প্রসিদ্ধ ইতালীয় গ্রন্থকার। তাঁহাকে উপন্যাস-রচনার জনক বলা হয়। তাঁহার লিখনভঙ্গী অতি সুন্দর ছিল। 'Decameron' তাঁহার একখানি বিখ্যাত পুস্তক। শেক্‌স্‌পীয়র হইতে কীট্‌স্‌ পর্যন্ত অনেক লেখক ও কবি তাঁহার রচনা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

বোথা, লুই (Botha, Louis)—(১৮৬২—১৯১৯)। বুয়র-যুদ্ধের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। তিনি ১৯০৭-এ ট্রান্সভালের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯১০ এ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্নমেন্টের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। জার্মানীর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্য লইয়া যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আফ্রিকার জার্মান রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যে শান্তি-সংঘ হয়, তিনি সেই কমিটিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

বোনাপার্ট—'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট' দ্রঃ।

বোপদেব—(৭-৮ম শতক)। 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ প্রণেতা। তাঁহার পিতা ভিষক্ কেশব বগুড়া জেলার মহাস্থানের অধিবাসী ছিলেন। কাহারও মতে তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। মতান্তরে তিনি দেবগিরিরাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ ও ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাল্যে জড়বুদ্ধি ছিলেন। পরে অধ্যবসায়গুণে পরম পণ্ডিত হন। তিনি 'মুগ্ধবোধ', 'বোপদেবশতক', 'সিদ্ধমন্ত্র-প্রকাশ', 'কাব্যকামধেনু', 'হরিলীলা', 'শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বোমণ্ট, ফ্রান্সিস (Beaumont, Francis)—(১৫৮৪—১৬১৬)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার। জন ফ্লেচারের সহযোগিতায় তিনি 'The Woman Hater', 'The Maid's Tragedy' এবং 'The Knight of the Burning Pestle' প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করেন।

বোয়াডিসিয়া (Boadicea)—ইংলণ্ডের রানী। তিনি ব্রিটনদিগকে রোমকদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া রোমকদিগকে পরাজিত করেন। ৬১ খ্রীঃ সুইটোনিয়াস পলিনিয়াস কর্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

বোরিয়াস (Boreas)—উত্তর-পূর্ব বায়ুর দেবতা। পিতা অ্যাস্ট্রিয়াস, মাতা অরোরা। তিনি অরিথাইয়াকে হরণ করিয়া থ্রেশদেশের হিমাস পর্বতে লইয়া যান (গ্রীক পুঃ)।

বোলিন, অ্যান—'অ্যান বোলিন' দ্রঃ।

বোস্তামী, বায়েজিদ—বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক। মধ্য এসিয়ার বোস্তাম নামক স্থানে জন্ম। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হইয়া শিক্ষকের নিকট জানিলেন যে, আল্লার এবং জনকজননীর সেবা করাই মানুষের পরমধর্ম। এই ধর্ম তিনি আজীবন নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র তাঁহার গুরু। একদা এক দুষ্ট যুবক বাদ্যযন্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করাতে যন্ত্রটি ভাঙিয়া যায়। তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া পরদিন ঐ যুবককে বাদ্যযন্ত্রের মূল্য এবং তাহার সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন প্রদান করেন। ৪০ বৎসর তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

ব্যাকাস (Bacchus)—রোমকদের মদ্যদেবতা। গ্রীক নাম ডাইওনিসাস। পিতা জুপিটার, মাতা সেমেলি। থিসিউস অ্যারিয়াড্নিকে পরিত্যাগ করিলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে, তখন বিদ্বেষপরায়ণা জুনো তাঁহার মাতাকে হত্যা করিলে তিনি পিতা কর্তৃক রক্ষিত ও ইনো কর্তৃক প্রতিপালিত হন (বৈদে পুঃ)।

ব্যাঙ্ক্স্, জোজেফ (Banks, Sir Joseph)—(১৭৪৩—১৮২০)। বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানবিদ্। ১৭৬৮-এ ক্যাপ্টেন কুক যখন দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন, সেই সময়ে তিনি সূর্যমণ্ডলে শুক্রগ্রহের গতি দর্শন করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তিনি উদ্ভিদ্বিদ্যাবিষয়ক অনেক মূল্যবান্ সংগ্রহ রাখিয়া গিয়াছেন।

ব্যাটেন, জিন (Batten, Jean)—(জন্ম ১৯১০)। বিখ্যাত মহিলা-বৈমানিক। তিনি ছয় বৎসর বিমান শিক্ষা করেন। ১৯৩৬-এ তিনি দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বিমানে চড়িয়া দক্ষিণ অতলান্তিক পার হন ও ১৯৩৬-এ ইংলণ্ড হইতে অস্ট্রেলিয়ায় একাকী বিমানে করিয়া গিয়া পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেন। অবশ্য এই রেকর্ড পরে অন্যে ভাঙিয়াছিলেন।

ব্যাড়ি—গুণাঢ্যের সমসাময়িক বিন্ধ্যাচলবাসী পণ্ডিত। তিনি একখানি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন।

ব্যান্টিং, ফ্রেডারিক গ্র্যান্ট (Banting, Frederick Grant)—(১৮৯১—১৯৪১)। বিখ্যাত চিকিৎসক ও ইনসুলিনের আবিষ্কারক। আমেরিকার কানাডাদেশে জন্ম। তিনি বহুমূত্র-রোগের এক অভিনব চিকিৎসা-প্রণালী (Insulin treatment) আবিষ্কার করেন।

ব্যারি, জেম্স্ ম্যাথু (Barrie, Sir James Matthew)—(১৮৬০—১৯৩৭)। সুবিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক। প্রথম জীবনে তিনি সাংবাদিক ছিলেন। নাট্যকাররূপে তাঁহার সবচেয়ে মৌলিক গ্রন্থ 'Quality Street' (১৯০১)। পরে 'Peter Pan' লিখিয়া তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হন। 'Sentimental Tommy', 'My Lady Nicotine', 'Peter and Wendy' তাঁহার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ব্যারেণ্ট্জ্, উইলেম (Barents, Willem)—ওলন্দাজ আবিষ্কারক। সাগরপথে উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য তিনি তিনবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হন। তাঁহার নাম অনুসারে নোভায়া জেম্লিয়ার উত্তরাংশকে 'ব্যারেণ্ট্জ্ ল্যাণ্ড' বলে এবং আর্কটিক সমুদ্রের এক অংশকে 'ব্যারেণ্ট্জ্ সী' বলে।

ব্যালফুর, আর্ল অব (Balfour, Earl of)—(১৮৪৮—১৯৩০)। সুবিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিক। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯০২—৫)। প্রথমে তিনি কিছুকাল আয়ার্ল্যাণ্ডের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯১৭-এ তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ঐ রাজ্যের কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। যুদ্ধশান্তির জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৯২১—১৯২২-এ ওয়াশিংটন কন্ফারেন্সে (Washington Conference) তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া যান। ১৯২২-এ তিনি 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। 'Defence of Philosophic Doubt' ও 'Foundations of Belief' তাঁহার লিখিত পুস্তক।

ব্যাল্বোয়া, ভাস্কো নুনেজ ডি (Balboa, Vasco Nunez de)—(১৪৭৫—১৫১৭)। স্পেনীয় আবিষ্কারক। মেক্সিকো-বিজেতা কর্টেজের সঙ্গী। ১৫১৩-এ তিনিই ইওরোপীয়দের মধ্যে প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন।

ব্যাসদেব—মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা এবং বেদবিভাগকর্তা মুনি। তিনি কৃষ্ণদ্বীপে ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার (সত্যবতী) গর্ভে পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং বেদ বিভাগ করাতে তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। তাঁহার ঔরসে বিচিত্রবীর্যের পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং দাসীগর্ভে বিদুরের জন্ম হয়। তাঁহার বরে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বিবরণ বলেন। তাঁহারই যোগপ্রভাবে কুরুস্ত্রীগণ যুদ্ধের পর মৃত আত্মীয়গণকে দেখিতে পায়। তিনি গণেশকে মহাভারত লিখিতে আমন্ত্রণ করিলে গণেশ বলেন যে, কোন সময়ে তাঁহার লেখা বন্ধ হইলে তিনি আর লিখিবেন না এবং না বুঝিয়া কিছুই লিখিবেন না। এইজন্য ব্যাসদেব মহাভারতের স্থানে স্থানে ব্যাসকূট নামে দুর্বোধ্য শ্লোক সকল রচনা করিয়াছেন (ভারত)।

ব্যোমকেশ মুস্তোফী—(১৮৬৮—১৯১৬)। প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর পুত্র। তিনি 'তপস্বিনী' ও 'ভারত'-নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বিশ্বকোষ'-সংকলনে নগেন্দ্রনাথ বসুকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি ইহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১—৩রা অক্টোবর, ১৯৫২)। সুবিখ্যাত গবেষক-লেখক সাহিত্যিক। জন্ম-

স্থান হুগলী বালীকাঠগড়া লেনের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা উমেশচন্দ্র। ১৯০৮—২৮ তিনি কলিকাতার বিভিন্ন অফিসে প্রথমে টাইপিস্ট ও পরে স্টেনোগ্রাফার হইয়া কাজ করেন। তারপর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৯২৯)। গবেষণামূলক রচনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের তিনি সম্পাদক ছিলেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' প্রভৃতি তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. এস্-সি.—(১৮৬৪—১৯৩৮)। সুবিখ্যাত দার্শনিক। ১৮৮৪-এ তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৯৯-এ তিনি রোমের International Congress of Orientalists সভাতে ভারতীয় শাখার উদ্বোধন করেন এবং পরে ইওরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বহুকাল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তাঁহার আদর্শ চরিত্রের জন্য দেশবাসী তাঁহাকে "আচার্য" বলিয়া অভিহিত করে।

ব্রহ্মগুপ্ত—শ্রীচাপবংশীয় রাজা শ্রীব্যাঘ্রমুখের সময়কার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্। ৬২৮-এ তিনি 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত'-নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

ব্রহ্মদত্ত—প্রাচীন রাজা। তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও পবিত্রস্বভাব ছিলেন। একদা গৌতম নামে কালরূপী ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে অতিথি হন। রাজা তাঁহাকে যে খাদ্য দেন, তাহাতে মাংস মিশ্রিত ছিল। এই কারণে রাজাকে তিনি গৃধ্র হইবার শাপ দেন। পরে রাজার অপরাধ অজ্ঞানতাপ্রসূত জানিয়া তিনি বলেন যে, রামচন্দ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই তিনি শাপমুক্ত হইবেন (রাম)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—(১৮৬১—১৯০৭)। বিখ্যাত সাংবাদিক ও দেশসেবক। পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মস্থান কলিকাতা। বাল্যনাম ভবানীচরণ। প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্রের শিষ্য হন। পরে সিন্ধু দেশে গমন করিয়া পাদরীদের সঙ্গে মিশিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'Twentieth Century' প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। ইওরোপের নানাস্থানে তিনি বেদান্ত-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইওরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন তর্করত্নের উপদেশে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেশসেবায় যোগ দেন। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে তিনি 'সন্ধ্যা'-নামক দৈনিক পত্র বাহির করেন।

ব্রহ্মা—জগৎ সৃষ্টিকর্তা। প্রলয়ের শেষে ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে প্রলয়ের অন্ধকার দূর হয় ও কারণবারিতে সৃষ্টিবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণময় অণ্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অণ্ড বিভক্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয় এবং তাহার ভিতর হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। সাবিত্রী তাঁহার পত্নী এবং দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁহার কন্যা। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ তাঁহার এই দশজন মানসপুত্র সৃষ্টিকার্যের জন্য আদিষ্ট হন এবং নারদ অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী—(২১শে জানুয়ারি, ১৮৬৩—১২ই এপ্রিল, ১৯২২)। বিখ্যাত সন্ন্যাসী ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সভাপতি। পূর্ব নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ। সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার নাম হয় ব্রহ্মানন্দ। জন্ম বসিরহাট মহকুমার শিকরা-কুলীন গ্রামে। পিতা আনন্দমোহন ঘোষ। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করিয়া তিনি কলিকাতার ট্রেনিং একাডেমীতে ভরতি হন (১৮৭৫) এবং এইখানে বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ) সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বিবাহের পর তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিতে থাকেন। এইভাবে তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের সূচনা হয়। সংঘ গঠন করিয়া বিবেকানন্দই তাঁহাকে সংঘনায়কের পদ দেন। পুরী ও ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মানন্দ জীবনের অনেক সময় কাটান। পুরীতে তিনি মঠ স্থাপন করেন।

ব্রাইট, জন (Bright, John)—(১৮১১—১৮৮৯)। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ও বক্তা। তাঁহার চেষ্টায় ইংলণ্ডে অবাধ-বাণিজ্যের প্রবর্তন হয়।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ ব্যারেট—(Browning, Elizabeth Barrett)—(১৮০৬—১৮৬১)। ইংরেজ মহিলা কবি। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল। ১৮৪৬-এ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। 'Sonnets from the Portuguese', 'The Cry of the Children' এবং 'Aurora Leigh' প্রভৃতি কাব্য ও কবিতাগ্রন্থ তাঁহার লিখিত।

ব্রাউনিং, রবার্ট (Browning, Robert)—(১৮১২—১৮৮৯)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ১৮৪৬-এ তিনি এলিজাবেথ ব্যারেট নামে মহিলা কবিকে বিবাহ করেন। 'Christmas Eve', 'Man and Woman', 'Pippa Passes', 'Pauline', 'Dramatis Personae' প্রভৃতি কাব্য তাঁহার রচিত। মনস্তত্ত্বমূলক কবিতা লিখিবার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল।

ব্রিজেস রবার্ট (Bridges Robert Seymour)—(১৮৪৪—১৯৩০)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ১৯১৩-এ তিনি ইংলণ্ডের রাজকবি হন। তাঁহার বহু কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'The Testament of Beauty' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

ব্রুটাস, মার্কাস জুনিয়াস (Brutus, Marcus Junius)—(৮৫—৪২ খ্রীঃ পূঃ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি সীজারের অন্যতম সহকারী। গৃহযুদ্ধে (৪৯ খ্রীঃ পূঃ) তিনি পম্পের সঙ্গে যোগদান করেন এবং ফারসেলিয়ার যুদ্ধের পর সীজার তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তাহা হইলেও গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের আশায় তিনি সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সীজারকে হত্যা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রুটাস অন্যতম। পরে অক্টেভিয়ান ও অ্যান্টনির সঙ্গে ফিলিপির (৪২ খ্রীঃ পূঃ) যুদ্ধে ব্রুটাস আত্মহত্যা করেন। কেটোর কন্যা পোর্শিয়া তাঁহার পত্নী ছিলেন।

ব্রুটাস, লুসিয়াস জুনিয়াস (Brutus, Lucius Junius)—প্রাগৈতিহাসিক যুগের রোমের প্রথম কনসাল। টার্কুইনিয়াস সুপার্বাস, লুক্রেশিয়া নামে রমণীর সতীত্বনাশ করিলে তিনি রোম হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া রোমে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। টার্কুইন আধিপত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাতে তিনি নিজ পুত্রদ্বয়কে হত্যা করেন।

ব্রুস, রবার্ট (Bruce, Robert)—(১২৭৪—১৩২৯)। প্রথমে তিনি ক্যারিকের আর্ল (জমিদার) ছিলেন। পরে স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ দিয়া তিনি ১৩০৬-এ স্কটল্যাণ্ডের রাজা হন। ১৩১৪-এ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি জয়ী হন। ১৩২৮-এ ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

ব্রুস্টার, ডেভিড (Brewster, Sir David)—(১৭৮১—১৮৬৮)। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। তিনি 'Edinburgh Encyclopædia' সম্পাদন করেন।

ব্রেনান, লুই (Brennan, Louis

C. B.)—(১৮৫৩—১৯৩২)। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হিসাবে তাঁহার নাম খ্যাত। তাঁহার আবিষ্কৃত টর্পেডোর জন্য তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হইতে ১১০,০০০ পাউণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি 'Gyroscope Railway'র‌ও উদ্ভাবক।

ব্র্যাগ, উইলিয়াম হেনরী (Bragg, Sir William Henry)—(১৮৬২—১৯৪২)। রসায়ন ও পদার্থশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক। তিনি পুত্রের সহিত একযোগে পদার্থশাস্ত্রে 'নোবেল প্রাইজ' পান (১৯১৫)। তিনি অধ্যাপকরূপে অস্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। ১৯১৫-এ তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। ১৯২৩-এ তিনি রসায়নশাস্ত্রের ফুলারিয়ান (Fullerian) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'এক্স-রে'-নামক কিরণের পরিমাপের প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করেন। স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন।

ব্র্যাডম্যান, ডোনাল্ড জি (Bradman, Donald G.)—(জন্ম ১৯০৯)। অস্ট্রেলিয়াবাসী বিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড়। তিনি সিড্‌নীর নিকটবর্তী কুটা-মুণ্ডা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০-এ টেস্ট ম্যাচ খেলায় ৫টি খেলার মধ্যে ৪টিতে যথাক্রমে তিনি ১৩১, ২৫৪, ৩৩৪ ও ২৩২ রান করেন। ১৯৩০-এ লীড্‌স্‌-এ ৩৩৪ রান করেন। ১৯৩৬—৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৪৬—৪৭-এ তিন অস্ট্রেলিয়ায় এবং ১৯৪৮-এ ইংলণ্ডের কাপ্তেন নির্বাচিত হন। ১৯৩৮-এ মে মাসে দ্বিতীয়বার তিনি হাজার রান লাভ করেন। ১৯৪৭-এ তিনি একশততম সেঞ্চুরী করেন। শেষবারের জন্য তিনি ১৯৪৮-এ খেলেন। তাঁহার দল কখনও পরাজিত হয় নাই। তিনি ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ ক্রীড়ার সমালোচক হন (১৯৫৩)।

ব্লকম্যান, হেন্‌রী ফার্ডিনাণ্ড (Blockmann, Henry Ferdinand)—প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি ড্রেস্‌ডেন নগরের এক মুদ্রাকরের পুত্র। সৈন্যবিভাগে চাকরি লইয়া তিনি ভারতে আসেন এবং ক্রমে আরবী ও ফারসী শিক্ষা করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপক হন। ১৮৬১-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. উপাধি লাভ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি 'The Prosody of the Persians' প্রণয়ন করেন এবং 'আইন-ই-আকবরী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রভৃতি প্রকাশ করেন।

ব্লুচার (Blucher, Field-Marshal L. von)—(১৭৪২—১৮১৯)। প্রুশিয়ার বিখ্যাত সেনাপতি। তিনি বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের সহযোগে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

ব্লেক, উইলিয়াম (Blake, William) — (১৭৫৭—১৮২৭)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। 'Poetical Sketches' নামে পুস্তকে তাঁহার প্রথম কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। তাহাতেই তাঁহার মরমী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'Songs of Innocence' (১৭৮৯) নামে কাব্যগ্রন্থে তিনি নিজেই ছবি আঁকিয়াছেন। 'Songs of Experience' তাঁহার আর একখানি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ। 'Tiger! Tiger! burning bright' নামে কবিতাটি শেষোক্ত পুস্তকের অন্তর্গত।

ব্লেক, রবার্ট (Blake, Robert)—(১৫৯৯—১৬৫৭)। ক্রমওয়েলের প্রসিদ্ধ নৌসেনানী। তিনি জার্সি ও সিসিলি দ্বীপ অধিকার করেন এবং ওলন্দাজগণের সহিত কয়েকবার যুদ্ধ করেন। ১৬৫৭-এ তিনি টেনেরিফের নিকট স্পেনীয় নৌবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন।

ব্লেরিও, লুই (Bleriot, Louis)—(১৮৭২—১৯৩৬)। ফরাসী বৈমানিক। তিনি সর্বপ্রথম ৩১ মিনিটে ক্যালে হইতে ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়া বিমানযোগে ডোভারে যান (২৫শে জুলাই, ১৯০৯)।

ব্ল্যাক প্রিন্স (Black Prince)—(? ১৩৩০—১৩৭৬)। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র। তিনি অতিশয় সাহসী ছিলেন এবং মাত্র ষোল বৎসর বয়সে ১৩৫৬-এ ১২০০০ সৈন্য লইয়া পইটিয়ার্সের যুদ্ধে ফরাসীদিগের ৬০০০০ সৈন্যকে পরাজিত করেন।

ব্ল্যাকমুর, রিচার্ড ডড্‌রিজ (Blackmore, Richard Doddridge) —(১৮২৫—১৯০০)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি। 'Lorna Doone', 'Clara Vaughan', 'Springhaven' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার রচিত।

ব্লাভাট্‌স্কি (Blavatsky, Helena Petrovna)—(১৮৩১—১৮৯১)। সুবিখ্যাত ব্রহ্মবাদী। জন্মস্থান রুশিয়া। ১৭ বৎসর বয়সে এক বৃদ্ধের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং কিছুকাল পরে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। তিনি ভারত পর্যটন করিয়া ১৮৭৩-এ আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং কিছুকাল প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিয়া কর্নেল অলকটের সহযোগিতায় 'থিয়জফিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া তিনি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে অবস্থান করেন। তাঁহার অলৌকিক কার্যাবলী দেখিয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্য হয়। ১৮৮৭-এ তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া 'Lucifer the Light Bringer'-নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'Secret Doctrine', 'Isis Unveiled' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

—

ভ

ভগৎ সিং—সুবিখ্যাত শহীদ্। জাতিতে তিনি পাঞ্জাবী ছিলেন। 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'য় তিনি বটুকেশ্বর দত্তের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন (১৯২৯)। ১৯৩০-এ তাঁহার ফাঁসি হয়।

ভগদত্ত—কামরূপের রাজা। পিতা নরক-রাজের নিকটে প্রাপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্রপ্রভাবে তিনি সকলের অজেয় ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ-সূয়-যজ্ঞের সময় আট দিন যুদ্ধ করিয়া তিনি অর্জুনের নিকট পরাজিত হন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে তিনি অর্জুনের উপর বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিফল করেন। শেষে অর্জুনের হস্তেই তিনি নিহত হন। (ভারত)।

ভগবতী—দেবী দুর্গার নামান্তর।

ভগবান্ দাস, রাজা—মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়ের এক রাজপুত রাজা। পিতা অম্বররাজ বিহারী মল্ল। তিনি আকবরের সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিয়া তাঁহার অধীনে উচ্চ রাজকার্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা মানসিংহ তাঁহার দত্তকপুত্র ছিলেন।

ভগীরথ—দিলীপের পুত্র ও অংশুমানের পৌত্র। কপিলশাপে ভস্মীভূত সগরপুত্রগণের উদ্ধারের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। এই কারণে গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী (রাম) ['অংশুমান্' দ্রঃ]। ভগীরথ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর অর্থ দান করিতেন (ভারত)।

ভট্টনারায়ণ—আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম এবং কৃষ্ণনগরের রাজবংশের পূর্বপুরুষ। তিনি সংস্কৃত 'বেণীসংহার' নামে প্রসিদ্ধ নাটকের রচয়িতা।

ভট্টি—প্রসিদ্ধ 'ভট্টিকাব্যে'র ('রাবণ-বধ' মহাকাব্য) রচয়িতা। এই নামধারী একাধিক পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন।

ভরত মল্লিকের মতে রাজা ভর্তৃহরি আর ভট্টি এক ব্যক্তি। ভট্টির পিতার নাম শ্রীধর স্বামী। জন্মের পরই তাঁহার মাতা মারা যান ও পিতা সংসারত্যাগী হন। অতঃপর বলভীর রাজা ধরসেন তাঁহাকে পালন ও শিক্ষাদান করিয়া নিজ-পুত্রগণের শিক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। কথিত আছে, একদা তিনি ফটকের এক পার্শ্বে থাকিয়া অন্য পার্শ্বে অবস্থিত ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন এমন সময়ে একটি হস্তী গুরু ও শিষ্যগণের মধ্যস্থান দিয়া চলিয়া গেল। এই অশুভ ব্যাপারে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত বেদাঙ্গ-স্বরূপ পাণিনি-ব্যাকরণের অধ্যাপনা স্থগিত রাখিয়া পাণিনিসূত্রের উদাহরণ-মূলক প্রসিদ্ধ 'ভট্টিকাব্য' রচনা করিয়া রাজকুমারদিগকে শিক্ষাদান করেন।

ভট্টোজী দীক্ষিত—পাণিনি-ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ বৃত্তিকার। পিতা লক্ষ্মীধর সূরি, পুত্র ভানুজী দীক্ষিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকে তিনি নূতনভাবে সাজাইয়া তাহার 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' নাম প্রদান করিয়াছেন। তিনি সমুদয়ে ৩৪ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'প্রৌঢ়-মনোরমা', 'আহ্নিককারিকা', 'অশৌচ-নির্ণয়', 'তিথি-নির্ণয়', 'ধাতুপাঠ', 'মাস-নির্ণয়', 'লিঙ্গানুশাসন সূত্রবৃত্তি' প্রভৃতি পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভদ্রকালী—ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। দক্ষযজ্ঞে দেবীর ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন।

ভদ্রা—১। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীবিশেষ। ২। কাক্ষীবানের কন্যা ও ব্যুষিতাশ্বের পত্নী। ৩। সূর্যের কন্যা। তাঁহার জননীর নাম ছায়া।

ভবদেব ভট্ট—১। প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত। পিতা কৃষ্ণদেব মিশ্র। তিনি 'পাতঞ্জল সূত্রে'র একজন ভাষ্যকার। তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। ২। রাঢ়দেশীয় প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত (অন্য নাম বালবলভীভুজঙ্গ)। তিনি রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গোবর্ধন। তিনি জন্মস্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ও বিন্দু সরোবর তাঁহার কীর্তি। তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ' নামে একখানি এবং দশবিধ সংস্কার বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করেন।

ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ—(৮ম শতক)। সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ নাট্যকার। পিতা নীলকণ্ঠ, পিতামহ গোপাল ভট্ট, মাতা জাতুকর্ণী; জন্মস্থান দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভ প্রদেশের পদ্মপুর নগর। সর্বশাস্ত্র-জ্ঞাননিধি নামক এক পণ্ডিতের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। পরে নিজে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধি লাভ করেন। ভবভূতি কনৌজরাজ যশোবর্মন-এর সভা-কবি ছিলেন এবং পরে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সভাকবি হইয়াছিলেন। 'গৌড়বহ' কাব্যপ্রণেতা কবি বাক্‌পতিরাজ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'মালতীমাধব', 'বীরচরিত' এবং 'উত্তরচরিত'-নামক তিনখানি নাটক পাওয়া যায়। ঐগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

ভবানন্দ—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত রায় রামানন্দের পিতা ['রামানন্দ রায়' দ্রঃ]।

ভবানন্দ মজুমদার—কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা ভট্টনারায়ণের বংশজাত রামচন্দ্র। বাল্যে সংস্কৃত ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি নবাব সরকারে কানুনগোর পদ লাভ করেন এবং মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রতাপাদিত্যের দমনের জন্য আগত মানসিংহের সৈন্য ঝড়বৃষ্টিতে বিপন্ন হইলে তিনি আহার্য প্রদান করিয়া সৈন্যদিগের প্রাণরক্ষা করেন এবং তাহাতেই প্রীত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বাংলার চতুর্দশ পরগনার ফরমান প্রদান করেন (১৬০৬)। পরে তিনি মাটিয়ারি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

ভবানন্দ রায়—ঢাকা জেলার দোহারের প্রসিদ্ধ রায়বংশের পূর্বপুরুষ। তিনি আকবরের সময়ে বর্তমান ছিলেন।

ভবানী বণিক্—বর্ধমান জেলার সাতগেছে গ্রামের কবিওয়ালা। তিনি জাতিতে গন্ধবণিক্ ছিলেন। তিনি বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা নিতাই দাসের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার প্রতিযোগিতা হইত এবং এই প্রতিযোগিতাকে 'বাঘ মহিষের লড়াই' বলা হইত। তিনি সখীসংবাদবিষয়ক এবং ভক্তিমূলক বহু মনোমুগ্ধকর সংগীত রচনা করিয়াছেন।

ভবানী, রানী—(১৮ শতক)। নাটোরের জমিদার রামকান্তের পত্নী। পিতা রাজসাহী (বর্তমান বগুড়া) জেলার ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরী, মাতা কস্তুরী দেবী। ১১৫৩ বঙ্গাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে স্বামী মারা গেলে তিনি বার্ষিক দেড় কোটি টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন। তিনি সাধারণ হিন্দু বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। দানে এবং মন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় তিনি ৫০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছেন। তিনি অনেক সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা তারা বালবিধবা হইয়া মায়ের নিকটে অবস্থান করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার বাহারবন্দ নামক জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া কান্তবাবুকে প্রদান করেন। তাঁহার দত্তক-পুত্র মহাসাধক রামকৃষ্ণ তাঁহার জীবিত-কালেই মারা যান। ৭৯ বৎসর বয়সে বড়নগরে রানী ভবানীর মৃত্যু হয়। কাশীর ভবানীশ্বর শিব, দুর্গাবাড়ি, দুর্গাকুণ্ড, পঞ্চক্রোশী রাস্তা, বড়নগরের ভবানীশ্বর-মন্দির এবং বহু ধর্মশালা তিনি স্থাপন করিয়াছেন এবং বহু পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন।

ভরত—১। অযোধ্যার রাজা দশরথের কৈকেয়ী-গর্ভজাত পুত্র। তিনি ভ্রাতৃভক্তি ও সাধুতার আদর্শ। পত্নী রাজর্ষি জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী, পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন এবং পিতার মৃত্যুর সময় তিনি নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অযোধ্যাবাসিগণ সহ চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন, কিন্তু শেষে রামচন্দ্রের উপদেশে নন্দীগ্রামে সিংহাসন রাখিয়া তাহার উপর রামচন্দ্রের পাদুকা রাখেন এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করেন। রামচন্দ্র বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরিলে তিনি তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেন। রাম সরযূতে দেহ-বিসর্জন করিলে তিনিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন (রাম)। ২। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের পুত্র। শকুন্তলা তাঁহার জননী ['শকুন্তলা' দ্রঃ]। তিনি বিদর্ভরাজের তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। পিতার স্বর্গগমনের পরে তিনি রাজ্যলাভ করেন। (ভারত)। ৩। রাজা প্রিয়ব্রতের বংশজাত জনৈক রাজা। জন্মান্তরে তাঁহার নাম ছিল জড়ভরত (তাহা দ্রঃ)।

ভরত মল্লিক—বিখ্যাত সংস্কৃত টীকাকার ও বৈয়াকরণ। পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। তিনি ১৭৫৮ শকাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের মধ্যে 'মুগ্ধবোধ', 'ভট্টিকাব্য', 'কিরাতার্জুনীয়', 'নলোদয়' ও 'কুমারসম্ভবে'র টীকা এবং 'উপসর্গবৃত্তি' ও 'দ্রুতবোধ ব্যাকরণ' সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভরদ্বাজ—১। সুপ্রসিদ্ধ মুনি। বৃহস্পতির ঔরসে তিনি জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্ম হইলে বৃহস্পতির ভ্রাতৃপত্নী মমতা বৃহস্পতিকে বলেন যে, ভরণ (পালন কর) দ্বাজম্ (জারজ)। এই জন্য তাঁহার 'ভরদ্বাজ' নাম হয়। পরে ভরদ্বাজ রাজা ভরতের গৃহে প্রতিপালিত হন (বিষ্ণু, বায়ু)। ২। ভরদ্বাজের এক পুত্র দ্রোণ ['দ্রোণাচার্য' দ্রঃ]।

ভর্তৃহরি—'শৃঙ্গারশতক', 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক' নামে তিনটি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি বিক্রমাদিত্যের পিতা গন্ধর্বসেনের দাসীপুত্র। কিছুকাল উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়া পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং তিনটি গ্রন্থের রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন ভর্তৃহরিরই সংক্ষিপ্ত নাম ভট্টি। পতঞ্জলির পাণিনি মহাভাষ্যের 'বাক্যপ্রদীপ' নামক টীকা তাঁহার রচিত ['ভট্টি' দ্রঃ]।

ভল্টেয়ার (Voltaire, Francois Marie Arouet de)—(১৬৯৪—১৭৭৮)। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও লেখক। তাঁহার প্রথম রচনা ফ্রান্সের তৎকালীন শাসনকর্তৃপক্ষ মোটেই পছন্দ করেন নাই বলিয়া তিনি ১৭২৬—১৭২৮ পর্যন্ত ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন। সেখানে তিনি কয়েকখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ফ্রান্সে পুনরাগমন করিয়া তিনি 'Philosophical Letters'-নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহা প্রকাশ করিয়া তিনি ফ্রান্সের ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা Marquise du Chatelet তাঁহার দুর্গে তাঁহাকে বাস করিতে অনুরোধ করেন। পনর বৎসরকাল সেইস্থানে থাকিয়া ভল্টেয়ার 'Discourses on Man', 'Essay on the Morals and Spirit of Nations' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। 'ফ্রেডারিক দি গ্রেট'-এর আমন্ত্রণে তিনি বার্লিনে গমন করিয়া ১৭৫০—১৭৫৩ পর্যন্ত তথায় বাস করেন।

ভাণ্ডারকর, রামকৃষ্ণ গোপাল—(১৮৩৭—১৯১৫)। দাক্ষিণাত্যের খনামখ্যাত অধ্যাপক। পিতা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। তিনি গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন (১৮৮৫) এবং পর বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ভিয়েনা কংগ্রেসে প্রেরিত হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হন (১৮৮৭)। কয়েক বৎসর পরে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ও দাক্ষিণাত্যের একখানি পুরাবৃত্তও রচনা করিয়াছিলেন।

ভাতখণ্ডে, বিষ্ণুনারায়ণ—(১৮৬০—১৯৩৬)। সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। বোম্বাই-এর নিকটবর্তী বালকেশ্বর-নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। বাল্যকাল হইতেই তিনি অপূর্ব সংগীত-প্রতিভা প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ ও ১৮৮৭-এ যথাক্রমে তিনি বি. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি প্রথমে করাচিতে পরে বোম্বাই-এ ওকালতি করেন। বি. এ. পাস করিয়া তিনি শেঠ বল্লভদাসের নিকট সেতার বাদন শিক্ষা করেন। পরে তিনি 'গায়ন উত্তেজক মণ্ডল'-নামক সংগীত-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং রাওজিবোয়া বেলবাগকারের নিকট ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। তিনি উন্নতপ্রণালীর বিশেষ সংগীতধারা ও স্বরলিপির প্রবর্তক। তাঁহারই চেষ্টায় বরোদায়, দিল্লীতে, কাশীতে ও লক্ষ্ণৌতে যথাক্রমে ১৯১৫, ১৯১৮, ১৯১৯ ও ১৯২৫—২৭-এ নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। তিনি 'অষ্টোত্তর শততাল-লক্ষণম্', 'অভিনব-তালমঞ্জরী' প্রভৃতি বহু সংগীতগ্রন্থের সংকলন ও প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সংগীতগ্রন্থের রচনা ও প্রচারকল্পে একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া গিয়াছেন।

ভানুমতী—১। ভোজরাজের কন্যা ও বিক্রমাদিত্যের পত্নী। তিনি জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। এইজন্য জাদুবিদ্যার কৌশল-প্রদর্শনকে ভানুমতীর খেলা বলা হয়। ২। দুর্যোধনের পত্নী। তাঁহার গর্ভে লক্ষ্মণ নামে পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে কন্যার জন্ম হয় (ভারত)। ৩। যদুবংশীয় ভানুর কন্যা। তিনি নিকুম্ভ নামক দৈত্য কর্তৃক হৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সহদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন (ভাগ)।

ভামসাহ—প্রসিদ্ধ রাজপুতবীর প্রতাপ-সিংহের বৃদ্ধ মন্ত্রী। দারুণ অর্থাভাবে প্রতাপ মোগল সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া দেশত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া নিজের সারা জীবনের ও পূর্বপুরুষগণের সঞ্চিত বিপুল অর্থ প্রতাপকে দান করেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—(১৭১২—১৭৬০)। সুবিখ্যাত কবি। পৈতৃক নিবাস ভুরশিট পরগনায় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রাম। তাঁহারা মুখুজ্জে বামুন, জমিদার বংশীয়। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ, মাতা ভবানী। অল্প-বয়সে তিনি ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুনসীর আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা করেন। রামচন্দ্রের অনুরোধে তিনি দুইটি ছোট সত্যনারায়ণ পাঁচালী লিখিলেন। ঘর ছাড়িয়া আসিবার পূর্বেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ঘরে ফিরিয়া বিষয়কর্ম দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বর্ধমানের মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের ইজারা-তালুক খাস করিয়া লইলেন। বর্ধমানে উহা নাকচ করাইতে আসিয়া তিনি কারারুদ্ধ হন। পরে পলাইয়া কটকে ও পরে পুরীতে যান। এবার তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনের পথ ধরিলেন। পথে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি শ্বশুরবাড়ি হইয়া ঘরে ফিরিলেন। কিছুকাল পরে আবার গৃহত্যাগ করিলে ফরাসডাঙার দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। সেই স্থান হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে রাজসভার সভাকবি করেন এবং মূলাজোড়ে জায়গা-জমি দিয়া তাঁহাকে স্থিত করাইলেন। তাঁহার আদেশেই কবি 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'অন্নদা-মঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' শ্রবণে প্রীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি 'রসমঞ্জরী'-নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভারবি—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। 'কিরাতার্জুনীয়ম্' নামে প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তাঁহার প্রণীত। অর্থগৌরব তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভার্জিনিয়া (Virginia)—রোমক সুন্দরী। পিতা ভার্জিনিয়াস লিউসিয়াস। তাঁহার সৌন্দর্যে রোমক ম্যাজিস্ট্রেট এপিয়াস ক্লডিয়াস প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। এপিয়াস ক্লডিয়াস তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিলে ভার্জিনিয়ার পিতা নিজে ভার্জিনিয়াকে হত্যা করিয়া তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করেন।

ভার্জিল (Virgil)—(খ্রীঃ পূঃ ৭০—১৯)। বিখ্যাত রোমীয় কবি। বিখ্যাত 'ইনিড' কাব্য তাঁহার রচিত। তাঁহার অন্য দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Georgics' ও 'Ecloges'। প্রথম জীবনে তিনি কৃষক ছিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার ভূমি বলপূর্বক গ্রহণ করিলে তিনি দেশত্যাগী হইয়াছিলেন।

ভার্টাম্নাস (Vertumnus)—ঋতুর (বিশেষতঃ বসন্ত) ও তৎকালে উৎপাদিত ফল-পুষ্পের অধিদেবতা। তিনি পমোনার প্রণয়ী ছিলেন (গ্রীক পুঃ)।

ভার্ডি (Verdi)—(১৮১৩—১৯০১)। ইতালীর বিখ্যাত গীত-রচয়িতা। 'Ernani', 'Aida' ইত্যাদি তাঁহার লিখিত প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য।

ভার্নে, জুলে (Verne, Jules)—(১৮২৮—১৯০৫)। ইওরোপের জনপ্রিয় গল্প-লেখক। 'Five Weeks in a Balloon', 'Twenty Thousand Leagues under the Sea' এবং 'Round the World in Eighty Days' প্রভৃতি গল্পপুস্তক লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ভালকান (Vulcan)—ধাতুদ্রব্যশিল্পি-গণের ও অগ্নির দেবতা। পিতা জুপিটার, মাতা জুনো। তিনি আগ্নেয়গিরিরূপ কর্ম-

শালায় বসিয়া দেবগণের জন্ত বর্ম প্রস্তুত করেন। তাঁহার গ্রীক নাম হেফেস্টস (বৈদে পুঃ)।

ভাস—(? চতুর্থ শতক)। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। তিনি কালিদাসের বহুপূর্ববর্তী এবং সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। তিনি দশখানি নাটক প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' শ্রেষ্ঠ। ভাস-রচিত বলিয়া অনুমিত যে নাটকগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে গ্রন্থকারের কোনো নাম নাই।

ভাস্কর পণ্ডিত—(১৭শ-১৮শ শতক)। সুবিখ্যাত মারাঠা সেনাপতি। তিনি নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ছিলেন। নবাব আলীবর্দি খাঁর সময়ে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন এবং জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করেন। আলীবর্দি দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের শরণাপন্ন হইলে সম্রাটের অনুরোধে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও চেষ্টা করিয়া কিছুকালের জন্ত ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার বর্গীবাহিনীকে নিবৃত্ত রাখেন। পরে রঘুজী এবং পেশোয়ার মধ্যে গোলযোগ নিষ্পত্তির পর ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় বাঙ্গালা দেশে লুণ্ঠন আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষে আলীবর্দির কৌশলে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

ভাস্করাচার্য—(? ১১১৪)। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্। দাক্ষিণাত্যের বীজ্জলবীড় গ্রামে জন্ম হয়। পিতা মহেশ দৈবজ্ঞ। তিনি 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিদুষী কন্যা লীলাবতীর নামে এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নাম দেন 'লীলাবতী'। 'গোলাধ্যায়'-নামক গ্রন্থে তিনি পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

ভাস্করানন্দ, স্বামী—(১৮৩৩—১৮৯৯)। সুপ্রসিদ্ধ সাধক ও যোগী। জন্মস্থান কানপুর জেলার মৈথিলীপুর গ্রাম। গার্হস্থ্য নাম মতিরাম। ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তিনি নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করেন এবং তথায় এক অধ্যাপকের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৮৬০-এ তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া ভাস্করানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং কিছুকালের জন্ত মৌনী হইয়া থাকেন। সহিষ্ণুতা অভ্যাসের জন্ত তিনি অনাবৃত মস্তকে রৌদ্রে ভ্রমণ করিতেন। সন্ন্যাসের পর কিছুকাল তিনি হরিদ্বারে অবস্থান করিয়া গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ করেন এবং পরে কাশীধামে আমরণ বেদান্ত চর্চা করেন। বহু খ্যাতনামা ভারতীয় ও ইওরোপীয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama)—(১৪৬০—১৫২৪)। সুপ্রসিদ্ধ পোর্তুগিজ নাবিক। তিনি ১৪৯৭-এ পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগর হইতে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি একাদশ মাস সাগরের উপরে থাকেন। অতঃপর আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া তিনি ১৪৯৮-এ ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। তিনি কালিকটের জামোরিন উপাধিধারী রাজার নিকট হইতে ভারতে ব্যবসায় করিবার জন্ত এক সনন্দ-পত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৫২৪-এ তিনি পুনরায় কালিকটে আগমন করেন এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন।

ভিক্টর ইমান্যুয়েল, ২য় (Victor Emmanuel II)—(১৮২০—১৮৭৮)। সার্ডিনিয়ার রাজা। তিনি ১৮৪৯ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন। পরে সার্ডিনিয়ার সেনেটের নির্ধারণ অনুসারে তিনি ১৮৭০-এ ইটালীর রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালেই ইটালীর রাজ্যসমূহ সম্মিলিত হয়। ইতিহাসে ইহাই Unification of Italy (ইটালীয় ঐক্য) বলিয়া খ্যাত।

ভিক্টর হিউগো—'হিউগো, ভিক্টর' দ্রঃ।

ভিক্টোরিয়া, অ্যালেকজেণ্ড্রিনা (Victoria, Alexandrina)—(১৮১৯—১৯০১)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধা রানী। পিতা এডওয়ার্ড (ডিউক অব কেণ্ট), মাতা ভিক্টোরিয়া লুইসা। পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়ম নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮৩৭)। তিন বৎসর পরে প্রিন্স অ্যালবার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পরে তিনি ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৬১-এ তাঁহার পতিবিয়োগ হয়। ১৮৭৭-এ তিনি 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করেন। পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডে সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ উন্নতি হয়। বুয়র-যুদ্ধ, ভারতীয় সিপাহী-বিদ্রোহ, ক্রিমিয়া-যুদ্ধ তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভিটাস, সেণ্ট (Vitus, St.) খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রোমান ক্যাথলিক সাধু। তিনি ধর্মের জন্ত প্রাণ দেন। ১৫ই জুন তাঁহার স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে তাঁহার ভক্তগণ এই বিশ্বাসে নৃত্য করে যে, এই নৃত্যের ফলে এক বৎসরকাল দেহ নীরোগ থাকিবে। ইহা হইতেই স্নায়বিক ব্যাধিবিশেষের নাম হইয়াছে 'Vitus dance'.

ভি. ভি. গিরি (জন্ম—১৮৯৪)—আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সহিত তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। বহু সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি একাধিকবার মাদ্রাজ মন্ত্রিসভা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পরে উত্তরপ্রদেশ, কেরালা ও মহীশূরের রাজ্যপালরূপে কাজ করেন। ১৯৬৭ সালের মে মাসে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি হন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

ভীম, ১ম—(রাজত্বকাল ১০২২—১০৬৪)। গুজরাটের বিখ্যাত রাজা। তিনি চৌলুক্য বংশের প্রথম পরাক্রান্ত রাজা। তিনি অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে পরমাররাজ ভোজকে পরাজিত করেন। কিন্তু সুলতান মামুদ যখন সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন, তখন তাঁহাকে বাধা দিতে পারেন নাই।

ভীম ভবানী—(১২৯৮—১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। প্রকৃত নাম ভবেন্দ্র। পিতা কলিকাতার বীডন স্ট্রীটনিবাসী উপেন্দ্রনাথ সাহা। পরে দর্জিপাড়ার ক্ষেত্রবাবুর আখড়ায় ব্যায়াম করিয়া তিনি বিপুল শক্তি সঞ্চয় করেন এবং রসরাজ অমৃতলালের নিকট, 'ভীম ভবানী' নাম লাভ করেন। নানাস্থানে সার্কাস দেখাইয়া তিনি ১২০টি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। তিনি তিনখানি মোটর গাড়ি রোধ করিতে পারিতেন ও বুকের উপর বিশাল হস্তী ধারণ করিতে পারিতেন।

ভীমসেন—দ্বিতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে পবনদেবের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অযুত হস্তীর বল ধারণ করিতেন। দুর্যোধন বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্য তাঁহার অস্ত্রগুরু। তাঁহার গদা-শিক্ষার গুরু বলরাম। তিনি দুর্যোধন-নির্মিত জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া জননী ও ভ্রাতৃগণকে নিজে বহন করিয়া পলায়ন করেন। হিড়িম্ব ও বক নামক রাক্ষস তাঁহার হস্তে নিহত হয়। হিড়িম্বভগিনী হিড়িম্বাকে তিনি বিবাহ করেন। ঐ হিড়িম্বার গর্ভে মহাবল ঘটোৎকচের জন্ম হয়। কৃষ্ণ কর্তৃক আক্রান্ত উর্বশীসহ পলায়মান রাজা দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি জরাসন্ধকে নিহত করেন।

পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির সর্বস্বান্ত হইলে ও দ্রৌপদী সভামধ্যে লাঞ্ছিতা হইলে তিনি দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। বনবাস-কালে তিনি বক, হিড়িম্ব, কির্মীর প্রভৃতি রাক্ষসকে নিহত করেন এবং দ্রৌপদীহরণ-কারী জয়দ্রথের লাঞ্ছনা করেন। বিরাট-ভবনে বল্লভ নামে সূপকাররূপে অবস্থান-কালে তিনি দ্রৌপদীর অবমাননাকারী কীচকের প্রাণনাশ করেন। বিরাটরাজ্য আক্রমণকারী ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা তাঁহার নিকট পরাজিত হন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-ভোগের পর তিনি তাঁহার সঙ্গে মহাপ্রস্থান করিয়া অতিভোজন পাপে সশরীরে স্বর্গগমনে অক্ষম হইয়া সুমেরু-শিখরে পতিত হন (ভারত)।

ভীষ্ম—রাজা শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্ম। পূর্বজন্মে দ্যু-নামক বসু ছিলেন; বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীকে হরণ করিয়া বশিষ্ঠশাপে তিনি মানবজন্ম প্রাপ্ত হন। প্রকৃত নাম দেবব্রত। পিতা ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধার রূপে মুগ্ধ হইলে তিনি ধীবর-রাজের নিকট গমন করিয়া নিজে চিরকুমার থাকিবেন ও রাজ্যের দাবি করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পিতার সহিত মৎস্যগন্ধার বিবাহ দেন। এই সময় তাঁহার নাম হয় ভীষ্ম এবং পিতার বরে ইচ্ছামৃত্যু হন। পরে মৎস্যগন্ধার পুত্র বিচিত্রবীর্য এবং তাঁহার বংশধরগণের রক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। কাশীরাজের কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করিয়া শেষোক্ত দুইজনকে বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দেন। ['অম্বা' দ্রঃ]। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তিনি কৌরবপক্ষের সর্ব-প্রথম সেনাপতি ছিলেন। দশম দিবসে অর্জুন স্বীয় রথাগ্রে শিখণ্ডীকে স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করাতে ভীষ্ম নপুংসকের শরীরে অস্ত্রা-ঘাত হইবার ভয়ে বাণনিক্ষেপে বিরত হন এবং শরবিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পতিত ও শরশয্যায় শায়িত হন। পিতৃবরে মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল বলিয়া উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। সে সময় তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান করেন (ভারত)।

ভীষ্মক—ভোজদেশের রাজা। কৃষ্ণপত্নী রুক্মিণী তাঁহার কন্যা।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। জন্ম কলিকাতায়। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ। ১৯২৬-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিছুকাল তিনি পণ্ডিচেরীতে ছিলেন।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৮৪২—১৯১৬)। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম দক্ষিণ-বারুইপুর শাসন গ্রামে। তিনি 'পরিদর্শক', 'সোমপ্রকাশ', 'সংবাদ-প্রভাকর' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। 'সংবাদ-প্রভাকরে'র তিনি সহ-কারী সম্পাদক হন। 'বসুমতী' সাপ্তাহিক-রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে তিনি উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'সমাজ-কুচিত্র', 'ঠাকুরপো', 'বিলাতী গুপ্তকথা', 'স্বদেশ বিলাস', 'রামকৃষ্ণ চরিতামৃত', 'বাবুচোর', 'লণ্ডন রহস্য' (অনুবাদ) ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

ভুবনমোহন দাশ—(১৮৪৪—১৯১৪)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক এবং সুলেখক ছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ও 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি জীবনের শেষাংশ পুরুলিয়ায় বাস করিয়া ধর্মচর্চায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জন ও কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লরঞ্জন (পি. আর. দাস)।

ভুবনমোহন রায় চৌধুরী—(১২৩০—১৩০১ বঙ্গাব্দ)। কবি ও পণ্ডিত। পিতার নাম তারকচন্দ্র, মাতার নাম ভগবতী দাসী। জন্মস্থান খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রাম। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল হন। পরে হাইকোর্টে ওকালতি করেন। কবি হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি 'ছন্দঃকুসুম' ও 'পাণ্ডবচরিত' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। 'পাণ্ডবচরিত' সংস্কৃতের ন্যায় সর্গবদ্ধ এবং বিভিন্ন ছন্দে রচিত কাব্য।

ভুলাভাই জীবনজী দেশাই—(১৮৭৭—১৯৪৬)। বিখ্যাত আইনজীবী ও দেশকর্মী। গুজরাটের এক ক্ষুদ্র গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্ম। পিতা জীবনজী। এম. এ. এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং ক্রমে এডভোকেট জেনারেল হন। ১৯২৮-এ তিনি ব্রুমফিল্ড কমিটিতে বার্দোলী সত্যাগ্রহে যোগদানকারী কৃষকদের পক্ষে ওকালতি করেন। ১৯৩২-এ আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ক্রমে ইহার সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতি হন। তিনি গুজরাট নির্বাচকমণ্ডল হইতে ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় আইন-সভায় তিনি বিরোধীদলের (কংগ্রেস) নেতা ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের শাহ নওয়াজ, সেগল ও ধীলনের বিরুদ্ধে দিল্লীর লালকেল্লার সামরিক বিচারালয়ে বিচারের সময় তিনি তাঁহাদের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—(১৮২৭—১৮৯৪)। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও গদ্যলেখক। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। আদি নিবাস হুগলি জেলার নতিবপুর গ্রাম। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়িয়া তিনি হিন্দু কলেজের জুনিয়র শ্রেণীতে ভরতি হন। এখানে তিনি কয়েকটি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে দুই বৎসর পড়েন (১৮৪৩) ও ১৮৪৫-এ কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রথমে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি শিক্ষা-বিভাগে যোগ দেন। তিনি মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ক্রমে উন্নতিলাভপূর্বক বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ লাভ করেন। কিছুকাল তিনি বঙ্গের Director of Public Instruction ছিলেন। ১৮৮২-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন এবং পরবৎসর সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'পুষ্পাঞ্জলি' ও বিদ্যালয়পাঠ্য 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব', 'পুরাবৃত্তসার', 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' এবং 'রোমের ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল তিনি 'এডুকেশন গেজেট' ও 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদ সার' পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি পিতার নামে স্বোপার্জিত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড' দ্বারা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং পিতা ও মাতার নামে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' ও 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' স্থাপন করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—(১৮৮০—?)। দার্শনিক ও লেখক। জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। জন্ম কলিকাতায়। বাল্যে তিনি কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন করিতেন। পরে তিনি বারীন্দ্র ঘোষের সহায়তায় 'যুগান্তর' পত্র প্রকাশ করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পর তিনি আমেরিকায় গমন করেন এবং ১৯১২-এ নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

বি. এ. উপাধি লাভ করেন। পরবৎসর রোড্স্ আইল্যাণ্ডের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমাজতত্ত্ব (sociology) বিষয়ে এম. এ. উপাধি লাভ করেন এবং পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জার্মানীতে গমন করেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্থ্রোপোলজি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও পরে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু—(১৮৫৯—১৯২৪)। সুবিখ্যাত রাজনীতিক। পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর। কর্মজীবনে তিনি অ্যাটর্নি ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার এবং সভাপতি হন। ১৮৯৮ এ সরকারের কার্যের প্রতিবাদকল্পে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি প্রমুখ ২৭ জন কমিশনার সহ তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন ত্যাগ করিয়া জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ময়মনসিংহ প্রাদেশিক কনফারেন্স (১৯০৫) এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের (১৯১৪) তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা কংগ্রেসের (১৯১১) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯১৫-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হন এবং তাহার দুই বৎসর পরে ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভার বে-সরকারী সদস্য হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং পরে সহকারী ভারত-সচিবের পদ লাভ করেন। ১৯২২-এ তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে জেনেভার জাতীয় বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি মণ্টেগু সাহেবের শাসনসংস্কার আইন-প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং ১৯২৩-এ রয়েল কমিশনের সদস্য হইয়া উচ্চ রাজকার্যে অধিকতর ভারতবাসী নিয়োগের মত দেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনেও তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। রয়েল কমিশনের কার্য শেষ হইলে তিনি বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের শাসন-পরিষদের (Executive Council) সদস্য হন। আশুতোষ মুখার্জির মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছিলেন।

ভূরিশ্রবা—কুরুবংশীয় রাজপুত্র। রাজা সোমদত্ত, যদুবংশীয় সাত্যকিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পদাঘাত করিতে পারে—এইরূপ পুত্রের বর মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তিনি সাত্যকিকে পরাজিত ও পদাহত করিলে অর্জুন তাঁহার বাহুচ্ছেদ করেন এবং অতঃপর সাত্যকি তাঁহাকে হত্যা করেন (ভারত)।

ভৃগু—ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষিবিশেষ। পত্নী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে তাঁহার ধাতা ও বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় ও লক্ষ্মীনাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তক। ক্ষত্রিয় রাজা বীতিহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব দান করিয়া তিনি শত্রুর অবধ্য করেন। একদা তিনি ব্রহ্মা ও শিবের নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাদের অমর্যাদা করেন এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে স্তব দ্বারা শান্ত করেন। কিন্তু বিষ্ণুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলে কোমল পদে আঘাত লাগিল ভাবিয়া বিষ্ণু উঠিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতে আরম্ভ করেন। বিষ্ণু সেই পদাঘাত-চিহ্ন চিরকাল বক্ষে ধারণ করেন এবং তিনিও বিষ্ণুকে সর্বদেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন ['পুলোমা' দ্রঃ]।

ভেনাস (Venus)—রোমকদের প্রণয় ও সৌন্দর্যের দেবী। তাঁহার গ্রীক নাম অ্যাফ্রোডাইট। পিতা জুপিটার, মাতা ডায়োনি। পতি ভালকানের ঔরসে তাঁহার কিউপিড ও ঈনিস নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। প্যারিসের বিচারে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিতা হন (বৈদে পুঃ)।

ভেরোনিকা, সেণ্ট (Veronica, St.)—জেরুজালেমবাসিনী সন্ন্যাসিনী। যিশুখ্রীষ্ট যখন ক্রুশ-বিদ্ধ হইতে ক্যালভারিতে যাইতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে আপনার রুমাল প্রদান করিলে তিনি ইহাতে নিজের মুখ মুছেন। তখন রুমালে তাঁহার মুখচ্ছবি অঙ্কিত হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ঠা তারিখে ভেরোনিকার স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভেসপুচি, আমেরিগো—'আমেরিগো ভেসপুচি' দ্রঃ।

ভেস্টা (Vesta)—গৃহ এবং দেবপাল প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্যাটার্ন তাঁহার পিতা ও জুপিটার তাঁহার ভ্রাতা (গ্রীক পুঃ)।

ভেস্পার (Vesper)—অরোরার (কাহারও মতে অ্যাটলাসের) পুত্র। তিনি তারকায় পরিণত হন (গ্রীক পুঃ)।

ভেস্পাসিয়ান (Vespasian)—(৯—৭৯)। রোমক সম্রাট্। তিনি নয় বৎসর রাজত্ব করেন। এক সময়ে তিনি ব্রিটেন অধিকার করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্রের নাম টাইটাস।

ভোজদেব—১। (রাজত্বকাল ১০১০—১০৫৫)। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি মালবের রাজা ছিলেন। তিনি পরমারবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভোজ মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ও তিনি কোঙ্কণ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ধারানগরী। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ২। (রাজত্বকাল ৮৩৬—৮৮৫)। কনৌজের রাজা মিহির। ভোজ নামেই অধিক পরিচিত। গুর্জর-প্রতিহার বংশের গৌরব তিনি পুনরুদ্ধার করেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ও রাষ্ট্রকূটরাজ তাঁহাকে পরাজিত করেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপাল ঐ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

ভোরনফ (Voronoff, Serge)—(১৮৬৬—?)। বিখ্যাত রুশীয় চিকিৎসক। প্যারিসের রুশীয় হাসপাতালে তিনি প্রধান চিকিৎসক হন। অতঃপর প্যারিসের মিলিটারী হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। মানুষের দেহে জন্তুর মাংসগ্রন্থি প্রবেশ করাইয়া নবযৌবন সঞ্চার এবং যৌবনকে অধিককাল স্থায়ী করার জন্য অস্ত্রোপচার বিদ্যায় তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ভোলা ময়রা—(১৮৮৯—?)। কলিকাতা বাগবাজারের প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। পিতা কৃপারাম, মাতা গঙ্গামণি। বাগবাজারে তাঁহার মিঠাই-এর দোকান ছিল। তিনি পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া করিলেও সংস্কৃত, ফারসী এবং হিন্দী ভাষায় তাঁহার চলনসই জ্ঞান ছিল এবং হিন্দুপুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের আখ্যানসমূহ তিনি জানিতেন। তিনি কবির দল করিবার পূর্বেও বহু রসপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

ভোল্টা (Volta, Count Alessandro)—(১৭৪৫—১৮২৭)। তড়িৎ-বিজ্ঞানী। তিনি কোমো এবং প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তড়িৎ-বিষয়ক গবেষণার ফলে তিনি 'ভোল্টাইক পাইল' এবং 'ভোল্ট'-নামক বৈদ্যুতিক এককের উদ্ভাবন করেন।

ভ্যাঙ্কুভার, জর্জ (Vancouver, George)—(১৭৫৮—১৭৯৮)। ক্যাপ্টেন কুকের অধীন ইংরেজ নাবিক। তিনি ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপ, জর্জিয়া উপসাগর প্রভৃতি আবিষ্কার করেন।

ভ্যান ডাইক (Van Dyck or Vandyke, Sir Anthony)—(১৫৯৯—১৬৪১)। সুবিখ্যাত চিত্রকর। অ্যাণ্টোয়ার্পে জন্ম। তিনি ইটালীতে গিয়া চিত্রকর হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া 'নাইট' উপাধি দান করেন এবং তাঁহার প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

ভ্যালেন্টাইন, সেণ্ট (Valentine, St.)

—সম্রাট্ ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে তিনি খ্রীষ্টধর্মের জন্য প্রাণ দেন (২৭০ ?)। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার স্মরণার্থ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ম

মইনুদ্দিন চিশ্তি—(১১৪২—১১৯২)। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু। জন্মস্থান সিস্তান। তিনি ভারতে আসিয়া আজমীরের রাজার আশ্রয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে শিহাবুদ্দীন ঘোরী তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান ও নিহত করেন। অদ্যাপি আজমীরে তাঁহার মর্মর সমাধি বর্তমান।

মওলা বক্স—(১৮৩০—১৮৯৬)। প্রসিদ্ধ সংগীতবিৎ। ভিবানীর এক জমিদারবংশে জন্ম। প্রথমে ঘসীটে খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কের নিকট কণ্ঠ-সংগীত শিক্ষা করিবার পর তাঞ্জোরে গিয়া এক ব্রাহ্মণ বীণাবাদকের নিকট তিনি বীণাবাদন শিক্ষা করেন। অতঃপর মহীশূর ও বরোদার রাজদরবারে পরম সমাদর লাভ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট আসেন ও পরে দিল্লী দরবারে নিমন্ত্রিত হন।

মকরাক্ষ—রাবণের সেনাপতি ও খরের পুত্র। রাম-রাবণের যুদ্ধে কুম্ভ-নিকুম্ভ হত হইলে তিনি রাবণ কর্তৃক যুদ্ধে প্রেরিত হন এবং রামের হস্তে নিহত হন (রাম)।

মগল্‌ফিয়ে, জোজেফ মাইকেল (Montgolfier, Joseph Michael)—(১৭৪০—১৮১০)। বিখ্যাত ফরাসী বৈমানিক। ভ্রাতার নাম Montgolfier, Jacques Étienne. তিনি ভাইয়ের সঙ্গে বেলুনে করিয়া আকাশে উড়িতেন। বেলুন যে গরম বাতাসে পূর্ণ করিয়া আকাশে উড়ানো যায়, ইহা তিনিই প্রথম হাতে-কলমে দেখাইয়া দেন। তাঁহাকে বর্তমান বিমানবিদ্যার জনক বলা হয়।

মঙ্গলদাস নাথুভাই—(১৮৩২—১৮৯০)। বোম্বাই-এর বিখ্যাত দানবীর ও শিক্ষাব্রতী। পিতার নাম নাথুভাই রামদাস। জন্মস্থান বোম্বাই। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি 'জাস্টিস অব দি পীস' পদ প্রাপ্ত হন। শিক্ষার উন্নতিকল্পে বোম্বাই শহরে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং গ্রাজুয়েটদের বৃত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় 'বম্বে এসোসিয়েশন' পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা এবং লাটসাহেবের শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' এবং 'রয়েল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'রও তিনি সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

মণিগ্রীব—ঐশ্বর্য-দেবতা কুবেরের অন্যতম পুত্র। নারদের শাপে তিনি অর্জুনবৃক্ষরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে মুক্ত হন ['যমলার্জুন' দ্রঃ]।

মণি বেগম—(?—১৮১২)। মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী। মহারাজ নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মণি বেগমের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনেন। এই অভিযোগের ব্যাপারেই মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির ষড়যন্ত্র হয়।

মণিমান্—কুবেরের বন্ধু। একবার তিনি কুবের ও অনুচরদের সহিত কুশস্থলীতে যাইতেছিলেন। যাইবার সময় তিনি ভ্রমক্রমে তপস্যানিরত অগস্ত্য মুনির মস্তকে থুথু ফেলেন। মুনি তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেন যে, তিনি মানব-হস্তে নিহত হইবেন। পাণ্ডবগণ যখন বনবাসী ছিলেন, সেই সময় ভীম পঞ্চবর্ণ পুষ্প আনয়ন করিতে গেলে তাঁহার সহিত কলহ উপস্থিত হয়। সেই কলহের ফলে তিনি ভীমের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—(১৮৮৮—১৯২৯)। বিখ্যাত ছোট-গল্পলেখক। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। তিনি অধুনালুপ্ত 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'জলছবি', 'মনে মনে', 'মহুয়া', 'জাপানী ফানুস' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা—(১৮৬০—১৯৩০)। কাশিমবাজারের বিখ্যাত দানশীল জমিদার। কলিকাতার শ্যামবাজার-পল্লীতে জন্ম। পিতা নবীনচন্দ্র নন্দী। তিনি মহারানী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের ভাগিনেয়। ১৮৯৮-এ তিনি 'মহারাজা' উপাধি পান। ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৯০৭-এ তাঁহারই প্রযত্নে কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। তাঁহারই অর্থে টাউন হল এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ নির্মিত হয়। ১৯১০-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। শিল্পশিক্ষার বিস্তারের জন্য তিনি গবর্নমেন্টকে এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। তিনি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

মণ্টফোর্ট, সাইমন ডি (Montfort, Simon de)—(১২০৬—১২৬৫)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। তিনি ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাঁহাকে পার্লামেন্ট গঠন করিবার জন্য বাধ্য করেন। ইহাই প্রথম ইংরেজ পার্লামেন্ট। পরে মণ্টফোর্ট যুদ্ধে নিহত হন।

মণ্টেগু (Montague, Edwin Samuel)—(১৮৭৯—১৯২৪)। বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। পিতা লর্ড সোয়েদলিং। ১৯০৬-এ তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য করেন ও পরে ভারত-সচিবের আণ্ডার-সেক্রেটারী হন। নূতনভাবে ইণ্ডিয়া আফিস গঠনে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯১৫-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলে যোগদান করেন এবং ঐ বৎসরই আবার অর্থসচিবের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি পরে ভারত-সচিব (১৯১৭) হন। ঐ সময় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতের বড়লাট ছিলেন। তিনি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত একযোগে 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড' নামক নূতন শাসনতন্ত্রপ্রণালী দশ বৎসরের জন্য রচনা করেন। এই আইনে ভারতবাসীকে কতকগুলি বিষয়ে নূতন অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। খেলাফতের পক্ষেও তিনি পার্লামেণ্টে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন।

মণ্টেসরি, ডাঃ মেরিয়া (Montessori, Dr. Maria)—(১৮৭২—১৯৫৩)। অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনকারিণী। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিশু-হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার নিযুক্ত হন (১৮৯৭)। ১৯০৯-এ তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর পুস্তক 'The Montessori Method' প্রকাশ করেন। শিশুশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার প্রণালী আজকাল সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে।

মতঙ্গ—মুনিবিশেষ। ঋষ্যমূক পর্বতে তাঁহার আশ্রম ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি দুন্দুভি-নামক এক অসুরকে হত্যা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে তাহার শবদেহ হইতে রক্ত নির্গত হইয়া তাঁহার দেহে পতিত হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি বালিকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করিলেই তাঁহার মৃত্যু হইবে (রাম)।

মতিলাল ঘোষ—(১২৫২—১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সম্পাদক। জন্মস্থান যশোহর জেলার অমৃতবাজার-নামক গ্রাম। তিনি এবং তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ উভয়ে মিলিয়া নিজ গ্রামে ১২৭৫-এ উক্ত পত্রিকা সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্রিকারূপে বাহির করিতে আরম্ভ করেন। অত্যাচারী

বড়লোক এবং সরকারী চাকুরিয়াদের দোষের সমালোচনা করিতে ভ্রাতৃদ্বয় বিন্দুমাত্র সংকুচিত হইতেন না। এই কারণে এক ইংরেজ রাজকর্মচারী একবার মানহানির মকদ্দমা আনিয়া তাঁহাদিগকে সর্বস্বান্ত করেন। অবশ্য মকদ্দমায় তাঁহাদেরই জয় হইল। অতঃপর (১৮৬২) ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালা এবং ইংরেজী ভাষায় এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে লর্ড লিটন যখন বাঙ্গালা পত্রিকার দমনকল্পে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামক আইন করেন, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহারা ইংরেজীতেই ঐ পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। মধ্যভারতের সার লেপেল গ্রিফিন নামক অত্যাচারী রাজপুরুষ তাঁহাদের লেখার ফলেই পদত্যাগ করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতিতে চরমপন্থী রাষ্ট্রনীতিক হিসাবে যোগদান করিয়া নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেন।

মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত—(৬ই মে, ১৮৬১—৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১)। প্রসিদ্ধ দেশসেবক ও আইনজীবী। জন্মস্থান দিল্লী। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁহার পুত্র। তিনি কাশ্মীরী সারস্বতবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সমগ্র উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলিয়া পরিগণিত হন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে তিনি আইন ব্যবসায় করিতেন। 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড' শাসনসংস্কার প্রকাশিত হইলে তিনি জাতীয় আন্দোলন শুরু করেন। ইহার ফলে তিনি জাতীয় পত্রিকা 'Independent'-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯২৩-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য পার্টির নেতা ছিলেন। ১৯২৮-এ তিনি 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে অবিলম্বে স্বায়ত্ত শাসনের (ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস) দাবি করা হয়। ১৯২৯-এ ভাইসরয় উহা অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হইলে বিলাতী দ্রব্য বর্জন আরম্ভ হয়। পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে যে আইন-অমান্য আন্দোলন করা হয়, তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন মতিলাল। তিনি দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হন—একবার অমৃতসরে ও আর একবার কলিকাতায় (১৯১৯, ১৯২৮)। তিনি ১৯২১-এ ও ১৯৩০-এ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তাঁহাকে শেষবার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

মতিলাল রায়—১। (১৮৪২—১৯০৮)। কবি ও নাট্যকার। পিতা মনোহর রায়। বর্ধমান জেলার ভাতশালা গ্রামে জন্ম। তিনি জেনারেল পোস্ট আফিসে চাকরি করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখিতেন। তিনি নাট্যকারও ছিলেন। নবদ্বীপে যাত্রার দল গঠন করিয়া তিনি প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। 'সীতাহরণ', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'কর্ণবধ', 'ভীষ্মের শরশয্যা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গীতাভিনয়। ২। চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন। পরে তিনি উক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন।

মতিলাল শীল—(১৭৯১—১৮৫৪)। দানবীর। পিতা চৈতন্যচরণ। জন্মস্থান কলিকাতায় কলুটোলা। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক্ ছিলেন। ঈস্টার্ণ রেলওয়ের বেলঘরিয়া স্টেশনের অতিথিশালা ও কলিকাতা 'শীলস্ ফ্রি কলেজ' তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রথমে তিনি ফোর্ট উইলিয়মে কেরানী ছিলেন। পরে বোতল ও কর্কের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ক্রমে তিনি তিনটি ইওরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

মৎস্য—বিষ্ণুর প্রথম অবতার। প্রলয়জলে বিশ্ব নিমগ্ন হইলে হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদ অপহরণ করে। নিদ্রিত অবস্থায় ব্রহ্মার নিকট হইতে সে বেদ গ্রহণ করিয়াছিল। এই বেদ উদ্ধারের জন্য ভগবান্ মৎস্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। একদা বৈবস্বত মনু কৃতমালা নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন। এমন সময় একটি ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার হাতে উঠিয়া আসে। উহাকে পুনরায় জলে ফেলিয়া দিতে গেলে মৎস্য আশ্রয় ভিক্ষা করে। তখন মনু উহাকে কলসীর মধ্যে রাখেন। ক্রমে তাহার শরীর বাড়িতে থাকিলে মনু তাহাকে কূপ হইতে পুকুর পুকুর হইতে নদী, ও পরে সাগরে রাখিলেন। সাগরে নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৎস্য লক্ষ-যোজন বিস্তীর্ণ মহান্ আকার ধারণ করিল। তখন মনু তাঁহাকে অনন্তপুরুষ বলিয়া জানিলেন। বিষ্ণু আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য তিনি মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, সাত দিন পরে সমস্ত জগৎ জলে প্লাবিত হইলে একটি নৌকা আসিবে। তুমি উহাতে চড়িয়া আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিবে। সাত দিন পরে তাহাই ঘটিল। মৎস্যাবতারে বিষ্ণু মনুর নিকট মৎস্যপুরাণ কীর্তন করিয়াছিলেন। মৎস্যরূপে বিষ্ণু হয়গ্রীবকে নিধন করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করেন। মৎস্যাবতারে বিষ্ণুর শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিত চারিটি বাহু, বর্ণ শ্যাম, মস্তক শৃঙ্গধারী মৎস্যসদৃশ, সর্বগাত্রে পদ্মচিহ্ন, নাভির নিম্ন হইতে মৎস্যাকৃতি এবং কণ্ঠ পর্যন্ত মনুষ্যাকৃতি (অগ্নি, ভারত, রাম)।

মৎস্যগন্ধা—'সত্যবতী' দ্রঃ।

মথুরেশ—নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। নিবাস গুপ্তিপাড়া। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'মহাকবি' উপাধি দান করিয়াছিলেন। তিনি একটি হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোক দ্বারা এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

মদনমোহন তর্কালংকার—(১৮১৭—১৮৫৮)। বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে জন্ম। পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সংস্কৃত কলেজে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি নানাস্থানে শিক্ষকতা করিয়া শেষে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। অতঃপর মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের কার্য করেন। অবশেষে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। 'শিশুশিক্ষা'-নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত। 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' তাঁহার আরও দুইখানি কাব্যগ্রন্থ।

মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত—(২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬১—১২ই নবেম্বর, ১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ দেশনেতা। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁহার বিরাট্ কীর্তি। এলাহাবাদ শহরে জন্ম। পিতা পণ্ডিত ব্রজনাথ 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদি-নিবাস মালব দেশ। সংস্কৃত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি এলাহাবাদ জেলা স্কুলে পড়িতে যান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ১৮৮৪-এ তিনি এলাহাবাদের মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। কর্মজীবনে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষক হইয়া প্রবেশলাভ করেন (১৮৮৫) ও পরে ১৮৮৯-এ এলাহাবাদে আইন পড়া আরম্ভ করেন। তিনি এল. এল. বি. পরীক্ষা দেন (১৮৯১) ও হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন (১৮৯৩)। আইন-ব্যবসায়ে তিনি আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি 'হিন্দুস্থান', 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' ও হিন্দী 'অভ্যুদয়' নামে পত্রিকাগুলির সম্পাদনা করিয়াছিলেন (১৮৮৫—১৯০৭)। ১৮৮৬-এ তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯০২-এ উত্তরপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। ১৯০৯-এ তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯১৬-এ তিনি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের সদস্য

নির্বাচিত হন। রাওলাট আইনের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৮-এ দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি হন। ঐ কংগ্রেসের পর পঞ্জাবে সরকারী সৈন্যের অত্যাচারের তদন্তের জন্য তিনি এক কমিটি গঠন করেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড প্রকাশ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হইলে তিনি ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠন করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতিও হইয়াছিলেন (১৯২০, ১৯২৪, ১৯৩৬)। ১৯৩২-এ তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃগণের সহিত ইংলণ্ডে যাইয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৩৩-এ তিনি কারারুদ্ধ হন। শুদ্ধি সংগঠন, অস্পৃশ্যতাবর্জন এবং সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

মদনিকা—গরুড়বংশীয় কঙ্করের পত্নী। এই মদনিকার গর্ভে দুর্বাসা মুনির শাপগ্রস্ত বহু নামে অপ্সরা জন্মগ্রহণ করে (মার্ক)।

মদালসা—গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা। তিনি ঋতধ্বজের পত্নী ছিলেন। তাঁহার ঔরসে মদালসার অলর্ক নামে পুত্র জন্মে (মার্ক, রাম)।

মধু—১। দৈত্যবিশেষ। তিনি প্রলয়-পয়োধিশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত হন। তিনি সহজাত কৈটভের সহিত বিষ্ণুকে আক্রমণ করেন এবং শেষে উভয়েই বিষ্ণুর হস্তে নিহত হন। তাহাদের মেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পৃথিবীর নাম হইয়াছে মেদিনী (বিষ্ণু, রাম)। ২। বিষ্ণুর নাভি হইতে জাত পদ্মে ব্রহ্মা বসিয়াছিলেন। মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিলে মহামায়া বিষ্ণুর শরীর হইতে নির্গত হন। বিষ্ণুর সহিত এই দুই দৈত্যের যুদ্ধ বাধিলে দৈত্যদ্বয় নিহত হন (মার্ক)। ৩। যদুবংশের এক রাজা। তাঁহার নামানুসারেই তাঁহার বংশধরদের নাম মাধব হয়। ৪। রাক্ষসবিশেষ। তাঁহার রাজধানীর নাম মধুপুর। তিনি রাবণের মাসতুত ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করেন। তখন রাবণ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন। অতঃপর কুম্ভীনসীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তিনি তপে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক অমোঘ শূল প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র লবণ ও কন্যা মধুমতী (রাম)।

মধুকৈটভ—দুইটি বিখ্যাত অসুর ['মধু' দ্রঃ]।

মধুমতী—১। ইক্ষ্বাকুবংশীয় হর্যশ্ব-নামক রাজার পত্নী। তিনি মধু-নামক অসুরের কন্যা। ২। রাধিকার এক নাম।

মধুসুদন কিন্নর (মধু কান)—(১২২৫—১২৮০ বঙ্গাব্দ)। সংগীতজ্ঞ। পিতার নাম তিলকচন্দ্র। জন্মস্থান যশোহর জেলার উলুশিয়া গ্রাম। তিনি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বহু সংগীত রচনা করিয়াছেন। মান, মাথুর প্রভৃতি বিষয়ক গানের যেগুলিতে 'সুদন' এইরূপ ভণিতা আছে, সেইগুলিই তাঁহার রচিত। তাঁহার সংগীতগুরু ঢাকার ছোট খাঁ বড় খাঁ এবং তাঁহার ঢপশিক্ষক রাধামোহন বাউল। তাঁহার ঢপ গানের কতকগুলি বিশিষ্ট সুর আছে।

মধুসুদন দত্ত, মাইকেল—(২৫শে জানুয়ারি, ১৮২৪—২৯শে জুন, ১৮৭৩)। বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বিখ্যাত কবি। যশোহরের সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ, মাতা জাহ্নবী। ১৮৩৭-এ তিনি হিন্দু কলেজে ভরতি হন। ১৮৪৩-এ তিনি খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন। এই সময় হইতেই মধুসূদনের উপাধি 'মাইকেল' হয়। ১৮৪৮-এ তিনি বিশপ্‌স্ কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া মাদ্রাজে যান এবং সেখানে 'Madras Circulator', 'Athenaeum', 'Hindoo', 'Madras Spectator' নামক চারিখানি পত্রিকা অতি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করেন। তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিস নামে একটি খ্রীষ্টান কুমারীকে বিবাহ করেন। সাত বৎসর পরে তিনি এই পত্নীকে ত্যাগ করিয়া এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামে একটি কুমারীকে বিবাহ করেন। ১৮৫৮-এ তিনি পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে 'রত্নাবলী'-নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। পরে তিনি 'শর্মিষ্ঠা'-নাটক রচনা করেন। এই নাটক পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। ইহারও তিনি ইংরেজী অনুবাদ করেন। তিনি 'পদ্মাবতী নাটক', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। ১৮৬১-এ তিনি একরাত্রে 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৬২-এ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে তিনি ব্যারিস্টারি পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৩-এ তিনি ভার্সাই (Versailles) নগরে যান এবং সেখানে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। বঙ্গভাষায় তিনিই প্রথম সনেট (sonnet) রচনা করেন। এই সময়ে ফ্রান্সে তিনি অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁহাকে অর্থসাহায্য করেন। পরে ব্যারিস্টারি পাস করিয়া কলিকাতায় আসেন (১৮৬৭)। হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি-ব্যবসায়ে তিনি বিফলকাম হন। অতঃপর তিনি Examiner of the Privy Council Records নিযুক্ত হন। ১৮৭২-এ তিনি পঞ্চকোটের মহারাজের আইন-উপদেষ্টা (legal adviser) হন। মনোমোহন ঘোষ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুরবস্থায় হাসপাতালে মারা যান। তাঁহার রচিত বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ:—শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, হেকটর-বধ, মায়া-কানন; The Captive Ladie, The Anglo-Saxon and the Hindu, Ratnavali, Sarmista, Nil Durpun or the Indigo Planting Mirror.

মধ্বাচার্য—(?১২১৯—?)। বিখ্যাত দার্শনিক ও বৈষ্ণবদের ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ। প্রথম নাম বসুদেবাচার্য। জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের তুলব-নামক স্থান। পিতার নাম মধিজী ভট্ট। বাল্যকালে অনন্তেসরের মঠে শিক্ষালাভ করেন ও নয় বৎসর বয়সে অচ্যুত প্রজ্ঞাচার্যের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন' তাঁহার প্রণীত দার্শনিক গ্রন্থ। তিনি 'গীতাভাষ্য', 'ঋগ্‌ভাষ্য', 'সূত্রভাষ্য', 'তন্ত্রসার' প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থ ও অসংখ্য টীকার রচয়িতা।

মনসা—১। কশ্যপ ঋষির মানসী কন্যা। বাসুকীর ভগিনী ও আস্তিকের মাতা। তিনি মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া মনসাদেবী নাম প্রাপ্ত হন। জরৎকারু মুনির ন্যায় তাঁহার দেহ ক্ষীণ ছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম জরৎকারু রাখেন। তিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নাগেশ্বরী নামেও পরিচিত (দেবীভা)। ২। মনসার অপর নাম জরৎকারু। জরৎকারু নামে এক মুনিও ছিলেন। তিনি মনসাকে বিবাহ করেন (ভারত) ['জরৎকারু' দ্রঃ]।

মনরো, জেম্‌স্‌ (Monroe, James)—(১৭৫৮—১৮৩১)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম সভাপতি। তিনি দুইবার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হন। তিনি 'Monroe Doctrine'-নামক নীতির প্রবর্তক। এই নীতির মর্ম এই যে, কোনও ইউরোপীয় জাতি দক্ষিণ বা উত্তর আমেরিকায়

কোন রাজ্যসম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, আর আমেরিকাও ইওরোপের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে।

মনরো, টমাস (Munro, Sir Thomas) —(১৭৬১—১৮২৭)। ব্রিটিশ সৈনিক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তিনি সামরিক কাজ লইয়া ভারতে আসেন (১৭৮০)। হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রায় গিয়াছিলেন। পরে তিনি বেসামরিক শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত হন ও মাদ্রাজে রায়োতারী (Ryotwari) চুক্তি সম্পাদন করেন। পিণ্ডারী যুদ্ধে (১৮১৭) তিনি পিণ্ডারীদের দমন করেন ও যুদ্ধশেষে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর হন (১৮১৯—১৮২৭)।

মনসুর হাল্লাজ—মুসলমানদের সুফি সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন সাধুপুরুষ। কাহারও মতে তিনি জাদুকর ছিলেন। শেষোক্ত কারণে ৯২২-এ বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে নৃশংসরূপে হত্যা করেন।

মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌ (Monier-Williams, Sir)—(১৮১৯—১৮৯৯)। প্রাচ্য ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান বোম্বাই। পিতা বোম্বাই-এর তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল কর্নেল মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌। তিনি সংস্কৃত এবং অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হেলিবেরি কলেজ ও অক্সফোর্ড কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট তাঁহার স্থাপিত। তিনি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে জ্ঞানলাভার্থ তিনবার ভারতে আগমন করেন। 'Brahminism', 'Hinduism', 'Buddhism', 'Indian Epic Poetry', 'Indian Wisdom', একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, একখানি ইংরেজী-সংস্কৃত অভিধান ও একখানি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান তিনি রচনা করেন।

মনু—১। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগের সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন। এইরূপ এক দিনের পর পর চৌদ্দজন মনু পৃথিবীতে রাজত্ব করেন। এক এক মনুর অধিকারকালকে মন্বন্তর বলে। এক এক মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনু, সপ্তর্ষিগণ, দেবগণ, ইন্দ্র ও মনুপুত্রগণ আবির্ভূত হন। মন্বন্তরের শেষে দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ, মনু, ইন্দ্র, মনুপুত্রগণ সকলেই বিলুপ্ত হন এবং নূতন করিয়া দেবাদির জন্ম হয় (বিষ্ণু)। ২। কশ্যপের পৌত্র ও বিবস্বতের পুত্র। তিনি প্রজাপতি নামেও খ্যাত। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা (রাম)। ৩। বিভিন্ন পুরাণে মনুর নাম ও সংখ্যা বিভিন্ন দেওয়া আছে। (ক) স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত—এই সাতজন। অতীত এবং সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য—এই সাতজন ভবিষ্যৎ। মোট চৌদ্দজন (বিষ্ণু)। (খ) স্বায়ম্ভুব হইতে বৈবস্বত এই সাতজন ও পরে মেরুসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি প্রভৃতি তিনজন এবং ভৌত্য ও রৌচ্য মনু (হরি)। ৪। দক্ষের অন্যতমা কন্যা। তিনি কশ্যপের পত্নী ছিলেন (রাম)।

মনোজ বসু—জন্ম ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার ডোঙ্গাঘাট গ্রামে। 'প্লাবন', 'বনমর্মর', 'ভুলি নাই', 'জলকল্লোল' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক।

মনোমোহন ঘোষ—(১৮৪৪—১৮৯৬)। জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। পিতা রামলোচন ঘোষ। অতি অল্প বয়সেই তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বিলাতে গমন করেন, কিন্তু উক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া ব্যারিস্টারি পড়িতে আরম্ভ করেন এবং পড়া শেষ করিয়া স্বদেশে আগমনপূর্বক কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট প্রসার-প্রতিপত্তি হয়। তিনি স্বদেশের উপকারার্থ বঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপে চারিবার ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। বিচার এবং শাসন-বিভাগের কার্য পৃথক্ করিবার জন্য তিনি বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন।

মনোমোহন বসু—(১৪ই জুলাই, ১৮৩১—৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯১২)। নাট্যকার ও কবি। জন্ম যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। পিতা দেবনারায়ণ বসু। নিবাস চব্বিশ পরগনা জেলার ছোট জাগুলিয়া গ্রাম। প্রথমে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'প্রভাকর' পত্রিকার প্রবন্ধলেখক ছিলেন। পরে নিজেই 'সংবাদ-বিভাকর'-নামক পত্রিকা বাহির করেন। কিছুকাল পরে 'মধ্যস্থ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তাহার পর ঐ পত্রিকাকে পাক্ষিক ও মাসিকে পরিবর্তিত করেন। 'দুলীন'-নামে ঐতিহাসিক নবন্যাসে তিনি রণজিৎ সিংহের বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করেন। 'রামাভিষেক', 'প্রণয়পরীক্ষা' ও 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি নাটক এবং 'পদ্যমালা' প্রভৃতি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক তাঁহার রচিত। তিনি বাউল, কীর্তন ও যাত্রার গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মনোরমা—১। মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনের পত্নী। কার্তবীর্যার্জুন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজা তাহা না শুনাতে তিনি পতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অগ্রেই প্রাণত্যাগ করেন। ২। প্রজাপতি রুচির পত্নী। পিতা পুষ্কর, মাতা প্রম্লোচা। রুচির ঔরসে তাঁহার গর্ভে রৌচ্য মনুর জন্ম হয়।

মন্থরা—দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ীর দাসী। তাহার পিঠে একটি বড় কুঁজ ছিল বলিয়া তাহার নাম কুঁজী। তাহারই কুপরামর্শে কৈকেয়ী স্বামীর নিকট বর চাহিয়া রামকে বনে পাঠান এবং স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজা করিতে চাহেন। শত্রুঘ্নের নিকট মন্থরা ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিল (রাম)।

মন্দপাল—জনৈক মহর্ষি। সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তপস্যাসত্ত্বেও তিনি ঈপ্সিত লোক প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্য তিনি শারঙ্গক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া জরিতা ও লপিতা নামে দুই শারঙ্গী-গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন (মনুসংহিতা)।

মন্দোদরী—রাবণের পত্নী। ময়দানবের ঔরসে ও হেমা নামে অপ্সরার গর্ভে জন্ম। পুত্র মেঘনাদ। রাবণের মৃত্যুর পর তিনি বিভীষণকে বিবাহ করেন (রাম)।

মন্মথনাথ ঘোষ—প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও লেখক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র।

মন্মথ ভট্ট—'নৈষধচরিত'-রচয়িতা কবি শ্রীহর্ষের মাতুল এবং স্বয়ং প্রসিদ্ধ 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা। তাগিনেয়ের কাব্য পড়িয়া তিনি বলেন যে উহা কাব্যদোষে পরিপূর্ণ।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য—(১৮৬৩—১৯০৮)। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল। জন্মস্থান হুগলী জেলার নারীট গ্রাম। পিতা বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গণিতে এম. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া গভর্নমেন্টের হিসাব-বিভাগে চাকরি লইয়া কলিকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কার্য করিয়া পরিশেষে ১৯০৮-এ পঞ্জাবের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেলের পদ লাভ করেন।

মন্মথ রায়—(জন্ম ১৮৯৯)। সুবিখ্যাত নাট্যকার। জন্ম বালুরঘাটে। একাঙ্ক নাটকের তিনি প্রবর্তক। তিনি প্রথম কর্মজীবনে বালুরঘাটে ওকালতি করিতেন (১৯২৬)। পরে নাট্যরচনায় মনোযোগ দেন। তাঁহার রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটিকা 'মুক্তির ডাক' (১৯২৪) স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। 'ভাণ্ডার' ও 'Bengal Co-operative Journal'-এর

তিনি ভূতপূর্ব সম্পাদক। তাঁহার 'কারাগার' নাটকটি একদা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। তাঁহার রচিত 'অভিনয়', 'রাজনর্তকী' ইত্যাদি ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়। তাঁহার 'Court Dancer' ভারতে প্রস্তুত প্রথম সবাক্ ইংরেজী চিত্র। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-প্রযোজক (১৯৫২)। তিনি 'আকাশবাণী'রও প্রযোজকপদে (১৯৫৭—৬০) অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পঃ বঃ সরকারের পরিভাষা কমিটির সদস্য এবং বঙ্গীয় নাট্যকার সমিতির সভাপতি। তাঁহার লিখিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ সদাগর', 'অশোক', 'কারাগার', 'মীরকাসিম', 'রাজনটী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মমতাজমহল—মোগল সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা ভার্যা। তাঁহারই সমাধির উপর জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নির্মিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ। তাঁহার বাল্য নাম আর্জমন্দবানু। প্রথমে জামাল খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পরে স্বামী সন্দেহের বশে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে সম্রাট্ শাহ্‌জাহান তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া মমতাজমহল নাম প্রদান করেন। শাহ্‌জাহানের ঔরসে তাঁহার গর্ভে জাত সন্তানদের মধ্যে দারা, সুজা, মোরাদ ও ঔরংজেব নামে চারি পুত্র এবং জাহান-আরা ও রৌ-শনআরা নামে দুই কন্যা বিখ্যাত।

মম, সামারসেট (Maugham, William Somerset)—(১৮৭৪—১৯৬৫)। সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। প্রথম জীবনে চিকিৎসকরূপে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু উহা ছাড়িয়া তিনি বস্তীজীবনের সম্বন্ধে 'Liza of Lambeth'-নামক প্রথম উপন্যাস লিখিয়া বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। 'Human Bondage', 'Cakes and Ale', 'Razor's Edge,' 'Points of view' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

মমসেন, থিওডোর (Momsen, Theodore)—(১৮১৭—১৯০৩)। বিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক ও লেখক। তিনি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশংসার সহিত অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯০২-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'Roman History', 'History of the Roman Coinage' এবং 'Roman Provinces' তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

ময় দা ন ব—দানবশিল্পী। রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর পিতা। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তিনি খাণ্ডবদাহনকালে অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন (ভারত)।

ময়রা, আর্ল অব (Moira, Earl of)—(১৭৫৪—১৮২৬)। ভারতের প্রাক্তন বড়লাট (১৮১৩—১৮২৩)। তিনি মার্কুইস অব হেস্টিংস নামে অধিক পরিচিত। গুর্খা-যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ঐ উপাধি পান। তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা নেপালযুদ্ধ, মারহাট্টাযুদ্ধ ও পিণ্ডারী-দমন এবং এই তিনটি ঘটনাই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে।

ময়ূর ভট্ট—৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগের এক সংস্কৃতকাব্যরচয়িতা। 'কাদম্বরী'-প্রণেতা বাণভট্ট তাঁহার জামাতা। কিংবদন্তী আছে—তিনি স্বীয় কন্যা সম্বন্ধে আদিরসাত্মক কাব্য রচনা করিয়া কন্যার শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন এবং পরে 'সূর্যশতক' নামে সূর্যদেবের স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হন।

মরিস, উইলিয়াম (Morris, William)—(১৮৩৪—১৮৯৬)। ইংরেজ কবি। তিনি 'Earthly Paradise'-নামক কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মরীচি—সপ্তর্ষির অন্যতম। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি কর্দম প্রজাপতির কন্যা কলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র মহামুনি কশ্যপ।

মরু—১। জনকবংশীয় হৃষস্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতিবন্ধক (রাম)। ২। ইক্ষ্বাকুবংশীয় শীঘ্রের পুত্র। তিনি ম্লেচ্ছ বিধর্মীদিগকে বধ করেন। তিনি কল্কির সঙ্গে ম্লেচ্ছ দমনে যান এবং শক ও কম্বোজদিগকে পরাজিত করেন (কল্কি)।

মরুত্ত—১। যদুবংশীয় করন্ধমের পুত্র (গরুড়)। ২। ধর্মের ঔরসে মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্তের জন্ম হয় (হরি)।

মরুৎ—বায়ু বা পবনদেবের এক নাম।

মরুৎ-গণ—কশ্যপ হইতে উৎপন্ন দেবগণ। কশ্যপ দক্ষকন্যা দিতিকে বিবাহ করেন। ভগিনী অদিতির পুত্র ইন্দ্রকে দেখিয়া তিনি সেইরূপ বীর্যবান্ এক পুত্রের কামনা করেন। তখন কশ্যপ দিতির গর্ভাধান করিয়া তাঁহাকে শুচিভাবে থাকিতে বলিয়া যান। অদিতি দিতির এই গর্ভের বিষয় জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে ঐ গর্ভ নষ্ট করিতে আদেশ দেন। ইন্দ্র দিতির অশুচি অবস্থার সুযোগ লইয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করেন এবং বজ্রদ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন। বজ্রাহত সন্তান কাঁদিতে লাগিলে ইন্দ্র তাহাকে "মা রোদীঃ, মা রোদীঃ" (রোদন করিও না) বলিতে বলিতে আবার প্রত্যেক খণ্ডকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করেন। ঐ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির সন্তান মরুৎ-গণ নামে পরিচিত (দেবীভাগ)।

মরুত্ত—চন্দ্রবংশীয় রাজা। তিনি অবিক্ষিতের পুত্র। জাতকর্ম সম্পন্ন হইলে গুরু "মরুৎ তব" এই বাক্য বারবার উচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করেন। এই কারণে তাঁহার নাম হন মরুত্ত। তিনি খুব বীর ছিলেন ও শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সপ্তদ্বীপ তাঁহার অধিকারে ছিল (মার্ক)।

মর্ফিউস (Morpheus)—নিদ্রা-দেবতা। তাঁহাকে স্বপ্নের দেবতাও বলা হয় (গ্রীক পুঃ)।

মর্লি, ভাইকাউন্ট, অব ব্ল্যাকবার্ন (Morley, Viscount, of Blackburn)—(১৮৩৮—১৯২৩)। বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। তিনি ভারত-সচিব ছিলেন (১৯০৫—১৯১০)। তিনি তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর সহযোগে ভারতের শাসন-প্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। ভারতের সেই নবপ্রবর্তিত শাসন-প্রণালী 'Morley-Minto Reforms' নামে অভিহিত। ইহা ১৯০৯-এ বিধিবদ্ধ হয়। লেখক-হিসাবেও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'Morning Star', 'Fortnightly Review', 'Pall Mall Gazette' ইত্যাদি পত্রিকার তিনি সম্পাদকতা করেন। তিনি ১৮৮৩-এ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। 'The Life of Gladstone', 'The Life of Cobden' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। ১৯১৭-এ তাঁহার আত্মজীবনী বাহির হয়।

মর্স, স্যামুয়েল ফিন্‌লে বি (Morse, Samuel Finley B.)—(১৭৯১—১৮৭২)। প্রসিদ্ধ আমেরিকান বিজ্ঞানী। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফিতে কতকগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ শব্দ সমবায়ের সাহায্যে (টরে টক্কা) বার্তা প্রেরণ করিবার সংকেত তিনি উদ্ভাবন করেন। এই প্রণালীতে টেলিগ্রাফ প্রেরণ করাকে মর্স প্রথা বা Morse Code বলে।

মলহর রাও হোলকার—(?—১৭৬৫)। বিখ্যাত মারাঠা বীর। তিনি পেশোয়া প্রথম বাজী রাও-এর অধীনে কর্মচারী ছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ মালবদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার পুত্র কুন্দ রাও মারা যান। অতঃপর তিনি রাজ্যের শাসনভার তাঁহার পুত্রবধূ প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা বাঈ-এর হস্তে দান করেন।

মলোটভ (Molotov, Vyachestav Mikhailovich)—(জন্ম ১৮৯০)। বিখ্যাত রাশিয়ান রাজনীতিবিদ্। কুকারা গ্রামে জন্ম। কাজানের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার সময়েই তিনি (১৫ বছরে) বিপ্লবী-

দলে যোগ দেন। ১৯০৫-এর বিদ্রোহে তিনি যোগ দেন ও ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করেন। ঐ সময় তিনি গ্রেফতার হন। তিনি 'প্রাভদা'-নামক পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি উহার সম্পাদক হন ও বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হন (১৯১৯)। ১৯১৭-এর বিপ্লবে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৪-এ পলিটব্যুরোর সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৩০-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন, পরে স্তালিন তাঁহার নিকট হইতে ঐ পদ নিজে ১৯৪১-এ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৯—৪৯ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। স্তালিনের মৃত্যুর পর তিনি সহকারী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৯৫৩)।

মল্লিনাথ—(১৪শ শতক?)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার। প্রকৃত নাম কোলাচল মল্লিনাথ। ডাকনাম পেড্ড ভট্ট। তিনি কাব্য, বেদ, ব্যাকরণ, উপনিষদ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি 'ভট্টিকাব্য', 'শিশুপাল-বধ', 'কিরাতার্জুনীয়ম্‌', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' এবং 'অমরকোষে'র টীকাকার। 'রাজমৃগাঙ্ক'-নামক বৈদ্যশাস্ত্রটীকা, 'একাবলী'-নামক অলংকারশাস্ত্রটীকা এবং 'তার্কিক রক্ষা'-নামক ন্যায়শাস্ত্রটীকাও তাঁহার প্রণীত। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ ভট্ট, মাতার নাম নাগম্মা এবং জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের ত্রিভুবন নামক নগর। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহ সন্ন্যাসী হন এবং 'সরস্বতীকাব্যতত্ত্ব প্রকাশে'র টীকা প্রণয়ন করেন।

মহম্মদ (হজরত)—(৫৭০—৬৩২)। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আরবদেশের মক্কা নগরে সুপ্রসিদ্ধ কোরেশ-বংশে জন্ম। পিতা আবদাল্লা, মাতা আমিনা। ছয় বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়া তিনি পিতামহ আবদুল মত্তালেব কর্তৃক প্রতিপালিত হন। তাঁহার জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা মারা যান। ত্রয়োদশ বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি পিতৃব্য আবুতালেবের সহিত বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া, আবিসিনিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে গমন করিতেন। অতঃপর খাদিজা নামে এক ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করিয়া তিনি ধর্মচর্চায় মন দেন। সে সময়ে আরবেরা প্রতিমা-পূজা করিত বলিয়া তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। নির্জন গিরিগুহায় সর্বদাই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বর্গীয় দূত জিব্রায়েলের নিকট ধর্মকথা শ্রবণ করেন। সেই ধর্মকথা লিপিবদ্ধ আকারে 'কোরান-শরীফ' নামে প্রকাশিত হয়। ৪০ বৎসর বয়সের সময় তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি বিরুদ্ধবাদিগণের বিরোধিতায় তাঁহার জীবন-সংশয় হইল। ফলে ৬২২-এ তিনি মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। ঐ সময় হইতে হিজিরাব্দ গণনা করা হয়। মদিনার লোকে তাঁহার নূতন ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি দলবল সহ পুনরায় মক্কায় গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত মক্কাবাসীদিগের যুদ্ধ হয়। আরবেরা ক্রমে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে প্রায় সমগ্র আরব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মহম্মদ আলি, মৌলানা—সুবিখ্যাত খিলাফত-নেতা। তিনি বিলাতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ১৯০২-এ ভারতে আসেন এবং বরোদা রাজ্যের শাসনবিভাগে কিছু-কাল চাকরি করেন। তিনি 'কমরেড'-নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। মোসলেম লীগের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আগা খাঁর সহিত মিলিত হন। অসহযোগ-প্রচারের জন্য তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ১৯১৫-এ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে অন্তরীণ করেন। মুক্তি পাইয়া পুনরায় আন্দোলনে যোগ দিলে তিনি আবার দুই বৎসর কারাভোগ করেন। খেলাফৎ কনফারেন্স লইয়া আন্দোলন ইহার কারণ। তিনি কোকনদের কংগ্রেসের সভাপতি হন।

মহম্মদ ইকবাল—(১৮৭৬—১৯৩৮)। প্রসিদ্ধ ভাবুককবি ও অধ্যাপক। জন্মস্থান শিয়ালকোট। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রী লইয়া তিনি লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন ও পরে সরকারী কলেজে দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন। অতঃপর তিনি কেম্ব্রিজে গিয়া দর্শনশাস্ত্রে উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফারসী দর্শনে 'ডক্টর অব ফিলজফি' উপাধি লাভ করেন। পুনরায় তিনি লণ্ডনে গিয়া ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাস করিবার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার প্রধান অধ্যাপক হন। এলাহাবাদের লীগ অধিবেশনে তিনিই প্রথম 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' পেশ করেন। সেই অধিবেশনে (১৯৩০) তিনি সভাপতি হন। সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য পৃথক্‌ স্বাধীন বাসভূমির কথা তিনিই প্রথম উত্থাপন করেন এবং জিন্না তাহাকে রূপ দেন।

মহম্মদ ঘোরী—(১২শ শতক)। নৃশংস ভারত-আক্রমণকারী। ইতিহাসে তিনি শিহাবুদ্দীন বা মুইজুদ্দীন মহম্মদ-বিন-সাম নামেও পরিচিত। তিনি ঘোরীরাজ আলা-উদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৬ বার ভারত আক্রমণ করেন। প্রথম বার তিনি মুলতান আক্রমণ করেন, দ্বিতীয়বার পঞ্জাবের উচ নগর জয় করেন এবং তৃতীয়বার গুজরাট আক্রমণ করিয়া রাজা কুমার পাল কর্তৃক বিতাড়িত হন। চতুর্থবার লাহোর আক্রমণ করিয়া রাজা খুসরুকে পরাজিত ও বন্দী করেন (১১৮৬) এবং পঞ্চমবার আজমীর-পতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরাভূত ও বিতাড়িত হন (১১৯১)। ষষ্ঠবার তিরৌরীর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহকে পরাভূত ও নিহত করেন (১১৯২) এবং ভারতে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া কুতবউদ্দীন আইবেককে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর কনৌজপতি জয়চাঁদকে পরাভূত ও নিহত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন (১১৯৪)। তিনি দেশে ফিরিয়া পঞ্জাবের একটি বিদ্রোহ দমন করিতে পুনরায় ভারতে আসেন এবং ফিরিবার সময় সিন্ধুনদের তীরে অসভ্যজাতি কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হন।

মহম্মদ বিন কাসিম—ভারত আক্রমণকারী প্রথম মুসলমান সেনাপতি। তিনি ছিলেন জাতিতে আরব। তিনি ৭১২-এ মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সিন্ধুরাজ দাহীরের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। অতঃপর স্বদেশের শত্রুগণের ষড়্‌যন্ত্রে খলিফার আদেশে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়।

মহম্মদ বিন তোগ্‌লক—(রাজত্বকাল ১৩২৫—১৩৫১)। তোগ্‌লকবংশীয় দিল্লীর সুলতান। রাজা হইবার পূর্বে তাঁহার নাম জুনা খাঁ ছিল। দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, তামার নোটের প্রবর্তন, খোরাসান ও ইরাক জয়ের চেষ্টা তাঁহার রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি একদিকে যেমন বিদ্বান্‌, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অত্যন্ত খাম-খেয়ালি ছিলেন। ইব্‌নবাতুতা নামক পর্যটক তাঁহার দরবারে বহুদিন কাটাইয়া যান।

মহম্মদ মহসীন, হাজী—(১৭৩২—১৮১২)। হুগলী নগরীতে জন্ম। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি নিজ বৈমাত্রেয় ভগিনী মন্নুজানের বিশাল সম্পত্তি ও অর্থ প্রাপ্ত হন। সেই অর্থ নিজের বিলাসব্যসনের জন্য কিছুমাত্র ব্যয় করিতেন না। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। মক্কা ও মদিনা দর্শন করিয়া

তিনি 'হাজী' উপাধি পান। ১৮০৬-এ তিনি এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা আয়ের এক সম্পত্তি শিক্ষার উন্নতির জন্য উইল করিয়া দেন। তাঁহার অর্থে হুগলীর ইমামবারা, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, মহসীন-বৃত্তি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে।

মহম্মদ শাহ্‌—(রাজত্বকাল ১৭১৯—১৭৪৮)। আওরঙ্গজেবের পরবর্তী ৬ষ্ঠ মোগল সম্রাট্‌। রাজদরবারের দুইজন প্রতিপত্তিশালী ওমরাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের তিনি বিনাশসাধন করেন। চীনকুলি খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সময়ে হায়দরাবাদ রাজ্য ও রোহিলখণ্ডে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। বঙ্গ-বিহারের আলীবর্দী খাঁ-ও কার্যতঃ স্বাধীন হন। গুজরাটে ও মালবে মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। পঞ্জাবে শিখগণ প্রবল হইয়া উঠে এবং নাদির শাহের আক্রমণের ফলে কাবুল হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদশাহের হস্তচ্যুত হয়।

মহম্মদ শফি—মুসলমান রাজনীতিক। লাহোরের ভগবান্‌পুরা গ্রামে জন্ম। ১৮৯২-এ তিনি ব্যারিস্টারি পাস করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিনি একজন প্রধান ব্যারিস্টার বলিয়া গণ্য হন। তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য (১৯১১), ভারত সরকারের শিক্ষাসচিব (১৯১৯) ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য (১৯২৩) হন। তাঁহার উদ্যোগেই মোসলেম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৩-এ লক্ষ্ণৌ নগরে তিনি নিখিল ভারতীয় মোসলেম লীগের সভাপতি হন।

মহাতাব চাঁদ—(১৮২০—১৮৭৯)। বর্ধমানের মহারাজা। তিনি বর্ধমানের রাজা তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র। তিনি বহু কবি-পণ্ডিতের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি রামায়ণের পদ্যানুবাদ, রামায়ণ-মহাভারতের গদ্যানুবাদ, 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তাই' ইত্যাদি ফারসী গল্পের বঙ্গানুবাদ করান। তাঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাদাজী সিন্ধিয়া—(?—১৭৯৪)। মারাঠা সামন্ত রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজা। তিনি পানিপথের ৩য় যুদ্ধে অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করেন। পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর আমলে তিনি উত্তর-ভারতে মারাঠা বাহিনীর অন্যতম নায়ক ছিলেন। ১ম মারাঠা যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁহার মাধ্যমে সলবইর সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটে। পরে তিনি মধ্যভারতে রাজপুতানার ও দিল্লী অঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। দিল্লী-আগ্রা অধিকার করিয়া তিনি সম্রাট্‌ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে আশ্রয় দেন। পাশ্চাত্ত্য প্রথায় শিক্ষিত সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি হোলকারকে পরাজিত করেন (১৭৯৩)।

মহাদেব—তিনজন শ্রেষ্ঠ দেবতার অন্যতম। তিনি ভগবানের সংহাররূপ। মহামুনি অত্রি তাঁহার গুরু। তিনি যোগিবেশ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেন। সর্প তাঁহার উত্তরীয়স্বরূপ। ভস্ম তাঁহার বিভূতি। নন্দী তাঁহার অনুচর। তিনি সর্বশাস্ত্রবিদ্‌। তাঁহার অস্ত্র ত্রিশূল, তাঁহার ধনু পিনাক। তাঁহার পাশুপত অস্ত্রও বিখ্যাত। তিনি যুদ্ধে অজেয়। তিনি ত্রিপুরাসুরকে হত্যা করিয়া 'ত্রিপুরারি' নাম গ্রহণ করেন। সমুদ্রমন্থনকালে তিনি দ্বিতীয়বার সমুদ্র মন্থন করিতে আদেশ করিলে হলাহল উঠে। তিনি সেই হলাহল পান করেন। উহা তাঁহার গলায় থাকিয়া যায় বলিয়া তাঁহার নাম হয় নীলকণ্ঠ। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হন বলিয়া তাঁহার অপর নাম আশুতোষ। পরশুরাম তাঁহার কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেন। অর্জুনের সহিত তিনি ব্যাধবেশে যুদ্ধ করেন। তাঁহার পত্নী দক্ষরাজকন্যা সতী। সতী শিবহীন যজ্ঞে দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করিলে তিনি বীরভদ্র নামক অসুরের উৎপত্তি করিয়া দক্ষরাজকে নিহত করেন এবং সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করেন। এদিকে তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হন। মদন মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে গিয়া ভস্মীভূত হন। অতঃপর পার্বতী তপস্যা করিয়া মহাদেবকে স্বামিরূপে পাইলেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাকেও মহাদেব বিবাহ করেন।

মহানন্দী, মহানন্দিন্‌—(৪১০ খ্রীঃ পূঃ ?)। শৈশুনাগ বংশের দশম বা শেষ রাজা। তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না (মৎস্য)।

মহাপদ্ম নন্দ—১। মগধের রাজা ও নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণে তাঁহাকে শূদ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জৈন ও গ্রীক লেখকদের মতে তিনি নাপিতের পুত্র ছিলেন। তিনি শৈশুনাগবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যশাসকরূপে মহাপদ্ম নন্দ অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট্‌' (বা একচ্ছত্র সম্রাট্‌) এবং 'সর্বক্ষত্রান্তক' (সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশকারী) বলা হইয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ পঞ্জাবের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইতিপূর্বে ভারতের আর কোন রাজা এত বড় সাম্রাজ্য গঠন করেন নাই। তিনিই ভারতের প্রথম সার্বভৌম সম্রাট্‌। ২। শৈশুনাগবংশীয় শেষ রাজা মহানন্দীর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি মগধের প্রথম শূদ্র রাজা হন। তিনি ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বারজন পুত্র ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐ বারজনের শেষ রাজার নাম নন্দ (বায়ু)।

মহাবৎ খাঁ—জাহাঙ্গীরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। নূরজাহানের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কাবুলের পথে তিনি জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়া নূরজাহানকে জব্দ করিতে চেষ্টা করেন। নূরজাহান তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও যখন সুবিধা করিতে পারিলেন না, তখন কোন কৌশলে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করেন। অতঃপর তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া বিদ্রোহী শাহ্‌জাহানের সহিত যোগদান করেন।

মহাবীর—'বর্ধমান' দ্রঃ।

মহামায়া—বুদ্ধদেবের মাতা।

মহাসিংহ—পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের পিতা।

মহিষমর্দিনী—দেবী ভগবতী বা দুর্গার অপর নাম। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হন ['মহিষাসুর' দ্রঃ]।

মহিষাসুর—রম্ভ নামক অসুরের পুত্র। সুমেরু-পর্বতে অযুত বর্ষকাল তপস্যা করিয়া মহিষাসুর ব্রহ্মার নিকটে এই বর পান যে, পুরুষজাতীয় কোন জীব তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই বর পাইয়া মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ উহার প্রতিকারের জন্য বিষ্ণু ও শিবের নিকট সমবেত হন। তখন দেবগণের তেজ হইতে দেবী ভগবতী উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধে মহিষাসুরকে নিহত করেন (দেবীভাগ)।

মহীপাল—১। **প্রথম মহীপাল**—(রাজত্বকাল ৯৮৮—১০৩৮)। পালবংশীয় নবম রাজা। তিনি পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব বিস্তার করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি বাংলাদেশের সর্বত্র তাঁহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। দাক্ষিণাত্যের রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলের এক সেনাপতি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন (১০২১—১০২৩), কিন্তু মহীপালের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ২। **দ্বিতীয় মহীপাল** (রাজত্বকাল ১০৭০—১০৭৫)। পালবংশীয় ত্রয়োদশ রাজা।

তাঁহার সময়ে কৈবর্তজাতীয় দিব্য বা দিব্বোক উত্তরবঙ্গের প্রজাগণের অধিনায়ক হইয়া বিদ্রোহী হন এবং মহীপালকে নিহত ও পরাজিত করিয়া উত্তরবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন।

মহেন্দ্র—মহারাজ অশোকের ভ্রাতা। কাহারও মতে তিনি অশোকের পুত্র। অশোক কন্যা সংঘমিত্রার সহিত তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত সিংহলে প্রেরণ করেন।

মহেন্দ্রনাথ দাশ মজুমদার—(১২৮৫—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ও সার্কাসওয়ালা। জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নয়না গ্রামে। পিতা ভগবানচন্দ্র দাশ মজুমদার। বজ্রযোগিনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া ব্যায়ামচর্চায় মন দেন ও বিখ্যাত কুস্তিগীর পরেশনাথের কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করেন। তিনি 'রয়েল বেঙ্গল সার্কাসে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(?—১৯১২)। সাহিত্য-সেবক। জন্মস্থান হুগলী জেলার রাধানগর গ্রাম। তিনি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসভার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'নব্যভারত' ও 'অনুসন্ধান'-নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি কিছুদিন 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত এবং স্যামুয়েল হানিমানের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি হাওড়া জেলার ব্যাটরা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার—(১৮৩৩—১৯০৪)। বিখ্যাত চিকিৎসক। এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এই চিকিৎসা করিয়া তিনি যশস্বী হন। হোমিও-প্যাথির প্রচারকল্পে তিনি 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' (Calcutta Journal of Medicine) নামে একটি পত্রিকা বাহির করিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি (কলিকাতা) 'Indian Association for the Cultivation of Science' নামে শিক্ষালয় স্থাপিত করেন। তিনি কলিকাতার সেরিফ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত ছিলেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ (মহেশ কানা)—(…১—১৮৫৮)। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। …মি জন্মান্ধ বলিয়া মহেশ কানা বলিয়া পরিচিত। জন্মস্থান চব্বিশ পরগনা জেলায় বারাসতের নিকটবর্তী মহেশপুর। জন্মান্ধতা এবং পিতার দারিদ্র্য বশতঃ বাল্যশিক্ষার সুযোগ না পাইলেও বাটীর নিকটবর্তী টোলে ছাত্রদের পাঠ শুনিয়া তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও অমরকোষ মুখস্থ করিয়া ফেলেন। তাঁহার কবিগান এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৩৬—১৯০৬)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান হাওড়া জেলার নারিট গ্রাম। পিতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। তিনি প্রথমে মেদিনীপুর জেলার ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে কাশীতে গিয়া বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাশী হইতে ফিরিয়া শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন (১৮৬৩)। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৬৪)। এই সময় তিনি ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। বার বৎসর এই পদে থাকিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনিই সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তক। তিনি কৃষ্ণ চতুর্বেদ, মীমাংসা দর্শন এবং কাব্যপ্রকাশের টীকা প্রণয়ন করেন। নিজের গ্রামে তিনি একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহেশ্বর ন্যায়ালংকার—(১৫৮২—?)। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পিতার নাম মুকুন্দ বিশারদ। তিনি কাব্যপ্রকাশের 'ভাবার্থ চিন্তামণি'-নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি 'বর্ণ-ধর্মপ্রদীপ', 'দায়প্রদীপ', 'বিচারপ্রদীপ' ও 'সংসার-প্রদীপ' প্রভৃতি স্মৃতিসম্বন্ধীয় আটাশখানি প্রদীপগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

মাইকেলএঞ্জেলো (Michaelangelo Buonarroti)—(১৪৭৫—১৫৬৪)। ইতালীর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। জন্মস্থান ফ্লোরেন্স। ১৫০৮-এ তিনি রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীরগাত্রের (ফ্রেস্কো) চিত্রশিল্পী বলিয়া খ্যাত হন। লরেঞ্জো ডি মেডিসি নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ভাস্কর্য-শিল্পে উৎসাহ দিয়া নিজের ভাস্কর্য-বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া লন। তথায় তিনি তিন বৎসরকাল ভাস্করের কার্য শিক্ষা করেন। তিনি ফ্লোরেন্স নগরের সভাগৃহ সজ্জিত করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ১৪৯৬-এ তিনি রোমনগরে গমন করেন এবং দুইজন বন্ধুর জন্য কিউপিড, ব্যাকাস এবং মৃত যীশুখ্রীষ্টের উপর রোরুদ্যমানা মেরীর চিত্র অঙ্কন করেন।

মাইডাস (Midas)—ফ্রিজিয়ার রাজা। তিনি উৎসবের দেবতা। ব্যাকাসকে সন্তুষ্ট করিয়া এই বর পাইয়াছিলেন যে, তিনি যাহা স্পর্শ করিবেন, তাহা স্বর্ণ হইয়া যাইবে। অ্যাপলো অপেক্ষা প্যান ভাল বাজাইতে পারে ইহা বলায় অ্যাপলোর অভিশাপে তাহার কর্ণদ্বয় গর্দভের কর্ণের মত হইয়া যায় (গ্রীক পুঃ)।

মাইনস (Minos)—ক্রীটের রাজা। তিনি প্যাসিফেয়িকে বিবাহ করেন। তাঁহার ঔরসে প্যাসিফেয়ির গর্ভে কতকগুলি পুত্র হয়। বৃষের ঔরসে প্যাসিফেয়ির গর্ভে মিনোটর নামে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে তিনি এক গোলকধাঁধার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই মিনোটরকে থিসিউস বধ করেন। সিসিলির রাজা ককেলাস কর্তৃক তিনি নিহত হন (গ্রীক পুঃ)।

মাও-সে-তুং (Mao-Tse-Tung)—(জন্ম ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩)। লাল চীনের রাষ্ট্রনায়ক। হুনান প্রদেশে জন্ম। চাষার ছেলে। পিকিং-এ জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে তিনি বলশেভিক বিপ্লব সম্বন্ধে সচেতন হন এবং সাম্যবাদে (১৯১৯) দীক্ষা নেন। তিনি চীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২১)। ১৯২৪-এ তিনি পোলিট ব্যুরোর সভ্য হন। স্তালিনের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় তিনি পরে (১৯২৭) পোলিট ব্যুরো হইতে বিতাড়িত হন। ১৯৩৪-এ তিনি চীনে কমিউনিস্ট সৈন্য সংগঠন করিয়া Yeman নামক স্থানে নূতন সোভিয়েট-সরকার স্থাপন করেন। পরে তিনি চিয়াং-এর জাতীয় সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া ১৯৪৯-এর (অক্টোবরে) লাল চীনে কমিউনিস্ট শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের নাম The People's Republic of China. তাঁহার নেতৃত্বাধীনে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মাঘ—প্রসিদ্ধ 'শিশুপালবধ'-নামক কাব্যের রচয়িতা। জন্মস্থান গুর্জর দেশের ভিন্নমালব গ্রাম। পিতার নাম শ্রীদত্তক সর্বাশ্রয়। কাহারও মতে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং কাহারও মতে নবম শতাব্দীর লোক। তিনি ধারা নগরীর রাজা ভোজদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কঠোর দারিদ্র্যপীড়নে অনাহারে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

মানিকচাঁদ—প্রথমে বর্ধমানের রাজার দেওয়ান ছিলেন এবং পরে নবাব আলিবর্দী খাঁর অধীনে কার্যলাভ করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের হাত হইতে

কলিকাতা কাড়িয়া লইয়া উহা রক্ষা করিবার ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে কলিকাতা ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলায়ন করেন।

মাণিক্যমন্দী—জৈন দার্শনিক। জৈনদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার অনেক গ্রন্থ আছে।

মাণ্ডবী—ভরতের পত্নী। তিনি রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ সহোদর কুশধ্বজের কন্যা। ভরতের ঔরসে তাঁহার গর্ভে তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুই পুত্র জন্মে (রাম)।

মাণ্ডব্য—অণীমাণ্ডব্য (তাহা দ্রঃ)।

মাতঙ্গ—মতঙ্গ মুনির পুত্র। দুন্দুভি রাক্ষসের রক্ত মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে পড়িলে মাতঙ্গ মুনি বালিকে শাপ দেন। সেই শাপের ভয়ে বালি মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে যাইত না (রাম)।

মাতঙ্গিনী হাজরা—সুবিখ্যাত মহিলা বিপ্লবী। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। মেদিনীপুরে তিনি ৭১ বৎসর বয়সে সহস্র সহস্র জনগণকে চালনা করিয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন।

মাতলি—দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি। সুধর্মা তাঁহার ভার্যা। তাঁহার কন্যা গুণকেশী। রাবণবধের দিন তিনি রামকে সাহায্য করিবার জন্য রথ লইয়া যান।

মাৎসিনি (Mazzini, Giuseppe)—(১৮০৫—১৮৭২)। ইটালীর বিখ্যাত দেশসেবক। জন্ম জেনোয়াতে। তিনি আইন পড়িতে প'ড়তে দেশসেবায় নিযুক্ত হন। তিনি কার্বনারি নামে দেশপ্রেমিকের দলে ভরতি হন (১৮২৭) এবং সন্দেহে তাঁহাকে গ্রেফতার ও নির্বাসিত করা হয়। অতঃপর তিনি মার্সেলসে অবস্থান করিয়া 'ইয়ং ইটালী' নামে দেশসেবকের দল গঠন করেন। পরে ১৮৩৭-এ ইংলণ্ডে গমন করিয়া তৎকালীন ইটালীর গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লেখনী চালাইতে থাকেন। ১৮৪৯-এ তিনি রোমে প্রত্যাগমন করেন এবং রোমীয় সাধারণতন্ত্রের ডিক্টেটর নির্বাচিত হন। কিন্তু এই পদে তিনি অধিক দিন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। রোমক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসীরা যুদ্ধযাত্রা করিলে তিনি লণ্ডনে পলাইয়া যান। তাঁহার পরবর্তী জীবন ইটালীর সীমান্তে লুগানো নামক স্থানে কাটে। ইতালীর স্বাধীনতা অর্জনে তাঁহার রচনাগুলি অতিশয় মূল্যবান্।

মাদ্রী—রাজা পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। তিনি মদ্রদেশের রাজকন্যা। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে তাঁহার গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে তিনি নিজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করেন।

মাধব—'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পিতা কালিদাস বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতনের সহোদর ভাই। তিনি আচার্য ও কবিবল্লভ উপাধি পান।

মাধবদাস বাবাজী ('মাধো বাবাজী')—(১৮২৯—১৯০০)। ভক্ত সাধুপুরুষ। প্রয়াগে জন্ম। পিতা সাধুচরণ। তিনি ১৮৩৩ এ এলাহাবাদের একটি ইংরেজী স্কুলে ভরতি হন। সেখানে তিনি লুই সাহেবের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিত শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্ণৌ মানমন্দিরে কাজ করেন (১৮৪৪—৪৯)। তিনি অযোধ্যায় ট্রেজারিতেও কিছুকাল কাজ করেন। ইহার পরে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যা শিক্ষা করেন। সকল ধর্মের লোকই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি যেস্থানে থাকিতেন, তাহা 'মাধো কুঞ্জ' নামে খ্যাত। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সহিত এই কুটীরে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। তিনি অত্যন্ত মাতৃ-ভক্ত ছিলেন। তিনি 'The Unitarian' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

মাধব দেব—(১৪৮৮—১৫৯৬)। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। পিতার নাম গোবিন্দ। জাতিতে কায়স্থ। জন্মস্থান নারায়ণপুর। তিনি প্রথমে বৈদান্তিক ছিলেন কিন্তু পরে শংকরদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন। তিনি বহু সত্র স্থাপন করিয়াছেন। 'নাম ঘোষা' প্রভৃতি ষোলখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

মাধব রাও, রাজা—(১৮২৮—১৮৯১)। বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় দেওয়ান। তিনি প্রথমে ত্রিবাঙ্কুর ও হোলকার রাজ্যের দেওয়ান হন। অতঃপর তিনি বরোদার গাইকোয়াড়ের দেওয়ান ও প্রতিনিধি-শাসনকর্তা হন (১৮৭৫)। তিনি 'Hints on the Training of Native Children' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবাচার্য, বিদ্যারণ্য—বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পম্পা নগরীতে জন্ম। বিজয়নগরের রাজা বুক্কন রায়ের তিনি গুরু ছিলেন। পিতার নাম সায়ন, মাতার নাম শ্রীমতী। বেদের টীকাকার। বিখ্যাত সায়নাচার্য তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তিনি পরাশর সংহিতার একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। 'পরাশর মাধব' নামে এই ভাষ্য পরিচিত। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' নামে তাঁহার একখানি পুস্তক আছে।

মাধবেন্দ্র পুরী—খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। "অয়ি দীন দয়ার্দ্রনাথ" এই সংস্কৃত শ্লোকের রচয়িতা। এই শ্লোক বলিতে বলিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর এবং অদ্বৈতাচার্যের গুরু।

মাধাই—চৈতন্যদেবের বিখ্যাত শিষ্য। প্রকৃত নাম মাধব। তিনি নদীয়ায় বাস করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে এমন পাপ কাজ নাই যাহা করেন নাই। জগাই তাঁহার ভাই। একবার দুই ভাইয়ে মিলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসীর কানা ছুড়িয়া মারেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহার মনের ভাব পরিবর্তিত হয় এবং তিনি একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠেন।

মান, টমাস (Mann, Thomas)—(১৮৭৫ ১৯৫৫)। প্রসিদ্ধ জার্মান ঔপন্যাসিক। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাইনরিখ মানও একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন। মাত্র ২৫ বৎসর বয়সেই টমাস মান সাহিত্যিক-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। Buddenbrooks' 'The Magic Mountain', 'The 'Joseph Tetralogy 'Dr. Faustus', Fefix Krull' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

মানকড়, ভিনু—সুবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। জন্মস্থান পঞ্জাব কিন্তু বোম্বাই শহরে তিনি বাস করেন। ক্রিকেট খেলায়' তিনি অদ্বিতীয়।

মানকুমারী বসু—(১৮৬৩—১৯৪৩)। মহিলা কবি। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, যশোহর। পিতা আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। অল্পবয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। বৈধব্যের পর তিনি একান্তভাবেই সাহিত্য ও সমাজসেবা লইয়া পড়েন। তিনি 'বামাবোধিনী' ও সখা' পত্রিকায় লিখিতেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি', 'সোনার সাথী' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন ছোটগল্প রচনা করিয়া তিনি 'কুন্তলীন-পুরস্কার' পান। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তিনি সর্বপ্রথম ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক (১৯৩৯) ও জগত্তারিণী সুবর্ণপদক (১৯৪১) লাভ করেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—(১৮৮৭—১৯৫৪)। বিখ্যাত বামপন্থী নেতা ও র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১৯০৩-এ রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায় জড়িত হন। পরে (১৯১৫) আমেরিকায় যান ও 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে'র সদস্য হন। তিনি মস্কোর ইস্টান ইউনিভারসিটির ভারতীয় শাখার

দণ্ড হন (১৯২৭)। রুশিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া পরে ভারতে আসেন ও কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসে যোগ দেন কিন্তু পরে (১৯৪০) কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি মানবতাবাদী দর্শনের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। অসাধারণ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে 'New Humanism' 'Power, Politics and Party' প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মানসিংহ—অম্বরের রাজা ভগবান্ দাসের ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র এবং ভগবান্ দাসের দত্তকপুত্র। সম্রাট আকবর রাজপুত-কুলকলঙ্ক মানসিংহের পিসীকে এবং যুবরাজ সেলিম তাঁহার ভগিনীকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি সম্রাট আকবরের সেনাপতি হইয়া বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্যন্ত মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উদয়পুরের রানা প্রতাপসিংহ কর্তৃক অবমানিত হইয়া তিনি হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপসিংহকে পরাভূত করেন। তিনি বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন (১৫৮৯—১৬০৬)। তিনি কুচ-বিহারের রাজাকে পরাভূত করেন এবং যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত ও বন্দী করেন। রাজমহল শহরটি তাঁহারই স্থাপিত।

মান্ধাতা—১। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র। মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ (হরি)। ২। যুবনাশ্ব পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন সেই সময় তিনি পিপাসায় আকুল হইয়া মহর্ষিগণের মন্ত্রপূত জল পান করিয়া ফেলেন। ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। যথাকালে তাঁহার বাম কুক্ষি ভেদ করিয়া এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই সময়ে ইন্দ্র তাঁহার তর্জনী বালকের মুখে দিয়া বলেন 'মাং ধাস্যতি' অর্থাৎ আমার তর্জনীর রস পান করিবে। এই কারণে তাঁহার নাম মান্ধাতা হয়। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। রাবণের সহিত যুদ্ধে তুল্যবল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহার সহিত তিনি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হন। তিনি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অমরাবতীতে গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে লবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মধুবনে যাইতে বলেন। মধুবনে গমন করিলে তিনি লবণ কর্তৃক নিহত হন (রাম)।

মামুদ, সুলতান—(৯৭১—১০৩০)। গজনীর রাজা ও বিখ্যাত সেনাপতি। পিতা সবুক্তগীন। মুসলমান ইতিহাসে তিনিই প্রথম 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ভারতের দ্বার স্থাপনে আক্রমণ করেন। তিনি পরপর লাহোরের রাজা জয়পাল, তাঁহার পুত্র আনন্দপাল ও পৌত্র ত্রিলোচন-পালকে পরাজিত করেন। ১০২৫-এ গুজরাটের সোমনাথদেবের মন্দির ধ্বংস করিয়া তিনি বহু মূল্যবান্ দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কবি ফিরদৌসী ও আনসারী এবং বিখ্যাত পণ্ডিত আলবেরুনী তাঁহার রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন।

মায়াদেবী—বুদ্ধদেবের জননী।

মায়াবতী—রতির অপর নাম। কামদেব ভস্মীভূত হইলে তিনি অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন দৈববাণী হয় যে, কামদেব শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই কৃষ্ণপুত্রকে শম্বর-নামক দৈত্য হরণ করিবে। ইহা শুনিয়া রতি মায়াবতী নামে শম্বর দৈত্যের গৃহে থাকেন। অতঃপর কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন জন্মের ষষ্ঠ দিবসে শম্বর দৈত্য কর্তৃক হৃত ও সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন। একটি মৎস্য শিশুকে গিলিয়া ফেলে এবং পরে ঐ মৎস্য দৈত্যগৃহে নীত হয়। মায়াবতী মৎস্যের মধ্য হইতে শিশু স্বামীকে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিতে থাকেন। পরে প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি প্রদ্যুম্নকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন এবং গান্ধর্ব মতে তাঁহাদের বিবাহ হয়। অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণের নিকট গমন করেন।

মায়াবী—দুন্দুভি-নামক অসুরের পুত্র। বালী তাঁহার পিতাকে হত্যা করেন। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করেন। বালী তাঁহাকে তাড়া করিলে তিনি ভূ-গর্ভে প্রবেশ করেন। বালী সেই ভূ-গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন (রাম)।

মারা, জিন পল (Marat, Jean Paul)—(১৭৪৩—১৭৯৩)। ফরাসী-বিপ্লবের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা। বিপ্লবের পূর্বে তিনি ইংলণ্ডে ডাক্তারি করিতেন। পরে বিপ্লবে যোগদান করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা করিবার পক্ষপাতী হন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন।

মারীচ—এক রাক্ষস। পিতা সুন্দ, মাতা তাড়কা রাক্ষসী। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে এই রাক্ষস বড়ই বিঘ্ন ঘটাইত। সেই কারণে রাম-লক্ষ্মণ তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেন। এই রাক্ষস রাবণের আদেশে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে। রাম সীতার মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে ধরিতে যান। রাক্ষস 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া প্রাণত্যাগ করে। রামের বিপদ্ মনে করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। সেই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করে (রাম)।

মারুত—'মরুৎগণ' দ্রঃ।

মার্ক অ্যান্টনি—'অ্যান্টনি, মার্ক' দ্রঃ।

মার্কণ্ড—মৃকণ্ড নামে ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি স্বল্পায়ু হইবেন বলিয়া এক জ্যোতিষী জানাইয়া যান। তখন পিতা পুত্রকে ব্রাহ্মণ দেখিলেই অভিবাদন করিতে বলেন। একদিন মার্কণ্ড কয়েকজন মহর্ষিকে অভিবাদন করেন। মহর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মার্কণ্ডকে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ যখন বলিলেন যে বালক স্বল্পায়ু হইবে এইরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তখন পাছে তাঁহাদের আশীর্বাদ বিফল হয় এই ভয়ে ব্রহ্মার নিকট হইতে মার্কণ্ডের জন্য মহর্ষিগণ দীর্ঘজীবনের বর চাহিয়া লন (পদ্ম)।

মার্কণ্ডেয়—সুবিখ্যাত ঋষি। পিতা মৃকণ্ডু, মাতা মনোর্ণা (ভারত), মূর্ধনা (বায়ু); পুত্র বেদশিরা। তিনি নিজ নামে পরিচিত পুরাণ কীর্তন করেন। মার্কণ্ডেয় মহর্ষির ন্যায় আর কেহ এত দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তিনি বিষ্ণুর নিকট হইতে বর লাভ করিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি যাহা কিছু দেখিয়া-ছিলেন তাহা যুধিষ্ঠিরকে কীর্তন করেন (স্কন্দ)। পুরাণাদি বিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি সেই সন্দেহ দূর করিতেন। অন্যান্য মুনিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি কালিকাপুরাণ কীর্তন করেন (কালিকা)।

মার্কাম (Markham, Sir Clements Robert)—(১৮৩০—১৯১৬)। আধুনিক বিখ্যাত আবিষ্কারকদের মধ্যে তিনি অন্য-তম। ১৮৯৩—১৯০৫ পর্যন্ত তিনি 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র সভাপতি ছিলেন। ১৮৫০—১৮৫১-এ সুমেরু অভিযানে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আবিসিনিয়া-অভিযানে তিনি ভূগোলবিদ্ ছিলেন (১৮৬৭—৬৮)। পেরু হইতে তিনি ভারতবর্ষে 'সিনকোনা' বৃক্ষ আনয়ন করেন।

মার্কারি (Mercury)—জুপিটারের অন্যতম পুত্র। তিনি জুপিটারের দূত ছিলেন। তাঁহাকে দস্যু, পর্যটক, মেষপালক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতিদেরও দেবতা বলা হয়। তিনি অন্যান্য দেবতাগণের নিকট হইতে দ্রব্যাদি চুরি করিয়া বেড়ান। তিনি ভেনাসের মেখলা, মার্সের তরবারি, জুপি-টারের দণ্ড ও নেপচুনের যষ্টি চুরি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার মাথায় একটি পক্ষযুক্ত টুপি আছে; পায়ে পাখা আছে। তিনি বাতাসের মত বেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যান (গ্রীক পুঃ)।

মার্কাস অরিলিয়াস (Marcus Aurelius)—'অরিলিয়াস, মার্কাস' দ্রঃ।

মার্কেটর, গার্হার্ড (Mercator, Gerhard)—(১৫১২—১৫৯৪)। বিখ্যাত ভূগোলতত্ত্ববিদ্। তিনি 'গ্লোব' (Globe)-এর উদ্ভাবক। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার সাহায্যে ম্যাপ আঁকিবার পন্থা তিনিই আবিষ্কার করেন।

মার্কোনি, সিনেটর জি (Marconi, Senator G.)—(১৮৭৪—১৯৩৭)। বিখ্যাত ইতালীয় তড়িৎ-বিজ্ঞানবিদ্। বলোন নগরে জন্ম। তাঁহার মাতা আইরিশ ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া সার উইলিয়াম প্রীসের সহিত একত্র গবেষণা করেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৯৬-এ একটি বেতার-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৯০২-এ তিনি আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের অপর পারেও বেতারে খবর পাঠাইতে সমর্থ হন। ১৯০৭-এ তিনি সাধারণের জন্য একটি বেতার টেলিগ্রাফ-স্টেশন খুলেন। ১৯০৯-এ তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' পান।

মার্কো পোলো - 'পোলো, মার্কো' দ্রঃ।

মার্ক্স্, কার্ল (Marx, Heinrich Karl)—(৫ই মে, ১৮১৮- ১৪ই মার্চ, ১৮৮৩)। কমিউনিজ্ম্ বা সাম্যবাদের জনক। জার্মানীর ট্রেভ্স্-এ জন্ম। ইহুদি বংশে তাঁহার জন্ম। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া তিনি 'The Rhenish Gazette' নামে একটি উদার মতবাদের পত্রিকার সম্পাদক হন (১৮৪২)। পরে প্যারিসে যান ও এঙ্গেল্স্-এর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। এখানে ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। পরে নির্বাসিত হইয়া তিনি ব্রাসেল্স্-এ যান ও এঙ্গেল্স্-এর সহযোগে 'Manifesto of the Communist Party' খসড়া করেন। ১৮৪৮-এ তিনি পুনরায় জার্মানীতে ফেরেন ও সেখানে বিপ্লবাত্মক কাজে যোগ দেন এবং New Rhenish Gazette প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া লণ্ডনে (১৮৪৯) পরবর্তী জীবন কাটান। 'Critique of Political Economy' এইখানে লেখেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'Das Capital' তাঁহার জীবদ্দশায় বাহির হয় নাই। উহা এঙ্গেল্স্ পরে প্রকাশ করেন।

মার্গারেট, সেণ্ট (Margaret, St.)—(১০৫৭—১০৯৩)। স্কটল্যাণ্ডের রানী। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা নারী ছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্য করেন বলিয়া ১২৫০-এ তাঁহাকে একজন 'সেণ্ট' বলিয়া গণ্য করা হয়।

মার্টিন, সেণ্ট (Martin, St.)—(৩১৬—৪০০)। বিখ্যাত ফরাসী সন্ন্যাসী। তিনি Tours-নামক স্থানের বিশপ ছিলেন।

মার্ডক, উইলিয়াম (Mardock, William)—(১৭৫৪—১৮৩৯)। গ্যাসের আবিষ্কারক। জন্ম স্কটল্যাণ্ডের এক নগণ্য পল্লীতে। প্রথম জীবনে গরু চরাইতেন। পরে বার্মিংহামের এক কারখানায় ভরতি হন। কয়লা লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি গ্যাসের আবিষ্কার করেন। গ্যাসের আলোও তিনি আবিষ্কার করেন।

মার্লো, ক্রিস্টোফার (Marlowe, Christopher)—(১৫৬৪—১৫৯৩)। বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার। তিনি সেক্স্পীয়রের সমসাময়িক। 'Dr. Faustus', 'Edward II', 'The Jew of Malta' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত রচনা।

মার্শাল জর্জ (Marshall, George)—(জন্ম ১৮৮০—১৯৫৯)। বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতিক ও 'মার্শাল পরিকল্পনা'র রচয়িতা। পেনসিলভ্যানিয়ার ইউনিয়ন টাউনে জন্ম। প্রথম জীবনে বহুকাল সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। পরে চীনদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন (১৯৪৫—৪৭)। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব (১৯৪৭—৪৯) ও প্রতিরক্ষা-সচিব (১৯৫০—৫১) ছিলেন। সমগ্র ইওরোপকে অর্থ দিয়া সাহায্যের জন্য তিনি যে পরিকল্পনার খসড়া করেন, উহা 'মার্শাল প্ল্যান' নামে পৃথিবী-বিখ্যাত। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

মার্শম্যান (Marshman, John Clark)—(১৭৯৪—১৮৭৭)। মিশনারী ও প্রাচ্য-পণ্ডিত। পিতা রেভারেণ্ড ডক্টর যোশুয়া মার্শম্যানের সহিত ৫ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে আগমন করেন এবং শিক্ষা-সমাপনান্তে ২৫ বৎসর বয়সে ধর্মপ্রচার কার্য আরম্ভ করেন। তিনি বাঙালা ভাষার সর্বপ্রথম মাসিক পত্র 'দিগ্দর্শন' বাহির করেন (১৮১৮) এবং সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার-দর্পণের' প্রতিষ্ঠা করেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-নামক ইংরেজী পত্র, শ্রীরামপুর কলেজ, কলিকাতা লালবাজারের গির্জা ও বেনিভোলেণ্ট ইনস্টিটিউসন তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া', 'দি লাইফ অ্যাণ্ড টাইম্স্ অব কেরী মার্শম্যান অ্যাণ্ড ওয়ার্ড', 'গাইড টু সিভিল ল ইন দি প্রেসিডেন্সি অব ফোর্ট উইলিয়াম' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন গভর্নমেন্টের অনুবাদক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এক্ষণে 'স্টেট্স্ম্যানে'র সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

মার্স (Mars)—রণদেবতা। জুনো ও জুপিটারের পুত্র। তিনি ভেনাস দেবীকে ভালবাসিতেন বলিয়া অ্যাপলো ও ভল্কান তাঁহার সহিত শত্রুতা করেন। জুপিটারের সহিত টাইটানদিগের যুদ্ধকালে তিনি বন্দী হন। অতঃপর মার্কারির সহায়তায় তিনি মুক্তি পান। ট্রোজান-যুদ্ধে তিনি ট্রোজানদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। রোমকদিগের মতে তিনি রোমিউলাসের (Romulus) পিতা (বৈদে পুঃ)।

মালাধর বসু—(১৫শ শতক)। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রী এবং রূপ সনাতনের নিয়োগকর্তা। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে ভাগবতের প্রথম স্কন্দের অনুবাদ বাহির করেন (১৪৭৩)। কবিত্বের জন্য হুসেন শাহ্, তাঁহাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

মালাবারী, বাহারামজী মারওয়ানজী—(১৮৫৩—১৯১২)। প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী এবং সমাজ-সংস্কারক পার্সী। ১৮৮০-এ তিনি 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার' নামক সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ২০ বৎসর ইহার পরিচালনা করেন। তিনি কিছুকাল 'ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'দি ইণ্ডিয়ান প্রোব্লেম', ম্যাক্সমূলার প্রণীত 'অরিজিন অ্যাণ্ড গ্রোথ অব রিলিজিয়নে'র গুজরাটী অনুবাদ এবং 'গুজরাট অ্যাণ্ড দি গুজরাটী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের জন্য এবং সহবাস-সম্মতি-বিষয়ক আইন প্রণয়নের জন্য তাঁহার যথেষ্ট উদ্যম ছিল।

মালিক অম্বর—মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি দাক্ষিণাত্যে আহ্মদনগরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি জাতিতে হাবসী ছিলেন। তিনি আহ্মদনগরের রাজধানী কিরকীতে স্থানান্তরিত করেন এবং রাজ্যের কর নির্ধারণ প্রণালীর উন্নতি-বিধান করেন। জাহাঙ্গীর আহ্মদনগরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি দক্ষতার সহিত মোগল-আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে যুবরাজ খুরম আহ্মদনগর জয় করেন।

মালিক কাফুর—আলাউদ্দীনের সেনাপতি। তিনি প্রথমে গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের ক্রীতদাস ছিলেন। গুজরাট জয় করিয়া আলাউদ্দীন এই রূপবান্ খোজাকে আপনার কার্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আলাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বহুদিন

দাক্ষিণাত্য জয়ের কাজে নিযুক্ত থাকেন (১৩০২—১১)।

মাল্যবান্—এক রাক্ষস। পিতা সুকেশ, মাতা বেদবতী। এই রাক্ষস ব্রহ্মার বরে লঙ্কায় বাস করে, কিন্তু পরে বিষ্ণু কর্তৃক পাতালে বিতাড়িত হয় এবং পুনরায় রাবণের মন্ত্রী হইয়া লঙ্কায় আগমন করে ও লঙ্কাযুদ্ধে নিহত হয় (রাম)।

মাস উদি—(—৯৫৬?)। আরবদেশের ঐতিহাসিক ও পর্যটক। জন্ম বাগদাদে। তিনি ভারতবর্ষ, লঙ্কা, চীনদেশ, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করিয়া 'মরূজ-উল্-জওহাহির' নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কায়রোতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাসুম আলী শাহ্—দাক্ষিণাত্যের সৈয়দ আলী রেজার শিষ্য এবং সূফি সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা। করিম খাঁর শাসনকালে তিনি সিরাজে গমন করিয়া ৩০ হাজার লোককে শিষ্য করেন। তিনি ইস্পাহানের পীরমানশা নামক স্থানে উপাসনাকালে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

মাহমুদ গাওয়ান—দাক্ষিণাত্যের বাহ্-মণিরাজ হুমায়ুনের (১৪৫৭—৬১) মন্ত্রী। তিনি পরবর্তী সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহেরও মন্ত্রী ছিলেন। সেনাপতি ও শাসনকর্তারূপে তিনি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি বেলগাঁও দুর্গ জয় করেন (১৪৭৩) ও গোয়ার পুনরুদ্ধার করেন। পরে এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে (তিনি পারস্যদেশীয় ছিলেন) দাক্ষিণাত্যের কুচক্রীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

মিডিয়া (Medea)—এক গ্রীক রাজ-কন্যা। তিনি জেসনকে স্বর্ণময় মেষলোম গ্রহণ করিতে সাহায্য করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পত্নী হন। কিন্তু জেসন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে এবং অন্য বিবাহ করিলে তিনি জেসনের অপরা পত্নীকে ও তাহার গর্ভজাত সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলেন এবং পরে এথেন্সে পলায়ন করেন (গ্রীক পুঃ)।

মিডিয়ুসা (Medusa)—দানবীবিশেষ। তিনি পার্সিয়ুস (Perseus) কর্তৃক নিহত হন (গ্রীক পুঃ) ['পার্সিউস' দ্রঃ]।

মিন্টো, লর্ড (Minto, Lord)—১। (১৭৫১—১৮১৪)। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট (১৮০৭—১৮১৩)। প্রকৃত নাম জর্জ এলিয়ট। ওলন্দাজের অধিকৃত জাভা-দ্বীপের বাটাভিয়া শহর দখল, রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন, বুন্দেল-খণ্ডে শান্তিস্থাপন, কালঞ্জরদুর্গ অধিকার, কোলহাপুর ও সামন্তবাড়ীর দস্যুবৃত্তি-পরায়ণ রাজাদিগের দমন, কলিকাতা হইতে বারাক-পুর পর্যন্ত ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ, কোম্পানির নূতন সনন্দ লাভ, দেশীয় লোকদিগের শিক্ষা-কল্পে কোম্পানির কোষাগার হইতে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা দান, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে অধিকার প্রদান এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার লোপ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২। (১৮৪৫—১৯১৪)। ভারতের বড়লাট (১৯০৫—১৯১০)। প্রথমে তিনি সমর-বিভাগে কার্য করিতেন। কিছুকাল তিনি ক্যানাডার গভর্নর-জেনারেলের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন এবং পরে ক্যানাডার গভর্নর-জেনারেল হইয়াছিলেন। যুবরাজ পঞ্চম জর্জের সস্ত্রীক ভারতে আগমন, বিস্ফোরক পদার্থ ও রাজদ্রোহ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার এবং তাহাতে অধিকসংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ এবং ভারত সরকারের শাসন-পরিষদে সার এস্. পি. সিংহকে সচিবরূপে নিয়োগ তাঁহার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লর্ড মিন্টোর নিমন্ত্রণে ১৯০৭-এ আফগানি-স্তানের আমির হবিবুল্লা ভারতে আগমন ও ভারত ভ্রমণ করেন।

মিনার্ভা (Minerva)—জ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ ও চারুশিল্পের দেবী। পিতা জুপিটার। তিনি দেবদাসী ও চিরকুমারী। প্রেমের সহিত তাঁহার চিরবিরোধ (বৈদে পুঃ)।

মিনোটর (Minotaur)—বৃষের ন্যায় মস্তক ও মানবের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দৈত্য। এই দৈত্য ক্রীটের গোলকধাঁধায় রক্ষিত হইয়া নরমাংস ভক্ষণ করিত। দৈত্যটি থিসিউস কর্তৃক নিহত হয় (গ্রীক পুঃ) ['থিসিউস' দ্রঃ]।

মিল, জন স্টুয়ার্ট (Mill, John Stuart)—(১৮০৬—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক। তিনি ফরাসী দার্শনিক কোঁতের (Comte) মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বেন্থামের প্রয়োগবাদের (utilitarianism) উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার অন্যান্য পুস্তক-মধ্যে 'প্রিন্সিপল্‌স্ অব পলিটিক্যাল ইকনমি' এবং 'এসে অন লিবার্টি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৪৩-এ তিনি তাঁহার বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৫-এ শ্রমিক-পক্ষ হইতে তিনি পার্লা-মেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ডিজ্‌রেলির 'উৎকোচ-নিবারণ' বিলের সমর্থন করিয়াছিলেন।

মিল্টন, জন (Milton, John)—(১৬০৮—১৬৭৪)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ১৬৩২-এ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজ হইতে এম্. এ. পাস করেন। ইহার পরই তিনি পাঁচ বৎসর মধ্যে 'কোমাস', 'লিসিডিয়াস', 'লালেগ্রো' এবং 'ইল্-পেন্সোরেসো' নামক কয়টি কাব্য রচনা করেন। অতঃপর তিনি কিছুকাল দেশভ্রমণ করেন। তিনি কিছুকাল প্রধান মন্ত্রী ক্রমওয়েলের ল্যাটিন সেক্রেটারী ছিলেন। ১৬৫২-এ তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হন। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তিনি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিচারে কিছুকাল কারাভোগ করেন। কারামুক্ত হইয়াই তিনি প্রসিদ্ধ 'প্যারাডাইজ লস্ট', 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড' এবং 'স্যাম্সন্ অ্যাগোনিস্টেস' নামক তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক, 'Areopagitica' (১৬৪৪) বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মীর কাসিম—(শাসনকাল ১৭৬০—১৭৬৩)। বাঙ্গালার নবাব। নবাব মীরজাফরের জামাতা। ইংরেজের সাহায্যে তিনি নবাবী লাভ করেন। তিনি ইংরেজকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি প্রদান করেন। তিনি ইংরেজের কর্তৃত্ব পছন্দ করিতেন না এবং ইংরেজকে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। মীর জাফরের সময় হইতেই কোম্পানির কর্ম-চারিগণ বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে থাকে। ইহাতে তিনি ব্যবসায়ীদের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেন। কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্মচারিগণ ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা মীর কাসেমের সর্বনাশ সাধনের ইচ্ছায় পাটনা শহর অধিকার করে। তখন মীর কাসিম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি তিনবার পরাজিত হন। তিনি ইংরেজের সঙ্গে যে সকল যুদ্ধ করেন তন্মধ্যে উধুয়ানালার যুদ্ধ অন্যতম। অতঃপর তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগলসম্রাট শাহ্ আলমের সঙ্গে মিলিত হইয়া ১৭৬৪-এ বক্সারে পুনরায় ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি নিরুদ্দেশ হন।

মীর জাফর—(শাসনকাল ১৭৫৭—১৭৬০)। পলাশীর যুদ্ধের পরে মুর্শিদাবাদের নবাব। তিনি প্রথমে নবাব সিরাজদ্দৌলার সিপাহশালার ছিলেন। পরে ক্লাইভের সহিত চক্রান্ত করিয়া পলাশীর যুদ্ধে যোগদান না করিয়া এবং নবাব-সৈন্যের যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দিয়া সিরাজদ্দৌলার সর্বনাশ করিয়া বাঙ্গালার নবাব হন (১৭৫৭)। কিন্তু ইংরেজদিগের ক্ষতিপূরণ করিতে এবং ইংরেজ কর্মচারীদিগকে অর্থদান করিতে তিনি নিঃস্ব হইয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া অর্থ

সংগ্রহ করেন। ক্লাইভ ইংলণ্ডে গেলে তিনি বড়ই অসহায় অবস্থায় পতিত হন। কোম্পানিকে অর্থদানে সন্তুষ্ট রাখা তখন তাঁহার সাধ্যাতীত হয়। ফলে ১৭৬০-এ তাঁহার নবাবী যায় ['মীর কাসিম' দ্রঃ]। ১৭৬৩-এ মীর কাসিমের সহিত ইংরেজদের বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি পুনরায় নবাব হইয়া অনতিকাল পরেই মারা যান।

মীর জুমলা—(?—১৬৬৩)। পারস্যদেশীয় বণিক। বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতে আসিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হন এবং তদীয় সেনাপতির পদ লাভ করেন। পরে তিনি বাঙ্গালার সুবাদার হন।

মীর মদন—সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি। মোহনলাল তাঁহার সহকারী ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন।

মীর মশার্‌রফ হোসেন—(১৩ই নভেম্বর ১৮৪৭—১৯১১?)। বিখ্যাত সাহিত্যিক। জন্মস্থান লাহিনীপাড়া, নদীয়া। পিতা মুয়াজ্জম হোসেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। কাঙাল হরিনাথ তাঁহার সাহিত্যগুরু। তিনি ঊনিশ শতকের মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে সর্বপ্রথম সাহিত্যশিল্পী। সংবাদপত্র সমালোচনাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু'। এ ছাড়া 'জমিদার দর্পণ' (নাটক), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (উপন্যাস) ইত্যাদি গ্রন্থ আছে।

মীরাবাঈ—(১৫শ শতক)। ধর্মপরায়ণা রাজপুত রমণী। তিনি রাঠোরবংশের কন্যা। তিনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। মেবারের রাজা রাণা কুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ঐশ্বর্যবিলাস তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। তিনি সর্বদাই বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। মেওয়ারের রাজারা শক্তির উপাসক হইলেও তিনি পরম কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ছিলেন। ফলে রাজপরিবারে বিরোধের জন্য তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গরিবদুঃখীদের সেবা করিয়া দিন কাটাইতে হয়। অতঃপর তীর্থ পর্যটনে বাহির হইয়া তিনি দ্বারকায় আসিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি একজন সুগায়িকা ছিলেন। তাঁহার রচিত ভজনগানগুলি ভক্তজনের আদরের সামগ্রী।

মীরা বেন (Mira Ben)—(জন্ম ১৮৯২)। মহাত্মা গান্ধীর ইংরেজ শিষ্যা। প্রকৃত নাম মিস ম্যাডেলিন স্লেড (Madeleine Slade)। পিতা অ্যাড্‌মিরাল এড্‌মণ্ড স্লেড (Edmond Slade)। তিনি রোমা রোলাঁর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া গান্ধীজীর শিষ্যা হন। আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৬-এ তিনি নিজে একটি আশ্রম গঠন করেন। উন্নয়ন কাজের জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশের সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন (১৯৪৭—৫০)।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ—(১৬শ—১৭শ শতক)। চণ্ডীকাব্য রচয়িতা। বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামে জন্ম। পিতা হৃদয় মিশ্র। তিনি বর্ধমান ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরের আড়রার রাজা বাঁকুড়া দেবের নিকট গমন করেন। এখানে তিনি বাঁকুড়া দেবের পুত্রের শিক্ষক হন। এখানেই তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। এই রাজার নিকট হইতেই তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি পান। তাঁহার কাব্য 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' নামে খ্যাত।

মুকুন্দ রায়—(১৬শ শতক?)। ফরিদপুরের নিকটে ভূষণার বিখ্যাত বীর রাজা। তাঁহার জন্মবিবরণ বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি খুব বীর ছিলেন ও পার্শ্ববর্তী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার জীবনের শেষভাগে কেদার রায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পুত্রের নাম শত্রুজিৎ বা শত্রাজিৎ।

মুকুলজি—মেবারের রাণা লক্ষের পুত্র। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চণ্ড। সত্যরক্ষার জন্য চণ্ড সিংহাসন ত্যাগ করিলে তিনি পিতার মৃত্যুর পর মেবারের রাণা হন।

মুচুকুন্দ—মান্ধাতার পুত্র। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় তিনি দেবতাগণকে সাহায্য করেন। দেবতারা প্রীত হইয়া এই বর প্রদান করেন যে, তিনি নিদ্রিত হইলে যদি কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। তিনি এক পর্বতগুহায় ঘুমাইতে আরম্ভ করেন। বহুযুগ কাটিয়া গেল, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে পড়িয়া কালযবন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তিনি তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। তিনি গুহা হইতে বাহির হইয়া জানিতে পারেন যে, যুগের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। দুঃখিত মনে তিনি হিমালয় প্রদেশে চলিয়া যান এবং সেখানে যোগে সমাহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন (ভাগবত)।

মুঞ্জে ডাঃ বি. এস. (Moonje, Dr. B. S.)—হিন্দু নেতা ও দেশকর্মী। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কিছুকালের জন্য কারাভোগ করেন। হিন্দুদের সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।

মুডী, হেলেন উইল্‌স্ (Moody, Helen Wills)—(জন্ম ১৯০৬)। বিখ্যাত মহিলা টেনিস খেলোয়াড়। ক্যালিফর্নিয়ার বার্কলে নামক স্থানে জন্ম। মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি প্যাসিফিক কোস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ১৯২৭-এ উইম্বল্‌ডনে সিঙ্গেল্‌স্ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া, আরও সাতবার উইম্বল্‌ডনে সিঙ্গেল্‌স্ চ্যাম্পিয়নশিপ পান। তিনি মিস্ হেলেন জ্যাকব্‌স্-এর সঙ্গে খেলিয়া একবার (১৯৩৩) পরাজিত ও একবার (১৯৩৮) জয়লাভ করেন।

মুধোলকার, রঙ্গনাথ নরসিংহ—(জন্ম ১৮৫৭)। দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক নেতা। জন্মস্থান ধুলিয়া নামক গ্রাম। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মুধোল-নামক জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মুধোলকার উপাধি হইয়াছে। ৩১ বৎসর বয়সে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ৩৩ বৎসর বয়সে কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপে বিলাতে গমন করেন (১৮৯০)। ১৯১২-এ তিনি পাটনা কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৯-এ তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য হন। তিনিই মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় শিল্পসভার সম্পাদক হইয়া তিনি দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করেন।

মুর—দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্য বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়।

মুর, জন (Moore, Sir John)—(১৭৬১—১৮০৯)। বিখ্যাত স্কটিশ সেনাপতি। তিনি হল্যাণ্ডে ও মিশরে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ১৮০৮-এ তিনি 'করুনা'র (Coruna) যুদ্ধে ফরাসীদিগকে পরাস্ত করেন। পর বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মুরজা—কুবেরের পত্নী।

মুর, টমাস (Moore, Thomas)—১। (১৭৭৯—১৮৫২)। আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ইংলণ্ডের কবি লর্ড বায়রনের বন্ধু ছিলেন। তিনি লর্ড বায়রনের জীবনীও লেখেন। 'Irish Melodies', 'The Epicurian', 'Lalla Rookh' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। ২। (More, Sir Thomas)—(১৪৭৮—১৫৩৫)। ইংরেজ রাজনীতিক। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর আমলে Lord Chancellor হন কিন্তু ধর্মবিষয়ে রাজার কর্তৃক শপথ করিয়া স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

'Utopia' নামে তাঁহার রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থখানি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

মুরাদ—আকবরের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি দাক্ষিণাত্যের আহ্‌মদনগরের চাঁদবিবিকে শাস্তি দিবার জন্য আকবর কর্তৃক প্রেরিত হন কিন্তু বিফলমনোরথ হন। অতঃপর চাঁদবিবির মৃত্যুর পর তিনি আহ্‌মদনগর অধিকার করেন। পিতার জীবিতকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুরাদ বক্স—শাহ্‌জাহানের কনিষ্ঠ পুত্র। শাহ্‌জাহান পীড়িত হইলে তাঁহার চারিটি পুত্র সিংহাসনের জন্য কলহ করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে নিজের দলভুক্ত করিয়া দারার সহিত যুদ্ধ করেন। পরে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং পরে মারিয়া ফেলেন।

মুরারি গুপ্ত—বিখ্যাত গৌরভক্ত কবি। শ্রীহট্টে তাঁহার জন্ম। পিতা অচ্যুতানন্দ। তিনি নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সহপাঠী ও সঙ্গী ছিলেন। তিনি 'চৈতন্য-চরিত' বা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' গ্রন্থ রচনা করেন (১৪৩৫ শক)।

মুরারি মিশ্র—তিনি 'অনর্ঘরাঘবম্' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক প্রকাশ করেন।

মুরারিমোহন গুপ্ত—(? ১২২৮—১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান মণিপুর। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক। পিতা কবিরাজ মধুসূদন গুপ্ত। তিনি শ্রীরামপুর কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি লালা কেবল কিষণের শিষ্য শ্রীরাম চক্রবর্তী ও নিমাই চক্রবর্তীর নিকট বহুকাল মৃদঙ্গবাদন অভ্যাস করেন। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহারই ছাত্র ছিলেন।

মুল্‌কেরাজ আনন্দ—(জন্ম ১৯০৩)। লণ্ডন ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক—বহির্ভারতেও সুপরিচিত। ১৯৬৫ সালে 'ললিতকলা আকাদমী'র সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'Two Leaves and a Bud', 'Untouchable', প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

মুর্শিদকুলি খাঁ—(—১৭২৫ ?)। মুসলমান যুগে বাংলার সুবাদার। তিনি বাদশাহ্‌ শাহ্‌জাহানের আমলে দাক্ষিণাত্যের কর্মচারী ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন সুবাদার আওরঙ্গজেবের নির্দেশে সেখানকার রাজস্ববিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহ্‌ হইলে তিনি বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। পরে তিনি কার্যতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৭০৩—০৪)। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

মুসা (**মোজেস**—Moses)—(খ্রীঃ পূঃ ১৫৭১—১৪৫১)। ইহুদীদের ধর্মপ্রচারক। মিশরে তাঁহার জন্ম। তিনি মেষপালক ছিলেন। ইহুদীদিগকে লইয়া প্যালেস্টাইনে যাইতে ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ করেন। তিনি ঈশ্বরের আদেশে সিনাই পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। পর্বতে আরোহণ করিলে ঈশ্বর তাঁহাকে ইহুদীদিগের পালনের জন্য কতকগুলি ধর্মবিধি বলিয়া দেন। ইহাই বাইবেলে দশাজ্ঞা (Ten Commandments) নামে খ্যাত।

মুসোলিনী, সিনর বেনিটো (Mussolini, Signor Benito)—(২৯শে জুলাই, ১৮৮৩—১৯৪৫)। ইটালীর ডিক্টেটার ও ফ্যাসিস্ট দলের নেতা। ইটালীর ভেরিয়ার প্রেদাপ্পিও গ্রামে জন্ম। পিতার নাম আলেসান্দ্রো। তিনি কর্মকার ছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহার মায়ের পরিচালিত একটি স্কুলে পড়াশোনা করিয়া তিনি কায়েনজার কলেজে ভরতি হন। এখানে তাঁহার ভাল লাগিত না। এখানে ছয় বৎসর পড়িয়া তিনি গ্রামে ফিরিলেন ও পরে স্কুলমাস্টারের কাজ লইয়া বাহির হইলেন। স্কুলে কাজ করিবার সময় তাঁহার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া হয়, ফলে তাঁহার কাজ যায়। কিছুকাল অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে কাটাইতে হইল। পরে 'Il Popolo' নামে একটি কাগজের সঙ্গে যুক্ত হন (১৯০৮)। এ সময়ে তিনি অস্ট্রিয়ায় ছিলেন। তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং অস্ট্রিয়া হইতে তিনি নির্বাসিত হন। ১৯১০-এ তিনি বিখ্যাত পত্রিকা 'La Lotta di Classi' বাহির করেন। ইহাতে বিদ্রোহাত্মক বহু রচনা থাকিত। শীঘ্রই তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯১১-এ পাঁচ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন এবং মুক্তি পাইয়া সমাজতন্ত্রীদের পত্রিকা 'Avanti'-র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১৭-এ তিনি ফ্যাসিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২২-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। বিপক্ষদল তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করে। ১৯৩৩-এ তিনি যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী হন। ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দেন। তাঁহার প্ররোচনায় ইটালী আবিসিনিয়া অধিকার করে। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান করে। ১৯৪০-এ তাঁহার নির্দেশে ইটালী জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে তিনি মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হন। অতঃপর তিনি পদচ্যুত ও বন্দী হন (২৫শে জুলাই, ১৯৪৩), কিন্তু কিছুকাল পরেই জার্মানগণ কর্তৃক মুক্ত হইয়া ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করিলে ইটালীর রাজা পলায়ন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

মুস্তাক আলী—(জন্ম ১৯১৩)। প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড়। ১৯২৮ পর্যন্ত তিনি নাইডুর নিকট খেলা শিক্ষা করেন। মুস্তাক বাম হাতে নানা কায়দায় বল করিয়া থাকেন। ১৯২৯-এ রাজা ধনরাজগিরির হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের সম্মিলিত দলের বিপক্ষে খেলিয়া ৫ রানে ৫ জনকে আউট করেন। ১৯৩০-এ তিনি বিজয়নগরের মহারাজকুমারের টিমের হইয়া হব্‌স ও সাট্‌ক্লিফের সহিত ভারতের সকল প্রদেশে ক্রিকেট খেলেন। তিনি উক্ত বৎসরে বাঙ্গালায় গভর্নরের দলের বিরুদ্ধে ৩৫ রানে ৬, ও ৩৮ রানে ৫ জনকে আউট করিয়া বিশেষ ক্রীড়াকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। বাম হাতে বল করিলেও তিনি ডান হাতে ব্যাট করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়া এবং এম. সি. সি. টিমের বিপক্ষে খুবই ভাল খেলিয়াছেন।

মৃকণ্ডু—মার্কণ্ডেয় মুনির পিতা।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার—(?—১৮১০)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজদিগকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিতেন। উক্ত কলেজে পাঠ্য করিবার জন্য তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন' ও বিদ্যাপতি-প্রণীত 'পুরুষ পরীক্ষা'র অনুবাদ প্রণয়ন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি 'রাজাবলী' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মেকলে, টমাস ব্যাবিংটন, লর্ড (Macaulay, Thomas Babington, Lord)—(১৮০০—১৮৫৯)। ভিক্টোরিয়া-যুগের বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক। ভারতের বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের সদস্য ছিলেন। 'Essays', 'Lays of Ancient Rome', 'History of England' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। তিনি অত্যন্ত ভারত-বিদ্বেষী ছিলেন।

মেকিয়াভেলি, নিকোলো (Machiavelli, Niccolo)—(১৪৬৯—১৫২৭)। ফ্লোরেন্স-নিবাসী বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ ও ঐতিহাসিক। তাঁহার লিখিত 'The Prince' নামক পুস্তকখানি জগদ্বিখ্যাত। তিনি ফ্লোরেন্সেরও একটি ইতিহাস লেখেন।

মেগাস্থিনিস (Megasthenes)—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় প্রেরিত আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের দূত। তাঁহার

লিখিত বিবরণ হইতে সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়।

মেঘনাদ—ইন্দ্রজিৎ (তাহা দ্রঃ)।

মেঘনাদ সাহা, ডাঃ—(১৮৯৩—১৯৫৬)। সুবিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী। ঢাকা জেলায় জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রনাথ। ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলি বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। পরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসেন। সে সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু অধ্যাপনা করিতেন। তিনি তাঁহাদের কাছে পড়িয়া অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স-এ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হইয়া ডিগ্রীলাভ করেন (১৯১৫)। এম. এস্‌সি. পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় স্থান পান। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে মন না বসায় তিনি পদার্থবিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করেন এবং 'ইলেকট্রো-ডায়নামিক্স'-এ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া (১৯১৯) ডি. এস্‌সি. ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৯২০-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। পরে লণ্ডনে ও মিউনিকে গিয়া গবেষণা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি Khaira Professor of Physics হন। তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৩—৩৮) অধ্যাপনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পালিত অধ্যাপক' হন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৩৪) ও 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তিনি লোকসভায় সভ্য হন (১৯৫১)।

মেচনিকফ, ইলিয়া (Mechnikov, Ilya)—(১৮৪৫—১৯১৬)। বিখ্যাত রুশীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্। ১৯০৮-এ তিনি ভৈষজ্যতত্ত্বের গবেষণা করিয়া 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন।

মেটকাফ, চার্লস্ (Metcalfe, Sir Charles)—(১৭৮৫—১৮৪৬)। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট (১৮৩৫)। তিনিই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার স্মরণার্থ মেটকাফ হল নামে একটি পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছিল। বড়লাট লর্ড কার্জন তাহারই নাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী রাখিয়াছিলেন। বড়লাট হইবার পূর্বে এবং কিছুকাল পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন।

মেটা, ফিরোজশা মেহের বলিজী, সার—(১৮৪৫—১৯১৫)। দেশকর্মী ও শিক্ষাব্রতী। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পার্শী এম. এ. এবং ভারতীয় পার্শী-জাতির মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে তিনি প্রবেশ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি একজন সুযোগ্য সদস্য ছিলেন।

মেটারনিক-উইনিবার্গ, প্রিন্স ফোন (Metternich-Winneburg, Prince von)—(১৭৭৩—১৮৫৯)। অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। ১৮১৫-এ যে ভিয়েনা কংগ্রেস হয়, তাহাতে নির্ধারিত শর্তগুলির তিনি প্রায় সব কয়টিই অগ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করেন। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে বিনষ্ট করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নেপোলিয়নকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সহিত মিলিত হন।

মেটারলিঙ্ক, কাউণ্ট মরিস (Maeterlinck, Count Maurice)—(১৮৬২—১৯৪৯)। বেলজিয়ামের প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। তাঁহাকে বেলজিয়ামের শেক্সপীয়র বলা হইয়া থাকে। 'La Princesse Maleine', 'Palleau et Melisande' 'L' Oiiseau Bleu' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত রচনা। ১৯১১-এ তিনি 'নোবেল প্রাইজ' পান। ১৯৩২-এ তিনি 'কাউণ্ট' উপাধি লাভ করেন।

মেণ্টর (Mentor)—ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকাসের শিক্ষক। ইউলিসিস্ যখন ট্রোজান যুদ্ধে গমন করেন, তখন তিনি টেলিমেকাসের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

মেনকা—পার্বতীর মাতা ও গিরিরাজের পত্নী (হিন্দু)।

মেনা হাতী—রাজা সীতারাম রায়ের মহাবল সেনাপতি। নবাব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

মেনেলাউস (Menelaus)—স্পার্টার রাজা। তাঁহার ভ্রাতা অ্যাগামেম্নন (Agamemnon)। তিনি হেলেনের স্বামী। হেলেন প্যারিসের সহিত ট্রয় নগরে চলিয়া গেলে তিনি ট্রোজান যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি হেলেনকে ক্ষমা করেন ও পুনরায় গ্রহণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

মেনেলিক, ২য় (Menelik II)—(১৮৪৪—১৯১৩)। আবিসিনিয়ার নিগ্রো-সম্রাট্। আবিসিনিয়ার সম্রাটগণের মধ্যে তাঁহার নাম অতি বিখ্যাত। ১৮৮৯-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বীরত্ব ও পরাক্রম সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

মেমনন (Memnon) তিনি অরোরার পুত্র এবং ইথিওপিয়ার রাজা। ট্রয়যুদ্ধে তিনি একিলিস কর্তৃক নিহত হন (গ্রীক পুঃ)।

মেয়ো, লর্ড (Mayo, Lord)—(১৮২২—১৮৭২)। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট। তাঁহার সময় প্রাথমিক শিক্ষার অনেক প্রসার হয়। আজমীর কলেজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৯-এ আফগানিস্তানের আমীর শের আলি তাঁহার নিমন্ত্রণে আম্বালার দরবারে আসিয়া যোগ দেন। ১৮৭২-এ তিনি আন্দামানে গমন করেন এবং শের আলি-নামক এক অন্তরীণ মুসলমান কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

মেরিডিথ, জর্জ (Meredith, George)—(১৮২৮—১৯০৯)। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তিনি মৌলিক কবিতা রচনার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'Ordeal of Richard Feverel', 'The Egoist', 'Diana of the Crossways', 'The Amazing Marriage', 'Evan Harrington,' 'Rhoda Fleming' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

মেরিয়া টেরেসা (Maria Theresa)—(১৭১৭—১৭৮০)। জার্মানীর সম্রাজ্ঞী। তাঁহার পিতা ষষ্ঠ চার্লস্। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন পান। সিংহাসন লইয়া তাঁহার সহিত অন্যান্য রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহা 'War of the Austrian Succession' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালিনী রাজ্ঞী ছিলেন।

মেরিয়া, লুইসা (Maria, Louisa)—(১৭৯১—১৮৪৭)। অস্ট্রিয়ার রাজা ১ম ফ্রান্সিসের কন্যা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

মেরিয়াস কেয়াস (Marious Caius) —(খ্রীঃ পূঃ ১৫৫—৮৬)। রোমের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ও কনসাল। তিনি সাতবার কনসাল হন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ১১৪ অব্দে স্পেনের Propraetor নিযুক্ত হন।

মেরী (Mary, Queen of Scots)—(১৫৪২—১৫৮৭)। স্কটল্যাণ্ডের রাজকন্যা ও রাণী এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। স্কটল্যাণ্ডের ৫ম জেম্‌সের কন্যা। ২য় ফ্রান্সিসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং ফলে তিনি ফ্রান্সের রাজমহিষী হন। এলিজাবেথ টিউডারের মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী ঘোষিত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন (১৫৬০)। তথায় লর্ড ডার্নলের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ডার্নলে নিহত হইলে (১৫৬৭) তিনি লর্ড বথওয়েলকে বিবাহ করেন, ইহাতে সম্ভ্রান্ত-সমাজ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি কৌশলে পলাইয়া ইংলণ্ডে উপনীত হন। এখানে এলিজাবেথ

তাঁহাকে সুদীর্ঘ উনিশ বৎসরকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর 'ব্যাবিংটন ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (১৫৮৬)।

মেরী, ১ম (Mary I)—(১৫১৬—১৫৫৮)। ইংলণ্ডের রানী। অষ্টম হেনরীর ঔরসে ক্যাথারিনের গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ১৫৫৩-এ তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপের সহিত পর বৎসর তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি যে অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ সময়ই প্রোটেস্ট্যাণ্টদিগের উপর তিনি অমানুষিক অত্যাচার করেন। সেই হেতু তাঁহার নাম হয় 'Bloody Mary' (শোণিত-প্রিয়া মেরী)।

মেরী, ২য় (Mary II)—(১৬৬২—১৬৯৪)। তিনি ইংলণ্ডের রানী ও ২য় জেমসের কন্যা। প্রিন্স অব অরেঞ্জ উইলিয়ামকে বিবাহ করিয়া তিনি ১৬৮৮-এ স্বামীর সহিত গ্রেট বৃটেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সময়ে তিনি স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করিতেন।

মেরী, আন্টোয়ানেট (Marie, Antoinette)—(১৭৫৫—১৭৯৩)। ফরাসী-সম্রাট্ ষোড়শ লুই-এর পত্নী। তিনি সম্রাট্ ১ম ফ্রান্সিসের কন্যা। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ধৃত হইয়া তিনি নিহত হন।

মেরী, কুমারী (Mary, Virgin)—খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের মাতা। কুমারী অবস্থায় তাঁহার গর্ভে ঈশ্বরের তেজে যীশুর জন্ম হয়। খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের পর তিনি কিছুকাল জীবিত ছিলেন। যীশু তাঁহাকে আত্মীয়গণের তত্ত্বাবধানে বাস করিবার উপদেশ দিয়া যান। জেরুসালেম নগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মেসফিল্ড, জন এডওয়ার্ড (Mascefield, John Edward)—(জন্ম ১৮৭৮)। ইংরেজ কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯৩০-এ রাজকবি হন। তাঁহার 'Salt Water Ballads', 'The Everlasting Mercy' প্রভৃতি রচনা প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'Good Friday', 'Pompey the Great' নামক নাটক এবং 'Captain Margaret', 'The Hawbucks' প্রভৃতি উপন্যাস প্রসিদ্ধ।

মেসমের, ফ্রিডরিক আনটোন (Mesmer, Fridrich Antom)—(১৭৩৩—১৮১৫)। জার্মান ডাক্তার। তিনি সম্মোহনবিদ্যার উদ্ভাবন করেন এবং এই বিদ্যার সাহায্যে বহু রোগ আরোগ্য করেন।

মেহেদি, ইমাম—(৮৬৯—?) দ্বাদশ বা সর্বশেষ ইমাম। বাগদাদের অন্তর্গত সরমানরাই নামক স্থানে জন্ম। সিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, তিনি কোথাও লুকাইয়া আছেন। যীশুখ্রীষ্ট দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে মেহেদিও ইলায়াসের সহিত আসিয়া কাফেরদিগকে ইসলামধর্মে দীক্ষা দান করিবেন।

মেহের উন্নিসা—নূরজাহানের বাল্যনাম [নূরজাহান' দ্রঃ]।

মৈত্রেয়—জনৈক ঋষি। দুর্যোধন ইঁহাকে অপমানিত করিলে ইনি অভিশাপ দেন যে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হইবে।

মৈত্রেয়ী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদিনী পত্নী। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহত্যাগের প্রাক্কালে দুই পত্নীর মধ্যে তাঁহার সমস্ত সম্পদ বণ্টন করিয়া দিতে চাহিলে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্, তেনাহং কিমকুর্যাম্'? এই প্রশ্নের উত্তরেই যাজ্ঞবল্ক্য অমৃত-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

মৈনাক—পর্বতবিশেষ। তাঁহার পিতা হিমালয় এবং মাতা মেনকা। পূর্বে পর্বত-গুলির পক্ষ ছিল বলিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ সর্বদা ঐসকল পর্বতের ভয়ে থাকিতেন। তখন ইন্দ্র তাহাদের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলেন। কেবল পবনদেব মৈনাককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। হনুমানের সাগর লঙ্ঘনকালে মৈনাক তাঁহাকে নিজ শিখরে বসিয়া বিশ্রাম করিতে বলেন (রাম)।

মোজার্ট, উল্‌ফ্‌গাঙ অ্যামেডিউস (Mozart, Wolfgang Amadeus)—(১৭৫৬—১৭৯১)। অস্ট্রিয়াবাসী সুপ্রসিদ্ধ সুরকার ও গীত-রচয়িতা। জন্ম সালজবুর্গ নামক স্থানে। পিতা সুরকার ছিলেন বলিয়া তিনি ইওরোপের বিভিন্ন রাজদরবারে যান ও বিশেষ কীর্তি অর্জন করেন। সালজবুর্গের নির্জনে তিনি কিছুকাল কাজ করেন ও পরে ভিয়েনায় যান ও সম্রাট্ কর্তৃক জার্মান অপেরা রচনা করিবার কাজ পান। 'The Impresario', 'The Marriage of Figass' ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত সুর-রচনা।

মোসলে, অসওয়াল্ড (Mosley, Sir Oswald) (জন্ম ১৮৯৬)। ইংরেজ ফ্যাসিস্ট নেতা। তিনি ১৯২৪-এ শ্রমিকদল ভুক্ত হন; কিন্তু ১৯৩১-এ শ্রমিক-দলের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিয়া ব্রিটিশ ফ্যাসিস্টদলের নেতা হন।

মোহনচাঁদ বসু—(১৯শ শতক ?)। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। হাফ আখড়াই গানের স্রষ্টা। প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক এবং আখড়াই-গায়ক নিধুবাবুর সমসাময়িক। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'প্রভাকর' পত্রিকায় মোহনচাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মোহন প্রসাদ—ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের লোক। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল করার অভিযোগ আনয়ন করেন।

মোহনলাল, মহারাজ—(১৮শ শতক)। সিরাজদ্দৌলার অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি। তিনি একজন সামান্য লোক ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা যখন বাংলায় মসনদে বসেন নাই, তখন হইতে মোহনলালের তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয়। সিরাজদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলে সাধারণ সৈনিক হইতে তিনি অন্যতম সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হন। ইহার পর সওকতজঙ্গ (পূর্ণিয়ার নবাব) বিদ্রোহী হইলে, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে দমন করেন। পরে মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। মীর মদন আহত হইলে মোহনলাল অগ্রসর হন। কিন্তু এই সময়ে সিরাজদ্দৌলা মীরজাফরকে সেনাপতিত্বে বরণ করেন। মীর জাফর মোহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলে ইংরেজসৈন্য তাঁহার সৈন্যদলকে পিছন হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে তিনি শত্রুহস্তে বিনষ্ট হন।

মোহন সরকার—ওরফে মোহনদাস বৈরাগী। জন্মস্থান যশোহর জেলার গোপাল-নগর গ্রাম। তিনি ছুট সংগীত রচনায় এবং গানে অদ্বিতীয় ছিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার—(১৮৮৮—১৯৫২)। সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্য-সমালোচক। জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলায় বলাগড়। তিনি বলাগড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা (১৯০৪) ও বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি. এ. (১৯০৮) পাস করেন। কিছুকাল শিক্ষকতা করেন ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। 'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'সাহিত্যবিতান', 'রবি-প্রদক্ষিণ', 'কবি শ্রীমধুসূদন' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

মোপাসাঁ—(Maupassant, Guy de)—(১৮৫০—১৮৯৩)। প্রখ্যাত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ও গল্পলেখক। তিনি ফ্লবার্ট, জোলা ও দোদের বন্ধু ছিলেন। ইওরোপীয় সকল ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে তিনি

সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। Bel Ami, Une Vie ইত্যাদি তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

মৌনী বাবা—পূর্বনাম প্যারীলাল ঘোষ। নদীয়া জেলায় আবুদিয়া গ্রাম তাঁহার পৈত্রিক নিবাস। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে হিন্দুধর্মমতে যোগসাধনায় নিরত হইয়া তিনি বিন্ধ্যপর্বতের এক নির্জন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় মৌনী বাবা নামে অভিহিত হন।

ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামজে (MacDonald, Ramsay)—(১৮৬৬—১৯৩৭)। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। তিনি স্কটল্যাণ্ডের লোক। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯০৬-এ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। ১৯১১—১৪ এবং পুনরায় ১৯২২—৩১ পর্যন্ত তিনি পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের নেতা ছিলেন। ১৯২৪-এ তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। শ্রমিকদল হইতে এই প্রথম প্রধান মন্ত্রী হয়। ১৯২৯ এ তিনি পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু ১৯৩১-এ শ্রমিক সরকারের পতন ঘটে। অতঃপর তিনি জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করিয়া ১৯৩৫ পর্যন্ত উহার প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩৫ এ তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। শ্রমিকদের সম্বন্ধে তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'Socialism and Society', 'The Awakening of India', 'Parliament and Revolution' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ম্যাকবেথ (Macbeth)—(?—১০৫৭)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা। তিনি ডান্‌কানকে হত্যা করিয়া রাজা হন (১০৪০)। তিনি সিওয়ার্ড (আর্ল অব নরদাম্‌ব্রিয়া) কর্তৃক ১০৫৪-এ পরাজিত হন এবং ডান্‌কানের পুত্র তৃতীয় ম্যালকলম্ (Malcolm) কর্তৃক নিহত হন।

ম্যাকেঞ্জি, আলেকজাণ্ডার (Mackenzie, Sir Alexander)—(১৭৭৫—১৮২০)। বিখ্যাত ভৌগোলিক আবিষ্কারক। স্কটল্যাণ্ডের ইন্‌ভার্নেস নামক স্থানে জন্ম। ক্যানাডা দেশের ম্যাকেঞ্জি নামক নদী তাঁহার দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম 'Rocky Mountains' অতিক্রম করিয়া 'কেপ মেঞ্জিসে'র (Cape Menzies) নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হন।

ম্যাক্স বিয়ার (Max Bear)—বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। তিনি ইটালীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা প্রাইমো কার্নেরাকে হারাইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার পূর্বে কার্নেরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিবীর ছিলেন। একবার চলচ্চিত্রে অভিনয়ে কার্নেরার সহিত লড়িবার সুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহাকে হারাইয়া চ্যাম্পিয়নশিপ পান। নক্ আউটে কার্নেরাকে হারাইবার পর তিনি লুই-এর নিকট নক আউটে হারিয়া যান।

ম্যাক্সমুলার—(১৮২৩—১৯০০)। বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ জার্মান পণ্ডিত। পূর্ণ নাম ফ্রেডরিক ম্যাক্সিমিলান মুলার (Friedrich Maximilian Muller)। Dessaw নগরে জন্ম। তিনি কিছুকাল জার্মানীতে ও কিছুকাল প্যারিসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৮৪৮ হইতে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড নগরে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি সায়নাচার্যের ভাষ্য সহিত ঋগ্বেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি অক্সফোর্ডে আধুনিক ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 'History of Ancient Sanskrit Literature', 'Sacred Books of the Past', 'Science of Languages' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ম্যাক্সিম গর্কী—'গর্কী, ম্যাক্সিম' দ্রঃ।

ম্যাগেলান, ফার্ডিন্যাণ্ড (Magellan, Ferdinand)—(১৪৮০—১৫২১)। বিখ্যাত পোর্তুগীজ নাবিক। ১৫১৯-এ যে অভিযাত্রীর দল জাহাজে করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসে, তিনি সেই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন।

ম্যাটিল্ডা (Matilda)—(১১০২—১১৬৪)। ইংলণ্ডের রানী। তিনি ১ম হেনরীর কন্যা। হেনরীর মৃত্যুর পর তাঁহারই ইংলণ্ডের সিংহাসন পাইবার কথা ছিল, কিন্তু হেনরী দেহত্যাগ করিলে ১১৩৫-এ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্টিফেন সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। ১১৪১-এ তিনি লিঙ্কনের যুদ্ধে স্টিফেনকে পরাজিত করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করেন।

ম্যাডান, জে. এফ. (Madan, J. F.)—(১৮৫৫—১৯২৩)। প্রসিদ্ধ পার্শী দানবীর এবং চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী। জন্মস্থান বোম্বাই। পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। ১০ বৎসর বয়সে ৪ টাকা বেতনে তিনি থিয়েটারের অভিনেতার কার্য গ্রহণ করেন। ১৯ বৎসর বয়সে পিতামাতার সহিত তিনি কলিকাতায় আসেন এবং চলচ্চিত্র ও অন্যান্য ব্যবসায়ে ক্রোড়পতি হন। তাঁহার দান ছিল যথেষ্ট (প্রায় ২০ লক্ষ টাকা)। চলচ্চিত্রের প্রসারের জন্য তাঁহার নাম স্মরণীয়।

ম্যালেনকভ (Malenkov, Georgy M.)—(জন্ম ১৯০২)। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী। উরাল পর্বতের নিকটে অরেনবার্গ নামক স্থানে জন্ম। ১৯১৭-এ তিনি উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পরে লালসৈন্যে যোগদান করেন। পরে তিনি সৈন্যবিভাগ ছাড়িয়া টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক কাজকর্ম এত ভাল ছিল যে তিনি স্তালিনের খাস-সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হন এবং 'পলিটব্যুরো'র সদস্য হন (১৯৪৬)। স্তালিনের মৃত্যুর পর তিনি সহকারী প্রধান মন্ত্রী হইতে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন (১৯৫৩)।

ম্যাসারিক, টমাস—(Masaryk, Thomas)—(১৮৫০—১৯৩৭)। চেকোশ্লোভেকিয়ার ভূতপূর্ব সভাপতি। তিনি একজন গাড়োয়ানের পুত্র ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তিনি ২৯ বৎসর বয়সে প্রাগ নামক শহরে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তিনি টলস্টয় ও ওয়াল্ট হুইটম্যান এই উভয় মনীষীর মতবাদে বিশেষ আস্থাস্থাপন করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টে প্রবেশ করিয়া চেক দলের নেতা হন। ১৯১৭-এ তিনি রুশিয়ায় গমন করেন এবং চেকোশ্লোভাক সৈন্যদল গঠনে অনুপ্রেরণা দেন। চেক গণতন্ত্রের তিনিই প্রথম সভাপতি (১৯১৮)। ১৯৩৫-এ তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন।

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৫৯—১৯২৫)। পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার বেলেশিখিরা গ্রাম। বার বৎসর বয়সে তিনি 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় 'সমর শেখর' নামক উপন্যাস প্রকাশিত করেন। তিনি বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'চারুবার্তা' পত্রিকা সম্পাদনার্থ সেরপুর (ময়মনসিংহ) নামক স্থানে প্রেরিত হন। 'হিতবাদী' পত্রিকার আরম্ভ হইতে বহুকাল তিনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল তিনি মুর্শিদাবাদের 'উপাসনা'-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি টডের 'রাজস্থানের' বঙ্গানুবাদ, কাশীখণ্ড, মহাভারত' নারদীয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও বরাহপুরাণের বঙ্গানুবাদ, 'বীরমালা', 'রক্তদন্তা বা আমাদনগর পতন', 'জয়াবতী' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

যতীন্দ্রনাথ দাস—(১৯০৪, ১৩ই সেপ্টেম্বর, —১৯২৯)। সুবিখ্যাত দেশসেবক। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস। ১৯২০-এ ম্যাট্রিক পাস করিবার পরই তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন, পরে ১৯২৮-এ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়া পরবৎসর

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে কারারুদ্ধ হন। কারারুদ্ধ বিপ্লবীদের কতক-গুলি দাবি কর্তৃপক্ষ মানিয়া না লওয়াতে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি অনশন আরম্ভ করেন এবং ৬৩ দিন একটানা উপবাসে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় আনিয়া ১৫-৯-২৯ তারিখে গঙ্গাতীরে সৎকার করা হয়। তাঁহার মর্মরমূর্তি হাজরা পার্কে (কলিকাতা) স্থাপিত হইয়াছে।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)—(৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ - ১৯১৫)। সুবিখ্যাত বিপ্লবী। কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রামে জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র। ১৯০৫-এর আন্দোলনে তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন। সে সময় তিনি বাংলা সরকারের সেক্রেটারি Mr. Wheeler ও Mr. Omallyর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন সেই সময় তিনি কুষ্টিয়ার ছোরার আঘাতে একটি বাঘ মারেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাঘা যতীন' হয়। কানাইলালের ফাঁসির পর যখন বারীন্দ্র-প্রমুখ দল কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া আসিতে-ছিলেন, সেই সময় বিপ্লবীদের অবশিষ্ট প্রধান কর্মীদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথই পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব করেন। এই সময় যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইয়া পড়িয়া কারারুদ্ধ হন। অবশ্য বিচারে তিনি খালাস পান (১৯১১)। সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি গোপনে চুক্তিবদ্ধ হইয়া ও জাপান ও জার্মানী হইতে অস্ত্রাদি আনিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেন। ঠিক হইল, 'মেভারিক' নামক জার্মান জাহাজে তিনি বালেশ্বরে থাকিয়া মাদ্রাজ রেল লাইনের ভার লইবেন, যাহাতে বাহির হইতে ইংরেজ-সৈন্য কলিকাতায় না আসিতে পারে। কিন্তু পুলিস সকল পরিকল্পনাই ধরিয়া ফেলে এবং বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ সেখানে চারিজন সঙ্গীর সঙ্গে ছিলেন, তাহা ঘেরাও করিয়া ফেলে। এখানে যতীন্দ্রনাথ ট্রেঞ্চে থাকিয়া পুলিসের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাই কোপতিপোদার যুদ্ধ নামে খ্যাত। এইস্থলে আহত হইয়া তিনি বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)। জন্ম—শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রাম। কর্মজীবনে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। গদ্য-পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই সিদ্ধহস্ত হইলেও তাঁহার কবিখ্যাতি রবীন্দ্রযুগেও বর্তমান ছিল। রবীন্দ্রযুগে বাস করিয়াও তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় কাব্যরচনা করেন এবং সার্থকতা লাভ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'অনুপূর্বা', 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'মরুমায়া', 'মরীচিকা' প্রভৃতি প্রধান।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা, সার—(১৮৩১—১৯০৮)। দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী রাজা। কলিকাতার পাথুরিয়া-ঘাটার বিখ্যাত জমিদারবংশে জন্ম। পিতা হরকুমার ঠাকুর, মাতা শিবসুন্দরী দেবী। তিনি পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং বড়লাটের ব্যবস্থা-পরিষদের অতিরিক্ত সভ্য হন। তিনি মেয়ো হাসপাতালে, দাতব্য সভায় এবং বিধবাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য বহু অর্থ দান করেন। হিন্দুধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই এদেশে প্রথম থিয়েটারের সূত্রপাত হয়। 'Settled Estates Act' তাঁহার উৎসাহেই এদেশে প্রচলিত হয়। তাঁহার উৎসাহেই মাইকেল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করেন এবং তিনিই সেই কাব্য নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—(২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৮—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)। সুবিখ্যাত কবি। নিবাস জমসেরপুর, নদীয়া। অল্প-বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধ হন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের তিনি একজন শক্তিশালী কবি। কাহিনীমূলক কবিতা লিখিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'লেখা', 'রেখা', 'অপরা-জিতা', 'মহাভারতী', 'কাব্য-মালঞ্চ', 'নাগ-কেশর' ইত্যাদি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—(১৮৮৫—১৯৩৩)। বিখ্যাত দেশকর্মী। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রাম। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, মাতা বিনোদিনী দেবী। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯০২) ও বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান (১৯০৪)। তিনি কেমব্রিজ হইতে বি. এ. (১৯০৮) পাস দিয়া ১৯০৯-৭ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরই তিনি নেলী গ্রে নামে এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। দেশে ফিরিয়া ১৯১০-এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৯১২-এ এবং ১৯২২-এ চট্টগ্রামে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯২১-এ তিনি অসহযোগ আন্দো-লনে যোগদান করিয়া ব্যারিস্টারি পরিত্যাগ করেন। তিনি রেলওয়ের ১৪ হাজার কর্ম-ত্যাগী শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ১৪০০০ টাকা ঋণ করেন। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠন করিলে তিনি তাহাতে যোগ দেন। ১৯২৫—৩০ পর্যন্ত তিনি পাঁচবার কলিকাতা কর্পো-রেশনের মেয়র হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর হইতে ১৯২৯ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯১৮-এ তিনি কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯৩০, ২৬শে জানুয়ারি তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি রেঙ্গুনে (১৯৩০) আপত্তিকর বক্তৃতা দিবার জন্য ও জালিয়ান-ওয়ালাবাগে বক্তৃতা দিয়া কারারুদ্ধ হন। পরে কারামুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে তিনি বিলাতে গমন করেন এবং ফিরিবার সময় জাহাজে বন্দী হন (১৯৩২)। প্রথমে যারবেদা জেলে, পরে দার্জিলিং-এ ও তৎপরে রাঁচিতে তাঁহাকে রাখা হয়। রাঁচিতেই তিনি মারা যান।

যদু—মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র। মাতা দেবযানী। তিনি যাদবদিগের আদিপুরুষ (ভারত)।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—(১২৪৬—১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কবি ও শিশু-পাঠ্য পুস্তক-প্রণেতা। হুগলী জেলার কোন্নগরে জন্ম। তাঁহার সংকলিত 'পদ্য-পাঠ' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যদুনন্দন—(? ১৫৩৭—১৬০৮)। মালি-হাটীনিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্য। তিনি 'কর্ণানন্দ' নামে ঐতিহাসিক গ্রন্থ এবং 'বিদগ্ধমাধব' ও 'গোবিন্দলীলামৃতে'র বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ কবিতার ভণিতায় 'যদুনাথ দাস' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

যদুনাথ—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পিতা বিপ্রদাস। নিবাস পাছপাড়া। তাঁহারই ধান্যগোলাতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি পাওয়া যায় ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর উহা খেতুরীতে প্রতিষ্ঠা করেন।

যদুনাথ মজুমদার—(১৮৫৯—?) পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার লোহাগড়া গ্রাম। তিনি প্রথমে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া'-নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি 'ট্রিবিউন'-পত্রিকায় সম্পা-দকের পদ লাভ করিয়া লাহোর গমন করেন। তথায় কিছুকাল কার্য করিবার পর তিনি নেপালের দরবার স্কুলের শিক্ষকস্বরূপে নেপাল গমন করেন। কিন্তু নানা কারণে অল্পকাল পরেই নেপাল হইতে ফিরিয়া পুনরায় 'ট্রিবিউন'-পত্রিকার সম্পাদনা করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি কাশ্মীররাজের

রাজস্ব-সচিবের পদ লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে যশোহর জজকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি অত্যাচারী নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, উর্দু, ফারসী, মারাঠী, তেলেগু প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। 'হিন্দু পত্রিকা' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। 'শাণ্ডিল্য সূত্রে'র ইংরেজী টীকা এবং 'আনন্দের প্রসার' তাঁহার দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—(১২৪৬—১৩০০ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ ডাক্তার। জন্মস্থান শান্তিপুর। পিতার নাম কালিদাস। তিনি ধাত্রী-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'ধাত্রীশিক্ষা', 'উদ্ভিদ্ বিচার', 'শরীরপালন', 'সরল জ্বরচিকিৎসা' তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক। রানাঘাট হইতে তিনি কিছুকাল 'চিকিৎসা দর্পণ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কলিকাতায় থাকিতে 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' নামক সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

যদুনাথ সরকার—(১৮৭০-১৯৫৮)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক। জন্মস্থান রাজসাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রাম। পিতার নাম রাজকুমার। যদুনাথ ২২ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা পাস করেন এবং মওয়াট স্বর্ণপদক ও গ্রিফিথ রিসার্চ বৃত্তি লাভ করেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া পর বৎসর (১৮৯৮) প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। তাহার পর তিনি পাটনায় বদলী হন। দুই বৎসর (১৯১৭-১৯১৯) তিনি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং অতঃপর ৪ বৎসর (১৯২৩ পর্যন্ত) কটক রাভেনশ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে পুনরায় তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন এবং ১৯২৬-এ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়া আসেন। তিনি পাঁচ খণ্ডে আওরঙ্গজেবের বৃহৎ জীবনী এবং শিবাজীর জীবনী প্রণয়ন করিয়া অশেষ কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। ১৯২৩-এ তিনি বিলাতের 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্য হন। 'Fall of the Mughal Empire' ইত্যাদি তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে। বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মানাত্মক ডি. লিট্ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

যম—ধর্মরাজ। পিতা, সূর্য, মাতা সংজ্ঞা। তিনি দক্ষিণদিকের অধিপতি। তিনি জীবের পাপপুণ্যের ফলদানকারী। তাঁহার বাহন মহিষ ও অস্ত্র দণ্ড বা গদা। তিনি বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষ প্রজাপতির শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, মূর্তি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব, নর ও নারায়ণ এই কয়টি পুত্র জন্মে। কুন্তীর গর্ভে তাঁহার ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় ['ছায়া' ও 'অনীমাণ্ডব্য' দ্রঃ]।

যমলার্জুন—কুবেরের দুইটি পুত্র নারদের শাপে বৃন্দাবনে দুইটি অর্জুনবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিলেন ['নলকুবর' দ্রঃ]।

যযাতি—রাজা নহুষের পুত্র। রাজা হওয়ার পর একদা মৃগয়ায় গিয়া তিনি শর্মিষ্ঠা কর্তৃক কূপে নিপাতিত দেবযানীকে (শুক্রাচার্যের কন্যা) উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। শর্মিষ্ঠা ঐ অপরাধে দেবযানীর দাসী হইয়া যযাতির ভবনে আসেন। পরে যযাতি গোপনে শর্মিষ্ঠাকেও বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। দেবযানী এই বিষয় জানিতে পারিয়া পিতাকে জানাইলে শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া শুক্রাচার্য তাঁহাকে ইচ্ছামত ঐ জরা অন্যকে প্রদান করিবার ক্ষমতা দেন। পুত্র পুরু তাঁহার জরা গ্রহণ করেন। বহুকাল রাজ্য সুখাদি ভোগ করিবার পর পিতৃভক্ত পুরুকে সিংহাসন দান করিয়া তিনি জরা ফিরাইয়া লন এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (রাম, ভারত, ভাগ, বিষ্ণু)।

যযাতি কেশরী—(৫ম শতক)। উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষ। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

যশোদা—গোপরাজ নন্দের পত্নী। গোকুলে তাঁহার নিবাস ছিল। কংসের ভয়ে বসুদেব সদ্যোজাত পুত্র কৃষ্ণকে তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার কোলে রাখিয়া যান ও যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে লইয়া যান। যশোদা কৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পালন করিতে থাকেন (ভাগ, বিষ্ণু)।

যশোধর্মন—(৬ষ্ঠ শতক)। মালবের বিখ্যাত রাজা। তিনি মালবের অন্তর্গত দশপুর বা মন্দোসরে রাজত্ব করিতেন। হূনদিগের রাজা মিহিরগুলকে তিনি গুপ্তরাজ বালাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া করুর নামক স্থানে পরাস্ত করেন। ইহাই তাঁহার রাজত্বকালের অক্ষয় কীর্তি।

যশোবন্ত রাও, হোলকার—(১৮শ—১৯শ শতক)। ইন্দোরের সুবিখ্যাত মারাঠা রাজা। ১৭৯৫-এ অহল্যাবাঈ মারা গেলে তুকোজী হোলকার ইন্দোর রাজ্যের অধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুকাল দৌলত রাও সিন্ধিয়া ইন্দোর রাজ্যের প্রভাব বিস্তার করেন। অবশেষে তুকোজী হোলকারের অন্যতম পুত্র যশোবন্ত রাও হোলকার ইন্দোর রাজ্যে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন এবং পুনার যুদ্ধে (১৮০২) পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে (১৮০৩—১৮০৫) তিনি প্রথমদিকে নিরপেক্ষ ছিলেন, পরে যোগদান করেন। তিনি ইংরেজ সেনাপতি মনসনকে পরাজিত করেন কিন্তু দীগের যুদ্ধে নিজে পরাজিত হন।

যশোবন্ত সিংহ, রাজা—(১৭শ শতক)। মাড়বারের অন্তর্ভুক্ত যোধপুরের বিখ্যাত রাজা। সম্রাট শাহজাহানের তিনি একজন বীর সেনাপতি ছিলেন। আওরঙ্গজেবের অধীনে কাজ করিবার সময়ে তিনি কাবুলে নিহত হন এবং তাঁহার বিধবা পত্নী ও শিশু পুত্র অজিত সিংহ আওরঙ্গজেবের হস্তে পতিত হন। কিন্তু দুর্গাদাস সিংহের বীরত্বে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

যশোবর্মন—(রাজত্বকাল ৭২৫—৭৫২)। কান্যকুব্জের বিখ্যাত রাজা। তিনি গৌড় জয় করেন। ৭৩১-এ তিনি চীন সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। কবি ভবভূতি বাক্-পতিরাজ তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

যশোরাজ খাঁ—বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি। ব্রজবুলিতে তিনিই সর্বপ্রথম পদ রচনা করেন। 'রসমঞ্জরী'তে তাঁহার পদ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য—ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা যজুর্বেদ-বক্তা ঋষিবিশেষ। তিনি ঋষি বৈশম্পায়নের শিষ্য ['বৈশম্পায়ন' দ্রঃ]।

যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য—(? ১১১০—১১৬৬ বঙ্গাব্দ)। তিনি বীরভূম কচুগোড়ের রাজা রুদ্রচন্দ্র রায়ের গুরু ছিলেন। তিনি শাক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। গোষ্ঠলীলা বিষয়ক কতিপয় পদ রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৫০—১৯২৪)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। জন্মস্থান রংপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রাম। তিনি কাশীতে পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির নিকট বৈশেষিক দর্শন এবং বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট যোগ ও বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে বেনারস কুইন্স কলেজের অধ্যাপক গ্রিফিথ সাহেবের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। প্রাচ্য-ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়ারসন সাহেবের 'লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে রংপুর হাই স্কুলের পণ্ডিত ও পরে রংপুর কলেজ স্থাপিত হইলে তাহার অধ্যাপক হইয়াছিলেন। রংপুরে কারমাইকেল কলেজ স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি 'শিবস্তোত্র', 'চন্দ্রদূত', 'সুভদ্রাহরণ', 'প্রশান্ত কুসুম', 'রত্নকোষ কাব্যম্', 'ভারতগাথা' প্রভৃতি সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যামিনী গাঙ্গুলী—সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী। প্রাচ্য চিত্রকলার অনুসরণে তিনি চিত্রাঙ্কন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি চিত্র-সমালোচক হিসাবেও খ্যাত।

যামিনীভূষণ রায়, কবিরাজ—(১৮৭৯—১৯২৬)। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ এবং 'যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা। জন্মস্থান খুলনা জেলার পয়োগ্রাম। পিতার নাম পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি। তিনি বি. এ. পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হন। সঙ্গে সঙ্গে এম. এ. পাস করিয়া তিনি পিতার নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি বিজয়রত্ন সেনের নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং যথাকালে মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাস করিয়া 'বগলা মাড়ওয়ারী হাসপাতালে' ৪০ টাকা বেতনে কবিরাজের পদ লাভ করেন। কিছুকালমধ্যেই কবিরাজী ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী একযোগে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ' স্থাপনে প্রয়াসী হন এবং কলিকাতার মনোমোহন পাঁড়ে নামক এক ধনীর নিকট তদুপযোগী ভূমি প্রাপ্ত হন। অতঃপর স্বোপার্জিত এবং দানলব্ধ অর্থে তিনি উক্ত কলেজের গৃহ-নির্মাণ আরম্ভ করেন।

যামিনী রায়—প্রখ্যাত শিল্পী। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামে তাহার জন্ম হয়। পিতা রামতারণ রায় জমিদার ছিলেন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে যামিনী রায়ের মৃত্যু হয়।

যীশু খ্রীষ্ট (Jesus Christ)—খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। প্যালেস্টাইনে বেথলেহেম নামক গ্রামে জন্ম। তাঁহার মাতা মেরী ও পিতা জোসেফ। জোসেফ ন্যাজারেথের একজন ছুতার ছিলেন। জুডিয়া প্রদেশের অন্তর্গত এই স্থানে জোসেফ যখন ফিরিতেছিলেন, তখন বেথলেহেমে এক আস্তাবলে যীশুর জন্ম হয়। পরে তিনি ন্যাজারেথে (গ্যালিলির মধ্যে) ছুতারের কাজ করিয়া জীবন যাপন করেন। তিনি জনের নিকট জর্ডনের জলে দীক্ষিত হইয়া ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রচার করেন। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—এই বিশ্বাস, মানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব, ক্রোধহীনতা প্রভৃতি তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূলনীতি। এই ধর্মপ্রচারে ইহুদি পুরোহিতগণ তাহার উপর ক্রুদ্ধ হয়। তাঁহার অলৌকিক কার্যাবলীতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই। পরে জুডাস ইস্কেরিয়ট নামে যীশুর একজন বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় গেথসিমেন নামক স্থানে তিনি বন্দী হন এবং রোমক রাজা হিরোদের অধীন শাসনকর্তা পাইলটের আদেশে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জন্মদিন হইতে খ্রীষ্টাব্দের গণনা হয়।

যুধিষ্ঠির—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। যমের ঔরসে, পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে জন্ম। পরম ধার্মিক বলিয়া তাঁহার ধর্মরাজ নাম হয়। কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্য তাঁহার অস্ত্রগুরু। দুর্যোধন হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া কুরুবংশের সিংহাসনে তাহারই অধিকার ছিল। এই ব্যাপারে দুর্যোধনের সহিত বিবাদের ফলেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়। ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে ভ্রাতৃগণসহ বারণাবতের জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া মারিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াতে তাহারা রক্ষা পাইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবার ['দ্রৌপদী' দ্রঃ] পরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের পরিচয় পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আনিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করেন। পরে শকুনির সহিত পাশাখেলায় হারিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হন এবং খেলার শর্ত অনুযায়ী বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা হয়। তিনি দ্বাদশ বৎসর ভ্রাতৃগণসহ দ্বৈতবনে বাস করিয়া কঙ্ক নামে বিরাটের সভাসদরূপে তাঁহার গৃহে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। অজ্ঞাতবাসের পরও তিনি রাজ্য না পাওয়াতে কুরুক্ষেত্রে আঠার দিন ধরিয়া মহাসমর হয় এবং তাহাতে জয়ী হইয়া তিনি রাজ্য লাভ করেন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি বহুকাল রাজত্ব করেন। শেষে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য দান করিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ তিনি মহাপ্রস্থান করেন। দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ হিমালয়ে পতিত হন। অতঃপর ইন্দ্র তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য রথ লইয়া আসিলে তিনি পশ্চাতের কুকুররূপী ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতে অস্বীকৃত হন। পরে ধর্ম আত্মপ্রকাশ করেন এবং তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। দ্রোণাচার্যকে বধ করাইবার জন্য 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই কপট বাক্য বলিবার অপরাধে তাঁহাকে একবার মাত্র নরক দর্শন করিতে হয় (ভারত)।

যুবনাশ্ব—সূর্যবংশীয় রাজা। পিতা প্রসেনজিৎ। মান্ধাতা তাঁহার পুত্র। তিনি ব্রাহ্মণের হাতে সমুদয় রত্ন, প্রিয়তমা পত্নী ও অতি রমণীয় বাসস্থান প্রদান করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন (ভারত)।

যুযুৎসু—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের একজন। তিনি বয়স অনুযায়ী দ্বিতীয় ছিলেন। এক বৈশ্যা দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তিনি জন্মান। তিনি পাণ্ডবদের অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না, বরং তিনি পাণ্ডবদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন (ভারত)। যুযুৎসুর মাতার নাম সৌবলী (দেবীভা)।

যোগমায়া—যশোদার কন্যা। এই কন্যাকেই দেবকীর স্বামী বসুদেব চুরি করিয়া দেবকীর কাছে রাখিয়া দেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার কাছে রাখিয়া আসেন। কংস তাহাকে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া পাষাণে নিক্ষেপ করিলে তিনি শূন্যে উঠিয়া কংসকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে, যিনি তাঁহাকে বধ করিবেন তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন (বিষ্ণু)।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, কবিভূষণ—(১৮৫৭ ১৯২৭)। জন্মস্থান চব্বিশ পরগনা জেলার নিতাড়া গ্রাম। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', 'পৃথ্বীরাজ', 'অহল্যাবাঈ', 'পতিব্রতা', 'শিবাজী', 'তুকারাম', 'দেববালা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—(১৮৮৩—১৯২৮)। ঐতিহাসিক লেখক। জন্মস্থান যশোহর জেলার কচুবাড়িয়া গ্রাম। পিতা বিপিনবিহারী। বঙ্গবাসী ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি প্রথমে টাঙ্গাইল কলেজের ইংরেজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক হন। পরে ইকনমিক্স (অর্থশাস্ত্র) ও ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া হাজারিবাগে গমন করেন। ইহার পর তিনি গভর্নমেণ্ট কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া পাটনায় যান। তিনি 'রয়্যাল হিস্টরিক্যাল সোসাইটি', 'রয়্যাল ইকনমিক্যাল সোসাইটি', 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্ট্স' এবং 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার 'হিস্টরিক্যাল সোসাইটি' এবং 'হিস্টরিক্যাল রয়্যাল কমিশনে'র সদস্য ছিলেন। পাটনায় থাকিবার সময় তিনি 'প্রত্নতত্ত্ব বারিধি' এবং 'প্রত্নতত্ত্ববাগীশ' উপাধি লাভ করেন। পাটনা

মিউজিয়ম তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। তিনি পাটনায় নিজের এবং ছাত্রদের জন্য একটি বিরাট্ গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'সমসাময়িক ভারত' (নয় খণ্ড), 'গ্লোরিজ অব মগধ', 'অর্থনীতি', 'সাহিত্য-পঞ্জিকা', 'ইংরাজের কথা', 'চতুর্বেদ' (গল্প), 'পঞ্চবাণ' (গল্প), 'দেশভক্তি' (গল্প), 'ইকনমিক কনডিশন অব এনশেন্ট ইণ্ডিয়া', 'ইকনমিক হিস্টরি অব বিহার' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার—(১৮৬৬—১৯৩৭)। প্রসিদ্ধ শিশু-সাহিত্যিক। বিখ্যাত চিকিৎসক স্যর নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ সহোদর। প্রথমে তিনি কলিকাতার এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি 'মুকুল'-নামক শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'সিটি বুক সোসাইটি'-নামক পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার প্রণীত 'বনে-জঙ্গলে', 'রাঙা ছবি', 'পশুপক্ষী', 'হাসিরাশি', 'হিজিবিজি', 'জীবজন্তু' ও 'হাসিখুসী' প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালার শিশুদের আনন্দের খনি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—(১৮৫৪—১৯০৫)। সাংবাদিক ও লেখক। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ইলসবা গ্রাম (মাতুলালয়)। পৈতৃক বাসস্থান বেড়ুগ্রাম। পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু। এফ. এ. পরীক্ষা দিবার পর তিনি কিছুকাল স্কুলমাস্টারের কার্য করেন (জনাই স্কুল)। পরে 'সাধারণী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৮০-এ তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'বঙ্গবাসী'-পত্রিকা বাহির করেন। ইংরেজী 'টেলিগ্রাফ'-পত্রিকা এবং হিন্দী 'বঙ্গবাসী'-পত্রিকাও তাহারই প্রতিষ্ঠিত। 'রাজলক্ষ্মী', 'মডেল ভগিনী', 'নেড়া হরিদাস', 'বাঙ্গালী চরিত' প্রভৃতি পুস্তকগুলিও তাহার প্রণীত।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—(১৮৮২—১৯৬৫)। জন্মস্থান ঢাকা বিক্রমপুর। 'শিশু ভারতী' নামক একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত যে কোষগ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করিয়াছেন, ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি রূপে ঘোষিত হইবে। ইহা ছাড়াও তিনি 'কেদাররায়', 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৫৮—১৯০৯)। সাহিত্যিক। জন্মস্থান হুগলি জেলার বাঘাণ্ডা গ্রাম। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। এফ. এ. পর্যন্ত পড়িয়াই তিনি কলেজ ছাড়িয়া 'সুধাকর' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। 'অনুসন্ধান' এবং 'সুধাকর' পত্রিকায় তাঁহার উপন্যাসগুলি বাহির হয়। 'বড় ভাই' 'আমাদের ঝি', 'বিমাতা' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহার প্রণীত।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—(১৮৪৫—১৯০৪)। সুবিখ্যাত সাহিত্য-সেবক। জন্ম রানাঘাট মহকুমার শিমহাট গ্রামে। পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস নদীয়া জেলার সুবর্ণপুর। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে প্রবেশিকা (১৮৬৫), এফ. এ. (১৮৬৭), বি. এ. (১৮৭১) ও এম. এ. (১৮৭২) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করিয়া তিনি ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন ও ১৮৮০-এ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি 'আর্যদর্শন'-নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি তাঁহার প্রণীত--'ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত', 'গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্ত', 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত', 'কীর্তিমন্দির', 'আইন-সংগ্রহ', 'মদনমোহন তর্কলংকারের জীবনবৃত্তান্ত', 'সমালোচনামালা', 'আত্মোৎসর্গ', 'প্রাণোচ্ছ্বাস' ইত্যাদি। তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এক বিধবার পাণিগ্রহণও করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সেন—(১৮৮৩—১৯১৬)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত বাঙালী সৈনিক। জন্মস্থান চন্দননগর। পিতার নাম সারদা-প্রসন্ন। সিটি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভরতি হন এবং ১৯১০-এ ইংলণ্ডে লিড্স্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস্-সি. পাস করেন। পরে তিনি লিড্স্ সিটি কর্পোরেশনে ইলেক্‌ট্রিক বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। ১৯১৪-এ তিনি 'লিড্স্ সিটি ব্যাটেলিয়ান'-নামক সেনাদলে প্রবেশ করিয়া পরে 'ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার' সেনাদলের অধীনে মিশরে গমন করেন। তথা হইতে ফ্রান্সে গিয়া শত্রুপক্ষের গুলিতে তিনি নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ সামরিক রীতি অনুসারে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সম্বন্ধে এই উক্তি করা হইয়াছিল—He died like a soldier doing his duty and doing it well.

যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি (১৮৫৯—১৯৫৬)। জন্ম হুগলী জেলার দিগড়াগ্রাম। দীর্ঘজীবন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকিয়া ১৯১৯ সালে কটক র‍্যাভেনশ কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার পর স্থায়িভাবে বাঁকুড়ায় থাকিয়া গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙলাভাষা, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি বিস্তর মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'পূজাপার্বণ', 'চণ্ডীদাসচরিত', 'বাঙলা শব্দকোষ' প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট রচনা।

যোগেশ্বর পণ্ডিত—তাঁহার বংশ হইতে খড়দহমেলের উৎপত্তি হইয়াছে।

যোজনগন্ধা—ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী। তাঁহার অপর নাম মৎস্যগন্ধা ['সত্যবতী' দ্রঃ]।

যোশী, এন. এম. (Joshi, N. M.)—(জন্ম ১৮৭৯)। রাজনৈতিক ও শ্রমিক-নেতা। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য ছিলেন। তিনি শ্রমিকদের প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার কর্তৃক বহুবার মনোনীত হন। ১৯২৯—৩১-এ 'শ্রমিক কমিশনে'র (Labour Commission) তিনি সভ্য হন; ১৯৩০—৩২-এ গোল-টেবিল বৈঠকে তিনি প্রতিনিধি মনোনীত হন। জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘে তিনি বহুবার ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া গমন করেন। I. N. T. U. C. প্রতিষ্ঠানের তিনি সাধারণ সম্পাদক (১৯৪০)। তিনি People's War' নামক কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

যোসেফাস, ফ্লেবিয়াস (Josephus, Flavius)—(? ৩৭—১০০)। বিখ্যাত ইহুদি ঐতিহাসিক। তিনি 'History of the Jewish War', 'Antiquities of the Jews' প্রভৃতি ইতিহাস-গ্রন্থ লেখেন। তাহার লিখিত ইতিহাস হইতে বাইবেলের অনেক ঘটনার সত্যাসত্য প্রমাণ করা হয়।

র

রক্তবীজ—শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি এক দৈত্য। দেবী-যুদ্ধে ইহার প্রত্যেক বিন্দু রক্ত হইতে এক একটি রক্তবীজের উৎপত্তি হইয়াছিল। অবশেষে দেবী চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়িবার পূর্বেই স্বীয় জিহ্বা দ্বারা উহা পান করিতে থাকেন। এইরূপে নূতন অসুরের জন্ম নিবারণ করিয়া দেবী তাহাকে চামুণ্ডামূর্তিতে ধ্বংস করেন (রাম, দেবীভা, মার্ক)।

রকফেলার, জন ডি. (Rockefeller, John D.)—(১৮৩৯—১৯৩৭)। আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। নিউইয়র্ক স্টেটের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র কারখানায় তিনি ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্য করেন। অতঃপর ক্লিভল্যাণ্ডে গমন করিয়া এক অফিসের কার্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে এখানে পরিশ্রুত তৈলের ব্যবসায় করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন।

১৮৭০-এ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ট্রাস্ট' গঠিত হয় এবং ১৮৯২-এ উহার মূলধন ২ কোটি ২০ লক্ষ স্টার্লিংএ পরিণত হয়। তিনি শিক্ষা ও দাতব্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বহু কোটি ডলার দান করিয়া গিয়াছেন।

রঘু—সূর্যবংশীয় নৃপতি মহারাজ দিলীপের পুত্র। তাঁহার নাম অনুসারে অযোধ্যার সূর্যবংশ রঘুবংশ নামে খ্যাত হয়। তিনি দিগ্বিজয় করিয়া বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। শেষে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সর্বস্ব দান করেন (রাম)।

রঘুজী ভোঁশলে—(১৭শ—১৮শ শতক)। মহারাষ্ট্রীয় নেতা। নাগপুরের ভোঁশলে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শাহুর নিকট-আত্মীয় ছিলেন। ১৭৪১-এ তিনি কটক জয় করেন এবং বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দাবি করেন।

রঘু ডাকাত—বঙ্গের বিখ্যাত দস্যুসর্দার। সুবিখ্যাত কাঙ্গন সর্দার তাঁহার শিষ্য। কথিত আছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রায় সমুদয় অংশই তিনি দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্যয় করিতেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী—(১৭শ—১৮শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। বর্ধমানের অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে জন্ম। পিতা কিশোরীমোহন। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের বংশে উৎপন্ন। রঘুনন্দন স্বীয় বংশের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া 'রাম-রসায়ন' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য লিখিয়াছিলেন। 'শ্রীগৌরাঙ্গচম্পূ', 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিরুদাবলী', 'গীতমালা', 'দেশিক-নির্ণয়' ইত্যাদি তাঁহার প্রণীত বহু গ্রন্থ আছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫শ শতক)। বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। নবদ্বীপে জন্ম। মুসলমান-শাসনাধীনে হিন্দুসমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তিনি 'নব্যস্মৃতি' নামে অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। পিতা হরিহর ভট্টাচার্য। 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামে তাঁহার বিরাট স্মৃতিগ্রন্থ আছে।

রঘুনন্দন, রায় রায়ান—(১৮শ শতক)। নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ান ছিলেন। রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে রাজসাহী, ভূষণা প্রভৃতি বহু স্থানের বিস্তৃত জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে 'রায় রায়ান' উপাধি প্রদান করেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী (১৪১৯—১৪২০ বা ২৮—১৫০৪ শকাব্দ)। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত বৈষ্ণব কবি। তিনি বৈষ্ণবদের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম। পিতা গোবর্ধন, তিনি সপ্তগ্রাম তালুকের বার লক্ষ টাকার জমিদার ছিলেন। দীক্ষাগুরু—যদুনন্দন আচার্য। তিনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকট গিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদরের আনুগত্য করেন। তাঁহার রচনা—'স্তবাবলী', 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি', 'দানকেলিচিন্তামণি' ও 'মুক্তাচরিত'।

রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে—(জন্ম ১৮৭৬)। বোম্বাই নগরে জন্ম। দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের পুত্র। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সর্বোচ্চ পরীক্ষা র‍্যাঙ্গলারশিপ পরীক্ষাতেও তিনি সর্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি ফার্গুসান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। অনন্তর তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং শিক্ষাসচিবের পদে মনোনীত হন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য।

রঘুনাথ ভট্ট (ভট্ট রঘুনাথ)—(১৫০৫—১৫৭৯)। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব। পিতা তপন মিশ্র। তিনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মধ্যে একজন। তিনি ২৮ বৎসরে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। প্রথমে মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন, পরে বৃন্দাবনে যান। ভাগবত পাঠ করিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল।

রঘুনাথ রাও—'রাঘোবা' দ্রঃ।

রঘুনাথ শিরোমণি—(? ১৪৭২—১৬শ শতকের মধ্যভাগ)। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে উপাধি লাভের নিমিত্ত তিনি মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তিনি 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম নবদ্বীপ হইতে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি দানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের টীকাটি রঘুনাথ-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের টীকার প্রসারের জন্য গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়। 'লীলাবতী টীকা', 'চিন্তামণি-দীধিতি', 'প্রামাণ্যবাদ' প্রভৃতি ৩৮ খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন।

রঘুপতি উপাধ্যায়—(১৪শ—১৫শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল ত্রিহুত জেলায়। তিনি মহাপ্রভুর সহিত বল্লভাচার্যের গৃহে আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি শ্লোক আছে।

রঙ্গচালু, চেটিপনিয়ম বীরবল্লী—(১৮৩১—১৮৮২)। মাদ্রাজের বিখ্যাত দেওয়ান। মাদ্রাজের অন্তর্গত চিংলেপট গ্রামে জন্ম। পিতার নাম চেটিপনিয়ম রাঘব আচারিয়ার। ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক তিনি মহীশূর রাজ্যের কণ্ট্রোলার পদে নিযুক্ত হন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নানা বিষয়ের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 'মহীশূরে ইংরেজ শাসন' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তিনি সুখ্যাতি লাভ করেন। পরে মহীশূর রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্মচারী দেওয়ান বা মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮২৭—১৮৮৭)। কবি। বর্ধমান জেলার বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি রামেশ্বরপুরের রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। কিছুকাল তিনি 'এডুকেশন গেজেট'র সহকারী সম্পাদক এবং 'রসসাগর' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'কাঞ্চী-কাবেরী' ও 'শূরসুন্দরী' অতি উচ্চশ্রেণীর কবিতা-পুস্তক। এতদ্ভিন্ন তিনি 'বিরহ বিলাপ'-নামক একখানি ইংরেজী কাব্যের অনুবাদগ্রন্থ এবং প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক রচনাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ইনকম্ ট্যাক্সের এসেসর ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—(১৮৪৩—?)। ২৪ পরগনার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে জন্ম। পিতা বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। তিনি 'হরিদাস সাধু', 'বিজ্ঞান-দর্শক' প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থের লেখক। সুবৃহৎ অভিধান 'বিশ্বকোষে'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশের তিনি সম্পাদক ছিলেন। গান ও পাঁচালী লিখিয়াও তিনি কিছু নাম করেন। তাঁহার 'চিত্তচৈতন্যোদয়' (১৮৬৭) ও 'বৈরাগ্যবিপিনবিহার' তত্ত্বচিন্তা-মূলক কাব্য।

রঙ্গানন্দ মুদালিয়ার—(১৮৪৭—১৮৯৩)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য হইয়া তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত—(১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯—১৩ই জুন, ১৯০০)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক। ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে নিবাস। জন্ম মানিকগঞ্জ মহকুমার মতুগ্রামে। পিতা কমলাকান্ত। তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সংকল্প লইয়াই তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তিনি 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বঙ্গবাসী'তে লিপিতে শুরু করেন।

প্রথমে তিনি 'জয়দেব চরিত' লিখিয়া ৫০ টাকা পুরস্কার পান। 'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস', 'আর্যকীর্তি', 'বীরমহিমা', 'ভারত-প্রসঙ্গ', 'প্রতিভা' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ তাঁহার রচিত।

রজনীকান্ত সেন—(২৬শে জুলাই, ১৮৬৫ —১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০)। পাবনা জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্ম। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন। বি. এল. পাস করিবার (১৮৯১) পর হইতেই রজনীকান্ত রাজসাহী কোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকালে তাঁহার রচিত গানগুলি লোকের প্রাণে এক অপূর্ব জাতীয়তাভাবের সাড়া জাগাইয়া দিয়াছিল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" বিখ্যাত গানটি তাঁহার রচনা। 'বাণী', 'কল্যাণী' প্রভৃতি কবিতা ও সংগীতপুস্তকসমূহ তাঁহার রচনাশক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি কান্ত কবি নামে লোকসমাজে খ্যাত।

রজি—পুরূরবার পুত্র আয়ু। আয়ুর পুত্র রজি (হরি)। রজি তপস্তা করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করেন এবং দেবদানবের ও মানুষের অজেয় হইবার বর পান। একবার দেবাসুরে একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হয়। সেই সংগ্রামে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না। সে সময় ব্রহ্মা বলেন যে, যে পক্ষে রজি যোগদান করিবে সেই পক্ষ জিতিবে। রজি দেবতাদের পক্ষে যোগদান করিলে দেবগণ জয়লাভ করিলেন। তখন ইন্দ্র রজির পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। রজি ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দিয়া তপস্যার জন্য চলিয়া যান (পদ্ম, ভাগ)।

রজিয়া—'রিজিয়া, সুলতানা' দ্রঃ।

রণজিৎ সিং, কুমার—(১৮৭২—১৯৩৩)। প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড়। নবনগরের মহারাজা জাম সাহেব। কাথিয়াবাড়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি সাসেক্স ও ইংলণ্ডের হইয়া খেলেন। ক্রিকেট খেলায় নৈপুণ্য দেখাইয়া তিনি ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে তিনি 'রঞ্জী' নামে খ্যাত।

রণজিৎ সিং—(১৭৮০—১৮৩৯)। 'পঞ্জাব-কেশরী' নামে পরিচিত বিখ্যাত শিখ রাজা। তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরানওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলের অধিনায়ক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। বাল্যকালে বসন্তরোগের আক্রমণে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়। তিনি লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই বটে, কিন্তু তিনি অসাধারণ মেধাবী ও কার্যকুশল ছিলেন। তিনি শিখদিগের বিভিন্ন মিসিল-গুলি একত্র করিয়া এক শক্তিশালী জাতি গঠন করেন। পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া রণজিৎ পঞ্জাব প্রদেশ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। অতঃপর লাহোরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং স্বনামে মুদ্রার প্রচলন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে থাকেন। তাঁহার সৈন্যদল ইওরোপীয় আদর্শে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গঠিত ছিল এবং তিনি খালসা নামে একদল পরাক্রান্ত সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন। এই সকল সৈন্যের সাহায্যে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই পেশোয়ার হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি শতদ্রুর পূর্বদিকস্থ শিখরাজ্যগুলি আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঐ সকল রাজ্যের রাজারা ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রণজিৎ ইংরেজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বিবাদের অবসান করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সন্ধি রক্ষা করিয়াছিলেন।

রণ্টজেন (Rontgen, Conrad Wilhelm)—(১৮৪৫—১৯২৩)। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক। ১৮৯৫-এ তিনি রণ্টজেন-রশ্মি (রঞ্জন-রশ্মি) আবিষ্কার করেন। এই রশ্মিকেই 'এক্স-রে' বলা হয়।

রতি—কামপত্নী। প্রজাপতি দক্ষের ঘর্ম হইতে জন্ম (কালিকা)। তাঁহার স্বামী হরকোপানলে দগ্ধ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিতে যান (স্কন্দ) ['মায়াবতী', 'প্রদ্যুম্ন' দ্রঃ]।

রত্নাকর—বাল্মীকি প্রথম জীবনে 'রত্নাকর দস্যু' নামে পরিচিত ছিলেন। নারদের নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বাল্মীকিরূপে পরিণত হইলেন।

রত্নাবলী—গন্ধর্বকন্যা। পূর্বজন্মে নাম ছিল কলাবতী। শিবের দয়ায় তিনি এই বর পান যে, স্বপ্নাবস্থায় তিনি যাহাকে দেখিবেন তাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। তিনি স্বপ্নে শঙ্খচূড়ের পুত্র রত্নচূড়কে দেখেন এবং রত্নচূড়ের সহিতই তাঁহার বিবাহ হয় (স্কন্দ)।

রথ্স্চাইল্ড, আন্সেল্ম মেয়ার (Rothschild, Anselm Meyer)—(১৭৪৩—১৮১২) রথ্স্চাইল্ড-নামক বিখ্যাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা। 'ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-দি-মেইন'-এ তাঁহার জন্ম। প্রথমে কিছুকাল ব্যাঙ্কের কেরানী ছিলেন। অতঃপর তেজারতি ব্যবসা করেন ও একটি ব্যাঙ্ক খুলেন। এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই উপার্জন করেন। তিনি ইওরোপের বহুস্থানে তাঁহার ব্যাঙ্কের শাখা খুলেন। তাঁহার এক পুত্র ন্যাথান মেয়ার রথ্স্চাইল্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লায়োনেল ডি রথ্স্চাইল্ড (১৮০৮—১৮৭৯) হাউস অব কমন্সের প্রথম ইহুদি সভ্য।

রন্তিদেব—ভরতবংশীয় সংকৃতির পুত্র (ভাগ)। রন্তিদেব তপস্যা করিয়া ইন্দ্রের কাছে এই বর পান যে, তাঁহাকে যেন কাহারও নিকট প্রার্থী না হইতে হয়। তিনি গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (ভারত)।

রব রয় (Rob Roy)—(১৬৭১—১৭৩৪)। বিখ্যাত ব্রিটিশ দস্যুসর্দার। প্রকৃত নাম রবার্ট ম্যাকগ্রীগর (Robert McGregor)। তিনি স্কটল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত দস্যু। তিনি গ্রামের ধনী ও কৃষকদের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা আদায় করিতেন। এই টাকা লওয়ার বিনিময়ে তিনি সেই সমস্ত লোক-দিগকে অপর ডাকাত বা অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করিতেন।

রবি বর্মা, রাজা—(১৮৪৮—১৯০৭)। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ত্রিবান্দ্রম শহরের নিকট কিলিমানুর নামক স্থানে জন্ম। ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারে তিনি বিবাহ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্বত্রই বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বহু প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শন করিয়া তিনি অসংখ্য প্রশংসা-পত্র ও নানাবিধ উপহার-দ্রব্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রবিদ্যার এক নূতন রূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৭ই মে, ১৮৬১—৭ই আগস্ট, ১৯৪১)। আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ও পৃথিবীর সর্বযুগের কবি-সমাজের অন্যতম প্রধান কবি। কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্ম। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সাহিত্য, নাটক, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি বাংলাভাষার সকল বিভাগেই তাঁহার প্রতিভা সমভাবে পরিস্ফুট। গীতিকবিতা রচনায় তিনি অদ্বিতীয়। 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নিজের গলার মালা পরাইয়া সংবর্ধিত করেন। তিনি তিন-শতেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইলে পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁহার

খ্যাতি প্রসারিত হয় এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্ত হন (১৯১৩)। ঐ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পর বৎসর ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে 'নাইট' (স্যার) উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইহা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী মস্কো, বার্লিন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, মিউনিক ও বার্মিংহাম প্রদর্শনীতে উচ্চ-প্রশংসা লাভ করে। প্রধানতঃ তাঁহারই অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-বানানের সংস্কার সাধন করেন। তিনি অতিশয় স্বদেশভক্ত ছিলেন। স্বদেশী যুগের জাতীয় আন্দোলনের তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ দেশপ্রেম ছিল না। জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতীয়তার মিলন ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম আদর্শ। তাই তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমিক বলা হইত। ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইনে বাংলার হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হয়, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। মৃত্যুর চার মাস পূর্বে জন্মদিনে পঠিত তাঁহার 'সভ্যতার সংকট' আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে সত্যপথে চলিবার নির্দেশ দিয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'জীবন স্মৃতি' তাঁহার আত্মচরিত।

রমণ, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট—(জন্ম ৭ই নবেম্বর, ১৮৮৮—২১শে নবেম্বর, ১৯৭০ খ্রীঃ)। বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ত্রিচিনপল্লীতে জন্ম। পিতা চন্দ্রশেখর আয়ার। ভিজাগাপটামে হিন্দু কলেজে ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও বি. এ. পরীক্ষা দিয়া (১৯০৪) পদার্থবিজ্ঞানে একটি পদক লাভ করেন। তিন বৎসর পরে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম হন। অতঃপর রাজস্ববিভাগীয় পরীক্ষায় প্রথম হন (১৯০৭) ও অ্যাসিস্টাণ্ট অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেলরূপে কাজ করেন। পরে (১৯০৯) কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে লিপ্ত হন। অতঃপর ১৯১৭-এ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থশাস্ত্রের পালিত-প্রফেসারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৮-এ তিনি আলোক ও পরমাণু বিষয়ে গবেষণা করিয়া যে অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন, তাহা 'Raman Effect' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি ১৯৩০-এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের' ডিরেক্টর ছিলেন। বাঙ্গালোরে 'রমণ রিসার্চ প্রতিষ্ঠান' নামে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উদ্যোগী হন (১৯৪৩)। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯২৮) হন ও আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন পদক (১৯৪১) পান। এ ছাড়া তিনি বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বহু সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

রমণ মহর্ষি—(১৮৭৯—১৯৫০)। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ। পিতা সুন্দরম আইয়ার। তিনি দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার নাম ছিল বেঙ্কট রমণ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করেন। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী তাঁহাকে মহর্ষি রমণ নামে আখ্যাত করেন। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

রমা—১। লক্ষ্মীর এক নাম ['লক্ষ্মী' দ্রঃ]। ২। হিরণ্যকশিপুর কন্যা ও মহর্ষি ভৃগুর পত্নী। তিনি মহাদেবের আরাধনা করিয়া সর্বগুণসম্পন্ন এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহার নাম রাখা হয় বৃত্র (স্কন্দ)।

রমানাথ ঠাকুর, মহারাজা—(১৮০০—১৮৭৭)। সাংবাদিক ও লেখক। তিনি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী ছিলেন এবং এই ধর্মের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপনে তাঁহার বিশেষ উদ্যম ছিল। তিনি 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকার পরিচালক এবং অন্যান্য বহু পত্রিকার লেখক ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায়তগণের স্বার্থ-সংরক্ষণে যত্ন করিয়া তিনি রায়তের বন্ধু বলিয়া সম্মানিত হন। অতঃপর তিনি গভর্নর-জেনারেলের শাসন-পরিষদের অতিরিক্ত সভ্য নির্বাচিত হন।

রমাবাঈ, পণ্ডিতা—(১৮৫৮—১৯২২)। বিশিষ্ট মহিলা শিক্ষাব্রতী। পিতা অনন্ত শাস্ত্রী মাঙ্গালোর জেলার অধিবাসী ছিলেন। বালিকাবয়সে মাতা ও পিতার মৃত্যু হইলে তিনি ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাতু নামক গ্রামের বিপিনবিহারী দাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতা হন। অতঃপর কিছুকাল তিনি চেল্‌টেন্‌হ্যামে 'Ladies College'-এ সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। হিন্দু বিধবার কল্যাণসাধনের জন্য তিনি আমেরিকায় 'রমাবাঈ এসোসিয়েশন' এবং বোম্বাই নগরে একটি বিধবা নিবাস স্থাপন করেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত—(১৩ই আগস্ট, ১৮৪৮—৩০শে নভেম্বর, ১৯০৯)। কলিকাতার অন্তর্গত রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্ম। পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দত্ত। আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি শাসন-বিভাগের কার্যে নিযুক্ত হন এবং শেষে বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হন। তিনি বিলাতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতে পাস করেন। তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার লিখিত 'মাধবীকঙ্কণ', 'বঙ্গবিজেতা', 'জীবনপ্রভাত', 'জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ্। 'Civilisation of Ancient India' তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি ঋগ্বেদের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। চাকরি হইতে অবসর লইবার পর তিনি কিছুদিন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ স্থাপিত হইলে তিনিই তাহার প্রথম সভাপতি হন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার—(জন্ম ১৮৮৮)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক। তিনি প্রথম জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯১৪—১৯) ছিলেন ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন (১৯২১—৩৬)। ১৯৩৭-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসের সংকলন তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। ১৯৫৭ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

রমেশচন্দ্র মিত্র—(১৮৪০—১৮৯৯)। সুবিখ্যাত বিচারপতি। পিতা রামচন্দ্র মিত্র। রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্ম। বি. এল. পাস করিয়া কিছুদিন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিবার পর তিনি প্রায় ১২ বৎসর হাইকোর্টে বিশেষ প্রশংসার সহিত ওকালতি করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে নিযুক্ত হন। তিনি দুইবার প্রধান বিচারপতির পদে কার্য করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সভ্য ছিলেন। দাতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে তিনি ৬০,০০০ টাকা উইল করিয়া দান করিয়া যান।

রম্ভা—১। একজন অপ্সরা। তিনি বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য যান, কিন্তু তাঁহার শাপে শিলায় পরিণত হইয়াছিলেন (ভারত)। ২। রম্ভা ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে উৎপন্ন হন (স্কন্দ)। ৩।

তিনি একদা জাবালী মুনির তপোভঙ্গ করেন। মুনির ঔরসে তাঁহার গর্ভে ফলবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে (স্কন্দ)।

রশিদ-উদ্দীন, আমীর—(১২৪৭—১৩১৮)। পারস্যের বিখ্যাত চিকিৎসক ও ঐতিহাসিক। তিনি 'জামা-উৎ-তারিখ'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি পারস্য-সুলতানের প্রধান উজিরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সুলতানের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

রস, কর্নেল রোনাল্ড (Ross, Colonel Sir Ronald)—(১৮৫৭—১৯৩২)। বিখ্যাত চিকিৎসক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি Indian Medical Service-এ কাজ করিতেন। ১৯০২-এ তিনি ঔষধ-বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

রস, জন (Ross, Sir John)—(১৭৭৭—১৮৫৬)। বিখ্যাত মেরু অভিযাত্রী। কয়েকবার মেরুপ্রদেশে অভিযান লইয়া যান।

রস, জেম্‌স্ ক্লার্ক (Ross, Sir James Clark)—(১৮০০—১৮৬২)। সুমেরুপ্রদেশে অভিযানকারী হিসাবে তাঁহার নাম খ্যাত। তিনি ক্যাপ্টেন পেরী ও জন রসের সঙ্গে অভিযানে গমন করেন। ১৮৩১-এ তিনি 'North Magnetic Pole' আবিষ্কার করেন। ১৮৩৯—১৮৪৩ এর অভিযানের তিনি নেতা ছিলেন।

রসময় মিত্র—(? ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। বর্ধমান জেলার চানক গ্রামে জন্ম। শিক্ষাকার্যে তিনি একজন সুদক্ষ ব্যক্তি বলিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্কুলে কার্য করিবার পর তিনি কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে ১৯১৫-এ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার লিখিত অনুবাদের গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রসিকচন্দ্র রায়—(১২২৭—১৩০০ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ সংগীত ও পাঁচালী রচয়িতা। পালাড়া গ্রামে জন্ম হয়। তিনি কবি দাশরথি রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। ১১খানি পাঁচালীপুস্তক এবং বহু গান রচনা করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ হন। 'বিজ্ঞান সাধুর বচন', 'হরিভক্তি চন্দ্রিকা' আদি রসাত্মক ও বহুজনপাঠ্য 'জীবনতারা' তাঁহার রচিত পুস্তক।

রসিকলাল দাস—(১২৪৮—১৩২২ বঙ্গাব্দ)। বর্ধমান জেলার দক্ষিণখণ্ড গ্রামের প্রসিদ্ধ মনোহরসাঁই কীর্তনীয়া। পিতা শ্রীখোলবাদক ও কীর্তনীয়া অনুরাগী দাস। তিনি কতকগুলি অভিনব তাল, সুর এবং চালের সৃষ্টি করিয়া মনোহরসাঁই কীর্তনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাধাশ্যাম দাসও একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া। প্রসিদ্ধ কীর্তনগায়ক গণেশ দাস তাঁহার ছাত্র।

রসিনি, জিয়োয়াচিনো অ্যান্টোনিও (Rossini, Gioachino Antonio)—(১৭৯২—১৮৬৮)। আধুনিক ইটালীয় বিখ্যাত গীত-রচয়িতাদের অন্যতম। গীতিনাট্য রচনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।

রসেটি, ক্রিস্টিনা জর্জিনা (Rossetti Christina Georgina)—(১৮৩০—১৮৯৪)। বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা-কবি। তিনি দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির ভগিনী। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Goblin Market and Other Poems' ১৮৬২-এ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তাঁহার 'The Prince's Progress', 'Sing-Song', 'Monna Innominata' অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রসেটি, দান্তে গ্যাব্রিয়েল (Rossetti, Dante Gabriel)—(১৮২৮—১৮৮২)। বিখ্যাত ইটালীয় কবি ও চিত্রকর। পিতা গ্যাব্রিয়েল রসেটী। তিনি ইটালী হইতে নির্বাসিত হইয়া ইংলণ্ডে বাস করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। 'Beatrix', 'Lillith', 'Dante's Dream' প্রভৃতি তাঁহার অঙ্কিত বিখ্যাত চিত্র। কবি হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। 'Ballads and Sonnets' তাঁহার একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

রহিমতুল্লা, মহম্মদ সায়ানী—(১৮৪৭—১৯০২)। কংগ্রেসকর্মী। বোম্বাই নগরে জন্ম। ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে তিনিই প্রথম এম. এ.। তিনি একজন খ্যাতনামা সলিসিটর ছিলেন। ১৮৮৫-এ মুসলমানদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম শেরিফ নিযুক্ত হন। ১৮৯৬-এ কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে তিনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মুসলমানদিগকে এই সমিতিতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়—(১২৩৬—১৩২১ বঙ্গাব্দ)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত। ২৪ পরগনার অন্তর্গত ভট্টপল্লী গ্রামে জন্ম। পিতার নাম সীতানাথ বিদ্যাভূষণ। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি 'অদ্বৈতবাদখণ্ডনম্', 'মায়াবাদনিরাসঃ', 'তত্ত্বসারঃ', 'জীবতত্ত্ব-নিরূপণম্' প্রভৃতি বহু দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৯২—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। প্রত্নতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। বহু ঐতিহাসিক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। 'কনিষ্ক' বিষয়ে তিনি যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বদেশীয় ঐতিহাসিকগণ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। বাংলার পালরাজগণের রাজত্বকালের অনেক ঘটনাও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়েও তিনি অনেক উৎকৃষ্ট ও অভিনব প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 'ধর্মপাল', 'শশাঙ্ক', 'ময়ূখ', 'পাষাণের কথা' প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থও তাঁহার রচনা। কিছুদিন পূর্বে তিনি সুবিখ্যাত মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা গ্রাম খনন করাইয়া বহু প্রাচীনকালের অতি অভিনব বস্তু এবং সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন জগতের সমক্ষে প্রচার করেন।

রাঘোবা—(শাসনকাল ১৭৭৩—১৭৭৪)। ১ম বাজী রাওয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রকৃত নাম রঘুনাথ। ১৭৫৮-এ তিনি পঞ্জাব জয় করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওকে হত্যা করিয়া তিনি পেশোয়ার সিংহাসন দাবি করেন। এই উপলক্ষে নারায়ণের মৃত্যুর পরে জাত তাঁহার শিশুপুত্রের পক্ষসমর্থকগণের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। ১ম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর তিনি ইংরেজদিগের নিকট বৃত্তিপ্রাপ্ত হন।

রাজকুমার সর্বাধিকারী—(১৮৩৯—১৯১১)। দেশকর্মী ও সাংবাদিক। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর তাঁহার জন্মস্থান। কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর তিনি 'পেট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর-আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার লিখিত জমিদারি এবং হিন্দুদিগের উত্তরাধিকার বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

রাজকৃষ্ণ কর্মকার, কাপ্তেন—বিখ্যাত যন্ত্রবিৎ। হাওড়ার দফরপুর গ্রামে জন্ম। পিতা মাধবচন্দ্র। শৈশব হইতেই নানা কলকারখানায় কার্য করিয়া তিনি সবিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরে কামান ও বন্দুক নির্মাণেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। নেপালের মহারাজা ও কাবুলের আমীর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া তিনি ঐ দুই রাজ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কলের সাহায্যে সর্বপ্রথম বন্দুক, কামান প্রভৃতি নির্মাণ করেন। নেপালে তিনিই সর্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রচলন করেন। মহারাজ তাঁহাকে 'কাপ্তেন' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। আফগানিস্তানের আমীরও তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(৩১শে অক্টোবর, ১৮৪৫—১০ই অক্টোবর, ১৮৮৬)। সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক। নদীয়ার গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা আনন্দচন্দ্র। তিনি ১৮৬১-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও এম. এ. (১৮৬৭) ও বি. এল. (১৮৬৮) দিয়া চাকরি শুরু করেন। তিনি সকল পরীক্ষাতেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে জেনারেল অ্যাসেম্ব্রিজ ইন্স্টিটিউসনে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। পরে কিছুকাল ওকালতি করিয়া পাটনা কলেজে, কটক ল-কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি 'বেঙ্গলী' পত্র সম্পাদনা করিয়াছিলেন (১৮৭৭—৭৮?)। অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক (১৮৭৮) হন। পরে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলা গভর্নমেন্টের বাংলা অনুবাদক ছিলেন। 'যৌবনোদ্যান', 'মিত্র-বিলাপ' ও অন্যান্য কবিতাবলী, 'কাব্য-কলাপ', 'মেঘদূত', 'নানা প্রবন্ধ' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতা ও পুস্তকও আছে। তিনি বঙ্কিমবাবুর বন্ধু ছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায়—(২১শে অক্টোবর, ১৮৪৯—১১ই মার্চ, ১৮৯৪)। সুবিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার। বর্ধমানের অন্তর্গত মাহাত্তা রামচন্দ্রপুর গ্রামে জন্ম। তাঁহার প্রাথমিক রচনা 'আর্যদর্শন', 'বঙ্গমহিলা' ইত্যাদি পত্রিকায় বাহির হয়। তিনি প্রথমে উপার্জনের আশায় নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন। পরে 'আলবার্ট' প্রেসের ম্যানেজার হন। তিনি কবিতা-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি 'বীণা' ও 'সমাজ-দর্পণ' নামে একখানি মাসিকপত্র ও বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ -'পতিব্রতা', 'নাটাসম্ভব', 'তরণীসেন-বধ', 'লয়লা-মজনু', 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮), 'বামনভিক্ষা' (১৮৮৫), 'হিরণ্ময়ী', 'কিরণময়ী' (উপন্যাস) ইত্যাদি। তিনি রামায়ণের (১৮৭৭—৮৫) ও মহাভারতের (১৮৮৬—৯১) পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। 'গিরিসন্দর্শন', 'আগমনী', 'নিভৃত-নিবাস' ইত্যাদি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরের তিনি অন্যতম স্রষ্টা।

রাজনারায়ণ বসু—(১৮২৬—১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯)। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত রচনাসমূহ লইয়া ভারতে ও ইংলণ্ডে বহুবার বহু আলোচনা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচার করিতে থাকেন এবং আপন দুই ভ্রাতাকে বিধবা-বিবাহে প্রবৃত্ত করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরেজী-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া প্রায় দুই বৎসরকাল প্রশংসার সহিত উক্ত কার্য করেন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শেষ জীবনে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি বৈদ্যনাথে গমন করেন এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। Science of Religion, Religion of Love ও উপনিষদ্-সমূহের ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রাজবল্লভ সেন, মহারাজ—(১৬৯৮—১৭৬৩)। পূর্ববঙ্গের রাজা। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বলদারখীয়া নামক স্থানের জমিদার ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ তাঁহার কার্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলার সহিত তাঁহার মিল হয় নাই। মীর জাফর নবাব হইলে তিনি তাঁহার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্ আলম তাঁহাকে 'মহারাজ রায় রায়ান সালারজঙ্গ বাহাদুর' উপাধি দিয়া মুঙ্গেরের সুবাদার নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে নূতন নবাব মীর কাসেম তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁহার গলায় বালুকাপূর্ণ থলি বাঁধিয়া মুঙ্গেরের নিকটস্থ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। তাঁহার বিক্রমপুরস্থ রাজভবন এখন পদ্মা'গর্ভে বিলীন হইয়াছে। পদ্মার এই অংশ এই কারণে কীর্তিনাশা নামে খ্যাত।

রাজরাজ, ১ম—(? রাজত্বকাল ৯৮৫—১০১৮)। চোল নরপতি। তিনি সিংহল ও পেগু জয় করিয়া ঐ দুই স্থান নিজের অধিকারে আনেন। চোলবংশের প্রসিদ্ধ নরপতি প্রথম রাজেন্দ্র চোল তাঁহার পুত্র।

রাজশেখর—(৮ম—৯ম শতক)। প্রাচীন-কালের এক প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। 'কর্পূরমঞ্জরী', 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', 'বালভারত', 'বালরামায়ণ' ও অপর দুইখানি বৃহৎ নাটক তিনি রচনা করেন। কবিতা রচনায়ও তাঁহার সবিশেষ নিপুণতা ছিল।

রাজশেখর বসু—(১৮৮০—১৯৬০)। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রাম। পিতা চন্দ্রশেখর বসু। তিনি রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. ও আইন পরীক্ষা দেন। কর্মজীবনে তিনি বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস্-এর পরিচালক হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। সাহিত্যজগতে 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামে তিনি রসরচনায় যুগান্তর আনেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 'চলন্তিকা'-নামে ক্ষুদ্র অথচ বিখ্যাত অভিধান সংকলন করিয়া তিনি বঙ্গভাষাতত্ত্বের আলোচনায় নূতন দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলা বানান সংস্কারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সংস্কার সমিতির তিনি সভাপতি হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সংসদেরও তিনি সভাপতি হন (১৯৪৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ১৯৪০ সালে 'জগত্তারিণী পদক' ও ১৯৪৫ সালে 'সরোজিনী পদক' লাভ করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানাত্মক 'ডি. লিট্' উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং ১৯৫৮ সালে 'সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার' লাভ করেন। ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক গল্প ছাড়াও তিনি 'রামায়ণ', 'মহাভারত' আদি মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত প্রামাণিক সংস্করণ রচনা করেন।

রাজসিংহ, রানা—(১৭শ শতক)। মেবারের মহারানা। ১৬৫৪-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর হইতে রাজপুত জাতির গৌরব ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সময় আবার সেই লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনর্বিকাশ হইতে আরম্ভ করে। যশোবন্তের পুত্র অজিতসিংহ ও তাঁহার মাতাকে বন্দী করিতে আওরঙ্গজেব চেষ্টা করিলে তিনি তাঁহাদের আশ্রয় দেন। তাঁহার সহিত আওরঙ্গজেবের বিরোধ ঘটিলে তিনি সসৈন্যে পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। তিনি বীর ও স্বদেশহিতৈষী নৃপতি ছিলেন। আরাবল্লী পর্বতের পাদপ্রান্তে গোমতী নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া তিনি 'রাজসমুদ্র' নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাজাগোপাল আচারিয়ার—(জন্ম ১৮৭৯, মৃত্যু—১৯৭২)। বিখ্যাত কংগ্রেস-সেবী। ১৯০০-এ তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন। অতঃপর উহা ত্যাগ করিয়া তিনি ১৯১৯-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও বহুবার কারারুদ্ধ হন। মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত 'New India'-নামক পত্রিকার তিনি সম্পাদকতা করেন। ১৯২১—২২-এ তিনি কংগ্রেসের সাধারণ

সম্পাদক হন। মাদ্রাজে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বকালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন (১৯৩৭—৩৯)। তিনি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন (১৯২১, ১৯৪৬)। একবার (১৯৪২) তিনি মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও পরে (১৯৪৫) আবার যোগদান করেন। তিনি অন্তর্বর্তী-কালীন সরকারে যোগদান করেন (১৯৪৬—৪৭)। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন (১৯৪৭—৪৮)। ১৯৪৮—৫০ তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেল হন ও পরে স্বরাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৯৫১)। কিছুকাল অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি আবার রাজনীতি-ক্ষেত্রে যোগদান করেন এবং ১৯৫২-এ মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী হন। সক্রেটিস, মার্কাস অরিলিয়াস, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার তামিল ভাষায় বই আছে। ইংরেজীতেও তাঁহার কয়েকখানি বই আছে, তাহার মধ্যে 'Prohibition Manual' বিখ্যাত। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনি অতি বিচক্ষণ বলিয়া খ্যাতি আছে। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ 'ভারতরত্ন' উপাধি-দ্বারা ভূষিত হন। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া 'স্বতন্ত্র' দল গঠন করেন।

রাজারাম—(?-১৭০০)। শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র। মাতার নাম সয়িরা বাঈ। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী ও নিহত হইলে তিনি মহারাষ্ট্র জাতির নেতা হন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তারাবাঈ নিজ পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীকে রাজা করিয়া দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

রাজীবলোচন রায়—মহারানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান। ঢাকা জেলার তিল্লিগ্রাম জন্মস্থান। পিতার নাম রামলোচন রায়। তিনি কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান হইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে মকদ্দমা করেন এবং উক্ত রাজ এস্টেটের সম্পত্তি রক্ষা করেন। তাঁহারই কর্মদক্ষতায় কাশিমবাজার এস্টেট ঋণমুক্ত হয়।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—(১৮৫৯—১৯১৯)। বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ইংরেজী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ন্যায়দর্শনের 'ভাষা-পরিচ্ছেদ'-নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বেঙ্গল গভর্নমেন্টের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

রাজেন্দ্র চোল, ১ম—(১১শ শতক)। দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি। তাঁহার পিতার নাম রাজরাজ। সুপ্রসিদ্ধ রামানুজ স্বামী তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গোপসাগরে তাঁহার একাধিপত্য ছিল।

রাজেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা—(১৮৮৩—১৯৫৫)। প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-শিক্ষক ও ব্যায়ামবীর। বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতার নাম বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা। তিনি যখন বি. এম. স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পড়েন, তখন তিনি সার্কাসের দলে যোগদান করেন। এ সময়ে তাঁহার মাত্র বার বৎসর বয়স। শেষে বিবিধ ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া নিজেই একটি সার্কাসের দল গঠন করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতার সিটি কলেজ ও ল-কলেজের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি বুকের উপর হাতি, গরুর গাড়ি, রোলার লওয়া এবং মোটর থামানো প্রভৃতি কসরত দেখাইয়া প্রভূত যশ লাভ করিয়াছেন। 'All Bengal Physical Culture'-নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে শরীরচর্চা প্রচলিত করিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও লেখক। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ও অলংকার-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুকাল সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। 'কালিদাস', 'শ্রীকণ্ঠ', 'ভবভূতি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থ।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(২৩শে জুন, ১৮৫৪—১৯৩৬)। বিখ্যাত ব্যবসায়ী। ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার ভাবলা গ্রামে জন্ম। পিতা ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উন্নতি করিবার চেষ্টায় তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ব্রাডফোর্ড লেসলির সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার সাহায্যে ঠিকাদারি কার্য পান। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে উন্নতির সূত্রপাত হয়। কলিকাতার কলের জল যে স্থান হইতে সরবরাহ হয়, সেই 'পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস্' তাঁহার নির্মিত। এই কাজের পরেই তিনি মার্টিন কোম্পানির সহিত যুক্ত হন। ১৯১১-এ তিনি কলিকাতার শেরিফ হন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তাঁহার নির্মিত। তিনি কয়েকবার বিলাত গমন করেন। জন্মভূমি বসিরহাটের উন্নতির জন্য তিনি অনেক অর্থ দান করেন। মার্টিন কোম্পানির ট্রেনের সহিতও তাঁহার নাম চিরকাল যুক্ত থাকিবে। তিনি বার্ন কোম্পানি (Burn Co.) কিনিয়া লন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রাজা—(১২৬৫—১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরের জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা কালী-নারায়ণ রায় চৌধুরী। তিনি সংগীতজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবিরাজ কৃষ্ণরায় তাঁহারই অর্থানুকূল্যে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র প্রসাদ—(১৮৮৪—১৯৬৩)। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। বিহারের সারণ জেলার জিরাদেই গ্রামে জন্ম। ১৯১০-এ বি. এল. পাস করিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তথায় ১৯১৬ পর্যন্ত ওকালতি করেন এবং পরে পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যান। ১৯২৫-এ তিনি এম্. এল্. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭-এ তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে চম্পারণের সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯২০-এ তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ওকালতি ছাড়িয়া দেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কয়েকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি দুইবার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন (১৯৩৫ ও ১৯৪৭)। ১৯৪২-এ আগস্ট আন্দোলনে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৪৫-এ মুক্তি পান। ভারতীয় সংবিধান সভার তিনি সভাপতি হন (১৯৪৬—৪৯)। ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন (১৯৫০)। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'At the Feet of Mahatma Gandhi', 'আত্মকথা', 'India Divided' প্রভৃতি প্রধান।

রাজেন্দ্র মল্লিক, রাজা বাহাদুর—(১৮১৯—?)। দানবীর ধনী। তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নীলমণি মল্লিকের দত্তকপুত্র ছিলেন। ১৮৬৬-এ উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া কলি-কাতায় সমাগত দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে অন্নদান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অদ্যাপি বহু নিরন্ন ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। তাঁহার চোরবাগানস্থ মর্মর প্রাসাদ এখনও কলিকাতার একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা—(১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৪—২৬শে জুলাই ১৮৯১)। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও লেখক। ২৪ পরগনার শুঁড়ায় জন্ম। পিতা জন্মেজয়।

তরুণ বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িবার জন্য প্রবেশ করেন। পরে কিছুকাল আইন পড়েন। অবশেষে তিনি সাহিত্যচর্চায় মন দেন। তিনি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষক ছিলেন (১৮৪৬) ও পরে গভর্নমেণ্ট ওয়ার্ডের ডিরেক্টর হন (১৮৫৬)। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি বহু ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ১২৮ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মিবারের রাজেতিবৃত্ত', 'শিবাজীর জীবনী', 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বুদ্ধগয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনত্ত্বা বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৫-এ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন।

রাজ্যপাল—(১০ম শতক)। কনৌজের রাজা। সুলতান মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে রাজ্যপালের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। রাজ্য ছাড়িয়া তিনি গঙ্গার অপর পারে গমন করেন।

রাজ্যবর্ধন—(৭ম শতক)। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীকে মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে গিয়া তিনি বঙ্গরাজ শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। সেই যুদ্ধে শশাঙ্কের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজ্যশ্রী—(৭ম শতক)। প্রভাকরবর্ধনের কন্যা ও মহারাজ হর্ষবর্ধনের ভগিনী। কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মালবরাজ দেবগুপ্ত তাঁহার স্বামীকে নিহত ও তাঁহাকে বন্দী করেন। তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তাঁহাকে মুক্ত করিতে গিয়া নিহত হন। অতঃপর হর্ষবর্ধন রাজা হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তৎপূর্বে মুক্তি পাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান। অনেক অনুসন্ধানের ফলে তাঁহাকে বিন্ধ্য-পর্বতের অরণ্যমধ্যে পাওয়া যায়। তিনি যে সময় আগুনে ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় হর্ষবর্ধন তাঁহাকে রক্ষা করেন।

রাটলেজ, হিউ (Ruttledge, Hugh) ১৯৩৩ ও ১৯৩৬-এর এভারেস্ট অভিযানের নেতা। ১৯৩২-এ তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

রানাডে, মহাদেব গোবিন্দ—(১৮৪২—১৯০১)। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ অমৃত রাণাডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অনেক উপাধি লাভ করায় 'উপাধিধারিগণের রাজা' নামে অভিহিত হন। তিনি বহুবার বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন।

রাদারফোর্ড, আর্নেস্ট (Rutherford, Sir Earnest)—(১৮৭১—১৯৩৭)। বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ১৮৭১-এ নিউজিল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত। তাঁহার আণবিক গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক আণবিক গবেষণা চলিয়াছিল। ১৯২৩-এ তিনি 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। ১৯০৮-এ তিনি রসায়নশাস্ত্রে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন।

রাধা—১। কর্ণের পালিকা মাতা। তিনি অধিরথ নামক এক সূত্রধর জাতীয় সারথির পত্নী। কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সূর্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হইলে তিনি তাঁহাকে লোকলজ্জাভয়ে জলে ভাসাইয়া দেন। অধিরথ শিশুটিকে জল হইতে উদ্ধার করিলে তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ পালন করেন (ভারত)। ২। রাধিকার চলিত নাম [তাহা দ্রঃ]।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। পাটনা, পঞ্জাব, নাগপুর, মাদ্রাজ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশেষ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দেন। তিনি ইওরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন (১৯১৭)। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি—'বাঙলা ও বাঙালী', 'পল্লীসেবক', 'দরিদ্রের আহ্বান', 'দরিদ্রের ক্রন্দন' ইত্যাদি।

রাধাকান্ত দেব, রাজা স্যার—(১৭৮৩—১৮৬৭)। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত অভিধানের সংকলক। তাঁহার পিতার নাম রাজা গোপীমোহন দেব। শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি ডেভিড হেয়ারের সহযোগে 'স্কুলবুক সোসাইটি' স্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি 'শব্দকল্পদ্রুম'-নামক সুবৃহৎ সংস্কৃত শব্দকোষ প্রকাশিত করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' ও 'কে. সি. এস. আই' উপাধি প্রদান করেন। শেষ জীবনে তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং এইখানেই দেহত্যাগ করেন। 'হিন্দু স্কুল' স্থাপনের জন্য তিনি ডেভিড হেয়ারের সহিত বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—(১৮৮৪-১৯৬৩)। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি ইতিহাস শিরোমণি নামে আখ্যাত হন। বঙ্গীয় আইন-পরিষদের তিনি ভূতপূর্ব সদস্য। তিনি বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনেরও সদস্য ছিলেন (১৯১৮—১৯)। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তিনি রাজ্য পরিষদের অন্যতম মনোনীত সদস্য। ১৯৫৭ সালে তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'A History of Indian shipping', 'Nationalism in Hindu Culture' প্রধান।

রাধাকৃষ্ণন, সর্বপল্লী—(জন্ম ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮)। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও বাগ্মী। জন্ম অন্ধ্রে। তেলেগু মাত্রেই তাঁহার জন্মস্থানের নাম উপাধির আগে বসান। এই কারণে তাঁহার নামও 'সর্বপল্লী' হইয়াছে। মাদ্রাজ, মহীশূর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনশাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন (১৯৩১)। তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও উপাচার্য হইয়াছিলেন (১৯৩৯—৪৮)। শিকাগো ও অক্সফোর্ডে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হন (১৯৫০)। ১৯৫০-৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতির এবং ১৯৬২-৬৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতরত্ন' উপাধি দ্বারা ইঁহাকে ভূষিত করা হয়। 'Indian Philosophy', 'The Hindu View of Life', 'Kalki', 'India and China', 'The Philosophy of Rabindranath Tagore' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

রাধানন্দ দেব—(১৫৩৮—১৬০৬ শক)। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কবি। পিতা রসিকানন্দ প্রভু। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত 'শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্য' তাঁহার রচিত।

রাধানাথ শিকদার—(১৮১৩—১৮৭০)। কলিকাতার শিকদারপাড়ায় তাঁহার জন্ম হয়। পিতা তিতুরাম শিকদার। তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৩২ এ তিনি সার্ভে অফিসে কর্নেল এভারেস্টের অধীনে কম্পিউটারের কাজে নিযুক্ত হন। পরে ঐ অফিসে সর্বপ্রধান

কম্পিউটার হন। তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত তিনি 'মাসিক পত্রিকা'-নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তিনিই হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা মাপিয়া ২৯,০০২ ফুট স্থির করেন। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার জেনারেল এভারেস্ট সাহেবের নামানুসারে চূড়াটির নাম 'মাউন্ট এভারেস্ট' হয়।

রাধাবল্লভ দাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। তাঁহার পুরা নাম রাধাবল্লভ মণ্ডল। পিতা সুধাকর মণ্ডল। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে তাঁহার নিবাস। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও কিঙ্কর ছিলেন। তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন এবং সনাতন গোস্বামীর 'সূচক' ও 'সহজতত্ত্ব' পুস্তকের অনুবাদ করেন। বাংলা ও ব্রজবুলি রচনায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠকবিসুলভ ব্যঞ্জনাও পাওয়া যায়।

রাধাবিনোদ পাল, ডক্টর—(১৮৮৬-১৯৬৭)। জন্মস্থান নদীয়া জেলার সেলিমপুর গ্রাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪১-৪৩) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪৪-৪৬) ছিলেন। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের যুগ্মসভাপতির ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসভার বিচারকরূপে অসামান্য আইনজ্ঞানের পরিচয় দান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন ও 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হন।

রাধামোহন ঠাকুর—(? ১৬৯৮—১৭৬৮ ?)। বৈষ্ণব কবি। শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও মহারাজ নন্দকুমারের গুরু। পিতা জগদানন্দ ঠাকুর। জন্ম বর্ধমান জেলার মালিহাটী গ্রামে। তিনি 'পদামৃত-সমুদ্রে'র সংগ্রহকর্তা। তিনি 'ব্রজবুলি' ও 'সংস্কৃত পদ' রচনা করেন।

রাধাশ্যাম দাস—(জন্ম ৩০শে আশ্বিন, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া। পিতা রসিকদাস [তাহা দ্রঃ]। ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি গানে তিনি বিশেষ পারদর্শী। বাদ্যযন্ত্র বাদনেও তাঁহার নাম আছে।

রাধিকা—লক্ষ্মীরূপিণী ব্রজ-গোপিকা। তাঁহার পিতার নাম বৃষভানু এবং মাতার নাম কলাবতী। আয়ান ঘোষ তাঁর পতি ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম জানিয়া তাঁহাতে স্বীয় চিত্ত সমর্পণ করেন (ভাগ)।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী—(১৮৬১—১৯২৫)। সংগীতজ্ঞ। পিতা শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক জগচ্চন্দ্র গোস্বামী। বাল্যে তিনি যদু ভট্টের নিকট সংগীতশিক্ষা করেন, পরে কলিকাতার গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট খেয়াল ও শিবনারায়ণ মিশ্রের নিকট ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯২০ পর্যন্ত তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুরোধে কাশিমবাজারে থাকিয়া ছাত্রদিগকে সংগীত শিক্ষা দেন।

র‍্যাবো, জাঁ আর্থার—(১৮৫৪-১৮৯১)। ফরাসী কবি। ১৮৭৩ সালে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরই তিনি লেখা ছাড়িয়া দেন। ইহার পর তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন এবং অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবিসিনিয়ায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন ও তথায় কফি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। হাঁটুতে একটা আব কাটাইতে গিয়া মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আধুনিক সাহিত্যের উপর র‍্যাবোর প্রভাব অতিশয় গভীর।

রাবণ—লঙ্কার রাক্ষসরাজ। বিশ্রবা মুনি তাঁহার পিতা এবং নিকষা রাক্ষসী তাঁহার মাতা। তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবদানবের অবধ্য ও অজেয় হইবার বর প্রাপ্ত হন। তিনি রাম-পত্নী সীতাকে হরণ করিয়া অশোককাননে বন্দিনী করিয়া রাখেন কিন্তু নলকুবরের শাপ-ভয়ে পরস্ত্রী-ধর্ষণে আপনার মৃত্যু হইবে জানিয়া তাঁহার ধর্মনাশে সাহসী হন নাই। সীতা-হরণের ফলে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার মহা-সমর উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে তাঁহার সবংশে নিধন ঘটে (রাম)।

রাবেয়া—(৭৫২ বা ৭৫৩ ?)। মুসলমান ধর্মে সুফী সম্প্রদায়ের ভক্ত মহিলা। তিনি দরিদ্র পিতার কন্যা। পিতার নাম ইসমাইল। আরবের মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্ম। রাবেয়াকে ১৬-১৭ বৎসর বয়সে দস্যুদল চুরি করিয়া এক বিলাসী ধনীর কাছে বিক্রয় করে এবং সেখানে রাবেয়াকে প্রমোদভবনের নানা কুৎসিত কাজ করিতে হইত। কিন্তু সেই প্রমোদ-ভবনে অনেক বিদ্বানেরও সমাগম হইত। একদিন এক পণ্ডিত একটি অস্থি-গ্রন্থি হইতে মাংস গ্রহণ করিবার সময় সেই গ্রন্থি-সংস্থান দেখিয়া মানুষের শরীরেও অনুরূপ গ্রন্থি আছে কি না জানিবার জন্য উৎসুক হন। রাবেয়া সেই সময় পরিবেশনের থালা লইয়া উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জঙ্ঘা কাটিয়া দেখা হইল। এই অসহ্য যন্ত্রণার সময় রাবেয়ার মুখ হইতে প্রথম বাহির হইল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তাঁহার অন্তরে নিষ্কাম প্রেম ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার প্রভুও ক্রমে তাঁহার সান্নিধ্যে ঈশ্বরের প্রেমমহিমা বুঝিলেন। তিনি সকল দাসদাসী সমেত রাবেয়াকে মুক্তি দিলেন। তিনি বসোরাতে স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমাধি জেরুজালেমের পূর্বাংশে জেবেল-এৎ-তওর পর্বতের উপর বর্তমান। উহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

রাম—বিষ্ণুর এক অবতার। তিনি অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কৌশল্যা তাঁহার মাতা। তিনি প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবনে বহু রাক্ষস ও রাক্ষসীকে বধ করিয়া মুনিগণের যজ্ঞবিঘ্ন দূর করিয়াছিলেন। অতঃপর বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলে তিনি জনকের কন্যা সীতার বিবাহপণ হরধনুর্ভঙ্গ সম্পাদন করিয়া সীতাকে লাভ করেন। সেখান হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে রাম পরশুরামের দর্প চূর্ণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাত্রা করেন। পতিব্রতা সীতা ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার সহিত অরণ্যে গমন করেন। অনন্তর রামশোকে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করেন। বনে থাকিবার সময় লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান। রাম-লক্ষ্মণ বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার সৈন্য সাহায্যে লঙ্কা অবরোধ করেন এবং রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর চৌদ্দ বৎসর শেষ হইলে দেশে ফিরিয়া রাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অতি প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য তিনি নিজ ভার্যা আদর্শ সতী সীতাকেও বনে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কুশ ও লব নামে তাঁহার দুই পরাক্রমশালী পুত্র ছিল। তাঁহাদের উপর রাজ্যের ভার দিয়া তিনি পরিণত বয়সে সরযূর জলে আত্ম-বিসর্জন করেন (রাম)।

রামকমল সেন—(১৭৮৩—১৮৪৪)। শিক্ষাব্রতী। তিনি 'Bank of Bengal'-এর দেওয়ান ছিলেন। পরে তিনি 'Council of Education'-এর সভ্য হন। তিনি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'এগ্রিক্যালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৩৪-এ একটি প্রকাণ্ড ইংরেজী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেন।

রামকান্ত মুন্সী—(১৭৪১—১৮০১)। তিনি টাকীর রায়চৌধুরী-বংশীয় জমিদার-গণের পূর্বপুরুষ। হেস্টিংসের অনুগ্রহে তিনি 'রেভিনিউ বোর্ডে'র মুন্সীপদে প্রতিষ্ঠিত হন। সার জন শোরের শাসনকাল পর্যন্ত তিনি বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

রামকুমার নন্দী, মজুমদার—(১২৪০ বঙ্গাব্দ—?)। শ্রীহট্টের অন্তর্গত

বেজুরা গ্রামে জন্ম। সংগীত-সাহিত্যে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিভা ছিল। অল্প বয়স হইতেই তিনি যাত্রার পালা ও পাঁচালীর পুস্তক লিখিয়া কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ আচার্য—বৈষ্ণব ভক্ত। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। গঙ্গা ও পদ্মার সংগমে 'গোয়াস' গ্রামে নিবাস। পিতার নাম শিবাজী। পিতা ঘোর শাক্ত ছিলেন। একদা দুর্গাপূজার সময় ছাগল কিনিতে যাইবার কালে নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও তিনি তাঁহার চরণে আশ্রয় পান।

রামকৃষ্ণ পরমহংস—(২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫—১৬ই আগস্ট, ১৮৮৬)। সুবিখ্যাত কালী-সাধক। হুগলী জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণি দেবী। পিতামাতার প্রদত্ত নাম গদাধর। শৈশবে লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই। সংগীতে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের উপাখ্যান শুনিতে ভালবাসিতেন। রানী রাসমণি তাঁহাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির মন্দিরের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। সেখানে অবস্থান করিয়া তিনি কালীসাধনায় ব্রতী হন এবং সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অন্যান্য ধর্মমতেও সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি মান অপমান ও কামিনী-কাঞ্চন সকলই বর্জন করিয়াছিলেন। এ কারণ তিনি 'পরমহংস' নামে অভিহিত হন। তিনি বলিতেন—মানুষের চেষ্টায় কিছুই হয় না, মানুষের শক্তিই বা কতটুকু; ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কোন কার্য হয় না; তিনি সর্বশক্তিমান্। তাঁহার ধর্মমত অত্যন্ত উদার ছিল। আচারে-ব্যবহারে ও ধর্মবিশ্বাসে তাঁহার কোন গোঁড়ামি ছিল না। তিনি অতি সরল ভাষায় লোককে উপদেশ দিতেন। কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ তখনকার প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্মকথা শুনিতে যাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রধানতম ও প্রিয়তম শিষ্য।

রামকৃষ্ণ রায়, মহারাজ—(?—১৭৯৫)। সুবিখ্যাত রানী ভবানীর দত্তক-পুত্র। তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্লিপ্তের ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। তিনি কালী-উপাসক ছিলেন এবং নিয়ত ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ঔদাসীন্যের ফলে তাঁহার বহু সম্পত্তি নীলামে বিক্রি হইয়া যায়।

রামগতি ন্যায়রত্ন—(১২৩৮—১৩০১ বঙ্গাব্দ)। সাহিত্য-সমালোচক। হুগলি জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রামে জন্ম হয়। তিনি হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-নামক গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস।

রামগোপাল ঘোষ—(১৮১৫—১৮৬৮)। বিখ্যাত ধনী ও জনসেবক। জন্মস্থান কলিকাতা। তিনি ডিরোজিও সাহেবের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। বিবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা বক্তা ছিলেন। একবার তিনি ছোটলাটের শাসন-পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি অনেক লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ—(?১৫০৬—১৬০২)। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড গ্রাম। তিনি মুর্শিদাবাদে তেলিয়া বুধুরী গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার কবিত্ব দেখিয়া 'কবিরাজ' উপাধি দেন। তিনি অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। তাঁহার রচিত 'স্মরণদর্পণ', 'সাধনচন্দ্রিকা' ও 'শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনচরিত' আছে।

রামচন্দ্র খাঁন—১। চৈতন্যপ্রভুর সুবিখ্যাত ভক্ত। কৌলিক উপাধি ঘোষ। আদি নিবাস হাওড়া জেলার বালী গ্রামে। তিনি গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ্ কর্তৃক 'খাঁন' উপাধি পান। তিনি হোসেন শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি ছত্রভোগের (বর্তমান ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানায়) অধিকারী বা শাসনকর্তাও নিযুক্ত হন। পরে শের শাহের আমলে তিনি সুবাদার হন। এই সময় তিনি একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে তিনি কারামুক্তির পর যখন ছত্রভোগের শাসনকর্তা, তখন নীলাচলে যাইবার পথে মহাপ্রভুর সহিত দেখা হয় এবং তিনি চৈতন্যদেবের চরণে আশ্রয় লাভ করেন। ২। হোসেন শাহের বাল্যবন্ধু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। বেনাপোল কাগজ-পুখুরিয়া গ্রামে জন্ম। প্রকৃত নাম শান্তিধর। উপাধি খাঁন। তিনি ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। তিনি হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দ-প্রভুকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছিলেন। ৩। (১৬শ শতক) কবি। তিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব লেখেন। উহা জৈমিনি সংহিতার মর্মানুবাদ। এই কবি (১) রামচন্দ্র খাঁন হওয়াই সম্ভব।

রামচন্দ্র দত্ত—(১২৫৮—১৩০৫ বঙ্গাব্দ)। রামকৃষ্ণ-ভক্ত। কলিকাতার নারিকেল-ডাঙ্গায় জন্ম। পিতার নাম নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশসমূহ ও সাধনপদ্ধতি কয়েকখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তাঁহার দেহাবশেষ বিভূতি তাঁহারই কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার এই উদ্যান এক্ষণে এক তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ—(১৮৬২—১৯০২)। চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিষয়ক লেখক। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমার-খালি নামক গ্রামে জন্ম। তিনি প্রবেশিকা, এফ এ., সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ—সকল পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার নিপুণতা ছিল। তাঁহার অসাধারণ রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা ছিল। তাঁহার প্রণীত 'দ্রব্যগুণ-বারিধি' ও 'আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা' আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ।

রামতনু লাহিড়ী—(১৮১৩—১৩ই আগস্ট, ১৮৯৮)। ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষার আদর্শে তিনি এদেশের সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী হন। পরে তিনি কিছুদিন কেশবচন্দ্র সেনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু প্রচলিত কোন বিশেষ ধর্মমতে তাঁহার আস্থা ছিল না।

রামদাস—চতুর্থ শিখ-গুরু। তিনি অমৃতসর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন (১৫৩৪)।

রামদাস পাঠান—'বিজলী খাঁন'-এর বৈষ্ণব নাম। মহাপ্রভু এই নাম রাখিয়াছিলেন ['বিজলী খাঁন' দ্রঃ]।

রামদাস সেন, ডাঃ—(১০ই ডিসেম্বর, ১৮৪৫—১৯শে আগস্ট, ১৮৮৭)। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্মস্থান বহরমপুর। পিতা লালমোহন সেন। তিনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ফ্লোরেন্স নগরের ওরিয়েণ্ট্যাল একাডেমি হইতে তিনি 'ডাক্তার' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বহরমপুর কলেজের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। 'তত্ত্ব-সংগীত লহরী', 'বিলাপ তরঙ্গ', 'ঐতিহাসিক রহস্য' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

রামদাস স্বামী (সমর্থ রামদাস)—(১৬০৮—১৬৮১)। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক ও ধর্মপ্রচারক। গোদাবরী নদীর তীরস্থ জম্বুক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সমুদয় রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। শিবাজীর সাহায্যে ভারতে এক মহাপরাক্রান্ত জাতি সৃষ্টি করিয়া অধর্মের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রামদুলাল সরকার—(১৭৫২—১৮২৫)। দমদমের নিকটবর্তী এক গ্রামের ধনী ও

সহৃদয় ব্যক্তি। পিতা বলরাম সরকার। বর্গীর হাঙ্গামার সময় পথিমধ্যে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইলে তিনি মাতামহীর সঙ্গে মদনমোহন দত্ত নামে এক ধনীর নিকট থাকেন। তাঁহার মাতামহী সেই বাড়ির পাচিকা ছিলেন। পরে রামদুলাল মদনমোহনের সরকার হন। একদিন রামদুলাল এক জলমগ্ন জাহাজ নিলামে কিনিতে গমন করেন। কিন্তু নীলাম-অফিসে গিয়া সেই জাহাজখানি তাঁহার সেখানে পৌঁছিবার কিছু পূর্বেই নীলাম হইয়া গিয়াছে শুনিতে পান। তখন তিনি আর একখানি জাহাজ নীলামে খরিদ করেন। ঐ জাহাজখানি কিনিবার কিছুক্ষণ পরেই এক সাহেব উহা তাঁহার নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা লাভ দিয়া কিনিয়া লয়। রামদুলাল মনিবকে এই লক্ষ টাকা সহ সমস্ত টাকাই ফিরাইয়া দেন এবং তাঁহার বিনানুমতিতে এই ক্রয়বিক্রয়ের কার্য করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু মদনমোহন অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এই লক্ষ টাকা রামদুলালকে দান করেন। অতঃপর রামদুলাল এই মূলধন লইয়া নানা কারবার করিয়া কোটিপতি হন। তিনি দয়াবান্ ছিলেন এবং তাঁহার স্থাপিত বেলগাছিয়ার অতিথিশালায় প্রত্যহ প্রায় সহস্র লোক আহার করিত।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—বিখ্যাত নৈয়ায়িক। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্রের সমকালীন। বনমধ্যে নির্জন স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'বুনো রামনাথ' নামে পরিচিত হন। তৎকালে নবদ্বীপে তাঁহার তুল্য কোন নৈয়ায়িক বিদ্যমান ছিলেন না। তিনি অতি উদারহৃদয় ও নিঃস্পৃহ ছিলেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—(২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২২—১৯শে জানুয়ারি, ১৮৮৬)। সর্বপ্রথম আধুনিক নাট্যকার। তিনি "নাটুকে রামনারায়ণ" এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতা রামধন শিরোমণি। ২৪ পরগনার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে জন্ম। তিনি সংস্কৃত কলেজে (১৮৪৩—১৮৫৩) সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল পড়িয়াছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁহার নাম ছিল। ইহার পরেই তিনি মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এখানে দুই বৎসর অধ্যাপনার পর তিনি সাতাশ বৎসরকাল (১৮৫৫—১৮৮২) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার রচনার মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। তাঁহার প্রথম নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বাংলার আদি নাটক বলিয়া মর্যাদা পায়। 'বেণীসংহার নাটক', 'রত্নাবলী নাটক', 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক', 'নব-নাটক', 'মালতীমাধব নাটক' প্রভৃতি তাঁহার বাংলা ও 'আর্যশতকম্', 'দক্ষযজ্ঞম্' ইত্যাদি তাঁহার সংস্কৃত রচনা।

রামনিধি গুপ্ত—'নিধুবাবু' দ্রঃ।

রাম পাল—(১১শ শতক)। পালবংশের শেষ রাজা। তিনি উত্তর বিহার জয় করেন।

রামপ্রসাদ সেন, "কবিরঞ্জন"—(১৭২৩—১৭৭৫)। সুবিখ্যাত সাধক কবি। নিবাস হালিসহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে। পিতার নাম রামরাম। তাঁহার মন সর্বদাই শ্যামাবিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। রামপ্রসাদ কলিকাতার এক ধনশালী ব্যক্তির গৃহে কার্য করিতেন। তাঁহার ধর্মপ্রবণতা দেখিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গান অদ্যাপি বাংলার সর্বত্র সাদরে গীত হইয়া থাকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর-কাব্য' ও 'কালীকীর্তন' নামে গ্রন্থ সুপরিচিত। 'কবিরঞ্জন' এই ভণিতা তাঁহার কাব্যের শেষে দেখা যায়।

রামপ্রাণ গুপ্ত—(১৮৬৯—১৯২৭)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ময়মনসিংহের অন্তর্গত কেদারপুর নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্যচর্চা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লিখিত বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আধুনিক অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'মোগল বংশ', 'প্রাচীন ভারত', 'পাঠান রাজবৃত্ত', 'ইসলাম কাহিনী' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

রাম বসু—(১৭৮৬—১৮২৮)। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। কলিকাতার নিকটবর্তী শালিখায় তাঁহার জন্ম। প্রথমে তিনি নীলু ঠাকুর, ভবানী বেনে প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে গান করিতেন। অতঃপর নিজেই একটি কবির দল গঠন করেন। তিনি বৈষ্ণবসংগীতও রচনা করিতে পারিতেন।

রামমূর্তি নাইডু—(১৮৭৯—১৯৩৮)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। মাদ্রাজ প্রদেশে জন্ম হয়। পিতার নাম নারায়ণ স্বামী। ডাক্তার প্রবর্তিত প্রণালীতে ব্যায়াম করিয়া আশানুরূপ ফললাভ করিতে না পারিয়া শেষে দেশীয় প্রথায় ব্যায়ামানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। পরে তিনি সবিশেষ কৃতকার্য হইয়া স্বদেশে ও বিদেশে বহু আশ্চর্য ব্যায়ামকৌশল ও কীর্তির পরিচয় দিয়া বিখ্যাত হন।

রামমোহন বসু—(১৭৮৬—১৮২৯)। গীতিকবি। হাওড়া জেলার অন্তর্গত শালিখা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বঙ্গভাষায় রচিত তাঁহার বিরহবিষয়ক গানগুলি অতি মধুর ও বহুল প্রচারিত।

রামমোহন রায়, রাজা—(১০ই মে, ১৭৭৪—২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩)। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নবীন ভারতের মহামন্ত্রদাতা। হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্ম। প্রকৃত উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আট বৎসর বয়স পর্যন্ত আরবী ও বাংলা পড়েন ও পরে আরবী শিখিবার জন্য মাত্র নয় বৎসর বয়সে পাটনা যান। তিনি আরবীতে সুপণ্ডিত হন। পরে বার বৎসর বয়সে তিনি কাশীতে সংস্কৃত শিখিতে যান ও বেদান্তাদি পাঠ করিয়া কাশীর পণ্ডিতদের সঙ্গে গোঁড়ামির জন্য যুক্তিতর্ক করেন। তখন তাঁহার মাত্র ষোল বৎসর বয়স। তিনি কাশীতে নাস্তিক ও বিধর্মীরূপে পরিচিত হইলেন। গৃহে ফিরিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি তিব্বতে (১৬ বৎসর বয়সে) নিজের মতবাদ প্রচার করিতে যান এবং জীবন বিপন্ন হইলে ফিরিয়া আসেন। তখন গৃহে আশ্রয় পান। এই সময়ে তিনি ইংরেজী, উর্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিখিয়া বৈদেশিক ধর্মগ্রন্থসকল হইতে নানা প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই উদারহৃদয় মহাপুরুষ হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন করেন ও পরে বাড়ি হইতে আবার বিতাড়িত হন। তিনিই সতীদাহ প্রথা আইনদ্বারা রহিত করেন। জাতিভেদ প্রথা বর্জন করিবার আন্দোলন তিনিই প্রথম করিয়াছিলেন। কর্মজীবনে তিনি জীবিকানির্বাহের জন্য ১৩।১৪ বৎসর রংপুর কালেক্টরি অফিসের সেরেস্তাদারের কার্য করেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসেন ও তাঁহার প্রকৃত কর্মজীবনের আরম্ভ হয়। মাণিকতলায় বাড়ি কিনিয়া সেখানে প্রথমে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা করেন। উহার উদ্দেশ্য ছিল পরমব্রহ্মের উপাসনা। এর পর জোড়াসাঁকোয় একটি বাড়ি ভাড়া করা হয় এবং সেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি 'ব্রাহ্মণ পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন ও 'ইস্ট ইণ্ডিয়া গেজেট' নামে একখানা ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি নিজ ধর্মমত প্রচারের জন্য প্রায় ৭০ খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩০-এ তিনি দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি

হিসাবে বিলাত যান। পার্লামেন্টে তিনি আইন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও ভারত সম্রাট্ বাদশাহ-প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি স্বীকার করিয়া লন। ১৮৩২-এ তিনি ফরাসীদেশে যান, এবং সেখান হইতে ব্রিস্টলে আসিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামরাজা—(১৬শ শতক)। তিনি বিজয়নগরের রাজা সদাশিব রায়ের মন্ত্রী। তিনি দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজাদের সহিত যুদ্ধ করেন। বিজাপুর, আহ্‌মদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদর প্রভৃতি রাজ্য বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। এই যুদ্ধ তেলিকোটার যুদ্ধ নামে খ্যাত। ১৫৬৫-এ এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে রামরাজা বন্দী ও নিহত হন।

রামরাম বসু—(১৭৫৭—১৮১৩)। জন্মস্থান চুঁচুড়া ও শিক্ষাস্থল ২৪-পরগনার নিমতা গ্রাম। তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনারী জন টমাসের মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৭৮৭)। ১৭৯১-এ তিনি নবদ্বীপে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসেন। ইহার পর তিনি কেরীর মুন্সী হন। তিনি মিশনারীদের জন্য একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'খ্রীষ্ট-বিবরণামৃতং' ও 'হরকরা' (গসপেল মেসেঞ্জার) মিশনারীদের ইচ্ছাক্রমেই রচিত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতি করেন। এই সময় রামরাম বসুকে দিয়া কেরী যে পুস্তকখানি রচনা করান, তাহাই 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'লিপিমালা' (১৮০২) কয়েকটি পত্রের সমষ্টি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পণ্ডিতি করিয়া যান।

রাম রায়—বিখ্যাত শিখগুরু। তিনি গুরু হররায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দিল্লীর সম্রাট্ গুরু হররায়কে বন্দী করিলে তিনি রাম রায়কে জামিন রাখিয়া মুক্তিলাভ করেন। হররায়ের মৃত্যুর পর শিখেরা প্রথমে তাঁহার পুত্র হরকিষণকে গুরুপদে বরণ করে। হরকিষণ মারা গেলে তাহারা প্রথমে তেগবাহাদুর ও পরে গোবিন্দ সিংহকে গুরুপদে বরণ করে। রাম রায়ের গুরু হইবার আশা একেবারেই নষ্ট হয়। তিনি তখন আওরঙ্গজেবের সহায়তায় গাড়ওয়ালরাজের নিকট হইতে দেরাদুনে এক মন্দির নির্মাণ করাইয়া লন। এখানে বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। নানকের প্রবর্তিত ধর্ম 'উদাসী' ও 'নির্মলা' এই দুই শাখায় বিভক্ত। তিনি উদাসী শাখার অন্তর্গত 'রামরায়'-নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁহার মতে গুরুই একমাত্র উপাস্য দেবতা; গুরুর উপরে কেহ নাই। গুরু গোবিন্দ এই 'রামরায়ি' সম্প্রদায়কে সমাজচ্যুত করিয়া 'অকালী' নামে এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। রাম রায় যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

রাম শর্মা (অক্ষয়কুমার ঘোষ)—(১৮৩৭—?)। প্রসিদ্ধ কবি। কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশে জন্ম। কর্মজীবনে তিনি অল্প বেতনের কেরানীর কার্য হইতে স্বীয় অধ্যবসায়ের বলে বঙ্গদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের পদ পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। 'জ্যোতিষপ্রকাশ' নাম দিয়া তিনি সর্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার অনেক ইংরেজী কবিতা রঙ্গলাল অনুবাদ করেন। রাম শর্মা এই নামে লিখিতেন।

রাম শাস্ত্রী—চতুর্থ পেশোয়া মাধব রাওয়ের প্রসিদ্ধ মিত্র ছিলেন। তিনি অতি ন্যায়-পরায়ণ ও সৎসাহসী বিচারপতি ছিলেন। পেশোয়া রঘুনাথ রাওএর সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন।

রাম সরস্বতী—আসামের বিখ্যাত কবি। কামরূপ জেলার পচারিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি শংকরদেব ও মাধবদেবের সমসাময়িক। তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারত আসামী ভাষায় পদ্যাকারে অনুবাদ করেন। তিনি রামায়ণ ও কতিপয় পুরাণেরও অনুবাদ করেন।

রামস্বামী মুদালিয়ার—(১৮৫২—১৮৯২)। মাদ্রাজের বিখ্যাত রাজনৈতিক বক্তা। মাদ্রাজের সালেম নামক নগরে জন্ম। ১৮৭৬ হইতে তিনি সালেমে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৮৫-এ বিলাতে গমন করিয়া পার্লামেন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে বক্তৃতা প্রদান করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাগ্মী হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন।

রামানন্দ—(১৪শ শতক)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত ও ধর্মপ্রচারক। তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি অতি সরল হিন্দী ভাষায় উপদেশ দান করিতেন বলিয়া আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার কথা সহজে বুঝিতে পারিত। কবীর তাঁহার শিষ্য। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে তাঁহার জীবনী আছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—(১৮৬৫—১৯৪৩)। বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বাঁকুড়া জেলায় জন্ম। পিতার নাম শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'প্রবাসী', 'দি মডার্ন রিভিয়ু' (The Modern Review) ও 'বিশাল ভারত' নামক তিনখানি সুপ্রসিদ্ধ বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও পরিচালক ছিলেন। তিনি ১৮৮৭-এ বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি 'ধর্মবন্ধু' ও 'প্রদীপ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিছুকাল এলাহাবাদে কায়স্থ কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্যচর্চা ভিন্ন বিবিধ সামাজিক ও জনহিতকর কার্যের সহিতও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১০ হইতে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী ও তাহার পর উহার সভাপতি হন। তিনি জাতিসংঘের আহ্বানে ইওরোপে গমন করিয়াছিলেন (১৯২৬)।

রামানন্দ বসু—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। বর্ধমান জেলায় জন্ম। পিতা সত্যরাজ। দ্বারকায় তাঁহার সহিত চৈতন্যদেবের পরিচয় হয়। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ রচনাতেই বিশেষ নিপুণ ছিলেন।

রামানন্দ রায়—(?—১৫৩৪)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। রায় রামানন্দ নামে তিনি সাধারণতঃ পরিচিত। তিনি বিদ্যানগরের (মাদ্রাজ) রাজা ভবানন্দ রায়ের পুত্র। তিনি উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এতাদৃশ ভক্ত ছিলেন যে, চৈতন্যদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিদ্যানগরে গমন করেন। 'জগন্নাথ-বল্লভ'-নামক তাঁহার নাটকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত অনেক শ্লোক 'পদ্যাবলী' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

রামানুজ—(১১শ শতক)। দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যে শ্রীপেরম্বদুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একজন বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের বিশেষতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক। রামানন্দ এবং কবীর তাঁহারই ধর্মমত অনুসরণ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার ৪৭ খানি পুস্তক আছে। তাঁহার প্রচারিত দর্শনশাস্ত্রের নাম 'রামানুজদর্শন'।

রামী—(জীবৎকাল ১৪৫০?)। নাম রামমণি বা রামতারা। তিনি জাতিতে রজক ছিলেন। চণ্ডীদাস নান্নুর গ্রামে বাশুলীদেবীর পূজারী ছিলেন। তিনি সেই মন্দিরের পরিচারিকা ছিলেন। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমে পড়েন এবং সহজ সাধনার নায়িকারূপে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তিনি চণ্ডীদাসের কবিত্বের মূল উৎস ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাকে বঙ্গের আদি মহিলা কবি বলা হয়। কিন্তু এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(২০শে আগস্ট, ১৮৬৪—৬ই জুন, ১৯১৯)। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক। পিতা গোবিন্দসুন্দর। নিবাস টেঞা-বৈদ্যপুর, মুর্শিদাবাদ। তিনি এম. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রে) প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রথমে রিপণ কলেজের অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের সাধনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপূর্ণ পুস্তক আধুনিক বঙ্গভাষায় যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদিগের তিনি অন্যতম ছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিত-কথা', 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ', 'নানা কথা' ইত্যাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার উন্নত চরিত্রের জন্য দেশবাসীরা তাঁহাকে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য—(১৮শ শতক)। বিশিষ্ট কবি। পৈতৃক নিবাস মেদিনীপুর জেলার বরদাবাটী পরগনার যদুপুর গ্রামে। পরে তিনি মেদিনীপুর শহরের নিকটে কর্ণগড়ে বাস করেন। পিতার নাম লক্ষ্মণ। কবির প্রথম রচনা সত্যনারায়ণ পাঁচালী। তখন তিনি যদুপুরে থাকেন। কিন্তু 'শিবায়ন' রচনাকালে তিনি কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন।

রায় বাঘিনী—(১৬শ শতক)। বঙ্গ-বীরাঙ্গনা। রায় বাঘিনী তাঁহার উপাধি। আকবর যখন বাদশাহ্, তখন এই বীর রমণী পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম ছিল 'রানী ভবশংকরী'। তাঁহার পিতা দীননাথ চৌধুরী পেঁড়োর গড়ের দুর্গরাজের অধীন একজন সর্দার ছিলেন। দীননাথ ছিলেন নিপুণ যোদ্ধা ও অস্ত্রবিশারদ। মাতৃ-হীনা কন্যা ভবশংকরীও বাপের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া সকল অস্ত্র চালনায় ও অশ্বারোহণে বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিবাহ হয় ভুরসুট রাজ্যের মহারাজ রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই রুদ্রনারায়ণ মারা যান। মহারাজ রুদ্র-নারায়ণ পাঠানদের বিপক্ষে থাকিয়া মোগল-দের পক্ষে লড়িতেন বলিয়া পাঠানদের এই রাজ্যের উপর রাগ ছিল। পাঠানদলের সর্দার ওসমান এই সুযোগে রানী ভবশংকরী ও তাঁহার শিশুপুত্রটির উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করিল। ওসমানের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রানী বিশাল বর্শা হস্তে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া বিজয়িনী হন। সেই যুদ্ধস্থল 'রায় বাঘিনীর গড়' নামে পরিচিত (তারকেশ্বর হইতে চার পাঁচ মাইল দূরে)। এই যুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া আকবর তাঁহাকে 'রায় বাঘিনী' উপাধি দেন।

রায়মল্ল—মেবারের রানা কুম্ভের পুত্র। তিনি অতিশয় বীর ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—রানা সঙ্গ (সংগ্রামসিংহ), পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল।

রাসপুটিন, গ্রেগরি এফিমোভিচ (Rasputin, Gregory, Efimovitch) —(১৮৭১—১৯১৬)। অর্ধোন্মাদ, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি রুশীয় ধর্মযাজক। তিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পত্নীর এবং ধর্মের ও রাজ্যের উপরে অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন। তাহার ফলে তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।

রাসবিহারী ঘোষ—(১৮৪৫—১৯২১)। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও দানবীর। বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডি. এল., Honours in law প্রভৃতি আইনের দুরূহ পরীক্ষাগুলিতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্পই ছিলেন। বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়া তিনি স্বদেশের হিতকর আইন প্রণয়নে গভর্নমেন্টের সহযোগিতা এবং প্রতিকূল বিষয়ের বিরোধিতা করিয়া যথেষ্ট তেজস্বিতা ও স্বদেশহিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে তিনি বহু লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। উহার আয় হইতে কৃতবিদ্য বিদ্যার্থিগণকে বৃত্তি দান করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজেও তাঁহার অর্থ নিয়োগ করা হয়।

রাসবিহারী বসু—(১৮৮০—১৯৪৪)। বিপ্লবী দেশসেবক। নিবাস বর্ধমান। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তিনি হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি পুলিসের হাত এড়াইয়া জাপানে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয়দের লইয়া ভারতের স্বাধীনতাকামী এক সেনাবাহিনী গড়িয়া তুলেন। পরে ইহার নাম হয় আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ। পরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ঘটে। তিনি আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর (কীর্তন পণ্ডিত)—(১২৭১ বঙ্গাব্দ?)। জন্মস্থান বীরভূম জেলার ময়নাডালে। পিতা অটল-বিহারী মিত্র ঠাকুর। তিনি সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুরের নিকট মনোহরসাই এবং বৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসীর নিকট গরাণহাটী কীর্তন শিক্ষা করেন।

রাসমণি, রানী—(?—১৮৬১)। ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোনা নামক গ্রামে এক কৃষকের গৃহে জন্ম। পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। কলিকাতার প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্র মাড়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৩৬-এ রাজচন্দ্রের মৃত্যু হইলে রাসমণি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হন। দরিদ্রের ঘরে জন্মিলেও তিনি অতি তেজস্বিনী ছিলেন। দুঃখীর দুঃখমোচনে তিনি সর্বদাই যত্নবতী ছিলেন। দেবদেবী ও ধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ দেবালয় ও অতিথিভবন তাঁহারই কীর্তি ও দয়ার নিদর্শন।

রাসু—(১৭৩৮—?)। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। গোন্দলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সহোদর নৃসিংহের সহিত কবির দল গঠন করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহাদের রচিত গীত-গুলি উভয় ভ্রাতারই যুক্তনামে প্রচলিত হয়।

রাসেল, বার্ট্রাণ্ড আর্থার উইলিয়াম (Russell, Bertrand Arthur William)—(জন্ম ১৮৭২)। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। পৃথিবীর চিন্তাশীল লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। জন্ম ইংলণ্ডের ট্রেলেক নামক স্থানে। পিতা ভাইকাউণ্ট অ্যাম্বারলে। তিনি কেম্ব্রিজ হইতে বি. এ. পাস করেন (১৮৯৪), পরে জার্মানীতে কিছুকাল রাজনীতি পড়েন। 'Mysticism and Logic', 'Principia Mathematica', 'The Analysis of Matter', 'Marriage and Morals' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

রাস্কিন, জন (Ruskin, John)—(১৮১৯—১৯০০)। বিখ্যাত সমালোচক ও দার্শনিক। তিনি জাতিতে ইংরেজ। পিতা জন জেম্স্। তাঁহার চারুশিল্পবিষয়ক সমালোচনাগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা ইংরেজী সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া, তাঁহার ধর্ম, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়েও বহু সমালোচনা-পুস্তক আছে। 'Modern Painters', 'The Seven Lamps of Architecture', 'The Stones of Venice' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

রাহুল—তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫১১ অব্দে বুদ্ধদেবের ঔরসে ভগবতী গোপার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সপ্তম রজনীতে বুদ্ধদেব সংসারের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনন্তর বুদ্ধদেব জন্মভূমি

কপিলবাস্তুতে পুনরায় আসিলে তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স কুড়ি বছর ছিল।

রিচার্ড, ১ম (Richard I)—(১১৫৭—১১৯৯)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি Lion-hearted-নামে খ্যাত। তিনি দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র ছিলেন। 'ক্রুসেড'-নামক ধর্ম-যুদ্ধগুলির 'তৃতীয় ক্রুসেডে'র তিনি অন্যতম নায়ক ছিলেন। ১১৯২ হইতে ১১৯৪ পর্যন্ত তিনি জার্মানীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। নর্মাণ্ডিতে Chaluz-নামক দুর্গ অবরোধ করিবার সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

রিচার্ড, ২য় (Richard II)—(১৩৬৭—১৪০০)। ইংলণ্ডের রাজা ও ব্ল্যাক প্রিন্সের পুত্র। তাঁহার রাজত্বকাল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত হইয়া প্রজারা বিদ্রোহী হয় এবং ১৩৮১-এ প্রসিদ্ধ ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে এক ভীষণ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। অবশেষে হেনরী ল্যাঙ্কাস্টার তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ইহার অনতিকাল পরেই সম্ভবতঃ তিনি নিহত হন।

রিচার্ড, ৩য় (Richard III)—(১৪৫২—১৪৮৫)। ইংলণ্ডের রাজা। ৫ম এড-ওয়ার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনি ইংলণ্ডের রাজা হন। কথিত আছে, তিনি এডওয়ার্ডের ভ্রাতার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নৃপতিকে নিহত করেন। বসওয়ার্থে তিনি নিহত হন।

রিজিয়া, সুলতানা—(রাজত্বকাল ১২৩৬—১২৪০)। দিল্লীর সুলতানা। তিনি ছাড়া আর কোন নারী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নাই। তাঁহার পুরা নাম রজিয়ৎ-উদ্-দীন। তিনি সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা। ইলতুৎমিস তাঁহাকে সিংহাসনে মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু ওমরাহগণ ইলতুৎমিসের পুত্র রুকনুদ্দীনকে রাজা করেন। তিনি রাজ-কার্য চালাইতে অসমর্থ হওয়ায় রিজিয়াই পরে সিংহাসন লাভ করেন এবং সুলতানা নামে অভিহিত হন। তিনি পুরুষবেশে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজোচিত সকল গুণই তাঁহার ছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। তিনি এক হাবসী কর্মচারীর প্রতি অনুগ্রহ দেখান বলিয়া তাঁহার তুর্কী ওমরাহগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হন চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। তিনি অলতুনিয়া নামে এক বিদ্রোহী নেতাকে বিবাহ করিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামীকে পরাজিত ও নিহত করিল।

রিপন, লর্ড (Ripon, Lord)—(১৮২৭—১৯০৯)। ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্নর-জেনারেল। তিনি ১৮৮০ হইতে ১৮৮৪ পর্যন্ত ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তৎপূর্বে তিনি ভারত-সচিব ও অন্যান্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ২য় আফগান যুদ্ধ শেষ হয়। এদেশের উন্নতির জন্য তিনি শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছিলেন।

রিভেরা, প্রাইমো ডি (Rivera, Primo de)—(১৮৭০—১৯৩০)। স্পেনীয় ডিক্টেটার। ১৯২৩-এ বিদ্রোহের পর রাজা তাঁহাকে সামরিক কার্যনির্বাহক সভার সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই সভা বিলুপ্ত হইলে তিনি প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৯৩০-এ রাজা তাঁহাকে ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

রিমাস (Remus)—রোমিউলাসের ভ্রাতা ['রোমিউলাস' দ্রঃ]।

রিসলু, আর্মাণ্ড জিন, কার্ডিনাল (Richelieu, Armand Jean, Cardinal)—(১৫৮৫—১৬৪২)। প্রসিদ্ধ ফরাসী রাজনীতিবিশারদ। তিনি ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রথমে ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি আঠার বৎসর-কাল মন্ত্রিত্ব করেন। সেই সময়ে তিনি রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রোটেস্টান্টদের নিকট হইতে সকল ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। লা রোশেল (La Rochelle) অবরোধের সময় তিনি ফরাসী সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেন। অতঃপর ইওরোপের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য অস্ট্রিয়ার ক্ষমতা হরণ করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

রুকনুদ্দীন—(১২৩৬)। দাস সুলতান আলতমাসের পুত্র ['রিজিয়া' দ্রঃ]।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা, স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা। লোকমুখে কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা চেদিরাজ শিশুপালের সহিত তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সমস্ত বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ নির্দিষ্ট বিবাহরাত্রিতে বিদর্ভে আসিয়া তাঁহাকে হরণ করেন এবং যুদ্ধার্থে সমাগত রাজগণকে পরাজিত করিয়া রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া যান এবং সেখানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ পুত্র এবং চারুমতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণের দেহাবসানে তিনি চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন (ভাগ, হরি)।

রুক্মী—ভীষ্মকরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি স্বভাবতঃ কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। কৃষ্ণ যখন তাঁহার ভগিনী রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান তখন তিনি তাঁহার পথরোধ করেন। কিন্তু কৃতকার্য না হওয়ায় লজ্জায় পিতৃরাজ্যে আর প্রত্যাগত না হইয়া ভোজকট নামক এক নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। অনন্তর বলরাম ভোজকট নগরে আগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত পাশা খেলিতে গিয়া ছলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার মৃত্যু হয় (ভাগ)।

রুচি—১। অন্যতম প্রজাপতি। তিনি আকূতির স্বামী এবং যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামক যমজ পুত্র-কন্যার পিতা (ভাগ)। **২**। দেবশর্মা নামে ব্রাহ্মণের সুন্দরী স্ত্রী। তিনি তপস্যা করিতে যাইবার সময় তাঁহার শিষ্য বিপুলের উপর রুচির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। এই সময় ইন্দ্র অসদুদ্দেশ্যে সেই আশ্রমে আসেন। বিপুল ইন্দ্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যোগবলে রুচির শরীরে প্রবেশ করেন ও ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন (ভারত)।

রুজভেল্ট, থিওডোর—(Roosevelt, Theodore)—(১৮৫৮—১৯১৯)। আমে-রিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি। ১৯০০-এ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী সভাপতি হন। তাঁহার পূর্ববর্তী সভাপতি ১৯০১-এ নিহত হইলে তিনি দুইবার সভাপতি নির্বা-চিত হন। বিশ্ব-শান্তির প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাকে ১৯০৬-এ 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হয়। তিনি এই টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করেন। তিনি একজন শক্তিশালী বাগ্মী ছিলেন। ১৯১৪-এ তিনি ব্রেজিলের অরণ্যানী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ঐ সময়ে তিনি একটি নদীও আবিষ্কার করেন।

রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলিন ডি (Roosevelt, Franklin D.)—(১৮৮২—১৯৪৫)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি। ১৯০৭-এ তিনি ব্যারিস্টার হন। ১৯১০-এ নিউইয়র্ক প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। চারি বৎসর ধরিয়া তিনি নিউইয়র্কের গভর্নর ছিলেন। ১৯৩২-এ তিনি প্রথম সভা-পতি হন। তিনি 'National Recovery'-নামক যে পরিকল্পনা করেন, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৯৩৩ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন। এ পর্যন্ত আর কোন সভাপতি দুইবারের বেশী নির্বাচিত হন নাই। 'New Deal' আন্দোলন ও 'Lend-Lease' নীতি তাঁহাকে বিশেষ প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে।

রুট, ইলিহু (Root, Elihu)—জন্ম

১৮৪৫। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ্। ১৮৯৯—১৯০৪ পর্যন্ত তিনি সমরসচিব ছিলেন। ইহার পর তিনি বহু রাজকার্যে নিযুক্ত হন। ওয়াশিংটন কংগ্রেসের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৯১২-এ যুদ্ধশান্তির প্রচেষ্টার জন্য তিনি 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

রুদ্র—১। ব্রহ্মার ললাট হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয়। জন্মিবামাত্রই রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রুদ্র নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে রোদন হইতে নিবৃত্ত করেন। অতঃপর তিনি একাদশ মূর্তি ধারণ করিয়া সূর্য প্রভৃতিতে অবস্থান করেন (বায়ু, অগ্নি)। ২। মহাদেবের অপর নাম।

রুদ্রসিংহ—অহোম রাজগণের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৬৯৫-এ তিনি রাজা হন। পঞ্জাব, কাশ্মীর, অযোধ্যা ও বঙ্গদেশের নৃপতিগণের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল। তিনি 'জয়সাগর' নামে এক সুবৃহৎ দীঘি খনন করান। ১৮ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করিবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রুবেন্স, পিটার পল (Rubens, Sir Peter Paul)—(১৫৭৭—১৬৪০)। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। বেলজিয়ামের অন্তর্ভুক্ত ফ্লাণ্ডার্স নামক প্রদেশের অধিবাসী। তিনি ইটালীতে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর দেশে ফিরিয়া চিত্রাঙ্কনে মনোযোগ দেন। তিনি মেরী ডি মেডিচির দ্বারা লাক্সেমবুর্গ প্রাসাদের চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন (১৬২০—২৩)। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের চিত্র আঁকিবার জন্য তিনি ১৬২৯-এ ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার সময়ে ফ্লেমিস চিত্র উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল।

রুমা—সুগ্রীবের ভার্যা। বালী সুগ্রীবকে পরাজিত করিলে তিনি কিছুকাল বালীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর রাম বালীকে নিহত করিলে তিনি পুনরায় স্বামীর সহিত মিলিত হন (রাম)।

রুরু—জনৈক ব্রাহ্মণ। চ্যবনপুত্র প্রমতি তাঁহার পিতা এবং অপ্সরা ঘৃতাচী তাঁহার মাতা। তিনি মেনকার কন্যা প্রমদ্বরাকে বিবাহ করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই সর্পদংশনে ঐ কন্যার প্রাণবিয়োগ হয়। তখন তিনি নিজ পরমায়ুর অর্ধাংশ দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের বিবাহ হয় (দেবীভা, ভারত)।

রুসো, জিন-জ্যাক (Rousseau, Jean-Jacques)—(১৭১২—১৭৭৮)। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক লেখক। জেনেভা নগরে জন্ম। তিনি এক ঘড়িনির্মাতার পুত্র ছিলেন। তুরিনে এক পাঠশালায় প্রথমে শিক্ষালাভ করেন ও পরে দশ বৎসর এক মহিলার নিকটে প্রতিপালিত হন। 'প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনা করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি অভিযুক্ত হন। এজন্য তাঁহাকে বহুকাল আত্মগোপন করিয়া নানাদেশে ভ্রমণ করিতে হয়। তাঁহার মতবাদ ফরাসী-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলা হয়। তাঁহার রচিত 'Social Contract', 'Confessions' ইত্যাদি পুস্তক আছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি তাঁহার আত্মচরিত।

রূপ গোস্বামী—(১৪৮৯—১৫৫৮)। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য ও কবি। ইনি ষড়গোস্বামীর অন্যতম। নিবাস রামকেলি গ্রাম। পিতা মুকুন্দ। বিখ্যাত সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা। উভয়ে একত্র রূপ-সনাতন নামে খ্যাত। রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৪—১৫২১) তিনি উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দবীরখাস নামে অভিহিত হইতেন। প্রথম হইতেই তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। চৈতন্যদেবের আদেশে তিনি ৪০ বৎসর বৃন্দাবনে বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনাদি কার্যে রত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'উদ্ধবদূত', 'গঙ্গাষ্টক', 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' নাটক, 'শ্রীরূপ চিন্তামণি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'কারিকা' নামে একখানি গদ্যগ্রন্থও আছে।

রেগুলাস, মার্কাস অ্যাটিলিয়াস (Regulus, Marcus Atilius)—বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। খ্রীঃ পূঃ ২৬৭—২৫৬ অব্দে তিনি রোমের দুইবার শাসনকর্তা (Consul) নিযুক্ত হন। তিনি কার্থেজের বিরুদ্ধে রোমক সৈন্য চালনা করেন। কার্থেজে তাঁহাকে পাঁচ বৎসর বন্দী করিয়া রাখা হয়। অতঃপর কতকগুলি প্রস্তাব রোমক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য তিনি মুক্তি পাইয়া রোমে আসেন। সেই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা রোমের পক্ষে মানহানিকর ছিল বলিয়া তিনি 'সেনেট'কে ঐগুলি অস্বীকার করিতে বলেন। 'সেনেট' উহা করিলে তিনি পূর্বকৃত অঙ্গীকার অনুসারে কার্থেজে ফিরিয়া যান। সেখানে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

রে, জন (Rae, John)—(১৮১৩—১৮৯৩)। সুপ্রসিদ্ধ উত্তরমেরু-অভিযাত্রী প্রত্নতত্ত্ববিদ্। 'King William's Land' যে একটি দ্বীপ, তিনিই প্রথমে তাহা আবিষ্কার করেন। পরে তিনি আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোজক স্থাপন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

রেজা খাঁ—তিনি জাফর আলী খাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজ কোম্পানির অনুমতিতে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৭৬৪)। তাঁহার আমলেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়।

রেজা শাহ্ পহ্লবী—পারস্যের রাজা। ১৯২৫-এ তিনি পারস্যের রাজা হন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বর্তমান পারস্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইংরেজ ও রুশসৈন্য পারস্য আক্রমণ করিলে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার দিয়া আমেরিকায় চলিয়া যান।

রেডিং, লর্ড (Reading, Lord)—লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের পরে ভারতের বড়লাট হইয়া তিনি এদেশে আসেন। ১৯২১ হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন।

রেণুকা—পরশুরামের মাতা। তিনি প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা এবং জমদগ্নি মুনির পত্নী। একদা নদীতে স্নানকালে অপ্সরাদিগের কামকেলি দেখিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এই অপরাধে স্বামী জমদগ্নির আদেশে পুত্র পরশুরামের হস্তে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয়। অনন্তর জমদগ্নি প্রীত হইয়া বর দান করিতে চাহিলে পরশুরাম তাঁহার জীবন প্রার্থনা করেন। তদনুসারে তিনি স্বামীর বরে পুনর্জীবিতা হন। রাজা কার্তবীর্যার্জুন কর্তৃক জমদগ্নি নিহত হইলে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের এই প্রতিজ্ঞায় তৃপ্তিলাভ করিয়া স্বামীর চিতায় তিনি আত্মবিসর্জন করেন (কালিকা)।

রেবত—কুশস্থলী নগরীর রাজা। আনর্তরাজের পুত্র। রেবতী নামে তাঁহার এক রূপবতী কন্যা জন্মে। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি তাঁহাকে বলরামের সহিত বিবাহ দেন (ভারত)।

রেবতী—রেবত রাজার কন্যা ও বলরামের পত্নী ['রেবত' দ্রঃ]।

রৈবন্ত—সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে সশস্ত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুহ্যকদের অধিপতি।

রেমব্রাঁ (Rembrandt)—(১৬০৬—১৬৬৯)। প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ চিত্রকর। তাঁহার চিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সজীব ভাবগুলি বেশ পরিস্ফুটভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

রেমার্ক, এরিক মারিয়া—(জন্ম ১৮৯৮)। প্রসিদ্ধ জার্মান ঔপন্যাসিক। বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'All Quiet on the Western Front'-এর লেখক। তিনি আরও উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এত সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।

রেলে, ব্যারন (Rayleigh, Baron)—(১৮৪২—১৯১৯)। বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানবিদদের অন্যতম। তিনি শব্দ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। সার উইলিয়াম র‍্যামসের সহিত তিনি 'আর্গন' (Argon) বাষ্প আবিষ্কার করেন। ১৯০৪-এ তিনি পদার্থবিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' পান।

রোজবেরী, আর্ল অব (Rosebery, Earl of)—(১৮৪৭—১৯২৯)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। তিনি ইংরেজদিগের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনকে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ১৮৯৪-এ তিনি গ্ল্যাডস্টোনের পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। তিনবার তাঁহার ঘোড়া ডার্বি রেসে জিতিয়াছে। তাঁহার কতকগুলি পুস্তক আছে। সেগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিট (Pitt), পিল (Peel), নেপোলিয়ন (Napoleon) প্রভৃতি জীবনী-বিষয়ক রচনা বিশেষ বিখ্যাত

রো, টমাস (Roe, Sir Thomas)—'টমাস রো' দ্রঃ।

রোঠ, রুডলফ ফোন (Roth, Rudolph von)—(১৮২১—১৮৯৫)। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত। বৈদিক সাহিত্য ও বৈদিক যুগের ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার সংস্কৃত ও জার্মান অভিধানও উল্লেখযোগ্য।

রোডস্, সিসিল জন (Rhodes, Cecil John)—(১৮৫২—১৯০২)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ্। আফ্রিকায় বৃটিশের অধিকার বিস্তার করিতে তিনি সবিশেষ মনোযোগী হন। তিনি বেচুয়ানাল্যাণ্ডের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন এবং কেপ কলোনির প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

রোবস্পিয়ার (Robespierre)—(১৭৫৮—১৭৯৪)। ফরাসী-বিপ্লবের অন্যতম নেতা। ফরাসী-বিপ্লবের সময় তিনি 'জ্যাকোবিন' সম্প্রদায়ের সভ্য হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন। কারাগৃহে অবস্থানকালে পিস্তলের গুলিতে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয় এবং গিলোটিন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহাকে বধ করা হয়।

রোমিউলাস (Romulus)—চিরকুমারী সিলভিয়ার পুত্র। তিনি ও রিমাস উভয়ে যমজ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের মাতাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয় এবং এই দুই ভ্রাতাকে টাইবার নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বালক দুইটি রক্ষা পায় এবং একটি স্ত্রী-নেকড়ে বাঘ উহাদের রক্ষা করে। এক মেষপালক শিশু দুইটিকে লইয়া লালন-পালন করে। অতঃপর দুই ভ্রাতা নগর সংস্থাপনের জন্য সংকল্প করেন। কিন্তু কোথায় নগর করিবেন, এই লইয়া উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কলহে তিনি রিমাসকে নিহত করিয়া রোম নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন (বৈদে পুঃ)।

রোয়েরিক (Rœrich, Nicholas Constantinovich)—(১৮৭৪—?)। বিখ্যাত রুশীয় চিত্রশিল্পী। জন্ম সেন্ট পিটার্সবার্গে। তিনি ১৯২৩-এ ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার বহু চিত্র শান্তিনিকেতনের ও কলিকাতার বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। 'মহাকাল', 'কল্কি অবতার' প্রভৃতি তাঁহার অঙ্কিত প্রসিদ্ধ চিত্র। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ আছে।

রোলাঁ, রোমাঁ (Rolland, Romain)—(১৮৬৬—১৯৪৪)। বিখ্যাত ফরাসী লেখক। তিনি সংগীতশাস্ত্রের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৫-এ তিনি সাহিত্যে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েকটি নাটকও লিখিয়াছেন। 'জাঁ ক্রিসতফ' (Jean Christophe)-নামক তাঁহার পুস্তকখানি বিশ্ববিশ্রুত। এই উপন্যাসখানি দশ খণ্ডে সমাপ্ত। তিনি অনেক গায়ক ও বাদকের জীবনী লিখিয়াছেন। বিশ্ব-শান্তি প্রচেষ্টার জন্য তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী লিখিয়াছেন।

রোশন উদ্দৌলা রস্তম জঙ্গ—(?—১৭৭০)। মহম্মদ শাহের একজন ওমরাহ। প্রকৃত নাম জাফর খাঁ। তিনি দিল্লীর নিকট সোনেরী নামে মসজিদ নির্মাণ করেন (১৭২২)। পরে তিনি আর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন (১৭২৫)। উহা সোনার পাতে মোড়া ছিল। ঐ মসজিদের উপরে দাঁড়াইয়া নাদির শাহ্ দিল্লীবাসীকে হত্যা করিতে বলেন।

রোশেন আরা (বেগম)—মোগলসম্রাট শাহ্জাহানের কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁহার দিল্লীতেই মৃত্যু ঘটে (১৬৬৯)।

রোস্ট, ডাক্তার রাইনহোল্ড (Rost, Dr. Reinhold)—(১৮২২—১৮৯৬)। জনৈক বহুভাষাভিজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত। তিনি ডি. এল্. ও এম. ডি. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৩০টি প্রাচ্যভাষা জানিতেন।

রোস্তম—পারস্যের প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ। তাঁহার পত্নীর নাম তাহ্‌মিনা। দৈবদুর্বিপাকে স্বীয় একমাত্র পুত্র সোরাব তাঁহার হস্তেই নিহত হয় (শাহ্‌নামা)।

রোহিণী—১। তিনি চন্দ্রের পত্নী এবং দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। চন্দ্র রোহিণীর নিকট সর্বদা থাকিতেন বলিয়া দক্ষের শাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন (কালিকা) ['চন্দ্র' দ্রঃ]। ২। বসুদেবের স্ত্রী। বলরাম তাঁহার পুত্র। কশ্যপ-পত্নী সুরভীর অংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন (হরি)।

রোহিতাশ্ব—অযোধ্যার মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। অপর নাম রোহিত। সত্যরক্ষার্থ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনিকে সর্বস্ব দান করিলে শৈশবে তিনি কিছুকাল মাতার সহিত কাশীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করেন। তথায় এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে সর্পদংশনে তাঁহার প্রাণান্ত হয়। অতঃপর মাতা কর্তৃক শ্মশানে তাঁহার মৃতদেহ নীত হইলে উক্ত শ্মশানের রক্ষক হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদিগকে দেখিতে পান। পুত্রশোকে তাঁহার মাতা ও পিতা চিতায় প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় জীবিত করেন। অতঃপর তিনি মাতাপিতার সহিত অযোধ্যায় গমন করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তথায় রাজা হন (বিষ্ণু)।

র‍্যাডাম্যান্থাস (Rhadamanthus)—জুপিটার ও ইউরোপার পুত্র। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি পাতালপুরীর একজন বিচারক নিযুক্ত হন (গ্রীক পুঃ)।

র‍্যাফেল, স্যানজিও (Raphael, Sanzio)—(১৪৮৩—১৫২০)। বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর। অধিকাংশ সময়ই তিনি রোমে কাটাইয়াছিলেন। তিনি পোপের প্রাসাদে বহু অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করেন। 'The Madonna', 'The Transfiguration' ইত্যাদি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ চিত্র। তাঁহার চিত্রে লিওনার্দো দা ভিন্সি ও মাইকেল এঞ্জেলোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

র‍্যাফ্‌লস্ (Raffles, Sir Thomas Stamford)—(১৭৮১—১৮২৬)। সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্। তিনি লণ্ডনের Zoological Society প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

র‍্যাবেলে, ফ্রাঁসোয়া (Rabelais, Francois)—(? ১৪৯৪—১৫৫৩)। ফরাসী লেখক। তিনি বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখিয়া যশস্বী হন। প্রথমে তিনি ধর্মযাজক ছিলেন, অতঃপর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন।

তাঁহার রচিত 'Gargantua' ও 'Pantagruel' বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক রচনা।

র‍্যালে, ওয়াল্টার (Raleigh, Sir Walter)—(১৫৫২—১৬১৮)। সুপ্রসিদ্ধ সৈনিক, নাবিক ও রাজনীতিবিদ্। ভার্জিনিয়ার ও সুদূর পশ্চিমের উপনিবেশগুলির তিনি আবিষ্কর্তা। কথিত আছে, তিনি ইংলণ্ডে গোল আলুর গাছ আনয়ন ও তামাকের প্রচলন করিয়াছেন।

ল

লংফেলো, হেনরী ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Longfellow, Henry Wordsworth)—(১৮০৭—১৮৮২)। প্রসিদ্ধ মার্কিন কবি। তিনি বোডোইন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বোডোইনে (Bowdoin) তিনি আধুনিক ভাষার অধ্যাপক হন ও পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন (১৮৩৬)। হার্ভার্ডে অধ্যাপনা করিবার পূর্বে তিনি ইওরোপের বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহার গদ্যে লিখিত উপন্যাস 'Hyperion' (১৮৩৯) প্রথমে প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রকাশিত কবিতা-পুস্তক 'Voices of the Night' ও 'Ballads and Other Poems' (১৮৪১) সুবিখ্যাত। তাঁহার বিখ্যাত কবিতাগুলি ঐগুলির মধ্যেই আছে। 'Christus' (১৮৭২) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

লং, রেভারেণ্ড জেমস্ (Long, Reverend James)—(১৮১৪—১৮৮৭)। তিনি ১৮৪২-এ চার্চ মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক প্রচারক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষা ভালভাবে শিখিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ১৮৬১-এ তিনি দীনবন্ধু মিত্র কৃত 'নীলদর্পণ' নাটকের একটি ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা লেখেন। ইহাতে নীলকরগণ মানহানির অভিযোগ আনয়ন করেন। সেই অভিযোগে তিনি এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি ১৮৭২-এ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। তিনি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

লক, জন (Locke, John)—(১৬৩২—১৭০৪)। সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। প্রথম জীবনে অক্সফোর্ডে নানারূপ অধ্যাপনার কাজ করেন। হল্যাণ্ডে বাস করিবার সময় তাঁহার সহিত প্রিন্স উইলিয়াম অব অরেঞ্জের পরিচয় হয়। উইলিয়ামের (৩য়) রাজত্বকালে তিনি উচ্চ রাজপদ পান। তাঁহাকে বিশ্লেষণমূলক দর্শনশাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁহার বিখ্যাত বই 'Essay Concerning Human Understanding' ১৬৯০-এ প্রকাশিত হয়। 'Treatises of Government', 'On Education' ইত্যাদিও তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক। তিনি ধর্মসম্বন্ধে উদার মতের পোষক ছিলেন।

লকি, উইলিয়াম জন (Locke, William John)—(১৮৬৩—১৯৩০)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। 'Stella Maris', 'The Fortunate Youth' 'The Beloved Vagabond' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

লক্ষ, রাণা—(? ১৩৮৩)। লক্ষসিংহ নামেও অভিহিত। মিবারের রানা। রানা ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তাঁহার সময়ে মিবারে অনেক বড় বাড়ি ও দীঘি নির্মিত হয় এবং রাজ্যের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড (প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত) স্বেচ্ছায় রাজ্যের উত্তরাধিকার বর্জন করেন এবং পিতৃসত্য রক্ষা ও রাজ্যের কল্যাণ কামনায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুলজীকে সিংহাসন প্রদান করেন। গয়াতীর্থে মুসলমানের উপদ্রব নিবারণ করিতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

লক্ষ্মণ—১। অযোধ্যার মহারাজ দশরথের পুত্র। ভ্রাতৃভক্তি ও বীরত্বের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনে গমন করিলে তিনি সকল সুখ বিসর্জন দিয়া তাঁহার অনুগমন করেন। চতুর্দশ বৎসর তপস্বীর ন্যায় বনে বিচরণ করিয়া তিনি অগ্রজের সকল দুঃখের ভাগ গ্রহণ করেন। লঙ্কার মহাসমরে তিনি দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করেন। রামচন্দ্র রাক্ষস-বধের জন্য যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় সকলগুলিই তিনি তাঁহার সাহায্যেই জয় করিতে সমর্থ হন। রামচন্দ্রের আদেশে তিনি সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। অতঃপর দুর্বাসার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে রামচন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তিনি সরয়ূতে দেহত্যাগ করেন (রাম)। ২। দুর্যোধনের পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন।

লক্ষ্মণ ভট্ট—১। গীতগোবিন্দের টীকাকার। ২। কাব্যপ্রকাশের টীকাকার। চণ্ডীদাসের একজন বন্ধু ছিলেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য—(১৬শ শতক)। বাংলার প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়ার একজন। ভুলুয়াতে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি রাজা কন্দর্পনারায়ণের সমসাময়িক। লক্ষ্মণমাণিক্য চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক কারারুদ্ধ ও নিহত হন।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৭৮—১৯৩২)। দ্রাবিড়ের বিশিষ্ট বৈদান্তিক। বেদান্তদর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল। তিনি কলিকাতা গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ১৯১১—১৯২১ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। তিনি সমসাময়িক বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী ছিলেন। বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘের তিনি একজন প্রকৃষ্ট উদ্যোগী কর্মী ছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল।

লক্ষ্মণ সেন—(শাসনকাল ১১১৯—১২০৩)। বাংলার সেনবংশীয় রাজা। পিতার নাম বল্লাল সেন। তিনি বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার সভায় জয়দেব, শূলপাণি, হলায়ুধ, ধোয়ীকবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আসর জমাইতেন। তিনি নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। কথিত আছে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের আক্রমণের সময় তিনি পলায়ন করেন।

লক্ষ্মণা—দুর্যোধনের কন্যা। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর-সভা হইতে হরণ করেন। কৌরবেরা শাম্বকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করে। বলরাম শাম্বকে মুক্ত করিয়া লক্ষ্মণার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন (ভাগ)।

লক্ষ্মী—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি বিষ্ণুর পত্নী। পিতা মহর্ষি ভৃগু, মাতা খ্যাতি। দুর্বাসার অভিশাপে ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে তিনি সমুদ্রে নিমজ্জিতা হন এবং পরে সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা হন (ব্রহ্মবৈ)।

লক্ষ্মী বাঈ—(শাসনকাল ১৮৫৩—১৮৫৮)। ঝাঁসির রানী। স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর তিনি দত্তকপুত্রের পক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রেসিডেণ্ট তাহাতে আপত্তি করেন এবং পরে রাজ্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় (১৮৫৩)। তিনি পরে ঝাঁসি উদ্ধারের জন্য ১৮৫৭-এ সিপাহী-বিদ্রোহে বিদ্রোহী-পক্ষে যোগদান করেন ও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তিনি ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়া ঝাঁসি পুনরধিকার করেন। পরে সার হিউ রোজ ঝাঁসি অবরোধ করেন। তখন তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পরে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সৈন্যদের সাহায্যে ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার পুনরায় যুদ্ধ বাধে। অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি ১৮৫৮-এ গোয়ালিয়র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

লজ, অলিভার (Lodge, Sir Oliver)—(১৮৫১—১৯৪০)। বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ব-

বিদ্‌। ১৯১০-এর পর হইতে তিনি প্রেতবিদ্যার গবেষণা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'Faith and Science', 'The Survival of Man', 'The Reality of a Spiritual World' তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

লব—শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। সীতাদেবী তপোবনে নির্বাসিতা হইয়া যমজপুত্র প্রসব করেন; কুশ জ্যেষ্ঠ, লব কনিষ্ঠ। সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশের পর রামচন্দ্র পুত্রদিগকে গ্রহণ করেন। লব লবকোটে (বর্তমান লাহোরে) স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন (রাম)।

লবণ—রাক্ষস বিশেষ। কুম্ভীনসী-গর্ভে মধু-রাক্ষসের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তিনি তেজোদৃপ্ত হইয়া যাজ্ঞিকগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে রামচন্দ্রের আদেশে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন তাঁহাকে সংহার করেন (রাম)।

লয়েড জর্জ, ডেভিড (Lloyd George, David)—(১৮৬৩—১৯৪৫)। ওয়েলস্‌-নিবাসী রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯১৬ হইতে ১৯২২ পর্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পার্লামেন্টের বহু সংস্কার সাধন করিয়াছেন। ইওরোপের মহাসমরে তিনি অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। লর্ড কিচেনার (Lord Kitchener)-এর মৃত্যুর পর তিনি সমর-সচিব হন। তাঁহারই দক্ষতায় ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হয়। ১৯২৯ হইতে তিনি হাউস অব কমন্‌সের সদস্য হন। এক সময়ে তিনি বৃটিশ উদারনৈতিকদলের নেতা ছিলেন।

লরেন্স, টমাস এডওয়ার্ড (Lawrence, Thomas Edward)—(১৮৮৮—১৯৩৫)। ইংরেজ সৈনিক ও আবিষ্কারক। ১৯১০-এ তিনি সিরিয়ায় গমন করেন। এইখানে তিনি আরবদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ১৯১৪-এ যুদ্ধ-বিভাগের অধীনে ভৌগোলিকের কার্য করেন এবং ১৯১৫-এ তিনি আরবে প্রেরিত হন। তাঁহারই বুদ্ধি-চাতুর্যে আরবে তুরস্কের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। 'Revolt in the Desert' তাঁহার একখানি বিখ্যাত পুস্তক। তিনি 'লরেন্স অব আরেবিয়া' রূপে প্রসিদ্ধ।

লরেন্স, ডেভিড হারবার্ট (Lawrence, David Herbert)—(১৮৮৫—১৯৩০)। আধুনিক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। কয়লার খনির এক শ্রমিকের ঘরে জন্ম। নিজের চেষ্টায় তাঁহাকে লেখা-পড়া করিতে হয়। সতেরো হইতে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত খনির শ্রমিকদের একটি প্রাথমিক পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন। পরে নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। তারপর ক্রয়ডনে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। জীবনে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি অনেক লিখিয়াছেন। 'The White Peacock', তাঁহার প্রথম রচনা। 'Sons and Lovers', 'The Plumed Serpent', 'Lady Chatterley's Love', 'The Escaped Cock', ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী, হাস্যরসিক ও লেখক। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। হাস্যরসাত্মক রচনায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। 'ফোয়ারা', 'পাগলা ঝোরা', 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা', 'বানানসমস্যা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি শিশুদের উপযোগী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

ললিতা—১। শ্রীরাধার প্রধান অষ্টসখীর একজন (ব্রহ্মবৈ)। ২। যিনিই ললিতা তিনিই দুর্গা ও রাধিকা (পদ্ম)।

ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়—(৭২৩—৭৬০)। কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ রাজা। হর্ষবর্ধনের সময়ে দুর্লভবর্ধন নামে একজন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। ললিতাদিত্য তাঁহারই পৌত্র। তিনি তিব্বতীয় এবং অন্যান্য অনেক জাতিকে পরাস্ত করেন। তিনি মালব, বঙ্গ, কামরূপ এবং কলিঙ্গও জয় করেন। তিনি কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মাকে পরাস্ত ও নিহত করেন।

লাইকারগাস (Lycurgus)—(জীবৎকাল ৮৪৪ খ্রীঃ পূঃ)। স্পার্টার বিখ্যাত আইন-প্রণেতা। তিনি কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এই বিধি-অনুযায়ী প্রত্যেক স্পার্টান স্ত্রী ও পুরুষ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করিত।

লাইখার্ড্‌ট (Leichardt, Friedrich Wilhelm Ludwig)—(১৮১৩—১৮৪৮?)। জার্মান আবিষ্কারক। তিনি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড-নামক স্থানের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৮৪৮-এর পর হইতে তাঁহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুকাল বা স্থান অজ্ঞাত।

লাই, ট্রাইগভি (Lie, Trygve)—(জন্ম ১৮৯৬)। বিখ্যাত রাজনীতিক ও রাষ্ট্রসংঘের (U. N. O.) সেক্রেটারি-জেনারেল। জন্ম নরওয়ের অসলো শহরে। পিতা ছুতার ছিলেন এবং মাতা বোর্ডিং হাউস চালাইতেন। তিনি নরওয়ের জাতীয় শ্রমিকদলের সভ্য ছিলেন। তিনি অসলো বিদ্যালয় হইতে বি. এ. উপাধি লইবার পরেই ঐ দলের সেক্রেটারী হন এবং ৩১ বৎসরে পার্লামেন্টের (নরওয়ের) সভ্য হন। ১৯৩৫-এ তিনি বিচার-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৪০-এ তিনি দ্বিতীয়বার উনো সেক্রেটারী-জেনারেল পদে নির্বাচিত হন।

লাও-ৎসি (Lao-tzse)—(৬ষ্ঠ শতক খ্রীঃ পূঃ)। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক দার্শনিক ও ধর্ম-সংস্কারক। তাও-ধর্মের প্রবর্তকরূপে তিনি জগদ্বিখ্যাত। তিনি কনফিউসিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার ধর্মমত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

লাগেরলফ, সেল্‌মা (Lagerloff, Selma)—(২০শে নভেম্বর, ১৮৫৮—১৬ই মার্চ, ১৯৪০)। সুইডেননিবাসিনী প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচয়িত্রী। জন্মস্থান সুইডেন। তিনি ১৯০৯-এ সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। 'Gosta Berling's Saga', 'Tale of a Manor' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

লাজপৎ রায়, লালা—(১৮৬৫—১৯২৮)। পঞ্জাবের ব্যবহারাজীব ও সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক। পঞ্জাবের জাগরাঁও গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা মুন্সী রাধাকিষণ। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য এবং ষড়যন্ত্রের সন্দেহে তিনি ১৯০৮-এ মান্দালয়ে নির্বাসিত হন, কিন্তু সেই বৎসরেই মুক্তিলাভ করেন। তিনি বহুবিধ দেশহিতকর কার্য করেন। তিনি কয়েক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া ১৯১৯-এর শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশের কার্যে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৯-এ কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২১ হইতে ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২৮-এ সাইমন কমিশন বর্জনের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি আর্যসমাজের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক আছে। তাহার মধ্যে মিস মেয়োর লিখিত 'Mother India' পুস্তকের উত্তর 'The Unhappy India'. পুস্তকখানি বিখ্যাত। সাইমন কমিশন বর্জন প্রসঙ্গে তিনি পুলিসের লাঠিতে আহত হন এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লাপ্লেস (Laplace, Marquis de)—(১৭৪৯—১৮২৭)। বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌।

লা ফনটেন (La Fontaine, Jean de)—(১৬২১—১৬৯৫)। ফরাসী কবি ও গল্পলেখক। ফরাসী কথাসাহিত্যে তাঁহার দান অতুলনীয়। প্রাচীন ভারতীয় উপকথা এবং অন্যান্য উপকথাকে তিনি ছড়ায় এমন

ভাবে রূপায়িত করেন, যাহা সমসাময়িক পাঠকসমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার রচিত 'Fabliaux' ও 'Contes' সুপ্রসিদ্ধ।

লাফায়েৎ (Lafayette, Marquis de)—(১৭৫৭—১৮৩৪)। ফরাসী রাজনীতিবিদ্ ও বিশিষ্ট সেনানায়ক। তিনি আমেরিকান বিদ্রোহের সময় ওয়াশিংটনকে সাহায্য করেন। স্বদেশেও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে তিনি বহুবিধ কার্য করেন। তিনি নেপোলিয়নের অধীনেও যুদ্ধ করেন এবং পরিশেষে ১৮৩০-এর বিপ্লবের সময়েও ন্যাশনাল গার্ডের পরিচালনা করিয়াছিলেন।

লাভাল, পিয়ারে (Laval, Pierre)—জন্ম ১৮৮১। ফরাসী রাজনীতিবিদ্। তিনি সমাজতন্ত্রবাদী। ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ও ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার সম্পর্কে তিনি ইটালীর পক্ষপাতী ছিলেন।

লালচাঁদ—(?—১৮৫২)। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক হিন্দু কবি। তিনি পারস্য ভাষায় একখানি 'দিবান্' রচনা করেন।

লালচাঁদ বড়াল—(১৮৭৫—১৯০৭)। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। জন্মস্থান কলিকাতা। পিতা প্রেমচাঁদ বড়ালের পুত্র নবীনচাঁদ বড়াল। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সান্ধ্য সম্মিলনীতে তিনি প্রথমে পিয়ানো শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল তিনি মুরারি গুপ্তের নিকট মৃদঙ্গবাদন অভ্যাস করেন। তিনি জলতরঙ্গও বাজাইতে পারিতেন। পরে তিনি বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ মিশ্র ও কাশীনাথ মিশ্রের নিকট ধ্রুপদ এবং নান্দে খাঁ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের নিকট খেয়াল গান শিক্ষা করেন। ১৮৯৫-এ তিনি কাস্টম হাউসের কোষাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন।

লালন ফকির—প্রসিদ্ধ দরবেশ। তিনি বহু বাউল গান রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁহার অনেকগুলি গান সংগৃহীত হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী—(১৯০৪—১৯৬৬)। স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় প্রধান-মন্ত্রী। অল্পবয়সেই তিনি রাজনীতিতে যোগ দিয়াছেন এবং ইহার ফলে তাঁহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। কাশী বিদ্যাপীঠ হইতে তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পর হইতেই গুরু দায়িত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের যানবাহন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। একটি বিরাট রেলদুর্ঘটনা ঘটিলে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার পরও কয়েকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। জহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর লালবাহাদুরই প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হইলেন। ১৯৬৫ সেপ্টেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তানের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য তাসকন্দ গমন করেন। ঐখানেই আকস্মিকভাবে তিনি পরলোক গমন করেন।

লালবিহারী দে, রেভারেণ্ড—(১৮২৬—১৮৯৪)। ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি হুগলী কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং ১৮৫৫—১৮৫৭ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইখানি পুস্তক 'Bengal Peasant Life' বা 'Govinda Samanta' এবং 'Folk Tales of Bengal' তাঁহার ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

লালবিহারী সাহা—(১৮৬২—১৮৯২)। বাংলা 'ব্রেলের' প্রবর্তক। মিশনারীদের স্কুলে পড়িয়া বি. এ. পাস করেন। পাদরী জীবনে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ। কিছুদিন তিনি শিক্ষকতাও করেন। বেহালা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে বিখ্যাত। তিনি অন্ধদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে অন্ধ হইয়া যান বলিয়া খ্যাতি আছে।

লালমোহন ঘোষ—(?—১৯০৯)। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার এবং শক্তিশালী বক্তা বলিয়া তিনি সুপরিচিত। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে ভারতের দাবি ইংলণ্ডের সম্মুখে তিনি নির্ভীকভাবে উপস্থিত করেন।

লালমোহন বিদ্যানিধি—(১৮৩৬—১৯১৬)। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তাঁহার জন্ম। 'সম্বন্ধ-নির্ণয়'-নামক গ্রন্থ তিনিই সংগ্রহ করেন।

লালাবাবু—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (তাহা দ্রঃ)।

লালি, টমাস আর্থার (Lally, Thomas Arthur)—(১৭০২—১৭৬৬)। ফরাসী সেনাপতি। তিনি ১৭৫৮-এ ভারতে আসেন ও ইংরেজদের সহিত কিছুকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। ১৭৬৬-এ তিনি বহু নির্যাতন ভোগ করিয়া বিচারে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সাব্যস্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

লালু নন্দলাল—(১৮শ শতক)। এক কবিওয়ালা। জন্মস্থান কাহারও মতে চুঁচুড়া আবার কাহারও মতে বীরভূম। তিনি গোঁজলা গুঁইয়ের সংগীত-শিষ্য ছিলেন। 'সখী-সংবাদ', 'কৃষ্ণকালী', 'আগমনী' ইত্যাদি তাঁহারই রচিত গান। তাঁহার রচিত অনেক লহর ও খেউড় গানও আছে। অনেকে বলেন, লালু নন্দলাল দুইজন কবির যুক্ত ভণিতা, লালচাঁদ ও নন্দলাল দুই ভাই ছিলেন।

লাসেন, ক্রিশ্চিয়ান (Lassen, Christian)—(১৮০০—১৮৭৬)। নরওয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত। সংস্কৃতে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি বহু বৎসর বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। তিনি কয়েকখানি পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত পুস্তকের সংস্করণ বাহির করেন। তিনি 'হিতোপদেশ', 'সাংখ্যদর্শন', 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থেরও সংস্করণ বাহির করেন। তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া মহাভারতের আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-মূলক অধ্যয়নের প্রবর্তন করেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci)—(১৪৫২—১৫১৯)। ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া বর্ণিত। তাঁহার প্রতিভা ও নৈপুণ্য অসামান্য ছিল। যীশু খ্রীষ্টের 'শেষ ভোজ' (Last Supper) চিত্র তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁহার 'The Virgin of the Rocks', 'Mona Lisa' সুপ্রসিদ্ধ চিত্র। তিনি একজন সংগীতজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং লেখকও ছিলেন।

লিওনিডাস (Leonidas)—(?—৪৮০ খ্রীঃ পূঃ)। স্পার্টার রাজা। থারমোপিলি গিরিবর্ত্মে পারস্যের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি নিজের কোনও অনুচরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সসৈন্যে নিহত হন।

লিওপোল্ড, ১ম (Leopold I)—(১৬৪০—১৭০৫)। ১। রোমের ধার্মিক সম্রাট্। তিনি ৩য় ফার্ডিনাণ্ডের পুত্র। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ কাল চতুর্দশ লুইয়ের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহেই অতিবাহিত হয়। ইহা ভিন্ন হাঙ্গেরী এবং বোহিমিয়া প্রদেশের বিদ্রোহ প্রশমন করিতেও তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। পুত্রের অনুকূলে স্পেনের সিংহাসন লাভ করিবার জন্য তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ২। (১৭৯০—১৮৬৫)। বেলজিয়ামের রাজা। তিনি নেপোলিয়নের সহিত সংগ্রাম করেন। তাঁহার যত্নে বেলজিয়ামের সমৃদ্ধি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় এবং সকল দিকেই রাজ্যের উন্নতি লক্ষিত হয়।

লিঙ্কন, এব্রাহাম—'এব্রাহাম লিঙ্কন' দ্রঃ।

লিটন, এডওয়ার্ড বুলওয়ার, লর্ড (Lytton, Edward Bulwer, Lord)—(১৮০৩—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক। সাত বৎসর বয়স হইতে তিনি

কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বহুবিধ রচনার মধ্যে কয়েকখানি উপন্যাস অতি মনোরম। কয়েকখানি নাটকও তিনি রচনা করেন, সেগুলির প্রচুর সমাদর হইয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে 'Eugene Aram', 'The Last Days of Pompeii' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল আর্ল অব লিটন তাঁহার পুত্র।

লিটন, এডওয়ার্ড রবার্ট, লর্ড (Lytton, Edward Robert, Lord)—(১৮৩১—১৮৯১)। ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়। তিনি ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত-রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ। তিনি আইন করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা বিনষ্ট করেন। বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখাও তিনি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করেন।

লিটন, লর্ড (Lytton, Lord)—(১৮৭৭—?)। বঙ্গের শাসনকর্তা। পিতা ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিটন। তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৭ পর্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি একজন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্।

লিট্ভিনোফ, ম্যাক্সিম (Litvinoff, Maxim)—(১৮৭৬—১৯৫১)। রুশিয়ার নির্ভীক রাজনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রদূত। তিনি ইওরোপের মহাসমরে খ্যাতি অর্জন করেন এবং পরে রুশিয়ার বলশেভিক গভর্নমেন্টের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ান। কূটনৈতিক হিসাবে তাঁহার নাম বিখ্যাত ছিল। তিনি কিছুকাল রুশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রুশ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র-সচিব হইয়াছিলেন।

লিডা (Leda)—স্পার্টার রাজা টিন্‌ডেরাসের মহিষী। তিনি দেবরাজ জুপিটারের প্রণয়িনী ছিলেন। জুপিটারের ঔরসে তাঁহার হেলেন (Helen) নামে কন্যা এবং ক্যাস্টর ও পোলাক্স (Castor and Pollux) নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে (গ্রীক পুঃ)।

লিণ্ডবার্গ, কর্নেল চার্লস্ অগাস্টাস (Lindbergh, Colonel Charles Augustus)—(১৯০২—?)। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকাবাসী বৈমানিক। তিনি ১৯২৭-এ বিমানযোগে ৩৩½ ঘণ্টায় নিউইয়র্ক হইতে প্যারিসে গমন করিয়া বিখ্যাত হন। ১৯৩২-এ তাঁহার শিশুপুত্র অপহৃত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

লিনিয়াস, কার্ল ফোন (Linnaeus, Carl von)—(১৭০৭—১৭৭৮)। সুইডেনের বিখ্যাত ডাক্তার ও বিজ্ঞানী। বর্তমানে প্রচলিত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার তিনিই প্রবর্তক। জাতি (Genera) ও শ্রেণী (Species) বর্ণনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়। 'Systema Naturæ' তাঁহার লিখিত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক।

লিনলিথগো, মার্কোয়েস অব (Linlithgow, Marquess of)—(১৮৭৭—১৯৫২)। তিনি ১৯৩৬-এ ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল হন। তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত 'Civil Lord of the Admiralty' ছিলেন। ১৯৩৫-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। তৎপূর্বে তিনি ভারতীয় কৃষি কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ তিনি ১৯৪৩-এ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

লিবনিৎস, গোট্‌ফ্রিড উইলহেল্ম (Leibniz, Gottfried Wilhelm)—(১৬৪৬—১৭১৬)। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক। নিউটনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও Infinitesimal Calculus আবিষ্কার করেন। তিনি বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়া সুবিখ্যাত হন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী ইওরোপীয় যুদ্ধের পরবর্তী জার্মানী দেশে যে নূতন সংস্কৃতির যুগ আসে, তিনি তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন।

লিবিগ, জুস্টস ব্যারোন ফোন (Liebig, Justus Baron von)—(১৮০৩—১৮৭৩)। জার্মান রসায়নশাস্ত্রবিদ্। তিনি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ঐ শাস্ত্রে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। একপ্রকার মাংসের নির্যাস তাঁহার একটি বিশেষ আবিষ্কার।

লিভি (Livy)—(খ্রীঃ পূঃ ৫৯—১৭ অব্দ)। রোমক ঐতিহাসিক। তাঁহার লিখিত 'History of Rome' ১৪২টি খণ্ডে সমাপ্ত। তাঁহার ভাষা অতি সরস।

লিভিংস্টোন, ডেভিড (Livingstone, David)—(১৮১৩—১৮৭৩)। প্রসিদ্ধ স্কটিশ ধর্মযাজক, আবিষ্কারক ও পর্যটক। আফ্রিকায় তাঁহার বহু আবিষ্কার ভৌগোলিক গবেষণাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তিনি ১৮৪০-এ 'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী'র উদ্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৪৯-এ আফ্রিকার দুর্গম স্থানে পরিভ্রমণ আরম্ভ করেন। তিনি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত এবং নিয়াসা ও অন্যান্য হ্রদ আবিষ্কার করেন। নীলনদের উৎসের সন্ধানে যাত্রাই তাঁহার শেষ পরিভ্রমণ। ১৮৭১-এ ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের নিকটে স্যর হেনরী মর্টন স্ট্যানলী তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

লিয়াকৎ আলী খাঁ—(১৮৯৫—১৯৫১)। পাকিস্তানের রাজনীতিক। তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অক্সফোর্ড হইতে আইনের উপাধি লইয়া ভারতে ব্যারিস্টারি করিবার জন্য আসেন। তিনি ১৯২৩-এ মুসলীম লীগে যোগদান করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আততায়ী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা যান।

লিস্টার, জোসেফ (Leister, Joseph)—(১৮২৭—১৯১২)। বিখ্যাত ইংরেজ সার্জন ও বিজ্ঞানী। তিনি বিষ-প্রতিষেধক প্রণালীর (antiseptic system) উদ্ভাবন করিয়া চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

লি হুং চ্যাং (Li Hung Chang)—(১৮২৩—১৯০১)। প্রসিদ্ধ চৈনিক রাজনীতিবিশারদ। তিনি বিশেষ পণ্ডিত ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা হইতে তিনি চীনের প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি চীনের সর্বময় কর্তা ছিলেন।

লীলাবতী—বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্যের পত্নীর নাম লীলাবতী। তিনি 'লীলাবতী' নামে একখানি বীজগণিত প্রণয়ন করেন। ভাস্করাচার্যও 'লীলাবতী' নামে একখানি অঙ্কশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।

লী, সিডনী (Lee, Sir Sidney)—(১৮৫৯—১৯২৬)। শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত সমালোচক। 'Dictionary of National Biography'-র তিনি ও লেজলী স্টিফেন যুগ্ম সম্পাদক। ১৯১২-এ এই পুস্তকের যে পরিশিষ্ট বাহির হয় তাহাতে সপ্তম এডওয়ার্ডের নামে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ ইংলণ্ডে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

লুই, ৯ম (Louis IX)—(১২১৪—১২৭০)। ফ্রান্সের রাজা। ইংলণ্ডের রাজা ৩য় হেনরীর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১২৪৮—১২৫৪ পর্যন্ত তিনি ক্রুসেড যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের আইন সংস্কার করেন এবং বিচার বিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন।

লুই, ১৩শ (Louis XIII)—(১৬০১—১৬৪৩)। ফ্রান্সের রাজা, ৪র্থ হেনরীর পুত্র। তাঁহার মন্ত্রী রিসলুই প্রধানতঃ রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। রিসলুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং হিউগেনটদিগের বিদ্রোহ তাঁহার

রাজত্বকালকে বিশেষভাবে অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

লুই, ১৪শ (Louis XIV)—(১৬৩৮—১৭১৫)। ফ্রান্সের রাজা, ত্রয়োদশ লুই-এর পুত্র। তিনি সুদীর্ঘ ৭২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে রাজনীতি, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, সুরুচি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েরই যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাজত্বের প্রথমভাগে তিনি ফ্রান্সের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বর্ধিত করিয়াছিলেন এবং ভার্সাই ও অন্যান্য অনেক মনোহর হর্ম্য নির্মাণ করিয়া সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন।

লুই, ১৬শ (Louis XVI)—(১৭৫৪—১৭৯৩)। ফ্রান্সের রাজা। তিনি ১৫শ লুইয়ের পৌত্র। তাঁহার সময় হইতে রাজ্যের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে এবং ১৭৮৯ হইতে বিপ্লব আরম্ভ হয়। ১৭৯১-এ তিনি প্যারিস হইতে পলায়ন করেন কিন্তু কিছুদিন পরে ধৃত হইয়া পুনরায় তথায় আনীত হন। অতঃপর রাজপদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং গিলোটিন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

লুইপাদ—(১০ম—১১শ শতক)। বাঙালী কবি-পণ্ডিত। তিনি সিদ্ধাচার্যদিগের আদিগুরু ছিলেন। তাহার রচিত চর্যানীতি 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' আছে।

লুই ব্রেল (Louis Braille)—(১৮০৯—১৮৫২)। ফরাসী শিক্ষাবিদ্ মহিলা। তিনি অন্ধদের শিক্ষাদান করিতেন। তিনি তিন বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। অন্ধদের শিক্ষার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালী জগদ্বিখ্যাত।

লুইস, সিনক্লেয়ার (Lewis, Sinclair) —(জন্ম ১৮৮৫)। আমেরিকার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁহাকে ১৯৩১-এ সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি 'Babbitt', 'Main Street', 'Dodswarth', 'Mantrap', 'Our Mr. Wrenn', 'The Trail of the Hawk' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

লুক্রিসিয়া (Lucretia)—রোমের সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি লুসিয়াস টারকুই-নাসের পত্নী ছিলেন। তাঁহার সচ্চরিত্রতা ও সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তদানীন্তন রোম সম্রাট্ সেকসাস টার্কুইনাস তাঁহাকে নির্যাতন করার ফলে রাজ্যচ্যুত হন এবং তখন রোমে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার কাহিনী মহাকবি সেক্সপীয়রের 'Rape of Lucretia'-নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

লুক্রিসিয়াস (Lucretius)—(? খ্রীঃ পূঃ ৯৮—৫৫ অব্দ)। রোমক কবি। তিনি একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনাই গভীর বৈজ্ঞানিক-গবেষণা-মূলক। রসায়নশাস্ত্রে ও পদার্থবিদ্যায় তাঁহার দান অসামান্য।

লুথার, মার্টিন (Luther, Martin) —(১৪৮৩—১৫৪৬)। জগদ্বিখ্যাত ধর্ম-সংস্কারক। খ্রীষ্টধর্মে বহুবিধ আবিলতা ও সংকীর্ণতা প্রবেশ করিলে তিনি তাহার সংস্কারের জন্য বীরের মত তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি এক নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন, তাহার নাম প্রোটেস্টান্ট মত। এইজন্য তাঁহাকে প্রথমতঃ বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। তাঁহার মতবাদ উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং পরে ঐ যুদ্ধ সমস্ত ইওরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার ধর্মমত বহুস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

লেওড্যামাইয়া (Laodamia)—প্রোটেসিলাউসের পত্নী। তাঁহার প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া দেবগণ তাঁহার মৃত স্বামীকে তিন ঘণ্টার জন্য পুনর্জীবন দান করিয়া-ছিলেন। পরে তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান (গ্রীক পুঃ)।

লেওমেডন (Laomedon)—ট্রয়-যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ট্রয়রাজ প্রায়ামের পিতা। নেপচুন-দেব তাঁহার জন্য ট্রয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে পুরস্কার না দেওয়ায় তিনি তাঁহাকে শাস্তি দেন। বারান্তরে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ফলে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসের হস্তে নিহত হন (গ্রীক পুঃ)।

লেক, লর্ড (Lake, Lord)—দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৮০৫-এ ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন।

লেনিন, ভ্লাডিমির ইলিইচ উল্-ইয়ানোভ (Lenin, Vladimir Ilyich Ulianoff)—(১০ই এপ্রিল, ১৮৭০—২১শে জানুয়ারী, ১৯২৪)। রুশ রাষ্ট্রনায়ক। সোভিয়েৎ-রাষ্ট্রের জনক। তিনি সিমবিরস্ক নামে গ্রামে এক সম্ভ্রান্তের ঘরে জন্মলাভ করেন। তিনি সিমবিরস্ক জিমন্যাসিয়াম বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই কার্ল মার্কস্-এর ভাবশিষ্য হন। তিনি ভাল ছাত্রই ছিলেন কিন্তু ১৮৮৭-এ তাঁহার ভ্রাতা বৈপ্লবিক কারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক বিক্ষোভ-আন্দোলনে যোগদান করার জন্য তিনি নির্বাসিত হন (১৮৮৭) ও দেশে ফিরিতে আদেশ পাইলে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে কয়েক বৎসর আইন-ব্যবসায় করেন। বৈপ্লবিক কাজে ও পত্রিকা সম্পাদনে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য কারাভোগ (১৮৯৫) করিতে হয় এবং তিন বৎসরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। এই নির্বাসনকালেই তিনি নাদেজদা নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। মুক্তিপ্রাপ্তির পর তিনি মিউনিকে ফিরিয়া আসেন এবং 'ইস্ক্রা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন (১৯০১)। ১৯০২-এ ট্রট্স্কির সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৯০৩-এ তিনি জেনেভায় যান এবং পরবর্তী দুই বৎসর তিনি আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করিয়া চূড়ান্ত বিপ্লবী বলিয়া খ্যাত হন। ১৯০৩-এ লণ্ডনের কংগ্রেসে তিনি বলশেভিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৪-এ জাপানের নিকটে রাশিয়ার পরাজয় ঘটিলে তিনি পিটার্সবার্গে ফিরিয়া আসেন এবং 'New Life' নামে সমাজতন্ত্রী পত্র প্রথম প্রকাশ্যে প্রকাশ করেন। তাঁহাকে আবার নির্বাসন-দণ্ড দেওয়া হয়। পরে বার বৎসরকাল সুইজারল্যাণ্ডে থাকেন। ১৯১৭-এ তিনি রাশিয়ায় আগমন করেন। পরে উদারনীতিকদলের পতনের পর তিনি সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় মত দৃঢ়তার সহিত সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন এবং কেরেন্স্কি মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটান। এই সময় অবশ্য তাঁহাকে ফিনল্যাণ্ডে পলাইয়া যাইতে হইয়া-ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার মতবাদের ফলে স্থলসৈন্য ও নৌসৈন্য বিদ্রোহী হয় এবং তিনি ফিরিয়া আসিয়া জনগণের প্রতিনিধি লইয়া নূতন শাসন-তন্ত্র গঠন করেন (১৯১৭, ৮ই নভেম্বর)। এই সময় ১ম বিশ্বযুদ্ধের জন্য রাশিয়ার অবস্থা শোচনীয় ছিল। তাহার চারিদিকে শত্রু। কিন্তু তিনি লালসৈন্যের সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধার পান। ১৯২১ হইতে তিনি গঠনমূলক কাজে হাত দেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পক্ষাঘাত ধরে ও তাহাতেই তিনি মারা যান। আরকে রক্ষিত তাঁহার দেহ মস্কোর রেড স্কোয়ারে সমাধিমন্দিরে রাখা হয়।

লেভারিয়ার, আরবেন (Leverrier, Urbain)—(১৮১১—১৮৭৭)। ফরাসী জ্যোতির্বিদ্। জন কাউচ আডম্স্-এর সহিত মিলিত হইয়া তিনি নেপচুন নামক গ্রহের আবিষ্কার করেন।

লেয়াণ্ডার (Leander)—গ্রীক যুবক। তিনি প্রত্যহ রাত্রিতে সমুদ্র সন্তরণ করিয়া স্বীয় প্রেমিকা হেরোর নিকট গমনাগমন করিতেন। একদিন হেরোর প্রদর্শিত

আলোক নির্বাপিত হওয়ায় তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। হেরোও এই সংবাদে সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জন করেন (গ্রীক পুঃ)।

লেস্টার, আর্ল অব (Leicester, Earl of)—(? ১৫৩১—১৫৮৮)। রাণী এলিজাবেথের সভাসদ্। তিনি রানীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৫৮৫-এ তিনি সৈন্যসহ নেদারল্যাণ্ডস (Netherlands)-এ প্রেরিত হন এবং ১৫৮৮-এ স্পেনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি টিলবেরি (Tilbury) নামক স্থানে সংগৃহীত সৈন্যদিগের অধিনায়কত্ব করেন। 'কেনিলওয়ার্থ' নামক স্কটের উপন্যাসের তিনি একজন প্রধান চরিত্র।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—(১৭৩০—১৮৯০)। চব্বিশ পরগনার চৌরাশী-কদম্বা গ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি কমলাদেবীর গর্ভে, রামনারায়ণ ঘোষালের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। বহুদেশ পর্যটনের পর তিনি ঢাকা জেলার বারদী নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তদবধি তিনি 'বারদীর ব্রহ্মচারী' বলিয়া পরিচিত। তিনি ভগবান্‌চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। অতিমানব সাধু বলিয়া তিনি সাধারণে পরিচিত ছিলেন। ১৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লোকমান হাকিম—ধর্মশীল ব্যক্তি। ইহুদীদিগের রাজা ডেভিডের তিনি সমসাময়িক। তিনি যীশু খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার বিবরণ কোরাণে লিখিত আছে। তিনি একজন ঈশ্বরপরায়ণ লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

লোচনদাস (ত্রিলোচন দাস)—(১৫২৩—১৫৮৯)। বৈষ্ণব সাধক কবি। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের অন্তর্গত কোগ্রামের বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম। পিতা কমলাকর ঠাকুর। নরহরি দাসের তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার কৃত 'চৈতন্য-মঙ্গল' গ্রন্থ (১৫৩৭) সুপ্রসিদ্ধ। তিনি অন্যান্য গ্রন্থ ও বহু পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভণিতায় তিনি 'লোচনদাস' নাম ব্যবহার করিতেন। তিনি বাংলা কথ্য ভাষায় সাহিত্য-রচনার এবং মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক।

লোতি, পীয়ারে (Loti, Pierre)—(১৮৫০—১৯২৩)। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। তাঁহার বহু উপন্যাস ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার 'Le Marriage de Loti', 'La Galilee' প্রভৃতি পুস্তক প্রসিদ্ধ।

লোপা (লোপামুদ্রা)—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী। কথিত আছে, অগস্ত্য পত্নীকামনায় এই অসামান্যা সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া যথাকালে তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার অনুরোধে অগস্ত্য দৈত্যরাজ ইল্বলের প্রভূত ধনরাশি আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন (ভারত)।

লোমপাদ—অঙ্গদেশের নৃপতি। তিনি অযোধ্যাপতি দশরথের মিত্র ছিলেন। দশরথ স্বীয় কন্যা শান্তাদেবীকে দত্তক কন্যা স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা যজ্ঞ করাইলে রাজ্যে বৃষ্টির অভাব দূরীভূত হয়। পরে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন (রাম)।

লোমশ—মুনিবিশেষ। যুধিষ্ঠির বনবাসকালে এই মুনির নিকটে সকল তীর্থের কথা শুনিয়াছিলেন (ভারত)।

লোমহর্ষণ—১। মুনিবিশেষ। ব্যাসদেবের শিষ্য সূতের পুত্র। তিনি ব্যাসদেবের প্রণীত সমস্ত পুরাণ লোকশিক্ষার জন্য সর্বত্র শুনাইতেন। তাঁহার পুত্র পুরাণবক্তা 'সূত' বা লোমহর্ষণ বলিয়া পরিচিত (বিষ্ণু)। ২। লোমহর্ষণকে বলরাম নিহত করেন (কল্কি)।

ল্যাং, এনড্রু (Lang, Andrew)—(১৮৪৪—১৯১২)। সুপ্রসিদ্ধ স্কটিশ লেখক। তাঁহার কয়েকখানি সুন্দর কবিতাপুস্তকও আছে। তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের অন্যতম। 'Grass of Parnassus', 'History of Scotland', 'A Monk of Fife', 'Letters to Dead', 'Books and Bookmen' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক। তিনি এনড্রু ল্যাং রূপে সমধিক পরিচিত।

ল্যাংল্যাণ্ড, উইলিয়াম, (Langland, William)—(? ১৩৩০—১৪০০)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার 'Visions of Piers Plowman' নামক কবিতা সুপ্রসিদ্ধ।

ল্যাটোনা (Latona)—গ্রীক দেবরাজ জুপিটারের প্রণয়িনী। তিনি দেবরাজপত্নী জুনোর ভয়ে পর্বতে লুকাইয়া থাকেন। তথায় তাঁহার গর্ভে অ্যাপলোদেব ও ডায়েনাদেবীর জন্ম হয় (গ্রীক পুঃ)।

ল্যাণ্ডর, ওয়াল্টার স্যাভেজ—(Landor, Walter Savage)—(১৭৭৫—১৮৬৪)। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত লেখক ও প্রতিভাশালী কবি। তাঁহার বহু রচনা-মধ্যে 'Imaginary Conversations' অতি প্রসিদ্ধ।

ল্যান্সডাউন, মার্কোয়েস অব—(Lansdown, Marquess of—(১৮৪৫—১৯১০)। তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৩ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তৎপূর্বে তিনি কানাডার গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি কিছুদিনের জন্য সমরবিভাগের সহকারী সচিব ছিলেন। মণিপুরের যুদ্ধ এবং সহবাসসম্মতি-আইন তাঁহার ভারত-শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ল্যাভইজিয়ে, অ্যাণ্টয়েনে লরেণ্ট—(Lavoisier, Antoine Laurent)—(১৭৪৩—১৭৯৪)। বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী। প্যারিসে তাঁহার জন্ম হয়। দহনক্রিয়া যে রাসায়নিক ব্যাপার ইহা তিনিই প্রথম প্রমাণিত করেন। তাঁহাকে বর্তমান রসায়ন-শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

ল্যাম্ব্, চার্ল্‌স্ (Lamb, Charles)—(১৭৭৫—১৮৩৪)। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধলেখক। তিনি গল্পের আকারে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর একটি প্রাঞ্জল সংস্করণ বাহির করেন। এই শেষোক্ত ব্যাপারে তাঁহার ভগিনী মেরী তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। 'Essays of Elia' তাঁহার রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ-পুস্তক।

শ

শকারি—রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদিগকে দমন করিয়া 'শকারি' উপাধি ধারণ করেন ['দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' দ্রঃ]।

শকুনি—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক, গান্ধারীর ভ্রাতা। পিতা গান্ধাররাজ সুবল। তিনি স্বীয় ভাগিনেয় দুর্যোধনকে সদাই কুযুক্তি দিতেন এবং তাহারই ফলে দুর্যোধন কুপথে চালিত হইয়া পরিণামে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি পাশাখেলায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন এবং দুর্যোধনকে দিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ছলে পরাজিত করেন। তাঁহার এই আচরণের জন্য অন্যতম পাণ্ডব সহদেব পরে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেন (ভারত)।

শকুন্তলা—চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের মহিষী। তিনি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা-নাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মিয়া মহর্ষি কণ্ব কর্তৃক লালিত হন। পরে তপোবনে মহারাজ দুষ্মন্ত তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কণ্ব মুনির অনুপস্থিতিতেই তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে তাঁহাকে মুনি রাজভবনে পাঠাইয়া দিলে রাজা তাঁহাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু পরে দৈববাণী শুনিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহার বিবরণ অবলম্বন করিয়া মহাকবি কালিদাস অমর নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' রচনা করেন। এই

শকুন্তলার গর্ভেই মহারাজ ভরতের জন্ম হয়। ভরতবংশীয় রাজগণের বিবরণপূর্ণ বলিয়াই মহাভারতের ঐ নাম হয় (ভারত)।

শক্তি—সূর্যবংশের কুলপুরোহিত ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পুত্র। রাজা কল্মাষপাদের সহিত তাঁহার কলহ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে রাক্ষস হইবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করেন। রাজাও রাক্ষস হইয়া তাঁহাকেই গ্রাস করেন। তৎকালে তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে মহামুনি পরাশর ছিলেন, তিনিই প্রসিদ্ধ মুনি বেদব্যাসের জনক (রাম)।

শক্তসিংহ—সমরেন্দ্রসিংহ (তাহা দ্রঃ)।

শঙ্করণ নায়ার—(?—১৯৩৪)। মাদ্রাজের দেশহিতৈষী ব্যবহারাজীব। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি কয়েকবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতির কার্য করেন। তিনি ১৮৯০-এ মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। তিনি অমরাবতীতে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন (১৮৯৭)। ১৯১৫-এ তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে শিক্ষাসচিব হন। তিনি তখন শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে ১৯১৯-এ যে হত্যাকাণ্ড ও সামরিক আইন জারী করা হয়, তাহার প্রতিবাদকল্পে তিনি পদত্যাগ করেন।

শঙ্কর দেব—(১৪৪৯—১৫৬৮)। আসামের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক। আসামের বারভূঞা বংশে বরদোয়া নামক স্থানে জন্ম। প্রথমে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। অতঃপর ১৯ বৎসর বয়স হইতেই ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি কুচবিহারে আসিলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার ধর্মব্যাখ্যায় বিরক্ত হইয়া রাজা নরনারায়ণের নিকট নালিশ করেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন। তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া শিষ্য মাধবদেবকে লইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হন। শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি দেশে ফিরেন এবং ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হন। তিনি ২৯ খানি ধর্মপুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে 'কীর্তনঘোষা' সর্বশ্রেষ্ঠ।

শঙ্করাচার্য—(৭৮৮—৮২০)। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে কালাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন (অনেকের মতে ৬৮৬-এ শঙ্করের আবির্ভাবকাল)। পিতা শিবগুরু, মাতা সতীদেবী (অন্য মতে আর্যাম্বা)। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন হয়। অষ্টম বর্ষে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি উত্তর ভারতে গমন করেন এবং গোবিন্দপাদের শিষ্য হইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি কুমারিলের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও কাশ্মীরে গিয়া মণ্ডন মিশ্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। পরে জগন্নাথক্ষেত্র, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া তিনি কৈলাসে গমন করেন। তিনি অপরাজেয় তার্কিক ও তীক্ষ্ণ মেধাবী পণ্ডিত ছিলেন। বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার প্রণীত 'শারীরকভাষ্যম্' গ্রন্থ বেদব্যাসের উত্তর মীমাংসার ভাষ্য। তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া অনেকে মনে করেন। 'অধ্যাত্মপ্রকাশ', 'আর্যাসপ্তশতি', উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য, 'ভক্তিকাব্যটীকা', 'মোহমুদ্গর', 'শিবানন্দলহরী', 'শাক্তপূজা' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ শঙ্কর গ্রন্থ হিসাবে খ্যাত।

শঙ্খ—১। জনমেজয়ের পুত্র (ভারত)। ২। উগ্রসেনের পুত্র (ভাগ)। ৩। তিনি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম।

শঙ্খ—বিরাট রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণ কর্তৃক নিহত হন।

শঙ্খচূড়—এক দৈত্য। সুদামা নামে গোপ শ্রীমতী রাধিকার শাপে দৈত্যবংশে জন্মান ও শঙ্খচূড় নামে খ্যাত হন। তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর নিকট কবচ বর পাইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং তুলসীদেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। দেবগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইলে তুলসীদেবীর পুণ্যবলে ও বিষ্ণুর বরে তাঁহার বিনাশ অসম্ভব হইয়া উঠে। পরে বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে ঐ কবচ চাহিয়া লন ও শঙ্খচূড়ের রূপ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করেন। তখন মহাদেব শূল দ্বারা শঙ্খচূড়কে হত্যা করেন ['তুলসী' দ্রঃ]।

শচী—১। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী। তিনি দানবপতি পুলোমার কন্যা। পুত্রের নাম জয়ন্ত। তিনি সমস্ত বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিয়া তথাকার সর্ববিধ অমঙ্গল প্রতিহত করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে (রাম, হরি)। ২। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জননী। তাঁহার পিতার নাম নীলাম্বর চক্রবর্তী। তাঁহাকে শ্রীহট্টের জগন্নাথ মিশ্র বিবাহ করেন এবং প্রসিদ্ধ নিমাই পণ্ডিত বা শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। পরে নিমাই-এর সন্ন্যাসে প্রথমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, এবং শেষ জীবনে পুত্রের মহিমায় অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

শ', জর্জ বার্নার্ড (Shaw, George Bernard)—(১৮৫৬—১৯৫২)। বিশ্ববিশ্রুত ব্রিটিশ লেখক ও নাট্যকার। তিনি ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৬ হইতে তিনি লণ্ডনে হার্টফোর্ডশায়ারে বাস করিতেন। প্রথমে তিনি ঔপন্যাসিকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া পরে সাংবাদিক ও সমালোচক হিসাবে বিখ্যাত হন। গ্রন্থ, চিত্র, সংগীত ও নাটকের সমালোচনা তখন তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল। ইতিমধ্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক দলে প্রবেশ করিয়া উহার অন্যতম নেতা হন এবং 'ফেবিয়ান সোসাইটি'কে তিনি বিখ্যাতি দান করেন। এ সময় তিনি ছোট ছোট পুস্তিকা লিখিতে ও রাস্তায় ও মাঠে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। তিনি ইবসেন ও ওয়াগনার-এর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৯২-এ তিনি নাটক লিখিতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল। ১৯২৫-এ তিনি 'নোবেল' পুরস্কার পান। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে 'Widower's Houses' (১৮৯৩), 'Plays Pleasant and Unpleasant' (১৮৯৮), 'Man and Superman' (১৯০৩), 'The Doctor's Dilemma' (১৯১১), 'Androcles and the Lion' (১৯১৬), 'Heartbreak House' (১৯১৯), 'Back to Methuselah' (১৯২১), 'An Intelligent Woman's Guide to Socialism', 'Saint Joan', 'The Apple Cart' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শতদলবাসিনী বিশ্বাস—(১৮৮৩—১৯১১)। এই মহিলাটি ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিয়াও 'বেহুলা', 'বাঙ্গালার ব্রতকথা' প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন।

শতবলী—বানরের দলপতি। সাবর্ণি মেরু পর্বতে তাঁহার বাসস্থান ছিল। রাবণ যখন সীতাহরণ করেন তখন তিনি তাঁহার অনুসন্ধানে উত্তরদিকে গমন করেন (রাম)।

শতরূপা—ব্রহ্মার কন্যা (ভাগ)।

শতানন্দ—বিদেহরাজ জনক ঋষির কুলপুরোহিত। তিনি সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে দান করিবার সময় পৌরোহিত্য করেন। তিনি মহর্ষি গৌতম ও অহল্যার পুত্র। গৌতম কর্তৃক মাতৃবধে আদিষ্ট হইয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া যান, কিন্তু পরে দৈববশতঃ সত্য বৃত্তান্ত জানিবার পর পিতার ক্রোধের উপশম হইলে পিতা স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করেন (রাম)।

শতানীক—১। ব্যাসের পুত্র। ২। দ্রৌপদীর গর্ভজাত নকুলের পুত্র (ভারত)।

শত্রুঘ্ন—রামায়ণের কথানায়ক শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি সুমিত্রাগর্ভজাত।

তিনি সর্বদাই ভরতের অনুগত ছিলেন এবং রামের বনবাসকালে ভরতের সহিত নন্দী-গ্রামে গিয়া বাস করেন। পরে রামচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি লবণ নামক অসুরকে বধ করিয়া মুনিগণের তপোবিঘ্ন দূর করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রাম প্রভৃতির সহিত সরযূতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন (রাম)।

শনি—(Saturn). নবগ্রহের অন্যতম। সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জন্ম। ধ্যানমগ্ন শনি একদা সজ্জিতা স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই বলিয়া তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, তিনি যেদিকেই চাহিবেন, তাহা বিনষ্ট হইবে। এই কারণে শনি গণেশের জন্ম হইলে তাঁহাকে দেখিতে যান নাই। শেষে পার্বতীর অনুরোধে তাঁহাকে দেখেন ও সঙ্গে সঙ্গে গণেশের মুণ্ড ছিন্ন হয় (ব্রহ্মবৈ)। জ্যোতিষ মতে তিনি আড়াই বৎসরে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করেন। তিনি ধীরে ধীরে গমন করেন বলিয়া তাঁহার নাম শনৈশ্চর।

শবরী—দণ্ডকারণ্যের এক সিদ্ধশ্রমণা। শ্রমণী নামেও তিনি পরিচিত। বনবাসকালে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে তিনি তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করেন এবং অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন (রাম)।

শমীক—এক শমপরায়ণ ঋষি। একদিন রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার শরে বিদ্ধ মৃগ কোন পথে গিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সমাধিস্থ থাকায় উত্তর দেন না, কিন্তু রাজা কুপিত হইয়া তাঁহার গলদেশে মৃত সর্প ঝুলাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করেন। তিনি ক্রুদ্ধ হন না বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্র পরে পিতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া রাজাকে শাপ দেন যে, এই পাপে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তিনি ধ্যানভঙ্গের পর পুত্রকে শাপের জন্য তিরস্কার করেন। কিন্তু পরীক্ষিতের সর্পাঘাতেই মৃত্যু হয় (ভারত)।

শম্বর—অসুরবিশেষ। তিনি কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের হস্তে নিজ মৃত্যু জানিয়া জন্মের পরই তাঁহাকে অপহরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু প্রদ্যুম্ন আশ্চর্যরূপে মৎস্যগর্ভে রক্ষা পান এবং পরে আসুরী মায়ায় শিক্ষিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন (হরি)।

শম্বুক (শম্বূক)—এক শূদ্র তপস্বী। তিনি ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে রাজ্যে পাপ সঞ্চার হয়, ফলে এক ব্রাহ্মণপুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মহারাজ রামচন্দ্র এই সংবাদ শুনিয়া এই শূদ্রতপস্বীকে নিহত করেন। রামহস্তে নিহত হইয়া তিনি দিব্যগতি প্রাপ্ত হন, এবং ব্রাহ্মণকুমারও বাঁচিয়া উঠে (রাম)।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—(১৮৩৯—১৮৯৪)। বিখ্যাত সাংবাদিক। ভবানীপুরের মথুরামোহনের পুত্র। তিনি কিছুদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদনা করেন। তিনি কিছুদিন 'সমাচার হিন্দুস্থান' পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের নাজিমের দেওয়ান, কাশীপুরের রাজার ও রামপুরের নবাবের সেক্রেটারীরূপে কার্য করেন। ১৮৭৭-এ তিনি ত্রিপুরার রাজার মন্ত্রী হন। ১৮৮২ হইতে মরণকাল পর্যন্ত তিনি 'Reis and Rayyet' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি 'Indian League'-নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শেষ জীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি উত্তম ইংরেজী ভাষা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কয়েকখানি ঐতিহাসিক ইংরেজী গ্রন্থ আছে।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—(১৮২০—১৮৬৭)। খ্যাতনামা আইনজীবী। ভবানীপুরে (কলিকাতায়) জন্ম। আদি নিবাস কাশ্মীর। তিনি প্রথমে ডিক্রীজারির মোহরের রূপে কার্য করেন, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি আইনসম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়া প্রচলিত আইনের দোষ দেখান। তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া গভর্নমেন্ট ঐ আইন সংশোধিত করেন। পরে তিনি ওকালতি করেন। ১৮৬১-এ তিনি সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক হন। পরবৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার নামে ভবানীপুরে একটি রাস্তা ও হাসপাতাল আছে।

শরচ্চন্দ্র দাস, রায় বাহাদুর—(১৮৪৯—১৯১৭)। তিব্বতী ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত ও পর্যটক। নিবাস আলমপুর, চট্টগ্রাম। তিনি দার্জিলিঙে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তৎকালে তিব্বতীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে তিনি সিকিম এবং তিব্বতে ভ্রমণ করেন এবং অনেক ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি কলিকাতায় 'Buddhist Text Society' স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তিনি ১৯০২-এ 'Tibetan English Dictionary' রচনা করেন। তিনি তিব্বতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন।

শরৎকুমার রায়—(১৮৭৮—১৯৩৫)। সাহিত্য-সেবক। বরিশালের তারপাশা গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা হরকুমার রায়। তিনি 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' ইত্যাদি পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', 'শিখগুরু ও শিখজাতি', 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' তাঁহার রচিত পুস্তক।

শরৎকুমার লাহিড়ী—(১৮৪৯—১৯১৪)। প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী। S. K. Lahiri নামে খ্যাত। মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর পুত্র। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে মাতৃপ্রদত্ত অতি সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসায় করিয়া ক্রমশঃ ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি করেন। তিনি 'কটন প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রালয়ও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী—(১৫ই জুলাই, ১৮৬১—১১ই এপ্রিল, ১৯২০)। মহিলা সাহিত্যিক। নিবাস প্রথমে কলিকাতার চোরবাগানে, পরে লাহোরে। লাহোরেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার রচিত 'শুভবিবাহ' নামে পুস্তকখানি সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬—১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮)। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁহাকে কথা-সাহিত্য-সম্রাট্ বলা হয়। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম। পিতা মতিলাল। এখানেই তিনি প্রথম গল্পরচনা করেন। ভাগলপুরে তাঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। এফ্. এ. পড়িতে পড়িতে তিনি পাঠ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে রেঙ্গুনে গমন করেন এবং সেখানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসে একটি কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। এই ব্রহ্মপ্রবাসেই তাঁহার প্রকৃত সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। অতঃপর রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। ঐ সময়ে তাঁহার 'কাশীনাথ' নামক উপন্যাসখানি রচিত হয়। প্রথম মুদ্রিত রচনা 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের 'মন্দির' গল্প। চৌদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে তিনি 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচনা করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯০৭) 'বড়দিদি' গল্পের জন্য তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত হন। ইহাই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক (১৯১৩)।

তিনি 'যমুনা' নামে পত্রিকাতেও গল্প লিখিতেন। 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' তাঁহার ৩৬ বৎসর বয়সে রচিত হয়। অন্যান্য উপন্যাস ছত্রিশ বৎসর বয়সের পরের রচনা। সমাজে যাহারা অবহেলিত, অবজ্ঞাত, তাহাদের কথা, বিশেষ করিয়া বাঙালী রমণীর দুঃখবেদনার কথা, তিনি যেরূপ দরদের সহিত তাঁহার রচনায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। নারীর মূল্য নিরূপণ করিতে তিনি 'নারীর মূল্য'-নামে পুস্তকখানি ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। তাঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং মর্মস্পর্শী। 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'নববিধান', 'শেষ প্রশ্ন', 'পথের দাবী' ইত্যাদি তাঁহার বহু গ্রন্থ আছে।

শরৎ চন্দ্র বসু—(৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯—২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০)। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও স্বদেশসেবক। নিবাস প্রথমে কটক, পরে কলিকাতা। পিতা জানকীনাথ। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও আইন পাস করিয়া তিনি প্রথমে হাইকোর্টে উকিল হিসাবে ভরতি হন। কিন্তু কার্যতঃ তিনি ১৯১১-এ কটকেই আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯১৮-এ তিনি ব্যারিস্টারি পাস দিয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। ব্যারিস্টার হিসাবে তিনি অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। তারপর দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্য দল গঠন করেন, তখন হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। তিনি কয়েকবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্যকরী সমিতির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতার পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইন-সভারও বিরোধী দলের (কংগ্রেসের) নেতা হইয়াছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে কয়েকবার কারারুদ্ধ হন।

শরদ্বান—গৌতমের পুত্র। কৃপ ও কৃপী তাঁহার পুত্র, কন্যা (ভারত)।

শরভঙ্গ—এক মুনি। তিনি উগ্রতপা ছিলেন। বনবাসে গমন করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার দেখা পান। রামকে দেখিয়া অতিথি-সৎকারের জন্য তিনি তাঁহাকে নিজ পুণ্যবলে জিত দেবলোক প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। তখন মুনিবর মন্ত্রপূত করিয়া নিজ তনু অনলে আহুতি দেন এবং দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া দিব্যালোকে প্রবেশ করেন (রাম)।

শর্মিষ্ঠা—দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা। তিনি পিতার আদেশে দৈত্যগুরুকন্যা দেবযানীর দাসী হইতে বাধ্য হন। পরে দেবযানী মহারাজ যযাতির সহিত পরিণীতা হইলে তিনিও তাঁহার সহিত যযাতির গৃহে গমন করেন। যযাতি গোপনে তাঁহারও পাণি-গ্রহণ করেন। দেবযানী পরে ইহা জানিতে পারিয়া রোষবশতঃ পিতার নিকট অভিযোগ করেন এবং ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যগুরু যে অভিসম্পাত দেন তাহাতে যযাতি জরা-গ্রস্ত হন। অতঃপর দৈত্যগুরুর প্রসাদে যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুতে জরা সঞ্চারিত করিয়া কিছুকাল রাজ্যভোগ করেন এবং পরে পুরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন (ভারত)।

শর্যাতি—বৈবস্বত মনুর পুত্র, এক রাজা। কথিত আছে, তিনি একদা স্বীয় সৈন্যসহ চ্যবন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, সমাধিস্থ মুনিকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার কন্যা চাপল্যবশতঃ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করেন, পরে তিনি স্বীয় কন্যা মুনিকে প্রদান করিয়া মুনির ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পান (ভারত)।

শল্য—মদ্রদেশীয় এক রাজা। তিনি পাণ্ডুরাজের দ্বিতীয় মহিষী মাদ্রীদেবীর ভ্রাতা। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের দলে যোগদানার্থ গমন করেন, কিন্তু পথিমধ্যে দুর্যোধনের আমন্ত্রণে তৎপক্ষেই যোগ দেন। পরে তিনি কর্ণের সারথি হন এবং কর্ণের মৃত্যুর পর নিজে সেনাপতি হইয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন (ভারত)।

শশাঙ্ক—(৭ম শতক)। প্রাচীন বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানে। তিনি মালব-রাজের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার সহিত যোগ দিয়া থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি ৬১৯ পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করেন। আনুমানিক ৬৩৭-এর কিছু পূর্বে কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মা তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

শশিশেখর—(১৬শ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। বর্ধমান জেলার পরাণ গ্রামে জন্ম। তিনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য। 'গোপাল বিজয়' তাঁহার রচনা।

শশীশেখর বসু—(জন্ম ১৮৭৪)। সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যরসিক। জন্ম দ্বারভাঙ্গায়। পিতা চন্দ্রশেখর। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। আদি নিবাস উলা (নদীয়া)। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। ইংরেজী ভাষায় নানাবিধ সমালোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন রসরচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। 'Pioneer', 'Englishman', 'Statesman' প্রভৃতি পত্রিকাতেও লিখিয়া যশস্বী হন। তিনি সাধারণের নিকটে S. S. Bose এই নামেই পরিচিত।

শাকটায়ন—(খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। তিনি পাণিনির পূর্ববর্তী। পাণিনির সূত্রে (৪.৩, শাকটায়নস্য) তাঁহার নাম দেখা যায়। তাঁহার রচিত একখানি ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে।

শাক্যসিংহ (শাক্যমুনি)—বুদ্ধদেবের নামান্তর ['বুদ্ধদেব' দ্রঃ]।

শাণ্ডিল্য—জনৈক গোত্রপ্রবর্তক ঋষি। তিনি চারিবেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাহাতেও পরমার্থ লাভ হয় না দেখিয়া তিনি 'ভক্তিসূত্র' প্রণয়ন করেন।

শাতকর্ণী—গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী (তাহা দ্রঃ)।

শাতাতপ—জনৈক ধর্মশাস্ত্রকর্তা ঋষি।

শান্তনু—চন্দ্রবংশীয় হস্তিনাপুরের সুবিখ্যাত রাজা। গঙ্গাদেবী অষ্টবসুর প্রতি কৃপা-পরায়ণা হইয়া মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া তাঁহার পত্নী হইয়া বসুগণকে গর্ভে ধারণ করেন। বিবাহকালে রাজার সহিত গঙ্গা-দেবীর এই শর্ত ছিল যে, তাঁহার কোন কার্যে আপত্তি করিলে দেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন। এক একটি করিয়া সাতটি সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাদেবী জলে ভাসাইয়া দেন, কিন্তু অষ্টম পুত্র দেবব্রতের সময় মহারাজ বাধা দেন। এই পুত্রই পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পূর্বের অঙ্গীকার মত পরিত্যাগ করেন। শান্তনু ধীবরকন্যা সত্য-বতীকে বিবাহ করেন এবং সেই উপলক্ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গাপুত্র দেবব্রত 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হন (ভারত)।

শান্তা—দশরথের কন্যা ও ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী। তিনি দশরথ কর্তৃক সখা লোমপাদের নিকট পোষ্যপুত্রিকারূপে প্রেরিত হন (রাম)।

শামসুল হুদা, নবাব—(১৮৬২—১৯২২)। রাজনীতিক। ত্রিপুরার গোকর্ণ গ্রামে জন্ম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ছিলেন। তিনি কিছুদিন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। অতঃপর বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের সদস্যরূপে কিছুদিন কার্য করেন। পরে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইলে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হন। কিছুদিন তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি বলরামের অস্ত্রশিষ্য ছিলেন।

দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিতে গিয়া তিনি বন্দী হন, পরে বলদেব তাঁহাকে হস্তিনাপুর হইতে মুক্ত করেন এবং ঐ কন্যার সহিত বিবাহ দেন (ভাগ)।

শায়েস্তা খাঁ—(১৭শ শতক)। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মাতুল। তিনি সম্রাটের একজন বিশিষ্ট সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৬৫৮-এ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হন। পরে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীকে দমন করিবার জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে প্রেরণ করেন এবং তিনি শিবাজীর বহু দুর্গ জয় করেন। একদিন নৈশ আক্রমণে শিবাজী তাঁহার পুনাস্থিত দুর্গে হানা দেন এবং অল্পের জন্য তিনি জীবন লইয়া পলায়নে সমর্থ হন। পরে তিনি বহু বৎসর (১৬৬৩—১৬৮৯) বাঙ্গালাদেশ শাসন করেন। ঢাকা তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি পোর্তুগিজদিগকে দমন করেন। তাঁহার আমলে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার শাসনকালে ইংরেজরা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন।

শার্লেমেন (Charlemagne)—(৭৪২—৮১৪)। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা, সেনাপতি ও রাজনীতিবিশারদ। তিনি ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, জার্মানি প্রভৃতি বহু দেশে রাজ্য স্থাপন করেন।

শালিবাহন—শকজাতীয় রাজা। তাঁহার প্রবর্তিত অব্দ 'শক' নামে অভিহিত।

শাল্ব—১। এক অসুর। তিনি শিশুপালের পরম মিত্র ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা ছিল। তিনি মহাদেবকে তপস্যা করিয়া দেবগণেরও অভেদ্য একটি যান প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতে চড়িয়া তিনি যাদবদের ধ্বংস করিতে যান। যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তিনি নিহত হন (ভাগ)। ২। মেরুপ্রদেশের রাজা। তিনি কাশীরাজ-কন্যা অম্বার স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অম্বা মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বীরবর ভীষ্ম স্বীয় ভ্রাতার জন্য অম্বা ও তাঁহার ভগিনীগণকে বলপূর্বক লইয়া যান। পরে অম্বা ভীষ্মকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহার নিকট অম্বাকে পাঠান, কিন্তু তিনি হৃতা হইয়া-ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন (ভারত)।

শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী—(রাজত্বকাল ১৭০৮—১৭৪৯)। শিবাজীর পৌত্র। পিতার নাম সাম্ভাজী। আওরঙ্গজেব কর্তৃক পিতা নিহত হইলে তিনি মোগলশিবিরে বন্দীভাবে দিনযাপন করিতে থাকেন। তখন তিনি শিশু। অতঃপর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ্ সম্রাট্ হইলে তিনি মুক্তি পান এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় শিবাজীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনি সাতারা নামক স্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

শাহ্ আলম—(১৭২৮—১৮০৬)। দিল্লীর সম্রাট্ ও দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র। আলী গৌহার তাঁহার পূর্ব নাম। ১৭৫৯-এ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৭৬৫-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার দেওয়ানি সনন্দ দান করেন। এই সময় তিনি এলাহাবাদে থাকিতেন এবং জেনারেল স্মিথ তাঁহার রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। তিনি দিল্লীতে পলায়ন করিলে ১৭৮৮-এ রোহিলা সর্দার গোলাম কাদির খাঁ তাঁহাকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করেন। অতঃপর সিন্ধিয়ারাজ তাঁহাকে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শাহ্ জলাল, পীর—(১৪শ শতক)। মুসলমান সাধু। তিনি আরবদেশের 'এমন' প্রদেশে 'কণিয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আসেন। সম্রাট্ আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ তোগলকের দুই সেনাপতি যখন শ্রীহট্ট বিজয় করিতে যান, তিনি তখন তাঁহাদের অনেক পরামর্শ দান করেন। তিনি শ্রীহট্টেই মারা যান।

শাহজাহান—(রাজত্বকাল ১৬২৭—১৬৫৮)। দিল্লীর মোগল-সম্রাট্। দিল্লীর মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র। তিনি ১৬২২-এ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। পরে পিতার মৃত্যুর পর ১৬২৮-এ সম্রাট্ হন। তাঁহার শাসন-কালে যদিও প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত, তথাপি রাজত্ব সমৃদ্ধির চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তিনি স্বীয় পত্নী মমতাজের সমাধির উপর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল নির্মাণ করেন। বিখ্যাত মতি মসজিদও তাঁহারই কীর্তি। তাঁহার ময়ূরসিংহাসন জগতে অতুলনীয়। তিনি শেষ জীবনে পুত্র আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইয়া থাকেন (১৬৫৮—১৬৬৬)।

শাহ্ মীর—কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান অধিপতি। তিনি কাশ্মীরের রাজা রঞ্জনদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রঞ্জনদেবের পুত্র আনন্দদেবেরও তিনি মন্ত্রী হন। অতঃপর আনন্দদেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে রাজা হত হন। রানীর নামে রাজকার্য চলিতে থাকে। তিনি রানীকে বিবাহ করেন এবং শাহ্ মীর সামাসুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হন। মতান্তরে রাজা আত্মহত্যা করিলে তিনি রাজা হন।

শাহ্ সুফী—বিখ্যাত মুসলমান সাধু। সম্রাট্ আকবরের সময় তিনি ভারতবর্ষে আসেন। তিনি চান্দোয়ার রাজ্যে এক বনমধ্যে বাস করিতেন। ঐ রাজ্য গ্রহণ করিতে গিয়া আকবর বিপদে পড়িলে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং রাজ্যজয় করিতে সহায়তা করেন। এই কার্যের জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে অর্ধেক গ্রাম দান করেন। সেই গ্রাম সুফীপুর নামে খ্যাত।

শিখণ্ডী—পঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র। কথিত আছে, অম্বা ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন ['অম্বা' দ্রঃ]। তিনি ক্লীব ছিলেন বলিয়া ভীষ্মদেব তাঁহাকে দেখিলেই অস্ত্রত্যাগ করিতেন। এই সুযোগ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহাকে সম্মুখভাগে রাখিয়া অর্জুন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ভীষ্মকে নিরস্ত্রাবস্থায় বাণবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করেন। পরে তিনি অশ্বত্থামার হাতে নৈশ আক্রমণে প্রাণ হারান (ভারত)।

শিনি—যদুবংশীয় রাজা। তিনি যদুবীর সাত্যকির পিতামহ ছিলেন (কূর্ম)।

শিব—হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা। শিব বিনাশের কর্তা বলিয়া পুরাণে বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিবের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কোন কোন পুরাণে শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আবার একই পুরাণে বিভিন্ন মত দেখা যায়।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—(১৮৬০—১৯১৪)। ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা। নবদ্বীপে কুমারখালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ তান্ত্রিক ছিলেন। 'ভগবতীতত্ত্ব' তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি তন্ত্রের প্রকৃত মর্মোদ্-ঘাটন কল্পে স্বীয় সমুদয় উদ্যম ও শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি তন্ত্র ও পূজা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে জন্ম। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বেদাদি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রুতিধর হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 'সিদ্ধান্ত পত্রিকা', 'সুধাসিন্ধু' প্রভৃতি তাঁহার রচিত সংস্কৃত পুস্তক। 'বিধবা-বিবাহ-খণ্ডন' তাঁহার বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক।

শিবনাথ শাস্ত্রী—(১৮৪৭—১৯১৯)। বিশিষ্ট লেখক ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা। চব্বিশ পরগনায় চাঙড়িপোতা গ্রামে মাতুলা-লয়ে জন্ম হয়। তিনি ছাত্রজীবনে মহাত্মা কেশব সেনের প্রচারিত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, পরে তাহাতে দীক্ষিত হইয়া তিনি ধর্মসভার একজন উৎসাহী সভ্য হন। তিনি

যোগ্যতার সহিত কিছুদিন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি কলিকাতার কয়েকটি স্কুলে যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া নূতন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং উহার সভাপতি হন। ১৮৮৮-এ তিনি ইংলণ্ড পর্যটন করিয়া আসেন এবং ব্রাহ্ম-ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। তিনি যাহা অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা সাধারণে অকপটে প্রচার করিতেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সরলবিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা অতীব মনোহর ছিল। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সেবক ছিলেন। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস ব্যতীত তিনি 'রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত'-নামক একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। বহু পত্রিকায় তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় অসংখ্য প্রবন্ধও বাহির হয়। তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।

শিবরতন মিত্র—সাহিত্যসাধক। বীরভূমে বড়রা গ্রামে জন্ম। তাঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। তিনি বহু প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। বাংলা সাহিত্য-সেবায় ও প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'রতন লাইব্রেরী'তে বাংলাভাষায় প্রাচীন ও অপ্রকাশিত সহস্রাধিক হস্তলিখিত ও দ্বিসহস্রাধিক মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি বীরভূম সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' গ্রন্থে প্রায় দুই সহস্র প্রাচীন গ্রন্থকারের জীবনী ও রচনার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন।

শিবসিংহ—১। আসামের আহোম রাজা। তাঁহার নাম স্বর্গদেব শিবসিংহ। তিনি আহোম-রাজ রুদ্রসিংহের পুত্র। তিনি কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাকে কামাখ্যা শৈলে থাকিতে অনুমতি দেন। তাঁহারই চেষ্টায় কামাখ্যা মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি গৌরীসাগর ও শিবসাগর দীর্ঘিকা খনন করেন। এই দীর্ঘিকার নাম অনুসারে জেলার নাম শিবসাগর হয়। তিনি 'কামুর্গা'র মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি শাক্তধর্মে অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিমূর্তির সহিত তাঁহার রাণীর প্রতিমূর্তিও মুদ্রাতে অঙ্কিত হইত। ২। মিথিলার রাজা ও কবি। বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পত্নীর নাম লছিমা দেবী।

শিবাজী—(১৬২৭ বা ১৬৩০—১৬৮০)। মহারাষ্ট্র-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পুনা জেলার শিবনের নামক পার্বত্য দুর্গে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা শাহজী আহম্মদনগরের অন্যতম সেনানায়ক ও জায়গীরদার ছিলেন। মাতার নাম জীজাবাঈ। শিবাজী দাদাজী কোণ্ডদেব নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন। তিনি সম্ভবতঃ লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা, অশ্বচালনা, সৈন্যচালনা প্রভৃতি কার্যে তিনি অল্পবয়সেই পরিপক্ক হইয়া উঠেন। তিনি মাওলি নামে এক পার্বত্য জাতিকে নিজ সমরকৌশলে শিক্ষিত করিয়া লন এবং পরে তাহাদের সাহায্যে মুসলমান অধিকারে অল্পবিস্তর লুটপাট করিয়া দুর্গ ও অর্থাদি হস্তগত করেন। ১৬৪৬-এ তিনি তোরণা দুর্গ অধিকার করেন। ১৬৪৭ এ বিজাপুর-রাজের সঙ্গে তাঁহার কলহ হয়। ১৬৪৮-এ বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন, অবশ্য পরবৎসর তিনি মুক্তি পান। পরবৎসর শিবাজী পুনরায় রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন এবং পুরন্দর দুর্গ ও জাউলী রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসে। ১৬৫৭—১৬৫৯-এ তিনি কোঙ্কণের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া লন। বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীকে দমন করিতে গিয়া নিহত হন ['আফজল খাঁ' দ্রঃ]। তখন শিবাজীর সৈন্যদল কোঙ্কণের দক্ষিণাংশ এবং কোলাপুর অধিকার করে। পরে অবশ্য বিজাপুরের সৈন্যদল শিবাজীকে পান্হালা দুর্গে অবরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কৌশলে পলায়ন করিলেন (১৬৬০)। ঔরংজীব সম্রাট্ হইলে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শিবাজীকে দমন করিতে শায়েস্তা খাঁকে পাঠান। তিনি প্রথমে জয়যুক্ত হন বটে কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রিতে শিবাজী পুনাদুর্গে হানা দিয়া শায়েস্তা খাঁকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। ১৬৬৪-এ তিনি সুরাট লুণ্ঠন করেন। ইহার পর ঔরংজীবের সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীর যুদ্ধ হয় এবং জয়সিংহ জয়লাভ করিলে তিনি পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫) করিতে বাধ্য হন। পরে সদ্ভাব দেখাইবার জন্য তিনি সম্রাটের রাজধানীতে সপুত্র গমন করিলে সম্রাট্ ছলে তাঁহাকে বন্দী করেন, কিন্তু তিনি কৌশলে মুক্ত হইয়া পুনর্বার সম্রাটের রাজ্যে উৎপাত ও লুণ্ঠন আরম্ভ করেন এবং সন্ধি করিতে সম্রাট্কে বাধ্য করেন। ১৬৭৪-এ রায়গড়ে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইহার পরেও সম্রাটের সহিত তাঁহার আবার যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি বহুস্থানে জয়লাভ করেন এবং প্রায় সর্বত্রই সম্রাট্কে নানারূপে বিব্রত করিয়া তোলেন। শেষ পর্যন্ত বীরত্ব ও সম্মানের সহিত রাজত্ব করিয়া তিনি অপরিণতবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের শাসনপ্রণালী, অধ্যবসায়, প্রতিভা, ঐকান্তিক দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, সর্বধর্মে শ্রদ্ধা, উপস্থিত বুদ্ধি, সকলই অসাধারণ ছিল।

শিবি—প্রাচীন দানশীল রাজা। উশীনর রাজার পুত্র। তাঁহার বদান্যতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নি, শ্যেন ও পারাবতের রূপ ধরিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতে আসেন। পারাবত শ্যেনভয়ে তাঁহার নিকট জীবন রক্ষার্থ গমন করে। শ্যেন আহার দাবি করিলে তিনি নিজ দেহ হইতে পারাবতের সমপরিমাণ মাংস প্রদানে স্বীকৃত হন। তুলাদণ্ডে অল্প অল্প করিয়া তিনি সম্পূর্ণ দেহকে পারাবতের সমপরিমাণ করিয়া শ্যেনকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। [মহাভারতে অপর এক স্থলে এই বিবরণ তাঁহার পিতা উশীনরের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।]

শিলাদিত্য—১। হর্ষবর্ধনের অপর নাম ['হর্ষবর্ধন' দ্রঃ]। ২। রাজপুতদের আদি-পুরুষ, সূর্যদেবের বরপুত্র ও বাপ্পাদিত্যের পিতা।

শিলার (Schiller, Johann Christolph Friedrich)—(১৭৫৯—১৮০৫)। খ্যাতনামা জার্মান কবি ও নাট্যকার। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'Wilhelm Tell' ১৮০৪-এ প্রকাশিত হয়। তিনি 'The Robbers', 'Don Carlos', 'History of the Thirty Years' War', 'Mary Stuart', 'The Maid of Orleans'-প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শিশিরকুমার ঘোষ—(১৮৪০—১০ই জানুয়ারি, ১৯১১)। সুবিখ্যাত সাংবাদিক। এই মহাত্মা যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে জন্মলাভ করেন। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ। ঐ স্থানটির বর্তমান নাম অমৃত-বাজার। ১৮৫৭-এ প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথম সম্পাদনা করেন। তখন ইহা বাংলা সাপ্তাহিক ছিল। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন, তন্মধ্যে 'অমিয় নিমাই চরিত', 'Lord Gouranga', 'কালাচাঁদ গীতা' প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শেষজীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্ম আলোচনায় ও সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ত্যাগ,

নিষ্ঠা ও ভক্তি অতীব প্রবল ছিল। সংবাদপত্রে স্বদেশসেবা করিয়াও তিনি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র তুষারকান্তি ঘোষ।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী—(১৮৮৯—১৯৫৯)। বাংলার খ্যাতনামা অভিনেতা। প্রথম জীবনে তিনি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সাধারণের নিকট সুপরিচিত হন। অতঃপর বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া ছিলেন। ইহার পর তিনি অধ্যাপনা ছাড়িয়া ম্যাডান থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতৃরূপে যোগদান করেন। শেষে ইহাও ছাড়িয়া নিজস্ব একটি অভিনেতৃসংঘ গঠন করেন এবং নিজ পরিচালিত সেই সংঘদ্বারা অভিনীত বহু নাটকে অভিনয় করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৩১-এ তিনি আমেরিকায় ভারতীয় নাট্যকলা প্রদর্শন করিতে গমন করেন। তিনি নির্বাক্ ও সবাক্ বহু চলচ্চিত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অভিনয়প্রণালী অভিনব ও কলাসম্মত। 'সীতা'য় রাম, 'আলমগীর'এ আলমগীর, 'ষোড়শী'তে জীবানন্দ এবং 'দিগ্বিজয়ী'তে নাদির শাহের ভূমিকা অভিনয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পরবর্তী কালে তিনি 'শ্রীরঙ্গম্' নামে একটি রঙ্গমঞ্চ গঠন করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে অভিনয় করিতে থাকেন। ১৯৫৯ খ্রীঃ ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

শিশিরকুমার মিত্র, ডক্টর—(১৮৯০—১৯৬৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব প্রখ্যাত অধ্যাপক। ইনি 'Institute of Radio Physics and Electronics'এর ডিরেক্টর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ১৯৫৮ সালে ডক্টর মিত্র 'এফ্. আর্. এস.' এবং ১৯৬২ সালে ভারতের 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ভারতের বাহিরেও তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

শিশুনাগ—১। তিনি কাশীর রাজা ছিলেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৬৪২ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তিনি যে বংশ স্থাপন করেন, তাহা শিশুনাগ বংশ নামে খ্যাত। ঐ বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসার (মৎস্য)। ২। (৬ষ্ঠ শতক)। মগধের হর্যঙ্ক বংশীয় শেষ রাজার মন্ত্রী। ঐ বংশের পতনের পর তিনি রাজা হন। শিশুনাগ অবন্তীর গর্ব খর্ব করিয়া মগধের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন।

শিশুপাল—চেদিবংশীয় এক রাজা। তিনি দমঘোষের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষসা তাঁহার মাতা। পিতৃষসার নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুত ছিলেন, শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। শিশুপাল দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিলেও এবং তাঁহার বহুবার শত্রুতা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া চলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে তাঁহার উপদ্রব ও লাঞ্ছনায় শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন (ভারত)।

শিহাবুদ্দীন—১। তিনি মহম্মদ ঘোরী ও মইজুদ্দিন নামেও খ্যাত ['মহম্মদ ঘোরী' দ্রঃ]। ২। তিনি ফিরোজ শাহ্ তোগ্লকের মৃত্যুর পর মালবের রাজা হন। তিনি তৎকালীন দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিলেন না। ১৪০১-এ তিনি মালবের সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। চার বৎসর পরেই তিনি মারা যান। ৩। আকবরের একজন রাজকর্মচারী।

শিহ্লন—তিনি কাশ্মীরের দ্বিতীয় চোর কবি বিহ্লনের সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি 'শান্তিশতক' নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

শীলভদ্র—(৭ম শতক)। সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সময় তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সমতট নামে রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন। জ্ঞানার্জনের আশায় তিনি গৃহত্যাগ করেন। নালন্দা এই সময় সমগ্র ভারতের শাস্ত্রালোচনার প্রকৃষ্ট স্থান ছিল। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল। শীলভদ্র দক্ষিণদেশীয় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে তিনি মহাস্থবির শীলভদ্র নামে বিখ্যাত হন। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার ছাত্র হইয়া কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শুক—১। রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী (রাম)। ২। বেদব্যাসের পুত্র এক মহর্ষি। তিনি মুক্তপুরুষ ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি স্থির থাকেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইলে তিনি তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্বে 'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রবণ করান (ভারত)।

শুক্রাচার্য—দৈত্যগণের আচার্য। তিনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। তাঁহার ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুইটি পুত্র ও দেবযানী নামে এক কন্যা জন্মে। বলিরাজের দানে বাধা দেওয়ায় বামন কর্তৃক তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়; তাহাতে তাঁহাকে 'কাণা শুক্র' বলা হয়। তিনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভাবে মৃত দৈত্যগণকে বাঁচাইতেন। তাঁহার কন্যা দেবযানীকে মহারাজ যযাতি বিবাহ করেন। পরে যযাতির আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি শাপপ্রভাবে তাঁহাকে জরাগ্রস্ত করেন। পরে প্রীত হইয়া জরা অন্যত্র সংক্রমণের বর দেন। তাঁহার অপর কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রয়োগ করায় তিনি দণ্ডক রাজাকে ভস্মীভূত করেন (রাম, ভারত)।

শুজা—সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত ছিলেন। আওরঙ্গজেব যখন পিতাকে বন্দী করিয়া রাজ্য হস্তগত করেন, তখন তিনি বাংলায় ছিলেন। তিনি বীর, বিদ্যোৎসাহী, স্বধর্মনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কূটনীতিতে তিনি ১৬৬০-এ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তিনি আরাকানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার আচরণে তিনি আত্মহত্যা করেন, অথবা তাঁহাকে রাজা সপরিবারে হত্যা করেন, এই সম্বন্ধে ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহার পর আর তাঁহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শুজা উদ্দৌলা—(১৭৩১—১৭৭৫)। ১৭৫৩-এ তিনি অযোধ্যার নবাব হন। শাহ্ আলম যখন বাংলা আক্রমণ করেন, তখন তিনি তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি ১৭৬৪-এ মীরকাশেমকে আশ্রয় দেন ও পাটনায় ইংরেজের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হন। অবশেষে বক্সার ও অন্যান্য স্থানে পরাজয় ও নিগ্রহের পর তিনি ১৭৬৫-এ ইংরেজের সহিত সন্ধি করেন এবং অযোধ্যা প্রদেশ ফিরিয়া পান। তিনি মীরকাশেমকে আশ্রয় দিয়া পরে বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাঁহার সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন।

শুদ্ধানন্দ স্বামী—রামকৃষ্ণ মিশনের এক সন্ন্যাসী। পূর্বাশ্রমের নাম সুধীর চক্রবর্তী। কলিকাতায় জন্ম। তিনি কলেজে অধ্যয়নকালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন এবং সংসার ত্যাগ করেন। তিনি বহুদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

শুদ্ধোদন—(খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। বুদ্ধদেবের পিতা, কপিলবস্তুর প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক। তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী মহামায়া দেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।

শুনঃশেফ—১। বেদের এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি মহর্ষি অজীগর্তের তনয় (ঋক্)।

২। শুনঃশেফ দেবরাত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দেবযজ্ঞে রাত (প্রদত্ত) হওয়ায় তাঁহার ঐ নাম হয়। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রের সম্মান দান করেন (ভাগ)। ৩। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেফকে বন্ধন করিয়া যজ্ঞস্থলে আনেন। বরুণদেবের প্রীতির জন্য তাঁহার নিজ পুত্র রোহিতাশ্বের বিনিময়ে শুনঃশেফকে তিনি বলি দিতে গেলে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে এক বরুণমন্ত্র দেন। বরুণ আসিয়া শুনঃশেফকে মুক্তি দেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে নিজ আশ্রমে লইয়া যান (দেবীভা)।

শুবার্ট, ফ্রান্জ্ (Schubert, Franz) —(১৭৯৭—১৮২৮)। বিশ্ববিখ্যাত সংগীতশাস্ত্রবিদ্। তাঁহার রচিত প্রায় ৬০০ গান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সবগুলিই অতি উচ্চশ্রেণীর। তিনি একাধারে সংগীতকুশল ও সংগীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হইলেও তিনি সংগীতজগতে অতীব সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন।

শুভংকর—বিখ্যাত বাঙালী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। প্রকৃত নাম ভৃগুরাম দাস। উপাধি ছিল 'শুভংকর'। তিনি গণিতের অনেক জটিল নিয়ম সুগম সরল আর্যায় পরিণত করিয়া প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। ঐগুলি 'শুভংকরী আর্যা' নামে পরিচিত।

শুম্ভ—এক দেবদ্বেষী অসুর। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভ অতীব দুর্দান্ত হইয়া দেবগণের স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লন। দেবগণ দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন এবং তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য অসুরগণকে বধ করেন (চণ্ডী)।

শূদ্রক—'মৃচ্ছকটিকম্'-নামক একখানি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা এক রাজা। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, কোনও পণ্ডিত রাজার নামে ঐ নাটক রচনা করেন। যাহা হউক, তিনি বিদিশার রাজা ছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তিনি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি শতবর্ষ জীবিত ছিলেন। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকখানি সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ও বিবিধ রসপূর্ণ বলিয়া সমধিক উপভোগ্য। ইহাতে প্রেম, দান, ত্যাগ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের অতি সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত আছে।

শূরসেন—যদুবংশীয় রাজা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ। তাঁহার এক কন্যা কুন্তী পাণ্ডবগণের জননী; অপর কন্যা শ্রুতশ্রবা শিশুপালের জননী ছিলেন (ভারত)।

শূর্পণখা—রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী। রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বনে গমন করিলে তিনি তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট গমন করেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করিলে সীতার উপহাসে অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে গমন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহার নাক ও কান কাটিয়া দেন। তখন তিনি খর ও দূষণকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থ আহ্বান করেন। রাম কিন্তু সেখানকার সমুদায় রাক্ষসকে অবলীলাক্রমে বধ করেন। এই ব্যাপারে রাবণরাজ নিতান্ত অপমানিত ও ব্যথিত হন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করিতে সাহস না পাইয়া ছলে সীতাকে হরণ করেন। ফলে সকল রাক্ষসকুল নির্মূল হয়। মূলতঃ শূর্পণখাই সমুদয় রাক্ষসকুল নির্মূল হওয়ার কারণ (রাম)।

শূলপাণি—প্রসিদ্ধ স্মার্ত। তিনি মনুসংহিতার ভাষ্যের রচয়িতা।

শৃঙ্গী—এক মুনি। মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ার জন্য বনে গিয়া তাঁহার পিতা শমীকের গলদেশে মৃত সর্প ঝুলাইয়া দেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পরীক্ষিতকে শাপ দেন যে, সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে (ভারত)।

শেক্স্পীয়র, উইলিয়াম (Shakespeare, William)—(১৫৬৪—১৬১৬)। ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। তাঁহার জন্ম হয় অ্যাভন নদীর তীরে স্ট্র্যাটফোর্ড গ্রামে (Stratford-on-Avon). প্রথম জীবনে তিনি লণ্ডনের এক নাট্যশালায় কাজ নেন। পরে তিনি নাটক লেখা শুরু করেন। বিশ বৎসরে তিনি ছত্রিশটি নাটক রচনা করেন। উনপঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত লিখিয়া যান। তারপর হঠাৎ তাঁহার লেখা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার শেষ রচনা 'টেম্পেস্ট' নামক নাটক। তিনি ৩৮ খানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক, মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত, সব রকমই আছে। তাঁহার বিয়োগান্ত নাটকগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার লিখিত কতকগুলি ক্ষুদ্র চতুর্দশপদী কবিতাও (Sonnets) আছে। তাহা ছাড়া 'Rape of Lucretia'-নামক একখানি কাব্যও আছে। তাঁহার প্রত্যেকটি নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

শেকভ (Chekhov, Anton Pavlovich) —(১৮৬০—১৯০৪)। রুশীয় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁহার প্রথম রচিত নাটক 'Ivanov' (১৮৮৭)। ইহার পর 'The Seagull', 'The Three Sisters', 'The Cherry Orchard', 'Uncle Vanya', ইত্যাদি নাটক প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত নাটকখানি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া বিবেচিত হয়। ছোট গল্প ও উপন্যাসও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

শেখর—(১৬শ শতক)। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা। তাঁহার অনেকগুলি রচনা বিদ্যাপতির বলিয়া চলিত আছে অথবা বিদ্যাপতিরই অপর নাম। আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। পিতা চতুর্ভুজ। 'কবিশেখর-রায়' তাঁহার ছদ্মনাম। ভণিতায় তিনি কবিশেখর, শেখর, শেখর রায়, রায়-শেখর ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়বিধ পদ রচনায় তিনি নিপুণ ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। সংস্কৃতে ও বাংলায় কাব্য, নাটক ও পাঁচালী লিখিয়া তিনি নাম করেন। তাঁহার 'দণ্ডাত্মিকা' নামে গ্রন্থ পদাবলীতে পূর্ণ। সংস্কৃতে লেখেন 'গোপালচরিত' মহাকাব্য এবং 'গোপীনাথবিজয়' নাটক, আর বাংলায় লেখেন 'গোপালের কীর্তন অমৃত' ও 'গোপালবিজয়' পাঁচালী।

শের-আফগান খাঁ—তাঁহার প্রকৃত নাম আলিকুলী; তাঁহার উপাধি ছিল 'শের-আফগান খাঁ' (ব্যাঘ্র-নিক্ষেপকারী)। সম্রাট্ আকবরের তিনি একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করেন। আকবরের জীবদ্দশায়ই জাহাঙ্গীর মেহেরের রূপে আকৃষ্ট হন, কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে তাঁহাকে বিবাহ করিবার সুযোগ পান নাই। অতঃপর তিনি শের-আফগানকে নিহত করান এবং মেহেরকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম নূরজাহান হয়। শের-আফগান একজন প্রকৃত বীর ও আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন।

শের আলি—(রাজত্বকাল ১৮৬৮—১৮৭৯)। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র। ১৮৬৮-এ তিনি আমীর হন। তিনি রুশীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই সন্দেহে তখনকার ভারতের গভর্নর-জেনারেল লিটন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি পরাজিত হইয়া মাজারী শরিফ-নামক স্থানে পলায়ন করেন ও কিছুকাল পরেই প্রাণত্যাগ করেন।

শেরশাহ্—(রাজত্বকাল ১৫৪৩—১৫৪৮)। দিল্লীর পাঠান সম্রাট্। তিনি বাহুবলে হুমায়ুনের নিকট হইতে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লন। আফগানের সুরবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি একটি ব্যাঘ্র স্বহস্তে নিহত করায় শের উপাধি পান। তাহার পূর্বে তাঁহার নাম ছিল ফরিদ। সম্রাট্ হওয়ার পর তিনি 'শেরশাহ্' নাম গ্রহণ করেন। তিনি

১৫৪০-এ কনৌজে হুমায়ুনকে পরাভূত করেন এবং ক্রমশঃ দিল্লী অধিকার করিয়া ১৫৪৩-এ নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৫৪৮-এ তিনি কালিঞ্জরের দুর্গ জয় করিতে গিয়া বারুদে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় নিহত হন। তিনি মাত্র ৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সংক্ষিপ্ত রাজ্যশাসন-কালেই তিনি বহু জনহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড'-নামক প্রসিদ্ধ রাস্তার আংশিক নির্মাণ করেন। ঘোড়ার ডাকের তিনি প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহার শাসনপ্রণালী অতি সুসংহত এবং সুশৃঙ্খল ছিল। তিনি সর্বতোভাবে একজন শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন।

শেরিডান, ব্রিন্‌স্‌লে (Sheridan, Richard Brinsley Butler)—(১৭৫১—১৮১৬)। ব্যঙ্গনাট্যরচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার। ডাবলিনে জন্ম। তাঁহার প্রথম নাটক 'The Rivals' খুব জনপ্রিয় হয়। তাঁহার অসংখ্য নাটক আছে, তন্মধ্যে 'The School for Scandal' শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। তিনি বাগ্মিতায়ও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন এবং পার্লামেন্টে কোন কোনও বিষয়ে মন্ত্রিরূপেও কার্য করেন।

শেলিং ফ্রিড্‌রিক (Shelling Friedrich)—(১৭৭৫—১৮৫৪)। সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

শেলী, পার্সি বিশ (Shelley, Percy Bysshe)—(১৭৯২—১৮২২)। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। তিনি ইটন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি 'The Necessity of Atheism' নামক পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার রচনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যের মধ্যে 'Adonais' এবং 'Revolt of Islam' প্রথম শ্রেণীর। তিনি কয়েকখানি নাটকও রচনা করেন। তাহার রচিত অতি মনোহর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। কবি বাইরন তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮১৮-এ ইংলণ্ড ছাড়িয়া ইটালীতে যান, এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি 'Prometheus Unbound' নামে তাঁহার বিখ্যাত গীতিকাব্য রচনা করেন। পিসায় থাকিবার সময় তিনি 'Ode to the West Wind', 'To a Skylark', 'The Cloud' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা রচনা করেন। 'Defence of Poetry' (১৮২১) তাঁহার আর একখানি বিখ্যাত পুস্তক। ১৮২১-এ তিনি Spezia উপসাগরের তীরবর্তী Lericia নামক স্থানে যান ও ১৮২২-এর ৮ই জুলাই Speziaতে নৌকা করিয়া বেড়াইবার সময় জলমগ্ন হইয়া মারা যান।

শেষাদ্রি আয়ার—(১৮৪৫—১৯০১)। মহীশূরের বিখ্যাত দেওয়ান। মালাবার জেলার কুমারপুরম্ স্থানে তাঁহার জন্ম। তিনি মাদ্রাজের প্রথম বি. এ. উপাধিধারী। আইন পরীক্ষা দিয়া তিনি রাজ-সরকারে নানাবিধ কার্য করেন এবং ১৮৭৯-এ তুমকুর জেলার ডেপুটী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হন। অতঃপর তিনি ১৮৮৩-এ মহীশূরের দেওয়ান হন। তিনি মহীশূরের রেলপথ অনেক বর্ধিত করেন। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য তিনি ৩৫৫ বর্গমাইল খাল খনন করান। তিনি শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজ্যের মধ্যে শিক্ষার নানা বিভাগ স্থাপন করিয়া মহীশূর রাজ্যের অশেষ কল্যাণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও চরিত্রবান লোক ছিলেন।

শৈব্যা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের রানী। হরিশ্চন্দ্র যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সর্বস্ব দান করেন, তখন দক্ষিণা শোধ করিবার জন্য শৈব্যাকে হরিশ্চন্দ্র এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র রোহিতাশ্ব মারা যান। রোহিতাশ্বের শব শ্মশানে লইয়া শৈব্যা ক্রন্দন করিতে থাকেন। সেই শ্মশানে রাজাও ডোমের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া রাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ইন্দ্রাদি দেবগণের বরে রোহিতাশ্বও পুনর্জীবন লাভ করেন এবং তিনি স্বামি-পুত্র লইয়া রাজ্যে ফিরিয়া যান (দেবীভা, মার্ক)।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। শরৎচন্দ্রের পর গল্প-লেখক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কয়লার খনির কাহিনী লইয়া তিনি বঙ্গ সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। পরে গল্প ও উপন্যাস লেখা ছাড়িয়া তিনি চিত্রনাট্য রচনা করিতে থাকেন এবং চিত্রপরিচালকরূপে প্রসিদ্ধ হন। 'ঝোড়ো হাওয়া', 'অভিশাপ', 'শহর থেকে দূরে', 'ক্লাইভ লেন' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক ও চিত্রনাট্য। তিনি ১৯৫৯ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ করেন।

শৈলূষ—এক গন্ধর্বরাজ। রাক্ষসরাজ রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের শ্বশুর ও সরমার জনক।

শোপেনহাওয়ার, আর্থার (Schopen-hauer, Arthur)—(১৭৮৮—১৮৬০)। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক। দুঃখবাদ (Pessimism) প্রচার করিয়া তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। 'The World Considered as Will and Idea', 'The two fundamental Problems of Ethics' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনের তিনি অনুরক্ত ছিলেন।

শোভা সিংহ—(১৭শ শতক)। চেতোয়া বরদার ভূস্বামী। ইব্রাহিম খাঁর সুবাদারীর সময় তিনি উড়িষ্যার সর্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং হুগলী অধিকার করেন। ঔরংজেবের পুত্র তাঁহাকে দমন করিয়াছিলেন।

শোর, জন (Shore, Sir John)—(শাসনকাল ১৭৯৩—১৭৯৮)। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট। তিনি লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন-পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। নিজামের সহিত মারাঠার যুদ্ধ, অযোধ্যার নবাবী লইয়া কলহ ও বাংলার ইংরাজ কর্মচারীদের বিদ্রোহ তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা। রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দেন। তিনি ব্যক্তিগত সততার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শোলোকভ, মিখায়েল আলেকজান্দ্রোভিচ (Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich)—(জন্ম ১৯০৫)—সোভিয়েট রাশিয়ার প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক। তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থদ্বয় 'And Quiet Flows the Don (১ম, ২য়)' এবং 'The Don Flows Home to the Sea' পৃথিবীতে সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাসগুলির অন্যতম। কসাক জীবন অবলম্বনে রচিত তাঁহার অন্য উপন্যাসগুলিও বিখ্যাত। ১৯৬৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা—(১৮৪০—১৯১৪)। সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যানুরাগী। হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র, কলিকাতায় তাঁহার নিবাস। তিনি বাংলা সাহিত্যসেবিগণের অন্যতম। বাল্যেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শবর্ষে তিনি 'মুক্তাবলী' নামে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন। তিনি বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং হিন্দু সংগীতের পুনরায় অভ্যুত্থানের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। এই সম্পর্কে তিনি বহু অর্থব্যয় ও বহু পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি 'Bengal Academy of Music' প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি Philadelphia ও Oxford বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'Doctor of Music'

উপাধি পান। স্বদেশে তিনি 'রাজা' ও 'সার' উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্বেত—বিদর্ভের রাজা। শেষ জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর রাজ্যভার দিয়া তিনি বনে গিয়া কঠোর তপস্যা করেন। ফলে তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লেশ বোধ করেন। পরে জানিতে পারেন, আহার না করিবার পর তপস্যা করায় ঐরূপ হইয়াছে। পরে মহর্ষি অগস্ত্যের দর্শন পাইবার নিমিত্ত তিনি মর্ত্যলোকে গমন করেন এবং তাঁহার দর্শনে মুক্তিলাভ করেন (রাম)।

শ্বেতকি—এক যজ্ঞপরায়ণ ধর্মশীল রাজা। তিনি এত যজ্ঞ করেন যে, ঋত্বিগগণ অসামর্থ্য প্রকাশ করিলে তিনি শিবের আদেশে দুর্বাসা মুনিকে অনুরোধ করিলে তিনি একশত বৎসর তাঁহার যজ্ঞ করেন। কথিত আছে, যজ্ঞে এত দীর্ঘকাল ঘৃত ভোজনের ফলে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইয়াছিল (ভারত)।

শ্বেতকেতু—মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র। তিনি মাতাকে পিতার সমক্ষেই অন্য পুরুষ গ্রহণ করিতে দেখিয়া এই নিয়ম প্রচার করেন, যে স্ত্রী বা পুরুষ পতি বা পত্নী ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত সংসর্গ করিবে, সেই স্ত্রী বা পুরুষ ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে (ভারত)।

শ্যাক্ল্‌টন, আর্নেস্ট হেনরী (Shackleton, Sir Ernest Henry)—(১৮৭৪—১৯২২)। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ পর্যটক ও নাবিক। ১৯০৭—১৯০৯-এ যে Antarctic অভিযান হয়, তিনি উহার নেতৃত্ব করেন। পরে ১৯১৪—১৭-এর অভিযানেরও তিনিই নেতা ছিলেন। তিনি ১৯২১-এ পুনরায় Antarctic অভিযানে বহির্গত হন এবং পথে ১৯২২-এ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় প্রাণ হারান। তিনি নিজের ১৯১৪—১৯১৭-এর অভিযান বর্ণনা করিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—(১৮৬৯—১৯২৯)। সাংবাদিক ও দেশকর্মী। পাবনা জেলার বারেজ গ্রামে জন্ম। তিনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যসেবী এবং দেশসেবক ছিলেন। বহু সংবাদপত্রের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তন্মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' ও 'বেঙ্গলী' এবং 'সার্ভেন্ট' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া ১৯২২-এ একবার কারাবরণ করেন। মুক্তির পর পুনরায় দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহহং স্বামী—(১৮৫৮—১৯১৮)। বিখ্যাত মল্লবীর ও যোগী। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে জন্ম। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতা। প্রথমে কিছুকাল গ্রাম্য স্কুলে পড়িয়া তিনি তখনকার ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন। এই সময় তিনি কলেজের বিশাল ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ব্যায়াম করিতে শুরু করেন। পরে তিনি লক্ষ্মীবাজারের অধর ঘোষের নিকট কুস্তি শিখিতে থাকেন। পরে দুই বৎসর ত্রিপুরার মহারাজের পার্শ্বচর নিযুক্ত হন। এখান হইতে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষক হন। বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া এসময় তিনি বেশ নাম করেন। পরে পাটনার নবাবের বাঘিনী 'বেগম'কে বশ করিয়া তিনি ঐ বাঘিনী ও দুই হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৮৯৪-এ তিনি ১৫০০৲ টাকা মাহিনায় ফ্রেডকুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরে তিনি উহা ছাড়িয়া নিজের সার্কাস দল গঠন করেন। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম বুকে পাথর ভাঙ্গা দেখাইয়া নাম করেন। তাঁহার পিতৃদেব মারা গেলে, তিনি ৪২ বৎসর বয়সে কাশীতে 'তিব্বতী বাবা'র নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন ও শ্যামাকান্ত সোহহংস্বামী নামে পরিচিত হন। ১৯০৪ এ বহু দেশ পর্যটন করিয়া তিনি হিমালয়ের ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। 'সোহহং গীতা', 'সোহহংতত্ত্ব', 'সোহহংসংহিতা', 'বিবেকগাথা', 'Truth' ইত্যাদি কয়েকখানি বই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্যামাদাস কবিরাজ, বাচস্পতি—(১৮৬৫—১৯৩৪)। কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ। বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে জন্ম। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর চিকিৎসা-ব্যবসায় করেন এবং কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে তিনি একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, উহার নাম 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ'। এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্যামানন্দ—বৈষ্ণব কবি। তাঁহার নিবাস ধারেন্দা গ্রামে ছিল। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি অনেকদিন বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উড়িষ্যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ ছিল। তাঁহার বংশধরগণ গোস্বামী বলিয়া পরিচিত।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(১৯০১—২৩শে জুন, ১৯৫৩)। সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী, রাজনীতিজ্ঞ ও জননেতা। জন্ম কলিকাতায় (ভবানীপুরে)। পিতা সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯২৩) ও আইন পরীক্ষা দিয়া ব্যারিস্টারি পড়িতে বিলাত যান। পরে তিনি কলিকাতা ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯২৪-এ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হন। ১৯২৯-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস যোগদান করিবে না এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯৩০-এ পুনরায় সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৪-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। অত অল্প বয়সে এ পর্যন্ত কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন নাই। ১৯৩৬-এ পুনরায় তিনি উপাচার্য হন। তিনি স্নাতকোত্তর (Post Graduate) বিভাগের অধ্যক্ষ পদেও ঐ সময় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব অর্থসচিব ও নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি ছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের প্রথম ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা লইয়া মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহার গুরুতর মতবিরোধ ঘটে এবং ১৯৫০-এর এপ্রিল মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তিনি হিন্দু মহাসভা ত্যাগ করেন। ১৯৫০-এ তিনি নিখিল ভারত জনসংঘের সংগঠন করেন ও উহার সভাপতি হন। ১৯৫১-এ তিনি লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কাশ্মীর-জম্মু প্রজা-পরিষদের দাবি লইয়া মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতেই আন্দোলন চালান এবং কাশ্মীরে যান। সেখানে আবদুল্লা সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি মারা যান। ভারতে বাগ্মিতায় যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী—(১৮৫৫—১৯২৬)। আর্যসমাজের একনিষ্ঠ ও উদ্যোগী প্রচারক। পঞ্জাবের জলন্ধর জেলায় জন্ম। তিনি কিছুদিন ওকালতি করিয়া স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর আর্যসমাজে প্রবেশ করেন এবং ক্রমশঃ উহার নেতা হন। তিনি রাউলাট বিল পাশের সময় জোর আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং পঞ্জাবের গোলযোগের সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি খিলাফত-আন্দোলনেও যোগ দেন। তিনি হিন্দুধর্মে

জাতিচ্যুত বা অপর সম্প্রদায়ভুক্ত লোককে হিন্দুধর্মে আনিবার জন্ত শুদ্ধিপ্রথা প্রবর্তন করেন। এই ব্যাপারে মুসলমানগণের এক সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি অতীব বিরক্ত হন। আবদুল রসিদ নামে এক ব্যক্তি জলপানের অছিলায় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া রিভলভারের গুলিতে তাঁহাকে নিহত করে। তাঁহার নামে কলিকাতার মির্জাপুর পার্কের নূতন নামকরণ হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্ক।

শ্রীকৃষ্ণ—'কৃষ্ণ' দ্রঃ।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার—দায়ভাগের টীকা, কাব্যপ্রকাশের টীকা এবং শ্রাদ্ধবিবেকের টীকার তিনি রচয়িতা। 'চন্দ্রদূত'-নামক একটি খণ্ডকাব্যও তিনি রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র—মতান্তরে তাঁহার নাম কেশব মিশ্র। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নামক সংস্কৃত নাটকের তিনি রচয়িতা।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—(১৮শ শতক?)। বাংলার এক স্মার্ত পণ্ডিত। তিনি সাহিত্য-রচনায় নিপুণ ছিলেন, সংস্কৃত খণ্ডকাব্য 'পদাঙ্কদূত' তাঁহার রচিত (১৭২৩ শক)। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ নবদ্বীপ-রাজ রামজীবনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ শর্মা নামেও পরিচিত।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—বিদ্যোৎসাহী দাতা। কলিকাতার পটলডাঙায় জন্ম। তিনি বেদান্তশিক্ষার উন্নতিকল্পে বহু টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া যান।

শ্রীচন্দ্র—উদাসীন ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্তক, শিখ-সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু শ্রদ্ধেয় নানকের পিতা। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া নিজ ধর্মমত প্রচার করেন। বহুলোক পরে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপে উদাসীন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

শ্রীদাম—বৃন্দাবনের গোপ বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের সাতজন প্রধান সহচরের একজন। শ্রীদাম বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে বলিলেন। শ্রীদাম সেখানে গেলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করেন এবং বন্ধুর কাপড়ে বাঁধা চিড়াগুলি খাইতে থাকেন। শ্রীদাম ঐ চিড়া শ্রীকৃষ্ণের জন্যই আনিয়াছিলেন। পরের দিন শ্রীদাম ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার কুটির প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে ও তাঁহার স্ত্রী অলংকারে ভূষিতা। বন্ধুর কৃপায় ইহা হইয়াছে জানিয়া তিনি বন্ধুর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন (ভাগ)। তিনি সুদামা বিপ্র বলিয়াও কথিত হন। গোপাল ভট্ট তাঁহার গুরু।

শ্রীধর আচার্য—১। এক অতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্ত পাদভাষ্যের 'ন্যায়-কন্দলী' নামে একটি টীকা রচনা করেন। ঐ টীকাটি অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ। হুগলী জেলার বলদেবাচার্যের ঔরসে অচ্ছোকাদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। ২। প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত। ৩। (৭৫০) গণিতজ্ঞ। বীজগণিতে তাঁহার প্রণালীকে অদ্যাপি শ্রীধরাচার্যের প্রণালী বা হিন্দু প্রণালী (Sridharacharyya's Method or Hindu Method) বলা হয়।

শ্রীধর কথক—বিশিষ্ট কথক ও সংগীত-রচয়িতা। তিনি নিধুবাবুর সমসাময়িক। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতা লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ বিশিষ্ট কথক ছিলেন। তিনি অল্পবয়সে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং সংগীত ও কবিতার প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি যৌবনে পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। পরে কথকতা শিক্ষা করিয়া ঐ কার্যে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক ও কৃষ্ণবিষয়ক অনেকগুলি গান পাওয়া যায়। 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে' এই গানটি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গানগুলির অন্যতম।

শ্রীধর স্বামী—(১৪শ শতক)। গুজরাটের বলভী নগরে এই ক্ষণজন্মা পণ্ডিতের জন্ম হয়। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা লিখিয়া অমর হইয়াছেন। কথিত আছে, ভট্টিকাব্য রচয়িতা ভর্তৃহরি তাঁহারই পুত্র।

শ্রীনিবাস—(আচার্যঠাকুর)—(১৫১৯?)। প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গভক্ত। নদীয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে জন্ম। পিতা চৈতন্যদাস। গোপাল ভট্ট তাঁহার গুরু। পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার কয়েকটি পদ আছে। তিনি চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য করেন। বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল আনিবার সময় বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুদল কর্তৃক তাহা লুণ্ঠিত হয়। তখন শ্রীনিবাস বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দেন এবং গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করেন ['বীর হাম্বীর' দ্রঃ]।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—(১৮৭৪—?)। প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী ও আইনজ্ঞ। ১৯২৬—২৭-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯১৬ পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন। 'Law and Law Reform', 'Swaraj Constitution for India' তাঁহার লিখিত দুইখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

শ্রীনিবাস রামানুজম্—(১৮৮৭—১৯২০)। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ। তিনি একজন সাধারণ কেরানীরূপে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গবেষকরূপে নিযুক্ত করে। পরে গবেষণার জন্ত তাঁহাকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তিনি তথায় যোগদান করেন। মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি F. R. S. নির্বাচিত হন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—(১৮৬৯—১৯৪৬)। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশসেবক। মাদ্রাজের অন্তঃপাতী কুম্ভকোণমের নিকটে তাঁহার জন্ম। পিতা বলাজিথান শংকরনারায়ণ। তিনি সরকারী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া স্কুলমাস্টারি করেন। ১৯০৬-এ পদত্যাগ করেন ও ১৯০৭-এ তিনি তাঁহার 'ভারত সেবক' দলভুক্ত হন। তিনি ১৯১৩-এ মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯১৭-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হন। তিনি রাউলাট বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। ১৯২০-এ তিনি কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য হন। তিনি সাম্রাজ্য বৈঠকে যোগ দিবার নিমিত্ত বিলাত গমন করেন এবং পরে সেখানে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯২১-এ তিনি ভারতের প্রতিনিধি হইয়া জাতিসংঘে যোগ দেন এবং পরে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকেও যোগদান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা-সমাধানের নিমিত্ত তিনি বহুবার সেখানে গমন করেন। কিছুদিন তিনি তথায় এজেন্ট জেনারেলের পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৭-এ তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯৩৫—৪০ পর্যন্ত তিনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তাঁহার 'Post Puberty Marriage of Brahman Girls' ও আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

শ্রীপতি দত্ত—কলাপ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

শ্রীবৎস—অযোধ্যার রাজা। তাঁহার নিকট কলহপরায়ণ শনি ও লক্ষ্মী উপস্থিত হইলে তিনি লক্ষ্মীকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিলে শনি কুপিত হইয়া তাঁহার রাজ্যনাশ ও তাঁহাকে বহু কষ্ট প্রদান করেন। পরে স্বীয় পুণ্যবলে ও শনির ভোগ শেষ হওয়ায় তিনি পুনরায় স্বীয় রাজ্য, পত্নী ও অন্যান্য সুখসম্পদ্ সকলই ফিরিয়া পান (ভারত)।

শ্রীবাস পণ্ডিত—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। প্রথমে তাঁহার বাস ছিল নবদ্বীপে, পরে তিনি কুমারহট্টে গিয়া বাস করেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল জলধর পণ্ডিত।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি কুমারহট্টে যান।

শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী—(১৮৪৮—১৯১২)। সুপণ্ডিত সাংবাদিক। কিছুদিন তিনি 'নেশান' (Nation)-নামক সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনা করেন। পরে তিনি 'Hindu Patriot' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

শ্রীহর্ষ—১। প্রাচীন কবি। তিনি কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নাম শ্রীহরি এবং মাতার নাম মামল্লদেবী। 'নৈষধচরিত' নামে তিনি এক মনোরম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহাকাব্য লেখেন। ২। 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ'-নামক নাটক দুইটির রচয়িতা এক পণ্ডিত। কাহারও মতে, সম্রাট্ হর্ষবর্ধন এই পুস্তকগুলি রচনা করেন।

শ্রুতকীর্তি—দশরথপুত্র শত্রুঘ্নের পত্নী ও কুশধ্বজ জনকের কন্যা (রাম)।

শ্রুতশ্রবা—শিশুপাল নামক রাজার জননী এবং শূরসেন নামক যদুবংশীয় নৃপতির কন্যা (ভারত)।

———

ষ

ষণ্ড—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পুত্র, মহারাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু (হরি)।

ষষ্ঠীবর সেন—(১৬শ শতক)। বাঙ্গালী কবি। পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সমগ্র মহাভারত ছন্দে রচনা করেন। তাহা ছাড়া, তিনি রামায়ণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা সুললিত ও প্রাঞ্জল ছিল।

———

স

সংগ্রাম সিংহ—(১৬শ শতক)। সুবিখ্যাত রাজপুত বীর। তিনি মেবারের রানা ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহাকে রানা সঙ্গ বলা হয়। বাবর যখন ১৫২৬-এ ভারতবর্ষ হইতে আহুত হইয়া পাঠান-সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করেন, তখন তিনি হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশায় বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। কিন্তু বাবর স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা করিলে তাঁহার সহিত বাবরের বিরোধ উপস্থিত হয়। খানুয়ার যুদ্ধে বাবর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন (১৫২৭)। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান।

সংজ্ঞা—'ছায়া' দ্রঃ।

সংবরণ—চন্দ্রবংশীয় রাজা। তিনি প্রসিদ্ধ কুরুবংশের প্রতিষ্ঠাতা, কুরুর পিতা। কথিত আছে, তিনি সূর্য-কন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। তপতীর গর্ভে কুরুর জন্ম হয় (ভারত)।

সংবর্ত—অঙ্গিরার পুত্র। তাঁহার অগ্রজ বৃহস্পতি তাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন বলিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করেন, এবং স্বীয় তপঃপ্রভাবে মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সম্পাদন করেন। দেবগণ বাধা দেওয়ার শত চেষ্টা করিলেও কোন ফল হয় না (ভারত)।

সংযুক্তা (সংযোগিতা)—(১১৭০—১১৯৩)। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা ও পৃথ্বীরাজের মহিষী। কথিত আছে জয়চ্চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীরাজের শত্রুতা ছিল এবং সংযোগিতাকে পৃথ্বীরাজ স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে তিনি সহমৃতা হন।

সংসার সেন—(১৮৪৬—১৯০৯)। কৃতী বাঙ্গালী। জন্মস্থান আগ্রা। তিনি জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পরে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। জয়পুরের তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া যান।

সক্রেটিস (Socrates)—(খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯—৩৯৯ অব্দ)। বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি দেখিতে কুশ্রী ছিলেন ও তাঁহার স্ত্রী জ্যান্থিপি ছিলেন অত্যন্ত মুখরা স্ত্রীলোক। সৎ নাগরিক হইতে হইলে কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা শুরু করেন। জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের মতের ভুল দেখাইয়া দিতেন। এইভাবে তিনি অনেকের শত্রু হন এবং মেলিটাস নামে একজন লোক তাঁহার বিরুদ্ধে নাস্তিক্যবাদ প্রচারের অভিযোগ আনে। বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং তাঁহাকে হেমলক নামে বিষ পান করিতে দেওয়া হয়। স্বনামখ্যাত দার্শনিক প্লেটো তাঁহার শিষ্য।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—(১৮৬৯—১৯১২)। বাংলাভাষার মহারাষ্ট্রীয় লেখক। বৈদ্যনাথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রজাতীয় হইলেও চিরকালই বাঙ্গালায় কাটান। বাল্য হইতেই তিনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ক্রমশঃ তিনি একজন প্রধান লেখক হইয়া উঠেন। ১৯০৫-এ তিনি 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন। তাঁহারই উদ্যোগে বাঙ্গালায় 'শিবাজী-উৎসব' প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। তিনি অনেক পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের ভক্ত ও রাজনারায়ণ বসুর বন্ধু ছিলেন।

সগর—সূর্যবংশীয় এক রাজা। কথিত আছে, গর্ভাবস্থায় তাঁহার মাতাকে বিষ খাওয়াইলেও তিনি জীবিত থাকেন। তাঁহার একটি পত্নীর গর্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র ও অপর পত্নীর গর্ভে অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র জন্মে। পুত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ অশ্বরক্ষার নিমিত্ত পুত্রদের নিয়োগ করিলে ইন্দ্র তাঁহার অশ্ব অপহরণ করিয়া পাতালে কপিলমুনির নিকট রাখেন। তাঁহারা পৃথিবী খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়া কপিলমুনিকে মারিতে উদ্যত হইলে তাঁহার শাপে ভস্মীভূত হন। পরে তাঁহাদের বংশের ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিলে তাঁহার স্পর্শে তাঁহাদের মুক্তি হয়, পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে। রাজা সগরের নাম হইতেই সমুদ্রের নাম 'সাগর' (রাম)।

সচ্চিদানন্দ সিংহ—(?—১৯৫০)। বিখ্যাত ব্যারিস্টার, রাজনীতিবিশারদ ও সংবাদপত্রসেবী। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তিনিই প্রথম ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯২১—২৬-এ তিনি বিহার-উড়িষ্যার প্রথম ভারতীয় রাজস্ব-সচিব মনোনীত হন। ১৯২১—২২-এ তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৩৬-এ তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। 'The Hindusthan Review'-নামক পত্রিকা তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। 'Indian Nation'-নামক পত্রিকার তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৩৩-এ তিনি Joint Parliamentary Committee'-তে যোগদান করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন।

সজনীকান্ত দাস—(১৯০০—১৯৬২)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচক। ১৯৫২ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে। পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রাম। পিতা হরেন্দ্রলাল। এম্. এস্.-সি. পড়িবার সময় তাঁহার তখনকার 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং তিনি ঐ পত্রিকায় যোগদান করেন। ইহার পর তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং উক্ত অফিসে নানাভাবে কাজ করেন। তিনি কিছুকাল মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ-এ কার্যাধ্যক্ষ ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদকরূপেও কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মদক্ষতার গুণে তাঁহার পরিচালিত শনিরঞ্জন প্রেস, রঞ্জন প্রকাশালয় ও 'শনিবারের চিঠি' ক্রমে ক্রমে প্রসারলাভ করিতে থাকে। 'অজয়' (উপন্যাস), 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' (গীতিকাব্য), 'মনোদর্পণ'

(ব্যঙ্গকবিতা), 'কেড্‌স্ ও স্যাণ্ডাল' (ব্যঙ্গকবিতা), 'পঁচিশে বৈশাখ' (কবিতা), 'রাজমোহনের স্ত্রী' (অনূদিত উপন্যাস), 'কলিকাল' (সচিত্র হাসির গল্প), 'বাংলার কবিগান', 'মৃত্যুদূত' (অনূদিত উপন্যাস), 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (গদ্যের প্রথম যুগ') 'ভাব ও ছন্দ' (কাব্য) ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'ও তাঁহার রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। তিনি ১৯৫২ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। দিল্লীতে 'সাহিত্য আকাদেমীর'ও তিনি সদস্য ছিলেন।

সঞ্জয়—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বর্ণনা দিবার নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেব তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করেন, তাহাতে তিনি যুদ্ধের সম্যক্ বর্ণনা মহারাজের নিকট প্রদান করেন। যুদ্ধান্তে সাত্যকি তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব নিষেধ করেন। শেষজীবন তিনি তপস্যায় অতিবাহিত করেন। (ভারত)।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(১৮৩৪—১৮৮৯)। সুবিখ্যাত লেখক। ঔপন্যাসিক সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। জন্ম কাঁঠালপাড়ায়। পিতা যাদবচন্দ্র। তাঁহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র' কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র নামেই প্রচলিত। তিনি 'Bengal Ryot' নামে পুস্তকখানি লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে সরকার তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ডেপুটিগিরির পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বলিয়া সরকার তাঁহাকে বারাসতে Special Sub-Registrar নিযুক্ত করেন। তাঁহার 'পালামৌ' গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। তিনি কিছুদিন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক, পরে সত্বাধিকারী হন। তাঁহার রচিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' একদিন বঙ্গসমাজে বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি 'ভ্রমর' নামে একখানি পত্রিকাও কিছুকাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

সতী—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, শিবের পত্নী। তাঁহার পিতা শিব-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি যজ্ঞে শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, পরন্তু সতীর সমক্ষে তাঁহার নিন্দা করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করেন। শিবের নিকট এই দুঃসংবাদ গেলে তিনি দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেন। পরে সতী শৈলরাজ হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে শিব তাঁহার পাণিপীড়ন করেন, এইরূপ কথিত আছে। তিনি হিন্দুরমণীগণের আদর্শ (শিব)।

সতীনাথ ভাদুড়ী—(১৯০৬–১৯৬৬) প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক। জন্মস্থান পূর্ণিয়া, বিহার। পিতার নাম ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। তিনি পূর্ণিয়া জেলা স্কুল হইতে ম্যাট্রিক (১৯২৪) ও পাটনা কলেজ হইতে এম্., এ. (১৯৩০) ও আইন পরীক্ষা দেন (১৯৩১)। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ণিয়ায় ওকালতি করেন (১৯৩২—৩৯)। পরে ওকালতি ছাড়িয়া তিনি কংগ্রেসে সাধারণ কর্মীরূপে যোগদান করেন (১৯৩৯) এবং ১৯৪১-এ পূর্ণিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হন। এই সময়ে তিনি হাজারিবাগ জেলে দুইবারে দুই বৎসর (১৯৪০—৪১) ও ভাগলপুর জেলে দুই বৎসর (১৯৪২—৪৪) রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আটক থাকেন। ১৯৪৮-এ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন। তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস 'জাগরী' ভাগলপুর জেলে থাকিবার সময় রচিত হয়। ১৯৪৯-এ তিনি প্যারিসে যান কিন্তু ছাড়পত্র না থাকার দরুণ তিনি স্পেনে ও রাশিয়ায় যাইতে পারেন না। ফ্রান্স, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানি পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ১৯৫০-এ দেশে ফেরেন। 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' এ সময়কার লেখা। তাঁহার অন্যান্য রচনা—'গণনায়ক', 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' ও 'ঢোঁড়াই চরিতমানস (১ম ও ২য় চরণ)। তিনি অবিবাহিত ছিলেন 'জাগরী' ১৯৫০-এ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। উহা ঐ সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনা বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৭০—১৯২০)। নবদ্বীপনিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। তিনি পালি, তিব্বতীয় ও জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০০-এ তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন এবং ১৯০২-এ প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১১-এ তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার 'পালি ব্যাকরণ' ও ন্যায়-দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

সতীশচন্দ্র রায়—(১লা কার্তিক, ১২৭৩—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। নিবাস ঢাকা জেলার ধামগড়। সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পাস করিবার পর তিনি কিছুকাল ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। পরে তিনি প্রায় ৪০ বৎসর বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি ১০টি গ্রন্থ ও প্রায় ৪০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬/৭টি প্রবন্ধ হিন্দীতে লিখিত। বহুকাল তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত জড়িত ছিলেন ও শেষে সহ-সভাপতি হইয়াছিলেন।

সত্যচরণ শাস্ত্রী—(১৯শ শতক)। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার প্রণীত ইতিহাসে প্রচলিত অনেক ঐতিহাসিক পুস্তকের ভুল দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত' (১৮৯৫), 'বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' (১৮৯৬), 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত' 'ক্লাইভ চরিত' এবং 'ভারতে অলিকসন্দর' তাঁহার রচিত বিশিষ্ট গ্রন্থ। তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন।

সত্যজিৎ রায়—(জন্ম ১৯২১)। পৈতৃক বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রাম। পিতা প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় এবং পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। তিনি অর্থনীতিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট, শান্তিনিকেতনের নন্দলাল বসুর ছাত্র। প্রথম জীবনে চিত্রশিল্পী ছিলেন, পরে চলচ্চিত্র শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রথম আবির্ভাবেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার পরিচালিত তিনখানি চিত্র (পথের পাঁচালী, অপুর সংসার ও চারুলতা) রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে। তাঁহার অধিকাংশ চিত্রই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং তিনি নিজেও চিত্রপরিচালকরূপে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি শিশুসাহিত্য রচনায়ও যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

সত্যবতী—মহর্ষি ব্যাসদেবের জননী। তিনি পূর্বে ধীবররাজের কন্যা ছিলেন এবং তাঁহার দেহে মৎস্যের গন্ধ ছিল। এই কারণে তাঁহার পূর্বে নাম ছিল মৎস্যগন্ধা। তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া পরাশর মুনি তাঁহাকে বর দেন, তাহাতে তাঁহার দেহে মৎস্যগন্ধের পরিবর্তে পদ্মগন্ধ আবির্ভূত হয়। পরাশরের ঔরসে কন্যাকালেই তাঁহার গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম হয়। পরে তিনি কুরুরাজ শান্তনুকে বিবাহ করেন। বিবাহের এই শর্ত ছিল যে, সত্যবতীর পুত্র রাজা হইবেন। এই প্রসঙ্গে শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি চিরকুমার থাকিবেন। বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীর দুই পুত্র জন্মে। পরাশরের বরে তিনি চিরযৌবনা ছিলেন (ভারত)।

সত্যবান্—এক রাজকুমার। পিতা দ্যুমৎসেন। তাঁহার পিতা দৈববশতঃ অন্ধ ও নির্বাসিত হন। মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহের পরবৎসরই মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু সব জানিয়াও সাবিত্রী

তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। পরে সাবিত্রীর তেজঃপ্রভাবে তাঁহার মৃত্যুর পর যমরাজ তাঁহাকে জীবলোকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন (ভারত)।

সত্যব্রত সামশ্রমী—(১৮৩৬—১৯১১)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পাটনায় জন্ম। বঙ্গদেশে পণ্ডিতবৃন্দের সহিত বিচারে জয়লাভ করিলে কাশ্মীরের মহারাজ রণবীর সিংহ তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। তিনি 'বিবলিয়থিকা ইণ্ডিকা'র জন্য সামবেদ সম্পাদনা করেন। তাঁহার প্রকাশিত সামবেদ প্রচারিত আছে। তিনি বৈদিক নিরুক্ত প্রণয়ন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন বেদের অধ্যাপক ছিলেন।

সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী এবং সত্রাজিতের কন্যা। তাঁহার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্বর্গ হইতে পারিজাত আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন (হরি)।

সত্য মূর্তি—(১৮৮৭—১৯৪৩)। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী। তিনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কংগ্রেস আন্দোলনকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯১৯-এ কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি লণ্ডনে গমন করেন। দেশের কাজের জন্য তিনি বহুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩৫-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসীদলের নেতা (১৯৩৭) ছিলেন।

সত্যেন বসু—(১৮৮২—১৯০৮)। সুবিখ্যাত বিপ্লবী ও অগ্নিমন্ত্রের সাধক। জন্ম মেদিনীপুরে। পিতা অভয়চরণ, ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাই। মেদিনীপুর স্কুল হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন ও পরে মেদিনীপুর কলেজে এফ. এ. পড়েন। বি. এ. পরীক্ষা সিটি কলেজ হইতে দিবার কথা ছিল, কিন্তু শরীর খারাপ হওয়াতে তিনি ওয়ালটেয়ারে চলিয়া যান ও ১৯০২-এ মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসেন। মেদিনীপুরে অরবিন্দ যে গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার নায়ক হইলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এই সমিতিতে বৈপ্লবিক শিক্ষাকার্যের ব্যবস্থা হইত। এই সময় তিনি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তারপর তিনি ক্ষুদিরামকে দলে আনেন এবং কিংসফোর্ড হত্যার মামলায় ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলে পুলিস তাঁহাকেও গ্রেফতার করে। জেলের মধ্যে নরেন গোঁসাইকে হত্যার প্রথম পরিকল্পনা তিনিই করিয়াছিলেন। জেলের মধ্যে তিনি ও কানাইলাল তাহাকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১লা জুন, ১৮৪২ —৯ই জানুয়ারি, ১৯২৩)। সুবিখ্যাত রাজকর্মচারী ও সাহিত্যসেবক। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সিভিলিয়ান। বোম্বাই তাঁহার কর্মস্থল ছিল। তিনি আমেদাবাদে অ্যাসিস্ট্যান্ট কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হইয়া সাতারায় জজ ও সেসন জজ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। "মিলে সবে ভারত সন্তান" নামে বিখ্যাত জাতীয় সংগীতটি তাঁহার রচিত। অবসরগ্রহণের পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজেরও আচার্য ও সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক', 'বোম্বাই চিত্র', 'বৌদ্ধধর্ম', 'নবরত্নমালা', 'আমার বাল্যকথা' ও 'আমার বোম্বাই প্রবাস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—(১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২—২৫শে জুন, ১৯২২)। সুপ্রসিদ্ধ কবি। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। নিবাস —চুপী, বর্ধমান। তিনি পরে দর্জিপাড়ায় (কলিকাতা) আসিয়া বাস করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়। 'জন্মদুঃখী' (অনূদিত উপন্যাস), 'চীনের ধূপ' (নিবন্ধ), 'রঙ্গমল্লী' (অনূদিত নাটকাবলী) ও 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকা ছাড়া তিনি বাকী পনেরখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। তিনি আধুনিক বাংলা পদ্যে নানা অভিনব ছন্দের প্রবর্তক। বৈদেশিক ভাষার কবিতা অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। 'তীর্থসলিল', 'অভ্র-আবীর', 'কুহু ও কেকা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—(জন্ম ১৮৯৪—১৯৭৪)। সুবিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী। তিনি ১৯০৯-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন এবং সেখান হইতে এম. এস্-সি. পরীক্ষা দিয়া (১৯১৫) প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯১৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯২১) ও পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২৭) হন। গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার অনেক মূল্যবান্ গবেষণা আছে। তাঁহার "বসু-আইনস্টাইন তথ্য" আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৪৪) হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব খয়রা অধ্যাপক। ১৯৫৮ সালে তিনি F. R. S. নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ভারত সরকারও তাঁহাকে 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছেন। কিছুকাল তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড—(১৮৬৩—১৯২৮)। সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ ও প্রথম ভারতীয় গভর্নর। বীরভূম জেলার রায়পুরে জন্ম। তিনি ১৮৮৬-এ ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৯০৮-এ Advocate General হন। পরে ১৯০৯-এ তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের আইন-সচিব (Law Member) হন। তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯১৫)। মহাযুদ্ধের সময় তিনি 'War Conference'-এর সদস্য হইয়া ইংলণ্ডে যান এবং যুদ্ধের অবসানে তাঁহাকে লর্ড উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। তখন তিনি সহকারী ভারত-সচিব নিযুক্ত হন। এরূপ সম্মান ভারতবাসীর ভাগ্যে এই প্রথম। ১৯২০-এ শাসন-সংস্কার (Montague-Chelmsford Reform) অনুসারে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন।

সত্রাজিৎ—যদুবংশীয় নিঘ্নের পুত্র। তাঁহার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণ বিবাহ করেন। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব তাঁহাকে অমূল্য 'স্যমন্তকমণি' দান করেন (ভাগ)।

সনক—পৌরাণিক ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্র।

সনৎকুমার—প্রাচীন ঋষি, ব্রহ্মার মানসপুত্র। তিনি শিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া শিবের শাপে মনুষ্যত্বের জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহার কাতর প্রার্থনায় তিনি শিবের অনুগ্রহে নিজরূপ প্রাপ্ত হন (শিব)।

সনন্দ—ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত এক পৌরাণিক মুনি।

সনাতন (?—১৫৮৮)। খ্যাতনামা বৈষ্ণব ঠাকুর। তিনি গৌড়ের মুসলমান রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ (বৈষ্ণব ধর্মসম্বন্ধীয়) আছে। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাধক ও পণ্ডিত বৈষ্ণব বিরল। বিখ্যাত রূপ গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতা।

সফোক্লেস (Sophocles)—(? খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫—৪০৬ অব্দ)। সুবিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার। তিনি প্রায় ১০০ খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৭ খানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম রচনা 'Triptolemus'। তাঁহার রচনার মধ্যে যে কয়খানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'Anti-

gone', 'Oedipus Tyrannus' এবং 'Oedipus at Colonus' সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি স্বীয় নাটকের মধ্য দিয়া কর্মফলের গরিমা প্রচার করেন। তাঁহার অধিকাংশ নাটক বিয়োগান্ত।

সবুক্তগীন, আমীর—(শাসনকাল ৯৭৭—৯৯৮)। ৯৭৭-এ তিনি গজনীর রাজা হন। প্রথমে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। রাজা হইয়া তিনি 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করেন। পরে তিনি খলিফার নিকট হইতে নাসিরউদ্দীন নাম প্রাপ্ত হন। ৯৮৬—৯৮৭-এ তিনি পঞ্জাবের রাজা জয়পালের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। পুত্রের নাম সুলতান মামুদ।

সমরসিংহ—চিতোরের রানা। তিনি বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন। পৃথ্বীরাজের সহিত তিনি মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও দ্বিতীয়বারে পরাজিত ও নিহত হন।

সমরু—(১৭২০—১৭৭৮)। মীর কাসিমের এক সৈনিক। তিনি একজন জার্মান কসাইএর পুত্র বলিয়া বর্ণিত। তিনি ভারতের ফরাসী সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া Sumroo নাম গ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম ছিল Walter Reinhard. তিনি পরে বহুস্থানে সৈনিকরূপে কর্ম করিয়া সরধানা প্রদেশে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। নবাব মীর কাসিমের অধীনে যখন তিনি কর্ম করেন, তখন বহু ইংরেজের প্রাণনাশ তাঁহার হস্তেই ঘটে।

সমরু, বেগম—এক খ্রীষ্টান রমণী। তিনি জার্মান সৈনিক সমরুর সহিত সরধানা দুর্গে বাস করিতেন। সমরুর মৃত্যুর পর তিনি Levassoult-নামক এক ফরাসী সৈনিককে বিবাহ করেন। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বীয় সৈন্যদল লইয়া ১৮০৩-এ একবার যুদ্ধ করেন ও পরাভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার বিপুল সম্পদের অধিকাংশই তিনি খ্রীষ্টধর্মের উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়া যান।

সমরেন্দ্র সিংহ—ইতিহাসে শক্তসিংহ বলিয়া পরিচিত। তিনি বীরশ্রেষ্ঠ চিতোরের রানা প্রতাপসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কথিত আছে, তিনি হলদীঘাটে প্রতাপের বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হন এবং যদিও তিনি প্রতাপ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যগণের প্রাণসংহার করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করেন। পরে উভয় ভ্রাতার পুনরায় মিলন হয়।

সমুদ্র গুপ্ত—(রাজত্বকাল ৩৩০—৩৭৫)। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় সম্রাট্। পিতার নাম চন্দ্রগুপ্ত ও মাতার নাম কুমারদেবী। তিনি গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সামরিক কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষই জয় করিয়াছিলেন, কেবল দাক্ষিণাত্যে তিনি নিজ শাসন বিস্তৃত করেন নাই। তবে সেখানকার রাজারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার অনুগত ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তিনি কবি ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। কবি হরিষেণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।

সম্পাতি—জটায়ুর ভ্রাতা। অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা জটায়ু সূর্যের অভিমুখে ধাবিত হইলে তাঁহার পক্ষ দগ্ধ হয়। পরে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রশ্রবণে তাঁহার পুনরায় পক্ষোদ্গম হয় (রাম)।

সরফরাজ খাঁ—(শাসনকাল ১৭৩৯—১৭৪০)। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। তিনি দুশ্চরিত্র ও দারুণ অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার শাসনে নির্যাতিত ও বিরক্ত হইয়া বাংলার বড় বড় লোক আলিবর্দী খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। দিল্লীশ্বর আলিবর্দী খাঁকে বাঙ্গালার নবাবীর সনদ দেন। ১৭৪০-এ আলিবর্দীর সহিত যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

সরমা—গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের পত্নী। তিনি স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। সীতা অশোকবনে অবস্থানকালে একমাত্র তাঁহাকেই পরম সখী ও হিতকারিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণ বধের পর তিনি স্বামী বিভীষণের সহিত লঙ্কায় বাস করেন (রাম)।

সরলা দেবী চৌধুরাণী—(১৮৭৩—১৯৫০)। মহিলা সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট দেশকর্মী। প্রসিদ্ধ মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা। তাঁহার সমালোচনা সুখপাঠ্য। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সাহিত্য-রচনা আরম্ভ করেন। কালিদাসের নাটকের সমালোচনা লিখিয়া তিনি বেশ নাম করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসাবেও তাঁহার নাম ছিল। মাত্র সতের বৎসর বয়সেও ইংরেজীতে 'অনার্স' লইয়া তিনি বি. এ. পাস করেন। সংগীতেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। বাংলার অগ্নিবিপ্লবের যুগে তিনিও ছিলেন একজন মহিলা কর্মী। 'মাতৃ-ভাণ্ডার' নামে একটি দোকানের পশ্চাতে তিনি যুবকদের সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন এবং 'বীরাষ্টমী ব্রত' নামে যুব-আন্দোলনের পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার কবিতায় স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা পাওয়া যায়। তিনি কিছুদিন 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি একজন একনিষ্ঠা দেশসেবিকা। তাঁহার স্বামী পরলোকগত রামভুজ দত্ত চৌধুরী। তিনি পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। শেষজীবনে তিনি বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার জন্য 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করেন ও 'ভারত-স্ত্রী-শিল্প-সদন' গঠন করেন।

সরোজনলিনী দত্ত—প্রসিদ্ধ মহিলা কর্মী। তিনি বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও তাহাদের শিল্পকার্য শিখাইয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। 'সরোজনলিনী শিক্ষা-মন্দির' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার স্বামী গুরুসদয় দত্ত (ব্রতচারী নৃত্যের পুনঃপ্রবর্তক)।

সরোজিনী নাইডু—(১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯—১লা মার্চ, ১৯৪৯)। বিখ্যাত বাঙ্গালী মহিলা কবি, রাজনীতিক ও দেশকর্মী। হায়দরাবাদে জন্ম। পিতার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ডাঃ এম. জি. নাইডু নামক একজন মাদ্রাজীকে বিবাহ করেন। ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি তিনখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৯৮-এ তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৯২৫-এ তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কানপুরের অধিবেশনে সভানেত্রী নির্বাচিতা হন। তাঁহার বাগ্মিতা সমধিক প্রশংসনীয়। তিনি ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩২, ১৯৪০, ১৯৪২-এ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হইলে তিনি উত্তর প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। আমাদের দেশে তিনিই প্রথম মহিলা গভর্নর। তাঁহার কবিতাপুস্তকগুলির মধ্যে 'The Bird of Time', 'The Golden Threshold', 'The Broken Wing', 'Leili' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সর্ববর্মাচার্য—কলাপ ব্যাকরণের প্রণেতা। রাজা শালিবাহনকে সহজ উপায়ে বিদ্যাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি কলাপ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

সল (Sol)—সূর্যদেবতা। প্রাচীনকালে ইতালীয়রা তাঁহাকে ঐ নামে অভিহিত করিতেন (বৈদে পুঃ)।

সলিম চিস্তি—(১৪৭৮—১৫৭৭)। বিখ্যাত মুসলমান ফকির। দিল্লীতে জন্ম। আকবর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে আকবর নিজ পুত্রের

নাম 'সলিম' রাখেন। ফতেপুর সিক্রির নিকটবর্তী এক পাহাড়ে তিনি বাস করিতেন। আকবর তাঁহার জন্ত ঐ পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দেন। তিনি ২৪ বার মক্কায় গমন করেন।

সলোমন (Solomon)—(মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৯৩৭ অব্দ)। বাইবেল-বর্ণিত ইহুদীদের রাজা। পিতা ডেভিডের মৃত্যুর পর আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৯৭৪ অব্দে তিনি রাজা হন। তিনি বুদ্ধিমত্তা, সুবিচার ও সুশাসনের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। জেরুজালেম প্রভৃতি স্থানে তিনি সুবৃহৎ প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বহু প্রবাদবাক্য ও সংগীত প্রভৃতির রচয়িতা বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করা হয়।

সল্‌স্‌বেরি (Salisbury, Robert Cecil, Lord)—(১৮৩০—১৯০৩)। প্রসিদ্ধ রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ্। তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন (১৮৮৫)। প্রসিদ্ধ মন্ত্রী গ্লাডস্টোনের সহিত তাঁহার বহুবার বিরোধ ঘটে। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে বুয়র-যুদ্ধ হয়।

সহজী বাঈ—রাজপুতানায় (বর্তমানে রাজস্থানের) দুসরকুল নামক স্থানের একজন পরম ভক্ত মহিলা। তিনি শব্দযোগী ছিলেন। তিনি চরণদাস নামক মহাযোগীর শিষ্যা। তাঁহার বহু দোঁহা প্রচলিত আছে।

সহদেব—১। মহারাজ পাণ্ডুর পঞ্চমপুত্র, মাদ্রীর গর্ভজাত। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে তাঁহার শ্রুতকীর্তি নামে পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল বলিয়া স্বর্গারোহণকালে পথিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল (ভারত)। ২। মগধরাজ জরাসন্ধের পুত্র। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন (ভারত)।

সাইনন (Sinon)—ট্রোজান যুদ্ধের সময়কার একজন গ্রীক। তিনি ইচ্ছা করিয়া ট্রোজানদের হস্তে বন্দী হন। অতঃপর নগরের মধ্যে একটি কাঠের ঘোড়া প্রবেশ করাইবার জন্ত তিনি ট্রোজানদের পরামর্শ দেন। এই কাঠের ঘোড়ার মধ্যে বহু গ্রীক যোদ্ধা ছিল (ইলিয়াড)।

সাইবেলি (Cybele)—গ্রীক দেবী-বিশেষ। তিনি ফ্রিজিয়ার জননী (গ্রীক পুঃ)।

সাইমন, জন (Simon, Sir John Allsebrook)—(জন্ম ১৮৭৩)। ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ ও ব্যবহারাজীব। তিনি ১৯১৫-এ ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র-সচিব হন। তিনি ভারতে যে রয়্যাল কমিশন আসে, উহার সভাপতি হইয়া ১৯২৭-এ ভারতে আগমন করেন। ঐ কমিশন সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। ভারতবাসীরা ঐ কমিশন বর্জন করে। ১৯৩১-এ তিনি পররাষ্ট্র-সচিব হন। তিনি ইওরোপের শান্তির জন্ত উল্লেখযোগ্য বহু প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজস্ব-সচিব পদে কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৩৭)। পরে তিনি লর্ড চ্যান্সেলার হন (১৯৪০—১৯৪৫)। তাঁহার লিখিত একটি আত্মচরিত আছে।

সাইলিনাস (Silenus)—উৎসবের দেবতা ব্যাকাসের সহচর। তিনি যখন মাতাল হন কিংবা নিদ্রিত থাকেন, তখন যদি তিনি পুষ্পমালা পরিবৃত থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন (গ্রীক পুঃ)।

সাউদি, রবার্ট (Southey, Robert)—(১৭৭৪—১৮৪৩)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক ও কবি। বেত্রমারার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুল হইতে বিতাড়িত হন, ও পরে অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে লেখাপড়া করিতে থাকেন। ১৮১৩-এ তিনি ইংলণ্ডের রাজকবি হন। কোলরীজের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। 'Thalaba', 'Madoc', 'All for Love', 'Wat Tyler' (নাটক) ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক। গদ্যে ও পদ্যে সমভাবে তাঁহার লেখনী চলিত। তাঁহার রচিত 'Life of Nelson' (প্রসিদ্ধ নৌসেনাধ্যক্ষ নেলসনের জীবনী) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সাকল্য—প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও বেদের প্রবক্তা।

সাত্যকি—যদুবংশীয় বীর, শিনির পৌত্র, সত্যকের পুত্র। কৃষ্ণ ও অর্জুনের অস্ত্রশিষ্য ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসকালে তিনি প্রাণ হারান (ভারত)।

সাদৎ আলি—(মৃত্যু ১৭৩৯)। অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খোরাসানবাসী একজন বণিক্ নাশির খাঁর পুত্র। আদি নাম মহম্মদ আমীন। মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি বেয়ানার ফৌজদার ছিলেন। তিনি ১৭২৪-এ অযোধ্যাপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি বুর্হান্ উল্-মুলক উপাধি লাভ করেন। নাদির শাহের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাদির শাহের নৃশংস নরহত্যার পূর্বরাত্রেই তিনি মারা যান।

সাদৎ আলি খাঁ—(মৃত্যু ১৮১৪)। অযোধ্যার মুসলমান নবাব। প্রকৃত নাম মেজো উজোলা। ইংরেজ প্রতিনিধি কর্তৃক তিনি অযোধ্যার নবাব পদে নিযুক্ত হন (১৭৯৮)। সাদৎ আলির সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তির ফলে ইংরেজগণ বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা করস্বরূপ পান ও অযোধ্যায় দশ হাজার ইংরেজ সৈন্ত রাখিবার ক্ষমতা পান।

সাদী (শেখ)—(১১৭৪—১২৯২)। বিখ্যাত পারসিক কবি। সিরাজ নগরে জন্ম। তিনি সাধারণ্যে শেখ মস্‌লাহ্ উদ্দীন সাদী অল সিরাজী নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যে বিদ্যা শিক্ষার পর যৌবনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং হিন্দু ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ত্রিপোলী নগরে তিনি খ্রীষ্টানদের দ্বারা বন্দী হন। পরে একটি রমণীকে বিবাহ করিয়া মুক্তিলাভ করেন। তিনি ১৪ বার মক্কা গিয়াছিলেন। তিনি সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আবদুর কাদের গিলানীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা, গাথা, গীত আছে। তাহার মধ্যে 'গুলিস্তান' ও 'বোস্তান' তাঁহার রচিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

সান ইয়াৎ সেন, ডাঃ (Sun Yat Sen, Dr.)—(১৮৬৬—১২ই মার্চ, ১৯২৫)। বিশ্ববিশ্রুত চীনদেশীয় রাজনীতিবিদ্ ও নব্যচীনের জন্মদাতা। ক্যাণ্টনের চোয়হাঙ গ্রামে জন্ম। বাল্যকালে নাম ছিল ওয়েন। তিনি হনলুলুতে খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলে প্রথমে পড়েন (১৮৭৭), ও পরে হংকঙে কুইন্স কলেজে ভরতি হন ও পরে সেখান হইতে পাক্‌টাশি মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারি পড়েন ও ১৮৯২-এ পাস করেন। এই সময় হইতে তাঁহার বিপ্লবী জীবনের আরম্ভ। ১৮৯৫-এর বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিয়া বিফলকাম হইয়া তিনি বহুদেশ পর্যটন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করেন। ১৯১১-এর বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চুবংশের পতন হয়। পরে তিনি কিছুদিন চীন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হন। মতভেদের ফলে তিনি কিছুকাল পরে পদত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯১৭-এ দক্ষিণ চীনে সামরিক গভর্নমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট হন। বহু বিপর্যয়ের পর অবশেষে ১৯২৩-এ তিনি ক্যাণ্টনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় হইতেই কুওমিনটাং দলের অভ্যুত্থান হয়। রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার সেক্রেটারি ছিলেন চিয়াং-কাইশেক।

সান্দীপনি—কৃষ্ণ-বলরামের গুরু এক ঋষি। প্রভাসতীর্থে স্নানকালে তাঁহার পুত্রকে এক দৈত্য অপহরণ করে। কৃষ্ণ-বলরাম গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে তিনি পুত্রের উদ্ধার কামনা করেন। তাঁহারা দৈত্যের বিনাশ সাধন করিয়া মুনিপুত্রের উদ্ধার করেন (বিষ্ণু)।

সাপ্রু, তেজ বাহাদুর—(১৮৭৫—

১৯৪৯)। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও উদার-নৈতিক নেতা। তিনি উত্তর-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯১০-এ তিনি কংগ্রেসের সম্পাদক হন। ১৯২০—১৯২২ পর্যন্ত তিনি বড়লাটের আইন-সদস্য ছিলেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে তিনি সভ্য মনোনীত হন। তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় তিনি ও ডাঃ জয়াকর মধ্যস্থতায় অংশ গ্রহণ করেন।

সাফী ইমাম—(৭৬৭—৮২০)। প্যালে-স্টাইনের ঘাজা নগরে জন্ম। প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লা মোহাম্মদ বিন ইদ্রিস। তিনি সুন্নি সম্প্রদায়ের তৃতীয় শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসক-হিসাবে তাঁহার বিশেষ নাম ছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পরম ধার্মিক ও জ্ঞানী ছিলেন।

সাফো (Sappho)—(জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতক)। বিখ্যাত গ্রীক মহিলা কবি। Lesbor-নামক স্থানে জন্ম। খণ্ডকাব্য-রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রেমের প্রতিদান পান নাই বলিয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন।

সাবর্ণ (সাবর্ণি)—সূর্যপুত্র, অষ্টম মনু। প্রতি মন্বন্তরের প্রবর্তক এক একজন মনু থাকেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

সাবিত্রী—মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা ও সত্য-বানের পত্নী। সতীত্বের জন্য তাঁহার খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ। সত্যবানের বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং মৃত্যুর পর নিজ সতীত্বতেজের প্রভাবে যমরাজের নিকট হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন এবং স্বীয় শ্বশুরের চক্ষু ও হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবার ব্যবস্থা করেন (ভারত)।

সাভারকর, বিনায়ক দামোদর, বীর—(১৮৮৩—১৯৬৬)। প্রসিদ্ধ দেশকর্মী ও হিন্দু নেতা। জন্ম নাসিকে। তিনি পুনার ফারগুসন কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৯০৫-এ তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বিলাতে গিয়া তিনি 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালান। তিনি ব্যারিস্টারি পাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্যারিস্টারি করিবার অনুমতি পান নাই। ১৯০৭-এ ইংরেজগণ যখন সিপাহী-বিদ্রোহে জয়লাভের জুবিলী উৎসব পালন করেন, সেই সময় সাভারকর "ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ" নাম দিয়া তাহার জুবিলী অনুষ্ঠান ও তাহার সঙ্গে নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাঈ ইত্যাদি বিদ্রোহীদের স্মরণোৎসব পালন করেন। তিনি ইংলণ্ডে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন ও তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁহাকে ধরিয়া যখন ভারতে আনা হইতেছিল সেই সময় তিনি লাফ দিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়েন এবং ফ্রান্সে উঠেন। পরে হেগের আন্তর্জাতিক বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে ফরাসী সরকার তাঁহাকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে দেন। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে ১৫ বৎসরের জন্য নির্বাসিত হন। অতঃপর আন্দামান হইতে ১৪ বৎসর পরে তাঁহাকে রত্নগিরিতে আনিয়া আটক রাখা হয়। ১৯৩৭-এ বোম্বাই-এর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাঁহাকে মুক্তি দেন। মুক্ত হইয়া তিনি আবার রাজনীতিক কাজে যোগদান করেন এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি পর পর সাতবার ঐ পদে নির্বাচিত হন। তিনি নানা ভাষাবিদ্ ও কবি। গান্ধী-হত্যা মামলায় অন্যতম আসামী হিসাবে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান।

সাভোনারোলা, গিরোলামো (Savonarola, Girolamo)—(১৪৫২—১৪৯৮)। ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অতীব প্রবল ছিল। ফলে তিনি ইওরোপের ধর্মগুরু পোপের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। তাঁহার উপর অশেষবিধ নির্যাতন চলিতে থাকে এবং ১৪৯৮-এ তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার ন্যায় দৃঢ়চিত্ত ও সত্যনিষ্ঠ সংস্কারক অতি বিরল।

সামন্ত সেন—কর্ণাটের সামন্ত রাজা। তিনি কর্ণাটের রাজার কোপে পড়িয়া বাংলায় পলায়ন করেন এবং নবদ্বীপে রাজত্ব করেন। তিনি গৌড়ের সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজা হেমন্ত সেনের পিতা ও বিজয় সেনের পিতামহ।

সাম্ভাজী, ১ম—(রাজত্বকাল ১৬৮০—১৬৮৯)। মহারাষ্ট্রীয় ছত্রপতি শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে শিবাজী তাঁহাকে কিছুদিন পান্নালা-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তিনি মোগলপক্ষে যোগ দেন কিন্তু কিছুকাল পরে পিতার নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন। পরধর্মদ্বেষী নৃশংস আওরঙ্গজেব অবশেষে আমোদ-প্রমোদে রত অবস্থায় তাঁহাকে কঙ্কণ প্রদেশে বন্দী করেন এবং পরে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ও জিহ্বা উৎপাটন করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত করেন।

সাম্ভাজী, ২য়—(রাজত্বকাল ১৭১২—১৭৬০)। মহারাষ্ট্রীয় ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর পৌত্র এবং রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি রাজপদ লাভ করিয়া শাহুর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। পরে শাহু তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিলে তিনি কোলাপুরে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় সাম্ভাজীর মাতা রাজসবাঈ এখানে কর্তৃত্ব করিতেন।

সায়নাচার্য—(মৃত্যু ১৩৮৭)। বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার। মাধবাচার্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম সায়ন। তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের মহারাজ ২য় সঙ্গম, ১ম বুক্ক ও ২য় হরিহরের আমলে রাজমন্ত্রী ছিলেন। সায়নাচার্য বিষ্ণুসর্বজ্ঞ ও শঙ্করানন্দের শিষ্য ছিলেন। 'অষ্টকটীকা', 'আচার মাধবীয়', 'কর্মকাল নির্ণয়' ইত্যাদি বহু পুস্তকের তিনি প্রণেতা। তিনি বিজয়-নগরের রাজার মন্ত্রী ছিলেন।

সারদাচরণ মিত্র—(১৮৪৮—১৯১৭)। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। তিনি পরে হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৯০২—৩-এ তিনি হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৪ হইতে তিনি স্থায়ী বিচারপতি হন। ১৯০৮-এ পদত্যাগ করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করেন। তিনি 'বিদ্যাপতি'র পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।

সারদারঞ্জন রায়—কলিকাতার বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে। তাঁহার গণিতে ও সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আলিগড়, বহরমপুর ও ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার গণিতে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে। পরে তিনি সংস্কৃতে মনোনিবেশ করিয়া বহু স্কুল ও কলেজপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণিনি ব্যাকরণের সম্পূর্ণ ইংরেজী সংস্করণ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

সারে, হেনরী হাউয়ার্ড (Surray, Henry Howard, Earl of)—(১৫১৬—১৫৪৭)। অষ্টম হেনরীর সভাসদ্ ও একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতা-গুলি (সনেট) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তিনি এবং Wyatt উভয়ে ইংরেজী ভাষায় 'সনেট' প্রবর্তিত করেন। তিনি কলহপ্রিয় ছিলেন এবং ফলে বহুবার কারারুদ্ধ হন। তিনি অন্যায়ভাবে রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সার্দো, ভিক্টোরিয়েঁ (Sardou, Victorien)—(১৮৩১—১৯০৮)। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী নাট্যকার। তাঁহার সময়ের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকও আছে। তিনি শেষ জীবনেই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্নাডের জন্য কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। La Tosca, Madame San-Gene, Robespierre, Dante প্রভৃতি তাঁহার রচনা।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য—'বাসুদেব সার্বভৌম' দ্রঃ।

সার্সি (Circe)—তিনি ইয়া দ্বীপের রাণী। জাদুকরী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ওডিসিয়স তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় এই দ্বীপে আসিলে তিনি জাদুবিদ্যাবলে তাঁহার সঙ্গীদের শূকররূপে পরিণত করেন, কিন্তু পরে তাঁহাদিগকে পুনরায় মানুষ করিয়া দিতে বাধ্য হন (গ্রীক পুঃ)।

সালাদীন—(১১৩৮—১১৯৩)। মিশরের সুলতান। তিনি ১১৭৫-এ নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি উত্তর সিরিয়া জয় করিয়া পরে ক্রমশঃ জেরুজালেম জয় করেন (১১৮৭)। তাঁহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা একর অবরোধ (Siege of Acre). খ্রীষ্টানগণ দুই বৎসর অবরোধের পর ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডের নেতৃত্বে তাঁহাকে পরাভূত করেন। পরে সন্ধি হয়। তিনি সাহসী বীরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন।

সালারজঙ্গ—(১৮২৯—১৮৮৩)। তিনি হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান উজীর ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহারই পরিচালনায় হায়দরাবাদ নিরপেক্ষ থাকে এবং ফলে বিদ্রোহ সফল হইতে পারে না। এই কার্যের পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজ সরকার তাঁহাকে বিবিধ সম্মানে ভূষিত করেন। বিলাতে নিমন্ত্রিত হইলে সেখানে গিয়াও তিনি বহু সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন।

সালিবাহন—হিন্দু রাজা। তিনি শালিবাহন বা সাতবাহন নামেও পরিচিত ছিলেন।

সাসুন সীগফ্রীড (Sassoon Siegfried)–(জন্ম ১৮৮৭)। বর্তমান যুগের একজন শক্তিশালী ইংরেজ কবি। তিনি কেম্‌ব্রিজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪-এ যুদ্ধে যোগদান করেন ও যুদ্ধবিষয়ক কবিতা লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১৯২৯-এ 'The Memoirs of a Foxhunting Man'-নামক গ্রন্থ লিখিয়া 'Hawthornden' পুরস্কার লাভ করেন।

সাহেব ধনী—একটি ধর্মমতের প্রবর্তক অনৈক উদাসীন ফকির। তিনি স্বীয় ধর্মের শিষ্যরূপে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই গ্রহণ করিতেন। এই মতাবলম্বীদের এই সম্মেলন প্রতি বৎসর অগ্রদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়।

সিংহবাহু—বাংলার এক রাজা। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁহার বিতাড়িত পুত্র বিজয় সিংহ লঙ্কাদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তদবধি লঙ্কার নাম 'সিংহল' হয়।

সিংহিকা—১। এক রাক্ষসী। হনুমান সাগর পার হইবার সময় এই রাক্ষসী তাঁহাকে বাধা দিলে তাহাকে তিনি সংহার করেন (রাম)। ২। রাহু-দৈত্যের জননী। ৩। দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা। মহর্ষি কশ্যপ তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে গন্ধর্বগণের জন্ম হয়।

সিকন্দর—'আলেকজাণ্ডার' দ্রঃ।

সিকন্দর আদিল শাহ—(শাসনকাল ১৬৭২—১৬৮৬)। বিজাপুর রাজ্যের শেষ রাজা। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন।

সিক্রপস্‌ (Cecrops)—তিনি অ্যাটিকা নগরীর প্রথম রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এথেন্স্‌ নগরী স্থাপন করেন (গ্রীক পুঃ)।

সিডনী, ফিলিপ (Sidney, Sir Philip)—(১৫৫৪—১৫৮৬)। তিনি একাধারে কবি, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'Arcadia' শ্রেষ্ঠ। তিনি ১৫৮৬-এ জুটফেনের যুদ্ধে নিহত হন।

সিতাব রায় (সেতাব রায়)—(১৮শ শতক)। মুসলমান শাসনের শেষ যুগে প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী। শকসেনবংশীয় কায়স্থ জাতিতে জন্ম। তিনি দিল্লীতে মুসলমান পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হন। পরে আগা সুলেমান নামে এক বিশিষ্ট কর্মচারীর অধীনে কাজ করেন। ইহার পর তাঁহাকে কখনও নবাবের অধীনে, কখনও ইংরেজের অধীনে কার্য করিতে হয়। সম্রাট্‌ শাহ্‌ আলমের সঙ্গে ১৭৬১-এ ইংরেজের যখন যুদ্ধ হয়, তাহার পূর্বে ইংরেজেরা সিতাব রায়কে সন্ধির প্রস্তাব দিয়া সম্রাটের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মীর কাসিমের সঙ্গেও সিতাব রায়ের সংঘর্ষ হয়। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছেও তিনি চাকরি করেন। ইহার পর তিনি 'রাজা' উপাধি পান এবং সম্রাটের অধীনে বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হন ও অযোধ্যার নবাবের অনুগ্রহে আজিমগড় ও জৌনপুরের অন্তর্গত লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর পান। সম্রাট্‌ ও ইংরেজদের মধ্যে তিনি বহুবার মধ্যস্থ হন। এর পর তিনি আজিমাবাদের শাসনকর্তা হন (১৭৩৬)। পরে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে তিনি ইংরেজদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। কিছুদিন তাঁহাকে কলিকাতায় নজরবন্দী করিয়া রাখা হয় এবং বিচারে নির্দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি আজিমাবাদে পুনর্নিযুক্ত হন এবং ইহার পরই ১৭৭৩-এ মারা যান।

সিন্‌ক্লেয়ার, আপটন (Sinclair, Upton)—(১৮৭৮—১৯৬৮)। প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক। তিনি একজন সংস্কারবাদী। মার্কিন সমাজের বহু দোষ-ত্রুটির পরিচয় তাঁহার রচনায় স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহার রচনাগুলি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। The Jungle তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক।

সিন্থিয়া (Cynthia)—ডায়েনা দেবীর অপর নাম। তাঁহার জন্মস্থান সিন্থাস পর্বতের নাম হইতে তাঁহার এই নাম হয় (গ্রীক পুঃ)।

সিন্ধু—অন্ধক মুনির পুত্র। সূর্যবংশীয় মহারাজ দশরথ হরিণ-ভ্রমে শব্দভেদী বাণে তাঁহাকে বধ করেন (রাম)।

সিমেন্স, উইলিয়াম (Siemens, Sir William)—(১৮২৩—১৮৮৩)। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাপ ও তড়িৎ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

সিম্‌সন, জেম্‌স্‌ ইয়ং (Simpson, Sir James Young)—(১৮১১—১৮৭০)। বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লোরোফর্মের যে বোধশক্তি নষ্ট করিবার শক্তি আছে, তাহা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

সিরাজউদ্দৌলা—(১৭৩০—১৭৫৮)। বাংলার নবাব। তিনি নবাব আলিবর্দী খাঁর দৌহিত্র। পিতা জইনউদ্দীন, মাতা আমিনা বেগম। তিনি ১৭৫৬-এ আলীবর্দীর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বুদ্ধিমান্‌ ও স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেও দুর্বলচিত্ত ছিলেন বলিয়া বিশ্বাসঘাতকগণকে দৃঢ়হস্তে দমন করিতে পারেন নাই। এই দোষেই বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর ও উমিচাঁদ প্রভৃতির ষড়্‌যন্ত্রে পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের সামান্য সৈন্যের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং ধৃত হইয়া নৃশংসভাবে নিহত হন। তিনিই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

সিরিজ (Ceres)—কৃষিকার্যের দেবী।

তিনি জুপিটারের ভগিনী এবং প্রসার্পিনের মাতা (গ্রীক পুঃ)।

সিলা (Scylla)—দৈত্য বিশেষ। তিনি ইটালী ও সিসিলির মধ্যবর্তী পর্বতে বাস করেন (গ্রীক পুঃ)।

সিসেরো (Cicero, Marcus Tullius) —(খ্রীঃ পূঃ ১০৬—৪৩ অব্দ)। রোমের বাগ্মিশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিত। খ্রীঃ পূঃ ৬৩ অব্দে তিনি রোমের কনসাল হন, কিন্তু পরে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পুনরায় দেশবাসীদের আহ্বানে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। জুলিয়াস সীজার যখন রোমের সর্বেসর্বা হন, তখন তিনি রোমে সীজারের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু সীজারের হত্যার পর তাঁহাকে ষড়্‌যন্ত্রকারীদের দলভুক্ত মনে করিয়া নিহত করা হয়।

সিস্টার নি বে দি তা—'নিবেদিতা, ভগিনী' দ্রঃ।

সিসমণ্ডি, লিওনার্ড (Sismondi, Leonard de)—(১৭৭৩—১৮৪২)। সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহার রচিত 'History of the Italian Publics' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি আরও বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সীউকীউইচ, হেনরীক (Siewkiewicz, Henryk)—(১৮৪৬—১৯১৬)। পোল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯০৫-এ সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Quo Vadis' ত্রিশটি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়। এই পুস্তকখানি নাট্যাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হইয়া বিপুল খ্যাতি অর্জন করে।

সীজার, জুলিয়াস (Cæsar, Julius) —(খ্রীঃ পূঃ ১০০—৪৪)। রোমের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতা ও সেনাপতি। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত সমরকুশল সেনানায়ক ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি কুশলী ছিলেন এবং বাগ্মিতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৬০ অব্দে তিনি রোমের বিখ্যাত ত্রয়ীর (Triumvirate) একজন ছিলেন। ত্রয়ীর অন্যতম Pompeyর সহিত তখন তাঁহার সদ্ভাব ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫৮ অব্দে তিনি গল (বর্তমান ফ্রান্স) ও পরে ব্রিটেন জয় করেন। তাহাতে তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া যায়। তাহাতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া Pompey তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। বহু গৃহযুদ্ধের পর খ্রীঃ পূঃ ৪৮ অব্দে Pompey পরাভূত হইয়া মিশরে পলায়ন করেন। Pompeyর মৃত্যুর পর তিনি রোমের একরূপ দিগ্মিজয়ী হন। অতঃপর তিনি মিশরে অভিযান করেন। মিশরের রানী তরুণী ক্লিওপেট্রার রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। তিনি রোমে সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ষড়্‌যন্ত্র হয় এবং সেই ষড়্‌যন্ত্রে তিনি নিহত হন।

সীঞ্জ, জন মিলিংটন (Synge, John Millington)—(১৮৭১—১৯০৯)। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নাট্যকার। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও প্যারিসে তাঁহার প্রথম জীবন কাটান। কবি ঈয়েটস্-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি কবির পরামর্শ অনুসারে আইরিশদের কৃষক-জীবন সম্বন্ধে লিখিতে থাকেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে 'The Shadow of the Glen', 'The Playboy of the Western World' প্রভৃতি অন্যতম।

সীতা—মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী ও মিথিলারাজ মহর্ষি জনকের পালিতা কন্যা। জনকরাজ ভূমিকর্ষণকালে তাঁহাকে লাভ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সীতা' রাখা হয়। তাঁহার স্বয়ংবরসভায় জনকরাজের আমন্ত্রণে পৃথিবীর রাজগণ প্রায় সকলেই আসেন, কিন্তু কেবল রামচন্দ্রই হরধনু ভঙ্গ করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পিতার সত্যপালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গেলে তিনি স্বামীর অনুগামিনী হন, কিন্তু ছলনা করিয়া লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে হরণ করেন। তিনি রাবণের আলয়ে অশোকবনে কিছুদিন কষ্ট পান, কিন্তু রামচন্দ্র পরে রাবণকে বধ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। লোকচক্ষে আপনাকে শুদ্ধা প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসেন। তথাপি অযোধ্যার লোকের সম্পূর্ণ সন্তোষ হয় নাই বুঝিতে পারিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসিতা করেন। সেখানে অনতিকাল পরেই তাঁহার যমজ পুত্র কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশবর্ষ পরে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, কিন্তু সভাস্থলে তাঁহাকে আবার আত্মশুদ্ধির জন্য পরীক্ষা দিতে বলা হয়। তখন অভিমানে তিনি জননী পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি সতী রমণীদের আদর্শ বলিয়া চিরকাল পূজিতা হইয়া আসিতেছেন (রাম)।

সীতারাম রায়—(১৬৫৮—?)। মহম্মদপুরের রাজা। উহা ভূষণার অপর পারে মধুমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার পিতার নাম ছিল উদয়নারায়ণ। তিনি আরবী, ফারসী, সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে গিয়া সম্রাট্ বাহাদুর শাহের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি লইয়া আসেন। প্রথমে তাঁহার সঙ্গে ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাবের সংঘর্ষ বাধে। এক যুদ্ধে আবু তোরাব নিহত হইলে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি নিহত হন। তিনি বন্দী হন ও নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

সীল (Scheele, Karl Wilhelm)—(১৭৪২—১৭৮৬)। সুইডেনের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার অনেক দান আছে। তিনি মুখ্যে ক্লোরীন (chlorine), আর্সীন (arsine), কপার আর্সেনিট (copper arsenite) এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড (lactic acid) আবিষ্কার করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার বহু মূল্যবান্ আবিষ্কার আছে।

সীল্‌ভাঁ লেভি (Sylvan Levy)—(১৮৬৩—১৯৩৫)। প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ্। প্যারিসে তাঁহার জন্ম হয়। কলেজ অব ফ্রান্সের তিনি অধ্যাপক হন। 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি'র তিনি অবৈতনিক সভ্য হন। আমেরিকার ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট থাকেন। বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে তিনি ভারতবর্ষ, জাপান প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন (১৯২১—১৯২৩)। সাহিত্য ও দর্শনের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। বিশ্বভারতীর সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন। ১৯২১-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. লিট. উপাধি পান।

সুইন্‌বার্ন, অ্যালজারনন্ চার্ল্‌স্ (Swinburne, Algernon Charles)—(১৮৩৭—১৯০৯)। খ্যাতনামা ইংরেজ কবি। তিনি স্বাধীন-চিন্তাশীল কবিগণের অগ্রণী। তাঁহার রচনার মধ্যে গীতিকবিতাগুলিই (lyric) উৎকৃষ্ট। তাঁহার কয়েকখানি নাটকও আছে। 'Atalanta in Calydon', 'Songs before Sunrise', Bothwell, Mary Stuart প্রভৃতি তাঁহার রচনা।

সুইফ্‌ট, জোনাথান (Swift, Jonathan)—(১৬৬৭—১৭৪৫)। শক্তিশালী ইংরেজ লেখক। গালিভারের ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া তিনি বিশ্ববিশ্রুত হন। তিনি ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সার উইলিয়াম টেম্পলের সেক্রেটারি হন। (১৬৮৯)। ১৭০১-এ ডাবলিন হইতে D. D. লন ও বেনামে 'A Tale of a

Tub' ও 'The Battle of the Books' রচনা করেন। তিনি St. Patrick গির্জার ধর্মাধ্যক্ষ (Dean) হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি চারি বৎসর উন্মত্তের মত হইয়া যান। 'Gulliver's Travels' ১৭২৬-এ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ও পরে ১৭৩৫-এ উহা পরিবর্তিত আকারে দেখা দেয়। উহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সুকন্যা—চ্যবনের পত্নী ও রাজা শর্যাতির কন্যা। তিনি কৌতূহলবশতঃ সমাধিস্থ চ্যবনমুনির চক্ষুর্দ্বয় শলাকাবিদ্ধ করিয়া দেন। ফলে মুনির শাপে রাজসৈন্যমধ্যে মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়। অতঃপর রাজা মুনিবরের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার রোষ শান্ত করেন। পরে সুকন্যা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের আরাধনা করিয়া স্বামীর চক্ষুঃ ও যৌবন ফিরাইয়া পান এবং তাঁহার সহিত সুখে বাস করিতে থাকেন (ভাগ)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য—(৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৩—২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪)। নূতন যুগের কবি। ইংলণ্ডের বালককবি চাটার্টনের মত তাঁহার কবিতাতেও বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। তাঁহার রচিত 'ছাড়পত্র' কবিতাগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সুকেতু—তাড়কা রাক্ষসীর পিতা (রাম)।

সুকেশ—এক ধার্মিক রাক্ষস। তাঁহার মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামক তিনটি পুত্র ছিল (রাম)।

সুগ্রীব—মহারাজ রামচন্দ্রের বন্ধু এক বানর-রাজ। সূর্যের ঔরসে জন্ম। তিনি অগ্রজ বালীকে প্রতারণা করিয়া রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন বালী তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বনগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করেন এবং তাঁহার অনুরোধে রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসান। তিনিও রাম-চন্দ্রকে লঙ্কাসমরে প্রাণপণে সহায়তা করেন। তদবধি তাঁহারা চিরমিত্র (রাম)।

সুদামা—কৃষ্ণ বলরামের বাল্যসখা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ দ্বারকার প্রচুর ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইলেন, কিন্তু তিনি চিরদরিদ্রই রহিয়া গেলেন। তখন তিনি পত্নীর উপদেশে কৃষ্ণের দর্শনার্থ গমন করেন। কৃষ্ণ বাল্যবন্ধুকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁহার কৃপায় সুদামার দারিদ্র্য দূর হয় (ভাগ)।

সুদেরমান, হের্মান—Sudermann, Hermann)—(১৮৫৭—১৯২৮)। শক্তি-শালী জার্মান লেখক। পূর্ব-প্রুশিয়ায় তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'Frau Sorge' ইংরেজীতে অনূদিত হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার ১২৫ সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে 'Magada' অন্যতম।

সুদেষ্ণা—১। মৎস্যরাজ বিরাটের পত্নী। ২। বিরোচনপুত্র বলির স্ত্রী।

সুধন্বা—এক রাজকুমার। যুধিষ্ঠিরের অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরিয়া তিনি অর্জুনের সহিত বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া সম্মুখসমরে প্রাণ দিয়াছিলেন (ভারত)।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—(১৯০১—১৯৬০) বিশিষ্ট বৈদান্তিক মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র। আধুনিক বাঙলা-কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার অগ্রনায়কের ভূমিকা ছিল। তিনি 'পরিচয়' নামক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি কিছুকাল শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী', 'তন্বী' প্রভৃতি এবং প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'স্বগত', 'কুলায় ও কালপুরুষ' প্রভৃতি প্রধান।

সুনীতি—ভক্তবর ধ্রুবের জননী, মহারাজ উত্তানপাদের মহিষী। সুনীতি ও তাঁহার পুত্র ধ্রুবকে রাজা উত্তানপাদ অপরা মহিষী সুরুচির ভয়ে সম্যক্ আদর করিতেন না। ধ্রুব পরে ভগবান শ্রীহরির অনুগ্রহলাভে ধন্য হন (বিষ্ণু)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ—(জন্ম ১৮৯০)। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিভাগের ভূতপূর্ব খয়রা অধ্যাপক। বাংলাভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়া তিনি ইওরোপে যাত্রা করেন। ১৯২৭-এ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে গমন করেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক গুলির মধ্যে 'The Origin and Development of the Bengali Language' খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বইটির জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট্ উপাধি লাভ করেন। 'বৃহত্তর ভারত' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সমিতির তিনি সহ-সভাপতি। তিনি পশ্চিম-বঙ্গ বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৫২—১৯৬৫)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে ১৯৫৮ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দ্বারা এবং ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি একজন 'জাতীয়' অধ্যাপক।

সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ—(১৮৫৭—১৯৫৮)। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও জনসেবক। জন্ম শ্রীহট্টে। ১৮৮২ সালে ডাক্তারী পরীক্ষার পর তিনি কিছুকাল কর্পোরেশনে কাজ করেন, পরে আর. জি. কর ও ক্যাম্বেলে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তিনি ৩০ বৎসর ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। জাতীয় আয়ু-বিজ্ঞান কলেজের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ও জনহিতকর কার্যে তিনি সর্বদা লিপ্ত থাকিতেন।

সুপার্শ্ব—১। রাবণের এক ধার্মিক মন্ত্রী। রাবণ ইন্দ্রজিতের শোকে ক্ষিপ্ত হইয়া সীতা-বধে উদ্যত হইলে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করেন (রাম)। ২। সম্পাতির পুত্র। সম্পাতিকে তিনি প্রত্যহ বিন্ধ্যাচলে আহার যোগাইতেন (রাম)।

সুবল—১। গান্ধাররাজ্যের রাজা। তিনি দুর্যোধনের মাতামহ ছিলেন। সুবলের পুত্র শকুনি ও কন্যা গান্ধারী (ভারত)। ২। গোলোকে রাধিকার অন্যতম দ্বাররক্ষক (ব্রহ্মবৈ)। ৩। শ্রীকৃষ্ণের সখা (গর্গ)। ৪। 'বাসবদত্তা' নামক কাব্যের লেখক। তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বররুচির ভাগিনেয়।

সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, রাজা—(১৮৭৯—১৯২০)। ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য ইংলণ্ড গিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই ফিরিয়া আসেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে সন্ত্রাসবাদী দেশসেবকরা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য তিনি লক্ষ টাকা দান করিলে দেশবাসীরা তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দান করেন।

সুব্বিলুলিউমা—(Subbiluliuma)—(মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ১৩৪৫?)। দিগ্বিজয়ী হিটাইট্ সম্রাট্। তিনি আলেকজাণ্ডারের মত অসাধারণ সমরকুশল সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার বিজয়কীর্তি-স্মারক বহু শিলা ও মুদ্রা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সুব্রহ্মণ্য আয়ার—(১৮৫৫—১৯১৬)। মাদ্রাজের একনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক। তিনি মাদ্রাজ হিন্দুসভা, এবং 'হিন্দু' সংবাদ-পত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'স্বদেশ-মিত্রম্' পত্রিকাও প্রচার করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন এবং রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন, কিন্তু পরে ঐ অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের তিনি একজন সেবক ছিলেন। ১৮৮৫-এ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। 'Welby Commission'-এ সাক্ষ্য দিতে তিনি

ইংলণ্ডে যান। তিনি বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন এবং নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অর্জুনের অন্যতমা পত্নী। অর্জুন তাঁহাকে কৃষ্ণের পরামর্শে অপহরণ করিয়া বিবাহ করেন। এই উপলক্ষে যাদবগণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন। তাঁহার গর্ভে বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর জন্ম হয়। তিনি বীর রমণী, বীর-পত্নী ও বীরজননী ছিলেন (ভারত)।

সুভাষচন্দ্র বসু—(২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৭—২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫?)। বাংলার একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের সংগঠক ও অধিনায়ক। তাঁহার পিতা জানকীনাথ বসু কটকে সরকারী উকিল ছিলেন, সেখানেই তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ছাত্র হিসাবে অসাধারণ কৃতী ছিলেন। যোগ্যতার সহিত আই. সি. এস্. পাস করেন এবং ইংরেজী রচনায় প্রথম হন। ১৯২০-এ তিনি আই. সি. এস্. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি উচ্চ সরকারী কর্ম গ্রহণে অসম্মত ও কংগ্রেসের প্রচারকার্যে ব্রতী হন। তাঁহার কার্যকলাপে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২১-এ ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ড দেন। ১৯২৪-এ তিনি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ও পরে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হন। কয়েক মাস পরে তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁহার যক্ষ্মা ব্যাধির সূত্রপাত দেখা যায় এবং গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২৭-এ মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৯২৮-এ তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। সেই অবস্থায় তিনি একবার কারারুদ্ধ হন। পরে তাঁহাকে আবার নির্বাসিত করা হয়, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ায় গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাইতে দেন। বহু দেশ ঘুরিয়া অস্ট্রিয়া ও জার্মানীতে চিকিৎসা করাইয়া তিনি অনেকটা সুস্থ হন। তিনি রোগমুক্ত হইয়া দেশে ফিরিতে চান, কিন্তু অনুমতি পান না। অবশেষে ১৯৩৬-এ তাঁহাকে দেশে ফিরিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু বাংলায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বোম্বাইয়ে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া পুনরায় রাজবন্দী (state prisoner) করা হয়। অতঃপর মুক্ত হইয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য ডালহৌসী নামক স্থানে গমন করেন। ইহার পর তিনি আবার ইওরোপে যান। এখানে থাকিয়া তিনি শুনিতে পান যে তিনি হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৩৮-এর ২৪শে জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের পর ধীরে ধীরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়িয়া চলিতে লাগিল কিন্তু তাহা হইলেও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মনোনীত ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া-কে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। ইহার পর গান্ধীজী, জহরলাল ও অন্যান্য দলপতিদের পরামর্শে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ইহার পর সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ইহার পর ১৯৪০-এ হলওয়েল মনুমেণ্টের অপসারণ লইয়া তিনি আন্দোলন করেন এবং গ্রেফতার হন। পরে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নিজের গৃহেই অন্তরীণ হন ও ১৯৪১-এ ২৬শে জানুয়ারি নিখোঁজ হন। ১৯৪২, ১৫ই জানুয়ারি হইতে ২৭শে মার্চের মধ্যে তিনি কাবুলে যান, উত্তমচাঁদের নিকট আশ্রয় পান ও পরে মস্কোর পথে বার্লিন গিয়া উপস্থিত হন। এইবার বার্লিনে তিনি যুদ্ধ-বন্দীদের লইয়া Indian National Army গঠন করেন। তাহার পর জাপানে গিয়া (১৯৪৩) তিনি আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার "দিল্লী চলো" অভিযান কিছুটা সার্থক হয় ও তাঁহার সৈন্যদল ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে (কোহিমা, ১৯৪৪)। তারপর ১৯৪৫-এ জাপানী সৈন্যদের হটিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সরিয়া আসিতে হয়। তিনি ইন্দোচীনের ভোরেনে আসেন ও পরে টোকিও যাত্রা করেন। ইহার পরই খবর প্রচারিত হয় যে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখন কোথায়, কেহ তাহা জানে না। ইওরোপে অবস্থানকালে তিনি এমিল সেঙ্কেল নামে একটি ইওরোপীয় রমণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার একটি সন্তান আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের গুরু।

সুমালী—সুকেশ নামক এক ধার্মিক রাক্ষসের পুত্র। তাঁহার জন্য বিশ্বকর্মা স্বর্ণলঙ্কা নির্মাণ করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মাল্যবান্ ও মালী তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রীত করিয়া তাঁহার বরে তেজোদৃপ্ত ও অজেয় হইয়া উঠিলে দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু সুমালীকে পরাজিত করিয়া রাজধানী লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দেন। তাঁহার কন্যা নিকষা রাবণের জননী। সুমালী পরে রাবণের আশ্রয়ে লঙ্কায় কিছুদিন বাস করেন, কিন্তু রাবণের স্বর্গ জয়কালীন যুদ্ধে তিনি নিহত হন (রাম)।

সুমিত্রা—মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী। তিনি কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়ের নিকট হইতে যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাম ও লক্ষ্মণের বনবাস-কালে তিনি নিতান্ত কষ্টে কাল কাটান। তাঁহার শেষ জীবন সুখে কাটে (রাম)।

সুমুখ—সর্পবিশেষ। তিনি দেবরাজ-সারথি মাতলির কন্যাকে বিবাহ করেন। গরুড়ের ভয়ে তিনি মাতলির সাহায্যে ইন্দ্রালয়ে যান এবং ইন্দ্র তাঁহাকে দীর্ঘায়ু হইবার বর দেন। গরুড় ইন্দ্রলোকে গিয়া বল-পরীক্ষা করিতে চাহিলে তথায় উপস্থিত ভগবান্ তাঁহাকে দমন করেন এবং সুমুখ-নাগের সহিত তাঁহাকে মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া দেন।

সুযোধন—ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির হীনার্থক দুঃশব্দ উচ্চারণ করিতেন না বলিয়া পিতৃব্যপুত্র দুর্যোধনকে সুযোধন নামে অভিহিত করিতেন (ভারত)।

সুরথ—চৈত্রবংশীয় রাজা। কোলা তাঁহার অন্যতম রাজধানী। রাজ্য শত্রুহস্তগত হইলে তিনি মেধা মুনির আশ্রমে যান এবং চণ্ডী-দেবীর উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজ্যাদি ফিরিয়া পান (মার্ক)।

সুরভি—দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা। মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি পাতালে বরুণালয়ে অবস্থিতি করেন। তাঁহার স্তনধারা হইতে ক্ষীর নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া ক্ষীর-সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণের অনেকে অনেক মুনির আশ্রমে কামধেনুরূপে ছিলেন, তন্মধ্যে বশিষ্ঠের 'নন্দিনী' ধেনু অন্যতমা।

সুরসা—এক নাগরমণী। তিনি নাগকুলের জননী বলিয়া বর্ণিত। হনুমান্ যখন সাগর লঙ্ঘন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে রাক্ষসী-রূপে ছলনা করেন ও পরে প্রীতা হইয়া তাঁহাকে বর দিয়া চলিয়া যান (রাম)।

সুরুচি—রাজা উত্তানপাদের মহিষী। তিনি ভক্তবর ধ্রুবের বিমাতা। তাঁহার ঈর্ষা ও বাক্য-বাণে আহত হইয়াই ধ্রুব তপস্যার জন্য বনগমন করেন এবং পরে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল উত্তম (ভাগ)।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) (১৮৬৮—১৯৩০)। বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্য-কার গিরিশ ঘোষের পুত্র। তিনি অতীব উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। কলিকাতার বাগবাজারে তাঁহার জন্ম। তিনি বাল্যকাল হইতে পাড়ার ছেলেদের লইয়া দিন থাকিয়া

অভিনয় করিতেন। কিশোর বয়সে তিনি এমারেল্ড (Emerald) থিয়েটারে অভিনয় করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার হন। পরে তিনি মনোমোহন থিয়েটারের অধ্যক্ষ হন। তাঁহার অভিনীত সমস্ত ভূমিকাতেই অভিনবত্ব ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। হাস্য, বীর, করুণ —সর্ববিধ রসের ভূমিকা অভিনয়েই তিনি নিপুণ ছিলেন। তিনি ছায়াচিত্রে 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে অভিনয় করেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—(১৮৮৭—১৯৫২)। প্রখ্যাত দার্শনিক-অধ্যাপক। চট্টগ্রাম কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তিনি ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তিনি ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আমেরিকায় ও ইওরোপে অনেক বক্তৃতা দেন। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম-সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন (১৯৩৬)। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার লিখিত সাহিত্য ও দর্শন-বিষয়ক অনেকগুলি পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে 'History of Indian Philosophy' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১০ই নভেম্বর, ১৮৪৮—৬ই আগস্ট, ১৯২৫)। কলিকাতা-নিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণের পুত্র। তিনি একজন প্রসিদ্ধ দেশ-সেবক ও খ্যাতনামা বাগ্মী ছিলেন। ১৮৭১-এ তিনি বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আসিয়া শ্রীহট্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি কলিকাতার কয়েকটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্যে ব্রতী হন। পরে ১৮৮২-এ স্বপ্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৮-এ তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রের স্বত্ব কিনিয়া লন ও উহার সম্পাদকতা করেন। তিনি সাধারণের মঙ্গলের জন্য কয়েকটি নবপ্রবর্তিত আইনের বিরোধিতা করেন। লিটনের সংবাদপত্র দমনমূলক আইন তন্মধ্যে অন্যতম। ১৮৭৬-এ তিনি 'Indian Association' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহুদিন উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৩-এ মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিরূপে তিনি আইন-সভায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৯৭-এ নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরোধিতা করেন। জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ১৮৯৫-এ পুনা অধিবেশনের তিনি সভাপতি হন। ১৯০২-এ অষ্টাদশ অধিবেশনে (আমেদাবাদে) তিনি পুনরায় সভাপতি হন। বঙ্গবিচ্ছেদ-আন্দোলনের তিনি একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ১৯০৬-এ বরিশালে ঐ আন্দোলন উপলক্ষে তিনি গ্রেফতার হন কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার কোন শাস্তি হয় নাই। তিনি ১৯০৯-এ 'Press Conference' উপলক্ষে ইংলণ্ডে যান। তিনি ১৯১৮ হইতে মডারেট দলে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার-বিধি প্রবর্তিত হইলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন এবং ১৯২০-এ তিনি বাংলা গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্যকালে সুপ্রসিদ্ধ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (Local Self-Government Act) প্রবর্তিত হয়। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক 'A Nation in the Making' সে যুগের রাজনীতিক ইতিহাসের নিখুঁত চিত্র।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—(১৮৩৮—১৮৭৮)। কবি ও প্রবন্ধকার। জন্ম যশোহরের জগন্নাথপুর গ্রাম। পিতা প্রসন্ন-নাথ। স্কুল কলেজের শিক্ষালাভ বেশী না করিয়াও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সবিতা সুদর্শন' (কাব্য), 'বর্ষবর্তন' (কাব্য), 'ষড়ঋতুবর্ণন' (কাব্য), 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত', 'বিশ্বরহস্য' প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কর্নেল—(১৮৬১—১৯০৫)। প্রসিদ্ধ বাঙালী বীর। নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি অল্পবয়সেই কলিকাতায় London Missionary স্কুলে অধ্যয়ন করার সময় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি একখানি জাহাজে স্টুয়ার্ড হইয়া লণ্ডনে যান এবং ল্যাটিন, গ্রীক এবং রসায়ন ও গণিত কিছু কিছু শিক্ষা করেন। পরে তিনি একটি সার্কাস কোম্পানিতে যোগ দিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপলক্ষে তিনি জার্মানী এবং আমেরিকা (১৮৮৫) ভ্রমণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র হইতে তিনি ব্রেজিলে যান ও তদানীন্তন রাজধানী রাইও-ডি-জেনেরিয়োর রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তথায় কিছুদিন পরে তিনি সেনাবিভাগে যোগ দেন (১৮৮৭)। ১৮৯৩-এ একটি বিদ্রোহ দমনে তিনি অসম সাহস দেখান এবং প্রথম লেফটেন্যান্টের পদে উন্নীত হন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি কর্নেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯০৫-এ রাইও-ডি-জেনেরিয়ো নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—(১৮৭০—১৯২২)। সাংবাদিক ও লেখক। কলিকাতায় তাঁহার জন্ম, পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার . আশমালী গ্রামে। পিতা গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র, (তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র)। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি সেই পত্রিকার (পরে 'সাহিত্য' নাম দেওয়া হয়) তিনি আজীবন সম্পাদক ছিলেন। তিনি যোগ্যতার সহিত ব্যঙ্গ রচনার সাহায্যে স্পষ্টকথা সর্বত্র বলিতে পারিতেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বাগ্মীও ছিলেন। 'রণভেরী', 'ইওরোপের মহাসমর', 'ছিন্নহস্ত', 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ—(১৮৬৫—১৯২০)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসাবিশারদ ডাক্তার। হুগলী জেলার ভুরসুট-বামুনপাড়া গ্রামে জন্ম। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এম্. বি. ও পরে এম্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত হন। সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। রোগ-চিকিৎসা ও অস্ত্র-চিকিৎসাতে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের প্রবর্তক-গণের অন্যতম। তিনি সেখানে বিনা পারিশ্রমিকে অস্ত্র-চিকিৎসা করিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিনডিকেটের সভ্য ছিলেন। ইওরোপীয় মহাসমরে মেসপটেমিয়ার আহতগণের শুশ্রূষার জন্য 'বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর' (Bengal Ambulance Corps) নামে সেবকবাহিনী গঠন তাঁহারই উদ্যোগের ফল।

সুল্লা, লুসিয়াস (Sulla, Lucius)—(খ্রীঃ পূঃ ১৩৮—৭৮ অব্দ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি। কয়েক বৎসরের জন্য তিনি রোমের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত হন। তিনি বহু আইন বিধিবদ্ধ করেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের হস্তে ক্ষমতা দেওয়াই তাঁহার আইন-গুলির উদ্দেশ্য ছিল।

সুশর্মা—ত্রিগর্তের রাজা। তিনি বিরাটের সেনাপতি কীচকের নিকট পরাজিত হইয়া দুর্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কীচক ভীমহস্তে নিহত হইলে দুর্যোধনকে বিরাটের গোধন অপহরণ কার্যে প্ররোচিত করেন। তিনি কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন

এবং শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার অধিনায়ক হইয়া অর্জুনহস্তে নিহত হন (ভারত)।

সুশ্রুত—চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি। ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে বিবিধ রোগের চিকিৎসার কথা বলিয়াছিলেন (অগ্নি)। তাঁহার রচিত 'সুশ্রুত-সংহিতা' নামে গ্রন্থ আছে।

সুষেণ—কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর-দলপতি। তিনি কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর শ্বশুর ছিলেন। লঙ্কাসমরে তিনি আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি লঙ্কাসমরেও উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুন্মালী নামক প্রসিদ্ধ রাক্ষস নরপতিকে তিনি বধ করেন (রাম)।

সূত—এক প্রাচীন ঋষি। তিনি মহামুনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে সাধারণ্যে পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন (বিষ্ণু)।

সু, মেরি জোজেফ ইউজিন (Sue, Marie Joseph Eugene)—(১৮০৪—১৮৫৭)। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'Les Mysteres de Paris' প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'Les Mysteres de Peuple' রাজদ্রোহকর বলিয়া ফ্রান্সে নিষিদ্ধ হয়। তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৮৫১-এ নির্বাসিত হন।

সুরদাস—প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও বেদান্ত ভাষ্যকার বল্লভাচার্যের শিষ্য। তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি প্রায় এক লক্ষ গীত রচনা করিয়া 'সুরসাগর' নামে হিন্দী গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন।

সূর্য—আদিত্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেব। কশ্যপমুনির ঔরসে, অদিতির গর্ভে তাঁহার জন্ম। তাঁহার দুই পত্নী—সংজ্ঞা ও ছায়া। সংজ্ঞার গর্ভে মনু ও যম নামে পুত্রদ্বয় এবং যমুনা নামে কন্যা হয়। পরে ছায়ার গর্ভে শনি নামে পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যা জন্মে। অতঃপর সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। কুন্তীর গর্ভে তাঁহার কর্ণ নামে এক পুত্র জন্মে (ভারত)। সুগ্রীবও তাঁহার পুত্র (রাম)।

সূর্যকুমার চক্রবর্তী (ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তী)—(১৮২৬—১৮৭৪)। খ্যাতনামা বাঙালী চিকিৎসক। তিনি মেডিকাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ গুডিভের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং পরে তাঁহারই উদ্যোগে বিলাতে গিয়া এম্‌. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহারই প্রভাবে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। সাধারণের নিকট তিনি ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত। তিনি প্রথমে মেডিকাল কলেজের অধ্যাপক হন, পরে বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্ত হন।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী—(১৮৩২—১৮৯৪)। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাব্রতী। হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্ম। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে উচ্চ উপাধি লইয়া বাহির হন। পরে সরকারী কার্য লইয়া ক্রমশঃ তিনি সৈনিকবিভাগের চিকিৎসক হন। অতঃপর তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কর্ম করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা তিনি পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া ইংরেজ কর্মচারীদের সতর্ক করিয়া দেন। পরে তিনি সৈনিকবিভাগের ব্রিগেড সার্জন হন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সৈনিকদের চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য ছিলেন। ফ্যাকালটি অব মেডিসিনের তিনি প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন।

সুশর্মা—ত্রিগর্তদেশের রাজা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পাণ্ডবদিগের হস্তে নিহত হন। অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল (ভারত)।

সূর্য সেন—(?—২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২)। দুঃসাহসিক বিপ্লবী বীর। তিনি 'মাস্টার-দা' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। ১৯২৯-এর ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তিনি নায়ক ছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, লোকনাথ বল এবং আরও অনেকে তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। তিনি ধরা পড়েন ও বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়।

সেকেন্দর লোদী—(রাজত্বকাল ১৪৮৮—১৫১৭)। পাঠান নৃপতি বহ্‌লুল লোদীর পুত্র। তিনি ১৪৮৮-এ পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। তিনি ১৪৯৪-এ বিহার প্রদেশ জয় করেন।

সেকেন্দর শাহ্‌—১। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলার স্বাধীন মুসলমান নৃপতি সামসুদ্দিন ইলিয়াসের পুত্র। তিনি ১৩৫১-এ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং গৌড় হইতে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার আমলে বহু মুসলমান পীর এদেশে আসেন এবং বহু হিন্দু ঐ সময় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। তিনি পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন। বৃদ্ধাবস্থায় বিদ্রোহী পুত্রের সহিত যুদ্ধে তাঁহার জীবনান্ত হয়। ২। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে এই নামে প্রসিদ্ধ ['আলেকজাণ্ডার' দ্রঃ]।

সেন্ট ক্লেয়ার, ডেভিল (Sainte Claire, Deville)—(১৮১৮—১৮৮১)। প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার গবেষণা মূল্যবান্‌। তিনি নাইট্রোজেন পেণ্টক্সাইড (Nitrogen Pentoxide) আবিষ্কার করেন।

সেন্ট পিয়ার (St. Pierre)—(১৭৩৭—১৮১৪)। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক। তিনি প্রসিদ্ধ রুসোর বন্ধুত্ব অর্জন করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে 'Paul et Virginne' সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার কয়েকখানি রচনা অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

সেন্ট বাভ (St. Beuve)—(১৮০৪—১৮৬৯)। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক। তিনি ভিক্টর হিউগোর বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ রচনার মধ্যে ১৮৫৭-এ লিখিত 'Premiers Sundis' প্রভৃতি ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত পুস্তকাবলী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

সেনানায়ক (Senanayake, Don Stephen)—(২০শে অক্টোবর, ১৮৮৪—২২শে মার্চ, ১৯৫২)। সিংহলী রাজনীতিবিদ্‌। তিনি ১৯২২-এ সিংহল ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হন। তিনি সংযুক্ত জাতীয় দলের নেতা ছিলেন। ১৯৪৭-এ সিংহল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইলে তিনি উহার প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার পুত্র ডাডলি সেনানায়ক তাঁহার পর মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

সেনেকা, লুসিয়াস অ্যানিয়াস (Seneca, Lucius Annius)—(? খ্রীঃ পূঃ ৪—৬৫ খ্রীঃ)। রোমের দার্শনিক ও লেখক। তিনি কুখ্যাত সম্রাট্‌ নীরোর প্রিয়পাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি সম্রাটের কু-নজরে পড়েন এবং ষড়্‌যন্ত্রের অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করা হয়। তিনি বহুবিধ বিষয়ে রচনা রাখিয়া গিয়াছেন।

সেন্যাকেরিব (Sennacherib)—(রাজত্বকাল ৭০২—৬৮০ খ্রীঃ পূঃ)। অ্যাসিরিয়ার (Assyria) রাজা। তিনি নিনেভে (Nineveh) নামক স্থানে একটি অতি রমণীয় প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্যালেস্টাইন আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে তাঁহার ১,৮৫,০০০ সৈন্য ঈশ্বরের ক্রোধে বিনষ্ট হয়।

সেমিরামিস (Semiramis)—(জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ ২১৮২)। অ্যাসিরিয়ার (Assyria) রানী। তিনি 'নিনেভে' (Nineveh) নগরের প্রতিষ্ঠা করেন।

সেমেলি (Semele)—গ্রীক-দেবতা ব্যাকাসের (Bacchus) জননী। তিনি জুপিটারের প্রণয়পাত্রী ছিলেন। জুনো ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহার মৃত্যু ঘটান। তখন তাঁহার গর্ভে Bacchus- ছিলেন। জুপিটার নিজশক্তিবলে Bacchusকে বাঁচাইয়া রাখেন।

সেকিন্দর শাহ্‌ সুর—(রাজত্বকাল ১০৩৪—১০৫৫)। শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি

ইস্লাম শাহ্‌, শূর নামেও পরিচিত। শের শাহের পরে তিনি রাজা হন।

সেলকার্ক, আলেকজাণ্ডার (Selkirk, Alexander)—(১৬৭৬—১৭২১)। স্কটিশ নাবিক। ১৭০৩-এ তিনি উইলিয়াম ড্যামপিয়ারের অধীনে দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করেন, কিন্তু কাপ্তেনের কথার অবাধ্য হওয়ার জন্য তাঁহাকে 'জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ' নামক স্থানে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয়। তিনি সেই স্থানে চারি বৎসরের উপর থাকেন। এই ঘটনা হইতেই প্রসিদ্ধ লেখক 'ডিফো' (Defoe) 'রবিনসন ক্রুসোর' গল্প রচনা করেন।

সৈয়দ আহ্‌মদ—'আহ্‌মদ' দ্রঃ।

সৈয়দ মর্তুজা—(১৬শ শতক)। বৈষ্ণব কবি। তিনি একজন মুসলমান ফকির ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায় জন্ম। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার একটি পদ পাওয়া যায়। তিনি তান্ত্রিক সাধনা করিতেন। তাঁহার রচনা সরল, ছন্দোবদ্ধ ও অলংকারশূন্য। জঙ্গীপুরের প্রান্তে সুতী নামক স্থানে তাঁহার সমাধি আছে।

সৈরিন্ধ্রী—রাজ-অন্তঃপুরে যে সকল পরিচারিকা নারীদের কেশ-সংস্কার কার্যে ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদের সৈরিন্ধ্রী বলা হইত। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট রাজ-অন্তঃপুরে ঐভাবে বাস করিতেন (ভারত)।

সোডী, ফ্রেডারিক (Soddy, Frederick)—(জন্ম ১৮৭৭)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তাঁহার রেডিও সম্বন্ধে মূল্যবান্‌ গ্রন্থ আছে। তিনি ১৯২১-এ রসায়নশাস্ত্রে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

সোবিয়েস্কি, জন (Sobieski, John)—(১৬২৪—১৬৯৬)। পোল্যাণ্ডের রাজা। ১৬৭৪ হইতে তিনি রাজত্ব করেন। কসাক, তাতার ও তুর্কী প্রভৃতি জাতিদিগের আক্রমণ হইতে তিনি দেশকে রক্ষা করেন।

সোম—১।—চন্দ্রের এক নাম ['চন্দ্র' দ্রঃ]। ২। প্রাচীন ঋষি। পিতা অত্রি। তিনি বিষ্ণুর তপস্যা করিয়া বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেন। বিষ্ণু বর দিতে চাহিলে তিনি নিখিল গ্রহ, নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপত্য চান। কিন্তু বিষ্ণু তাহা দিতে অসম্মত হন। তখন সোম আবার তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে তৃতীয়বারে বিষ্ণু উক্ত বর দেন (স্কন্দ)।

সোমদত্ত—প্রাচীন রাজা। তাঁহার পুত্রের নাম ভূরিশ্রবা। তিনি যদুবংশীয় বীর শিনির নিকট লাঞ্ছিত ও পদাহত হন। মনোদুঃখে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করেন যে তাঁহার পুত্র শিনির পৌত্রকে পরাজিত ও পদাহত করিবে। পরে কৌরবসমরে তাঁহার পুত্র শিনির পৌত্র সাত্যকিকে পরাস্ত ও অপমানিত করেন বটে, কিন্তু পরে অন্যায় ভাবে অর্জুন তাঁহার হস্তচ্ছেদ করিলে সাত্যকি তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত করেন (ভারত)।

সোমদেব ভট্ট—(১০০০ শক?)। 'কথাসরিৎসাগর'-নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকার রচয়িতা। তিনি কাশ্মীরের রাজা অনন্তদেবের রানী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সোমেশচন্দ্র বসু—(১৮৮৮—১৯২৯)। অসাধারণ মানসশক্তিসম্পন্ন ধীমান্‌ গণিতজ্ঞ। তাঁহার নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। তাঁহার খ্যাতি ভারতের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একশত অঙ্কের সংখ্যাকে একশত অঙ্কের সংখ্যা দিয়া তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুখে মুখে গুণফল বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি বহু দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করেন, তন্মধ্যে আমেরিকা অন্যতম। তাঁহার অমানুষিক শক্তি ও বিদ্যা দেখিয়া আমেরিকায় তাঁহাকে ১৫০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি রাজী হন নাই। তিনি বলিতেন, চিন্তা, একাগ্রতা, পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা অনেকেই অল্পবিস্তর এইরূপ দুরূহ গণনাবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন। গণিত ও মানস-গণনা সম্বন্ধে তিনি বহুদেশে, বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে, বহু বক্তৃতা দিয়াছেন।

সোয়ান, জন (Soane. Sir John)—(১৭৫৩—১৮৩৭)। প্রসিদ্ধ স্থপতি। তিনি নিজস্ব জাদুঘর, গ্রন্থাগার, চিত্রাবলী প্রভৃতি উইল করিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া যান। 'সার জন সোয়ান' জাদুঘর তাঁহার নিজ বসতবাটীতেই অবস্থিত।

সোরাব—ইরান দেশের বিখ্যাত বীর। পিতার নাম রুস্তম, মাতার নাম তাহ্‌মিনা। বিবাহের পর তাহ্‌মিনার গর্ভাবস্থায় রুস্তম ইরানে চলিয়া যান। রুস্তম চলিয়া গেলে তাহ্‌মিনার যে পুত্র হয়, সেই পুত্রই সোরাব নামে পরিচিত। অতএব, পুত্র পিতাকে দেখিলেন না, পিতা পুত্রকে চিনিলেন না। সোরাব বড় হইয়া একদিন পিতাকে দেখিবার জন্য আকুল হইলেন। পিতাকে দেখিবার জন্য পথে আসিতে আসিতে তিনি ইরান দেশের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে আগত একদল সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে রুস্তমও ইরানী সৈন্যের সেনাপতিরূপে বিরুদ্ধ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি রুস্তমের হস্তে আহত হইলেন। পরে মাতৃদত্ত প্রমাণ দেখাইলে রুস্তম নিজ পুত্রকে চিনিলেন। তিনিও পিতাকে চিনিলেন। অতঃপর পিতার ক্রোড়েই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সোলোন (Solon)—(খ্রীঃ পূঃ ৬৩৮—৫৫৮ অব্দ)। এথেন্সের বিজ্ঞ-সপ্তকের অন্যতম এবং আইনজ্ঞ পণ্ডিত। সালামিস দ্বীপে জন্ম। তিনি জ্ঞানার্জনার্থ নানাদেশে পর্যটন করেন। প্রথমতঃ সালামিস দ্বীপ এথেন্সের হস্তচ্যুত হওয়ায় তিনি একটি উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা রচনা করেন। তাহার ফলে তাঁহারই নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং সালামিস পুনরধিকৃত হয়। তিনি আইনশাস্ত্রে কতকগুলি বিধি প্রবর্তিত করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বিপুল যশোলাভ হয়। তিনি অতঃপর বহুদেশে ভ্রমণ করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। তিনি দেশে ও বিদেশে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সৌকৎ আলি, মৌলানা—(১৮৭৩—?)। প্রসিদ্ধ রাজনীতিক। রামপুর রাজ্যে জন্ম। সরকারের আবগারি-বিভাগে তিনি পনর বৎসর কাজ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি অন্তরীণ হন। ১৯১৯—২০-এ তিনি খিলাফৎ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান করেন। পরে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতীয় মোস্লেম লীগের নেতা হন। গোল-টেবিল বৈঠকে তিনি প্রতিনিধি হইয়া গমন করেন। ১৯৩৪-এ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য হন।

সৌদাস—কল্মাষপাদের অপর নাম ['কল্মাষপাদ' দ্রঃ]।

সৌভরি—প্রাচীন মুনি। তিনি জলমধ্যে থাকিয়া অযুত বর্ষ তপস্যা করেন। জলের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি মৎস্যগণের গার্হস্থ্য-ধর্ম দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি মহারাজ মান্ধাতার শতকন্যাকে বিবাহ করেন। সৌভরি যখন জলমধ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সে সময় গরুড় মৎস্যরাজকে বধ করেন। তাহা দেখিয়া মুনির দুঃখ হয় এবং তিনি গরুড়কে শাপ দেন যে, সে যদি মৎস্যগণের অনিষ্ট করে তবে তাহার প্রাণনাশ হইবে (ভাগ)।

স্কট, ক্যাপ্টেন (Scott, Captain Robert Falcon)—(১৮৬৮—১৯১২)। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ নাবিক ও পর্যটক। তিনি ১৯০০ হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত কুমেরু-অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তিনি অতীব

দুঃসাহসী ও সুনিপুণ নাবিক ছিলেন। এক সময়ে তিনি Ross দ্বীপ ও Edward VII দ্বীপ আবিষ্কার করেন। অতঃপর পোল-অভিযানে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিতীয় বার পোল-অভিযানে তিনি সফলকাম হন কিন্তু ফিরিবার পথে সঙ্গীদের সহিত মেরুপ্রদেশের দুঃসহ শীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্কট, ওয়াল্টার (Scott Sir Walter)—(১৭৭১—১৮৩২)। স্কটল্যাণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও কবি। ঔপন্যাসিক হিসাবে সে সময় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহার বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 'Waverly Novels' অন্যতম। তাঁহার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'The Lady of the Lake' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার অন্যান্য রচনা—'The Lay of the Last Minstrel,' 'Marmion', 'The Lord of the Isles', 'Guy Mannering', 'Rob Roy' ইত্যাদি।

স্কন্দ—দেব-সেনাপতি। তিনি অগ্নির ঔরসে স্বাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ভারত) ['কার্তিকেয়' দ্রঃ]।

স্কন্দগুপ্ত—(রাজত্বকাল ৪৫৫—৪৬৭)। গুপ্তবংশীয় রাজা। পিতা প্রথম কুমারগুপ্ত। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজ্যলাভের পূর্বে পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়। রাজ্যলাভ করিয়া তাঁহাকে দুর্দান্ত হূণ জাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণ রোধ করিয়া যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্কন্দগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্কেলটন, জন (Skelton, John)—(১৪৬০—১৫২৯)। ইংরেজ কবি। প্রথমতঃ তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন, কিন্তু পরে ব্যঙ্গ-কবিতা দ্বারা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার ব্যঙ্গ-গ্রন্থের মধ্যে 'Why Came ye not to Courte' অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

স্টাইন, অরেল (Stein, Sir Mark Aurel)—(২৬শে নভেম্বর, ১৮৬২—২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৩)। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্। বুডাপেস্টে জন্ম। পিতা নিকোলাস। ড্রেসডেনে ও বুডাপেস্টে শিক্ষালাভ। পরে ভিয়েনায় প্রাচ্যভাষা ও প্রত্নতত্ত্ব শেখেন। তিনি লাহোরে Oriental College-এর অধ্যক্ষ ছিলেন ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল হন। উত্তর চীনে তিনি খননকার্য চালাইয়া নানা গবেষণা করেন এবং এই খননকার্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি 'The Thousand Buddhas', 'Chronicle of Kings of Kashmir' (কহ্লণ প্রণীত রাজতরঙ্গিণীর আক্ষরিক অনুবাদ) প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

স্টালিন (Stalin)—(২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৯—৫ই মার্চ, ১৯৫৩)। সোভিয়েৎ রাশিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রনেতা। পূর্বনাম জোসেফ ভিসারিওনোভিচ জুগাসভিলি। ইস্পাতের মত কঠিন ছিলেন বলিয়া লেনিন নাকি তাঁহাকে স্টালিন নাম দেন বলিয়া কথিত আছে। জর্জিয়া-অঞ্চলে গোরী নামক শহরে জন্ম। পিতা চাষী হইলেও মুচির কাজ করিতেন। তিনি পনেরো হইতে উনিশ বৎসর পর্যন্ত স্কুলে পড়েন। পরে ১৯১৭ পর্যন্ত তিনি ঘোর বিপ্লবী ছিলেন। ১৯১২-এ তিনি ডুমাতে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের বলশেভিকদের নেতার কাজ করেন। ১৯১৩-এ তিনি 'প্রাভদা'র সম্পাদক হন। পরে তিনি কারারুদ্ধ হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৯১৭-এ বিপ্লব-আন্দোলনের সফলতার ফলে তিনি নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসেন, এবং ১৯২১-এ লেনিন তাঁহাকে কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল করেন। লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসচিব হন (১৯২৪—৪১)। ১৯৪১-এ জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করিলে তিনি উহার প্রতিরোধ করেন। ১৯৪২-এ চার্চিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি 'Council of People's Commissar'-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৩-এ সামরিক কার্য-কৌশলের জন্য তাঁহাকে 'মার্শাল' উপাধি দেওয়া হয়। চার্চিল, রুজভেল্ট ও ট্রুম্যানের সঙ্গেও তিনি আরও দু'একবার রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেন।

স্টিফেন, লেজ্‌লি (Stephen Sir Leslie)—(১৮৩২—১৯০৪)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক, সমালোচক ও জীবনী-সংগ্রাহক। তিনি বহু পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'Hours in a Library'-নামক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'Dictionary of National Biography' তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

স্টিফেনসন, জর্জ (Stephenson, George)—(১৭৮১—১৮৪৮)। লোকো-মোটিভ এঞ্জিন-নির্মাতা। James Watt-এর স্টীম এঞ্জিনের পরেই তিনি লোকো-মোটিভ এঞ্জিন নির্মাণ করিয়া বিখ্যাত হন। ১৮২৪-এ তিনি যে এঞ্জিনের দ্বারা গাড়ি চালান, উহা ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ৩৮ খানি গাড়ি লইয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছিল।

স্টিভেনসন, রবার্ট (Stevenson, Robert)—(১৭৭২—১৮৫০)। আলোক-গৃহের নির্মাতা হিসাবে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। জন্ম গ্লাসগোয়। বেল রক্ নামক পাহাড়ে নির্মিত আলোকগৃহটি তাঁহার কীর্তির পরিচায়ক। তিনি সমুদ্রে আলো ফেলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে ফ্ল্যাশিং সিস্টেম (Flashing System) বলা হয়।

স্টিভেনসন, রবার্ট লুই (Stevenson, Robert Louis)—(১৮৫০—১৮৯৪)। সুবিখ্যাত স্কটল্যাণ্ডদেশীয় কবি ও লেখক। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হইয়া (১৮৬৭) তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়েন এবং উহা ত্যাগ করিয়া আইন পড়িতে থাকেন। ফুসফুসের রোগ থাকায় তিনি ভ্রমণ করিতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। পরিণত বয়সে (১৮৮৮) তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে স্যামোয়া নামক স্থানে Vailima নামে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বসবাস করেন। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাকে Tusitala (গল্প-লেখক) এই নামে ডাকিত। 'Kidnapped', 'Treasure Island', 'Dr. Jekyll and Mr. Hyde' (রহস্যাস), 'A Child's Garden of Verses' (কবিতা) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

স্টেফ্যান্‌সন (Stefansson, Vilhjalmur)—(জন্ম ১৮৭৯)। বিখ্যাত মেরু-অভিযানকারী। নিবাস ছিল আইসল্যাণ্ডে। তাঁহার পিতা প্রথমে কানাডায় পরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন। তিনি ১৯০৬-এ উত্তরমেরুর দিকে যাত্রা করেন এবং সারা শীতকাল এস্কিমোদের সহিত বাস করেন। এইখানে বাসকালে তিনি ডাঃ অ্যাণ্ডার্সনের সহিত উত্তরমেরুতে চারি বৎসর কাটান।

স্টো, মিসেস হ্যারিয়েট বীচার—(Stowe, Mrs. Harriet Elizabeth Beecher)—(১৮১১—১৮৯৬)। সুবিখ্যাত মার্কিন মহিলা ঔপন্যাসিক। বিবাহের পূর্বে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বিখ্যাত দাসপ্রথাবিরোধী উপন্যাস 'Uncle Tom's Cabin' ('টম কাকার কুটির'—চণ্ডীচরণ সেন অনূদিত) ১৮৫১—৫২-এ প্রকাশিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা রহিত করিতে এই পুস্তক অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল।

স্ট্রিণ্ডবার্গ, জোহান অগাস্ট—(Strindberg, Johan August)—(১৮৪৯—১৯১২)। সুইডেনের উচ্চাঙ্গের লেখক ও নাট্যকার। তাঁহার রচনার মধ্যে প্রচুর মৌলিকত্ব আছে।

স্তালিন—'স্টালিন' দ্রঃ।

স্পিক, ক্যাপ্টেন (Speke, Capt. John Hanning)—(১৮২৭—১৮৬৪)। আবিষ্কারক। ১৮৬২-এ ক্যাপ্টেন গ্রান্টের সহিত শ্বেত নীলের প্রধান উৎপত্তিস্থল 'কাগেরা' (Kagera) আবিষ্কার করেন। তিনি আফ্রিকার 'ট্যাঙ্গানাইকা' হ্রদ (১৮৫৬) ও 'ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা' হ্রদ (১৮৫৮) আবিষ্কার করেন।

স্পিনোজা, বারুক (Spinoza, Baruch)—(১৬৩২—১৬৭৭)। বিখ্যাত দার্শনিক। আমস্টার্ডাম নগরে ইহুদীবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি যে দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন, তাহা ইহুদী ধর্মের বিরোধী। এই বিরুদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হয়। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। 'Ethics' তাঁহার লিখিত পুস্তক।

স্পেনসর, এডমাণ্ড (Spenser, Edmund)—(১৫৫২—১৫৯৯)। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি। তিনি 'Shepherd's Calendar' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া রানী এলিজাবেথের দৃষ্টিপথে পতিত হন। তাঁহাকে পরে আয়ার্ল্যাণ্ডের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির কিয়দংশ প্রদান করা হয়। ঐস্থানে থাকার সময় তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Faerie Queene' রচনা করেন। ১৫৯৮-এ তাঁহার সম্পত্তি ও দুর্গ পোড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্পেনসার, হার্বার্ট (Spencer, Herbert)—(১৮২০—১৯০৩)। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। তিনি প্রথম জীবনে এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে 'Principles of Psychology' এবং 'The System of Synthetic Philosophy' প্রসিদ্ধ। তিনি ক্রমবিবর্তনবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

স্ফিংক্স (Sphinx)—এক রাক্ষস। এই রাক্ষস থিবসের নিকটে বসবাস করিত। ইহার নারীর ন্যায় মস্তক, সিংহের ন্যায় দেহ ও পক্ষীর ন্যায় পক্ষ ছিল। এই রাক্ষস পথিকগণকে হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিত, উত্তর দিতে না পারিলে তাহাদিগকে গ্রাস করিত। ঈডিপাস একটি হেঁয়ালীর উত্তর দেয়। ইহাতে এই রাক্ষস আত্মহত্যা করে। মিশরে এই প্রাণীর একটি প্রস্তরময় মূর্তি বিখ্যাত (গ্রীক পুঃ)।

স্বর্ণকুমারী দেবী—(? ১৮৫৫—৩রা জুলাই, ১৯৩২)। বাংলার বিদুষী উপন্যাস-রচয়িত্রী। জন্ম কলিকাতায়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সহোদরা। স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল। পিতৃগৃহে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি বোম্বাইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম যোগ্য মহিলা ঔপন্যাসিক। তিনি বহু উপন্যাস প্রণয়ন করেন এবং 'ভারতী'-নামক মাসিক পত্র বহুদিন সম্পাদনা করেন। কবিতা ও নাট্যরচনাও তিনি করিয়াছিলেন। তবে উপন্যাস-গল্পেই তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬)। 'ছিন্নমুকুল', 'নিবারয়াজ', 'কাহাকে ?', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি' তাঁহার অন্যান্য রচনা। 'স্নেহলতা' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সাহিত্যসাধনার জন্য তিনি কিছু পুরস্কার লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভ করেন ও ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী হন (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)।

স্বর্ণময়ী, মহারানী—(১৮২৭—১৮৯৭)। বাংলার অন্তর্গত কাশিমবাজারের প্রসিদ্ধ ভূস্বামিনী। তিনি অতি দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে। সুলক্ষণা বলিয়া কাশিমবাজার-রাজের কুমার কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি দুইটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু তাহারা বাল্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। ১৮৪৫-এ তাঁহার স্বামী আত্মহত্যা করেন এবং উইলে স্ত্রীধন ব্যতীত সমুদায় সম্পত্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে অর্পণ করিয়া যান। পরে তিন বৎসর মকদ্দমার পর স্বর্ণময়ী প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইলেন যে তাঁহার স্বামী উইল করার সময় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, সুতরাং উইল অসিদ্ধ। অতঃপর তিনি এই বিপুল জমিদারি অতীব শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করেন। তাঁহার দান ও পরোপকার লোকপ্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে 'মহারানী' উপাধি দেন। জনশিক্ষা বিস্তারে, জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ নিবারণে তাঁহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি জনহিতকর কার্যে আরও বহু দান করিয়া গিয়াছেন।

স্বামিজী, মহারাজ—(১৮১৮—১৮৭৮)। এক সাধক। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল শিবদয়াল সিংহ। তিনি বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরারাধনাপরায়ণ ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ ফারসীতে রচনা করেন। তিনি প্রথমতঃ কিছুদিন ডাক-বিভাগে কার্য করেন; কিন্তু সাধনার ব্যাঘাত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি বল্লভগড়ে রাজবাটীর গৃহশিক্ষক হইয়া কিছুদিন ছিলেন। অতঃপর সে কর্মও পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি নির্জন সাধনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাঁহার প্রবর্তিত মতের নাম রাধাস্বামী মত। সত্যানুরাগ, সত্যনাম, সত্যগুরু এবং সৎসঙ্গ এই চারিটি তাঁহার মূলমন্ত্র। ইহার অপর নাম সন্তমত। তিনি ৬০ বৎসর বয়সে স্বেচ্ছায় সমাধিবলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ আছে, 'সারবচন নজ্ম্' এবং 'সারবচন নস্র'।

স্বায়ম্ভুব (মনু)—'মনু' দ্রঃ।

স্বারোচিষ (মনু)—'মনু' দ্রঃ।

স্বাহা—১। অগ্নিপত্নী। তিনি দক্ষের অন্যতমা কন্যা ছিলেন (ভাগ, পদ্ম)। ২। যজ্ঞস্থলে ঋষিপত্নীদের দেখিয়া অগ্নি কামাসক্ত হন। স্বাহা ইহা বুঝিতে পারিয়া ঋষিপত্নীদিগের রূপ ধারণ করেন ও অগ্নির সহিত মিলিত হন। সেই মিলনের ফলে দেব-সেনাপতি স্কন্দের জন্ম হয় (ভারত)।

স্মলেট, টোবিয়স জর্জ (Smollett, Tobias George)—(১৭২১—১৭৭১)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাঁহার প্রণীত বহু উপন্যাস রঙ্গরসের খনি। তন্মধ্যে 'Roderick Random', 'Humphry Clinker' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্মাইল্স্, ডক্টর স্যামুয়েল (Smiles, Dr. Samuel)—(১৮১২—১৯০৪)। ইংরেজ লেখক। তিনি প্রথমতঃ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু পরে 'Self-help', 'Character' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হন। তিনি নিজের একখানি জীবনীও লিখিয়া গিয়াছেন।

স্মাট্স্, জেনারেল (Smuts, General Jan Christian)—(২৪শে মে, ১৮৭০—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০)। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা এবং প্রসিদ্ধ সৈনিক। তিনি জাতিতে বুয়র। তিনি ১৯১৯ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্নমেণ্টে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বুয়র যুদ্ধে একজন অগ্রণী ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তিরক্ষায় জন্য নিজের সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করেন। ১৯৪৮-এ তিনি ডাঃ মালানের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হন।

স্মিথ, অ্যাডাম (Smith, Adam)—(১৭২৩—১৭৯০)। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও অর্থনৈতিক মনস্বী। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে 'Wealth of Nations' সমধিক প্রসিদ্ধ এবং জগতের সর্বত্র সমাদৃত।

তাঁহার অর্থনীতিক মতবাদসমূহ অর্থনীতিজগতে বিপ্লব আনয়ন করে।

স্মিথ, ক্যাপ্টেন জন (Smith, Captain John)—(১৫৮০—১৬৩১)। দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক। তিনি ১৬০৫-এ ভার্জিনিয়ার একটি অভিযানে গমন করেন এবং Jamestown নামক নগর স্থাপন করেন।

স্মেটন, জন (Smeaton, John)—(১৭২৪—১৭৯২)। লৌহ গলাইবার জন্য তিনি বাতাস দিবার একটি উন্নত প্রণালীর যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এডিসটোন আলোক-স্তম্ভ পুড়িয়া গেলে তিনি তাহা পুনরায় নির্মাণ করেন।

স্যাটার্ন (Saturn)—রোমকদের প্রাচীন-তম দেবতাবিশেষ। তিনি স্বীয় পুত্রদিগকে জন্মিবামাত্র খাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রিয়া (Rhea) তাঁহাকে পুত্রের পরিবর্তে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড খাইতে দিতেন। এইরূপে কয়েকটি পুত্র মৃত্যুর হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া রহিলেন, তন্মধ্যে জুপিটার, নেপচুন ও প্লুটো ছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে তাঁহার পুত্র জুপিটার পরে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (বৈদে পুঃ)।

স্যান্টস-ডিউমন্ট, অ্যালবার্টো (Santos-Dumont, Alberto)—(১৮৭৩—১৯৩২)। প্রসিদ্ধ বৈমানিক। তিনি প্যারিস ও মণ্টি কার্লো নগরে আকাশে উড়িয়া নাম করেন।

স্যাণ্ড, জর্জ (Sand, George)—(১৮০৪—১৮৭৬)। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখিকা। তাঁহার প্রকৃত নাম আর্মান্ডিন লুসিল (Armandine Lucile)। তাঁহার প্রথম রচনা 'Rose et Blanche'. তাঁহার 'Manprat', 'Indiana' প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় একশত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজের একখানি জীবনীও লিখিয়া গিয়াছেন।

স্যাণ্ডো, ইউজীন (Sandow, Eugene)—(১৮৬৭—১৯২৫)। বিখ্যাত জার্মান কুস্তিগীর। তিনি ব্যায়ামবীর বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৯১-এ তিনি পৃথিবীর ভারোত্তোলন-প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। তিনি নিজ রচনাদ্বারা ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রচারকার্য করেন। ব্যায়াম-জগতে তাঁহার দান অতুলনীয়। তিনি ৪৮ ইঞ্চি হইতে ৬২ ইঞ্চি পর্যন্ত বক্ষ বিস্তৃত করিতে পারিতেন।

স্যালাস্ট (Sallust) –(খ্রীঃ পূঃ ৮৬—৩৪ অব্দ)। রোমের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে দুইখানি মাত্র সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। কয়েকখানির কিয়দংশমাত্র পাওয়া যায়।

স্লিমান, উইলিয়াম (Sleeman, Sir William)—ভারতের ঠগী দস্যুদের দমনকারী কর্মচারী। তিনি ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি ঠগী-নামক দস্যুদিগের দমন করেন। তাঁহার লিখিত একখানি পুস্তক আছে। তাহার নাম 'A Journey through the Kingdom of Oudh in 1849—50'. তিনি ১৮৪৯—৫৬ লক্ষ্ণৌয়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ছিলেন।

স্লোন, হান্স (Sloane, Sir Hans)—(১৬৬০—১৭৫৩)। চিকিৎসক ও প্রকৃতি-বিদ্ হিসাবে তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ। আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্ম। 'রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্‌স্' (Royal College of Physicians)-এর তিনি কিছুকাল সভাপতি ছিলেন। স্যর আইজাক নিউটনের পরে তিনি রয়্যাল সোসাইটির (Royal Society) সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার গ্রন্থাগারে ৫০০০০ হাজার পুস্তক ছিল। পাণ্ডুলিপি ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বহু দ্রব্যাদিও ছিল। এই সকল পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও দ্রব্যাদির দাম ৫০ হইতে ৮০ হাজার পাউণ্ড হইবে। উহা দেশের উন্নতির জন্য ২০,০০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এই সমস্ত পুস্তকাদি লইয়াই ব্রিটিশ মিউজিয়াম স্থাপিত হয়।

হ

হংস—শাল্বদেশের রাজপুত্র। পিতা রাজা ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার ভ্রাতা ডিম্বক। শিবের নিকট হইতে অজেয় হইবার বর প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যাচারী হইয়া উঠেন। ক্রমে তাঁহার অত্যাচার চরমে উঠে। তিনি দুর্বাসার কৌপীন ছিন্ন করিলে দুর্বাসা দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিযোগ করেন। পরে তিনি পিতার রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে কর দিতে বলিলে তিনি অসম্মত হন। ফলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধে। শ্রীকৃষ্ণ সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে বধ করেন (হরি)।

হটী বিদ্যালংকার—(?—১৮১০)। সংস্কৃত অধ্যাপিকা। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণাদিতে সুপণ্ডিত করেন। বিধবা হইলে তিনি কাশী যান ও সেখানে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করেন। পরে সেখানে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে 'বিদ্যালংকার' উপাধি দেওয়া হয়।

হটু বিদ্যালংকার—(বঙ্গাব্দ ১১৮২—১২৮২)। মহিলা পণ্ডিত। প্রকৃত নাম রূপমঞ্জরী। মড়াঞ্চে সন্তান বলিয়া ঐ নামে ডাকা হইত। পিতা নারায়ণ দাস। তিনি ১৬।১৭ বৎসরে এক বৈয়াকরণিকের গৃহে থাকিয়া ব্যাকরণাদি ও পরে গোকুলানন্দ তর্কালংকারের নিকট সাহিত্য শিক্ষা করেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হথর্ন, ন্যাথানিয়েল (Hawthorne, Nathaniel)—(১৮০৪—১৮৬৪)। প্রসিদ্ধ আমেরিকান ঔপন্যাসিক। তিনি ১৮৫৩—১৮৫৭ পর্যন্ত লিভারপুলের কন্সাল ছিলেন। 'The Scarlet Letter', 'The Horse of the Seven Gables', 'Blithedale Romance' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

হনুমান্—বানরজাতীয় মহাবীর। অঞ্জনা নামে বানরী তাঁহার মাতা, পবনদেব তাঁহার পিতা। বাল্যকালে তিনি সূর্যকে ভক্ষণ করিতে যান কিন্তু তথায় রাহুকে দেখিতে পাইয়া রাহুকেই গ্রাস করিতে গমন করেন। তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে মারিলে তিনি সুমেরুশিখরে পড়িয়া যান। তিনি সুগ্রীবের বন্ধু। সুগ্রীব বালী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করিতে থাকিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে যান। তিনিই সুগ্রীবের সহিত রামের মিলন ঘটান। সীতার সন্ধান করিবার জন্য তিনি লঙ্কায় গমন করেন, এবং অশোকবনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইন্দ্রজিতের নাগপাশে স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়া দুর্গের মধ্যে গমন করিলে দুষ্ট রাক্ষসগণ তাঁহার লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করে। এই অগ্নিযুক্ত লাঙ্গুল দিয়া তিনি সমস্ত লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করেন। তিনি লঙ্কা-সমরে অনেক রাক্ষসের প্রাণবধ করেন। তিনি লক্ষ্মণের জন্য বিশল্যকরণী ঔষধ আনিতে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন। তিনি রামের নিকট চিরায়ু হইবার বর পান এবং গন্ধমাদন পর্বতে বাস করিতে থাকেন। দ্বাপরযুগে ভীমকে তিনি নিজ লাঙ্গুল তুলিয়া ধরিতে বলেন কিন্তু ভীম অক্ষম হন (রাম)।

হপকিন্স (Hopkins, Sir Frederick Gowland)—(১৮৬১—১৯৪৭)। সুবিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসাবিদ্। তিনি একজন বিখ্যাত বাইয়ো-কেমিস্ট (Bio-chemist)। উক্ত বিদ্যার গবেষণার জন্য তাঁহাকে ১৯৩৪-এ 'Albert Medal' দেওয়া হয়। ১৯১৪ হইতে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন এবং ১৯২৯-এ 'নোবেল প্রাইজ' পান। খাদ্যপ্রাণ ঘ (Vitamin D) আবিষ্কারের জন্য তিনি উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

হবিবুল্লা খাঁ, আমীর—(১৮৭২—১৯১৯)। তিনি ১৯০১-এ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার নাম আমীর আব্দুর রহিম খাঁ। তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন।

হয়গ্রীব—১। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দৈত্য। এই দৈত্য বেদ হরণ করায় ভগবান্ মৎস্য-অবতাররূপে তাঁহাকে সংহার করেন (মৎস্য)। ২। দানববিশেষ। সে চক্রবান্ পর্বতে বাস করিত। বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন (রাম)। ৩। ঐ নামে একজন প্রজাপালক রাজা ছিলেন (ভারত)।

হরগৌরীশংকর জ্যোতির্বিনোদ—(১৮৭২—১৯১৮)। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত। মেদিনীপুরের গড়বেতা গ্রামে জন্ম। সরকারী জ্যোতিষ-পরীক্ষায় তিনিই প্রথম ছাত্র। তিনি গুপ্তপ্রেস, পি. এম. বাগচী, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পঞ্জিকার গণনাকার্যে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার 'জ্ঞানদা' চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হরদয়াল নাগ (১৮৫৩—১৯৪২)। আদি নিবাস ত্রিপুরা জেলা। প্রথমে সরকারী কর্মচারী ছিলেন, পরে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রথমাবধি কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই জড়িত ছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—(৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫৩—১৭ই নভেম্বর, ১৯৩১)। বাঙ্গালার বিখ্যাত পণ্ডিত। নিবাস নৈহাটি, ২৪ পরগনা। পিতার নাম কমললোচন ন্যায়রত্ন (ভট্টাচার্য)। নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় অবস্থায় তিনি বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন দয়ার্দ্র ব্যক্তির আনুকূল্যে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি তিন বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. লিট. উপাধি পান। অতঃপর তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র ও 'বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মসচিব নিযুক্ত হন। প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ১৩২১ বঙ্গাব্দে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি সংস্কৃত, ইংরেজী, পালি, জার্মান, তিব্বতীয় প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পালি ভাষায় তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ ছিল। তিনি নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম হইতেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লিখিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অতি সহজ এবং সুমধুর বাংলা ভাষায় বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' তাঁহারই আবিষ্কার। 'বাল্মীকির জয়', 'ভারতমহিলা', 'মেঘদূত' (বঙ্গানুবাদ), 'বেণের মেয়ে' ইত্যাদি তাঁহার লিখিত গ্রন্থ।

হরবিলাস সর্দা—(১৮৬৭—?)। বিখ্যাত আইনজ্ঞ। আজমীরে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। অতঃপর আজমীর-মারওয়ারার বিচার-বিভাগে কাজ করিতে থাকেন। ১৯২২-এ তিনি আজমীর-মারওয়ারার জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হন। ১৯২৪-এ তিনি প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৫-এ তিনি বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করেন এবং উহা ১৯২৯-এর ১লা অক্টোবর বিধিবদ্ধ হয়। 'Hindu Superiority' নামক পুস্তকখানি তাঁহার রচিত।

হরিদাস গোস্বামী—বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তিনি দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর। তিনি 'শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত', 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকাদি গ্রন্থের প্রণেতা।

হরিদাস (ঠাকুর) সাধু—১। মুসলমান-জাতীয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রামে জন্ম। (কাহারও মতে তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুমতি। শৈশবে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে প্রতিবেশী মুসলমান কর্তৃক প্রতিপালিত হন বলিয়া যবন-হরিদাস এই নাম হয়।) একমনে হরিনাম করিবার জন্য তিনি ফুলিয়া গ্রামে কুটীর নির্মাণ করেন এবং ভক্ত অদ্বৈতের নিকট ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করেন। মুসলমান হইয়াও হিন্দুধর্মে আসক্ত দেখিয়া কাজি তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবের কাছে নালিশ করেন। তাঁহার উপরে বাইশ হাজার বেত্রাঘাত করিবার হুকুম হয়। ঐরূপ করা হইলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন না। নবাব তখন তাঁহাকে হরিনাম সংকীর্তন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফলকাম হন এবং পরে নিজেই হরিভক্ত হইয়া উঠেন। হরিদাসের সহিত চৈতন্যদেবেরও সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারই সমক্ষে তিনি পুরীধামে পরলোকগমন করেন। ২। (১৭শ—১৮শ শতক)। মহারাষ্ট্রীয় সাধু পুরুষ। তিনি কোনও এক সন্ন্যাসীর নিকট ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যোগ শিক্ষা করেন। অতঃপর বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। পঞ্জাবে তখন রণজিৎ সিংহ তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে একবার চল্লিশ দিন, আর একবার দশ মাস মাচার তলায় লোহার সিন্দুকের মধ্যে পুঁতিয়া রাখেন। তিনি জীবন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহাকে বহু অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেই অর্থে তিনি মঠ ও মন্দির তৈয়ারি করাইয়া দেন। স্বেচ্ছায় যোগবলে আশি বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ৩। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীতে থাকিতেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। একদিন তিনি চৈতন্যদেবের জন্য মাধবীদাসীকে ভিক্ষান্নে মোটা চাউল দিয়া সরু চাউল আনিতে বলেন। তাহাতে নারী সম্ভাষণ জন্য চৈতন্যদেব তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তিনি প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৭৬—১৯৬১)। সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে। পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার। তিনি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। ১১ বৎসর বয়সে কলাপ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন ও ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ব্যাকরণের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'শব্দাচার্য' উপাধি পান। ঐ সময় তিনি 'কংসবধ' নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। পরে তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণের উপাধি-পরীক্ষায় পাস করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর নকীপুরে সেখানকার জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অধ্যাপনা করিতে থাকেন ও পরে কলিকাতায় আসিয়া একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। 'স্মৃতিচিন্তামণি' (স্মৃতিগ্রন্থ), 'বঙ্গীয় প্রতাপ' (নাটক), 'কাব্যকৌমুদী' (অলংকারগ্রন্থ), 'মিবার প্রতাপ' (নাটক) ইত্যাদি বহু পুস্তক তিনি রচনা করেন। মহাভারতের (মূল, বঙ্গানুবাদ ও টীকাসহ) এক বিরাট সংস্করণ প্রকাশই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তিনি ১৯৩৩ সালে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি, ১৯৬০ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধি এবং ১৯৬১ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছিলেন।

হরিদাস স্বামী—(১৬শ শতক)। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভক্ত। মুলতানের অন্তর্গত কোনো গ্রামে (মতান্তরে উচ্ছাগ্রামে) জন্ম। ২৫ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ হন। তিনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

তিনি গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত নামে এক মহাত্মার নিকটে নাদবিদ্যা লাভ করেন ও তানসেন তাঁহার কাছে এই বিদ্যা লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ হন। কথিত আছে, আকবরও তানসেনের সঙ্গে বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে যান। 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' ও 'রসকে পদ' নামে দুইটি হিন্দী ভাষায় লিখিত বই তাঁহার নামে পাওয়া যায়।

হরিনাথ দে—(১৮৭৭—১৯১১)। বিখ্যাত ভাষাবিদ্। আড়িয়াদহে তাঁহার জন্ম। পিতা ভূতনাথ দে। তিনি বহু ভাষায় এম্. এ. পরীক্ষা পাস করেন। তিনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। তিনি 'স্টেট্স্ স্কলার-শিপ' লইয়া বিলাতে গমন করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষা দেন। তিনি সিংহলে কিছুকাল জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বহু গভর্নমেণ্ট কলেজে অধ্যাপক হন। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল (বর্তমানে ন্যাশনাল) লাইব্রেরীর তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী লাইব্রেরীয়ান। চীনদেশের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার গৃহে আগমন করেন। এই সম্মান তাঁহার পূর্বে অন্য কোন ভারত-বাসীর পক্ষে ঘটে নাই। তিনি প্রায় এক-লক্ষ টাকার স্কলারশিপ পান। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় যাট হাজার পুস্তক ছিল। তিনি সর্বসমেত ৩৪টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'Boswel's Life of Johnson' ও অন্যান্য অনেকগুলি পুস্তকের নোট তৈয়ারি করেন। তিনি তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় লিখিত 'নাগার্জুনীয়ম্' ও 'তাঞ্জোর' নামক পুঁথির অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন।

হরিনাথ মজুমদার—(১৮৩৩—১৮৯৬)। সুবিখ্যাত সাহিত্য-সাধক। তিনি 'কাঙ্গাল হরিনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। জন্মস্থান নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম। পিতা হলধর। প্রথম জীবনে তিনি গ্রামে একটি পাঠশালা পরিচালনা করেন। পরে 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা'-নামে তিনি একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। 'বিজয়-বসন্ত', 'দক্ষ-যজ্ঞ', 'বিজয়া', 'মাতৃমহিমা', 'পরমার্থগাথা' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁহার বাউল-সংগীতগুলি "কাঙ্গাল-ফিকির-চাঁদ ফকীরের গীতাবলী" নামে প্রকাশিত হয়।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। হাওড়া জেলার কল্যাণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। 'জয়দেব', 'পদ্মিনী' 'খনাদেবী', 'জয়মতী' প্রভৃতি বহু নাটক তিনি প্রণয়ন করেন। তিনি 'শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয়' স্থাপন করিয়া ভাগবত, উপনিষদ্ ও নানা সংস্কৃত পুস্তকও প্রকাশ করেন।

হরিরাম আচার্য—সুবিখ্যাত বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের প্রশিষ্য ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। গোয়াস গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। পিতা শিবাই আচার্য। একদা পিতার আদেশে দুর্গাপূজার জন্য ছাগ ও মহিষ কিনিতে গিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কবিরাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা নেন। পরে তাঁহার পিতা মিথিলা হইতে মুরারি পণ্ডিতকে আনিয়া পুত্রের সঙ্গে শাস্ত্র-যুদ্ধে নিযুক্ত করেন, কিন্তু পুত্রের জয় হয়।

হরিশ্চন্দ্র—ত্রিশঙ্কু রাজার পুত্র। প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরে না, ইহা শুনিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পরীক্ষা করি-বার জন্য সমগ্র রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য ও দক্ষিণা প্রার্থনা করেন। হরিশ্চন্দ্র অম্লানবদনে সমগ্র রাজ্যসম্পদ্ দান করেন এবং দক্ষিণার জন্য স্ত্রী শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়া ও নিজে এক চণ্ডালের নিকট বিক্রীত হইয়া ঐ অর্থ দক্ষিণা বাবদ বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করেন। পরে পুত্র রোহিতাশ্ব সর্পদষ্ট হইয়া মারা গেলে শৈব্যা মৃত পুত্রসহ শ্মশানে উপস্থিত হন। সেইখানে স্বামীর সহিত তাঁহার দেখা হয়। এদিকে বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া রোহিতাশ্বকে জীবিত করেন এবং দানবীর হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য ফিরাইয়া দেন।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র—(? ১৮৩৮—১৮৭২)। বিখ্যাত কবি ও প্রহসন-লেখক। পিতা অভয়াচরণ। হাওড়া জেলার সালিখায় জন্ম-গ্রহণ করিলেও তিনি ঢাকাতেই থাকিতেন। 'নির্বাসিতা সীতা', 'পদ্ম-কৌমুদী', 'বীর-বাক্যাবলী', 'কবিরহস্য', 'ম্যাও ধরবে কে', 'জানকী-নাটক' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৮২৪—১৮৬১)। বিখ্যাত দেশ-সেবক। কলি-কাতায় (ভবানীপুরে) জন্ম। পিতা রামধন। বিদ্যাশিক্ষা সেরূপ না হইলেও তাঁহার ইংরেজী লিখিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। তিনি 'মিলিটারী অডিটর জেনারেল' অফিসে ২৫৲ টাকা মাহিনায় প্রবেশ করেন এবং পরে উহার অ্যাসিস্টাণ্ট মিলিটারী অডিটর হইয়া ৪০০৲ টাকা মাহিনা পান। তিনি 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' নামক পত্রিকাখানির পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই কাগজে লিখিয়াই তিনি প্রমাণ করেন যে, বাঙ্গালী রাজদ্রোহী নয়। তাঁহার শক্তিবলেই দেশে নীলকরদের অত্যাচার কমিয়া যায়। নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখিয়া তাঁহাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

হরিশ্চন্দ্র সাহু—(১৮৫৯—১৮৮৫)। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক। 'সুন্দরী-তিলক', 'কবিবচনসুধা' প্রভৃতি শতাধিক পুস্তক রচনা করেন। তিনি 'হরিশ্চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ কর্তৃক তিনি 'ভারতেন্দু' উপাধিতে ভূষিত হন।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—(১৮৬২—১৯৩৮)। ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান খিদিরপুর ভূকৈলাসে। আদিনিবাস শান্তিপুর। পিতা গিরিশচন্দ্র। ১৮৮২-এ হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং কিছুকাল সিটি কলেজে পড়েন। তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন। প্রথমে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'প্রচারে' লেখেন। পরে বাংলাদেশের সকল বিখ্যাত পত্রিকাতেই তাঁহার লেখা বাহির হইত। তাঁহার লিখিত বহু উপন্যাসের মধ্যে 'রঙ্গমহাল', 'শীশ্‌মহল', 'নূরমহল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হরি সিং গৌর—(১৮৭২—?)। বিখ্যাত আইনজ্ঞ। ১৯১৮—১৯২২ পর্যন্ত তিনি নাগপুর মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। 'জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি' ও 'জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি'র তিনি সভ্য মনোনীত হন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার। তিনি কতকগুলি আইন-বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। 'Penal Law of India', 'Law of Transfer of Property' তাঁহার রচিত আইন-পুস্তক। তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য ছিলেন।

হরিহর শেঠ—জন্ম ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে অগ্রহায়ণ চন্দননগরে। পিতা নিত্যগোপাল শেঠ। তিনি 'পুরাতনী', 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', 'স্রোতের ঢেউ', 'প্রতিভা' প্রভৃতি বহু পুস্তকের রচয়িতা। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

হরু ঠাকুর—(১১৫৪—১২১৯ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত গীত-রচয়িতা। তাঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। কলিকাতা সিমুলিয়ায় তাঁহার জন্ম। পিতা কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। কবির দল গঠন করিয়া তিনি জীবিকার্জন করিতেন। তাঁহার সমস্যা পূরণেরও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি রাজা নব-কৃষ্ণের সভায় সমস্যা পূরণ করিয়া বহু অর্থ ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি সখী-সংবাদ গানে বিশেষ নিপুণ ছিলেন।

হরেকৃষ্ণ মহতাব—(জন্ম ১৯০০)।

ওড়িশার (উড়িষ্যার) রাজনীতিক ও ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। কটকের 'র‍্যাভেনশ' কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বালেশ্বর জেলা বোর্ডের তিনি সভাপতি হন (১৯২৪-২৮) ও আইন-অমান্য আন্দোলনেও যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন (১৯৩৮—৪৬)। ১৯৪৬ হইতে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী হন ও পরে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। 'প্রজাতন্ত্র' ও 'রচনা' নামে দুইখানি পত্রিকার তিনি ভূতপূর্ব সম্পাদক।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—(জন্ম ২৫শে চৈত্র, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। পিতা বনওয়ারী-লাল। জন্মস্থান কুড়মিঠা, বীরভূম। বর্তমান বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্যতম বিশেষজ্ঞ-রূপে সুপরিচিত। তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য শিক্ষিত সমাজে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস পদাবলী' ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় সম্পাদন করিয়াছেন। তিন খণ্ড 'বীরভূম বিবরণে' বীরভূম জেলার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। 'কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ' এবং 'পদাবলী পরিচয়' এই দুইখানি গ্রন্থ তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—(১৮৭৭—১৯৫৬)। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও রাজনীতিক। তিনি এম. এ. পরীক্ষায় (ইংরেজীতে) প্রথম বিভাগে প্রথম হন (১৮৯৮)। প্রথম দিকে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন (১৮৯৯—১৯১৪)। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ও ১৯৪১ পর্যন্ত কলেজ-সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তিনি নিখিল ভারতীয় খ্রীষ্টান সভার দুইবার সভাপতি হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন (১৯৩৭—৪২) ও ভারতীয় সংবিধান সভার উপ-সভাপতি হন। ১৯৫১-এ তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

হর্নিম্যান, বি. জি. (Horniman, B. G.)—(১৮৭৩—?)। বিখ্যাত সংবাদ-পত্রসেবী। ১৯০৬-এ তিনি কলিকাতার 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯১২—১৯ পর্যন্ত 'Bombay Chronicle'-নামক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। লর্ড লয়েড কর্তৃক তিনি 'Defence of India Act' অনুসারে অন্তরীণে প্রেরিত হন। তিনি কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য। ১৯২৬-এ তিনি 'Indian National Herald' নামক পত্রিকা ও ১৯৩০-এ 'Weekly Herald' নামক পত্রিকা স্থাপিত করেন। ১৯৩১-এ তিনি 'Daily Herald'-নামক পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি 'Bombay Sentinel'-নামক পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা।

হর্যক্ষ—পঞ্চালের একজন রাজা। তাঁহার পঞ্চ পুত্র ছিল। এই পঞ্চপুত্র দ্বারা স্থাপিত স্থান পঞ্চাল নামে খ্যাত হয় (হরি)।

হর্ষদেব—কাশ্মীরের রাজা। তিনি ১১১৩ হইতে ১১২৫ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রত্নাবলী'র প্রণেতা।

হর্ষবর্ধন—(রাজত্বকাল ৬০৬—৬৪৭)। ভারতবর্ষীয় সুবিখ্যাত রাজা। পিতা পুষ্যভূতি বংশীয় প্রভাকরবর্ধন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন রাজা হন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলে হর্ষবর্ধন রাজা হইলেন। তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী এ সময় নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন বলিয়া তিনি আগে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং পরে শশাঙ্ককে দমন করেন। তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। কবি বাণভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজেও 'রত্নাবলী' নামে নাটক রচনা করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি কনৌজের ধর্ম-সম্মেলনে মহাযান মতের পক্ষপাতিত্ব করেন। তিনি প্রজারঞ্জকও ছিলেন।

হলবাইন, হান্‌স্ (Holbein, Hans)—(? ১৪৯৭—১৫৪৩)। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান চিত্রকর। তিনি ইংলণ্ডেই জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। রাজা অষ্টম হেনরী কর্তৃক তিনি কয়েকখানি ছবি আঁকিতে অনুরুদ্ধ হন। অনেকের মতে 'The Triumph of Poverty' ও 'The Triumph of Riches' তাঁহার বিখ্যাত চিত্র। তিনি টমাস ক্রমওয়েলের চিত্রও অঙ্কিত করেন। তিনি রাজচিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হলায়ুধ—(১১শ—১২শ শতক)। বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি কবি জয়দেবের সমসাময়িক। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর তিনি ধর্মাধিকরণিক হন। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'কবি-রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। কথিত আছে তিনি বিমাতৃ-গমনের চেষ্টার জন্য তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

হস্‌দ্রুবল (Hasdrubal)—(? - ২০৭ খ্রীঃ পূঃ)। কার্থেজের বীর সেনাপতি হানিবলের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি রোমীয়দের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনা করেন এবং স্পেনে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি স্পেন হইতে ইতালীতে আল্‌প্‌স্ পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া গমন করেন। তিনি কোন রোমীয় সেনাপতি কর্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া মারা যান।

হাইমেন (Hymen)—বিবাহের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা (গ্রীক পুঃ)।

হাইয়াসিন্‌থাস (Hyacinthus)—এই যুবকটির সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তিনি অ্যাপলো দেবের হস্তে দৈবক্রমে ক্রীড়ার সময় নিহত হন। তাঁহার শোণিত হইতে হাইয়াসিন্থ্ (Hyacinth) গাছের উদ্ভব হয় (গ্রীক পুঃ)।

হাইলে সেলাসি, রাস তাফারি—(জন্ম ১৮৯১)। আবিসিনিয়ার রাজা। ১৯৩০-এ আবিসিনিয়ার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৫-এ তিনি ইটালীর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তিনি বীরত্বের সহিত শক্তিশালী ইটালীর সহিত দেড় বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৯৪১-এ তিনি পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৭৪ সালে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।

হাউপ্টম্যান, গেরহার্ট (Hauptmann, Gerhart)—(১৮৬২—১৯৪৬)। জার্মান নাট্যকার। সাইলেসিয়ায় তাঁহার জন্ম। তিনি বহু নাটক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯১২-এ সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' পান। 'Reconciliation', 'The Sunken Bell', 'Lonely Lives' প্রভৃতি তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনা।

হাউয়ার্ড, ক্যাথারিন (Howard, Catherine)—(১৫২২—১৫৪২)। অষ্টম হেনরীর পঞ্চম স্ত্রী। ১৫৪০-এ হেনরী তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের পরেই তাঁহাকে অন্যায় আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

হাউয়ার্ড, জন (Howard, John)—(১৭২৬—১৭৯০)। বিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক। ইংলণ্ডের 'হ্যাকনি' নামক স্থানে জন্ম। তিনি কয়েদীদের দুর্দশামোচনের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করেন। কারাগারের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য তিনি পার্লামেণ্টে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই 'কারাগার সংস্কার আইন' বিধিবদ্ধ হয়।

কয়েদীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার নাম 'বিশ্বপ্রেমিক হাউয়ার্ড' বা 'Howard the Philanthropist' হয়। তিনি হাসপাতালের অবস্থা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন এবং সেখানকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্পর্কেও আন্দোলন করেন।

হাক্সলে, অলডাস (Huxley, Aldous) —(জন্ম ১৮৯৪)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধলেখক। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ইটন ও বেলিয়ল কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি টমাস হাক্সলের পৌত্র। 'Point Counter-point', 'Eyeglass in Gaza', 'Brave New World,' 'Ends and Means', 'Grey Eminence', 'Crome Yellow' প্রভৃতি তাঁহার লিখিত পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাক্সলে, জুলিয়ান সরেল (Huxley, Julian Sorrell)—(জন্ম ১৮৮৭)। সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্। টমাস হাক্সলের জ্যেষ্ঠপুত্র। অক্সফোর্ডে ইটন ও বেলিয়ল কলেজে শিক্ষালাভ। তিনি নিউডিগেট প্রাইজ লাভ করেন। ১৯২১-এ তিনি স্পিটস্‌বার্গেন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিংস কলেজে তিনি দুই বৎসর অধ্যাপনা করেন ও Zoological Society-র তিনি প্রাক্তন কর্মসচিব। তিনি এফ. আর. এস. (১৯৩৮) হন। UNESCO-র তিনি ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন (১৯৪৬—৪৮)। ১৯৪৯-এ হাক্সলে মেমোরিয়াল মেডেল পান। জীববিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকখানি মূল্যবান্ পুস্তক আছে।

হাক্সলে, টমাস হেনরী (Huxley, Thomas Henry)—(১৮২৫—১৮৯৫)। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও লেখক। চেয়ারিং ক্রস হাসপাতাল হইতে শিক্ষালাভ করিয়া 'Rattlesnake' নামক জাহাজে তিনি সহকারী সার্জেন নিযুক্ত হন। তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি ডারউইনের মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ বিষয়ে সুগভীর গবেষণাপূর্ণ নিবন্ধ আছে। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যে 'Man's Place in Nature', 'Lay Sermons,' 'Addresses and Reviews', 'Essays upon Some Controverted Questions' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাগিন্স, উইলিয়াম (Huggins, Sir William)—(১৮২৪—১৯১০)। আধুনিক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌দিগের অন্যতম। তিনি ১৮৭৬—৭৮ পর্যন্ত 'রয়েল অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল সোসাইটি'র, ১৮৯১-এ 'ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে'র ও ১৯০০-এ 'রয়্যাল সোসাইটি'র সভাপতি হন।

হাডসন, হেন্‌রী (Hudson Henry) —(? ১৫৫০—১৬১১)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাবিক ও আবিষ্কারক। তিনি কয়েকটি নদী ও জলপথ আবিষ্কার করেন। পরে ঐগুলি হাডসন উপসাগর, হাডসন নদী ও হাডসন প্রণালী নামে পরিচিত হয়।

হান্ট, উইলিয়াম হলম্যান (Hunt, William Holman)—(১৮২৭—১৯১০)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর। ১৮৪৮-এ তিনি রসেটি প্রভৃতি চিত্রকরদের 'Pre-Raphaelite' নামক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করেন। 'The Light of the World', 'The Finding of Christ in the Temple' প্রভৃতি তাঁহার চিত্র।

হান্ট, লে (Hunt, Leigh)—(১৭৮৪—১৮৫৯)। ইংরেজ কবি, রাজনীতিক ও প্রবন্ধ-লেখক। ১৮১৩-এ তিনি প্রিন্স রিজেন্টের নামে কুৎসারোপ করিবার অপরাধে ৫০০ পাউণ্ড জরিমানা দেন এবং দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাগারে তিনি 'The Story of Rimini' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

হান্টার, উইলিয়াম (Hunter, Sir William)—(১৮৪০—১৯০০)। স্কটদেশীয় সাংবাদিক ও লেখক। তিনি ১৮৭১-এ 'Director General of Statistics'-এর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৮১—৮৭ পর্যন্ত বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্য ছিলেন। ১৮৮৬ এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন। ১৮৮২—৮৩-এ তিনি 'Education Commission'-এর সভাপতি হন। ভারতীয় ভাষার শব্দগুলি ইংরেজী অক্ষরে প্রতিলিপি করিবার যে প্রণালী তিনি উদ্ভাবিত করেন তাহা 'Hunterian System of Transliteration' নামে খ্যাত। 'Annals of Rural Bengal', 'Statistical Account of Bengal', 'Local Gazetteers' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

হানিবল (Hannibal)—(খ্রীঃ পূঃ ২৪৭—১৮৩ অব্দ)। কার্থেজ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বীর। তিনি দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাল্যকালে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন রোমের বিরুদ্ধাচরণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে তিনি 'আল্‌প্‌স্' অতিক্রম করিয়া ইটালী আক্রমণ করেন। পরে ইটালিয়ানরা কার্থেজ আক্রমণ করিলে তিনি স্বদেশরক্ষার্থ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি 'জামা'র যুদ্ধে 'Scipio' কর্তৃক পরাজিত হন এবং নির্বাসনে থাকিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল।

হানিমান, স্যামুয়েল (Hahnemann, Samuel Christian Friedrich)—(১৭৫৫—১৮৪৩)। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবিষ্কর্তা। স্যাক্সনের অন্তর্গত মাইসেন নগরে তাঁহার জন্ম। তিনি ১৭৭৯-এ এম্. ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি 'Cullen's Materia Medica'র অনুবাদ করিবার সময় পেরুভিয়ান বার্কের সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী গুণের বর্ণনা দেখিয়া প্রচলিত চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। পরে ১৭৯৬-এ নিজের চিকিৎসা-বিষয়ক মত প্রকাশ করেন। এই চিকিৎসা-প্রণালী প্রচার করিতে গিয়া জার্মানদের নিকট হইতে তিনি বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন ও অবশেষে লাইপজিগ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার প্রবর্তিত মত স্থাপন করিয়া তিনি চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে 'অর্গ্যানন' (Organon) সুপ্রসিদ্ধ।

হাফিজ—(১৪শ শতক)। বিখ্যাত পারসিক কবি। তাঁহার প্রকৃত নাম সামসুদ্দিন মহম্মদ। তিনি মুসলমানদের সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ের দার্শনিক তত্ত্বের আভাস তাঁহার কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতাগুলিতে ইন্দ্রিয়সুখের চিত্রও পরিস্ফুট। ৭৯৪ হিজরীতে জন্মস্থান সিরাজ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'দেওয়ান হাফিজ' তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

হাফেজ আলি—(জন্ম ১৮৮০)। সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রামপুরের নবাবের সভায় গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন। সুতরাং বংশের ধারা হিসাবে গান-বাজনায় তাঁহার জন্মগত অধিকার। তিনি গোয়ালিয়র স্টেটের কোর্ট-মিউজিশিয়ন ছিলেন। ভারত সরকারও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

হামিদা বানু, বেগম—দ্বিতীয় মোগল বাদশাহ্ হুমায়ুনের পত্নী এবং বাদশাহ্ আকবরের মাতা। হুমায়ুন যখন শেরশাহের ভয়ে ভারত-ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি গর্ভবতী অবস্থায় স্বামীর অনুগমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে অমরকোটে তাঁহার পুত্র আকবরের জন্ম হয়।

হাম্মীর (হাম্বীর)—চিতোরের রানা ও ভীমসিংহের পৌত্র। মুসলমানগণ মেবার অধিকার করিলে তিনি স্বীয় বাহুবলে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন।

হামসুন, নুট (Hamsun, Knut)—(১৮৫৯—১৯৫২)—বিখ্যাত নরওয়েজীয় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও কবি। তাঁহার

রচনাশৈলীর অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব সমসাময়িক লেখকদের উপরও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক নরওয়েজীয় লেখকদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইবসেনের পরই তাঁহার স্থান। 'Hunger', 'Growth of the soil' (Markens Grode) প্রভৃতি তাঁহার রচনা। ১৯২০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

হামবোল্ট (Humboldt, Barone Friedrich Heinrich Alexander von)—(১৭৬৯—১৮৫৯)। বিখ্যাত জার্মান পর্যটক ও প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্‌। বার্লিনে জন্ম। তিনি খনিসমূহের মূল্যনিরূপক (assessor) ছিলেন (১৭৯২)। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অনেক মৌলিক রচনা আছে। তিনি বিজ্ঞানের সর্ববিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন এবং 'Kosmos' নামে তাঁহার একখানি বৃহৎ পুস্তক আছে।

হায়দার আলি—(১৭২২—১৭৮২)। পিতা ফতে মহম্মদ মহীশূর রাজ্যের একজন সামান্য সিপাহী ছিলেন। হায়দার অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করিয়া উন্নতিলাভ করেন এবং ১৭৫৫-এ দিণ্ডিগলের ফৌজদার হন। তিনি মহীশূরের প্রধানমন্ত্রী নন্দরাজকে ও খণ্ডেরাও নামে অপর একজন পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারীকে বন্দী করিয়া রাজ্যের সর্বময় কর্তা হন। তিনি নিজে সিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। পার্শ্ববর্তী রাজাদের পরাজিত করিয়া তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেন। বেদনোর রাজ্য তাঁহার হস্তগত হয়। মারাঠাদের সঙ্গে তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ তাঁহার সময়ে হয়। ১৭৮১-এ তিনি ইংরেজদের কাছে 'পোর্টোনোভো'র যুদ্ধে পরাজিত হন।

হায়াশী, কাউন্ট (Hayashi, Count)—(১৮৫০—১৯১৩)। প্রসিদ্ধ জাপানী রাজনীতিবিশারদ্‌। সাকুরা নামক স্থানে জন্ম। বিলাতে শিক্ষালাভ করেন ও ১৯০০-এ তিনি সেন্ট জেমসের কোর্টে বিশিষ্ট রাজদূত-রূপে গমন করেন। ছয় বৎসর পর তিনি লণ্ডন ত্যাগ করেন। ১৯০৬—০৮ পর্যন্ত তিনি জাপানের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন।

হারকিউলিজ (Hercules)—গ্রীসের বিখ্যাত বীর। জুপিটার তাঁহার পিতা, অ্যাকমিনি তাঁহার মাতা। তিনি বাল্যকাল হইতেই অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন (গ্রীক পুঃ)।

হারগ্রিভ্‌স, জেম্‌স্‌ (Hargreaves, James)—(১৭২০—১৭৭৮)। তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ হন। জাতিতে তিনি ইংরাজ। ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। এই যন্ত্রটির প্রচলন করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। পরিশেষে তিনি সফলকাম হন।

হারাণ চক্রবর্তী, কবিরাজ, প্রাণাচার্য—(১৮৪৬—১৯৩৫)। খ্যাতনামা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। পাবনার অন্তর্গত মাকালিয়ায় জন্ম। নিবাস রাজশাহীর ঘোড়ামারা। পিতা আনন্দচন্দ্র। তিনি মুর্শিদাবাদের স্বনামধন্য গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র। তিনি রাজশাহীতে বহুদিন চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া শেষ জীবনে প্রায় ১৫ বৎসর কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও নিপুণতা অতি অল্প দিনের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। তিনিই আধুনিক আয়ুর্বেদীয় শল্য-চিকিৎসার প্রবর্তক। তিনি সুশ্রুত সংহিতার একখানি টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাজশাহীতে একটি আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ৭০ হাজার টাকা ও বার্ষিক ৪২০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত—(১৯শ শতক)। ঔপন্যাসিক। ২৪ পরগনার মজিলপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম হরিদাস রক্ষিত। তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের গ্রন্থরাজি অনুবাদ করেন। তিনি 'কর্ণধার' নামক একখানি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'রানী ভবানী', 'বঙ্গের শেষ বীর', 'মন্ত্রের সাধন', 'সাহিত্য-সাধনা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক।

হারুন-অল-রশিদ—(৭৬৬—৮০৯)। বোগদাদের প্রসিদ্ধ খলিফা। পত্নীর নাম জোবায়েদা। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ও শক্তিমান্‌ সম্রাট্‌ ছিলেন। গ্রীকরাজ নাইসিফোরাসকে তিনি পরাস্ত করেন এবং জার্মান সম্রাট্‌ শার্লিমেন ও চীন সম্রাটের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। তাঁহার সুবিচার ও বদান্যতার খ্যাতি নানা উপাখ্যানে বর্ণিত আছে।

হার্ডিঞ্জ অব পেন্সহার্স্ট, লর্ড (Hardinge of Penshurst, Lord)—(১৮৫৮—১৯৪৪)। ভারতের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর-জেনারেল। ১৯১০—১৬-এ তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি বা বড়লাট নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গ পুনরায় সংযুক্ত হয়, কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং বিহার ও উড়িষ্যা বাংলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার সময়ে সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ এদেশে আসেন এবং সেই উপলক্ষে শোভাযাত্রার সময় তাঁহার উপরে বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি আহত হন।

হার্ডিঞ্জ, লর্ড (Hardinge, Lord)—(১৭৮৫—১৮৫৬)। ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল। ইংলণ্ডে জন্ম। তিনি প্রথম জীবনে ডিউক অব ওয়েলিংটনের অধীনে যুদ্ধ করেন। অতঃপর ১৮২৫-এ তিনি প্রথমতঃ যুদ্ধ-বিভাগের সেক্রেটারী ও পরে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান সেক্রেটারীর পদ লাভ করেন। ১৮৪৪—৪৮-এ তিনি ভারতের বড়লাট ছিলেন। প্রথম জীবনে যুদ্ধে তাঁহার একটি হাত কাটা যায় বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'হাতকাটা গভর্নর' বলিত। শিখদিগের সহিত যুদ্ধ তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা। তিনি ১৮৫২-এ ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি ও ১৮৫৫-এ ফীল্ড মার্শালের পদ পান।

হার্ডি, টমাস (Hardy, Thomas)—(১৮৪০—১৯২৮)। সুবিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি। প্রথম জীবনে স্থাপত্য-বিদ্যায় শিক্ষিত হন, পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। 'Far from the Madding Crowd', 'Mayor of Casterbridge', 'Jude the Obscure', 'A Pair of Blue Eyes', 'Desperate Remedies' ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস ও রম্যন্যাস। 'The Dynasty' নামে তাঁহার একটি নাটক সুপ্রসিদ্ধ।

হার্ভে, উইলিয়াম (Harvey, William)—(১৫৭৮—১৬৫৭)। ইংরেজ চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী। তিনি দেহতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৬১৬-এ তিনি রক্তসঞ্চালন (Circulation of the blood) আবিষ্কার করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

হার্মিজ—গ্রীকদেবতা মার্কারির অপর নাম (গ্রীক পুঃ)।

হার্শেল, উইলিয়াম (Herschel, Sir William)—(১৭৩৮—১৮২২)। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ ও দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুতকারক। তিনি একটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার করেন; সেই গ্রহটিকে আবিষ্কর্তার নামানুসারে হার্শেল (ইউরেনাস নামে পরিচিত) বলা হয়। তিনি ২৫০০ নীহারিকা এবং যুগ্মতারকা আবিষ্কার করেন। তাঁহার ভগিনী ক্যারোলিনা লুক্রেসিয়া হার্শেল (Caroline Lucretia Herschel) [১৭৫০—১৮৪৮] আকাশের নক্ষত্ররাজির একটি মূল্যবান তালিকা প্রস্তুত করেন।

হার্শেল, ফ্রেডারিক (Herschel, Sir John Frederick)—(১৭৯২—১৮৭১)।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। তিনি ৫০০ নেবুলা (তারকাপুঞ্জ) ও প্রায় ৪০০০ যুক্ত-নক্ষত্র আবিষ্কার করেন।

হাস, জন (Huss, John)—(১৩৬৯—১৪১৫)। বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক। বোহিমিয়া জন্মভূমি। নূতন ধর্ম প্রবর্তনের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিবার আদেশ হয়। মৃত্যুদণ্ড কিংবা নূতন ধর্ম ভুল বলিয়া স্বীকার করা—এই দুইটি আদেশ তাঁহার প্রতি করা হয়। তিনি প্রথমটিই গ্রহণ করেন।

হাসান, ইমাম সৈয়দ—(১৮৭১—১৯৩৩)। সুবিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ। পাটনা জেলার নেওরা নামক গ্রামে জন্ম। ১৮৯২-এ তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া দেশে ফেরেন। ১৯১১-এ তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। ১৯১৩-এ তিনি বিচারপতির পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৭-এ তিনি বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হন। তিনি নারীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সচ্চিদানন্দ সিংহের সহযোগিতায় তিনি 'সার্চ-লাইট' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯১৮)। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ভারতের শাসন-সংস্কার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করার বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন চালান।

হাসান, এমাম—(? ৬২৫—৬৬৯) তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা হুসেন, হজরত মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির পুত্র। তাঁহার পিতা আলির মৃত্যুর পর খলিফা-পদের জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এজিদ তাঁহার অন্যতমা স্ত্রীর দ্বারা বিষাক্ত জল পান করাইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। শিয়াসম্প্রদায়ের পক্ষে এই ভ্রাতৃদ্বয় অতীব শ্রদ্ধার পাত্র।

হাসান সুরাবর্দী—প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী। ১৮৮৪-এ ঢাকায় জন্ম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ভাইস্-চ্যান্সেলার। তিনি ১৯৩১-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা হইয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। তিনি ১৯২৩-এ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হন। তাঁহার রচিত বহু পুস্তক আছে।

হিউগো, ভিক্টর মেরি (Hugo, Victor Marie)—(২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০২—২২শে মে, ১৮৮৫)। প্রথিতযশা ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি রাজনীতিকও ছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের চিত্র তিনি সুনিপুণ হস্তে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'Les Miserables', 'Cromewell', 'Notre Dame de Paris' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা। ১৮৩১-এ 'Notre Dame de Paris' রচনা করিয়া তিনি ইউরোপে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তখনও দেশে তিনি কবি হিসাবেই বিখ্যাত। শেষ বয়স তাঁহার নানা কষ্টে কাটিলেও তিনি প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

হিউম, ডেভিড (Hume, David)—(১৭১১—১৭৭৬)। সুবিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনৈতিক লেখক। জন্ম এডিনবরায়। 'Enquiry Concerning Human Understanding' ও 'History of Great Britain' তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হিউয়েন সাঙ—(৭ম শতক)। বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি যখন ভারতে আগমন করেন তখন হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতের রাজা। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি যে ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে ভারতের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। তখন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তিনি প্রায় সকলগুলি রাজ্যই পরিদর্শন করেন। ৬২৯ হইতে ৬৪৫ তাঁহার ভ্রমণকাল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

হিকিউবা (Hecuba)—ট্রয়রাজ প্রায়ামের পত্নী ও বীরশ্রেষ্ঠ হেক্টরের জননী। তিনি বহু পুত্রের জননী ছিলেন, কিন্তু শত্রু-হস্তে তাঁহার স্বামী ও পুত্রগণের মৃত্যু হয় (গ্রীক পুঃ)।

হিটলার, হের আডোলফ (Hitler, Herr Adolf)—(২০শে এপ্রিল, ১৮৮৯—১৯৪৫)। জার্মানীর চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেন্ট। জন্মস্থান উত্তর অস্ট্রিয়া। প্রথম জীবনে চিত্রাঙ্কনের দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল। মাতাপিতার মৃত্যুর পর কপর্দক-শূন্য হইয়া তিনি ভিয়েনায় যান ও কখনও রাজমিস্ত্রি কখনও অন্যের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। ইউরোপের মহা-সমরের সময় তিনি একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন। তিনি যুদ্ধে আহত হন। পরে মাত্র ৭জন লোক লইয়া German Workers Party নামে একটি দল গঠন করেন। ইহাই পরবর্তী কালে নাৎসী দল বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হয়। তিনি ১৯২৩-এ তাঁহার কর্মসূচী রচনা করেন ও পাঁচ বৎসর কাল নজরবন্দী থাকিবার সময় তাঁহার বিখ্যাত বই 'Mein Kampf' (My Struggle) রচিত হয়। কালক্রমে তিনি প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের শর্তে সম্মত হইয়া চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন (জানুয়ারী, ১৯৩৩)। ১৯৩৪-এ হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর তিনি প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার হন এবং ফলতঃ জার্মানীর সর্বময় কর্তা হইয়া পড়েন। তিনি জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে লাগিয়া যান ও জার্মানীর বৈদেশিক দেনা শোধ করিতে অসম্মতি জানান। তিনি জাতিসংঘ হইতে সরিয়া আসেন ও জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করিয়া তোলেন। পরে তিনি চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্য অধিকার করেন ও ১৯৩৯-এ পোল্যাণ্ড অধিকৃত ড্যান্‌জিগ্ শহর চাহিলে পোল্যাণ্ড উহা দিতে অস্বীকার করে। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে। তিনি এই যুদ্ধে প্রথম দিকে প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন ও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে তিনি প্রথম দিকে ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েত-বাহিনীকে পরাজিত করিলেও পরে পরাজিত হন। তিনি আত্মহত্যা করেন।

হিড়িম্ব—এক রাক্ষস, হিড়িম্বার ভ্রাতা। পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিলে পথে এই রাক্ষস তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। বীরবর ভীম দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (ভারত)।

হিড়িম্বা—বিখ্যাত রাক্ষস হিড়িম্বের ভগিনী। ভীমসেনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। তাহার পুত্র ঘটোৎকচ কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবপক্ষে প্রবল যুদ্ধ করিয়া নিহত হয় (ভারত)।

হিণ্ডেনবুর্গ, প্রেসিডেন্ট (Hindenburg, President Marshal Paul von)—(১৮৪৭—১৯৩৪)। পোসেনে জন্ম। ১১ বৎসর বয়স হইতে তিনি সৈন্যদলে প্রবেশ করেন ও প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বিশেষ নাম করেন। ১৯১৬-এ তিনি সমগ্র জার্মান সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯১৯-এ ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত তিনি জার্মানীর রাষ্ট্রীয়-সভার সভাপতি ছিলেন।

হিপেরিয়ন (Hyperion)—অন্যতম টাইটান। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও উষার জনক। তাঁহার মাতা গী ও জনক ইউরেনাস (গ্রীক পুঃ)।

হিপোক্রেটিজ (Hippccrates)—(খ্রীঃ পূঃ ৪৬০—৩৫৭ অব্দ)। বিখ্যাত গ্রীক্ চিকিৎসক। থেসালী তাঁহার জন্মভূমি।

এথেন্সে তিনি চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে ঔষধের জনক বলা হয়।

হিবি (Hebe)—জুপিটার ও জুনোর কন্যা। তাঁহার অপর নাম জুভেনটাস। তিনি যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বর্ণিত হন (গ্রীক পুঃ)।

হিমালয়—তিনি পর্বতদিগের রাজা। তাঁহার সহিত ব্রহ্মার মানসকন্যা মেনকার বিবাহ হয়। তাঁহার কন্যা উমা ও গঙ্গা, পুত্রের নাম মৈনাক।

হিমু—(?—১৫৫৬)। তিনি জাতিতে হিন্দু বেনিয়া। শেরশাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজা হন। হিমু পরে মহম্মদ আদিল শাহের মন্ত্রী ছিলেন। রাজার হাত হইতে তিনিই সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লন। আকবর যখন রাজা হন, তিনি তখন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া 'রাজা বিক্রমজিৎ' নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত আকবরের পানিপথের বিখ্যাত ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

হিম্যান্স, ফেলিসিয়া ডোরোথিয়া (Hemans, Felicia Dorothea)—(১৭৯৩—১৮৩৫)। বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা-কবি। ওয়াল্টার স্কট, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবি তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলি জনপ্রিয়। 'Casabianca', 'The Homes of England' ও 'The Better Land' নামে কবিতা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হিরণ্যকশিপু—বিখ্যাত দৈত্যরাজ। তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু নিহত করায় এই দৈত্য রাজ্যমধ্যে হরিনাম উচ্চারণ বন্ধ করিয়া দেন। প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, হ্লাদ ও অনুহ্লাদ নামক তাঁহার চারি পুত্র জন্মে। সর্বকনিষ্ঠ প্রহ্লাদ হরিভক্ত বলিয়া দৈত্যরাজ তাঁহার উপর অশেষ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। পরে ভক্তের নির্যাতনে ভগবান্ নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া এই দৈত্যরাজকে বধ করেন (হরি, বিষ্ণু)।

হিরণ্যাক্ষ—প্রসিদ্ধ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সহোদর। দেবতাদের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া এই দৈত্য অযথা সর্বজীবের উপরে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লইয়া গেলে ভগবান্ বরাহরূপে তাহাকে সংহার করিয়া পৃথিবীদেবীকে উদ্ধার করেন (হরি)।

হিরো (Hero)—সেস্টসের একজন পূজারিণী। লিয়াণ্ডার নামক কোনও যুবক তাঁহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া রাত্রে সমুদ্র সাঁতরাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, কিন্তু দৈবাৎ একরাত্রে ডুবিয়া যান। তখন শোকে ক্ষিপ্তা হইয়া তিনিও সমুদ্রে ডুবিয়া মরেন (গ্রীক পুঃ)।

হিরোডোটাস (Herodotus)—(? খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪—৪২৪ অব্দ)। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক। তাঁহাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া পারস্য, লিডিয়া ও মিশর সম্বন্ধে ৯ খানি ইতিহাস রচনা করেন।

হিরোদ দি গ্রেট (Herod the Great)—(৭৩ বা ৭৪ খ্রীঃ পূঃ)। জুডিয়ার রোমক রাজা। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি গ্যালিলির রাজা হন; পরে তাঁহাকে জুডিয়ার রাজা করা হয় (৪০ খ্রীঃ পূঃ)। তাঁহারই রাজত্বকালে যিশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন।

হিরোহিতো (Hirohito)—(জন্ম ১৯০১)। জাপানের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্। ১৯২৬-এ তিনি রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার শাসনকালে দেশের অনেক সংস্কার সাধন করা হয়, বিশেষ করিয়া বয়স্ক পুরুষগণকে ভোটাধিকার দান উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ ও জাপানের পতন তাঁহার রাজত্বকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—(১৮৬৮—১৯৪২)। দার্শনিক পণ্ডিত। কলিকাতার চোরবাগানে জন্ম। পিতা দ্বারকানাথ দত্ত। ১৮৯৪-এ তিনি হাইকোর্টের এটর্নির কাজে নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'Foundation Member'. তিনি কয়েক বৎসর উহার সম্পাদক ছিলেন এবং ১৩৩২ বঙ্গাব্দে উহার সভাপতি হন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যাদবপুরের বিজ্ঞান বিদ্যালয় এই শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্গত। 'বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'র তিনি সভাপতি এবং মাদ্রাজের উক্ত সভার সদস্য ছিলেন। 'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'বেদান্ত পরিচয়', 'শিক্ষা নাও সেবা' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পুস্তক। প্রবন্ধলেখক হিসাবেও তাঁহার বিশেষ নাম আছে।

হুইটম্যান, ওয়াল্ট (Whitman, Walt)—(১৮১৯—১৮৯২)। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি। ১১ বৎসর বয়সে এক অফিসে তিনি বালকভৃত্যের কাজ করেন ও পরে মুদ্রাকর, ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক ও বিভিন্ন পত্রিকার লেখক হন। গদ্যকবিতা লিখিয়া তিনি পৃথিবীবিখ্যাত হন। 'Leaves of Grass', 'Drum Taps', 'Democratic Views' তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

হুড, টমাস (Hood, Thomas)—(১৭৯৯—১৮৪৫)। ইংরেজ কবি। তিনি হাস্যরসাত্মক ও গম্ভীর ভাবের কবিতা রচনা করিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। 'The Song of the Shirt', 'The Dream of Eugene Aram' ও 'The Bridge of Sighs' প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার গম্ভীরভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হুভার, হার্বার্ট ক্লার্ক (Hoover, Herbert Clark)—(জন্ম ১৮৭৪)। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সভাপতি। আইওয়া নগরে জন্ম। খনির কাজে তিনি পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। ১৮৯৯-এ চীনে খনির অধ্যক্ষ হন। যুদ্ধের সময় প্রেসিডেণ্ট উইলসনের অধীনে তিনি আমেরিকার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের নিয়ামক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেণ্ট হার্ডিংএর অধীনে কিছুকাল কার্য করেন। অতঃপর ১৯২৯-৩৩ পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ছিলেন।

হুমায়ুন—(রাজত্বকাল ১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬)। দ্বিতীয় মোগল সম্রাট্। তাঁহার পিতা বাবর ও পুত্র আকবর। বাবরের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৫-এ তিনি গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৫৩৭-এ বিহারের আফগান নায়ক শের খাঁ বঙ্গদেশ জয় করিলে তিনি তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সংকল্প করেন। বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে তিনি শের খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন (১৫৩৯)। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর কিছুকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি মারবাড় রাজ্যে গমন করেন। সেখানে আশ্রয় না পাইয়া তিনি ফিরিয়া যান। মারবাড় হইতে প্রস্থানের পথে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয়। অবশেষে তিনি পারস্যরাজের সভায় আশ্রয় পান। তাঁহার সাহায্যে তিনি পুনরায় রাজ্য উদ্ধার করেন (১৫৫৫)।

হুমায়ুন কবীর—(১৯০৬—১৯৬৯)। কবি ও অধ্যাপক। পিতা কবীরউদ্দিন আমেদ। তিনি কলিকাতা ও অক্সফোর্ডের এম. এ. উপাধিধারী কৃতী ছাত্র। কলিকাতা ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন। ট্রেড ইউনিয়নের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি কৃষক দলের নেতা হন। ১৯৪৭-এ তিনি Indian Railway Enquiry Committee-র সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৯৫২-এ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-মন্ত্রকের সেক্রেটারি হন। তিনি পরে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভায়ও যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৬৬ সালে কংগ্রেস ত্যাগ

করিয়া 'বাংলা কংগ্রেস' গঠন করেন ও ১৯৬৭ সালে সর্বভারতীয় জনক্রান্তি দল গঠনে অংশগ্রহণ করেন। 'স্বপ্ন সাধ', 'ইমানুয়েল কান্ট', 'ধারাবাহিক', 'বাংলার কাব্য' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

হুসেন, ইবন আলি—(১৮৫৬—১৯৩১)। আরব শাসনকর্তা। ১৯০৮-এ তিনি আমীর হন। ১৯১৬-এ তিনি আরবের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও অটোমান শাসনের অবসান ঘটান। অতঃপর আরব সেনাবাহিনীকে সংঘবদ্ধ করিয়া তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে মিত্র-শক্তির পক্ষে যোগদান করেন। ১৯১৬-এ তিনি মিত্রশক্তি কর্তৃক হেজাজের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। ওয়াহিবী মক্কা অধিকার করিলে তিনি ১৯২৪-এ পদত্যাগ করেন।

হুসেন, এমাম—(৬২৯—৬৮০)। মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক হজরত মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির পুত্র। তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাসানের হত্যার পর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, কিন্তু কারবালার প্রান্তরে শত্রুহস্তে অন্যায়ভাবে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যু-দিবস শিয়াসম্প্রদায়ের মুসলমানগণের অতীব শোকের দিন। এই দিবস তাঁহাদের মহরম নামে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব-দিবস।

হুসেন বিলগ্রামি, সৈয়দ—গয়া জেলার সাহেবগঞ্জ নগরে জন্ম। ১৮৬৮-এ তিনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক হন। ১৮৭৩-এ তিনি হায়দরাবাদের প্রধান উজীর স্যার সালার-জঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। অতঃপর তিনি হায়দরাবাদের শিক্ষাসচিব হন। কিছু-কাল তিনি নিজামের প্রাইভেট সেক্রেটারীও ছিলেন। হায়দরাবাদে তিনি স্ত্রী-বিদ্যালয়, শ্রম শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় ও আরবী গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন। ১৯০৩-এ তিনি গভর্নমেণ্ট কর্তৃক বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের সদস্যপদে নিযুক্ত হন। ১৯০৭-এ তিনি ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান সদস্য।

হুসেন শাহ—বঙ্গের পাঠান রাজা। ১৪৯৩—১৫১৮ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান রাজা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব—বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। তিনি ভবানন্দ মজুমদারের সভাসদ্ ছিলেন। গণিত ও ফলিত উভয়প্রকার জ্যোতিষেই তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 'জ্যোতিঃসারসংগ্রহ'-নামক পুস্তকখানি তিনি রচনা করেন।

হৃষীকেশ লাহা, রাজা—(১৮৫২—১৯৩৫)। বিখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ী। চুঁচুড়াতে জন্ম। মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা তাঁহার পিতা। তিনি প্রথমে মেসার্স কেলী অ্যাণ্ড কোম্পানিতে শিক্ষানবীসরূপে প্রবেশ করেন। এস্থলে আমদানি ও রপ্তানি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা অ্যাণ্ড কোম্পানিতে নিযুক্ত হন। অতঃপর কৃষ্ণদাস লাহা অ্যাণ্ড কোং নামে একটি নূতন ফার্ম স্থাপন করেন। তিনি চব্বিশ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বেসরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ২৬ বৎসর বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কলিকাতার শেরিফ হন। বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি চুঁচুড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে ১ লক্ষ টাকা ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ হাজার টাকা দান করেন।

হেগেল (Hegel George Wilhelm Friedrich)—(১৭৭০—১৮৩১)। খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক। স্টাটগার্টে জন্ম। টিউবিনগেন বিদ্যালয়ে তিনি ধর্ম-বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং ১৭৯৩-এ পি-এইচ. ডি. উপাধি পান। বার্নে তিনি কিছুকাল গৃহ-শিক্ষকতা করেন। পরে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক হন (১৮০১)। তিনি হাইডেলবার্গ ও বার্লিনেও অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার দার্শনিক গবেষণায় উনবিংশ-শতাব্দীতে জার্মান চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। 'Phaenomenology of the Spirit', 'Logic', 'Philosophy of Right' তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

হেডন্, ফ্রাঞ্জ জোসেফ (Haydn, Franz Josef)—(১৭৩২—১৮০৯)। অস্ট্রিয়াবাসী গীত-রচয়িতা। 'The Creation', 'The Seasons' প্রভৃতি তাঁহার রচিত উচ্চশ্রেণীর গীতিপুস্তক।

হেডিন, স্বেন (Hedin, Sven Anders)—(জন্ম ১৮৬৫)। বিখ্যাত সুইডেনবাসী পর্যটক। মধ্য এশিয়ায় তিনি আবিষ্কারকার্য চালনা করেন। তাঁহার আবিষ্কারের সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে 'Through Asia', 'Trans-Himalaya' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

হেণ্ডারসন, আর্থার (Henderson, Rt. Hon. Arthur)—(১৮৬৩—১৯৩৫)। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিক। জন্ম গ্লাসগোতে। ১৯৩১—৩২-এ তিনি শ্রমিক দলের নেতা হন। ১৯৩২—৩৩-এ তিনি 'World Disarmament Conference'-এর সভাপতি হন। বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার জন্য তিনি ১৯৩৩-এ কার্নেগী পরিষদ্ হইতে ২,২০০ পাউণ্ড পুরস্কার পান এবং ১৯৩৪-এ উক্ত কাজের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পান।

হেনরী (Henry)—(১৩৯৪—১৪৬০)। পোর্তুগালের রাজকুমার। তাঁহাকে 'Navigator' বলা হইত। তিনি একটি মানমন্দির (observatory) নির্মাণ করেন। তিনি নৌবিদ্যার অনেক উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন।

হেনরী, ১ম (Henry I)—(১০৬৮—১১৩৫)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি প্রথম উইলিয়ামের তৃতীয় পুত্র। তাঁহাকে ইংরেজ বিচার-প্রথার প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে।

হেনরী, ২য় (Henry II)—(১১৩৩—১১৮৯)। ইংলণ্ডের রাজা। ১১৫৪-এ তিনি ইংলণ্ডের রাজা হন। তিনি দেশের আইনের কিছু সংস্কার সাধন করিতে যান। এই সংস্কারকার্য হইতেই তাঁহার সহিত টমাস বেকেটের কলহ হয় ['টমাস বেকেট' দ্রঃ]।

হেনরী, ৩য় (Henry III)—(১২০৭—১২৭২)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি ব্যারনদের সহিত মিলিত হইয়া শাসনকার্য চালাইতে অক্ষম হন। ফলে তিনি লোকের বিরাগ-ভাজন হন। সাইমন ডি মণ্টফোর্ট তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লন এবং পার্লামেণ্টের সূত্রপাত করেন।

হেনরী, ৪র্থ (Henry IV)—১। (১৩৬৭—১৪১৩)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি দ্বিতীয় রিচার্ড কর্তৃক নির্বাসিত হন। কিছুকাল পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং যুদ্ধে রিচার্ডকে পরাস্ত করিয়া রাজা হন। ল্যাঙ্কাস্ট্রিয়ানবংশীয় রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম। ২। (১৫৫৩—১৬১০)। ফ্রান্সের রাজা। তিনি প্রথমে পোপের বিরুদ্ধবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন, অতঃপর রোমান ক্যাথলিক বলিয়া নিজেকে জাহির করেন। 'এডিক্ট অব ন্যাণ্ট্‌স্' (Edict of Nantes) দ্বারা তিনি প্রোটেস্টাণ্টদিগকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতে অনুমতি দেন। ১৬১০-এ তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

হেনরী, ৫ম (Henry V)—(১৩৮৭—১৪২২)। ইংলণ্ডের রাজা। ১৪১৫-এ তিনি এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়ী হন এবং নর্মাণ্ডি জয় করেন। ১৪২০-এ ফ্রান্সের রাজা তাঁহাকে সিংহাসন দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলে তিনি 'ট্রয়েস' (Troyes)-এর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

হেনরী, ৬ষ্ঠ (Henry VI)—(১৪২১—১৪৭১)। ইংলণ্ডের রাজা। ১৪২২-এ তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজা হন।

তাঁহারই সময়ে 'গোলাপের যুদ্ধ' (Wars of the Roses)-নামক গৃহবিবাদ ঘটে। ১৪৫৩-এ তিনি উন্মাদ হইয়া যান। ১৪৫৫-এ গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। ১৪৬০-এ তিনি বন্দী হন। তিনি লণ্ডন টাওয়ারে মারা যান।

হেনরী, ৭ম (Henry VII)—(১৪৫৭—১৫০৯)। ইংলণ্ডের রাজা। বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধে তিনি তৃতীয় রিচার্ডকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন দাবি করেন। তিনি 'টিউডর' বংশ স্থাপন করেন। তিনি দেশের রাজস্ব নির্ধারিত করেন, বাণিজ্যের উৎসাহ দেন, ব্যারনদের ক্ষমতা কাড়িয়া লন এবং দেশে শান্তি রক্ষা করেন।

হেনরী, ৮ম (Henry VIII)—(১৪৯১—১৫৪৭)। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত টিউডর রাজা। তাঁহার রাজত্বকাল ১৫০৯—১৫৪৭। পোপের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ ও ধর্মবিপ্লবে ইংলণ্ডের যোগদান তাঁহার সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা। যে সকল ধর্মমন্দির পোপকে মানিত, তিনি তাহাদের ধ্বংসসাধন করেন। তিনিই নিজেকে ইংলণ্ডের ধর্মগুরু বলিয়া প্রচার করেন। তিনি ব্যারনদের ও পার্লামেণ্টকে দমন করেন। তাঁহার ছয় স্ত্রী ছিল। তাহার মধ্যে দুইজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৬ই বৈশাখ, ১২৪৫—১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত স্বভাবকবি। হুগলী জেলার গুলিটা নামক গ্রামে জন্ম। পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বি. এ. ও বি. এল. পাশ করিয়া কিছুদিন মুন্সেফ হন ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া যান (১৮৯৭ খ্রীঃ)। অগাধ অর্থ রোজগার করিলেও তিনি দানশীল ছিলেন বলিয়া পরে দারিদ্র্যবশতঃ বিশেষ কষ্ট পান। 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'বীরবাহু কাব্য', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের টীকা রচনা ও সমালোচনা করেন।

হেমচন্দ্র সুরি—(১১শ শতক)। বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত। গুজরাটে জন্ম। পিতা চাচিক্ক, মাতা পাহিনী। পূর্বে তাঁহার নাম চংদেব ছিল। আট বৎসর বয়সে তিনি জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর তিনি উদয়ন মন্ত্রীর নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিশেষ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই তাঁহার নাম হেমচন্দ্র হয়। ইহার পর তিনি রাজা কুমারপালের নিকটে থাকেন। রাজা কুমারপালের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'প্রাকৃত ব্যাকরণ', 'সিদ্ধ শব্দানুশাসন', 'অভিধান-চিন্তামণি' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

হেমলতা দেবী—শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা। তিনি অর্ধকালীরূপে বিখ্যাত। পরিবেশনকালে মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িলে তাঁহার কাঁধ হইতে আর দুইটি হাত বাহির হয় ও ঘোমটা যথাস্থানে স্থাপিত করে।

হেমিংওয়ে (Hemingway, Ernest)—(১৮৯৮—১৯৬১)। প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়েস রাজ্যে ওক পার্কে জন্ম। প্রথম জীবনে 'Kansas City Star' নামক পত্রিকার রিপোর্টার হন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'The Sun Also Rises', 'A Farewell to Arms', 'For Whom the Bell Tolls', 'The Snows of Kilimanjero' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি 'পুলিটজার পুরস্কার' লাভ করেন।

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার—(১৮৯৭—১৯৪৮)। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি পাতিয়ালার রাজা কর্তৃক রাজশিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি দেশবিদেশে প্রশংসা পাইয়াছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—(১৮৭৬—১৯৬২)। বঙ্গের বিশিষ্ট সাংবাদিক। তিনি কয়েকখানি উপন্যাসও লিখিয়াছেন। যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে জন্ম। তাঁহার পিতার নাম গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তিনি ১৮৯৯-এ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাহার কিছুকাল পরে সংবাদপত্রসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে তাঁহার সাংবাদিক জীবনের গুরু বলা যাইতে পারে। তিনি লণ্ডনের 'ইনস্টিটিউট অব, জার্নালিস্টস্' সদস্য এবং 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৭-এ তিনি সাংবাদিক মণ্ডলীর সহিত মেসোপোটেমিয়ায় এবং ১৯১৮-এ ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধি হিসাবে মহাযুদ্ধের সঠিক বিবরণ অবগত হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দগ্ধ হৃদয়', 'অধঃপতন', 'নাগপাশ', 'তুষানল', 'কংগ্রেসের ইতিহাস' এবং 'The Famine of 1770' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হেমেন্দ্রকুমার রায়—(১৮৮৮—১৯৬৩)। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। কিশোর-সাহিত্য রচনায় তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনে 'ভারতী' সাহিত্যগোষ্ঠীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রঙ্গমঞ্চ এবং তৎসম্পর্কিত সাহিত্যের সহিতও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল। 'যকের ধন', 'যাদের দেখেছি', 'ঝড়ের যাত্রী' প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট রচনা।

হেমেন্দ্রলাল রায়—(১৮৯২—১৯৩৫)। প্রসিদ্ধ কবি ও গল্পলেখক। পাবনা জেলার ফুলকোচা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ব্রজদুলাল রায়। তিনি প্রথমে অধুনালুপ্ত 'হিন্দুস্থান' নামক পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক হন। তিনি 'বাঁশরী', 'মহিলা' ও 'রাষ্ট্রবাণী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অতঃপর সম্পাদনা ছাড়িয়া তিনি 'বেঙ্গল কেমিকেলে'র প্রচারবিভাগে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। 'ফুলের ব্যথা', 'মায়াকাজল' ও 'মণিদীপা' তাঁহার কাব্য-পুস্তক। 'ঝড়ের দোলা' তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'মায়ামৃগ' ও 'পাঁকের ফুল' তাঁহার গল্প-গ্রন্থ। তিনি শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও নাম করেন। তাঁহার 'মায়াপুরী', 'গল্পের আলপনা' প্রভৃতি ছেলেদের বই। 'রিক্ত ভারত', 'বিলাতে গান্ধী' তাঁহার আরও দুইখানি পুস্তক।

হেয়ার, ডেভিড—(Hare, David)—'ডেভিড হেয়ার' দ্রঃ।

হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র—(১৮৫৭—১৯৩৮)। কলিকাতার একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী। তিনি বহুদিন City College-এর অধ্যক্ষপদে সমাসীন ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যৌবনকাল হইতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রবর্তকগণের তিনি অন্যতম।

হেরাক্লিটাস (Heraclitus)—(? খ্রীঃ পূঃ ৫৩৫—৪৭৫ অব্দ)। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে তিনি অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেন।

হেরাসিম লেবেডফ—রুশীয় বণিক। তিনিই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিদেশীয় ধরনের রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া ১৭৯৫ সালে বাঙ্গলা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হেরিক, রবার্ট (Herrick, Robert)—(১৫৯১—১৬৭৪)। সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি। জন্ম লণ্ডনে। কেম্ব্রিজে সেণ্ট জনস্ কলেজ ও ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার ল্যাটিন কবিদের প্রতি প্রীতি ছিল এবং তিনি বেন জনসনের প্রভাবে আসেন। তাঁহার পেশা ছিল ধর্মযাজনা বা পৌরোহিত্য। তিনি Dean Prior ছিলেন। 'Farewell Unto Poetrie',

'Noble Numbers' (or 'Pious Pieces'), 'Gather ye Rose Buds', 'Cherry Ripe' 'The Hesperides', প্রভৃতি তাঁহার রচনা।

হের্‌ৎজ, হাইন্‌রিখ রুডোলফ—(Hertz, Heinrich Rudolf)—(১৮৫৭—১৮৯৪)। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী। তড়িৎ-বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ ছিল। তিনি বিদ্যুতের তরঙ্গ সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করিয়া যান, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া আচার্য বসু, লজ, ব্রানলি, মার্কনি প্রভৃতি বিজ্ঞানী বেতার-যন্ত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। তাঁহার বিজ্ঞান-বিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক আছে।

হেলী (Helle)—তাঁহার পিতার নাম অ্যাথ্যামাস ও মাতার নাম নেফেলি। বিমাতার কৌশলে ও প্ররোচনায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলি দিতে উদ্যত হইলে তিনি জুনোর অনুকম্পায় আকাশমার্গে পলায়ন করেন, কিন্তু দৈবক্রমে সমুদ্রে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমুদ্রের যে স্থানে তিনি পতিত হন, ঐ স্থানকে হেলেস্‌পণ্ট বলা হয় (গ্রীক পুঃ)।

হেলী, এডমাণ্ড (Halley, Edmund)—(১৬৫৬—১৭৪২)। ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্‌। ১৭২০ হইতে তিনি রাজজ্যোতির্বিদ্‌ ছিলেন। তিনি একটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। তাঁহার নামানুসারে উহার 'Halley's Comet' নাম হয়।

হেলেন (Helen)—গ্রীসদেশের তদানীন্তন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। তিনি লাসিডিমনের রাজা মেনেলাউসের পত্নী ছিলেন। তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া ট্রয়রাজপুত্র প্যারিস তাঁহাকে ভুলাইয়া স্বদেশে লইয়া যান। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রসিদ্ধ ট্রয়-যুদ্ধ হয়। দশ বৎসর অবরোধের পর গ্রীকবীরগণ ট্রয় জয় করেন এবং তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া মেনেলাউসের হস্তে অর্পণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

হেলেন কেলার (Hellen Keller)—(জন্ম ১৮৮০)। বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা। অসুস্থতার ফলে ১৯ মাস বয়সে তিনি অন্ধ ও মূক-বধির হইয়া যান। পরে তাঁহাকে লেখাপড়া শেখানো হয় ও তিনি সসম্মানে ডিগ্রী পরীক্ষা দেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তিনি কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'The Story of My Life', 'The World I live in', 'Midstream' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

হেলেনাস (Helenus)—ট্রয়রাজ প্রায়াম ও হেকিউবার পুত্র। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ট্রয়যুদ্ধের অবসানে তিনি হেক্টরের পত্নী অ্যান্‌ড্রোম্যাকির পাণিগ্রহণ করেন (গ্রীক পুঃ)।

হেস্টিংস, ওয়ারেন (Hastings, Warren)—'ওয়ারেন হেস্টিংস' দ্রঃ।

হেস্টিংস, লর্ড (Hastings, Lord)—'ময়রা, আর্ল অব' দ্রঃ।

হেস্‌পেরাস (Hesperus)—সন্ধ্যাতারকাকে গ্রীসদেশে এই নামে অভিহিত করা হয় (গ্রীক পুঃ)।

হেস্‌পেরিডিজ (Hesperides)—হেস্‌পেরাস-এর কন্যাত্রয়কে এই নামে অভিহিত করা হইত। তাঁহারা জুনোর পৃথিবীর স্বর্ণ-আপেল রক্ষা করিতেন (গ্রীক পুঃ)।

হৈহয়—এই শব্দদ্বারা মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনকে বুঝায়। তিনি বিষ্ণুর বরে সহস্রহস্ত ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি দৃপ্ত হইয়া জমদগ্নিকে নিহত করিলে তৎপুত্র পরশুরাম তাঁহার সংহার করেন (কল্কি)।

হোমার (Homer)—(জীবৎকাল? ৮৫০ খ্রীঃ পূঃ)। গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি। মাতার নাম মিলানোপাস। তিনি ফিমিয়াস নামক শিক্ষকের পোষ্যপুত্র ছিলেন। তিনি মধ্যবয়সে অন্ধ হইয়া যান। শিক্ষকতা তাঁহার একমাত্র জীবিকা ছিল। অন্ধ হইলেও অদ্ভুত কবিতারচনা-শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার রচিত কাব্য ইলিয়ড' ও 'অডিসি' তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।

হোয়েটস্টোন, চার্লস্‌ (Wheatstone, Sir Charles)—(১৮০২—১৮৭৫)। বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী। তিনি ১৮৩৭-এ ডবল্‌. এফ. কুক নামক সাহেবের সহযোগিতায় ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ পেটেণ্ট করেন। ১৮৩৮-এ তিনি 'Stereoscope' উদ্ভাবন করেন।

হোর, সার স্যামুয়েল (Hoare, Right Hon. Sir Samuel)—(জন্ম ১৮৮০)। ভূতপূর্ব ভারত-সচিব (১৯৩১)। ১৯২৩-এ তিনি বলড্‌উইনের মন্ত্রিত্বকালে প্রথম অন্যতম মন্ত্রী হন। ১৯৩৫-এ পররাষ্ট্রসচিব হন। এই সময়ে ইটালী-আবিসিনিয়ার সংগ্রাম সম্পর্কে আপসের শর্ত স্থির করিতে গিয়া তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল পরে তিনি নৌ-বিভাগের মন্ত্রিরূপে পুনরায় মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। ভারত শাসন আইন রচনা সম্পর্কে তিনি সর্বপ্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

হোরেস (Horace)—(৬৫—৮ খ্রীঃ পূঃ)। রোমের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক। পূর্ণ নাম Flaccus Quintus Horatius. তিনি ফিলিপির যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যঙ্গকাব্য প্রসিদ্ধ। তিনি বিখ্যাত কবি 'ভার্জিলে'র বন্ধু ছিলেন। তিনি 'Satires', 'Epodes' ও 'Odes'-এর রচয়িতা।

হোসেন শাহ—'হুসেন' দ্রঃ।

হ্যাগার্ড (Haggard, Sir Henry Rider)—(১৮৫৬—১৯২৫)। সুবিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ১৮৭৫—১৮৭৯ পর্যন্ত তিনি ট্রান্সভালে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। 'She' ও 'King Solomon's Mines' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

হ্যাজলিট, উইলিয়াম (Hazlitt, William)—(১৭৭৮—১৮৩০)। সুবিখ্যাত ইংরেজ প্রবন্ধলেখক। তিনি চিত্রকর হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন। কোলরিজ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি অত্যন্ত কলহপ্রিয় লোক ছিলেন। চার্লস্‌ ল্যাম্ব্‌-এর সহিতও তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। 'My First Acquaintance with Poets', 'Characters of Shakespeare's Plays', 'Table Talk' ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ।

হ্যানিংটন, জেম্‌স্‌ (Hannington, James)—(১৮৪৭—১৮৮৫)। বিখ্যাত মিশনারী। তিনি পূর্ব আফ্রিকার বিশপ ছিলেন। তিনি ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা নামক হ্রদের নূতন পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া সেখানকার লোকের হস্তে নিহত হন।

হ্যামডেন, জন (Hampden, John)—(১৫৯৪—১৬৪৩)। ইংরেজ রাজনীতি-বিশারদ। ১৬৩৬-এ তিনি 'Ship-Money' নামক কর দেন নাই বলিয়া তাঁহাকে বিচারার্থে প্রেরণ করা হয়। তিনি বিচারে মুক্তি পান। প্রথম চার্লস্‌ যে পাঁচজন লোককে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি একটি সৈন্যদল গঠন করেন।

হ্যামসুন, ক্নুট (Hamsun, Knut)—(১৮৫৯—১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)। নরওয়ের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁহাকে ১৯২০-এ 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হয়। তাঁহার কতিপয় গ্রন্থ ইংরেজীতেও অনূদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'Shallow Soil', 'Growth of the Soil' প্রভৃতি উপভোগ্য। তিনি 'Hunger' ও 'Growth of the Soil'-নামক পুস্তকের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করিয়াছিলেন।

হ্যারল্ড, ১ম (Harold I)—(রাজত্বকাল ১০৩৫—১০৪০)। ইংলণ্ডের রাজা। তিনি রাজা ক্যানিউটের পুত্র।

হ্যারল্ড, ২য় (Harold II)—(১০২২

—১০৬৬)। ইংরেজদিগের রাজা। ১০৫৩-এ তিনি পিতা গডউইনের মৃত্যুর পর 'ওয়েসেক্স'-এর আর্ল হন। অতঃপর এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন। তাঁহার ভ্রাতা টসিগ ও নর্যাওয়ের রাজা উইলিয়াম ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। তিনি টসিগকে পরাজিত করেন, কিন্তু ১০৬৬-এ হেস্টিংসের যুদ্ধে তিনি উইলিয়াম কর্তৃক নিহত হন।

হ্যারিসন, জন (Harrison, John) —(১৬৯৩—১৭৭৬)। ক্রোনোমিটারের আবিষ্কারক। ঘড়ি ও অন্যান্য অনেক যন্ত্রাদির তিনি উন্নতি সাধন করেন।

হ্যালিডে (Halliday, Sir Frederick James)—(১৮০৬—১৯০১)। বাংলার ভূতপূর্ব ছোটলাট। ইংলণ্ডের সারে প্রদেশে জন্ম। ১৮৫৪-এ তিনি বঙ্গের ছোটলাট নিযুক্ত হন। ১৮৫৫-এ তিনি সামরিক আইন জারী করিয়া সাঁওতাল পরগনার বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮৫৬-এ তিনি বাংলায় চৌকিদারী আইন প্রচলন করেন। তিনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের উপর কর নির্ধারণ ও আদায় করিবার ক্ষমতা দেন। তাঁহার সময় সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা বঙ্গদেশে প্রথম দেখা দেয়। তিনি বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার সংকোচ করেন।

হ্যালহেড (Halhed, Nathanile Brassy)—(১৭৫১—১৮৩০)। বাংলা-ভাষা অনুরাগী ইংরেজ পণ্ডিত। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কাজ করিবার জন্য প্রথম ভারতে আসেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও অন্যান্য অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি হুগলীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন প্রাচ্য পুঁথির পাণ্ডুলিপিগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়াম কিনিয়া লয়।

নূতন

বাঙ্গালা অভিধান

সাহিত্য-পরিচয়

অ

অকাল বোধন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ক্ষুদ্র গীতিনাট্য। ইহাতে লেখকের ছদ্মনাম ছিল 'মকুটচরণ মিত্র'। রাবণবধের জন্ত শ্রীরামচন্দ্র দুর্গার যে অকাল বোধন করেন, তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকখানি 'গৈরিশ ছন্দে' রচিত।

অগস্তিমতম্—মহর্ষি অগস্তি। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। হীরক, মুক্তা, মরকত প্রভৃতি রত্নের উৎপত্তি, লক্ষণ, গুণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত আছে।

অগ্নিপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

অগ্নিবীণা—কাজী নজরুল ইসলাম। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা', 'আনোয়ারা', 'রণ-ভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী' ও 'মহরম' এই ১২টি কবিতা আছে। 'কামালপাশা', 'আনোয়ারা' ও 'রণ-ভেরী' তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়গান; শেষের কবিতা দুইটি মুসলমানসমাজের ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে রচিত। 'প্রলয়োল্লাস' ও 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি কবিতাগুলি গভীর দেশাত্মবোধ ও সংস্কার-মুক্ত মনের পরিচায়ক। এই 'বিদ্রোহী'-কবিতা লিখিয়াই কবি 'বিদ্রোহী-কবি' নামে অভিহিত হন।

অঙ্গিরঃ-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অঙ্গুরীয়-বিনিময়—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। আকারে বড় গল্পের মত। আওরংজেবের কন্যা রোসিনারা শিবাজীর হস্তে বন্দী হন ও তাঁহারা পরস্পর আসক্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের মিলন হয় নাই। কাহিনীতে ঐতিহাসিক পরিবেশ আছে কিন্তু ভাষা কঠিন ও বর্ণনা রসহীন। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অঙ্গুরীয়-বিনিময়ের প্রভাব আছে।

অচলায়তন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক নাটক। অচলায়তন প্রচলিত বিধি-বিধানের প্রতীক। অচলায়তন নামে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা প্রাচীন সংস্কারকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু কালক্রমে অচলায়তনের কর্মী ও শিষ্যগণের মনে সন্দেহ এবং বিদ্রোহ দেখা দেয়। পঞ্চক ও দাদাঠাকুরের চেষ্টায় কর্মীদের এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত অচলায়তনের কর্মীরা বুঝিতে পারে যে, হৃদয়হীন সংস্কার-বিধি পালন অপেক্ষা মানবধর্ম পালন করা শ্রেয়ঃ। নাটকান্তর্গত অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে মহাপঞ্চক, আচার্য ও উপাচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অজয়—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কাব্যগ্রন্থ (১৯২৭)। তাঁহার এই কাব্য সংকলনে তাঁহার প্রীতিস্নিগ্ধ গ্রামীন রূপ শহরবাসী পাঠকের চিত্তেও একটা প্রসন্ন-তৃপ্ত জীবনের স্বাদ আনিয়া দেয়। তবে কবিতার বাক্‌নির্মিতি বহুস্থানে অযত্নপ্রসূত, চিত্রকল্পও প্রায়শঃই গতানুগতিক।

অতসী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক। গ্রন্থখানিতে ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে—'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা', 'ব্যানার্জী', 'জামাতা বাবাজীউ', 'বাজীকর', 'আলো আঁধারি' এবং 'আদুরাণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে'। 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গ্রন্থের প্রথম গল্প; কলিকাতার একটি ব্যারাক বাড়ি ও বস্তির জীবনযাত্রার প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া এই গল্পটি রচিত। অতসীর শেষ গল্প 'আদুরাণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে' বীরভূম অঞ্চলের পল্লীজীবনের উজ্জ্বল চিত্র।

অতসী মামী—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'অতসী মামী', 'নেকী' ইত্যাদি কয়েকটি গল্প আছে। প্রথম গল্প অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

অত্রিসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অথর্বোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

অদ্ভুত-রামায়ণম্—অভুতাচার্য প্রণীত। ২৭ সর্গে বিভক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে মহর্ষি বাল্মীকি ভরদ্বাজ মুনির নিকট গল্পচ্ছলে রামসীতার জন্মবৃত্তান্ত, অম্বরীষের অভিশাপ-কাহিনী, রামসীতার বিবাহ, রামচন্দ্রের বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি বর্ণনার পর, সীতাদেবী কিরূপে কালিকামূর্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন সেই সকল অদ্ভুত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

অধিকার-তত্ত্ব—চন্দ্রশেখর বসু। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। অধিকারভেদে ধর্মানুষ্ঠান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান—নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়। আধ্যাত্মিক বিষয়ক প্রবন্ধ-পুস্তক। পরলোকবাসীর সহিত ইহলোকবাসীর আলাপচ্ছলে ইহাতে নানা জটিল আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

অধ্যাত্ম-রামায়ণম্—মহর্ষি বাল্মীকি। সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত সংস্কৃত কাব্য। প্রায় চারি হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ এই কাব্যগ্রন্থ বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ এবং উত্তরকাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে ধর্ম, রাজনীতি, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। 'রামগীতা' এই পুস্তকের শেষ কাণ্ডের পঞ্চম সর্গ।

অন দি ইভ (On the Eve)—আইভান টুর্গেনিভ। রুশীয় উপন্যাস। হেলেন তাহার গৃহধর্ম পালন করিয়া সুখ পাইতেছিল না। সে তাহার 'ডায়েরী'তে লিখিয়াছিল—'কেবল ভাল হইয়া লাভ নাই, ভাল কাজ করা প্রয়োজন।' কিন্তু তখন পর্যন্ত যে দুইটি লোকের সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছিল, হেলেনের মানসিক অতৃপ্তি দূর করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। ইহাদের একজন 'এবিন', অপর ব্যক্তি 'বার্সেনেফ', একজন লঘুচরিত্র শিল্পী এবং আর একজন অন্যমনস্ক অধ্যাপক। ইহার কিছুকাল পরে হেলেনের জীবনে তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাব হইল। এই লোকটির নাম বুলগ্যারেফ, কোন এক বুলগেরিয়ান দেশপ্রেমিক। একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু বুলগ্যারেফ যেই বুঝিতে পারিল যে, হেলেনকে সে ভাল-বাসিয়াছে, তখনই স্থির করিল যে হেলেনের নিকট হইতে তাহাকে পলায়ন করিতে হইবে, নহিলে তাহার ব্রতভঙ্গ হইবে। বুলগ্যারেফ যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় হেলেন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করে এবং বুলগ্যারেফের সাধনাকে নিজের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করে। টুর্গেনিভের পূর্বে আর কোন রুশ সাহিত্যিক মহিলাদের রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনেন নাই এবং সেদিক দিয়া 'হেলেন' সর্বপ্রথম।

অনর্ঘরাঘবম্—মুরারি মিশ্র। সংস্কৃত নাটক। ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা হইতে রাবণ-বধের পর রাজ্য অভিষেক পর্যন্ত আখ্যানভাগ স্থান পাইয়াছে। শ্রীরুচি মুখো-পাধ্যায়-কৃত ইহার একখানি টীকা আছে।

অনামী—দিলীপকুমার রায়। কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থখানি—অনামী, রূপান্তর, পত্রগুচ্ছ ও অঞ্জলি—এই চারিখণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে দিলীপকুমারের স্বরচিত কতকগুলি কবিতা এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির কতকগুলি ইংরেজী কবিতার মর্মানুবাদ স্থান পাইয়াছে। পত্র-গুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং কয়েকজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষীর পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য লেখকের সহিত তাঁহাদের এই সকল পত্র বিনিময় হইয়াছিল।

অনুগীতা—মহর্ষি বেদব্যাস। মহাভারতের অংশ বিশেষ। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়-নিধন-কাতর অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভরক্ষা, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ এবং উতঙ্কের উপাখ্যান ইহাতে আছে।

অনুপ্রাস—অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। সাহিত্যগ্রন্থ। চলিত কথায়, সাহিত্যে এবং ধর্মে অনুপ্রাস কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, গ্রন্থখানিতে লেখক সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সরস ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন।

অন্তঃশীলা—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। খগেন্দ্র তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রীকে কোন দিন ভালবাসেন নাই, তিনি ভাল-বাসিয়াছিলেন নিজ অন্তরের আদর্শকে। বুদ্ধিজীবী খগেন্দ্র সাবিত্রীকে যেভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই, বরং সে চেষ্টা সাবিত্রীর মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব সৃষ্টি করিত এবং এই বিরোধের ফলেই সাবিত্রী একদিন আত্মহত্যা করে। সাবিত্রীর মৃত্যুর পর খগেন্দ্রনাথের সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সহিত পরিচয় ঘটে। রমলা আধুনিক রুচিসম্পন্না মহিলা। রমলার প্রতি তিনি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতে-ছিলেন; কিন্তু সাবিত্রীর মৃত্যুর ফলে তাঁহার মনে যে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মীমাংসার জন্য অন্তর্মুখীন সাধনায় মগ্ন হইবার চেষ্টায় তিনি রমলার নিকট হইতে দূরে কাশীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক সাধুর সহিত খগেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। কাশীতে থাকিবার সময় খগেন্দ্রনাথ রমলার সঙ্গে পত্রালাপ করেন। ইহাতে পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত হয়। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে খগেন্দ্রনাথ সেই সন্ন্যাসীর সহিত নিরুদ্দিষ্ট হন। সংবাদ পাইয়া রমলা খগেন্দ্র-নাথের সন্ধানে বাহির হন। সুজন রমলা ও খগেন্দ্রের বন্ধু। নিরুদ্দেশ যাত্রার পূর্বে খগেন্দ্র তাহার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বুদ্ধিবাদের হার স্বীকার করেন।

অন্তর্যামী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। ক্ষুদ্র কাব্য। অন্তর্যামীর কবিতাগুলি ভক্তিভাবের নিবিড় অনুভূতিতে স্নিগ্ধ।

অন্নদামঙ্গল (বা **অন্নপূর্ণামঙ্গল**)—কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ শিবায়ন ও দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগ কালিকা-মঙ্গল ও তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার উপলক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশপ্রশস্তি। রচনা-কাল ১৭৫২ - ৫৩।

অন্নপূর্ণা দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। উপন্যাসচ্ছলে লেখক ইহাতে নানা নীতিকথার অবতারণা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই 'যোগেশ্বরী' উপন্যাসের পরিশিষ্ট। চণ্ডীচরণ, যোগেশ্বরী, নবীনকৃষ্ণ, ভবসুন্দরী, হরকুমার, ঘনানন্দ, করুণাময়ী, শ্যামদাস ও বিধুমুখীর চরিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্নপূর্ণার মন্দির—নিরুপমা দেবী। সামাজিক উপন্যাস (১৩২১)। সম্ভবতঃ ইহা লেখিকার প্রথম উপন্যাস। তারাপুর গ্রামের রামশংকর ভট্টাচার্য রুগ্ণ এবং প্রায় অকর্মণ্য হইলেও অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা—সতী ও সাবিত্রী। পল্লীর ধনী-সন্তান বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার মাসিমা অন্নপূর্ণা এই দুঃখী পরিবারের অভাবের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। এক সময় অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের সহিত সতীর বিবাহের প্রস্তাব করেন। বিশ্বেশ্বর তাহাতে অসম্মত হন। তখন রামশংকর বৃদ্ধ তিনকড়ি লাহিড়ীর সহিত সতীর বিবাহ দেন। কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার অল্পকাল পরেই সতী বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। তাহার পর গ্রামের জমিদারের জামাতা নরেন্দ্র ভাদুড়ী সতীকে নানা প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করে। তখন সতী আত্মহত্যা করে। ইহার পর অন্নপূর্ণা সাবিত্রীদের সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং সাবিত্রীর সহিত বিশ্বেশ্বরের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পর অন্নপূর্ণার

মৃত্যু হয়। তাহার পর বিশ্বেশ্বর মাসিমার স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই 'অন্নপূর্ণার মন্দির' নামে খ্যাত হয়।

অপরাজিত—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহা গ্রন্থকার রচিত 'পথের পাঁচালী'র অনুস্মৃতি। 'পথের পাঁচালী'র নায়ক অপূর্বই এই গ্রন্থের নায়ক। এই গ্রন্থে তাহার ছাত্রজীবন হইতে ফিজি যাত্রার কাহিনী পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতায় চাকরি করিবার সময় অপূর্ব এক সহপাঠী বন্ধুর সহিত পূর্ববঙ্গে এক জমিদার বাড়িতে যায়। বিবাহ উপলক্ষে তাহারা তথায় গিয়াছিল। পাত্রী অপূর্বর বন্ধুর ভাগ্নী। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে দেখা গেল বর পাগল। বিবাহ ভাঙিয়া যায় দেখিয়া অপূর্বর সহিত মেয়েটির বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের কিছুকাল পরে অপূর্ব স্ত্রীকে তাহার মায়ের জেঠামহাশয়ের বাড়িতে আনিয়া রাখে এবং নিজে কলিকাতায় থাকিয়া চাকরি করিতে থাকে। পত্নী গর্ভবতী হইলে অপূর্ব তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসে। কিন্তু পুত্র-সন্তান প্রসবের পর অপূর্বর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অপূর্বর পুত্র কাজল চার পাঁচ বৎসর মামার বাড়িতেই থাকে। ইতিমধ্যে অপূর্ব মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত ঘুরিয়া আসে। ইহার পর সে কাজলকে তাহার পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিসুরভিত জন্মপল্লী নিশ্চিন্তপুরে তাহার বাল্যসঙ্গিনী রাণুদির আশ্রয়ে রাখিয়া ফিজিতে চলিয়া যায়। অপূর্বর আর এক বাল্যসঙ্গিনী লীলার ইতিমধ্যে চরিত্র নষ্ট হয় এবং অনুতপ্ত হইয়া অবশেষে সে আত্মহত্যা করে। [অপূর্বর প্রথম জীবনের ঘটনার জন্য 'পথের পাঁচালী' দ্রষ্টব্য]। সাধারণ উপন্যাসের মত অপরাজিত ঘটনাবিন্যাস নহে। অপূর্বর দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলির সহিত তাহার মানসিক অবস্থার ক্রমপরিণতি যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে একটি হইতে আর একটিকে পৃথক্ করিবার উপায় নাই। বাহিরের ঘটনা গৌণ। প্রকৃতির সহিত অপূর্বর মনের নৈকট্যবোধ কাহিনীর মধ্যে মুখ্য স্থান গ্রহণ করিয়াছে। গাছপালা, কীটপতঙ্গ, বন-জঙ্গল, পাহাড় ও নদী সবাই যেন এই গ্রন্থের এক একটি বিশিষ্ট চরিত্র এবং অপূর্ব তাহাদের দরদী বন্ধু।

অ প রা জি তা—যতীন্দ্রমোহন বাগচী। কবিতাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে কবির স্বরচিত কতকগুলি কবিতা এবং কতকগুলি ইংরেজী কবিতার পদ্যানুবাদ আছে। কবিতাগুলি ভাবে ও ভাষায় স্নিগ্ধ ও মধুর।

অপূর্ব নৈবেদ্য—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতা-গ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। কবিতাগুলি ভক্তি-ভাবাত্মক। অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশে বিরচিত। এই জন্যই তাহা অপূর্ব।

অপূর্ব বীরাঙ্গনা—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে লেখকের মাইকেলের উদ্দেশে বন্দনা এবং 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী', 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চন্দ্রাবলী', 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুব্জা' ও 'লক্ষ্মণের প্রতি ঊর্মিলা'—এই চারিটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থখানি অমিত্রাক্ষর-ছন্দে রচিত।

অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'প্রার্থনা', 'বাঁশরী', 'সখী', 'প্রতিধ্বনি', 'পৃথিবী', 'কৃষ্ণচূড়া' ও 'বসন্তে'—এই কয়টি কবিতা আছে।

অপূর্ব শিশুমঙ্গল—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ। শিশুদের সম্বন্ধে রচিত হাস্য ও করুণরসের কতকগুলি কবিতা-সমষ্টি। এই গ্রন্থখানিও ১৩১৯-এ লেখকের 'অপূর্ব নৈবেদ্য', 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' প্রভৃতির সহিত প্রকাশিত হয়।

অবকাশরঞ্জিনী—নবীনচন্দ্র সেন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বইটিতে দুইটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে ২২টি ও দ্বিতীয় ভাগে ৪৩টি কবিতা আছে। 'চট্টগ্রামের সৌভাগ্য', 'পিতৃহীন যুবক', 'বিধবা কামিনী', 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী', 'আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি প্রথম ভাগের কবিতায় কবির নিজের কথাই আছে। দ্বিতীয় ভাগের কবিতায় বিষয় প্রায়ই সাময়িক ঘটনা। 'ভারত-উচ্ছ্বাস', 'ক্লিওপেট্রা' ইত্যাদি দ্বিতীয় ভাগে আছে।

অবসরসরোজিনী—রাজকৃষ্ণ রায়। কবির সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থে কবির রচিত দুই শতাধিক কবিতা স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'খণ্ডকাব্য', 'ভিখারিণী', 'কৃষ্ণের মুরলী', 'কমলে কমল', 'অশনি পতন', 'এই সেই ভস্মরাশি', 'জাগ্রত স্বপন', 'সারস্বতনদী', 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', অগস্ত্যগণ্ডুষ', 'কালের শৃঙ্গবাদন', 'মহাভিক্ষা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'মহাভিক্ষা' কবিতাটি 'প্রেস-আইন' প্রয়োগ সম্পর্কে রচিত।

অ বো ধ ব ন্ধু—বিহারিলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত পত্রিকা। ইহা ১২৭০ হইতে ১২৭৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার 'প্রেমপ্রবাহিণী' সম্পূর্ণরূপে ও 'বঙ্গসুন্দরী' অংশতঃ বাহির হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবি 'অবোধ-বন্ধু'র নিয়মিত লেখক ছিলেন।

অব্যক্ত—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে আকাশ-স্পন্দন ও আকাশসম্ভব জগৎ, উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু, ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে, অদৃশ্য আলোক প্রভৃতি কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে।

অভয়া—কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। কতকগুলি ভক্তিরসাত্মক সংগীতসমষ্টি। এই গ্রন্থের অধিকাংশ সংগীতই কবি রোগশয্যায় পড়িয়া লিখিয়াছিলেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত নাটক। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া কণ্বমুনির তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হন। মুনি-পালিতা শকুন্তলা প্রিয়সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে লইয়া এই তপোবন আনন্দ-কলরোলে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় আসিলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দুষ্মন্ত তাঁহাকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কণ্বমুনি তখন আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলার জন্ম-ইতিহাস এইস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। কিন্তু পিতামাতা তাঁহাকে অতি শৈশবে পরিত্যাগ করায় কণ্ব তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসিয়া প্রতিপালন করেন। সে যাহাই হউক, বিবাহের পর দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে তপোবনে রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এদিকে পতিবিরহে কাতরা শকুন্তলা একদিন অন্যমনস্ক হইয়া অতিথি দুর্বাসার যথোচিত সৎকার না করায় দুর্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যান। কণ্বমুনি আশ্রমে আসিয়া দৈববাণীতে শকুন্তলার পরিণয় কাহিনী জানিলেন এবং গর্ভবতী শকুন্তলাকে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক শিষ্যদ্বয় ও ভগিনী গৌতমীর সহিত দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপে দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। অপ্সরা মেনকা সহসা আবির্ভূত হইয়া শকুন্তলাকে মরীচির আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে ভরত নামক পুত্র প্রসূত হয়। ইহার কিছুকাল পরে, শকুন্তলার হারান নিজের দেওয়া আংটি পাইয়া দুষ্মন্তের সকল কথা মনে পড়ে। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে মরীচির আশ্রমে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটে। এই কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া কালিদাস যে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হিন্দী, বাঙ্গালা, জার্মান, ইংরেজী, ফরাসী ও বিশ্বের

অপরাপর বহু ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' রামনারায়ণ তর্করত্নের বাংলা ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদ।

অভিধান-চিন্তামণিঃ—জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সুরি। সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহা প্রামাণিক কোষগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা দেবাদি-দেবকাণ্ড, দেবকাণ্ড, মর্ত্যকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, তির্যক্‌কাণ্ড ও সামান্যকাণ্ড—এই ছয় ভাগে বিভক্ত।

অভিশাপ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক গীতিনাট্য। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজার পরমা সুন্দরী কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করিতে না পারিয়া পর্বত ও নারদ রাজাকে অভিশাপ দেন। 'অদ্ভুত রামায়ণ'-বর্ণিত এই কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া নাটকখানি রচিত।

অভিষেক-নাটকম্—মহাকবি ভাস। পৌরাণিক নাটক। নাটকখানি সাত অঙ্কে সমাপ্ত ও বীররসপ্রধান। কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনাসমূহ ইহাতে সংক্ষেপে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অভেদী—টেকচাঁদ ঠাকুর। রূপক উপন্যাস। গ্রন্থের নায়কের নাম অন্বেষণচন্দ্র। গল্পচ্ছলে ইহাতে নানা আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ও সামাজিক দোষত্রুটির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

অভ্র ও আবীর—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৯১৬)। বইটিতে ১৩১৯ সালের শেষার্ধ হইতে ১৩২২ সাল পর্যন্ত লেখা কবিতা সংকলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভ্রমণ-কাহিনীর ছলে কবিতা লেখা হইয়াছে ('তাজ', 'কবর-ই-নূরজাহান'), সমসাময়িক ঘটনা লইয়া লিখিত কবিতা আছে ('ইজ্জতের জন্ত', 'মৃত্যুস্বয়ম্বর'), কবিহৃদয়ের আকুলতার প্রকাশ আছে কয়েকটি কবিতায় ('ঊর্ধ্ববাহুর প্রেম', 'বৈকালী')।

অমরকোষ—অমরসিংহ প্রণীত ও সরল পদ্যে রচিত সংস্কৃত অভিধান। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্। জীবানন্দ, বিদ্যাসাগর, ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, ভুবনচন্দ্র বসাক ও হরগোবিন্দ রক্ষিত প্রভৃতি কর্তৃক ইহার নানা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ভানুজী দীক্ষিত ইহার প্রসিদ্ধ টীকাকার।

অমরসিংহ—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কুমার সিংহের সহিত ইংরেজের যুদ্ধের ব্যাপার লইয়া এই উপন্যাসখানি রচিত।

অমরাবতী—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। গ্রন্থের নায়ক বীরেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত যুবক। বীরেন্দ্র সরোজিনীকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতা সরোজিনীর সহিত বীরেন্দ্রের বিবাহে মত না দেওয়ায় বীরেন্দ্র আর একজনকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। সরোজিনী কিন্তু বীরেন্দ্র ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বীরেন্দ্রের অভাবে চিরকুমারী হইয়া থাকিতে কৃতসংকল্প হন। কালক্রমে বীরেন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু হয় এবং তিনি তখন সরোজিনীকে বিবাহ করেন।

অমরু-শতকম্—কবি অমরু। একশত আদিরসাত্মক শ্লোকে রচিত কাব্যগ্রন্থ।

অমলা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। অমলা অল্পবয়সে বিধবা হইবার পর যথোচিত শিক্ষালাভের ফলে তাহার চরিত্র সুগঠিত করিয়া তোলে। পরে প্রমথ নামে এক যুবকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। প্রমথ নানা কৌশলে অমলার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে কুলত্যাগিনী হইবার পরামর্শ দেয়; কিন্তু অমলা এ কথায় সচেতন হয় এবং প্রমথকে প্রত্যাখ্যান করে।

অমাবস্যা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। চতুর্দশপদী কাব্যগ্রন্থ। অমাবস্যার কবিতাগুলি বিরহাত্মক। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের মধুর ও করুণ মুহূর্তগুলি বিভিন্ন কবিতার মধ্যে রসরূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানতঃ 'কল্লোল' ও 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অমিতাভ—নবীনচন্দ্র সেন। বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। বুদ্ধদেবের অপর একটি নাম 'অমিতাভ'।

অমিয়-নিমাই চরিত—শিশিরকুমার ঘোষ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, পাঠ্যাবস্থা, সন্ন্যাসগ্রহণ, হরিনাম প্রচার প্রভৃতি লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। পুস্তকখানি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থকার ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদও (Lord Gowranga) প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অমূল তরু—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপন্যাস। সুবোধ আর বিনোদ একই মেসে থাকিত। সুবোধ অবিবাহিত, বিনোদ বিবাহিত। একদিন সুবোধ বিনোদের শ্বশুরবাড়ি যায়। বিনোদের চৌদ্দ বছরের শালা যোগেশ থিয়েটারে ফিমেল পার্ট করিত। তাহার তরুণীবেশ দেখিয়া সুবোধ তাহাকে বিনোদের শালী সুনীতি বলিয়া ভাবিল। সত্যকার সুনীতি প্রথমে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগিয়া আগুন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন কাল্পনিক সুনীতির নামে সুবোধ পত্র লিখিতে লাগিল, তখন আড়াল হইতে আসল সুনীতি এই প্রেমান্ধ ছেলেটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল এবং সুবোধের পীড়ার সময় তাহার সেবা করিবার জন্য একদিন সোজা তাহাদের মেসে গিয়া উঠিল। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া সুবোধ ও সুনীতির প্রেম গভীর হয় এবং পরে সুনীতির দাদামহাশয় রামদয়ালবাবুর সাহায্যে দুজনের বিবাহ ঠিক হয়।

অমৃত—রজনীকান্ত সেন। অষ্টাদশপদী কবিতা-পুস্তক। 'অমৃতে' কবির কতকগুলি ভক্তিরসাত্মক কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি কবির রোগশয্যায় রচিত।

অমৃত-মদিরা—অমৃতলাল বসু। কবিতা-পুস্তক। সমাজ, ভক্তিতত্ত্ব, গৃহ-জীবন প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্লেষ-কৌতুক-রসাত্মক ৬০টি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

অমৃতাভ—নবীনচন্দ্র সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৯০৯)। চৈতন্য-জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইবার পূর্বেই কবি লোকান্তরিত হন। এই কাব্যে চৈতন্যদেবের পার্থিব জীবনকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে; মনুষ্যত্বের গৌরব এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অযোধ্যার বেগম—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় অযোধ্যার বেগমদের প্রতি যে অত্যাচার হয়, এই গ্রন্থে সবিস্তারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'অযোধ্যার বেগম' নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সে নাটক এককালে রঙ্গালয়ে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

অরক্ষণীয়া—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থের নায়িকা জ্ঞানদা বাংলা দেশের অতি সাধারণ একটি মেয়ে। তাহার রূপ ছিল না; উপরন্তু, সে অপরের গলগ্রহ। শত লাঞ্ছনার মধ্যে জ্ঞানদার বয়স বাড়িয়া উঠিল এবং সে অতুলকে ভালবাসিয়া ফেলিল। অতুল তাহার জেঠাইমা'র বোনের ছেলে। জ্ঞানদার মা আশা করিয়াছিলেন যে অতুল হয়তো জ্ঞানদাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবার লক্ষণ দেখা গেল না এদিকে মেয়েকে আর ঘরে রাখা চলে না। কিন্তু হতশ্রী মেয়েকে কে বিবাহ করিবে? নানা চিন্তায় অস্থির হইয়া জ্ঞানদার মা ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন। তাঁহার শব লইয়া অপর পাঁচজনের সঙ্গে অতুলও শ্মশানে গিয়াছিল। চিতাগ্নিশিখার আলোকে অতুলের হঠাৎ যেন রূপ-তৃষ্ণা ঘুচিয়া গেল, জ্ঞানদাকে তাহার ভাল লাগিল। অতুল জ্ঞানদাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনিল এবং তাহার ভার গ্রহণ করিল।

এই কাহিনীর মধ্যে বাংলার কন্যাদায় সমস্যার একটি করুণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অর্ঘ্য—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে কবির 'অর্ঘ্য', 'যমুনাস্নানে', 'তৃষ্ণা', 'ডিটেক্‌টিভ', 'ধূলা' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। ইহা ১৩০৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অর্মুলাম, দি (Ormulum, The)—সেণ্ট অগস্তা-পন্থী সন্ন্যাসী অর্ম বা অর্মিন-রচিত দীর্ঘ কবিতা। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত দশহাজার পঙ্‌ক্তি সংবলিত কবিতা। খ্রীষ্টের বাণী অবলম্বনে কবিতাটি রচিত। এলফ্রিক, বীড এবং অগস্তা যে ভাবে খ্রীষ্টের বাণী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি এই কবিতা রচনায় যথেষ্ট সাহায্য পান। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যে সকল সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত।

অরলাণ্ডো ফিউরিওসো (Orlando Furioso)—বিখ্যাত ইতালীয়ান মহাকাব্যের কবি আরিয়স্টো লিখিত কাব্য (১৫৩২)। শার্লেমেনের রাজত্বকালে সারাসেন ও খ্রীষ্টানদের যুদ্ধ বাধে। আফ্রিকার রাজা আগ্রামাণ্টের সাহায্য লইয়া সারাসেনগণ প্যারিস অবরোধ করে। অরলাণ্ডো নামে শার্লেমেনের এক যোদ্ধা এঞ্জেলিকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কর্তব্য ভুলিয়া তাহাকে অনুসরণ করে। এঞ্জেলিকা নানা বিপদে পড়ে এবং শেষে এক আহত মুর যুবককে শুশ্রূষা করিতে গিয়া তাহার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করে। অরলাণ্ডো ইহা শুনিয়া পাগল হইয়া যায় এবং উলঙ্গ অবস্থায় ছুটিতে থাকে। শেষে শার্লেমেনের শিবিরে ফিরিয়া আসে এবং এক বিরাট যুদ্ধে আগ্রামাণ্টকে বধ করে। এই কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজী অনুবাদ জন হ্যারিংটনের।

অলংকার-কৌস্তুভম্—কবি কর্ণপুর। অলংকার-গ্রন্থ। গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত এবং সহস্রাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ। অলংকার শাস্ত্রের বিবিধ রীতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

অলক—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। বাংলা কবিতা-পুস্তক। ইহাতে কবির 'ছায়া', 'মন্ত্রহীনা' এবং কালিদাস-রচিত 'কুমারসম্ভব'-এর অংশবিশেষের পদ্যানুবাদ স্থান পাইয়াছে।

অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট (All Quiet on the Western Front)—এরিক মারিয়া রেমার্ক। উপন্যাস। মূল উপন্যাসখানি জার্মান ভাষায় রচিত। উহার নাম Im Westen Nichts Neues. গ্রন্থখানি ১৯২৯-এর জানুয়ারী মাসে জার্মানীতে প্রথম প্রকাশিত এবং দুই মাস পরে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯২৯-এ ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পুস্তকখানির ২১টি সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। জার্মান যুদ্ধের সময় সৈনিকদের জীবন লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। পল্ বমার ছাত্রজীবন শেষ হইতে না হইতে ফৌজে প্রবেশ করেন। রণক্ষেত্রে কাজিনস্কি, মূলার, জাডেন প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁহারা একত্র সৈনিকজীবনের হাজার রকমের সুখ-দুঃখ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত পলের প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে কেহ রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয়, কাহারও স্নায়বিক বিকার ঘটে এবং কেহ বা বিকলাঙ্গ হইয়া যুদ্ধ-বিরতির পর ঘরে ফিরিয়া আসে। এই সামান্য কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া লেখক সামরিক জীবনের একখানি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মানুষের মনের উপর সামরিক জীবনের প্রতিক্রিয়া কি ভাবে দেখা দেয়, এই গ্রন্থে তাহাও অনবদ্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রন্থের চিত্ররূপ আছে।

অলিভার টুইস্ট (Oliver Twist)—চার্ল্‌স্ ডিকেন্স। উপন্যাস। অলিভার টুইস্ট আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া অতি শৈশবকালে লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হয়। অপরিচিত লণ্ডন শহরে আসিয়া অলিভার একদল বদমায়েসের হাতে পড়ে। এ দলটির আড্ডা ছিল 'জেকব্‌স্ আইলাণ্ড' নামে পরিচিত লণ্ডনের ভয়াবহ এবং অপরিচ্ছন্ন এক পল্লীতে। ফেগিন ছিল এ দলের সর্দার। দলে পড়িয়া লণ্ডনের দুর্বৃত্তদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে বালক অলিভার যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইলেও গ্রন্থবর্ণিত আরও দুইটি চরিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি নারী-চরিত্র, অপরটি পুরুষের। ন্যান্সি নামে এক তরুণী ঐ কদর্য আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও তাহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। শেষ পর্যন্ত সে এক বদমায়েসকে ভালবাসে এবং তাহারই কোলে রক্তাক্ত দেহ রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পুরুষ-চরিত্রটি সাইক্‌সের। এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। এক সময় এ দুটি চরিত্র লইয়া সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিয়াছিল।

অলীকবাবু—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক প্রহসন। অলীকপ্রকাশ নামে এক যুবক বহুলোকের নিকট নিজের নানা দুঃসাহসের মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করিয়া ও উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিত। শেষ পর্যন্ত কি ভাবে তাহার জুয়াচুরির কথা ফাঁস হয়, তাহাই গ্রন্থের আখ্যানবস্তু। মিথ্যাবাদী নায়কের নাম অনুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে। প্রহসনখানি দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। 'Master Liar' নামে ইহা চলচ্চিত্রেও অভিনীত হইয়াছিল।

অল্'স্ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্‌স্ ওয়েল (All's Well that Ends Well)—মহাকবি শেক্সপীয়র। মিলনান্ত নাটক (১৬০৬)। হেলেনার পিতা বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হেলেনা রুসিলনের কাউণ্টেসের আশ্রয়ে মানুষ হইতে থাকে। ক্রমে সে কাউণ্টেসের পুত্র বার্ট্রামকে ভালবাসিয়া ফেলে। কিন্তু ভালবাসার পাত্রকে পাইবার সহজ কোন উপায় ছিল না। তাই সে বার্ট্রামকে পাইবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। ফ্রান্সের রাজাকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য করিয়া সে তাহার বিনিময়ে মনোমত পতি নির্বাচনের অধিকার প্রার্থনা করে। রাজা তাহাতে সম্মত হন। বার্ট্রামও হেলেনাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু বিবাহের পর ফ্রান্স ছাড়িয়া সে ফ্লোরেন্সে পলায়ন করে। স্বামি-পরিত্যক্তা হেলেনা তীর্থযাত্রার নাম করিয়া কাউণ্টেসের আশ্রয় ত্যাগ করে এবং কিছুকাল পরে সর্বত্র নিজের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া দেয়। বার্ট্রাম ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়; কিন্তু বিবাহের পূর্বেই হেলেনা আত্মপ্রকাশ করে এবং দুইটি অঙ্গুরীয় উপলক্ষ করিয়া স্বামীর সহিত তাহার মিলন ঘটে।

অশোক—সম্রাট্ অশোকের জীবনী লইয়া নাটক লিখিয়াছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও মন্মথ রায়।

অশোকগুচ্ছ—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতা-পুস্তক (১৩১৯)। ইহাতে কবির 'অশোকগুচ্ছ', 'আমি কে', 'দীপহস্তে যুবতী', 'যুবতীর হাসি', 'খোঁপা-বাঁধা', 'বিধবার আরসী', 'কৌটার সিন্দূর', 'ঘোমটা খোলা', 'লক্ষ্মৌয়ের আতা', 'আলতামোছা', 'ডায়মনকাটা মল' প্রভৃতি কতকগুলি অপূর্ব সরস কবিতা আছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'রানীর বিয়ে' কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথের লিখিত নয়। উহা গ্রন্থ-প্রকাশক প্রকাশচন্দ্র দত্তের রচিত। ভাবসামঞ্জস্যের জন্য কবি এই কবিতাটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন।

অশোকচরিত—কৃষ্ণবিহারী সেন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একখানি জীবনীগ্রন্থ। লেখকের ইতিহাস-নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় ইহাতে আছে।

অশোক সংগীত—কামিনী রায়। কাব্য-গ্রন্থ। ইহাতে কয়েকটি সনেট আছে। পুত্রশোকে কাতরা জননীর ব্যথার প্রকাশ পাইয়াছে এই সনেটগুলিতে।

অশোকানুশাসন—চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন বসু। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মহারাজ অশোক প্রজাদিগের কল্যাণ সাধনের জন্য রাজ্যের নানাস্থানে পর্বতগাত্রে, গুহা-মধ্যে এবং শিলাস্তম্ভে যে সকল উপদেশ ও আদেশ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহার অনেকগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শিলালিপিগুলির মর্মানুবাদও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত (১৩৫৫)—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত। অশ্বঘোষ ছিলেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ভারতীয় কবি। ইহা তাঁহার লিখিত বুদ্ধচরিতের বাংলা তরজমা। ইহাই প্রথম বাংলা ও (হিন্দী ছাড়া) ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ। কাব্য হিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত রসিক ও পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা অনুবাদ মূল কাব্য অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহাও বেশ প্রাঞ্জল। প্রথম তিন সর্গের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ নিজে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

অশ্রুকণা—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। বাংলা কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'উপহার', 'কবিতা', 'পূর্ব-ছায়া', 'হায় কেন ?', 'মরীচিকা', 'পরিশিষ্ট' প্রভৃতি কতকগুলি করুণ-রসাত্মক কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতা-গুলি মানব-হৃদয়ের শোক-দুঃখের অনুভূতি লইয়া রচিত বলিয়া গ্রন্থের নাম 'অশ্রুকণা' হইয়াছে।

অশ্রুমতী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালা ঐতিহাসিক নাটক। রাণা প্রতাপ সিংহের কন্যা অশ্রুমতী মহারাজ মানসিংহের চক্রান্তে চিতোর হইতে অপহৃতা হন। মানসিংহ এক মুসলমানের সহিত অশ্রু-মতীর বিবাহ দেন। কিন্তু পরে তিনি যুবরাজ সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শেষ পর্যন্ত প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ অশ্রুমতীকে উদ্ধার করিয়া চিতোরে লইয়া আসেন এবং অশ্রুমতী কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কালাতিপাত করেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—বাগভট্ট। আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন অরুণ দত্তের টীকা সহ ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অষ্টাবক্র-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অহল্যাবাঈ—যোগীন্দ্রনাথ বসু। ঐতি-হাসিক গ্রন্থ। মালবদেশের রাণী অহল্যা-বাঈ-এর ইহা জীবনচরিত। এই গ্রন্থে অহল্যাবাঈ-এর রাজনীতি-জ্ঞান ও বিপুল দয়াদাক্ষিণ্যের সবিস্তার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিক্‌ল্‌, দি—(Anglo-Saxon Chronicle, The)—প্রাচীন ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থ। উইনচেস্টার, ক্যান্টারবেরি ও পিটারবরোর ধর্মযাজকগণ বিভিন্ন সময়ে এই বিবরণ সংকলন করেন। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের ঘটনাসমূহ এই ঐতিহাসিক বিবরণে সংকলিত আছে। ৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম দিকের বিবরণীতে রাজা অ্যাল্‌ফ্রেডের হাত ছিল।

অ্যাজ ইউ লাইক ইট—(As you like it)—উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়ার। মিলনান্তক নাটক। ডিউকের রাজ্য তাঁহার ভাই ফ্রেডারিক অন্যায়ভাবে অধিকার করেন। ডিউক কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে 'আর্ডেন'-এর বনে বাস করিতে থাকিলেন। এদিকে ফ্রেডারিকের মেয়ে সিলিয়া ও ডিউকের মেয়ে রোজালিণ্ড রাজদরবারেই বাস করিতে লাগিলেন। সার রোল্যাণ্ডের পুত্র অরল্যাণ্ডো এক কুস্তি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিলে রোজালিণ্ড তাঁহার প্রতি আসক্ত হন এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মে। অতঃপর রোজালিণ্ডকে তাঁহার খুড়া ফ্রেডারিক বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন এবং সিলিয়াও রোজালিণ্ডের সঙ্গে যান। রোজালিণ্ড এক গ্রাম্য লোকের পোশাক পরেন ও গানিমীড এই নাম নেন। তাঁহার ভগ্নী সিলিয়া অ্যালিয়ানা নামে পরিচিত হন। তাঁহারা ফরেস্ট অব আর্ডেনে যান এবং সেখানে অরল্যাণ্ডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অরল্যাণ্ডোর বড় ভাই অলিভার অরল্যাণ্ডোর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাকে মারিতে বনে যান। কিন্তু এক সিংহী অলিভারকে মারিতে আসিলে অরল্যাণ্ডো বড় ভাইকে রক্ষা করে। তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। পরে অলিভারের সঙ্গে সিলিয়ার ও অরল্যাণ্ডোর সঙ্গে রোজালিণ্ডের বিবাহ হয়। ফ্রেডারিকেরও মনের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি ডিউককে রাজ্য ফিরাইয়া দেন। উপরি-উক্ত চরিত্রগুলি ছাড়াও জ্যাকস ও টাচস্টোনের চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অ্যাটালাণ্টা ইন ক্যালিডন—(Atalanta in Calydon)—কবি সুইনবার্ন। নাট্যকাব্য। সুললিত ছন্দে রচিত এই কাব্যখানি প্রকাশিত হইবার পরেই কবি প্রসিদ্ধ হন। কাব্যখানি গীতি-নাট্য-রচনা-পদ্ধতিতে রচিত। ডায়না ক্যালিডনে যে বন্য-বরাহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা কি ভাবে নিহত হইল তাহাই এই কাব্যের পটভূমিকা। তরুণ বীর মিলিগার এই বরাহ বধ করিয়া তাহার প্রণয়িনী অ্যাটালাণ্টাকে উহার চর্ম উপহার দেয়। ইহাতে অন্যান্য শিকারীরা ক্ষুব্ধ হয়। তাহারা অ্যাটালাণ্টাকে মিলিগার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। মিলিগার শিকারীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, কিন্তু নিজেও নিহত হয়। 'অ্যাটালাণ্টায়' প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় সুইনবার্ন অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

অ্যাডোনেইস (Adonais)—শেলী। 'এলিজি' বা শোকগাথা (১৮২১)। ১৮২১-এ ২৪ বৎসর বয়সে রোমে শেলীর কবিবন্ধু কীট্‌সের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষে শেলী যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, তাহাই 'অ্যাডো-নেইস' নামে খ্যাত।

অ্যাডভান্সমেণ্ট অব লার্নিং (Advancement of Learning)—ইংরেজ লেখক ফ্রান্সিস বেকন। প্রবন্ধ-পুস্তক। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে বিদ্যার মর্যাদাকে যাহারা ভ্রমবশতঃ আঘাত করিয়াছে বা করে, তাহাদের মত লেখক যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। ধর্মপ্রচারক, রাজনীতিবিদ্‌ এবং অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিদ্যাশিক্ষার দোষ হিসাবে যে সব কারণ দেখাইয়া থাকেন, বেকন সুচিন্তিত যুক্তির দ্বারা সেই সব মতের ভ্রম ও অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সব দোষের বীজ বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে নাই, মানুষের স্বভাবের মধ্যে আছে। বিদ্যাশিক্ষার লক্ষ্য উচ্চ ও পবিত্র, তাহার মধ্যে কোনও প্রকার পাপের স্থান নাই। দ্বিতীয় অংশে বিদ্যাশিক্ষা কিরূপে হওয়া উচিত, সেই সব বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির রচনাভঙ্গী কিঞ্চিৎ জটিল। যুক্তির সুন্দর অবতারণা বেকনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন।

অ্যান্টনী অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা (Antony and Cleopatra)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। নাটক। জুলিয়াস সীজারের মিশর-অভিযানের পর দিগ্বিজয়ী মার্ক অ্যান্টনী মিশর-অভিযানে বাহির হন। ক্লিওপেট্রা তখন নীলনদের দেশের রানী। মিশর জয় করিতে গিয়া অ্যান্টনী ক্লিওপেট্রার রূপের মোহে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। নীলনদের বক্ষে প্রমোদতরণীতে রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস

হইবার উপক্রম—ঘরে বাহিরে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের আভাস। কিন্তু অ্যান্টনী তখন ক্লিওপেট্রার রূপের মোহে আচ্ছন্ন। তিনি বলিলেন, টাইবার শুকাইয়া যায় যাক, তিনি ক্লিওপেট্রাকে ভুলিতে পারিবেন না। শেষ পর্যন্ত অক্টেভিয়াস সীজার আসিয়া মিশর অধিকার করেন। যুদ্ধে অ্যান্টনী নিহত হন এবং অক্টেভিয়াস সীজার ক্লিওপেট্রাকে বন্দিনী করিয়া আনিবার আদেশ দেন। কিন্তু সীজারের অনুচরগণ প্রভুর আদেশ পালন করিবার পূর্বেই ক্লিওপেট্রা বিষধর সর্প দ্বারা বক্ষঃস্থল দষ্ট করাইয়া মৃত্যু বরণ করেন।

অ্যান্ড্রোক্লীজ অ্যাণ্ড দি লায়ন (Androcles and the Lion)—জর্জ বার্নার্ড শ'। সুবিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক নাটক। প্রচলিত গল্পটি নাট্যাকারে সাজাইতে অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রও অবতারিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ইহার ভূমিকাটি মূল্যবান্।

অ্যানালস্ অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিজ্ অব রাজস্থান (Annals and Antiquities of Rajasthan)—কর্নেল জেম্স্ টড। রাজস্থান বা রাজপুতানার ঐতিহাসিক কাহিনী। রানা প্রতাপ, সংগ্রামসিংহ, পদ্মিনী, কর্মদেবী, কৃষ্ণকুমারী, বাদল প্রভৃতির বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনী এই বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থ অবলম্বনে 'রাজস্থান' নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অ্যারেন্‌মেন্ট অব প্যারিস, দি (Arraignment of Paris, The)—রেনেসাঁ যুগের নাট্যকার জর্জ পীলের (George Peele) প্রথম নাটক। 'Pastoral' বা 'Masque'-এর ধরনে ইহা রচিত; ছন্দের বৈচিত্র্যে ও ভাষার মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ পীলের প্রথম গ্রন্থ হইলেও তাঁহার বিশেষত্বগুলি ইহাতে পরিস্ফুট।

অ্যারোস্মিথ, মার্টিন (Arrowsmith, Martin)—সিনক্লেয়ার লিউইস। ইংরেজী উপন্যাস (১৯২৫)। এই উপন্যাসখানি 'পুলিটজার প্রাইজ' লাভ করে, কিন্তু সিনক্লেয়ার তাহা গ্রহণ করেন নাই। অ্যারোস্মিথ ছিলেন একজন বীজাণুতত্ত্ববিদ্। মানবসমাজকে রোগমুক্ত করিবার বাসনা লইয়া তিনি নব নব আবিষ্কারের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। কর্মসূত্রে তাঁহাকে সেন্ট হুবার্ট নামে এক পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপে যাইতে হয়। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্লেগ ব্যাধি দেখা দেয়। তাঁহার স্ত্রী সেই রোগে মারা যান। তিনি ঔষধ প্রয়োগে ব্যর্থকাম হইয়া নিউ ইয়র্কে ফেরেন ও এক ধনবতী মহিলাকে বিবাহ করিয়া আবার বীজাণুসম্পর্কীয় গবেষণায় কাল কাটাইতে থাকেন।

অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড (Alice's Adventures in Wonderland)—লিউইস ক্যারল প্রণীত। রূপকথা। এলিস অল্পবয়স্কা বালিকা। একদিন সে হঠাৎ এক খরগোশের গর্তের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত জীবজন্তুর রাজ্যে গিয়া পড়ে এবং তথায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে। লিউইস ক্যারল ইহার একখানি উপসংহারও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নাম 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'।

অ্যাস্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা (Astrophel and Stella)—সার ফিলিপ সিডনী। কয়েকটি সনেট ও গানের বই। ১৫৯৩-এ ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম আর্ল অব এসেক্সের কন্যা এসথারকে তিনি ভালবাসিতেন। মেয়েটির লর্ড রিচের সহিত বিবাহ হওয়ায় কবি নিদারুণ নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়েন এবং সেই হতাশ প্রেমই এই পুস্তকের আখ্যানভাগ। ফিলিপ সিডনী নিজেকে অ্যাসট্রোফেল এবং আর্ল অব এসেক্সের কন্যাকে স্টেলা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

আইন-ই-আকবরি—আবুল ফজল। মোগল সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ। উত্তরকালে এই গ্রন্থখানি তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

আইভানহো (Ivanhoe)—সার ওয়াল্টার স্কট। ইংরেজী উপন্যাস (১৮১৯)। উইলফ্রেড অব আইভানহো ছিলেন উচ্চ স্যাক্সন বংশের ছেলে। তাঁহার বাবা সিড্রিক রোয়েনা নামে একটি বড় ঘরের মেয়েকে প্রতিপালন করিতেন। আইভানহো ও রোয়েনা পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু সিড্রিক ইহা পছন্দ করিতেন না বলিয়া পুত্রকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন। আইভানহো গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড দি লায়নহার্টের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয় এবং তাঁহার স্নেহভাজন হয়। ইতিমধ্যে রিচার্ডের অবর্তমানে তাঁহার ভ্রাতা ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করে। এই পটভূমিকায় উপরে গল্পটির ভিত্তি। দুইটি প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। অ্যাশবির টুর্নামেন্টে রিচার্ডের সহায়তায় আইভানহো জনের দলের সকলকেই, বিশেষতঃ গিলবার্টকে পরাজিত করে। নর্মান যোদ্ধারা সিড্রিক, আইভানহো, রোয়েনা, ইহুদি আইজাক ও তাহার সুন্দরী কন্যা রেবেকাকে টরকিলস্টোন দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলে সেই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়। রবিনহুড ও রাজা রিচার্ড এই দুর্গ হইতে বন্দীদের উদ্ধার করেন। কিন্তু গিলবার্ট রেবেকাকে লইয়া পলাইয়া যায়। এই সময়ে রেবেকার বিরুদ্ধে ডাইনিবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়। স্থির হয়, রেবেকার পক্ষে গিলবার্টের সঙ্গে যুদ্ধ রেবেকার পক্ষ হারিয়া গেলে রেবেকার মৃত্যু দণ্ড হইবে। আইভানহো রেবেকার পক্ষ অবলম্বন করাতে রেবেকা জয়লাভ করিলেন। গিলবার্ট মারা গেল। রোয়েনা ও আইভানহোর মিলন হইল। রেবেকা আইভানহোর প্রতি তাঁহার গোপন ভালবাসা দমন করিয়া পিতার সহিত ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন।

আউট-কাস্ট, দি (Out-cast, The)—সুইডেনের মহিলা ঔপন্যাসিক সেল্মা লেজারলফ। বিখ্যাত উপন্যাস (১৯২০)। বইটির প্রথম নাম 'Bannlyst'. নায়ক সেভেন এলভারসনকে (Seven Elversson) ইংলণ্ডের ধনী Springfield-পরিবার পালন করিবে বলিয়া লইয়া যায়। প্রায় ১৬ বৎসর পরে উত্তর মেরুর এক অভিযানে সে যোগদান করে। সেখানে তাহাদের জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহারা সেখানে থাকিতে বাধ্য হয়। পরে ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা একজন সঙ্গীর মৃতদেহ ভক্ষণ করে। দেশে ফিরিবার পর ঘটনাটি প্রকাশ পাইলে Springfield-পরিবার তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলে। দেশে সে পিতামাতার কাছে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সেখানকার লোকেরাও তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে। সে-কিন্তু হাসিমুখে সমস্তই সহ্য করিত। ইহার কিছুদিন পরে এক ইংরেজ নাবিকের মৃতদেহ ভাসিতে দেখিয়া সে তাহা লইয়া আসে। তাহার নিকট একটি অসমাপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। চিঠি পড়িয়া জানা যায় লোকটি সে অভিযানে ছিল এবং সে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছে যে সেভেন সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং কখনও সে নরমাংস ভক্ষণ করে নাই। এই প্রমাণ এবং সেভেনের পরহিতব্রত লোকজনের সম্মুখে তাহাকে দেবতা করিয়া তুলিল। স্বয়ং পাদরী তাহার জয়গানে চতুর্মুখ হইয়া ওঠেন। কিন্তু এত সুখ সহ্য হইল না; পাদরী যখন চার্চে বক্তৃতা করিতেছিলেন,

সেই সময় সে অজ্ঞানের মত হইয়া যায় এবং ক্রমে মারা যায়। ওদিকে Springfield-পরিবার সঠিক খবর জানিতে পারিয়া তাহাকে আবার সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন এবং নিজেদের সম্পত্তি তাহার নামে লিখিয়া যান। সেভেনের মৃত্যু হইলে তাহার পিতা Joel Elversson সে টাকা সেভেনের পরহিতব্রত যাহাতে আরও ভাল করিয়া চলে সেই জন্য পাদরীর হাতে দেন। এ গ্রন্থে লেখিকা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে যুদ্ধবিগ্রহ পাপ, সেই পাপ একমাত্র দয়া ও প্রীতি-ভালবাসায় দূরীভূত হইতে পারে।

আওরঙ্গজিব, হিস্টরি অব—(Aurangzib, History of)—যদুনাথ সরকার। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থ রচনায় লেখকের গবেষণাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আওরঙ্গজিবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের নানা স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যেমন ইহাতে সংকলিত হইয়াছে, আওরঙ্গজিব সম্বন্ধে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণাও তেমনই নিরাকরণ হইয়াছে। আওরঙ্গজিব ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের লিখিত প্রায় পাঁচ শত চিঠিপত্র এই গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আওরঙ্গজিব কেবল অত্যাচারী শাসক ছিলেন না—নিষ্ঠুর পীড়ননীতি সত্বেও তিনি যে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেন, তাহার পরিচয়ও এই বিরাট গ্রন্থে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। নানাপ্রকার ফারসী, মারাঠী ও ইংরেজী ঐতিহাসিক কাগজপত্র অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

আঁধি—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। জমিদার অভয়শংকর পত্নী লীলার মৃত্যুর পর সুষমাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সুষমাকে তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষের সন্তান নিখিলকে তিনি সর্বদা চোখে চোখে রাখিতেন। সুষমা ও নিখিলের মধ্যে যথেষ্ট স্নেহ থাকিলেও পাছে লীলার অমর্যাদা হয় এই ভয়ে অভয়শংকর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। নিখিলের সঙ্গে সোনা নামে একটি মেয়ের আলাপ হয়। নিখিল বাপের শাসনে সোনাদের বাড়ি যাইতে পায় না। তারপর একদিন সোনা নিখিলকে দেখিতে আসে। বাপের শাসন আরও কড়া হয়। উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইল। পরে সোনা রোগে মারা যায়—বালক নিখিল যায় শ্মশানে সোনার সন্ধানে—দারুণ দুর্যোগ নামে—নিখিলকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়—তারপর নিখিলের হয় দুরন্ত ব্যাধি—সে ব্যাধি সারে সুষমার একান্ত সেবায়। অভয়শংকর তখন নিখিলকে দান করেন সুষমার হাতে।

আকবরনামা—আবুল ফজল। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আবুল ফজল আকবরের মন্ত্রী ছিলেন। সেই হেতু তাঁহার আকবরকে রাজা ও মানুষ হিসাবে জানিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতাই তিনি ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে আকবরের জীবনচরিত বলা যায়।

আক্কেল সেলামী—প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী। ব্যঙ্গ-নাটিকা। এদেশে বিলাতী সভ্যতা প্রবর্তিত হইবার পর একদল বাঙালী স্বদেশ ভুলিয়া উৎকট সাহেবীয়ানায় মাতিয়া উঠেন। এই পরানুকরণপ্রিয়তার পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত 'আক্কেল সেলামী'র প্রতিপাদ্য।

আংকল টমস্ কেবিন (Uncle Tom's Cabin)—মিসেস হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টো। মার্কিন উপন্যাস (১৮৫২)। আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাস টম। তিনি শেলবী নামে এক দয়ার্দ্র লোককে মনিবরূপে পান। টম তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া সুখেই এ মনিবের আশ্রয়ে দিন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু শেলবী হঠাৎ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, ফলে টমকে বিক্রয় করিতে তিনি বাধ্য হন। হেলি নামে এক নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ী টমকে কিনিল। জর্জ শেলবীর একমাত্র সন্তান, টমকে সে খুব ভালবাসিত এবং তাঁহাকে 'কাকা' বলিত। কিন্তু টমকে সকলের মায়া কাটাইয়া যাইতে হইল। পরে অবশ্য সেণ্ট ক্লেয়ার নামে এক ধনী টমকে কিনিয়া লন, কারণ টম তাঁহার কন্যা ইভাকে জলে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু সেণ্ট ক্লেয়ার মারা গেলে টমকে লেগ্রি নামে এক কুৎসিত নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ীর কাছে যাইতে হইল এবং তাঁহার জীবনে চরম দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন শুরু হইল। নির্যাতনের ফলে একদিন টম অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেই সময় শেলবীর ছেলে জর্জ শেলবী তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসে। কিন্তু উদ্ধার করিবার পূর্বেই টমের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কেবল একবার জর্জের স্নেহের ডাকে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিলেন। আমেরিকায় দাস-ব্যবসায় রহিত করিতে এই উপন্যাসখানির প্রভাব কম ছিল না।

আখ্যানমঞ্জরী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পাঠ্যপুস্তকজাতীয় কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি।

আগুন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। করুণ পূর্বস্মৃতির মধ্য দিয়া চন্দ্রনাথ ও হীরু নামক তাহার দুই সহপাঠীর সহিত সম্পর্কের বর্ণনা। চন্দ্রনাথ তেজস্বী, পূর্ণ স্বাধীনচেতা ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক এবং হীরু বড়লোকের ছেলে, খামখেয়ালী, বিলাসী, সৌন্দর্যপিয়াসী, কোমল রমণীয়তার আধার। উভয়েই সংসারের প্রতি উদাসীন ও প্রথানুগত্যের বিরোধী। চন্দ্রনাথের প্রখর ব্যক্তিত্বের পাশে তাহার পাঞ্জাবী স্ত্রী মীরা শীর্ণ, ম্লান, সংকুচিত। তাহার সহজ স্ফূর্তিও চাপা পড়িয়াছে। ফলে একদিন পাগল হইয়া গেল। চন্দ্রনাথ, মীরা, হীরু প্রত্যেকের চরিত্রই সুচিত্রিত।

আচারদীপ—নাগদেব ভট্ট। হিন্দুর আচারবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি সংস্কৃত পদ্যে রচিত, উহাতে সবসমেত ৮৫টি শ্লোক আছে।

আচার-প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ধর্মকৃত্য সম্বন্ধে পুস্তক। হিন্দুর প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য এবং অপরাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু শৈশব, কৈশোর ও যৌবনসংস্কার, শ্রাদ্ধকৃত্য ও বিবিধ ব্রতাচরণ-পদ্ধতিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

আজব বই—সুবিনয় রায়চৌধুরী-সম্পাদিত গল্প, কবিতা, বৈজ্ঞানিক ও বিবিধ বিষয়ের সংগ্রহ (১৩৪২)। যে সমস্ত বিষয় সাধারণতঃ অল্পপরিচিত বা অজ্ঞাত, সেই সব বিষয়ের সমাবেশ এবং অসংখ্য চিত্রে গ্রন্থটি পূর্ণ। নানারকম অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। অনেক অদ্ভুত গল্প বা ঐতিহাসিক কাহিনীও ইহাতে লিখিত হইয়াছে। বইখানি শিশুদের উপযোগী করিয়া সম্পাদনা করা হইয়াছে। বইখানিতে নানা সাহিত্যিকের মোট ৩৯টি রচনা আছে।

আণ্ডার দি গ্রীনউড ট্রী (Under the Greenwood Tree)—টমাস হার্ডী। মিলনান্ত উপন্যাস (১৮৭২)। পল্লী-জীবনের চিত্র লইয়া ইহা রচিত। ডিক ডিউই নামক একটি যুবক ও ফ্যান্সি ডে-র প্রেম ও মিলন ইহার বিষয়বস্তু। মিস ডে ছিল গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বড়দিনের সময় একদিন ডিকদের বাড়িতে নাচের আসরে তাহার সহিত ডিকের আলাপ হয়। ডিক তাহার প্রেমে পড়ে, কিন্তু কিছুতেই নিজের মনোভাব প্রথমে প্রকাশ করিতে পারে না। এদিকে গ্রামের পাদরী আর্থার মেবোল্ড (Arthur Maybold) মিস ডে-র প্রেমে পড়ে এবং বিবাহের প্রস্তাব করে, কিন্তু শেষে ডিক ও ডে-র ব্যাপার জানিতে পারিয়া নিবৃত্ত হয়। মিস ডে তাহাকে প্রথমে কথা দেয়, কিন্তু পরে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখে এবং পত্র লেখার আগের দিন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ডিকের নিকট গোপন রাখিতে অনুরোধ করে। শেষে

ডিক ও মিস ডের বিবাহ হয়, এবং সেই ঘটনার কথা গোপন থাকিয়া যায়। ইহা হার্ডীর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ।

আত্মচরিত—১। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। ইংরেজীতে রচিত এই গ্রন্থখানির নাম Autobiography. পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুত্র, ভারতের অন্যতম জননায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু নৈনী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিবার কালে এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। গ্রন্থখানি প্রথমে লণ্ডনের পুস্তক-প্রকাশক জর্জ আনউইন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে উহা বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩৬-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য—পণ্ডিত নেহেরু কেবল রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় না দিয়া ইহাতে আত্মবিশ্লেষণের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। ২। শিবনাথ শাস্ত্রী। জীবনী-গ্রন্থ (১৩২৫)। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে নিজের জীবনের কাম্য, আদর্শ ও পরিণতির ধারাবাহিক বর্ণনার সঙ্গে লেখক সরল সরস ভাষায় দক্ষিণ-বাংলার (১৮৬১—৬২ হইতে) মনোজ্ঞ ইতিহাস আঁকিয়াছেন।

আত্মতত্ত্ববিবেক—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দার্শনিক গ্রন্থ। ব্রাহ্মধর্ম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই এই গ্রন্থে মহর্ষি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আদর্শ হিন্দু হোটেল—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। হাজারী নামে এক ব্রাহ্মণসন্তানের আদর্শ এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। সে এক হোটেলে কাজ করিত। কিন্তু হোটেলের মালিক চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে তাহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। এমন কি তাহাকে চুরি অপবাদ দিয়া জেলে পর্যন্ত পাঠানো হয়। পরে সে ধার করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করে এবং সেই টাকায় সে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' করে। তাহার রান্নার প্রশংসা পূর্ব হইতেই ছিল। এখন সে নিজে হোটেল করিয়াছে শুনিয়া লোকে অন্য হোটেল ছাড়িয়া তাহার হোটেলেই আসিতে থাকে। অন্য হোটেলগুলি উঠিয়া যায়। সে আগের মনিবকে তাহার কর্মচারী নিযুক্ত করে। কিন্তু তাহার সুমধুর নিরভিমান চরিত্রটুকু সে কখনও হারায় নাই। সাধুতার সে ছিল জলন্ত নিদর্শন।

আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমালোচনা-গ্রন্থ। ষোলটি প্রবন্ধ লইয়া ইহা গ্রথিত। আধুনিক যুগের সাহিত্যবিষয়ক এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-শক্তির নিদর্শন।

আধুনিকী—নলিনীকান্ত গুপ্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক। সমাজ, সাহিত্য এবং আধুনিক কালের নরনারীর মনোজগতে যে নূতন চিন্তাস্রোত বহিতেছে, গ্রন্থকার ইহাতে দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থে নয়টি প্রবন্ধ আছে। একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সের বিদ্রোহী কবি বদলেয়ারের জীবনকাহিনী ও পরিচয় দিয়া লেখক আধুনিক সমাজের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন।

আধ্যাত্মিকা—প্যারীচাঁদ মিত্র। রূপক উপন্যাস। আধ্যাত্মিকা একজন ব্রাহ্মণের কন্যা। কি প্রকারে আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান ও চরম শান্তিলাভ ঘটে, সেই বিষয় এই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংসারী লোকদিগের সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে তুলনাস্বরূপ নানা আলোচনা করা হইয়াছে।

আনন্দবিদায়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্যারডি-নাটিকা। প্যারডি অর্থে নালিকা বা ব্যঙ্গকাব্য বুঝায়। ইহা প্রথমে সংক্ষিপ্ত-রূপে 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে উহাকে পরিবর্ধিত করা হয়। বইখানিকে লেখক প্যারডি বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা অনেকটা ব্যক্তিগত স্যাটায়ার। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষভাব এই রচনাটিতে প্রকাশ। কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি আছে। প্লট ভাল নয়। বইটির প্রথম অভিনয় রাত্রেই দর্শকের দল উত্তেজিত হইয়া উঠিলে অভিনয় বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশাত্মবোধমূলক উপন্যাস। ১৭৭০-এ এবং তাহার পরে বাংলাদেশে যে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাকে ভিত্তি করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাংলা যখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় স্ত্রী কল্যাণী ও শিশুকন্যা সুকুমারীকে লইয়া পদচিহ্ন গ্রামের জমিদার মহেন্দ্রনাথ গ্রাম ত্যাগ করেন। পথে একদল দস্যু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে হরণ করে। কল্যাণী বহুকষ্টে কন্যাসহ তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করেন। সে সময় ব্রহ্মচারী সত্যানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সত্যানন্দ 'সন্তান-সম্প্রদায়' নামে পরিচিত দেশহিতব্রতী দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের আশ্রমের নাম 'আনন্দমঠ'। কল্যাণী ও সুকুমারীকে মঠে রাখিয়া সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য শিষ্য ভবানন্দকে প্রেরণ করেন। একদল সিপাহী মহেন্দ্রকে দস্যু মনে করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। ভবানন্দ তাহাদের কবল হইতে মহেন্দ্রকে কৌশলে মুক্ত করিয়া মঠে আনেন। মহেন্দ্র মঠে আসিয়া সন্তানধর্মে দীক্ষিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। 'সন্তান'দের পক্ষে স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন নিষিদ্ধ। এই কারণে স্থির হইল, দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে স্ত্রী ও কন্যাকে মহেন্দ্র পদচিহ্ন গ্রামে রাখিয়া আসিবেন। পদচিহ্ন গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পথে সুকুমারী একটি বিষের বড়ি মুখে দিয়া ফেলে। কন্যার মৃত্যু অনিবার্য মনে করিয়া কল্যাণীও বিষের বড়ি খাইয়া ফেলেন। সেই সময়ে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গাহিতে গাহিতে তথায় সত্যানন্দের আবির্ভাব হয়। কিন্তু কল্যাণী ও সুকুমারীর জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা হইবার পূর্বেই বিদ্রোহী মনে করিয়া মহেন্দ্র ও সত্যানন্দকে একদল সিপাহী আসিয়া বন্দী করে। সত্যানন্দের সংকেতে তাঁহার অপর এক শিষ্য জীবানন্দ কল্যাণী ও সুকুমারীকে দেখিতে পান। সুকুমারীকে ভগিনীর আশ্রয়ে রাখিতে গিয়া জীবানন্দ পত্নী শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাতে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনা লইয়া জীবানন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে স্বামীর ধর্মকার্যে সাহায্য করিবার জন্য শান্তি পুরুষবেশে মঠে প্রবেশ করিয়া সত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কল্যাণীর রূপে সন্ন্যাসী ভবানন্দের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কল্যাণী তাঁহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিলে ভবানন্দ মৃত্যুবরণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন সংকল্প করেন। সন্তান-সম্প্রদায় বন্দী মহেন্দ্র ও সত্যানন্দকে উদ্ধার করিলে কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র সন্তান-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় ইংরেজের সহিত সন্তান-দলের যুদ্ধ বাধে এবং ভবানন্দ সে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। ইংরেজ সে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যার সাক্ষাৎলাভ করেন। তাহাদের লইয়া তিনি পদচিহ্ন গ্রামে ফিরিয়া আসেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন ইংরেজদের সহিত সন্তানদলের আবার যুদ্ধ বাধে এবং যুদ্ধে জীবানন্দের মৃত্যু হয়। শান্তি বহু চেষ্টায় হতাহতের মধ্যে স্বামীর মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করেন এবং সেই সময় একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জীবানন্দকে পুনর্জীবিত করেন। জীবানন্দ তপস্যার জন্য শান্তিকে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া যান এবং সেই মহাপুরুষ সত্যানন্দের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে বর্তমানে হিন্দুরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সত্যানন্দও তাঁহার সহিত হিমালয়ে চলিয়া যান। 'আনন্দমঠ'কে বাংলার দেশাত্মবোধ-উদ্বোধক সর্বপ্রথম উপন্যাস বলা চলে। বঙ্কিম-চন্দ্রের রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্' গীত এই

গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে।

আনন্দময়ী—কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। ভক্তিরসাত্মক খণ্ড-কবিতার সমষ্টি। এই পুস্তকের সকল কবিতাই হর-পার্বতী সম্বন্ধীয়।

আনন্দ রহো—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। লেখকের প্রথম নাটক। ইহা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। নাটকটি ঐতিহাসিক বলিয়া লিখিত হইলেও ইহাতে আকবর, মানসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি নাম ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিকত্ব নাই। নাটকত্বেরও যথেষ্ট অভাব আছে। কাহিনী ধারাবাহিক নয়। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেতালের বুলি 'আনন্দ রহো'।

আনটু দিস লাস্ট (Unto this Last) —রাস্কিন। অর্থনীতি সম্বন্ধে চারিটি প্রবন্ধের সমষ্টি। তিনি প্রথমে বেতন ও নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং প্রকৃত অর্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বইখানি মহাত্মা গান্ধীর জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

আনফরচুনেট ট্রাভলার, দি (Unfortunate Traveller, The)—টমাস ন্যাশ। অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনী (১৫৯৪)। ইহার নায়ক দুঃসাহসী ব্যক্তি। ইওরোপের অর্ধেকের উপর স্থানে তাহার জীবনের ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে এবং সেগুলি ঘটিয়াছে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ইটালীতে উপন্যাসের ঘটনার শেষ হয়।

আনা কারেনিনা (Anna Karenina)—রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয়। বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। উপন্যাসখানি দুই খণ্ডে রচিত। সুন্দরী আনা কারেনিনা রুশিয়ার এক পদস্থ কর্মচারীর স্ত্রী। বৃদ্ধ স্বামীকে আনা ভালবাসিতে পারে নাই। এই সময় সৈন্য-বিভাগের পদস্থ তরুণ কর্মচারী ভ্রন্স্কির সহিত তাহার পরিচয় হয়। সে পরিচয় ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। আনার স্বামী ইহাতে আনাকে ভর্ৎসনা করিলে সে সংসার ছাড়িয়া ভ্রন্স্কির নিকট গমন করে। বিবাহের ফলে আনার একটি সন্তান জন্মিয়াছিল। ভ্রন্স্কির সহিত বসবাসের সময়েও আনার সমস্ত চিত্ত পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিত। একদা পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আনা লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে যায়। কিন্তু তাহার স্বামী কুৎসা-রটনার ভয়ে তাহাকে তাড়াইয়া দেন। এদিকে ভ্রন্স্কির প্রণয়াবেগও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে এবং একদিন সে আনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ঘর ও বাহিরের সকল আকর্ষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া আনা তখন ট্রেনের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করে। ১৮৭৫—১৮৭৬-এ টলস্টয় এই উপন্যাস রচনা শেষ করেন।

আপস্তম্ব-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

আবু হোসেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গীতি-বহুল কৌতুক-নাট্য। আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। বাগদাদ-নিবাসী আবু হোসেনের বাসনা ছিল যে, একদিনের জন্যও বাদশা হইতে পারিলে ইমামকে সে শাস্তি দিবে। বাগদাদের খলিফা হারুণ অল্ রশিদ তাহার সে বাসনা অবগত হইয়া তাহাকে ছদ্মবেশে নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়া একদিনের মত বাদশা করিয়া দেন। আবু ইমামকে শাস্তি দেয় বটে, কিন্তু সেই একটি দিনেই বেগমের স্নেহের বাঁদী রোশেনাকে ভালবাসিয়া ফেলে। আবুর বাদশাহী একদিন পরে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু বাদশাহ ও বেগম রোশেনার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া আবু হোসেনকে আপন করিয়া লন।

আবোল-তাবোল—সুকুমার রায়। ছোটদের জন্য লিখিত হাসির ছড়ার বই। ছোট ছোট প্রচুর ছড়া ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 'রামগরুড়ের ছানা' একটি উল্লেখযোগ্য ছড়া।

আভাষ—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। কবিতা-পুস্তক। 'পুষ্পনারী', 'প্রকৃতি', 'বাদল', 'প্রভাতে', 'জলাক্ষেত্র', 'নিদাঘে', 'কামিনী-গুচ্ছ বা বালিকা বিধবা', 'বিভা' প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক বহু কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিভা'-কবিতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

আমরা ও তাহারা—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধ-পুস্তক। প্রবন্ধগুলির নাম 'সুরের কথা', 'বিরোধের কথা', 'সংগীতের কথা', 'স্ত্রীপুরুষের কথা' ও 'দেশের কথা'। শিল্প ও সমাজে পাশ্চাত্য নরনারীর সহিত আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ কোথায় এবং কতখানি তাহা এই গ্রন্থে সরস ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

আমরা কি ও কে—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লিপি-চিত্র (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। সাবলীল সরল ভাষায় আমরা কি ও কে, আনন্দময়ী-দর্শন, দেবী-মাহাত্ম্য, পুরসুন্দরী, মুক্তি, ভগবতী-পলায়ন, আমাদের সান্‌ডে-সভা, লকো এবং বিবর্তন এই নয়টি রস-রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলিকে ছোট গল্প বলা চলে। গল্প ছাড়া এ রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, রসের গল্পগুলিতে বাঙালী-চরিত্রের ধারাগুলি বেশ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

আমার জীবন—কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের স্বরচিত জীবনচরিত (১৩১৪—২০ বঙ্গাব্দ)। নবীনচন্দ্রের এই আত্মজীবনী পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। সরস ভাষায় লিখিত। এ গ্রন্থে কবির পরিচয় ও সেই সঙ্গে সমসাময়িক বাংলা দেশের বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

আরব্য উপন্যাস—'আলেফ লয়লা' দ্রঃ।

আরণ্যক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রমণকাহিনীমূলক পুস্তক। উপন্যাসের আকারে লেখা। পূর্ণিয়ার আশেপাশে বন-ভূমির সৌন্দর্য ও ভয়ংকরতা, বনবাসী লোকদের সুখ ও দুঃখ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। ভাষা মধুর ও প্রাঞ্জল।

আরোগ্য-নিকেতন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। ১৩৫৯ সালের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ১৯৫৬ সালে আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা।

আর্কেডিজ (Arcades)—জন মিল্টন রচিত 'মাস্ক'। ইহাই তাঁহার 'মাস্ক' লেখার প্রথম প্রচেষ্টা। সম্ভবতঃ ১৬৩৩-এ ইহা রচিত এবং ডার্বির কাউন্টেস এলিস স্পেন্সারের সম্মুখে অভিনীত হয়। তাঁহার বাড়িতে উৎসবের সময় যখন 'মাস্কে'র অভিনয় হইত, তখন তাঁহার পৌত্রেরা সম্রাটের প্রধান সংগীতকার হেনরী লাওয়েসকে (Henry Lawes) ডাক দিত। হেনরী তাঁহার বন্ধু মিল্টনকে রচনার জন্য অনুরোধ করায় মিল্টন আর্কেডিজ রচনা করেন। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং ইহাতে ছোট ছোট তিনটি গান আছে।

আর্কেডিয়া, দি (Arcadia, The)—সার ফিলিপ সিডনী। গদ্যে লিখিত রমন্যাস (১৫৯০)। আর্কেডিয়ার মনোরম বনভূমিতে রাজা ব্যাসিলিউস তাঁহার দুই কন্যা প্যামেলা ও ফিলক্লিয়া সহ বাস করিতেন। জাহাজ ভাঙিয়া যাওয়ার ফলে মিউসিডোরাস ও পাইরোক্লিস নামে দুই রাজপুত্র সেখানে আসেন এবং অনেকপ্রকার বিপদে পতিত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজকন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিতে সমর্থ হন। আর্কেডিয়ার সঙ্গে কয়েকটি কবিতাও মুদ্রিত আছে।

আর্মস্ অ্যাণ্ড দি ম্যান (Arms and the Man)—বার্নার্ড শ'। নাটক। ১৮৯৮-এ ইহা আরও তিনটি নাটকের সহিত 'Plays Pleasant and Unpleasant' নামে একত্র প্রকাশিত হয়। রেইনা মেজর পেটকফের কন্যা। তাহার প্রেমিক সারজিউস যুদ্ধে যায়। একদিন রাত্রে একটি পলাতক সৈন্য ব্লাণ্ট্স্‌লি (Bluntschli) জানালার ভিতর দিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করে। রেইনা তাহাকে লুকাইয়া রাখে। ব্লাণ্ট্স্‌লি যুদ্ধের

বিষয়ে রেইনার উচ্চধারণা ও অহেতুক ভাববিলাসের কঠোর সমালোচনা করে। ফলে রেইনা নিজের অনেক ভ্রান্ত ধারণা বদলাইতে বাধ্য হয়। তারপর রেইনার মা ব্রাণ্ট্‌স্লিকে সরাইতে বাধ্য হন। রেইনার পিতা মেজর পেট্রফ বাড়ি আসেন এবং পলাতক সৈনিকটির বিষয় তাহাদের সব কিছু বলেন। কিন্তু ব্রাণ্ট্‌স্লিকে কে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন না। সারজিউস যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লুকা (Louka) নাম্নী এক কৃষক-কন্যার প্রেমে পড়ে। রেইনাকে আর সে ভালবাসিতে পারে নাই, কারণ সে তাহার নিকট বড় বেশী রোমান্টিক মনে হইত। ব্রাণ্ট্‌স্লি এই সময় ফিরিয়া আসে এবং তাহার সহিত রেইনার প্রেম হয়। সারজিউস এই সময় লুকাকে বিবাহ করিতে চায় এবং ব্রাণ্ট্‌স্লি রেইনাকে চায়। পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়াতে ব্রাণ্ট্‌স্লির অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল; সুতরাং রেইনার পিতামাতা এই বিবাহে কোনরূপ অমতের কারণ পাইলেন না। এই মিলনের সহিত নাটকও শেষ হয়।

আর্যগাথা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সংগীত-পুস্তক। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত—প্রথম খণ্ডের নাম 'প্রকৃতি-পুজা'; দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'কুহু ও পিউ'। গ্রন্থের নামেই প্রকাশ যে, প্রথম খণ্ডের গানগুলি প্রকৃতিবিষয়ক এবং দ্বিতীয় খণ্ডের গানগুলি প্রণয়সংগীত। দ্বিতীয় খণ্ডে কতকগুলি ইংরেজী, স্কচ ও আইরিশ-সংগীতের অনুবাদ আছে।

আলমগীর—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ঐতিহাসিক নাটক (১৩২৮)। মহারানা রাজসিংহের সহিত আওরংজেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাট্যকার ইহাতে বিশ্ববিজয়ী আলমগীরের এক নূতন রূপ ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে যে আলমগীর প্রণয়দ্বন্দ্বে কাতর, নিশীথচিন্তায় উন্মাদ এবং হৃদয়-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই তিনি এই নাটকে বেশ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। উদিপুরী বেগম এবং কামবক্স—এই নাটকে গ্রন্থকারের দুইটি উজ্জ্বল চরিত্রসৃষ্টি।

আলাদিন—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। নৃত্যগীতবহুল নাটিকা। আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে নাটিকাটি লেখা। এ নাটিকার অভিনয় হয় স্টার থিয়েটারে। আলাদিনের কাহিনী লইয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষও পূর্বে একখানি কৌতুক-নাটিকা লেখেন। গিরিশচন্দ্রের আলাদিনের অভিনয় হয় মিনার্ভা থিয়েটারে।

আলালের ঘরের দুলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)। উপন্যাস। বইখানি লেখকের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা। মতিলাল বৈদ্যবাটীর জমিদার বাবুরামের পুত্র। বড়লোকের ঘরের একটি মাত্র ছেলে বলিয়া মতিলালকে কেহ কোন দিন শাসন করা প্রয়োজন মনে করে নাই। ক্রমশঃ সংসর্গদোষে তাহার নৈতিক অবনতি ঘটে এবং সে তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। শেষ পর্যন্ত মতিলাল কাশী চলিয়া যায় এবং সেখানে তাহার মতিগতির পরিবর্তন ঘটে। কাহিনীর ধারাবাহিকতা উপন্যাসের মত হইলেও ইহাকে ঠিক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা চলে না। প্লট কেমন খাপছাড়া। ইহাকে চিত্রোপন্যাস বলা হয়। "অবান্তর আখ্যানগুলির মনোজ্ঞতা এবং ভূমিকা চিত্রগুলির বর্ণোজ্জ্বলতা" এইরূপ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। নায়ক মতিলালের জীবনেতিহাস হইলেও ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে প্রধানতঃ ঠকচাচার দ্বারা। ঠকচাচার চরিত্র অপূর্ব সৃষ্টি। সেদিক দিয়া ঠকচাচাই আসল নায়ক। প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সহজবোধ্য, সরল ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া খাঁটি বাঙ্গালা গদ্য প্রচলনের চেষ্টা করেন। ইহাই গ্রন্থের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। অসওয়েল সাহেব গ্রন্থখানি ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন।

আলিবাবা—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। জনপ্রিয় গীতিনাট্য। আরব্য রজনীর 'আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যু'র কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া নাটিকাখানি রচিত। বাঁদী 'মর্জিনা' ও বান্দা 'আবদাল্লা' নাট্যকারের অনন্যকরণীয় সৃষ্টি। দস্যু-গুহা হইতে কাঠুরিয়া আলিবাবার হঠাৎ প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ এবং মর্জিনা ও আলিবাবার পুত্র হুসেনের প্রেম ও পরিণয়ের সেই অতি-পরিচিত কাহিনীকে নাট্যকার রূপে, রসে, রঙ্গে, ব্যঙ্গে, সংলাপে ও গানে অতি সুন্দর রূপ দিয়াছেন।

আলফ্‌-লায়লা—পারস্য ভাষায় রচিত বিচিত্র উপকথা। এই গ্রন্থখানিই সাধারণের নিকট 'আরব্য উপন্যাস' বা একাধিক সহস্র রজনীর গল্প বলিয়া পরিচিত। পারস্যের রাজা শারিয়ার নারীজাতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রত্যেক রাত্রে এক একটি রমণীকে বিবাহ করিতেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তক ছেদনের আদেশ দিতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিকন্যা শাহারজাদি তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করেন এবং এক হাজার এক রাত্রি ধরিয়া নানা বিচিত্র কাহিনী শুনাইয়া রাজাকে মুগ্ধ করেন। একাধিক সহস্র রজনীর এই গল্পগুলিতে তদানীন্তন সমাজজীবন, নরনারীর দাম্পত্য, শাসকদের অত্যাচার প্রভৃতি নানা-বিষয় জীবন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ দে বহুকাল পূর্বে 'আরব্য উপন্যাস' নাম দিয়া এই গল্পগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে হেমেন্দ্রলাল রায় এবং দীনেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক অনূদিত হইয়া 'আরব্যরজনী' নামে এই গ্রন্থের দুইটি সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলো ও ছায়া—কামিনী রায়। কবিতা-গ্রন্থ। কবিতাগুলি ১৮৮৯-এর পূর্বের রচনা। ইহাতে 'আঁধারে', 'আলোকে', 'থাম অশ্রু থাম', 'বিধবার কাহিনী', 'চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ', 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভূমিকা আছে।

আলোচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। অধিকাংশ প্রবন্ধে ধর্ম ও ধর্ম-জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। স্বদেশ ও সমাজ সমস্যা বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ ইহাতে আছে।

আশা-কানন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপক কাব্য। স্বপ্নঘোরে একদা মোহময়ী আশার সহিত কবির পরিচয় ঘটে। আশা তাঁহাকে বলেন, মানবের দুঃখে অমরাপতি তাঁহাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে একটি দর্পণ দিয়া বলেন —'দেখিবে ইথে যবে মুখ পাবে সুখ ততক্ষণ'। তদবধি আশা ভূমণ্ডলে মনোহর কানন রচনা করিয়া বাস করিতেছেন। কবি তাঁহার সহিত কর্মক্ষেত্র, আকাঙ্ক্ষাভবন, যশঃ-শৈল, পরিণয়-সেতু, প্রণয়োদ্যান, স্নেহ-উপবন, সতী-নির্ঝর প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।

আষাঢ়ে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিতা-পুস্তক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রথমে 'সাধনা', 'সাহিত্য' ও 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আষাঢ়ে'র প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের নাম ছিল 'আষাঢ়ে বা গুটিকতক রহস্যগল্প'। ইহা হইতেই গ্রন্থখানির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বাঙালী জীবনের কয়েকটি কৌতুকচিত্র কবিতার আকারে নানা ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কেরানী, শ্রীহরি গোস্বামী, বাঙ্গালী-মহিমা, অদলবদল, বৃদ্ধা কুমারীর কাহিনী, ভট্ট-পল্লীতে সভা, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, ডেপুটী কাহিনী, নসীরাম পালের বক্তৃতা ও কলিযজ্ঞ, এই কয়টি সরস কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি হাস্য-কৌতুকে অপরূপ।

আসমুদ্র—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। উপন্যাস (১৩৪১)। সৌম্যর সঙ্গে শিপ্রার বিবাহ হয়। দুজনের সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু শিপ্রার আধুনিকা আত্মীয়া বনানী তাহাদের

বাড়িতে চাকরি করিতে আসিল। তখন বনানীর উপর সৌম্যর অনুরাগ হয়। শিপ্রা হিংসায় জ্বলিয়া মরে। তাহার রোগ হয়। শিপ্রা সন্দেহ প্রকাশ করিলে বনানী অন্যত্র গিয়া থাকে। বনানী কে সৌম্য ঘর ছাড়িবার পরামর্শ দেয়। বনানী সে প্রস্তাবে সম্মত হয় না। তারপর বনানী শিপ্রার সঙ্গে দেখা করে। শিপ্রা বনানী ও সৌম্যের মিলন প্রস্তাব করিলে বনানী চলিয়া যায়। তাহার আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

আহুতি—১। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নাটক। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর শাক্তদের অত্যাচার এবং ধর্মমতের জন্য প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর আত্মত্যাগ এই নাটকের বিষয়বস্তু। বিখ্যাত ইংরেজী নাটক 'সাইন অফ্ দি ক্রস' অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। ২। প্রমথ চৌধুরী। গল্প-সমষ্টি। প্রথম গল্পের নাম অনুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে। গল্পটির আখ্যানভাগ বিচিত্র। জমিদার-বংশের মেয়ে রত্নময়ীর তিন বৎসরের ছেলেকে চক্রান্ত করিয়া 'বধ' দেওয়া হয়। তাহার ফলে রত্নময়ী পাগল হইয়া যান। নিজের ঘরে আগুন দিয়া তিনি প্রজাদের সাহায্যে পুত্র-হন্তাদের বিনাশ সাধন করেন। আগুন যখন সমগ্র গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে, নিহত ব্যক্তিদের দেহ জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রত্নময়ীর অট্টহাস্যে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম ভস্ম ভূত হয় এবং রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। গ্রন্থের অন্যান্য গল্পগুলির নাম—বড়ঠাকুর, একটি সাদা গল্প, ফরমায়েসী গল্প, ছোট গল্প, রাম ও শ্যাম।

আহ্নিক-তত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। গৃহস্থের দৈনিক ক্রিয়াকর্ম কিরূপে সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়, তাহার ব্যবস্থা গ্রন্থকার এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইউটোপিয়া (Utopia)—টমাস মুর। লাটিন ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-পুস্তক (১৫১৬)। সবচেয়ে সুন্দর শাসনতন্ত্রের অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। র‍্যাফেল নামে এক পথিকের সঙ্গে মুরের অ্যান্টোয়ার্প নগরে দেখা হয়। র‍্যাফেল ইউটোপিয়া বা 'অজানা দেশ' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে দেশে সাম্যবাদ সাধারণ নিয়ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, এবং ধর্মবিষয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে।

ইউফিউস (Euphues)—জন লিলি। ইহা দুইভাগে বিভক্ত—Euphues: the Anatomy of Wit (১৫৭৯) এবং Euphues and his England (১৫৮০)। এথেন্সবাসী যুবক ইউফিউস অসংযমের দোষে জগতের পাপ-সংসর্গে ও অসৎ স্ত্রীলোকের প্রেমপ্ররোচনায় জড়িত হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ নিজের বন্ধুর সহিত প্রবঞ্চনা করে। রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া নির্বাসনে কাল-যাপনের সময় দুঃখভোগের ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞান হয় এবং সেই সময় স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সতর্ক হইবার জন্য ও বিদ্যা-লয়ের নিয়ম প্রভৃতি সংযমের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করে। পুস্তকটি সেই সময়ের সামাজিক ধর্ম ও যৌবনসুলভ অসংযমের বিরুদ্ধে অভিযান-স্বরূপ। লিলি লিখিত এই গদ্য রমন্যাসখানি রচনার গুণে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অলংকারের ভারে রচনাটি ভারাক্রান্ত। ইহাতে প্রযুক্ত অলংকার হইতেই Euphuigus এই অলংকারের নাম হইয়াছে। ইংরেজী উপন্যাসের ক্রমবিকাশে পুস্তকখানি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

ইউলিসিস (Ulysses)—James Joyce নামে আইরিশ গ্রন্থকার লিখিত বাস্তবধর্মী সুবিখ্যাত উপন্যাস। প্যারিস হইতে ১৯২২-এ প্রকাশিত। ডাবলিনের অধিবাসী Stephen Dedalus ও Leopold Bloom নামে দুইজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আইরিশ লোকের একটি দিনের জীবন-কাহিনী অতি সুক্ষ্মভাবে এই কাহিনীতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। যতিচিহ্নের স্বল্পতা, মাঝে মাঝে শব্দলোপ, ভাষার মধ্যে পরিপূর্ণ খোলাখুলি-ভাব এবং নীচতা, অশ্লীলতা প্রভৃতি জীবনের সব কিছু বাস্তবধর্মই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বর্তমান যুগের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া পরিগণিত।

ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ—সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক পিয়ের লোটীর গ্রন্থের তর্জমা। ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া পিয়ের লোটী এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া-ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ করেন। ফরাসী পর্যটকের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ কিরূপ লাগিয়াছিল, ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থে সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা আছে।

ইংরেজের জয়—বিহারীলাল সরকার। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। লর্ড ক্লাইভের আর্কট অবরোধের কথা ও পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। সিরাজ- যে অন্ধকূপ হত্যা করেন নাই, সে বিষয়েও এই পুস্তকে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইংলিশ বার্ডস্ অ্যাণ্ড স্কচ রিভিয়ু-য়ার্স (English Bards and Scotch Reviewers)—লর্ড বায়রন। ব্যঙ্গকাব্য। তাঁহার 'Hours of Idleness'কে বিদ্রূপ করিয়া 'Edinburgh Review'এ একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাহার প্রতিবাদস্বরূপ বায়রন এই ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। তখনকার কবিদের মধ্যে সাদে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং আরও অনেককে বিদ্রূপ করিতে তিনি ছাড়েন নাই। পরে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সহিত যখন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন বৃদ্ধ কবির সহিত আলাপ করিয়া বিদ্রোহী কবির মত বদলায়। তাহার পর তিনি এই ব্যঙ্গকাব্য আর প্রকাশিত হইতে দেন নাই।

ইছামতী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)। যশোহর জেলার মধ্য দিয়া ইছামতীর যে অংশ গিয়াছে, তাহারই ধারে মোল্লাহাটি গ্রাম। এখানকার নীলচাষ ও নীলকরদের বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। রাজারাম নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবদের সঙ্গে যোগ দিয়া সে গ্রামে অত্যাচার করিত। বিদ্রোহীদের হস্তে সে-ও খুন হয়। তাহার তিন বোন—তিলু, বিলু, নীলু। তাহাদের বিবাহ হয় ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে। ইহা ছাড়া প্রসন্ন আমীন, রামকানাই কবিরাজ ও গয়া মেম ইত্যাদি চরিত্র কাহিনীর মধ্যে ভিড় করিয়া আছে। লেখকের মৃত্যুর পরে গ্রন্থখানি রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫০—৫১) লাভ করে।

ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ (India in Bondage)—জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক চিত্র। এই পুস্তক প্রকাশ করার জন্য রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া (১৯২৯) ১০০০৲ অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইণ্ডিয়া বণ্ড অর ফ্রী (India Bond or Free)—ডাক্তার অ্যানি বেশান্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক। ভারতে স্বরাজ-আন্দোলন যখন প্রবল উদ্যমে চলিতেছিল, সেই সময় বেশান্ত এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি ইহাতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষকে বহু অসুবিধা ও অধীনতা ভোগ করিতে হইলেও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সভ্যতা আজও অপরাজিত রহিয়াছে।

ইতি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গল্প-পুস্তক

(১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'অরণ্য', ধন্বন্তরি', 'যে-কে-সে', 'দিনের পর দিন' ও 'ইতি' এই পাঁচটি গল্প আছে।

ইতিকথা—নিখিলনাথ রায়। ঐতিহাসিক গল্পগুচ্ছ। টডের রাজস্থান প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বনে কতকগুলি ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া ইহা রচিত।

ইতিহাসমালা—উইলিয়ম কেরী সম্পাদিত ইতিহাসের কাহিনী (১৮১২)। বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি। ইহাতে ইতিহাস অল্পই আছে। গল্পগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত। সকলগুলিই অনুবাদ। ইহার ভাষা প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা বিশেষ ভঙ্গীও ইহাতে আছে। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুকরা টুকরা গল্পের মত।

ইন্দিরা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। ইন্দিরা জমিদারের মেয়ে। শ্বশুরবাড়ি যাইবার পথে একদল ডাকাত তাঁহার বস্ত্রালংকার প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বনের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। ইন্দিরা তখন এক ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের অনুরোধে কৃষ্ণদাসবাবু তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। কৃষ্ণদাসের কন্যার বাড়িতে ইন্দিরা পাচিকা নিযুক্ত হন এবং সেখানে তিনি কুমুদিনী নামে পরিচয় দেন। এই বাড়িতেই ঘটনাক্রমে স্বামী উপেন্দ্রনাথের সহিত ইন্দিরার সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু ইন্দিরা নিজের পরিচয় গোপন রাখেন। উপেন্দ্র কুমুদিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঠিক করিলেন কুমুদিনীকে বাড়ি লইয়া গিয়া অপহৃতা ইন্দিরা বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিবেন। শেষ পর্যন্ত কুমুদিনীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় এবং উপেন্দ্র ইন্দিরাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার শ্বশুর ও শাশুড়ী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রাণী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস। ইন্দ্রাণী উচ্চশিক্ষিতা তরুণী। সুদর্শন নামে এক বেকার যুবককে বিবাহ করিয়া ভয়ানক অর্থকষ্টে পড়ে। ফলে তাহাকে দিনাজপুরে এক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইতে হয়। সুদর্শনও তাহার সহিত দিনাজপুরে যায়। কলিকাতায় থাকিবার সময় সে স্বামীকে সেবা-যত্ন করিত। কিন্তু দিনাজপুরে থাকিবার সময় সে স্বামীকে দেখিবার সময় পাইত না। সুদর্শন অনেক দুঃখে কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং শেষ পর্যন্ত একটি চাকরি জোগাড় করিয়া পাটনার দিকে চলিয়া যায়। কয়েক দিন পরেই ইন্দ্রাণী নিজের অভাব উপলব্ধি করে এবং ভুল বুঝিয়া স্বামীর নিকট গিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

ইভ অব সেণ্ট অ্যাগ্‌নিস, দি (Eve of St. Agnes, The)—জন কীট্‌স্। দীর্ঘ কবিতা। ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত হয়। 'সেণ্ট অ্যাগনিস ইভে'র উপরিস্থিত দুর্গে সুন্দরী মাডেলিন বন্দী থাকিবার সময় স্বপ্নে প্রেমিকের সাক্ষাৎ পাইতেন। তাঁহার প্রেমিক পরফাইরো (Porphyro) নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া চুপি চুপি সেখানে যায় এবং প্রেয়সীর কক্ষে লুকাইয়া থাকে। দুর্গের চারিদিকে ঘুমন্ত ড্রাগনরা থাকিত, যে কোন মুহূর্তে তাহার জীবন-নাশ হইবার ভয় ছিল। পরে যখন মাডেলিন ঘুম হইতে উঠিলেন এবং নিজের প্রেমিককে সশরীরে পাইলেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কাব্যটি 'স্পেন্সেরিয়ান' ছন্দে লেখা এবং ১৮১৯-এ লিখিত হয়।

ইলিয়ড, দি (Iliad, The)—মহাকবি হোমার-রচিত মহাকাব্য। ইলিয়ডের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ট্রোজান যুদ্ধের ভিত্তির উপর রচিত। পারিস স্পার্টার অধিপতি মেনেলাউসের আতিথ্য গ্রহণ করিবার পর তাঁহার অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে লইয়া ট্রয়ে পলায়ন করে। তাহার পর মেনেলাউসের আহ্বানে ইউলিসিস, আকিলিজ, আগামেমনন প্রভৃতি গ্রীক বীরগণ কি ভাবে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত হন, তাহা এই কাব্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈ

ঈনিড (Aenied)—ভার্জিল-রচিত মহাকাব্য। ট্রয়ের অধিবাসী বীর ঈনিয়াস এই কাব্যের নায়ক। ট্রয়ের পতনের পর ঈনিয়াস তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে পৃষ্ঠে লইয়া শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া উপকূল অভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময় হইতে অডিসিয়াসের মত তিনিও নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং একদা ঝড়বৃষ্টিতে বিপন্ন হইয়া আফ্রিকার উপকূলে আসেন। এই স্থানে কার্থেজের রানী ডাইডো তাঁহাকে প্রণয় নিবেদন করেন, কিন্তু ঈনিয়াস তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান। সেই দুঃখে ডাইডো আত্মহত্যা করেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি লাটিয়ামের রাজার কন্যা লাভিনিয়াকে বিবাহ করেন। লাভিনিয়াঁর প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী টার্নাসের সহিত ঈনিয়াসের যুদ্ধ হয়; সেই যুদ্ধে টার্নাস নিহত হন।

ঈশপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্ (Æsop's Fables)—ঈশপ-রচিত নীতিমূলক গল্পসমষ্টি। খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতাব্দীর রচনা। গল্পগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি সমস্তই ঈশপ রচনা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।

ঈশানী—জলধর সেন। উপন্যাস। লক্ষ্মী কাঞ্চনপুরের রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। একদিন রাত্রে পল্লীর কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ ও তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। ফলে, কুমারী অবস্থায় লক্ষ্মী গর্ভবতী হয়। লক্ষ্মীর পিতামাতা তখন সমাজের মুখ চাহিয়া গর্ভবতী লক্ষ্মীকে কাশীতে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে রাখিয়া আসেন। সেখানে লক্ষ্মীর এক কন্যা হয়। ঐ কন্যার নাম ঈশানী। ঈশানী বড় হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভুবন মুখোপাধ্যায়ের সুদর্শন শিক্ষিত পুত্র বিশ্বনাথের সহিত ঈশানীর বিবাহ দেন। তিনি বলেন, অসহায় কুমারীকে ধর্ষণের ফলে ঈশানীর জন্ম হইলেও ভগবানের দৃষ্টিতে সে হেয় হইতে পারে না। গ্রন্থখানি গ্রন্থকার ১৯১৯-এ রোগশয্যায় পড়িয়া রচনা করেন।

ঈশোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

উইড্‌সিথ (Widsith)—প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থ। ১৪৩টি পংক্তি আছে। উইড্‌সিথ একজন ভ্রাম্যমাণ-চারণ। সে তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও যে সমস্ত রাজার কথা শুনিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে গান গাহিয়া বেড়ায়। সাত বা তাহার পূর্বের কোন শতাব্দীতে কাহিনীর ঘটনাকাল বলিয়া অনুমান করা হয়।

উজানী—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন 'উজানী'র কবিতাগুলি তাঁহার পল্লীর কতকগুলি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। উজানী একখানি ছোট গ্রাম, বর্তমানে উহা কোগ্রাম নামে পরিচিত। সেই গ্রামের নাম অনুসারে এই কবিতাপুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে সর্বসমেত ৩২টি কবিতা আছে। তন্মধ্যে 'রামমশায়', 'চণ্ডালী', 'ছিরু', 'ঘোষালপুকুর' প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুস্তকখানি সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজী সমালোচনা উল্লেখযোগ্য।

উজ্জ্বল নীলমণি—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত

অলংকার-গ্রন্থ। পঞ্চদশ প্রকরণে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাতে বিবিধ ভাব, রস ও আলংকারিক বস্তু নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

উৎকল খণ্ড—ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, কাকচতুর্ভুজের বিবরণ, মার্কণ্ডেয় হ্রদের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় লইয়া ইহা রচিত। জগন্নাথ দেবের পর্বাদি এই গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে নির্বাহিত হয়।

উত্তরগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

উত্তররাম-চরিতম্—মহাকবি ভবভূতি। সংস্কৃত নাটক। গ্রন্থখানি রামায়ণের শেষভাগ অর্থাৎ সীতার বনবাস হইতে ধরণীগর্ভে প্রবেশ পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। ঈশ্বরচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' এই নাটকটি অবলম্বনে লেখা।

উৎসর্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি ১৩২১ সালে রচিত। ইহাতে 'আমি চঞ্চল হে', 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে।

উদাসীর মাঠ—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'উদাসার মাঠ', 'ক্যান্ভাসার', 'হোঁদল কুৎকুতে', 'জুয়াড়ী', 'উর্দ্ধরেখা' ও 'ট্যারা'—এই ছয়টি গল্প আছে। 'হোঁদল কুৎকুতে' গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

উদ্বাহতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। শাস্ত্রীয় বিবাহের বিবিধ বিধান, পাত্রপাত্রীবিচার, কাল নিরূপণ প্রভৃতি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। গদ্যকাব্য। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাঙ্গালায় পূর্বে রচিত হয় নাই। পত্নীবিয়োগবিধুর স্বামীর মনোবেদনা এই গ্রন্থে অত্যন্ত সুললিত ও কাব্যপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। যথা, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুসমাগমে প্রিয়জনবিরহে স্বামীর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত; সেই ক্ষতমুখ হইতে উৎসারিত কারুণ্যের স্রোত বাঙ্গালা সাহিত্যে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'কে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই গ্রন্থের শ্মশান-বর্ণনা তৎকালীন বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

উপনিষৎ—বৈদিকযুগের ধর্মীয় সাহিত্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধে ইহাতে গভীর তত্ত্বকথা আছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যাত্মিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্রধান উপনিষদ্ ১০খানি। অর্বাচীন উপনিষদ্ একত্র করিলে সংখ্যা হয় প্রায় ১৫০। শংকরাচার্য ১২খানি উপনিষদের ভাষ্য লেখেন। ঐ ১২খানি প্রামাণিক বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা রামমোহন উপনিষদের বহুল প্রচলন করেন। সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই উপনিষদের অনুবাদ আছে। প্রধান ১২খানি উপনিষদের নাম:—(১) ঋক্‌বেদীয়—(ক) ঐতরেয়, (খ) কৌষীতকী। (২) সামবেদীয়—(ক) ছান্দোগ্য, (খ) কেন। (৩) কৃষ্ণযজুর্বেদীয়—(ক) তৈত্তিরীয়, (খ) কঠ, (গ) শ্বেতাশ্বতর। (৪) শুক্লযজুর্বেদীয়—(ক) বৃহদারণ্যক, (খ) ঈশ, (গ) প্রশ্ন, (ঘ) মুণ্ডক ও (ঙ) মাণ্ডুক্য। অবশিষ্টগুলি অথর্ববেদীয়। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত বাংলা ভাষায় উপনিষদের টীকা ও অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। উপনিষদ্ শাস্ত্র বেদের অন্ত্য বা শেষভাগ বলিয়া মূলতঃ ইহা বেদান্ত নামে পরিচিত।

(১) ঈশোপনিষৎ—দান ও কর্ম, ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে জীবনে কি ভাবে অনুসরণ করিতে হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

(২) কঠোপনিষৎ—পিতৃসত্য পালনের জন্য নচিকেতার যমালয়ে গমন, যমের নিকট বিবিধ তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

(৩) কেনোপনিষৎ—ব্রহ্মই যে একমাত্র ইন্দ্রিয়ের শক্তি তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। দেবগণের ব্রহ্মদর্শন ও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি ইহার বিষয়বস্তু।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—ইহাতে পিপ্পলাদ ঋষি শিষ্যগণের প্রশ্নের উত্তরে ছয়টি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে ইহাতে আদিভূত, আদিদৈবত্ব, দেবযান, পিতৃযান, শরীরধারক শক্তিসমূহের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব, সুপ্তিকালে মন, বিষয় ও জীবাত্মার সংযোগ, ওংকারের আংশিক ও পূর্ণ সাধনের ফল এবং ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষ ও পরম পুরুষে উহার লয় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—ইহাতে পরা ও অপরা বিদ্যা, কর্মকাণ্ডের ফলে নশ্বর স্বর্গপ্রাপ্তি, ব্রহ্মের স্বরূপ, প্রণবযোগ, ব্রহ্মসাধন ও ব্রহ্মনির্বাণলাভের পন্থা বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—ওংকারের ব্যাখ্যাচ্ছলে ইহাতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা এবং এই তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) ঐতরেয়োপনিষৎ—সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্মান্তর-রহস্য এবং অমৃতত্ব ব্যতীতও ব্রহ্ম যে সকল জিনিসের আধার তাহা ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৮) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—ইহার প্রথম অধ্যায় শিক্ষাবল্লীতে ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক কতকগুলি ধ্যান ও উপদেশ আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রহ্মানন্দবল্লীতে পঞ্চকোষের বর্ণনা এবং ব্রহ্মানন্দের পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায় ভৃগুবল্লীতে বরুণ ও ভৃগুর কথোপকথনচ্ছলে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ তপস্যার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে।

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—ব্রহ্মের দ্বিধাতীত নির্গুণ ভাব, বিশ্বরূপ সগুণ ভাব, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ, ব্রহ্মদর্শন ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—দম, দান ও দয়ার প্রকৃত তাৎপর্য, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান, বালাকির দর্পনাশ ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

(১১) ছান্দোগ্যোপনিষৎ—প্রাণের প্রকৃত তাৎপর্য, জাবালী সত্যকাম ও গুরু গৌতমের কাহিনী, অশ্বপতি রাজার নিকট ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ইত্যাদি বহু বিষয় আছে।

উপপুরাণ—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। সংখ্যা আঠার। নাম—সনৎকুমার, নারসিংহ, স্কন্দ, শৈবধর্ম, দৌর্বাসস, নারদীয়, কাপিল, বামন, ঔশনস, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, সাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ ও ভার্গব।

উল্কা—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। শৈলেন তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার কর্মস্থল বাঁকীপুরে বাস করিত। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও তাঁহার এক যজমানের অনাথা কন্যা লক্ষ্মীকে আশ্রয় দান করে। বাল্যবন্ধু মন্মথর সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে শৈলেন মন্মথকে পত্র লিখিয়া বাঁকীপুরে আনে। মন্মথ বাঁকীপুরে আসিয়া লক্ষ্মীর সহিত শৈলেনের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মনে করিল, শৈলেন লক্ষ্মীর অনুরাগী, সে তাহাকে বিবাহ করিবে। কথাটা সে চিররুগ্ণা তড়িতাকে বলে এবং তাহার ফলে তড়িতা দুঃখে বেদনায় প্রাণত্যাগ করে। পরে নিজের ভুল বুঝিয়া মন্মথ সংসারত্যাগ করে। শৈলেন পত্নীর স্মৃতি বুকে লইয়া বাঁকীপুরে থাকিয়া গেল। লক্ষ্মী কুমারী হইয়াও বিধবার বেশ ধারণ করিয়া অনাথ-আশ্রমের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। মন্মথ উল্কার মত আসিয়া শৈলেনের সুখের সংসার জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বীরেশ্বর পাঁড়ে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'প্রভাস' ও 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের সমালোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে আর্যগণ যে ভারতের আদিম অধিবাসী এবং ব্রাহ্মণগণ যে তাঁহাদের স্বার্থ সাধনের জন্য বর্ণভেদ প্রথা প্রচার করেন নাই, লেখক ইহা প্রতিপন্ন

করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলিতে ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উনবিংশ সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ঊনমঃসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ঋ

ঋগ্বেদ সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনূদিত এবং ভাষ্য, সংক্ষিপ্ত টীকা ও মর্মানুবাদসহ প্রকাশিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। প্রাচীন আর্য ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতির জন্য যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সেইগুলি স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহারের আভাস ও এই শ্লোকগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

ঋণং কৃত্বা—প্রমথনাথ বিশী। সামাজিক প্রহসন। সনৎকুমার একরকম ঋণ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহার চারিদিকে পাওনাদারের ভিড়। ধনী সুরদাসবাবুও তাহার একজন পাওনাদার। সনৎকুমার সংগীতবিদ্যায় পটু। নিরুপায় হইয়া সে ঋণশোধের এক উপায় স্থির করে। ছদ্মবেশে সে সুরদাসবাবুর নাতনী মঞ্জরীর গানের মাস্টার নিযুক্ত হয় এবং ক্রমে মঞ্জরী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। শেষ পর্যন্ত সুরদাসবাবু মঞ্জরীর সহিত সনতের বিবাহ এবং পাওনা টাকা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ঋতু-রঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতি মাল্যে রচিত অপরূপ নাটিকা। নানা ঋতুর উদয়, আবির্ভাব এবং অন্তর্গমনের যে বৈচিত্র্য তাহা অপূর্ব সুরে ও গানে ফোটানো হইয়াছে।

ঋতু-সংহার—মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নর-নারীর মনে যে সকল বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহা এই কাব্যগ্রন্থে সুললিত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আদিরসাত্মক। অসিতকুমার হালদার বাংলা ভাষায় মধুর ছন্দে এ কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন।

ঋদ্ধি—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। অর্থনীতি ও অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)।

ঋষির মেয়ে—ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৌরাণিক নাটক। আপস্তম্ব ঋষির আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস-কালে চারুদত্ত তাঁহার কন্যার প্রতি আসক্ত হয়। এই সময় ঋষি উগ্রশ্রবা অথর্ববেদের প্রচার আরম্ভ করিলে চারুদত্ত তাঁহার কাছেও গোপনে শিক্ষালাভ করে। আপস্তম্ব অথর্ববেদকে ঘৃণা করিতেন, সুতরাং তিনি চারুদত্তের বিষয় জানিতে পারিয়া কন্যাকে ও তাহাকে আপন আলয় হইতে তাড়াইয়া দিলেন। চারুদত্ত তাহাকে লইয়া চলিয়া যায়। পথে অপর রাজ্যের রাজশ্যালক অগ্নিবর্ণ তাহাদিগকে দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করে এবং ক্রমে ঋষিকন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ঋষিকন্যার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া অগ্নিবর্ণের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। অতঃপর আপস্তম্ব ও তাঁহার পত্নী শাশ্বতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জামাতাকে ক্ষমা করেন। নাটকখানির মধ্যে বৈদিক যুগের রীতিনীতি ও আবহাওয়ার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

এ

একতারা—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতাগ্রন্থ। ইহাতে ইন্দ্রজাল, পাখি মারা, শরাহত পঁচিশটি কপোত, নৌকাপথে, বিধবা, পুত্রহারা প্রভৃতি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবির প্রসিদ্ধ কবিতা 'মাঝি, তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে, ভিড়াবো নাকো চলুক তরী ঐ নদীর মাঝে' এই পুস্তকেরই অন্তর্ভুক্ত।

একাক্ষরকোষ—পুরুষোত্তম দেবকৃত অভিধান। ইহাকে গ্রন্থকার-রচিত 'একাবলীকোষে'র পরিশিষ্ট বলা চলে। আবার কেহ কেহ বলেন যে 'একাবর্ণ কোষ'ই ইহার পরিশিষ্ট।

একাবলীকোষ—পুরুষোত্তম দেবকৃত অভিধান। ইহাতে ক হইতে ক্ষ পর্যন্ত ক্রমগঠিত বর্ণগুলির প্রত্যেক বর্ণে কেবল এক এক স্বরবর্ণ যোগ করিয়া তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

একার অব গ্রীন গ্রাস, অ্যান (Acre of Green Grass, An)—বুদ্ধদেব বসু। সমালোচনা গ্রন্থ। ইংরেজী ভাষায় লেখা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খানিকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা ইহাতে আছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, আধুনিক বাংলা কাব্য ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস এই কয়টি প্রতিপাদ্য বিষয়।

একেই কি বলে সভ্যতা?—মাইকেল মধুসূদন। প্রহসন (১৮৫৯?)। নব্যশিক্ষিত ইংরেজী শিক্ষাভিমানী যুবকদের প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার এ প্রহসনের বিষয়বস্তু। নববাবু 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী' সভার সভ্য। এই সভার জ্ঞান বিতরণের পরিবর্তে মদ বিতরণ চলিত। সদস্যদের সকলেই মদ ও বেশ্যাসক্ত। নববাবু পিতার নিকট ব্যাপারটা নানা কৌশলে গোপন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি মত্ত অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন এবং তাঁহার পিতা তখন সকল কথা বুঝিতে পারেন। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া হরকামিনী বলিয়াছিলেন—"মদ মাংস খেয়ে চলাচলি করলেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?" নাটকে উপাখ্যান বলিতে তেমন কিছু নাই। হরকামিনীর উক্তিই লেখকের ভাষ্য।

এক্সোডাস (Exodus)—ব্যাডম্যান-রচিত দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টির আদি হইতে ফেরোদের (Pharaohs) অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধে মিশরের ফেরোদের পরাজয় পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

এটা কোন্ যুগ—সখারাম গণেশ দেউস্কর। গবেষণামূলক পুস্তক। মনুসংহিতার মত অনুযায়ী কলিযুগ বারোশত বৎসর ব্যাপিয়া থাকিবে। পঞ্জিকাকারদের মতে পাঁচ হাজার বৎসর গত হইয়াছে। অতএব বর্তমানে কোন্ যুগ চলিতেছে, ইহাই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড (Edward II)—ক্রিস্টোফার মার্লো। পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া পরিগণিত।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা—প্যারীচাঁদ মিত্র। সামাজিক আলোচনা-গ্রন্থ। পূর্বে আর্য-রমণীদের ব্যবস্থা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় কিরূপে নির্বাহ হইত, লেখক এই গ্রন্থে কতকগুলি পুরাকালের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এন্ডিমিয়ন (Endymion)—জন কীট্স। চারিখণ্ডে সমাপ্ত দীর্ঘ কবিতা (১৮৮৮)। গ্রীক পুরাণের সুন্দর মেষপাল এনডিমিয়নের কাহিনী কবির কল্পনায় সার্থক হইয়াছে। কবিতার মধ্যে রূপকের আভাস পাওয়া যায়। আদর্শ, সৌন্দর্য ও পূর্ণতার উদ্দেশে কবি আকুল ভাবে ছুটিয়াছেন, কিন্তু মানব সৌন্দর্যের দ্বারা তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। ইহা প্রকাশিত হইলে Blackwood's Magazine এবং Quarterly পত্রিকায় ইহার অত্যন্ত কঠোর এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হয়।

এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বিশ্বকোষ। প্রথমে ইহা স্কটল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত হয় (১৭৬৮

—৭১)। সম্পাদক ছিলেন মুদ্রাকর William Smellie. তখন ইহা কলা ও বিজ্ঞানের একটি অভিধান ছিল। পরে কনস্টেবল কোম্পানি ইহার প্রকাশনার ভার গ্রহণ করে (১৮১২)। পরে এই কোম্পানির হাত হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ইহার ভার গ্রহণ করে এবং ১৯১০—১১-এ ইহার একাদশ সংস্করণ ২৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার চতুর্দশ সংস্করণ ১৯২৯-এ J. L. Garvin-এর সম্পাদনায় বাহির হয়।

এনক আর্ডেন—আলফ্রেড টেনিসন। সমুদ্রতীরে এক ছোট শহরে এনক আর্ডেন, ফিলিপ রে ও অ্যানী লী বাস করিত। এনক ও ফিলিপ উভয়েই অ্যানীকে ভালবাসে, কিন্তু এনকই অ্যানীর হৃদয় জয় করিতে পারে। এই সময় সে জাহাজের কাজ লইয়া চলিয়া যায় ও দশ বৎসর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে ফিলিপ অ্যানীকে জয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। একদিন এনক ফিরিয়া আসিল; এবং অ্যানীকে স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে সুখে আছে দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে চিরজীবনের মত চলিয়া গেল। তাহার আগমনের কথা না জানাইবার সংকল্প সে গ্রহণ করিয়াছিল।

এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমর (Every Man in his Humour)—বেন জনসনের প্রথম মিলনান্ত গ্রন্থ। ইহার প্রধান চরিত্র ক্যাপটেন বোবেডিল, কিটলে ও নোওয়েল ও তাহার চাকর ব্রেনওয়ার্থ। বিদ্রূপাত্মক রচনায় মানুষের যে সব দুর্বলতাকে ঠাট্টার ছলে জনসন 'Humour' নাম দিয়াছিলেন, ইহার প্রথম চরিত্রে তাহার প্রকাশ লক্ষিত হয়। বোবেডিল জনসনের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া খ্যাত। বোবেডিলের মত, সে এবং অন্য উনিশ জন মিলিয়া ৪০০০০ হাজার শত্রুকে বিনষ্ট করিতে পারে। উপায়ও অত্যন্ত সহজ—শত্রুপক্ষ হইতে একসময় ২০ জনকে যুদ্ধে আহ্বান করা ও বিনষ্ট করা। এইরূপে সমস্ত শত্রুকে ধ্বংস করা মোটেই কষ্টকর বলিয়া তাহার মনে হয় না এবং এই অদ্ভুত ধারণার জন্য জনসনের বোবেডিল সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বইটি জনসন বিশ বৎসর বয়সে লেখেন এবং ইহার অভিনয়ে শেক্সপীয়ার অভিনেতারূপে যোগদান করেন।

এমিল (Emile)—রুশো। ঔপন্যাসিক রচনা। রুশোর জীবিতকালে ফ্রান্সে শিক্ষা-বিষয়ে নানাপ্রকার অব্যবস্থা ছিল। সেগুলি দূর করিয়া দেশে কিভাবে নূতন শিক্ষা-নীতি প্রবর্তন করা সম্ভব, তাহাই এই গ্রন্থে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর আলোচনা ও আলাপচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে।

এরিয়েল (Ariel)—সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মরোয়া। জীবনী-গ্রন্থ। ইহাতে ইংরেজ কবি শেলীর বিচিত্র জীবনকাহিনী উপন্যাসের আকারে বর্ণিত হইয়াছে। শেলীর সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মাকে চরিতকার 'এরিয়েল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এরেহন (Erewhon)—ইংরেজ লেখক সামুয়েল বাটলার-রচিত গ্রন্থ (১৮৭২)। বিদ্রূপাত্মক রমন্যাস হিসাবে ইহা ইংরেজী সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। কথক সুদূর এক দেশের (নিউজীল্যাণ্ড) পর্বতমালা পার হইয়া এরেহন (কোথাও না) নামে দেশে আসেন। এখানকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনায় লেখকের দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পরে কথক একটি বেলুনে চড়িয়া সে দেশ হইতে পলায়ন করেন। বাটলারের পরবর্তী পুস্তক Erewhon Revisited-এ কথক (হিগস্ নামে ঐ দেশে পরিচিত) পুনরায় সেই দেশে যান এবং সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা সম্পূজিত হন।

এষা—অক্ষয়কুমার বড়াল। কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ কবির স্ত্রীবিয়োগ বেদনার করুণ ও মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি।

ঐ

ঐতরেয় আরণ্যক—গ্রন্থখানি ৫ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদ্ আছে। ইহাতে জগতের উৎপত্তি, জীবের জন্ম, পরব্রহ্মের তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ইহা প্রধানতঃ গদ্যে রচিত। ইহাতে দুই চারিটি গদ্য গল্প পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে হরিশ্চন্দ্র-শুনঃশেফের কাহিনী মূল্যবান্। এই পুস্তকে মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ঠের কাহিনী ও অভিনয় চিত্তাকর্ষক। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-নামক দুইটি কাহিনী ইহাতে আছে। সবক্তগিন প্রথমে দাস ছিলেন, পরে রাজ্যাধিপতি হন। 'সফল স্বপ্ন' এই বিষয় লইয়া লিখিত। 'রোমান্স অব হিস্ট্রী'-নামক ইংরেজী গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত ['অঙ্গুরীয় বিনিময়' দ্রঃ]।

ঐতিহাসিক-রহস্য- রামদাস সেন। ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, কালিদাস বররুচি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের বিবরণ, প্রাচীনকালে হিন্দুদের নাট্যাভিনয়পদ্ধতি, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, 'ভারতের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ও

ওডিসি (Odyssey)- হোমার-রচিত মহাকাব্য। ওডিসি হোমারের প্রসিদ্ধ কাব্য ইলিয়াডের উপসংহার। ইহাতে ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হইবার পর বীর ওডিসিউস (গ্রীক নাম) বা ইউলিসিসের ভাগ্যবিপর্যয় এবং নানা দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হইলে ইউলিসিস বাড়ি ফিরিবার জন্য জাহাজে চড়িলেন। তিনি পথে আফ্রিকার সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং লোটাস-ইটার্সের দেশে আসিলেন। এখানে সাইক্লোপস্ পলিফেমাসের হাত হইতে অতি অল্পের জন্য রক্ষা পান। পরে তিনি পবনদেবতা ঈওলাসের নিকট হইতে এক থলে বায়ু পান ও সার্সি কর্তৃক এক বৎসর ও কালিপ্সো কর্তৃক সাত বৎসর অবরুদ্ধ থাকেন। পরে তিনি টাইরিসিয়াসের সঙ্গে পরামর্শ করিতে নরকে যান। ফিনিসিয়ানদের দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি নসিকা ও তাহার পিতা কর্তৃক অভ্যর্থিত হন এবং পরে কুড়ি বৎসর অনুপস্থিতির পর আপন রাজ্য ইথাকায় ফেরেন। স্বদেশে ফিরিয়া দেখেন তাঁহার পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া একদল লোক তাঁহার বাসভবন পর্যন্ত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ইউলিসিস ও তাঁহার পুত্র টেলিমেকাস মিলিত হইয়া তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পেনেলোপি ও ইউলিসিসের মিলন ঘটে।

ওড্স্ (Odes)—জন কীট্স্-রচিত কয়েকটি গাথা-কবিতার সংগ্রহ। Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn, Ode on Melancholy এবং Ode to Autumn নামক কবিতাগুলি কীট্সের কবি-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ওথেলো (Othello)— মহাকবি শেক্সপীয়ার। বিয়োগান্ত নাটক (১৬০৪)।

বীরযোদ্ধা ওথেলো জাতিতে মুর। সুন্দরী ডেসডেমোনাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং তাহাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিল। কেসিও নামে এক যুবককে লেফটেনান্টের পদে ওথেলো উন্নীত করে। ইহার ফলে ইয়াগো নামে একজন সৈনিক মনঃক্ষুণ্ণ হয়। ইয়াগো পুরাতন সৈনিক। ঐ পদের জন্য তাহার দাবিই আগে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল বলিয়া ইয়াগোর ধারণা। ফলে সে ওথেলোর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। প্রথমে সে কেসিও যে একজন অপদার্থ সৈনিক তাহা ওথেলোকে দেখায়। ফলে কেসিও পদচ্যুত হয়। তখন কেসিওকে ইয়াগো ডেসডেমোনার কাছে যাইতে বলে এবং ডেসডেমোনাকে কেসিওর হইয়া ওথেলোকে বলিতে পরামর্শ দেয়। এবার ইয়াগো ওথেলোকে জানায় যে কেসিওর সঙ্গে ডেসডেমোনা অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত এবং এমন ব্যবস্থা করে যে ডেসডেমোনার রুমাল কেসিওর কাছে পাওয়া যায়। তখন ওথেলো ডেসডেমোনাকে গলা টিপিয়া হত্যা করে। পরে সব চক্রান্ত জানা গেলে সে নিজেও অনুতাপে আত্মহত্যা করে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু বাঙ্গালা ভাষায় এ নাটকখানির চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। সে অনুদিত নাটকখানি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

ওমর খৈয়াম (ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ)—কবি ওমর খৈয়ামের কবিতাগুচ্ছ। এই চারিপদী কবিতাগুলি প্রথমে (১৮৫৯) এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। পরে (১৮৬৮, ১৮৭২, ১৮৭৯) সেগুলি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা অনুবাদগুলির মধ্যে কবি বিমল ঘোষের অনুবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ।

ওম্যান অব নো ইম্পর্ট্যান্স, এ (Woman of No Importance, A)—অস্কার ওয়াইল্ড। সামাজিক নাটক (১৮৯৪)। লর্ড ইলিংওয়ার্থ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী ও অসাধারণ বাক্‌পটু ব্যক্তি। পিতার কনিষ্ঠ সন্তান হইলেও ভ্রাতাদের মৃত্যুর পর অধিক বয়সে লর্ড হইয়াছিলেন। তিনি জেরাল্ড আর্বুথনট নামে এক যুবককে তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু তাহার পর ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায়, এই জেরাল্ড তাঁহারই পুত্র। জেরাল্ডের জননী মিসেস আর্বুথনটের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার পুত্রকে কর্মে নিযুক্ত করিতে তিনি ইলিংওয়ার্থকে নিষেধ করেন। ইলিংওয়ার্থ যৌবনকালে জেরাল্ডের জননীকে ভালবাসিয়াছিলেন, তখনও তিনি লর্ড হন নাই। মিসেস আর্বুথনটের কুমারী অবস্থায় জেরাল্ডের জন্ম হয়। ইলিংওয়ার্থ পূর্বপ্রণয়িনীর নিকট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, মিসেস আর্বুথনট তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং পুত্রের নিকট ইলিংওয়ার্থের পরিচয় গোপন রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিন ইলিংওয়ার্থ জেরাল্ডের প্রণয়িনীর প্রতি আসক্তির পরিচয় প্রদান করায়, জেরাল্ড ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তখন মিসেস আর্বুথনট পুত্রের নিকট ইলিংওয়ার্থের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হন। নাটকের শেষ দৃশ্যে ইলিংওয়ার্থ মিসেস আর্বুথনটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া হাতের দস্তানা ফেলিয়া যান। জেরাল্ড বাড়ি ফিরিয়া কে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, জননীর নিকট তাহা জানিতে চায়। মাতা পুত্রকে উত্তর দেন, 'তেমন উল্লেখযোগ্য কেহ নয়'।

ওম্যান কিল্ড উইদ কাইণ্ডনেস, এ (Woman Kilde with Kindnese, A)—টমাস্ হেউড। প্রেমমূলক একখানি অপূর্ব নাটক। ১৬০৩-এ প্রথম অভিনীত হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ড নামে গ্রামবাসী এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম আন। ওয়েণ্ডল নামে এক অতিথিকে স্বামী অত্যন্ত আদরযত্ন করে কিন্তু সে আনের সহিত অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ড আনকে এক নির্জন পল্লীকুটিরে বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয় এবং তাহাকে তাহার সন্তানাদির সঙ্গে দেখা করিতে বারণ করিয়া দেয়। আন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া মারা যায়। মৃত্যুশয্যায় সে কেবল ক্ষমা চাহিবার জন্য ফ্রাঙ্কফোর্ডকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। এই পুস্তকখানি হেউডের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হয়।

ওম্যানস্ সোল, এ (Woman's Soul, A)—ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মোপাসাঁ। উপন্যাস। নায়িকা জ্যাঁ অভিজাত বংশের মেয়ে। তাহার পিতামাতা অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন, জমিদারির অনেক অংশ সেই জন্য বিকাইয়া যায়। জ্যাঁর সহিত জুলিয়ান নামক এক যুবকের প্রেম ও পরে বিবাহ হয়। জুলিয়ান ছিল অত্যন্ত কোপনস্বভাব এবং অসচ্চরিত্র। জ্যাঁর পরিচারিকা রোজালীর সহিত তাহার অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং জ্যাঁ তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আঘাত পায়। জ্যাঁর একমাত্র সন্তান পলও ক্রমশঃ কুসংসর্গে পড়িয়া অসচ্চরিত্র হইয়া ওঠে। সে এক অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকের সংসর্গে পড়ে এবং তাহার পর হইতে ক্রমশঃই অধঃপাতে যাইতে থাকে। জ্যাঁর পিতা এবং স্বামী ইহার মধ্যে মারা যান এবং সে ও রোজালী টাকার অভাবে তাহাদের প্রাসাদ ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হয়। পল বৃদ্ধা মাতার কোন খোঁজ লইত না, প্যারিসে এক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিত এবং টাকার প্রয়োজন হইলে মাতার নিকট চিঠি লিখিত। একদিন জ্যাঁ নিজে প্যারিসে তাহার সহিত দেখা করিতে যায়, কিন্তু দেখা না পাইয়া চলিয়া আসে। পরে রোজালী সেখানে যায় এবং পলের এক শিশুকন্যাকে লইয়া ফিরিয়া আসে। শিশুর মাতা তখন মারা গিয়াছে। স্টেশন হইতে ফিরিবার সময় শিশুকে দেখিয়া জ্যাঁর মনে আবার বাৎসল্যভাবের উদয় হয় এবং সে শান্তি পায়।

ওয়াইল্ড ডাক, দি (Wild Duck, The)—হেনরিক ইবসেনের বিখ্যাত পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক। মিস্টার ভার্লীর স্ত্রী মারা যাওয়ার সময় এক নার্স আসে, তাহার সহিত তাঁহার অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মিস্টার একডাল নামক তাঁহার বন্ধুপুত্রের সহিত তিনি এই নার্সের বিবাহ দেন, এবং তাঁহার সেই অসৎকার্যের কথা কেহ জানিতে পারে না। মিস্টার ভার্লীর পুত্র জর্জ ভার্লী কিন্তু ইহা জানিত। সে আদর্শ জীবনের স্বপ্ন দেখিত। মিস্টার একডাল ছিল তাহার বন্ধু। সে ভাবিয়া স্থির করিল, ব্যাপারটি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে খোলাখুলি আলোচিত হওয়া উচিত, নহিলে আদর্শ সংসার কখনও হইবে না। সে বন্ধুকে তাহার স্ত্রীর কীর্তির বিষয় জানায় এবং উভয়ের সব কিছু পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে। ফল ভাল হওয়া দূরে থাক, আরও মন্দ হইল। লজ্জায় পড়িয়া তাহাদের কন্যা হেডভিগ আত্মহত্যা করিল।

ওয়ান ওয়ার্লড (One World)—ওয়েণ্ডেল উইল্কি (Wendell Wilkie) লিখিত সুবিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ (১৯৪৩)। গ্রন্থখানিতে লেখক বলিয়াছেন,—পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মানবজাতি প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন এবং নানা বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্বরাষ্ট্র গঠনেই জগতের শান্তি বিরাজ করিবে।

ওয়ার অ্যাণ্ড পীস (War and Peace)—লিও টলস্টয়। উপন্যাস। ১৮০৫ হইতে ১৮১২-এর মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাশিয়ায় যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ১৮০৫-এ রুশ সৈন্যগণ অস্ট্রীয়-সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিখ্যাত অস্টারলিজের রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। নেপোলিয়নের যুদ্ধকৌশলে সংযুক্ত বাহিনী হারিয়া গেল। বিজয়ী

নেপোলিয়ন তারপর রুশিয়া আক্রমণ করিলেন। তিনি সসৈন্যে অবাধে মস্কো-প্রবেশ করিলেন। কিন্তু মস্কোতে সামরিক বা বেসামরিক কোন লোক তখন ছিল না; শহর একেবারে খালি। এমন সময়ে নগরে আগুন লাগে। মজুত শস্য সব পুড়িয়া গেল। রসদের অভাবে নেপোলিয়নকে বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। ফিরিবার পথে অনাহারে, পথশ্রমে, দারুণ শীতে ও শত্রুদের গুপ্ত আক্রমণে নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিরাট 'গ্র্যাণ্ড আর্মি'র অল্প সৈন্যই ফরাসী-দেশে ফিরিয়া আসিল। প্রায় শতাধিক চরিত্র লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের বর্ণনা নিখুঁত। তন্মধ্যে নেপোলিয়ন, আলেকজান্দার, ব্যাগরাটিয়ন, কুটুজফ, কাউন্টেস রস্টফ ও কারাটেফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিরাট উপন্যাসের ভিতর দিয়া টলস্টয় যুদ্ধের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন এবং মানবসমাজে শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন।

ওয়ে অব অল ফ্লেশ, দি (Way of all Flesh, The)—সামুয়েল বাটলার। রম্য রচনা (১৯০৩)। ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে মানুষ হইবার কুফল প্রদর্শন করাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। উপন্যাসের নায়ক ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি; মানুষের সাধারণ হৃদয়প্রেরণাকে ধর্মের শুষ্ক নিয়মের দ্বারা বাঁধিয়া রাখাতেই ছিল তাঁহার আনন্দ। একবার এক মেলায় এক অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকের কুহকে পড়িয়া তাঁহার সর্বস্ব নষ্ট হয়। তাঁহার অফিসের কাগজপত্র, অর্থ, সব কিছু সেই মেয়েটি চুরি করে। তাঁহার প্রকাণ্ড দাড়ি ছিল, মেয়েটির কবলে পড়িয়া তিনি দাড়ি কামাইতে বাধ্য হন; এবং তাহার পর সমস্ত রাত্রি তাহার সহিত অতি জঘন্য ভাবে কাটান। ফলে তাঁহার নিজের সুনাম, অর্থ ইত্যাদি সমস্তই নষ্ট হয়। শেষে ভিক্ষা করিয়া তিনি নিজের জীবিকা অর্জন করিতে থাকেন। পরে নিজের ছেলেদের সহিত দেখা হয়, কিন্তু নিজের পরিচয় না দিয়া তিনি পলাইয়া আসেন। কাহিনীটি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে প্রোজ্জ্বল।

ওয়েলথ অব নেশন্‌স্‌ (Wealth of Nations)—আদাম স্মিথ। অর্থনীতি সম্বন্ধে ইহাই প্রথম বিশদ গ্রন্থ। সামাজিক উন্নতির সঙ্গে কোন জিনিসের দর, বেতন, রাজস্বলাভ ও খাজনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বেতন, শিল্পলাভ ও খাজনা সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

ওয়েস্টওয়ার্ড হো (Westward Ho)—চার্লস্‌ কিংসলে। উপন্যাস (১৮৫৫)। ডেভনশায়ার এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। আমিয়াস লে এই উপন্যাসের নায়ক। রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ড্রেক প্রভৃতি বিখ্যাত নাবিকগণ পৃথিবীর নব নব দেশ আবিষ্কারের সন্ধানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ের কতকগুলি ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসখানি রচিত। তরুণ বীর আমিয়াস লে ক্যাপ্টেন অয়েনহেমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়া কি ভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা অর্জন করেন, তাহা এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর প্রধান অঙ্গ।

ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ (Old Curiosity Shop)—চার্লস্‌ ডিকেন্স। উপন্যাস। এ-গ্রন্থে এক দোকানদারের আশ্রিতা বালিকার দুঃখ-দুর্দৈবময় জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বালিকার নাম নেল। একদিন রাত্রে লণ্ডনের উপকণ্ঠে হঠাৎ এক ব্যক্তির সহিত নেলের দেখা হয়। নেল পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ভদ্রলোক তাহাকে দোকানদারের নিকট দিতে গিয়া ক্রমে তাহার জীবনের নানা রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

ক

কঙ্কাবতী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। ব্রাহ্মণকন্যা কঙ্কাবতী প্রতিবেশী খেতুকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতা অর্থলোভে এক বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। ফলে, মানসিক আঘাত পাইয়া কঙ্কা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রোগের ঘোরে বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করে। খেতুর সহিত পরে তাহার বিবাহ হয়।

কজ্জলী—রাজশেখর বসু ওরফে 'পরশুরাম'। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'বিরিঞ্চি বাবা', 'জাবালি', 'দক্ষিণরায়', 'কচিসংসদ' ও 'উলট পুরাণ' এই পাঁচটি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি হাস্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক। কজ্জলীর প্রথম গল্প 'বিরিঞ্চি বাবা' এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর কাহিনী। লোকটির মুখে কোন মিথ্যা কথা বাধিত না; যীশুখ্রীষ্ট হইতে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত সকলকে সে তাহার সমসাময়িক বলিয়া ভক্ত-মহলে বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক করিত এবং তাহার এক চেলা দেবতাদের মূর্তি ধারণ করিয়া কতকগুলি সরলবিশ্বাসী নরনারীকে বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়া তুলিত। অবশেষে কি উপায়ে তাহার এই প্রকাণ্ড ধাপ্পা ধরা পড়িল, তাহাই লেখক এই গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

কঠোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

কড়ি ও কোমল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক। ইহাতে 'প্রাণ', 'পুরাতন', 'নূতন', 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' প্রভৃতি কবিতা এবং 'চুম্বন', 'বাহু', 'চরণ' প্রভৃতি সনেট স্থান পাইয়াছে।

কণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা স্থান পাইয়াছে। কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের মধ্য দিয়া গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করাই কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। ইহাতে 'গৃহভেদ', 'উদার-চরিতানাম্‌', 'ভক্তিভাজন' প্রভৃতি বহু কবিতা আছে।

কণ্ঠমালা—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। ইহা গ্রন্থকারের রচিত অপর উপন্যাস 'মাধবীলতা'র পরিশিষ্ট। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বভাবদোষে কষ্ট পায়, ইহাই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। 'কথা'য় কবির 'দেবতার গ্রাস', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'বন্দী বীর' প্রভৃতি ২৪টি কবিতা আছে।

কথা ও কাহিনী—কথা ও কাহিনীর একত্র সংস্করণ ['কাহিনী' দ্রঃ]।

কথাসরিৎ-সাগরম্‌—কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেবের পত্নীর চিত্তবিনোদনের জন্য কবি সোমদেব ভট্ট বহু বৃহৎ কাহিনীর সার সংকলন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহাতে বৎসরাজ উদয়নের পুত্র নরবাহন দত্তের জন্ম-বৃত্তান্ত ও জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি এই সংস্কৃত গল্পগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

কথোপকথন—উইলিয়ম কেরী। মৌখিক বাংলাভাষা শিখিবার পুস্তক (১৮০১)। সে যুগে কেরী এইরূপ একখানি পুস্তক সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

কনকাঞ্জলি—অক্ষয়কুমার বড়াল। কতকগুলি প্রেমের কবিতার সমষ্টি।

কনফেশন্‌স্‌ (Confessions)—রুশো-রচিত আত্মচরিত। ইহাতে রুশো তাঁহার জীবনের সুপরিচিত ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অত্যন্ত অকপটভাবে তাঁহার চরিত্রগত নানাবিধ দুর্বলতা, নানাপ্রকার অসাধু আচরণ, লোভ, মোহ, কামপ্রবৃত্তি প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্যে তাঁহাকে অর্থাভাবে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, জীবিকা অর্জনের জন্য অসুস্থ দেহ লইয়াও তাঁহাকে কি ভাবে নানাপ্রকার হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে লিখিত আছে।

ডারবিশায়ারের অন্তর্গত উটনে অবস্থানকালে ১৭৭৬-এর শেষভাগে রুশো এই গ্রন্থ রচনা করেন।

কনফেশন্স্ অব অ্যান ইংলিশ অপিয়াম-ঈটার (Confessions of an English Opium-Eater)—ডি কুইন্সী। আত্মজীবনী (১৮২২)। বাল্য-জীবনের কাহিনী বর্ণনার পর লেখক কি করিয়া আফিম ধরিলেন এবং তাহা কেন ধীরে ধীরে বাড়াইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এখানে আছে। আট বৎসর ধরিয়া তাঁহার আফিম খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে সময় তিনি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিতেন। পরে মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া তিনি এই অভ্যাস জয় করিবার সংকল্প করিলেন।

কপালকুণ্ডলা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন যুবক যাত্রি-নৌকায় গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে রসুলপুরের মোহানার নিকটে সমুদ্রের পশ্চিম তীরে নৌকা বাঁধা হয়। নবকুমার রন্ধনাদির জন্য কাষ্ঠ আনিতে যান। কাষ্ঠ আনিতে দেরি হওয়াতে সঙ্গীরা তাঁহাকে সেই বনে ফেলিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর নবকুমার বনের মধ্যে এক কাপালিকের সন্ধান পান। কাপালিক তাঁহাকে বধ করিবার বাসনা করেন। কাপালিকের পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে হিজলীর ভবানী-মন্দিরের পূজারী অধিকারীর নিকট লুকাইয়া রাখেন। এখানে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের বিবাহ হয়। নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে লইয়া দেশে গমন করেন। পথে মতিবিবি নামে মুসলমান-রমণীর বেশ-ধারিণী এক স্ত্রীলোকের সহিত নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার পরিচয় হয়। এই মতিবিবি নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। তাঁহার মাতাপিতা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় স্বামী পদ্মাবতীকে ত্যাগ করেন। পদ্মাবতী স্বামীকে চিনিলেন, কিন্তু কোন পরিচয় দিলেন না। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া সপ্তগ্রামে নিজ বাসভবনে ফিরিলেন। ইহার এক বৎসর পরে পদ্মাবতীও সেখানে গিয়া সকল কথা প্রকাশ করেন ও স্বামীকে পাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি নিজে পুরুষবেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই সময়ে কপালকুণ্ডলা নিকটবর্তী বনে ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ আনিতে গিয়াছিলেন। নবকুমার ইহা গোপনে দেখেন। কপালকুণ্ডলার ঘরে নবকুমার পুরুষের হস্তলিখিত চিঠিও পান। পরদিন রাত্রেও কপালকুণ্ডলা বাহির হইলে নবকুমার তাঁহার অনুসরণ করেন। কাপালিকের সহিত এই সময় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাপালিক নবকুমারকে মদ খাওয়াইয়া উত্তেজিত করেন এবং পুরুষবেশ-ধারিণী মতিবিবির সহিত কপালকুণ্ডলার গোপন মিলন দেখান। তখন কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য নব-কুমারকে আদেশ করেন। স্নান করাইতে গেলে কপালকুণ্ডলা জলে ভাসিয়া যান। নবকুমারও কপালকুণ্ডলাকে উদ্ধার করিতে গিয়া ডুবিয়া যান। ১২৭৩ বঙ্গাব্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। লেখকের ইহা দ্বিতীয় উপন্যাস। ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

কবি—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবিখ্যাত উপন্যাস। অনেকের মতে ইহা লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। স্বভাব-কবি 'নিতাই কবিয়াল'। 'ঠাকুরঝি' নামে এক বিবাহিতা দুগ্ধ-পসারিণী তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু কবি তাহাকে ত্যাগ করিয়া একটি ঝুমুরের দলের প্রধান কবির পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। সেখানে 'বসন' বা 'বসন্ত' নামে একটি মেয়ে নিতাইকে ভালবাসে। মেয়েটির মৃত্যু ও পরে 'ঠাকুরঝি'র মৃত্যুতে এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ)-প্রণীত কাব্যগ্রন্থ। সতী হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর পার্বতীর কার্তিক ও গণেশ নামে দুই পুত্র হয়। অতঃপর তিনি কৈলাস ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে নিজ পূজা প্রচারের বাসনা করেন। কালকেতুর গৃহে দেবী গোধিকারূপে গমন করেন। কালকেতুকে দেবী দর্শন দেন। কালকেতু স্তবস্তুতি করেন ও দেবীর বরে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। কলিঙ্গরাজের হস্তে কালকেতু বন্দী হইলে তিনি দেবীর পূজা করেন। দেবী তাঁহার মুক্তি দেন। অতঃপর দেবী রমণীদের নিকট পূজা পাইবার বাসনা করেন। ধনপতি নামক বণিকের ভার্যা খুল্লনা সতীন লহনা কর্তৃক বহু যন্ত্রণা পান। চণ্ডীর পূজা করিলে খুল্লনার ভাগ্য ফেরে। ধনপতি চণ্ডীকে অগ্রাহ্য করায় অনেক কষ্ট পান এবং সিংহলে বন্দী হন। পুত্র শ্রীমন্ত চণ্ডীর প্রসাদে পিতাকে মুক্ত করেন।

কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে পুস্তকখানি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত। ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। মূল সংস্কৃত, পূজারী গোস্বামীকৃত বালবোধিনী নামে সংস্কৃত টীকা ও বাংলা অনুবাদ এই পুস্তকের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহার সবচেয়ে আকর্ষণ হইতেছে ইহার মূল্যবান্ ভূমিকা।

কবিতাকারের সহিত বিচার—রাজা রামমোহন রায়। প্রবন্ধ গ্রন্থ।

কবিতাবলী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে কবির ভারত-বিষয়ক, রহস্য-বিষয়ক ও ব্যঙ্গাত্মক প্রসিদ্ধ কবিতা-গুলি ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবিতার অনুবাদ স্থান পাইয়াছে। 'ভারত-ভিক্ষা', 'ভারত-বিলাপ', 'ভারত-সংগীত', 'বিধবা-রমণী' প্রভৃতি কবিতাগুলি কবির গভীর দেশাত্মবোধের পরিচায়ক এবং 'নেভার, নেভার', 'বাজিমাৎ', 'দেশলাই-এর স্তব' প্রভৃতি কবিতাগুলি ব্যঙ্গকৌতুক ও বিদ্রূপে উজ্জ্বল।

কবিতা-সংগ্রহ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহাতে গুপ্ত কবির সামাজিক, ব্যঙ্গ-রসাত্মক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিষয়ক বিবিধ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

কবিতা-হার—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। কাব্যগ্রন্থ (১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'উষা-বর্ণন', 'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা', 'লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু' প্রভৃতি কবিতা আছে।

কবিরহস্যম্—হলায়ুধ-প্রণীত সংস্কৃত ধাতু-রূপ গ্রন্থ। ইহাতে কবিতার আকারে বিবিধ ধাতুরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শ্লোকের মধ্যে একই বিভক্তিতে একটি ধাতুর কত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে—নির্মল-কুমারী মহলানবিশ। ভ্রমণকাহিনী।

কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। জীবনী ও আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার কাব্য-সমূহের বিস্তৃত আলোচনা আছে। হেমচন্দ্রের কাব্যের বৈশিষ্ট্য, হেমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি নানা বিষয় গ্রন্থকার ইহাতে আলোচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্র-রচিত গ্রন্থাবলীর ধারাবাহিক তালিকাও ইহাতে আছে।

কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রসরচনা। কমলাকান্তের দপ্তর 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুনর্মুদ্রিত হয় (১৮৭৫)। ডি কুইন্সীর 'কনফেশন্স্ অব অ্যান্ ওপিয়াম-ঈটার'-এর অনুসরণে কমলা-কান্তের দপ্তরের পরিকল্পনা। কমলাকান্তের দপ্তরে যে সব রচনা স্থান পাইয়াছে, সেগুলি বঙ্গসাহিত্যে অমূল্য রত্ন। কমলাকান্ত আফিঙ খাইত; কিন্তু আফিঙের ঝোঁকেই সে যে সব কথা বলিয়াছে, তাহা দিব্যদৃষ্টি

লাভ না করিলে বলা যায় না। ইহাতে একা, মনুষ্যফল, ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন, পতঙ্গ, আমার মন, চন্দ্রালোকে, বসন্তের কোকিল, স্ত্রীলোকের রূপ, ফুলের বিবাহ, বড়বাজার, একটি গীত, বিড়াল ও কমলাকান্তের জবানবন্দী আছে।

কমলে কামিনী—১। দীনবন্ধু মিত্র। মিলনান্ত নাটক (১২৮০)। ব্রহ্মদেশের রাজা বীরভূষণের সহিত কাছাড়ের সিংহাসন লইয়া মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহের বিবাদ এবং অবশেষে ব্রহ্মরাজকন্যা রণকল্যাণী ও মণিপুরের রাজপুত্র শিখিবাহনের প্রণয় ও বিবাহ এবং উভয় পরিবারের বিবাদের অবসান এই নাটকের মূল আখ্যানবস্তু। মণিপুরাধিপতি রণকল্যাণীর নাম দিয়াছিলেন 'কমলে কামিনী'। ২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক (১২৯০)। কবিকঙ্কণ-বর্ণিত ধনপতি সদাগরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ['কবিকঙ্কণ' দ্রঃ]।

কমেডি অব এরর্স, দি (Comedy of Errors, The)—উইলিয়ম শেকস্পীয়র। মিলনান্তক নাটক (১৬২৩)। সিরাকিউস ও এফিসাসের মধ্যে শত্রুতা ছিল। এফিসাসে যদি কোন সিরাকিউসের লোককে দেখা যাইত, তাহা হইলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। অবশ্য হাজার মার্ক মুক্তিপণ দিলে তার মুক্তি মিলিত। ঈজিয়ন নামে সিরাকিউসের এক সওদাগর এফিসাসে ধরা পড়ে এবং ডিউকের কাছে সে এফিসাসে কেমন করিয়া আসিল, তাহার একটি বিবরণ দেয়। তাহার ও তাহার স্ত্রী আমেলিয়ার যমজ সন্তান হয়, নাম অ্যান্টিফোলাস। আবার তাহাদের ড্রোমিও নামে দুই যমজ ক্রীতদাস দেখাশোনা করিত। ঈজিয়ন একবার জাহাজডুবিতে পড়ে। সেই সময় ছোট ছেলে ও তাহার এক ক্রীতদাস ড্রোমিওর সঙ্গে আমেলিয়া এবং অন্য ছেলে ও ক্রীতদাসের ছাড়াছাড়ি হয়। ছোট ছেলে বড় হইয়া তাহার ক্রীতদাসকে লইয়া মা ও ভাইয়ের সন্ধান করিতে গিয়াছে। কিন্তু তাহার খবর না পাইয়া ঈজিয়ন ঘুরিতে ঘুরিতে এফিসাসে আসিয়া উপস্থিত। ডিউক এ কাহিনী শুনিয়া মুক্তিপণ সংগ্রহ করিবার জন্য ঈজিয়নকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দেন। এখন বড় অ্যান্টিফোলাস জাহাজডুবির পর এফিসাসে আসিয়া সেখানেই বিবাহাদি করিয়া বাস করিতেছিল। সেখানে ছোট অ্যান্টিফোলাস আসিলে দুই ভাইয়ের চেহারার মিলের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি, তাহাই নাটকের প্রধান ঘটনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সকলের মিলন হয় এবং ঈজিয়নের মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়।

করমেতি বাঈ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক (১৩০২ বঙ্গাব্দ) উত্তর-পশ্চিমের ভক্তিমতী নারী করমেতি বাঈ-এর জীবন-কাহিনী লইয়া এই নাটক রচিত। এই নাটকে ভক্তিরসের অত্যন্ত প্রাবল্য দেখা যায়।

কর্ণার্জুন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ নাটক। কর্ণার্জুনের কাহিনী লইয়া রচিত এই নাটকখানি বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

কর্পূরমঞ্জরী — 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'-রচয়িতা রাজশেখর-প্রণীত সংস্কৃত নাটক। নাটকখানি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ভৈরবানন্দ ধ্যানে কর্পূরমঞ্জরীকে তাহাদের দেশের রানীর সম্মুখে আনয়ন করেন। পরে জানা যায়, কর্পূরমঞ্জরী রানীর মাসতুত বোন। রাজা কর্পূরমঞ্জরীকে ভালবাসিয়া ফেলেন। শেষ পর্যন্ত ভৈরবানন্দের চেষ্টায় কর্পূরমঞ্জরীর সহিত রাজার বিবাহ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকখানির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

কর্মকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দার্শনিক প্রবন্ধ-সমষ্টি। প্রবন্ধগুলিতে কর্মে মানুষের অধিকার, মুক্তি, কর্মের নিকট বিজ্ঞানের পরাজয় প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

কর্মদেবী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৬২)। ঔরিটপতির কন্যা কর্মদেবী রাঠোর-রাজের পুত্র অরণ্যকমলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যশল্মীরের রাজকুমার সাধুকে বিবাহ করেন। কর্মদেবী যখন শ্বশুরগৃহ অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় অরণ্যকমল সাধুকে আক্রমণ করে এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে সাধুর মৃত্যু হয়। কর্মদেবী তখন একটি বাহু কাটিয়া পিতৃকুলের কবির নিকট এবং অপর বাহু শ্বশুরের নিকট পাঠাইয়া চিতারোহণ করেন। রাজপুত ইতিহাসের এই প্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে চারি সর্গময় এই কাব্যখানি রচিত। দেশপ্রেমের আদর্শ কাব্যটিতে সুস্পষ্ট।

কল্কি অবতার—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নাট্যকারের প্রথম প্রহসন (১৩০২ বঙ্গাব্দ)। সমাজবিভ্রাট দেখিয়া একদিকে পণ্ডিত ও গোঁড়ার দল এবং অপরদিকে বিলাতফেরত নব্য হিন্দুগণ ও এক স্নেচ্ছাচারী রাজা পৃথক্ দুইটি দল গড়েন। বিদ্যানিধি ছিলেন রাজার কুলপুরোহিত। পণ্ডিত আর গোঁড়ার দল একদিন রাজাকে সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখেন, বিদ্যানিধি তাঁহাদের সহিত ভোজে বসিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাঁহারা বাহিরে গিয়া সভার আয়োজন করিলেন, সে সভাও পণ্ড হইল। ইতিমধ্যে রাজা হঠাৎ বিলাত চলিয়া যান। এই সময় বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার নিকট গোঁড়া, নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরতের বিচার হয়। ছড়ার মত ছন্দে প্রহসনটি রচিত। কয়েকটি হাসির গানও আছে।

কল্কি-পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

কল্পনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক (১৩০৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির 'বর্ষামঙ্গল', 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে।

কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিস্টো, দি (Count of Monte-Cristo, The)—ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস। এডমণ্ড ডান্টেস নামে এক নায়কের কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি রচিত। তাহার বিবাহের ঠিক আগে পুলিস তাহাকে নেপোলিয়নের গুপ্তচর বলিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। দুষ্ট লোকের হিংসায় মিথ্যা সাক্ষ্যের চক্রান্তে সে হারিয়া যায় এবং Chateau d'If-এর দুর্গ-কারাগারে বন্দিরূপে তাহাকে বহুকাল কাটাইতে হয়। পরে অন্য একজন বন্দী মৃত্যুকালে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার নিকটে আসে ও একখণ্ড কাগজ দিয়া যায়। উহাতে মণ্টিক্রিস্টো নামে এক দ্বীপে গুপ্তধনের কথা ও তাহা কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বৃত্তান্ত লিখিত ছিল। ডান্টেস কারাগার হইতে পলাইয়া সেই দ্বীপে যায় এবং অগাধ ঐশ্বর্য সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে সে বিখ্যাত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যাহারা তাহার অনিষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লওয়া। নিজের ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতার জোরে সে তাহা করিতে সমর্থ হয়।

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী—হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ)। গীতিপুস্তক। এই পুস্তকের গানগুলি বৈরাগ্য ও পরমার্থ-বিষয়ক। গানগুলি বাউলসুরে রচিত। কবি 'কাঙ্গাল' ও ফিকিরচাঁদ ভণিতায় পারমার্থিক সংগীত রচনা করিতেন।

কাঞ্চনমালা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহা 'বঙ্গদর্শনে' ১২৯০-এ ও পুস্তকাকারে ১৩২১-এ বাহির হয়। অশোকের পুত্র কুণাল ও পুত্রবধূ কাঞ্চনমালার প্রেম ও ত্যাগের কাহিনী এই উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ [চরিতাবলীতে 'কুণাল' দ্রঃ]।

কাঞ্চী-কাবেরী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৭৯)। উড়িষ্যার ইতিহাসের এক রম্য কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেবের বিবাহ স্থির হয় কাঞ্চী-রাজকন্যা পদ্মাবতীর সহিত। কাঞ্চীর রাজা পাত্র দেখিতে আসিলেন। তখন রথযাত্রা। প্রথা-অনুসারে রথের আগে আগে রাজাকে পথে ঝাঁট দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে হয়। তাহা দেখিয়া কাঞ্চীরাজ ভাবিলেন, ইহা তো চাঁড়ালের কাজ। চাঁড়ালের হাতে মেয়ে দেওয়া চলে না ভাবিয়া তিনি চলিয়া যান। পুরুষোত্তমদেব অপমান বোধ করিয়া কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দিলেন এবং চণ্ডালের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য পদ্মাবতীকে নিজের প্রাসাদে আনিয়া রাখিলেন। কিন্তু একদিন পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাঁহার মন বিমুগ্ধ হইল। অথচ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পদ্মাবতীকে চাঁড়ালের হাতে দিবেন। রাজা তখন রথযাত্রায় জগন্নাথের রথের আগে আগে সোনার ঝাঁটা লইয়া চলিলেন। এমন সময় মন্ত্রী আসিয়া পদ্মাবতীকে তাঁহার হাতে হাত মিলাইয়া দিলেন। চাঁড়ালের হাতেই রাজকন্যাকে সমর্পণ করা হইল। পুরুষোত্তম-পদ্মাবতীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব। ভক্তিরস ও সুললিত ছন্দ কাব্যখানিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে।

কাত্যায়ন-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট। সংস্কৃত গদ্যকাব্য। এক অদ্ভুত শুকপক্ষী রাজা শূদ্রকের নিকট নানা বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করে; সেই কাহিনীগুলি এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্বকন্যা কাদম্বরী এবং বৈশম্পায়ন ও মহাশ্বেতার প্রণয়কাহিনী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখার নীরব প্রেমের ইতিহাস বিশ্বসাহিত্যে অমর হইয়া আছে। তারাশংকর তর্করত্ন 'কাদম্বরী'র বাংলায় ভাবানুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে পত্রলেখা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। জীবনীগ্রন্থ। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থে সহজ ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

কাব্য-কুসুমাঞ্জলি—মানকুমারী বসু। কবিতা-সংগ্রহ (১৮৯৬)। কবিতাগুলি লিখিয়া মহিলা কবি সে যুগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কাব্য-জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সাহিত্যগ্রন্থ। কাব্য-জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি ১৩৩৩-এ 'সবুজ পত্রিকা'য় এবং পরে ১৩৩৫-এর আশ্বিন মাসে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক অভিনব গুপ্তের রচনা ও সাহিত্য-দর্পণ অবলম্বনে কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত অবলম্বনে কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে। যথা,—ধ্বনি, রস, কথা, ফল।

কাব্য-নির্ণয়—পণ্ডিত লালমোহন ভট্টাচার্য। অলংকারগ্রন্থ। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুসরণে রচিত এই গ্রন্থে লেখক অলংকার, কাব্যের দোষ, গুণ ও বাংলা কবিতার বিভিন্ন ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কাব্য পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্র সমালোচনা-গ্রন্থ (১৩৩১)। 'জীবন দেবতা', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', 'ধর্মসংগীত', 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' এই কয়টি প্রবন্ধ ইহাতে আছে।

কাব্যসঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে কবির শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবিতাগুলি এবং কতকগুলি বিদেশী কবিতার বঙ্গানুবাদ আছে। ইহাতে প্রথমেই সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত কবিতাটিও আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির নামকরণ রবীন্দ্রনাথের।

কাব্যসুধা—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সমালোচনা-গ্রন্থ (১৩২৯)। গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ আছে।

কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—নগেন্দ্রনাথ বসু। গবেষণামূলক পুস্তক। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং তাহারা চিত্রগুপ্তের বংশ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, ইহাই এই গ্রন্থের প্রামাণ্য বিষয়। ইহাই প্রতিপাদন করিতে প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ইতিহাস, শিলালিপি ও অন্যদেশীয় কায়স্থ-সমাজের অবস্থা হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

কারসর মুণ্ডি (Cursor Mundi)—কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে ৩০,০০০ পঙ্‌ক্তি আছে। উত্তরাঞ্চলের মধ্য ইংরেজী ভাষায় লিখিত। রচনাকাল চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগ। ইহাতে মোটামুটি বাইবেলের ইতিহাস লিখিত আছে। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

কারা-কাহিনী—অরবিন্দ ঘোষ। মানিকতলার বোমা-প্রাপ্তি সম্পর্কে পুলিস ১৯০৮-এ সন্দেহ করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেফতার করে। বিচারকালে তাঁহাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়। এক বৎসর পরে তিনি বেকসুর খালাস পান। এই এক বৎসরের অভিজ্ঞতা আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। কারাগারে অবস্থানকালে অরবিন্দের মনে ধর্মভাব প্রবল হইয়া ওঠে। তাঁহার এই আধ্যাত্মিক চেতনার ইতিহাস ইহাতে মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

কাল-পরিণয়—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক নাটক। বিবাহ-ব্যাপারে অপরিণামদর্শিতার ফলে সংসারে কিরূপ অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকখানি এক সময়ে সুখ্যাতির সহিত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার আখ্যানবস্তু সবাক্‌ ও নির্বাক্‌ চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কালপেঁচার দু'কলম—বিনয় ঘোষ। রসরচনা (১৩৫৯)। রস-সাহিত্যে পুস্তকখানি অপূর্ব অবদান। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া প্রবন্ধগুলি রচিত। পরিচিত-অপরিচিত বিবিধ বিষয়ের উপরে লেখকের এ রচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী।

কালাচাঁদ গীতা—শিশিরকুমার ঘোষ। কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ধর্মমূলক। মরিলেই স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে, অতএব পূর্ব হইতেই সমস্ত মায়ার বন্ধন ছেদন করা ভাল—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবানের আরাধনার জন্য এক ব্যক্তি বনগমন করেন। অতঃপর এই জড় পৃথিবী যে ঈশ্বরের বিকাশ, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, আত্মার সহিত পরমাত্মার ও জীবের কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণ—'উপপুরাণ' দ্রঃ।

কালিদাস—১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রবন্ধ-পুস্তক। লেখক এই গ্রন্থে কালিদাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একটি স্বতন্ত্র মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, মহাকবি কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক; তিনি গুপ্তরাজবংশের কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। ২। রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। বাংলা সমালোচনাগ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহাতে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে সম্যক্‌ আলোচনা করিয়াছেন। কালিদাসের চরিত্র-বিচার এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কালিদাস ও ভবভূতি—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সমালোচনা-পুস্তক। দ্বিজেন্দ্রলাল অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য'পত্রে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌' ও 'উত্তররাম-চরিতে'র বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রবন্ধগুলি 'কালিদাস

ও ভবভূতি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই আলোচনা-গ্রন্থে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কালিন্দী—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। রায়েরা রায়হাটের প্রাচীন জমিদারবংশ। রায়হাটের প্রান্তে কালিন্দী নদী। সেই নদীর ওপারে চর জাগিলে সেই চর লইয়া সরিকে-সরিকে বিবাদ বাধিল। একপক্ষে রামেশ্বর চক্রবর্তী প্রধান—কূটবুদ্ধি এবং দাম্ভিকতার অবতার। অপর পক্ষে প্রধান ইন্দ্র রায়। রামেশ্বরের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিলেন ইন্দ্র রায়ের ভগ্নী। গুজবে বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীর চরিত্রে রামেশ্বরের সন্দেহ হয় এবং সেই সন্দেহবশে তিনি স্ত্রীকে গলা টিপিয়া হত্যা করেন। সেই সময় স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাকেও হত্যা করেন। হত্যা করিয়া তাঁহাদের চরে গর্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া ফেলেন। এমন কি রায় চরের দিকে কেহ যাহাতে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকেন। তারপর দ্বিতীয় পক্ষে তিনি বিবাহ করেন সুনীতিকে। সুনীতির গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র হয়—মহীন্দ্র এবং অহীন্দ্র। প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করিবার পর হইতেই দারুণ মনোবিকারে রামেশ্বর কেমন হইয়া পড়েন। স্ত্রীহত্যা করিয়া রামেশ্বর প্রচার করেন—দুশ্চারিত্রা স্ত্রী কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্র রায় এ কথা বিশ্বাস করেন নাই—তাঁর মনে বরাবর সন্দেহ ছিল রামেশ্বর নিশ্চয় স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছেন। এই কারণে রামেশ্বরের উপর তাঁহার আক্রোশ হয়। তারপর মহীন্দ্র খুন করিয়া ফাঁসি যায়, অহীন্দ্র সন্ত্রাসবাদীর দলে মিশিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া যায়। রামেশ্বর ভাবেন—তাঁহার পাপের জন্য এ সব দুর্গতি হইতেছে। তারপর চর জাগিতে ইন্দ্র রায় তাঁহার অংশ দেন এক কোম্পানিকে লীজ—কোম্পানি সেখানে কারখানা তৈয়ার করে। ইহাতে রামেশ্বরের আতঙ্ক হয়—পাপ এবার প্রকাশ হইবে। তখন বিবাদ-বিসংবাদ বেশ ঘোরালো হইয়া উঠে। রামেশ্বরের জীবনের পরিণাম যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে নাটকীয় উৎকর্ষের চরম বিকাশ দেখা যায়। সুদীর্ঘ উপন্যাসে সেকালের জমিদারী দম্ভ, তেজ—সেই সঙ্গে সাঁওতালী প্রজাদের মায়ামমতা ভক্তি-আনুগত্য এবং বাড়ির মেয়েদের আপস মিলনের চেষ্টা—সুবৃহৎ পটভূমিকায় বেশ কৃতিত্বের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বাংলা দেশের একাংশের যে ছবি ফুটিয়াছে তাহা বাস্তব হইলেও রসে-রূপে সমৃদ্ধ।

কালীকান্ত—পঞ্চানন তর্করত্ন-অনূদিত স্কন্দপুরাণের অংশ-বিশেষের বঙ্গানুবাদ। ইহাতে বারাণসী-রহস্য, দুর্গাসুর-বৃত্তান্ত, শিবলিঙ্গের উৎপত্তির বিবরণ, ব্যাসশাপ উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

কালী-কীর্তন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। রামপ্রসাদ সেনের গানগুলি ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত ও সংশোধিত হইয়া ১৮৩৩-এ প্রকাশিত হয়। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রথম গ্রন্থ।

কাশীনাথ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক। প্রথম গল্প 'কাশীনাথ' হইতেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। কাশীনাথ ব্যতীত ইহাতে 'আলো ও ছায়া', 'বোঝা', 'মন্দির' 'অনুপমার প্রেম', 'বাল্যস্মৃতি' ও 'হরিচরণ' এই ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। 'মন্দির' গল্পটি প্রথমে ছদ্মনামে কুন্তলীন পুরস্কারে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি গ্রন্থকারের অল্পবয়সের রচনা। টোলে পড়া ব্রাহ্মণ যুবক কাশীনাথের সহিত জমিদার-কন্যা কমলার বিবাহের ফলে কমলার মনে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। কাশীনাথকে ঘর-জামাই করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাশীনাথ অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক হইলেও কমলার কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা লইয়া স্বামি-স্ত্রীর মনোমালিন্য ও শেষে উভয়ের বিরোধের অবসান 'কাশীনাথ' গল্পের আখ্যানবস্তু।

কাশ্মীর-পরিক্রমা—জয়নারায়ণ ঘোষাল। কাব্যগ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত। প্রায় একশত বৎসর পূর্বের কাশ্মীর অবস্থা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদক কর্তৃক লিখিত একটি পরিশিষ্ট আছে। তাহাতে কাশ্মীর পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়াছে।

কাস্‌ল্ ডেঞ্জারাস (Castle Dangerous)—ওয়াল্টার স্কট। উপন্যাস (১৮৩২)। স্কটের "Tales of My Landlord"-নামক গ্রন্থের শেষ কাহিনী।

কাহাকে?—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস। শিক্ষিত যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার ফলে বাংলা দেশে যে প্রথম জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহার চিত্র।

কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে 'পতিতা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'নরকবাস' প্রভৃতি কতকগুলি কবির প্রসিদ্ধ কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি ১৩০৬ সালের রচনা।

কিং জন (King John)—শেক্স্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটক (১৫৯৮)। রাজা জনের সুকৌশলে রাজ্যলাভের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

কিং লিয়ার (King Lear)—মহাকবি শেক্স্‌পীয়র। বিয়োগান্ত নাটক। বৃটেনের রাজা লিয়ারের তিন কন্যা—গনেরিল, রিগান ও কর্ডেলিয়া। তিনটি মেয়ের মধ্যে রাজা কর্ডেলিয়াকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। গনেরিলের সহিত ডিউক অব আলবানি এবং রিগানের সাহত ডিউক অব কর্ণওয়ালের বিবাহ হইয়াছিল। কনিষ্ঠা কর্ডেলিয়া অবিবাহিতা—ফ্রান্সের রাজা এবং ডিউক অব বারগাণ্ডি কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। রাজা লিয়ার তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিন কন্যার মধ্যে যে তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসে সেই অনুযায়ী তিনি তাঁহার রাজ্য তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা গনেরিল বলিল, পিতা তাহার নিকট তাহার চক্ষু অপেক্ষা প্রিয়। রিগান বলিল, পিতাকে সে গনেরিল অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে। রাজা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। তাহার পর ডাক পড়িল কর্ডেলিয়ার। কর্ডেলিয়া আসিয়া বলিল, কন্যার পক্ষে পিতাকে যতখানি ভালবাসা উচিত, পিতাকে সে ঠিক ততখানি ভালবাসে—তাহার একটুকু কম নয়, বেশীও নয়। উত্তর শুনিয়া রাজা ক্ষুব্ধ হইলেন। কর্ডেলিয়াকে তিনি রাজ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত করিলেন। সমস্ত রাজ্য গনেরিল ও রিগানের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। রাজা শর্ত করিলেন যে, তিনি পালা করিয়া এক এক মাস এক এক কন্যার নিকট একশত অনুচরসহ বাস করিবেন। এদিকে কর্ডেলিয়া রাজ্যের অংশ হইতে বঞ্চিতা হইলেও ফ্রান্সের রাজা তাহাকে বিবাহ করিলেন। লিয়ার কিন্তু প্রথম দুই কন্যার নিকট বাস করিতে গিয়া যথেষ্ট অপমানিত হইলেন। মনের দুঃখে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাস আরম্ভ করিলেন। ক্রোধে, দুঃখে, কন্যাদ্বয়ের ঔদাসীন্যে তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। পিতার দুর্দশার সংবাদ পাইয়া কর্ডেলিয়া পিতাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগিনীদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে কর্ডেলিয়ার পরাজয় ঘটিল, তিনি ভগিনীদের হস্তে বন্দিনী হইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং লিয়ারও মনোবেদনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে গনেরিল ও রিগান উভয়েই এডমণ্ড নামে একই ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছিল। গনেরিল বিদ্বেষবশে রিগানকে বিষ পান করাইয়া হত্যা করিল। গনেরিলের স্বামী সকল কথা অবগত হইয়া স্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলে, সে কারাগারে আত্মহত্যা করিল। ডিউক অব কর্নওয়ালের মৃত্যু হইয়াছিল,

সুতরাং ডিউক অব আলবানি একমাত্র উত্তরাধিকাররূপে ব্রিটেনের রাজা হইলেন।

কিঞ্চিৎ জলযোগ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। একাঙ্ক প্রহসন (১৮৭২)। ইহা ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগীদের আচরণে অসংগতির ও আতিশয্যের সুন্দর চিত্র। কেশবচন্দ্র সেন নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। খ্রীষ্টান উপাসনা-রীতির অনুকরণও এই সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সকলের উপর কটাক্ষ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রথম নাট্য রচনা করেন। চারিত্রিক অসংগতি অপেক্ষা ঘটনা-সংস্থানের বৈচিত্র্যই ইহাতে কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিড্ন্যাপ্ট্ (Kidnapped)—রবার্ট লুই স্টিভেনসন। উপন্যাস (১৮৮৬)। ডেভিড ব্যালফুর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে খুড়া এভেনেজার কর্তৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। তাহার খুড়া তাহাকে চুরি করাইয়া এক জাহাজে করিয়া কারোলিনাতে পাঠাইয়া দেন। পথে এক জলমগ্ন জাহাজ হইতে অ্যালান ব্রেককে তুলিয়া লওয়া হয়। জাহাজটি ডুবি হইলে ডেভিড ও অ্যালান একসঙ্গে ভ্রমণ করে। অতঃপর কলিন ক্যামবেলের হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইলে তাহাদের উপর সন্দেহ পড়ে। স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ের উপরে কিছুকাল বিপজ্জনকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর তাহারা ফোর্থ পার হয় এবং পরে ডেভিড তাহার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করে।

কিনু গোয়ালার গলি—সন্তোষকুমার ঘোষ। উপন্যাস (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। কলিকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের নিপুণ রূপায়ণ। কলিকাতার একটি অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, পাশাপাশি চাপাচাপি "গলির গলে কি গলে না এমন গলি"। ৬১নং বাড়ির কাহিনী—সেখানে বিচিত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের ভিড়। মণীন্দ্র ও শান্তির চরিত্রের বর্ণনা নিখুঁত। এছাড়া কবি ইন্দ্র দত্ত, লালা ইত্যাদি বহু চরিত্র ইহাতে আছে।

কিম (Kim)—রাডিয়ার্ড কিপলিং। উপন্যাস (১৯০১)। কিমের প্রকৃত নাম কিমবল ও'হারা। আইরিশ সৈন্যদলের এক অনাথ ছেলে সে। বাল্যকালে সে ভবঘুরের মত লাহোরে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরে তিব্বতের এক বৃদ্ধ লামার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার সঙ্গে পর্যটন করিতে থাকে। সে তাহার পিতার পূর্বতন সৈন্যদলের মধ্যে পড়ে এবং গোপন কার্যে নিযুক্ত হয়। এবিষয়ে দেশীয় লোক হরি বাবুর অধীনে কাজ করিতে হয়। ভারতীয় জীবনের নিখুঁত একটি চিত্র পাওয়া যায়।

কিরাতার্জুনীয়ম্—মহাকবি ভারবি প্রণীত সংস্কৃত কাব্য। ইহাতে পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য অর্জুনের তপস্যা এবং কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ মনোহর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস এবং মতিলাল বিদ্যালংকার ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কুসুম—গোবিন্দচন্দ্র দাস। কবিতাপুস্তক। ইহাতে সন্নিবিষ্ট দাম্পত্য প্রেম-মূলক কবিতাগুলি অতি মনোরম।

কুমারসম্ভবম্—কবি কালিদাস-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। কুমারসম্ভবের স্থূল বৃত্তান্ত এইরূপ—তারকাসুর ব্রহ্মদত্ত বরে বলীয়ান্ হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। ইহাতে দেবতারা বিপন্ন হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে তিনি বলেন, পার্বতীর গর্ভে শিবের পুত্র জন্মিলে তিনি তারকাসুরের প্রাণবধ করিয়া স্বর্গ উদ্ধার করিতে পারিবেন। অতঃপর দেবতারা হরগৌরীর মিলন ঘটাইবার জন্য কন্দর্পকে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প ধ্যানমগ্ন শংকরের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়া রুদ্রের ক্রোধ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হন। পরে গৌরীর দুশ্চর তপস্যায় মহাদেব প্রীত হন এবং হরগৌরীর মিলন সংঘটিত হয়। কুমারসম্ভব কাব্যখানি সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গ সুপ্রচলিত। অবশিষ্ট দশ সর্গ অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায়। পণ্ডিতগণের মতে ইহার সকল অংশ সম্ভবতঃ কালিদাস রচিত নহে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা 'রঘুবংশে'র পূর্বে রচিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাব্যের সাতটি সর্গ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হরিভূষণ ভট্টাচার্য 'কুমারসম্ভবম্' অবলম্বনে একখানি বাংলা নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যখানি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র—নবীনচন্দ্র সেন। পৌরাণিক কাব্য (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত। কাব্যখানি ধর্মক্ষেত্র, জীবন-সংগীত, নারী-ধর্ম, মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, কুরুক্ষেত্র, পুতুল-খেলা, দাবাগ্নি, সুর্যমুখী, কৃষ্ণনাম, ব্যাধ, শোকে শান্তি ও মহাভারত—এই কয়টি অধ্যায়ে বা সর্গে বিরচিত। কুরুক্ষেত্র পৃথক্ কাব্য হইলেও গ্রন্থকার-রচিত 'রৈবতকে'র সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নবীনচন্দ্র গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই বলিয়াছিলেন যে, 'কুরুক্ষেত্র' পাঠের পূর্বে 'রৈবতক' পাঠ করা প্রয়োজন।

কুলীনকুলসর্বস্ব—রামনারায়ণ তর্করত্ন। বাংলা সামাজিক নাটক। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক বলিয়া কথিত (১৮৫৪)। কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা করাই নাটকখানির উদ্দেশ্য। এই নাটক রচনার জন্য রংপুরের কুণ্ডীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী রামনারায়ণকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দেন। নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের ধরনে নান্দীপ্রস্তাবনা আছে। প্লট বিশেষ কিছু নাই, কয়েকটি কৌতুকাবহ ব্যঙ্গচিত্র মাত্র আছে। নায়ক-নায়িকা বলিয়াও কিছু নাই। নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ফলারের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে।

কুহু ও কেকা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতাপুস্তক। এই কবিতাগ্রন্থখানি কবির অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)।

কূর্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

কৃপণের ধন—অমৃতলাল বসু। প্রহসন। হলধর অত্যন্ত কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ভগিনী মৃত্যুকালে দশ হাজার টাকা ও নিজ কন্যার ভার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু টাকা খরচের ভয়ে হলধর ভাগিনেয়ীর বিবাহের নাম করিতেন না। মধু নামে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রচুর টাকা আদায় করিয়া তাঁহার ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেয়। এই প্রহসনখানি কন্যা-উৎসর্গ নামে রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস (১৮৭৮)। হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় তাঁহার উইলে পুত্র হরলালকে তাঁহার সম্পত্তির মাত্র তিন আনা অংশ এবং অবশিষ্ট অংশ ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল প্রভৃতিকে দিবার মানস করেন। হরলাল ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বিধবা বিবাহ করিবার ভয় দেখাইলে কৃষ্ণকান্ত তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন এবং তদনুযায়ী উইলও পরিবর্তিত হয়। হরলাল তখন উইল-লেখক ব্রহ্মানন্দকে দিয়া একখানি জাল উইল তৈয়ারী করাইলেন। ব্রহ্মানন্দের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণী রাত্রে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত উইলখানি অপহরণ করিয়া জাল উইলখানি তাহার স্থানে রাখিয়া আসিলেন। কিন্তু হরলাল শেষ পর্যন্ত রোহিণীকে বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায় রোহিণী প্রকৃত উইলখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করে নাই। রোহিণী ইহা যথাস্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য আর একবার কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু সেবার ধরা পড়িয়া গেল। গোবিন্দ-

লালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসিল, কিন্তু গোবিন্দলালকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে গেল। গোবিন্দলাল তাহাকে রক্ষা করিলেন। এমনি করিয়া গোবিন্দলালও রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার শেষ উইলে গোবিন্দলালের অংশ তাঁহার স্ত্রী ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করেন। মনঃকষ্টে ভ্রমর পীড়িত হইল। গোবিন্দলাল তখন রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুরে গোপনে বাস করিতেছিলেন। ভ্রমরের পিতৃবন্ধু নিশাকর কৌশলে রোহিণীকে বাড়ির বাহিরে আনিলে গোবিন্দলাল সন্দেহবশে রোহিণীকে হত্যা করেন। মোকদ্দমায় অব্যাহতি লাভের পর গোবিন্দলাল নিরুদ্দিষ্ট হন। ভ্রমরের মৃত্যুর পূর্বে তিনি একবার গ্রামে ফিরিয়াছিলেন, পরদিন আবার তিনি নিরুদ্দিষ্ট হন। বারো বৎসর পরে গোবিন্দলাল ভ্রমরের প্রতিমূর্তি দেখিবার জন্য আর একবার তাঁহার দাদের উদ্যানে আসিয়াছিলেন। উপন্যাসখানি নাটকাকারে সুখ্যাতির সহিত বহুকাল বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনীত এবং চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৮৯৫-এ মিসেস নাইট কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

কৃষ্ণকুমারী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক (১৮৬১)। কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূলকথা হইতেছে—ধনলোভী কপট পুরুষের উপর নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ তরুণীর আত্মবিসর্জন। জয়পুরের রাজা জগৎসিংহকে উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণে প্রলুব্ধ করিবার দিয়া চাটুকার ধনদাস অর্থলাভ ও রাজার অনুরক্ত গণিকা বিলাসবতীর শক্তি নাশ করিতে চাহিল। বিলাসবতীর সখী মদনিকা ধনদাসের চাতুরী বুঝিতে পারিল। সে কৌশলে মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থীরূপে দাঁড় করাইল এবং কৃষ্ণকুমারীকেও মানসিংহের অনুরক্ত করিয়া তুলিল। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ মহা মুশকিলে পড়িলেন। জগৎসিংহ বা মানসিংহ কাহারও সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। মন্ত্রী তাহাই জানাইলেন। রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের উপর কৃষ্ণকুমারীর হত্যার ভার পড়িল। বলেন্দ্রসিংহ যখন হত্যা করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণকুমারী নিজেই নিজের বক্ষে তরবারি হানিলেন। ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে নাটক লেখা বাংলায় এই প্রথম এবং ইহা বাংলায় প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। নাটকটি গদ্যে রচিত। ইহাতে পাঁচটি গান আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনীগ্রন্থ। 'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা এই পুস্তকে লিখিত আছে।

কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৌরাণিক আলোচনা-গ্রন্থ। ইহা প্রথমে 'প্রচার' নামে পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৮৯২-এ দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল। কৃষ্ণলীলাকাহিনীকে ঐতিহাসিক আলোচনা দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া অলৌকিক ও অযৌক্তিক অংশকে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই চরিত্র-বিশ্লেষণে বঙ্কিমের উপরে কোঁতের (Comte) মনুষ্যত্ববাদের প্রভাব পড়িয়াছে।

কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মুরারি গুপ্ত। ইহাই শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য। সংস্কৃতে লেখা। এই সর্গবদ্ধ মহাকাব্যটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা আনুমানিক ১৫২০-এর কাছাকাছি সময়ে লিখিত হইয়াছিল। রচনা সরল ও প্রাঞ্জল।

কেদার রায়—অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন, কেদার রায় শ্রীপুরের রাজা চাঁদরায়ের পুত্র; কেহ বলেন, তিনি চাঁদরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি আকবরের রাজত্বকালে শ্রীপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে কালের একদল বিদেশী জলদস্যু তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিল। যুদ্ধে জয়ী হইবার পর কেদার রায় এক হিন্দুর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

কেনিল ওয়ার্থ (Kenilworth)—সার ওয়াল্টার স্কট। ইংরেজী উপন্যাস। মহারানী এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর আর্ল অব লিস্টার এবং লর্ড সাসেক্স এলিজাবেথের পাণিগ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। লর্ড সাসেক্স পীড়িত হইলে লিস্টার মনে করেন, এইবার তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে। তিনি এলিজাবেথের প্রণয়লাভের জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান্ হন। এমি রবসার্টের সহিত পূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সে কথা গোপন করিয়া তিনি রাজসভায় আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময় এলিজাবেথ কেনিলওয়ার্থ পরিদর্শনে আসেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ক্রন্দনরতা এমির প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া এলিজাবেথ ক্রোধে ও ক্ষোভে অস্থির হন। এলিজাবেথের সঙ্গে লিস্টারের বিবাহ হইবার আশা বিনষ্ট হয়। এই ঘটনার পর ভার্নে-নামক এক দুর্বৃত্ত ষড়্যন্ত্র করিয়া সরলা এমিকে 'কাম্নার প্রাসাদে' লইয়া যায় ও সেখানে তাহাকে হত্যা করে। এই প্রাসাদটি সেই হইতে 'লেডি ডাড্লের প্রাসাদ' নামে অভিহিত হয়।

কেনোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

কোরান শরীফ—মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদ স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মুখে খোদাতালার যে বাণী প্রাপ্ত হন, তাহা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা—হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ৬৩৫-এ মোহাম্মদের শিষ্যগণের নিকট হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে ঈশ্বর যে এক, ইহাই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে। ইহাতে মদ্যপান, জুয়াখেলা ও কতকগুলি বিশেষ মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কোরিওলেনাস (Coriolanus)—শেক্স্পীয়ার। ঐতিহাসিক নাটক। রোমান যুগের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। রোমান সেনাপতি কেয়াস মারসিয়াস ভলসিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনেক বীরত্ব দেখান, এবং কোরিওলি নামে শহরটি দখল করেন। এইজন্য তাঁহার উপাধি হয় কোরিওলেনাস।

কোষ্ঠীর ফলাফল—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রসরচনা। কাহিনী অনেকটা আত্মজীবনী। গ্রন্থখানি উপন্যাসের আকারে লিখিত। এক ভদ্রলোকের কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, চিরকাল তাঁহাকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। তাঁহার অল্প বয়স হইতেই কোষ্ঠীর ফল ফলিতে শুরু করে। চাকরি লইয়া সতের বৎসর তাঁহাকে নানাস্থানে ঘুরিতে হয়। চীন ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া তিনি দেখেন, তাঁহার কোষ্ঠী উই-এ খাইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, এইবার বুঝি রক্ষা পাইবেন, কিন্তু সেখানে কয়েকদিন থাকিবার পরেই তাঁহাকে পূর্ণিয়া যাইতে হইল। কাশী হইতে পূর্ণিয়া যাইবার পথে নানা কৌতুককর ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাগুলি লইয়াই উপন্যাসখানি রচিত। মধ্যে তাঁহাকে কয়েকদিন জেলখানায় থাকিতে হয়। তাঁহার সঙ্গী জয়হরি প্রকাণ্ড জোয়ান, আহারে ভীষণ পটু। তাহাকে লইয়া ভদ্রলোক কয়েকবার বিপদে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে পূর্ণিয়ায় গিয়া পৌঁছেন। ভদ্রলোকের বাল্যবন্ধু মানব ও তাহার কাবুলী দোস্ত আজিজের বন্ধুত্বের কাহিনী এই গ্রন্থের বিশিষ্ট অঙ্গ।

কৌতুক-যৌতুক—অমৃতলাল বসু। রসরচনা। এ গ্রন্থে গদ্যে পদ্যে লেখকের কুড়িটি

রস-রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। আর এই রচনাগুলিতেই অমৃতলালের অননুকরণীয় ব্যঙ্গ-কৌতুক দীপ্ত বর্ণে ফুটিয়াছে। পণ্ডিত ডাক্তার, কৌশিক দুর্গোৎসব, গোয়েন্দা, বিভা অমূল্য ধন, মাতৃভক্তি, হিন্দুর নব নামকরণ, গো-গোলযোগ, নলের নবকলেবর, বিষম সমস্যা, থিয়েটারের কিয়ু—রচনাগুলিতে লেখক ব্যঙ্গ-কৌতুক পরিবেশন ও সামাজিক দোষ-ত্রুটির ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ক্যাটিলিন (Catiline)—রোমের কাহিনী অবলম্বনে জনসন-রচিত বিয়োগান্ত নাটক। ১৬১১-এ ইহা প্রথম অভিনীত হয়। খ্রীঃ পূঃ ৬৪ সময়ের ঘটনার উপর নাটকটির ভিত্তি। ঐ সময়ে ক্যাটিলিন বর্তমান শাসনতন্ত্র ধ্বংস করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেন, তাহাই নাটকটির বিষয়বস্তু।

ক্যাণ্টারবেরী টেলস্, দি (Canterbury Tales, The)—ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি জিওফ্রি চসার-লিখিত বিখ্যাত কাব্য। কাব্যটি ১৩৮৭-এ পরিকল্পিত ও প্রায় ১৭,০০০ পংক্তিতে সম্পূর্ণ। প্রধান ভূমিকাটি সেকালের জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি বলিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ক্যাণ্টারবেরীর বেকেটের সমাধি দেখিবার জন্য ২৯জন তীর্থযাত্রী (কাহারও মতে ৩১ জন) সাউথওয়াকের ট্যাবার্ড ইনে সমবেত হইয়াছে এবং কবি ইঁহাদের প্রত্যেকের চিত্র চমৎকারভাবে আঁকিয়াছেন। নৈশভোজনের পর গৃহস্বামী প্রস্তাব করেন যে, তাহারা প্রত্যেকে যাইবার ও ফিরিবার পথে একটি গল্প বলিয়া পথের ক্লান্তি দূর করিবে। কিন্তু কাব্যটি সমাপ্ত হয় নাই। মাত্র ২৩টি গল্প আছে।

ক্যানডিডা (Candida)—জর্জ বার্নার্ড শ'-রচিত নাটক। ১৮৯৪-এ ইহা প্রকাশিত হয়। নায়িকা ক্যানডিডা ছিল মরেল নামক এক পাদরীর স্ত্রী। মার্শব্যাঙ্কস্ নামে অভিজাতবংশের একটি ছেলে ক্যানডিডার প্রেমে পড়ে। সে ছিল কবি এবং অদ্ভুত প্রকৃতির। বয়সে সে ক্যানডিডার চেয়ে অনেক ছোট ছিল। তাহার ধারণা ছিল, ক্যানডিডা মরেলকে ভালবাসে না। একদিন মরেলকে সে এই কথা বলে। উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হয় এবং মরেল স্থির করে যে, ক্যানডিডাকে সব কথা বলা হইবে এবং সে যাহাকে সত্যসত্য ভালবাসে, সে-ই তাহাকে লাভ করিবে। ক্যানডিডা সব কথা শুনিয়া মরেলের প্রতি নিজের প্রেম স্বীকার করে এবং মার্শব্যাঙ্কস্ নিজের ভুল বুঝিতে পারে। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ক্যানডিডার পিতা বার্জেস ও মরেলের টাইপিস্ট প্রসারপিন উল্লেখযোগ্য। নাটকটি তিন অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, মাত্র একদিনের ঘটনা লইয়া ইহা লিখিত। নাট্যকারের 'Plays, Pleasant and Unpleasant' নামক পুস্তকের ইহা একটি সরস (pleasant) নাটক।

ক্যাপটিভ লেডী (Captive Ladie) মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৮৪৯)। এই গ্রন্থ কবি 'Timothy Penpoem'—এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। মাদ্রাজ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ক্যাবেজেস্ অ্যাণ্ড কিংস্ (Cabbages and Kings)—উইলিয়ম সিডনী পোর্টার। (O. Henry এই ছদ্মনামে অধিক পরিচিত)। উপন্যাসের আকারে কয়েকটি গল্পসমষ্টি। লেখকের ইহাই প্রথম পুস্তক। আমেরিকার বিদ্রোহ ও দুঃসাহসিক অভিযানমূলক কয়েকটি গল্প।

ক্যামিল বা 'লেডি অব দি ক্যামিলিয়া' (Lady of the Camilias)—আলেকজান্দার ডুমা। ফরাসী উপন্যাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসের একটি করুণ সামাজিক কাহিনী। মার্গারেট গতিয়ে ছিল প্যারিসের রূপোপজীবিনী। একদা এক রঙ্গশালায় আর্মাণ্ড ডুভাল নামে এক সুন্দর সুপুরুষ যুবার সহিত তাহার পরিচয় হয়। খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থের মোহ ছাড়িয়া আর্মাণ্ডের সহিত মার্গারেট প্যারিস হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু পুত্রের গতিবিধির সংবাদ পাইয়া আর্মাণ্ডের পিতা মঁসিয়ে ডুভাল মার্গারেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি মার্গারেটকে আর্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। মার্গারেট তাহাতে সম্মত হয়। সে এক ধনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া আর্মাণ্ডকে ভুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু একদিন সেই ধনী লোকটির সম্মুখেই দুজনের আবার দেখা হয়। মার্গারেট তাহাকে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া আসিয়াছে মনে করিয়া আর্মাণ্ড তাহাকে ও সেই ধনী লোকটিকে অপমান করে। মার্গারেট নিঃশব্দে সে অপমান সহ্য করে এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়রোগে তাহার মৃত্যু হয়। ক্যামিল ফুল মার্গারেট ভালবাসিত—সেই ফুলের নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

ক্যো ভেডিস (Quo Vadis)—সিয়েঙ্কিউইজ (Sienkiewicz)-রচিত উপন্যাস। সম্রাট্ নিরোর সময় রোমে অত্যাচার ও বিলাসলীলা যখন চরমে উঠিয়াছে, সেই সময়কার ইতিহাসের পটভূমিকার উপর ভিত্তি করিয়া কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে। অত্যাচারী সম্রাট্ নিরো এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান চরিত্র। নিরোর অত্যাচার ও বিলাস-আড়ম্বরের মধ্যে মার্কাস ভেনিয়াস ও লিজিয়ার প্রণয়কাহিনীও এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। রোম যখন বিলাসলীলায় মগ্ন তখন সেণ্ট পিটার্স একদিন উপাসনায় বসিয়া দেখিতে পান যে, খ্রীষ্টের ছায়ামূর্তি রোমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, 'Quo Vadis Domini' (প্রভু, তুমি কোথায় চলিয়াছ)? উত্তরে খ্রীষ্ট বলেন,—'To Rome to be crucified again' অর্থাৎ রোমের বিলাসলীলার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে ভক্তদিগের উপর অত্যাচার চলিতেছে, আমি সেইখানেই আবার ক্রুশবিদ্ধ হইতে চলিয়াছি। ইহার পরেই রোমনগরী পুড়িয়া ছাই হয়। এই কাহিনী অনুযায়ী গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'ক্যো ভেডিস' বা কোন্ পথে?

ক্রাইম অব সিলভেস্টার বনার্ড (Crime of Sylvestre Bonard)—আনাতোল ফ্রান্স-রচিত ফরাসী উপন্যাস। লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থের নায়ক সিলভেস্টার বনার্ড পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি; তিনি প্যারিসে বাস করিতেন এবং সর্বদা পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থমালাই ছিল তাঁহার জীবনে আনন্দ ও ঐশ্বর্য। বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ তিনি তাঁহার পাঠাগারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্যারিসকেও তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। এই প্যারিসে বসিয়াই তিনি একদিন সন্ধান পাইলেন যে, তাঁহার যৌবনদিনের প্রণয়িনীর পৌত্রী এই শহরেই বাস করিতেছে। সন্ধান পাইবার পর তাহার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। এই মেয়েটির নাম জীন। তাহার হৃদয়হীন অভিভাবক তাহাকে এক বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিয়াছিল এবং সেই বোর্ডিং-এ জীন নিত্য লাঞ্ছনা ভোগ করিত। সন্ধান পাইয়া জীনকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি বোর্ডিং-এ গমন করেন; কিন্তু বোর্ডিং-এর কর্তৃপক্ষ সাহায্য-গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর বনার্ড বোর্ডিং-এর কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে জীনকে বোর্ডিং হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি মনোমত পাত্রের সহিত জীনের বিবাহ দেন এবং তাঁহার দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত পুস্তকগুলি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ নববিবাহিত দম্পতিকে যৌতুক-স্বরূপ অর্পণ করেন।

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট (Crime and Punishment)—ডস্টয়েভ্স্কি-রচিত বিশ্ববিখ্যাত রুশ উপন্যাস। রাস্কল্নিকোফ এই গ্রন্থের নায়ক। রাস্কল্নিকোফ লেখাপড়া করিত এবং তাহার ভগিনী ও জননীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। দারিদ্র্যের জ্বালা

সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার ভগিনী এক ধনী বৃদ্ধকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়। এই বিবাহ রাস্কল্নিকোভের অভিপ্রেত ছিল না। সে ইহাতে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময় সোনিয়ার সহিত তাহার আলাপ হয়। সোনিয়ার পিতা মাতাল এবং তাহাদের অবস্থাও ভাল নহে। চতুর্দিকের এই দুরবস্থার প্রতিকার করিবার আশায় রাস্কল্নিকোভ এক ধনবতী বৃদ্ধাকে হত্যা করে। তাহার এই অপরাধের কথা কেহ জানিত না। কিন্তু এই দুষ্কৃতির জন্য তাহার মানসিক শান্তি ঘুচিয়া গেল। এক মুহূর্তের জন্য সে নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারিত না; শেষে অবস্থা এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া পারিল না। এই গ্রন্থের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, রাস্কল্নিকোভের অদ্ভুত চরিত্র-বিশ্লেষণ। সে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য কিছুই মানিত না; ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু যেদিন সে অন্যায় করিল, সেইদিন হইতেই তাহার মনের বল ঘুচিয়া গেল। সংশয় সন্দেহ ও দ্বিধায় তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইল। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত।

ক্রাউন অব ওয়াইল্ড্ অলিভ্, দি (Crown of Wild Olive, The)—রাস্কিন লিখিত চারিটি প্রবন্ধ। ১৮৬৬-এ এইগুলি বক্তৃতাকালে প্রদত্ত হয়। চারিটি প্রবন্ধ—'War', 'The Future of England', 'Work' এবং 'Traffic' (কেনাবেচা অর্থে)।

ক্লারিসা হারলো (Clarissa Harlowe)—ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসন-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। ইহার প্রকাশকাল ১৭৪৭—১৭৪৮। কাহিনী চিঠির সাহায্যে বলা হইয়াছে। নায়িকা ক্লারিসা তাহার বন্ধু মিস হো'-কে ও আর একটি প্রধান চরিত্র রবার্ট লাভলেস তাঁহার বন্ধু জন বেলফোর্ডকে পত্র লেখেন। এই পত্রগুলির মধ্যে কাহিনী পরিস্ফুট। সদ্বংশের মেয়ে ক্লারিসাকে অসচ্চরিত্র শৌখিন যুবক লাভলেস বিবাহ করতে চায়, কিন্তু কন্যাপক্ষ এ বিবাহে বাধা দেয়। তখন লাভলেস ক্লারিসাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। লজ্জায় সে মারা যায় এবং লাভলেসকে ক্লারিসার সম্পর্কিত ভাই কর্নেল মর্ডেন এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করে।

ক্ষণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে সেকাল, কবির বয়স, জন্মান্তর, আষাঢ়, নববর্ষা, কৃষ্ণকলি, কল্যাণী প্রভৃতি কবির প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। কবিমনের ক্ষণিক আনন্দের অনুভূতিগুলি এই গ্রন্থে কাব্যরূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়াই গ্রন্থখানির নাম ক্ষণিকা। 'ক্ষণিকা'র অধিকাংশ কবিতাই ১৩০৬-এর রচনা।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—প্রফুল্লকুমার সরকার। সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধপুস্তক। হিন্দুজাতির অধঃপতন ও দুর্দশা, ইহার কারণ এবং ইহার সমাধানের উপায় নিপুণভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত—কার্তিকেয় চন্দ্র রায় সংকলিত। ঐতিহাসিক নিবন্ধ। ইহা একটি মূল্যবান্ পুস্তক। ইহাতে নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

খ

খনা—মন্মথ রায়। নাটক। সিংহলরাজদুহিতা খনার সহিত মিহিরের বিবাহ; বিবাহের পর পিতৃপরিত্যক্ত মিহিরের পিতার নিকট আগমন প্রভৃতি খনা-সম্বন্ধীয় বিবিধ কিংবদন্তী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। নাটকের গানগুলি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত।

খাদ্য—ডাঃ চুনীলাল বসু। খাদ্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে বিবিধ খাদ্যের গুণাগুণ, শরীরের অবস্থাভেদে খাদ্য-পরিবর্তনের আবশ্যকতা, পরিমিত ভোজনের প্রয়োজন প্রভৃতি সহজ ভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। খাদ্য সম্বন্ধে বাংলাভাষায় সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত পুস্তক।

খাদ্য-বিশ্লেষণ—বীরেশ গুহ। খাদ্য সম্বন্ধে এমন নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যে ইতঃপূর্বে আর কেহ করেন নাই। ১৩৫৭-এর ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

খাসদখল—অমৃতলাল বসু। সামাজিক রঙ্গনাট্য। মোক্ষদা লোকেশের আধুনিক-ভাবাপন্না স্ত্রী। মোক্ষদার স্তাবকদের মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থী মোহিতের উপদ্রব ছিল একটু বেশী। মোহিত বাল্যে গিরিবালাকে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু কোনদিন তাহাকে লইয়া ঘর করে নাই। সেই গিরিবালা ঘটনাচক্রে মোক্ষদার আশ্রয়ে আসিয়া পড়ে। এই সময় একদিন হঠাৎ সংবাদ প্রচারিত হয় যে, লোকেশকে বাঘে খাইয়াছে। মোহিত উল্লসিত হইয়া সদ্যোবিধবা মোক্ষদাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু পরে জানা যায় যে, লোকেশের সত্যই মৃত্যু হয় নাই এবং মোক্ষদার আশ্রিতা গিরিবালাই মোহিতের স্ত্রী। তখন সকল দিক্ রক্ষা পায়। খাসদখলের মিত্তাই-চরিত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিত্তাই মনে মনে দেবদ্বিজকে ভক্তি করিত, কিন্তু পাছে সভ্য সমাজের কেহ তাহাকে ঠাট্টা করে বলিয়া মনোভাব দমন করিয়া 'আধুনিক' হইবার চেষ্টা করিত। সে যখন-তখন ভুল ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিত। তাহার 'is the' মুদ্রাদোষ নাট্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

খেয়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের কাব্য-রচনায় যে Mysticism-এর চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়, 'খেয়া'র তাহার সূচনা। সেই হিসাবে রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে 'খেয়া'র বিশেষ মূল্য আছে। ইহার কবিতাগুলি ১৩১২-এর রচনা। ইহাতে শুভক্ষণ, আগমন, দান, বালিকাবধূ, অনাবশ্যক, কৃপণ, কূয়ার ধারে, দিনশেষে, দীঘি, প্রতীক্ষা, প্রচ্ছন্ন এবং অন্যান্য কবিতা স্থান পাইয়াছে।

খেয়ালের খেলাঘর—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পের নামে পুস্তকের নাম।

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কি উপায়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী এবং মনিবের প্রিয়পাত্র হন তাহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী—দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। সগররাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত হয়। সেই বংশের রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনিয়া পূর্বপুরুষগণকে উদ্ধার করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে গঙ্গার উভয় পার্শ্বের গ্রামনগরাদির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে।

গঙ্গামঙ্গল—দ্বিজ মাধব-রচিত প্রাচীন কাব্য। ইহাতে সুপণ্ডিত মাধব আচার্য ধর্মভাবে গঙ্গাবতরণ ও গঙ্গামাহাত্ম্য সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

গড্ডলিকা—'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু)। গল্পপুস্তক। গল্পগুলি হাস্যকৌতুক ও শাণিত ব্যঙ্গে উজ্জ্বল। ইহাতে 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'লম্বকর্ণ', 'মহাবিদ্যা', 'ভুশণ্ডীর মাঠে' ও 'চিকিৎসা-সংকট'—এই কয়টি গল্প আছে। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এক ধাপ্পাবাজ ব্যক্তির সন্ন্যাসী সাজিয়া ভুয়া লিমিটেড কোম্পানি খুলিবার কাহিনী। 'চিকিৎসা-সংকট' গল্পটি

'Among the Doctors' নামে ইংরেজী গল্প অবলম্বনে রচিত। ইহাতে এক বিপত্নীক ভদ্রলোককে পাঁচজনের পরামর্শে মিতান্ত সামান্ত কারণে যথাক্রমে এলোপাথ, হোমিওপাথ, কবিরাজ ও হাকিমের শরণাপন্ন হইয়া বিস্তর অর্থদণ্ড দিতে হয়। শেষে এক লেডি ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা করাইতে গিয়া তিনি তাহার প্রেমে পড়িয়া যান এবং উভয়ে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া চিকিৎসা-সংকট হইতে উদ্ধার লাভ করেন। গল্পগুলি সচিত্র এবং চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন-অঙ্কিত।

গণেশগীতা—'যবগীতা' দ্রঃ।

গণদেবতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। পুস্তকখানির জন্য লেখক ভারতের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন।

গন উইদ দি উইণ্ড (Gone with the Wind)—মার্গারেট মিচেল। উপন্যাস (১৯৩৬)। পুস্তকখানি ১৯৩৭-এ পুলিট্‌জার পুরস্কার লাভ করে। টারা নামে এক সুবিস্তীর্ণ আবাদের মালিক জেরাল্ড ও'হারার মেয়ে স্কারলেট। মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময়ে তাহার বয়স মাত্র ষোল। সে প্রতিবেশী অ্যাস্‌লিকে ভালবাসিত। কিন্তু অ্যাস্‌লি মেলানীকে বিবাহ করিবার মতলব করাতে স্কারলেট ঈর্ষাবশে মেলানীর ভাই চার্লসকে বিবাহ করিল। যুদ্ধে চার্লস নিহত হয়। যুদ্ধের জন্য স্কারলেটও অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়ে ও তাহার খুড়ীর সঙ্গে আটলান্টায় বাস করিতে থাকে। এখন স্কারলেটের মা মারা গিয়াছেন, বাপের মাথার ঠিক নাই। তাহাকেই সংসার চালাইতে হইবে। সে টাকার জন্য ফ্রাঙ্ক কেনেডি নামে একটি লোককে বিবাহ করিয়া আটলান্টায় বিরাট ব্যবসায়ে কোটিপতি হইল এবং অ্যাস্‌লিকে তাহার একটি কলের ম্যানেজার করিল। ফ্রাঙ্ক মারা গেলে স্কারলেট (এখন সাতাশ বছর) যুদ্ধে ধনী রেট্ বাটলারকে বিবাহ করে। কিন্তু স্কারলেটকে সে পরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মেলানীর মৃত্যুর পর অ্যাস্‌লি স্কারলেটকে অগ্রাহ্য করে এবং যখন স্কারলেট জানিতে পারে যে বাটলারকে সে সত্য ভালবাসিয়াছিল, তখন প্রতিবিধানের কোন উপায় ছিল না।

গরুড় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ১২৯১ সাল হইতে পরবর্তী কালের রচনাসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী তিন খণ্ডে 'গল্পগুচ্ছ' বাহির করেন।

১ম খণ্ডে—ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়, ত্যাগ, একরাত্রি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, রীতিমত নভেল, স্বর্ণমৃগ, জয়পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, দানপ্রতিদান, মহামায়া, সম্পাদক, মধ্যবর্তিনী, অসম্ভব কথা, শাস্তি, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী ও খাতা এই কয়টি গল্প আছে। এই খণ্ডের 'পোস্টমাস্টার', 'কঙ্কাল', 'কাবুলিওয়ালা', 'জয়পরাজয়', 'দালিয়া', 'মুক্তির উপায়' ও 'জীবিত ও মৃত'—এই কয়টি গল্প সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

২য় খণ্ডে—অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আপদ, দিদি, শুভদৃষ্টি, মানভঞ্জন, ঠাকুর্দা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল, সদর অন্দর, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান—এই কয়টি গল্প আছে। এই খণ্ডের 'বিচারক', 'মানভঞ্জন', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'নষ্টনীড়' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নষ্টনীড়' অনতিদীর্ঘ উপন্যাস [উহা দ্রঃ]।

৩য় খণ্ডে—কর্মফল, গুপ্তধন, মাস্টার মশায়, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প আছে।

১৩০৭-এ রবীন্দ্রনাথের গল্পধারা খণ্ডে খণ্ডে 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ' নামে বাহির হয়। পরে ১৩১১ সালে হিতবাদী কার্যালয় হইতে যে 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী' (গদ্যাংশ) প্রকাশিত হয়, তাহাতে গল্পগুলি 'সংসারচিত্র', 'সমাজচিত্র', 'রঙ্গচিত্র', 'বিচিত্র চিত্র'—এই কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে 'গল্পগুচ্ছ' নামে পাঁচটি খণ্ড ১৯০৮—০৯-এ বাহির হয়।

গল্পসল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কয়েকটি গল্প আছে।

গল্পাঞ্জলি—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'বাল্যবন্ধু', 'রসময়ীর রসিকতা' প্রভৃতি ছয়টি গল্প আছে।

গান—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বাল্যাবধি অজস্র সংগীত রচনা করিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া 'গান' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্যের গানগুলিও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। **২**। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতগুলিও 'গান' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, দেশাত্মবোধক গান ও বিবিধ নাটকের গানগুলিও স্থান পাইয়াছে।

গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্ (Gulliver's Travels)—জোনাথন সুইফট ইংরেজী ব্যঙ্গকাহিনী। ল্যামুয়েল গালিভার এই গ্রন্থের নায়ক। জাহাজ নষ্ট হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রথমে বামনদের দেশ লিলিপুটে অবতরণ করিতে হয়। দ্বিতীয়বার জাহাজডুবির ফলে, Brobdingnag ও Houyhnhnmsদিগের মধ্যে তাহাকে নানাপ্রকার কৌতুককর অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। এই কাহিনীর ভিতর দিয়া সুইফট বিভিন্ন দিক্ হইতে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গালিভারের লিলিপুট ভ্রমণের কাহিনীর মধ্যে মানুষই বামনরূপে চিত্রিত হইয়াছে। ব্রবডিংনাগের অতিকায় মানুষগুলির মধ্যে গালিভারের ভ্রমণ-অভিযানের উদ্দেশ্য অনুরূপ। উহাতে ব্রবডিংনাগের অতিকায় মানুষগুলির মহানুভবতার পার্শ্বে মানুষের আচরণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। রাজনীতিক ও যোদ্ধাদের ব্যঙ্গ করাও গালিভারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

গীতগোবিন্দম্—জয়দেব গোস্বামিবিরচিত সংস্কৃত গীতিগ্রন্থ। গ্রন্থের অন্তর্গত গানগুলি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা লইয়া রচিত এবং সেইজন্যই গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 'গীতগোবিন্দে'র সংগীতগুলি কবি কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। সার এডুইন আর্নল্ড সংগীতগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া কবিতার আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গীতা—মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশবিশেষ, হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আত্মীয়-নিধন-বিমুখ অর্জুনকে শত্রুনিধনে উৎসাহিত করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই 'গীতা' নামে আখ্যাত। পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'গীতা' শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। সার এডুইন আর্নল্ড ইংরেজীতে গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। শংকরাচার্য, শ্রীঅরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর গীতার উপরে ভাষ্য আছে।

গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের ১৩১৭-এর রচনা। ইহাতে কবির 'হে মোর চিত্ত,

পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' প্রভৃতি বিশ্বপ্রসিদ্ধ কবিতা ও আধ্যাত্মিক সংগীতগুলি স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকখানির জন্য ১৯১৩-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

গীতাপাঠ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধপুস্তক। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে গীতার মর্ম যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বিশদভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গীতায় ঈশ্বরবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দার্শনিক আলোচনা-পুস্তক। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শনের সম্বন্ধ কি, গীতায় এই সকল গ্রন্থের দার্শনিক মতবাদের কি ভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে, চিন্তাশীল লেখক তাহাই এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

গীতাসার—'নবগীতা' দ্রঃ।

গীতিমাল্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। গীতিমাল্যের কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩১৯ সালের রচনা। ইহাতে কবির 'সুন্দর', 'চরম মূল্য', 'দেহ' প্রভৃতি কবিতা এবং 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা' প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ সংগীত স্থান পাইয়াছে।

গুড আর্থ, দি (Good Earth, The)—পার্ল বাক। উপন্যাস (১৯৩১)। উপন্যাসখানি পুলিটজার প্রাইজ পায় (১৯৩২)। ওয়াং লুং নামে এক চীনা চাষী ধনী জমিদার হইয়া ওঠেন। কিন্তু সারা জীবন তাঁহার মাটির উপর টান ছিল। তিনি ও-লানকে বিবাহ করেন। ও-লানেরও ছিল জমির প্রতি তীব্র আকর্ষণ। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া অনেক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া অনেক জমি করেন। তিনটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে তাঁহাদের হয় এবং তাঁহারা বেশ আরামে দিন কাটাইতে থাকেন। ওয়াং লুং দ্বিতীয়বার এক সুন্দরী গণিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ও-লান মৃত্যু পর্যন্ত সাংসারিক কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন। ছেলেরা বড় হইল। বড় দুইটি বাপের সম্পত্তি দেখাশোনা করিত, কিন্তু ছোটটি বিদ্রোহী নেতারূপে দেখা দিল। তিনজনেই শেষে জমি ও চাষবাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং ওয়াং লুং-এর জীবনে যে সার্থকতা আসিয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

গুরুগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

গুরু গোবিন্দ সিং—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু গোবিন্দ সিং-এর এবং নানক প্রভৃতি শিখ গুরুদিগের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে।

গৃহদাহ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

সুরেশ ও মহিম বাল্যবন্ধু। সুরেশ ধনীর সন্তান, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। মহিম গরিবের ছেলে—শান্ত ও সংযত এবং ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী। মহিম কেদারবাবুর শিক্ষিতা, রূপসী কন্যা অচলাকে ভালবাসিয়াছিল। সুরেশও অচলাকে দেখিয়া প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। অচলা ছিল অত্যন্ত অব্যবস্থিত প্রকৃতির মেয়ে। সুরেশকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল। মহিমের সহিত অচলার বিবাহ হইয়া গেলে মহিম তাহাকে তাহাদের পল্লীভবনে লইয়া যায়। সুরেশ হঠাৎ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সময় একদিন রাত্রিতে আগুন লাগিয়া মহিমের কুটীর ভস্মীভূত হয়। সুরেশ অচলাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করে। অচলা মনে মনে ইহাতে সুরেশের উপর অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত সুরেশ একদিন অচলাকে ভুলাইয়া ট্রেনে তুলিয়া ডিহ্‌রি-অন-শোনে লইয়া যায়। সেখানে তাহারা স্বামি-স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকে। সুরেশ নিজের প্রবৃত্তিকে জয় করিতে শেখে নাই, কিন্তু লোকের বিপদ্ ঘটিলে সকলের আগে তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইত। তাই পল্লী-অঞ্চলে যখন মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দিল, তখনও বিপন্নদের সেবার জন্য অগ্রসর হইতে সে কুণ্ঠিত হইল না। এমনই করিয়া একদিন সেও প্লেগে আক্রান্ত হইল এবং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। সুরেশের মৃত্যুর সময় মহিম সংবাদ পাইয়া ডিহ্‌রিতে গিয়া পৌঁছায় এবং অনুতপ্ত সুরেশ কৃতকর্মের জন্য বন্ধুর নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে প্রাণত্যাগ করে। এই গ্রন্থের দুইটি পার্শ্বচরিত্র—মৃণাল ও রামচরণ লেখকের অপূর্ব সৃষ্টি।

গৃহপ্রবেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটক। ভাবপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী যতীন তাহার সর্বস্ব দিয়া বাড়ি তৈরি করিয়াছিল, কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্বেই সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। যতীন স্ত্রীর মন পায় নাই—যতীনের অসুখ দেখিয়াও তাহার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলিয়া যায়। যতীনের মাসী ও ভগিনী হিমি কথাটা যতীনের নিকট লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু একদিন কথাটা যখন ব্যক্ত হইয়া গেল, তখন যতীনকে আর ইহলোকে ধরিয়া রাখা গেল না। তাহার স্ত্রী যখন আসিয়া সত্যই তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, তখন যতীন পরলোকের পথে।

গৈরিক পতাকা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ঐতিহাসিক নাটক। মোগল সম্রাট্ ঔরংজীবের সহিত মারাঠা রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর সংঘর্ষের কাহিনী লইয়া এই নাটকখানি রচিত। রামদাস স্বামীর নির্দেশে গৈরিক পতাকা' বা 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' মারাঠার জাতীয় পতাকারূপে ব্যবহৃত হইত; তদনুসারে গ্রন্থের নাম 'গৈরিক পতাকা' হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় নাট্যকার প্রধানতঃ স্যার যদুনাথ সরকার-প্রণীত ঔরংজীবের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং জীজাবাঈ, ঔরংজীব, ঘোড়কোড়ে প্রভৃতির চরিত্র-সৃষ্টিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্য-লাভ করে। গ্রন্থের গানগুলি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত।

গোপালচম্পূ—জীবগোস্বামী। সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কালীয়দমন, পূর্বরাগ, অন্নভিক্ষা, গোবর্ধন-ধারণ, দানলীলা, শঙ্খচূড়বধ প্রভৃতি এবং শেষ খণ্ডে নরকবধ, পারিজাতহরণ, ব্রজাপুরাগ, অক্রূরের সঙ্গে মথুরা গমন, উদ্ধব সংবাদ, ব্রজে পুনরাগমন, রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ড পূর্বচম্পূ ও শেষ খণ্ড উত্তরচম্পূ নামে অভিহিত হইয়াছে। গদ্যে ও পদ্যে রচিত এই গ্রন্থখানি ১৫১০ শকের রচনা।

গোবিন্দদাসের কড়চা—জয়গোপাল গোস্বামীর সংকলিত পদ্য-গ্রন্থ (১৮৯৫)। অনেকে গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যের জীবনের কয়েক বর্ষের একখানি প্রামাণ্য বিবরণী বলিয়া মনে করেন। গোবিন্দ কর্মকার কিংবা গোবিন্দ ঘোষ ইহা লইয়া মতভেদ আছে। তাছাড়া কড়চায় লিখিত ভাষা আলোচনা করিয়া অনেকে বলেন যে ইহা জয়গোপাল গোস্বামীর স্বকপোলকল্পিত।

গোরা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস। গোরা আইরিশ বালক। কৃষ্ণদয়াল ও তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ী গোরার মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে নিজের পুত্রের মত প্রতিপালন করেন। গোরা বড় হইয়াও তাহা জানিতে পারেন নাই। বিনয় গোরার বন্ধু। তিনি ব্রাহ্ম পরেশ বাবুর কন্যা ললিতাকে বিবাহ করেন। গোরা স্বয়ং আইরিশম্যান জানিবার পর পরেশ বাবুর পালিত কন্যা রাধারাণী ওরফে সুচরিতাকে বিবাহ করেন। আরও কতকগুলি গৌণ ঘটনা উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। যথা—সুচরিতার মাসী হরমোহিনী সুচরিতার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার নানারূপ চেষ্টা করেন। আর্তরক্ষার

জন্ম গোরা জেলে যান, ললিতা বিনয়ের সহিত স্টীমারে চড়িয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসে এবং ব্রাহ্মসমাজের চাঁই হারাণবাবু সুচরিতাকে বিবাহ করিবার জন্ম তাঁহার বহু উদ্যম ব্যর্থ দেখিয়া সেই রাগে ব্রাহ্ম-সমাজে ভীষণ আন্দোলন করেন। গোরার চরিত্রের মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ও আনন্দময়ীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

গোর্বডাক (Gorboduc)—ইংরেজী সাহিত্যে ইহা প্রথম বিয়োগান্ত নাটকের অন্যতম। সেনেকার প্রভাবে ইটালিয়ান আদর্শে ইহা রচিত হয়। 'গোর্বডাক' বা 'ফেরেক্স অ্যাণ্ড পরেক্স' (Ferrex and Porrex)-এর প্রথম তিন অঙ্ক টমাস নর্টন ও শেষ দুই অঙ্ক টি. স্যাক্ভিল কর্তৃক লিখিত হয়। ১৫৬১, ১৭ই জানুয়ারি রানী এলিজাবেথের সম্মুখে গ্র্যাণ্ড খ্রীস্টমাস উৎসব উপলক্ষে ইনার টেম্পলের (Inner Temple) সভ্যদের দ্বারা ইহা প্রথম অভিনীত হয়। ব্রিটেনের রাজা গোর্বডাক নিজের জীবিতাবস্থায় তাঁহার রাজ্য দুই পুত্র ফেরেক্স ও পরেক্সের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয় এবং কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে হত্যা করে। তাহাদের মা জ্যেষ্ঠপুত্রকে অধিক ভাল-বাসিতেন, সুতরাং প্রতিহিংসার বশে তিনি ছোটটিকে হত্যা করেন। আলবানির ডিউক রাজ্য অধিকার করিতে চেষ্টা করে। ফলে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া উঠে। কোনও ঘটনা মঞ্চের উপর প্রদর্শিত হয় নাই, ক্লাসিক্যাল নাটকের রীতি অনুসারে নেপথ্যে সেগুলি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার বর্ণনা দূতের মুখে দর্শকবৃন্দ শুনিতে পায়। ইহা অমিত্রাক্ষর-ছন্দে লিখিত। নাটকটির ঘটনা জিওফ্রি মনমাউথ (Geoffrey Monmouth)-এর Chronicle হইতে লওয়া হইয়াছে।

গোলাপগুচ্ছ—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবিতাপুস্তক। কবিতাবধূর প্রতি কুরুচি, শ্যামাজী, গৌরী, প্রথম চুম্বন, ভাল-বাসার জয়, বঙ্গবধূ অপূর্ব কণ্ঠস্বর, অপূর্ব রাঙ্গামেয়ে, অদ্ভুত রাঙ্গামেয়ে, চিরযৌবনা, শ্রীভগবানের প্রতি, চাঁদ প্রভৃতি ৭৩টি প্রকৃতি, প্রেম ও ভক্তি-বিষয়ক কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গোলেবকাওলী—পারস্যের উপকথা। শার্কাস্তানের রাজা গণনায় অবগত হন যে তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে তাহার মুখ দর্শন করিলেই তাঁহাকে অন্ধ হইতে হইবে। ফলে রাজা মহিষীকে নগরের বহির্ভাগে এক বাটীতে রাখিয়া দেন। তথায় তাজুলমুলুক নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দৈবাৎ তাহার সহিত দেখা হওয়ায় রাজা অন্ধ হন। তাজুলমুলুক বড় হইয়া এক দৈত্যের সাহায্যে বকাওলী নামে এক পরীর উদ্যান হইতে 'বকাওলী' পুষ্প আহরণ করিয়া আনেন এবং তাহার নির্যাস লেপনে রাজা চক্ষু ফিরিয়া পান। বকাওলী তাজুলমুলুককে ভালবাসিয়া ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাজুলমুলুক বকাওলীকে বিবাহ করেন। এই উপকথাটির বাঙ্গালা নাট্যরূপ দেন কুঞ্জবিহারী বসু।

গোল্‌ডেন ট্রেজারি অব সংস্ অ্যাণ্ড লিরিক্স্ (Golden Treasury of Songs and Lyrics)—ফ্রান্সিস টার্নার পাল্‌গ্রেভ কর্তৃক সংগৃহীত ইংরেজী কবিতাবলী। এলিজাবেথান যুগ হইতে ভিক্টোরিয়ান যুগ পর্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ কবিতা বা গান আছে, এই সংগ্রহের মধ্যে সেইগুলির প্রায় সবই স্থান পাইয়াছে। ১৮৬১-এ ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

গোল্‌ডেন লিজেণ্ড, দি (Golden Legend, The)—উইলিয়াম ক্যাক্সটন-প্রকাশিত মধ্যযুগের ধর্মকথা। সম্ভবতঃ ১৪৯৩-এ ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনী, গির্জার উপাসনাদির ব্যাখ্যা ও টীকা ইত্যাদি আছে। এই নামে কবি লংফেলোর কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য।

গোস্টস্ (Ghosts)—ইবসেন। বিখ্যাত নাটক (১৮৮১)। মিসেজ আলভিং-এর স্বামী ছিল অসচ্চরিত্র মাতাল। বাড়ির পরিচারিকার সহিত তাহার অবৈধ সম্বন্ধের ফলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মিসেজ আলভিং যখন ইহা প্রথম জানিতে পারে, তখন সে বাড়ি ত্যাগ করিয়া ম্যাণ্ডারস্ নামক এক সচ্চরিত্র উচ্চহৃদয় পাদ্রীর নিকট আশ্রয় লয়। এই পাদরীটির পরামর্শে মিসেজ আলভিং বাড়ি ফিরিয়া আসে এবং পাদরীর কথামত সব সহ্য করিয়া চলিতে থাকে। স্বামীর সমস্ত গর্হিত চাল-চলনের জন্য সে কিছুই বলিত না, বরং তাহার সমস্ত কার্য নীরবে সহ্য করিত এবং পাছে বাহিরে কেহ জানিতে পারিলে স্বামীর আত্মসম্মান নষ্ট হয় সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকিত। ছেলেটি পাছে এই সংসর্গে খারাপ হইয়া যায়, সেইজন্য সে তাহাকে প্যারিসে পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার স্বামীর উপপত্নী-গর্ভজাত কন্যাটিকে স্নেহের সহিত প্রতি-পালন করিতে থাকে। ম্যাণ্ডারস্ তাহার এই সুন্দর স্বভাবে এতদূর সন্তুষ্ট হয় যে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। এই সময় ম্যাণ্ডারস্ মারা যায়। ছেলে প্যারিস হইতে ফিরিয়া তাহার পিতার উপপত্নীর কন্যাটির সহিত প্রেম শুরু করে। বাড়িতে সে থাকিতে রাজী হয় না, কারণ বাড়ির আবহাওয়া তাহার বড়ই নীরস লাগিত। উপরন্তু, সে মাকে জানায় যে তাহার জন্মগত কুৎসিত ব্যাধি আছে এবং তাহার জন্য তাহার পাগল হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। সে আরও বলে যে, সে নিজের কাছে সর্বদা বিষ রাখে, সময় আসিলেই নিজের জীবন নিজেই শেষ করিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া তাহার মা অত্যন্ত বিচলিত হয় এবং তাহাকে কোথাও না যাইয়া সেইখানেই থাকিতে বলে। তাহার যাহা ইচ্ছা সে করিতে পারে, কেহ তাহাতে বাধা দিবে না, ইত্যাদি কথার দ্বারা ছেলেটিকে সে শান্ত করিতে যায়। ছেলেকে লইয়া আদর্শ জীবনযাত্রার সাধ তাহার আর মিটিল না। ইহার পরই ছেলেটির মাথা খারাপ হইল। তাহার পিতৃদত্ত কুৎসিত ব্যাধির চরম ফল ফলিল।

গৌড়রাজমালা—রমাপ্রসাদ চন্দ। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দেশে যাঁহারা রাজত্ব করিতেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদের ইতিহাস-সম্মত কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। গৌড়ের রাজাদিগের উত্থান ও পতনের আনুপূর্বিক বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। পুস্তকখানি গবেষণামূলক।

গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় গৌড়ের ইতিহাস সংক্রান্ত যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাতে সে-গুলির ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাল রাজাদের সময়ের কয়েকখানি খোদিত লিপির প্রতিচিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌতম সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

গ্যামার গার্টনস্ নীড্‌ল (Gammer Gurton's Needle)—ইংরেজী সাহিত্যে কাব্যে রচিত ইহা দ্বিতীয় কমেডি (১৫৭৫)। র‍্যাল্‌ফ রয়েস্টার ডয়েস্টারের প্রথম কমেডি। কেমব্রিজে ক্রাইস্ট্‌স্ কলেজে ইহার প্রথম অভিনয় হয় (১৫৬৬)। ইহার গ্রন্থকার অজ্ঞাত, তবে জন স্টিভেন্স নামে একজনকে গ্রন্থকার বলিয়া অনেকে নির্দেশ করেন। ইহা ল্যাটিন কমেডির রীতিতে রচিত হইলেও বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি ইংরেজী। টিউডরদের (Tudors) সময়ের ইংলণ্ডের পল্লীসৌন্দর্য ও জীবনধারা ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই নাটকটি জন হেউডের (John Heywood) 'ইণ্টার-লুডে'রই একটি বিস্তৃত ও বিশদ অভিব্যক্তি। শ্রীমতী গার্টন (Mrs. Gurton) তাঁহার

চাকর হজের (Hodge) প্যাণ্ট সেলাই করিবার সময় সূচটি হারাইয়া ফেলেন। ভিক্ষুক ডীকন (Diccon, the Bedlam beggar) প্রতিবেশিনী শ্রীমতী চেটকে মিছামিছি চুরির দায়ে দায়ী করে এবং মিথ্যা কথা দ্বারা ভীষণ গণ্ডগোল বাধায়। শেষ পর্যন্ত সূচটি হজের ট্রাউজারের মধ্যেই রহিয়াছে দেখা যায় এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের একটি হাস্যকর নিষ্পত্তি হয়।

গ্রাম্য বিভ্রাট—অমৃতলাল বসু। সামাজিক রঙ্গনাট্য। ইহাকে শিক্ষাত্মক প্রহসন বলা হয়। এক গ্রামে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন উপলক্ষ করিয়া উকিল, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি গ্রাম্য মোড়লদের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদলি বাধে। শ্বশুর-জামাইয়ের বিবাদের ফলে স্বামি স্ত্রীর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া যায়। পল্লীগ্রামে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তনে ভোটাভুটির ফলে যে বিচ্ছেদ এবং শত্রুতা দেখা যায় গ্রন্থখানি তাহারই একখানি কৌতুকনাট্য। বাঙালী ভদ্রলোকের মধ্যে সর্বদা যে অসন্তোষের ভাব দেখা যায়, নাট্যকার এই গ্রন্থে তাহাও দেখাইয়াছেন।

গ্রেট হাঙ্গার, দি (Great Hunger, The)—যোহান বোয়ার-রচিত নরওয়েজিয়ান উপন্যাস (১৯১৮)। পীয়ার হোমস্ জারজ সন্তান বলিয়া পরিচিত ছিল, বাল্যে জেলেদের মধ্যে তাহার দিন কাটিত। পিতার মৃত্যুর পর সে ক্রিশ্চিয়ানায় আসে। সে ভাবিয়াছিল যে, পিতা তাহাকে প্রচুর সম্পত্তি দিয়া যাইবেন, কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই। জগতের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সে অতিকষ্টে লেখাপড়া করিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার হইয়া মিশরে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। মিশর হইতে ফিরিয়া সে মার্লে উথংকে বিবাহ করে। কিন্তু অর্থ উপার্জন এবং পারিবারিক সুখশান্তি সত্ত্বেও তাহার সমস্ত চিত্ত বৃহত্তর সুখশান্তির জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। মহত্তর জীবনকে উপলব্ধি করিবার জন্য পীয়ারের এই পরম তৃষ্ণাই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ইহার কিছুকাল পরে মানসিক চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে না পারিয়া সে ইউফ্রেতিসের বাঁধ নির্মাণ করিতে যায় এবং তাহাতে সর্বস্বান্ত হয়। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সে পত্নীকে লইয়া নিভৃত পল্লী অঞ্চলে গিয়া সামান্য কামাররূপে জীবিকা অর্জন করিতে থাকে। তথায় তাহাদের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতিবেশীর চক্রান্তে এক বৃহদাকার কুকুর কর্তৃক নিহত হয়। কিন্তু পীয়ার তখন মানসিক শান্তির সন্ধান পাইয়াছে। পুত্রের মৃত্যুর বেদনা তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিল না—সে উপলব্ধি করিল, মানুষের জন্মমৃত্যুর ইতিহাসে লাভক্ষতির জমাখরচের খাতায় যাহার যতটুকু দেনা তাহাকে তাহা দিতে হইবে। উপন্যাসের মধ্য দিয়া মানবাত্মার জয়ঘোষণা করায় বোয়ার 'গ্রেট হাঙ্গারে'র জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

গ্রোথ অব দি সয়েল (Growth of the Soil)—কুট হামসুন। বিখ্যাত উপন্যাস। ইহা লিখিয়া তিনি নোবেল প্রাইজ পান। একটি লোক আসিয়া জঙ্গলে নিজ হস্তে গৃহ নির্মাণ করে, নিজে বসবাস করিবে বলিয়া সে আশেপাশে পড়ো জমিতে চাষ শুরু করে এবং জঙ্গলের কাঠ কাটিয়া গৃহ-নির্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া গৃহস্থালী পাতে। লোকটির নাম আইজাক। আইঙ্গার নামে একটি মেয়ে সাহায্যার্থে তাহার কাছে আসে এবং উভয়ে সংসার পাতিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে শুরু করে। ক্রমে তাহাদের এলসিউস ও সাইভার্ট নামে দুই পুত্র এবং লিওপোলডাইন ও রেবেকা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছোট সংসার বড় হইতে থাকে। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য অনেক লোক সেখানে জমি কিনিয়া বসবাস শুরু করে এবং জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি ক্রমে বর্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হইতে থাকে। পাহাড়ের কোলে তামার খনি আবিষ্কৃত হয় এবং পয়সার লোভে কয়েকজন সুইডিশ মহাজন তাহা ক্রয় করে। কয়েকদিন বেশ কাজ চলিতে থাকে, কিন্তু ব্যবসায়টি লাভজনক না হওয়ায় খনিটি আবার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহাতে যাহারা জমিচাষ ছাড়িয়া রাতারাতি ধনী হইবার আশায় ছিল, তাহাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। কিন্তু আইজাকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তাহার 'সেল্লান্‌রা' ক্রমশঃই বিত্ত ও শস্যসম্পদে পূর্ণ হইতে থাকে। গ্রন্থটিতে আধুনিক যান্ত্রিকতাকে জুয়াখেলা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। জমির ভিতর দিয়াই যে আদর্শ ও চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয়, গ্রন্থকার তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। হামসুনের রচনাভঙ্গি স্বচ্ছ ও সুন্দর; অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে গেস্লীয়ার, ওলীন্, অ্যাক্সেল, বারব্রো, ব্রীড ওল্সীন, অ্যামড্রেসন ও অ্যারোসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘ

ঘরে বাইরে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসখানি প্রথম 'সবুজপত্রে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিমলা বড় ঘরের বউ; তাহার স্বামী নিখিলেশ বাক্যে, চিন্তায় ও কর্মে অত্যন্ত সংযত পুরুষ। সুখে তাহাদের দিন কাটিতেছিল, এমন সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে দেশপ্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিখিলেশের বাল্যবন্ধু সন্দীপ প্রখর ব্যক্তিত্বের ছটা লইয়া তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। উদারপ্রকৃতি নিখিল বিমলার সহিত সন্দীপের পরিচয় করাইয়া দিল। বিমলা সন্দীপের ব্যক্তিত্বের যাদুতে ভুলিল। সন্দীপ তাহাকে স্তবস্তুতি করিয়া, 'মক্ষীরানী' উপাধি দিয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিল। তাহারই প্ররোচনায় বিমলা একদিন দেশের কাজে লাগিবে মনে করিয়া, স্বামীর সিন্দুক খুলিয়া ছয় হাজার টাকার গিনি আনিয়া সন্দীপের হাতে তুলিয়া দেয়। পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া বিমলা নিজের বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বিক্রয় করিবার জন্য অমূল্য নামে একটি ছেলের হাতে অর্পণ করে। অমূল্য বিমলাকে দিদি বলিয়া ডাকিত। অমূল্য গহনাগুলি বিক্রয় না করিয়া, নিখিলদেরই এক কাছারির তহবিল লুঠ করিয়া টাকাটা বিমলাকে আনিয়া দেয়। গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে নাই শুনিয়া বিমলা তাহাকে টাকাগুলি ফিরাইয়া দিয়া আসিতে বলে। অমূল্য টাকা ফিরাইয়া দিতে গিয়া ধরা পড়ে। তখন সব কথাই ব্যক্ত হয়। এদিকে সন্দীপের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া স্থানীয় মুসলমান প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সন্দীপকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয় এবং নিখিল ও অমূল্য প্রজাদের শান্ত করিবার জন্য যাত্রা করে। প্রজাদের শান্ত করিতে গিয়া নিখিল আহত হয় এবং বুকে গুলি লাগিয়া অমূল্য মারা যায়। এই কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের নানাদিক লেখক তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এই উপন্যাসটি কাহিনীর অন্তর্গত পাত্রপাত্রীর আত্মকথার ভিতর দিয়া রচিত হইয়াছে।

চ

চক্রবাক—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'চক্রবাক', 'তোমার পড়িছে মনে', 'বাদলরাতের পাখী', 'শীতের সিন্ধু',

'১৪০০ সাল' প্রভৃতি কতকগুলি সুমিষ্ট প্রেম-কবিতা স্থান পাইয়াছে। '১৪০০ সাল' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা 'আজি হতে শত বর্ষ পরে'র উত্তর বলা যাইতে পারে।

চক্ষুদান—রামনারায়ণ তর্করত্ন। সামাজিক প্রহসন। ইহাতে কতকগুলি হাস্তকর ঘটনার সাহায্যে পরকীয়া প্রেমের অসারতা পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। স্বামী পরকীয়া প্রেমে মগ্ন হইলে তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে শিক্ষাদানের জন্য অপরের প্রতি আসক্তির ভান করিলেন; স্বামী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষু ফুটিল।

চণ্ডকৌশিক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটক। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। ইহা আর্য ক্ষেমীশ্বরের সংস্কৃত নাটক চণ্ডকৌশিকের মর্মানুবাদ।

চণ্ডী—'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' দ্রঃ।

চতুরঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পপুস্তক। ইহাতে একটি কাহিনী চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি খণ্ডে স্বতন্ত্র গল্পের উপাদান আছে এবং প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সহিত জড়িত: গল্পগুলির নাম—জেঠা মহাশয়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। গল্পগুলি মূলতঃ প্রণয়মূলক, কিন্তু সেগুলির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী-চিত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র দুর্লভ। সর্বসংস্কারবিরোধী জেঠা মহাশয়ের চরিত্র রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি। জেঠা মহাশয় একটি পথভ্রষ্টা রমণীকে ঘরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া পল্লীতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই। তাঁহারই শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশ সেই রমণীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়। অবশেষে সেই রমণী আত্মহত্যা করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কবিতা-গ্রন্থ (১৮৬৬)। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবির কতকগুলি চতুর্দশপদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইহা লেখা হইয়াছিল ফ্রান্সে ভার্সাই শহরে। ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহাতে 'বঙ্গভাষা', 'শকুন্তলা', 'সমাধে' ইত্যাদি ১০২টি কবিতা আছে।

চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক। চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এই নাটকের বিষয়বস্তু হইলেও গ্রন্থকারের রচনা-কৌশলে মন্ত্রী চাণক্যই এই নাটকের প্রধান চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের বৈমাত্রের ভ্রাতা নন্দ ব্রাহ্মণ চাণক্যকে অপমানিত এবং তাহাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। চাণক্য প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়নের সাহায্যে নন্দকে হত্যা ও চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক দস্যু চাণক্যের কন্যা আত্রেয়ীকে অপহরণ করিয়াছিল; অবশেষে চাণক্য তাহাকে ফিরিয়া পান এবং রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

চন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। তরুণ জমিদার চন্দ্রনাথ কাশী-ভ্রমণে আসিয়া তাঁহার পিতার পাণ্ডা হরদয়ালের বাসায় উঠিয়াছিলেন। সেই বাড়িতে এক ব্রাহ্মণ বিধবা রন্ধন করিতেন। তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার নাম সরযূ। চন্দ্রনাথ সরযূকে বিবাহ করিয়া বাড়ি লইয়া আসেন। কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে, সরযূর মাতার চরিত্র ভাল ছিল না। চন্দ্রনাথ তখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্তঃসত্ত্বা সরযূকে ত্যাগ করেন। সরযূর মা তখন নিরুদ্দেশ, সরযূ কাশীতে আসিয়া সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণ কৈলাস খুড়োর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে সরযূর একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। কৈলাস খুড়ো এককাল দাবা খেলায় মত্ত ছিলেন এবং সরযূর ছেলে এখন তাঁহার খেলার সাথী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে চন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝিয়া স্ত্রী ও ছেলেকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। ছোট খেলার সাথী দাদুটির বিরহে কৈলাসের জীবন শূন্য হইয়া গেল, কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

চন্দ্রশেখর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। কাহিনীটি বঙ্গদর্শনে ১২৮০—৮১-এ বাহির হয়, এবং পরে ১২৮২-এ পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রতাপ ও শৈবলিনী অল্প বয়সে পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞাতিসম্বন্ধের জন্য উভয়ের বিবাহ অসম্ভব জানিয়া দুইজনে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ করে। গঙ্গায় নামিয়া প্রতাপ ডুবিল কিন্তু শৈবলিনী ভয়ে ফিরিয়া আসিল। পণ্ডিত চন্দ্রশেখর প্রতাপকে উদ্ধার করেন। পরে শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ হয়; প্রতাপও রূপসীকে বিবাহ করিয়া মুঙ্গেরে চলিয়া যায়। ফস্টর নামে এক ইংরেজ শৈবলিনীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে তাহার শ্বশুরালয় হইতে হরণ করে। চন্দ্রশেখর মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেন। মীরকাসিম তখন বাংলার নবাব। নবাবমহিষী দলনীর ভ্রাতা, মীর কাসিমের সেনাপতি গুরগন ইংরেজের সহিত নবাবের যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গুরগনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য দলনী গুরগনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, কিন্তু গুরগন তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করে। দলনী ফিরিয়া দেখেন, দুর্গদ্বার রুদ্ধ। সেই সময় চন্দ্রশেখর দলনীকে দেখিতে পাইয়া প্রতাপের বাসায় আনিয়া রাখেন। শৈবলিনী হরণের সংবাদও প্রতাপের কানে আসিয়া পৌঁছায়, তিনি ফস্টরের কবল হইতে শৈবলিনীকে উদ্ধার করেন। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর আসক্তি প্রকট হইয়া উঠে। ইংরেজ সৈন্য প্রতাপের বাসা আক্রমণ করিয়া প্রতাপকে ও শৈবলিনীভ্রমে দলনীকে ধরিয়া লইয়া যায়। এদিকে নবাবের অনুচরগণ শৈবলিনীকে দলনী মনে করিয়া নবাবের নিকট লইয়া গেল। শৈবলিনী সব কথা নবাবকে খুলিয়া বলে এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রতাপকে উদ্ধারের জন্য ইংরেজের নৌকার অনুসরণ করে। নৌকায় উঠিয়া সে প্রতাপকে শৃঙ্খল-মুক্ত করে এবং তাহারা দুইজনে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। উভয়ে রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামী তাহাদের আশ্রয় দেন। শৈবলিনী তখন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। চন্দ্রশেখর সকল কথা শুনিয়া তাহাকে ক্ষমা করেন। এদিকে নবাবের লোকের আক্রমণের ভয়ে ফস্টর দলনীকে নৌকা হইতে এক নির্জন স্থানে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে দেখিয়া তকি খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন। তকি খাঁ নবাবকে সংবাদ দিল যে, দলনী ইংরেজের নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া দলনীকে বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার আদেশ দেন। দলনী মনের দুঃখে বিষ পান করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। নবাবের সহিত ইংরেজের প্রবল যুদ্ধ বাধিল। প্রতাপ নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় শৈবলিনী প্রতাপকে জানাইল যে, প্রতাপ জীবিত থাকিতে সে সুখী হইতে পারিবে না। উদারহৃদয় প্রতাপ তখন যুদ্ধে প্রাণ দিয়া শৈবলিনীর সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

চমৎকার-চন্দ্রিকা, শ্রী—পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সংস্কৃত গ্রন্থ। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। কবি কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থখানি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করেন।

চরক-সংহিতা—চরক মুনি। সংস্কৃত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানিকে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল বলা চলে। ইহাতে শরীর-সংস্থান, শাস্ত্রীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি, ঋতুবিশেষে স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি, রোগনিদান ও গাছগাছড়ার গুণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

চরিত্রকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। জীবনীগ্রন্থ। দেশীয় ও বিদেশীয় বহু লোকের জীবনীসমূহ ইহাতে লেখা হইয়াছে। পূর্ববর্তী জীবনীগুলি অপেক্ষা এই পুস্তকে লিখিত জীবনীগুলিতে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়।

চরিতাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই পুস্তকখানি ১৮৪৯ হইতে ১৮৬৯ মধ্যে রচিত হয়।

চরিত্রহীন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। প্রথমে এই উপন্যাসখানি 'যমুনা' নামক মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সতীশ কলিকাতায় থাকিয়া হোমিওপ্যাথি পড়িত। মেসের ঝি সাবিত্রী তাহাকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল। সতীশও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সতীশের বাল্যবন্ধু উপেন্দ্র পশ্চিমে থাকিতেন। উপেন্দ্র তাঁহার রুগ্ণ-বন্ধু হারাণের চিঠি পাইয়া কলিকাতায় আসেন এবং সতীশকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। হারাণের পত্নী সুন্দরী কিরণময়ী উপেন্দ্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি উপেন্দ্রকে সব কথা খুলিয়া বলেন। উপেন্দ্র ছিলেন দেবচরিত্র মানুষ, পত্নী সুরবালাকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। কিরণময়ীর প্রস্তাব তিনি ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। উপেন্দ্রের আত্মীয় তরুণ যুবক দিবাকর কিরণময়ীদের বাসায় থাকিয়া কলিকাতায় লেখাপড়া করিত। উপেন্দ্রের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য কিরণময়ী দিবাকরকে লইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া যায়। এদিকে উপেন্দ্র একদিন হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া সতীশের বাসায় সাবিত্রীকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাবে সতীশের সংস্রব ত্যাগ করেন। ইহার কিছু-কাল পরে সুরবালার মৃত্যু হয়, উপেন্দ্রও ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হন। সাবিত্রী তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করে; উপেন্দ্র তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন। কিন্তু সতীশ সরোজিনী নামে এক শিক্ষিতা মহিলার সহিত পরিচিত হয়। সাবিত্রী উপেন্দ্রের অনুরোধে এবং নিজের সামাজিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সতীশকে সরোজিনীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হইতে বলে। ওদিকে সুদূর রেঙ্গুনে কিরণময়ী ও দিবাকর তখন চরম দুর্দশায় পড়িয়াছে। সতীশ বর্মায় গিয়া তাহাদের লইয়া আসে। কলিকাতায় ফিরিয়া কিরণময়ীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। কয়েকদিন পরেই উপেন্দ্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু কিরণময়ীর তখন সে বিষয় চিন্তা করিবার মত অবস্থা নহে; উপেন্দ্রের মৃত্যুর মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ নির্বিকারচিত্তে নীচের ঘরে ঘুমাইতেছিল। বইখানি নাট্যাকারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

চর্যাপদ—বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া গ্রন্থখানির মূল্য অশেষ। এই গ্রন্থখানি আবিষ্কারের ইতিহাস এইস্থানে উল্লেখযোগ্য। ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে আনীত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-নামক একখানি পুঁথি অন্য তিনখানি পুঁথির সহিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার ইতিহাসে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থখানির বিশেষ একটি স্থান আছে। ইহাতে প্রায় পঞ্চাশটি গান আছে। এই গানগুলিকে চর্যা বা চর্যাপদ বলে। এই গানগুলির ভাষা প্রাচীন বাংলা বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান ও সাধন গানগুলির বিষয়বস্তু; কিন্তু হেঁয়ালীর ভাবে রচিত বলিয়া সহজে সেগুলির অর্থভেদ করা যায় না। এই গানগুলি সিদ্ধাচার্যের দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাঁহারা ৯৫০ হইতে ১২০০-এর মধ্যে জীবিত ছিলেন। কতকগুলি পদ বাংলায়, এবং কতকগুলি অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠে লিখিত।

চাইল্ড হ্যারল্ডস পিলগ্রিমেজ—(Childe Harold's Pilgrimage)—লর্ড বায়রন-লিখিত কাব্য। কাব্যগ্রন্থটি চারিটি সর্গে বিভক্ত। কোনও এক যাত্রীর ভ্রমণকাহিনী ও চিন্তাধারা এই কাব্যটির বিষয়বস্তু। সে আমোদপ্রমোদের জীবন-যাপনে বিরক্ত হইয়া বিদেশ ভ্রমণে যাইতে ইচ্ছা করে। প্রথম দুই সর্গে পোর্তুগাল, স্পেন, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলবেনিয়ার ভ্রমণ-কাহিনী আছে। গ্রীসের পরাধীনতা সম্বন্ধে কবির বিলাপে কাব্যটির এই দুই সর্গ শেষ হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে যাত্রী বেলজিয়াম, রাইন প্রদেশ, আল্‌প্‌স প্রদেশ ও জুরাতে পরিভ্রমণ করেন ও সেখানকার ঐতিহাসিক কাহিনীর কথা কাব্যের বিষয়বস্তু হয়। চতুর্থ সর্গে কবি তাঁহার কল্পিত এই যাত্রীটির মুখোশ ফেলিয়া স্বরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন এবং ভেনিস, পেট্রার্ক, বোকাৎসিও ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

চাঁদবিবি—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ইতিহাসকাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত রোমান্টিক নাটক। আহম্মদনগরের সুলতান ইব্রাহিম শাঁর সহিত বিজাপুরের সুলতান আদিল শার মনোমালিন্য চলিতেছিল। আদিল শা ও তাঁহার খুল্লতাতপত্নী চাঁদবিবি আহম্মদনগর আক্রমণের জন্য উদ্যত হইলে আহম্মদনগরের উজীর দেশরক্ষার অজুহাতে মোগল সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। চাঁদবিবি দেখিলেন, মোগল সৈন্য আহম্মদ-নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, তিনি শত্রুতা ভুলিয়া আহম্মদনগর রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর বিশ্বাসঘাতক উজীরের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে তিনি নিহত হন। ইহাতে কিছু রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ি আছে।

চাঁদ সদাগর—মন্মথ রায়। নাটক। মনসার প্রতি চাঁদ সদাগরের অশ্রদ্ধা, তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয় এবং লক্ষীন্দর ও সতী বেহুলার কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। শিবপূজায় চাঁদ সদাগরের নিষ্ঠা ও তাঁহার চরিত্রবল নাটকখানির মধ্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকের গানগুলি নরেন্দ্র দেব-রচিত।

চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন (১৮৮৬)। ভবতারিণী দুই-জনকে একটি ঘর ভাড়া দিয়াছিল। ভাড়াটিয়াদের একজন বাঁড়ুয্যে, আর একজন চাটুয্যে। বাঁড়ুয্যে রাত্রিতে কোন ছাপা-খানায় কাজ করিত এবং চাটুয্যে দিনে রিপুকর্ম করিয়া বেড়াইত; সুতরাং এক-জনের সহিত আর একজনের দেখাসাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু ক্রমশঃ উভয়ের সন্দেহ হইতে থাকে এবং শেষে প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত হয়।

চার অধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অগ্নি-যুগের উপন্যাস (১৩৪১)। বঙ্গবিচ্ছেদের সময়ে যে অগ্নিযুগের সূচনা হইয়াছিল, সেই অগ্নিযুগের এক নর ও নারীর প্রেমকাহিনী লইয়া এই উপন্যাস রচিত। বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রনাথ এক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া-ছিলেন। সুন্দরী ও শিক্ষিতা এলাকে তিনি এই দলে ভরতি করেন। এলা চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। এমন সময় অতীন্দ্র আসিয়া দলে প্রবেশ করে। অতীন্দ্রের কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কাজ করিতে সে আসে নাই, সে আসিয়াছিল এলাকে কাছে পাইবার জন্য। কিন্তু ইন্দ্রনাথ যখন কথাটা জানিতে পারিলেন, তখন অতীন্দ্রকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। এলাও একদিন সমিতির নিয়মবন্ধন ছিন্ন করিয়া অতীন্দ্রের কাছে গিয়া হাজির হইল এবং ইন্দ্রনাথ সেখানে আসিয়া তাহাদের মিলনে বাধা ঘটাইলেন। অতীন্দ্রকে দলের কাজ লইয়া আবার পলাইতে হইল। এমনি করিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও সে দলের বন্ধন কাটাইতে পারিল না। হৃদয় বলি দিয়া সে সর্বনাশ বরণ করিয়া লইল।

চার-ইয়ারী কথা—প্রমথ চৌধুরী। গল্প-পুস্তক। এক মেঘান্ধকার রাত্রিতে চার বন্ধুতে ক্লাবে বসিয়া নিজ নিজ জীবনের ঘটনা হইতে চারিটি গল্প করেন। গল্প কয়টিতে নারীচরিত্রের নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গল্পগুলি ফরাসী গল্পের ধাঁচে রচিত।

চারুপাঠ—অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের প্রকাশকাল ১৮৫৩। ইহার প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন ইংরেজী পুস্তক হইতে সংকলিত হয়।

চার্বাক-দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

চাহার দরবেশ—উর্দু উপকথা। কনস্টান্টিনোপলের সুলতান আজাদ একদিন রাত্রিতে সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া চারজন দরবেশের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি কিছু-দূরে বসিয়া তাহাদের মধ্যে দুই জনের জীবন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। পরদিন প্রভাতে তাহাদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তিনি অবশিষ্ট দুইজনের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। রায় জলধর সেন বাহাদুর উপকথাটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩০২ সালের রচনা। ইহাতে চিত্রা, সুখ, প্রেমের অভিষেক, এবার ফিরাও মোরে, মৃত্যুর পরে, সাধনা, ব্রাহ্মণ, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, আবেদন, উর্বশী, স্বর্গ হইতে বিদায়, বিজয়িনী, জীবনদেবতা, ১৪০০ সাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি আছে।

চিত্রাঙ্গদা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যকাব্য। মণিপুররাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। অর্জুনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অর্জুনকে তিনি কামনা করেন, কিন্তু অর্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যান। অতঃপর বসন্ত ও মদনের সাহায্যে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত এক বৎসর বাস করেন। এই সময়ে চিত্রাঙ্গদার দেহে ও মনে যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনবদ্য ভাষায় কবি রূপ দিয়াছেন। এই পুস্তকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীরা তীব্র সমালোচনা করেন।

চিত্রে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতাবলী। ইহাতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বহু প্রামাণ্য কবিতার সঙ্গে অপরাপর বৈষ্ণব কবিদের পদ স্থান পাইয়াছে। চিত্রের সাহায্যে কবিতাগুলির রূপায়ণ ও বিশেষ গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত পদকর্তাদের জীবনী এই সংস্করণটির বৈশিষ্ট্য।

চিন্তা ও কল্পনা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রবন্ধপুস্তক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবির নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে—প্রেম কি উন্মত্ততা, নূতন ও পুরাতন, ইংরাজী ও বাঙ্গালা পোশাক, ইংরেজী ও হিন্দুসংগীত, জাতিভেদ, মানতিক্ষা, উপমা, বাঙ্গালার রঙ্গভূমি, গল্পের নমুনা, গোরার সমালোচনা, বক্তৃতার সমালোচনা, নবীনচন্দ্র, বক্তৃতার নমুনা ও খুকুমণির ছড়া।

চিন্তাতরঙ্গিণী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। এক জমিদারের পুত্রকে তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ বিষয় রক্ষার জন্য জালিয়াতি করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাতে অসমর্থ হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। কাব্যখানি এই করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

চিরকুমার-সভা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রহসন। পূর্ণ, শ্রীশ ও বিপিন চিরকুমার-সভার সদস্য। তাঁহারা বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চিরকুমার বৃদ্ধ চন্দ্রবাবু ছিলেন এই সভার সভাপতি। সভার ভূতপূর্ব সদস্য অক্ষয়ের দুই শালিকা ছিল—নীরবালা ও নৃপবালা। চন্দ্রবাবুর এক ভাগিনেয়ী ছিল, তাহার নাম নির্মলা। কিছুকাল পরে সভার সদস্যত্রয় পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই তিনটি কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ না করিয়া পারিলেন না। চিরকুমার-সভা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রহসনখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও সবাক্ চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

চীনের ড্রাগন—দীনেন্দ্রকুমার রায়। রোমাঞ্চকর উপন্যাস। চীনের মাঞ্চু রাজবংশের বিখ্যাত ড্রাগন অপহরণ ও উদ্ধার এবং মাঞ্চু রাজবংশের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

চৈতন্য—সার যদুনাথ সরকার। ইংরেজী জীবনীগ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে অত্যন্ত সুসমঞ্জসভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পূর্বভারতের—বঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামের নরনারীর ধর্মজীবনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহারও পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের যে জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত। ইহার অনুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতী। সংস্কৃত কাব্য। তিনি যে সময় কাশীতে ছিলেন, সেই সময় শ্রীচৈতন্য কাশীধামে উপস্থিত হন। দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রবোধানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া তিনি যে স্তুতি রচনা করেন, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—কবি কর্ণপুর-রচিত সংস্কৃত নাটক। নাটকখানি ১৪৯৪ শকে রচিত হয়। ১৬৩৪ শকে প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বাঙ্গালা কবিতায় গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। এই নাটকে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃত—কবি কর্ণপুর-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। ইহা চৈতন্যদেবের প্রামাণ্য জীবনী বলিয়া স্বীকৃত। বইটির রচনাকাল ১৪৫২।

চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রী—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রণীত চৈতন্যদেবের জীবনী-গ্রন্থ। ইহাই চৈতন্যজীবনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলিখিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণবমতের দার্শনিক বিচার ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেই কেবল শ্রীচৈতন্যের শেষ বারো বৎসরের জীবনকথা পাওয়া যায়। ইহাতে তিনটি খণ্ড আছে—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। আদিলীলা সতের, মধ্যলীলা পঁচিশ ও অন্ত্যলীলা কুড়ি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ত্রিপদী ও পয়ার এই দুইটি ছন্দেই গ্রন্থখানি রচিত। ইহা শুধু চৈতন্যজীবনীই নয়, ইহাতে চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বের যথাযথ বিবরণ ও বিশ্লেষণও আছে। ভাষা বাংলা—তবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী ভাষার সামান্য সংমিশ্রণ আছে। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা ও কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বনে ১৫৭২—৮২-এর মধ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

চৈতন্যভাগবত, শ্রী—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। চৈতন্যদেবের জীবনী-গ্রন্থ। পূর্বে ইহার নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল; কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে এবং অন্য কয়েকটি গ্রন্থে ইহা 'চৈতন্যমঙ্গল' বলিয়া উল্লিখিত। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদি খণ্ডে পনেরো অধ্যায় চৈতন্যদেবের গয়াধামে গমন পর্যন্ত, মধ্য খণ্ডে সাতাশ অধ্যায় শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণেই সমাপ্তি এবং অন্ত্য খণ্ডে নীলাচল গমন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণের রীতি অনুযায়ী ইহাতে

চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আনুমানিক ১৫৩৫-এ গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে ভক্তিরসের প্রচুর উপাদান আছে এবং সমসাময়িক ও ঐতিহাসিক নানা তথ্যও ইহাতে পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবত মোটামুটি পয়ার ছন্দে রচিত। সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত চৈতন্যভাগবত এই গ্রন্থের একটি প্রামাণিক সংস্করণ।

চৈতন্যমঙ্গল, শ্রী—লোচনদাস ঠাকুর-প্রণীত বাংলা বৈষ্ণব গ্রন্থ। পয়ার ছন্দে রচিত এই গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ১৫৩৭-এ রচিত হইয়াছিল। ইহা সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড—এই চারিখণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থে ভগবানের চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্বাভাস হইতে অন্ত্যলীলা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। লোচনদাস গুরু নরহরি সরকারের আজ্ঞায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

চৈতালী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। এই গ্রন্থে কবির উৎসর্গ, বৈরাগ্য, মধ্যাহ্ন, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, ঋতুসংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, ক্ষণমিলন, সঙ্গী, করুণা, বঙ্গমাতা, মানসী, কুমারসম্ভব গান প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি প্রধানতঃ ১৩০৩ সালের রচনা।

চোখের বালি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক উপন্যাস। মহেন্দ্রের বিধবা জননী রাজলক্ষ্মীর আত্মীয়-কন্যা বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের একবার বিবাহের কথাবার্তা হয়। কিন্তু অনেক কারণে সে বিবাহ হয় নাই। অপরের সহিত বিনোদিনীর বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহের অল্পকাল পরেই সে বিধবা হয়। এদিকে মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বে মহেন্দ্র আশালতাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘর করিতেছিল। সেই সময় মহেন্দ্রের জননী বিনোদিনীকে আনিয়া কলিকাতায় নিজ বাড়িতে রাখেন। বিনোদিনী আশার সহিত 'চোখের বালি' সই পাতায় এবং তাহার স্বামী মহেন্দ্রের উপর মোহ বিস্তার করে। এই 'চোখের বালি' নাম বিনোদিনীর ঈর্ষার সূচক কিন্তু সরলা আশা তাহা বুঝে নাই। মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী আশা ও মহেন্দ্রকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। আশা কিছুকালের জন্য কাশীতে পিতৃব্যের নিকট গমন করিলে সেই সুযোগে মহেন্দ্র বিনোদিনীর মায়াজালে ধরা দিলে বিনোদিনী প্রতিশোধ লওয়া সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে জানিয়া বিহারীকে জয় করিবার জন্য মনোনিবেশ করে। মহেন্দ্র তখন বিনোদিনীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত হন—পতিপত্নীর পুনর্মিলন ঘটে। এই সময় রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। বিহারী বিনোদিনীর ভার গ্রহণ করে ও তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে। কিন্তু বিনোদিনী তাহাতে অসম্মত হইয়া কাশী চলিয়া যায়।

চোরের উপর বাটপাড়ি—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন। ইহার আখ্যানবস্তু সুরুচিসংগত নয়। এক দুশ্চরিত্র বিবাহী ভদ্রলোক একটি যুবকের সাহায্যে পাড়ার এক মহিলাকে ফুসলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই যুবকটির যোগাযোগ হয়। ইহাতে বোকাৎসিয়ো-রচিত 'ডেকামেরন' পুস্তকের একটি গল্পের ছায়া আছে।

চৌরপঞ্চাশৎ—কবিতা-সমষ্টি। পঞ্চাশটি শ্লোকে এই কাব্যগ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলি সংস্কৃতে রচিত। সেগুলি চোর নামক কবির লিখিত। চোর কবির ছদ্ম নাম। তাঁহার প্রকৃত নাম বিহ্লণ। ভারতচন্দ্র রায় বিহ্লণ-রচিত এই কবিতাগুলির বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। কবিতাগুলির এক অর্থ আদি-রসাত্মক ও দ্বিতীয়ার্থ ভক্তি-রসাত্মক।

ছত্রপতি শিবাজী—সত্যচরণ শাস্ত্রী। ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহাতে মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বে শিবাজীকে দস্যু-শ্রেণীর মানুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইত। এই গ্রন্থ সে ধারণা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক 'ছত্রপতি' এই গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা। উহা ১৩১৪ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

ছবি ও গান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'রাহুর প্রেম' প্রভৃতি কবিতা ব্যতীত কতকগুলি গানও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলির অধিকাংশ ১২৯০ সালে রচিত।

ছাড়পত্র—সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবিতাগ্রন্থ (১৩৫৪)। নূতন যুগের সার্থক কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে 'ছাড়পত্র', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'খবর', 'চিল', 'প্রার্থী' ইত্যাদি কবিতা আছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতাগুলি রচিত। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭-এর মধ্যে এই যুগসন্ধিক্ষণে কবিতাগুলি রচিত।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

ছায়াময়ী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৮০)। এক বৃদ্ধের পরলোকগতা কন্যা একদিন ছায়ামূর্তিরূপে তাহার পিতাকে দেখা দেয় এবং বৃদ্ধ তাহার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নরকের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করে এবং পরলোক-বৃত্তান্ত অবগত হয়—কাব্যখানির ইহাই বিষয়বস্তু। দান্তের বিখ্যাত ডিভিনা কমিডিয়া অবলম্বনে ইহা রচিত। গ্রন্থখানি সাত 'পল্লবে' বিভক্ত। ছন্দে বৈচিত্র্য আছে। প্রস্তাবনায় ভয়ানক রসের উদ্বোধন আছে।

ছিন্নমুকুল—স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রণীত উপন্যাস। ইহা লেখিকার দ্বিতীয় উপন্যাস (১৮৭৯)। ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহ লইয়া রচিত এই উপন্যাসটি রোমান্সে নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছে।

ছিন্নহস্ত—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। রোমাঞ্চকর উপন্যাস। গ্রন্থখানি ইংরেজী পুস্তক অনুসরণে রচিত। 'ভারতবর্ষে'র প্রথম বৎসরে (১৩২০-২১) ইহা উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ছেলেদের বিবেকানন্দ—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। জীবনী। বিবেকানন্দের বিরাট জীবনের বিশাল কর্মপ্রবাহ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে রূপ দেওয়া হইয়াছে। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভাষায় ইহা ছোটদের উপযোগী করিয়া রচিত।

ছোটদের গল্পসঞ্চয়ন—গিরিজাকুমার বসু ও সুনির্মল বসু সম্পাদিত ছেলেদের গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বহু যশস্বী লেখকের গল্প আছে। গ্রন্থখানি বিবিধ চিত্রে শোভিত। ইহাতে সর্বসমেত ৩৫টি গল্প আছে। ইহা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ছোটদের চয়নিকা—গিরিজাকুমার বসু ও সুনির্মল বসু-সম্পাদিত কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া কামিনী রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি অনেক কবির শিশুপাঠ্য কবিতা আছে। বইখানি বহুচিত্রে শোভিত। ১৩৩৮ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

জ

জগৎশেঠ—নিখিলনাথ রায়-প্রণীত বাংলা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে মাণিকচাঁদ ও ফতেচাঁদ প্রভৃতি শেঠদের কাহিনী সংকলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেঠগণ কিরূপে বঙ্গদেশে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করেন এবং কিরূপে সম্পত্তিনাশের

পর তাহাদের শোচনীয় অবস্থার উৎপত্তি হয়, এই গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য—অনুরূপা দেবী-প্রণীত ধর্মালোচনা-গ্রন্থ।

জনা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক (১৮৯৪)। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে নীলধ্বজ রাজার পুত্র প্রবীর পিতার নিষেধ সত্ত্বেও স্বীয় জননী জনার উৎসাহে যজ্ঞাশ্ব ধরিয়া রাখেন। ফলে প্রবীরের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে প্রবীর নিহত হন। প্রবীরজননী মর্মাহতা জনা গঙ্গাগর্ভে জীবন বিসর্জন দেন। এই নাটকের বিদূষক-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্রের ইহা শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক।

জনান্তিক—বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর)। উপন্যাসের আকারে রচিত রম্য রচনা।

জন্মান্তর-রহস্য—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। আলোচনামূলক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। আত্মার জটিল রহস্য এবং মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায় ও তাহার পক্ষে জন্মান্তরগ্রহণ সম্ভব কি না তাহা এবং প্রেতাত্মা সম্বন্ধীয় বহু কাহিনী এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

জয়দেব—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ভক্তি-রসাত্মক নাটক। ভক্তকবি 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা জয়দেবের জীবনচরিত অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। রাজা লক্ষ্মণসেনের পুত্রের রোগমুক্তির জন্য এক কাপালিক এক শিশুকে বলিদানের উদ্যোগ করে। ভক্ত-কবি জয়দেবের প্রচেষ্টায় এই অত্যাচার নিবারিত হয়। এই কাহিনী ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' রচনার ইতিহাস নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জয়দেবের একটি অপূর্ব সংস্করণ আছে।

জাঁ ক্রিস্তফ (Jean Christophe)—ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ-রচিত উপন্যাস। উপন্যাসখানি বার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম চার খণ্ডে ক্রিস্তফের বাল্য ও কৈশোর, দ্বিতীয় চার খণ্ডে তাহার যৌবন ও তৃতীয় চার খণ্ডে পরিণতবয়স্ক ক্রিস্তফের বৃহত্তর জীবন এবং সুখ ও শান্তির জন্য তাহার আকুলতা বর্ণিত হইয়াছে। ক্রিস্তফ ভাবপ্রবণ, সংগীতকলা-নুরাগী মানুষ—সমগ্র জীবন ধরিয়া শুধু সুন্দরের উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। সে কদর্যতা, কপটতার আবহাওয়া ও যুদ্ধবিগ্রহ সহ্য করিতে পারিত না। তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং সেই জন্যই এই গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন। গ্রন্থখানি ১৯০৪ হইতে ১৯১২-এর মধ্যে রচিত হয়।

জাগরী—সতীনাথ ভাদুড়ী। ১৯৫০-এর রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্ত। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় এই উপন্যাস-খানি রচিত। একটি পরিবারের সকলেই স্বাধীনতা-আন্দোলনে লিপ্ত। পরিবারের কর্তা লেখক স্বয়ং। তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেলে মাস্টারী করিতেন, এখন উহা ছাড়িয়া দিয়া গান্ধীজীর শিষ্য হইয়াছেন। তাঁহার দুই ছেলে—বিলু ও নীলু ও তাঁহাদের মাতা দেশের কাজে যোগদান করিয়াছেন। বিলু এবং নীলুর মত ও পথ ভিন্ন। বিলু ফাঁসীর আসামী। নীলু জেলের বাইরে। নীলুর বাবা ও মা-ও জেলে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিছু জানেন না। সকলেই আপন আপন চিন্তায় ভারাক্রান্ত। সেই চিন্তাধারায় বিবরণীই কাহিনীর বিষয়বস্তু।

জাঙ্গল, দি (Jungle, The)—আপটন সিনক্লেয়ার। উপন্যাস (১৯০৬)। শিকাগো কসাইখানার দুর্নীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। উপন্যাসখানির প্রভাবে একদা আমেরিকার লোকেরা শিকাগো হইতে আনীত মাংস খাইতে অস্বীকার করে। উক্ত কসাইখানার কর্মচারী-দের সামাজিক অবস্থার এক চমৎকার চিত্রণ।

জাঙ্গল বুক, দি (Jungle Book, The)—রাডিয়ার্ড কিপলিং-রচিত গল্পকাহিনী। ইহার পরিপূরক উপন্যাস 'দি সেকেণ্ড জাঙ্গল বুক' (১৮৯৪—৯৫)। মোগলি নামে একটি শিশু নেকড়ে বাঘ কর্তৃক পালিত হয়। ভল্লুক বলু ও কৃষ্ণবর্ণ চিতাবাঘ কর্তৃক সে জঙ্গলের আইনকানুনে শিক্ষিত হয়। গল্পের ইহাই বিষয়বস্তু।

জাতক—বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস—ভগবান্ বুদ্ধ, গৌতমরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে, বিবিধ জীব ও মানবরূপে বহুবার ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অহিংসা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিভিন্ন জন্মের কাহিনী জাতক নামে অভিহিত। পালি-ভাষায় ৫৪৭টি জাতক আছে। ঈশানচন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষায় (৬ খণ্ড) ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

জামাই বারিক—দীনবন্ধু মিত্র। প্রহসন। কেশবপুরের কুলীন জমিদার বিজয়বল্লভের অনেকগুলি জামাই ছিল। তাহারা শ্বশুরের আশ্রয়েই বাস করিত। তিনি তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান করাইয়া দেন। জামাইদের এই বাসস্থান 'জামাই বারিক' নামে পরিচিত। শ্বশুরবাড়িতে জামাইদের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। তাহারা ইচ্ছামত স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। এই জামাইদের মধ্যে বেলেডাঙ্গার অভয়কুমার নামে একজন জামাই ছিল। সে স্ত্রী কামিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যায়। ইহাতে কামিনী অনুতপ্তা হয় এবং ময়রাণী ভবী ও তাহার স্বামী ময়রা বুড়াকে লইয়া বৃন্দাবনে যায়। সেখানে বৈষ্ণবীর বেশে অভয়কুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে কণ্ঠী বদল করিয়া বিবাহ করে। পরে অভয়কুমার স্ত্রীকে চিনিতে পারে। কলিকাতার কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে জামাই পোষার প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রহসনের বিশিষ্ট অংশটি লিখিত। দুই সতীনের ঝগড়াটি বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া লিখিত।

জাল প্রতাপচাঁদ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮৮৩)। ২৮ বৎসর বয়সে বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হয়। কিন্তু লোকে তাঁহার মৃত্যুর কথায় বিশ্বাস করে নাই। ১৫ বৎসর পরে বর্ধমানে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। সকলে সেই সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করে। ফলে, পরলোকগত তেজচন্দ্রের দত্তক পুত্র মহাতাপচন্দ্রের সঙ্গে মামলা হয় এবং মামলায় সন্ন্যাসী হারিয়া যান। আলোচ্য গ্রন্থে প্রতাপচাঁদের কাহিনী এবং মামলার বিবরণ স্থান পাইয়াছে।

জালিয়াৎ ক্লাইভ—সত্যচরণ শাস্ত্রী। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামান্য কেরাণীরূপে এদেশে আসিয়া রবার্ট ক্লাইভ স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য কিরূপে নানা অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, লেখক এই গ্রন্থে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জাস্টিস (Justice)—জন গলস্ওয়ার্দি। নাটক। ১৯১০-এ ইহা প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। নায়ক ফালডার (Falder) ছিল এক সলিসিটারের আফিসের কেরানী। রুথ হনিওয়েল নাম্নী এক মহিলাকে তাহার স্বামীর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পলায়নের নিমিত্ত সে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে যায়। ইহার জন্য সে আফিসের একটি চেক বদলায়, কিন্তু ধরা পড়ে এবং আফিসের কর্তার চেষ্টায় নির্জনে কারা-বাস ভোগ করিতে বাধ্য হয়। আসলে সে ছিল নির্দোষ এবং পরে চেকের টাকা ফেরত দিবার উদ্দেশ্যই তাহার ছিল, কিন্তু ভাগ্যের এই বিড়ম্বনায় তাহার সমস্ত আশাভরসা নষ্ট হইয়া যায়। উপরন্তু, নির্জন কারাবাসের ফলে সে পাগলের মত হইয়া যায়। আফিসের ম্যানেজার কক্সনের মুখে নাট্যকার কারা-বাসের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গভীর চিন্তা-

পূর্ণ যুক্তির অবতারণা করাইয়াছেন। এই নাটকটি প্রকাশিত হইবার পর লোকে এতদূর বিচলিত হয় যে, গভর্নমেন্ট কারাবাসের কয়েকটি নিয়ম পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন।

জিজ্ঞাসা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রবন্ধ-সমষ্টি। জ্যোতির্বিদ্যা, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয়।

জীবনপ্রভাত—রমেশচন্দ্র দত্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঔরংজীবের রাজত্বকালে মারাঠা শিবাজী মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কিভাবে দক্ষিণ-ভারতে মারাঠা-আধিপত্য বিস্তার করেন, তাহাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শিবাজীর প্রতি দেবী ভবানীর আদেশ ছিল যে তিনি হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিলে পরাজিত হইবেন। সুতরাং ঔরংজীবের সেনাপতি জয়সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে তিনি যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করেন। ঔরংজীব শিবাজীকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করেন। শিবাজী মোগলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সময় জয়সিংহের মৃত্যু হওয়ায় শিবাজীর জয়লাভের পথ প্রশস্ত হয়। মারাঠাদের জাতীয় জীবন উদয়ারুণ-রাগে রঞ্জিত হয়।

জীবনবেদ—কেশবচন্দ্র সেন। আত্মচরিত। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র ইহাতে তাঁহার ধর্মমত ও সাধনার কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও কেশবচন্দ্রের জীবনে তাঁহার প্রভাবের পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

জীবনসন্ধ্যা—রমেশচন্দ্র দত্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৭৯)। মোগল সম্রাট আকবরের সহিত মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে রাণা প্রতাপের পরাজয়ের কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত।

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থখানি ঠিক রবীন্দ্রনাথের আত্মচরিত নহে; ইহাতে কবির জীবনের কতকগুলি ঘটনা—যাহা স্মৃতির পটে জাগরূক হইয়া আছে,—স্থান পাইয়াছে। শিক্ষারম্ভ হইতে দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা এবং 'কড়ি ও কোমল' রচনাকাল পর্যন্ত কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনা কবির অননুকরণীয় ভাষায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

জীবন্মুক্তি গীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

জুড দি অব্‌স্কিয়োর (Jude the Obscure)—টমাস হার্ডি। ইংরেজী উপন্যাস (১৮৯৫)। টমাস হার্ডি ইহাতে মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে যে চিরন্তন সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন। জুড প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা ও অসীম অধ্যবসায় সত্ত্বেও জীবনের কোন ক্ষেত্রে সাফল্য-লাভ করিতে পারে নাই। বাল্যে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালাভ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। প্রথম যৌবনে সে আরাবেলা ডনকে বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু বিবাহের পর সে দেখিল, সে বিবাহের মূলে প্রেম নাই, আছে কামনা। তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার পর জুড সুসানাকে ভালবাসিল। কিন্তু সুসানা বিবাহ করিল স্কুলমাস্টার ফিল্‌ট্‌সনকে। সুসানা এ বিবাহে সুখী হইতে পারে নাই। কিছুকাল পরেই সে স্বামীর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া জুডের সহিত বাস করিতে আসে। জুডের প্রথম পক্ষের পত্নীর গর্ভজাত পুত্রও এই সময় তাহাদের নিকট বসবাস করিতে থাকে। কিন্তু একদিন রাত্রিতে হঠাৎ সে এবং সুসানার পুত্রগণ আত্মহত্যা করে। ইহাতে তাহাদের মিলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে মনে করিয়া সুসানা জুডকে ছাড়িয়া যায়। ইহার পর আরাবেলার সহিত জুডের আবার সাক্ষাৎ হয়। আরাবেলা তাহাকে আবার বিবাহ করে। কিন্তু জুড তখন দুরবস্থার শেষ সীমায়।

জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar)—শেক্‌স্পীয়রের বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক। ১৫৯৯-এ ইহা অভিনীত হয়। নর্থ কৃত প্লুটার্কের 'লাইভ্‌স্'-এর অনুবাদ অবলম্বনে ইহা রচিত। সীজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সন্দিহান হইয়া কেসিয়াস ও কাস্‌কা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তাঁহারা ব্রুটাসকে তাঁহাদের দলে লইলেন। তিনিও গণতন্ত্রের প্রতি কর্তব্যবশতঃ তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সীজার ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা সেনেট-হাউসে নিহত হইলেন। সীজারের অনুগত বন্ধু অ্যান্টনি সীজারের সমাধিস্থলে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বক্তৃতার সাহায্যে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। জুলিয়াস সীজারের ভাইপো অক্টেভিয়াস, অ্যান্টনি ও লেপিডাস এই তিনজনে ব্রুটাস ও কেসিয়াসের সৈন্যদলের সম্মুখীন হন। ব্রুটাস ও কেসিয়াস ফিলিপের যুদ্ধে পরাজিত হন (খ্রীঃ পূঃ ৪২) এবং আত্মহত্যা করেন। ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রুটাস ও কেসিয়াসের মধ্যে কলহ ও মিলন এই নাটকটির অন্যতম সুন্দর দৃশ্য।

জেন আয়ার (Jane Eyre)—ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিক শার্লট ব্রোন্টে (Charlotte Bronte)-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৭)। নায়িকা জেন আয়ার অতি দীনহীনা ও অনাথা। সে মাসী মিসেস্ রীডের কাছে আশ্রয় পায়। পরে মাসী তাহাকে এক দাতব্য শিক্ষালয়ে পাঠাইয়া দেন। পরে সেখানে জেন শিক্ষয়িত্রীরূপে কাজ করে। অতঃপর জেন থর্নফিল্ড হলে Mr. Rochester-এর ছোট মেয়েকে পড়াইতে যায় এবং Mr. Rochester তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু যখন জানা গেল যে Rochester-এর পূর্ব পত্নী উন্মাদ এবং থর্নফিল্ড হলেই নির্জনে আটক অবস্থায় আছেন, তখন জেন পলাইয়া যায় ও John Rivers নামে এক যাজকের আশ্রয় গ্রহণ করে। Rivers-কে জেন বিবাহ করিতে সম্মত হয় এবং সে তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে আসে। কিন্তু হঠাৎ তাহার মনের পরিবর্তন হয়। থর্নফিল্ডে ফিরিয়া সে জানিতে পারে যে স্থানটি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং Rochester তাঁহার পত্নীকে আগুন হইতে রক্ষা করিতে গিয়া অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়েন। উন্মাদিনী পত্নীর জীবন রক্ষা হয় নাই। Rochester-এর এইরূপ দুঃস্থ অবস্থা দেখিয়া সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখী করে।

জেনেসিস—বাইবেলের প্রথম অধ্যায়। কথাটির অর্থ সৃষ্টি বা উৎপত্তি। ইহাতে পৃথিবীর উৎপত্তির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন ইংরেজীতে লেখা এ সম্বন্ধে একটি কাব্য কেডমনের বলিয়া প্রচলিত।

জেন্দ্-আবেস্তা (Zend-Avesta)—জরথুষ্ট্র-রচিত পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—২৫০)। গ্রন্থখানি বহুকাল মুখে মুখে চলিবার পর দ্বিতীয় শাহ্-পুহ্‌রের সময় (৩০৯—৩৩৮) বর্তমান আকারে সংকলিত হয়। অনেকের মতে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ ১৮০০, আবার কাহারও মতে খ্রীঃ পূঃ ১০০০। জরথুষ্ট্র প্রথমে পারসীকদের জন্য 'জেন্দ্' (সংস্কৃত জ্ঞা ধাতু হইতে) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু ইহা সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় তিনি 'আবেস্তা' নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া উহাতে সহজ ভাবে ও ভাষায় তাঁহার ধর্মমত ব্যক্ত করেন। মতান্তরে আগে 'আবেস্তা' ও পরে 'জেন্দ্' রচিত হয়। পরে উভয় গ্রন্থ একত্রে সংকলিত হইয়া 'জেন্দ্-আবেস্তা' নামে পরিচিত হইয়াছে। জেন্দ্-আবেস্তা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম দুই খণ্ডে পারসীকদিগের উপাসনাপদ্ধতি, তৃতীয় খণ্ডে পারসীকদিগের পৌরাণিক কাহিনী ও হিতোপদেশ, চতুর্থ খণ্ডে ধর্মসংগীত এবং পঞ্চম খণ্ডে প্রার্থনার মন্ত্রগুলি সংকলিত হইয়াছে।

জেলের খাতা—বিপিনচন্দ্র পাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ধৃত হইয়া কারাগারে অবস্থানকালে দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহাতে কারাগারের অভিজ্ঞতা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছে এবং সেই সঙ্গে বহু দার্শনিক বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে।

জৈমিনি দর্শন—সূত্রগ্রন্থ। গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহা মীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা নামেও পরিচিত। ইহাতে ৭০০ সূত্র আছে। বেদের কর্মকাণ্ডের দার্শনিক ব্যাখ্যা ইহাতে আছে। শবর স্বামীর ব্যাখ্যাই মীমাংসাদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকৃত হয়।

জৈমিনি ভারত—ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত পৌরাণিক গ্রন্থ। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। রোহিণীনন্দন সরকার ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জ্ঞান ও কর্ম—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধপুস্তক। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার প্রথম ভাগে অন্তর্জগৎ, জ্ঞানের সীমা প্রভৃতি বিবিধ জটিল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে পুত্রকন্যার প্রতি পিতার কর্তব্য প্রভৃতি নানা সামাজিক বিষয়ে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

জ্ঞানদাস—রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। এই গ্রন্থে কবি জ্ঞানদাসের জীবনকাহিনী ও তাঁহার রচিত অধিকাংশ কবিতা সংকলিত হইয়াছে। কবিতাগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত ও ভক্তিভাবে পূর্ণ।

জ্যোতির্ময়ী—১। হারাণচন্দ্র রক্ষিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত। নূরজাহান প্রথমে শের আফগানের পত্নী ছিলেন; তাহার পর তাঁহার রূপে মুগ্ধ জাহাঙ্গীর কি ভাবে শের আফগানকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃপুরে লইয়া আসেন, সে কাহিনী এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ২। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত সামাজিক উপন্যাস। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার জামাতার অর্থপিশাচ পিতা কর্তৃক লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনার চেষ্টা এবং তাহার বিষময়ফল ইহাতে দেখান হইয়াছে।

ঝ

ঝড়—ইলিয়া এরেনবুর্গের স্টালিন পুরস্কার-প্রাপ্ত 'Storm' গ্রন্থের অশোক গুহ কৃত বঙ্গানুবাদ। উক্ত গ্রন্থ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত।

ঝড়ের পাখী—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সামাজিক উপন্যাস। লীলার জন্মের ইতিহাসে কলঙ্ক ছিল। সে বোর্ডিং-এ থাকিয়া লেখাপড়া করে। বোর্ডিং হইতে বাহির হইবার পর লীলার বিবাহ হয় এবং তাহার পর লীলার জন্মের ইতিহাস তাহার স্বামী সুকুমার জানিতে পারিলে তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। পরে লীলার জীবন সার্থক হইয়া উঠে সুকুমারের বন্ধু অরুণের আশ্রয়ে ও ভালবাসায়। অরুণ লীলার জন্মকথা জানিলেও তাহাকে কোনও গঞ্জনা দেয় নাই।

ঝরাফুল—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। (১৩১৮)। ইহাতে বহুসংখ্যক কবিতা সংকলিত হইয়াছে। রচনারীতি অনায়াস-সরল এবং চিত্র উজ্জ্বল।

ঝলমল—সুনির্মল বসু-সম্পাদিত মৌলিক রচনা-সংগ্রহ। ইহাতে ছেলেদের উপযোগী সর্বসমেত ৩৯টি রচনা আছে। গল্প, কবিতা, নাটক, গান ও স্বরলিপি সমস্ত বিষয়েরই রচনা ইহাতে আছে। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শৈলজানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগের রচনায় পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। বহু চিত্রেও পুস্তকখানি শোভিত। ইহা ১৩৪১ বঙ্গাব্দে বাহির হয়।

ঝান্সীর রাণী—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ঝান্সীর রানী বীর রমণী লক্ষ্মী বাঈ-এর জীবনকাহিনী গ্রন্থের বিষয়বস্তু। লক্ষ্মীবাই অল্পবয়সে বিধবা হইবার পর ইংরেজের হস্ত হইতে ঝান্সী রক্ষা করিবার জন্য যে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন ও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই মহীয়সী মহিলার চরিত্রে অন্যায়ভাবে কলঙ্ক লেপনের যে চেষ্টা করেন, তাহাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 'ঝাঁসির রাণী' নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি গ্রন্থ আছে। উহা মারাঠী হইতে অনূদিত।

টটেল্‌স্ মিস্‌লেনি (Tottel's Miscellany)—রিচার্ড টটেল গ্রিমল্ড (Grimald) নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি সপ্তম হেনরীর সভাসদদের লিখিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৫৫৭-এ প্রকাশিত করেন। ইহাতে Sir Thomas Wyatt এবং Earl of Surrey প্রভৃতির কবিতা আছে। ইংরেজী সাহিত্যে রেনেসাঁসের যুগের ইহাই প্রথম কাব্য।

টমকাকার কুটীর—মিসেস বীচার স্টো-প্রণীত 'Uncle Tom's Cabin'-নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের চণ্ডীচরণ সেন-কৃত বঙ্গানুবাদ ['আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন' দ্রঃ]।

টম্ ব্রাউনস্ স্কুলডেজ (Tom Brown's Schooldays)—টমাস হিউস। একটি স্কুলের ছাত্রের কাহিনী (১৮৫৭)। রাগবিতে যখন Dr. Arnold প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সে সময়ে একটি সাধারণ ছেলের বিদ্যালয়ের দিনগুলি এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। স্কুলের বড় বড় ছেলেদের অত্যাচার সেই ছেলেটিকে কীভাবে সহ্য করিতে হইত, এবং পরে সে সেই অত্যাচারের হাত হইতে প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় কী করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহার নিখুঁত চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা একটি শিক্ষাপ্রদ গল্প।

টাইমন অব এথেন্স (Timon of Athens)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। নাটক (১৬০৭)। গল্পের বিষয়বস্তু কতকাংশে প্লুটার্কের 'অ্যান্টনি' হইতে গৃহীত। টাইমন ছিলেন এথেন্সবাসী এক ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি উদারহস্তে বন্ধুবান্ধবদের অর্থদান করিয়া নিজে দুরবস্থায় পতিত হন। এই অবস্থায় তিনি সকলের নিকটে সাহায্যের জন্য যান, কিন্তু একদা তাঁহার অনুগৃহীত সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকৃত হন। তখন তিনি শহর ছাড়িয়া এক পর্বত গুহায় বাস করিতে থাকেন। তিনি এখানে নির্জনে দিন যাপন করেন এবং মানববিদ্বেষী হইয়া উঠেন। এখানে তিনি একদিন মাটির তলায় কিছু স্বর্ণ সঞ্চিত দেখিতে পান। কিন্তু উহার মূল্য আর তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না। এথেন্সের সিনেটরগণ (Senators) অ্যালসিবিয়াডিস কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন এবং তাঁহাকে শহরে ফিরাইয়া লইতে চান, কিন্তু তখন তিনি তাঁহার ডুমুর গাছটি তাঁহাদের দেন এবং বলেন ইহাতে ঝুলিয়া মরিলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে। তারপর সমুদ্রতীরে তাঁহার কবর দেখা যায় এবং তাহার উপরে সমাধিস্তম্ভে মানববিদ্বেষসূচক লেখা দেখা যায়।

টাকার কথা—অনাথগোপাল সেন। অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তক। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি-ক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, সেগুলির মূল কারণ কি, বিনিময়-ব্যবস্থা, মুদ্রামূল্য নিরূপণ, স্বর্ণমান, কারেন্সী

ও ব্যাংকিং প্রভৃতি অর্থ ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিবিধ জটিল বিষয় এই গ্রন্থে সহজবোধ্য বাংলায় বর্ণিত হইয়াছে।

টার্টারিন ড টারাস্কন (Tartarin de Tarascon)—আলফান্সো দোদে-রচিত ফরাসী চরিত্রচিত্র। দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসীদের ভিতর হইতে 'ডন কুইক্সোট' ও 'মিঃ পিকউইক' (ডিকেন্স) শ্রেণীর কতকগুলি চরিত্র লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। টার্টারিনের সাহায্যে দোদে সেকালের ফরাসী সমাজের কতকগুলি কৌতুককর রাজনীতির সহিত জনসাধারণকে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

টালিসম্যান, দি (Talisman The) —ওয়ালটার স্কট। উপন্যাস (১৮২৫)। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড জেরুসালেমে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিতে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই পটভূমিকার উপরে কাহিনী রচিত। স্যর কেনেথের সঙ্গে স্যালাডিনের দ্বন্দ্বতা জন্মে। স্যালাডিন ডাক্তারের ছদ্মবেশে খ্রীষ্টান শিবিরে আসেন এবং রিচার্ডকে সুস্থ করিয়া তোলেন। ইতিমধ্যে স্যর কেনেথকে রাত্রিতে ইংলণ্ডের পতাকা রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তিনি এডিথ প্লান্টাজেনেটের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে শুনিয়া কর্তব্য কার্য ছাড়িয়া চলিয়া যান। এডিথের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত প্রণয় ছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার শিকারী কুকুর আহত হয় এবং পতাকা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। রিচার্ডের আদেশে কেনেথের প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু এক মুর ডাক্তার কেনেথকে ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করে। পরে কৃষ্ণবর্ণ মূক অনুচররূপে কেনেথ রিচার্ডকে আততায়ীর হস্ত হইতে বাঁচান। কিন্তু রিচার্ড তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং কে পতাকা ছিন্ন করিয়াছিল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বলেন। শিকারী কুকুরের সাহায্যে মণ্টসেরাটকে ধরা হয়। তখন মণ্টসেরাটের সঙ্গে কেনেথের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মণ্টসেরাট আহত হয় এবং স্যর কেনেথ যে স্কটল্যাণ্ডের রাজকুমার ডেভিড তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

টু জেণ্টেলমেন অব ভেরোনা (Two Gentlemen of Verona)—মহাকবি শেক্স্পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক (১৫৯৪—৯৫)। ভ্যালেণ্টাইন ও প্রোটিউস ভেরোনার দুই ভদ্রলোকের বন্ধু। প্রোটিউসের সঙ্গে জুলিয়ার প্রেম হয় আর ভ্যালেণ্টাইন মিলানে যায় এবং সেখানকার ডিউকের মেয়ে সিলভিয়াকে সে ভালবাসে। এদিকে প্রোটিউস জুলিয়াকে ছাড়িয়া মিলানে আসে ও ডিউককে জানায় যে ভ্যালেণ্টাইন সিলভিয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যাইবার মতলব করিতেছে। ভ্যালেণ্টাইনকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয় আর প্রোটিউস সিলভিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করিতে থাকে। জুলিয়া প্রোটিউসের কাছে পুরুষের বেশে আসে ও তাহার বালকভৃত্য সাজিয়া কাজ করে। সিলভিয়া থুরিও নামে বাপের পছন্দ করা বরের হাত এড়াইবার জন্য পলাইয়া যায় ও ডাকাতের হাতে পড়ে। প্রোটিউস সিলভিয়াকে রক্ষা করে। এ সময় ভ্যালেণ্টাইন আসে। ডিউকও আসিয়া পড়েন। পরে জুলিয়ার সঙ্গে প্রোটিউস ও ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে সিলভিয়ার মিলন হয়।

টু লীভ্‌জ্‌ অ্যাণ্ড এ বাড্‌ (Two Leaves and a Bud)—মুল্ক্‌ রাজ আনন্দ। ইংরেজীতে লেখা ভারতীয় উপন্যাস। চা-বাগানের মালিকদের অত্যাচারের কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' নামে ইহার বাংলা অনুবাদ আছে।

টুয়েলভ্‌থ্‌ নাইট (Twelfth Night) —মহাকবি শেক্স্পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক। অপর নাম "হোয়াট ইউ উইল"। সিবাসটিয়ান ও ভায়োলা ছিল যমজ ভাই-বোন। তাহারা দেখিতে প্রায় একরূপ ছিল। জাহাজ ডুবিতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভায়োলাকে তীরে তোলা হয়। সে যুবক সীজারিওর ছদ্মবেশে ডিউক অরসিনোর কাছে বালকভৃত্যের কাজ করে। অরসিনো অলিভিয়াকে ভালবাসিত। এদিকে সিজারিও ডিউককে ভালবাসিয়া ফেলে। অলিভিয়া আবার সীজারিওকে ভালবাসিয়া ফেলে। এই সময় সিবাসটিয়ান ও তাহাকে উদ্ধারকারী কাপ্তেন অ্যাণ্টোনিও সেই দেশে (ইলিরিয়া) উপস্থিত হয়। অলিভিয়া সিবাসটিয়ানের সহিত মিলিত হইলে তাহাকে সীজারিও বলিয়া ভাবে এবং তাহাকে অবিলম্বে বিবাহ করে। অরসিনো অলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আরও কয়েকটি হাস্যকর ঘটনা ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত অরসিনোর সঙ্গে ভায়োলার (সীজারিও) বিবাহ হয়। প্রধান চরিত্র-গুলি ছাড়াও অ্যাণ্ড্ এগুরিক, টবি বেল্চ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টির দ্বারা কবি প্রচুর হাস্য-রসের অবতারণা করিয়াছেন।

টেমিং অব দি শ্রু, দি (Taming of the Shrew, The)—মহাকবি শেক্স্পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক। ব্যাপ্‌টিস্টা নামে পাদুয়ার এক ধনী ভদ্রলোকের বড় মেয়ের নাম ক্যাথারিনা। সে কলহপ্রিয়া মেজাজী মেয়ে। ভেরোনার পেট্রুচিও নামে এক ভদ্রলোক তাহার প্রকৃতির কথা জানিয়াও উপযাচক হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চান। বিবাহের সময় হইতেই তিনি চাকর-বাকরদের প্রতি এমন রুক্ষ ও উগ্র ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন যে তাহাতে ক্যাথারিনার উগ্রতা অনেকটা দমিয়া যায়। নিজ বাড়িতে নববধূকে নিয়া তিনি বিছানা ও খাদ্য তাঁহার পত্নীর অনুপযুক্ত বলিয়া তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। ফলে দুই এক দিন ক্যাথারিনার মোটেই খাওয়া হয় নাই। স্বামীর এই উগ্রতার কাছে তাহার উগ্রতা একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। পরে এক ভোজসভায় 'যাহার স্ত্রী সবচেয়ে স্বামীর বাধ্য' সেই স্বামীর প্রাপ্য পুরস্কার পেট্রুচিও লাভ করেন।

টেম্পেস্ট (Tempest)—শেক্স্পীয়ার। মিলনান্ত নাটক। মিলানের ডিউক প্রসপেরো তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অ্যাণ্টোনিয়োর হস্তে অর্পণ করিয়া পার্থিব চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অ্যাণ্টোনিও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া নেপল্‌সের রাজার সাহায্যে প্রসপেরোকে অধিকারচ্যুত করেন এবং প্রসপেরো ও তাঁহার তিন বৎসরের কন্যা মিরাণ্ডাকে এক পুরান জাহাজে করিয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দেন। জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে এক নির্জন দ্বীপে আসিয়া লাগে। প্রসপেরো তাঁহার কন্যাকে লইয়া দ্বাদশ বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন। সাইকোরাক্স নামে এক ডাকিনী বহু আত্মাকে এই দ্বীপের গাছে গাছে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। প্রসপেরো ভোজ-বিদ্যাবলে তাহাদের মুক্তিদান করেন। বার বৎসর পরে নেপল্‌সের রাজা, তাঁহার পুত্র ফার্ডিনাণ্ড, অ্যাণ্টোনিয়ো প্রভৃতি একদিন জাহাজে চড়িয়া এই দ্বীপের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে, প্রসপেরো তখন ভোজবিদ্যাবলে ঝড় তুলিলেন। জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইল,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা নিরাপদে তীরে আসিয়া ভিড়িল। প্রসপেরোর আদেশে এরিয়েল (প্রেত) যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ডকে সুন্দরী মিরাণ্ডার সম্মুখে উপস্থিত করিল। মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডকে ভালবাসিলেন এবং ফার্ডিনাণ্ডও মিরাণ্ডাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন ও তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। নেপল্‌সের রাজা তাঁহার কুকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। প্রসপেরো তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে ফার্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার বিবাহ হইয়া গেল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'নলিনীবসন্ত' টেম্পেস্ট অবলম্বনে রচিত।

টেল অব টু সিটিজ, এ (Tale of Two Cities, A)—চার্লস্ ডিকেন্স। বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৫৯)। দুই শহর হইতেছে ফরাসী-বিদ্রোহের সময়ে প্যারিস ও লণ্ডন। ডক্টর ম্যানেট নামে প্যারিসের এক চিকিৎসক এভারমোণ্ড উপাধিধারী দুই ভাই-এর চক্রান্তে ১৮ বৎসর ব্যাস্টিল নামে কারাগারে থাকিতে বাধ্য হয়। তাহার কন্যা লুসি ম্যানেট ইংলণ্ডে মানুষ হয়। পরে তাহার পিতা বাঁচিয়া আছে জানিতে পারিয়া সে জার্ভিস-লরীর সহিত প্যারিসে যায় এবং ডিফার্জ-নামক ডাক্তারের এক পুরাতন ভৃত্যের বাটী হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনে এবং লণ্ডনে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করে। এই সময় সিডনী কার্টন এবং চার্লস্ ডারনে নামে দুইটি যুবকের সহিত তাহার আলাপ হয়। চার্লস্ ছিল এভারমোণ্ডের জমিদারের ভাইপো, কিন্তু প্রাচীন ফরাসী আভিজাত্যের প্রতি ঘৃণাবশতঃ সে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল। চার্লস্ ও লুসির মধ্যে ভালবাসা হয় এবং উভয়ে ডাক্তারের অনুমতিতে বিবাহ করে। ফরাসী-বিদ্রোহের বিভীষিকার যুগে চার্লস্ ফ্রান্সে ফিরিলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার উপর মৃত্যুদণ্ড হইল। সিডনী কার্টনের সঙ্গে চার্লস্-এর দেহের অপূর্ব সাদৃশ্য ছিল। শেষ মুহূর্তে সে চার্লস্-এর স্থান গ্রহণ করিয়া চার্লস্‌কে জেল হইতে বাহির করিয়া আনিল এবং পরের দিনই কার্টন-এর প্রাণদণ্ড হইল। কার্লাইল-এর 'The French Revolution' নামে পুস্তকটির অনুকরণে পুস্তকখানি সেই যুগে প্যারিসের একখানি নিখুঁত ছবি। ঘোড়ার গাড়ির প্রথম দৃশ্যটি ডিকেন্সের লিখিত শ্রেষ্ঠ দৃশ্যাবলীর অন্যতম।

টেলস্ (Tales)—গোগোল-রচিত রুশ গল্পপুস্তক (১৮৩৬)। গোগোল-রচিত বিশ্ববিখ্যাত গল্প 'The Overcoat' এই গ্রন্থেই সংকলিত হইয়াছে। এই গল্পটি এক দরিদ্র কেরানীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই লোকটি শীতে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল। দীর্ঘকাল কষ্টভোগের পর সে সঞ্চিত অর্থ দিয়া একটি ওভারকোট ক্রয় করে, কিন্তু প্রথম দিনেই উহা চুরি যায়। ফলে অসহ্য মানসিক ক্লেশ ভোগ করিয়া লোকটি মারা যায় এবং তাহার প্রেতাত্মা মোহমুক্ত হইতে না পারিয়া পথে পথে ঘুরিতে থাকে।

টেস অব দি ডারবার্ভিলস্ (Tess of the Durbervilles)—টমাস হার্ডি। উপন্যাস (১৮৯১)। টেস ডারবিফিল্ড, ব্ল্যাকমুর ভেলের এক নির্বোধ দরিদ্র গ্রামবাসীর মেয়ে। আলেক নামে সম্ভ্রান্ত লোকের এক ছেলের উপাধি ছিল ডারবার্ভিল্। সে টেসকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। আলেক ও টেসের মেলামেশার ফলে তাহাদের একটি সন্তান জন্মে; সন্তানটি মারা যায়। ইহার পর টেস এঞ্জেল ক্লেয়ার নামে এক তরুণকে ভালবাসে এবং বিবাহ করে। বিবাহের পর টেস সব কথা এঞ্জেলকে খুলিয়া বলিলে এঞ্জেল তাহাকে ছাড়িয়া ব্রেজিলে চলিয়া যায়। ভাগ্যবিপর্যয়ে এবং ঘটনাচক্রে তাহাকে পুনরায় আলেক ডারবার্ভিলসের আশ্রয় লইতে হয়। এই সময় এঞ্জেল অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। নিজের কদর্য অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য টেস আলেক ডারবার্ভিলস্‌কে হত্যা করিয়া এঞ্জেলের সহিত চলিয়া যায়। পরে নরহত্যার অপরাধে টেসকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হয়।

টোয়েন্টি-সিক্স মেন অ্যাণ্ড এ গার্ল (Twenty-six Men and A Girl)—ম্যাক্সিম গর্কী। গল্প-পুস্তক। প্রথম গল্পের নাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

ট্যাম্বুরলেন দি গ্রেট (Tamburlaine the Great)—ক্রিস্টোফার মার্লোর (Christopher Marlowe) প্রথম নাটক (১৫৯০)। স্পেনিস গ্রন্থকার পেড্রো মেক্সিয়ার (Pedro Mexia) রচিত তৈমুরলঙের জীবনীর (১৫৯২-এ ইহা ইংরেজীতে অনূদিত হয়) উপর নির্ভর করিয়া মার্লো এই নাটক রচনা করেন। সিদিয়ার মেষপালক-দস্যু ট্যাম্বুরলেনের প্রথম ক্ষমতালাভের কথা নাটকের প্রথমভাগে বর্ণিত। ট্যাম্বুরলেনের ছিল অসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তিনি ছিলেন ভয়ানক নিষ্ঠুর। কিন্তু জেনোক্রেট নামে এক বন্দিনীর প্রতি প্রেমই ছিল তাঁহার নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে সামান্য কোমলতা। দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাবিলন পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। তিনি ট্রেবিজণ্ড, সোরিয়া প্রভৃতি রাজাদের দ্বারা আকৃষ্ট রথে ব্যাবিলনে প্রবেশ করেন। জেনোক্রেট ও ট্যাম্বুরলেনের মৃত্যুকাহিনীতে এই অংশ শেষ হইয়াছে।

ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা (Troilus and Cressida)—জিওফ্রি-চসার-লিখিত প্রেমোপাখ্যান। ইটালীয়ান কবি বোকাৎসিও (Boccaccio)-লিখিত Filostrato-নামক উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। ১৩৭২—৮৬ ইহার রচনাকাল। রোমান্সযুগে প্রচলিত এক কাহিনীই এই সব গল্পের বিষয়বস্তু। বোকাৎসিয়োতে ক্রেসিডা স্থলে গ্রীসিডা (Greseida) আছে ও চসারে গ্রীসিডা রূপান্তরিত হইয়া ক্রীসিড (Cryseyde) হইয়াছে। গল্পটি এইরূপ—প্রায়ামের ছেলে ট্রয়লাস পুরোহিত কলকাসের কন্যা ক্রেসিডাকে প্রেম নিবেদন করে। ক্রেসিডা ও ট্রয়লাসের প্রেমের ব্যাপারে প্যাণ্ডারাস দূতরূপে কাজ করে। বন্দী বিনিময় ঘটিলে ক্রেসিডাকে গ্রীকশিবিরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে ডয়মীড ক্রেসিডাকে প্রেম নিবেদন করে এবং শেষ পর্যন্ত ডয়মীডকে ক্রেসিডা পছন্দ করে। ট্রয়লাস ও ডয়মীড যুদ্ধে সম্মুখীন হয়, কিন্তু কেহ কাহাকেও বধ করে না। অবশেষে ট্রয়লাস অ্যাকিলীস কর্তৃক নিহত হয়। বোকাৎসিয়োর কাহিনীকে চসার আরও উন্নত করেন। প্যাণ্ডারাসের হাস্যরসিকতা ও ক্রেসিডার চরিত্রের উন্নতিবিধান চসারের নিজস্ব। শেক্সপীয়ারের অঙ্কিত ক্রেসিডার চরিত্র নূতনভাবে দেখা গিয়াছে। একটি চঞ্চল বালিকা, নিতান্তই অবিবেচনাবশতঃ সে ট্রয়লাসের সঙ্গে প্রেমে পতিত হয়। শেক্সপীয়ারের নাটকখানি সম্ভবতঃ ১৬০২-এ অভিনীত হয়। দুই প্রেমিক নাম দিয়া দেব দেব ভট্টাচার্য ইহার একটি বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড—রবার্ট লুই স্টিভেনসন। অ্যাড্‌ভেঞ্চার-মূলক উপন্যাস (১৮৮৩)। কাহিনীটি জিম হকিন্স নামে একটি ছেলে বলিয়া চলিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে সে পশ্চিম ইংলণ্ডের উপকূলে এক সরাইতে বাস করিত। তাহার মা ছিলেন সেই সরাইখানার মালিক। এক পুরান জলদস্যু সেখানে থাকিতে আসে। তাহার সিন্দুকে ছিল একটি হস্তলিখিত নকশা। ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের ধনরত্ন কোথায় লুকানো আছে তার খবর ছিল এই নকশায়। ফ্লিন্টের অনুচর দস্যুরা এই নকশা লাভ করিবার জন্য সরাইখানায় আসে, কিন্তু জিম উহা হাতাইয়া লইয়া জমিদার ট্রিলনীকে দেয়। জমিদার ট্রিলনী ডাক্তার বন্ধু লিভেসীর সঙ্গে একখানা জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া গুপ্তধনের উদ্দেশে রওনা হন। সঙ্গে অবশ্য জিমও গেল। নাবিকদের মধ্যে কয়েকজন ছিল জমিদারের বিশ্বস্ত কর্মচারী। কিন্তু অধিকাংশ নাবিকই ছদ্মবেশে পুরাতন দস্যু। জাহাজ অধিকার করিয়া জমিদারের দলবলকে মারিয়া ফেলিবার তাহাদের চক্রান্ত জিম ধরিয়া ফেলে, কিন্তু রোমাঞ্চকর সংঘর্ষের পর তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং জমিদার আটক-পড়া জলদস্যু বেনগানের সাহায্যে ধনরত্ন লাভ করিতে সমর্থ হন।

ঠ

ঠগীকাহিনী—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ। পুস্তকখানি কর্নেল মেডোজ টেলর-প্রণীত 'কনফেসান্স অব এ ঠগ' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থে ঠগীদের অন্যতম প্রধান দলপতি দস্যু আমীর আলির দস্যুবৃত্তি ও অত্যাচারের কাহিনী গল্পাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

ঠাকুরমার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত বাংলা রূপকথা-সমষ্টি। পূর্বে রাজপুত্র কোটালপুত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়া ও রাজকন্যাদের লইয়া ঠাকুমার দল মুখে মুখে যে সব রূপকথা রচনা করিতেন, এখন সেগুলি দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ কতক-গুলি কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ড

ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড, দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব (Doctor Jekyll and Mr. Hyde, The Strange Case of)—আর. এল. স্টিভেনসন। বিচিত্র উপন্যাস। ডাক্তার জেকিল একপ্রকার ঔষধ আবিষ্কার করেন, যাহা পান করিলে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিতে পারে। তিনি নিজে এই ঔষধ সেবনের পর এক ভীষণদর্শন কদাকার মনুষ্যে পরিণত হন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির পরিচয় দিতে থাকেন। এই সময় তিনি মিঃ হাইডরূপে সকলের নিকট পরিচিত হন। নিজের স্বাভাবিক আকৃতি ও প্রকৃতি ফিরাইতে না পারিয়া অবশেষে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ডক্টর ফাউস্টাস (Doctor Faustus)—ক্রিস্টোফার মারলো। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক (১৬০৪ ?)। মধ্য-যুগের প্রচলিত একটি কাহিনী লইয়া ইহা রচিত। ফাউস্টাস ষোড়শ শতকের একজন অপরসায়নবিৎ ছিলেন। চব্বিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও অসীম ক্ষমতার আশায় তিনি তাঁহার আত্মা শয়তানের নিকট বিক্রয় করেন। চুক্তি হয় যে এই সময়ের মধ্যে দুষ্ট আত্মা মেফিস্টোফিলিস তাহার যাহা দরকার হইবে তাহা দিবে। তারপর কয়েকটি দৃশ্য পর পর উদ্‌ঘাটিত হয়। প্যারিস ও হেলেনকে পুনর্জীবিত করার দৃশ্যটি সর্বশ্রেষ্ঠ। শয়তানের হাতে আত্মাকে তুলিয়া দিবার সময় যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল, ততই ফাউস্টাসের মনে তীব্র অনুশোচনা হইতে লাগিল। ফাউস্টাসের মানসিক যন্ত্রণার বর্ণনাটুকু চমৎকারভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

ডক্টর্‌স ডিলেমা, দি (Doctor's Dilemma, The)—বার্নার্ড শ'-রচিত নাটক। কলেনসো রিজন (Colenso Ridgeon) নামে বিখ্যাত ডাক্তার যক্ষ্মাকাশের জন্য একটি টিকা আবিষ্কার করেন। তাঁহার কাছে দুইটি লোক চিকিৎসার নিমিত্ত আসে। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল সাধুপ্রকৃতির এক ডাক্তার, অপরজন ছিল অসচ্চরিত্র কিন্তু খুব বড় চিত্রকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাক্তারের কাছে মাত্র একজনের স্থান ছিল। সেই সময় প্রশ্ন উঠিল যে ইহাদের মধ্যে কাহাকে তাঁহার ত্যাগ করা উচিত,—সচ্চরিত্র নীতিবাগীশকে অথবা অসচ্চরিত্র চিত্রকরকে। শ' ইহার কোনও সোজা জবাব না দিয়া ঘটনাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তার সেই চিত্রকরের স্ত্রীর সহিত প্রেমে পড়েন এবং তাহাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে তাহার স্বামীর উপযুক্ত চিকিৎসা করেন নাই। সাহিত্যের দিক দিয়া এই নাটকটির বিশেষ মূল্য না থাকিলেও শ'র প্রতিভার ইহা একটি বিশেষ উদাহরণ।

ডন কুইক্সোট ডি লা মাঞ্চা (Don Quixote de la Mancha) স্পেনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্ভেন্টিস-রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। ইহার প্রথম খণ্ড ১৬০৫-এ এবং দ্বিতীয় খণ্ড তাহার দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। ডন কুইক্সোট স্পেনের অন্তর্গত লা মাঞ্চা-নামক স্থানের একজন খামখেয়ালী 'নাইট' ছিলেন। পুরাকালের 'নাইট'দিগের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার নানাবিধ রোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠ করিয়া তিনি তাহাদের ন্যায় জীবন যাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। তিনি একটি জরাজীর্ণ অশ্ব (Rosinante) ও কতকগুলি ভোঁতা অস্ত্র লইয়া অভিযানে বাহির হন। সাঙ্কো পাঞ্জা নামে এক কৃষককে তিনি তাঁহার সঙ্গী করিয়া লন। ডালসিনি ডেল টোবোসো (Dulcinee del Toboso) নামে এক অপরিচিতা সরলা পল্লীবালাকে নিজ প্রণয়িনীরূপে খাড়া করেন। কিন্তু মেয়েটি এ বিষয়ে কিছুই জানিত না। এইভাবে সর্বাঙ্গীণ আয়োজন করিয়া তিনি বাহির হন এবং প্রত্যেক স্থানে তাঁহার কীর্তিকলাপ হাস্যকর ঘটনায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে স্যামসন ক্যারাস্কো নামে তাঁহার এক অবিবাহিত বন্ধু নাইটের ছদ্মবেশে ডন কুইক্সোটকে পরাজিত করে এবং তাহাকে এক বৎসর দুঃসাহসিক অভিযান হইতে বিরত থাকিতে বলে। এই সময়ে ডন কুইক্সোট মেষপালকরূপে জীবনযাপন করেন। কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া অসুখে পড়েন ও কয়েকদিন পরে মারা যান। বিপিনবিহারী চক্রবর্তী কর্তৃক 'ডন কুইক্সোট'-এর "অদ্ভুত দিগ্বিজয়" (প্রথম খণ্ড ১৮৭৭) ইহার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা অনুবাদ। ডন কুইক্সোটের উইণ্ডমিলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাওয়ার কাল্পনিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দুঃসাহস বা বীরত্ব দেখাইবার দৃষ্টান্তরূপে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

ডন জুয়ান (Don Juan)—লর্ড বায়রণ-রচিত কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি (অসমাপ্ত) ষোলটি সর্গে সমাপ্ত (১৮১৯—২৪)। স্পেনীয় এক কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। সেভিলের এক যুবকের নাম ডন জুয়ান। অতি অল্পবয়সেই ডনা জুলিয়া নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নীর প্রণয়ভাজন হইয়া তাঁহার শয্যাসঙ্গিরূপে সে ধরা পড়ে এবং আত্মরক্ষার জন্য ১৬ বৎসর বয়সে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে এবং সমুদ্রযাত্রাকালে জাহাজডুবি হইয়া কোনও এক গ্রীক দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হয়। এক গ্রীক জলদস্যুর সুন্দরী কন্যা হাইডী তাহার প্রাণদান করে। পরে উভয়ের ভালবাসা হয়। হাইডীর পিতা ফিরিয়া আসিয়া ডন জুয়ানকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া জাহাজে রাখিয়া দেয়। মেয়েটি পাগল হইয়া মারা যায়। জুয়ানকে কনস্ট্যান্টিনোপলে সুলতানার কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়। সুলতানার সঙ্গে তাহার প্রেম হয়। কিন্তু তাহার প্রেমের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সুলতানার সন্দেহ জাগে। জুয়ান রাশিয়ান সৈন্যদলে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে। বীরত্ব দেখানোর জন্য জুয়ানকে সরকারী সংবাদসহ সেন্ট পিটার্স-বার্গে পাঠান হয় এবং সেখানে সে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের প্রসাদভাজন হয়। রানী তাহাকে দৌত্য কার্যে ইংলণ্ডে পাঠান। শেষ কয়েকটি সর্গে ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার উপর কবির বিদ্রূপ-কটাক্ষ আছে। প্রচলিত ডন জুয়ানের সঙ্গে নায়কের পার্থক্য আছে। কবির নায়ক নীতিবিবর্জিত সুন্দর যুবক ; যে কোন সুন্দরী নারীর সহিত প্রেম করিতে সে তৎপর।

ডল্‌স্ হাউস, দি (Doll's House, The)—হেনরিক ইব্‌সেন (Henrik Ibsen) রচিত বিখ্যাত সমাজসমস্যামূলক নাটক (১৮৭৯)। নায়িকা নোরা হেল্‌মারের (Nora Helmer) বিশ্বাস ছিল, সে আদর্শ স্ত্রী ও মাতা ; তাহার স্বামীও তাহার ধারণায় আদর্শ স্বামী ও পিতা ছিল। স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য নোরা পিতার সই জাল করিয়া হ্যাণ্ডনোটে এক মহাজনের নিকট

টাকা ধার করে। নোরা নকলনবিসের কার্য করিয়া ঋণের অধিকাংশ শোধ করিয়া দেয়। এই সময় তাহার স্বামী, যে ব্যাংকে কাজ করিত, সেই ব্যাংকের ম্যানেজার হয়। মহাজনটি সুযোগ বুঝিয়া হ্যাণ্ডনোটের জোরে নোরাকে ভয় দেখাইয়া সেই ব্যাংকে তাহার স্বামীকে দিয়া তাহাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে পীড়াপীড়ি করে। নোরা লোকটিকে ঘৃণা করিত। সুতরাং সে যে কাজ করিয়াছে তাহা রাজদ্বারে দণ্ডনীয়, লোকটির এইরূপ ভয়ের কথা সে আমল দিত না, তাহাকে সে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু তাহার হুঁশ হইল যখন সে স্বামীর মত জানিতে পারিল। তাহার স্বামী বলিত যে, অসৎ ব্যবসাবুদ্ধি দায়িত্বহীন মাতাদের প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া নোরা বুঝিল যে, স্ত্রী এবং মাতার কার্যে সে ঠিক উপযোগী নহে। হ্যাণ্ডনোট পরিশোধ করিবার জন্য সে তাহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে টাকা ধার লয় এবং তাহার সহিত খুব অন্তরঙ্গের মত কথাবার্তা কহিতে থাকে। ফলে সেই বন্ধুটি তাহার প্রেমে পড়ে এবং কিছুদিন পরে তাহাকে সমস্ত কথা জানায়। তখন নোরার হুঁশ হয়। সে বুঝিতে পারে যে, তাহার আদর্শ গৃহচিত্রের ধ্বংস হইয়াছে। ইহার পর সে স্ত্রী বা মাতারূপে থাকিতে পারে না। কিন্তু তখনও সে স্বামীকে অবিশ্বাসী বলিয়া ভাবে নাই। কিন্তু যখন তাহার স্বামী এই সব ঘটনা শুনিল, তখন সে বলিল, এইভাবে ধার লইয়া তাহার সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। নোরাকে সে এই বলিয়া অপমানজনক কথাবার্তা বলিল, ফলে নোরা তাহার আদর্শ স্বামীর স্বরূপ দেখিতে পাইল। ইহার পর সে স্বামী ও পুত্রদের ছাড়িয়া বাড়ি হইতে চলিয়া গেল। তাহার মতে যতদিন না সে আদর্শ নারী হইতে পারে ততদিন সেখানে প্রবেশ করিবে না। স্বামী বেচারী ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু পরে সব বুঝিতে পারিয়াও নোরাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য এক সম্মানজনক প্রস্তাব করে। কেলেঙ্কারী নিবারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু নোরার স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সে তাহাতে স্বীকৃত হইল না। শেষে স্বামী সমস্ত বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ কখনও স্থাপিত হইবে কি না, তাহা উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। নোরা সত্য উপলব্ধি করিবার পর তাহার সংসার পুতুলের সংসারের ন্যায় মিথ্যা ও হাস্যকর বলিয়া প্রতিভাত হয়; সেইজন্য বইটির নাম 'The Doll's House' রাখা হয়। নাটকটি ইব্‌সেনের প্রতিভার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ডাকঘর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক নাট্য। অবশ্য এ ধরনের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। গল্পাংশ :—মাধব দত্ত সংসারী লোক। সে স্ত্রীর গ্রাম সম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্ণ। বাহিরে যাইতে না পারিয়া তাহার মন ছটফট করিতেছে। সে তাহার বাড়ির জানালার নিকটে বসিয়া থাকে। রাস্তা দিয়া দইওয়ালা দই হাঁকিয়া চলে। তাহার কত কথা মনে হয়। সে ডাকঘর হইতে রাজার চিঠি পাইবার জন্য ব্যাকুল। ছেলেটির মৃত্যুতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ঠাকুরদাদা, মোড়ল ও সুধার চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডিক্যামেরন, দি (Decameron, The)—বোকাৎসিয়ো-রচিত গল্প-সংগ্রহ। ১৩৪৮—১৩৫৮-এর মধ্যে লিখিত ও বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত। ১৩৪৮-এ ফ্লোরেন্সে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সেই সময় সাতটি যুবতী ও তিনজন যুবক শহর ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী গ্রামে যায় এবং দশদিনের মধ্যে প্রত্যেক দিনের কিছুটা সময় প্রত্যেকে গল্প বলিয়া চিত্ত বিনোদন করে। দশদিনের গল্প বলিয়া উক্ত নাম হয়।

ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব দি রোম্যান এম্পায়ার, দি (Decline and Fall of the Roman Empire, The)—গিবন-রচিত ইতিহাস। ইহা ইংরেজী সাহিত্যের সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও তিন ভাগে বিভক্ত। তের শতাব্দীর ইতিহাস ইহাতে আছে।

ডিনাস্টস্, দি (Dynasts, The)—ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডির রচিত বিরাট এপিক-নাট্য। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ১৯০৩, ১৯০৬ এবং ১৯০৮-এ তিনটি ভাগ পর পর প্রকাশিত হয়। নেপোলিয়নের সহিত ইওরোপের মিলিত শক্তির দ্বন্দ্বের বিষয় লইয়া ইহা রচিত। ইহাতে সর্বসমেত ১৯টি অঙ্ক ও ১৩৬টি দৃশ্য আছে।

ডিফেন্স অব পোয়েসি (Defence of Poesy)—স্যার ফিলিপ সিড্‌নী-রচিত সমালোচনা-গ্রন্থ (১৫৯৫)। কাব্যকলা সম্বন্ধে পুস্তকখানি একটি ধারাবাহিক আলোচনা। লেখকের সময়ে ইংরেজী কাব্যের সমালোচনামূলক আলোচনাই ছিল এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। লেখক বিভিন্ন প্রকার কবিতার শ্রেণীবিভাগ করেন এবং চসার হইতে লেখকের সমসাময়িক কবিদের কাব্য লইয়া আলোচনা করেন। বিয়োগান্তক ও মিলনাত্মক নাটকের কী রীতি হওয়া উচিত ইত্যাদিও গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

ডিভিনা কমেডিয়া (Divina Commedia)—দান্তে-রচিত মধ্যযুগের বিরাট কাব্যগ্রন্থ। ১৩০০-এর কাছাকাছি সম্ভবতঃ ইহা আরম্ভ করা হইয়াছিল। সেই সময়ে ইস্টার পর্বদিনের প্রাতঃকালে এক বনের মধ্যে ভ্রমণকালে ভার্জিলের সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। ভার্জিল তাঁহার শিষ্যকে অভিবাদন করিয়া বলেন যে 'ব্লেসেড ভার্জিন' (মেরী), সেন্ট লুসি এবং বিয়াত্রিচ তাঁহার উপর কবিকে পরলোকের পথে লইয়া যাইবার ভার দিয়াছেন। তদনুযায়ী ভার্জিল তাঁহাকে প্রথমে নরকে (Inferno), তাহার পর যমলোকে (Purgatorio) এবং তথা হইতে স্বর্গে (Paradiso) লইয়া যান। এই সকল স্থানের বিচিত্র দৃশ্যগুলি কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বহু রাজা, যোদ্ধা, কবি ও পোপ প্রভৃতির সহিত এই সকল স্থানে দান্তের সাক্ষাৎ হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি নরক ও যমালয়ে কি ভাবে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে, তাহার ভয়াবহ দৃশ্য দান্তে নরক ও যমপুরীতে দর্শন করেন। নরকের সর্বনিম্ন গহ্বরে শয়তান তুষাররাজ্যে চিরদিনের মত আবদ্ধ রহিয়াছে, ইহাও দান্তে দর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে বিয়াত্রিচ আসিয়া দান্তেকে ভগবানের সম্মুখে লইয়া যান। এই বিয়াত্রিচই কবি দান্তের প্রণয়িনী।

ডিসমিস—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন। স্বামিস্ত্রীর কলহ এবং সেই কলহের মধুর মিলনান্ত পরিসমাপ্তি এই ক্ষুদ্র প্রহসনের আখ্যানবস্তু। প্রমদা কৃষ্ণের স্ত্রী। তিনি ঘোমটা দিতে ভালবাসিতেন না। ইহা লইয়া স্বামিস্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়। তারপর কৃষ্ণ বিপদে পড়িয়াছেন শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রমদার সব রাগ নিমিষে দূর হয় এবং পতিপত্নীর মিলন ঘটে। কাহিনীর মূল বিদেশী।

ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া—জহরলাল নেহেরু। ইহা জেলে রচিত। ইংরেজী ভাষায় রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ডেড সোল্‌স্ (Dead Souls)—প্রসিদ্ধ রুশ ঔপন্যাসিক গোগোল-রচিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। চিচিকভ এই গ্রন্থের নায়ক। তাহার মনে চমৎকার একটি ফন্দীর উদয় হয়। সেকালে রুশ ভূস্বামীদের কতকগুলি করিয়া ক্রীতদাস (Serf) থাকিত; তাহাদের 'Souls' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত। দশ বৎসর অন্তর এই ব্যবস্থার একটা হিসাবনিকাশ ও সংস্কার হইত। ইতিমধ্যে যাহাদের মৃত্যু হইত তাহাদের জন্য ভূস্বামীদের একপ্রকার কর দিতে হইত। চিচিকভ এই ক্রীতদাসগুলির নামের স্বত্ব ভূস্বামীদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া সেগুলি সেন্ট পিটার্স-

বার্গের ব্যাঙ্কে বন্ধক দিবার ব্যবস্থা করে। এইভাবে অর্থোপার্জন করিয়া সে নিজে কতকগুলি ক্রীতদাস খরিদ করিবার কল্পনা করিয়াছিল। চিচিকফ যখন এইভাবে মৃত মানুষের নাম খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত রাশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে, তখন নানা শ্রেণীর নর-নারীর সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। তাহাদের সহিত চিচিকফের আলাপ-পরিচয় এই গ্রন্থের একটা প্রধান অঙ্গ। লেখক উপন্তাসখানি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

গোগোলের এই উপন্তাসখানি বিশ্বসাহিত্যে অমর হইয়া আছে। ইংরেজী ভাষাভাষী জগতে 'Dead Souls'-এর ইংরেজী অনুবাদ হইতেই গোগোল বিশেষ পরিচিত হন।

ডেভিড অ্যাণ্ড বাথ্‌শেবা (David and Bethsabe)—জর্জ পীল-রচিত নাটক। ১৫৯৯-এ মুদ্রিত এই নাটকটি পীলের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। বাইবেলের কাহিনী লইয়া ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। পুরা নাম David and Bethsabe, The Love of King.

ডেভিড কপারফিল্ড (David Copperfield)—চার্লস্ ডিকেন্স-রচিত সুবৃহৎ ইংরেজী উপন্তাস। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫০-এর মধ্যে রচিত। ডেভিড কপারফিল্ডের বাল্যকাল হইতে পরবর্তী জীবনের ঘটনাসমূহ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কতকাংশে ডিকেন্সের আত্মচরিত। পিতার মৃত্যুর পর ডেভিড সাফোকে জন্মগ্রহণ করে। দুর্বল, শান্তপ্রকৃতির তার মা ক্লারা নিষ্ঠুরপ্রকৃতির মাউসর্স্টোনকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কঠোরতার ছদ্মবেশে তাহার নিষ্ঠুরতা ও মনদ মিস মাউসর্স্টোনের বাক্যযন্ত্রণা ক্লারাকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। অকালে ক্লারা প্রাণত্যাগ করেন। ডেভিডকে স্কুলে পাঠান হয়। সেখানে হেডমাস্টার ক্রীক্‌ল্ তাহার উপর অত্যাচার করে। কিন্তু স্টীয়ারফোর্থ ও ট্র্যাডল্‌স্ নামে সে দুইটি পরম বন্ধু লাভ করে। পরে লণ্ডনে এক মদের কারবারে তাহাকে কাজ করিতে হয়। এখানে অবশ্য মিকবারের সাহচর্যে তাহার দুঃখময় জীবনে খানিকটা শান্তি আসিয়াছিল। মিকবার দরিদ্র, দেনদার, সংসারভারাক্রান্ত এক ভদ্রমহোদয়। সেখান হইতে ডেভিড ডোভারে যায় এবং বাপের পিসী বেটসী ট্রটউডের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন ডেভিড ক্যাণ্টারবেরিতে পড়াশুনা করিতে থাকে, এবং বেটসীর উকীল উইকফিল্ডের বাড়িতে বাসা করে। উইকফিল্ডের মেয়ে অ্যাগ্‌নিস তাহার পরবর্তী জীবনে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তারপর মিঃ স্পেনলোর কাছে ডেভিড শিক্ষানবিসরূপে কাজ করিতে থাকে। এই সময় স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। তাহার সাহায্যে স্টীয়ারফোর্থ ডেভিডের পূর্বতন ধাত্রী পেগটির পরিবারে পরিচিত হয়। এই পরিবারে মিঃ পেগটি, তাহার ভাইপো হাম ও ক্ষুদ্র এমিলি ছিল। স্টীয়ারফোর্থ এমিলিকে লইয়া পলায়ন করে। যাহা হউক, ডেভিড ডোরা স্পেনলোকে বিবাহ করিয়া সুখী হয় নাই। বিবাহের কিছুকাল পরে সে মারা যায়। এদিকে অ্যাগনিস তাহার পিতার কেরানী ইউরিয়া হীপের চক্রান্তে পড়িয়া পিতাকে লইয়া সর্বস্বান্ত হইতে থাকে। তখন মিকবারের বুদ্ধিতে হীপের সকল চক্রান্ত প্রকাশ হয়। মিকবার হীপের কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এ সময় ট্র্যাড্‌লস্ (ব্যারিস্টাররূপে) মিকবারকে সাহায্য করিয়াছিল। হীপের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মিকবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়া উন্নতি করিতে থাকে।

ঢ

ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে ঢাকার ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ সংকলিত হইয়াছে। পুরাকালে গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সময় ঢাকা জিলা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত কি ভাবে জড়িত ছিল, তাহা এই গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঢোঁড়াই চরিত মানস—সতীনাথ ভাদুড়ী। উপন্তাস (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। দুইটি চরণ বা ভাগে সমাপ্ত। লেখকের ইহা দ্বিতীয় উপন্তাস। উত্তর বিহারের এক অখ্যাত অঞ্চলের তথাকথিত নিম্নবর্ণের অধিবাসী তাৎমাদের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বইয়ের বিষয়বস্তু। ঢোঁড়াই তাৎমাদের বংশের লোক। সেই নায়ক।

ত

তত্ত্বকুসুমাঞ্জলি—শংকরাচার্য প্রণীত সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে শংকরাচার্যের উপদেশগুলি স্থান পাইয়াছে। শশিভূষণ বিত্তাবিনোদ কর্তৃক উপদেশগুলি বাংলায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ও অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত ধর্মীয় পত্রিকা। ১৬ই আগস্ট ১৮৪৩-এ ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে ধর্মবিষয় ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদির আলোচনা থাকিত।

তন্ত্রসার—মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য প্রণীত ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে পূজা, দীক্ষা, হোম, ব্রতাচার ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানের নিয়মাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

তপতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটক। মাইকেলী ছন্দে রচিত, 'রাজা ও রানী'র ইহা নাট্যরূপ। এই নাটকেও 'রাজা ও রানী'র ['রাজা ও রানী' দ্রঃ] মত রাজা বিক্রমের বিপুল প্রেম ও রানী সুমিত্রার বিরাট কর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে সুমিত্রার ভ্রাতা কুমার সেন ও তাহার প্রণয়িনী ইলার কাহিনীকে 'রাজা ও রানী'র ন্তায় প্রাধান্ত প্রদান করা হয় নাই। মোটের উপর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের সীমারেখা কোথায়, যেন তাহাই নির্দেশ করিবার জন্ত কবি তাঁহার পূর্বের রচনাকে এইভাবে নূতন রূপ দিয়াছেন। গ্রন্থে গানগুলিও নূতন করিয়া রচিত।

তপোবল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার রচিত ইহা শেষ নাটক (১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। বৌদ্ধযুগের ও পূর্বেকার বৈদিক যুগের কাহিনী লইয়া লিখিত। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বিরোধ 'তপোবলের' আখ্যানবস্তু। তপস্তার উপর ক্ষমাগুণের প্রাধান্তই প্রতিপাদ্য।

তরুবালা—অমৃতলাল বসু। সামাজিক নাটক (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। স্বাধীন ও পবিত্র প্রেম বা free love-এর অসারতা প্রতিপন্ন করাই নাটকখানির উদ্দেশ্য। অখিল এই পবিত্র প্রেমের স্বপ্নে মত্ত হইয়া তরুণী স্ত্রী তরুবালার প্রেম উপেক্ষা করিয়া পারুল নামে এক বারবনিতার প্রতি আসক্ত হয় এবং তাহার উদ্দেশে নানাবিধ কবিতা রচনা করিয়া প্রায় পাগল হইয়া উঠে। শেষে একদিন তাহার ঘরে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দেখিয়া তাহার ভুল ভাঙিয়া যায় এবং তাহার পর তরুবালার সহিত তাহার পুনর্মিলন হয়।

তাও-তেহ্-কিং (Tao-Teh-King) —চৈনিক 'তাও' ধর্মমতের প্রবর্তক লাও-জে-রচিত ধর্মগ্রন্থ। কন্‌ফুশিয়াসের জন্মের ৫৩ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া লাও-জে 'তাও' ধর্মমত প্রচার করেন। এই গ্রন্থে বিনয়, ভদ্রতা ও মিতব্যয়িতা ধর্মাচরণের অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিশেষজ্ঞগণের মতে লাও-জে খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্বেও এই গ্রন্থে 'Sermon on the Mount'-এর মত নীতিগাথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তাজ্জব ব্যাপার—অমৃতলাল বসু। বিশুদ্ধ প্রহসন। স্ত্রীজাতিকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করা হইলে পুরুষজাতির অবস্থা সত্যই কিরূপ হইত, তাহারই কাল্পনিক চিত্র।

তাত্তিয়া ভীল—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। জীবনী-গ্রন্থ। দস্যুদলপতি তাত্তিয়া ভীলের জীবনকাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। তাত্তিয়া প্রথম জীবনে চাষবাস করিত, কিন্তু পুলিস ও অন্যান্য লোকের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় এবং সে নিজে একটি পরাক্রান্ত দস্যুদল গঠন করে। প্রায় একযুগ পরে বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে তাহাকে কিভাবে ধরা পড়িতে হয় এবং কিভাবে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নৃত্য-নাট্য। ইহার সঙ্গে স্বরলিপি আছে। নিয়মতান্ত্রিকতা ও প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে নবজীবনের অভিযান ও পরিশেষে অন্ধ-সংস্কারের উপর নূতনের জয়লাভ এই নাট্য-পুস্তকটির মূল আখ্যান।

তিতুমীর—বিহারীলাল সরকার। ঐতিহাসিক জীবনী-গ্রন্থ। তিতুমীর জাতিতে মুসলমান। এক ফকিরের প্ররোচনায় সে নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অবশেষে ইংরেজ সৈন্যের হস্তে তিতুমীর নিহত হয়। তিতুমীরের অত্যাচারের কাহিনী এই গ্রন্থে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তিথিডোর—বুদ্ধদেব বসু। সুবৃহৎ উপন্যাস (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)। নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার-জীবনের ইতিহাসচিত্রণ। চাকরিসর্বস্ব রাজেনবাবু ও তাঁহার শ্বেতা-স্বাতী প্রভৃতি পাঁচ মেয়ের কাহিনী এই উপন্যাসের মোট বিষয়বস্তু।

তিথিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ। তিথিভেদে ব্রতাচারের নিয়ম, জন্মতিথি, গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতির ফলিত অর্থ এই গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। হৃষীকেশ শাস্ত্রী গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

তিলোত্তমা—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপসংহার এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র নায়িকার নাম অনুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহার একটি ছোটদের সংস্করণ আছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কাব্য। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ১৮৬০-এ গ্রন্থখানি রচিত হয় এবং তিনি গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করেন। কাব্যের বিষয়বস্তু সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয়ের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বিশ্বকর্মা বিশ্বের সৌন্দর্য তিলে তিলে আহরণ করিয়া তিলোত্তমা নাম্নী রমণী-রত্ন সৃষ্টি করেন। তাহাকে লইয়া সুন্দ ও উপসুন্দের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং সেই বিবাদের ফলে উভয়ে নিহত হয় এবং তাহাদের কবল হইতে দেবগণ স্বর্গ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। কাব্যটি বর্ণনাত্মক ও লিরিকপ্রধান।

তীর্থরেণু—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যগ্রন্থ। (১৯১০)। ইহাতে ২০৪টি কবিতা আছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই বিদেশী কবিতার অনুবাদ। অরবিন্দ ঘোষ, তরু দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচিত ইংরেজী কবিতারও অনুবাদ আছে। 'তান্‌কা', 'সন্ধ্যার সুর', 'স্বর্ণমৃগ', ইত্যাদি কবিতা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

তীর্থসলিল—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতা-পুস্তক। ইংরেজী, চৈনিক, জাপানী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার মর্মানুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদে মূলের ভাব ও ভাষাগত সৌন্দর্যের সহিত ছন্দের বৈশিষ্ট্যও যথাসাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবিতাগুলি 'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইবার পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

তুচ্ছ—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাস (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। অনেকের মতে ইহা লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

তোষণী—সনাতন গোস্বামী। শ্রীমদ্‌-ভাগবতের দশম স্কন্দের টীকা (১৪৭৬ শকাব্দ)। দশম স্কন্দের যে সকল অংশের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টীকায় সহজবোধ্য হয় নাই, সেইগুলি বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। জীব-গোস্বামীর 'লঘুতোষণী' এই গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। 'তোষণী' বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ গ্রন্থ।

ত্রিপিটক—পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রদত্ত যাবতীয় ধর্মোপদেশ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুত্ত (সূত্র), বিনয় এবং অভিধম্ম (অভিধর্ম)—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া উহার নাম ত্রিপিটক হইয়াছে। 'সুত্ত' খণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মোক্ষ লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। 'বিনয়' খণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আচার ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার উপায় এবং 'অভিধম্ম' খণ্ডে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সংকলিত হইয়াছে। বুদ্ধের তিরোধানের বহুকাল পরে গ্রন্থখানি সিংহল হইতে উদ্ধার করা হয়।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—কৈলাসচন্দ্র সিংহ। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ত্রিপুরার শিক্ষা, সভ্যতা ও রাজবংশের পরিচয় এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

ত্রিবেণী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কবিতা-গ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'শ্মশান সন্ধ্যা' (দেওঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া), সমুদ্র, রমণীর মুখ, বিবাহের উপহার প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র বঙ্কিম মিত্র 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি'-শীর্ষক যে কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং উহার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কবিতা রচনা করেন, তাহাও এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

উপরের কবিতাগুলি ব্যতীত 'ত্রিবেণী'তে কতকগুলি ব্যঙ্গ কবিতাও স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের কবিতাগুলি তিন রকম ছন্দে রচিত এবং তিন ভাগে বিভক্ত। 'মিতাক্ষর', 'মাত্রিক' ও 'দশপদী' ছন্দ অনুযায়ী কবিতাগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

ত্রিলোচন কবিরাজ—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। গল্পপুস্তক। ইহাতে ত্রিলোচন কবিরাজ, অল্-স্টার ট্র্যাজেডি, নারী-নির্যাতন, জোয়ার, সংস্কারক, একটি আধুনিক গল্প ও শেষ পৃষ্ঠা—এই ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। প্রথম গল্প অনুসারে গল্পের নামকরণ হইয়াছে।

থ

থিয়েটারের গুপ্তকথা—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্দার অন্তরালে রঙ্গগৃহে যে সকল কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়া থাকে, সেইগুলির পরিচয় দেওয়াই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। নটীদের সম্বন্ধে ধনীর দুলালদের অসঙ্গত কৌতূহল এবং তাহাদের সান্নিধ্য-লাভের নানাবিধ হাস্যকর প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

থেই (Thais)—ফ্রান্সের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস-রচিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। মিশরের একটি প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত। থেই

অসামান্য সুন্দরী রূপোপজীবিনী। এক সন্ন্যাসী থেইকে তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবন হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সহিত মিলিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, সন্ন্যাস-ধর্ম হইতে তাহার মন বিচ্যুত হইয়াছে। ক্রমে থেইএর অসামান্য রূপের অগ্নিশিখায় তাহার সন্ন্যাসীর আবরণ পুড়িয়া গেল। সন্ন্যাসীকে দেখা গেল প্রেমিকের মূর্তিতে। থেইএর দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'দেহ ছাড়া প্রেম নাই'। কিন্তু সন্ন্যাসী প্রথম প্রথম তাহাকে যে উপদেশ দান করিত, তাহার ক্রিয়া তখন থেইএর মনে শুরু হইয়াছে। ক্রমে থেইএর সত্যই পরিবর্তন ঘটিল এবং এমনই করিয়া যে সাধু ছিল সে পাপের পঙ্কে তলাইয়া গেল এবং যে পাপের মধ্যে বাস করিতেছিল সে পুণ্যের আলোক দেখিল। শেষ পরিচ্ছেদে থেইএর যখন মৃত্যু হইল, তখন থেইএর ভগ্নীরা সেই সন্ন্যাসীকে অপবিত্র মনে করিয়া তাহাকে থেইএর নিকটেও যাইতে দিল না। দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধার দ্বন্দ্বই এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

থেরীগাথা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। কাব্য-গ্রন্থ। পালি হইতে অনূদিত এই কাব্যগ্রন্থ-খানি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

থ্রী মাস্কেটীয়ার্স (Three Musketeers)—আলেকজাণ্ডার ডুমা। সুবিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৪)। এই গ্রন্থের নায়ক ডি'আর্টাগ্নান তরবারি-চালনায় নিপুণ, দুঃসাহসিক, রহস্যপ্রিয় যোদ্ধা। তাঁহার তিনটি বন্ধু ছিল—পোরথস, এথস ও এরামিস। পোরথস ছিলেন দাম্ভিক, আনন্দপ্রিয় ও স্থূলকায়। এথস তাঁহাদের মধ্যে প্রবীণতম এবং অভিজাতবংশীয়। এরামিস প্রথমে ধর্মযাজক হইবার জন্য শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলে ভিড়িয়া পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও তাঁহার কুণ্ঠা হয় নাই। এই চারি বন্ধুতে মিলিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ ও উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কার্ডিনাল রিশ্লুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল 'one for all and all for one' (সবার জন্য এক এবং একের জন্য সব)। 'Twenty years after,' 'The Vicomte de Bragelonue' প্রভৃতি ডুমা-রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থে এই বন্ধুত্রয়ের কীর্তি-কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়।

থ্রী মেন ইন এ বোট (Three Men in a Boat)—ইংরেজ সাহিত্যিক জেরোম কে. জেরোম (Jerome K. Jerome)। হাস্যরসাত্মক কাহিনী (১৮৮৯)। তিনটি বাতিকগ্রস্ত লোক ছিল; তাহাদের মধ্যে একজন সব রকম অসুখের স্বপ্ন দেখিত। সে যে রোগের বিষয় পড়িত, তাহার মনে হইত তাহারও সেই রোগ হইয়াছে। কয়েক দিন পরামর্শ করিয়া তাহারা একটি নৌকায় করিয়া টেমস্ নদীতে বেড়াইতে বাহির হয়। তাহাদের ভ্রমণের সেই ঘটনাগুলি হাস্যরসে পূর্ণ এবং অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

থ্রু দি লুকিং গ্লাস (Through the Looking Glass)—লিউইস ক্যারোল। ছোটদের গ্রন্থ (১৮৭২)। ['অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' দ্রঃ]। অ্যালিস স্বপ্নে আয়নার মধ্য দিয়া আয়না-বাড়িতে প্রবেশ করে এবং সেখানে সে দাবার রাজা ও রানীকে জীবন্ত দেখিতে পায়। সেখানে টুইড্লডাম, টুইড্লডী, হাম্পটি-ডাম্পটি প্রভৃতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। কয়েকটি সুপরিচিত কবিতা ইহার মধ্যে আছে।

———

দ

দক্ষযজ্ঞ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক (১২৯০ বঙ্গাব্দ)। দক্ষের যজ্ঞস্থলে পতিনিন্দায় ব্যথিতা সতীর তনুত্যাগের পুরাণপ্রসিদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক-খানি রচিত। এই নাটকের অন্তর্গত তপস্বিনীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য।

দক্ষসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

দত্তা—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। বনমালীর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী জগদীশ নিঃস্ব হইয়া পড়িলে, বনমালী জগদীশের পুত্র নরেন্দ্রকে গোপনে অর্থসাহায্য করেন ও ডাক্তারি পড়িবার জন্য বিলাত পাঠাইয়া দেন। তাহার পর জগদীশের মৃত্যু ঘটে এবং বিপত্নীক বনমালী একমাত্র কন্যা বিজয়াকে রাখিয়া মারা যান। তখন হইতেই বিজয়ার তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে বনমালীর আর এক বন্ধু ও সহপাঠী রাসবিহারীর উপর। বনমালী ও রাসবিহারী উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বনমালী প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাসবিহারী সেই অর্থের উপর কর্তৃত্ব লাভের আশায় বিজয়ার সহিত তাঁহার পুত্র দাম্ভিক বিলাসের বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র ডাক্তার হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিল এবং বিজয়ার সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল। রাসবিহারী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া দেনার দায়ে নরেন্দ্রের বাস্তুভিটাটুকু পর্যন্ত অধিকার করিয়া তাহাকে গ্রামছাড়া করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই বাড়িতে ধর্মমন্দির স্থাপিত হইল। ধর্মনিষ্ঠ দয়ালের উপর মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল। বিজয়া নরেন্দ্রকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না। ইতিমধ্যে দয়াল একদিন পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বনমালীর লেখা দুইখানি পুরাতন চিঠি আবিষ্কার করিলেন। এই চিঠিতে বনমালী বিজয়ার সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। চিঠি প্রাপ্তির পর দয়াল উদ্যোগ করিয়া নরেন্দ্রের সহিত বিজয়ার বিবাহ দেন; রাসবিহারীর চক্রান্ত নিষ্ফল হয়। এই উপন্যাসখানি 'বিজয়া' নামে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও চলচ্চিত্রে রূপা-ন্তরিত হইয়াছে।

দর্শন—হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি ২০০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখা হয়। দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। সাংখ্য, মীমাংসা ও ন্যায়। নিরীশ্বর আর সেশ্বর ভেদে সাংখ্য, পূর্ব আর উত্তর ভেদে মীমাংসা, ন্যায় আর বৈশেষিক ভেদে ন্যায়কে ধরিয়া দর্শন ছয় প্রকার। ষড়্দর্শনই ভারতের গৌরব। পরে দর্শনগুলির নানা শাখা সৃষ্ট হয়।

(১) বেদান্ত দর্শন—মহর্ষি বেদব্যাস। উত্তর মীমাংসা হইতেছে বেদান্ত দর্শন। ইহার মতে একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে সত্বাদি ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়। এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি মায়া ও অবিদ্যা রূপে দ্বিধা বিভক্ত হন। মায়াশ্রিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্যের নাম জীব। অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইলেই জীব মুক্তিমার্গে উপনীত হয়। অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র পথ জ্ঞান। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ইহার একটি সটীক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। এই দর্শনের সূত্রগুলিকে ব্রহ্মসূত্র বলে। ইহার প্রাচীন ভাষ্য হইতেছে শঙ্করাচার্যের।

(২) সাংখ্য দর্শন—মহর্ষি কপিল। সাংখ্যের মতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিলেই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। প্রকৃতি পৃথিবীর কার্য সম্পাদন করিতেছেন। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আছে; ঐগুলির সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। কপিলমুনি ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাঁহার মত

নিরীশ্বর। সাংখ্যমতের সব চেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ ঈশ্বর কৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকা।

(৩) পাতঞ্জল দর্শন—মহর্ষি পতঞ্জলি। যোগ দর্শন পাতঞ্জল দর্শন নামেই খ্যাত। ইহার মত অনেকটা সাংখ্যের মত। ইহাতে ঈশ্বরকে মানা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। কাহারও মতে, এই দর্শন ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি রচনা করেন, কাহারও মতে তাহা নয়।

(৪) ন্যায় দর্শন—অক্ষপাদ গৌতম। এই মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার। যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয়। পরমেশ্বর সকলের কর্তা এবং জীবাতিরিক্ত। অনুমান ও শ্রুত্যাদি ঈশ্বরের প্রমাণ।

(৫) বৈশেষিক দর্শন—কণাদ। এই মতে পদার্থ (দ্রব্যগুণ প্রভৃতি) সাতটি। কণাদের মতে, দুঃখবোধ দূর হইলেই মানুষ মুক্ত হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তি হয়। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়। ধর্মাধর্ম সুখদুঃখের উৎপত্তির কারণ।

(৬) মীমাংসা দর্শন—মহর্ষি জৈমিনি। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিরোধস্থলগুলির মীমাংসা করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। ইহা পূর্ব মীমাংসা দর্শন নামেও খ্যাত। ইহাতে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত অধিকরণ নামে অভিহিত হইয়াছে। জৈমিনির মতে দেবগণ শরীরী নহেন; মন্ত্রের মধ্যেই তাঁহাদের অস্তিত্ব। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়। শবর স্বামীর লেখা ইহার সবচেয়ে প্রাচীন ভাষ্য। সমস্ত দর্শনের চেয়ে এই দর্শন আকারে বড়। ইহার দুইটি শাখা—একটি কুমারিল ভট্টের ও অন্যটি প্রভাকর ভট্টের।

(৭) চার্বাকদর্শন—বৃহস্পতি শিষ্য চার্বাক। চার্বাকদর্শন ভোগবাদের নামান্তর। দেহ হইতে অভিন্ন মানুষের আত্মা বলিয়া কিছু নাই। ইহাতে জন্মান্তর, পরলোক, মুক্তি, স্বর্গ, নরক কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। জগৎকর্তা বলিয়া কেহ নাই—জগৎ স্বভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এইরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে। ইহার নীতি 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'

(৮) বৌদ্ধদর্শন—বৌদ্ধদর্শনে জীবন ক্ষণভঙ্গুর, সকল বস্তু ক্ষণিক এবং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানরূপ বলিয়া মত প্রচার করা হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনের মতে তত্ত্ব চতুর্বিধ—দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ। মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। বাহ্যবস্তুগুলি অলীক এবং বিজ্ঞানরূপ আত্মা সত্য।

(৯) আর্হত দর্শন—আর্হত দর্শনের মতে আত্মা ক্ষণস্থায়ী নহে, শাশ্বত বস্তু। অর্হৎই পরমেশ্বর। তিনি রাগদ্বেষবর্জিত, সর্বজ্ঞ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র দ্বারাই নির্বাণ লাভ হয়।

(১০) রামানুজদর্শন—রামানুজের মতে পদার্থ তিনপ্রকার—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। ঈশ্বর আরাধনা ও ঈশ্বর প্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য। অচেতন, জড়, ভোগ্য ও জগৎ অচিৎ। ঈশ্বর সর্ববস্তুর নিয়ামক এবং হরিরূপে উপাস্য। চিৎ ও অচিৎ সবই তাঁহার শরীরস্বরূপ। তিনি লীলাবশতঃ মূর্তি পরিগ্রহ করেন। ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করিলে জীবকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

(১১) পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন—এই দর্শনের মতে, জীব সূক্ষ্ম এবং ঈশ্বর-সেবক, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। প্রমাণ তিনপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করা যায়। পুরুষার্থ চারিটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ব্যতীত মোক্ষ এবং জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা যায় না। রামানুজ-দর্শনের সহিত এই দর্শন গ্রন্থের কতক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে।

(১২) নকুলীশ পাশুপত দর্শন—এই দর্শনের মতে মহাদেব পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশু। পশুপতি জীবের অধীশ্বর এবং সর্বকার্যের কারণ-স্বরূপ। মুক্তি দুই রূপ—চরম-দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমৈশ্বর্যপ্রাপ্তি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তির পথ সুগম হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার উপায় অতঃপর বর্ণিত হইয়াছে।

(১৩) শৈবদর্শন—পাশুপত দর্শনের ন্যায় ইহাতেও শিবই পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পতি, পশু এবং পাশ এই ত্রয়ই পদার্থরূপে অভিহিত। শিবপদ প্রাপ্তির উপায়সমূহ পতিপদবাচ্য। জীবাত্মা পশুপদবাচ্য। মল, কর্ম, মায়া ও রোধশক্তি চারি পাশরূপে অভিহিত হইয়াছে।

(১৪) প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—ইহাতেও মহাদেবকেই জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। ভ্রমবশতঃ মানুষের এই বিষয়ে ভেদজ্ঞান জন্মে। জীব যখন তাহার মধ্যে শিবত্ব উপলব্ধি করে, তখনই তাহার মধ্যে পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

(১৫) রসেশ্বরদর্শন—ইহাতেও মহাদেব পরমেশ্বররূপে স্বীকৃত এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেহের স্থৈর্যসম্পাদনের পর যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানার্জন হইলে জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। পারদরসের দ্বারা দৈহিক স্থৈর্য আনয়ন সম্ভব; কারণ মহাদেব হইতে উৎপন্ন পারদ সকল ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দর্পচূর্ণ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। উচ্চশিক্ষিতা ইন্দুর সহিত তাহার পিতার বন্ধুপুত্র নরেন্দ্রের বিবাহ হয়। স্বামীকে ভালবাসিলেও সে স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে না এবং স্বামীর অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সে বিলাসিতায় অযথা অর্থব্যয় করে। নরেন্দ্র নীরবে তাহা সহ্য করে। ননদ বিমলার স্বামিগৃহ নিকটেই। বিমলা ও ইন্দুতে খুব ভাব। কিন্তু বিমলা স্বামীর অনুগতা আর ইন্দু স্বাধীন। সে স্বামীর অসচ্ছলতায় বিরক্ত হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে, কিছুকাল মধ্যে নরেন্দ্র দেনার দায়ে জেলে যায়। ভগিনী বিমলা পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া গহনা বন্ধক দিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। ইন্দুও পিত্রালয়ে বাস করার হীনতা উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসে। এইভাবে তাহার দর্পচূর্ণ হয়।

দশকুমারচরিতম্—আচার্য দণ্ডী। সংস্কৃত গদ্যকাব্য। দশটি কুমারের বিচিত্র জীবন-বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌরাণিক কাব্যগ্রন্থ। দক্ষযজ্ঞস্থলে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব বিলাপ করিতে করিতে চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন। তাহার পর তিনি চেতনা ফিরিয়া পাইয়া নারদকে আকাশ-মধ্যে সিংহ, কন্যা, মেষ, তুলা প্রভৃতি দশটি রাশির স্থানে দশটি মহাপুরীতে দশমহাবিদ্যা দেখাইয়া বলেন যে, তিনি সতীর বিভিন্ন রূপ দর্শন করিতেছেন। কাব্যটির প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রায়শঃ মাত্রাছন্দের ব্যবহার।

দানকেলি-কৌমুদী—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত একাঙ্ক নাটক (১৪৭১ শক)। এইরূপ নাটক সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে 'ভাণ' নামে পরিচিত। যমুনাতটে শ্রীরাধা ও তাঁহার সহচরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ 'দানি' আদায় করিবার জন্য যে কৌতুক-লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে এই কাব্যখানি রচিত।

দায়ভাগ—জীমূতবাহন। সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতি এই গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

দিদি—নিরুপমা দেবী। সামাজিক উপন্যাস। জমিদারপুত্র অমরনাথ বন্ধু দেবেন্দ্রের সঙ্গে তাহাদের গ্রামে যায় এবং সেখানে চারু নামে

একটি মেয়েকে ভালবাসে। কিন্তু অমরনাথের বাবা তাহার সঙ্গে সুরমার বিবাহ দেন। এদিকে চারুর মা মৃত্যুকালে চারুকে অমরনাথের হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। অমরনাথ চারুকে বিবাহ করিয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ও ডাক্তারী পাশ করে। অমরনাথের বাবা মৃত্যুকালে পুত্রকে ক্ষমা করেন। স্বামীর সঙ্গে সুরমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু চারুর ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে সুরমা চারুকে ভালবাসিতে লাগিল এবং সকলেই একসঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

দীপনির্ব্বাণ—স্বর্ণকুমারী দেবী। লেখিকার ইহা প্রথম উপন্যাস (১৮৭৬)। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

দীপালি—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। কাব্য-গ্রন্থ (১৯০১)।

দুই পুরুষ—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রাচীন ও তরুণদের মধ্যে যে বিরোধ অনিবার্য হইয়া দেখা গিয়াছে তাহারই রূপায়ণ। বইখানি রঙ্গমঞ্চে ও পর্দায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

দুই বোন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শশাঙ্ক, শর্মিলা, উর্মিমালা ও নীরদ—এই চারটি মাত্র লোককে লইয়া ইহার ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। শর্মিলা শশাঙ্কের স্ত্রী, উর্মি তাহার বোন। তাহাদের পিতা রাজারাম বাবু ছিলেন মস্ত বড় জমিদার। উপযুক্ত পুত্র হেমন্তের অকাল-মৃত্যুতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন। হেমন্তের বন্ধু নীরদ ছিল সদ্য পাশকরা ডাক্তার, নিরবচ্ছিন্ন কাজই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য। হেমন্তের মৃত্যুর পর নীরদ রাজারামের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়া উঠে ও এই পরিবারের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হয়। রাজারাম বাবু মৃত্যুর আগে ঠিক করিয়া যান যে, হেমন্তের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাহার নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উর্মি ও নীরদ তাহার ভার গ্রহণ করিবে। উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথা পাকা হইয়া যায়। এই সময় রাজারাম বাবু মারা যান এবং উর্মির শিক্ষার ভার নীরদ গ্রহণ করে। কিছুকাল পরে নীরদ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত চলিয়া যায় এবং উর্মিমালা নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার ইচ্ছামত কাজ করিতে থাকে। এদিকে শর্মিলার এই সময় কঠিন ব্যাধি হয়। শশাঙ্ক ছিল নিতান্ত অগোছাল লোক। চাকরি ছাড়িয়া তখন সে মধুর মামার সহিত ভাগে ইঞ্জিনিয়ারীং কাজ করিতেছে। তাহার কাজের ও খাদ্যের ব্যাঘাত ভয়ে শর্মিলা উর্মিকে নিজের কাছে ডাকিয়া পাঠায় এবং উর্মি তথায় উপস্থিত হয়। উর্মি আসিবার পর হইতে শশাঙ্কের পরিবর্তন শুরু হয় এবং উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। শর্মিলার কষ্ট হইলেও স্বামীর সুখে সে বাধা দিতে চাহিত না। শেষে সে স্থির করে, শশাঙ্কের সহিত উর্মির বিবাহ দিয়া সকলে একত্রে থাকিবে। নীরদ বিলাতে অন্যের সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়াতে চিঠি লিখিয়া উর্মিকে মুক্তি-দান করে। এদিকে ব্যবসায় ঠিকমত না দেখিয়া উর্মির সহিত সময় নষ্ট করার দরুণ শশাঙ্কের সমস্ত টাকা ডুবিয়া যায়। শশাঙ্ক তখন নেপালে সরকারী চাকরি লইয়া তথায় থাকিবে স্থির করে। শর্মিলা এই সময় এক সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। উর্মি এই ব্যবস্থায় প্রথমে বাধা না দিলেও শেষ পর্যন্ত তাহা মানিয়া লইল না; কোনও খবর না দিয়া সে বিলাতে ডাক্তারি পড়িতে চলিয়া গেল। যাইবার পথে চিঠি দিয়া সমস্ত কিছু জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গেল। মনস্তত্ত্বের বিচিত্র প্রকাশের দিক্ দিয়া এই উপন্যাসটি অমূল্য।

দুঃখের দেওয়ালী—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে মূল্যদান, নন্দোৎসব, বিচিত্রা, লক্ষ্মীছাড়া, ব্যথার ব্যথী, কালী ঘরামি, রেল-দুর্ঘটনা, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, জাগৃহি, সজিকস, নিষ্কৃতি ও শান্তিজল—এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে।

দুর্গাদাস—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা মহিষী ও সন্তানকে বন্দী করিবার জন্য রাজপুতদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে রাজপুতবীর দুর্গাদাস তাহাতে বাধা দিয়া বারংবার মোগল সৈন্যকে পরাস্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই; স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মকে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিরাট্ স্বার্থত্যাগ ও বিপুল দেশপ্রেম সত্ত্বেও মহৎ চরিত্রের এই যে ব্যর্থতা, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই নাটকের উদ্দেশ্য।

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী—দ্বিজ রামনিধি। ইহা দেবী ভাগবত অবলম্বনে লিখিত।

দুর্গেশনন্দিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৬৫)। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। গড়মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা সঙ্গিনী বিমলাকে (বীরেন্দ্রসিংহের ছদ্ম পরিচারিকা-রূপিণী স্ত্রী) লইয়া শৈলেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। অপরাহ্নকালে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায় বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ সেই মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে বিমলা জগৎসিংহকে দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া তিলোত্তমার নিকট লইয়া যান। বিমলা দুর্গের গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই মুক্তদ্বারপথে পাঠান-সেনাপতি ওসমান পাঠান সৈন্যসহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন এবং জগৎসিংহ, বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমাকে বন্দী করিয়া পাঠান-দুর্গে লইয়া যান। তথায় কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা আহত জগৎসিংহের শুশ্রূষা করিতে গিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। কতলু খাঁর আদেশে মোগল পক্ষাবলম্বী বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি মৃত্যুকালে বিমলাকে ইহার প্রতিশোধ লইতে বলিয়া যান। আয়েষা গভীরভাবে জগৎসিংহকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন, এবং একথা আয়েষার প্রণয়প্রার্থী ওসমান জানিতে পারিলেন। এই সময় কতলু খাঁর জন্মতিথি উৎসবে বিমলা কতলু খাঁকে হত্যা করিয়া তিলোত্তমাকে লইয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া অভিরাম স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কতলু খাঁ মৃত্যুকালে জগৎসিংহকে মুক্ত করিয়া দেন ও সন্ধির প্রস্তাব করেন। অতঃপর অভিরাম স্বামীর মধ্যস্থতায় জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বিবাহ হয়। আয়েষা ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সামলাইয়া লন। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসখানি 'The Chieftain's Daughter' নাম দিয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

দৃষ্টিপাত—বিনয় মুখোপাধ্যায়। 'যাযাবর' ছদ্মনামে সুপরিচিত। রম্যরচনা। নয়া দিল্লীর পটভূমিকায় উচ্চ অফিসার মহলের দিকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত কাহিনীর ছাঁচে রচনা। অপূর্ব লিখনশৈলী বইটির বিশেষত্ব।

দৃষ্টিপ্রদীপ—উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি দুঃস্থ পরিবারের জীবন-কাহিনী। দিনপঞ্জী হিসাবে এই কাহিনী লিখিত।

দেনাপাওনা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। জীবানন্দ চৌধুরী এক ধনী জমিদারের উচ্ছৃঙ্খল ভাগিনেয়। যৌবন-কাল তাহার নানা অত্যাচার ও অনাচারের মধ্যে কাটিয়াছিল। কিন্তু অপুত্রক মাতুলের মৃত্যুর পর সে-ই তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। চণ্ডীপুর গ্রাম জীবানন্দের জমিদারীর অন্তর্গত। এই গ্রামে চণ্ডীর মন্দির ছিল। মন্দিরের সেবিকা ষোড়শী

ভৈরবী নামে পরিচিতা ছিলেন। অত্যাচারী জীবানন্দ তাঁহাকে কাছারী বাড়িতে ধরিয়া আনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝিতে পারে যে, এই ষোড়শী ভৈরবী আর কেহ নহে, তাহারই স্ত্রী অলকা। কলিকাতায় অবস্থান-কালে ঘটনাচক্রে এই অলকাকেই সে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহাকে একটি স্ত্রীলোকের গলার হার চুরি করিবার অপরাধে জেলে যাইতে হয়। জেল হইতে বাহির হইয়া সে আর অলকার সন্ধান পায় নাই। ইহার পর অলকার আর একবার বিবাহ হয় এবং সেই স্বামীকেও তিন দিন পরে বিতাড়িত করিয়া অলকার পিতা অলকাকে ভৈরবীপদে নিয়োগ করে। সেই হইতে অলকার নাম ষোড়শী। দীর্ঘকাল পরে সেই পরিণীতা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর ঘোর অত্যাচারী জীবানন্দের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং ষোড়শীও জীবানন্দকে উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। এদিকে জীবানন্দ তখন অতিরিক্ত অমিতাচারের ফলে কঠিন রোগে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। ষোড়শী ইহাতে বিচলিত হয় এবং জীবানন্দকে লইয়া চণ্ডীপুর ও সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবীবৃত্তি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে 'ষোড়শী' নামে একখানি নাটক রচিত হইয়াছে। উহাতে শেষ পর্যন্ত জীবানন্দের মৃত্যু দেখানো হইয়াছে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—চণ্ডীচরণ সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮৮৬)। ['গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' দ্রঃ।]

দেবগণের মর্ত্যে আগমন—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। উপন্যাসের মত সরস ভ্রমণকাহিনী। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন বরুণের মুখে কলিকাতা মহানগরী ও ইংরেজ রাজত্বের বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বরুণকে লইয়া মর্ত্যে আগমন করেন। তাঁহারা হরিদ্বার, বৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া ট্রেনে কলিকাতায় আসেন এবং দার্জিলিং হইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যান। বিভিন্ন নগর ভ্রমণকালে তাঁহারা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং বিবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করেন। পৃথিবীতে অত্যাচার ও অনাচার দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং স্বর্গে সভা করিয়া পৃথিবী ধ্বংস করিবার জন্ত ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দূতগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

দেবদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। জমিদারের ছেলে দেবদাসের সঙ্গে গ্রামের মেয়ে পার্বতীর ছেলেবেলা হইতেই প্রণয় ঘটে। কিন্তু পার্বতীরা ছোট ঘর বলিয়া দেবদাসের বাবা পার্বতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন না। তারপর একদিন এক বিপত্নীক জমিদারের সহিত পার্বতীর বিবাহ হইল। পরে দেবদাস কলিকাতায় আসে ও চন্দ্রমুখী নামে এক বেশ্যার সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। চন্দ্রমুখী তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু দেবদাস তাহাকে ভালবাসে নাই। সে ভালবাসিয়াছিল মদ। পরে সে অসুখে পড়িল। চন্দ্রমুখী সেবাশুশ্রূষা করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। দেবদাস স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় পশ্চিমে গেল। কিন্তু পরিচিত জনের মুখের কথা মনে পড়াতে সে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে ছিল বৃদ্ধ ও পুরাতন ভৃত্য ধর্মদাস। ট্রেনে নিদ্রিত ধর্মদাসকে ফেলিয়াই সে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ি যাইবার স্টেশনে নামিয়া পড়িল এবং গরুর গাড়িতে করিয়া তাহার বাড়ি যাইবার পথে তাহার মৃত্যু ঘটিল। পার্বতী ইহা শুনিয়া পাগলের মত ছুটিয়া যায়।

দেবী চৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রোমান্টিক উপন্যাস। জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীর নাম—প্রফুল্ল, নয়নতারা ও সাগর। তিনজনের মধ্যে প্রফুল্ল অমূলক অপবাদের জন্ত স্বামীর গৃহে স্থান পান নাই। কিন্তু বাপের বাড়ির দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন তিনি জননীর সহিত শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌছেন। শ্বশুর প্রফুল্লকে স্থান দিতে অসম্মত হন। কিন্তু রাত্রি গভীর, সেদিন তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া হইল না। সাগরবৌএর চেষ্টায় এবং আগ্রহে সে রাত্রির মত তিনি স্বামিসঙ্গ লাভ করিলেন। বিদায়কালে ব্রজেশ্বর তাঁহাকে নিজের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করেন। সেই স্মৃতিচিহ্ন লইয়া প্রফুল্ল পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে প্রফুল্লর মাতার মৃত্যু হয়। ঘটনাচক্রে প্রফুল্ল বনে আসিয়া এক বৈষ্ণব প্রদত্ত প্রচুর গুপ্ত ধনসম্পত্তি লাভ করেন। এই সময় দস্যুসর্দার ভবানী পাঠকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং ভবানীর শিক্ষার কালক্রমে তিনি দস্যুদলের নেত্রী দেবী চৌধুরাণী নামে পরিচিতা হন। এই সময় ব্রজেশ্বর একদিন পিতার আদেশে সাগরবৌএর পিতার নিকট টাকা ধার করিতে যান; কিন্তু টাকা না পাওয়ায় তাঁহাকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। ফিরিবার সময় দস্যুদল দেবী চৌধুরাণীর আদেশে ব্রজেশ্বরের নৌকা লুঠ করে এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া দেবীর বজরায় আটক করে। সাগরবৌও এই বজরায় ছিলেন। দেবী চৌধুরাণী ব্রজেশ্বরকে বহু সমাদর করিয়া ৫০ হাজার টাকা ধার দেন এবং তাঁহার পূর্ব-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দান করেন। বাড়ি ফিরিবার পথে অঙ্গুরীয় দেখিয়া ব্রজেশ্বর বুঝিতে পারেন যে প্রফুল্লর মৃত্যু হয় নাই, এই দেবী চৌধুরাণীই প্রফুল্ল। দেবী চৌধুরাণী যে টাকা ব্রজেশ্বরকে ধার দিয়াছিলেন, তাহা বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীতে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল; কিন্তু ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ রায় টাকা প্রত্যর্পণের কোন ব্যবস্থা না করিয়া রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের সাহায্যে দেবীকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তিনি লেফটেনাণ্ট ব্রেনানকে সঙ্গে করিয়া দেবীকে ধরাইয়া দিতে আসেন। তাহার পূর্বে ব্রজেশ্বর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন। দেবী কৌশলে ব্রেনান সাহেবকে বজরায় আনিয়া বন্দী করেন। দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত হরবল্লভ রায়ও আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ের সময় দেবীর বজরা সিপাহীদের বিপর্যস্ত করিয়া বায়ুবেগে অন্তর্হিত হয়। পরদিন ব্রেনান সাহেব মুক্তি লাভ করেন। দেবীর সহচরী নিশি হরবল্লভকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া স্বীয় ভগিনীর সহিত ব্রজেশ্বরের বিবাহের ব্যবস্থা করে এবং তাহার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পর দেবী দস্যুদলের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং ব্রজেশ্বরের সহিত নববধূরূপে শ্বশুরালয়ে আসিয়া গৃহধর্ম পালন করিতে থাকেন। সমালোচকগণের মতে গীতার নিষ্কাম ধর্ম প্রচার গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য।

দেবীপুরাণ—সংস্কৃত উপপুরাণ। ইহাতে বশিষ্ঠ বক্তা এবং ঋষিগণ শ্রোতা। ইহাতে ভগবতীর সহিত ঘোর দৈত্যের যুদ্ধ, দেবী কর্তৃক ঘোর দৈত্য হত্যা, দেবীর পূজাবিধান, দেবীর স্বরূপ নিরূপণ, তিথিবিশেষে দেবীপূজা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

দেবী ভাগবত—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থ। শক্তির লীলা-বৈচিত্র্যের পরিচয় প্রদান করাই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে সমাপ্ত। পঞ্চানন তর্করত্ন গ্রন্থখানির বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন।

দেয়ার আর ক্রাইম্‌স্ অ্যাণ্ড ক্রাইম্‌স্ (There are Crimes and Crimes)—সুইডেনের বিখ্যাত নাট্যকার অগস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ-লিখিত মিলনাত্মক নাটক (১৮৯৯)। নায়ক মরিস ছিল নাট্যকার; জেন নামক একটি স্ত্রীলোকের সহিত তাহার

ভালবাসা হয়। তাহাদের একটি কন্যা ছিল, নাম মারিয়ন। মরিস এক নূতন নাটক লিখিয়া খুব নাম করে। হেনরিয়েটা নামে একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রথম অভিনয় রজনীতে তাহার আলাপ হয়। অভিনয়ের পর তাহারা বেড়াইতে যায় এবং সেখানে পরস্পর অবৈধ সম্বন্ধে জড়িত হইয়া পড়ে। পরে তাহার কন্যা মারিয়ন মারা যায়। সন্দেহের বশে সকলে মরিসকে দোষী বলিয়া মনে করে এবং চারিদিকে তাহার কুৎসা রটে। পরে নির্দোষ প্রমাণ হইলে সে মুক্তি পায়, দুঃখের মেঘ কাটিয়া যায় এবং আবার সকলের মিলনের ভিতর দিয়া নাটকটি শেষ হয়। জগতে এমন পাপও আছে যাহার উল্লেখ আইনের মধ্যে নাই, নাট্যকার ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন।

দেশী ও বিলাতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে নিম্নলিখিত গল্পগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—আমার উপন্যাস, বিবাহের বিজ্ঞাপন, আধুনিক সন্ন্যাসী, একদাগ ঔষধ, মর্দসিংহ, প্রতিজ্ঞাপূরণ, উকিলের বুদ্ধি, হাতে হাতে ফল, খালাস, ফুলের মূল্য, পুনর্মূষিক, প্রবাসিনী ও ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর। ইংলণ্ডে কতকগুলি গল্পের ঘটনা সংস্থাপন করা হইয়াছে—অন্যান্য গল্পগুলি এদেশের সামাজিক কাহিনী। এই কারণেই 'দেশী ও বিলাতী' নামে গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেশে বিদেশে—সৈয়দ মুজতবা আলি। রম্যরচনা (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। ভ্রমণকাহিনী হইলেও ইহা রম্যরচনারূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এযুগের ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। দিল্লী হইতে ইহা 'নরসিংহদাস প্রাইজ' লাভ করিয়াছে।

দোটানা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। হৈমবতী ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা। বিধবা হইবার পর সে বাপের বাড়িতে বাস করিতেছিল। তরল নামে এক প্রতিবেশী যুবকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে হৈম অন্তঃসত্ত্বা হয়। তরল হৈমকে বিবাহ করিতে চাহিলে হৈমর পিতা রাজী হন না। তরল গ্রাম ছাড়িয়া যায় এবং সংবাদ রটে যে ট্রেনে এক দুর্ঘটনায় সে মারা গিয়াছে। মনের দুঃখে হৈম পুষ্করিণীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়; কিন্তু তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে গ্রামের বিপত্নীক পটুয়া গোবর্ধন। গোবর্ধন হৈমকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং লোকলজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য হৈমকে বিবাহ করে। অতঃপর হৈমর গর্ভস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং সেও গোবর্ধনের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকে। ইহার কিছুকাল পরে হঠাৎ কলিকাতায় তরলের সহিত একদিন হৈমর সাক্ষাৎ হইল। তরল মরে নাই—ট্রেন-দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে গোবর্ধন তরলের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিল এবং তরলকে বলিল, হৈমবতীর দুইজন প্রণয়ীর বাঁচিয়া থাকা চলে না। একজনকে মরিতে হইবে। সে নিজেই মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহার পূর্বেই গোবর্ধনকে রক্ষা করিবার জন্য হৈমবতী আত্মহত্যা করিল।

দোললীলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গীতিনাট্য (১৮৭৮)। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রার বিষয় লইয়া নৃত্যগীত-বহুল নাটিকা।

দোহাকোষ—প্রবোধচন্দ্র বাগচী সংকলিত। সিদ্ধাচার্যগণের বিভিন্ন দোহা ইহাতে সংকলিত হইয়াছে।

দ্বন্দ্বে মাতরম্—অমৃতলাল বসু। বিদ্রূপাত্মক প্রহসন-নক্সা (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা—মহাকবি কালিদাস। উপাখ্যানমালা। ইহার সূচনায় ভর্তৃহরির বৈরাগ্য ও বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য মহেন্দ্রের নিকট হইতে একটি সিংহাসন প্রাপ্ত হন। উহাতে ৩২টি পুত্তলিকা বসান ছিল। এক একটি পুত্তলিকা এক একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করে এবং সেই জন্যই গ্রন্থখানির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

ধ

ধনবিজ্ঞান—গিরীন্দ্রকুমার সেন। অর্থনীতি-বিষয়ক পুস্তক। কিরূপে ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন হইতে ধনাগম হয়, কেমন করিয়া বিনিময়, কাটতি ও সরবরাহ হয়, কেমন করিয়া ধন, বেতন, খাজনা প্রভৃতি কি উপায়ে পরিবর্তন করা হয়, ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ধার, ধনভোগ প্রভৃতি সম্বন্ধেও লেখা হইয়াছে।

ধম্মপদ—পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ। হিন্দুদের নিকট যেমন ভগবদ্গীতা, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের নিকট তেমনই ধম্মপদ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ জ্ঞান প্রভৃতি কি উপায়ে লাভ করা সম্ভব, ইহাতে বুদ্ধ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধ ত্রিপিটকের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। বুদ্ধ ঘোষ এই গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেন। চারুচন্দ্র বসু বঙ্গভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদ করিয়াছেন।

ধর্মতত্ত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাতে ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের মতবাদ সম্বন্ধে এবং সুখ, দুঃখ, ভক্তি ও কর্ম, ধর্ম ও জ্ঞানের তাৎপর্য কি তাহাও এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ধর্মতত্ত্বদীপিকা—রাজনারায়ণ বসু। ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য কি তাহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম যে সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রদর্শন করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ধর্মতত্ত্ববিবেক—রাজনারায়ণ বসু। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। দার্শনিক মতবাদ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম যে সত্যধর্ম ইহাই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বগুলি সাধারণের কাছে যাহাতে বোধগম্য হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি রচিত।

ধর্মনীতি—অক্ষয়কুমার দত্ত। নীতিবিষয়ক গ্রন্থ (১৮৫৫)। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য, হিন্দু নরনারীর দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, বালকবালিকাদের চরিত্র গঠনের জন্য কিরূপ শিক্ষাদান-প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, গৃহকর্ম ও গৃহধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

ধর্মপাল—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্ত রাজবংশের লোপ হয়। এই সময় পালবংশের প্রথম রাজা গোপালদেবকে প্রজাবৃন্দ গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্মপাল এই গোপালদেবের পুত্র। তিনি রাষ্ট্রকূটের রাজা তৃতীয় গোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রয়প্রার্থী চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান ও আর্যাবর্তের সার্বভৌম অধিকার লাভ করেন। আলোচ্য উপন্যাসখানি এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

ধর্মপূজা-বিধান—রামাই পণ্ডিত। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকখানি ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এসিয়াটিক সোসাইটির একখানি তালপাতার পুঁথি অবলম্বন করিয়া সম্পাদনা করেন। বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতনের ইতিহাস এই পুস্তকে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম বিভিন্নকালে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, সেই বিষয় লইয়া ইহার ভূমিকা রচিত।

ধর্মমঙ্গল, শ্রী—প্রাচীন কাব্য। ধর্মদেবের সেবক লাউসেন প্রাচীন বাঙ্গালার একজন

লোকপ্রিয় বীর ছিলেন। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে তাঁহার কীর্তি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষ, গৌড়ের রাজা ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়। লাউসেন ইহাদের পুত্র। লাউসেনের বাল্য ও যৌবন-বৃত্তান্ত, তাঁহার মাতুল ধর্মপাল রাজার পাত্র মাহুদা বা মহামদ কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ ও ইছাই ঘোষের মৃত্যু এবং লাউসেনের নানা সংগ্রামে জয়লাভ ও নানা অলৌকিক কাহিনী সেকালের লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিত। এই উপাখ্যানগুলি লইয়া অনেক কবি বাঙ্গালায় ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গল একখানি প্রাচীন কাব্য। ইহার রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর কাছাকাছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘনরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। উহাও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ধূস্তরীমায়া—পরশুরাম। (রাজশেখর বসু)। গল্প গ্রন্থ।

ধূসর পাণ্ডুলিপি—জীবনানন্দ দাস। কাব্যগ্রন্থ (১৯৩৬)। ইহা কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ইহার কোন কোন কবিতা 'কল্লোল', 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতা—'পাখিরা', ক্যাম্পে' ইত্যাদি।

ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন প্রণীত সংস্কৃত অলংকার ও কাব্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে কাব্য সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা রহিয়াছে।

ধ্বন্যালোক ও লোচন—সুবোধ সেনগুপ্ত। অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে অতি-আধুনিক পুস্তক (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)।

ধাত্রীদেবতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। লেখকের বৈশিষ্ট্য এই যে, পুস্তকে কোনও নায়ক নাই। নায়ক বলিতে এখানে একটি গ্রামকে বুঝাইতেছে।

ন

নকুলীশ পাশুপত দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

নদ ও নদী—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাস। ইহা চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

নদী ও নারী—হুমায়ুন কবীর। উপন্যাস। ইহার ইংরেজীও আছে।

নন্দকুমার—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ইতিহাসকাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত রোম্যান্টিক নাটক (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। নন্দকুমারের জীবনচরিত অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

নবকথা—গল্পসমষ্টি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'অজহীনা', 'হিমানী' ইত্যাদি কয়েকটি গল্প ইহাতে আছে। একটি 'রৌপ্য মুদ্রার জীবনচরিত'। গল্পটি লেখকের প্রথম প্রকাশিত গল্প।

নবগীতা—ভূধর চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে নিম্নলিখিত নয়টি গীতার মূল ও অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—গণেশগীতা, যমগীতা, জীবন্মুক্তিগীতা, হংসগীতা, পাণ্ডবগীতা গীতাসার, নারদগীতা, পিতৃগীতা ও সপ্তশ্লোকী গীতা।

নবনাটক—রামনারায়ণ তর্করত্ন। সামাজিক নাটক। এই নাটক রচনার মূলে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে জোড়াসাঁকোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ'-পত্রে বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। পরে ঐ বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা হয় এবং রামনারায়ণের উপর নাটক রচনার ভার অর্পিত হয়। তিনি ইহা লিখিয়া দুইশত টাকা পুরস্কার পান। নাটকখানির আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :—

এক প্রবীণ জমিদার স্ত্রীপুত্র বর্তমানে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দেশত্যাগী হয় এবং প্রথমা পত্নী আত্মহত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রদত্ত বশীকরণের ঔষধ সেবনের ফলে স্বয়ং জমিদারকেও প্রাণত্যাগ করিতে হয়।

নববাবুবিলাস—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসের আকারে উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্র (১৮২৫)। পুস্তকে 'প্রমথনাথ শর্মণ' এই ছদ্মনাম আছে। লেখকের ইহা প্রথম রচনা। পুস্তকের নায়ক একজন কলিকাতার ধনী, কিন্তু অশিক্ষিত ভদ্রসন্তান। এইরূপ ধনী অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য পুস্তকখানি রচিত হয়। এক হিসাবে ইহাই বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। ইহা 'আলালের ঘরের দুলালে'র বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল। ইহা নাটকাকারেও রূপান্তরিত হইয়াছিল।

নববিধান—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। বিদেশীয় জীবনযাত্রায় কি দোষ তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। নায়ক শৈলেশ কলিকাতায় এক নামজাদা কলেজের অধ্যাপক। বেতন আটশত। তিনি প্রথম পক্ষের স্ত্রী উষাকে বিবাহ করিয়া ত্যাগ করেন—কারণ উষার ছিল অত্যন্ত গোঁড়া মনোবৃত্তি ও হিঁদুয়ানী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া মারা যান। তৃতীয় পক্ষ করিবার পূর্বে তিনি উষাকে গৃহে আনেন এবং অনেক মনোমালিন্যের পর উষার হিঁদুয়ানীকে শৈলেশ মানিয়া লয়। উষার চরিত্রটি সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে শৈলেশের বোন বিভা ও তাহার স্বামী ক্ষেত্রমোহনের নাম উল্লেখযোগ্য।

নবযৌবন—অমৃতলাল বসু। নাটক।

নবাব (Nabob or Nobab)—ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আলফাঁসো দোদে (Alphonse Daudet)-রচিত উপন্যাস। বার্নার্ড জাঁসুলে প্রথমে অত্যন্ত গরিব ছিলেন কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় পরে লক্ষপতি হন। ধনপ্রাপ্তির পর তিনি দশজনের একজন হইবার আশায় প্যারিসে আসেন। সেখানে ডাক্তার রবার্ট জেঙ্কিন্স ও অনুরূপ অন্যান্য অসৎ লোকের হস্তে পড়িয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইতে বসেন। টাকা খরচ না করিলে নাম হয় না, তাহারা তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া অগাধ টাকা লইয়া নিজেদের স্বার্থ পূর্ণ করিতে থাকে। এই সময় পল দেরি নামক এক যুবক তাঁহার সেক্রেটারী হয়। সে ছিল অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির। সে প্রতিজ্ঞা করে জাঁসুলেকে এই সব রক্তশোষকদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্যারিসের শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে কিছুদিন মাতাইয়া তারপর ছাড়িয়া দিল। যাহারা বন্ধুরূপে আসিয়াছিল তাহারা শত্রু হইল এবং অতি জঘন্য উপায়ে তাঁহাকে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিল। শেষপর্যন্ত জাঁসুলে একদিন থিয়েটারে এক নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে যান, কিন্তু সেখানকার ব্যক্তিদের বিদ্রূপ ও অযথা কটাক্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। সে অজ্ঞানতা আর ভাঙে নাই।

নবাবনন্দিনী—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস। ইহার অপর নাম আয়েষা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র ইহা পরিশিষ্ট বা উপসংহার। ছোটদের জন্য ইহার একটি সংস্করণ সম্প্রতি দেব সাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

নবীন তপস্বিনী নাটক—দীনবন্ধু মিত্র। নাটক (১৮৬৩)। রাজা রমণীমোহন জননী ও ছোটরানীর কথায় যখন তখন বড়-

রাণী প্রমদাকে লাঞ্ছিত করিতেন। কিন্তু গোপনে গোপনে স্ত্রীর সহিত মেলামেশাও চলিত। এইভাবে বড়রাণী গর্ভবতী হন, কিন্তু রাজা তাঁহার সহিত সহবাসের কথা অস্বীকার করিয়া তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেন। বড়রাণী মনের দুঃখে স্বামীর সংসার ত্যাগ করেন। ইহার কিছুকাল পরে ছোটরাণীর মৃত্যু হয় এবং রাজার শুভাকাঙ্ক্ষিগণ পুনরায় তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন। কামিনী বলিয়া একটি মেয়ের সহিত রাজার বিবাহের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু রাজা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার অনুচরবর্গ বিজয় নামে এক তরুণ যুবাকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া বলে যে এই যুবক কামিনীকে ভুলাইয়া তাহার তপস্বিনী জননীর নিকট লইয়া গিয়াছিল। তখন কামিনী ও তপস্বিনী দুই জনকেই রাজসভায় আনয়ন করা হয়। রাজা তপস্বিনীকে দেখিয়া বড়রাণী বলিয়া চিনিতে পারেন। সেই তরুণ যুবক রাজারই পুত্র। তাহার নাম বিজয়। রাজা বিজয়ের সহিত কামিনীর বিবাহ দেন। এই নাটকের অন্তর্গত রাজমন্ত্রী জলধর ও তাহার স্ত্রী জগদম্বার চরিত্র উল্লেখযোগ্য। জলধর রতিকান্ত সওদাগরের স্ত্রী মালতীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং এজন্য তাহার মুখরা স্ত্রীর নিকট প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হইত।

অবীন যাত্রা—মনোজ বসু। উপন্যাস (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। এক গ্রামের জমিদারের বিধবা ইন্দ্রাণী দেবীর উচ্চ আদর্শ ছিল। শহর হইতে তিনি গ্রামে ফিরিলেন। তিনি গ্রামকে শিক্ষাদীক্ষায় আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। সেই গ্রামের অপর অংশে নির্মল নামে এক অগ্নিবিপ্লবী নিজের চেষ্টায় গঠনমূলক বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্রাণী দেবীর সহিত তাহার বিরোধ বাধে ও পরে সমন্বয় ঘটে। ভাষা সহজ।

অবীন যুবক—প্রবোধকুমার সান্যাল। সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থের নায়ক সোমনাথ জমিদারের ছেলে। সে কলিকাতা হইতে লেখাপড়া করিয়া গ্রামে যায় এবং ভগবতী নামে একটি মেয়েকে গ্রামের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় এক আশ্রমে লইয়া আসে। এখানে বঙ্কিম নামে এক যুবকের সঙ্গে ভগবতীর প্রেম হয় এবং সে গর্ভবতী হয়। বঙ্কিম সরিয়া পড়ে। সোমনাথ তখন তাহাকে বিবাহ করিয়া লজ্জা হইতে নিষ্কৃতি দেয়।

অরক্ষণো রূপেয়া—শিশিরকুমার ঘোষ। সামাজিক নাটক। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসমাজের কন্যা-বিক্রয় প্রথার বিরুদ্ধে এই নাটকখানি রচিত। ইহা নাটক-প্রহসন।

নরমেধযজ্ঞ—রাজকৃষ্ণ রায়। ভক্তিরসাত্মক নাটক (১২৯৮ বঙ্গাব্দ)। পিতৃভক্তির সঙ্গে মানবিকতার বিরোধ নাটকটির বীজ। যযাতির চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। ভক্তিরসাত্মক নাটক হইলেও ভক্তিরসের বাড়াবাড়ি নাই।

নলদময়ন্তী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক। নল ও দময়ন্তীর পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত। নাটকখানি গৈরিশ ছন্দে রচিত।

নলোদয়—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাভারতে বর্ণিত নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে মহাকবি কালিদাস কর্তৃক রচিত। হংসদূত-মুখে নলের কাহিনী শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর মনে প্রেম সঞ্চার হইতে, তাঁহাদের বিবাহ, নলের উপর কলির কোপ, নল-দময়ন্তীর নানা দুর্ভোগ এবং পরিশেষে ঋতুপর্ণের সহিত নলের বিদর্ভ রাজ্যে আগমন ও দময়ন্তীর সহিত পুনর্মিলন পর্যন্ত এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

নষ্টনীড়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বড় গল্প। রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচনা। ভূপতি কাজের লোক; সে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহারই কাজের নেশায় মত্ত ছিল। ইতিমধ্যে ভূপতির তরুণী স্ত্রী চারু তাহার দূরসম্পর্কীয় দেবর অমলকে ভালবাসিয়া ফেলে। অমলও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে সে লেখাপড়ার জন্য বিলাত চলিয়া যায়। ইহাতে চারুর নিকট সংসারযাত্রা দুর্বিষহ হইয়া উঠে। এদিকে ভূপতির কাগজ উঠিয়া যায় এবং ক্লান্ত ভূপতি তখন সান্ত্বনালাভের আশায় চারুর নিকট আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় সে বুঝিতে পারে যে, চারুর মন বহুদূর অমলের কাছে ঘুরিয়া মরিতেছে। তখন সে দক্ষিণ ভারতের একটা সংবাদপত্রের সম্পাদনভার লইয়া চলিয়া যায়। যাইবার সময় চারু তাহার সঙ্গে যাইতে চায়, কিন্তু ভূপতি তাহাতে আপত্তি করে। শেষ পর্যন্ত ভূপতি বুঝিতে পারে যে, অমলকে ভুলিবার জন্য চারু তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। তখন সে চারুকে সঙ্গে লইতে সম্মত হয়; কিন্তু চারু তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। আধুনিক বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের বীজ এই 'নষ্টনীড়ে'ই উপ্ত হইয়াছিল।

নসীরাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বিয়োগান্ত নাটক (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। ভক্তপ্রবর নসীরামের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহাতে গৌড়াধিপতি যোগেশনাথের পুত্র অনাথনাথের সহিত বিরজা নামে কামিনীর প্রণয়ের কাহিনীও সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অনাথনাথ একজন কাপালিকের হস্তে পতিত হন। কিন্তু সোণা নামে এক রমণীর দ্বারা সেই কাপালিক নিহত হয় এবং হরিভক্ত নসীরামের আদর্শে সকলে হরিপ্রেমে মত্ত হন। নসীরাম হরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে সোণাও তাঁহার চিতায় আরোহণ করেন। নসীরামের ভূমিকায় পরমহংসদেবের কিছু প্রতিবিম্ব আছে।

নাগানন্দ—হর্ষদেব-প্রণীত সংস্কৃত নাটক। বিদ্যাধররাজপুত্র জীমূতবাহন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রচুর সাপের হাড় দেখিতে পাইয়া জানিতে পারেন যে উহা গরুড়ের ভুক্তাবশেষ। প্রত্যহ একটি করিয়া সর্প গরুড়ের নিকট আত্মাহুতি দেয়। পরদিবস শঙ্খচূড় নামে সাপ আগমন করিলে জীমূতবাহন নিজ জীবনদানে শঙ্খচূড়ের জীবন রক্ষাকল্পে রক্তবস্ত্র পরিয়া বধ্যশিলায় উপবেশন করেন। গরুড় আসিয়া তাহার রক্ত পান করিতে থাকে। কিন্তু ইহাতে তিনি ব্যথিত না হইয়া পরার্থে জীবন দান করিতেছেন ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। গরুড় ইহাতে অত্যধিক বিস্মিত হয়। এই সময় জীমূতবাহনের পিতামাতা, পত্নী মলয়বতী প্রভৃতি বিলাপ করিতে থাকেন। জীমূতবাহন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে গরুড়ের নির্বেদ হওয়ায় সে নাগহিংসা পরিত্যাগ করে। পরে জীমূতবাহনের মাতাপিতা, পত্নী প্রভৃতি অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দেবী গৌরী আসিয়া তাঁহাদের নিবৃত্ত করিয়া জীমূতবাহনকে পুনর্জীবিত করেন। ইহাই নাগানন্দের আখ্যানভাগ।

নারদগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

নারদীয় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

নারায়ণী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। উপন্যাস (১৩১১ বঙ্গাব্দ)। ছোটনাগপুরের অনন্তপুর গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে এক রাজা ইংরেজের অধীনে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পৌত্রী নারায়ণীকে লইয়া তিনি সেই শোক কিছুটা নিবারণ করিলেন। আনন্দদেব নামে রাজকর্মচারী রাজাকে বাতুল প্রতিপন্ন করিয়া ইংরেজের নিকট হইতে সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন ও তাঁহার পুত্রের সহিত নারায়ণীর বিবাহের উদ্যোগ করেন। রাজার অনুগত রতন নামে এক ব্রাহ্মণ তুলসী নামে এক বীরবালাকে নারায়ণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করেন। তুলসী স্বীয় স্বামী সদাশিবের সহিত নারায়ণীর বিবাহ দেন। তুলসীর পিতা ইংরেজ রাজত্ব

উচ্ছেদের জন্ত গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করেন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে সেই ষড়্‌যন্ত্র নিষ্ফল হইলে তাঁহার মৃত্যু হয়। নারায়ণী জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করেন। নারায়ণীর উদ্ধারের জন্ত রাজাও জলমগ্ন হন। বিদ্রোহের নেতা বলিয়া সদাশিব ধৃত ও নিহত হন। রত্নম বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৬৯)। ইহাতে নারীজাতির স্বভাব, শিক্ষার আবশ্যকতা, শিক্ষার অভাবে বিষময় ফল, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানা ঐতিহাসিক কাহিনী ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নারীর মূল্য—শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালী মেয়েদের সমাজে মূল্য নির্ধারণই লেখকের এই প্রবন্ধ-পুস্তকের উদ্দেশ্য।

নালক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটদের উপন্যাস।

নিকোলাস নিক্‌লবি (Nicholas Nickelby)—চার্লস্ ডিকেন্স। উপন্যাস (১৮৩৮—৩৯)। উনিশ বছরের ছেলে নিকোলাস। বাপের মৃত্যুর পর সে তার মা ও বোন কেটিকে লইয়া খুড়া রালফের কাছে যায়। খুড়া ছিলেন কুসীদজীবী। নিকোলাসের স্বাধীনচেতা ভাব দেখিয়া তিনি তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। ডোথবয়েজ হলে তাহাকে কাজ করিতে পাঠানো হয়। সেখানে তাহার উপর অত্যাচার করা হয়। স্মাইক নামে একটি ছেলেও সেখানে ছিল। সে স্মাইককে লইয়া পালায় ও যাত্রার দলে যোগদান করিয়া নিজের ও তাহার জীবিকা অর্জন করে। পরে চীয়ারিবল্‌ নামে এক কারবারে যোগদান করিয়া সুখী হয়। ইতিমধ্যে কেটি এক পোশাকনির্মাতার অধীনে কাজ করিতে গিয়া অপমানিতা হয়। নিকোলাস তাহাকে সেই অপমান হইতে রক্ষা করে এবং মা ও বোনকে লইয়া আলাদা বাসা করে। মেডুলিন ব্রে নামে একটি মেয়েকে নিকোলাস ভালবাসে। ইহাকে রালফ গ্রাইড নামে একটি দুষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। কিন্তু নিকোলাসের ফন্দিতে তাঁহার সব মতলব ফাঁসিয়া যায়। পরে রালফ জানিতে পারেন যে স্মাইক তাঁহার পুত্র। স্মাইক ইতিমধ্যে মারা গিয়াছিল। তখন রালফ গলায় দড়ি দেন। নিকোলাস ব্রেকে বিবাহ করে ও কেটি চীয়ারিবল্‌দের এক ভাগ্নে ফ্র্যাঙ্ককে বিবাহ করে।

নিগ্রো জাতির কর্মবীর—বিনয়কুমার সরকার। জীবনী-গ্রন্থ। আমেরিকার প্রসিদ্ধ কর্মবীর বুকার টি. ওয়াশিংটনের জীবনী। ওয়াশিংটন নিগ্রো ক্রীতদাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ অধ্যবসায় গুণে উন্নত ও জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯০১-এ লিখিত তাঁহার আত্মজীবনী হইতে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে।

নিদান—মূলগ্রন্থ মাধব কর-বিরচিত সংস্কৃত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ হইতে ইহা সংকলিত। ইহাতে রোগের উৎপত্তির কারণ ও তাহার পরিণামের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নিভৃতচিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক। (১৮৮৩)।

নিমাইসন্ন্যাস—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক। 'চৈতন্যলীলা'র দ্বিতীয় ভাগরূপে ইহা লিখিত হয়।

নির্বাসিতের বিলাপ—শিবনাথ শাস্ত্রী। লেখকের প্রথম কাব্য (১৮৬৮)। কাব্যখানি চারি কাণ্ডে বিভক্ত। আন্দামানে নির্বাসনগামী দণ্ডিতের খেদোক্তি গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু।

নির্বাসিতের আত্মকথা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অগ্নিযুগের বিপ্লবী-বীর এই লেখকের নির্বাসনের কাহিনী লইয়া রচিত। লিখনভঙ্গি চমৎকার। হাস্যরস বইখানির মধ্যে অপরূপভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নিশীথচিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক। কতকগুলি চিন্তাপূর্ণ ভাবময় প্রবন্ধের সমষ্টি। অনবদ্য গদ্য ভাষায় ইহা রচিত।

নিষ্কৃতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালা উপন্যাস। গিরিশ ও হরিশ দুই সহোদর খুড়তুত ভাই রমেশের সহিত একান্নবর্তী পরিবারে ছিলেন। গিরিশ কলিকাতার ও হরিশ পশ্চিমের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। গিরিশ ও তাঁহার স্ত্রী দেবতুল্য। দাদার টাকা লইয়া কারবারে ফেল করিয়া রমেশ ও তাহার স্ত্রী শৈলজা ভাইএর অন্ন ধ্বংস করিতেছিল। শৈলজার উপর সংসারের যাবতীয় ভার। কিছুদিন পরে হরিশ, তৎ-পত্নী নয়নতারা ও পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় আসে। শৈলজার একাধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া নয়নতারা শান্তির সংসারে অশান্তির স্রোত বহাইল। ফলে রমেশ স্ত্রীপুত্রাদি সহ গিরিশের কৃত দেশের বাড়িতে গমন করেন। হরিশ রমেশকে পল্লীর বাটী হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্ত মামলা রুজু করে। গিরিশের কোন বিষয়ে লক্ষ্য নাই। শৈলজার গহনা মামলায় প্রায় শেষ হইয়াছে—এমন সময় আত্মীয়-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গিরিশ দেশের বাটীতে আসিয়া শৈলজাকে নিরাভরণ দেখিয়া রমেশকে রক্ষা করিবার জন্ত শৈলজার নামে পল্লীর সম্পত্তি লিখিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। হরিশ অগ্রজের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। মামলায়ও যবনিকাপাত হইল।

এই গল্পের গিরিশের মেহচরিত্র ও সহজ সরল স্বাভাবিকতা পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে।

নিসর্গ-সন্দর্শন—বিহারীলাল চক্রবর্তী। কাব্যগ্রন্থ। 'চিন্তা', 'সমুদ্রদর্শন', 'বীরাঙ্গনা', 'নভোমণ্ডল', 'ঝটিকার রজনী' নামক কবিতাগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

নীলদর্পণ—নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। বিয়োগান্ত নাটক। পত্নী সাবিত্রী ও পুত্রদ্বয় নবীনমাধব ও বিন্দুমাধবকে লইয়া স্বরপুরে গোলোকচন্দ্র বসু নামে জনৈক মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন। নবীনমাধব নীলকরগণের অত্যাচার হইতে প্রজাদের রক্ষা কারক বলিয়া নীলকুঠীর বড় সাহেব আই. আই. উড ইহাকে শাসন করিবার জন্ত নিরীহ গোলোককে মিথ্যা ফৌজদারীতে কারারুদ্ধ করে। গোলোক কারাগারে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। ছোট সাহেব পি. পি. রোগ প্রজা সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কুঠীতে আনিয়া বলাৎকারের চেষ্টা করিলে, নবীন মুসলমান প্রজা তোরাপের সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে। গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে রোগ সাহেব লাথি মারায় গর্ভস্রাব হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। নীলবপন লইয়া বিবাদ হইলে উড সাহেব নবীনকে অপমানসূচক কথা বলে। ক্রুদ্ধ নবীন সাহেবকে পদাঘাত করিলে, সাহেব তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করে—তাহাতেই নবীনের মৃত্যু হয়। সাবিত্রী পতিপুত্র-শোকে উন্মাদিনী হইয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্য হইলে স্বীয় কর্মের জন্ত শোকে প্রাণত্যাগ করেন। 'নীলদর্পণ' গ্রন্থকারের প্রথম নাটক। ইওরোপের অনেক ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর কথায়, 'এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই'।

নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ক্ষুদ্র উপন্যাস। 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী'র মালিক মদনলাল। তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না বলিয়া তাহার বাবা যমুনাপারের শ্রীমন্তলাল তাহার বিবাহ দেন নীহারিকা ওরফে মেঠীর সঙ্গে। কিন্তু মদন দেশ ও বউ ছাড়িয়া পালায় ও বউও বাহির হইয়া যায়। মদন ফিরিয়া 'বউ'এর নামে ঐ কোম্পানী করে। পরে অন্ধ কুঞ্জবিহারীর কন্যার ধর্মনাশ করে। তাহার ব্যবসায়েও মন্দা পড়ে ও দুরবস্থায় পতিত হয়।

নূতন চাঁদ—নজরুল ইসলাম। নজরুলের কবিতাগুচ্ছের নূতন সংস্করণ (১৩৫৮

বঙ্গাব্দ)। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কুড়িটি কবিতা আছে। প্রত্যেকটি কবিতা অগ্নি-আভায় দীপ্ত। 'নৌজোয়ান', 'দুর্বার যৌবন', 'উঠরে চাষী', 'ঈদের চাঁদ' ইত্যাদি কবিতায় ধ্বনিয়া উঠিয়াছে কবির তাণ্ডব সুর।

নেড়া হরিদাস—'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। ব্যঙ্গ উপন্যাস (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। অনেক জুয়াচোর পরম বৈষ্ণব সাজিয়া লোকচক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় উদরপূর্তি করে। নেড়া হরিদাসও পাকা জুয়াচোর বৈষ্ণব ছিল। ইহার ভণ্ডামির কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

নৈবেদ্য—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। কয়েকটি দেশভক্তি-মূলক ও ভগবদ্‌ভক্তিমূলক কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। নৈবেদ্যের প্রথম অংশে কবির ধ্যানজীবনের আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অংশে কর্মজীবনের। নৈবেদ্যের শতসংখ্যক কবিতার মধ্যে আটাত্তরটি হইতেছে চতুর্দশপদী। প্রথম একুশটি কবিতা গানের ধরনে লেখা। রবীন্দ্র-নাথের সনেট রচনাপদ্ধতি এই গ্রন্থে আছে। ২। জলধর সেন প্রণীত গল্পগ্রন্থ। ইহাতে পাঁচটি গল্প আছে।

নোটার ডেম ডি প্যারিস (Notre Dame de Paris)—ভিকটর হিউগো। বিখ্যাত উপন্যাস। ১৪৮২-এর প্যারিসকে লইয়া ইহার ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্লড ফ্রোলো (Claude Frollo) ছিল নোটার ডেম নামক বিখ্যাত গির্জার প্রধান ধর্মযাজক। এস্‌মারেলডা (Esmeralda) নামে এক জিপ্‌সী (যাযাবর) মেয়ের সহিত সে প্রেমে পড়ে। কোয়াসি-মোডো (Quasimodo) নামে এক বামন ঐ গির্জায় থাকত। সে ছিল কানা, কালা এবং অত্যন্ত কুৎসিত। গির্জার ঘণ্টা বাজানো ছিল তাহার কাজ। ধর্ম-যাজকের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। ফ্রোলো কোয়াসিমোডোকে মেয়েটিকে চুরি করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলে ফীবাস (Phoebus) নামে এক ক্যাপ্টেন মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং মেয়েটি ও ক্যাপ্টেনের প্রেম হয়। ধর্মযাজক ক্যাপটেনকে হত্যা করে। কিন্তু অপরাধ গিয়া পড়ে মেয়েটির উপর। ফলে তাহার প্রতি ফাঁসির হুকুম হয়। বামন মেয়েটিকে গির্জার উপর লইয়া যায়। এই সময় ধর্মযাজক মেয়েটিকে লইয়া যায় এবং তাহাকে বিবাহ করিতে বলে। বামন তখন ধর্মযাজককে গির্জার উপর হইতে ফেলিয়া দেয়।

নোভাম অরগ্যানাম (Novum Organum)—ফ্রান্সিস বেকন। ল্যাটিন ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ (১৬২০)। জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখক এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতির বিষয়সমূহ জানিবার জন্য কিভাবে অনুসন্ধান করা উচিত তাহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভ করিবার উৎস লেখক ইহা প্রদর্শন করেন।

নৌকাডুবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস। হিন্দু যুবক রমেশ ব্রাহ্ম কুমারী হেমনলিনীকে ভালবাসিত। রমেশের পিতা হিন্দু বালিকা সুশীলার সহিত তাহার বিবাহ দেন। বালিকা-বধূ সহ নৌকায় বাড়ি আসিবার সময় ঝড়ে তাহার নৌকা ডুবিয়া যায়। রমেশ ভাসিতে ভাসিতে এক চরে আসিয়া পড়ে। ঝড় থামিলে একটি নবোঢ়া বালিকাকে দেখিয়া রমেশ তাহাকে আপন পত্নী ভাবিয়া বাড়ি আনে। কিন্তু পরে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বালিকার অগোচরে তাহার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধান করিল। বালিকা ব্রাহ্মণ-কন্যা ও নাম কমলা—ইহা ছাড়া আর কিছুই রমেশ বালিকার নিকট জানিতে পারিল না। নিরুপায় রমেশ কলিকাতায় কমলাকে নিজ পত্নী পরিচয়ে বোর্ডিং-স্কুলে রাখিয়া হেমনলিনীর অনুরাগ লাভের চেষ্টায় রহিল। কিন্তু রমেশের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী অক্ষয় কমলার ঠিকানা খোঁজ করিয়া কমলাকে রমেশের পত্নী বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিল। রমেশ ঘৃণায়, লজ্জায়—সত্য ঘটনা বলিবার অবসর না পাইয়াই, কমলাকে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গাজীপুর গিয়া বসবাস করিতে লাগিল। রমেশ নিজ চরিত্র ও কমলার ধর্মরক্ষায় নিমিত্ত বেরূপভাবে চলিতে লাগিল, তাহাতে বালিকার বিষম সন্দেহ হইল; কিন্তু সরলা কমলা প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইতে পারিল না। কমলা একদিন আসল কথা জানিতে পারিল। রমেশ হেমনলিনীকে ভুলে নাই। তাহাকে সমস্ত সত্য ঘটনা লিখিয়া দৈবক্রমে চিঠি ডাকে দিতে ভুলিয়া যায়। কমলা ঐ পত্র পাঠে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া লজ্জিত হয় ও রমেশের আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হয়। সেখানে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর কমলা তাহার প্রকৃত স্বামীর দর্শন পায়। আর তাহাকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়া কমলার স্বামী তাহাকে পত্নীভাবে সাদরে গ্রহণ করে।

ন্যায় দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

প

পঞ্চগীতা—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টো-পাধ্যায়-সম্পাদিত। গুরুগীতা, ভগবতীগীতা, রামগীতা, শিবগীতা ও উত্তরগীতা এই পঞ্চগীতার সমষ্টি। আত্মতত্ত্বনিরূপণই বিভিন্ন গীতার উদ্দেশ্য।

পঞ্চতন্ত্রম্‌—১। সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। 'বিষ্ণু-শর্মা। গল্প ও উদাহরণ-ছলে ইহাতে রাজ-নীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার-নীতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চম শতাব্দী বা তাহারও পূর্বে রচিত। ২। সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত একটি রম্য রচনা (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)।

পঞ্চদশী—সংস্কৃত উপনিষৎ। শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম চরাচরের উৎপত্তি, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ-ভূতের স্বরূপ নির্ণয়, বিজ্ঞানময়াদি কোষ-পঞ্চকের নিরূপণ, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার দ্বারা পরমাত্মার অদ্বৈতস্বরূপ নির্ণয়, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিচার, চিত্রপটের অবস্থান্তরের ন্যায় পরমাত্মার বিশ্বরূপে পরিণতি, আত্মজ্ঞান লাভে তৃপ্তি, আত্মতত্ত্বনির্ণয়, কূটস্থ বিচার, অব্যক্ত পরমাত্মাকে সাকাররূপে ধ্যান ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু বিষয় ইহাতে আলো-চিত হইয়াছে।

পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোচনা-পুস্তক। কবি আপনাকে বক্তা ও ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতকে প্রশ্নকর্তা বা শ্রোতা কল্পনা করিয়া ইহাতে মানব-চরিত্র এবং মানবীয় নীতি ও ব্যবহারের আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চরাত্র—মহাকবি ভাস। সংস্কৃত নাটক। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

পঞ্চস্তোত্র—ইহাতে শংকরাচার্য-রচিত নিরঞ্জনাষ্টক স্তোত্র, অন্নপূর্ণাস্তোত্র, হরি-স্তোত্র, শিবস্তোত্র ও যমুনাষ্টক স্তোত্র—এই পাঁচটি স্তোত্র স্থান পাইয়াছে।

প ঞ্চা ন ন্দ—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রসপ্রধান পত্র ও সমালোচনা' (১৮৮০)। ইহাতে সম্পাদকের অধি-কাংশ রচনা বাহির হয়।

পড়তে মজা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ছোটদের বই (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)।

পণ্ডিত মশাই—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। কুঞ্জ বোষ্টমের সহোদরা কুসুমের পাঁচ বছর বয়সে বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ হয়। বৃন্দাবনের বিবাহের পর কুসুমের মাতার মিথ্যা দুর্নাম রটাতে বৃন্দাবনের পিতা তাহার আবার বিবাহ দেন। সাত বছরের কুসুমকে লইয়া অন্যত্র কুসুমের মাতা কষ্টীবদল

করিয়াছে বলিয়া গুজব উঠে। ইহার কিছুকাল পরে কুসুমের মাতার মৃত্যু হয়—কুসুম বিধবার ভার কুঞ্জের সংসারে রহিল। কিছুকাল পরে বৃন্দাবনের পিতা মারা যায় এবং চরণ নামে একটি পুত্র রাখিয়া বৃন্দাবনের দ্বিতীয়া স্ত্রীও মারা যায়। বৃন্দাবন বাটীতে অবৈতনিক পাঠশালায় স্বয়ং ছাত্রদের শিক্ষাদান করে। বৃন্দাবন কুসুমকে গ্রহণ করিতে চাহিলে, কুসুম তাহাতে রাজী হইল না। ইহার পর চরণের পীড়ার সংবাদে ও শাশুড়ীর মৃত্যুর খবরে ব্যাকুল হইয়া কুসুম স্বেচ্ছায় বৃন্দাবনের বাড়িতে আসিল। চরণ মারা গেলে বৃন্দাবন সংসার ত্যাগ করে, কুসুমও সঙ্গে যায়।

পতিব্রতোপাধ্যায়—রামনারায়ণ তর্করত্ন। পতিব্রতার "ধর্ম, কর্ম, পবিত্রতা, চরিত্রচিহ্নাদি বিষয়ে" গ্রন্থ (১৮৫৩)। ইহা লিখিয়া লেখক ৫০ টাকা পুরস্কার পান।

পথনির্দেশ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছোট উপন্যাস।

পথে প্রবাসে—অন্নদাশংকর রায়। ভ্রমণকাহিনী। লেখক আই. সি. এস. পরীক্ষা দিবার আগে ও পরে ইয়োরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণের কাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত।

পথের দাবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথমে অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় বাহির হয়। বিপ্লবযুগের কয়েকটি বাঙ্গালীজীবনের কাহিনী লইয়া রচিত। অপূর্ব ব্রহ্মদেশে চাকরি করিতে যায় এবং সেখানে তাহার ভারতীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ভারতীর মারফত তাহার ক্রমে সব্যসাচী, তলোয়ারকর প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয় এবং সেও বিপ্লবাত্মক কার্যে যোগ দেয়। ইহাই মূল কাহিনী। অপূর্বর সঙ্গে ভারতীর প্রেম ও অপূর্বর মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি বহু দৃশ্য বইখানিকে সুপাঠ্য করিয়াছে। ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও চিত্রনাট্যেও রূপান্তরিত হইয়াছে।

পথের পাঁচালী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। অপূর্বর বাল্য ও কৈশোর জীবন লইয়া 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিত হরিহরের ছেলে অপূর্বর জীবনকাহিনী উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। হরিহরের সংসারের মধ্যে আছে তাহার স্ত্রী সর্বজয়া, ছয়বছরের একটি মেয়ে দুর্গা ও দূরসম্পর্কীয়া এক দিদি ইন্দির ঠাকরুণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অপুর পাঠশালায় পাড়তে যাওয়া, ও গ্রামের বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার কাহিনী লইয়া উপন্যাসটি গড়িয়া উঠিয়াছে। রাণুদি ও নিজের বোন দুর্গা তাহার জীবনের পরম বন্ধু ছিল। দুর্গা মারা গেল আর রাণুদিকে ছাড়িয়া অপু নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম ত্যাগ করিল। অপুর পরবর্তী জীবনকাহিনী গ্রন্থকারের অন্য গ্রন্থ 'অপরাজিত' উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে (উহা দ্রঃ)। গ্রন্থখানি 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পথের শেষে—নিশিকান্ত বসু রায়। উপন্যাস। জমিদার দুর্গাশংকর একমাত্র পুত্র নলিনীকে ভাগ্নে যোগেশের চক্রান্তে ত্যাজ্যপুত্র করেন। কারণ নলিনী ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারুল নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল। পরে যোগেশ দুর্গাশংকরকে হত্যার চেষ্টা করে। সে ধরা পড়ে এবং জেলে যায়। জমিদার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নলিনীকে ফিরাইয়া আনিতে যান, কিন্তু নলিনী তখন সপরিবারে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

পথের সাথী—অনুরূপা দেবী। লেখিকার ইহা একখানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস। 'মা' ও 'পোষ্যপুত্র' মতই ইহা খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

পদকল্পতরু, শ্রীশ্রী—বৈষ্ণবদাস (আসল নাম গোকুলানন্দ সেন) সংকলিত। ইহাকে বৈষ্ণবপদাবলীর মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইহা সংকলিত হইয়াছিল। প্রকৃতনাম গীতকল্পতরু। গায়কের মুখে পরিবর্তিত হইয়া পদকল্পতরু হইয়া গিয়াছে। ইহা চারি শাখায় এবং প্রত্যেক শাখা কয়েকটি পল্লবে বিভক্ত। ইহাতে ১৩০ জনেরও বেশী কবির লেখা ৩০০০ হাজারেরও উপর পদ সংকলিত আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত সংস্করণ সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ।

পদকল্পলতিকা—গৌরমোহন দাস কর্তৃক সংকলিত। বৈষ্ণব-গ্রন্থ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে প্রাচীন কবিগণের পদ গ্রহণ করিয়া ইহাতে সংকলিত হইয়াছে।

পদচিহ্ন—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। একটি গ্রামের পটভূমিকায় ও কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে বিরাট সম্ভাবনাময় এক যুগসন্ধির রূপায়ণ এই কাহিনী। ঘটনার কেন্দ্রস্থল একটি গ্রাম। ধ্বংসোন্মুখ জমিদার স্বর্ণকমলবাবু ও বিত্তশালী বণিক্ গোপীচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া উপন্যাসটি রচিত। কিন্তু ইহার মাঝখানে রাধাকান্ত ও তাহার স্ত্রী 'কাশীর বউ' চরিত্র গ্রন্থখানিতে ট্রাজেডির সুর আনিয়া দিয়াছে।

পদাঙ্কদূতম্—শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম। সংস্কৃত কাব্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে বিরহবিধুরা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ককে দূতরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনা লইয়া এই কাব্য লিখিত।

পদামৃতমাধুরী—বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী সংকলিত চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে বহু অপ্রকাশিত পদ রহিয়াছে এবং প্রতি খণ্ডের ভূমিকায় বহু তথ্য সংযোজিত হইয়াছে।

পদামৃতসমুদ্র—রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সংগ্রহ সংকলিত হয়। পদসংখ্যা ৭৪৬, তাহার মধ্যে সংকলয়িতার নিজের পদ ২২৮। পদগুলির টীকা অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

পদ্মা—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। সচিত্র কাব্যগ্রন্থ। ইহা প্রেম, প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ের কতকগুলি কবিতার সমষ্টি।

পদ্মাপুরাণ—বিজয় গুপ্ত। অপর নাম মনসামঙ্গল (১৪১৬)। পদ্মা বা মনসাদেবীর জন্ম, চাঁদ সদাগরের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ, চাঁদের নানাবিধ দুরবস্থা, অবশেষে চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজা প্রভৃতির বিষয়বস্তু। বংশীদাস, নারায়ণদেব ও রাধানাথ চৌধুরী এই কাহিনী লইয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন।

পদ্মাবৎ—হিন্দী কবি জায়সী। পদ্মিনী উপাখ্যান লইয়া রচিত। আলাওলের পদ্মাবতী-পাঁচালী অবলম্বনে ইহা রচিত।

পদ্মাবতী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মিলনান্ত নাটক। একদিন ইন্দ্রপত্নী শচী, কুবেরপত্নী মুরজা ও মদনপত্নী রতির ভ্রমণ করিবার কালে নারদ আসিয়া একটি সুবর্ণপদ্ম তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে গ্রহণ করিতে বলিয়া যান। কে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ইহা লইয়া যখন তাঁহারা বিবাদ করিতেছিলেন, সেই সময় বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল সেখানে আসিয়া রতিকেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলেন। ইহাতে শচী ও মুরজা ক্রুদ্ধা হন। রতির কৃপায় পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল পরস্পর আকৃষ্ট হন এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের বিবাহ হয়। এদিকে শচী ও মুরজার অনুরোধে কলি পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া ইন্দ্রনীলের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ তাহাকে বলে। পতির মৃত্যুসংবাদে পদ্মাবতী আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে রতি কাঠুরিয়াপত্নী বেশে তাহাকে রক্ষা করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে রাখে। এই সময় মুরজা জানিতে পারেন যে, পদ্মাবতী তাঁহারই শাপভ্রষ্টা আত্মজা। ইন্দ্রনীল পদ্মাবতীকে খুঁজিতে খুঁজিতে অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত মিলিত

হন। শচী ও মুরজা নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করেন।

পদ্মাবতী-পাঁচালী—আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা। জায়সীর 'পদুমাবতী' কাব্যের অনেকটা অনুবাদ। চিতোরের পদ্মিনী-উপাখ্যান বিষয়বস্তু।

পদ্মিনী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ঐতিহাসিক নাটক (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। প্রচলিত পদ্মিনী-উপাখ্যান লইয়া নাটকটি রচিত।

পদ্মিনী-উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইহা প্রথম কাব্য। বিষয় চিতোরের পতন। টডের 'রাজস্থান' হইতে গৃহীত। মামুলি কবিতা হইতে ইহা বিভিন্ন। ঐতিহাসিক বিষয়, নিসর্গবর্ণনা ও রোমান্টিক দেশপ্রেম—গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া কাব্যের গতি ভিন্নমুখী করিয়াছিল। ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রকৃতিবর্ণনা এই কাব্যেই প্রথম পাওয়া গেল। কাব্যটি বর্ণনাত্মক ও ঘটনাবহুল।

পদ্যপাঠ—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। কবিতাপুস্তক ((১৮৬৮—৬৯)। তিন ভাগে বিভক্ত। সরল শিশুপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পদ্যমালা—মনোমোহন বসু। কবিতা-গুচ্ছ (১৮৭০)।

পদ্যাবলী—রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত কোষ-কাব্য। প্রবাদ যে, রূপ গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রিত্ব করিবার কালে যে সব পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা সংগৃহীত হয়। কৃষ্ণমহিমা, ভজনমাহাত্ম্য, ভক্তগরিমা, অষ্টবিধ নায়িকা, দানলীলা, নন্দ-প্রণাম প্রভৃতি ইহাতে আছে।

পরপারে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সামাজিক নাটক। ইহা একটি রোমান্টিক মেলোড্রামার আকার ধারণ করিয়াছে। সংলাপ অত্যন্ত অসঙ্গত।

পরমকল্যাণ গীতা—পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামি-কৃত। ইহাতে সৃষ্টি, জীব, ঈশ্বর, অবিদ্যা, দ্বৈতজ্ঞান প্রভৃতি বিচার করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ও তৎপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সাকার নিরাকারভেদ, সৎসঙ্গ, গুরু, মন্ত্র, যোগ, চন্দ্রমা, সূর্য ও নারায়ণের বিবরণ, তীর্থাদির বিবরণ, একাদশী ও ব্রতাদির ব্যাখ্যা, বেদে অধিকারী ও অনধিকারীর নিরূপণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের জীবনীগ্রন্থ (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। রামকৃষ্ণের জীবনী অনবদ্য ভাষায় লেখা। সহজ, সরল ভাষায় লিখিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই জীবনী-খানি পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি জীবনী অপেক্ষা জনপ্রিয়। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

পরলোকতত্ত্ব—চন্দ্রশেখর বসু। আধ্যাত্মিক পুস্তক। ইহাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ, শরীররূপ প্রকৃতি ও প্রলয় সৃষ্টি, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, পরলোক, পরলোকের পথ, স্বর্গ ও নরক, সপ্তলোক, মুক্তি, সগুণ মুক্তি, যম-নচিকেতা সংবাদ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পরলোকরহস্য—কালীবর বেদান্তবাগীশ। পরলোকে যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সন্দেহনিবারণ-কল্পে বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ সহ পরলোকের অস্তিত্ব ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে।

পরাশর সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

পরিণীতা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। গরিব কেরানী গুরুচরণের পাঁচটি কন্যা ও বিবাহযোগ্যা ভাগিনেয়ী ললিতা। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহে সে প্রতিবেশী নবীন রায়ের কাছে নিজ বাড়ি বন্ধক দেয়। নবীন রায়ের পুত্র তরুণ অ্যাটর্নী শেখর ললিতার অধ্যাপনার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। শেখরের মাতা ললিতাকে নিজ কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। একদিন ক্রীড়াচ্ছলে ললিতা ও শেখরের মালা বদল হয়—সেইটাই ললিতা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। গুরুচরণের ব্রাহ্ম প্রতিবেশিনী মনোরমার ভাই, ধনী সৎ ও সুশিক্ষিত গিরীন্দ্র ললিতাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয় ও গুরুচরণকে ঋণমুক্ত করে। গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ও মুঙ্গেরে গিরীন্দ্রের বাড়িতে সপরিবারে যায়। সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। ললিতাকে গিরীন্দ্র বিবাহ করিতে চাহিলে সে পরিণীতা শুনিয়া গুরুচরণের কন্যা কালীকে বিবাহ করে। পরে কয়েকটি ঘটনার পর ললিতার সঙ্গে শেখরের বিবাহ হয়।

পরিব্রাজক—স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ-কাহিনী। কলিকাতা হইতে ফ্রান্সে গমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে, সেইগুলি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

পলাতকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলি অসম ছন্দে রচিত। ইহাতে 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি ১৩২৩ সালের রচনা। অধিকাংশ কবিতাই গার্হস্থ্য চিত্র লইয়া রচিত।

পলাশির যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র সেন। ঐতিহাসিক গাথাকাব্য (১৮৭৬)। পাঁচটি সর্গে লেখা। প্রথম সর্গে সিরাজের বিরুদ্ধে জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির মন্ত্রণা। দ্বিতীয় সর্গে কাটোয়ায় ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইবের চিন্তা ও দেবী ব্রিটানিয়া কর্তৃক আশ্বাস-দান। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্বরাত্রে পলাশীর মাঠে বিলাসমগ্ন সিরাজের আতঙ্ক এবং ক্লাইবের মনে সংশয়। চতুর্থ সর্গে পলাশীর যুদ্ধ, মীর জাফরের নিমকহারামির জন্য পরাজয় ও মরণাপন্ন মোহনলালের খেদোক্তি। পঞ্চম সর্গে বিজয়ী ইংরাজের উৎসব ও সিরাজের হত্যা বর্ণনা।

পল্লী-বৈচিত্র্য—দীনেন্দ্রকুমার রায়। পল্লী-গ্রামে কালীপূজা হইতে চড়ক পর্যন্ত যে সমস্ত পূজা-পার্বণ হয়, তাহারই চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

পল্লী-সমাজ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। বলরাম মুখুয্যে বন্ধু বলরাম ঘোষালের সহিত পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া কুঁয়াপুকুরে বসবাস আরম্ভ করে। সেখানে মুখুয্যে স্বীয় উদ্যমে প্রচুর জমিদারী অর্জন করে। কালক্রমে ঘোষালের সহিত তাহার বিবাদ হয়—এমন কি মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়। কিন্তু মুখুয্যের মৃত্যুর পর দেখা যায় সে স্বীয় সম্পত্তি ঘোষাল ও মুখুয্যে পরিবারের মধ্যে সমানভাবে দান করিয়া গিয়াছে। পরিবারে একটি নাবালক পুত্র ও তাহার অভিভাবিকা বালবিধবা বুদ্ধিমতী সহোদরা রমা। ঘোষাল পরিবারে বড় তরফে ভাইপো বেণী ও ছোট তরফে তারিণী। মামলা-মোকদ্দমায় দলাদলিতে বৃদ্ধ তারিণী একা—বেণী ও রমা বিরুদ্ধাচারী। তারিণীর পুত্র রমেশের সহিত রমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তারিণী অপদস্থ হয়। রমার অন্যত্র বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে সে বিধবা হয়। এদিকে হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় প্রবাসী রমেশ বাধ্য হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসে। বেণী ও রমার চক্রান্তে সরল উদারহৃদয় পল্লীহিতকারী রমেশের জেল হয়। রমার ইহাতে অত্যন্ত অনুতাপ হয় এবং সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। জেল হইতে রমেশ প্রত্যাগমন করিলে রমা নাবালক ভাইএর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার রমেশকে দিয়া বেণীর মাতা বিশ্বেশ্বরীর সহিত কাশীধামে প্রস্থান করে।

পাঁচালী (১ম ও ২য় খণ্ড)—দাশরথি রায়ের রচনা। ইহাতে কৃষ্ণকালী অক্রূর-সংবাদ, রুক্মিণীহরণ, শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন, কুরুক্ষেত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র, শিব-বিবাহ ও আগমনী পালা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পাঁচু ঠাকুর—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রূপাত্মক পুস্তক। ভণ্ডধার্মিক, দেশহিতৈষী, সমাজহিতৈষী, সামাজিক বহুবিধ আচার-ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া

ইহাতে রসপূর্ণ কৌতুককর অনেকগুলি গল্প ও পত্র নিবদ্ধ হইয়াছে।

পাখজা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। উপন্যাস। দরিদ্র মুচির মেয়ে ভুকানি। সে সব ছাড়িয়া ঘরের বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। মেয়েটির জীবনসংগ্রামের করুণ রঙীন কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

পাঠান রাজবৃত্ত—রামপ্রাণ গুপ্ত। গজনীপতি সুলতান মাহমুদ হইতে দিল্লীর পাঠান সম্রাট্‌গণের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

পাণিনি দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

পাণ্ডবগৌরব—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক। দুর্বাসা মুনির শাপে উর্বশী দিবসে অশ্বিনী ও রাত্রে নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া বনে থাকিতেন। একদা মহারাজ দণ্ডী মৃগয়ায় আসিয়া এই অপূর্ব অশ্বিনীকে লইয়া যান। নারদমুখে সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ অশ্বিনী প্রার্থনা করিয়া বিমুখ হন ও জোর করিয়া লইতে চান। দণ্ডী প্রাণভয়ে অশ্বিনীসহ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া গঙ্গায় আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন। অর্জুনপত্নী সুভদ্রা দণ্ডীকে আশ্রয় দেন। ইহাতে কুরুপাণ্ডবদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে অষ্টবজ্র একত্র হইলে উর্বশীর শাপ-বিমোচন হওয়ায় তিনি স্বর্গে গমন করেন।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক। দ্যূতক্রীড়ায় দুর্যোধনের নিকট হারিয়া গিয়া পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর বিরাটের গৃহে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য হন। সেই কাহিনী লইয়া নাটকখানি রচিত।

পাতঞ্জল দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

পাথার—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। কাব্য। সাগরকে সম্ভাষণ করিয়া ইহা রচিত। সাগরের নানাভাব ও রঙ কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

পাপের ছাপ—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস। মেঘনাদ টাঙ্গাইলের সরকারী ডাক্তার। তিনি উচ্চ আদর্শবাদী, অবিবাহিত এবং জীবনে মিথ্যা কথা বলিতে জানিতেন না। এক সময় মনোরমা নাম্নী এক শ্যামাঙ্গী তরুণীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। তখন তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। পরে এই তরুণীর উপর এক গ্রাম্য মুসলমান জমিদারের জামাতা পাশবিক অত্যাচার করে। পরীক্ষার জন্য মনোরমাকে মেঘনাদের নিকট লইয়া আসা হয়। এই সময় মেঘনাদের মনে হয় যে তিনিই মনোরমার এই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী। পরে মনোরমা এক কুৎসিত খুনের মকদ্দমায় জড়াইয়া পড়ে। মেঘনাদ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আদালতে মিথ্যা কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন না এবং এইভাবে মনোরমার প্রভাবে তিনি আদর্শভ্রষ্ট হন। এই গ্রন্থে লেখক মানুষের মনের অপরাধ-প্রবণতার চিত্র দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

পায়ের ধুলো—হেমেন্দ্রকুমার রায়। সামাজিক উপন্যাস। গ্রামের এক দুশ্চরিত্র জমিদারের কৌশলে গৃহস্থবধূ মুকুলমালা এক বেশ্যালয়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। রাধারাণী নামে আর একটি মহিলা ডাকাত কর্তৃক অপহৃত হয়। সেও তখন সেই বেশ্যালয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যায়ামবীর আলোকনাথ তাহাদের উদ্ধার করে। সংসারে স্থান না হওয়ায় আশ্রমে তাহাদিগকে থাকিতে হয়। আলোকের নামে কুৎসা রটে এবং তাহার সহিত মঞ্জরীর বিবাহ বন্ধ হয়। মিথ্যা অভিযোগে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ডও হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইবার পর আলোকের শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়ে। রাধারাণীর পরামর্শে সকলে পশ্চিমে বায়ু-পরিবর্তন করিতে যায়। তথায় মুকুলের সহিত তাহার স্বামীর পুনর্মিলন হয়। এদিকে আলোক ও রাধারাণী পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলে। রাধারাণী আলোককে বলে যে দৈহিক মিলন সুখের নহে, মানসিক মিলন তাহার কাম্য। আলোকনাথও সেই আদর্শই গ্রহণ করে।

পারিজাত গুচ্ছ—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কবির অন্যতম প্রধান কাব্যগ্রন্থ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)।

পারিবারিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সামাজিক নীতিগ্রন্থ। বাল্যবিবাহ, দাম্পত্যপ্রণয়, বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, সতীর ধর্ম, নারীর লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপণা, একান্নবর্তিতা, দলাদলি, বহুবিবাহ, বৈধব্য-ব্রত প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পার্থপরাজয়—মনোমোহন বসু। নাটক। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করিলে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে যুদ্ধে অর্জুন সসৈন্যে নিহত হন। পরে অর্জুনের পত্নী উলুপী নাগলোক হইতে মৃত-সঞ্জীবনী মণি আনিয়া সকলকে জীবিত করেন। ইহাতে ২৯টি গান আছে।

পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভ্রমণকাহিনী। ইহা 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। ছোটনাগপুরের পাহাড়, নদী, অরণ্য ও মানুষের চিত্র লেখক এই ভ্রমণকালে যেভাবে লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই উপভোগ্য। ভ্রমণকাহিনী লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি ইহার পূর্বে আর হয় নাই।

পাষাণী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। গীতিনাটক (১৯০০)। মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়ার পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত। ইহা অমিত্রাক্ষরে লেখা। রামায়ণ বা পুরাণের কাহিনীর সঙ্গে অবশ্য ইহার মিল নাই।

পাষাণের কথা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল,—বৌদ্ধদ্বেষীদের অত্যাচারে সে স্তূপের অনেক ভাঙিয়া গিয়াছে। কানিংহাম সাহেব রেলিংএর যে অংশ অভগ্ন ছিল, তাহা আনিয়া কলিকাতার বড় জাদুঘরে সেইরূপ খাটাইয়া রাখিয়াছেন। সেই স্তূপের একখানি পাথরের মুখ দিয়া লেখক ভারতের প্রাচীন যুগের এক অধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন।

পিক্‌উইক পেপার্‌স্‌, দি—(Pickwick Papers, The)—চার্লস্‌ ডিকেন্স। বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৩৭)। স্যামুয়েল পিক্‌উইক নিজের নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য সভ্যদের সহিত তিনি ইংলণ্ডের সর্বস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার ভ্রমণের অদ্ভুত ও হাস্যরসপূর্ণ ঘটনাগুলি লইয়া এই গ্রন্থ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কোন কেন্দ্রীয় প্লট নাই। উপন্যাসের চরিত্রগুলি নামে, কর্মে ও সর্ববিষয়ে অদ্ভুত। ট্রেসি টাপম্যান, স্নডগ্রাস, ন্যাথানিয়েল উইঙ্কল ইত্যাদি এই ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের নাম।

পিয়ার্স প্লাউম্যান (Piers Plowman, The Vision Concerning)—উইলিয়াম ল্যাংল্যাণ্ড (William Langland)। বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহার তিনটি সংস্করণ বর্তমান আছে। প্রোফেসর স্কীট (Prof. Skeat) এইগুলিকে 'A' text, 'B' text এবং 'C' text নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৩৬২-এ রচিত হয়। ইহাতে 'পিয়ার্স দি প্লাউম্যানে'র স্বপ্ন একটি প্রস্তাবনা ও আটটি সর্গে (Canto) বর্ণিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া Dowel, Do-bet এবং Do-best-এর স্বপ্নও একটি প্রস্তাবনা ও তিনটি সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণটি আরও বড় এবং ইহাতে ইন্দুর ও বিড়ালের কাহিনী বর্ণিত হয় (১৩৭৭)। তৃতীয় সংস্করণটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (১৩৯৮)। তিনটি বিষয়ের জন্য ইহা বিশেষ মূল্যবান্‌। প্রথম, দেশের অবস্থা ও সমসাময়িক সমাজের চিত্রবর্ণন ইহার একটি বিশেষ গুণ। সর্বপ্রকার মানুষের জীবনযাত্রা, তাহাদের চরিত্র ইত্যাদি

বিষয় এই গ্রন্থে পরিস্ফুট। দ্বিতীয়তঃ, সেই সময়কার সমাজের নৈতিক অবনতি ও ধর্মের প্রতি বিরাগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রূপবাণ-বর্ষণ ইহার প্রধান লক্ষ্য। তৃতীয়তঃ, ইহা জীবনের একটি রূপক। ইহাতে প্রথমে বর্তমান জগতের সত্য অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পরে ধর্ম ও ঈশ্বরের বাণী মানিয়া চলিলে ইহার অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পিল্‌গ্রীম্‌স্‌ প্রোগ্রেস, দি (Pilgrim's Progress, The)—জন বানিয়ান। বিখ্যাত রূপকগ্রন্থ (১৮৭৮)। পুরা নাম 'The Pilgrim's Progress from this world to that which is to come.' ইহার প্রথম অংশ লেখক বেডফোর্ড জেলে থাকিবার সময় রচনা করেন। নায়কের নাম খ্রিশ্চান। একদিন সে একস্থানে ঘুমাইয়া পড়ে এবং এই যাত্রার স্বপ্ন দেখে। বহুপ্রকার প্রলোভন, ভ্রম ইত্যাদি জয় করিয়া সে কেমন করিয়া এই আদর্শ জগতে আসিয়া পৌঁছাইল এই রূপকগ্রন্থটির তাহাই বিষয়-বস্তু। ইহার দ্বিতীয় অংশে খ্রিশ্চানের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সেই একই যাত্রা, একই ভয় ও বিপদে পড়া ও সেই একই জগতে উপনীত হইবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

পুতুল ও প্রতিমা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। গল্পপুস্তক (১৯৩২)। ইহাতে 'সাগরসঙ্গমে', 'হয়ত', 'সংক্রান্তি', 'শকুন্তলা', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'দিবাস্বপ্ন', 'লজ্জা' ও 'সত্যমিথ্যা' এই কয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে।

পুনর্জন্ম—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রহসন (১৯১১)। ইংরেজী হইতে গৃহীত লঘু রচনা।

পুনশ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত গদ্যছন্দে রচিত। ইহাতে 'পুকুর-ধারে', 'ছেলেটা', 'ক্যামেলিয়া' প্রভৃতি কবিতাগুলি স্থান পাইয়াছে।

পুরশ্চরণ-বোধিনী—হরকুমার ঠাকুর-সংকলিত সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। বহুবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে ইহার ব্যবস্থা ও প্রমাণাদি সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে পুরশ্চরণের লক্ষণ, কল, তিথ্যাদি নিরূপণ, গৃহনির্ণয়, ভোজনবিধি, পুষ্প-বিধি, জপরহস্য, মন্ত্রচৈতন্য, মাল্যসংস্কার, হোম-বিধি, তর্পণ, অভিষেক, কুমারী পূজা, গ্রহণ পুরশ্চরণ, সংক্রান্তি ও ধাতুভেদে পুরশ্চরণ-বিধি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণ—(খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হইতে ৪০০) সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক রচিত। ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ আছে বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত। অবশ্য ঐগুলি ছাড়াও অনেক পুরাণ ও উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। পুরাণে সৃষ্টির কথা, বড় বড় রাজবংশের কথা, ধর্ম, কর্ম, ব্রত-নিয়মের কথা আছে। নিম্নে মহাপুরাণগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।—

(১) **ব্রহ্মপুরাণ**—পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে দেবাসুর প্রভৃতির উৎপত্তির বিবরণ, পার্বতী ও শিবের বিবাহ, যমলোকের বিবরণ, বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যাখ্যা এবং উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত, যোগকথন, ব্রহ্মনির্ণয় প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(২) **পদ্মপুরাণ**—সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তর এই পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত। সৃষ্টিখণ্ডে পৃথিবীর আদি অবস্থা হইতে গ্রহপূজা প্রভৃতি; ভূমিখণ্ডে শিবশর্মা, বৃত্র, পৃথু, বেণ, নহুষ ও যযাতি প্রভৃতির উপাখ্যান; স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কাশী কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থের বিবরণ ও সমুদ্রমন্থনের বিবরণ; পাতালখণ্ডে রামচন্দ্র, জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী, গৌতম ও দধীচির কাহিনী প্রভৃতি এবং উত্তরখণ্ডে সাগর, গঙ্গা, বিষ্ণু, ভাগবত ও ভৃগু প্রভৃতির মহিমা স্থান পাইয়াছে।

(৩) **বিষ্ণুপুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সৃষ্টির আদি অবস্থা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনলীলা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম-বিধান ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ব্রতাচার, বেদান্ত এবং ধর্ম, অর্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা।

(৪) **বায়ুপুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে স্বর্গাদির লক্ষণ, রাজবংশ নিরূপণ, দান-মাহাত্ম্য, রাজধর্ম, ব্রতাচার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে নর্মদা, রেবা ও সাগর-মাহাত্ম্য প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(৫) **ভাগবত**—দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে ব্যাস ও পরীক্ষিৎ-কথা; দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিৎ-শুক-সমাচার; তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোপাখ্যান; চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুব ও পৃথুর উপাখ্যান প্রভৃতি; পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান ও নরক বর্ণনা প্রভৃতি; ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল, দক্ষ, বৃত্রাসুর প্রভৃতির উপাখ্যান; সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদচরিত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রভৃতি; অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্র মোক্ষণ, মন্বন্তর নিরূপণ, সমুদ্রমন্থন ও মৎস্যাবতার-কাহিনী প্রভৃতি; নবম স্কন্ধে চন্দ্র ও সূর্যবংশের উৎপত্তির বিবরণ; দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, যৌবন ও কৈশোর লীলা; একাদশ স্কন্ধে কর্ম, ভক্তি ও যুক্তির লক্ষণ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে কলিযুগ বর্ণনা, পরীক্ষিতের মোক্ষলাভ ও মার্কণ্ডেয়র তপস্যা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। বায়ুপুরাণ, বিষ্ণু-পুরাণ আর শ্রীমদ্ভাগবত সর্বাপেক্ষা প্রধান।

(৬) **নারদীয় পুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ধর্ম, মোক্ষ ও ব্রহ্মচারণপদ্ধতি প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে বশিষ্ঠ, মান্ধাতা, রুক্মাঙ্গদ রাজা ও গৌতম প্রভৃতির উপাখ্যান এবং প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) **মার্কণ্ডেয় পুরাণ**—ইহাতে বলরাম, হরিশ্চন্দ্র, হৈহয়, মদালসা, মনু, ইক্ষ্বাকু, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ প্রভৃতির উপাখ্যান এবং মনু-বিবরণ ও যোগধর্ম প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(৮) **অগ্নিপুরাণ**—ইহাতে নানা যাগযজ্ঞ-মাহাত্ম্য এবং ক্রিয়াকর্মপদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। হোমবিধি, দীক্ষাবিধি, প্রলয়-লক্ষণ, ছন্দঃশাস্ত্র প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

(৯) **ভবিষ্য পুরাণ**—আদিত্যচরিত, সৃষ্টি ও সংস্কার-লক্ষণ, বৈষ্ণব, শৈব ও সৌর প্রভৃতিদের তিথিবিচার প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

(১০) **ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ**—চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে সৃষ্টিনিরূপণ, নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ ইত্যাদি; দ্বিতীয় খণ্ডে নারদ কর্তৃক কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন প্রভৃতি; তৃতীয় খণ্ডে গণেশ ও পরশুরামের উপাখ্যানাদি এবং চতুর্থ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকার বিভিন্ন লীলাকাহিনী স্থান পাইয়াছে।

(১১) **লিঙ্গপুরাণ**—এই পুরাণে প্রধানতঃ মহাদেবের বিবিধ লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, শিবনৃত্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত ইহাতে লিঙ্গের উৎপত্তি, লিঙ্গপূজাপদ্ধতি ও গায়ত্রীমহিমা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) **বরাহপুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গৌরীর উৎপত্তির বিবরণ, রুদ্র-গীতা, মহিষাসুর বধের জন্য ত্রিশক্তি হইতে দেবীর উৎপত্তি, পাপের প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি এবং বিবিধ তীর্থ ও ব্রতমাহাত্ম্য স্থান পাইয়াছে। শেষভাগে পুলস্ত্য-কুরুরাজ সংবাদ, ধর্মলক্ষণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৩) **স্কন্দপুরাণ**—সাত খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ, সমুদ্রমন্থন, তারকাসুর-যুদ্ধ, মহিষাসুরবধ প্রভৃতি; দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথ্বী, বরাহ, কুলাল, পুরুষোত্তম অম্বরীষ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রভৃতির উপাখ্যান এবং তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি; তৃতীয় খণ্ডে গালবোপাখ্যান, রাম-চরিত এবং জাতিভেদ ও স্মৃতি-ধর্ম নির্ণয় প্রভৃতি; চতুর্থ খণ্ডে কাশী ও গঙ্গামাহাত্ম্য

গৃহী ও যোগীর ধর্মনির্দেশ প্রভৃতি; পঞ্চম খণ্ডে লিঙ্গসংখ্যা ও বয়গৃহ উপাখ্যান প্রভৃতি; ষষ্ঠ খণ্ডে হরিশ্চন্দ্র ও বৃত্রাসুর উপাখ্যান প্রভৃতি এবং সপ্তম খণ্ডে শাম্ব-আদিত্য সংবাদ এবং বিভিন্ন তীর্থকথা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) **বামনপুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের যুদ্ধ, কৌশিক উপাখ্যান, জাবালি-চরিত প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী এবং গাণেশ্বরী সংহিতা স্থান পাইয়াছে।

(১৫) **কূর্মপুরাণ**—দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বর্ণাশ্রমধর্ম, জগতের উৎপত্তির বিবরণ, কৃষ্ণচরিত্র, যুগধর্ম প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে ঈশ্বরগীতা, ব্যাসগীতা, তীর্থমাহাত্ম্য, বিপ্রাদি চারিবর্ণের বৃত্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬) **মৎস্যপুরাণ**—মনু-মৎস্য-সংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, মন্বন্তর নিরূপণ, চন্দ্রবংশ-কীর্তন, ভৃগুশাপে বিষ্ণুর পৃথিবীতে জন্মের বিবরণ, সাবিত্রী উপাখ্যান, বামন-মাহাত্ম্য প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

(১৭) **গরুড় পুরাণ**—প্রথম খণ্ডে ন্যাসাদি-পদ্ধতি, দেবপ্রতিষ্ঠা, গ্রহযাগ, অশৌচবিধি, রামায়ণ, হরিবংশ, আয়ুর্বেদ, নিত্যকর্ম, যুগধর্ম প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়খণ্ডে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, যমলোকের পথ, যমপুরী, প্রেতত্বের কারণ, বৃষোৎসর্গ মাহাত্ম্য ও সপ্তলোকবিবরণ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

(১৮) **ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ**—ব্রহ্মার জন্ম, লোক-সৃষ্টি, কল্প ও মন্বন্তর, ঋষিসৃষ্টি, সপ্তদ্বীপ ও অধোলোকের বিবরণ, পৃথিবী দোহন, ঋষি-বংশ নিরূপণ, যযাতি, কার্তবীর্য ও মধুর উপাখ্যান, দেবাসুর যুদ্ধ, প্রলয়, কালপরিমাণ, চতুর্দশলোক ও নরক বর্ণন, শিবপুরী বর্ণন, ব্রহ্মবস্তু প্রভৃতি এই পুরাণের অন্তর্গত।

পুরাণপ্রবেশ—গিরীন্দ্রশেখর বসু। বিভিন্ন পুরাণের কথা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ লেখক পুরাণের কথা আলোচনা করিয়াছেন।

পুরাবৃত্তসার—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল—এই বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিমে মিশর হইতে পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রাচীন জাতির বিবরণ আছে। ইহার ২য় ও ৩য় সংস্করণে যথাক্রমে গ্রীক ও রোমক জাতির বিবরণ সংযুক্ত হয়।

পুরুবিক্রম—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চাঙ্ক নাটক (১৮৭৪)। সেকেন্দর শা'র (আলেকজাণ্ডারের) ভারত-আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত কাহিনী। সেকেন্দর পঞ্জাব আক্রমণ করিলে পুরুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। কুলু পর্বতের স্বাধীন অবিবাহিতা রানী ঐলবিলা পুরুকে ভালবাসে কিন্তু রাজা তক্ষশিল ভালবাসে ঐলবিলাকে। এইজন্য সে এ যুদ্ধে উদাসীন থাকে। তক্ষশিলের ভগিনী অম্বালিকা কিন্তু সেকেন্দরকে ভালবাসিয়াছে, এবং সেই এই নাটকের প্রধান চরিত্র। পুরু যুদ্ধে আহত হইয়া শিবিরে ছিলেন। সেই সময় তক্ষ-শিলের হাতে-বন্দিনী ঐলবিলাকে অম্বালিকা নিজ ভ্রাতার জন্য তাহার কাছে ওকালতী করে। ইহাতে ঐলবিলা অম্বালিকাকে অপমানিত করে। অম্বালিকাও পুরুর শিবিরে জাল চিঠির সাহায্যে খবর পাঠায় যে ঐলবিলা তক্ষশিলকে ভালবাসে। ইহার পর তক্ষশিল নিহত হয়। সেকেন্দর অম্বালিকার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। তখন অম্বালিকা পুরুকে সকল কথা জানাইলে উহাদের মিলন ঘটে। পুরুকে রাজ্য দিয়া সেকেন্দর চলিয়া যান।

পুরুষপরীক্ষা—বিদ্যাপতি-লিখিত সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞানু-সারে ইহাতে গল্পচ্ছলে দান, দয়া, সত্যধর্ম, বিদ্যা প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ রায় ইহার বাংলা অনুবাদ (১৮১৫) করেন।

পুষ্পাঞ্জলি—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। রূপক-গ্রন্থ। ইহাতে স্বদেশানুরাগকে বেদব্যাস, জ্ঞানসঞ্চয়কে মার্কণ্ডেয় রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে।

পুষ্পবাণবিলাস—মহাকবি কালিদাস। আদিরসাত্মক খণ্ডকাব্য।

পূরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) ইহাতে কবির 'তপোভঙ্গ', 'লীলাসঙ্গিনী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

পূর্ণকুম্ভ—রানী চন্দ। ভ্রমণকাহিনী। ১৯৫৪ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ।

পূর্ণচন্দ্র—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক (১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। শালিকোটরাজ শালিবাহন এক চামার-কন্যার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন ও তাহারই চক্রান্তে প্রথমা পত্নীর পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে বিনাশার্থ কূপে নিক্ষেপ করেন। যোগী গোরক্ষনাথ তাহাকে রক্ষা করিয়া শিষ্য করেন। গুরুর আদেশে পূর্ণচন্দ্র পঞ্চ-মদের অধীশ্বরী সুন্দরাকে বিবাহ করে। চামার-কন্যার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হওয়ায় রাজা তাহাকে ত্যাগ করেন।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ—বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর। ইতিহাসগ্রন্থ। পূর্ববঙ্গে প্রায় সহস্র বর্ষ পূর্বে পাল উপাধিধারী এক রাজবংশ রাজত্ব করিত। তাঁহাদেরই কীর্তি-কলাপ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পৃথ্বীরাজ—যোগীন্দ্রনাথ বসু। কাব্য। ভারতের শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজকে লইয়া এই কাব্য রচিত। পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদ ঘোরী, সংযুক্তা প্রভৃতির চরিত্র কবি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড (Penguin Island)—আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত ব্যঙ্গ-রচনা। খ্রীষ্টানধর্মের প্রথম যুগে কাহিনীটি শুরু হইয়াছে। সেন্ট মাএল (St. Mæl) নামে ধর্মপ্রচারক পাথরের ভেলায় সমুদ্রভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ভেলাটি তাঁহাকে দেশ-বিদেশে লইয়া যাইত এবং তিনি সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতেন। এইরূপে সাইত্রিশ বৎসরে তিনি দুইশত আঠারটি ধর্মমন্দির এবং ছিয়াত্তরটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৮ বৎসর বয়সেও তাঁহার ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা কমে না। কিন্তু এবার তিনি তাঁহার ভেলায় পাল ও হাল লাগান। ঈশ্বরে তাঁহার এই অবিশ্বাসের জন্য তিনি বরফের সমুদ্রে গিয়া পড়েন এবং ক্রমে পেঙ্গুইনদের আবাসভূমিতে উপনীত হন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তখন অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল; তিনি পেঙ্গুইনদের ভুল করিয়া মানুষ মনে করেন এবং তাহাদের কোমল কণ্ঠ শুনিয়া তাহাদের খ্রীষ্টান গুণবিশিষ্ট কোনও মূর্তি-উপাসকের দল বলিয়া ধরিয়া লন এবং তাহাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিবেন স্থির করেন। কিন্তু পক্ষীদের দীক্ষা দিলে কোনও ফল হয় না, এই প্রবচন সত্য কি না ইহা লইয়া তখন স্বর্গে তর্ক শুরু হয়। ফলে দেবদূত রাফায়েলকে পাঠাইয়া এই পাখি-গুলিকে মানুষে পরিণত করাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্থির হয়।

পেরিক্লিজ (Pericles)—মহাকবি শেক্সপীয়ার। রোমান্টিক নাটক (১৬০৮)। টায়রের রাজকুমার পেরিক্লিজ গ্রীক সম্রাট অ্যান্টিওকাসের কুমন্ত্রণার খবর পাইয়া নিজ রাজ্য মন্ত্রী হেলিকেনাসের উপর অর্পণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। জাহাজডুবি হইলে তিনি পেণ্টাপোলিস-এ আসেন ও থেইসাকে বিবাহ করেন। অ্যান্টিওকাস মারা গেলে তিনি টায়ারের দিকে স্ত্রীকে লইয়া যাত্রা করেন। জাহাজে থেইসা একটি কন্যাকে জন্ম দিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়েন। একটি সিন্দুকে করিয়া থেইসাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এফিসাসে সিন্দুকটি সমুদ্রতীরে পতিত হইলে এক ডাক্তার তাঁহার জীবনদান করেন এবং থেইসা ডায়ানা দেবীর মন্দিরে পুরোহিতের কাজ করিতে থাকেন। পেরিক্লিজ কন্যা মেরিনাকে টারসাসের

শাসনকর্তার নিকট রাখিয়া আসেন। অতঃপর কয়েকটি ঘটনাবৈচিত্র্যের পর পেরি-ক্লিজের সঙ্গে থেইসা ও কন্যার মিলন ঘটে।

পোকামাকড়—জগদানন্দ রায়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। ইহাতে যাবতীয় পোকামাকড়ের বিষয় সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে।

পোষ্যপুত্র—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। জমিদার চন্দ্রকান্তের একমাত্র পুত্র মাতৃহীন বিনোদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। রজনীনাথ নামে এক দরিদ্র বালক চন্দ্রকান্তের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতায় ওকালতি করিতেছিল। রজনীনাথের কাছে থাকিয়া বিনোদ উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিল ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। চন্দ্রকান্ত সম্মত না হইয়া রজনীনাথের কন্যা শান্তির সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিনোদ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। পিতা তাহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি ভাইপো হেমেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এদিকে বিনোদ বৃন্দাবনে যায় ও সেখানে শিবানী নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করে। কিন্তু শিবানীর কটুবাক্যে সে মাদুরায় আসিয়া তাঁতশালা খোলে ও শিবানীকে সংবাদ দেয় যে সে মৃত্যুশয্যায়। মাদুরায় যোগেনের সঙ্গে বিনোদের বন্ধুত্ব হয়। যোগেনের সঙ্গে রজনীনাথের আত্মীয়তা থাকাতে সে এখানে শান্তিকে লইয়া বেড়াইতে আসে। রজনীনাথ বিনোদকে (ছদ্মনাম নারদ) চিনিল। শান্তিকে বিনোদ প্রেম নিবেদন করে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়। হেমেন্দ্রের সহিত শান্তির বিবাহের কিছুকাল পরে চন্দ্রকান্ত শান্তির সহিত তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে শিবানীদের বাটীর নিকট আসেন। বিনোদের আংটি ও তাহার মাতার ছবি শিবানীর নিকট পাইয়া চন্দ্রকান্ত শিবানীকে পুত্রবধূ জানিয়া দেশে আনেন। হেমেন্দ্র সন্দিগ্ধ দেখিয়া স্ত্রীকে লইয়া বাড়ি ছাড়িল ও শিবানী যে বিনোদের স্ত্রী নয় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। বিনোদ সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী আসে। সেখানে শান্তির সহিত তাহার দেখা হয়। শান্তি কঠিন রোগে পড়িলে তার পাইয়া রজনীনাথ ও চন্দ্রকান্ত সেখানে আসিল। বিনোদ ছদ্মনামে আর টিকিল না। হেমেন্দ্র চন্দ্রকান্তের নিকট ক্ষমা চায়। বিনোদের সঙ্গে শিবানীর ও চন্দ্রকান্তের মিলন হয়।

পৌরাণিক কথা—পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। ধর্মগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে ইহাতে কালনির্ণয়, সৃষ্টি-প্রকরণ, অবতার, ধ্রুব, ভরতাদি মহাত্মার চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, বৃন্দাবনতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পৌরাণিক পঞ্চরং—বৈকুণ্ঠনাথ বসু। প্রহসন। মদন ও বসন্ত কৌতুকচ্ছলে সিংহলের সেনাপতি রণবীর ও তাঁহার ভৃত্যের রূপ ধরিয়া সেনাপতি রণবীরের বাড়িতে আসেন। এদিকে রণবীরও সেদিন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এই দুই রণবীরকে লইয়া বিভ্রাট বাধিল। অনেক কৌতুকের পর মদন ও বসন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভ্রাটের অবসান করিলেন।

প্যান্ডোস্টো (Pandasto)—গ্রীনের লিখিত রম্যরচনা (১৫৮৮)। শেক্স্পীয়ারের 'The Winter's Tale' এই রম্যরচনার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

প্যামেলা (Pamela)—ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসনের প্রথম উপন্যাস। ইহার প্রথম ভাগ ১৭৪০-এ ও দ্বিতীয় ভাগ ১৭৪১-এ প্রকাশিত হয়। প্যামেলা দাসী ছিল। গৃহস্বামিনীর মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র প্যামেলার নিকট কুপ্রস্তাব করে। কিন্তু প্যামেলা কিছুতেই রাজী না হওয়াতে সে তাহাকে বিবাহ করে। প্যামেলার বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের ইহাই প্রথম চরিত্র-বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। গল্পটি নায়িকা প্যামেলার পত্রাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্যারাডাইস লস্ট (Paradise Lost)—মহাকবি মিল্টনের প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। ১৬৫৮-তে তিনি এই মহাকাব্য রচনা শুরু করেন এবং ১৬৬৩-তে তাহা শেষ হয়। ১৬৬৭-তে ইহা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে ইহা দশটি সর্গে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে ইহা বারোটি সর্গে বিভক্ত। প্যারাডাইস লস্টের প্রথম সর্গ শুরু হইয়াছে নরকের দৃশ্য লইয়া। শয়তান বিদ্রোহী হইলে ঈশ্বরকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া নরকে অবস্থান করে। অনুচরদের লইয়া শয়তান এক সভা আহ্বান করে ও শয়তানের প্রাসাদে প্যান্ডিমোনিয়াম অর্থাৎ শয়তান-পরিষদ্ নির্মিত হয়। দ্বিতীয় সর্গ—শয়তান নবনির্মিত পৃথিবী দেখিতে যাত্রা করিল। তৃতীয় সর্গ—স্বর্গ হইতে ঈশ্বর তাহাকে দেখিয়া তাঁহার পুত্রকে তাহার উদ্দেশ্য ও কার্যের কথা বলিলেন এবং বলিলেন যে পতিত মানব একমাত্র কোনও ত্রাণকর্তার দ্বারাই উদ্ধার পাইতে পারে। পুত্র ইহা শুনিয়া নিজে ত্রাণকর্তা হইয়া মানবের উদ্ধারের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হন। ঈশ্বর তাঁহাকে এই কার্যের জন্য মনোনীত করিলেন। ইহাতে স্বর্গে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। এদিকে শয়তান স্বর্গদূতের ছদ্মবেশে ইউরিয়েল (Uriel) নামক দেবদূতের সাহায্যে নবনির্মিত পৃথিবীতে নিফেটিস পর্বতের (Mt. Niphates-এর) উপর আসিয়া বসিল। চতুর্থ সর্গে ইডেন উদ্যানের বর্ণনা আছে। শয়তান ইডেন উদ্যানে গমন করিল এবং আদম ও ইভ্‌কে প্রথম দেখিল। অতঃপর শয়তান তাহাদের নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইভ্‌কে স্বপ্নে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েল (Gabriel) জানিয়া ফেলায় তাহাকে পলাইতে হয়। পঞ্চম সর্গে র‍্যাফেল (Raphael) আসিয়া আদম ও ইভ্‌কে সাবধান করিয়া যায়। ষষ্ঠ সর্গে র‍্যাফেল (Raphael) কর্তৃক পূর্ব ঘটনার বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। শয়তানের সহিত ঈশ্বরের তিন দিন যাবৎ যুদ্ধ ও পরাজয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম সর্গে ঈশ্বরের পুত্রের দ্বারা জগৎ নির্মাণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম সর্গে আদম দেবদূতের সঙ্গে নরনারীর সম্বন্ধের কথা আলোচনা করে। র‍্যাফেল চলিয়া যায়। নবম সর্গে শয়তান সাপের রূপে আসিয়া ইভ্‌কে ঈশ্বরের নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ায় এবং ইভ্ পরে তাহা আদমকে খাইতে দেয়। এইরূপে তাহাদের প্রথম পাপ শুরু হয়। শয়তান নরকে ফিরিয়া গিয়া তাহার সাফল্যের কথা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ও তাহার সঙ্গী সকলে সর্পে পরিণত হয়। দশম ও একাদশ সর্গে ঈশ্বরের আজ্ঞায় পৃথিবীর সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে হরণ করিয়া লওয়া হয় এবং আদম ও ইভের কষ্টের জীবন শুরু হয়। মাইকেল আসিয়া আদম ও ইভ্‌কে ইডেন উদ্যান হইতে চলিয়া যাইতে বলে এবং আদমকে এক উচ্চ পর্বতে লইয়া যায় ও প্রথমে জল-প্লাবন পর্যন্ত জগতের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ঈশ্বরের পুত্রের দ্বারা তাহাদের উদ্ধারের কথা জানাইয়া আশ্বাস প্রদান করে। শেষ সর্গে প্লাবনের পর ইস্রায়েলদের ইতিহাস, খ্রীষ্টের আগমন এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া মাইকেল আদম ও ইভ্‌কে ইডেনের দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দেয়। আদম ও ইভ্ খ্রীষ্টের দ্বারা নিজেদের উদ্ধারের আশা লইয়া দুঃখিত চিত্তে উদ্যান হইতে চলিয়া যায়। এই পুস্তকের পর মিল্টন যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া প্যারাডাইস রিগেণ্ড (Paradise Regained) নামক কাব্য রচনা করেন।

প্রকৃতিপরিচয়—জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞান-গ্রন্থ। ইহাতে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রধান আবিষ্কারগুলি সহজপাঠ্য করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রকৃতির পরিশোধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাট্যকাব্য (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। ক্ষুদ্রবৃত্তির নিরোধ করিয়া দুঃখকে এড়ান, সংসার হইতে দূরে থাকিয়া দুঃখসুখকে সমানভাবে দেখা ইত্যাদি তত্ত্বকথা এই নাট্যকাব্যতে বলা হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলনেই মানুষ জীবন্মুক্তি লাভ করে—ইহাই নাট্যটির মূল বাণী।

প্রণয়পরীক্ষা—মনোমোহন বসু। নাটক (১৮৬৯)। বহুবিবাহের দোষ গ্রন্থের উপপাদ্য। মানগড়ের জমিদার শান্তবাবু দুই স্ত্রী মহামায়া ও সরলাকে সমানভাবে ভালবাসিতেন। স্বামী কাহাকে অধিক ভালবাসেন জানিবার জন্য মহামায়া বেদেনীর নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। নিদ্রাঘোরে শান্তবাবু সরলার গৃহের দিকেই যান। ঈর্ষ্যায় মহামায়া সরলাকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ করে, কিন্তু পরে মহামায়ার ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে শান্তবাবু অনুসন্ধানে সরলাকে পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহামায়া ভয়ে পলাইয়া যাইবার কালে পথে ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়। মরিবার আগে সে সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া যায়। মূল অংশ কথ্য ভাষায় সরল গদ্যে লেখা। তেরোটি গান আছে।

প্রতাপসিংহ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক (১৩১২ বঙ্গাব্দ)। আকবরের সহিত রানা প্রতাপের যুদ্ধকাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ ও আকবরের সভাসদ রাজকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী জোষীর চরিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জোষীর চরিত্র খুসরোজের বৃত্তান্তে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'রানা প্রতাপ' নামে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

প্রতাপ সিংহ—এই নামে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস আছে।

প্রতাপাদিত্য—১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। নাটক। ইহাতে বঙ্গবীর যশস্বী প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ২। নিখিলনাথ রায়-রচিত বাঙ্গালা ইতিবৃত্ত। যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ও কীর্তিকথার প্রকৃত তত্ত্ব ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্—মহাকবি ভাস-রচিত সংস্কৃত নাটক। কৌশাম্বীরাজ উদয়ন ও অবন্তীরাজ মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ['বাসবদত্তা' দ্রঃ]।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

প্রথমা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতাগ্রন্থ। এই পুস্তকে ছন্দ ও ভাবগৌরবে শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলিতে আধুনিক যন্ত্রযুগের কামনা, বাসনা, ব্যর্থতা, আশা ও নৈরাশ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

প্রদীপ—অক্ষয়কুমার বড়াল। কাব্য। প্রকৃতি ও প্রেম সম্বন্ধীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রফুল্ল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বিয়োগান্ত নাটক। নিজের চেষ্টায় কেরানী যোগেশচন্দ্র ঘোষ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। মধ্যম ভ্রাতা রমেশ ছিল অ্যাটর্নি। কনিষ্ঠ সুরেশ বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ না দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। যোগেশ জানিতে পারে, যে ব্যাঙ্কে তাহার টাকা জমা ছিল তাহা ফেল হইয়াছে। রমেশের পরামর্শে বেনামীতে বাড়ি রাখিয়া পাওনাদারকে ফাঁকি দিতে বাধ্য হওয়ায় যোগেশের সুনাম নষ্ট হয়। ফলে সে মদ ধরে। এই সময় খবর আসে ব্যাঙ্ক ফেল হয় নাই। কিন্তু চতুর রমেশ এ সংবাদ গোপন করিয়া যোগেশের নিকট সমস্ত সম্পত্তি লিখাইয়া লয়। রমেশের চক্রান্তে চুরির অপরাধে সুরেশের জেল হয়। রমেশ কারামুক্তির প্রলোভনে তাহার অংশ লিখাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে সে অসম্মত হইল। বাড়ি বিক্রি হওয়ায় যোগেশের স্ত্রী জ্ঞানদা, পুত্র যাদব ও শাশুড়ী সহ ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিতে থাকে। সুরেশের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া মাতা উন্মাদিনী হইলেন; রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল তাহাকে নিজের কাছে রাখিল। যোগেশ মদ্যপায়ী হইয়া স্ত্রী-পুত্রের উপর অত্যাচার করিতে থাকে। পথে তাহার মৃত্যু ঘটে। রমেশ যাদবকে মারিবার চেষ্টা করে। প্রফুল্ল বাধা দিলে রমেশ তাহাকে হত্যা করে। এমন সময় সুরেশ পুলিস সহ সেখানে আসিলে রমেশ ধরা পড়ে। এইভাবে যোগেশের "সাজান বাগান" শুকাইয়া গেল।

প্রবাসচিত্র—জলধর সেনের ভ্রমণকাহিনী। হিমালয় ভ্রমণের কতকগুলি চিত্র ইহাতে আছে।

প্রবাহিণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানের বই (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার লিখিত বাঙ্গালা আখ্যান-গ্রন্থ (১৮৩৩)। বিক্রমাদিত্য তনয় বৈজ-পালের পুত্র শ্রীধরকে আচার্য প্রভাকর বর্ণপরিচয় হইতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু উপদেশ প্রদানপূর্বক হিতোপদেশ প্রদানাভিপ্রায়ে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় নানা কথা সমন্বিত বহু উপাখ্যান বর্ণনা করেন। এই গ্রন্থে সেই উপাখ্যান ও গল্পসমূহ নিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি সেকালে কলেজে সিনিয়র বিভাগে পাঠ্য ছিল।

প্রবোধচন্দ্রোদয়—কৃষ্ণ মিশ্র। সংস্কৃত নাটক। ইহা একটি রূপক (allegorical) নাটক।

প্রবোধপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দুঃখে ক্লেশানুভব হেতুই লোকে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, সুখ অস্থায়ী তত্ত্বজ্ঞানই অবিনশ্বর সুখলাভের একমাত্র উপায়—ইত্যাদি শাস্ত্র ও মীমাংসাসমূহ ইহাতে পিতাপুত্রের কথোপকথন ছলে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।

প্রভাতচিন্তা—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৭৭)।

প্রভাতসংগীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতার বই। মানব-হৃদয়ের ভাব ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে ইহাতে অনেক কবিতা লিখিত হইয়াছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

প্রভাবতী সম্ভাষণ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইহা বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ। একটি ক্ষুদ্র বালিকার মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে যে শোক সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই তাঁহার এই গ্রন্থটিতে ধরা পড়িয়াছে।

প্রভাস—নবীনচন্দ্র সেন। কাব্য। ইহাতে কৃষ্ণচরিত্রের তিনটি অংশ আছে—রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা ও প্রভাসে অন্তলীলা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইলে সবাই কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিল। দুর্বাসা মুনির তাহা সহ্য না হওয়ায় তাঁহার চক্রান্তে যাদবগণ প্রভাসক্ষেত্রে অহেতুক নিজেদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিয়া যদুবংশের ধ্বংস ঘটায়। যদুবংশ ধ্বংসের পর অনার্য রমণী জরার শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলেন।

প্রভুপাদ—গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থ।

প্রমিথিউস আনবাউণ্ড (Prometheus Unbound)—শেলী-লিখিত বিখ্যাত নাট্যকাব্য। ১৮১৮-এ বায়রনের সাহত এস্টে (Este) থাকিবার সময় তিনি ইহা রচনা শুরু করেন। ইহা চারি অঙ্কে বিভক্ত। প্রমিথিউস মানুষের জন্য আগুন চুরি করিয়া আনেন, তাহাতে জিউস (Zeus) ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক পর্বতগাত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন। শেলীর কাব্য এই দৃশ্যে শুরু হইয়াছে। এই দেবদূতটিকে অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। নানারূপ বীভৎস ছায়া ও দৈত্য তাঁহার চারিপাশ ঘিরিয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত। শেষ পর্যন্ত মানুষ, পৃথিবী, জলদেবী ইত্যাদির

পূজায় ও প্রার্থনায় তিনি মুক্তিলাভ করেন।

প্রশ্নোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস (Pride and Prejudice)—জেন অস্টেন। উপন্যাস (১৮১৩)। উল্লেখযোগ্য চরিত্র এলিজাবেথ, ডার্সি ও কলিন্স।

প্রাকৃতিকী—জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তগুলি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—হরিহর শেঠ। ইতিহাসগ্রন্থ। এই বৃহৎ গ্রন্থখানিতে লেখক প্রাচীন কলিকাতার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু যুগে বা মুসলমান শাসনকালে এই মহানগরীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচ বণিকদের দ্বারাই এই নগরীর পত্তন হয়। নগরীর গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮০ পর্যন্ত ইহার ইতিহাস আছে। নানা তথ্যে গ্রন্থখানি পূর্ণ। কলিকাতার পথঘাটের নামোৎপত্তির কথা, সাধারণ মন্দির, মসজিদ, গির্জা, কলিকাতার পুরাতন ছড়া ও কবিতা, সেকালের ইংরেজ সমাজ, বিখ্যাত লোকদের বাসভবন, সেকালের প্রসিদ্ধ অধিবাসী ইত্যাদি অধ্যায়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ভারত—রামপ্রাণ গুপ্ত। ইতিহাস। প্রাচীনকালে ভারতের অবস্থা, সভ্যতা, বৈদেশিক বাণিজ্য, যুদ্ধ, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বৈদেশিক ভ্রমণকারী মেগাস্থিনিস, প্লিনি, ট্রাবো, টলেমি, ফা-হিয়ান, হিউয়েন্‌থসাং প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা (১ম ভাগ)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে মুসলমান-বিজয়কাল পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন মুদ্রাসমূহের ইতিহাস-সম্মত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচীন সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ইহাতে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, তুরস্ক, চীন ও ভারতের এবং অন্যান্য স্থানের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা আছে।

প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি চিত্র ও প্রবন্ধ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কাদম্বরীচিত্র', 'তপোবন' প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রবন্ধ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার—রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত। হিন্দুরা যে প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যার্থে সমুদ্রযাত্রা করিয়া পৃথিবীর নানাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইতিহাসের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রবন্ধ-পুস্তক। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের যাহা কিছু ভাল ও গ্রহণীয় এবং মন্দ ও বর্জনীয় তাহার নিরপেক্ষ সমালোচনা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রান্তিক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির কয়েকটি আধুনিক কবিতা স্থান পাইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পঞ্চাঙ্ক নাটক (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-অবলম্বনে রচিত। নাটকটিতে মূল-কাহিনী অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের শেষ বিশুদ্ধ মানবভূমিক নাটক। প্রায়শ্চিত্তের সংস্কৃত রূপ চতুরঙ্ক 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রাণ ধনঞ্জয় বৈরাগী। বসন্তরায়ের নাটকে প্রাধান্য নাই। প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা সাধারণ মানুষের মত অথচ রাজোচিত মহিমা খর্ব হয় নাই। ['বৌঠাকুরাণীর হাট' দ্রঃ]। ২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রহসন।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-লিখিত সংস্কৃত স্মৃতি ও শাস্ত্র। ইহাতে প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ, গঙ্গামাহাত্ম্য, গোবধাদি পাপ ও তৎপ্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণের টীকাসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিজনার অব জেণ্ডা, দি (Prisoner of Zenda, The)—অ্যান্থনি হোপ। উপন্যাস (১৮৯৪)। Rudolf Rasendyl নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের Ruritania নামে এক স্থানের দুঃসাহসিক কাহিনী। সেখানে সে রাজার অভিষেককালে রাজার রূপ ধরিয়া কি করিয়া রাজাকে তাড়াইবার চক্রান্ত বিফল করিয়াছিল তাহার বর্ণনা আছে।

প্রিন্সেস, দি (Princess, The)—আলফ্রেড টেনিসনের বিখ্যাত কাব্য (১৮৪৭)। প্রতিবেশী রাজা গামার কন্যা রাজকুমারী ইডার সঙ্গে এক রাজকুমারের বাল্যকালেই বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে এবং এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। রাজকুমার ও তাঁর দুই বন্ধু মেয়ের ছদ্মবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হয়। কিন্তু রাজকুমারী এই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে এবং তিন বন্ধুরই জীবন বিপন্ন হয়। তখন রাজকুমারের পরিচালিত পঞ্চাশ জন যোদ্ধার সঙ্গে রাজা গামার পুত্র আরাক পরিচালিত পঞ্চাশ জন যোদ্ধার যুদ্ধ হয়। রাজকুমার ও তাহার দুই বন্ধু আহত হয় ও বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে পরিণত হইয়া যায়। রাজকুমারী এইবার রাজকুমারের প্রেমে পড়ে। গানগুলি পরবর্তী সংযোজনা।

প্রিয়দর্শিকা—প্রাচীন কবি শ্রীহর্ষদেব। সংস্কৃত নাটক। রাজা দৃঢ়বর্মা কন্যা প্রিয়দর্শিকাকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিলে, প্রত্যাখ্যাত কলিঙ্গরাজ ক্রোধে তাঁহাকে বন্দী করেন। কঞ্চুকী বিজয় সেন প্রিয়দর্শিকাকে অরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে রাখিলে বৎসরাজসৈন্য বিন্ধ্যকেতুকে পরাস্ত করিয়া তাহার কন্যা আরণ্যকা ভাবিয়া প্রিয়দর্শিকাকে লইয়া যায়। মাসীর মেয়ে হইলেও বৎসরাজপত্নী বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকাকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকে দাসী স্বরূপে রাখিয়া দেন। আরণ্যকার প্রতি বৎসরাজের অনুরাগ হইলে বাসবদত্তা তাহাকে বন্দী করেন। আরণ্যকাও রাজার প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন,—এখন রাজাকে পাইবার উপায় নাই দেখিয়া বিষভক্ষণ করেন। ঠিক এই সময় প্রকাশ পাইল যে আরণ্যকাই প্রিয়দর্শিকা। রাজার শুশ্রূষায় আরণ্যকা জীবন লাভ করিলে বাসবদত্তা উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এই নাটকে 'রত্নাবলী'র ছায়া দৃষ্ট হয়।

প্রিয়া ও পরকিয়া—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা। মৌলিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশের সময় পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

প্রিলিউড, দি (Prelude, The)—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটি কবির জীবন-আলেখ্য।

প্রেম—অশ্বিনীকুমার দত্ত। উপদেশ-গ্রন্থ। ছাত্রগণকে কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করা উচিত তাহাই গ্রন্থের উপপাদ্য।

প্রেম ও ফুল—গোবিন্দচন্দ্র দাস। কাব্য-গ্রন্থ (১৯২৪)।

প্রেমপ্রবাহিনী—বিহারীলাল চক্রবর্তী। কাব্য গ্রন্থ (১৮৭০)। ইহা পয়ারে লেখা। পাঁচটি সর্গে ইহা বিভক্ত। সংসারে আসল প্রেমের মর্যাদা নাই বুঝিয়া কবি যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন কবিচিত্তে দেবী আনন্দ-উপলব্ধি আসে। কবিচিত্তের প্রথম জাগরণের ইতিহাস ইহাতে আছে।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম-দাস ঠাকুর। সাধনভজন-বিষয়ক নিবন্ধ। সরল ভাষায় সুললিত ত্রিপদী ছন্দে বৈষ্ণব ভক্তি-সাধনার মূলকথা ইহাতে ব্যক্ত।

প্লেজ, প্লেজাণ্ট অ্যাণ্ড আন্‌প্লেজাণ্ট (Plays, Pleasant and Unpleasant)—জর্জ বার্নার্ড শ'। সাতটি

নাটকের সমষ্টি (১৮৯৮)। নাটকগুলি প্রেমেন্দ্র মিত্র অনূদিত 'সরস ও বিরস নাটক'রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। (সরস নাটক)—'আর্মস্ অ্যাণ্ড দি ম্যান্', 'ক্যাণ্ডিডা', 'দি ম্যান অব ডেস্টিনি', 'ইউ ক্যান নেভার টেল্' ও (বিরস নাটক)—'উইডোয়ার হাউসেস', 'দি ফিলাণ্ডারার' ও 'মিসেস ওয়ারেনস প্রোফেশান'।

ফ

ফরাসীপ্রসূন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। কতকগুলি ফরাসী গল্পের অনুবাদ। ইহাতে মোপাসাঁ, বালজাক প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিকের প্রসিদ্ধ গল্পের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার (Fall of the Mughal Empire)—যদুনাথ সরকার। ইতিহাস। কয়েকটি বিশাল খণ্ডে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। ইহা মোগল সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ক অতি প্রামাণিক ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।

ফাউস্ট (Faust)—জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার গোটে (Goethe)-রচিত অমর নাট্যকাব্য। ইহাই গোটের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। গোটে বাল্যে এই রচনা আরম্ভ করিলেও উহা যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন গোটের বয়স ৫৭ বৎসর। 'ফাউস্টে'র আখ্যানভাগ প্রচলিত পুরাতন কাহিনীর রূপান্তর। ফাউস্ট ছিলেন নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত। যৌবনকাল তিনি নানা অত্যাচারে অতিবাহিত করেন এবং এইভাবে দেহে ও মনে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়েন। কিন্তু তখনও তাঁহার কামনা চরিতার্থ হয় নাই। কামনার চরিতার্থতার জন্য তিনি শয়তানের (Devil) নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন। মার্গারেট নামে সুন্দরী তরুণীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার জন্য মার্গারেটকে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করিতে হয়। শয়তান এই গ্রন্থে 'মেফিস্টোফিস' নামে পরিচিত।

ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড্ (Far from the Madding Crowd)—টমাস হার্ডি। উপন্যাস (১৮৭৪)। মেষপালক গ্যাব্রিয়েল ওক বহুকাল বাথসেবার সেবা করিয়াছিল। সার্জেন্ট ট্রয়ফ্যানি রবিনকে ত্যাগ করিয়া বাথসেবাকে বিবাহ করে এবং তাহার উপর অত্যাচার করিতে শুরু করে। কার্মার বোল্ডউড বাথসেবার প্রতি তীব্র প্রেম বশতঃ ট্রয়কে খুন করে। বোল্ডউড পরে পাগল হইয়া যায় এবং গ্যাব্রিয়েল ও বাথসেবার শেষ পর্যন্ত মিলন ঘটে।

ফাল্গুনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক-নাট্য (১৩২১ বঙ্গাব্দ)। নাটকে গল্পাংশের বদলে গানের প্রাধান্য আছে। যেটুকু গদ্যাংশ আছে, উহা যেন রূপক-ব্যাখ্যা। "জন্মমৃত্যুর দিবারাত্রির মধ্য দিয়া যে জীবলীলা চলিয়াছে তাহারই রসানুভূতির রূপক হইতে ফাল্গুনীর যৎকিঞ্চিৎ কথাবস্তু।"

ফুলের মালা—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস।

ফেয়ারী কুইনী, দি (Faerie Queene, The)—ইংলণ্ডে রেনেসাঁস যুগের প্রথম বিখ্যাত কবি এডমাণ্ড স্পেন্সার-রচিত বিরাট কাব্য। ১৫৮৯-এ ইহার প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৫৯৬-এ পরবর্তী তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ভূমিকা হইতে বুঝা যায় কবি 'গৌরব'কে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন ও তাহাই রূপ দিয়াছেন রানী এলিজাবেথের রূপে। রানীর বারজন যোদ্ধা বারটি বিভিন্ন গুণের উদাহরণ। রাজা আর্থার 'ফেয়ারী কুইনী'কে ভালবাসেন। 'ফেয়ারী কুইনী' হইতেছেন রানী এলিজাবেথ। আর্থারকে মহানুভবরূপে' চিত্রিত করা হইয়াছে। চরিত্রগুলি এক একটি 'টাইপ' হইয়া উঠিয়াছে। রূপকের প্রভাবে তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা নয় পঙক্তিতে বিভক্ত পদে রচিত হইয়াছে। ইহাকে স্পেন্সরিয়ান পদ বলা হয়। কাব টি রচনার জন্য কবির ২০ বৎসরের উপর কাটিয়া যায়। তিনি মাত্র ৬টি ভাগ রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ফোকলা দিগম্বর—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সরস রোমাণ্টিক উপন্যাস (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। বিয়েপাগলা দিগম্বরের কাহিনী লইয়া রচিত। দিগম্বরীর চরিত্রবর্ণনা চমৎকার।

ফোরসাইট সাগা, দি (Forsyte Saga, The)—জন গল্‌স্ওয়ার্দী। বিখ্যাত উপন্যাস। ছয়টি খণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ, যথা—'দি ম্যান অব প্রপার্টি' (১৯০৬), 'ইন চান্সারি', 'টু লেট্', 'দি হোয়াইট মঙ্কি', 'দি সিলভার স্পুন' এবং 'সোয়ান সং'। বৃদ্ধ জোলিয়ান ফোরসাইটের নিজস্ব সম্পত্তির মোহ প্রবল। এমন কি ধনসম্পত্তির সহিত নিজের স্ত্রীর মনকেও সম্পত্তির মধ্যে সে পরিগণিত করিত। সোম্‌সকে তাহার স্ত্রী আইরীন ভালবাসে না, কিন্তু সোম্‌স্ ভাবিয়া পায় না যে সমস্ত কিছু পাইয়াও এবং কোনওরূপ অত্যাচার ইত্যাদি না হইলেও স্ত্রী কেন তাহাকে ভালবাসে না। ক্রমশঃ তাহাদের ছাড়াছাড়ি হয়। বোসিনে, আইরীনের প্রথম প্রেমিক বাস চাপা পড়িয়া মারা যায়। ইহার পর সোম্‌সের খুড়তুতো ভাই জোলিয়ানের সহিত তাহার প্রেম ও পরে বিবাহ হয়। সোম্‌স্ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করিতে পারে না। পরে সে অ্যানেট নামে এক ফরাসী মহিলার প্রেমে পড়ে ও তাহাকে বিবাহ করে। অ্যানেটের মা'র লণ্ডনে একটি হোটেল ছিল। অ্যানেটের গর্ভে ফ্লোর নামে তাহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহার পর হইতে নূতন যুগ শুরু হয়। পুরাতন ধনতন্ত্রবাদ আধুনিক সাম্যবাদে পরিণত হইতে থাকে। এই নূতন আবহাওয়ার মধ্যে আমরা সোম্‌স্‌কে একান্ত নির্জন খাপছাড়ারূপে দেখিতে পাই। শেষ খণ্ড সোয়ান সং-এ সোম্‌সের মৃত্যুর ভিতর দিয়া গ্রন্থখানি শেষ হইয়াছে।

ফ্রায়ার বেকন অ্যাণ্ড ফ্রায়ার বাঙ্গে (Frier Bacon and Frier Bungay)—ইংলণ্ডের রেনেসাঁস যুগের নাট্যকার রবার্ট গ্রীন্-রচিত নাটক। ইহা পদ্য ও গদ্যে লিখিত। বেকন ফ্রায়ার বাঙ্গের সাহায্য লইয়া পিতলের একটি মাথা তৈয়ার করে এবং শয়তানকে আনিয়া ইহাকে কথা কওয়ায়। তিন সপ্তাহ রাত্রদিন লক্ষ্য করিবার পর বেকন উহা মাইলস নামে চাকরের কাছে দিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। মাথাটি দুইটি কথা বলে—"সময় হয়"। মাইলস বেকনকে জাগায় নাই। এদিকে মাথাটি আবার কথা কহিল—সময় ছিল এবং শেষে বলিল, সময় গত হইয়াছে। এই বলিয়া উহা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বেকন জাগিয়া উঠিয়া মাইলসকে অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে অন্য একটি মধুর গল্প যোজনা করা হইয়াছে—রাজকুমার এড্ওয়ার্ড ও লর্ড লেসির ফ্রেমিংফিল্ডের মেয়ে মার্গারেটের প্রতি প্রেমের কাহিনী।

ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন, দি (French Revolution, The)—টমাস কার্লাইল্-রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮৩৭)। ২০ খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। কার্লাইল্ তাঁহার বন্ধু জন স্টুয়ার্ট মিলকে ইহা পড়িতে দেন। মিল আবার তাহা মিসেস্ টেলারকে দেন। তাঁহার চাকর পাণ্ডুলিপিটি পুড়াইয়া ফেলে এবং কার্লাইলকে আবার প্রথম হইতে লিখিতে হয়। ফরাসী বিদ্রোহের ইহা একটি নিখুঁত চিত্র। গ্রন্থের বিখ্যাত চিত্রের মধ্যে Robespierre, Danton, Barras, Marat ইত্যাদির চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি কার্লাইলের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডিকেন্সের 'A Tale of Two Cities'-এ এই গ্রন্থের প্রভাব আছে।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন (Frankenstein)—মেরী শেলী। রোমাঞ্চকর ভীতিপ্রদ কাহিনী (১৮১৮)। ইহার অন্ত নাম 'The Modern Prometheus'. বায়রণ ও শেলী পরিবার একদা সুইজারল্যাণ্ডে ভূতের গল্প করিয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিতেন। স্বামীর ইঙ্গিতে একটি কাহিনী মেরী শেলী কর্তৃক বড় গল্পে রূপান্তরিত হয়। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন মড়াকে কি করিয়া জীবন্ত করিল ও পরে সেই মড়া ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে কি করিয়া হত্যা করিল তাহাই ইহাতে বর্ণিত।

ব

বঙ্কিমচন্দ্র—১। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। সমালোচনা। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এবং সেই সকল উপন্যাসের চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ সহকারে সমালোচনা করা হইয়াছে। ২। সুবোধ কুমার সেন গুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অতি আধুনিক সমালোচনা-গ্রন্থ।

বঙ্কিমজীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জীবনীগ্রন্থ। বঙ্কিমবাবুর জীবনী হইতে তাঁহার কবিতা, উপন্যাস ও অপ্রকাশিত রচনাসমূহ ও বঙ্গভাষার পূর্ব ও পরবর্তী অবস্থার বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত সুবিখ্যাত পত্রিকা। তিনি ইহা কিছুকাল চালান। পরে সঞ্জীবচন্দ্র ইহা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গবাসী—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত পত্রিকা।

বঙ্গবিজেতা—রমেশচন্দ্র দত্ত। প্রথম উপন্যাস (১৮৭৪)। আকবরের সময়ের পটভূমিকায় কল্পিত। টোডরমল্লের শাসনকালে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়,—কিন্তু টোডরমল্লের চেষ্টায় শীঘ্রই তাহার সমাপ্তি ঘটে। সেই সময় ইন্দ্রনাথ নামে এক বাঙালী যুবক অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাকে লইয়া এই উপন্যাসখানি রচিত। উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র—মহাশ্বেতা ও বিমলা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম ভাগ)—দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ইহাতে আদিম উৎপত্তিকাল হইতে ইংরাজপ্রভাব কাল পর্যন্ত বঙ্গভাষার অবস্থা, ক্রমোন্নতি প্রভৃতি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভাষার সহিত ইহার সামঞ্জস্য, বৌদ্ধযুগে ভাষার অবস্থা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ, গৌড়ীয় যুগে ও শ্রীচৈতন্যের সময় বঙ্গভাষার অবস্থান্তর ও শ্রীবৃদ্ধি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ও বহু অজ্ঞাতনামা কবি ও কাব্যের আলোচনা হইয়াছে।

বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত গ্রন্থ। ইহাতে আদিযুগ হইতে বঙ্গভাষায় লেখকদের বিবরণ আছে।

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

বঙ্গসাহিত্যে নারী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালার পুস্তক (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। মিশনারীদের চেষ্টায় কি করিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসারলাভ করে, কি ভাবে কখন বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার উল্লেখ করিয়া লেখক কয়েকজন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহিত্যিকের জীবনী ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন।

বঙ্গসুন্দরী—বিহারীলাল চক্রবর্তী। বাঙ্গালা কাব্য। দেবী, চিরপরাধীনা, করুণাময়ী, বিষাদিনী, প্রিয়সখী, বিরহকাতরা, প্রিয়তমা ও অভাগিনী, বঙ্গরমণীর এই আট মূর্তি অসাধারণ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গাধিপ-পরাজয়—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। উপন্যাস। ইহাতে বঙ্গের প্রতাপাদিত্যের চরিত্র, তখনকার বাঙ্গালার অবস্থা, প্রতাপের রাজ্যগঠন, মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি একান্তভাবে বর্ণনাত্মক। কাহিনী কোথাও জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গবেষণাপূর্ণ রচনা। ইহাতে নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস নিখুঁতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—শিবরতন মিত্র-সঙ্কলিত বাঙ্গালা জীবন-কথা'। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক মৃত সাহিত্যিকবৃন্দের জীবনী বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

বত্রিশ সিংহাসন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। গল্পগ্রন্থ (১৮০২)। ইহা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে লিখিত হয়। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার মুখে দ্বাত্রিংশৎটি গল্প শ্রবণ করিয়া ভোজরাজ সিংহাসন আরোহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। সেই মনোহর গল্পগুলি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' অবলম্বনে ইহা লিখিত। কালীপ্রসাদ কবিরাজ-রচিত এই নামে কাব্য আছে। 'গন্ধর্ব-বিবাহ' নামে ইহার একটি সংস্করণ আছে।

বধূবরণ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্প-পুস্তক। ইহাতে 'বধূবরণ', 'অতি ঘরন্তি না পায় ঘর', 'ঝন্টুর', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'চক্ষুদান' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আছে। প্রথম গল্পটির বিষয়বস্তু এইরূপ :—ননীমাধব বাল্যে মামার বাড়িতে মানুষ হইয়াছিল। সেখানে বাসন্তী, মালতী প্রভৃতি অনেকগুলি মেয়ের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার পর নারীজাতির প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে। ইহার পর তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু সন্দেহ ও সংশয়ে তাহার বিবাহিত জীবন দুর্বহ হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে সে রেলওয়ে স্টেশনে স্ত্রীকে ফেলিয়া পলায়ন করে। গল্পটিতে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈলজানন্দের ইহা একটি বিশিষ্ট গল্প।

বন্ধুবিয়োগ—বিহারীলাল চক্রবর্তী। কাব্য-গ্রন্থ (১৮৭০)। কাব্যটি পয়ার ছন্দে লেখা, চার সর্গে গ্রথিত। পত্নী এবং তিন বন্ধুর স্মৃতি-বেদনা কাব্যের উপজীব্য বিষয়। রচনা-রীতি ঈশ্বরগুপ্তের অনুরূপ।

বনলতা সেন—জীবনানন্দ দাশ। কাব্য-গ্রন্থ (১৯৫২)। ইহা কবির শ্রেষ্ঠ রচনা। উল্লেখযোগ্য কবিতার নাম—'বনলতা সেন, হায় চিল, নগ্ন নির্জন হাত, কমলালেবু, স্বপ্নের ধ্বনিরা'—ইত্যাদি।

বরাহ পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বর্তমান ভারত—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রবন্ধ-পুস্তক। জাতিগঠনের জন্য স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে যে সকল বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, সেইগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বলাকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৯১৬)। ইহাতে 'বলাকা', 'শাজাহান', 'ছবি' ও 'সবুজের অভিযান' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক নূতন পর্যায়ের সূত্রপাত করে। 'বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের আত্মার মধ্যে অতীত-ভবিষ্যতের সমগ্র মানবাত্মার, এমন কি চরাচরাত্মার আকুতি অনুভব করিয়াছেন।' ইহার কেন্দ্রীয় কবিতা 'বলাকা'।

বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক নাটক। কেরানী করুণাময় বসুর তিন কন্যা। নিজের বাড়ি বাঁধা দিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াও তিনি জামাতা ও তাহার মাতার মন পাইলেন না। কন্যাটিকে অসহ্য যন্ত্রণা দেওয়ায় সে শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে পলাইয়া আসে। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ অর্থাভাবে এক বৃদ্ধ বিপত্নীকের হস্তে দেন—ফলে, কিছুদিন পর মেয়েটি বিধবা

হইয়া আত্মহত্যা করে। করুণাময়ের ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে—কপট প্রতিবেশী ধনবান্ রূপচাঁদ তাহার অকালকুষ্মাণ্ড পুত্রের বিবাহের জন্ত অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল ও কনিষ্ঠ কন্তার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিল। ইহার পর করুণাময় ও তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। পণপ্রথার শোচনীয় পরিণাম দেখানই নাটকখানির উদ্দেশ্য।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া ও তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া বহুবিবাহের দোষ বর্ণিত হইয়াছে।

বাইবেল, দি (Bible, The)—খ্রীষ্টানদের বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ। ইহা দুইটি খণ্ডে বিভক্ত: 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' এবং 'নিউ টেস্টামেণ্ট'। ওল্ড টেস্টামেণ্টে সৃষ্টির আদি হইতে খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। খ্রীষ্টের বাণী ও তাঁহার শিষ্যদের প্রচারবার্তা 'নিউ টেস্টামেণ্টে' একত্রিত করা হইয়াছে। ওল্ড টেস্টামেণ্ট হিব্রু ভাষায় ও নিউ টেস্টামেণ্ট গ্রীক ভাষায় লিখিত ছিল। ইংলণ্ডে উইক্লিফ নামে এক ধর্মযাজক সাধারণের মধ্যে বাইবেলের প্রচার নিমিত্ত ল্যাটিন হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৬১১-এ এই দুই গ্রন্থের Authorized Version প্রকাশিত হয়। ইহা পরে সংশোধিত হইয়া ১৮৮৫-এ অধুনাতন প্রচলিত বাইবেলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাউল বিংশতি—বিহারীলাল চক্রবর্তী কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৯)। ইহা কবি রচিত বাউল গানের সঙ্কলন। কোন কোন কবিতায় গীতি কবিতার আস্বাদ পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবাদ—সুশীলকুমার দে। বাংলা ছড়া ও প্রবাদ-সংগ্রহ। বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবাদগুলির আলোচনা ও সেই প্রবাদগুলির মধ্যে বাংলার সামাজিক জীবনের চিত্রাঙ্কন গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান্।

বাংলা ব্যাকরণ—উইলিয়ম কেরী। ইহা হালহেডের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১)। ইওরোপীয়দের বাংলা শিক্ষার জন্ত ইহা রচিত হয়। ব্যাকরণটি 'বর্ণপরিচয়', 'যুক্তবর্ণ', 'শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ' ইত্যাদি এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল।

বাগ্‌দত্তা—অনুরূপা দেবী। উমাকান্ত সার্বভৌমের পুত্র শচীনাথ কমলাকে ভালবাসে, কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কমলাকে কাশী চলিয়া যাইতে হয়। শচীনাথের বন্ধু মনীশের সঙ্গে কমলার সেখানে ভালবাসা হয় কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এদিকে শচীনাথ কমলার সন্ধান পাইয়া সেখানে যায় ও তাহাকে বিবাহ করে। কমলা কিন্তু শচীনাথকে ভালবাসিতে পারে নাই, সে ভালবাসিয়াছিল মনীশকে। পরে কমলার ইঙ্গিতে শচীনাথ অগ্নিকুণ্ড হইতে এক রমণীকে রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দেয় ও মনীশ চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করে।

বাঙ্গাল গেজেটি—বাঙ্গালী-পরিচালিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র। সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ইহা ১৮১৮-এ প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। প্রথম পরিচ্ছেদে ভাষা ও অক্ষরের প্রবর্তনকাল, দ্বিতীয়ে ভাষা সম্বন্ধে কালবিভাগ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা, ভাষার অবস্থা, ছন্দের নিয়ম প্রভৃতি, তৃতীয়ে চৈতন্ত, বৃন্দাবন দাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতির জীবনী ও গ্রন্থালোচনা, চতুর্থে ভারতচন্দ্র রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে তিনটি কাল কল্পিত হইয়াছে,—আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন। চৈতন্তের পূর্ব পর্যন্ত আদ্য, চৈতন্তের পর হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত মধ্য ও ভারতচন্দ্র হইতে বর্তমান—ইদানীন্তন।

বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম ভাগ)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিহাসগ্রন্থ। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গালার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনীগ্রন্থ। লুৎফন্নিসা, আমিনা, মণিবেগম, ঘসিটি, জিন্নতুন্নিসা ও আলিবর্দীবেগমের কীর্তিকাহিনী ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার মসনদ—ক্ষী রো দ প্র সা দ বিদ্যাবিনোদ। ইতিহাস কাহিনী অবলম্বনে লেখা রোমাণ্টিক নাটক (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। সরফরাজই বাঙ্গালার মসনদের নায়ক। নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বে নাট্যরস জমাইবার চেষ্টা আছে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়। যদুনাথ সরকারের ভূমিকাসহ। ইহার মূল সংস্করণ দুইটি পর্বে বিভক্ত। বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা একখানি প্রামাণ্য পুস্তক। ইহার একটি কিশোর সংস্করণও আছে। পুস্তকখানি রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত সংগীত-পুস্তক। ইহাতে রামপ্রসাদ সেন হইতে আধুনিক সংগীতরচয়িতাদিগের জীবনী ও গান প্রদত্ত হইয়াছে।

বাজীরাও—সখারাম গণেশ দেউস্কর। ইতিহাসগ্রন্থ। মারাঠাগণ যে শুধুই লুণ্ঠতরাজ করিত, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্ত, পেশওয়া বাজীরাওএর জীবনী ও মারাঠাদিগের প্রজাপালন-প্রথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

বাড়তির পথে বাঙ্গালী—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। প্রবন্ধ-পুস্তক। অর্থনীতির সমস্যা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। অর্থনীতির সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও ইহাতে আছে।

বাণিজ্য—গিরীন্দ্রকুমার সেন। ব্যবসায়-বিষয়ক পুস্তক। বাণিজ্যিক বিষয়সমূহের নাম ও সংজ্ঞাদি ব্যতিরেকে বাণিজ্যবিষয়ক সমস্ত বিষয় নিখুঁতভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যবসাদারী চলিত ভাষায় বাঙ্গালা হইতে ইংরেজী ও ইংরেজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদও ইহাতে আছে।

বাবু—অমৃতলাল বসু। বিদ্রূপাত্মক প্রহসন-নক্সা (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। পলিটিক্যাল ও ধর্মঘটিত আন্দোলনের পিছনে যে ভণ্ডামি ও ভীরুতা লুকানো থাকে, তাহাই 'বাবু' নাটকে উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। কটাক্ষের বিশেষ লক্ষ্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। দুর্গতদের সাহায্যের চাঁদা যে উদ্যোক্তাদের দ্বারা আত্মসাৎ করা হয় লেখক সে সকল কথাও এই নাটকে বলিয়াছেন।

বামন-পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বামাবোধিনী পত্রিকা—মাসিক পত্রিকা (১৮৬০)। ইহা সম্পাদনা করিতেন মজিলপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত। এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইত।

বামুনের মেয়ে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। কুলীন, জমিদার ও সমাজনেতা চাটুজ্যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বালবিধবা শালী জ্ঞানদার অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহার উপর অত্যাচার করে। ফলে জ্ঞানদার গর্ভ হয়। সে ভ্রূণহত্যা করিতে চাহিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রিয় মুখুজ্যের বিদুষী কন্যা সন্ধ্যাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া চাটুজ্যে প্রিয় মুখুজ্যের মায়ের নামে দুর্নাম রটাইয়া তাহার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয়। তখন প্রিয় মুখুজ্যে সন্ধ্যাকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। সঙ্গে জ্ঞানদাও যায়। চাটুজ্যে আর একটি কুলীন-কন্যা বিবাহ করে।

বায়রণ (Byron)—প্রসিদ্ধ করাসী

সাহিত্যিক আঁদ্রে মরোয়া-লিখিত বায়রণের জীবনী। ইংলণ্ডের বিদ্রোহী কবি বায়রণের সম্বন্ধে দীর্ঘকাল সাধারণের মনে একটা প্রতিকূল ধারণা ছিল। এই গ্রন্থে মরোয়া সেই ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি শুধু কবি হিসাবে বায়রণকে বিচার করেন নাই—মানুষ হিসাবেও তাঁহাকে বিচার করিয়াছেন।

বায়ু-পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ-গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বাল্মীকি-প্রতিভা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতিনাট্য (১৮৮১)। দস্যুরাজ বাল্মীক একটি বালিকাকে বলির জন্ম আনয়ন করিলে, ঐ বালিকার ক্রন্দন শুনিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হয় ও তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দেন। এই দয়া হইতে প্রেম ও প্রেম হইতে কবিত্বের উৎপত্তি। দস্যু বাল্মীকির এইরূপ পরিবর্তন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাল্মীকির জয়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রবন্ধ-পুস্তক (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। বশিষ্ঠ চাহিলেন বিদ্যাবলে পৃথিবী এক করিতে, বিশ্বামিত্র চাহিলেন বাহুবলে পৃথিবী এক করিতে। কিন্তু বাল্মীকি প্রেমবলে পৃথিবী এক করিলেন। এক বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হইয়া বাল্মীকির জয় ঘোষণা করিল। আর. আর. সেন The Triumph of Valmiki' নাম দিয়া ১৯০৯-এ এই গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)—রাজশেখর বসু। ইহা মূল বাল্মীকি রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। কিন্তু ইহাতে সংক্ষেপের প্রয়োজনে কোনও মুখ্য বিষয় বাদ দেওয়া হয় নাই। বাল্মীকির রচনা-বৈশিষ্ট্য এবং মূল শ্লোকার্থ ইহাতে যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়াছে। গাঢ়বন্ধ গদ্যে ইহা অনূদিত। মূল রচনার সঙ্গে পাঠকদের কিছু সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটাইবার মানসে লেখক স্থানে স্থানে নমুনাস্বরূপ মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাহার স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় মূলানুগ এইরূপ সার-সংকলন ইহাই প্রথম।

বাসবদত্তা—মদনমোহন তর্কালংকার। কাব্যগ্রন্থ (১৮৩৭)। কবি সুবন্ধুর মূল সংস্কৃত গদ্যকাব্য হইতে ইহা পয়ারাদি ছন্দে রচিত। মহেন্দ্রনগরের রাজপুত্র কন্দর্পকেতু কুসুমপুরের রাজকন্যা বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখিয়া পাগল হন এবং বাসবদত্তাও স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখেন। শুক-শারিকার সাহায্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং বাসবদত্তাকে লইয়া কন্দর্পকেতু বিন্ধ্যারণ্যে পালান। সকালে বাসবদত্তাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে থাকিলে আকাশবাণীর সাহায্যে তিনি বাসবদত্তার প্রস্তররূপ দেখিতে পান। মুনির শাপে তাঁহার ঐরূপ হইয়াছিল। কন্দর্পকেতুর স্পর্শে বাসবদত্তার শাপমোচন হয়। মদনমোহনের ইহা অবিকল অনুবাদ নহে। ভাব ও ভাষা মদনমোহনের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বাসুদেব চরিত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সম্ভবতঃ ইহা বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা। ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে হিন্দু মনোভাব বর্তমান থাকায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহা মুদ্রিত করেন নাই। ইহার পাণ্ডুলিপিটিও পরে হারাইয়া যায়।

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (১ম ও ২য় খণ্ড)—অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৫১—৫৩)। জর্জ কুম সাহেব লিখিত 'কন্সটিটিউশান অব ম্যান' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা রচিত। জগদীশ্বরের জগৎ পালনের নিয়মপ্রণালী, কোন্ নিয়মে চলিলে মানুষের উপকার ও কোন্ নিয়মে অপকার হইবে ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ড পুস্তকের শেষে সংকলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজী অর্থ দেওয়া আছে।

বিক্রমোর্বশী—১। কালিদাস-রচিত সংস্কৃত নাটক। কুবের ভবন হইতে ফিরিবার সময় উর্বশী কেশী-দানব কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পুরুরবা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। উর্বশী দেবসভায় অভিনয়কালে অসাবধানে পুরুরবার নাম উচ্চারণ করায় নাট্যাচার্য ভরতের শাপে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া পুরুরবার সহিত কালযাপন করিতে থাকেন। হরেস্ হেম্যান উইলসন ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। ২। কালীপ্রসন্ন সিংহ কালিদাসের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ (১৮৫৭)। লেখক ইহা মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিচিত্র জগৎ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রবন্ধ সংগ্রহ।

বিচিত্রিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পিগণের ছবি সমেত ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। ছবি ও কবিতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থখানি কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিজয়-বসন্ত—অমৃতলাল বসু। নাটক। (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। ইহার অপর নাম 'বিমাতা'। বৃদ্ধবয়সে জয়পুরের রাজা জয়সেন রূপমুগ্ধ হইয়া দুর্জয়ময়ীর পাণিগ্রহণ করেন ও প্রথমা স্ত্রীর পুত্র বিজয় ও বসন্তকে উপেক্ষা করিতে থাকেন। দুর্জয়ময়ী বিজয়ের প্রতি আসক্ত হইলে বিজয় তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে—ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে বিজয়ের নামে রাজার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করে যে, বিজয় তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী এবং বসন্ত তাহার সাহায্যকারী। রাজা পুত্রদ্বয়ের মস্তক ছেদনের আদেশ দিলে উভয়ের অস্ত্রশিক্ষক বলবন্ত উহাদের গোপনে ছাড়িয়া দিলেন। বিজয়ের মৃত্যুসংবাদে দুর্জয়ময়ী আক্ষেপ সহকারে পাপবাসনা ব্যক্ত করিয়া আত্মহত্যা করিল। অনুতপ্ত রাজা বহু অনুসন্ধানের পর বিজয় ও বসন্তকে পাইয়া তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই নামে হরিনাথ মজুমদারেরও একটি গ্রন্থ (১৮৫৯) আছে। এই গল্প-কাহিনীতে একটি প্রচলিত রূপকথা রূপ পাইয়াছে।

বিজ্ঞানরহস্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৮৭৫)। বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে সুললিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানের বিষয়কেও সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধবম্—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত নাটক। বৃন্দাবনস্থ কেশী তীর্থে নানাদেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হেতু এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্—বসন্তকুমার কবিরাজ। কৌতুক ও রহস্যপূর্ণ কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা—কবি রাজশেখরের সংস্কৃত নাটিকা। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধরের গুপ্ত প্রেমলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা চিত্রশালায় মৃগাঙ্কাবলীর চিত্র ও একটি কাষ্ঠনির্মিত প্রতিমূর্তির সন্দর্শনে মুগ্ধ হন এবং পরে মৃগাঙ্কাবলীকে বিবাহ করেন।

বিদ্যাদর্শন—অক্ষয়কুমার দত্ত-পরিচালিত মাসিক পত্র। ১৮৪২-এর জুন মাসে প্রথম প্রকাশ। ইহার মাত্র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি—খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত। বিদ্যাপতির পদাবলীর বিরাট ও প্রামাণিক সংস্করণ মৈথিলী পণ্ডিতের সহায়তায় সম্পাদিত।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস (ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন-গীতিকা)—চারুচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত বৈষ্ণব-কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে বহু বৈষ্ণব কবিতা পাদটীকা-সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকটির ভূমিকা ও পরিশিষ্টে কবিপরিচয় কাব্যবোধের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভূমিকায় বাংলা ভাষা ও বৈষ্ণব কবিতায় লালিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে অনেক বৈষ্ণব কবির জন্মের স্থানকালাদির সম্বন্ধে গবেষণা আছে।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নেপালের পুঁথি ও গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি মনীষীগণের রচনার উপর ভিত্তি করিয়া ইহা লেখা। ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান্। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক তথ্যই তাহাতে পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি-পদাবলী—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত ও বিদ্যাপতি-লিখিত। বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার সম্মিলিত পদে ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। টীকায় মূলের দুর্বোধ শব্দের অর্থ ও ভাব দেওয়া আছে। বিদ্যাপতির জীবনী ও মৈথিলীর বর্ণমালাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার। জীবনী-গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী ও কার্যকলাপ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। শম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরচরিত—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আত্মজীবনী (১৮৯১)। বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা। জীবনের প্রথমদিকের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রচনাটি সংক্ষিপ্ত ও অসমাপ্ত।

বিদ্যাসুন্দর—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়-প্রণীত কাব্য। বর্ধমানরাজ বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিবেন, তিনিই তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। অনেক রাজপুত্র বিচারে পরাজিত হইল। কাঞ্চীরাজপুত্র সুন্দর বিদ্যা লাভের আশায় গোপনে বর্ধমানে আসিয়া হীরা নামে মালিনীর গৃহে অবস্থান করেন। হীরা বিদ্যাকে ফুল যোগাইত। একদিন সুন্দর অদ্ভুত একটি মালা গাঁথিয়া বিদ্যার নিকট পাঠাইলে তিনি মুগ্ধ হইলেন। সুন্দর কালীমন্ত্রের প্রভাবে সুড়ঙ্গ করিয়া বিদ্যার নিকটে গেলেন। বিদ্যার সহিত তাঁহার গান্ধর্বমতে বিবাহ হইলে তিনি প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে বিদ্যার গর্ভ হয়। সুন্দর বিদ্যার ঘরে ধরা পড়িলে রাজ-আজ্ঞায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মশানে কালী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। রাজা সুন্দরের প্রভাব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনুসন্ধানে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিলেন এবং বিদ্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই কাব্য কবিকৃত অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত। বররুচি এই গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন। তিনি উজ্জয়িনীই ইহার ঘটনাস্থল বলিয়া নির্দেশ করেন। নিমতার কৃষ্ণরামের রচনায় বর্ধমানের উল্লেখ নাই, রামপ্রসাদের গ্রন্থে আছে। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের গ্রন্থ অবলম্বনে এই কাব্য লিখেন। কৃষ্ণরামের মালিনী বিমলা। রামপ্রসাদ বিধু ব্রাহ্মণী নামে একটি চরিত্রের সৃষ্টি করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমক্ষে গায়ক নীলমণি কণ্ঠাভরণ কর্তৃক গীত হয়। ১৮১৬-এ ইহা প্রথম ছাপা হয়। রামপ্রসাদ, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত একটি মূল্যবান্ সংস্করণ আছে। এই সংস্করণে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিদ্যাসুন্দরের বিভিন্ন কাহিনীর অনুবাদ এবং গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, মধুসূদন, কবীন্দ্র, ভারতচন্দ্র, রাধাকান্ত ও রামপ্রসাদ লিখিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী সংকলিত হইয়াছে।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা—কালীপ্রসন্ন সিংহ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২০শে এপ্রিল, ১৮৫৫। ইহা মাসিক পত্রিকা ছিল। ইহাতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী, বিশেষতঃ যে সকল প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভাতে পাঠ করিতেন তাহা মুদ্রিত থাকিত।

বিদ্রোহ—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস (১৮৯০)। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি মেবারের আদিরাজ গুহের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নাগাদিত্যের সময়ে যে ভীষণ ভীলবিদ্রোহ হয় তাহাই লইয়া ইহা রচিত।

বিধবাবিবাহ নাটক—উমেশচন্দ্র মিত্র। বিয়োগান্ত নাটক (১৮৫৬)। কীর্তিরাম ঘোষের বিধবা কন্যা সুলোচনার সহিত প্রতিবেশী রামকান্ত বাবুর পুত্র মন্মথের গুপ্ত প্রণয় হয়। একথা প্রকাশ পাইলে সুলোচনা লজ্জায়, অনুতাপে আত্মহত্যা করে। একাদশীর দিন বলিয়া কেহ তাহাকে এক কোঁটা জলও পান করিতে দেয় নাই। গ্রন্থখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত। বাঙ্গালা ভাষায় এইখানি প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বলিয়া পরিগণিত।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সামাজিক গ্রন্থ। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বিন্দুর ছেলে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্পপুস্তক। ইহাতে 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'পথ-নির্দেশ' এই তিনটি গল্প স্থান পাইয়াছে। যাদব ও মাধব দুই বৈমাত্র ভাই। যাদবের ছেলে অমূল্য। মাধবের কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই। তাহার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী অমূল্যকে লইয়া থাকে এবং তাহাকে আদর্শ ছেলে হিসাবে গড়িতে চায়। কিন্তু যাদবের ভাগ্নে নরেন এ বাড়িতে আসিয়া পড়াতে অমূল্য তাহার সংস্পর্শে বিন্দুর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অশান্তির সৃষ্টি হয় ও বিন্দু পিত্রালয়ে চলিয়া যায়। সেখানে তাহার অসুখ করে এবং সে মরণপণ করিয়া ঔষধপত্র কিছুই খায় না। শেষে অমূল্য, যাদব ও তাহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা আসিলে গল্পের উপসংহার ঘটে।

বিপ্রদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। দ্বিজদাস ও কল্যাণীর বৈমাত্রেয় বড় ভাই বিপ্রদাস। দ্বিজদাসের মাতা দয়াময়ী। বিপ্রদাসের স্ত্রী সতী। কল্যাণীর বিবাহ হয় শশধর নামে দ্বিজদাসের এক বন্ধুর সঙ্গে। সতীর বিলাতফেরত কাকার কন্যা বন্দনা। প্রাচীন আচারপদ্ধতি-সম্পন্ন এই পরিবারে একদিন বন্দনার আবির্ভাব ঘটিল, কিন্তু এই প্রাচীন পরিবেশে থাকিতে না পারিয়া বন্দনা কলিকাতায় চলিয়া আসে। দ্বিজদাসের সঙ্গে বন্দনার বিবাহ দিবার ইচ্ছা দয়াময়ীর ছিল কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। এদিকে বিপ্রদাসের সঙ্গে দয়াময়ীর সামান্য মনোমালিন্য ঘটায় বিপ্রদাস স্ত্রী ও পুত্র বাসুকে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হয় এবং সতী মারা গেলে দেশে ফিরিয়া আসে। পরে দ্বিজদাসের সঙ্গে বন্দনার বিবাহ হয় এবং সে বাসুর ভার গ্রহণ করে। বিপ্রদাস ও দয়াময়ী তীর্থে চলিয়া যান।

বিবাহ-বিভ্রাট—অমৃতলাল বসু। শিক্ষাত্মক প্রহসন (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। ইহা অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। ঋণের দায়ে গোপীনাথ সরকারের ভদ্রাসন পর্যন্ত বন্ধক পড়িয়াছিল; তিনি পুত্র নন্দলালের বিবাহ দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। মন্মথ মিত্রের কন্যার সহিত নন্দলালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহ-রাত্রিতে নন্দলাল চার হাজার টাকার উপর পণ আদায় করিল। কিন্তু সে টাকা পিতাকে না দিয়া সে সাহেবী ভাবাপন্ন মিঃ সিং ও তাঁহার উচ্চশিক্ষিতা পত্নী বিলাসিনী কারফর্মার পরামর্শে সেই টাকা লইয়া বিলাত যাত্রার উদ্যোগ করিল। নন্দলাল বাসরঘর হইতেই টাকা লইয়া পলায়ন করে। তাহার পিতা বাধাদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু সে

চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের বিলাতে গিয়া সাহেব হইবার নেশা, বাঙ্গালী মেয়ের ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া মেম সাজিবার ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল।

বিবিধ-প্রবন্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ-পুস্তক। দুইটিভাগে বিভক্ত। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ (১২৯৪ বঙ্গাব্দ) প্রথম ভাগে ও ধর্ম-ইতিহাস-অর্থনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯২) সংকলিত হয়। এগুলি পূর্বে 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হইয়াছিল।

বিবিধ সমালোচনা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৮৭৬)। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। পরে ইহার রচনাগুলি 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিবিধার্থসংগ্রহ—মা সি ক প ত্রি কা (১৮৫১)। সম্পাদক ছিলেন খনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইহাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীব-সংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস" ইত্যাদি বিষয়ে ইহাতে আলোচনা থাকিত।

বিবেকচূড়ামণি—শংকরাচার্য প্রণীত দার্শনিক গ্রন্থ। জগৎ যে মায়ামাত্র এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভই যে সংসারে সুখলাভের একমাত্র উপায়, তাহা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বিমলা—দামোদর মুখোপাধ্যায়। বিমলা ও যোগেশের প্রেমকাহিনী উপন্যাসটির বিষয়বস্তু (১৮৭৭)।

বিয়ে পাগলা বুড়ো—দীনবন্ধু মিত্র। সামাজিক রঙ্গনাট্য। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজীব মুখোপাধ্যায় বিপত্নীক হইবার পর পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য পল্লীর ছেলেরা ষড়্‌যন্ত্র করে। তাহারাই রাজীবের সম্বন্ধ আনে এবং তাহাদের উদ্যোগে রাজীবের বিবাহের ব্যবস্থা হয়। রাজীব বিবাহের পর বৌকে বাড়িতে লইয়া গিয়া দেখেন যে, ছেলেরা অতি বৃদ্ধা পেঁচোর মার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছে।

বিরাজ বৌ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৯১৪)। শরৎচন্দ্র বাল্যস্মৃতি হইতে গ্রন্থটির উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এককালে বিবাহের উপহার-রূপে গ্রন্থটি যথেষ্ট বিক্রীত হইত বলিয়া ইহা লাল কালিতে ছাপা হইয়াছিল।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক (১২৯৩ বঙ্গাব্দ)। বিল্বমঙ্গল ধনী যুবক। তিনি বারাঙ্গনা চিন্তামণিকে ভালবাসিয়াছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে বিল্বমঙ্গল অন্ধকার রাত্রিতে কাষ্ঠভ্রমে মৃতদেহের উপর ভর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে নদী পার হন এবং সেই অবস্থায় চিন্তামণির নিকট আসিয়া পৌছান। তাঁহার এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া চিন্তামণি, তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং এই আগ্রহ ঈশ্বরে নিবেদন করিতে বলেন। তখন হইতে বিল্বমঙ্গলের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি গৃহত্যাগ করেন। ইহার পর বিল্বমঙ্গল এক বণিকের অতিথি হন এবং বণিক্‌কে তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইয়া অতিথি সৎকার করিতে বলেন। পরে তিনি নিজের রূপমোহের বিষয় বুঝিতে পারেন এবং নিজের চক্ষু তুলিয়া ফেলেন। ভক্তমালে বর্ণিত বিল্বমঙ্গলকাহিনীর সঙ্গে সুরদাসের জীবনী মিলাইয়া নাটকটির আখ্যানভাগ গঠিত। এই নামে কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি নাটক (১৮৮৭) রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বকোষ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় অনুজ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ইহার প্রথম দুই খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। বিখ্যাত ডাকাত সর্দার বিশ্বনাথ বা 'বিশে ডাকাতে'র জীবনকাহিনী। বঙ্গে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম দিকে বিশ্বনাথের কীর্তিকলাপে সমস্ত বাঙ্গালা সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণনগর হইতে দশ মাইল দূরে আশা গ্রামে তাহার জন্ম হয়। সে কালনার গদী হইতে একবার দশ হাজার টাকা লুঠ করে। আর একবার সে নীলকর ফেডী সাহেবের কুঠী লুঠ করিয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিশ্বনাথ ডাকাত হইলেও দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

বিশ্বপরিচয়—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিজ্ঞানের কাহিনী লইয়া রচিত পুস্তক। ২। এই নামে দেব সাহিত্য কুটীরের একটি বিরাট ইতিহাসগ্রন্থও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস ছোটদেরও উপযোগী করিয়া ইহাতে মনোরম ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বহু চিত্রে সমৃদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে কলিকাতায় বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে বিখ্যাত লেখকগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। প্রায় একশতখানি এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ'। বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থগুলি লিখিত।

বিষবৃক্ষ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস। ইহা তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস। ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে' ইহা প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্র দত্ত নামে গোবিন্দপুরের এক জমিদার কুন্দনন্দিনী নামে একটি অনাথা কন্যাকে জ্ঞাতিভ্রাতা তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু কুন্দ বিধবা হইয়া নগেন্দ্রের কাছে ফিরিয়া আসে ও উহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। নগেন্দ্রের স্ত্রী সূর্যমুখী ইহা দেখিয়া তাঁহার স্বামীর সঙ্গে কুন্দর বিবাহ দিয়া গৃহত্যাগ করেন। পরে তিনি ফিরিয়া আসেন ও কুন্দ বিষপানে আত্মহত্যা করেন। দেবেন্দ্র, কমলমণি ও হীরা ঝি গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র।

বিষাদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কাল্পনিক নাটক। অযোধ্যার রাজা অলর্ক কাশীরাজের বোন সরস্বতীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অলর্ক উজ্জ্বলা নামে এক গণিকাকে লইয়া মত্ত থাকে। তখন সরস্বতী পুরুষের বেশে উজ্জ্বলার গৃহে ভৃত্যরূপে কাজ করে ও বিষাদ নামে আত্ম-পরিচয় দেয়। এইভাবে সে স্বামীর সঙ্গসুখ অনুভব করিত। রাজাকে উজ্জ্বলা কারারুদ্ধ করিলে বিষাদের চেষ্টায় অলর্ক রক্ষা পান, কিন্তু বিষাদ নিহত হয়। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র মাধব। তাহার বুঝিবার দোষেই নাটকের এই পরিণতি।

বিষাদ-সিন্ধু—মীর মশাররফ হোসেন। ইহা তিন পর্বে বিভক্ত। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে মীর সাহেব ইহা রচনা করেন। মহরমের মূল ও মর্মকাহিনী অর্থাৎ এজিদের সঙ্গে খলিফার পদ লইয়া হজরত মহম্মদের দুই দৌহিত্র হাসান ও হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মৃত্যুবরণের কাহিনী লইয়া গ্রন্থখানি রচিত, কাজেই করুণ ও ভক্তিরসের যথেষ্ট প্রাবল্য ইহাতে আছে।

বিষের বাঁশী—কাজী নজরুল ইসলাম। কাব্যগ্রন্থ (১৯২৪)। ইহার অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিতে কবির বিদ্রোহী মনের পরিচয় বর্তমান।

বিষ্ণুপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বিষ্ণুসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

বিসর্জন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির ইহা সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নাটক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। ইহার অনেকগুলি সংস্করণ হয়। প্রত্যেক সংস্করণে পরিবর্তন ঘটে। ইহার আখ্যানভাগ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ লইয়া পরিকল্পিত।

বিস্মরণী—মোহিতলাল মজুমদার। কাব্য-গ্রন্থ (১৯২৭)। ইহাতে পঁচিশটি কবিতা আছে। 'মোহমুদ্গর, পান্থ, কালাপাহাড়' প্রভৃতি কবিতায় মধ্যে দেশাত্মমূলক ভোগ-বাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

বীরকুমার বধ কাব্য—মানকুমারী বসু। কাব্য (১৩১০ সাল)। অভিমন্যু বধকে অবলম্বন করিয়া এই মহাকাব্য তথা দীর্ঘ কাহিনীকাব্যটি রচিত হইয়াছে।

বীথিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। 'অতীতের ছায়া', 'উদাসীন' ইত্যাদি কবিতা আছে। 'মিলনযাত্রা', 'গদ্য-কবিতা', 'আধুনিকা ও পত্র' ছড়া কবিতা ও 'নিমন্ত্রণ' নামে একটি সরস ও ভাবগম্ভীর কবিতা আছে।

বীরবলের হালখাতা—প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৯১৭)। ইহাতে লেখকের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। লেখকের গদ্যরচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

বীরবাহু কাব্য—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশপ্রেমমূলক কাল্পনিক উপাখ্যান (১৮৬৪)। বীরবাহু কান্যকুব্জের যুবরাজ। পাঠানদের সহিত যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং পাঠানরা তাঁহার পত্নী হেমলতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। আরোগ্য লাভ করিয়া বীরবাহু প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিল্লী যাত্রা করেন এবং নানা দুর্বিপাকের মধ্য দিয়া দিল্লীতে পৌঁছিয়া পাঠানরাজকে হত্যা ও হেমলতাকে উদ্ধার করেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৮৬২)। ওভিডের 'হিরোইক এপিসল্‌স'-এর ধাঁচে রচিত। গ্রন্থের কবিতাগুলি পত্রচ্ছলে রচিত। ইহাতে সর্বসমেত ১১টি পত্র আছে; যথা—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরূরবার প্রতি উর্বশী ও নীলধ্বজের প্রতি জনা।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সামাজিক রঙ্গনাট্য (১৮৫৯)। ভক্তপ্রসাদ নামে এক ভণ্ড বৈষ্ণব জমিদার তাহার প্রজা হানিফ গাজীর স্ত্রী ফতেমার রূপে মুগ্ধ হইয়া এক অন্ধকার রাত্রিতে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাকে একটি ভগ্ন শিবমন্দিরের নিকট লইয়া আসে, কিন্তু হানিফ ও পল্লীর শীর্ষস্থানীয় বাচস্পতি তখন সেই মন্দিরের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল; তাহারা সেই সময় আত্মপ্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদকে লাঞ্ছনা করে।

বুড়ো আংলা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিশু সাহিত্য (১৩৪১ সাল)। বুড়ো আঙুলের আকার 'প্রাপ্ত' একটি বালকের মানস ভ্রমণের কাহিনী। বাঙলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ইহার পটভূমি। প্রসিদ্ধ লেখিকা সাল্‌মা লাগেরলফের রচনা হইতে অবনীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি রচনায় প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব-চরিত—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'অবতার মহাপুরুষ' নাটক (১৮৮৭)। ইহা এডুইন আরনল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' কাব্য অবলম্বনে রচিত।

বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকাব্য। ইহা দুই খণ্ডে বাহির হয় (১৮৭৫, ১৮৭৭)। কাব্যটিতে ২৪টি সর্গ আছে। মহাদেবের বরপ্রাপ্ত অসুররাজ বৃত্র কর্তৃক স্বর্গ অধিকার হইতে দধীচির দেহাস্থি-নির্মিত বজ্র দ্বারা তাহার নিধনের কাহিনী কাব্যটির বিষয়বস্তু।

বৃহৎকথা—প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রকাণ্ড গল্পের বই। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে গুণাঢ্য নামে এক পণ্ডিতের রচনা। সোমদেব ভট্টের সংস্কৃত অনুবাদটির নাম—কথা-সরিৎসাগর।

বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে আদি কাল হইতে পলাশী যুদ্ধের সময় পর্যন্ত বঙ্গের বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় ও কীর্তি-কাহিনী ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহৎ-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—বেদের 'আরণ্যকে'র যে ছয় অধ্যায়ে সংসারত্যাগিগণের অরণ্যাশ্রমের নিভৃত চিন্তায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নির্দেশসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আরণ্যক। জ্ঞানসম্পদে এবং আকারে বিপুল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম বৃহদারণ্যক। ইহা উপনিষদের মূল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মহেশচন্দ্র পাল সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। মহাজ্ঞানী শংকরাচার্য এই গ্রন্থের একখানি বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। তাহার উপর সুরেশ্বরাচার্য 'বৃহদারণ্যক বার্তিক' নামে একখানি টীকা রচনা করেন। সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ফারসী ভাষায় এবং জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার জার্মান ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বৃহদ্ভাগবতামৃতম্—সনাতন গোস্বামী-কৃত সংস্কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থ। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম বিষয়ে এই গ্রন্থখানিই অবলম্বন-স্বরূপ। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড—'ভগবৎ কৃপাভার নির্ধারণ'; দ্বিতীয় খণ্ড—'গোলক মাহাত্ম্য'। মুক্তির উপায়স্বরূপ ভক্তি কিভাবে অর্জন সম্ভব, তাহা এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃহস্পতি সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট লাইফ (Bengal Peasant Life)—লালবিহারী দে। অপর নাম 'গোবিন্দ সামন্ত' (১৮৭৪)। ইহাতে বর্ধমানের উত্তর অঞ্চলের চাষীঘরের নিখুঁত চিত্র আছে।

বেণীসংহার—ভট্টনারায়ণ-প্রণীত সংস্কৃত পৌরাণিক নাটক। ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে দুর্যোধনের বক্ষোরক্ত দিয়া তিনি দ্রৌপদীর বেণী সংহার অর্থাৎ বন্ধন করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া তিনি কি ভাবে কৌরবদিগের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বাংলা অনুবাদ করেন।

বেণু ও বীণা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহাই কবির প্রথম সার্থক কাব্যগ্রন্থ (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। ইহা কতকগুলি মধুর কবিতার সমষ্টি।

বেনের মেয়ে—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধ-যুগে বাংলার একটি চিত্র ইহাতে অঙ্কিত। সাতগাঁয়ের বণিক্ বিহারী দত্তের কন্যাকে অবলম্বন করিয়া কাহিনীটি বিবৃত। লেখকের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

বেতাল পঞ্চবিংশতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর। রূপকথা-গ্রন্থ। গ্রন্থখানি হিন্দী 'বেতাল পচীশী' কিংবা শিবদাস ভট্ট-রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশক' অবলম্বনে রচিত। একদা এক সন্ন্যাসী মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে শ্মশান হইতে এক মৃতদেহ লইয়া আসিতে বলে। বিক্রমাদিত্য যখন শব লইয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় শবস্থিত বেতাল তাঁহাকে ২৫টি উপাখ্যান শুনাইয়া ২৫টি প্রশ্ন করে। মহারাজ যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে বেতাল তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলে যে, মহারাজকে হত্যা করাই সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য। অতঃপর মহারাজ বেতালের উপদেশে সন্ন্যাসীকে হত্যা করেন।

বেদপ্রকাশিকা—উমেশচন্দ্র বটব্যাল। প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ইহাতে বেদের বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

বেদান্ত দর্শনম্—'দর্শন' দ্রঃ।

বেদৌরা—ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিনাট্য (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত চীনরাজ কন্যা বেদৌরার সহিত দৈত্য ও পরীর চেষ্টায় কারারুদ্ধ খালেদান রাজ্যের রাজপুত্র কমরুজ্জমানের

প্রেম ও বিবাহের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত।

বেন-হুর (Ben-Hur)—লিউ ওয়ালেস। উপন্যাস (১৮৮০)। পুরা নাম Ben-Hur, A Tale of the Christ. ইহা ১৮৯৯-এ নাট্যাকারে লিখিত হয়। জুডিয়ার রোমক শাসকের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে জুডা বেন-হুর অভিযুক্ত হন। তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে তিনি পলায়ন করেন ও রোমক রাজকর্মচারীরূপে অবতীর্ণ হন। এই সময় যে বন্ধু মেসালার অভিযোগে তিনি দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই মেসালার সঙ্গে গাড়ি চালানোর প্রতিযোগিতায় নামেন। মেসালা আহত হয় ও পরে তাহার স্ত্রী কর্তৃক নিহত হয়। বেন-হুরের মা ও ভগিনীও জেলে ছিলেন। বেন-হুর তাঁহাদের উদ্ধার করেন। তাঁহারা কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন। পরে যীশুখ্রীষ্টের দয়ায় তাঁহাদের রোগ সারিয়া গেলে তাঁহারা তিনজনেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

বেয়োউল্‌ফ্‌ (Beowulf)—ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। তিন হাজার কুড়ি ইহার পঙ্‌ক্তিসংখ্যা। বেয়োউল্‌ফ্‌ খুব বড় যোদ্ধা, সুইডেনের গাটল্যাণ্ডে (Gautland) তাহার বাস ; জীল্যাণ্ডের (Zealand) হ্রথগার (Hrothgar) নামে এক রাজার সাহায্যার্থে তাহাকে যাইতে হয়। কারণ গ্রীণ্ডেল (Grendel) নামক এক ভীষণ দৈত্য রাজপ্রাসাদের হল হেয়োরোটে (Heorot) আসিয়া অত্যন্ত উৎপাত করিত। গ্রীণ্ডেল থাকিত সমুদ্রের ধারে এক জলাভূমিতে। বেয়োউল্‌ফ্‌ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত ও নিহত করে, কিন্তু তাহার পর তাহাকে গ্রীণ্ডেলের মার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। জলের নীচে যুদ্ধ হয় এবং অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর বেয়ো-উল্‌ফ্‌ জয়লাভ করে। ইহার পর বেয়োউল্‌ফ্‌ প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করে। শেষে এক দুর্ধর্ষ ড্রাগনের সহিত তাহাকে লড়িতে হয়। ড্রাগনটি নিহত হয়, কিন্তু তাহার দেহের বিষ বেয়োউল্‌ফের দেহে প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে সে মারা যায়। এই গ্রন্থে তখনকার সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার বিষয় অনেক কিছু জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইহার এক পাণ্ডুলিপি প্রথম পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটি আনুমানিক দশম শতকের।

বৈকুণ্ঠের উইল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। বৈকুণ্ঠ মজুমদারের একটি দোকান ছিল। সে দোকানদারী করিয়া অগাধ অর্থ সঞ্চয় করে। তাহার প্রথমা স্ত্রীর পুত্র গোকুল, দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র বিনোদ। বিনোদ কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিতে যায় ও পিতার মৃত্যুকালে আসে নাই। পিতা সমস্ত সম্পত্তি গোকুলকে দিয়া যান। গোকুল কিন্তু বিমাতা ভবানী ও বিনোদকে পূর্বের মত ভালবাসে। কিন্তু তাহার শ্বশুর আসিলে সংসারে অশান্তি দেখা দেয় এবং বিনোদ ও ভবানী বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তখন গোকুল সমস্ত বুঝিতে পারিয়া শ্বশুরকে তাড়ায় এবং বিমাতা ও ভাইকে ফিরাইয়া আনে।

বৈকুণ্ঠের খাতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। বৈকুণ্ঠের নেশা ছিল গান রচনা করা ও তাহার গানের একটি খাতাও ছিল। অবিনাশকে বিবাহ দিবার পর তাহার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাহার বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে ও তাহার উপর দৌরাত্ম্য করে। তখন অবিনাশ তাহাদের তাড়াইয়া দেয় এবং বৈকুণ্ঠ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে চায়। শেষ পর্যন্ত সে অবশ্য থাকিয়া যায় ও গানের সাধনা করিতে থাকে। বিপিন বলিয়া একটি পার্শ্বচরিত্র মনোরম।

বৈতরণীর তীরে—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে 'বনফুল'। উপন্যাস। এক সরকারী ডাক্তার নিত্য মড়া কাটিতেন। তাঁহারই অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। ডাক্তার যেন শবব্যবচ্ছেদাগারে বসিয়া আছেন এবং যে সকল ব্যক্তির মৃতদেহে তিনি অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন তাহারা রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার নিকট আসিয়া নিজ নিজ কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে।

বৈশেষিকদর্শনম্‌—'দর্শন' দ্রঃ।

বৈরাগ্যশতকম্‌—ভর্তৃহরি প্রণীত একশত শ্লোকে রচিত কাব্য। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় সংসারের অসারত্ব।

বোধেন্দুবিকাস—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। নাটক (১২৭০ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্‌' অবলম্বনে এই নাটকখানি গদ্যে পদ্যে রচিত।

বোধোদয়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পাঠ্য-পুস্তক।

বোম্বাই চিত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বইখানি সচিত্র (১৮৮৯)। রাজকার্যে লেখক বোম্বাইয়ে অনেকদিন ছিলেন। সেই সময়ে ইহা রচিত। ইহাতে তুকারাম, প্রবাদপত্র, বোম্বাই রায়ত, সিন্ধু কাহিনী, বিজাপুর, বোম্বাই শহর, সিংহলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত (বাল্য রচনা), ভারতবর্ষীয় ইংরেজ ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধ আছে।

বৌঠাকুরাণীর হাট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভা প্রতাপের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। প্রতাপ ইহা পছন্দ করিতেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। প্রতাপ একবার জামাতা রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। কিন্তু উদয়াদিত্যের চেষ্টায় তিনি রক্ষা পান। ইহাতে প্রতাপ পুত্রকে কারারুদ্ধ করেন। কিছুকাল পরে উদয়াদিত্য রাজ্যত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়া কাশী চলিয়া যান। বিভাও স্বামিগৃহে যাত্রা করেন। কিন্তু রামচন্দ্র বিভাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। বিভা কাশীতে গিয়া উদয়াদিত্যের নিকট রহিলেন। চন্দ্রদ্বীপের যে বাজারের নিকট বিভার নৌকা থামিয়াছিল, তাহা 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নামে প্রসিদ্ধ হয় বলিয়া গ্রন্থের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

বৌদ্ধ গান ও দোহা (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও সংকলিত। প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা চর্যাগীতি। এগুলি ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

বৌদ্ধ দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

ব্যাক্‌ টু মেথুসেলা (Back to Methuselah)—জর্জ বার্নার্ড শ'-রচিত বিরাট্‌ পঞ্চনাট্যচক্র (১৯২১)। ইহা পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথম—'ইন দি বিগিনিং' (4004 A. D.), দৃশ্য—ইডেন উদ্যান ; দ্বিতীয়—'দি গসপেল অব দি ব্রাদার্স বারণাবাস', দৃশ্য—আধুনিক কাল ; তৃতীয়—'দি থিং হ্যাপেন্স' (A. D. 2170); চতুর্থ—'ট্র্যাজেডি অব এ্যান এলডারলি জেন্টলম্যান' (A. D. 3000); পঞ্চম—'এ্যাজ ফার এ্যাজ থট ক্যান রীচ' (A. D. 13,1920). এই নাটকে শ' তাঁহার মহামানবের আদর্শবাদ পরিপূর্ণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং জগতের ভবিষ্যতে কিরূপ পরিবর্তন হইবে, তাহার এক কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

ব্যাচিলর অব আর্টস্‌, দি (Bachelor of Arts, The)—আর. এন. নারায়ণ। ইংরেজীতে লেখা ভারতীয় উপন্যাস (১৩৬০)।

ব্যাবিট (Babbit)—সিনক্লেয়ার লুইস। মার্কিন উপন্যাস (১৯২২)। বর্তমান শতাব্দীর জেনিথ নামে এক সমৃদ্ধিশালী মার্কিন শহরের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এখানে মানুষের মনও যন্ত্রের মত কাজ করে। এই পটভূমিকায় জর্জ ব্যাবিট নামে এক দালালের জীবনযাত্রাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাস-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—মধুসূদন দত্ত। কাব্য-গ্রন্থ (১৮৬১)। বংশীধ্বনি, জলধর, ময়ূরী প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে আকুলতা উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহাই কবিতার রূপ পাইয়াছে।

ব্রতমালা—রামপ্রাণ গুপ্ত। কতকগুলি ব্রতকথার সমষ্টি। ইহাতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত কতকগুলি ব্রতকথা স্থান পাইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রহ্মসূত্র—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ভগবদ্ ব্যাসদেব। সংস্কৃত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বহু নাম প্রসিদ্ধ, যথা—বেদান্তদর্শন, ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, উত্তরমীমাংসা ইত্যাদি। জীব-জগৎ ঈশ্বর মুক্তি এবং তাহার সাধন প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়ে বেদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তভাবে লিপিবদ্ধ করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ—দোম আন্তোনিও-দে-রোজারিও। ধর্ম-পুস্তক (১৭৪৩)। ভূষণার রাজপুত্র ধর্মান্তরিত হইয়া দোম আন্তোনিও নাম গ্রহণ করেন। তিনি এই পুস্তকে প্রশ্নোত্তরক্রমে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধর্মগ্রন্থ (১৮৬১)। ইহাতে উপনিষদের কতকগুলি সূত্রের সাহায্যে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিই ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

ব্রুট অব লায়ামন (Brut of Layamon)—Worcestershire-এ Arley Regis-এর ধর্মযাজক লায়ামন এই ইতিহাস গ্রন্থটি লেখেন। Wace নামক লেখকের রচনা এই ঐতিহাসিক কাহিনীর ভিত্তি। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক ব্রুটাস হইতে কাড্‌ওয়ালডার পর্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে আর্থার ও কিং লীয়ার প্রভৃতির কাহিনী প্রথম বর্ণিত হইয়াছে।

ব্লিক্ হাউস (Bleak House)—চার্লস্ ডিকেন্স। ইংরেজী উপন্যাস (১৮৫২—৫৩)। বিচারবিভাগীয় অন্যায়সমূহকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত।

ব্লু বার্ড, দি (Blue Bird, The)—বেলজিয়ামের বিখ্যাত নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্ক-প্রণীত প্রসিদ্ধ রূপক নাটক। তিতিল ও মিতিল দুই দুঃসাহসী বালক বালিকা। নীলপাখি তাহাদের আনন্দের উৎস। নীলপাখি ধরিবার জন্য তাহারা নানা দুঃসাহসিক কাজ করে; কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া তাহারা বুঝিতে পারে যে, মানসিক আনন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ; তাহার জন্য বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া কোন লাভ নাই।

ভ

ভক্তমাল গ্রন্থ—লালদাস বাবাজীর (নামান্তর কৃষ্ণদাস) বৈষ্ণব চরিত-গ্রন্থ (১৮৫৮)। এই গ্রন্থে দুইটি বিভাগ আছে,—চরিত্র ও তাত্ত্বিক। চরিত্র বিভাগে ভক্তজীবনী ও তাত্ত্বিক বিভাগে তত্ত্বকথা আছে। এই গ্রন্থখানি নাভাজী-কৃত হিন্দী 'ভক্তমাল' ও প্রিয় দাস-কৃত তাহার টীকা অবলম্বনে রচিত হয়।

ভক্তিবিলাস—শ্রীমৎ গোপাল কর্তৃক সংগৃহীত ধর্মকার্য ব্যবস্থাপক সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহার নামান্তর 'হরিভক্তিবিলাস'। বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত। ভক্তি কি, ভক্তির অধিকারী কে, কাম-ক্রোধাদি রিপু দমনের উপায়, চৈতন্যদেব-কথিত পঞ্চাঙ্গসাধন প্রভৃতি ইহাতে আছে। বাহ্যতঃ ভেদ থাকিলেও মূলতঃ সকল ধর্মই এক ও সকল ধর্মেরই লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর, আর ভক্তিই এই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। ইহা প্রমাণ করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ভক্তিরত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী। গোপাল ভট্ট, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্যামানন্দ ও সন্তোষ দত্তের বিবরণ; সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর বংশাবলী ও চরিত্র; শ্রীনিবাসের জন্ম ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও শ্রীনিবাসের মাতাপিতার বিবরণ; বীর হাম্বীর রাজার কথা; গৌরীদাস ও হৃদয় চৈতন্যের কথা; শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের কীর্তন ও ভক্তসম্মিলন; জাহ্নবী, ঈশ্বরী ও বড় গঙ্গাদাসের বিবরণ; নিত্যানন্দের বিবাহ; মুরারি গুপ্তের কথা; অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থানের কথা; জীব গোস্বামীর লিখিত সংস্কৃত পত্রাবলী, মুর্শিদাবাদে বহুলা, বুধরী বোরাকুলীর রাধাবিনোদ-সেবা, জয়গোপাল দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কথা, রামচন্দ্র কবিরাজের কথা, হরিরাম, রামকৃষ্ণাচার্য ও মোহন রায়ের কথা; বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর কথা প্রভৃতি ইহাতে আছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, এই চারি বিভাগে বিভক্ত। পূর্বে ভক্তি, সাধন, প্রেম, ভাব প্রভৃতি; পশ্চিমে শান্ত, দাস্যাদি ভাব; দক্ষিণে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব ও উত্তরে গৌণ ও মুখ্য রসবিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস এবং রসাভাসাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিসাধন—বিপিনচন্দ্র পাল। ইহা মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশাবলীর অনুবাদ। ভক্তি ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, প্রার্থনার নিয়ম কি, সত্য ও জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য কি, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্—মহর্ষি বেদব্যাসের সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি বিষয়ে ইহাতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুন যখন আত্মীয়বধে বিরত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়া ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা। এডউইন আর্নল্ড 'The Song Celestial' নাম দিয়া ইংরেজী পদ্যে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

ভগ্ন-হৃদয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির ইহা বৃহত্তম গাথাকাব্য (১৮৮১)। চৌত্রিশ সর্গে বিভক্ত। নাটকের মত সংলাপের আকারে লেখা। প্রধান নায়ক কবি। মুরলা কবিকে ভালবাসে। কিন্তু কবি নলিনী নামে একটি বিলাসিনী তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ। ভগ্নহৃদয়ে মুরলা নিরুদ্দেশ হইলে কবি তাহার অন্বেষণে বাহির হন এবং মৃতপ্রায় মুরলার সহিত তাঁহার মিলন হয়। মুরলার ভাই অনিল ও তাহার স্ত্রী ললিতার কাহিনীও এই সঙ্গে গ্রথিত।

ভ ব বো ধি নী—পণ্ডিত মালুরকর। মীমাংসা-সূত্রের টীকা। এই গ্রন্থটি ১৩২৯-এ প্রকাশিত।

ভবভূতি ও তাহার কাব্য—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সমালোচনা-পুস্তক। ভবভূতির জন্মস্থান, পরিচয়, জীবনী এবং ধর্ম-সমাজ প্রভৃতির অবস্থা তখন দেশে কিরূপ ছিল, সে সময় তান্ত্রিকমত কিরূপ ছিল, ভবভূতির কাব্যের আদর, বাল্মীকি ও ব্যাসের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নিরূপণ, কালিদাসের সহিত ভবভূতির তুলনা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ভাগবতপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ভাণের পূজা—শৈলবালা ঘোষজায়া, বিজয়রত্ন মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, ডাঃ

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি ষোলজন লেখক-লেখিকা কর্তৃক লিখিত উপন্যাস। কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসাদ। গ্রামের গয়লাবধূ মালতীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করাতে প্রসাদের মা তাহাকে আশ্রয় দেন। প্রসাদ গয়লা-বধূকে ভালবাসে। কিন্তু গয়লাবধূ প্রসাদের মোহ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তাহার বিবাহের প্রস্তাব করে। এদিকে প্রসাদ এলাহাবাদে চপলা নামে একটি মেয়েকে ভালবাসিয়া মালতীকে ভোলে ও তাহার সহিত প্রসাদের বিবাহ হয়। গ্রামে ফিরিলে প্রসাদ দেখে যে গ্রামে দীঘির জলে মালতীর মৃতদেহ ভাসিতেছে। আর কয়েকটি চরিত্র ইহাতে ভিড় করিয়া আছে।

ভানুমতী—নবীনচন্দ্র সেন। গদ্য আখ্যায়িকা। মধ্যে মধ্যে পদ্যও আছে। চট্টগ্রামের জমিদার অনাথনাথ সপরিবারে সুবর্ণ দ্বীপে গিয়াছিলেন—দৈববশে ঝড় ও জলপ্লাবনে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র ভাসিয়া যায়। তিনি অতি কষ্টে রক্ষা পান। বেদের পালিতা কন্যা ভানুমতী পুত্রটিকে উদ্ধার করে,—কিন্তু ভাসমান অবস্থায় আঘাত পাইয়া পুত্রটির প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর অনাথনাথ ভানুমতীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পর তিনি জানিতে পারিলেন যে ভানুমতী তাঁহারই ঔরসজাতা কন্যা,—এক সিদ্ধ বৈরাগী জলমগ্ন অবস্থায় তাহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করেন। অতুল ধনের অধীশ্বরী হইয়াও সে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে। অনাথনাথও ভানুমতীর উপদেশানুসারে সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্যে দান করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পনেরোটি পুরাতন ও ছয়টি নূতন কবিতা লইয়া ইহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে—(১৮৮৪)। প্রথম কবিতা 'সজনি গো—শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' ও দ্বিতীয় ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে'।

ভারত উদ্ধার—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যঙ্গকাব্য (১৮৭৭)। পঞ্চসর্গাত্মক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। ইহাতে তখনকার দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের কৃত্রিমতার দিকটি ফুটানো হইয়াছে। ইহাতে নায়ক বিপিনকৃষ্ণের ভারত-উদ্ধারের চেষ্টা ব্যক্ত হইয়াছে। ভারত-উদ্ধারের সংকল্প, মন্ত্রণা, উদ্যোগ ও শেষে ভারত-উদ্ধার শেষ চারিটি সর্গের বিষয়। প্রথম সর্গে প্রস্তাবনা আছে।

ভারত কথা—শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। মহাভারতের কাহিনীর মূল গ্রন্থ তামিল ভাষায় লেখা। শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি কর্তৃক বাংলায় অনূদিত। ইহাতে মহাভারত হইতে ঘটনা ও কাহিনী এমনভাবে চয়ন করা হইয়াছে যে সমগ্র মহাভারতের মূল ইতিকথাই পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত ১০৭টি অধ্যায়ে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র, কাহিনী, ঘটনা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্মীয় পুস্তক (১৮৭০, ১৮৮৩)। এই পুস্তক দুইভাগে বিভক্ত। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায় ও ভেদাভেদ প্রভৃতির নির্দেশ ইহাতে আছে। হিন্দুজাতির মধ্যে কিরূপে বৈদিক ধর্মের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হয়, বহু প্রমাণ দ্বারা অতি বিস্তৃতভাবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন, বৌদ্ধধর্ম, পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রধান প্রধান মতবাদসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মোটামুটি ইহা উইলসনের 'Essays and Lectures on the Religion of the Hindus' অবলম্বনে লিখিত।

ভারতমঙ্গল—আনন্দচন্দ্র মিত্র। কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৪)। ধর্মের পুত্র জ্ঞান ও ভাব এবং কন্যা ইচ্ছা একদিন মর্তে ভ্রমণ করিতে আসেন। অধর্মাসুর চিন্তিত হইয়া ভণ্ডাসুর দ্বারা তাঁহাদিগকে কৌশলে বন্দী করিলেন। দেবগণ ইঁহাদের উদ্ধার করিয়া, উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় রত হন। এই উপাসনার ফলে দামোদরতীরে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। ইনি সত্যধর্ম প্রচার করিয়া ভারতের মঙ্গল সাধন করেন—ইহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

ভারতরহস্য—রামদাস সেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১২৯২ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে প্রাচীন ভারতে সোমযাগ কিরূপে সম্পন্ন হইত, প্রমাণসমেত আর্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র, কামান-বন্দুকের প্রচলন প্রভৃতি—কামান ও বারুদ প্রস্তুত-প্রণালী, ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যা, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, যুদ্ধ-ধর্ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতললনা—রামপ্রাণ গুপ্ত। ঐতিহাসিক নিবন্ধ-গ্রন্থ। ইহাতে বিদুষী, বীর্যবতী ও বুদ্ধিমতী কতিপয় ভারতীয় রমণীর পুণ্যকাহিনী আলোচিত হইয়াছে। ভগ্না, ঋষিবাসী, খনা, লীলাবতী, ধাত্রী পান্না, অহল্যাবাই প্রভৃতির জীবনীও ইহাতে আছে।

ভারতীয় নাট্যরহস্য—রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইহাতে সংস্কৃত সংগীত ও অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতীয় বিদুষী—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক নিবন্ধ-গ্রন্থ। বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিদুষীগণের একটি সুশৃঙ্খল বর্ণনা ইহাতে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভারতের ভ্রমণবৃত্তান্ত—নবীনচন্দ্র সেনের ভ্রমণকাহিনী। দার্জিলিং হইতে রাজপুতানা ও হিমালয় হইতে বোম্বাই পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া লেখক স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহাই ইহাতে লিখিয়াছেন। ইহাতে ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিশেষ বিবরণ, নানাবিধ কিংবদন্তী ও গল্প আছে।

ভারতের সাধক—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। জীবনী। কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে ভারতের বিভিন্ন সাধকের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থটি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

ভাষাপরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত সংস্কৃত ন্যায়-দর্শনবিষয়ক ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত। ভাষাপরিচ্ছেদের সহিত উহার টীকা 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'রও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, আত্মা প্রভৃতির নিরূপণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভিকার অব ওয়েকফিল্ড, দি—(Vicar of Wakefield, The)—অলিভার গোল্ডস্মিথ। ইংরেজী উপন্যাস (১৭৬৬)। ধর্মযাজক ডাক্তার প্রিমরোজের সাংসারিক ও ধর্মজীবনের কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত হয়। তিনি সংসারে দারিদ্র্যও যেমন হাস্যমুখে প্রতিপালন করিতেন, ওয়েকফিল্ডের নরনারীর প্রতিও তেমনি নির্বিকারভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। উপন্যাসের সমস্ত কাহিনী মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে।

ভিজন্ অব্ মির্জা, দি (Vision of Mirza, The)—অ্যাডিসন। ইহা একটি রূপক কাহিনী। স্বপ্নে মির্জা মানবজীবনকে সেতুরূপে দেখিতে পায়। এই সেতুর উপর দিয়া বহু লোক যাতায়াত করিতেছে। এই সেতুর উপর হইতে গুপ্ত ফাঁদের মধ্য দিয়া নীচের জলে কেহ কেহ পড়িয়া যাইতেছে। অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্নদর্শন' এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

ভিভিয়ান গ্রে (Vivian Grey)—ডিজরেলী। ইংরেজী উপন্যাস (১৮২৬-২৭)। একুশ বৎসরে লিখিত এই উপন্যাসখানি লেখকের প্রথম উপন্যাস।

ভূতপতরীর দেশ—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পচিত্র (১৩২২ বঙ্গাব্দ)। ইহা অপূর্ব সৃষ্টি। ছড়ার ছন্দ ও রূপকথার ইঙ্গিত এই গল্পচিত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

ভ্যাগাবণ্ড্স্ (Vagabonds)—নুট হামসুন-প্রণীত নরওয়েজিয়ান উপন্যাসের

ইংরেজী অনুবাদ। গ্রন্থখানি যাযাবর জীবনের নিখুঁত চিত্র। এডেভার্টের বয়স যখন ১৩ বৎসর, সেই সময়ে তাহাদের গ্রামে একদল ভবঘুরে গায়ক আসিয়াছিল। তাহারা এডেভার্টের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। ইহার পরে অগস্ট নামে এক নৌ-বিভাগের কর্মচারীর সহিত তাহার আলাপ হয়। অগস্টের নিকট নাবিক-জীবনের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং দেশদেশান্তরের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ সেও যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে। এডেভার্ট বহু রমণীর ভালবাসা পাইয়াছিল। কিন্তু কোথাও সে দীর্ঘকাল স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। হঠাৎ একদিন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। আধুনিক সাহিত্যে যে যাযাবর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এই গ্রন্থখানিতেই তাহার সূচনা।

ভ্যানিটি ফেয়ার (Vanity Fair)—উইলিয়াম মেকপীস থ্যাকারে। বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৭—৪৮)। বেকি শার্প ও অ্যামেলিয়া এই দুইটি মেয়ের জীবন লইয়া কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। বেকি ছিল অত্যন্ত চালাক মেয়ে। অপরকে জয় করাই ছিল তাহার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে হার মানিতে হয়। অ্যামিলিয়া ছিল বোকা; চিরকাল হার মানাই তাহার ভাগ্যে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে সম্পূর্ণ হার মানিলেও ধ্বংসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে লর্ড স্টেইন, রাওডেন ক্রলে, জোসেফ সিডলে ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভ্রান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। রোমান্টিক নাটক (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। মুরশিদকুলি খাঁর আমলে রাজসাহীতে উদয়নারায়ণ ও রাজমহলে শালিগ্রাম রায় নামক দুই জমিদার ছিলেন। শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন বন্ধু পুরঞ্জনসহ রাজসাহীতে শিকার করিতে গেলে উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী ও পালিতা কন্যা ললিতাকে দেখিয়া—নিরঞ্জন ললিতাকে ও পুরঞ্জন মাধুরীকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া উদয়নারায়ণ ও শালিগ্রামের সঙ্গে কলহ হয়। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিকতা নগণ্য। নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু রঙ্গলাল এবং নর্তকী গঙ্গা কেন্দ্রীয় ভূমিকা।

ভ্রান্তিবিনোদ—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। সামাজিক আলোচনা-গ্রন্থ (১৮৮১)। ইহাতে এই দেশের কতকগুলি প্রচলিত প্রথার ত্রুটির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

ভ্রান্তিবিলাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সোমদত্ত বণিকের অভিন্ন আকৃতির দুই যমজ পুত্র ছিল। ঐ সময় প্রতিবেশিনী এক দুঃখিনী রমণীও দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। সোমদত্ত তাহাদের প্রতিপালন করেন। নিজের পুত্রদ্বয়ের নাম চিরঞ্জীব ও পালিত দুইটি পুত্রের নাম কিঙ্কর রাখা হয়। জাহাজডুবিতে এক পুত্র, কিঙ্কর ও স্ত্রী সোমদত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সোমদত্ত অন্য পুত্র ও কিঙ্করসহ দেশে আসিলে কিছু দিন পরে সেই পুত্র কিঙ্করসহ মাতা ও ভ্রাতার অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। এদিকে নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ঘটনাক্রমে জয়স্থলে আনীত হইয়া, এক শ্রেষ্ঠিকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য পায়। দৈবযোগে অন্বেষণকারী চিরঞ্জীব এই নগরে উপস্থিত হইলে সকলেই তাহাকে নগরবাসী জ্ঞান করে ও তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতে থাকে। এমন কি শ্রেষ্ঠিকন্যাও স্বীয় স্বামী বোধে তদ্রূপ আচরণ করিতে লাগিল। ইহাতে নগরে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। সেদিন উহাদিগের পিতাও নগরে ছিলেন। রাজার সমক্ষে বিচার আরম্ভ হইলে সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হয় ও সোমদত্ত স্বীয় স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হয়। গ্রন্থখানি শেক্স্পীয়র রচিত 'কমেডি অব্ এরার্স্' গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

ম

মজেল ভগিনী—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। উপন্যাস (১৮৮৪—৮৬)। অত্যধিক ইংরেজী ভাবাপন্না কমলিনীর সহিত এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়। অসন্তুষ্টা কমলিনী নিজের শিক্ষক ও তাহার বন্ধুর বন্ধুর সহিত পবিত্র প্রণয়ে লিপ্ত হয়। এই প্রণয়ের ভীষণ পরিণামে অনুতপ্তা কমলিনী মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা চাহিল। ব্রাহ্মণের ক্ষমা লাভ করিয়া কমলিনীর মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মণ তপস্যার্থে বনগমন করেন।

মণি-দীপা—হেমেন্দ্রলাল রায়। সচিত্র কবিতা-পুস্তক। প্রধানতঃ হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কবিতাগুলি অনূদিত।

মণিমঞ্জুষা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৩২২ বঙ্গাব্দ)।

মণিমালা—রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ রত্নবিষয়ক পুস্তক। সংস্কৃত অভিধান, বৈদ্যক, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে ইহার মূলভাগ সংগৃহীত ও হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত। ইংরেজী, ফরাসী, ফারসী, আরবী গ্রন্থ হইতে প্রধান নবরত্ন ও উপরত্ন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। ইওরোপে এই পুস্তকের এত কদর যে, কেহ রত্নবিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চাহিলে অনেকাংশ ইহা হইতে গ্রহণ করেন।

মথুরামাহাত্ম্য—রূপ গোস্বামী। মথুরার সংস্থান ও মাহাত্ম্য ইহাতে পৌরাণিক রচনা অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়—টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র। গদ্যকাহিনী (১৮৫৯)। মদ্যপানের বিষময় ফল ও তদ্বারা সমাজের দুর্গতি, ভণ্ডদের অখাদ্য ভোজন ও সমাজে সগর্বে বিচরণ প্রভৃতি গল্পচ্ছলে ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু। জীবনী-গ্রন্থ (১৮৯৩)। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিস্তৃত জীবনী ও তাঁহার কাব্য নাটকাদির সমালোচনা ইহাতে আছে।

মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। জীবনী-গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় জীবনীবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুবিস্তৃত জীবনী, সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চের ইতিবৃত্ত, মাইকেলের অপ্রকাশিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা কবিতা ও পত্রাবলী ইহাতে আছে।

মধ্যমব্যায়োগ—ভাস। নাটক। মধ্যম ব্যায়োগ প্রহসনজাতীয় একাঙ্ক নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার অনুবাদ রচনা করেন। রাজশেখর বসু মূলকাহিনীটি অবলম্বনে রস-রচনা সৃষ্টি করিয়াছেন।

মনসাবিজয়—বিপ্রদাস পিপিলাই। ইহা সর্বপ্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য (১৭শ—১৮শ শতক)। কবি কাব্যকে প্রায়ই 'মনসাবিজয়' এবং কচিৎ 'মনসামঙ্গল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মনসামঙ্গল—মনসাদেবীর জয়গান করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বিপ্রদাস অন্যতম। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল প্রথম ছাপা হয় বরিশালে (১৮৯৬)।

মনসার ভাসান—ক্ষেমানন্দ (কেতকা দাস)-লিখিত মনসামঙ্গল (১৭শ শতক) পাঁচালী। চাঁদসদাগরের মনসার প্রতি বিদ্বেষ ও পরে তাঁহাকে পূজা ও বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

মনুসংহিতা—সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে—সৃষ্টি-প্রকরণ, কালনির্ণয়, ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ধর্ম; দ্বিতীয়ে—ধর্মের লক্ষণ, ধর্মানুষ্ঠানযোগ্য দেশাদি, জাতকর্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রহ্মচার্যাদি এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য; তৃতীয়ে—বিবাহ, পঞ্চযজ্ঞ, দানফল,

অতিথিসৎকার, শ্রাদ্ধাদি ও নিত্যকার্য; চতুর্থে—চারিবর্ণের জীবিকা-বিধি, গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম; পঞ্চমে—শ্রাদ্ধ, খাদ্যাখাদ্যবিচার, শৌচাশৌচ, শুদ্ধাশুদ্ধি, স্ত্রীজাতির কর্তব্যাকর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে; ষষ্ঠে—বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস-বিধি; সপ্তমে—রাজধর্ম; অষ্টমে—ব্যবহার-বিধি; নবমে—স্ত্রীপুরুষের ধর্ম, দায়ভাগ, দণ্ডবিধি ও শূদ্রধর্ম; দশমে—বর্ণসঙ্করোৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদির আপৎকালে জীবিকার নির্দেশ; একাদশে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং দ্বাদশে—শুভাশুভ কর্মের ফল, কর্তব্যাকর্তব্য ধর্ম, কর্মজন্য জন্মান্তর, বৈদিক ধর্ম, পরমাত্মজ্ঞান ও মোক্ষসাধন নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ইহার ভাষ্য ও অনুবাদযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

মন্ত্রশক্তি—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধারাণী ও অম্বরনাথ। জমিদার-কন্যা রাধারাণীর পাত্র-বর না পাওয়া যাওয়াতে পিতা রামবল্লভ রাধারাণীকে পুরোহিত অম্বরনাথের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাধারাণী অম্বরের প্রতি একান্ত বিরাগযুক্ত ছিল বলিয়া এই শর্তে অম্বরনাথকে বিবাহ করে যে, সে বিবাহের পর সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। অম্বরনাথ আসামে চলিয়া যায় ও সেখানে প্রতিপত্তি লাভ করে। এদিকে বিবাহের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে রাধারাণীর মনে স্বামীর মূর্তি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে। কালাজ্বরে পড়িয়া অম্বরনাথ কলিকাতায় আসে এবং অজ্ঞান অবস্থা হইতে অম্বরনাথ চোখ খুলিলে রাধারাণী তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে রাজী হয়। পার্শ্বচরিত্র মৃগাঙ্ক ও তাহার স্ত্রী অজা। মৃগাঙ্কের সহিতই প্রথম রাধারাণীর বিবাহের কথা হইয়াছিল।

ময়নামতীর গান—প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ। ইহার সবচেয়ে পুরাতন আখ্যান দুর্লভ মল্লিকের গীত (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। এই কাহিনীর অপর কবি হইতেছেন ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ। রাজা মাণিকচাঁদের পত্নী ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারেন যে, তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যত্যাগ না করিলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ইহা জানিয়া তিনি পুত্রকে পুত্রবধূদ্বয় অদুনা ও পদুনার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণে বাধ্য করেন। সন্ন্যাসীর অবস্থায় গোবিন্দচন্দ্রের নানাস্থানে ভ্রমণ ও দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে ফিরিয়া মাতা ও পত্নীর সহিত মিলন, ইহাই এই কাব্যের আখ্যানবস্তু। গোবিন্দচন্দ্র গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্রের নামেও প্রচলিত। হাড়িপা নামে সিদ্ধ যোগী এই কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র।

ময়মনসিংহগীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ['মৈমনসিংহগীতিকা' দ্রঃ]।

মরীচিকা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৯২৩)। বিভিন্ন 'ঝোঁক'-এ রচিত কবিতাগুলিতে দুঃখের ফ্রেমে বাঁধা জীবনের চিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মরুমায়া—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৯৩০)। ইহার বিশিষ্ট কবিতা 'বিভীষণ'। 'নূতন পথে' কবিতায় কবির জীবনাভিসারের পরিচয় পাওয়া যায়।

মরুশিখা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৯২৭)। ইহার 'দুঃখবাদী', 'কবির কাব্য', 'নবপন্থা' প্রভৃতি কবিতায় দুঃখবাদের প্রকাশ ঘটিয়াছে।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ—জগবন্ধু ভদ্র। বৈষ্ণব গীতিকবিতার সর্বপ্রথম সংগ্রহ (১৮৭৪)।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ। জীবনী-গ্রন্থ। 'মহাভারত' অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী ও অতীত যুগের বাঙ্গালার একটি মনোজ্ঞ চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।

মহানাটকম্—উইলসন সাহেবের মতানুযায়ী দামোদর মিশ্র-রচিত সংস্কৃত নাটক। রামচরিত লইয়া ইহা লিখিত।

মহানির্বাণতন্ত্রম্—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। উপাসনা, গৃহকর্ম, দায়ভাগ, অনুষ্ঠান-প্রণালী, শক্তি উপাসনা, সাকার ও নিরাকার উপাসনার ভেদ প্রভৃতি ইহাতে লিখিত আছে।

মহানিশা—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস। রাধিকাপ্রসন্ন একমাত্র কন্যা শশিবালাকে ত্যাগ করে, কিন্তু বিধবা নাতনী সৌদামিনী ও তাহার কন্যা অপর্ণাকে গ্রহণ করে। রাধিকার বিহারী নামে এক সরকার ছিল। সে-ই সব তত্ত্বাবধান করিত। নির্মল নামে একটি ছেলের সঙ্গে সৌদামিনী ও অপর্ণার পরিচয় ছিল। সে অপর্ণাকে বিবাহ করিবে বলিয়া রেঙ্গুণে চলিয়া যায় এবং পিতৃবন্ধু মুরলীধরের অন্ধ কন্যা ধীরাকে বিবাহ করে। ধীরা স্বামীর ভালবাসা পায় নাই বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করে। নির্মল দেশে ফিরিয়া অপর্ণাকে বিবাহ করে। সৌদামিনী তখন অপর্ণাকে লইয়া বিহারীর সঙ্গে ত্রিবেণীতে বাস করিত। রাধিকার মৃত্যুতে তাহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল।

মহাপূজা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইহা নাট্যকারের রূপক নাট্য (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)।

মহাপ্রস্থানের পথে—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাসের আকারে ভ্রমণকাহিনী। যে পথ দিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা স্বর্গের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহাই মহাপ্রস্থানের পথ বলিয়া পরিচিত। কেদারবদরী, লছমনঝোলা প্রভৃতি দুর্গম তীর্থগুলি এই পথে পড়ে। লেখক একদিন পদব্রজে এই পথে যাত্রা করেন। ইহাতে তীর্থস্থানের বর্ণনা প্রধান হইয়া উঠে নাই, পথে নানা শ্রেণীর নর-নারীর বিশেষতঃ রাণীর সহিত লেখকের পরিচয় এবং পথযাত্রার নানা বিচিত্র কাহিনী এই গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহা চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মহাবংশ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ইতিহাস। পালি ভাষায় লিখিত। বঙ্গদেশীয় নৃপতি সিংহবাহু-পুত্র বিজয়সিংহকে নির্বাসিত করিলে, তিনি সাতশত অনুচরসহ সিংহলে গমন করিয়া পাণ্ডববংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করেন।

মহাবীরচরিতম্—ভবভূতি প্রণীত সংস্কৃত নাটক। রামের বিবাহ হইতে রাবণবধ ও রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে রামায়ণ-বর্ণিত ব্যাপারের কোন কোন স্থানে ভিন্ন রূপ দেওয়া হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইহার বঙ্গানুবাদ আছে।

মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ। মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা গদ্যে অনুবাদ। ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ ['মহাভারতম্' দ্রঃ]।

মহাভারতম্—মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। জনমেজয় ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভের আশায় ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। বর্তমান মহাভারতে প্রাচীন লেখার সঙ্গে অপ্রাচীন লেখার যোগ আছে। মহাভারতের তিনরকম সংস্করণ আছে—দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয় আর মালাবারী। মালাবারের মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উত্তর-দক্ষিণের মহাভারতের অনেক অংশ পরে যোগ করা। মহাভারতের পর্বগুলির নাম, যথা—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ। ৭০।৮০ হাজার শ্লোকে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ষোড়শ শতকে কাশীরাম দাস বাঙ্গালা পদ্যে ইহার কয়েকটি পর্ব অনুবাদ করেন। কাশীরামের পূর্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা মহাভারতের অনুবাদ করেন:—সঞ্জয় (পরাগল খাঁর আদেশে); কবীন্দ্র পরমেশ্বর (ছোটা খাঁর আদেশে); শ্রীকর নন্দী (শুধু অশ্বমেধপর্ব); দ্বিজ রঘুনাথ সেন... ষষ্ঠীধর সেন; রাজেন্দ্র দাস (আদিপর্ব); গোপীনাথ দত্ত (দ্রোণপর্ব); গঙ্গাদাস সেন (আদি ও অশ্বমেধপর্ব)। প্রতাপচন্দ্র রায়

বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় ইহার পদ্যানুবাদ করেন। বর্তমান কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মূল মহাভারত (ভাবপ্রদীপ টীকা, তাঁহার নিজের টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সহ) অনেকটা গবেষণামূলক।

মহাভারতী—হর্ত্তন্দ্রমোহন বাগচি। কাব্যগ্রন্থ (১৯৩৬)। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র অবলম্বনে নাটকীয় একোক্তি জাতীয় কতকগুলি কবিতা ইহার অঙ্গীভূত। রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্তমান।

মহামতি রাণাডে—সখারাম গণেশ দেউস্কর। জীবনী-গ্রন্থ। বোম্বাইবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সংস্কারক ও বিচারপতি মহাদেব রাও গোবিন্দ রাণাডের জীবনী ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন। রাজা নন্দকুমারের জীবনচরিত (১৮৮৫)। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণেরও 'মহারাজ নন্দকুমারচরিত' নামে বই আছে (১৮৯৯)।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। জীবনী-গ্রন্থ।

মহারাজা রাজবল্লভ—রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইতিহাস (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। মহারাজা রাজবল্লভের জীবনকাহিনী। সরকারী কাগজপত্র, দলিল ইত্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই জীবনী রচিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—রমেশচন্দ্র দত্ত। ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৭৮)। ইহার আখ্যানবস্তু আরংজেবের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষ। ছোটদের একটি সংস্করণ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ—গঙ্গারাম দত্ত। পুরাণের ছাঁদে রচিত দীর্ঘ কবিতা (১৭৫১)। ইহাতে সাক্ষাৎ-দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ আছে। ১২৪৯—৫০ সালে মারাঠা বর্গীদের পশ্চিমবঙ্গ লুণ্ঠন, আলীবর্দির পরাভব ও অবশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় ভাস্কর পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন ইহার বিষয়বস্তু।

মহাস্থবির জাতক—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। জীবনস্মৃতিমূলক রচনা (১৯৪৪)। তিন খণ্ডে রচিত উপন্যাসাকার এই গ্রন্থে লেখকের ব্যক্তিজীবনের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সমসাময়িক নাগরিক জীবনেরও প্রচুর উপাদান ইহাতে সুলভ।

মহিলা—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কাব্যগ্রন্থ (১৮৮০)। ইহাতে তিনটি ভাগ—উপহার, মাতা ও জায়া। কাব্যটি অসম্পূর্ণ। ইহাতে বিহারীলালের প্রভাব বর্তমান।

মহুয়া—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা-পুস্তক (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। মহুয়ার কবিতাগুলির মধ্যে 'পথের বাঁধন', 'নাগরিকা', 'দায়মোচন', 'নির্ভয়', 'সাগরিকা', 'মহুয়া', 'নারী', 'বাসরঘর', 'বিদায়', 'নৈবেদ্য', 'প্রণতি' প্রভৃতি কবিতাগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহেশ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বড় গল্প। গফুর ও তাহার ছয় বছরের মা-মরা মেয়ে আমিনা তাহাদের অনেক দিনের পোষা ষাঁড় মহেশকে লইয়া থাকে এক হিন্দু জমিদারের হিন্দুপ্রধান গ্রামে। তাহার জমিটুকু জমিদার নীলাম করিয়া লইলে, নিজেদের খাওয়া-পরা চালানো দায় হইয়া উঠে, কাজেই অকর্মণ্য বৃদ্ধ মহেশকে লইয়া গফুরকে নানা সমস্যা ও ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হয়। শেষে একদিন আমিনার বহু কষ্টে সংগ্রহ করা তৃষ্ণার জল পিপাসার্ত মহেশ নষ্ট করিয়া ফেলিলে হঠাৎ রাগের বশে গফুর লাঙ্গলের এক আঘাতে তাহার পুত্রাধিক মহেশকে হত্যা করে। তখন সে রাত্রিযোগে কন্যার সহিত গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে।

মা—অনুরূপা দেবী। উপন্যাস (১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। অরবিন্দ মনোরমাকে বিবাহ করে। কিন্তু অর্থপিশাচ পিতার ইচ্ছায় পরে সে অন্তঃসত্ত্বা মনোরমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। পিত্রালয়ে থাকিতে মনোরমার একটি পুত্র জন্মায়। তাহার নাম অজিত। অজিত একবার 'মা' নামে কবিতা লিখিয়া এক সভায় অরবিন্দের হাতেই পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার দিয়া অরবিন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় ও রোগে শয্যাগত হয়। অজিতের মা মনোরমাও শয্যাশায়িনী ছিলেন। অরবিন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী ব্রজসুন্দরী অরবিন্দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া মনোরমার কাছে আসে। মনোরমা ব্রজসুন্দরীর হাতে ছেলেকে সমর্পণ করিয়া মারা যায়।

মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং (Much Ado About Nothing)—শেক্‌স্‌পীয়ার। হাস্যরসাত্মক নাটক (১৬০০)। প্রেমের একটি কাহিনী লইয়া ইহা রচিত।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

মাদার (Mother)—ম্যাক্সিম গর্কি-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। নায়ক প্যাভেল ও তাহার জননী ছিল নির্যাতিতা রাশিয়ার প্রতীকস্বরূপ। তাহার পিতার অত্যাচারে তাহারা কখনও সুখ পায় নাই। প্যাভেল ছিল সৎপ্রকৃতির ছেলে; জননীর দুঃখ সে মনে প্রাণে অনুভব করিত। সেই সময় রাশিয়ায় বিপ্লববাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। প্যাভেল সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া তাহাতে যোগদান করে। তাহার ঘরে গোপনে মন্ত্রণা-সভা বসিত। কাগজে বিদ্রোহের কথা লিখিয়া গোপনে তাহা বিলি করা হইত। প্যাভেলের জননী সব কিছু জানিয়া মনে প্রাণে ইহার অনুমোদন করেন এবং নিজে বৃদ্ধবয়সে ইহাতে পূর্ণোদ্যমে যোগদান করেন। সন্তানের জীবনের মায়া, অশান্তি অত্যাচারের ভয় কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। তিনি দলের সকলের 'Mother' (মা) হইয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ পুলিস সন্দেহ করিতে লাগিল এবং প্যাভেল ও আরও অনেকে একদিন ধরা পড়িল। বিচারে তাহাদের সাইবিরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড স্থির হয়। বৃদ্ধা জননী তখন কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে প্যাভেলের লিখিত প্রচারপত্র লইয়া বিলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু রেলস্টেশনে দুর্ঘটনা বশতঃ তিনি ধরা পড়েন। সেইস্থানে স্টেশনের উপর বিরাট্ জনতার সম্মুখে বৃদ্ধার জ্বালাময়ী কথাগুলি অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। প্যাভেলের এই বৃদ্ধা মাতার ভিতর দিয়া গর্কি সমগ্র রাশিয়ার নির্যাতিত আত্মাকে রূপ দান করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় শ্রীঅশোক গুহ অনূদিত ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আছে।

মাধবনিদানম্—মাধব কর-প্রণীত সংস্কৃত আয়ুর্বেদীয় পুস্তক। ব্যাধির লক্ষণসমূহ,—জ্বর-নিদান, অতিসার-নিদান প্রভৃতি বিষয় ইহাতে লিখিত আছে।

মাধবিকা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩০৩)। ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থ। ইহার প্রায় সব কবিতাই চতুর্দশপদী। ইহাতে বসন্তের কবিতা স্থান লাভ করিয়াছে।

মাধবীকঙ্কণ—রমেশচন্দ্র দত্ত। উপন্যাস (১৮৭৭)। নরেন্দ্রের জমিদারী দেওয়ান নবকুমার আত্মসাৎ করে এবং নিজকন্যা হেমলতার সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রেম হইলে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকে। নরেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীশের কলহের ফলে নরেন্দ্র সংসার হইতে বিতাড়িত হয়। যাইবার সময় সে হেমলতার হাতে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ মাধবীলতার একটি কঙ্কণ পরাইয়া দেয়। সে আগরায় চলিয়া যায় ও মোগল সৈন্যদলে কাজ করিতে থাকে। এ সময় শাহজাহানের কন্যা জুলেখা তাহার প্রেমে পড়ে। ইতিমধ্যে শ্রীশের সঙ্গে হেমলতার বিবাহ হয় এবং মথুরায় গোলোকনাথের মন্দিরে হেমলতার সঙ্গে নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। হেমলতা মাধবীকঙ্কণটি ফিরাইয়া দেয়। নরেন্দ্র যমুনায় কঙ্কণ ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী হয়। হেমলতা স্বামী ও পুত্রকন্যা লইয়া সংসারে সুখী হয়। শ্রীশচন্দ্রের ভগিনী শৈবলিনীর আবির্ভাব ক্ষণিক হইলেও তাঁহার চরিত্রটি বড় মধুর। 'The Slave girl of

Agra' নাম দিয়া ১৯০৯-এ লেখক নিজেই ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ করেন।

মাধবীলতা—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৮৪)। ইহার রোমান্টিক আখ্যানবস্তুতে দেশীয় রূপকথার ছাপ কিছু আছে। ইহার পিতম-চরিত্র উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

মানময়ী গার্লস্ স্কুল—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। নাটক। বেকার যুবক ও যুবতী মানসমোহন মুখোপাধ্যায় ও নীহারিকা গঙ্গোপাধ্যায় জমিদার দামোদর চৌধুরীর স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত মানময়ী গার্লস্ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর (স্বামি-স্ত্রী হওয়া চাই) জন্য বিজ্ঞাপন দেখিয়া, মিথ্যা স্বামি-স্ত্রী সাজিয়া উভয়ে দরখাস্ত করিল। নিয়োগ-পত্র আসিলে উভয়ে গিয়া কার্যে যোগ দিল। এইবার উভয়ের মধ্যে স্বামি-স্ত্রী অভিনয়ের খেলা শুরু হইল। পরে কী অবস্থার মধ্যে এই অভিনয় সত্যে পরিণত হইল তাহাই কাহিনীর বিষয়বস্তু।

মানসী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতাপুস্তক (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'গুপ্তপ্রেম', 'ব্যক্তপ্রেম', 'বর্ষার দিনে', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

মানুষের ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কমলা বক্তৃতামালার বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে সন্নিবিষ্ট। ইহার একটি হিন্দী সংস্করণ আছে।

মায়াকানন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিয়োগান্ত নাটক। গান্ধার রাজকন্যা ইন্দুমতী ও সিন্ধুর যুবরাজ 'মায়াকাননে' গিয়া এক পাষাণময়ী দেবীর নিকট পুষ্পাঞ্জলি দিবার কালে উভয়ে উভয়কে ভাবী পতি-পত্নী মনে করিয়া প্রণয়াসক্ত হন। কিন্তু পরে ঘটনাচক্রে পড়িয়া ইন্দুমতী সেই দেবীমূর্তির সম্মুখে আসিয়া আত্মহত্যা করেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া অজয়ও আত্মহত্যা করেন। মায়াকাননের সেই প্রস্তরমূর্তিটি ছিল এক অভিশপ্তা রাজকন্যার পাষাণমূর্তি। কথা ছিল যে, তাঁহার অপেক্ষা কোন অধিকতর রূপসী তাঁহার সম্মুখে আত্মহত্যা করিলে তিনি মুক্তি পাইবেন। ইন্দুমতী আত্মহত্যা করায় তিনি শাপমুক্ত হন। নাটকে অরুন্ধতী নামে এক তপস্বিনী নারীর চক্রান্ত ঘটনাচক্রকে পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে। অরুন্ধতীর কৌশলেই ইন্দুমতী-অজয়ের মিলন ব্যর্থ হয়। 'মায়াকানন' গ্রন্থকারের শেষ রচনা। উহা ১৮৭৪-এ রচিত হয়।

মায়াতরু—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গীতিনাট্য (১৮৮১)। ইহাতে রামতারণ সান্যাল গান ও সুর সংযোগ করেন।

মায়াবসান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক নাটক (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। ভ্রাতৃবিরোধ এবং তাহার ফলে উকীল-অ্যাটর্নি করিয়া গৃহস্থ সংসারের ধ্বংস নাটকের বিষয়বস্তু।

মায়ার খেলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতিনাট্য। নাটকের আদ্যোপান্ত 'গানে'র সাহায্যে রচিত। এক নববসন্তযামিনীতে মায়াকুমারীগণ যখন মায়ার খেলা খেলিতেছিলেন, সেই সময় অমর তাঁহার মানসীর সন্ধানে বাহির হন। তাঁহার অনুরাগিণী শান্তাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রমদার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি শান্তার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। কবির মতে, "মায়ার খেলা নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার উপকরণ।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—['চণ্ডী' দ্রঃ]। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'চণ্ডী' বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

মার্চেণ্ট অব ভেনিস, দি (Merchant of Venice, The)—শেক্সপীয়র-রচিত বিখ্যাত মিলনান্তক নাটক (১৫৯৬)। ব্যাসানিও ছিল ধনী বণিক্ অ্যান্টনিওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বেলমোণ্ট নগরে পোর্শিয়া নামে এক ধনিকন্যাকে সে ভালবাসে। তাহার নিকট যাইবার জন্য ব্যাসানিও অ্যান্টনিওর কাছে টাকা ধার চায়। অ্যান্টনিওর হাতে তখন টাকা ছিল না বলিয়া তাহারা শাইলক নামে এক ইহুদীর কাছ হইতে ৩০০০ 'ডাকাট্স' ধার লয়। শাইলককে অ্যান্টনিও অত্যন্ত ঘৃণা করিত। শাইলক এই শর্তে টাকা ধার দিল যে, নির্ধারিত তিন মাসের মধ্যে অ্যান্টনিও যদি টাকা না ফেরত দিতে পারে তাহা হইলে সে অ্যান্টনিওর দেহ হইতে এক পাউণ্ড মাংস শাস্তিস্বরূপ কাটিয়া লইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অ্যান্টনিওর বাণিজ্য-জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল না এবং সে টাকা শোধ করিতে পারিল না। বিচারালয়ে শাইলক কাহারও কোনও কথা শুনিল না; মাংস কাটিতে বদ্ধপরিকর হইল। ব্যাসানিও তখন বেলমোণ্টে। পোর্শিয়া ও ব্যাসানিওর বিবাহের পর অ্যান্টনিওর দুর্ভাগ্যের কথা তাহাদের নিকট পৌঁছায়। ব্যাসানিও তখনই ভেনিস অভিমুখে যাত্রা করে। পোর্শিয়া তখন উকিলের পরামর্শ লইয়া নিজের পরিচারিকা নেরিসাকে লইয়া ভেনিস যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া উকিলের ছদ্মবেশে অ্যান্টনিওকে বাঁচায়। শাইলককে সে বলে যে, তুমি শর্তানুযায়ী এক পাউণ্ড মাংসই পাইতে পার, কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও নষ্ট করিতে পারিবে না; কারণ তাহা শর্তে নাই। এইরূপে শাইলক হারিয়া যায়। নরহত্যার অভিসন্ধি করিবার অভিযোগে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহাকে খ্রীষ্টান হইতে বাধ্য করা হয়। ইহাই কাহিনীর প্রধান ঘটনা। অন্যান্য চরিত্র গ্রাসিয়ানো ও জেসিকা ও ডিউক।

মালঞ্চ—চিত্তরঞ্জন দাশ। কয়েকটি সুমধুর ও সরল কবিতাসমষ্টি।

মালতীমাধবম্—মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত সংস্কৃত নাটক। ভূরিবসু ও দেবরাত বিদর্ভ-দেশের রাজার দুই মন্ত্রী। তাঁহারা পরস্পরের পুত্রকন্যার বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। মাধব দেবরাতের পুত্র, মালতী ভূরিবসুর কন্যা। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর চেষ্টায় তাঁহাদের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার আদেশে মালতীর সহিত আর এক-জনের বিবাহের আয়োজন হয়। মালতী মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করিলে অঘোরঘণ্ট নামে এক কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। মাধব আসিয়া কাপালিককে মারিয়া মালতীকে উদ্ধার করেন। ইহার পর কামন্দকীর আশ্রমে মালতী ও মাধবের গোপনে বিবাহ হয়। কিন্তু নিহত কাপালিকের শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। কামন্দকীর এক শিষ্যা মালতীকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মাধবের নিকট প্রেরণ করেন। নাটকখানি সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। লোহারাম শিরোরত্ন বাঙ্গালা পদ্যে ইহার অনুবাদ করেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্—মহাকবি কালিদাস-প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। পণ্ডিতগণ ইহাকে কালিদাসের দ্বিতীয় রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কালিদাস ইহার পূর্বে বোধ হয় কেবল 'বিক্রমোর্বশী' রচনা করিয়াছিলেন। বিদিশা-পতি অগ্নিমিত্র এই নাটকের নায়ক। বিদর্ভের মাধবসেন অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সহোদরা মালবিকাকে লইয়া বিদিশা অভিমুখে অগ্রসর হন। সেই সময় পথে নানা গোলযোগ ঘটে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত।

মালিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যকাব্য (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। কাশ্যপের নিকট শিক্ষা পাইয়া রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগিণী হয়। তখন সে রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বিশাল বিশ্বে বাহির হইল। ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় দুইটি পুরুষ

চরিত্র মালিনীর চরিত্রকে বিকাশের পথে লইয়া গিয়াছে।

মাল্য ও নির্মাল্য—কামিনী রায়। কাব্যগ্রন্থ (১৩২০ সাল)। ইহাতে কবির প্রথমজীবনের কয়েকটি কবিতা স্থানলাভ করিয়াছে। কবিতাগুলিতে অভিমান ও অভিযোগের সুরই প্রধান।

মিঠেকড়া—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ওরফে 'শ্রীরাম'-প্রণীত ব্যঙ্গকবিতাপুস্তক। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলের' কতকগুলি কবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য ইহা লিখিত হয়।

মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রিম (Midsummer Night's Dream)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়র। রূপকথামূলক মিলনান্তক নাটক (১৬০০)। হার্মিয়া (Hermia) ভালবাসে লিস্তাণ্ডারকে (Lysander) আর হেলেনা (Helena) ভালবাসে ডিমেট্রিয়াসকে (Demetrius), কিন্তু হার্মিয়ার পিতার আদেশ হার্মিয়ার ডিমেট্রিয়াসকেই স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই হার্মিয়া ও লিস্তাণ্ডার পরীদের এক বনে পলাইয়া গেল। সন্ধান পাইয়া অপর প্রণয়িযুগলও তাহাদের অনুসরণ করিল। এদিকে পরীদের রাজা অবেরনের অনুচর ঘুমন্ত ডিমেট্রিয়াস ও লিস্তাণ্ডারের চোখে এমন এক জাদুকরী ফুলের রস দিল যে দুইজনেই ঘুম হইতে উঠিয়া হেলেনার প্রেমে পড়িল এবং তাহাদের ভীষণ কলহ আরম্ভ হইল। এদিকে পরীদের রাজা ও রানীর কলহ মিটিয়া যাওয়ায় রাজার আদেশে অন্য ঔষধ দ্বারা প্রণয়ীদিগকে তাহাদের পূর্ব প্রণয় ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হার্মিয়ার পিতা এবং ডিউক সেখানে আসিয়া প্রণয়ীদের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন।

মিত্রবিলাপ কাব্য—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পরলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে রচিত শোকগাথা।

মিবাররাজ—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস (১৮৭৭)। ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাসটি রচিত হইয়াছে।

মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেসান (Mrs. Waren's Profession)—বার্ণার্ড শ'। একখানি বিরস (Unpleasant) নাটক। ইহা শ'র 'Plays, Pleasant and Unpleasant' নামক নাটকের অন্তর্গত মিসেস ওয়ারেনের দেহবিক্রয়ই পেশা ছিল—তাহা লইয়া কাহিনী গঠিত।

মীমাংসা-দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

মীরকাসিম—১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। বাঙ্গালার নবাব মীরকাশিমের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্র উদাসিনী তারার ভূমিকা ঐতিহাসিক মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে। ২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। নানা ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে গ্রন্থকার ইহাতে মীরকাশিমের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা ও ইংরাজ রাজত্বকালে তাঁহার পরাজয়ের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত।

মীরাবাঈ—রাজকৃষ্ণ রায়। ভক্তিমূলক নাটক (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। মেবারের রানা কুম্ভের রূপবতী ও সুগায়িকা স্ত্রী মীরাবাঈ অমূলক সন্দেহের বশে স্বামি-পরিত্যক্তা হন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমচিন্তায় বিভোর হইয়া সংসার ত্যাগ ও বৃন্দাবনে গমন করেন ও রূপ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত।

মুকুট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেদের জন্য লেখা গল্প (১২৯২ বঙ্গাব্দ)। কাহিনী স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে গৃহীত। ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃবিদ্বেষ গল্পটির উপজীব্য বিষয়। এই গল্পটিই অভিনয়ের জন্য 'মুকুট' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) নামে নাট্যে প্রকাশিত হয়।

মুক্তধারা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাতি ও রাষ্ট্রগত সমস্যা লইয়া রচিত নাটক। সংকীর্ণ জাতীয় মনোভাব ও বণিক্‌বুদ্ধি মানুষের কল্যাণবুদ্ধির নিকট পরাজিত হইবে, ইহা নাটকটির মর্মকথা।

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্—বোপদেব গোস্বামিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ। ইহাতে সংস্কৃত শব্দ ও ধাতুরূপ, সংজ্ঞা, সূত্র, আদেশ, প্রত্যয় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রসরচনা। মুচিরাম একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি। চাটুকার বৃত্তির গুণে কিভাবে সে উন্নতি লাভ করে, তাহা এই গ্রন্থে সরস ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

মুণ্ডকোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

মুদ্রারাক্ষসম্—বিশাখ দত্ত। সংস্কৃত নাটক। পণ্ডিত চাণক্য গভীর রাজনীতিজ্ঞানের ফলে কিভাবে নন্দবংশ ধ্বংস ও চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্যবংশ স্থাপনে সাহায্য করেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চা—মুরারি গুপ্ত ইহাই শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য (১৫২০)। ইহার নাম 'কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' ও সংস্কৃতে লেখা।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী—নিখিলনাথ রায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাবী বাংলার ইতিহাসের বহু বিচিত্র কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। 'আলীবর্দী বেগম', 'রাজা উদয়নারায়ণ', 'মহারাজ নন্দকুমার' ইত্যাদি ১৭টি কাহিনী ইহাতে আছে।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থেও মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও আধুনিক বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদে কিভাবে বঙ্গসাহিত্যের চর্চা হইত তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মৃচ্ছকটিকম্—কবি শূদ্রক-রচিত সংস্কৃত নাটক। ব্রাহ্মণ যুবক চারুদত্তের সহিত রাজনটী বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। 'বসন্তসেনা' সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকখানি খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে রচিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের ধারণা।

মৃণালিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৬৯)। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সহিত মথুরার এক শ্রেষ্ঠিকন্যা মৃণালিনীর প্রণয় ও বিবাহ হয়। এই সময় হেমচন্দ্রের পিতৃরাজ্য যবন সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক অধিকৃত হয়। হেমচন্দ্রের হিতৈষী গুরু মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে দেশরক্ষায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মৃণালিনীকে অপর শিষ্য হৃষীকেশ শর্মার গৃহে গোপন করিয়া রাখেন। হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সন্ধানের জন্য গিরিজায়াকে নিযুক্ত করেন। এদিকে মৃণালিনী মিথ্যা অপবাদে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে তিনি গিরিজায়ার সাহায্যে হেমচন্দ্রের সন্ধান করিতে থাকেন। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকরণিক পশুপতি মুসলমান পক্ষে যোগদান করিয়া হেমচন্দ্রকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। হেমচন্দ্র পশুপতির চরের অস্ত্রাঘাতে আহত হন। ইহার পর মৃণালিনীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া হেমচন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে তিনি জানিতে পারেন যে মৃণালিনীর সম্বন্ধে অপবাদ অমূলক; তখন পতিপত্নীর মিলন হয়। পশুপতি কৃতঘ্নতার পুরস্কারস্বরূপ বখতিয়ার কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরে আগুনে পুড়িয়া মারা যান। হেমচন্দ্র গুরুর আদেশে দাক্ষিণাত্যে গিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।

মেঘদূতম্—মহাকবি কালিদাস-রচিত

সংস্কৃত কাব্য। প্রভুর আদেশে কুবেরপুরী হইতে বিতাড়িত এক যক্ষ রামগিরি পর্বতে আসিয়া বাস করিতেছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবমেঘোদয় দেখিয়া তাহার বিরহিচিত্ত প্রিয়ার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সে মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া অলকাপুরীতে প্রিয়ার নিকট প্রেরণ করে। অলকাপুরী যাইবার পথে দূতরূপী মেঘের চক্ষুতে যে সকল মনোহর দৃশ্য পড়িবার সম্ভাবনা, সেগুলি এবং যক্ষের হৃদয়বেদনা ইহাতে মনোহর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বাংলায় ইহার বহু অনুবাদ আছে। কাব্যটিতে উত্তর মেঘ ও পূর্ব মেঘ এই দুই অংশ আছে।

মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যগ্রন্থ। রচনাকাল ১৮৬১। রাবণের পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর হইতে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ বধ এবং তাহার পর রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের শক্তিশেলে বিদ্ধ হওয়া, পিতৃসন্দর্শনার্থ রামচন্দ্রের প্রেতপুরীতে গমন, লক্ষ্মণের পুনর্জীবনলাভ ও মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানি রচিত হয়। ইহাতে নয়টি সর্গ আছে।

মেজদিদি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্প। মেজবধূ হেমাঙ্গিনী তাহার বড়জা'য়ের ভাই কেষ্টকে স্নেহ করিত, কেষ্টও আপন দিদি অপেক্ষা এই মেজদির প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে একটি পরিবারে অশান্তি ও ভাঙন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং কীভাবে সমস্ত বিরোধ গভীর শান্তিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই গ্রন্থখানিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মেজবউ—শিবনাথ শাস্ত্রী। সামাজিক উপন্যাস (১৮৭৯)। মেজবউ প্রমদার চরিত্রের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার আদর্শ রমণীচিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন।

মেজার ফর মেজার (Measure for Measure)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। মিলনাত্মক নাটক (১৬২৩)।

মেদিনীকোষম্—সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহের অর্থ, এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ, লিঙ্গ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মেন স্ট্রীট (Main Street)—সিনক্লেয়ার লুই রচিত উপন্যাস (১৯২০)। আমেরিকার এক ক্ষুদ্র শহরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় পীড়িত মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ঐতিহাসিক নাটক (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। রানা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। অমরসিংহের শাসনকালেই মোগল সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ মেবার অধিকার করিয়া উহার পতন ঘটান। মহব্বৎ খাঁ সগরসিংহের পুত্র; তিনি মুসলমানধর্ম অবলম্বন, মোগল সম্রাটের সৈনাপত্য গ্রহণ ও মেবার আক্রমণ করেন।

মেয়েদের ব্রতকথা—আশুতোষ মজুমদার। প্রচলিত ব্রতকথাগুলির সংকলন আরও দু'একটি হইলেও ইহাই প্রথম সুসম্বদ্ধ সংকলনের প্রচেষ্টা।

মেরি ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসোর, দি—(Merry Wives of Windsor, The)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার। মিলনাত্মক নাটক (১৬২৩)। উইণ্ডসোর নিবাসী ফোর্ড ও পেজ-এর স্ত্রীদের সঙ্গে ফলস্টাফ প্রেম করিতে মনস্থ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

মৈমনসিংহ-গীতিকা—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত। বাঙালার মৈমনসিংহ অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রচারিত কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি (১৯২৩)। কাব্যগুলির নাম—মহুয়া, মলুয়া, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা। 'মহুয়া'র আখ্যানভাগ এইরূপ—মহুয়া বেদের পালিতা মেয়ে। তাহার অপহারক ও পালক-পিতা বেদে জাতীয় হুমড়া দলবল লইয়া নভাপুরে তামাশা দেখাইতে আসিয়াছিল। সেখানে মহুয়া নদেরচাঁদ ঠাকুরকে ভালবাসিয়া ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত নদেরচাঁদ মহুয়াকে লইয়া পলায়ন করে। বেদের দল প্রেমিক-প্রেমিকার পশ্চাদ্ধাবন করে। ধরা পড়িবার পূর্বে মহুয়া নিজের বক্ষে ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করে এবং হুমড়ার আদেশে বেদের দল নদেরচাঁদকেও হত্যা করে। কিন্তু শেষে ইহাদের গভীর প্রণয়ের কথা ভাবিয়া হুমড়া অনুতপ্ত হয়। 'মহুয়া' চন্দ্রাবতী নামে এক কবির রচিত ও কতকাংশে তাঁহার আত্মকাহিনী বলিয়া কথিত।

মোগলবংশ—রামপ্রাণ গুপ্ত। ঐতিহাসিক পুস্তক। ইহাতে চেঙ্গিস খাঁ, বাবর এবং অন্যান্য মোগলদের কাহিনী লিখিত আছে। ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের অবসানকাল পর্যন্ত বর্ণনার পর মোগল শাসনকালে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বিশদ বর্ণনা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

ম্যাকবেথ (Macbeth)—মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার-রচিত নাটক। ম্যাক্‌বেথ স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডানকানের সেনাপতি ছিলেন। একদা তিনি ও অন্যতম সেনাপতি ব্যাঙ্কো যথন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় তিনটি ডাকিনী ম্যাকবেথকে নরপতি বলিয়া অভিহিত করে। ইহাতে ম্যাকবেথের মনে রাজ্যলিপ্সা জাগরিত হয় এবং লেডী ম্যাকবেথের প্ররোচনায় তিনি রাজাকে হত্যা ও সিংহাসন অধিকার করেন। অতঃপর রাজার দুই পুত্র ইংলণ্ডে পলায়ন করেন এবং ইংলণ্ডের রাজার সাহায্যে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ম্যাকবেথের পূর্বেই তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। নরহত্যার পূর্বে ও পরে ম্যাকবেথের মনে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহা এই নাটকের মূল উপজীব্য। পরে ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোকেও হত্যা করেন। পরে অবশ্য তিনি ডানকানের পুত্র ম্যালকম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

ম্যাডাম বোভারি (Madame Bovary)—ফ্লবার্ট (Flaubert)-এর প্রধান পুস্তক।

ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান (Man and Super-Man)—জর্জ বার্নার্ড শ'-রচিত মিলনাত্মক নাটক (১৯০১—০৩)। মৃত্যুকালে মিঃ হোয়াইটফিল্ড তাঁহার বন্ধু মিঃ র‍্যাম্‌সডেন ও মিঃ ট্যানারকে তাঁহার কন্যা অ্যান হোয়াইটফিল্ডের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যান। মিঃ ট্যানারের মন ছিল বিদ্রোহের তেজে পূর্ণ; সমস্ত জিনিসই সে সত্যের আলোকে দেখিতে চেষ্টা করিত। 'দি রিভলিউশনিস্ট্‌স্ হ্যাণ্ডবুক' নামে একটি বই সে প্রকাশ করে। তাহাতে সমাজের প্রচলিত নিয়ম ও আদর্শগুলিকে অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সত্য বাক্যবাণে জর্জরিত করে। এই পুস্তকটির জন্ত সে মিঃ র‍্যাম্‌সডেন ও অনুরূপ অনেক লোকের বিরাগভাজন হয়। মিঃ হোয়াইটফিল্ডের আর একটি প্রিয়পাত্র ছিল। তাহার নাম মিঃ রবিনসন। সে অ্যানকে ভালবাসিত এবং অনেকে আশা করিত তাহাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু অ্যানের মন আসলে ছিল ট্যানারের দিকে। শেষ পর্যন্ত তাহার প্রেমফাঁদে ট্যানারকে ধরা দিতে হয় এবং মিলন ও হাস্যের ভিতর দিয়া যবনিকা নামিয়া আসে। নাট্যকার এই গ্রন্থে তাঁহার মহামানবের আদর্শবাদ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই দিক্ দিয়া নাটকটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়।

য

যৎকিঞ্চিৎ—টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র-রচিত ধর্মগ্রন্থ (১৮৬৫)। গল্পচ্ছলে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মবিজ্ঞান বিষয়ে বহু উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

যজুর্বেদ-সংহিতা—গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী করেন।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা—শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতের বই। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাচীন ওস্তাদগণের রচিত অনেকগুলি 'গৎ' ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। ইংরেজী সংগীতের স্বরসংযোগ (Harmony) হিন্দু সংগীতে কিরূপে ব্যবহার করা যায় তাহা ইহাতে দেখানো হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের তাল সংগত হইয়া গৎ-এর অলংকাররূপে কি কৌশলে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহাও দেখানো হইয়াছে।

যমগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

যমসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ—দীনবন্ধু মিত্রের কৌতুকোপন্যাস। লোচনপুর ও প্রসাদপুরের জমিদারের মধ্যে দাঙ্গা হওয়ায় প্রসাদপুরের নায়েব হত হইলে, ইহার মৃতদেহ লোচনপুরের জমিদার গোপন করিয়া রাখেন। যমরাজ মৃত ব্যক্তিকে আনিতে আদেশ করিলে,—মৃত নায়েব মনে করিয়া লোচনপুরের নায়েব কুড়রাম দত্তকে যমদূতেরা লইয়া যায়। শিবের নাম জাল (??) করিয়া কুড়রাম যমকে পদচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হয়। যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হইলে, যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যমালয়ে যাইয়া সবিশেষ বিবরণ অবগত হন ও কুড়রামকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া যমকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

যাজ্ঞসেনী—অমৃতলাল বসু। নাটক (১৩৩৫ সাল)। অমৃতলালের শেষ রচনা এই পৌরাণিক নাটকটিতে যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর প্রাগ্-বিবাহকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কৌরব সভায় তাহার অপমান কাহিনী পর্যন্ত স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

যাত্রী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভ্রমণকাহিনী (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। ১৯২৪—২৫-এ কবি ইওরোপ হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ১৯২৭-এ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও শ্যামে যান। এই দুই পর্যটনের সময়ে লেখা দিনপঞ্জী ও চিঠিপত্র 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' এবং 'জাভাযাত্রীর পত্র' নামে সংকলিত হইয়াই হাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে

যুগলাঙ্গুরীয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় বড় গল্প (১৮৭৩)। ধনদাস শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ীর সহিত শচীসুত শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুরন্দরের বিবাহ ঠিক হইবার কিছুকাল পর ধনদাস কন্যাদান করিতে অসম্মত হইলে পুরন্দর বাণিজ্যোপলক্ষে সিংহলে চলিয়া যায়। তিন বছর পর ধনদাস গুরু আনন্দস্বামীর আদেশে কাশীধামে চক্ষু আবদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ দেয় ও উভয়কে এক একটি অঙ্গুরীয় দিয়া বলে যে পাঁচ বছর পরে এই অঙ্গুরীয়ের সাহায্যে উভয়ের মিলন হইবে। পাঁচ বছর পরে হিরণ্ময়ীর সহিত পুরন্দরের সাক্ষাৎ হইলে অঙ্গুরীয় সাহায্যে জানা গেল যে উভয়ে স্বামিস্ত্রী। আনন্দস্বামী জানিতে পারিয়াছিলেন পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বামিসন্দর্শন হইলে হিরণ্ময়ীর বৈধব্য ঘটিবে, সেইজন্য তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার পর উভয়ের মিলনের আর কোন বাধা রহিল না।

যেদিন ফুটলো কমল বুদ্ধদেব বসু। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীলতা এবং পার্থপ্রতিম একসঙ্গে এম্. এ. পড়িত। শ্রীলতা অভিজাত বংশের মেয়ে; পার্থপ্রতিম সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে। পার্থপ্রতিম প্রথমাবধি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং সেইজন্য লেখাপড়ার বিষয়ে শ্রীলতার সহিত তাহার তীব্র প্রতিযোগিতা হইত। কিন্তু শ্রীলতা প্রথম স্থান অধিকার করিত। পরে শ্রীলতাদের বাড়ি হইতে শ্রীলতার সহিত পার্থপ্রতিমের বিবাহের প্রস্তাব আসে। পার্থপ্রতিম সোজাসুজি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরে অবশ্য পুরীতে গিয়া উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং উভয়ে উভয়কে ভালবাসে।

যেমন কর্ম তেমনি ফল—রামনারায়ণ তর্করত্ন। ক্ষুদ্র প্রহসন। এক কুলস্ত্রীর নিকট দুই ব্যক্তি কুপ্রস্তাব করিলে স্বীয় পতির সহিত পরামর্শ করিয়া সেই কুলললনা তাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্—বশিষ্ঠ-কথিত ও রামচন্দ্র-শ্রুত সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। যোগ ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় কূট বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহা বৈরাগ্য, মুমুক্ষু-ব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম, নির্বাণ—এই ছয় প্রকরণে বিভক্ত। বৈরাগ্যে—সংসার ও বিষয়াদির অনিত্যতা; মুমুক্ষুতে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ ও মুমুক্ষু ব্যক্তির কার্যাদি; উৎপত্তিতে—জগতের উৎপত্তি, চিত্তের অবস্থা, সুখদুঃখ, ভোক্তৃভোগ্য এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ উপাখ্যান; স্থিতিতে—মনোমধ্যে কিরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা ও তৎপ্রসঙ্গে শুক্র ও অসুরের উপাখ্যান ইত্যাদি; উপশমে—চিত্তদমন, সত্ত্ববিচার, ইন্দ্রিয়ানুশাসন প্রভৃতি; নির্বাণে—অবিদ্যা ও তন্মাহাত্ম্য ও উহার নিরাকরণোপায়, ভুশুণ্ডোপাখ্যান, সমাধি, পরমার্থযোগ, বাহ্যপূজা, বিভূতিযোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য, চূড়ালা-উপাখ্যান, বৈরাগ্যবর্ণন, নাস্তিক্যবাদ নিরাকরণ, কর্মনিরূপণ, জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন, সিদ্ধ নির্বাণ কথন, ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তদ্বীপাদি বর্ণন প্রভৃতি বহু উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে।

যোগাযোগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামাজিক উপন্যাস (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। স্বামিস্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক মিল না হইলে যে ট্র্যাজেডি ঘটে, সেই ট্র্যাজেডির ইহা রূপায়ণ। কুমুর শিক্ষা ও সংস্কারের সঙ্গে মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কারের কোন মিল ছিল না বলিয়া সে স্বামীর ঘর করিতে পারিল না। দাদা বিপ্রদাসের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া সে স্থূল মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন স্বামীকে ভালবাসিতে পারে নাই। ইহাই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মলিয়েরের 'লু আমুর মেদিস্যাঁ'র ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে লেখা।

র

রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির ইহা শেষ রূপকনাট্য (১৯২৪)। "রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গীত হইয়াছে।" রাজা শুকজাল লইয়া আবদ্ধ—নন্দিনী জীবনের সহজ আনন্দ। বিশুর ভূমিকা কবির অন্যান্য রূপকনাট্যের ঠাকুর্দা বা বৈরাগীর স্থান অধিকার করিয়াছে।

রঘুবংশম্—মহাকবি কালিদাস-কৃত সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ রঘুর বংশবর্ণনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। রঘুর পিতা দিলীপ হইতে রামচন্দ্রের অধস্তন ২১শ পুরুষের পর্যন্ত বিবরণ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯শ সর্গে বিভক্ত এবং রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত।

রঘুবীর—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। নাটক। রঘুবীর ভীলসন্তান। অনন্তরাম তাহাকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছিলেন। প্রথমে সে সাধারণ মানুষের মত শান্তশিষ্টভাবে বাস করিত; কিন্তু অত্যাচারী

শাসনকর্তা জাফরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সে তাহাকে হত্যা করে এবং তদবধি সে 'রঘুয়া' নামে পরিচিত হয়। অনন্তরামের প্রতি তাহার ভক্তি এবং জীবসন্তানের সাহস ও কর্তব্যবোধ 'রঘুবীরে'র মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

রঙ্গমতী—নবীনচন্দ্র সেন। বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গমতীরাজ মুকুট রায়ের পুত্র বীরেন্দ্র কুসুমিকাকে ভালবাসেন। তিনি দিল্লীতে আওরঙ্গজেবের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলে, শিবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শিবাজী স্বীয় অসি বীরেন্দ্রকে দান করিলে বীরেন্দ্র স্বদেশে ফিরিয়া মোগল-হস্ত হইতে ভারত উদ্ধারের চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি সায়েস্তা খাঁর সহিত যোগ দিয়া পোর্তুগিজ দস্যু বেঞ্জামিনকে পরাজিত করেন। কুসুমিকার অন্তস্থলে বিবাহ স্থির হওয়ার সংবাদ পাইয়া বীরেন্দ্র আসিয়া কুসুমিকাকে মূর্ছিতা দেখিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কুসুমিকা সংজ্ঞালাভ করিয়া বীরেন্দ্রের মৃতদেহ দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এমন সময় বেঞ্জামিন রঙ্গমতী আক্রমণ করিয়া শ্মশানে পরিণত করিল।

রঙ্গমল্লী—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহাতে কবির কয়েকটি ক্ষুদ্র নাট্যরচনার অনুবাদ আছে (১৩২০ বঙ্গাব্দ)।

রজনী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসের আকারে বড় গল্প (১২৮৪ বঙ্গাব্দ)। পাত্র-পাত্রীর জবানিতে ইহা লেখা। ধনী রামসদয়ের গৃহে জন্মান্ধ গরীব রজনী ফুল বেচিত। রামসদয়ের দ্বিতীয়া পত্নী লবঙ্গলতা রজনীকে খুব স্নেহ করিতেন। রামসদয়ের প্রথম পক্ষের পুত্র শচীন্দ্রের স্পর্শে রজনী তাহার প্রতি অনুরক্তা হয়। রামসদয়ের কর্মচারী-পুত্র গোপালের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইলে, গোপালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী চাঁপা আসিয়া তাহাকে তাহার ভাই হীরালালের সহিত পলায়ন করিতে পরামর্শ দেয়। হীরালাল তাহাকে একটি চড়ায় নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করে। রজনী আত্মহত্যা করিবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। পরে অমরনাথ নামে এক যুবক তাহাকে উদ্ধার করেন এবং অনুসন্ধানে জানেন যে রজনীর সম্পত্তি রামসদয় ভোগ করিতেছেন। রামসদয় সম্পত্তি রক্ষার্থে রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রজনীর সঙ্গে তখন অমরনাথের বিবাহ হইবার কথা প্রায় পাকাপাকি। শেষে মহানুভব অমরনাথ রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ দিয়া, সমস্ত সম্পত্তি উভয়কে দান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এক সন্ন্যাসীর ঔষধের গুণে রজনীর অন্ধত্ব ঘুচিল; সে স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করিতে লাগিল। নাম ভূমিকা লীটনের নীডিয়ার স্মরণে কল্পিত।

রত্নাবলী—কাশ্মীররাজ হর্ষদেব-রচিত সংস্কৃত নাটিকা (?১২শ শতাব্দী)। বৎসরাজ উদয়নের সহিত সিংহলরাজ নিজ কন্যা রত্নাবলীর বিবাহার্থ তাহাকে মন্ত্রিসহ প্রেরণ করেন। পথে ঝড়বৃষ্টিতে নৌকাডুবি হইলে, বৎসরাজমন্ত্রী রত্নাবলীকে পাইয়া তাহার পরিচয় অবগত হইয়া মহিষী বাসবদত্তার নিকটে তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেন। বৎসরাজ ও রত্নাবলী উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হওয়ায় বাসবদত্ত রত্নাবলীকে ভয়ানক যন্ত্রণা দেন। সিংহলরাজ-মন্ত্রী বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া রত্নাবলীকে চিনিতে পারিলে বাসবদত্তা স্বীয় স্বামী সহ রত্নাবলীর বিবাহ দেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বঙ্গানুবাদ করেন।

রবিনসন ক্রুশো (Robinson Crusoe, The Life and Strange Surprising Adventures of)—ইংরেজ সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডিফো রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ (১৭১৯)। নায়ক রবিনসন ক্রুশো ছিল অসীম সাহসী এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী। জাহাজ ভাঙিয়া যাওয়াতে এক নির্জন দ্বীপে সে আসিয়া পড়ে। সেখানকার রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি লইয়া এই গ্রন্থ রচিত। সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রুশোর আবার সংসার গড়িতে হইল, তাহার চরিত্রের এই বিকাশই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ।

রমলা—মণীন্দ্রলাল বসু। উপন্যাস। (এই নামে একখানি ইংরেজী উপন্যাস আছে। লেখক জর্জ ইলিয়ট)। তরুণ শিল্পী রজত যোগেশচন্দ্রের নিমন্ত্রণ পাইয়া হাজারিবাগে রওনা হয়। যোগেশবাবুর কন্যা মাধবী ও মুসলমান সাধক কাজী সাহেব ছাড়া যোগেশ-বাবুর সংসারে অন্য কেহ ছিল না। রজত হাজারিবাগে আসিলে মাধবীর বান্ধবী রমলার সহিত পরিচিত হয় ও উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাধবীও রজতকে ভালবাসে। রজতের বন্ধু ইঞ্জিনীয়ার যতীনের সহিত মাধবীদের পরিচয় হইলে সেও রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও বিবাহের প্রস্তাব করে। রমলা হাসিমুখে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে। পরে রজতের সঙ্গে রমলার ও যতীনের সঙ্গে মাধবীর বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে রজতের জীবনে অভাব-অনটন আসিয়া পড়ে এবং উহাদের দুঃখে দিন চলে। এই সময় যতীন ও মাধবী উহাদের বাড়িতে যাতায়াত করে। একদিন রমলার প্রতি যতীনের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। রমলা যতীনকে চলিয়া যাইতে বলে। তখন যতীন ও মাধবী নিরুদ্দেশ হয়। এদিকে রজত শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত হইয়াছে। অর্থের আর অভাব নাই। সে কাজী সাহেবের কাছে হাজারিবাগে আছে। আর যতীন ও মাধবী দেশে ফিরিয়া সুন্দরবনে অনেক জমি কিনিয়া নূতন আদর্শে গ্রাম বসাইল ও দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিল। এই উপন্যাসখানি এযুগের নব্য রোমান্টিক সম্প্রদায়ের লেখকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

রম্যাণি বীক্ষ্য—সুবোধ চক্রবর্তী। ভ্রমণ-কাহিনী। দশাধিক খণ্ডে বিভক্ত ভ্রমণ-কাহিনী। 'কাশ্মীর পর্ব, গুজরাট পর্ব, রাজস্থান পর্ব, দ্রাবিড় পর্ব' প্রভৃতি নামে বিভিন্ন খণ্ডগুলিতে বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নামে ভ্রমণ কাহিনী হইলেও ইহাতে রম্যরচনার স্বাদ লাভ করা যায়। প্রতিটি পর্বেই তিনি একটি করিয়া কাহিনীও গড়িয়া তুলিয়াছেন। তদুপরি প্রত্যেকটি স্থানের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং পৌরাণিক তথ্যাদিও লেখক সযত্নে পরিবেশন করিয়াছেন। ১৯৬৩ সালে গ্রন্থসমষ্টি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

রসকদম্ব—কবিবল্লভ। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ (১৫৯৯)। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। বাইশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে একটি করিয়া রস বর্ণিত। যদুনন্দনেরও ঐ নামে একখানি গ্রন্থ আছে। তাহার অপর নাম 'রাধাকৃষ্ণলীলা রসকদম্ব'।

রসতরঙ্গিণী—মদনমোহন তর্কালংকার। কাব্যগ্রন্থ (১৮৩৪)। ইহাতে বহু সংস্কৃত কবিতার মূল ও পদ্যে অনুবাদ আছে। ইহাতে কবি বিচিত্র কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

রসমঞ্জরী—ভারতচন্দ্র রায়। কবিতা-গ্রন্থ। ইহাতে নায়ক-নায়িকার লক্ষণভেদ শৃঙ্গার-রসের প্রকারভেদ, পদ্মিনী, শঙ্খিনী প্রভৃতি চারি জাতীয়া রমণীর বৈশিষ্ট্য কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি অলংকারগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।

রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ রসায়ন শাস্ত্রে কিরূপ অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, সে সময় জারণ মারণ ও ঔষধ প্রণয়ন সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য দেশের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল।

রাইকমল—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গল্প-পুস্তক। ইহাতে 'রাইকমল' প্রভৃতি কতকগুলি গল্প আছে। গল্পগুলি পল্লী-জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। 'রাইকমল' গল্পটি এক বৈষ্ণবীয় প্রণয়কাহিনী।

রা জ কা হি নী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বীরপ্রসূ রাজপুতানা ও বীরপ্রসূন রাজপুতদের কথা। বাংলা ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী-দের জন্য অনুমোদিত হয়। ইহাতে 'শিলাদিত্য', 'গোহ', 'বাপ্পাদিত্য', 'পদ্মিনী', 'হাম্বির', 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ', 'চণ্ড', 'কুম্ভ', 'সংগ্রামসিংহ'—এই কয়টি কাহিনী আছে।

রাজশ্রী—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস। পূর্ববাংলার এক ধনিবংশের সন্তান দ্বিজেশ সমাজতত্ত্ববিদ্ নরেনবাবুর সংস্পর্শে আসে। সমাজতত্ত্ব আলোচনার ফলে তাহার সম্পত্তি ভোগের মোহ ঘুচিয়া যায়। সে সম্পত্তি নরেনবাবু ও স্ত্রী সাবিত্রীকে দান করে। সাবিত্রীও তাহার সম্পত্তি নরেন-বাবুকে দান করে। কিন্তু নরেনবাবু উহা না লইয়া ফিরাইয়া দেন। দ্বিজেশ ও সাবিত্রী সাধারণ মানুষের মত বাস করিয়া প্রজাদের হিতসাধনে জীবনোৎসর্গ করে। প্রকারান্তরে ইহাতে সমাজতন্ত্রবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। বোধ হয় বাঙ্গালা উপন্যাসে এইরূপ চেষ্টা ইহাই প্রথম।

রাজতরঙ্গিণী—চারিখণ্ডে সমাপ্ত সংস্কৃত ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহার প্রথমাংশ কহ্লন পণ্ডিত, দ্বিতীয়াংশ বেণরাজ, তৃতীয়াংশ শ্রীধর পণ্ডিত এবং শেষাংশ প্রাজ্যভট্ট-রচিত। ইহাতে পৌরাণিক কাল হইতে শাহ আলমের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় ও কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্টিন সাহেব ও রণজিৎ পণ্ডিত কহ্লন-কৃত 'রাজতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন।

রাজপুত জীবনসন্ধ্যা—রমেশচন্দ্র দত্ত। উপন্যাস (১৮৭৯)। ইহাতে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা স্থান লাভ করিয়াছে। রাজপুতজাতির পতন কাহিনীই ইহার প্রধান উপজীব্য বিষয়। ইহাতে ঘটনার বাহুল্য আছে, কল্পনা অপেক্ষা ইতিহাসের প্রাধান্য আছে।

রা জ মা লা—কোচবিহারের মহারানী বৃন্দেশ্বরী প্রণীত ত্রিপুরা রাজকাহিনী (১২৬৬ বঙ্গাব্দ)। ইহা গাথা-কবিতা। সংস্কৃত রাজমালার অনুবাদক ছিলেন দুর্গামণি ঠাকুর।

রাজমোহন্স্ ওয়াইফ (Rajmohan's Wife)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজী উপন্যাস (১৮৬৪)। ইহা কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক সাপ্তাহিকে বাহির হইয়াছিল। রাধাগঞ্জ গ্রামের জমিদার বংশীবদন ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন ছেলে—রমাকান্ত, রামকানাই ও রামগোপাল জমিদার হয়। মথুর ও মাধব যথাক্রমে পূর্ব দুইজনের ছেলে, রামগোপাল নিঃসন্তান। রামগোপাল তাহার সম্পত্তি মাধবকে দিয়া যাইলে মথুর মাধবের নামে উইল জালের নালিশ করে এবং ডাকাতি করাইয়া উইল চুরি করিবার চেষ্টায় থাকে। উইলচোর ডাকাতের দলে ছিল মাধবের বড় শালী মাতঙ্গিনীর স্বামী গুণ্ডা রাজমোহন। পরে পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া রাজমোহনের দ্বীপান্তর হয় আর মাতঙ্গিনী পিতার আশ্রয় লয়। বইখানি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজর্ষি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপন্যাস (১৮৮৭)। এই উপন্যাসটির ২৬শ পরিচ্ছেদ 'বালক'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটি অনাথা বালিকার কথায় বিচলিত হইয়া ভুবনেশ্বরী মন্দিরে বলিদান প্রথা বন্ধ করিয়া দেন। পুরোহিত রঘুপতি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজাকে হত্যা করিবার জন্য গোবিন্দ-মাণিক্যের ভাই নক্ষত্ররায়কে উত্তেজিত করেন। কিন্তু নক্ষত্ররায় শেষ পর্যন্ত ইহাতে অসমর্থ হন। তিনি রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে বলি দিবার জন্য মন্দিরে লইয়া যান। সংবাদ পাইয়া রাজা নক্ষত্ররায় ও রঘুপতিকে নির্বাসিত করেন। রঘুপতি নির্বাসিত হইয়া মোগলদিগকে এবং নক্ষত্ররায়কে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। রাজা সংবাদ পাইয়া মর্মাহত হন এবং সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া নক্ষত্রকে রাজ্য দিয়া বনবাসে গমন করেন। রঘুপতি নক্ষত্ররায় কর্তৃক অপমানিত হইয়া আবার রাজার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক এই কাহিনীর প্রথম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে রচিত।

রা জ সিং হ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মেবারপতি রাজসিংহের সহিত মোগল-সম্রাট্ আওরংজিবের সংঘর্ষই ইহার ভিত্তি। রূপনগরের রাজকন্যা একদা আওরংজিবের ছবিতে পদাঘাত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থির করেন যে, রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া উদিপুরী বেগমের তামাকু সাজাই-বেন। সম্রাটের পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সেনাপতি মবারক রূপনগরে যায়। এই মবারক সম্রাট্দুহিতা জেব্উন্নিসার প্রণয়ী। চঞ্চলকুমারী সম্রাটের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজসিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজসিংহ অনুগত ভৃত্য মাণিকলালকে সন্ধির প্রস্তাব সহ বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। চঞ্চলকুমারীও মাণিকলালের পত্নী নির্মল-কুমারীকে তাহার সহিত প্রেরণ করেন। নির্মলের হস্তে তিনিও একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। উহাতে উদিপুরী বেগমকে তামাকু সাজিয়া দিবার জন্য পলটা আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বাদশাহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে মেবার আক্রমণ করেন। আওরংজিব যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন উদিপুরী ও জেব্উন্নিসাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মেবারে গিয়া সম্রাট্ সসৈন্যে এক গিরিবর্ত্মের মধ্যে অবরুদ্ধ হন। রাজসিংহ উদিপুরী ও জেব্-উন্নিসাকে বন্দী করেন। ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত সম্রাট্ রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন এবং জেব্উন্নিসা ও উদীপুরী মুক্ত হইলেন। মুক্তিলাভের পূর্বে উদিপুরীকে দিয়া চঞ্চলকুমারী তামাকু সাজাইয়া লন। ইহার পর আওরংজিব আবার রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে মোগল সৈন্য আবার পরাজিত হয়। যুদ্ধশেষে রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করেন।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—বরদাকান্ত মিত্র কর্তৃক অনূদিত কর্নেল টডের লিখিত রাজ-স্থানের ইতিহাস। অঘোরনাথ বরাট এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'রাজস্থান' নাম দিয়া এই পুস্তকের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

রাজহংস—সজনীকান্ত দাস। কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'শেখভের ডার্লিং', 'বিষামৃত', 'আকাশ-সাগর', 'পান্থপাদপ', প্রভৃতি লেখকের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে। স্বর্গত রবীন মৈত্র সম্বন্ধেও একটি কবিতা আছে। কামনা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব কয়েকটি কবিতার বিষয়বস্তু।

রাজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপক নাট্য (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)। কাহিনী পালি সাহিত্যের 'কুশজাতক' গল্পের সূত্র অবলম্বনে পরি-কল্পিত। নাটকের নায়ক রাজা, নায়িকা সুদর্শনা। সুদর্শনা রাজার বাল্যবিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু তাঁহাদের চাক্ষুষ মিলন হয় নাই। সুদর্শনা রাজবেশী সুরূপ সুবর্ণকে দেখিয়া একবার রাজা বলিয়া ভাবেন, কিন্তু পরে ভুল বুঝিতে পারেন। প্রাসাদে আগুন লাগিলে রাজা আসিয়া সুদর্শনাকে রক্ষা করেন—আগুনের দীপ্তিতে রাজার কালো মুখ তিনি দেখিতে পান এবং তাঁহাকে ভালবাসেন। ইহার পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে ও রাজার সহিত সুদর্শনার মিলন হয়। এই মিলনের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, ব্রহ্ম ও জীবের মিলন-অভিসারের তত্ত্বটুকু ধরা পড়ে।

এই নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন' (১৯২০)।

রাজা ও রাণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যকাব্য। ইহা পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজিক নাটক (১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব ও রাণী সুমিত্রার মধ্যে মনকষাকষি ছিল। বিক্রমদেবের প্রেম অবুঝ। সুমিত্রার প্রেম সংযত ও শান্ত। স্বামী কর্তব্যের অবহেলা করিতেছিলেন। তাঁহার ত্রুটি সংশোধনের জন্য সুমিত্রা স্বামীকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। তখন রাণীর ভ্রাতা কুমার সেনের সহিত বিক্রমের সংঘর্ষ বাধিল। কাশ্মীররাজের সাহায্য না পাওয়ায় বিক্রমের হস্তে বন্দী হইবার ভয়ে কুমার ও সুমিত্রা অবশেষে বনে পলায়ন করেন। শেষে প্রজাদের উপর অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া কুমার আত্মজীবন বলি দেন এবং সুমিত্রা কুমারের ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া রাজাকে উপহার দেন ও আত্মহত্যা করেন। এই নাটকখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই নাটকের মূল কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নামে একখানি নাটক (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) রচনা করেন। উহার আদ্যন্ত গদ্যে রচিত, তবে কয়েকটি চমৎকার গান আছে।

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত—রামরাম বসু। জীবনী-গ্রন্থ (১৮০১)।

রাজাবলি—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কলির সূচনা হইতে ভারতে ইংরেজের অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটগণের ইতিহাস। তন্মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য, ভর্তৃহরি, বিক্রমপাল, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন এবং বাদশাহ আওরংজিব, নবাব আলিবর্দী প্রভৃতির বিবরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা শ্রীরামপুর হইতে ১৮০৮-এ মুদ্রিত হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইহাই প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস।

রাজা বসন্ত রায়—কেদারনাথ চৌধুরী। ইহা রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যরূপ।

রাজা বাহাদুর—অমৃতলাল বসু। রঙ্গনাট্য। 'রাজা বাহাদুর' খেতাব লাভের জন্য এক জমিদারের নানাবিধ হাস্যকর প্রচেষ্টা এই প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য—রাজকৃষ্ণ রায়। অপৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক (১৮৮৪)। নাটকটির একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা আদ্যোপান্ত "পত্ত-পঙ্‌ক্তি গত্ত"-এ অর্থাৎ ছন্দঃস্পন্দিত গদ্যে লেখা।

রাণী দুর্গাবতী—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৯২)। বইখানিকে বটতলা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যায়।

রাধারাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাধারণপ্রেমের গল্প (১৮৭৫)। রাধারাণী সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। জ্ঞাতিদের সহিত মামলা চলিতেছিল বলিয়া তাহাদের এক সময় অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িতে হয়। সেই সময় রাধারাণী অর্থ সংগ্রহের জন্য মাহেশের রথের মেলায় বনফুলের মালা বিক্রয় করিতে যায়। মালা বিক্রয় না হওয়ায় রাধারাণী যখন ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই সময় রুক্মিণীকুমার নামে এক ভদ্রলোক দুই টাকা দিয়া মালাছড়াটি ক্রয় করেন এবং রাধারাণীকে তাহাদের কুটীরের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া যান। ইহার পর মামলায় রাধারাণীদের জয় হয় এবং তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু রাধারাণীর বিবাহের বয়স হইলে রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিতে সে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরে রুক্মিণীকুমারের সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং তখন সকলে জানিতে পারেন যে রুক্মিণীকুমারও একজন মহাধনবান্ ব্যক্তি। বিপত্নীক হইবার পর তিনি ছদ্মবেশে এবং ছদ্মনামে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

রাণুর কথামালা, রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর তৃতীয় ভাগ—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। গল্প সংগ্রহ। বিভূতিভূষণের বিচিত্র গল্প 'রাণুর কথামালা (১৩৪৮ সাল), রাণুর প্রথম ভাগ (১৩৪৪ সাল), রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (১৩৪৫ সাল), রাণুর তৃতীয় ভাগ (১৩৪৭ সাল) প্রভৃতি সংগ্রহগুলিতে স্থান লাভ করিয়াছে। গল্পের 'রাণু' সবে শৈশব অতিক্রম করিয়াছে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া লেখকের বাৎসল্য রস কৌতুক রসের মিশ্রণে এমন অপূর্ব রূপ লাভ করিয়াছে, যাহার তুলনা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

রামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টারমশাই ওরফে শ্রীম)-কথিত বিশ্ববিশ্রুত বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। ভক্তমণ্ডলীর নিকট রামকৃষ্ণ পরমহংস সরল ভাষায় আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে সব উপদেশ দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহাই সংকলিত হইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়, প্রেমের লক্ষণ কি, ভক্তিজ্ঞান যোগ কাহাকে বলে ইত্যাদি বহু তত্ত্বের নিগূঢ় মর্মকথা সরল অনাড়ম্বর ভাষায় উপদেশচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন দেশী বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

রামগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

রামচরিত মানস—তুলসীদাস রচিত। মহাকাব্য। তুলসীদাসী রামায়ণ নামে ইহা অধিক পরিচিত। মূল রামায়ণের মত এই হিন্দী কাব্যে সাতটি কাণ্ডই আছে।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। রামতনু লাহিড়ীর জীবনী (১৩০৪ বঙ্গাব্দ)। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখ তৎকালীন মনীষীদের কথাও আলোচিত হইয়াছে।

রা ম প্র সা দ—ভক্তকবি রামপ্রসাদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত, বৈকুণ্ঠ বসু-প্রণীত ভক্তিমূলক নাটক। রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতগুলি গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ্।

রামরসায়ন, শ্রী—রঘুনন্দন গোস্বামী। গ্রন্থখানি রামচরিত অবলম্বনে লিখিত হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত ইহার পার্থক্য যথেষ্ট। রামের জন্ম হইতে সীতা উদ্ধারের পর রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনাসমূহ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

রা মা নু জ—ক্ষী রো দ প্র সা দ বিদ্যাবিনোদ। অপৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। রামানুজের জীবনী অবলম্বনে লেখা।

রামানুজদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

রামাভিষেকম্—নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন-প্রণীত সংস্কৃত নাটক (? ১৮৫১)। রামচরিত অবলম্বনে নাটকখানি লিখিত।

রামায়ণম্—মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্য ও হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। কাব্যখানি সাত খণ্ডে বিভক্ত—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লংকা ও উত্তরকাণ্ড। কৃত্তিবাস পণ্ডিত, ষষ্ঠীবর সেন, দুর্গারাম অবধূতাচার্য, জগৎরাম ও রামমোহন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বঙ্গভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণই সর্বাধিক প্রচারিত। উহাতে মূলের সহিত কোথাও কোথাও পার্থক্য দেখা যায়। রামায়ণ গ্রিফিথ সাহেব কর্তৃক ইংরেজী কবিতায় অনূদিত হয়।

রামায়ণী কথা—দীনেশচন্দ্র সেন। আলোচনা-গ্রন্থ। ইহা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৌশল্যা প্রভৃতি রামায়ণের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার।

রামারঞ্জিকা—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর-রচিত উপদেশাত্মক গ্রন্থ (১৮৬০)। এই গ্রন্থে স্ত্রী-শিক্ষা, সন্তানপালন, স্ত্রীলোকের সাহস ও সংযম, পতিব্রতার কর্তব্য, পতিব্রতার লক্ষণ, স্বামীর কর্তব্য, ধর্ম ও অধর্ম, স্ত্রীর পতিসেবা প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষামূলক বিষয় লেখা আছে।

রামেশ্বরের অদৃষ্ট—সঞ্জীবচন্দ্রের গল্প। ইহা 'ভ্রমর' মাসিক পত্রিকায় বাহির হয় ১৮৭৭-এ। ইহা পুস্তিকাকারে আত্মপ্রকাশ করে।

রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাশিয়ার ভ্রমণকাহিনী (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)।

রা স পঞ্চাধ্যায়ে—ভাগবতাচার্য-প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-বিষয়ক গ্রন্থ। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বাঙালা পয়ার ছন্দে ইহার অনুবাদ করেন।

রাসলীলা- কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটক। মনোমোহন বসুর নাটক (১৮৮৯)। তাঁহার বইখানির নাম ছিল 'রাসলীলা নাটক'। রামতারণ সান্যালের বইখানির নাম কানু 'রাসলীলা' (১৮৮০)।

রা. সের ইতিবৃত্ত—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। আত্মকাহিনী (১৮৬৮)। কৃষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত নাম—রাসচন্দ্র দাস। আদ্য ও শেষ অক্ষর লইয়া 'রা স' হইয়াছে। ভাষা দুর্বোধ্য। ইহাতে তিনি শৈশব হইতে 'বিজ্ঞাপনী'র সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পর্যন্ত বহু ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসেলাস (Rasselas)—১। ডক্টর জনসন-রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ (১৭৫৯)। 'Rasselas, Prince of Abyssinia, The History of' পুরা নাম। আবিসিনিয়ার রাজার ছেলে রাসেলাস। সে ভগিনী ও দার্শনিক ইম্‌লাকের সঙ্গে মিশরে যায় এবং সেখানকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া আবিসিনিয়ায় ফিরিয়া আসে। কাহিনীর মধ্যে মানবীয়তা ও সরসতার জন্য গ্রন্থখানি মূল্যবান্। ২। ইহা অবলম্বন করিয়া তারাশংকর তর্করত্ন একখানি মর্মানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৫৭)।

রিং অ্যাণ্ড দি বুক, দি (Ring and the Book, The)—রবার্ট ব্রাউনিং-রচিত কবিতা-গ্রন্থ (১৮৬৮–৬৯)। অনেকের মতে ইহাই ব্রাউনিং-এর শ্রেষ্ঠ রচনা। পম্পিলিয়া ক্যাপনসাকি নামক এক যুবক ধর্মযাজকের সহিত অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হইয়া পড়ে। তাহার স্বামী গুইডো জানিতে পারিয়া তাহাকে হত্যা করে। এই কাব্যে ব্রাউনিং-এর কবিতার অদ্ভুত ছন্দ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

রিচার্ড থ্রি (Richard III)—মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার। ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক (১৫৯৭)।

রিচার্ড দ্বিতীয়, কিং (Richard II, King)—মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার। ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক (১৫৯৭)।

রিটার্ন অব দি নেটিভ, দি (Return of the Native, The)—টমাস হার্ডীর বিখ্যাত উপন্যাস। টমাসিন ইউব্রাইট (Thomasin Yeobright) নামে একটি সরল সুন্দর মেয়ের ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ডামন ওয়াইল্ডিভের (Damon Wildeve) সহিত বিবাহ হয়। ইউস্টেসিয়া ভাই Eustacia Vye) মেয়েটি ছিল চঞ্চল-প্রকৃতি ও সুন্দরী; গ্রামের মধ্যে সে ছিল এক ক্লিওপ্যাট্রা বিশেষ। ওয়াইল্ডিভের সহিত তাহার প্রথমে ভালবাসা হয়, কিন্তু ক্লাইম ইউব্রাইট প্যারিস হইতে নিজের জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিলে ওয়াইল্ডিভকে ছাড়িয়া সে ইউব্রাইটের সহিত প্রেমে পড়ে। ডিগরী ভেন (Diggory Venn) লাল রঙ বেচিয়া বেড়াইত। সে টমাসিনের প্রেমে পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে এবং শেষে ওয়াইল্ডিভ জলে ডুবিয়া মারা গেলে তাহাকে স্ত্রীরূপে লাভ করে। এই গ্রন্থে লেখক এগডন হীথকে প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ যেন কোনও গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ; উপন্যাসের দুঃখের ছায়াকে এই অদ্ভুত এগডন হীথ আরও গাঢ় ও রহস্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। হার্ডীর বর্ণনভঙ্গির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণ ক্ষমতা এই গ্রন্থে বিশেষ পরিস্ফুট।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল (Rip Van Winkle)—আরভিং-রচিত কাহিনী (১৮২০)। মুখরা স্ত্রীর নিকট হইতে অলসপ্রকৃতি রিপ একাকী ক্যাট্‌স্‌কিল পর্বতমালায় গিয়া সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, এবং সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে। কুড়ি বৎসর পরে জাগিয়া উঠিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখে তাঁহার স্ত্রী মারা গিয়াছে, বাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীর রূপই পালটাইয়া গিয়াছে। তাহার একটি বিবাহিতা মেয়ের সন্ধান পাইয়া সে তাহারই নিকট বসবাস করে।

রিপাবলিক, দি (Republic, The)—গ্রীক দার্শনিক প্লেটো-লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা দশ খণ্ডে বিভক্ত। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আলোচনাকালে সক্রেটিস প্লেটোর নিকট হইতে আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ জানিয়া লন। তাহাই ইহাতে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত।

রিফ্লেক্শন্স অন দি রিভলিউশন ইন ফ্রান্স (Reflections on the Revolution in France)—এডমণ্ড বার্ক-রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৭৯০)। লেখক ইহাতে বিপ্লববাদকে আঘাত করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি বার্কের সুন্দর ও অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন লিখনভঙ্গির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রিভোল্ট অব ইস্‌লাম, দি (Revolt of Islam, The)—শেলী-রচিত বিখ্যাত কাব্য (১৮১৮)। নেপোলিয়নের পতনের পর দরিদ্র জনগণের মধ্যে যে অবর্ণনীয় দুর্দশা ঘটে, তাহাতে শেলীর বিদ্রোহী আত্মা বিক্ষুব্ধ হয়। সেই সময় এই রূপক কাহিনীর রচনা। Cythna (সিথ্‌না) নামে এক বীর কুমারী ল্যাওন-এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া ইসলাম জনগণের মধ্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য বিদ্রোহের আগুন আনে। প্রথমে বিপ্লবীরা জয়ী হইলেও শেষে তাহারা পরাজিত হয় এবং Cythna ও Laonকে পুড়াইয়া মারা হয়।

রুবাইয়াৎ—'ওমর খৈয়াম' দ্রঃ।

রূপসী বাঙলা—জীবনানন্দ দাশ। কবিতার বই (১৯৫৭)। পূর্বে অপ্রকাশিত কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতা কবির ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ 'রূপসী বাঙলা' নামে প্রকাশ করেন। শান্ত প্রকৃতির সহিত অক্লান্ত জীবনের সমন্বয় ঘটিয়াছে কবিতাগুলিতে।

রিলিজন অব ম্যান, দি (Religion of Man, The)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধর্ম-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা। ইহা 'হিবার্ট' লেকচার্স।

রেজারেক্শন (Resurrection)—লিও টলস্টয়-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৯৯)। ইহা একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। কাটুশা মাস্‌লোভা ছিল সরল প্রকৃতির গ্রাম্য মেয়ে। তাহার ধর্মমাতা সোফিয়া আই-ভ্যানোভার নিকট সে থাকিত। ডিমিট্রি নামে সোফিয়ার এক ভ্রাতুষ্পুত্র একবার তাহাদের নিকট বেড়াইতে আসে। সে কাটুশার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত অবৈধ সম্বন্ধে লিপ্ত হয়। ফলে কাটুশা গর্ভবতী হয়। ইহা জানিতে পারিয়া তাহার ধর্মমাতা ও তাহার ভগিনী তাহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন। কাটুশার সন্তান জন্মের পরেই মারা যায় এবং জীবিকা-নির্বাহের জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া পতিতা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। একবার একটি লোকের হত্যার ব্যাপারে সে ধৃত হয় এবং বিচারের জন্য আদালতে আনীত হয়। আদালতে জুরীদের মধ্যে ডিমিট্রিও ছিল। সে কাটুশাকে দেখিয়া চিনিতে পারে কিন্তু কাটুশা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া ডিমিট্রির মনে দারুণ অনুতাপ হয়। সে বুঝিতে পারে তাহার জন্যই কাটুশার এই দশা হইয়াছে। বিচারে কাটুশাকে মুক্তি দিবার জন্য তখন সে প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু কোনও লাভ হয় না। বিচারে কাটুশা দোষী সাব্যস্ত হয় ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়। ডিমিট্রির মন পূর্বকৃত অপরাধের গ্লানি ও অনুশোচনায়

দণ্ড হইতে আরম্ভ হয়। কাটুশার সহিত সে দেখা করে এবং নিজের দোষ স্বীকার করে। পরে সে স্থির করে কাটুশাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে পতন হইতে উদ্ধার করিবে। কয়েদীদের সঙ্গে সঙ্গে সে সাইবেরিয়ায় যায় এবং সামান্ত বেশে তাহাদের সহিত মিশিতে থাকে ও নিজের অগাধ জমিদারি কৃষাণদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। এইরূপে তাহার ভিতরে যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহা নষ্ট হইয়া যাহা কিছু উচ্চ ও মহৎ তাহা জাগিয়া উঠে।

রৈবতক—নবীনচন্দ্র সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৮৮৬)। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা-কাহিনী অবলম্বনে কাব্যখানি রচিত। তন্মধ্যে ধর্ম-রাজ্য স্থাপনের জন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টা, সুভদ্রা-হরণ প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য-গ্রন্থে বিশটি সর্গ আছে।

রোগশয্যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। অধিকাংশ কবিতা মিলহীন।

রোমাবতী—রামগতি ন্যায়রত্ন। আদি-রসাত্মক পুরানো রোমান্টিক আখ্যায়িকা (১৮৬৩)। রোমাবতী কৈরাতরাজ পুরন্দরের কন্তা। তিনি প্রাসাদশিখর হইতে এক অপরিচিত পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে কামনা করেন। কিন্তু বাস্তবজগতে সেই পুরুষটির কোন সন্ধান না পাইয়া তিনি এক পর্বতে গিয়া তপস্বিনীর বেশে তপস্যা আরম্ভ করেন। তথায় সেই লোকটির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক রাজপুত্র, নাম রঞ্জন। অতঃপর রঞ্জনের বয়স্ত মাধবের চেষ্টায় তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট (Romeo and Juliet)—১। মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার-রচিত শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক (১৫৯৭)। বহুকাল আগে ভেরোনা শহরে ক্যাপুলেট ও মন্টেগু পরিবারের বাস ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমে শত্রুতা চলিতেছিল। রোমিও লর্ড মন্টেগুর পুত্র এবং জুলিয়েট লর্ড ক্যাপুলেটের একমাত্র সুন্দরী কন্তা। রোমিওর সহিত জুলিয়েটের এক ভোজ-সভায় সাক্ষাৎ হয় এবং প্রথম দর্শনেই তাঁহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলেন। ধর্মযাজক লরেন্সের সাহায্যে তাঁহারা গোপনে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই রোমিও হত্যাপরাধে নির্বাসিত হন। রোমিও নির্বাসিত হইবার অল্পকাল পরেই লর্ড ক্যাপুলেট কাউণ্ট প্যারিসের সহিত জুলিয়েটের বিবাহ দিবার আয়োজন করেন। জুলিয়েট যাজক লরেন্সের পরামর্শ গ্রহণ করিলে লরেন্স তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপনের পরামর্শ দিলেন এবং এক শিশি ঔষধ দিয়া বলিলেন যে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে এই ঔষধ জুলিয়েটকে সেবন করিতে হইবে। ঔষধ সেবনের ফলে জুলিয়েট ৪২ ঘণ্টা অচৈতন্ত হইয়া থাকিবেন,—তখন মৃতা মনে করিয়া তাঁহার সমাধির ব্যবস্থা করা হইবে। ইতিমধ্যে লরেন্স রোমিওকে সংবাদ দিবেন এবং রোমিও তাঁহাকে সমাধিক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। সেইরূপে কাজ হইল, কিন্তু তাহার পরিণাম হইল শোচনীয়। রোমিও আসিয়া জুলিয়েটকে মৃতা মনে করিয়া নিজে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। এদিকে ৪২ ঘণ্টা পরে জুলিয়েটের দেহে চৈতন্ত সঞ্চার হইল; কিন্তু রোমিওকে মৃত দেখিয়া তিনি রোমিওর ওষ্ঠাধরলিপ্ত বিষ সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার ফলে ক্যাপুলেট ও মন্টেগু পরিবারের দীর্ঘ বিরোধের অবসান হইল। ২। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্স্‌পীয়ারের গ্রন্থের মর্মানুবাদ করিয়া একটি নাটক রচনা করেন।

র্যাল্‌ফ্‌ রয়েস্টার ডয়েস্টার (Ralph Roister Doister)—নিকোলাস ইউডাল (Nicholas Udall)-রচিত মিলনান্ত নাটক। রচনাকাল ১৫৫৩। প্রকাশকাল ১৫৬৭। ইংরেজী সাহিত্যে ইহাই প্রাচীনতম মিলনাত্মক নাটক বলিয়া জানা যায়। নিকোলাস ইউডাল ইটনে যখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই সময় সম্ভবতঃ ইহা অভিনীত হয়। মিলযুক্ত পদ্যে রচিত কাহিনীটি এই—Custance নামে এক ধনী বিধবা Goodluck নামে এক ব্যবসায়ীর বাগ্‌দত্তা ছিল। Merygreeke নামে একজন লোক Roister নামে এক নির্বোধকে Custance-এর কাছে প্রেম নিবেদন করিতে বলে। Roister একহাত হয় এবং প্রবাস হইতে Goodluck ফিরিয়া আসিলে Custance-এর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়।

ল

লক্ষহীরা—রাজকৃষ্ণ রায়। ভক্তিমূলক নাটক (১৮৯১)।

লয়লা-মজনু—রাজকৃষ্ণ রায়। নাটক। আখ্যায়িকাটি ফারসী গল্প অবলম্বনে পরিকল্পিত। এই নামে মহেশচন্দ্র মিত্রের গ্রন্থও (১৮৫৫) আছে।

ললিতমাধব—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত নাটক (১৫৩৭)। ইহা স্বরূপচরণ গোস্বামী কর্তৃক 'প্রেমকদম্ব' নামে অনূদিত হইয়াছিল।

ললিতা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিতা (১৮৫৬)। ইহা গাথা জাতীয় কাব্য।

লাইফ অব স্যামুয়েল জন্‌সন (Life of Samuel Johnson)—ডক্টর জন্‌সনের বন্ধু এবং ভক্ত জেম্‌স্‌ বস্‌-ওয়েল (James Boswell)-রচিত তাঁহার জীবনী। ইহাতে ডক্টর জনসনের মনের সত্যরূপ, তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ইত্যাদি মহৎ গুণগুলি তিনি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সহিত লিখিয়া মানুষ জন্‌সনকে চির-স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে জীবনচরিতগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

লাইভ্‌স্‌ অব দি পোয়েট্‌স্‌, দি (Lives of the Poets, The)—ডক্টর স্যামুয়েল জনসন (Dr. Samuel Johnson)-রচিত জীবনীগ্রন্থ (১৭৭৯-৮১)। আব্রাহাম কাওলে (Abraham Cowley) হইতে তাঁহার নিজ সময় পর্যন্ত বিখ্যাত কবিদের জীবনী ও কাব্যসমালোচনা। ইহাতে ৫২ জন কবির জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

লালমাটি—নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসিদ্ধ উপন্যাস। ১৩৫৯—৬০-এর ইহা অন্যতম প্রধান রচনা।

লাস্ট ডেজ অব পম্পিয়াই, দি (Last Days of Pompeii, The)—বালওয়ার লিটন (Boulwer Lytton)। উপন্যাস (১৮৩৪)। পম্পিয়াই শহরের ধ্বংসের পূর্বের ঘটনা। Glaucus ও Ione—দুইজন গ্রীকের প্রেম এবং Arbaces নামে বালিকাটির অভিভাবকের ষড়যন্ত্র গল্পের বিষয়বস্তু।

লাস্ট লীফ, দি (Last Leaf, The)—আধুনিক আমেরিকান লেখক ও. হেনরী (O. Henry)-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। একটি অসুস্থা তরুণী ভাবিত, তাহার জানালার বাহিরে যে গাছ আছে, তাহার শেষ পাতা ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যাইবে। ইহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রেমিক শেষ পাতাটি তার দিয়া গাছের সহিত বাঁধিয়া দেয়, যাহাতে তাহা পড়িয়া না যায়। এই অদ্ভুত ও বিচিত্র কাহিনী লেখক সুন্দর ও মনোরম ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লিখিতসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

লিঙ্গপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

লিপিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কথিকা-সংগ্রহ (১৯২৩)। ইহাতে 'পায়ে চলার পথ', 'মেঘলাদিনে', 'বাণী', 'মেঘদূত', 'মেঘ',

'রাজপুত্তুর', 'কর্তার ভূত', 'রথযাত্রা', 'সওগাত', শরীর পরিচয়', 'স্বর্গ-মর্ত্য' প্রভৃতি কথিকা আছে। এই সব কথিকাতে কোনটিতে একটি বিশেষ ভাবরস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, কোনটিতে বা ব্যঙ্গের বা রূপকের সাহায্যে একটি মত প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কোথাও বা ছোটগল্পের আংশিক লক্ষণ আছে।

লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌ (Lyrical Ballads)—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলেরিজ ১৭৯৮-এ এই কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই বৎসর হইতে ইংরেজী সাহিত্যে 'রোমান্টিক রিভাইভ্যালে'র যুগ শুরু হয়। ইহাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিরিকের (গীতি-কবিতা) বিষয়ে তাঁহার মতবাদ প্রকাশ করেন ও সেই মতানুযায়ী অনেকগুলি কবিতা ইহাতে যুক্ত করেন।

লীলাকমল—রাধারাণী দেবী। কবিতাগ্রন্থ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে লেখিকার 'লীলাকমল', 'বিকাশ', 'অভিসারিণী', 'আসন্ন আষাঢ়', 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ', 'মধুচ্ছন্দা', 'মধ্যাহ্ন স্বপ্ন' প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা আছে।

লীলাবতী—দীনবন্ধু মিত্রের মিলনান্ত নাটক। কাশীপুরের ধনী হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের কাশীধামে অবস্থানকালে জ্যেষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হইলে ও পুত্র অরবিন্দ গৃহত্যাগ করিলে, তিনি ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করেন। কনিষ্ঠা কন্যা লীলাবতীর সহিত ললিতের প্রণয় হয়। যোগজীবন নামক এক সন্ন্যাসী অরবিন্দ পরিচয়ে অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনীর প্রশ্নের জবাব দিয়া গৃহে স্থান লাভ করে। ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কাশীতে গিয়া প্রকৃত অরবিন্দের পরিচয় পায় ও যোগজীবনের আগমনের তিন দিন পরে অরবিন্দসহ আসিয়া উপস্থিত হয় ও তখন প্রকাশ পায় যে যোগজীবন হরবিলাসের রক্ষিতার কন্যা চাঁপা—সে পুরুষ নহে। অরবিন্দ একদিন পত্নীভ্রমে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে অসতী অপবাদে সে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হয়। হরবিলাস পোষ্য গ্রহণে উদ্যত হইলে,—সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তাহা রহিত করিবার জন্য সে গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। আরও প্রকাশ পায় যে ভোলানাথ চৌধুরী তারাকে বিবাহ করিয়াছে। সে এখন অহল্যা নামে পরিচিতা। পুত্র কন্যা ও চাঁপাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া হরবিলাস আনন্দিত হইয়া লীলার সহিত ললিতের বিবাহ দিলেন। মদেরচাঁদ নামে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে। তাহার সঙ্গে লীলার বিবাহের কথা হইয়াছিল।

লেখন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থখানি কবির স্বহস্ত-লিপিতে ছাপা। ইহাতে 'কণিকা'র ধরনের অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা আছে। ইহাতে 'কণিকা'র মত স্পষ্ট নীতি বা উপদেশ নাই।

লেডি চ্যাটার্লিস লাভার (Lady Chatterley's Lover)—ডেভিড হারবার্ট লরেন্স। উপন্যাস (১৯২৮)। Lady Chatterley নামে এক মহিলা পঙ্গু স্বামীর নিকট হইতে যৌনসুখ মিটাইতে না পারিয়া স্বামীর বাগানের মালীর সহিত সহবাস করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

লেভিয়েথান (Leviathan)—ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ টমাস হব্‌স্‌ (Thomas Hobbes)-রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (১৬৫১)। তাঁহার মতে, দেশের শাসক বা শাসকমণ্ডলীর সর্বক্ষমতাশালী হওয়া প্রয়োজন, নহিলে প্রজাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী।

লে মিজারেবল্‌স্‌ (Les Miserables)—বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টর হিউগো-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। নায়ক জিন ভালজিন (Jean Valjean) ছিল অত্যন্ত গরিব। পেটের দায়ে দোকান হইতে একটি রুটি লইবার অপরাধে তাহাকে বন্দী করা হয় ও তাহাকে দাঁড় টানিবার শাস্তি দেওয়া হয়। সেখান হইতে খালাস পাইয়া সে দেশে আসে, কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পাইয়া এক বিশপের (ধর্মযাজক) কাছে যায়। বিশপ তাহাকে আশ্রয় দান করেন। কিন্তু মধ্যরাত্রে উঠিয়া সে বিশপের দুইটি রৌপ্য-নির্মিত বাতিদান চুরি করিয়া পলায়ন করিবার সময় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু বিশপ তাহাকে রক্ষা করেন এবং বাতিদান দুইটি তাহাকে উপহার দেন। বিশপের প্রভাবে সে ক্রমশঃ নূতন মানুষ হইয়া যায়। পরের উপকার করাই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় কসেট নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকার সহিত তাহার পরিচয় হয়। কসেট একটি হোটেলে অসহ্য অত্যাচার সহিয়া থাকিত। এই সময় জিন ভালজিন একটি নূতন কার্য-পন্থা আবিষ্কার করিয়া কয়েকটি কারখানার বিশেষ সাহায্য করে। ক্রমে সে বিখ্যাত হইয়া পড়ে এবং সেই শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়। তাহার ছদ্মনাম, ভদ্র বেশ, অসাধারণ বিনয় ও সৎচরিত্রের জন্য লোকেরা তাহাকে দাগী আসামী বলিয়া চিনিতে পারিত না ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার আফিসের কর্মচারী ও শহরের পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টার জ্যাভার্ট তাহাকে সন্দেহ করে। কিন্তু সন্দেহ করিয়া জ্যাভার্ট কিছু করিতে পারে না। অন্য একটি পাগল গোছের লোককে সে জিন ভালজিন ভাবিয়া ধরে। সেই লোকটির চেহারায় সহিত ভালজিনের অত্যন্ত সাদৃশ্য ছিল। তাহার বিচার শুরু হয়। এদিকে কসেটের মাতা ফ্যান্টিন মৃত্যুকালে কসেটকে অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া যায়। জিন ভালজিন বিচারালয়ে গিয়া নিজের সত্য নাম ও কাহিনী প্রকাশ করিয়া নিরপরাধ লোকটিকে উদ্ধার করে। কসেটকে একটি কনভেন্টে রাখিয়া আসিয়া সে পুলিসের হাতে ধরা দেয় এবং আবার তাহাকে দাঁড় টানিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে সেখান হইতে সে পলাইয়া আসে। অতঃপর কসেটকে সে নিজের কন্যার মত পালন করিতে থাকে। কিন্তু জ্যাভার্ট তখনও তাহার পিছনে সন্দেহের বশে ঘুরিতে থাকে; তাহাকে কোথাও শান্তিতে থাকিতে দেয় না। এই সময় একটি বিপ্লববাদী যুবক ছাত্রের সহিত কসেটের আলাপ হয়। তাহাদের মধ্যে ভালবাসা হয় এবং অনেক দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া তাহারা পরস্পর মিলিত হয়। পরে তাহারা শান্তিতে থাকিবার জন্য দেশ ছাড়িয়া ইংলণ্ডে গিয়া থাকিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে লিখিত।

লোক রহস্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্রূপাত্মক রস-রচনা। কৌতুকরসের জন্য এই রচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহাতে ইংরাজস্তোত্র, বসন্ত ও বিরহ, হনুমদ্বাবুসংবাদ, ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল, Theory, New Year's Day ইত্যাদি প্রবন্ধ আছে।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিষয়ক পুস্তক-সংগ্রহ। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের পরিপূরক। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দেওয়া হইল—"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য"।

লোর চন্দ্রাণী—দৌলৎ কাজী। লোর-চন্দ্রাণী অপপাঠ ['সতী ময়না' দ্রঃ]।

লৌহকপাট—জরাসন্ধ। রম্যরচনা। চারুচন্দ্র চক্রবর্তী নামক জনৈক লেখক 'জরাসন্ধ' ছদ্মনামে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাকে আত্মজীবনীমূলক রম্যরচনা নামে অভিহিত করা চলে। স্বীয় কর্মজীবনে বিভিন্ন অপরাধীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি

অপরাধীদের মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ

শংকর-বিজয়—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সংকলিত বাঙ্গালা জীবনী-গ্রন্থ। ইহাতে শংকরাচার্যকে শিবের অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শংকরাচার্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিবরণ ইহাতে আছে।

শংকরাচার্য—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটক। শংকরাচার্য ইহাতে শিবাবতাররূপে চিত্রিত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জন্ম হইতে সাধনার কাহিনী পর্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে।

শংকরাচার্য-চরিত—শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। জীবনী-গ্রন্থ। ইহাতে শংকরাচার্যের জীবনী বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শকুন্তলা—মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রণীত শকুন্তলার কাহিনী। ইহা ১৮৪৯—৬৯-এর মধ্যে রচিত হয়।।

শকুন্তলা-তত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনা-গ্রন্থ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের সৌন্দর্য ও প্রধান চরিত্রগুলি ইহাতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পরিশেষে মহাভারতীয় শকুন্তলার সহিত নাটকীয় শকুন্তলার প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

শকুন্তলারহস্য—বিহারীলাল সরকার। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের সমালোচনা।

শঙ্খ—অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত গম্ভীর ও ভাবগর্ভ গীতিকাব্য।

শতনরী—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে 'দ্বিপ্রহরে', 'বাসনা', 'শেফালী', 'স্বপ্নলোকে' ইত্যাদি কয়েকটি সুন্দর কবিতা আছে।

শতবর্ষ—রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্গবিজেতা-মাধবী-কঙ্কণ-জীবনপ্রভাত-জীবনসন্ধ্যা— এই চারিখানি ইতিহাসঘটিত উপন্যাসের ঘটনাগুলি মোগল শাসনের একশত বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া চারিখানি একত্রে 'শতবর্ষ' নামে সংকলিত হয় (১৮৭৯)।

শব্দকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রবন্ধ। (১৩২৪ সাল)। শব্দ সম্বন্ধে বিজ্ঞাননির্ভর আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

শব্দকল্পদ্রুমঃ—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর-সম্পাদিত সংস্কৃত অভিধান। শব্দকল্পদ্রুমঃ সম্পাদন ও প্রচার রাধাকান্ত দেবের বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল। ইহার প্রথম খণ্ড ১৮১৯-এ ও শেষ (সপ্তম) খণ্ড ১৮৫১-এ প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয় ১৮৫৮-এ। অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের যাবতীয় শব্দসমূহের অর্থ, প্রতি-শব্দ, ব্যুৎপত্তি, ধাতু প্রভৃতি ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্যাকরণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পুস্তক (১৯০৯)।

শরৎ-সরোজিনী—উপেন্দ্রনাথ দাস। ছয়টি অঙ্কের নাটক। রিষড়ার জমিদার শরৎকুমারের গৃহে ভগিনী সুকুমারী ও আশ্রিতা সরোজিনী ছিল। সরোজিনী শিক্ষিতা ও সুন্দরী। প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার মতিলালের গৃহে বিনয়-নামক একটি বালক প্রতিপালিত হইত। তাহার পিতা মতিলালের নিকট আট হাজার টাকা দিয়া মারা যান। মতিলাল সেই টাকা আত্মসাতের নিমিত্ত তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে অপমানিত হয় ও সেইজন্য শরতের অনিষ্ট ঘটাইবার চেষ্টা করে। শরৎ বিনয়কে কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দেয়। এই সময় বিনয় ও সুকুমারীর প্রণয় হয়। সরোজিনীও শরৎকে ভালবাসিত। মতিলাল সুকুমারীকে হরণের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হয়। শরৎকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া সরোজিনী গৃহত্যাগ করিলে শরৎও তাহার সন্ধানে বহির্গত হয়। সেই সময় মতিলাল সুকুমারী ও বিনয়কে হরণ করিয়া,—জাল দলিল দ্বারা শরতের বিষয় অধিকারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহার উপপত্নী ভ্রাতৃজায়া ভুবনমোহিনীর চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ হয় ও তাহারই হস্তে মতিলালের মৃত্যু হয়। নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শরৎ ও সরোজিনী প্রত্যাগমন করিলে উভয়ের বিবাহ হয়। বিনয়ের সহিত সুকুমারীরও বিবাহ হয়।

শর্মিষ্ঠা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মিলনান্ত নাটক (১৮৫৯)। বাংলা ভাষার ইহা প্রথম ভাল নাটক। শুক্রাচার্য-কন্যা দেবযানীকে দৈত্যরাজ-কন্যা শর্মিষ্ঠা কূপে নিক্ষেপ করিলে রাজা যযাতি তাহাকে উদ্ধার করেন। মহাভারতের আদি পর্বে (৭৮—৮৫ অধ্যায়) উক্ত গল্প হইতে নাটকের কাহিনী লওয়া হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন কাহিনীটিকে হুবহু অনুসরণ করেন নাই।

শশাঙ্ক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস। গৌড়াধিপ শশাঙ্কর চরিত্র লইয়া মুসলমানবিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস অবলম্বনে ইহা লিখিত।

শাণ্ডিল্য-সূত্র—স্বপ্নেশ্বরবিদ-রচিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত বাঙ্গালা ভাষ্য ও অনুবাদসহ সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি-যোগ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ইহা লিখিত।

শাতাতপ-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

শান্তি—দামোদর মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৯০৩)।

শান্তিজল—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৩২০ সাল)।

শাপাবসানম্—নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন-লিখিত সংস্কৃত নাটক (১৮৯০ ?)। শাপান্তে অভিমন্যুর চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির আখ্যান অবলম্বনে রচিত।

শাস্তি—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সামাজিক উপন্যাস (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। গোপা নামে এক বিবাহিতা নারীর শাস্তির কাহিনী স্বদেশীযুগের পটভূমিকায় অঙ্কিত। গোপা রাজনীতিক কার্যকলাপে জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। জেলে এক স্বামীঘাতিনীর কুৎসিত সংস্রবে তাহার মনে একটি রাজনৈতিক যুবক বন্দীর প্রতি আসক্তি জন্মে। পরে সহসা একদিন এক গোলযোগের সুযোগে ঐ যুবকের সহিত সে পলায়ন করে। কিন্তু একদিন সামান্য একটি দুর্বলতা দেখাইলেও শেষ পর্যন্ত গোপা আত্মরক্ষা করে। এবং একদিন স্বামীর নিকট গিয়া নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া আত্মসমর্পণ করে। স্বামী গুরুর উপদেশে তাহার জন্য কঠোর সংযমের ব্যবস্থা করেন। ফলে ক্রমে তাহার ভিতরে নারীত্বের বিলোপ ঘটে। এই তাহার শাস্তি।

শাস্তি কি শান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক (১৩১৫ বঙ্গাব্দ)। ধনী প্রসন্নকুমারের ভুবনমোহিনী ও প্রমদা নামে দুই কন্যা ও শুদ্ধাচারিণী এক বিধবা পুত্রবধূ ছিল। ভুবনমোহিনীর স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া বন্ধু প্রকাশকে একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যান। ভুবনমোহিনীর সহিত প্রকাশের গুপ্ত প্রণয় হয়। প্রমদা বিবাহরাত্রিতেই বিধবা হয়। ভুবনমোহিনীর অধঃপতন দেখিয়া প্রসন্নকুমার প্রমদার পুনরায় বিবাহ দেন। কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে প্রমদা সুখী হইল না। ভুবনমোহিনীর গর্ভ হইলে প্রকাশ চলিয়া যায়। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী এই দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রসন্নকুমারও ভুবনমোহিনীকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করেন।

শাহনামা—কবি ফিরদৌসী। কাব্যগ্রন্থ (১০ম শতক)। প্রাচীন ইরাণের গৌরবময় বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী লইয়া এই কাব্যটি রচিত। [চরিতাবলীতে 'ফিরদৌসী' দ্রঃ]।

শিখ-ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। কানিংহাম সাহেবের 'History of the Sikhs' অবলম্বনে ইহা

লিখিত। শিখ-জাতির উৎপত্তি হইতে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ও ইংরেজদের পাঞ্জাব অধিকার প্রভৃতি ইহাতে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে।

শিখা—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। গীতিকাব্য। ইহাতে প্রেম, শোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি ও কয়েকটি উৎকৃষ্ট অন্যান্য কবিতা আছে।

শিবগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

শিবাজী—১। সার যদুনাথ সরকার। ঐতিহাসিক ইংরেজী গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি মারাঠা রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী সম্বন্ধীয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ফরাসী, পোর্তুগিজ, সংস্কৃত ও মারাঠি পুঁথি-পত্র প্রভৃতি অবলম্বনে এই গ্রন্থে শিবাজীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থকার অসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। 'বৃটিশ মিউজিয়ম' এবং প্যারিসের 'বিব্লিওথিক ন্যাশনেল' হইতে সংগৃহীত কতকগুলি অমূল্য চিত্রের প্রতিলিপিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মারাঠাদের অভ্যুত্থানের কাহিনী এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয়ও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। উপসংহারে শিবাজীর কার্যাবলীর আনুক্রমিক সূচীও প্রদত্ত হইয়াছে। ২। যোগীন্দ্রনাথ বসু। মহাকাব্য (১৩২৫ সাল)।

শিবাজীর জীবনচরিত—সত্যচরণ শাস্ত্রী। জীবনীগ্রন্থ। সভাসদ্, চিটনীস, পবাড়াসংগ্রহ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ ও কতকগুলি হিন্দী, ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে—শিবাজীর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রামদাস স্বামী, তুকারাম ও বামনের বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

শিবোপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। সমাধি, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি যোগ, জীবের সুখদুঃখ-বিচার, আশু সিদ্ধিলাভের উপায়, মৃত্যু বিবরণ, মুক্তি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শিরী-ফরহাদ—অতুলকৃষ্ণ মিত্র। নাটক (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)। শিরী-ফরহাদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

শিলাচক্রার্থবোধিনী—হরকুমার ঠাকুর-সংকলিত ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যবস্থা-গ্রন্থ। বহুবিধ পুরাণ তন্ত্রাদি অবলম্বনে ইহাতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি, শিলালক্ষণ, পূজ্যাপূজ্য শিলা, চিহ্নানুসারে শিলার নাম, পূজাবিধি, মহাস্নান প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে।

শিশু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিশুদের সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা লইয়া এই গ্রন্থটি সংকলিত (১৩১০ বঙ্গাব্দ)। কবিতাগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে,—বাৎসল্যভাবাশ্রিত—('জন্মকথা', 'খোকার রাজ্য'ও 'ভিতরে ও বাহিরে'); তত্ত্ব ও রসঘটিত—('খেলা', 'খোকা', 'ঘুমচোরা', 'অপযশ', 'বিচার', 'চাতুরী', 'নির্লিপ্ত', 'কেন মধুর'); শিশুবোধ—('প্রশ্ন', 'সমব্যথী', 'ব্যাকুল', 'সমালোচক', 'জ্যোতিষশাস্ত্র', 'বৈজ্ঞানিক') এবং শিশু-কল্পনা—('বিচিত্র', 'মাষ্টারবাবু', 'বিজ্ঞ', 'ছোটবড়', 'বীরপুরুষ', 'বনবাস', 'মাতৃবৎসল', 'লুকোচুরি', 'রাজার বাড়ি', 'মাঝি', 'নৌকাযাত্রা', 'ছুটির দিন', 'দুঃখহারী' ও 'বিদায়')। প্রথম দুই শ্রেণীতে কবির কথা ও শেষ দুই শ্রেণীতে শিশুর কথা আছে।

শিশু ভোলানাথ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। কবির ভূমিকা—"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। ...প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়েই সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।" 'শিশু ভোলানাথ', 'শিশুর জীবন', 'দূর', 'দুই আমি', 'বাউল' ইত্যাদি কবিতা ইহাতে আছে।

শিশুশিক্ষা—মদনমোহন তর্কালংকার। তিন ভাগে সমাপ্ত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' কবিতাটি ইহারই অন্তর্গত।

শীতে উপেক্ষিতা—'রঞ্জন' এই ছদ্মনামে লিখিত রম্য রচনা। লঘু প্রবন্ধ, ইংরেজীতে ইহাকে Belles-lettres বলে। কোন এক শীতে লেখক ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই অকাল ভ্রমণের কাহিনী 'শীতে উপেক্ষিতা'র বিষয়বস্তু। ভাষা সংযত ও সুন্দর। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও মার্জিত রুচির পরিচায়ক।

শুক্রনীতি—মহর্ষি শুক্রাচার্য। সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। ইহাতে রাজনীতি, প্রজাপালন, সামন্তাদি রাজা, দণ্ডবিধি, আয়ব্যয়-ব্যবস্থা, শাসনপত্র, ভাগপত্র প্রভৃতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শুদ্ধিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। সংস্কৃত স্মৃতি-গ্রন্থ। অশৌচবিধি, সহমরণ, যোগ-সিদ্ধি প্রকরণ, নিত্যকর্মের বর্জনীয়তা, দ্রব্যশুদ্ধি, কুশপত্রদাহ ব্যবস্থা, তর্পণ বিধি, বৃষোৎসর্গাদি কর্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

শুভদা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গল্প (১৯৩৮)। শরৎচন্দ্রের কৈশোরে রচিত গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ইহাতে পরবর্তী কালে রচিত 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসটির কাহিনীর আদি রূপটি পাওয়া যায়।

শুভ-বিবাহ-তত্ত্ব—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধগ্রন্থ। বিবাহের উদ্দেশ্য, পাত্রীমনোনয়ন, সহধর্মিণীর সহ ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলশয্যা, বৌভাত, প্রীতিউপহার ইত্যাদি বিষয় লিখিত আছে। কুলনির্ণয়, জ্যোতিষোক্ত বিধি, বিবাহমন্ত্রের অনুবাদ, বিবাহ সংস্কার, পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাস, মনু, চরক প্রভৃতি আর্য ঋষিগণের ও ডারুইন, স্পেন্সার, সক্রেটিস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের মত আছে।

শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিতের কাব্য। শূন্যমূর্তি ধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম হইতে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর উদ্ভব, ধর্মের ঘর্ম হইতে প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা, যমরাজের বৃত্তান্ত, বারমাসি, মুক্তিস্নান প্রভৃতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে।

শূরসুন্দরী—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যগ্রন্থ (১৮৬৮)। মানসিংহ অপমানকারী উদয়পুরাধিপতিকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর অন্তঃপুরে 'নৌরোজা' স্থাপন করেন। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই রমণী। এই বাজারে উক্ত রাণার ভ্রাতৃকন্যা ও পৃথ্বিরায়ের পত্নী শূরসুন্দরীকে আনিয়া সম্রাট্ তাঁহার উপর অবৈধ অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিলে শূরসুন্দরী সম্রাট্‌কে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। বাদশাহ তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া আর কোন রাজপুত রমণীকে অন্তঃপুরে আনিবেন না বলিয়া অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেন।

শেষ খেয়া—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পগ্রন্থ। ইহাতে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক উপভোগ্য গল্প স্থান লাভ করিয়াছে।

শেষ প্রশ্ন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সামাজিক উপন্যাস (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থখানি 'ভারতবর্ষ' পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমস্যায় পূর্ণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ সংঘাতের ফলে এই দেশের আধুনিক নর-নারীর মধ্যে যে নব মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহার ব্যাখ্যা, বিচার ও বিশ্লেষণ গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। আশু গুপ্ত বিলাতফেরত প্রাচীন লোক। তিনি আত্মভোলা প্রকৃতির বিপত্নীক ব্যক্তি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিকেই বক্ষে ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিয়াছেন এবং কন্যা মনোরমাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী অজিতের সহিত মনোরমার বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইবার পর

আশুবাবু কন্যাকে লইয়া আগ্রায় বাস করিতে আসেন। আগ্রায় আসিবার পথে শিবনাথ নামে এক প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। শিবনাথ একাধারে কবি, সুগায়ক ও শিক্ষিত। সে প্রথমে আগ্রাতেই অধ্যাপনা করিত, পরে তাহাকে উহা ছাড়িয়া দিতে হয়। কলেজ ছাড়িয়া যে সময় সে একটি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল সেই সময় আশুবাবুর সহিত তাহার আলাপ। শিবনাথ রুগ্ণা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কমল নামে এক অপরূপ সুন্দরী দাসীকন্যাকে শৈবমতে বিবাহ করে। এই বিবাহ ব্যাপারে শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু শিবনাথ ইহার জন্য আদৌ লজ্জিত ছিল না। সে পরিচয়ের পর হইতে নিয়মিতভাবে আশুবাবুর বাড়িতে যাতায়াত শুরু করিল এবং তাহার প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্যই মনোরমা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অজিত ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আগ্রায় আসিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সে বুঝিতে পারিল, মনোরমার চিত্তে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সময় অজিত কমলকে দেখিল। কমল ও শিবনাথের প্রেমে তখন ভাঙন ধরিয়াছে। অজিত বিদুষী ও অসামান্যা সুন্দরী কমলকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। ইহার কিছুকাল পরেই শিবনাথ ও কমলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল। আর্টিস্ট শিবনাথ, প্রেমিক শিবনাথ মনোরমাকে লইয়া মত্ত হইল। কমল ইহার জন্য বিন্দুমাত্র অভিযোগ করিল না। পরে জানা গেল যে মনোরমা ও শিবনাথ বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অজিত ও কমল অজিতের অমৃতসরের বাড়িতে গিয়া থাকিবার সংকল্প করিল। ইহার মধ্যে অধ্যাপক অবিনাশের বিধবা শ্যালিকা নীলিমা ও পরহিতব্রতী রাজেনের চরিত্রও পার্শ্বচরিত্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শেষ রক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ণাঙ্গ নাটক (১৯২৮)। 'গোড়ায় গলদ' ভাঙিয়া এই নাটকখানি রচিত হয়।

শেষ সপ্তক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪২ বঙ্গাব্দ)। এই কাব্যগ্রন্থের সব রচনাই গদ্যকবিতা।

শেষের কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রোমান্টিক উপন্যাস (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। এই উপন্যাসে অবশ্য রোমান্সের উপর কাব্যধর্ম ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আধুনিকতাবাদী অমিত রায়ের সঙ্গে লাবণ্যের পরিচয় হয় শিলং পাহাড়ে। মোটরে মোটরে ধাক্কা লাগায় সেই পরিচয়ের সূত্রপাত। সেই পরিচয় ক্রমশঃ গভীর ভালবাসায় পরিণত হইল। অমিত 'নিবারণ চক্রবর্তী' ছদ্মনামে আধুনিক কবিতা লিখিত। সে নানা কবিতা রচনা করিয়া লাবণ্যকে শুনাইতে লাগিল। অমিত লাবণ্যর নাম দিল 'বন্যা', লাবণ্য অমিতর নাম দিল 'মিতা'। ক্রমশঃ লাবণ্য ও অমিতর মধ্যে বিবাহের কথা হইল। এই সময়ে অমিতর কোন বন্ধুর অত্যুগ্র আধুনিকতাবাদী ভগিনী কে. টি মিত্তির দলবল লইয়া শিলংএ আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের সহিত অমিতকে চেরাপুঞ্জি যাইতে হইল। চেরাপুঞ্জি হইতে ফিরিয়া অমিত আর লাবণ্যর কোন সন্ধান পাইল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে, লাবণ্য শোভনলাল নামে তাহার এক গুণমুগ্ধকে বিবাহ করিয়াছে। শোভনলালের সঙ্গে তাহার পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। পূর্বে লাবণ্য তাহাকে উপেক্ষা করিলেও, শেষে তাহাকেই সে বিবাহ করিল। লাবণ্য চিঠি লিখিয়া অমিতকে এই সংবাদ দিল। চিঠির সহিত একটি দীর্ঘ কবিতা ছিল। লাবণ্যের কবিতাটিতে লাবণ্য লিখিয়াছিল, বিবাহিত জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে সে তাহার ও অমিতর প্রেমকে ম্লান করিতে পারিবে না, সেইজন্যই সে আর একজনকে বিবাহ করিল।

শেষের পরিচয়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৩৩৯)। শরৎচন্দ্র উপন্যাসটি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। শ্রীমতী রাধারানী দেবী ইহার সম্পূর্ণতা সাধন করেন। পূর্বার্ধের সহিত উত্তরার্ধের সামঞ্জস্য বজায় রহিয়াছে। ইহার নায়িকা সবিতা স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিল,—স্বামী ব্রজবাবু কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে ক্ষমা করিয়াছেন, কন্যা রেণু অভিমানে মাতার প্রতি বিমুখ হইয়াছে। ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ গ্রন্থটির উপজীব্য।

শৈশব-সংগীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। মধ্যকৈশোর কালের কয়েকটি মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ছোট ছোট গাথা।

শোধবোধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্য। 'কর্মফল' নামক কবির গল্প অবলম্বনে ইহা রচিত।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

শ্যামলী—১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি প্রায় সবই গদ্যকবিতা। ২। নিরুপমা দেবী। উপন্যাস (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। একটি বোবা-কালা মেয়ের বিবাহিত জীবনের জীবনালেখ্য। স্বামীর প্রেম এই মেয়েটির জীবনকে কীভাবে সফল করিয়া তুলিয়াছে তাহার নিপুণ রূপায়ণ এই উপন্যাসখানি। বইখানি নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছে।

শ্যামা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নৃত্যনাট্য (১৯৩৯)। কবির একটি পূর্ব কবিতা অবলম্বনে ইহা রচিত।

শ্রাদ্ধতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-কৃত সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। শ্রাদ্ধনিয়ম ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

শ্রাবণী—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩০৪ সাল)। ইহা বর্ষার কবিতা। কোন কোন কবিতার উপর রবীন্দ্রনাথের চৈতালীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবিতাগুলির কোন কোনটির মধ্যে যেমন সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি কোন কোন কবিতায় পুরানো টপ্পা গানের সুরও পাওয়া যায়।

শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ভবভূতির উত্তরচরিত, বীরচরিত ও মালতীমাধব—এই তিনখানি কাব্য ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীকান্ত—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুবৃহৎ উপন্যাস। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত।

১ম পর্ব—খেলার মাঠে শ্রীকান্তের সহিত ইন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন রাত্রে মাছ চুরি করিবার কারণ ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করায় সে তাহাকে অন্নদা দিদির কথা জানায়। ভগিনীকে হত্যা করিয়া তাহার স্বামী ফেরার হয়, পরে সে মুসলমান হইয়া সাপ-খেলা দেখাইয়া বেড়ায়। ইহার পর ইন্দ্রনাথ নিরুদ্দেশ হয় ও অন্নদার স্বামীর মৃত্যু হয়। শ্রীকান্ত ইহার পর রাজপুত্র বন্ধুর প্রমোদ-সভায় যায়। সেখানে পিয়ারী বাইজী তাহাকে বাড়ি ফিরিতে অনুরোধ জানায়। পিয়ারী তাহাদের গ্রামের রাজলক্ষ্মী। শ্রীকান্ত একদিন খেলাচ্ছলে বৈঁচির মালা দিয়া তাহাকে বরণ করিয়াছিল, সে প্রেম আজও সে ভুলিয়া যায় নাই। শ্রীকান্ত সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িল। কিন্তু ছোটবাঘিয়া গ্রামের রামবাবুর সহিত পরিচয় হইলে, এবং তিনি হঠাৎ পীড়িত হইলে, বাধ্য হইয়া তাহাকে সন্ন্যাসীদের দল ত্যাগ করিতে হইল। শ্রীকান্ত পীড়িত হওয়ায় পিয়ারী খবর পায় ও শ্রীকান্ত বাঁচিয়া যায়।

২য় পর্ব—রেঙ্গুনে চাকরি পাইয়া শ্রীকান্ত জাহাজে যাইবার কালে তাহার সহিত অভয়া ও তাহার গ্রামের লোক রোহিণীর পরিচয় হয়। অভয়া স্বামীর অন্বেষণে চলিয়াছিল। রেঙ্গুনে খুঁজিয়া প্রথমে অভয়ার স্বামীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল এবং সে শ্রীকান্তর ভয়ে অভয়াকে লইতে স্বীকৃত হইল। বাঙ্গালায় ফিরিয়া কিছুদিন রাজলক্ষ্মীর সহিত পাটনা, প্রয়াগ, কাশী ঘুরিয়া

শ্রীকান্ত দেশে ফিরিল। পরদিন রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে ফিরাইয়া লইতে গ্রামে আসে।

৩য় পর্ব—পাটনায় আসিয়া কিছুদিন জ্বরভোগের পর শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর জমিদারী গঙ্গামাটিতে আসিল। সেখানে সবাই ছোট জাত। সেখানে এক তরুণ সন্ন্যাসীকে রাজলক্ষ্মীর খুব ভাল লাগে। কিন্তু সন্ন্যাসী একদিন চলিয়া গেল। নায়েব কুশারী মহাশয়রা দুই ভাই। ছোট ভাই বহুনাথ হঠাৎ শিক্ষককন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া ফিরিল। কিন্তু সুনন্দা যে মুহূর্তে শুনিল সমস্ত সম্পত্তি পাপার্জিত, সেই মুহূর্ত হইতে সে অন্যত্র সংসার পাতিল। অবশেষে রাজলক্ষ্মী ইহাদের মিলন ঘটাইল। রাজলক্ষ্মী তীর্থে বাহির হইলে শ্রীকান্ত অভিমানবশতঃ অন্যত্র চলিল। পথে বন্ধু ব্যাণ্ডের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সে পীড়িত হইলে বাধ্য হইয়া শ্রীকান্তকে সেখানে থাকিতে হইল। কিন্তু ব্যাণ্ড বাঁচিল না। শ্রীকান্ত সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অসুস্থ হইল। সেই সময় তরুণ সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সে তাহাকে রাজলক্ষ্মীর নিকট পাঠাইয়া দিল। কিন্তু বার বছরের গাড়ির চালক পথ না জানায় তাহাকে বাধ্য হইয়া দরিদ্র চক্রবর্তীর গৃহে আশ্রয় লইতে হইল, শেষে সে সুস্থ হইয়া ফিরিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের অভিমান বুঝিল। তাহার উপর, রেঙ্গুন হইতে চাকরির জন্য শ্রীকান্তকে পুনরায় ডাকিয়াছে শুনিয়া সে আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

৪র্থ পর্ব—কাশী হইতে ফিরিবার পথে গ্রামসম্পর্কে রাঙা ঠাকুর্দার সহিত দেখা। তাহার প্রতি অত্যধিক আদরযত্নের কারণ সে পরে বুঝিল—যখন তাহার নাতনী পুঁটুকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিতে চাহিল। এ যাত্রায়ও রাজলক্ষ্মী টাকা দিয়া পুঁটুর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকান্তকে বাঁচাইল। আবার পথে—বন্ধু কবি গহরের সহিত দেখা। সে তাহার সহিত কমললতা বৈষ্ণবীর আলাপ করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী শুনিল ও কমললতাকে দেখিয়া খুশী হইতে পারিল না। গহরের অসুস্থতার সংবাদে শ্রীকান্ত গহরের নিকট আসিল, কিন্তু কমললতার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও গহর বাঁচিল না। মুসলমানকে সেবা করার অপরাধে কমললতা আশ্রমচ্যুত হইল। ভবঘুরে শ্রীকান্তকে এসব ব্যাপারে অভিভূত করিয়াছিল। কিন্তু সে আরো বেশী ব্যথা পাইল—যখন সে শুনিল, কমল তাহাকে ভালবাসে। কমলকে বৃন্দাবনের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া তাহার সহিত সাঁইথিয়া পর্যন্ত গিয়া শ্রীকান্ত আবার ফিরিল। এই রচনাখানি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া পরিগণিত। ইহা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন—বাসুলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—মালাধর বসু। কাব্য। ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্রের রূপ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীবাৎস্যচরিতম্—জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ। চট্টগ্রামের বর্তমান ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষগণ যে রাঢ় দেশ হইতে আগমন করিয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—['গীতা' দ্রঃ]। ছয়টি অধ্যায়ে এক একটি ষট্ক হইয়াছে। প্রথম ষট্কে কর্মযোগ, দ্বিতীয়ে জ্ঞানযোগ ও তৃতীয়ে ভক্তিযোগ লিখিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায় নয়টি টীকা ও ভাষ্য এবং অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামী কৃষ্ণপ্রসন্ন শাঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যের ব্যাখ্যাসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য। 'The Song Celestial' নামে ইংরেজী ভাষায় গীতার একখানি পদ্যানুবাদ Sir Edwin Arnold প্রকাশ করেন। বালগঙ্গাধর তিলক গীতার স্বকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—বেদব্যাস-কৃত সংস্কৃত পুরাণ-গ্রন্থ। ইহার বঙ্গানুবাদ বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। প্যারীমোহন সেন ইহার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত ['ভাগবত পুরাণ' দ্রঃ]।

শ্রীমধুসূদন—(১) মোহিতলাল মজুমদার। সমালোচনা গ্রন্থ। ইহাতে কবি মধুসূদনের কবিকৃতির অভিনব উৎকৃষ্ট মূল্যায়ন করা হইয়াছে। বাঙলা সমালোচনাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে ইহা গণ্য হইয়া থাকে।

(২) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। জীবনী নাটক (১৯৩৯)। কবি মধুসূদনের জীবনের বিশিষ্ট কাহিনী এবং ভাবধারা অবলম্বনে লিখিত বাঙলা জীবনী-নাটক।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ। দুইটি খণ্ডে সমাপ্ত। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের জীবনী এই পুস্তকে আছে।

শ্রী শ্রী রাজলক্ষ্মী—যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। রোমান্টিক উপন্যাস (১৩১২—১৯ বঙ্গাব্দ)। বোধ হয় ইহা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বৃহৎ উপন্যাস ও লেখকের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রায় একশত বর্ষ পূর্বে দেশে ও বিদেশে বাঙ্গালী-জীবনের ছবি ইহাতে জীবন্তরূপে ফুটিয়াছে। কর্তা শংকরীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীপ্রসাদ পরিবারবর্গের দুঃখে বিচলিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। প্রভুভক্ত গোয়ালা ভৃত্য রঘুদয়াল শংকরীপ্রসাদের পত্নী কাত্যায়নী, পুত্রবধূ যশোদা, কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ ও যশোদার কন্যা লক্ষ্মীর ভার গ্রহণ করে; কিন্তু শত্রুপক্ষের চক্রান্তে তাহাকে জেলে যাইতে হয় এবং স্বর্গীয় জমিদারের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির দুঃখের অবধি থাকে না। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা বাড়ি হইতে বিতাড়িত হন। নানা দুরবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহারা কাশীতে উপনীত হইয়া ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতে থাকেন। এদিকে ভবানীপ্রসাদ তখন পশ্চিমের এক সওদাগরের সহিত ভাগাভাগিতে ব্যবসায় করিয়া ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠেন। তিনি কাশীতেই ছিলেন। এই সময় পশ্চিমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভবানীপ্রসাদ অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। স্বর্গীয় জমিদারের পরিবারবর্গ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঘটনাচক্রে ভবানীপ্রসাদ তাঁহাদের দেখিতে পান। তখন সকলে সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কাত্যায়নী একবার লক্ষ্মীর ঝাঁপি হইতে শেষ সম্বল মোহর বাহির করিয়া অতিথি-সৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এতদিনে তাহার ফল ফলিল।

ষ

ষড়্দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

ষোড়শী—১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি গল্পের সমষ্টি (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। প্রথম গল্পের নামে গ্রন্থের নাম হইয়াছে।
২। এই নামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনাপাওনা' নামে উপন্যাসটি নাট্যরূপে রূপান্তরিত হয়।

স

সংকীর্তনামৃত—পদকর্তা দীনবন্ধু দাস সংকলিত বৈষ্ণব পদাবলী। ইহাতে দীনবন্ধুর নিজের ২৭০টি পদ এবং চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য কবিদের পদ আছে। মাঝে সংস্কৃত শ্লোক ও পয়ার যোজনা করিয়া রসের পর্যায় অব্যাহত রাখা হইয়াছে। ১৬৯৩ শকাব্দের লিখিত এক পুঁথি দেশবন্ধু কর্তৃক বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদকে প্রদত্ত হয় এবং অমূল্য বিদ্যাভূষণ কর্তৃক তাঁহা সম্পাদিত হয়।

সংবর্ত—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যগ্রন্থ (১৯৫৩)। 'সংবর্তের কতকগুলি কবিতা পুরানো কবিতার মার্জিত রূপ। ইঁহার 'যযাতি', 'উৎসর্গ' প্রভৃতি কবিতা প্রসিদ্ধ। এটি একটি পুরস্কার প্রাপ্ত পুস্তক।

সংবাদপত্রে সেকালের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থে লেখক প্রাচীন বাঙ্গালা ও ইংরেজী সংবাদপত্র অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি ও নানা ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক-রূপে প্রকাশিত হয় (২৮শে জানুয়ারী, ১৮৩১)। ১৪ই জুন, ১৮৩৯ হইতে পত্রিকা-খানি দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। সে যুগে ইহা একটি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয়।

সংসার—রমেশচন্দ্র দত্ত। উপন্যাস। 'The Lake of the Palms' নাম দিয়া গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার ইংরেজী অনুবাদ বাহির করেন। বিধবাবিবাহের অনুকূলে কয়েকটি সাংসারিক ঘটনা লইয়া ইহা রচিত।

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি আঠার জন ঋষির প্রণীত সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ-সংহিতা ইত্যাদিও সংহিতা নামে উক্ত।

(১) অত্রি-সংহিতা—বক্তা অত্রি, শ্রোতা মুনিগণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কর্মভেদ, প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত, দান, ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) বিষ্ণু-সংহিতা—বক্তা বিষ্ণু, শ্রোতা পৃথিবী। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের কর্মভেদ, রাজনীতি, রাজদণ্ড ব্যবস্থা, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ ব্যবস্থা, সাক্ষ্য, অগ্নি-পরীক্ষা, দ্বাদশবিধ পুত্রের বিবরণ, ধনবিভাগ, প্রেতকৃত্য, ভার্যা নিরূপণ, স্ত্রীধর্ম, পাপ ও নরক পরিচয়, প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রাদ্ধবিধি এবং দানমাহাত্ম্য প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) হারীত-সংহিতা—বক্তা হারীত, শ্রোতা মুনিগণ। বর্ণাশ্রম ধর্মের স্বরূপ ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(৪) যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রোতা মুনিগণ। চতুরাশ্রম, রাজকার্য, দায়ভাগ, ধর্মাধিকরণ ও রাজদণ্ডের ব্যবস্থা, বানপ্রস্থাশ্রমীর কর্তব্য, ধান্যাদি নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত, আপদ্ধর্ম, সীমানিরূপণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) উশনঃ-সংহিতা—বক্তা উশনাঃ, শ্রোতা মুনিগণ। চতুর্বর্ণের কর্তব্য, শৌচাশৌচ নিরূপণ, পাঠাভ্যাসকাল, শ্রাদ্ধ, ভোজন, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রেতকার্যবিধি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৬) অঙ্গিরঃ-সংহিতা—চতুর্বর্ণের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) যম-সংহিতা—ইহাতে পাপ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

(৮) আপস্তম্ব-সংহিতা—বক্তা আপস্তম্ব, শ্রোতা ঋষিগণ। অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(৯) সম্বর্ত-সংহিতা বক্তা সম্বর্ত, শ্রোতা মুনিগণ। মানব কিরূপে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারে, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) কাত্যায়ন-সংহিতা—নিত্যকার্য-পদ্ধতি, শ্রাদ্ধ, হোম, সান্ধ্যোপাসনা, পঞ্চযজ্ঞ, বলি, অন্ত্যেষ্টি, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১১) বৃহস্পতি-সংহিতা—বক্তা বৃহস্পতি, শ্রোতা ইন্দ্র। দানের অসীম মাহাত্ম্য ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) পরাশর-সংহিতা—বক্তা পরাশর, শ্রোতা মুনিগণ। কলিযুগের চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রম, অশৌচ ও বিবাহবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, গোপালন, পাপমুক্তির উপায়, অগম্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৩) ব্যাস-সংহিতা—বক্তা বেদব্যাস, শ্রোতা মুনিগণ। সংস্কারবিধি, নিত্যকর্ম-পদ্ধতি, দানমাহাত্ম্য প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) শঙ্খসংহিতা—চতুবর্ণের কার্যবিধি, দশবিধ সংস্কার, অতিথিসেবা, ব্রহ্মচর্য, তর্পণ, মন্ত্রনিরূপণ, আচমনব্যবস্থা, স্থানভেদে দানের ফলে তারতম্য, অশৌচবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, ব্রতাচার প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৫) লিখিত-সংহিতা—জলাশয়খনন ও পিণ্ডদান মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধকার্য, পতিত শবস্পর্শ ও শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহবিধান, শুদ্ধিব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬) দক্ষ-সংহিতা—দ্বিজগণের দৈনন্দিন কর্তব্য, কার্যাকার্যনিরূপণ, স্ত্রীজাতির কর্তব্য কর্ম, শৌচ, অশৌচ, ইন্দ্রিয়জয় ব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) গৌতম-সংহিতা—ব্রাহ্মণের পালনীয় বিবিধ বিধান, চতুরাশ্রমের পার্থক্য, বর্ণসংকরোৎপত্তি, বেদাধ্যয়ন, স্নাতক ব্রতধারীর কর্তব্য, চতুর্বর্ণের কার্যভেদ, দণ্ডবিধি, অধ্যয়নের নিষিদ্ধ কাল, পাপ ও তদনুযায়ী ব্যাধি, সংসর্গনিরূপণ, প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা, দায়ভাগ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৮) শাতাতপ-সংহিতা—পাপকর্ম অনুযায়ী ব্যাধির উৎপত্তি, প্রায়শ্চিত্ত, পাপ অনুযায়ী মৃত্যু, দৈবক্রমে নিহত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য দানের ব্যবস্থা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(১৯) বশিষ্ঠ-সংহিতা—ধর্মনিরূপণ, রাজার কর নিরূপণ ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কার্য, সুদগ্রহণ ব্যবস্থা, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি, সপিণ্ড, অশৌচ, ঋতুমতী নারীর নিষিদ্ধ কার্য, পরিব্রাজকের কর্তব্য, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন, উপনয়নবিধি, দত্তকগ্রহণ ব্যবস্থা, ব্যবহারশাস্ত্র, দ্বাদশ প্রকার কার্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

(২০) মনু-সংহিতা—যথাস্থানে দ্রঃ।

সংগীত ও সংস্কৃতি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। সংগীত ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা-পুস্তক (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)।

সংগীততরঙ্গ—রাধামোহন সেন। সংগীত-বিজ্ঞান। ইহাতে বাংলা পদ্যে রাগ-রাগিণী গ্রাম, সংগীতের প্রকারভেদ, মাত্রা ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্র অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে।

সংগীত-দামোদরম্—শুভংকর-প্রণীত দুর্লভ সংস্কৃত সংগীত-শাস্ত্র। ইহাতে বিবিধ রাগ-রাগিণীর রূপ, লক্ষণ ও তালসমূহের তালাঘাত ও মাত্রা নির্ণয় প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। বাচস্পত্য অভিধান ও শব্দকল্পদ্রুমে ইহা হইতে বহু প্রামাণিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

সংগীতপারিজাতম্—অহোবল প্রণীত সংগীত শাস্ত্র। ইহাতে রাগ-রাগিণীর রূপ-লক্ষণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। তালাধ্যায়টি কাহারও মতে প্রক্ষিপ্ত।

সংগীত-রত্নাকরম্—সারঙ্গদেব (অথবা শার্ঙ্গী)-রচিত বৃহৎ সংস্কৃত সংগীত-শাস্ত্র। উক্ত গ্রন্থে মার্গী ও দেশী সংগীতের প্রকারভেদ, রাগরাগিণীর রূপলক্ষণ, তাললক্ষণ ও প্রস্তাব প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই বিরাট্ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। বোম্বাই হইতে ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংগীত-শতক—বিহারীলাল চক্রবর্তী গীত (১২৬৯ সাল)। প্রণয়মূলক সংগীত। কতকগুলি গানের ঠাঁটে বাঁধা, কতকগুলি দীর্ঘতর রচনা। ইহাদের মধ্যে গীতিকবিতার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়।'

সংগীতসার—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সংগীতগ্রন্থ। ঔপপত্তিক (Theoretical) ও

ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical), এই দুই ভাগে এই গ্রন্থ বিভক্ত। সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্র অবলম্বনে আর্যসংগীতের বিশেষত্ব ও মূলতত্ত্ব বিশদভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী সংগীতের বিবরণ, বিবিধ গানের পার্থক্য, সেতার শিক্ষা ও পরিশেষে স্বরলিপির সাহায্যে রাগরাগিণীর আলাপ ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

সতী কি কলঙ্কিনী?—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক। অপর নাম 'কলঙ্কভঞ্জন'।

সতী-নাটক—মনোমোহন বসু। পৌরাণিক নাটক। প্রজাপতি দক্ষ জামাতা শিবের প্রতি রুষ্ট হইয়া শিবহীন যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন। এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে ইহা লিখিত। ইহাতে শান্তিরাম নামে এক ভক্ত পাগলের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

সতী-ময়না—দৌলৎ কাজী। কিছু অংশ কবি আলাওলের রচনা। আনুমানিক ১৬৩৮ রচনাকাল। তিনটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে রাজা লোর সুন্দরী স্ত্রী ময়নাবতীকে ছাড়িয়া চন্দ্রানী'র (বিবাহিতা স্ত্রী) কাছে যায় এবং উভয়ের বিবাহ হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নার বিরহবর্ণনা। তৃতীয় খণ্ডে লোরের ময়নার কাছে প্রত্যাগমন।

সদ্ভাবশতক—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। কবিতা-গ্রন্থ। প্রকৃতি, সুনীতি, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে ইহাতে একশতটি কবিতা আছে। প্রথম সংস্করণে কবিতা-সংখ্যা একশত থাকিলেও পঞ্চম সংস্করণে উহা দাঁড়ায় ১৩৬টি। অনেকগুলি কবিতাই পারসীক কবি হাফেজের মর্মানুবাদ।

সধবার একাদশী (নাটক)—দীনবন্ধু মিত্র। সামাজিক নাটক (১৮৬৬)। ধনিপুত্র অটলবিহারী স্ত্রী কুমুদিনীকে উপেক্ষা করিয়া মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং কাঞ্চন নামে এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়। উচ্চশিক্ষিত মাতাল নিমচাঁদ দত্ত তাহার এই সকল কার্যের সহায়ক। অটল একদিন মেয়েদের মজলিসের মধ্য হইতে গোকুলবাবুর স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরীকে ধরিয়া আনিবার জন্য এক হিজড়াকে নিযুক্ত করিলে সে ভ্রমক্রমে কুমুদিনীকেই ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া আসে। এই ঘটনার ফলে নিমচাঁদ ও অটল প্রহৃত হয়। অতঃপর তাহারা বাগানে পলায়ন করে এবং তথায় অটল মদ্যপান করিতে চাহিলে নিমচাঁদ বলে—"মাতালের মান তুমি গণিকার পতি, 'সধবার একাদশী' তুমি যার পতি"। নিমচাঁদের অদ্ভুত চরিত্রই এই গ্রন্থের প্রধান সম্পদ। সে জ্ঞানপাপী। উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কিরূপ অধঃপতন ঘটে তাহা দেখানই নিমচাঁদ ও অটলের চরিত্রসৃষ্টির উদ্দেশ্য।

সন্দীপন পাঠশালা—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস। ইহা গ্রামের শিক্ষকজীবনের নিপুণ আলেখ্য।

সন্ধ্যাসংগীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৮৮২)। কবির ইহা নবযৌবন যুগের কাব্য। প্রথম সংস্করণে ইহাতে পঁচিশটি কবিতা ছিল। "স্থান কাল এবং কবিচিত্তের অবস্থা অনুসারে সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলিতে চারিটি স্তর দেখা যায়।"

সন্ন্যাসিনী (বা মীরাবাই)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। নাট্যকাব্য। রানা কুম্ভ বিষ্ণুপ্রেমমুগ্ধা মীরাকে বিবাহ করিয়া কাত্যায়নীর পূজা করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলে তিনি সন্ন্যাসিনী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, পরে কুম্ভ শ্রুতিকে বিবাহ করেন। শ্রুতি রত্নসিংহের প্রতি অনুরক্তা ছিল। উদয়সিংহ পিতা কুম্ভকে হত্যা করিলে সহমরণে যাইবার কালে শ্রুতির সহিত রত্নসিংহের সাক্ষাৎ হয়। রত্নসিংহ প্রণয়ে হতাশ হইয়া দেহত্যাগ করে। ইহাতে কতকগুলি সুন্দর গীত আছে।

সপ্তসতী—চণ্ডীগ্রন্থের অপর নাম। কারণ ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৭০০।

সপ্তশ্লোকী গীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

সবুজপত্র—প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত মাসিক-পত্রিকা। প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৩২১ বৈশাখে।

সমাজ—রমেশচন্দ্র দত্ত। সামাজিক উপন্যাস। 'সংসার' ও 'সমাজ'—লেখকের এই দুইটি সামাজিক উপন্যাস।

সমাজ-তত্ত্ব—পূর্ণচন্দ্র বসু। সামাজিক আলোচনা-গ্রন্থ। হিন্দুসমাজের সহিত পাশ্চাত্ত্য সমাজের সমালোচনা করিয়া হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ হইতে কিরূপে নানা জাতির উদ্ভব হয়, আর্য সমাজের কৌলীন্য, কুললক্ষণ, বিবাহ, শিশুবিবাহের উপকারিতা ও অনুপকারিতা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্বন্ধনির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি। ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহাতে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বিবরণ, কৌলীন্য ও শ্রোত্রিয় লক্ষণ, মনুবংশাবলী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সঙ্কর, নবশাখ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, অগ্রদানীর বিবরণ, বংশমর্যাদা, কৌলীন্যের দোষ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সম্বর্ত-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

সরোজিনী নাটক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐতিহাসিক নাটক। এক মুসলমান চতুর্ভুজার মন্দিরে লুক্কায়িত থাকিয়া চিতোররাজ লক্ষ্মণসিংহকে বলে যে, তাঁহার কন্যা সরোজিনীকে দেবীর নিকট বলি দিলে ও বাদশপুত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে চিতোরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই আদেশ যে মুসলমানদের ষড়যন্ত্রপ্রসূত তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি আদেশ অনুযায়ী সরোজিনীকে বলি দিতে উদ্যত হন। কিন্তু বিজয়সিংহ নামক এক রাজপুত যুবক সরোজিনীকে উদ্ধার করেন। এই ঐতিহাসিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া নাটকখানি রচিত।

সাংখ্যকারিকা—ঈশ্বরকৃষ্ণ-প্রণীত সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। মহর্ষি কপিলের সাংখ্য-দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে আছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ নিরাকরণের উপায়, প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি, বিচার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখ-নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হয়—ইহাই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

সাংখ্য-দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার—যতীন্দ্রমোহন সিংহ। আলোচনা-গ্রন্থ। সাকার উপাসনার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহাতে বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতির অভিমতের সাহায্যে নিরাকারবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

সাকী ও সুরা—ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মানবমনের সূক্ষ্মানুভূতির বিশ্লেষণমূলক কাব্যগ্রন্থ; বর্তমান যুগের জড়বাদদর্শন ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাব ইহাতে পরিস্ফুট হইলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ মনীষিগণ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিয়াছেন।

সাগর থেকে ফেরা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। কাব্যগ্রন্থ (১৩৬৩ সাল)। ইহাতে জোনাকীমন, তোমাকে চিঠি, সাগর থেকে ফেরা, দোকান, কবি, আছে, শহর, জীবনানন্দ, জীবনের গান, বরং, প্রবাদ, শরৎ, সূর্যবীজ, দুপুর, ক্লান্ত, রাতজাগা ছড়া, শ্রীরাম প্রভৃতি ৩২টি কবিতা আছে। গ্রন্থটি 'সাহিত্য আকাদমী' এবং 'রবীন্দ্রপুরস্কারে' ভূষিত হইয়াছে।

সাগর-সঙ্গীত—চিত্তরঞ্জন দাশ। কাব্য। সাগরের অনন্ত রূপে মুগ্ধ কবি—সাগর সম্বন্ধীয় কতকগুলি কবিতা ইহাতে লিখিয়াছেন। 'Hindu Review'তে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ইংরেজীতে ইহার ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নাটক। কবির ইহাই শ্রেষ্ঠ নাটক। বৃদ্ধ পিতা সম্রাট সাজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া, ভাইদিগকে হত্যা করিয়া আওরংজেব সিংহাসন অধিকার করেন। কন্যা জাহানারা সাজাহানের সেবায় জীবনপাত করেন—এই ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত।

সাধের আসন—বিহারীলাল চক্রবর্তী। কাব্যগ্রন্থ। (১২৯৬ সাল)। ইহা বিহারীলালের শেষ রচনা। 'সারদামঙ্গলে'র পরিশিষ্টরূপে বিবেচিত হইতে পারে। উপসংহার ছাড়া ইহাতে দশটি সর্গ—'মাধুরী, গোধূলি ও নিশীথে, প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা, নন্দনকানন, অমরাবতীর প্রবেশ পথ, কে তুমি, মায়া, আনন্দদাত্রী দাবী, পতিব্রতা।'

সানাই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে 'অনসূয়া' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে।

সাবাস আটাশ—অমৃতলাল বসুর প্রহসন। কর্তৃপক্ষের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় অপমানিত আটাশ জন মিউনিসিপাল কমিশনর কার্য ত্যাগ করেন। ইঁহাদের প্রশংসা ও যাঁহারা কার্য ত্যাগ করেন নাই তাঁহাদের ব্যঙ্গ করিয়া ইহা লিখিত।

সাবিত্রী-তত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু। মহাভারতের সাবিত্রী-চরিত্র অবলম্বনে সাবিত্রীর জন্ম হইতে যমের সহিত কথোপকথন ইত্যাদি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সংযম, পতিভক্তি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

সামাজিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধসমষ্টি (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক ইয়োরোপের সামাজিক রীতি-নীতির তুলনায় এতদ্দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সামুদ্রিক শিক্ষা—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ। সামুদ্রিক লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিয়া ফল নির্ণয়, করতল ও রেখা দর্শনে ফল-বিচার প্রভৃতি গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সারদাতিলক—শঙ্কর-প্রণীত সংস্কৃত 'ভাণ' জাতীয় গ্রন্থ (১২শ শতক?)

সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী। কাব্যগ্রন্থ (১২৮৬ বঙ্গাব্দ)। বিহারীলালের ইহাই শ্রেষ্ঠ কাব্য। অন্তরবাসিনী কাব্য-লক্ষ্মীকে অন্তরে বাহিরে বিচিত্র কল্পনায় কবি যেভাবে ও যেরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই গ্রন্থে আঁকা হইয়াছে। ইহা একান্তভাবে আত্মগত কাব্য। পাঁচটি সর্গ আছে।

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, এ (Survey of Indian History, A)—সর্দার পানিক্কর। ইতিহাস-গ্রন্থ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আধুনিক বৃটিশ যুগ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের ভারতের ইতিহাসের একটা খসড়া এই গ্রন্থটিতে করা হইয়াছে। মাত্র তিনশ' পৃষ্ঠায় রচিত বলিয়া প্রত্যেকটি যুগের আলোচনা স্থানে স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। ভাষা ও বর্ণনার গুণে ইতিহাসটি সুখপাঠ্য।

সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। ইহাতে কবির ১১টি মূল প্রবন্ধ আছে, তাহার মধ্যে 'সাহিত্যের তাৎপর্য' 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্যের বিচারক' ইত্যাদি প্রবন্ধ আছে। ইহার একটি সংযোজন ও গ্রন্থপরিচয়ও আছে।

সাহিত্যদর্পণম্—বিশ্বনাথ কবিরাজ। সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থ। কাব্যের লক্ষণ, ব্যঞ্জনা, অভিধা, নায়কাদির লক্ষণ, কাব্য, মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য প্রভৃতির পার্থক্য; কাব্যের বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি ও দোষ, গুণ, অলংকার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

সাহিত্যসাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়-সম্পাদিত। খ্যাতনামা লেখক, লেখিকা ও কবির জীবনী। এক একজন সাহিত্যিক বা কবির জীবনী এক এক পুস্তিকায় প্রকাশিত। কয়েকটি জীবনী একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। এইরূপ আটটি খণ্ড আছে। সজনীকান্ত দাসের লিখিত ইহাতে কয়েকটি জীবনী আছে।

সিংহল বিজয়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নাটক (১৩২২)। বাঙলাদেশের সমসাময়িক যুগের স্বাদেশিকতার পরিচয় ইহাতেও বর্তমান।

সিন্ধুগাথা—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। গীতি-কবিতা। ডলফিন্‌স্ মোজ, বঙ্কিমচন্দ্র, আত্মেষা, শিখা, সমুদ্রস্নানে, সিন্ধু প্রভৃতি ৪৮টি কবিতা ইহাতে আছে।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতিই যে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ, এবং মুলরাজের নির্যাতন, ঝিন্দনের নির্বাসন, ছত্রসিংহের অবমাননা, ঝান্সী প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা—১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-দ্দৌলার জীবন-কথা। ইংরেজ ঐতিহাসিকের কৃপায় এদেশের অধিকাংশ মনীষী সিরাজদ্দৌলাকে দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলিয়া জানিত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বিবিধ ঐতিহাসিক পুঁথিপত্রের সাহায্যে এই গ্রন্থে সেই ধারণা দূর করিয়া সিরাজকে নিষ্কলঙ্ক ও শুদ্ধচরিত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ২। এই নামে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একখানি নাটক রচনা করেন। উহাতে সিরাজের চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ৩। লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্রবর্তীও সিরাজের জীবনকাহিনী অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করেন।

সীতা—১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে মিত্রাক্ষরে রচিত নাটক (১৩০৯ বঙ্গাব্দ)। এই পঞ্চাঙ্ক নাট্যকাব্যটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। গান নাই। ২। যোগেশ চৌধুরী। তাঁহার নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

সীতার বনবাস—১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরাণিক নাটক। রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত। সীতার বনবাস হইতে পাতাল-প্রবেশ পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' উত্তররামচরিত অবলম্বনে লিখিত গদ্যগ্রন্থ।

সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়ের তিন পত্নী ছিল—শ্রী, নন্দা ও রমা। শ্রীর কোষ্ঠীতে 'প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী হইবে' এইরূপ ফল থাকায় সীতারামের পিতা তাহাকে গৃহে আশ্রয় দেন নাই। শ্রীর অনুরোধে সীতারাম তাহার ভ্রাতা গঙ্গারামকে উদ্ধার করেন। ইহার পর সীতারাম শ্রীকে গ্রহণ করিতে চান, কিন্তু সে জ্যোতিষবাক্য স্মরণ করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া যায়। অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। সীতারাম এই সময় মহম্মদপুর নামে একটি নগর স্থাপন করিয়া গঙ্গারামের উপর নগররক্ষার ও চন্দ্রচূড় ঠাকুরের উপর শাসনের ভার দিয়া দিল্লী গমন করেন। সুযোগ বুঝিয়া ভূষণার ফৌজদার নগর আক্রমণ করিতে আসিলে গঙ্গারাম রমার পরামর্শে নগর ছাড়িয়া দিতে চায়। ওদিকে জয়ন্তী নামে এক সন্ন্যাসিনীর সহিত মিলিয়া শ্রী সন্ন্যাসিনী হয়। যে দিন নগর আক্রান্ত হয়, সেইদিন তাহারা তথায় গুরুদেবের আদেশে উপস্থিত হয় এবং জয়ন্তী নগর অরক্ষিত দেখিয়া গঙ্গারামের কাছে যায় ও ভয় দেখাইয়া একগাড়ি গোলা-বারুদ লইয়া আসে। ইতিমধ্যে সীতারাম আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় মুসলমানেরা পরাজিত হয়। বিচারে গঙ্গারাম শূলদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু শ্রীর সাহায্যে মুক্তি পাইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। শ্রী আসিয়া সীতারামের সহিত চিত্তবিশ্রামে বাস করিতে শুরু করে। ফলে রাজকার্যে বিশৃঙ্খলা হওয়ায় জয়ন্তী শ্রীকে স্থানান্তরিত করে। সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া জয়ন্তীকে প্রকাশ্য রাজসভায় বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু নন্দা আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে। সীতারাম হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কুলনারীদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। রাজ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ফৌজদার আবার নগর আক্রমণ করে। শ্রী, জয়ন্তী, সীতারাম, নন্দা, সন্তানদের সঙ্গে ভগবানের নাম করিতে

করিতে মোগলসেনা ভেদ করিয়া চলিতে থাকেন। গঙ্গারাম বিপক্ষ দলে ছিল। সে সীতারামের পথরোধ করিলে তরবারির আঘাতে মারা পড়ে। শ্রীর কৌশলে এই ভাবে কলে। শ্রী, জয়ন্তী, নন্দা ও সন্তানগণসহ সীতারাম মোগলসেনা ভেদ করিয়া অদৃশ্য হন। তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হয়।

সীতারাম রায়—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইতিহাস-গ্রন্থ। মুসলমান শাসনের কথা, সত্রাসিংহের বিদ্রোহ, সীতারামের জীবনী, কীর্তি, রাজ্যস্থাপন ও পতন প্রভৃতি বর্ণিত বিষয় জনপ্রবাদের আলোচনাসহ বর্ণিত হইয়াছে।

সুরধুনী-কাব্য—দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য। হিমালয়-কন্যারূপে গঙ্গাকে বর্ণিত করিয়া, যে সব পথ দিয়া গঙ্গা স্বামী সাগরের সহিত মিলিতা হইবার জন্য চলিয়াছেন, সেই সব পথের প্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যক্তির পরিচয়।

সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়—ঈষৎ ব্যঙ্গ ও কৌতুকের সুরে বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের আলোচনা। অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত। দুই খণ্ডে সমাপ্ত (১৯৩৩—৩৪)।

সুরুচির কুটীর—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শিক্ষাত্মক উপন্যাস (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। আত্মসংযম, গৃহস্থালী, সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

সুরেন্দ্রবিনোদিনী—উপেন্দ্রনাথ দাস। নাটক। সুরেন্দ্র ও বিনোদিনী যৌবনের প্রারম্ভে উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। বিনোদিনীর পিতামহ উভয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিনোদিনীর পিতৃস্বসৃপুত্র হরিপ্রিয় কৌতুকক্রমে উভয়ের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিলে চিরবিচ্ছেদের উপক্রম হয়। পরে সন্দেহ দূর হইলে উভয়ের বিবাহ হয়।

সুশ্রুত সংহিতা—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-সম্পাদিত চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে বিবিধ ব্যাধি ও সেগুলির চিকিৎসার উপায়-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

সৃষ্টি—চন্দ্রশেখর বসু-সংগৃহীত ধর্মগ্রন্থ। ইওরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত এক করিয়া ইহাতে অব্যক্ত হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সৃষ্টিবিবরণ, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রথমে অচেতন পরে উদ্ভিদ্, শেষে মনুষ্য সৃষ্টির বিবরণ, ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, পরমেশ্বর এই সৃষ্টির নিয়ন্তা, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের কথিত আধ্যাত্মিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর একই পদার্থ প্রভৃতি বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সেঁজুতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)।

সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু। প্রবন্ধ-পুস্তক (১৮৭৪)। ইওরোপীয় সভ্যতা আমদানির পূর্বে এদেশের সামাজিক অবস্থা ও রীতিনীতি কিরূপ ছিল এবং পরানুকরণ-মোহে এখনই বা তাহা কিরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। ইহার অনেকগুলি কবিতায় রূপকথার ও রূপকের স্পর্শ আছে। 'সোনার তরী', 'শৈশব-সন্ধ্যা', 'বিম্ববতী', 'নিদ্রিতা', 'হিং টিং ছট্', 'পরশ-পাথর', 'যেতে নাহি দিব', 'অনাদৃত', 'পুরস্কার' ইত্যাদি কবিতাগুলি আছে।

সোমপ্রকাশ—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮ সোমবার। ইহা সে যুগের একখানি অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল।

সো মেনি হাঙ্গারস্ (So Many Hungers)—ভবানী ভট্টাচার্য। ইংরেজীতে লেখা উপন্যাস। যুদ্ধোত্তর ভারতে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল তাহার জীবন্ত চিত্র।

স্কন্দপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেণ্টস্ উইদ ট্রুথ, দি (Story of My Experiments with Truth, The)—মহাত্মা গান্ধী-রচিত আত্মজীবনী (১৯২৪)। ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহার বঙ্গানুবাদ আছে।

স্ত্রী চরিত্র—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। সামাজিক গ্রন্থ। স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতির সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে যে বিশ্বকার্য নির্বাহিত হয়, তাহা ছাড়া স্ত্রীজাতির স্বভাব, কার্যাদি, দয়া, ধর্ম, প্রতিহিংসা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

স্নেহলতা—স্বর্ণকুমারী দেবী। বাঙ্গালী মহিলা-রচিত সর্বপ্রথম উপন্যাস। স্বর্ণলতা অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীনা হয় এবং তাহার সেনোমশাই জগৎবাবু তাহাকে তদবধি পালন করেন। স্নেহলতার মাসীমা কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতেন না। জগৎবাবু নিজ পুত্রের সহিত স্নেহলতার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাহাতে সম্মত হন নাই। অবশেষে কুঞ্জবাবুর পুত্র মোহনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে তাহাকে নানাবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। তখন মোহন স্নেহলতাকে জগৎবাবুর নিকট রাখিয়া রুড়কিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে চলিয়া যায়। ইহার কিছুকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। আধুনিকতার সমস্যা লইয়া ইহাই প্রথম উপন্যাস রচনা।

স্বদেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ-পুস্তক। স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহাই রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

স্বদেশ ও সাহিত্য—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ-গ্রন্থ। 'আমার কথা', 'স্বরাজ সাধনায় নারী', 'শিক্ষার বিরোধ ও সামাজ' এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া তিনি এই গ্রন্থে সাহিত্য ও সমাজের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

স্বদেশী সমাজ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ-পুস্তক। বর্তমান সমাজ ও ধর্মের বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেশবাসীকে দেশের উন্নতির জন্য একতা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে।

স্বপন পসারী—মোহিতলাল মজুমদার। কাব্যগ্রন্থ।

স্বপ্নপ্রয়াণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্য-গ্রন্থ (১৮৭৫)। এই কাব্যটিতে রূপকথার সঙ্গে রূপক জড়াইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ইহা "একটি রূপকের রাজপ্রাসাদ"। মনোরাজ্য প্রয়াণ, মঙ্গলপুর প্রয়াণ, বিলাসপুর প্রয়াণ, বিষাদপুর প্রয়াণ, রসাতল প্রয়াণ, সমর-প্রয়াণ, শান্তি-প্রয়াণ, ইত্যাদি সাতটি সর্গে কাব্যটি বিভক্ত। এখানে সুপ্তিমগ্ন কবিচিত্ত নিরুদ্দেশের সন্ধানে বাহির হইয়া প্রথমে মনোরাজ্যে গেলেন।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত কাল্পনিক রচনা। পাণিপথের যুদ্ধে আহম্মদ শাহ জয়লাভ না করিয়া যদি পরাজিত হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে কিভাবে হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত এবং ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাস কি ভাবে পরিবর্তিত হইত—তাহাই কল্পনা করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হয়।

স্বর্ণলতা—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পারিবারিক উপন্যাস। শশিভূষণ ও বিধুভূষণ দুই ভাই। সরলা বিধুভূষণের পত্নী, শশিভূষণের পত্নী প্রমদা। সরলা শান্তস্বভাবা; প্রমদা মুখরা, স্বার্থপরায়ণা। প্রমদার চক্রান্তে উভয় ভ্রাতা পৃথক্ হইলে বিধুভূষণকে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় যাইতে হয়। বিধুভূষণ কলিকাতায় চাকরি করিয়া অর্থ পাঠাইতেন; কিন্তু সে টাকা সরলার হাতে পড়িত না। প্রমদার ভ্রাতা গদাধরচন্দ্র সরলার পুত্র গোপালের নাম সহি করিয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করিত। এদিকে দুঃখে কষ্টে সরলা প্রাণত্যাগ করিলেন। বিধুভূষণ পুত্র গোপালকে আনিয়া কলিকাতার স্কুলে ভরতি করিয়া দেন এবং নিজে কর্মসূত্রে ঢাকায় গমন করেন। কলিকাতায় থাকিপুত্র

হেমের সহিত গোপালের পরিচয় হয়। গোপাল ও স্বর্ণলতা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিল। পরে উভয়ের বিবাহ হয়। এদিকে শশিভূষণ তহবিল তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার হন। প্রমদা টাকা দিয়া শশিভূষণকে বাঁচাইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করিল না। শশিভূষণের জেল হইল ; প্রমদাও স্থানান্তরে যাইবার সময় নৌকাডুবি হইয়া সর্বস্বান্ত হইল। এই উপন্যাসের গদাধর ও গ্রাম্য বেহালা-বাদক নীলকমলের চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কতকাংশ 'সরলা' নামে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ইহার চিত্ররূপ আছে।

স্বর্ণসন্ধ্যা—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতা-সংগ্রহ। ইহাতে কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা আছে। তাহার মধ্যে অস্পৃশ্যের আবেদন, ভৃত্য, পল্লীশ্রী, শেষ চিঠি, বন্যা ইত্যাদি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী। ইতিহাস-গ্রন্থ। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা, স্পেন, ইটালী, ফিলিপাইন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ইতিহাস ও ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ান প্রভৃতির জীবনী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

স্বামী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাস। সৌদামিনীর মামা সৌদামিনীর শিক্ষার কোন ত্রুটি রাখেন নাই। জমিদারপুত্র নরেন্দ্র সৌদামিনীর মাতুলের সহিত দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে তর্ক করিতে আসিত। এই সময় সৌদামিনী নরেন্দ্রকে ভালবাসে। সৌদামিনীর সহিত বিপত্নীক পরম বৈষ্ণব ঘনশ্যামের বিবাহ হয়। স্বামীর প্রতি সৌদামিনীর অনাসক্তির সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্র সৌদামিনীকে লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করিল। অনুতপ্তা সৌদামিনী প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া বিহ্বলা হইল। নরেন্দ্র সৌদামিনীর স্বামিভক্তি দেখিয়া ও নিজের ভুল বুঝিয়া ঘনশ্যামকে কলিকাতায় আনাইল। ঘনশ্যাম সৌদামিনীকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিল। গ্রন্থখানি সৌদামিনীর আত্মকাহিনীরূপে লিখিত।

স্মর-গরল—মোহিতলাল মজুমদার। কাব্য-গ্রন্থ। ইহাতে কবির কয়েকটি সুবিখ্যাত কবিতা আছে।

স্মরণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থ (১৩১০ বঙ্গাব্দ)। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে কবিপত্নীর মৃত্যু হইলে ইহার কবিতাগুলি লেখা হয়। 'মিলন', 'নব পরিণয়', 'সন্ধান', 'বসন্ত' 'সম্ভোগ' ইত্যাদি কবিতা আছে।

হ

হংসগীতা—'নবগীত' দ্রঃ।

হজরত মোহাম্মদ—রামপ্রাণ গুপ্ত। জীবনীগ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদের জীবনী ও তৎকর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রচার এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হনুমানের স্বপ্ন—পরশুরাম। গল্পগ্রন্থ। (১৯৩৭)। মনীষী রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' ছদ্মনামে হাস্যরসাত্মক গল্পগুলি রচনা করিয়াছেন।

হ-য-ব-র-ল—সুকুমার রায়। কাব্যগ্রন্থ। অদ্ভুত রস ও হাস্যরসের সমন্বয়ে লিখিত কতকগুলি কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রধানতঃ শিশুদের জন্যই গ্রন্থটি পরিকল্পিত হইলেও ইহা বড়োদেরও উপভোগ্য।

হরতত্ত্বদীধিতিঃ—হরকুমার ঠাকুর। সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। বিবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাদি হইতে সংকলন করিয়া ইহাতে শৈব শাক্তাদি পঞ্চোপাসকের উপাসনা, দীক্ষা, গুরুলক্ষণ, নিত্যকর্ম, শিবলিঙ্গ পূজা, আচমন, পূজা, ন্যাসাদি, ধ্যান, নিত্যহোম, জপ, আশ্রমবিধি প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে কথিত হইয়াছে।

হরিদাস সাধু—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। জীবনী-গ্রন্থ (১২৯১ বঙ্গাব্দ)। পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে হরিদাস সাধু নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারই জীবনী ও কার্যাদি ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

হ রি ভ ক্তি বি লা স—গোপাল ভট্ট-কৃত বৈষ্ণব স্মৃতি-গ্রন্থ। ২০টি বিলাস অর্থাৎ অধ্যায়ে ইহা সম্পূর্ণ। সনাতন গোস্বামী সংক্ষেপে ইহা রচনা করিয়া গোপাল ভট্টকে প্রদান করিলে, তিনি পুরাণাদির মত উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃত ভাবে ইহা প্রচার করেন। ইহার অন্য নাম ভগবদ্ভক্তিবিলাস। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের কার্য, ধর্মাদি লিখিত হইয়াছে।

হরিভক্তি-রসামৃতসিন্ধু—রূপ গোস্বামী। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রান্তর্গত ভক্তিগ্রন্থ (১৪৬৩ শকাব্দ)। বহু শাস্ত্রের প্রমাণ ও উদাহরণ দ্বারা এই গ্রন্থের প্রত্যেক বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। কবি কর্ণপুর 'কৌস্তুভালংকারে' অলংকারের দশটি অবশ্যলেখ্য বিষয় থাকিলেও ভক্তিরসকে পল্লবিত না করায় গ্রন্থকার উক্ত রসকে শাখা-প্রশাখাসহ পল্লবিত করিয়াছেন।

হরিমঙ্গল—দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাব্যগ্রন্থ (১৩১১ বঙ্গাব্দ)। কতিপয় সংস্কৃত স্তব, ইংরেজী কবিতা ও অন্যান্য লোকের কবিতাসহ কবিরও কয়েকটি কবিতা ইহাতে সংকলিত হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র—অমৃতলাল বসু। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটকাবলম্বনে ইহা রচিত। ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। মনোমোহন বসুও এই নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

হরিষে বিষাদ—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপন্যাস (১৮৮৭)। গ্রাম্য পরিবেশে এক গ্রাম্য নারীর জীবন্ত কাহিনী ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে।

হসন্তিকা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইহা একটি সরস কবিতার বই (১৩২৪ বঙ্গাব্দ)।

হস্তামলক—সংস্কৃত আত্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক শংকরভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব ও পরমাত্মা যে এক, শুধু মোহবশে বদ্ধ ও পৃথক্ প্রতীয়মান হয়, তাহা ও আত্মার স্বরূপ ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৫৯—৬০ সালের বিখ্যাত রচনা।

হাঙ্গার (Hunger)—নুট হামসুন রচিত সুবিখ্যাত উপন্যাস।

হাটে বাজারে—বনফুল। উপন্যাস। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 'বনফুল' ছদ্মনামে গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে উপন্যাসটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

হাতেমতাই (আরায়েশমাহ্ ফিল)—পারস্যের রূপকথা গ্রন্থের অনুবাদ। ইমনের রাজপুত্র হাতেমতাই একটি স্ত্রীলোকের সাতটি সমস্যা পূরণের জন্য বহুবিধ ক্লেশ ভোগান্তে কি ভাবে সমস্যা পূরণ করেন, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হাম্বির—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। ঐতিহাসিক নাটক। রাজপুতবীর হাম্বিরের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত।

হারানিধি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সামাজিক নাটক (১৮৯০)। মোহিনীমোহনের সঙ্গে হরিশের বন্ধুত্ব ছিল। হরিশ জামিন হইয়া মোহিনীকে দশ হাজার টাকা আনিয়া দেয়। কিন্তু মোহিনীমোহন সে টাকা ফেরত না দিয়া নীলামে হরিশের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়। হরিশের জামাতা অঘোর চুরি করিয়া নিজের মৃত্যুসংবাদ প্রচার দ্বারা ছদ্মবেশে ভ্রমণকালে হরিশের অন্নে প্রতিপালিত নবর সহিত পরিচিত হয়। হরিশকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য অঘোর ও নব পরামর্শ করে। মোহিনীর রক্ষিতা কাদম্বিনীকে মোহিনী তাড়াইয়া দিলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে হরিশের পুত্র নীলমাধব তাহাকে রক্ষা করে। কাদম্বিনী আসিয়া নব ও অঘোরের সহিত

যোগ দিলে মোহিনীর চৈতন্যোদয় হয় ও সে সমস্ত সম্পত্তি হরিশকে ফিরাইয়া দিয়া নিজ কন্যার সহিত নীলমাধবের বিবাহ দেয়। হরিশের কন্যা সুশীলাও স্বামীকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

হারীতদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

হারীত-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

হাসুবানু—প্রবোধকুমার সান্যাল। উপন্যাস। হিন্দু-মুসলমান মিলনের পটভূমিকায় রচিত। ১৩৫৯—৬০ সালের ইহা অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস।

হিতপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গদ্য ও পদ্যে রচিত হিতোপদেশ। বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ অবলম্বনে লিখিত। ইহা প্রথমে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর পুস্তকখানি তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

হিতে বিপরীত—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রহসন। কৃপণ জহরি, ৬০ বৎসর বয়সে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হয়। পৌত্র কুঞ্জবিহারী কিছুতেই বৃদ্ধের নিকট হইতে টাকাকড়ি বাহির করিতে না পারিয়া, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য যাত্রার দলে একটি বালককে পাত্রী সাজাইয়া বিবাহ দিল। সেই বালক চাবি সংগ্রহ করিয়া টাকাকড়ি কুঞ্জকে দিলে বৃদ্ধের ভুল ভাঙ্গিল। কুঞ্জ সেই টাকা লইয়া আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিল।

হিতোপদেশম্—নারায়ণ বা কাহারও মতে বিষ্ণুশর্মা। সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি, এই চারিটি বিষয় গল্পচ্ছলে কোন রাজার পুত্রচতুষ্টয়কে শিক্ষাদানকল্পে গ্রন্থকার প্রধানতঃ পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দু আচারব্যবহার—মনোমোহন বসু। সামাজিক গ্রন্থ। হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা পূর্বে কিরূপ ছিল ও নব্য শিক্ষাপ্রভাবে কিরূপ হইয়াছে এবং ইহার প্রতিবিধানের উপায় প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুত্ব—চন্দ্রনাথ বসু। সামাজিক গ্রন্থ। হিন্দুধর্মের তাৎপর্য, 'সোঽহং' কথার অর্থ, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ও প্রতিমা পূজার তাৎপর্য প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা- রাজনারায়ণ বসু-কৃত বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম হইতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—ইহাও আলোচিত হইয়াছে।

হিমালয়—জলধর সেন। ভ্রমণকাহিনী। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনী ও গন্তব্য স্থানের বিবরণ ইহাতে সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

হিস্টরি অব বেঙ্গল (History of Bengal)—রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত বৃহৎ ইতিহাস-গ্রন্থ। ইহা দুইখণ্ডে সমাপ্ত।

হীরকচূর্ণ নাটক—অমৃতলাল বসু। নাট্যকারের প্রথম নাটক (১২৮২ বঙ্গাব্দ)। ইহা গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। প্রথম সংস্করণে নাম ছিল না।

হীরোজ্ অ্যাণ্ড হীরো ওয়ারশিপ (Heroes and Hero-worship)—কার্লাইল-রচিত কয়েকটি বক্তৃতা (১৮৪১)।

হুগলীর ইমামবাড়ী—স্বর্ণকুমারী দেবী। উপন্যাস। মহম্মদ মহসীন ও তদীয় বৈপিত্রেয়ী ভগিনী মন্নুর চরিত্র ইহাতে বর্ণিত।

হুতোম প্যাঁচার নক্শা—কালীপ্রসন্ন সিংহ। বাঙ্গালা ব্যঙ্গ-কাব্য (১৮৬২—৬৩)। কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষায় লিখিত। ইহাতে পূর্বকালের চড়ক, কবির গান, জামাই-ভাসান প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সমাজের দূষিত চিত্র প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় ইহা রচিত।

হেনরী, অষ্টম (Henry VIII) —শেক্স্‌পীয়ার-রচিত ঐতিহাসিক নাটক।

হেনরী, চতুর্থ (Henry IV, Parts I and II)—শেক্স্‌পীয়ার-রচিত ঐতিহাসিক নাটক।

হেনরী, পঞ্চম (Henry V, King), —শেক্স্‌পীয়ার-রচিত ঐতিহাসিক নাটক।

হেনরী, ষষ্ঠ (Henry VI, King, Parts I, II and III)—শেক্স্‌পীয়ার-রচিত বলিয়া অনুমিত ঐতিহাসিক নাটক।

হোমশিখা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কবিতা-গ্রন্থ। কতকগুলি অতি উচ্চশ্রেণীর কবিতা-সমষ্টি ইহাতে সংকলিত হইয়াছে।

হোয়াট আই ও টু ক্রাইস্ট (What I owe to Christ)—মিঃ সি. এফ্. এণ্ড্রুজ লিখিত। এণ্ড্রুজ তাঁহার জীবনে যীশুখ্রীষ্টের প্রভাব কতখানি অনুভব করিয়াছেন, তাহা সুন্দর সরল ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। দয়াধর্মের দিক্ দিয়া খ্রীষ্টধর্ম যে জগতের মধ্যে প্রধান, তাহাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন।

হ্যামলেট (Hamlet)- শেক্স্‌পীয়ার-রচিত বিয়োগান্ত নাটক (১৬০৩—০৪)। হ্যামলেট ছিল ডেনমার্কের যুবরাজ। তাহার পিতাকে তাহার কাকা ক্লডিয়াস বিষ দিয়া গোপনে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হ্যামলেটের বিধবা মাতা Gertrude দেবরকে বিবাহ করিয়া রানী হন। এই সময় হ্যামলেটের মৃত পিতার প্রেতাত্মা আসিয়া তাহাকে নিজের মৃত্যুর বিষয় সব কিছু বলে ও ইহার প্রতিশোধ লইতে আদেশ করে। হ্যামলেট আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞা করে। সে পাগল সাজে এবং লর্ড চেম্বারলেনের কন্যা Opheliaর প্রেমেই সে পাগল বলিয়া জানায়। পরে সে রাজার সামনে একটি নাটক অভিনয় করিয়া পিতার প্রেতাত্মা-প্রদত্ত কাহিনী যাচাই করিয়া লয়। রাজা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলেন। পরে হ্যামলেট রাজাকে মারিতে গিয়া Poloniusকে মারিয়া ফেলে। রাজা হ্যামলেটকে বিদেশে রাজনৈতিক কাজের অছিলায় পাঠান কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাহাকে মারিয়া ফেলা। কিন্তু জলদস্যুরা তাহাকে ধরে ও ডেনমার্কে পাঠাইয়া দেয়। ফিরিয়া আসিয়া হ্যামলেট দেখে Ophelia পাগল হইয়া ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার ভাই Laertes পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দেশে ফেরে এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে হ্যামলেটকে বিষাক্ত তরবারি দ্বারা আহত করে। মৃত্যুর আগে হ্যামলেট Laertes ও রাজাকে নিহত করে। Gertrude বিষপানে মারা যান। এই কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার ও অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত হরিরাজ নামক বাংলা নাটক রচনা করিয়াছেন।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

বিবিধ জ্ঞাতব্য

(১) সাধারণ

অ

অইনু—জাপানের আদিম জাতি। বর্তমানে উত্তর জাপানে, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে ও সাখালিন দ্বীপে এই জাতির লোকদের দেখা যায়। পুরুষে দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে, মেয়েরা উলকি পরে। মাছ ধরিয়া এই জাতি জীবন ধারণ করে। ইহাদের সহিত আচারে ব্যবহারে ও ভাষায় জাপানীদের অনেক পার্থক্য আছে। জাপানীরা এই জাতিকে পরাভূত করিয়া জাপানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

অওঘর—দশনামী সম্প্রদায়ের ব্রহ্মগিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়বিশেষ। গুজরাট অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোকদের দেখা যায়।

অক (Auk)—একজাতীয় পাখি। উত্তর ইউরোপের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে বাস করে। পূর্বে এই পাখির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারভেদে দুইটি শ্রেণী ছিল। তাহার মধ্যে বৃহদাকার অক বর্তমানে আর নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বৃহদাকারের অকের অবলুপ্ত ঘটে।

অকা—আমাদের উত্তর পূর্ব সীমান্তের প্রেতপূজক অসভ্য জাতি। ১৮২৮-এ ইংরেজদের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। ধনুর্বাণ প্রধান অস্ত্র। পরনে সামান্য মাত্র বস্ত্র। তাহারা উলকি পরে, গলায় পাথর ও হাড়ের মালা দেয়। মাথায় পাখির পুচ্ছ ধারণ করে। তাহারা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা মড়া পোড়ায় না, কবর দেয়।

অক্টারলোনি মনুমেণ্ট (Octerlony Monument)—কলিকাতায় গড়ের মাঠে অবস্থিত জেনারেল অক্টারলোনির স্মৃতিরক্ষার্থ স্মৃতিস্তম্ভ। ৩৫০০ পাউণ্ড ব্যয়ে ইহা নির্মিত হয়। ইহা ১৩৫ ফুট উচ্চ। এই স্তম্ভের মধ্যে সিঁড়ি আছে। বর্তমানে ইহার নাম 'শহীদ মিনার'।

অক্টোপাস (Octopus)—জলজন্তু-বিশেষ। ইহাদের শুঁড় আটটি। ঐ সকল শুঁড় দ্বারা ইহারা রক্তশোষণ করিতে পারে। ইহাদের চক্ষু বৃহৎ। ইহারা অতি হিংস্র-প্রকৃতি এবং মনুষ্য কিংবা অন্য কোন বধ্য-প্রাণীকে শুঁড়ের সাহায্যে ধরিয়া মারিয়া ফেলে। প্রশান্ত মহাসাগরে সবচেয়ে বড় অক্টোপাস দেখা যায়। বাহু ৩১৪ ফুট লম্বা হয়।

অক্টোবর (October)—ইংরেজী দশম মাস। কিন্তু প্রাচীন রোমকগণ ইহাকে অষ্টম মাস বলিতেন। 'অক্টো' শব্দের অর্থ অষ্টম। এই মাস রণদেবতা 'Mars' বা মঙ্গল কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রসিদ্ধি আছে।

অক্ষরেখা—শব্দাংশে দ্রঃ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Oxford University)—ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বেলিয়ল, মার্টন, ট্রিনিটি ও ক্রাইস্ট চার্চ প্রভৃতি বহু কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

অক্সাইড (Oxide)—কোন মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন মিশ্রিত হইলে ঐ মিশ্রিত পদার্থকে অক্সাইড বলে।

অক্সালিক অ্যাসিড (Oxalic acid)—একপ্রকার জৈবাম্ল বা organic acid. দেখিতে স্বচ্ছ ও সাদা। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে কস্টিক সোডা ও পটাশ মিশাইয়া কৃত্রিম উপায়ে ইহা তৈয়ারী হয়। কাপড় চোপড় রং করিতে ইহার দরকার হয়।

অক্সিজেন (Oxygen)—একপ্রকার বায়বীয় মৌলিক পদার্থ। ইহার বাংলা পরিভাষা 'অম্লজান'। প্রাণিগণের পক্ষে ইহা অত্যধিক প্রয়োজনীয়। ইহা বর্ণহীন, গন্ধ-হীন এবং স্বাদহীন। জীবগণের ইহা প্রাণবায়ু-স্বরূপ। ইহা বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ, পৃথিবীর মৃত্তিকাংশের এক-তৃতীয়াংশ এবং সমগ্র জলভাগের নয়ভাগের আটভাগ গঠন করিয়াছে। অন্যান্য পদার্থের সহিত যুক্ত হইলে ইহা অন্য আকার ও অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। অক্সিজেন ভিন্ন জলন-ক্রিয়া হইতে পারে না।

অগস্ত্য-যাত্রা—শব্দাংশে 'অগস্ত্য যাত্রা' এবং চরিতাবলীতে 'অগস্ত্য' ও 'বিন্ধ্য' দ্রঃ।

অগ্নিপ্রস্তর—ইহাকে অরণি প্রস্তর বা চকমকি পাথরও বলা হয়। ইহা একপ্রকার খনিজ পদার্থ। সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ অগ্নিপ্রস্তরের সাহায্যেই আগুন জ্বালাইত। ইওরোপে মধ্যযুগে গির্জা এবং প্রাসাদাদির প্রাচীরে এই প্রস্তর বসানো হইত।

অজায়ারজাম—ইংরেজীতে ইহাকে

কার্বনিক অ্যাসিড বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড বলা হয়। ইহার রাসায়নিক সংকেত CO_2। ইহা বর্ণহীন ও গন্ধহীন। সোডা-ওয়াটার, শ্যাম্পেন ও বিয়ার প্রভৃতি মত উক্ত বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। ইহা ১২ ভাগ কার্বন এবং ৩২ ভাগ অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত। ইহা অদাহ্য কিন্তু এই পদার্থের জন্য খনিতে প্রায়ই বিস্ফোরণ হইয়া থাকে। অম্লজান অপেক্ষা ভারী। অনেক সময় পুরানো জীর্ণ কূয়া ইত্যাদিতে ইহা জমা হইয়া থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাহাতে নামিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যবদ্বীপের বিষ-উপত্যকা ইহার জন্য কুখ্যাত।

অজগর—ইংরেজীতে এই বৃহদাকার সাপের নাম Python বা Boa Constrictor. ময়াল ও বোড়া এই দুই প্রধান জাতিতে বিভক্ত। ১০।১৫ ফুট হইতে এই সাপ ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে। অজগর, ছাগল, গরু, হরিণ, বাঘ ইত্যাদি জড়াইয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলে ও পরে ধীরে ধীরে গিলিতে থাকে। Reticulated Python পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাপ। অজগর এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। ইহারা ডিম পাড়ে।

অজন্তা (অজণ্টা)—মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। জলগাঁ স্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। অজণ্টা পর্বত পশ্চিমঘাটের শাখা পর্বত। এখানকার গুহামন্দির পৃথিবীবিখ্যাত। খ্রীঃ পূঃ ২—৭ শতাব্দীর মধ্যে গুহাগুলি ক্ষোদিত ও চিত্রশোভিত হয়। এখানে পর্বতগাত্র ক্ষোদিত করিয়া ২৫টি বিহার ও ৫টি চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের গৌরবে এই গুহাগুলি বিশেষ সমৃদ্ধ। বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী, জাতকে বর্ণিত বিষয় সকল এবং অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা বা সামাজিক বিষয় চিত্রিত হইয়াছে। ১৮১৭-এ ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৩-এ ফার্গুসন সাহেব একটি প্রবন্ধ লিখিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করেন। দুইবার চিত্রগুলির অনুলিপি প্রস্তুত হয়। কিন্তু লণ্ডনের ও কেনসিংটন প্যালেস দগ্ধ হইলে ঐ অনুলিপি-গুলি নষ্ট হয়। শেষবারে কয়েকখানি রক্ষা পাইলে গ্রিফীথস উহা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার পর লেডি হেরিংহাম ঐ চিত্রগুলির অনুলিপি প্রকাশ করেন। নিজাম সরকারের চেষ্টাতেও সব ছবি প্রকাশিত হয়। গুহার সংখ্যা ৩৯টি। গুহাগুলির তিনটি ভাগ—বারান্দা, উপাশ্রয় গৃহ (hall) ও গর্ভগৃহ।

অজ্ঞাত রাশি—সমীকরণস্থিত যে অক্ষরটির এক বা একাধিক মান সমীকরণের উভয় পক্ষকে সমানমানবিশিষ্ট করে, সেই অক্ষরটিকে সমীকরণের অজ্ঞাতরাশি বলে।

অটোগ্রাফ (Autograph)—অনেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই স্বাক্ষর সংগ্রহকেই 'অটো-গ্রাফ' বলে।

অটোয়া-চুক্তি—১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যচুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে বাহিরের দেশ অপেক্ষা উক্ত দেশগুলি বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা পাইবে। কানাডার অটোয়া নগরে এই চুক্তি হয়। ১৯৩৬-এ ভারতবর্ষ ইহা বাতিল করে।

অণু (Molecule)—যে কোন পদার্থের নিজস্ব ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাকে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করিলে ইহার প্রতিটি অংশকে অণু বলে। প্রত্যেক পদার্থের অণু একই প্রকারের; ভিন্ন পদার্থের অণু ভিন্ন প্রকারের।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)—ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখিবার যন্ত্র। ১৫৯০ খ্রীঃ জানসেন নামে ওলন্দাজ চশমা-প্রস্তুতকারক প্রথম এই যন্ত্র নির্মাণ করেন।

অতলান্তিক সনদ—১৯৪১-এ ১৪ই আগস্ট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মিঃ রুজভেল্ট অতলান্তিক মহাসমুদ্রে এক জাহাজে বসিয়া এক যুক্ত ইস্তাহার রচনা ও ঘোষণা করেন। ইহাতে এই ঘোষণা করা হয় যে, (১) কোনও দেশকে আক্রমণ করা হইবে না, (২) জনগণের ইচ্ছা ছাড়া কোনও স্থানের ভৌগোলিক পরিবর্তন করা হইবে না, (৩) প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ শাসনতন্ত্র নির্বাচন করিয়া লইবার অধিকার থাকিবে, (৪) যাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা আবার ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, (৫) পৃথিবীতে সকল স্থানে ব্যবসায় করিবার সকলের পূর্ণ অধিকার থাকিবে, (৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার সুযোগ দান ও (৭) নাৎসীবাদ ধ্বংসের পর সমগ্র জগতে পূর্ণ শান্তি আনয়ন। চার্চিল পরে ঘোষণা করেন যে ভারতের পক্ষে এই সনদ প্রযুক্ত হইবে না।

অতি-বেগুনী আলো—'আল্ট্রা-ভাই-ওলেট রে' দ্রঃ।

অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance)—ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় রাজাদিগের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা যদি স্ব স্ব স্বাধীনতা বর্জন করিয়া কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে কোম্পানি অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। ইহার শর্তানুসারে শর্তগ্রাহী কোন দেশীয় রাজা বাহিরের কোন শক্তির সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না এবং তাঁহাকে আপন ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য তাঁহার রাজ্যে রাখিতে হইবে। ইহাকেই অধীনতামূলক মিত্রতা বলা হয়। হায়দরাবাদের নিজাম এই প্রস্তাবে সর্বপ্রথম রাজী হন।

অনার্য জাতি—আর্যেতর জাতিকে অনার্য বলা হয়। আর্য বা সংস্কৃত ভাষাভাষী লোক ছাড়া অপর ভাষাভাষী লোককে অনার্য এই নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বেদে অনার্য শব্দ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অনার্য শব্দ আজকাল দ্রাবিড় ও মুণ্ডারীভাষী প্রাক্-আর্যদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। আর্যেতর লোক প্রাচীন ভারতে বশ্যতা স্বীকার করিয়া দাস-জাতিভুক্ত হয়। অথবা শত্রুতা করিয়া দস্যু নামে অভিহিত হইয়াছিল। অনার্য শব্দটি সাংস্কৃতিক পার্থক্য নির্দেশ করিত, জাতি বা বর্ণগত পার্থক্য বুঝাইত না। পরে জাতিগত পার্থক্য হিসাবে অনার্য শব্দ ব্যবহৃত হয় ও শূদ্রের সমনাম হয় অনার্য।

অনুক্রমণিকা—বেদের প্রাচীনতম সূচী বা নির্ঘণ্ট। ইহাতে প্রত্যেক সামের ১ম শব্দ, সামের সংখ্যা, ঋষির নাম, দেবতার নাম, ছন্দ ইত্যাদি লিপিত আছে।

অনুবাত পার্শ্ব—যে পাশে বাতাস লাগে না সেই দিক। ইংরেজীতে ইহাকে Lee-ward wind বলে।

অন্ত্র (intestines)—পাকস্থলী হইতে মলদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত নালীবিশেষ। ইহার দুইটি ভাগ—ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্র সাড়ে ছয় মিটার দীর্ঘ। বৃহদন্ত্র দেড় মিটার দীর্ঘ।

অন্ধকূপ হত্যা—নবাব সিরাজদ্দৌলার নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজেরা কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সুদৃঢ় করিতে থাকে এবং কৃষ্ণদাস নামে এক পলাতক প্রজাকে নবাবের প্রার্থনা সত্ত্বেও নবাবের হস্তে ফিরাইয়া দেয় নাই। তখন নবাব কলিকাতা আক্রমণ ও দখল করেন (১৭৫৬)। এই সময় ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করা হয়। মাণিকচাঁদ নামক এক কর্মচারীর উপর বন্দীদিগের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। তিনি তাহাদিগকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। নিদারুণ গ্রীষ্মে ও পিপাসায় ১২৩ জন বন্দীর মৃত্যু হয়; অবশিষ্ট ২৩ জনকে পরদিন অর্ধমৃত অবস্থায় বাহির করা হয়। এই ঘটনাই 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে খ্যাত। এই ঘটনা

হলওয়েল নামে এক সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন এবং প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যে কেহ এ ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' নামক গ্রন্থে নানা প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে ইহা অবিশ্বাস্য ও মিথ্যা বলিয়া প্রথম ঘোষণা করেন। হলওয়েলের বর্ণনা ছাড়া আর কোথাও এই ঘটনার উল্লেখ নাই। মৃতদের নামের তালিকা অসম্পূর্ণ। ১৮ ফুট স্থানে ১৪৬ জন লোককে কোন প্রকারে ধরানো যায়। ডালহাউসী স্কোয়ারে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' বা 'অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ' ছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় এই স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত হয়।

অপেরা (Opera)—গীতি-নাট্য। যে সকল নাট্যাভিনয়ে সংগীতেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেইগুলিকে 'অপেরা' বলে।

অপ্টোফোন (Optophone)—এক-প্রকার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধগণ পাঠাভ্যাস করিতে পারে। এই যন্ত্র ১৯১৪-এ E. Fournier d'Able কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

অফথালমিয়া (Ophthalmia)—শিশুদিগের চক্ষুরোগবিশেষ। যে সকল শিশুর পিতা অথবা মাতার গণোরিয়া প্রভৃতি যৌন ব্যাধি থাকে, তাহাদেরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদিগের চক্ষু অন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অবজারভেটরি (Observatory)—ইহার বাঙ্গালা নাম 'মানমন্দির'। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য এই সকল মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বা টেলিস্কোপ বসানো থাকে। দার্জিলিঙে এক স্থানে এইরূপ একটি মানমন্দির আছে। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মানমন্দির কালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত। এই মানমন্দিরের নাম Mount Wilson Observatory. ইহা ছাড়া শিকাগো, গ্রীনউইচ প্রভৃতি স্থানের মানমন্দিরও বিশেষ বিখ্যাত। সুদূর অতীতেও মানমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। উজ্জয়িনী নগরীতে এইরূপ একটি মানমন্দির ছিল। প্রাচীন যুগে ব্যাবিলন ও মিশরেও মানমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০ অব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী টলেমি সোটার (Ptolemy Soter) মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে একটি বিখ্যাত মানমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

অবলোহিত রশ্মি (Infra Red Rays) —লোহিত আলো হইতে দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মি। কোন বস্তুর উপর পড়িয়া ইহা উত্তাপ সৃষ্টি করিতে পারে। নানাবিধ পেশীর ব্যথায় ইহার প্রয়োগ উপকারী।

অবাল (Atoll)—বলয় আকারে প্রবাল দ্বীপকে অবাল কহে। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে অবাল দেখা যায়।

অভিজিৎ নক্ষত্র (Vega)—লিরা নক্ষত্রপুঞ্জের তারকা। ইহার দূরত্ব ২৬ আলোকবর্ষ। সূর্য হইতে ইহা ৫০ গুণ উজ্জ্বল। ব্যাস ২,০৭৮,৪০০ মাইল। সূর্য হইতে ১৬০৮ ও পৃথিবী হইতে ১৮,০০০,০০০ গুণ বড়।

অভ্র—খনিজ পদার্থ। ইহা ম্যাগনেশীয় পদার্থ মিশ্রিত মৃত্তিকাবিশেষ। খুব তাপেও অভ্র গলে না, তবে বিশিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গলানো যায়। কাচের পরিবর্তে অনেক স্থলে অভ্রের ব্যবহার আছে। ইলেকট্রিকের কাজে ইহার বিশেষ ব্যবহার আছে। ছোটনাগপুর, নেলোর প্রভৃতি স্থান অভ্রের খনির জন্য বিখ্যাত।

অমৃতবাজার পত্রিকা—কলিকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা। যশোহর জেলার অমৃতবাজার নামে গ্রাম হইতে ইহা প্রথমে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয় (১৮৬৮ ফেব্রুয়ারী)। তখন সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার ও হেমন্তকুমার ঘোষ। ১৮৭২-এ কলিকাতা হইতে উহা ইংরেজী ও বাংলায় বাহির হইতে থাকে। ১৮৭৮-এ উহা শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষায় বাহির হইতে থাকে। ১৮৯১ হইতে ইহা দৈনিক কাগজে রূপান্তরিত হয়।

অমৃতসরের সন্ধি—১৮৪৪-এ ইংরেজ এবং শিখদিগের মধ্যে লাহোরে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে ইংরেজগণ কাশ্মীর লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সর্দার গোলাব সিং কাশ্মীরের স্বত্ব ক্রয় করিয়া উক্ত (অমৃতসরের) সন্ধির শর্তানুসারে পুরুষানুক্রমে কাশ্মীরের শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন।

অম্লজান—অক্সিজেন (তাহা দ্রঃ)।

অয়নি-প্রস্তর—'অগ্নিপ্রস্তর' দ্রঃ।

অরোরা পোলারিস (Aurora Polaris)—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকট রাত্রি ও দিন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। রাত্রিকালে মেরুমণ্ডলের দিক্‌চক্রবালে একরকম উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই আলোক সাধারণতঃ চক্রস এবং গোলাকৃতি, কিন্তু সময় সময় অচঞ্চলও থাকে। নরওয়ের উত্তরাংশ হইতে উহা স্পষ্ট দেখা যায়। এই আলোকের নাম অরোরা পোলারিস বা মেরুজ্যোতি। উত্তরমেরুর আলোককে 'উদীচ্য উষা' বা 'অরোরা বোরিয়ালিস' এবং দক্ষিণ-মেরুর আলোককে 'অরোরা অস্ট্রেলিস' বলা হয়।

অর্গ্যান (Organ)—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের জন্মের ২৫০ বৎসর পূর্বে এই বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে গির্জাতে সমবেত সংগীতের সহিত ইহার বাদন প্রচলিত হয়। নিম্নে পৃথিবীর কতকগুলি বৃহৎ অর্গ্যানের বিবরণ দেওয়া হইল :—৬০ স্টপার ও ৮০০০ পাইপযুক্ত হার্লেমের অর্গ্যান, ১১০ স্টপারযুক্ত সেন্ট জর্জেস হলের অর্গ্যান, ১৫০ স্টপারযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইস অর্গ্যান, এ. সিডলে টাউন হলের ১২৬ স্টপারযুক্ত অর্গ্যান।

অর্থনীতি বা ধনবিজ্ঞান (Economics, Political Economy)—যে শাস্ত্রে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি বা অধোগতির বিশ্লেষণ করা যায়, সেই শাস্ত্রকে অর্থনীতি বলে। অর্থনীতিতে উৎপাদন (Production), বণ্টন (Distribution) ও বিনিময় (Exchange)—এই কয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

অলিম্পিক-ক্রীড়া (Olympic Games)—প্রাচীন গ্রীসের চারসালী ক্রীড়া-বিশেষ। গ্রীসদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ দেবতা Zeus-এর সম্মান উপলক্ষে প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে সাহিত্য, শিল্প, নাটক, অলংকার, গীতিবাদ্য এবং দৈহিক ক্রীড়াদির প্রতিযোগিতা হইত। অলিম্পিয়া দক্ষিণ গ্রীসের অন্তর্গত স্থান। এখানে জিউস অলিম্পিয়াস দেবতার মন্দির ছিল এবং মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে উৎসবাদি হইত বলিয়া ঐ নাম হয়। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে এই ক্রীড়া প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রাচীন অলিম্পিক-ক্রীড়ার অনুকরণে ১৮৯৬-এ এথেন্সে এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পুনরনুষ্ঠান হয়। এই অলিম্পিক-ক্রীড়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণ যোগদান করিয়া থাকেন। তারপর ইহা আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে এবং প্রতি চার বৎসর অন্তর এক একটি বিশিষ্ট নগরীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সে, ১৯০০—প্যারিসে, ১৯০৪—সেন্ট লুইয়ে, ১৯০৬—এথেন্সে, ১৯০৮—লণ্ডনে, ১৯১২—স্টকহোমে, ১৯২০—অ্যান্টোয়ার্পে, ১৯২৪—প্যারিসে, ১৯২৮—আমস্টার্ডামে, ১৯৩২—লস-এঞ্জেলেসে, ১৯৩৬—বার্লিনে, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খেলা হয় নি, ১৯৪৮—লণ্ডনে, ১৯৫২—হেলসিঙ্কিতে, ১৯৫৬—মেলবোর্নে, ১৯৬০—রোমে, ১৯৬৪—টোকিওতে, ১৯৬৮—মেক্সিকোয় এই খেলার অনুষ্ঠান হয়। আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক পিয়ের দ্য কুবার্ত্যাঁ।

অল্ডারম্যান (Alderman)—মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত বিশেষ সদস্য। প্রাচীন ইংরেজীতে

ealdorman বা মুখ্য নাগরিক হইতে কথাটি আসিয়াছে।

অশোকস্তম্ভ—মহারাজ অশোক বুদ্ধের উপদেশ প্রচারের জন্য নানাস্থানে স্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়া উহাতে উপদেশগুলি খোদিত করাইয়া দিতেন। এই স্তম্ভগুলিই অশোকস্তম্ভ নামে খ্যাত। সারনাথে যে অশোকস্তম্ভ আছে, উহার মাথায় একখানি পাথরে তিনটি সিংহমূর্তি খোদিত করাইয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ত্রিসিংহমূর্তি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক। এই স্তম্ভের নিম্নে অশোকচক্রটি ভারতীয় জাতীয় পতাকার মধ্যস্থলে ব্যবহৃত হয়।

অশ্বশক্তি—৫৫০ পাউণ্ড ওজনের কোন বস্তুকে এক সেকেণ্ডে এক ফুট উচ্চে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'অশ্বশক্তি' বা Horse-power বলে। এঞ্জিন প্রভৃতির শক্তির পরিমাপ করিতে হইলে অশ্বশক্তিকে একক (unit) রূপে ধরা হয়।

অশ্বিনী নক্ষত্র—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের প্রথম। ঘোটকের মুখের ন্যায় ইহার আকৃতি বলিয়া ইহার এই নাম। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধনবান্, সুশীল, বিনয়ী এবং শ্রীবশ হয় বলিয়া জ্যোতিষীরা বলিয়া থাকেন।

অসবর্ণ বিবাহ (Intercaste Marriage)—হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের বিধি ছিল না বলিয়া ডাঃ গৌর ১৯১৭-এ ব্যবস্থা-পরিষদে অসবর্ণ বিবাহের জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন। হিন্দু কোড বিলে ইহার পুনরায় ব্যবস্থা হইয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলন (Non-violent Non-co-operation Movement)—ইহার পুরা নাম 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন'। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে ভারতের স্বাধীনতা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি (All India Congress Committee) কর্তৃক ১৯২০-এর অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা বন্ধ করিতে হইবে। ভারতীয়গণ যদি সম্পূর্ণভাবে ভারত গভর্নমেণ্টের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন, তবে উহা সম্পূর্ণ অচল হইবে। এই কার্যে কাহারও প্রাণে বিন্দুমাত্র হিংসার ভাব পোষণ করিলে এই আন্দোলন সফল হইতে পারিবে না। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন।

অস্কার (Oscar)—একটি মূর্তিবিশেষের নাম। হলিউডের Academy of Motion Picture, Arts and Sciences এই মূর্তিটি সবচেয়ে ভাল নট বা নটীকে, কিংবা সবচেয়ে ভাল চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কার দিয়া থাকে।

অস্তগিরি—প্রাচীন কবিদের কল্পিত পর্বত। সূর্য ও চন্দ্র যখন পশ্চিমদিক্‌চক্রবালরেখার নীচে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করে, তখন মনে হয় যেন একটি পর্বতের অন্তরালে তাহারা অন্তর্হিত হইতেছে। ঐ কল্পিত পর্বতই অস্তগিরি।

অস্পৃশ্য জাতি—যাহাদের কাংসাদি-নির্মিত ভোজনপাত্র ধৌত করিলেও আর ব্রাহ্মণের ভোজনপাত্ররূপে গৃহীত হইতে পারে না তাহারাই অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া উক্ত। মাদ্রাজে অস্পৃশ্য জাতিদের ছায়াস্পর্শেই ব্রাহ্মণগণ স্নান করিতেন। বঙ্গদেশে বিশেষভাবে নমঃশূদ্র জাতি অস্পৃশ্য; কারণ তাহাদের ক্ষৌরকর্ম করা পর্যন্ত পরামানিকের নিষিদ্ধ। মহাত্মা গান্ধী এইরূপ অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। বর্তমানে অস্পৃশ্য জাতির সব বিষয়েই অধিকার আছে।

অস্মিয়াম (Osmium)—ইহা একটি মৌলিক ধাতু এবং অত্যন্ত ভারী বস্তু। ইহা নীলাভ-সাদা ও খুব কঠিন। ইহার রাসায়নিক সংকেত Os. ইহার বাষ্প অত্যন্ত বিষাক্ত। গ্রামোফোনের পিন, ফাউন্টেনপেনের নিব প্রভৃতির প্রস্তুতিতে ইহার ব্যবহার হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যালিফোর্নিয়া, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়ায় একশ্রেণীর বালুকার মধ্যে ইহা পাওয়া যায়।

অস্মোসিস (Osmosis)—জল মাটি হইতে মূলরোম দিয়া উদ্ভিদে প্রবেশ করে। মূলরোমের অতি পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া রোমের মধ্যে জলের প্রবেশ ও রোমের মধ্য হইতে জলের বহির্গমন করাকে অস্মোসিস বা অভিস্রবণ বলে।

অহোম—জাতিবিশেষ। আদি নিবাস ব্রহ্মদেশের উত্তরে শান দেশে ছিল বলিয়া প্রবাদ। এই জাতির খুনলুং ও খুনলাই নামে দুই রাজপুত্র পাতকোই পর্বতের পূর্বদিকে মুংরি মুং রাম নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের চুকাফা নামে রাজা ১২২৯-এ কামরূপ রাজ্যের সৌমার পীঠে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের বংশধরেরা অহোম। এই বংশের চুহুম্‌ফা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত অহোম রাজ্য স্বাধীন ছিল। পরে উহা বর্মারাজ ও তাহার পরে ইংরেজদের হাতে আসে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—ভারতবর্ষের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সংবিধানমতে—যাহার পিতা কিংবা পিতৃধারায় কোন পূর্বপুরুষ ইওরোপীয় ছিলেন অথচ যাঁহার ভারতেই জন্ম ও স্থায়ী বসতি এবং যাহার পিতামাতাও ভারতের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন, তিনিই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। সাধারণভাবে, যাহার পিতামাতার একজন ভারতীয়, অপরজন ইওরোপীয়, তাহাকেও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলা হয়। সারা ভারতে ইহারা ছড়াইয়া থাকিলেও কলিকাতাতেই ইহাদের সংখ্যা সর্বাধিক। ধর্মে ইহারা প্রায় সকলেই খ্রীষ্টান।

অ্যাজবেসটস (Asbestos)—দীর্ঘতন্তুযুক্ত একপ্রকার খনিজ পদার্থ—ইহা সহজেই বিভাজ্য। ইহার তন্তু হইতে প্রস্তুত চাদর অগ্নিনিরোধক ও তাপনিরোধক। সিমেণ্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা দ্বারা যে বোর্ড তৈরি করা হয়, তাহা ঘরের পার্টিশান, সীলিং প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেসিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোয়াজিল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, সাইপ্রাস, ফ্রান্স ও ইটালীর খনি হইতে ইহা পাওয়া যায়।

অ্যাটর্নী (Attorney)—মকদ্দমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যিনি অন্যের জন্য কাগজপত্র দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি ঠিক করেন এবং কোন ব্যারিস্টার বা অ্যাড্‌ভোকেটের অধীনতায় মকদ্দমা রুজু (file) করেন। মক্কেলের কাগজপত্র অ্যাটর্নী উকিলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদিগকে অ্যাটর্নী এ্যাটর্ন বা সলিসিটরও বলা হয়। কোন অ্যাটর্নীর অধীনে শিক্ষানবিসি করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অ্যাটর্নীর সনদ পাওয়া যায়। আর এক রকমের অ্যাটর্নী আছেন, যাঁহারা কোন ব্যক্তি বা সংঘ হইতে আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) লাভ করিয়া ঐ ব্যক্তি বা সংঘের পক্ষে ব্যবসায় ও মামলা মকদ্দমা পরিচালন প্রভৃতি কার্য করিতে পারেন।

অ্যাটলান্টিক চার্টার—'অতলান্তিক সনদ' দ্রঃ।

অ্যাটিল—'অবাজ' দ্রঃ।

অ্যাডভোকেট (Advocate)—হাইকোর্টের উকিলদিগকেই অ্যাডভোকেট বলা হয়।

অ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General)—গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত অ্যাড্‌ভোকেট-বৃন্দের প্রধান। সাধারণতঃ সরকার পক্ষের দেওয়ানী মকদ্দমায় তাঁহারা নিযুক্ত হন। অন্য মক্কেলের পক্ষেও তাঁহারা সওয়াল-জবাব ও আর্গুমেন্ট করিতে পারেন। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না।

অ্যান্যুইটি (Annuity)—জীবনবীমা

কোম্পানিকে কেহ একযোগে বা কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু টাকা দিয়া তাহার একটি বার্ষিক উপস্বত্ব আজীবন ভোগ করিতে চায়। অ্যান্যুইটির টাকা সাধারণতঃ আবশ্যিক ভাবে নির্দিষ্ট দশ পনর বা বিশ বৎসর পর্যন্ত এবং এই সময়ের পরও বীমার সত্ত্বভোগী যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন পায়।

অ্যান্টি-টক্সিন (Anti-toxin)—রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে একপ্রকার বিষ (toxin) শরীরে সৃষ্টি হয়। দেহও উহা প্রতিরোধের জন্য একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে। উহাকে অ্যান্টি-টকসিন বলে। বসন্তের টীকা দিলে যে প্রতিষেধ-মূলক বিষ শরীরে উৎপন্ন হয়, তাহাতে ব্যাধিবিষ দেহে রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না।

অ্যান্টি-বায়োটিক্স্ (Anti-Biotics)—ছত্রাক জাতীয় বস্তুর জীবাণুর দেহ হইতে নিঃসৃত যে জৈবপদার্থ অপর কোন জীবাণুকে বিনষ্ট করে অথবা উহার বৃদ্ধি রোধ করে, তাহাকে অ্যান্টি-বায়োটিক্স্ বলা হয়। বর্তমান যুগের বহু দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমে ব্যবহৃত পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসেটিন, নিওমাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অরিও-মাইসিন প্রভৃতি এই জাতীয় বস্তু। বহু অ্যান্টি-বায়োটিক্স্-এর বিষক্রিয়া ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যবহার সীমিত বা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অ্যান্টিমনি (Antimony)—একপ্রকার ধাতুবৎ পদার্থ। ইহা দানার আকারে থাকে এবং সহজেই ভাঙিয়া যায়। সীসার সহিত অ্যান্টিমনি মিশাইয়া ছাপার হরফ তৈয়ারি করা হয়। অ্যান্টিমনি-ঘটিত সকল পদার্থই অতিশয় বিষাক্ত।

অ্যান্টিসেপটিক (Antiseptic)—বীজনিবারক। জীবাণুর বৃদ্ধিরোধকারী কতকগুলি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের নাম। ক্ষতস্থানে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিকে জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য ইহার ব্যাপক ব্যবহার হইয়া থাকে।

অ্যাথেনিয়াম (Athenæum)—গ্রীসীয় দেবী অ্যাথেনার ভক্তগণ কর্তৃক নির্মিত মন্দির। পরবর্তী কালে এই শব্দটি মত বা সম্প্রদায় বিশেষের বিদ্যালয়বাচক হয়। রোমের অ্যাথিনিয়াম ১৩৫-এ রাজা হাড্রিয়ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

অ্যানাকোণ্ডা—দক্ষিণ আমেরিকার বৃহৎ-কায় সর্প-বিশেষ। ইহারা অতিশয় শক্তি-শালী ও ভয়ানক। আমাদের দেশের অজগর জাতীয় সাপের অন্তর্ভুক্ত।

অ্যাপার্টহেড—দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের আলাদা স্থান নির্দেশের জন্য শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক যে আন্দোলন তাহাই অ্যাপার্টহেড নীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অ্যামিনো-অ্যাসিড (Amino-acid)—প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পদার্থবিশেষ।

অ্যামিবা—খাদ্যপ্রাণী বিশেষ। ইহাদের দেহ একটিমাত্র কোষে গঠিত। দেহের কোন নির্দিষ্ট আকার নাই। উহা বর্ণহীন একটু পিচ্ছিল পদার্থ মাত্র। জীবনের লক্ষণ পরিপোষণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, উত্তেজনা, বংশবৃদ্ধি, গতিশক্তি ইত্যাদি দেহের সর্বত্র বিদ্যমান। দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশ-বৃদ্ধি করে। ইহাদের জলে বাস।

অ্যামোনিয়া (Ammonia)—একটি উগ্রগন্ধ ও শ্বাসরোধক মিশ্র গ্যাস। ইহাতে তিনভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ নাইট্রোজেন আছে (NH_3). এই গ্যাস পূর্বে হরিণের শিং ও খুর হইতে প্রস্তুত করা হইত।

অ্যাম্পিয়ার (Ampere)—তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাপের ব্যবহারিক একক (unit)। ইহার প্রবর্তনকারী আঁদ্রে অ্যাম্পিয়ারের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

অ্যামপ্লিফায়ার (Amplifier)—শব্দ-বিবর্ধক যন্ত্র। রেডিও বা গ্রামোফোনে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা বাড়াইবার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ইংরেজী নাম।

অ্যাম্ফিথিয়েটার (Amphitheatre)—ডিম্ব বা বৃত্তাকার রঙ্গস্থল-বিশেষ। রোমে প্রচলিত ছিল। একটি উন্মুক্ত স্থানের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে গ্যালারীর আকারে সজ্জিত আসন থাকিত। সেই সকল আসনে বহুসংখ্যক দর্শক বসিয়া বন্যজন্তুর ক্রীড়া প্রভৃতি দেখিত। রোমের একটি অ্যাম্ফি-থিয়েটারে প্রায় ৯০,০০০ দর্শকের বসিবার স্থান ছিল এবং উহার আয়তন ছিল প্রায় ৫ একার।

অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance)—১। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল। যুদ্ধে আহত সৈনিকগণকে এখানে অস্ত্রোপচারাদি দ্বারা চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। ২। আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিদিগকে বহন করিবার গাড়ি।

অ্যারোরুট (Arrowroot)—রোগীদের খাদ্য, বার্লিজাতীয় পদার্থ-বিশেষ। আলুর ও অ্যারাম (arum) বৃক্ষের গ্রন্থির শ্বেতসার হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

অ্যালবামা সমস্যা (Albama Question)—মার্কিন সরকারের গৃহযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-রাজ্যসমূহের জন্য 'অ্যালবামা' জাহাজ ইংলণ্ডে নির্মিত হয়। এই জাহাজ উত্তর-রাজ্যসমূহের বাণিজ্যের খুব ক্ষতি করে। এই ব্যাপারে ইংরেজ সরকারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। পরে সালিসী আদালতের নির্দেশে ইংরেজ সরকারকে প্রায় ৪৫ কোটি পাউণ্ড খেসারত দিতে হয়।

অ্যালাবাস্টার (Alabaster)—সালফেট অব লাইম নামে দানাদার একপ্রকার পদার্থ। কারুকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। খুব চকচকে করা যায়। Tuscanyতে সবচেয়ে ভাল অ্যালাবাস্টার পাওয়া যায়।

অ্যালার্জি (Allergy)—স্বভাবতঃ নির্দোষ কোন বস্তু যদি দেহে অস্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহাকে অ্যালার্জি বলা হয়। ডিম খাইলে কোন কোন ব্যক্তির দেহে চাকা চাকা স্ফীতি দেখা যায়, ধোঁয়া লাগিলে কোন কোন ব্যক্তির হাঁপানির টান দেখা দেয়, কোন কোন ফুলের গন্ধে কাহারো মাথা ঘোরে—এই সবই অ্যালার্জি। অ্যালার্জির কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে এখনও কিছু জানা যায় নাই।

অ্যালিউমিনিয়াম (Aluminium)—একপ্রকার নীলাভ শ্বেতবর্ণ, লঘু ও নমনীয় ধাতু। ইহার বায়ুর রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতি-রোধ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী বলিয়া উড়ো-জাহাজ প্রভৃতি ইহা দ্বারা নির্মিত হয়। ইহার বাসনপত্র আজকাল খুব চলতি। ইহা ফটকিরির একটি উপাদান। নাইট্রিক অ্যাসিড ইহাকে দ্রব করিতে পারে না। ইহার গলনাঙ্ক ৬৬০·২° সেন্টিগ্রেড।

অ্যালকোহল (Alcohol)—কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুরাসার। সাধারণতঃ গ্যাঁজলান তরলপদার্থ পরিস্রুত করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। ক্লোরোফর্ম্, ইথার, বিবিধ সুগন্ধি-দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। Wood spirit বা কাষ্ঠ-সুরার সহিত মিশ্রিত করিলে ইহার নাম হয় 'মেথিলেটেড স্পিরিট' (Methylated Spirit).

অ্যালবার্ট মেডাল (Albert Medal)—১। সোসাইটি অব আর্টস্ প্রতিবৎসর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন-কর্তাকে উক্ত নামের পদক পুরস্কার দেন। ২। স্থলে বা জলে বিপন্নরক্ষা প্রভৃতি সাহ-সিক কার্যের জন্য উক্ত নামের একটি পদক পুরস্কার দেওয়া হয়।

অ্যালবিউমেন (Albumen)—জীবদেহ সংগঠনের উপাদানবিশেষ। পাখির ডিমের শ্বেতাংশে ইহা বিশুদ্ধ আকারে বর্তমান। তাপ লাগিলে অথবা অ্যাসিড কিংবা অ্যাল-কোহলের সংস্পর্শে ইহা জমিয়া যায়।

অ্যাসিটিলিন (Acetylene)—ক্যাল্-

সিয়াম কার্বনেটের সহিত জলের মিশ্রণে এই গ্যাস তৈয়ারী হয়। ইহার আলো দিনের মত উজ্জ্বল। অক্সিজেন (অম্লজান) যোগে ইহা হইতে যে তাপ পাওয়া যায় তাহাতে খুব কঠিন ধাতু গলানো হয়।

অ্যাসিড (Acid)—যে অম্লপদার্থ জলে গলে তাহাকে সাধারণতঃ অ্যাসিড বলা হয়। ক্ষারপদার্থ আর অম্লপদার্থ বিপরীত। সকল অ্যাসিডেই হাইড্রোজেন থাকে। আর বেশির ভাগ অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকে। যে অ্যাসিডে অক্সিজেন নাই, সেই অ্যাসিডগুলিকে হাইড্রোক্লোরিক আর যে অ্যাসিডে অক্সিজেন আছে সেগুলিকে Perchloric অ্যাসিড বলে।

অ্যাস্প (Asp)—একপ্রকার ছোট সাপ। দক্ষিণ ইউরোপে ইহাদের এক শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, মিশরের বিখ্যাত রানী ক্লিওপেট্রা একটি অ্যাস্প দ্বারা আপনাকে দংশন করাইয়া জীবন ত্যাগ করেন।

আ

আই. এ. এস. (I. A. S.)–Indian Administrative Service-এর সংক্ষিপ্ত নাম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর আই. সি. এস. উঠিয়া যায় এবং তাহার স্থলে উচ্চ কর্মচারী গ্রহণের জন্য এই চাকরি-প্রথার প্রবর্তন হয় ['আই. সি. এস.' দ্রঃ]।

আই. এফ. এ. (I. F. A.)—ভারতে যে সমস্ত ফুটবল খেলা হয়, সেই সমস্ত ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মকানুন প্রবর্তনের জন্য একটি সমিতি আছে। উক্ত সমিতিকে ভারতীয় ফুটবল সমিতি (Indian Football Association) বলে। উহারই সংক্ষিপ্ত নাম 'আই. এফ. এ.' কলিকাতায় ইহার কার্যালয়। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে দুইটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়—একটি 'লীগ' ও অপরটি 'শীল্ড'।

আইন অমান্য আন্দোলন—বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতবিরোধ হইলে আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement) আরম্ভ হয়। গান্ধীজী ১৯৩০-এর ১১ই মার্চ সবরমতী হইতে ডাণ্ডি ২৫০ মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া ৬ই এপ্রিল লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভাঙ্গেন। ঐদিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে লবণ-আইন ভাঙ্গা হয়। এই আইনভঙ্গের অপরাধে ১৯৩০-এর ৪ঠা মে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৩০-এ এই আন্দোলনের জন্য ৫৪,০৪৯ জনের দণ্ড হয়। পরে ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হইলে এই আন্দোলন থামিয়া যায়।

আইবেক্স—পার্বত্য অঞ্চলের একজাতীয় ছাগ। ইওরোপের আল্পস পর্বতমালায়, ভারতের হিমালয়ের উচ্চ উপত্যকায় ও আফ্রিকায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

আইভরি (Ivory)—সাধারণতঃ হস্তিদন্তকেই 'আইভরি' বলা হয়। হস্তীর দন্ত ওজনে প্রায় ৫০ সের পর্যন্ত হয় এবং উহা লম্বায় আট নয় ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে।

আইয়োডিন (Iodine)—মূল্যবান্ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থবিশেষ। নানাপ্রকার ঔষধে ও আলোক-চিত্র অঙ্কনে ইহার দরকার হয়। সোডিয়াম নাইট্রেট (sodium nitrate) হইতে ইহা সংগৃহীত হয়। তরল আইয়োডিনে অ্যালকোহল মিশ্রিত থাকে।

আইয়োডোফর্ম (Iodoform)—আইয়োডিন মিশ্রিত পদার্থ। ইহার বর্ণ হলদে। বিষপ্রতিষেধকরূপে ইহার ব্যবহার হয়।

আই. সি. এস. (I. C. S.)—সরকারী চাকরির মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ চাকরি ছিল। 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্' (Indian Civil Service)-এর ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ। আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়া লোকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য উচ্চপদ পাইত। ইহার স্থলে বর্তমানে আই. এ. এস. হইয়াছে। ভারতের সর্বপ্রথম আই. সি. এস. রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আউল—মহাত্মা আউলচাঁদ বা তৎপ্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। [চরিতাবলীতে 'আউলচাঁদ' দ্রঃ]।

আকাশ—আকাশ নীল। সূর্যের আলোর ছোট ছোট তরঙ্গ আমাদের চোখে নীল রঙের বোধ জন্মায়। আকাশে ভাসমান অসংখ্য বস্তুকণার মধ্য দিয়া আলো আসিবার সময় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। আর ছোট ছোট আলোর ঢেউ আমাদের চোখে লাগে আর আমরা দেখি আকাশ নীল।

আকাশবাণী—অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ভারতীয় নাম আকাশবাণী। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভারতে প্রথম বেতার অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার পাকাপাকিভাবে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তখন ইহার নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস্'। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও' নামে অভিহিত হয়। ১৯৬৭ সালের ১লা নভেম্বর হইতে আকাশবাণীতে বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হয়।

আখড়াই—একপ্রকার বৈঠকী গান। আড়াই শত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরে ইহার উদ্ভব হয়। পরে চুঁচুড়া ও কলিকাতায় ছড়াইয়া পড়ে। পূর্বতন আখড়াই প্রায় অশ্রাব্য ও অকিঞ্চিৎকর ছিল। পরে নিধুবাবু প্রভৃতি ইহার উৎকর্ষ বিধান করেন। আরও পরে ইহার সহিত দাঁড়াকবি মিশাইয়া হাফ-আখড়াই সৃষ্টি করা হয়।

আগ্নেয়গিরি—যে সমস্ত পর্বতের শিখর দিয়া সময় সময় ধূম, অগ্নিশিখা, গলিত ধাতু, উত্তপ্ত ভস্ম ও প্রস্তর বাহির হয়, সেই সমস্ত পর্বতকে আগ্নেয়গিরি বলে। কতকগুলি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির নাম—বিসুবিয়স, এট্না, স্ট্রম্বোলি, হেকলা, কোটোপাক্সি ইত্যাদি। বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতেই ইটালীর হারকিউলেনিয়াম ও পম্পিয়াই নগরীদ্বয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আগ্নেয় শিলা (Igneous rock)—পৃথিবীর অভ্যন্তর উত্তপ্ত বলিয়া সেখানকার প্রস্তর গলিত অবস্থায় থাকে। ঐ প্রস্তর মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া বাহিরে আসে ও ঠাণ্ডায় জমাট হইয়া যায়। গ্রানাইট পাথরও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপের ফলে সৃষ্টি হয়। এই সব পাথরকে আগ্নেয় শিলা বলে।

আঙ্করভট্ট (Ankor Vot)—কাম্বোডিয়ায় আবিষ্কৃত নবম শতাব্দীতে নির্মিত প্যাগোডা জাতীয় বৌদ্ধমন্দির। বর্তমানে লুপ্ত ক্ষের সভ্যতার নিদর্শনমূলক চিত্র-সমন্বিত এই মন্দিরগুলি অতি উচ্চ ভাস্কর্যশিল্পের পরিচায়ক। ৫টি মন্দির আছে। ১৯৬ ফুট লম্বা ও ৫৮৮ ফুট প্রস্থ স্থান বেড়িয়া এইগুলি আছে। সর্বোচ্চ মন্দির ভিত্তিপ্রস্তর হইতে ২৫০ ফুট উচ্চ।

আজাদ হিন্দ ফৌজ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি স্বগৃহে বন্দী সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে দেশত্যাগ করেন। ভারত উদ্ধার প্রচেষ্টায় জেনারেল মোহন সিং বর্হির্ভারতে অবস্থিত ভারতীয়দের সহায়তায় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। ১৯৪৩ সালের ২৫শে আগস্ট জাপান-প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেন। 'সুভাষচন্দ্র ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-সরকার গঠন করেন। সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী নামে অভিহিত করা হইত। মুক্তি সংগ্রাম প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত সীমান্তের ভিতরে ২৪১ কিলোমিটার অগ্রসর হইয়াছিল।

আদম শুমারি—লোকসংখ্যা গণনার নাম আদম শুমারি বা সেন্সাস (Census)। প্রাচীন রোমে সমস্ত নাগরিক, তাহাদের

পরিবারবর্গ, পুত্র-কন্যা, ক্রীতদাস-দাসী প্রভৃতির পূর্ণ বিবরণ যে খাতায় লিখিত হইত তাহাকে সেন্সাস বলিত। সেই প্রথা হইতে বর্তমান সেন্সাস বা আদম শুমারির প্রচলন হইয়াছে। সভ্যদেশ মাত্রেই ৫ বা ১০ বৎসর অন্তর লোকগণনা করার পদ্ধতি আছে। ভারতে লোকগণনা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮৭২-এ। তারপর হয় ১৮৮১-এ। ইহার পর প্রতি দশ বৎসর পর সেন্সাস হয়। ১৯৭১-এ সর্বশেষ লোকগণনা হইয়াছে।

আদিনা মসজিদ—সুলতান সামসুদ্দীনের পুত্র সুলতান সেকেন্দার গৌড়ের হিন্দু-মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পাণ্ডুয়া নামক স্থানে এক বিচিত্র মসজিদ নির্মাণ করেন। উহাই আদিনা মসজিদ নামে খ্যাত।

আদিমযুগের মানব—ক্রমবিকাশের মতে বানরজাতীয় জীব হইতে মানবজাতির উৎপত্তি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ৫ হইতে ৭ লক্ষ বছরের মধ্যেই মানুষ জন্ম লয়, এবং গত ষাট হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের আকারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিভিন্ন যুগে মানুষের দেহের এক এক রকম পরিবর্তন হয়। সেই সমস্ত যুগ ও মানুষগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল:—প্লাইওসিন যুগের (৫ হইতে ৭ লক্ষ বৎসর) মানুষকে 'পিথকেন্থ্রপাস' বলে। উহার পরবর্তী মানব পিকিং' মানব। 'পিকিং' মানব প্লাইওসিন যুগের শেষভাগের মানব। যখন মানবের চেহারার পরিবর্তন হইল, তখন মানুষের নাম হইল 'ম্যান এপ্'। ম্যান এপের পরে 'হিলেনবার্গ মানব', তৎপরে 'নিন্ডেরথাল' এবং তাহার পরে 'পিল্টডাউন' মানবের উৎপত্তি হয়। পিল্টডাউন মানবের পর 'ক্রোমাগনন' মানব। শেষোক্ত মানব ষাট হইতে কুড়ি হাজার বছর পূর্বে জীবিত ছিল। এই ক্রোমাগনন হইতেই বর্তমান মানবজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে।

আদ্যশ্রাদ্ধ—কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার অশৌচকাল শেষ হইবার পরদিন যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে। এই দিন চতুর্থী শান্তিমন্ত্র পাঠ, অন্নপ্রায়শ্চিত্ত, তিলকাঞ্চন দান ও ষোড়শ দান করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধ মুখ্যাধিকারীর কর্তব্য—প্রতিনিধি দ্বারা হয় না।

আনন্দলহরী—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। একমুখ চওড়া কাঠের খোল। চামড়ার আচ্ছাদনযুক্ত, আর একটু ছোট মাটির ভাঁড়, তাহাও চামড়ার আচ্ছাদনযুক্ত। উভয় যন্ত্রই তার দ্বারা সংযুক্ত থাকে। ইহা অনেকটা গোপীযন্ত্রের মত।

আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা (International Date-line)—১৮০° দ্রাঘিমার নিকট যে রেখা অতিক্রমকালে পৃথিবীর সর্বজাতির সম্মতিক্রমে যে মাসিক তারিখ পরিবর্তন করে, সেই রেখার নাম।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—সমায়তন জলের তুলনায় কোন বস্তুর ওজন যত গুণ সেই বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) তত। এক ঘন-ফুট পারার ওজন এক ঘন-ফুট জলের ওজনের সাড়ে তেরো গুণ। অতএব পারার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩½ বলা হয়।

আপেক্ষিকতত্ত্ব (Theory of Relativity)—আইনস্টাইন এই তত্ত্বের প্রচার করেন। ১৯০৫-এ ইহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ ছিল। তৎকালে অতি অল্প লোকই ইহা বুঝিতেন। সময়, শূন্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা পূর্ববর্তী ধারণার পরিবর্তন করে।

আফগান-যুদ্ধ—আফগানিস্তানের সহিত ইংরেজদের তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথম আফগান-যুদ্ধ (১৮৩৯—৪২) হয় লর্ড অকল্যাণ্ডের সময়। দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় (১৮৭৮—৮১) লর্ড লীটনের সময় ও তৃতীয় যুদ্ধ ঘটে (১৯১৯) লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসনকালে।

আফিম যুদ্ধ (Opium War)—ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চীনদেশে ভারত হইতে আফিম আমদানি করিত। ১৮০০-এ এই ব্যবসায় আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংরেজরা ব্যবসায় চালাইতে থাকে। ফলে ১৮৪০-এ ইংরেজদের সহিত চীনাদের যুদ্ধ বাধে এবং ১৮৪২-এ ইহার Treaty of Nankin দ্বারা শেষ হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী চীন ইংলণ্ডকে হংকং দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে চীনদেশে ইংলণ্ডের আধিপত্য শুরু হয়।

আফ্রিদী—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য উপজাতি। ধর্মে মুসলমান। তারা পশ্তু। ইংরেজের সঙ্গে ইহাদের বহুবার সংঘর্ষ বাধে।

আবলুস (Ebony)—একপ্রকার গাছ ও কাঠ। বাংলায় কেন্দু ও সংস্কৃতে কিন্দুক। মরিসাস ও সিংহলের আবলুস কাঠই সবচেয়ে ভালো। হিব্রু eben > গ্রীক ebenos > আরবী আবনুস > বাং আবলুস।

আবহচিত্র—আবহাওয়ার অবস্থার দৈনিক তথ্যজ্ঞাপক নকশা (weather chart).

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

পারমাণবিকতত্ত্ব	রাদার ফোর্ড (১৯১১)	ইংলণ্ড
দিয়াশলাই	ওয়াকার (১৮২৭)	"
ট্যাঙ্ক	সুইনটন (১৯১৪)	"
টর্পেডো	হোয়াইটহেড (১৮৬৬)	"

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

বসন্তের টীকা	জেনার (১৭৯৬)	ইংলণ্ড
পেনিসিলিন	ফ্লেমিং (১৯২৯)	"
টেলিভিশন	বেয়ার্ড (১৯২৬)	স্কটলণ্ড
বাইসিকল	ম্যাকমিলন (১৮৪২)	"
		মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
টেলিফোন	গ্রেহাম বেল (১৮৭৬)	"
টেলিগ্রাফ	মর্স (১৮৩২)	"
এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (১৯০৩)	"
মেসিনগান	গেটলিং (১৮৬১)	"
ফাউন্টেন পেন	ওয়াটারম্যান (১৮৮৪)	"
ফোটো ফিল্ম	গুডউইন (১৮৮৭)	"
সেল্যুলয়ড	হায়াট (১৮৭০)	"
গ্রামোফোন	বার্লিনের (১৮৮৭)	"
রেডার	টেলর ও ইয়ং (১৯২২)	"
পিস্তল	কোল্ট (১৮৩৫)	"
স্ট্রেপ্টোমাইসিন ওয়াক্‌স্ম্যান (১৯৪৩)		"
লাইনোটাইপ মার্জেনথেলার (১৮৮৫)		"
ফনোগ্রাফ	এডিসন (১৮৭৭)	"
ইলেকট্রিক আলো	এডিসন (১৮৭৯)	"
সাবমেরিন	জন্ হল্যাণ্ড (১৮৯১)	"
ইলেক্ট্রোম্যাগনেট	স্টার্জন (১৮২৪)	"
চলচ্চিত্র	এডিসন (৮৯৩)	"
এক্স-রে	রন্টজেন (১৮৯৫)	জার্মানি
বৈদ্যুতিক তরঙ্গ	হের্‌ৎজ (১৮৮৮)	"
ডিজেল মোটর	ডিজেল (১৮৯৫)	"
মোটরসাইকেল	ডেমলার (১৮৮৫)	"
বার্ণার	বুনসেন (১৮৫৫)	"
জেপেলিন	কাউন্ট জেপেলিন —	"
স্টেথস্কোপ	লেনেক (১৮১৯)	ফ্রান্স
সেলাইয়ের কল	থিমনিয়র (১৮৩০)	"
বেলুন	মঁগলফিয়ে (১৭৮৩)	"
ক্ষেপা কুকুর কামড়ানোর টীকা	পাস্তুর (১৮৮৫)	"
ফোটোগ্রাফি	নিপসি (১৮২৬)	"
রেডিয়াম	ম্যাডাম কুরি ও পিয়েরে কুরি (১৮৯৮)	পোল্যাণ্ড
টাইপরাইটার	মিটারহফার (১৮৬৮)	অস্ট্রিয়া
ইনসুলিন	ব্যান্টিং (১৯২২)	কানাডা
ব্যারমিটার	টরীসেলি (১৬৪৩)	ইটালি
থার্মমিটার	গ্যালিলিও (১৫৯৩)	"
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	লিপারশে (১৬০৮)	"
বেতার	মার্কোনি	"
	জগদীশচন্দ্র বসু	ভারতবর্ষ
ক্রেস্কোগ্রাফ	জগদীশচন্দ্র বসু	"
ইকমিক কুকার	ইন্দুভূষণ মল্লিক	"
কালাজ্বরের ঔষধ	উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৯২২)	"
কৃত্রিম বৃষ্টিপাত	সি. ভি. রমন	"
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল (১৮৬৬)	সুইডেন
অণুবীক্ষণ যন্ত্র	জানসেন (১৫৯০)	হল্যাণ্ড

আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—'ইটালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধ' দ্রঃ।

আমেদাবাদ—'আমেদাবাদ' দ্রঃ।

আমেন (Amen)—খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা প্রার্থনার শেষে এই কথাটি ব্যবহার করেন। এই কথাটির অর্থ 'তাহাই হউক'।

আমেরিকার আবিষ্কারক—কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন বলিয়া কথিত। উহার প্রকৃত আবিষ্কারক লাইফ এরিকসন নামে একজন আইসল্যাণ্ডবাসী। নরওয়ে হইতে গ্রীণল্যাণ্ড যাইবার সময় লাইফের জাহাজ পথভ্রষ্ট হয় এবং তিনি সেই দেশে আসিয়া পড়েন যাহা বর্তমানে নোভাস্কোটিয়া নামে খ্যাত।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ—১৬০৭ খ্রীঃ ভার্জিনিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৩২ খ্রীঃ জর্জিয়া পর্যন্ত মোট তেরোটি কলোনি ইংরেজরা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহাদের শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইলেও একই ধাঁচের ছিল। কলোনিগুলি মোটামুটিভাবে স্বশাসিত হইলেও ইহার আর্থিক বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণ করিত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট। ইহাতে একদিকে যেমন কলোনিগুলি অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল, তেমনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও কড়াকড়ি শুরু করিল। ১৭৭৬ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই তেরো-কলোনির মিলিত প্রতিনিধি সভা কংগ্রেস স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল—সাত বৎসর যুদ্ধের পর ১৭৮৩ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধিপত্রে ইংরেজ সরকার আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন।

অয়ন বায়ু (Trade winds)—এই বায়ু বৎসরের সকল সময় প্রবাহিত হয়। অয়ন শব্দের অর্থ পথ। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র বাহির হওয়ার পূর্বে নাবিকেরা ইহার সাহায্যে দিক্ বা পথ ঠিক করিত বলিয়া এই নাম। আবার বায়ুর সাহায্যে পালতোলা জাহাজ চলিত ও তাহাতে বাণিজ্যের সুবিধা হইত বলিয়া ইহাকে বাণিজ্যবায়ুও বলা হয়। এই বায়ু উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে হেলিয়া বহে।

আয়ন মণ্ডল (Ionosphere)—পৃথিবীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া বায়ুর একটি পুরু স্তর বর্তমান—ইহা বায়ুস্তর। ঊর্ধ্বদিকে ছয়শত মাইল পর্যন্ত ইহার সীমা। ভূ-পৃষ্ঠের ৪০-৪৫ মাইল পর হইতে শেষসীমা পর্যন্ত হালকা বায়ুস্তরকে আয়ন মণ্ডল বলা হয়।

আয়ব্যয় (Finance)—সরকারী কাজ পরিচালনার জন্য টাকার দরকার। কারণ সরকারকে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য ব্যয় করিতে হয়। সরকারের আয় হয় প্রজাদের উপর কর হইতে।

আয়ুর্বেদ—প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান। কেহ কেহ ইহাকে অথর্ব বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। দেবকুমার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নিবেশ, ধন্বন্তরি, চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন প্রভৃতি প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদের যথেষ্ট উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের আরবীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে আয়ুর্বেদের যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল। শল্য চিকিৎসা, শালাক্য চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা প্রভৃতিও প্রাচীন আয়ুর্বেদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আয়ুষ্কাল—কতকগুলি জন্তু-জানোয়ারের মোটামুটি জীবনকাল দেওয়া হইল:—

জন্তু	বৎসর
হাতি	৬০
গণ্ডার	৫০
হিপো	৪০
ভালুক	৩৫
উট	২৮
চিতাবাঘ	২১
ঘোড়া	২০
সিংহ	২০
বাঘ	২০
গরু	২০
বানর	১৫
কাঠবিড়ালী	১৫
ছাগল	১৫
বিড়াল	১৫
জিরাফ	১৪
ভেড়া	১৩
বলদ	১৩
কুকুর	১০
খরগোশ	৬
নেংটি	২-৬
বেঙ	১০
কচ্ছপ	১০০
কুমীর	৪০
অজগর	৪০
রাজহংসী	৬৫
কাক	৩০
পাইক মাছ	৭০

আরব লীগ—আরব রাষ্ট্রসমূহের এই সংঘ ১৯৪৫-এর ২২শে মার্চ সংগঠিত হয়। এই লীগের সদস্য হইতেছে মিশর, ইরাক, জর্ডন, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেন। পরস্পর প্রতিরক্ষা ও আরবদের ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা এই লীগের উদ্দেশ্য।

আর্কটিকা-অভিযান—'উত্তর মেরু অভিযান' দ্রঃ।

আর্ক-ল্যাম্প (Arc lamp)—একটি বৈদ্যুতিক তারের দুইটি মুখ একসঙ্গে জুড়িয়া রাখিলে উহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মুখ দুইটিতে যদি অল্প একটু কয়লা আঁটিয়া দেওয়া যায়, তবে প্রথম কয়লাখণ্ড হইতে দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যুৎ-প্রবাহ এত বেগে লম্ফপ্রদান করে যে, উহা প্রথম খণ্ডের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বহিয়া লইয়া যায়। ঐ টুকরাগুলি যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহের পক্ষে তারটির দুই মুখের সেতুর কাজ করে। কিন্তু পথিমধ্যে বায়ুতে এরূপ বাধার সৃষ্টি করে যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কয়লাখণ্ডগুলি জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র শ্বেতবর্ণ আলোক সৃষ্টি করে। এইরূপ যে সকল ইলেকট্রিক লাইটের তারমুখে কয়লা জুড়িয়া অতি তীব্র আলোক সৃষ্টি করা হয়, তাহাকে বলে আর্ক-ল্যাম্প। Sir Humphry Davy ইহা আবিষ্কার করেন।

আর্কিমিডিসের সূত্র—'ইউরেকা' দ্রঃ।

আর্গন (Argon)—বর্ণহীন বাষ্পীয় পদার্থবিশেষ। ইহার গন্ধও নাই। বিজ্ঞানী রেলে ও রামসে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বায়ু হইতে পৃথক্ করেন। ইহার রাসায়নিক সংকেত A.

আর্টেজীয় কূপ—একপ্রকার কূপ। ইহা ফরাসীদেশে আর্তোয়া (Artois) নামে বিভাগে প্রথম খনন করা হইয়াছিল বলিয়া ঐ নাম। ভূগর্ভে যদি কোন প্রবেশ্য স্তর দুইটি অপ্রবেশ্য স্তরের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, এবং প্রবেশ্য স্তরের এক বা দুই ধার বাঁকিয়া ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছায় ও সেই দিক্ দিয়া বৃষ্টির জল প্রবেশ্য স্তরে পৌঁছায়, তাহা হইলে অপ্রবেশ্য স্তরে কূপ খনন করিলে, প্রবেশ্য স্তরের বাঁকের মধ্যস্থ অপ্রবেশ্য স্তরের অংশেও জল পাওয়া যাইবে।

আর্ডভার্ক (Ardvark)—দক্ষিণ আফ্রিকার একপ্রকার প্রাণী। দেখিতে অনেকটা শূকরের মত। জিভ খুব লম্বা। দিনের বেলায় গর্তে থাকে, রাত্রিতে বাহির হয়। উই ও পিঁপড়া খাইয়া বাঁচে। আর্ডভার্ক ওলন্দাজ শব্দ (aarde = মাটি + vark = শূকর)। সেইজন্য আর্ডভার্ককে মেটে শূকর বলা হয়। ইহারা পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

আর্মাডা, স্পেনীয় (Armada, Spanish)—স্পেনের রাজা ২য় ফিলিপ ১৫৮৮-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১২৯ খানি জাহাজ বোঝাই করিয়া ১৯,০০০ স্পেনীয় সৈন্য আমদানী হয়। ৮০০০ জন নাবিক ঐগুলি লইয়া আসে।

উহাতে ২০০০ কামান এবং ৩০,০০০ লোকের ৬ মাসের উপযোগী খাদ্য ছিল। এই বিরাট্ বাহিনীকে বলা হইত আর্মাডা। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ ইহার বিরুদ্ধে মাত্র ৮০ খানি যুদ্ধজাহাজ পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। স্পেনীয় জাহাজগুলি ৭ মাইল লম্বা অর্ধচন্দ্রের আকারে ইংলণ্ডের দিকে আসিতে থাকে। কিন্তু এই সময় উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত একটি প্রবল ঝড়ে জাহাজগুলি ছিন্নভিন্ন ও বিনষ্ট হয়।

আর্মাডিলো (Armadillo)—দক্ষিণ-আমেরিকার একপ্রকার প্রাণী। ইহারা পিপীলিকা খায়। ইহার পিঠের উপর একখানি শক্ত আবরণ থাকে। ইহাদের মুখ ছুঁচালো এবং আকৃতি অনেকটা ইঁদুরের মত।

আর্মিস্টিস ডে (Armistice Day)—যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের সম্মতিক্রমে স্বীকৃত যুদ্ধ-বিরতি দিবস। ১৯১৪-এ ইওরোপে যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বন্ধ হয় ১৯১৮-এ। ঐ বৎসর ১১ই নভেম্বর তারিখে যুদ্ধে শান্তি স্থাপন হইয়াছিল। ঐদিন বেলা ১১টার সময় ২ মিনিট কাল কাজ থামাইয়া সকলেই ঐ বিষয়টিকে স্মরণ করে।

আর্য—আর্যজাতির সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। এরূপ কোন বিশিষ্ট জাতি ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না। কয়েকটি জাতিকে আর্য বলা হয় তাহাদের ভাষার মিল দেখিয়া। ঐরূপ ভাষাভাষী লোকদের Indo-European বা Indo Germanic বলা হয়। কিছুকাল পূর্বে এশিয়া মাইনরে অধুনালুপ্ত এক প্রাচীন ভাষা হিত্তীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ইহার সহিতও এই আর্য-ভাষার সম্পর্ক বর্তমান। ভাষাবিজ্ঞানীগণ আর্য ভাষার নিম্নোক্ত বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন:—আদি ইন্দো-হিত্তী ভাষার দুইটি বিভাগ—হিত্তী বা কানিসীয় ও আদি ইন্দো-ইওরোপীয়। আদি ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা আবার ১। আর্য বা ইন্দো-ইরানীয় ২। আলবানীয় ৩। আর্মেনীয় ৪। বাল্টিক ৫। হেলেনিক ৬। ইতালিক ৭। জার্মানিক ৮। কেল্টিক ৯। স্লাব ও ১০। তোখারীয় ভাষায় বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে ইতালিক ভাষা হইতে ইতালীয়, ফরাসী প্রভৃতি, জার্মানিক হইতে জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি, স্লাব হইতে রুশ প্রভৃতি এবং ইন্দো-ইরানীয় ভাষা হইতে ভারতবর্ষের সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি ও ইরাকের আবেস্তিক, পশ্তাবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়। আধুনিক মতে অনুমান করা হয়, অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে রুশ-দেশের উরালপর্বতের দক্ষিণে শুষ্ক সমতল ভূখণ্ডে এক শ্বেতকায় জাতির মানুষ বাস করিত। হয়ত তাহারাই আদি আর্য-ভাষায় কথা বলিত।

আর্যভাষা—প্রাচীন আর্যজাতি এবং আধুনিক আর্যবংশধরদিগের ব্যবহৃত ভাষা। ইওরোপীয়দিগের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, গ্রীক, স্লাভ, কেল্ট, রুশ প্রভৃতি জাতি এবং পারসিক ও হিন্দুদিগের ব্যবহৃত ভাষাই আর্যভাষা নামে অভিহিত হইতে পারে। পারসীকদিগের ভাষা হইতে পারসী, বেলুচী ও পুশ্‌তু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে এবং ভারতের আর্যদিগের ভাষা হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। ঐ সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মাগধী, মারাঠী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আর্যসমাজ—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক স্থাপিত ধর্মসমাজ (১৮৭৫)। বোম্বাইতে প্রথম স্থাপিত হয়, পরে ইহার একটি কেন্দ্র খোলা হয়। হরিদ্বারে গুরুকুলে ইহার একটি আশ্রম আছে। উহা আর্যসমাজের বিশ্ববিদ্যালয়। আর্যসমাজের লোকেরা একেশ্বরবাদী ও বেদকে অভ্রান্ত বলেন। সমাজ সংস্কার ও হিন্দু সংগঠন ইহাদের প্রধান কাজ। এই সমাজভুক্ত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন করিয়া আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

আর্যপ্রয়োগ—ব্যাকরণের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া ঋষিদের শব্দ ব্যবহার। বেদ, পুরাণ প্রভৃতি ঋষি-প্রণীত গ্রন্থাদিতে স্থানে স্থানে এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

আর্সেনিক (Arsenic)—রাসায়নিক দ্রব্য। রাসায়নিক সংকেত As. ইহার বাষ্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৫০। শ্বেত আর্সেনিককেও ($As_4 O_6$) আর্সেনিক বলা হইয়া থাকে।

আলকাতরা—পাথুরে কাঁচা কয়লা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে বহু জিনিস তৈয়ারী হয়, তাহার মধ্যে স্যাকারিন অন্যতম। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে নানাপ্রকার রং ও সুগন্ধি দ্রব্য, বেনজিন, ন্যাপথলিন, কার্বলিক এসিড, ক্রেসল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আলুবোখরা—কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের একপ্রকার গাছ। ইহার ফল কুলের ন্যায় মিষ্ট। কাবুলীরা বোখারা হইতে ইহা আনিত। সেই জন্য নাম হয় বোখারার আলু বা আলু বোখরা। ইহার আঁটি হইতে একপ্রকার তেল হয়। ফল চাটনীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

আলেয়া—পল্লী অঞ্চলে ভুতুড়ে আলো নামে পরিচিত। জলাভূমি বা আবর্জনাপূর্ণ খোলা জায়গায় রাতের অন্ধকারে মাটি হইতে সামান্য উপরে এই আলো দেখা যায়। বৃষ্টির মধ্যেও ইহা জ্বলিতে পারে। উদ্ভিজ্জ বা জান্তব বস্তুর পচনের ফলে মিথেন বা মার্সগ্যাস উৎপন্ন হয়—অনেকেই ইহাকে আলেয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু কখন ওটা নিজে নিজে জ্বলিতে পারে না বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে ফসফরাস-সমন্বিত বস্তুর পচনের ফলে যে ফসফিন সৃষ্টি হয়, তাহাই আলেয়ার উৎপত্তির কারণ।

আলোক—'ঈথার' নামে একরকম অদৃশ্য পদার্থের অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ আলোক। ঈথারের ঢেউগুলি চোখে আঘাত করিয়া আমাদের মনে যে অনুভূতি জাগায়, তাহাকে আমরা আলোক বলি। আলোক সোজা চলে। বিভিন্ন রঙের আলোক-তরঙ্গ বিভিন্ন মাপের হয়। আলো নিজে অদৃশ্য। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮২ মাইল। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে ৮½ মিনিট লাগে। নিউটন প্রথম আবিষ্কার করেন যে সূর্যের আলো ত্রিপার্শ্ব কাচের (Prism) মধ্য দিয়া আসিবার সময় সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সাতটি রঙ—বেগনী (Violet), ঘননীল (Indigo) নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red).

আলোকগৃহ বা **আলোকস্তম্ভ**—'লাইটহাউস' দ্রঃ।

আলোকচিত্র—ফটোগ্রাফ বা আলোক চিত্র। আলোকের সাহায্যে তোলা হয়। আলোকচিত্র তুলিবার যন্ত্র ক্যামেরার মধ্যস্থিত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সিক্ত প্লেটে বা ফিল্মে ছবি উঠে। আলোকচিত্র তুলিবার পন্থা প্রথম ড্যাগুয়েরে নামক একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সিক্ত কাচখণ্ডে কিংবা 'ফিল্ম' নামক দ্রব্যে ছবি উঠিতে পারে। সেই প্লেটে বা ফিল্মে তোলা ছবি রাসায়নিক উপায়ে ধৌত করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে 'নেগেটিভ' ও ঐ ধাবন বিধিকে 'ডেভেলপিং' বলে। পরে ঐ নেগেটিভ ছবিকে বিশিষ্ট কাগজে ছাপা হয়। এই কাগজে মুদ্রিত ছবিই আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি। 'নেগেটিভ'এ আলো ছায়ার মত ও ছায়া আলোর মত দৃষ্ট হয়।

আলোকবর্ষ (Light year)—আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮২ মাইল চলে। এক বছরে এই আলোকরশ্মি যতদূর যায়, তাহাকে আলোকবর্ষ বলে। ১,৮৬,২৮২ × ৬০ × ৬০ ×

২৪ × ৩৬৫¼=৫৮,৭৬,০৬,৮৮,৮০,০০০ মাইল। একটি নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব ২,৩০,০০০ আলোকবর্ষ বলিয়া অনুমিত। পৃথিবী হইতে ধ্রুবনক্ষত্রের দূরত্ব ৩৬ আলোকবর্ষ।

আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি—সূর্যরশ্মি সাতটি রং দ্বারা গঠিত; এই সাতটি রং—বেগনী (Violet), ঘননীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red). পরকলা-কাচ (Prism) দিয়ে দেখিলে এই সাতটি রঙই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের স্থূল দৃষ্টির বাহিরে বেগনী বা Violet রঙের পরেও একপ্রকার রং আছে। উহাকে বলে 'অতিবেগুনী আলো' বা Ultra-Violet Ray. সূর্যালোকের এই রশ্মিই মানুষের অনেক রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃত্রিম Ultra-Violet Ray সৃষ্টি করিয়া Action therapy ও Helio-therapy-তে ব্যবহার করা হইতেছে।

আলপাকা (Alpacca)—দক্ষিণ আমেরিকার একশ্রেণীর চতুষ্পদ লোমশ প্রাণী। ইহাদের লোম দেখিতে কালো অথবা ধূসরবর্ণ। তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি নির্মিত হয়।

আলহাম্ব্রা—স্পেন দেশ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হইলে, সেখানকার মুর নামক মুসলমানজাতীয় রাজা আল্হমর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ স্পেনের গ্রানাডা পাহাড়ে সারি সারি যে অপরূপ সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন তাহার নাম আল্‌হাম্ব্রা। নির্মাণকাল ১৪শ শতক।

আশুতোষ মিউজিয়ম—১৯৩৭ খ্রীঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের উৎসাহে এই মিউজিয়মটি স্থাপিত হয়। ইহাতে প্রস্তর, ধাতু ও কাষ্ঠ নির্মিত বহু কারুকার্য ও ভাস্কর্য, পোড়ামাটির কাজ, লোকশিল্পের নিদর্শন, প্রাচীন পুঁথিপত্র ইত্যাদি রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টাতেই উত্তরবঙ্গে বাণগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য, ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতুগড়ের খননকার্য পরিচালিত হয়।

আসামী ভাষা ও সাহিত্য—১৮৪৬-এ 'অরুণোদয়' নামে পুস্তকের প্রকাশ হইতেই আধুনিক আসামী সাহিত্যের ও ভাষার পত্তন। লক্ষ্মীকান্ত বেজবড়ুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, হিতেশ্বর বরবড়ুয়া—ইঁহারাই অতীত ও বর্তমান শতাব্দীর যোগসূত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের লেখকগণের মধ্যে ছোটগল্পে নহি বরা, রাম দাস, বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া নাম করেন; উপন্যাসে নাম করেন দৈবচন্দ্র তালুকদার ও দণ্ডিনাথ কলিতা; গীতিকবিতায় নাম করেন রঘুনাথ চৌধুরী, অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী, নলিনীবালা দেবী ইত্যাদি। ১৯৪২-এর পর যে সব লেখক নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আবদুল মালিক, হেমকান্ত বড়ুয়া ও প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী প্রসিদ্ধ। আধুনিক অসমীয়া কবিতা, সাহিত্য জক-প্রেম, মণিরাম দেওয়ান, অসমীয়া-কথা-সাহিত্য ইত্যাদি আধুনিক আসামী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুস্তক। প্রাচীনকালে অহোম রাজাদের চেষ্টায় আসামী সাহিত্য ও ভাষার উন্নতি হয়। অসমীয়া বুরঞ্জী নামে ইতিহাসগ্রন্থ বিখ্যাত ছিল। পরে আসামী কবিতায় সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদ হয়। প্রাচীন আসামী ও বাংলা সাহিত্যের পার্থক্য ছিল উপভাষাগত, এখন আসামী সম্পূর্ণ পৃথক ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

আহ্নিক গতি (Diurnal Rotation)—পৃথিবী আপনার মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার করিয়া আবর্তিত হইতেছে। এইরূপ আবর্তনকে (rotation) পৃথিবীর 'আহ্নিক' বা দৈনিক গতি বলে। এই আহ্নিক গতির ফলেই দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্যের দিকে থাকে, তখন সেই অংশে দিন এবং অপর অংশে রাত হয়।

ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus)—একজাতীয় লম্বা বৃক্ষ। এই গাছগুলি সাধারণতঃ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই জন্মে। এই বৃক্ষের পত্র হইতেই প্রসিদ্ধ ঔষধ ইউক্যালিপটাস তৈল হয়।

ইউ-চি—ঐতিহাসিক জাতিবিশেষ। ইহারা মধ্য-এসিয়ায় বাস করিত। ইহারা যাযাবর ছিল। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে অপর এক জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহারা আদিম বাসস্থান ত্যাগ করে এবং কাবুল ও ব্যাক্ট্রিয়ায় বাস করিতে থাকে। ইহাদের একটি শাখা 'কুশান' নামে খ্যাত। কুশানগণ উত্তর ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।

ইউনাইটেড নেশান্স (United Nations)—আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা ও সকল জাতির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বাংলায় আমরা ইহাকে রাষ্ট্রসংঘ বলি। ইহার সাধারণ পরিষদ (General Assembly) ও নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) নামে দুইটি সভা আছে। ইহার প্রথম সূত্রপাত হয় মস্কোতে ১৯৪৩-এ এবং ১৯৪৪-এ আমেরিকার ডাম্বারটন ওকস নামক স্থানে। ১৯৪৫-এ সানফ্রান্সিসকোতে ইহার পরিকল্পনা রূপ পায়। ৫১টি রাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে। বর্তমানে ১২৪টি দেশ ইহার সভ্য (১৯৬৮, আগস্ট)।

ইউনানি—প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতির চিকিৎসা। এই পদ্ধতি মূলতঃ ইউনানী তথা গ্রীক পণ্ডিত হিপোক্রেটিস এবং রোমক পণ্ডিত গ্যালেন-দ্বারা প্রভাবিত হইলেও ইহাতে প্রাচীন আয়ুর্বেদ ও চীনা চিকিৎসা-পদ্ধতিরও অনেক প্রভাব পড়িয়াছে। ইউনানি ঔষধ প্রয়োগবিধিতে রোগের বিপরীতধর্ম বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

ইউনিকর্ন্ (Unicorn)—একরূপ কাল্পনিক জীব। ইহার মুখ ঘোড়ার মত, কিন্তু লেজটি সিংহের মত, আবার মাথায় গণ্ডারের নাকের খড়্গের মত একটি শিং। ইংলণ্ডের পতাকায় ও অনুরূপ অন্যান্য বস্তুতে একটি সিংহমূর্তির সহিত এই মূর্তি অঙ্কিত আছে।

ইউনিফর্ম্ (Uniform)—উর্দি। পুলিস, সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক, খেলোয়াড় প্রভৃতি যে এক এক ধরনের পোশাক ব্যবহার করে, তাহা।

ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিশন বা ইউ. জি. সি. (University Grants' Commission)—১৯৫৩ খ্রীঃ এই কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৫৬ খ্রীঃ ইহা একটি স্বয়ংশাসিত বিধিবদ্ধ সংস্থার রূপ লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সংহতি বিধান, শিক্ষার মান নির্ণয়, শিক্ষা, পরীক্ষা, গবেষণাকর্মের মানসংরক্ষণ, বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষাসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি বিষয়ের ভার ইহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

ইউনিয়ন জ্যাক (Union Jack)—ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকার নাম।

ইউনেস্কো (UNESCO). রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা। ইহা রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্গত। ইহার পুরা নাম United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation. ইহার সাংগঠনিক কাজ শুরু হয় ১৯৪৫ খ্রীঃ—স্থায়ী অফিস প্যারী শহরে। ইহার আদর্শ ও লক্ষ্য—শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমুন্নতির সাহায্যে ন্যায়ের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা বৃদ্ধি, আইনের শাসন, মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির দ্বারা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায়

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সহায়তা করা। প্রতি ছয় বৎসরের জন্য ইউনেস্কোর একজন অধিকর্তা নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

ইউরিয়া স্টিবামাইন (Urea Stibamine)—কালাজ্বরের বিখ্যাত ঔষধ-বিশেষ। ডাক্তার সার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী ইহার আবিষ্কারক (১৯২২)।

ইউরেকা (Eureka)—একটি নবনির্মিত মুকুটে স্বর্ণকার কি পরিমাণ খাদ মিশাইয়াছে, তাহা সাইরাকিউসের রাজা গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসকে জিজ্ঞাসা করেন। এই বিষয়টি ভাবিতে ভাবিতে আর্কিমিডিস একদিন স্নানের নিমিত্ত একটি চৌবাচ্চায় নামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু জল উপচাইয়া পড়িল এবং আর্কিমিডিসও জলমধ্যে নিজের দেহ কিঞ্চিৎ হালকা বোধ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার দেহটি যে পরিমাণে হালকা বোধ হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণে জল চৌবাচ্চা হইতে উপচিয়া পড়িয়াছে। অমনি তিনি জল হইতে 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' (অর্থাৎ আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি) বলিতে বলিতে বাহির হইলেন এবং সেই অবস্থাতেই রাজসভায় গিয়া হাজির হইলেন। অতঃপর তিনি রাজাকে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়া মুকুটে কি পরিমাণ খাদ মিশ্রিত ছিল তাহা বুঝাইয়া দিলেন ['আপেক্ষিক গুরুত্ব' দ্রঃ]।

ইউরেনাস (Uranus)—একটি বৃহৎ গ্রহ। সূর্য হইতে দূরত্ব অনুযায়ী ইহার স্থান গ্রহগণের মধ্যে সপ্তম। (দূরত্ব ১৭৮, ১৯,৯৪,০০০ মাইল।) ইহার ব্যাস ৩২,০০০ মাইল, এবং আয়তন পৃথিবীর চেয়ে ৬৪ গুণ বেশী। ইহার পাঁচটি উপগ্রহ আছে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে আমাদের অনুযায়ী ৮৪ বৎসর লাগে। গ্রহের নিজ দিনরাত আমাদের ঘড়ির হিসাবে ১০ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট। ইহার আকাশ গাঢ় বাষ্পে আচ্ছন্ন। সার উইলিয়ম হার্শেল (Herschel) ১৭৮১-এ এই গ্রহটি আবিষ্কার করেন। তদনুসারে ইহার আর এক নাম 'হার্শেল'।

ইউরেনিয়াম (Uranium)—মৌলিক ধাতুবিশেষ। সাংকেতিক চিহ্ন U. ১৭৮৯-এ ইহা ক্ল্যাপরথ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ, কিন্তু বাতাসে থাকিলে সহজেই কাল হইয়া যায়। পূর্বে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল বস্ত্রশিল্পে। ইউরেনিয়াম বিভিন্ন প্রকার হয়। ইউরেনিয়াম (U-235 চূর্ণ করিবার ফলে আণবিক বোমা আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে।

ইংরেজ জাতি (The English)—ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ইংরেজ জাতি নামে খ্যাত। উত্তর জার্মানীর শ্লেস্‌উইগ (Schleswig) প্রদেশের অ্যাঙ্গল্‌ জাতি (Angles) এবং হলস্টাইন (Holstein) প্রদেশের স্যাক্সন জাতি (Saxons) ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর তাহাদের সংমিশ্রণে অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন (Anglo-Saxon) বা ইংরেজ জাতির (English) উদ্ভব হয়। এই অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন জাতি ও উত্তর ফ্রান্সের নর্‌ম্যাণ্ডি (Normandy) প্রদেশের নরম্যান জাতি (Normans) বর্তমান ইংরেজদের পূর্বপুরুষ।

ইঞ্চকেপ কমিটি (Inchcape Committee)—১৯২২-এ ভারত সরকার শাসন-বিভাগের ব্যয় কমানোর জন্য যে কমিটি বসান, তাহাই ইঞ্চকেপ কমিটি নামে প্রসিদ্ধ। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আর্ল অব ইঞ্চ্‌কেপ।

ইটালী-আবিসিনিয়া-যুদ্ধ— ১৯৩৫-এ ৩রা অক্টোবর এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আবিসিনিয়ার সম্রাট্ হাইলে সেলাসি রাস তাফারি স্বয়ং এই যুদ্ধে যাইয়াও ইটালীয় সৈন্যের হস্তে ভীষণভাবে পরাজিত হন। তিনি রাজধানী আদ্দিস আবেবায় ফিরিয়া রেলপথে ফরাসী অধিকৃত জিবুতি বন্দরে পলাইয়া যান, এবং পরে সেখান হইতে ইংলণ্ডে আসেন। এই যুদ্ধের ফলে ইটালীর রাজা তৃতীয় ভিক্টর এমমানিউয়েল আবিসিনিয়ার সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তির সাহায্যে আবিসিনিয়া আবার স্বাধীনতা লাভ করে।

ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex)—মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা। মাতার প্রতি শিশুপুত্রের যে যৌনবোধ তাহাকে ইডিপাস কমপ্লেক্স বলা হয়। ডাঃ ফ্রয়েড্ এই তত্ত্বের কথা প্রথম জানান। এখানে যৌন শব্দটির ব্যাপক অর্থ লওয়া হইয়াছে।

ইডেন গার্ডেন—কলিকাতা এসপ্লানেডের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এক সুরম্য উদ্যান। ১৮৪১ খ্রীঃ লর্ড অকল্যাণ্ড ইহা তৈয়ার করেন। তখন ইহার নাম ছিল—অকল্যাণ্ড সার্কাস গার্ডেনস্। পরে ১৮৫৪ খ্রীঃ সম্ভবতঃ লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহার অবিবাহিত ভগ্নীদ্বয়ের স্মরণে ইহার এই নামকরণ করেন। উদ্যানটির পরিকল্পনা করেন ক্যাপ্টেন ফিট্‌জেরাল্ড। উদ্যানসংলগ্ন মাঠটি ১৮৬৪ খ্রীঃ এবং রঞ্জি স্টেডিয়াম ১৯৫১ খ্রীঃ তৈরী হয়।

ইণ্ডিয়া অফিস (India Office)—ভারতবর্ষ যখন ইংলণ্ডের অধীন ছিল, সেই সময় ভারতবর্ষের শাসনকার্য চালাইবার জন্য এই অফিস ছিল। ভারতসচিবের ইহা ছিল খাস দপ্তরখানা। ইণ্ডিয়া অফিসে হাই কমিশনারের অফিস আছে। তাহা ছাড়া এখানে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সুবৃহৎ লাইব্রেরী আছে। এখানকার সংস্কৃত লাইব্রেরীও বিখ্যাত। এই অফিসের বাড়িটি ১৯৩০-এ নূতন করিয়া নির্মিত হয়। ইহা নির্মাণ করিতে ৩২৪,০০০ পাউণ্ড খরচ হয়। প্রাচীর চিত্রগুলি বাঙালী শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (India Office Library)—১৯৪৭-এর আগস্টের পূর্বে এই নাম ছিল। বর্তমানে ইহার নাম Library of the Commonwealth Relations office. ইহাতে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র, হাতে-লেখা চিঠিপত্র ও দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকাদি আছে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ইহা ১৮০১-এ স্থাপিত হয়। এখানে ১২,০০০ পুঁথি আছে। ১০০০০-এর উপর আরবী পুঁথি; ৩০০০-এর উপর মোগল সম্রাটদের দপ্তর হইতে সংগৃহীত পুঁথি। এ ছাড়া সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, বর্মী প্রভৃতি নানা প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রিত পুঁথি আছে। তিন লক্ষের উপর মুদ্রিত পুস্তক আছে—ইহার অধিকাংশই প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রিত। এ ছাড়া অঙ্কিত চিত্র ও আলোকচিত্রেরও সংগ্রহ আছে।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অ্যাক্ট (Indian Independence Act)—এই আইন ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্ট ভারতবর্ষে পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে দুইটি 'ডোমিনিয়ন' গঠন করা হয়। এই আইনে কী প্রকারের শাসনতন্ত্র এই দুই দেশে প্রবর্তিত হইবে তাহা বলা হয় নাই। সংবিধান সভার (Constituent Assembly) উপর শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (Indian Association)—রাজনৈতিক সভা। ইহা ১৮৭৬, ২৬শে জুলাই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি মনীষী এই সভা স্থাপন করেন। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সভাপতি যথাক্রমে শ্যামাচরণ সরকার ও রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দমোহন ছিলেন ইহার প্রথম সম্পাদক।

ইথার (Ether)—১। বর্ণহীন, উদ্বায়ী, দাহ্য তরল পদার্থবিশেষ। ইহা সুরাসারের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। ২। সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্তমান পদার্থবিশেষ। ইহার সত্তার স্বরূপ আজিও

অজ্ঞাত। কতকগুলি প্রাকৃতিক ক্রিয়ার (যেমন আলোকরশ্মির গমনাগমন ইত্যাদি) ব্যাখ্যা প্রদানকল্পে বিজ্ঞানীরা এই অজ্ঞাত অমীমাংসিত সত্তা সূক্ষ্ম বস্তুর বিদ্যমানতার কল্পনামাত্র করিয়া লইয়াছেন।

ইদল ফেতর—মুসলমানদিগের পর্ব-বিশেষ। প্রতি বৎসর রমজানের (মুসলমান চান্দ্র বৎসরের নবম মাস) রোজার অন্তে মুসলমানদিগের এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রমজান মাসে স্বর্গদূত জিব্রায়েল কর্তৃক হজরত মোহাম্মদের নিকট কোরান শরীফ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

ইদুজ্জোহা—মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ পর্ব-বিশেষ। মুসলমানী ১০ই জিলহিজ্জা তারিখে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। হজরত এব্রাহিম খলীলুল্লাহ্, খোদাতাআলার সন্তোষার্থ তৎকর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে অস্ত্রমুখে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলে বিধাতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুত্রের পরিবর্তে একটি দুম্বা উৎসর্গ করিতে প্রত্যাদেশ করেন। তদবধি প্রতি বৎসর উক্ত নির্দিষ্ট দিনে মুসলমানগণ কোরবানি অনুষ্ঠান দ্বারা ইদুজ্জোহা উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

ইনফ্লেশন (Inflation)—ইনফ্লেশনকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি। যখন বেশী টাকায় কম জিনিস কিনিতে হয় তখন টাকার ইনফ্লেশন হয়। এই সময় টাকার দাম কমিয়া যায়।

ইনার্শিয়া (Inertia)—নিউটনের আবিষ্কৃত বস্তুধর্ম বিশেষ। জড়পদার্থ মাত্রই, চালাইয়া না দিলে, চিরকাল অচলভাবে থাকে; কিন্তু চালাইয়া দিলে এবং কোনরূপে বিন্দুমাত্র বাধা না পাইলে উহা চিরকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ, চালক বা রোধক শক্তি সংযুক্ত হইলেও বস্তুর যে ধর্ম উহাকে অচালিত অবস্থায় চির-অচল এবং চালিত অবস্থায় চির-সচল রাখে, তাহাই 'ইনার্শিয়া' বা জাড্য স্থিতিপ্রবণতা।

ইন্দ্রধনু—'রামধনু' দ্রঃ।

ইনসুলিন (Insulin)—বহুমূত্র রোগের ঔষধ। F. G. Banting ও Best ইহা আবিষ্কার করেন (১৯২২)।

ইনসুলেটর (Insulator)—যে সব জিনিসের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ বা তাপ পরিচালিত হয় না, তাহাদের বিদ্যুৎ বা তাপের ইনসুলেটর বলে। কাচ, সিল্ক ইত্যাদি বিদ্যুতের ও উল, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি তাপের ইনসুলেটর।

ইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower)—এই টাওয়ারটি ফরাসী এঞ্জিনীয়ার আলেকজান্ডার গুস্তে ইফেল (১৮৩২—১৯২৩) ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস প্রদর্শনীর জন্য নির্মাণ করেন। ইহার উচ্চতা ৯৮৫ ফুট। ইহা নির্মাণে দুই লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। ইহার ওজন ৭০০০ টন।

ইমিউনিটি (Immunity)—রোগ প্রতিরোধ-শক্তি। শরীরে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিলেই রোগ হয় না। শরীরে নিহিত সহজাত প্রতিরোধশক্তির জন্য ঐ বীজাণু কোন রোগ উৎপাদন করিতে পারে না। দুইরকম ইমিউনিটি আছে—স্বাভাবিক ও অর্জিত। শরীরের মধ্যে টীকা লইয়া ইমিউনিটি অর্জন করা হয়। শরীরের উভয় প্রকারের প্রতিরোধ-শক্তি নষ্ট হইলে শরীরে রোগ হয়।

ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স (Imperial Conference)—ব্রিটিশ উপনিবেশ-সচিবদের সভার নাম। এই সভা (১৯১৭) স্থির করে যে চার বৎসর অন্তর এই সভা ডাকা হইবে। ১৯১৭-এ ভারতবর্ষ এই সভায় যোগদানের অধিকার পায় ও সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (S. P. Singha) ইহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ১৯২৬-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ-সচিবদের সভা হয়। তাহাতে 'ডোমিনিয়ন' কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়। তখন হইতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থলে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কথাটির ব্যবহার হইতেছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' দ্রঃ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—মহাত্মা গান্ধী-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র (১৯২২)। ইহা আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত।

ইয়ং বেঙ্গল—নব্যবঙ্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলাদেশে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই নামে আপনাদিগকে প্রচারিত করিতেন। প্রধানতঃ ডিরোজিওর শিষ্যগণই এই নামে পরিচিত হইতেন। যেমনঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে ইঁহাদের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। শিল্প-বাণিজ্যেও ইঁহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধর্ম বিষয়ে ইঁহারা উদার মতাবলম্বী এবং ইঁহাদের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিল সন্দেহাতীত।

ইয়াক—তিব্বতীয় ষণ্ডবিশেষ। ইহারা প্রায় ২০০০০ ফুট উচ্চ মালভূমিতে বিচরণ করে ইহাদের পায়ে তীক্ষ্ণ খুর আছে বলিয়া ইহারা উচ্চ পর্বতে উঠিতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ বনচারী, কিন্তু পোষও মানিয়া থাকে। ইহাদের গায়ে প্রচুর ঘন লোম শীত নিবারণের সাহায্য করে। তিব্বতীয়েরা ইহাদের পৃষ্ঠে চড়ে বা ইহাদের দ্বারা মাল বহন করায়।

ইয়াঙ্কী (Yankee)—আমেরিকার 'New England States'-এর নাগরিকদিগকে 'ইয়াঙ্কী' বলা হয়। সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিমাত্রকেই 'ইয়াঙ্কী' বলা হইয়া থাকে।

ইরিডিয়াম (Iridium)—সাদা শুভ্রতার ও অত্যন্ত কঠিন মৌলিক ধাতুবিশেষ। টেনাণ্ট (Tenant) কর্তৃক ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইহার সাংকেতিক চিহ্ন Ir. ইহা সচরাচর প্লাটিনামের (Platinum) বা অসমিয়ামের (Osmiusm) সহিত মিশ্রিত থাকে।

ইল (Eel)—বাইন জাতীয় মাছ। ইহা সাধারণতঃ দুই হাতের বেশী দীর্ঘ হয় না। দক্ষিণ আমেরিকায় বৈদ্যুতিক (Electric eel) বৈদ্যুতিক কম্পন সঞ্চরণ করিতে পারে।

ইলবার্ট বিল (Ilbert Bill)—লর্ড রিপনের শাসনকালে এইরূপ একটি আইন প্রণীত হয় যে, ফৌজদারী মকদ্দমায় কোনরূপ জাতিগত বৈষম্য চলিবে না। ইহার ফলে, ইওরোপীয় অপরাধীদিগেরও ভারতীয় বিচারকের নিকট ভারতীয়দিগের ন্যায় বিচার করিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইওরোপীয়গণ প্রবল ভাবে ইহার বিরুদ্ধতা করিতে থাকে। তাহার ফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ইওরোপীয় অপরাধীদের ইওরোপীয় জুরীর দ্বারা বিচার করা হইবে। মিঃ ইলবার্ট নামক এক রাজকর্মচারী এই বিলের প্রবর্তক বলিয়া ইহার ঐরূপ নামকরণ হয়।

ইলেকট্রিসিটি (Electricity)—'তড়িৎ' দ্রঃ।

ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating)—বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াবিশেষ। তামা, লোহা ইত্যাদি অল্প মূল্যের ধাতুতে মরিচা ধরে। উহাতে যদি রূপা ও সোনার প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেইরূপ মরিচা ধরিতে পারে না। এই ধাতুর প্রলেপ দেওয়া কাজ বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে করা হয়।

ইলোরা গুহা—'ভূকোষ' অংশে দ্রঃ।

ইসমাইলি সম্প্রদায়—মুসলমান শিয়া সম্প্রদায়ের এক শাখা। শিয়াদের নবম ইমাম জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল হইতে এই শাখা-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

ইস্পাত (Steel)—ইহা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মিশ্র ধাতু। পোর্তুগীজ এস্প্যাডো

(Espado) কথা হইতে শব্দটি আসিয়াছে। কল-কবজা, ছুরি, কাঁচি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি ইস্পাতে তৈয়ারী হয়। লৌহ ও অঙ্গার (carbon) ইহার প্রধান উপাদান। লৌহের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় অঙ্গার, সিলিকন (silicon), ম্যাঙ্গানিজ (manganese), সালফার (sulphur) ও ফসফরাস (phosphorus) মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। বর্তমানে 'বেসেমার প্রণালী' (Bessemer process) অনুসারে ঢালা লৌহের অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া ফেলিয়া তাহার সহিত পুনরায় উপযুক্ত মাত্রায় অঙ্গার মিশাইয়া ইস্পাত তৈয়ারী হয়।

ইসলাম—এই শব্দটি দ্বারা সাধারণতঃ 'মুসলমানজগৎ'কে বুঝাইয়া থাকে। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ 'হজরত মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত'।

ইহুদী—জাতিবিশেষ। ইহারা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্য জাতি। ইহাদের আদি বাস ছিল ব্যাবিলোন, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থানে। বহুকাল ধরিয়া এই জাতির কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না বলিয়া ইহাদের 'বিক্ষিপ্ত জাতি' বা Scattered Nation বলা হইত। ইহুদী জাতির ইতিহাস অতি গৌরবময়। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে যোসেফ, মোজেস, সলোমন, ডেভিড প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ জন্মিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এই ইহুদী জাতির লোক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ। ১৮৯৭-এ জিওনিষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য উঁহাদের আদি নিবাস প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তন। ইহার ফলে ১৯৪৮-এর ১৩ই মে প্যালেস্টাইনে ইজরেল বা ইহুদীদের রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

ঈ

ঈগল পক্ষী—এক জাতীয় অতিকায় শিকারী পাখি, ইহারা দিবাচর। প্রায় দশ-জাতীয় ঈগল পাখি দেখা যায় :—গোল্ডেন, রাশিয়ান, ইম্পিরিয়াল, বল্ড ঈগল ইত্যাদি। এসিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশেই ঈগল পাখির বাস, কিন্তু গোল্ডেন ঈগল একমাত্র আমেরিকায়ই দৃষ্ট হয়।

ঈজিয়ান সভ্যতা (Aegean Civilization)—ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপে ও চারিদিকের দেশে যে সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঈজিয়ান সভ্যতা নামে ইতিহাসে খ্যাত। ক্রীট, সাইক্লেডস্, দোদেকানিজ প্রভৃতি দ্বীপে ও এশিয়া মাইনরে প্রাচীন নগরী, গৃহ, প্রাচীর-চিত্র ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

ঈশান বৃত্তি (Ishan Scholarship)—যে হিন্দু ছাত্র বি. এ. পরীক্ষায় সমস্ত অনার্স বিষয়ে প্রথম হয় ও এম্. এ. পড়ে, সে এই বৃত্তি পায়। ইহা প্রথম ১৮৬৬-এ দেওয়া হয়। এই বৃত্তি ঈশানচন্দ্র বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যে ১২০০০ টাকা দিয়াছিলেন, তাহার সুদ হইতে প্রদত্ত হয়।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company)—এই নামে মোট চারিটি কোম্পানি ছিল,—(১) ইংরাজ, (২) ওলন্দাজ, (৩) দিনেমার এবং (৪) ফরাসী। (১)—১৫৯৯-এর শেষভাগে কয়েকজন ইংরেজ বণিক মিলিয়া ইংলণ্ডে এক বণিক-সমিতি গঠন করেন। ১৬০০-এ এই কোম্পানিকে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ পৃথিবীর পূর্বখণ্ডে অর্থাৎ এশিয়াখণ্ডে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। শুধু 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' বলিতে এই কোম্পানিই বুঝায় এবং ইহারাই কালক্রমে ভারতবর্ষ জয় করে। ১৮৫৮-এ মহারানী ভিক্টোরিয়া উহাদের হাত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের অধিকার গ্রহণ করেন। (২)—১৬০২-এ ওলন্দাজ কোম্পানি গঠিত হয়। (৩)—১৬১৬-এ দিনেমারদিগের কোম্পানি গঠিত হয়। (৪)—১৬৬৪-এ ফরাসী কোম্পানি গঠিত হয়।

ঈস্টার (Easter)—খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে পর এইদিনে পুনর্জীবন লাভ করিয়া কবর হইতে উঠিয়া শিষ্যদিগকে দেখা দিয়াছিলেন। এই দিনটি স্মরণীয় করিবার জন্য খ্রীষ্টানগণ উৎসব করেন। ঈস্টার সাধারণতঃ পড়িত ২২শে মার্চ হইতে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে। নামটি বসন্ত দেবী Eostre হইতে উৎপন্ন। শুক্রবারে যীশুর কবর হয়। ঐ দিনটিকে বলা হয় গুড ফ্রাইডে (Good Friday)। সোমবার তিনি কবর হইতে উঠেন। সেই কারণে সোমবারও পবিত্র দিন।

উ

উই—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কীট। মাটির মধ্যে মৌমাছির চাকের মত বাসা বাঁধে। মাটির উপরে ঢিবি অনেক সময় ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। রাজা ও রানী আছে। রানীরা আকারে বড়। বাকী ইহারা সৈন্য বা চাকর। বাদলাপোকা ডানাওয়ালা উইপোকা। ইহা কাঠের জিনিসপত্রাদি ও পুস্তকাদি কাটিয়া ফেলে।

উইটান সভা (Witan Moot)—ইংলণ্ডে অ্যাংলো-স্যাকসনদের জ্ঞানীদের সভা। উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক ও জমিদারদের লইয়া ইহা গঠিত হইত। ইহা অনেকটা আজ-কালকার 'হাউস অব লর্ডস্'-এর অনুরূপ ছিল। নর্মান বিজয়ের পর ইহা উঠিয়া যায়।

উচ্চতম অট্টালিকাদি—

এম্পায়ার স্টেট, নিউ ইয়র্ক ১২৫০ ফুট+টেলিভিশন টাওয়ার ২২২ ফুট	১৪৭২ ফুট
ক্রাইসলার, নিউ ইয়র্ক	১০৪৬ „
ইফেল টাওয়ার, প্যারিস	৯৮৫ „
ডঃ ওয়াল টাওয়ার	৯৫০ „
মানহাট্টান ব্যাঙ্ক, নিউ ইয়র্ক	৯০৫ „
আর. সি.এ. রকফেলার সেন্টার	৮৫০ „
বেঙ্ক ম্যানহাট্টান বিল্ডিং	৮১৩ „
প্যান আমেরিকান বিল্ডিং	৮০৮ „
উলওয়ার্থ নিউ ইয়র্ক	৭৯২ „
সিটি ব্যাঙ্ক কার্নাস ট্রাস্ট	৭৪১ „
ইউনিয়ন কারবাইড বিল্ডিং	৭০৭ „
মেট্রোপলিটান লাইফ, নিউ ইয়র্ক	৭০০ „

উচ্চতম নগরী—তিব্বতের গার্টক ১৫,১০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

উচ্চতম পর্বত—'পর্বত' দ্রঃ।

উচ্চতম বাঁধ—রাশিয়ার ন্যুরেক ৯৯০ ফুট। সুইজার্ল্যাণ্ডের গ্রাণ্ড ডিক্সেন্স—৯৩২ ফুট; ইটালীর ভাজন্ট—৮৭৩ ফুট; সুইজার্ল্যাণ্ডের মওয়াসিন—৭৭৮ ফুট; ভারতের ভাখরা নাঙ্গাল—৭৪০ ফুট।

উচ্চতম বৃক্ষ—কালিফোর্নিয়ার একটি গাছ। ৩৬৭.৮ ফুট উচ্চ।

উচ্চতম মূর্তি—স্ট্যাচু অব লিবার্টি, নিউ ইয়র্ক ৩০৫ ফুট উচ্চ।

উজবেগ—সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত সমরখন্দের নিকটবর্তী স্থানের যাযাবর জাতিবিশেষ। খিভা, বোখারা প্রভৃতি স্থানে ইহাদের সংখ্যা প্রবল।

উটপক্ষী (Ostrich)—আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম পক্ষী। উড়িতে পারে না কিন্তু অশ্বের চেয়ে অতি দ্রুত দৌড়াইতে পারে। মরুভূমিতে বাস করে এবং তরমুজ প্রভৃতি ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের পালক অতি মূল্যবান্। উটপাখির ডিম এক একটির ওজন ৩ পাউণ্ড।

উড়ুক্কু মৎস্য (Flying fish)—এক জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য। ইহাদের পাখা আছে। ইহারা সময় সময় লাফাইয়া

জল ছাড়িয়া উপরে উঠে এবং সেই পাখায় ভর করিয়া ঘণ্টায় ৪০ মাইল পর্যন্ত বেগে কিয়দ্দূর গমন করে বলিয়া ইহাদিগকে উড়ুক্কু মাছ বলা হয়।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তি—এই চুক্তি ১৯৪৯-এর ৪ঠা এপ্রিল বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যাণ্ড, ইটালী, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পোর্তুগাল, যুক্তরাজ্য (U. K.) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা পরস্পর সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তরাধিকার কর আইন (Estate Duty Act)—১৯৫৩-এর অক্টোবর মাসের ১৫ই তারিখ হইতে ভারতে উত্তরাধিকার কর আইন বলবৎ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে, যদি কেহ ভারতের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকার মূল্যের বেশী সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান, তাহা হইলে সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিগণ সম্পত্তি দখল করার পূর্বে সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী ভারত সরকারকে একটি নির্দিষ্ট হারে কর দিবেন।

উদজান (Hydrogen)—একটি বায়বীয় মৌলিক পদার্থ। এই গ্যাসটি সকল গ্যাস অপেক্ষা হালকা। ইহা একটি অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস। ইহা জলেরও একটি প্রধান উপাদান। দুইভাগ উদজান ও একভাগ অম্লজান (H_2O)-এর রাসায়নিক মিশ্রণে জলের সৃষ্টি হয়।

উদাসী সম্প্রদায়—নানকপন্থী সন্ন্যাসিদলবিশেষ। ইহারা নানকের 'গ্রন্থসাহেবে'র পূজা করিয়া থাকে। সকল শ্রেণীর লোক এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ মঠে বাস করে।

উদীচ্য ঊষা (Aurora-Borealis)—মেরুমণ্ডলে সময় সময় এক অত্যাশ্চর্য নৈসর্গিক ব্যাপার দৃষ্ট হয়। সূর্যাস্তের ২।৩ ঘণ্টা পরে কখন কখন তথায় সহসা আকাশ হইতে আলোক-সম্পাত হয়। এই আলোক অবিরত সঞ্চালিত হইতে থাকিলেও কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। আলোকের উজ্জ্বলতা যখন অত্যধিক হয়, তখন ইহা রক্ত, পীত, হরিতাদি বর্ণ ধারণ করে। ইহারই নাম উদীচ্য ঊষা।

উপগ্রহ—যে সমস্ত ছোট ছোট গ্রহ বড় গ্রহগুলির চারিদিকে ঘোরে তাহারা উপগ্রহ। চন্দ্রই পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। মঙ্গলের দুইটি, বৃহস্পতির বারটি, শনির নয়টি, ইউরেনাসের পাঁচটি ও নেপচুনের একটি উপগ্রহ আছে। সম্প্রতি মনুষ্য-নির্মিত অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশমণ্ডলে স্থান লাভ করিয়াছে। ১৯৫৭ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর রুশ বিজ্ঞানীরা 'স্পুটনিক—১' নামক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেন। ইহার ব্যাস মাত্র ২৩ ইঞ্চি—ইহা প্রতি ৯৬ মিঃ একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিত। ইহাই মনুষ্য নির্মিত প্রথম উপগ্রহ। ইহার পর রুশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা বহু কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ করিয়াছেন।

উল্কা—উল্কা আলোকহীন কঠিন পিণ্ডবিশেষ। লোহা, পাথর প্রভৃতি দিয়া ইহা নির্মিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে সূর্যের আকর্ষণে কোন ধূমকেতু ভাঙিয়া উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। উল্কাপিণ্ড আপন কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর নিকটবর্তী হইলে পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে এবং সাধারণতঃ বায়ুর ঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠে। ইহাকেই উল্কাপাত বলে। চলিত ভাষায় বলে তারাখসা বা নক্ষত্র-খসা। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার গ্রুটফনটাম নামক স্থানে সর্ববৃহৎ উল্কাপিণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তাহার ওজন প্রায় ৭০ টন। ১৯১১ খ্রীঃ লিসবনের নিকটের অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্রে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উল্কার পতন হইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীঃ সাইবেরিয়ার এক জনবিরল অঞ্চলেও এক বিশাল উল্কাপাত হয়। তাহার ফলে ৫ হইতে ১০ মাইলের মধ্যে যাবতীয় গাছপালা ধ্বংস হয়।

উপনিবেশ—মাতৃভূমির লোক দলবদ্ধ হইয়া স্বদেশের শাসনকর্তার অধীন অপর কোন দেশে গিয়া বসবাস করিলে শেষোক্ত স্থানকে উক্ত ব্যক্তিদিগের উপনিবেশ বলে।

উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream)—উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের স্রোত। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম-মুখী হইয়া মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে এবং ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয়া বাহির হইয়া উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতে মিশিয়াছে ও উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে।

উষ্ণ-প্রস্রবণ—যে প্রস্রবণ বা ফোয়ারায় উষ্ণ জল উত্থিত হয়, তাহাকে উষ্ণ-প্রস্রবণ বলে। মুঙ্গেরের 'সীতাকুণ্ড' একটি বিখ্যাত উষ্ণ-প্রস্রবণ। পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বরে কয়েকটি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে।

ঊর্ধ্বপাতন—চোলাই করিবার একপ্রকার প্রক্রিয়া (Distillation). তরল পদার্থকে উত্তাপ প্রয়োগে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করিয়া পরে বকযন্ত্রের ভিতর দিয়া চালিত সেই বাষ্পকে পুনরায় শৈত্য প্রয়োগ দ্বারা তরলীকরণ।

ঊর্ধ্ববাহু—যে সকল শৈব সন্ন্যাসী সর্বদা একবাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখেন, তাঁহাদিগকে ঊর্ধ্ববাহু বলে। ইহারা ভিক্ষাজীবী এবং বাসস্থানশূন্য। ইঁহাদের কেহ দিগম্বর কেহ বা গৈরিকাম্বর। ইঁহারা মস্তকে জটা ধারণ করেন।

ঋ

ঋণসালিসী বোর্ড (Bengal Agricultural Debtors' Act, 1935 : Bengal Act VII of 1936)—ঋণগ্রস্ত কৃষক ইত্যাদিকে মহাজনের চড়া সুদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাংলা সরকার একটি আইন করেন। এই আইন অনুযায়ী একটি ঋণসালিসী বোর্ড গঠন করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট খাতকদিগের নিকট হইতে দরখাস্ত পাইলে ইউনিয়নের মধ্যে বা কয়েকটি ইউনিয়ন লইয়া একটি বোর্ড গঠন করেন। যে পাঁচজন লোক লইয়া এই বোর্ড গঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে মহাজন পক্ষের প্রতিনিধি, খাতকদের প্রতিনিধি, দু'একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই বোর্ডে থাকেন।

এ

এ. আর. পি. (A. R. P.—Air Raid Precaution)—কোন নগর শত্রুবিমানের দ্বারা আক্রান্ত হইলে যে সকল কর্মী হতাহতের সেবা করে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত নাম।

এককোষ প্রাণী—ইহা আদ্যপ্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অ্যামিবা এই জাতীয় প্রাণী। এই পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার এককোষ প্রাণীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বদ্ধ জলাশয়ে প্রাপ্ত এই প্রাণীদের দেহ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত। ইহাদের কোন কোন জাতি পরজীবী।

একতারা—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। লাউয়ের খোলের সঙ্গে বংশদণ্ড যোগ করিয়া তাহাতে

একটি তার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাউল-বৈরাগীরা এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে।

একোনাইট (Aconite)—একপ্রকার বিষাক্ত গাছের নির্যাস; ইহা একটি তীব্র বিষ।

এক্স-রে (X-Ray)—জার্মানির অন্তর্গত হুর্ৎস্বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম রোণ্টগেন বা রঞ্জন ১৮৯৫-এ একটি আলোকরশ্মির আবিষ্কার করেন। ঐ আলোক জীবদেহের চর্মমাংস ভেদ করিয়া দেহভ্যন্তরস্থ অস্থি বা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট বন্দুকের গুলি কিংবা অন্য কোন কঠিন পদার্থকে প্রতিভাত করিয়া তুলে। এই ধর্মবিশিষ্ট আলোককেই বলে এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মি। দেহের অভ্যন্তরে ক্ষতাদি হইলে অথবা হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে এই আলোকের সাহায্যে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই আলোকের আবিষ্কারের পর হইতেই অস্ত্র-চিকিৎসার অভিশয় উন্নতি হইয়াছে।

এজিনকোর্টের যুদ্ধ—শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অন্যতম যুদ্ধ (১৫১৫)। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী ফরাসী সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য সংখ্যায় ইংরেজ সৈন্যের সাতগুণ ছিল।

এণ্ডি—এক জাতীয় রেশম। এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া শুয়া পোকা যে গুটি উৎপাদন করে, তাহা হইতে এই এণ্ডি সুতা তৈরী হয়। আসামে ইহার ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে।

এনজাইম (Enzyme)—ইহা একপ্রকার পদার্থ। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকিয়া ইহা উহাকে বিশ্লেষণ ও পাকে সাহায্য করে। জৈব পদার্থে এনজাইম প্রায় দেখা যায় না।

এনামেল (Enamel)—কাচের ন্যায় চকচকে উজ্জল পদার্থ বিশেষ। ইহার প্রলেপ দ্বারা বিশেষ বিশেষ পাত্রাদি ব্যবহারোপযোগী করা হয়। প্রলেপের পরে এনামেল কঠিনতাপ্রাপ্ত হয়। দাঁতের উপরকার চকচকে আস্তরণকেও এনামেল বলে।

এপ্রিল (April)—ইংরেজীর চতুর্থ মাস। এই সময়ে ইওরোপে বৃক্ষাদি ফলফুল প্রসব করিতে থাকে বলিয়া ইহার নাম এপ্রিল। (<Aprils=to open)।

এপ্রিল-ফুল (April-fool)—১লা এপ্রিল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে তামাশার ছলে ঠকাইয়া আমোদ করিবার প্রথা বহুদিন যাবৎ ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে। এই তামাশায় যে বোকা বনিয়া যায়, তাহাকে বলা হয় এপ্রিল ফুল (April fool)। ফ্রান্স হইতে ইহার চলন হয়। ফ্রান্সের রাজা চার্লস্ ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বছর গণনার প্রথা পালটিয়া ১লা জানুআরি হইতে বছর গণনার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে লোকে খুব রাগিয়া যায়। কিন্তু পরে তাহারা জানিতে পারে, ১লা এপ্রিল রাজাকে যে দামী দামী ভেট দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহা আর দিতে হইবে না। তখন তাঁহারা বুঝিল, তাহারা রাগ করিয়া বোকামিই করিয়াছে। এই হইতে ১লা এপ্রিলকে বোকাদের দিন বলা হয়।

এভারেস্ট-অভিযান—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক হইতেই এভারেস্টে উঠিবার চেষ্টা হইতেছে। নীচের তালিকা হইতে বিভিন্ন অভিযানের ঘটনা পাওয়া যাইবে :—

১৯২১ নেতা—হাওয়ার্ড বারী (এই অভিযাত্রীদল কিছুদূর উঠিয়াই ফিরিয়া আসে।)

১৯২২ নেতা—ব্রিঃ চার্লস্ ব্রুস (এই দল সাতাশ হাজার ফুটের কিছু উপরে শেষ শিবির স্থাপন করে।)

১৯২৪ নেতা—কর্নেল নর্টন (এই অভিযানের দুইজন সদস্য, ম্যালরি ও আরভিন ২৮,২৩০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই।)

১৯৩৩-৩৪ ব্রিটিশ নেতা—এইচ রুটলেজ (আবহাওয়ার জন্য অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।)

১৯৩৫ নেতা—এরিক শিপটন (তিনি এভারেস্টে পৌঁছাইতে পারেন নাই, কিন্তু হিমালয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন।)

১৯৩৬ নেতা—এইচ রুটলেজ।

১৯৩৮ „ —এইচ টিলম্যান।

১৯৫১ „ —এরিক শিপটন (তুষার মানব সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন।)

১৯৫২ নেতা—এডওয়ার্ড ওয়াইজ-ডুনাণ্ট গ্যাব্রিয়েল শেভালি (এই দল আটাশ হাজার ফুটের উপরে উঠিয়াছিল।)

১৯৫৩ নেতা—কর্নেল জন হাণ্ট (এই দলের শেরপা তেনজিং ও মিঃ হিলারী ২৯শে মে, ১৯৫৩ এভারেস্ট শৃঙ্গে পদার্পণ করেন।)

সমস্ত দলের নেতাই ব্রিটিশ। কেবল ১৯৫২-এর দল ছিল সুইস।

১৯৫৬ নেতা—উক্টর এগলার। সুইস দল। ২৩ ও ২৪শে শৃঙ্গে আরোহণ।

১৯৬০ নেতা—ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং। এই ভারতীয় অভিযান সফল হয় নাই।

১৯৬২ নেতা—জন ডিয়াজ। এই ভারতীয় অভিযান ব্যর্থ হয়।

১৯৬৩ নেতা—নর্মান ডাইরেনফার্থ। মার্কিন অভিযান। জেমস হুইটেকার ও নওয়াং গোম্বার এভারেস্ট শিখরে আরোহণ। ১লা মে।

১৯৬৩ মার্কিন অভিযান। ডাঃ উইলিয়াম এফ আনসিল্ড ও ডাঃ টমাস এফ হর্নবিন এবং ব্যারি ও লুথার দুই দলে দুই বার শৃঙ্গে পদার্পণ করেন।

১৯৬৫ নেতা—লেঃ কঃ কোহলি। ভারতীয় দল। শীর্ষে চীমা ও নওয়াং গোম্বু। (২০শে মে)। পরে আর এক দলে সোনাম গিয়াৎসো ও সোনাম ওয়াংগিয়ালে (২২শে মে)। তৃতীয় দল সি. পি. ভোরা ও আঙকামিকে (২৪শে মে)। চতুর্থ দল এইচ. সি. রাবাত, এইচ. সি. আলুওয়ালিয়া সরদার ফু দোরজি (২৯শে মে)

এমডেন (Emden)—জার্মান যুদ্ধজাহাজ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই জাহাজ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আসে। ১৯১৪, ৯ই নভেম্বর ইহা ধরা পড়ে ও বিনষ্ট হয়। শোনা যায় ভারতীয় স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী দলকে এই জাহাজযোগে অস্ত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এম. সি. সি. (M. C. C.)—মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব (Marylebon Cricket Club) নামক ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত খেলোয়াড়দলের সংক্ষিপ্ত নাম। এই দল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়দের সহিত ক্রিকেট খেলায় বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে।

এমু (Emu)—অস্ট্রেলিয়াবাসী একজাতীয় উটপক্ষী। পাখা আছে। খুব দৌড়াইতে পারে।

এয়ার-গান (Air-gun)—ইহার অপর নাম 'হাওয়া-বন্দুক'। বন্দুকের মধ্যে বাতাস চাপিয়া সেই চাপা বাতাসের জোরে এই বন্দুকের গুলি ছোড়া হয়। মোট কথা, এই বন্দুকের বারুদের কাজ হাওয়ায় করে।

এয়ার-পাম্প (Air-pump)—বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র। ইহার দুইটি ভাগ,—একটি 'রিসিভার' ও অপরটি 'পাম্প'। যাহার মধ্য হইতে বায়ু বাহির করিতে হইবে তাহার সহিত রিসিভারের মুখটি লাগাইয়া রাখিতে হয় এবং পাম্পের সাহায্যে 'রিসিভার' হইতে বায়ু টানিয়া বাহির করিতে হয়। এই যন্ত্র ১৬৫০-এ আবিষ্কৃত হয়, এবং বৈজ্ঞানিক কাজে বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এয়ারশিপ (Airship)—এরোপ্লেনের মত ইহার পাখা নাই। ইহা দেখিতে অনেকটা বেলুনের মত। এরোপ্লেন বাতাস

অপেক্ষা ভারী, কিন্তু ইহা বাতাস অপেক্ষা হালকা। ইহাকে জেপেলিনও কহে। জার্মানির কাউন্ট জেপেলিন (Zeppelin) ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন (১৯০০)।

এল ডোরাডো (El Dorado)—কাল্পনিক একটি স্থান। দক্ষিণ আমেরিকায় কোথাও ইহা অবস্থিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। ইহাও লোকের ধারণা ছিল যে, এই স্থানে প্রচুর স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি আছে। প্রাচীন স্পেনীয় আবিষ্কারকদের মধ্যে অনেকেই ইহার অনুসন্ধানে যাত্রা করিত। সার ওয়ালটার র্যালেও ইহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন। প্রচুর ধনসম্পদ্-বিশিষ্ট স্থানকে বর্তমানে 'এল ডোরাডো' বলা হয়।

এল. বি. ডব্লিউ. (L. B. W.)—ক্রিকেট খেলায় প্রযোজ্য 'Leg Before Wicket' কথাটির রূপ।

এলাহাবাদের সন্ধি—ইংরেজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলার নিকট আশ্রয় লন। ইহাতে সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। ১৭৬৪-এ বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা পরাস্ত হন। কিন্তু তথাপি যুদ্ধ একেবারে বন্ধ হয় নাই। অবশেষে ইংরেজ গভর্নর ক্লাইভ সুজাউদ্দৌলার সহিত এক সন্ধি করেন। ঐ সন্ধি অনুসারে সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোরা জেলা ছাড়িয়া দিলেন। ইহাই 'এলাহাবাদের সন্ধি' নামে খ্যাত।

এশিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society)—ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার। ইহা কলিকাতার ১নং পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত। ১৭৮৪-এ সার উইলিয়াম জোন্স ইহা স্থাপন করেন। এখানে অসংখ্য মূল্যবান্ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আছে। এশিয়ার ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্বের নিদর্শন সংগ্রহ ও আলোচনার উদ্দেশ্যেই ইহা স্থাপিত হয়।

এসেন্স (Essence)—তরল সুগন্ধ দ্রব্য-বিশেষ। অগুরু, চন্দন, পুষ্প প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইহা তৈয়ারী হয়।

এসোসিয়েটেড প্রেস (Associated Press)—সংক্ষিপ্ত রূপ এ. পি. ভারতের সংবাদ সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য এই কোম্পানি ছিল। ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে ইহা প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এই নামে বিদেশী সংবাদ সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানও আছে। উহার পূর্ব নাম Associated Press of America.

এস. ও. এস্. (S. O. S.)—সমুদ্রে বিপদ্-জ্ঞাপক ধ্বনি। ইহা 'Save Our Souls' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ।

এস্কিমো (Eskimo)—মেরুপ্রদেশবাসী অসভ্য মানবজাতি। ইহারা সাধারণতঃ উত্তরমেরু ও তাহার সন্নিহিত উত্তর-রুশিয়া, উত্তর-কানাডা, ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাস করে। ইহারা সীল, তিমি প্রভৃতি জলচর প্রাণী বধ করিয়া তাহার কাঁচা মাংস খায় এবং চর্বি দিয়া আলো জ্বালে। ইহারা শীতকালে বরফের ঘরে এবং গ্রীষ্মকালে চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। ইহারা বলগা-হরিণ ও এক রকম কুকুর পুষিয়া থাকে। ঐ দুইটি প্রাণী এস্কিমোদের চাকাশূন্য স্লেজগাড়ি বরফের উপর দিয়া টানিয়া থাকে। এস্কিমোরা বল্গা-হরিণের দুধ খায়।

ঐ

ঐকিক নিয়ম (Unitary Method)—গণিতের নিয়ম-বিশেষ। বিশেষ বিশেষ গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর বাহির করিতে হইলে উহাকে ১ সংখ্যার অনুপাতে আনিয়া, পুনরায় সেই সেই ১-এর অনুপাত হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌছানর নাম 'ঐকিক নিয়ম'। যেমন—

(প্রশ্ন)—৫টি গরুর মূল্য ১০০৲ হইলে ১৩টি গরুর মূল্য কত?—

(উত্তর)—

৫টি গরুর মূল্য ১০০৲

∴ ১টি গরুর মূল্য $\frac{১০০}{৫}$ = ২০ টাকা

∴ ১৩টি " " ২০ × ১৩

= ২৬০ টাকা।

ঐতিহাসিক যুগ—যে সময় হইতে লিপিবদ্ধ ঘটনা পাওয়া যায়, সেই সময় হইতে ঐতিহাসিক যুগ গণনা করা হয়। অতীত কালের যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা বলে। খ্রীঃ পূঃ ছয়শত বৎসর হইতে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়।

ও

ওক (Oak)—ইওরোপের বিরাটকায় বৃক্ষ-বিশেষ। ইহা ভারতের বটবৃক্ষের সহিত তুলনীয়। এই বৃক্ষের তক্তা দিয়া জাহাজের পাটাতন তৈয়ারী হয়। প্রাচীন ব্রিটনদিগের ধারণা ছিল যে, ঈশ্বর এই বৃক্ষকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসেন। ইহার গায়ে 'মিস্‌লটো' (mistletoe) নামক চিরহরিৎ পরগাছা জন্মে, বড়দিনে তাহা দিয়া আপন ঘর সাজান হয়। প্রায় ৩০০ শ্রেণীর ওকবৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে ব্রিটিশ ওক সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ওকাপি (Okapi)—আফ্রিকার কঙ্গোর একপ্রকার গলা-লম্বা আশ্চর্য নিশাচর জন্তু: ইহা জিরাফ-জাতীয় ও তৃণভোজী; কিন্তু ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গলা জিরাফের মত বড় নয়। ১৮৯৯-এ সার হ্যারি জনসন মধ্য-আফ্রিকার আলবার্ট ও এডওয়ার্ড হ্রদের মধ্যস্থ অরণ্যে এই জন্তুর প্রথম সন্ধান পান। ১৯১৯-এ প্রথম এই জন্তু এণ্টোয়ার্পের চিড়িয়াখানায় লইয়া যাওয়া হয়। ওকাপি বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

ওকালতনামা (Power of Attorney)—আইন সংক্রান্ত কাজ করিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া। ইহা সাধারণ ও বিশেষ হইতে পারে। সাধারণ ওকালত-নামায় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অপর ব্যক্তির আইন বিষয়ক সকল কাজই করিতে পারেন। দ্বিতীয় প্রকারের ওকালতনামায় কোনও ব্যক্তি অপরের বিশেষ একটি কোন কাজ করে, যেমন মামলা চালান।

ওজোন (Ozone)—অক্সিজেনের ঘনীভূত রূপান্তর। তিন পরমাণু (atom) অক্সিজেন লইয়া এক অণু (molecule) ওজোন প্রস্তুত হয়। ইহার ফর্মুলা O_3. ইহা বর্ণ-হীন, কিন্তু ইহার একটি বিচিত্র গন্ধ আছে। বায়ু ও জলের শোধন-কার্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানের বায়ুতে ইহা অধিক মাত্রায় থাকে, জনাকীর্ণ শহর-গুলিতে ইহা বিন্দুমাত্রও থাকে না।

ও-ডি-কোলন (Eau-de-Cologne)—জার্মানীর কোলন শহরে এই সুগন্ধি প্রথম প্রস্তুত হয় (১৭০০)। প্রস্তুতকারক ছিলেন জোহন মেরিয়া ফেরিনা। ইহা লেবু, কমলা হইতে প্রস্তুত হয়। কয়লার উপজাত হইতেও হয়। এখন সর্বত্রই ইহা প্রস্তুত হইতেছে।

ওপোসাম (Opossum)—অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণ আমেরিকার বৃক্ষবাসী জন্তুবিশেষ। ইহাদের আকৃতি বিড়ালের মত এবং ইহারা গাছের পাতা ও ফল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ক্যাঙ্গারুর মত

ইহাদের পেটের নীচে একটি থলি থাকে; তাহার মধ্যে ভরিয়া ইহারা শাবক বহন করে। ইহাদের লেজ দিয়া ইহারা গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহাদের রেশমের মত কোমল চামড়া দিয়া ব্যাগ তৈয়ারী হয়। এক শ্রেণীর ওপোসাম জলচর ও মৎস্যভোজী।

ওম (Ohm)—বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত একক বিশেষের (unit) নাম। জার্মান বিজ্ঞানী জর্জ সাইমন ওমের (১৭৮৭-১৮৫৪) নামানুসারে এই এককের নাম 'ওম' হইয়াছে। ওমের সূত্র (Ohm's Law) তড়িৎ বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট নিয়ম।

ওমনিবাস (Omnibus)—'বাস' দ্রঃ।

ওয়াই. এম. সি. এ. (Y.M.C.A.)—খ্রীষ্টানদিগের একটি সামাজিক মিলন সংঘ। 'Young Men's Christian Association'-এর ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্যার জর্জ উইলিয়ামস্। ইহা ১৮৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ১৬,০০০ স্থানীয় শাখা আছে এবং ২৫ লক্ষ বালক-বালিকা সভ্য আছে।

ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ. (Y.W.C.A.)—পুরুষদিগের জন্য যেমন ওয়াই. এম. সি. এ. ইহাও তেমনি মেয়েদের একটি মিলন-সংঘ। 'Young Women's Christian Association'-এর ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ। ব্রিটেনেই ইহার সভ্য-সংখ্যা ৪৫,০০০।

ওয়াকফ (Wakf) **এসটেট**—মুসলমানদের ধর্মকর্মের জন্য দান-করা সম্পত্তিকে ওয়াকফ এসটেট বলে। সরকারের আইনে এইসব বিভাগ দেখিবার জন্য এই বিভাগ আছে।

ওয়াফদ (Wafd)—জগলুল পাশা কর্তৃক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত মিশরের জাতীয় দল। জগলুল পাশার মৃত্যুর পর এই দল সাদিষ্ট ও কোট্‌লা দলে বিভক্ত হয়। নাহাশ পাশা এই দলভুক্ত ছিলেন।

ওয়ালেস রেখা (Wallace's Line)——এশিয়া মহাদেশ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলেশিয়ার উদ্ভিদ্ ও প্রাণিসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ওয়ালেস এই সকল দ্বীপসমূহের মধ্যে একটি কাল্পনিক রেখা টানিয়া অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার সীমা নির্ধারণ করেন। এই কাল্পনিক রেখাকে ওয়ালেস রেখা বলে।

ওয়াশিংটন সম্মেলন—১৯২১-এ প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এর অধিনায়কত্বে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করিবার জন্য যে সভা আহূত হয়, তাহাকে ওয়াশিংটন সম্মেলন (Washington Conference) বলে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রশক্তি এই সভায় যোগদান করেন।

ওয়াহাবী সম্প্রদায়—খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে আব্দুল ওয়াহাব নামে এক ধার্মিক ব্যক্তি আরব দেশের নেজ্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্মমতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে 'ওয়াহাবী সম্প্রদায়' বলে। মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত সুন্নী মতটিকে আব্দুল ওয়াহাব সাহেব কিঞ্চিৎ সংস্কৃত করিয়া চালান। তিনি বলিতেন,—'এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং হজরত মোহাম্মদের অতিমাত্রায় গুণকীর্তন করিয়া তাঁহার মহিমা ক্ষুণ্ণ করিও না। মূর্তিপূজা, আমোদ-উৎসব এবং উপবাসাদি বর্জন করিবে এবং তরবারির সাহায্যে ইসলাম ধর্মের প্রচার করিবে।'

ওয়েসিস (Oasis)—বিস্তৃত মরুভূমির স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদিপূর্ণ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে জলপূর্ণ প্রস্রবণ, ফলবান্ বৃক্ষ এবং বিবিধ লতাগুল্মে পূর্ণ কুঞ্জবন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানকে 'ওয়েসিস' বা 'মরুদ্যান' বলা হয়। মরুভূমির যাত্রীরা অনেক সময় এখানে বিশ্রাম করে এবং বেদুইন প্রভৃতি মরুচারী জাতিরা এখানে বাস করে।

ওয়েস্টমিন্স্টার অ্যাবি (Westminster Abbey)—ওয়েস্টমিনস্টারের বিখ্যাত গির্জা। ইহার সমাধিক্ষেত্রে বহু রাজা, রানী, খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, যোদ্ধা প্রভৃতির সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে। এই সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয়।

ওরাং-উটাং (Orang-Utan)—বৃহত্তম মনুষ্যাকৃতি বানর। ইহারা কেবল সুমাত্রা ও বোর্ণিওতে বাস করে। পূর্ণবয়স্ক ওরাং-উটাং উচ্চতায় ৪ ফুট এবং ওজনে ১৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। ইহাদের হস্ত অতিশয় দীর্ঘ। ইহারা প্রধানতঃ গাছেই বাস করে এবং ফলাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে।

ওসমিয়াম (Osmium)—প্ল্যাটিনাম নামক দুর্মূল্য ধাতু হইতে ইহা পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ভারী। সংকেত Os. ইহা দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যালিফোর্নিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ার এক শ্রেণীর বালুকণার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা ও ইরিডিয়াম সাধারণতঃ ফাউন্টেন পেনের নিবের সম্মুখভাগে সামান্য একটু দেওয়া থাকে।

ঔ

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—যে সকল লোক আপনার দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করে ও তথায় ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করে, তাহাদিগকে বলে 'ঔপনিবেশিক'। ঔপনিবেশিকগণ প্রথমতঃ জন্মভূমির শাসনকর্তৃপক্ষের অধীন থাকে, কিন্তু কালক্রমে সবল হইয়া উপনিবেশ শাসনের ভার আপনারা গ্রহণ করে। জন্মভূমির শাসকগণের নিকট হইতে এই অধিকার ঔপনিবেশিকগণকে কখনও যুদ্ধে, কখনও বা আপোসে লাভ করিতে হয়। পারস্পরিক উভয় দলের সম্মতিক্রমে উপনিবেশে যে নূতন শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হয়, উহাকে বলে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন'। উপনিবেশের শাসনকর্তৃগণ পূর্বোক্ত শাসকগণের অধীন থাকেন। কিন্তু উপনিবেশ শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে থাকে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে।

ক

কংগ্রেস (Congress)—১। ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক মহাসভা। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে মিঃ হিউমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৫-এ বোম্বাই নগরীতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji) সভাপতি হইয়াছিলেন। পরাধীন ভারতবাসীদিগের মধ্যে আত্মচেতনা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগাইবার জন্য এই মহাসভা একদা আহূত হয়। অহিংস অসহযোগ, সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলন সেই প্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল। কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেয়।

ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান ও সভাপতিদের নাম দিয়ে প্রদত্ত হইল :—

স্থান	সভাপতি
বোম্বাই (১৮৮৫)	—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা (১৮৮৬)	—দাদাভাই নওরোজি
মাদ্রাজ (১৮৮৭)	—বদরুদ্দিন তায়াবজী
এলাহাবাদ (১৮৮৮)	—জি. ইউল
বোম্বাই (১৮৮৯)	—স্যার ডবলিউ. ওয়েডারবার্ণ
কলিকাতা (১৮৯০)	—স্যার পি. মেটা
নাগপুর (১৮৯১)	—পি. আনন্দ চার্লু
এলাহাবাদ (১৮৯২)	—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থান সভাপতি

লাহোর (১৮৯৩)—দাদাভাই নওরোজি
মাদ্রাজ (১৮৯৪)—এ. ওয়েব
পুনা (১৮৯৫)—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা (১৮৯৬)—আর. এম. সিয়ানি
অমরাবতী (১৮৯৭)—সি. শঙ্করণ নায়ার
মাদ্রাজ (১৮৯৮)—আনন্দমোহন বসু
লক্ষ্ণৌ (১৮৯৯)—রমেশচন্দ্র দত্ত
লাহোর (১৯০০)—এন. জি. চন্দ্রবরকর
কলিকাতা (১৯০১)—ডি. ওয়াচা
আমেদাবাদ (১৯০২)—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপা- [ধ্যায়
মাদ্রাজ (১৯০৩)—লালমোহন ঘোষ
বোম্বাই (১৯০৪)—সার হেন্‌রী কটন
বেনারস (১৯০৫)—জি. কে. গোখেল
কলিকাতা (১৯০৬)—দাদাভাই নওরোজি
সুরাট (১৯০৭)—রাসবিহারী ঘোষ
মাদ্রাজ (১৯০৮)—রাসবিহারী ঘোষ
লাহোর (১৯০৯)—মদনমোহন মালব্য
এলাহাবাদ (১৯১০)—সার ডবলিউ ওয়েডারবার্ণ
কলিকাতা (১৯১১)—বিষেণ, এন. দার
পাটনা (১৯১২)—আর. এন. মুধোলকার
করাচী (১৯১৩)—নবাব সৈয়দ মহম্মদ
মাদ্রাজ (১৯১৪)—ভূপেন্দ্রনাথ বসু
বোম্বাই (১৯১৫)—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
লক্ষ্ণৌ (১৯১৬)—অম্বিকাচরণ মজুমদার
কলিকাতা (১৯১৭)—অ্যানি বেশান্ত
দিল্লী (১৯১৮)—মদনমোহন মালব্য
বোম্বাই (বিশেষ) (১৯১৮)—হাসান ইমাম
অমৃতসর (১৯১৯)—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
নাগপুর (১৯২০)—লাজপৎ রায়
কলিকাতা (বিশেষ) (১৯২০)—সি. বিজয়রাঘবচারিয়ার
আমেদাবাদ (১৯২১)—হাকিম আজমল খাঁ
গয়া (১৯২২)—চিত্তরঞ্জন দাশ
কোকনদ (১৯২৩)—মহম্মদ আলি
দিল্লী (বিশেষ) (১৯২৩)—আবুল কালাম আজাদ
বেলগাঁও (১৯২৪)—মহাত্মা গান্ধী
কানপুর (১৯২৫)—মিসেস সরোজিনী নাইডু
গৌহাটী (১৯২৬)—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
মাদ্রাজ (১৯২৭)—এম. এ. আন্‌সারী
কলিকাতা (১৯২৮)—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
লাহোর (১৯২৯)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
করাচী (১৯৩১)—বল্লভভাই প্যাটেল
দিল্লী (১৯৩২)—শেঠ রণছোড়লাল
কলিকাতা (১৯৩৩)—শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা
বোম্বাই (১৯৩৪)—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ
লক্ষ্ণৌ (১৯৩৫)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
ফৈজপুর (১৯৩৭)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
হরিপুরা (১৯৩৮)—সুভাষ বসু
ত্রিপুরী (১৯৩৯)—সুভাষ বসু

স্থান সভাপতি

রামগড় (১৯৪০)—আবুল কালাম আজাদ
(১৯৪৬)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
মীরাট (১৯৪৬)—আচার্য কৃপালনী
(১৯৪৭)—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ
জয়পুর (১৯৪৮)—সীতারামাইয়া
নাসিক (১৯৫০)—ট্যাণ্ডন (পদত্যাগ করেন)
মীরাট (১৯৫১)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
ইন্দোর (১৯৫২)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
হায়দ্রাবাদ (১৯৫৩)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
কল্যাণী (১৯৫৪)—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
আবাদী (১৯৫৫)—ইউ. এন. ঢেবর
অমৃতসর (১৯৫৬)—ইউ. এন. ঢেবর
ইন্দোর (১৯৫৭)—ইউ. এন. ঢেবর
গৌহাটী (১৯৫৮)—ইউ. এন. ঢেবর
নাগপুর (১৯৫৯)—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
বাঙ্গালোর (১৯৬০)—সঞ্জীব রেড্ডি
পাটনা (১৯৬১)—সঞ্জীব রেড্ডি
গুজরাট (১৯৬২)—ডি. সঞ্জীবায়া
পাটনা (১৯৬৩)—ডি. সঞ্জীবায়া
ভুবনেশ্বর (১৯৬৪)—কামরাজ
দুর্গাপুর (১৯৬৫)—কামরাজ
জয়পুর (১৯৬৬)—কামরাজ।
(১৯৭০)—শঙ্করদয়াল শর্মা।
(১৯৭৪)—দেবকান্ত বরুয়া।

বিশেষ বিবরণ—'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' দ্রঃ।

২। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সভার নামও Congress. যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে ইংরেজদের অধীন ছিল। কিন্তু ইহার অধিবাসিগণ অস্ত্রবলে স্বাধীনতা অর্জন করেন। যে রাজনৈতিক সমিতি গঠন করিয়া আমেরিকাবাসীরা স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ করিতেন তাহাই Congress. স্বাধীনতালাভের পর ১৭৮৯-এর ৪ঠা মার্চ তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। জর্জ ওয়াশিংটন উহার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে কংগ্রেসই যুক্তরাষ্ট্রের আইন-কানুন প্রস্তুত করিয়া থাকে। House of Representatives ও Senate নামে ইহার দুইটি বিভাগ আছে। কংগ্রেস-সভাপতি সমগ্র দেশে রাজার তুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন।

ককেশীয় জাতি—পৃথিবীর মানবজাতিকে যে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, তাহাদের অন্যতম। ইহাদের অঙ্গ সুগঠিত, বর্ণ উজ্জ্বল-শ্বেত, নাসিকা উন্নত এবং মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি জন্মে। জলবায়ুভেদে গাত্রবর্ণের প্রভেদ দেখা যায়। হিন্দু, পারসীক, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে ইহাদের সংখ্যা ৭৭ কোটির উপর।

কড মাছ (Cod)—বিখ্যাত সামুদ্রিক মৎস্য। ইংলণ্ড এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটবর্তী সমুদ্রে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার যকৃৎ ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কথাকলি—দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন নৃত্য। প্রধানতঃ কেরলে ইহার প্রচলন অধিক। রূপসজ্জা এই নৃত্যের সর্বপ্রধান অঙ্গ। ইহাতে মুখোশ ও নানারূপ রঙ্ ব্যবহার করা হয়। ইহাতে ৬৪টি মুদ্রা এবং মস্তকের ৯টি, চোখের ৮টি, ভ্রূর ৬টি এবং গলার ৪টি ভঙ্গি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই নৃত্যে বীররসের প্রাধান্য বেশী। ইহার আরম্ভ হয় প্রণয় অথবা প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে এবং সমাপ্তি হয় সংহার লীলায়।

কনক্রীট (Concrete)—রাস্তা, ইমারত প্রভৃতি তৈয়ারীর জন্য জমাট বাঁধাইবার মসলা। চুন, বালি, বিলাতীমাটি, ইট, পাথরের টুকরা প্রভৃতি মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

কনফিউসিয়াসের ধর্ম—চীন দেশের ধর্মপ্রবর্তক কনফিউসিয়াসের ধর্মমত। কন্‌ফিউসিয়াস পূর্বপুরুষগণের আরাধনা এবং দেহ হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবর্তক। ইহার মতাবলম্বীদের আনুমানিক সংখ্যা ৩৫ কোটি।

কনভোকেশন (Convocation)—ইংলণ্ডে এই শব্দে ধর্ম-সংক্রান্ত পরিষদ্‌কে বুঝায়। ক্যাণ্টারবেরিতে এবং ইয়র্কে দুইজন প্রধান বিশপের অধিনায়কত্বে দুইটি পরিষদ্ রহিয়াছে। এদেশে (ভারতে) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধিবিতরণ বা সমাবর্তন সভাকেই উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিবৎসর রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার অধ্যক্ষ হিসাবে উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া বি. এ., এম্. এ., বি. এল্., এম্. বি. বি. এস. প্রভৃতি উপাধিপত্র সেই সেই পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে দান করেন। উপাধিগ্রহণের জন্য উক্ত সভায় যোগদান করিতে হইলে বিশেষ একপ্রকার গাউন ও টুপি পরিধান করিয়া যাইতে হয়।

কনসাল (Consul)—ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্বাধীন দেশের বৈদেশিক রাজদূতগণকে কনসাল বলে। বৈদেশিক ব্যবসায়ী, বাসিন্দা, পরিব্রাজক প্রভৃতির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই সব সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। প্রাচীন রোমান গণতন্ত্রে প্রতিবৎসর যে দুইজন প্রধান শাসনকর্তা (Chief Magistrates) নিযুক্ত করা হইত, তাঁহাদিগকে কনসাল বলিত। ইহা হইতেই কনসাল শব্দের প্রবর্তন হইয়াছে। ফরাসী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে নেপোলিয়ন ১৭৯৯—১৮০৪ পর্যন্ত তাহার প্রথম কনসাল ছিলেন।

কন্যাকুমারী (কুমারিকা অন্তরীপ) —বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও কথিত কাহিনী হইতে জানা যায়, পূর্ব বংশের রাজা অগ্নিবেশের পুত্রগণ দক্ষিণ দ্বীপে শাসন চালাইত। তখন ইহার নাম ছিল ভরতখণ্ড। ভরতের সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম ছিল কুমারী। রাজা ভরত রাজ্যকে আট ভাগ করিয়া দক্ষিণের শেষ প্রান্ত মেয়েকে দিয়া যান। তখন হইতে এই অংশের নাম কন্যাকুমারী হয়।

কমনওয়েলথ—পরস্পরের সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ কয়েকটি স্বাধীন দেশের সংস্থা। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত।

কমিউনিস্ট পার্টি—মার্কস-পন্থী সমাজতন্ত্রীদের বিশ্বসংস্থা। 'কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল' বা 'কমিনটার্ন'-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্নজাতীয় শাখার মধ্য দিয়া ইহার কার্যকলাপ ব্যক্ত ছিল। কমিনটার্ন উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে কমিনফর্ম হয়। কমিনফর্মের বর্তমানে অস্তিত্ব নাই।

কমিনফর্ম (Cominform)—Information Bureau of Communist Party ইওরোপের প্রধান প্রধান কমিউনিস্ট দল কর্তৃক অধুনালুপ্ত গঠিত সংস্থা। ১৯৪৭-এ ইহা বেলগ্রেডে গঠিত হয়।

কম্পাস (Compass)—ইহাকে বাঙ্গালায় দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র বলে। ইহা দেখিতে অনেকটা চিৎ-করা ঘড়ির মত। ইহার কাঁটা উত্তরদিকে থাকে। ইহারই সাহায্যে নাবিকগণ অনন্ত সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করিতে পারে।

করদ ও মিত্ররাজ্য—ভারতের ইংরেজাধীন সামন্তরাজ্য। এই সমস্ত রাজ্যের রাজগণ স্বয়ং নিজ নিজ আইন অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে ইহাদের কর দিতে হইত; একজন করিয়া ইংরেজ রাজকর্মচারী ইহাদের সভায় থাকিতেন। ভারতে কমবেশী ৭০০ শত ঐরূপ রাজ্য ছিল। নিম্নে প্রধান প্রধান কতকগুলির নাম দেওয়া হইল। যথা—ভুপাল, ইন্দোর, ময়ূরভঞ্জ, বরোদা, ছোট উদয়পুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, কপূর্থলা, পাতিয়ালা, ভরতপুর, জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, সিকিম, মণিপুর, কুচবিহার, ত্রিপুরা, কাশী, আলোয়ার, দেওয়াস। এই সব রাজ্যের আর পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর উহারা কোন না কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

করোনার (Coroner)—যে সকল নরহত্যার ব্যাপার আদালতে উপস্থাপিত হয়, সেগুলির শব পরীক্ষার জন্ত যে রাজকর্মচারী নিযুক্ত থাকেন তাঁহাকেই বলে করোনার।

কর্কট-ক্রান্তি—বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রি উত্তরে যে অক্ষরেখা পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে কর্কট-ক্রান্তি বলে।

কর্কট রাশি—(জ্যোতিষ) দ্বাদশ রাশির ৪র্থ রাশি। ইহা পুনর্বসুর শেষ পাদ ও পুষ্যা এবং অশ্লেষার যোগে হইয়া থাকে। কুলীরক ইহার অধিদেবতা। তিনি পৃষ্ঠোদয়, শ্বেতবর্ণ, কফপ্রকৃতি, স্নিগ্ধ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তরদিক্‌স্বামী, বহুস্ত্রীসঙ্গ ও বহু-সন্তান। ইহাতে জন্মিলে জাতক ভোগী, সর্বজনপ্রিয় এবং সজ্জনভক্ত হয়।

কর্তাভজা-সম্প্রদায়—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। ঘোষপাড়া-নিবাসী রামশরণ পাল নামক এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক; কিন্তু মহাত্মা আউলচাঁদই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত। কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের লোকেরা আউলচাঁদকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করে। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে 'জয় কর্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত; এই জন্ত এই সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের গুরুকে বলে 'মহাশয়' এবং শিষ্যকে বলে 'বরাতী'। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যকে 'গুরু সত্য' এই মন্ত্র শিক্ষা দেন। শিষ্যকে গুরু চুরি না করিতে, সত্য কথা বলিতে ইত্যাদি উপদেশ দেন। ইন্দ্রিয়-সংযম তাহাদের ধর্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আজকাল এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার প্রবেশ করিতেছে। কর্তাভজাদের মতে কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র ও আউলচন্দ্র,—তিনেই এক, একেই তিন।

কর্দলার যুদ্ধ—বর্তমান আহ্‌মদনগর জেলায় অবস্থিত কর্দলা নামক স্থানে মারাঠাদের সহিত হায়দরাবাদের নিজামের ১৭৯৫-এ একটি যুদ্ধ হয়। নানা ফড়নবিশের পরিচালনাগুণে মারাঠাগণ ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করে।

কর্পোরেশন (Corporation)—রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা। বর্তমানে কয়েকটি বড় বড় শহরের পৌর সভাকেই কর্পোরেশন বা পৌর নিগম বলে। কয়েকজন নির্বাচিত ও মনোনীত সভ্য লইয়া এই সভা গঠিত হয় এবং শহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল ইত্যাদি বিষয়ে এই সভার দায়িত্ব থাকে।

কলম্বো পরিকল্পনা—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্ত ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির একটি পরিকল্পনা। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয়, ব্রিটিশ বোর্নিও—এই দেশগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ছয় বৎসরের জন্ত এই পরিকল্পনা অনুমোদিত (১৯৫১—৫৭)।

কলা—সংস্কৃত সাহিত্যে ও অন্তত্র কলাবিদ্যা বা Fine Arts কথাটির প্রচলন আছে। বাৎস্যায়ন ও ভাগবতকার কলার সংখ্যা ৬৪ ধরিয়াছেন। জৈন গ্রন্থে সংখ্যা আছে ৭২। 'ললিতবিস্তরে' ৬৪ লিখিত থাকিলেও ৮৬টি আছে। যশোধর কামসূত্রের টীকায় ৫১২টি কলার সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। 'শব্দকল্পদ্রুমে' ললিতবিস্তরে লিখিত ৬৪ কলার উল্লেখ আছে—আমরা উহাই দিলাম। যথা—(১) নৃত্য, (২) গীত, (৩) বাদ্য, (৪) নাট্য, (৫) আলেখ্য, (৬) কপালে পরিবার জন্ত নানারকম ছাঁচে পাতা কাটা, (৭) পূজার জন্ত তণ্ডুলকণা ও নানাবর্ণের পুষ্প নানারূপ উপায়ে সজ্জিত করা, (৮) দন্ত, বস্ত্রাদি ও দেহ রঞ্জিত করা, (৯) পুষ্পাস্তরণ, (১০) মণি দিয়া ঘরের মেঝে বাঁধানো, (১১) শয্যারচন, (১২) জলের উপর বাজনা বাজানো, (১৩) জল ছুড়িয়া মারা, (১৪) চিত্র অঙ্কনাদি, (১৫) মাল্যগ্রন্থন, (১৬) শেখর ও আপীড় নামে দুইরকম শিরোভূষণ ব্যবহারের রীতি, (১৭) রঙ্গমঞ্চে অভিনয়, (১৮) কানের অলংকার, (১৯) বিভিন্ন দ্রব্যাদি দিয়া গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা, (২০) ভূষণ-যোজন, (২১) ইন্দ্রজাল, (২২) নবযৌবন লাভের ব্যবস্থা, (২৩) জাদুবিদ্যা দেখাইবার জন্ত হাতের কৌশল, (২৪) ঔষধ ও মন্ত্রাদির সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে দুর্বল করিবার বিদ্যা, (২৫) পানক-রস প্রভৃতি মদ্য প্রস্তুত করা, (২৬) সূচীবাপকর্মাদি, (২৭) সূত্রক্রীড়া, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা নামে খেলা বিশেষ [এই খেলায় এক ব্যক্তি কোন একটি শ্লোক বলিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত শ্লোকের শেষ অক্ষর দিয়া আরম্ভ করিয়া আর একটি শ্লোক বলিবে], (৩০) শ্রুতিকটু অক্ষর দিয়া সাজানো শ্লোক দিয়া একপ্রকার খেলা, (৩১) পুস্তকরচন, (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ, (৩৪) বেত, নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়া বসিবার আসন নির্মাণ পদ্ধতি, (৩৫) তর্ক্‌কর্মাদি, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭) বাস্তুবিদ্যা, (৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা, (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগজ্ঞান, (৪১) আকরজ্ঞান, (৪২) বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, (৪৩) মেষ-কুক্কুট-শাবকযুদ্ধবিধি, (৪৪) শুক-সারিকা-প্রলাপন, (৪৫) হাত-পা-মাথা টিপিয়া দিবার কৌশল, (৪৬) কেশমার্জন-কৌশল, (৪৭) মুষ্টিবদ্ধ হাতে কি আছে তাহা বলিবার কৌশল বা কোন অক্ষরসমষ্টির অর্থ বাহির করা, (৪৮) সংস্কৃত হইতে বিজাতীয়

ভাষা সকলের পার্থক্য-নির্দেশ, (৪৯) দেশ-ভাষা জ্ঞান, (৫০) পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান সংক্রান্ত বিজ্ঞান (Floriculture), (৫১) ভারী জিনিস এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয় যাইবার, জল তুলিবার ও যুদ্ধাদির জন্য যন্ত্রনির্মাণ, (৫২) জ্ঞান বিষয়সমূহ মনে রাখিবার বিজ্ঞান, (৫৩) কোন শ্লোক একবার শুনিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা, (৫৪ অনুস্বার ও বিসর্গ মাত্র দিয়া মনে মনে শ্লোক রচনা করিতে দিবার খেলা, (৫৫) বস্ত্রসমূহের নির্মাণ ও ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান, (৫৬) ঠকাইবার কৌশল, (৫৭) কোষচ্ছন্দোজ্ঞান (৫৮) বস্ত্রগোপনাদি, (৫৯) দ্যূত, (৬০) আকর্ষণ ক্রীড়া, (৬১) বালক-ক্রীড়নক, (৬২) শিক্ষাদান প্রণালীতে জ্ঞান, (৬৩) বিজয় লাভের কৌশলসমূহে জ্ঞান, (৬৪) বৈতালিকী বিদ্যা।

কলিঙ্গ যুদ্ধ—আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৭২ (বা ২৭৩) অব্দে মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে বসেন এবং তাহার প্রায় ১২ বৎসর পর (অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০-৬১ অব্দে) তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। অসংখ্য কলিঙ্গবাসীকে হত্যা করিয়া তিনি ঐ দেশ জয় করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া তিনি মর্মাহত হন এবং আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। বস্তুতঃ, কলিঙ্গ যুদ্ধই অশোকের জীবনে প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

কলোসাস (Colossus)—এই শব্দে বিরাট্ প্রতিমূর্তিকে বুঝায়, তবে সাধারণতঃ ইহা দ্বারা রোডস্ দ্বীপের অ্যাপলোর পিত্তল-মূর্তিকে বুঝাইয়া থাকে। ইহা প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দে বিজিত শত্রু-পক্ষের মৃত সৈন্যদের উরস্ত্রাণ ও শিরস্ত্রাণের পিত্তল দ্বারা এই মূর্তি নির্মিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। খ্রীঃ পূঃ ২২৪ অব্দে এক ভূমিকম্পে মূর্তিটি নষ্ট হইয়া যায়। ঐ দ্বীপের একটি পোতাশ্রয়ের উপর পদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া ইহা দণ্ডায়মান ছিল এবং ঐ পদদ্বয়ের ভিতর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলাচল করিতে পারিত। ইহার উচ্চতা ছিল ৭০ হাত।

কলোসিয়াম (Colosseum)—রোমের একটি প্রাচীন অ্যাম্ফিথিয়েটার। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান। ইহার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেন ভেসপাসিয়ান এবং ৮০-এ ইহা শেষ করেন টাইটাস। ইহার দৈর্ঘ্য ৬০৭ ফুট, প্রস্থ ৫১২ ফুট এবং উচ্চতা ১৫৭ ফুট ছিল। নীচ তলায় ইহার ৮০টি খিলানযুক্ত কটক ছিল। ৮৭০০০ লোকের বসিবার উপযুক্ত মঞ্চ ইহাতে ছিল। প্রাচীন-কালে ইহার মধ্যস্থ রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধক্রীড়াদি প্রদর্শিত হইত।

কাইজার (Kaiser)—ভূতপূর্ব জার্মান-সম্রাট্‌দিগের উপাধি। সম্রাট্ সীজারের (Cæsar) নাম হইতে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। শার্লেমেন দি গ্রেট (Charlemagne the Great) প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট্‌গণ ১৯১৮ পর্যন্ত 'কাইজার' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। জার্মানির কাইজার উইল-হেল্‌মের রাজ্যত্যাগের পর হইতেই ইহা লোপ হইয়াছে।

কাকতীয়—দাক্ষিণাত্যের মধ্যযুগীয় স্বাধীন হিন্দু রাজবংশের অন্যতম। দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে ইহাদের রাজ্য ছিল। অনুমাকোণ্ড ও ওয়াড়ঙ্গলে ইহাদের রাজধানী ছিল। দুর্জয় নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রথম খ্যাতনামা নৃপতি প্রোলরাজ কল্যাণের চালুক্য-রাজকে পরাজিত করেন। প্রোলের পুত্র রুদ্র (? ১১৬৩) দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতির হস্তে পরাস্ত হন। তিনি ১৩১৬ পর্যন্ত কাঞ্চীতে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাকাতুয়া—অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি ও মালয়দ্বীপজাত গৃহপালিত পক্ষিবিশেষ। ইহার মাথায় একটি ঝুঁটি আছে। ক্রোধ হইলে ঐ ঝুঁটি সোজা হইয়া উঠে। ইহা নানা বর্ণের হয়।

কাকোরী ষড়যন্ত্র—লক্ষ্ণৌ জেলার শহর কাকোরী। ১৯২৫, ৯ই অগস্ট অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের কাকোরী স্টেশনে ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি আটক করিয়া বহু টাকা লুট করা হয়। ঐ ঘটনা অবলম্বনে যে ষড়যন্ত্রের মামলা হয় তাহা এই নামে খ্যাত। ইহা এক রাজনৈতিক মামলা।

কাগজ—কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে গাছের ছাল, তালপাতা প্রভৃতিতে লেখা হইত। প্রাচীন মিশরীয়গণ প্যাপাইরাস গাছের ত্বকে লিখিত বলিয়া কাগজকে ইংরেজীতে পেপার বলা হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীন দেশের লোক প্রথম কাগজের আবিষ্কার করে। মুসলমানগণ তাহাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করে। প্রথমে কাগজ প্রস্তুত হইত তুলা হইতে, পরে ক্রমে তুলার সহিত ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা মিশান হইত। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের সময় হইতে পাট, ছেঁড়া-কাপড়, গাছের ছাল প্রভৃতিকে দ্রাবক পদার্থ দ্বারা তরল করিয়া তাহাতে চীনামাটি, শিরীষ ও ভাতের মাড় মিশাইয়া যন্ত্রদ্বারা ইহাকে বিস্তৃত করিয়া ও শুকাইয়া কাগজ প্রস্তুত করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে রানীগঞ্জ, টিটাগড় ও শ্রীরামপুরে কাগজের কল আছে। বিভিন্ন আকারানুসারে কাগজের নাম হয়; যথা—ফুলস্ক্যাপ—১৭ × ১৩½ ইঞ্চি; ক্রাউন ২০ × ১৫ ইঞ্চি; ডিমাই ২২½ × ১৮ ইঞ্চি; মিডিয়াম ২৩ × ১৮ ইঞ্চি; রয়্যাল ২৫ × ২০ ইঞ্চি; সুপার রয়্যাল ২২ × ২৮ ইঞ্চি। এতদ্ভিন্ন অ্যান্টিক, ইমিটেশন আর্ট, আর্ট পেপার, ক্র্যাফ্‌ট প্রভৃতি নামে ভালমন্দ বিভিন্ন রকমের কাগজ আছে।

কাচ—খ্রীঃ পূঃ ষোড়শ শতাব্দীতে মিশরে প্রথম কাচ নির্মিত হয়। কাচ নির্মাণের মুখ্য উপাদান হইতেছে শোধিত বালি, পটাশিয়াম অক্‌সাইড, জিংক অক্‌সাইড ইত্যাদি। বালুকা, ক্ষার ও অন্যান্য বস্তু প্রথমে নির্দিষ্ট অনুপাতে ভাল করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। পরে সেই মিশ্রিত দ্রব্যকে মুচি ইত্যাদিতে উচ্চ তাপে গলাইলে কাচ তৈয়ারী হয়। হস্তকৌশলে, যন্ত্র সাহায্যে বা ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া ফুৎকার দিয়া ইহাকে নানা আকার দেওয়া হয়।

কাণ্ব-বংশ—শুঙ্গবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের নাম 'কাণ্ব বংশ'। অন্ধ্র বা শাতবাহন বংশের জনৈক রাজা কাণ্ব-বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া উহার উৎসাদন করেন। কাণ্ব-বংশের রাজারা খ্রীঃ পূঃ ২৭ (বা ২৮) অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কানাড়ী—দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা। ইহা অনার্য ভাষা নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনে করেন—ইহা দ্রাবিড়দিগের ভাষা এবং তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষার সমজাতীয়।

কাপালিক—বামাচারী তান্ত্রিক। ইহারা গায়ে চিতাভস্ম লেপন করেন, কপালে অঙ্গারের দাগ দিয়া থাকেন, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেন, হস্তে নরকপালের অর্ধাংশ ধারণ করেন এবং তাহার দ্বারা ভোজনপাত্রের কার্য নির্বাহ করেন। সর্বদা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া ইহারা কালী ও ভৈরবের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

কাফি (Coffee)—একপ্রকার গুল্ম। প্রথমে ইহা আবিসিনিয়ায় ও আরবে উৎপন্ন হইত। বর্তমানে ব্রেজিল, মধ্য আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানেও প্রচুর পরিমাণে ইহার চাষ হয়। ইহার বীজচূর্ণ হইতে চা'র মত একপ্রকার উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হয়। আরব হইতে 'মোচা' নামে যে কাফি আসে তাহাই সর্বোত্তম। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইওরোপের লোক ইহা পান করিতে আরম্ভ করে।

কাবা শরীফ—মক্কার বিখ্যাত মসজিদের অভ্যন্তর-ভাগ। ভক্ত মুসলমানগণকে ইহা বৎসরে মাত্র তিনবার দেখান হয়। ইহার দক্ষিণ-পূর্বকোণে একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর আছে। কথিত আছে, উহা হজরত আদমের সহিত স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ:—বেহেস্তে ফেরেস্তাগণ 'বয়তুল মামুর' নামক স্বর্গীয় মসজিদের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া নামাজ পড়েন। হজরত আদম স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভূতলে আসিলে আল্লাহ্‌র নিকট ঐরূপ মসজিদ প্রার্থনা করায় আল্লাহ্‌র আদেশে ফেরেস্তাগণ পৃথিবীতে উহার নুরানী নকশা (আলোকময় প্রতিবিম্ব) ফেলিলেন। আদমের পুত্র শীস ঐস্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নূহের সময় জলপ্লাবনে তাহা নষ্ট হইলে ইব্রাহিম ও তৎপুত্র ইসমাইল ইহা পুনর্নির্মিত করেন। এই কাবা-শরীফকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত মুসলমানদের নামাজ পড়িতে হয়।

কামাখ্যা—কামরূপে অবস্থিত দেবীমূর্তি। ইহা কামরূপ জেলার কামাখ্যা পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে, এখানে দুর্গা মহাদেবের সহিত নীলকূট পর্বতে কামার্থ আসিয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতা হইয়া কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং সেই হেতু 'কামাখ্যা' নামেও খ্যাত হইয়াছেন।

কার্টুন ছবি—কোনও বস্তুকে যথাযথভাবে চিত্রিত না করিয়া যদি হাস্যরস উৎপাদনের নিমিত্ত চিত্ররূপে অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'কার্টুন ছবি' বলা হইয়া থাকে। চলচ্চিত্রে যে 'কার্টুন ছবি' দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে জীবন্ত কার্টুন (Animated Cartoon) বলা হয়। শেষোক্ত 'কার্টুন ছবি' হস্তে অঙ্কিত করিয়া 'ফটোগ্রাফে'র সাহায্যে চলৎ-শক্তি-বিশিষ্ট করা হইয়া থাকে।

কার্ণাটিক বা কর্ণাটের যুদ্ধ—এখানে তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথমবার ১৭৪৬-এ ফরাসীদের সঙ্গে কর্ণাটের নবাব আনোয়ার-উদ্দীন যুদ্ধ করেন। ইহাতে নবাব পরাস্ত হন। পরে ফরাসীরা মাদ্রাজ ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করে। দ্বিতীয়বার ১৭৪৮-এ যুদ্ধ হয়। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া চাঁদ সাহেব ও আনোয়ারউদ্দীনের মধ্যে বিবাদ বাধে। ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লে চাঁদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। আনোয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলী ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে ইহা ফরাসী ও ইংরেজদের যুদ্ধে পরিণত হয়। তৃতীয়বার ১৭৫৬ হইতে ১৭৬৩ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ হয়। প্রত্যেকবার ইংরেজরা জয়ী ও ফরাসীরা পরাজিত হয়।

কার্তুজ—বন্দুকের টোটা। ইহাতে পেস্ট-বোর্ডের এবং কাগজের আবরণ থাকে। যে মাথায় ক্যাপ (অর্থাৎ যাহাতে ঘোড়াকলে আঘাত করিলে গুলি ছুটে তাহা) থাকে সেই মাথা পিতলের বা তামার পাতে মোড়া থাকে। ইহার ভিতর বারুদ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যের সহিত সীসার গুলি থাকে। সব কার্তুজে গুলি থাকে না; সেগুলি দ্বারা ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। অনেক কার্তুজে একটি গুলি না থাকিয়া পক্ষী প্রভৃতি মারিবার উপযোগী ছোট ছোট অনেক গুলি থাকে। সেগুলিকে চলিত কথায় বলে ছররা।

কার্নিভাল (Carnival)—প্রমোদক্রীড়া-বিশেষ। রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী দেশগুলিতেই ইহার প্রচলন বেশী। ইস্টারের পূর্ববর্তী ৪০ দিনকে 'লেন্ট' (Lent) বলে। লেন্ট আরম্ভ হইবার পূর্ববর্তী তিন দিন এই উৎসব চলিয়া থাকে।

কার্বন (Carbon)—একটি মৌলিক পদার্থ। ইহা হীরক, কয়লা, ঝুল, কৃষ্ণসীস (graphite), পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতিতে বিশুদ্ধরূপে বর্তমান। ইহা সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ জগতে বিস্তৃত রহিয়াছে।

কার্বন পেপার (Carbon Paper)—এক পিঠে কালি মাখানো একপ্রকার কাগজ। দুইখানি সাদা কাগজের মধ্যে ইহা রাখিয়া উপরের কাগজখানিতে পেনসিল দিয়া লিখিলে নীচের কাগজেও দাগ পড়িয়া লেখা হইয়া যায়।

কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (Carbonic Acid Gas)—'অঙ্গারাম্লজান' দ্রঃ।

কার্বলিক অ্যাসিড (Carbolic Acid)—কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে প্রস্তুত তরল রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। কোল-টার (Coal-tar) পরিস্রুত করিলে ইহা পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা স্বচ্ছ ও প্রায় বর্ণহীন দেখায়। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। ইহা পচন-নিবারক কিন্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে বিষের ন্যায় কার্য করে। ইহা অতিশয় তীব্র এবং অগ্নির ন্যায় দাহক।

কার্বিউরেটার (Carburettor)—পেট্রোলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ বাতাস মিশাইবার যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র মোটর-গাড়ির ইঞ্জিনে থাকে। পেট্রোলের সহিত উপযুক্ত বাতাস মিশিলে তবে পেট্রোলের কার্যকরী শক্তি বর্ধিত হয়।

কালপুরুষ (Orion)—তারকাপুঞ্জ। ভরত (Rigel), আর্দ্রা (Betalgeuse), কৃত্তিকা (Bellatrix) এবং ৪৫টি নক্ষত্র এই পুঞ্জে আছে। গড় দূরত্ব ৬০০ আলোকবর্ষ। গ্রীক পুরাণ মতে ওরাইয়ন একজন শিকারী।

কাশ্মীর (ইতিহাস)—১৪শ শতকে রেণ্টচেন শাহ্ নামে তিব্বতের এক পলাতক বৌদ্ধ কাশ্মীরে ক্ষমতা লাভ করে এবং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে চায়। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে রাজী না হওয়াতে সে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণদের বধ করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর দুই শতাব্দী ধরিয়া মুসলমান সুলতানগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার পর মোগলেরা আসে। ১৭৫০-এ আফগানেরা ক্ষমতা অধিকার করে। ১৮১৯-এ শিখেরা আফগানদের তাড়াইয়া দেয়। করণ সিংহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ গুলাব সিং ১৮৪৬-এ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি রণজিৎ সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তির ফলে কাশ্মীরে তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হয়। এই চুক্তিকে ইতিহাসে 'অমৃতসরের চুক্তি' বলে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লা আন্দোলন চালান। ২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৭ কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। যুবরাজ করণ সিং ২০শে জুন ১৯৪৯ নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে কাজ করিতে থাকেন। ১৯৫১-এ ইহার গণপরিষদ্ বসে ও কাশ্মীরে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রণালীর প্রবর্তন হয়। ১৯৫৩-এ শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতিতে গোলাম মহম্মদ বক্সী এবং পরে জি. এম. সাদিক প্রধান মন্ত্রী হন।

কিংস কাপ (King's Cup)—নৌকা-চালান এবং বিমানচালন প্রতিযোগিতায় প্রদত্ত পুরস্কারবিশেষ। ঐ বিমান-প্রতিযোগিতায় ৭০০ বা ৭৫০ মাইল বিমান চালনা করিতে হয়। নৌকা-প্রতিযোগিতাটি হয় ইংলণ্ডের কোয়েস (Cowes)-নামক স্থানে।

কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten)—শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ। এই প্রণালী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রিডরিক ফ্রোবেল (Friedrich Froebel) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ইহাতে শিশুদিগকে পুতুল, ক্রীড়া, সংগীত এবং অন্যান্য শিশুচিত্তাকর্ষক বস্তু ও বিষয়ের সাহায্যে শিক্ষাদান করা হয়।

কিনেম্যাটোগ্রাফ (Kinematograph)—বায়স্কোপ বা চলচ্চিত্রের নামান্তর ['চলচ্চিত্র' দ্রঃ]।

কিরকির যুদ্ধ—ইহার অপর নাম তৃতীয়

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। পেশোয়া বাজীরাও ইংরেজের শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ১৮১৭-এর ১৩ই নবেম্বর কিরকিতে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাস্ত হন।

কিরাতজাতি—প্রাচীন অনার্য জাতির অন্যতম শাখা। ইহাদের অপর নাম 'কিরাতি'। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তিব্বতীয় ব্রহ্মজাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পর্বত-গুহায় বাস করিত।

কুইনাইন (Quinine)—সিঙ্কোনা বৃক্ষের ত্বক্ হইতে প্রাপ্ত চূর্ণজাতীয় জ্বরপ্রতিষেধক তিক্ত ঔষধবিশেষ। ম্যালেরিয়া জ্বরের ইহা প্রধান প্রতিষেধক।

কুওমিণ্টাং—বিখ্যাত চীন-রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ্ ডাঃ সান্-ইয়েট্-সেন কর্তৃক ১৮৯১-এ গঠিত রাজনৈতিক দল। ইহা জাতীয়তাবাদী দল। জেনারেল চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে তাইওয়ানের (ফরমোজার) শাসনকর্তৃত্ব এই দলের নিয়ন্ত্রণাধীন।

কুকী—বাংলা দেশের এক শ্রেণীর পার্বত্য জাতি। ইহারা পার্বত্য ত্রিপুরায় বাস করে। ইহারা মাথায় বড় বড় চুল রাখে। মেয়েরা খোঁপা বাঁধে। ইহারা শিকার করিয়া নিহত পশুর মাংস খায়। ইহারা পাহাড়ের উপর 'জুম' প্রণালীতে চাষ করিয়া লাউ, কুমড়া, তরমুজ, ফুটি, তিল, কার্পাস ও নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করে। ইহারা কাঠ ও বাঁশের খুঁটি দিয়া উঁচু করিয়া মাচা বাঁধে এবং তাহার উপর বাঁশ, খড় প্রভৃতি দিয়া ঘর তৈয়ারি করিয়া থাকে।

কুড়াপন্থী-সম্প্রদায়—তুলসীদাস নামক জনৈক গন্ধবণিক্-জাতীয় সাধুপুরুষ প্রবর্তিত উপাসক-সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের অনেকে একত্র হইয়া এক 'কুড়ায়' (একপ্রকার পাত্রে) সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া আহার করে বলিয়া ইহাদিগকে 'কুড়াপন্থী' বলে। ইহারা মূর্তিপূজা না করিয়া কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ করে।

কুতুব মসজিদ—দিল্লীর সম্রাট্ কুতুবউদ্দীন ১১৯৩ হইতে ১১৯৮ মধ্যে দিল্লীর নিকটে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় তদীয় জামাতা ইলতুৎমিস কর্তৃক। ইহার নিকটে কুতুবউদ্দীন উশাই নামক ফকীরের সমাধি আছে বলিয়া ইহাকে কুতুব মসজিদ বলা হয়।

কুতুব মীনার—দিল্লীর বিখ্যাত স্তম্ভ। দাস-বংশের প্রথম সুলতান কুতবউদ্দীন পারস্যের উশ-নিবাসী খাজা কুতুবুদ্দীন-নামক ফকীরের স্মৃতিরক্ষার্থ একটি মসজিদ ও এই স্তম্ভ নির্মাণ করান। সেই ফকীরের নাম অনুসারেই ইহার নাম হয় কুতুব মীনার। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহার উচ্চতা ২৪০ ফুট। সুলতান কুতবউদ্দীন ইহার নির্মাণ আরম্ভ করিলেও তিনি উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জামাতা ইলতুৎমিস উহা সমাপ্ত করেন।

কুমেরু—ইহার অপর নাম দক্ষিণ মেরু (South Pole), পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তস্থিত ভূভাগ। ইহা আকারে প্রায় অস্ট্রেলিয়ার সমান। ইহার পৃষ্ঠদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯০০০ ফুট উচ্চ। এখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় মাস দিন। এখানে বৎসরের সকল সময়েই শীত বর্তমান থাকে। সুদীর্ঘ মেরু-রজনীতে এখানে 'মেরু-জ্যোতি' দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে 'পেঙ্গুইন' এবং 'স্কুয়াগাল' নামক পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। জলে কেবল 'সীল' দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমেরু-অভিযান—১৯০১-এ কাপ্তেন স্কট কুমেরু আবিষ্কার করিতে যান, কিন্তু বিফলমনোরথ হন। লেঃ শ্যাক্‌লটন ১৯০৮-এ যাত্রা করেন এবং ১৯০৯, ৯ই জানুআরি তারিখে কুমেরুর ১১১ মাইল দূর হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৯১০-এ কাপ্তেন স্কট পুনরায় যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ উইলসন, কাপ্তেন ওটস্, বাওয়ার্স ও ইভান্স। ১৯১২, ১৮ই জানুআরি তাঁহারা দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হন। কিন্তু ফিরিবার পথে সকলেই মারা যান। ইহার পূর্বে নরওয়েবাসী কাপ্তেন আমাণ্ডসেন ১৯১১, ১৪ই ডিসেম্বর অর্থাৎ স্কটের প্রায় এক মাস আগে তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। ১৯২৯-এ রিচার্ড বার্ড (Byrd) দক্ষিণ মেরুতে বিমানে করিয়া পৌঁছান। ইহার পর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী, সুইডিশ প্রভৃতি অভিযাত্রীরা দক্ষিণ মেরুতে অভিযান চালান। সার এডমণ্ড হিলারী নিউজীল্যাণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া সদলে দক্ষিণ মেরু অতিক্রম করেন।

কুমেরুবৃত্ত—দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু হইতে ১৫০০ মাইল উত্তরে যে কল্পিত গোলাকার রেখা পূর্ব পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহার নাম কুমেরুবৃত্ত।

কুম্ভমেলা—পুণ্যযোগ বিশেষে সন্ন্যাসি-সম্মেলনবিশেষ। রবিবারযুক্ত পূর্ণিমায় মকর-রাশিতে সূর্য এবং বৃহস্পতি মিলিত হইলে কুম্ভযোগ হয় এবং তাহাতে প্রয়াগ ও হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান পুষ্করস্নানতুল্য পুণ্যপ্রদ হয়। দ্বাদশ বৎসর অন্তর অন্তর উক্ত দুই স্থানে কুম্ভমেলা হয়। প্রয়াগে হয় মাঘ মাসে এবং হরিদ্বারে হয় মহাবিষুব সংক্রান্তিতে। হরিদ্বারে প্রতিবৎসর অর্ধকুম্ভমেলা হয়।

কুম্ভরাশি—(জ্যোতিষ) দ্বাদশ রাশির মধ্যে একাদশ রাশি। ইহা ধনিষ্ঠার শেষার্ধ, শতভিষা ও পূর্বভাদ্রপদের প্রথম পাদত্রয় সংযোগে সংঘটিত হয়। কলসধারী পুরুষ ইহার অধিদেবতা। ইহা শীর্ষোদয়, চরণশূন্য, মধ্যমণ্ডল, মধ্যমস্ত্রীসঙ্গী, কর্বুরবর্ণ, বনচারী, বায়ুরাশি, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অর্ধস্বর, বাতপিত্তকফ-প্রকৃতি, শূদ্রবর্ণ, পশ্চিমদিক্‌স্বামী এবং দ্রুতগামী। ইহাতে জন্মিলে জাতক ধনবান্, অলস, দণ্ডপীড়াযুক্ত, স্নেহশূন্য, অক্ষসূত্রপ্রিয়, কৌশলী, অতি বিচক্ষণ, সত্যে মানযুক্ত, চঞ্চলচিত্ত, অতি সদয়, সরকায় ও মহাসুখী হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—হস্তিনাপুর রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশাখেলায় পরাস্ত করিয়া তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা দুর্যোধন তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন এবং ভ্রাতৃগণসহ যুধিষ্ঠিরকে বার বৎসরের জন্য বনবাস এবং এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করেন। শর্ত থাকে যে, ত্রয়োদশ বৎসর পরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের রাজ্য ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কাল পরে পাণ্ডবগণ আসিয়া রাজ্য ফেরত চাহিলে দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে রাজ্য ছাড়িতে অস্বীকার করিলেন। তখন কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধে। উভয় পক্ষে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধ করে এবং আঠার দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলে। কৌরব-বংশ প্রায় নির্মূল হয় এবং পাণ্ডবগণ বিজয়ী হইয়া রাজ্য পুনরধিকার করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কতদিন আগে ঘটিয়াছিল, সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে মহাভারতে ঐ ঘটনার সম্বন্ধে যে সকল জ্যোতিষিক বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা বিচার করিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে ঐ যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল।

কুরুবংশ—১। আর্যগণ যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহারা সকলে একসঙ্গে ভারতে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দল বা বংশে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎকালে আর্যদিগের মধ্যে ভারত ও পুরু—এই দুইটি বংশই অধিকতর প্রবল ছিল। কালক্রমে এই দুইটি বংশ এক হইয়া 'কুরু'-বংশ নাম ধারণ করে। ২। মহাভারত অনুসারে চন্দ্রবংশীয় রাজা সম্বরণের ঔরসে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরু নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার বংশধরগণ কুরুবংশ নামে

খ্যাত। পুরাণখ্যাত কৌরব ও পাণ্ডবগণ এই কুরুবংশের সন্তান।

কুলিনান হীরক (Cullinan Diamond)—জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক। ১৯০৭-এ ইহা আফ্রিকার ট্রান্সভালে আবিষ্কৃত হয় এবং সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডকে উপহার প্রদত্ত হয়। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া একটি তাঁহার রাজদণ্ডে অপরটি রাজমুকুটে বসানো হয়। ইহার ওজন ৩০৩০ ক্যারাট (carat).

কুশান-বংশ—ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ইউ-চি জাতি যাযাবর অভ্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহস্থবৃত্তি অবলম্বন করিলে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে এই শাখাই প্রধান। ইহারা সমগ্র ইউ-চি জাতিকে বশীভূত করিয়াছিল এবং গ্রীক ও পারসীকগণের নিকট হইতে আফগানিস্তান কাড়িয়া লইয়াছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কনিষ্ক (তাহা দ্রঃ)।

কৃষ্ণ-মড়ক (Black Death)—খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইওরোপে এক মহামারী দেখা দেয়। ইহাতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের গায়ে কালো দাগ ফুটিয়া উঠিত। এই মহামারীর ফলে ইওরোপের লক্ষ লক্ষ লোকের এবং ইংলণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণনাশ ঘটে। সাধারণতঃ কদর্য ও অপুষ্টিকর খাদ্যই এই রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত এই রোগ আর দেখা দেয় নাই।

কেউটে—ফণাযুক্ত বিষধর সাপ। নানা বর্ণের ও আকৃতির হয়। কেউটে 'কোবরা' জাতীয় অর্থাৎ ফণাধারী সাপের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ ইহাদের মাথায় একটি করিয়া গোলাকার দাগ থাকে। কাল কেউটে, আল কেউটে ইত্যাদি নানা নাম আছে।

কেল্ট জাতি (Celt)—প্রাচীন ব্রিটনদের নাম। ইহারা প্রাচীন আর্য জাতিরই একটি শাখা। ইহারা সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার জানিত। ইহারা পশুপালন, কৃষিকার্য ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকার্জন করিত। ইহারা নানা দেবদেবীর পূজা করিত। ইহাদের পুরোহিতদের নাম ছিল ড্রুইড। যুদ্ধের সময় ইহারা নীল রং মাখিয়া ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করিত। বিখ্যাত গ্রীকবীর সীজার প্রথম ইহাদিগকে পরাজিত করেন।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি (Co-operative Credit Society)—সমবায়-ঋণদান-সমিতি। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার নিমিত্ত এই সকল সমিতি গঠিত হয়। গ্রামের বহু লোক মিলিয়া এই ঋণদান-সমিতি গঠন করেন। যে গ্রামে এই সমিতি স্থাপিত হয়, তাহার অধিবাসিগণ কিছু কিছু টাকা জমা রাখিয়া (অর্থাৎ 'শেয়ার' কিনিয়া) ইহার সভ্য হন। সভ্যগণ আপনাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর সমিতি পরিচালনের ভার দেন। প্রধানতঃ সম্পাদকই সমিতির কার্য পরিচালনা করেন। এই সমিতি হইতে কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়।

কোকেন (Cocaine)—একপ্রকার মাদক দ্রব্য। ইহা কোকো-নামক শণ জাতীয় বৃক্ষের নির্যাস। ঐ বৃক্ষ বলিভিয়া এবং পেরুতে জন্মে। শরীরের স্থানবিশেষে 'কোকেন' ইনজেকশান করিলে তাহা অসাড় হয়।

কোকো (Cocoa or Cacao)—একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার বীজচূর্ণ দ্বারা চায়ের ন্যায় উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হয়। সিংহল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হয়। কোকো গাছ উচ্চতায় ১৫—২০ ফুট হয়। ইহার ফল ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা হয়।

কোয়েটার ভূমিকম্প—১৯৩৫-এ একটি প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সমগ্র কোয়েটা শহরটি বিধ্বস্ত হয় এবং প্রায় ৬০,০০০ লোকের প্রাণনাশ হয়।

কোরাম (Quorum)—কোন সভা বা সমিতির অধিবেশনের জন্য আবশ্যক সর্বনিম্ন সদস্যসংখ্যা।

কোরেশ-বংশ—প্রাচীন আরবের একটি সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশ। হজরত মোহাম্মদ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে এই বংশের লোকেরা কাবা শরীফের কৃষ্ণপ্রস্তরখানি রক্ষা করিত। হজরত মোহাম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে থাকিলে ইহারা তাঁহার ঘোর বিরোধিতা করিতে থাকে; কিন্তু পরিশেষে মোহাম্মদ এবং তাঁহার সঙ্গীদের হস্তে পরাজিত হয়।

কোলজাতি—ভারতীয় অনার্যজাতির একটি শাখা। ইহারা নূতন প্রস্তরযুগের (New Stone Age) লোক। দক্ষিণ ভারতে এবং বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী স্থানসমূহে ইহাদের চিহ্নসমূহ পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলসমূহে যেসকল কোল বা মুণ্ডা জাতি বাস করে, ইহারা তাহাদেরই পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমিত।

কোহিনুর—পৃথিবী-বিখ্যাত হীরকখণ্ড। যতদূর জানা যায়, প্রথমে ইহা মালবের হিন্দু রাজার অধিকারে ছিল। আলাউদ্দিন খিলিজী মালব অধিকার করিলে ইহা তাঁহার হস্তগত হয়। পরে ইহা গোয়ালিয়রের মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধিকারে যায়। তাঁহার নিকট হইতে মোগল সম্রাট্ বাবর ইহা প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা মোগল বাদশাহদিগের অধিকারেই থাকে। ১৭৩৯-এ ইহা নাদির শাহের হাতে আসে। নাদির শাহ্ই ইহার নাম রাখেন 'কোহ্-ই-নূর'। অতঃপর ইহা যথাক্রমে নাদিরের পুত্র, আহ্মদ শাহ্ ও শাহ্ শুজার অধিকারে আসে। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ কাবুল হইতে পলায়িত শাহ্ শুজার নিকট হইতে বিস্তৃত জায়গীরের পরিবর্তে ইহা হস্তগত করেন। রণজিতের পুত্র দলীপ সিংহের নাবালক অবস্থায় গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাবের কোষাগারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহা অধিকার করেন ও ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। বর্তমানে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটমণিরূপে শোভা পাইতেছে। এই হীরকখণ্ডের পূর্ব আকার আর নাই; উহাকে কাটিয়া ছোট করা হইয়াছে। উহার বর্তমান ওজন ১০৩ ক্যারাট।

কৌলিন্য-প্রথা—বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা-বিশেষ। জনসাধারণের বিশ্বাস—মহারাজ বল্লালসেন এই প্রথার প্রবর্তন করিয়া যান। কিন্তু বল্লালসেনের রচিত কোন গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই দেখিয়া অনেকে এ বিষয়ে সন্দেহ করেন।

ক্যাঙারু (Kangaroo)—অস্ট্রেলেশিয়া ও নিউগিনির একপ্রকার বিচিত্র চতুষ্পদ প্রাণী। এই প্রাণী পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। ইহাদের সামনের পা দুইখানি খুব খাটো এবং পিছনের পা দুইখানি খুব লম্বা। ইহারা কেবল পিছনের পা দুইটিতে ভর দিয়া লাফাইয়া চলে। ইহাদের লেজ খুব মোটা ও শক্ত; ইহারা এই লেজের উপর ভর দিয়া বসে। ইহাদের পেটের নীচে একটি করিয়া থলি থাকে। ইহারা পালে পালে বেড়ায়। এক এক লাফে ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্যন্ত ডিঙাইয়া ইহারা অতি দ্রুত চলিতে পারে। ইহাদের পুরুষগুলির দৈর্ঘ্য ৮ ফুট এবং স্ত্রীগুলির দৈর্ঘ্য ৬ ফুট পর্যন্ত হয়। ইহাদের চামড়া অতিশয় মূল্যবান্ সামগ্রী এবং প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে দেশবিদেশে রপ্তানি হয়।

ক্যাথলিক ধর্ম—খ্রীষ্টান-ধর্মের সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহাকে অল্প কথায় বলে 'রোমান ক্যাথলিক ধর্ম'; কারণ ইহা রোমের পোপের অনুশাসন মানিয়া চলে। এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ—বিশ্বজনীনত্ব, প্রাচীনত্ব ও একত্ব। পোপের এই কর্তৃত্বের বিরোধিতা করিয়াই মার্টিন লুথার প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় গঠন করেন।

ক্যামুফ্লাঝ (Camouflage)—যুদ্ধের সময় শত্রু-বিমান যাহাতে লক্ষ্য বস্তু স্থির করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে, তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্য, আসল লক্ষ্য বস্তুকে এমনভাবে আচ্ছাদিত বা সজ্জিত করা হয় যে, তাহা পারিপার্শ্বিক স্বাভাবিক বস্তুসমূহের সঙ্গে মিশিয়া যায়। বিমান হইতে তাহাকে আর পৃথকভাবে সহজে চেনা যায় না। অনেক সময় নকল লক্ষ্য বস্তুও তৈয়ারি করিয়া রাখা হয়। শত্রু-বিমানকে প্রতারিত করিবার এই সব কৌশলকে বলে ক্যামুফ্লাঝ বা আত্মগুপ্তি।

ক্যামেরা (Camera)—আলোকচিত্র বা ফোটো তুলিবার বাক্সসদৃশ যন্ত্র। ঐ বাক্সের একদিকে একটি উন্নতোদর পরকলা (convex lens) সংলগ্ন থাকে এবং অপরদিকে প্রতিচ্ছবিগ্রাহী কাচফলকের স্থান থাকে। ঐ পরকলার ভিতর দিয়া কাচফলকের উপর অভীষ্ট পদার্থের উলটা ছায়া পতিত হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা হইতে ফোটো তোলা হয়। বাংলা নাম চিত্রধর।

ক্যামেলিয়া (Camellia)—চীন ও জাপান দেশের একপ্রকার ছোট ফুলগাছ। নানাজাতীয় ক্যামেলিয়া ফুল আছে। তন্মধ্যে কোন কোন জাতি ইংল্যাণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে দেখা যায়। তবে বেশী শীতে ইহা ভাল জন্মে না।

ক্যালসিয়াম (Calcium)—পীতবর্ণের ধাতুবিশেষ। সংকেত Ca. ইহা ৮১০ সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে দ্রবীভূত হয়। স্যার হাম্‌ফ্রি ডেভি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কার করেন। অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহা পাওয়া যায়। চুনাপাথর, মার্বেল, চক প্রভৃতি ক্যালসিয়াম ও কার্বনের মিশ্রিত রূপ।

ক্রাউন কলোনি (Crown Colony)—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশ। এইরূপ উপনিবেশে রাজার (ইংলণ্ডের) আইন প্রণয়নের উপরে কিছু ক্ষমতা থাকে।

ক্রাল (Kraal)—দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের কুঁড়ে ঘর বা পল্লী।

ক্রিকেট (Cricket)—গ্রীষ্মকালীন (আমাদের দেশে শীতকালীন) ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে প্রতি পক্ষে ১১ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই ক্রীড়ার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। বর্তমান কালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের যে টেস্ট ম্যাচ (দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা) নামক প্রতিযোগিতা হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচও সমধিক প্রসিদ্ধ।

ক্রিপ্টোগ্রাফি (Cryptography)—একপ্রকার গোপনীয় লিখন-প্রণালী। যুদ্ধাদির সময় সংবাদাদি প্রেরণকালে শত্রুপক্ষের দুর্বোধ্য এই লিপিসংকেত ব্যবহৃত হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ—১৮৫২-এ জেরুসালেমের অধিকার লইয়া রুশিয়ার সহিত তুরস্কের বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরেজ ও ফরাসীরা তুরস্কের সহিত যোগ দেয়। ১৮৫৪, ২৮শে মার্চ তারিখে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়া ১৮৫৬ পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। কৃষ্ণসাগরের ক্রিমিয়া উপদ্বীপে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মিত্রশক্তি জয়লাভ করে। ১৮৫৬, ৩০শে মার্চ তারিখে প্যারিসে এক সন্ধি হয় এবং তাহার ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এ সময় সিবাস্টোপোল-এর যুদ্ধ বিখ্যাত। বালাক্লাভার যুদ্ধও বিখ্যাত। এই যুদ্ধে ইংরেজ রণবিভাগের অনেক গলদ দেখা যায়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এখানে আসিয়া প্রথম সেবাকার্য আরম্ভ করেন।

ক্রীতদাসত্ব-প্রথা—পূর্বে মনুষ্যও বিক্রীত ও ক্রীত হইত। ক্রীতদাসদিগের প্রভুরাই ছিলেন তাহাদের সর্বময় কর্তা। ইচ্ছা করিলে ক্রীতদাসদিগের উপর তাঁহারা যে কোনওরূপ অত্যাচার এমন কি হত্যা পর্যন্ত করিতে পারিতেন। বিখ্যাত ইহুদী যোসেফ এবং বিখ্যাত গাল্লিক ঈশপ ক্রীতদাস ছিলেন। ভারতে দাস সুলতানগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উন্নতিলাভের সৌভাগ্য অল্প ক্রীতদাসের ভাগ্যেই ঘটিত। অধিকাংশ ক্রীতদাসই তাহাদের প্রভুদের নিকট হইতে অমানুষিক অত্যাচার লাভ করিত। মধ্যযুগে ইওরোপীয়গণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদিগকে ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতেন। তখন ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ১৭৭২-এ ইংলণ্ডের আদালতে এক মামলায় স্বীকৃত হয় যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে কোন দাস পদার্পণ করিলেই সে স্বাধীন। ১৭৯৪ এ আমেরিকার লোকেরা এই ব্যবসায় করিতে নিষিদ্ধ হইল। ১৮০৭-এ আমেরিকায় আফ্রিকা হইতে দাস আমদানী বন্ধ হয়। ১৮০৭-এ গ্রেট ব্রিটেনে দাসব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য আইন পাস করা হয়। ১৮১৫-এ ভিয়েনা কংগ্রেসে দাসপ্রথার রদ ঘোষণা করা হয়। ১৮৩৩ ২৮শে আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্বত্র দাসপ্রথা রদ হয়। ১৮৩৮-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্বত্র দাসদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৮৬২, ২২শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন্ যুক্তরাষ্ট্রে সকল দাসকে মুক্তিদান করেন। ১৯২৬-এ লীগ অব নেশান্স্ পৃথিবীর সর্বত্র দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করে।

ক্রুশ (Cross)—মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টকে '+' এইরূপ আকারের কাষ্ঠখণ্ডে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। সেই হেতু খ্রীষ্টানগণ এই চিহ্নটিকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এইরূপ আকারের পদার্থকে 'ক্রুশ' বলে। বিভিন্ন আকারের ক্রুশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রুসেড (Crusade)—খলিফা ওমরের সময় যীশু খ্রীষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেম মুসলমান-রাজ্যভুক্ত হয়। মুসলমানদের অধিকার হইতে পবিত্র তীর্থস্থান জেরুজালেম উদ্ধার করিবার জন্য পিটার দি হার্মিট নামক এক ব্যক্তি এক আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং ঐ সময় হইতে ১২৭১ পর্যন্ত ইওরোপের বিভিন্ন খ্রীষ্টান রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঐ সকল যুদ্ধ 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম যুদ্ধযাত্রা হয় ১০৯৫-এ। যোদ্ধারা 'ক্রুশ চিহ্ন' ধারণ করিত বলিয়া এই যুদ্ধাভিযানের নাম 'ক্রুসেড' হয়। ইওরোপীয়গণ কর্তৃক মোট নয়বার জেরুজালেমে যুদ্ধাভিযান চালান হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় ১০৯৫-এ। জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের দ্বারা অধিকৃত হয়। তৃতীয় ক্রুসেডে (১১৮৭) ইংরেজ রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও তুর্কীদের রাজা সালাদীন অংশ গ্রহণ করেন। ১২৯১-এ জেরুজালেমে খ্রীষ্টানদের সকল প্রভুত্ব ধ্বংস হয়।

ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph)—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র। উদ্ভিদাদির উপর আঘাতের চিহ্ন ইহার দ্বারা রেকর্ড করা হয়। পরে এই চিহ্নগুলি বড় করিয়া দেখানো হয়।

ক্রোমিয়াম (Chromium)—একপ্রকার অতি কঠিন নীলাভ শ্বেতবর্ণের ধাতু। সংকেত Cr. ১৯০০ সেণ্টিগ্রেডের অধিক উত্তাপে দ্রবীভূত হয়। ইহার আস্তরণ থাকিলে লৌহ প্রভৃতি ধাতু সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মোটরের চকচকে অংশগুলি এই ধাতুর পাতলা পাতে মোড়াই করা থাকে।

ক্লোরাইড (Chloride)—একশ্রেণীর যৌগিক পদার্থ। ক্লোরিনের সহিত অন্য কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্লোরাইড বলে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য লবণ সোডিয়ামের ক্লোরাইড (Sodium Chloride—NaCl).

ক্লোরিন (Chlorine)—রাসায়নিক পদার্থ। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইলে ইহা উৎপন্ন হয়। জল জীবাণুমুক্ত করিতে এবং রং তুলিবার (bleaching) কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরোফর্ম (Chloroform)—সংজ্ঞা-

হারক তরল পদার্থ। ইহা বর্ণহীন এবং আপনা হইতে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা ক্লোরাইড অব লাইম (chloride of lime), জল এবং অ্যালকোহল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়; কিন্তু ক্লোর্যাল (chloral) পরিশ্রুত করিলে ইহা অধিকতর বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায়। ইহা শুঁকিলেই অনুভূতি-শক্তি লোপ পায়। বিখ্যাত জার্মান ডাক্তার জুস্টুস ব্যারোন ফোন লিবিগ (Justus Baron von Liebig) ইহার আবিষ্কার করেন এবং স্যার জেম্স্ ইয়ং (Sir James Young) ইহা চিকিৎসাকার্যে প্রথম ব্যবহার করেন।

ক্ষয় রোগ— 'যক্ষ্মা' দ্রঃ।

ক্ষার—ইংরেজী নাম Alkali. এই রাসায়নিক পদার্থ জলে গলে। পাথুরে চুনে ক্ষার আছে। সোডা বা সাজিমাটিতে ক্ষার আছে। সাবানের অন্যতম পদার্থ ক্ষার। ক্ষারজাতীয় পদার্থ অম্ল (এসিড) জাতীয় পদার্থকে নষ্ট (neutralise) করে।

ক্ষীরোদ সমুদ্র—পৌরাণিক সপ্ত সমুদ্রের অন্যতম। ইহা পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। ইহার জল ছিল শরৎকালের সাদা মেঘের ন্যায়। নারায়ণ শেষ শয্যায় এখানে শয়ান ছিলেন। অমৃতলাভের জন্য এই সমুদ্র সুরাসুরগণ কর্তৃক মন্থন করা হইয়াছিল। অমৃতমন্থন, আরও দ্রঃ।

ক্ষেত্রমিতি (Mensuration)—জ্যামিতির শাখা। ক্ষেত্র মাপিবার রীতি ও পদ্ধতি। বাংলায় ক্ষেত্র মাপিবার কাঠাকালি, বিঘাকালি ইত্যাদি ক্ষেত্রমিতির অন্তর্গত।

খ

খড়ি—চুনাপাথরবিশেষ। ইংলণ্ডে খড়ির পাহাড় আছে। খড়ির মধ্যে চকমকি পাথর আছে। খড়ি পুড়াইলে পাথুরে চুন হয়। লিখিবার খড়ি কৃত্রিম উপায়ে চুন হইতে তৈয়ারী হয়।

খনার বচন—বঙ্গদেশে প্রচলিত পদ্যাকারে রচিত কতিপয় প্রবাদ বচন। 'খনার বচন' বলিতে খনা-নামক কোন নারীবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন খনার বচনের রচনা-রীতির অসামঞ্জস্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহার মধ্যে অনেক ব্যক্তির রচনা প্রক্ষিপ্ত আছে। কাহারও কাহারও মতে খনার বচনগুলির মধ্যে কতকগুলি কবি জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। পরে যুগে যুগে বিভিন্ন লোক আপন আপন রচনা খনার নামে চালাইয়া দিয়াছে।

খয়রা অধ্যাপক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ। বিহারের সারণ জেলার খয়রা নামক স্থানের মহিলা জমিদার বাগীশ্বরী ও কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ৫টি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয় তাহাকে খয়রা অধ্যাপক পদ বলা হয়। এই পাঁচটি পদ হইতেছে—ভারতীয় সুকুমার শিল্প, ভাষাতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও কৃষি। ১৯২১-এ এই পদগুলি সৃষ্টি হয়।

খরোষ্ঠি লিপি—খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে প্রচলিত একপ্রকার লিপি। মধ্য-এশিয়া ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহা আরবী ফারসীর মত ডান দিক্ হইতে বাম দিকে লেখা হইত। এই সব পুঁথির ভাষা ছিল প্রাকৃত ও পালি। বর্তমানে এই অক্ষর দুর্বোধ্য হইয়াছে এবং সমস্ত পালি গ্রন্থ রোমান (ইংরেজী) লিপিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

খলিফা—ইসলামের ধর্মগুরু ও আরবের ভূতপূর্ব রাজা। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর যে সকল ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত পদগৌরব লাভ করেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল 'খলিফা'। খলিফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। প্রথম খলিফা হন মোহাম্মদের শ্বশুর আবুবকর। দ্বিতীয় খলিফা হন মোহাম্মদের প্রিয় শিষ্য ওমর। তৃতীয় খলিফা ওসমানের পর খলিফার পদ লইয়া মোহাম্মদের জামাতা আলি হায়দার এবং তাঁহার এক শিষ্য মাবিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইহার পর মাবিয়ার পুত্র এজিদ খলিফা হন। এজিদের বংশ প্রায় একশত বৎসর খলিফার পদ অধিকার করিয়াছিল। অতঃপর মোহাম্মদের এক জ্ঞাতি আব্বাসের একজন বংশধর উক্ত পদ পান। আব্বাসবংশীয় খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হারুণ-অল-রশিদ। ৬৩২—৬৬১ পর্যন্ত মদিনায় ৪ জন, ৬৬১—৭৫০ পর্যন্ত দামস্কসে ১৩ জন এবং ৭৫০—১২৫৮ পর্যন্ত বাগদাদে ৩৭ জন খলিফা রাজত্ব করেন। অতঃপর তুরস্কের সুলতান বলপূর্বক খলিফার পদ অধিকার করেন। তদবধি তুরস্কের সুলতানগণই ঐ পদ অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। মোস্তাফা গাজী কামাল আতাতুর্ক সুলতানের পর উঠাইয়া দিলে খলিফার পদও লোপ পায়।

খাজুরাহোর মন্দির—প্রাচীন জেজকভুক্তির (বা আধুনিক বুন্দেলখণ্ডের) চন্দেল্ল-বংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি যশোবর্মার নির্মিত কতিপয় বিখ্যাত মন্দির। শিল্পসৌন্দর্যের জন্য মন্দিরগুলি বিখ্যাত।

খাজোয়ার যুদ্ধ—শাহ্জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজার সহিত তাঁহার তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের ১৬৫৯-এ খাজোয়া নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আওরঙ্গজেব নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিজয়ী হন এবং তাঁহার সেনাপতি মীর জুমলা কর্তৃক তাড়িত হইয়া শুজা আরাকানে পলায়ন করেন।

খাণ্ডব-দাহ—মহাভারতে কথিত আছে, একবার অগ্নিদেব শ্বেতকী রাজার দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের হবিঃ ভোজন করিয়া উদরাময়রোগে আক্রান্ত হন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মার উপদেশে মাংসভক্ষণের জন্য খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে যান। কিন্তু বনটি ইন্দ্রদেবের রক্ষিত ছিল; সুতরাং তিনি বৃষ্টি দ্বারা আগুন নিবাইয়া দিলেন। অতঃপর অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জুনের শরণ লইলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অগ্নিকে খাণ্ডবদহনে সাহায্য করেন। অগ্নিদেবও অতঃপর নিরাময় হন এবং অর্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয়তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করেন।

খানুয়ার যুদ্ধ—১৫২৭-এ মহারানা সংগ্রাম সিংহের সহিত বাবরের খানুয়া (বা কানোয়া) নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। তাহাতে বাবর জয় লাভ করেন।

খাল—পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত খালগুলি ও তাহাদের পরিসর নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্বেতসাগর খাল (রাশিয়া)—১৫২ মাইল
গোটা (সুইডেন)—১২৫ মাইল
সুয়েজ (মিশর)—৯৯ মাইল
ভল্গা (রাশিয়া)—৮০ মাইল
আলবার্ট (বেলজিয়াম)—৮০ মাইল
কীয়েল (জার্মানি)—৬১ মাইল
পানামা (আমেরিকা)—৫৬ মাইল
এলুব্ (জার্মানি)—৪১ মাইল
ম্যাঞ্চেস্টার (ইংলণ্ড)—৩৫ মাইল
ওয়েল্যাণ্ড (কানাডা)—২৬ মাইল

খালসা—চরিতাবলীতে 'গোবিন্দ সিংহ' দ্রঃ।

খালসা-সৈন্য—পঞ্জাবের বিখ্যাত শিখনৃপতি রণজিৎ সিংহ 'খালসা' নামে একটি প্রবল সৈন্যদল গঠন করেন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে এই সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

খাসিয়া জাতি—পূর্ববঙ্গ ও আসামের এক শ্রেণীর পার্বত্য জাতি। ইহাদের রং হলদে, চোখ সরু ও টানা এবং গালের হাড় উঁচু। ইহারা জীব-জন্তু শিকার করিয়া তাহাদের মাংস খায়। ইহারা তীর, ধনু, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করে। চাউল ও শুঁটকী মাছ ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা ধুতি, জামা,

চাদর এবং চূড়া-বাঁধা পাগড়ি পরিয়া থাকে। ইহারা কুঁড়ে ঘরে বাস করে। ইহারা মৃতদেহ প্রথমে পোড়াইয়া অস্থি সংগ্রহ করে; পরে ঐ অস্থি মাটিতে পুঁতিয়া চিতার কাছে মোরগ বলি দেয়। ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই।

খিলজী-বংশ—জালালউদ্দীন খিলজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশকে খিলজী-বংশ বলা হয়। খিলজী-বংশ দিল্লীতে ১২৯০ হইতে ১৩২০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারাই দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলমান-জয়ের সূচনা করেন।

খিলাফৎ আন্দোলন—প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হইলে ও খলিফাদের সাম্রাজ্য নষ্ট হইলে ভারতের মুসলমানগণ ১৯২০-এ এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খলিফার হৃত-গৌরব উদ্ধার করা। কামাল আতাতুর্ক খলিফার পদ তুলিয়া দিলে ঐ আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়।

খ্রীষ্টান ধর্ম—যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমত। New Testament নামক ধর্ম-গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টান। বর্তমানে এই ধর্মমতের অনুবর্তিগণ Catholic ও Protestant এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

খ্রীষ্টাব্দ—খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিবস হইতে গণিত বৎসর। বর্তমানে নির্ধারিত হইয়াছে যে খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততপক্ষে তিন চারি বৎসর পর হইতে খ্রীষ্টাব্দ গণনা করা হইয়াছিল। A. D. অর্থ Anno Domini অর্থাৎ The Year of the Lord বা প্রভু বা খ্রীষ্টের বৎসর। B. C. বলিলে Before Christ বা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী বৎসর বুঝায়।

খোকর জাতি—মধ্য-পঞ্জাবের একটি প্রাচীন শক্তিশালী জাতি। ইহারা ১২০৫-এ সুলতান মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি কঠোর হস্তে উহাদিগকে দমন করেন।

খোদা-ই-খিদমদগার—এই শব্দটির অর্থ হইতেছে—'ঈশ্বরের সেবক'। প্রসিদ্ধ জননেতা খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ এই নামে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন।

খোন্দ জাতি—উড়িষ্যার একটি অসভ্য জাতি। ইহারা পূর্বে নরবলি দিত। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এই প্রথা দণ্ডনীয় করিয়া ইহার লোপ করেন।

গ

গঙ্গ-বংশ—১। উড়িষ্যার বিখ্যাত রাজবংশ। ইহা 'পূর্ব গঙ্গ-বংশ' নামে খ্যাত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই বংশের রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২। ইহা 'পশ্চিম গঙ্গ-বংশ' নামে খ্যাত। মহীশূরে এই বংশের রাজারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গণ্ডোয়ানার যুদ্ধ—মধ্য-ভারতে নর্মদা-তীরে গণ্ডোয়ানা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ ১৫৬৪-এ ঐ রাজ্য আক্রমণ করিলে রানী দুর্গাবতীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রানী পরাজিত হন।

গণ্ডোলা (Gondola)—ইহা ইটালী দেশীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র প্রমোদ-তরী। ইহা ভিনিসে বিশেষ প্রচলিত। ইহার একটিমাত্র দাঁড়।

গথ জাতি (Goths)—ইওরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক জাতি। ইহারা প্রাচীন টিউটন জাতিরই একটি শাখা। ইহারা ইহাদের আদিম বাসস্থান বাল্টিক প্রদেশ হইতে মধ্য-ইওরোপে চলিয়া আসে। ৪১০-এ ইহারা গ্রীস ও রোম জয় করে এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য-ইওরোপে বিরাট্ প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমে ক্রমে অষ্টম শতকের মধ্যে ইহারা স্পেনীয়দের সহিত মিশিয়া যায়।

গরিলা—লাঙ্গুলবিহীন বৃহত্তম বানর। ইহারা দেখিতে কতকটা মানুষের মত। ইহারা আফ্রিকার গভীর অরণ্যে বাস করে। ইহারা অতিশয় বলশালী। ইহারা উচ্চতায় ৪ হইতে ৫ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে; পূর্ণবয়স্ক গরিলার বুক ৮০ ইঞ্চি পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। ইহারা বৃক্ষে বাস করে এবং ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে।

গরিলা-যুদ্ধ (Guerilla warfare)—সাধারণ যুদ্ধের নিয়মকানুনবর্জিত যুদ্ধ। সাধারণতঃ আক্রান্ত দেশের কিছু লোক যখন আক্রমণকারী সৈন্যদের উপর গুপ্ত স্থান হইতে সহসা বাহির হইয়া মাঝে মাঝে আক্রমণ চালায়, এবং প্রয়োজন মত আবার আত্মগোপন করে তখন এইরূপ আক্রমণকে গরিলা-যুদ্ধ বলা হয়।

গল (Gaul)—ফ্রান্সের প্রাচীন নাম। উহার অধিবাসীদিগকেও প্রাচীনকালে 'গল' বলা হইত।

গল্‌ফ্ (Golf)—একপ্রকার খেলা। মাথা-বাঁকানো দণ্ড ও শক্ত বল দিয়া ইহা খেলিতে হয়। এই খেলার জন্য কিছু দূরে দূরে পর পর কয়েকটি তৃণাচ্ছাদিত সমতল ছোট ছোট মাঠ সজ্জিত থাকে; ঐগুলিতে এক একটি গর্ত থাকে। দণ্ড দিয়া বল মারিয়া একে একে ঐ সকল গর্তে ফেলিয়া খেলা শেষ করিতে হয়। যে সবচেয়ে কম আঘাত করিয়া খেলা শেষ করে, সে-ই জয়ী হয়।

গান্ধার—(সংগীত) ১। রাগ-বিশেষ। ইহা ভৈরবী, ধানশ্রী, তোড়ী বা দেবগিরি, আশাবরী, গৌরী, ভৈরব ও সিন্ধু অথবা ভৈরব, দেশী ও সিন্ধু যোগে উৎপন্ন। ২। স্বরবিশেষ। ইহা সপ্তস্বরের তৃতীয়; ইহা ছাগস্বর তুল্য এবং নাভি-সমুত্থিত বায়ুর কণ্ঠ ও শীর্ষে আঘাত দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহার দুই শ্রুতি,—ক্রোধী ও রৌদ্রী। ইহা কোমল-রূপেও ব্যবহৃত হয়।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি—লর্ড আরউইন যে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত কংগ্রেসের মুখপাত্রস্বরূপে মহাত্মা গান্ধীর একটি চুক্তি হয়। উহাতে গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের কয়েকটি প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মহাত্মা গান্ধীও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। এই চুক্তি ১৯৩১-এ ৫ই মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখে।

গায়কোয়াড়—বরোদার প্রাক্তন মহারাষ্ট্র রাজার উপাধি।

গারো—গারো পাহাড়ের অধিবাসী খর্বকায় পার্বত্য জাতি-বিশেষ। ইহাদের গায়ের রং কালো, মুখ গোল ও নাক চেপটা। ইহারা বেশী লম্বা হয় না। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন। কুকুর ছাড়া অন্য কোন জীব ইহারা পোষে না। ইহারা সূর্য এবং নানাবিধ গাছের পূজা করিয়া থাকে। ইহারা তামাক, তুলা, ধান প্রভৃতি ফসলের চাষ করে, কাপড় বোনে, বাঁশের ঝুড়ি তৈয়ারি করে এবং জঙ্গল হইতে হাতির দাঁত সংগ্রহ করে।

গাহড়বাল-বংশ—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনোজে গাহড়োবাল নামক রাজপুত জাতির একটি শাখা রাজ্য স্থাপন করে। ইহাই পরে 'রাঠোর' নামে খ্যাত হয়। এই বংশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন; তাঁহার পৌত্র জয়চাঁদ এই বংশের শেষ রাজা।

গিনি (Guinea)—১। বিলাতে প্রচলিত মুদ্রাবিশেষ। ইহার মূল্য ২১ শিলিং। ১৬৬৩ হইতে ১৮১৭ পর্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল। আফ্রিকার গিনি উপকূল হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ হইতে ইহা প্রথমতঃ প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহার নাম হয় 'গিনি'।

গিনি-পিগ (Guinea-pig)—শশক-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ। ইহারা লম্বায় মাত্র দশ ইঞ্চি। দক্ষিণ আমেরিকা ইহাদের

বাসভূমি। ডাক্তারী পরীক্ষার জন্ত ইহাদের ব্যবহার আছে।

গিবন (Gibbon)—দীর্ঘবাহু, লাঙ্গুলহীন বানরজাতীয় জীব। সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতেই ইহাদের দেখা যায়।

গিরিয়ার যুদ্ধ—মুর্শিদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে একটি বিশাল প্রান্তরের নাম গিরিয়া। ইহার মধ্যস্থিত গিরিয়া নামে একটি প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে এই নাম হইয়াছে। ইহার আয়তন পলাশীর প্রান্তর অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাকে অনেকে মুর্শিদাবাদের পাণিপথ বলেন। ১৭৪০-এ এখানে গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁ আলিবর্দী খাঁর কাছে পরাজিত হন।

গিলোটিন (Guillotine)—ফরাসী-বিপ্লবের সময় নরহত্যার জন্য ব্যবহৃত যুপ-যন্ত্রবিশেষ। ১৭৮৯-এ ডাঃ গিলোটিন French National Council-এ ইহার প্রচলনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারই নাম হইতে ইহার নাম 'গিলোটিন' হয়।

গুপ্তবংশ—ভারতের প্রসিদ্ধ রাজবংশ। এই বংশের রাজারা ৩২০ হইতে ৫০০ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ও পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত এবং পৌত্র স্কন্দগুপ্তের সময় হুনগণ ভারত আক্রমণ করে। হুনেরাই গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। এই বংশের শেষ সম্রাট্ বুধগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-সাম্রাজ্য একরকম লোপ পায়। বাংলার রাজা শশাঙ্কও (৭ম শতাব্দী) পরবর্তী গুপ্তদেরই বংশধর (পিতা মহাসেন গুপ্ত)। গুপ্ত রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহাদের রাজত্বকালে দেশের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এই জন্ত ঐ সময়কে ভারতের ইতিহাসে 'স্বর্ণ-যুগ' বলে।

গুর্খা—নেপালের দক্ষিণ অংশকে 'গোরখা' বলে। প্রথমে সেই স্থানের অধিবাসীদেরই 'গোর্খা' বা 'গুর্খা' বলা হইত। এখন নেপালীদিগকে সাধারণ ভাবে 'গুর্খা' বলা হয়।

গুর্জর-প্রতীহার বংশ—গুর্জরগণ সম্ভবতঃ হুনদিগের সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই গুর্জরগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রতীহারগণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতীহারগণ আপনাদিগকে রামায়ণের বীর লক্ষ্মণের বংশধর বলিয়া দাবি করিত। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রতীহার বংশের সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষভাগেই এই বংশের গৌরব ও সাম্রাজ্য লোপ পায়। প্রথম ভোজদেব, প্রথম মহেন্দ্রপাল, প্রথম মহীপাল প্রভৃতি এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা।

গেসার—পৃথিবীর গর্ভে কোন কোন স্থানে জল জমিয়া উষ্ণ হয় এবং পরে বেগে উপরে উঠে। ইহাকে গেসার (Geyser) বলে। যুক্তরাষ্ট্রে ইয়েলোস্টোন পার্কে ওল্ড ফেথফুল নামে গেসারের জল ৬৫ মিনিট অন্তর ১০০ ফুট উচ্চে উঠে। আইসল্যাণ্ডে এক শতের অধিক গেসার আছে। নিউজীল্যাণ্ডেও অনেক গেসার আছে।

গোগুণ্ডার যুদ্ধ—'হলদীঘাটের যুদ্ধ' দ্রঃ।

গোমতেশ্বর—জৈন ঋষি গোমতেশ্বরের মূর্তি। ইহা মহীশূর রাজ্যে শ্রবণবেলগোলা শহরের নিকট অবস্থিত। মূর্তিটি ৫৭ ফুট উচ্চ এবং পাহাড়ের উপরে একটিমাত্র পাথর কুঁদিয়া নির্মিত। মূর্তিটি সম্ভবতঃ ২০০০ বৎসরের পুরাতন।

গোল গম্বুজ—বিজাপুরের মোহাম্মদ আদিল শাহের সমাধিমন্দির। পৃথিবীর মধ্যে ইহা দ্বিতীয় বৃহত্তম গম্বুজ। ১৬৫৬-এ ইহা নির্মিত হয়। গম্বুজটি মেঝে হইতে ১৯৮ ফুট উচ্চে নির্মিত।

গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference)—ভারতের নূতন শাসন-প্রণালী রচনা করিবার জন্ত লণ্ডনে ভারতীয় ও বৃটিশ রাজনীতিকগণের তিনটি বৈঠক বসে। ইহাই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩১) মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের মুখপাত্রস্বরূপ যোগদান করিয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবি জগৎসমীপে ঘোষণা করেন।

গোলাপের যুদ্ধ—(Wars of the Roses)—ইংল্যাণ্ডের ঘরোয়া যুদ্ধ (১৪৫৫–৮৫)। ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কেস্টার-পরিবারের চিহ্ন ছিল লাল গোলাপ ফুল এবং ইয়র্ক-পরিবারের চিহ্ন ছিল সাদা গোলাপ ফুল। ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের অধিকার লইয়া এই দুই পরিবারে যে যুদ্ধ বাধে, তাহাই 'গোলাপের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। ইহা রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময় আরম্ভ হয় এবং তৃতীয় রিচার্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়।

গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড (Gold Standard)—যখন কোন দেশ স্বর্ণমুদ্রার সাহায্য বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং মুদ্রা ও পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করে, তখন উহা গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড বা 'স্বর্ণমান' অবলম্বন করিয়াছে বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে স্বর্ণমান অনুযায়ী লেনদেন বন্ধ থাকে এবং ১৯২৫-এ ইংলণ্ড স্বর্ণমান আবার গ্রহণ করে; কিন্তু ১৯৩১ হইতে ইংলণ্ড কর্তৃক ইহা পরিত্যক্ত হয়।

গ্যালিনা (Galena)—গন্ধক মিশ্রিত খনিজ সীসক। ইহাতে ৮০% সীসা আছে।

গ্যাস (Gas)—বায়বীয় পদার্থ। ইহা উত্তাপে বর্ধিত হইয়া বৃহত্তর স্থানকেও পূর্ণ করিতে পারে এবং তাপের অভাবে প্রবল চাপের অধীনে তরল আকারও ধারণ করিতে পারে। মৌলিক ও যৌগিক—এই দুই শ্রেণীর গ্যাস আছে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মৌলিক গ্যাস এবং কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি যৌগিক গ্যাস।

গ্রহ—যে সকল জ্যোতিষ্ক সর্বদা সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, তাহাদিগকে গ্রহ বলে। বুধ (সূর্য হইতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে), শুক্র (৬ কোটি ৭০ লক্ষ), পৃথিবী (৯ কোটি ৩০ লক্ষ), মঙ্গল (১৪ কোটি ৩০ লক্ষ), বৃহস্পতি (৪৮ কোটি ২০ লক্ষ), শনি (৮৮ কোটি ৬৮ লক্ষ), ইউরেনাস (১৭৮ কোটি ২০ লক্ষ), নেপচুন (২৭৯ কোটি ২০ লক্ষ) ও প্লুটো (৩৮০ কোটি)।

গ্রহণ—চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সূর্য ও পৃথিবীর সমরেখায় আসিয়া উভয়ের মধ্যবর্তী হয়, তখন পৃথিবীর একাংশের নিকট উহা সূর্যের কিরণকে আড়াল করে; ইহাকে বলে 'সূর্যগ্রহণ'। আবার যখন উহা ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর বিপরীত দিকে সূর্য ও পৃথিবীর সমরেখায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হইয়া উহাকে অন্ধকার করে। ইহাকে বলে 'চন্দ্রগ্রহণ'।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)—সিরিস নামে একটি ছোট গ্রহ বিজ্ঞানী পিয়াজি কর্তৃক ১৮০১-এ আবিষ্কৃত হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে ১৫০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হয়। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একত্রে গ্রহাণুপুঞ্জ নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগ গ্রহের ব্যাস ৫০ মাইলের মধ্যে। সিরিস (ব্যাস ৪৮০ মাইল), প্যালাস (৩০৬), ভেস্টা (২৪৬) ও জুনো (১২১) ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রহাণুপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত গ্রহের মধ্যে আপলো, হেক্টর, অ্যাগামেমনন, নেস্টর, অ্যাডোনিস, হার্মিজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্য হইতে ২৮ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত।

গ্রহের বলয়—শনি গ্রহের বলয় আছে। এই বলয় তিনটি চাকার মত পর-পর বেষ্টনী। বিজ্ঞানীদের ধারণা, শনির দশম উপগ্রহ ভাঙিয়া অগণিত ছোট বড় খণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। সেইগুলি শনির চারিদিকে

ঘুরিতেছে। ইহা হইতেই শনির বলয়ের সৃষ্টি।

গ্রামোফোন—Record বা গোলাকার থরথর চাকতি যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দে পুনরায় স্বর প্রকাশ ও বিবর্ধন করে তাহাকে গ্রামোফোন বলে। ইহা E. Berliner কর্তৃক আবিষ্কৃত।

গ্রীকজাতি—ইওরোপের গ্রীসদেশের অধিবাসী। সমগ্র ইওরোপের মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্য জাতি। ইহারা প্রথমে প্রকৃতি-উপাসক পৌত্তলিক ছিল, পরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। দৈহিক গঠন-সৌন্দর্যে, বীরত্বে এবং ভাস্কর্যেও ইহারা অতুলনীয় ছিল। আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা গ্রীকসভ্যতার নিকট ঋণী। কালক্রমে রোমকদিগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদিগের পতন আরম্ভ হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডল—কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্তী ভূভাগকে গ্রীষ্মমণ্ডল বলে।

গ্রেট বেয়ার (Great Bear)—উত্তর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল নামক তারকাপুঞ্জের ইংরেজী নাম ['সপ্তর্ষি মণ্ডল' দ্রঃ]।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক প্যাসিফিক রেলওয়ে (Grand Trunk Pacific Railway) —কানাডার বিখ্যাত রেলপথ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০০ মাইল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—হাওড়া হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের দীর্ঘতম রাস্তা। ইহা শের শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হয়। অবশ্য পরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

গ্র্যাফাইট (Graphite)—বাংলায় ইহাকে 'কৃষ্ণ সীসক' (black lead) বলে। কিন্তু ইহা আদৌ সীসক নহে। ইহা একপ্রকার কার্বন এবং লেড-পেনসিল তৈয়ারি করিতে ব্যবহৃত হয়। সাইবীরিয়া, সিংহল, ম্যাডাগাস্কার, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্র্যাফাইট অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

গ্লিসারিন (Glycerine)—একপ্রকার বর্ণহীন, তৈলাক্ত পদার্থ। ইহার স্বাদ মিষ্ট। ঔষধে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

গ্ল্যাণ্ড (Gland)—দেহের অভ্যন্তরস্থ যে সকল মাংসগ্রন্থি হইতে বিভিন্ন প্রকার রস নির্গত হয়, তাহাদিগকে 'গ্ল্যাণ্ড' বলে। গ্ল্যাণ্ডগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যে সকল গ্ল্যাণ্ড হইতে রস নির্গত হইয়া রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়, তাহাদিগকে অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড (gland of internal secretion) বলা হয়, আর যে সকল গ্ল্যাণ্ডের রস অন্ত কোন দেহাংশে চালিত হয়, তাহাদিগকে বহিঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড (gland of external secretion) বলে। বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডের কাজও বিভিন্ন। লালাগ্রন্থি (salivary gland) হইতে লালা, হৃৎপিণ্ড হইতে দুগ্ধ ও যকৃত হইতে পিত্তরস প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঘ

ঘড়ি, প্রসিদ্ধ—(১) লণ্ডনের পার্লামেণ্ট ভবনের মাথার ঘড়ি (Big Ben) ৩৬০ মন ওজনের। রাস্তা হইতে ১৮০ ফুট উচ্চ। মিনিট-কাঁটা ১৪ ফুট লম্বা ও কুণ্ডটির ওজন ৪ হন্দর। ডায়াল ২৩ ফুট চওড়া। দোলক ১৩ ফুট লম্বা। ইহা ১৮৫৬-এ প্রথম প্রস্তুত হয়। (২) Shell Mex Ltd.-এর ঘড়ি Big Ben হইতেও বড়। (৩) স্ট্রাসবুর্গের গির্জার ঘড়িও অদ্ভুত। এই ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টায় একজন দুইজন করিয়া বারোজন খ্রীষ্টের শিষ্য ঘণ্টা বাজান। মূর্তিগুলি ধাতুর দ্বারা তৈয়ারী। ১৫৭৪-এ ইহা নির্মিত হয়।

ঘণ্টা, বড়—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ঘণ্টাগুলির নাম ও তাহাদের মোটামুটি ওজন নিম্নে দেওয়া হইল।

ঘণ্টা	ওজন
মস্কোর বৃহৎ ঘণ্টা (পৃথিবীর বৃহত্তম)	১৯৩ টন
ব্রহ্মদেশের মিনগুনের বড় ঘণ্টা	১২৫ ,,
পিকিং-এর বড় ঘণ্টা	৫৫ ,,
রুশিয়ার নভোগোরোডের ঘণ্টা	৩১ ,,
কোলোন গির্জার ঘণ্টা	২৬ ,,
লেনিনগ্রাডের সেণ্ট আইজাকের গির্জার ঘণ্টা	২২ ,,
অস্ট্রিয়ার আউলমুজের ঘণ্টা	১৮ ,,
প্যারিসের নোতরদামের ঘণ্টা	১৮ ,,
ভিয়েনার ঘণ্টা	১৮ ,,
লণ্ডনের সেণ্ট পল গির্জার ঘণ্টা	১৭ ,,
ফ্রান্সের সিউসের ঘণ্টা	১৩ ,,
মণ্ট্রেলের (রোমান ক্যাথলিক গির্জা) ঘণ্টা	১৩ ,,
ইয়র্কের ঘণ্টা	১২ ,,
ওয়েস্টমিনস্টারের বিগবেন	১১ ,,
সাইলেসিয়ার গোরলিজ	১০ ,,
প্রাগস্	১০ ,,

মস্কোর ঘণ্টাটি ১৭৩৩-এ প্রস্তুত হয়। ইহা ২১ ফুট উচ্চ এবং ইহার ব্যাস ২১ ফুট।

ঘুম রোগ—আফ্রিকার বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ঐ সব জায়গায় S সেৎসি (tsetse) নামক একজাতীয় মাছির কামড়ে এই রোগের সৃষ্টি হয়। S সেৎসি ঘোড়া-মাছি জাতীয় মাছি। ঘুম রোগ (sleeping sickness)-এর প্রধান লক্ষণ হইতেছে, রোগী ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকায় মত অসাড় অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সময় মত চিকিৎসায় ব্যবস্থা করা না হইলে রোগী ৮।১০ দিনের মধ্যে মারা যায়।

চ

চড়ক পূজা—চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজার উৎসবকে চড়ক পূজা বলা হয়। অপর নাম গাজন। পূর্বে উত্তরবঙ্গে বাণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিবের ভক্ত ছিলেন। শিবকে প্রীত করিবার জন্ত তিনি নাচগান করিয়া নিজের দেহের রক্ত বাহির করিয়া মহাদেবকে দিতেন। ইহা হইতেই গাজন বা চড়ক উৎসবের উৎপত্তি। এই উৎসবের অঙ্গস্বরূপ শরীরের স্থানবিশেষ বেঁধা হইত। ১৮৬৩-এ আইন করিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

চন্দেল্ল-বংশ—প্রতীহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে যে কয়টি রাজবংশ প্রাধান্ত লাভ করে, তাহাদের মধ্যে জেজকভুক্তির চন্দেল্ল-বংশ অন্যতম। মহোবা, খাজুরাহো ও কালিঞ্জর দুর্গ এক এক সময়ে ইহাদের শক্তিকেন্দ্র ছিল। নান্নুক নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু রাজা যশোবর্মার সময়েই ইহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি পরমার্দিদেবকে প্রথমে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ পরাস্ত করেন এবং ১২০২-এ কুতবুদ্দীন আইবাক তাঁহাকে একেবারে ধ্বংস করেন।

চন্দ্র—পৃথিবীর উপগ্রহ। ইহার পরিধি প্রায় ৬৭৯ মাইল এবং ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের সর্বাধিক দূরত্ব ২,৫২,৭১০ মাইল এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব ২,২১,৪৬৩ মাইল। চন্দ্র আকারে পৃথিবীর ৫০ ভাগের ১ ভাগ। চন্দ্র হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে ১·২ সেকেণ্ড লাগে। ইহা প্রাণিশূন্য, জলশূন্য, বায়ুশূন্য, প্রস্তরময় গোলক। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-প্রেরিত চন্দ্রযানে করিয়া দুইজন মহাকাশচারী চন্দ্রে পদার্পণ করেন।

চম্পারণ-সত্যাগ্রহ—চম্পারণের দরিদ্র কৃষকদের উপর নীলকরগণ অত্যাচার করিত। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭-এ প্রজাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। কয়েক সপ্তাহ কার্য করিবার পরই তিনি সফলতা লাভ করেন। ভারতে ইহাই প্রথম প্রজা-সত্যাগ্রহ।

চলচ্চিত্র—অভিনয়াদি প্রদর্শনের উপযোগী আলোকচিত্রবিশেষ। ১৮৮৯-এ এডিসন প্রথম ইহার প্রবর্তন করেন। ফিল্ম (film) নামক একপ্রকার অর্ধস্বচ্ছ পদার্থের কয়েক

সহস্র ফুট দীর্ঘ একটি ফিতার উপর অসংখ্য আলোকচিত্র গৃহীত হয় এবং তীব্র আলোকের সম্মুখে ধরিলে ঐ সকল চিত্র বৃহত্তররূপে প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের সম্মুখস্থিত শুভ্র পটে দৃষ্ট হয়। ফিল্মের ফিতাটির বিস্তার অনধিক এক ইঞ্চি, কিন্তু উহার দৈর্ঘ্য দশ সহস্রফুট কিংবা তাহারও অধিক হইয়া থাকে। ফিল্মের উপর গৃহীত আলোকচিত্রগুলি তীব্র আলোকের সম্মুখে দ্রুতবেগে সঞ্চালিত করিলে পটোপরি চিত্রগুলির হস্তপদ সঞ্চালনের ন্যায় দৃষ্ট হয়। লস এঞ্জেলসের অন্তর্গত 'হলিউড' পৃথিবীর চলচ্চিত্র-শিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্র। চলচ্চিত্র উৎপাদনে আমেরিকার পরেই ভারতের স্থান। ১৯৫২-এ ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়। এই উৎসব সরকারী প্রচারবিভাগের অধীন ফিল্ম ডিভিসনের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়।

চা—একপ্রকার গাছের পাতা হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা প্রধানতঃ চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও সিংহলে উৎপন্ন হয়। ভারতের উত্তরবঙ্গ, আসাম, হিমালয়ের পাদদেশে কতিপয় স্থানে এবং নীলগিরি পাহাড়ে জন্মে। ইহা সাধারণতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে জন্মে। গাছগুলি হইতে যথাসময়ে পাতাগুলি সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর ঐসকল পাতা শুকাইয়া এবং নানারূপ মিশ্রণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যবহারযোগ্য করা হয়।

চাঁদ মীনার—দৌলতাবাদের বিখ্যাত স্তম্ভ। ইহাতে ইরানীয় স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

চাকমা জাতি—পূর্ববঙ্গের একটি পার্বত্য জাতি। ইহারা পার্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের দেহ সবল, মুখ গোল এবং নাক চেপটা। ইহারা বেশ সাহসী শিকারী। ইহারা বিচিত্র জমকাল পোশাক পরিয়া থাকে। পচা মাংস, শুঁটকী মাছ ও মদ ইহাদের প্রিয় খাদ্য। পশুপালন ও কৃষিকর্ম ইহাদের জীবিকা-নির্বাহের উপায়।

চান্দোয়ারের যুদ্ধ—১১৯৪ এ মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যদল কনোজাধিপতি জয়চন্দ্রকে চান্দোয়ার নামক স্থানে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন।

চান্দ্রায়ণ ব্রত—শিশু, যতি, যবমধ্য ও পিপীলিকামধ্য—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ব্রতবিশেষ। শিশু চান্দ্রায়ণে প্রাতঃকালে চারি গ্রাস এবং সূর্যাস্তকালে চারি গ্রাস অন্নভোজন করিতে হয়; যতি চান্দ্রায়ণে সংযতভাবে মধ্যাহ্নে আট গ্রাস অন্নভোজন করিতে হয়; যবমধ্য চান্দ্রায়ণে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত দৈনিক এক গ্রাস করিয়া অন্ন কমাইয়া পূর্ণিমাতে উপবাস করিতে হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে প্রত্যহ এক এক গ্রাস বাড়াইয়া চতুর্দশী পর্যন্ত ভোজন করিতে এবং প্রত্যহ তিনবার স্নান করিতে হয়। পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ যবমধ্যের বিপরীত; ইহাতে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লপক্ষে ব্রত শেষ করিতে হয়।

চালুক্য-বংশ—আনুমানিক ৫৫০-এ প্রথম পুলকেশী বাতাপী (বর্তমান বিজাপুরের অন্তর্গত বাদামি) নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পৌত্র ২য় পুলকেশী এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন কর্তৃক পরাজিত হইলে চালুক্য-বংশের প্রভাব নষ্ট হয় (৬৪২)। পরে অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট-বংশের অভ্যুদয়ে এই বংশের ক্ষমতা খর্ব হয়। কল্যাণীর চালুক্য-বংশ বাতাপির চালুক্য-বংশের এক শাখা। রাষ্ট্রকূট রাজ্য ধ্বংস করিয়া তৈল দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সোমেশ্বর আহবমল্ল ও ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬—১১২৬) এই বংশের বিখ্যাত রাজা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—(Permanent Settlement)—লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদিগের সহিত ব্যবস্থা করেন যে, গভর্নমেণ্টকে নির্দিষ্ট দিবসে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজানা দিয়া জমিদারগণ চিরদিনের জন্য জমি ভোগদখল করিতে পারিবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিবসে সূর্যাস্তের পূর্বে খাজানা দিতে না পারিলে জমিদারি নীলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে। ইহার নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ইহা ১৭৯৩-এ বঙ্গ ও বিহার এবং তাহার দুই বৎসর পরে বারাণসী প্রদেশে প্রবর্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে (১৯৫৩) আইন করিয়া এই ব্যবস্থা লোপ করা হইয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ইহার বিলোপ সাধন হইয়াছে।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ—ইহা দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৮৪৯, ১৩ই জানুয়ারি তারিখে শিখনেতা শের সিংহের সহিত ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গফের যুদ্ধ উক্ত যুদ্ধ নামে অভিহিত। ইহাতে ইংরেজরা জয়লাভ করিতে পারে নাই।

চীনের প্রাচীর (The Great Wall of China)—উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত বরাবর ১৪০০ মাইল লম্বা প্রাচীর। ১০০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উচ্চ দুর্গ আছে। ২১৪ খ্রীঃ পূঃ ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছিল।

চীফ কমিশনার (Chief Commissioner)—দিল্লী, আজমীর, মারবার, কুর্গ, মারকারা, আন্দামান ও নিকোবর এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের শাসনকর্তাদিগকে চীফ কমিশনার বলা হইত।

চুম্বক-প্রস্তর—ইহা আদৌ প্রস্তর নহে, একরূপ অক্সিজেন-যুক্ত লৌহ (Oxide of iron). ইহা সাধারণ লৌহ আকর্ষণ করিতে পারে।

চেদি-বংশ—ইহার অপর নাম হৈহয় বা কলচুরি-বংশ। প্রথম কোকল্ল নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চেদিগণ ডহল রাজ্যে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করে এবং তাহাদের রাজধানীর নাম হয় ত্রিপুরি (আধুনিক তেওয়ার)। এই বংশের একটি শাখা বিলাসপুর জেলার রত্নপুরে রাজধানী স্থাপন করে। চেদিরাজগণ রাষ্ট্রকূটবংশীয়দিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কোকল্লের প্রপৌত্র লক্ষ্মণরাজ সোমনাথ হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার প্রপৌত্র গাঙ্গেয়দেব 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং উত্তরে তিরহুত হইতে দক্ষিণে কানাড়ী রাজ্য পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা যশঃকর্ণের (? ১১২০—২১) মৃত্যুর পর এই রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দেবগিরির যাদবরাজ কৃষ্ণ উহা একেবারে ধ্বংস করেন।

চেম্বার অব কমার্স (Chamber of Commerce)—বণিক্-সমিতি বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি সাধনের জন্য বণিক্-সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'দি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স', 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স', 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স', 'দি বোম্বে চেম্বার', 'দি মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্স' প্রভৃতি এ দেশীয় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান।

চের—ইহার অপর নাম কেরল (তাহা দ্রঃ)।

চৈত্ররথ—রামায়ণে বর্ণিত গঙ্গা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে উদ্যান।

চোল-বংশ—এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিজয়ালয়। তাঁহার পুত্র আদিত্য (? ৮৭১—৯০৭) কাঞ্চীর পল্লব-রাজগণের ক্ষমতা বিনষ্ট করেন। তৎপুত্র পরান্তক (১ম) সমগ্র তামিল দেশ অধিকার করিয়া সিংহল আক্রমণ করেন। এই বংশের রাজরাজ (১ম) প্রবল নৌ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র রাজেন্দ্র চোল (১ম) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঞ্জোর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজেন্দ্র চোলের পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ ও দৌহিত্র দ্বিতীয় রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ এই বংশের অন্যতম রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর চোলরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে (১১২২)। ১৩শ শতকে

নৃশংস আলাউদ্দীন খিলজীর আক্রমণে ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

চৌথ—শিবাজীর আমলে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশকে চৌথ বলা হইত। সর্বত্রই যে এক-চতুর্থাংশ ছিল, তাহা নহে। স্থানভেদে ইহার পরিমাণ পরিবর্তিত হইত। শিবাজীর পূর্বেও ইহা বর্তমান ছিল। রামনগরের (আধুনিক ধরমপুর) রাজা দমনের পোর্তুগিজদিগের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতেন।

চৌরিচৌরার ঘটনা—চৌরিচৌরা উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম। ১৯২২-এর ৪ঠা ফেব্রুআরি অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই গ্রামের উন্মত্ত জনতা ২১ জন পুলিস ও চৌকিদারকে আক্রমণ করিয়া ও তাহাদের ঘর পুড়াইয়া হত্যা করে। গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তন করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় ঐ ঘটনা ঘটিলে তিনি উহা মুলতবী করেন।

চৌলুক্য-বংশ—এই বংশের অপর নাম সোলঙ্কি-বংশ। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মূলরাজ গুজরাটের অনাহিলপটকে (আধুনিক পটন) একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার প্রপৌত্র প্রথম ভীমদেবের শাসনকালে গজনীর সুলতান মাহমুদ সোমনাথদেবের মন্দির ধ্বংস করেন। এই বংশের দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজত্বকালে চালুক্য-বংশের গৌরব ও ক্ষমতা লোপ পায়। পরিশেষে বাঘেলা-বংশ রাজক্ষমতা অধিকার করে।

চৌসার যুদ্ধ—গঙ্গা ও কর্মনাশার সংগমস্থলে চৌসা নামক স্থানে ১৫৩৯-এ শের খাঁর সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন।

চৌহান-বংশ—ইহার প্রকৃত নাম চাহমান-বংশ। ইহারা প্রথমে রাজপুতানার সাম্ভর অঞ্চলে ও পরে দিল্লী ও আজমীরে রাজত্ব করিত। এই বংশের চন্দন নামে বীরপুরুষ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে তোমর-বংশীয় নৃপতিকে দমন করিয়া প্রবল হইয়া উঠেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করেন। অতঃপর চৌহান-বংশীয় নৃপতিগণ মধ্যভারতের রন্থম্ভোর (রণস্তম্ভপুর) দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ছ

ছন্দ—ব্যাপকভাবে ছন্দের অর্থ "গতি-সৌন্দর্য"। নৃত্যে, চলনে, সন্তরণে ও অন্যান্য গতিশীল ব্যাপারে ইহা প্রযোজ্য। সংকীর্ণ অর্থে ছন্দ হইতেছে ভাষার অন্তর্গত প্রবহণশীল ধ্বনি-সৌন্দর্য। সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থ ই গ্রহণীয়।

ভাষার ছন্দ দ্বিবিধ—গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দ। ভাষা রচনায় ধ্বনি-প্রবাহগত সংগতি (harmony) থাকিলে গদ্যছন্দ এবং সাম্যতি (symmetry) থাকিলে পদ্যছন্দ বলা হয়। সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষ করিয়া 'কাদম্বরী' কাব্যে এবং বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাবিশেষে গদ্যছন্দ দেখা যায়। যথা—"অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠেছে রজনীগন্ধা—বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো।—কোন্‌খানে ফুটল ভোর-বেলাকার কনকচাঁপা? জাগল কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ—ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা!"—'সন্ধ্যা ও প্রভাত' (রবীন্দ্রনাথ)।

পদ্য শব্দের অর্থ পদ-যুক্ত। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ধ্বনি-প্রবাহই পদ বা চরণ। পদ্য-ছন্দ সুপ্রাচীন। বৈদিক-যুগের সূচনা হইতেই পদ্যছন্দ দেখা যায়। বেদের ভাষার নামই 'ছান্দস' বা ছন্দোময়ী ভাষা। বেদে সাধারণতঃ সাতটি ছন্দ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্‌, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। ইহাদের মধ্যে একমাত্র গায়ত্রী ছন্দই ত্রিপাদ, অন্যান্য ছন্দ চতুষ্পাদ। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দের চরণ যথাক্রমে ৮, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ অক্ষরে (syllable) রচিত। যথা, গায়ত্রী—

> তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌
> সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
> দিবীব চক্ষুরাততম্‌।

প্রতি চরণে মাত্রা-সমতা বিধানই লৌকিক সংস্কৃত ভাষার নূতন বৈশিষ্ট্য। অক্ষরের ধ্বনিগত কাল পরিমাণই মাত্রা। হ্রস্ব অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর দুই মাত্রার। অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত এবং যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরও দ্বিমাত্রিকা। এই শ্রুতিগত কাল সামঞ্জস্যের ফলে সংস্কৃত ছন্দ বৈদিক ছন্দ অপেক্ষা অধিকতর শ্রুতিমধুর।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ছন্দ দ্বিবিধ। অক্ষরবৃত্ত (বা বৃত্ত) ছন্দ এবং মাত্রাবৃত্ত (বা জাতি) ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চরণে কেবল যে অক্ষর-সংখ্যার সমতা থাকে তাহা নহে, প্রতি চরণে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ অক্ষর সমাবেশ করিয়া প্রতি চরণে মাত্রার সমতাও রক্ষা করা হয়। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে চরণের নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘ অক্ষর সমাবেশের আবশ্যকতা নাই, চরণে চরণে অক্ষর সমতারও প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল প্রতি চরণে মাত্রাসমতা রক্ষণীয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বহুবিধ দৃষ্টান্তের বহুপ্রকার নাম আছে। পিঙ্গলাচার্যের গণনায় তাহা এক কোটিরও বেশী। তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এবং গীতি, পাদাকুলক, গাথা প্রভৃতি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। যথা—

মালিনী—

> অসিতগিরিসমং স্যাৎ, কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
> সুরতরুবরশাখা, লেখনী পত্রমুর্বী।
> লিখতি যদি গৃহীত্বা, সারদা সর্বকালং
> তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।

গাথা—

> রতিসুখসারে গতমভিসারে
> মদনমনোহরবেশম্‌।
> ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর
> তং হৃদয়েশম্‌।

[তোটক—প্রতি চরণে বারটি অক্ষর। তাহার মধ্যে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শ অক্ষর গুরু, বাকী লঘু:—

> যতি রঞ্জ য়ণে মাত্রিল ভুজগে।
> দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—প্রতি চরণে বারটি অক্ষর। প্রথম লঘু স্বরযুক্ত অক্ষরত্রয়কে 'য' বলে। এইরূপ চারিটি 'য'-তে ভুজঙ্গপ্রয়াতের এক একটি চরণ হয়:—

> অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
> অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে।]

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সহিত বাংলা ভাষার সর্বপ্রধান পার্থক্য উচ্চারণে বল বা শ্বাসাঘাত (accent) প্রয়োগ, কাজেই বাংলায় সংস্কৃতের মত কেবল যে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বর্তমান তাহা নহে, বাংলায় বলবৃত্ত নামে নূতন এক ছন্দের আবির্ভাব দেখা যায়। বাংলা উচ্চারণবিধির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংস্কৃতের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দও বাংলায় পরিবর্তিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় মাত্রাবিচার সংস্কৃত পদ্ধতি অনুসারে হইতে পারে না—বাংলা সাধারণতঃ আ, ঈ, ঊ সংস্কৃতের মত টানিয়া টানিয়া দীর্ঘরূপে উচ্চারণ করা হয় না—হ্রস্বরূপেই উচ্চারিত হয়। তাহাছাড়া, চরণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বা পর্ববিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করা বাংলার আর একটি বৈশিষ্ট্য। চরণস্থ পর্বগুলি সাধারণতঃ সমান দৈর্ঘ্যের হইয়া থাকে। পর্বদৈর্ঘ্যের অনুসারেই মাত্রাবৃত্ত, বলবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচিত হয়।

মাত্রাবৃত্ত—এই ছন্দে ৪, ৫, ৬ বা ৭ অক্ষরের পর্ব ব্যবহৃত হয়। যুক্ত বর্ণের ধ্বনিকে দুই অক্ষরে টানিয়া উচ্চারণ করা এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য।

চার অক্ষরের পর্ব—

(সখি) পাতিস্ নে | শিলাতলে |
পদ্ম পা | তা
(সখি) দিস্ নে গো | লাব ছিটে |
খাস্ লো মা | থা

পাঁচ অক্ষরের পর্ব—

সাগর জলে | সিনান করি | সজল
এলো | চুলে
বসিয়াছিলে | উপল উপ | কূ‍ল |

ছয় অক্ষরের পর্ব—

কাগজের বুকে | বিঁধে বলমের | রূপ
নখর,
আমার অশ্রু | হল আজ তাই | কালো
অখর

সাত অক্ষরের পর্ব—

বেলা যে পড়ে এলো | জলকে চল—
পুরাণ সেই সুরে | কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি | কোথা সে জল।—

বলবৃত্ত—এই ছন্দে সাধারণতঃ চার অক্ষরের পর্ব ব্যবহৃত হয় এবং প্রতি পর্বের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত (accent) দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, এবং এই শ্বাসাঘাত নির্দেশক অন্ততঃ একটি হলন্ত অক্ষর প্রতি পর্বে বর্তমান থাকে। যথা—

চাঁদের পানে | চাইতে আছে |
বাদশাজাদী | গো
তোমার পানে | চাইতে মানা | তাইতো
কাঁদি | গো।

বাংলার ছেলেভুলানো ছড়া ও মেয়েলি ছড়া এই বলবৃত্ত ছন্দে রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ ছড়ার ছন্দ বলিয়া থাকেন।

অক্ষরবৃত্ত—এই ছন্দে সাধারণতঃ ৮ বা ১০ অক্ষরের পর্ব ব্যবহৃত হয়। শব্দান্তিক হলন্ত অক্ষরের ধ্বনিকে টানিয়া দুই অক্ষরে উচ্চারণ করা এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য। অক্ষরবৃত্তের অন্তর্গত কয়েকটি বিশিষ্ট ছন্দের প্রচলিত নাম আছে। যথা—

পয়ার—মহাভারতের কথা | অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্

মহাপয়ার—

দ্বিধায় জড়িত পদে | কম্প্রবক্ষে নম্র
নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল | সলজ্জিত বাসর
শয্যাতে

মধুসূদনীয় দীর্ঘ ত্রিপদী—

হবে হবে হবে জয় হে দেবী করিনে ভয়
হব আমি জয়ী
তোমার আহ্বান বাণী | সফল করিব
রাণী হে মহিমাময়ী।

দীর্ঘ ত্রিপদী—

অর্ধেক জীবন খুঁজি | কোন ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার | একপল ভর
বাকি আছে অর্ধ প্রাণ | আবার করিছে
দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই | পরেশ পাথর ॥

অমিত্র ছন্দ—যে পয়ার বা মহাপয়ারের চরণে চরণান্তিক ছন্দোযতির সহিত অর্থগত ছেদের মিত্রতা বা একত্র অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হয় না, সেই পয়ার বা মহাপয়ারের বিশেষ নাম অমিত্রছন্দ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রছন্দের প্রবর্তক। যথা—

কৌটা খুলি রক্ষোবধূ | যত্নে দিল ফোঁটা।
সীমন্তে | * * সিন্দুর বিন্দু | শোভিল
ললাটে।
গোধূলি ললাটে আহা | তারারত্ন যথা * ।
ফোঁটা দিয়া পদধূলি | লইলা সরমা ** ।
ক্ষম লক্ষ্মি * ছুঁইনু ও | দেব-আকাঙ্ক্ষিত।
তনু * * কিন্তু চিরদাসী | দাসী
ও চরণে। ** ।

[উল্লিখিত * চিহ্নে ছেদ ও | চিহ্নে যতি বুঝিতে হইবে।]

ছায়াপথ—অন্ধকার রাত্রিতে মেঘমুক্ত আকাশে সাদা মেঘের ন্যায় যে আলোক-বন্ধ দেখা যায়, তাহাকেই ছায়াপথ (Milky-Way) বলে। কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। কোটি কোটি নক্ষত্র মিলিয়া এই ছায়াপথের সৃষ্টি। খালি চোখে মাত্র একটি ছায়াপথ দেখা যায়। আমাদের সৌরজগৎ এই ছায়াপথেরই একটি অংশ। মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত ছায়াপথের সংখ্যা অন্ততঃ একশ কোটি।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—১১৭৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭৭০) বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাকেই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হয়। বাংলাদেশে তখন কার্টিয়ার সাহেব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর এবং রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। দেশের প্রায় ⅓ অংশ লোক অনাহারে ও মড়কে মারা যায়। অজন্মা হইয়াছিল, অথচ রাজকর আদায় করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' ইহার অনেক বিবরণ আছে।

জ

জড়পদার্থ—'পদার্থ' দ্রঃ।

জড়বাদ (Materialism)—পাশ্চাত্য দর্শনে জড়কে জীবের আদি কারণ বলা হয়। জড়ই জীবের কারণ, এই মতকে জড়বাদ বলে। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে জীবনের আদি উপাদান প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) জড়ের কয়েকটি অণুর সমাবেশে সৃষ্ট। কিন্তু কয়েকটি জড়ের অণুর দ্বারা জীবিত প্রোটোপ্লাজম্ সৃষ্টি করা যায় না। হিন্দু দর্শনে জড়ই জগতের আদি কারণ। ইহা চার্বাক দর্শন ব্যতীত কোথাও বলা হয় নাই।

জতুগৃহদাহ—পাণ্ডবদের বধ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন বারণাবতে জতু (লাক্ষা) নামক একপ্রকার অতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা গৃহ নির্মাণ করাইয়া তাঁহাদিগকে তথায় বাসার্থ প্রেরণ করেন। বিদুর পাণ্ডবদের সাবধান করিয়া দেন। পাণ্ডবরা গৃহ হইতে নদী পর্যন্ত সুড়ঙ্গ করিয়া রাখেন এবং আগুন লাগাইয়া পলাইয়া যান। তাহাতে দুর্যোধনের প্রেরিত পুরোচন এবং পঞ্চপুত্র সহ এক নিষাদী দগ্ধ হয়।

জন বুল (John Bull)—দৃঢ়মূর্ত-দীর্ঘায়ত দেহ ইংরেজ পুরুষদিগকে জন্ বুল আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আরবুথনটের History of John Bull-নামক পুস্তক হইতেই এই নাম লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ 'জন বুল' শব্দদ্বারা বৈদেশিকগণ ইংরেজমাত্রকেই বুঝিয়া থাকেন।

জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি (Joint Stock Company)—যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান। কতিপয় বা বহু ব্যক্তির নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে মূলধন গৃহীত হইয়া এই জাতীয় যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অংশীদারগণকে পরস্পরের ভিতর চুক্তিপত্র (Memorandum of Association) রেজেস্ট্রি করিয়া লইতে হয় অথবা এইরূপ কোম্পানিসংক্রান্ত সরকারী আইন মান্য করিয়া চলিতে হয়।

জল—জল যৌগিক পদার্থ। ইহা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামে দুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। বিশ্লেষণে দেখা যায়, জলে হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ। ক্যাভেণ্ডিস নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ১৭৮১-এ এই অনুপাত নির্ণয় করেন। বিশুদ্ধ জলের কোন বর্ণ নাই। ইহা গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ তরল পদার্থ। বিশুদ্ধ জল জমিবার ও ফুটিবার তাপ-মাত্রা তাপমান-যন্ত্রের যথাক্রমে 0°C. (32°F.) ও 100°C. (212°F.) নির্দেশ করে।

জলপ্রপাত—পর্বত হইতে নদী যখন প্রবল বেগে নীচে পড়ে, তখন জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। কাবেরী জলপ্রপাত ৩৭০ ফুট উচ্চ হইতে পড়িতেছে। সমতলে নদীপ্রপাত (cataract, rapids) সৃষ্টি হয়। নদীখাতে কঠিন শিলার পরেই যদি কোমল শিলা থাকে, তবে ক্রমশঃ কোমল শিলা ক্ষয় হইয়া

যায় ও জলরাশি কঠিন শিলা হইতে কোমল শিলায় পড়ে। জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়।

জহর ব্রত—রাজপুতানার মহিলারা আত্মসম্মান রক্ষার্থে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেন। এইরূপ আত্মাহুতিকে জহর ব্রত বলে।

জাইরোপ্লেন (Gyroplane)—এক-প্রকার বিমান (aeroplane). ড ল্যা সিভেরা কর্তৃক আবিষ্কৃত 'অটো-জাইরো' নামে পরিচিত বিমানে সাধারণ বিমানে আবদ্ধ পাখা দুইটির বদলে একটি উন্নত দণ্ডের সহিত পাখাগুলি আটকান থাকে এবং বিমান চলিবার সময়ে সেগুলি অবাধে ঘোরে। এই বিমান শূন্যে নিশ্চল ভাবে থাকিতে পারে না; ইহা ধীর গতিতে অবতরণ করে।

জাইরোস্কোপ (Gyroscope)—১। পৃথিবীর আবর্তনের ধারার ব্যাখ্যাকল্পে ব্যবহৃত একপ্রকার যন্ত্র। ২। যন্ত্রবিশেষ। ইহার ক্রিয়া-প্রণালী লাটিম ঘূর্ণনের প্রণালীর অনুরূপ। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই Louis Brennan-এর উদ্ভাবিত Gyroscope Railway নামক একবর্ত্ম রেলপথ নির্মিত হয়, জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং টর্পেডো সংস্থাপন করা হয়।

জাগুয়ার—দক্ষিণ আমেরিকার মেছো চিতা। ইহার সর্বাঙ্গে চিতাবাঘের মত ফুট-কাটা, এবং ইহা তাহারই মত হিংস্র বন্য জন্তু। দিনের বেলা ইহারা গাছের উপর বাস করে। ঘোড়া, গরু ইত্যাদি ইহারা শিকার করে। পাঁচ ছয় হাত দীর্ঘ।

জাঠ—ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলের, প্রধানতঃ পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশের একটি প্রাচীন জাতি। খ্রীষ্টীয় ৫ম—৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়ার হূন, গুর্জর প্রভৃতি যে সমস্ত ভারত-আক্রমণকারী জাতি ভারতবর্ষে বস-বাস করিয়া কালক্রমে হিন্দু সমাজের অন্ত-র্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই শেষে এই জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ শিখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এই জাঠ জাতির লোক। পঞ্জাবের পাতিয়ালা, ভরতপুর, ঢোলপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা জাতিতে জাঠ।

জাতিসংঘ (League of Nations)—আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা সংরক্ষণকল্পে ১০ই জানুআরি ১৯২০-এ জাতি-সংঘ গঠিত হয়। মহাযুদ্ধের পরে যে সকল রাষ্ট্র ভার্সাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, প্রথমে তাহারাই জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর ৫৩টি রাষ্ট্র এই সংঘে স্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ইহাতে যোগদান করে নাই। ১৯৩৪-এ সোভিয়েট রাষ্ট্র যোগদান করে। ১৯২৬—১৯৩৩ জার্মানি ইহার সদস্য ছিল। জেনেভায় ইহার কর্মকেন্দ্র ছিল। এখানে ১৯৪৬-এর এপ্রিল ৮ই হইতে ১৮ই তারিখের মধ্যে শেষ অধিবেশন হয়। রাষ্ট্রসংঘ (U. N.) ইহার স্থলবর্তী হইয়াছে।

জাতীয় অধ্যাপক—১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে জাতীয় অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। জাতীয় অধ্যাপকের নাম স্যার সি. ভি. রমণ (১৯৪৯); ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস (১৯৫৮); ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণান (১৯৫৮); ডাঃ রাধা-বিনোদ পাল (১৯৫৯); ডাঃ পি. ভি. কেন (১৯৫৯); ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র (১৯৬২); ডাঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া (১৯৬৩); ডাঃ ভি. আর কা..ন্ডার (১৯৬৩), ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৪); আর. রঙ্গনাথন (১৯৬৫)।

জাতীয় চিহ্ন (National Emblems):—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—স্বর্ণদণ্ড (Golden rod). আয়ার্ল্যাণ্ড—শ্যামরক গাছ (Shamrock). ইংলণ্ড—গোলাপ (Rose). ইতালি—শ্বেত স্থলপদ্ম (White Lily). ওয়েল্‌স্—লীক বা ড্যাফোডিল (Leek or Daffodils). কানাডা—ম্যাপ্‌ল (Sugar Maple). গ্রীস—ভাইয়োলেট ফুল (Violet). চীন—নারসিসাস ফুল (Narcissus). জাপান—ক্রিস্যানথেমাম ফুল (Chrysanthemum). জার্মানি—কর্নফ্লাওয়ার (Cornflower). পারস্য—গোলাপ (Rose). প্রুশিয়া—লিনডেন (Linden). ফ্রান্স—স্থলপদ্ম (Fleur-de-lis=the flower of the lily). ভারত—পদ্ম (Lotus). পাকিস্তান—অর্ধচন্দ্র (Crescent). মেক্সিকো—ক্যাক্‌টাস (Cactus). সুইজারল্যাণ্ড—(আলপস্ পর্বতমালার) শ্বেত ডেজীফুল (Edelweiss). স্কট্‌ল্যাণ্ড—থিস্‌ল্ (Thistle). স্পেন—ডালিম (Pomegranate).

জাতীয় পতাকা—ডেনমার্ক—ইওরোপের মধ্যে ইহা সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকা। রক্তপতাকার মধ্যে সাদা ক্রুশ চিহ্ন। ফ্রান্স—পাশাপাশি কালো, সাদা ও লাল। ১৭৮৯-এ ফরাসী বিপ্লবের সময় ইহার প্রচলন হয়। ইতালি—পাশাপাশি সবুজ, সাদা ও নীল। মিশর—সবুজ পতাকা; দুইটি শ্বেত অর্ধচন্দ্র ও ৩টি শ্বেত তারকা। ভারত—সবুজ, সাদা, গেরুয়া, মাঝখানে চরকা। পাকিস্তান—গাঢ় সবুজ; মাঝে শ্বেত অর্ধচন্দ্র ও ৫টি তারা। সোভিয়েট—লাল পতাকা, কাস্তে ও হাতুড়ির উপরে তারা। ব্রিটিশ—ইউনিয়ন জ্যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—৭টি লাল ও ৬টি সাদা লাইন এবং ৪৮টি তারা। রাষ্ট্রসংঘ—নীল পতাকায় রাষ্ট্রসংঘের চিহ্ন আঁকা।

জানুআরি (January)—ইংরেজী বৎসরের প্রথম মাস। রোমক পুরাণের দ্বিমুখ দেবতা Janus-এর নাম অনুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে।

জাম সাহেব—তুর্কী উপাধি। ভারতে হিন্দু মুসলমান শাসকদের মধ্যে এই উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। বেলুচিস্তানের লাস বেলার নবাব ও কাথিয়াবাড়ের নবনগরের নবাবকে 'জাম সাহেব' বলা হইত।

জার্মান সিলভার (German Silver)—একজাতীয় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ মিশ্র ধাতু। তামা ১০০ ভাগ, দস্তা ৬০ ও নিকেল ৪০ ভাগ মিশাইয়া এই ধাতু নির্মিত হয়। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা বাসনপত্রাদি নির্মিত হইয়া থাকে।

জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড—লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে রাউলাট আইন পাস হয়। ইহার বিরুদ্ধে চারিদিকে গণ-আন্দোলন হয়। পঞ্জাবেও এই আন্দোলন সম্পর্কে জালিয়ানাবাগ নামক স্থানে যে প্রতিবাদ-সভা হয়, তাহার উপর গুলি চালাইয়া ব্রিটিশ সরকার বহু লোকের হত্যা সাধন করেন। এই হত্যাকাণ্ডকে জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড বলে। ও'ডায়ার নামে ইংরেজ সেনাপতি গুলি চালায়। এই ঘটনায় সরলা-দেবী চৌধুরানীর স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী মারা যান এবং রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেন।

জাহানকোষ (-কোষা)—মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কামান। ওজন ২১২ মণ। ১২ হাত লম্বা, ৩ হাত ব্যাস। ১৬৩৭-এ জনার্দন কর্মকার কর্তৃক ঢাকায় নির্মিত হয়।

জিজিয়া—মুসলমান-যুগে ভারতের মুসলমান শাসনকর্তারা অমুসলমান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে মাথা পিছু নির্দিষ্টহারে একটি কর আদায় করিতেন। ইহাকে 'জিজিয়া' বলা হইত। সম্রাট্ আকবর এই ধর্মবিদ্বেষ-মূলক কর তুলিয়া দেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হুকুম প্রচার করেন, তাঁহার রাজ্যে সর্বত্র হিন্দুদের সংখ্যা গণিয়া প্রত্যেকের জন্য বৎসর বৎসর তিন শ্রেণীর আয় অনুসারে ১৩॥० (১৩.৫০), ৬।৴० (৬.৬২) ও ৩।৴० (৩.৩১) জিজিয়া কর লওয়া হইবে।

জিপ্‌সী মথ (Gypsy Moth)—১। ইওরোপের মথ পোকা; আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে আনীত হইয়া ইহা বন ও ফলের বাগানের উৎপাত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২। এক রকম ছোট ছোট মনোপ্লেন বিমানকে জিপসী মথ বলে।

জিয়ন আন্দোলন (Zeonist Movement)—১৮৯৭-এ প্যালেস্টাইনে ফিরিয়া আসিবার জন্য ইহুদীদের মধ্যে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র ইজরেল স্থাপিত হইয়াছে (১৯৪৮)।

জিরাফ (Giraffe)—বর্তমান যুগের যাবতীয় পশুর ভিতর জিরাফই উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহারা ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। ইহার গ্রীবা অতিশয় দীর্ঘ। শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ক্রমশঃ অবনত। জিরাফের রং মলিন হরিদ্রাভ। জিরাফ আফ্রিকার জীব।

জিহোভা (Jehovah)—হিব্রুগ্রন্থে ইহা বিশ্বকর্তা পরমেশ্বরের নামান্তর। হিব্রুদিগের বংশধর ইহুদীগণ এই পবিত্র নামটির প্রতি অতীব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং সচরাচর ইহার তুল্যার্থবোধক Adonai ও Elohim শব্দদ্বয় ব্যবহার করে।

জুন (June)—ইহা ইংরেজী বৎসরের ৬ষ্ঠ মাস; গ্রীকদেবতা জুনোর নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই মাসটি ৩০ দিনে হয়।

জুপিটার—'বৃহস্পতি' দ্রঃ।

জুম—ভারতবর্ষের গারো, কুকী প্রভৃতি পাহাড়িয়া জাতির জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে অবলম্বিত কৃষি-প্রথা; ইহারা পাহাড়ের উপরের জঙ্গল আগুনে পোড়াইয়া সেই স্থান কাটারি দিয়া অল্প অল্প খুঁড়িয়া একসঙ্গে তুলা, ধান, তিল, ভুট্টা, তরমুজ ইত্যাদি সকল রকমের বীজ পুতিয়া রাখে। সময়মত যে ফসল আগে পাকে, তাহাই আগে কাটিয়া লয়। এই রকম চাষকে জুম-চাষ বলে।

জুম্মা মসজিদ—দিল্লীস্থিত প্রসিদ্ধ মুসলমান ভজনালয়-বিশেষ। শাহজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে ছয় বৎসরে ১৬৩৭-এ এই বৃহদায়তন মসজিদের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। ভারতের কুত্রাপি এত বড় মসজিদ নাই। ইহার বহুলাংশই রক্তপ্রস্তরশোভিত এবং গম্বুজগুলি শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত।

জুলাই (July)—খ্রীষ্টীয় বৎসরের সপ্তম মাস। জুলিয়াস সীজারের নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে। এই মাস ৩১ দিনে হয়।

জুলু-ইংরেজ যুদ্ধ—জুলুগণ আফ্রিকার জুলুল্যাণ্ডের অধিবাসী। এই প্রদেশ অধুনা নেটাল উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জুলুগণ অতি সাহসী যোদ্ধা। ১৮৭৯-এ ইহাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে অতিকষ্টে ইংরেজগণ জয়লাভ করে। জুলু-সর্দার সীতুয়াও বন্দী হন এবং এই প্রদেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

জেনারেল পোস্ট অফিস (General Post Office)—প্রত্যেক রাজ্যের সর্বপ্রধান পোস্ট অফিসকে 'জেনারেল পোস্ট অফিস' বলা হইয়া থাকে।

জেপেলিন (Zeppelin)—ইচ্ছামত চালাইবার উপযোগী প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ (airship); ইহার আকার অনেকটা চুরুটের মত। ইহা সম আয়তনের বাতাস অপেক্ষা হালকা, এবং ইহাতে চালাইবার যন্ত্র থাকে। জার্মানির কাউণ্ট জেপেলিন ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন (১৯০০) বলিয়া, তাঁহার নাম অনুসারে ইহার এই নাম হইয়াছে। ১৯১৪-এর ইওরোপীয় যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই এই উড়োজাহাজ ব্যবহার করিয়াছিল।

জেবু (Zebu)—প্রকাণ্ড ঝুঁটি ও ছোট ছোট শিংওয়ালা একজাতীয় ষাঁড়। ইহারা ফিকে ধূসরবর্ণ, এবং বেশ পোষ মানে।

জেব্রা (Zebra)—আফ্রিকার একজাতীয় অরণ্যচর চতুষ্পদ পশুবিশেষ। ইহাদের রং মলিন ধূসর, মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা কালো রেখা আছে। ইহারা গাধার চেয়ে বড় ও বেশ দৌড়াইতে পারে।

জেলখানা—পূর্বে জেলখানার অবস্থা শোচনীয় ছিল। ইংলণ্ডে জন হাওয়ার্ডের চেষ্টায় জেলখানার প্রথম সংস্কার শুরু হইয়াছিল। গত একশত বছরের মধ্যে এ বিষয়ে বহু আইন পাস হইয়াছে। ভারতবর্ষের জেলগুলি ১৮৯৪-এ আইন করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এখানে তিন শ্রেণীর জেল আছে—সেণ্ট্রাল জেল, ডিস্ট্রিক্ট জেল ও অতিরিক্ত জেল।

জেলাবোর্ড (District Board)—জেলার স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষা, পথঘাট সংরক্ষণ ও সংস্কার ইত্যাদির জন্য গঠিত সমিতি।

জৈনধর্ম—মহাবীর-প্রচারিত ধর্মমত। জৈনদের মতে মহাবীর একজন জিন ছিলেন। এইজন্যই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম জৈনধর্ম নামে অভিহিত। এই ধর্ম অনেকাংশে বৌদ্ধধর্মেরই অনুরূপ। অহিংসা এই ধর্মেরও মূলমন্ত্র।

জোয়ার ভাটা—পৃথিবীর প্রতি চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণের প্রভাবেই পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা হয়। নিউটন প্রথমে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

ঝ

ঝটিকা-বাহিনী (Storm Troopers)—জার্মানির উগ্র স্বদেশ-প্রেমিক বে-সরকারী নাৎসী সৈন্যবাহিনীর নাম। হের হিটলারের বিখ্যাত সহকর্মী জেনারেল গোয়েরিং (General Goering) ১৯২৩-এ এই সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

ঝিনঝিনিয়া—একরকম কাঁপুনি রোগ। রোগীর মস্তকে অজস্র জল ঢালাই ইহার প্রতিকার। বিগত ১৯৩৫-এ এই রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি রোগ নহে, বাতিক বিশেষ।

ঝুমকো—লতা গাছ। পাতা তিনকোনা। ফুল সুগন্ধ, অধিকাংশ নীলবর্ণ। পাঁচটি দল। ফুলের মধ্যে সারি সারি ঝুমকার মত দেখিতে কেশর থাকে বলিয়া এই নাম।

ট

টক্সিন (Toxin)—রোগজীবাণুর বিষকে বলে টক্সিন। জীবাণুর শরীর হইতে এই বিষ বাহির হইলে তাহার নাম হয় এক্সো টক্সিন, আর বাহির না হইলে তাহার নাম হয় এন্‌ডোটক্সিন। এই বিষ অনুসারে রোগ টক্সিক বা সেপটিক হয়। ডিপ্‌থিরিয়া টক্সিক রোগ, কারণ ইহার রোগজীবাণু স্থান-বিশেষে কেন্দ্রস্থ। কিন্তু নিউমোনিয়া সেপটিক। কারণ জীবাণু রক্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বিষ নিজের মধ্যে রাখে।

টর্না দুর্গ—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। ১৬৪৬-এ শিবাজী এই দুর্গ জয় করেন।

টর্পেডো (Torpedo)—চুরুটের আকৃতি-বিশিষ্ট বোমা। সমুদ্রে জাহাজ ধ্বংস করিতে ইহার ব্যবহার হয়। ইহা সাধারণতঃ ডুবোজাহাজ হইতে বায়ুর চাপের সাহায্যে ছোড়া হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হইয়া উহাকে ভীষণ আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া ইহা মুহূর্তের মধ্যে বড় বড় জাহাজকে ডুবাইয়া দেয়। ১৮৭০-এ ইহা হোয়াইটহেড কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইহার মধ্যে দুইটি যন্ত্র থাকে। একটিতে উহা অগ্রসর হয় ও আর একটিতে উহা ৬।৭ ফুট জলের তলায় থাকে। ইহা ৩।৪ মাইল যাইতে পারে।

টাইটানিক জাহাজ (Titanic)—ইহা এককালে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জাহাজ ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল, জলের উপর ১৬৪ ফুট ও দৈর্ঘ্যে ছিল ১০০০ ফুট। ২২০৬ জন আরোহী লইয়া এই সুবিশাল জাহাজটি

১৯১২, ১৪ই এপ্রিল নিশীথকালে বরফ-স্তূপে আহত হইয়া ইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কের পথে আটলাণ্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়।

টাইপ (Type)—সীসা ও অ্যান্টিমনি দিয়া তৈয়ারী হয়। ইহার নানা আকার—পাইকা, স্মল পাইকা ইত্যাদি। 'পয়েন্ট' বলিলে বড় বা ছোট আকারের টাইপ বুঝায়। ঊর্ধ্বসংখ্যা বলিলে টাইপ বড় বুঝিতে হয়। ১৭৭৮-এ উইলকিন্‌স্ সাহেব পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়া প্রথম বাংলা টাইপ করান। টাইপ তৈয়ারি করিবার কারখানা (Foundry) আছে, যেমন—বরদা টাইপ ফাউণ্ডারি।

টাইফুন (Typhoon)—প্রবল ঝটিকা। শরৎকালে চীন সমুদ্রে এই প্রবল বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। চীনা শব্দ 'তাইফুন' হইতে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে।

টাউন হল (Town Hall)—কোন শহরের সভা, সমিতি প্রভৃতি সাধারণ সম্পর্কীয় কার্য নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদ। কলিকাতার টাউন হল রাজ্যপাল ভবনের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা ১৮১৩-এ ৭ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া নির্মিত হয়। ইহা গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। লর্ড ওয়েলেসলির সময় এই টাকা লটারি করিয়া তোলা হয়।

টাওয়ার অব পিসা—'পিসার টাওয়ার' দ্রঃ।

টাওয়ার অব লণ্ডন (Tower of London)—টেম্‌স্ নদীতীরে অবস্থিত রাজকীয় প্রাসাদ। পূর্বে ইহা দুর্গ ছিল। ১০৭৮-এ বিজয়ী উইলিয়ম ইহার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেন। পরবর্তী রাজগণ ইহার গঠনকার্য সমাধা করেন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘকালমধ্যে এই দুর্গে ইংলণ্ডের বহু রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বন্দী হইয়া কালযাপন করেন। ষষ্ঠ হেনরী এবং পঞ্চম এডওয়ার্ড এখানে নিহত হন। ইহার অস্ত্রশালা ১৮৪১-এ পুড়িয়া যায় ও ১৮৫০-এ নূতন বাড়ি তৈয়ারী হয়।

টাওয়ার অব সাইলেন্স (Tower of Silence)—বোম্বাইতে পারসীদের সমাধি-ক্ষেত্র। একটি বেষ্টিত স্থানের মধ্যে পারসীরা মৃতদেহ রাখিয়া আসে। চিল, শকুনি ঐ দেহ ভক্ষণ করে।

টানেল (Tunnel)—পর্বত ভেদ করিয়া, নদী বা শহরের তলা দিয়া যে সুড়ঙ্গ কাটা হয় তাহাকে টানেল বলে। কয়েকটি দীর্ঘ টানেলের নাম :—চেসাপীক বেতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৭·৫ মাইল), তান্না, জাপান (৮½ মাঃ ৮৮০ গঃ), সিম্পলন, আল্পস্ (১২ মাঃ ৫৭০ গঃ), অ্যাপেনাইন, ইতালি (১১ মাঃ ৮৮০ গঃ), লোৎশবের্গ, আল্পস্ (৯ মাঃ ৪৪০ গঃ) ইত্যাদি। ইংলণ্ডে সেভার্ন নদীর ও টেম্‌স্ নদীর টানেলই উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষেও ছোট ছোট টানেল আছে।

টিউব রেলওয়ে (Tube Railway)—নলাকৃতি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া নির্মিত রেলপথ। লৌহপাত এবং গলিত সিমেন্ট দিয়া এই সুড়ঙ্গটি সুরক্ষিত হইয়াছে। ১৮৯০-এ লণ্ডনে প্রথমে ইহার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়। এক্ষণে এই রেলপথের সুড়ঙ্গটির দৈর্ঘ্য ১৬½ মাইল হইয়াছে এবং ইহাই পৃথিবীর রেলপথসমূহের সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে দীর্ঘতম। এই সুড়ঙ্গের গভীরতা গড়ে ৬০ হইতে ৭০ ফুট; লণ্ডনের পিকাডিলি টানেল রেলওয়ে সুড়ঙ্গপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০ মাইল। লণ্ডনে সর্বশুদ্ধ ৬টি টিউব রেলওয়ে আছে। উহাদের নাম ব্যাকারল্, সেণ্ট্রাল লণ্ডন, দি পিকাডিলি, দি হ্যাম্পস্টেড, দি সিটি অ্যাণ্ড সাউথ লণ্ডন এবং দি ওয়াটার্লু অ্যাণ্ড সিটি।

টিকা—কোন রোগের মৃত জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া শরীরে রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি বাড়ানোকে টিকা বলে। বসন্তের টিকা গো-বসন্তের বীজ হইতে দেওয়া হয়। এইরূপ কলেরা প্রভৃতির টিকাও আছে।

টিন (Tin)—উজ্জ্বল শ্বেতাভ ধাতুবিশেষ। সংকেত Sn. (ল্যাটিন Stannum). মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া, কঙ্গো, নাইজীরিয়া ও কর্নওয়ালে টিন পাওয়া যায়।

টেনিস, উইম্বলডন (Tennis Wimbledon)—উইম্বলডন ইংলণ্ডের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এইখানে যে টেনিস খেলা হয় তাহা উইম্বলডন টেনিস নামে খ্যাত।

টেবল টেনিস (Table Tennis)—ঘরের মধ্যে বসিয়া টেবিলের উপর খেলিবার এক রকম টেনিস খেলা। ইহা দুইজনে অথবা চারিজনে খেলে। পূর্বে ইহাকে 'পিং-পং' (Ping-Pong) খেলা বলিত। এই খেলার সরঞ্জাম :—(১) একখানি টেবিল, (২) একটি জাল (net), (৩) একটি বল ও (৪) দুইটি অথবা চারিটি র‍্যাকেট (racket). ২১ পয়েন্টে শেষ হয়। র‍্যাকেট দিয়া বল মারিয়া খেলা আরম্ভ করিতে হয়। যে পক্ষ খেলা আরম্ভ করিবে, বলটি প্রথম তাহার ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া জালের উপর দিয়া বিপক্ষের ক্ষেত্রে পড়িবে।

টেমস নদীর সুড়ঙ্গ (The Tunnels of the Thames)—ইংলণ্ডে টেমস নদীর উভয়তীরস্থ লণ্ডন নগরের মধ্যে নদীর নীচ দিয়া লোহা, ইট, পাথর প্রভৃতির বড় বড় চোঙ বা সুড়ঙ্গ নির্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক রেলগাড়ি চলাচল করে। যাত্রীদিগকে লিফটে করিয়া নীচে নামানো এবং উপরে উঠানো হয়। এইরূপ তিনটি সুড়ঙ্গ-রেলপথ টেম্‌স্ নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিক যুক্ত করে।

টেলিগ্রাফ (Telegraph)—সাংকেতিক সংবাদ প্রেরণের যন্ত্রবিশেষ। একটি বৈদ্যুতিক তারের দুই দিকে দুইটি যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। তাহাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অল্প আঘাত করিলে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয় এবং তাহা মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রের অপর প্রান্তে অনুরূপ ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। টেলিগ্রামে 'টরে' ও 'টক্কা' নামক দুইটি ধ্বনির সাহায্যে বর্ণগুলি সাংকেতিক হয় এবং শব্দগ্রাহক কর্মচারী কর্তৃক লিখিত হইয়া শেষে একটি বাক্যে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে যে সাংকেতিক বর্ণমালার ব্যবহার হয় তাহাকে 'মর্স কোড' বলে। ইহার আবিষ্কর্তা আমেরিকার স্যামুয়েল মর্স (Samuel Morse). প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অ্যাম্পিয়ার, গস, ওয়েবার, মর্স প্রভৃতির চেষ্টায় টেলিগ্রাফে বার্তা প্রেরণ কার্যকরী হয়। টেলিগ্রাফ—যন্ত্র। টেলিগ্রাম—টেলিগ্রাফে বাহিত সংবাদ। ১৮৩৮—৩৯-এ ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়। ১৮৪০-এ R. S. Newell জলের তলায় তার (কেব্‌ল্) তৈয়ারি করেন। ১৮৭৩-এ অতলান্তিক সমুদ্রের তলা দিয়া আমেরিকার সঙ্গে যোগ স্থাপন হয়। ভারতে ১৮৫৮-এ টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়।

টেলিপ্রিণ্টার (Teleprinter)—এই যন্ত্র-সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্যত্র টাইপ করা সংবাদ পাঠানো হয়। টেলিগ্রাফ প্রেরকযন্ত্রে টাইপরাইটারের চাবির বোর্ড এমনভাবে যুক্ত থাকে যাহাতে দূরে অবস্থিত অন্য একটি টাইপরাইটারও চলিতে পারে। ফলে দূরের সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে টাইপে লেখা হইয়া পাওয়া যায়। খবরের কাগজের অফিসে এইরূপ যন্ত্র অপরিহার্য।

টেলিফটোগ্রাফি (Telephotography)—টেলিগ্রাফের সাহায্যে দূরে প্রতিকৃতি পাঠানোর প্রক্রিয়া। কাহারও হাড় ভাঙিয়া যাইলে X-Ray করিয়া সেই ফোটো দূরবর্তী কোন স্থানে টেলিগ্রাফের সাহায্যে পাঠাইয়া প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞের মত লওয়া যাইতে পারে।

টেলিফোন (Telephone)—বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ। ইহার সাহায্যে দূরবর্তী স্থান হইতে পরস্পর কথাবার্তা কওয়া

যায়। প্রত্যেক টেলিফোন যন্ত্রে একটি গ্রাহক-যন্ত্র ও একটি প্রেরক-যন্ত্র আছে। গলার স্বর বিদ্যুতে পরিণত হইয়া তারের সাহায্যে অপর প্রান্তে যায় এবং সেখানে গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ আবার শব্দে অর্থাৎ গলার স্বরে পরিণত হয়। ইহা সতার ও বেতার হয়। Fxchange বা বিনিময় কেন্দ্রের মারফত যখন দুই স্থানের মধ্যে সংযোগ কোনও লোকের সাহায্যে স্থাপিত হয়, তখন তাহাকে Manual Exchange বলে, আর যখন এই সংযোগ আপনা হইতে স্থাপিত হয় তখন তাহাকে Automatic Exchange বলে। ১৮৮২-এ কলিকাতায় প্রথম টেলিফোন স্থাপিত হয়।

টেলিভিশন—(Television) রেডিওর সাহায্যে কোন পদার্থের বাস্তব দৃশ্যকে স্থানান্তরে প্রেরণকে দূরেক্ষণ বলে। ১৯২৮-এ বেয়ার্ড আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে রঙীন দৃশ্য প্রেরণ করেন। ১৯২৯-এ টেলিভিশনের সাহায্যে দৃশ্য প্রেরণের যথার্থ প্রচলন হয়। ১৯৩০-এর মার্চ মাসে ইংলণ্ডে সর্বপ্রথমে বেতারে টেলিভিশনের ব্যবহার হয়।

টেলিস্কোপ (Telescope)—দূরবীক্ষণ যন্ত্র। ইহা দ্বারা বহুদূরের বস্তু অতি সুস্পষ্ট এবং বৃহদাকার দেখা যায়। একটি নলের মধ্যে সাধারণ দুইখানি লেনস্ বসাইয়া টেলিস্কোপ তৈয়ারি করা যায়। নলের একপ্রান্তে যে পেটমোটা কাচ বা লেনস্ থাকে তাহাতে দূরের জিনিসের ছবি উলটাইয়া পড়ে। এই ছবিটি লেনস্ বড় করিয়া চোখের কাছে ধরে। ইহাকে Reflecting Telescope বলা হয়। আর Refracting Telescope-এ একটা concave বা পেট-পাতলা কাচ নলের শেষ-দিকে থাকে। নলের অপর মুখ থাকে খোলা। ১৬০৮-এ লিপারশে দূরবীণের পরিকল্পনা প্রথম করেন, কিন্তু ১৬০৯-এ গ্যালিলিও ইহা নির্মাণ করিয়া আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। Reflecting Telescope নির্মাণ করেন নিউটন। দৃষ্ট বস্তু ১০০০ গুণ বড় করিয়া টেলিস্কোপে দেখা যায়। কালি-ফোর্নিয়ার মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের টেলিস্কোপটি সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম (২০০ ইঞ্চি)। ইহার নাম Hele ও ইহার দ্বারা এমন সমস্ত দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রের আলোক-চিত্র লওয়া হইয়াছে যে তাহা পূর্বে আর কখনও সম্ভব হয় নাই।

টোরিজ (Tories)—ইংলণ্ডের রক্ষণশীল রাজনৈতিক সম্প্রদায়। ১৬৭৮-এ প্রথম সংগঠিত হয়। ইহারা চার্চ ও স্টেটের ক্ষমতা রক্ষার পক্ষপাতী এবং আমূল সংস্কারের বিরোধী।

ট্যারিফ বোর্ড (Tariff Board)—বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যদ্রব্যের মূল্যাদি বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করিবার এবং তদুপরি শুল্ক নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত সমিতি-বিশেষ।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে—(Trans-Siberian Railway)—পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। রিগা (Riga) হইতে ভ্লাডিভস্টক (Vladivostock) পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ৬,০০০ মাইল।

ট্রাফালগার যুদ্ধ—১৮০৫-এ অক্টোবর মাসে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই জলযুদ্ধে ইংলণ্ডের সেনাপতি অ্যাডমিরাল নেলসন কর্তৃক ফরাসী নৌবহর বিধ্বস্ত হয়; কিন্তু নেলসন তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জন দেন।

ট্রাম (Tram)—১৮৫৮-এ নিউ ইয়র্ক শহরে জন ফ্রান্সিস ট্রেন কর্তৃক এই গাড়ি প্রথম উদ্ভাবিত হয়। ১৮৬০-এ ইংলণ্ডের বার্কেনহেড নামক স্থানে ইহা প্রথম প্রচলিত হয়। আউটরাম (Outram) নামক এক ব্যক্তির নির্দেশমত যান চলাচলের যে মসৃণ লৌহপথ নির্মিত হয় প্রথমে তাহার নাম হয় আউটরাম-ওয়ে। পরে উক্ত শব্দের অপভ্রংশে ট্রাম ওয়ে শব্দের প্রচলন হয়।

ট্রিনিটি হাউস (Trinity House) লণ্ডনস্থ টাওয়ার হিলের উপর ১৫১৪-এ প্রতিষ্ঠিত জাহাজ পরিচালন-সমিতি।

ঠ

ঠগী—উত্তর ভারতের ডাকাতের দল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই দলে ছিল। প্রথমে পথিকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ইহারা তাহার গলায় রুমাল ফাঁস দিয়া মারিয়া ফেলিত এবং পরে টাকাকড়ি লুণ্ঠন করিত। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে ক্যাপ্টেন স্লীমান এই ডাকাত দলকে দমন করেন। মধ্য ভারতে আমির আলী ছিল প্রসিদ্ধ ঠগী নেতা। বাংলাদেশের বিখ্যাত ঠগী নেতা ছিল রামলোচন সেন।

ড

ডএস পরিকল্পনা (Dawes Plan)—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হইলে তাহাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দিতে হয়। কিন্তু তাহার অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে সে টাকা দিতে অক্ষম হইল। তখন ১৯২৩-এ চার্লস গেটস ডএস-কে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিক হয় যে, জার্মানি ২৫০ কোটি স্বর্ণমার্ক পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্রশক্তিকে দিবে। ভার্সাই সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী অন্যান্য দাবি স্থগিত থাকিবে।

ডক (Dock)—মাল বা যাত্রিবাহী জাহাজগুলি এই স্থানে থাকে। কতক-গুলি 'ডকে' জল থাকে, আবার কতকগুলিতে থাকে না। যে ডকে জল থাকে, সেখানে জাহাজগুলিতে মাল উঠে বা নামে। যে ডকে জল থাকে না, সেগুলিতে প্রধানতঃ জাহাজগুলি মেরামত বা রং করা হয়। প্রত্যেক ডকের সম্মুখে গুদামঘর থাকে। ডকগুলি বন্দরের প্রধান অঙ্গ। লণ্ডনের কিং জর্জ ডক পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ 'ডক' বলিয়া গণ্য।

ডফিন (Dauphin)—ফ্রান্সের রাজা-দিগের জ্যেষ্ঠ পুত্রগণের উপাধি। ইহা ১৩৪৯ হইতে ১৮৩০ পর্যন্ত দেওয়া হইত। ১৩৪৯-এ ভালিয়ের (Valoir) চার্লস্ ডফিনে নামক স্থান কেনেন এবং তিনি ৫ম চার্লস্ নাম লইয়া ফ্রান্সের রাজা হন। তিনি নিজের ছেলেকে ডফিন করেন।

ডলার (Dollar)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রচলিত সোনা ও রূপার তৈরী মুদ্রা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ইহার প্রচলন আছে। ১ ডলার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)= ৭ টাকা ৫০ ন প।

ডাইনোসর (Dinosaur)—অধুনালুপ্ত চতুষ্পদ অতিকায় সরীসৃপ-বিশেষ। Mesozoic যুগে ইহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিত। ইহাদের দেহের তুলনায় মস্তক ক্ষুদ্র ছিল। ইহাদের চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কোন কোন শ্রেণীর ডাইনোসর ২০ ফুট হইতে ১০০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হইত।

ডাইভোর্স (Divorce)—আইন অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধবিচ্ছেদ। হিন্দুধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব ছিল না। হিন্দু কোড বিল অনুযায়ী ইহা কতকগুলি শর্তে স্বীকৃত হইয়াছে।

ডাউনিং স্ট্রীট (Downing Street)—লণ্ডনের একটি রাজপথ। বৃটিশ সরকারের

প্রধান মন্ত্রী, দলের প্রধান 'হুইপ' এবং রাজস্ব-সচিবের সরকারী বাসগৃহ এই পথের উপর অবস্থিত। ১০, ১১ এবং ১২ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ইঁহাদের তিন জনের বাসগৃহ। সার রবার্ট ওয়ালপোলের পর হইতে সকল প্রধান মন্ত্রী ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে বাস করিয়া আসিতেছেন। ফলে 'ডাউনিং স্ট্রীট' বলিতে এখন বৃটিশ গভর্নমেন্টের সরকারী মহল বুঝায়।

ডাকটিকিট—সর্বপ্রথম ডাকটিকিটের নকশা ছিল সিংহ ও তালগাছ। কর্নেল ফর্বস এই টিকিটের প্রবর্তক। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডবাসী জেমস চামান আঠাযুক্ত ডাকটিকিটের উদ্ভাবন করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রোলাণ্ড সস্তা (১ পেনি মূল্যের) ডাকটিকিটের প্রচলন করেন।

ডাকবিভাগ—ভারতে প্রথম ডাকে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন দিল্লীর সম্রাট্ শের শাহ্। এই ব্যবস্থায় এক চটি হইতে অন্য চটিতে ডাকহরকরা চিঠি লইয়া যাইত। ডাকপ্রথার এদেশে আমদানী করেন সর্বপ্রথম লর্ড ডালহৌসি। কেবল সিন্ধুতে ব্যবহারের জন্য করাচীতে প্রথম ভারতীয় ডাকটিকিট বাহির হয় ১৮২৫-এ।

ডায়নামো (Dynamo)—বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত ও সঞ্চারিত করিবার যন্ত্র। 'ম্যাগ্‌নেট' ও 'আর্মেচার' ডায়নামোর প্রধান অঙ্গ। কলকারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্য ডায়নামো বিশেষভাবে ব্যবহার করিতে হয়।

ডায়ার্কি (Dyarchy)—দ্বৈতশাসন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট অনুসারে ১৯১৯-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট এ এই শাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয় আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আর পুলিস, অর্থ, জেল ইত্যাদি বিষয় গভর্নর ও বড়লাটের কার্যনির্বাহক সভার হাতে দেওয়া হয়। প্রথমটিকে হস্তান্তরিত ও দ্বিতীয়টিকে সংরক্ষিত বিষয় বলা হয়। ইহা ১৯২১, ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৭-এর ৩০শে মার্চ পর্যন্ত চলে।

ডায়েট (Diet)—প্রতিনিধিপরিষদ। রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি-সভা এই নামে পরিচিত ছিল। রোমান ডায়েট তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল—(১) নির্বাচকমণ্ডলী, (২) রাজন্যবর্গ ও (৩) স্বাধীন নগরসমূহের প্রতিনিধিগণ। এক সময় জার্মানি এবং পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি-সভাও এই নামে অভিহিত হইত। বর্তমানে জাপানের প্রতিনিধি-পরিষদকে ডায়েট বলে।

ডারউইনের মতবাদ (Darwin's Theory)—চার্লস্ রবার্ট ডারউইন প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্। তিনি মানবজাতির উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ডারউইনের মত বাদরূপে পরিচিত। তাঁহার মতে মানুষের পূর্বপুরুষেরা বানরজাতীয় কোন নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব ছিল। জীবজগতের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলিতেছে এবং যাহারা যোগ্যতম তাহারাই বর্তমান কাল পর্যন্ত টিকিয়া আছে। ইহাকেই তিনি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বা Survival of the fittest' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ডালিয়া ফুল (Dahlia)—এই বিলাতী ফুল অনেক জাতের আছে। সুইডিস উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ Dr. Dahl-এর নামানুসারে এই ফুলের নাম হয়।

ডিক্টাফোন (Dictaphone)—ফনোগ্রাফের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র। টাইপিস্ট-দিগকে যাঁহারা মুখে মুখে লিখিতব্য বিষয় বলিয়া দেন, তাঁহারা এই যন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহাতে উভয় পক্ষের সময় সংক্ষেপ হয়।

ডিক্রী (Decree)—রাজাদেশ বা আইন অনুযায়ী আদেশ। প্রথমে ডিক্রী বলিতে রোমক সম্রাট্‌দিগের সিদ্ধান্ত বুঝাইত। বর্তমানে ডিক্রী বলিতে আদালতের সিদ্ধান্ত বুঝায়। শর্তাধীন ডিক্রী 'Decree nisi' বলিয়া কথিত হয়।

ডিজেল্ এঞ্জিন (Diesel Engine)—একপ্রকার এঞ্জিন। ইহার সিলিণ্ডারের মধ্যে বাতাস টানিয়া প্রত্যেক স্কোয়ার ইঞ্চির উপর ৫ শত হইতে ৬ শত পাউণ্ড চাপ দিয়া রাখা যায়। ফলে, উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সিলিণ্ডারের মধ্যে পাম্পের সাহায্যে দাহ্য পদার্থ ঢালিয়া দিলে সেই উত্তাপে উহা জ্বলিতে থাকে। ফলে, 'পিস্টনে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। রুডল্ফ ডিজেল্ ইহার আবিষ্কর্তা।

ডি. ডি. টি. (D. D. T.)—ইহা একপ্রকার বিষঘ্ন ঔষধ। পোকা-মাকড় মারিবার পক্ষে ইহা যুগান্তকারী ঔষধ বলিয়া স্বীকৃত। পুরা নাম—dichloro-diphenyl-trichloroethane.

ডিনামাইট (Dynamite)—প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থবিশেষ। শতকরা ৭৫ ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন এবং শতকরা ২৫ ভাগ কিজ্‌লগুর মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা সামরিক প্রয়োজনে এবং পাহাড় প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া টানেল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বিশেষ ব্যবহৃত হয়। আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেল।

ডিপথিরিয়া (Diphtheria)—সংক্রামক ব্যাধিবিশেষ। কণ্ঠনালীতে একপ্রকার জীবাণু প্রবেশের ফলে উহার মধ্যে ও চতুর্দিকে ভীষণ প্রদাহ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। আজকাল ডিপথিরিয়া প্রতিরোধক টীকা বাহির হইয়াছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই অনেক সময়ে রোগীর মৃত্যু হয়।

ডিফ্লেশন (Deflation)—যখন কম টাকায় বেশী জিনিস কিনিতে পাওয়া যায় তখন টাকার ডিফ্লেশন হয়। এই সময়ে জিনিসের দাম কমিয়া যায়।

ডিবেঞ্চার (Debenture)—পৌর প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া যে ঋণপত্র বা অঙ্গীকারপত্র দেন, তাহাকে বলে ডিবেঞ্চার।

ডিভিডেণ্ড (Dividend)—গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ভাজ্য বলে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে এই শব্দের ভিন্ন অর্থ। কোন কোম্পানির লভ্যাংশ হইতে যে টাকা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হয় তাহাকেই 'ডিভিডেণ্ড' বলে। সাধারণ কথায় ইহাকে কোম্পানির শেয়ার-ক্রয়কারীদের দেয় লভ্যাংশ বলা হয়।

ডিমারেজ (Demurrage)—জাহাজে বা রেলে মালপ্রেরণ বিষয়ে কারবারে ব্যবহৃত একটি শব্দ। জাহাজে বা রেলে কেহ মাল প্রেরণ করিলে জাহাজ বা রেল কোম্পানির পক্ষ হইতে একটি রসিদ দেওয়া হয়। কত দিনে মাল যথাস্থানে পৌঁছিবে, তাহা এই রসিদে লেখা থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে মাল যথাস্থানে না পৌঁছিলে কোম্পানির নিকট হইতে ব্যবসায়ীরা যে ক্ষতিপূরণ আদায় করে, তাহাই এইনামে অভিহিত। আবার ব্যবসায়িগণ যদি নিদিষ্ট সময়ে কোম্পানির গুদাম হইতে মাল ছাড়াইয়া না আনে, তবে গুদামের দৈনিক ভাড়া হিসাবে কোম্পানি ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে যে টাকা পায় তাহাকেও ডিমারেজ বলে।

ডিরেক্‌টরী (Directory)—১৭৯৫—১৭৯৯ পর্যন্ত ফ্রান্স পাঁচজনকে লইয়া গঠিত একটি কমিটির দ্বারা শাসিত হয়। এই কমিটি ডিরেক্‌টরী নামে পরিচিত ছিল। এই ডিরেক্‌টরীর অধীনে নেপোলিয়ান ইটালী, মিশর ও জার্মানির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন।

ডিসেম্বর (December)—ইংরেজী পঞ্জিকার দ্বাদশ মাস। রোমানদিগের পঞ্জিকায় ইহা দশম মাস বলিয়া গণ্য ছিল।

কারণ তাহাদের বৎসর আরম্ভ হইত মার্চ মাসে।.

ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা (The Durand Cup Tourney)—সিমলার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল-প্রতিযোগিতা-বিশেষ। ইহাতে প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা সামরিক ও বেসামরিক ফুটবল টীমগুলি যোগদান করে এবং বিজয়ী দল মূল্যবান ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। কলিকাতার আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতার পর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণতঃ এই খেলা হয়। ১৮৮৮-এ প্রথম খেলা হয়। ১৯৫৩-এ মোহনবাগান ক্লাব এই কাপ পায়।

ডুরাণ্ড লাইন (Durand Line)—মর্টিমার ডুরাণ্ড বড়লাটের বৈদেশিক বিভাগের কর্মসচিব ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আফগান আমীরের সঙ্গে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে সীমানা নির্দিষ্ট হয় (১৮৯৯) উহা 'ডুরাণ্ড লাইন' নামে খ্যাত।

ডেঙ্গুজ্বর—একপ্রকার অসহ্য বেদনাসহ জ্বর। স্টেগোমায়া মশার কামড়ে এই জ্বর হয়।

ডেড লেটার অফিস (Dead Letter Office)—পোস্ট অফিসের বিভাগ-বিশেষ। যে সকল পত্রের মালিকের ঠিকানা পাওয়া যায় না, অথবা যে পত্র কেহ দাবি করে না, তাহা এখান হইতে প্রেষক বা লেখকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়।

ডেভিস কাপ (The Davis Cup)—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা; লণ্ডনের উপকণ্ঠে উইম্বলডন শহরে বহু দেশের খ্যাতনামা লন টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিবৎসর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই খেলার প্রচলন হয়। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডি. এফ. ডেভিস (Dwight F. Davis) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে একটি সুন্দর রৌপ্যপাত্র পুরস্কার দেন। তাহা হইতেই ডেভিস কাপ নামের উৎপত্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ খেলার দুই প্রধান প্রতিযোগী।

ডেভিস ল্যাম্প (Davis Lamp)—পূর্বে কয়লার খনিতে মার্শ গ্যাস নামে একপ্রকার গ্যাস খোলা বাতির সংস্পর্শে আসিয়া জ্বলিয়া উঠিত। বিস্ফোরণের ফলে বহু খনির শ্রমিক মারা যাইত। স্যার হামফ্রি ডেভি নামে এক বিজ্ঞানী একটি বাতি আবিষ্কার করেন, যাহা ঐ গ্যাসের সংস্পর্শে আসিয়া বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারিত না। ঐ বাতি ব্যবহারের ফলে খনিতে দুর্ঘটনা অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

ডেস্ট্রয়ার (Destroyer)—একপ্রকার যুদ্ধজাহাজ। ইহা টর্পেডো বোট ধ্বংস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৩-এ প্রথম নির্মিত হয়। ইহার ওজন হাজার দেড় হাজার টন হয়।

ড্রেডনট (Dreadnought)—একপ্রকার প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ। ইহাতে খুব বড় বড় কামান সজ্জিত থাকে। ১৯০৫ হইতে এইরূপ জাহাজের প্রচলন হইয়াছে।

ড্র্যাগন গাছ (Dragon Tree)—কুমুদজাতীয় উদ্ভিদ্ বিশেষ। এশিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে ইহারা জন্মিয়া থাকে।

ড্র্যাগন মাছ (Dragon Fish)—মৎস্য-বিশেষ। ভারতবর্ষ, চীন ও অস্ট্রেলিয়া দেশের সমুদ্রে এই জাতীয় মৎস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের হাড়গুলি দেখিতে পাতের ন্যায়।

ড্র্যাগন মাছি (Dragon Fly)—মক্ষিকা-বিশেষ। ইহারা প্রায় ২২টি শ্রেণীতে বিভক্ত। শরীরের তুলনায় ইহাদের চক্ষু ও মস্তক বৃহৎ। এই জাতীয় মক্ষিকার চারিখানি স্বচ্ছ পাখা থাকে।

ঢ

ঢেমনা বা **ধাঁড়াস সাপ**—একপ্রকার সাপ। ইহা ৪।৫ হাত দীর্ঘ হয়। দেহের উপরদিকটি পাটলবর্ণ, নীচের দিক আপীত। পশ্চাৎদিকে অঙ্গুরী চিহ্ন। ইহারা বিষহীন। ইঁদুর ধরিয়া খায়।

ঢোঁড়া সাপ—একপ্রকার সাপ। ২-২½—৩ হাত লম্বা হয়। জলে কাদায় থাকে, মাছ খায়। বিষ নাই।

ত

তড়িৎ—ঘর্ষণের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ইহা প্রাচীনকাল হইতে মানুষের জানা ছিল। অম্বর (amber) এর ঘর্ষণেই অধিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইত বলিয়া বিদ্যুতের নাম Electricity হয়। গ্রীক Elektron=অম্বর। দুই প্রকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম ডুফে আবিষ্কার করেন। Benjamin Franklin এই দুই প্রকার বিদ্যুৎকে Positive ও Negative এই আখ্যা দেন। গ্যালভানি সর্বপ্রথম মরা ব্যাঙএর পরীক্ষা হইতে চলবিদ্যুতের সন্ধান পান। ভোলটা আবার বিদ্যুতের নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ইহার পর বিদ্যুতের নব নব কথা যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডেভি, ফ্যারাডে, ওহম প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক যুগের মধ্যে বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানীরূপে বিখ্যাত ছিলেন হের্‌ৎজ, কেলভিন, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

তাজমহল—সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধিমন্দির। মমতাজমহল শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ তাজমহল। মর্মর প্রস্তর দ্বারা এই প্রাসাদ গঠিত হইয়াছে। ইহা অতি মনোরম অট্টালিকা। ইহা যমুনার তীরে অবস্থিত। ইহার তোরণদ্বার লালবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। ইহা ২২০ ফুট উচ্চ। ইহার নির্মাণ-কার্য ১৬৩২-এ আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৩-এ শেষ হয়। ২০,০০০ কারিগর ২২ বৎসর ধরিয়া নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইহা শেষ করে। কেহ কেহ বলেন যে তাজমহলের মূল পরিকল্পনা কনস্টান্টিনোপলবাসী শিল্পী ওস্তাদ ঈশার মস্তিষ্ক প্রসূত।

তাফতা—একপ্রকার বস্ত্র। বাগদাদ্ শহরে তাফতা নামক একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার নাম হইতে কাপড়ের নাম তাফতা হইয়াছে।

তারপিন তৈল (Turpentine)—পাইন নামক গাছের গা কাটিয়া তারপিন তৈল বাহির করা হয়। ইহা বাতরোগে অনেক সময় বিশেষ উপকারী। বার্নিশ ও রং তৈয়ারি করিতে ইহার বিশেষ দরকার হয়।

তাল—গীতচ্ছন্দে যে সকল স্থানে প্রথম (accent) পড়ে তাহার নাম তাল। আবার গীতবাদ্যের বিশেষ বিশেষ ছন্দের নামও তাল—যেমন চৌতাল, একতালা, ধামার, কাহারবা, দাদরা, ঝুমরা ইত্যাদি। প্রাচীন শাস্ত্রে চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতা পুত্রক প্রভৃতি বহু তালের নাম দেখা যায়। কীর্তনাঙ্গে দশকোষী, শশিশেখর, তেওট, প্রভৃতি তাল প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ রূপকড়া, নবমী, একাদশী প্রভৃতি অভিনব তাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

তালিকোটার যুদ্ধ—বিজয়নগরের শেষ বিখ্যাত রাজা রাম রাজার সহিত দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুলতানদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তালিকোটার যুদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি প্রধান রাজ্যের মধ্যে একমাত্র বেরার রাজ্যের সুলতান ছাড়া অন্যান্য সকলেই এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এই যুদ্ধ ১৫৬৫-এ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের পরে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের ধ্বংস হয়।

তাসি-লামা বা **তেস্থু-লামা** (Teshu-Lama)—তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরু ও শাসনকর্তা দলাই লামার নীচেই ক্ষমতায় ও পদমর্যাদায় তাসি-লামার স্থান। লামা-উপাধিধারী বৌদ্ধ মঠাধ্যক্ষগণের মধ্যে ইঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ। ভুটানে যাইবার একটি

সংকটের মুখেই ইহার বিশাল প্রাসাদ অবস্থিত।

তিমি—বৃহদাকার সামুদ্রিক জীববিশেষ। ইহা ৪০ হইতে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহার মস্তক শরীরের এক-তৃতীয়াংশ। এই জীব সাধারণতঃ আর্কটিক সাগরে বাস করে। ইহার চামড়ার নীচে ৮।১০ ইঞ্চি পুরু চর্বি আছে; এই চর্বির জন্য ইহা ধরা হইয়া থাকে। ইহার মুখের ভিতরে যে হাড়ের মত জিনিস থাকে, তাহাও বিশেষ দামী।

তুন্দ্রা—উত্তর মেরু অঞ্চলের দক্ষিণে সুমেরু মহাসাগরের উপকূল-সংলগ্ন এশিয়া, ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ ও সমীপ-বর্তী স্থানসমূহকে তুন্দ্রা (Tundra) অঞ্চল বলা হয়। রুশিয়ার উত্তরে বৃক্ষাদিশূন্য বিশাল সমতল ভূমি। ইহা জলময় ও বরফে সমাচ্ছন্ন। এই তুষারময় ক্ষেত্রে নিদারুণ শীত। যদি বা বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি পত্রপুষ্পবিবর্জিত এবং কেবল কাণ্ড-মাত্রসার। এখানে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ শৈবাল জন্মে। উহা বল্গা-হরিণের খাদ্যের উপযুক্ত বলিয়া এখানে উহারা বাস করে।

তুলাব্রত—ইহাকে তুলটও বলা হয়। কোন ধাতু দিয়া নিজের শরীরের ওজন করিয়া উক্ত ধাতু যদি দান করা হয়, তবে তাহাকে তুলাব্রত বা তুলট বলা হয়। সুবর্ণ দিয়া ওজন করিলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশ পুরুষের মুক্তিলাভ ঘটে। রৌপ্য দিয়া ওজন করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। তাম্র দিয়া ওজন করিলে কুষ্ঠাদি বহু ব্যাধির হাত হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়। কাংস্যের ওজনে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটে। লৌহের ওজনে রত্নাধিপ হয়। পিত্তলের ওজনে অপ্সরা দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিমানে ও স্বর্গে সুখে বাস করা যায়। সীসার ওজনে গন্ধর্বত্ব লাভ ঘটে। রাংএর ওজনে চন্দ্রের সংযোগিতা ঘটে।

তুষারনদী (Glacier)—পাহাড়ের উপরে বরফ জমিয়া থাকে। সেই বরফ সামান্য মাত্র উত্তাপে গলিয়া গেলে নদীর আকারে উপত্যকার মধ্য দিয়া পাহাড়ের নীচে নামিয়া আসিতে থাকে। ক্রমে এই তুষার-স্রোত বেশী উত্তাপে জল হইয়া সমতল ভূমিতে পড়ে।

তুষারমানব—১৯৫১-এ এরিক শিপটন হিমালয়ের উপরে এই তুষারমানবের সন্ধান পান। কুড়ি হাজার ফুটের উপরে এই জীবটির সন্ধান পাওয়া যায়। কেহ এই তুষারমানব চোখে দেখেন নাই, তবে অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ অস্বীকার করেন না। শিপটনের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তুষারমানব দেখিতে অর্ধমানুষ ও অর্ধপশুর মত। বার ইঞ্চি পায়ের ছাপও ছবিতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে, যাহাকে তুষারমানব বলা হয়, তাহা একপ্রকার ভল্লুক। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাকে বলে ইয়াতি।

তুষাররেখা—পাহাড়ের উপরে তুষার জমে। সেই তুষার কখন কখন গলিয়া নদী হিসাবে সমতল ভূমিতে পড়ে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে এমন স্থান আছে, যে স্থানের তুষার কখনও গলিয়া জল হয় না। কি গ্রীষ্মকালে, কি শীতকালে এই তুষার জমাট বাঁধিয়া থাকে। যে উচ্চতার পর হইতে তুষার কখনও গলিয়া পড়ে না, সেই উচ্চতাকে তুষাররেখা বলা হয়। বিভিন্ন দেশে এই তুষাররেখার উচ্চতা বিভিন্ন। হিমালয় প্রদেশে সাধারণতঃ ১৬ হাজার ফুটের উপর হইতে সর্বদা তুষার জমিয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশে অনেক স্থলে ৭।৮ হাজার ফুটের পরেই তুষারের রাজত্ব।

তেলেগু—মাদ্রাজের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের ভাষাবিশেষ। প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির ভাষা হইতে কালক্রমে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মাদ্রাজের উত্তর সরকার ও কর্ণাটের উত্তর অঞ্চল, হায়দরাবাদ ও মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৩ কোটি লোক এই ভাষায় কথাবার্তা বলে। ইহা মাদ্রাজের এক-পঞ্চমাংশ লোকের ভাষা। এই ভাষার ভিত্তিতে ১৯৫৩-এ নূতন ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

তোগলক বংশ—খিলজী বংশের পরে দিল্লীর সিংহাসন তোগলক বংশের রাজারা অধিকার করেন। এই বংশের তিনজন প্রধান রাজা ছিলেন—(১) গিয়াসুদ্দিন তোগলক; (২) মহম্মদ তোগলক; (৩) ফিরোজ শাহ্ তোগলক। এই বংশের রাজারা সব-সমেত ১৩২১ হইতে ১৪১৪ পর্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তোপাজ (Topaz)—স্বচ্ছ খনিজ রত্ন-বিশেষ। ইহা শক্ত পাথরময় পাহাড়ে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহার রং পীতবর্ণ। ব্রেজিলে সর্বাপেক্ষা ভাল তোপাজ পাওয়া যায়।

তোমর বংশ—রাজপুত বংশবিশেষ। এই বংশ দ্বাদশ শতকে দিল্লীতে রাজত্ব করিত। আজমীরের চৌহানবংশীয়েরা এই বংশের রাজাদের দিল্লী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ (Thirty Years' War)—ইওরোপে যে কয়টি ধর্মযুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ' সর্বশ্রেষ্ঠ। জার্মানির প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতাবলম্বীদের সহিত ক্যাথলিক ধর্মমতের সংঘর্ষ বাধে; সেই সংঘর্ষ হইতেই এই যুদ্ধের উৎপত্তি। এই যুদ্ধ ১৬১৮ হইতে ১৬৪৮ পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই যুদ্ধ প্রথমতঃ জার্মানদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও পরে অন্যান্য অনেক ইওরোপীয় রাজ্যও ইহাতে যোগদান করে। ওয়েস্ট-ফ্যালিয়ার সন্ধি হইলে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

থ

থার্মাইট (Thermite)—রাসায়নিক দ্রব্যবিশেষ। অ্যালুমিনিয়াম পাউডার ও অক্সাইড অব আয়রণ সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা ১৮৯৫-এ ডাক্তার হান্‌স্ গোল্ডশ্মিড্‌ট্ (Hans Goldschmidt) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

থার্মোফ্ল্যাস্ক (Thermos flask)—পাতলা কাচের হালকা বোতল, মুখে কর্কের ছিপি। বোতলটা একটা টিনের খাপের মধ্যে থাকে। গরম জিনিস ইহার মধ্যে গরম ও ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে। ভিতরের সঙ্গে বাহিরের তাপ চলাচল যাহাতে হইতে না পারে সেইজন্য ইহা পাতলা কাচ দিয়া তৈয়ারী। কাচগুলি সমান্তরাল ও মধ্যের ফাঁক বায়ুহীন আর মুখে আছে মোটা কর্কের ছিপি। ফলে ভিতরের তাপ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় বহুক্ষণ থাকে।

থার্মোমিটার (Thermometer)—তাপমান-যন্ত্র। গ্যালিলিও ইহার উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রের মধ্যে পারদ থাকে। এই পারদ উত্তাপে বাড়ে। প্রধানতঃ তিন প্রকারের থার্মোমিটার প্রস্তুত হয়:—(১) ফারেনহাইট (Fahrenheit), (২) সেন্টিগ্রেড (Centigrade), (৩) রোমার (Reaumur)। ফারেনহাইট থার্মোমিটার নিউটন কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় (১৭১৪)। এই থার্মো-মিটার অনুযায়ী ফুটন্ত জলের উত্তাপ ২১২ ডিগ্রি ও যে অবস্থায় জল বরফ হইয়া যায়, তাহার উত্তাপ ৩২ ডিগ্রী। সেন্টিগ্রেড অনুযায়ী ফুটন্ত জলের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রি এবং জলজমার উত্তাপ ০ ডিগ্রি। ইহা ফরাসী দেশে চলে। রোমার অনুযায়ী ফুটন্ত জলের উত্তাপ ৮০ ডিগ্রি এবং জল জমার উত্তাপ ০ ডিগ্রি। ইহা জার্মান দেশে চলে।

থিওজফিক্যাল্ সোসাইটি (Theosophical Society)—পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে অন্বেষণ করিবার সমিতি। মাদ্রাজে এই সমিতির প্রধান কার্যালয়। ইহা ফরাসী মহিলা ব্লাভাস্কি (Blavasky) ও কর্নেল অলকট (Olcott) কর্তৃক ১৮৭৩-এ স্থাপিত হয়।

থেলিয়াম (Thallium)—ইহা একটি দুষ্প্রাপ্য ধাতু। ১৮৬১-এ ইহা সার

উইলিয়াম ক্রুক্স্ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহা তাম্র ও লৌহের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাচ তৈয়ারির সময় ইহার প্রয়োজন হয়।

দ

দলাইলামা—তিব্বতীয়দের প্রধান পুরোহিত ও অধিনায়ক। তাঁহাদের নিবাস ছিল লাসার পোতালা নামে প্রাসাদে। তিব্বতীরা মনে করেন ১৭ জন দলাইলামা হইবেন। বর্তমানে ১৩শ দলাইলামার রাজত্ব। দলাইলামারা বিবাহ করেন না। বর্তমানে দলাইলামা ভারতে অবস্থান করিতেছেন এবং পাঞ্চেনলামাও তিব্বত ত্যাগ করিয়াছেন।

দশনামী সম্প্রদায়—সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক ছিলেন শংকরাচার্যের প্রধান চারি শিষ্য। ইঁহাদের দশ শিষ্য। এই দশজন হইতে দশনামী সন্ন্যাসীদের তীর্থাদি দশ সংজ্ঞা নিরূপিত হয়।

দশসালা বন্দোবস্ত—লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামান্তর। জমির ব্যবস্থা চিরকালের জন্য হইবে না দশ বছরের জন্য হইবে ইহা লইয়া কর্নওয়ালিসের কার্যনির্বাহক সভার সদস্য জন শোর বিতর্ক তুলিয়াছিলেন। তাহা হইতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নাম হয় দশসালা বন্দোবস্ত। ['চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্রঃ]।

দিগম্বর সম্প্রদায়—জৈনদিগের একটি সম্প্রদায়। ইহারা বস্ত্র পরে না। ইহাদের ধর্মশাস্ত্র শ্বেতাম্বর জৈনদের ধর্মশাস্ত্র হইতে ভিন্ন।

দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র—'কম্পাস' দ্রঃ।

দিবর দীঘি—পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। ইহা মাহিষ্য-রাজা দিব্যোক কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার মধ্যে ১০ ফুট ব্যাস ৪১ ফুট উচ্চ আট স্টোন কষ্টিপাথর আছে। ইহা মহারাজ দিব্যোকের জয়স্তম্ভ।

দিল্লীর দরবার—সম্রাট পঞ্চম জর্জ সিংহাসনে আরোহণের পর ১৯১১-এ ভারতে আসিয়া দিল্লীতে দরবার করেন। এই সময় ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য এক ঘোষণা করা হয়। ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাতে নিমন্ত্রিত হন এবং সভাতে সম্রাট পত্নীসহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দীন ইলাহী—সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত ধর্ম। এই ধর্মমতানুযায়ী মোহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত অবতার নন। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা তিনি ১৫৮২-এ প্রচার করেন।

দুগ্ধবৃক্ষ—দক্ষিণ-আমেরিকার ভেনেজুয়েলার অনুর্বর প্রদেশে একপ্রকার গাছ আছে, উহা দুগ্ধবৎ পদার্থ দেয়। এই কারণে ঐ গাছকে দুগ্ধবৃক্ষ বলা হয়। গাছগুলি উচ্চে ১০০ হইতে ১২৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ওখানকার অধিবাসিগণ এই গাছের গুঁড়িতে একটি গর্তের মত করে এবং গাছের একটি স্থান কিছু গভীরভাবে চিরিয়া দেয়। তারপর ক্রমান্বয়ে দুই দিন ধরিয়া দুধের মত শুভ্র এবং সুস্বাদু একপ্রকার রস বাহির হইয়া ঐ গর্তে সঞ্চিত হয়। এই রস উপাদেয় এবং দুগ্ধের মত পুষ্টিকর।

দূরবীক্ষণযন্ত্র—টেলিস্কোপ দ্রঃ।

দেওয়ান-ই-আম, -খাস—মুসলমান রাজত্বকালে রাজস্ব-আদায়ের মন্ত্রণা সভাকে এই নামে অভিহিত করা হইত। শাহজাহান দিল্লীতে একটি নূতন শহর নির্মাণ করেন। শহরের মধ্যে একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গের মধ্যকার দেওয়ান-ই আম ও দেওয়ান ই-খাস অপূর্ব কারুকার্যে মণ্ডিত। দেওয়ান ই খাসের উপর লেখা আছে—"পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই, তাহা এখানেই।"

দোলক (Pendulum)—সীসা বা লোহার একটি ছোট গুলি একগাছি সরু সুতার সঙ্গে বাঁধিয়া কোন স্থান হইতে ঝুলাইয়া দিলে একটি দোলক পাওয়া যায়। গুলিটিকে দোলকের দুল বলা হয়। ঝুলানির স্থান হইতে দোলক পর্যন্ত দূরত্বকে দোলকের দৈর্ঘ্য বলে। দোলক সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম আছে। দোলকের আবিষ্কারক গ্যালিলিও।

দ্রাবিড় জাতি ও ভাষা—ভারতের একটি সুপ্রাচীন জাতি। ইহারা আর্যদের আগমনের পূর্বে বেলুচিস্থানের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। বর্তমানে সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীদিগকে দ্রাবিড় জাতির বংশধর বলা যাইতে পারে। নর্মদা ও বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে যে যে স্থানে তামিল, তেলেগু বা কানাড়ী ভাষা প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানকে দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত করা যায়। দ্রাবিড় দেশকে চোল, পাণ্ড্য, কেরল, কর্ণাট, কলিঙ্গ ও অন্ধ্র এই কয় ভাগেও কেহ কেহ বিভক্ত করিয়াছেন। দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী প্রধান। তামিল মাদ্রাজীদের ভাষা; তেলেগু অন্ধ্রদের; মালয়ালম ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কেরল ও কানাড়ী মহীশূরের ভাষা।

ধ

ধর্মপূজা—বৌদ্ধধর্মের বিকৃত উপদেশ লইয়া রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রবর্তন করেন। বীরভূম বাঁকুড়ায় এই পূজার খুব প্রচলন ছিল। ১৫শ শতকের শেষভাগের পূর্বে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্মপূজক লাউসেনকে আশ্রয় করিয়া ধর্মমঙ্গল সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এই পূজার পুরোহিতগণকে পণ্ডিত বলে। ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন, নিরাকার। কিন্তু পাথরের কচ্ছপমূর্তিতে পূজা হয়।

ধর্ম, পৃথিবীর—পৃথিবীতে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ৯৭,৭৩,৮৩,০০০ ; মুসলমান—৪৭,৪৩,০৯,০০০ ; হিন্দু—৪৬,৪৩,৭৯,০০০ ; বৌদ্ধ— ১৭.১৭,৬৪,০০০ ; শিন্টো ৭.০৩,৬৩,০০০ ; তাও—৫.৪৩,২৪,০০০ ; কনফুশিয়ান—৩৭,১৫.৮৭.০০০ ; ইহুদী—১,৩৫,৩৭,০০০ ; অন্যান্য ধর্মাবলম্বী—৮৩,৪০,৫৮,০০০। (১৯৬৭ খ্রীঃ)

ধাতু—ধাতু বলিলে চলিত কথায় সোনা রূপা ইত্যাদি বুঝায়। ধাতু মাত্রেই বিদ্যুৎবাহী। পারদ তরল ধাতু। ধাতু ২৬^{0} হইতে ৩৪০০^{0} সেঃ ডিগ্রীর মধ্যে গলে। টাংস্টেন নামে ধাতু ৩৪০০^{0} তাপে গলে। উজ্জ্বলতা ও আঘাতের দ্বারা অতি পাতলা পাত বা সরু তারে পরিণত হওয়া (পারদ ভিন্ন) ধাতুর বিশিষ্ট ধর্ম।

ধূমকেতু—এই জ্যোতিষ্ক গ্রহের মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। ইহারা দেখিতে উজ্জ্বল সম্মার্জনীর (ঝাঁটার) মত। ধূমকেতুর মুখের ব্যাস কখনো কখনো এক লক্ষ মাইল ও লেজের দৈর্ঘ্য দশ কোটি মাইল পর্যন্ত হয়। ধূমকেতুর তিনটি ভাগ—কেন্দ্র, শীর্ষ ও লাঙ্গুল। ধূমকেতু ৮০০ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ইহারা ডিম্বাকার পথে সাধারণতঃ বিচরণ করে। ইহারা ৩½ বৎসর হইতে ৮০ বৎসরের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসে। কতকগুলি লক্ষ বৎসর পরেও আসিতে পারে। আবার কতকগুলি কখনও ফিরিয়া আসে না। Biela ধূমকেতুর উদয় হয় ১৮৫২-এ—ইহা আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ধূমকেতু পাথর ও লোহার কতকগুলি পিণ্ডমাত্র। এই পিণ্ড হইতে যে বাষ্প বাহির হয়, তাহাই ইহার লেজ। বিখ্যাত পণ্ডিত হেলি যে ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন, তাহার নাম হেলির ধূমকেতু। এই ধূমকেতু পঁচাত্তর বৎসর অন্তর অন্তর দেখা যায়। ১৪৫৬, ১৬৮০, ১৮১১, ১৮৪৩, ১৮৫৮, ১৮৬১, ১৮ ১৮৮১ ও ১৯১০-এ ধূমকেতু দেখা গি ইহা ছাড়া আরও অনেক ধূমকেতু

ধ্রুবনক্ষত্র—ইংরেজীতে ইহাকে পোল স্টার (Pole Star) বা পোলারিস (Polaris) কহে। ইহা আকাশে সর্বদা স্থির থাকে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থিত ও সুমেরুর দিকে মুখ করিয়া আছে। দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে নাবিকেরা এই তারা দেখিয়া দিক্ স্থির করিত। আকাশের উত্তর দিকে তাকাইলে যে সাতটি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে। ইহাদের মধ্যে চারিটি নক্ষত্র চতুর্ভুজের চারিটি কোণের ন্যায় অবস্থিত। উহাদের শেষপ্রান্তস্থ নক্ষত্র দুইটিকে মনে মনে একটি সরল রেখার দ্বারা যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে, ঐ রেখার উপরে যে উজ্জ্বল তারাটি দেখা যায়, তাহাই ধ্রুবতারা। ইহার কোন গতি চোখে ধরা যায় না।

ন

নক্ষত্র—সৌরজগতে কোটি কোটি নক্ষত্র আছে। ইহাদের নিজেদের আলো আছে এবং এই আলো কাঁপে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে এক একটি সূর্য। তবে কোনটি সূর্যের চেয়ে বড়, কোনটি ছোট। নক্ষত্রগুলি এত দূরে অবস্থিত যে, পৃথিবীতে ইহাদের আলো আসিতে বহু বৎসর কাটিয়া যায়। নিকটতম তারকা হইতে আলোক আসিতে সাড়ে চার বছর লাগে।

নক্সভমিকা— (Nux Vomica)—ইহা কুচিলা গাছের বীজ। ইহা হইতে strychnine বিষ তৈয়ারী হয়। ইহা ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

নদী—পৃথিবীর কতকগুলি দীর্ঘ নদীর নাম ও ঐ সকল নদীর দৈর্ঘ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। নীল নদ (আফ্রিকা)—৪,১৪৫ মাইল; আমাজন (দক্ষিণ আমেরিকা)—৩,৯০০ মাইল; মিসিসিপি-মিসৌরী (উত্তর আমেরিকা)—৩,৮৬০ মাইল; ইয়াংসি (এশিয়া)—৩,৫০০ মাইল; এনিসি (এশিয়া)—৩,৩০০ মাইল; কঙ্গো (আফ্রিকা)—৩,০০০ মাইল; ভলগা (ইওরোপ)—২,৩২৫ মাইল; মারে-ডার্লিং (অস্ট্রেলিয়া)—২,৩১০ মাইল; সিন্ধু (ভারত ও পাকিস্তান)—১,৯০০ মাইল; ব্রহ্মপুত্র (ভারত)—১,৮০০ মাইল; গঙ্গা (ভারত)—১,৫৬০ মাইল।

নন্দবংশ—ভারতের একটি প্রাচীন রাজবংশ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ। তাঁহার আটটি পুত্র ছিল। পিতা ও পুত্রগণ, এই নয়জনকে নন্দবংশের রাজা বলা হয়। ইহারা ৪১৩ হইতে ৩১২ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই নন্দবংশের বিষয় আমরা পুরাণ ও 'মুদ্রারাক্ষস' নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি। নন্দবংশের শেষ রাজা ধন নন্দই চাণক্যকে সভাগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। খারবেল লিপি হইতে জানা যায় যে, শেষ দুইজন শৈশুনাগ রাজা নন্দবংশের লোক।

নবগ্রহ—হিন্দু জ্যোতিষে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহ বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে সূর্য নক্ষত্র, চন্দ্র উপগ্রহ, রাহু ও কেতু ছায়া মাত্র ['গ্রহ' দ্রঃ]।

নববিধান সমাজ—ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিশেষ। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতান্তর ঘটিলে তিনি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। পরে কুচবিহার বিবাহ ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের স্বপক্ষীয় কয়েক জন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন ও কেশবচন্দ্র তাঁহার সমাজের নাম দেন 'নববিধান সমাজ'।

নব্যন্যায়—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিথিলায় ন্যায়দর্শনের কেন্দ্র। গাঙ্গেশ উপাধ্যায় আচার্য গৌতম প্রচারিত প্রাচীন ন্যায়ের বহু দোষ দেখেন এবং যে নবন্যায় প্রণালীর প্রচলন করেন, তাহা নবন্যায় নামে খ্যাত। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে নবন্যায় শিক্ষা করিয়া আসেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গাধর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিবার সময় সমগ্র ন্যায়গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া আনেন।

নরম জল (Soft water)—যে জলে কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক লবণ থাকার ফলে সহজেই সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয়, তাহাকে রাসায়নিক ভাষায় নরম জল বলে। যে জলে ঐ সকল পদার্থের অভাবে সহজে ফেনা উৎপন্ন হয় না, তাহাকে শক্ত জল (Hard water) বলে।

নর্মান (Norman)—ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি প্রদেশের অধিবাসী। এই নর্মানজাতীয় উইলিয়াম (William I) ইংলণ্ড অধিকার করেন এবং বিজয়ী উইলিয়ম (William the Conqueror) বলিয়া খ্যাত হন।

নাইটার (Nitre)—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সোরা বলা হয়। ইহার সংমিশ্রণে বারুদ ও বহু আতশবাজি তৈয়ারী হয়। ইহার অপর নাম 'Saltpetre'.

নাইট্রিক অ্যাসিড (Nitric Acid)—একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য। ইহা নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বহু ধাতু গলিয়া যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডে সোনা গলে না, ইহার সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইলে একোয়া-রিজিয়া (Aqua Regia) নামক যে পদার্থ সৃষ্টি হয়, তাহাতেই সোনা গলে। ইহা দিয়া সোনা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করা যায়। নাইট্রিক অ্যাসিডে ফেলিলে সোনার গায়ে দাগ পড়ে না।

নাইট্রো-গ্লিসারিন (Nitro-glycerine)—বিস্ফোরকের উপাদান। নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিন সহযোগে প্রস্তুত হয়। করডাইট, ডিনামাইট ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। ১৮৪৭ এ Ascanio Sobrero প্রস্তুত করেন। প্রথমে ঔষধে ব্যবহার ছিল। Nobel প্রথমে ইহা ডিনামাইটে ব্যবহার করেন।

নাইট্রোজেন (Nitrogen)—একপ্রকার অদাহ্য গ্যাস। সংকেত N. ইহা সকলের জীবনধারণ ও গাছপালার খাদ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা স্বাদহীন ও গন্ধহীন। সাধারণতঃ ইহার কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নাই। নাইট্রোজেন আছে বলিয়াই আগুন নিভিয়া যায়। এই গ্যাস অক্সিজেনের মত বাতাসে থাকে। নাইট্রোজেন সারের কাজ করে। বৃষ্টির সময়ে ইহা মাটিতে পড়ে বলিয়া মাটি উর্বরা হয়।

নাইহিলিস্ট্ (Nihilist)—রাশিয়ার একপ্রকার রাজনৈতিক গুপ্তসম্প্রদায়। ইহারা গোপনে দল গঠন করিত এবং রাশিয়ার রাজা 'জারে'র কর্মচারীদের হত্যা করিত। এই রাজনৈতিক দলের সভ্যেরা রাশিয়ার 'জারে'র স্বেচ্ছাতন্ত্রকে সর্বপ্রকারে বাধা দিত। ইহারা জার ২য় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করে। ১৯১৭-এ রাশিয়ার স্বেচ্ছাতন্ত্র বিনষ্ট হইলে ইহাদের দল ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাদের মতবাদ নাইহিলিজম্ নামে পরিচিত।

নাগাজাতি—আসামের পার্বত্য অসভ্য জাতি। এই জাতি বিভিন্ন-ভাষাভাষী ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। নাগা কথাটির অর্থ উলঙ্গ। কাহারও মতে, এই জাতি মধ্যপ্রদেশের নাগাজাতি হইতে উৎপন্ন। ইহারা গাছ, পাথর প্রভৃতি পূজা করিয়া থাকে। ইহারা হস্তীর মাংস খাইতে ভালবাসে, মৃতদেহ সমাহিত করে, প্রেতযোনিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে কুক্কুট, গো ও শূকর বলিদান করে। এই জাতি অতিশয় বন্যস্বভাববিশিষ্ট।

নাগা সন্ন্যাসী—উগ্রস্বভাব এক সন্ন্যাসিসম্প্রদায়। বিবস্ত্র ও দলবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। খড়্গ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র ইহারা রাখে। সামান্য উপলক্ষে কলহ বাধায়। পূর্বে কুম্ভমেলায় ইহারা প্রায়ই রক্তারক্তি করিত। বৈষ্ণব ও শৈব নাগা আছে।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল—আবহাওয়ার প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। সেই সমস্ত ভাগকে প্রাকৃতিক বিভাগ বলে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল সেইরূপ একটি বিভাগ। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল দুইটি। পৃথিবীর উত্তর-দিকে অবস্থিত প্রাকৃতিক একটি বিভাগকে উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত বিভাগকে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল বলে। উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে মধ্যাহ্নসূর্য কখনও মাথার উপরে আসে না বলিয়া এই মণ্ডলে সেরূপ গ্রীষ্ম নাই। অথচ মেরুর একেবারে সন্নিহিত নহে বলিয়া তীব্র শীতও নাই।

নাৎসী (Nazi), **নাজি**—জার্মানীর একটি রাজনৈতিক দল। জার্মান ভাষায় নামটি—National Sozialische Deutsche Arbeiter Partei (National Socialist Workers' Party)। ইহার সংক্ষিপ্ত রূপ Nazi. এই দলের নেতা ছিলেন হের হিটলার। তাঁহার দল ১৯৩৩-এ রাইখে (জার্মান রাষ্ট্রসভা) জিতিলে পর হিটলার চান্সেলার হন। নাৎসীরা এক-নায়কত্বে বিশ্বাসী ও কমিউনিজমের বিরোধী।

নায়েগ্রার জলপ্রপাত (Niagara Falls)—এই নামের দুইটি জলপ্রপাত আছে। ঈরাই ও অন্টারিও হ্রদদ্বয়ের মধ্যে ইহা অবস্থিত। নায়েগ্রা নদী ঈরাই হ্রদ হইতে ৩৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া এই বিশাল জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছে। এই নদী প্রস্তর-ময় 'গোট' দ্বীপ দ্বারা বিভক্ত হইয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের দিকে একটি ও কানাডার দিকে অপর একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের জলপ্রপাতটি ১৬৪ ফুট উচ্চ ও ২০০ গজ প্রশস্ত। দ্বিতীয়টিকে কানাডার নায়েগ্রা জলপ্রপাত বলে। ইহা ৬০০ গজ প্রশস্ত এবং ১৫৭ ফুট উচ্চ। কানাডার জলপ্রপাতটিকে 'হর্স সু' (Horse Shoe) বলা হয়।

নিকেল (Nickel)—শ্বেতবর্ণ ধাতু-বিশেষ। সংকেত Ni. ইহা অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে খাদরূপে ব্যবহৃত হয়। জার্মান সিলভার প্রস্তুত করিবার সময় ইহার দরকার হয়।

নিগ্রো (Negro)—আফ্রিকার আদিম জাতি বা সেই জাতির বংশধর। ইহারা অত্যন্ত কালো। পূর্বে দাসরূপে ইহাদের কেনাবেচা হইত। সুদান, সেনিগ্যামবিয়া প্রভৃতি স্থানের নিগ্রোরাই প্রকৃত নিগ্রো জাতি। কাফ্রি ও অন্যান্য আফ্রিকার অধিবাসীকেও সাধারণতঃ নিগ্রো নামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ কোটি নিগ্রো আছে।

নিজাম—হায়দরাবাদের রাজগণ এই নামে অভিহিত হইতেন। প্রথম নিজাম আসফ জা।

নিজামশাহী বংশ—নিজাম-উল-মুল্কের পুত্র মালিক আহমেদ ১৪৯০-এ আহমদ নিজাম শাহ্ নামে আহমদনগরের রাজা হন। তিনি যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, উহাই নিজামশাহী বংশ নামে পরিচিত।

নিপ্পন (Nippon)—জাপানের অপর নাম। কথাটির অর্থ সূর্যের উৎপত্তিস্থল। ইংরেজীতে সেই জন্য ইহাকে 'Land of the Rising Sun' বলা হয়। নিপ্পনের চীনা উচ্চারণ জু-পেন। সেই হইতে জাপান হইয়াছে।

নিয়ন (Neon)—ইহা একপ্রকার গ্যাস। রামজে (Ramsay) নামক এক ব্যক্তি ইহা আবিষ্কার করেন। সরু কাঁচের নলের ভিতর দিয়া এই গ্যাস প্রবেশ করাইয়া দিয়া যে আলো উৎপন্ন হয় তাহাকে 'Neon Sign' বলে।

নীলকর আন্দোলন—বাঙ্গালা ও বিহারের বহু স্থানে ইংরেজরা নীলের চাষ করিত। চাষাদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা চুক্তি ছিল। চাষারা ঠিক মত কাজ করিতে অক্ষম হইলেই ইংরেজরা তাহাদের উপরে অত্যাচার করিত; বস্তুতঃ চাষারা ইংরেজ নীলকরদের দাসস্বরূপ ছিল। এই নীলকরদের সহিত চাষাদের ১৮৫৯ ও ১৮৬০-এ ভীষণ কলহ হয়। সেই কলহ নীলকর আন্দোলন নামে খ্যাত। নদীয়াতে এই কলহ তুমুল আকার ধারণ করে। ভারতসচিব রায় দেন যে, চাষীরা যদি চাষ করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলিবে না। এই নীলকর আন্দোলন লইয়াই দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামক নাটকটি রচনা করেন।

নীলগাই—এক শ্রেণীর হরিণ জাতীয় জন্তু; ইহা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

নীলনদের যুদ্ধ—আবুকির উপসাগরে ইংরেজ ও ফরাসী নৌ-বাহিনীর ১৭৯৮-এ যে যুদ্ধ হয় তাহাকে নীলনদের যুদ্ধ বলে। দুইটি জাহাজ ছাড়া সমস্ত ফরাসী জাহাজ নেলসন কর্তৃক বিনষ্ট হয়। সৈন্যসহ নেপোলিয়ন মিশরে বিপর্যস্ত হইয়াছিলেন।

নীহারিকা (Nebulæ)—নীহারিকা আকাশস্থ ভীষণ গরম, জ্বলন্ত ও ঘূর্ণায়মান বাষ্পপিণ্ড। আমাদের সৌরজগৎ—সূর্য, পৃথিবী এবং অন্য আটটি গ্রহ, চন্দ্র ইত্যাদি উপগ্রহ এবং গ্রহকণিকা এককালে নীহারিকার অংশ ছিল বলিয়া কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা।

নীহারিকাবাদ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মতবাদের অন্যতম। এই মতবাদের প্রচারক ল্যাপ্লাস ও কাণ্ট।

নেপচুন (Neptune)—গ্রহবিশেষ। ইহা সূর্য হইতে ২৭৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্যের চারিপাশে ঘুরিতে ইহার প্রায় ১৬৫ বৎসর লাগে। লেভারিয়ার ও অ্যাডাম্স্ নেপচুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। জার্মান জ্যোতির্বিদ্ Galle ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর ইহা আবিষ্কার করেন।

নোবেল প্রাইজ (Nobel Prize)—ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা আল্‌ফ্রেড নোবেল মরিবার সময়ে উইল করিয়া যান যে পৃথিবীতে (১) রসায়ন-শাস্ত্র, (২) পদার্থ-বিজ্ঞান, (৩) শরীরবিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র, (৪) সাহিত্য এবং (৫) আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রচেষ্টা—এই কয়টি বিষয়ের এক একটিতে যাঁহারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রতিবৎসর একটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। দাতার নামানুসারেই এই পুরস্কারের নাম 'নোবেল প্রাইজ' হইয়াছে। ইহা ১৯০১ হইতে প্রদান করা হইতেছে।

যাঁহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিখ্যাত লোকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পদার্থ-বিজ্ঞান

রোন্টজান (Roentgen)—১৯০১।
পিয়েরে কুরী ও মেরী কুরী—১৯০৩।
মার্কনি (Marconi)—১৯০৯।
আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein)—১৯২১।
এন বোর (Bohr)—১৯২২।
চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ—১৯৩০।
ফার্মি (Fermi)—১৯৩৮।

ভেষজবিদ্যা

রোনাল্ড রস (Ronald Ross)—১৯০২।
রবার্ট কক (Robert Koch)—১৯০৫।
আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming)—১৯৪৫।
এইচ্ জে মুলার—১৯৪৬।
এস ওয়াকসম্যান—১৯৫২।
হরগোবিন্দ খোরানা—১৯৬৮।

রসায়ন-শাস্ত্র

আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford)—১৯০৮।
মেরী কুরি (Marie Curie)—১৯১১।
প্রোঃ ও মিসেস জোলিয়ট (Prof. and Mrs. Joliot)—১৯৩৫।

সাহিত্য

হেনরিক সিঙ্কেভিজ (Henryk Sienkiewicz)—১৯০৫।
রুডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling)—১৯০৭।
সেলমা লেগারলফ (Selma Lagerlof)—১৯০৯।
মরিস মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck)—১৯১১।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৯১৩।
রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland)—১৯১৫।
নুট হ্যামসুন (Knut Hamsun)—১৯২০।
আনাতোলে ফ্রান্স (Anatole France)—১৯২১।
উইলিয়াম ইয়েটস্ (William Yeats)—১৯২৩।
জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw)—১৯২৫।
হেনরী বার্গসঁ (Henry Bergson)—১৯২৭।
টমাস মান (Thomas Mann)—১৯২৯।
সিনক্লেয়ার লুইস (Sinclair Lewis)—১৯৩০।
জন গলসওয়ার্দি (John Galsworthy)—১৯৩২।
পার্ল বাক (Pearl Buck)—১৯৩৮।
টি এস. ইলিয়ট (T. S. Eliot)—১৯৪৮।
বার্ট্রাণ্ড রাসেল (B. Russel)—১৯৫০।
উইনস্টন চার্চিল (Churchill)—১৯৫৩।
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে—১৯৫৪।
বরিস পাস্তারনাক—১৯৫৮।
জে স্টাইনবেক—১৯৬২।

শান্তিপ্রচেষ্টা

থিয়োডোর রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt)—১৯০৬।
উডরো উইলসন (Woodrow Wilson)—১৯১৯।
এফ. বি কেলগ (F. B. Kellog)—১৯২৯।
আর্থার হেণ্ডারসন (Arthur Henderson)—১৯৩৪।
লর্ড বয়েড-অর (Lord Boyd-orr)—১৯৪৯।
মার্টিন লুথার কিং—১৯৬৪।
১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে অধ্যাপক ফ্রিশ ও অধ্যাপক টিনবারজেনকে।

ন্যাপথ্যালিন (Napthalene)—পরিস্রবণের (Distillation) দ্বারা আলকাতরা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ১৭০ হইতে ২৩০ ডিগ্রী উত্তাপে ন্যাপথ্যালিন পাওয়া যায়। ইহা হইতে বহু প্রকারের রং তৈয়ারী হয়।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (National Council of Education)—জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯০৬-এ বাংলায় এই সমিতি স্থাপন করা হয়। ইহার পরিচালনায় Jadabpur College of Technology and Engineering একদা গড়িয়া উঠে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যায়।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (N. C. C.)—জাতীয় রক্ষীবাহিনী। কলেজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক শিক্ষাদান করিবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক এই বাহিনী গঠিত হয়। ইহা আইন করিয়া ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়। সিনিয়র ও জুনিয়র ইহার দুইটি বিভাগ আছে। একটি মেয়ে বিভাগও খোলা হইয়াছে। এখনকার শিক্ষা থাকিলে সৈন্য-বিভাগে যোগদান করা স্বেচ্ছামূলক।

প

পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column)—স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় (১৯৩৬—৩৯) কথাটি চালু হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদল চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বাহির হইতে মাদ্রিদ আক্রমণ করে আর তাঁহার সমর্থকেরা মাদ্রিদে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে নিযুক্ত হয়। এই অন্তর্ঘাতী সমর্থকদের 'পঞ্চম বাহিনী' বলা হয়। তদবধি যে কোন দেশের মধ্যবর্তী শত্রুপক্ষীয় সমর্থকদের এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা যুদ্ধ করিয়া বা প্রচারকার্য চালাইয়া পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট—(Potassium Permanganate)—ইহা এক প্রকার বীজাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ। ইহা জলে ফেলিলে গলিয়া যায় এবং জল লাল হইয়া যায়। ইহা মুখক্ষতের ঔষধ। জলকে বিশোধিত করিবার জন্য ইহা পুষ্করিণী ও কূপে নিক্ষিপ্ত হয়।

পটাসিয়াম সায়ানাইড (Potassium Cyanide)—একটি তীব্র রাসায়নিক বিষ। ইলেক্ট্রো গিল্ডিং, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং এবং ফটোগ্রাফিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পদার্থ—জল, মাটি, ইট—সবই পদার্থ। পদার্থ চেতন ও জড় আছে। গাছপালা, জীবজন্তু চেতন ও জল, মাটি জড়। পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। গুরুত্ব, ওজন, ব্যাপকতা ইত্যাদি পদার্থের দশটি সাধারণ গুণ আছে।

পরমাণু—পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণু (molecule)। তাহার চেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু বলে। কয়েকটি পরমাণুতে একটি অণু হয়। পরমাণু একা থাকিতে পারে না।

পরমাণুবাদ—১। ইহাকে সাধারণতঃ ডাল্টনের পরমাণুবাদ (Dalton's Atomic Theory) বলে। ইহার মতে মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশই পরমাণু বা অ্যাটম এবং প্রত্যেক অ্যাটম উক্ত পদার্থের স্বরূপ এবং স্বভাবযুক্ত। এই পরমাণু সকল একক ভাবে অবস্থান করিতে পারে না, অন্য পরমাণুর সহিত মিলিতে চায়। লর্ড রাদারফোর্ড এই মতবাদ খণ্ডন করিয়া বলেন যে, অ্যাটম বা পরমাণুসকলকে ইলেক্ট্রন এবং প্রোটন নামক ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায়। এই পরমাণুর মধ্যে Uranium—235 বিখ্যাত। উহা হইতে আণবিক বোমা নির্মাণ করা হয়। পরমাণুর মধ্যে ফোটন, ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো, প্রোটন, নিউট্রন, ল্যাম্বডা পার্টিকল, সিগমা পার্টিকল, ওমেগা মাইনাস প্রভৃতি বর্তমান থাকে। **২।** মহর্ষি কণাদের মতে জগতের যাবতীয় পদার্থই সূক্ষ্ম অবয়বহীন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত।

পরমার বংশ—দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাটে এই বংশের উৎপত্তি হয়। পরে মালবে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারা পরমার বংশের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল।

পরিবর্তিত ভৌগোলিক নাম,—ভারতীয়

প্রাচীন	আধুনিক
কালিকট	কোঝিকোড়
কনপুর	কানপুর
মুত্রা	মথুরা
বেনারস	বারাণসী
সংযুক্ত প্রদেশ	উত্তর প্রদেশ
আজমীর-মারওয়ারা	আজমীর
ভিজাগাপটম	বিশাখাপত্তম্
বেজওয়াদা	বিজয়বাদ
ট্রিচিনপলি	তিরুচিরপল্লী
মিহিজাম	চিত্তরঞ্জন
মাদুরা	মথুরাই

পরেশনাথের মন্দির—ইহা কলিকাতার উত্তর-পূর্ব ভাগে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির। বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা কর্তৃক ইহা নির্মিত।

পলাশীর যুদ্ধ—বঙ্গের অত্যাচারী নবাব

সিরাজউদ্দৌলার সিপাহসালার মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্ম ষড়যন্ত্র করিয়া কতিপয় ব্যক্তি ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইবকে আমন্ত্রণ করেন। পলাশীর মাঠে সিরাজ-উদ্দৌলার পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও আঠার হাজার অশ্বারোহীর সহিত তিন হাজার ইংরেজ সৈন্তের তুমুল যুদ্ধ হয়। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেন, ফলে সিরাজ পরাজিত হইয়া ধৃত ও নিহত হন। মীরজাফর বাঙ্গালার মসনদ ও ইংরেজগণ তাঁহার নিকট হইতে ২৪ পরগনার জমিদারি লাভ করেন। মোহনলাল ও মীরমদন এই যুদ্ধে সিরাজ-উদ্দৌলার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া মারা যান। ১৭৫৭, ২৩শে জুন তারিখে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পল্লববংশ—চালুক্য রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে পল্লবগণ রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। চালুক্যগণের সহিত সর্বদা ইঁহাদের যুদ্ধ হইত। এই বংশের মহেন্দ্র বর্মন ও নরসিংহ বর্মন বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। নরসিংহ বর্মন মামল্লপুরে সাতটি প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলগণের হস্তে পল্লববংশ নির্মূল হয়।

পাইন বৃক্ষ—আমেরিকার উত্তরভাগে জাত একপ্রকার বৃক্ষ। ইহাদের কাঠ অতি মূল্যবান্। এই বৃক্ষ হইতে তারপিন এবং আলকাতরা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে 'স্কচ্ ফার' নামক পাইন বৃক্ষ জন্মে।

পাঠাগার—মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে পাঠাগার বেশী ছিল না। নিনেভি (Nineveh) নগরীতে একটি পাঠাগার ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে এথেন্স নগরীতে একটি পাঠাগার ছিল। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার প্রসিদ্ধ পাঠাগার ৪ লক্ষ পুস্তক সমেত ৪৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে জুলিয়াস সীজারের সৈন্যদল কর্তৃক ভস্মীভূত হয়। ১৫৮৮-এ রোমে ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরী নামক বৃহৎ পাঠাগার স্থাপিত হয়। ১৩৫০-এ প্যারিসের রয়্যাল লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। নিম্নে পৃথিবীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীর নাম দেওয়া হইল:—বিব্লিওথেক ন্যাশানেল (প্যারিস), ব্রিটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন), বোড্‌লিয়ান লাইব্রেরী (অক্সফোর্ড), লেনিন পাবলিক লাইব্রেরী (মস্কো), ন্যাশানেল বিব্লিওথেক (ভিয়েনা), পাব্লিক লাইব্রেরী (লেনিনগ্রাড), জাতীয় পাঠাগার (কলিকাতা), বার্লিন লাইব্রেরী (বার্লিন)। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পাঠাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পাঠাগার ও পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঠান—আফগান জাতির শাখা-বিশেষ।

পাঠান রাজবংশ—কুতবউদ্দিন হইতে (১২০৬) আরম্ভ করিয়া ইব্রাহিম লোদী পর্যন্ত (১৫২৬) দিল্লীর সম্রাট্‌গণ পাঠানরাজ বলিয়া অভিহিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোদীবংশ এবং শূরবংশই পাঠান বংশ। অন্যান্য বংশের সম্রাট্‌গণের আদি নিবাস তুর্কীস্তান প্রভৃতি স্থান। তাহাদিগকে তুর্কী-আফগান বলা হয়।

পানামা খাল (Panama Canal)—পানামা যোজকের ভিতর দিয়া খনিত একটি খাল। ইহা প্রশান্ত ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরদ্বয়কে সংযুক্ত করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং পানামার মধ্যে একটি সন্ধি হওয়ার ফলে ১৯০৩-এ এই খালটি খনন করা শুরু হয়। খালের দৈর্ঘ্য ৫০ মাইলের কিছু বেশী, ইহার মধ্যে হ্রদ ৩২ মাইল। ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট চওড়া এবং ৪১ ফুট হইতে ৮৫ ফুট পর্যন্ত গভীর।

পানিপথের যুদ্ধ—এই স্থানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হয়। ১৫২৬-এ পাঠানরাজ ইব্রাহিম লোদী ১ম মোগলসম্রাট্ বাবরের নিকট পরাজিত হন এবং তাহার ফলে ভারতে মোগল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পানিপথের প্রথম যুদ্ধ। ১৫৫৬-এ সম্রাট্ আকবর আদিলশাহের সেনাপতি হিমুকে এই স্থানে পরাজিত করেন। ইহা পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। ১৭৬১-এ সমবেত মহারাষ্ট্র-শক্তি এই স্থানে আহ্‌মদ শা আবদালী দুর্‌রানী কর্তৃক পরাজিত হয় ও মহারাষ্ট্র-শক্তি চিরদিনের মত বিধ্বস্ত হয়। ইহা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

পানিফল—পানিফল গাছ দিঘি ও পচা-পুকুরের জলে ভাসিয়া জন্মায়। পাতা ছিন্নরূপ। পুষ্প চতুর্দল। দেখিতে সাদা। পানিফলকে সংস্কৃতে বলে শৃঙ্গাটক। পূর্ববঙ্গে ইহাকে সিঙ্গারা বলে। কাশ্মীর একদা পানিফলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা হইতে পালো তৈয়ারী হয়। পানিফল পুষ্টিকর খাদ্য।

পান্থপাদপ—মাডাগাস্কার দ্বীপের এক-প্রকার কদলীজাতীয় বৃক্ষ। ইহাদের পাতার গোড়ায় এক একটি গর্ত থাকে এবং তাহাতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। শ্রান্ত পথিকগণ তৃপ্তির সহিত এই জল পান করে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পান্থপাদপ। ইহার বীজ চূর্ণ করিয়া ময়দার ন্যায় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

পারদ—একপ্রকার রৌপ্যোজ্জ্বল মৌলিক ধাতু। ইহাই একমাত্র তরল ধাতু। সংকেত Hg (Latin hydrargyrum). সালফাইড ও সিনাবার (Cinnabar) নামক পদার্থের বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা পাওয়া যায়। ইহা তাপমান যন্ত্রে (Thermometer) ও বায়ু চাপমান যন্ত্রে(Barometer) ব্যবহৃত হয়। ঔষধেও ইহার প্রয়োগ আছে। পারদ স্পেন, চীন, জাপান, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

পার্থেনন (Parthenon)—এথেন্স নগরীর Pallas Athene নামক দেবতার মন্দির। খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে ফিডিয়াস নামক ভাস্করের নির্দেশে ইহা নির্মিত হয়। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইহা হইতে আহৃত কতকগুলি কারুকার্য-খচিত প্রস্তর রক্ষিত আছে। ১৮১২-এ লর্ড এলগিন এইগুলি আহরণ করেন বলিয়া এগুলির নাম হইয়াছে এলগিন মার্বল্‌স্।

পার্বত্য স্বাস্থ্যকর স্থান, ভারতের—নৈনিতাল (উত্তরপ্রদেশ) ৬,৪০০ ফুট; মুসৌরী (উত্তরপ্রদেশ) ৬,৫৮০ ফুট; আবুপাহাড় (রাজস্থান) ৪,৫০০ ফুট; আলমোড়া (উত্তরপ্রদেশ) ৫,৫০০ ফুট; কুন্নুর (মাদ্রাজ) ৬,৭৪০ ফুট; ডালহৌসী (হিমাচল) ৭,৮৬৭ ফুট; দার্জিলিং; (পশ্চিমবঙ্গ) ৭,১৬৮ ফুট; কোদাইকানাল (মাদ্রাজ) ৭,০০০ ফুট; মহাবালেশ্বর (মহারাষ্ট্র) ৪,৫০০ ফুট; উত্তকামণ্ড (মাদ্রাজ) ৭,৫০০ ফুট; রাঁচি (বিহার) ২,১০০ ফুট; শিলং (আসাম) ৪৯৮০ ফুট; সিমলা (হিমাচল) ৭,২৩৫ ফুট; শ্রীনগর (কাশ্মীর) ৫,২৫০ ফুট; গুলমার্গ (কাশ্মীর) ৮,৮৭০ ফুট; কুলুভ্যালি (পাঞ্জাব) ৫,০০০ ফুট; ল্যান্সডাউন (উত্তর প্রদেশ) ৬,০৬০ ফুট; পহলগাম (কাশ্মীর) ৭২০০ ফুট।

পার্লামেণ্ট (Parliament)—গ্রেট্ ব্রিটেনের ব্যবস্থাপক পরিষদ্। অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজাদের সময়ে উইটান নামে যে পরিষদ্ ছিল পার্লামেণ্ট তাহারই পরিণতি। প্রথমতঃ ইহাতে একটি মাত্র পরিষদ্ ছিল। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা হাউস অব লর্ড্‌স্ ও হাউস অব কমন্স নামে দুইটি স্বতন্ত্র পরিষদে বিভক্ত হয়। ১৯১১ হইতে ৫ বৎসর অন্তর সভ্য নির্বাচন হয়। পূর্বে ৭ বৎসর অন্তর হইত। রাজা, হাউস অব লর্ড্‌স্ বা বিধান পরিষদ ও হাউস অব কমন্স বা লোকসভা—ইহাদের লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত হয়।

পার্সী—শাখা আর্যজাতি। খ্রীঃ পূঃ দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইরানের মালভূমিতে ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদের প্রধান দেবতাকে অহুর মজদ বলে। ধর্ম-সংস্কারক জরথুষ্ট্রের মতাবলম্বী ও জেন্দ আবেস্তা ইহাদের ধর্মপুস্তক। ৭ম শতকে আরবদের দ্বারা পারসীকগণ পরাজিত হয় এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। যাহারা

মুসলমান হয় নাই তাহারা ভারতে আসিয়া বোম্বাই ও গুজরাটে বসবাস করিতে থাকে। বর্ত্তমানে পার্শীরা ভারতীয় ও তাহাদের ভাষা গুজরাটি। পার্শীরা পূজাপার্বণে অধিক আগুন ব্যবহার করে।

পালবংশ—বঙ্গের প্রাচীন রাজবংশ। গোপালদেব এই বংশের প্রথম রাজা (৮ম শতক)। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই বংশের শেষ হয়। ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপাল এই বংশের চারিজন শ্রেষ্ঠ রাজা। পালবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে সাহিত্য, ভাস্কর্যশিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়।

পালিত-অধ্যাপক—এই অধ্যাপক পদ তারকনাথ পালিতের নামে হয়। তিনি রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য ১৫,০০,০০০ টাকা দেন।

পালিভাষা—প্রাচীন ভাষাবিশেষ। ইহা প্রাকৃত ভাষা বলিয়া গণ্য। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সকল এই ভাষায় লিখিত। এই ভাষা খারোষ্টী অক্ষরে লিখিত হইত। বর্ত্তমানে ইংরেজী অক্ষরে ইহার অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে।

পি. ই. এন. ক্লাব (P. E. N. Club)—Poets, Educationists and Novelists' Club. ইহা কবি, ঔপন্যাসিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি আন্তর্জাতিক সমিতি। ইংলণ্ডে ইহার প্রধান কর্মস্থল। কলিকাতাতেও ইহার শাখা আছে।

পিটুনি পুলিস—Punitive Police-এর অপভ্রংশ। কোনও অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোনও অঞ্চলে পুলিস রাখা হয় আর সেই পুলিসের খরচ বহনের জন্য স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হয়। এইরূপ পুলিসকে 'পিটুনি পুলিস' বলে।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট্ (Pitt's India Act)—এই আইন ১৭৮৪-এ বিধিবদ্ধ হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনকার্য সুচারুরূপে চালাইতে অসমর্থ হইলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট (Pitt) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া উহা 'Board of Control' নামক একটি সমিতির কর্তৃত্বাধীন করেন। এই সমিতির সভাপতিই ভারতের রাজকীয় কার্য পরিদর্শন করিতেন।

পিণ্ডারী—ভারতীয় দস্যু-সম্প্রদায়বিশেষ। মালব ও নর্মদার উপত্যকায় ইহারা বাস করিত। সিন্ধিয়া ও হোলকারের সৈন্যদের সহিত ইহাদের সহযোগিতা ছিল। ১৮১৭-এ লর্ড হেস্টিংস ইহাদের প্রায় দমন করেন। চিতু অন্যতম সুবিখ্যাত পিণ্ডারী দস্যু।

পিরামিড (Pyramid)—ইহা নীল-নদের দক্ষিণ তীরে কায়রো নগরের কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত। পিরামিডগুলি বহুকোণবিশিষ্ট, নীচের দিক হইতে ক্রমশঃ উঁচু দিকে সরু হইয়া উঠিয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ৩৫৫০ হইতে ১৮ অব্দ পর্যন্ত এইগুলি তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা। এই পিরামিডগুলি পাথর ও ইট দিয়া নির্মিত। মিশরীয় নৃপতিদিগের সমাধিরূপে এইগুলি নির্মিত হইয়াছিল। প্রায় ৭০টি পিরামিড আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আরও ১৬টির অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। গিজের (Gizeh) পিরামিডই সর্বাপেক্ষা বিরাট। এই পিরামিডটি* মিশরের রাজা কিয়প্স্ (Cheops) কর্তৃক নির্মিত হয়। এইটি নির্মাণ করিতে এক লক্ষ লোকের কুড়ি বছর সময় লাগে। ইহাকে গ্রেট পিরামিড বলে। ইহার উচ্চতা ৪৫০ ফুট ও ইহার নিম্নতল ৭৪৬ বর্গ ফুট। ইহা প্রায় ৪০ বিঘা জমির উপরে নির্মিত। এই পিরামিডটি বড় বড় পাথর দিয়া তৈয়ারী। ঐ পাথরগুলির এক একখানি ত্রিশ ফুট লম্বা। এই পিরামিডের মধ্যে ঘর ও মাটির নীচে প্রবেশের পথ আছে। গ্রেট পিরামিডের তলায় নির্মাতার কবর আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিরামিডগুলি ইহার তুলনায় অনেক ছোট।

পিল্‌গ্রিম ফাদার্স (Pilgrim Fathers)—পিউরিটান ধর্মমতাবলম্বী ৭৪ জন পুরুষ ও ২৮ জন স্ত্রীলোককে এই নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহারা স্বীয় ধর্মমতের জন্য অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দেশ হইতে চলিয়া যান এবং ১৬২০-এ আমেরিকার 'প্লাইমাউথ' অঞ্চলে অবতরণ করেন। আমেরিকার প্লাইমাউথ তাঁহাদেরই স্থাপিত উপনিবেশ। তাঁহারা যে জাহাজে করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন তাহার নাম 'মে-ফ্লাওয়ার'।

পিসার টাওয়ার (Leaning Tower of Pisa)—ইটালীর পিসা নামক শহরে শ্বেত মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত উচ্চ গৃহ। মন্দিরটি আটতলা। খাড়াই অবস্থা হইতে ইহা চৌদ্দ ফুট হেলিয়া গিয়াছে। উত্তর দিকে ইহার উচ্চতা ১৮১ ফুট ও দক্ষিণ দিকে ১৭৯ ফুট। ১৩৫০-এ ইহা নির্মিত হয়। ইহাকে হেলান মন্দির বলে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এখানে বসিয়া বিজ্ঞান চর্চা করিতেন।

পীত জ্বর (Yellow Fever)—ইহা এক-প্রকার সংক্রামক জ্বর। পশ্চিম আফ্রিকা ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এই জ্বরের বিশেষ প্রসার আছে। ইহা অতি মারাত্মক রোগ। 'Stegoneyia fasciata' নামক মশার দ্বারা ইহা সংক্রমিত হয়।

পুরন্দরের সন্ধি—১। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিলে শিবাজী এই সন্ধি (১৬৬৫) করেন। ইহার ফলে শিবাজী সম্রাটের সামন্তরূপে ১৩টি দুর্গ ও কয়েকটি জেলা অধিকার করিয়া থাকেন। ২। ১৭৭৬-এ পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের সহিত ইংরেজদের যে সন্ধি হয়, তাহাও পুরন্দরের সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির ফলে কোম্পানি সাল্‌সেটি লাভ করে।

পুরুভুজ—একপ্রকার পতঙ্গভুক্ জলজ কীট। দৈর্ঘ্যে ইহারা এক বুরুল। ইহাদের মস্তকের চারিদিকে ৬, ৮, ১০ বা ততোধিক হস্ত থাকে। ইহাদের দেহের উপরে ব্রণাকারে সন্তানের জন্ম হয়। ইহাদের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেও প্রতিখণ্ডে এক একটি কীট হয়। ইহারা নদীজলে কাষ্ঠ বা প্রস্তরে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ১৭৪০-এ টেম্ব্‌লি সাহেব ইহাদের তথ্য আবিষ্কার করেন।

পেট্রোলিয়াম (Petroleum)—খনিজ তৈলের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা দাহ্য। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, সোবিয়েত রাশিয়া, আরব, পারস্য, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ তৈলখনির জন্য বিখ্যাত। ভারত ও ব্রহ্মদেশেও পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। খনি অঞ্চল হইতে তৈল পাইপ লাইনের সাহায্যে বন্দরে লইয়া যাওয়া হয়।

পেরিস্কোপ (Periscope)—একটি চোঙের উপরে ও নীচে একখণ্ড করিয়া কাচ বসাইয়া এই যন্ত্রটি তৈয়ারী হয়। দ্রষ্টা নিজে অদৃশ্য থাকিয়া কোনও দৃশ্য ইহার সাহায্যে দেখিতে পারে। ডুবোজাহাজ হইতে অন্য জাহাজ বা ট্রেঞ্চ হইতে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের গতিবিধি ইহার সাহায্যে দেখা যায়।

পেশোয়া—১৭০৮-এ শিবাজীর পৌত্র সাহু সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কঙ্কণ দেশীয় ব্রাহ্মণ বালাজী বিশ্বনাথকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে পেশোয়া উপাধি প্রদান করেন। ইনি শিবাজীর মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত মারাঠা রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং ক্রমে মারাঠা রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। এই পেশোয়ার পদ বংশানুক্রমিক। দ্বিতীয় পেশোয়া বাজীরাও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বরোদার গায়কোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলা, ইন্দোরের হোলকার এবং গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া তাঁহার অধিনায়কত্ব মানিয়া চলিতেন। লর্ড হেস্টিংসের সময় পেশোয়া ২য় বাজীরাও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া (৩য় মারাঠা যুদ্ধ) পরাস্ত ও সিংহাসনচ্যুত হন এবং পেশোয়ার পদ উঠিয়া যায় (১৮১৮)।

পোলো (Polo)—একপ্রকার খেলা।

এই খেলা হকি খেলার মত ; প্রভেদ এই যে ঘোড়ায় চড়িয়া এই খেলা খেলিতে হয়। প্রাচ্য দেশসমূহে বহুকাল যাবৎ এই খেলা প্রচলিত। ভারতবর্ষ পোলো খেলায় সর্বশ্রেষ্ঠ। মনিপুর পোলো খেলার উৎপত্তিস্থল।

প্যান্থিয়ন (Pantheon)—রোমের বিখ্যাত মন্দির। খ্রীঃ পূঃ ২৫ অব্দে Agrippa কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের ইহা অন্যতম নিদর্শন। ৭ শতক হইতে ইহা খ্রীষ্টানদের গির্জা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ১৭৬৪-এ প্যারিসের প্যান্থিয়ন রোমের মন্দির অনুযায়ী নির্মিত।

প্যাপাইরাস (Papyrus)—প্রাচীন মিশরে ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ। এই জাতীয় গাছের কাণ্ডকে ফালি ফালি করিয়া কাটিয়া তাহা ভিজাইয়া এবং পালিশ করিয়া তাহাতে নলখাগড়ার কলম দিয়া লেখা হইত। এই হইতেই কাগজের ইংরেজী নাম Paper হইয়াছে।

প্যারাফিন (Paraffin)—১৮৩০-এ পাথুরিয়া কয়লা চোলাই (distil) করিয়া ইহা বাহির করা হয়। ১৮৪০-এ জেমস্ ইয়ং নামে এক ইংরেজ খনিজ তৈল হইতে প্যারাফিন বাহির করেন। বর্তমানে পেট্রোলিয়াম হইতে ইহা বাহির করা হয়। মোমবাতি নির্মাণে, দীপশলাকা নির্মাণে এবং অন্যান্য বহু কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রতীহার-বংশ—এই বংশ গুর্জর জাতির একটি শাখা। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে প্রতীহারগণ মালব ও রাজপুতানায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের বৎসরাজ এবং নাগভট্ট বহু দেশ জয় করেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণের নিকট পরাজিত হন। নবম শতাব্দীতে ভোজ এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে এই বংশ উন্নতির চরম শিখরে উঠে এবং বঙ্গদেশ হইতে কাথিয়াবাড় পর্যন্ত ইঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত হয়। ইঁহাদের রাজধানী ছিল কান্যকুব্জ। ৯১৬-এ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র এই বংশের রাজা মহীপালকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ লুণ্ঠন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীহার-বংশের পতন হয়।

প্রত্নতত্ত্ব—ফ্লিণ্ডার্স পেট্রীর মতে মানবের ক্রমবিকাশের বৃত্তান্তই প্রত্নতত্ত্ব (archaeology)। ভারত গভর্নমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন কানিংহাম, পরে অধ্যক্ষ হন সার্ জন মার্শাল। মার্শাল সাহেবই তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ব্যবস্থা করেন। বিলাতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি নালন্দার খননকার্য পরিচালন করেন। সার অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়া হইতে ভারত ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। শরচ্চন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রমাপ্রসাদ চন্দ, হীরানন্দ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, বালগঙ্গাধর তিলক, গণপতি শাস্ত্রী, সীলভাঁ লেভি প্রভৃতির নাম প্রত্নতত্ত্ব-জগতে সুপ্রসিদ্ধ। হায়দরাবাদ প্রত্নতত্ত্ব-সমিতি, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ সহায়ক।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (First Five Year Plan)—ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ্ কর্তৃক জহরলাল নেহেরুকে সভাপতি করিয়া একটি পরিকল্পনা করা হয়। Planning Commission কর্তৃক উহা ১৯৫২, ৯ই নভেম্বর প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ইহা করিতে হইলে বর্ধিত হারে উৎপাদন ও জাতীয় আয় বর্ধন প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে ২,০৬৯ কোটি টাকা খরচ হইবে। এই টাকা বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা হইবে, যেমন চাষ ইত্যাদি বাবদ ৩৬১ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ১৯৫১—৫৬ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পড়ে। খরচের বিষয়ে এই মোটামুটি হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা চূড়ান্ত হিসাব নহে।

প্রধান মন্ত্রী, ব্রিটিশ—'ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী' দ্রঃ।

প্রভিন্সিয়াল অটনোমি (Provincial Autonomy)—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। ১৯৩৫-এর ভারত আইন (India Act, 1935). ১৯৩৭, ১লা এপ্রিল হইতে এই শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থামতে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদ্ (Legislative Assembly) এবং বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশে পৃথক্ আর একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা Legislative Council) থাকিবার ব্যবস্থা হয়। পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদল মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবেন। কতকগুলি বিষয়ে গভর্নর স্বেচ্ছাক্রমে কার্য করিতে পারিবেন, আর কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডলের মত লইতে হইবে। দেশের শান্তিরক্ষা, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের স্বার্থরক্ষা, সরকারী কর্মচারীদিগের দাবিপূরণ, দেশীয় নৃপতিগণের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা থাকিবারও ব্যবস্থা হয়।

প্রাকৃত ভাষা—ভারতের প্রাচীন ভাষা-বিশেষ। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাষার প্রচলন দেখা যায়। সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতদিগের ভাষা এবং প্রাকৃত ছিল সাধারণ কথ্য ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষাতেও বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। গৌড়ী, লাটিয়া, মাগধী প্রভৃতি বহু প্রকারের প্রাকৃত ভাষা ছিল এবং ঐ এক একটি প্রাকৃত ভাষাকেই পণ্ডিতগণ ভারতের আধুনিক এক একটি প্রাদেশিক ভাষার জননী বলিয়া নির্দেশ করেন। বঙ্গভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, এইরূপ অনেকের অনুমান।

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (Prince of Wales)—ইংলণ্ডের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপাধি। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এড্ওয়ার্ড ওয়েলস্ প্রদেশ জয় করিলে এবং ওয়েলসের রাজা লিউলিন ইংরেজদের হস্তে নিহত হইলে ওয়েলস্বাসিগণ বলে যে—যাঁহার জন্ম ওয়েলস্ দেশে এবং যে ইংরেজী বলিতে পারে না এমন একজন রাজা তাহাদিগকে দিলে তাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিবে। রাজা এড্ওয়ার্ড তখন ওয়েলসের জমিদারদিগকে কার্নারভন দুর্গে ডাকিয়া তাঁহার সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই তোমাদের রাজা। সেই হইতে ইংলণ্ডের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বলে।

প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) —ইংলণ্ডের উপদেষ্টা পরিষদ্। ইহার কোন কার্যকরী ক্ষমতা নাই। সম্ভ্রান্ত বংশের ও রাজনীতি ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া ইহা গঠিত। মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ইহার সভ্য। ইহার চারিটি 'কমিটি' আছে। তাহার মধ্যে বিচার সংক্রান্ত কমিটি (Judicial Committee) উল্লেখযোগ্য। উপনিবেশ প্রভৃতি হইতে এই কমিটিতে আপিল করা চলে। ভারত হইতে এখানে আপিল করিবার বর্তমানে রীতি নাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজ (Presidency College)—কলিকাতার একটি সরকারী কলেজ। ১৮১৭, ২০শে জানুআরি ডেভিড হেয়ার এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ইহার নাম ছিল হিন্দু কলেজ।

প্রোটীন (Protin)—একপ্রকার খাদ্য-সার। প্রোটীন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দিয়া গঠিত। কোন কোন প্রোটীনে গন্ধক, ফসফরাস, লৌহ (হিমোগ্লোবিন)ও থাকে। ডিমের শ্বেতাংশ, মাছ, মাংস, দাল, মাখন প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। মুড়ায় মাষক-

এক রসায়নবিদ্ ইহা আবিষ্কার করেন। ইহার দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি ও অস্থির পুষ্টি সাধিত হয়। প্রোটীনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড নামে যে পদার্থ থাকে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট (Protestant)—রোমের পোপ ছিলেন সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু ও সম্রাট্। ক্রমে পোপগণ নানাভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার আরম্ভ করাতে এবং বিলাসিতা ও ব্যভিচারে মগ্ন হওয়াতে বিখ্যাত জার্মান সমাজসংস্কারক ও নীতিবিদ্ মার্টিন লুথার ইহার প্রতিবাদকল্পে পোপের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া এক নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন (১৫২৯)। লুথারের মতাবলম্বিগণই প্রোটেস্ট্যাণ্ট নামে আখ্যাত।

প্লুটো (Pluto)—একটি নবাবিষ্কৃত গ্রহ। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পি. লাওয়েল ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সি. ডব্লিউ ফ্ল্যাগস্টাফ আরিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফ মানমন্দির হইতে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ইহার ব্যাস ৩৬৫০ মাইল। ইহ সূর্য হইতে ৩৬৭ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।

প্লেগ (Plague)—ঐ নামের মহামারী। ব্যাসিলাস পেস্টিস (Bacillius pestis) নামক জীবাণু দ্বারা এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ইঁদুর হইতে ইহা মানুষে সংক্রমিত হয়। বিউবনিক প্লেগে গ্রন্থিস্ফীতি দেখা যায়। আবার ইহাতে ফুসফুসও আক্রান্ত হইতে পারে। ইওরোপে দশম হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল। ইংলণ্ডে 'দি গ্রেট প্লেগ' ১৬৬৪—৬৫-এ ঘটিয়াছিল। ভারতে প্রথম প্লেগ হয় বোম্বাইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। প্লেগের প্রতিষেধক টিকা আছে।

প্ল্যাঞ্চেট (Planchette)—মৃত ব্যক্তির আত্মার দ্বারা তথ্য সংগ্রহের যন্ত্রবিশেষ। সাধারণতঃ ইহাতে একটি কার্ডবোর্ডে বা কাষ্ঠফলকে তিনটি পায়া থাকে; ইহার দুইটি পায়া চাকাযুক্ত এবং অন্য পায়াটি একটি সূক্ষ্মাগ্র সীসের পেনসিল। একটি নির্জন গৃহে একখণ্ড সাদা কাগজের উপর ইহা স্থাপন করিয়া ইহার উপরে হস্তদ্বয় স্থাপনপূর্বক নিবিষ্ট মনে কোন মৃত ব্যক্তির চিন্তা করিতে থাকিলে তাহার আত্মা এই যন্ত্রে আগমন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটি কাঁপিয়া উঠে। পরে এই আত্মার নাম ধাম এবং অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে প্ল্যাঞ্চেট চলিতে আরম্ভ করে এবং প্রশ্নগুলির উত্তর নীচের কাগজে লিখিত হয়। প্ল্যাঞ্চেট নানাভাবে করা হইয়া থাকে।

প্ল্যাটিনাম (Platinum)—একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য শ্বেতবর্ণ ধাতু। সংকেত Pt. ইরিডিয়াম, অসমিয়াম, রুথেনিয়াম ও প্যালাডিয়ামের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইহা পাওয়া যায়। একমাত্র বৈদ্যুতিক অগ্নিকুণ্ডে ও অক্সিহাইড্রোজেন অগ্নিকুণ্ডেই ইহা গলিত হয়; ইলেকট্রিক বাতির বালব প্রভৃতিতে ইহা অতি সূক্ষ্ম তাররূপে ব্যবহৃত হয়।

প্ল্যাসটিকস্ (Plastics)—একপ্রকার পদার্থ। অত্যন্ত তাপে গলিয়া গেলে ইহাকে যে কোন আকার দেওয়া যায়। ইহা দুই প্রকারের আছে—থার্মোপ্ল্যাস্টিক্ ও থার্মোসেটিং। 'থার্মোপ্ল্যাস্টিক্' যখনই গরমে ফেলিয়া নরম করা যায় তখনই ইহাকে যে কোন আকার দেওয়া যায়। যেমন সেলুলয়েড। 'থার্মোসেটিং' প্লাস্টিক্স্ একবার গরমে ফেলিয়া আকার দিলে আর নরম করা যায় না। যেমন, বেকেলাইট।

ফ

ফরওয়ার্ড ব্লক (Forward Bloc)—ভারতীয় কংগ্রেসের গান্ধী-পন্থী সদস্যদের কার্যের প্রতিবাদে নেতাজী সুভাষ ১৯৩৮-এ কংগ্রেসের সকল বামপন্থী দলের সমন্বয়ে যে দল গঠন করেন তাহা ফরওয়ার্ড ব্লক নামে খ্যাত। ১৯৩৯-এ রামগড়ে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়।

ফরাসী বিপ্লব (French Revolution)—দরিদ্রের প্রতি অভিজাত শ্রেণীর অত্যাচার ও রুশো, ভল্টেয়ার প্রভৃতি লেখকদের দ্বারা গণচেতনা জাগরণের ফলে ১৭৮৯-এ ফ্রান্স দেশে এই বিপ্লব ঘটে। এই সময়ে দেশের শাসনকার্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের করায়ত্ত হয়। ১৭৯৩-এ লুই ও মেরী অ্যান্টোয়ানেট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ক্রমে বহু শত বিশিষ্ট লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। শেষে ১৭৯৫-এ প্রজাতন্ত্রের অধীনে ডিক্টেটারী শাসন প্রবর্তিত হইলে এই বিদ্রোহের অবসান হয়। ব্যাস্টিলের পতন (১৭৮৯, জুলাই) এবং রোব্স্পীয়ার (১৭৯৪, জুলাই), ডান্টন (১৭৯৪, এপ্রিল) প্রভৃতির হত্যাকাণ্ড এই বিপ্লব আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ফসফরাস (Phosphorus)—একটি উজ্জ্বল মৌলিক পদার্থ। ১৬৬৭-এ ব্র্যাণ্ট কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়। এই পদার্থটি কমবেশী প্রাণী ও উদ্ভিদ্গণের শরীরে এবং ধাতুমধ্যে বিদ্যমান থাকে। দিয়াশলাইয়ের বারুদের ইহাই প্রধান উপকরণ।

ফায়ার ব্রিগেড (Fire Brigade)—অগ্নিনির্বাপকারী সংঘ। কোন স্থানে আগুন লাগিলে ইহারা পাইপের সাহায্যে জলবর্ষণ করিয়া তাহা নিবাইয়া দেয়। খ্রীষ্টীয় ৭০ অব্দে সর্বপ্রথম ফায়ার ব্রিগেডের সৃষ্টি হয়। পূর্বে ইহাদের যাতায়াতের জন্য অশ্বযান ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে ঐ কার্যে দ্রুতগামী মোটরের প্রচলন হইয়াছে।

ফারেনহাইট (Fahrenheit)—'থার্মোমিটার' দ্রঃ।

ফিফ্থ্ কলাম (Fifth Column)—'পঞ্চম বাহিনী' দ্রঃ।

ফেব্রুআরি (February)—ইংরেজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস। এই মাসের দিন-সংখ্যা ২৮; কিন্তু প্রতি ৪র্থ বৎসরে ইহাতে এক দিন যুক্ত হইয়া দিনসংখ্যা ২৯ হইয়া থাকে। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ৭১৩ অব্দে Numa কর্তৃক সর্বপ্রথম রোমে ইহার প্রচলন হয়। ঐ সময় ইহাকে বৎসরের সর্বশেষ মাস বলিয়া ধরা হইত। পরে খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দ হইতে ইহা দ্বিতীয় মাসরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম (Fort William)—কলিকাতার দুর্গ। ১৬৯৬-এ কলিকাতার বাণিজ্য রক্ষার্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিক্গণ ইহা নির্মাণ করিয়া ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে অভিহিত করেন। এই দুর্গটি পূর্বস্থানে আর নাই। এখন যেখানে জেনারেল পোস্টাফিস আছে, পূর্বে তাহারই সন্নিকটে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (Fort William College)—বিলাত হইতে যে সকল ইংরেজ কর্মচারী এদেশের শাসন-বিভাগে নূতন নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তাঁহাদের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলিকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করেন। ইহাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালংকার ইত্যাদি অনেকে এখানকার শিক্ষক ছিলেন।

ফ্যাসিজম্ (Fascism)—ফ্যাসিজম্ বুঝাইতে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব বুঝায়। রাষ্ট্রকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া ও ব্যক্তির স্বার্থ অপেক্ষা জাতির স্বার্থ বেশী করিয়া দেখা এই নীতির উদ্দেশ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই মতবাদ প্রচারিত হয়। ইহা গণতন্ত্রের বিরোধী ও রাষ্ট্রে একদলীয় প্রভুত্বের সমর্থক। মুসোলিনি ইহার সর্বপ্রধান সমর্থক ছিলেন। ফ্যাসিজম্-এর সমর্থকদের ফ্যাসিস্ট বলে। ফ্যাসিস্ট-আন্দোলন ইটালীতে ১৯১৮ হইতে চালু হয়। ১৯২২, অক্টোবর হইতে এই দল ইটালীর শাসনকার্য পরিচালনা করে।

ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ (Franco-German War)—১৮৭০—৭১-এ ফরাসী-সম্রাট্ ৩য় নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রথমে এই যুদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু জার্মানগণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। নেপোলিয়ন বন্দী হইলে সীডানে (Sedan) ৮০,০০০ সৈন্য আত্ম-সমর্পণ করে। অতঃপর ফ্রান্সে রিপাব্লিক গভর্নমেন্ট বা সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। চারি মাস কাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর ফরাসীরা জার্মানদিগের হস্তে আলসাস (Alsace) ও লোরেনের (Lorraine) কিয়দংশ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

ফ্রী প্রেস অব ইণ্ডিয়া (Free Press of India)—অধুনালুপ্ত ভারতের বিশিষ্ট সংবাদসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। বোম্বাই নগরে ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ছিল। ১৯৪৫ হইতে ইহা আবার কার্য আরম্ভ করিয়াছে।

ফ্লাইং সসার (Flying Saucer)—উড়ন্ত চাকতি। ইহার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের ধারণা, ইহা দৃষ্টিভ্রম।

ব

বকরীদ—'ইদুজ্জোহা' দ্রঃ।

বক্সার বিদ্রোহ—চীনাদের একটি দল ১৮৯৬ এ বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং হত্যা ও লুণ্ঠনকার্যে লিপ্ত হয়। এই বৈপ্লবিক আন্দোলন মিশনারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া চালনা করা হয়। ১৯০০-এ এই বিদ্রোহ ইওরোপীয়গণ কর্তৃক দমন করা হয়।

বক্সিং (Boxing)—বাংলায় ইহাকে মুষ্টি-যুদ্ধ বলে। ইহাতে চারিটি মার আছে—straight left, right swing, hook, upper cut. যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তাহা হইলে একাকী মারগুলি অনুশীলন করিলে, তাহাকে শ্যাডো বক্সিং (Shadow Boxing) বলে। ম্যাক্স বিয়ার, জেম্স্ ব্রাডক, জো লুই, র‍্যাডসফ টার্পার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্সার। দেহের ওজনের অনুপাতে বক্সিং প্রতি-যোগিতার শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে—১। ফ্লাইওয়েট—৮ স্টোন পর্যন্ত। ২। ব্যাণ্টাম ওয়েট—৮ স্টোন ৬ পাউণ্ড। ৩। ফেদার ওয়েট—৯ স্টোন পর্যন্ত। ৪। লাইট ওয়েট—৯ স্টোন ৯ পাউণ্ড পর্যন্ত। ৫। ওয়েল্টার ওয়েট—১০ স্টোন ৭ পাউণ্ড পর্যন্ত। ৬। মিডল ওয়েট—১১ স্টোন ৬ পাউণ্ড পর্যন্ত। ৭। লাইট হেভি ওয়েট—১২ স্টোন ৭ পাউণ্ড পর্যন্ত। ৮। হেভি ওয়েট—যে কোন ওজন।

বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলন—ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫-এ বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও আসামকে একটি নূতন প্রদেশে পরিণত করা হয়। ঐ প্রদেশের নাম হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম। উহার একজন পৃথক্ শাসনকর্তা হইবে, এইরূপ কথা থাকে। সে সময় বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালার শাসনকর্তা কর্তৃক শাসিত হইত বলিয়া শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে এইরূপ করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদীরা এই ব্যবস্থায় আপত্তি করেন। ইহার ফলেই কংগ্রেস ও তাহার বিখ্যাত নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় বঙ্গবিচ্ছেদ স্থগিত করিতে আন্দোলন আরম্ভ করেন। দেশে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। অনেক ধর-পাকড় হয়। অবশেষে ১৯১১-এ দিল্লীর দরবারে সম্রাটের আদেশে বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হয়। বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দো-লনের ফলেই 'মিণ্টোমর্লে রিফর্মস্' হয়। বড়লাট বলিয়াছিলেন, 'Partition of Bengal is a settled fact', তাহার উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'I will unsettle the settled fact'. সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি স্মরণীয়।

বটতলা—উত্তর-পশ্চিম কলিকাতার একটি অঞ্চল। বর্তমান আপার চিৎপুর রোডের বীডন স্কোয়ার হইতে গ্রে স্ট্রীট পর্যন্ত অঞ্চল এই নামে পরিচিত। এখানকার পুস্তক প্রকাশকগণ পূর্বে অনেক আদিরসাত্মক পুস্তক প্রকাশের জন্য কুখ্যাত ছিলেন।

বন্দর—ভারতের প্রধান বন্দর—বোম্বাই, কলিকাতা, কোচিন, মাদ্রাজ ও ভিজাগাপটম। ইহা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বন্দর, যথা—আলেপ্পি, বালেশ্বর, ভবনগর, বিমলিপটম, কালিকট, চাঁদবালি, কুদালোর, কচ্ছ, কটক, ধনুস্কোটি, দ্বারকা, গোপালপুর, কাকিনদ, কাড্লা, ম্যাঙ্গালোর, মসুলিপত্তম, নবলক্ষী, নাগপত্তীনম, পোরবন্দর, ওখা, কুইলন, সুরাট, টেলিচেরী ও তুতিকরিন। এই সকল বন্দরগুলির মধ্যে কচ্ছ উপসাগরের কাণ্ডলা বন্দর ভারত সরকার কর্তৃক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর। করোমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণ প্রান্তে তুতিকোরিন বন্দরও বিখ্যাত।

বয় স্কাউট (Boy Scout)—১৯০৮-এ লর্ড ব্যাডেন পোয়েল (Lord Baden-Powell) বয় স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠা করেন। স্কাউটিংএর উদ্দেশ্য বালক-বালিকাদিগকে স্বাবলম্বী, চরিত্রবান্ ও সদাচারী করা।

বরবুধর—'বোরোবুদর' দ্রঃ।

বর্গীর হাঙ্গামা—মারাঠা ঘোড়সোয়ার-দিগকে বর্গী নামে অভিহিত করা হইত। ইহারা চৌথ বা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ দাবি করিত এবং তাহা না পাইলেই দেশ লুটপাট করিয়া ছারখার করিত। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দী খাঁর সময়ে বঙ্গদেশে ইহাদের অত্যাচার যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের অধিনায়কত্বে এদেশে আসিয়া বর্গীরা জগৎশেঠের কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং জনসাধারণের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। "ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে" —ছড়াটির এই বর্গীদের অত্যাচার হইতেই উৎপত্তি হইয়াছিল।

বর্ণাশ্রম—বর্ণ কথাটি বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত। বর্ণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাহারও মতে বর্ণ বলিতে দেহের বর্ণ অনুসারে ভারতবাসীকে ভাগ করা বুঝায়। যখন আর্যেরা এদেশে আসিল, তখন অনার্যেরা এদেশে বাস করিত। আর্যেরা শ্বেতকায় ও অনার্যেরা কৃষ্ণকায়। বর্ণ বলিতে প্রথমে এই আর্য-অনার্যের ভাগ বুঝাইত। বর্তমানে বর্ণ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই কয় শ্রেণীকে বুঝায়। দেহের বর্ণ অনুযায়ী এই ভাগ করা হয় নাই; যে যেমন কাজ করিত, সেই অনুযায়ী ভারতবাসীদের বর্ণবিভাগ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ পূজা করিত, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিত, বৈশ্য ব্যবসায় কর্ম করিত এবং শূদ্রেরা অন্য কয় শ্রেণীর সেবা করিত; আশ্রম বলিতে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই কয়টিকে বুঝায়।

বল্কান-যুদ্ধ—বুলগেরিয়ার অধিবাসিগণ প্রায় পাঁচ শত বৎসর তুরস্কের অধীন ছিল। অবশেষে ১৮৭৭-এ রাশিয়ার সাহায্যে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দুই বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর বার্লিনে রাশিয়া, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া এবং ইংলণ্ডের মিলিত চেষ্টায় এক সন্ধি হয়। ঐ সন্ধির ফলে বুলগেরিয়া তুরস্কের সুলতানের নামে মাত্র অধীনতায় থাকিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর ১৯১২—১৩ এর যুদ্ধে ইহা একেবারে স্বাধীন হয়। এই যুদ্ধই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা।

বলশেভিজম্ (Bolshevism)—এই কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গরিষ্ঠ। ইহার দ্বারা রাশিয়ার সাম্যবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত বুঝায়। এই দলের নেতা ছিলেন লেনিন। দেশের সমস্ত সম্পত্তির উপর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এই মতবাদের উদ্দেশ্য। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় বলশেভিক আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। বর্তমানে এই মতবাদ অনুযায়ী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত।

বাই-কার্বনেট অব সোডা (Bi-car-

bonate of soda)—সোডার উপরে কার্বনেট অ্যাসিডের ক্রিয়া হইলে বাই-কার্বনেট অব সোডা তৈয়ারী হয়। ইহা শ্বেতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ। অম্ল ও বায়ুনাশক ঔষধের জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

বাইসাইকল্ (Bicycle)—১৮১৬-এ কার্ল ফোন ড্রেস (Karl von Drais) ভেলসিপিড (Velocipede) নামে যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তাহাই ক্রমে বাইসাইকলে পরিণত হয়।

বাকিংহাম প্রাসাদ (Buckingham Palace)—ইংলণ্ডের রাজার প্রাসাদগুলির ইহা অন্যতম। ইহা ১৮২৫-এ ৪র্থ জর্জের জন্য নির্মিত হয়। রানী ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম এডওয়ার্ড এই প্রাসাদেই বাস করিতেন। পঞ্চম জর্জ এই প্রাসাদটির অনেক উন্নতি সাধন করেন।

বাঘ গুহা—উড়িষ্যার উদয়গিরিতে ক্ষোদিত বিখ্যাত গুহা। গুহাটির আকৃতি একটি বন্য জন্তুর বিস্তারিত মুখের মত এবং ঐ মুখের দন্তগুলি প্রবেশদ্বারে বিলম্বিত। সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ইহা ক্ষোদিত হয়। এই গুহামধ্যে ভগ্নস্তূপদ অনেক প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বাজেট (Budget)—আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবকে 'বাজেট' বলা হয়। সরকারী আয়ব্যয়ের ব্যাপারেই কথাটি প্রযুক্ত হয়। সাধারণতঃ এই হিসাব সরকার পক্ষ কর্তৃক ফেব্রুআরি মাসে বিধান সভা বা লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয় এবং তাহার পর বিতর্কের পর উহা অনুমোদিত হইলে গভর্নর বা রাষ্ট্রপতি উহাতে স্বাক্ষর করেন। আয় হইতে ব্যয় বেশী হইলে তাহাকে ঘাটতি বা deficit বলা হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রথম বাজেট জন মাথাই কর্তৃক ১৯৫০-এর ২৮-এ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয়।

বালির পুল—ইহাকে উইলিংডন ব্রিজ'ও (Willingdon Bridge) বলা হইত। বর্তমানে ইহার নাম বিবেকানন্দ সেতু। কলিকাতা হইতে ইহা কয়েক মাইল উত্তরে হুগলী নদীর উপরে অবস্থিত। এই পুলটি তৈয়ারি করিতে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৩১-এ ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন ইহার প্রথম ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম 'উইলিংডন ব্রিজ' হইয়াছিল।

বাষ্পীয় যন্ত্র (Steam engine)—জেমস্ ওয়াট (James Watt) ইহার উদ্ভাবক। ১৭৬৯-এ তিনি এই যন্ত্রের স্বত্ব সংরক্ষণের অধিকার প্রাপ্ত হন। এই যন্ত্র প্রথমে খনির কাজে ও বয়নকার্যে ব্যবহৃত হইত।

বাষ্পীয় শকট—জেমস্ ওয়াট বাষ্প-চালিত এঞ্জিন তৈয়ারি করেন। কিন্তু এই বাষ্প-চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রথমে গাড়ি টানা যাইত না। জর্জ স্টিফেনসন বাষ্প দ্বারা গাড়ি টানিবার জন্য যে শকট তৈয়ারি করেন, তাহাকে বাষ্পীয় শকট (Locomotive engine) বলে। জর্জের প্রথম বাষ্পীয় শকট ঘণ্টায় চার মাইল গতিতে কয়লার গাড়ি টানিত।

বাস (Bus)—১৬৬২-এ প্রথম বাস প্যারিসে দেখা যায়। ১৮২০—৩০-এ প্যারিসে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়। পূর্বে ইহা ঘোড়ায় টানিত ; এক্ষণে মোটর এঞ্জিনে ইহা চালিত হয়। বাস অমনিবাস (omnibus) শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ।

বাহমনি রাজ্য—এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, হাসান গঙ্গু নামে মহম্মদ তোগলকের এক রাজকর্মচারী। ইহা ১৩৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্যের বাহমন নামে এক রাজার বংশধর বলিয়া হাসান গঙ্গু বাহমন এই উপাধি গ্রহণ করেন। এই বাহমান উপাধি হইতে বাহমনিরাজ্য ও বংশের নামকরণ হইয়াছে। এই রাজ্য দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। উত্তরে বেরার, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী, পশ্চিমে সমুদ্র ও পূর্বে তেলিঙ্গানা বা ওয়ারাঙ্গাল, ইহাই ছিল এই রাজ্যের সীমানা। ১৩৪৭ হইতে ১৫৫৬ পর্যন্ত এই রাজ্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল। কুলবর্গা ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যের মধ্যে পাঁচটি প্রধান স্থান ছিল—বেরার, বিদর, আহমদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর। বাহমনি রাজ্যের রাজাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইলে এই পাঁচটি স্থানে পাঁচটি রাজ্য গড়িয়া উঠে। উহারাই বাহ্‌মনি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ।

বিগ ফাইভ (Big Five)—রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যদের এই নামে আখ্যা দেওয়া হয়। ইহারা চীন (চিয়াংএর দল), ফ্রান্স, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বিজয়নগর রাজবংশ—ইহা বর্তমান মাদ্রাজের অন্তর্গত মাদুরার নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায়। এই রাজ্যের সহিত দাক্ষিণাত্যের বেরার ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের একটি যুদ্ধ হয়। উহাই বিখ্যাত তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫)।

বিধবাবিবাহ—হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এই ধারণাতে বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু বিধবার বিবাহ আইন ১৮৫৬-বিধিবদ্ধ হয়।

বিমান ঘাঁটি—সর্বপ্রথম ১৯৩১-এ করাচী, দিল্লী, এলাহাবাদ ও কলিকাতায় বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। প্রায় ৭০টি বিমান বন্দর ভারতে আছে। তাহার মধ্যে কলিকাতা (দমদম), বোম্বাই (সান্টাক্রুজ), দিল্লী (পালাম), বোম্বাই (জুহু), মাদ্রাজ (সেন্ট টমাস মাউন্ট), তিরুচিরপল্লী, বিশাখাপত্তন, আগরতলা ও আমেদাবাদ বিখ্যাত।

বিশ্বভারতী—বোলপুরে শান্তিনিকেতন নামক স্থানে এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ১৯০১-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। আইন করিয়া বিশ্বভারতীর ভার ভারতসরকার ১৯৫১-এ গ্রহণ করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ইহার পরিদর্শক ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ইহার প্রধান। অন্যান্য প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে আচার্য, উপাচার্য ও কর্মসচিব উল্লেখযোগ্য।

বিষ পাথর—রন্ধ্রযুক্ত সাধারণ পাথর। পাথরের জল শোষণ করিবার ক্ষমতা হইতে অজ্ঞ লোকেরা এই ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, এই পাথর সাপের বিষও টানিতে পারে।

বি সি জি. (B. C. G.)—Bacillus Calmette Guerin কথাটির সংক্ষেপ। Calmette (কালমেৎ) ও Guerin (গেরাঁ) ফ্রান্সের দুইজন বিজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রস্তুত যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক হইতেই এই নাম।

বুধ—ইহা একটি গ্রহ। ইহার ইংরেজী নাম মার্কারি (Mercury)। ইহা সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত। সূর্য হইতে এই গ্রহের দূরত্ব প্রায় তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল। ইহার কোন উপগ্রহ নাই।

বুয়র (Boer)—জাতিবিশেষ। দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণকে বুয়র (Boer) বলে। বুয়রদের সহিত ইংরেজদের ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজদিগের সেনাপতি ছিলেন লর্ড রবার্ট্‌স্ ও বুয়রদের সেনাপতি ছিলেন ক্রঞ্জি (Cronje)। প্রথম দিকে বুয়রদের নিকটে ইংরেজেরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে বুয়ররা হারিয়া যায়। এই যুদ্ধ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে শেষ হয়।

বৃহস্পতি—ইহাকে ইংরেজীতে জুপিটার (Jupiter) বলা হয়। গ্রহগণের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সূর্য হইতে ইহা ৪৮,৩০,০০,০০০ মাইল দূরবর্তী। পৃথিবী অপেক্ষা ইহা ৩০০ গুণ ভারী ও ১,৩০০ পৃথিবীর সমান। বৃহস্পতির বারটি উপগ্রহ আছে।

বেলুন (Balloon)—কাগজ বা পুরু কাপড়ের গোলকে বায়ু অপেক্ষা লঘু বাষ্প পূর্ণ করিলে তাহা আকাশে উড়ে এবং তাহাই বেলুন নামে অভিহিত হইত। ১৭৯৪, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে প্রথম বেলুন উঠিয়াছিল। পিলেটার ডি রোজিয়ার প্রথম বেলুনে আরোহণ করেন। ১৭৮৩, ১৫ই অক্টোবর এবং তাহার পরেও তিনি মঁগলফিয়ে বেলুনে অনেকবার আরোহণ করেন। ডি. রোজিয়ারই প্রথম বেলুনে আগুন লইবার ব্যবস্থা করেন।

বৈষ্ণবধর্ম—হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা। এই ধর্মে বিশ্বাসীরা বিষ্ণুর উপাসক। প্রেম ও ভক্তি এই ধর্মের মূলনীতি। বৈষ্ণবদিগের চারিটি সম্প্রদায় আছে—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য।

বোরোবুদুর—যবদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির। ইহার দেওয়ালের গায়ে বৌদ্ধযুগের ভাবতীয় সভ্যতার অনেক কাহিনী চিত্রে রূপায়িত করা আছে। ইহা খ্রীষ্টীয় নবম বা অষ্টম শতাব্দীতে আগ্নেয়-গিরির লাভানিস্রবজাত ধাতুতে গঠিত। নামটির অর্থ—বুদুর গ্রামের বিহার বা মন্দির। কেহ কেহ ইহাকে 'বরভূধর' বলিয়া থাকেন।

বৌদ্ধধর্ম—গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মবিশেষ। ইহা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়। এই ধর্ম সাধারণতঃ দুঃখবাদ (pessimism) প্রচার করে। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ দূর করা ও দুঃখ দূর করিবার উপায়—এই চারিটি বিষয়ের উপরেই বৌদ্ধধর্ম স্থাপিত। দুঃখ নিরাকরণের আবার আটটি পন্থা আছে—সৎ-ধারণা, সৎ-চিন্তা, সৎকার্য, সৎবাক্য, সদ্ভাবে জীবিকা-নির্বাহ, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সমাধি। বৌদ্ধধর্মের নীতি পালন করিলে কর্মফল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কর্মফল হইতে মুক্তি মানেই পরজন্ম হইতে নিষ্কৃতি —আর তাহাই নির্বাণ বা মোক্ষ। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সদাচার, গুরুজনে ভক্তি, মিথ্যা পরিহার প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের দশটি নিয়ম দশশীল বলিয়া কথিত। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' এই শপথ বাক্য উচ্চারণপূর্বক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের নাম উপসম্পদ।

ব্যারোমিটার (Barometer)—বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাপ-যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্র ১৬৪৪-এ টরিসেলি (Torricelli) কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। একটি তিন ফুট লম্বা কাচের নলের মধ্যে পারদ থাকে। পারদপূর্ণ একটি কাচের পাত্রে ইহা উলটাইয়া স্থাপন করা হয়। ইহাতে কাচের নলের পারদটি কিছু নামিয়া আসে এবং নলের উপরিভাগ খালি থাকে। বায়ুমণ্ডলের চাপের আধিক্য হইলে এই পারদ উঠিতে থাকে এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিয়া গেলে পারদ নামিয়া যায়। জলীয় বাষ্প বাতাস হইতে হালকা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকিলে বুঝিতে হইবে বায়ুমণ্ডলের চাপ নামিয়া যাইবে। অথবা ব্যারোমিটারে ডিগ্রী যদি কম উঠে, বুঝিতে হইবে বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে এবং ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

ব্যালট ভোটিং (Ballot-Voting)—গোপনে ভোট দেওয়াকে 'ব্যালট ভোটিং' কহে। এই নিয়মানুযায়ী ভোটদাতা তাহার ভোট কোনও কাগজে লিখিয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। সে কাহাকে ভোট দিল তাহা অন্যে জানিতে পারে না।

ব্রডকাস্টিং (Broadcasting)—বেতার-বার্তা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম বেতারে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি পেটেন্ট লন নাই বলিয়া মার্কোনির নাম বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবক বলিয়া খ্যাত। ১৯২৪, ১৬ই মে প্রথম Radio ক্লাব ভারতবর্ষে খোলা হয়। ১৯২৭-এ কলিকাতা ও বোম্বাইতে বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৩০-এ সরকার ইহার ভার গ্রহণ করে ও ইহার নাম হয় Indian State Broadcasting Service. ১৯৩৯-এ নাম হয় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' বা 'আকাশবাণী'।

ব্রতচারী—সংঘবিশেষ। গুরুসদয় দত্ত এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। চরিত্রগঠন ও সমাজের কল্যাণ এই সংঘের উদ্দেশ্য। এই সংঘের সভ্যেরা ১৭টি প্রতিজ্ঞা ও ১৬টি নিষেধের অনুসরণ করেন। লোকনৃত্য ব্রতচারীর একটি প্রধান অঙ্গ।

ব্রাসেলস্ চুক্তি (Brussels Pact)—ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেনেলুক্স (বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্ ও লুক্সেমবার্গ) রাজ্যগুলির মধ্যে ১৯৪৮-এর মার্চ মাসে একটি সামরিক প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি হয়। ইহাই ব্রাসেলস্ চুক্তি নামে অভিহিত।

ব্রাহ্মধর্ম—ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই শাখাবিশেষ। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রবর্তক। নৈর্ব্যক্তিক, নিরক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা করিলেই মানবজীবনের মোক্ষলাভ ঘটে, ইহাই এই ধর্মের মূলনীতি। এই ধর্মেরও আবার তিনটি শ্রেণীবিভাগ আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী—প্রথম প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট ওয়ালপোল (১৭২১)। ১৯১৬ হইতে প্রধান মন্ত্রীর তালিকা:—

লয়েড জর্জ (১৯১৬), লয়েড জর্জ (১৯১৯), বোনার ল (১৯২২), বলডুইন (১৯২৩), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯২৪), বলডুইন (১৯২৪), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯২৯), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯৩১), র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯৩১, নভেম্বর), বলডুইন (১৯৩৫, জুন), বলডুইন (১৯৩৫, নভেম্বর), নেভিল চেম্বারলেন (১৯৩৭, মে), উইনস্টন চার্চিল (১৯৪০, মে), চার্চিল (১৯৪৫, মে), অ্যাটলি (১৯৪৫, জুলাই), অ্যাটলি (১৯৫০, ফেব্রুয়ারি), চার্চিল, (১৯৫১, অক্টোবর), অ্যান্থনি ইডেন (১৯৫৫), ম্যাকমিলান (১৯৫৭), হ্যারল্ড উইলসন (১৯৬৭)।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম (British Museum)—লণ্ডনের প্রসিদ্ধ জাতীয় পুস্তকাগার ও জাদুঘর। সার হান্স্ স্লোনের (Sir Hans Sloane) সংগ্রহ হইতে ১৭৫৯-এ মন্টেগু হাউসে (Montague House) এই মিউজিয়াম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা গ্রেট রাসেল স্ট্রীটে অবস্থিত। ইহার অন্তর্গত গোলাকার পাঠাগারের ১৪০ ফুট ব্যাস ও ১০৬ ফুট উচ্চতা। এই পাঠাগারটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠাগারগুলির অন্যতম।

ব্রেনস্ট্রাস্ট (Brains Trust)—১৯২৯-এ যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা যায়, সেইসময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শিল্পাদির উন্নতি বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য যে একদল সুদক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ করেন, তাঁহাদের নাম।

ব্রেল (Braille)—অন্ধদের বর্ণমালা। ১৮৩০-এ ব্রেল নামে এক ফরাসী এইরূপ বর্ণমালার প্রবর্তন করেন। এই বর্ণমালা-গুলি পুরু কাগজের উপর সূচি দিয়া করা একপ্রকার উচ্চ বিন্দু। প্রতি অক্ষরের দ্যোতক এক হইতে ছয়টি বিন্দু। এই বিন্দুগুলির সংখ্যা এবং অবস্থান হাতে অনুভব করিয়া, প্রকৃত বর্ণ অন্ধেরা বুঝিতে পারে। এই ভাবের গানের স্বরলিপিও আছে। লণ্ডনে অন্ধদের জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রায় ১৭৮ হাজার ব্রেল বই আছে।

ব্রোমাইড (Bromide)—ব্রোমিন (Bromine) যৌগিক পদার্থ বিশেষ। ইহা কাগজে মাখাইয়া 'ব্রোমাইড পেপার' (Bromide Paper) প্রস্তুত হয়। ব্রোমাইড পেপারে আলোকচিত্র ছাপা হয়। আজকাল বাজারে যে সমস্ত ফোটো দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই 'ব্রোমাইড পেপারে'

তোলা। 'ব্রোমাইড পেপার' চকচকে ও খসখসে উভয় প্রকারই হয়।

ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder)—চুন-ঘটিত পদার্থ-বিশেষ। এই পদার্থ পোশাক-পরিচ্ছদ সাদা করিবার জন্য প্রয়োজনীয়। জীবাণু নাশ করিতে ও দুর্গন্ধ দূর করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়।

ব্লু-বুক (Blue-Book)—পার্লামেন্ট হইতে যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হয় বা কাগজপত্র প্রকাশিত হয়, সেই সমস্ত আইন বা কাগজপত্র নীলরঙের আচ্ছাদনে আবৃত থাকে। এই কারণে উক্ত আইন প্রভৃতিকে 'ব্লু-বুক' বলা হয়। ১৬৮১ হইতে 'ব্লু-বুক' প্রকাশিত হইতেছে।

ভ

ভাইটামিন—'খাদ্যপ্রাণ' দ্রঃ।

ভাইসরয় (Viceroy)—সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সাম্রাজ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ইংলণ্ডের রাজার অধীনে আসে। এই ব্যবস্থা ১৮৫৮-এর ১লা নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ঘোষিত হয়। এই দিন হইতে ভারতের বড়লাটের 'ভাইসরয়' নামে একটি অতিরিক্ত উপাধি লাভ হয়। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয়। নিম্নে ভারতের বিভিন্ন ভাইসরয়-দিগের নাম প্রদত্ত হইল;—১৮৫৮ আর্ল ক্যানিং (Lord or Earl of Canning); ১৮৬২—প্রথম আর্ল অব এলগিন (Earl of Elgin I); ১৮৬৩—সার রবার্ট নেপিয়ার (Sir Robert Napier) (অস্থায়ী); ১৮৬৩—সার উইলিয়াম ডেনিসন (Sir William Danison) (অস্থায়ী); ১৮৬৪—সার জন লরেন্স (Sir John Lawrence); ১৮৬৯—আর্ল অব মেয়ো (Earl of Mayo); ১৮৭২—সার জন স্ট্র্যাচি (Sir John Strachey) (অস্থায়ী); ১৮৭২—লর্ড নেপিয়ার অব মার্চিস টাউন (Lord Napier of Merchistoun) (অস্থায়ী); ১৮৭২—ব্যারন নর্থব্রুক (Baron Northbrook); ১৮৭৬—ব্যারন লিটন (Baron Earl of Lytton); ১৮৮০—মার্কোয়েস অব রিপন (Marquess of Ripon); ১৮৮৪—আর্ল অব ডাফরিন (Earl of Dufferin); ১৮৮৮—মার্কোয়েস অব ল্যান্সডাউন (Marquess of Lansdowne); ১৮৯৪—আর্ল অভ এলগিন (Earl of Elgin II); ১৮৯৯ (জানুআরি ৬)—ব্যারন কার্জন (Baron Curzon); ১৯০৪—লর্ড অ্যাম্পথিল (Lord Ampthill) (অস্থায়ী); ১৯০৪—ব্যারন কার্জন (Baron Curzon) (দ্বিতীয়বার নিযুক্ত); ১৯০৫—আর্ল অব মিণ্টো (Earl of Minto II); ১৯১০—ব্যারন হার্ডিঞ্জ (Baron Hardinge); ১৯১৬—ব্যারন চেম্‌স্‌ফোর্ড (Baron Chelmsford); ১৯২১—আর্ল অব রেডিং (Earl of Reading); আর্ল অব লিটন (অস্থায়ী) (Earl of Lytton); ১৯২৬—লর্ড আরউইন (Lord Irwin); ১৯২৯—লর্ড গোসেন (Lord Goschen) (অস্থায়ী); ১৯৩১—আর্ল অব উইলিংডন (Earl of Willingdon); ১৯৩৪—সার জর্জ স্ট্যানলী (Sir George Stanley) (অস্থায়ী); ১৯৩৬—মার্কোয়েস অব লিনলিথগো (Marquess of Linlithgow); ১৯৪৩—লর্ড ওয়াভেল; ১৯৪৫—সার জন কোলভিল্ (Sir John Colvile) (অস্থায়ী); ১৯৪৭—লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনই ভারতের শেষ ইংরেজ ভাইসরয়।

ভাওয়ালের মামলা—১৯০৭-এর মে মাসে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ রায় দার্জিলিং-এ মারা যান বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। শ্মশান হইতে নাগা সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে লইয়া যায় ও তাঁহার শরীরের বিষক্রিয়া দূর করেন। পরে মধ্যমকুমার ফিরিয়া আসিলে রানী বিভাবতী তাঁহাকে অস্বীকার করেন। ফলে মামলা হয়। মামলায় বাদী জয়লাভ করেন। বর্তমান যুগের ইহা একটি সুবিখ্যাত মামলা।

ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity)—কোনও বস্তুর যে বিন্দুটি ধরিয়া রাখিলে তাহার অন্য চারিদিক্ সমভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই বিন্দুটিকে ভারকেন্দ্র বলে। কোনও একক সরল লৌহদণ্ডের মধ্যভাগ তাহার ভারকেন্দ্র।

ভারত শাসন আইন, (১) **১৯১৯** (Government of India Act, 1919 and 1935)—এই আইন ১৯২১—১৯৩৭ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৩৭ পর্যন্তও কয়েকটি বিধান প্রচলিত ছিল। কারণ ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের কয়েকটি ধারা বলবৎ হয় নাই। হাই-কমিশনারের পদ সৃষ্টি, দুইটি কক্ষে বিভক্ত কেন্দ্রীয় আইন-সভা, বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশ গভর্নর-শাসনাধীনে আনয়ন, প্রদেশে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন, হস্তান্তরিত বিভাগের জন্য মন্ত্রী নিয়োগ ইত্যাদি এই আইনের বৈশিষ্ট্য ছিল। (২) **১৯৩৫**—ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বিলোপ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য (Provincial Autonomy) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Court) এই আইনের বিশেষ বিধান।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress)—১৮৮৫-এ অ্যালেন অক্টেভিয়াস হিয়ুম নামে একজন অবসর-প্রাপ্ত আই. সি. এস.-এর চেষ্টায় বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত করা ও স্বায়ত্তশাসন লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২০-এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ইহা ভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), 'ভারত ছাড়' আন্দোলন (১৯৪২) ইত্যাদির দ্বারা ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' দ্রঃ।

ভার্সাই সন্ধি—(Treaty of Versailles)—১৯১৯-এর ২৮শে জুন একপক্ষে জার্মানি ও অপর পক্ষে ইংরেজ এবং তাহার মিত্রবর্গের (Allies) মধ্যে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। গত মহাযুদ্ধ সমাপ্ত করিবার জন্য এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে পরাজিত জার্মানির উপর নানারূপ গ্লানিকর শর্ত আরোপিত হয়। জার্মানিকে ঔপ-নিবেশিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়; পূর্ব প্রুশিয়া পোল্যাণ্ডকে দিয়া দিতে হয়; ইত্যাদি। এই সন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই লীগ অব নেশনস্ স্থাপিত হয়।

ভাষা—ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত সেগুলির এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়—(১) আর্য ভাষা, (২) দ্রাবিড়, (৩) কোলীয়, (৪) তিব্বতীয়-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman)। আর্য ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, নেপালী, গুর্খা, সিন্ধী, কাশ্মীরী, মারাঠী, গুজরাটী, আসামী, ব্রাহুই, সিংহলী ইত্যাদি। দ্রাবিড়ের মধ্যে ১২টি ভাষা আছে—তামিল, তেলেগু, ক্যানারী, মালয়ালম, তুলু, কোদাগু, তুডা, কোটা, গন্দ, খোন্দ, ওরায়োন ও রাজমহল। কোল-দিগের ভাষা ১০টি। ইহার মধ্যে সাঁওতালী ও মুণ্ডা ভাষা বিশেষ চলিত। তিব্বতীয়-ব্রহ্মভাষার সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছু জানা যায় নাই। নেপাল, সিকিম প্রভৃতি স্থানে এ ভাষা প্রচলিত।

ভি. ই. ডে (V. E. Day)—১৯৪৫-এর ৮ই মে সরকারীভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইওরোপীয় ভূমিকার শেষ দিন।

ভিক্টোরিয়া ক্রশ (Victoria Cross).

—যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইলে কোনও সৈনিককে প্রদত্ত সম্মানচিহ্ন-বিশেষ। ১৮৫৭-এ ইহার প্রথম প্রবর্তন হয়। ১৯২৪-এ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ১২৯ নং বেলুচি সৈন্যদলের সিপাহী খোদাদাদ ইহা প্রথম লাভ করেন। স্বাধীন ভারতে বীরত্বমূলক কার্যের জন্য পুরস্কারের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিন্যাস হইয়াছে —(১) পরমবীরচক্র, (২) অশোকচক্র, ১ম শ্রেণী, (৩) মহাবীর চক্র, (৪) অশোক চক্র, ২য় শ্রেণী, (৫) বীর চক্র, (৬) অশোকচক্র, ৩য় শ্রেণী ইত্যাদি। পরম বীরচক্র লাভ করিয়াছেন মেজর সোমনাথ শর্মা, করম সিং, রাম রাঘোবা রানে, লেফটেন্যান্ট পিরু সিং, নায়েক যদুনাথ সিং, জি. এস. সালারিয়া, ধান সিং থাপা, যোগীন্দর সিং, আবদুল হামিদ, এ. বি. তারাপোর প্রভৃতি।

ভি. জে. ডে (V. J. Day)—১৯৪৫, ১৪ই আগস্ট জাপানের উপর মিত্রশক্তির চূড়ান্ত জয়ের দিন। জাপানের সহিত এই দিন যুদ্ধ শেষ হয়।

ভিয়েনা কংগ্রেস (Vienna Congress)—নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এই কংগ্রেস আহূত হয় (সেপ্টেম্বর ১৮১৪—জুন ১৮১৫)। এই কংগ্রেসে ইওরোপের তৎকালীন সমস্ত দেশই যোগদান করে। ভিয়েনায় যে চুক্তি হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী নেপোলিয়নের বিজিত রাষ্ট্রগুলির পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

ভির্গো (Virgo)—নক্ষত্রপুঞ্জ। বাংলা নাম কন্যারাশি। এই নক্ষত্রগুলি দেখিতে ইংরাজী Y-এর মত। সিংহমণ্ডলের ঠিক পূর্বদিকে ইহা অবস্থিত। ইহাতে যে প্রথম শ্রেণীর তারা আছে তাহার নাম **চিত্রা**।

ভিসা (Visa)—পাসপোর্ট ইত্যাদির সমর্থন সূচক সার্টিফিকেট বা সিল-মোহরযুক্ত সমর্থন-পত্র। ভারত হইতে কেহ যদি অন্য রাজ্যে যায় তবে তাহাকে ভারত সরকারের নিকট পাসপোর্ট লইতে হইবে এবং তাহা দেখাইয়া ঐ রাজ্যের রাজদূতের আফিস হইতে ভিসা গ্রহণ করিতে হইবে।

ভূমিকম্প—ইটালীতে ও জাপানে সর্বাপেক্ষা বেশী ভূমিকম্প হয়। গত ৬০ বছরের মধ্যে এই দুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে ২৭,০০০ বার ভূমিকম্প হইয়াছে। ১৯২৩-এর জাপানের ভূমিকম্পে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। ইহাতে ৬,০০,০০০ গৃহ একেবারে বিধ্বস্ত ও ১,২৬,০০০ গৃহ অল্পাধিকভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ইহাতে ৯৯,৩৩১ জন নিহত ও ১,০৩,৭৩৩ আহত হইয়াছিল। ৪৩,৪৬৬ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় একবার ভূমিকম্প হয়।

ভেটো (Veto)—এই লাটিন শব্দের অর্থ 'আমি ইহা নিষেধ করি'। ব্যবস্থা পরিষদের কোন বিধি বা নিষেধকে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি যে ক্ষমতাবলে নাকচ করিয়া দিতে পারেন তাহার নাম ভেটো। আবার জাতিসংঘের অধিকাংশ সভ্য একমত হইয়া কোন কিছু করিতে চাহিলে ইংলণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন (চিয়াং কাইশেক শাসিত তাইওয়ান) ইহাদের যে কোনটির প্রতিনিধি ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দ্বারা তাহা বাতিল করিতে পারে।

ভেস্টা (Vesta)—ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রহ। ১৮০৭-এ ইহা ডাক্তার অলবার্স (Olbers) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। মঙ্গল গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যস্থলে এই গ্রহ অবস্থিত। ইহা সূর্যের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভেস্টা গ্রহাণুপুঞ্জের অন্তর্গত। ইহার ব্যাস ২৪৩ মাইল।

ভোঁসলাবংশ—মারাঠা-জাতির শাখা-বিশেষ। শিবাজী এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজবংশ নাগপুরে রাজত্ব করিত। ১৮৫৩-এ লর্ড ডালহৌসী এই বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন।

ভোল্ট (Volt)—বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপের একক। কাউন্ট অ্যালেসেন্দ্রো ভোল্টা (Count Alessandro Volta) ইহার আবিষ্কারক। ১৮৯৩ হইতে এই এককের (unit) চলন হইয়াছে।

ভ্যাটিক্যান (Vatican)—খ্রীষ্টানদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু পোপের (Pope) প্রাসাদ। ইহা রোমের সেন্ট পিটার্স (St. Peter's) গির্জার নিকটবর্তী ভ্যাটিকান পর্বতে টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পোপের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ভ্যাটিকান রাজ্যের মধ্যে ইহা অবস্থিত। ভ্যাটিকান সিটির আয়তন—১০৮৩ একর ও লোকসংখ্যা প্রায় ৯০০।

ম

মঙ্গল গ্রহ—ইহা সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ। সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে ইহা চতুর্থস্থানীয়। সূর্য হইতে ইহা ১৪,১৫,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস ৪,২১৫ মাইল। মঙ্গল গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন নাই।

মঙ্গোল জাতি (Mongols)—'মানব-জাতির শ্রেণীবিভাগ' দ্রঃ।

মণিপুরের যুদ্ধ—১৮৮৬-এ মণিপুররাজ চন্দ্রকীর্তি সিংহ মারা গেলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র রাজা হন এবং তাঁহার অন্য দুই পুত্র কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ যথাক্রমে যুবরাজ ও সেনাপতি হন। টিকেন্দ্রজিৎ শূরচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কুলচন্দ্র রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। শূরচন্দ্র পলাইয়া কলিকাতায় আসেন এবং ইংরেজদের সাহায্য চান। ১৮৯১-এ আসামের চীফ্ কমিশনার কুইন্টন সাহেব বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সদলে নিহত হন। পরে ইংরেজদের হস্তে টিকেন্দ্রজিৎ পরাজিত হন এবং তিনি ও কুলচন্দ্র বন্দী হন। টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং কুলচন্দ্র আন্দামানে নির্বাসিত হন। শূরচন্দ্রের শিশুপুত্রকে মণিপুরের রাজা করা হয়।

মন্টিসরি প্রথা (Montessori System) —বিংশ শতকের প্রথম দিকে ডাক্তার মেরিয়া মন্টিসরি শিশুদের জন্য এক অভিনব শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রথম পরীক্ষা শুরু করেন রোমের বস্তি অঞ্চলের ৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদের লইয়া। ইহার ফল খুব ভাল হয়। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী শিশুদের পক্ষে আনন্দজনক। এই শিক্ষা-পদ্ধতি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত।

মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট (Montague Chelmsford Report)—ইওরোপীয় মহাযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) অবসানে তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মন্টেগু তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহযোগে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসন-বিধির যে পরিকল্পনা করেন, তাহা ঐ নামে খ্যাত। উহাকে ভিত্তি করিয়া "ভারত শাসন আইন, ১৯১৯" রচিত হয়। (উহা দ্রঃ)।

মনরো নীতি (Monroe Doctrine)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি জেমস্ মনরো ১৮২৩ এর ২রা ডিসেম্বর এই নীতির প্রবর্তন করেন। কোনও ইওরোপীয় শক্তিকে আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য ইহাতে বলা হইয়াছে। ইহা আন্তর্জাতিক কোনও নীতি নয়, মার্কিন জাতীয় নীতি।

মরুভূমি—প্রধান প্রধান মরুভূমি—সাহারা —৩,৫০০,০০০; লিবিয়ার মরু—৬,৫০,০০০; গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান (পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া)—৬,০০,০০০; আরব (আরব)—৫,০০,০০০; গোবি (মঙ্গোলিয়া)—৪,০০,০০০; কালাহারি (দক্ষিণ আফ্রিকা)—২,০০,০০০; তাকলা মাকা (চীন)—১,২৫,০০০; কারা-কুম (তুর্কিস্থান)—১,০৫,০০০। থর (উত্তর-পশ্চিম ভারত)—১,০০,০০০।

মর্স বর্ণমালা (Morse Alphabet) —বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের জন্য অধ্যাপক মর্স এক

স্ভিমব প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। তিনি ইংরেজী বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিন্দু (.) বা (টরে শব্দ) এবং ড্যাস (—) (বা টক্কা শব্দ) চিহ্নে প্রকাশ করেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণের তারতম্যের ফলে ঐরূপ বিন্দু বা ড্যাস অপর প্রান্তের কাগজের উপর দাগ পড়ে।

মলমাস—দুইটি অমাবস্যাযুক্ত এবং রবি-সংক্রান্তি-বর্জিত মাসকে মলমাস বলে। সৌর বৎসর অপেক্ষা চান্দ্র বৎসরে ১১ দিন কম এবং প্রায় ৩২ টি সৌর মাসে অতিরিক্ত একটি চান্দ্র মাস হয়। এই হেতু সৌর এবং চান্দ্র সময় গণনার সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত প্রতি ৩২ টি সৌর মাসের পরে পরে একটি চান্দ্র মাসকে বাদ দেওয়া হয়। এই অতিরিক্ত চান্দ্র মাসটিকে মলমাস বা অধিমাস (Intercalary month) বলে।

মসোলিয়াম (Mausoleum)—রাজ-পরিবার কিংবা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিদিগের মৃতদেহের সমাধির নিমিত্ত নির্দিষ্ট কবরস্থানকে মসোলিয়াম বলে। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৫০ অব্দে হালিকার্নাসাসে (এশিয়া মাইনর) রাজা মসোলাসের কবরের উপর তাঁহার পত্নী আর্টিমিসিয়া কর্তৃক যে ১৪০ ফুট উচ্চ সমাধিমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ছিল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। খ্রীষ্টীয় ১২শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে ভূমিকম্পে উহা বিনষ্ট হয়। উক্ত রাজার নামানুসারেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাধিস্থানকে মসোলিয়াম বলা হইয়া থাকে।

মহাদেশ—মহাদেশগুলির আয়তন :— এশিয়া—১,৭৪,৬১,৫৮৩ বর্গ মাইল ; আফ্রিকা—১,১৬,৯৯,৫৭২ ; ওশিয়ানিয়া—৩৩,০৩,০০২ ; ইওরোপ—৩৫,২৫,৭৫৫ ; অ্যান্টার্কটিক—৫১,০০,০০০ ; উত্তর আমেরিকা—৯৩,৫৭,০২৬ ; দক্ষিণ আমেরিকা—৬৮,৬৮,০৯৪।

মহাযুদ্ধ (Great War)—**১**। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড সেরাজেভো নগরে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আততায়ী সার্বিয়া রাজ্যে পলায়ন করিলে অস্ট্রিয়ার গভর্নমেন্ট তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য সার্বিয়াতে আপন লোক প্রেরণের দাবি করে। এইভাবে অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে গোলযোগের ফলে যুদ্ধ ঘোষিত হয় (১৯১৪, ১লা আগস্ট)। ক্রমে ইওরোপের সমস্ত শক্তি এক এক পক্ষে যোগদান করে। জার্মানি অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করিয়া বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া,, জার্মানি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া এবং অন্য পক্ষে ছিল সার্বিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, গ্রীস, ইটালী, রুমানিয়া, পোর্তুগাল, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র। ১৯১৮-এ অন্তর্বিপ্লবে শক্তিহীন হইয়া জার্মানি সন্ধি প্রার্থনা করিলে প্যারিসে সন্ধির খসড়া হয় ও ভার্সাই-এ তাহা স্বাক্ষরিত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় এক কোটি লোক হত হয় এবং ১৮,৪০০ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়। **২**। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিকে অনেক রকম দণ্ড দেওয়া হয়। ডানজিগ শহরকে স্বাধীন আন্তর্জাতিক শহরে পরিণত করা ও 'পোলিশ করিডর' নামক স্থান পোল্যাণ্ডকে দান করা অন্যতম দণ্ড ছিল। হিটলার-শাসিত জার্মানি শক্তিসঞ্চয় করিয়া এই দণ্ড-বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭ই তারিখে রাশিয়া পূর্বদিক হইতে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং ২৮শে পোল্যাণ্ডের রাজধানী জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং রাশিয়া ও জার্মানি পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি করিয়া লয়। অক্টোবর মাসে রাশিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে বলপূর্বক কয়েকটি স্থান অধিকার করে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফিনল্যাণ্ড পরাস্ত হইলে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে জার্মানি ব্রিটেনের উপর তীব্র বিমান আক্রমণ চালাইতে থাকে। ১৯৪০ এপ্রিলে জার্মানি নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং লাক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জুন মাসের মধ্যে ঐ রাজ্যগুলি পরাজিত হয়। জুন মাসের শেষে ফ্রান্স যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়। ইটালী এদিকে আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। ১৯৪০, ২৭শে সেপ্টেম্বর জার্মানি ইটালী জাপান ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর জার্মানি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসকে পরাস্ত করে। উত্তর আফ্রিকায় জার্মান সৈন্য প্রেরিত হয় এবং সেনাপতি রোমেল প্রায় মিশর পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১৯৪১-এর ২২শে জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করে এবং ২রা ডিসেম্বর জাপান গ্রেট ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রান্ত হয়। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকার বিস্তৃত করে এবং ভারত পর্যন্ত বিমান আক্রমণ চালায়। স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানির ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। মিত্রশক্তির কাছে পরে ইটালী আত্মসমর্পণ করে ও মুসোলিনী বন্দী হন। জার্মান সৈন্য তাঁহাকে মুক্ত করিলে তিনি কিছুকাল শাসনকার্য চালাইতে থাকেন। অবশেষে ইওরোপে দুই দিক হইতে জার্মানির উপর মিত্রশক্তির জোর চাপ পড়ে ও জার্মানি পরাস্ত হয়। জাপানে মিত্রশক্তি ১৯৪৫-এ হিরোসিমা ও নাগা-সাকিতে আণবিক বোমা ফেলে। ফলে চক্রশক্তি সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ৭ই মে জার্মান সৈন্যের ও ১৪ই আগস্ট জাপানের আত্মসমর্পণ ঘটে।

মহারাজপুরের যুদ্ধ—১৮৪৩-এ নানা আভ্যন্তরীণ কারণে গোয়ালিয়রের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইলে ইংরেজ সৈন্য লর্ড এলেনবরার নির্দেশে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হয় এবং মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করে। গোয়ালিয়রের সামরিক শক্তি কমানো হইল ও নাবালক সিন্ধিয়াকে ইংরেজ রেসিডেন্টের অধীনে রাখা হইল।

মহারানীর ঘোষণা (Queen's Proclamation)—১৮৫৮-এ এই ঘোষণা করা হয়। উহার সারমর্ম এই,—অতঃপর ভারতীয় বিচারে ভারতীয় এবং ইংলণ্ডীয় প্রজাপুঞ্জ সমান অধিকার ভোগ করিবে। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ভারতীয়গণও উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে, কাহারও ধর্মকার্যে সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না ইত্যাদি। ১৮৫৮, ১লা নভেম্বর ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এদেশে উক্ত ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ['ভাইসরয়' দ্রঃ]।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতা—মহেঞ্জোদারো সিন্ধুদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত স্থান। এই স্থানের মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই খননকার্যের জন্য কৃতিত্ব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীগোপাল মজুমদারের। মহেঞ্জোদারো কথাটি সিন্ধী শব্দ। ইহার অর্থ মৃতের দেশ। এখানে ক্রমান্বয়ে তিনটি নগরী মাটির তলা হইতে বাহির করা হইয়াছে। সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে তখনকার লোকেরা স্থাপত্যে, শিল্পে ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত ছিল।

মাইক্রোফোন (Microphone)—শব্দ-তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্তন করিবার যন্ত্র। ১৮৭৮-এ Prof. Hughes এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। টেলিফোন ও বেতারযন্ত্রে এবং গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রস্তুত-কালে মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাইক্রোস্কোপ (Microscope)—ইহার দেশীয় নাম অণুবীক্ষণ যন্ত্র। প্রায় ১৫৯০-এ Jansen কর্তৃক ইহা উদ্ভাবিত হয়। Galileo, Fontana প্রভৃতি

বিজ্ঞানীরা ইহার উৎকর্ষ সাধন করেন। এই যন্ত্র ত্রিবিধ—Simple, Compound এবং Binocular. ইহার দ্বারাই অতি ক্ষুদ্র রোগবীজাণু প্রভৃতি দেখা হয়।

মাউ মাউ আন্দোলন—কেনিয়ার অধিবাসী মাউ মাউ নামক জাতি জাতীয় আন্দোলন করিলে ব্রিটিশ কর্তারা তাহাদের কঠোর হস্তে দমন করিতে থাকে। ইহা লইয়া প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

মাঙ্গালোরের সন্ধি—১৭৮৪-এ মহীশূরের রাজা টিপু সুলতানের সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংসের এই সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা মহীশূরযুদ্ধ শেষ হয়।

মানবজাতির শ্রেণীবিভাগ—ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক ১৯৫০-এর ১৮ই জুলাই একটি বিবৃতিতে প্রকাশ জাতি (Race)-বৈষম্যের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। উহা সামাজিক মিথ্যা কল্পনা (a social myth). বর্তমানে প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মানবজাতিকে চুল, বর্ণ বা দল হিসাবে ভাগ করা যায়। দল হিসাবে ভাগ করিলে মানবজাতিকে (১) ককেশীয়, (২) মঙ্গোলীয়, (৩) নিগ্রো ও (৪) অস্ট্রেলিয় এই কয়ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম তিনটির বর্ণ যথাক্রমে সাদা, পীত ও কাল। পারসীক, ইহুদি, আরব, হিন্দু, ইওরোপীয় ইত্যাদি ককেশীয়। চীন জাপানের লোকেরা মঙ্গোলীয়। আফ্রিকার নিগ্রোরা কাফ্রী, বোর্নিও ও ফিজি দ্বীপের লোকেরা তৃতীয় দলভুক্ত। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ও জাপানের অইনু জাতি ইত্যাদি অস্ট্রেলিয় (Australoids)-র মধ্যে পড়ে। ইহা ছাড়া অনেক উপবিভাগ আছে।

মামী (Mummie)—সুগন্ধি আরক ইত্যাদি দ্বারা সংরক্ষিত অতি প্রাচীনকালের শবদেহ। মিশরদেশেই অধিকাংশ মামী পাওয়া গিয়াছে। পেরু, মেক্সিকো এবং পারস্যদেশেও মামী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে মিশরের মামীই সমধিক প্রসিদ্ধ। দেহের মধ্যস্থ পচনশীল অন্ত্রাদি অপসারিত করিয়া উহাতে বিবিধ সুগন্ধদ্রব্যাদি প্রয়োগ করা হইত। দেহের শূন্য স্থানগুলি শোষক চূর্ণাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা হইত। মামীগুলির মধ্যে ১৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের তুতেনখামেনের মামী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৭০০-এর কিছু পূর্বে এই মামী করার প্রথা উঠিয়া যায়।

মারাঠাজাতি—দক্ষিণ-ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিবাসিগণ এই নামে খ্যাত। শিবাজীর সময়ে এবং পরে পেশোয়াদের সময়ে ইহারা প্রবল হয়। ইহারা হিন্দু।

মার্কসবাদ (Marxism)—জার্মানির কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বৈষম্য শূন্যতাই এই মতবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষের সমাজ-জীবনের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এই মতবাদে স্বীকৃত হয় নাই।

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)—যুদ্ধে বিধ্বস্ত পশ্চিম ইওরোপকে পুনর্গঠনে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকার অর্থকরী পরিকল্পনা। ১৯৪৭-এর ৫ই জুন এই পরিকল্পনার কথা আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব মার্শাল কর্তৃক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষিত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭-এর গ্রীষ্মকালে ১৬টি ইওরোপীয় রাজ্য প্যারিসে এক সম্মেলনে ইওরোপের পুনর্গঠনের কার্যতালিকা (European Recovery Programme—E. R. P.) আমেরিকাকে পেশ করে। রাশিয়া এবং মধ্য ও পূর্ব ইওরোপের কয়েকটি রাজ্য এই আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে নাই। ১৯৪৮-এ আমেরিকা ৫,৩০০ মিলিয়ন ডলার ইওরোপকে সাহায্য দেয়। গ্রেট ব্রিটেন ১,৩২৪ মিলিয়ন ডলার পায়।

মিউনিক চুক্তি—১৯৩৮-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর জার্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহা দ্বারা জার্মানিকে চেকোস্লোভাকিয়ার কিছু অংশ দিয়া দেওয়া হয়, এবং নূতন সীমারেখা উক্ত চতুঃশক্তি কর্তৃক মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ছয় মাস পরই হিটলার এই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাজ্যের সীমা বিস্তার আরম্ভ করেন।

মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality)—বাংলা নাম পৌরসংঘ। শহরের জনসাধারণের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, হাটবাজার, পথঘাট, যানবাহন এবং কতকাংশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা এই বিভাগের কর্তৃত্বাধীন। মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যগণ নাগরিকদিগের নির্বাচিত। তাঁহাদের কমিশনার বলে। তাঁহাদের কার্যকাল ৪ বৎসর। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে 'চেয়ারম্যান' নির্বাচন করেন। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটিকে 'কর্পোরেশন' বলা হয়। শহরবাসীর নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয় বহন করা হয়।

মিকাডো (Mikado)—জাপানের বংশপরম্পরাগত পুরুষ শাসনকর্তাদিগের উপাধি। পূর্বে মিকাডো জাপানীদের ধর্মগুরুমাত্র ছিলেন; শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'টাইকুন' অথবা 'শোগান'। ১৮৬৮ হইতে মিকাডোই পুরুষানুক্রমে দেশের শাসনকর্তৃত্ব ভোগ করিতেছেন। জাপানের মিকাডো বংশ অতি পুরাতন।

মিশনারী (Missionary)—খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। ভারতে আগত সর্বপ্রথম মিশনারী টমাস স্টিফেন্স নামে ইংরেজ (১৪৭৯)।

মুণ্ডাভাষা—ভারতের আদিম জাতিদের কথিত এক শ্রেণীর ভাষা।

মুদকীর যুদ্ধ—'শিখযুদ্ধ' দ্রঃ।

মুদ্রাযন্ত্র (Printing Press)—খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা দশম শতকের প্রারম্ভে চীনদেশীয় এক ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করেন। ইওরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেয়েন্স নগরের জন গুটেনবার্গ নামক এক ব্যক্তি ফাস্ট এবং শোফার সাহেবের সহযোগে প্রথমে ছাপার কার্যে বিযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করেন। ইংলণ্ডে কাক্সটন সাহেব ১৪৭৫-এ ওয়েস্ট মিনস্টারে একটি প্রেস স্থাপন করেন। অতঃপর ১৮০১-এ স্টানহোপ নগরের তৃতীয় আর্ল মুদ্রণের নিমিত্ত লৌহযন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। প্রায় এই সময়েই জার্মানির কনিগ সাহেব বাষ্পচালিত মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত টাইমস্ (Times) নামক সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য জন ওয়াল্টার সাহেব ১৮১৪-এ ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম এই যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই সময় ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় ১১০০ তা কাগজ মুদ্রিত হইত। ১৮৫৮-এ Applegarth এবং Cowper সাহেব 'হো' নামক যে যন্ত্র (Hoe machine) উদ্ভাবন করেন, তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় ২০ হাজার তা কাগজ মুদ্রিত হইতে থাকে। অতঃপর ওয়াল্টার প্রেস (Walter Press) এবং লিনোটাইপের উদ্ভাবনে মুদ্রণ-প্রণালীর অনেক উন্নতি হয়। আধুনিক প্রেসে ১ ঘণ্টায় ৭২ হাজার খানা সংবাদপত্র ছাপা যায় (১২ পেজী)। বেলনের মত গোলাকার জিনিসের প্রচলন হওয়ায় সুবিধা হইয়াছে। বড় বড় মুদ্রাযন্ত্রে আজকাল টাইপ সেট করার দু'রকম পদ্ধতি আছে—মনোটাইপ ও লিনোটাইপ। মনোটাইপে একটা একটা করিয়া টাইপ সেট করিয়া বসান হয়। লিনোটাইপে একটি লাইন সেট করিয়া বসান হইয়া থাকে। লিনোটাইপ আবিষ্কার করেন একজন মার্কিন, নাম অটো মার্গানথালার (Otto Marganthaler). ১৭৭৮-এ বাংলা দেশে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। ['ছাপাখানা' দ্রঃ]।

মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা (Freedom of Press)—মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হ্রাস করিবার বিলাতে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ভারতবর্ষে ১৮৩৫-এর পূর্বে বইপত্র ছাপিবার জন্য লাইসেন্স দরকার হইত। ১৮৩৫-এর Act

XI অনুযায়ী মুদ্রকের রেজিস্ট্রেশন দরকার হইত। ১৮৬৭-এ Press and Registration Book Act পাস হয়। ইহা বর্তমানে চালু আছে। ১৮৭৮-এ ভার্নাকুলার প্রেস আইন পাস হয়। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার যথেষ্ট সংকোচ করা হয়। এই আইন ১৮৮২-এ লর্ড রিপনের আমলে তুলিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৭ পর্যন্ত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হ্রাসের আর চেষ্টা হয় নাই। ১৯০৮ ও ১৯১০-এ প্রেস আইন বলবৎ হয়। ইহাতেও মুদ্রাযন্ত্রের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা হ্রাস করা হয়। মুদ্রাযন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতা হ্রাস করিবার সর্বশেষে যে আইন পাস হয় উহা The Press Act No. LVI of 1951.

মুর জাতি (Moors)—অধুনা আফ্রিকার মরক্কোর অধিবাসীদিগকে 'মুর' বলে। ইহারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এক সময়ে তাহারা অতি শক্তিশালী জাতি ছিল এবং ১২৩৭ হইতে ১৪৯২ পর্যন্ত স্পেনের গ্রানাডার উপর আধিপত্য করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহারা স্পেন হইতে বিতাড়িত হয়। বর্তমানে ইহারা উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী।

মুস্লিম লীগ—১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে দ্বিজাতি মতবাদের উপর ইহা পাকিস্তানের দাবি উপস্থাপিত করে। যাহার ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিধা বিভক্ত হয়।

মে—(May)—ইহা ইংরেজী পঞ্চম মাস, কিন্তু প্রাচীন রোমিও পঞ্জিকায় ইহাকে তৃতীয় মাসরূপে ধরা হইত। Mercury দেবতার মাতা Maia দেবীর নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

মেগাথিরিয়াম (Megatherium)—দক্ষিণ আমেরিকার বন্যজন্তু। ইহারা চতুষ্পদ, তৃণভোজী এবং সামনের পাটিতে দন্তবিহীন। ইহা উচ্চে ৫ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে লাঙ্গুল সমেত ১৮ ফুট পর্যন্ত হইত।

মেগাফোন (Megaphone)—সাধারণতঃ সংগীতযন্ত্রে ব্যবহৃত একপ্রকার মোচাকৃতি চোঙবিশেষ। যন্ত্রমধ্যে উৎপন্ন শব্দ ইহার সাহায্যে উচ্চতর হইয়া বহুদূর যাবৎ শ্রবণযোগ্য হয়।

মেঘ—মেঘ সাধারণতঃ চারিপ্রকার। যথা—জল, স্তূপ, স্তর ও অলক মেঘ। ইহাদের আবার মিশ্রণ আছে,—জলস্তূপ, অলকস্তর, স্তূপ স্তর ইত্যাদি। জলমেঘের রং ঘোর ধূসর, ধার অসমান। এই মেঘ আকাশের বেশী উপরে উঠিতে পারে না। স্তূপমেঘ দেখিতে স্তূপের মত। গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীতকালে আকাশে পেঁজা তুলার মত কতকগুলি সাদা মেঘ দেখা যায়। এইগুলিকে স্তূপমেঘ বলে। সকালে সন্ধ্যায় ইহাদের দেখা যায়। এ মেঘে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। আকাশের গায়ে সিঁড়ির ধাপের মত স্তরমেঘ দেখা যায়। অলকমেঘ কুঞ্চিত কেশদামের মত আকাশের গায়ে খুব উচ্চে মেলানো থাকে।

মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit)—বিশুদ্ধ সুরাসারের সহিত শতকরা ১০ ভাগ খাঁটী wood spirit মিশ্রিত করিয়া মিশ্রিত দ্রব্য বাজারে মেথিলেটেড স্পিরিট নামে বিক্রীত হয়। Wood spirit-এর প্রধান উপকরণ methyl alcohol নামক পদার্থ। এইজন্য পূর্বোক্ত মিশ্রিত পদার্থকে মেথিলেটেড স্পিরিট বলা হয়।

মেনিন্জাইটিস (Meningitis)—মেনিঙ্গোকাস জীবাণু কর্তৃক কৃত মস্তিষ্কের আবরণীঝিল্লীর স্ফীতিবশতঃ মারাত্মক ব্যাধি। ক্ষয় কিংবা অন্য কোন রোগের জীবাণু এই রোগে দেখা যায়। প্রবল জ্বালা, কম্পন, তীব্র মাথাধরা, বমি, ভুল বকা, আলো সহ্য করিতে অতিশয় অক্ষমতা, খিঁচুনি এবং স্থানে স্থানে মাংসপেশীর অসাড়তা প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

মেশিনগান (Machine gun)—কোন কোন মেশিনগানে মিনিটে ৫০০ বার গোলা ছোড়া যায় এবং ঐ সকল গোলা ১০০০ হইতে ২০০০ গজ পর্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। উন্নত ধরনের মেশিনগানগুলির মধ্যে ম্যাক্সিম, লুই, ভিকার্স, ক্রুপ প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোগল (Mughals)—ইহারা মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোল নামক পীতজাতির বংশধর। ভারতের মোগল বাদশাহগণ প্রকৃতপক্ষে জাতিতে ছিলেন তুর্কী। কারণ, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পিতা ছিলেন তুর্কীজাতীয় তৈমুরলঙ্গের বংশধর এবং মাতা মঙ্গোল-জাতীয় চিঙ্গিস খাঁর বংশজাতা। এই উভয় জাতির সংমিশ্রণে জাত বলিয়া বাবর ও তাঁহার বংশধরগণ ইতিহাসে 'মুঘল' বা 'মোগল' নামে অভিহিত। মোগল বাদশাহগণ ভারতে ১৫২৬ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন।

মোঙ্গল (Mongols)—'মঙ্গোল জাতি' দ্রঃ।

মোতি মসজিদ—বাদশাহ শাহজাহানের নির্মিত সুবিখ্যাত মসজিদ। ইহা আগ্রায় অবস্থিত। ১৬৫৩-এ ইহার নির্মাণকার্য শেষ হয়।

মৌর্যবংশ—চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে 'মৌর্যবংশ' নামে খ্যাত। মৌর্য নামে এক প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি হইতে অথবা চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার নাম হইতে এই মৌর্যবংশ নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

মৌসুমীবায়ু (Monsoon)—'মৌসুম' অর্থে ঋতু। বিশেষ সময়ে বা ঋতুতে এই বায়ু বহে বলিয়া ইহার নাম মৌসুমীবায়ু। ভারতবর্ষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু হইতে বৃষ্টিপাত হয়। অর্থাৎ বর্ষাকালে মৌসুমীবায়ু বহে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু শীতকালে বহে। ইহার ফলে মাদ্রাজ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

ম্যাক্মহন লাইন (Mcmohan Line)—ভারত ও তিব্বত সীমারেখা নির্দেশক রেখা। ১৯১০ সালে চীন দলাই লামাকে গদীচ্যুত করিয়া লাসা অধিকার করে। সেই সময় ভারত সরকার ভারত-তিব্বতের অনির্দিষ্ট সীমানাকে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য তিব্বত ও চীনের সঙ্গে আলোচনা চালায়। এই আলোচনার ফলে ১৯১৪ সালে স্যর হেনরী ম্যাকমহন সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া এক চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেন। এই চুক্তিপত্রে তিব্বত ও ভারত স্বাক্ষর করে; কিন্তু চীন করে নাই। ১৯৪৮-এ চীন কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রে দেখা যায় যে, চীন রাজ্য ম্যাকমহন লাইনেরও একশত মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta)—রাজা জনের (John) উচ্ছৃঙ্খলতায় উত্ত্যক্ত হইয়া ইংলণ্ডের ব্যারনগণ ১২১৫-এর ১৫ই জুন র‍্যানিমেডে তাঁহাকে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করান। এই চুক্তিপত্র ম্যাগনা কার্টা বলিয়া অভিহিত।

ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)—একটি মৌলিক ধাতু। সংকেত Mg. পরিমিতরূপ উত্তপ্ত হইলে ইহা হইতে যে আলো নির্গত হয়, তাহা বিবিধ রাসায়নিক গুণবিশিষ্ট। রাত্রিকালে ফটো তোলার কার্যে কিংবা গহ্বর, সুড়ঙ্গাদি অন্ধকারময় স্থানের ফটো তোলার সময় ম্যাগনেসিয়াম আলো ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic Lantern)—সপ্তদশ শতাব্দীতে Kircher সাহেব কর্তৃক এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। একটি লণ্ঠনের তীব্র আলোর পশ্চাতে একখানি এবং সম্মুখে একটি দীর্ঘ চোঙের ভিতর দুইখানি বিশেষ বিশেষ গঠনের কাচ থাকে। চিত্র হইতে আলো পশ্চাতের কাচ হইতে প্রতিফলিত হইয়া সম্মুখের নলমধ্যস্থ কাচ দুইখানি ভেদ করিয়া পুরোভাগে দূরবর্তী একখানি পর্দার উপর মূল ছবির বৃহদাকার একখানি প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করে। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত কিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্র ইহারই উন্নত পরিণতি।

ম্যাজিনো লাইন (Maginot Line)—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানির ভবিষ্যৎ

আক্রমণ নিবারণের জন্ত জার্মান সীমান্ত দিয়া এবং বেলজিয়াম সীমান্তের কিয়দ্দূর পর্যন্ত ফরাসীরা একটি দুর্গশৃঙ্খল নির্মাণ করে। ইহা ম্যাজিনো লাইন নামে খ্যাত। ইঞ্জিনিয়ারের নাম হইতে এই নাম হয়। গত মহাযুদ্ধে (২য়) এই দুর্গগুলি জার্মানি কর্তৃক বিধ্বস্ত করা হয়।

ম্যামথ (Mammoth)—প্রাচীন যুগের একজাতীয় অতিকায় হস্তিবিশেষ। ১৭৯৯-এ সাইবেরিয়ার বরফস্তূপের মধ্যে একটি ম্যামথের সমগ্র কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এক সময়ে গ্রেট ব্রিটেন, ইওরোপের অন্যান্য অঞ্চল, এশিয়া এবং আমেরিকায়ও ম্যামথ ছিল।

ম্যালেরিয়া (Malaria)—একজাতীয় জ্বর রোগ। ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে আশ্রিত এক প্রকার বীজাণু অ্যানোফেলিস নামক একজাতীয় মশকীর সাহায্যে সুস্থ ব্যক্তির রক্তমধ্যে নীত হইয়া তথায় এই রোগের সৃষ্টি করে। কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা ইহার চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আজকাল ম্যালেরিয়ার অনেক ভাল ভাল ঔষধ বাহির হইয়াছে।

ম্যাস্টোডন (Mastodon)—প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক ধরনের অতিকায় জানোয়ার। ইহারা হস্তিজাতীয়, কিন্তু হস্তী অপেক্ষাও অতীব বৃহত্তর। বহুকাল হইল ইহাদের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহাদের কতকগুলির কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

য

যক্ষ্মা—একপ্রকার কাশ রোগ। ইহাতে কাসির সঙ্গে রক্ত নির্গত হয় এবং সর্বদা শরীরে জ্বর থাকে। এই রোগের বীজাণু বুকে, পেটে বা হাড়ে বাসা বাঁধিয়া তিন প্রকারের যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি করে। ভারতবর্ষে এই রোগের প্রসার খুব বেশী। প্রতিরোধের উপায়স্বরূপ আজকাল বি. সি. জি. টীকা দেওয়া হয়।

যদুবংশ—যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদু হইতে উৎপন্ন বংশ। এই বংশের লোকদিগকে যাদব বলে। শ্রীকৃষ্ণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে দ্বারকায় ইহাদের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছিল। মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে এই বংশ ধ্বংস হয়।

যাদুঘর, ব্রিটিশ (British Museum) —'ব্রিটিশ মিউজিয়াম' দ্রঃ।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (President of the United States)—(৪ বৎসরের জন্য মনোনীত)। জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington)—১৭৮৯, ১৭৯৩; জন অ্যাডামস্ (John Adams)—১৭৯৭; টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson)—১৮০১, ১৮০৫; জেমস্ ম্যাডিসন (James Madison)—১৮০৯, ১৮১৩; জেমস মনরো (James Monroe)—১৮১৭, ১৮২১; জন কুইন্সি অ্যাডামস্ (John Quincey Adams)—১৮২৫; অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন (Andrew Jackson)—১৮২৯, ১৮৩৩; মার্টিন ভ্যান বারেন (Martin Van Buren)—১৮৩৭; জন টাইলার (John Tyler)—১৮৪১; জেমস্ নক্স পোক (James Knox Polk)—১৮৪৫; জেনারেল উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (General William Henry Harrison)—১৮৪৯; জেনারেল জ্যাকরি টেলর (General Zachary Taylor)—১৮৪৯; মিলার্ড ফিলমোর (Millard Fillmore)—১৮৫০; জেনারেল ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স (General Franklin Pierce)—১৮৫৩; জেমস্ বুকানন (James Buchanan)—১৮৫৭; এব্রাহাম লিঙ্কন্ (Abraham Lincoln)—১৮৬১, ১৮৬৫; অ্যাণ্ড্রু জনসন (Andrew Johnson)—১৮৬৫; জেনারেল গ্রান্ট (General Grant)—১৮৬৯, ১৮৭৩; রাদারফোর্ড বারচার্ড হেজ (Rutherford Birchard Hayes)—১৮৭৭; জেনারেল জে. এব্রাম গারফিল্ড (General J. Abram Garfield)—১৮৮১; জেনারেল চেস্টার এ. আর্থার (General Chester A. Arthur)—১৮৮১; গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড (Grover Cleveland)—১৮৮৫; জেনারেল বেঞ্জামিন হ্যারিসন (General Benjamin Harrison)—১৮৮৯; গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড (Grover Cleveland)—১৮৯৩; ডব্লিউ. ম্যাককিনলি (W. Mc-Kinley)—১৮৯৭, ১৯০১; থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট (Theodore Roosevelt)—১৯০১, ১৯০৫; উইলিয়াম টাফ্‌ট্ (William Taft)—১৯০৯; ডাঃ উড্রো উইলসন (Dr. Woodrow Wilson)—১৯১৩, ১৯১৭; ওয়ারেন জি. হার্ডিং (Warren G. Harding)—১৯২১; ক্যাল্‌ভিন কুলিজ (Calvin Coolidge)—১৯২৩; হারবার্ট হুভার (Herbert Hoover)—১৯২৯; ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজ্‌ভেল্ট (Franklin Delano Roosevelt)—১৯৩৩, ১৯৪৫; হ্যারি টুম্যান (Harry Truman)—১৯৪৫; আইসেনহাওয়ার (Eisenhower)—১৯৫৩; জন এফ কেনেডি (John F. Kennedy)—১৯৬১; লিণ্ডন বি. জনসন (Lyndon B. Johnson)—১৯৬৫; রিচার্ড এম্. নিক্সন (Richard M. Nixon)—১৯৬৯।

র

রঞ্জন রশ্মি (X-Rays)—'এক্সরে' দ্রঃ।

রবার (Rubber)—একপ্রকার বৃক্ষের নির্যাস হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। বিষুবরেখার নিকটবর্তী দেশসমূহে, মালয়ে, আমাজন উপত্যকায় রবার গাছ প্রচুর জন্মায়। আমাজন উপত্যকায় যে রবার প্রস্তুত হয় উহাই বাজারের সকল রবার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

রয়টার (Reuter)—ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। ১৮৪৯-এ ব্যারন জে. ডি রয়টার কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। ১৯৪৮-এ আভ্যন্তরীণ সংবাদ বণ্টনের ব্যাপারে রয়টারের হাত হইতে Press Trust of India সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে।

রয়্যাল অ্যাকাডেমি (Royal Academy)—১৭৬৮-এ তৃতীয় জর্জের পৃষ্ঠপোষকতায় লণ্ডনে ইহা স্থাপিত হয়। প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে এই অ্যাকাডেমি হইতে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। উহাতে চিত্র ও ভাস্কর্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনাসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (Royal Asiatic Society)—এই সমিতির প্রধান কার্যস্থল লণ্ডনে অবস্থিত। প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যতত্ত্বের অনুসন্ধান করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। কলিকাতায় ইহার একটি শাখা আছে।

রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি (Royal Geographical Society)—লণ্ডনের কেনসিংটন (Kensington) নামক উপনগরে ইহার প্রধান কার্যালয়। ১৯৩০-এ ইহা একটি আন্তর্জাতিক মিলনের ব্যবস্থা করে। ভৌগোলিক গবেষণা ও আবিষ্কার এই সমিতির উদ্দেশ্য।

রয়্যাল সোসাইটি (Royal Society)—ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজের নাম। রাজকীয় সনদের বলে ইহা ১৬৬২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাইকাউণ্ট ব্রাউনকার ইহার প্রথম সভাপতি। বার্লিংটন হাউসে সভা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহ দান ইহার কাজ। ইহার সভ্যগণের উপাধি এফ. আর. এস্.। সাধারণতঃ একজন খ্যাতনামা

বিজ্ঞানী ইঁহার সভাপতি নিযুক্ত হন। নিউটন, হামফ্রি ডেভি, টি. এচ্. হাক্সলে, রাদারফোর্ড ইত্যাদি বিজ্ঞানী ইহার সভাপতি হন। কাসে টজি, রামাসুজম্, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, রমণ, বীরবল সাহনি, কে. এস্. কৃষ্ণণ, ভাটনগর, ভাবা, চন্দ্রশেখর, প্রশান্ত মহলানবীশ প্রভৃতি ইহার ভারতীয় সভ্য এবং এফ্. আর. এস.।

রাইখস্টাগ (Reichstag)—নাৎসী জার্মান সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থাপক সভা। এই পরিষদের সভ্যগণ দেশের স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন।

রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্স (Round Table Conference)—'গোলটেবিল বৈঠক' দ্রঃ।

রাউলাট অ্যাক্ট (Rowlat Act)—গভর্নর-জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের আমলে ভারতে এক দমননীতি-মূলক আইন প্রবর্তিত হয়। ইহাই রাউলাট আইন নামে পরিচিত। ইহার প্রতিবাদ করিয়া পাঞ্জাবের জালিয়ানা-বাগে যে সভা হয় তাহা জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য সর্বজনবিদিত।

রাগবি (Rugby)—ফুটবল খেলার প্রকার-বিশেষ। এই বল লম্বা ধরনের। এই প্রণালীর খেলায় হাত এবং পা দুইই ব্যবহার করা যায়।

রাজপুত জাতি—রাজপুতানার (বর্তমানে রাজস্থানের) অন্তর্গত পূর্বতন মিবার প্রভৃতি কয়েকটি করদ ও মিত্ররাজ্যের অধিবাসিগণ এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা আপনা-দিগকে চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় নৃপতিগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই জাতি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। ইঁহাদের এক শাখা নেপালের গুর্খাদের পূর্বপুরুষ।

রাঠোর—রাজপুত জাতির একটি শাখা। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনৌজে ইহারা এক প্রসিদ্ধ রাজ্য স্থাপন করে।

রামধনু—ত্রিকোণ কাচের (Prism) মধ্য দিয়া আলো যাইলে সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। এই সাতটি রঙ—বেগুনী, নীল, ঘননীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। সেইরকম বৃষ্টির জলবিন্দুর মধ্য দিয়াও সূর্যের আলো অতিক্রম করিবার সময় সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয় ও সেই সাতটি রং আকাশের গায়ে পড়াতে আমরা রামধনু দেখি। রামধনু সূর্যের বিপরীত দিকে উঠে। রামধনু রাত্রিতেও উঠিতে পারে, তবে তত স্পষ্ট হয় না। সূর্যের বিপরীত দিকে বৃষ্টির মেঘ ও জলকণা থাকিলে রামধনু উঠে। সূর্য দুপুর-বেলা আকাশে মাথার উপর থাকে এবং তার রশ্মি সোজা নীচের দিকে নামে। তাই দুপুরে রামধনু উঠিতে পারে না।

রাষ্ট্রকূট—রাজপুত জাতির একটি শাখা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে ইহারা এক প্রবল রাজ্য স্থাপন করে। নাসিক ইহাদের সর্বপ্রথম রাজধানী। এই বংশের তৃতীয় ইন্দ্র প্রতীহাররাজ ১ম মহী-পালকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন (৯১৬)।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ—১৯৩০-এ ইহা স্থাপিত হয়। ইহার আদর্শ হিন্দু রাজ্য স্থাপন, হিন্দু জাতিকে বল-বীর্যজ্ঞানে উন্নত করা এবং সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

রিভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি (R. C. P. I.)—ভারতের মার্কসবাদী দল-বিশেষ। ইঁহারা লেনিনের মতানুবর্তী এবং কংগ্রেসকে ধনতান্ত্রিকের বা বুর্জোয়ার প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করে।

রিভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি (R. S. P.)—ভারতীয় রাজনৈতিক দল। ইহা মার্কসবাদের অনুগামী এবং বিপ্লব দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মত পোষণ করে।

রুশ-জাপান যুদ্ধ—১৯০৪, ৮ই ফেব্রুয়ারী এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় রুশিয়ার প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টায় শঙ্কিত হইয়া জাপান তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। জাপানের স্থল-সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মার্শেল ওয়ামা, তাঁহার অধীনে জেনা-রেল কাউণ্ট নগি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন ; নৌসৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন অ্যাডমিরাল টোগো। রুশীয় স্থল-সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল কুরুপাটকিন এবং নৌসৈন্যের প্রধান সেনা-পতি ছিলেন অ্যাডমিরাল রোজেডেভেন্‌স্কি। স্থলে পোর্ট আর্থার ও মুকডেনের যুদ্ধে রুশীয় সৈন্যের ভীষণ পরাজয় হয়, এবং জলযুদ্ধে রুশিয়ার বিখ্যাত বাল্‌টিক নৌবহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। জাপান কোরিয়া দেশ ও সাগালিয়ান দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। ১৯০৫-এ ৫ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শেষ হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ, পোর্ট আর্থার ও ইলিয়ট দ্বীপপুঞ্জ লাভ করে, এবং পৃথিবীর একটি শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act)—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইংরেজরাজ ও ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন-বিশেষ। ইহা ১৭৭৩ এ লর্ড নর্থ কর্তৃক রচিত হয়। এই আইনের বলে কোম্পানির ক্ষমতা কিছু হ্রাস পায়। বাংলার শাসনভার গভর্নর-জেনারেল ও চারি জন সভ্য দ্বারা গঠিত এক কাউন্সিলের উপর দেওয়া হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে একজন গভর্নর ও একটি কাউন্সিল নিযুক্ত হইল। কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। ইহা ছাড়া সকল সংবাদ মন্ত্রিগণের নিকট পেশ করিতে বলা হইল।

রেড ক্রশ সোসাইটী (Red Cross Society)—১৮৬৪-এ জেনেভায় সংগঠিত সমিতি-বিশেষ। এই সমিতির সভ্যগণকে জেনেভা ক্রশ (Geneva Cross) চিহ্ন ধারণ করিতে হয় এবং তাঁহারা হসপিটাল, অ্যাম্বুলান্স প্রভৃতির কার্যে নিযুক্ত হন ; ভারতে ইহার একটি শাখা আছে।

রেডিও (Radio)—বেতার-যন্ত্র ; ১৮৮৭ এ জার্মান বিজ্ঞানী হের্ৎজ আবিষ্কার করিলেন যে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ 'ইথারের' মধ্য দিয়া বিনা তারে অবাধে যাইতে পারে। ইহার পর হইতে লজ, ব্রানলি, বসু, মার্কনি প্রভৃতি বিজ্ঞানী বেতারে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। ('ব্রডকাস্টিং' দ্রঃ)।

রেডিয়াম (Radium)—অত্যুজ্জ্বল ধাতু-বিশেষ। হেনরী বেকারেল (Becqueral) প্রথম পিচব্লেণ্ডে ইহার সন্ধান পান। মাডাম ও প্রোফেসর কুরী এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন। হাইড্রোজেন অপেক্ষা ইহা ২৬৮ গুণ অধিক ভারী। ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য। মাত্র কয়েক আউন্স রেডিয়াম পৃথিবীতে বর্তমান আছে। প্রতিবছর ১২—১৬ গ্রাম করিয়া রেডিয়াম উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা নানা রোগের বিশেষতঃ ক্যান্সারের বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে।

রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম—কতকগুলি দীর্ঘ-তম রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের নাম দিয়ে দেওয়া হইল—(১) স্টভিক (সুইডেন)—২,৪৭০ ফুট ; (২) শোনপুর (নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,৪১৫ ফুট ; (৩) খড়্গপুর (ইস্টার্ন রেলওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,৩৫০ ফুট ; (৪) বুলাওয়েও (Bulawayo Rhodesia Ry.)—২,৩১৫ ফুট ; (৫) নিউ লক্ষ্ণৌ স্টেশন (নর্দার্ন রেলওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,২৫০ ফুট ; (৬) ম্যাঞ্চেস্টার ভিক্টোরিয়া এক্সচেঞ্জ (Manchester Victoria Ex-change, L. M. S. R.)—২,১৯৪ ফুট ; (৭) বেজওয়াদা (সাদার্ন রেলওয়ে, ভারতবর্ষ) —২,২০১ ফুট ; (৮) ঝাঁসি (সেণ্ট্রাল রেল-ওয়ে, ভারতবর্ষ)—২,০২৫ ফুট ; (৯) কোত্রী (এন, ডব্লিউ, আর, পাকিস্তান)—১,৮৯৬ ফুট ; (১০) মান্দালয় (বর্মা রেলওয়ে ;— ১,৭৮৮ ফুট ; (১১) বোর্নমাউথ (Bourne-mouth, England)—১,৭১৮ ফুট। (১২) পার্থ (স্কটল্যাণ্ড)—১,৭১৪ ফুট।

রেলওয়ে ভারতের—ভারতের প্রধান

প্রধান রেলপথ—(১) সাউদার্ন রেলওয়েজ—দক্ষিণ রেলপথ (১০,০৬৭·০৮ কিলোমিটার); (২) সেন্ট্রাল রেলওয়েজ—মধ্য রেলপথ (৮,৮৪৯·৬৩ কিলোমিটার); (৩) ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজ—পশ্চিম রেলপথ (১০,০৬৩·৭৪ কিলোমিটার); (৪) নর্দান রেলওয়েজ—উত্তর রেলপথ (১০,৩৬৪·৫ কিলোমিটার); (৫) নর্থ-ঈস্টার্ন রেলওয়েজ—উত্তর-পূর্ব রেলপথ (১,৯৬৭·৩০ কিলোমিটার); (৬) ঈস্টার্ন রেলওয়েজ—পূর্ব রেলপথ (৪,০৪৯·৪০ কিলোমিটার); (৭) সাউথ-ঈস্টার্ন রেলওয়েজ—দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (৫,৯৯৬·১৩ কিলোমিটার); (৮) নর্থ-ঈস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েজ—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (২,৯০৭·০৬ কিলোমিটার); (৯) সাউথ-সেন্ট্রাল রেলওয়েজ—দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ (৬,০৭৫·০০ কিলোমিটার)।

রোড্‌সের পিত্তলমূর্তি—'কলোসাস' দ্রঃ।

রোম্যান ক্যাথলিক—(Roman Catholic)—খ্রীষ্টানদিগের এক সম্প্রদায়। ইটালীর ধর্মগুরু পোপ এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। যাহারা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে না তাহারা প্রোটেস্ট্যাণ্ট।

রোহিলা যুদ্ধ—এই যুদ্ধে ওয়ারেন হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবকে একদল ব্রিটিশ সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। নবাব তৎপরিবর্তে হেস্টিংসকে এই সৈন্যদলের সম্পূর্ণ ব্যয় ও ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। যুদ্ধে রোহিলাগণ পরাজিত হয়। রোহিলখণ্ড প্রদেশ অযোধ্যার নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়।

রৌলৎ বিল—রাউল্যাট অ্যাক্ট (তাহা দ্রঃ)।

র‍্যাট্‌ল্‌ স্নেক (Rattle Snake)—এক জাতীয় সাপ। ইহাদের বিষ অত্যন্ত তীব্র। আমেরিকায় ইহাদের বাস। ইংরেজী "Rattle" শব্দটির অর্থ খটখট করা। এই সাপগুলির লেজে হাড়ের গ্রন্থি আছে। এরা যখন চলে, তখন লেজের হাড়ে খটখট শব্দ হয়। তাই ইহাদের নাম Rattle Snake বা খড়খড়ে সাপ বা নূপুরধর সর্প।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ (Radcliffe Award)—মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তান ও ভারত বলিয়া ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সীমানা নির্ধারণ কমিটি আলিপুর বেলভিডিয়ারের রাজভবনে বসে। উহার সভাপতি ছিলেন স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ। তাঁহার ঘোষণা বা রোয়েদাদকে র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড বলা হয়। এই রোয়েদাদ অনুযায়ী বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব দ্বিধা-বিভক্ত হয় এবং আসামের কিছু অঞ্চল পাকিস্তান ভুক্ত হয়।

র‍্যাডার (Radar)—ইহাকে রেডিও লোকেটরও বলে। বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে বিমানের দূরত্ব বা অবস্থান নির্দেশ করাই এই যন্ত্রটির উদ্দেশ্য। গত মহাযুদ্ধে এই যন্ত্রটির বিশেষ উন্নতিসাধন হয়। কয়েকটি শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া নামটি হইয়াছে—R = Radio অর্থাৎ বেতার; D = Detection অর্থাৎ ধরা বা গ্রহণ; A = Angle অর্থাৎ কোণ; R = Ranging বা দূরত্ব। এই নামটি অবশ্য মার্কিনদের দেওয়া। ১৯৩১-এ ব্রিটিশ পোস্ট আফিস এ সম্পর্কে প্রথম গবেষণা করিতে থাকে। এর উন্নতির বিষয়ে স্যর এডওয়ার্ড অ্যাপ্‌লটনের নামও উল্লেখযোগ্য।

ল

লগারিথ্‌ম্‌ (Logarithm)—গণিতের সংখ্যা-নির্ণয়ের পদ্ধতি-বিশেষ; ১৬১৪-এ ব্যারন নেপিয়ার এই গাণিতিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন, এবং তাহার অল্প কয়েক বৎসর পরে হেন্‌রী ব্রিগ্‌স্‌ ইহার উন্নতি-সাধন করেন। ইহাকে সংক্ষেপে 'দুইটি রাশির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দেশকারী সূচক' (index) বলা যাইতে পারে। এই প্রথার বহু গাণিতিক প্রশ্ন মীমাংসায় অনেক সময়-সংক্ষেপ হয়।

যদি a যে কোন সংখ্যা, এবং x ও N এরূপ অন্য দুইটি সংখ্যা হয়, যাহাতে $\frac{x}{a} = N$ হয়, তাহা হইলে xকে a নিধান (base) সম্পর্কে N-এর লগারিথ্‌ম্‌ বলে। ইহাকে এইরূপে লিখিত হয়—

$$x = \log \frac{N}{a}$$

সুতরাং নিধানকে যে সূচক (index) সংখ্যায় উন্নীত করিয়া কোন সংখ্যা পাওয়া যায়, সেই সূচক সংখ্যাটি ঐ নিধান সম্পর্কে সংখ্যাটির লগারিথ্‌ম্‌।

যেহেতু ১০²=১০০

সুতরাং ২=লগ্ $\frac{১০০}{১০}$

দশমিক-ভগ্নাংশ-যুক্ত লগারিথ্‌মের পূর্ণ-সংখ্যাকে পূর্ণক (characteristic) এবং দশমিকাংশকে অংশক (mantissa) বলে।

লামা—'দলাই লামা' ও 'তাসিলামা' দ্রঃ।

লাল উজানি আলো (Infra-red)—সূর্যের আলোয় যে সাতটি রং আছে, তাহার মধ্যে লাল আলো সবচেয়ে নীচে থাকে। এই লাল রঙের কাছাকাছি আর একটি আলোও আছে। সেটি লাল রং নয়, তবে লালের দিকে তার গতি। ইহাকেই বলে লাল উজানি রং (Infra-red)।

লিচ্ছবি—উত্তর ভারতের প্রাচীন বৈশালী রাজ্যের একটি শক্তিশালী জাতি। বিহারের উত্তর-পূর্বে বর্তমান মজঃফরপুর জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চল এই বৈশালী রাজ্য ছিল, এবং মজঃফরপুর জেলার বসার গ্রাম ছিল বৈশালী নগর। ইহাদের মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীরের মাতা এক লিচ্ছবি রাজকন্যা ছিলেন।

লিথোগ্র্যাফি (Lithography)—পাথর, দস্তা কিংবা অ্যালিউমিনিয়ামের পাতের উপর দাগ কাটিয়া লিখিয়া তাহা হইতে কাগজ ছাপিবার পদ্ধতি। ? ১৭৯৯-এ অ্যালয়িস সেনেফেল্ডার (Alois Senefelder) এই মুদ্রণ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

লীগ অব নেশন্স (League of Nations)—জাতি সংঘ (তাহা দ্রঃ)।

লেবার পার্টি (The Labour Party)—ইংলণ্ডের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। ৭৮টি জাতীয় বণিক-সংঘ এবং ৫টি সমাজতান্ত্রিক ও সমবায় সমিতির সম্মিলনে এই দলটি গঠিত। ইহার সভ্যসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। মূল শ্রমশিল্পগুলির জাতীয়করণ এই দলের উদ্দেশ্য। ইহা মার্কসবাদ হইতে পৃথক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

লোকসভা—বিভিন্ন দেশের লোকসভার নাম:—ইংলণ্ড—পার্লামেন্ট, যুক্তরাষ্ট্র—কংগ্রেস, জার্মানি—রাইখস্টাগ (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে), জাপান—ডায়েট, ইটালী—সেনেট, ফ্রান্স—ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, ইরান—মজলিস, আয়ার—ডেল আয়ারান, সুইজারলাণ্ড—ফেডারেল অ্যাসেম্বলি, স্পেন—কর্টেস (Cortes)। ভারতবর্ষ—সংসদ। ভারতের লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫০০-র বেশী হইতে পারিবে না।

লোদী বংশ—১৪৫০-এ পাঠান বহ্‌লুল লোদী সৈয়দ বংশীয় এক রাজাকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইনিই লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লীর প্রথম পাঠান সুলতান। বহ্‌লুল লোদীর পুত্র সিকন্দর লোদী ও তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী। ১৫২৬ এ বাবর তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ল্যাক্টোমিটার (Lactometer)—দুধে কি পরিমাণ জল মিশানো হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিবার যন্ত্রবিশেষ।

ল্যাব্রাডর-প্রবাহ (Labrador Current)—ল্যাব্রাডর ও উত্তর-আমেরিকার পূর্ব উপকূল হইতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্যন্ত

প্রবাহিত একটি তুষার শীতল জলস্রোত। ইহার উপরিস্থ শীতল বায়ু উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তথাকার আবহাওয়াকে শীতল ও আর্দ্র করে।

শ

শক—যাযাবর জাতি। এই জাতি প্রথমে অক্ষু নদীর তীরে বাস করিত। পরে ইউচি জাতির আক্রমণে স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ইহারা উত্তরে তক্ষশীলা ও মথুরায় এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের এক শাখা প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এদেশে রাজত্ব করিয়াছিল।

শতবর্ষের যুদ্ধ (Hundred Years' War)—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৩৩৮ হইতে ১৪৫৩ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বার বার যুদ্ধ ও সন্ধি হইয়াছে। এই সকল যুদ্ধের মধ্যে ১৩৪৬ এ ক্রেসি, ১৩৫৬ এ পয়টিয়ার্স ও ১৪১৫ এ এজিনকোর্টে যে যুদ্ধ হয়, তাহাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিন যুদ্ধেই ইংরেজেরা জয়লাভ করে।

শাক্যবংশ—কপিলবাস্তুর একটি প্রাচীন রাজবংশ। বুদ্ধদেব এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

শবে বরাত—মুসলমানী পর্ব বিশেষ। শাবান মাসের ১৫ই তারিখ রাত্রিতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষের কর্মফল অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ঐ রজনীর নাম শবে বরাত বা বণ্টন রজনী।

শাতবাহন বংশ—দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজবংশ। শাতকর্ণী এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। এই বংশের ত্রিশজন রাজা প্রায় ৪৫০ বৎসর (আঃ খ্রীঃ পূঃ ২২০ হইতে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) এদেশে রাজত্ব করেন।

শিখযুদ্ধ—পঞ্জাবের শিখদের সহিত ইংরেজগণের দুইটি যুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে ১৮৪৫—৪৬ এ যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে ১ম শিখযুদ্ধ বলে। রাণী ঝিন্দনের আদেশে শিখেরা শতদ্রুর পূর্বপারে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে। মুদকী, ফিরোজশহর, আলিওয়াল ও সোব্রাওঁ নামক চারিটি স্থানে ইংরেজেরা জয়লাভ করে। লাহোরের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় (১৮৪৬)। ২য় শিখযুদ্ধ—১৮৪৯-এ গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে শিখেরা পরাজিত হইলে পঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিবরাত্রি—দোল পূর্ণিমার পূর্বের কৃষ্ণা চতুর্দশী। ঐ তিথিতে সারাদিন উপবাস ও সারারাত্রি জাগরণ করিয়া শিবের পূজা ও আরাধনা করা হয়। কথিত আছে, এক ব্যাধ সারাদিন শিকার না পাইয়া রাত্রিতে এক সরোবরতীরে জাগরণ করিয়া কাটায়। ইহার নিকটে এক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল। ব্যাধের হস্তচালনাদির ফলে তাহার অজ্ঞাতে সেই শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র এবং জল পড়িল। সেই পুণ্যফলে সে মৃত্যুর পর শিবলোকে গমন করে। সেই হইতে শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন হইয়াছে।

শিবসমুদ্রম্—মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এস্থানে বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার পরিবাহী লাইন একদা এশিয়ার দীর্ঘতম ছিল। বাঙ্গালোর ও মহীশূর রাজ্যের শহরে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহা এখান হইতে উৎপন্ন হয়। কাবেরী নদী হইতে এই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

শিশুনাগবংশ—খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০ অব্দে মগধে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মগধে নন্দবংশের অভ্যুদয় হইলে এই বংশের পতন হয়।

শীতনিদ্রা (Hibernation)—সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণী শীত ঋতুতে মড়ার মত এক জায়গায় পড়িয়া থাকে। ইহাকেই শীত-নিদ্রা বলে।

শুক্রগ্রহ (Venus)—এই গ্রহটি সূর্য হইতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ২২৪ দিন ১৬ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৮ সেকেণ্ড লাগে। ইহার কোন উপগ্রহ নাই। অনেক সময় আমরা ইহাকে শুকতারা বলি। কিন্তু আসলে ওটি তারা নয়।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়—জৈনদিগের একটি সম্প্রদায়। জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা শ্বেতাম্বর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাঁহারা সংসারী গৃহস্থ; দিগম্বরগণ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

শ্লথ—একপ্রকার চতুষ্পদ প্রাণী। ইহা বেশির ভাগ সময় গাছের ডাল হইতে নীচের দিকে মাথা ঝুলাইয়া অবস্থান করে। ইহারা ডালে ডালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে কিন্তু মাটির উপর ভাল করিয়া চলিতে পারে না। এক গজ যাইতে ২।৩ মিনিট সময় লাগে।

স

সৎনামী—হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়। পাতিয়ালা রাজ্য ইহাদের বাসকেন্দ্র ছিল। সৎ ব্যবসায়ে ইহারা জীবিকার্জন করিত, কিন্তু ইহারা নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিত। পরধর্মদ্বেষী আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্ ইহাদের কঠোর হস্তে দমন করেন।

সতীদাহপ্রথা—পূর্বে এদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে ঐ মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া তাহার বিধবা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পুড়িয়া মরিতে হইত। বাদশাহ্ আকবর আইন দ্বারা এই বীভৎস সামাজিক প্রথার বিলোপ সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। ১৮২৯-এ ভারতের বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহাপ্রাণ রামমোহন রায় কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা এই কুপ্রথার উচ্ছেদ করেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—ইংরেজীতে Ursa Major বলে। সাতটি তারা লইয়া গঠিত।

সপ্তাশ্চর্য—পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুগুলিকে তিন যুগের তিনটি সপ্তকে বিভক্ত করিয়া উল্লেখ করা হইল—

(ক) প্রাচীন যুগের সপ্তাশ্চর্য—(১) মিশরের পিরামিড; (২) হালিকারনেসাসে অবস্থিত রাজা মসোলাসের সমাধিস্তম্ভ; (৩) ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। (৪) অলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্তি; (৫) ডায়েনার মন্দির; (৬) রোড্‌সের কলোসাস; (৭) আলেকজেণ্ড্রিয়ার লাইটহাউস।

(খ) পরবর্তী যুগের সপ্তাশ্চর্য—(১) রোমের কলোসিয়াম; (২) আলেকজেণ্ড্রিয়ার ক্যাটাকোম; (৩) চীনের প্রাচীর; (৪) ইংলণ্ডের স্টোনহেঞ্জ; (৫) পিসার হেলানো টাওয়ার; (৬) নানকিনের চীনামাটির মন্দির; (৭) কনস্টাণ্টিনোপলের সেণ্ট সোফিয়ার মসজিদ।

(গ) বর্তমান যুগের সপ্তাশ্চর্য—(১) বেতার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন; (২) মোটর ও রেল এঞ্জিন; (৩) এরোপ্লেন; (৪) রেডিয়াম; (৫) Anesthetics (চেতনানাশক) ও Antitoxins (বিষের প্রতিষেধক) ঔষধ ও দ্রব্যাদি; (৬) Spectrum Analysis; (৭) রঞ্জনরশ্মি ও অতি বেগুনী আলো।

সমুদ্র—প্রশান্ত মহাসাগর—আয়তন ৬,৮০,০০,০০০ বর্গ মাইল ও গভীরতম অংশ ৩৭,৮০০ ফুট; আটলাণ্টিক—আয়তন ৩,১৮,৩০,০০০ বর্গ মাইল, গভীরতম অংশ ৩০,২৪৬ ফুট; ভারত মহাসাগর—আয়তন ২,৯৩,৪০,০০০ বর্গ মাইল, গভীরতম অংশ ২২,৯৬৮ ফুট; উত্তর মেরু মহাসমুদ্র—আয়তন ৫৪,০০,০০০

বর্গ মাইল, গভীরতম অংশ ১৬,৫৩৪ ফুট। দক্ষিণ মেরু মহাসমুদ্র—আয়তন ৫৭,০০,০০০ বর্গ মাইল, গভীরতম অংশ ১৩,৯৩২ ফুট।

সমুদ্রমন্থন—শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান বিশেষ। একদা দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীহীন হইবার অভিশাপ দেন। ফলে লক্ষ্মী ত্রিলোক ত্যাগ করিয়া ক্ষীর সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেন। অতঃপর ব্রহ্মার উপদেশে দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হন। মন্দার পর্বত মন্থনদণ্ড এবং সর্পরাজ বাসুকিকে মন্থনরজ্জুরূপে গ্রহণ করা হয়। এইরূপে সমুদ্র হইতে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ধন্বন্তরি, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক এবং অমৃতভাণ্ড উত্থিত হয়। দেবতারা তাহা ভাগ করিয়া লন। মন্থনশেষে মহাদেব উপস্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বাসুকি বিষ উদগিরণ করিতে থাকে। সৃষ্টি রক্ষার্থে মহাদেব তাহা পান করিয়া গলদেশে ধারণ করেন এবং তাঁহার কণ্ঠ বিষে নীল হইয়া তিনি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন।

সরদেশমুখী—মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী পার্শ্ববর্তী মোগল সাম্রাজ্যের কতিপয় প্রদেশ হইতে মোগলরাষ্ট্রে দেয় করের দশমাংশ বলপূর্বক আদায় করিয়া লইতেন। এই করকে সরদেশমুখী বলা হইত।

সাইমন কমিশন (Simon Commission)—১৯১৯ এ 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড' শাসন সংস্কার ভারতে পরীক্ষামূলকভাবে দশ বৎসরের জন্য প্রবর্তিত হয়। উহার ফলাফল অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য ইংলণ্ডীয় গভর্নমেণ্ট এক কমিশন নিয়োগ করেন। সার জন সাইমন এই কমিশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে উহা 'সাইমন কমিশন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কমিশনের সদস্যগণ ১৯২৮ ও ১৯২৯ এ দুইবার ভারতে আগমন করিয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বহু সাক্ষ্য প্রমাণ এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯৩০-এ তাঁহারা পার্লামেণ্টে ভারতীয় শাসন সংস্কার বিষয়ে নিজেদের মতামত সংবলিত এক রিপোর্ট দাখিল করেন। এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য লওয়া হয় নাই বলিয়া ভারতীয়গণ উহা বর্জন করেন।

সাঁওতাল—ভারতের আদিম অধিবাসী। বর্তমানে ইহারা প্রধানতঃ বিহার প্রদেশের ছোটনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল পরগনাদিতে বাস করিতেছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award)—ইহা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক রচিত হয় (১৯৩২)। এই বাঁটোয়ারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় কোন সম্প্রদায় কর্তৃক কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে তাহা নির্ধারিত হয়। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় হইতে পৃথকভাবে প্রতিনিধি নির্ধারণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ইহা বাতিল করিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিলে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা সমবেত হইয়া চুক্তি করেন যে হিন্দু সমাজের দুই শাখাই সম্মিলিতভাবে হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। ইহা পুনা চুক্তি (Poona Pact) নামে পরিচিত।

সায়ানাইড (Cyanide)—কার্বন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ-বিশেষে সায়ানোজেন (CN) নামে যে মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহা যখন অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়, তখন শেষোক্ত মিশ্র পদার্থটিকে কোন বিশিষ্ট সায়ানাইড বলা হয়;—যেমন, পটাসিয়াম সায়ানাইড, সোডিয়াম-সায়ানাইড ইত্যাদি। সায়ানাইড শ্রেণীর পদার্থগুলি সাধারণতঃ অতি তীব্র বিষ।

সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid)—অম্লজাতীয় একটি মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ; হাইড্রোজেন, গন্ধক এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে গঠিত। এই দ্রব্যটি বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিগফ্রিড লাইন—জার্মানি কর্তৃক জার্মানি ও ফ্রান্সের সীমান্তে নির্মিত দুর্গশৃঙ্খল। গত মহাযুদ্ধে ইহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

সিন-ফিন (Sinn-Fein)—আয়ারল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক দল। সিন-ফিন আন্দোলন ১৯৩৭ এ আয়ার প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

সিন্ধুঘোটক—এই জলজন্তুর উপরের চোয়ালের দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি বৃহৎ বক্র দন্ত নির্গত হয়। এই দন্তদ্বয় দৈর্ঘ্যে ১৫ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। উত্তর মেরু ইহাদের বাসস্থান।

সিপাহী-বিদ্রোহ (Sepoy Mutiny)—১৮৫৭ এর প্রারম্ভে বাংলাদেশে সিপাহীদিগের মধ্যে নূতন রাইফেল বন্দুকের প্রবর্তন হয়। এই বন্দুকে দাঁতে কাটিয়া টোটা ভরিতে হইত। জনরব উঠিল, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। উভয় দ্রব্যই যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জাতিনাশক। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদিগের অন্তরে ধর্ম ও জাতিভ্রংশের আশঙ্কায় ইংরেজদিগের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে জ্বলিয়া উঠিল। অবশ্য ইহা অন্যতম কারণ। ১৮৫৭ এর জানুয়ারী মাসে কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরের ছাউনীতে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই সময়ে মঙ্গল পাঁড়ে নামক এক সিপাহী তাহার ঊর্ধ্বতন সৈনিক কর্মচারীকে হত্যা করে। পরে বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঐ বৎসর ১৫ই মে তারিখেই বিদ্রোহাগ্নি প্রথম প্রবল আকারে মীরাটে দেখা দেয়। ইহার পর দিল্লী, কানপুর ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে ও ইংরেজদের হত্যা করা হইতে থাকে। নানা সাহেব এই বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রানীও বিদ্রোহে যোগদান করেন। কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজেরা এই বিদ্রোহ দমন করেন। [নানা সাহেব সম্বন্ধে চরিতাবলী দ্রঃ।]

সুঙ্গবংশ—মগধের প্রাচীন রাজবংশবিশেষ। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৪ অব্দে মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া এবং প্রধান মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশই সুঙ্গবংশ নামে খ্যাত। ১১২ বৎসর রাজত্ব করার পর এই বংশের শেষ রাজা দেবভূতি তাঁহার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন।

সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court)—ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় এই কোর্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী স্থাপিত হয়। সার ইলাইজা ইম্পে এই আদালতের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ('রেগুলেটিং অ্যাক্ট' দ্রঃ)। বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতকে সুপ্রীম কোর্ট বলা হয়।

সুবা—ভারতে বাদশাহী আমলে সমুদায় রাষ্ট্রকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বিভাগ এক একজন শাসন-কর্তার অধীনে স্থাপন করা হইত। এইরূপ শাসনকর্তাদিগকে 'সুবাদার' এবং তাঁহাদের শাসিত প্রদেশগুলিকে 'সুবা' নামে অভিহিত করা হইত। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে সমুদায় রাজ্য এইরূপ ১৫টি সুবায় বিভক্ত ছিল। শের শাহের সময়েও 'সুবা' ছিল।

সুমেরু-অভিযান—মেরু অভিযান বহুকাল হইতে চলিতেছে। উইলোবি, বেফিন, ফ্রবিশার প্রভৃতি প্রাচীনযুগের উল্লেখযোগ্য মেরু অভিযানকারী। ১৮১৮-এ তৃতীয় জর্জ একটি মেরুমুখী উত্তর পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য ২০ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেন। অতঃপর রস, প্যারী, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি একে একে মেরু অভিযানে বহির্গত হন। ১৮৮৮-এ ডাঃ নানসেন গ্রীনল্যাণ্ড

অতিক্রম করেন এবং ১৮৯৩—৯৬ এ তিনি ও লেফটেন্যান্ট জোহানসেন পূর্ব পূর্ব অভিযানকারীদের অপেক্ষা উত্তরমেরুর নিকট দুই শত মাইল অধিক অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন। ১৯০২-এ পিয়ারী পূর্ব অভিযানকারীদের আবিষ্কৃত একটি সাগর বরফাবৃত অবস্থায় দেখিতে পান। আব্রুজিব ডিউকের অভিযানের পরিচালক ক্যাপ্টেন ক্যাগনি ১৮৯৯ এ নানসেন অপেক্ষা ২২ মাইল অধিক উত্তরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৯০৬ এ কমাণ্ডার পিয়ারী মেরুকেন্দ্রের ২০১ মাইল মধ্যে গিয়া উপস্থিত হন এবং পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলি ভঙ্গ করেন। পরে পিয়ারী মেরুতে পৌছিয়া তথায় পতাকাদি প্রোথিত করিয়া আসেন। ১৯২৬ এ আডমিরাল বার্ড (Byrd) এবং ১৯২৮ এ ক্যাপ্টেন উইল্‌কিন্‌স্ বিমানযোগে মেরু ভ্রমণ করিয়া আসেন। ঐ বৎসর জুন মাসে ক্যাপ্টেন আমাণ্ডসেন (Amundsen) একখানি Sea-plane-এ জনৈক বৈমানিক মেরু-অভিযাত্রীর অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ১৯৩৭ এ Prof. J. Schmidt আর চারজন কর্মীকে লইয়া বিমানে উত্তর মেরুর নিকট আবহাওয়াদি তথ্য সংগ্রহ করিতে যান।

সুয়েজ খাল (Suez Canal)—সুয়েজ যোজকের কয়েকটি হ্রদ এবং খাল কাটিয়া সুয়েজ খাল তৈয়ারী হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ১৮৫২ এ ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপ্‌স্ (১৮০৫—১৮৯৪ খ্রীঃ) ইহার প্রথম পরিকল্পনা করেন। ১৮৬৯ এ প্রথম সুয়েজ খাল খোলা হয়; ইহার দৈর্ঘ্য ১০৩ মাইল। সবচেয়ে কম প্রস্থ হইতেছে ১৯৬ ফুট ১০ ইঞ্চি। ৩৪ ফুট গভীরতার বেশী জাহাজ হইলে উহা ইহার মধ্য দিয়া চলাচল করিতে পারে না। খালটি জাহাজে অতিক্রম করিতে ১১ ঘণ্টা ৩১ মিঃ লাগে। প্রথমে ইহাতে ব্রিটিশের সবচেয়ে বেশী অংশ ছিল। ১৮৮৮-এর চুক্তি অনুযায়ী সকল জাতির জাহাজই এই খালের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। বর্তমানে সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্র সুয়েজ খালকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে।

সেন্ট পিটার্সের গির্জা (St. Peter's at Rome)—রোমে অবস্থিত পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ গির্জা। ১৮,০০০ বর্গ গজ স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। ১৬৩২-এ সমাপ্ত হয়। সবচেয়ে বেশী দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট। উচ্চতা ৪৩৫ ফুট।

সেন্টিগ্রেড (Centigrade)—'থার্মমিটার' দ্রঃ।

সেফটি-ল্যাম্প (Safety lamp)—কয়লার খনিতে বিবিধ দাহ্য গ্যাস প্রায়শঃই উদ্গত হইতে থাকে। এইজন্য পূর্বে ঐ সকল স্থানে আলো লইয়া কাজ করা সম্ভবপর হইত না। ১৮১৪ এ Sir Humphry Davy যে Safety-lamp উদ্ভাবন করেন, তাহাতে উক্ত অসুবিধা বহুলাংশে দূর হয়। এই ল্যাম্পে জ্বলন্ত বাতিটিকে Wire gauge নামক ধাতুনির্মিত একজাতীয় জালের মধ্যে রক্ষা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক কারণবশতঃ বাতিরের দাহ্য গ্যাস প্রজ্বলিত হইতে পারে না। পূর্বোক্ত উদ্ভাবনের সমসময়ে জর্জ স্টিফেনসনও প্রায় পূর্বোক্ত প্রণালীতেই একপ্রকার সেফটি-ল্যাম্প উদ্ভাবন করেন; কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন সেফটি-ল্যাম্প আজও দেখা দেয় নাই।

সৈয়দ বংশ—দিল্লীর প্রাচীন মুসলমান শাসকবংশ বিশেষ। ১৪১৪ এ পঞ্জাবের শাসনকর্তা সৈয়দ খিজির খাঁ দিল্লীর নূতন বাদশাহ্ দৌলত খাঁ লোদীকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। অতঃপর তিনি এবং তাঁহার তিন জন দুর্বল উত্তরাধিকারী ১৪৫০ পর্যন্ত দিল্লীর অধিকার ভোগ করেন।

সোডিয়াম (Sodium)—ধাতুজাতীয় একটি মৌলিক পদার্থ। সংকেত Na (ল্যাটিন Natrium)। ১৮০৭ এ তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে Sir Humphry Davy সোডা নামক পদার্থ হইতে এই মৌলিক বস্তুকে পৃথক করেন।

সোভিয়েট (Soviet)—'সোভিয়েট' শব্দের মূল অর্থ 'সংঘ' বা পরিষদ্। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান এই নামে অভিহিত। শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক প্রভৃতি লইয়া গঠিত। ইহাদের প্রতিনিধিকে উচ্চতর পরিষদে (Congress-এ) পাঠানো হয়।

সোমনাথের মন্দির—সোমনাথ বোম্বাই প্রদেশের জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শহর। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ইহা রাজপুত রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে একটি মহাদেবের মন্দির ছিল; বিগ্রহের নাম সোমনাথ। এই মন্দিরমধ্যে বহু দেবোত্তর ধনরত্নাদি ছিল। সোমনাথের অগাধ ঐশ্বর্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া অর্থলোভী লুণ্ঠনপরায়ণ গজনীপতি সুলতান মাহ্‌মুদ ১০২৪ এ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন ও বিগ্রহের বহুমূল্য অলংকারাদি, প্রচুর ধনরত্ন এবং বিখ্যাত ফটকখানি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করেন।

সোয়েড্যাগন প্যাগোডা—রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির। বুদ্ধদেবের আটগাছি চুলের উপর এই ঘণ্টাকৃতি মন্দির নির্মিত। ইহার উচ্চতা ৩৬৭ ফুট ও নিম্নভাগের পরিধি ১৩৫৫ ফুট। ইহার উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। ইহার স্থানে স্থানে বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠমূর্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সোসাইটি অব্ ফ্রেণ্ডস্ (Society of Friends)—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্জ ফক্সের নেতৃত্বাধীনে খ্রীষ্টানদিগের একটি ক্ষুদ্র সংঘ এই নামে অভিহিত হইত। ইহাদিগকে 'কোয়েকার্স' (Quakers) ও বলা হইত।

সৌরজগৎ (Solar System)—সূর্য এবং সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সব গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু ও উল্কারাশি ঘুরিতেছে, তাহাদের সমগ্র পরিবারকে বলে সৌরজগৎ। এপর্যন্ত সৌরজগতে নয়টি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে:—(১) বুধ (Mercury), (২) শুক্র (Venus), (৩) পৃথিবী (Earth), (৪) মঙ্গল (Mars), (৫) বৃহস্পতি (Jupiter), (৬) শনি (Saturn), (৭) বরুণ (ইউরেনাস—Uranus (৮) নেপচুন (Neptune), (৯) প্লুটো (Pluto)। ইহা ছাড়া গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroids) আছে। [স্ব স্ব স্থানে দ্রঃ]

স্টার্লিং এরিয়া (Sterling Area)—যুক্তরাষ্ট্রে বা অন্যান্য দেশে যেখানে জিনিস-পত্রের দাম ডলারে দেওয়া হয়, সেই সব দেশ ডলার এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর ক্যানাডা বাদে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত দেশে, মিশরে বা আইসল্যাণ্ডে ডলারের সঞ্চয় 'ডলার এরিয়া'তে একত্রে কিনিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। শেষোক্ত দেশগুলিকে Sterling Area বলে।

স্যাকারিন (Saccharin)—তীব্র মিষ্ট-স্বাদযুক্ত যৌগিক পদার্থবিশেষ। আলকাতরা হইতে লব্ধ টোলিউইন হইতে প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। স্যাকারিন হালকা গুঁড়া পদার্থবিশেষ। জলে সামান্য-মাত্র গলে। চিনির চেয়ে ইহা ৫৫০ গুণ মিষ্টস্বাদযুক্ত।

স্যাক্সন (Saxon)—ইহারা প্রাচীন টিউটন জাতীয় লোক; অধুনা যে অঞ্চল হলস্টাইন নামে অভিহিত, ঐস্থানে তাহাদের আদিম বাসভূমি ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে ইহারা দস্যুতায় কখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। অতঃপর ইহারা ইওরোপের ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ইহাদের একটি শাখা ডোভার উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করে।

স্টোনহেঞ্জ (Stonehenge)—ইংলণ্ডে সালিসবেরি প্রান্তরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের

বিরাটকায় প্রস্তরসমষ্টি। চার হাজার বৎসর পূর্বে সূর্যোপাসক কেলটিক জাতি কর্তৃক নির্মিত বলিয়া অনুমিত।

স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম (Standard time)—পৃথিবীপৃষ্ঠে দুইটি স্থানের মধ্যে দ্রাঘিমাংশের ১ ডিগ্রি ব্যবধান থাকিলে উভয় স্থানের মধ্যে সূর্যোদয়ের সময়ের ৪ মিনিট অগ্রপশ্চাৎ হয়। এজন্য কোন বিস্তৃত দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশের মধ্যে স্থানীয় সময়ের অনেক পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যজনিত অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটি স্থানের স্থানীয় সময়কে প্রমাণ সময় ধরা হয়। ৮২° ৩০′ ডিগ্রিসূচক দ্রাঘিমাটি ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থল দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত স্থানগুলির স্থানীয় সময়ই ভারতবর্ষের স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। বর্তমানে ইহাই সর্বভারতীয় টাইম।

স্পঞ্জ (Sponge)—ইহা একপ্রকার প্রাণী। ইহাদের দেহ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত ও জল শোষক। সচরাচর উদ্ভিদ বলিয়া ভুল হয়। উদ্ভিদের ন্যায় এক জায়গায় থাকে। স্পঞ্জ জলে বাস করে।

স্বস্তিক—একপ্রকার চিহ্ন। বৈদিক যুগে এই চিহ্নের প্রচলন ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্র, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতে স্বস্তিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মেসোপোটেমিয়া, মিনোয়ান ক্রীট, মাওর্নিনি, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, চীন, জাপান, তিব্বত, পারস্য, রোম, উত্তর আফ্রিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, স্ক্যানডিনেভিয়া, আইসল্যাণ্ড, সিসিলি প্রভৃতি স্থানে স্বস্তিক চিহ্নের যে প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আর্যগণ খ্রীষ্টের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে এই চিহ্নের ব্যবহার করেন। নাৎসী জার্মানির ইহাই জাতীয় চিহ্ন ছিল। হিটলারের ব্যবহারের পূর্বে অস্ট্রিয়ার এক গির্জায় এই চিহ্ন অঙ্কিত ছিল।

হ

হলদিঘাটের যুদ্ধ—আরাবল্লী পর্বতমালার একটি গিরিসংকট গোগুণ্ডা বা হলদিঘাট নামে পরিচিত। এইখানে ১৫৭৬-এ রানা প্রতাপের সঙ্গে আকবর প্রেরিত মোগলসৈন্যের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)—আবহাওয়ার জলভাগ নিরূপণ করিবার যন্ত্রবিশেষ। ড্যানিয়েল (Daniel) নির্মিত হাইগ্রোমিটারই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হাইড্রোজেন (Hydrogen)—বর্ণহীন বাষ্পবিশেষ। ইহা অতিশয় হালকা ও অগ্নিদাহ্য। জলের ইহা অন্যতম উপাদান।

হাইড্রোপ্লেন (Hydroplane)—এক প্রকার নৌকা। ইহা যখন খুব দ্রুত চলে, তখন জল ছুঁইয়া যায় মাত্র, জল কাটিয়া চলে না। ইহার হাল অত্যন্ত লঘু হইয়া থাকে এবং তলভাগ চেপটা হয়।

হাইড্রোমিটার (Hydrometer)—জল এবং অন্য তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপিবার যন্ত্রবিশেষ। একটি বড় কাচের বাল্‌বের (bulb) তলায় একটি ছোট পারদপূর্ণ বাল্‌ব্ (bulb) থাকে। ছোট বাল্‌ব্‌টিতে পারদ থাকাতে উহা তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিয়া যায়; বড় বাল্‌বের গায়ে একটি স্কেল (scale) লাগানো থাকে। ছোট বাল্‌ব্‌টি কতখানি তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিল, তাহা বড় বাল্‌বের গায়ে লাগানো স্কেল হইতে বুঝা যায়। এইরূপে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারিত হইয়া থাকে। নানা প্রকারের হাইড্রোমিটার আছে—তাহাদের আকার বিভিন্ন রকমের। বিউমের (Beaumer) হাইড্রোমিটার জল হইতে ভারী এবং পাতলা, উভয় প্রকার তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নিকলসনের (Nicholson) হাইড্রোমিটার তরল এবং কঠিন উভয়প্রকার পদার্থের গুরুত্ব মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাউস অব কমন্স (House of Commons)—বিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নতর সভা। ইহাই প্রকৃতপক্ষে দেশের সকল নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষমতাযুক্ত। সাধারণতঃ ৫ বছর অন্তর ইহার সভ্য নির্বাচন হয়।

হাউস অব লর্ড্‌স্ (House of Lords)—এই সভায় কেবল উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকেরা (Archbishops and Bishops) ও ব্যারন (Baron) প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিযুক্ত জায়গীরদারেরা বসিয়া থাকেন। সদস্যসংখ্যা প্রায় ৭৯০। বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়া বর্তমানে ইহার আর কোন ক্ষমতা নাই।

হাওড়া ব্রিজ্ (নূতন)—১৯৪৩ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইহা খোলা হয়। ইহা তৈয়ারি করিতে ২৬,০০০ টন ইস্পাত ও ৩,২০,০০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

হারাকিরি—প্রধানতঃ দেশের কাজে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুতাপের ফলে বা কোন মহৎ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নিজের পেটে অস্ত্রাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করিবার প্রথা জাপানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এইভাবে আত্মহত্যাকে জাপানে বলা হয় হারাকিরি। বর্তমানে হারাকিরি আইনতঃ নিষিদ্ধ।

হার্মোনিয়াম (Harmonium)—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহা ১৮৪০-এ ডিবেন (Debain) কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়।

হার্শেল (Herschel)—ইউরেনাস (Uranus) নামক গ্রহ স্যার উইলিয়াম হার্শেল কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় বলিয়া এই গ্রহের নাম হার্শেল হইয়াছে ('ইউরেনাস' দ্রঃ)।

হিন্দুজাতি—হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষের জাতিবিশেষ। 'সিন্ধু' শব্দ হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। পারস্য প্রভৃতি দেশের লোকেরা ভারতবাসীকে এই নামে অভিহিত করিত। বর্তমানে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুগামীদিগকে হিন্দু বলা হয়। ইংরেজের বিভেদমূলক উদ্দেশে শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রভৃতিকে হিন্দু হইতে ভিন্ন বলিয়া গণনা করা হইত। কিন্তু বর্তমানে অনেকে ইহা মানিতে চায় না। তাহারাও হিন্দু বলিয়াই আত্মপরিচয় দেয় এবং স্বীকৃতও হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দু বলা হইয়া থাকে।

হিবার্ট লেক্‌চার্স্ (Hibbert Lectures)—ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা। এই সমস্ত বক্তৃতা বিশ্ববিখ্যাত লোক কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৮৭৮ এ জন হিবার্ট (John Hibbert) উইল করিয়া এই 'লেকচার' দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—The Religion of Man.

হিলিয়াম (Helium)—বায়বীয় মৌলিক পদার্থবিশেষ। ইহা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার নরমান লকইয়ার কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় এবং উইলিয়াম রামজে (William Ramsay) কর্তৃক ১৮৯৫ এ প্রমাণিত হয়।

হীনযান—বৌদ্ধধর্মের একটি শাখাবিশেষ। বৌদ্ধধর্মের ইহাই আদিম শাখা। ইহার পরে 'মহাযান' নামে আর একটি শাখা প্রবর্তিত হয়। হীনযান মতে বুদ্ধকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। হীনযান ধর্মই বুদ্ধ প্রবর্তিত করেন এবং অশোক ইহা আসমুদ্র হিমাচল প্রচার করেন। রাজা কনিষ্কের সময়ে মহাযান ধর্ম প্রচারিত হয়।

হীরক, প্রসিদ্ধ—হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গারক। ইহাই সর্বাপেক্ষা দামী ও কঠিন পদার্থ। প্রসিদ্ধ হীরকগুলির নাম, প্রাপ্তিস্থান ও ওজন নিম্নে প্রদত্ত হইল :—(১) এক্সেলসিয়র (Excelsior), প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা, ওজন ৯৭১ ক্যারাট; (২) গ্রেট মোগল (Great Mogul), ভারতবর্ষ, ২৮০

ক্যারাট ; (৩) জোঙ্কার (Jonker), দক্ষিণ আফ্রিকা, ৭২৬ ক্যারাট ; (৪) রিজেন্ট (Regent), ভারতবর্ষ, ৪১০ ক্যারাট ; (৫) অর্লভ (Orlov), ভারতবর্ষ, ৯০০ ক্যারাট ; (৬) কোহিনুর (Kohinoor), ভারতবর্ষ, ১০৬½ ক্যারাট ; (৭) কুলিনান (Cullinan), দক্ষিণ আফ্রিকা, ৩১০৬ ক্যারাট।

হুনজাতি—মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহারা দলে দলে ভারত, পারস্য ও ইওরোপ আক্রমণ করে। ভারতবর্ষ যাহারা আক্রমণ করে, তাহারা শ্বেতকায় হুনজাতি নামে অভিহিত। শ্বেতকায় হুনদিগকে এপথ্যালাইটিস (Ephthalites) বলে। এই শ্বেতকায় হুনজাতি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। রাজপুত ও জাঠজাতি এই শ্বেতকায় হুনজাতি হইতে উদ্ভূত।

হেলিকপ্টার (Helicopter)—এক প্রকার উড়ন্ত গাড়ি। উড়োজাহাজের জন্য অনেকখানি স্থানের দরকার। ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়োজাহাজকে উঠিতে ও নামিতে হয়। হেলিকপ্টারের এই অসুবিধা নাই। ইহা সোজা উঠিতে ও নামিতে পারে, যেমন লিফটে সোজা ওঠা নামা যায়। এ গাড়ির পাখা বলিয়া কোন জিনিস নাই। স্কাইহুক, কণ্ট্রা রিভল্‌ভিং ব্লেড ইত্যাদি নানারকম হেলিকপ্টার আছে। আধুনিক হেলিকপ্টারের প্রকৃত উদ্ভাবক আইগর সিকোরস্কি। কিয়েভে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। ১৯৩৭ এ হেলিকপ্টার নির্মাণে তিনি প্রথম সাফল্য অর্জন করেন।

হোলকার—ইন্দোরের রাজাদের 'হোলকার' বলা হইয়া থাকে। ইঁহারা জাতিতে মারাঠা। বাজীরাওএর একজন কর্মচারী ইন্দোরে হোলকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

হ্রদ—পৃথিবীর সুবিখ্যাত হ্রদ ও তাহাদের আয়তন :—

কাসপিয়ান (এশিয়া ও ইওরোপের মধ্যে অবস্থিত)—আয়তন ১,৪৩,৫৫০ বর্গমাইল। ভিক্টোরিয়া (আফ্রিকা)—আয়তন ২৬,৮২৮ বর্গমাইল। ইওরোপের লাডোগা—আয়তন ৭,১০০ বর্গমাইল। উত্তর আমেরিকার সুপীরিয়র—আয়তন ৩১,৮০০ বর্গমাইল। আরল (সোভিয়েট ইউনিয়ন)—আয়তন ২৫,৩০০ বর্গ মাইল। হুরন (উত্তর আমেরিকা)—আয়তন ২৩,০০০ বর্গ মাইল। মিচিগান (উত্তর আমেরিকা)—আয়তন ২২,৪০০ বর্গ মাইল। টাঙ্গানাইকা (আফ্রিকা)—আয়তন ১২,৭০০ বর্গ মাইল। বৈকাল (এশিয়া)—১১,৭০০ বর্গ মাইল।

দ্রঃ—সুপীরিয়র হ্রদকে পৃথিবীর মধ্যে সুস্বাদু জলের সর্বশ্রেষ্ঠ হ্রদ বলা

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

বিবিধ জ্ঞাতব্য

(২) ভূকোষ

অ

অক্সফোর্ড (Oxford)—ইংলণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত শহর, অক্সফোর্ড জেলার অন্তর্গত। ইহা টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীবিখ্যাত।

অক্সাস (Oxus)—রুশীয় তুর্কীস্থানের একটি নদী। ইহার অন্য নাম 'আমু দরিয়া'। পামির পর্বত হইতে বাহির হইয়া বোখারা ও খিবা প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা 'আরল সাগর' নামক হ্রদে পতিত হইয়াছে। ইহা ১৩৫০ মাইল দীর্ঘ।

অগ্রদ্বীপ—বর্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে চৈত্র মাসে একটি বড় মেলা হয়।

অঙ্গ—প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ। আধুনিক ভাগলপুরই প্রাচীন অঙ্গরাজ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন।

অটোয়া (Ottawa)—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের রাজধানী। ইহা কানাডার অণ্টারিও প্রদেশে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪,২৯,৭৫০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

অনটারিও (Ontario)—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের একটি প্রদেশ। রাজধানী টরন্টো। আয়তন ৪,১২,৫৮২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬২,৩৬,০৯২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

অনুরাধাপুরী—সিংহলের একটি বিখ্যাত শহর ও রেলস্টেশন।

অন্ধ্র—প্রাচীন দ্রাবিড় দেশের একটি অংশ। ওড়ঙ্গল ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল। বর্তমানে মাদ্রাজ প্রদেশের ভিজাগাপত্তম জেলার কয়েকখানি গ্রামকে এই রাজ্যের শেষ নিদর্শন বলিয়া নির্দেশ করা হয়। অন্ধ্র মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৩ এর ১লা অক্টোবর হইতে নূতন অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হইয়াছে। অন্ধ্র রাজ্যের আয়তন ১,০৬,২৮৬ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩,৫৯,৮৩,৪৪৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী হায়দ্রাবাদ।

অবজারভেটরি হিল (Observatory Hill)—দার্জিলিং শহরের একটি উচ্চ স্থান। এই স্থান হইতে হিমালয় পর্বতের কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি শৃঙ্গগুলি ভাল দেখা যায়।

অবন্তী—**১**। প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য। ইহার অপর নাম 'মালব'। ইহার রাজধানী 'উজ্জয়িনী'; এই নগরী শিপ্রা নদীর কূলে অবস্থিত ছিল। **২**। উজ্জয়িনী নগরীও 'অবন্তী' নামে খ্যাত। ইহার অন্য নাম—বিশালা, উজ্জয়িনী, বিষ্ণুপদ ও মহাকালপুরী। **৩**। নদীবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে ইহা শিপ্রা নদীর অপর নাম; আবার অন্যের মতে শিপ্রা ও অবন্তী, দুইটি পৃথক্ নদী। অবন্তী নদীও উজ্জয়িনীর নিকট প্রবাহিতা ছিল।

অমরকণ্টক—সাতপুরা পর্বতমালার পূর্বাংশে। ইহা একটি তীর্থ। কথিত আছে এখানে মৃত্যু হইলে মৃতের আত্মার মোক্ষলাভের কণ্টক বা বাধা কিছু থাকে না (অর্থাৎ সে সহজেই মোক্ষলাভ করিতে পারে) বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে অমরকণ্টক।

অমরকোট—সিন্ধুপ্রদেশে (পাকিস্তানের অন্তর্গত) অবস্থিত সিন্ধুনদের তীরবর্তী একটি নগর। এই স্থানে ১৫৪২ এর ২৩-এ নভেম্বর তারিখে সম্রাট্ আকবর জন্মগ্রহণ করেন।

অমরনাথ—কাশ্মীরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি পর্বতগুহা। গুহার ছাদ হইতে স্তম্ভাকারে পতিত জলরাশি দেখিতে কতকটা শিবলিঙ্গের মত এবং চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত উহারও হ্রাস বৃদ্ধি হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

অমৃতসর—পঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্গত একটি অতি বিখ্যাত শহর, লাহোর হইতে ৩৩ মাইল পূর্বে অবস্থিত। শিখদিগের নিকট ইহা পবিত্র স্থান। এখানে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ

'গ্রন্থ সাহেব', 'সুবর্ণ মন্দির' বা 'দরবার সাহেব' এবং শিখদিগের শিক্ষার নিমিত্ত স্থাপিত 'খালসা কলেজ' অতি বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৩,৭৬,২৯৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

অম্বর—জয়পুরের প্রাচীন নাম। রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের আমল (১৬০০) হইতেই অম্বররাজা ভারতের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে। এখানকার রাজপ্রাসাদ অতি বিখ্যাত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে অম্বরের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যক্ত হয়, এবং আধুনিক রাজধানী গঠিত হয়। অম্বরের কালীমন্দির অতি বিখ্যাত। কাহারও মতে ঐ মন্দিরের কালীমূর্তি রাজা প্রতাপাদিত্যের ও অন্য মতে উক্ত রাজা কেদার রায়ের। মানসিংহ ঐ কালীমূর্তি লইয়া আসিয়াছিলেন।

অম্বালা—হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত। লোকসংখ্যা ১,০৫,৫০৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

অম্বিকানগর—বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে রাজা নবীন রায়ের গড়ের ভগ্নস্তূপ আছে।

অযোধ্যা—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। প্রাচীনকালে ইহা উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল। সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত এই নগর তখন সূর্যবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। রামায়ণে ইহার সেকালের গৌরব বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কালক্রমে প্রাচীন রাজধানী পরিত্যক্ত হয়। মুসলমানগণ ইহা অধিকার করেন। ১৮৫৬ এ ইংরেজরা ইহা অধিকার করেন। প্রাচীন অযোধ্যা নগর এখন জঙ্গলাবৃত। ইহার বিনীতা, সাকেত পত্তন, কোশল প্রভৃতি কয়েকটি নাম প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট (Orange Free State)—দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের (Republic of South Africa) একটি প্রদেশ। আয়তন ৪৯,৬৪৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৩,৮৬,৫৪৭ (১৯৬০ খ্রীঃ)। তন্মধ্যে ২,৭৬,৭৪৫ জন শ্বেতাঙ্গ। রাজধানী ব্লুমফন্টেন (Bloemfontein)।

অর্লিয়েন্স (Orleans)—ফ্রান্সের অন্তর্গত একটি নগর বিশেষ। ইহা Loire নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৮৮,১০৫ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

অলকনন্দা—গঙ্গার একটি উপনদী। কেদারনাথ পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে বাহির হইয়া ইহা দেবপ্রয়াগের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অলকনন্দা হিন্দুদিগের মতে অতি পবিত্র নদী। পুরাণে কথিত আছে যে, ইহা স্বর্গের নদী। গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে মেরু পর্বতের নিম্নে গঙ্গোত্তরীতে নামিয়া অধোগঙ্গা, জাহ্নবী ও অলকনন্দা নামে ত্রিধারা হয়। অধোগঙ্গা পাতালের নদী, জাহ্নবী পৃথিবীর নদী ও অলকনন্দা স্বর্গের নদী।

অসিরগড়—বেরারের অন্তর্গত একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। ১৬০১-এ এই দুর্গ মোগল সম্রাট্ আকবরের হস্তগত হয়।

অস্টারলিজ (Austerlitz)—চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়ার একটি শহর। ১৮০৫ এ নেপোলিয়ন এখানে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করেন।

অস্ট্রিয়া (Austria)—মধ্য ইওরোপের একটি দেশ। আয়তন ৮৩,৮৪৯ বর্গ কিলোমিটার (৩২,৩৬৬ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭৩,২৩,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী ভিয়েনা।

অস্ট্রেলিয়া (Australia)—এশিয়ার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী একটি সুবৃহৎ দ্বীপ-রাজ্য। ইহার বিশাল আকারের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে মহাদেশ বলিয়া থাকেন। আয়তন ৭৬,৮২,৩০০ বর্গ কিলোমিটার (২৯,৬৭,৯০৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,১৯,২৮,৮৮৯ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

অস্ট্রেলেশিয়া (Australasia)—শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দক্ষিণ এশিয়া (Austral—দক্ষিণসম্বন্ধীয়, Asia)। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এবং ওশানিয়া বা ওশানিকার অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড এবং ব্রিটিশ নিউ গিনি প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ লইয়া গঠিত।

অসলো (Oslo)—নরওয়ের রাজধানী এবং প্রধান বন্দর। পূর্বনাম ক্রিস্টিয়ানিয়া। লোকসংখ্যা ৪,৮২,৪০৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

অ্যা

অ্যাঙ্কারা (Ankara or Angora)—তুরস্কের রাজধানী। সাকারিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৬,৪৬,১৫১ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

অ্যাঙ্গোলা (Angola)—পশ্চিম আফ্রিকার পোর্তুগিজ অধিকারভুক্ত প্রদেশ। রাজধানী লুয়াণ্ডা। আয়তন ১২,৪৬,৭০০ বর্গ কিলোমিটার (৪,৮১,৩৫১ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৫১,৫৪,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

অ্যাজাক্সিও (Ajaccio)—কর্সিকা দ্বীপের রাজধানী। ইহা ঐ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। ইহা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্মস্থান (১৭৬৯)। লোকসংখ্যা ৪২,২৮২ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

অ্যাজোর্স (Azores)—আটলাণ্টিক মহাসাগরের পোর্তুগিজ অধিকারভুক্ত দ্বীপপুঞ্জ। রাজধানী আংরা। আয়তন ৯২২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৩৭,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean)—দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসমুদ্র। আয়তন ৩,১৮,৩০,০০০ বর্গ মাইল।

অ্যাটল্যাস (Atlas)—উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিরাট পর্বতমালা। ইহা মরোক্কো, আলজিরিয়া ও টিউনিস—এই তিনটি প্রদেশের ১৫০০ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত।

অ্যাণ্টার্কটিকা—দক্ষিণমেরু প্রদেশ। এশিয়া মহাদেশের সমান একটি উচ্চ মালভূমি। ইহা বারমাস বরফে ঢাকা থাকে। দক্ষিণ মেরু হইতে উত্তরে ২৩½ ডিগ্রী পর্যন্ত ইহার সীমা। ইহা ৭০০০-১০,০০০ ফুট উচ্চ। অ্যাণ্টার্কটিকা ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও নরওয়ের অধিকৃত।

অ্যাণ্টোয়ার্প (Antwerp)—**১**। বেলজিয়ামের একটি বন্দর। ইহা Scheldt নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২,৫১,৪২৯ (১৯৬২ খ্রীঃ)। **২**। বেলজিয়ামের প্রদেশ। আয়তন, ১,১০৪। লোকসংখ্যা ১২,৭৮,৪৮০।

অ্যাণ্ডোরা (Andorra)—ফ্রান্স ও স্পেন দেশের মধ্যবর্তী পিরেনিজ পর্বতমালার উত্তরভাগস্থ একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন সাধারণতন্ত্র রাজ্য। আয়তন ৪৬৫ বর্গ কিলোমিটার (১৯০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৪০০০।

অ্যাপলো বন্দর (Apollo Bunder)—বোম্বাই শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি বন্দর।

অ্যাপেনাইনজ (Apennines)—ইটালীর পর্বতশ্রেণী। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০ মাইল এবং প্রস্থ ৭৫ হইতে ৮০ মাইল। ইহাকে ইটালীর মেরুদণ্ড বলা হয়। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মন্টে কর্নোর উচ্চতা ৯,৫৮৪ ফুট।

অ্যালজিরিয়া (Algeria)—উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সাহারা, পূর্বে টিউনিস ও পশ্চিমে মরক্কো। আয়তন ২,৯৫,০৩৩ বর্গ কিলোমিটার (১,১৩,৮৮৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,০৪,৫৩,০০০।

অ্যালবার্ট (Albert) **হ্রদ**—মধ্য আফ্রিকার একটি হ্রদ। ইহার দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল ও প্রস্থ ২০ মাইল।

অ্যালবিয়ন (Albion)—যুক্তরাষ্ট্রের

মিসিগান প্রদেশের একটি শহর। লোক-সংখ্যা, ১২,৭৪৯ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

অ্যালবেনিয়া (Albania)—বলকান উপদ্বীপের রাজ্যবিশেষ। পূর্বে ইহা তুরস্কের অধীনে ছিল। ১৯৩৯-এ ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৪৬-এ সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। আয়তন ২৮,৭৪৮ বর্গ কিলোমিটার (১১,১০১ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৮,১৪,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী টিরানা।

অ্যাসোয়ান (Aswan)—সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্রে নীলনদের তীরবর্তী একটি শহর। এস্থানে নীলনদের বাঁধ সুপ্রসিদ্ধ। লোক-সংখ্যা ৪৮,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহার নিকটে বহু প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

আ

আইরিশ ফ্রী স্টেট (Irish Free State)—'আয়ারল্যাণ্ড' দ্রঃ।

আইসল্যাণ্ড (Iceland)—আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরাংশে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র। আইসল্যাণ্ড স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্র। আয়তন ১,০৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৩৯,৭৫৮ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৯৬,৯৩৩ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

আকনকাগুয়া (Aconcagua)—**১**। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টাইনার আন্দিজ পর্বতশ্রেণীর একটি পর্বত। **২**। চিলির একটি প্রদেশের নাম। আয়তন ৩,৯৩৯ বর্গ মাইল। ইহার রাজধানী স্যান ফেলিপে (San Felipe).

আকিয়াব—ব্রহ্মদেশের আরাকান প্রদেশের বন্দর ও পোতাশ্রয়। এখানকার লোক সংখ্যা ৪২,০০০।

আগরতলা—ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ত্রিপুরার রাজধানী।

আগ্রা—যমুনা নদীর তীরে উত্তর প্রদেশের শহর। পৃথিবীবিখ্যাত তাজমহল, মোতি মসজিদ এবং আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা এখানে বর্তমান। এখানে অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে। মোগল সম্রাট্ আকবর ও শাহ্‌জাহানের আমলে ইহা তাঁহাদের রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা ৫,০৮,৬৮০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

আজভ বা **আজফ** (Azov)—**১**। ডন নদীর তীরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শহর ও বন্দর। লোকসংখ্যা ২৭,৫০০। **২**। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি সাগর।

আজমীর—রাজস্থানের একটি শহর। ইহা তারাগড় নামক পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে মোগল সম্রাট্ আকবরের নির্মিত একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। লোক সংখ্যা ২,৩১,২৪০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখান কার মেয়ো কলেজ (Mayo College), রেলওয়ে স্টেশন এবং অন্যান্য অট্টালিকা প্রধান দর্শনীয় বিষয়। 'আজমীর' নামটি সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, 'অজ' নামক একজন চৌহানবংশীয় রাজপুত রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া উহার নাম হইয়াছে 'আজমীর'। আবার কেহ বলেন, উহার প্রাচীন নাম ছিল 'অজয়মেরু'। সেই অজয়মেরু'ই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমানে 'আজমীরে' পরিণত হইয়াছে।

আজিমগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

আজেরবাইজান (Azerbaijan)—**১**। উত্তর পশ্চিম ইরানের প্রদেশ। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। আয়তন ৪১,০০০ বর্গ মাইল। **২**। (Azer-baydzhain) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গণতন্ত্র। আয়তন ৩৩,৪৬০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৭০,০০০০। রাজধানী বাকু।

আঠারবাঁকী—খুলনা জেলার একটি নদী। ইহা মধুমতী হইতে বাহির হইয়া ভৈরব নদে মিশিয়াছে।

আড়িয়ল খাঁ—ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহা মেঘনায় পড়িয়াছে।

আত্রেয়ী বা **আত্রাই**—উত্তর বঙ্গের একটি নদী। হিমালয় হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

আদোয়া (Adowa)—উত্তর ইথিওপিয়ার একটি ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান। ইহা টিগ্রে নদীর তীরে অবস্থিত। ইটালী আবি সিনিয়ার প্রধান যুদ্ধ এখানে ঘটে। লোক সংখ্যা ১০,০০০।

আদ্দিস আবাবা (Addis Ababa)—পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়ার রাজধানী। লোকসংখ্যা প্রায় ৪,৫০,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। এখান হইতে লোহিত সাগরের উপকূলস্থ জীবুতি বন্দর পর্যন্ত একটি রেলপথ গিয়াছে।

আড্রিয়াতিক সাগর (Adriatic Sea)—ইটালী ও বল্কান উপদ্বীপের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরের একটি শাখা। ভিনিস, ব্রিন্দিসি প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ইহার কূলে অবস্থিত। আয়তন ৫২,০০০ বর্গ মাইল।

আনাম—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম গণতন্ত্রের অন্তর্গত প্রদেশ। রাজধানী হুয়ে।

আন্দামান—বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। ইহার রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার (Port Blair)। ইহা বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। আয়তন ৩১১৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬৩,৫৪৮ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

আন্দিজ পর্বতমালা—দক্ষিণ আমেরিকার পর্বতমালা। পশ্চিম সীমায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে অবস্থিত। ইহা প্রায় ৪৫০০ মাইল দীর্ঘ। ইহার কয়েকটি শৃঙ্গ ২০,০০০ ফুটের অধিক উচ্চ। ইহার দুই একটি আগ্নেয় শিখর আছে।

আফগানিস্তান—ভারতের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি পার্বত্য দেশ। এখানকার রাজধানী কাবুল। হিরাট ও কান্দাহার অপর দুইটি প্রধান নগর। এখানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী বর্তমান। আয়তন ৬,৫৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার (২,৫০,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৫২,৭৭,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

আফ্রিকা—পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। ইহার উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর। আয়তন ১,১৫,০০,০০০। ইহার, উত্তরাংশে সাহারা নামে পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি এবং মধ্যস্থলে নিবিড় অরণ্য। সর্বোচ্চ পর্বত কিলিমাঞ্জারো (১৯,৩২১ ফুট)। প্রধান নদী—নীল, কঙ্গো, জাম্বেসী। খনিজ পদার্থ—সোনা, হীরা, তামা। ব্যাঘ্র ব্যতীত প্রায় সমস্ত শ্রেণীর বন্যজন্তু এখানকার অরণ্যে বাস করে।

আবিসিনিয়া—ইহার বর্তমান নাম ইথিওপিয়া। পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী আদ্দিস আবাবা। আয়তন ১০,০০,০০০ বর্গ কিলো-মিটার (৩,৫৭,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ২,২২,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। আবি সিনিয়ার অধিবাসীদিগকে 'হাবসী' বলে। এখানকার সম্রাটের উপাধি 'হাইলে সেলাসী' এবং অধীন সামন্তগণের উপাধি 'রাস'।

আবু পাহাড়—রাজস্থানের অন্তর্গত আরাবল্লী পর্বতমালার ৭ মাইল দক্ষিণে এই পাহাড় অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৫৬৫০ ফুট এবং উহার সর্বোচ্চ শিখরের নাম 'গুরু শিখর'। ইহার উপরে একটি মনোরম হ্রদ আছে। জৈনদিগের পাঁচটি বিখ্যাত মন্দির এই পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শিল্পকার্যের জন্য ঐগুলি অতিশয় বিখ্যাত।

আভা—ইরাবতী নদীর তীরে ব্রহ্মদেশের একটি শহর। পূর্বে ইহা ব্রহ্মদেশের রাজ-ধানী ছিল।

আমতা—হাওড়া জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

আময়—চীনদেশের ফুকিয়েন নামক প্রদেশের একটি শহর। ঐ প্রদেশের ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

আমস্টার্ডাম (Amsterdam)—নেদারল্যাণ্ডসের রাজধানী। এই শহরটি ৯৬টি দ্বীপ লইয়া গঠিত। শহরে প্রায় ৩০০ শত সেতু আছে। লোকসংখ্যা ৮,৬৯,৬০২ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

আমাজন (Amazon)—দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবাহিত নদী। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৯০০ মাইলের অধিক। আন্দিজ পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া ইহা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে।

আমু দরিয়া—মধ্য এশিয়ার একটি নদী। ইহার অপর নাম 'অক্সাস' (তাহা দ্রঃ)।

আমেদাবাদ—'আহমদাবাদ' দ্রঃ।

আমেরিকা (America)—পশ্চিম গোলার্ধ। ইহার দুইটি ভাগ—উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। লোকসংখ্যা ৪৫,০০,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

আমোদার—হুগলী জেলার একটি ক্ষুদ্র নদ। ইহা বাঁকুড়া জেলা হইতে হুগলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং গড় মান্দারনের নিকট দিয়া বহিয়া তারাজুলী খালে পড়িয়াছে।

আয়ারল্যাণ্ড (Ireland)—স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ৬৮,৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার। (২৬,৬০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২৮,৯৯,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী ডাবলিন।

আরব—এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড উপদ্বীপ ও দেশ। আয়তন ১০,০০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৮০,০০,০০০। ইহার অধিকাংশই মরুভূমি। সৌদি আরব, ইয়েমেন, কুওয়াইট, মস্কট ও ওমান, কোয়াটার, সংযুক্ত দক্ষিণ আরব প্রভৃতি রাজ্যে বিভক্ত; সৌদি আরব সবচেয়ে প্রধান।

আরব সাগর (Arabian Sea) ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশ, আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত।

আরল সাগর (Aral Sea)—এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়ার কাজাখস্থানের অন্তর্গত একটি বৃহৎ লবণ হ্রদ। আয়তন ২৬,১৬৬ বর্গ মাইল। আমু দরিয়া ও সির দরিয়া নামক দুইটি নদী ইহাতে পড়িয়াছে।

আরা—বিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর। ইহা শাহাবাদ জেলার একটি মহকুমা এবং গঙ্গা শোন খালের মোহানায় অবস্থিত।

আরাকান—ব্রহ্মদেশের একটি বিভাগ। এই স্থানের অধিবাসীদিগকে সাধারণতঃ 'মগ' বলে। অধিকাংশ মগই বৌদ্ধ।

আরাবল্লী—রাজস্থানের একটি পর্বতমালা। ইহা রাজস্থানের উত্তরাংশে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। ইহার উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট। ইহা সমগ্র রাজস্থানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই পর্বতশ্রেণীর মাউন্ট আবু ৫৬৫০ ফুট উচ্চ।

আরামবাগ—হুগলী জেলার একটি মহকুমা ও শহর।

আরারাট—১। তুরস্কের পর্বত। বাইবেলে বর্ণিত নোয়ার জাহাজ এই স্থানেই অবস্থান করে বলিয়া কথিত। ২। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের একটি শহর। লোকসংখ্যা ৭৯১০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

আর্কট—মাদ্রাজ হইতে প্রায় ৬৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর। আর্কটের যুদ্ধের জন্য (১৭৫১) ইহা ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ২৫,০২৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

আর্কটিকা (Arctica)—'উত্তর মেরু' দ্রঃ।

আর্কেডিয়া (Arcadia)—গ্রীসের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন পিলোপনিসাস (বর্তমান—মোরিয়া) প্রদেশের একটি বিভাগ। রাজধানী ট্রিপলিস। লোকসংখ্যা ১,৩৪,১০৮। কথিত আছে, প্রাচীনকালে ইহার অধিবাসীরা যার পর নাই সরল ও সাদাসিধা ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালের ন্যায় সরলতাপূর্ণ কোন আদর্শ দেশ বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আর্গস—গ্রীসের অন্তর্গত প্রাচীন শহর বিশেষ। লোকসংখ্যা ১৪,৭০৬।

আর্জেন্টিনা (Argentina)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি গণতন্ত্রী দেশ। ইহা একটি রিপাবলিক বা গণতন্ত্র। আয়তন ২৮,০৮,৬০২ বর্গ কিলোমিটার (১০,৮৪,১২০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২,২৭,০০,০০০। এখানকার রাজধানী বুয়েনস আয়ার্স (Buenos Ayres).

আর্থার (Arthur)—মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণস্থ একটি বিখ্যাত বন্দর; কোরিয়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত। চীন ও রাশিয়ার যুক্ত নৌঘাটি। ১৯৫০-এর চীন সোভিয়েট চুক্তি অনুসারে ইহা ১৯৫২ এ চীনাদের পূর্ণ অধিকারে আসে। লোকসংখ্যা ১,৪২,১৮৪।

আর্মেনিয়া (Armenia)—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গণতন্ত্র। ইহা এশিয়া মাইনর ও ককেসাস পর্বতের মধ্যবর্তী এবং কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আয়তন ২৯ ৮০০ বর্গ কিলোমিটার (১১,৪৯০ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ২২,৫৩,০০০।

আর্যাবর্ত—হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত ভূভাগকে আর্যাবর্ত বলে। আর্যগণ ভারতে আসিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া উহার নাম হইয়াছে 'আর্যাবর্ত'। আর্যাবর্ত অতি সরস ও উর্বর। হিমালয় ও মানস সরোবর হইতে অসংখ্য নদনদী বাহির হইয়া ইহাকে সিক্ত করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ভূভাগ ভারতীয় সভ্যতার লীলাভূমি।

আর্লিংটন (Arlington)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া প্রদেশের একটি বড় শহর। এখানে আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবে নিহত ১৬,০০০ সৈন্যের কবর আছে। জনসংখ্যা ৪৯,৯৫৩।

আলজিরিয়া (Algeria)—উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ২,৯৫,০৩৩ বর্গ কিলোমিটার (১,১৩,৮৮৩ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ২৪,৬৬,৮৩৩ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

আলতাই—এশিয়াটিক রুশিয়ার পূর্ব অঞ্চলের একটি পর্বত। ইহা সাইবেরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ মাইল।

আলমোড়া—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটি শহর। ইহা ৫২০০ ফুট উচ্চ স্থানে অবস্থিত। ইহা নৈনীতাল হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত।

আলবেনিয়া (Albania)—যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের মধ্যে অবস্থিত আড্রিয়াটিক সাগরের তীরবর্তী একটি স্বাধীন রাজ্য। আয়তন ২৮,৭৪৮ বর্গ কিলোমিটার (১১,১০১ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৯,১৪,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী টিরানা।

আলমা (Alma)—পূর্ব ইউরোপের ক্রিমিয়া নামক স্থানের একটি নদী।

আলাবামা (Alabama)—যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। ইহা একটি বিশিষ্ট বন্দর। তুলা, চিনি ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের ইহা একটি কেন্দ্রস্থল। আয়তন ৫১,৬০৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩২,৬৬,৭৪০। ইহার রাজধানী মন্টগোমারি।

আলাস্কা (Alaska)—উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি প্রদেশ। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। পূর্বে ইহা রাশিয়ার রাজ্য ছিল, কিন্তু ১৮৬৭-এ যুক্তরাষ্ট্র উহা রাশিয়ার নিকট হইতে কিনিয়া লয়। আয়তন ৫,৮৬,৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৪৬,০০০।

আলিগড়—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শহর। ইহা শিল্প বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থান। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা ১,৮৫,০২০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

আলিপুর—পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার সদর শহর ও মহকুমা। ২৪ পরগনা জেলার সদর হইলেও ইহা শাসনকার্যের জন্য কলিকাতার অন্তর্গত।

আলিপুর দুয়ার্স্—জলপাইগুড়ি জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

আলেকজেন্ড্রিয়া—সংযুক্ত আরব গণতন্ত্রের অন্তর্গত একটি প্রাচীন শহর এবং উহার প্রধান বন্দর। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে মহাবীর আলেকজাণ্ডার এই নগর স্থাপন করেন। লোকসংখ্যা ১৫,১৩,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহা নীল নদের (Blue Nile) তীরে অবস্থিত।

আলেপ্পো (Aleppo)—উত্তর সিরিয়ার একটি শহর। ইহা দেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা ৪,৯৬,২৩১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

আলেয়ার খাঁ—দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

আলোয়ার—রাজস্থানের অন্তর্গত রাজ্য। পূর্বে ইহা মৎস্য ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল। (১৮ই মার্চ, ১৯৪৮), পরে ১৫ই মে, ১৯৪৯ এ ইহা রাজস্থানভুক্ত হয়। আলোয়ার জেলার লোকসংখ্যা ৮,৬১,৯৯৩। আলোয়ার শহরের লোকসংখ্যা ৫৭,৮৬৮।

আলজিয়ার্স (Algiers)—আলজিরিয়ার রাজধানী ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা ৯,৪৩,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

আল্‌স্ (Alps)—ইটালীর উত্তরে অবস্থিত ইওরোপের সর্বোচ্চ পর্বতমালা। ইহা জেনোয়া উপসাগর হইতে ভিয়েনা পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মাইল লম্বা এবং টাইবল অঞ্চলে ইহা প্রায় ১৩০ মাইল চওড়া। মণ্ট ব্লাঙ্ক (১৫,৭৮৪ ফুট), মণ্ট রোসা (১৫,২১৭ ফুট) এবং ম্যাটারহর্ন (১৪,৭৮২ ফুট)।

আসাই—হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে ১৮০৩-এ ইংরেজ সেনাপতি সার আর্থার ওয়েলেস্‌লির (পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন) সহিত মারাঠাদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। মারাঠাদের সহিত ফরাসীরাও যোগ দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মিলিত বাহিনীও ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হয়।

আসানসোল—বর্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংসন স্টেশন। এখানে বহু কয়লার খনি আছে।

আসাম—ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত রাজ্য। ইহার রাজধানী দিসপুর। বাঙ্গালা ও আসামী এই দুইটি ভাষা এদেশে প্রচলিত। ইহা একজন রাজ্যপালের শাসনাধীন। পূর্বে 'অহোম' নামক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'আসাম'। আসামের অন্য বিখ্যাত স্থান কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল 'প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর'; মহাভারতেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কমলালেবু, চা এবং সাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ এখানকার বাণিজ্য-দ্রব্য। আসামের বন হইতে বন্য হস্তী ধরা হয়। আয়তন ৪৭,০৯১ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১,১৮,৭২,৭৭২ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। [পূর্বেকার আসাম প্রদেশ পুনর্গঠন করিয়া বর্তমানে এই স্থানে ছয়টি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের নামঃ আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড এবং মিজোরাম।]

আসিরিয়া—প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য। ইহা পশ্চিম এশিয়ায় বর্তমান ছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর (৭১১) প্রথম ভাগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আসিরিয়ার প্রকৃত ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা কঠিন। সম্ভবতঃ ব্যাবিলনিয়া, বাগদাদ, মেসোপটেমিয়া এবং কুর্দিস্থান লইয়া এই সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন রাজধানী ছিল নিনেভে (Nineveh). এই সাম্রাজ্য দুইটি নদীর দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল; এই দুইটি নদী—গ্রেটার জ্যাব (Greater Zab) ও লেসার জ্যাব (Lesser Zab). নদী দুইটি জ্যাগ্রোস (Zagros) পর্বত হইতে বাহির হইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যজাতিগণের মধ্যে আসিরীয়গণ অন্যতম। ইহারা নগরনির্মাণে দক্ষ, স্থাপত্যে অতিশয় পারদর্শী এবং একাধারে বীর ও নিষ্ঠুর ছিল। এই সাম্রাজ্য প্রায় ১২৮০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। নিমরোড নামক এক ব্যক্তি ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য হইতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ইহার শেষ রাজা সেনাচেরিব (Sennacherib) খ্রীষ্টপূর্ব ৭১১ অব্দে মিডীয়দিগের হস্তে নিহত হইলে এই সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আহমদনগর—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি ইতিহাস বিখ্যাত স্থান। মুসলমান আমলে ইহা নিজামশাহী-বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা ১,১৯,০২০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

আহমদাবাদ—গুজরাটের জেলা ও শহর। কাপড়ের কলের জন্য প্রসিদ্ধ। শহরের লোকসংখ্যা ১২,০৬,০০১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ইউনাইটেড কিংডম (United Kingdom)—যুক্তরাজ্য। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ একত্রে এই নামে অভিহিত হয়।

ইউফ্রেটিজ (Euphrates)—দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম নদী। ইহা আর্মেনিয়ার উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া, ইরাকের মধ্য দিয়া বহিয়া, পারস্য-উপসাগরে পড়িতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭৮০ মাইল। ইহার প্রাচীন নাম 'ফোরাত'। এই ফোরাতের উপকূলেই কারবালা-প্রান্তরে হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র এমাম হোসেন এজিদের সৈন্যগণহস্তে সদলে নিহত হইয়াছিলেন। তাইগ্রিস নদীর সহিত মিলিত হইবার পর ইহার নাম হইয়াছে 'শাত-উল-আরব' (Shatt-el-Arab)।

ইওরোপ (Europe)—অন্যতম মহাদেশ। ইহার উত্তরে উত্তর-মহাসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর এবং পূর্বে উরাল পর্বত ও উরাল নদী। আয়তন ৩৯,০০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫৩,৩০,০০,০০০।

ইংরেজ বাজার—মালদহ জেলার প্রধান নগর। ইহা মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত।

ইংলণ্ড (England)—ইওরোপ মহাদেশের পশ্চিম-প্রান্তস্থ গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাংশ। আয়তন ৩৩১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪,৬০,৭১,৬০৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী লণ্ডন। অন্যান্য প্রধান নগর—লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, অক্সফোর্ড প্রভৃতি। এখানকার অধিবাসী ইংরেজ।

ইংলিশ চ্যানেল (English Channel)—ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সাগরাংশ। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ মাইল এবং বিস্তার প্রায় ১৫৫ মাইল।

ইকোয়াডর (Ecuador)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি সাধারণতন্ত্র। ইহার আয়তন ৪,৫৫,৪৫৪ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৫৫,৮৫,৪০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

ইচ্ছামতী—চব্বিশ পরগনার একটি নদী। নদীয়া ও যশোহর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কালিন্দী নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইছাপুর—চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি স্থান। এই স্থানে ভারত গভর্নমেণ্টের অস্ত্র-নির্মাণের বৃহৎ কারখানা আছে।

ইছামতী—ঢাকা জেলার একটি নদী। ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

ইজরেল (Israel)—পশ্চিম এশিয়ার

একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র। রাজধানী জেরুজালেম। আয়তন ২০,৭০০ বর্গ কিলোমিটার (৭,৯৯৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২৬,৫৭,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

ইটালী (Italy)—দক্ষিণ ইওরোপের একটি রাজ্য। আয়তন ৩,০১,২২৩ বর্গ কিলোমিটার (১,১৬,২৮০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৫,২৫,২০,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী রোম। সিসিলি, সার্ডিনিয়া, এলবা ও আর ৭০টি দ্বীপ ইটালীর অন্তর্গত। ১৯৪৭ এ গণতন্ত্র (Democratic Republic founded on Labour) বলিয়া ঘোষিত হয়। পার্লামেন্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ৭ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

ইডেন গার্ডেন্স (Eden Gardens)—কলিকাতার রাজভবনের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি বৃহৎ সুশোভিত উদ্যান।

ইণ্ডিয়ানা (Indiana)—ইউনাইটেড স্টেটসের মধ্যভাগে মিচিগান হ্রদের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। রাজধানী ইণ্ডিয়ানাপোলিস। অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। আয়তন ৩৬,২৯১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪৬,৬২,৪৯৮ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

ইণ্ডিয়ানাপোলিস (Indianapolis)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইণ্ডিয়ানা রাষ্ট্রের রাজধানী ও সর্বপ্রধান শহর। ইহা অনেকগুলি রেলপথের প্রধান কেন্দ্র এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ৪,৭৬,২৫৮ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

ইথিওপিয়া—'আবিসিনিয়া' দ্রঃ।

ইন্দোচীন—এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস—এই কয়টি রাষ্ট্র দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র।

ইন্দোর—মধ্য-ভারতের অন্তর্গত অন্যতম রাজ্য। ইহার রাজধানীর নামও ইন্দোর। এখানকার রাজার উপাধি 'হোলকার'। তিনি জাতিতে মারহাট্টা। আয়তন ৯,৯৩৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৯৪,৯৪১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ইন্দ্রপ্রস্থ—আধুনিক দিল্লী শহরের নিকটবর্তী একটি পুরাণখ্যাত স্থান। কথিত আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির এইখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, পুরাকালে এই স্থান খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখনও এই স্থানে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্রবতী নদী—দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর একটি উপনদী। ইহা নীলগিরি হইতে বাহির হইয়া গোদাবরীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

ইম্ফল—মণিপুর রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৬৭,৭১৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

ইয়র্ক (York)—গ্রেট ব্রিটেনের ইয়র্কশায়ার প্রদেশস্থ একটি নগর। ব্রিটেনে যখন রোমের প্রাধান্য ছিল, তখন এই স্থান তাহাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ৬২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এইস্থানে একজন আর্চবিশপ নিযুক্ত থাকিতেন। ইয়র্কে এখনও রোমক সভ্যতা এবং সমৃদ্ধির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। লোকসংখ্যা ১,০৪,৪৬৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ইয়র্কশায়ার (Yorkshire)—ইংলণ্ডের উত্তরভাগে অবস্থিত একটি জেলা। ইংলণ্ডের জেলাগুলির মধ্যে ইহাই সর্ববৃহৎ; পরিমাণফল ৬০৮১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৪৭,২২ ৬৬১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ইয়াংসি—চীনদেশের দীর্ঘতম এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০০ মাইল। ইহা তিব্বত হইতে বাহির হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িতেছে।

ইয়েমেন (Yemen)—দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের উপকূলে অবস্থিত দেশ। এই স্থানের শাসনকর্তার উপাধি 'ইমাম'। রাজধানী সানা। আয়তন ১,৯৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৭৫,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

ইরাক (Iraq)—এশিয়ার রাজ্য। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া। আয়তন ৪,৩৮,৪৪৬ বর্গ কিলোমিটার (১,৬৯,২৪০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৮২,৬১,৫২৭ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী বাগদাদ। নিনেভে ও বাবিলন প্রাচীন শহর।

ইরান—পারস্যের নামান্তর 'ইরান'। আয়তন ১৬,২১,৮৬০ বর্গ কিলোমিটার (৬,২৭,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২,৫৭,৮১,০৯০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ইরাবতী—ব্রহ্মদেশের বৃহত্তম নদী। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। ইহা পাতকোই অঞ্চলের উত্তরস্থিত পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার মোহনায় বেসিন ও রেঙ্গুন অবস্থিত।

ইর্খুটস্ক (বা **আর্কুটস্ক**)—পূর্ব সাইবেরিয়ার একটি বিখ্যাত নগর। ইহা আঙ্গারা নদীর তটে অবস্থিত একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা ২,৪৩,৩৮০।

ইলামবাজার—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে লাক্ষার কারখানা আছে।

ইলিচপুর—মধ্যভারতের একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। আলাউদ্দীন প্রথমবার দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া এই স্থানটি অধিকার করেন।

ইলিনয়েস (Illinois)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র। আয়তন ৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,০০,৮১,১৫৮ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী স্প্রিংফিল্ড।

ইলোরা—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি স্থান। ইহা দৌলতাবাদ ও আওরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী। ইহার এক ক্রোশ দূরে কতিপয় বিখ্যাত গুহামন্দির বর্তমান। ঐ সকল গুহামন্দিরে অতি মনোরম দেবমূর্তি ক্ষোদিত আছে। ইহার গুহাগুলি বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন এই তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। জৈন পর্যায়কে 'ইন্দ্রসভা' বলে। এখানে একটি বৃহৎ জিনমূর্তি আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, গুজরাটের অধিপতি দ্বিতীয় কর্ণদেবের রাজা সুলতান আলাউদ্দীন কর্তৃক বিজিত হইলে তাঁহার কন্যা দেবলাদেবী এই গুহায় কিছুকাল আত্মগোপন করিয়া ছিলেন, কিন্তু পরে ধৃত হইয়া দিল্লীতে নীত ও আলাউদ্দীনের পুত্রবধূরূপে গৃহীত হন।

ইসলামপুর—ময়মনসিংহ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কাঁসা ও পিতলের বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ।

ইসলিংটন (Islington)—লণ্ডনের উত্তর উপকণ্ঠস্থিত নগর। লোকসংখ্যা ২,৬১,৮২২। (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

ইস্তানবুল (Istanbul)—তুরস্কের বিখ্যাত শহর এবং সামুদ্রিক বন্দর বিশেষ। পূর্বে ইহা কনস্টান্টিনোপল নামে তুরস্কের রাজধানী ছিল। মর্মর সাগর এবং বসফরাস প্রণালী ইহার সীমায় অবস্থিত। 'গোল্ডেন হর্ন'-নামক সাগরশাখা ইহার অনুবর্তী হওয়ায় পোতাশ্রয়ের সুবিধা হইয়াছে এবং শহরটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরাংশ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং দক্ষিণাংশ বৈদেশিকদিগের উপনিবেশ। লোকসংখ্যা ১৪,৫৯,৫২৮ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

ইস্পাহান—ইরানের একটি প্রদেশ। রাজধানী ইস্পাহান ইরানের (পারস্যের) প্রাচীন রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা ২০৫,০০০।

ঈ

ঈজিয়ান সাগর (Aegean Sea)—গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের মধ্যে বিদ্যমান ভূমধ্যসাগরের একটি শাখা। ইহার মধ্যস্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপগুলিকে গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জ বলে।

ঈরাই হ্রদ (Lake Erie)—উত্তর আমেরিকার একটি সুবৃহৎ হ্রদ। ইহার আয়তন প্রায় ৯,৯৪০ বর্গ মাইল।

ঈশ্বরদি—পাবনা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ রেল জংসন-স্টেশন।

ঈশ্বরীপুর—খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। এখানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

ঈস্ট ইণ্ডিজ (East Indies)—'পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' দ্রঃ।

উ

উইনিপেগ (Winnipeg)—**১**। কানাডার মনিটোবা প্রদেশের রাজধানী; অতি বৃহৎ বাণিজ্যস্থান। লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯৮৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। **২**। আমেরিকার উইনিপেগ শহরের চল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি হ্রদ। ইহা ২৬০ মাইল দীর্ঘ এবং ইহার ন্যূনতম এবং বৃহত্তম বিস্তার যথাক্রমে ২৫ ও ৬০ মাইল।

উক্রেন, ইউক্রেন (Ukraine)—সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত গণতন্ত্র, উহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি ভূভাগ। ইহার দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর। এই দেশটি অতিশয় উর্বর এবং এখানে বিবিধ শস্য অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং এখানে অনেক কয়লার খনি আছে। আয়তন ২,২৫,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪,১৮,৯৩,০০০ (১৯৬৯ খ্রীঃ)। রাজধানী কিয়েভ।

উগাণ্ডা—আফ্রিকার অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া হ্রদের পশ্চিম-পারস্থ একটি স্বাধীন রাজ্য। আয়তন ২,৩৬,০৩৭ বর্গ কিলোমিটার (৯১,১৩৪ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭৭,৫০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

উজানি—বর্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ নগর। ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্তের জন্মস্থান ও বাসস্থান। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

উজীরপুর—বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

উজ্জয়িনী—'অবন্তী' দ্রঃ।

উড়িষ্যা—বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজের মধ্যবর্তী একটি রাজ্য। পূর্বে ইহা বিহার-উড়িষ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ইহা একটি পৃথক্ প্রদেশ হইয়াছে। ইহার রাজধানী ছিল কটক। নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বর। ইহার সঙ্গে ১৪টি করদ রাজ্য ১৯৪৮-এর মধ্যে যুক্ত হয়। বর্তমান নাম ওড়িশা। আয়তন ৬০,১৬৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৭৫,৪৮,৮৪৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এই প্রদেশের অন্তর্গত পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বর মন্দির ও কোনারকের সূর্যমন্দির সবিশেষ বিখ্যাত।

উতকামণ্ড—তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত নীলগিরি পর্বতের উপরে একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান এবং তামিলনাড়ু রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। লোকসংখ্যা ৫০,১৪০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

উৎকল—প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণাংশ। উৎকলিঙ্গ হইতে উৎকল হইয়াছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ—আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অন্তরীপ। পোর্তুগিজ নাবিক বার্থোলোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া এই অন্তরীপে উপস্থিত হইলে প্রবল ঝটিকায় আক্রান্ত হন। এই কারণে তিনি ইহার নাম ঝটিকা অন্তরীপ রাখিয়া চলিয়া যান। কিন্তু পোর্তুগালের রাজা উহার নাম রাখেন 'উত্তমাশা' অন্তরীপ (Cape of good Hope); কারণ ঐ পথে গিয়াই প্রথমে ভারতে আসিবার পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। পূর্বে কেবল অন্তরীপটিই ঐ নামে অভিহিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের অধীন দক্ষিণ প্রদেশই এই নামে অভিহিত হয়। ইহার রাজধানী কেপ টাউন।

উত্তর কুরু—মধ্য এশিয়া। অনেকের মতে সাইবিরিয়া কুরুবর্ষ।

উত্তর কোশল—প্রাচীন প্রসিদ্ধ জনপদ, বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশই ঐ নামে খ্যাত ছিল।

উত্তরমেরু—'সুমেরু' দ্রঃ।

উত্তরাপথ—'আর্যাবর্ত' দ্রঃ।

উদয়গিরি—**১**। পুরাণমতে এই পর্বত পৃথিবীর পূর্বসীমা বা প্রথম পূর্বদ্বার। **২**। ওড়িশার অন্তর্গত একটি পর্বত। ইহার 'বাঘগুহা' বা 'Bagh Cave-temple' অতি প্রসিদ্ধ ('বাঘগুহা' দ্রঃ)।

উদয়নালা, উধুয়ানালা—মুর্শিদাবাদ হইতে ১২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নগর বিশেষ। এই স্থানে ১৭৬৩-এ বাঙ্গালার নবাব মীরকাসিম ইংরেজদের হস্তে পরাস্ত হন।

উদয়পুর—রাজস্থানের একটি শহর। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ১,১১,১৩৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ইহা একটি দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চতুর্দিকে পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। মোগল সম্রাট্ আকবর মেবারের পুরাতন রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলে চিতোরের রানা উদয়সিংহ দুর্গরক্ষার ভার সেনাপতি জয়মল্লের উপর দিয়া নিজে উদয়পুরে গিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

উদ্দণ্ডপুর—আধুনিক বিহার।

উরল নদী—উরল পর্বত হইতে বাহির হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। ইহা প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ।

উরল পর্বত—এশিয়া ও ইওরোপের সীমায় অবস্থিত একটি পর্বতশ্রেণী। ইহা ২০৫০ মাইল দীর্ঘ। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৫৪৩০ ফুট উচ্চ।

উরুগুয়ে (Uruguay)—দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনার মধ্যবর্তী স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ১,৮৬,৯২৬ বর্গ কিলোমিটার (৭২,১৭২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২৭,৫০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী মন্টেভেডিও।

উরুবিল্ব—গয়ার নিকটবর্তী একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বুদ্ধগয়া। এখানে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

উলা—বীরনগর, 'কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রণেতা কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

উলার—কাশ্মীরের একটি দীর্ঘ হ্রদ, দেশের অনেকগুলি খালের সহিত যুক্ত। ইহাতে বহু নৌকো চলাচল করে।

উলউইচ (Woolwich)—লণ্ডনের দশ মাইল দূরে টেমস্ নদীর তীরবর্তী একটি শহর। লোকসংখ্যা ১,৪৬,৬০৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

উলুবেড়িয়া—হাওড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান; ধান ও মাছের জন্য বিখ্যাত।

ঋ

ঋক্ষ—পর্বতবিশেষ। ইহার মধ্য দিয়া নর্মদা প্রবাহিত।

ঋষভ—হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ।

ঋষ্যমূক—দক্ষিণ ভারতের রামায়ণোক্ত পর্বতবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে নীলগিরি ও পূর্বঘাট পর্বতের মধ্যে ইহা অবস্থিত ছিল; অপর কাহারও মতে আধুনিক পশ্চিমঘাট পর্বতই পুরাণোক্ত ঋষ্যমূক পর্বত। এই পর্বত হইতে কাবেরী ও গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে।

এ

একচক্রা—**১**। মহাভারতোক্ত গ্রাম। বর্তমান আরা নগর। **২**। বীরভূম জেলার অন্তর্গত গ্রাম। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দমহাপ্রভুর বাসস্থান।

এগার সিন্দুর—ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ঈশা খাঁর দুর্গ ছিল।

এটনা (Etna)—একটি প্রসিদ্ধ আগ্নেয় পর্বত; সিসিলী (Sicily) দ্বীপের উত্তর-পূর্ব সীমায় অবস্থিত।

এডিনবরা (Edinburgh)—স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী। আয়তন প্রায় ৩৬২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৪,৬৮,৩৭৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র।

এডেন (Aden)—আরবের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থ একটি বন্দর। জাহাজসকল এখান হইতে কয়লা লইয়া থাকে। এই নামে আরবসাগরে একটি উপসাগর আছে।

এথেন্স (Athens)—গ্রীসের রাজধানী; ইহা প্রাচীনকালের একটি সুবিখ্যাত শহর। ইহা গ্রীকদর্শন ও কলাবিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ৬,২৮,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

এনিসি (Yenesei)—সাইবিরিয়ার একটি নদী। দৈর্ঘ্য ৩৩০০ মাইল।

এবার্ডিন (Aberdeen)—স্কটল্যাণ্ডের উত্তরস্থ একটি কাউন্টি ও শহর। শহরটি উত্তর স্কটল্যাণ্ডের প্রধান বন্দর এবং 'স্ফটিক শিলার শহর' (the granite city) বলিয়া খ্যাত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা ১,৮৫,৩৭৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

এভারেস্ট (Everest)—হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার সরকার সমর্থিত উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। ইহা সর্বদা বরফে ঢাকা থাকে। রাধানাথ শিকদার নামক এক বাঙ্গালী ইহার আবিষ্কার ও উচ্চতা পরিমাপ করেন; তিনি সার্ভেয়র জেনারেলের অফিসে চাকরি করিতেন, তখন তাহার সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন স্যার জর্জ এভারেস্ট। তাঁহার নাম অনুসারে এই পর্বতশৃঙ্গের নাম রাখা হয়—'এভারেস্ট'। ১৯৫৩-এর ২৯শে মে শেরপা তেনজিং ও হিলারী এই শৃঙ্গে প্রথম আরোহণ করেন।

এরিত্রিয়া (Eretrea)—লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত পূর্ব আফ্রিকার একটি ভূভাগ। ইহা ইথিওপিয়ার অন্তর্গত। ইহার আয়তন প্রায় ৪৭,৭৫৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১০,০০,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী আসমারা।

এল স্যালভাডর (El Salvador)—মধ্য আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী সান স্যালভাডর। আয়তন ২১,৩৯৩ বর্গ কিলোমিটার (৮,২৩৬ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩০,৩৬,৫৪৪ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

এলাহাবাদ—গঙ্গা ও যমুনা নদীর সংগমস্থানে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর। ইহার পুরাতন নাম 'আল্লাহ্‌বাদ' এবং হিন্দু নাম 'প্রয়াগ'। ইহার লোকসংখ্যা ৪,১১,৯৫৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)। প্রয়াগ প্রায় ৩০০০ বৎসরের প্রাচীন শহর।

এলিচপুর—দময়ন্তীর পিতৃরাজ্য বিদর্ভের প্রাচীন নগর। বর্তমান বেরার।

এলিফ্যান্টা (Elephanta)—বোম্বাই শহরের নিকটবর্তী একটি দ্বীপ। ইহার প্রবেশদ্বারে একটি প্রস্তরনির্মিত হস্তিমূর্তি ছিল বলিয়া ইহার নাম 'হস্তিদ্বীপ' বা Elephanta Island. ইহার গুহাগুলি বিরাটকায় ও প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন।

এলবা (Elba)—ইটালীর টাস্কানি প্রদেশের উপকূলভাগের নিকটবর্তী একটি দ্বীপ। ইহার প্রধান নগর পোর্টো ফেরাজো। ১৮১৪—১৮১৫-এ নেপোলিয়ন এই দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। আয়তন ১৪০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৬,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

এলবুর্জ (Elburz)—উত্তর পারস্যের পর্বতপুঞ্জ। এই পর্বতমালা কাস্পিয়ান সাগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ডেমাভেণ্ড ১৮,৪৮০ ফুট উচ্চ। ২। ককেশাসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ১৮,৪৮০ ফুট উচ্চ।

এল্‌ব্‌ (Elbe)—চেকোশ্লোভাকিয়া ও জার্মানীর নদী। ইহা উত্তর সমুদ্রে (North Sea) পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৭২৫ মাইল।

এশিয়া—পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর, উরল পর্বত ও উরল নদী। ইহার আয়তন প্রায় ১,৭৭,০০,০০০ বর্গ মাইল। আয়তনে ইহা সমগ্র ইওরোপের প্রায় ৫ গুণ। লোকসংখ্যা ১৬০,০০,০০,০০০ (সমগ্র পৃথিবীর অর্ধেক)। ইহা ভারতবর্ষ, আরব, চীন, জাপান, তুরস্ক, রাশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, শ্যাম, ইন্দোচীন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বিভক্ত।

এশিয়া মাইনর—এশিয়ার পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা এশিয়াটিক তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান শহর ইজমির। প্রধান বন্দর লেভান্ট।

এস্টোনিয়া (Estonia)—ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের তীরবর্তী একটি দেশ। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত গণতন্ত্র। রাজধানী তালিন। আয়তন ১৭,৬১০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১১,৯৬,০০০।

ও

ওকা নদী (The Oka)—রাশিয়ার ভলগা নদীর একটি উপনদী। ইহা নিজনি নভোগোরোডে ভলগার সহিত মিলিত হইয়াছে। ৯২৯ মাইল দীর্ঘ।

ওখট্‌স্ক্‌ (Okhotsk)—১। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত একটি উপসাগর। ইহার তিন দিকে সাইবেরিয়া, কামচাটকা, কুরিল দ্বীপপুঞ্জ, ইয়েসো ও সাখালিয়েন দ্বীপ রহিয়াছে। ২। উক্ত সাগরের তীরবর্তী একটি শহর। উহা সাইবেরিয়ার মধ্যে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৯,৭৫০।

ওডেসা (Odessa)—রাশিয়ার অন্তর্গত উক্রেইন নামক রাজ্যের বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর। এখান হইতে প্রচুর শস্য রপ্তানি হয়। জনসংখ্যা ৭,০৩,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ওড্র—উৎকল। ওড়িশা (উড়িষ্যা)।

ওদন্তপুর—মুঙ্গেরের নিকটে গ্রাম। ইহা রাজা গোপালের রাজধানী ছিল।

ওনেগা (Onega)—ইওরোপীয় রাশিয়ার একটি হ্রদ; রাশিয়ার উত্তর-পূবে অবস্থিত। ওনেগা নদী এই হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া শ্বেত সাগরে (White Sea) পড়িয়াছে।

ওপর্টো (Oporto)—পোর্তুগালের একটি বন্দর। Duoro নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা পোর্তুগালের দ্বিতীয় রাজধানী। লোকসংখ্যা ৩,১০,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

ওব বা **ওবি নদী** (The Ob or Obi)—উত্তর রাশিয়ার একটি নদী। আলতাই পর্বতমালা হইতে বাহির হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ২৬০০ মাইল।

ওমস্ক (Omsk)—পশ্চিম সাইবেরিয়ার ইর্তিশ নদীর তীরবর্তী একটি শহর। জারের আমলে স্টেপ (Steppe) অঞ্চলের শাসনকর্তা এখানে বাস করিতেন। লোকসংখ্যা ৬৫,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ওমান (Oman)—সুলতানের অধিকৃত আরব রাষ্ট্র। মস্কটের সঙ্গে যুক্ত।

ওমান সাগর (Oman, Sea of)—পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী একটি সাগর। ৩০০ মাইল দীর্ঘ, ১৩০ মাইল প্রশস্ত।

ওয়াজিরিস্তান—পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য জেলার অংশবিশেষ। টোকিও ও গোমাল নদীর মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত।

ওয়াটার্লু (Waterloo)—বেলজিয়ামের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা ব্রুসেলস্‌ শহর হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

এইখানে ১৮১৫ এ ডিউক অব ওয়েলিংটনের হাতে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে।

ওয়ার্দা (Wardha)—মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রাম। এখানে মহাত্মা গান্ধী একটি হরিজন উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার নিকট দিয়া ওয়ার্দা নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

ওয়ারস (Warsaw)—পোল্যাণ্ডের রাজধানী। ইহা ভিস্টুলা নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১২,৫৩,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

ওয়ালটেয়ার—তামিলনাড়ুর অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

ওয়াশিংটন (Washington)—যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। ইহা পটোমাক নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা কলম্বিয়া রাজ্যের অন্তর্গত। এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট সভা অবস্থিত। সুপ্রীম কোর্ট ও সভাপতির বাসস্থান 'হোয়াইট হাউস' এখানে আছে। এই নামে যুক্তরাষ্ট্রে একটি রাজ্যও আছে। ইহা ছাড়া, এই নামের আরও অনেক শহর যুক্তরাষ্ট্রে আছে।

ওয়েলিংটন—**১**। ইংলণ্ডের Shrewsbury র নিকটবর্তী শহর। ইহার প্রাচীন নাম Watling Town. লোকসংখ্যা ১৩,৬৩০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। **২**। নিউজীল্যাণ্ডের রাজধানী ও সমুদ্র বন্দর। **৩**। দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের একটি শহর।

ওয়েল্‌স্‌ (Wales)—গ্রেট ব্রিটেনের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা একটি পর্বতসংকুল দেশ। ইহা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কার্ডিফ ইহার প্রধান নগর। ইহার আয়তন ৭৩৮৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২১,৯৬,৯৪৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ওয়েস্টওয়ার্ড হো (Westward Ho)—ইংলণ্ডে উত্তর ডেভনের একটি গ্রাম। ইহা সমুদ্রতীরের আবাস।

ওয়েস্টমিনস্টার (Westminster)—টেম্‌স্‌ নদীর উত্তর তীরে ও লণ্ডনের পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ শহর। এখানে পার্লিয়ামেন্ট ভবন, ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি, সরকারী অফিস ও রাজপ্রাসাদগুলি অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২,৬৯,৩৭৯ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

ওয়েস্টার্ন স্যামোয়া—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী এপিয়া। আয়তন ২,৮৪২ বর্গ কিলোমিটার (১,০৯৭ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৩১,৩৭৯ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ওর্মুজ—পারস্য উপসাগরের মুখে এই নামে একটি দ্বীপ ও একটি প্রণালী আছে।

ওশিয়ানিয়া (Oceania)—পৃথিবীর পঞ্চম মহাদেশ। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এবং কতিপয় দ্বীপের সমষ্টি মাত্র। ইহা অস্ট্রেলিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া, মেগানেশিয়া এবং মাইক্রোনেশিয়া—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। আয়তন ৩২,০১,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,১০,০০,০০০।

ওষধি—রামায়ণে বর্ণিত গন্ধমাদন পর্বত।

ওসাকা—জাপানের একটি বৃহৎ বন্দর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র; হন্‌শিউ দ্বীপের উপর অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৩১,৪৮,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ওহিও নদী (The Ohio)—আমেরিকার মিসিসিপি নদীর একটি উপনদী। মনন-গাহেলা ও এলেঘেনি নামে দুইটি নদী পিট্‌স্‌বার্গ নামক স্থানে মিলিত হইয়া এই নদীটি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ মাইল।

ঔ

ঔরঙ্গাবাদ—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি বড় বাণিজ্যস্থান। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। লোকসংখ্যা ৮৭,৫৭৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কংকণ, কঙ্কণ—বোম্বাই শহরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্থান। ইহার উত্তরে বোম্বাই শহর, দক্ষিণে গোয়া, পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে কৃষ্ণা নদী। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে এই স্থানটি অতিশয় বিখ্যাত।

কংস—এই নদ উত্তর গারো পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ধনু নদে পড়িয়াছে। ইহা ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার সীমা নির্দেশ করিতেছে।

ককেশাস (Caucasus)—কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী পর্বতমালা। এলবুর্জ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ৯৫০ মাইল দীর্ঘ, ১২০ মাইল চওড়া।

ককেশিয়া (Caucasia)—কাস্পিয়াম সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগ। ককেশাস পর্বত ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

কক্সবাজার—চট্টগ্রাম জেলায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

কঙ্গো সাধারণ তন্ত্র (Republic of Congo)—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী ব্রাজাভিল। আয়তন ৩,৩১,৮৫০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৮,৬০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। ইহা পূর্বে ফরাসী অধিকৃত ছিল।

কঙ্গো গণতন্ত্র (Democratic Republic of Congo)—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ইহা পূর্বে বেলজিয়ামের অধিকারে ছিল। রাজধানী কিনশাসা (পূর্ব নাম লিওপোল্ডভিল)। আয়তন ২৩,৪৫,৪০৯ বর্গ কিলোমিটার (৮,৯৫,৩৪৮ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৬৩,৫৩,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

কঙ্গো নদী (The Congo)—আফ্রিকার বৃহত্তম নদী। ট্যাঙ্গানাইকা ও নিয়াসা হ্রদদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩০০০ মাইল এবং সর্বোচ্চ বিস্তার ১০ মাইল।

কচ্ছ—পূর্বতন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পূর্বতন একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এখানকার শাসনকর্তার উপাধি 'রাজা'। ১৯৪৯-এর ১লা জুন ইহার শাসনভার ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত। লোকসংখ্যা ৬,৯৬,৪৪০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানকার অধিবাসীরা 'কচ্ছী' নামক ভাষায় কথা বলে।

কটক—ওড়িশার (উড়িষ্যার) পূর্বতন রাজধানী। ইহা মহানদীর ব-দ্বীপের উপর অধিষ্ঠিত। লোকসংখ্যা ১,৪৬,৩০৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কনখল—প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ। শিবালিক পর্বতমালার দক্ষিণে হরিদ্বারের নিকটবর্তী নগর। এখানে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল।

কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল (Constantinople)—ইস্তানবুলের প্রাচীন নাম।

কনিগ্‌স্‌বার্গ (Konigsberg)—'কালিনিনগ্রাদ' দ্রঃ।

কনিষ্কপুর—কাশ্মীরের শ্রীনগর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন নগর।

কনোজ—'কান্যকুব্জ' দ্রঃ।

কপিলবস্তু বা **কপিলবাস্তু**—ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বর্তমান বস্তি জেলার উত্তরে নেপাল তরাই-এ এই নগর অবস্থিত ছিল। এখানে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন যুগে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এখানকার প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হইতেন।

কপিলমুনি—খুলনা জেলায় সাগরতীরস্থ একটি স্থান। এখানে প্রাচীন যুগের একটি কালীমূর্তি আছে।

কপোতাক্ষ—যশোহর জেলার একটি নদী। ইহা ভৈরবনদ হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি ইহার তীরে অবস্থিত।

করতোয়া—উত্তর বঙ্গের একটি বিখ্যাত নদী। ইহা জলপাইগুড়ি, রংপুর ও বগুড়া জেলায় প্রবাহিত। তিথিবিশেষে করতোয়া-স্নান পুণ্যজনক বলিয়া কথিত।

করমণ্ডল উপকূল—মাদ্রাজের অন্তর্গত পূর্ব উপকূল। পূর্বে এখানে চোল রাজাদের আধিপত্য ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় চোলমণ্ডল। চোলমণ্ডল হইতে করমণ্ডল হইয়াছে।

করাচী—পাকিস্তানের একটি শহর ও বিখ্যাত বন্দর। আয়তন ৮,৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২১,৫৩,০০০। এখানে একটি সুন্দর বিমান-ঘাঁটি আছে।

করিন্থ—গ্রীসের শহর। বর্তমান নাম করিণ্টো (Corinto)। এই নামে গ্রীসে একটি খাল আছে।

কর্ণগড়—মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে দাতা কর্ণের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

কর্ণফুলী—চট্টগ্রাম জেলার একটি নদী।

কর্ণসুবর্ণ—মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। এখানে রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। ইহার আধুনিক নাম কানসোনা।

কর্ণাট—দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশ। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫০ মাইল। ইহার অধিবাসিগণ 'কানাড়ী'-ভাষায় কথা বলে।

কর্নওয়াল (Cornwall)—১। কানাডা রাজ্যের সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী একটি শহর। লোকসংখ্যা ৪৩,৬৩৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডের একটি জিলা (County)। আয়তন ১৩৫৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৪১,৭৪৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কপূর্রতলা—ইহার অপর নাম 'কপূর্র থালা'। ইহা পূর্বতন পাতিয়ালা ও পূর্ব-পঞ্জাব রাজ্য সমবায়ের অন্তর্গত পূর্বতন রাষ্ট্র।

কর্মনাশা নদী—১। বিহার ও কাশীর মধ্যস্থিত নদীবিশেষ। চৌসার নিকটে ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে, এই নদীর জল স্পর্শ করিলে সকল পুণ্য নষ্ট হয়; সেই হেতু ইহার নাম কর্মনাশা। কিন্তু ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে ইহা ভাগীরথীর ন্যায় পবিত্র। ইহারই তীরে নাকি তাড়কা রাক্ষসীর অধিকৃত বন ছিল। ২। বাঙ্গালাদেশে এই নামে একটি শাখা নদী আছে।

কর্সিকা (Corsica)—ভূমধ্য সাগরস্থ ফরাসী অধিকারভুক্ত দ্বীপবিশেষ। রাজধানী নেপোলিয়ানের জন্মস্থান অ্যাজাক্‌সিও। আয়তন ৩,৩৬৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৭৫,৪৬৫ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

কলম—রাজসাহী জেলার কাঁসা ও পিত্তলের জিনিসের জন্য বিখ্যাত স্থান।

কলম্বিয়া (Columbia)—১। ব্রিটিশ কলম্বিয়া—কানাডা রাজ্যের পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি প্রদেশ। আয়তন প্রায় ৩৫৫,৮৫৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৬,২৯,০৮২ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী ভিক্টোরিয়া। ২। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীন দক্ষিণ ক্যারোলিনার রাজধানী। লোকসংখ্যা ৯৭,৪৩৩ (১৯৬০ খ্রীঃ)। এই নগর ১৮৬৫-এ অগ্নিদাহে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩। পটোম্যাক (Potomac) নদীর ধারে অবস্থিত আমেরিকার জেলা বিশেষ। এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নগরী অবস্থিত। আয়তন ৬১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৭,৬৩,৯৫৬ (১৯৬০ খ্রীঃ)। কলম্বিয়া নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও কয়েকটি শহর আছে।

কলম্বিয়া (Colombia)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি গণতন্ত্র। আয়তন ১১,৩৮,৯১৪ বর্গ কিলোমিটার (৪,৩৩,৫৩৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৯৩,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী বোগোটা।

কলম্বো—সিংহলের রাজধানী ও উহার প্রধান বন্দর। লোকসংখ্যা ৫,১০,৯৪৭ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

কলিকাতা—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগর। চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যে হুগলী নদীর পূর্ব তীরে ইহা অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। বৃহত্তর কলিকাতার লোকসংখ্যা ৫৫,০০,১৯৫; (১৯৬১ খ্রীঃ)। ইহার উত্তাপ গড়ে ৭৯°। গ্রীষ্মকালে ১০২° পর্যন্ত উঠে এবং শীতকালে ৪৮° পর্যন্ত নামে। বৃষ্টিপাত পড়ে ৬০ ইঞ্চি। প্রায় ৫০টি ভাষাভাষী জাতি এখানে বাস করে। কলিকাতা একটি শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানে ফ্যাক্টরি, জুট মিল, জুট প্রেস, তেলের কল, ময়দার কল, চাউলের কল, লোহার কারখানা, চামড়ার কারখানা, ছাপাখানা প্রভৃতি বিদ্যমান। পাট, চা, অহিফেন, কাঁচা ও পাকা চামড়া, তৈলবীজ, নানাবিধ শস্য, নীল, তুলা, কয়লা, রেশম, তেল প্রভৃতি এখানকার রপ্তানি দ্রব্য। শিয়ালদহ ও হাওড়ায় দুইটি বড় বড় রেল স্টেশন আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে বহুসংখ্যক স্কুল কলেজ আছে। এখানে কয়েকটি মেডিকেল কলেজ আছে। শহরের নাগরিক জীবনের ভার কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত আছে। কোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, বিড়লা গ্রহঘর, বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, পরেশনাথের মন্দির, রবীন্দ্র সরোবর, গড়ের মাঠ, 'শহীদ মিনার' (অক্টারলোনি মনুমেণ্ট), ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, হাইকোর্ট, ইডেন গার্ডেন, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। এখানে অসংখ্য অট্টালিকা বর্তমান বলিয়া ইহাকে 'প্রাসাদ-নগরী' (City of Palaces) বলা হয়। অনেকে মনে করেন, 'কালীক্ষেত্র' (কালীঘাট) শব্দ হইতে 'কলিকাতা' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। দুই শত বৎসর পূর্বে এই নগরী বর্তমান ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ জব চার্নক বড়িশার জমিদার সাবর্ণি চৌধুরীদের নিকট হইতে ১৬৯০ এ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামে ৩ খানি ক্ষুদ্র গ্রাম কিনিয়া তথায় একটি কেল্লা নির্মাণ করেন। এইরূপে কলিকাতার পত্তন হয়।

কলিঙ্গ—দক্ষিণ ভারতের একটি ইতিহাস-বিখ্যাত ভূভাগ। ইহা বর্তমান ওড়িশা (উড়িষ্যা) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানীর নাম ছিল কলিঙ্গপত্তন।

কলিঙ্গবন—কুচবিহার ও আসামের উত্তরে অবস্থিত দেশ।

কলোন (Cologne)—জার্মানীর অন্তর্গত একটি বিখ্যাত বন্দর। ইহা রাইন নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি চমৎকার গির্জা আছে। লোকসংখ্যা ৮,৩২,৪০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

কলোরেডো (Colorado)—১। গ্রাণ্ড নদী এবং গ্রীন নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন উত্তর আমেরিকার পশ্চিমস্থ নদীবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল। ২। যুক্তরাষ্ট্রের নদী-বিশেষ। দৈর্ঘ্য ৯০০ মাইল। ইহা মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের একটি খনিপূর্ণ পর্বতময় প্রদেশ। রাজধানী ডেনভার। আয়তন ১,০৪,২৪৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৭,৫৩,৯৪৭ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

কসৌলি—পঞ্জাবের এক স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে পাস্তুর ইনস্টিটিউট নামে একটি হাসপাতাল আছে। সেখানে ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল-দংশনের চিকিৎসা করা হয়।

কস্টা রিকা (Costa Rica)—দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্র। আয়তন ৫০,৯০০ বর্গ কিলোমিটার (১৯,৬৫৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৪,৯০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী সান যোসে।

কাউখালি—১। মেদিনীপুর জেলার অবস্থিত একটি স্থান। এখানে সমুদ্রতীরে ৮০ ফুট উচ্চ একটি আলোকস্তম্ভ (Lighthouse) আছে। ২। বাখরগঞ্জ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

কাংড়া—হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত শিবালিক পর্বতের উপর অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর। এখানে প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। ইহার অপর নাম নগরকোট বা ভীমনগর। ১০০৯-এ গজনীর সুলতান মামুদ এখানকার মন্দির লুণ্ঠন করেন। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। তাহার গাত্রে ক্ষোদিত লিপিগুলি প্রায় ২০০০ বৎসরের পুরাতন।

কাঁচড়াপাড়া—চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি স্টেশন। এইখানে রেল কোম্পানির একটি বড় কারখানা আছে। ইহা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মস্থান।

কাঁটালপাড়া—চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

কাঁথি—মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা ও শহর। ইহা ধান ও চাউলের বাণিজ্যস্থান।

কাঁসাই (কংসাবতী)—বাঁকুড়া জেলার একটি নদী, মানভূম হইতে আসিয়া রানী-বাঁধ ও রাইপুর থানার মধ্য দিয়া মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে।

কাকদ্বীপ—চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত একটি স্থান।

কাছাড়—আসামের একটি জেলা। কোচ বা কাছাড়ী জাতির বাসস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম 'কাছাড়' হইয়াছে। পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের তৈয়ারী 'মণিপুরী পেশ' নামক গাত্রবস্ত্র এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এখানে অনেক চা-বাগান আছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—হিমালয় পর্বতের বিখ্যাত শৃঙ্গ। ইহা নেপাল রাজ্যের মধ্যবর্তী। ইহার উচ্চতা প্রায় ২৮,১৪৬ ফুট। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতগুলির মধ্যে ইহা তৃতীয়।

কাঞ্চননগর—বর্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহ শিল্পদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত।

কাঞ্চী—'কাঞ্জিভরম্' দ্রঃ।

কাঞ্জিভরম্—ইহার অপর নাম 'কাঞ্চি-পুরম্' বা 'কাঞ্চী'। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং 'দাক্ষিণাত্যের বারা-ণসী' নামে খ্যাত। এখানে অসংখ্য দেবালয় বর্তমান।

কাটোয়া—বর্ধমান জেলার একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা তসরের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত।

কাঠমাণ্ডু—নেপাল রাজ্যের রাজধানী। ইহা বাঘমতী নদীর তীরে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১,৯৫,২৬০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানে বহুসংখ্যক হিন্দুমন্দির ও প্যাগোডা আছে। এখানে বৎসরে প্রায় ৫৬" বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

কাণ্ডী—সিংহলের একটি সুন্দর, উন্নতিশীল ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শহর। ইহা সিংহলের প্রাচীন রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা প্রায় ৬৭,৭৬৮ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। এখানে অনেক দেবমন্দির আছে।

কাথিয়াবাড়—গুজরাটের অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ। ইহার প্রাচীন নাম সুরাষ্ট্র।

কানপুর—উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শহর। লোকসংখ্যা ৯,৪৭,৭৯৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কানাডা (Canada)—উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে অবস্থিত একটি ডোমিনিয়ন। ইহা ১৮৬৭ এ স্থাপিত হয়। ইহার আয়তন ৩৮,৫১,৮০৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৯৭,০৫,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানী অটোয়া।

কান্দাহার—আফগানিস্থানের বৃহত্তম শহর। প্রাচীন রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,১৫,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। এই নগর আফগানিস্থানের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এবং বোলান গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া পূর্বে ভারতের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

কান্যকুব্জ—উত্তর প্রদেশের ফতেগড় জেলার অন্তর্গত স্থান। হিন্দু আমলে ইহা বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল।

কাফিরিস্থান—হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগের প্রাচীন নাম কাফিরিস্থান। কাফিরিস্থানের অধিবাসীরা 'কাফির' নামে পরিচিত। কাফিরগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও কৃষ্ণাম্বর। মুসলমানগণ কোন-দিন ইহাদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারে নাই বলিয়া, এবং তাহারা প্রায় সকল সময়েই মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত বলিয়া মুসলমানগণ ইহাদিগকে 'কাফির' (অবিশ্বাসী) বলিত।

কাবুল—আফগানিস্থানের রাজধানী। ইহা কাবুল নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬৯০০ ফুট উচ্চ এবং পেশোয়ার হইতে প্রায় ১৬৫ মাইল দূরবর্তী। লোকসংখ্যা ৪,০০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

কাবেরী নদী—কুর্গ প্রদেশের ব্রহ্মগিরি পর্বত হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৭৪ মাইল এবং কুর্গ, মহীশূর, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

কামরূপ—ভারতের ৫১ পীঠস্থানের অন্য-তম। ইহা আসামে অবস্থিত। কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও কৌমারপীঠ—এই চারি পীঠে ইহা বিভক্ত। এই স্থানে কামাখ্যাদেবী আছেন। পূর্বে কামরূপ বলিতে করতোয়া হইতে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকে বুঝাইত। ইহা উত্তরে হিমালয় ও পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন রাজধানী ছিল প্রাগ্জ্যোতিষ।

কামারপুকুর—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়।

কামচাটকা (Kamchatka)—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এশিয়ার উপদ্বীপ। ওখটস্ক্ সাগর ও বেরিং সাগরের মধ্যে অবস্থিত। পেট্রোপ্যাভ্লোভস্ক্ ইহার রাজধানী। এখানে অনেক পর্বত ও আগ্নেয়-গিরি আছে।

কাম্বারল্যাণ্ড (Cumberland)—১। ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি জেলা (county) আয়তন ১৫১৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৯৪,১৬২ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের একটি শিল্পপ্রধান শহর। ইহা পোটোমাক নদীর তীরবর্তী। লোকসংখ্যা ৩৩,৪৫০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ৩। উত্তর আমেরিকার একটি উপদ্বীপ। ৪। ওহিও নদীর একটি উপনদী।

কাম্বে উপসাগর—কাথিয়াবাড় ও বোম্বাই শহরের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র উপসাগর।

কাম্বোডিয়া—স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে ইহা ফরাসী আশ্রিত ইন্দোচীনের অন্তর্গত ছিল। আয়তন ১,৮১,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৭১,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৬২,৬০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী নম পেন (Phnom Penh). এই নগর মেকং নদীর তীরে অবস্থিত।

কায়রো (Cairo)—নীলনদের তীরে অবস্থিত মিশরের রাজধানী। আফ্রিকার মধ্যে ইহা বৃহত্তম শহর। ইহার লোকসংখ্যা ৩৩,৪৬,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

কারবালা—আরবদেশের একটি ক্ষুদ্র মরুভূমি। ইহা ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর কূলে অবস্থিত। এই কারবালা প্রান্তরে মহাত্মা হোসেন শত্রুহস্তে সপরিবারে নিহত হন। মহরম মাসের ১০ই তারিখে ঐ ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রতি বৎসর ঐ দিবসে মুসলমানগণ 'মহরম' উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

কারাকোরম (Karakoram)—কাশ্মীরের অন্তর্গত পর্বতশ্রেণী। চীনের প্রান্তে অবস্থিত।

কারিকল—করমণ্ডল উপকূলের একটি স্থান। পূর্বে এই স্থানটি ফরাসী অধিকারে ছিল।

কার্ণাটিক, কর্ণাটিক (Carnatic)—দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ প্রদেশ। দক্ষিণ কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত।

কার্থেজ (Carthage)—আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব টিউনিসের রাজধানী। ইহা একটি

প্রাচীন নগর। খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে রোমকেরা এই নগর ধ্বংস করে।

কার্পেথিয়ান (Carpethian Mountains)—ইওরোপের একটি পর্বতশ্রেণী। ইহা চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীকে গ্যালিশিয়া হইতে এবং ট্রানসিলভেনিয়াকে মোল্ডাভিয়া হইতে পৃথক্ করিতেছে। ইহার সর্বাধিক উচ্চতা ৮,৭৪০ ফুট।

কার্শিয়ং—দার্জিলিং জেলার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা ডি-এইচ রেলওয়ের (নর্থ-ইস্টার্ন) একটি স্টেশন এবং একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল আছে।

কালদিয়া (Chaldea)—সিরিয়ার নিকটবর্তী প্রাচীন দেশ। এখানকার অধিবাসীরা প্রাচীনকালে নৌবাণিজ্যে ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে।

কালনা—বর্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সাধক কমলাকান্ত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের ১০৮টি শিব-মন্দির প্রভৃতি দেবালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কালাহারি (Kalahari)—দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার একটি বিরাট মরুভূমি। অরেঞ্জ ও জাম্বেসী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। আয়তন প্রায় ২০,০০০ বর্গ মাইল।

কালিকট—মালাবার উপকূলে অবস্থিত কেরলের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত সামুদ্রিক বন্দর ও শিল্পপ্রধান স্থান। লোকসংখ্যা ১,৯২,৫২১ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

কালিঞ্জর—বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার দুর্গ অবরোধ করিতে গিয়া বারুদের আগুনে পুড়িয়া শের শাহের মৃত্যু হয়।

কালিন্দী—বৃন্দাবনস্থ যমুনা নদীর অন্য নাম।

কালিফোর্নিয়া (California)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী একটি রাষ্ট্র। আয়তন ১,৫৮,৬৯৩ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৮০,৮৪,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানী সাক্রামেন্টো (Sacramento). ইহার প্রধান বন্দর ও বৃহত্তম শহর সান ফ্রানসিস্কো।

কালিম্পং—দার্জিলিং জেলার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা হিমালয়ের উপর অবস্থিত এবং একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। শিলিগুড়ি হইতে ৪১ মাইল। ৪০০০ ফুট উচ্চ।

কালিয়া—যশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের পিতৃভূমি। এখানে অনেক শিক্ষিত বৈদ্য ভদ্রলোকের বাস।

কালিদহ—বৃন্দাবনস্থ জলকুণ্ড। ঋষিশাপে গরুড় এই স্থানে আসিতে পারিত না বলিয়া কালিয়নাগ নির্ভয়ে ইহাতে বাস করিত।

কালিনিনগ্রাদ (Kaliningrad)—পূর্বের নাম কনিগস্‌বার্গ। আগে পূর্ব-প্রাসিয়ার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত শহর। লোকসংখ্যা ২,০২,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

কালীকচ্ছ—ত্রিপুরা জেলার গ্রাম।

কালীঘাট—ভারতের ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম। ইহা কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কাশিমবাজার—মুর্শিদাবাদের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যস্থান ছিল। ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে—প্রতিষ্ঠাতা কাশিম খাঁর নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে 'কাশিমবাজার'। এখানকার রেশম-শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে একটি কলেজ আছে।

কাশী (বারাণসী)—উত্তরপ্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর ও হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। ইহা অসংখ্য দেবমন্দিরে পূর্ণ। ইহা গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থান। এখানকার কাঁসা-পিতলের বাসন, সিল্কের কাপড়, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার এবং সূচী-শিল্পের কার্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানের প্রসিদ্ধ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। লোকসংখ্যা ৪,৮৯,৮৬৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কাশীপুর—কলিকাতার উত্তরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি বন্দুকের কারখানা আছে।

কাশ্মীর—ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ভারতের অন্তর্গত রাজ্য। রাজধানী শ্রীনগর বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজ্যের অধিপতি ছিলেন হিন্দু; তাঁহার উপাধি ছিল 'মহারাজা'। এখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। আঙুর, পেস্তা, বেদানা প্রভৃতি ফল এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এখানকার শাল ও পশমী কাপড় বিখ্যাত। ইহা হিমালয়ের উপত্যকায় অবস্থিত একটি অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। জম্মু ও কাশ্মীর সহ আয়তন ৯২,৭৮০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩৫,৬০,৯৭৬ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea)—এশিয়া ইওরোপের মধ্যবর্তী পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ। বৃহদাকার বলিয়া ইহাকে 'সাগর' বলা হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০ মাইল, বিস্তার ২৭০ মাইল। আয়তন ১,৭০,০০০ বর্গ মাইল।

কিউন লুন (Kun Lun, Kwen Lun)—মধ্য এশিয়ার পর্বতমালা। চীন, তুর্কীস্থান ও তিব্বতের মধ্যে ইহা অবস্থিত। প্রধান শৃঙ্গ ২২,০০০ ফুট উচ্চ।

কিউবা (Cuba)—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ রাজ্য। আয়তন ১,১৪,৫২৪ বর্গ কিলোমিটার (৪৪,২০৬ বর্গ মাইল)। রাজধানী হাভানা (Havana). লোকসংখ্যা ৭৯,৩০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। ইহা পূর্বে স্পেনের অধীন ছিল; পরে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হয়। বর্তমানে ইহা একটি স্বাধীন গণতন্ত্র।

কিওটো (Kyoto)—জাপানের প্রাচীন রাজধানী। লোকসংখ্যা ১৩,০৬,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

কিংসটন (Kingston)—১। কানাডা রাজ্যের একটি শহর এবং বন্দর। ইহাতে একটি দুর্গ আছে। লোকসংখ্যা ৫৩,৯২৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক প্রদেশের একটি শহর। লোকসংখ্যা ২৯,২৬০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহা হাডসন নদীর তীরবর্তী। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়ার অন্তর্গত শহর। লোকসংখ্যা ২০,২৬১ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ৪। জ্যামেইকার রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,৮০,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

কিম্পুরুষবর্ষ—তিব্বতের পৌরাণিক নাম।

কিম্বার্লে (Kimberley)—দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা প্রদেশের ভাল নদীর তীরস্থ একটি শহর। এখানে হীরার খনি আছে। লোকসংখ্যা ৯১,৮১৬ (১৯৬০ খ্রীঃ)। এই নামে কানাডায় একটি শহর ও অস্ট্রেলিয়ায় একটি জেলা আছে।

কিরাত উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ভুটান ও পশ্চিমে নেপাল দেশের মধ্যস্থ দেশ।

কিয়েভ—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইউক্রেনের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১২,০৮,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

কিলিমাঞ্জারো (Kilimanjaro)—পূর্ব-আফ্রিকার একটি আগ্নেয়গিরি। তানজানিয়ার অন্তর্গত। ইহার উচ্চতা ১৯,৩২১ ফুট।

কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহের একটি মহকুমা। এখানকার তাঁতের কাপড়, 'অকুলন-মেলা' এবং 'একুশ রত্ন' বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

কীর্তনখোলা—বাখরগঞ্জ জিলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটি নদী।

কীর্তিনাশা—রাজা রাজবল্লভের কীর্তি একুশ মন্দির পদ্মার স্রোতে ভাঙ্গিয়া পড়ায় পদ্মার একাংশের এই নাম হইয়াছে। মেঘনার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত

পদ্মার যে অংশ ঢাকা জেলায় অবস্থিত তাহাকে কীর্তিনাশা বলে।

কুইন্সল্যাণ্ড (Queensland)—উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রদেশ। আয়তন ৬৭০,৫০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৫,৯৫,০৫৭ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী ব্রিসবেন।

কুইবেক (Quebec)—১। কানাডা রাজ্যের একটি প্রদেশ। আয়তন ৫,৯৪,৮৬০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫২,৫৯,২১১ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। ইহা সেন্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী। লোকসংখ্যা ৩,৫৭,৫৬৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কুওয়াইট (Kuwait)—আরব সাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী কুওয়াইট সিটি। আয়তন ২৪,২৮০ বর্গ কিলোমিটার (৯,৩৭৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৪,৬৮,৩৮৯ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

কুচবিহার—উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণে ও রংপুর জেলার পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। ইহার রাজা হিন্দু এবং তাঁহার উপাধি 'ভূপ বাহাদুর' ছিল। আয়তন ১২৮৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১০,১৯,৮০৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানীর নামও কুচবিহার। তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা ও সঙ্কোশ প্রভৃতি নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ১৯৪৯-এ ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে। পরে ১৯৫০-এর ১লা জানুআরি ইহা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কুড়িগ্রাম—রংপুর জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর। এখানে মহিষের শিং ও হাতির দাঁতের জিনিস প্রস্তুত হয়। এখানকার কাঁসার বাসন প্রসিদ্ধ।

কুতুবদিয়া—চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ। এখানে একটি ঘড়িঘর আছে।

কুন্নুর—১। বর্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহা অজয় হইতে বাহির হইয়াছে। ২। তামিলনাড়ু নীলগিরি পর্বতের উপরে একটি শৈলনিবাস। ৬,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। দক্ষিণে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন শহর বলিয়া খ্যাত।

কুমায়ুন—হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত নেপালের অন্তর্গত একটি স্থান। এখানকার কোন এক জাতির মধ্যে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। ১৮১৬-এ এখানকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কর্নেল নিকলস নেপালীদের নিকট হইতে আলমোড়া কাড়িয়া লন।

কুমার—যশোহর জেলার একটি নদী। পদ্মার শাখা মাথাভাঙ্গা হইতে বাহির হইয়া গড়াই নদীতে মিশিয়াছে।

কুমারখালি—নদীয়া জেলার গ্রাম। কাঙ্গাল হরিনাথের জন্মস্থান।

কুমারহট্ট—২৪ পরগনার হালিশহরের অন্তর্গত গ্রাম।

কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin) - ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অন্তরীপ।

কুমিল্লা—বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমা। ইহা গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি রেল-স্টেশন। এখানে একটি কলেজ আছে।

কুম্ভকোনম্—কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাচীনতম স্থান। ইহা একটি প্রকাণ্ড শিক্ষাকেন্দ্র এবং এখানে হিন্দুধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। ইহাকে 'দক্ষিণ-ভারতের কেম্ব্রিজ' বলা হয়। লোকসংখ্যা ৯২,৫৮১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কুরাম নদী—আফগানিস্তান হইতে উৎপন্ন এবং পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীবিশেষ।

কুরিল দ্বীপপুঞ্জ (Kuril Islands)—প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরভাগে জাপানের অধিকারভুক্ত পর্বতময় দ্বীপপুঞ্জ।

কুরুক্ষেত্র—পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত অম্বালা ও কর্নাল জেলাস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরু এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এখানে মহাভারতোক্ত কৌরব ও পাণ্ডবদিগের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল।

কুর্গ—মহীশূরের পশ্চিমে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। আয়তন প্রায় ১৫৮৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,২২,৮২৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ইহা ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। রাজধানী মার্কারা।

কুর্দিস্তান (Kurdistan)—পারস্য, ইরাক-আজেমি ও তুরস্কের অংশবিশেষব্যাপী অঞ্চলের নাম। প্রধান শহর আরবিল, আব্ তুম-কুপরি ও কেরকাক।

কুলিয়া—নবদ্বীপের গ্রাম।

কুশদ্বীপ—আরাল হ্রদ ও কাস্পিয়ান হ্রদের মধ্যবর্তী ভূভাগের প্রাচীন নাম।

কুশী—গঙ্গার উপনদী। নেপাল হইতে প্রবাহিত।

কুশীনগর—প্রাচীন নগরবিশেষ। তাপ্তী নদীর সহিত গণ্ডকনদ যেখানে মিলিত হইয়াছে, তথাকার ত্রিবেণী ঘাটের নিকটবর্তী স্থানে সম্ভবতঃ এই নগর অবস্থিত ছিল। এইখানে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।

কুষ্টিয়া—বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের কুষ্টিয়া জেলার শহর; ইহা গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

কৃষ্ণনগর—নদীয়া জেলার সদর স্টেশন। এখানকার মাটির পুতুল এবং সরভাজা প্রসিদ্ধ। এখানে একটি সরকারী কলেজ আছে।

কৃষ্ণ সাগর (Black Sea)—ইওরোপের একটি সাগর। ইহার উত্তরে রাশিয়া, দক্ষিণে ও পূর্বে এশিয়া, পশ্চিমে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া। দার্দানেলস্ প্রণালী ও মর্মর সাগর দ্বারা ইহা ভূমধ্যসাগরের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। ইহা ৭৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ৩৯০ মাইল প্রশস্ত।

কৃষ্ণা নদী—ভারত মহাসাগর হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে মহাবালেশ্বরের নিকটবর্তী স্থান হইতে বাহির হইয়া এই নদী পূর্বদিকে ৮০০ মাইল বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভীমা, মুসী ও তুঙ্গভদ্রা ইহার উপনদী।

কেন্ট (Kent)—ইংলণ্ডের একটি জেলা (county). আয়তন ১৫২৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৭,০১,০৮৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কেণ্টকী (Kentucky)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র। আয়তন ৪০,৩৯৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩০,৩৮,১৫৬ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানী ফ্রাঙ্কফোর্ট।

কেদারনাথ—তেহরি-গারোয়াল প্রদেশের একটি পর্বত। ইহার সম্মুখে ভাগীরথী প্রবাহিতা। এখানকার শিবমন্দির প্রসিদ্ধ।

কেদার বাড়ী—ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের দুর্গ ছিল।

কেনিয়া (Kenya)—পূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ইহার আয়তন ৫,৮২,৬০০ বর্গ কিলোমিটার (২,২৪,৯৬০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯৩,৭০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী নাইরোবি। মোম্বাসা বৃহত্তম শহর।

কেন্দুবিল্ব—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি জয়দেব বাস করিতেন।

কেপ অব গুড হোপ (Cape of Good Hope)—দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। ইহার রাজধানী কেপ টাউন। ইহা ইংরেজদিগের একটি উপনিবেশ। যব, গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, হীরক, পশম, পাখির পালক, পাকা ও কাঁচা চামড়া, ভুট্টা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আয়তন ২,৭৮,৪৬৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা

৫৩,৬২,৮৫৩ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহাদের মধ্যে ১০,০৩,২০৭ জন ইওরোপীয়।

কেপ টাউন (Cape Town)—দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিখ্যাত সুন্দর শহর ও বাণিজ্যস্থান। লোকসংখ্যা প্রায় ৭,৪৫,৯৪২ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহাদের মধ্যে ২,৮৬,৪১৮ জন ইওরোপীয়।

কেম্ব্রিজ (Cambridge)—১। ইংলণ্ডের একটি বিখ্যাত জেলা। লোকসংখ্যা ২,৯০,৬৯০ (১৯৫৪ খ্রীঃ)। কেম্ব্রিজ শহরের লোকসংখ্যা ৯৫,৩৫৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় জগদ্বিখ্যাত।

কেরল—প্রাচীন 'চের' রাজ্যের অপর নাম। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। আয়তন ১৫,০০২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৬৯,০৩,৭১৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কেশিনী—রামায়ণে বর্ণিত নদীবিশেষ।

কৈকালা—হুগলী জেলার গ্রাম।

কৈলাস—হিমালয় পর্বতের অন্যতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা প্রায় ২১,৯০০ ফুট। ইহা ভারতের উত্তর সীমার বাহিরে তিব্বতের মধ্যে মানস সরোবরের উত্তরে অবস্থিত। প্রচলিত সংস্কারানুসারে হিন্দুর চক্ষে ইহা অতিশয় পবিত্র। পুরাণে কথিত আছে যে, এখানে মহাদেব বাস করেন।

কোকনদ—তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত একটি বন্দর। এইস্থানে ১৯২৩-এ নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়।

কোগ্রাম—বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের জন্মস্থান। ইস্টার্ন রেলওয়ের গুস্করা স্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কোচিন—মালাবার উপকূলে সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। বোম্বাই ও কলম্বোর মধ্যবর্তী ইহা খুব প্রয়োজনীয় বন্দর। ইহা কেরল রাজ্যের অন্তর্গত। লোকসংখ্যা ৩৫,০৭৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কোটচাঁদপুর—যশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। চিনি ও গুড়ের জন্য বিখ্যাত।

কোটোপাক্সি (Cotopaxi)—১। আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার একটি আগ্নেয় পর্বত (১৯,৬১৩ ফুট)। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। ২। ইকুয়েডরের একটি প্রদেশ। আয়তন ২,৫৯৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৯৩,৯২৯ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী লাটাকুঙ্গা।

কোটালীপাড়া—ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র।

কোডাইকানাল—দক্ষিণ ভারতে মাদুরা জেলার শৈলনিবাস। ইহা ৭০০০ ফুট উচ্চ। কোডাইকানাল রোড স্টেশন ধরিয়া যাইতে হয়।

কোনারক—ওড়িশা (উড়িষ্যা) রাজ্যের একটি বিখ্যাত স্থান। এখানকার সূর্যমন্দির হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

কোপাই—পশ্চিমবঙ্গের একটি নদী। অপর নাম সাল। বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত।

কোপেনহাগেন (Copenhagen)—ডেনমার্কের রাজধানী ও প্রধান সমুদ্র-বন্দর। লোকসংখ্যা ১২,৬২,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

কোয়েটা—বেলুচিস্তানের রাজধানী। ইহা ৫৫০০ ফুট উচ্চ উপত্যকার উপর অবস্থিত। এখানে একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গের সৈন্যদল বোলান গিরিসংকট রক্ষা করে।

কোরিয়া—পীত সাগর ও জাপান সাগরের মধ্যবর্তী একটি উপদ্বীপ। পূর্বে ইহা চীনের করদ রাজ্য ছিল। পরে উহা জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয়। ইয়াল্টা ও পটসডাম চুক্তি অনুযায়ী ইহা স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর এই দেশটিকে ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক একটি নূতন গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। এদিকে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ায় জনগণের দ্বারা গঠিত এক সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে। দক্ষিণ কোরিয়ার আয়তন ৩৮,৪৫২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৮১,৫৫,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী সিউল। উত্তর কোরিয়ার আয়তন ৪৬,৮১৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,১১,০০,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী পাইয়ংয়ং।

কোলাপুর—দাক্ষিণাত্যের একটি করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল। ইহার রাজধানীর নামও কোলাপুর। ইহা অতি প্রাচীন শহর। এখানকার মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির অতি প্রাচীন। কোলাপুর রাজ্যটি একজন মারাঠা রাজার শাসনাধীন ছিল। বর্তমানে এই রাজ্যটি মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। লোকসংখ্যা ১,৮৭,৪৪২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কোলার—মহীশূরের পূর্বাংশে অবস্থিত একটি স্থান। এখানকার স্বর্ণখনি প্রসিদ্ধ।

কোশল—কাশীর উত্তর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশকে প্রাচীনকালে কোশল বলিত। ইহা উত্তর-কোশল ও দক্ষিণ-কোশল এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। রামের রাজধানী অযোধ্যা দক্ষিণ-কোশলে অবস্থিত ছিল। উত্তর-কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী।

কোহাট—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি শহর। এখানে লবণের খনি আছে।

কৌশাম্বী—মগধের অন্তর্গত প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। ইহা বৎসরাজের রাজধানী ছিল। ইহা প্রয়াগের ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

কোশকী নদী—বিহার রাজ্যের একটি নদী। ইহা হিমালয় হইতে বাহির হইয়াছে।

ক্যাটালোনিয়া (Catalonia)—স্পেন দেশের পার্বত্য প্রদেশবিশেষ। ইহা ভূমধ্য সাগর ও পিরেনিজ পর্বতমালার অন্তবর্তী। আয়তন ১২,৪২৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩২,৪০,০০০ (১৯৫৭ খ্রীঃ)। ১৯৩১-এ স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্যাটালোনিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। রাজধানী বার্সিলোনা।

ক্যান্টন—দক্ষিণ চীনের প্রধান শহর। ইহা চু-কিয়াং নদীর মোহানায় অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৮,৪০,০০০ (১৯৫৭ খ্রীঃ)।

ক্যান্টারবেরি (Canterbury)—লণ্ডন হইতে ৬০ মাইল দূরে স্টাউর নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত স্থান। ইহার লোকসংখ্যা ৩০,৩৭৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানকার বিখ্যাত গির্জা ৫৯৭ এ সেন্ট অগাস্টাইন কর্তৃক স্থাপিত হয়। ১১৭০-এ এখানে বিখ্যাত পাদ্রী টমাস এ. বেকেট নিহত হন।

ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ (Canary Islands or Canaries)—আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত স্পেনের অধিকারভুক্ত আগ্নেয়পর্বতময় ৭টি দ্বীপ। ইহা আফ্রিকার উপকূল হইতে ৬২ মাইল। টেনেরিফ (সর্বপ্রধান দ্বীপ, রাজধানী সান্টা ক্রুজ); গ্র্যান ক্যানেরিয়া (রাজধানী লাস পালমাস); পালমা; গোমেরা; হেয়ারো; ফার্টোভেনটুরা (Fuerte-Ventura); লানজারোট—এই সাতটি দ্বীপ। আয়তন ৪,৬৮৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৯,৬৭,১৭৭ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ক্যানিং—চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্বে এখানে একটি বন্দর ছিল।

ক্যামেরুন (Cameroon)—পশ্চিম আফ্রিকার একটি গণতন্ত্র। পূর্বে ইহা জার্মানীর অধিকারে ছিল। আয়তন ৪,৭৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৫২,০০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ক্যারিবিয়ান সাগর (Carribean Sea)—আটলান্টিক মহাসাগরের একটি অংশ। ইহার চতুর্দিকে দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা এবং কিউবা, হাইতি, পোর্টোরিকো দ্বীপ অবস্থিত। আয়তন ৭,৫০০ বর্গ মাইল।

ক্যালে (Calais)—ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব

সীমায় ইংলিশ চ্যানেলের কূলে অবস্থিত একটি বন্দর। ইহা ইংলণ্ডের ডোভারের ঠিক বিপরীত দিকে ও ২১ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৭০,৭০৭ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ক্রয়ডন (Croydon)—লণ্ডন শহরের নিকটবর্তী একটি শহর। এইস্থানে একটি বিমানঘাঁটি বর্তমান। লোকসংখ্যা ৩,২৭,১২৫ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

ক্রিট (Crete)—গ্রীস দেশের উপকূল হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী ভূমধ্যসাগরস্থ পর্বতময় দ্বীপবিশেষ। আয়তন ৩,২৩১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪,৮৩,২৫৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)। বল্কান যুদ্ধের পর হইতে ইহা গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাজধানী খ্যানিয়া (Khania).

ক্রিমিয়া (Crimea)—কৃষ্ণসাগর ও আজভ উপসাগরের মধ্যবর্তী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত একটি উপদ্বীপ।

ক্রিস্টিয়ানিয়া (Christiania)—বর্তমান নাম অসলো (তাহা দ্রঃ)।

ক্রৌঞ্চ—১। (পুরাণ) সপ্তদ্বীপের দ্বীপ ও কৃষ্ণসাগর এলাকার আর্মেনিয়া। ২। ককেসাস পর্বত।

ক্রৌঞ্চারণ্য—দণ্ডকারণ্যের কাননবিশেষ। ইহা জনস্থান ও মতঙ্গাশ্রমের মধ্যে ছিল।

ক্লীভল্যাণ্ড (Cleveland)—১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের একটি শহর ও বন্দর। ইহা ঈরাই হ্রদের তীরবর্তী। লোকসংখ্যা ৮,৭৬,০৫০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ২। ইংলণ্ডের টীজ এবং হুইটবি নদীদ্বয়ের অন্তর্বর্তী অঞ্চলবিশেষ।

খ

খড়্গপুর—মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি প্রসিদ্ধ জংশন-স্টেশন।

খড়দহ—চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা বারাকপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে দূরত্ব মাত্র সাড়ে এগার মাইল। শ্যামসুন্দর বিগ্রহের জন্য ইহা বিখ্যাত। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর নিত্যানন্দ প্রভু এখানে আসিয়া সংসারধর্ম গ্রহণ করেন। ইহা ইস্টার্ন রেলওয়ের উপর অবস্থিত।

খণ্ডগিরি—কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের কাছে অবস্থিত পর্বত। গুহার জন্য বিখ্যাত।

খয়রাগড়—ইহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল। ইহার আয়তন ৯৪০ বর্গ মাইল। ১৯৪৮-এ ইহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

খয়েরপুর—পূর্বে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত একটি করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল। ইহার আয়তন ৬০৫০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৫,৮৬,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানীর নাম মিরস খয়েরপুর। ইহা ১৯৪৭-এর অগস্ট মাসে পাকিস্তানে যুক্ত হয়।

খাইবার গিরিসংকট—একটি সংকীর্ণ পার্বত্য পথ। ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে অবস্থিত এবং পেশোয়ার ও কাবুলকে সংযুক্ত করিতেছে।

খাণ্ডব—১। মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের নিকটবর্তী বন। মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত। খাণ্ডোয়া হইতে ভূশাওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত অরণ্য। ২। দিল্লীর নিকটবর্তী অরণ্য। ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দগ্ধ করেন।

খান্দেশ—মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার মধ্য দিয়া তাপ্তী নর্দা প্রবাহিত।

খামগাঁও—বেরারের অন্তর্গত আকোলা জেলার একটি শহর।

খারকভ—(Kharkov)—ইওরোপীয় রাশিয়ার প্রসিদ্ধ শহর। লোকসংখ্যা ৯,৯০,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

খারান—পাকিস্তানের একটি জেলা। পূর্বে ইহা করদ রাজ্য ছিল। আয়তন ১৮,৫০৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫৪,০০০ (১৯৫১ খ্রীঃ)।

খার্তুম—১। সুদানের রাজধানী। নীল নদের, শ্বেত ও নীল, এই দুই শাখার সঙ্গমস্থলে ইহা অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৮৭,০০০ (১৯৫৬ খ্রীঃ)। এই শহর পূর্বে মাহ্‌দিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। লর্ড কিচেনার ১৮৯৮-এ ইহা অধিকার করেন। ২। সুদানের প্রদেশ। আয়তন ৫,৭০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৭৫,০০০ (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

খাসগড়—চীন গণতন্ত্রের অধীন পূর্ব তাতার বা সিনকিয়াং প্রদেশের রাজধানী।

খিদিরপুর—কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্থান। জেনারেল কিড (Kyd) নামে একজন ইংরেজ এখানে জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার নাম হইতেই স্থানটির নাম 'খিদিরপুর' হইয়াছে। এখানে কতকগুলি বড় বড় জাহাজ-নির্মাণের ডক আছে।

খিবা—উজবেকিস্তানের একটি রাজ্য। উহার একটি শহরের নামও খিবা। লোকসংখ্যা ২৫,০০০।

খুলনা—বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। ইহার উত্তরে যশোহর জেলা, পূর্বে বাখরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ২৪ পরগনা। মহকুমা—খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা।

খেতুর—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। নরোত্তম দাস ঠাকুরের সময় (১৫৯৪-এ) এই স্থানে সাত দিনব্যাপী বিরাট মহোৎসব ও বৈষ্ণব সম্মিলন হইয়াছিল।

খোরাসান—ইরানের একটি প্রদেশ, খিবার দক্ষিণে এবং আফগানিস্তানের পশ্চিমে অবস্থিত। রাজধানী মেশেদ। লোকসংখ্যা ১৩,০০,০০০ (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

গ

গঙ্গা—ভারতের একটি বিখ্যাত নদী। ইহা তেহ্‌রী-গাড়োয়াল প্রদেশের গোমুখী নামক তুষারক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থানের অপর নাম গঙ্গোত্রী। দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত ইহার নাম ভাগীরথী। দেবপ্রয়াগে ইহার সহিত অলকনন্দা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত স্রোত গঙ্গা নামে অভিহিত। হরিদ্বারে ইহা সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। অতঃপর ইহা পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫৫৭ মাইল।

গঙ্গোত্রী তেহ্‌রী-গাড়োয়াল প্রদেশের স্থানবিশেষ। এই স্থলে গঙ্গানদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

গজনী—আফগানিস্তানের একটি প্রাচীন শহর। ইহা কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যে অবস্থিত ছিল। আনুমানিক ৯৬২-এ আলপ্তিগীন নামক এক তুর্কী ক্রীতদাস এই শহরকে রাজধানী করিয়া এখানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তোলেন। বিখ্যাত সুলতান মাহমুদের সময় ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ইহা ধ্বংস হয়।

গঞ্জাম—ওড়িশা (উড়িষ্যা) রাজ্যের একটি স্থান।

গড়মান্দারণ—আমোদর নদীর তীরের গড় ও দুর্গ।

গড়াই—পদ্মার একটি শাখানদী। ইহা কুষ্টিয়ার নিকট হইতে বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়া 'মধুমতী' নাম ধারণ করিয়াছে। ইহার আসল নাম 'গৌরী'।

গড্‌উইন অস্টেন (Godwin Austen)—হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৮,২৫০ ফুট।

গড়ের মাঠ—কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথী-তীরের বিস্তীর্ণ মাঠের নাম

গড়ের মাঠ। 'ফোর্ট উইলিয়াম' কেল্লা বা গড় এই মাঠের মধ্যে থাকায় ইহাকে গড়ের মাঠ বলা হয়।

গণ্ডক—উত্তর ভারতের একটি নদী। ইহা নেপাল হইতে বাহির হইয়া গোরক্ষপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সারণ জেলায় গর্গরা (বা ঘর্ঘরা) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

গণ্ডকী—গঙ্গার একটি উপনদী। ইহা নেপাল হইতে বাহির হইয়া গণ্ডকের সহিত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

গন্ধমাদন—১। মানস সরোবরের নিকটে পর্বত। ২। হিন্দুকুশ।

গয়া—বিহার রাজ্যের একটি জেলা ও শহর। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এইস্থানে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে। আয়তন ৪৭১২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৫১,১০৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

গাজীপুর—উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শহর। ইহা কাশীর পূর্বে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে আফিঙের একটি বড় কারখানা আছে। এখানে আতর এবং অন্যান্য গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়।

গাড়োয়াল—উত্তর প্রদেশের একটি জেলা। ইহা কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত। এই প্রদেশে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া ইহা হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র। কথিত আছে, প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে এই প্রদেশে ৫২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও তাহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া গড় ছিল বলিয়া এই প্রদেশের নাম হইয়াছে 'গাড়োয়াল'।

গান্ধার—বর্তমান পেশোয়ার ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির প্রাচীন নাম।

গাম্বিয়া (Gambia)—পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী বাথার্স্ট। আয়তন ৪,০০৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৪৩,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

গায়েনা (Guyana)—দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীন গণতন্ত্র। আয়তন ২,১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৮৩,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৬,৭৪,৬৮০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী জর্জটাউন।

গিনি—১। গাম্বিয়া হইতে কঙ্গোর মধ্যবর্তী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সাধারণ নাম। ২। আফ্রিকার একটি স্বাধীন গণতন্ত্র। আয়তন ২,৪৫,৮৫৭ বর্গ কিলোমিটার (৯৫,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩৫,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

গিরিডি—বিহার রাজ্যে হাজারিবাগ জেলার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

গিরিব্রজ—১। রাজগৃহ। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাচীনকালের নগর। ২। কেকয়রাজ অশ্বপতির রাজধানী।

গিরিয়া—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত স্থান। ইহা ভাগীরথীর পূর্বপারে অবস্থিত। আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁকে এখানে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

গুজরাট—১। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র। আয়তন ৭২,২৪৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,০৬,৩৩,৩৫০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। পাকিস্তানের অন্তর্গত চেনাব নদীর তীরে পশ্চিম পঞ্জাবের শহর। লোকসংখ্যা ২২,০০০ (১৯৪১ খ্রীঃ)।

গুণ্টুর—তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত একটি শহর। মছলিপত্তনের নিকটে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,৮৭,১২২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

গুয়াটেমালা (Guatemala)—মধ্য-আমেরিকার গণতন্ত্র। আয়তন ১,০৮,৮৮৯ বর্গ কিলোমিটার (৪২,০৪২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৪৫,৭৫,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানীর নামও গুয়াটেমালা।

গুয়াম—প্রশান্ত মহাসাগরে মেরিয়ানা দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে সর্ববৃহৎ। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত। আয়তন ২০৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬৭,০৪৪ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

গুর্জর—১। গুজরাট অঞ্চল। ২। বর্তমান রাজস্থানের প্রাচীন নাম।

গুলমার্গ—কাশ্মীরে অবস্থিত স্থান, শ্রীনগর হইতে ৩০ মাইল। কাশ্মীরের ইহা অন্যতম প্রধান প্রমোদ কেন্দ্র। ৮,৮৭০ ফুট উর্ধ্ব।

গুলিটা—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।

গোকর্ণ—১। দাক্ষিণাত্যের একটি নগর। ২। উত্তর-ভারতের তীর্থবিশেষ; ইহা পরশুরাম তীর্থ নামেও খ্যাত।

গোদাবরী—নদী। বোম্বাই, প্রদেশের নাসিক শহরের নিকটে পশ্চিমঘাট পর্বত-মালায় উৎপন্ন। বোম্বাই ও তামিলনাড়ু রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রায় ৯০০ মাইল প্রবাহিত হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

গোপালগঞ্জ—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা।

গোপালপুর—ওড়িশায় (উড়িষ্যায়) গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান। বহরমপুর স্টেশন হইতে ১০ মাইল।

গোবি (Gobi)—মধ্য-এশিয়ার একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমি। ইহা মঙ্গোলিয়া হইতে তুর্কীস্তানের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্ব অংশ শ্যামো (Shamo) নামক প্রস্তর ও বালুকাময় মরুভূমি, পশ্চিম অংশ বৃক্ষশূন্য বিশাল সমতল প্রান্তর। ইহা উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,৫০০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ৫০০ হইতে ৭০০ মাইল বিস্তৃত।

গোবিন্দপুর—ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের স্থানে পূর্বে গোবিন্দজীর মন্দির ছিল। বর্তমান চাঁদপাল ঘাটের পূর্ব-দক্ষিণে গোবিন্দজীর নামে যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা গোবিন্দপুর নামে খ্যাত।

গোমতী—গঙ্গার একটি উপনদী। ইহার তীরে লক্ষ্মৌ নগর অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ মাইল।

গোমাল গিরিসংকট—সুলেমান পর্বত মালার গিরিসংকট। ইহার মধ্য দিয়া পাকিস্তান হইতে আফগানিস্তানে যাওয়া যায়।

গোয়া—ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পূর্বতন পোর্তুগিজ-অধিকৃত রাজ্য। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গোয়া, দমন, দিউর অন্তর্গত।

গোয়াডালকুইভার (Guadalquivir)—স্পেনের একটি নদী। ইহা ৩৭৫ মাইল দীর্ঘ। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে ইহা পতিত হইয়াছে।

গোয়ালন্দ—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি রেল ও স্টীমার স্টেশন। ইহা পদ্মার তীরে অবস্থিত।

গোয়ালপাড়া—আসাম রাজ্যের একটি জেলা ও শহর। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত।

গোয়ালিয়র—পূর্বে একটি করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল। এখন মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত জেলারূপে পরিগণিত। রাজধানী গোয়ালিয়র। রাজধানীর লোকসংখ্যা ৩,০০,৫৮৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। প্রাচীন শহরটি গোয়ালিয়র দুর্গের জন্য বিখ্যাত। এখানকার রাজা হিন্দু ও জাতিতে মারহাট্টা ছিলেন; তাহার উপাধি ছিল সিন্ধিয়া।

গোরক্ষপুর—উত্তর প্রদেশের একটি শহর। ইহা রাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১,৮৮,২৫৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

গোলকুণ্ডা—হায়দরাবাদ শহরের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। ইহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় বর্তমান। ইহা প্রথমে বাহ্‌মণি বংশের, পরে কুতুবশাহী বংশের রাজাদের রাজধানী ছিল। ইহার নিকটে কুতুবশাহী রাজাদের সমাধিস্তম্ভ দেখা যায়। ইহা এককালে হীরকের খনি ও প্রাচীন রাজাদের সমাধিমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গৌড়—মালদহ জেলায় অবস্থিত বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। ইহার অপর নাম লক্ষ্মণা-বতী বা লখ্‌নৌতি। মুসলমানদের রাজত্ব-কালে রাজধানী এখান হইতে পাণ্ডুয়ায় যায়। এখানে এখনও প্রাচীন গৌড়ের অনেক

ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 'গৌড়' নাম হইতে এককালে সমুদায় বাংলা দেশকে 'গৌড়' বলিত।

গৌরীশংকর—এভারেস্টের নিকটবর্তী হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৩,৪৪০ ফুট। মতান্তরে এভারেস্টেরই অপর নাম গৌরীশংকর।

গৌহাটী—আসাম রাজ্যের একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এখানে একটি কলেজ আছে।

গ্যাবন (Gabon)—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী লাইবারভিল। আয়তন ২,৬৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪,৭০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

গ্যালিলি (Galilee)—প্যালেস্টাইনের একটি প্রাচীন প্রদেশের নাম; ইহার অপর ও আধুনিক নাম বার্ টাবারিয়ে। ইহা স্যামারিয়া প্রদেশের উত্তরে এবং জর্ডন নদীর পশ্চিমে অবস্থিত; ইহার রাজধানী এবেরিয়াস। ইহা যীশু খ্রীষ্টের শৈশবের বাসভূমি এবং পরিণত বয়সের একটি বিখ্যাত কর্মক্ষেত্র ছিল।

গ্রানাডা (Granada)—১। দক্ষিণ স্পেনের একটি প্রাচীন শহর; ভূমধ্য সাগর-তীরে উর্বর গ্রানাডা প্রদেশে অবস্থিত। পূর্বে ইহা মুর-অধিকৃত গ্রানাডা প্রদেশের রাজধানী ছিল। আলহামব্রা প্রাসাদের জন্য ১৪শ শতকে বিখ্যাত ছিল। লোকসংখ্যা ১,৪৫,১৬৯ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। ২। দক্ষিণ স্পেনের প্রদেশ। সিয়েরা নেভাডা পর্বত ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। আয়তন ৪,৮৩৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৭,৭৯,৪৩৪ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। ৩। মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়া দেশের একটি শহরের নামও গ্রানাডা। লোকসংখ্যা ৩৮,৯১৮।

গ্রীনউইচ (Greenwich)—ইংলণ্ডের অন্তর্গত টেম্‌স্ নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত শহর। এখানকার মানমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। এই শহরের উপর দিয়া যে দ্রাঘিমা কল্পিত হইয়াছে, তাহাকে প্রধান দ্রাঘিমা রেখা বা মূল মধ্য রেখা (Prime Meridian) বলে। এই রেখা ০° (Zero) ডিগ্রী। গ্রীনউইচের লোকসংখ্যা ২,৩০,০৮২ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

গ্রীনল্যাণ্ড (Greenland)—উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত দিনেমারদের অধিকৃত বিরাট দ্বীপ। ইহা শীতপ্রধান দেশ এবং অধিকাংশ সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই এস্কিমো। আয়তন ২১,৭৫,৬০০ বর্গ কিলোমিটার (৮,৪০,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩৯,৬১৫ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী গড্‌থাব।

গ্রীস (Greece)—ইওরোপের অন্যতম রাজ্য। আয়তন ১,৩১,৯৪৪ বর্গ কিলোমিটার (৫০,৯৪২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৮৬,৬২,৯৬৫ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী এথেন্স।

গ্রেট বেয়ার (Great Bear)—কানাডার একটি বিখ্যাত হ্রদ। ইহা প্রায় ১৫০ মাইল দীর্ঘ। ইহার আয়তন প্রায় ১৪,০০০ বর্গ মাইল।

গ্রেট ব্রিটেন (Great Britain)—ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও স্কটল্যাণ্ড একত্রে গ্রেট ব্রিটেন নামে বিখ্যাত। প্রাচীন গ্রীকগণ ইংলণ্ড ও তাহার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপকে ব্রিটানিয়া বলিতেন। অতঃপর ওয়েল্‌স্ ও স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন হইলে সমগ্র দ্বীপটিই গ্রেট ব্রিটেন নামে খ্যাত হয়।

গ্লাসগো (Glasgow)—স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত বন্দর ও গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর। লোকসংখ্যা ১০,৫৪,৯১৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত।

ঘ

ঘর্ঘরা—গঙ্গার একটি উপনদী। ইহা মানস সরোবরের নিকটবর্তী স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। নেপালে ইহার নাম কৌরিআনা, উত্তরপ্রদেশের ইহা একটি বিখ্যাত নদী। হিন্দুরা ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল।

ঘাট পর্বত—দাক্ষিণাত্যের পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতদ্বয়। পূর্বঘাট দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে এবং পশ্চিমঘাট উহার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

ঘাটাল—পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা। এখানে উৎকৃষ্ট ঘৃত, মাখন এবং মাটির বাসন প্রস্তুত হয়। ঘাটালের মাখন নানা স্থানে রপ্তানি হয়।

ঘানা (Ghana)—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী আক্রা। আয়তন ২,৩৮,৫৩৭ বর্গ কিলোমিটার (৯২,১০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭৯,৪৫,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ঘুসুড়ীর ট্যাঁক—কলিকাতার কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমে হুগলী নদীর তীরে উপনগর। ইহার পূর্ব সীমায় গঙ্গার তীরে বিস্তীর্ণ চড়া আছে।

ঘৃত সমুদ্র—কাস্পিয়ান হ্রদের পৌরাণিক নাম।

ঘেণ্ট (Ghent)—বেলজিয়ামের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান শহর। ইহা শেল্ট (Scheldt) নদীর তীরে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা। ১,৫৬,৪৯৯ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ঘোড়াঘাট—দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে, এখানে বিরাটরাজের রাজধানী ছিল।

ঘোষপাড়া—নদীয়া জেলার গ্রাম। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পীঠস্থানরূপে বিখ্যাত।

চ

চট্টগ্রাম—১। বাংলাদেশের একটি বিভাগ। ইহাতে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এই চারিটি জেলা আছে ইহার উত্তরে আসাম, পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী ও ঢাকা বিভাগ। ২। বাংলা-দেশের একটি জেলা। ইহার উত্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। মহকুমা—চট্টগ্রাম, কক্সবাজার। লোকসংখ্যা ১,১৭,৮৩,০০০ (১৯৫১ খ্রীঃ)। ৩। চট্টগ্রাম জেলার সদর স্টেশন। ইহা কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৩,৬৪,২০৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

চন্দননগর—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি শহর। উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্ব নাম ছিল 'চন্দ্রনগর'। পূর্বে ইহা ফরাসী-অধিকৃত ছিল; কিন্তু বর্তমানে ইহা গণভোটে ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। লোকসংখ্যা ৬৭,১০৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

চন্দ্রকোণা—মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল মহকুমার একটি প্রাচীন গ্রাম। উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রগিরি—দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার রাজার প্রতিনিধির নিকট হইতে বার্ষিক কর দিবার অঙ্গীকারে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সমুদ্রতীরে কিছু জায়গা গ্রহণ করে এবং সেইখানে মাদ্রাজ শহর গড়িয়া উঠে।

চন্দ্রদ্বীপ—অবিভক্ত বঙ্গদেশের একটি সুপ্রাচীন রাজ্য। ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার কিয়দংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব নামে দুইজন শক্তিশালী রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড়—ইহার অপর নাম সীতাকুণ্ড পাহাড়।

চন্দ্রভাগা—সিন্ধুর একটি উপনদী। ইহার গ্রীক নাম চেনাব।

চন্দ্রশেখর—চট্টগ্রামের পর্বত ও তীর্থ।

চব্বিশ পরগনা—পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। মহকুমা—আলিপুর, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ড হারবার ও বনগাঁ। নদ নদী—গঙ্গা (ভাগীরথী বা হুগলী), বিদ্যাধরী, ইচ্ছামতী প্রভৃতি।

চম্পা—ফরাসী ইন্দোচীনের অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। প্রাচীন যুগে এখানে হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সে যুগের অনেক নিদর্শন এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

চম্পারণ—ইহার প্রাচীন নাম চম্পারণ্য। ইহা বিহার রাজ্যের একটি জেলা।

চম্বল নদ—রাজস্থানের একটি নদী। ইহা বিন্ধ্য পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনায় পড়িয়াছে।

চাঁদপুর—বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার প্রসিদ্ধ রেল ও স্টীমার স্টেশন এবং বাণিজ্য-প্রধান স্থান।

চাঁদসী—বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার বিনা অস্ত্রে ক্ষত চিকিৎসা প্রণালী প্রসিদ্ধ।

চাঁপাইনগর—১। বর্ধমান জেলার মধ্যে মানকর স্টেশনের কাছে নগরবিশেষ। এখানে চাঁদ সদাগরের বাস ছিল বলিয়া কথিত। চম্পকনগর নামেও খ্যাত। **২**। বর্ধমানের ৩২ মাইল পশ্চিমে গ্রাম। এখানকার মৃৎস্তূপ লখিন্দরের বাসগৃহ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

চাদ—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী ফোর্ট ল্যামি। আয়তন ১২,৮৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩৪,০০,০০০।

চাদ হ্রদ (Chad or Tchad)—মধ্য-আফ্রিকার উত্তরাংশে অবস্থিত বিশাল হ্রদ। প্লাবিত অবস্থায় ইহার আয়তন হয় প্রায় ৫০,০০০ বর্গ মাইল।

চান্দেরী—মালবের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর এখানকার সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করেন।

চাপতা—হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটে গ্রাম। রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবুর) জন্মস্থান।

চিতোর—রাজপুতানার (বর্তমানে রাজস্থানের) অন্তর্গত পূর্বতন মিবার রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে শিশোদীয়বংশীয় রাজপুত নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। চিতোর দুর্গ একটি দর্শনীয় বস্তু। রাজপুতজাতির বীরত্বের ও মহত্ত্বের এবং রাজপুত-রমণীদিগের আত্মত্যাগের গৌরবে ইহা চির-উজ্জ্বল। নানা প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ এখানে আজিও বিদ্যমান। রানা কুম্ভের (১৪৫০) নির্মিত বিজয়-স্তম্ভ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। এই স্তম্ভটি ৯ তলা ও ১২২ ফুট উচ্চ।

চিত্রকূট—উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত পাহাড়। রাম যখন বনবাসে ছিলেন, তখন এখানে ভরত আসেন। বাল্মীকির আশ্রম এখানে ছিল।

চিত্রল—১। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি নদ। ইহা পামীর উপত্যকা হইতে উৎপন্ন হইয়া কাবুল নদীতে মিশিয়াছে। শীতকালে ইহার জল ১০° শীতল হইয়া যায়। **২**। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্য ও শহর।

চিম্বোরাজো (Chimborazo)—**১**। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর দেশের একটি পর্বত। ইহা আন্দিজ পর্বতমালার অন্তর্গত একটি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি, ২০,৬১০ ফুট উচ্চ। **২**। ইকোয়াডরে এই নামের একটি প্রদেশও আছে। রাজধানী রিওবাম্বা। আয়তন ২,০৮৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৭৯,৬০৭ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

চিলমারী—রংপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়।

চিলি (Chile)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি গণতন্ত্র। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে অবস্থিত। আয়তন ৭,৪১,৭৬৭ বর্গ কিলোমিটার (২,৮৬,৩৯৭ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৮৭,৫০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

চিলিয়ানবালা—শিয়ালকোটের নিকট অবস্থিত একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রাম।

চিল্কা হ্রদ—ওড়িশার (উড়িষ্যার) একটি হ্রদ। ইহা বঙ্গোপসাগরের একেবারে কূলের নিকট বর্তমান। ইহা প্রায় ৪৪ মাইল দীর্ঘ এবং ২০ মাইল প্রশস্ত।

চীন—১। চীন গণতন্ত্র এশিয়ার অন্যতম দেশ। পৃথিবীর মধ্যে এই দেশই বৃহত্তম। আয়তন ৯৫,৯৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৩৭,০৫,৪০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭৩,০০,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। ইয়াং-শি-কিয়াং, হোয়াংহো ও শি-কিয়াং ইহার তিনটি বৃহৎ নদী। রাজধানী পিকিং। **২**। জাতীয় চীন (তাইওয়ান)। আয়তন ৩৫,৯৬১ বর্গ কিলোমিটার (১৩,৮৮৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,২৯,৯৩,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী তাইপে।

চীন সাগর—কোরিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ।

চুঁচুড়া—হুগলী জেলার প্রধান শহর। এখানে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার বাস করেন।

চুণাভাটি—জলপাইগুড়ি জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি তামার খনি আছে।

চুনার—উত্তর প্রদেশের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা মীর্জাপুর জেলায় অবস্থিত। ইহা ইতিহাসেও অতিশয় প্রসিদ্ধ। এখানে বৌদ্ধযুগের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

চুয়াডাঙ্গা—বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত একটি নগর। ইহা বাংলাদেশে রেলওয়ের একটি স্টেশন।

চেকোশ্লোভাকিয়া—(Czechoslovakia)—মধ্য ইওরোপের একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য। আয়তন ১,২৭,৮৭০ বর্গ কিলোমিটার (৪৯,৩৬২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৪২,৭১,৫৪৭ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। পূর্বে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর অংশ ছিল। ১৯১৮-এ ইহা গণতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত হয়। রাজধানী প্রাগ।

চেদি—নাগপুর, জব্বলপুরের নিকটবর্তী প্রাচীন রাজ্য।

চেনাব নদী—ইহার ভারতীয় নাম চন্দ্রভাগা।

চের—ইহার অপর নাম কেরল।

চেরাপুঞ্জী—মিজোরামের একটি বিখ্যাত স্থান। সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের দিক্ দিয়া ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়।

চেশায়ার (Cheshire)—ইংল্যাণ্ডের একটি কাউন্টি, ডার্বিশায়ার ও ওয়েল্‌স্‌-এর মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরাংশ ম্যানচেস্টার ও লিভারপুল শহর দুইটির শহরতলী বিশেষ, মধ্য ও দক্ষিণ অংশ কৃষিপ্রধান অঞ্চল এবং পূর্ব অংশ একটি বিস্তৃত জলাভূমি। ইহার প্রধান নগর চেস্টার। আয়তন ১০৫৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৩,৬৭,৮৬০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

চোল—দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন রাজ্য। ইহার পূর্ব নাম চোলমণ্ডল। কাবেরী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত তামিল রাজাই প্রাচীন কালে চোল নামে অভিহিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল তাঞ্জোর।

চৌ-দ্বার—ওড়িশার (উড়িষ্যার) শহর। ইহা কটক শহরের পূর্বদিকে মহানদীর অপর পারে অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর বৈষ্ণবদিগের একটি মেলা হয়।

চৌবেড়িয়া—নদীয়া জেলার একটি গ্রাম। দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান।

চৌ-মোহানি—বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত পাটের বাণিজ্য-স্থান।

ছ

ছত্রিশগড়—মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের রাজ্য। ১৯৪৮-এ এই রাজ্যগুলি মধ্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

ছোটনাগপুর—বিহারের একটি বিভাগ। ইহা মালভূমিতে এবং পাহাড়ে পরিপূর্ণ। পরেশনাথ পাহাড় সর্বোচ্চ। আয়তন ২৭,০০০ বর্গ মাইল। রাঁচি শহর ইহার রাজধানী। ইহাতে হাজারীবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, সিংহভূম, সেরাইকেল্লা ও খারসোয়ান এই কয়টি জেলা আছে। সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, দামোদর প্রভৃতি নদনদী এই স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

জ

জঙ্গীপুর—মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত শহর।

জব্বলপুর—মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত শহর। নিকটেই সুদৃশ্য মর্মরশৈল অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,৭৮,৩৩৯।

জম্মু—(Jammu, or Jummoo)—'কাশ্মীর' দ্রঃ।

জয়দেবপুর—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগনায় অবস্থিত। এখানে ভাওয়ালের রাজবাটী বিদ্যমান।

জয়পুর—রাজস্থানের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৪,০৩,৪৪৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

জয়সিদ্ধি—বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রাম। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জন্মস্থান।

জর্জটাউন (Georgetown)—**১**। দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনার রাজধানী, ডেমারারা নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৯৮,৩৫০ (১৯৬২ খ্রীঃ)। **২**। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পোটোমাক নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ নগর। **৩**। দক্ষিণ ক্যারোলিনার একটি শহর। লোকসংখ্যা ১২,২৬১ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

জর্জিয়া (Georgia)—**১**। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র। আয়তন ৫৮,৮৭৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩৯,৪৩,১১৬ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী আটলান্টা। **২**। পশ্চিম-এশিয়ার ককেশাস পর্বতের সন্নিহিত পাশ্চাত্য অঞ্চলও জর্জিয়া নামে অভিহিত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গণতন্ত্র। রাজধানী ৎবিলিসি। আয়তন ৩৭,৫৭০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪০,৪৯,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

জর্ডন (Jordon)—**১**। এশিয়ার সিরিয়া প্রদেশের একটি নদী; দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল। ইহা মাউন্ট লেবানন হইতে নির্গত হইয়া মরুসাগরে পড়িয়াছে। জর্ডন বাইবেলপ্রসিদ্ধ নদী; সমগ্র খ্রীষ্টানজগতের নিকট জর্ডনের জল অতি পবিত্র। **২**। রাজ্য। রাজধানী আম্মান। আয়তন ৯৭,৭৪০ বর্গ কিলোমিটার (৩৭,৭৩০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২১,০০,৮০১ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

জলঙ্গী—মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত নদী; উত্তরে পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণে ভাগীরথী নদীতে পড়িয়াছে।

জলঢাকা—জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার ও রংপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের একটি উপনদী।

জলপাইগুড়ি—**১**। পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। **২**। জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান শহর।

জাঞ্জিবার—তানজানিয়ার অন্তর্গত দ্বীপ। আয়তন ৯৮৪ বর্গ কিলোমিটার (৩৮০ বর্গ মাইল)। রাজধানী জাঞ্জিবার।

জাপান (Japan)—এশিয়ার পূর্বভাগে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত কতকগুলি দ্বীপ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত। জাপান দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ৩,৬৯,৬৬২ বর্গ কিলোমিটার (১,৪২,৭২৬·৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯,৮২,৮১,৯৫৫ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। সম্রাটের উপাধি মিকাডো। জাপানীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। রাজধানী টোকিও।

জাফা-টেল আভিভ (Jaffa-Tel Aviv)—ইজরেলের একটি বিখ্যাত শহর। লোকসংখ্যা ৩,৬৪,০০০ (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

জাভা—এশিয়ার দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ। আয়তন ৫০,৩৯০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬,৩০,৫৯,৫৭৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী জাকার্তা (যোগ্যকর্তা)। ইহা 'যবদ্বীপ' নামেও খ্যাত।

জামসেদপুর—বিহার রাজ্যের শহর। টাটার লোহার কারখানার জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৩,২৮,০৪৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

জামালপুর—**১**। বিহার রাজ্যের একটি নগর। ইস্টার্ন রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা এইস্থানে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৭,০৩৯ ১৯৬১ খ্রীঃ)। **২**। ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা।

জাম্বিয়া (Zambia)—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। উত্তর রোডেশিয়া জাম্বিয়া নাম গ্রহণ করিয়াছে। রাজধানী লুসাকা। আয়তন ৭,৫২,২৬২ বর্গ কিলোমিটার (২,৯০,৫৮৬ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩৭,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

জাম্বেজী (Zambesi)—দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার একটি নদী, ভারতমহাসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ২,২০০ মাইল।

জার্মানি (Germany)—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিতে বিভক্ত হইয়াছে।

পশ্চিম জার্মানি (ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি)—আয়তন ২,৪৮,৫৪৬ বর্গ কিলোমিটার (৯৫,৯৬৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৫,৯৭,৯২,৯০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী বন।

পূর্ব জার্মানি (জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক)—আয়তন ১,০৮,১৭৪ বর্গ কিলোমিটার (৪১,৭২২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৭০,৭৯,৬৫৪ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী পূর্ব বার্লিন। পূর্ব জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন।

জারসি (Jersey)—ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপ। ইহা ফ্রান্স হইতে তের মাইল দূরে। আয়তন ৪৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬৩,৩৪৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানকার নাবিকেরা গেঞ্জির মত একপ্রকার জামা পরে। উহাকে জারসি বলে।

জিদ্দা (Jiddah)—হেজাজ রাজ্যের একটি বন্দর ও শহর, লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,৫০,০০০।

জিব্রাল্টার (Gibraltar)—**১**। স্পেনের দক্ষিণাংশে পর্বতোপরি অবস্থিত একটি নগর এবং দুর্গ জিব্রাল্টার নামে অভিহিত। ১৭০৪ হইতে ইহা ইংরেজের অধিকারে আছে। **২**। বিখ্যাত প্রণালীবিশেষ। স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ইহা অ্যাটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্ত করিতেছে। ইহার পরিসর মাত্র ৯ মাইল।

জিয়াগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার একটি গ্রাম।

জুইডরজীর বাঁধ—হল্যাণ্ডের জুইডরজী নামক সামুদ্রিক হ্রদের সমুদ্রকূলের প্রকাণ্ড বাঁধ। ওলন্দাজেরা এই বাঁধ বাঁধিয়া হ্রদটির জল যন্ত্র দ্বারা বাহির করিয়া নূতন ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন।

জুগোস্লাভিয়া (Yugoslavia)—মধ্য-ইওরোপের একটি রাষ্ট্র। আয়তন ২,৫৫,৮০৪ বর্গ কিলোমিটার (৯৮,৭২৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৯৫,০৮,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী বেলগ্রেড। সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো, ক্রোশিয়া, দালমেশিয়া, বসনিয়া, হারজিগোভিনা ও স্লাভোনিয়া—এই কয়টি রাজ্য লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

জুটফেন (Zutphen)—নেদারল্যাণ্ডসের একটি নগর। এই স্থানের যুদ্ধে ১৫৮৬-এ স্যার ফিলিপ সিডনীর মৃত্যু হয়। লোকসংখ্যা ২৫,০৩৬ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

জুটল্যাণ্ড (Jutland)—ডেনমার্কের

উপদ্বীপ অঞ্চল এই নামে অভিহিত। পরিমাণফল ১১,৪১১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২০,১৮,১৬৮ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

জুডিয়া (Judea)—রোমকযুগে প্যালেস্টাইনের দক্ষিণাংশ এই নামে অভিহিত হইত।

জুরিক (Zurich)—সুইজারল্যাণ্ডের সর্ববৃহৎ জনাকীর্ণ শহর। ইহা একটি হ্রদের তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪,৩৯,৬০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

জুলুল্যাণ্ড (Zululand)—আফ্রিকার নাটালের একটি প্রদেশ। আয়তন ১০,৪২৭ বর্গ মাইল।

জেনেভা (Geneva)—**১**। সুইজারল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত শহর। জেনেভা হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানকার নির্মিত ঘড়ি অতি প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ১,৭৯,৪০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। **২**। সুইজারল্যাণ্ডের জেলা। আয়তন ১০৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৫৯,২৩৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

জেনোয়া (Genoa)—ইটালীতে জেনোয়া উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর। লোকসংখ্যা ৭,৭৫,১০৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

জেরুসালেম (Jerusalem)—ইহা পূর্বতন প্যালেস্টাইনের একটি নগর, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২,৬৬০ ফুট উচ্চ। এই নগর খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ইহুদীদের অতি পবিত্র স্থান। ইহা বহুবার অবরুদ্ধ ও অধিকৃত হইয়াছে।

জোহানেসবার্গ (Johannesburg)—দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের একটি প্রসিদ্ধ নগর। স্বর্ণখনির জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১১,১০,৯০৫ (তন্মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ৩,৯৮,৫১৭) (১৯৬০ খ্রীঃ)।

জৌনপুর—উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত।

জ্বালামুখী (Jawalamukhi)—হিমাচল প্রদেশের কাঙড়া জেলার একটি প্রাচীন শহর। ইহা হিন্দুদের একটি পীঠস্থান। এখানে জ্বালামুখী দেবীর স্বর্ণশীর্ষ মন্দিরের তলদেশে কয়েকটি অগ্নিশিখা অহোরাত্র একই ভাবে জ্বলিতেছে। প্রবাদ এই যে, মহাদেব জলন্ধর নামক যে অসুরকে এখানে গুরুভার পাষাণ চাপা দিয়াছিলেন, তাহার মুখ হইতে এই অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। হিন্দুদের বিশ্বাস যে, সতী-দেহের ছিন্ন অংশ এইখানে পড়িয়াছিল, এবং এখানকার মাটির নীচের সহজ-দাহ্য বাষ্প জ্বলিয়া এই শিখা বাহির হইতেছে। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের ছাদটি সোনায় মুড়িয়া দেন। মন্দিরের কাছে ৬টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বহু হিন্দু তীর্থযাত্রী এই পীঠস্থান দর্শনে আসিয়া থাকেন।

জ্যামেকা (Jamaica)—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ১১,৫২৫ বর্গ কিলোমিটার (৪,৪১১ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৮,৫৯,০৭২ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী কিংসটন।

ঝ

ঝরিয়া—বিহার রাজ্যের একটি শহর; এখানে পাথুরিয়া কয়লার অনেক বড় বড় খনি আছে।

ঝাঁসি—মধ্যভারতের গোয়ালিয়র জেলার একটি বিভাগ। রাজধানী ঝাঁসি। ঝাঁসি শহরের লোকসংখ্যা ১,৬৯,৭১২ ((১৯৬১ খ্রীঃ)।

ঝাড়গ্রাম—পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা। সুবর্ণরেখা নদী ইহার মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

ঝালকাঠি—বাংলাদেশের বরিশাল জেলার একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

ঝিনাইদহ—বাংলাদেশের যশোহর জেলার একটি মহকুমা। ইহা একটি প্রাচীন শহর।

ঝিন্দ (Jhind)—পঞ্জাবের পূর্বতন একটি দেশীয় রাজ্য (Native State) শতদ্রু (Sutlej) নদীর পূর্বে অবস্থিত। রাজবংশ সিধু জাঠ (শিখ)। বর্তমানে ইহা হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত।

ঝিলাম—পঞ্জাবের সিন্ধুনদের পাঁচটি শাখার পশ্চিমের শাখা; কাশ্মীর হইতে প্রবাহিত হইয়া চেনাব (Chenub) নদীতে পড়িতেছে। ইহারই নাম বিতস্তা।

টরন্টো (Toronto)—কানাডার অন্তর্গত অন্টারিও প্রদেশের রাজধানী। আয়তন ২৪০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬,৭২,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

টাইবার (Tiber)—ইটালীর একটি নদ। ইহা ১২২০ মাইল দীর্ঘ। অ্যাপেনাইন পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদ ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। ইটালীর রাজধানী রোম ইহার তীরে অবস্থিত।

টাইরল (Tyrol)—পার্বত্যপ্রদেশ। মিউনিক ও ভেরোণার মধ্যবর্তী। ইটালী ও অস্ট্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। অস্ট্রিয়ান আল্‌পস্ পর্বতের সমুদায় চূড়াগুলি এই প্রদেশে বর্তমান। রাজধানী ইনস্‌ব্রাক। আয়তন ৪,৮৮৪ বর্গ মাইল।

টাঙ্গানাইকা (Tanganyka)—মধ্য-আফ্রিকার একটি সুপ্রশস্ত হ্রদ। দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল এবং প্রস্থ ৪৫ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮৬৮-এ Burton এবং Speke কর্তৃক এই হ্রদ আবিষ্কৃত হয়।

টাটা নগর—ইহার পূর্বনাম সাকচি। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ইস্টার্ন রেলওয়ের জামসেদপুর স্টেশনের ধারে এই নগরটি অবস্থিত।

টাণ্ডা (তাঁড়া)—ঘর্ঘরা নদীর নিকটস্থ একটি শহর। অযোধ্যার অন্তর্গত ফৈজাবাদ বিভাগে অবস্থিত।

টার্টারি বা **টাটারি** (Tartary or Tatary)—মধ্য এশিয়ার একটি প্রদেশ। চায়নীজ বা পূর্ব তুর্কিস্তান এবং পশ্চিম তুর্কিস্তানে (সোভিয়েট রাশিয়া) বিভক্ত।

টাটারি উপসাগর (Gulf of Tartary)—জাপান সাগরের শাখা। ইহা সাইবেরিয়ান (Siberian) ভূভাগ হইতে সাখালিনকে পৃথক্ করিয়াছে।

টাসমেনিয়া (Tasmania)—অস্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথের অন্তর্গত দ্বীপ। ইহার রাজধানী Hobart। আয়তন ২৬,২১৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৭৫,৯৪৬ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। পূর্বে ইহাকে ভ্যান ডিমেনস্ ল্যাণ্ড (Van Diemen's Land) বলা হইত।

টিউনিস (Tunis)—টিউনিসিয়ার (উঃ দ্রঃ) রাজধানী। ইহা উৎকৃষ্ট বন্দর। ইহার নিকটে কার্থেজ নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। লোকসংখ্যা ৬,৮০,০০০ (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

টিউনিসিয়া—উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, রাজধানী টিউনিস। আয়তন ১,৬৪,১৫০ বর্গ কিলোমিটার (৬৩,৩৬২ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৪৪,৫৭, ৮৬২ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

টিটাগড়—চব্বিশ পরগনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে একটি কাগজের কল আছে।

টিটিকাকা (Titicaca)—বলিভিয়া ও পেরুদেশের সীমা-সন্নিহিত এবং অ্যাণ্ডিজ পর্বতের দুইটি শাখার মধ্যে অবস্থিত হ্রদ। ইহার আয়তন ৩২০০ বর্গ মাইল। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১২,৬৪৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

টিম্বাকটু (Timbuctoo)—আফ্রিকার মালির শহর। লোকসংখ্যা ৭,০০০ (১৯৫৭ খ্রীঃ)।

টিলাবাড়ী—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ভূষণার

অধিপতি সীতারাম রায়ের একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল।

টেগাস (Tagus)—স্পেন ও পোর্তুগালের মধ্যে প্রবাহিত ৫৪০ মাইল দীর্ঘ নদী। পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরের নিকট অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে।

টেমস নদী (Thames)—১। ইংলণ্ডের নদী, ২০৯ মাইল দীর্ঘ। Cotswold Hills হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে। ২। কানাডার অন্তর্গত অণ্টারিওর নদী। ১৬০ মাইল দীর্ঘ।

টোকিও (Tokio)—জাপানের রাজধানী। হনসু দ্বীপের অন্তর্গত। সুমিদা (Sumida) নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,৪৭,১০,৭২৭ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। এখানে মিকাডোর প্রাসাদ অবস্থিত।

টোগো (Togo)—পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী লোমে। আয়তন ৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৬,৫০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

টোমস্ক (Tomsk) পশ্চিম সাইবীরিয়ার একটি প্রদেশ। ইহা চীনের সীমান্তে অবস্থিত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহার অন্তর্ভুক্ত টোমস্ক শহরের লোকসংখ্যা ২,৭৫,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ট্রয় (Troy)—এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এক্ষণে এই নগরের বহুস্থান খনন করিয়া ধ্বংসাবশেষের বহু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রীসদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি হোমারের বর্ণিত প্রসিদ্ধ ট্রয়-যুদ্ধ এই স্থানে সংঘটিত হয়।

ট্রান্সককেসিয়া—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চল। জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান নামে তিনটি গণতন্ত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ট্রান্সভ্যাল (Transvaal)—দক্ষিণ আফ্রিকা গণতন্ত্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। আয়তন ১,১০,৪৫০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬২,৭৩,৪৭৭ (১৯৬০ খ্রীঃ)। তন্মধ্যে ১৪,৬৮,৩০৫ জন শ্বেতাঙ্গ।

ট্রানসিলভ্যানিয়া (Transylvania)—পূর্বে ইহা হাঙ্গেরীর একটি প্রদেশ ছিল; এক্ষণে ইহা রুমানিয়ার অন্তর্গত। কার্পেথিয়ান পর্বতমালা-বেষ্টিত। লোকসংখ্যা ৩৪,২০,৮৫১।

ট্রাফালগার (Trafalgar)—অন্তরীপ। স্পেনের অন্তর্গত Andalusia প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে এবং কার্ডিজ ও জিব্রাল্টারের মধ্যে অবস্থিত।

ড

ডন (Don)—পশ্চিম রাশিয়ার বিখ্যাত নদী। আইভান হ্রদে ইহার উৎপত্তি;—উহা আজভ সাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। নদীটি ১৩২৫ মাইল দীর্ঘ। এই নামে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে দুইটি নদী আছে।

ডাচ গায়েনা—অপর নাম সুরিনাম। দক্ষিণ আমেরিকায় নেদারল্যাণ্ডের উপনিবেশ। আয়তন ৫৫,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৫০,০০০ (১৯৫৬ খ্রীঃ)। রাজধানী পারামারিবো।

ডানিয়ুব (Danube)—দক্ষিণ- ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নদী। ওয়াটেমবার্গ, ব্যাভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার মধ্য দিয়া উহা কৃষ্ণসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার শাখা-প্রশাখার সংখ্যা প্রায় তিন শত। এই নদীর তীরে তিনটি দেশের রাজধানী ভিয়েনা, বুডাপেস্ট ও বেলগ্রেড অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ১৭৫০ মাইল। ইহা রাইন নদীর সহিত যুক্ত। ডানিয়ুবকে আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়, কারণ, উহা ছয়টি দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

ডান্‌জিগ (Danzig)—ভিস্টুলা নদীর তীরে সমুদ্র-বন্দর। লোকসংখ্যা ৩,১৯,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। ১৭১৩—১৯১৯ পর্যন্ত ইহা পোল্যাণ্ড ও প্রাসিয়া কর্তৃক শাসিত হইত। ভার্সাই চুক্তির বলে ইহা স্বাধীন নগরীরূপে গঠিত হয়। ১৯৩৯—৪৫ পর্যন্ত ইহা জার্মানির অধিকারে থাকে। ১৯৪৫-এ ইহা আবার পোল্যাণ্ডকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

ডাবলিন (Dublin)—আইরিশ ফ্রী স্টেটের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। জনসংখ্যা ৫,৩৫,৪৮৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ডায়মণ্ড হারবার (Diamond Harbour)—চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়।

ডার্ডানেলস্ (Dardanelles)—ইওরোপ ও তুরস্কের মধ্যে অবস্থিত প্রণালী। ইহা ইজিয়ান ও মর্মর সমুদ্রকে যুক্ত করে। ৪০ মাইল দীর্ঘ।

ডার্বি (Derby)—ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিশায়ারের একটি শহর। লণ্ডন হইতে ১২৯ মাইল। ডার্বির ঘোড়দৌড় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রেস। ডার্বির দ্বাদশ আর্ল ১৯০০-এ ইহা প্রবর্তন করেন। প্রতিবৎসর মে কিংবা জুন মাসে কোন এক বুধবারে এই ঘোড়দৌড় হয়। ১৯১৫—১৯১৮-এ এই ঘোড়দৌড় বন্ধ ছিল; অন্যথা প্রতি বৎসর এই ঘোড়দৌড় হয়। ১৯৩০, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬-এ আগা খাঁর ঘোড়া এই বাজি জিতিয়াছিল। লোকসংখ্যা ১,৩২,৩২৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ডালহৌসী (Dalhousie)—ভারতের হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত শৈলাবাস। উচ্চতা ৭৬৮৭ ফুট।

ডিব্রুগড়—আসামের অন্তর্গত একটি প্রধান শহর। লোকসংখ্যা ৫৮,৪৮০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ডেট্রয়েট (Detroit)—১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মিচিগান রাজ্যের প্রধান বন্দর ও শহর। শহরটি ফোর্ড মোটরকার নির্মাণের প্রধান কার্যস্থল। লোকসংখ্যা ১৬,৭০,১৪৪ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ২। ডেট্রয়েট নদী সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদ ও ইরাই হ্রদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাজ্য ও কানাডার অণ্টারিও প্রদেশকে পৃথক্ করিতেছে।

ডেড্‌সী (Dead Sea)—মর্মর বা মরু সাগর। ইজরায়েল ও জর্ডন নদীর মধ্যবর্তী লবণাক্ত হ্রদ। আয়তন ৩৪০ বর্গ মাইল। সর্বাপেক্ষা অধিক গভীরতা ১,৩০৯ ফুট।

ডেনমার্ক (Denmark)—ইওরোপ মহাদেশের একটি দেশ। ইহার আয়তন ৪৩,০৬৯ বর্গ কিলোমিটার (১৬,৬২৯ বর্গ মাইল) লোকসংখ্যা ৪৮,১৩,৮৯২ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী কোপেনহেগেন (Copenhagen).

ডেরা ইসমাইল খাঁ—পাকিস্তানের শহর। আফগানিস্তানের বণিক্‌গণের একটি প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র। জনসংখ্যা ৪৬,১০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ডেরা গাজী খাঁ—পাকিস্তানের পশ্চিম পঞ্জাবের শহর। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৫,০০০।

ডেরাডুন—উত্তর প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার ডেরাডুন শহরটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর পার্বত্য-স্থান বলিয়া পরিচিত।

ডেলফি (Delphi)—গ্রীসের একটি প্রাচীন শহর, অ্যাপলো (Apollo) দেবের মন্দির ও দৈববাণীর জন্য ইহার এক সময়ে খ্যাতি ছিল। শহরটি মধ্য-গ্রীসে পারনেসাস (Parnassus) পর্বতের পাদদেশে কোরিন্থ উপসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। ১৮৯১-এ ফরাসীরা প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন প্রভৃতি খুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য ইহার ভিত্তিস্থান ক্রয় করে।

ডোভার (Dover)—ডোভার প্রণালীর তীরে অবস্থিত ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। লোকসংখ্যা ৩৫,২৪৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এই নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি শহর আছে।

ডোভার প্রণালী—এই প্রণালী মাত্র ২১ মাইল বিস্তৃত। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অবস্থিত।

ডোমিনিকা (Dominica)—পশ্চিম

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব অ্যাট্লান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৪৯,৪৮৬।

ড্রেসডেন (Dresden)—পূর্ব জার্মানীর স্যাক্সনীর রাজধানী, এল্‌ব নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪,৯৯,০১৪ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

ঢ

ঢাকা—১। বাংলা দেশের একটি বিভাগ। আয়তন ১৪,৮২৯। জেলা—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ (বরিশাল)। ২। ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। আয়তন ২,৭১৩। লোকসংখ্যা প্রায় ২,১৩,২১৮। মহকুমা—ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ। নদ নদী—পদ্মা (কীর্তিনাশা), মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, ইছামতী, শীতল-লক্ষ্যা। উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, ইক্ষু, তিল, সরিষা, তামাক প্রভৃতি। শিল্প-দ্রব্য—তাঁতের কাপড়, স্বর্ণ ও শঙ্খের অলংকার। প্রসিদ্ধ স্থান—ঢাকা, তেলিরবাগ, রাড়িখাল, ব্রাহ্মণগাঁও, তেওতা, লাঙ্গলবন্ধ, রামপাল, ভাগাকুল, বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ। ৩। ঢাকা জেলার প্রধান শহর ও বাংলাদেশের রাজধানী। এখানে ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দির, আসান মঞ্জিল, রমণার মাঠ, বিশ্ববিত্যালয় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে। ঢাকার মসলিন ও জন্মাষ্টমীর মিছিল অতি প্রসিদ্ধ।

ঢোলপুর—রাজস্থানের একটি শহর, লোকসংখ্যা ২৭,১৪২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ত

তক্ষশিলা—পশ্চিম-পাঞ্জাবে (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) অবস্থিত প্রাচীন নগরী। ইহা ভরতপুত্র তক্ষরাজের রাজধানী ছিল। মহারাজ জনমেজয় এইখানে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এস্থলে বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান ও নানাবিধ শিল্প-কলা শিক্ষা দেওয়া হইত। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্তও ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। পাণিনি ও চাণক্য এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তক বা তক্ষক নামে জাতি এখানে বাস করিত বলিয়া এ স্থানের নাম তক্ষশিলা হয়। কাহারও মতে ভরতের পুত্র রাজা তক্ষ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ে এস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে রমণীবিক্রয়, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা বর্তমান ছিল। খ্রীষ্টীয় ৪০০ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এস্থান বিশেষ পবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া যান। ৬৩০ এবং ৬৪৩-এ হুয়েনথ সাং এস্থান পরিদর্শন করেন। এই নগরী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ প্রিয়। তাঁহারা এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। (১) "বী স্তূপ"—এখানে বহু মুদ্রা ও প্রস্তরাদি পাওয়া যায়। (২) হাতিয়াল—মারগল পর্বতমালার এক অংশে অবস্থিত দুর্গ। (৩) শিরকাপ—আর একটি দুর্গ। (৪) কাপকোট—হস্তী প্রভৃতি পশুর থাকিবার স্থান। (৫) বাবরখানা—অশোক-নির্মিত স্তূপ বলিয়া অনুমিত। (৬) মঠ ও প্রাসাদপূর্ণ ছয় মাইল বিস্তৃত প্রান্তর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এস্থান খনন করিয়া মাঝে মাঝে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন।

তমলুক (তাম্রলিপ্তি)—ইহা পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। পূর্বে ইহা তাম্রলিপ্তি নামে অভিহিত হইত। সে সময়ে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। ফা-হিয়ান নামক চৈনিক পরিব্রাজক এখানে কিছুকাল বাস করেন। তমলুক বর্তমানে সমুদ্র হইতে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্বে ময়ূর বংশের রাজপুতগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। অতঃপর কালুভুঁইয়া নামক এক কৈবর্ত এখানে কৈবর্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার প্রধান দর্শনীয় জিনিস বর্গভীমা দেবীর মন্দির। এই মন্দির রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত।

তমসা নদী—মধ্য ভারতের একটি পৌরাণিক নদী। ইহার তীরে বাল্মীকি মুনির আশ্রম ছিল।

তরাইন—দিল্লীর অন্তর্গত একটি স্থান। এইখানে দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘোরীর দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথমবারের যুদ্ধে (১১৯১-এ) মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের নিকটে পরাস্ত হন। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে (১১৯২-এ) মহম্মদের হস্তে পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হন; এই যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

তাইগ্রিস—এশিয়াটিক তুরস্কের একটি নদী। ইহা তুর্কীস্থান ও আর্মেনিয়ার পর্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া ইউফ্রেটিজ নদীতে মিলিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১,১০০ মাইল।

তাঞ্জোর—১। দক্ষিণ-কর্ণাটের একটি জেলা। এই জেলা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া ইহাকে 'ভারতবর্ষের উত্থান' বলা হয়। শিবাজীর ভ্রাতা ব্যাঙ্কজী এখানে মহারাষ্ট্রীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জেলা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের অধিকারে আসে। ২। তাঞ্জোর শহর চোলরাজগণের শেষ রাজধানী। ইহা কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,১১,০৯৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

তাপ্তী—পশ্চিম ভারতের একটি নদী। মধ্যভারতের বিটুল জেলায় উৎপন্ন হইয়া ক্যাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৫০ মাইল। ইহার তীরে অন্যূন ১০৮টি তীর্থস্থান আছে। নদীর মোহনায় অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বর নামেও দুইটি তীর্থ আছে।

তামিলদেশ—তিনটি রাজ্য লইয়া তামিল দেশ গঠিত ছিল। যথা, পাণ্ড্য রাজ্য, চের রাজ্য ও চোল রাজ্য। বর্তমানের মাদুরা ও তিনেভেলি জেলায় পাণ্ড্য রাজ্য, মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতিতে চের বা কেরল রাজ্য ও তামিলনাড়ুর উপকূলে করোমণ্ডল নামক স্থানে চোল রাজ্য ছিল। এই তিন রাজ্যে তামিল ভাষা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে তামিল ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তামিল সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল ছিল মাদুরা।

তাম্রপর্ণী—১। দাক্ষিণাত্যের তিনেভেলি জেলার প্রাচীন নদীবিশেষ। প্রাচীন যুগে হিন্দু রাজাদের সময়ে এই নদীর তীরে মুক্তা তুলিবার বহু কেন্দ্র ছিল। ২। মৌর্য ও গুপ্তযুগে লঙ্কাদ্বীপকেও তাম্রপর্ণী বলা হইত।

তাম্রলিপ্তি—'তমলুক' দ্রঃ।

তারকেশ্বর—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। তারকেশ্বরের মন্দিরে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

তারাপীঠ—বীরভূম জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ইস্টার্ন রেলওয়ের স্টেশন মল্লারপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে শ্মশানকালী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বামাক্ষেপা এখানেই সিদ্ধ হন।

তাসখন্দ (Tashkent)—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উজবেকিস্তানের রাজধানী। ইহা সিরদরিয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। লোকসংখ্যা ১০,০২,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

তিনধারিয়া—দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী একটি পার্বত্য রেলওয়ে স্টেশন। ইহা কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

তিব্বত—মধ্য-এশিয়ার সু-উচ্চ পর্বতময়

দেশ। ইহা চীন গণতন্ত্রের অন্তর্গত। ইহাকে 'পৃথিবীর ছাদ' (Roof of the World) বলা হয়। এই মালভূমির সর্বনিম্ন স্থান ১২,০০০ ফুট উচ্চ। ইহার আয়তন ৭০,০০৩ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ৬০,০০,০০০। এখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধ। বৌদ্ধ পুরোহিতদের দ্বারাই এই প্রদেশ শাসিত হয়। এখানকার প্রধান পুরোহিতকে দলাইলামা বলে। তিনিই তিব্বতের অধিনায়ক ছিলেন। লাসা রাজধানী। দলাইলামা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করিতেছেন।

তিয়েন্‌ৎসিন—চীনের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। ইহা পিকিং-এর দক্ষিণ পূর্বে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্বে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে ইহা ইজারা লইয়াছিল। লোকসংখ্যা ২৬,৯৩,৮৩১ (১৯৫৩ খ্রীঃ)।

তিস্তা (ত্রিস্রোতাঃ)—ইহা তিব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যমুনা নদীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বে ইহার নাম ছিল ত্রিস্রোতাঃ।

তুঙ্গভদ্রা—দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুইটি নদী মিলিয়া এই নদী হইয়াছে। কদুর জেলায় তুঙ্গ উৎপন্ন হইয়া সিমোগা জেলায় ভদ্রার সহিত মিলিয়াছে। ভদ্রাও তুঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া সিমোগা জেলায় তুঙ্গের সহিত মিলিয়াছে। এই নদী কৃষ্ণা নদীর উপনদী।

তুরস্ক—ইওরোপ ও এশিয়ার অন্তর্গত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯১২-১৩-এ বল্কান রাজ্যের সহিত যুদ্ধে তুরস্কের সীমা অনেক কমিয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও তুরস্কের অনেকখানি স্থান গ্রীসকে দেওয়া হয়। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা (অ্যাঙ্গোরা)। প্রধানতম শহর ইস্তামবুল। তুরস্ক কামাল আতাতুর্কের অধিনায়কত্বে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আয়তন ৭,৮০,৫৭৬ বর্গ কিলোমিটার (৩,০১,৩০২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩,০৩,৯১,২০৭ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

তুর্কীস্তান—মধ্য-এশিয়ার একটি স্থান। ইহা পূর্ব বা চীনা তুর্কীস্তান এবং পশ্চিম বা রুশ তুর্কীস্তান—এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কীস্তান পামির মালভূমি কর্তৃক বিচ্ছিন্ন।

তেজপুর—দরং জেলার একটি শহর।

তেজিরবাগ—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পৈতৃক বাসস্থান।

তেহেরান—ইরানের রাজধানী। ১৮শ শতকের শেষে শাহের আবাসস্থল হয়। কাস্পিয়ান হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তন ৭২ $\frac{1}{2}$ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৩,১৭,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

ত্রিগর্ত—পৌরাণিক অঞ্চল। পঞ্জাবের ধর্মশালা জেলার দক্ষিণাংশে প্রাচীন ত্রিগর্ত রাজ্য অবস্থিত ছিল বলিয়া অনেকের মত; এই জেলার কাঙ্গড়া গ্রামকে প্রাচীন ত্রিগর্ত দেশ বলিয়া নির্দেশ করা হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার নিকট হইতে বিরাটরাজ তাঁহার শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের সাহায্যে এই দেশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

ত্রিচিনপল্লী—তামিলনাড়ুর একটি শহর। ইহা কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২,৪৯,৮৬২ (১৯৬১ খ্রীঃ)। বর্তমান নাম তিরুচিরপল্লী।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (Trinidad and Tobago)—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী পোর্ট-অব স্পেন। আয়তন ত্রিনিদাদ—৪৮২৪ বর্গ কিলোমিটার (১৮৬৪ বর্গ মাইল), টোবাগো ৩০০ বর্গ কিলোমিটার (১১৬ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৮,৫০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

ত্রিপুরা—ত্রিপুরা একটি করদ ও মিত্র রাজ্য ছিল। ইহা বহুকালের প্রাচীন রাজ্য। মোগলেরা এই রাজ্য অধিকার করিবার বহু চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। এখানকার রাজা ধর্মমাণিক্যের নাম বিখ্যাত। রাজধানী আগরতলা। আয়তন ৪০১৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১১,৪২,০০৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজ্যটি ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে ভারতের একটি রাজ্য।

ত্রিপোলি (Tripoly)—উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ার একটি প্রদেশ। রাজধানী ত্রিপোলি। লোকসংখ্যা ৭,৪৬,০৬৪ (১৯৫৪ খ্রীঃ)।

ত্রিবাঙ্কুর—দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন করদ ও মিত্র রাজ্যবিশেষ। ইহা ভারতের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত। এখানে নাম্বুরী ব্রাহ্মণ ও নেয়ার এই দুই প্রকার জাতি বাস করে। নেয়ারগণের যুদ্ধই পেশা। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যের অধিকারী না হইয়া রাজার ভাগিনেয়ই রাজ্যের সিংহাসন লাভ করে। ইহা বর্তমানে কেরল রাজ্যের অন্তর্গত।

ত্রিবান্দ্রম—কেরল রাজ্যের শহর। লোকসংখ্যা ২,৩৯,৮১৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ত্রিবেণী—১। হুগলী জেলার অন্তর্গত গ্রাম। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে হংসেশ্বরীদেবীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে গঙ্গার সহিত অপর দুইটি নদী মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ত্রিবেণী বলা হয়। ২। এলাহাবাদ বা প্রয়াগকেও ত্রিবেণী বলে। যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতী এই তিনটি নদীর ইহা মিলনস্থল।

ত্রিহুত (তীরভুক্তি)—বিহার রাজ্যের উত্তর-পূর্বাংশ। ১৮৭৫ হইতে ইহা দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরের অংশবিশেষে পরিণত হইয়াছে।

থ

থানেশ্বর—প্রাচীন নগরী। ইহা বর্তমান দিল্লীর নিকটবর্তী স্থান। ইহার প্রাচীন নাম স্থাণ্বীশ্বর। এখানে ৩৫৪৬ ফুট দীর্ঘ এবং ১৯০০ ফুট বিস্তৃত একটি দীর্ঘিকা আছে। ইহার নিকটে একটি পুরাতন ও ভগ্ন দুর্গ দেখা যায়। উহার উপরিভাগ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে ১২০০ ফুট। ১০১১-এ সুলতান মাহ্‌মুদ এই স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখানকার বহু মন্দির মুসলমান রাজগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়। ১৮৫০-এ ইহা ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়।

থারাবতী (Tharawaddy)—ব্রহ্মদেশের পেগু বিভাগের জেলা। ইহার আয়তন ২৮৬৫ বর্গমাইল। ইরাবতী এখানকার একমাত্র বড় নদী। লোকসংখ্যা ৫,০৮,৩১৯। ২। উক্ত নামের শহর। লোকসংখ্যা ৭,১৩১।

থার্মোপিলি (Thermopylæ)—এটনা পর্বত ও গ্রীসের উত্তর-পূর্বস্থিত সমুদ্রের মধ্যস্থিত গিরিসংকট। ৪৮০ খ্রীঃ পূর্ব পারসীকদের সহিত স্পার্টানদের এখানে একটি বিখ্যাত যুদ্ধ হয়, তাহাতে লিওনিডাস নামক বিখ্যাত স্পার্টান বীর মাত্র ৩০০ জন সৈন্য লইয়া পারসীকদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

থিব্‌স্‌ (Thebes)—উত্তর মিশরের (বর্তমানে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের) বিলুপ্ত প্রাচীন নগর। নীল নদের উভয়পার্শ্বে ইহা অবস্থিত ছিল। ১৯২৩-এ এখানে প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হইয়াছে।

থেসালী (Thessaly)—মধ্য গ্রীসের জেলা। অশ্বপালনের জন্য বিখ্যাত। আয়তন ৫২০৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬,৯৫,৩৮৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

থ্রেস (Thrace)—দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের প্রদেশ। এখন ইহার একাংশ গ্রীস ও অপরাংশ তুরস্কের অন্তর্গত।

দ

দক্ষিণ (দাক্ষিণাত্য)—ভারতের দক্ষিণ অংশকে প্রাচীনকালে 'দক্ষিণ' বা 'দাক্ষিণাত্য' বলা হইত। ইহা একটি উপদ্বীপ। বিন্ধ্য-পর্বত ইহার উত্তর দিকের সীমানা। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে তামিল, তেলেগু ও কানাড়ি ভাষা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এস্থলে মাদ্রাজী, পার্শী, মালাবারী প্রভৃতি নানা জাতি বাস করে। অনেকের মতে এখানকার অধিবাসীরা আদিম অনার্য (দ্রাবিড়) জাতির বংশধর। কিন্তু বর্তমান-কালে বিন্ধ্য পর্বত হইতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তর পর্যন্ত মালভূমিটাকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়।

দক্ষিণমেরু—'কুমেরু' দ্রঃ।

দমদম—কলিকাতার সন্নিকটস্থ একটি স্থান। এই স্থানে ইস্টার্ন রেলওয়ের স্টেশন আছে। এখানে সৈন্যাবাস ও বিমানঘাঁটি আছে। ইহা চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত।

দাক্ষিণাত্য—'দক্ষিণ' দ্রঃ।

দানাপুর—পাটনা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। এই নামে ইস্টার্ন রেলওয়েতে একটি স্টেশন আছে।

দামন—ভারতবর্ষের কাম্বে উপসাগরের তীরবর্তী একটি বন্দর। ইহা পোর্তুগিজদের অধিকৃত ছিল। লোকসংখ্যা ৬০,০০০।

দামস্কস (Damascus)—সিরিয়ার রাজধানী। পূর্বে এখানে দামস্ক নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইত। লোকসংখ্যা ৫,০৭,৫০৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

দামুন্যা—বর্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ) জন্মগ্রহণ করেন।

দামোদর—হাওড়া জেলার একটি নদ। ইহা পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া হুগলী নদীতে পড়িয়াছে।

দারেস-সালাম—পূর্ব-আফ্রিকার তানজানিয়া রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,২৮,৭৪২ (১৯৫৭ খ্রীঃ)।

দার্জিলিং—১। পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। ২। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য শহর ও সদর। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। ইহার অন্তর্গত জলা পাহাড় নামক স্থানে ব্রিটিশ সৈন্যদের একটি আবাস ছিল। এখানে সিঙ্কোনা ও চা উৎপন্ন হয়। এখানকার 'ভিক্টোরিয়া ফল্স্' নামক জলপ্রপাত, 'বোটানিক্যাল গার্ডেন', 'অভজারভেটরী হিল্স্' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ইহা ৭,১৬৮ ফুট উচ্চ। এখানের উত্তাপ ৮০ ডিগ্রীর উপরে উঠে না ও ৩৩ ডিগ্রীর নীচে নামে না। লোকসংখ্যা ৪০,৬৫১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

দিউ—কাথিয়াবাড়ের নিকটবর্তী একটি দ্বীপ। ইহা পূর্বে পোর্তুগীজদের অধিকারে ছিল। ইহার আয়তন ২০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৩,৬০০।

দিল্লী—যমুনার তীরে অবস্থিত সুবিখ্যাত শহর। ১৯১২ হইতে ইহা ভারতের রাজধানী। এখানে প্রাচীন মুসলমান রাজাদের প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জুম্মা মসজিদ ও কুতুবমিনার বিখ্যাত। এই দিল্লীকে পুরাতন দিল্লী বলা হয়। ইহার অনতিদূরে নূতন দিল্লী নির্মিত হইয়াছে। এই নূতন দিল্লীর মধ্যে রাষ্ট্রপতি ভবন, লোক-সভা ভবন প্রভৃতি অবস্থিত। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী দিল্লীকে 'গ' শ্রেণীর রাজ্যভুক্ত করা হইয়াছে। বৃহত্তর দিল্লীর আয়তন ৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৩,৫৯,৪০৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)

দুবরাজপুর—বর্ধমান বিভাগের বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি স্টেশন।

দেওঘর—সাঁওতাল পরগনার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান; এখানে বৈদ্যনাথদেবের মন্দির আছে। ইস্টার্ন রেলওয়েতে এস্থানে যাইতে হয়।

দেবগিরি—দাক্ষিণাত্যের বর্তমান দৌলতাবাদ। ইহা একটি প্রাচীন নগর। যাদববংশীয় রাজা ভিল্লম খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এস্থলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তোগলক বংশের রাজা মহম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে রাজধানী এখানে লইয়া আসেন এবং ইহার নাম দৌলতাবাদ দেন।

দেবীকোট—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে পুরাণোক্ত বাণরাজের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত।

দৌলতপুর—বাংলাদেশের খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

দৌলতাবাদ—'দেবগিরি' দ্রঃ।

দ্বারকা—গুজরাটের অন্তর্গত হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। প্রচলিত সংস্কারানুসারে এই তীর্থে প্রবেশ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। এখানে যদি দান, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের অপেক্ষাও চারিগুণ বেশী ফললাভ হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম দ্বারাবতী। এখানকার দ্বারকাপতির মন্দির সুবিখ্যাত। উহা পঞ্চতলবিশিষ্ট এবং ১০০ ফুট উচ্চ। দ্বারকায় বহু পুণ্যতীর্থ এবং পবিত্র সরোবর আছে। একদা বন্দর হিসাবে বিখ্যাত ছিল।

দ্বারকেশ্বর—বর্ধমান জেলার একটি নদী।

দ্বারভাঙ্গা—১। বিহারের পাটনা বিভাগের একটি শহর। ইহা বাঘমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে দ্বারভাঙ্গার রাজার বিখ্যাত প্রাসাদ বর্তমান। ২। দ্বারবঙ্গ জেলা।

ধ

ধনুষ্কোটী—তামিলনাড়ুর একটি বন্দর। ইহা রামেশ্বর দ্বীপে পক-প্রণালী ও মানর উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ১৯১৩-এ এই বন্দর খোলা হয়।

ধবলগিরি—ইহা হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। ইহার উচ্চতা ২৬,৮১০ ফুট।

ধর্মশালা—পূর্ব পঞ্জাবের একটি শৈলাবাস। কাংড়া-শহরের ষোল মাইল উত্তর-পূর্বে ইহা অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ছয় হাজার ফুট। লোকসংখ্যা ১০,২৫৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ধলেশ্বরী—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি নদী।

ধারা—১। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি পুরাতন রাজ্য। ইহা বহু রাজপুত ও ভীল করদরাজ্যের সমষ্টি। এখানকার রাজা মারাঠা। বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ রাও। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধিয়া ও হোলকার এই রাজ্য বণ্টন করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আনন্দ রাওয়ের বিধবা পত্নীর বুদ্ধিমত্তায় ইহা রক্ষা পায়। ১৮১৯-এ ইহা ব্রিটিশদের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে আসে। বর্তমানে ইহা ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ২। উক্ত নামের শহর। ইহার জনসংখ্যা ২৮,৩২৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ইহা মালবের রাজধানী ছিল। তৎকালে ইহা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। এখানকার একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজার নাম ভোজরাজ। ১৭৩০-এ ইহা মারাঠারা জয় করিয়া লয়।

ধারোয়ার—মহীশূরের শহর। গোয়ার ৭০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৭৭,১৬৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ধীর—পাকিস্তানের রাজ্য। ১৭শ শতকে মোল্লা ইলায়েস কর্তৃক রাজ্যটি স্থাপিত হয়।

ধুবড়ী—আসাম-ভ্যালি বিভাগের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত নগর।

ধুলিয়া—মহারাষ্ট্রের খান্দেশ জেলার শহর। ইহার জনসংখ্যা ৯৮,৮৯৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ন

নওগাঁ—১। আসাম রাজ্যের জেলা-বিশেষ। ২। নওগাঁ জেলার প্রধান নগর। ৩। বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার একটি প্রধান নগর।

নড়াইল—বাংলাদেশের যশোহর জেলার একটি মহকুমা ও প্রধান শহর।

নদীয়া—পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী বিভাগের একটি জেলা। ইহা অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার অধিকাংশ লইয়া গঠিত। কিছুটা অংশ বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এখানেই বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ-সেনের রাজধানী ছিল। পলাশী নামক সুবিখ্যাত স্থান ইহারই অন্তর্গত।

নন্দকোট—পাহাড়। ইহা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। বিখ্যাত পর্বত নন্দাদেবীর নিকটে নন্দকোট নামে হিমালয়ের শৃঙ্গ অবস্থিত।

নন্দাদেবী—হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ। ইহা হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ইহা প্রায় ২৫,৬৪৫ ফুট উচ্চ। গঙ্গা এখান হইতে নিম্নমুখে পতিত হইয়াছে।

নবগঙ্গা—বাংলাদেশের যশোহর জেলার একটি নদী।

নবদ্বীপ—প্রেসিডেন্সী বিভাগের নদীয়া জেলার একটি নগর। এখানেই শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ও অধ্যাপনার জন্য এস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড় হইতে এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

নরওয়ে (Norway)—উত্তর ইওরোপের একটি দেশ এবং স্ক্যানডিনেভিয়া উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত। এখানে রাজতন্ত্র বর্তমান। ইহাকে নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয়। আয়তন ৩,২৩,৮৮,৪৫৪ বর্গ কিলোমিটার (১,২৫,২৪৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩৭,৬৯,২৬৯ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী অসলো (Oslo)।

নর্দামটন (Northampton)—ইংলণ্ডের দক্ষিণ মিডল্যাণ্ডের একটি জেলা। ইহার আয়তন ৯৯৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৯৮,১৩২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

নর্মদা—হিন্দুদের নিকট পবিত্র নদী। ইহা মধ্যপ্রদেশের এক পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং জব্বলপুরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি পার্বত্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এইস্থানে এই নদী ধূঁয়া-ধার নামে একটি প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

নর্ম্যাণ্ডি (Normandy)—প্রাচীন ফরাসী-প্রদেশ। ইহা ইংলিশ চ্যানেলের তীরে অবস্থিত ছিল। ইহার অধিবাসী-দের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী ছিল। রুয়ে (Rouen) ছিল ইহার রাজধানী।

নলহাটি—বর্ধমান বিভাগের বীরভূম জেলার একটি নগর।

নশীপুর—প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি স্থান। নশীপুরের রাজবাটী, শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত প্রাচীন মন্দির ও শেঠ জগৎ সিংহের বাটীর ভগ্নস্তূপ এস্থানে বর্তমান। মুর্শিদাবাদ স্টেশন হইতে ইহা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

নসিরাবাদ—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি শহর।

নাইজিরিয়া (Nigeria)—পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে ইহা ব্রিটিশের অধীন ছিল। আয়তন ৯,২৩,৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার (৩,৫৬,৬৬৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৬,১৪,৫০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

নাইরোবি (Nairobi)—পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়া রাজ্যের রাজধানী। মোম্বাসা হইতে ৩২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। আয়তন ২০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৬৬,৭০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

নাগপুর—মহারাষ্ট্রের একটি নগর ও প্রধান শিল্পকেন্দ্র। পূর্বে ইহা মারাঠাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল। ১৮৫৩-এ ইহা ইংরেজদিগের অধিকারে আসে। এখান হইতে প্রচুর কমলালেবু রপ্তানি হয়। লোকসংখ্যা ৬,৪৩,৬৫৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

নাগাল্যাণ্ড (Nagaland)—ভারতের একটি রাজ্য। নাগা পাহাড় ও তুয়েন সাং লইয়া গঠিত। রাজধানী কোহিমা। আয়তন ৬,৩৬৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৬৯,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

নাগাসাকি—জাপানের কিউসু দ্বীপের প্রধান সমুদ্র-বন্দর। ইহা শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। জনসংখ্যা ৩,৪৪,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই শহরটি আণবিক বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। হিরো-সিমার পর এই শহরে বোমা পড়ে।

নাঙ্গা পর্বত—হিমালয়ের একাংশ। ইহা কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। উচ্চতা ২৬ হাজার ৬৬০ ফুট।

নাটাল—দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত প্রদেশ। রাজধানী পিটারম্যারিজ-বার্গ। আয়তন ৩৩,৫৭৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৯,৭৯,৯২০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

নাটোর—বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার একটি মহকুমা। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে নাটোর রানী ভবানীর শাসনে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্বে ইহা জেলার সদর ছিল।

নাড়াজোল—মেদিনীপুর জেলার একটি স্থান।

নানকিন—চীনদেশের অন্যতম প্রধান শহর, এক সময় ইহা রাজধানী ছিল। ইয়াং-সি কিয়াং নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা ১০,২০,০০০ (১৯৫৫ খ্রীঃ)। মিং বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের কবর এখানে আছে। ১৯২৮—১৯৪৯ ইহা চীনা জাতীয়তা-বাদী দলের রাজধানী ছিল।

নান্নুর—বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানে বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর একটি মন্দির আছে। কবি চণ্ডীদাস এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি প্রধান মহকুমা শহর। ইহাকে ঢাকার বন্দর বলা হয়। এই স্থান পাটের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

নালন্দা—প্রাচীনকালের বৌদ্ধবিহার ও বিদ্যাকেন্দ্র। বর্তমানে এই স্থানের নাম বড়গাঁও। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং এখানে আসিয়া অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করেন। বহুদূর হইতে এখানে ছাত্রেরা পড়িতে আসিত। ইহা বৌদ্ধতীর্থরূপে গণ্য ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এস্থান হইতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দ্বিতীয় গোপাল-দেবের নামাঙ্কিত বাগীশ্বরী মূর্তি ও মহীপালের রাজত্বকালে নালন্দায় লিখিত কতিপয় বৌদ্ধ পুঁথি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দাবিহার বিদ্যমান ছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে ইহার ধ্বংস হয়।

নাসিক—মহারাষ্ট্রের একটি নগর। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা হিন্দু-দিগের একটি তীর্থস্থান। ইহার লোকসংখ্যা ১,৩১,১০৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানে পিতলের বাসন নির্মিত হয়। এখানে রামায়ণ বর্ণিত পঞ্চবটী বন বর্তমান। শহরের নিকটে 'পাণ্ডবসেনা' নামে খ্যাত কতকগুলি গুহা আছে। লক্ষ্মণ এস্থানে শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন বলিয়া এস্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। ইহা পূর্বে মারাঠাদের অধিকৃত ছিল বলিয়া এখানে কতকগুলি পার্বত্য দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিউ অর্লিয়েন্স (New Orleans)—যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানা রাজ্যের মিসিসিপি-তীরবর্তী নগর ও বন্দর। ইহার লোকসংখ্যা ৬,২৭,৫২৫ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

নিউ ইয়র্ক (New York)—১। যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। ইহাকে Empire State বলা হইয়া থাকে। আয়তন ৪৯,৫৭৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৭৯,১৫,০০০। এই রাজ্যের রাজধানী আলবানি (Albany)। ২। এই নামের নগর। ইহা ওলন্দাজগণ

কর্তৃক স্থাপিত হয়। লোকসংখ্যা ১,৪১,১৪,৯২৭ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহাকে আমেরিকার বাণিজ্যের রাজধানী বলা হয়।

নিউ গিনি (New Guinea)—এই বৃহৎ দ্বীপটি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত। টরেস প্রণালী ইহাকে অস্ট্রেলিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই বৃহৎ দ্বীপের পূর্বাংশ পুপুয়া- নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার অধীন। তাহার আয়তন ১,৮৩,৫৪০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৯,১২,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। পশ্চিমাংশ পশ্চিম নিউগিনি বা পশ্চিম ইরিয়ান নামে পরিচিত। ইহা ইন্দোনেশিয়ার শাসনাধীন। রাজধানী সুকর্ণপুর। আয়তন ১,১৫,৮৬১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৭,৫৮,৩৯৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

নিউ জিল্যাণ্ড (New Zealand)—অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ। উত্তরে এবং দক্ষিণে দুইটি দ্বীপ লইয়া ইহা গঠিত। স্টুয়ার্ট ও চ্যাথাম দ্বীপও ইহার মধ্যে পড়ে। লোকসংখ্যা ২৬,৭০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী ওয়েলিংটন।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (Newfoundland)—উত্তর আমেরিকায় কানাডার অন্তর্গত একটি দ্বীপ। লোকসংখ্যা ৪,৫৭,৮৫৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)। সেণ্ট্ জনস্ ইহার রাজধানী।

নিউ সাউথ ওয়েলস্ (New South Wales—অস্ট্রেলিয়ার ইহা একটি সর্বপুরাতন রাজ্য। ইহার রাজধানী সিড্নী (Sydney)। রাজধানী অঞ্চল ক্যানবেরা এই রাজ্যে অবস্থিত। ঐ অঞ্চল বাদে আয়তন ৩০৯, ৪৩৩ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪১,৫৮,৯২৬ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

নিকারাগুয়া (Nicaragua)—হন্দুরাসের দক্ষিণে মধ্য-আমেরিকার একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরের ক্যারিবিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। আয়তন ১,৪৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৫৭,১৪৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৭,০০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী ম্যানাগুয়া (Managua) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর।

নিজনি নভ্‌গোরোড (Nizhni-Nevgorod)—সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাচীন শহর। বর্তমানে গর্কি (Gorki) নামে অভিহিত। ভল্গা ও ওকা নদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। লোকসংখ্যা ১০,২৫,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

নিনেভে (Nineveh)—আসিরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ নগর। তাইগ্রিস নদীর পূর্বতীরে বর্তমান মসুল নগরের বিপরীত দিকে ইহা অবস্থিত ছিল।

নিপ্পন (Nippon)—জাপানের অপর নাম। কথাটির অর্থ সূর্যের উৎপত্তিস্থান। ইংরেজীতে সেইজন্য ইহাকে 'Land of the Rising Sun' বলা হয়। নিপ্পনের চীনা উচ্চারণ জু পেন। সেই হইতে জাপান হইয়াছে।

নীলগিরি—১। ওড়িশার একটি ক্ষুদ্র পূর্বতন করদ রাজ্য। ইহা বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। **২**। মাদ্রাজের পার্বত্য জেলা। পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরদেশ ৬৫০০ ফুট। উতকামণ্ড ইহার রাজধানী।

নীলনদ (Nile)—আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী। ইহা ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূমধ্য সাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪,১৪৫ মাইল।

নীলফামারি—বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের রংপুর জেলার একটি প্রধান নগর।

নুরেমবার্গ (Nuremberg)—জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার একটি প্রাচীন শহর। ১৯৪৬-এ যুদ্ধ বন্দীদের এখানে বিচার হয়। লোকসংখ্যা ৪,৬৬,১০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

নেত্রকোণা—বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর।

নেদারল্যাণ্ডস্ (Netherlands)—উত্তর-পশ্চিম ইওরোপের স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ৩৩, ৩৯৭ ১১ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১, ২৫,৩৫,৩০৭ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী আমস্টার্ডাম (Amsterdam), প্রধান বন্দর রোটার্ডাম (Rotterdam)। দি হেগ (The Hague) হইতে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়। এখানে আন্তর্জাতিক আদালত আছে।

নেপাল—ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। ইহা হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত। রাজ্যটিকে প্রধানতঃ তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—সর্বনিম্নস্তর তরাই, তাহার উপরের স্তর হিমালয়ের উপত্যকা, তাহার উপরের স্তর হিমালয়ের শিখর শ্রেণী। এখানে ভুটিয়া, লেপ্চা প্রভৃতি জাতি বাস করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও থাকে। নেওয়ার ও গুর্খা এখানকার প্রধান অধিবাসী। গুর্খারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যদের অন্যতম। আয়তন ১৪১,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (৫৪,৬০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯৫,০০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। কাঠমাণ্ডু ইহার রাজধানী। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ পশুপতিনাথের মন্দির ও মাউণ্ট এভারেস্ট এই রাজ্যে অবস্থিত।

নেপল্‌স্ (Naples)—দক্ষিণ ইটালীর জনপূর্ণ শহর। ইহা বিসুবিয়স পর্বতের পাদমূলে অবস্থিত। ইহার বিপরীত দিকেই প্রাচীন পম্পেয়াই নগরী অবস্থিত ছিল। শহরের লোকসংখ্যা ১১,৭৯,৬০৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

নৈনীতাল—উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কুমায়ুন বিভাগে অবস্থিত পার্বত্য স্থান। ইহার উচ্চতা ৬,৪০০ ফুট। ইহা উত্তর প্রদেশের শাসনকর্তার গ্রীষ্মাবাস। এখানে একটি অতি সুন্দর হ্রদ আছে। এই হ্রদটি লম্বায় এক মাইল ও চওড়ায় ৪০০ গজ।

নোভা জেমলা (Nova Zembla)—আর্টিক সাগরের দুইটি বৃহৎ দ্বীপ। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার অধীন।

নোভা স্কোসিয়া (Nova Scotia)—কানাডার একটি প্রদেশ। ইহা একটি উপদ্বীপ বিশেষ। ইহার আয়তন ২১,০৬৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৭,৩৭,০০৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী হ্যালিফ্যাক্স্ (Halifax)।

নোয়াখালি—বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। নোয়াখালি শহর এই জেলারই অন্তর্গত।

ন্যাজারেথ (Nazareth)—ইজরাইলের অন্তর্গত একার (Acre) নামক স্থানের নিকটবর্তী শহর। ইহা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকার্যের কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ২৬,৪০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

প

পঞ্জাব—ভারতের উত্তর-পশ্চিমভাগে অবস্থিত প্রদেশ। ইরাবতী বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা—সিন্ধুর এই পঞ্চ শাখা দ্বারা বিধৌত বলিয়া ইহার নাম পঞ্জাব (পঞ্চ= পাঁচ, অপ্=জল) হইয়াছে। র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে সমগ্র জলন্ধর বিভাগ ও আম্বালা বিভাগ, লাহোর বিভাগের সমগ্র অমৃতসর জেলা, গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট, গুরুদাসপুর ও বাটাল তহশীল ও লাহোর জেলার সমগ্র চুনিয়ান ও লাহোর তহশীল এবং কাসুর তহশীলের কিছু অংশ বাদে লাহোর জেলা পঞ্জাবের (ভারত) অন্তর্ভুক্ত। আবার এই পঞ্জাব বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত—পঞ্জাব ও হরিয়ানা। দুইটি স্থানেরই রাজধানী চণ্ডীগড়। পাকিস্তান পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর।

পটুয়াখালি—বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার একটি মহকুমা ও শহর।

পণ্ডিচেরী—ভারতের পূর্বতন ফরাসী-অধিকৃত বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং প্রধান নগর। করমণ্ডল উপকূলে সমুদ্রতীরে মাদ্রাজ হইতে ৮৯ মাইল দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। অঞ্চলের আয়তন ১৮৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৬৯,০৭৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

শহরের লোকসংখ্যা ৪০,৪২১। এই স্থানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম আছে।

পদ্মানদী—বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতর দিয়া 'ভাগীরথী' বা 'হুগলী' নামে বঙ্গোপসাগরের দিকে গিয়াছে। অপর শাখা পূর্বদিকে গিয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয় শাখাটির নাম পদ্মা। কথিত আছে, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নকালে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে পদ্মমুনি গঙ্গাকে পূর্বাভিমুখে লইয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্যই ইহার পদ্মা নাম হইয়াছে।

পম্পেয়ী (Pompeii)—ইটালীর একটি প্রাচীন শহর। ইহা বিসুবিয়াস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। ৭৯ এ বিসু বিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে এই নগরটি বিধ্বস্ত ও গলিত ধাতুর নীচে সমাহিত হয়। ১৭৪৮-এ এই স্থান খননের ফলে প্রাচীন শহরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পরেশনাথ পাহাড়—'পার্শ্বনাথ' দ্রঃ।

পলাশী—নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্বে ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৭৫৭-এ এই স্থানে বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ হস্তে পরাজিত হন।

পলিনেশিয়া (Polynesia)—ওশিয়ানিয়ার অন্তর্গত কতকগুলি দ্বীপ। এই দ্বীপগুলি মেলানেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার উত্তরে ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। সংখ্যায় অনেক বলিয়া এই নাম। কুক, তাহিতি, মার্কেশাস ও হাওয়াই উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ—'বঙ্গদেশ' দ্রঃ।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূলের নিকটবর্তী কতিপয় দ্বীপ। ইহারা দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ১,৬৪,৯৪,০০০।

পাঁচমারী—মধ্য প্রদেশের হোসাঙ্গাবাদের একটি স্থান।

পাকিস্তান—ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। পূর্ববঙ্গ বর্তমানে স্বাধীন হইয়া বাংলাদেশ নামধারণ করিয়াছে। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ।

পাটনা—বিহার রাজ্যের রাজধানী। ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ৮ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত।

পাটলিপুত্র—প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী। শিশুনাগবংশের দ্বিতীয় রাজা উদয় রাজগৃহ হইতে গঙ্গাতীরবর্তী এই নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহাই বর্তমান পাটনা শহর। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়ান এই নগরীর প্রাসাদসমূহ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, মানুষের দ্বারা এইরূপ প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব হয় না।

পাঠানকোট—পঞ্জাবের শহর বিশেষ। লোকসংখ্যা ৪৬,৩৩০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পাণ্ডুয়া—**১**। বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। এখানে কবিবর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। **২**। মালদহ জেলার একটি প্রাচীন শহর। মুসলমান আমলে ইহা বঙ্গের রাজধানী ছিল। এখানকার আদিনা মসজিদ বিখ্যাত।

পাণ্ড্য—দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেশবিশেষ। ইহাই বর্তমানে মাদুরা ও তিনেভেলি জেলা বলিয়া পরিচিত। পরশুরাম ক্ষত্রিয়সংহারে গমন করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে।

পাতিয়ালা—পূর্বতন পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটি করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল। আয়তন ৫,৪১২। ইহা বর্তমানে পঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্গত জেলা। পাতিয়ালা শহরের লোকসংখ্যা ১,২৫,২৩৪ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

পানামা (Panama)—**১**। আমেরিকার পানামা যোজকে অবস্থিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পানামা খাল রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান আয়ের পথ। আয়তন ৭৫,৬৫০ বর্গ কিলোমিটার (২৯,২০১ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৩,২৮,৭০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী পানামা। **২**। অ্যাটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোজক খাল। ৫১ মাইল দীর্ঘ। ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত।

পানিপথ—পঞ্জাবের একটি শহর। লোকসংখ্যা ৬৭,০২৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পাবনা—**১**। বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। **২**। পাবনা জেলার সদর। ইহা ইচ্ছামতী নদীর তীরবর্তী। লোকসংখ্যা ৪০,৭০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পামির (Pamir)—মধ্য এশিয়ার মালভূমি। উচ্চতা, ১৩,৬০০ ফুট। ইহা হইতে এশিয়ার চতুর্দিকে পর্বতমালা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব, তুর্কীস্তানের পশ্চিম, এশিয়াটিক রাশিয়ার কতকাংশের দক্ষিণ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহা 'পৃথিবীর ছাদ' বলিয়া খ্যাত।

পারস্য (Persia)—অপর নাম ইরান। বর্তমানে ইরান নামেই অধিক পরিচিত।

পারস্য উপসাগর—ভারত মহাসাগরের অংশবিশেষ। ইহা আরব ও পারস্য দেশের অন্তর্বর্তী এবং আয়তন ৫০,০০০ বর্গমাইল।

পার্থিয়া (Parthia)—কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরবর্তী প্রাচীন পর্বতময় রাজ্যবিশেষ। হেকাটম্পিলন (Hecatompylon) এই দেশের একটি প্রধান শহর ছিল। এই রাজ্য বহুকাল পারস্যের এবং আলেকজাণ্ডারের সময় গ্রীকদের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই স্থানের লোকগণ সাইবেরিয়ান ভাষায় কথা বলিত। খ্রীঃ পূঃ ২৫৬ হইতে ২২৬ পর্যন্ত এই রাজ্য স্বাধীন ছিল। আর্সাসেস (১ম), মিথ্রিডেটস্ (১ম), ফ্রেট্স্ (২য়) প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাজা এই স্থানে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শাসনকালে ইউফ্রেটিজ হইতে সিন্ধু পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। শেষ রাজা আর্টাবানুসের সেনানী আর্টাক্সারাক্সেজ প্রভুর সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং রাজ্যটি পারস্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পার্বতীপুর—বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন স্টেশন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম—বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি জেলা। মহকুমা রামগড় ও রাঙ্গামাটি।

পার্শ্বনাথ—হাজারীবাগ জেলার (বিহার) একটি পাহাড় ও তীর্থস্থান। জৈনদিগের আচার্য পার্শ্বনাথ এই স্থানে নির্বাণ লাভ করেন। ইহার উপরে অনেক মন্দির আছে এবং তন্মধ্যে একটি বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা-প্রতিষ্ঠিত।

পাহাড়তলী—বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে একটি বড় রেলওয়ে কারখানা আছে।

পাহাড়পুর—দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে বহু প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পিকিং (পিপিং)—চীনের একটি প্রাচীন নগর ও বর্তমান কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার রাজধানী। 'চীনের প্রাচীর' হইতে ইহা ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এই নগরের পরিধি ২৫ মাইল। রাজপ্রাসাদ, বেল টাওয়ার, ড্রাম টাওয়ার এই নগরের দর্শনীয় বস্তু। বাক্সারের বিদ্রোহে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহা ১৯০০ এ ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। লোকসংখ্যা ৫৪,২০,০০০ (১৯৫৮ খ্রীঃ)।

পিট্‌স্‌বার্গ (Pittsburg)—যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের একটি নগর।

ইহার লোকসংখ্যা ৬,০৪,৩৩২ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

পিরেনিজ (Pyrenees)—দক্ষিণ-পশ্চিম ইওরোপের পর্বতমালা। ইহা ফ্রান্স ও সাইবেরিয়া উপদ্বীপের মধ্যবর্তী। ইহা ২৭০ মাইল লম্বা।

পিরোজপুর—বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার একটি মহকুমা।

পিশাচমোচন—কাশীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত গঙ্গার একটি ঘাট। মীরাবাঈ ও গোপালদাস সাধু এই ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। প্রতিবৎসর এই স্থানে লোটা-ভণ্টা নামে এক মেলা হয়। কথিত আছে, এক পিশাচ কাশীবাস করিতে আসিলে কালভৈরব তাহার মুণ্ড ছেদন করিয়া ঐস্থানে নিক্ষেপ করেন। পরে শিববরে এই স্থান পবিত্র ও গয়াযাত্রীর প্রথম দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।

পিসা (Pisa)—১। ইটালীর একটি প্রদেশ। ইহার আয়তন ১১৮০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৬৫,৮৮২ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। উক্ত প্রদেশের প্রধান নগর। এখানে বিখ্যাত হেলানো মন্দির (leaning tower) আছে। ইহার জনসংখ্যা ৯১,১০৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পীত নদী—চীনদেশের একটি নদী। ইহার অপর নাম 'হোয়াং হো'। এই নদীটি পিচিলি উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহা ২৬০০ মাইল দীর্ঘ।

পুনর্ভবা—মালদহ ও দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটি নদী।

পুনা—১। মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটি জেলা। ২। উক্ত জেলার প্রধান নগর। ইহা বোম্বাই-এর গভর্নরের বর্ষাবাস। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। এইস্থানের পার্বতী পাহাড়ের দেবী-মন্দির উল্লেখযোগ্য। শিবাজীর পিতা শাহজী এই স্থান জায়গীর স্বরূপে লাভ করেন। পরে ইহা পেশোয়াদের রাজধানী হয়। ১৮১৮-এ শেষ পেশোয়া বাজীরাও ইংরেজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে ইহা ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। লোকসংখ্যা ৭,৩৭,৪২৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পুনাখ—ভূটান রাজ্যের রাজধানী।

পুরী—১। ওড়িশার (উড়িষ্যার) অন্তর্গত একটি জেলা। লোকসংখ্যা ১৮,৬৫,৪৩৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। ঐ জেলার প্রধান নগর এবং প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। ইহা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির প্রসিদ্ধ। এই মন্দির ১১৯৮-এ রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানের শংকরাচার্য মঠ, আঠারনালা, সমুদ্রতীরস্থ গৌরাঙ্গদেবের মন্দির, স্বর্গদ্বার (সমুদ্রতীরস্থ শ্মশানঘাট), আনন্দ বাজার (মন্দির-প্রাঙ্গণস্থ রন্ধনশালা ও প্রসাদবিক্রয়স্থান) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার বছর অন্তর এখানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই মূর্তিত্রয়ের নবকলেবর অর্থাৎ নূতন মূর্তি নির্মাণ হয়। জগন্নাথ মন্দির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি সমিতি আছে। এই স্থানের রাজাকে জগন্নাথদেবের ঝাড়ুবরদার বলা হয়।

পুরুষপুর—ইহা পাকিস্তানের পেশোয়ারের প্রাচীন নাম।

পুষ্করতীর্থ—রাজপুতানার (বর্তমানে রাজস্থানের) অন্তর্বর্তী তীর্থস্থান। ইহা আজমীর হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রকগাইড নামক গাড়িতে এই স্থানে যাইতে হয়। এই স্থানে যে হ্রদ আছে, মহারানী অহল্যা বাঈ তাহার চতুর্দিকে ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এখানে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদ্রীনারায়ণ, বরাহ এবং আত্মেশ্বর শিবের মন্দির আছে। কার্তিকী পূর্ণিমায় এখানে এক বিরাট মেলা হয়।

পুষ্পপুর—পাটনা শহরের নিকটবর্তী প্রাচীন স্থান-বিশেষ; ইহারই নামান্তর ছিল পাটলিপুত্র, বর্তমান নাম কুমরহার। ইহা শোণ ও গঙ্গার মিলনস্থানে অবস্থিত ছিল। স্যার রতন টাটার ব্যয়ে এই স্থান খনন করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু প্রাচীন মন্দিরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ণিয়া—বিহার রাজ্যের একটি জেলা ও প্রধান নগর। এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী বাঙ্গালী। পূর্ণিয়া নগরের লোকসংখ্যা ৪০,৬০২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পেগু—১। দক্ষিণ ব্রহ্মের একটি বিভাগ। রেঙ্গুন শহর এই বিভাগের অন্তর্গত। ১৮৫২-এ এই স্থান ইংরেজাধিকারে আসে। লোকসংখ্যা ২৯,৬১২৪৯। ২। উক্ত বিভাগের প্রধান নগর। নগরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৭৩-এ। ৩২০ ফুট উচ্চ প্যাগোডা বা বৌদ্ধধর্মমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ২১,৭১২।

পেচোরা (Pechora)—সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত একটি নদী। উরল পর্বত হইতে ইহা বহির্গত হইয়া উত্তর মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ১০০০ মাইল দীর্ঘ। ৭০০ মাইল মাত্র নাব্য।

পেট্রোগ্রাড (Petrograd)—['লেনিনগ্রাড' দ্রঃ]।

পেনাং (Penang)—পশ্চিম মালয়েশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র। পূর্বে ব্রিটিশ-অধিকৃত উপনিবেশ ছিল। আয়তন ৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬,৫১,৮৯৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ১৯৪৬-এর জুন হইতে ইহা free port বলিয়া ঘোষিত হয়।

পেরু (Peru)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। আয়তন ১২,৮৫,২১৫ বর্গ কিলোমিটার (৪,৯৬,০৯৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,০৩,৬৪,৬২০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত। রাজধানী লিমা। প্রধান বন্দর ক্যালাও।

পেশোয়ার—১। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জেলা। ২। শাসনকার্যের সদর। পেশোয়ার শহর খাইবার গিরিসংকটের নিকটেই অবস্থিত। আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। পেশোয়ার শহরের লোকসংখ্যা ২,১৮,৬৯১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পেশোয়ার বা পুরুষপুর প্রাচীন গান্ধার দেশের অন্তর্গত। এখানে অনেক চন্দ্রবংশীয় ও বৌদ্ধ রাজার রাজধানী ছিল। ১৫শ শতাব্দীতে পাঠানগণ এইখানে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৩৪-এ ইহা রণজিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

পোনাবালিয়া—বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত পীঠস্থান, সতীর নাসিকা এখানে পড়িয়াছিল।

পোর বন্দর—গুজরাটের অন্তর্গত সমুদ্র-বন্দর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। লোকসংখ্যা ৭৫ ০৮১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

পোর্ট আর্থার (Port Arthur)—'আর্থার' দ্রঃ।

পোর্ট ব্লেয়ার (Port Blair)—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী; আন্দামানের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ব্রিটিশ আমলে ভারতের নির্বাসিত ও গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদিগকে এইখানে প্রেরণ করা হইত।

পোর্টস্মাউথ (Portsmouth)—১। ইংলণ্ডের একটি শহর। ইহা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৌবহরের আড্ডা। ২। যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের একটি শহর। ইহা ওহিও নদীর তীরবর্তী। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের একটি শহর। ১৯০৫-এ এই স্থানে রুশ-জাপান সন্ধির কথাবার্তা হইয়াছিল।

পোর্টো রিকো (Porto Rico)—১৮৯৮-এ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এই দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রকে স্পেন কর্তৃক প্রদত্ত হয়। পোর্টো রিকো বর্তমানে স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত রাষ্ট্র। আয়তন ৩৪২৩ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৬,৫০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। অধিকাংশ অধিবাসী নেটিভ। রাজধানী সান জুয়ান।

পোর্তুগাল (Portugal)—দক্ষিণ-পশ্চিম ইওরোপের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজধানী লিসবন। আয়তন ৯১,৫৬১ বর্গ কিলো-

মিটার (৩৪,৮৩১ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯২,৩৪,৪০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

পোল্যাণ্ড (Poland)—মধ্য-ইওরোপের একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এই রাজ্যটি রাশিয়া, প্রশিয়া ও অস্ট্রিয়া ভাগ করিয়া লয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহা মুক্ত হয়। আয়তন ৩,১২,৫২০ বর্গ কিলোমিটার (১,২০,৬৩৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২,৯৭,৭৬,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী ওয়ারস্।

পৌণ্ড্রবর্ধন—বিহারের (মতান্তরে মালদহের) প্রাচীন নাম।

প্যারাগুয়ে (Paraguay)—১। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র। ইহা ব্রেজিল, আর্জেন্টাইন ও বলিভিয়ার অন্তর্বর্তী। এই স্থানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত। রাজধানী আসুনসিওন (Asuncion)। আয়তন ৪,০৬,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৮,১৯,১০৩ (১৯৬২ খ্রীঃ)। ২। দক্ষিণ আমেরিকার একটি নদী। দৈর্ঘ্য ১৬০০ মাইল।

প্যারিস (Paris)—ফ্রান্সের রাজধানী। ফরাসী উচ্চারণ 'প্যারী'। নোত্র দাম, লুভার, ঈফেল টাওয়ার ইত্যাদি বিখ্যাত অট্টালিকা আছে। ১৮৭০-৭১ এই নগরী জার্মান কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। ১৯৪০-৪৫ জার্মানগণ ইহা অধিকার করে। লোকসংখ্যা ৭৩,৬৯,৩৮৭ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

প্যালেস্টাইন (Palestine)—পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ। ইহা সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাই প্রাচীন ইহুদীদের দেশ এবং ইহার প্রধান নগর জেরুজালেম। 'প্যালেস্টাইন' শব্দের অর্থ পবিত্র স্থান। পূর্বে ইহা তুরস্কের অধীন ছিল। লীগ অব নেশানস্-এর আদেশ অনুযায়ী এই দেশ ১৯৪৮ পর্যন্ত ব্রিটেন শাসন করে। ব্রিটিশ শাসনের শেষে ইহুদীরা সমগ্র প্যালেস্টাইনের অর্ধেকের বেশী স্থান দখল করে। ১৯৪৯-এ ইজরায়েল রাজ্য গঠিত হয়। ১৯৫০-এর এপ্রিল মাসে পূর্ব ও মধ্য প্যালেস্টাইনে আরবরা অধিকার বিস্তৃত করে। পূর্বের শহর জেরুজালেম ইহার মধ্যে পড়ে। আরবেরা জর্ডন রাজ্য গঠন করে। ('ইজরায়েল' ও জর্ডন' দ্রঃ)।

প্রয়াগ—এলাহাবাদের অন্য নাম।

প্রশান্ত মহাসাগর—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাসাগর। ইহার পশ্চিম দিকে এশিয়া মহাদেশ এবং পূর্ব দিকে আমেরিকা। অস্ট্রেলিয়া এই মহাসাগরে অবস্থিত। স্থানে স্থানে ইহা পাঁচ মাইলেরও অধিক গভীর। ১৫১৩-এ ইওরোপীয়গণ প্রথম ইহার সন্ধান পায়। ১৫৭৭-এ ইংরেজ নাবিক ড্রেক এই মহাসাগর পার হন। আয়তন ৬,৮০,০০,০০০ বর্গ মাইল।

প্রিটোরিয়া (Pretoria)—দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৪,২২,৫৯০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

প্রুশিয়া (Prussia)—জার্মান সাম্রাজ্যের পূর্বতন প্রধান রাষ্ট্রীয় বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ—পশ্চিমবঙ্গের একটি বিভাগ। ইহাতে কলিকাতা, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কুচবিহার এই কয়টি জেলা আছে।

প্রোম—১। দক্ষিণ ব্রহ্মের পেগু প্রদেশের একটি জেলা। ২। ঐ জেলার প্রধান নগর। ইহা ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৮,২৯৫ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

প্লিমাউথ (Plymouth)—১। দক্ষিণ ইংলণ্ডের একটি সামুদ্রিক বন্দর। লোকসংখ্যা ২,০৪,২৭৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স্-এর সমুদ্র-বন্দর। মে-ফ্লাওয়ার নামক জাহাজে করিয়া পিলগ্রিম ফাদার্স এখানে নামেন। লোকসংখ্যা ২,০৪,২৭৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ফ

ফতেজঙ্গপুর—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে মহারাজ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে বিক্রমপুরের অধিপতি কেদার রায় নিহত হন।

ফতেপুর সিক্রী—আগ্রার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। ১৫৬৯-এ বাদশাহ আকবর সিকরীতে একটি সুন্দর শহর নির্মাণ করাইয়া তাহার ফতেপুর অর্থাৎ 'বিজয় নগর' নাম প্রদান করেন।

ফরাস ডাঙ্গা—ফরাসী চন্দননগর এই নামে পরিচিত। পূর্বে ইহা ফরাসীদের অধীন ছিল, বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

ফরিদপুর—১। বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। ২। উক্ত জেলার সদর। শহরের লোকসংখ্যা ২৮,৩০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ফরমোসা (Formosa)—চীনদেশের উপকূলের সন্নিকটে অবস্থিত দ্বীপ। অন্য নাম তাইওয়ান। রাজধানী তাইহোকু।

ফল্গুনদী—নীলাজান ও মোহন নামক দুইটি পার্বত্য স্রোত মিলিত হইয়া এই নদীটির সৃষ্টি করিয়াছে। গয়ার নিকট ইহার অর্ধমাইল-পরিমিত স্থান গ্রীষ্মকালে শুষ্ক বালুকায় পরিণত হয়, কিন্তু একটু খনন করিলেই উহা হইতে জল বাহির হয়।

ফিজি (Fiji)—প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জ ৩২২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি। ফিজি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ। লোকসংখ্যা ৪,৪৯,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানী সুভা (Suva) একটি বন্দর।

ফিনল্যাণ্ড (Finland)—নরওয়ে ও সুইডেনের সীমান্ত সন্নিকটে অবস্থিত সাধারণতন্ত্র। আয়তন ৩,০৫,৪৭৫ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪৪,৪৬,২২২ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী হেলিসিঙ্কি।

ফিনল্যাণ্ড উপসাগর—(Finland Gulf)—বাল্টিক সাগরের পূর্বশাখা। ইহা ফিনল্যাণ্ড ও লেনিনগ্রাডের মধ্যে বর্তমান এবং প্রায় ২৫০ মাইল বিস্তৃত।

ফিনিক্স (Phœnix)—দ্বীপ। বিষুবরেখা ও সামোয়ার মধ্যে অবস্থিত।

ফিনিসিয়া (Phœnicia)—সিরিয়ার উপকূলে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। এখানকার অধিবাসিগণ ফিনিসিয়ান নামে অভিহিত।

ফিরোজপুর—হরিয়ানার একটি প্রসিদ্ধ শহর। ইহা শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন স্টেশন। এখানে একটি সেনানিবাস আছে।

ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া নামক রাষ্ট্রের রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। ১৭৭০—১৮০৯ স্বাধীনতা-যুদ্ধের কেন্দ্র ছিল। লোকসংখ্যা ১৯,৩১,৩৩০।

ফিলিপাইন (Philippines)—প্রশান্ত মহাসাগর ও চীন সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্র। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল। ১৯৪৬, ৪ঠা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৪-এর আইন অনুযায়ী ইহাকে স্বাধীনতা দেয়। ইহার আয়তন ২,৯৯,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (১,১৫,৬০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩,৪৬,৫৬,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। ম্যানিলা (Manila) বড় শহর। কুইজন নগরী রাজধানী।

ফুকিয়েন (Fukien)—চীন গণতন্ত্রের প্রদেশ। আয়তন ৪৫,৮৪৫ বর্গ মাইল লোকসংখ্যা ১,৩১,৪২,২৭১ (১৯৫৩ খ্রীঃ)। রাজধানী ফুচৌ।

ফুচৌ (Foochow)—চীনের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। ইহা ফুকিয়েন প্রদেশের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৫,৫৩,০০০ (১৯৫৩ খ্রীঃ)।

ফুজি-য়ামা (Fuji-Yama)—আগ্নেয়গিরি। ইহা জাপানের রাজধানী টোকিও শহরের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উচ্চতা ১২,৩৯৫ ফুট। ইহা নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। ইহা জাপানীদের তীর্থস্থান।

ফুলিয়া—নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা বাঙ্গালা রামায়ণ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান।

ফুল্লশ্রী—বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। ইহা 'মনসা-মঙ্গল' লেখক কবি বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান।

ফৈজাবাদ—১। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত অযোধ্যার একটি জেলা এবং উহার প্রধান নগর। ২। উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের প্রধান শহর।

ফ্রান্স (France)—পশ্চিম ইওরোপের একটি শক্তিশালী সাধারণতন্ত্র। আয়তন ৫,৫১,৬০১ বর্গ কিলোমিটার (২,১২,৯১৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৫,০৬,৬২,০০০ (১৯৬৮ খ্রীঃ)। ইহা ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ৩½ গুণ। পূর্বে এখানে রাজতন্ত্র বর্তমান ছিল। প্যারিস ইহার রাজধানী। অন্যান্য প্রধান শহর—বার্দো, মার্সাই, লিয়নস, লিল, নাণ্টস ও তুঁলো।

ফ্লোরিডা (Florida)—১। আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আটলাণ্টিক মহাসাগর ও মেক্সিকো উপসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত রাষ্ট্র। আয়তন ৫৮,৫৬০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪৯,৫১,৫৬০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানীর নাম টালাহাসী (Tallahassee). ২। একটি প্রণালী। কিউবা ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। ৩। একটি উপসাগর। মেক্সিকো উপসাগরের অংশ। ৪। উরুগুয়ের একটি প্রদেশ ও তাহার রাজধানী।

ফ্লোরেন্স (Florence)—১। রোমের ২০০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নগরবিশেষ। দান্তে (Dante) ও মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo) এখানে জন্মগ্রহণ করেন। লোকসংখ্যা ৪,৩৮,১৩৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। উত্তর পশ্চিম আলাস্কার একটি শহর। লোকসংখ্যা ৩১,৬৪৯ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ৩। সাউথ ক্যারলিনার একটি শহর। লোকসংখ্যা ২৪,৭২২ (১৯৬০ খ্রীঃ।

ফ্ল্যান্ডার্স (Flanders)—বেলজিয়ামের একটি জেলা। পশ্চিমভাগের আয়তন ১,২৪৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১০,৭৫,৯৪৯ (১৯৬২ খ্রীঃ)। পূর্ব ভাগের আয়তন ১,১৪৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১২,৭৬,৮০৩ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী যথাক্রমে বার্জেস (Burges) এবং গেণ্ট (Ghent).

ব

বংশবাটি—হুগলী জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ১৩টি চূড়া-বিশিষ্ট হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির এখানে বিরাজমান। এই মন্দিরটি রানী শংকরী দাসী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

বক্রেশ্বর—বীরভূম জেলার একটি নদী।

বক্সার—কাশীর নিকটে গঙ্গার তীরে অবস্থিত দুর্গ দ্বারা রক্ষিত একটি নগর। ১৭৬৪-এ এখানে অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

বগুড়া—১। বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। ২। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার প্রধান নগর।

বঙ্গদেশ (অবিভক্ত)—ভারত বিভক্ত হইবার পূর্বে বঙ্গদেশের পরিচয়:—বঙ্গদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত, পূর্বে আসাম প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ। বঙ্গদেশে সর্বসমেত পাঁচটি বিভাগ—বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। এই পাঁচটি বিভাগে ২৮টি জেলা ও ৮৯,৫২৫টি গ্রাম আছে। বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের তেরটি জেলা পশ্চিমবঙ্গ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলা পূর্ববঙ্গ এবং রাজসাহী বিভাগের ৮টি জেলা ও কুচবিহার রাজ্য উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের জেলাগুলির নাম:—বর্ধমান বিভাগ—হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম। প্রেসিডেন্সি বিভাগ—কলিকাতা, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ। ঢাকা বিভাগ—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ। রাজসাহী বিভাগ—দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দার্জিলিং। চট্টগ্রাম বিভাগ—ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য ত্রিপুরা ও কুচবিহার বঙ্গদেশের দুইটি করদ রাজ্য। জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫৫জন মুসলমান। কলিকাতা ইহার সর্বপ্রধান শহর ও একটি পৃথক্ জেলা হিসাবে গণ্য। এই বঙ্গদেশকে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট হইতে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পশ্চিমভাগকে **পশ্চিমবঙ্গ** ও পূর্বভাগকে **বাংলাদেশ** বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ—র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ পূর্বতন সমগ্র বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কতকাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, কলিকাতা, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং এবং নদীয়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। চব্বিশ পরগনার মধ্যে যশোহরের বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা পড়িয়াছে। আয়তন ৩৩,৮২৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৪৯,২৬,২৭৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী কলিকাতা। লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। পশ্চিমবঙ্গের জেলা—কলিকাতা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, পুরুলিয়া, হুগলী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও কুচবিহার।

বাংলাদেশ—পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ট জেলা লইয়া বাংলাদেশ গঠিত। পূর্বতন চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ এবং রাজসাহী বিভাগের কিছু অংশ, নদীয়া ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের কিছু অংশ এই অঞ্চলে পড়িয়াছে। নবগঠিত রাজসাহী বিভাগ—রাজসাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোহর ও খুলনা জেলা লইয়া গঠিত। আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫,০৮,৪০,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বঙ্গোপসাগর—ভারত মহাসাগরের একটি অংশ। ইহা বঙ্গদেশের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী এই সাগরে পতিত হইয়াছে।

বটতলা—উত্তর-পশ্চিম কলিকাতার একটি অঞ্চল। বর্তমান আপার চিৎপুর রোডের বীডন স্কোয়ার হইতে গ্রে স্ট্রীট পর্যন্ত অঞ্চল এই নামে পরিচিত। এখানকার পুস্তক প্রকাশকগণ পূর্বে অনেক আদিরসাত্মক পুস্তক প্রকাশের জন্য কুখ্যাত ছিলেন।

বটসোয়ানা (Botswana)—উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে নাম ছিল বেচুয়ানাল্যাণ্ড। রাজধানী গ্যাবেরোনস। আয়তন ৫,৭৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার (২,২২,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৫,৪৪,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

বটানি বে (Botany Bay)—অস্ট্রেলিয়ার একটি উপসাগর। ইহার তীরদেশে অসংখ্য গাছপালা ও ফুল দেখিয়া কাপ্তেন কুক এই নাম দেন।

বড়পেটা—আসাম রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা এণ্ডি ও মুগার কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বদরিকাশ্রম—হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান। ইহা কাশ্মীরের অন্তর্গত। এখানে পূর্বে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। এই স্থানে বদরী-নারায়ণ নামে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এখানে যাওয়া যায়। বৎসরের অন্য

সময়ে ইহা তুষারাবৃত থাকে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এই পথ দিয়াই মহাপ্রস্থানে গমন করেন।

বদ্রীনাথ—ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে বদরী-নারায়ণদেবের মন্দির আছে। ইহা উত্তর প্রদেশের গাড়ওয়াল জেলার একটি গ্রাম। হিমালয়ের একটি উপত্যকার উপরে এই গ্রামটি অবস্থিত। মন্দিরটি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাস কাল খোলা থাকে। বদ্রীনাথের মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে জাতিবিচার নাই। মন্দিরের মোহান্তকে 'রাওল সাহেব' বলে। বদ্রীনাথের পথে কেদারনাথ। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে একটি কুম্ভ-মেলা হয়।

বনগাঁ—চব্বিশ পরগনা জেলার মহকুমা।

বন্দর আব্বাস—পারস্যের একটি সামুদ্রিক বন্দর। ইহা পারস্যোপসাগরের তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১০,০০০।

বরাকর—বর্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে কয়লা ও লৌহের খনি আছে।

বরিশাল—বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার প্রধান নগর। ব্রজমোহন কলেজ এখানে অবস্থিত।

বরোদা—**১** পূর্বতন পশ্চিম ভারতের একটি করদ রাজ্য। বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের একটি অংশ। আয়তন ২,৯৬১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৫,২৭,৩২৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)। **২**। পূর্বতন বরোদা রাজ্যের রাজধানী। ইহা বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের একটি শহর। লোকসংখ্যা ২,৯৫,৩২৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বর্ধমান—**১**। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিভাগ। **২**। বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। **৩**। বর্ধমান জেলার প্রধান নগর। ইহা দামোদর নদের তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বড় রেলওয়ে জংশন-স্টেশন।

বর্না (Varna)—কৃষ্ণসাগরের তীরে বুলগেরিয়ার অধিকৃত দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত শহর। লোকসংখ্যা ১,১৯,৭৬৯ (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

বলাগড়—হুগলী জেলার একটি গ্রাম। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসস্থান।

বলিভিয়া (Bolivia)—দক্ষিণ আমেরিকার একটি গণতান্ত্রিক রাজ্য। আয়তন ১০,৯৮,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার (৪,২৪,১৬০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৪৩,৩৪,১২১ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। খনিজ ও কৃষিজ সম্পদে রাষ্ট্রটি সুসমৃদ্ধ। স্পেনীয় ভাষা প্রচলিত। রাজধানীর নাম সুক্রে (Sucre) কিন্তু কার্যতঃ শাসনকেন্দ্র লা পাজ (La Paz)।

বল্কান (Balkan)—ঈজিয়ান সাগর ও ড্যানিউব (Danube) নদীর মধ্যবর্তী পর্বতমালা। ইহার সর্বোচ্চ চূড়া ৭,৮০০ ফুট। এই পর্বতমালার মধ্যে অনেকগুলি গিরি-সংকট বর্তমান।

বল্কান উপদ্বীপ (Balkan Peninsula)—ইওরোপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত উপদ্বীপ। ইহার পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক ও আইওনিয়ান সমুদ্র এবং পূর্বে কৃষ্ণসাগর, মর্মরা সাগর ও ঈজিয়ান সমুদ্র অবস্থিত। আয়তন ২,০০,০০০ বর্গ মাইল। জুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস ইহার অন্তর্গত।

বল্কাশ (Balkash)—সোভিয়েট রাশিয়ার একটি হ্রদ। ইহা পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল ও প্রস্থে ৩০ ৫৫ মাইল।

বসরা—ইরাকের একটি প্রদেশ। ইহা ইউফ্রেটিজ নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে প্রদেশটি ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪,০৪,৩০৮ (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

বসফরাস (Bosphorus)—একটি প্রণালী। ইহাকে Strait of Constantinople-ও বলা হয়। কৃষ্ণসাগর ও মর্মরা (Marmora) সাগরের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এশিয়া ও ইওরোপকে এই প্রণালী পৃথক্ করিয়াছে।

বহরমপুর—মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নগর। বহরমপুর, গোরাবাজার, সৈদাবাদ ও খাগড়া লইয়া এই শহরটি গঠিত।

বাইজানটিয়াম (Byzantium)—কনস্টান্টিনোপল্-এর নিকটবর্তী প্রাচীন নগর।

বাঁকা—**১**। বর্ধমান জেলার নদীবিশেষ। **২**। ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

বাঁকিপুর—পাটনার নিকটবর্তী একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা একটি বহু পুরাতন সমৃদ্ধিশালী ও বাণিজ্যপ্রধান নগর।

বাঁকুড়া—**১**। বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। **২**। বাঁকুড়া জেলার প্রধান নগর। লোকসংখ্যা—৬২,৮৩৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বাঁসলৈ—বীরভূম জেলার একটি নদী।

বাকিংহাম (Buckingham)—**১**। ইংলণ্ডের একটি জেলা। আয়তন ৭৪৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪,৮৬,১৮৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)। **২**। ইংলণ্ডের আউস নদীতীরে বাকিংহামশায়ারের শহর। লোকসংখ্যা ৪,৩৭৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বাখরগঞ্জ—বাংলাদেশের একটি জেলা। বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও ভোলা এই চারিটি মহকুমা লইয়া বাখরগঞ্জ জেলা।

বাগেরহাট—বাংলাদেশের খুলনা জেলার একটি মহকুমা। এখানে একটি কলেজ আছে।

বাগদাদ—**১**। তাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত ইরাকের রাজধানী। বিমানঘাঁটির জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৫,৫২,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। **২**। ইরাকের প্রদেশ। উর্বর জমির জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৯,১২,৪০৯ (১৯৫৬ খ্রীঃ)।

বাঙ্কার হিল (Bunker Hill)—যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্ (Massachusetts) রাজ্যের একটি শহর। বর্তমানে ইহা বোস্টনের (Boston) কতকটা অংশ। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে এখানে ১৭৭৫-এ যুদ্ধ হয়।

বাঙ্গালোর—মহীশূর রাজ্যের দুর্গ দ্বারা রক্ষিত শহর। পূর্বে ইহা বৃটিশদের সামরিক কেন্দ্র ও শাসনকেন্দ্র ছিল। লোকসংখ্যা ৯,০৫,১৩৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বাটাজোড়—বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্মস্থান।

বাড়বকুণ্ড—বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে একটি পর্বতগুহায় সব সময় অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয়।

বান্নু—পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি শহর। এখানে একটি সেনানিবাস আছে।

বাবিলন—মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন রাজ্য। বাবিলনের এক বিখ্যাত রাজা নেবুচাদনেজার। ইউফ্রেটিস নদীর উভয় তীরে এই রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই রাজার নির্মিত ঝুলন্ত বাগান পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য বস্তুগুলির অন্যতম। ইহা বাগদাদে ৬৫৫ খ্রীঃ পূঃ নির্মিত হয়।

বাবেলমান্দেব—একটি প্রণালী। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরকে ইহা সংযুক্ত করিতেছে। ইহা ২০ মাইল প্রশস্ত। ইহাকে "Gate of Tears" বলা হয়।

বারাকপুর—**১**। চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। **২**। ঐ মহকুমার সদর। এখানে সৈন্যাবাস আছে।

বারাণসী—কাশীর অপর নাম। ইংরেজীতে ব্রিটিশ আমলে Benares লেখা হইত। বারাণসী উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত শহর। ইহা হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। লোকসংখ্যা ৪,৮৯,৮৬৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বার্গান্ডি (Burgundy)—ফ্রান্সের পূর্বে অবস্থিত একটি জেলা। মদের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

বার্ন (Berne)—১। ইহা সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,৬৬,১০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। উক্ত নামের একটি জেলা (Canton). ইহার আয়তন ২,৬৫৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৮,৮৯,৫২৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বার্মিংহাম (Birmingham)—১। ইংলণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। লৌহের কারখানার জন্য ইহা বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ১১,০৫,৬৫১ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা (Alabama) রাজ্যের একটি স্থান। এই স্থানও লৌহের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ৩,৪০,৮৮৯ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ৩। মিচিগানের একটি শহর। লোকসংখ্যা ২৫,৫২৫ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

বার্মুডা (Bermuda)—উত্তর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপগুলি প্রবালদ্বীপ। সর্বসমেত ৩৬০টি দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনা (Carolina) হইতে ইহা ৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আয়তন ২১ বর্গ মাইল। হ্যামিল্টন (Hamilton) ইহার প্রধান নগর। মাত্র ২০টি দ্বীপে জনসাধারণের বসতি আছে। লোকসংখ্যা ৪৮,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

বার্লিন (Berlin)—অখণ্ড জার্মানির পূর্বতন রাজধানী। বর্তমানে দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন। পূর্ব বার্লিন সোভিয়েট রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের রাজধানী। পশ্চিম বার্লিন ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির শহর।

বার্সিলোনা (Barcelona)—স্পেনের সমুদ্র-বন্দর। বার্সিলোনা প্রদেশের ইহা রাজধানী। প্রাচীনকালে কার্থেজের সেনাপতি হ্যামিল্কার কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। শহরের লোকসংখ্যা ১৫,০৩,৩১২ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

বালিদ্বীপ—ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত এই দ্বীপটি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। ইহা যবদ্বীপের ঠিক পূর্বে। ইহার আয়তন ৩,৯৩৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৭,৮২,৫২৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। বালিদ্বীপ হিন্দুপ্রধান।

বালুচর—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পাটের কাপড়ের জন্য ইহা বিখ্যাত।

বালুরঘাট—পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটি মহকুমা।

বালেশ্বর—ওড়িশার একটি জেলা ও শহর। দিল্লীর সম্রাট্ ১৬৪২-এ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এখানে কুঠী নির্মাণ করিতে অনুমতি দেন। ইংরেজেরা এখানে কুঠি নির্মাণ করেন এবং শহরটি সুরক্ষিত করা হয়। বালেশ্বর প্রস্তরপাত্রের জন্য বিখ্যাত।

বাল্টিক সাগর (Baltic Sea)—ইহা অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের একটি শাখা। এই সমুদ্রের চতুর্দিকে রাশিয়া, জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত। ইহা ৯০০ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ মাইল প্রশস্ত। ইহার আয়তন ১,৬০,০০০ বর্গ মাইল।

বাল্টিমোর (Baltimore)—যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ড নামক রাজ্যের নগর ও প্রধান বন্দর। জনসংখ্যা ৯,৩৯,০২৪ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

বাসুটোল্যাণ্ড (Basutoland)—বর্তমান নাম লেসথো।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—পশ্চিম-ভারতীয় (West Indies) ব্রিটিশ অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ। আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিতে আসিয়া এই দ্বীপপুঞ্জই প্রথম দর্শন করেন। ইহার আয়তন ৪,৪০৪ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ১,৩৪,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী নাসাউ (Nassau)।

বিকানীর—১। রাজপুতানার একটি পূর্বতন করদ রাজ্য। বর্তমানে রাজস্থানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। ২। বিকানীর রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,৫০,৬৩৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বিক্রমপুর পরগনা—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। বিদ্যাচর্চার জন্য ইহা বিশেষ বিখ্যাত।

বিক্রমশিলা—এখানে একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইহা বর্তমান ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইহা বৌদ্ধধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল। বিক্রমশিলার বৌদ্ধবিহার খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়।

বিজয়নগর—ইহা বর্তমান মাদ্রাজের অন্তর্গত মাদুরার নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। এই রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। এই রাজ্যের সহিত দাক্ষিণাত্যের বেরার ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের একটি যুদ্ধ হয়। ইহাই বিখ্যাত তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫)।

বিজাপুর—বোম্বাই-এর ২৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ইহা অবস্থিত। বাহমণি রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বিজাপুর স্বাধীন হয়। সেখানকার রাজবংশ আদিলশাহী বংশ নামে পরিচিত। ১৫৬৫-এ বিজাপুর হিন্দু-রাজ্য বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে।

বিদর—বাহমণি রাজ্যের ধ্বংস হইলে যে কয়টি রাজ্য গঠিত হয়, তন্মধ্যে বিদর একটি। এখানকার রাজবংশ বারিদশাহী বংশ নামে পরিচিত। ১৩০৯-এ ইহা বিজাপুরের রাজারা অধিকার করেন। বর্তমানে ইহা মহীশূর রাজ্যের একটি নগর।

বিদেহ—ত্রিহুত বা মিথিলার অপর নাম। ইহা অতিশয় প্রাচীন জনপদ।

বিদ্যাধরী—ইহা চব্বিশ পরগনার একটি খাল। কলিকাতার সমস্ত ময়লা জল এই নদীতে পড়ে।

বিন্ধ্য—দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের মধ্যে অবস্থিত পর্বতমালা। ইহার সর্বোচ্চ চূড়া ৪,৫০০ ফুট।

বিন্ধ্যাচল—উত্তর প্রদেশে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। তাহার দক্ষিণ দিকে একটি পাহাড়ের উপরে বিন্ধ্যাচল নগর অবস্থিত। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

বিপাশা—পঞ্জাবের নদীবিশেষ। সিন্ধুনদের উপনদী শতদ্রু (Sutlej)। এই শতদ্রু নদীর উপনদী বিপাশা (Beas)।

বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার তামাক প্রসিদ্ধ। এখানে একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।

বিসুবিয়াস (Visuvius)—দক্ষিণ ইটালীর বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। নেপ্‌লস্ উপসাগরের কূলে ইহা অবস্থিত। ৭৯-এ ইহার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। সেই অগ্ন্যুৎপাতে পম্পেয়াই (Pompeii) ও হার্কুলেনিয়ম নামক বিখ্যাত শহর দুইটি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহার পরেও ইহার বহুবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এই পর্বতের পাদদেশ হইতে শিখরদেশ পর্যন্ত একটি রেলওয়ে আছে। এই রেলওয়ে ১৮৮০ এ নির্মিত হইয়াছে।

বিস্কে (Biscay, Vizcaya)—বিস্কে উপসাগরের তীরে অবস্থিত স্পেনীয় প্রদেশ। ইহার আয়তন ৮৩৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫,৬৯,১৮৮ (১৯৫০ খ্রীঃ)। এখানে বাস্ক নামক জাতির সংখ্যাই অধিক। বিলবাও (Bilbao) ইহার রাজধানী।

বিহার—ভারতের রাজ্য। এখানে শৈশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, সুঙ্গ প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহারই অন্তর্গত পাটলিপুত্র নামক স্থানে অশোকের রাজধানী ছিল। এই প্রদেশ প্রথমে বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত ছিল। ১৯১২-এ বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর মিলিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯৩৭-এ উড়িষ্যাও (ওড়িশা) একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। এখানকার প্রধান নদীর মধ্যে গঙ্গা, মহানদী ও শোণ উল্লেখযোগ্য। এককালে এখানে প্রচুর পরিমাণে নীলের চাষ হইত। ইহার প্রধান শহর

পাটনা। প্রচলিত ভাষা হিন্দী ও বাংলা। জেলা—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগনা, হাজারীবাগ, রাঁচি, পুরুলিয়া, ধানবাদ, পালামৌ, সিংভূম। সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান নামে দুইটি করদ রাজ্য ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। আয়তন ৬৭,১৯৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪,৬৪,৫৫,৬১০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বীরনগর—নদীয়া জেলার একটি শহর। ইহা একটি তীর্থস্থান।

বীরভূম—বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ইহার আয়তন ১,৭৫৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৪,৪৬,১৫৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)। সিউড়ি ইহার সদর।

বীরসিংহ—মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

বুখারেস্ট (Bucharest)—রুমানিয়া (Rumania) রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১৩,৬৬,৭৯৪ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

বুডাপেস্ট (Budapest)—ইওরোপের হাঙ্গারী রাজ্যের বুডা (Buda) ও পেস্ট (Pest) নামে দুইটি রাজধানীর মিলনে গঠিত। বুডা ডানিয়ুব (Danube) নদীর দক্ষিণ তীরে ও পেস্ট বাম তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৯,০০,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

বুড়ীগঙ্গা—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি নদী। ঢাকা শহর এই নদীর তীরবর্তী।

বুঢ়ন—বাংলাদেশের যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বিখ্যাত বৈষ্ণবভক্ত হরিদাসের ইহা জন্মস্থান।

বুদ্ধগয়া—গয়ার নিকটবর্তী একটি স্থান। এখানে বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করেন।

বুধপাড়া—বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তামা ও পিতলের বাসনের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

বুন্দেলখণ্ড—বিন্ধ্যপ্রদেশের কতকগুলি পূর্বতন করদ রাজ্যকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে ইহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। পান্না, ছতরপুর, তিকমগড়, দাতিয়া —এই কয়টি জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত।

বুয়েনোস আইরেস (Buenos Aires) —**১**। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাজ্যের রাজধানী। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার সর্বপ্রধান শহর। লোকসংখ্যা ২৯,৬৭,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। **২**। এই নামের প্রদেশ। আয়তন ১,১৮,৪৬৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৬৭,৩৫,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। লা প্লাটা (La Plata) প্রাদেশিক রাজধানী।

বুরহানপুর—মধ্যপ্রদেশের একটি শহর। ইহা তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত।

বুলগেরিয়া (Bulgaria)—ইওরোপের একটি স্বাধীন রাজ্য। ইহা জুগোস্লাভিয়া (Yugoslavia) ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ১,১০,৯১১·৫ বর্গ কিলোমিটার (৪২,৮২৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৮২,২৬,৫৬৪ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানী সোফিয়া।

বুসায়ার—ইরানের সমুদ্র-বন্দর। পারস্যোপসাগরের বন্দরগুলির শাসনকর্তার ইহাই প্রধান কর্মস্থল। ইহার লোকসংখ্যা ৩০,০০০।

বৃন্দাবন—উত্তর প্রদেশের অন্তর্বর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা বৈষ্ণবদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

বেচুয়ানাল্যাণ্ড (Bechuanaland)—বর্তমানে নাম বটসোয়ানা।

বেজোয়াদা—অন্ধ্রপ্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। লোকসংখ্যা ২,৩০,৩৯৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বেথেলহেম (Bethelhem)—**১**। প্যালেস্টাইনে অবস্থিত জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাড়ে পাঁচ মাইল দূরবর্তী একটি শহর। ইহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান হিসাবে বিশেষ বিখ্যাত। **২**। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার (Philadelphia) একটি শহর।

বেরিলী—উত্তর প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটি শহর।

বেলগাঁও—মহীশূর রাজ্যের শহর। লোকসংখ্যা ১,২৬,৭২৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এই শহরে ১৯২৪-এ মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল।

বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands)—স্পেনের পূর্ব উপকূল হইতে কিছু দূরে ভূমধ্যসাগরের কতকগুলি দ্বীপ। আয়তন ১৯৩৬। লোকসংখ্যা ৪,৪১,৮৪২ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। পাল্‌মা ইহার রাজধানী।

বেলুচিস্তান—আফগানিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী প্রদেশ। আয়তন ৫২,৯০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬,২২,০০০ (১৯৫১ খ্রীঃ)। ইহা ভারতবর্ষ ও ইরানের মধ্যবর্তী। ইহা মরুভূমিপূর্ণ প্রদেশ। রাজধানী কোয়েটা।

বেলুড়—হাওড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। বেলুড়ে গঙ্গার তীরে পৃথিবী-বিখ্যাত রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত।

বেলগ্রেড (Belgrade)—জুগোস্লাভিয়ার (Yugoslavia) রাজধানী। লোকসংখ্যা ৫,৯৪,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বেলজিয়াম (Belgium)—উত্তর পশ্চিম ইওরোপের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানি ও উত্তর সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এখানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত। আয়তন ৩০,৫১৩ বর্গ কিলোমিটার (১১,৭৭৮ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯৫,৮১,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। ব্রাসেল্‌স্ (Brussels) ইহার রাজধানী। অ্যান্টোয়ার্প (Antwerp) ইহার প্রধান বন্দর। ১৯১৪-এ মহাসমরের প্রারম্ভে ইহা জার্মানবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়।

বেলফাস্ট (Belfast)—উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের (Ireland) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর। ইহার জনসংখ্যা ৪,১৬,০৯৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বেসিন—**১**। মহারাষ্ট্র রাজ্যের থানা জেলার অন্তর্গত শহর। বোম্বাই শহর হইতে ইহা কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। **২**। ব্রহ্মদেশের একটি শহর।

বৈকাল (Baikal)—সাইবেরিয়ার একটি হ্রদ। ইহার পরিমাণ-ফল ১৩,৭০০ বর্গমাইল। ইহা পৃথিবীর মধ্যে ষষ্ঠ বড় হ্রদ। নভেম্বর হইতে মে মাস পর্যন্ত এই হ্রদ বরফে আচ্ছন্ন থাকে। ইহা ৪০ মাইল চওড়া। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান (Trans-Siberian) রেলপথ দিয়া ঘেরা।

বৈদ্যনাথধাম—সাঁওতাল পরগনার দেওঘর মহকুমার সদর। ইহা জসিডি হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে কুড়িটি শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে সর্বপুরাতনটিতে বৈদ্যনাথ নামে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

বৈশালী—ভারতের একটি প্রাচীন নগরী। ইহা বর্তমান বিহারের মজঃফরপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে লিচ্ছবি-বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন।

বোখারা (Bokhara, Bukhara)—**১**। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উজবেকিস্তানের জেলা। **২**। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহার লোকসংখ্যা ৬৯,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

বোম্বাই—পশ্চিম-ভারতের ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর। সাল্‌সেট (Salsete) দ্বীপে এই শহর অবস্থিত। তুলার ব্যবসায়ের ইহা কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ২৩,২৯,০২০। বৃহত্তর বোম্বাই শহরের লোকসংখ্যা ৪১, ৫২,০৫৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বোর্নিও (Borneo)—মালয় দ্বীপপুঞ্জের সর্ববৃহৎ দ্বীপ। এই দ্বীপে বহু আগ্নেয় পর্বত আছে। আয়তন ২,৮৫,০০০ বর্গ মাইল।

বোর্স্টাল (Borstal)—ইংলণ্ডের কেন্ট অঞ্চলের গ্রাম। অল্পবয়স্ক অপরাধীদের সংশোধনাগারের জন্য প্রসিদ্ধ।

বোলপুর—বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন এই স্থানে অবস্থিত।

বোলান—ভারত ও বেলুচিস্তানের গিরিপথ।

বোলোনা (Bologna)—১। ইটালীর একটি প্রাচীন প্রদেশ। আয়তন ১,৪৬৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৮,৪৮,৪৪০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। প্রাচীন শহর। লোকসংখ্যা ৪,৪১,১৪৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বোস্টন (Boston)—১। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্ (Massachusetts) রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান সমুদ্র-বন্দর। ইহা আমেরিকার একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর। লোকসংখ্যা ৬,৯৭,১৯৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। ইংল্যাণ্ডের একটি শহর। লোকসংখ্যা ২৪,৯০৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বোহিমিয়া— (Bohemia)—এই রাজ্য পূর্বে অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে ইহা চেকোস্লোভাকিয়ার পশ্চিমাংশ। লোকসংখ্যা ৯৫,৬৬,৭৫৩ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ব্যাংকক—থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। সমুদ্রতীর হইতে ইহা কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৬,০৮,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

ব্যাটেভিয়া (Batavia)—যবদ্বীপের (জাভা) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সমুদ্র-বন্দর। বর্তমানে ইহার নাম জাকার্তা (যোগাকর্তা) ইহা ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। লোকসংখ্যা ২৯,৭৩,০৫২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ব্যাণ্ডেল—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংশন স্টেশন। ইহা কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বঙ্গদেশের সর্বপুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জা 'Our Lady of Happy Voyage' এখানে অধিষ্ঠিত।

ব্যানক্‌বার্ন—(Bannockburn) স্কটল্যাণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা স্টারলিং (Sterling) হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ১৩১৪-এ ২৪শে জুন রবার্ট ব্রুস (Robert Bruce) ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ডের সহিত এই স্থানে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে ব্রুস জয়ী হন।

ব্যাবিলন—'বাবিলন' দ্রঃ।

ব্যাভেরিয়া (Bavaria)—অখণ্ড জার্মানির একটি রাজ্য। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানির অন্তর্গত।

ব্রহ্মদেশ (বর্মা)—ভারতের পূর্বে এই দেশটি অবস্থিত। পূর্বে ইহা ব্রিটিশ-ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ ছিল। ১৯৩৭ হইতে ইহা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আয়তন ৬,৭৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার (২,৬১,৭৮৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২,৫৮,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। ইরাবতী এই দেশের সকলের চেয়ে বড় নদী। দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন ও উত্তর ব্রহ্মদেশের রাজধানী মান্দালয় (Mandalay)। ১৯৪৮ হইতে ইহা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র—ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল। মারিয়াম লা (Mariam La) নামক হিমালয়ের একটি শিখর হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। অতঃপর হিমালয়ের উত্তর দিক্ দিয়া তিব্বত হইয়া ইহা আসামের সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদীর গতি বাংলাদেশে বাঁকিয়া গিয়াছে। অতঃপর গোয়ালন্দে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ১৩,৮০০ ফুট উচ্চ পর্যন্ত ইহা নৌবাহনযোগ্য। ইহা তিব্বতে সাংপো ও আসামে ডিহং নামে পরিচিত। ইহার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এই যে পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ড অর্থাৎ মানস-সরোবরে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হওয়াতে কুঠার দ্বারা কাটিয়া এই জলস্রোত নিজ দেশে আনেন। ইহাই ব্রহ্মপুত্র।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—দিল্লী, পূব রাজপুতানা, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান ও মথুরা—এই কয়টি লইয়া প্রাচীন যুগে ব্রহ্মর্ষিদেশ গঠিত ছিল। ব্রহ্মাবর্তও ইহার অন্তর্গত ছিল।

ব্রহ্মাবর্ত—ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত প্রাচীন দেশ। পঞ্জাবের কতক অংশ ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত বলা হইত। ব্রহ্মাবর্ত ও কুরুক্ষেত্র একই দেশ।

ব্রাইটন (Brighton)—ইংলণ্ডের সাসেক্স (Sussex) নামক জেলার একটি শহর। লোকসংখ্যা ১,৬২,৭৫৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ব্রাণ্ডেনবুর্গ (Brandenburg)—পূর্ব জার্মানির একটি শহর। লোকসংখ্যা ৮৯, ২৪৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ব্রাহ্মণগাঁও—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা সরোজিনী নাইডুর পৈতৃক বাসস্থান।

ব্রাহ্মণী—বীরভূম জেলার একটি নদী।

ব্রাসেল্‌জ্ (Brussels)—বেলজিয়াম (Belgium)-এর রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,৬১,২১১ (১৯৬২ খ্রীঃ)। বৃহত্তর ব্রাসেল্‌জ্-এর লোকসংখ্যা ১৪,৫৩,৫৮১ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ব্রিজবেন (Brisbane)—অস্ট্রেলিয়ার কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড (Queensland) রাজ্যের রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর। লোকসংখ্যা ৬,২০,১২১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ—পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ লোক এই কমনওয়েলথের অধিবাসী।

ব্রিট্যানি (Brittany)—ফ্রান্সের একটি প্রদেশ। আয়তন ১৩,৬৪৩ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩০,০০,০০০।

ব্রিণ্ডিজি (Brindisi)—দক্ষিণ ইটালীর একটি সমুদ্র-বন্দর। লোকসংখ্যা ৭০,০৮৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ব্রিস্টল (Bristol)—ইংলণ্ডের গ্লস্টার (Gloucester) নামক স্থানের একটি প্রধান শহর ও বন্দর। রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিস্থান এইখানে বিদ্যমান। লোকসংখ্যা ৪,৩৬,৪৪০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এই নামে যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি শহর আছে।

ব্রুকলিন (Brooklyn)—যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের অঞ্চল। লোকসংখ্যা ২৬,২৭,৩১৯ (১৯৬০খ্রীঃ)।

ব্রেজিল (Brazil)—দক্ষিণ আমেরিকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাজ্য। আয়তন ৮৫,১১,৯৬৫ কিলোমিটার (৩২,৮৬,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৮,২২,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী ব্রাসিলিয়া। প্রধান নদী আমাজান ও তাহার উপনদী।

ব্রোচ—গুজরাটের প্রাচীন নগর।

ভণ্ডারা—মহারাষ্ট্রের ভণ্ডারা নামক জেলার প্রধান নগর। নাগপুর হইতে ৩০ মাইল পূর্বে। লোকসংখ্যা ২৭,৭১০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। মহারাষ্ট্রের জেলা। আয়তন ৩,৫৮২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১২,৬৮,২৮৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভবনগর—১। গুজরাটের একটি জেলা। আয়তন ৪,৬৫২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১১,১৯,৪৩৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। উক্ত রাজ্যের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,৭৬,৪৭৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভবানীপুর—১। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। ২। কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ।

ভরতপুর—রাজস্থানের একটি শহর। লোকসংখ্যা ৪৯,৭৭৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভলগা (Volga)—সোভিয়েট রাশিয়ার একটি নদী। ভল্‌ডাই (Valdai) মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী ২,৩২৫ মাইল ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া কাস্পিয়ান (Caspian) সাগরে পড়িয়াছে।

ভাওয়াল—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার পরগনা। এখানকার জমিদারগণ প্রসিদ্ধ। জয়দেবপুরে তাঁহাদের বাসস্থান। এখানকার স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সর্বজনপরিচিত।

ভাওয়ালপুর—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের এই

একটি মাত্র পঞ্জাবের রাজ্য ১৯৪৭-এর ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। আয়তন ১৫,৯১৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩২,০৫,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভাগলপুর—১। বিহারের একটি জেলা। ২। উক্ত জেলার প্রধান শহর। লোকসংখ্যা ১,৪৩,৮৫০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভাগীরথী—গঙ্গার একটি শাখানদী। জলঙ্গী নদীতে এই নদী পতিত হইয়াছে। জলঙ্গী ও ভাগীরথী মিলিয়া হুগলী নদী হইয়াছে।

ভাগ্যকুল—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ধনকুবের রাজা জানকীনাথ রায় এখানে থাকিতেন।

ভাঙ্গা—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি শহর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

ভাটপাড়া—২৪ পরগনার একটি শহর। ইহা পণ্ডিতপ্রধান স্থান ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। লোকসংখ্যা ১,৪৭,৬৩০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভামো—উত্তর ব্রহ্মদেশে ইরাবর্তা নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। সান রাজ্যের ইহা প্রাচীন রাজধানী। এস্থান হইতে মান্দালয় দুইশত মাইল দূরবর্তী। জনসংখ্যা ৮,৬১১। ইহা একটি সীমান্ত নগর। ইহা চীনের সহিত স্থলপথে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

ভারত বা **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র**—১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারত ইউনিয়ন গঠিত হয় আর ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের আয়তন ১২,৬৬,৯০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪৩,৯২,৩৪,৭৭১ (১৯৬১ খ্রীঃ)। বর্তমানে লোকসংখ্যা ৫২ কোটির উপর (১৯৬৯ খ্রীঃ)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত অঞ্চল ১১টি। রাজ্য—আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা (উড়িষ্যা), অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ), কেরল, মহীশূর, (কর্ণাটক), মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাভূমি। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—ত্রিপুরা, মণিপুর, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি দ্বীপ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী, গোয়া দমন ও দিউ, পণ্ডিচেরী, দাদরা ও নগর হাভেলি, চণ্ডীগড়। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ হিন্দুর দেশ।

ভার্জিনিয়া (Virginia)—যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। আয়তন ৪০,৮১৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩৯,৬৬,৯৪৯ (১৯৬০ খ্রীঃ)। ইহার রাজধানী রিচমণ্ড (Richmond)।

ভার্সাই (Versailles)—ফ্রান্সের একটি সুবিখ্যাত শহর। এস্থানে বিখ্যাত রাজ-প্রাসাদ বিরাজমান। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান (Franco-Prussian) যুদ্ধের পর এখানে প্রুশিয়ার রাজা উইলিয়াম ১৮৭১-এ জার্মান সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হন। ১৯১৯-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি (Treaty of Versailles) এখানেই স্বাক্ষরিত হয়। লোকসংখ্যা ৯৫,১৪৯ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ভিক্টোরিয়া (Victoria)—১। অস্ট্রেলিয়ার সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য। আয়তন ৮৭,৮৮৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩১,৬১,৫৩৭ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। মেলবোর্ন ইহার রাজধানী। ২। ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপে অবস্থিত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাজধানী। ৩। হংকং-এর সমুদ্র-বন্দর। ৪। ব্রেজিলের সমুদ্র-বন্দর।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (Victoria Falls)—দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেসিয়ার অন্তর্গত জাম্বেজী নদীর জলপ্রপাত (৪১৫ ফুট)। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাত।

ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা (Victoria Nyanza)—আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ। আয়তন ২৫,০০০ ২৬,০০০ বর্গ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৩,৭০৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮৫৮-এ ক্যাপটেন স্পিক (Captain Speke) কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়।

ভিজাগাপটম (Vizagapatam)—অন্ধ্র প্রদেশের একটি শহর। বর্তমান নাম বিশাখাপত্তনম্ (Vishakhapatnam).

ভিয়েনা (Vienna)—দক্ষিণ অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত ডানিয়ুব (Danube) নদীর শাখার তীরে অবস্থিত অস্ট্রিয়ার রাজধানী। লোকসংখ্যা ১৬,২৭,৫৬৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভিস্টুলা (Vistula)—পোল্যাণ্ডের নদী। সাইলেসিয়া (Silesia) হইতে উৎপন্ন হইয়া বাল্টিক সাগরে পড়িয়াছে। ৬৯৩ মাইল দীর্ঘ।

ভীমনগর—পঞ্জাবের প্রাচীন নগর। ইহাকে নগরকোট বা কাংড়াও বলা হইত। সুলতান মামুদ যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ে এখানকার দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া যান।

ভুটান—বঙ্গদেশের উত্তরে অবস্থিত অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য। ১৮৬৪ হইতে ইহা ব্রিটিশদের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। বর্তমানে পররাষ্ট্র ব্যাপারে ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ ভারত সরকারের অধীন। মঙ্গোলীয় জাতি এখানে বাস করে। ধর্মে বৌদ্ধ। আয়তন ৪৬,৬০০ বর্গ কিলোমিটার (১৮,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। রাজধানী থিম্পু। রাজা কর্তৃক শাসিত।

ভুবনেশ্বর—ওড়িশার (উড়িষ্যার) অন্তর্গত পুরী জেলার একটি শহর। রাজধানী। এখানে শিবের মন্দির আছে। ঐ মন্দির প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের একটি বিশেষ নিদর্শন। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক দুইটি পাহাড় এস্থলে বর্তমান। লোকসংখ্যা ৩৮,২১১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভুপাল—মধ্যভারতের পূর্বতন করদ রাজ্য। ১৯৪৯-এর ১লা জুন এই রাজ্যটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের জন্যও বিখ্যাত। সাঁচী স্তূপ ভূপালে অবস্থিত। ইহা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। ভুপাল শহরের লোকসংখ্যা ১,৮৫,৩৭৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea)—এই সাগর আফ্রিকা ও ইওরোপকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহার পূর্বদিকে জিব্রাল্টার প্রণালী আটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত ইহার সংযোগ সাধন করিয়াছে। ইহার উত্তরে ইওরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকা, উত্তর-পূর্বে এশিয়া। পশ্চিম হইতে পূর্বের দৈর্ঘ্য ২২০০ মাইল। সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্তার ৭০০ মাইল। জলভাগের আয়তন ৯০০,০০০। কর্সিকা, সার্দিনিয়া, সিসিলি, ক্রীট, সাইপ্রাস প্রভৃতি দ্বীপ ইহার মধ্যে অবস্থিত।

ভেনিজুয়িলা (Venezuela)—দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্র। ইহা ব্রেজিল (Brazil) রাজ্যের সন্নিহিত। কারাকাস ইহার রাজধানী। এই রাজ্যের মধ্যে আন্দিজ নামক সুবৃহৎ পর্বতমালা ৪৫০০ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। আয়তন ৯,১২,০৫০ বর্গ কিলোমিটার (৩,৫২,১৪৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৮১,৪৩,৬২৯ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

ভেনিস (Venice)—ইটালীর একটি নগর। ইহা ঠিক অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত। এই নগরটি ৮০টি দ্বীপ লইয়া গঠিত। এখানে রাস্তাঘাট বলিতে গেলে জলপথই বুঝায়; লোকে গণ্ডোলা নামক নৌকা করিয়া বাড়ি বাড়ি গমন করে। লোকসংখ্যা ৩,৩৬,১৮৪ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভেলোর—তামিলনাড়ুর উত্তর আর্কট বিভাগে অবস্থিত শহর।

ভ্যানকুভার (Vancouver)—১। উত্তর-আমেরিকার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ইহার রাজধানী ভিক্টোরিয়া ইহার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ২। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একটি বন্দর।

ভ্যালপারাইজো (Valpariso)—চিলির একটি প্রদেশ ও শহর। শহরটি

প্রশান্ত মহাসাগরের একটি সমুদ্র-বন্দর ও শিল্প-প্রধান অঞ্চল। শহরের লোকসংখ্যা ২,৫৯,২৪১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ভ্যালেন্সিয়া (Valencia)—**১**। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত স্পেনের একটি প্রদেশ। আয়তন ৪,২৩৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৪,৫১,০৩৭ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। **২**। উক্ত প্রদেশের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৫,৪৩,৭৩৬ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। **৩**। ভেনেজুয়েলার একটি শহর ও হ্রদ।

মংপু—দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত স্থান। এখানে একটি কুইনাইনের কারখানা আছে।

মক্কা—মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ও সৌদি আরবের শহর। এই স্থানে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। ইহাই ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ভূমি। লোকসংখ্যা ২,০০,০০০।

মগধ—বর্তমান বিহার অঞ্চলের দক্ষিণাংশ পূর্বকালে মগধ নামে অভিহিত হইত। মহাভারতে উক্ত আছে, মহারাজ জরাসন্ধ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। পরে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাক্কালে মগধে শিশুনাগ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। শিশুনাগবংশের পরে মগধের সিংহাসন নন্দবংশের হস্তগত হয়। দেড়শত বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের বিলোপ সাধন করিয়া মগধে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মৌর্যগণ মগধে ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পর শুঙ্গবংশ, কাণ্ববংশ ও পরে অন্ধ্রগণ এখানে রাজত্ব করে। অতঃপর গুপ্তবংশ মগধে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শিশুনাগবংশীয় অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোণের সংগমস্থলে পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি উহা মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মগরা—**১**। এই স্থানটি হুগলী জেলার অন্তর্গত। এখানকার বালি উৎকৃষ্ট। **২**। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার একটি খরস্রোতা নদী।

মঙ্গোলিয়া—মাঞ্চুরিয়ার পূর্বে অবস্থিত একটি দেশ। পূর্বে ইহা মহাচীনের মধ্যে ছিল। ইহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইহার অধিকাংশ স্থানই পর্বতপূর্ণ। বিখ্যাত গোবী মরুভূমিও এই প্রদেশের অন্তর্গত। আয়তন ১৫,৬৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৬,০৪,০৯৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১১,২০,০০০। রাজধানী উর্গা বা উলানবাটোর।

মছলিপট্টম—অন্ধ্র প্রদেশের করোমণ্ডল উপকূলস্থ একটি সামুদ্রিক বন্দর। লোকসংখ্যা ১,০৩,৪১৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মজঃফরপুর—বিহার রাজ্যের অন্তর্গত। মজঃফরপুর জেলার প্রধান শহর। এই স্থান গণ্ডকী নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,০৯,০৪৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মণিপুর—**১**। ভারতের পূর্ব সীমান্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পূর্বতন করদ রাজ্য। ১৯৪৯-এর ১৫ই অক্টোবর ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। বর্তমানে ইহা 'গ'-শ্রেণীভুক্ত চীফ কমিশনার শাসিত রাষ্ট্র। প্রায় সমগ্র রাজ্য ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত শৈলাবাস। নাগা, কুকী ইত্যাদি জাতির বাস। প্রধান লোকসংখ্যা "মেইতিস"। প্রধান ভাষা—মণিপুরী ও ইংরেজী। আয়তন ৮,৬২৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৭,৮০,০৩৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী ইম্ফল।

মণিরামপুর—এই স্থান চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত। ইহা স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান ছিল।

মন্টে কার্লো (Monte Carlo)—ভূমধ্যসাগরের তীরে মোনাকো গণতন্ত্রের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নগর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উৎকৃষ্ট আবহাওয়ার জন্য বহুলোক প্রতি বৎসর এখানে সমাগত হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ৯,৫১৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মন্টেনিগ্রো (Montenegro)—দক্ষিণ ইওরোপের একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশ। পূর্বে ইহা স্বাধীন ছিল, অধুনা জুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জেলা। রাজধানী সেটিনে (Cetinje)। আয়তন ১৩,৬৩৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪,৮৯,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

মন্ট্রিয়ল (Montreal)—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যে সেন্ট লরেন্স এবং অটোয়া নদীর সংগমস্থলে মন্ট্রিয়ল দ্বীপে অবস্থিত একটি শহর। সমগ্র কানাডা প্রদেশে ইহাই বৃহত্তম নগর। সেন্ট লরেন্স নদীর উপরে 'ভিক্টোরিয়া জুবিলী ব্রিজ' নামক ৬,৫৯২ ফুট দীর্ঘ একটি সুদৃশ্য সেতু দ্বারা ইহাকে পরপারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। লোকসংখ্যা ২১,০৯,৫০৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মথুরা—উত্তর প্রদেশের একটি নগর, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান কৃষ্ণদ্বেষী কংসের রাজধানী এবং কংসহন্তা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই হেতু মথুরা বৈষ্ণবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। লোকসংখ্যা ১,২৫,২৫৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মদনগঞ্জ—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার শীতললক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত।

মদিনা—আরবের একটি নগর। মক্কার ২৪৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমানদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হিসাবে মক্কার পরেই ইহার স্থান। লোকসংখ্যা ৫০,০০০।

মদ্র—পৌরাণিক দেশ বিশেষ। পাণ্ডুপত্নী মাদ্রী এই স্থানের রাজার কন্যা ছিলেন।

মধুপুর—বিহারের সাঁওতাল পরগনার একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

মধুমতী—বাংলাদেশের বরিশাল জেলার একটি বৃহৎ নদী।

মধ্য প্রদেশ—ভারতের 'ক'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য। হিন্দী ও মারাঠী ব্যবহৃত ভাষা। রাজধানী নাগপুর। আয়তন ১,৭১,২১৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩,২৩,৭২,৪০৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ময়নামতী—ত্রিপুরা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। উত্তম বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

ময়মনসিংহ—**১**। বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। **২**। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার প্রধান শহর। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত।

ময়ুরাক্ষী—বীরভূম জেলার একটি নদী।

মরক্কো (Morocco)—উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার সুলতান-শাসিত স্বাধীন রাজ্য। আয়তন ৪,৩০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১,৬৬,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,১৫,৯৮,০৭০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী রাবাট।

মসলিপত্তম—'মছলিপট্টম' দ্রঃ।

মস্কট—আরবের মস্কট ও ওমান রাজ্যের একটি সামুদ্রিক বন্দর ও রাজধানী। লোকসংখ্যা ৬,২০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

মস্কো (Moscow)—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। ইহা জারের আমলেও রাজধানী ছিল। মস্কভা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, ক্রেমলিন নামক বিখ্যাত সৌধ এবং জারের সুদৃশ্য প্রাসাদ বিদ্যমান। লোকসংখ্যা ৬৫,৬৭,০০০ (১৯৬৮ খ্রীঃ)।

মহম্মদপুর—বাংলাদেশের যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। এখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল।

মহাদেব পর্বতমালা—মধ্য ভারতের একটি পর্বতশ্রেণী।

মহানদী—একটি নদী। দাক্ষিণাত্যের সাতপুরা পর্বতের অমরকন্টক শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ববাহিনী হইয়া পূর্বঘাট পর্বতের একটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ওড়িশার (উড়িষ্যার) কটক শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ৫২০ মাইল।

মহানন্দা—মালদহ জেলার একটি নদী।

মহাবালেশ্বর—মহারাষ্ট্রের একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। ইহা রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফুট।

মহারাষ্ট্র—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র। রাজধানী বোম্বাই। আয়তন ১,১৮,৭১৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৯৫,৫৩,৭১৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মহাস্থানগড়—বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অন্তর্গত। পূর্বকালে এস্থানে মহারাজ পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ছিল। প্রতি বৎসর করতোয়া-স্নান উপলক্ষে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

মহিষখালি দ্বীপ—বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে আদিনাথের মন্দির প্রসিদ্ধ।

মহিষাদল—মেদিনীপুর জেলার একটি জমিদারপ্রধান স্থান।

মহীশূর (Mysore)—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। বর্তমানে এই রাজ্যের নাম হইয়াছে কর্ণাটক। রাজধানী বাঙ্গালোর। আয়তন ৭৪,২১০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,৩৫,৮৬,৭৭২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মাউরিটানিয়া (Mauritania)—পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী নৌয়াকবট। আয়তন ৪,১৯,২৩১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১১,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

মাঙ্গালোর (Mangalore)—কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্গত শহর। লোকসংখ্যা ১,৪২,৬৬৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মাড়বার—এই অঞ্চলের অপর নাম যোধপুর। রাজপুতানার পূর্বতন করদরাজ্য। এখানকার অধিবাসীদিগকে 'মাড়োয়ারী' বলে। বর্তমানে এই রাজ্য রাজস্থানের অন্তর্গত। ('যোধপুর' দ্রঃ)।

মাণিকগঞ্জ—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি মহকুমা এবং মহকুমা-সদর।

মাতলা—১। চব্বিশ পরগনার ভিতর দিয়া প্রবাহিত একটি নদী। ২। উক্ত নদীর তীরবর্তী একটি বন্দর।

মাথাভাঙ্গা—নদীয়া জেলার একটি নদী।

মাদারীপুর—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর স্টেশন।

মাদুরাই—ইহা দাক্ষিণাত্যের কাশী; মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত। এখানের মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরের ন্যায় সুন্দর মন্দির সমগ্র ভারতবর্ষে নাই। মাদুরাই শহরের লোকসংখ্যা ৪,২৪,৮১০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মাদ্রাজ—১। বর্তমান নাম তামিলনাড়ু। ভারতের 'ক'-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্য। বর্তমানে অন্ধ্র রাজ্য (১লা অক্টোবর, ১৯৫৩) এই রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছে। রঙ্গনপল্লী, পদুকোট্টাই ও সন্দুর—এই তিনটি করদ রাজ্য এই রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আয়তন ৫০,৩৩১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৩৬,৮৬,৯৫৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্, ও কানাড়ীয় এখানকার কথা ভাষা। ২। তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজধানী। ইহা ভারতের তৃতীয় নগর। লোকসংখ্যা ১৭,২৯,১৪১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মাদ্রিদ (Madrid)—১। স্পেনের একটি প্রদেশ। আয়তন ৩০৮৯ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৩,০০,৭৯১ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। ২। স্পেনের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১৯,৭৫,৫৬৬ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

মাধবপাশা—বাংলাদেশের বরিশাল জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের রাজধানী ছিল।

মান (Man, Isle of)—আইরিশ সাগরের একটি দ্বীপ। ইহা ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে প্রায় সমদূরবর্তী। আয়তন ২২৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪৮,১৫১ (১৯৬১ খ্রীঃ)। প্রধান শহর ডগলাস। পুরাতন রাজধানী ক্যাসলটাউন।

মানভূম—বিহার রাজ্যের একটি জেলা।

মানস সরোবর—তিব্বতদেশের একটি হ্রদ। হিন্দুদের পুরাণের নানাস্থানে মানস সরোবরের উল্লেখ আছে।

মান্দালয় (Mandalay)—উত্তর ব্রহ্মে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। পূর্বে ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা ১,৮২,৩৬৭ (১৯৫৫ খ্রীঃ)।

মার্সেলজ্ (Marseilles)—ফ্রান্সের একটি সামুদ্রিক বন্দর; ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৭,৮৩,৭৩৮ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

মালদহ—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত জেলা। অবিভক্ত বাংলার সময়কার ইহার ৫টি থানা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। ইহা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সদর মালদহ।

মালদিভ দ্বীপপুঞ্জ (Maldive Islands)—সিংহল দ্বীপের ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আরবসাগরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপ-সমষ্টি এবং স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী ম্যালে। আয়তন ১২২ বর্গ মাইল লোকসংখ্যা ১,০৩,৮০১ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

মালব—মধ্যভারতের একটি বিস্তীর্ণ মালভূমি প্রাচীন নাম অবন্তীদেশ। বর্তমানে ভূপাল, ইন্দোর, ধর, জাওরা, রাৎলাম, রাজগড় প্রভৃতি পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি সমেত মধ্যভারতের অধিকাংশ স্থানই মালবের অন্তর্গত। বর্তমানে রাজস্থানের অন্তর্গত।

মালয় আর্কিপেল্যাগো (Malaya Archipelago)—বঙ্গোপসাগরের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রশান্ত-মহাসাগরের সোলোমন নামক দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ৪৮০০ মাইল ব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের অন্তর্বর্তী দ্বীপসমষ্টিকে মালয় আর্কিপেল্যাগো নামে অভিহিত করা হয়। সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, দি সেলিবিস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি ও বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দ্বীপগুলি ইহার অন্তর্গত।

মালয় উপদ্বীপ (Malaya Peninsula)—এশিয়ার সর্ব-দক্ষিণাংশের যে ভূখণ্ড ক্রমশঃ সরু হইয়া চীন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে তাহাই মালয় উপদ্বীপ নামে খ্যাত। এই স্থান পর্বতময়।

মালয়েশিয়া (Malayasia)—এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী কুয়ালালামপুর। আয়তন ১,২৮,৪৩০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,০০,৭১,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

মালাক্কা (Malacca)—১। মালয়েশিয়ার একটি রাজ্য। রাজধানী মালাক্কা। আয়তন ৬৪৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,৪১,৩১৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ২। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রাকে বিচ্ছিন্নকারী প্রণালী।

মালাগাসি (Malagasy Republic)—মাদাগাস্কারের নূতন নাম। এটি একটি স্বাধীন গণতন্ত্র। রাজধানী তানানারিভো। আয়তন ২,২৮,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬৩,৫০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

মালাবার উপকূল—দুই খণ্ড দীর্ঘাকার সমতল ভূমি দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের পশ্চিমস্থ ভাগের ভূখণ্ডের দক্ষিণাংশ মালাবার উপকূল নামে খ্যাত। প্রধান বন্দর কোচিন।

মালি (Mali)—পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী বামাকো। আয়তন ৪,৬৪,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪৭,৪৫,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

মাল্টা (Malta)—সিসিলি দ্বীপের ৬০ মাইল দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্র। গোজো এবং কোমিনো দ্বীপসহ ইহার পরিমাণ-ফল ১২২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩,২৯,২৮৫ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী ভ্যালেটা।

মাসোয়া (Massawa)—লোহিতসাগরের একটি ক্ষুদ্র প্রবাল-দ্বীপ। ইরিত্রেয়ার রাজধানী। ইহা ইথিওপিয়ার উৎকৃষ্ট বন্দর ও পোতাশ্রয়। লোকসংখ্যা ১৭,১৬৯।

মাহী—মালাবার উপকূলে অবস্থিত প্রদেশ। প্রধান শহর মাহী। ইহা কেরলের অন্তর্গত।

মাহেশ—হুগলী জেলায় অবস্থিত। এখানে রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহৎ মেলা হয়।

মিউনিক (Munich)—আইজার নদীর তীরে জার্মানির শহর। ব্যাভেরিয়ার রাজধানী। লোকসংখ্যা ১,৫৭,৩০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

মিডল্‌সেক্স (Middlesex)—ইংলণ্ডে টেম্‌স্‌ নদীর উত্তরে অবস্থিত জেলা। আয়তন ২৩২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২২,৩০,০৯৩ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

মিথিলা—বর্তমান ত্রিহুত অঞ্চল পূর্বকালে মিথিলা নামে খ্যাত ছিল। এই স্থানে জনক রাজার পুরী ছিল। উত্তরকালে মিথিলা সংস্কৃতালোচনায় সমগ্র ভারতের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মির্জাপুর—উত্তর প্রদেশের একটি নগর। গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,০০,০৯৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মিলান (Milan)—ইটালীর লম্বার্দি অঞ্চলে ও লোনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগর। মিলান প্রদেশের রাজধানী। লোকসংখ্যা ১৫,৮০,৯৭৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মিশর (Egypt)—আফ্রিকার একটি দেশ। বর্তমান নাম সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র। (তাহা দ্রঃ)।

মিশিগান হ্রদ (Lake Michigan)—উত্তর আমেরিকার একটি হ্রদ; সেণ্ট লরেন্স নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। আয়তন ২৩,৯০০ বর্গ মাইল।

মিসিসিপি (Mississippi)—১। উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী। দৈর্ঘ্য ২৩৫০ মাইল। তন্মধ্যে ২ হাজার মাইল পর্যন্ত জাহাজ চলাচল করিতে পারে। ২। যুক্ত-রাষ্ট্রের রাজ্য। আয়তন ৪৭,৭১৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২১,৭৮,১০১ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী জ্যাকসন।

মীরাট—উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর। ১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত এখানে হয়। লোকসংখ্যা ২,৮৩,৯৯৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মুকডেন—একটি প্রাচীরবেষ্টিত নগর। ইহা লিয়াওনিং প্রদেশের রাজধানী এবং লিয়াও নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে এখানে মাঞ্চুবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। লোকসংখ্যা ২২,৯০,০০০ (১৯৫৩ খ্রীঃ)।

মুঙ্গের—বিহার রাজ্যের একটি জেলা ও শহর। ইহা ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। ১৯৩৪-এ ভূমিকম্পে এই স্থান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জ—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সদর স্টেশন।

মুর্শিদাবাদ—১। পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। ২। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নগর। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হইয়াছে। ইহা বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজধানী ছিল। শহরের লোকসংখ্যা ১৬,৯৯০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মুলতান—পাকিস্তানের পশ্চিম পঞ্জাবের চেনাব নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। লোকসংখ্যা ৩৫৮,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মুসৌরী—উত্তর প্রদেশের একটি বিখ্যাত পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৬,৫৮০ ফুট।

মেকং—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি নদী। তিব্বতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি দেশগুলির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চীন সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৮ শত মাইল।

মেক্সিকো (Mexico)—উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশে অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্র। পৃথিবীর পণ্য-রৌপ্যের প্রায় অর্ধাংশ এখানকার খনি হইতেই রপ্তানি হয়। আয়তন ৭,৬১,৬০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪,০২,১৩,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী মেক্সিকো সিটি।

মেঘনা—বাংলাদেশের একটি বৃহৎ নদী। আসাম প্রদেশের কংস, সুর্মা এবং বরাক প্রভৃতি কয়েকটি নদী পরস্পর মিলিত হইয়া বাংলাদেশে প্রবাহিত হইয়া চাঁদপুরের সন্নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। বাংলাদেশের ঐ সম্মিলিত পূর্বোক্ত নদীত্রয়ই মেঘনা নামে অভিহিত।

মেদিনীপুর—১। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ২। মেদিনীপুর জেলার সদর স্টেশন। মেদিনীপুর শহরের লোকসংখ্যা ৫৯,৫৩২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মেনাম—পশ্চিম থাইল্যাণ্ডের একটি নদী। দৈর্ঘ্য ৮০০ মাইল।

মেবার—অপর নাম উদয়পুর। অধুনা এই করদ রাজ্য রাজস্থানের অন্তর্গত। মেবারের রানাগণ আপনাদিগকে সূর্যবংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। ১২৫১-এ মহারাজ রাহুল পূর্ববর্তী রাওল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় রানা উপাধির প্রবর্তন করেন এবং স্বীয় বংশকে শিশোদীয় বংশ নামে অভিহিত করেন। ('উদয়পুর' দ্রঃ)।

মেলবোর্ন (Melbourne)—অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী; পোর্ট ফিলিপ উপসাগরের উপকূলে ইয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৯,০৭,৩৬৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মেসোপোটেমিয়া (Mesopotamia)—'ইরাক' দ্রঃ।

মেহের—বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

মেহেরপুর—বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত এই স্থানটি কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত।

মোজাম্বিক—পূর্ব আফ্রিকার পোর্তুগিজ উপনিবেশ। আয়তন ৩,০২,৩২৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬৫,৯২,৯৮৮ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী লোরেঙ্কো মার্কুইস্‌ (Lourenco Marques)।

মোনাকো (Monaco)—ভূমধ্যসাগরের তীরে দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। আয়তন মাত্র ৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২০,৪৪১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

মোম্বাসা (Mombasa)—আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ইহা পূর্ব-আফ্রিকার কেনিয়া রাষ্ট্রের প্রধান বন্দর। লোকসংখ্যা ১,৭৮,৪০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

মোরাদাবাদ—উত্তর-ভারতের উত্তর-প্রদেশের একটি নগর, রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

মোরেলগঞ্জ—বাংলাদেশের খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্যস্থান।

মৌলমেন—ব্রহ্মদেশে সালুয়িন নদীর তীরস্থিত একটি বন্দর। লোকসংখ্যা ১,০১,৭২০ (১৯৫৫ খ্রীঃ)।

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)—উত্তর-পশ্চিম কানাডার একটি নদী; রকী পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩৫০ মাইল।

ম্যাঞ্চেস্টার (Manchester)—ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের একটি নগর। আয়ারওয়েল (Irewell) নদীর তীরে অবস্থিত। সমগ্র পৃথিবীতে ইহাই বস্ত্রশিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। লোকসংখ্যা ৬,৬১,০৪১ (১৯৬১ খ্রীঃ)। এই নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি শহর আছে।

ম্যাডাগ্যাস্কার (Madagascar)—আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি বৃহৎ দ্বীপ। বর্তমান নাম মালাগাসি।

ম্যাসিডোনিয়া (Macedonia)—দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের একটি ভূভাগ। বর্তমানে ইহা গ্রীস ও যুগো-স্লাভিয়ার অন্তর্গত। প্রাচীনকালে ইহা গৌরবসম্পন্ন অঞ্চল ছিল। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এই অঞ্চলের লোক ছিলেন। গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডোনিয়া জেলার লোকসংখ্যা ১৮,৯০,৬৫০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

য

যবদ্বীপ—যাভা বা জাভা নামেও পরিচিত 'যাভা' দ্রঃ।

যমুনা—গঙ্গার উপনদীবিশেষ। উৎপত্তিস্থান হইতে প্রয়াগ বা এলাহাবাদ পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ৮৬০ মাইল। তেহরি-গাড়োয়াল রাজ্যের একটি পার্বত্য তুষার-স্রোত হইতে বহির্গত হইয়া ৯০ মাইল আসিবার পর শিবলিঙ্গ পর্বত অতিক্রম করিয়া এই নদী সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে ইহা বৃহৎ নদীর আকারে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া শেষে প্রয়াগ বা এলাহাবাদের নিকট আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দিল্লী, মথুরা, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি ইহার তীরে অবস্থিত।

যশল্মীর—রাজপুতানার অন্তর্গত পূর্বতন করদ রাজ্য। বর্তমানে ইহা রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্গত।

যশোহর—১। বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। মোগল আমলে এখানে রাজা প্রতাপাদিত্য বাস করিতেন; তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত যশোহর নগরের নাম হইতে এই জেলার নাম যশোহর হইয়াছে। ২। যশোহর জেলার প্রধান নগর।

যাদবপুর—২৪ পরগনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও যক্ষ্মা চিকিৎসালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যুক্তপ্রদেশ—বর্তমানে ইহার নাম উত্তর প্রদেশ।

যুক্তরাজ্য (United Kingdom of Great Britain and Ireland)—ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড,—এই কয়েকটি প্রদেশ লইয়া এই দেশটি গঠিত।

যুক্তরাষ্ট্র (United States of America)—উত্তর আমেরিকার গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র (Federal Republic). ৫১টি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। টেক্সাস সবচেয়ে বড় ও রোড্স্ দ্বীপ সবচেয়ে ছোট রাজ্য। কলম্বিয়ার শহর ওয়াশিংটন রাজধানী। আয়তন ৩৬,০৮,৭৮৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২০,১৭,৫০,০০০ (১৯৬৮ খ্রীঃ)।

যুগো-স্লাভিয়া (Yugo-slavia)—ইওরোপের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। রাজধানী বেলগ্রেড। আয়তন ২,৫৫,৮০০ বর্গ কিলোমিটার (৯৮,৭২৫ বর্গ মাইল), লোকসংখ্যা ১,৯৯,৫৮,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

যোধপুর—পূর্বতন করদ রাজ্য। বর্তমানে রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্গত বিভাগ ও শহর। যোধপুর শহরের লোকসংখ্যা ২,২৪,৭৬০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

র

রংপুর—বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা। প্রধান শহর রংপুর ঘাঘাট নদীর তীরে অবস্থিত।

রকী পর্বতমালা (Rocky Mountains)—উত্তর আমেরিকা, কানাডা ও ইউনাইটেড্ স্টেট্সের পশ্চিমে আলাস্কা হইতে মেক্সিকো পর্যন্ত বিস্তৃত।

রটার্ডাম (Rotterdam)—মাস নদীতীরে অবস্থিত হল্যাণ্ডের একটি প্রসিদ্ধ শহর। লোকসংখ্যা ৭,২৯,৮৫২ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

রণথম্ভোর (রণস্তম্ভপুর)—রাজস্থানের বিখ্যাত দুর্গ। এই দুর্গ আলাউদ্দীন খিলজী ও মোগল সম্রাট্ আকবরের দ্বারা অধিকৃত হয়।

রত্নগিরি—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি বন্দর। লোকসংখ্যা ৩১,০৯১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রাইন (The Rhine)—নদী। সুইজারল্যাণ্ডে উৎপন্ন হইয়া উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ মাইল।

রাওয়ালপিণ্ডি—১। পাকিস্তানের পঞ্জাবের একটি বিভাগ; লাহোর ও পেশোয়ারের মধ্যে অবস্থিত। ২। উক্ত বিভাগের একটি জেলা। সদর রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডি শহরের লোকসংখ্যা ৩,৪০,১৭৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রাঁচি—বিহারের একটি প্রসিদ্ধ শহর। লোকসংখ্যা ১,৪০,২৫৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রাঙ্গামাটি—বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রধান নগর। ইহা কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত।

রাজগৃহ—প্রাচীন মগধের একটি নগর। বর্তমান বিহারের অন্তর্গত পাটনার নিকট এই নগরটি অবস্থিত ছিল। ইহা এককালে শিশুনাগ-বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। মগধের রাজা বিম্বিসার এই নগরটি নির্মাণ করেন। মহাভারতে বর্ণিত মহারাজ জরাসন্ধ এখানে রাজত্ব করিতেন। তখন ইহাকে 'গিরিব্রজ' বলিত। এক্ষণে ইহা 'রাজগিরি' নামে খ্যাত। এখানে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। এই স্থানটি বৌদ্ধগণের একটি পবিত্র তীর্থ।

রাজনগর—বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। এককালে ইহা রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত ছিল।

রাজপুতানা—রাজস্থানের পূর্বের নাম।

রাজমহল—সাঁওতাল পরগনার একটি মহকুমা ও তাহার সদর। মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়ে ১৫৯২-এ ইহা বঙ্গরাজ্যের রাজধানী হয়।

রাজমাহেন্দ্রী—অন্ধ্র প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। ইহা গোদাবরী নদীর একটি দ্বীপ। লোকসংখ্যা ১,৩০,০৭০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রাজসাহী—অবিভক্ত বঙ্গের একটি বিভাগ। ইহার আয়তন ছিল ১৭,৩৫১ বর্গ মাইল। এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১০,৬৬৮,০৩৬। রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, রংপুর, বগুড়া, মালদহ ও পাবনা, এ বিভাগে এই আটটি জেলা ছিল। রাজসাহী জেলার আয়তন ছিল ২২৩০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪,২৯,০১৮। এই বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী ও পাবনা জেলা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ, জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি থানা, মালদহ জেলার পূর্বাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

রাজস্থান—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য। রাজধানী জয়পুর। আয়তন ১,৩২,০৭৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২,০১,৫৫,৬০২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রাড়িখাল—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মস্থান।

রাড়ুলী—বাংলাদেশের খুলনা জেলার একটি গ্রাম। বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান।

রাণীগঞ্জ—বর্ধমান জেলার শহর। কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ৩০,১১৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রাবী নদী—ইরাবতী। পঞ্জাবের একটি নদী, ৪৫০ মাইল দীর্ঘ। ইহা চন্দ্রভাগা বা চেনাবের উপনদী।

রামপাল—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এখানে বল্লালসেনের রাজধানী ছিল।

রামপুর—১। মধ্য-ভারতের পূর্বতন রাজ্য। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব সৈয়দ আলি মোহাম্মদ খাঁ বাহাদুর কর্তৃক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ এই রাজ্যভুক্ত ছিল। ২। উত্তর-প্রদেশের শহর। লোকসংখ্যা ১,৩৫,৪০৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রামপুরহাট—বীরভূম জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর।

রামেশ্বরম্—দ্বীপ-শহর। এই দ্বীপটি মাদুরা জেলায় অবস্থিত এবং ইহার দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। রামেশ্বরম্ শহরে একটি প্রসিদ্ধ দ্রাবিড়ী মন্দির আছে এবং ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। শহরের লোকসংখ্যা ৬,৮০১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রায়গড়—মধ্যপ্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

১৬৬৪-এ ছত্রপতি শিবাজী এখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। মধ্যপ্রদেশের রায়গড় জেলার প্রধান শহরও রায়গড়। শহরের লোকসংখ্যা ৩৬,৯৩৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

রায়পুর—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থান লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পিতৃভূমি।

রিও ডি জ্যানিরো (Rio de Janeiro)—১। ব্রেজিলের অন্তর্গত একটি রাজ্য। আয়তন ১৬,৪৪৩ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা (রাজধানী অঞ্চল বাদে)—৩৪,০২,৭২৮ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী নিটেরয়। ২। ব্রেজিলের পূর্বতন রাজধানী ও সর্ববৃহৎ শহর। লোকসংখ্যা ৩৩,০৭,১৬৩ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

রুড়কি—শহর। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সাহারাণপুর জেলায় অবস্থিত। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রসিদ্ধ।

রুমানিয়া (Rumania)—বলকান্ উপদ্বীপের স্বাধীন রাজ্য। ১৯৪৮-এর নয়া সংবিধান অনুযায়ী এই রাজ্যের নামকরণ হয় পিপ্‌লস্ ইউনিটারি অ্যাণ্ড্ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্টেট্ (People's Unitary and Independent State). ইহা অনেকটা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। গ্র্যাণ্ড ন্যাশান্যাল এসেম্‌ব্লি (Grand National Assembly) কর্তৃক ইহা শাসিত হয়। কিছু অংশ রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে। আয়তন ২,৩৭,৪২৮ বর্গ কিলোমিটার (১,১৩,৯১৮ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৯১,০৫,০৫৬ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী বুখারেস্ট।

রূপনারায়ণ নদ—ভাগীরথীর উপনদী। বর্ধমান বিভাগের এই নদ মেদিনীপুরের শিলাই নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাটোরা গ্রামের নিকট হাওড়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর এই জেলায় গেঁওখালির নিকট ইহা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

রোডেশিয়া—আফ্রিকার একটি রাজ্য। ইহা পূর্বে ব্রিটিশের অধিকারে ছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেও ব্রিটিশ সরকার তাহা মানিয়া লন নাই। আয়তন ৩,৯০,৬২২ বর্গ কিলোমিটার (১,৫০,৮২০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৪৫,৩০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী স্যালিবেরি।

রোডস্ (Rhodes)—১। গ্রীসের অধিকৃত দ্বীপ। আনাতোলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত রাজধানী রোডস্। ২। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র। আয়তন ১২১৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৮,৫৯,৪৮৮ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

রোম (Rome)—ইটালীর রাজধানী। টাইবার নদীতীরে অবস্থিত। রোমের প্রাচীন গৌরব ভুবনবিখ্যাত। এককালে এখানে যে সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই সমগ্র ইওরোপ সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। লোকসংখ্যা ২৫,১৪,১৭১ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

ল

লক্ষ্ণৌ (Lucknow)—উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। ইহা উত্তর প্রদেশের রাজধানী, গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম শহর। লোকসংখ্যা ৬,৫৫,৬৭৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

লক্ষ্ণৌতি, লখ্‌নৌতি (লক্ষ্মণাবতী)—মালদহ জেলার গৌড় নগরের পূর্ব নাম। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় গৌড় বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল।

লছমনঝোলা—উত্তর প্রদেশের ডেরাডুন জেলার একটি গ্রাম। হৃষিকেশ তীর্থে যাইবার পথে এই স্থানে একটি সংকীর্ণ সেতু পার হইয়া যাইতে হয়।

লণ্ডন (London)—ইংলণ্ড ও বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। টেম্‌স্ নদীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তীরেই ইহা অবস্থিত। টেম্‌স্ নদীর উপর দিয়া সেতু উভয় তীরস্থ লণ্ডন শহরকে সংযুক্ত করিতেছে; ইহা ছাড়া, নদীর নীচে দিয়া উভয় তীরের মধ্যে তিনটি সুড়ঙ্গ রেলপথ আছে। নগরের উত্তর তীরের পূর্ব প্রান্তকে the East End বলে। নদীর তীরে লণ্ডনের টাওয়ার দণ্ডায়মান। পশ্চিম প্রান্তকে দি ওয়েস্ট এণ্ড (the West End) বলে। টেম্‌স্ নদীর তীরে রাজপ্রাসাদ ও অভিজাতবর্গের প্রাসাদগুলি, সরকারী কার্যালয়সমূহ, পার্লামেণ্ট-ভবন ও ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি প্রভৃতি বিরাজমান। এই অংশের মধ্যভাগে ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ বিরাজিত। লণ্ডন শহর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ শহরতলী লইয়া বৃহত্তর লণ্ডন গঠিত। বৃহত্তর লণ্ডনের লোকসংখ্যা ৭৯,৪৮,২৭০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

লস অ্যাঞ্জেলিস (Los Angeles)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দর। দক্ষিণ-ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে, স্যান ফ্রান্সিস্কো (San Francisco) শহর হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৪,৭৯,০১৫ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

লাইপ্‌ৎসিগ (Leipzig) বা **লাইপ্‌জিগ**—জার্মানির একটি বাণিজ্যপ্রধান শহর। স্যাক্সনি প্রদেশে এলষ্ নদীর এক শাখার তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫,৮৮,১৩৫ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

লাইবিরিয়া—পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপকূলে স্বাধীন নিগ্রো গণতন্ত্র। আয়তন ১,১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৪৩,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১১,১০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। ইংরেজীই এখানকার প্রধান ভাষা। রাজধানী মনরোভিয়া (Monrovia)।

লাক্সেমবুর্গ (Luxembourg, Grand Dutchy of)—জার্মানি, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী রাজ্য। আয়তন ২৫৮৬ বর্গ কিলোমিটার (৯৯৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩,৩৪,৭৯০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী লাক্সেমবুর্গ।

লাট্‌ভিয়া (Latvia)—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্র। পূর্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। আয়তন ২৪,৮০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২০,৯৪,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। রাজধানী রিগা।

লাডোগা (Ladoga)—ইওরোপের বৃহত্তম হ্রদ, রাশিয়ার পূর্বে লেনিনগ্রাডের নিকটে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৭,১০০ বর্গ মাইল।

লালদিঘি—কলিকাতার বিনয় বাদল দীনেশ বাগের এক সুন্দর উদ্যানবেষ্টিত শানবাঁধান দিঘি।

লালবাগ—মুর্শিদাবাদ জেলার একটি মহকুমা। এই মহকুমায় প্রাচীন মুর্শিদাবাদ শহর অবস্থিত। তাহার পূর্ব-দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্বে মতি ঝিল। পূর্বে এখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার রমণীয় উদ্যানবাটিকা ছিল।

লালমনিরহাট—বাংলাদেশের রংপুর জেলার একটি বড় রেলওয়ে স্টেশন, দুইটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

লাস বেলা (Las Bela)—পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অন্তর্গত জেলা। আয়তন ৭,১৩২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৭৬,০০০ (১৯৫১ খ্রীঃ)।

লাহ্‌সা বা **লাসা** (Lhasa)—তিব্বতের রাজধানী। এখানে চো কং নামক পবিত্র বৌদ্ধমন্দির অবস্থিত

লাহোর (Lahore)—পাকিস্তানের পঞ্জাবের রাজধানী, ইরাবতী (Ravi) নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১২,৯৬,৪৭৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

লিঙ্কন (Lincoln)—ইংলণ্ডের পূর্বে উত্তর সাগর-তীরে অবস্থিত একটি প্রদেশ। আয়তন ২৬৬৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫,০৩,৬৭৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

লিথুয়ানিয়া (Lithuania)—ইওরোপীয় রাশিয়ার পূর্বে বাল্টিকসাগর-তীরে অবস্থিত পূর্বতন একটি স্বতন্ত্র গণতন্ত্র রাজ্য। বর্তমানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। আয়তন ৩১,৬০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৭,১৩,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। রাজধানী ভিলনিয়াস।

লিপারি দ্বীপপুঞ্জ (Lipari Islands) —ইওরোপে ইটালীর দক্ষিণে ও সিসিলি দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত আগ্নেয়পর্বতপূর্ণ (স্ট্রম্বলি—৩১৫৫ ফুট) দ্বীপপুঞ্জ ইটালীর অধীন সিসিলি দ্বীপের ম্যাসিনা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৪৫ বর্গ মাইল। লিপারি দ্বীপ ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

লিপ্‌জিগ (Leipzig)—লাইপ্‌ৎসিগ (তাহা দ্রঃ)।

লিবিয়া (Libya)—উত্তর আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্য। ইটালীর পূর্বতন উপনিবেশ। রাজধানী বেইদা। আয়তন ১৭,৫৯,৫৪০ বর্গ কিলোমিটার (৬,৭৯,৩৫৮ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৫,৬৪,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)।

লিবিয়া মরুভূমি (The Libyan Desert)—মিশর (Egypt), সুদান ও ত্রিপলির মধ্যস্থিত সাহারা মরুভূমির একটি অংশ।

লিভারপুল (Liverpool)—ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশের একটি বিখ্যাত বন্দর ও শহর, মার্সি নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৭,৪৭,৪৯০ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

লিলুয়া—হাওড়া জেলার একটি ক্ষুদ্র শহর। এখানে ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি বড় কারখানা আছে।

লিসবন—(Lisbon) পোর্তুগালের রাজধানী। টেগাস (Tagus) নদীর বিস্তীর্ণ মোহানার উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৮,১৮,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

লিস্টার (Leicester)—ইংলণ্ডের লিস্টারশায়ারের রাজধানী। সোর নদীর তীরে অবস্থিত।

লিস্টারশায়ার (Leicestershire) —ইংলণ্ডের মধ্যভাগে ডার্বিশায়ারের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি প্রদেশ। রাজধানী লিস্টার। আয়তন ৮৩২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬,৮২,১৯৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

লুধিয়ানা (Ludhiana)—ভারতের পঞ্জাবের একটি জেলা ও তাহার সদর। লোকসংখ্যা ২,৪৪,০৩২ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

লুসার্ন (Lucerne)—১। সুইজারল্যাণ্ডের একটি পার্বত্য হ্রদ, দেশের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। ২। সুইজারল্যাণ্ডের একটি জেলা (canton) ও তাহার সদর; লুসার্ন শহর হ্রদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

লেনা নদী (The Lena)—সাইবেরিয়ার একটি সুদীর্ঘ নদী, বৈকালহ্রদের পশ্চিমস্থ পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর সমুদ্রে পতিত হইতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৮০০ মাইল।

লেনিনগ্রাড (Leningrad)—পূর্বতন নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ ও পেট্রোগ্রাড। নেভা নদীর মোহানায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শহর। লোকসংখ্যা ৩৭,৫৫,০০০ (১৯৬৮ খ্রীঃ)।

লেবং (Labong)—দার্জিলিং শহরের পূর্ব-প্রান্তের শহরতলী, এখানে একটি সেনা-নিবাস ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে।

লেবানন (Lebanon)—১। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার গণতন্ত্র। আয়তন ১০,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (৩,৪০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১৭,৫০,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী বিরুট। ২। লেবানন রাজ্য ও উত্তর ইজরেলের একটি পর্বতশ্রেণী; সর্বোচ্চ শিখর ডার-এল-খাদেব (১০,০৫২ ফুট) ও তিমারুম (১০,৫৩৯ ফুট)।

লেসথো (Lesotho)—দক্ষিণ আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে নাম ছিল বাসুতোল্যাণ্ড। রাজধানী মাসেরু। আয়তন ৩০,৩৫০ বর্গ কিলোমিটার (১১,৭২০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯,৬৭,৭৬০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ল্যাঙ্কাশায়ার (Lancashire)—ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিম অংশের একটি প্রদেশ (county)। ইয়র্কশায়ার প্রদেশের পশ্চিম সীমা হইতে আইরিশ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত লিভারপুল বন্দর, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রধান শহর ম্যানচেস্টার এই কাউন্টিতে অবস্থিত। আয়তন ১৮৭৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫১,৩১,৬৪৬। রাজধানী ল্যাঙ্কাস্টার।

ল্যাঙ্কাস্টার (Lancaster)—ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার প্রদেশের রাজধানী, লিউন নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪৮,৮৮৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

ল্যাডোগা (Ladoga)—লেলিনগ্রাডের নিকটবর্তী হ্রদ। আয়তন ৭,১০০ বর্গ মাইল।

ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড (Lapland)—ইওরোপের নরওয়ে, সুইডেন ও রাশিয়ার উত্তর অংশকে বিশেষতঃ বাল্টিক সাগর ও শ্বেত সাগরের মধ্যস্থ সুইডেন দেশের উত্তর-পূর্ব অংশকে ল্যাপল্যাণ্ড বলে। ইহার অধিবাসীদের নাম ল্যাপ বা ল্যাপল্যাণ্ডার। এই স্থানটি বরফ ও তুষারময় মেরু অঞ্চল। বল্গাহরিণ ও এস্কিমো কুকুর এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান সম্পত্তি। আয়তন ১,৩০,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,০০,০০০।

ল্যাব্রাডার (Labrador)—উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের উত্তর-পূর্বস্থ একটি উপদ্বীপের মত প্রদেশ। রাজধানী ব্যাট্‌ল্‌ হারবার। আয়তন ১,১০,০০০ বর্গ মাইল।

শ

শতদ্রু (Sutlej)—সিন্ধুর প্রধান উপনদী। মানস সরোবর হইতে ইহার উৎপত্তি।

শাত-ইল-আরব—পারস্যোপসাগরের মোহানায় অবস্থিত নদী। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিজ নদী মিলিয়া এই নদী হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল।

শান্তিনিকেতন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম। ইহা বীরভূম জেলার বোলপুর নামক স্থানে অবস্থিত।

শান্তিপুর—নদীয়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এখানে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

শিকাগো (Chicago)—যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়স রাজ্যের শহর। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। লোকসংখ্যা—৩৫,৫০,২১৩ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

শিবপুর—হাওড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এখানকার বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রসিদ্ধ।

শিবসমুদ্রম্—কর্নাটক রাজ্যে অবস্থিত। এস্থানের বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র বিশেষ বিখ্যাত। এখানকার পরিবাহী লাইন একদা এশিয়ার দীর্ঘতম ছিল। বাঙ্গালোর ও কর্নাটক রাজ্যের শহরে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এখান হইতে উৎপন্ন হয়। কাবেরী নদী হইতে এই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

শিবসাগর—আসামের একটি প্রসিদ্ধ নগর।

শিয়ালকোট—পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ নগর।

শিয়ালদহ-কলিকাতা শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ইস্টার্ন রেলপথের একটি স্টেশন আছে।

শিলং—খাসিয়া পাহাড়ের উপর অবস্থিত মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৪৯৮০ ফুট। লোকসংখ্যা ১,০২,৩৯৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

শিলচর—কাছাড় জেলার প্রধান নগর। চা, রবার প্রভৃতি দ্রব্যের বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

শিলিগুড়ি—দার্জিলিং জেলার একটি মহকুমা ও শহর।

্যা—বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় অবস্থিত একটি নদী।

শেফিল্ড (Sheffield)—ইংলণ্ডের একটি শিল্পপ্রধান শহর। শীফ (Sheaf) ও ডন (Don) নদীতীরে অবস্থিত। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি ইস্পাত-দ্রব্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শোণনদ—বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার উপনদী। শোণের রেলওয়ে সেতু বিখ্যাত।

শোণপুর—বিহারের একটি শহর। হরিহরছত্রের মেলার জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্বেত সাগর (White Sea)—সোভিয়েট রাশিয়ার একটি সমুদ্র। ইহা আর্কটিক (Arctic) সাগরে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার আয়তন ৪৭,৩৪৬ বর্গ মাইল।

শ্যাম—ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্য। বর্তমানে থাইল্যাণ্ড নামে অধিক পরিচিত।

শ্রাবস্তি—উত্তর প্রদেশে অবস্থিত গণ্ডা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। ইহার আধুনিক নাম সাহেত মাহেত। এই নগরী বুদ্ধদেবের সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা সে সময়ে উত্তর কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানকার রাজা বুদ্ধদেবের জন্য এখানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন।

শ্রীনগর—ঝিলাম নদীর তীরস্থ একটি শহর। কাশ্মীরের রাজধানী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫২৬১ ফুট উচ্চে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২,৮৫,২৫৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

শ্রীনিকেতন—বোলপুরের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লী-উন্নতিবিষয়ক আশ্রম। এখানে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীপুর—বাংলাদেশের ঢাকা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল।

শ্রীরঙ্গপট্টম্—কর্ণাটকের একটি বিখ্যাত নগর। কাবেরী নদীর একটি দ্বীপের উপর ইহা অবস্থিত। এখানে হায়দর আলি ও তৎপুত্র টিপু সুলতান রাজত্ব করিতেন। এখনও এখানে তাঁহাদের সুদৃঢ় দুর্গ বর্তমান রহিয়াছে। ১৭৯৯-এর যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইলে স্যার আর্থার ওয়েলেস্‌লি এই দুর্গ অধিকার করেন।

শ্রীরামপুর—হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে পাট ও কাপড়ের কল আছে।

শ্রীহট্ট (Sylhet)—আসামের একটি জেলা ও তাহার সদর। উৎকৃষ্ট কমলালেবু ও কলি চুনের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এই জেলা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

স

সন্দ্বীপ—বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার একটি দ্বীপ। এখানে মুন্সেফী চৌকি আছে।

সপ্তগ্রাম—এই স্থানটি হুগলী জেলার অন্তর্গত। পূর্বে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। ইহা রঘুনাথ গোস্বামীর জন্মক্ষেত্র।

সমরখন্দ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজবেকিস্থানের শহর। লোকসংখ্যা ১,৯৫,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

সম্বলপুর—উড়িশা (উড়িষ্যা) রাজ্যের সম্বলপুর জেলার প্রধান নগর; মহানদীর তীরে অবস্থিত।

সর্বমঙ্গলা—বাংলাদেশের রংপুর জেলার একটি নদী।

সহ্যাদ্রি—দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বত এই নামেও খ্যাত।

সাইপ্রাস (Cyprus)—পূর্ব ভূমধ্যসাগরের একটি স্বাধীন দ্বীপরাজ্য। রাজধানী নিকোসিয়া। আয়তন ৩,৫৭২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৫,৯১,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

সাইবেরিয়া (Siberia)—উত্তর এশিয়ার একটি বিস্তৃত সোভিয়েট রাজ্য। পশ্চিমে উরল পর্বত হইতে পূর্বে ওখট্স্ক্ সাগর এবং বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন ৪,২১০,৪২০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৮২,২৮,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। এই দেশ অত্যন্ত শীতপ্রধান। নোভোসিবিরস্ক পশ্চিম সাইবেরিয়ার রাজধানী। পূর্ব সাইবেরিয়ার রাজধানী ইর্কুটাস্ক।

সাইরাকিউসা (Syracusa)—ইটালীর অন্তর্গত সিসিলির একটি শহর। লোকসংখ্যা ৯০,৩৩৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সাইলেসিয়া (Silesia)—ইওরোপে ওডার নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত রাজ্য। এই রাজ্যটি বহুবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। ১৯১৯-এ ইহা জার্মানি, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বিভক্ত হয়। ১৯৪৫-এ পূর্বের জার্মান অংশ পোল্যাণ্ডের কাছে যায়। লোকসংখ্যা ৪,৭৬৪,৫০০। চেকোশ্লোভাকিয়ার অংশ মোর‍্যাভিয়ার সঙ্গে যুক্ত। লোকসংখ্যা ২০০,০০০।

সাও পালো (Sao Paulo)—ব্রেজিলের একটি রাজ্য। আয়তন ৯৫,৪৫৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,২৯,৭৪,৬৯৯ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী সাও পালো।

সাংহাই (Shanghai)—হোয়াংহো নদীর তীরস্থ চীনদেশের বন্দর। লোকসংখ্যা ৬৯,৭৭,০০০ (১৯৫৮ খ্রীঃ)।

সাঁওতাল পরগনা—বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর বিভাগের একটি জেলা। ইহা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত। এই স্থানে বহু সাঁওতালজাতীয় লোক বাস করে।

সাখালিন (Sakhalin)—এশিয়ার পূর্ব উপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপ। দক্ষিণ জাপান কর্তৃক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদত্ত (১৯৪৫)। আয়তন প্রায় ১৩,৯৩০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৬,৫১,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

সাগরদাঁড়ি—বাংলাদেশের যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী একটি গ্রাম। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান।

সাগরদ্বীপ—ইহা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গানদীর মোহানায় অবস্থিত। প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তির সময় এই জনহীন দ্বীপে গঙ্গাসাগর স্নান উপলক্ষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সাতকানিয়া—বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে মুন্সেফী চৌকি আছে।

সাতক্ষীরা—বাংলাদেশের খুলনা জেলার একটি মহকুমা ও তাহার সদর; বাণিজ্য-প্রধান স্থান।

সাতপুরা পর্বত এই পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ-ভারতের নর্মদা এবং তাপ্তী নদীদ্বয়ের অববাহিকাকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। ইহা কাম্বে উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যভারতের মধ্যদেশ এবং সাইকাল পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

সাদাম্প্টন (Southampton)—ইংলণ্ডের একটি বাণিজ্যপ্রধান সামুদ্রিক বন্দর। লোকসংখ্যা ২,০৪,৭০৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সান্টা ক্রুজ (Santa Cruz)—**১**। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রতীরবর্তী একটি নগর। **২**। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে লুজন অঞ্চলের একটি নগরবিশেষ। **৩**। বলিভিয়া প্রদেশের একটি নগর। **৪**। আর্জেন্টাইনার প্যাটাগোনিয়ার একটি প্রদেশ ও বন্দর।

সান্তাহার—বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় অবস্থিত একটি বড় রেলওয়ের জংশন স্টেশন।

সান ফ্রান্সিস্কো (San Francisco)—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের রাজধানী। সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর। লোকসংখ্যা ৭,৪২,৮৫৫ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

সানস্যালভেডর (Sansalvador)—**১**। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বাহামা দ্বীপাবলীর অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপ। ১৪৯২-এ কলম্বস সর্বপ্রথমে এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। **২**। এল সালভেডরের রাজধানী। লোকসংখ্যা ২,৫৩,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

সামারিয়া (Samaria)—ইজরেলের প্রাচীন নগর। ইহুদীদিগের রাজধানী ছিল।

অধুনা ইহা সিবাস্তিয়া নামে একটি গ্রাম-মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

সামোয়া পশ্চিম (Western Samoa)—প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি স্বাধীন দ্বীপ রাজ্য। আয়তন ২৮৪২ বর্গ কিলোমিটার (১,০৯৭ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৩১,৩৭৯ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

সারা—বাংলাদেশের পাবনা জেলায় পদ্মার তীরবর্তী একটি গ্রাম। এখানে ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক পদ্মাবক্ষে নির্মিত সারাব্রিজ বা Hardinge Bridge পৃথিবী-মধ্যে অন্যতম বৃহৎ সেতু। উহার দৈর্ঘ্য ৫৪০০ ফুট।

সারাজেভো (Sarajevo)—যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রের বসনিয়া প্রদেশের রাজধানী; দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত নগর। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড ১৯১৪-এ এই নগরে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হওয়ায় ইওরোপখণ্ডে প্রথম মহাসমরের অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা ১,৭৬,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

সার্দিনিয়া (Sardinia)—ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ, ইটালীর অধিকারভুক্ত। রাজধানী ক্যাগ্লিয়ারী। আয়তন ৯,৩০২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৪,১৩,২৮৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সার্বিয়া (Serbia)—পূর্বে ইহা ইওরোপের একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল, অধুনা যুগো-স্লাভিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। রাজধানী বেলগ্রেড। লোকসংখ্যা ৭৫,৯৩,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

সাসারাম—এই স্থান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত। এই স্থানে দিল্লীর প্রসিদ্ধ বাদশাহ শেরশাহের সুদৃশ্য সমাধিমন্দির আছে।

সাহারা (Sahara)—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মরুভূমি, উত্তর-আফ্রিকায় অবস্থিত। মরু-মধ্যে যেখানে কূপ বা প্রস্রবণাদি আছে, সেখানে লোকজন বসতি করে এবং খর্জুরাদি বৃক্ষ জন্মে। এই সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর এবং বাণিজ্যকেন্দ্রাদিও আছে। অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা অধিকাংশই যাযাবর। সমগ্র মরুভূমির আয়তন প্রায় ৩৫ লক্ষ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ। ইহার পূর্বভাগ লিবিয়ার মরুভূমি নামে খ্যাত।

সিউড়ি—বীরভূম জেলার প্রধান নগর ও সদর।

সিংহল (Ceylon)—ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের একটি স্বাধীন দ্বীপ রাজ্য। রাজধানী কলম্বো। আয়তন ৬৫,৬১০ বর্গ কিলোমিটার (২৫,৩৫২ বর্গ মাইল), লোকসংখ্যা ১,১৫,০৪,১০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

সিকিম—ভারতের একটি রাজ্য। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত। আয়তন ৬,৯৫৫ বর্গ কিলোমিটার (২,৬৬৪ বর্গ-মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৬২,১৮৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী গ্যাংটক। লেপচা, তিব্বতীয় প্রভৃতি ইহার অধিবাসী। শাসক পরিবার তিব্বতীয় বংশজ। নেপালের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য ও তিব্বত ও ভারতের মধ্যে একটি 'বাফার রাষ্ট্র' রাখিবার উদ্দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ইহা মূলতঃ সৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারের ইহা অধীন ছিল। ১৯৫০-এ ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির ফলে রাজ্যটি সম্পূর্ণ আশ্রিত রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। সিকিমের যে কোন স্থানে ভারত সরকার সৈন্য রাখিতে পারেন। বছরে তিন লক্ষ টাকা সিকিমকে দিবারও ব্যবস্থা হয়।

সিঙ্গাপুর (Singapore)—১। ভারত মহাসাগরে প্রণালী উপনিবেশের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ৫৮১.৫ বর্গ কিলোমিটার (২২৪.৫ বর্গ মাইল)। লোক-সংখ্যা ১৮,৫৪,৫০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

সিঙ্গি—বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। বাঙ্গালা মহাভারতকার মহাকবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান।

সিন্ধুদেশ—পূর্বে ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটি বিভাগ ছিল। পরে উক্ত প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। বর্তমানে ইহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। করাচী ও খয়েরপুর বাদে আয়তন ৫০,৪৪৩ বর্গ মাইল। লোক-সংখ্যা ৪৬,১৯,০০০ (১৯৫৬ খ্রীঃ)। এখানে সুক্কুরের লয়েড বাঁধ সুবিখ্যাত।

সিন্ধুনদ (Indus)—উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। তিব্বতের মানস সরোবরের উত্তরস্থিত পার্বত্য অঞ্চল হইতে উদ্ভূত হইয়া কাশ্মীর অভিমুখে নাগা পর্বতের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদের দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল। ইহার পাঁচটি উপনদী পঞ্জাবে প্রবাহিত বলিয়া উক্ত প্রদেশ 'পঞ্জাব' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সিপ্রা—উত্তর ভারতের একটি নদী। বিন্ধ্য পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

সিবাস্তোপোল (Sebastopol)—ক্রিমিয়ার একটি সামুদ্রিক বন্দর। ইহা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের একটি প্রধান রণস্থল। লোকসংখ্যা ১,৪৮,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)।

সিমলা—ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী এবং একটি পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৭০৭৫ ফুট। লোকসংখ্যা ৪২,৫৯৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সিরাজগঞ্জ—বাংলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার সদর স্টেশন; যমুনা-নদীর তীরে অবস্থিত।

সিরিয়া (Syria)—আরব ও তুরস্কের অন্তর্বর্তী ভূমধ্যসাগরের পূর্বোপকূলবর্তী স্বাধীন দেশ। পূর্বে সিরিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৯২০-এ এক সন্ধি (Treaty of Severes) অনুযায়ী ইহা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং সিরিয়া রাজ্য ও বৃহত্তর লেবাননে বিভক্ত হয়। ফরাসীর অধীনে ১৯২০-৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত থাকে। ১৯৪১-এ সিরিয়া গণতন্ত্রী রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৪৩-এ ফরাসী সরকার সিরিয়া হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া যায়। আয়তন ১,৮৫,৬৮০ বর্গ কিলোমিটার (৭১,৭৭২ বর্গ মাইল)। রাজধানী ডামাস্কাস।

সিসিলি (Sicily)—ভূমধ্যসাগরের সর্ব-বৃহৎ দ্বীপ; ইটালীর অধিকৃত। আয়তন ৯,৯২৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৪৭,১১,৭৮৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)। বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি এটনা এই দ্বীপেই অবস্থিত।

সীডনি (Sydney)—অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ প্রদেশের রাজধানী। অস্ট্রে-লিয়ায় ইহাই বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বন্দর। লোকসংখ্যা ২১,৮১,২১১ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সীতাকুণ্ড—বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এখানে চন্দ্রনাথদেবের মন্দির বিখ্যাত।

সীতাকোট—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। এখানে সীতাদেবীর কুটির ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

সুইজারল্যাণ্ড (Switzerland)—মধ্য-ইওরোপের একটি দেশ। ২২টি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র লইয়া ইহা একটি যুক্ত গণতন্ত্র (Confe-deration). আয়তন ৪১,২৮৮ বর্গ কিলো-মিটার (১৫,৯৪১ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭১ লক্ষের উপর। রাজধানী বার্ন।

সুইডেন (Sweden)—উত্তর ইওরোপের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি স্বাধীন দেশ। আয়তন ৪,১১,৪০৬ বর্গ কিলোমিটার (১,৫৮,৮৪৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭৮,৪৩,০৮৮ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী স্টকহোলম (Stockholm)। এখানে রাজতন্ত্র বর্তমান।

সুক্কুর—পাকিস্তানে সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুনদের তীরের শহর। লয়েড বাঁধের জন্য বিখ্যাত।

সুদান (Sudan or Soudan)—পূর্বে ইহা ইংরেজ ও ফরাসী অধিকৃত অংশে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র।

সুবর্ণগ্রাম—এই স্থান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত। ইহার অপর নাম সোনার গাঁ।

সুমাত্রা (Sumatra)—ভারত মহাসাগরে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ,

ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত। আয়তন ১৬১,৬১২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৫৭, ৩৯,৩৬৩ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সুয়েজ (Suez)—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের একটি বন্দর। সুয়েজখালের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত। জাহাজ চলাচলের জন্য বিখ্যাত। লোকসংখ্যা ২,০৩,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

সুরমা—আসাম অঞ্চলের একটি নদী ও উপত্যকা এই নামে অভিহিত।

সুরাট—তাপ্তী নদীর তীরে গুজরাটের শহর। লোকসংখ্যা ২,৮৮,০২৬ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সেকেন্দ্রা—আগ্রার নিকটবর্তী স্থান। আকবরের সমাধিমন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

সেণ্ট লরেন্স (St. Lawrence)—উত্তর-আমেরিকার একটি বৃহৎ নদী; অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ২১০০ মাইল।

সেণ্ট হেলেনা (St. Helena)—দক্ষিণ-অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে ইংরেজাধিকৃত একটি দ্বীপ। আয়তন ৪৭ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,০৮,৩৪৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর—দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুদিগের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ইহা কুমারিকা এবং সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্তী প্রণালী মধ্যে পাম্বান্ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপটি মাদুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

সেনহাটি—বাংলাদেশের খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। 'সদ্ভাবশতকের' কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মস্থান।

সেনিগাল (Senegal)—**১**। পশ্চিম-আফ্রিকার একটি নদী। অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ১,০০০ মাইল দীর্ঘ। **২**। পশ্চিম আফ্রিকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ১,৯৭,১৬১ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩৫,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী ডাকার।

সেলিবিস (Celebes)—সেলিবিস বা সুলাওয়েসি (Sulawesi) পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ইন্দোনেশিয়ার একটি বৃহৎ দ্বীপ। আয়তন ৭৩,১৬০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৭০,৭৯,৩৪৯ (১৯৬১ খ্রীঃ)। প্রধান শহর মেনাডো ও মাকাসার।

সৈয়দপুর—বাংলাদেশের রংপুর জেলার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে কোম্পানির একটি কারখানা আছে।

সৈয়দ বন্দর (Port Said)—সংযুক্ত আরব গণতন্ত্রের একটি সামুদ্রিক বন্দর। সুয়েজখালের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২,৪৬,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)।

সোফিয়া (Sofia)—বুলগেরিয়ার রাজধানী; গোলেম ইস্কার নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৭,৯৮,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ দেশ ও স্বাধীন গণতন্ত্র। পৃথিবীর স্থলভাগের ⅙ অংশ। কৃষক ও শ্রমিকদের লইয়া ইহা সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। সুপ্রিম কাউন্সিলের (Supreme Council) হাতে চরম আইনগত ক্ষমতা ন্যস্ত। ইহার উপরে প্রেসিডিয়াম ('Presidium') আছে। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা আছে মন্ত্রিসভার (পূর্বের People's Commissars)। আয়তন ২২,৪০,০০,০০ বর্গ কিলোমিটার (৮৬,৫০,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২৩,৭০,০০,০০০ (১৯৬৮ খ্রীঃ)। রাজধানী মস্কো।

সোমালি (Somali Republic)—আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ৬,৩৭,৬৬০ বর্গ কিলোমিটার (২,৪৬,১৩৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২৫,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী মোগাডিশিও।

সৌদি আরব (Soudi Arabia)—আরব উপদ্বীপের একটি বিশিষ্ট রাজ্য। নেজাজ, নেজ প্রভৃতি লইয়া ইহা ১৯৩২-এ গঠিত হয়। আয়তন ২৪,০০,০০০ বর্গ কিলোমিট্যর ৯,২৭,০০০ (বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৬০,০০,০০০। রাজধানী মক্কা ও রিয়াধ।

সৌরাষ্ট্র—কাথিয়াবাড়ের ২২১টি পূর্বতন করদ রাজ্য লইয়া গঠিত রাষ্ট্র। বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

স্কটল্যাণ্ড (Scotland)—গ্রেট ব্রিটেনের উত্তরাংশ এই নামে অভিহিত। সন্নিহিত দ্বীপগুলিসহ ইহার আয়তন ২৯,৭৯৬। লোকসংখ্যা ৫১,৭৮,৪৯০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী এডিনবরা।

স্কুটারি (Scutari)—**১**। তুরস্কের বস্ফরাস প্রণালীর তীরে অবস্থিত একটি নগর। ইহা ইস্তানবুলের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত। বর্তমান নাম উস্কুডার। **২**। আল্‌বেনিয়ায় স্কুটারি হ্রদের তীরবর্তী একটি নগর। **৩**। মন্টেনিগ্রো এবং আল্‌বেনিয়ার সীমান্ত-মধ্যবর্তী একটি হ্রদ; দৈর্ঘ্য ১৯ মাইল। বর্তমান নাম স্কোড্‌রা।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (Scandinavia)—উত্তর ইওরোপের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ; নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক—এই তিনটি দেশ ইহার অন্তর্গত।

স্ট্যালিনগ্রাড (Stalingrad)—বর্তমান নাম ভলগোগ্রাড (Volgograd). সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভল্গা নদীর তীরবর্তী শহর। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। গত মহাযুদ্ধে হিটলারী সৈন্য এই শহর অবরোধ করে এবং শহরবাসী অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলে। শত্রুপক্ষ স্ট্যালিনগ্রাড দখল করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ফিরিল এই স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধ হইতে—হিটলারের পরাজয় সুনিশ্চিত হইল (১৯৪২ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)। লোকসংখ্যা ৭,২০,০০০।

স্ট্রম্বোলি (Stromboli)—লিপারি-দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি দ্বীপ, সিসিলি দ্বীপের উত্তরোপকূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপের আগ্নেয়-পর্বতের উচ্চতা ৩,০৩৮ ফুট।

স্পার্টা (Sparta)—গ্রীসের প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। এই শহর খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী হইতে ১৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিশেষ উন্নত ছিল।

স্পিট্‌স্‌বার্গেন (Spitzbergen)—মেরুমহাসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপপুঞ্জ, নোভাজেম্বলা এবং গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী। ইহা নরওয়ের অধিকারভুক্ত। আয়তন ২৪, ২৯৪।

স্পেন (Spain)—দক্ষিণ-পশ্চিম ইওরোপে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পিরেনিজ পর্বতমালা কর্তৃক ইহা ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন। ১৯৩১-এর ১৩ই এপ্রিল ইহা গণতন্ত্রে পরিণত হয়। আয়তন ১,৮৯,৮৯০। লোকসংখ্যা ৩,২২,৭৫,৪৩৪। রাজধানী মাদ্রিদ্।

স্যাণ্টো ডোমিঙ্গো (Santo Domingo)—ডোমিনিকান গণতন্ত্রের রাজধানী। লোকসংখ্যা ৫,২৯,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

স্যান মেরিনো (San Marino)—ইওরোপের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম গণতন্ত্র। অ্যাপেনাইন পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ২৩·৮। লোকসংখ্যা ১৭,০০০। রাজধানী স্যান মেরিনো। লোকসংখ্যা ২,২০০।

স্যাল্‌ভাডর (Salvador)—মধ্য-আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আয়তন ১৩,১৭৩। লোকসংখ্যা ২৮,২৪,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী সান্‌স্যাল্‌ভাডর।

হ

হং কং—চীনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দ্বীপ-বিশেষ। ইহা ব্রিটিশদের অধিকৃত স্থান। ইহার আয়তন ৩৯১। লোকসংখ্যা ৪০,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী ভিক্টোরিয়া।

হণ্ডুরাস (Honduras)—১। ক্যারিবিয়ান সাগর (Caribbean Sea) ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত মধ্য-আমেরিকার সাধারণতন্ত্র। ইহা প্রধানতঃ পর্বতময় দেশ। টেগুসিগাল্পা (Tegucigalpa) ইহার রাজধানী। আয়তন ৪৩,২২৭। লোকসংখ্যা ২১,৬৩,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। ২। ব্রিটিশ অধিকৃত হণ্ডুরাস। মধ্য-আমেরিকায় অবস্থিত ব্রিটিশদের একটি উপনিবেশ। ইহার রাজধানী বেলিজ (Belize)। আয়তন ৮,৮৬৬। লোকসংখ্যা ১,০৩,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

হনলুলু—হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি। লোকসংখ্যা ২,৯৪,১৭৯ (১৯৬০ খ্রীঃ)। পার্ল হারবার বিখ্যাত বন্দর।

হরপ্পা—পাকিস্তানের পশ্চিম পঞ্জাবের মণ্টেগোমারী জেলার অন্তর্গত স্থান। এস্থান খনন করিয়া প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ('মহেঞ্জোদারো সভ্যতা' দ্রঃ)।

হরিদ্বার—উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর জেলায় অবস্থিত একটি শহর। ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। এখানে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

হল্যাণ্ড (Holland) নেদারল্যাণ্ডস দ্রঃ।

হস্তিনাপুর—দিল্লীর নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত পৌরাণিক নগর। ইহা কুরুরাজ্যের রাজধানী ছিল।

হাইডেল্‌বের্গ (Heidelberg)—জার্মানির বাডেন (Baden) নামক প্রদেশের শহর বিশেষ। এই শহর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

হাইতি (Haiti)—'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' (West Indies) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ। পশ্চিম গোলার্ধে ইহাই একমাত্র নিগ্রো গণতন্ত্র। আয়তন ১০,২০৪। লোকসংখ্যা ৪০,০০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী পোর্ট অ প্রিন্স (Port au Prince)।

হাইফা—ইজরায়েলের শহর ও সমুদ্র-বন্দর। তৈলের পাইপ লাইনের শেষপ্রান্ত। লোকসংখ্যা ১,৯০,০০০ (১৯৫১ খ্রীঃ)।

হাওড়া—১। বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ২। হাওড়া জেলার প্রধান শহর। ইহা কলিকাতার অপর পারেই অবস্থিত।

হাওয়াই (Hawaii)—১। যুক্তরাষ্ট্রের অধীন রাজ্যবিশেষ। স্যাণ্ডউইচ (Sandwich) দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ইহা গঠিত। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৬,৪০৮। রাজধানী হনলুলু (Honolulu)। ২। হাওয়াই দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত। আয়তন ৪,০১৬।

হাঙ্গেরী (Hungary)—মধ্য-ইওরোপের একটি সাধারণতন্ত্র। ইহার পূর্বে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৯-এর ১৮ই আগস্ট এখানে সোভিয়েৎ ধরনের সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। আয়তন ৩৫,৯১২। লোকসংখ্যা ১০,১,৩৮,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ। ইহার যুগ্ম রাজধানী বুডাপেস্ট (Buda-Pest)।

হাজারিবাগ—১। বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্গত ছোটনাগপুর বিভাগের একটি জেলা। ২। হাজারিবাগ জেলার প্রধান নগর।

হাজিগঞ্জ—বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত স্থান। চাউল ও সুপারির কারবারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

হাড্‌সন (Hudson)—১। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স্ (Massachusetts) রাজ্যের অন্তর্গত শহর। ২। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক (New York) রাজ্যের একটি শহর। ৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক রাজ্যের একটি নদী। ইহা ৩৫০ মাইল দীর্ঘ।

হাতিয়া—বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ। নোয়াখালি জেলায় যতগুলি দ্বীপ অবস্থিত, তন্মধ্যে এই দ্বীপটি বেশ বড়। ইহা মেঘনা নদীর মোহানায় অবস্থিত।

হাভানা (Havana)—'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' (West Indies) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিউবা (Cuba) দ্বীপের রাজধানী। 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জের ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর।

হাম্‌বুর্গ (Hamburg)—পশ্চিম জার্মানির একটি শহর। ইহা এল্‌ব্‌ (Elbe) নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

হায়দ্রাবাদ—দাক্ষিণাত্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পূর্বতন করদ রাজ্য। সেকেন্দ্রাবাদ প্রধান শহর ও জেলা। ইহার রাজাকে 'নিজাম' বলা হইত। হায়দ্রাবাদে গোলযোগের দরুন ১৯৪৮-এ বল্লভভাই প্যাটেল ইহার বিরুদ্ধে পুলিসি অভিযান চালান এবং রাজ্যটি সামরিক শাসনকর্তা জে. এন. চৌধুরী কর্তৃক শাসিত হইতে থাকে। ১৯৪৯-এ ২৩শে নভেম্বর নিজাম এক ঘোষণা দ্বারা রাজ্যটিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেন। ইহা 'খ'-শ্রেণীভুক্ত রাজপ্রমুখ-শাসিত রাজ্য বলিয়া প্রচারিত হয়। প্রধান ভাষা—তেলেগু, মারাঠী, কানাড়ী ও উর্দু। হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া 'হায়দ্রাবাদ সিটি' নামে জেলাটি হইয়াছে। ওয়ারাঙ্গাল দ্বিতীয় শহর। ইহা বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত।

হার্টফোর্ড (Hartford)—১। যুক্তরাষ্ট্রের কনেক্টিকাট (Connecticut) রাজ্যের রাজধানী। ২। যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ান রাজ্যের রাজধানী।

হার্ভার্ড (Harvard)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিখ্যাত শহর। স্থানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

হিজল—বীরভূম জেলার একটি নদী।

হিণ্ডেনবুর্গ (Hindenburg)—জার্মানির সাইলেসিয়া নামক রাজ্যের শহর। সাইলেসিয়ার কয়লার খনির নিকটে ইহা অবস্থিত। কলকব্জা ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এ স্থান বিখ্যাত।

হিন্দুকুশ—আফগানিস্থানের উত্তরে পর্বতমালা। ইহাকে পশ্চিম হিমালয়েরই একটি শাখা বলা হয়। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ২০,০০০ ফুট।

হিমায়েতপুর—বাংলাদেশের পাবনা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সৎসঙ্গ আশ্রমের জন্য ইহা বিখ্যাত ছিল।

হিমালয়—ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যে অবস্থিত পর্বতমালা। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তিনটি—এভারেস্ট, গড্‌উইন অস্টেন (Godwin Austen) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। উহাদের উচ্চতা যথাক্রমে ২৯,০২৮; ২৮,২৫০ ও ২৮,১৪৬ ফুট। ইহা ১৫০০ মাইল দীর্ঘ।

হিলিওপলিস (Heliopolis)—লেবাননের বালবেক (Ba'albek) নামক শহরের প্রাচীন নাম।

হুগলী—বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ইহার তিনটি প্রধান শহর—চুঁচুড়া, হুগলী ও শ্রীরামপুর।

হেক্লা (Hecla)—দক্ষিণ-পশ্চিম আইস্‌ল্যাণ্ডের (Iceland) একটি আগ্নেয়গিরি। ইহার উচ্চতা ৬,১১০ ফুট।

হেগ, দি (Hague, The)—দক্ষিণ হল্যাণ্ডের (Holland) রাজধানী। ইহা নেদারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রধান কর্মস্থল। আন্তর্জাতিক বিচার আদালত। (Permanent Court of International Justice) এখানে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫,৮৬,১৮৭।

হেজাজ—সৌদি-আরবের মরুভূমিপ্রায় অঞ্চল। লোহিত সাগরের তীরে ইহা অবস্থিত। মক্কা ইহার রাজধানী। মদিনা

ইহার আর একটি বিখ্যাত শহর। আয়তন ১,৫০,০০০। লোকসংখ্যা ১০,০০,০০০।

হেতমপুর—বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার রাজপরিবার সুপরিচিত; এখানে একটি কলেজ আছে।

হেলসিঙ্কি (Helsinki)—ফিন্‌ল্যাণ্ড রাজ্যের রাজধানী। পূর্বনাম হেলসিংফোর্স।

হোয়াং-হো—চীনের নদীবিশেষ। ইহার অপর নাম পীত নদী। ('পীত নদী' দ্রঃ)।

হ্যাংকাউ (Hankow)—চীনের পূর্বতন ইংরেজ-অধিকৃত বন্দর, ইয়াং-সি নদীর মোহানা হইতে ইহা ৭০০ মাইল দূরে অবস্থিত। শিল্পপ্রধান অঞ্চল। ইহাকে ('Treaty port') বলা হইত।

হ্যানয়—ইন্দোচীনের ভিয়েটনাম নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের টংকিং প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর।

হ্যানোভার—পশ্চিম জার্মানির শিল্প ও বাণিজ্যপ্রধান শহর। লোকসংখ্যা ৫,৭১,৩০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

প্রবচন-সংগ্রহ

অ

অকাজে বউড়ী দড়,
লাউ কুটতে খরতর।

—সাধারণতঃ অন্য আনাজ কোটা অপেক্ষা লাউ কোটা অধিকতর সহজ। যে বউ খাটিতে চায় না, সে লাউ কোটার মত সহজ কাজ করার ছল খোঁজে। তাৎপর্য:—অকেজো লোককে দিয়া কোন কাজের কাজ হয় না, সে কেবল বাজে কাজ করে।

[অনুরূপ প্রবাদ: আর কাজে নয়কো দড়, লাউ কুটতে ফালা দেন।]

অকাল গেল, সুকাল এল,
পাকল কাঁটাল কোষ,
আজ বন্ধু ছেড়ে যাও
দিয়ে আমার দোষ।

—কাকের অসময়ে এক পানকৌড়ি তাহাকে মাছ খাওয়াইয়া সাহায্য করিত। পরে বনে কাঁটাল পাকিলে উহা খাইবার জন্য কাক পানকৌড়িকে এই বলিয়া দোষ দিয়া চলিয়া গেল যে, তাহাকে পচা পুকুরের মাছ খাওয়ানো হইয়াছিল. ইত্যাদি। তাৎপর্য:—অসময়ে উপকৃত হইয়া সুসময়ে তাহা অস্বীকার করা।

অকালে (আকালে) কি না খায়।
(Necessity knows no law)

—দুর্ভিক্ষের সময়ে লোক খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না। অবস্থার ফেরে লোকে অনেক সময় অসংগত কাজও করিয়া থাকে।

অকালে খেয়েছ কচু,
মনে রেখ কিছু কিছু।

—সুখের দিনে অতীতের দুঃখের দিনের কথা মনে রাখিতে হয়।

অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ—'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ' দ্রঃ।

অকালের তাল বড় মিষ্টি—যে সময়ে যে জিনিসের আশা করা যায় না, সে সময়ে সেই জিনিসটি পাইলে খুব আনন্দ হয়।

অকেজো নাপিতের বোঝা ভরা খুর—অকেজো লোক কাজের চেয়ে বাজে তোড়জোড়ই বেশী করে।

অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়—"অকাজে বউড়ী দড়…" দ্রঃ।

অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড়।—নকর্মা ব্যক্তির আহার, নিদ্রা ও রাগ বেশী।

অগুণস্য হতং রূপম্—গুণ না থাকিলে রূপের মূল্য নাই।

অগ্নি ব্যাধি ঋণ, তিনের
রেখো না চিন—
আগুন, রোগ ও ঋণের চিহ্ন রাখিতে নাই। আগুন নিভাইয়া ফেলা, রোগ নিরাময় করা ও ঋণ শোধ করিয়া ফেলা কর্তব্য।

অঘটির (বা আদেখলের) ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণটা গেল।

—যাহার কোন দিন ঘটি ছিল না, সে যদি ঘটি পায়, তাহা হইলে সে অনবরত জল খাইতে থাকে। তাৎপর্য:—যে কখন কোন জিনিস ভোগ করিতে পারে নাই, সে যদি সেই জিনিস পায়, তাহা হইলে সে সেই জিনিস অনবরত ব্যবহার করে।

অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি—অঙ্গারকে শতবার ধুইলেও তাহার মালিন্য দূর করা যায় না। তাৎপর্য:—যাহার যাহা প্রকৃতি তাহা সহজে বদলায় না।

অজগরের দাতা রাম—[অজগর আহার সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত অলস। তাহা হইতে লোকের ধারণা, অজগর নড়িতে চড়িতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। অজগর রীতিমত গতিসম্পন্ন সর্প।] অজগর

দ্রষ্টব্য:—প্রবচনগুলির তাৎপর্য বজায় রাখা হইয়াছে। আক্ষরিক অর্থ সর্বত্র রাখা হয় নাই।

সাপ নিজের অঙ্গচালনা করিয়া খাইতে পারে না। রাম বা ঈশ্বর তাহার আহার যোগান। তাৎপর্য :—নিরুপায়ের উপায় ভগবান্। অনুরূপ প্রবাদ :—"জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি"।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

—ছাগলের লড়াইয়ে, মুনিদের শ্রাদ্ধে, প্রভাতের মেঘে এবং দম্পতির পরস্পর বিবাদে প্রথমতঃ বাড়াবাড়ি হইলেও, ফল সামান্যই হয়।

অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার (Much ado about nothing)—ছাগল যুদ্ধ করিবার জন্য খুব লম্ফঝম্প করে। কিন্তু বস্তুতঃ যুদ্ধ করিতে বড় একটা অগ্রসর হয় না। তাৎপর্য :—যাহারা বেশী আস্ফালন করে তাহারা প্রায়ই কোন কাজ করিতে পারে না।

অজীর্ণে ভোজনং বিষম্—
অনভ্যাস্তা বিষং বিদ্যা বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।
অরোগে তু বিষং বৈদ্যো হ্যজীর্ণে ভোজনং বিষম্॥

—অনভ্যাস্ত বিদ্যা বিষবৎ অর্থাৎ তাহাতে কুফলই হয়; যুবতী নারী বৃদ্ধের পক্ষে বিষতুল্য; নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে বৈদ্য বিষবৎ, কারণ তিনি স্বার্থপর হইলে রোগ সৃষ্টি করিতেও পারেন; এবং ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হওয়ার পূর্বে পুনরায় ভোজন বিষবৎ ক্রিয়া করে।

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে সরে।
সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে॥

—না বুঝিয়া পাপ করিলে জ্ঞান হইলে সেই পাপপথ হইতে ফেরা যায়, কিন্তু জানিয়া-শুনিয়া পাপ করিলে সেই পাপ হইতে আর মুক্তিলাভ হয় না।

অজ্ঞানের কালে জানে না; অমানুষের কালে মানে না।—শিশু বুঝিতে পারে না বলিয়াই দোষ করে; কিন্তু মনুষ্যত্বহীন লোক দোষকে দোষ বলিয়া জানিয়াও তাহা গ্রাহ্য করে না।

অতি আশ সর্বনাশ—
বেশী আশা করিলে সর্বনাশ ঘটিতে পারে।

অতিক্ষুধা যার, হাড় কাঁটা তার—যাহার চাহিদা বেশী, সে কম পায়। অসংগত আশার ফল ভালো হয় না।

অতি চালাকের গলায় দড়ি
অতি বোকার পায়ে বেড়ি—
"অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি ইঃ (তাহা দ্রঃ)।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা—'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্' দ্রঃ।

অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই—প্রহ্লাদের পৌত্র বলি অত্যন্ত দানশীল রাজা ছিলেন। বামনরূপে আগত ভগবানকে তিনি ত্রিপাদ-ভূমি দান করিলে তাঁহার অবশিষ্ট কিছুই রহিল না। তখন তাঁহাকে পাতালে যাইতে হইল। তাৎপর্য :—কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

অতি প্রণয় যেখানে, নিত্য যাবে না সেখানে; যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীর্তি।—যেখানে বেশী আত্মীয়তা, সেখানে বেশী মাখামাখি করিতে নাই; করিলে কলহ ও বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর; অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।—অনেক সময় যে গুণবান্ বা যোগ্য তাহার পক্ষে যথোপযুক্ত স্থান পাওয়া শক্ত হইয়া উঠে। অনন্যসাধারণ ব্যক্তির যোগ্য বস্তু পাওয়ার সুবিধা সব সময়ে ঘটিয়া ওঠে না।

অতি বড় সোদর, তিন দিন করবে আদর—যতই আত্মীয়তা থাক, গলগ্রহ হইয়া থাকিলে বেশী দিন আদর পাওয়া যাইবে না।

অতি বাড় বেড় নাকো ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে। অতি ছোট হয়ো নাকো ছাগলে মুড়াবে। (Observe the golden mean)—গাছ বেশী বড় হইলে ঝড়ে ভাঙ্গিবে। আবার নিতান্ত ছোট গাছ ছাগলে খাইয়া ফেলিবে। তাৎপর্য :—বেশী অহংকার বা বেশী বিনয়—কোনটাই ভালো নয়; মাঝামাঝি পথই সবচেয়ে ভালো।

অতি বুদ্ধির গলায় (বা হাতে) দড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি—অনেক লোক বেশী চালাকি করিতে গিয়া ঠকিয়া মরে। পক্ষান্তরে অত্যন্ত বোকা হওয়াও বিপজ্জনক। মাঝামাঝি বুদ্ধিই সংসারের উপযোগী।

অতি বুদ্ধির হা ভাত—যে লোক অতিমাত্রায় চালাকি করিতে যায়, তাহার ভাগ্যে ভাত জুটে না অর্থাৎ দুরবস্থার সীমা থাকে না।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—"অন্তরে এত খলতা, মুখে তোর অতি শীলতা, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ"—দাশু রায়। তাৎপর্য :—বেশী ভালমানুষি দেখাইলে প্রায়ই সে লোক সত্যকার ভালো হয় না। অসঙ্গত ভক্তি বা আনুগত্য স্বভাবতঃ সন্দেহজনক।

অতিমন্থনে বিষ ওঠে—ভাল কাজেরও বাড়াবাড়ি করিলে ফল খারাপ হয়।

অতি মেঘে অনাবৃষ্টি—বেশী আড়ম্বর করিলে কোন কাজ হয় না।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট—এক তাঁতী শিবের নিকট বর চাহিয়াছিল, তাহার চারিটি হাত ও দুটি মাথা হোক। বর পাইয়া ফিরিবার পথে লোকে তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া মারিয়া ফেলে। তাৎপর্য :—আপন শক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে অনর্থ হয়। বেশী লোভ করিতে গেলে সবকিছুই হারাইবার সম্ভাবনা।

অতি সাধ অতি বিষাদ—বেশী আশা যেখানে সেখানেই বেশী দুঃখ।

অদন্তের দাঁত হল, কামড় খেতে প্রাণটা গেল—যে শিশুর সবেমাত্র দাঁত উঠিয়াছে, তাহার নিকটে কিছু লইয়া গেলেই সে তাহাতে কামড় দিয়া বসে। তাৎপর্য :—কেহ কোন নূতন দ্রব্য পাইলে তাহার অত্যধিক ব্যবহার করে। অন্য অর্থ :—নীচ ব্যক্তির হঠাৎ কর্তৃত্ব দুঃখদায়ক।

অদন্তের হাসি, দেখতে (বা বড়) ভালবাসি—যাহার দাঁত উঠে নাই অর্থাৎ যে নিতান্ত শিশু, তাহার হাসি বড় মিষ্ট। শিশুর সবই মনোহর।

অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচকচ করে তাতে, পড়ল বীচি বুড়োর পাতে—গরিব বৃদ্ধ গৃহস্থের বহু চেষ্টায় মাত্র করলা ভাতে জুটল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে করলা ভাতের অন্য অংশ দন্তহীন বৃদ্ধের পাতে না পড়িয়া বীচি পড়ায় তাহার আহার করা হইল না। তাৎপর্য :—অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইলে কিছুতেই সুখ মিলে না। অনুরূপ প্রবাদ—"অদৃষ্টে করলা ভাজা, বীচি খস খস। কচু থেকে লতা ভাল খায় কস কস।"

অদৃষ্টের (কপালের) কিল পুঁতেও কিলোয়—বরাত খারাপ হইলে অতি আপনজনও বিরূপ হয়।

অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল—যাহা বরাতে আছে, তাহা হইবেই।

অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ—
মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকং দিনং যাতি অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥
শব্দাংশে দ্রঃ।

অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া—এক শূকর বনে হঠাৎ এক সিংহের সম্মুখে পড়িলে সে মুখে সাহস দেখাইয়া ধৈর্য ধরিয়া বলে—
সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্বং পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

অর্থাৎ আমি ইতঃপূর্বে সাতটি সিংহ, পাঁচটি বাঘ আর তিনটি হাতিকে পরাজিত করিয়াছি। আজ তোমার সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, দেবতারা দেখিবেন।

তাৎপর্য :—বিপদের কালে ধৈর্যধারণ

করিয়া শক্তির অভাব সাহস দ্বারা পূরণ করিয়া লওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

অধিক খেতে করে আশা,
তার নাম বুদ্ধিনাশা।
—অতি লোভ বোকামির পরিচয়।

অধিকং তু ন দোষায়—ভাল কাজ বেশী হইলে তাহাতে দোষ নাই।

অধিক (অনেক) সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (Too many cooks spoil the broth)—গাজনের সময়ে অনেক সন্ন্যাসী যদি একত্র হয়, তাহা হইলে কলহ উপস্থিত হয়। ফলে গাজন নষ্ট হয়। তাৎপর্য:—এককালে অনেকেই কর্তা সাজিলে কাজ নষ্ট হয়।

অনটনের দুনো ব্যয়—যেখানে অভাব, সেখানে খরচও বেশী।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়-চড় করে—যাহার যে কাজে অভ্যাস নাই, সে সেই কাজ করিতে অসুবিধা বোধ করে।

অনাথের দৈব সখা—দুঃখীর সহায় ভগবান্। কেহই অসহায় নয়।

অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই—গায়ে পড়া কাজের শেষ-রক্ষা কঠিন।

অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে,
পাপে মজে ধর্ম।
কোটালে গৃহস্থ মজে,
আলস্যে মজে কর্ম॥
—একের পাপে বহুর কষ্ট।

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ—স্ত্রীলোকের সপত্নী সবচেয়ে বড় শত্রু এবং (স্বামী ও) পুত্রই সবচেয়ে বড় অবলম্বন। সেই পুত্রও সতীনের বাপ অর্থাৎ সতীনের চেয়ে অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া দাঁড়াইলে বহুকালের পাপের ফলই বুঝায়। তাৎপর্য:—যেখানে সুখশান্তির আশা করা যায়, সেখান হইতেও দুঃখ লাভ ঘটে।

অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও—পরিমিত ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। আর দীর্ঘায়ু হইলে বহুদিন ধরিয়া খাওয়া যায়। অপরিমিত ভোজনে অল্পায়ু হয়।

অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি—যেখানে তোড়জোড় বেশী, সেখানে আসল কাজ কম হয়।

অনেক (অগাধ) জলের মাছ—'গভীর জলের মাছ' দ্রঃ।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' দ্রঃ।

অন্ধকারে ঢেলা মারা বা ঢিল ছোড়া—আন্দাজে কিছু করা।

অন্ধকারে লাউ কোটা—অতি সোজা কাজ করা অথবা চুপেচাপে কাজ হাসিল করা।

অন্ধ জাগো, না, কিবা রাত্রি কিবা দিন—অন্ধের পক্ষে কি ঘুমে কি জাগরণে রাত্রিদিন সমান। যাহার দুইই সমান তাহার করিবার কিছুই নাই।

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন—'অন্ধ জাগো' ইত্যাদি দ্রঃ।

অন্ধের নড়ি, কৃপণের কড়ি—দুইই অতি যত্নের।

অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ—অর্থাভাবে কোন বিদ্যা বা গুণই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে না।

অন্নচিন্তা চমৎকারা কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা—অন্নচিন্তা করিলে কালিদাসের মত অত বড় পণ্ডিতেরও বুদ্ধি ঠিক থাকে না। তাৎপর্য:—অভাব থাকিলে বুদ্ধিশুদ্ধি সবই লোপ পায়।

অন্নচিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নাই জীয়ন্তে মরা—যাহার ভাতের চিন্তা থাকে সে বাঁচিয়া থাকিলেও মরার মত কাটায়।

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি—ভাল চাউলের ভাতে ঘি দিলে তাহা খাইতে ভাল লাগে। ভাল পাত্রের সহিত মেয়ের বিবাহ দিলে তবেই সে মেয়ে সুখী হয়। তাৎপর্য:—যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের সংযোগই সুপকর।

অন্ন নাই যার ঘরে, তার মানে কি বা করে—যে খাইতে পায় না, তাহার আবার মান-অপমান কিসের? অর্থেই সম্মান।

অন্নবল নেই, অগ্নিবল আছে—ভাত যোগাড় হয় না অথচ ক্ষুধার বাড়াবাড়ি আছে। তুঃ—নেই ঘরের খাই বেশী।

অন্ন বিনা চর্ম দড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি।—অভাবের তাড়নায় দারুণ কষ্ট পাইতে হয়।

অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা, এক দিনে লাগে তালা—ভাত বা খাদ্যের অভাবে সহজেই দুর্বল হইয়া পড়িতে হয়।

অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি—সকলে ঠকিতে পারে, কিন্তু আমাকে ঠকান সহজ নয় (বিদ্যাসুন্দর কাব্যের হীরা মালিনীর উক্তি)।—মুদী চিনির বদলে ভুরা (অর্থাৎ নিকৃষ্ট গুড়) দিয়া লোককে ঠকায়, কিন্তু আমি চিনিতে পারি বলিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না।

অন্যে পরে কা কথা—যাহার দুরবস্থার কথা কেহ ভাবিতে পারে নাই, তাহারই যখন দুরবস্থা হইল, তখন অন্য যত সাধারণ লোকের কথা বেশী কি? পূর্ণ শ্লোকটি এই—
জাতঃ সূর্যকুলে পিতা দশরথঃ
ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ।
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো
লক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ
বিষ্ণুঃ স্বয়ং।
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে
পরে কা কথা॥

অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে—যে অপব্যয় বা বৃথা অর্থ নষ্ট করে, সে শীঘ্রই দরিদ্র হইয়া পড়ে।

অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—
ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরেঽপরং বা কিং ভবিষ্যতি॥
—একটি মৃতব্যক্তির কপালের হাড় দেখিয়া এক গণক এইরূপে ইহার অদৃষ্ট গণনা করিয়াছিলেন। ভোজন যেখানে সেখানে, শয়ন হাটের চালায়, মৃত্যু গো-ভাগাড়ে, আর কি বা হইবে?—দুর্গতি চরমে উঠিলে এই কথা বলা হয়।

অবলার মুখে বল—স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথায় আঁটা শক্ত।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—সর্বত্র একই নীতি অবলম্বন করা যায় না। আগে অবস্থা ভাল করিয়া জানিয়া তবে প্রয়োজনমত কার্য করিতে হয়।

অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—কাল মন্দা পড়িলে নির্গুণেরই আদর হয়।

অবাক্ কল্লি ভবি (রাধা), অম্বলে দিলি আদা—অম্বলে আদা দিলে অম্বল নষ্ট হয়। তাৎপর্য:—যাহা কর্তব্য নয়, তাহা করিয়া কোন কার্য পণ্ড করা।

অবাক্ ক'ল্লে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে।—যে স্থলে অল্প আশার পূরণ হয় না, সে স্থলে অধিক আশা নিষ্ফল।

অবুঝে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে।—যে বুঝিতে চায় না, তাহাকে বুঝান নিষ্ফল। ঢেঁকিকে যতই বুঝাও, সে কিছুতেই ধান ভানা ছাড়িতে পারিবে না। তাৎপর্য:—যে যে-পথে চলিতে অভ্যস্ত, সে সে-পথে চলিবেই।

অবোধারে মারে বোধায়, বোধারে মারে খোদায়—চালাক লোক বোকাকে ঠকাইয়া বাহাদুরী করে, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারে চালাক লোক উহার প্রতিফল পায়।

অবোধের (পাগলের) গোবধে আনন্দ—বুদ্ধিহীন লোক খারাপ কাজ করিয়া আনন্দ পায়।

অবোলা বলে বড়, অফলা ফলে দড়—সহজে যে কথা বলে না, সে কথা বলিতে আরম্ভ করিলে বেশী বলে। যে গাছে সহজে ফল ধরে না, সে গাছে যখন ফল ধরে, তখন বহুসংখ্যক ফল হয়। তাৎপর্য :—আপাতদৃষ্টিতে কাহারও ভালমন্দ বুঝিতে পারা যায় না।

অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোঁটা—অকর্মণ্য লোকের চাল বেশী।

অভক্ষ্যা বরষা কাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল। শোন্‌রে হরিণী তোরে কই, সময় গুণে সবই সই।—বর্ষাকালে বাঘ খাইতে না পাইয়া শক্তিহীন। সেই সময় হরিণী বাঘের গাল চাটিতেছে। তাৎপর্য :—সময় মন্দ পড়িলে অনেক সময়ে সবলকে দুর্বলের অপমান সহ্য করিতে হয়।

অভাগা চোর যে বাড়ি যায়, হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।—তাৎপর্য :—যাহার অদৃষ্ট খারাপ তাহার সব আশাই ব্যর্থ হয়।

অভাগা যদ্যপি (যেদিকে) চায়, সাগর শুকায়ে যায়—সাগর শুকানো অসম্ভব ; কিন্তু অভাগা সাগরের কাছে গেলে সাগরও শুকাইয়া যায়। তাৎপর্য :—যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার সব আশাই ব্যর্থ হয়।

অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের মাগ মরে—যাহার ঘোড়া মরে, সে অভাগা ; কারণ সে ঘোড়া হইতে যে লাভ করিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হয় ; কিন্তু যাহার স্ত্রী মারা যায়, সে ভাগ্যবান্ ; কারণ সে পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বউ ও যৌতুকাদি লাভ করে। তাৎপর্য :—অদৃষ্ট অনুযায়ী মানুষের শুভ-অশুভ ফল লাভ হয়।

অভাগার নাই যম বা অভাগার যমও নাই—দুঃখী সহজে মরে না।

অভাগিনীর দুটো (দুই) পুত, একটা দানা একটা ভূত—যে স্ত্রীলোকের ভাগ্য মন্দ, তাহার পুত্রসুখও নাই। দুইটি পুত্রই মন্দ। তাৎপর্য :—যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার কোন রকমে সুখ হয় না।

অভাবে স্বভাব নষ্ট—অভাবে স্বভাব খারাপ হইয়া যায়। অভাবে পড়িলে মানুষ অনেক খারাপ কাজ করিতে বাধ্য হয়।

অভাবে স্বভাব নষ্ট মুখ নষ্ট বরণে।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট স্ত্রী নষ্ট মারণে॥
[বরণে=ব্রণে ; মারণে=মারধর করিলে]।

অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়—অভ্যাস করিলে সকলই সহ্য হয়।

অমাবস্যার প্রদীপ টিপ টিপ করে—চারিদিকে অমাবস্যার মত ঘোর অন্ধকারে একটি প্রদীপের আলো অতি সামান্যই কার্যকরী হয়। তাৎপর্য :—মহাবিপদের সময়ে সামান্য একটু সান্ত্বনা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

অমৃতং বালভাষিতম্—বালকের কথা প্রয়োজনে না লাগিলেও শুনিতে ভাল লাগে।

অমৃত বা কি পদার্থ, খেয়ে দেখি না জল (Distance lends enchantment to the view)—কল্পনায় অনেক জিনিস মনে হয় অতি সুন্দর, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা বাস্তবে তত সুন্দর নয়।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্—

ইতরপাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

—অন্য দুঃখ যত বেশী হউক, সহ্য করা যায় ; কিন্তু অরসিকের নিকট রস নিবেদন করিতে বাধা হওয়া অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই ; কারণ সে তাহার মূল্য বুঝে না। তাৎপর্য :—মূল্যবান্ কার্য বা কথার উপযুক্ত সমঝদার না পাওয়া গেলে বড়ই দুঃখ হয়।

অরগুণ নেই বরগুণ (ছারগুণ) আছে—অরগুণ অর্থাৎ ভিতরে কোনও গুণ নাই, কেবল বরগুণ বা বাহিরের গুণ আছে। বাহিরের সৌন্দর্য আছে, কিন্তু অন্তরে কোনও গুণ নাই। অথবা—অর্ (হর) গুণ=মহাদেবের গুণ অর্থাৎ জগতের মঙ্গল করার শক্তি নাই, কিন্তু দৈত্যদিগকে বর দিয়া জগতের অনিষ্ট করার শক্তি আছে। তাৎপর্য :—ভাল করিতে পারে না, মন্দ করিতে পটু।

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী মোর কেমন করে রাঁধে॥

—আনাড়ী লোকের হাতে পড়িলে ভাল জিনিসও খারাপ হয়।

অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল, বর্ষার ছাতি, ভট্‌চায্যির পাঁতি (পুঁথি)—অতি প্রয়োজনীয় বস্তু।

অর্থই অনর্থের মূল—(Money is the root of all evils)—অর্থ হইতেই যত গোলমালের সৃষ্টি।

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ—

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলিলেন, অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥

—মানুষ অর্থের বশ কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। ইহা অতি সত্য কথা। এই হেতুই আমি কৌরবদের অর্থে বশীভূত হইয়া তুমি ধর্মপরায়ণ হইলেও তোমার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারি না। তাৎপর্য :—অর্থ মানুষের বিবেক ও জ্ঞান নষ্ট করে।

অলকাতিলকা সার—বাহিরের ভড়ং আছে কিন্তু অন্তরের ভক্তি নাই। [অলকাতিলকা=কেশবিন্যাস ও তিলকাদির দ্বারা অঙ্গরাগ]।

অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষিদে—যে অতি দুর্ভাগা ও দরিদ্র, তাহারই ক্ষুধা বেশী হয়।

অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশী, কাঙালের ক্ষুধা বেশী—লক্ষ্মীছাড়ার ঘুম বেশী, দরিদ্রের ক্ষুধা প্রবল।

অলাভের বাণিজ্য, কচকচি সার—কিছু লাভের আশা নাই, কেবল ঝগড়াঝাটি ও গোলমাল।

অল্প জলের পুঁটি মাছ ফর ফর করে—বিদ্যাহীন লোকই বিদ্যার আড়ম্বর বেশী করিয়া থাকে।

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী (A little learning is a dangerous thing)—সামান্য বিদ্যা অত্যন্ত ভয়ংকর। যাহার বিদ্যা অল্প, সে বিদ্যার বড়াই করিয়া বেড়ায় ও নিজে বিদ্বান্ বলিয়া জাহির করিবার জন্য না বুঝিয়া অনেক অকাজ কুকাজ করে।

অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, বেশী বৃষ্টিতে সাদা হয়—শোকের সময় অল্প কাঁদিলে শোক বাড়িয়া যায়, কিন্তু বেশী কাঁদিলে মন পরিষ্কার হইয়া যায় ; মনের মধ্যে কোন শোকজনিত গ্লানি থাকে না।

অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর—সামান্য শোকে লোকে বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে কিন্তু বেশী শোক পাইলে দুঃখ এত বেশী হয় যে, লোকে জড়ের মত হইয়া যায় ; সে কথা পর্যন্ত বলিতে পারে না।

অল্পানামপি বস্তুনাং
সংহতিঃ কার্যসাধিকা।
ক্ষুদ্রবস্তুরও সমষ্টি মহৎ কার্য সাধন করিতে পারে। একতাই বল।

অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া—সংসারের যাহা ভাল ও খাঁটি, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি মরিয়াছে, ইহাই অর্থ। কিন্তু দ্রোণাচার্য বুঝিয়াছিলেন,

তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাই মারা গিয়াছে। তাৎপর্য :—সত্য বলার নাম করিয়া মিথ্যা বলা।

অসারে জল সার—অন্য কোন উপায় না থাকিলে সামান্য উপায়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

অসারের তর্জনগর্জন সার (Empty vessel sounds much)—যে লোক বেশী আস্ফালন করে, সে লোক কোনও কাজের নয়।

অস্থানে তুলসী, অপাত্রে রূপসী—অনেক সময় যোগ্যতা অনুসারে স্থান পাওয়া যায় না।

অস্থিত পঞ্চে পড়া—অস্থিত বলিতে অস্থিত পঞ্চম নামক পাটীগণিতের অঙ্ক বিশেষকে বুঝায়। তাৎপর্য :—সংকটে বা কঠিন সমস্যায় পড়া।

অহংকারে গদগদ, ভূমিতে না পড়ে পদ—অত্যধিক অহংকার প্রকাশ করা।

আ

আউলে বাঘ জালে পড়ে—যাহারা মন স্থির করিয়া কাজ করিতে পারে না, তাহাদের প্রতি পদে বিপদ্। [আউলে=অস্থির]।

আঁটুনি কসুনি সার—কেবলমাত্র আড়ম্বর, কাজে কিছুই নয়।

আঁত পাওয়া ভার—মনের ভাব বোঝা শক্ত।

আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ—যেমন চেহারা তেমনি বুদ্ধি। সাধারণতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি স্থূল হইলে এইরূপ বলা হয়।

আকালে কিনা খায়; পাগলে কিনা কয়—দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকে যাহা পায় তাহাই খায়; পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যায়। তাৎপর্য :—বুদ্ধিহীন লোকের কথার কোন মূল্য নাই।

আকালের ভাত যুগের খোঁটা—অসময়ে দুইটি খাইতে দিয়া চিরকাল ধরিয়া খোঁটা দেওয়া। তাৎপর্য :—অসময়ে উপকার করিয়া চিরজীবন ধরিয়া সেই কথার উল্লেখ করা।

আকাশ পাতাল তফাত—অত্যন্ত পার্থক্য। তুঃ—আশমান জমীন ফারাক।

আকাশ (আকাশের চাঁদ) হাতে পাওয়া—অপ্রত্যাশিত প্রিয় বস্তু বা বিষয় লাভ করা।

আকাশে থুতু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে—উপর দিকে থুতু ফেলিলে তাহা নিজের গায়েই পড়ে। তাৎপর্য :—মহৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিন্দা করিলে নিজেকেই ছোট করা হয়।

আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা—দুরাশার বশে অপ্রাপ্য বস্তু পাওয়ার চেষ্টা করা।

আগ নাংলা (নাঙ্গলে) যেদিকে যায়, পাছু নাংলা (নাঙ্গলে) সে দিকে ধায়—জমি চাষ দিবার সময় একজন যেদিকে লাঙ্গল দিয়া চষিতে চষিতে যাইতেছে, অন্য জনেও সেইদিকেই লাঙ্গল লইয়া চষিতে চষিতে যায়। অন্ধের অন্ধ অনুকরণ করা।

আগাছার বড় বাড়—আগাছাই তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে। তাৎপর্য :—যে জিনিসের দরকার নাই, সেই জিনিসই বেশী দেখা যায়।

আগুন চাপা থাকবার নয়—গুণ বা পাপ কখনও চাপা থাকে না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

আগুন নিয়ে খেলা—যাহাতে বিপদ্ ঘটিতে পারে বা যে ইচ্ছা করিলে অনিষ্ট করিতে পারে তাহাকে লইয়া হেলাফেলা করা।

আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয়—নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ হয় না, সুখের সহিত দুঃখও ভোগ করিতে হয়।

আগুনের কাছে ঘি—ঘি যদি আগুনের নিকটে থাকে, তাহা হইলে উহা গলিয়া যায়। তাৎপর্য :—প্রলোভনের বস্তুর নিকট থাকিলে মন আপনা হইতেই প্রলুব্ধ হয়।

আগু লাথ, পিছু বাত—আগে মারিয়া বাধ্য করা, পরে কথা বলা।

আগে আপন সামাল কর, শেষে পরকে গিয়ে ধর (Physician, heal thyself)—অপরের দোষ ধরিতে যাইবার পূর্বে আপনার দোষ সংশোধন করিতে হয়।

আগে গেলেও নির্বংশের বেটা, পিছে গেলেও নির্বংশের বেটা।—আগাইলেও মন্দ, পিছাইলেও মন্দ। যখন কোন কাজ করিয়া কোনপ্রকারে কাহারও সন্তোষলাভ করা যায় না, তখন এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

আগে গেলে বাঘে খায়, পাছে গেলে সোনা পায়।—অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রণী হওয়া সংগত নয়; কারণ, উহাতে বিপদের আশঙ্কা থাকে। ঐরূপ কার্যে পূর্বগামী জনের কার্যের ফলাফল বিচার করিয়া অগ্রসর হইলে সুফললাভের আশা থাকে।

আগে তিতা, শেষে মিঠা—প্রথমে অপ্রিয় হইলেও যাহা পরিণামে কল্যাণজনক সেইরূপ কাজ করা উচিত।

আগে দর্শনডারি (বা ডালি) পিছে গুণ বিচারি।—লোকে প্রথমে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, পরে গুণের বিচার করে।

আগে দুঃখ পরে সুখ—দুঃখ না করিলে সুখলাভ হয় না।

আগে দেও কড়ি, পিছে দিব বড়ি—অনুরূপ প্রবাদ—"ফেল কড়ি মাখ তেল" (তাহা দ্রঃ)।

আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি—জিনিস বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে দাম দিবে। বিচার করিয়া না কিনিলে ঠকিতে হয়।

আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে, পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঝোরে।—যখন যৌবনের তেজ থাকে, তখন লোকে কাহারও পরামর্শ না শুনিয়া নিজের ইচ্ছামত কাজ করে। ইহার ফলে তাহাকে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হয়।

আগে ভাল ছিল জেলে জালদড়া বুনে কি কাজ করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে।—যাহার যে কাজ, তাহার পক্ষে সেই কাজ করাই মঙ্গল; নতুবা কষ্ট পাইতে হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"থাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে এঁড়ে গরু কিনে।"

আগে হাতে দিয়ে খোলা, এখন হলে মনভোলা—আগে সর্বনাশ করিয়া এখন ভালমানুষটি সাজিয়াছ। [হাতে খোলা দেওয়া=সর্বস্বান্ত করা]।

আচারে বাড়া, বিচারে এড়া—বহুদিনের চলিত রীতির যাহাতে একটুও গোলমাল না হয় সেই জন্য সর্বদাই খুব সতর্ক, অথচ বিচার করিয়া দেখে না উহা ভাল কি মন্দ।

আছে গরু, না বয় হাল, তার দুঃখ সর্বকাল—উপযুক্ত আপনজন থাকিলেও যদি তাহাকে দিয়া কোন কাজ না হয়, তবে এরূপ লোক থাকা আর না থাকা সমান; তাহাতে কোনদিনই দুঃখ ঘোচে না।

আছে, নিয়ে বিচার—নিজের হাতে যাহা আছে তাহা দিয়াই কাজ চালাইতে হয়।

আজ আমীর, কাল ফকির—মানুষের অবস্থা সর্বদা সমান যায় না। কখনও ভাল, কখনও খারাপ হয়।

আজ মরলে কাল দু'দিন হবে—মানুষ মারা গেলে তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার জন্য শোকপ্রকাশ করে বটে, কিন্তু যত দিন যায় ততই শোক কমিয়া আসে।

আটে-পিটে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়—যথেষ্ট চটপটে না হইলে ঘোড়ার উপর চড়িতে যাওয়া অনুচিত। তাৎপর্য :—কোনও কার্য করিবার যোগ্য না হইলে, সেই কার্য করিতে যাওয়া উচিত নয়।

আঁটাআঁটি হলেই লাঠালাঠি—অত্যধিক মিশামিশিতে পরে শত্রুতা হয়।

আঠার মাসে বছর—কেহ কিছু করিতে বেশী সময় নিলে এই বাক্যটির প্রয়োগ হয়।

আড়াই আঙ্গুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি—আড়াই আঙ্গুল দড়ি দিয়া সমস্ত পৃথিবী বেষ্টন করা যায় না। তাৎপর্য :—সামান্য উপায় দ্বারা বড় কাজ করিতে যাওয়া মূর্খতা।

আড়াই কড়ার কাম্মুন্দি, হাজার কাকের গোল—সামান্য জিনিস অথচ প্রার্থী অনেক।

আড়ে হাতে লাগা—আপ্রাণ চেষ্টা করা। কাহারও শত্রুতা করিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করাও বুঝায়।

আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর—এটা ওটা চুরি করিতে করিতেই পাকা চোর হয়। তাৎপর্য :—সামান্য মন্দ কাজ করিতে করিতে লোক মন্দ কাজে এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, শেষে সে গুরুতর দুষ্কার্য করিয়া থাকে।

আতুরে নিয়মো নাস্তি—পীড়িত লোকের পক্ষে নিয়ম ভঙ্গ অন্যায় নহে। তাৎপর্য :—প্রয়োজনের সময় ভাল মন্দ বিচার করিতে নাই।

আত্মবন্মন্যতে জগৎ—যে যেমন, সে জগতের লোককেও সেইরূপ দেখিয়া থাকে। ভাল লোক জগতের লোককে ভাল বলিয়া ভাবে আর মন্দ লোক জগতের লোককে মন্দ বলিয়া ভাবে।

আত্ম (আপ্ত) রেখে ধর্ম, তবে পিতৃ-কর্ম—নিজেকে বাঁচাইয়া তবে পুণ্যকর্মাদি করা উচিত। নিজেই যদি না রহিলাম, তবে আর পুণ্যকর্ম করিব কি প্রকারে? অনুরূপ প্রবাদ—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম", "চাচা আপন বাঁচা" ইত্যাদি।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ—
আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥
সর্বদাই আত্মরক্ষা করা আগে উচিত।

আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন—আদর করিয়া খাওয়াইলে ব্যঞ্জনের অভাবেও অতৃপ্তি হয় না।

আদা আনতে মুড়ি ফুরোয়—অনুরূপ প্রবাদ—'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' (তাহা দ্রঃ)।

আদা, ওষুধের আধা—আদা অনুপানই ঔষধের অর্ধেক কাজ করে। কারণ ইহা দ্বারা অনেক রোগেই উপকার হয়।

আদাজল খেয়ে লাগা—দৃঢ় সংকল্প লইয়া কাজ করা।

আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ (বা রাজা)—স্থানবিশেষে লোক কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। বুনো গাঁয়ে বড় জন্তু থাকে না বলিয়া শিয়ালই রাজার মত। তাৎপর্য :—যেখানে মেধাবী লোক থাকে না, সেখানে সাধারণ লোকই সম্মানিত হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"সিংহহীন বনে শিয়াল রাজা" ও "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"।

আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ—ভীষণ শত্রুতা; আদায় কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, কাঁচকলায় কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মায়।

আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি (The cobbler must stick to his last)—আদার ব্যবসায়ীর পক্ষে জাহাজের খবর জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কারণ আদা জাহাজে করিয়া বাহির হইতে আমদানি হয় না, ইহা স্থানীয় অঞ্চলেই পাওয়া যায়। তাৎপর্য :—ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বৃহৎ ব্যাপারের খোঁজ লওয়া অন্যায়।

আদা শুকালেও ঝাল যায় না—অনুরূপ প্রবাদ—"স্বভাব যায় না মলে" (তাহা দ্রঃ)।

আদি (বা আদ্যি) কহিলে মানুষ রুষ্ট—বংশের কথা তুলিলে সকলেই রাগ করে।

আদিকাণ্ডের কথা, বললে পাবে ব্যথা—পুরাতন কথার উল্লেখ করিলে মনে কষ্ট পাইবে।

আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো—অতি প্রাচীন লোক; যাহার চালচলন ও ভাব বর্তমানে অচল।

আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খসখসে—নিজের দোষ না দেখিয়া অপরের দোষ দেখা।

আন্ কাপাস, নে তুলো—কাপাস সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা হইতে তুলা তৈয়ারি করা সম্ভব হইবে। যে জিনিস প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই জিনিস প্রস্তুত করিবার উপাদান আগে সংগ্রহ করা উচিত।

আন্ শুনতে কান—মন্দ শুনিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।

আন সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে—বোন যদি সতীন হয় তাহা হইলে যন্ত্রণার অবধি থাকে না। অন্য স্ত্রীলোক সতীন হইলে সে শুধুমাত্র সমান ভাগেরই দাবি করে, কিন্তু বোনের মত যন্ত্রণা দেয় না। অনুরূপ প্রবাদ—'নিম তিত, নিশিন্দে তিত, তিত মাকাল ফল, তার চেয়ে তিত কন্তে বোন সতীনের ঘর'।

আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই—কেহ যদি হাতের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জব্দ করার সুবিধা হয়।

আপন কোলে ঝোল সবাই টানে—নিজের স্বার্থের দিকে সকলেই লক্ষ্য রাখে।

আপন গাঁয়ে কুকুর রাজা (আপন ঘরে সবাই রাজা)—যে যার নিজ নিজ বাসস্থানে আধিপত্য করে। সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অনেক সামান্য লোকও প্রভুত্ব করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে তাহাদের কোন আধিপত্য খাটে না।

আপন (আপনার) ঘোল কেউ টক বলে না—নিজের জিনিসকে কেহ নিন্দা করে না।

আপন চরকায় তেল দাও (Oil your own machine. Mind your own business)—নিজের কাজে মন দাও। কেহ অনধিকারচর্চায় ব্যস্ত থাকিলে এই বাক্যটি প্রযুক্ত হয়।

আপন চেয়ে পর ভাল, পর চেয়ে জঙ্গল ভাল—আপনার লোক অনেক সময় উপকারের পরিবর্তে অপকার করিয়া থাকে; অনেক সময় আপন ও পর সকলেই মানুষের অপকার সাধন করে; সে সময় লোকালয় হইতে দূরে থাকা ভাল।

আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল হাততালি দি—নিজের ছাগল বাঁধিয়া পরের ছাগল হাততালি দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। তাৎপর্য :—নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া পরের ক্ষতির চেষ্টা করা।

আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে (The pot calls the kettle black)—নিজের দোষ না দেখিয়া পরের দোষ খুঁজিয়া বাহির করা। অনুরূপ প্রবাদ—"ছুঁচ বলে চালুনি তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা"।

আপন (আপনার বা নিজের) নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ (Cutting off one's nose to spite the face)—কাহারও খাঁদা নাক দেখিলে যাত্রা অশুভ হয়। এজন্য পরের যাত্রায় বাধা দিবার জন্য নিজের নাক কাটা। তাৎপর্য :—নিজের ক্ষতি করিয়াও অপরের অনিষ্ট সাধন করা।

আপন পাঁজি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে পথে।—পাঁজি দৈবজ্ঞের সর্বদা প্রয়োজনীয়। পরকে

পাঁজি দিয়া দৈবজ্ঞ নিজে অসুবিধা ভোগ করে। তাৎপর্য :—নিজের দরকারী জিনিস পরকে দিয়া কষ্ট ভোগ করা।

আপন পাঁঠা লেজে কাটি—নিজের পাঁঠাকে মাথার দিকেই কাটি, আর লেজের দিকেই কাটি, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। নিজের জিনিস লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারি।

আপন (আপনার) পায়ে (আপনি) কুড়ুল মারা—নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করা।

আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পর বুদ্ধিতে পাগল হল। (অথবা) **আপন বুদ্ধিতে তর, পর বুদ্ধিতে মর।** (অথবা) **আপন বুদ্ধিতে ভাত, পর বুদ্ধিতে হাভাত**—অনেক সময় নিজের বুদ্ধিতে কাজের সফলতা আসে আর পরের বুদ্ধিতে কার্য পণ্ড হয়। সুতরাং নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করাই ভাল।

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পর বুদ্ধিতে বাদশা নই—নিজের বুদ্ধিতে যদি সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাও ভাল, তবু পরের বুদ্ধি লইয়া বড় হইতে চাওয়া ঠিক নয়।

আপন (বা নিজের) বেলা আটি-সাটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি—নিজের স্বার্থের দিকে কড়া নজর, পরের দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই।

আপন বেলা চাপন চোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন—চাল মাপিয়া লইবার সময়ে সকলেই বেশ চাপিয়া চাপিয়া চাল মাপিয়া লয়, কিন্তু পরকে মাপিয়া দিবার সময় আলগা আলগা মাপিয়া দেয়। তাৎপর্য :—স্বার্থের দিকে পুরা নজর।

আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা—নিজের জনকে কষ্ট পাইতে দেখিয়াও পরকে আদর করা।

আপন ভালো পাগলেও বুঝে—যার সামান্যমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে সেও নিজের স্বার্থটুকু বুঝে।

আপন (আপনার) মান আপনি রাখ, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক—(Don't wash your dirty linen before the public)—কান কাটা গেলে, তাহা চুল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখ। তাৎপর্য :—ঘরের কুৎসিত কাহিনী দশজনের সমক্ষে প্রকাশ না করিয়া তাহা গোপন রাখাই ভাল।

আপন মুখ আয়নায় দেখ—আরশির সুমুখে দাঁড়াইলেই নিজে সুন্দর কি কুৎসিত তাহা বুঝিতে পারিবে। অনুসন্ধান করিলে নিজের দোষগুণ ধরিতে পারিবে।

আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো পাত—নিজের সবই শুদ্ধ এবং ভালো, আর পরের সবই অশুদ্ধ ও খারাপ বলিয়া বিবেচনা।

আপনার আপনি, ডোর আর কোপনি—সন্ন্যাসীরা কেবল নিজ নিজ ডোর আর কৌপীন লইয়া ব্যস্ত; অথবা সন্ন্যাসীদের ডোর আর কৌপীন ছাড়া আর অন্য কোন জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাৎপর্য :—নিজের বিষয় ছাড়া অন্য সকলের বিষয়েই উদাসীন, অথবা, নিজের যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট, অপর কোন চাহিদা নাই।

আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়—জগতে সমস্তই মায়াময়, সমস্তই অস্থায়ী। অতএব কিছু আপনার বলিয়া গর্ব প্রকাশ করা উচিত নয়।

আপনার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি (কিংবা ঠাকুরটি); পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা—নিজের জিনিসটি ভাল আর অপরের জিনিসটি মন্দ দেখা।

আপনারটা ষোল আনা, পরেরটা কিছু না—নিজের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা।

আপনার ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী মরে মাথায় হাত দিয়ে—নিজের জিনিস পরকে দিয়া কষ্ট অনুভব করা। (দৈবকী—শ্রীকৃষ্ণের জননী।)

আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা—"আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" দ্রঃ।

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা—"আপন পায়ে কুড়ুল মারা" দ্রঃ।

আপনার বিড়াল পখ্যি পায় না—যাহার নিজের খাইবার সংস্থান নাই, সে আবার পরকে খাওয়াইবে কেমন করিয়া?

আপনার বেলায় ছ' কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় (বা পাঁচ কড়ায়) গণ্ডা—পরের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া নিজের সম্বন্ধে ভাল করিয়া হিসাব করা। অত্যন্ত স্বার্থপরের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

আপনার মত জগৎ দেখা—"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" (তাহা দ্রঃ)।

আপনার মান আপন হাতে (বা আপনার কাছে)—যে যাব নিজের মান রাখিয়া যদি চলিতে পারে, তাহা হইলে সে সকলের নিকট হইতে সম্মান লাভ করে। নিজের কর্তব্য পালন করিলেই সম্মান পাওয়া যায়।

আপনার হার, আর স্ত্রীর মার—নিজের পরাজয় ও স্ত্রীর নিকট লাঞ্ছিত হওয়ার অপমান সকলেই লুকাইয়া রাখে।

আপনি গেলে ঘোল পায় না, চাকরকে পাঠায় দুধের তরে—'মনিব গেলে ঘোল পায় না' দ্রঃ।

আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শংকরাকে ডাকে—যে নিজের সমস্যা মিটাইতে পারে না, সে আবার পরের মঙ্গল করিতে চায়।

আপনি পায় না, পরকে বিলায়—পূর্বপ্রবাদ দ্রঃ।

আপনি বড় ভাল, তাই লোককে বলে কাল—যে নিজেই দেখিতে সুন্দর নয়, সে আবার পরকে কেন কুৎসিত বা কাল বলিয়া উপহাস করে। যাহার নিজের স্বভাব ভাল নয়, সে অপরকে মন্দস্বভাব দেখিয়া নিন্দা করে কোন্ লজ্জায়?

আপনি বাঁচলে বাপের নাম (Self-preservation is the first law of Nature)—অনুরূপ প্রবাদ—"আত্ম রেখে ধর্ম", "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" ইত্যাদি [তাহা দ্রঃ]।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শংকরাকে ডাকে—অনুরূপ প্রবাদ—"আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শংকরাকে ডাকে" (তাহা দ্রঃ)।

আপ ভালা ত জগৎ ভালা—যে যেমন সে জগৎকেও সেইরূপ দেখিয়া থাকে। যে নিজে ভাল, সে সমস্ত লোককেই ভাল বলিয়া মনে করে।

আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা (পিহনা)—নিজের রুচি অনুসারে খাইবে আর পরের যাহা ভাল লাগে তাহা পরিবে।

আবর তাঁতী গোবর খায়, স্ত্রীর বাক্যে মরতে যায়—এমন বোকা যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্যন্ত নাই।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি—অপদার্থ জিনিস। আমড়া কাঠ দিয়া ঢেঁকি প্রস্তুত করিলে তাহা মজবুত হয় না।

আমড়াতলায় আম পেলে, আমতলায় কেবা যায়—যে কোন প্রকারেই হউক, প্রয়োজন মিটিলেই হইল। যদি অল্প আয়াসে প্রয়োজন মিটে, তাহা হইলে কষ্ট করিয়া অন্যত্র যাইবার দরকার নাই।

আম না পেয়ে আঁটি চোষা—অনুরূপ প্রবাদ—"দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে?" "আম না থাকলে আমড়া চোষে।" (তাহা দ্রঃ)।

আম না হতে আমসত্ত্ব—কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই কাজের ফলাফল বিচার করা। তুঃ—"রাম না হতে রামায়ণ"।

আম শুকোলে আমসি, বয়স গেলে কাঁদতে বসি—যৌবনে যেরূপ আদর পাওয়া যায় বেশী বয়স হইলে আর সেরূপ আদর থাকে না।

আমার আমার যত কর, চিনির বলদ হয়ে মর—বলদ চিনি বহিয়া মরে, কিন্তু চিনি খাইতে পায় না। সংসারে যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য সর্বদা খাটিয়া মরে, তাহারা সংসারের ভার বহন করে মাত্র, জীবনে কোনও সুখ ভোগ করিতে পারে না।

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই—যে বর্তমানের প্রয়োজন মিটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে, তাহার সম্বন্ধে বাক্যটি প্রযোজ্য।

আমার কথা শোন, ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে মটে শাক বোন্—শত্রুর কুপরামর্শ বা পণ্ডিতম্মন্য মূর্খের পরামর্শ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়।

আমিও ফকির হলেম, দেশেও আকাল (বা মন্বন্তর) এল—একজন ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে ভাবিয়াছিল; কিন্তু সেই সময় দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ভিক্ষারও অভাব হইল। কোনও কাজে বিশেষ রকম বাধা উপস্থিত হইলে ইহা প্রযোজ্য।

আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই—এক ভাই দাদার প্রতি অনুরক্ত কিন্তু দাদা ভাইয়ের খোঁজও নেন না।

আমি কি নাচতে জানি নে, মাজার ব্যথায় পারিনে—নিজের অক্ষমতা গোপন করিতে মিথ্যা অজুহাত দেখান।

আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়—দুধ আর আমের রস এক হইয়া যায়; উভয়ই সারবস্তু। অসার বস্তু আঁটি। উহা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাৎপর্য :—যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয়, অযোগ্য সেখানে স্থান পায় না; অথবা ঝগড়া-বিরোধের পর আপনজনদের মধ্যে আবার মিল হয়, অপরের তখন আর কোন আদর থাকে না।

আমে বান, তেঁতুলে ধান—যে বৎসর আম বেশী হয়, সে বৎসরে বন্যাও বেশী হয়; আর যে বৎসরে তেঁতুল বেশী জন্মে, সে বৎসরে ধানও প্রচুর হয়।

আয় বুঝে ব্যয়—যে পরিমাণ টাকা আয় হয় সংসারের খরচও ঠিক সেই অনুপাতে করিতে হয়। অনুরূপ প্রবাদ—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

আর কি নেড়া বেলতলায় যায়—অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। যে একবার কোন কাজে ঠকিয়াছে, সে পুনরায় আর সে কাজ করে না।

আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না খাব কি, গাবের তুল্য আছে কি॥—এক কাকের গলায় গাবের আঁটি আটকাইলে সে আর কোন দিন গাব খাইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যেই আঁটিটি গলা হইতে উঠিয়া গেল, অমনি কাক আবার গাব খাইবার জন্য নাচিয়া উঠিল। তাৎপর্য :—নিজের দোষে বিপদে পড়িলে সকলেই প্রতিজ্ঞা করে যে ঐরূপ কাজ আর করিবে না, কিন্তু বিপদ্ কাটিয়া গেলে আর তাহা মনে থাকে না।

আর রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিঁড়ে খাও—নিতান্ত অযোগ্য লোককে দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করা।

আরসলা আবার পাখি—(অথবা, **আরসলা আবার পাখি, খই আবার জলপানি** বা **আরসলা আবার পাখি, ডেপুটি আবার হাকিম**)—আকারে মানুষ হইলেই হয় না, মানুষের মত যোগ্যতা থাকা চাই।

আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের অভাব কি—অলস ব্যক্তির দুঃখ কোন দিনই ঘোচে না।

আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নেই—গরম দুধ ফুঁ দিয়া শীতল করিয়া খাইবার আশা আছে। কিন্তু দুধ বা দুধ রাখিবার বাটি কিছুই নাই। তাৎপর্য :—শুধু আশা থাকিলে লাভ নাই, ঈপ্সিত দ্রব্যও থাকা দরকার।

আশা আর বাসা ছোট করতে নেই (Set your aims high)—উচ্চ আশা থাকা ভাল; অনেক আশা করিলে কিছুটা সাফল্য লাভ করা যায়।

আশা আর বাসা, ছোট করে মরে চাষা—পূর্বপ্রবাদ দ্রঃ।

আশা আশা পরম দুখ, নিরাশাই পরম সুখ—আশার শেষ নাই। একটি আশা মিটিলে আর একটি আশা মনের মধ্যে আসে। কিন্তু যাহার মনে আশা নাই, তাহার মনে কোনরূপ উদ্বেগও নাই; সে পরম সুখে দিন যাপন করে।

আশায় আছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাঁও—যে আশা সফল হইবার সম্ভাবনা কম, সেইরূপ আশা করা। (ডাঁও—ডাঁফল।)

আশা বৈতরণী নদী—মানবের আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় দুরতিক্রম্যা। আশার শেষ নাই।

আশায় আমার পড়ল ছাই, এখন বল কোথায় যাই—আশা ভঙ্গ হওয়ায় নিরুপায় অবস্থা।

আশায় খেলেছি পাশা—আশা নিয়াই কাজটি করা হইয়াছে, যদি ভাগ্যে থাকে ফল পাওয়া যাইবে।

আশায় বাঁচে চাষা—চাষের ফসল হইতে লাভ করিবে বলিয়া চাষা সুদিনের অপেক্ষায় দিন গণিতে থাকে।

আশায় মরে চাষা—চাষী প্রচুর ফসলের আশায় টাকা ধার করিয়া জমি চাষ করে; কিন্তু সুবৃষ্টি না হইলে তাহার প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় না, ফলে দেনার দায়ে জমি নিলামের উপক্রম হয়। তাৎপর্য :—কোন বিষয়ে অতিরিক্ত আশা করিতে নাই।

আশার চেয়ে নিরাশা ভাল, হয়ে গেল তো হয়ে গেল—"আশা আশা পরম দুখ" ইত্যাদি দ্রঃ।

আশ্বিন মাসে কুঠে পাঁঠাতেও কড়ি—আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় বিস্তর পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সেইজন্য সে সময়ে অত্যন্ত খারাপ পাঁঠাও বেশী দামে বিক্রয় হয়। তাৎপর্য :—সময়বিশেষে হেয় জিনিসেরও অধিক মূল্য হইয়া থাকে।

আষাঢ়ে না হলে সুত, হা সুত যো সুত, ষোলতে না হলে পুত, হা পুত যো পুত—আষাঢ় মাসে দীর্ঘ দিবাভাগে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়; সে সময়ে যদি সুতা কাটা না হয়, তাহা হইলে পরে সুতার জন্য কষ্ট পাইতে হয়। ষোল বৎসর বয়সে যদি ছেলে না হয়, তাহা হইলে ছেলের জন্য পরে কষ্ট পাইতে হয়। তাৎপর্য :—যখনকার যা, তখন তাহা না করিলে পরে কষ্ট পাইতে হয়।

আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, গুয়া-বনে পান গড়াগড়ি যায়—আষাঢ় মাসে পান হয় বেশী, কিন্তু সেই সময়কার পানে স্বাদ কম থাকে। তাৎপর্য :—প্রাচুর্যের সময় কোন জিনিসের তেমন সমাদর থাকে না।

আসকে খায় তার ফোঁড় গনে না—আসকে পিঠে খাইবার সময় তাহার ভিতর দিকে কতগুলি ছিদ্র আছে, ইহা কেহ গনিয়া দেখে না। তাৎপর্য :—কিভাবে খাদ্য যোগাড় হইল তাহার খোঁজ না লইয়া দায়িত্বহীন ভাবে খাইয়া দাইয়া ঘুরিয়া বেড়ানো।

আসতেও একা, যেতেও একা, কার সঙ্গে বা কার দেখা—

মানুষ জন্মিবার কালে একাই আসে, আবার মরণকালে একাই চলিয়া যায়; সুতরাং সংসারে কাহার সঙ্গে কাহারও প্রকৃত সম্বন্ধ নাই।

আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকি-শালে চাঁদোয়া—যেখানে দশজন আসিয়া বসিবে সেখানে যাহার আলো জ্বালিবার ক্ষমতা নাই, সে আবার ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া খাটাইয়া অর্থের বড়াই করিতেছে। তাৎপর্য :—অবস্থা মন্দ হইলে বড়মানুষী চাল না দেখানই ভাল।

আসলের খোঁজ নেই, সুদের খবর—বৃহৎ বস্তুকে ছাড়িয়া সামান্য জিনিসের দিকে দৃষ্টি।

আসেন লক্ষ্মী, যান বালাই—লক্ষ্মী-পূজার সময় অলক্ষ্মী বিদায় করিয়া এই কথা বলা হয়। তাৎপর্য :—সুখের দিন আসা। অন্য অর্থ :—যাহার আসা যাওয়ায় কোন লাভ ক্ষতি নাই, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো দশখানা—সামান্য বিষয় লইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলে এই বাক্যটি উপহাস-চ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

ই

ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে—একজন পরিশ্রম করে, অপরে তার ফল ভোগ করে।

ইঙ্গিতে বুঝলে মন কাজ হতে কতক্ষণ—কাজ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা জন্মিলে কাজ শেষ করিতে বেগ পাইতে হয় না।

ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার (Where there is a will, there is a way)—কাজ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে কাজ যতই কঠিন হউক না কেন, তাহা সম্পন্ন করিবার মত উপায় খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

ইজ্জতের দাম লাখ টাকা—আত্মসম্মানের মূল্য অনেক।

ইটটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয় (Tit for tat)—অপরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, অপরের নিকট হইতে সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে। যেমন কর্ম তেমন ফলই হইয়া থাকে।

ইট নাই, কাঠ নাই, বাইরে মর্দানি—আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু বাহ্য আড়ম্বরে তাহা লুকাইবার চেষ্টা। অনুরূপ প্রবাদ—"বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন।"

ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ ন পূর্ব ন পর

ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ।
ন চ পূর্বং ন চাপরম্॥

—কাজের এদিক ওদিক সব পণ্ড।

ইন্দ্রের শচী—যখনি যাহার, তখনি তাহার।

ইল্লৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে (Habit is the second nature)—অনুরূপ প্রবাদ—"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি", "যার যা রীত, ছাড়ে কদাচিৎ", "অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে, শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে"। "অঙ্গারঃ" ইতি দ্রঃ।

ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ—ছোট বড় সকল কাজ। জুতা সেলাই নিম্নস্তরের ও চণ্ডীপাঠ উচ্চাঙ্গের কাজ। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ বলিতে ছোট বড় সকল প্রকারের কাজই বুঝায়।

ঈ

ঈদের চাঁদ—বাঞ্ছিত হইলেও সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈশান কোণের মেঘে ঝড় ওঠে বেগে—যাহা হইতে সাধারণতঃ অনিষ্ট হয় তাহার সূচনা হইলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

ঈশ্বর ঈশ্বর করে যেই, তার ঘরে ভাত নেই—ভগবানের ভক্তের প্রায়ই দুর্দশা হয়।

ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন, তবে ঘরে বসে কেত্তন শুনবো—কোনও স্ত্রীলোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় যে, তাহার স্বামী যেন মারা যায়। স্বামী মারা গেলে তাহাকে আর বাহিরে গিয়া কীর্তন শুনিতে হইবে না, বাড়ির মধ্যেই সে কীর্তন শুনিতে পাইবে। তাৎপর্য :—সামান্য আনন্দের জন্য বৃহত্তর সুখ বা আনন্দ বিসর্জন দেওয়া।

ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য—এক রাজার আঙুল কাটিয়া গেলে মন্ত্রী বলিলেন, "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" কিছুকাল পরে রাজাও একদিন মন্ত্রীকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ঐ কথাটি বলিলেন। এমন সময় একদল দস্যু আসিয়া রাজাকে বলি দিতে লইয়া গেল। কিন্তু আঙুল কাটা থাকায় রাজা বলির যোগ্য হইলেন না। দস্যুরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। এদিকে মন্ত্রীও কূপের মধ্যে ছিলেন বলিয়া দস্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিয়াছিলেন। কাজেই দেখা গেল, ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। তাৎপর্য :—আপাত দৃষ্টিতে কোনও দুর্ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে হইলেও তাহা নিছক দুর্ঘটনাই নয়। তাহাতে বৃহত্তর মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। ঈশ্বর মঙ্গলময়; সকল কাজের মধ্য দিয়াই তিনি আমাদের মঙ্গল সাধন করেন।

ঈশ্বরে করে কাম, মানুষের বদনাম—ভগবান্‌ই প্রকৃত কর্তা, অথচ মন্দের জন্য মানুষকে দোষ দেওয়া হয়।

ঈশ্বরের দাস, তার সর্বনাশ—ভগবানের ভজনা করিলে সাংসারিক দুর্গতিই হয়।

উ

উই ইন্দুর কুজন, ভাল ভাঙে তিন জন; ছুচ সোহাগা সুজন, ভাল করে তিন জন—উই, ইন্দুর এবং দুর্জন জগতের অহিত এবং সূচ, সোহাগা ও সুজন জগতের হিত সাধন করিয়া থাকে।

উঁচান বাড়ি বড় ভয়, পড়লে বাড়ি সয়ে যায়—মাথায় লাঠির আঘাত পড়িবার আগে ভয় হয় কিন্তু লাঠি পড়িলে তাহার আঘাত সহ্য হইয়া যায়। তাৎপর্য :—বাস্তব হইতে কল্পনা অধিকতর ভীতিপ্রদ।

উচিত কথা কইতে গেলে, তেলে-বেগুনে ওঠে জ্বলে—উচিত কথা অনেকেই শুনিতে চায় না।

উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট—বুদ্ধিমান্ মহৎ লোক উচিত কথায় রাগ করে না, কিন্তু সাধারণ লোক উচিত কথা বলিলে রাগ করে।

উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়ায়—সত্য কথা যদি অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে বন্ধুও রাগ করে। অনুরূপ প্রবাদ—"মা ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"।

উঁচু হবে তো নীচু হও—বিনয় মহত্ত্বের লক্ষণ।

উচোট খেয়ে প্রণাম (Making a virtue of necessity)—পড়িয়া গিয়া মাথা পায়ে ঠেকিয়া গিয়াছে; তখন প্রণাম স্বীকার করা। তাৎপর্য :—দায়ে পড়িয়া কোনও ভাল কাজ করা। অনুরূপ প্রবাদ—"হুচোট খেয়ে পদ্মনাভ"।

উজাড় বনে শিয়াল রাজা—যেখানে কর্তৃত্ব করিবার কেহ থাকে না, সেখানে

সামান্য লোকও কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"সিংহ-হীন বনে শৃগাল রাজা"।

উঠন্ত বৃক্ষ পত্তনেই চেনা যায় ("Child is the father of man", "Morning shows the day", "Coming events cast their shadows before")—গাছ কেমন হইবে তাহা চারা দেখিয়া বুঝা যায়। তাৎপর্য :—কাজের আরম্ভ দেখিয়া কাজের শেষ বুঝা যায়। অনুরূপ প্রবাদ—"উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়", "উঠন্তি মূল পত্তনে চেনা যায়"।

উঠল বাই তো কটক যাই—খেয়ালের বশে কোন কাজ করা।

উড়তে না পেরে পোষ মানা—বাধ্য হইয়া কোন কাজ করা।

উড়তে পারে না ফুরফুর করে—কাজ করিবার শক্তির অভাব, তবু কাজ করিতে যাওয়া।

উড়ে এসে জুড়ে বসা—বস্তুতঃ যাহার কোন দাবি নাই, সে যদি আসিয়া সবটুকু অধিকার গ্রহণ করে, তখন এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ (Making a virtue of necessity)—যে খই হাত হইতে বাতাসে উড়িয়া গেল, তাহা গোবিন্দের নামে নিবেদন। অনুরূপ প্রবাদ—"উচোট খেয়ে প্রণাম" (তাহা দ্রঃ)।

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ—অর্থাভাবে দরিদ্রের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় না।

উদ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙ্গে—একমুঠা খুদ খাইয়া জল খাইবে, এমন সম্বলও যার নাই, সে আবার বাঁশি বাজায় অর্থাৎ বাহ্য আস্ফালন করে। তাৎপর্য :—গরিবের বড়মানুষী চাল শোভা পায় না। অনুরূপ প্রবাদ—"আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া", "ইটে নাই, ভিটে নাই, বাহিরে মর্দানি", "উপরে বাবুয়ানা ভিতরে খড়ের বেনা"।

উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্—উদারহৃদয় ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সবই নিজের।

উদুখলে খুদ নাই, চাঁটগায় বরাত—যাহার খাইবার কিছুমাত্র সম্বল নাই, সে আবার অন্যস্থানে টাকা লইবার বরাত দেয়।

উদে মাছ ধরে, খটাশে তিন ভাগ করে—একজন পরিশ্রম করে, আর অপর জন ফল ভোগ করে। অনুরূপ প্রবাদ—"পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা"। (উদে—উদ্‌বিড়াল)।

উদোর বোঝা (বা পিণ্ডি) বুধোর ঘাড়ে (To make a cat's paw of a person)—একের দোষ বা দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপান।

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ। নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ—কেবল সংকল্পের দ্বারা কার্য সিদ্ধ হয় না, কার্যের জন্য চেষ্টা থাকাও দরকার। সিংহ নিদ্রিত থাকিলে শিকার কখনও তাহার মুখে প্রবেশ করে না।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—যে উদ্যোগী, সে নিশ্চয়ই সফলকাম হয়।

উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে—মূর্খকে সদুপদেশ দিলেও সে অন্যায় কার্য করিতে বিরত হয় না, বরং রাগিয়া যায়।

উপবাসে (উপোসে) যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ—ঋণ করা অপেক্ষা উপবাস করিয়া দিন কাটানো ভাল।

উপর থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত, যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত—পড়িয়া গেলে যে যার আহত স্থানেই হাত বুলায়। তাৎপর্য :—যে যার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা—অপরের মন রাখিতে কোনও অপ্রিয় বা দুঃসাধ্য কাজ করা।

উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞস্ত্বপায়মপি চিন্তয়েৎ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রত্যেক বিষয়েরই উভয়দিক্ বিচার করিয়া কার্য করিবেন। একদিক বিচার করিয়া কাজ করা ঠিক নয়।

উপোস করলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ—না খাইলেও দিন কাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধার করা উচিত নয়।

উপোসের কেউ নয়, পারণার গোসাঁই—উপবাস করিতে রাজী নয়, অথচ পারণের সময় উত্তম খাদ্যদ্রব্য খাইতে মজবুত। যে কষ্টভোগ না করিয়া ফলভোগ করিতে চাহে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

উরুত বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেলরে বাবা।—"এখান হতে মারলেম তীর লাগল কলাগাছে, উরুত বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাবা।" একটির সহিত অপরটির কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ অসংলগ্ন কথা।

উলুবনে মুক্তো ছড়ান (Casting pearls before the swine)—উলুঘাসের বনে মুক্তা ছড়ানো সব দিক দিয়াই নিরর্থক। তাৎপর্য :—যে যে জিনিসের মূল্য বুঝে না, তাহাকে সেই জিনিস দেওয়া বৃথা। অনুরূপ প্রবাদ—"বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার"।

উলুবনে সাঁতার দেওয়া—বোকার মত কাজ করা। এক তাঁতী নাকি জ্যোৎস্না-রাত্রিতে উলুবনকে জল মনে করিয়া সাঁতার দিয়াছিল, তাহা হইতে এই প্রবাদ।

উল্টা বুঝলি রাম—বিপরীত বুঝা।

উল্টে চোরা মশান গায়—[মশান অর্থে শ্রীমন্তের মশানের পালা।] চোর দোষ না মানিয়া উলটিয়া ধর্মের কথা শুনায়। অপরাধী অপরাধ স্বীকার না করিয়া উপদেশ দেয়।

ঊ

ঊনপাঁজুরে বরাখুরে লক্ষ্মীছাড়া (শকুন খোর)—যাহার পাঁজর একখানি কম ও বরাহের ন্যায় চরণ, (জ্যোতিষোক্ত দুর্লক্ষণ)।—অলক্ষণে মানুষ।

ঊনো বর্ষা দুনো শীত—যে বছরে বর্ষা কম, সে বছরে শীত বেশী।

ঊনো ভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল—পরিমিত ভোজনে শরীরে শক্তি সঞ্চয় হয়, কিন্তু অতিভোজনে শরীরে নানাবিধ রোগ জন্মে।

ঋ

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—ঋণ করিয়াও ঘি খাইবে, অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায় যে কোন উপায়ে হউক আত্মসুখ লাভের চেষ্টা করিবে। তাৎপর্য :—যে ধর্ম ও পরলোক মানে না তাহার এই মত। পূর্ণ শ্লোকটি এই—
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

ঋণকর্তা পিতা শত্রু :—পিতার ঋণ পুত্রকে শোধ করিতে হয়; কাজেই পিতা যদি অন্যায় ভাবে ঋণ করেন, তবে তিনি পিতা হইলেও পুত্রের নিকট শত্রুর ন্যায়। পূর্ণ শ্লোকটি এই—
ঋণকর্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্র শত্রুরপণ্ডিতঃ॥
অর্থাৎ ঋণকারী পিতা, কুলটা মাতা, রূপবতী স্ত্রী এবং মূর্খ পুত্র—ইহারা মানুষের শত্রু।

এ

এই ডুমুরের গুমর কর, পাকলে ডুমুর পড়ে মর—অসার বস্তু লইয়া গর্ব করা উচিত নয়।

এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে ত নেই (বা ঘরে আছে) আইবুড়ো ঝি—যে ব্যক্তি ভরণপোষণের জন্ম একে একে ঘরের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বা জিনিসপত্র নিঃশেষ করিয়া পরে শেষ সম্বলটুকু ধরিয়াও টান দেয়, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। প্রবাদটিতে কন্যার বিবাহে টাকা লওয়ার প্রথার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এই বিড়াল বনে গেলে বন-বিড়াল (বাঘ) হয়; অথবা, এই মানুষ বনে গেলে বন-মানুষ হয়—অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। স্বভাবের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার এমনই প্রভাব! অনুরূপ প্রবাদ—"যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ"।

এই বেলা নাও ঘর ছেয়ে, আকাশে মেঘ দেখ চেয়ে—সময় থাকিতে থাকিতে সুযোগমত কাজ হাঁসিল করিয়া লও, পরে বাধা-বিপত্তি ঘটিতে পারে।

এই যদি গোরাচাঁদ, তবে কালাচাঁদ কেমন—যাহার উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহার মধ্যে অত্যন্ত নিকৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া গেলে এই প্রবাদবাক্য প্রযোজ্য।

এঁটে ধরলে চিঁ চিঁ করে, ছেড়ে দিলে লম্ফ মারে—দুর্বল ও ভীরুস্বভাব লোক বে-কায়দায় পড়িলে নিতান্ত কাকুতি-মিনতি করিয়া থাকে, কিন্তু সুবিধা পাইলেই বড় বড় কথা বলিয়া আস্ফালন করে। অনুরূপ প্রবাদ—"শক্তের ভক্ত নরমের যম।"

এঁটো খায় মিঠার লোভে, যদি এঁটো মিঠা লাগে—অত্যধিক লাভের আশায় অনেকে অনেক নীচ কাজ করিয়া থাকে।

এঁটো (বা আঁস্তাকুড়ের) পাত কখন স্বর্গে যায় না—আঁস্তাকুড়ে এঁটো পাতা ফেলা হয়। সেই এঁটো পাতা কোন সৎকাজে লাগে না। তাৎপর্য :—নীচ কখনও বড় হইবার যোগ্য নয়।

এঁড়ে গরু, না টেনে দো—যাহা অসম্ভব, তাহা করিতে বলিলে, এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

এক আঙ্গুলে তুড়ি লাগে না—ঝগড়া-বিবাদ হইলে প্রায়ই দেখা যায় যে, উভয় পক্ষেরই দোষ আছে।

এক আঁচড়ে চেনা যায়—পয়সা খরচের ভয়ে কৃপণেরা তেল মাখে না। ফলে গা এত খসখসে হইয়া থাকে যে, সামান্য আঁচড় দিলেই গায়ে খড়ি উঠে ও বুঝিতে পারা যায় সে তেল মাখে কি না। তাৎপর্য :—সামান্য একটা ইঙ্গিতেই লোকের অবস্থার বা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক কড়ার মুরদ নেই, ভাত মারবার গোসাঁই—উপার্জনের ক্ষমতা নাই অথচ খরচ করে প্রচুর।

এক করতে আর হয়—সাধারণতঃ ভাল করিবার চেষ্টা করিয়া মন্দ ফল পাইলে এই কথা বলা হয়। তুঃ—"গড়তে চাই ঠাকুর, হয়ে যায় বাঁদর"।

এক কলসী জল তুলে কাঁকালে দিলে হাত, এই মুখে খাবে তুমি বাগদিনীর ভাত—মহাদেব একবার পৃথিবীতে আসিয়া কৃষিকার্য করিতে আরম্ভ করেন। সেইসময় দুর্গা এক বাগদিনীর বেশে তাঁহার কাছে আসেন। মহাদেব তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। তখন এইরূপ শর্ত হয় যে, মহাদেব বাগদিনীর সহিত সমানভাবে কাজ করিতে পারিলে বাগদিনী মহাদেবকে বিবাহ করিয়া প্রতিপালন করিবেন। এদিকে জলাভাবে চাষবাস অচল হইয়া পড়িলে বাগদিনী-বেশধারিণী দুর্গার পরামর্শে উভয়ে জল তুলিয়া জমি সিক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দু-এক কলসী জল তুলিয়াই মহাদেব বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন দুর্গা উপরি-উক্ত শ্লোকটি মহাদেবকে বলেন। তাৎপর্য :—অল্প বা বিনা পরিশ্রমে লাভের আশা কম।

এক কাটে ভারে, আর কাটে ধারে—পয়সার জোর অথবা বিদ্যা বা গুণ না থাকিলে কোথাও আদর পাওয়া যায় না। [সাধারণতঃ পয়সার জোরকে ভার, আর বিদ্যা, দক্ষতা ইত্যাদি গুণকে ধার বলা হয়।]

এক কাঠি বাজে না—দুইজনেরই দোষ না থাকিলে সাধারণতঃ ঝগড়া হয় না।

এক-কান-কাটা শহরের বার দে যায়, দু'কান-কাটা শহরের ভিতর দে যায়—যাহার সামান্য লজ্জা-জ্ঞান আছে, সে খারাপ কাজ লুকাইয়া করে, কিন্তু যাহার এতটুকু লজ্জা-জ্ঞান নাই, সে খারাপ কাজ সর্বসমক্ষে করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

এক কানে শোনে, অন্য কানে বেরোয়—যে মনোযোগ দিয়া শোনে না বা শুনিয়া উপেক্ষা করে, তাহার সম্বন্ধে কথাটি প্রযোজ্য।

এক কাল ঠেকেছে তিনকাল গিয়ে, তবু আবার করবে বিয়ে—সময় থাকিতে যাহা করা হইল না, সময় শেষে তাহা করিতে গেলে ফল খারাপ হয়।

একে আর, দেখবে বেগার—বেগারে কাজ ভাল হয় না। বিনা পয়সায় খাটাইলে লোকে এক করিতে অন্য করিয়া বসিবে।

এক কেঁড়ে দুধে এক ছিটে চোনা—অনেক ভাল কাজ করিয়াও একটি খারাপ কাজের জন্ম সুনাম নষ্ট হয়। বহু চেষ্টায় যে সব কাজ করা হইয়াছে, সামান্য দোষত্রুটির জন্য সেগুলি ব্যর্থ হইয়া যায়।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো (All tarred with the same brush)—প্রত্যেকেরই সমান অবস্থা বুঝাইতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

এক খায়, এক খিতায়—যত পায় তত চায়, কিছুতেই আশা মিটে না।

এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না—পর কখনও আপন হয় না।

এক গালে চুন, এক গালে কালি—নিদারুণ অপমান।

এক গাঁয়ে (দেশে) ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে (দেশে) মাথা ব্যথা—পরের জন্য বৃথা চিন্তা করা বা অনধিকার চর্চা করা অসংগত।

এক গাঁয়ের কুকুর, আর গাঁয়ের ঠাকুর—স্থানবিশেষে লোকে আদর বা অনাদর লাভ করে।

এক গুলতিতে বা ঢিলে দুই পাখি মারা (To kill two birds with one stone)—এক কার্য দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

এক চাঁদে জগৎ আলো—যদি একটিমাত্র পুত্র ভাল হয়, তাহা হইলে সংসারের শ্রী ফিরিয়া যায়; অনেক পুত্র মূর্খ হইয়া থাকায় কোন লাভ নাই। তুঃ—"একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি"।

এক চোখে কাঁদা, এক (অন্য বা আর) চোখে হাসা—খল লোকেরা মুখে এক-রকম, হৃদয়ে অন্য রকম। তাহারা মুখে সহানুভূতি দেখাইলেও মনে মনে হাসে।

একচোখো মাসী, কারে ভালবাসি—পক্ষপাতী লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এক ছেলে তার ফলের শয্যে, পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যে—এক ছেলে সাধারণতঃ বেশী আদর পায়; কিন্তু পাঁচটি ছেলে হইলে তাহারা তত আদর পাইতে পারে না।

এক ছেলের মা, ভয়ে কাঁপে গা—একমাত্র ছেলে, কখন কি হয়, মায়ের সর্বদা সেই ভয়।

এক জায়গায় খাল কেটে, আরেক জায়গায় খাল ভরায়—এক জায়গায় ঋণ করিয়া অন্যত্র ঋণ দেওয়া। একটি অসুবিধা দূর করিতে গিয়া আর একটি অসুবিধার সৃষ্টি করা।

এক জায়গায় থাকলে, হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি হয়—কাছাকাছি থাকিলেই ঝগড়াবিবাদ বা মনোমালিন্য দেখা যায়।

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না সে-ই বা কেমন বঁড়শি, এক ডাকেতে সাড়া দেয় না সে-ই বা কেমন পড়শী—বঁড়শি যদি ভাল হয়, তাহা হইলে এক টানেই মাছ উঠিবে। প্রতিবেশী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে অসময়ে ডাক দিলেই আসিবে। তাৎপর্য :—প্রয়োজনে যথাসম্ভব যাহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যায় না, তাহাকে বন্ধু বলা চলে না।

একটি ইঁদুর যদি নড়ে, চোরের প্রাণ ধড়ফড়ে—অসাধু অসৎ লোক তাহার দুষ্কার্য অপরে ধরিয়া ফেলে এই ভয়ে সব সময়ে শঙ্কিত থাকে।

একটি ভাত টিপলে, হাঁড়িসুদ্ধ ভাতের খবর মেলে—সামান্য একটু কিছু চিহ্ন বা লক্ষণ হইতে সমগ্র ব্যাপার বোঝা যায়।

এক ঢিলে দুই পাখি—একই কার্যে বা চেষ্টায় দুই উদ্দেশ্য সাধন।

একদিন ঘি-রুটি, একদিন দাঁত-ছিরকুটি—কোন দিন ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা, আবার কোনদিন একেবারে উপবাস। তাৎপর্য :—এক সময় সচ্ছলতা, অন্য সময় চরম দারিদ্র্য।

এক দোর বন্ধ, হাজার দোর খোলা—একস্থানে কাজ হইল না বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নয়, কারণ অন্য স্থানে কাজ হইতে পারে।

এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবু গলিতে—আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, অথচ বাহ্য-আড়ম্বর করা।

এক পাঁঠা তিনবারে কাটা—একটিমাত্র জিনিসের বিভিন্নরূপে ব্যবহার। অথবা আনাড়ীর মত করিয়া কাজ। অনুরূপ প্রবাদ—"এক মুরগি সাত জায়গায় জবাই"।

এক পাগলে রক্ষা নেই, সাত পাগলের মেলা—একজন অবাঞ্ছিত লোকের জ্বালায় যেখানে অস্থির হইতে হয়, সেখানে ঐরূপ আরো কয়েকজন লোক জুটিলে দারুণ ঝামেলা বা অনর্থ হইয়া থাকে।

এক পা জলে, এক পা স্থলে—দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা। একই সময়ে দুইটি পরস্পর-বিরোধী কার্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা। অনুরূপ প্রবাদ—"দু' নৌকায় পা"।

এক পুতের আশ, নদীকূলে বাস, ভাবনা বার মাস, (অথবা) এক পুতের আশা, আর নদীর তীরে বাসা—নদীর তীরে বাড়ি করিলে তাহা যে কখন জলে ভাসিয়া যাইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না ; সেইরূপ একটি ছেলে কখন যে মরিয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই। একমাত্র পুত্র থাকিলে সর্বদা আশঙ্কা থাকে।

একবারের রোগী আরবারের রোজা—একবার যে রোগে ভোগে সে ঐ অভিজ্ঞতা হইতে পরে চিকিৎসক হয়। তাৎপর্য :—লোকে ঠেকিয়া শিখে। (রোজা =চিকিৎসক)।

এক বুড়ির নানা দোষ, নাকের উপর হল খোস—নানারূপ বিপদের উপর আবার একটি নূতন বিপদ উপস্থিত হওয়া।

এক ব্যঞ্জন ভাত, তাও নুনে বিষ (পোড়া)—একটি জিনিসের উপর নির্ভর করিলে নুনেপোড়া একমাত্র তরকারি দিয়া আহারের মত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। তাৎপর্য :—একমাত্র ছেলে মন্দ বা মূর্খ হইলে মাতাপিতার দুঃখের অন্ত থাকে না।

এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার (Six of one and half a dozen of another)—ভস্ম আর ছার উভয়েরই কোন মূল্য নাই। দুইজনেরই সমান দোষ।

এক মন হলে সমুদ্র শুকায় (Union is strength)—একযোগে কাজ করিলে সমুদ্রের জল তুলিয়া ফেলার মত অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়। অনুরূপ প্রবাদ—'একতাই বল'।

এক মাঘে (পৌষে) শীত (জাড়) যায় (পালায়) না—একবার বিপদ এড়াইলেও পুনরায় তাহার সম্ভাবনা থাকে।

এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত—একটি মাত্র পুত্র বিশেষ আদর পাইয়া থাকে। তাহার ফলে ছেলেটির স্বভাবচরিত্র খারাপ হয় এবং সে অনেক অত্যাচার করে।

এক মুখ সোনা দিয়ে ভরা যায়, পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না—দু'এক জনকে আদরযত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করা যায় ; কিন্তু অনেক লোকের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করা সহজ নয়।

এক মুখে দুই কথা (To blow hot and cold in the same breath)—মতের ও মনের যাহার ঠিক নাই, অথবা যে কথা দিয়া তাহা অস্বীকার করে, তাহার সম্বন্ধে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

এক মুখে তিন কথা, শুনে লাগে মাথা ব্যথা—'এক মুখে দুই কথা' দ্রঃ।

এক মুরগি ক'বার জবাই—'এক পাঁঠা তিনবার কাটা' বাক্যটি দ্রঃ।

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল—দুইজনে একই কাজ করিলে তাহার মধ্যে যদি একজন লাভবান ও অপর জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে এই প্রবাদবাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি—সামান্য দড়ি দিয়া সমস্ত ঘর বেষ্টিত করিবার মত অসম্ভব চেষ্টা করা। অথবা, প্রদীপ একটি ক্ষুদ্র জিনিস, কিন্তু উহা সমস্ত ঘর আলোকিত করে। (দড়ি—প্রদীপের সলিতা)। তাৎপর্য :—সামান্য জিনিসেরও অনেক মূল্য হইতে পারে।

এক লাউ-এর বীচি, কেউ বা করে কচর কচর কেউ বা আছে কচি—একই লাউয়ের কোন বীচিটি পাকা ও কোনটি কচি। তাৎপর্য :—একই মাতাপিতার সন্তানেরা কখন কখন বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না"।

একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে যাব—ঘরের কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ। তাৎপর্য :—কোন বিষয়ে একাধিপত্য করিবার ইচ্ছা করা।

একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি, ন চ তারাগণা অপি—চন্দ্র একাই অন্ধকার নাশ করিতে পারে, কিন্তু সহস্র সহস্র নক্ষত্রও তাহা পারে না। পূর্ণ শ্লোকটি এই :—

বরমেকোগুণীপুত্রো ন চ মূর্খ শতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণা অপি॥

তাৎপর্য :—কতকগুলি বাজে লোকের চেয়ে একজন কাজের লোক দিয়াই বেশী কাজ হয়।

এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে—অতি ধূর্ত লোক। কাহারও তুলনায় অতিরিক্ত চালাক লোক।

এক হাতে তালি বাজে না—সাধারণতঃ দুই পক্ষেরই কিছু না কিছু দোষ না থাকিলে ঝগড়া হয় না।

এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেন গালুনী—অনেক লোক একই কাজে হটগোল করিতে থাকিলে, কাজটি পণ্ড হইয়া যায়। তুঃ—"অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"।

একাই একশ' (A host in himself)—যে অনেকের কাজ একাই করিতে পারে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

একা ঘরের একা ভাই (বউ) খেতে বড় সুখ, মারতে (মরতে) এলে ধরতে নাই তাই বড় দুখ। —বাড়ির এক ছেলে হইলে ভাগ বসাইতে কেহ থাকে না বলিয়া তাহার বড় সুখ, কিন্তু বিপদের দিনে তাহাকে সাহায্য করিবার মত লোকের অভাবে কষ্ট পাইতে হয়। তাৎপর্য :—একান্নবর্তিতা প্রথা ভাল।

একাদশ (বা একাদশে) বৃহস্পতি—পরম সৌভাগ্য। ভাগ্যোন্নতির সময়। [জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বৃহস্পতি গ্রহ জন্মলগ্ন হইতে একাদশ স্থানে থাকিলে জাতকের ভাগ্যোন্নতি হয়।

একা রামে রক্ষা নেই, দোসর লক্ষ্মণ (সুগ্রীব দোসর)—একজনেরই বিক্রম অসহ্য, আবার তাহার সহকারী জুটিলে যে কি হইবে, বলা বাহুল্য।

এ কি ছেলের হাতের পিঠে (বা **মোয়া**)—ছোট ছেলেকে সহজে ভুলাইয়া তাহার নিকট হইতে পিঠে (বা মোয়া) লওয়া যায়। অতি সহজে কাহারও নিকট হইতে কিছু পাইতে গেলে, তাহার জবাবে অনেক সময় এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

এ কি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসীমালা—অযোগ্য ব্যক্তি হঠাৎ সৌভাগ্যলাভ করিলে বা অসাধু হঠাৎ পরম সাধু হইলে এই প্রবাদবাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

এ কি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটা ভালা, কানে দুটো ঘুরঘুরে গলায় মতির মালা—যাহা সহ্য করা অসম্ভব, সেই সম্পর্কে ইহা বলা হইতেছে। একটি মেয়ের শরীরে এতটুকু মাংস নাই, তাহার উপর সে গলায় মতির মালা ও কানে ঘুংঘুরে পরিয়াছে; ইহাতে মেয়েটিকে দেখিতে আরও বিশ্রী হইয়াছে এবং তাহার রূপ অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হইয়াছে।

একুশ কোঁড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান—যে একজনের এতটুকু আঘাতেই কষ্ট পায়, অথচ অন্যজনের কঠোর অত্যাচার সহ্য করে তাহার সম্বন্ধে এই বাক্যটি প্রযোজ্য হয়।

একূল ওকূল দুকূল গেল—দুই দিকই নষ্ট হইল। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" (তাহা দ্রঃ)।

একে ত মধুপর্কের বাটি তায় আবার কাত—সামান্য দুঃখকষ্টও যে সহ্য করিতে পারে না, তাহার হঠাৎ কোন বিপদ্ হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

একে ত হনুমান, তায় আবার রামের বাণ—বিপদের উপর ঘোর বিপদ, দুঃখ-ঝঞ্ঝাটের উপর ঘোরতর দুঃখ-ঝঞ্ঝাট।

একে মনসা তাতে (তায়) ধুনার গন্ধ—যে যাহাতে রাগিয়া যায় তাহাই করা।

একে মিনমিন (গুমগুম), দু'য়ে পাঠ, তিনে গোলমাল, চারে হাট—একজনে সামান্য পড়া হয়, দুইজনে প্রতিযোগিতায় আরও একটু বেশী পড়া হয়। কিন্তু আর বেশী হইলে পড়া হয় না, গোলমালই হয়।

এখন না শুনলে বঁধু যৌবনের ভরে, পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের নীরে—যতক্ষণ যৌবনের তেজ থাকে, ততক্ষণ অনেকে কোন উপদেশ মানিতে চাহে না। কিন্তু সেই উপদেশ না মানার জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হয়।

এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ—দুই-দিকেই বিপদ্।

এগুলেও নির্বংশের বেটা, পেছুলেও নির্বংশের বেটা (To be between Scylla and Charybdis)—যেদিকেই যাওয়া যাক না কেন, সেই দিকেই বিপদ্। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও অপরকে সন্তুষ্ট করিতে না পারা।

এঁও যায়, ব্যাঙও যায়, খলসে বলে আমিও যাই—চ্যাং মাছ বা ব্যাং লাফাইতে পারে কিন্তু খলসে মাছ পারে না। তাৎপর্য :—অন্ধ অনুকরণ ভাল নয়। অপরের কোন কাজ দেখিয়া নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন কাজ করিতে গেলে ফল ভাল হয় না। প্রায় অনুরূপ প্রবাদ—"যার কাজ তারে সাজে, অন্যের মাথায় লাঠি বাজে।"

এ ত মুলোবাড়ি নয়, এ যে বেগুনবাড়ি—মুলোর চাষ বছরে একবার হয়, বেগুনের চাষ হয় বারমাস। যাহার কাছে একবার মাত্র সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাকে মুলোবাড়ি ও যাহার কাছে সব সময়েই কিছু কিছু সাহায্য মেলে, তাহাকে বেগুনবাড়ি বলা হয়।

এত সুখ যদি কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে—তোমার অবস্থা দেখিয়া তো মনে হয় না যে, তুমি সুখে আছ, তবে কিসের জন্যে তোমার সুখের কথা বলিয়া বেড়াও? তাৎপর্য :—মুখে আস্ফালন করিলেও প্রকৃত অবস্থা ভিন্নরূপ।

এদিক নেই, ওদিক আছে—ভাল কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, মন্দ কাজ করিতে পারে।

এবারকার রোগী, সেবারকার রোজা—'একবারের রোগী, আরবারের রোজা' দ্রঃ।

এমনি যায় না মাস, আবার দুদিন বেশী—সংসারের অবস্থা এমন যে ত্রিশটা দিন চলাই অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে; তাহার উপর যদি মাস বাড়ে, তাহা হইলে ত' দুঃখভোগের চূড়ান্ত হয়। তাৎপর্য :—এমনিই তো কষ্টের সীমা নাই, তাহার উপর যদি আবার নূতন কোন কষ্ট আসে, তাহা হইলে ত' কথাই নাই।

এয়সা দিন নেহি রহেগা—এরূপ দিন কিছুতেই থাকিবে না। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ আসিবেই। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"।

এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে—নিরস্তপাদপে দেশে হেরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে। —যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেখানে এরণ্ডবৃক্ষও বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাৎপর্য :—প্রতিভাশালী ব্যক্তি না থাকিলে সেখানে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হয়।

এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে—যেখানে যেটি খাটে না সেখানে সেটি বসানো; সব কিছু উলটাপালটা করিয়া দেওয়া।

এস্পার কি ওস্পার—ভাল হোক মন্দ হোক, চূড়ান্ত মীমাংসা করা।

ও

ওজন বুঝিয়া চলা—নিজের সাধ্যমত কাজ করা বা চলা।

ওঝার ঘাড়ে বোঝা (বা **ভূত**)—যে লোক যে বিপদের প্রতিকার করে, তাহার সেই বিপদ্ ঘটিলে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—কোনও ভূমিকা না করিয়াই বা পর্যাপ্ত সময় না দিয়াই কোন কাজ করিতে বলা।

ওরে পাগল, খাবিনে, না, হাত ধোব কোথা?—অনুরূপ প্রবাদ—"পাগলা ভাত খাবি, না, হাত ধোব কোথা?" (তাহা দ্রঃ)।

ওল খেয়ে গোল—ওল খাইলে গলা ধরে। তাৎপর্য :—নিজেই নিজের দুঃখকষ্টের কারণ ঘটাইয়া পরে অনুযোগ করা।

ওল বলে মানকচু ভায়া, তুমি নাকি লাগ—নিজের শত দোষ থাকাতেও পরের দোষের সমালোচনা করা।

ওষুধ ধরেছে—প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার ফল ফলিয়াছে।

ওস্তাদের মার শেষরাত্রে—দক্ষব্যক্তি শেষের দিকেই তাহার দক্ষতা দেখাইয়া থাকে।

ঔ

ঔষধার্থে সুরাপান, পান না বাড়ালেই থাকে মান—ঔষধের হিসাবে মদ খাইতে আরম্ভ করিয়া শেষে অভ্যাসের ফলে লোকে মাতাল হয়। তাৎপর্য :—খারাপ অভ্যাস অল্পে অল্পে ত্যাগ না করিলে পরে তাহাতে দারুণ অনিষ্ট দেখা দেয়।

ক

ক অক্ষর গোমাংস—শব্দাংশে দ্রঃ।

কইতে কইতে মুখ বাড়ে, খাইতে খাইতে পেট বাড়ে—প্রশ্রয় পাইলে যাহাকে যে কথা বলা উচিত নয়, তাহাই বলিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

কইতে জানলে ঠকি (ঘাটি) না, বসতে জানলে উঠি না—কথা ঠিকমত বলিতে পারিলে লোকের কাছে অপদস্থ হইতে হয় না বা পরাজয় স্বীকার করিতে হয় না। সেইরূপ উপযুক্ত স্থানে বসিলে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে হয় না। তাৎপর্য :—বিবেচনাপূর্বক কাজ করিলে ঠকিতে হয় না।

কই মাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান—যাহা সহজে মরে না, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কংস মামার আদর—অনিষ্টকারী আত্মীয়ের সম্বন্ধে উক্তি। কারণ মাতুল কংস শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

কংস রাজার বদ ফরমাস—কংস রাজার নিষ্ঠুর আদেশে যেরূপ দেবকীর পুত্র-কন্যা নিহত হইয়াছিল, তদ্রূপ আদেশ। তাৎপর্য :—অন্যায় ও পামখেয়ালী হুকুম।

কচি খুকি, কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান- যাহারা সহজ কথা বোঝে না, অথবা বুঝিয়াও ন্যাকা সাজে তাহাদিগের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযোজ্য।

কচু কাটতে কাটতেই ডাকাত—সামান্য দুষ্কার্য করিতে করিতে লোকে ঘোর দুর্বৃত্ত হইয়া ওঠে।

কচুপোড়া খাওয়া—একেবারে কিছুই না পাওয়া।

কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত' মান—ঘেঁচু বাড়িতে বাড়িতে না হয় মানকচুর সমান হইল, তাহার বেশী আর হইবে না। তাৎপর্য :—সাধারণতঃ সামান্য অবস্থা হইতে খুব বেশী উন্নতি লাভ করা যায় না।

ক'টি ছেলে, না, পুড়িয়ে খাব—কোনও প্রশ্নের অসংলগ্ন উত্তর দিলে এই কথা বলা হয়। বধিরকে প্রশ্ন করিলে সে তাৎপর্য না বুঝিয়া অসংলগ্ন উত্তর দেয়।

কড়িকাঠ গোনা—বিছানায় শুইয়া নিঃসঙ্গ ভাবে অনিদ্রায় রাত কাটানো ; অথবা, কোন বিষয় বুঝিতে না পারিয়া বার বার চিন্তা করা।

কড়ি থাকলে বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও হয় না—টাকা যাহার বেশী আছে সে অনাবশ্যক কাজেও খরচ করিতে পারে।

কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা—বোকার মত পয়সা খরচ করা।

কড়ি দিয়ে কিনব দই, গোয়ালিনী মোর কিসের সই (Lipdeep sympathy)—কাজের বেলায় যেখানে খাতির পাওয়া যায় না, সেখানে মুখের খাতিরেই বা কাজ কি ?

কড়ি দিয়ে খাই দই, কি করবে মোর গোয়ালা সই—ন্যায্য কাজ করিলে কাহারও নিকট ভয় করার কিছু থাকে না।

কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার—নিজের পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য পয়সা ব্যয় করিয়াও আবার নিজেই সেই পরিশ্রম করা।

কড়ি লবে গুনে, পথ চলবে জেনে—হঠাৎ কোন কাজ করিতে নাই ; বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করিয়া কাজ করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয় না। প্রবাদটির পূর্বার্ধ "গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে"।

কড়ির জিনিস পড়িস না—পয়সা দিয়া কিনিয়া জিনিসের অযত্ন করা উচিত নয়।

কড়ি হলে বাঘের দুধ মেলে—টাকায় অসাধ্য সাধন হয়।

কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—এক শত্রুকে অপর শত্রুর বিরুদ্ধে লাগান ; শত্রু দ্বারা শত্রুনাশ করা।

কতই বা দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—অতি ছোট অতি সৌভাগ্য লাভ করিলে এই কথা বলা হয়।

কতই সাধ হয় রে চিতে, কোগলা দাঁতে মিশি দিতে—ক্ষমতার অতিরিক্ত পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বেশীক্ষণ চালান যায় না।

কত জলে কত মুসুরি ভেজে দেখ—যাহা জানিতে না তাহা এখন জানিয়া লও। অনুরূপ প্রবাদ :—"কত ধানে কত চাল"—এই প্রবাদ দুইটি অনভিজ্ঞকে অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়ার সময় বলা হয়।

কত ব্রত করলি যশী, (এখন) বাকী ভূমি-একাদশী—যাহারা প্রয়োজনীয় কোনও কার্য করিতে কখনও উৎসাহ দেখায় না, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কোনও কাজ করিতে হঠাৎ উদ্যোগী হইয়া উঠে, তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

কত রঙ্গ দেখালি মাসি—যে নানা রকম কথা বলে, বাক্‌চাতুর্য ও প্রতারণা যাহার স্বভাব, তাহাকে ইহা বলা হইয়া থাকে।

কত রবি জ্বলে রে, কেবা আঁখি মেলে রে—একদল অলস লোক রাজার অতিথিশালায় বাস করিত। একদিন আগুন লাগিয়া ঘর পুড়িতে থাকিলে একজন বলিল—'কত রবি জ্বলে' অর্থাৎ আলো খুব বেশী হইয়াছে। আর একজন উত্তর দিল—'কেবা আঁখি মেলে', অর্থাৎ চোখ মেলিয়া দেখিবার মত কষ্টও সে স্বীকার করিতে রাজী নয়। তাৎপর্য :—অতি অলস ব্যক্তি কোনরূপ পরিশ্রম করিতে চায় না।

কত শত গেল রথী, ন্যাওড়াতলায় চক্রবর্তী—ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহতের অসাধ্য কাধ করিবার চেষ্টা করিলে হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। তুঃ—"হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়ায় বলে কত জল।"

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁকশি দিতে—বেগুন গাছ অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে আঁকশি দিয়া বেগুন পাড়িবার প্রয়োজন হয় না। তাৎপর্য :—বাজে কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিবার মত মূর্খতা আর নাই।

কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে—যাহার যে বস্তু পাওয়ার সামর্থ্য বা সম্ভাবনা

নাই, তাহার সেই বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্যায়।

কথা টলার চেয়ে পা টলা ভাল—মানীর পক্ষে কথার নড়চড় হওয়া নিতান্ত অগৌরবের বিষয়।

কথায় কথা বাড়ে—কলহের কালে কথা যতই বলিবে তাহার শেষ হইবে না। কথা বন্ধ না করিলে গোলযোগ বাড়িতেই থাকে।

কথায় চিঁড়ে ভেজে না (Soft words butter no parsnips)—কেবল মিষ্টি কথায় কোনও কার্য হয় না, উদ্যোগ ও অর্থব্যয় করাও প্রয়োজনীয়।

কথার গুণে বার্তা নষ্ট—কথার দোষে অনেক সময় কার্য নষ্ট হইয়া যায়।

কথার নেই মাথা, বেঙে খায় চিঁড়ে দই—অসংলগ্ন ও অবিশ্বাস্য বাক্য প্রয়োগ করিলে ইহা বলা হয়।

কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী (Hunting with the hounds and running with the hares)—বিবদমান দুই পক্ষেই সুযোগ বুঝিয়া যোগ দিলে বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়।

কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে—যেখানে কন্যার বিবাহে টাকা লওয়া হয়, সেইখানে এই কথা বলা হয়। তাৎপর্য :—অর্থলাভের আশা থাকিলে অনেক সময় গভীর শোকও সহ্য হয়।

কপট প্রেমে লুকোচুরি,
মুখে মধু প্রাণে ছুরি—যেখানে ভালবাসা ছলনাময় মাত্র, সেখানে লোকে মুখে মিষ্টি কথা বলে কিন্তু মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা করে।

কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর—অদৃষ্ট ভালো থাকিলে যোগ্যতাহীন লোকও বড় হয়।

কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না—অদৃষ্ট বিরূপ হইলে সুখের সম্ভাবনা নাই।

কপাল সাথে সাথে ফেরে—হতভাগা যেখানেই যাক না কেন, তাহার অদৃষ্টে শুভ হয় না।

কপালে নেইক ঘি, ঠকঠকালে হবে কি—অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে সহস্র চেষ্টাতেও সুখ হয় না।

কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই।

কম্বলের লোম বাছলে থাকে কি—কম্বল শুধু লোম দিয়া তৈয়ারী। লোম বাছিয়া তুলিতে থাকিলে কম্বলের আর কিছুই থাকে না। তাৎপর্য :—অনেক সময় মন্দ জিনিস বাছিয়া বাদ দিতে গেলে দেখা যায় সবই মন্দের দলে পড়ে। অনুরূপ প্রবাদ—"ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়" (তাহা দ্রঃ)।

কয়লা ছাড়ে না ময়লা—দুষ্ট লোক সহজে মন্দ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"।

কয়লা, ধুলেও যায় না ময়লা—পূর্ব প্রবাদ দ্রঃ।

কর গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ, আরও বামুন আছে—বাপের শ্রাদ্ধ করিলে, অনেক পুরোহিত আসিয়া জুটে। তাৎপর্য :—দেওয়ার লোক থাকিলে নেওয়ার লোক ঢের পাওয়া যায়।

কর যদি তাড়াতাড়ি, ভুলের হবে বাড়াবাড়ি (Haste makes waste)—তাড়াতাড়িতে কাজ করিতে গেলেই অনেক ত্রুটি বাহির হয়।

কর্তা পান না, তাই খান না—পাওয়ার সুযোগ নাই বলিয়া অনেকে সেই বস্তু চান না বা পান না বলিয়া প্রচার করেন। তুঃ—"The grapes are sour."

কর্তা যে ঘি খান, তা' এক আঁচড়েই মালুম—কাহারও গায়ে আঁচড় দিয়া খড়ি ফুটিলে বুঝা যায়, সে তেল ঘি খুবই কম খায়। তাৎপর্য :—সাধারণতঃ মূর্খের মূর্খতা সামান্য পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, উলুবনে নাট (কেত্তন)—অসংগত হইলেও প্রভুর আদেশ বলিয়া তাহা পালন করা ছাড়া উপায় থাকে না।

কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও কর্মবিপাকে বুদ্ধি লুপ্ত হয়। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ॥

বুদ্ধি কর্মের বশ হয়, কিন্তু কর্ম বুদ্ধির বশ হয় না; উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, রামচন্দ্র বুদ্ধিমান্ হইয়াও স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—মানুষ কর্ম করিতেই পারে, কর্মফলে তাহার নিজের হাত নাই। অতএব কাজের ফল সম্বন্ধে কোনরূপ আশা না করিয়া কর্তব্য কাজ সারিয়া যাওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কত থাকে (কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই শেষ)—আয় না থাকিলে ব্যয় যতই কম হউক, সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

কলার ভেলায় সাগর পার—অল্প সম্বল ও শক্তি লইয়া সুবৃহৎ কার্য করিতে যাওয়া।

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না—ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া কার্যসিদ্ধি হয় না।

কষতে কষতে বাঁধন ছেড়ে—বন্ধন অতি দৃঢ় করিতে গেলে অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়। তাৎপর্য :—কোন কাজে বেশী কড়াকড়ি করিলে প্রায়ই তাহার ফল উলটা হয়।

কাঁচপোকার আরসলা ধরা—কোনও নিষ্কৃতির পথ নাই, এমন অবস্থার মধ্যে পড়া।

কাঁচা খাই, ভাসা খাই,
আর খাই পাকা—অর্থাৎ সব দিকেই ভাগ লই।

কাঁচা গাঁথুনি, দুনো খাটুনি—মন্দ উপকরণে কাজ করিলে খাটুনি দ্বিগুণ হয়।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা—অপরিণত বয়সে স্বভাব খারাপ হওয়া। অনুরূপ প্রবাদ—"কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরলে, রক্ষা নাই তার কোন কালে"।

কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া—যে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার উপর নির্ভর করিলে বিপদে পড়িতে হয়।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁস ট্যাঁস—বাল্যকালে সুশিক্ষা না দিলে, পরে অধিক বয়সে শত চেষ্টা করিলেও আর স্বভাব ভাল করা যায় না; অথবা, শত্রুকে অঙ্কুরে নষ্ট না করিলে, পরে সে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—শত্রুদ্বারা শত্রু নাশ করা। অনুরূপ প্রবাদ—"বিষে বিষে বিষক্ষয়"।

কাঁটা বিনা কমল নাই,
কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই—নির্বিঘ্নে বা বিনা কষ্টে ভাল বস্তু পাওয়া যায় না। অথবা পৃথিবীতে কোনকিছুই নির্দোষ নহে।

কাঁড়ান চালে তিন ঘা পাড়—সম্পাদিত কার্য করিতে পুনরায় উদ্যোগ করা নিষ্প্রয়োজন ও মূর্খতার পরিচায়ক।

কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজা—যাহা নিজের কাছে আছে, তাহাই অন্য জায়গায় খুঁজিয়া বেড়ানো। অন্যমনস্ক লোকের লক্ষণ এই, তাহারা হাতের কাছে জিনিস থাকিলেও এখানে ওখানে অনর্থক তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়।

কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন—দুষ্ট লোক ও

ভাল লোক চেহারা দেখিয়া চেনা যায় না, কাজে চেনা যায়।

কাক খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা—ধূর্ত লোকে নিজে দোষ করিয়া নিরপরাধ লোকের ঘাড়ে তাহা বেমালুম চাপাইয়া দেয়। অথবা, অনেক সময় একজনের সুখভোগের জন্য অপরে দুঃখ পায়।

কাক মনে করে, আমি বড় সেয়ানা—অল্পবুদ্ধি লোকের খলতা লোকে সহজেই ধরিতে পারে, যদিও সে নিজে ভাবে আমি খুব বুদ্ধিমান্।

কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না—প্রতারককে কেহই ঠকাইতে পারে না, কিন্তু সে সহজেই সকলকে ঠকাইয়া বেড়ায়।

কা কস্য পরিবেদনা (পরিদেবনা)—কে কাহার জন্য বেদনা অনুভব করে? সংসারে কেহ কাহারও আপন নয়। পূর্ণ শ্লোকটি এই :—
কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়ঃপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা॥

কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পেছনে ছোট—লোকের কথায় কার্য করিবার পূর্বে নিজের ভাবা উচিত, কার্য করিবার কারণ যথেষ্ট আছে কিনা। কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া পরের কথায় উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়।

কাকের উপর কামানের চোট—'মশা মারতে কামান দাগা' দ্রঃ।

কাকেরও ডিম সাদা হয়, বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয়—শিক্ষিত ব্যক্তির ছেলেও কখন কখন মূর্খ হইয়া পড়ে। সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে।

কাকের ছা, বকের ছা—কালো ও সাদা অক্ষরে বিশ্রীভাবে লেখা।

কাকের পাছে ফিঙ্গে লাগা—কাহাকেও সর্বদা উত্ত্যক্ত করা।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে কাড়ে রা—কাকের বাসায় পালিত হইলেও কোকিলের ছানা কাকের শব্দ করে না। তাৎপর্য :—অতি কুসঙ্গেও সজ্জনের স্বভাব লুপ্ত হয় না।

কাকের মাংস কাকে খায় না, জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না—প্রতারকেরাও স্বজাতির ক্ষতি করে না।

কাওলা, আপনা সামলা—নিজের দোষ আগে সংশোধন করিয়া পরে অন্যের দোষ দেখাইতে হয়।

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই—লোভীকে প্রশ্রয় দিলে তাহার লোভ অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। অনুরূপ প্রবাদ—"শেয়ালীকে ভাঙ্গা বেড়া দেখানো।"

কাঙালের কথা, বাসী হ'লে মিঠে—নগণ্য লোকের উপদেশ কেহ প্রথমে গ্রহণ করে না, কিন্তু পরে ঠেকিলে বুঝে যে, তাহার উপদেশ মানিয়া চলিলে সত্যই সুফল পাওয়া যায়।

কাঙালের ঘোড়া রোগ—দরিদ্র ব্যক্তির ধনীর ন্যায় সুখভোগাদির দুরাকাঙ্ক্ষা।

কাঙালের ঠাকুর ব্যাধি—অবস্থার অতিরিক্ত আশা করা।

কাঙালের রাঙতাই সোনা (কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ)—আপনার অবস্থায় যাহা কুলায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ—যে যা সে তাই থাকে।

কাছা দিতে কোঁচা আটে না, কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।—টাকা কড়ি ইত্যাদি পর্যাপ্ত না থাকিলে, একদিক করিতে গেলে অপর দিক নষ্ট হয়।

কাজও নেই, কামাইও নেই—অকর্মণ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হয়। অনুরূপ প্রবাদ :—"মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"।

কাজ নেই কাজ করে, ধানে চালে এক করে—কাজ না থাকিলে অনেকে অনেক সময় অকাজ বা কুকাজ করিয়া থাকে।

কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি—অতি সহজ কার্যও শেষ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে নাই। কার্য সমাপ্ত করিয়াই আনন্দ করা ভাল।

কাজে এড়া, ভোজনে দেড়া—কাজ করিতে পারে না, অথচ খায় অন্যের চেয়ে অনেক বেশী।

কাজে কম, খেতে যম—পূর্ব প্রবাদ দ্রঃ।

কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে।—কাজ করিতে চায় না, কিন্তু খাওয়াটা ঠিকমত চাই, তাছাড়া মুখে অত্যন্ত আস্ফালন করে।

কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী—প্রয়োজনের বেলায় আদর থাকে, প্রয়োজন ফুরাইলেই অবজ্ঞা দেখা দেয়।

কাজের বেলা ভাগে (না পায় খুঁজে) খাবার বেলায় আগে,—"কাজে এড়া ভোজনে দেড়া" দ্রঃ।

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ—উভয়ই কষ্টকর।

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই—অকর্মা ও অলসের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কাটতে কাটতে নির্মূল—অতি বৃহৎ বস্তু সংক্ষিপ্ত করিতে করিতে অতি ক্ষুদ্র হইয়া গেলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

কাটলে রক্ত নেই, কুটলে মাংস নেই—অত্যাচার বা নিষ্পেষণেও যাহার কাছে কিছু পাওয়ার আশা নাই, অথবা যাহার কোন মূল্য নাই এরূপ বাজে জিনিস।

কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি—আত্মীয়ের বা নিজের অপমান প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেওয়া।

কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধ বা কাঠবিড়ালের সেতুবাঁধা—রামচন্দ্র যখন সাগর বন্ধন করেন, তখন কাঠবিড়ালরা গাত্রের ধূলিদ্বারা সেতুবন্ধে সাহায্য করিয়াছিল। তাৎপর্য :—ক্ষুদ্রের সামান্য সাহায্যও উপেক্ষার বস্তু নহে।

কাঠের বেড়াল হোক, ইঁদুর ধরলেই হ'ল—যে উপায়েই হউক না কেন কার্যসিদ্ধি হইলেই হইল।

কান কাঁদেন (চায়) সোনারে, সোনা কাঁদেন (চায়) কানরে—মহাজন পরস্পরের সংসর্গে গুণসম্পন্ন হন। অথবা যে যাহার প্রতি অনুরক্ত সে তাহাকে নিকটে পাইতে চায়।

কান টানলে মাথা আসে—দুইটি সংযুক্ত জিনিসের মধ্যে একটি আয়ত্তে থাকিলে অপরটি আয়ত্তে আনা অতি সহজ।

কানা ক'বার নড়ি (যষ্টি) হারায়—লোকে একবার এক বিষয়ে ঠেকিলে সে বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়"।

কানা গরু বামুনকে দান—অকেজো জিনিস দান করিয়া দানের পুণ্যলাভের চেষ্টা করা।

কানা গরুর ভিন্ন গোঠ—নির্বোধ লোকেরা সহজ উপায়ে কার্যসিদ্ধি করিতে জানে না।

কানা ছেলের (পুতের) নাম পদ্মলোচন—যাহার যে গুণ থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহার সেই গুণের প্রসঙ্গ উঠিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কানা পুতে পোষে, রাজা বেটি (ঝিয়ে বা বউয়ে) শোষে।—ছেলে নির্গুণ হইলেও যথাসাধ্য বাপ মার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে, কিন্তু কন্যা খুব ধনীর ঘরে পড়িলেও বাপের বাড়ি হইতে কেবল নেওয়ারই মতলব করে।

কানা পুতের নানা রোগ—হতভাগ্যের অদৃষ্টে অনেক কষ্ট স্বভাবতঃই উপস্থিত হয়।

কানা মেঘের বৃষ্টি, সর্বত্র মন্দ দৃষ্টি—কানা মেঘ সর্বত্র জলবর্ষণ করে না।

তাৎপর্য :—বড়লোক সাধারণতঃ সমদর্শী হয় না।

কানু ছাড়া গীত নাই—কীর্তনে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ সর্বত্র। সেইরূপ সর্বত্রই এক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, এই প্রবাদটি বলা হয়।

কানে কলম গুঁজে, ছুনিয়ায় খোঁজা—হাতের কাছের বস্তু সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়ান।

কানে দিয়েছে তুলো, পিঠে বেঁধেছে কুলো—যে কোন কথা শোনে না বা শাসন মানে না।

কানের জল জল দিলেই বেরোয়—এক জিনিস দিয়া অনুরূপ অপর জিনিসের দোষ দূর করা। অনুরূপ প্রবাদ :—"বিষে বিষে বিষক্ষয়"।

কানের পোকা বাহির করা—অতিরিক্ত কথা বলিয়া কান ঝালাপালা করা।

কানে হাত না দিয়েই বলে কান নিয়ে গেল চিলে ; (অথবা) কানের সঙ্গে খোঁজ নেই চিলের পিছে দৌড়—"কাকে নিয়ে গেল কান..." দ্রঃ।

কাপড় দিয়ে আগুন ঢাকা—বিপজ্জনক বা অসম্ভব কার্য করা।

কাপড় হ'লে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা—দুরবস্থার জন্য যখন পুরাতন পচা কাপড় পরিতে হয়, তখন আঙ্গুলের সামান্য খোঁচায়ও তাহা ছিঁড়িয়া যায়। তাৎপর্য :—অদৃষ্ট মন্দ হইলে, সামান্য কারণেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

কাপড়ের দাগ যায় ধুলে, মনের দাগ যায় ম'লে—একবার মনে কোন কিছুর দাগ পড়িলে তাহা মরণ কাল পর্যন্ত থাকিয়া যায়।

কামাতে না পারেন নাপিত, ধামাভরা ক্ষুর—বাহ্য আড়ম্বর বেশী আছে, অথচ কার্যে নিপুণতা নাই।

কামানো মাথায় ক্ষুর বোলানো—যাহার প্রয়োজন নাই তাহার জন্য কোন কাজ করা। অনুরূপ প্রবাদ :—"তেলা মাথায় তেল দেওয়া"।

কামারকে ইস্পাত ফাঁকি—কামারকে ইস্পাত কম দিলে তৈরী জিনিসও তদনুসারে খারাপ হইবেই। তাৎপর্য :—ফাঁকি দিয়া সংক্ষেপে কার্য করিলে আশানুরূপ ফল হয় না।

কামারের কাছে ছুঁচ বেচা—বুদ্ধিমানের কাছে অল্পবুদ্ধি লোকের ঠকাইবার চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে।

কামারের কাছে লোহা চুরি—পূর্ব প্রবাদ দ্রঃ।

কামারের কাছে লোহা জব্দ—শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িলেই অত্যাচারী বলবান্ ব্যক্তিও জব্দ হয়।

কারও ঘর পোড়ে, কেউ আগুন পোহায় (কেউ খই খায়)—একজনের ক্ষতি ও অপরজনের তাহাতে লাভ।

কারও শাকে বালি, কারও দুধে চিনি—ভাগ্যবানের প্রয়োজনের অতিরিক্তও জুটে, অভাগার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ—কাহারও সর্বনাশে কেহ লাভবান্ ও আনন্দিত হইলে ইহা বলা হয়।

কার কপালে কেবা খায়—নিজের অদৃষ্টের ফলই সকলে ভোগ করে।

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে—যাহার কাজ, তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, অপরে তাহার জন্য ব্যস্ত হইলে এই কথা বলা হয়। অনুরূপ প্রবাদ :—"যার বিয়ে তার খোঁজ নেই ; পাড়া পড়শীর ঘুম নেই"।

কার সাধ্য মারে তারে, খোদা যারে রাজি—যাহার কপাল ভাল কেহ তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

কারে পড়লে আল্লার নাম—বিপদের সময় লোকে ভগবানের নাম নেয়।

কাল কাপড় রুক্ষু মাথা, লক্ষ্মী বলেন থাকব কোথা—বেশভূষা ইত্যাদিতে বিশৃঙ্খলা থাকিলে প্রায়ই তাহার কোন উন্নতি হয় না।

কালনেমির লঙ্কা ভাগ—রাবণ তাহার মামা কালনেমিকে লঙ্কার অর্ধেক দিবার আশা দেন এবং হনুমান যখন গন্ধমাদন আনিতে যান, তখন তাঁহাকে বধ করিবার জন্য পাঠান। হনুমানকে বধ করার পূর্বেই কালনেমি মনে মনে অর্ধ লঙ্কা প্রাপ্তির স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে এবং অবশেষে নিজেই হনুমানের হস্তে নিহত হয়। তাৎপর্য :—কাজ শেষ হওয়ার আগেই ফলাফল সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশা করা।

কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস—অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটিলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

কালস্য কুটিলা গতিঃ—কালের গতি কুটিল। কালক্রমে কি ঘটিবে কেহ বলিতে পারে না। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ ॥

কাল হাঁড়ি, কেয়া পাত, তবে দেখবি জগন্নাথ—পূর্বে জগন্নাথ দেখিতে যাইতে হইলে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত—যেমন পথে কাল হাঁড়িতে রাঁধা ও কেয়াবন পার হইয়া যাওয়া। তাৎপর্য :—অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে হইলে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়।

কালা পুরুত, তোতলা যজমান—যদি পুরোহিত বধির হন এবং যজমান তোতলা হন, তবে পরস্পরের সহযোগিতার অভাবে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটে। তাৎপর্য :—যাহাদের উপর কোন কার্যের ভার থাকে, তাহারা যদি সকলেই অপটু হয়, তবে কার্যে যথেষ্ট গোলমাল দেখা দেয়।

কালা বলে গায় ভাল, কানা বলে নাচে ভাল—যাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই সে বিজ্ঞোচিত অভিমত প্রকাশ করিলে এই কথা বলা হয়।

কালা শোনে ঢাকের বাদ্যি, কালা বলে মোর বিয়ের বাদ্যি—অপরের কাজকে নিজের কাজ বলিয়া জাহির করা।

কালি কলম পাত, তবে অক্ষরের জাত (বা কালি কলম পাত, যেমন তেমন হাত বা কালি কলম পাত, তবে লেখার জাত)—উপকরণ ভাল না হইলে কাজ ভাল হইতে পারে না।

কালি কলম মন, লেখে তিন জন—সকল কার্যেই উপকরণ এবং মনঃসংযোগ একান্ত আবশ্যক।

কালির অক্ষর নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে—অজ্ঞ লোকের পক্ষে বিজ্ঞের কার্য করিতে যাওয়া।

কালে আবজায় তুলে বেচে, তার বাড়া কি ফসল আছে ?—যথাকালে আগাছা তুলিয়া যত্ন করিয়া শস্য রোপণ করিলে আশাতিরিক্ত উত্তম ফসল হয়। তাৎপর্য :—সময়মত কাজ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কালে কত দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—অসম্ভব কিছু ঘটিলে, বা সামান্য লোক বড় হইয়া উঠিলে, সেই সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কালে কালে কতই হল, পুলি পিঠের লেজ গজাল—অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটিলে এবং তাহা বিশ্বাস না করিলে লোকে এই কথা বলে।

কালের আবার কালাকাল—কালের অর্থাৎ মরণের সময় নির্দিষ্ট থাকে না ; কে কখন মরিবে তাহা বলা যায় না। অনুরূপ প্রবাদ :—"যমের বাড়ি নাই কোন পাঁজি"।

কালো জগৎ আলো—যাহার রং কালো তাহার মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য থাকিলে (যেমন শ্রীকৃষ্ণ) এই উক্তি প্রযোজ্য।

কালোয় কালোয় ধলো হয় না—মাতা পিতা দুইজনই কালো হইলে, সন্তান

ফরসা হয় না। তাৎপর্য :—দুই মন্দের মিলনে ভাল হইবার আশা কম।

কাশীধামে কাক মরেছে, কুমিল্লাতে হাহাকার—একটির সঙ্গে আর একটির কোন সংস্রব নাই—ইহা বুঝাইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

কি অপূর্ব সৃষ্টি, না তিত, না মিষ্টি—পলতা গাছে পটোল হয়। পলতা তিক্ত, কিন্তু পটোল মিষ্ট। দুর্জন মাতাপিতার মহৎ সন্তান হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

কি দেব কি দেব খোঁটা গয়ায় মরেছে (তার) বাপ-বেটা—পিতাপুত্রের গয়ায় মরা কিছু নিন্দার কথা নয়, তবু নিন্দুকেরা অগত্যা তাহা লইয়াই নিন্দা প্রচার করে। তাৎপর্য :—নিন্দুকেরা নিন্দা করিবার কিছু না পাইলে নগণ্য বিষয় লইয়াও নিন্দা করিয়া বেড়ায়।

কিনতে ছাগল, বেচতে পাগল—কিনিবার সময় ছাগলের খাওয়ার মত তাড়াতাড়ি কেনা, বেচিবার সময় পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়ানো। তাৎপর্য :—কেনা-বেচার কাজে তাড়াহুড়া করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়।

কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ—বয়স নিয়া শ্রেষ্ঠতার বিচার হয় না। যাহার বুদ্ধি বেশী সে-ই শ্রেষ্ঠ।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—প্রত্যহ মানুষ মরিতেছে দেখিয়াও মানুষ বাঁচিবার আশা করে ; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? পূর্ণ শ্লোকটি এই—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।—সুখী লোক দুঃখীর দুঃখ বোঝে না।

কিসে নেই কি (কার নাম কি) পান্তা ভাতে ঘি (বেগুন পোড়ায় ঘি)—অস্থানে ব্যয়, অথবা অযথা ব্যয় করিলে এই বাক্যটি বলা হয়।

কিল খেয়ে কিল চুরি—অপমান নিঃশব্দে হজম করা ও তাহা প্রকাশ না করা।

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান—জোর করিয়া কোন বস্তুকে কার্যোপযোগী করা।

কীর্তির্যস্য স জীবতি—মানুষ মরিয়া যায়, কিন্তু কীর্তি বাঁচিয়া থাকে। পূর্ণ শ্লোকটি এই—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি॥

চিত্ত, বিত্ত, জীবন ও যৌবন সমস্তই চঞ্চল ও অস্থায়ী কিন্তু যাঁহার কীর্তি আছে তিনিই অমর।

কুঁজী, না ঐ ত পুঁজি—ভালবাসার পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা হয় না।

কুঁজোর ইচ্ছা চিত হয়ে শোয়—কাহারও অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে এই বাক্য প্রযোজ্য।

কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ—ক্ষুদ্রের দুরাকাঙ্ক্ষা।

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না—কুঁদযন্ত্রের ঘষণে কাঠ পালিশ হয় এবং বাঁকা কাঠও সোজা হয়। তাৎপর্য :—শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িলে ধূর্ত লোক জব্দ হয়।

কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে (চড়ে)—নীচকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে সে ক্রমশঃ অতিরিক্ত আবদার করিয়া থাকে।

কুকুর রাজা হলেও জুতো খায়—ক্ষুদ্রের নীচপ্রবৃত্তি সহজে যায় না।

কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে—হীনবল শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া ইহা বলা হয়। ছোট শত্রুর শক্তি কম। সেইজন্য তাহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাও কম।

কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না—ভাগ্যে অতি শুভ ঘটিলেও ভাগ্যহীন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। যে যাহাতে অভ্যস্ত নয়, তাহা তাহার ভাগ্যে জুটিলেও সে তাহা কাজে লাগাইতে পারে না।

কুকুরের মুগের পথ্যি
কুকুর বলে মোর একি বিপত্তি—নীচজনের পক্ষে অতি উপাদেয় বস্তু অথবা অতি উদার ব্যবহারও প্রীতিকর হয় না।

কুকুরের লেজে ঘি ঢাললেও সোজা হয় না—নম্র বাক্যে বা ব্যবহারে নীচজন বাধ্য হয় না।

কুড়ে কৃষাণ (গরু) অমাবস্যা খোজে—অমাবস্যায় জমি চাষ নিষিদ্ধ বলিয়া এই উক্তি। তাৎপর্য :—অলস ব্যক্তি যাহাতে কাজ না করিতে হয় তাহার অছিলা খোঁজে।

কুড়ে গরুর এঁটুলী সার—অকর্মণ্য লোকের দ্বারা শুধুই অসুবিধা ভোগ হয়, লাভের অংশে শূন্য। উপরন্তু অলসেরা তাহার কাছে জড়ো হয়। [এঁটুলী=লোমকীট।]

কুড়ে পাটুনীর মুখে আঁটুনী—মুখে বড় বড় কথা অথচ কাজের সময়ে কিছুই নয়। [পাটুনী=খেয়াঘাটের মাঝি।]

কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথে—তীর্থস্থানে বিনাশ্রমে অন্ন সুলভ। সেইজন্য সাধারণতঃ অলস ও অকর্মণ্য লোকেরা তীর্থস্থানে গিয়া জীবন কাটায়। [বাথান=বাসস্থান।]

কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়—পুত্র মাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য না করিলেও মাতা কখনও স্নেহহীনা হন না।

কুমিরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা—যাহার যেখানে প্রভুত্ব সেখানে তাহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া থাকা যায় না।

কুয়ো হয়, আমের ভয়, তাল তেঁতুলের কিছুই নয়—দৈবের অত্যাচার সত্তের উপর দিয়াই বেশী যায়, দুষ্টকে তাহা প্রায়ই স্পর্শ করে না। [কুয়ো=কুয়াশা।]

কৃপণের ধন বর্বরে খায়, কৃপণ করে হায় হায়—কৃপণের অর্থ প্রায়ই সৎকার্যে ব্যয়িত হইতে দেখা যায় না।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল—অতি নগণ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া দুর্ভেদ্য রহস্যের উদ্ঘাটন হইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা—অল্পব্যয়ে মহৎ কার্য নিষ্পন্ন করা কিংবা ক্ষুদ্রের সাহায্যে মহতের অনিষ্ট করা।

কেউ মরে, কেউ হরি হরি বলে—একজনের মর্মান্তিক দুঃখে অপরের আনন্দ হইলে এই বাক্য প্রযোজ্য।

কোকিলবধূ (কোকিলের বউ), ছেলে ধরতে জানে না—কোকিল কাকের দ্বারা সন্তানপালন করায়, নিজে করে না। কেহ ন্যাকামি করিলে তাহাকে ইহা বলা হয়।

কোথাকার জল কোথায় মরে (গিয়ে দাঁড়ায়)—দৈবচক্রে এক ঘটনা তাহার সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধহীন অন্য ঘটনার সঙ্গে গিয়া জড়াইয়া যায়।

কোথা রাম রাজা হবে, না কোথা রাম বনবাসে যাবে—সুখের পরিবর্তে হঠাৎ দুঃখে পড়িলে এই কথা বলা হয়।

কোন কালে নাইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই—যে ব্যক্তি যে কাজ করিতে জানে না সে সেই কাজ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয়।

কোন্ বা বিয়ে, তার দু'পায় আলতা—সামান্য কার্যে অনর্থক আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন ও অশোভন।

কোলে মরে, তবু পোষাণী দেয় না—নিজের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ অপর লোককেও প্রতিপালন করিতে দিবে না।

ক্ষমার বড় গুণ নাই, দানের বড় পুণ্য নাই—ক্ষমা শ্রেষ্ঠ গুণ, দানে সর্বাধিক পুণ্যলাভ হয়।

ক্ষিদের চোটে পাটকেলে কামড়—ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্যও খাইতে হয়।

ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্—
বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।

স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি সৌহৃদম্। অগ্নি যখন বনানী দগ্ধ করে, তখন বায়ু তাহার সহায় হয়; কিন্তু সেই অগ্নি যখন ক্ষীণ হইয়া প্রদীপগত হয়, তখন বায়ু তাহার শত্রু হইয়া তাহাকে নির্বাপিত করে। তাৎপর্য:—দুর্বলকে কেহই সমাদর করে না।

ক্ষুদ খেয়ে পুঁজি করে দু'পুরুষে খরচ করে—দুঃখকষ্ট করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে পরে তাহা দ্বারা বহুদিন সুখে থাকা যায়।

ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে—পরিশ্রম করিয়া চাষের কাজ করিলে খাওয়া-পরার কষ্ট পাকে না।

ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে—স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়।

ক্ষেপই হারে, জনম হারে না—মানুষ একবারই প্রতারিত হয়, পুনঃপুনঃ হয় না।

খ

খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুইয়ের নাচ—মহতের অনুকরণ ক্ষুদ্রের পক্ষে প্রায়ই উপহাসাস্পদ হইবার কারণ হয়।

খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গাপার—অসম্ভব কার্যে উদ্যোগ।

খড়ের আগুন যেমন জ্বলে তেমন নেভে—কেহ হঠাৎ উত্তেজিত হইলে সহজেই শান্ত হয়।

খাই দাই বাঁশি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না—নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত থাকি, পরের কথা বা গোলমালের মধ্যে থাকি না।

খাই দাই ভুলিনি, তত্ত্ব কখন ছাড়িনি—কেহ শত কার্যের মধ্যেও লক্ষ্য ঠিক রাখিলে তাহাকে ইহা বলা হয়।

খাওয়াবে হাতির ভোগে, দেখবে বাঘের চোখে—সন্তানকে যেমন আদর-যত্ন করা উচিত, সেইরূপ শাসনও করা কর্তব্য।

খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা—হাতের মুঠোর মধ্যে আনিয়া নিরুপায় ব্যক্তির উপর উৎপীড়ন করা।

খাঁদা নাকে তিলক পরা (বা খাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায় মল)—রূপহীনের প্রসাধন চেষ্টাকে এইরূপে উপহাস করা হয়। যাহার যে কাজ সাজে না, তাহার সেই কাজ করা অশোভন।

খাচ্ছিল তাতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে এঁড়ে গরু কিনে—যে যে বিষয়ে নিপুণ নয়, সেই কাজ করিতে গেলে তাহার লোকসান হইবারই সম্ভাবনা।

খাট ভাঙ্গলে ভূমিশয্যে—যখন যেমন তখন তেমন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে সুখী হওয়া যায়। অতীত সুখের কামনা অনর্থক মানুষকে পীড়া দেয় মাত্র। অনুরূপ—'জান না ভাঙ্গিলে খাট সার হবে ভূমি'—ঈশ্বর গুপ্ত।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্ধেক মাথায় ছাতি।
ঘরে বসে' পুছে বাত,
তার কপালে হা-ভাত।

—যে পরকে দিয়া কাজ করায় ও নিজে সেই সঙ্গে কাজ করে সে খুব উন্নতি লাভ করে। যে পরকে দিয়া কাজ করায় ও নিজে শুধু দেখাশুনা করে, সে কম উন্নতি করে। আর যে কাজও করে না, কাজের দেখাশুনাও করে না, সে অভাবে পড়িয়া কষ্ট পায়।

খাতায় নাম লেখানো—(সধবার একাদশী) বারাঙ্গনাদের পুলিসে রেজিস্ট্রি করান।

খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চেলে এক উচ্ছে—যিনি প্রথমে 'খাব না' 'খাব না' করেন, তিনি শেষে প্রায়ই প্রচুর ভোজন করেন, এইরূপ দেখা যায়।

খাবার আছে চা'বার নেই, দেবার আছে নেবার নেই—প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই।

খাবার বেলায় (ন'বার) মা, ছেলে ধরতে কেউ না—খাবার সময় খুব মাখামাখি দেখানো কিন্তু কাজ করিবার সময় সরিয়া পড়া।

খাবার বেলায় মস্ত হাঁ, উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা—খাইতে পটু কিন্তু কাজ করিতে অপারগ।

খাবার সময় শোবার চিন্তা—যখনকার যাহা নয়, তাহার চিন্তা করা। পূর্বাহ্নেই কোনও কার্যের জন্য চিন্তিত হওয়া।

খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি—পাখিকে যতই খাওয়ান যাক না কেন, তাহার মনোযোগ বনের দিকেই থাকে। তাৎপর্য:—পরকে যতই যত্ন করা যাক না কেন, তাহার কেবল স্বার্থসিদ্ধির দিকেই দৃষ্টি থাকে।

খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় দুবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়?

—প্রাতঃস্নান এবং দুইবেলা শৌচে যাওয়া স্বাস্থ্যকর।

খায় মালসাট মেরে, ওঠে হাঁটু ধরে—দমভর খাইয়া সহজে উঠিতে পারে না। পেটুকের সম্বন্ধে উক্তি। [মালসাট মেরে=মালকোঁচা দিয়া।]

খাল কেটে কুমির আনা—নিজেই উদ্যোগী হইয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা।

খাল পার হয়ে কুমিরকে কলা দেখানো—কার্য সিদ্ধি হইলে প্রবলকে আর ভয় করার দরকার নাই।

খালি কলসীর বাজনা বড়—অন্তঃসার শূন্য ব্যক্তির বাক্যাড়ম্বর।

খিড়কি দিয়ে হাতি গলে, সদরে বাধে ছুঁচ—চোখের আড়ালে দারুণ ক্ষতি হইতেছে, সেদিকে খেয়াল নাই কিন্তু প্রকাশ্যে সামান্য ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত। অনুরূপ প্রবাদ—"সদরে ছুঁচ চলে না, অন্দরে হাতি চলে"।

খুঁট-আখুরে, গাঁয়ের বালাই—যে খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়ে, অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামের লোকদের বিরক্তির কারণ।

খেঁকী কুকুরের ঘেউ ঘেউ সার—অকেজো লোক আড়ম্বর করে ও কেবলই অনুযোগ করে।

খেতে খেতে লোভ বাড়ে, কাঁদতে কাঁদতে শোক বাড়ে—কেহ কোন কাজ বার বার করিলে সে সেই কাজে ক্রমে আসক্ত হইয়া পড়ে।

খেতে পায় না পচা পুঁটি, হাতে পরে হীরের আংটি (পেতে চায় ঘি-রুটি)—অতি দরিদ্র ব্যক্তির ধনীর মত বাহ্য আড়ম্বর দেখানো।

খেতে পেলে শুতে চায়—একটা সুযোগ নিয়া আরও অধিক সুবিধার জন্য চেষ্টা করা।

খেদাই না, তোর উঠান চষি—মুখে না বলিয়াও কার্যতঃ অসন্তোষ প্রকাশ করা বা ক্ষতি করা।

খেয়ার কড়িতে ডুব দিয়ে পার হওয়া—অর্থব্যয় করিয়াও অনর্থক শ্রমস্বীকার করা।

খোঁটার জোরে মেড়া (গাড়ল) লড়ে—উপযুক্ত সহায় থাকিলে নিঃসম্বল ব্যক্তিও বৃহৎ কার্য করিতে পারে।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—যে যে-বিপদটি এড়াইতে চায়, সে সেই বিপদেই পড়ে।

খোদার ওপর খোদকারি—ক্ষুদ্র ও অজ্ঞের পক্ষে বিজ্ঞ ও মহান্ ব্যক্তির কার্যের উপর হস্তক্ষেপ করা অতি বাতুলতা।

খোদার নাও দেখ্যায় চলে—ঈশ্বরের দয়াতেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে।

খোঁয়াড়ে পড়লে হাতি, চামচিকেতেও মারে লাথি—শক্তিমান্ লোক বিপদে পড়িলে অতি নগণ্য লোকও তাহাকে বিব্রত করিতে ছাড়ে না।

খোশ খবরের ঝুটাও ভাল—সুসংবাদ মিথ্যা হইলেও তাহা শুনিতে সুখকর।

খোসে তেল নেই, কলাবড়ার সাধ—অতি প্রয়োজনে যাহার খরচ করিবার ক্ষমতা নাই, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপারে তাহার সাধ জাগা পাগলামি।

গ

গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা-চঙ্গা—সাধারণতঃ মানুষ যাহা দেখে নাই, বা জানে না, তাহার সম্বন্ধে রঙীন কল্পনা করে।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা—অপরের অর্থে তাহারই কার্য করিয়া দেওয়া বা তাহাকে সন্তুষ্ট করা। অনুরূপ প্রবাদ—"মাছের তেলে মাছ ভাজা"।

গঙ্গা মড়া আলেন না—গঙ্গাতে মড়া ভাসাইয়া দিলে, গঙ্গার কোনও ক্ষতি হয় না। তাৎপর্য :—মহৎ ব্যক্তির কিছুই বিরক্তির কারণ হয় না।

গঙ্গার জল গঙ্গায় রল, পিতৃপুরুষ উদ্ধার হল—ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, ফাঁকি দিয়া নিজের কার্য সারিয়া লওয়া।

গজভুক্তকপিত্থবৎ—

আগচ্ছাত যদা লক্ষ্মা নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্গচ্ছা ত যদা লক্ষ্মা গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

লক্ষ্মী যখন আসেন, তখন নারিকেলের জলের মত কোথা হইতে আসেন বোঝা যায় না। সেইরূপ সম্পদ্ যখন চলিয়া যায়, তখন গজকীট কর্তৃক ভক্ষিত অন্তঃসারশূন্য কয়েত-বেলের মত মানুষকে কিরূপে নিঃস্ব করে, তাহা লক্ষ্য করা যায় না। ['গজ' শব্দের অর্থ এখানে হস্তী নহে—একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট। এই কীট কয়েতবেলের বোঁটার নিকট ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও সমস্ত শস্য খাইয়া ফেলে।] তাৎপর্য—সম্পদ্ অতীব চঞ্চল।

গজরায় কিন্তু বর্ষায় না—আড়ম্বর খুব কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নয়। অনুরূপ প্রবাদ—"বর্ষণ নেই গর্জন সার"।

গড়তে চায় ঠাকুর, হয়ে বসে কুকুর—ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়।

গতর নেই চোপায় দড়, মেজে খায় তার পালি বড়—অকেজো লোক বড় বড় কথা বলিয়া বাহাদুরি করে। [পালি—শস্যের পরিমাণ।]

গতস্য শোচনা নাস্তি—বিগত বিষয়ের জন্য শোক করা উচিত নহে।

গদাইলশকরী চাল—দীর্ঘসূত্রতা ; কাজে ঢিলেমি।

গব্য থাকলে আগে পাছে, কি করবে তার শাকে মাছে—যদি প্রথমে ঘি এবং পরে দুধ বা দই থাকে, তাহা হইলে মাঝখানে যাহাই থাকুক না কেন, ভোজন উত্তমই হয়। তাৎপর্য :—কোন কার্যের প্রথম ও শেষ ভাল হইলে তাহার এখানে ওখানে একটু আধটু ত্রুটি থাকিলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। অন্য পাঠ—'থাকে গব্য আগ পাছা, কি করে তার শাগা মাছা'।

গভীর জলের মাছ—গভীর জলের মাছ লাফালাফি করে না। তাৎপর্য :—গম্ভীর-প্রকৃতি স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি।

গরজ বড় বালাই—নিতান্ত প্রয়োজন-বশতঃ মানুষ অতিমাত্রায় ক্লেশ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

গরজে গয়লা ঢেলা বয়—গোয়ালা বাঁকের ভার সমান রাখিবার জন্য অনাবশ্যক ইষ্টকাদিও বহন করে।—প্রয়োজনবশতঃ বাধ্য হইয়া অনেক বাজে কাজ করিতে হয়।

গরিবের কথা বাসী হ'লে মিঠে লাগে—সামান্য ব্যক্তির পরামর্শ অনেক সময় তুচ্ছ করা হয়, কিন্তু পরে বুঝিতে পারা যায় যে তাহার পরামর্শ মত কাজ করিলেই ভাল হইত।

গরিবের ঘোড়া-রোগ—দরিদ্রের অনাবশ্যক বড়মানুষী দেখাইতে যাওয়া।

গরিবের রাঙই (রাঙতাই) সোনা—গরিবের পক্ষে অল্প লাভও উপেক্ষার বস্তু নহে।

গরু, জরু, ধান, রাখ বিদ্যমান—গোধন, স্ত্রীরত্ন এবং শস্যাদি, এ সকল নিজের তত্ত্বাবধানেই সর্বদা রাখিতে হয়, পরের হাতে গেলেই নষ্ট হইয়া যায়। অন্য পাঠ—'গরু জরু ধান, না দেখলেই যান'।

গরু মেরে জুতো দান—সামান্য পুণ্যা-র্জনের দ্বারা গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করা। অথবা কাহারও যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া সামান্য উপকার দ্বারা সেই ক্ষতি-পূরণের চেষ্টা করা।

গর্তের সাপ খুঁচিয়ে বা'র করা—যে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা কম, তাহাকে সাধ করিয়া ডাকিয়া আনা।

গলা টিপলে এখনও দুধ বেরোয়—অল্পবয়স্কের মুখে বৃদ্ধের ন্যায় কথা শুনিলে লোকে এই বাক্য ব্যবহার করে।

গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পায়ে ধরে—বিপদে পড়িলে মানুষ অতি নীচের কাছেও নত হয়।

গলার নীচে গেলে আর মনে থাকে না—অকৃতজ্ঞ মানুষ কার্যসিদ্ধির পর উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশেরও প্রয়োজন বোধ করে না।

গাঁ বড়, তার মাঝের পাড়া, নাক নেই তার নথ নাড়া—ক্ষুদ্র কার্যে বৃহৎ কার্যের মত অনর্থক আড়ম্বর করিতে নাই।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—যাহাকে কেহ বড় বলিয়া মানে না, অথচ নিজেকে নিজেই বড় বলিয়া জাহির করিতে চায়, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

গাঁয়ের গুণে গড়ে' গরুও বিকায়—একতা থাকিলে (একের দোষ অপরে না দেখাইয়া দিলে) ত্রুটিও লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। (গড়ে'—অলস ও অকর্মণ্য)।

গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে—জিনিসপত্র ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া কিনিতে হয়।

গাই ছিল না হল গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই—অজ্ঞ লোকের সমৃদ্ধি হইলেও লোকাচার না জানার দরুন তাহাকে অপ্রতিভ হইতে হয়।

গাইতে গাইতে গায়েন, (আর) বাজাতে বাজাতে বায়েন—অভ্যাসের দ্বারা মানুষ অনধিগত বিষয়েও দক্ষতা লাভ করিতে পারে।

গাই নেই ত বলদ দো—কার্যের অভাবে অনাবশ্যক কার্যে নিযুক্ত হওয়া।

গাই বাছুরে পিরিত থাকলে, মাঠে গিয়ে দুধ দেয়—অনেক গরু লোকের সামনে দুধ লুকাইয়া রাখে, কিন্তু মাঠে গিয়া বাছুরকে খাওয়ায়। তাৎপর্য :—পরস্পরের সহানুভূতি থাকিলে কার্য সহজে এবং গোপনে সমাধান করা যায়।

গাঙে গাঙে দেখা হয়, বোনে বোনে দেখা নয়—ভিন্ন প্রবাহ হইলেও দুই নদীর মিলন অনেক ক্ষেত্রে ঘটে, কিন্তু দুই বিবাহিতা ভগিনীর মিলন হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গাছ থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত—অনুরূপ প্রবাদ—"উপর থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত, যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত" (তাহা দ্রঃ)।

গাছে উঠতে পারে না, বড় ছালাটি (আমটি) আমার—পরিশ্রমে বিমুখ অথচ লাভের প্রত্যাশা বেশী।

গাছে ওঠে পড়তে, জামিন দেয় মরতে—গাছে উঠিলে পড়ার ভয় থাকে, আর জামিন হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার ভয় থাকে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল—লাভের সম্ভাবনা নাই, অথচ লাভের সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া কাজ করা।

গাছে তুলে' মই কেড়ে নেওয়া—প্রচুর লাভের আশা দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া অবশেষে লাভের সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করা। প্রতারণা করা।

গাছে তুলতে সবাই আছে—বিপদের সম্মুখীন হইতে সকলেই উৎসাহ দিয়া থাকে।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—কার্য করিবার আগেই লাভের প্রত্যাশা করা।

গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়—সর্ববিধ সুযোগই আত্মসাৎ করা, পরকে কিছুই না দেওয়া।

গাছের পরিচয় ফলে—কাজ দেখিয়া লোকের পরিচয় পাওয়া যায়।

গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা, ডেকে বলে ঢাক বাজানা—লম্বা লম্বা কথা বলা, কিন্তু কার্যকালে কেবল ফাঁকি দেওয়া।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা—নির্বোধকে সহজে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যায় না।

গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাঠি বইতে নারে—গাধা দোপাব বোঝা বয়, কিন্তু ভাতের কাঠি বহে না। তাৎপর্য :—অনেক লোক দুরূহ কাজ করিতে পারে, কিন্তু অল্পায়াস-সাধ্য কাজ করিতে অক্ষম।

গায়ে উড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি—অতি দরিদ্র লোকের অনাবশ্যক বাহ্যাড়ম্বর হাস্যকর।

গায়ের কালি ধু'লে যায়, মনের কালি ম'লে যায়—অপমানের কথা, আঘাতের কথা সহজে মন হইতে দূর হয় না।

গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল—অতি অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া বিলাসিতা করা। তাৎপর্য :—অবস্থার বিপরীত কাজ করিতে নাই।

গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়েয় আলপনা—যাহার উপর যে কাজের ভার থাকে, তাহার সেই কাজে অপর লোকের হাত দেওয়া।

গিন্নীর পাপে গেরস্ত নষ্ট—গৃহিণীর কাজে ও আচরণে শৃঙ্খলা না থাকিলে সংসারে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে না।

গুটিপোকা গুটি করে,
নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে—নিজের নির্বুদ্ধিতার জালে নিজেই জড়িত হওয়া।

গুণে নুন দিতে নেই (গুণের ঘাট নেই)—যাহার কোনও গুণ নাই তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহা বলা হয়।

গুণের বালাই নিয়ে মরি—গুণে মুগ্ধ হইতেছি।

গুনে কড়ি জলে ফেলা—অযথা অর্থব্যয় করা।

গুরু বোবা, শিষ্য কালা—উভয়ই সমান অবস্থা।

গুরু মারা বিদ্যে—শিক্ষাদাতার অনিষ্ট সাধন করা; অথবা, বিদ্যায় শিক্ষককে ছাড়াইয়া যাওয়া।

গৃহ স্থির আগে করে, গৃহিণী স্থির তার পরে—আগে সংস্থান না করিয়া কোন কার্য আরম্ভ করিতে নাই।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—গৃহিণীবিহীন গৃহ গৃহই নহে; গৃহিণী না থাকিলে গৃহের সুখ নাই। পুরা শ্লোকটি এইরূপ :—
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গেঁয়ো যুগীর ভিখ মেলে না—গুণবান্ লোকেরও স্বজনমধ্যে গুণের সম্যক্ আদর হয় না।

গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ—গোঁগা (মূক, অস্পষ্টভাষী) লোকের তর্কবাগীশ নাম যেরূপ হাস্যকর, সেইরূপ অনুপযুক্তের পক্ষে মহত্তের অনুকরণও হাস্যকর।

গোঁফ দেখলেই শিকারী বেড়াল চেনা যায়—চেহারা ও চালচলন দেখিলেই কে কেমন কাজের লোক তাহা বোঝা যায়।

গোঁফ নেইকো কোন কালে, দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে—অনভিজ্ঞের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য কার্য করিতে যাওয়া উপহাসের কারণ।

গোঁয়ারের মরণ খোঁয়াড়ে (গাছের আগায়)—বিবেচনাহীন ব্যক্তির অযথা সাহসের ফলে অনেক বিপদ ঘটে।

গোজন্ম ঘুচে' গজেন্দ্রজন্ম—অতি হীন অবস্থা হইতে অতি সৌভাগ্য লাভ।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা—কাহারও গুরুতর ক্ষতি করিয়া পরে তাহার ঈষৎ প্রতিকার করিতে যাওয়া।

গোদা পায়ে (মল) আলতা—অরূপের পক্ষে বেশভূষার আড়ম্বর হাস্যকর।

গোদের উপর বিষফোঁড়া—কষ্টের উপর কষ্ট।

গোনা গরু বাঘে খায় না—হিসাব করিয়া সাবধানে কোনও দ্রব্য রাখিলে তাহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

গোবরে পোকার পদ্মমধু খেতে সাধ—হীনজনের পক্ষে মহত্তের প্রাপ্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করা।

গোভাগ্য নেই, এঁটুলি ভাগ্য আছে—কোনও বস্তুর গুণের সুযোগ না পাইয়া কেবল দোষের জন্য যদি কাহাকেও অসুবিধাই ভোগ করিতে হয়, তবে তাহাকে ইহা বলা হয়।

গোমড়কে মুচীর পার্বণ—অপরের গুরুতর ক্ষতিতে কাহারও আনন্দ। অনুরূপ প্রবাদ—"কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ"।

গোলমালে চণ্ডীপাঠ (গোলে হরিবোল)—অনিপুণ লোকে অপরের সহিত মিলিয়া নিজের ত্রুটি ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করে। লোকে নিজের কোনও স্বাধীন মত প্রকাশ না করিয়া সাধারণের মতে মত দেয়।

গ্রহণ লাগলে সবাই দেখে—সুস্পষ্ট বস্তু প্রকাশ করার জন্য লোকের প্রয়োজন হয় না, মানুষ স্বভাবতঃই তাহা বুঝিতে পারে। অথবা—অপরের বিপদে সাধারণতঃ মানুষের কৌতূহল ও উল্লাসই দেখা যায়, সহানুভূতি কমই পাওয়া যায়।

গ্রামের নাম তেঘরে, তার আবার উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়া—অল্প সম্বলে অত্যধিক আড়ম্বর দেখাইতে নাই।

ঘ

ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে করে আসা—পরের জন্য কোনও কার্য করিতে গিয়া নিজে কার্য হাসিল করা।

ঘট গড়তে পারে না মেটের বায়না নেয় (চায়)—মেটে (জল রাখিবার সুবৃহৎ মাটির কলসী) গড়া কঠিন কাজ। তাৎপর্য :—যে সামান্য কাজ করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে বড় কাজ করার দায়িত্ব লওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ঘটি কেনা গঙ্গাস্নান—উভয় কাজ এক-সঙ্গে সারা। অনুরূপ প্রবাদ—"রথ দেখা ও কলা বেচা"।

ঘটির তলায় দিয়ে আঠা, যোগে যাগে কাল কাটা—কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করা; কাহাকেও দুঃখ না দিয়া নিজের কার্য কোনও রূপে চালাইয়া নেওয়া।

ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা—মুহূর্তে মুহূর্তে মত বদলান।

ঘণ্টা বাজিয়ে (নেড়ে) দুর্গোৎসব, ইতু-পুজোয় ঢাক—অল্পের জন্য বহুব্যয় করা, অথচ প্রয়োজনীয় কার্যে কৃপণতা করা।

ঘন দুধের ফোঁটা, বড় মাছের কাঁটা—খারাপ জিনিসের কতকগুলি অপেক্ষা ভাল জিনিসের অল্পও ভাল।

ঘরকন্না করতে গেলে ঘটিবাটির সঙ্গে ঝগড়া হয়—একসঙ্গে বসবাস করিতে গেলে অনেক সময় মনোমালিন্য দেখা দেয়।

ঘরচোরকে এঁটে ওঠা দায়, বা ঘর-চোরে পার নেই—আপনজন শত্রু বা অনিষ্টকারী হইলে তাঁহার হাত হইতে রেহাই পাওয়া কঠিন।

ঘরজামায়ের পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ—পরভাগ্যোপজীবী মনুষ্য অতি দুর্ভাগা এবং লোকচক্ষেও নিন্দনীয়।

ঘর-জ্বালানো, পর-ভুলানো—যে নিজের লোকের ক্ষতি করে, অথচ পরের উপকার করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট রাখে, তাহাকে ইহা বলা হয়।

ঘর থাকতে বাবুই ভিজে—বাবুই পক্ষীর বাসা করিয়াও বুদ্ধির দোষে বৃষ্টি হইতে অব্যাহতি নাই। তাৎপর্য :—নির্বোধ লোক শ্রম করিয়াই মরে, শ্রমের ফল বড় একটা পায় না।

ঘরদোর নেই যার, আগুনে কি ভয় তার- নিঃসম্বল ব্যক্তির কিছু হারাইবার ভয় নাই।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে (মেঘ দেখে) ডরায়—যাহার বিপদের অভিজ্ঞতা আছে, সে সেই বিপদের মত কোন ঘটনায় উদ্বেগ বোধ করে।

ঘর পোড়ার কাঠ—সমস্ত নষ্ট হইবার সময় যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লাভ মনে করা উচিত।

ঘর ফাঁদবে ছাইবে না, ধার দেবে চাইবে না—ঘর তৈয়ারি করিলে তাহার মাঝে মাঝে সংস্কার করিতে হয়। টাকা ধার দিলে তাগাদার প্রয়োজন।

ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট--অতি বলবান্ ব্যক্তিগণও অন্তর্বিবাদে ধ্বংস হয়।

ঘরমুখো বাঙ্গালী, রণমুখো সেপাই—উভয়কেই রোধ করা দুঃসাধ্য। তাৎপর্য :—কেহ কোনও কার্যে অতীব আগ্রহান্বিত হইলে তাহাকে এরূপ বলা হয়।

ঘরসন্ধানী বিভীষণ—গৃহশত্রু মানুষের সর্বনাশ করে, কারণ সে ভিতরের দোষগুলি অতি সহজেই বুঝিয়া শত্রুকে পথ দেখাইতে পারে।

ঘরামীর ঘর ছেঁদা—বিদ্বানের পুত্র প্রায়ই মূর্খ হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"ঘরামীর মটকা আদুল"।

ঘরে ঘরে চুরি, তাই প্রাণ ধরি—মানুষ প্রায়ই নিজের দোষত্রুটি, অভাব থাকিলেও মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে সর্বত্রই লোকের এইরূপ অবস্থা।

ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন—ঘরে অন্নের সংস্থান নাই, অথচ বাইরে বড়লোকের চাল দেখানো।

ঘরে থাকতে নানা নিধি, খেতে দেয় না দারুণ বিধি—কপালে সুখ না থাকিলে উপায় থাকিতেও মানুষ কষ্ট পায়।

ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাটি—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অধিক আড়ম্বর প্রকাশ করে। অনুরূপ প্রবাদ—"ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত", "ঘরে নাই ভাঙ্গ (ভাজা) ভুজো, নিত্য করেন গোসাঁই পুজো।"।

ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত—'ঘরে ভাত নেই দোরে চাঁদোয়া' দ্রঃ।

ঘরে নেই যা' বাছা মাগে তা—যাহা দুষ্প্রাপ্য, তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়, এমন মনিব কোথায় পায়—শ্রম না করিলে অর্থাগম হয় না।

ঘরে বসে রাজা উজির মারা—ঘরে বসিয়া বড় বড় কথা বলা, বাহিরে কাজকর্ম করিবার যোগ্যতা নাই। কাপুরুষ বা অযোগ্য লোকের পক্ষে প্রযোজ্য।

ঘরে বসে' রাজার মাকে ডাইনী বলা—পরোক্ষে অতি মহতের নিন্দা করা সহজ। ইহা কাপুরুষের লক্ষণ।

ঘরে বাইরে একমন, তবে হয় কৃষ্ণভজন—অন্তরে বাহিরে এক না হইলে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না।

ঘরে ভাত না থাকলে, শালগ্রামের সোনা বেচে খায়—অভাবে মানুষ সর্ববিধ নীচ কর্ম করিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—"অভাবে স্বভাব নষ্ট"।

ঘরে ভাত নেই, দোরে চাঁদোয়া—ভিতরকার অবস্থা খারাপ, কিন্তু বাহিরে আড়ম্বর দেখান।

ঘরে ভাত নেই, যত্নে ঘাট নেই—অর্থাভাব থাকিলেও মুখে ভদ্রতা ও যত্ন দেখান কষ্টসাধ্য নহে।

ঘরের ইঁদুর বাস কাটলে, ধরে' রাখে কে—মিত্ররূপী শত্রু সাক্ষাৎ শত্রু অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ের কারণ।

ঘরের কড়ি দিয়ে নায়ে ডুবে মরা—অর্থ ব্যয় করিয়াও বরাতদোষে অশেষ দুর্দশা ভোগ করিতে হয়।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান—বিনালাভে অনর্থক ঝঞ্ঝাট পোহানো ; যাহাতে নিজের কোন লাভ নাই এমন কাজ করা।

ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না—দুষ্ট ব্যক্তি সাধারণতঃ আপন জনের অনিষ্ট করে না।

ঘরের ঢেঁকিই কুমির—যাহাকে ঘরে ঢেঁকি (নির্দোষ) বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কালে সে-ই কুমির হইয়া প্রাণনাশ করিল। ঘরের শত্রুর সম্বন্ধে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেকে বসে—শকুনিকে ঘরের ভাত খাওয়াইয়া লালিত করিলেও সে খোঁজ করে, কবে গোয়ালের গরু মরিবে। তাৎপর্য :—নীচের শত উপকার করিলেও সে উপকারীর অশুভচিন্তাই করিয়া থাকে।

ঘরের মা ভাত পায় না, পরের জন্য মাথাব্যথা—আপন জন কষ্ট পাইতেছে দেখিয়াও পরের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করা।

ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা—উপস্থিত শ্রেয়ঃ উপেক্ষা করিয়া পরে সেই সুযোগ আর না পাইলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

ঘরের শত্রু বিভীষণ—গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ষাঁড় পেট ফাঁড়ে—আপনার লোকে শত্রুতা করিলে ইহা বলা হয়।

ঘরে শাকসজনা, বাইরে বাবুয়ানা—ভিতরকার অবস্থা খারাপ অথচ বাইরে আড়ম্বর দেখানো।

ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে পাথরও ক্ষয়ে যায়—অভ্যাসে মানুষকে অনধিগত বিষয়েও দক্ষ করে।

ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে প্রেম—ঘষিয়া মাজিয়া রূপ হয় না, আর জোর করিয়া ভালবাসা হয় না। রূপ স্বাভাবিক আর প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত।

ঘাটের না' ঘাটে, মাঝী বেটা হাটে—কাহাকেও কোন কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল—অতি গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া।

ঘি আদুড়, ঘোল ঢাকা—অতি প্রিয়-বস্তুও অনেক সময় অনাদৃত হইয়া থাকে, এবং অতি নগণ্য বস্তুও অতিরিক্ত যত্ন পায়। "Penny wise, pound foolish."

ঘি দিয়ে' ভাজ নিমের পাতা, তবু যায় না জাতের জাতা—দুষ্টের দুষ্ট স্বভাব সহস্র চেষ্টাতেও দূর করা যায় না। পাঠান্তর—"ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত।" অনুরূপ প্রবাদ—"স্বভাব না যায় ম'লে।"

ঘি ভাত খেতে ঠোঁট পুড়লো—অদৃষ্টের ফের থাকিলে সুখভোগ করিতে গেলেও বিপদ ঘটে।

ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটার নাম পদ্ম-লোচন (চন্দনবিলাস)—নীচের শ্লাঘ্যপদ পাওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, তোমার একদিন আছে শেষে—কাহারও বিপদে হাসিতে নাই, কারণ সকলেরই বিপদ্ হইতে পারে।

ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি—কাজের প্রথমটায় খানিকটা সুখ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছ, কিন্তু পরে যে দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই। কেহ শক্ত পাল্লায় পড়িলে তাহাকে এই কথা বলা হয়।

ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরে না—কৃতী ব্যক্তিরও আলস্য থাকিলে কোনও কার্য সম্পন্ন হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥"

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া—যাহার সাহায্যে অপরকে দিয়া কোন কাজ করাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই সেই অপরের নিকট গিয়া কার্যসাধনের চেষ্টা করা।

ঘোড়া থাকলে চাবুকের ভাবনা—আসল জিনিসটা পাইলে আনুষঙ্গিক জিনিস পাইবার অসুবিধা হয় না।

ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া—সুযোগ উপস্থিত হইলে মানুষ তাহা লাভ করিবার জন্য ছুতা ধরে।

ঘোড়া ভেড়ার একদর—গুণ ও শ্রেষ্ঠতার সমাদর না হওয়া। অনুরূপ প্রবাদ—"মুড়ি মিছরির একদর"।

ঘোড়ার কামড় ছাড়তে জানে না—ঘোড়া কামড়াইলে সে সহজে দাঁত তুলিয়া লইতে চাহে না। সেইরূপ যাহারা ধরিলে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, সেইরূপ লোকের উদ্দেশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা—মহতের সমাজে ক্ষুদ্রজন মিলিত হইয়া তাহাদের সমান তালে চলিতে গেলে এই কথা বলা হয়।

ঘোড়ার ঘাস কাটা—অলসভাবে কালযাপন করা, বা নিষ্কর্মা জীবন যাপন করা।

ঘোড়ার পেট গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ—ঘোড়া অতিভোজী। গাধাও সর্বদাই ভার বহন করে। অতি পেটুক ও অতি পরিশ্রমপরায়ণদের সম্পর্কে বলা হয়।

ঘোমটার মধ্যে (ভেতর) খেমটা নাচ—বাহিরে সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা, কিন্তু অন্তরে অসাধু।

ঘোল মাগতে পেছনে ভাঁড়—প্রার্থনা করিতেই যখন হইল, তখন আর তাহাতে সংকোচ দেখানোর ফল কি! যাচকের আবার মান কি!

চ

চক চক করলেই সোনা হয় না—উপর উপর দেখিয়া কোন বিষয় সঠিক বোঝা যায় না।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ—সুখ ও দুঃখ চক্রধারার ন্যায় পরিবর্তিত হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকে না। সুতরাং দুঃখে হতাশ বা সুখে অতিশয় উৎফুল্ল হওয়া উচিত নয়।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মেটানো (ঘোচানো)—পরের মুখে না শুনিয়া নিজেই প্রত্যক্ষ করা।

চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ—যতক্ষণ চক্ষুর সম্মুখে ততক্ষণই স্নেহ থাকে, চোখের আড়ালে গেলে সব স্নেহ লোপ পায়।

চক্ষে দেখলে শুনতে চায়, এমন বোকা আছে কোথায়—চাক্ষুষ প্রমাণ সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চক্ষের আড়াল হলেই মনের আড়াল—সম্মুখে না থাকিলে সাধারণতঃ ভালবাসা গাঢ় থাকে না। Out of sight, out of mind.

চড় মেরে গড়—অপমান করিয়া সম্মান দেখানোর কোনও মূল্য নাই।

চড় মেরে চড় খাওয়া—সাধ করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা।

চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া—অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, সুযোগ্য লোকেও অন্নাভাবে ক্লেশভোগ করে এবং অযোগ্য লোকেও সমৃদ্ধিতে থাকে।

চতুরের সঙ্গে চতুরালি—বুদ্ধিমানের সহিত চতুরতা করা শক্ত। উভয়েই বুদ্ধিমান্ হইলে সহজে কেহ কাহাকেও প্রতারিত করিতে পারে না।

চন্দনং ন বনে বনে—সর্বত্র গুণী বা বিদ্বান্ ব্যক্তি পাওয়া যায় না।

চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি। মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসী পড়ে তাঁতী।—মহাজনগণও যাহা করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাহার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। পাঠান্তর—"চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি। বাঘ পালাল, বেড়াল এল ধরতে এবার (বা শিকার করতে) হাতি।" "চন্দ্র সূর্য তারা গেল, জোনাকি ধরে বাতি। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হল রথী।" "Fools rush in where angels fear to tread."

চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত, খেয়ে দেখি না জল—অদৃষ্টপূর্ব বস্তু অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্ট হইলে তাহার অসাধারণত্ব দেখা যায় না।

চলতে না জানলে উঠান বাঁকা—অপটু লোক নিজের অসামর্থ্য ঢাকিতে আনুষঙ্গিক বস্তুর উপর দোষ চাপায়। A bad workman quarrels with his tools.

চলতে পারে না তার বন্দুক ঘাড়ে—যে সামান্য কাজ করিতে পারে না, সে আবার শ্রমসাধ্য কাজ করিবে কি প্রকারে?

চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চল্লেই হত-বুদ্ধি—সময় ভাল হইলে যে সব বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করা যায়, সেই সব বুদ্ধি কার্যকরী হয়। কিন্তু দুঃসময়ে কোন বুদ্ধিই খাটে না, কোন কাজেই ফল ভালো হয় না, বোকা বনিয়া যাইতে হয়।

চাঁদে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক—অতি ভালরও কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই। নির্দোষ লোক বিরল।

চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা, ঢাকের কাছে টেমটেমি—মহতের কাছে ক্ষুদ্রের আস্ফালন দেখিলে লোকে এই কথা বলে।

চাঁদের গায়ে থুতু ফেললে আপন গায়ে লাগে—আপনজনের নিন্দা করিলে পরোক্ষে নিজেরই নিন্দা করা হয়।

চাকরি মেঘের (বা তালপাতার) ছায়া, মিছে কর তার মায়া—মেঘের ছায়া যেরূপ চঞ্চল, সেইরূপ যাহারা চাকরি করে, তাহাদের ভাগ্যও চঞ্চল। প্রভুর খেয়ালে যে কোনও সময়েই চাকরি যাইতে পারে। অনুরূপ—'চাকরি তালপাতার ছাউনি'।

চাচা, আপনার প্রাণ বাঁচা—আগে নিজেকে বাঁচাও, তারপর অপরের জন্য ভাবিও। আত্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অনুরূপ সংস্কৃত প্রবাদ—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ"।

চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া—খোশামোদি করিলেও লোকে সাধারণতঃ স্বার্থ ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজে না"।

চাপ পড়লেই বাপ—বিপদে পড়িলে মানুষ সহজেই বশে আসে।

চামচিকেও পাখি, ডেপুটিও হাকিম—আকার বা চালচলনে বড় বলিয়া মনে হইলেই প্রকৃত বড় হয় না।

চাল নাই, ধান নাই, গোলাভরা ইঁদুর—সুখের মধ্যে দুঃখ মিশ্রিত থাকিলে সহ্য করা যায়, কিন্তু কোনও সুখ নাই,

কেবল দুঃখ ও উপদ্রব সহ্য করা অতি পীড়াদায়ক।

চাল নেই তার ধুচুনি নাড়া, নাক নেই তার নথ নাড়া—অন্তরের দৈন্য বাহিরের আড়ম্বর দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করা।

চালুনি করে ঘোল বিলানো—য কেবল অসম্ভাব্য গল্প বলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়।

চালুনি বলে ছুঁচ তোর পিছে কেন ছেঁদা—নিজের অসংখ্য দোষ থাকিলেও পরের সামান্য দোষের সমালোচনা করা।

চালুনি বলে ধুচুনি ভাই তুমি বড় ফুটো—উপরের প্রবাদ দ্রঃ।

চালে খড় নেই, ঘরে বাতি, বিছানা নেই পোহায় রাতি—অতি প্রয়োজনীয় কার্য করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ অল্প প্রয়োজনের কার্য করে।

চালের দর কত, না মামার ভাতে আছি—যে যে বিষয়ের খোঁজ রাখে না, তাহাকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

চালের বাতায় মানিক থুয়ে উলু-বনে হাতড়ানো—নিজের কাছে যে মূল্যবান্ বস্তু আছে, তাহা খেয়াল না করিয়া, তাহার জন্য অন্যত্র খুঁজিয়া বেড়ানো।

চাষা কি জানে মদের স্বাদ—যে যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে সেই বিষয়ের গুণাগুণ বুঝিতে নিতান্ত অসমর্থ।

চাষার গদ্দি, কাস্তের ঠোক্কর—অশিক্ষিত লোকের প্রীতিপূর্ণ আচরণও অনেক সময় বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়। যাহার যেমন শিক্ষা তাহার ব্যবহারও তেমনি।

চাষার চাষ দেখে, চাষ করলে গোয়াল; ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়াল—আনাড়ির পক্ষে কোন কার্য করায় পরিশ্রমই সার হয়।

চাষার মুখ, না আখার মুখ—হাভাতে লোক সব জিনিসই পাইবামাত্রই খাইয়া ফেলে। আখার—উনুনের।

চিংড়িমাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট—সামান্য লাভের জন্য অন্যায় কার্য করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

চিঁড়ের বাইশ ফের—সামান্য ব্যাপারকে ঘাঁটাইয়া অনর্থক বৃহৎ ও দুঃসাধ্য করিয়া তোলা।

চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়—অসৎভাবে অর্জিত অর্থ প্রায় ভোগে লাগে না।

চিন্তা জরো মনুষ্যাণাম্—দুশ্চিন্তা মানুষের দারুণ ক্ষতি করে।

চিন্তের মায়ের চিন্তে, হাটের লোক শোয় কোথা—অনর্থক চিন্তা।

চিল পড়লে কুটোটাও নিয়ে ওঠে—শত্রু আসিলে কিছু না-কিছু ক্ষতি করিবেই করিবে। শত্রুকে কোনও ক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা। যদি পড়ে ধরা, তবে হাতে পায়ে দড়া।—চুরি করিয়া সহজে টাকা পাওয়া যায় কিন্তু ধরা পড়িলে চরম দুর্গতি হয়।

চুল থাকে ত বাঁধি, গুণ থাকে ত কাঁদি—গুণ থাকিলেই লোকের জন্য মানুষ দুঃখ করে। মানুষের গুণই সম্মান ও আদর লাভ করিয়া থাকে।

চুলের টিকি দেখা ভার—যাহার দেখা পাওয়া কষ্টকর, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

চুলোমুখো দেবতার ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্যি—যে যেমন, তেমন ব্যবহার তাহার প্রতি করিতে হয়।

চুলোর উপর ক্ষীর, মন নয় স্থির—লোভের বস্তু সম্মুখে থাকিলে চিত্ত স্থির রাখা অতীব কষ্টকর।

চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা—অরূপের প্রসাধন দেখিলে উপহাস করিয়া এই কথা বলা হয়।

চেটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখা—অসম্ভব কল্পনা করা।

চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই—পরিচিত লোকের আর অপরের দ্বারা পরিচয় করাইবার প্রয়োজন হয় না।

চোখ থাকতে কানা—বুদ্ধি থাকিলেও তাহার প্রয়োগ না করিলে মানুষ কৃতী হইতে পারে না।

চোখের দোষে সব হলদে—ন্যাবা রোগে সকল বস্তুই হলুদবর্ণ দেখায়। তাৎপর্য :—নিজের কোন দোষ থাকিলে মানুষ সকলের মধ্যেই সেই দোষ দেখে।

চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে—বিবদমান উভয় পক্ষেই যিনি যোগ দেন, অথবা যিনি উভয় পক্ষকেই প্রতারণা করেন, এরূপ বিশ্বাসঘাতক লোক।

চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া—প্রতারক প্রতারণার সুযোগ খোঁজে।

চোর ছেঁচড় চোপায় দড়, আগে দৌড়ায় ঠাকুর ঘর—প্রতারকেরা জোর গলায় নিজেদের সাধুত্ব প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হয়।

চোর ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে রয়—উদরসাৎ করিলে আর চোরের ভয় থাকে না। পেটুকের মতবাদ।

চোর দিয়ে চোর ধরা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা—দুষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে অন্য দুষ্ট ব্যক্তিকে জব্দ করা।

চোর ধরতে চোরকে লাগানো—যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা আছে, সেই বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করিলেই কার্য সহজে সিদ্ধ হয়।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—বিপদের সময় মানুষের প্রায়ই বুদ্ধি যোগায় না। কিন্তু বিপদ্ কাটিয়া গেলে নানা মতলব আসে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিরল।

চোর ভাল ত বেকুব ভাল না—বোকা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ অসাধু ব্যক্তিও ভাল।

চোর মরে (মজে) সাত ঘর মজিয়ে—বহু নিরপরাধ লোক লাঞ্ছিত হওয়ার পরে প্রকৃত চোর ধরা পড়ে। তাৎপর্য :—দুর্জনের অপরাধে নিরীহ লোকের বহু দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—দুষ্টলোক সৎ-পরামর্শ গ্রহণ করে না।

চোরে কামারে দেখা নেই, সিঁধ কাঠি গড়া—এইরূপ প্রবাদ আছে, চোরের সঙ্গে দেখা না হইলেও কামার তাহার জন্য সিঁদ কাঠি প্রস্তুত করিয়া দেয় এবং চোর তাহার অলক্ষ্যে পারিশ্রমিক দিয়া যায়। তাৎপর্য :—পরস্পরের সহানুভূতি থাকিলে কার্যসাধন সহজ হয়।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই—একজন শঠের প্রবঞ্চনাকে অপরে সমর্থন করিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

চোরের উপর বাটপাড়ি—প্রতারককে ঠকান।

চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া—নির্বোধ লোকে পরের উপর রাগ করিয়া নিজে অনর্থক কষ্ট পায়। অনুরূপ :—'চোরের ওপর মান করি, ভুমেতে ভোজন করি'।

চোরের এক রাত গেরস্তর শতেক রাত—গৃহস্থ প্রত্যহই সাবধান থাকিতে পারে না। একদিন অসতর্ক হইলেই চোরে সেই সুযোগ পাইয়া চুরি করে।

চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা—পরের দোষ অজ্ঞাতভাবে নিজে বরণ করিয়া লওয়া।

চোরের দশদিন, গেরস্তর একদিন—প্রতারকেরা বহুবার প্রতারণা করিয়া সফলকাম হইতে পারে, কিন্তু কোনও দিন তাহারা ধরা পড়িবেই। পাপকাজ কখনও গোপন থাকে না। অনুরূপ :—'দশদিন চোরের একদিন সেধের'।

চোরের মন বোঁচকার দিকে—যাহার যেখানে স্বার্থ, হাজার কাজের মধ্যেও তাহার সেইদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।

চোরের মা'র কান্না—পরের নিকট প্রকাশ করা যায় না, এইরূপ লজ্জাকর দুঃখের ব্যাপারে পড়িলে মানুষ প্রকাশ্যে কাঁদিতেও পারে না।

চোরের রাত্রিবাসও লাভ—চুরি করিতে না পারিলে চোরে গৃহস্থের ঘরে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিতে বাস করে, তখন ইহাই তাহার লাভ। তাৎপর্য :—যথেষ্ট লাভ না হইলে অগত্যা সামান্য লাভও উপেক্ষণীয় নহে।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—কাহারও অন্যায় কার্য অপর কোনও দুষ্কৃতকারী সমর্থন করিতে আসিলে তাহাকে ইহা বলা হয়।

চৌকিদারী কি ঝকমারি বিরক্তিকর, ক্লেশদায়ক, অথচ লাভশূন্য কার্য।

ছ

ছল করে জল আনা—প্রতারণা করা। এক কার্যের নাম করিয়া অন্য কার্য করা।

ছাঁচের ঘরে খাবি খায়, সমুদ্রপার হ'তে চায়—কেহ যদি অতি ক্ষুদ্র কার্য করিতে না পারিয়া সুবৃহৎ কোন কার্য করিতে যায়, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি করা হয়।

ছাই চাপা কি আগুন রয়—যাহার গুণ আছে, তাহার গুণ একদিন প্রকাশ হইবেই এবং পাপকাজ কখনও গোপন থাকে না।

ছাইতে না জানি, গোড় চিনি—নিজে কাজ জানি না, অথচ পরের কাজের সমালোচনা করি।

ছাই পায় না, মুড়কি জলপান—অতি দরিদ্র ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো—নির্দোষ ব্যক্তির দোষ ধরা, অথবা একজনকে দিয়া বার বার নানা কাজ করানো।

ছাঁদন দড়ি, গোদা বাড়ি, যে আমার আমি তারি—খোশামুদে, অর্থলোভী মানুষের সম্বন্ধে ইহা বলা হয়।

ছাগল দিয়ে যব মাড়ান—অনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা দুরূহ কার্য করানো।

ছাগল বলে আজুনী খেলাম, গেরস্ত বলে প্রাণে মলাম—অর্থব্যয়ও প্রচুর হয়, অথচ কার্যসিদ্ধিও হয় না, এইরূপ কার্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয় (গায়)—যুক্তিহীন অসংলগ্ন বাক্য সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

ছাতা দিয়া মাথা রাখা—সামান্য উপকার করিয়া কেহ তাহার উল্লেখ করিলে এই কথা উপহাস করিয়া বলা হয়।

ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া—সমস্ত কার্যে দারুণ বিশৃঙ্খল হওয়া, অথবা কোনও ঘোরতর নিন্দার ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়া।

ছায়াতে ভূত দেখা—ভয়ের প্রকৃত কারণ না থাকিলেও ভয় পাওয়া।

ছাল নেই কুত্তার বাঘা নাম—কোনও অপদার্থ ব্যক্তির অতিরিক্ত বাহাড়ম্বর দেখিলে ইহা বলা হইয়া থাকে। অন্যপাঠঃ—"ছাল নেই, কুকুরের নাম বাঘা"।

ছিঁড়ল দড়া ত ছুটল ঘোড়া—একবার শৃঙ্খলা নষ্ট হইলে কাহাকেও বাগে রাখা অতি দুষ্কর।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনি, পুড়ে পুড়ে রাঁধুনী—ঠেকিয়া শেখা।

ছিক্‌লি কাটা টিয়া—সাধারণতঃ কেহ ভালবাসার বন্ধন কাটিয়া চলিয়া গেলে ইহা বলা হইয়া থাকে।

ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি—অনর্থগুলি সুযোগ (ছিদ্র) পাইলে প্রবল আকার ধারণ করে। তাৎপর্য :—বিপদ্ কখনও একা আসে না।

ছিল না কথা, দিল গা'ল, আজ না হয়, হবে কাল—ধৈর্য সহকারে কার্য করিলে ক্রমে ক্রমে সাফল্য আসে।

ছিলাম রোগী হলাম রোজা—অভিজ্ঞতা হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। "একবারের রোগী, আর বারের রোজা" দ্রঃ।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়—প্রথমতঃ মুখে বন্ধুত্ব দেখাইয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহার সুযোগ লইয়া ঘোর অনিষ্ট করিলে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। পাঠান্তর—"ছুঁচ হয়ে সেঁধোয়, ফাল হয়ে বেরোয়"।

ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ—অতি হীনকে পীড়ন করিলে নিন্দা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না।

ছুঁচোয় যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে?—দুর্জন শত চেষ্টাতেও তাহার স্বরূপ গোপন করিতে পারে না।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে—ক্ষুদ্রজনের অতি অহংকার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা—অসম্ভব বিষয়ের কল্পনা করা। পাঠান্তর—"ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার স্বপন দেখে"।

ছেঁড়া চুলে বিড়নি (খোঁপা) বাঁধা—রূপহীনের পক্ষে বেশভূষা হাস্যকর। অথবা—পরের গুণে গুণবান্ হইলে লোকে সমাদৃত হয় না।

ছেঁদো কথা মাথার জটা; খুলতে গেলেই বিষম ল্যাঠা—অন্তঃসারশূন্য লোকের বাজে কথার বিশ্লেষণ করা সহজ নয়; তাহাতে কোন কাজও হয় না।

ছেড়ে দিয়ে ভেড়ে ধরা—সুযোগ সময় থাকিতে কোনও কিছু ছাড়িয়া দিয়া, পরে তাহা পাইবার জন্য অনর্থক অতিরিক্ত শ্রম করা।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—লোকে ঘোর বিপদে পড়িয়া গেলে অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কোনওরূপে উদ্ধার লাভ করিতে চাহে। অন্যপাঠঃ—'ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি'।

ছেলের চেয়ে ছেলের মাথা ভারী—আসল অপেক্ষা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের ব্যয় বেশী হইলে এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

ছেলের হাতের মোয়া—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে প্রতারণা করা সহজ নয়।

ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল নইলে দায়—বিপদের কারণ অল্পেই দূর করিতে হয়, নতুবা পরে ভীষণ ক্ষতি হয়।

ছোট মুখে বড় কথা—অহংকারবশতঃ মান্য ব্যক্তির সম্মান না রাখিয়া কথা বলা।

ছোট শরাটি ভেঙ্গে গেছে, বড় শরাটি আছে, নাচ-কোঁদ কেন বউ, আমার হাতে আটকাল (আন্দাজ) আছে—বউ ছোট শরার মাপে ভাত পাইত। সেটি ভাঙ্গিয়া গেলে সে ভাবিয়াছিল, বড় শরার মাপে সে বেশী ভাত পাইবে। কিন্তু শাশুড়ী আন্দাজ করিয়া ছোট শরার মাপমত কম ভাতই দিল। তাৎপর্য :—শত চেষ্টাতেও অদৃষ্টে যেটুকু আছে, তাহার বেশী পাওয়া যায় না।

জ

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচাব কোথা—অদৃষ্টের হাত এড়াইবার জন্য যত চেষ্টাই করা হউক, তাহাতে কোনও ফল হয় না।

জগন্নাথে গেলে, হাড়ীর ঝাঁটা খেলে—ভাল কাজ করিতে গেলে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। (পূর্বে পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে হাড়ীর ঝাঁটা না খাইলে জগন্নাথ দর্শন হইত না, এইরূপ প্রবাদ আছে)। অনুরূপ প্রবাদ—"কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না"।

জঙ্গলা কখন পোষ না মানে, মন সদা তার কেওড়া বনে—কাহাকে

কোনও অনভিমত অবস্থার মধ্যে ফেলিলে তাহার মন কখনও শত চেষ্টা ও প্রলোভন প্রদর্শনেও তাহাতে আকৃষ্ট হয় না। যে যাহা চায়, সেই দিকেই তাহার টান থাকে।

জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা—ধরামী, জামাই ও ভাগিনেয়, ইহারা কেবল স্বার্থই খোঁজে। অন্যপাঠ—"জামাতা, ভাগিনা, জন আপনার নয়"—কবিকঙ্কণ।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—পূর্ণ শ্লোক:—"ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা ন মহ্যং রোচতে সখে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। জননী ও জন্মভূমি স্বর্ণপুরী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডান—চিরকাল যে কার্য করিয়া নিন্দিত হয় না, সেই কার্যে নিন্দিত হইলে মানুষ এই উক্তি করে।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে,—তিন বিধাতা নিয়ে—জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের ব্যাপারে মানুষের কিছুমাত্র হাত নাই।

জন্মে দেখেনি লোহা, কোদালকে বলে গুণ ছুঁচ—যে যে বিষয় জানে না, সে যদি সেই বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিতে যায়, তবে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হয়।

জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসের রাস—অকর্মণ্য লোকে যদি একটি সামান্য সৎকার্য করিয়া অহংকার প্রকাশ করে, তবে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

জপতপ কর কি, মরতে জানলে ভয় কি—মানুষ যদি শেষরক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে উদ্যোগ আয়োজন সবই বিফল হয়। "All's well that ends well."

জপ নেই, তপ নেই, ভস্ম মাখা গায়-বৃথা আড়ম্বরে কোন ফল নাই। অনুরূপ প্রবাদ—"জপ নেই তপ নেই, ফটিকে রাঙ্গা যোগ"।

জমি অভাবে উঠোন চষা—কার্য না থাকিলে, ক্ষতিকর কার্য করা।

জল এগোয় না, তেষ্টা এগোয়—উভয়ের মধ্যে যাহার গরজ বেশী, সে-ই অপরের নিকট যায়।

জল খেয়ে জলের বিচার (জাত জিজ্ঞাসা)—কাজ করিবার পূর্বে তাহার ফলাফল বিবেচনা করা দরকার।

জল জল, বৃষ্টির জল, বল বল, বাহুবল—বৃষ্টির জল, জলাশয়ের জল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাহুবলই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল। পরের অধিক শক্তির উপর নির্ভর করা অপেক্ষা নিজের অল্প শক্তিও ভাল। "Self-help is the best help."

জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ—উভয় সংকটের মধ্যে পড়া। এদিকে গেলেও বিপদ্, ওদিকে গেলেও অনুরূপ বিপদ্। "Between Scylla and Charybdis."

জলে জল বাঁধে—যাহার কিছু টাকা পয়সা আছে সে উহার সাহায্যে আরও বেশী টাকা রোজগার করিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—'টাকায় টাকা আনে'।

জলে তেলে মিশ (খাপ) খায় না—বিরূপ-স্বভাবের বস্তুদ্বয়ের বা ব্যক্তিদ্বয়ের পরস্পরের মিলন সম্ভব হয় না। অন্যপাঠ—'তেলে জলে মিশ খায় না'।

জলে পাথর পচে না—সামান্য বিপদ্ বা দুঃখ ধীরকে মুহ্যমান করিতে পারে না।

জলে বাস, কুমিরের সঙ্গে বাদ—যেখানে যাহার প্রভুত্ব, সেখানে থাকিলে তাহার অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ দুর্বলের পক্ষে বিপজ্জনক।

জলের কুমির ডাঙ্গায় এল—অসম্ভাবিত বিপদ্ আসিলে ইহা প্রযোজ্য।

জলের ছিটে দিয়ে লগির গুঁতো খাওয়া—অনর্থক বলবান্‌কে ত্যক্ত করিলে তাহার নিকট লঘুপাপে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

জলের শত্রু পানা, মানুষের শত্রু কানা—পানা থাকিলে জলাশয়ের ভাল জলও দূষিত হইয়া যায়। তাৎপর্য:—মানুষ অন্ধ হইলে তাহার অনেক গুণই কোনও কার্যে আসে না।

জাগন্ত (জাগা) ঘরে চুরি নেই—সাবধানের মার নাই। "Security is mortal's greatest enemy."

জাতও গেল, পেটও ভরল না—সম্মান বিসর্জন দিয়া উপযুক্ত লাভ হইল না।

জানিনি, পারিনি, নেইক ঘরে, এ তিনকে দেবতা হারে—ইহা জানি না, পারি না অথবা আমার ইহা নাই, এরূপ বলিলে কোনও প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

জামা'য়ের জন্য মারে হাঁস, গুষ্টি-শুদ্ধ খায় মাস—পরের নাম করিয়া কাজ করিয়া তাহার বেশির ভাগ ফল নিজেই ভোগ করা।

জাল ছেঁড়া পলো ভাঙ্গা—গোয়ার-গোবিন্দ, অতি ধুরন্ধর লোক আইনের ধার ধারে না।

জিব পুড়ল আপ্তদোষে, কি করবে মোর হরিহর দাসে—স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, সেজন্য অপরকে দোষ দিয়া লাভ নাই।

জুতো মেরেছে, অপমান ত করে নি!—ইহা লজ্জাহীনকে উপহাস করিয়া বলা হয়।

জুয়াচোরের বাড়ি ফলার, না আঁচালে বিশ্বাস নেই—নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়া যে কাজ করিতে হয়, তাহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। "There's many a slip 'twixt the cup and the lip."

জেলের পয়নে টেনা, নিকারির কানে সোনা—দরিদ্র জেলেদের মাছ ধরিয়াই জীবন যায়, আর তাহাদের নিকট হইতে কিনিয়া যাহারা মাছ বিক্রয় করে, তাহারা ধনবান্ হয়। নিকারি=মুসলমান মৎস্যব্যবসায়ী।—একজনে কষ্ট করে, অপরে তার ফল ভোগ করে। অথবা ব্যবসায়ই ধনী হইবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

জো' পেলে জোলায় বোনে—সুবিধা পাইলে জোলাও (একপ্রকার তাঁতী) জমি চাষ করে। তাৎপর্য:—সুযোগ পাইলে অনভিজ্ঞেও অভিজ্ঞের মত কার্য করিতে পারে।

জোছনাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে—সকলের যাহাতে আনন্দ, দুষ্ট লোকের তাহাতে বিষাদ।

জোয়ার মাত্রেই ভাঁটা আছে—সকল সুখেরই একদিন অবসান হয়।

জোয়ারের জল কতক্ষণ—হঠাৎ কোন সমৃদ্ধি লাভ করিলে তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

জোর যার মুল্লুক তার—সবল দুর্বলের প্রতি বিনাকারণে অন্যায় অত্যাচার করিলে ইহা বলা হইয়া থাকে। "Might is right"—বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

জ্যান্ত মাছে পোকা পড়ানো—ভাল মানুষকে অনর্থক লোকের কাছে মন্দ বলিয়া প্রচার করা।

জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই—এমনিই যে জ্বালাতন হইতেছে, তাহাকে আবার যন্ত্রণা দেওয়া। অনুরূপ প্রবাদ—"গোদের উপর বিষফোঁড়া"।

ঝ

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়—কই মাছ দল বাঁধিয়া থাকে, সেইরূপ নিরীহ-প্রকৃতি অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা একত্র থাকিতেই ভালবাসে।

ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে তুমি বড় ফুটো—'চালুনি বলে…ছেঁদা' দ্রঃ।

ঝাঁটা দিয়ে বিষ (বা ভূত) ঝাড়ানো, ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো—একজনকে শাসন করিয়া অপরজনকে শাসন।—যাহার অনেক দোষ, তাহার পক্ষে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা।

ঝি জব্দ কিলে, বউ জব্দ শিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে—"বউ জব্দ শিলে..." দ্রঃ।

ঝি'র ঝি, করবে কি—কন্যাই বিস্তর উপকার করিল, তা' আবার কন্যার কন্যা কি করিবে। তাৎপর্য :—যেখানে প্রবল আশা, সেখানেই ভগ্নমনোরথ হইলে, আর ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া লাভ কি ?

ঝোলে ঝালে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে—যাহাকে দিয়া সব কাজ করানো যায়।

ট

টক টেঁশো আঁটিসারা, শাঁসশূন্য আঁশ ভরা, এই আম বিলাবার ধারা—যে প্রকারের আমের কথা বলা হইল, ঐ প্রকারের আমই লোকে অপরকে দিয়া দেয়। তাৎপর্য :—খারাপ জিনিসই লোকে অপরকে বিলায়।

টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুলতলায় বাস—খারাপ জিনিস হইতে অধিকতর খারাপ জিনিস ভোগ করিতে আসা। "From frying pan to fire."

টাক, প্রকৃতি, গোদ, মরণে হয় শোধ—যাহার যে স্বভাব, তাহা কিছুতেই সংশোধন করা যায় না। অনুরূপ প্রবাদ—"স্বভাব যায় মলে"।

টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরিত যথা; আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে—প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকিলে টাকা ধার দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা চাহিলেই বন্ধুত্ব থাকে না।

টাকা যার মামলা তার—টাকা খরচ করিলে তবে মামলায় জয়ী হওয়া যায়।

টান দিয়ে বাঁধলে টস করে ছেঁড়ে—কোন কাজে বাড়াবাড়ি করিলে প্রায়ই সেই কাজ পণ্ড হইয়া যায়। অনুরূপ প্রবাদ—"বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো"।

টিকে ধরাবার জামিন চাই—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। তাই সামান্য কাজ দিতে হইলেও দেখিতে হয় তাহার সম্বল কতটুকু।

টেনে বুনতে (বাঁধতে) কুলোয় না—সুতা যদি কম হয় তাহা হইলে একদিকে ভাল করিয়া বুনিতে হইলে অন্যদিকে ভাল করিয়া বুনা যায় না। যদি অল্প আয় থাকে, তাহা হইলে সংসারে একটি অভাব মিটাইতে গেলে অন্য অভাব মিটান যায় না।

ঠ

ঠক বাছতে গাঁ উজড় (ওজড়)—বাছাই করিতে গেলে দেখা যাইবে, বেশির ভাগ লোকই অসাধু। প্রকৃত সাধু পাওয়া শক্ত।

ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবিদ্যি নে' ছুটে পালা—কেহ যদি কাহাকেও ঠকাইয়া চলিয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

ঠাকুরঘরে কে, না আমি ত কলা খাইনে—যে প্রকৃত দোষী, সে দোষ ঢাকিতে গিয়া এমন কথা বলে যে তাহাতে নিজের দোষ প্রকাশ হইয়া পড়ে। "He who excuses himself accuses himself"; "Guilty mind is always suspicious".

ঠাট ঠমকে বিকোয় ঘোড়া—বাহাড়ম্বরে অনেক সময় অনেক কাজ হয়।

ঠোঁটা লোকের মুখে আঁট, বাইরে থেকে কাটে গাঁট—মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিয়া চালাক লোক অপরকে ঠকায়।

ঠেকবি যখন, শিখবি তখন—লোকে ঠেকিয়া শেখে।

ঠেলায় পড়ে ঢেলায় সেলাম—দায়ে পড়িলে অনেক সময় লোকে মস্তক নত করিতে বাধ্য হয়।

ঠেলার নাম বাবাজী—বাধ্য না হইলে লোকে প্রায়ই ভাল কাজ করিতে চায় না। অনুরূপ প্রবাদ—"চাপ পড়লেই বাপ"।

ড

ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই (কুলোয় না)—এক দিক্ দিয়া আসে, আর এক দিক্ দিয়া খরচ হইয়া যায়। এত অভাব যে কিছুতেই কুলায় না।

ডাইনের কোলে পো (বা পুত্র) সমর্পণ—ডাইনেরা ছেলের অনিষ্ট সাধন করে বলিয়া তাহাদের কাছে ছেলে রাখা যায় না। তাৎপর্য :—যাহার নিকটে ক্ষতি অনিবার্য তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কাজের ভার দেওয়া অনুচিত।

ডাকলে ডাক, বসলে ক্রোশ, পথ বলে মোর কিসের দোষ।—পথে যাইতে যাইতে যদি কেহ ডাকে কিংবা যদি বসা যায়, তাহা হইলে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইতে দেরি হয়।

ডাঙ্গাতে বাঘের ভয়, জলেতে কুমির—যেদিকে যাওয়া যায়, সেদিকেই বিপদ্। উভয় সংকট। "To be between Scylla and Charybdis"; "To be between the devil and the deep sea".

ডানপিটের মরণ গাছের আগায়—যে লোক অত্যন্ত দুর্দান্ত তাহার অস্বাভাবিক রকমে বিপদ্ ঘটে।

ডানের মায়া বোঝা ভার—দুষ্ট ব্যক্তি ভাল কথা বলিলেও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ডুব দিয়ে খাই পানি, আল্লা জানে আর আমি জানি—রোজার সময়ে কেহ যদি ডুব দিয়া জল খায়, তাহা হইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য থাকে না। তাৎপর্য :—লোকচক্ষুর অগোচরে অন্যায় কার্য করা চলে, কিন্তু তাহা উচিত নয়।

ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাপেও জানতে পারে না—গাজনের সময়ে কোনও সন্ন্যাসী যদি স্নানকালে জল খায়, তাহা হইলে কেহই তাহা বুঝিতে পারে না। তাৎপর্য :—গোপনে কোন কাজ করিলে সাধারণের পক্ষে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য।

ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কতদূর—যখন অধঃপতন হইয়াছে, তখন অধঃপতনের শেষ সীমা পর্যন্ত যাইব।

ডুমুরের ফুল, সাপের পা—অগোচর বা দুর্লভ বস্তু বা যাহার দেখা পাওয়া যায় না তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ডোবা দেখলেই বেঙ লাফায়—প্রিয়জনকে নিকটে পাইলে বা নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে সকলেরই আনন্দ হয়।

ডোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই—অনেক আশা, কিন্তু একটিও পূর্ণ হয় না।

ঢ

ঢাক বাজিয়ে ইঁদুর ধরা—হৈ হৈ করিয়া কাজ করিলে অনেক সময় কাজের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।

ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন—প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার সময় ঢাকী পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া। তাৎপর্য :—সমূলে বিনাশ সাধন করা। "Throwing the rope after the bucket".

ঢাকের কাছে ট্যামটেমি—মহতের নিকট ক্ষুদ্রের আস্ফালন বৃথা। অনুরূপ প্রবাদ—"চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা"। "Holding a rush light before the

ঢাকের দায়ে মনসা বিকানো—মনসা পুজার সময় মনসাকে বিক্রয় করিয়া ঢাকের খরচ যোগানো। তাৎপর্য :—প্রধান কার্যের ব্যয় অপেক্ষা আনুষঙ্গিক খরচ বেশী করা।

ঢাকের বাদ্যি থামলে মিষ্টি—সকলেই অপ্রীতিকর কার্য শেষ হইতে পারিলে বাঁচে।

ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, খাম্দি-রাম (নিধিরাম) সর্দার—বড় হইতে গেলে তাহার উপযুক্ত উপকরণ থাকা দরকার।

ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—যেমন কর্ম করা যায়, ফলও সেইরূপ হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়"।

ঢিল দিয়ে ঢিল টেনে আনা—উপযুক্ত সময়ে চেষ্টা না করিয়া সময় উত্তীর্ণ হইলে অত্যধিক চেষ্টা করা। অনুরূপ প্রবাদ—"ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।"

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা—শত্রু দিয়া শত্রুর বিনাশ সাধন করা। অনুরূপ প্রবাদ—"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা"।

ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হল—কে কি করিতেছে বা না করিতেছে তাহা দেখিবার দরকার নাই, তাহার দ্বারা কাজ হইলেই হইল।

ঢেঁকি ভজে' স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব—যাহাকে তাহাকে ভক্তি করিলেই স্বর্গে যাইবার মত পুণ্যলাভ হয় না।

ঢেঁকির কচকচি আর ঢাকের বাদ্যি, চুপ করলেই ভাল—ঢেঁকির শব্দ ও ঢাকের বাজনা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। তাৎপর্য :—চেঁচামেচি বা ঝগড়াঝাঁটি গেলেই ভাল।

ঢেঁকিশাল দিয়ে কটক যাওয়া—সহজ পথ ছাড়িয়া জটিল পথ অনুসরণ করা।

ঢেঁকিশালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই—ঘরে বসিয়া সুখ পাইলে, তাহার সমান সুখ আহরণের জন্য বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজন হয় না।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—যাহার যাহা কার্য বা স্বভাব, সে তাহা করিবেই।

ঢেউ দেখে না' ডুবিও না—বিপদে ভীত হইয়া সর্বনাশ সাধন করিতে নাই। বিপদে স্থির থাকিতে হয়।

ঢের দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখি নি ধুকুড়ি পরতে—ধুকড়ি পরিতে অর্থাৎ মার খাইতে শক্ত এমন চোর আর দেখি নাই। যে অত্যন্ত লজ্জাহীন, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। পাঠান্তর :—ঢের দেখেছি......ধুকড়ি পরতে।—এমন চোর যে সে অতি সামান্য জিনিস লইয়া যায়। নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ত

তদ্দত্তং যন্ন দীয়তে—যে বস্তু (পরোপকারার্থে) দান করা হয় না, তাহাই ব্যর্থ। তাৎপর্য :—সুপাত্রে দানই দ্রব্যের প্রকৃত সদ্ব্যবহার।

তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না—জল গরম হইলেও তাহার স্বাভাবিক শৈত্য থাকে। তাৎপর্য :—কোমলপ্রকৃতি লোক রাগিয়া উঠিলেও তাহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না।

তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি—আসল কাজ করিবার সামর্থ্য নাই, বাজে কাজ লইয়া মাতামাতি অথবা ন্যায্য খরচ করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ লোকদেখানো আড়ম্বর আছে।

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইলে বিশ্ব তুষ্ট হয়।

তাত সয়, তবু বাত সয় না—পরের কথা শোনার চেয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করাও ভাল।

তাঁতীকুলও গেল বৈষ্ণবকুলও গেল—উভয় দিকেই ক্ষতি হইল। অনুরূপ প্রবাদ—"এ কুল, ও কুল, দুকুল গেল"।

তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে—বোকা লোক রাগ করিয়া আপনার ক্ষতি আপনিই ডাকিয়া আনে।

তালগাছের আড়াই হাত—তালগাছের মাথার দিকের শেষ আড়াই হাত আন্দাজ ওঠা খুব শক্ত। তাৎপর্য :—কঠিন কাজ শুরু করিয়া শেষ করাই বাহাদুরি।

তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার—উপরি উক্ত তিন প্রকার গাছ বাড়ির কাছে থাকিলে আলো আসিতে না পারায় বাড়ি অন্ধকার হইয়া থাকে।

তালপুকুর নামে, ঘটি বোড়ে (ডোবে) না—নাম খুব, কিন্তু কোনও কাজের নয়। অন্য পাঠ—"নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।"

তালপ্রমাণ বাড়ে, তিলপ্রমাণ কমে—যাহা কিছু মন্দ তাহা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে, কিন্তু কমিবার সময় তাহা অতি অল্পমাত্রায় কমে।

তাল বাড়ে ঝোপে, আর খেজুর বাড়ে কোপে—একজনের পক্ষে যাহা উপকারী, অন্যের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর।

তাস, তামাক, পাশা, এ তিন কর্ম-নাশা—তাস, তামাক বা পাশা—তিনটিই সময় নষ্ট করায়। তাহার ফলে অনেক কাজকর্মের ক্ষতি হয়।

তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা—মানুষের জীবনের চারিটি অবস্থা—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধাবস্থা। প্রথম তিনটি অবস্থা গিয়াছে, এখন শেষ অবস্থা আসিয়াছে।

তিন জন জানে ত ত্রিশ জন জানে—গোপন কথা দু'তিন জন লোক জানিলে ক্রমশঃ সকলেই জানিতে পারে।

তিন নকলে আসল খাস্তা—কোনও জিনিস বার বার নকল করিলে তাহার আসল রূপটি নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা অপর এক পৃথক্ রূপ ধারণ করে।

তিন বামুন এক শূদ্র, কোথা যাও নির্বংশের পুত্র—তিনজন বামুন ও একজন শূদ্র একত্র হইয়া কোথাও যাইতে নাই।

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার—বিপদে পড়িলে প্রাচীন লোকের পরামর্শমত কাজ করা উচিত। বৃদ্ধ মানুষ এমনভাবে বসে যে, তাহার হাঁটু দুইটি মাথার সমান উঁচু হয়। দুইটি হাঁটু ও একটি মাথা লইয়া সর্বসমেত তিনটি মাথা দেখায়। অনুরূপ প্রবাদ—"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্"।

তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না—বাহিরে আড়ম্বর করিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। "Cowls do not make monks".

তিল কুড়িয়ে তাল—ক্ষুদ্রকে অবহেলা করিতে নাই। কতকগুলি ক্ষুদ্র জিনিস একত্রিত হইলে বৃহৎ জিনিসের উৎপত্তি হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"রাই কুড়িয়ে বেল"। "Little drops of water make a mighty ocean".

তিলকে তাল করা—সামান্য বিষয়কে বড় করা বা বড় করিয়া দেখা।

তীরে এসেও হাল ছেড় না—কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিতে নাই।

তীর্থের কাকের মত বসে থাকা—তীর্থযাত্রীরা কখন কিছু খাইতে দিবে, কাক সেই আশায় বসিয়া থাকে। তাৎপর্য :—অন্যের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা।

তুক তাক ছয় মাস, কপালে যা বার মাস—চেষ্টা করিয়া কিছুকাল ভাল ভাবে থাকা যায়, কিন্তু অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা চিরকালই ভোগ করিতে হয়।

তুফানে ছেড় না হাল, নৌকা হবে বানচাল—বিপদের সময়ে অধীর হইলে লোকে বুদ্ধি হারায়—ফলে বিপদ্ গুরুতর হয়।

তুফানে যে হাল ধরে না,
সেই বা কেমন মেয়ে,
কথা পাড়লে বুঝতে পারে না,
সেই বা কেমন মেয়ে—নদীতে ঢেউ উঠিলে প্রকৃত নেয়ের হাল ধরিবার মত ক্ষমতা থাকা উচিত। বুদ্ধিমতী মেয়ের আভাসে সব কথা বুঝিতে পারা কর্তব্য।

তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে—আমি তোমার চেয়েও গরিব। তোমার কাছে আমার ছলনা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। পাঠান্তর—
"দেখিয়া তোমার দুঃখ বুক মোর ফাটে।
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।"
"ললনা, তোমার কাছে ছলনা কি খাটে।
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।"

তুমি ফের ডালে ডালে আমি ফিরি পাতে—তুমি যতই চালাকি কর না কেন, আমি তোমার চেয়ে ঢের বেশী চালাক। পাঠান্তর :—
"তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায়।
তোমার চাতুরী বোঝা যায় কিনা যায়"।

তুলো যেমন শুনতে নরম, বুনতে তেমন নয়—এমন অনেক কাজ আছে যাহা সহজ মনে হইলেও ঐ কাজ করিতে বেশ বেগ পাইতে হয়।

তৃষ্ণা এগোয়, না জল এগোয়—"জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়" দ্রঃ।

তৃষ্ণাবধিং কোগতঃ—আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।

তৃণবন্মন্যতে জগৎ—ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি কোন কারণে হঠাৎ বড় হইয়া উঠে তবে সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। কথাটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের একাংশ। শ্লোকটি এইরূপ :—

অবংশো পতিতো রাজা
মূর্খ পুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য
তৃণবন্মন্যতে জগৎ।

—নীচ বংশজাত ব্যক্তি যদি রাজা হয়, মূর্খ ব্যক্তির পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, দরিদ্র যদি হঠাৎ প্রচুর ধনলাভ করে, তবে তাহারা জগৎকে তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য করে।

তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবি ভোলবার নয়—যতই প্রলোভন দেখান যাক্ না কেন, সে প্রলুব্ধ হইবে না।

তেলা পোকা আবার পাখি, ভেরেণ্ডা আবার গাছ—নগণ্য বস্তু বুঝাইতে প্রযোজ্য। অনুরূপ প্রবাদ—"আরসলা আবার পাখি, ডেপুটি (বা মুন্সেফ) আবার হাকিম।"

তেলা মাথায় ঢাল তেল, রুখু মাথায় ভাঙ্গ বেল—যাহার অভাব নাই, লোকে তাহাকেই দান করিয়া থাকে; আর যাহার অভাব আছে, তাহাকে কোন কিছু দেওয়ার কথা দূরে থাক, লোকে তাহাকে অযথা কষ্ট দেয়।

তেলা মাথায় তেল দিতে সবাই পারে—অভাব যাহার নাই, তাহাকেই সবাই দান করিয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"জলে জল বাধে"।

তেলে জলে মিশ খায় না—এক প্রকৃতির লোক না হইলে মিল হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"জলে তেলে মিশ খায় না"।

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা—হঠাৎ দারুণভাবে রাগিয়া যাওয়া।

তে হি নো দিবসা গতাঃ—সে দিন চলিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ সুখের দিন চলিয়া গেলে এই বাক্যটি বলা হয়।

তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে—উপস্থিত কেহ তোমার সমকক্ষ না থাকিতে পারে, কিন্তু তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য শত্রু প্রস্তুত হইতেছে। যোগমায়া কংসকে এই কথা বলিয়া চলিয়া যান।

তোর পায়ে গড় না, তোর কাজের পায়ে গড়—মানুষ কাজের জন্য খোশামোদ করিয়া থাকে।

তোর শিল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া—তোমার জিনিস লইয়াই তোমার অনিষ্ট সাধন করিল।

থ

থলির মধ্যে হাতি পোরা—অসম্ভব কাজ করা।

থাক রে কুকুর আমার পাশে (মনের আশে), ভাত দেব সেই পৌষ মাসে—পৌষমাসে চাষার অবস্থা ভাল হয়। সেই সময়ে সে কুকুরকে ভাত দিবার আশা দিল। তাৎপর্য :—কাহাকেও আশা দিয়া রাখা।

থাকলে সোনার মান হয় না, হারালে সোনার মান—"দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না" দ্রঃ।

থাকে যদি চুড়ো বাঁশি, মিলবে রাধা হেন কত দাসী—ক্ষমতা থাকিলে কার্য সম্পাদনের জন্য ভাবিতে হয় না। অনুরূপ প্রবাদ—"ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই"।

থিয়ে তল যাবে, তবু হুয়ে ভব দিবে না—অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত অথবা একগুঁয়ে লোক ধ্বংস হইবে তবু অবনতি স্বীকার করিতে রাজী নয়। অনুরূপ প্রবাদ—'ভাংবে তবু মচকাবে না'। "Break but not bend".

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়—রোজই একপ্রকার রান্না করা। আর নয়ত একই জিনিস বিভিন্নরূপে প্রস্তুত করা। তাৎপর্য :—জীবনযাত্রায় একঘেয়েমি।

দ

দই খাবে মেধো, কড়ি দেবে সেধো—একজন সুখভোগ করিবে আর অপরে তাহাকে সুখী করিবার জন্য কষ্ট পাইবে।

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্বদ্বারী তার প্রজা। পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।—দক্ষিণদুয়ারী ঘর সবচেয়ে ভাল, তাহার নীচে পূর্বদুয়ারী। পশ্চিমদুয়ারী ও উত্তরদুয়ারী ঘর ভাল নয়।

দধির অগ্র ঘোলের শেষ—দধির উপরেই সারভাগ থাকে, সেই কারণে দধির উপরিভাগ খাইতে ভাল; আর ঘোলের উপরে জল ও তলায় সার থাকে, সেইজন্য উহার নিম্নভাগ খাইতে সুমিষ্ট।

দয়া আছে মায়া আছে গলা ধরে কাঁদি, আধ পয়সার আটটি কলা পরান গেলে না দি'—অনেকেই মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত উপকার খুব কম লোকের কাছেই পাওয়া যায়।

দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে তিন গুণ—সামান্য প্রশ্রয় পাইলেই অনেকে মাথায় উঠিতে চায়।

দরকার পড়লে খোঁড়াও লাফায়—প্রয়োজনে অকেজো লোকও কাজ করিতে চেষ্টা করে।

দল ভাঙ্গলে যে, কৈ খাবে সে—যে পুকুর পরিষ্কার করিল, সেই কই মাছ খাইবে। —যে পরিশ্রম করিবে সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবে। (দল—স্তূপীকৃত জলজ তৃণ।)

দশচক্রে ভগবান্ ভূত—ভগবান্ নামে এক ব্যক্তি কোনক্রমে রাজার প্রিয়পাত্র হয়। ইহাতে রাজকর্মচারীরা ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজাকে জানায় যে, ভগবান্ মরিয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহারা ভগবান্‌কে রাজপুরীতে আসিতে দেয় না। পরে নিরুপায় ভগবান্ নদীতীরে লোকজনসহ

ভ্রমণরত রাজাকে, সে যে বাঁচিয়া আছে তাহা জানাইবার জন্য একটি গাছ হইতে ডাকে। রাজকর্মচারীরা বুদ্ধি করিয়া রাজাকে জানায়, ভগবান্ ভূত হইয়া গাছে দেখা দিয়াছে। রাজা রাজকর্মচারিগণসহ পলায়ন করেন। তাৎপর্য:—দশজনের চক্রান্তে পড়িয়া বিশেষ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ লোকও বোকা বনিয়া যায়।

দশ দিন চোরের একদিন সাধুর—চোর দশ দিন চুরি করে, কিন্তু একদিন সে সাধুর হাতে ধরা পড়ে।

দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে—এক কন্যা যদি সুপাত্রে পড়ে, তাহা হইলে সেই কন্যাই দশটি ছেলের সমান উপকার করে।

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—দশজনে মিলিয়া কোন কাজ করিলে যদি সে কাজ সফল না হয়, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ থাকে না।

দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি?—লোকে যাহাকে খারাপ বলে, তাহার জীবন দুর্বিষহ। পাঠান্তর—"যারে দশে বলে ছি, তার বাঁচায় ফল কি?"

দশের মুখে (লোকমুখে) জয়, দশের মুখে ক্ষয়—সমাজকে মানিয়া চলিলে কোন ভয় থাকে না; কারণ, সমাজই কাহাকেও বড়, আবার কাহাকেও ছোট করিয়া থাকে।

দশের লাঠি একের বোঝা—দশজনের কাজ যদি একজনে করে, তাহা হইলে বিশেষ ভার বোধ হয়; কিন্তু যদি প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে, তাহা হইলে কিছুমাত্র ভার বোধ হয় না।

দাঁড়ালে পোয়া, বসলে ক্রোশ, পথ বলে মোর কিসের দোষ—চলিবার সময় যদি দাঁড়ানো যায়, তাহা হইলে এক পোয়া পথ (আধ মাইল) পিছাইয়া পড়িতে হয়; আর যদি বসা যায়, তাহা হইলে এক ক্রোশ পথ পিছাইয়া পড়িতে হয়। তাৎপর্য:—কাজে অবহেলা করিলে কাজ শেষ করিতে বেশী সময় লাগে।

দাঁড়িকে মাঝী করা, মরা গাঙ্গে ডুবে মরা—দাঁড়ি যদি মাঝীর কাজ করে তাহা হইলে নৌকা ডুবিয়া যায়। তাৎপর্য:—অনভ্যস্ত লোকের হাতে কাজ দিলে কাজের ক্ষতি হয়।

দাঁত গেলে ত আঁত গেল—দাঁত যদি না থাকে, তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্য ইচ্ছামত খাইয়া আর সুখভোগ করা যায় না।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না—যে ব্যক্তির নিকট হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়, তাহার জীবিত কালে তাহার প্রয়োজনীয়তা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু সে মরিয়া গেলে তাহার অভাবে খুবই কষ্ট পাইতে হয়।

দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা—পানাহার ত্যাগ করা।

দাওয়া মাড়া যতদিন, বাপ খুড়া ততদিন—সংসারে টাকাপয়সা দিতে পারিলেই সকলের সঙ্গেই মধুর সম্পর্ক থাকে, কিন্তু না দিতে পারিলে সেই সম্পর্ক শিথিল হইয়া যায়। অনুরূপ—"বাপ খুড়া যত দিন, দাওয়া মাড়া তত দিন"।

দাদারও চিঁড়ের ফলার—নদীর জলে স্ফীতোদর মৃতদেহকে উদ্দেশ্য করিয়া ফলারে স্ফীতোদর একটি মাতাল এই কথা বলিতেছে। তাৎপর্য:—সমান বিষয় হইতে সিদ্ধান্ত করা সব সময় ঠিক নয়।

দান যেমন, দক্ষিণাও তেমন—দানের অনুরূপ দক্ষিণা, কাজের অনুরূপ পারিশ্রমিক।

দায় ঠেকলে শালগ্রামের পৈতা বেচেও খায়—অভাবে পড়িলে অনেক সময় অন্যায় কাজ করিয়াও সংসার চালাইতে হয়। অভাবের তাড়নায় মানুষের ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি লোপ পায়।

দায় মোদ্দায় রাজী, কি করবেন কাজী?—বাদী প্রতিবাদীদের মধ্যে আপসে মিটমাট হইয়া গেলে বিচারকের কোনও প্রয়োজন হয় না।

দায়ে পড়ে দা' ঠাকুর—কার্য উদ্ধারের জন্য সাধারণ লোককেও খোশামোদ করিতে হয়।

দায়ে বালি, কুড়ুলে শিল, ভালমানুষকে ভাল কথা বজ্জাতকে কিল—দা ধার করিতে হইলে বালির দরকার, আর কুড়ুলে ধার দিবার জন্য শিলই ভাল। ভালমানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করাই ঠিক।

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী—অভাবের তাড়নায় মানুষের সমস্ত গুণই নষ্ট হইয়া যায়।

দিও কিঞ্চিৎ না করো বঞ্চিত—যে চায়, তাহাকে বেশী না পারিলেও অন্ততঃ কিছু দেওয়া উচিত।

দিন কাটে ত রাত কাটে না—নিদারুণ অভাব; দিনের বেলায় কোনমতে খাওয়া দাওয়ার সংস্থান হইলেও রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হয়।

দিনগত পাপক্ষয়—কোন মনোযোগ না দিয়া হেলাফেলা করিয়া কাজ করা।

দিন গেল আলে ডালে, রাত হলে চেরাগ জ্বালে—দিনের বেলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাজের জন্য রাত্রিবেলা আলো জ্বালা। তাৎপর্য:—সময়ে কাজ না করিয়া অসময়ে কাজ করা। অন্য পাঠ—"দিন গেল আলে ডালে, ধান শুকাবে জোনার আলে"।

দিন থাকতে বাঁধে আল, তবে খায় নানা শাল—জমিতে আলি বাঁধিয়া যথাসময়ে জল দিলে তবেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য:—সময়ে কোন কাজ করিলে তবেই উপযুক্ত ফললাভ হয়।

দিন যাবে রবে না—একদিন না একদিন কষ্টের সময় কাটিয়া যাইবে।

দিন যায়, কথা থাকে—কাহাকেও কোন রূঢ় কথা বলিলে বহুদিন চলিয়া গেলেও সেই কথার আঘাত তাহার মনে চিরদিন থাকে।

দিন যায় ত ক্ষণ যায় না—কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে দিনগুলি হয়ত কোন মতে কাটিয়া যায়, কিন্তু সেই অনিষ্ট ঘটিবার সময় যতই ঘনাইয়া আসে ততই মনে হয় এক একটি মুহূর্তও যেন কাটিতে চায় না।

দিনে তারা দেখা—অপ্রাকৃতিক বা অসম্ভব ঘটনা।

দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে—সুসময়ে অপচয় করিলে অসময়ে কষ্টে পড়িতে হয়।

দিনে বালিশ, রাতে চালিশ—ভোজনের পর দিনের বেলায় অল্প নিদ্রা যাইতে হয়। আর রাত্রিকালে একটু হাঁটা ভাল। "After dinner walk a mile".

দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া সো পস্তায়া, যো ন খায়া সোবি পস্তায়া—দিল্লীর লাড্ডু যে খাইয়াছে সে অনুশোচনা করিয়াছে; যে খায় নাই সেও দুঃখ করিয়াছে।—এমন অনেক জিনিস আছে যাহা ভোগ করিলে সুখ নাই, অথচ না পাইলেও দুঃখ হয়।

দীয়তাং ভুজ্যতাম্—বহুলোকের ভোজের আয়োজন।

দুই সতীনে ঘরকন্না, ঘরের গিন্নী ভাত পান না—সতীন থাকিলে নিত্য কলহ হয়—ফলে রান্না প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায় এবং বাড়ির গিন্নী বা শাশুড়ী ভাত পায় না।

দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার—যাহার দুই স্ত্রী, বাড়িতে তাহার নিত্য কলহ। এই কলহের জন্য স্বামীর শান্তি থাকে না।

দুই হাঁড়ি একত্র থাকলেই ঠোকাঠুকি—এক সংসারে দুইজন গৃহস্থ থাকিলেই এক আধটু ঝগড়াঝাটি হইয়া থাকে।

দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত—হিংসাপরায়ণ লোকের সঙ্গে

ভাল ব্যবহার করিলেও তাহার হিংসা কমে না, বরং বাড়ে।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা—সাপকে দুধ কলা খাওয়াইয়া কোন ফল নাই; সেইরূপ, হিংসাপরায়ণ লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়া ফল নাই।

দুধকে দুধ, জলকে জল—দুধে এত জল দেওয়া হইয়াছে যে উহাকে দুধও বলা যায়, জলও বলা চলে। তাৎপর্য :—অনেক লোক ভিন্ন প্রকৃতির লোকের কাছে নিজেদের স্বরূপ বদলায়।

দুধ মেরে ক্ষীরটুকু—কোন কিছুর সারাংশ।

দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত—দুধ হইতে ক্ষীর দই প্রভৃতি পাঁচ প্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারি হইতে পারে। তাৎপর্য :—ভাল লোকের সহিত যদি ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে অনেক প্রকার উপকার পাওয়া যায়।

দুধের সাধ (তৃষ্ণা) কি ঘোলে মেটে?—দুধ খাইবার ইচ্ছা থাকিলে, সে ইচ্ছা ঘোল খাইয়া মিটে না। তাৎপর্য :—যে জিনিসের প্রয়োজন, তাহার অভাব অন্য জিনিস দিয়া পূরণ করা যায় না।

দুনিয়াদারি মুসাফিরি, সেরেফ আনাগোনা—সংসার অনিত্য। সকলে সংসারে পথিকের মত যাওয়া আসা করিতেছে।

দু' নৌকায় পা দিলে পড়বে শেষে অগাধ জলে—দুইদিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে বিপদে পড়িতে হয়।

দুর্গা বলে ঝুলে পড়—একজন মোক্তার একজন অপরাধীর ফাঁসি রদ করিয়া দিবে বলিয়া ঘুষ লইয়াছিল। কিন্তু ফাঁসির সময় সে তাহাকে 'দুর্গা বলে ঝুলে পড়' এই কথাটি বলিয়া চলিয়া যায়। তাৎপর্য :—বিপদের সময় মিথ্যা আশাভরসা দেওয়া।

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্। মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্॥—দুর্জন প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই। কারণ তাহার মুখে মধু এবং অন্তরে বিষ থাকে।

দুর্জনেরে পরিহরি, দূরে থেকে নমস্কার করি—দুষ্ট লোকের নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করা উচিত।

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল—কষ্টের কথা চিরকাল মনে থাকে।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল—অসৎ সঙ্গ অপেক্ষা সঙ্গহীনতা ভাল।

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘনিয়ে বসে পাশে (কাছে); কথা দিয়ে কথা লয়, প্রাণে বধে শেষে (পাছে)—দুষ্ট লোক কথা লইবার জন্য আত্মীয়তা করে এবং মিষ্ট কথায় মন ভিজাইয়া মনের গোপন কথা বাহির করিয়া লয়। অতঃপর গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া সে লোককে বিপদে ফেলে।

দেখছি কত দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার—অতি সাধারণ লোকের শক্তির অতীত আড়ম্বর প্রকাশ করা ঠিক নয়।

দেখতে পেলে শুনতে চায় না—দেখিয়া যত তৃপ্ত হওয়া যায়, শুনিয়া তত তৃপ্ত হওয়া যায় না।

দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর—সতর্ক থাকিলে কাহারও জিনিস চুরি যায় না।

দেখব কত কালে কালে, গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে—তোবড়া গালে গোঁফ রাখিলে ভাল দেখায় না। তাৎপর্য :—বেশভূষা আচার-ব্যবহার এমন হওয়া উচিত নয়, যাহা অপরের কাছে অশোভন।

দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস—কেহ চাষ শুরু করিয়াছে দেখিলেই অপরেও চাষের কাজ আরম্ভ করে। কেহ একস্থানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিলে অপরেও সেখানে গিয়া বসবাস আরম্ভ করে। তাৎপর্য :—একে অপরের কাজের অনুকরণ করে। পরানুকরণ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম।

দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে—কেহ দেখিয়া শিক্ষালাভ করে, আর কেহ নিজে ভুগিয়া শিক্ষালাভ করে। প্রথমজন বুদ্ধিমান, দ্বিতীয়জন নির্বোধ।

দেদোর মর্ম দেদোয় জানে—দুঃখীই অপর দুঃখীর দুঃখ বুঝিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" "The wearer knows best where the shoe pinches".

দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা—দেবতারা যদি কুকর্মে লিপ্ত হন, তাহা হইলে তাহা দূষণীয় নহে; আর মানুষ কুকর্ম করিলেই তাহা পাপ বলিয়া ধরা হয়। তাৎপর্য :—বড়লোক কুকর্ম করিলেও তাহা ভাল; আর গরিব লোক যদি সেই কাজ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার অপরাধ হয়।

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ—সম্পূর্ণ শ্লোক—"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"। স্ত্রীচরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য দেবতারাই জানেন না, মানুষ জানিবে কেমন করিয়া।

দেব ধন, বুঝব মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ—অপরকে কোন বস্তু দান করা হইলেও সেই বস্তুর অপব্যবহার হইতেছে মনে হইলে উহা কাড়িয়া লওয়া হইবে, এই ভাবটি বুঝাইলে এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হয়।

দেয় থোয় রাখে মান, তারে বলি যজমান—টাকাপয়সা দিলে ও ভাল ব্যবহার রাখিলে সকলেরই মন পাওয়া যায়।

দেশগুণে বেশ—যে দেশে যে আচার প্রচলিত, অন্যত্র উহা নিন্দনীয় হইলেও সেখানে তাহাই ভাল। "Do in Rome, as Rome does".

দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা—কেহ অন্যায় আবদার ধরিয়া বসিলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

দেহের গুমর করো না ভাই, এই আছে, এই নাই—আমাদের শরীর ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং ইহার বড়াই করা উচিত নয়।

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক, তবে কেন মাগে ভিখ—দৈবজ্ঞ যদি ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারিত, তাহা হইলে নিজে ভিক্ষা করিয়া না বেড়াইয়া একটা কিছু উপায় করিতে পারিত।

দোষে গুণে সৃষ্টি, ঝড়ে জলে বৃষ্টি—প্রত্যেকের মধ্যেই দোষ গুণ দুইই থাকে।

দোয়া গাইয়ের চাট সই—যে গরু দুধ দেয়, তাহার পদাঘাতও সহ্য হয়। তাৎপর্য :—যাহার নিকট হইতে কিছু লাভ হয়, তাহার অত্যাচারও সহ্য করা যায়।

দোষা বাচ্যা গুরোরপি—গুরুরও দোষ প্রদর্শন করা উচিত।

দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি—দাম দিয়া জিনিস কিনিলে তাহা খুব কমই খারাপ হয়। পূর্ণ শ্লোক—"ফলস্তু ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ, গোময়েন গৃহং তথা। ক্ষারযোগেন বস্ত্রং চ, দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥"—ফল ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়; গৃহ গোময়স্পর্শে শুদ্ধ হয়; বস্ত্র ক্ষারসংযোগে শোধিত হয় এবং দ্রব্য মূল্যদ্বারা ক্রীত হইলে বিশুদ্ধ হয়।

ধ

ধন, জন, পরিবার, কেহ নহে আপনার—ধন, জন ও আত্মীয়স্বজন অবশ্যই দুদিনের, মৃত্যুর পরে কেহই কাহারও সঙ্গে যায় না।

ধন জন যৌবন জোয়ারের জল কতক্ষণ—জোয়ারের জল চিরস্থায়ী হয় না, সেইরূপ ধন, জন ও যৌবন অস্থায়ী।

ধন থাকলেই সিঁধের ভয়—টাকা থাকিলেই চোরের ভয় করিতে হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"নেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।"

ধন নাই, কড়ি নাই নিধিরাম পোদ্দার—অনুরূপ প্রবাদ—"ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দার।" তাহা দ্রঃ।

ধনসোহাগী মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে—যে টাকা অত্যন্ত ভালবাসে, সে টাকা খরচের ভয়ে ভাল করিয়া আহার করে না।

ধনীর চিন্তা ধন ধন, নিরেনব্বই এর ধাক্কা, যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা—ধনী লোক সর্বদাই টাকার চিন্তা করে। সে নিরেনব্বই টাকাকে কি করিয়া একশত টাকা করিবে এই চিন্তায় বিভোর থাকে। যোগী সর্বদাই ভগবানের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, আর ফকির কবে মক্কায় যাইবে এই চিন্তায় মগ্ন। "Every one to his taste".

ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের (কুলের) মাথায় মার লাথি—ধনী ব্যক্তিকে সকলে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিকে কেহই গ্রাহ্য করে না, বরং তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহারই করিয়া থাকে।

ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে—যাহার টাকা আছে, সেই বেশী টাকা উপার্জন করে। যাহার পুত্র আছে, তাহার আরও পুত্র হয়। "Money begets money".

ধনে সুখ নয়, মনে সুখ—কেবল টাকা থাকিলেই সুখ পাওয়া যায় না, মনে শান্তি থাকিলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। অনুরূপ প্রবাদ :—"সুখ নয় ধনে, সুখ হয় মনে।"

ধর কাছি তো ধরেই আছি—কেহ কাহাকেও কোন কার্য করিতে বলিলে সে যদি কাজে মনঃসংযোগ না করিয়া নিতান্ত উদাসীন ভাবে কাজ করিতে থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রযোজ্য।

ধরতে ছুঁতে কিছুই নেই—অন্তঃসারশূন্য বস্তু।

ধরলে কোঁ কোঁ করে, ছেড়ে দিলে পাকসাট মারে—চাপিয়া ধরিলে অনুনয়বিনয় করে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলেই দূরে গিয়া আস্ফালন করিতে থাকে। পাকসাট=পাখার ঝাপট অর্থাৎ আস্ফালন।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি—জল না ছুঁইয়াই মাছ ধরিতে চাই। কষ্ট না করিয়া কৌশলে কাজ হাসিল করা।

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে—আদেশ পালন করিতে গিয়া বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে।

ধর্মস্ত জানাতি নরস্ত বৃত্তম্—মানুষ যাহা করে, তাহার সাক্ষী সর্বদা অন্য মানুষ না থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম তাহা জানে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ—"আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ চ দ্যৌ, ভৌভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে, ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥"

ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ—ধর্মের (অর্থাৎ কর্মের) গতি বিচিত্র। ইহা সাধারণের দুর্জ্ঞেয়। শুভকর্মের এইরূপ ফল এবং কুকার্যের এইরূপ ফল হইবেই, এইরূপ নিয়ম নাই।

ধর্ম হয় না করলেই উপাস, কোদাল পাড়লেই হয় না চাষ—কেবল আড়ম্বর দেখাইলেই কাজ হয় না।

ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ—ধর্মই মানুষের বিশেষ গুণ। কাজে কাজেই ধর্মবিহীন মনুষ্য ইতর পশুর তুল্য।

ধর্মের কল বাতাসে (আপনি) নড়ে, পাপ করলে ধরা পড়ে—পাপকর্ম কখনই গোপন থাকে না। সত্যকার ঘটনা আপনিই প্রকাশ পায়।

ধর্মের ঢাক (ভেরী) আপনি বাজে—পাপকার্য গোপন থাকে না। "Murder will out".

ধর্মের ভরা ভেসে উঠে, পাপের ভরা তল যায়—ধার্মিক বিপদে পড়িলে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়; পাপী বিপদে পড়িলে তাহার আর উদ্ধারের আশা থাকে না। ভরা=মালবোঝাই নৌকা।

ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্—ধার্মিককে অন্য লোকে পীড়ন করিলেও ধর্মই তাঁহাকে রক্ষা করে।

ধান একগুণ, তৃণ (ঘাস) শতগুণ—ধান গাছ একটি, কিন্তু তৃণ প্রচুর জন্মে। তাৎপর্য :—গুণীর সংখ্যা অল্প, কিন্তু নির্গুণের সংখ্যা বেশী। অন্যপাঠ :—"ধান একগুণ, তুষ তিন গুণ।"

ধান খায় কাকে, বেঙের পায়ে দড়ি—একজনের অপরাধে অপরের দণ্ডভোগ।

ধান নাই, চাল নাই, আন্দিরাম মহাজন—মহাজন হইতে হইলে ধান ও চাল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকা দরকার। তাৎপর্য :—কাজের যোগ্যতা না থাকিলে ভারিক্কী চাল দেখানো উচিত নয়।

ধান ভানতে শিবের (মহীপালের) গীত—অপ্রাসঙ্গিক কথা। ধান ভানিতে ভানিতে শিবের বা মহীপালের গান করা অপ্রাসঙ্গিক (মহীপাল বাঙ্গালা দেশের এক ধার্মিক রাজা ছিলেন)।

ধানের আগে উড়ি ফোলে—উড়ি নামক ধান সকল ধানের আগেই বাড়ে এবং আপনা হইতে ফুলিয়া ঝরিয়া পড়ে। —অপদার্থ লোকের বাড় দেখিলে ইহা প্রযোজ্য হয়।

ধার করে খায়, হেঁট মাথায় যায়—ধারকর্জ থাকিলে লোককে সর্বদাই সংকুচিত থাকিতে হয়।

ধারে কাটে আর ভারে কাটে—যদি কাহারও অর্থের জোর বা বুদ্ধির জোর থাকে, তবেই সে উন্নতি লাভ করিতে পারে।

ধীর পানি পাথর কাটে—বিন্দু বিন্দু করিয়া জল পড়িলে পাথরও কাটিয়া যায়। তাৎপর্য :—অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিলে অনেক দুঃসাধ্য কাজও সুসম্পন্ন হয়। "Much rain wears the marble".

ধীর জ্বাল, ঘন কাটি, তবে বলি দুধ আউটি—দুধ ধীরে ধীরে জ্বাল দিলে এবং কাটি দিয়া ঘন ঘন নাড়িলে বেশ ক্ষীরের মত সুস্বাদু হয়। তাৎপর্য :—ধীরভাবে মন দিয়া কাজ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

ধীর ধীর বোনে, তাঁতী সকল জিনে—যে তাঁতী ধীরে ধীরে বুনে, সকলের চেয়ে তার কাপড় ভাল হয় এবং সে সকলের চেয়ে লাভবান্ হয়। তাৎপর্য :—অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিয়া কাজ সম্পন্ন করিলে জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়।

ধীরে রাঁধে, ধীরে খায়, তবে খাওয়ার মজা পায়—ধীরে সুস্থে কাজ করিলেই কাজ সুসম্পন্ন হয়।

ধুকড়ির ভিতর খাসা চাল—কুরূপ আবরণের মধ্যেও ভাল জিনিস থাকিতে পারে।

ধুলো মুঠা ধরতে কড়ি (সোনা) মুঠা হয়—যাহার বরাত ভাল, সে যে কাজ ধরে সেই কাজেই প্রচুর লাভ করে। অদৃষ্টের জোরে অনেকে ধূলাকেও সোনা করিয়া ফেলে অর্থাৎ মন্দ দ্রব্য হইতেও ভাল জিনিস উৎপন্ন করে, নিকৃষ্ট কাজ উৎকৃষ্ট কাজে পরিণত করে।

ধোপার গাধা ভাতের কাঠি বয় না—ধোপার গাধা বড় বড় কাপড়ের বোঝা বহিয়া থাকে, কিন্তু সে কিছুতেই ভাতের কাঠি অল্প ভারী হইলেও তাহা বহিবে না। তাৎপর্য :—সজ্জন ব্যক্তি অনেক বড় বড় কাজ সমাপন করিবে, তবুও কিছুতেই সামান্য একটি দুর্নীতিমূলক কাজ করিবে না।

ন

নখে কাটে কচি কালে, ঝুনো হলে দাঁত না চলে—ছেলেবেলায় না বুঝিয়া অনেক দুঃসাহসিক কাজ করা যায়, কিন্তু বড় হইলে সেই কাজ করিতে ভয় হয়।

নখের ছিদ্রে কুড়াল লাগানো—ছোটখাট কাজের জন্য বিরাট তোড়জোড়

করা। অনুরূপ প্রবাদ—"মশা মারতে কামান পাতা।" "To break a butterfly on the wheel".

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্—দৈববলের চেয়ে কোন বলই বড় নয়। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ :—"ন চ বিদ্যাসমো বন্ধু র্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ। ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।" —বিদ্যার তুল্য বন্ধু আর নাই। ব্যাধির ন্যায় শত্রু নাই। অপত্যস্নেহের মত কোনও স্নেহ হইতে পারে না। দৈববল সকল বলের শ্রেষ্ঠ।

ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ—মহাত্মাগণের বাক্যের কখনও অন্যথা হয় না।

ন চাষা সজ্জনায়তে—চাষা কখনও সজ্জন হয় না—অত্যন্ত খারাপ জিনিস কখনও ভাল হয় না। যাহার যাহা প্রকৃতি তাহা থাকিবেই।

নটে খেটে আড়ায়ে, সজনে বার মাস—আড়ায়ে=আড়াই মাস। জগতের বহু দ্রব্যই অল্পদিন স্থায়ী; কিন্তু আবার অনেক জিনিস আছে যাহা আমাদের চিরসঙ্গী। চিরসঙ্গী জিনিস তত সুখপ্রদ না হইলেও তাহাকে বেশী আদর করা উচিত।

নড়তে পারে না কামান (বন্দুক) ঘাড়ে—নিজের চলিবার শক্তি নাই, আবার ঘাড়ে একটি বোঝা। শক্তির অতীত কিছু করা বুঝাইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস—বিপদের মুখে আসিলে সর্বদাই একটা দুশ্চিন্তা থাকে।

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী—এ তিনে না বিশ্বাস করি—নদী স্ত্রীলোক ও শিংওয়ালা জন্তুকে বিশ্বাস করা শক্ত।

নদীর এক কূল ভাঙ্গে আর এক কূল গড়ে—নদীর এক দিকের পাড় যেমন ভাঙ্গে, তেমনি অন্যদিকের পাড় গড়িয়া ওঠে। তাৎপর্য :—জগতের কিছুই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না। একদিকে যাহা নষ্ট হইল অন্যদিক দিয়া হয়ত তাহা গড়িয়া উঠিল।

নদীর মুখে বালির বাঁধ—নদীর স্রোতের সম্মুখে বালির বাঁধ টিকিতে পারে না। তাৎপর্য :—প্রবলের সম্মুখে দুর্বল নদীর স্রোতে বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যায়।

নদী শুকোলেও রেখা থাকে—নদী শুকাইয়া গেলেও কোন্ স্থান দিয়া যে নদী চলিয়া গিয়াছিল ইহা বেশ বুঝা যায়। তাৎপর্য :—ধনীর অবস্থা খারাপ হইলেও, তাহার চালচলন, হাবভাব হইতে পূর্বে যে সে ধনী ছিল, ইহা বেশ বুঝা যায়।

ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ—যদি সঙ্গী থাকে, তাহা হইলে দুঃখও সুসহ হয়।

ন দেবায়, ন ধর্মায়—কোন কাজেই যাহা লাগে না।

ননদেরও ননদ আছে—ভাই-এর স্ত্রীকে ননদ যন্ত্রণা দিয়া থাকে; কিন্তু সেও যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, তাহার ননদও তাহাকে যন্ত্রণা দেয়। তাৎপর্য :—প্রভুরও প্রভু আছে। প্রত্যেকেরই কষ্ট দিবার লোক থাকিতে পারে। অনুরূপ প্রবাদ—"বাবারও বাবা আছে।"

ন নিম্বো মধুরায়তে—নিমফল কোনও মধুর দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও কখনই মধুর হয় না। তাৎপর্য :—অতি দুর্জন সৎ সঙ্গেও সৎ হয় না।

নবধা কুললক্ষণম্—কেবলমাত্র কুলীনের বংশে জন্মিলেই কেহ কুলীন বলিয়া দাবি করিতে পারেন না, কুলীনোচিত নয়টি গুণ থাকা চাই।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, খ্যাতি, তীর্থদর্শন, শাস্ত্রানুমোদিত ধর্মে আসক্তি, ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি (অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি), তপস্যা এবং দান—এই নয়টি কুলীনের লক্ষণ।

নবাব আর কি!—অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য উক্তি।

নবাব খাঞ্জা খাঁ—মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খান্ জাহান খান্ অতিরিক্ত নবাবী চালে নবাবকেও হার মানাইতেন। তাৎপর্য :—অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি।

ন ভূতো ন ভবিষ্যতি—হয় নাই, হইবেও না।

নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না—'তেলও পুড়বে না' দ্রঃ।

ন যযৌ ন তস্থৌ—কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। পার্বতী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই সময় একবার মহাদেব ছদ্মবেশে পার্বতীর নিকটে আসিয়া শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। পার্বতীর ইহা অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। মহাদেব তখন স্বীয় মূর্তি ধারণ করিয়া পার্বতীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ইহাতে পার্বতী বড় লজ্জায় পড়িয়া গেলেন। হঠাৎ আরাধ্য দেবকে সম্মুখে দেখিয়া স্থির না পারিলেন অগ্রসর হইতে, না পারিলেন এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে।

নরক ত গুলজার—সকলেই যদি পাপ করে এবং নরকে যাইবার ভয় না করে, তবে আমিও পাপ করিয়া নরকে যাইব।

ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ—রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে, রত্ন নিজে কাহাকেও অন্বেষণ করে না। তাৎপর্য :—মহতের নিকটই গুণলাভের জন্য জনসমাগম হয়, অন্য লোকের নিকট মহতের গমন করিতে হয় না।

নরম কাঠে ছুতোরের বল—'নরম মাটিতে বেড়ালে আঁচড়ায়' দ্রঃ।

নরম মাটিতে বেড়ালে আঁচড়ায়—শান্তপ্রকৃতি লোকের উপরই প্রবলের অত্যাচার বেশী হয়।

নরমের বাঘ, গরমের শিয়াল (কুকুর)—কতকগুলি লোক আছে যাহারা শক্তের পাল্লায় পড়িলে নরম হইয়া থাকে, আর দুর্বল লোকের উপর অত্যাচার করে। অনুরূপ প্রবাদ—"শক্তের ভক্ত, নরমের যম।"

ন রা ণাং মা তু ল ক্র মঃ—সাধারণতঃ মানুষের স্বভাব মাতুলের অনুকারী হয়।

নরুনে তালগাছ কাটা—ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া বড় কাজ করার চেষ্টা।

নরের মন নারায়ণ জানেন—মানুষের মনের কথা ঈশ্বর ছাড়া আর কেহই বলিতে পারেন না।

ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্—সন্তোষ সকল সুখের শ্রেষ্ঠ।

ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—স্ত্রীলোকের যথেচ্ছাচারিতা উচিত নয়।

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে ভাবে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্তার এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকিবেন। স্ত্রীগণের পক্ষে স্বাধীন হওয়া উচিত নয়। এখানে স্বাধীন বলিতে যথেচ্ছাচারী বুঝাইতেছে।

না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভরে নিমন্ত্রণ—আড়ম্বর প্রচুর কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নয়।

না আঁচালে বিশ্বাস নাই—পূর্ণ প্রবাদটি এই—"ঠগের বাড়ি নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই" অথবা "জোচ্চোরের বাড়ির ফলার না আঁচালে বিশ্বাস নাই"। (তাহ' দ্রঃ)।

নাই দিলে কুকুর কাঁধে চড়ে (মাথায় ওঠে)—প্রশ্রয় দিলে হীনজন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে।

নাও পর গাড়ি, গাড়ি পর নাও—কখন নৌকার উপরে গাড়ি, আবার কখন গাড়ির উপরে নৌকা। তাৎপর্য :—কখন একজন অপরের উপর অত্যাচার করে, আবার সেই অত্যাচারীই অপর কর্তৃক উৎপীড়িত হয়।

নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো—নাস্তেহাল বা অপদস্থ করা।

নাকের জলে চোখের জলে হওয়া—রীতিমত অপদস্থ হওয়া।

নাকের বদলে নরুন—এক নাপিত শৃগালের নাক হইতে কাঁটা তুলিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে শৃগালের নাকই কাটিয়া ফেলে। নাপিতকে শেষে নরুন দিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। তাৎপর্য :—বৃহৎ অনিষ্ট সাধনের পরে সামান্য ক্ষতিপূরণ করা।

নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমানো—দুশ্চিন্তার কারণ থাকিলেও নিশ্চিন্ত মনে থাকা।

না খেলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ—না খাইলেও দিন চলিয়া যায় কিন্তু ধার করিয়া খাইলে ঋণ থাকিয়া যায়।

নাচতে জানে না, উঠানের দোষ (উঠান বাঁকা)—যে কার্যে অপারগ, সে তাহার অক্ষমতা গোপন করিবার জন্য বাজে ওজর দেখায়। "A bad workman quarrels with his tools".

নাচতে দাঁড়িয়ে (নেবে) ঘোমটা টানা—নাচিয়ের পক্ষে লজ্জা করিয়া ঘোমটা টানা অসংগত ও অর্থহীন। তাৎপর্য :—কাজে হাত দিয়া কোনরূপ দ্বিধামনে কাজ করা ঠিক নয়।

না চাইতে ছাতাটা (ঘোড়াটা) পাই, চাইলে বুঝি ঘোড়াটা (হাতীটা) পাব—না চাহিলে যদি কেহ কিছু পায়, তাহা হইলে সে বেশী পাইবার আশা করে। কিন্তু এরূপ আশা বড় একটা সফল হয় না।

নাচে ভাল, পাক দেয় উলটা (মন্দ)—সে ভাল কাজ করে, কিন্তু তাহার মধ্যে কুটিলতা আছে।

নাচুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ—যে খারাপ কাজ করিতেছে, তাহারই যদি কোন লজ্জা না থাকে, তবে যে তাহা দেখিতেছে তাহারই বা লজ্জা কিসের?

নাচের পা থামে না—নাচিতে নাচিতে পা সহজে থামিতে চায় না। তাৎপর্য :—যে কাজে অভ্যস্ত, সে কাজ করিবেই।

নাড়া বনে কেত্তন—যে স্থানে যাহার প্রয়োজন নাই, সে স্থানে সেই কাজ করা।

নাতির নাতি স্বর্গের বাতি—যে লোক নাতির নাতি দেখিতে পায়, সে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী। দীর্ঘজীবী মাত্রেই পুণ্যবান্। অতএব, যে নাতির নাতি দেখিতে পায় সে স্বর্গে যায়।

নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি—নাতোয়ান=অক্ষম প্রজা; মালগুজারি=খাজনা দেওয়া। অক্ষম প্রজা দ্বিগুণ খাজনা দেয়। তাৎপর্য :—অভাবে ব্যয় হয় বেশী।

নাদাপেটা হাদারাম—নির্বোধের সম্বন্ধে উক্তি।

না-দেওয়া কাঁঠালের শাওনে নাম—না দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলে বলা হয় যে কাঁঠাল শ্রাবণ মাসে পাকার কথা। দিতে ইচ্ছা না হইলে বাজে অজুহাত দেখানো।

না দেওয়ার চাল, আজ না কাল—কাহারও কোন জিনিস দিতে ইচ্ছা না থাকিলে সে প্রায়ই 'আজ দেব কাল দেব' বলিয়া সময় কাটায়।

না দেখে চলে যায়, পায়-পায় হোঁচট খায়—বিবেচনা করিয়া কাজ না করিলে পদে পদে ঠকিতে হয়।

নানা মুনির নানা মত—ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—এ ছাড়া আর পথ নাই।

না পড়াবি পো, ত' সভাতে নিয়ে থো—পুত্রকে যদি লেখাপড়া শিখাইবার সুযোগ না ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ ভদ্রতা শিক্ষা দিবার জন্য সভ্যসমাজের মধ্যে মিশিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত।

না পড়ে' পণ্ডিত—অজানা বিষয়ে বিদ্যা জাহির করা।

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে—কোনও কোনও দ্রব্যের দরকার না থাকিলেও উহা যদি দেখা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দরকার হইয়া পড়ে। অনুরূপ প্রবাদ—"ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।"

নাপিত হল কবিরাজ চুল কাটবে কে?—ক্ষুদ্র ব্যক্তি বৃহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে এই উক্তিটি ব্যবহৃত হয়।

নাপিতের আসি, ধোপার বাসী—নাপিত 'আসি' বলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পরে আসে, ধোপা যদি কাপড় বাসী করিতে লইয়া যায়, তবে তাহা বহুকাল পরে ফিরাইয়া দেয়।

নাপিতের ঘোলচোরা বুদ্ধি—সাধারণতঃ দেখা যায়, নাপিতের বুদ্ধি সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী হয়।

না বিইয়ে কানা'য়ের মা—যশোদা কানাই অর্থাৎ কৃষ্ণের মা ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণের গর্ভধারিণী নন এবং গর্ভযন্ত্রণাও তিনি ভোগ করেন নাই। তাৎপর্য :—কোনও ঘটনার দুঃখের দিকটা ভোগ না করিয়া যে সুখের অধিকারী হয়, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

না বুঝে ছিলাম ভাল, আধেক বুঝে পরাণ গেল—১। কোন বিষয়ে সামান্য জ্ঞান থাকা অপেক্ষা কোনও জ্ঞান না থাকা ভাল। ২। কোন বিষয়ে সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়া, অথবা, কোন কিছুর সামান্য আস্বাদ লাভ করিয়া সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে না পারিলে ইহা প্রযোজ্য। "Little learning is a dangerous thing".

না মরতেই ভূত—না মরিলে ভূত হয় না। তাৎপর্য :—কারণ না থাকিলে কার্য হইতে পারে না। "Every event must have a cause".

নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ—নামে গোয়ালা বটে কিন্তু ঘরে একফোঁটা দুধ নাই, আমানি খাইয়া দিন কাটাইতে হয়। তাৎপর্য :—নামেই সব, কাজে কিছু নয়।

নামে ডাকে গুরুমশাই, লেজামুড়োর জ্ঞান নাই—বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও আসল পাণ্ডিত্য মোটেই নাই।

নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না—নামেই বড় পুকুর, কিন্তু ঘটি ডুবিবার মত জলও তাহাতে নাই। তাৎপর্য :—নামই আছে, পদার্থ কিছুই নাই।

নামে ধর্মদাস, ধর্মের নাম নেই—বাহিরের লোক-দেখানো আড়ম্বর খুব, কিন্তু কাজে কিছুই নয়।

না'র উপর গাড়ি, গাড়ির উপর না'—"নাও পর গাড়ি, গাড়ি পর নাও" দ্রঃ।

না রাম না গঙ্গা—রাম বা গঙ্গা কিছুই বলে না। প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

নারীর বল চোখের জল—মেয়েরা অল্পেতেই কান্নাকাটি করিয়া কাজ আদায়ের চেষ্টা করে।

নালা কেটে লোনা জল (কুমির) আনা—"খাল কেটে কুমির আনা" দ্রঃ।

নাস্তিকের মুখে ধর্মকথা—ভণ্ডামি।

নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ—অহংকার অপেক্ষা গুরুতর শত্রু আর নাই।

নিকামায়ে দরজী ছেলের মুখে সেলাই করে—যে দরজীর কোনও কাজ নাই সে কিছু না পাইয়া শেষে নিজের ছেলের মুখই সেলাই করিতে বসে। তাৎপর্য :—কর্ম না থাকিলে লোকে কুকর্ম করিয়া থাকে। "An idle brain is the devil's workshop".

নিকুলে চুকুলে ঘর, কামালে (জামালে) বর—ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছ

করিলেই তাহা বাসযোগ্য হইয়া থাকে। সেইরূপ দাড়ি গোঁফ কামাইয়া সাজিয়া গুজিয়া বসিলেই ঠিক বিয়ের বর হয়।

নিজের কোলে ঝোল টানা—স্বার্থপর লোক নিজের দিকে ছাড়া অপরের দিকে চাহে না।

নিজের ঘোল কেউ টক বলে না—নিজের জিনিস কেহ খারাপ বলে না। লোকে নিজের দোষ ঢাকিয়া রাখিতে চায়। "His geese are swans."

নিজের চরকায় তেল দাও—"আপন চরকায় তেল দাও" দ্রঃ।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ—"আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" দ্রঃ।

নিজের পাঁটা ল্যাজে কাটি—আপনার জিনিস লইয়া যাহা ইচ্ছা করা।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা—"আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা" দ্রঃ।

নিজের ভাই ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা—ঘরের লোককেই প্রথমে সাহায্য করা উচিত। "Charity begins at home".

নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি নে, বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি নে—অত্যন্ত স্বার্থপর লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নিত্য চাষার ঝি বেগুন ক্ষেত দেখে, বলে, এ আবার কি?—এক চাষার মেয়ের বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়িতে সে নিজেকে বড়লোকের মেয়ে বলিয়া জাহির করিত। একবার বেগুন ক্ষেত দেখিয়া তাহা কি জানিবার জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করে। —জানিয়া শুনিয়া যে ন্যাকা সাজে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নিত্য রোগী দেখে কে, নিত্য নেই দেয় কে—যাহার চিরকালই একটা না একটা রোগ লাগিয়া থাকে, তাহার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে এবং যাহার রোজই অভাব, তাহাকে সাহায্য করিতে সকলেরই বিরক্তি লাগে।

নিদান কালে হরিনাম—সারা জীবন পাপ কাজ করিয়া মরণকালে ঈশ্বরকে ডাকা বৃথা। সময়ে কার্য না করিয়া অসময়ে করিলে তাহা প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা—অভাব এত বেশী যে বহুকষ্টে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করা।

নিদানের বিধান নাই—নিদানকালে অর্থাৎ আয়ু যখন শেষ হইয়া যায়, তখন কোনও ঔষধে ফল হয় না।

নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্—আসক্তিহীন ব্যক্তির গৃহই তপোবন।

নিমক খেয়ে নিমকহারামি—কাহারও নিকট উপকার পাইয়া তাহার অপকার করা।

নিমতলা দিয়ে যাও নি, নিমফল কি খাও নি?—কুকার্যের ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলে আর সেরূপ কাজ করা উচিত নয়।

নিম তিত নিসিন্দে তিত,
তিত মাকাল ফল;
তার চেয়ে অধিক তিত
বোন সতীনের ঘর।

—নিম, নিসিন্দা ও মাকাল ফল অত্যন্ত তিক্ত, কিন্তু এই কয়টি ফল অপেক্ষা দুই বোন-সতীনের ঘর আরও তিক্ত। বোন সতীন হইলে অশান্তির সীমা থাকে না।

নিম নিসিন্দে যেথা, মানুষ মরে না সেথা—যেস্থানে নিম ও নিসিন্দা গাছ আছে, সেস্থান স্বাস্থ্যকর।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ, পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

—যাঁহার মাতুল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পিতা অর্জুন, সেই অভিমন্যুও যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং নিয়তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

নিয়তির চোখ কানা—ভাগ্যে কি আছে, তাহা বুঝা যায় না।

নির্গুণ পুরুষের (আদার) তিনগুণ ঝাল—যে পুরুষের কোন গুণ নাই, তাহার রাগও বেশী হইয়া থাকে। গুণহীন লোক রাগ দেখাইলে এই কথা বলা হইয়া থাকে। অন্যপাঠ—"নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল। পরনে গামছা, গায়ে ঠাকুরদাদার শাল।"

নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার মার—গুণহীন লোক খাইতে পটু। সে খাওয়ার কোন ত্রুটি হইলে হইচই করে। অথচ কাজের বেলায় কিছুই নয়।

নির্ধনের ধন, অথর্বের যৌবন—অপ্রত্যাশিত দ্রব্য পাইলে অনেকেরই মনে খুব অহংকার হয়।

নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা—গরিব লোক যদি হঠাৎ বড়লোক হয়, তাহা হইলে তার অহংকারের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া যায়।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে—ছোটলোক যদি কোনও অপমানজনক কথা বলে, বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানী লোক তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। ছোটলোকের সহিত বাদানুবাদ করা ভদ্রলোকের পক্ষে অপমানজনক।

নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে করবে কি। পরের ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি—যাহার যে জিনিসের দরকার নাই, তাহাকে সেই জিনিস দেওয়া বৃথা।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়—প্রয়োজন মিটিয়া গেলে প্রার্থিত জিনিস পাওয়ায় কোন লাভ নাই। অনুরূপ প্রবাদ—"সাজ করিতে দোল ফুরাইল"।

নুন খাই যার, গুণ গাই তার—কেহ অপরের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া প্রতিপালকের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

নূতন নূতন ন'কড়া, পুরানো হলে ছ'কড়া—নূতন অবস্থায় সকল জিনিসের আদর থাকে। পুরাতন হইলে জিনিসের আদর কমিয়া যায়।

নেই কাজ ত খৈ (ধান) ভাজ—কাজ না থাকিলে লোকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করে।

নেই বল্লে সাপের বিষও থাকে না—'নাই' কথাটি অমঙ্গলসূচক বলিয়া লোকের বিশ্বাস। 'নাই' বলিলে সাপের বিষ পর্যন্ত থাকে না। কাজেই অমঙ্গলসূচক 'নাই' কথা ব্যবহার করা উচিত নয়। অথবা কোন কিছু দিবার ইচ্ছা না থাকিলে সে যদি 'নাই' বলিয়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাহার কাছে চাহিয়া কোন লাভ নাই।

নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল—কিছু না পাওয়ার চেয়ে সামান্য কিছুও পাওয়া ভাল। "Half a loaf is better than no bread".

নেকা আদুরে চালশে কানা, জল বলে খায় চিনির পানা—যাহারা অপকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট জিনিস জানিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা ভ্রমবশতঃ লইয়াছে এইরূপ বলে, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নেকা, বোকা, ঢিলে (ঢলঢলে) কাছা, তিনে প্রত্যয় করো না বাছা—জানিয়া শুনিয়া যে বোকা বনে তাহাকে নেকা বলে। কাছাঢিলা লোক কাজের শৃঙ্খলা জানে না। নেকা, নির্বোধ ও কাছাঢিলা লোককে কাজ দিয়া বিশ্বাস করিতে নাই।

নেঙটার নেই বাটপাড়ের ভয়—যে এত গরিব যে তাহার পরিবার কাপড় পর্যন্ত জোটে না, সে চোরের ভয় করে না।

যে লোক অত্যন্ত বেহায়া, সে নিন্দার ভয় করে না।

নেড়া আর ক'বার (কি) বেলতলায় যায়?—কোনও কাজে যে একবার ঠকে, সে দ্বিতীয়বার সে-কাজ করে না।

নেবার কুটুম, দেবার নয়—কোনও কিছু লইবার সময় আত্মীয়তা দেখায় কিন্তু দিতে গেলে নানা ওজর তোলে।

নেবার বেলা পরিপাটি, দেবার বেলা ফাটাফাটি—ধার করিতে খুব মজবুত, কিন্তু ধার শোধ দেওয়ার সময় যত গোলমাল।

নেবু কচলাবে যত, তেতো হবে তত—ভাল জিনিসও একঘেয়ে হইয়া গেলে তাহা খারাপ লাগে। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

নেভবার আগে ক্ষণেক তরে, দীপ জ্বলে দপ্ করে—ধ্বংসের পূর্বে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য দেখা দেয়।

নেয়ের এক নাও, নিনেয়ের শতেক নাও—নৌকার মালিক একখানিই নৌকা ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু যাহার নৌকা নাই, সে ভাড়া করিয়া কিংবা চাহিয়া বহু নৌকা চড়িয়া থাকে। তাৎপর্য:—যাহার কোন জিনিস নাই, অথচ প্রয়োজন হইলেই সেই জিনিস পরের নিকট হইতে চাহিয়া ব্যবহার করে, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নেয়ের গরু, বামুনের নাও—মাঝির গরু ও বামুনের নৌকা থাকিবে ইহা বিসদৃশ। যাহার পক্ষে যে কাজ খাটে না, তাহাকে সেই কাজ করিতে দেখিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে—নেশাখোর লোক নেশা না করিলে বিশেষ কষ্ট ভোগ করে। আবার যদি নেশা করে, তাহা হইলে যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে বলিয়া কুকুর আসিয়া মুখ চাটিয়া যায়। তাৎপর্য:—কোনও অভ্যাসের দাস হওয়া দুঃখজনক।

—

প

পচা আদা, ঝালের গাদা (পচা আদার ঝাল বেশী)—নির্গুণ ব্যক্তি বহুবিধ দোষের আকর।

পচা শামুকে পা কাটে—শামুক পচিয়া গেলে তাহার খোলা পড়িয়া থাকে, তখন উহাতে লোকের পা কাটিয়া যায়। তাৎপর্য:—অতি তুচ্ছ শত্রুও যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে পারে।

পট্টবস্ত্রে গুঞ্জফল মূল্য নাহি হয়, ছিন্ন বস্ত্রে মোতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয়—কুঁচ যদি মূল্যবান্ বস্ত্রের মধ্যেও থাকে তথাপি তাহার দাম কিছুমাত্র বাড়ে না; কিন্তু মোতি ছেঁড়া কাপড়ে থাকিলেও তাহার মূল্য সমান থাকে। তাৎপর্য:—সাজপোশাকের মূল্য কম। গুণেই আদর পাওয়া যায়।

পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে—সভার মধ্যে কোন দোষের উল্লেখ হইলে দোষী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকিলে সে বিচলিত হয়। এইজন্য, কোন দোষের কথা উঠিলে যে গায়ে পড়িয়া তাহার প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দোষী বলা যায়।

পড়শী না বঁড়শি—বঁড়শি বিঁধিলে যেমন সহজে খুলিতে চাহে না, সেইরূপ প্রতিবাসী কুটিল হইলে বহু যন্ত্রণা দিয়া থাকে।

পড়শীর মুখ না আরশির মুখ—প্রতিবেশীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইবে, তাহার কাছেও সেইরূপ ব্যবহার পাইতে হইবে। অন্য পাঠ—"পড়শী নয়, আরশি।"

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার—গুণবান্ ব্যক্তি নীচ ব্যক্তির নিকট কখনও আদর পান না, বরং তাঁহাকে অপদস্থই হইতে হয়।

পড়ুক না পড়ুক পো, সভায় নেগে থো—"না পড়াবি পো......" দ্রঃ।

পড়ে গেলে ছাগলেও চাট মারে—বিপদে পড়িলে নীচ ব্যক্তির কাছেও অপমানিত হইতে হয়।

পড়েছি তাফালে, যা থাকে কপালে—বিপদে পড়িয়া অদৃষ্টের উপর ভরসা করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় কি? [তাফাল—গুড় তৈয়ারি করিবার উনান অর্থাৎ বিষম বিপদ।]

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে—দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িলে নাকাল হওয়া ছাড়া আর গতি নাই।

পড়ে পাওয়া টাকা, চৌদ্দ আনাই লাভ—যে টাকা কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা ভাঙ্গাইয়া যদি ১৬ আনার স্থলে ১৪ আনাও পাওয়া যায়, তবু তাহাই লাভ মনে করিতে হয়। বিনা পরিশ্রমে যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। অনুরূপ প্রবাদ—"পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা"।

পতির পায়ে থাকে মতি, তবে তারে বলে সতী—যে নারীর স্বামী ছাড়া অপর কোন পুরুষের দিকে মন নাই, তাহাকেই সতী বলা যায়।

পতির মরণে সতীর মরণ—সতী নারী বিধবা হইলে তাহার সমস্ত সুখ-শান্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং সে জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করে।

পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুনে—চিন্তাভাবনা না করিয়া কোন কাজ করিতে নাই। "Look before you leap".

পথি নারী বিবর্জিতা পথে স্ত্রীলোকের সঙ্গ বর্জনীয়। তাৎপর্য:—স্ত্রীচরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়, সুপরিচিত না হইলে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করা নিতান্ত অন্যায়।

পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার—কাজের লোক নিকটে দেখিলেই কাজের কথা মনে হয়।

পর কখনও আপন হয় না—পরকে শত যত্ন করিলেও তাহার কখনও আপন জনের মত দরদ হয় না।

পরপ্রত্যাশী, দু'পহর উপাসী—পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে সহজে অন্ন জোটে না।

পরহস্তং গতা গতা—নিজের জিনিস একবার পরের হাতে গেলে তাহা আর ঠিকভাবে ফিরিয়া পাওয়া দায় হইয়া উঠে। ইহা একটি সংস্কৃত শ্লোকের একাংশ। শ্লোকটি এই—

লেখনা পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা।
যদি সা পুনরায়াতি ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দিতা॥

কলম, বই ও পত্নী একবার হাতছাড়া হইলে আর উহাদিগকে ফিরিয়া পাওয়ার আশা করা যায় না। যদি বা কখনও ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে আর উহাদের পূর্ব অবস্থা থাকে না—উহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই ফিরিয়া আসে।

পরহস্তগতং ধনম্ পরের হাতে টাকা-পয়সা থাকিলে তাহা দ্বারা দরকারের সময় কোন কাজ হয় না।

সম্পূর্ণ শ্লোক—

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

যে বিদ্যা কার্যকালে মনে পড়ে না ও যে ধন কার্যকালে পাওয়া যায় না সে বিদ্যা বা ধনের প্রয়োজন নাই।

পরিতে হইবে শাঁখা, তবে কেন মুই বাঁকা—শাঁখা পরিতে ইচ্ছা থাকিলে হাতে ব্যথা সহ্য করিতে হইবেই। তাৎপর্য:—কষ্ট না করিলে সুখ লাভ হয় না। "No pains, no gains".

পরে তসর খায় ঘি, তার আবার খরচ কি?—এককালে তসর কাপড় আর ঘি প্রায় সকল ঘরেই তৈয়ার করা হইত। তাই যাহার কিছুই কিনিতে হয় না, এরূপ লোকের কথা বলিতে এই কথা বলা হয়। "তার বৈদ্যে কাজ কি"—এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়। তাহা হইলে

অর্থ হইবে সাত্ত্বিক লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

পরে পরেই মড়ক কাটালাম—একজন লোক ছেলের বিবাহ দিল, ছেলের স্ত্রীটি মরিয়া গেল; মেয়ের বিবাহ দিল, জামাই মরিয়া গেল। একদিন তাহার এক বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই, কেমন আছ? লোকটি উত্তর করিল,—এবার পরে পরেই মড়ক কাটালাম। তাৎপর্য :- পরের উপর দিয়াই ক্ষতিটা সারিয়া লওয়া হইল, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে এই কথাটি বলা হইয়া থাকে।

পরের কথায় লাথি চাপড়, নিজের কথায় ভাত কাপড়—পরের কথা লইয়া আলোচনা করিয়া দিন কাটাইলে অপদস্থ হইতে হয়, কোন লাভ হয় না। অথচ নিজের কথা চিন্তা করিয়া কাজকর্ম করিলে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। তাৎপর্য :—পরচর্চা না করিয়া নিজ নিজ কাজে মন দেওয়া উচিত।

পরের গোয়ালে গোদান—পরের গোয়ালের গরু অপরকে দান করা, অর্থাৎ একজনের জিনিস আর এক জনকে দিয়া দাতা সাজা। "Robbing Peter to pay Paul".

পরের ঘরে খায় আয়; আঠারো মাসে বছর যায়—পরপ্রত্যাশী নিতান্ত অলস হয়।

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা—অপরকে বিপদে ফেলিয়া নিজে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা।

পরের ঘি পেলে, প্রদীপ দেয় মেলে—পরের জিনিস পাইলে লোকে প্রায়ই তাহার যথেচ্ছ অপব্যয় করিয়া থাকে। অনুরূপ প্রবাদ—"কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ঢাল।"

পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো—নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের কাছ হইতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা করা।

পরের চাল, পরের ডাল, নন্দে করেন বিয়ে—পরের ধনে ঘটা করিয়া কোন কাজ করা।

পরের ছেলে (বা বিড়াল) খায়, আর বনের পানে (পথপানে) চায়—পরের ছেলেকে যতই খাওয়ানো হউক না কেন সে খাইবার পরেই চলিয়া যাইবে অর্থাৎ পর কখনও আপন হয় না।

পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা; নিজের ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি—"আপনার ছেলেটি খায় এতটি" দ্রঃ।

পরের জন্য গর্ত খোড়ে, আপনি তা'তে মরে প'ড়ে—পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়।

পরের জন্য ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে মরে তাতে—অপরকে বিপদে ফেলিতে গিয়া নিজে বিপদগ্রস্ত হওয়া।

পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু—পরের গরম দুধে ফুঁ দিতে গিয়া নিজের মুখ পোড়াইয়া আসা। তাৎপর্য :—পরের কাজে ব্যস্ত হইয়া নিজের ক্ষতি করিয়া আসা।

পরের দেখে তোলে হাই, যা আছে তাও নাই—পরের উন্নতি দেখিয়া হিংসা করিলে আপনার অপযশ হয়। পরহিংসা মহাপাপ।

পরের ধনে পোদ্দারি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী—পরের টাকা দান করিয়া যে নাম করে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

পরের ধনে বরের বাপ—বরপণ লইয়া পুত্রের বিবাহে সমারোহ করা। কেহ দানের জিনিস লইয়া ঘটা করিয়া খরচ করিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

পরের পিঠে, বড় মিঠে—অপরের দ্রব্য ব্যবহার করিতে খুব আনন্দ।

পরের পুতে বরের বাপ—পরের পুত্রের বিবাহে বরকর্তা সাজা অর্থাৎ পরের টাকায় কর্তৃত্ব করা।

পরের ভাতে কুকুর পোষা—পরের ভাত খাইতে দিয়া নিজের কুকুরকে পালন করা; অর্থাৎ পরের পয়সায় আপনার শখ মিটান।

পরের ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দেওয়া—অনধিকার চর্চা করা।

পরের মন আঁধার-কোণ—আঁধারে ঘরের কোণের জিনিস দেখা যায় না; পরের মনে কি আছে না আছে, তাহা জানা যায় না।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা—অপরের দ্বারা নিজের কার্য সিদ্ধি করা।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের গোঁফে তেল—পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিলে তাহার দরুন যে ব্যথা, তাহা পরেরই লাগিবে, কিন্তু আহারের জন্য যে তৃপ্তি তাহা নিজেরই হইবে। কেহ পরকে ঠকাইয়া কিছু লাভ করিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত—পরের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিলে নিজের কোন ক্ষতি নাই; যদি কথামত কাজ না হয়, তবে যাহার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছে তাহারই অনিষ্ট হইবে। পরের উপর সুযোগ লইয়া কোন কাজ করিলে এই প্রবাদটি বলা হইয়া থাকে।

পরের মাথায় হাত বুলান—কাহাকেও ভুলাইয়া স্বার্থসাধন করা।

পরের মুখে ঝাল খাওয়া—অপরের কথা শুনিয়া নিজের অজানা কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা।

পরের লেজে পড়লে পা তুলো পানা ঠেকে; নিজের লেজে পড়লে পা কেঁক ক'রে ডাকে—পরের উপর অত্যাচার করিতে যাহার আপত্তি নাই, অথচ নিজের উপর দৌরাত্ম্য হইলেই সে উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করে, এইরূপ লোকের কথা বলিতে গেলে এই প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ হয়।

পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে (বা প্রাণ যাবে তোমার) হেঁচকা টানে—পরের গহনা কানে দিলে সে যখন উহা কাড়িয়া লইবে, তখন কান ছিঁড়িয়া যাওয়ার দরুন যন্ত্রণা পাইতে হইবে অর্থাৎ পরের দ্রব্য লইয়া ব্যবহার করিলে সে হয়ত কোন সময় অপমান করিয়া উহা কাড়িয়া লইবে।

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ—নিজের টাকাও পরের হাতে থাকিলে সহজে তাহা পাওয়া যায় না।

পর্বতের মূষিকপ্রসব—পর্বত যদি মূষিক প্রসব করে, তবে সে অতি তুচ্ছ ব্যাপার হয়। কেহ কোন বিষয়ে আড়ম্বর করিয়া অতি সামান্যই ফল দেখাইলে লোকে তাহাকে এই কথা বলে।

পাঁচ কলমে ভোঁতা—একেবারে অশিক্ষিত, লেখাপড়া মোটেই জানে না।

পাঁচদিন চোরের, একদিন সাধুর—"দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর" দ্রঃ।

পাঁচ পাগলের ঘর, খোদায় রক্ষা কর—যে সংসারের প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল মত চলে, সে সংসারের বিপদ অনিবার্য, স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া সেই বিপদে রক্ষা পাওয়া যায় না।

পাঁচ শ' জুতো গুণে খায়, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়—"একুশ কোড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান" দ্রঃ।

পাঁঠার ইচ্ছায় ঘাড়ে কোপ—অধীন ব্যক্তির উপরওয়ালার কথা শুনিয়া চলা ছাড়া গতি নাই।

পাকা আম দেখলে কাকে ঠোকরায়—ভাল জিনিসটি সকলেই লইতে চায়।

পাকা ঘুঁটি কাঁচানো—যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া।

পাকা ধানে মই দেওয়া—পাকা ধানে মই দিলে সব ধান মরিয়া যায়। কাহারও তৈরী জিনিস তাহার ভোগের সময় তছনছ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। (মই= চাষের ক্ষেতে মাটি গুঁড়া করিবার যন্ত্র)।

পাখি পড়ানোর মত পড়ানো—পাখিকে যেমন একটি কথা বার বার বলিয়া শিখাইতে হয় সেইরূপভাবে শিখানো।

পাখির প্রাণ অল্পেই যান—দুর্বল লোক সামান্য বিপদেই কাতর হইয়া পড়ে।

পাগল কি গাছে ফলে, আক্কেলেতে পাগল বলে—বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে।

পাগলা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়?—একজন এক পাগলকে বলিল, পাগল, ভাত খাবি? পাগল অমনই বলিয়া উঠিল, হাত ধোব কোথায়? অর্থাৎ আমি ত তৈরীই আছি। এই সঙ্গে হাত ধোওয়ার জায়গাটা দেখাইয়া দাও। তাৎপর্য:—যে যাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল থাকে, তাহাকে তাহা দিবার আশা দেওয়া মাত্রই যদি সে আগ্রহের সহিত তাহা লইতে অগ্রসর হয়, তবে এই প্রবাদের ব্যবহার হয়।

পাগল সাঁকো নাড়িস নে (নাও ডুবাসনে), ভাল মনে করে দিয়েছিস—এক পাগল সাঁকো নাড়িয়া লোককে পার হইবার সময় ভয় দেখাইত। একদিন সে ঐ সাঁকোর একধারে দাঁড়াইয়া আছে। একজন লোক বলিল, পাগলা, সাঁকো নাড়িস নে; পাগলার সাঁকোর কথা মনে ছিল না, সে ঐ কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল, 'ভাল কথা মনে করে দিলি।' তাৎপর্য:—দুষ্ট লোকের দুষ্টামির কথা বলিলে উহা আরও বাড়িয়া উঠে। অন্যপাঠ:—'পাগলা নাও ডুবাস নে, না, ভাল মনে করে দিয়েছিস।'

পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়—"ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না কয়" দ্রঃ।

পাগলের গোবধে আনন্দ—নির্বোধ ব্যক্তি অকাজ করিয়া আনন্দ পায়।

পাগলের ছাট, তেলের কাট—ছাট=ছিট। তেলের কাট=তৈলমল।

পাগল হইলে সারান যায় কিন্তু পাগলের ছিট থাকিলে সারানো শক্ত। তেলের দাগ উঠানো যায়, কিন্তু তেলের ময়লা উঠানো শক্ত। তাৎপর্য:—কোনও জিনিস পুরাপুরি খারাপ হইলে তাহা শোধরানো যায় কিন্তু তাহা না হইলে শোধরাইতে বড়ই কষ্ট হয়।

পান হতে চুন খসে না—কাজে একটু ত্রুটি হইলে যে রাগ করে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হয়।

পাতা চাপা কপাল, আর পাথর চাপা কপাল—অল্প বাতাসেই পাতা সরিয়া গেলে পাতা-চাপা জিনিস বাহির হয়, কিন্তু পাথর-চাপা জিনিস কিছুতেই বাহির হয় না। পাতা-চাপা কপাল বলিলে সহজেই যাহার উন্নতি হয় এইরূপ লোক বুঝায়। আর পাথর-চাপা কপাল বলিলে কিছুতেই যাহার উন্নতি হয় না এরূপ ব্যক্তিকে বুঝায়।

পাতের ভাত কেড়ে নেওয়া—প্রাপ্ত সুখে বঞ্চিত করা। অনুরূপ প্রবাদ—"মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া"।

পাতের ভাতে পালে কুকুর, কুকুর ওঠে মাথার উপুর—নীচ ব্যক্তিকে বেশী আদর দিলে সে অতিরিক্ত কর্তৃত্ব ফলাইতে চায়।

পাতের ভাতে পুষলাম যুগী, উলটে বলে, পরবাস কি?—নিজে না খাইয়া যোগীকে খাওয়ানো হইল, এখন কি না সময় পাইয়া সে বলে যে, পরের আশ্রয়ে থাকা, সে আবার কি? সাহায্য পাইয়া বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া শেষে তাহা অস্বীকার করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। [পরবাস= পরের আশ্রয়ে বাস।]

পাথরে ঘুণ ধরে না—জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে নষ্ট হন না।

পাথরে পাঁচ কিল—পাথরে কিল মারিলে তাহাতে পাথরের কিছুই হয় না, সেইরূপ যে প্রবল কেহই সহজে তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

পাথরে লেখা, মুছলেও যায় না—কোন বিষয়ে মনে অত্যধিক আঘাত পাইলে সহজে ভুলা যায় না।

["তাহার পীরিতি পাষাণে লেখতি,
মুছিলেও নাহি বুচে"—চণ্ডীদাস।]

পান পান্তা ভক্ষণ, ঐ তো পুরুষের লক্ষণ; আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্ দিন বা মরে যাই—একদিন এক প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলে এক স্ত্রীলোক বলিল, যে পুরুষ সে ত পান আর পান্তা ভাতই খাইবে,—আমার পোড়া কপাল, তাই আমি রোজ তপ্ত ভাত খাইয়া মরিতেছি। নিজে ভাল জিনিসটি লইয়া এবং পরকে মন্দটি দিয়া লোকে এইরূপ ছলে যদি নিজের উদ্দেশ্যটি লুকাইতে চায়, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

পান সাজতে জানে না, দু'পায়ে আলতা—প্রয়োজনীয় কাজও করিতে পারে না, অথচ বাহাদুরি খুব।

পা না ভিজল যার, বড় কই তার—বিনা পরিশ্রমেই লাভবান্ হওয়া।

পান্তা ভাত ফুঁ দিয়ে খাওয়া—অপরের কাছে নিজের দৈন্য লুকাইবার চেষ্টা করা। অথবা যে কাজের দরকার নাই, তাহা করা।

পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুন-পোড়ায় বিস্কুতেল—নিজের প্রকৃত অবস্থা লুকাইয়া বড়লোক বলিয়া পরিচয় দিতে যাইয়া যাহারা অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় (বা চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়)—পাপ করিয়া ধন সঞ্চয় করিলে তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিতেই ব্যয় হয় অর্থাৎ অন্যায় কার্যে যে অর্থ উপার্জন করা হয়, তাহা ভোগে আসে না।

পার হ'লে পাটনী শালা—অনুরূপ প্রবাদ—"কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী" দ্রঃ।

পারা আর পাপে, কার সাধ্য চাপে—পারা খাইলে তাহা গা দিয়া এক দিন না একদিন ফুটিয়া বাহির হইবেই, সেইরূপ পাপ কাজ কখনও গোপন থাকে না।

পালাতে না পেরে মোড়লের বেহাই—একটি লোক চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল। শেষে পলাইতে না পারিয়া বলিল, 'আমি এ গ্রামের মোড়লের বেহাই'। মন্দকার্যে কৃতকার্য না হইয়া অপদস্থ হইবার ভয়ে কৌশলে এড়াইতে চাহিলে লোকে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলে।

পিঠা খায় মিঠার জোরে, হাত নেড়ে বেড়ায় নানীর জোরে—পিঠা ভাল লাগে, তাহার কারণ এই যে উহাতে যথেষ্ট গুড় দিয়া মিষ্ট করা হয়। তাৎপর্য:—নিজের জোর নাই, অপরের জোরে শক্তিশালী হওয়া। (নানী= পিতামহী।)

পিঠে খায় পিঠের ফোঁড় গনে না—"আসকে খায় তার ফোঁড় গনে না" দ্রঃ।

পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো (বা মার আর ধর আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো)—কোনরূপ অপমানে যাহার গ্রাহ্য নাই, তাহার সম্বন্ধে এরূপ বলা হয়।

পিণ্ডি পায় না কেতন চায়—আসল কাজ করিবার অর্থ নাই, আড়ম্বরের জন্য ইচ্ছা।

পিতল সরা জাঁকে ভরা—পিতলের সরায় কাজ হয় কম, কিন্তু তাহার শব্দ বড় বেশী। তাৎপর্য:—কাজের বেলায় কিছু নয়, আড়ম্বর সার।

পিতলের কাটারি, কাজে নেই ধার, ঝকমকই সার—অকেজো লোকের আড়ম্বর বেশী।

পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে—পিপীলিকার ডানা গজাইলে তাহারা উড়িয়া বেড়ায়, আর ঐ সময়ে পাখিতে উহাকে ধরিয়া খায়। তাৎপর্য :—পতনের পূর্বে বাড় বেশী হয়।

পি পু ফি শু—অনুরূপ প্রবাদ—"কত রবি জ্বলে, কে বা আঁখি মেলে।" ঘরে আগুন লাগিলে একজন কুড়ে অপরকে বলিল, পি পু অর্থাৎ পিঠ পুড়িতেছে। তখন অন্যজন উত্তর করিল ফি শু অর্থাৎ ফিরে শোও। যখন উত্তাপে পিঠ পুড়িতে লাগিল, তখন প্রথম ব্যক্তি গায়ে রৌদ্র লাগিয়াছে মনে করিয়া বলিল, 'কত রবি জ্বলে'। দ্বিতীয় জন চোখ না মেলিয়াই বলিল, 'কে বা আঁখি মেলে'। অত্যন্ত অলস লোকের উল্লেখ করিতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

পিয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি—পিয়াদাকে মনিবের হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়, কাজেই তাহার আরাম করিবার অবসর নাই। যাহাকে পরের চাকরি করিতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহার বিষয়ে এইটি প্রযোজ্য।

পিসী বল মাসী বল, মার বাড়া নাই ; পিঠে বল মিঠে বল, ভাতের বাড়া নাই—পিসীই হউক আর মাসীই হউক, মার মত স্নেহ কাহারও নাই। সেইরূপ পিষ্টকই হউক আর মিষ্টান্নই হউক, ভাত না খাইলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

পীরের কাছে মামদোবাজী (বা সাত গেঁয়ের কাছে মামদো-বাজী)—ওস্তাদের কাছে আনাড়ির ওস্তাদি করিতে যাওয়া।

পুঁজি নেই তার পাঁজি আছে—টাকা নেই অথচ ক্রিয়াকর্ম আছে।

পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল ; যত কষ্ট উজুতে, আর বুঝুতে—মূলধন ভাঙ্গিয়া খরচ করিয়া খাইতে কিছুই কষ্ট নাই, ভাটির দিকে নৌকা বাহিয়া যাইতেও কিছুই কষ্ট হয় না। কিন্তু যখন উজাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, আর মূলধনের হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতে হয়, তখনই কষ্ট বোধ হয়।

পুঁটি মাছের প্রাণ দেখতে দেখতে যান—কৃপণ বা দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি সামান্য ক্ষতি বা লোকসানেই কাতর হইয়া পড়ে।

পুকুর চুরি—অসম্ভব রকমের চুরি, আধার আধেয় লুপ্ত করিয়া বেমালুম চুরি, অথবা একেবারে ফাঁকি দিয়া কোন বিষয়ে লাভবান্ হওয়া।

পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী, ছিঁড়ে ছুঁড়ে কাটুনী—"ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী, পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী" দ্রঃ।

পুতুল যেমন পুতুল কাচে, যেমন নাচায় তেমনি নাচে—যে পরের ইচ্ছায় চলাফেরা করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা বলা হয়। (কাচে—রঙ্গ করে বা অঙ্গভঙ্গী করে।)

পুনর্মূষিকো ভব—পুনরায় আবার মূষিক হও। যাহা ছিলে তাহাই হও। [হিতোপদেশের গল্প হইতে।]

পুরান বসন ভাতি, অবলাজনের জাতি—পুরাতন কাপড় অতি সহজেই ছিঁড়িয়া যায়। স্ত্রীলোকের চরিত্রও সেইরূপ সামান্য কারণেই কলঙ্কিত হইতে পারে।

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্—পুরাতন হইলেই উৎকৃষ্ট, নূতন হইলেই অপকৃষ্ট, এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। তাহার ব্যতিক্রমও কখন কখন দেখা যায়।

পুরাতন (পুরানো) চাল ভাতে বাড়ে, পুরাতন (পুরানো) ঘিয়ে মাথা ঘাড়ে—কোন বহুদর্শী লোকের কথা বলিতে হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

পুরুষের দশ দশা, কখনো হাতি কখনো মশা—পুরুষমানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে বলা হয়।

পূজায় মন নেই, নৈবিদ্যে মন (চোখ)—পুরোহিত পূজার দিকে তত মন দিতেছেন না, নৈবেদ্যটিতে কি কি দেওয়া হইয়াছে না হইয়াছে তাহাই কেবল ভাবিতেছেন। শুধু নিজের প্রাপ্য গণ্ডার দিকে নজর রাখিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

পূজার সঙ্গে খোঁজ নেই, কপাল জোড়া ফোঁটা—কোন ভণ্ডের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে এই কথা বলা হয়।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ ; উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা—পূবে পুকুর, পশ্চিমে বাঁশঝাড় এবং দক্ষিণে ফাঁকা জায়গা রাখিয়া বাড়ি করিলে সেই বাড়ি বাসের উপযুক্ত হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে, বাড়ি করগে পোতা জুড়ে।"

পেঁয়াজও গেল পয়জারও হল (বা পেঁয়াজ পয়জার দুই হল)—একজন লোক পরের ক্ষেতে পেঁয়াজ চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল। তখন ক্ষেতের মালিক তাহাকে বেশ দু'ঘা দিয়া পেঁয়াজ-গুলি কাড়িয়া লইল। তাৎপর্য :—অসৎ উদ্দেশ্য সফল না হইলে লাভ ত কিছু হয় না, অধিকন্তু অপমান সহ্য করিতে হয়।

পেট জ্বলে ভাতের তরে, সোনার আঙটি হাতে পরে—খাইবার সংস্থান নাই, অথচ বড়মানুষী চাল দেখানো।

পেটে খেলে পিঠে সয়—সুখের আশা থাকিলে কষ্ট সহ্য হয়। কাহারও দ্বারা লাভবান্ হইলে তাহার কাছ হইতে নিগ্রহও সহ্য হয়।

পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে—ক্ষুধা এত প্রবল যে ভাতের সঙ্গে বেগুন পুড়াইয়া দিবারও বিলম্ব সহে না।

পেটের বাছা বাড়ির গাছা—আপনার ছেলে আর বাড়িতে জন্মানো গাছ ইহাদের দ্বারা চিরদিন উপকার হয়।

পেটের ভাত, গেঁটের সোনা—ভাত ও সোনা ঘরে থাকিলে ভাবনা থাকে না।

পৈতা পুড়িয়ে সন্ন্যাসী (ব্রহ্মচারী)—দণ্ডী সন্ন্যাসীরা পৈতা পোড়াইয়া থাকে। যে সব দিক্ নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই প্রবাদটি উক্ত হয়।

পোড়া কপালে সুখ নাই, বিয়ে-বাড়িতে ভাত নাই—"অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়" দ্রঃ।

পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়—পৌষ মাসে মহিষ শীতে কাতর হয়, আর মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতে বাঘও কাতর হইয়া থাকে।

প্রদীপের কোলেই অন্ধকার—"চেরাগের নীচেই অন্ধকার" দ্রঃ।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—মূর্খকে শিক্ষা দিতে হইলে প্রহার দরকার। সম্পূর্ণ শ্লোক—হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

প্রথম জামাতা হরি ঘৃতবিহীন অন্ন দেওয়ায় শ্বশুরালয় ত্যাগ করেন, দ্বিতীয় মাধব, আসন না দেওয়ায় এবং তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষ, কদন্ন দেওয়ায় শ্বশুরালয় ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু চতুর্থ জামাতা ধনঞ্জয়কে শ্বশুরালয় হইতে বিতাড়িত করিতে প্রহার করার প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্রাণ বড়, না মান বড়—আত্মসম্মানের নিকট জীবন অতি তুচ্ছ, জীবন দিয়াও সম্মান বজায় রাখিতে হয়।

ফ

ফকিরে ফকিরে ভাই ভাই, ফকিরের রাজত্ব সব ঠাই—সব ফকিরই সমান নির্ধন, কাজেই তাহাদের পরস্পর খুব ভাব। ফকিরের সব জায়গাই সমান। যখন যেখানে থাকে তখন সেস্থান তাহার।

ফরসা কাপড়ে মান বাড়ে—পোশাকের পারিপাট্য থাকিলে প্রায়ই অপরের নিকট সম্মান পাওয়া যায়।

ফলেন পরিচীয়তে—বৃক্ষকে ফলের দ্বারা চিনিতে পারা যায়।—ব্যবহারে মানুষ চেনা যায়।

ফাঁক পেলে সবাই চোর—সুযোগ পাইলে অনেকেই লোভ সংবরণ করিতে পারে না।

ফাঁকা ঢেঁকির শব্দ বেশী (কিংবা **ফোঁপরা ঢেঁকির শব্দ বেশী**)—যে ঢেঁকি নিরেট নয় তার শব্দ বেশী হয়। তাৎপর্য :—অসারের আড়ম্বর খুব বেশী। "Empty vessel sounds much".

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি—ফাল্গুন মাসে আগুন দিয়া বাঁশের গোড়ায় নূতন মাটি দিতে হয়, আর ঐ সময়ে কাঁচা বাঁশ রাখিয়া দুই বছরের পুরাতন বাঁশগুলি কাটিয়া ফেলিলে ঝাড়ের উন্নতি হয়।

ফুটনির মামা, ভিতরে কপিল, উপরে জামা—অসার লোকের বাগাড়ম্বর।

ফুরাল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান্—বসিয়া খাইলে শেষে কষ্ট পাইতে হয়। যে সঞ্চয় করিতে জানে না, সে দুর্দিনে কষ্ট পায়।

ফুললো আর মল—এক চালাক এক নির্বোধকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই তোমার বাবা কেন মরিলেন?' তখন সে আগাগোড়া তাহার বাবার মৃত্যুর কাহিনী বলিতে থাকিলে চালাক সব খাইয়া ফেলিল। নির্বোধ গল্প শেষ করিয়া দেখে যে, তাহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই। নির্বোধ ইহার প্রতিশোধ দিবে বলিয়া আর একদিন খাইতে বসিয়া চালাককে বলিল, 'ভাই, তোমার বাবা কিসে মরিলেন?' সে তখন উত্তর করিল, 'ফুলল আর মল।' অর্থাৎ রোগ হইয়া ফুলিয়া উঠিল আর মরিয়া গেল। যে চালাকি করিতে আসে, তাহাকে বোকা বানাইলে এই প্রবাদটি বলা হয়।

ফুলে নাই গন্ধ, চোখ থাকতে অন্ধ—ফুলে যদি গন্ধ না থাকে, তবে সে ফুলের আদর নাই, আর চোখ থাকিতেও যে সব দিক্ লক্ষ্য করিয়া দেখে না, তাহার সে চোখের মূল্য নাই।

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়—অল্প কারণেই অস্থির হয়। "একুশ কোঁড়া গুনে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান" দ্রঃ।

ফুলের শোভা ভোমরা, গাই-এর শোভা চমরা—ফুলের উপর ভ্রমর বসিলে সে ফুল খুব সুন্দর দেখায়, আর গাভীর লেজে যদি চামর থাকে, তবে সেই লেজ ভাল।

ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই, মেটে হুঁকোয় তামাক খায় গুড়গুড়িটা কই।—ফেন দিয়া ভাত খাইয়া আসিয়া গল্প করে দই খাইয়াছে। মাটির হুঁকায় তামাক খায় অথচ লোক দেখিলেই বলে গুড়গুড়িটা কোথায়। যাহার যাহা নাই তাহার গল্প করিলে অর্থাৎ ফাঁকা আওয়াজ করিয়া আড়ম্বর করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর—মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া আসল কাজটি আদায় করিয়া লওয়া। অথবা মুখে মিষ্ট কথা বলিলেও নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বজায় রাখা।

ফোতো বাবুর গাল গল্প সার—ঘরে যার খাবার নাই সে যদি বাবুগিরি করিতে চায়, তবে তার কেবল বড় বড় কথাতেই নিজের অভাব ঢাকিতে হয়।

ব

বউ উঠতে ঠাঁই পায় না, উঠান জোড়া দাসী—প্রকৃত কাজের ব্যবস্থা নাই, কেবল আনুষঙ্গিক অপ্রয়োজনীয় কাজের আড়ম্বরে পূর্ণ।

বউ-এর রাগ বিড়ালের উপর, বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর—বউ বিড়ালকে ধরিয়া মারে, কারণ বিড়ালে মাছ খায় বলিয়াই তাহাকে তিরস্কার সহ্য করিতে হয়; আর বিড়াল রাগ করে বেড়ার উপর, কারণ বেড়া থাকাতেই সে পলাইতে না পারিয়া মার খায়। তাৎপর্য :—কাহারও জন্য অপমান বা অত্যাচার সহ্য করিতে হইলে তাহার উপর স্বভাবতঃই রাগ হয়।

বউ জব্দ শিলে, ঝি জব্দ কিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে—ঘরের বধূকে কটুকথা বলা চলে না, কাজেই তাহাকে শক্ত কিছু কাজ করিতে দিয়া জব্দ করিতে হয়। মেয়েকে কটুবাক্য, প্রয়োজন হইলে প্রহার দ্বারাও জব্দ করা যায়। প্রতিবেশীকে চোখে আঙুল দিয়া না দেখাইলে কিছু বিশ্বাস করান কঠিন হয়।

বউ ভাঙলে সরা, গেল পাড়া পাড়া; গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা—বউ যদি সামান্য একখানি সরা ভাঙে তবে গিন্নী তাহা পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র করিয়া বেড়ান; কিন্তু গিন্নী নিজে যদি একটি কলসীও ভাঙিয়া ফেলেন, তবে তাহা বিশেষ দোষের হয় না। তাৎপর্য :—কর্তা নিজে কোন দোষ করিলে তাহা লইয়া কোন কথা উঠে না, কিন্তু অপরের সামান্য দোষও বড় হইয়া উঠে। (নাদা—কলসী বিশেষ)।

বকঃ পরমধার্মিকঃ—বক জলাশয়তীরে ধ্যানস্থ যোগীর মত স্তব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি তাহার চিত্ত হিংসাপূর্ণ। সেইরূপ বাহ্যাচরণে যাহার ধূর্ত্ততা ধরা পড়ে না, সেই কৌশলী পাপিষ্ঠকে বকধার্মিক বলা হয়।

বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী—বক ও বিড়াল দুইটিই বাহিরে নিরীহ, কিন্তু ভিতরে মাছের যম। ভণ্ড ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বগলে কাস্তে দেশময় খোঁজে—কাস্তে বগলেই আছে, অথচ এখানে সেখানে উহা খুঁজিয়া হয়রান হইতেছে। কোন জিনিস নিকটে থাকিতে তাহা খুঁজিয়া না পাইলে লোকে এই কথা বলে।

বগলে ছুড়ি (ছুরি), মুখে রাম নাম—ভিতরে হিংসাবৃত্তি, অথচ বাহিরে ধার্মিকের ভাব দেখানো। অনুরূপ প্রবাদ—রামনাম মুখে, ছুরি রেখে বুকে।

বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট—কথার উপরেই সব কিছু ভালমন্দ নির্ভর করে। মিষ্ট কথায় সকলে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু রূঢ় কথায় সকলেরই রাগ হয়।

বজ্র আঁটুনি, ফসকা গেরো—একদিকে খুব আঁটাআঁটি করিয়া অন্যদিকে শিথিল হওয়া। মুখে আস্ফালন করিয়া কাজে কিছু না করা।

বজ্রপাতে রামনাম—বিপদের সময়ে ঈশ্বরভক্তি দেখানো।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি—মহাপুরুষদের অন্তর বজ্রের চেয়েও কঠোর, আবার ফুলের চেয়েও কোমল। সম্পূর্ণ শ্লোক—

বজ্রাদপি কঠোরাণি
মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি
কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ।

অসামান্য ব্যক্তিগণের চিত্ত অবস্থাবিশেষে বজ্রাপেক্ষাও কঠোর, অবস্থাবিশেষে কুসুমা-

পেক্ষাও মৃদু। সাধারণ মানুষ তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

বড় গাঁ তার মাঝের পাড়া—গ্রামই এতটুকু, তার আবার মাঝের পাড়া! তাৎপর্য :—সামান্য বিষয়ে বৃহৎ ব্যাপারের ভাব দেখান।

বড় গাছেই ঝড় লাগে (বা বড় ঝড়) —উঁচু গাছেই বাতাস বেশী লাগে। তাৎপর্য :—যিনি কর্তা তাঁহাকেই বেশী বিপদে পড়িতে হয়।

বড় গাছে কাছি (দড়া) বাঁধা—মহতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিপদের ভয় থাকে না।

বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ—বড় লোকের আশ্রয়ে থাকা ভাল, কিন্তু কোনদিন তাহার সহিত বিবাদ হইলে বড় বিপদে পড়িতে হয়।

বড় ঘরে বড় কথা, গরিবের ছেঁড়া কাঁথা—বড় লোকের বাড়িতে সব কিছুই বড় হইয়া থাকে, আর গরিবের ঘরে সব কিছুই নগণ্য।

বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা—বড় লোকদের সংসারে অনেক সময় এমন সব ব্যাপার ঘটে যাহা অত্যন্ত লজ্জাকর।

বড় নাক তার গোঁফের বাহার—মানুষকে যাহা ভাল দেখায় না, তার তাই করিতে যাওয়ার বিষয়ে ব্যঙ্গোক্তি।

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙাতে সব মাথা করে হেঁট—দেখিতে শুনিতে যাহাদের খুব বড় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কাজের বেলায় পিছু হটিয়া যায়, এইরূপ লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বড় বাড়ি, তার ঢেঁকিশালা—এতটুকু বাড়ি, জায়গাই নাই, তার আবার ঢেঁকি থাকিবে কোথায়? ছোট কাজে বেশী আড়ম্বর দেখাইতে গেলে লোকে এই কথা বলে।

বড় বিয়ে তার দুপায়ে আলতা—বিবাহের কিছু ঘটা নাই, তার আবার দুই পায়ে আলতা পরিবে কি?—ছোট কাজে বড় ঘটা।

বড় মাছের কাঁটা আর ঘন দুধের ফোঁটা—বড় মাছের খারাপ জিনিসটিও বা খারাপ দিকটিও ভাল, ঘন দুধের এক ফোঁটা খাওয়াও ভাল। তাৎপর্য :—ভাল জিনিসের অল্পও ভাল, কিন্তু মন্দ জিনিসের বেশীও ভাল নয়।

বড় মুখ ছোট হওয়া—অপ্রতিভ হওয়া।

বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ—বড় লোকের ভালবাসা অল্প কারণেই নষ্ট হয়। তাহারা সন্তুষ্ট থাকিলে কত আশা দেন, আবার একটু বিরক্তির কারণ ঘটিলে তখনই সর্বনাশ করিয়া বসেন।

বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল (বা মহতের আস্তাকুড়ও ভাল)—মহৎ লোকের একটু আশ্রয় পাইলেও উপকার হয়।

বড় হবে ত ছোট হও—লোকের নিকট সুনাম ও সম্মান পাইতে হইলে বিনয়ী হইতে হয়।

বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা—'আদাড় গাঁয়ে শিয়াল রাজা' দ্রঃ।

বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ না দেখে—বনে আগুন লাগিলে সকলেই সে আগুন দেখিতে পায়, কিন্তু মনের মাঝে যে আগুন জ্বলে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। তাৎপর্য :—যাহার মনের ব্যথা সে-ই জানে, অপরে উহার কিছুই বুঝিতে পারে না।

বন-রক্ষক শিব, শিব-রক্ষক বন (বা বনের রক্ষক বাঘ, বাঘের রক্ষক বন)—পরস্পর সহযোগিতায় বাস করা অর্থে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়—সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

বন্ধ্যা নারীর পুত্রশোক—বন্ধ্যা নারীর পুত্র থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার পুত্রশোকও হইতে পারে না। তাৎপর্য :—কোন অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে ইহা বলা হয়।

বয়সে চুল পাকে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে না—বয়স বাড়িলেই বুদ্ধি বাড়ে না।

বরকনের দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়ে—কার্যসাধনের কোনই উপায় দেখা যাইতেছে না, অথচ সেই কার্য করার দিন তারিখ স্থির হইয়া গিয়াছে।

বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী—"কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী" দ্রঃ।

বর্ষণ নেই, গর্জন সার—যে মেঘে বৃষ্টি হয় না তার গর্জন ভীষণ। তাৎপর্য :—যাহার শুধু আস্ফালন, সে কাজে কিছু নয়।

বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা—মানুষের শারীরিক শক্তি ও মানসিক শক্তি সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসর বয়সের পর আর বৃদ্ধি পায় না এবং ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ না করিলে জীবনে উন্নতি লাভ করিবার আর কোন আশা থাকে না।

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা—সকল রকমে হতাশ হইলে লোকে এই কথা বলিয়া থাকে।

বলা সহজ, করা কঠিন—কোন কাজ সম্বন্ধে সহজেই অনেক কথা বলা চলে, কিন্তু সেই কাজ হাতে নাতে করা তেমন সহজ নয়, উহাতে রীতিমত খাটুনির দরকার।

বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম—বলবান্ ব্যক্তি নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে, আর দুর্বল লোক কেবল অলসের মত ঘুমাইয়া দিন কাটায়।

বলে দুধ, বেচে ঘোল—মুখে এক, কাজে আর।

বসতে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মেলে—কোন কাজে প্রথমে একটু সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে পরে আরও সুবিধা হয়।

বসতে পেলে শুতে চায়—সামান্য আবদার পাইলেই ক্রমে সেই আবদারের মাত্রা বাড়িয়া যায়।

বসুধৈব কুটুম্বকম্—পৃথিবীর সকলকেই আপন জন বলিয়া মনে করা।

সম্পূর্ণ বাক্য—

"উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

বসে খেলে কুলোয় না, করে খেলে ফুরোয় না—বসিয়া খাইলে যত ধনই থাকুক না কেন, তাহাতে চিরদিন চলে না; কিন্তু উপার্জন করিয়া খাইলে সে ধনের কখনও শেষ হয় না।

বসে না থাকি বেগার খাটি—কিছু না করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে বেগার খাটিলেও কিছু লাভ হয়। কারণ, তাহাতে অন্ততঃ স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হয়।

বসে বসে লেজ নাড়া—কোন কাজ না করিয়া শুধু সমালোচনা করা।

বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—"অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" দ্রঃ।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—আড়ম্বর আছে, কাজ নাই।

বাঁচলে কত দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার; বিড়ালের কপালে টিকে, বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে—যাহার যাহা শোভা পায় না, তাহার সম্বন্ধে উক্তি।

বাঁশ বনে ডোম কানা—বাঁশঝাড়ে গিয়া ডোম যে বাঁশটিই দেখে, সেইটিই তাহার পছন্দ হয়; তখন কোন্‌টি রাখিয়া যে কোন্‌টি কাটিবে তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপ কেহ যদি বহু জিনিসের মধ্য হইতে নিজের ঠিক পছন্দমত জিনিস বাছিয়া বাহির করিতে না পারে, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযোজ্য।

বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে ভুলে—বাঁশের ফুল বাহির হইলেই সে বাঁশ মরিয়া যায়; আর মানুষ ভুল করিলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাঁশি হারিয়ে শিঙায় ফুঁ—প্রকৃত উপায় হারাইয়া সামান্য বিষয়ের উপর ভরসা করা।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—পিতা অপেক্ষা পুত্র অধিক ক্ষমতা প্রকাশ বা আস্ফালন করিলে এই প্রবাদটি উক্ত হয়।

বাইরে হাসিখুশি, ভেতরে গরল রাশি—বাহিরে মিষ্ট ব্যবহার দেখান, কিন্তু অন্তরে হিংসাভাব পোষণ করা।

বাউলের ঘরে গরু—উদাসীন ফকিরের ঘরে কখনও গরু থাকে না, কারণ, তাহার নিজেরই থাকিবার স্থান নাই। তাৎপর্য :—যাহার নিজের কোন চাল-চুলা নাই, সে যদি অপরকে আশ্রয় দিতে চায় তবে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বাঘ-ভালুকের রাজ্যে থাকি মনের কথা মনেই রাখি—সবল অত্যাচারীর ভয়ে প্রকৃত কথা বলা যায় না। চুপ করিয়া সব সহ্য করিতে হয়।

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—এক বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে তদানুষঙ্গিক নানা বিষয়ে জড়িত হইয়া বিপন্ন হইলে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়—অবস্থার চাপে পড়িয়া পরস্পর বিদ্বেষী ব্যক্তিরাও একসঙ্গে কাজ করে।

বাঘে মহিষে যুদ্ধ হয়, নল খাগড়ার প্রাণ যায়—সবলে সবলে বিবাদ হইলে যে সকল দুর্বল লোক তাহার মধ্যে থাকে, তাহারা মারা যায়।

বাঘের আবার গোবধ—কুকার্য করাই যাহার স্বভাব, অন্য লোকের কাছে অত্যন্ত পাপকাজ বলিয়া মনে হইলেও তাহার তেমন কাজে কোন বাধা নাই।

বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে—বাঘের চোখের দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিলে, বাঘ তাহাকে সহসা ধরিতে পারে না। কোন লোকের চক্ষুলজ্জা না থাকিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হয়।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—অতি চালাক লোক অধিকতর চালাকের পাল্লায় পড়িলে ইহা প্রযোজ্য।

বাঘের দেখা, সাপের লেখা—বাঘের নজরে পড়িলে মৃত্যু নিশ্চিত, আর কপালে লেখা থাকিলে সাপের কামড়ে মরিতে হয়।

বাঘের ভয় যেখানে, সন্ধ্যা হয় সেখানে (বা যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যে হয়)—যাহাতে ভয় করা যায় তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়।

বাঘের যোগ্য বাঘিনী—যেমন লোক তার তেমন পত্নী।

বাছার আমার এত বাড়, ছ' আনার কাপড়ে ন' আনার পাড়—সামান্য জিনিসকে তাহার চেয়ে বেশী দামের জিনিস দিয়া সাজাইয়া রাখিলে ইহা প্রযোজ্য।

বাজাতে বাজাতে বা'ন, গাইতে গাইতে গা'ন—অভ্যাস করিলে সকল কাজেই পটু হওয়া যায়।

বাড়িতে পায় না শাক সজিনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না—নিজের বাড়িতে শাকও জুটে না, পরের বাড়িতে ঘি দিয়া খাইবার জন্য ডাকাডাকি করে।

বাড়ির মধ্যে এক ঘর, তার, আবার সদর অন্দর—অল্পমাত্র পুঁজিকে নানা-ভাবে ভাগ করা।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষি-কর্মণি। তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।—বাণিজ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হয়। কৃষিকার্যে তাহার অর্ধেক সম্পদ্ লাভ হয়। রাজকার্যে তদর্ধ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ভিক্ষায় কখনও সম্পদ্ লাভ করা যায় না।

বানরের গলায় মুক্তার মালা—অযোগ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত সৌভাগ্য লাভ।

বানের আগে জেলে ডিঙ্গি—প্রবল বাধার মুখে সামান্য প্রতিকার-চেষ্টা।

বাপকা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া, কুচ নেহি ত থোড়া থোড়া কিংবা **বাপ গুণে বেটা, সেপাই-গুণে ঘোড়া**—পুত্র ঠিক পিতার মত না হইলেও কতকটা সেইরূপ হইয়া থাকে; সিপাহীর ঘোড়া খুব তেজস্বী না হইলেও একেবারে নিস্তেজও হয় না।

বাপ জানে না, মা জানে না, হোগল বনে বিয়ে—যাহারা কর্তা তাহারা জানিতে পারিল না, অথচ কার্যটি হইয়া গেল।

বাপ বলবার নাম নাই, হ'রে শুঁড়ীর নাতি—সোজা কথা না বলিয়া ঘুরাইয়া বলা।

বাপের গাঁতি না ধাপের গাঁতি, যে রেখে খেতে পারে তারই গাঁতি—পৈতৃক ধনের চেয়ে নিজের উপার্জিত ধন যে রাখিয়া যাইতে পারে, সেই অধিক দিন সুখভোগ করিতে পারে।

বাপের জন্মে (কালে) চড়ি নি ডুলি, ভেঙ্গে গেল মোর পাছার খুলি, নামা ডুলি নামা ডুলি।—যে জিনিসে যাহার অভ্যাস নাই, সেই জিনিস সে ব্যবহার করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়িলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

বাপের জন্মে নেইক চাষ, ধানকে বলে দূর্বা ঘাস—এক জিনিস দেখিয়া অন্য কথা বলা।

বাবা পেটে, মা হাটে; আমি তখন বছর আটে—কোন অসম্ভব কৌতুকের কথায় এই কথা বলা হয়।

বাবার কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই—যে যে-জিনিস কখনও দেখে নাই, সে তাহার ব্যবহার জানে না।

বাবু মরেন শীতে আর ভাতে—শীতকালে অল্প খরচে বাবুগিরির অসুবিধা। আর যখন ভাত ছাড়া আর কিছু জোটে না তখন বাবুর কষ্টের একশেষ।

বামন হয়ে চাঁদে হাত—অসম্ভব আশা।

বামুনে গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর—এক ব্রাহ্মণের ক্ষেতে এক কৃষক লাঙ্গল দিতেছিল। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে সে লাঙ্গল তুলিয়া ধরিয়া কাজে ফাঁকি দিতেছিল। —কর্তার অসাক্ষাতে অধীন লোকেরা কার্যে ফাঁকি দিলে এই প্রবাদটি বলা হয়। "When the cat is away, the mice are at play".

বামুনের গরু খায় অল্প, নাদে বেশী, দুধ দেয় কলসী কলসী—অল্প ব্যয়ে অল্প পরিশ্রমে অধিক কাজ পাইবার আশা করা।

বামুনের ভাতে থাকা—ব্রাহ্মণবাড়ির চাকর, তাহাকে খাটিতে হয় কম, কিন্তু থাকে বেশ সুখে।—বিনা খরচে ও পরিশ্রমে খাওয়া।

বার কাঁদি নারিকেল, তের কাঁদি কলা। আজ আমাদের রানীর উপবাসের পালা—অন্যান্য ভাল ভাল জিনিস পেট পুরিয়া খাইয়া কেবল ভাত খাওয়া হয় নাই এই দোহাই দিয়া নিজেকে উপবাসী জাহির করা।

বারটা ঝাড়লুম তেরটা মল, তুই না মরে অপযশ হল—হাতুড়ে চিকিৎসকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বার বার মুরগী তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার তোমার আমি বধিব পরান—বহুবার ফাঁকি দিয়া একবার ধরা পড়িলে বাক্যটি প্রযোজ্য।

বারমাসে তের পার্বণ—সারা বছর ধরিয়া হিন্দুদের একটা না একটা উৎসব লাগিয়াই থাকে।

বার রাজপুতের তের হাঁড়ি, কেউ খায় না কারো বাড়ি—কেহ কাহারও সহিত একমত না হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

.ার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি (বা বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী)—মূল বিষয় হইতে তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় বেশী হওয়া।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া—যাহা পাইবার আশা নাই, দৈবক্রমে তাহা লাভ করার সুযোগ উপস্থিত হওয়া।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্—বিদ্যা বিনয় দান করে। যিনি প্রকৃত বিদ্বান্, তিনি বিনয়ী হন।

বিদ্যারত্নং মহাধনম্—বিদ্যা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:—জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব, চৌরেণাপি ন নীয়তে। দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥—বিদ্যা শ্রেষ্ঠ রত্ন, কারণ ইহা জ্ঞাতিগণ ভাগ করিয়া নিতে পারে না, চোরে অপহরণ করিতে পারে না, অথবা দান করিলে (বৃদ্ধি ছাড়া) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে—বিদ্বান্ লোক সর্বত্রই আদর পান। শ্লোকটি এই:—বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥—বিদ্বান্ ব্যক্তি রাজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু রাজা কেবল নিজের দেশে পূজা পান, কিন্তু বিদ্বান্ সর্বত্র সমাদর লাভ করেন।

বিধি যদি বিপরীত, কেবা করে কার হিত—ভগবান্ যাহার উপর বিরূপ মানুষ তাহার কোন উপকারই করিতে পারে না।

বিধির লিখন না যায় খণ্ডন—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা ঘটিবেই।

বিনা দানে মথুরা পার—শ্রীকৃষ্ণ বিনা পয়সায় ব্রজের গোপীগণকে যমুনা পার করিতেন।—বিনা ব্যয়ে কর্মসিদ্ধি।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটা। "A bolt from the blue".

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পুকুরের সৃষ্টি—"তিল কুড়িয়ে তাল" দ্রঃ।

বিপদে শিবের গোঁড়া,
সম্পদে শিব ভ নোড়া।—যে বিপদে পড়িলে পায়ে ধরে, কিন্তু বিপদ্ কাটিলে উপেক্ষা করে, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য।

বিমাতা বিষের ঘর—সৎমা প্রায়ই সতীনের ছেলেমেয়েকে হিংসা করে।

বিয়ে ফুরুলে ছাঁদলায় লাথি—কার্যের ফল লাভ করিয়া যাহা দ্বারা কার্য সিদ্ধ হইল তাহাকে অগ্রাহ্য করা।

বিয়ে ফুরুলে বাজনা, কিস্তি ফুরুলে খাজনা—সময় গত হইলে কোন কাজ করা।

বিলম্বে কার্যসিদ্ধি—ধৈর্য ধরিয়া কাজ করিলে প্রায়ই কৃতকার্য হওয়া যায়।

বিশ্বকর্মা যত কারিগর, তা জগন্নাথেই প্রকাশ—পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তি বিশ্বকর্মার নির্মিত এবং তাহা সুরূপ নহে। সুতরাং বিশ্বকর্মা যে একজন বড় শিল্পী তাহা বলা যায় না। কাজ দেখিয়া লোকের অক্ষমতার কথা বুঝিতে পারা যায়।

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর—বিশ্বাস দ্বারা যাহা অনুভব করা যায়, তর্ক করিলে তাহা প্রায়ই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ—স্ত্রীলোক এবং রাজকুল, ইহাদের কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। ইহারা যে কোনও সময় বিপদের কারণ হইতে পারে।

বিষকুম্ভং পয়োমুখম্—সম্পূর্ণ শ্লোক:—পরোক্ষে কার্য-হন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্। বর্জয়েৎ তাদৃশং বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥—যিনি প্রত্যক্ষে প্রিয়বাক্য বলেন, কিন্তু পরোক্ষে ক্ষতিই করেন, তিনি মিত্র হইলেও উপরে দুধ-দেওয়া ও ভিতরে বিষ-ভরা দুগ্ধ কলসের ন্যায়; সুতরাং তাঁহাকে সযত্নে বর্জন করা বিধেয়।

বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর—বিপদে যে স্থির থাকে তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বিষ নাই কুলোপানা চক্র—নির্বিষ সাপের বৃহৎ ফণার মত ক্ষমতাহীনের মৌখিক আস্ফালন।

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্—বিষবৃক্ষও নিজ হাতে বর্ধিত করিলে স্বয়ং তাহাকে ছেদন করা উচিত নয়। তাৎপর্য:—মন্দস্বভাব লোককে উন্নতির পথে তুলিয়া তাহার সহিত মন্দ ব্যবহার অনুপযুক্ত।

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না—তীব্র আকাঙ্ক্ষা মুখে প্রকাশ না করা।

বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ানো—কাহারও আশ্রয়ে আসিয়া তাহার ক্ষতি করা।

বুঝতে পারি সেকরার ঠার, বলে এক করে আর—কেহ মুখে এক কথা বলিয়া কাজে অন্যরূপ করিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

বুড়ো মেরে খুনের দায়—যাহা আপনিই নষ্ট হইতেছে, তাহার গায়ে হাত দিয়া বিনাশের হেতু হওয়া।

বুড়ো শালিক পোষ মানে না—অধিক বয়স হইলে কাহাকেও বশ করা যায় না।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—বৃদ্ধ লম্পটের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বুড়ো হল বক চিনে না—বেশী বয়স হইলে লোকের সাধারণ জ্ঞান লোপ পায়।

বুদ্ধিগুণে খা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা তাত—বুদ্ধির জোরেই কেউ ভাত পায়, কেউ পায় না।

বুনলাম ধান হল তিল, ফলল কলাক্ষ, খেলাম কিল—ভাল করিতে গিয়া মন্দ হওয়া, আর তাহার ফলে দুঃখ ভোগ করা। খেলাম কিল—খাজনার বোঝা বহিতে হইল।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে—বিপদকালে বৃদ্ধ লোকের পরামর্শ গ্রহণীয়। কারণ, তাঁহারা স্বভাবতঃ প্রাজ্ঞ ও স্থিরবুদ্ধি।

বে-আক্কেলে কয়—সংসার আমার—সংসারে সকলেই দু'দিনের জন্য আসিয়াছে। সুতরাং সংসারের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে আপন বলিয়া ভাবা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল—কোন কাজ না করার চেয়ে বিনা স্বার্থে পরের কাজ করাও ভাল। (বেগার—বিনা মাহিনায় বাধ্যতামূলক কাজ)।

বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান (সোনার গাঁ দেখা)—একজন লোক পরের বেগার খাটিতে এক জায়গায় গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। তাৎপর্য:—বিনামূল্যে কোন কাজ করিতে গিয়া কিছু লাভ করা।

বেগুন গাছে আঁকশি—কোন লোকের ক্ষুদ্রত্ব প্রচার করিতে ইহার প্রয়োগ হয়।—সাধারণতঃ বেঁটে লোক সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

বেঙ বলে সাপকে—কারো কড়ি ধারি না—বেঙ সাপের মুখে গেলেও আস্ফালন করিতে ছাড়ে না। নিষ্ফল আস্ফালনের ক্ষেত্রে এই কথা বলা হয়।

বেঙের আবার সর্দি—যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অভ্যস্ত, তাহার সেই বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্ট হয় না।

বেঙের নাকে মিনের নোলক। (কিংবা) বেঙের মাথায় ছাতি—যাহার যাহা শোভা পায় না, তাহা করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে অশোভন।

বেটার ভেক ত নয়, ভাঙলে দু'খানা বোকনো হয়—একটি বৈষ্ণব চাউলের লোভে একটি বড় পাত্র লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইত।—কপটবেশে কার্যোদ্ধার করা।

বেনের কাছে মেকী চালানো—যে যাহা ভাল বুঝে, তাহাতে তাহাকে প্রতারণা করিতে যাওয়া নিরর্থক।

বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ, শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব লুণ—গুণীই গুণীর মর্যাদা বুঝিতে পারে। গুণহীন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট মূল্যবান্ বস্তুর প্রকৃত আদর হয় না।

বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি—যে যে-বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে তাহার সূত্র দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারে।

বেদের মরণ সাপের হাতে—যে যে বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

বেঁধে মারে সয় ভাল—বিপদে পড়িলে সব কষ্টই সহ্য হয়।

বেনা বনে মুক্তো ছড়ান—"উলুবনে মুক্তা ছড়ানো" দ্রঃ।

বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো' জল বের করা—কোনও নূতন কার্যের ফলে পুরাতন কার্যের ক্ষতি হইলে এই প্রবাদটি বলা হইয়া থাকে।

বেল পাকলে কাকের কি—যাহার যে বিষয়ে ক্ষমতা বা অধিকার নাই, তাহার সে বিষয়ে প্রলুব্ধ হওয়া বৃথা।

বেহায়ার নাহি লাজ, নাহি অপমান। সুজনকে এক কথা মরণ সমান—যে নির্লজ্জ তাহাকে অনেক কটু কথা বলিলেও তাহার লজ্জা হয় না, কিন্তু যে সজ্জন সে সামান্য বিসদৃশ আচরণেই অপমানিত বোধ করে বলিয়া কখনও খারাপ কাজ করিতে চায় না।

বৈষ্ণব হইতে বড় হয়েছিল সাধ, তৃণাদপি শুনে মনে লেগে গেছে তাক—বৈষ্ণব হইলে লোকে বেশ সম্মান করে দেখিয়া বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু বৈষ্ণবকে সকলের নিকট অতি বিনীত হইয়া থাকিতে হয়, এই কথা শুনিয়াই ভয় লাগিয়া গিয়াছে।—যে সুবিধা চাইতে চায়, অথচ অসুবিধাটুকু ভোগ করিতে চায় না তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বোঝার উপর শাকের আঁটি—একটি বড় কাজের সঙ্গে ছোট কাজ সারিয়া উঠিতে কষ্ট হয় না। অথবা একটি বড় কাজ সারিয়া উঠিতে যখন বেশ কষ্ট হইতেছে তখন তাহার উপর ছোট একটি কাজের ভার চাপাইলে কষ্ট বাড়িয়া যায়।

বৌ না বোবা, বৌ মা বাবা—বৌ যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসে, তখন লজ্জায় একটি কথাও বলে না, কিন্তু কিছুদিন থাকিবার পর সে অত্যন্ত মুখরা হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতি আর বিড়ালে—ক্ষুদ্রের সহিত বৃহতের তুলনা করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ভ

ভক্তিহীন ভজন, আর লবণহীন ব্যঞ্জন—উভয়ই অর্থহীন, কোন কাজে লাগে না।

ভগবানের মার দুনিয়ার বার—কৃতকার্যের জন্য ঈশ্বরের শাস্তি এড়ানো অসম্ভব।

ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে—ভণ্ড সাধুর সাধুতার মিথ্যা বাহ্যাড়ম্বর থাকে কিন্তু সাধুর প্রকৃত কাজ ভজন আরাধনার দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না।

ভবি ভোলবার নয়—ভয় বা প্রলোভনে যে নিজের প্রার্থিত বস্তু লাভের জেদ ছাড়ে না, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি বলা হইয়া থাকে। পুরা প্রবাদটি এই:—তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবি ভোলবার নয়।

ভবিতব্যং ভবত্যেব—ভবিতব্য যাহা তাহা ঘটিবেই।

ভবের খেলা সাঙ্গ হল—মৃত্যু হইল। **ভবের বাজি ভোর**—সংসারের খেলা সব শেষ অর্থাৎ মৃত্যু। "Paying the debts of Nature".

ভরা ডুবির মুঠা লাভ—যাহার সবই নষ্ট হইয়াছে, তাহার সামান্য কিছু রক্ষা হওয়া।

ভস্মে ঘি ঢালা—আগুনে ঘি দিয়া হোম করিতে হয়, কিন্তু আগুন নিভিয়া গেলে তাহাতে ঘি দিলে কেবল বৃথা নষ্ট হয়।—কোন বিষয়ে অর্থাদি ব্যয় করিয়া ফল না হইলে এই কথা বলা হয়।

ভাই এর ভাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই—অপরের বিপদে হাত বাড়াইয়া তাহাকে সাহায্য করিলেই অসময়ে তাহারও সাহায্য পাওয়া যায়।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—ভাইয়ে ভাইয়ে মিল না থাকা।

ভাঁড়ে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি—যাহার ভিতরে কিছু নাই, তাহার গৌরব দেখানোর চেষ্টা বৃথা। অনুরূপ প্রবাদ—'ভাঁড় আছে, কর্পূর নেই।'

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টাক নড়ে—দেখিবামাত্রই কোন জিনিসের চাহিদা হওয়া।

ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে—প্রয়োজন না থাকিলেও অংশীর নিকট হইতে নিজের অংশ লইয়া তাহা নষ্ট করা।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না—ভাগের কাজে কেহই তেমন যত্ন লয় না বলিয়া উহা প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে।

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্—বিদ্যা বা পৌরুষ কিছুরই তেমন মূল্য নাই। অদৃষ্টই সর্বাপেক্ষা প্রবল। অদৃষ্টে না থাকিলে বিদ্যাদি কোন কাজে লাগে না।

ভাগ্যবানের দুটি পুত, একটি বানর একটি ভূত—হতভাগ্যের ছেলেগুলি সব অপদার্থ।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়—ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিশেষ কোন পরিশ্রম না করিয়াই কার্যসিদ্ধি করিতে পারেন।

ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না—তেজস্বী ব্যক্তি প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট মাথা নত করেন না।

ভাঙ্গা ঘরে জোছনার আলো, যে দিন যায় সে দিন ভালো—দুঃখের সংসারে একটি দিন সুখে কাটে ত সেই ভাল।

ভাঙ্গা ঘরে বাস, ভাবনা বার মাস—বিপদের মধ্যে থাকিলে সর্বদাই একটা দুশ্চিন্তা থাকে।

ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা—স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে নানারূপ রোগ আসিয়া দেখা দেয়।

ভাঙ্গা পা খানায় পড়ে—এক বিপদ্ অনেক বিপদ্ টানিয়া আনে।

ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুলুপনের গোড়া—মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় লোকের মঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ভাঙ্গিয়া গেলে লোকে কত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকে। তাৎপর্য :—মন্দস্বভাব ব্যক্তি ইষ্ট না করিলেও অনিষ্ট করিতে পারে।

ভাঙ্গা শাঁখা জোড়া লাগে না—সুনাম একবার চলিয়া গেলে আর তাহা ফিরিয়া আসে না।

ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না—জ্ঞাত বিষয়ে অজ্ঞতার ভান করে।

ভাত কখনো পেট খোঁজে না—যাহার গরজ বেশী সেই অপরের কাছে সাহায্য লইতে যায়।

ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোসাঁই—কর্তব্য পালন না করিয়া কেবল কর্তৃত্ব ফলানো। অন্যপাঠ—'ভাতকাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঁই'।

ভাত খাই কাঁসি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না—নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত থাকি, কলহ-বিবাদে নাই।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি—টাকা থাকিলে লোকের জন্য ভাবিতে হয় না।

ভাত পায় না কুঁড়োর নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর—ঘরে ভাত নাই, বাজে জিনিস খাইয়া দিন কাটে অথচ বাহিরে চাল দেখায়।

ভাত রোচে না রোচে মোয়া, মণ্ডা রোচে পোয়া পোয়া—অল্পে অসন্তুষ্ট কিংবা অতিলোভীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য প্রবাদ।

ভাতের ক্ষিদে কি ভাজায় যায়—যে জিনিসটির দরকার তাহার বদলে অন্য জিনিস দিলে অভাব দূর হয় না।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন—আগে পরিণাম চিন্তা করিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

ভাবে ডগমগ তেলাকুচো, হেসে ম'লো কাল ছুঁচো—গুণহীন লোকের আড়ম্বর দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি—উপকার করিবার ক্ষমতা নাই, অপকার করিতে পটু।

ভাল লোকের কিল চুরি—ভাল লোক অপমানিত হইলে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করে না।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' দ্রঃ।

ভিক্ষার চাউল কাঁড়া আর আকাঁড়া—চাহিয়া পাওয়া জিনিসের ভালমন্দ বিচার করা চলে না। "Beggars must not be choosers".

ভিক্ষুকের এক দোর বন্ধ, শত দোর খোলা—ভিখারীকে একজন না দিলেও অন্য দশজনে দিয়া থাকে।

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন; তাহারা কখনও একমত হয় না।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল শল্য হল রথী, চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল জোনাকির পাছে বাতি—যে কাজ করিতে সকল লোকেই ভয় পায়, সেই কাজ করিতে দুর্বল লোকের সাহস দেখিলে লোকে এই প্রবাদটি বলিয়া থাকে।

ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো—একটি দুষ্ট লোককে দিয়া অপর একটি দুষ্ট লোককে শায়েস্তা করা।

ভূতের আবার গঙ্গাস্নান—অসৎ লোকের ধর্মকর্ম করা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ—নির্বোধ লোক কার্যের পরিণাম বুঝিতে পারে না। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:—চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ শাস্ত্রৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। গাবঃ পশ্যন্তি ঘ্রাণেন, ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ॥—রাজারা গুপ্তচরের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞান লাভ করেন। গরু ঘ্রাণের সাহায্যে বুঝিতে পারে। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি শুধু অতীত ব্যাপারই জানে, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তাহার নাই।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—যে কাজে সকলেই কর্তা তাহা পণ্ড হয়।

ভূতের বেগার খাটা—যাহাতে কোন উপকার নাই এমন বিষয়ে পরিশ্রম করা।

ভূতের বোঝা বহা—যাহাতে কোন লাভ নাই এমন কার্যের দায়িত্ব লওয়া।

ভূতের মুখে রাম নাম—দুর্জন কোন ভাল কাজ করিলে বা শত্রুর মুখে প্রশংসার কথা শোনা গেলে এই প্রবাদ বলা হইয়া থাকে।

ভেক না নিলে ভিখ মিলে না—যার যেমন কাজ, তার তেমন সাজ হওয়া উচিত।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল—যেখানে বিজ্ঞ লোক নাই, সেখানে অজ্ঞেরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ভেলায় সাগর পার—তুচ্ছ সাহায্যকে অবলম্বন করিয়া অসম্ভব কাজ করা।

ভেল্কির খেলা, স্বপ্নের মিলন, সত্য বটে যখন তখন—ভেল্কির খেলা আর স্বপ্নের বিষয় যখন দেখা যায়, তখনই কেবল সত্য বলিয়া বোধ হয়।

ম

মঘা, এড়াবি ক ঘা—মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিলে একটা না একটা বিপদ্ হইবেই হইবে।

মটরের চাপে মসুরি চেপটা—সবলকে শাসন করিতে তাহার দুর্বল সঙ্গী প্রাণে মরে।

মড়া মেরে খুনের দায়—দুর্বল ব্যক্তির উপর ক্ষমতা দেখাইতে গেলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয়।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—দুঃখার্তকে অধিক দুঃখ দেওয়া। "Flogging a dead horse".

মদ খায় না, মদে খায়—নেশার বশে মানুষ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া ফেলে।

মদ্দ বড় তেজী, ধরবেন বনের বেজী—সামান্য ব্যাপারে আস্ফালন করা।

মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি—কাজ করিতে চাই না, কিন্তু কাজের ফলটি পাইতে ইচ্ছা করি। দুঃখ ভোগ করিতে চাই না, সুখ পাইতে চাই।

মধুরেণ সমাপয়েৎ—ভোজনের শেষে মিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। কোন বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চালাইয়া মধুর সম্ভাষণের পর বিদায় লইতে হয়।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—মধুর অভাব হইলে তৎস্থানে গুড় দেওয়া যাইতে পারে। তাৎপর্য:—কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর অভাব হইলে কার্য সাধনের পক্ষে তদপেক্ষা ঈষন্ন্যূন কোনও দ্রব্য প্রদান করা সমীচীন।

মন চাঙ্গা ত কটোরামে গঙ্গা—দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে ঘরে বসিয়াই তীর্থের ফল লাভ করা যায়।

মন চায় বাদশা হতে, খোদা দেয় না মেগে খেতে—নিজে ইচ্ছা করিলেই বড় হওয়া যায় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কেহই বড় হইতে পারে না।

মনটি শখের বটে, হাতে কিন্তু পয়সা নাই। জোনাকি পোকার আলো দেখে গ্যাস বাতির শখ মিটাই॥—বাবু হইতে সাধ যায়, কিন্তু পয়সা অভাবে সে সাধ মিটে না।

মন, না মতি—মন অত্যন্ত চঞ্চল।

মন ভাল নয় তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে—মনকে সংযত না করিয়া তীর্থভ্রমণ করিলে তীর্থের ফল কিছুই পাওয়া যায় না। অন্যপাঠ—'মন মানে তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।'

মনিব গেলে ঘোল পায় না, বেশোকে পাঠায় দুধের তরে—যেখানে নিজেরই অনুরোধ খাটে না, সেখানে অধীন লোকের যাওয়া নিরর্থক।

মনে করি, করী করি, হয় হয় হয় না—ক্রোর্থ আছে। করী = হস্তী। হয় = অশ্ব। উচ্চ আশা আছে, কিন্তু সামান্য আশাও পূর্ণ হয় না।

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ—অসম্ভব কার্যের আশা করা।

মনে মনে লঙ্কা ভাগ—'কালনেমির লঙ্কাভাগ' দ্রঃ।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—হয় সিদ্ধিলাভ, আর নয়ত মন্ত্রের সিদ্ধি চেষ্টা করিতে করিতে মৃত্যুবরণ। কার্যসিদ্ধি করিতে প্রাণপণ যত্ন করা।

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, খাঁচায় পোষে কাক—গুণীকে ছাড়িয়া নির্গুণের আদর করে।

ময়রার ছেলে গুড় খায় না—যাহার যে বিষয়ে প্রাচুর্য থাকে, তাহার কাছে সাধারণতঃ সেই বিষয়ের তেমন আদর থাকে না।

মরণকালে হরিনাম—কাজের সময় কাজ না করিয়া শত চেষ্টা করিলেও সেই কাজে সফল হওয়া যায় না।

মরদকা বাত হাতিকা দাঁত—হাতির দাঁত একবার বাহির হইলে আর মুখের মধ্যে প্রবেশ করে না; পুরুষের কথা একবার

মুখ দিয়া বাহির হইলে আর তাহার অন্যথা হয় না।

মরবে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই—"পুড়ল মেয়ে......" ইত্যাদি দ্রঃ।

মরা কাকের আবার চড়কের (মড়কের) ভয়—যাহার সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন বিপদে ভয় থাকিতে পারে না।

মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠল চুল—অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া সুদিন আসিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

মরি তাহে খেদ নাই, কাঁটা বন দিয়ে না টানে—হারিলে দুঃখ নাই, কিন্তু যেন অপমান সহিতে না হয়।

মশা মারতে কামান দাগা—সামান্য কাজের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় তোড়জোড় করা।

মশা মারতে গালে চড়—অল্প ক্ষতির প্রতিশোধ লইতে গিয়া অধিক ক্ষতি ডাকিয়া আনা।

মশা মেরে হাত কাল—দুর্বল শত্রুকে বিনষ্ট করিলে অপযশ হয়।

মশালচী আপনি কানা—যে নিজেই অন্ধ অর্থাৎ পথ দেখিয়া চলিতে পারে না, সে অপরকে আলো ধরিয়া পথ দেখাইবে কি করিয়া? তাৎপর্য:—যাহার নিজের জ্ঞান নাই, সে অপরকে জ্ঞানদান করিতে পারে না।

মশালের আগে চেরাগের আলো—মশালের আলোর কাছে প্রদীপের আলোর উজ্জ্বলতা থাকে না। তাৎপর্য:—অধিক গুণবান্ ব্যক্তির নিকট অল্পগুণযুক্ত ব্যক্তির গুণ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—মহাত্মগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই প্রকৃষ্ট।

মহান্ মহত্যেব করোতি বিক্রমম্—মহতের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা মহতের প্রতিই স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করেন, ক্ষুদ্রকে নিপীড়ন করেন না। সম্পূর্ণ শ্লোক:—তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনো, মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্বতঃ। সমুচ্ছ্রিতানেব তরূন্ প্রবাধতে, মহান্ মহত্যেব করোতি বিক্রমম্॥ —ঝটিকা কখনও তৃণকে উন্মূলিত করে না, পরন্তু মহীরুহকে উৎপাটিত করে।

মাকড় মারলে ধোকড় হয়—এক তাঁতীর ছেলে মাকড়সা মারিলে এক পুরোহিত বলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু পুরোহিতের পুত্র যখন মাকড়সা মারিল, তখন তিনি জানাইলেন, মাকড়সা মারিয়ে কোন অপরাধ হয় না। তাৎপর্য:—অপরের জন্য এক ব্যবস্থা, নিজের জন্য অন্য অবস্থা।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্—ধন, জন ও যৌবনের গর্ব করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:—মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥—ধনসম্পত্তি, লোকবল এবং যৌবন, এই সমুদায়ের গর্ব ত্যাগ করা উচিত; কারণ কালক্রমে এই সব নষ্ট হইয়া যায়। এই মায়াময় সংসার ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মপদ আশ্রয় করা যুক্তিযুক্ত।

মাছের কাঁটা গলায় বাধলে বিড়ালের পায়ে গড়—বিপদে পড়িলে নগণ্য লোকের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়।

মাছের তেলে মাছ ভাজা—একটি কাজ করিতে গিয়া তাহা হইতে যে লাভ হয়, তাহাতেই তাহার খরচ চালাইয়া যাওয়া।

মাছের মায়ের পুত্রশোক—মাছ তাহার নিজের ডিম নিজেই খাইয়া থাকে।—যাহার স্বভাবই পরের অনিষ্ট করা, সে যদি কাহারও জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, তবে এইরূপ বলা হয়।

মা ডাকলে খেলাম না, বাবা ডাকলে খেলাম না, সাত পুরুষের ঢেঁকি বলে, পান্তা খা পান্তা খা—আগে সাধিলে আসে না, পরে আপনিই আসিবার পথ পায় না।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী—মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী, যেন বাল্যে ন পাঠিতঃ। যে মাতাপিতা পুত্রের বিদ্যাভ্যাস করান না, তাঁহারা শত্রু, কারণ তাঁহাদের অবহেলার জন্য পুত্র মূর্খ ও দুর্দশাপন্ন হয়।

মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥—পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করা, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রের ন্যায় এবং সমস্ত প্রাণীকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করাই প্রকৃত পণ্ডিতের লক্ষণ।

মাথা নেই, তার মাথাব্যথা—যাহার উপর কাজ শেষ করার দায়িত্ব নাই, তাহাকে কাজ সম্বন্ধে ভাবিতেও হয় না। অন্যপাঠ—'যার নেই মাথা, তার কিসের ব্যথা।'

মাথায় লাথি মেরে পায়ে গড়—প্রথমে দুর্ব্যবহার করিয়া পরে সম্মান দেখান।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—যে অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারা যায় না, তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকা।

মানব ঠাকুর দেব না, আমার পিত্যেশ করো না—কাহাকেও কিছু দিতে চাহিয়া পরে না দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলে লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙে—লোকে মনে করে এক, আর কাজে হয় আর। অনুরূপ প্রবাদ—মানুষ ভাবে এক, হয় আর। "Man proposes, God disposes).

মানুষে মানুষ চেনে, শূকরে (শুয়োরে) চেনে ঘেঁচু—যাহার প্রকৃতি যেরূপ সে সেইরূপ প্রকৃতির লোকের সহিত মিলিত হয়।

মানুষের তেলে জলেই শরীর—ভালভাবে তেল মাখিয়া স্নান করিলে মানুষের শরীর ভাল থাকে।

মা পায় না কাঁথা সেলাই করবার ছুতো, বেটার পায়ে দেখ চৌদ্দ সিকের জুতো—যাহার ঘরে কিছু নাই তাহার বাহিরে বড়মানুষী চাল দেখাইয়া বেড়ান।

মা বলেছে মাথা ধরেছে—যাহা কেবল নিজেই বুঝিতে পারে, এমন বিষয়ে অপরের নাম করিয়া মিথ্যা ওজর দেওয়া।

মামা রাতকানা, আমি চোখে দেখিনে—একজনের অল্প বোধ আছে, অপর জন একেবারে অজ্ঞ; এইরূপ স্থলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি—স্ত্রৈণ লোকদের সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

মায়ের চেয়ে দরদ বেশী, তারে বলি ডান—মায়ের চেয়ে সংসারে আর কাহারও ভালবাসা বেশী নয়।

মায়ের পোড়ে, না মাসীর পোড়ে, পাড়া পড়শীর ধবলা ওড়ে—যাহার দুঃখ হইবার কথা তাহার কিছু হয় না, অপরে ভাবনা করিয়া মরিলে ইহা উক্ত হয়।

মার আর ধর আমি পিঠ করেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো—"বকো আর ঝকো"—দ্রঃ।

মারি ত গণ্ডার (হাতি), লুটি ত ভাণ্ডার—যাহাতে প্রভূত যশ ও অর্থলাভ দুইই হয়, এরূপ কার্যই করা উচিত।

মারের চোটে ভূত পালায়—রীতিমত প্রহার করিলে দুষ্ট লোককেও শায়েস্তা করা যায়।

মা লক্ষ্মী ভিক্ষা মাগে—যে জিনিস প্রচুর থাকে, তাহারই জন্য অপরের নিকট প্রার্থনা করা।

মিছে কর আশা, যা করেন জগদম্বা—মানুষের আশা করা বৃথা; ভগবান্ যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

মিছে কাজে কাটনা কামাই—বাজে কাজে সময় নষ্ট করিলে আসল কাজের ক্ষতি।

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ—কন্যা কাময়তে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।—বিবাহের কালে কন্যা (পাত্রের) রূপই কামনা করে, মাতা সম্পদ্ আছে কিনা তাহাই দেখেন; পিতা দেখেন, পাত্রের বিদ্যা আছে কিনা; আত্মীয়গণ দেখেন, পাত্র সৎকুলজাত কিনা, আর অন্যান্য লোক দেখে, ভোজনটি পরিপাটী হইল কিনা।

মুখ পুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন—নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও পরের ক্ষতি করা।

মুখচোরা বামুন, কেশোরোগী চোর—ব্রাহ্মণ মুখচোরা হইলে তাঁহার পুরোহিতের ব্যবসায় করা চলে না, আর চোরের কাশি থাকিলে তাহার চুরি করা চলে না।

মুখটি যেন ভাজনা খোলা—যে চটপট করিয়া কথা বলে তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

মুখ না থাকলে শেয়ালে খেত (নিয়ে যেত)—যে কেবল আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নয়, তাহার সম্বন্ধে ইহা বলা হয়।

মুখে খুব মিঠে, নিম নিসিন্দে পেটে—মুখে ভাল ভাল কথা বলে, কিন্তু অন্তর হিংসাবিদ্বেষে ভরা।

মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, সেইত হয় বিষম ক্রুর—খলের মুখে মিষ্ট কথা আর হৃদয়ে অনিষ্ট-চেষ্টাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলা হয়।

মুখেন মারিতং জগৎ—মুখে বড় বড় কথা বলিয়া বেড়ানো, কাজে কিছুই নয়।

মুখের চোটে গগন ফাটে—কাজে কিছুই নয়, শুধু মুখে আস্ফালন।

মুখে রামনাম বগলে ছুরি—মুখে ধর্মের কথা, কিন্তু মনে পরের অনিষ্টচিন্তা।

মুচীর নাই নাক, আর শুঁড়ীর নাই কান—চামড়ার গন্ধ মুচীর আর মাতালের উক্তি শুঁড়ীর সহ্য হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই আর কিছু হয় না।—নিন্দা-অপমান গা-সহা হইয়া গিয়াছে, শুধরাইবার কোনই উপায় নাই।

মুচী হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে, শুচি হয়ে মুচী হয় যদি হরি ত্যজে—মুচী যদি ধার্মিক হয়, তবে সে পবিত্র হইয়া থাকে, আর ব্রাহ্মণও যদি অধার্মিক হয়, তবে সে মুচীর ন্যায় অপবিত্র হয়। (চৈতন্যচরিতামৃত)।

মুড়া কোদালে দিঘি কাটা—অনুপযুক্তের সাহায্যে বৃহৎ কার্য করিবার চেষ্টা।

মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি—মাথা এবং পেটের অসুখ হইতেই সকল প্রকার রোগ হইয়া থাকে।

মুণ্ডমালার দাঁতকপাটি সার—কেবল দাঁত দেখানোই সার, কাজের বেলায় কিছু নয়।

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—মুনিগণেরও মতিভ্রম হয়। সময়বিশেষে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সুতরাং নিজের সম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণা পোষণ করিতে নাই।

মূর্খ লোকে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে; ধনবানে কেনে ঘোড়া, বুদ্ধিমানে চড়ে—যাহার যোগ্যতা নাই তার কাজের ফল যোগ্য লোকে লাভ করিয়া থাকে।

মূর্খস্য নাস্ত্যোষধম্—সকল বিপদ্ ও রোগের প্রতিকার আছে, কিন্তু মূর্খের প্রতি প্রদত্ত কোন উপদেশই কাজে লাগে না।

মূলা চোরের ফাঁসি—লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

মূলে নেই লক্ষ্মীপুজো, একেবারে দশভুজো—সামান্য কাজ করিতে পারে না, বৃহৎ কাজ করিতে চায়।

মেও ধরে কে—ইঁদুরের বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার মত বিপদের ঝুঁকি লইবে কে? তাৎপর্য:—সকলে ফললাভে উৎসুক কিন্তু দায় সামলাইবার বেলায় নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকে।

মেগে এনে বিলিয়ে খায়, হাতে হাতে স্বর্গ পায়—লোকের কাছে চাহিয়া আনিয়া অপরের সহিত ভাগ করিয়া খাইলে মনে খুব আনন্দ হইয়া থাকে।

মেঘ না চাইতেই জল—হঠাৎ আশাতীত জিনিস পাইলে ইহা বলা হয়।

মেজে ঘষে হল ক্ষয়, কালো তবু ধলো নয়—যাহার যে প্রকৃতি, তাহা কিছুতেই ফিরানো যায় না।

মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ—কনের মাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয়।

মেরে তুলাধুনো করা—উত্তম মধ্যম প্রহার করা।

মেরে যায় ফিরে চায়, চিরকাল থাকে প্রণয়—যে মারিবার পরে ফিরিয়া দেখে যে বেশী কিছু লাগিয়াছে কিনা, তাহার সহিত চিরদিন সদ্ভাব থাকে। সে হিতৈষী, কারণ সে দোষ দেখিয়া রোষের বশে শাসন করিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে সহানুভূতির ভাব রহিয়াছে।

মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসী পড়েন তাতী, বাঘ পালাল, বিড়াল এল, শিকার করতে হাতি—শক্তিশালী লোকে যে কার্য করিতে অক্ষম, তাহাতে দুর্বলের প্রয়াস দেখিয়া এই প্রবাদটি বলা হয়।

মোল্লার দৌড় মসজিদ (তক্) পর্যন্ত—মোল্লা মসজিদ ও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু জানে না—সীমাবদ্ধ জ্ঞান।

মৌনং সম্মতিলক্ষণম্—চুপ করিয়া থাকা সম্মতির লক্ষণ।

য

যঃ পলায়তি স জীবতি—যে পলায়ন করে, সেই রক্ষা পায়। [চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্‌ক্ষো ন দৃশ্যতে। অবিচারপুরী দোষাদ্ যঃ পলৈতি স জীবতি।]

যক্ষের (যকের) চক্ষে ঘুম নাই—কৃপণেরা টাকা চুরি যাইবার ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারে না।

যখন আদর জুটে, ফুটকলাই দিয়ে ফুটে; যখন আদর টুটে, ঢেঁকি দিয়ে কুটে—যখন আদর করে, তখন আহ্লাদে ভাসাইয়া দেয়; আবার যখন আদর কমিয়া যায়, তখন অতি নৃশংস আচরণ করে।

যখনকার যা তখনকার তা—যে সময় যে কাজের পক্ষে উপযোগী, সেই সময় সেই কাজ করিতে হয়।

যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে—পাপ করিলে পরিণামে একদিন উহার ফল ভোগ করিতে হয়।

যখন বিধি মাপায়, তখন উপরি উপরি চাপায়—ঈশ্বরের দয়া থাকিলে সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্য দেখা দেয়।

যখন যার কপাল ধরে (ফলে বা খোলে), শুকনো ডাঙায় ডিঙি সরে (ডুব্বোবনে ডিঙি চলে)—অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে সব কার্যেই সফল হওয়া যায়।

যখন যার কপাল বাঁকে, ডুব্বোবনে বাঘ ডাকে (ঝাঁকে)—অদৃষ্ট মন্দ হইলে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেও বিপদ্ ঘটে। অনুরূপ প্রবাদ:—'যখন যার কপাল পোড়ে, পোড়া মাছ জলে পড়ে।'

যখন যার তখন তার—যখন যাহার কাছে থাকা যায় তখন তাহার সহিত বেশী খাতির হয়—অপরের কথা মনে থাকে না।

যখন যার পড়তা হয়, ধুলোমুঠো ধরে সোনামুঠো হয়—অদৃষ্ট ভাল হইলে ক্ষতিকর কার্যেও লাভ হয়।

যখন যেমন তখন তেমন—অবস্থা অনুসারে চলিতে হয়।

যজমানী বামুনের হাজাশুকা নাই—লোকে নিজে না খাইতে পাইলেও দেবতার পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং পুরোহিত ব্রাহ্মণের কখনই অন্নের অভাব হয় না।

যতই কর শিব সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না—একবার অপরাধ করিলে পরে কিছুতেই আর সেই দুর্নাম দূর হইবার নয়।

যত কর তাড়াতাড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি, অথবা **সকল পথ দৌড়া-দৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি**—প্রথমে তাড়াতাড়ি করিয়া পরে মধ্যপথে বাধা প্রাপ্ত হইয়া বসিয়া থাকা।

যত কর পুতু পুতু, তত হয় ছোলার ছাতু—কথায় কথায় অতিরিক্ত সতর্কতা ভাল নয়, উহাতে প্রায়ই কার্য নষ্ট হয়।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—কার্য-সাধনের একটু উপায় থাকিলেও কাজ ছাড়িতে নাই, ধৈর্যের সহিত চেষ্টা করা উচিত।

যত গর্জে তত বর্ষে না—মুখেই আস্ফালন, কাজে কিছু নয়।

যত দোষ নন্দ ঘোষ—যেখানে একজন নির্দোষ লোকের উপর সকল দোষ আরোপ করা হয়, সেখানে এই প্রবাদটি বলা হয়।

যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন—কষ্ট না করিলে কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না।

যত পাই, তত খাঁই—আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।

যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—যাহাকে যাহা বলা ভাল দেখায় না তাহাকে তাহা বলা।

যত মত, তত পথ—ঈশ্বরলাভের জন্য বহু ধর্মমত রহিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিই খাঁটি, যে কোন একটি ধরিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

যত শেষ, তত বেশ—কোন কোন কাজে, প্রথমে ভাল না লাগিলেও শেষের দিকে ভাল লাগে।

যত সয়, তত রয়—যত সহ্য করা যায় ততই ভাল।

যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা (রামসন্না)—বৈষ্ণবদের রামসৈন্য বলা হইয়াছে। যে প্রথমে যত সুখ ভোগ করিবে, তাহাকে পরে তত দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। রামসন্না—রামসৈন্য।

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ—ধার্মিকের জয় সুনিশ্চিত।

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানামাধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ভক্ত ভগবানকে বলিতেছেন—জগদীশ, আমি ধর্ম কি তা জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম কি তাহাও আমি জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তিও নাই। তুমি হৃদয়ে বাস কর, সুতরাং তুমি যে পথে লইয়া আমাকে যে যে কার্যে নিয়োগ করিবে, আমি মাত্র তাহাই করিতে পারি।—কোন কার্যে মানুষের ক্ষমতা নাই।

যথারণ্যং তথা গৃহম্—মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভার্যা চ ব্যভিচারিণী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং, যথারণ্যং তথা গৃহম্॥—যাহার গৃহে জননী নাই, স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, তাহার পক্ষে বনগমন কর্তব্য। কারণ তাহার পক্ষে গৃহ অরণ্য-তুল্য।

যদি থাকে আগে পাছে, কি করে শাকে মাছে—প্রথমে ঘি শেষে দুধ থাকিলে খাদ্যের আর কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

যদি দেখে আঁটা আঁটি, কাঁদিয়া ভিজায় মাটি—আগে খুব আস্ফালন করে, পরে বিপদ দেখিলে ভয়ে অস্থির হয়।

যদি পড়ে পাশা, তবে জিতে চাষা—অদৃষ্ট ভাল হইলে অনভিজ্ঞ লোকেও অভিজ্ঞের ন্যায় কার্য করিতে পারে।

যদি বর্ষে আগনে, রাজা যায় মাগনে—অগ্রহায়ণের বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়। ফলে এমন দুর্ভিক্ষ হয় যে ধনী লোকদেরও ভিক্ষা করিতে হয়। আগনে-অগ্রহায়ণে। মাগনে ভিক্ষায়।

যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন—ভাল লোক হইলে ঝগড়াঝাটি না করিয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে।

যদি হয় সোনার ভাগারি, তবু ধরে লোহার কাটারি—জ্ঞাতি ভাল লোক হইলেও ভাগের সময় হিংসা করিতে ছাড়ে না।

যদ্ দৃষ্টং তল্লিখিতম্—যেমন দেখা তেমনি লেখা।

যদভাবি ন তদভাবি, ভাবি চেন্ন তদন্যথা—যাহা হইবার তাহা হইবেই। যাহা হইবার নহে, তাহা কিছুতেই সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। তাৎপর্য :—বিধির উপর পুরুষকারের প্রভুত্ব নাই।

যদু ধোপা, মধু ধোপা, সব ধোপারই এক চোপা—একজাতীয় লোকের সমবায় বুঝাইতে প্রবাদটি প্রচলিত।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—যে দেশে যেরূপ আচার, সেই দেশে সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। কোনও বিশেষ আচার কোনও দেশে নিন্দিত হইতে পারে, কিন্তু দেশান্তরে তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয়। তদ্রূপ একদেশে অনুমোদিত বলিয়া কোনও ব্যবহার দেশান্তরে নিন্দনীয় হইবে না, এরূপ নহে। [যস্মিন্ দেশে যদাচার ; পারম্পর্যং বিধীয়তে।]

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সংকোচ বোধ করার পরেও পুনরায় সেই কার্যে অগ্রসর হওয়া। "In for a penny, in for a pound".

যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা—যাহার প্রতি ঈর্ষা থাকে, তাহার দোষশূন্য কার্যেও দোষ ধরা।

যাকে রাখ, সেই রাখে—কোন জিনিসকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলে পরে তাহা হইতে উপকার পাওয়া যায়। "Waste not want not".

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥—মন্ত্র, তীর্থস্থান, বিপ্র, দেবতা, জ্যোতিষী, ঔষধ এবং গুরু—এই সকল বিষয়ে যাঁহার যেমন বিশ্বাস এবং রুচি, তিনি সেইরূপ ফললাভ করেন।

যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে—মহাভারত গ্রন্থে ভারতবর্ষের ধর্ম সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনা থাকে। ভারতে (১) - মহাভারতে।

যার আছে মাটি, তারে নাহি আঁটি—যাহার ভূসম্পত্তি আছে, তাহার সহিত শত্রুতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না।

যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে (অন্যের মাথায়) লাঠি বাজে—যে যে কাজের উপযুক্ত সে যদি সেই কাজ না করিয়া অন্য কাজ করিতে যায়, তবে সে বিপন্ন হয়।

যার কেউ নেই, তার ভগবান্ আছে—নিরাশ্রয় ও অসহায় ব্যক্তিকে ভগবান্ রক্ষা করেন।

যার গলা ধ'রে কাঁদি, তার চক্ষে নাহি পানি—যাহার কাছে দুঃখের কাহিনী বলা যায়, তাহার সহানুভূতির অভাব থাকিলে এই কথা বলা হইয়া থাকে।

যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়—চাওয়ার শেষ নাই।

যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর—যাহার হিতের জন্য মন্দ কার্য করা হয় সেই ব্যক্তিই নিন্দা করে।

যার দৌলতে চুয়া চন্দন, তারি পাতে খোলার ব্যঞ্জন—যাহার অর্থে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই অমর্যাদা করা।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই—প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া কোন কিছু ভোগ করা হইলে ইহা বলা হয়।

যার নুন খাই, তার গুণ গাই—উপকারীর উপকার স্বীকার করিয়া তাহার প্রশংসা করা কর্তব্য।

যার বিয়ে তার মনে (হুঁশ) নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—যাহার কাজ তাহার কোন গরজ নাই, অথচ অপর লোকের সেজন্য যথেষ্ট উদ্বেগ।

যার শিল তার নোড়া, তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া—কৌশল করিয়া কাহারও বস্তু দ্বারা তাহাকেই জব্দ করা।

যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী—নির্গুণ লোকের গুণীর সাজ পরা।

যারে বললে ছি, তার রইল কি—যাহাকে লোকে নিন্দা করে, তাহার জীবন ধারণ বৃথা।

যুদ্ধের পরে সেপাই হাজির—কাজ শেষ হইবার পর কর্মীর উপস্থিতি।

যে কথা রটে, কতক তার বটে—লোকের মুখে মুখে যে কথা শুনা যায়, তাহার সবটা না হইলেও কিছুটা সত্য।
পাঠান্তর—যা রটে···ইত্যাদি।

যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর কামড়ায় না—অকেজো লোকই মুখে বেশী আস্ফালন করে।

যেখানে আঁটাআঁটি, সেইখানেই লাঠালাঠি—যেখানে বেশী বন্ধুত্ব দেখা যায়, সেখানেই বেশী গোল হইয়া থাকে।

যেতে ছাগল, আসতে পাগল—যে আসিবার জন্য ব্যগ্র, অথচ আসিয়াই আবার যাইবার জন্য ছটফট করে, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য।

যেন তেন প্রকারেণ—যেমন করিয়াই হউক কার্যসিদ্ধি করিতেই হইবে।

যেমন কর্ম তেমনি ফল, মশা মারতে গালে চড়—কাহারও অনিষ্ট করিতে যাইয়া নিজেরই অনিষ্ট সাধন করা। "As you sow, so you reap".

যেমন সরা, তেমনি হাঁড়ি গড়ে রেখেছে কুমারবাড়ি—ঈশ্বরের ইচ্ছায় যোগ্যের সহিত যোগ্যেরই মিলন হইয়া থাকে।

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ—কোন জায়গায় উপস্থিত হইয়া সেখানকার লোকের মত ব্যবহার করা।

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না—যে কাজের লোক হয় সে অনেক কাজ করিতে করিতে আর একটা কাজও করিয়া যায়; কাজের ওজর দিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে না।

যে সহে সে রহে—ধৈর্যশীল ব্যক্তির উন্নতি হয়।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—বিধাতা যোগ্যের সহিত যোগ্যকেই যোজনা করেন। সাধারণতঃ উভয়েই কুটিল ও প্রতারক হইলে এই প্রবাদটি উক্ত হইয়া থাকে।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য হ্যধ্রুবাণি নিষেবতে। ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি হ্যধ্রুবং নষ্টমেব হি॥—যে নিশ্চিত বস্তু ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের প্রতি ধাবমান হয়, তাহার নিশ্চিত বস্তু ত নষ্ট হয়ই এবং অনিশ্চিত বস্তুও যে নষ্ট হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

র

রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে তারে রাখতে পারে—যাহার উপর রক্ষা করার ভার সেই যদি অনিষ্ট করে তবে আর বাঁচিবার আশা থাকে না।

রঙ থাকলে রাঙা কড়ি, রঙ না থাকলে (ফুরোলে) গড়াগড়ি—রং দেখিয়া যাহার মূল্য স্থির হয়, রং না থাকিলে তাহা বিক্রয় হয় না। যখন গুণ থাকে তখনই কেবল লোকে উহার আদর করে; গুণের অভাবে আর তেমন আদর থাকে না।

রতনে রতন চিনে—গুণীই গুণীর মর্যাদা জানে। দুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ব্যঙ্গার্থেও প্রযুক্ত হয়।

রথ দেখা আর কলা বেচা—এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়াই বিনা আয়াসে অন্য উদ্দেশ্য সাধন করা। "Killing two birds with one stone".

রাই কুড়িয়ে বেল—'তিল কুড়িয়ে তাল' দ্রঃ।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে?—ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না, আবার ঈশ্বর কাহারও উপর বিরূপ হইলে তাহাকে কেহই বাঁচাইতে পারে না।

রাজা গেল পাটনে শূন্য হল দেশ, মাঝখানে বসে আছে নেড়ে দরবেশ—অরাজক রাজ্যে কোন গৃহস্থই থাকিতে পারে না; সেই জনশূন্য স্থানে কেবল মুসলমান ফকিরই থাকিতে পারে। পাটনে—বাণিজ্যে।

রাজা থাকতে কোটালের দোহাই—প্রধানকে ছাড়িয়া অধীনের আশ্রয় লওয়া।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়—তাৎপর্য:—মহতের বিরোধে ক্ষুদ্রের ক্ষতি হয়।

রাজারও রেয়ত নহে, সাধুরেও খাতক নহে—যে ব্যক্তি রাজাকেও খাজনা দিয়া বসত করে না কিংবা কোন মহাজনের কাছেও কিছু কর্জ করিয়া খায় না।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট—রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট হয় এবং স্ত্রীর দোষে স্বামী কষ্ট পায়।

রাজার রাজপাট, গরিবের শাক ভাত (বা **রাজার রাজপাট যোগী মুনির কাঁথা** কিংবা **রাজার রানী, কানার কানী**)—যাহার যাহা আছে, সে তাহাই মূল্যবান্ মনে করে।

রাত উপোসে হাতি পড়ে—রাত্রিকালে উপবাস করিলে বলবান্ লোকেরও শরীর ক্ষয় হইয়া মৃত্যু হয়।

রাঁধতে দেরি সয়, বাড়তে দেরি সয় না—কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাকিয়া শেষে কাজ হইয়া গেলে তাহার ফলের জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া।

রান্না খেতে কান্না পায়—এমন কদর্য রান্না যে তাহা খাইতে দস্তুরমত কষ্ট হয়।

রাম না হতে রামায়ণ—কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে সেই বিষয় বর্ণিত হইলে ইহা বলা হয়।

রাম ভজি কি রহিম ভজি—হিন্দুধর্ম অনুসারে চলি কি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করি।—কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ করিলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ প্রবাদ—"শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"।

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চড়ে স্বর্গে যাই—রাম লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃস্নেহ থাকিলে রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইবার মত সুফললাভ হয়।

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি—অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ব্যক্তি।

রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল—যাহার বেশী আছে তাহাকে আরও দেওয়া, অথচ যাহার কিছুই নাই, তাহাকে কোনপ্রকার সাহায্য না করা।

রূপে ঢল ঢল গুণে পশরা, কেঁদে ম'ল যত কালছুঁচোরা—রূপ ও গুণযুক্ত

ব্যক্তিকে দেখিলে রূপ-গুণহীন লোকে হিংসায় জ্বলিয়া মরে।

রোগ মুড়িতে আর ভুঁড়িতে—মাথায় ও পেটে অসুখ হইলেই ভয়।

রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ, এ সবের শেষ রাখতে নেই—রোগ, আগুন, শত্রু ও ঋণ, ইহাদের সামান্য অবশিষ্ট থাকিলেও পরিণামে ভীষণ হইয়া উঠে; কাজেই ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা উচিত।

রোজার ঘাড়ে বোঝা—'ওঝার ঘাড়ে বোঝা' দ্রঃ।

ল

লক্ক ধাঁটুল, পক্ষ তীর, তবে হয় লক্ষ্য (হাত) স্থির—লক্ষ্য স্থির করিতে হইলে পুনঃপুনঃ বাঁটুল ছোড়া এবং পক্ষকাল (১৫ দিন) অধ্যবসায়ের সহিত তীর ছোড়া দরকার।—পুনঃপুনঃ অভ্যাস ও সাধনা না করিলে কোন কঠিন বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না।

লক্ষ্মী আসতে কি দুয়ারে আগড়?—কেহ কাহারও হিতের জন্য কোন ভালো কাজ করিলে সে যদি তাহার সেই মঙ্গলজনক কাজে বাধা দেয় তাহা হইলে এই কথা বলা হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ—অসজ্জনের সকলই দোষের হইয়া থাকে। কুজনের সর্ববিধ সম্পর্ক বর্জনীয়।

লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা—অতি সদ্বংশে কোনও ব্যক্তি যদি অসৎ হয়, কিংবা অতি সুজন লোকের দলে যদি কোনও দুর্জনের সমাগম হয় তাহা হইলে প্রযোজ্য।

লক্ষ্মীর পো ভিক্ষে মাগে—ধনী ব্যক্তি দুরবস্থায় পড়িলে ইহা বলা হয়।

লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শংকর ভিখারী—ধনবান্, বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি দুর্দশাপন্ন ও হীন হইলে তাহার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা—লঙ্কা সুবর্ণের জন্য প্রসিদ্ধ বলিয়া প্রবাদ ছিল। সুতরাং লঙ্কায় গিয়া হরিদ্রা লইয়া আসা মূর্খতা।—মূর্খ লোকে অতি গুণসম্পন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মূল্য বুঝে না।

লঙ্কায় রাবণ মল, বেহুলা কেঁদে রাঁড়ী হল—কেহ অসংলগ্ন কথা কহিলে এই বাক্যটি প্রযুক্ত হয়।

লঙ্কায় সোনা সস্তা—লঙ্কায় সোনা সস্তা হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা লাভের কোনও সুযোগের সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ যে বস্তু দুরধিগম্য, তাহা নিতান্ত প্রিয় এবং মঙ্গলজনক হইলেও কোনও লাভ নাই, এই তাৎপর্য।

লজ্জা নেই যার, রাজা হারে তার—নির্লজ্জ লোকের অপমান, এমন কি রাজ-দণ্ডেও কিছু ফল হয় না।—নির্লজ্জ ব্যক্তি পুনঃপুনঃ দণ্ডিত হইয়াও অপদস্থ বা অপ্রতিভ হয় না।

লম্বা কোঁচায় নমস্কার—যে বলবান্ ও ধনবান্ ব্যক্তির নিকট মস্তক নত করে, কিন্তু নির্ধন ও অল্পবল ব্যক্তিকে অবহেলা করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি—অদৃষ্টলিপি খণ্ডন করা যায় না।

লাউশাকের বালি, আর অন্তরের কালি—লাউশাকের বালি ধুইয়া দূর করা নিতান্ত কষ্টকর। সেইরূপ সহস্র চেষ্টা করিলেও অন্তরের মালিন্য দূর করা যায় না।

লাখ কথার ওপর এক কথা—বাদানুবাদের পর অত্যন্ত সারবান্ কথা। অথবা শ্লেষে, একান্ত যুক্তিহীন কথা।

লাখ টাকা লাখ টাকা, দুকুড়ি দশ টাকা—কেহ স্বীয় শক্তি বা অর্থ সম্বন্ধে লম্বা লম্বা কথা কহিলে তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়। "দুকুড়ি দশ টাকার" অর্থ পঞ্চাশ টাকা। সাধারণতঃ অতিরঞ্জিত বর্ণনা সম্পর্কে এই প্রবাদ-বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

লাখ টাকায় বামুন ভিখারী—অন্যের নিকট হইতে অর্থাদির প্রত্যাশা করা ব্রাহ্মণের স্বভাব।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—দানশীল ধনী বা বন্ধুর সাহায্য পাইবার ভরসা করিয়া কেহ ইচ্ছামত অর্থব্যয় করিলে এই প্রবাদটি বলা হয়।

লাগে তুক্, না লাগে তাক্—বাণ ছুড়িবার কালে যদি উহা লক্ষ্য স্পর্শ করে, তবে তাহাতে নিক্ষেপকারী কৃতিত্বের দাবি করে, অন্যথায় সে বলে যে, সে কেবল মাত্র অভ্যাস করিতেছিল। তাৎপর্য:—সুবিধাবাদী আত্মপ্রতারক ব্যক্তি নিজের সুবিধামত কথার প্রয়োগ করিয়া থাকে।

লাজে বউ খান না, চালতা হেন গ্রাস—যিনি লোকসমক্ষে নিজেকে লাজুক বলেন, অথচ স্বার্থসিদ্ধির কালে লজ্জার কোনও লক্ষণ দেখান না, তাঁহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

লাজের মাথায় পড়ুক বাজ, সাধ গিয়ে আপন কাজ—লজ্জা করিয়া নিজের কাজ পণ্ড করা উচিত নয়।

লাট সাহেব আর কি—কেহ অতিরিক্ত আড়ম্বর বা বড়মানুষী চাল দেখাইলে এইরূপ বলা হয়।

লাথ সয় ত বাত সয় না—কটুবাক্যে তিরস্কার করিলে যতটা লাগে, সোজাসুজি লাথি মারিয়া অপমান করিলেও ততটা লাগে না।

লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে—যে যেরূপ দুর্জন, তাহার কাছ হইতে তেমন কঠোর উপায়ে কাজ আদায় করিতে হয়।

লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে—কুজনকে প্রশ্রয় দিলে সে শ্রদ্ধার পাত্রকেও অবজ্ঞা করিয়া চলে।

লাভঃ পরং গোবধঃ—কোনও চিকিৎসক এক রোগীকে গোক্ষুরের (কোনও গাছড়ার) পাঁচন সেবন করিতে বলায়, সেই মূর্খ ভুল বুঝিয়া গোবধ করিয়া তাহার খুর দ্বারা পাঁচন প্রস্তুত করিয়াছিল। ঔষধে ফল ত হইলই না, পরন্তু বৃথাই গো-হত্যা হইল।—কোনও কার্যে ফল না হইলে ক্লেশ স্বীকার করাই যদি সার হয়, তাহা হইলে এই বাক্যটি বলা হয়।

লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেনে—সোনার বেনে কখনও চাষ আবাদ করে না। কারণ তাহাতে যেমন লাভ আছে, তেমনি অনেক লোকসানের সম্ভাবনাও আছে। যাহার যে-বিষয়ে কাজ করা অভ্যাসের বাহিরে তাহার সে-কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়।

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়—প্রতারণা দ্বারা লব্ধ ধন অকাজে খরচ হয়।

লাভে লোহা বয়—লাভের আশায় লোহার মতো ভারী জিনিসও বহন করা যায়। লাভের আশা থাকিলে লোকে কঠিন কাজও করে।

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে, মৎস্য মারিব খাইব সুখে—অলস শ্রমবিমুখ লোকদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই বাক্য বলা হয়। তাৎপর্য:—অলসতা ও পরনির্ভরতা আপাততঃ মধুর বোধ হইলেও তাহা পরিণামে বিষবৎ এবং নিরতিশয় গ্লানিকর।

লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়—কখনও কখনও নিজের অজ্ঞাতসারে কুপথ্য খাইলে কু-ভোজনের বিষক্রিয়া হয় না। রোগী বা বালকগণ কুপথ্য সেবন করিতে গিয়া এই কথাটি বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়।

লেঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়—"নেঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়" দ্রঃ।

লেখা পড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই—শৈশবে বিদ্যার্জন করিলে পরিণামে অর্থবান্ হওয়া যায়।

লেগে থাকলে মেগে খায় না—চাকরি বা ব্যবসায়ে ধৈর্য ধারণ করিয়া উন্নতিলাভের চেষ্টা করিলে কোনদিনই অর্থকষ্ট হয় না।

লোকে বলে আছে ভাল, শামুক খেয়ে দাঁত কাল—বাহির হইতে

অনেককেই সচ্ছল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখিতে গেলে অনেকেরই দুর্বলতা ও দারিদ্র্য প্রকাশ হইয়া পড়ে।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—লোভ হইতেই নানাপ্রকার পাপকার্যে মতি হয় ও এইসব পাপকার্যের ফলে ধ্বংস অনিবার্য।

লোম বাছতে কম্বল উজাড়—অনুরূপ প্রবাদ—"ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।" উহা দ্রঃ।

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে, শোলা ফিঙি পুড়ে মরে—বলবানের পরস্পর বিরোধে তাহাদের যত না ক্ষতি হয় তাহার অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হয় নিরীহ দুর্বল ব্যক্তিদের। অনুরূপ প্রবাদ:—"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।"

শ

শংকর চক্রবর্তীকে খেলে বাঘে, অন্য লোক কোথায় লাগে—প্রতাপাদিত্যের সৈনাধ্যক্ষের নাম শংকর চক্রবর্তী। তিনি খুব শক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহাকেই যদি বাঘে খায়, তাহা হইলে অপরের তো কথাই নাই। অন্যে পরে কা কথা।

শক্ত মাটিতে বিড়ালে আঁচড়ায় না—প্রবলকে কেহ ঘাঁটাইতে সাহস করে না।

শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ—লোকে সাধারণতঃ প্রবলের অনুগত থাকে কিন্তু দুর্বলের উপর অত্যাচার করে।

শক্তের তিন কুল মুক্ত—লোকে সাধারণতঃ বলশালীর উপর কোনও অত্যাচার বা অবিচার করিতে সাহস পায় না।

শক্তের ভক্ত, নরমের যম—"শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ" দ্রঃ।

শজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা, আমার খোঁজ করে কেবল টানাটানির বেলা—সম্পদের সময় ক্ষুদ্রকে আমরা তুচ্ছ করি বটে, কিন্তু অভাবের সময় ক্ষুদ্রও সমাদৃত হয়।

শজনে শাকে নুন জোটে না, মসুর ডালে ঘি—দরিদ্র ব্যক্তি মুখে আস্ফালন করিলে এইরূপ বলা হয়।

শঠের মায়া, তালের ছায়া—তালবৃক্ষের ছায়া যেরূপ অল্প এবং কখন তাল পড়ে, এইজন্য বিপজ্জনকও বটে, সেইরূপ শঠের সঙ্গে সদ্ভাব বিপজ্জনক। তাৎপর্য:—দুষ্ট ব্যক্তির মিষ্টকথা বা ভাল ব্যবহারে বিশ্বাস করিতে নাই।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বণিক্‌বন্ধুর নিকট কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া তীর্থে যান। তিনি ফিরিয়া আসিলে বণিক্ কতকগুলি তাম্রমুদ্রা ফেরত দেন। পরে ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ বণিকের ছোট ছেলেকে আদর করিয়া বাড়ি লইয়া যান এবং বণিক্ ছেলেটিকে লইতে আসিলে তাঁহাকে একটি বানর দেন। ইহাতে বণিক্ রাজদ্বারে নালিশ করিলে ব্রাহ্মণ বলেন,—
স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং বণিক্‌পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সারল্যং সরলে কুর্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ॥
অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা যেরূপ তাম্রমুদ্রা হইয়াছিল, সেইরূপে বণিক্‌পুত্র বানর হইয়াছে।—যে সরল ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিতে হয়, আর শঠের সহিত শঠতাই বিধেয়।

শতং বদ মা লিখ—মুখে মুখে যাহা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা বলা চলিলেও কখনও কাগজে কলমে লিখিয়া দিতে নাই।

শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসক—যাঁহার হাতে একশত রোগী মারা যায় তিনি বৈদ্য এবং যাঁহার হাতে হাজার রোগী মারা যায় তিনি প্রকৃত চিকিৎসক।—অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক।

শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া—শত্রুর দুরভিসন্ধি ও অনিষ্টকারিতা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলা।

শত্রুর শেষ রাখতে নেই—শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হয়।

শনিবারের মড়া দোসর চায়—খারাপ লোকের সংসর্গে ভাল লোকও খারাপ হয়।

শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোলও পালায়—মহাভারতে বর্ণিত আছে, শ্রীবৎসরাজার প্রতি শনির দৃষ্টি হওয়ায়, তাঁহার দগ্ধ মৎস্যও জলে পলাইয়া গেল। তাৎপর্য:—সময় মন্দ হইলে, অতি অপ্রত্যাশিতরূপে বিপদ্ ঘটে।

শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্—ধৈর্যসহকারে কাজ করিলে খুব শক্ত কাজও শেষ করা যায়।

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম—প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। আবার তাহা অপেক্ষা প্রবলতর লোকের কাছে তাহাকে সমুচিত শিক্ষা পাইতে হয়। অত্যাচারীর শাস্তি অনিবার্য।

শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্ত-স্থায়িনো গুণাঃ—শরীর ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু গুণ (যশ) চিরস্থায়ী।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্—শরীর থাকিলে রোগপীড়া হইবেই।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্—শরীর ধর্মসাধনের প্রধান উপকরণ। তাৎপর্য:—শরীরকে অতিরিক্ত ক্লেশ দিয়া ধর্মানুষ্ঠান কর্তব্য নহে।

শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়—শরীরকে ধীরে ধীরে কষ্টসহিষ্ণু করিয়া তোলা উচিত।

শসাবেচুনী বেচে শসা, তার হয়েছে সুখের দশা—অতি দরিদ্র ব্যক্তি যদি হঠাৎ ধনবান্ হইয়া অহংকার প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হয়।

শস্তুশ্চ গৃহমাগতম্—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—অন্নং জীর্ণং হি প্রশংসেৎ, ভার্যাং বিগত-যৌবনাম্। রণাৎ প্রত্যাগতং শূরম্, শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্॥
অন্ন হজীর্ণ হইলে তাহার প্রশংসা করা চলে, ভার্যা (খ্যাতির সহিত) যৌবন অতিক্রম করিলে এবং বীর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইলে প্রশংসনীয়। শস্য গৃহে আসিলে তবেই তাহার মূল্য।—কার্য-সমাধার পূর্বে প্রশংসার বিশেষ মূল্য নাই।

শাঁখাহাতী শাখা নাড়ে, বেড়াল ভাবে ভাত বাড়ে—কোনও স্ত্রীলোক হাতের-শাঁখা নাড়িলে যেমন বিড়াল ভাবে যে, আমার জন্য ভাত বাড়িতেছে, সেইরূপ প্রার্থী ভাবে যে দাতা তাহাকে দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

শাঁখের করাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে—এমন লোক অনেক থাকে, যাহাদের নিকট দুইটি বিপরীত দিকের কোনও দিক্ দিয়া গেলেই সুনামের প্রত্যাশা নাই। যাহারা উভয় অবস্থাতেই নিন্দা করে, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হয়।

শাক অম্বল পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা—শাক, অম্বল, পান্তা, ওষুধের গুণ নষ্ট করে।

শাক-চোরকে শূল—লঘু পাপে গুরু দণ্ড। মুলোচোরের ফাঁসি।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা—বৃথা প্রতারণার চেষ্টা করা।

শানাইএর পোঁ ধরা—কাহারও কোনও কথা বা কার্য বিনা বিচারে কেবল সমর্থন করিয়া যাওয়া।

শানকির উপর বজ্রাঘাত—"মশা মারতে কামান দাগা" দ্রঃ।

শাপে বর হওয়া—আপাততঃ ক্ষতিকর বলিয়া মনে হইলে কার্যতঃ যদি ভবিষ্যতে

তদ্দ্বারা বিশেষ লাভ হয়, তাহা হইলে এই কথাটি বলা হয়। "A blessing in disguise."

শামুক দিয়ে সাগর সেঁচা—সামান্য আয়োজন ও পরিশ্রমে বৃহৎ কাজ সমাধার চেষ্টা করা।

শালগ্রাম পোড়ায়ে খেয়ে মুড়ি দেখে ভয়—গুরুতর পাপাচরণ করিয়া পরে সামান্য অন্যায় করিতে মৌখিক অনিচ্ছা প্রকাশ করা।

শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান—গোলাকার শালগ্রামকে শোওয়াইলে বা বসাইলে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। সেইরূপ কোন কিছুতেই যাহার অবস্থার ব্যতিক্রম হয় না তাহার সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য।

শাল চোরকে শূলে দেওয়া—লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিলে এই কথা বলা হয়।

শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর—কোন অসৎ ব্যক্তি অপর একজন অসৎ ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিলে বা তাহার প্রশংসা করিলে এইরূপ বলা হয়।

শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশা—বয়স্ক ব্যক্তি অল্পবয়স্কের সঙ্গে মিশিলে ইহা বলা হইয়া থাকে।

শিকলকাটা টিয়া পোষ মানে না—স্বাধীনচেতা বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরাধীন অবস্থায় থাকিতে বা সুশৃঙ্খলভাবে থাকিতে চায় না।

শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়—চেহারা ও হাবভাব দেখিলেই কাজের লোককে চেনা যায়।

শিখেছ কোথায়, ঠেকেছি যেথায়—অভিজ্ঞতাই শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

শিখ্‌লি কোথা, না, দেখ্‌লাম যেথা—বুদ্ধিমান্ লোকে অন্যত্র কোনও ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়া তৎসম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং সতর্ক হয়।

শিব গড়তে বানর হল—ভাল জিনিস তৈরি করিতে গিয়া খারাপ জিনিস তৈরী হইলে ইহা বলা হয়।

শিবের কন্যা শিবকে দান—"মাছের তেলে মাছ ভাজা" দ্রঃ।

শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা—মূল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আনুষঙ্গিক বিষয় লইয়া অনাবশ্যক আড়ম্বর প্রদর্শন।

শিয়রে রাজা কোটালের দোহাই—রাজা নিকটে থাকিতে যেমন কেহ কোটালের দোহাই দেয় না, সেইরূপ প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে কেহ নগণ্য ব্যক্তিকে আমল দেয় না।

শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা—সর্পদংশন হাতে বা পায়ে হইলে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বিষের গতি রোধ করা যায়। কিন্তু মস্তকে আঘাত হইলে দড়িতে কোনও কাজ দেয় না।—যে বিপদের কোনও প্রতিকার নাই তাহা সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই। বিভিন্ন কবির লেখায় এই প্রবাদটির বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। যেমন—'লোচনে দংশিল অহি কোনখানে দিব তাগাবন্ধ'—কবিরঞ্জন; 'কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত'—রামপ্রসাদ। 'শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা দিব কোথা'—গোপাল উড়ে।

শিম্নি দেখে এগোয়, কোঁতকা দেখে পেছোয়—লাভের লোভে অগ্রসর হইয়া পরে পরিশ্রম বা অন্যবিধ ক্লেশের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে ইহা বলা হয়।

শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল—অনুরূপ প্রবাদ—"চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা"। তাহা দ্রঃ।

শুকনো কাঠ ভাঙ্গলেও নোয় না—মূর্খ ব্যক্তি ঔদ্ধত্যের জন্য দুঃখ ভোগ করে তবুও বিনীত হয় না। "Break but never bend".

শুকনো কাঠে ব্রহ্মশাপ—নিঃস্ব ব্যক্তির আর ক্ষতির ভয় কি?

শুকনো গাছে জল ছেঁচা—যে কাজ পণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা।

শুকনো ডাঙ্গায় আছাড় খাওয়া (বা শুকনো ডাঙ্গায় ভরা ডুবি)—যেখানে বিপদের সম্ভাবনা নাই, কর্মদোষে সেইখানেও বিপন্ন হওয়া।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না' দ্রঃ।

শুধু মেঘে মাটি ভেজে না—'কথায় চিঁড়ে ভেজে না' দ্রঃ।

শুধু কানাই নয়, দাদা বলাইও (বা শুধু গৌর নয়, গৌরহরি)—"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর" দ্রঃ।

শুধু হাঁড়িতে পাতা বাঁধা—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা লোককে প্রতারণা করা।

শুধু হাত মুখে উঠে না—বিনা পারিশ্রমিকে কেহ কোনও কাজ করিতে রাজী হয় না।

শুনলে সাড়া ত ভাঙ্গলে (নিলে) পাড়া—কোনও একটা বিষয়ে কোনও সূত্র পাইলেই গোলমাল করিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলে। তাৎপর্য:—সামান্য ব্যাপার লইয়া অনাবশ্যক হইচই করা উচিত নয়।

শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্—শুভকার্যে বিলম্ব করিতে নাই, কারণ বিলম্বে কার্যহানি ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, যদি অশুভ কাজ করিতেই হয়, তবে যতটা সম্ভব বিলম্ব করা উচিত।

শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে, সেই বাঘে মানুষ মারে—যাহারা কোন বিষয়ে আস্ফালন করিয়া বেড়ায় না, তাহাদের দ্বারাই সংসারে বেশী কাজ হয়।

শুয়োরের কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা—অপবিত্র শুয়রের কপালে পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা যেরূপ অশোভন, সেইরূপ নীচকে সম্মানে ভূষিত করা, অথবা নীচ প্রকৃতি লোকের পক্ষে বাহ্য মহত্ত্ব প্রদর্শন করা নিরর্থক।

শূন্য কলসী ঠনঠন—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিই অধিক আস্ফালন করে।

শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু ভাল নয়—"দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল" দ্রঃ।

শেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা—যে সমস্ত লোক অতি চতুর এবং সতর্ক, সহজে যাহাদিগকে প্রতারিত করা যায় না।

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি—চতুর ব্যক্তির সহিত চতুরতা করা।

শেষ ভাল যার, সব ভাল তার—কোন কাজের শেষের দিকটা ভাল হইলেই সমস্ত কাজটাকে ভাল বলা চলে।

শেষ রক্ষাই রক্ষা—কোন বিপদে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত উহা হইতে বাঁচিয়া গেলেই সেই বিপদ্ হইতে রেহাই পাওয়া গেল বলা যায়।

শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি (মথুরাপুরি), তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি—শ্বশুরবাড়িতে বেশীদিন থাকিতে নাই, থাকিলে চরম অবহেলা পাইতে হয়।

শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা,
স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্—
কুকুর রাজা হইলেও চর্মপাদুকা পাইলেই ভক্ষণ করে। শত চেষ্টা করিলেও স্বভাব সংশোধন করা যায় না।

শ্বেত চামর, আর কোষ্টা পাট—উভয়ে দেখিতে প্রায় একরূপ, কিন্তু গুণের তারতম্য অনেক। বাহ্য সাদৃশ্য দেখিয়া একেকে অপরের সমকক্ষ মনে করিলেই এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—শ্রীরাধার যখন কৃষ্ণকলঙ্কিনী বলিয়া অপবাদ রটিল, তখন তিনি ভাবিলেন, শ্যামকে ছাড়িয়া দিয়া কুলের মর্যাদা রক্ষা করি, না কুল ত্যাগ করিয়া শ্যামকেই বরণ করি।—উভয়সংকটে পড়িয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে

না পাওয়ার অবস্থা। "To be in the horns of a dilemma".

শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই—শ্রদ্ধার সঙ্গে সামান্য জিনিস দিলেও তাহা গ্রহণীয়। অশ্রদ্ধার জিনিস দামী হইলেও বর্জনীয়।

শ্রেয়সি কেন তৃপ্যতে—ইষ্ট বস্তু পাইলে কেহ কি তৃপ্ত হইতে পারে? অর্থাৎ অভীপ্সিত দ্রব্য যতই দেওয়া হউক না কেন, মানুষ কখনও বলে না যে, আর প্রয়োজন নাই।

ষ

ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস—বালক সম্বন্ধে স্নেহবশতঃ এই কথা বলা হয়। কখনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর ন্যায় আচরণ করিলে তাহাকে শ্লেষ করিয়াও ইহা বলা হয়।

ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ—ছয় কানে মন্ত্রণা প্রবেশ করিতে দিতে নাই। অর্থাৎ দুইজনের অতিরিক্ত একত্র মন্ত্রণা করিতে নাই। তাহা হইলে মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়।

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে—একের শত্রু অন্যের দ্বারা শাসিত বা বিনষ্ট হইলে এই কথা বলা হয়।

ষোল আনাই লাভ—সবটাই লাভ, লোকসানের নামগন্ধও নাই।

ষোল আনা বাজিয়ে নেওয়া—সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করা।

ষোল আনাই ভুয়ো, ষোল কড়াই কানা—কোনও ব্যক্তির বা বস্তুর যদি কিছুমাত্র সারাংশ না থাকে, তবে তাহার সম্বন্ধে বলা হয়।

স

সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি—সংসর্গ হইতেই দোষ ও গুণ জন্মে; অর্থাৎ ভাল লোকের সংসর্গে চরিত্রে গুণ এবং মন্দ লোকের সংসর্গে দোষ দেখা দেয়।

সংসার আনন্দময়, যার মনে যা' লয়—পৃথিবী আনন্দময়। তবে মনে আনন্দ থাকিলেই পৃথিবী আনন্দময় বলিয়া বোধ হইবে। "There is nothing either good or bad but thinking makes it so".

সকল নোড়াই শালগ্রাম হ'লে, হলুদ বাটি কিসে—সকলেই সুযোগ্য হইলে অযোগ্য লোক থাকিবে কোথায়? সাধারণতঃ কোনও অকর্মণ্য লোক নিজের কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে অহংকার করিলে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ইহা বলা হয়।

সকল পাখিতেই মাছ খায়, নাম পড়ে মাছরাঙ্গার—যে নিন্দনীয় কার্য অনেকেই করে, তাহার জন্য সাধারণতঃ একজনেরই কলঙ্ক হয়। অন্যপাঠ—'সকল পাখিতে মাছ খায়, মাছরাঙ্গার কলঙ্ক।'

সকল ব্রত করলে যশী, বাকী আছে ভীম একাদশী—যশী অর্থাৎ যশোদা নামে কোনও রমণী ভীম একাদশী করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হইতেছে।-সহজ কাজ করিতে যে পারে না তাহার পক্ষে প্রথমেই শক্ত কাজ করিতে যাওয়া উচিত নয়।

সকল (সব) শিয়ালের এক রা—একজনের মতে নির্বিচারে অন্য সকলে সায় দিলে ইহা বলা হইয়া থাকে।

সখা যার সুদর্শন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ—প্রবল যাহার সহায়, তাহাকে ঘাঁটানো ঠিক নয়।

সখি লো সখি, আপনার মান আপনি রাখি—সতর্ক হইলে নিজের মান নিজে রাখা যায়।

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ—যাহার চিত্তে সদাই আনন্দ, সে গড়ের মাঠের মত মুক্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় চিত্ত লইয়া সুখে থাকে। অতিরিক্ত আরামপ্রিয় ও স্বার্থপর ব্যক্তির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

সঙ্গদোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়—কুসঙ্গের অনেক দোষ, তাহাতে নির্দোষ ব্যক্তিকেও দোষ স্পর্শ করে। সুতরাং কুসঙ্গ সর্বথা বর্জনীয়।

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ—সৎলোকের সহিত মেলামেশা করিলে সুখে থাকা যায়, পরন্তু অসৎলোকের সংসর্গে নানারূপ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

সতী হ'ল কবে? সে মরেছে যবে—স্ত্রীলোকের মৃত্যু না হইলে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সৎ কি অসৎ বলা যায় না।

সত্যের দ্বারে আগড় নাই—সত্য আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

সদরেতে ছুঁচ চলে না, মফঃস্বলে হাতিও চলে—প্রত্যক্ষে একটি সামান্য কপর্দকও ব্যয় করে না, অথচ অজ্ঞাতসারে নিজের অনবধানতার দরুন অজস্র অর্থ অপব্যয়িত হয়।

সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া—অর্থের গর্ব করা।

সন্ন্যাসী চোর, না, বোঁচকায় ঘটায়—কোনও চোর চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে বোঁচকাটি একটি ধ্যানরত সন্ন্যাসীর নিকট রাখিয়া যায়। পরে ঐ বোঁচকা দেখিয়া নির্দোষ সন্ন্যাসীকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। তাৎপর্য:—ঘটনাচক্রে নিরপরাধ ব্যক্তিও লোকসমক্ষে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্বজন, শুভ্রবস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন—যেমন মলিন বস্ত্রে কালির দাগ তত স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু পরিষ্কৃত বস্ত্রে অতি সুপরিস্ফুট হয়, তেমনই সচ্চরিত্র সুযশা ব্যক্তির অতি সামান্য কলঙ্কও লোকে বড় করিয়া দেখে।

সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া—কোনও তস্কর বড় চুরি করার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু সংস্কারবশতঃ নিজের পাত্রটিকেই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিয়া চুরির অভ্যাসটি বজায় রাখে। তাৎপর্য:—মানুষ পূর্বের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। "Habit is the second nature".

সফরী ফর্ফরায়তে—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:—অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ। গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে॥—অগাধ জলে সঞ্চরণ করিয়াও রোহিতমৎস্য চাঞ্চল্য দেখায় না, কিন্তু সামান্য জলে থাকিয়াও সফরী (পুঁটিমাছ) অতিরিক্ত চপলতা প্রকাশ করে।—অন্তঃসারবিহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তিই অতিরিক্ত অহংকার প্রকাশ করে।

সব কাজে যার হুঁশ, তারে কয় মানুষ—যিনি সকল দিক্ লক্ষ্য করিয়া কাজ করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত গুণবান্ ব্যক্তি বলে।

সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা—দোষ অনেকেই করে, কিন্তু বোকারাই সাধারণতঃ ধরা পড়ে।

সব ঝিনুকে মুক্তা নেই—আকৃতি একরূপ হইলেই সমান গুণ থাকে না।

সব ভাল যার শেষ ভাল—"শেষ ভাল যার, সব ভাল তার" দ্রঃ। "All's well that ends well".

সব ভেড়ার এক ডাক—সকলে এক মতে কথা বলিলে ব্যঙ্গ করিয়া ইহা বলা হয়।

সব লাল হো যায়েগা—সবটাই ইংরেজদের অধিকারে যাইবে। মানচিত্রে ইংরেজদের দেশ লালবর্ণে অঙ্কিত দেখিয়া পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের উক্তি।

সব শিয়ালে কাঁটাল খেলে, বকের মুখে আঠা—অনেক শিয়াল কাঁটাল খাইয়া গেল, এক বক লোভবশতঃ তাহাতে একটা ঠোকর মারায় তাহাকেই ঐ চুরির

অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। —অপরাধের অনুষ্ঠাতা ধরা পড়িল না, যে অপরাধের সংস্পর্শে আসিল, সে ধরা পড়িল।

সবাই কৃষ্ণের নাম করে, আমি বললেই ধরে মারে—যে কাজ করিয়া অনেকে রেহাই পায়, সেই কাজ করার জন্য একজনকে শাস্তি ভোগ করিতে হইলে এই কথা বলা হয়।

সবাইকে পারা যায়, পায়ে পড়াকে পারা যায় না—চাটুবাক্য ও অবনতিস্বীকার—এইগুলির প্রভাব এত বেশী যে, ইহা দ্বারা প্রায়ই অতি কঠিন কার্যও উদ্ধার করা যায়।

সবুরে মেওয়া ফলে—ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে অনেক কাজ সম্পন্ন হয়। "Rome was not built in a day".

সবে কলির সন্ধ্যা—কোনও বিপদের প্রারম্ভেই মূহ্যমান হইয়া পড়িলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। ইহার পর আরও অনেক বিপদ্ আছে, ইহাই তাৎপর্য।

সবে ধন নীলমণি—একমাত্র আশ্রয় বা ভরসাস্থল।

সময় কারো হাতে-ধরা নয়—সময়ের গতি কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

সময়গুণে আপন (আপ্ত) পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর—সময় ভাল হইলে পরও আপন হয় এবং খোঁড়া গাধাও ঘোড়ার দরে বিকাইয়া যায়। তাৎপর্য :—অদৃষ্ট[illegible]ল হইলে সবই ভাল হয়।

সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বার মাস—সময়মত কাজ না করিলে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

সময়ের এক কথা, অসময়ে শত—যেখানে সময়মত একটি কথা বলিলেই কার্য হয়, সেখানে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে শত কথাতেও কার্যসিদ্ধি হয় না। সকল কাজই সময়মত করিতে হয়।

সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়—ঠিক সময়মত কাজ করিলে কাজ সহজে শেষ হয়। "A stitch in time saves nine"

সময়ে সব হয় বোন ভাগনা ভাই, ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যখন গাঁটে পয়সা নাই।—টাকার অসীম শক্তি।

সমুখ দিয়া কানা কড়িও যায় না, পেছন দিয়ে হাতি যায়—"সদরেতে ···হাতিও চলে" দ্রঃ।

সমুদ্রে পাতিয়া শয্যা (বাস) শিশিরে কি ভয়—বড় বড় বিপদে যে পরিবেষ্টিত, সে কি সামান্য বিপদে চঞ্চল হয়? পাঠান্তর—"সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় তার"। বা 'সমুদ্রে বাস শিশিরে ত্রাস'।

সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য—পাদ্য অর্ঘ্যের জন্য সামান্য একটু জলের দরকার। ঐটুকু জল সমুদ্রে দিলে তাহাতে সমুদ্রের জলের তারতম্য কিছুই হয় না। খুব বেশীর যেখানে প্রয়োজন, সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য বস্তু সংগৃহীত হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সমুদ্রের জল বাড়েও না, কমেও না —সুখ বা দুঃখ কিছুতেই মহৎ ব্যক্তির চিত্ত বিচলিত হয় না।

সম্পূর্ণকুম্ভো ন করোতি শব্দম্—কুম্ভ পূর্ণ হইলে শব্দ করে না। তাৎপর্য :—মানুষ অন্তঃসারশূন্য হইলেই অনর্থক আড়ম্বর করে।

স'য়ে থাকলে র'য়ে যায়—যে সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, পরিণামে সেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। নচেৎ কোনও কার্য আরম্ভ করিয়াই তাহাতে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার করিতে হইবে ভাবিয়া যে পশ্চাৎপদ হয়, তাহার কখনও উন্নতি হয় না।

সর্বঃ কান্তমাত্মীয়ং পশ্যতি—সকলেই নিজের জনকে সুন্দর দেখে। নিজেরটি ভাল ইহা বুঝাইতে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

সর্বমত্যন্তগর্হিতম্—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্।

—"অতি দানে বলির পাতালে হ'ল বাস"। দ্রঃ।

সর্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই—"মরণের বাড়া গাল নাই" প্রায় একার্থক। মানুষের সর্বস্ব কাড়িয়া লইলে তাহার বাঁচিবার স্পৃহা থাকে না, ফলে সে দণ্ডভোগে আর ভয় করে না।

স-সে-মি-রা—স-সে-মি-রা বলিতে সংকটাবস্থাকে বুঝায়। এক রাজকুমার ব্যাঘ্রভয়ে গাছে আশ্রয় করিলে সেখানের একটি ভল্লুকের সঙ্গে তাহার মিত্রতা হয়, কিন্তু তাহাকে রাজকুমার গাছের নীচে ফেলিয়া দিতে গেলে সে রাজকুমারকে স সে মি রা বলিয়া চপেটাঘাত করে। রাজকুমার গৃহে ফিরিয়া কেবল এই কথা বলিতে থাকে ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয়। পরে কবি কালিদাস 'স-সে-মি-রা'র অর্থ প্রকাশ করিয়া দেন (মূল গল্প বত্রিশ সিংহাসন হইতে গৃহীত)। —শ্লোক চারিটি যথাক্রমে এইরূপ ('স-সে-মি-রা'র এক একটি অক্ষরে এক একটি শ্লোক রচিত হইয়াছে)—

'সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তুঃ কিং নাম পৌরুষম্।

বন্ধুত্বহেতু যে বিশ্বাস্ স্থাপন করিয়াছে এরূপ ব্যক্তিকে প্রতারণা করায় কৃতিত্ব কোথায়? যে বিশ্বাস করিয়া ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত থাকে, তাহাকে নিহত করায় পৌরুষ কি?

'সেতুবন্ধে সমুদ্রস্য গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥

সেতুবন্ধে এবং সাগর-সংগমে স্নান করিলে ব্রহ্মঘাতীও পাপমুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি নাই।

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।
তে ত্রয়ো নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

যে সকল লোক মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক, তাহারা যাবৎ চন্দ্রসূর্য উঠিবে, তাবৎ নরকগামী হইবে।

'রাজাহসি রাজপুত্রোহসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু।'

রাজাই হও, রাজপুত্রই হও, নিজের মঙ্গল যদি কামনা কর, তবে ব্রাহ্মণকে দান কর এবং দেবতার আরাধনা কর।

সস্তার তিন অবস্থা—সস্তায় কোন জিনিস কিনিলে তাহা ভাল হয় না।

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্—সহসা কোনও কার্য করা উচিত নহে। বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন কার্য করিলে অশেষ বিপদে পড়িতে হয়।

সাজতে গুজতে দোল ফুরুল—কোনও কার্যে অতিরিক্ত আড়ম্বর করিতে গেলে, অনেক সময় সেই মূল কার্যই নষ্ট হইয়া যায়।

সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা—গল্প আছে, পক্ষীরা বিধাতার নিকট 'কে বড়' তাই জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমার কাছে কাল যে আগে আসিবে সেই 'বড়'। অন্য পাখিরা সাজসজ্জায় রত হইয়া দেরি করিয়া ফেলিল, কিন্তু ফিঙে পাখি সর্বাগ্রে গিয়া রাজা হইল। তাৎপর্য :—প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নয়।

সাঁতার দিয়া সিন্ধু পার—অপার সমুদ্র সাঁতরাইয়া পার হওয়ার মত অসম্ভব কাজ করিতে যাওয়া।

সাঁতার না জানলে বাপের পুকুরেও ডবে মরে—অজ্ঞ ও অসমর্থ ব্যক্তি পরম হিতৈষীর কার্যদ্বারাও কষ্ট পায়।

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে', সীতা কার মাসী (রামের বাবা)—সমস্ত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পরে যদি কেহ অজ্ঞতার ভান করে, তবে তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়।

সাত কুড়ের ঘর, গোসাই রক্ষা কর —কোনও কার্যের উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে সকলেই অলস হইলে কেবল ঈশ্বরে নির্ভর করিলেই কার্যসিদ্ধি হয় না।

সাত খুন মাপ—কেহ কেহ অপরাধ করিয়াও কোনও শাস্তি না পাইলে তাহার "সাত খুন মাপ" এইরূপ বলা হয়। যে লোক কোনও কার্যে অপরের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজী—কোনও ধূর্ত লোক তাহার অপেক্ষাও চতুর ও বলবান্ লোকের পাল্লায় পড়িলে প্রযোজ্য।

সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা—বহু ক্লেশ ও কৌশল দ্বারা কোনও কার্য সিদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করা। "To move heaven and earth".

সাত ঘাটের জল খাওয়ানো—অশেষবিধ নিগ্রহ করা ও লাঞ্ছনা দেওয়া।

সাত চড়ে মশা মারা—অল্পক্লেশসাধ্য ব্যাপারে বহু ক্লেশ স্বীকার করা।

সাত চড়ে রা' বেরোয় না—অত্যন্ত নিরীহ ও লজ্জাশীল।

সাত নকলে আসল খাস্তা—"তিন নকলে আসল খাস্তা" দ্রঃ।

সাত পাঁচ খতিয়ে মনে চাষ করে না সোনার বেনে—'লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেনে' দ্রঃ।

সাত বার খেয়ে একাদশী—ধর্মের নামে ভণ্ডামি করা।

সাত ভাই তাঁত বোনে, আপন কোলে সবাই টানে—অনেক স্থলেই একতা আছে বলিয়া বাহ্যতঃ মনে হইলেও তলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, সকলেরই নিজের স্বার্থের প্রতি প্রবল দৃষ্টি আছে।

সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না—কোন অক্ষম ব্যক্তি কার্য এড়াইবার জন্য অসম্ভব কিছুর দাবি করিলে প্রযোজ্য।

সাত রাজার ধন এক মানিক—অতি মূল্যবান্ প্রিয়বস্তু।

সাত সতীনে ঘরকন্না, বাড়ির গিন্নী ভাত পান না—কোন কার্য সাধনে যদি কলহপরায়ণ বহু কর্মীর সমাগম হয়, তবে কার্যে বিশৃঙ্খলা হয় এবং কার্যটি কিছুতেই সুসম্পন্ন হয় না।

সাত সতীনে নড়ি চড়ি, বেড়া আগুনে পুড়ে মরি—পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে এমন অবস্থায় মানুষ উপস্থিত হয় যে, সে এমন কি নিজের স্বার্থের দিকেও লক্ষ্য রাখে না, উদ্দেশ্য থাকে কেবল পরের অনিষ্ট করা। এইরূপ করিলে শেষে সকলেই বিপন্ন হইয়া বিধ্বস্ত হয়।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া—অনেক দূরে যাওয়া।

সাতেও না, পাঁচেও না—কোন ঝামেলায় নয়।

সাতেও ছুঁ, পাঁচেও ছুঁ—যাহার নিজস্ব কোন মতবাদ নাই এরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

সাধ কত ছিল রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে—দরিদ্রের দুরাশাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহা বলা হয়। অযোগ্যের অযৌক্তিক আশা।

সাধলে জামাই (কাঁটাল) খান না, শেষে জামাই (খোসা) পান না—অনেক সময় লোকে কোনও ঈপ্সিত কার্যে অনুরুদ্ধ হইয়াও লজ্জাবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। পরে সেই কার্যের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বৃথা অনুতপ্ত হন।

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যম্—মহাত্মদের দর্শনও পুণ্যের হেতু হইয়া থাকে।

সাধে কি আর বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়—দায়ে ঠেকিয়া অনেক অবাঞ্ছিত কাজও করিতে হয়।

সাধের কমল তুলতে গিয়ে, হাতে ফুটল কাঁটা—সুখলাভের চেষ্টা করিতে গিয়া কেবল দুঃখ পাওয়া।

সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হল কানা—"সাধের কমল" ইত্যাদির ন্যায় অর্থ।

সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে—উভয়পক্ষ বজায় রাখিয়া কার্য করা।

সাপকে দুধ খাওয়ালেও বিষ কমে না—স্বভাবতঃই যে খল, ভাল ব্যবহারেও তাহার খলস্বভাব নষ্ট হয় না।

সাপ ম'লেই সোজা—মৃত্যুর পূর্বে সাপ কখনও সরল হয় না। তাৎপর্য:—কুটিল ব্যক্তির স্বভাব মৃত্যুর পূর্বে পরিবর্তিত হয় না।

সাপ মারিলেই শিবকে লাগে—সাপ শিবের মাথায় থাকে। সাপকে মারিলে শিবের লাগিবেই।—কাহাকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানিবার ক্ষমতা না থাকিলে, পরোক্ষে তাহাকে মারা।

সাপ যেখানে, নেউল সেখানে—পাপ করিলেই শাস্তির ভয়, নচেৎ কোনও ভয়ের কারণ থাকে না।

সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে—যে ক্ষতি করে সেই আবার সেই ক্ষতির প্রতিকার করিতে অগ্রসর হইয়া মিত্রতাও দেখায়, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অনেকটা 'বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী'র অনুরূপ।

সাপে ডরায় ব্যাঙ্গাকে ব্যাঙ্গা ডরায় সাপকে—বিবদমান উভয়পক্ষে পরস্পর পরস্পরকে ভয় করিলে ইহা বলা হয়।—স্বয়ং প্রবল হইলেও লোকে দুর্বল শত্রুকেও ভয় করিয়া থাকে।

সাপের ছুঁচো গেলা—ইঁদুর বা ব্যাঙ্ ভাবিয়া সাপ ছুঁচো গিলিলে দুর্গন্ধের ভয়ে তাহাকে খাইতেও পারে না, অথচ অর্ধেক গিলিয়া বাঁকা দাঁতের জন্য উগরাইতেও পারে না। তাৎপর্য: লোভবশতঃ কোনও কার্যের ফলাফল না ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া পরে তাহার মধ্যপথে হতবুদ্ধি হওয়ার অবস্থা।

সাপের পাঁচ পা দেখেছ—মাত্রা ছাড়াইয়া কেহ যথেচ্ছ অত্যাচার বা অনাচার করিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। জনশ্রুতি এই, সাপের পাঁচ পা দেখিলে রাজা হয় [সাপের কখনও পা থাকে না]।

সাপের মুখে ঈষার মূল—অতি বলবানকে কোনও কৌশলে নত করিতে পারা। ঈষার মূলের গন্ধ অতি তীব্র, সাপে উহা সহ্য করিতে পারে না।

সাপের লেখা, বাঘের দেখা—"বাঘের দেখা, সাপের লেখা" দ্রঃ।

সাপের লেজে বাড়ি দেওয়া (বা পা দেওয়া)—কোনও বলবান্ অত্যাচারীকে ক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া অত্যাচারে প্রবৃদ্ধ করা। সাপের লেজে আঘাত করিলে সাপ অতীব উত্তেজিত হইয়া উঠে।

সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে—বেদেরা যেরূপ সাপের হাঁচি চিনিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ লোকে বাহ্য আকৃতি দ্বারা খলের মনোভাব বুঝিয়া তাহাকে আত্মবশে আনিতে যত্নবান হন।

সাবধানের বিনাশ (বা মা'র) নাই—সতর্ক হইয়া চলিলে সহজে বিপন্ন হইতে হয় না। অসাবধানের পদে পদে বিপদ্। "Forewarned is forearmed".

সারাদিন থাক্‌ব নায়, কখন দিব খড়ম পায়—যে সর্বদা কার্যে ব্যস্ত থাকে, সে বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতে পারে না।

সারাদিন বঁড়শি হাতে, সন্ধ্যেবেলা আমড়া ভাতে—সারাদিন মৎস্যশিকারে প্রয়াসী হইয়াও সন্ধ্যাকালে অদৃষ্টের দোষে আমড়া ভাতে খাইতে হয়।—বহু চেষ্টা করিয়াও কোন কার্যে বিফল হওয়া।

সারাদিন যায় হেসে খেলে, সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে—কাজের সময় আলস্যে কাটাইয়া কেহ অসময়ে যদি কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়।

সারাপথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি—কোন কার্যে অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াও সমাপ্তিতে অযথা বিলম্ব করা।

সিংহের বেটা শেয়াল হয় না—বাপের গুণ ছেলে সবটা না পাইলেও কিছুটা পায়।

সিংহের ভাগ শৃগালে খায়—দুইটি সিংহ একটি মৃত হরিণের ভাগ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া হীনবল হইলে এক শৃগাল আসিয়া হরিণটির মাংস ভক্ষণ করে। তাৎপর্য :—একতাহীনতায় লোকে দুর্বল হয়।

সিধে আঙুলে ঘি ওঠে না—যেখানে কুটিল না হইলে কার্যসিদ্ধি হয় না, সেখানে সরল হইতে যাওয়া বৃথা।

সিন্দুকের কাছে ধার করা—অনেক কৃপণ ব্যক্তি প্রয়োজন হইলে নিজের সিন্দুক হইতে টাকা লইলেও তাহা ধার হিসাবে লয়, এবং পরে পরিশোধ করে। নিজের টাকা নিজেই ব্যয় করিয়া 'ধার করিয়াছি' বলিলে লোকে এই কথা বলে।

সুঁদর বনে বাঁদর রাজা—যেখানে সুযোগ্য লোকের অভাব, সেখানে অযোগ্য ব্যক্তিও খ্যাতি অর্জন করে।

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—সুখে থাকিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া বিপদকে ডাকিয়া আনা। তাৎপর্য :—অনর্থক অবিবেচনার কার্য করিয়া দুঃখ ভোগ করা।

সুখের ঘরে রূপের বাসা—যাহারা সুখী তাহাদের ঘরে প্রায়ই সকল লোক সুরূপ হয়।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল—টাকা, কড়ি ইত্যাদির সুখ না থাকুক, কিন্তু মনে যেন শান্তি থাকে।

সুজন-পিরিত সোনা, ভেঙ্গে গড়া যায়। কুজন-পিরিত কাচ, ভাঙ্গিলে ফুরায়—সুজনের সহিত প্রণয় স্বর্ণের মত দৃঢ় এবং একবার ভাঙ্গিলে আবার জোড়া লাগানো চলে। কিন্তু দুর্জনের ভালবাসা কাচের মত ক্ষণভঙ্গুর এবং ভাঙ্গিলে চিরতরেই ভাঙ্গে।

সুদিনের বারো ভাই, কুদিনের কেউ নাই—সুসময়ে অনেকেই বন্ধু হয়, কিন্তু অসময়ে কাহারও পাত্তা পাওয়া যায় না।

সুন্দর বনে বাঁদর রাজা—যেখানে ভালো বা গুণবান্ লোক না থাকে সেখানে মন্দ বা নির্গুণ লোকেই প্রভুত্ব করিয়া থাকে।

সুঁচ গড়তে জানে না, বন্দুকের বায়না নেয়—ছোট কাজ করিতে পারে না, বড় কাজ করিতে যায়।

সুঁচ চলে না, বোটে চালায়—"ছুঁচ চলে না···" দ্রঃ।

সুঁচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙ্গা গড়ে তিন জন—"ছুঁচ সোহাগা···" দ্রঃ।

সুঁচ হয়ে সেঁধিয়ে, ফাল হয়ে বেরোনো—"ছুঁচ হয়ে···" দ্রঃ।

সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বৌ সুন্দর নয়—সময় মত কার্য না করিলে, শ্রমও হয়, অর্থব্যয়ও হয়, অথচ ঈপ্সিত কার্য সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য :—যথাসময়ে সকল কার্যই সম্পন্ন করা কর্তব্য।

সেই গাধা জল খায়, তবু ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে খায়—কেহ যদি অনুরুদ্ধ হইয়াও কোন কার্য না করিয়া পরে সেই কার্য করিতে বাধ্য হয় তবে তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা উক্ত হয়।

সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি—পূর্ব প্রবাদ দ্রঃ।

সেই ধানে সেই চাল, গিন্নী বিনে আলথাল—পূর্বের মত সেই পরিমাণ ধান্যে সেই পরিমাণ চাউলই হইতেছে, তবু তত্ত্বাবধায়কের অভাবে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা হইতেছে।

সেই বুড়ী নাচে, কত কাচ কাচে—পূর্বে অনুরোধ করাতেও কোনও কার্য না করিয়া পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য করিলে ইহা উক্ত হয়।

সেকরাবাড়ির বিড়াল, ঠুকঠুকুনিতে ভয় পায় না—যে যাহাতে অভ্যস্ত, কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক হইলেও সে তাহাতে ভয় পায় না।

সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা—সেকরা ঠুকঠাক করিয়া হাতুড়ির দ্বারা অল্প অল্প কাজ করিয়া চলে, কামার জোরে জোরে ঘা দিয়া অনেক কাজ করে। তাৎপর্য :—কেহ বার বার একটু একটু করিয়া অপমান বা অত্যাচার সহ্য করিয়া শেষে যখন ধৈর্য হারাইয়া ফেলে তখন সে প্রবলবিক্রমে এক ধাক্কায় অত্যাচারীকে সম্পূর্ণ জব্দ করিলে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর—অতিরিক্ত কথা কহিলে তাহার মধ্যে বাজে কথা এবং মিথ্যা কথা থাকিবেই। তাৎপর্য :—অনর্থক বহু ভাষণ দূষণীয়। "Those who talk much must talk in vain".

সে কাল গেছে বয়ে, এঁটে কচু খেয়ে—কেহ ধনমদে মত্ত হইয়া পূর্বের অবস্থা বিস্মৃত হইলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হয়।

সে গুড়ে বালি—যে আশা করা হইয়াছে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

সেধে পেড়ে ভাব, আর মেজে ঘষে রূপ—বাহ্য সংস্কার দ্বারা রূপ জন্মে না; সেইরূপ চাটুবাক্য দ্বারাও প্রকৃত ভালবাসা স্থাপিত হয় না। এইগুলি স্বাভাবিক। "Love is spontaneous".

সেধো ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে বসে আছি—"পাগলা ভাত খাবি···" দ্রঃ।

সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই—যেখানে অত্যন্ত কড়াকড়ি সেখানে কোন সুযোগ পাইবার আশা নাই।

সেখানে ঠকলে বাপকেও বলে না—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা কাহাকেও বলে না।

সেরকে পশুরি চুরি—এক সের জিনিস বিক্রয় করিতে গিয়া ক্রেতাকে পাঁচ সের ঠকান। তাৎপর্য :—অতিরিক্ত চুরি করা।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—বর্তমানে পূর্বের সুখ, সমৃদ্ধি বা উন্নতি নাই।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না—'সিধে আঙুলে ঘি ওঠে না' তাহা দ্রঃ।

সোনা ফেলে আঁচলে গেরো—বহুমূল্য বস্তুকে অজ্ঞতাবশতঃ অগ্রাহ্য করিয়া তুচ্ছ বস্তুকে আদর করা।

সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতল হল—বাহ্য আকৃতি দর্শনে উত্তম মনে করিয়া পরে ব্যবহারে প্রতারিত হইলে এইরূপ বলা হয়।

সোনার উপর মিনের কাজ—অতি সুন্দরের সহিত সুন্দরের মিলন।

সোনার ওজন কুঁচের সহিত—অতি নগণ্য কুঁচের সঙ্গে সোনার তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়। তাৎপর্য :—অতি তুচ্ছের সহিত অতি মহত্তের তুলনা।

সোনার থালে ক্ষুদের জাউ—উত্তম আশ্রয়ে অতি হীনবস্তুর সমাবেশ হইলে এই ব্যঙ্গোক্তি করা হয়।

সোনার দাঁড়ে কাক বসানো—ক্ষুদ্রকে অতি উচ্চ আসনে স্থান দেওয়া।

সোনার লঙ্কা ছারখার—অতি সুসমৃদ্ধ স্থানের অথবা উন্নত পরিবারের হঠাৎ সম্পূর্ণ পতন।

সোমে বুধে না দিও হাত, ধার করে খেও ভাত—ধানের গোলা সোমবার বা বুধবারে ভাঙ্গিতে নাই, বরং ঐ দিন ধার করিয়া চালাইতে হইলেও ভাল।

সৌরভে ভ্রমর মজে—পদ্মের সৌন্দর্য অপেক্ষা উহার সৌরভেই ভ্রমর আকৃষ্ট হয়। তাৎপর্য :—রূপ অপেক্ষা গুণের আদর বেশী।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ—স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না।

স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতীব বিপজ্জনক।—নারীর বুদ্ধির উপর

নির্ভর করিয়া নিজে বিবেচনা না করিয়া কোনও কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বিপজ্জনক।

স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন—স্ত্রীর অদৃষ্টবলে অর্থলাভ হয়। পুরুষের অদৃষ্ট বলে পুত্রলাভ হয়।

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—শ্রদ্দধানাঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।—শূদ্রের নিকটও উত্তম বিদ্যা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করা বিধেয়। ধর্মোপদেশ নীচের নিকট হইতেও অবশ্য গ্রাহ্য। দুষ্কুল হইতেও সুন্দরী ও গুণবতী রমণী পাইলে গ্রহণ করা নিন্দনীয় নহে।

স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই—ন্যায় ও সত্য কথা বলিলে কোনরূপ বিপদে পড়িতে হয় না।

স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর—যিনি স্বদেশে অশেষ সম্মান ভোগ করেন, তিনি হয়ত বিদেশে নিতান্ত অনাদৃত এবং হয়ত লাঞ্ছিতও হইয়া থাকেন, কারণ সেখানে তাঁহার মূল্য হয়ত কেহই জানে না।—সকল ব্যক্তি সর্বত্র সমান আদর পায় না।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ—স্বীয় ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া শ্রেয়স্কর, কিন্তু পরধর্মাশ্রয় বিপজ্জনক।

স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ—যে ব্যক্তি সৎকার্য দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনিই ধন্য।

স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে—"ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে" দ্রঃ।

স্বভাবে করে না, অভাবে করে—অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়।

স্বর্গ হাতে পাওয়া—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সুখ লাভ করা।

স্বর্গে তুলে দেওয়া—অতিরিক্ত প্রশংসা করা।

স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা নরকে রাজত্ব ভাল—স্বাধীনতা সকল সুখের শ্রেষ্ঠ; স্বর্গবাসও তাহার কাছে নগণ্য, এই তাৎপর্য এখানে বুঝাইতেছে। "Better to reign in hell than to serve in heaven".

স্বল্পা বিদ্যা ভয়ংকরী—সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—বিদ্যয়া পূজ্যতে লোকে, বিদ্যয়া সুখমশ্নুতে। বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্পা বিদ্যা ভয়ংকরী।—বিদ্যাদ্বারা লোকে সম্মান, সুখ, মঙ্গল সকলই লাভ করে। কিন্তু অল্প বিদ্যা থাকা প্রায়ই বিপজ্জনক।

স্বামী নাই, পুত্র নাই, কপালভরা সিঁদুর, ধান নাই, চাল নাই, গোলাভরা ইঁদুর—ভিতরে কিছুই না থাকিলেও বাহিরের চাল বজায় রাখার জন্য কেহ বৃথা আড়ম্বর করিলে তাহাকে উপহাস করিয়া এইরূপ বলা হয়।

স্বামীর কিবা সুখ, পৌষমাসে ভাতের দুখ—এমন গুণধর স্বামী পাওয়া গিয়াছে যে, তাহার হাতে পড়িয়া সমৃদ্ধিপূর্ণ পৌষমাসেও অন্নাভাব ভোগ করিতে হয়। ইহা শ্লেষোক্তি।

স্বামীর মা শাশুড়ী, তারে বড় মানি, কোথা হতে এলেন আমার খুড়শাশ-ঠাকুরানী—যে রমণী শাশুড়ীকে মানে না, সে খুড়-শাশুড়ীকে মানিবে এইরূপ আশা দুরাশা।—যে বড়কেই মানে না, সে তদপেক্ষা ছোটকে ভয় করিবে, ইহা হইতে পারে না।

স্রোতে গা ঢালা—অদৃষ্টের উপর ভরসা করিয়া উদাসীন হইয়া থাকা।

হ

হওয়া ভাতে কাঠি—সমাপ্তপ্রায় কাথে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া বাহাদুরী লইবার অথবা সহানুভূতি দেখাইবার চেষ্টা করা।

হক কথাতে আহাম্মক রুষ্ট—যাহারা নির্বোধ তাহারা সত্য কথায় রুষ্ট হইয়া থাকে।

হক কথা বলব, বন্ধু বেগড়ায় বেগড়াবে। পেট ভরে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে।—সত্যকথা বলিয়া ও ন্যায্যকার্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে কাহারও উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না।

হক কথার মার 'নেই—সত্যের ক্ষয় নাই। কারণ ভবিষ্যতে আর তাহা বদলাইতে হয় না।

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী—এক মূর্খের পরামর্শে অপর মূর্খ চালিত হইলে এই বাক্য বলা হয়।

হবু ছেলের অন্নপ্রাশন—প্রকৃত কাজের কোন স্থিরতা নাই, অথচ আগে থেকেই তার জন্য তোড়জোড় করা।

হয়কে নয়, নয়কে হয় করা—সত্যের অপলাপ এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জাহির করা। আসল ব্যাপার লুকাইবার চেষ্টা করা।

হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে—আসল কাজ হইবার নাম নাই, আনুষঙ্গিক কাজ লইয়া ব্যস্ত।

হয় যদি তিলটা, কয় তবে তালটা—সামান্য বিষয়কে বাড়াইয়া বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হরি ঘোষের গোয়াল—শব্দাংশে দ্রঃ।

হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর—পরস্পরের মধ্যে অতিশয় অমিল থাকিলে বা অতি দূরবর্তী দুইটি স্থানের উল্লেখ করার সময় এই বাক্য বলা হয়।

হরিনামের খোঁজ নাই, ফটিকের রাঙ্গা খোপ—বাহ্য আড়ম্বরই সার—ভিতরে কোনও সার নাই।

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়—কাহারও দাতা বা দয়াশীল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও যদি কার্যতঃ তাঁহার নিকট গেলে বিমুখ হইয়া আসিতে হয় তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়।

হরি বাঁচান প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান—ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই পীড়া আরোগ্য হয় কিন্তু লোকে বলে, চিকিৎসকের কৃতিত্ব।—ঈশ্বর সকল কর্মেরই নিয়ন্তা, মানুষের চেষ্টা উপলক্ষ মাত্র।

হরির খুড়ো মাধাই দাস—যাহার সহিত যে ব্যক্তির বা বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নাই, সে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আসিলে তাহাকে উপহাস করিয়া বলা হয়।

হরে দরে হাঁটু জল—মোটের উপর হাঁটু পরিমাণ জল। তাৎপর্য :—কখনও কিছু ক্ষতি হইলেও কখনও আবার কিছু লাভ হইয়া সেইটার পূরণ হইয়া যায়। লাভে লোকসানে সমান দাঁড়ায়।

হলুদ জব্দ শিলে, ঝি জব্দ কিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে—'বউ জব্দ শিলে' দ্রঃ।

হলুদের গুঁড়ো, নুনের গুঁড়ো—হলুদ ও নুন সব তরকারিতে প্রয়োজন হয়।—সুতরাং যে ব্যক্তি সকল কার্যেই হস্তক্ষেপ করিতে যায়, তাহাকে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়।

হংসমধ্যে বকো যথা—গুণীর মধ্যে নির্গুণের আদর নাই।

হাঁ কর তুমি, বত্রিশ নাড়ী গুণি আমি—তুমি যতই অভিপ্রায় গোপন রাখিতে চেষ্টা কর না কেন, তোমার কথার অল্প আভাসেই আমি সকল বুঝিতে পারি।

হাঁ করলেই গাঁ'র উদ্দেশ—বুদ্ধিমান্ লোক মানুষের সামান্য কথা দ্বারাই অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে পারেন।

হাঁড়ির ভাত, একটা টিপলেই সবার খবর মিলে—একজাতীয় বা একধরনের কোন ব্যক্তি বা বস্তুর একটির সম্বন্ধে জানিতে পারিলেই সকলের সম্বন্ধে জানা যায়।

হাকিম নড়ে ত, হুকুম নড়ে না—হাকিমের আদেশের পরিবর্তন হইতে পারে না; বরং হাকিমের পরিবর্তন সম্ভব। কাহারও কথার মূল্য খুব বেশী হইলে তাহার সম্বন্ধে বলা হয়।

হাজার টাকা দিলেও কাটা কান জোড়া লাগে না—টাকার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয় না। মানসম্ভ্রম একবার নষ্ট হইলে বিস্তর টাকা খরচ করিলেও আর সুনাম ফিরিয়া আসে না।

হাঁটবার আগে হামাগুড়ি—পূর্ব শিক্ষালাভ করিয়া কোন কাজে অগ্রসর হইতে হয়।

হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ—কোনও বস্তু কার্যকালে না থাকিলে দায়ে পড়িয়া তাহা ছাড়াই কখন কখন কার্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাটে কি দর চাল, না মামার ভাতে খাই (আছি)—পরনির্ভরশীল ব্যক্তির চাউলের দর জানার প্রয়োজন হয় না। তাৎপর্য:—যাহার যে বিষয়ে প্রয়োজন নাই, সে সাধারণতঃ তাহার খোঁজ রাখে না।

হাটে গেল কার মা, দেখে এল বাঘের পা—পরের কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া এবং নিজে তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণের কোনও চেষ্টা না করা।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা—বহু লোকের সমক্ষে গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া। "Let the cat be out of the bag"

হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করা—অতি কঠোর প্রহার করা। "To beat black and blue".

হাড় খাব মাস খাব, চাম দিয়ে ডুগডুগি বাজাব—কাহাকেও এইরূপ বলিয়া ভয় দেখান হয়। কোনও লোকের ক্রমে ক্রমে যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দুর্দশার চরমে লইয়া যাওয়া।

হাড়ে ভেলকি খেলে—অতি কৌশলী ও সুচতুর লোকের সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়। অতি সামান্য উপকরণ দিয়া অতি দুঃসাধ্য কার্য করিলে এইরূপ বলা হয়।

হাত ছোট, আম বড়—গ্রহণের শক্তি কম, অথচ গ্রহণীয় জিনিসটি বড়।

হাত ঝাড়লে পর্বত—অতি দানশীলের দান। না দিয়া হাত ঝাড়িলেও তাহার দান প্রচুর।

হাত দিয়ে জল গলে না—অতি কৃপণের ব্যবহার। অতি নগণ্য কোন জিনিস দান করিতেও কৃপণ ব্যক্তির কষ্ট হয়।

হাত দিয়ে হাতি ঠেলা—সামান্য প্রচেষ্টায় বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে যাওয়া।

হাতি আড়ে পড়লে চামচিকেও লাথি মারে—(আড়ে- গর্তে) অতি মহান্ বা বলবান্ ব্যক্তিও দুরবস্থায় পতিত হইলে দুর্বল ও ক্ষুদ্র তাহাকে অবমাননা করিতে সাহস করে।

হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া (বা মশা) বলে কত জল—বড় বড় লোকে যেখানে অকৃতকার্য হইয়াছেন, সেখানে অতি ক্ষুদ্র লোক উদ্যোগী হইলে তাহাকে উপহাস করিয়া এই বাক্য বলা হইয়া থাকে।

হাতি চড়ে' ভিক্ষে মাঙ্গি, ইচ্ছেয় না দাও ঘর ভাঙ্গি—অনেক সময় কোনও কোনও অনুগ্রহপ্রার্থী এমন থাকে যে, তাহারা জোর করিয়া তাহাদের দাবি পূর্ণ করিয়া লয়, অথচ মুখে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, সেইরূপ লোকদের সম্পর্কে এইরূপ বলা হয়।

হাতি দিয়ে হাতি ধরা—প্রবলকে প্রবলের সাহায্যে জব্দ করা।

হাতি পড়েছে দকে, ঠোকর দিচ্ছে বকে—দুরবস্থায় পড়িলে অতি মহতেরও অতি ক্ষুদ্রের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হয়।

হাতি পাঁকে পড়লে হাতিই উদ্ধার করে—মহতের প্রয়োজন সাধন করিতে অথবা মহৎ বিপদে পড়িলে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে মহৎই সমর্থ হয়।

হাতি মলেও ঘোড়ার দুনো প্রবল দুর্বল হইয়া পড়িলেও সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী শক্তি রাখে।

হাতির কাঁধে আসে যায়, হাম্বারবে মূর্ছা যায়—অতি কঠিন কার্য করিতে পারে, অথচ সামান্য কার্য করিতে ভয় পায়।

হাতির দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে—বড়'রও বড় আছে। শক্তর পাল্লায় পড়িয়া অতি উদ্ধত ব্যক্তির দর্প চূর্ণ হয়।

হাতির মিনমিন, ঘোড়ার দৌড়—হাতি আস্তে আস্তে চলিয়াও, ঘোড়া দ্রুতবেগে যে পথ চলে, তাহা অতিক্রম করিতে পারে। ক্ষুদ্র ব্যক্তি অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া এবং অত্যন্ত শ্রমস্বীকার করিয়া যে কার্য করে, মহান্ ব্যক্তি অতি অল্প আয়াসেই তাহা করিতে পারে।

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাই নীলাচল—কোনও কঠিন কার্য করিতে হইলে দৈহিক শক্তি এবং অর্থবল, উভয়েরই নিতান্ত প্রয়োজন। (নীলাচল=পুরীধাম।)

হাতে কালি মুখে কালি, বাছা আমার লিখে এলি—কেহ কোনও কার্য না করিয়া বাহিরে যদি এরূপ ভাব দেখাইতে চায় যে, সে কার্য সম্পন্ন করিয়াছে, তবে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া এইরূপ বলা হয়।

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই দই—সহস্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সত্যকে চাপা দিয়া রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস। অথবা প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনা করা।

হাতে না মেরে ভাতে মারা—মুখে বিশেষ কিছু না বলিয়া কার্যতঃ নির্যাতন করা।

হাতে নেই কানাকড়ি, করে' বেড়ায় বাড়াবাড়ি—উপকরণের অভাব, অথচ বাহিরে উদ্যোগ-আয়োজন দেখানো।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—হাতে পঞ্জিকা থাকিতে 'কি বার?' এরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষরূপে বস্তুর জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইলে অনুমানে প্রয়োজন কি?

হাতে মাথা কাটা—যাহার কার্যতঃ বিশেষ কিছু করিবার সামর্থ্য নাই, কারণ উপকরণের অভাব, সে যদি মুখে খুব বড় বড় কথা বলিয়া ভয় দেখায়, তবে তাহার সম্বন্ধে ইহা বলা হয়। অথবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উপরের ক্ষতি সাধন করা।

হাতে যদি নাই ধন, পাঁচে হও একমন—অর্থের অভাবে যে কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবা যায় না, অনেকে মিলিয়া একযোগে চেষ্টা করিলে সে কাজও সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

হাতে যদি ফল পাই, তবে কি আঁকশি চাই—সহজ উপায়ে কোনও কার্য সিদ্ধ হইলে অযথা ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন কি?

হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না—সমান অবস্থার সকল লোক, অথবা সমান মূল্যের সকল দ্রব্যই একরকম হয় না। অন্যপাঠ—হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা—যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে হেলায় ত্যাগ করা।

হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা—হস্তস্থিত শঙ্খ প্রত্যক্ষই হয়, সেজন্য দর্পণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। যাহা অল্পায়াসসাধ্য, তাহার জন্য বহুল আয়াস স্বীকার করা।

হাতেরও যাবে, পাতেরও যাবে—বুদ্ধিদোষে একূল ওকূল দুকূল যায়।

হাভাতে ফকির হল, দেশেও মন্বন্তর এল—কোনও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিকা-নির্বাহ করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই এমন দুর্ভিক্ষ হইল যে, কেহই আর তাহাকে ভিক্ষা দিতে পারিল না। বরাত ভাল না হইলে

কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হয় না। অনুরূপ প্রবাদ,—"অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়" দ্রঃ।

হাভাতের হুনো গ্রাস—যে খাইতে পায় না, সে খাইতে পাইলে খুব বেশী করিয়া খায়।

হায় রে আমড়া, কেবল আঁঠি আর চামড়া—আমড়া দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে পদার্থ বড় একটা নাই। বাহিরেই যা' চাকচিকা ভিতরে বিশেষ কিছুই নাই। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া প্রতারিত হইলে লোকে এই কথা বলে।

হারিয়ে তারিয়ে কাশ্যপ গোত্র—লক্ষ্যভ্রষ্ট অবস্থায় বিচরণ করিয়া অবশেষে আবার আসিয়া পূর্বের উপায় বা বস্তুই ধরিয়া বসা।

হারিলে ঘরের ভাত, জিতিলেও তাই—যে কাজে জয় পরাজয়ে ক্ষতি নাই, সেই সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

হা'ল ছেড়ে দেওয়া—কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া দৈবের উপর নির্ভর করা।

হা'ল যদি ধরে ঠেসে, নায় কি তরী তুফানে ভেসে—চালক স্থির থাকিলে কার্যে কখনও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না।

হা'লে পানি পায় না—হা'লে জল না ঠেকিলে নৌকা চালান যায় না।—কোনও বিপদে পড়িয়া উদ্ধারলাভের উপায় করিয়া উঠিতে না পারিলে এরূপ বলা হয়।

হালে বয় না, ভেড়ে গুঁতোয়—যদি কোন ব্যক্তি কোন কার্যেই না লাগে অথচ তাহার ক্রোধটি বেশ প্রবল থাকে, তবে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়।

হিঁদু যদি মুসলমান হয়, মুরগী খেতে কম নয়—ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তি বড়ই দুষ্ট হয়। কালাপাহাড়ের গল্প স্মরণীয়।

হিতং মনোহারিংচ দুর্লভঃ বচঃ—হিতকর অথচ শ্রুতিমধুর, এরূপ বাক্য দুর্লভ। তাৎপর্য :—সত্য ও হিত বাক্য প্রায়ই শ্রুতিকটু হয়।

হিসেবের গরু বাঘে খায় না—হিসাব করিয়া কার্য করিলে পরে ঠকিতে হয় না বা অপরে প্রতারিত করিতে পারে না।

হুড়মো দিয়ে সাগর ছেঁচে—অতি ক্ষুদ্র উপকরণ লইয়া বৃহৎ কার্য সাধন করিবার চেষ্টা করে।

হেলায় কার্য নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট নির্ধনে। যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে—শেষপাতে দই না পাইলে যেমন খাওয়ায় তেমন তৃপ্তি হয় না, তেমনি কার্যে অবহেলা করিলে কার্য সুসম্পন্ন হয় না, টাকাপয়সা না থাকিলে বুদ্ধিও খারাপ হইয়া যায়, পরের কাছে হাত পাতিলে আর মানসম্মান থাকে না।

হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়—যে ক্ষুদ্র কার্য করিবার সামর্থ্য রাখে না, তাহার দুঃসাধ্য কার্য করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। (হেলে=নির্বিষ সর্প।)

হেলে যায় চষতে, বামুন যায় বসতে—সংসারে যে যার কাজে ব্যস্ত।

হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল নিয়ে—চাষী চাষ করিতে যায় বটে, কিন্তু বিধাতা তাহাকে কি ফল দিবেন তুলাদণ্ডে তাহাই ঠিক করেন। তাৎপর্য :—মানুষে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ফল ভগবানের হাতে। "Man proposes God disposes".

হেসে হেসে কথা কয় সে হাসি ত ভাল নয়—দুষ্ট লোকের মুখে হাসি, অন্তরে বিষ।

হোঁচট খেয়ে পদ্মনাভ—"উচোট খেয়ে প্রণাম" দ্রঃ। অন্যপাঠ—'হোঁচটে পড়ে পদ্মনাভ'।

হোঁতা (বা খোঁতা) মুখ ভোঁতা হ'ল—অহংকারীর দর্প চূর্ণ হইলে এই কথা বলা হয়।

হ্যাঁপায় প'ড়ে স্রোতে ভাসা—দায়ে পড়িয়া কোনও কঠিন কার্য করিতে বাধ্য হওয়া।

নূতন

বাঙ্গালা অভিধান

পরিশিষ্ট

—:*:—

বাঙ্গালা ধাতু

ক্রিয়ার মূলকে ক্রিয়াপ্রকৃতি বা ধাতু বলে। অর্থাৎ যাহার সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠন করা হয় তাহার নাম ধাতু। হ, খা, কর্, দেখ্ ইত্যাদি হইতে হইল, খাইবে, করিলাম, দেখিবেন ইত্যাদি ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। সেইজন্য হ, খা ইত্যাদি শব্দগুলি ধাতু। বাঙ্গালায় তিন রকমের ধাতু আছে:—(১) মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু, অর্থাৎ যে সকল ধাতুর বিশ্লেষণ হয় না, যেমন—কর্, খা, দেখ্ ইত্যাদি। (২) সাধিত ধাতু, অর্থাৎ যে সকল ধাতুর বিশ্লেষ করিলে অন্য ধাতু বা বিশেষ্য বিশেষণাদি পাওয়া যায়, যেমন—(ক) খা+আ=খাওয়া (অর্থাৎ খাওয়ানো) প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু, (খ) শুন্+আ—শোনা (ইহা ভাল শোনায় না); কর্মবাচ্যের ধাতু; (গ) চাবুক+আ—চাব্‌কা (অর্থাৎ চাব্‌কান) নাম ধাতু, (ঘ) কন্‌কন্+আ—কনকনা (কন্‌কনানো) ধ্বন্যাত্মক ধাতু; (সংযোগাত্মক বা সংযোগমূলক ধাতু; অর্থাৎ একাধিক পদ মিলিয়া যেখানে ধাতুর অর্থ প্রকাশিত হয়, যেমন—গমন কর্; খেয়ে ফেল্; যেতে থাক্; বৃদ্ধি হয়, ভাল বাস্; উঠিয়া পড়্; ছড়া কাট্; শেষ করে ফেল্‌তে লাগ্, ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিভক্তির রূপ

সে, তিনি ও **আপনি, তুমি, তুই, আমি** এই কয়টির সহিত **অন্বয়ী বিভক্তির** রূপ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

সাধু ভাষায়

বর্ত্তমান—(১) নিত্যবৃত্ত—এ, এন, অ, ইস্, ই। (২) ঘটমান—ইতেছে, ইতেছেন, ইতেছ, ইতেছিস্, ইতেছি। (৩) পুরাঘটিত—ইয়াছে, ইয়াছেন, ইয়াছ, ইয়াছিস, ইয়াছি। (৪) অনুজ্ঞা—উক, উন, অ বা ও। **অতীত**—(১) নিত্যবৃত্ত—ইত, ইতেন, ইতে, ইতিস্, ইতাম। (২) সাধারণ—ইল, ইলেন, ইলে, ইলি, ইলাম। (৩) ঘটমান—ইতেছিল, ইতেছিলেন, ইতেছিলে, ইতেছিলি, ইতেছিলাম। (৪) পুরাঘটিত—ইয়াছিল, ইয়াছিলেন, ইয়াছিলে, ইয়াছিলি, ইয়াছিলাম। **ভবিষ্যৎ**—(১) সাধারণ—ইবে, ইবেন, ইবে, ইবি, ইব। (২) অনুজ্ঞা—ইবে, ইবেন, ইও বা ইয়ো, ইস।

চলিত ভাষায়

বর্ত্তমান—(১) নিত্যবৃত্ত—এ, এন, অ বা ও, ইস্, ই। (২) ঘটমান—ছে, ছেন, ছ বা ছো, ছিস্, ছি। (৩) পুরাঘটিত—এছে, এছেন, এছ বা এছো, এছিস্, এছি। (৪) অনুজ্ঞা—উক, উন, ও। **অতীত**—(১) নিত্যবৃত্ত—ত বা তো, তেন, তে, তিস্, তাম। (২) সাধারণ—ল বা লে, লেন, লে, লি, লাম। (৩) ঘটমান—ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম। (৪) পুরাঘটিত—এছিল, এছিলেন, এছিলে, এছিলি, এছিলাম। **ভবিষ্যৎ**—(১) সাধারণ—বে, বেন, বে, বি, ব বা বো। (২) অনুজ্ঞা—বে, বেন, বে, বি।

বাঙ্গালায় প্রচলিত সিদ্ধ ধাতু, কিছু কিছু সাধিত ধাতু এবং পদ্যে ব্যবহৃত ধাতু (যেমন—জিজ্ঞাস্, উত্তর্ ইত্যাদি) ধাতু শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। সাধুভাষায় ও চলতি ভাষায় বিভক্তি যোগে ধাতুগুলির রূপের নানারকম প্রভেদ দেখা যায়। সেই অনুসারে ধাতুগুলিকে কতকগুলি গণে (কাহারও মতে ৪৭টি, কাহারও মতে ১৪টি, কাহারও মতে ২০টি) ভাগ করা হইয়াছে—এখানে কুড়িটি গণ অনুসারেই ধাতুগুলির গণ নির্দ্দেশ করা

হইয়াছে। ২০টি গণ, যথা—হ-আদি, খা-আদি, দি-আদি, শু-আদি, কর্-আদি, কহ্-আদি, কাট্-আদি, গাহ্-আদি, লিখ্-আদি, উঠ্-আদি, আঁকা-আদি, নাহা-আদি, ফিরা-আদি, বুরা-আদি, ধোয়া-আদি, দৌড়া-আদি, চট্‌কা-আদি, বিগ্‌ড়া-আদি, উল্টা-আদি ও ছোব্‌লা-আদি।

ধাতুরূপ সাধন

এই সকল ধাতুর উত্তর বিভক্তিযোগে যে ভাবে বিভিন্ন রূপ সাধিত হয়, তাহার সাধারণ সূত্র নিম্নে নির্দিষ্ট হইল :—

সাধু ভাষায়

১। স্বরান্ত ধাতুর পরে এ বিভক্তির স্থানে য় হয়। যথা—হয়, খায়, ফিরায় ইত্যাদি।

২। স্বরান্ত ধাতুর পর এন বিভক্তির এ-কারের লোপ হয়। হ-আদি-গণীয় ধাতুর পর এ-কারের লোপ হয় অথবা তাহার স্থানে য়ে হয়। যথা—খান, শোন, ফিরান, হন বা হয়েন ইত্যাদি।

৩। স্বরান্ত ধাতুর পর অ বিভক্তির স্থানে ও হয়। যথা—হও, খাও, লাফাও ইত্যাদি।

৪। হ-আদি-গণীয় ভিন্ন স্বরান্ত ধাতুর পর ইস্ বিভক্তির ইকারের লোপ হয়। যথা—খাস্, শুন্, দিস্ ইত্যাদি।

৫। দি ও নি ধাতুর পর বিকল্পে ই বিভক্তির লোপ হয়।

৬। শু-আদি-গণীয় ধাতুর পর উকারাদি বিভক্তির উ-কারের লোপ হয়। যথা—শুক, শুন ইত্যাদি।

৭। দি-আদি-গণীয় ধাতুর পর বিভক্তির আদ্য ই কার ও উ কারের লোপ হয়। যথা—দিতেছে, দিন, দিক ইত্যাদি।

৮। বর্তমান অনুজ্ঞায় তুমি শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত হইলে স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ও, ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর অ এবং দি ও নি ধাতুর স্থানে দা ও না হয়। যথা—খাও, দাও, কাট ইত্যাদি।

৯। তুই শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত হইলে, বর্তমান অনুজ্ঞায় ধাতুর স্বাভাবিক রূপ হয়, কিন্তু দি ও শু আদিগণের ই-কার ও উ-কারের গুণ হয় এবং কহ্ ও গাহ্ আদিগণের হ-কারের লোপ হয়। যথা খা, কর্, দে, শো, ক, গা ইত্যাদি।

১০। শু-আদি-গণীয় ধাতুর উত্তর এ, এন, এবং অ বিভক্তি হইলে ধাতুর অন্ত্যস্বরের গুণ হয়। যথা—শোয়, শোন, শোও ইত্যাদি। দি ও নি ধাতুর উত্তর এ ও এন হইলে গুণ হয়, কিন্তু অ বিভক্তি হইলে ই-স্থানে আ হয়। যথা—দেন, নেন, দাও, নাও ইত্যাদি।

১১। আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর উ-কারাদি বিভক্তি হইলে উ-কারের লোপ হয়। যথা—ফিরাক, বুরাক ইত্যাদি।

১২। ইয়াছে, ইল, ইয়াছিল বিভক্তিতে যা-আদি-গণীয় যা ধাতুর যথাক্রমে গিয়াছে, গেল এবং গিয়াছিল রূপ হয়।

১৩। এ, এন, ই, ইতেছে, ইয়াছে, উক, উন, ইতেছিল এবং অনুরূপ বিভক্তি পরে থাকিলে গাহ্-আদি-গণীয় ধাতুর হ-কারের বিকল্পে লোপ হয় এবং খা-আদি-গণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ হয়। যথা—গাহে, গায়, গাহেন, গান ইত্যাদি।

১৪। নিত্য-বর্তমান ও সাধারণ অতীত ভিন্ন অপরাপর কালে আছ্ ধাতুর রূপ হয় না; সে স্থলে 'থাক্' ধাতুর প্রয়োগ হয়। তাহা ছাড়া সাধারণ অতীতকালে ইহার 'আ' সাধারণতঃ লুপ্ত হয়। যথা—'আছিল' স্থলে 'ছিল'। প্রাচীন সাহিত্যে ও পূর্ববঙ্গে 'আ'-এর প্রয়োগ দেখা যায়।

১৫। পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীতকালে যা-ধাতুর যা স্থানে 'গ' হয়। যথা—গেল, গিয়াছিল।

প্রযোজক ক্রিয়া—মৌলিক ধাতুর উত্তর 'আ' বা 'ওয়া' যোগ করিলেই প্রযোজক ক্রিয়ার (causative verbএর) ধাতু গঠিত হয়। যথা—খা+ওয়া=খাওয়া; খাওয়াইল; কর্+আ=করা; করাইল।

তবে ঘুমা, আসা ইত্যাদি কয়েকটি ধাতুর উত্তর প্রযোজক রূপ হয় না।

চলিত ভাষায়

১। নিত্যবৃত্ত বর্তমান প্রায় সাধু-ভাষার মত। কয়েক স্থলে পার্থক্য আছে, যথা—(ক) হ-আদি-গণীয় ধাতুর পরে ইস্ থাকিলে ই কারের লোপ হয় এবং ধাতুর অ-কার স্থানে ও-কার হয়। (খ) এ, এন এবং অ বিভক্তি পরে থাকিলে লিখ্-আদি ও উঠ্ আদি গণীয় ধাতুর স্বরের গুণ হয়।

২। স্বরান্ত ধাতুর পর ছ-কারাদি বিভক্তির ছ-স্থানে চ্ছ হয় এবং এ-কারাদি বিভক্তির এ-স্থানে য়ে হয়।

৩। হ-আদি গণীয় ধাতুর পর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ও থাকিলে 'হোয়ো' এইপ্রকার রূপ হয়।

৪। খা-আদি-গণীয় ও কাট্-আদি-গণীয় ধাতুর উত্তর পুরাঘটিত এ-কারাদি ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ও বিভক্তি হইলে ধাতুর আ-কার-স্থানে এ-কার হয়। খা-আদি-গণীয় ধাতুর পর অকারাদি বিভক্তি থাকিলেও আ কার স্থানে এ-কার হয়।

৫। ল ও ত বিভক্তিতে হ-আদি-গণীয় ধাতুর রূপ হ'ল, হলো, হোলো, হ'ত, হ'তো এবং হোতো এইরূপ তিনপ্রকার হয়।

৬। ব বিভক্তিতে হ আদি গণীয় ধাতুর হবো এই প্রকার রূপ হয়।

৭। বি ছাড়া অন্য ব কারাদি বিভক্তির পরে থাকিলে দি-আদি ও শু-আদি ধাতুর স্বরের গুণ হয় অর্থাৎ ই স্থানে এ, উ স্থানে ও হয়।

৮। হ-আদি গণীয় ধাতুর অ-কারের সহিত বিভক্তির আদ্য উ-কারের সন্ধি হয় এবং আ-কারান্ত ধাতুর পর বিভক্তির আদ্য উ-কারের লোপ হয়।

৯। কহ্-আদি ও গাহ্-আদি গণীয় ধাতুর হ-কারের লোপ হইয়া যথাক্রমে হ আদি ও খা-আদি গণীয়ের ন্যায় রূপ হয়। কিন্তু ব-কার, ল-কার ও ছ কারাদি বিভক্তিতে হ-কার স্থানে ই হয়।

১০। কর্-আদি-গণীয় ধাতুর অনুজ্ঞার ও বিভক্তিতে কোরো এই প্রকার রূপ হয়।

১১। খা আদি ভিন্ন আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর পুরাঘটিত এ-কারাদি বিভক্তি হইলে আ কার-স্থানে ই-কার হয়। কিন্তু নাহা-আদি-গণীয় ধাতুর হা-স্থানে ই হয় এবং ও বিভক্তি পরে থাকিলেও হয়। অন্যত্র নাহা আদি গণীয় ধাতুর হা-স্থানে ওয়া হয়। ধোয়া হইতে ছোব্‌লা আদি পর্যন্ত গণীয় ধাতুর উত্তর এ-কারাদি বিভক্তি হইলে ধাতুর অন্ত্য আ কারের লোপ হয়।

১২। এ-কারাদি ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে ফিরা-আদি ও ঘুরা-আদি-গণীয় ধাতুর অনেক স্থলে ই-কার ও উ-কারের গুণ হয়।

১৩। ছে, এছিল এবং ও বিভক্তিতে ধোয়া-আদি-গণীয় ধাতুর ধুইতেছে, ধুয়েছিল এবং ধুইও এইপ্রকার রূপ হয়।

১৪। দৌড়া-আদি-গণীয় ধাতুর আ-কারের স্থানে অ-কার হয় এবং ই, ছে, ল, ত, ছিল, বে ও বেন বিভক্তিতে ঐ আ-কার-স্থানে উ-কার হয় এবং উক ও উন বিভক্তিতে উ কারের বিকল্পে লোপ হয়।

১৫। চট্‌কা-আদি গণীয় ধাতুর উত্তরে একারাদি বিভক্তি হইলে ধাতুর অন্ত্য আ-কারের লোপ হয়।

১৬। বিগ্‌ড়া-আদি-গণীয় ধাতুর রূপ দৌড়া-আদির মত কেবল বর্তমান অনুজ্ঞায় ও-কারের নিত্য লোপ হয় এই প্রভেদ।

১৭। উল্টা-আদি-গণীয় ধাতুর বিকল্পে উ স্থানে ও হয় এবং উ-কার পক্ষে বিগ্‌ড়া-আদি গণীয় ধাতুর ন্যায় রূপ হয়।

১৮। ছোব্‌লা-আদি-গণীয় ধাতুর রূপ উল্টা-আদি-গণীয়ের মত এবং সাধু ও চলিত

ভাষায় ও-কার-স্থানে বিকল্পে উ-কার হয়।

১৯। যা ধাতুর এছে, ল এবং এছিল বিভক্তিতে, গেছে, গেল এবং গিয়েছিল এই রূপ হয়।

২০। পদ্যে অনেক সময় ইতেছে, ইতেছেন ও ইতেছ বিভক্তির 'ত'র লোপ হয়; ইলে ও ইলেন স্থানে ইলা হয় এবং 'ইলাম' স্থানে 'ইনু' হয়।

ধাতুকোষ

[কবিপ্র কবিপ্রয়োগ। বন্ধনীমধ্যস্থ ধাতু দ্বারা গণ নির্দেশ করা হইয়াছে। যে সকল ধাতুর গণ নির্দেশ সম্ভবপর হয় নাই, সে সকল ধাতুর পর কোন গণের নাম উল্লেখ করা হইল না। ধর্, চল্, ইত্যাদি ধাতুর বিশেষ বিশেষ অর্থ শব্দাংশে ধরা, চলা, ইত্যাদি শব্দে দেখ, বলা প্রভৃতি প্রযোজক ধাতু দেখান, বলান ইত্যাদি শব্দে দ্রঃ]।

অর্চ্—পূজা করা। কবিপ্র।
অর্জ্—উপার্জন করা। কবিপ্র।
অর্প্—দান করা। কবিপ্র।
অর্শ্—ঘটা; প্রাপ্য হওয়া। (কাট্)।
আওটা—আলোড়িত করা। (চট্কা)।
আওড়া—আবৃত্তি করা। (চট্কা)।
আওরা—টাটানো। (চট্কা)।
আঁক্—অঙ্কন করা। (কাট্)।
আঁকা—অঙ্কন করানো। (লাফা)।
আঁক্ড়া—জড়াইয়া ধরা। (চট্কা)।
আঁচ্—অনুমান করা। (কাট্)।
আঁচা—খাওয়ার পরে হাত মুখ ধোওয়া। (লাগা)।
আঁচ্ড়া—নখাঘাত করা, চিরুনি দ্বারা পরিপাটী করা। (চট্কা)।
আঁট্—দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা, শাসনে রাখা (কাট্)। এঁটে ওঠা—পাল্লা দেওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।
আঁতকা—হঠাৎ ভয়ে চমকাইয়া ওঠা। (চট্কা)।
আগা—অগ্রসর হওয়া। (লাফা)।
আগুলা—আগ্লা। কবিপ্র।
আগ্লা—সম্মুখে বসিয়া রক্ষা করা বা পাহারা দেওয়া, আগলানো। (চট্কা)।
আছ্—থাকা। (কাট্)।
আছড়া—সজোরে মাটি বা অন্য কিছুতে নিক্ষেপ করা, আছাড় দেওয়া। (চট্কা)।
আট্কা—অবরুদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা, আটকানো। (চট্কা)।
আন্—আনয়ন করা। (কাট্)।
আবর্—আবৃত করা, ঢাকা। কবিপ্র।
আলোড়্—মথিত করা। কবিপ্র।
আস্—আগমন করা। (কাট্)।

ইচ্ছ্—ইচ্ছা করা। কবিপ্র।
উগ্রা—বমি করা। (উল্টা)।
উচা—উত্তোলন করা। (ঘুরা)।
উছলা—উথলিয়া ওঠা। কবিপ্র।
উজা—স্রোতের উলটাদিকে যাওয়া। (ঘুরা)।
উট্কা—খুঁজিবার জন্য জিনিসপত্র ঘাঁটা। (বিগ্ড়া)।
উঠ্—জাগরিত বা উদিত হওয়া। (উঠ্)।
উড়্—উড়া। (উঠ্)।
উতর্—উপস্থিত হওয়া। কবিপ্র।
উত্তর—পার হওয়া; উত্তর দেওয়া; উপস্থিত হওয়া। কবিপ্র।
উত্রা—নামিয়া আসা; উতরানো। (উল্টা)।
উত্লা—কাঁপিয়া উঠা। (উল্টা)।
উথলা—চাপাইয়া পড়া; উপলানো। (উলটা)।
উদ্—উদিত হওয়া। কবিপ্র।
উদ্ঘোষ্—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা। কবিপ্র।
উপ—উব্ (তাহা দ্রঃ)। (উঠ্)।
উপজ্—জাত হওয়া। কবিপ্র।
উপ্চা—ছাপাইয়া পড়া। (উল্টা)।
উপ্ড়া—উৎপাটন করা। (উল্টা)।
উব্—বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাওয়া। (উঠ্)।
উব্রা—উদ্বৃত্ত হওয়া। (উল্টা)।
উর্—আবির্ভূত হওয়া। কবিপ্র।
উল্—নামা; প্রবৃত্ত হওয়া। (উঠ্)।
উলট্—পরিবর্তিত হওয়া। (উঠ্)।
উল্টা—পরিবর্তিত করা। (উল্টা)।
উস্কা—উত্তেজিত করা। (উল্টা)।
উর্—আবির্ভূত হওয়া। (উঠ্)।
এগা—অগ্রসর হওয়া। (লাফা)।
এড়া—বর্জন করা। (লাফা)।
এলা—আলুলায়িত করা; প্রসারিত করা; খুলিয়া পড়া; অবসন্ন হওয়া। (লাফা)।
ককা—অসহায়ভাবে কাঁদা। (লাফা)।
কচ্লা—রগড়ানো। (চট্কা)।
কড়্কা—ধমকানো। (চট্কা)।
কন্কনা—ব্যথা যুক্ত হওয়া। (লাফা)।
কপ্চা—শেখা কথা বলা। (চট্কা)।
কবুলা—স্বীকার করা। (চট্কা)।
কম্—হ্রাস পাওয়া। (কর্)।
কমা—কম করা, ছোট করা। (লাফা)।
কর্—করা। (কর্)।
কশ্—কশানো। (কর্)।
কশা—চাবুক দিয়া আঘাত করা। (লাফা)।
কষ্, কস্—আঁটা, শক্ত করা। (কর্)।
কহ্—বলা। (কহ্)।
কাঁচা—কাঁচা অবস্থায় পরিণত করা। (লাফা)।
কাঁড়্—ছাঁটা, ভানা। (কাট্)।

কাঁদ্—ক্রন্দন করা। (কাট্)।
কাঁপ্—কম্পিত হওয়া। (কাট্)।
কাচ্—কাপড় ধোয়া; ভান করা। (কাট্)।
কাছা—নিকটবর্তী হওয়া। (লাফা)।
কাট্—কাটা; যাপন হওয়া। (কাট্)।
কাটা—কাটানো; যাপন করা। (লাফা)।
কাড়্—ছিনাইয়া লওয়া; (হাঁড়ি) ব্যবহারের জন্য লওয়া। (কাট্)।
কাত্রা—যন্ত্রণাসূচক শব্দ করা; কাতরানো। (চট্কা)।
কামড়া—দংশন করা। (চট্কা)।
কামা—উপার্জন করা; ক্ষৌরকর্ম করা। (লাফা)।
কালা—অত্যন্ত শীতল হওয়া। (লাফা)।
কাশ্—কাশা। (কাট্)।
কিন্—ক্রয় করা। (লিখ্)।
কিলা—মুষ্টিপ্রহার করা। (ফিরা)।
কুচা—কুচি কুচি করিয়া কাটা। (ঘুরা)।
কুট্—টুকরা করা; চূর্ণ করা। (উঠ্)।
কুটা—কোটানো। (ঘুরা)।
কুড়্—খনন করা। (উঠ্)।
কুড়া—আহরণ করা। (ঘুরা)।
কুদ্, কুঁদ্—তর্জন করা; কাটিয়া ও চাঁচিয়া গঠন করা। (উঠ্)।
কুপ্—ক্রুদ্ধ হওয়া। কবিপ্র।
কুর্—আঁচড়াইয়া বাহির করা। (উঠ্)।
কুলা—পর্যাপ্ত হওয়া, কম না পড়া। (ঘুরা)।
কোঁকড়া—কুঞ্চিত হওয়া; কুঞ্চিত করা। (ছোব্লা)।
কোঁকা—কোঁ কোঁ শব্দ করা। (ধোয়া)।
কোঁচ্কা—কোঁকড়ানো, কোঁচকানো। (ছোব্লা)।
কোঁচা—কুঞ্চিত করা। (ধোয়া)।
কোঁতা, কোঁথা—কোঁথ দেওয়া। (ধোয়া)।
কোদ্লা—কোদাল দিয়া কোপানো। (ছোব্লা)।
কোপা, কোবা—কোপ মারা। (ধোয়া)।
ক্ষ, খ—ক্ষয় পাওয়া। (হ)।
ক্ষর্—ক্ষরিত হওয়া, ক্ষরণ করা। (কর্)।
ক্ষুদ্—উৎকীর্ণ করা, ক্ষোদাই করা। (উঠ্)।
খণ্ড্—নষ্ট হওয়া, খণ্ডিত হওয়া; কাটা। (কর্)।
খণ্ডা—খণ্ডন করা। (চট্কা)।
খতা—হিসাব করা। (লাফা)।
খরা—দগ্ধপ্রায় করা। (লাফা)। [(কর্)।
খস্—বিচ্যুত হওয়া; বন্ধনমুক্ত হওয়া।
খসা—খসানো। (লাফা)।
খা—ভোজন করা। (খা)।
খাওয়া—ভোজন করানো। (চট্কা)।
খাট্—পরিশ্রম করা। (কাট্)।
খাটা—পরিশ্রম করানো। (লাফা)।

খাপ্—খাপ খাওয়া; কমিয়া যাওয়া। (কাট্)।
খাপা—খাপ খাওয়ানো। (লাফা)।
খাব্‌লা—খাবল দেওয়া। (চট্‌কা)।
খাম্‌চা—নখাঘাত করা। (চট্‌কা)।
খিঁচ—আক্ষেপযুক্ত (পেঁচুনি) হওয়া। (লিখ্)।
খিঁচা—খিঁচন; পেঁচুনি প্রকাশ করা। (ফিরা)।
খিম্‌চা—নখ ও আঙুল দ্বারা পেষণ করা, খিমচানো। (বিগ্‌ড়া)।
খুঁজ্—অন্বেষণ করা। (উঠ্)।
খুঁট্—নখ দ্বারা তোলা বা কাটা, খুঁটিয়া তোলা। (উঠ্)।
খুঁড়্—খনন করা। (উঠ্)।
খুঁদ্—ক্ষোদিত করা। (উঠ্)।
খুল্—উন্মুক্ত হওয়া; উন্মুক্ত করা। (উঠ্)।
খেঁকা—বিকৃত মুখে কঠোর স্বরে ক্রোধ প্রকাশ করা। (লাফা)।
খেঁচ্‌কা—বারবার অনুরোধ দ্বারা উত্ত্যক্ত করা। (চট্‌কা)।
খেংরা—ঝাঁটার প্রহার করা। (ফিরা)।
খেদা—তাড়ানো। (লাফা)।
খেপ্—ক্ষিপ্ত হওয়া; রাগ করা। (কর্)।
খেল্—খেলা করা। (কর্)।
খোঁচা—খোঁচা দেওয়া। (ধোয়া)।
খোঁড়া—খোঁড়াইয়া চলা। (ধোয়া)।
খোদা—ক্ষোদিত করা বা করানো। (ধোয়া)।
খোয়া—হারানো। (ধোয়া)।
গচ্ছা—কোনমতে অবাঞ্ছিত বস্তু দিয়া দেওয়া। (লাফা)। [(লাফা)।
গজা—অঙ্কুরিত হওয়া, জন্মা; বৃদ্ধি পাওয়া।
গঞ্জ্—গঞ্জনা করা। (কর্)।
গড়্—গঠন করা; শিক্ষিত করা। (কর্)।
গড়া—পাত্র হইতে ঢালা; গড়াইয়া চলা; গঠন করানো। (লাফা)।
গতা—গছানো। (লাফা)।
গন—গণনা করা। (কর)।
গরজ্—গর্জন করা। কবিপ্র।
গর্জ্—গর্জন করা। কবিপ্র। (কাট)।
গর্জা—গর্জন করা। (চট্‌কা)।
গল্—ক্ষরিত হওয়া; দ্রব হওয়া। (কর্)।
গাঁজ্—মাতিয়া উঠা। (কাট্)।
গাঁজা—মাতানো; ফাঁপা বা ফেনিল হওয়া। (লাফা)।
গাঁথ্—গাঁথা। (কাট্)।
গাড়্—প্রোথিত করা। (কাট্)।
গাদ্—ঠাসিয়া ভরা। (কাট্)।
গাব্—গর্ব করা; কলঙ্কিত হওয়া। (কাট্)।
গাল্, গালা—গালানো। (কাট্, লাফা)।
গাহ্—গান করা। (গাহ্)।
গিল্—গলাধঃকরণ করা। (লিখ্)।

গুঁজ্—ঢোকানো। (উঠ্)।
গুঁতা—গুঁতানো। (ঘুরা)।
গুছা—সাজাইয়া রাখা। (ঘুরা)।
গুজরা—যাপন করা, কাটানো। (উল্‌টা)।
গুঞ্জ্—গুঞ্জন করা। কবিপ্র।
গুটা—জড়াইয়া লওয়া। (ঘুরা)।
গুড়া, গুঁড়া—চূর্ণ করা। (ঘুরা)।
গুম্‌রা—গোপনে শোক করা; কষ্টে শব্দ করা; অহংকার করা। (উল্‌টা)।
গুম্‌সা—গুমট্ করা; ভেপসাইয়া ওঠা। (উল্‌টা)।
গুল্—তরল পদার্থে মিশ্রিত করা। (উঠ্)।
গুলা—বিশৃঙ্খল করা বা হওয়া। (ঘুরা)।
গেঙা—যন্ত্রণাসূচক শব্দ করা। (লাফা)।
গোঙা—গোঙানো; যাপন করা। (ধোয়া)।
গোছা—সুবিন্যস্ত করা। (ধোয়া)।
গ্রাস্—গ্রাস করা। কবিপ্র।
ঘট্—ঘটা। (কর্)।
ঘনা—আসন্ন হওয়া; ঘন হওয়া। (লাফা)।
ঘব্‌ড়া, ঘাব্‌ড়া—ভয় পাওয়া। (চট্‌কা)।
ঘষ্—ঘর্ষণ করা। (কাট্)।
ঘষ্‌তা, ঘষ্‌ড়া—রগড়ানো। (চট্‌কা)।
ঘাঁট্—আলোড়ন করা। (কাট্)।
ঘাঁটা—নাড়ানো, আলোড়ন করা। (লাফা)।
ঘাট্—কম বা ছোট হওয়া; দোষকীর্তন করা। (কাট্)।
ঘাব্‌ড়া—অপ্রস্তুত হওয়া, ভয় পাওয়া। (চট্‌কা)।
ঘাম্—ঘর্মাক্ত হওয়া। (কাট্)।
ঘামা—(মস্তিষ্ক) চালনা করা, ঘামানো। (লাফা)।
ঘির্—বেষ্টন করা। (লিখ্)। [(উঠ্)।
ঘুচ্—স্পষ্ট হওয়া; দূর হওয়া, নষ্ট হওয়া।
ঘুচা—নাশ করা; মুক্ত করা। (ঘুরা)।
ঘুট্—আলোড়ন করা। (উঠ্)।
ঘুমা—নিদ্রা যাওয়া। (ঘুরা)।
ঘুর্—ঘূর্ণিত হওয়া। (উঠ্)।
ঘুরা—পাক দেওয়া; ঘূর্ণিত করা। (ঘুরা)।
ঘুলা—আবিল করা। (ঘুরা)।
ঘুষ্—ঘোষণা করা। কবিপ্র।
ঘেঁষ্—অত্যন্ত নিকটে যাওয়া। (কর্)।
ঘোলা—কর্দমাক্ত করা; ঘোলা করা। (ধোয়া)।
ঘোষা—ঘোষিত করা। কবিপ্র। (ধোয়া)।
চট্—ক্রুদ্ধ হওয়া; (হাঁড়ি) ভাঙিয়া যাওয়া; (রঙ্) উঠিয়া যাওয়া। (কাট্)।
চটা—ক্রুদ্ধ করা। (লাফা)। [(চট্‌কা)।
চট্‌কা—নরম জিনিস হাতে পেষণ করা।
চড়্—আরোহণ করা। (কর্)।
চড়া—আরোহণ করানো; (মূল্য) বাড়ানো। চাপানো; লাগানো; (স্বর) উচ্চ করা। চপেটাঘাত করা। (লাফা)।

চম্‌কা—হঠাৎ ভয়ে কম্পিত হওয়া, চমকাইয়া ওঠা। (চট্‌কা)।
চরা—বিচরণ করা। (লাফা)।
চল্—গমন করা। (কর্)।
চল্‌কা—ঝাঁকানিতে উপচাইয়া পড়া। (চট্‌কা)।
চষ—লাঙ্গল দেওয়া। (কর্)।
চাঁচ্—চাঁচা। (কাট্)।
চান্‌কা—তৎপর করা। (চট্‌কা)।
চাক্, চাখ্—স্বাদ লওয়া। (কাট্)।
চাট্—লেহন করা। (কাট্)।
চাপ্—চাপ দেওয়া; গোপন করা। (কাট্)।
চাপ্‌ড়া—পুনঃ পুনঃ চাপড় মারা। (চট্‌কা)।
চাপা—চড়ান; ভারার্পণ করা। (লাফা)।
চাব্‌কা—চাবুক দিয়া প্রহার করা। (চট্‌কা)।
চারা—(মাছের খাদ্য) ছড়ানো। (লাফা)।
চাল্—চালুনি দ্বারা ছাঁকা; চালনা করা। (কাট্)।
চালা—চালানো। (লাফা)।
চাহ্—দৃষ্টি করা; পাইবার ইচ্ছা করা; প্রার্থনা করা। (গাহ্)।
চিতা—চিত হওয়া। (ফিরা)।
চিন্—চিনা, জানা। (লিখ্)।
চিপ্‌টা—পিষ্ট করা। (বিগ্‌ড়া)।
চিবা—চর্বণ করা। (ফিরা)।
চিম্‌টা—চিমটি কাটা। (বিগ্‌ড়া)।
চিম্‌সা—শুকাইয়া যাওয়া। (বিগ্‌ড়া)।
চির্—চেলা করা; চেরা। (লিখ্)।
চিল্লা—চেঁচানো। (লাফা)।
চু—ক্ষরিত হওয়া; বিন্দুর আকারে নিঃসৃত হওয়া। (হ্)।
চুক্—শেষ করা, সমাপ্ত হওয়া। (উঠ্)।
চুকা—মিটানো। (ঘুরা)।
চুন্—চয়ন করা। (উঠ্)।
চুপ্‌সা—চোপসা হওয়া। (উল্‌টা)।
চুবা—জলে ডোবানো। (ঘুরা)।
চুম্, চুম্ব—চুম্বন করা। কবিপ্র।
চুম্‌রা—খোশামোদ দ্বারা কাজ হাসিল করা। (উল্‌টা)।
চুয়া—ক্ষরিত করা বা হওয়া। (ঘুরা)।
চুলকা—কণ্ডূয়নযুক্ত হওয়া; সুড়সুড় করা; কণ্ডূয়ন করা। (উল্‌টা)। [(উঠ্)।
চুষ্—শোষণ করা; রস আকর্ষণ করা।
চেঁচা—চিৎকার করা। (লাফা)।
চেত্—জাগা; চেতনাযুক্ত হওয়া। (কর্)।
চেনা—পরিচিত করানো। (লাফা)।
চেপ্‌টা—চাপ দিয়া বিস্তৃত করা। (চট্‌কা)।
চেলা—কুঠার দ্বারা ফাড়া। (লাফা)।
চোঁয়া—চোয়ানো। (ধোয়া)। [(ধোয়া)।
চোটা—শাসানো; কোপানো; কোদলানো।
চোলা—চোঁয়ানো, চোলাই করা। (ধোওয়া)।
ছট্‌কা—বিক্ষিপ্ত হওয়া। (চট্‌কা)।

ছড়্—চামড়া ছাড়ানো; টানা। (কর্)।
ছল্—ছলনা করা। (কর্)।
ছাঁক্—আবর্জনা দূর করা; চালা। (কাট্)।
ছাঁচ্—চূর্ণ করা; ভাঙ্গা; আঘাত করা। (কাট্)। [(কাট্)।
ছাঁদ্—পত্তন করা; বেষ্টন করা; ফাঁদা।
ছাট্—বাদ দেওয়া; ছাঁটা। (কাট্)।
ছাড়্—ত্যাগ করা। (কাট্)।
ছাড়া—ত্যাগ করানো; উদ্ধার করা। (লাফা)।
ছান্—দলন করা; মাখা। (কাট্)।
ছাপ্—মুদ্রণ করা। (কাট্)।
ছাপা—মুদ্রিত করানো; বেশী হওয়া। (লাফা)।
ছাহ্—আচ্ছাদন করা; ছাওয়া। (গাহ্)।
ছাহা—ছাওয়ানো। (নাহা)।
ছিঁড়্—ছিন্ন হওয়া বা করা। (লিখ্)।
ছিঁড়া—ছিন্ন করানো। (ফিরা)।
ছিচ্—নিঃসারণ করা; সেচন করা। (লিখ্)।
ছিট্—ছড়াইয়া পড়া। (লিখ্)।
ছিটা—ছড়ানো। (লাফা)।
ছিট্‌কা—ঠিকরাইয়া পড়া। (বিগ্‌ড়া)।
ছিনা—কাড়িয়া লওয়া। (ফিরা)।
ছিপা—গোপন করা। (ফিরা)।
ছুঁ—স্পর্শ করা। (শু)।
ছুঁড়্, ছুড়্—নিক্ষেপ করা। (উঠ্)।
ছুট্—দৌড়ানো। (উঠ্)।
ছুটা—ধাবিত করানো। (ঘুরা)।
ছুল্—ছোলা, চাঁচা। (উঠ্)। [(কর্)।
ছেঁক্—অল্প তেলে বা ঘিয়ে ভাজা।
ছেঁচ্—পেষণ করা, বাটা, কোটা। (কর্)।
ছোঁচা—মলত্যাগান্তে জলদ্বারা মলদ্বার প্রক্ষালন করা। (ধোয়া)।
ছোপা, ছোবা—রং করা, ছোপানো। (ধোয়া)। [(ছোব্‌লা)।
ছোব্‌লা—থাবলানো, ছোবল মারা।
জড়া—বেষ্টন করা। (লাফা)।
জন্ম্—উৎপন্ন হওয়া, জন্মা। (কর্)।
জপ্—জপ করা। (কর্)।
জপা—ভজানো, স্বমতে আনিবার জন্য বার বার মন্ত্রণা দেওয়া; মুখস্থ করানো। (লাফা)।
জম্—সঞ্চিত হওয়া; একত্র হওয়া; জমিয়া যাওয়া বা উঠা। (কর্)।
জমা—সঞ্চয় করা, জমাট করা। (লোফা)।
জমকা—শোভিত করা বা হওয়া, জাঁকানো। (চট্‌কা)।
জর্—জীর্ণ হওয়া। (কর্)।
জরা—জারিত করা। (লাফা)।
জাঁক্—শোভিত করা, গুলজার করা। (কাট্)।
জাগ্—ঘুম হইতে ওঠা। (কাট্)।
জাঁত্—চাপ দেওয়া। (কাট্)।
জান্—অবগত হওয়া। (কাট্)।
জাপ্‌টা—জড়াইয়া ধরা। (চট্‌কা)।
জাব্‌ড়া—অপরিষ্কার বা অস্পষ্ট হওয়া। (চট্‌কা)।
জার্—জীর্ণ করা; শোধন করা; দগ্ধ করা। (কাট্)।
জারা—জারিত করা, জরানো। (লাফা)।
জিজ্ঞাস্—প্রশ্ন করা। (কর্)।
জিত্—জয়লাভ করা। (লিখ্)।
জিন্—জয় করা। কবিপ্র।
জিয়া, জীয়া—বাঁচানো। (ফিরা)।
জিরা—বিশ্রাম করা। (ফিরা)। [(উঠ্)।
জুক্, জু্ক্, জুখ্—মাপা, পরিমাণ করা।
জুট্, জুঠ্—মেলা; যোগাড় হওয়া। (উঠ্)।
জুটা, জুঠা—সংগ্রহ করা। (ঘুরা)।
জুড়্—আটকান; সংগৃহীত করা। (উঠ্)।
জুড়া—শীতল হওয়া বা করা। (ঘুরা)।
জুত্—যুক্ত করা। (উঠ্)।
জুতা—জুতা দ্বারা প্রহার করা। (ঘুরা)।
জুব্‌ড়া—বেশী জলযুক্ত করা। (উলটা)।
জুয়া—উদিত হওয়া; উপযুক্ত হওয়া। (ঘুরা)। [ইকারাদি বিভক্তিযুক্ত হইলে 'য়া' ভাগের লোপ হয় এবং উকারের গুণবিধান বৈকল্পিক হয়]।
জোড়া—যুক্ত করানো। (ধোয়া)।
জ্বল্—দীপ্ত হওয়া; দীপ্ত অবস্থায় দগ্ধ হইতে থাকা। (কর্)।
জ্বাল্—আগুন ধরানো; দীপ্ত করা। (কাট্)।
জ্বালা—জ্বালানো। (লাফা)।
ঝর্—ধারার আকারে পড়া। (কর্)।
ঝল্—ঝলকিত হওয়া। কবিপ্র। (কর্)।
ঝলকা—হঠাৎ তীব্র জ্যোতিঃ প্রকাশ করা। (চট্‌কা)।
ঝল্‌সা—তীব্র আলোক দ্বারা দৃষ্টিশক্তি লোপ করা; অর্ধদগ্ধ করা বা হওয়া। (চট্‌কা)।
ঝাঁক্—কম্পিত করা; নড়া। (কাট্)।
ঝাঁক্‌ড়া—হঠাৎ ঝংকার দেওয়া। (চট্‌কা)।
ঝাঁট্—সম্মার্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করা। (কাট্)। [(লাফা)।
ঝাঁটা—সম্মার্জনীর দ্বারা প্রহার করা।
ঝাঁপ্—আবৃত করা। (কাট্)।
ঝাঁপা—ঝাঁপ দেওয়া; গরু প্রভৃতিকে স্নান করানো। (লাফা)।
ঝাড়্—পরিষ্কার করা। (কাট্)।
ঝাড়া—ঝাড়ার কাজ করানো; ঝাড় ফুঁক করা। (লাফা)।
ঝামরা—অভিভূত হওয়া; পূর্ণ হওয়া। (চট্‌কা)।
ঝাল্—জোড়া লাগানো; মেরামত করা; পঙ্কোদ্ধার করা। (কাট্)।
ঝালা—ঝালা ক্রিয়া করানো; আয়ত্ত করিবার জন্য ভাল করিয়া চেষ্টা বা অভ্যাস করা। (লাফা)।
ঝিমা—নিদ্রাবেশে বা নেশার ঘোরে ঢুলা। (ফিরা)।
ঝুঁক্—নত হওয়া; প্রবণ হওয়া। (উঠ্)।
ঝুড়্—কাটিয়া পরিষ্কার করা। (উঠ্)।
ঝুল্—লম্বিত হওয়া। (উঠ্)।
টক্—অম্লাস্বাদযুক্ত হওয়া। (কর্)।
টপ্‌কা—লাফাইয়া অতিক্রম করা। (চট্‌কা)।
টল্—বিচলিত হওয়া, অন্যথা হওয়া। (কর্)।
টলা—বিচলিত করা, স্থানচ্যুত করা। (লাফা)।
টস্‌কা—নষ্ট হওয়া; ভাঙ্গা। (চট্‌কা)।
টহ্‌লা—পায়চারি করা। (চট্‌কা)।
টাঁক্—সেলাই করা; টাক করা। (কাট্)।
টাক্—প্রতীক্ষায় থাকা; বাসনা করা। (কাট্)। [(লাফা)।
টাঙ্গা, টাঙা—ঝুলানো, লম্বিত করা।
টাটা—যন্ত্রণাযুক্ত হওয়া, টনটন করা। (লাফা)।
টান্—আকর্ষণ করা, বিস্তৃত করা। (কাট্)।
টিক্—স্থায়ী হওয়া। (লিখ্)।
টিপ্—হাত বা আঙুল দিয়া চাপ দেওয়া। (লিখ্)। [(ফিরা)।
টিপা—হাত বা আঙুল দিয়া চাপ দেওয়ানো।
টুক্—লিখিয়া লওয়া। (উঠ্)।
টুট্—নষ্ট বা ভগ্ন হওয়া। (উঠ্)।
ঠক্—বঞ্চিত হওয়া; প্রতারিত হওয়া। (কর্)।
ঠাওরা—স্থির করা, বোঝা। (চট্‌কা)।
ঠার্—ইশারা করা। (কাট্)।
ঠাস্—গাদা করা, (ময়দা) দলা, ভরিয়া দেওয়া। (কাট্)।
ঠাহরা—বোঝা; স্থির করা। (লাফা)।
ঠিক্‌রা—ছিটকাইয়া পড়া। (বিগ্‌ড়া)।
ঠুক্—ঘা দেওয়া, মৃদু আঘাত করা। (উঠ্)।
ঠুক্‌রা—চঞ্চুদ্বারা আঘাত করা। (উলটা)।
ঠুস্—ঠাসা; গাদা করা। (উঠ্)।
ঠেক্—বোধ হওয়া, লাগা; বাধা পাওয়া; স্পৃষ্ট হওয়া। (কর্)।
ঠেঙ্গা, ঠেঙা—লাঠিদ্বারা প্রহার করা। (লাফা)।
ঠেল্—সম্মুখে জোর দেওয়া বা ধাক্কা দেওয়া; ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেওয়া; লঙ্ঘন বা অগ্রাহ্য করা; বর্জন করা; অবজ্ঞা করা। (কর্)।
ঠেস্—ঘেঁসা। (কর্)।
ঠেসা—ভেজানো; ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা তিরস্কার করা। (লাফা)।
ডর্—ভয় পাওয়া। (কর্)।
ডরা—ভয় করা। (লাফা)।
ডল্—মর্দন করা। (কর্)।
ডাক্—আহ্বান করা; শব্দ করা। (কাট্)।

ডাব্—প্রোথিত হইয়া যাওয়া; চলিয়া যাওয়া। (কাট্)। [(লাফা)।
ডাবা—প্রোথিত করা; বসাইয়া দেওয়া।
ডিঙ্গা, ডিঙা—অতিক্রম করা। (লাফা)।
ডুকরা—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদা। (উলটা)।
ডুব্—নিমজ্জিত হওয়া। (উঠ্)।
ডুবা—নিমজ্জিত করা: প্লাবিত করা; মজানো। (ঘুরা)।
ঢল্—হেলিয়া পড়া। (কর্)। [(চট্‌কা)।
ঢলকা—আবৃত করা, গোপন করা।
ঢলা—কেলেঙ্কারি করা; হেলানো। (লাফা)।
ঢাক্—আবৃত করা। (কাট্)।
ঢাল্—প্রবাহিত করা; কলসী প্রভৃতি পাত্র হইতে (তরল বস্তু) গড়ানো। (কাট্)।
ঢুঁড়্—অনুসন্ধান করা। (উঠ্)।
ঢুঁসা—গুঁতানো, শৃঙ্গ বা মস্তক দ্বারা আঘাত করা। (ঘুর')।
ঢুক্—প্রবেশ করা। (উঠ্)।
ঢুল্—নিদ্রাবেশে টলা। (উঠ্)।
ঢুলা—দোলানো। (ঘুরা)।
ঢোয়া—বাহিত করানো। (ধোয়া)।
তড়্পা—অত্যধিক উৎসাহ প্রকাশ করা, আস্ফালন করা। (চট্‌কা)।
তর্—উত্তীর্ণ হওয়া; উদ্ধার হওয়া। (কর্)।
তর্জা—তর্জন করা। (চট্‌কা)।
তলা—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা; তলায় পড়িয়া যাওয়া। (লাফা)।
তাকা—চাওয়া। (লাফা)।
তাড়্—আক্রমণ করা। (কাট্)।
তাড়া—দূর করা; বিদায় করা। (লাফা)।
তাত্—উত্তপ্ত হওয়া। (কাট্)।
তাতা—উত্তপ্ত করা। (লাফা)।
তাপ্—উত্তপ্ত হওয়া। (কাট্)।
তার্—পরিত্রাণ করা। কবিপ্র।
তাসা—তাসের গোছাকে ওলটপালট করা। (লাফা)।
তিত্—সিক্ত হওয়া। কবিপ্র (লিখ্)।
তিষ্ঠা—অবস্থান করা। (বিগ্‌ড়া)।
তুব্‌ড়া—টোল খাওয়া। (উঠ্)।
তুল্—উত্তোলন করা; চয়ন করা; সংগ্রহ করা; প্রস্তুত করা; উঠানো। (উঠ্)।
তুলা—উত্তোলন করানো। (ঘুরান)।
তুষ্—সন্তুষ্ট করা। কবিপ্র। (উঠ্)।
তেওড়া—বাঁকিয়া যাওয়া। (চট্‌কা)।
তেজ্—ত্যাগ করা। কবিপ্র। (কর্)।
তৌলা—ওজন করা। (দৌড়া)।
থক্—থামা; ক্লান্ত হওয়া। (কর্)।
থমকা—হঠাৎ স্থির হওয়া। (চট্‌কা)।
থাক্—অবস্থান করা। (কাট্)।
থাবড়া—চড় মারা। (চট্‌কা)।
থাম্—নিবৃত্ত হওয়া; নিশ্চল হওয়া; গতি সংবরণ করা। (কাট্)।

থিতা—ময়লা নীচে পড়িয়া যাওয়ায় পরিষ্কার হওয়া। (ফিরা)।
থু—রাখা। (শু)। [(উলটা)।
থুবড়া—নিম্নমুখ বা উপুড় হইয়া পড়া।
থুড়্—কুচি করিয়া কাটা। (উঠ্)।
থেঁত্‌লা—পেষণ করা, কোটা। (চট্‌কা)।
থেব্‌ড়া—চেপটা করা। (চট্‌কা)।
দংশ্—দংশন করা। কবিপ্র। (কর্)।
দংশা—দংশন করা। কবিপ্র। (চট্‌কা)
দগ্ধ্—সন্তপ্ত করা। (কর্)।
দগ্ধা—সন্তপ্ত করা; সন্তপ্ত হওয়া। (চট্‌কা)।
দম্—নিরুৎসাহ হওয়া; দমিত হওয়া। (কর্)।
দর্শা—দেখানো। (চট্‌কা)।
দল্—দলন করা। (কর্)।
দহ্—দগ্ধ হওয়া বা করা। (কহ্)।
দাঁড়া—দণ্ডায়মান হওয়া। (লাফা)।
দাগ্—দাগ দেওয়া; (কামান) ছোড়া। (কাট্)।
দাপা—দাপাদাপি করা। (লাফা)।
দাব্—দাবা। (কাট্)।
দাবড়া—তাড়ানো, ধমক দেওয়া। (চট্‌কা)।
দাবা—দমিত করিয়া রাখা। (লাফা)।
দি—প্রদান করা। (দি)।
দু—দোহন করা (শু)।
দুমড়া—মোচড়ানো; ভাঁজ করা; অবসন্ন হওয়া; বক্র হওয়া। (উলটা)।
দুল্—দোল খাওয়া, আন্দোলিত হওয়া। (উঠ্)।
দুলা—দোল দেওয়া। (ঘুরা)।
দু (দূ)ষ্—দোষ দেওয়া। (উঠ্)।
দুহ্—দোহন করা। (উঠ্)।
দেওয়া—প্রদান করানো। (চট্‌কা)।
দেখ্—দর্শন করা। (কর্)।
দোয়া—দোহন করানো। (ধোয়া)।
দৌড়্—দৌড়া। (কর্)।
দৌড়া—বেগে চলা। (দৌড়া)।
ধমকা—ধমক দেওয়া। (চট্‌কা)।
ধর্—হস্তদ্বারা ধারণ করা; আরম্ভ করা। (কর্)। [(লাফা)।
ধরা—ধৃত করানো, অভ্যাস করানো।
ধস্—ধসিয়া পড়া। (কর্)।
ধস্‌কা—ভাঙ্গিয়া পড়া; শিথিল হওয়া। (চট্‌কা)।
ধা—দৌড়ান। (খা)।
ধাঁধ্—দৃষ্টি বিভ্রম হওয়া বা জন্মানো ("ধাঁধিল নয়ন ক্ষণবিজলীঝলকে")। কবিপ্র। (কাট্)। [(চট্‌কা)।
ধামসা—হাতে বা পায়ে চটকানো।
ধার্—ঋণী থাকা। (কাট্)।
ধারা—শাণিত করা; শান দেওয়া। (লাফা)।

ধু—ধৌত করা। (শু)। [(উঠ্)।
ধুঁক্—পরিশ্রম বা দুর্বলতা হেতু হাঁপানো।
ধুন্—ধনুকের মত যন্ত্র দিয়া তুলা পরিষ্কার করা। (উঠ্)।
ধেড়া—কার্যে অপটুতা দেখানো। (লাফা)।
ধেবড়া—অস্পষ্ট বা অপরিষ্কার করা বা হওয়া। (বিগ্‌ড়া)।
ধোয়া—ধৌত করানো। (ধোয়া)।
ধ্বন্—শব্দ করা। কবিপ্র।
ধ্বস্—ভাঙ্গিয়া পড়া। (কর্)।
নড়্—নড়া। (কর্)।
নম্—প্রণাম করা। কবিপ্র।
নরমা—নরম হওয়া। (চট্‌কা)।
নহ্—না হওয়া। কবিপ্র। (কহ্)।
নাচ্—নৃত্য করা। (কাট্)।
নাচা—নৃত্য করানো। (লাফা)।
নাড়্—বিচলিত করা; নাড়ানো। (কাট্)।
নাব্—অবতীর্ণ হওয়া, নামা। (কাট্)।
নাবা—(মা)—নিম্নে গমন করানো; নামিতে সহায়তা করা; মাটিতে রাখা বা রাখিতে সহায়তা করা।
নাম্—নামা। (কাট্)।
নার্—না পারা। কবিপ্র। (কাট্)।
নাশ্—বিনাশ করা। কবিপ্র। (কাট্)।
নাহ্—স্নান করা। (গাহ্)।
নি—নেওয়া, লওয়া। (দি)।
নিকা—লেপন করা। (ফিরা)।
নিঙাড়া—মোচড়াইয়া জলাদি নিঃসরণ করা। কবিপ্র। [(বিগ্‌ড়া)।
নিঙ্‌ড়া—মোচড়াইয়া জলাদি বাহির করা।
নিড়া—নিড়ানি দ্বারা তুলিয়া ফেলা। (ফিরা)।
নিব্, নিভ্—নির্বাপিত হওয়া। (লিখ্)।
নিরখ্—দেখা। কবিপ্র। (কর্)।
নিহার্, নেহার্—দেখা। কবিপ্র। (কাট্)।
নীরব্—নীরব হওয়া। কবিপ্র।
নু—নত হওয়া। (শু)। [(চট্‌কা)।
নেংচা, নেংড়া—খোঁড়াইয়া চলা।
নেতা—এলানো। (লাফা)।
নেপ্—নেপা। (কর্)।
নেপ্‌টা—জড়াইয়া থাকা। (চট্‌কা)।
পচ্—পচিয়া যাওয়া। (কর্)।
পট্—ঘনিষ্ঠ করা; মিল হওয়া। (কর্)।
পটা—রাজী করা; বশে আনা। (লাফা)।
পট্‌কা—আছাড় দেওয়া; পরাস্ত হওয়া; রোগে পড়া। (চট্‌কা)।
পড়্—পাঠ করা; শেষ হওয়া; পতিত হওয়া। (কর্)।
পড়া—অধ্যাপনা করা। (লাফা)।
পর্—পরিধান করা। (কর্)।
পরা—পরিধান করানো। (লাফা)।

পরিহর্—ত্যাগ করা। প্রাঃ কবিপ্র।
পলা—পলায়ন করা। (লাফা)।
পশ্—প্রবেশ করা। কবিপ্র। (কর্)।
পসার্—প্রসারিত করা। কবিপ্র।
পস্তা—আপসোস করা। (চট্কা)।
পা—প্রাপ্ত হওয়া। (পা)।
পাওয়া—প্রাপ্ত করান। (চট্কা)।
পাক্—পক্ক হওয়া; পরিণত হওয়া। (কাট্)। [(লাফা)।
পাকা—পক্ক করা; মোচড় দেওয়া।
পাকড়া—ধরা। (চট্কা)।
পাক্‌লা—প্রক্ষালন করা, ধোওয়া। (চট্কা)।
পাখাল্—ধৌত করা। কবিপ্র। (কাট্)।
পাছ্‌ড়া—আছাড় দেওয়া, ঝাড়া। (চট্কা)।
পাঠা—প্রেরণ করা। (লাফা)।
পাড়্—নামানো; পাতিত করা; প্রসারিত করা; আঘাত দ্বারা ভূমিতে ফেলা; (ডিম) প্রসব করা; (কথা) উত্থাপন করা। (কাট্)। [আনা। (লাফা)।
পাড়া—পাতিত করানো; (ঘুম) ঘনাইয়া
পাত্—বিস্তৃত করা, বিছানো; স্থাপন করা; (উনন) প্রস্তুত করা; দই জমাইবার জন্য দুগ্ধে অম্ল সংযুক্ত করিয়া রাখা। (কাট্)।
পাতা—অন্যের দ্বারা বিছানো; সম্বন্ধ স্থাপন করা ('—পাতা')। (লাফা)।
পার্—সমর্থ হওয়া। (কাট্)।
পারা—পার হওয়া, সমর্থ করা। (লাফা)।
পাল্—পালন করা। (কাট্)।
পালা—পলায়ন করা। (লাফা)।
পাল্টা—উলটানো। (চট্কা)।
পাশা—(ভিন্ন রঙের তাস) দেওয়া। (লাফা)। [(কর্)।
পাশর্, পাসর্—বিস্মৃত হওয়া। কবিপ্র।
পিঁজ্—তুলা প্রভৃতির আঁশ টানিয়া পৃথক্ করা। (লিখ্)।
পিছা—পশ্চাদ্‌গমন করা, পিছন দিকে যাওয়া বা হটা; পিছনে পড়া। (ফিরা)।
পিছ্‌লা—পিচ্ছিল স্থানে স্খলিত হওয়া। (বিগ্‌ড়া)।
পিট্—মারা, আঘাত করা। (লিখ্)।
পিয়্—পান করা। কবিপ্র। (লিখ্)।
পিষ্—পেষণ করা। (লিখ্)।
পুঁছ্—মোছা; গ্রাহ্য করা। (উঠ্)।
পুঁত্—প্রোথিত করা; রোপণ করা। (উঠ্)।
পুছ্—প্রশ্ন করা। কবিপ্র। (উঠ্)।
পুড়্—দগ্ধ হওয়া। (উঠ্)।
পুর্—পূর্ণ করা; ভিতরে রাখা। (উঠ্)।
পুরা—পূর্ণ করা। (ঘুরা)।
পুষ্—প্রতিপালন করা, মনোমধ্যে রাখা। (উঠ্)। [দেওয়া। (ঘুরা)।
পুষা—পালন করা; পর্যাপ্ত হওয়া বা করিয়া

পূজ্—পূজা করা। কবিপ্র। (উঠ্)।
পূর্—পূর্ণ করা; ভিতরে রাখা বা ঠাসা। (উঠ্)।
পেখ্—দেখা। ব্রজবুলি। [(লাফা)।
পেরা—পার হওয়া; অতিক্রম করা।
পোষা—প্রয়োজনানুরূপ হওয়া; সংকুলান হওয়া। (ধোয়া)।
পোহা—শেষ হওয়া; প্রভাত হওয়া; (রোদ বা আগুন) সেবন করা; (হাঙ্গামা) সহ্য করা। (ধোয়া)।
পৌঁছ্—উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা। (কর্)।
পৌঁছা—গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হওয়া; উপস্থিত হওয়া। (দৌড়া)।
ফর্‌কা—ফাঁক করা; ফরফর করিয়া বেড়ান। (চট্কা)।
ফর্‌মা—ফরমাশ করা। (চট্কা)।
ফল্—ফলবান্ হওয়া। (কর্)।
ফস্‌কা—স্খলিত হওয়া, পিছলানো। (চট্কা)।
ফলা—উৎপাদন করা; ফলানো; বাহাদুরির জন্য দেখানো। (ফিরা)।
ফাঁদ্—বিস্তার করা; (মতলব) উদ্ভাবন করা। (কাট্)।
ফাঁপ্—স্ফীত হওয়া; বায়ুপূরিত হওয়া; সমৃদ্ধ হওয়া। (কাট্)।
ফাঁস্—পণ্ড হওয়া; খুলিয়া বা ধসিয়া পড়া; প্রকাশ হইয়া পড়া, কথা বা অনুরোধ না টেকা। (কাট্)।
ফাঁসা—পণ্ড করা, প্রকাশ করিয়া দেওয়া, জড়িত করা, বিপদ্‌গ্রস্ত করা। (লাফা)।
ফাট্—বিদীর্ণ হওয়া। (কাট্)।
ফাড়্—বিদীর্ণ করা। (কাট্)।
ফির্—প্রত্যাবর্তন করা। (লিখ্)।
ফিরা—ফেরত দেওয়া; স্খলন হইতে বা কোন কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা। (প্রার্থীকে) কিছু না দিয়া বিদায় করা। (ফিরা)।
ফুক্—ফুৎকার দেওয়া; (সিগারেট প্রভৃতির ধূম) পান করা; অপব্যয় করা। (উঠ্)।
ফুঁড়্—বিদ্ধ করা; ভেদ করিয়া উঠা। (উঠ্)।
ফুক্‌রা—উচ্চৈস্বরে বলা বা কাঁদা। (উল্টা)।
ফুট্—ব্যক্ত হওয়া; বিকশিত হওয়া; উন্মুক্ত হওয়া। (উঠ্)।
ফুটা—বিকশিত করা; বিদ্ধ করা; (জল প্রভৃতি) অগ্নিতাপে বুদ্‌বুদযুক্ত করা। (ঘুরা)।
ফুরা—শেষ হওয়া। (ঘুরা)।
ফুল্—স্ফীত হওয়া; বর্ধিত হওয়া। (উঠ্)।
ফুস্‌লা—অন্যায় কার্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য গোপনে পরামর্শ দেওয়া বা প্রলোভিত করা। (উল্টা)।
ফেটা—জলযুক্ত ধাতু প্রভৃতিকে নাড়িয়া কাঁপানো। (লোফা)।

ফেনা—ফেনাযুক্ত করা; অতিরঞ্জিত করা। (লোফা)।
ফেল্—পাতিত করা, নিক্ষেপ করা। (কর্)।
ফোঁপা—গুমরিয়া কাঁদা। (ধোয়া)।
বক্—ভর্ৎসনা করা; বাজে কথা বলিয়া যাওয়া। (কর্)।
বখ্, বক্—বখাটে হওয়া। (কর্)।
বখা, বকা—বখাটে করা। (লাফা)।
বঞ্চ্—যাপন করা। কবিপ্র। (কর্)।
বট্—হওয়া। (কর্)। [(চট্কা)।
বদ্‌লা—পরিবর্তন করা; বিনিময় করা।
বধ—হত্যা করা। কবিপ্র। (কর্)।
বন্—মনের মিল হওয়া। (কর্)।
বনা—সদ্ভাব রাখা; মিল করা। (লাফা)।
বন্দ্—বন্দনা করা। কবিপ্র। (কর্)।
বর্—বরণ করা। কবিপ্র। (কর্)।
বর্ণ্—বর্ণনা করা। (কর্)।
বর্ত্—বর্তা। (কর্)।
বর্তা—বিদ্যমান থাকা। (চট্কা)।
বর্ষা—বর্ষণ করা। (চট্কা)।
বল্—কহা। (কর্)।
বল্‌কা—(দুধ) ফুলিয়া উঠা। (চট্কা)।
বস্—উপবেশন করা; আরম্ভ হওয়া; দাবিয়া যাওয়া; প্রোথিত হওয়া। (কর্)।
বসা—উপবিষ্ট করানো; (পেরেক প্রভৃতি) ঠুকিয়া বিদ্ধ করা। (লাফা)।
বহ্—বহন করা; সহ্য করা। (কহ্)।
বা—(নৌকাদি) চালানো; (দাঁড়) টানা। (খা)।
বাঁক্—বক্র হওয়া; প্রতিকূল হওয়া। (কাট্)।
বাখান্—প্রশংসা করা। কবিপ্র।
বাগা—আদায় করা; কৌশলে আয়ত্ত বা বাধ্য করা; বশ করা; (টেরি) বিন্যাস করা। (লাফা)।
বাচ্—প্রাণ ধারণ করা। (কাট্)।
বাঁচা—জীবিত করা; জীবিত রাখা। (লাফা)। [(কাট্)।
বাঁট্, বাট্—পোষণ করা; বণ্টন করা।
বাঁধ্—রোধ করা; আবদ্ধ করা; বন্ধন করা। (কাট্)।
বাছ্—নির্বাচন করা, পৃথক্ করা: (কাট্)।
বাজ্—বাদিত হওয়া; (প্রাণে) ব্যথাদায়ক বা (প্রাণে বা কানে) কর্কশ হওয়া; লাগা, আঘাত করা; ঘড়িতে সময় সূচিত হওয়া। (কাট্)। [(লাফা)।
বাজা—ঠুকিয়া পরীক্ষা করা; বাদিত করা।
বাড়্—বৃদ্ধি পাওয়া; ভোজনের জন্য অন্নাদি ভোজনপাত্রে রাখা। (কাট্)।
বাড়া—বর্ধিত করা; প্রশ্রয় দেওয়া; প্রশংসা করা; সম্মানিত করা। (লাফা)।
বাত্‌লা—বুঝাইয়া দেওয়া। (চট্কা)।
বাধ্—বদ্ধ হওয়া; আটকানো। (কাট্)।

বাধা—বাধানো ; ঘটানো। (লাফা)।
বানা—রচনা করা ; প্রস্তুত করা। (লাফা)।
বাল্সা—শিশুর অসুস্থ হওয়া। (চট্‌ক)।
বাস্—বোধ করা। (কাট্)।
বিঁধ্—বিদ্ধ হওয়া। (লিখ্)।
বিঁধা—বিদ্ধ করানো। (ফিরা)।
বিকা—বিক্রীত হওয়া। (ফিরা)।
বিগ্ড়া—বিকৃত হওয়া ; খারাপ হওয়া। (বিগ্ড়া)।
বিচার্—বিবেচনা করিয়া দেখা। কবিপ্র।
বিছা—বিস্তার করা ; পাতা। (ফিরা)।
বিথার্—বিস্তার করা। ব্রজবুলি।
বিদর্—বিদীর্ণ হওয়া। কবিপ্র।
বিনা—বেণী রচনা করা ; বিস্তারিতভাবে বলা। (ফিরা)।
বিয়া—প্রসব করা। (ফিরা)।
বিলা—বিতরণ করা। (ফিরা)।
বিষা—বিষযুক্ত হওয়া। (ফিরা)।
বুঁজা—ভরাট করা ; নিমীলিত করা। (ঘুরা)।
বুজ, বুঁজ্—নিমীলিত হওয়া ; মুদ্রিত করা ; বন্ধ হওয়া ; ভরাট হওয়া। (উঠ্)।
বুঝ্—হৃদয়ংগম করা। (উঠ্)।
বুঝা—ব্যাখ্যা করা ; জ্ঞাপন করা ; সমঝানো। (ঘুরা)। [(উঠ্)।
বুড়্—জলপ্লাবিত হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া।
বুড়া—ডুবান ; বৃদ্ধ হওয়া। (ঘুরা)।
বুন্—বপন করা ; বয়ন করা। (উঠ্)।
বুল্—বিচরণ করা। (উঠ্)।
বুলা—মৃদুভাবে হস্তাদি চালনা করা। (ঘুরা)।
বেচ্—বিক্রয় করা। (কর্)।
বেড়্—বেষ্টন করা। (কর্)।
বেড়া—ভ্রমণ করা, পাদচারণা করা। (লাফা)।
বেতা—বেত্রাঘাত করা। (লাফা)।
বেরা—বাহির হওয়া। (লাফা)।
বেল্—বেলনা দিয়া রুটি প্রভৃতি প্রসারিত করা। (কর্)।
ব্যাপ্—ব্যাপ্ত করা। (কাট্)।
ভজ্—উপাসনা করা। (কর্)।
ভজা—মন্ত্রণা দ্বারা সম্মত করা ; উপাসনায় প্রবর্তিত করা। (লাফা)।
ভড়্কা—হঠাৎ ভয়ে চঞ্চল বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। (চট্‌কা)।
ভণ্—স্বনাম উল্লেখ করিয়া কবিতাদির শেষ করিতে করিতে বলা। কবিপ্র। (কর্)।
ভর্—পূর্ণ করা ; পূর্ণ হওয়া। (কর্)।
ভাঁজ্—ভাঁজ করা ; (মুগুর) সঞ্চালন করা ; (রাগিণী) অভ্যাসের জন্য সাধনা করা। (কাট্)।
ভাঁড়া—প্রতারণা করা ; প্রতারণার উদ্দেশ্যে (নাম) গোপন করা। (লাফা)।

ভাগ্—পলায়ন করা। (কাট্)।
ভাগা—তাড়ান ; ছলনা করা। (লাফা)।
ভাঙ্গ্, ভাঙ্—ভগ্ন করা ; ভগ্ন হওয়া ; পণ্ড হওয়া। (কাট্)।
ভাঙ্গা, ভাঙা—ভগ্ন করান ; অল্পমূল্যের মুদ্রার সহিত বিনিময় করা ; প্রণয় বা একতা নষ্ট করা। (লাফা)।
ভাজ্—ভাজা। (কাট্)।
ভাটা—নিম্নদিকে যাওয়া। (লাফা)।
ভাত্—শোভা বা দীপ্তি পাওয়া। কবিপ্র। (কাট্)।
ভান্—ঢেঁকির দ্বারা ধান প্রভৃতির তুষ ছাড়ানো। (কাট্)।
ভাপ্সা—অধিক ঘামা ; পচিয়া উঠা ; দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া। (চট্‌কা)।
ভাব্—চিন্তা করা। (কাট্)।
ভাবা—উদ্বিগ্ন করানো। (লাফা)।
ভাব্রা—ঘাবড়ানো। (চট্‌কা)।
ভালবাস্—(কাহাকেও) প্রীতির সহিত মনে স্থান দেওয়া। (কাট্)।
ভাস্—না ডুবিয়া জলের উপরে অবস্থান করা ; জলে বা আকাশে সঞ্চরণ করা। (কাট্)।
ভিজ্—সিক্ত হওয়া। (লিখ্)।
ভিড়্—নিকটবর্তী হওয়া ; সংলগ্ন হওয়া। (লিখ্)।
ভুঁক্—বিদ্ধ হওয়া। (উঠ্)।
ভুগ্—কষ্ট পাওয়া ; ভোগা। (উঠ্)।
ভুঞ্জ্—ভোগ করা। কবিপ্র।
ভুল্—বিস্মৃত হওয়া। (উঠ্)।
ভুলা—বিস্মৃত করা ; প্রলোভিত করা ; প্রবোধ দান করিয়া শান্ত করা। (ঘুরা)।
ভেংচা—ভেঙ্গচানো। (চট্‌কা)।
ভেঙা—বিদ্রূপাত্মক মুখভঙ্গী করা। (লাফা)।
ভেজা—বন্ধ করা ; লাগানো। (লাফা)।
ভেস্তা—পণ্ড হওয়া। (চট্‌কা)।
মচ্কা—দুমড়াইয়া ভগ্নপ্রায় করা বা হওয়া। (চট্‌কা)। [(কর্)।
মজ্—মগ্ন আসক্ত বা নিবিষ্ট হওয়া।
মজা—মগ্ন হওয়া ; মুগ্ধ হওয়া ; বিপদে পড়া ; বুজিয়া যাওয়া ; অতি পক্ক হওয়া ; উপভোগ্য হওয়া। (লাফা)।
মট্কা—সশব্দে দুমড়ানো। (চট্‌কা)।
মর্—প্রাণত্যাগ করা। (কর্)।
মল্—মর্দন করা। (কর্)। [(কাট্)।
মাখ্—লেপন করা ; মর্দন বা মিশ্রণ করা।
মাখা—লেপন করা। (লাফা)।
মাগ্, মাঙ্—প্রার্থনা করা। (কাট্)।
মাগা, মাঙা—আনয়ন করানো ; ঠাওরানো। (লাফা)।
মাজ্—ঘর্ষণ করিয়া পরিষ্কৃত করা। (কাট্)।

মাড়্—মর্দন বা পোষণ করা। (কাট্)।
মাড়া—পদদলিত করা ; মর্দিত করানো। (লাফা)।
মাত্—মত্ত হওয়া ; অত্যধিক উৎসাহের সহিত নিযুক্ত থাকা। (কাট্)।
মান্—মান্য করা ; স্বীকার করা ; আদেশ প্রভৃতি পালন করা ; মানত করা। (কাট্)। [(লাফা)।
মানা—ভাল দেখানো ; শোভন হওয়া।
মাপ্—পরিমাপ করা। (কাট্)।
মার্—বধ করা ; প্রহার করা। (কাট্)।
মিট্—নিষ্পন্ন হওয়া ; চুকা। (লিখ্)।
মিয়া—বাসি হওয়া। (ফিরা)।
মিল্—একত্র হওয়া ; জোটা। (লিখ্)।
মিলা—মিলিত করা ; উন্মীলিত করানো ; অদৃশ্য হইয়া যাওয়া ; তুলনা করা ; জোটানো। (ফিরা)। [(লিখ্)।
মিশ্—মিশ্রিত হওয়া ; সংসর্গে থাকা।
মিশা—মিশ্রিত করা। (ফিরা)।
মুখা—অগ্রবর্তী বা উন্মুখ হইয়া থাকা। (ঘুরা)।
মুগ্রা—মুগুর দ্বারা প্রহার করা। (উল্‌টা)।
মুচ্ড়া—পাক দেওয়া। (উল্‌টা)।
মুছ্—মোছা। (উঠ্)।
মুছা—মোছানো। (ঘুরা)।
মুড়্—ভাঁজ করা ; জড়ান ; আবৃত করা। (উঠ্)।
মুড়া—ভাঁজ ইত্যাদি করানো ; মুণ্ডন করা, ছাটা। (ঘুরা)।
মুত্—প্রস্রাব করা। (উঠ্)।
মুদ্—নিমীলিত করা। (উঠ্)।
মুষ্ড়া—দমিয়া যাওয়া ; শুষ্কবৎ হওয়া। (উল্‌টা)। [(কর্)।
মেল্—উন্মীলিত বা প্রসারিত করা।
মেলা—বিছানো ; ছড়ানো ; একত্র হওয়া ; যুক্ত হওয়া ; মিশ্রিত হওয়া ; জোটা ; সদৃশ হওয়া, খাপ খাওয়া ; ঠিক হওয়া। (লাফা)।
যজা—কাহারও পৌরোহিত্য করা। (লাফা)।
যা—গমন করা। (খা)।
যাচ্—প্রার্থনা করা ; যাচাই করা ; অনুসন্ধান দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা। (কাট্)।
যাচা—যাচাই করান। (লাফা)।
যুঝ্—যুদ্ধ করা ; লড়া। কবিপ্র। (উঠ্)।
যোগা—সরবরাহ করা ; (মন) অভিপ্রেত কার্য ও বাক্যাদি দ্বারা প্রসন্ন রাখা। (ধোয়া)।
রগ্ড়া—মর্দন করা। (চট্‌কা)।
রঙ্গা, রঙা—রঞ্জিত করা। (লাফা)।
রচ্—রচনা করা। (কর্)।
রট্—প্রচারিত হওয়া। (কর্)। [(কর্)।
রস্—রসযুক্ত বা আর্দ্র হওয়া ; ঈষৎ পচা।
রসা—রসযুক্ত করা। (লাফা)।

রহ্—থাকা; অপেক্ষা করা। (কহ্)।
রাখ্—রক্ষা করা। (কাট্)।
রাগ্—ক্রুদ্ধ হওয়া। (কাট্)।
রাঙা, রাঙ্গা—রাঙ্গানো, রক্তবর্ণ করা। (লাফা)।
রাজ্—শোভা পাওয়া। কবিপ্র।
রান্ধ্, রাঁধ—রন্ধন করা। (কাট্)।
রু—রোপণ করা। (শু)।
রুখ্—ক্রুদ্ধ হওয়া, আক্রমণে উদ্যত হওয়া; থামান। (উঠ্)।
রুচ্—ভাল লাগা, রুচিকর হওয়া। (উঠ্)।
রুধ্—রোধ করা। (উঠ্)। [(উঠ্)।
রুষ্—ক্রুদ্ধ বা স্ফীত হওয়া; গর্জন করা।
রোধ্—রোধ করা। (কর্)।
রোপ্—রোপণ করা। (কর্)।
ল—গ্রহণ করা; লওয়া। (হ)।
লঙ্ঘ্—অতিক্রম করা। কবিপ্র। (কর্)।
লট্কা—ঝুলানো। (চট্কা)।
লড়্—যুদ্ধ করা। (কর্)।
লতা—লতার ন্যায় বিস্তৃত হওয়া; লতার ন্যায় শিথিল-দেহ হওয়া। (লাফা)।
লপ্টা—জড়িত হওয়া। (চট্কা)।
লাগ্—সংলগ্ন হওয়া; স্পর্শ করা। (কাট্)।
লাদা—ভার চাপানো; (হস্তী প্রভৃতির) মলত্যাগ করা। (লাফা)।
লাফা—লম্ফ প্রদান করা। (লাফা)।
লিখ্—লিপিবদ্ধ করা। (লিখ্)।
লুকা—লুক্কায়িত হওয়া; গোপন করা। (ঘুরা)।
লুট্—লুণ্ঠন করা; ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া। (উঠ্)।
লুটা—ভূলুণ্ঠিত করা বা হওয়া। (ঘুরা)।
লুফ্—শূন্যপথে পতিত হইবার সময়ে ধরা। (উঠ্)।
লেংচা—খোঁড়ার মত চলা। (চট্কা)।
লেপ্—লেপন করা। (কর্)। [(চট্কা)।
লেপ্টা—জড়িত হওয়া বা করা।
লেলা—(কুক্কুরাদিকে আক্রমণ করিতে) উত্তেজিত করা। (লাফা)।
শাণা—তীক্ষ্ণ করা; শাণে ধারানো (লাফা)।
শান্—তৃপ্তি হওয়া। (কাট্)।
শানা—তৃপ্তি হওয়া। (লাফা)।
শাপ্—অভিশাপ দেওয়া। কবিপ্র। (কাট্)।
শাস্—শাসন করা। (কাট্)।
শাসা—শাস্তি দিবার ভয় দেখানো। (লাফা)।
শিউরা—রোমাঞ্চিত হওয়া। (বিগ্ড়া)।
শিখ্—শিক্ষা বা অভ্যাস করা। (লিখা)।
শিহর্—রোমাঞ্চিত হওয়া। (কর্)।
শিহরা—রোমাঞ্চিত হওয়া। (লাফা)।
শু—শয়ন করা। (শু)।
শুঁক্, শুখ্—ঘ্রাণ লওয়া। (উঠ্)।
শুকা, শুখা—শুষ্ক করা, শুষ্ক হওয়া; শীর্ণ করা; শীর্ণ হওয়া। (ঘুরা)।
শুধ্—পরিশোধ করা। (উঠ্)।
শুধা—জিজ্ঞাসা করা। কবিপ্র। (ঘুরা)।
শুধ্রা—সংশোধন করা; সংশোধিত হওয়া; আরোগ্যলাভ করা। (উবুটা)।
শুন্—শ্রবণ করা; মানা। (উঠ্)।
শুনা—শ্রবণ করানো; ভর্ৎসনা করা। (ঘুরা)।
শুষ্—শোষণ করা। (উঠ্)।
সঁপ্—সমর্পণ করা। (কর্)।
সট্কা—না বলিয়া পলায়ন করা। (চট্কা)।
সমজা, সমঝা—বুঝানো। (চট্কা)।
সর্—চলা, দূরে যাওয়া; উচ্চারিত হওয়া। (কর্)। [(লাফা)।
সরা—স্থানান্তরিত করা; চুরি করা।
সহ্—সহ্য করা; সহ্য হওয়া। (কহ্)।
সাট্—আঁটা। (কাট্)।
সাঁত্রা—সাঁতার কাটা। (চট্কা)।
সাঁতলা—তেলে বা ঘিয়ে অল্প ভাজা। (চট্কা)।
সাজ্—সজ্জিত হওয়া; (পান তামাক প্রভৃতি) সেবনোপযোগী করা; কৃত্রিম বা বিকৃতভাবে নিজেকে পরিচিত করিতে চাওয়া। (কাট্)।
সাজা—সজ্জিত করা। (লাফা)।
সাধ্—অনুনয় করা; ঘটানো; সাধন করা; অযাচিত হইয়া কিছু করা; সমাধান করা; অভ্যাস করা। (কাট্)।
সান্—চটকাইয়া মাখা। (কাট্)।
সান্ধা—ভিতরে যাওয়া বা যাওয়ানো। প্রা কপ্র।
সাপ্টা—জাপটানো। (চট্কা)।
সামা—প্রবেশ করা। প্রা কপ্র।
সামলা—সংবরণ করা; সংযত করা; রক্ষা করা; রক্ষা পাওয়া। (চট্কা)।
সার্—সংশোধন করা; বিপদে ফেলা; আরোগ্যলাভ করা। (কাট্)।
সারা—সংশোধন করানো; মেরামত করানো। (লাফা)।
সিজ্, সিঝ্—জলে সিদ্ধ করা। (লিখ)।
সিজা, সিঝা—সিদ্ধ করা। (ফিরা)।
সিট্কা—(ঘৃণাদি হেতু নাসিকা) কুঞ্চিত করা। (বিগ্ড়া)।
সেঁতা—সিক্তপ্রায় হওয়া। (লাফা)।
সেক্, সেঁক্—তাপ দেওয়া; (রুটি প্রভৃতি) অগ্নি দ্বারা পক্ক করা। (কর্)।
সেচ্—সেচন করা। (কর্)।
সোঙর্—স্মরণ করা। কবিপ্র।
হ—হওয়া; ঘটা; জন্মগ্রহণ করা; অতীত হওয়া। (হ)।
হট্—পিছনে যাওয়া; পরাঙ্মুখ বা নিরস্ত হওয়া। (কর্)।
হড়্কা—পিছলানো। (চট্কা)। [(কর্)।
হর্—চুরি করা; লওয়া; ভাগ করা। কবিপ্র।
হাঁক্—ডাকা। (কাট্)।
হাঁকা—তাড়ানো; চালানো। (লাফা)।
হাঁচ্—হাঁচি দেওয়া। (কাট্)।
হাঁট্—পায়ে চলা। (কাট্)।
হাঁট্কা—উলটাইয়া পালটাইয়া তল্লাশ করা। (চট্কা)।
হাঁপা—ঘন ঘন কষ্টের সহিত শ্বাস ফেলা। (লাফা)।
হাগ্—মলত্যাগ করা। (কাট্)।
হাজ্—জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া। (কাট্)।
হাতড়া—হাত দিয়া খোঁজা। (চট্কা)।
হাতা—হস্তগত করা; হাতানো। (লাফা)।
হান্—নিক্ষেপ করা। কবিপ্র। (কাট্)।
হাপ্রা—তরল দ্রব্য সশব্দে ভক্ষণ করা। (চট্কা)। [(চট্কা)।
হাব্ড়া—ভয় পাওয়া; অবসন্ন হওয়া।
হার্—পরাজিত হওয়া। (কাট্)।
হারা—পরাজিত করা; খোয়ানো; খুঁজিয়া না পাওয়া। (লাফা)।
হাস্—হাস্য করা। (কাট্)।
হিঁচ্ড়া—জোর করিয়া ঘষড়াইয়া টানা। (বিগ্ড়া)।
হেদা—ব্যাকুল হওয়া। (লাফা)।
হের্—দেখা। কবিপ্র। (কর্)।
হেল্—বাঁকা, একপার্শ্বে নত হওয়া। (কর্)।
হেলা—ঝোঁকানো, নোয়ানো। (লাফা)।

দ্রষ্টব্য—কবিপ্রযুক্ত ধাতুগুলিতে সাধারণতঃ সাধু বিভক্তিগুলি যোগ করিলেই রূপ হয়। তবে সব ধাতুর সব রূপ হয় না। যে সকল কবিপ্রযুক্ত ধাতুকে, কোন গণবিশেষের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহাদের পাশে উক্ত গণের উল্লেখ করা হইয়াছে। দুই একটি ধাতুর রূপ দুই এক স্থলে স্বতন্ত্র হয়। কবিতায় বহু নামধাতু ব্যবহার হয়। যথা,—প্রবেশিলা, মর্মরিছে, নাদে, নিষ্কোষিয়া ইত্যাদি। অনেক সংস্কৃত ধাতু অবিকৃত ভাবে প্রযুক্ত হয়, যেমন, নম্; ভজ্; রচ্; চেষ্ট্ ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু বিকৃত অবস্থায় প্রযুক্ত হয়। যথা,—স্মৃ > স্মর, নির— মা > নিরখ্ ইত্যাদি। পদ্যে অনেক সময় স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের দ্বারা ধাতুর যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে ভাঙিয়া লওয়া হইত এবং হয়। যেমন, বরষিয়া, পরশিয়া, পরবোধি ইত্যাদি। হ-আদি গণীয় হইতে উঠ্ আদি গণীয় পর্যন্ত ধাতু-সমূহের নিজন্ত-রূপ যথাক্রমে হওয়া, খাওয়া, দেওয়া, শোয়া, করা, কহা বা কওয়া, ভাটা, গাওয়া, লিখা বা লেখা এবং উঠা বা ওঠা।

বিপরীতার্থক শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	আমান্ন	সিদ্ধান্ন	কর্কশ	কোমল, মৃদু
অগ্রজ	অনুজ	আয়	ব্যয়	কাচা	পাকা
অণু	[illegible]	আরব্ধ	সমাপ্ত	কার্য (ফল)	কারণ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	আরম্ভ	শেষ	কু	সু
অধম	উত্তম	আরোহণ	অবরোহণ	কুটিল	সরল, জটিল
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	আর্দ্র	শুষ্ক	কুৎসা	প্রশংসা
অধিক	ন্যূন, অল্প	আলস্য	শ্রম	কুৎসিত	সুন্দর
অধিত্যকা	উপত্যকা	আলো	আঁধার	কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
অনন্ত	সান্ত	আশা	নৈরাশ্য	কৃত্রিম	অকৃত্রিম, স্বাভাবিক
অনুকূল	প্রতিকূল	আসল	নকল	কৃশ	স্থূল
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	আসামী	ফরিয়াদী	কৃষ্ণ	শুক্ল
অনুরক্ত	বিরক্ত	আস্তিক	নাস্তিক	ক্রন্দন	হাস্য
অনুরাগ	বিরাগ	আহার	অনাহার	ক্রয়	বিক্রয়
অনুলোম	প্রতিলোম, বিলোম	ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ক্ষতি	বৃদ্ধি, লাভ
অনৃত	সুনৃত	ইতর	ভদ্র	ক্ষয়	বৃদ্ধি
অন্তর	বাহির	ইষ্ট	অনিষ্ট	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
অন্ত্য	আদ্য	ইহকাল	পরকাল	খাদ্য	অখাদ্য
অন্ধকার	আলোক	ইহলোক	পরলোক	খেদ	হর্ষ
অপরাধী	নিরপরাধ	ঈষৎ	অধিক	গণ্য	নগণ্য
অমৃত	গরল, বিষ	উগ্র	সৌম্য, মৃদু	গমন	আগমন
অর্থ	অনর্থ	উচ্চ	নীচ	গরল	অমৃত, সুধা
অর্থী	প্রত্যর্থী	উৎকর্ষ	অপকর্ষ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
অর্পণ	প্রত্যর্পণ, গ্রহণ	উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট	গুণ	দোষ
অর্বাচীন	প্রাচীন	উত্তম	অধম	গুপ্ত	প্রকাশিত
অলস	অনলস, পরিশ্রমী	উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	গুরু	লঘু (বিণ), শিষ্য (বি)
অলীক	সত্য	উত্তর	দক্ষিণ, অধর (নীচ)	গৃহী	সন্ন্যাসী
অল্প	অধিক	উত্তাপ	শৈত্য	গোপন	প্রকাশ
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	উত্থান	পতন	গৌরব	লাঘব
আকাশ	পাতাল	উৎরাই	চড়াই	গ্রহণ	দান
আকুঞ্চন	প্রসারণ	উদয়	অস্ত	গ্রাম্য	নাগরিক
আগা	গোড়া	উদার	সংকীর্ণ, অনুদার	ঘন	তরল
আচার	অনাচার	উদীচ্য	অবাচ্য	ঘাত	প্রতিঘাত
আত্ম	পর	উন্নতি	অবনতি	ঘৃণা	শ্রদ্ধা
আত্মীয়	অনাত্মীয়	উন্মীলিত	নির্মীলিত	চক্ষুষ্মান্	অন্ধ
আদর	অনাদর	উপকার	অপকার	চঞ্চল	স্থির
আদান	প্রদান	উপচয়	অপচয়	চেতন	জড়, অচেতন
আদি	অন্ত	উপায়	অপায়	জড়	চেতন
আদিম	অন্তিম	উষ্ণ	শীতল	জন্ম	মৃত্যু
আধার	আধেয়	ঊর্ধ্ব	অধঃ	জন্য	জনক
আপদ্	সম্পদ্	ঋজু	বক্র	জমা	খরচ
আপন	পর	ঐক্য	অনৈক্য	জয়	পরাজয়
আবাহন	বিসর্জন	ঐহিক	পারত্রিক	জয়ী	জিত
আবির্ভাব	তিরোভাব	কঠোর	কোমল	জল	স্থল
আবির্ভূত	তিরোহিত	কড়ি	কোমল	জাগন্ত	ঘুমন্ত
আবৃত	উন্মুক্ত, অনাবৃত	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	জাগরণ	নিদ্রা, সুপ্তি

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
জাগ্রৎ	সুপ্ত
জাতীয়	বিজাতীয়
জীবন	মরণ
জোড়	বিজোড়
জোয়ার	ভাঁটা
জ্ঞানী	অজ্ঞান, মূর্খ
ঝটিতি	বিলম্ব
টাটকা	বাসী
তরল	ঘন, কঠিন
তরুণ	বৃদ্ধ
তস্কর	সাধু
তাপ	শৈত্য
তিমির	আলোক
তিরস্কার	পুরস্কার
তুষ্ট	রুষ্ট
দক্ষিণ	বাম
দাতা	গ্রহীতা
দিক্	বিদিক্
দিন	রাত্রি
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দুরন্ত	শান্ত
দুর্লভ	সুলভ
দুষ্কৃতি	সুকৃতি
দূর	নিকট, সমীপ
দ্রুত	মন্থর
দেনা	পাওনা
দৃঢ়	শিথিল
ধনাত্মক	ঋণাত্মক
ধনিক	শ্রমিক
ধনী	দরিদ্র, নির্ধন
ধর্ম	অধর্ম
নিত্য	নৈমিত্তিক
নিন্দা	স্তুতি, প্রশংসা
নিরত	বিরত
নিরাকার	সাকার
নির্গুণ	সগুণ
নির্দয়	সদয়
নির্মল	মলিন
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
নিশ্বাস	প্রশ্বাস
নীরস	সরস
নূতন	পুরাতন
নৈসর্গিক	অনৈসর্গিক, কৃত্রিম
ন্যায়	অন্যায়
পক্ষ	প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ
পতন	উত্থান, অভ্যুদয়
পরকীয়	স্বকীয়
পরার্থ	স্বার্থ
পরুষ	কোমল
পাপ	পুণ্য
পুষ্ট	ক্ষীণ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
পূর্ব	পশ্চিম
পূর্বার্ধ	উত্তরার্ধ
পূর্বপক্ষ	উত্তর পক্ষ
প্রকৃতি	বিকৃতি
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
প্রফুল্ল	ম্লান
প্রবল	দুর্বল
প্রবীণ	অপ্রবীণ, নবীন
প্রভু	ভৃত্য
প্রশ্ন	উত্তর
প্রসন্ন	বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন
প্রাংশু	খর্ব, বামন
প্রাচীন	নব্য, অর্বাচীন
প্রাচ্য	প্রতীচ্য, পাশ্চাত্য
ফলন্ত	অফলা
বদ্ধ	মুক্ত
বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু
বন্ধুর	সমতল, মসৃণ
বরখাস্ত	বাহাল
বর্ধমান	ক্ষীয়মাণ
বহু	অল্প
বালক	বৃদ্ধ
বাল্য	বার্ধক্য
বাদী	বিবাদী, প্রতিবাদী
বিধি—permissive rule	নিয়ম, নিষেধ—restrictive rule
বিনয়	ঔদ্ধত্য
বিনীত	উদ্ধত
বিপক্ষ	স্বপক্ষ
বিরল	গাঢ়, ঘন
বিষ	অমৃত
বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
ব্যর্থ	সার্থক, অব্যর্থ
ব্যষ্টি	সমষ্টি
বোকা	সেয়ানা, চতুর
ভক্ষ্য	অভক্ষ্য, ভক্ষক
ভদ্র	ইতর, অভদ্র
ভয়	ভরসা, সাহস
ভালো	মন্দ
ভিক্ষুক	দাতা
ভূত	ভবিষ্যৎ
মঙ্গল	অমঙ্গল
মধুর	তিক্ত
মহৎ	ক্ষুদ্র, নীচ
মান	অপমান
মিত্রতা	শত্রুতা
মিথ্যা	সত্য
মিলন	বিরহ
মুখ্য	গৌণ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
মৃদু	তীক্ষ্ণ
মোটা	সরু
যজমান	পুরোহিত
যশঃ	অপযশঃ
যাজ্য	যাজক
যোগ	বিয়োগ
যোজক	প্রণালী
রাগ—আসক্তি, প্রীতি	বিরাগ, দ্বেষ
রসিক	অরসিক, বেরসিক
রাজা	প্রজা
রুগ্ণ	সুস্থ
রোগী	নীরোগ
লঘিমা	গরিমা
লঘু	গুরু
লাভ	ক্ষতি, লোকসান
শত্রু	মিত্র
শান্ত	দুরন্ত
শিক্ষক	ছাত্র
শিষ্ট	অশিষ্ট, দুষ্ট
শিষ্য	গুরু
শীঘ্র	বিলম্ব
শীত	গ্রীষ্ম
শুকনা	ভিজা
শুকো	হাজা
শুভ	অশুভ
শুক্ল	কৃষ্ণ
শুষ্ক	আর্দ্র
শূন্য	পূর্ণ
শোক	হর্ষ
শ্রম	আলস্য, বিশ্রাম
সওয়াল	জবাব
সংকোচন	প্রসারণ
সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত
সংক্ষেপ	বিস্তার, বাহুল্য
সংযোগ	বিয়োগ
সঞ্চয়	অপচয়, ব্যয়, ক্ষয়
সত্য	মিথ্যা
সদৃশ	বিসদৃশ
সন্ধি	বিচ্ছেদ, বিগ্রহ
সন্নিকৃষ্ট	বিপ্রকৃষ্ট
সন্নিধান	ব্যবধান
[illegible]	[illegible]
সমক্ষ	পরোক্ষ
সমষ্টি	ব্যষ্টি
সমাপ্ত	আরব্ধ
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সরকারি	বেসরকারি
সরস	বিরস, নীরস
সস্তা	আক্রা

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
সহজ	কঠিন
সহযোগী	প্রতিযোগী
সাকার	নিরাকার
সাদা	কালো
সাবালক	নাবালক
সাম্য	বৈষম্য
সার	অসার
সুকর	দুষ্কর
সুকৃতি	দুষ্কৃতি
সুখ	দুঃখ
সুখ্যাতি	অখ্যাতি
সুগম	দুর্গম

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
সুন্দর	কুৎসিত
সুপ্ত	জাগরিত, জাগ্রৎ
সুলভ	দুর্লভ
সুশীল	দুঃশীল
সুস্থ	পীড়িত, অসুস্থ
সূক্ষ্ম	স্থূল
সৃষ্টি	ধ্বংস, প্রলয়
স্থাবর	জঙ্গম
স্থির	চঞ্চল
স্থূল	সূক্ষ্ম, ক্ষীণ, কৃশ
স্নিগ্ধ	রুক্ষ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
স্মৃতি	বিস্মৃতি
স্বচ্ছ	অনচ্ছ
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
স্বাধীন	পরাধীন
স্বর্গ	নরক
হরণ	পূরণ
হর্ষ	বিষাদ
হার	জিত
হাসি	কান্না
হিত	অহিত
হ্রাস	বৃদ্ধি

এককাবলী

ইংলণ্ডীয় মুদ্রা

৪ ফার্দিংএ (f বা q)   ১ পেনি (d)
১২ পেনিতে   ১ শিলিং (s)
২০ শিলিংএ   ১ পাউণ্ড বা সভ্‌রিন্ (£)
২ শিলিংএ   ১ ফ্লোরিন (fl)
৫ শিলিংএ   ১ ক্রাউন
২১ শিলিংএ   ১ গিনি
[১ শিলিং = প্রায় এগার আনা]

ইংলণ্ডীয় সাধারণ ওজন

১৬ ড্রামে   ১ আউন্স (oz.)
১৬ আউন্সে   ১ পাউণ্ড (lb.)
১৪ পাউণ্ডে   ১ স্টোন (st.)
২ স্টোনে বা ২৮ পাউণ্ডে   ১ কোয়ার্টার (qr.)
৪ কোয়ার্টারে   ১ হন্দর (cwt.)
২০ হন্দরে   ১ টন (ton.)
[১ টন = প্রায় ২৭ মন ৯ সের ;
১ পাউণ্ড = প্রায় আধ সের]

স্বর্ণরৌপ্যের ওজন (দেশীয়)

৪ ধানে   ১ রতি
৬ রতিতে   ১ আনা
৮ রতিতে   ১ মাসা
১৬ আনা বা ১২ মাসায় ১ ভরি বা তোলা

স্বর্ণরৌপ্যের ওজন (ইংলণ্ডীয়)

৪ গ্রেনে   ১ ক্যারাট
৬ ক্যারাটে   ১ পেনিওয়েট (dwt).
২০ পেনিওয়েটে   ১ আউন্স (oz.)
১২ আউন্সে   ১ পাউণ্ড (lb.)
২৫ পাউণ্ডে   ১ কোয়ার্টার (qr.)
৪ কোয়ার্টারে   ১ হন্দর (cwt.)
২০ হন্দরে   ১ টন (ton.)
[১ তোলা বা ভরি = ১৮০ গ্রেন ;
১ পাউণ্ড = ৩২ ভরি = সাধারণ ওজনের ১৪৪/১৭৫ পাউণ্ড]

ঔষধের ইংলণ্ডীয় মাপ (শুষ্ক)

২০ গ্রেনে   ১ স্ক্রুপল
৩ স্ক্রুপলে   ১ ড্রাম
৮ ড্রামে   ১ আউন্স
১২ আউন্সে   ১ পাউণ্ড
[১ পাউণ্ড = স্বর্ণের ৩২ ভরি]

ঔষধের ইংলণ্ডীয় মাপ (তরল)

৬০ মিনিমে বা ফোঁটায়   ১ ড্রাম
৮ ড্রামে   ১ আউন্স
২০ আউন্সে   ১ পাইন্ট
৮ পাইন্টে   ১ গ্যালন
৪ ড্রামে   ১ টেব্‌ল্‌স্পুন্‌ফুল
২ আউন্সে   ১ ওয়াইনগ্লাসফুল
৩ আউন্সে   ১ টিকাপফুল
[১ আউন্স = প্রায় ১ কাঁচ্চা।
১ গ্যালন = প্রায় ৪ সের]

মদ্যের ইংলণ্ডীয় পরিমাপ

৪ গিলে   ১ পাইন্ট (pt.)
২ পাইন্টে   ১ কোয়ার্ট (qt.)
৪ কোয়ার্টে   ১ গ্যালন (gal.)
৬৩ গ্যালনে   ১ হগ্‌স্‌হেড্ (hhd.)
৮৪ গ্যালনে   ১ পান্চিয়ান (pun.)
১২৬ গ্যালনে   ১ পাইপ বা বাট (pipe.)
২ পাইপে   ১ টান (tun.)
৯ গ্যালনে   ১ ফার্কিন (fir.)
২ ফার্কিনে   ১ কিল্ডার্‌কিন (kild.)
২ কিল্ডারকিনে ১ ব্যারেল (bar.)
৩ কিল্ডার্‌কিনে ১ হগ্‌স্‌হেড

ধান্যাদির দেশীয় পরিমাপ

৫ ছটাকে   ১ কুনিকা
২ কুনিকায়   ১ খুঁচি
২ খুঁচিতে   ১ রেক
২ রেকে   ১ পালি
২ পালিতে   ১ দন
২ দনে   ১ কাঠি
৮ কাঠিতে   ১ আড়ি
২০ আড়িতে   ১ বিশ
১৬ বিশে   ১ কাহন
১৬ পালিতে বা ৮ দনে   ১ মন
২০ দনে   ১ শলি

কয়লার ইংলণ্ডীয় ওজন

১৪ পাউণ্ডে   ১ স্টোন
২৮ পাউণ্ডে   ১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টারে   ১ হন্দর
২০ হন্দরে   ১ টন
১ স্যাকে   ১ হন্দর
১ লার্জ স্যাকে   ২ হন্দর
২১ টন ৪ হন্দরে   ১ বার্জ বা কীল
২০ কীলে (৪২৪ টনে) ১ শিপ্‌লোড
৭ টনে   ১ রুম

ময়দার ইংলণ্ডীয় ওজন

১৪ পাউণ্ডে   ১ পেক বা স্টোন
৪০ পাউণ্ডে   ১ বোল

৫৬ পাউণ্ডে	১ বুশেল
১৪০ পাউণ্ডে	১ ব্যাগ
১৯৬ পাউণ্ডে	১ ব্যারেল
২৮০ পাউণ্ডে	১ স্যাক

দৈর্ঘ্য বা দুরত্বের ইংলণ্ডীয় পরিমাপ

১২ ইঞ্চিতে (in.)	১ ফুট (ft.)
৩ ফুটে	১ গজ (yd.)
৫½ গজে	১ পোল (po.) রড বা পার্চ
৪ পোলে বা ২২ গজে	১ চেন্
৪০ রডে বা ২২০ গজে	১ ফার্লং
৮ ফার্লং এ বা ১৭৬০ গজে	১ মাইল
৩ মাইলে	১ লীগ

[১ মাইল = ৩৫২০ হাত]

অন্য প্রকার

৭'৯২ দীর্ঘ ইঞ্চিতে	১ দীর্ঘলিঙ্ক
২৫ দীর্ঘলিঙ্কে	১ দীর্ঘপোল
৪ দীর্ঘপোলে	১ দীর্ঘচেন
৮০ দীর্ঘচেনে	১ দীর্ঘমাইল

বিস্তারের দেশীয় পরিমাপ

৫৭৬ বর্গ অঙ্গুলিতে	১ বর্গ হাত বা গণ্ডা ৴২
৫ গণ্ডায়	১ কাচ্চা ৴৫
৪ কাচ্চায়	১ ছটাক /০
৪ ছটাকে	১ পোয়া ।০
৪ পোয়ায় বা ৩২০ বর্গ হাতে	১ বর্গ কাঠা /১
২০ বর্গ কাঠায় বা ৬৪০০ বর্গ হাতে	১ বর্গ বিঘা ১/

[১ ছটাক = ৪৫ বর্গ ফুট ; ১ বর্গ কাঠা = ৭২০ বর্গ ফুট ; ১ বর্গ বিঘা = ১৬০০ বর্গ গজ]

বিস্তারের ইংলণ্ডীয় পরিমাপ

১৪৪ বর্গ ইঞ্চিতে	১ বর্গ ফুট
৯ বর্গ ফুটে	১ বর্গ গজ
৩০¼ বর্গ গজে	১ বর্গ পোল
৪০ বর্গ পোলে	১ রুড
৪ রুডে বা ৪৮৪০ বর্গ গজে	১ একর
৬৪০ একরে	১ বর্গমাইল

অন্য প্রকার

৬২'৭৩ বর্গ ইঞ্চিতে	১ বর্গ লিঙ্ক
৬২৫ বর্গ লিঙ্কে	১ বর্গ পোল
১৬ বর্গ পোলে	১ বর্গ চেন
১০ বর্গ চেনে	১ একর

ইংলণ্ডীয় ঘন পরিমাণ

১ ফুট × ১ ফুট × ১০০ ফুট	১ হন্দর ফুট
১৭২৮ ঘন ইঞ্চিতে	১ ঘন ফুট
২৭ ঘন ফুটে	১ ঘন গজ

কাষ্ঠ পরিমাপে

৪০ ঘন ফুটে	১ লোড (আকাটা)
৫০ ঘন ফুটে	১ লোড (ফালি-করা)
৪২ ঘন ফুটে	১ টন (শিপিং-এর)
১০৮ ঘন ফুটে	১ স্ট্যাক
১২৮ ঘন ফুটে	১ কর্ড
২৭০ ঘন ফুটে	১ স্ট্যাণ্ডার্ড (লণ্ডনের)

চুনের মাপ

১ ফেরায়	১। মন
৮০ ফেরায়	১০০ মন

[ফেরা = ৮½ ইঞ্চি গভীর, ২১½ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৯ ইঞ্চি প্রস্থযুক্ত]

দেশীয় সময়মান

১৮ পলকে	১ কাষ্ঠা
৩০ কাষ্ঠাতে	১ কলা
৩০ কলাতে	১ অনুপল
৬০ অনুপলে	১ বিপল
৬০ বিপলে	১ পল
৬০ পলে	১ দণ্ড
৭½ দণ্ডে	১ প্রহর
৮ প্রহরে	১ দিন
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
২ পক্ষে বা ৩০ দিনে	১ মাস
২ মাসে	১ ঋতু
৩ ঋতুতে	১ অয়ন
৩৬৫ দিনে	১ বৎসর

[মাসমান = ২৯, ৩০, ৩১ বা ৩২ দিন ; দণ্ড = প্রায় ২৪ মিনিট]।

ইংলণ্ডীয় সময়মান

৬০ সেকেণ্ডে	১ মিনিট
৬০ মিনিটে	১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টায়	১ দিন
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
২৮ দিনে	১ চান্দ্রমাস
২৮, ২৯, ৩০ বা ৩১ দিনে	১ পঞ্জিকা মাস
১২ পঞ্জিকা মাসে বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায়	১ বৎসর
৩৬৬ দিনে	১ লীপ বৎসর (Leap Year)

পান গণনা (কলিকাতায়)

৮ গণ্ডায় বা ৩২ টায়	১ গোছ
৩ গোছে	১ শত
৩ শতে	১ কোনা
৪ কোনায়	১ পাই
৪ পাইয়ে	১ কুড়ি

দ্রব্যসংখ্যা গণনা (দেশীয়)

৪টাতে	১ গণ্ডা
৪ গণ্ডায়	১ কুড়পা (বিচালির আঁটি)
৫ গণ্ডায়	১ কুড়ি বা বুড়ি
৪ কুড়িতে	১ পণ (বিচালির)
১৬ পণে	১ কাহন

দ্রব্যসংখ্যা গণনা (ইংলণ্ডীয়)

১২ টাতে	১ ডজন
২০ টাতে	১ স্কোর
১২ ডজনে	১ গ্রোস
১২ গ্রোসে বা ১৪৪ টাতে	১ গ্রেট গ্রোস

কাগজ গণনা

২৪ তা'য়	১ দিস্তা
২০ দিস্তায়	১ রীম
১০ রীমে	১ বেল

বাঙ্গালাতে নানা প্রদেশে দ্রব্য-গণনায় এবং ভূমির পরিমাপাদিতে বিশেষ বিশেষ বহুসংখ্যক এককের নাম এবং বিশেষ বিশেষ নিয়ম দেখা যায়।

দশমিক মুদ্রা বা নয়া পয়সা

আমাদের দেশে নূতন দশমিক মুদ্রা চালু করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় সর্বশুদ্ধ ৯টি মুদ্রা আছে। উহাদের নাম :

এক-নয়া পয়সা, দুই-নয়া পয়সা, তিন-নয়া পয়সা, পাঁচ-নয়া পয়সা, দশ-নয়া পয়সা, কুড়ি নয়া-পয়সা, পঁচিশ-নয়া পয়সা, পঞ্চাশ-নয়া পয়সা, একশত-নয়া পয়সা।

দশমিক বা নয়া ওজন-পরিমাণ

দশমিক মুদ্রার মত দশমিক ওজন-পরিমাণও আমাদের দেশে চালু হইয়াছে। দশমিক ওজন-পরিমাণের বাটখারাগুলি তিন ভাগে বা পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) **কিলোগ্রাম পর্যায়**—এই পর্যায়ের বাটখারাগুলির সংখ্যা ছয়টি ; যথা—এক, দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি ও পঞ্চাশ-কিলোগ্রাম।

(২) **গ্রাম পর্যায়**—এই পর্যায়ের বাটখারাগুলির সংখ্যা নয়টি ; যথা—এক, দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, এক শত, দুই শত ও পাঁচ শত-গ্রাম।

(৩) **মিলিগ্রাম পর্যায়**—এই পর্যায়ের বাটখারাগুলির সংখ্যা নয়টি ; যথা—এক, দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, এক শত, দুই শত ও পাঁচ শত-মিলিগ্রাম।

দশমিক ওজন-পরিমাণের আর্যা

১০ মিলিগ্রামে (মিগ্রা.)	১ সেন্টিগ্রাম (সেগ্রা.)
১০ সেন্টিগ্রামে	১ ডেসিগ্রাম (ডেগ্রা.)
১০ ডেসিগ্রামে	১ গ্রাম (গ্রা.)
১০ গ্রামে	১ ডেকাগ্রাম (ডেকাগ্রা.)
১০ ডেকাগ্রামে	১ হেক্টোগ্রাম (হেগ্রা.)

১০ হেক্টোগ্রামে — **১ কিলোগ্রাম** (কিগ্রা.)

১০০ কিলোগ্রামে — ১ কুইন্টাল

১০ কুইন্টাল অথবা ১০০০ কিলোগ্রামে } — ১ মেট্রিক টন

দশমিক দৈর্ঘ্য-পরিমাপের আর্যা

১০ মিলিমিটারে (মিমি.) — ১ সেন্টিমিটার (সেমি.)

১০ সেন্টিমিটারে — ১ ডেসিমিটার (ডেমি.)

১০ ডেসিমিটারে — ১ মিটার (মি.)

১০ মিটারে — ১ ডেকামিটার (ডেকামি.)

১০ ডেকামিটারে — ১ হেক্টোমিটার (হেমি.)

১০ হেক্টোমিটারে — ১ কিলোমিটার (কিমি.)

দশমিক দৈর্ঘ্য-পরিমাপের মূল একক হইল **মিটার**। ১ মিটার প্রায় ৪০ ইঞ্চির সমান।

দশমিক ধারকত্ব-পরিমাণের আর্যা

১০ মিলিলিটারে (মিলিলি.) — ১ সেন্টিলিটার (সেলি.)

১০ সেন্টিলিটারে — ১ ডেসিলিটার (ডেলি.)

১০ ডেসিলিটারে — ১ লিটার (লি.)

১০ লিটারে — ১ ডেকালিটার (ডেকালি.)

১০ ডেকালিটারে — ১ হেক্টোলিটার (হেলি.)

১০ হেক্টোলিটারে — ১ কিলোলিটার (কিলি.)

[**দ্রষ্টব্য ঃ**—১ লিটার = ১·৭৫ পাঁইট ; ১ গ্যালন (ইম্পিরিয়াল) = ৪·৫৫ লিটার ; ১ লিটার (জল) = ১ কিলোগ্রাম - প্রায় ১ সের ৬ তোলা।]

বাংলা বানানের নিয়ম

[এই নিয়ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান-সংস্কার-সমিতি হইতে প্রকাশিত পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সমিতি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে গঠিত হয় ; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়।]

বিগত ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করেন। এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রায় দুই শত উত্তর পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতাই একমত। কোন কোন স্থলে বহু-প্রচলিত বানান কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি সমস্ত অভিমত বিচার করিয়া বাংলা বানানের যে নিয়ম গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে লাভ যত হইবে তাহার অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা অধিক হইবে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে বা শব্দকোষে উচ্চারণ-নির্দেশের জন্য বহু চিহ্নের প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু সাধারণ লেখায় তাহা ভারস্বরূপ। প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। আমাদের ভাষায় বহু শব্দের বানানে ও উচ্চারণে মিল নাই, যথা—গণ, বন, ধন, জলখাবার, জলযোগ ; আষাঢ়, গাঢ় ; সহিত, গলিত ; অশ্বতর, ভূস্বতর ; একদা, একটা ; অচেনা, অদেখা। এইপ্রকার শব্দের বানান-সংস্কার করিতে কেহই চান না, প্রদেশভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না। সুপ্রচলিত শব্দের বানান-সংস্কার যদি করিতে হয় তবে, বানানের জটিলতা না বাড়াইয়া সরলতা সম্পাদনের চেষ্টাই কর্তব্য।

নবাগত বা অল্পপরিচিত বিদেশী শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার আবশ্যক। এই প্রকার শব্দের বাংলা বানান এখনও সর্বজনগৃহীত-রূপে নির্ধারিত হয় নাই, অতএব সাধারণের যথেচ্ছতার উপর নির্ভর না করিয়া বানানের সরল নিয়ম গঠন করা কর্তব্য।

অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া আছে এবং প্রয়োজন-মত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে পারে। এই সকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয়।

সমস্ত বাংলা শব্দ এককালে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই প্রবন্ধে বানানের কয়েকটি মাত্র নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। নিয়মগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু শব্দবিশেষে ব্যতিক্রম হইবে। কেবল নিয়ম রচনা দ্বারা সমস্ত বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব। তালিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

বলা বাহুল্য, পদ্যরচনায় সকল ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে বানান করা সম্ভবপর নয়।

বানানের নিয়ম যাহাতে বর্তমান বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল হয়, সেই চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশিষ্ট লেখকগণ অধিকাংশ শব্দ যে রীতিতে বানান করেন, তদনুসারে ই ঈ উ ঊ জ ও-কার ং ঙ শ ষ স প্রভৃতি প্রয়োগের সাধারণ নিয়ম গঠিত হইয়াছে। কতকগুলি শব্দের প্রচলিত বানানে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সামঞ্জস্যের জন্য এইগুলিকেও যথাসম্ভব সাধারণ নিয়মের অনুযায়ী করা হইয়াছে। পূর্বে কেবল 'খুসী, সয়তান, সহর, পালিস, ক্লাশ' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু আজকাল অনেকে মূল শব্দ-সম্বন্ধে অবহিত হইয়া 'খুশী, শয়তান, শহর, পালিশ, ক্লাস' লিখিতেছেন। এই রীতিতে সহজেই 'নকশা, শরবৎ, শরম, শেমিজ, জিনিস, সার্শি প্রভৃতি নিয়মানুযায়ী বানান প্রচলিত হইতে পারিবে। অবশ্য, কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম না করিলে চলিবে না, কিন্তু ব্যতিক্রম যত কম হয় ততই ভাল। বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, তথাপি যেখানে দুই প্রকার বানানের পক্ষেই প্রবল অভিমত পাওয়া গিয়াছে, সেখানে বিকল্পের বিধান করিতে হইয়াছে। পূর্বে 'সংক্রান্তি, সন্ধ্যা' প্রভৃতি বানান দেখা যাইত, কিন্তু এখন কেবল 'সংক্রান্তি, সংধ্যা' চলিতেছে। এই রীতিতে

'ভয়ঙ্কর সঙ্গম' প্রভৃতি স্থানে 'ভয়ংকর, সংগম' লিখিলে বানান সহজ হইবে। কালক্রমে সরলতর বানানই চলিবে, এই আশায় এই প্রকার শব্দে বিকল্পের বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার শব্দের সংখ্যা অধিক নয়, সেজন্য যদি কিছুকাল দুই প্রকার বানানই চলে (যেমন এখন 'অহঙ্কার, অহংকার' চলিতেছে,) তবে ক্ষতি হইবে না।

নিয়মাবলীর পূর্বসংস্করণে সংস্কৃত বা তদ্‌ভব শব্দে অন্ত্য বিসর্গ ও হস্‌-চিহ্ন প্রয়োগের নিয়ম দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান সংস্করণে তাহা বর্জিত হইয়াছে। বাংলায় বহু শব্দে অন্ত্য বিসর্গ ও হস্‌-চিহ্ন লোপ পাইয়াছে, যথা—'যশ, বিপদ'; আরও কতকগুলি শব্দে লোপের উপক্রম দেখা যাইতেছে, যথা—'শ্রেয়, সত্ত, ভগবান, সম্রাট'। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, এ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা নিয়ম রচনার সময় এখনও আসে নাই।

রেফের পর দ্বিত্ববর্জন এবং অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন, এই দুই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়াছে। এই দুই বিষয়ের আলোচনা কিঞ্চিৎ সবিস্তারে করা হইল।—

বাংলার কয়েকটি বর্ণে রেফের পর দ্বিত্ব প্রচলিত আছে, সকল বর্ণে নাই, যথা—'কর্ম্ম, সর্ব্ব', কিন্তু 'কর্ণ, সর্গ'। হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় দ্বিত্ব হয় না। এই অনাবশ্যক দ্বিত্ব বর্জন করিলে বাংলায় প্রচলিত অসংখ্য শব্দের বানান অপেক্ষাকৃত সরল হইবে। যে দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপক বানান বিষয়ক প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের দুইজন ব্যতীত সকলেই দ্বিত্ববর্জনের পক্ষে। কয়েকজন প্রবীণ লেখক বহুকাল হইতে তাঁহাদের লেখায় দ্বিত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজকাল বঙ্গদেশে প্রকাশিত অনেক সংস্কৃত পুস্তকে দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বাংলা উচ্চারণে রেফাক্রান্ত বর্ণে অতিরিক্ত জোর পড়ে, সেজন্য দ্বিত্ব আবশ্যক; 'সর্ব্ব'='সর্‌+ব' নয়, 'সর্‌+ব্ব'। এই যুক্তি নিতান্ত অসার, কারণ অন্যান্য যুক্তাক্ষরে যে জোর পড়ে, রেফাক্রান্ত বর্ণে তাহার অধিক পড়ে না। 'ভক্তি' ও 'ভর্ত্তি'র উচ্চারণে জোরের তারতম্য নাই; অনুরূপ—'স্বল্প, সর্ব্ব; কল্মষ, কর্ম্মঠ; উদ্বোধ, দুর্ব্বোধ; পলুতা, পর্দ্দা'। 'সর্গ, সর্প, সর্ব্ব' শব্দে দ্বিত্ব থাকায় না থাকায় জোরের ইতরবিশেষ হয় না; অনুরূপ—'অর্থ, অর্দ্ধ; কর্পূর, কর্ব্বুর; গর্ত্ত, গর্ব্ব; নির্ঝর, নির্জ্জর'। অতএব 'সর্ব, পর্দা, অর্ধ, গর্ব' প্রভৃতি লিখিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আর এক আপত্তি—অনেকে 'কার্য্য' শব্দের উচ্চারণ 'কাইর্জ' তুল্য করিয়া থাকেন; 'কার্য' লিখিলে 'কার্জ' উচ্চারণের আশঙ্কা আছে। 'কাইর্জ' বা 'কার্জ' কোন্ উচ্চারণ ভাল, তাহার বিচার অনাবশ্যক। যাঁহারা 'কাইর্জ' উচ্চারণ করিয়া থাকেন, য-ফলা বাদ দিয়া 'কার্য' লিখিলেও তাঁহারা অভীষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিবেন। 'কাল' (সময়) এবং 'কাল' (কল্য) এই দুই শব্দের উচ্চারণ কলিকাতা অঞ্চলে সমান, কিন্তু বাংলা দেশের বহুস্থলে 'কাল' (কল্য) শব্দের উচ্চারণ 'কাইল' তুল্য। যাঁহারা শেষোক্ত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের য-ফলা বা অন্য চিহ্নের প্রয়োজন হয় না, শব্দটি চিনিয়াই তাঁহারা অনায়াসে অভ্যস্ত উচ্চারণ করেন। অতএব, 'কার্য' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, এই আশঙ্কা অমূলক। কেহ কেহ বলেন, যখন রেফের পর দ্বিত্ব করা বা না করা উভয়ই ব্যাকরণসম্মত তখন বিকল্পের ব্যবস্থা রাখাই ভাল। অনেক সংস্কৃত শব্দের দুই প্রকার বানান অভিধানে আছে, যথা—'ধরণী, ধরণি; মহী, মহি; ঊর্ণা, উর্ণা'। কিন্তু বাংলা প্রয়োগে এক প্রকার বানানই দেখা যায়, অন্যটি প্রায় অচল হইয়া আছে। রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব বিকল্পে বিহিত হইলে অভ্যস্ত বানানই রক্ষিয়া যাইবে এবং নিয়ম-রচনা নিষ্ফল হইবে। পক্ষান্তরে কেবল বর্জনের বিধি থাকিলে অসংখ্য শব্দের বানানে সরলতা আসিবে।

তদ্‌ভব শব্দে অনেকে মূল অনুসারে ণ প্রয়োগ করেন, যথা—'কাণ, সোণা'। কিন্তু সকল শব্দে এই রীতি অনুসৃত হয় না, যথা—'বামুন, গিন্নী'। বাংলা ক্রিয়াপদেও ণত্ব হয় না, যথা—'শোনা, করেন, করুন'। বহু বিশিষ্ট লেখক 'কান, সোনা' প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন এবং এই রীতি ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রচলিত হইতেছে। 'কোরাণ, গভর্ণর, প্রভৃতিতে ণত্ব করিবার কোনও হেতু নাই। যাঁহারা বানান-বিষয়ক প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ ণ বর্জনের পক্ষে। অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন করিলে বানান সরল হইবে। 'রাণী' বানান অনেকেই রাখিতে চান, এজন্য এই শব্দে বিকল্প বিহিত হইয়াছে।

অভ্যস্ত রীতির পরিবর্তনে অল্পাধিক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু কেবল সেই কারণে নিশ্চেষ্ট থাকিলে কোনও বিষয়েরই সংস্কার সাধ্য হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদিতে নিয়মাবলী সম্মত বানান গৃহীত হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা সুপ্রচলিত হইবে। কিন্তু সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম-পালন-সম্বন্ধে কোনও প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, মূর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ; না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। সন্ধিতে ঙ্‌ স্থানে অনুস্বার

যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্‌ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংক্রান্ত, 'স্বয়ংভূ' অথবা 'সঙ্ক্রান্ত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম-অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, কর্মা, জার্মানি'।

৪। হস্‌-চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা—'দহ, অন্তরঙ্গ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয়, তবে হ্‌ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্‌-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্‌, তখ্‌ত্‌, জেম্‌স্‌, বণ্ড্‌'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয়, তবে শেষে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌কট্‌, খপ্‌, সার্‌'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, বন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ কার লুপ্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর

সম্ভবৎ, যথা—'অচল, গম্ভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ ধ্বনি হইবে কি হইবে না, তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ-উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্ চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ই ঈ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, উনিশ, চুন, পুব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিস, উনিশ, চুন, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক); দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়); চুল (চূল), তাড়ু (তর্দু), জুয়া (দ্যূত)'।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী; ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দামী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—'ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চল্তি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—'বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। জ য

এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল'।

৭। ণ ন

অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে, যথা—'ঘুণ্টি' লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়—'এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গাত), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯। ং ঙ

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে; হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং'-এর অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০। শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিন্‌সে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা—'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেণ্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্পিয়র'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (Christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—সরবৎ, শরবত; সরম, শরম; শহর, সহর,; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উশখুস (উশখুশ)'।

১১। ক্রিয়াপদ

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে-ঊর্ধ্বকমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং লাম বিভক্তি স্থানে লুম বা লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু

হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু

দেয়, দেন, দাও, দিন, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু

শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুলে, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর কর্। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল।

ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস : ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্‌-ধাতু

কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্‌-ধাতু

লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্‌-ধাতু

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত; করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ।

'এয়া, সুতা, মিছা, উঠান, দনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কালেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড'।

১৩। বিবৃত অ (cut-এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্‌ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কাস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম (radium), ফসফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)'।

১৪। বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে য-ফলাকে য-ফলা + আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে. যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat=হৈট)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ঔ) হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। ঈ ঊ

মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট (east), উস্টার (Worcester), স্পূল (spool)'।

১৬। f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা 'ফন (Von)'।

১৭। w

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)'।

১৮। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড' 'ওয়ার-বণ্ড', না লিখিয়া 'এডওআর্ড' ওআর-বণ্ড, লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। s, sh

১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st

নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টোভ (stove)'।

২১। z

z স্থানে য বা জ বিধেয়।

২২। হস্-চিহ্ন

৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

—:**:—

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিভাষা-সংসদ্ শাসনকার্যে সচরাচর ব্যবহৃত শব্দগুলির যে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল। পরিভাষা-সংসদের পুস্তিকায় ইংরেজী শব্দ ক্রম-অনুযায়ী সাজাইয়া তাহার বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। এখানে তাঁহাদের সংকলিত ও রচিত বাংলা পরিভাষা অভিধানের ক্রম অনুযায়ী সাজাইয়া প্রথমে তাহার অর্থ ও যে ইংরেজী শব্দ হইতে তাহা আসিয়াছে তাহা পরে দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতদুর্বোধ বা শ্রুতিকটু মনে হইলেও ব্যবহারের ফলে তাহা আর দুর্বোধ বা অপরিচিত থাকিবে না।]

অ

অকরণিক—যাহা কেরানীর পক্ষে করণীয় নয় এমন, যাহা কেরানী-সম্পর্কীয় বা কেরানীর প্রতি প্রযোজ্য নয় এমন। Non-clerical.

অক্রমিক জিজ্ঞাসা—বেসরকারী উল্লেখ। Unofficial reference.

অক্ষরযোজক—যে ছাপাখানায় সীসার তৈয়ারী অক্ষর সাজায়। Compositor.

অক্ষি-শালাক্য—চক্ষুসম্বন্ধীয় অস্ত্রচিকিৎসা-বিদ্যা। Ophthalmic Surgery.

অক্ষি-শালাক্য-অধ্যাপক—চক্ষুসম্বন্ধীয় অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Ophthalmic Surgery.

অগৌণপত্রী—যাহাতে অবিলম্বে কোন কাজ করিবার নির্দেশ দেওয়া থাকে এমন কাগজখণ্ড। Immediate slip.

অগ্রক্রয়াধিকার—অন্যের পূর্বে ক্রয় করিবার অধিকার। Pre-emption.

অগ্রদত্ত—জরুরী খরচের জন্য অগ্রিম দত্ত টাকা। Imprest money.

অগ্রদত্ত গণিতক—জরুরী খরচের জন্য অগ্রিম দত্ত টাকার হিসাব। Imprest account.

অগ্রাংশ—কোম্পানির বিশেষ সুবিধাজনক অংশ। Preferential share.

অগ্রিমক—কোন কাজের জন্য অগ্রিম যে টাকা দেওয়া যায়, দাদন। Advance (*e. g.*, loans an advances).

অগ্রিম প্রদান—কাহারও হিসাবে পাওনা বাবদ পূর্বে কিছু টাকা দেওয়া। Payment on account.

অঙ্কনবিদ্যা—চিত্রবিদ্যা। Drawing.

অঙ্কনশিক্ষক—যিনি ছবি আঁকানো শেখান। Drawing Teacher.

অঙ্গুলাঙ্ক—আঙুলের ছাপ। Finger-print.

অঙ্গুলাঙ্ক বিশেষজ্ঞ—আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে যাহার বিশেষ জ্ঞান আছে। Finger-print Expert.

অঞ্চল, আভোগ—বিস্তার, পাল্লা। Range.

অঞ্চল, দেশ, ক্ষেত্র, স্থান—তল্লাট, প্রদেশ। Area.

অতারকিত প্রশ্ন—যাহার পাশে তারকাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় নাই এমন প্রশ্ন। Unstarred question.

অতিক্রমণ—আর একজনের স্থান গ্রহণ। Supersession (taking the place of another).

অতিক্ষেত্রিক—কোন বিশেষ অঞ্চলের বহির্ভূত। Extra-territorial.

অতিপত্তি—অসিদ্ধ হওয়া, তামাদি। Lapse (noun).

অতিপন্ন হওয়া—তামাদি হওয়া। Lapse (verb).

অতিরাষ্ট্রিক—রাষ্ট্রীয় আইনের বহির্ভূত। Extra-territorial.

অতিরাষ্ট্রিকতা—রাষ্ট্রীয় আইনের বহির্ভূত ব্যাপার। Extra-territoriality.

অতিরিক্ত অঙ্গ—যন্ত্রাদির বাড়তি অংশ। Spare part.

অতিরিক্ত প্রতিলিপি—লেখা-চিত্রাদির বাড়তি নকল। Spare copy.

অতিরিক্ত ব্যয়—বাড়তি খরচ। Excess expenditure.

অতিরিক্ত সহ-বনপাল—বাড়তি কাজের জন্য নিযুক্ত বনবিভাগের সহকারী কর্তা। Extra Assistant Conservator of Forests.

অতিরেক—আধিক্য, বাড়তি। Excess; surplus.

অত্যয়, আত্যয়িক অবস্থা, সংকটাবস্থা—জরুরী অবস্থা। Emergent situation.

অত্যয় প্রমাণপত্র—যে প্রমাণপত্র খুব জরুরী। Emergency certificate.

অত্যয়, সংকট—জরুরী অবস্থা। Emergency.

অত্যয়-সংচিতি—জরুরী অবস্থার সময়ে ব্যবহার্য সঞ্চয়। Emergency reserve.

অত্যাবশ্যক কৃত্যক—অতিপ্রয়োজনীয় সরকারী কাজ। Essential Service.

অধরিক—নিম্নশ্রেণীর। Inferior.

অধরিক কৃত্যক—নিম্নশ্রেণীর চাকরি। Inferior Service.

অধস্তন অধীন কৃষি কৃত্যক—কৃষিবিভাগের নিম্নশ্রেণীর নিম্নপদস্থ চাকরি। Lower Subordinate Agricultural Service.

অধস্তন কৃষি কৃত্যক—কৃষিবিভাগের নিম্নশ্রেণীর চাকরি। Lower Agricultural Service.

অধস্তন পশুচিকিৎসা কৃত্যক—পশুচিকিৎসাবিভাগীয় নিম্নশ্রেণীর চাকরি। Lower Veterinary Service.

অধিকর—অতিরিক্ত আয়ের উপর ধার্য কর। Super-tax.

অধিকর্তা—পরিচালক, কর্মাধ্যক্ষ। Director.

অধিকর্মিক, কর্মনায়ক, সর্দার—কারখানাদির কর্মনায়ক। Foreman.

অধিকর্মিক যন্ত্র-শিক্ষক—কারখানাদির যে কর্মনায়ক শ্রমিকদিগকে যন্ত্রাদির ব্যবহার শিক্ষাদান করেন। Foreman Instructor.

অধিকার—স্বত্ব; ক্ষমতা। Right.

অধিকার, কর্তৃত্ব ও অধিক্ষেত্র—স্বত্ব; ক্ষমতা ও এলাকা। Right, authority and jurisdiction.

অধিকারক্ষেত্র, অধিক্ষেত্র—এলাকা। Jurisdiction.

অধিকার-প্রধান—পরিচালকমণ্ডলীর কর্তা। Head of a Directorate.

অধিকার-ভাগধেয়—গ্রন্থকারাদির প্রাপ্যাংশ। Royalty.

অধিকুন্দকার—'ওস্তাদ কুঁদকার' দ্রঃ।

অধিকোষ—ব্যাঙ্ক। Bank.

অধিকোষ-করণিক, ব্যাঙ্ক-করণিক—ব্যাঙ্কের কেরানী। Bank Clerk.

অধিকোষ স্থিতি, ব্যাঙ্ক জমা—ব্যাঙ্কে যে সর্বশেষ টাকা জমা থাকে। Bank balance.

অধিক্ষেত্র—'অধিকারক্ষেত্র' দ্রঃ।

অধিজন প্রতিবেদন, সংখ্যাগুরু প্রতিবেদন—অধিকাংশ লোকের প্রদত্ত বিবরণী। Majority report.

অধিজন, সংখ্যাগুরু, সাবালকত্ব, ব্যবহারযোগ্যতা, পূর্ণবয়স্কতা—যাহারা সংখ্যায় বেশী, অধিকাংশ; প্রাপ্তবয়স্কতা। Majority.

অধিজন সম্প্রদায়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়—যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী। Majority community.

অধিদেয়, ভাতা—ভৃতি, অতিরিক্ত বেতন। Allowance (e. g., travelling allowance).

অধিনায়ক—নেতা; সেনাপতি। Commander.

অধিপুরুষ—'অধিশিক্ষক' দ্রঃ।

অধিবক্তা—উচ্চ আদালতের উকিল। Advocate.

অধিবৃত্তি—লভ্যাংশ বা বেতন বাদেও উপরি পাওনা। Bonus.

অধিবেশন, বৈঠক—সভা। Meeting.

অধি-ভার—অতিরিক্ত মাশুল; অতিরিক্ত চাপ। Surcharge.

অধিমূল্য, অধিহার—অতিরিক্ত মূল্য। Above par.

অধিযন্ত্রিক—কারখানার যন্ত্রাদির কর্মনায়ক। Machine Foreman.

অধিযাচনপত্র—কোন কিছু সরবরাহের জন্য কর্তৃপক্ষের দেওয়া আদেশ; (কাজ করার) লিখিত নির্দেশ। Requisition (for work).

অধিযাচনপত্রী—যে টুকরা কাগজে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লিখিত থাকে। Requisition slip.

অধিরাজ্য—শাসিত অঞ্চল, স্বায়ত্তশাসনযুক্ত উপনিবেশ। Dominion.

অধিরাষ্ট্রপতি—(ভারত রাষ্ট্রের) সর্বাধিনায়ক, রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। President (of the Indian Union).

অধিষদ্—বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপরিচালক সভা। Senate.

অধিশিক্ষক, অধিপুরুষ—শিক্ষা- বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। Rector.

অধিসজ্জায়ক—'ওস্তাদ ফিটার' দ্রঃ।

অধিসূচনা—'প্রজ্ঞাপন' দ্রঃ।

অধিহার—অধিমূল্য। Above par.

অধীক্ষক—পরিদর্শক, তত্ত্বাবধানকারী। Superintendent.

অধীক্ষক, উদ্ধারভবন—উদ্ধারভবনের কর্তা। Superintendent, Rescue Home.

অধীক্ষক ও বিধি-নির্দেশক, অধীক্ষক ও ব্যবহার-নির্দেশক—আইনসংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা। Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs.

অধীক্ষক, প্রাসাদোদ্যান; অধীক্ষক, রাজভবনোদ্যান—রাজ্যপালের গৃহসংলগ্ন বাগানের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Government House Gardens.

অধীক্ষক, বস্ত্রপ্রদর্শন—বস্ত্রপ্রদর্শন-কর্তা। Superintendent, Textile Demonstration.

অধীক্ষক, বাস্তুকার—তত্ত্বাবধান-কারী এঞ্জিনীয়ার। Superintending Engineer.

অধীক্ষক, রাজনৈতিক বৃত্তি—রাজনৈতিক কারণে দেয় বৃত্তির তত্ত্বাবধায়ক; Superintendent, Political Pensions.

অধীক্ষক, রাজভবনোদ্যান—'অধীক্ষক, প্রাসাদোদ্যান' দ্রঃ।

অধীক্ষক-শল্যচিকিৎসক—অস্ত্রোপচারক তত্ত্বাবধায়ক। Surgeon-Superintendent.

অধীক্ষক, সংশোধনাগার ও শিল্প-বিদ্যালয়—সংশোধনভবন ও শিল্পবিদ্যাভবনের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Reformatory and Industrial Schools.

অধীক্ষক, সরকারী মুদ্রণ, সরকারী মুদ্রণাধীক্ষক—সরকারী ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Government Printing.

অধীক্ষিকা—স্ত্রী-কর্মকর্ত্রী। Superintendent (f).

অধীন—নিম্নপদস্থ কর্মচারী। Subordinate.

অধীন অন্তঃশুল্ককৃত্যক—আবগারি বিভাগের নিম্নপদস্থ চাকরি। Subordinate Excise Service.

অধীন কৃত্যক—নিম্নপদস্থ প্রধান কর্মচারী। Subordinate Service.

অধীন কৃষি কৃত্যক—কৃষিবিভাগের নিম্নপদস্থ চাকরি। Subordinate Agricultural Service.

অধীন ন্যায়াধীশ—অবর বিচারক (তাহা দ্রঃ)।

অধীন পশুচিকিৎসা কৃত্যক—পশুচিকিৎসাবিভাগের নিম্নপদস্থ চাকরি। Subordinate Veterinary Service.

অধীন বাস্তু কৃত্যক এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নিম্নপদস্থ চাকরি। Subordinate Engineering Service.

অধীন শিক্ষণ কৃত্যক—শিক্ষাবিভাগের নিম্নপদস্থ চাকরি। Subordinate Educational Service.

অধ্যক্ষ—পরিচালক। Manager.

অধ্যক্ষ—ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি, লোকসভা বা বিধানসভার সভাপতি। Speaker of the Assembly.

অধ্যক্ষ ও খাসমহল আধিকারিক—ম্যানেজার ও খাসমহল কর্মাধ্যক্ষ। Manager and Khasmahal Officer.

অধ্যক্ষ, পরিমাপ বা জরিপ বিদ্যালয়—জরিপ স্কুলের কর্তা। Principal, Survey School.

অধ্যক্ষ-মন্ত্রী—যে মন্ত্রী কোনও বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। Presiding Minister.

অধ্যক্ষ, সরকারী বয়নবিদ্যালয়—সরকারি বয়ন শিক্ষালয়ের কর্তা। Principal, Government Weaving Institute.

অধ্যাপক—কলেজের শিক্ষক। Professor.

অনাক্রম্যতা—'অপ্রসক্তি' দ্রঃ।

অনাবর্তক ব্যয়—যে খরচ পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। Non-recurring expenditure.

অনিয়মিত—বিশৃঙ্খল ; অব্যবস্থিত ; নিয়ম বহির্ভূত। Irregular.

অনিষ্ট—'পক্ষপাত' দ্রঃ।

অনিষ্টকর—'পক্ষপাতদুষ্ট' দ্রঃ।

অনুক্রম—'কার্যক্রম' দ্রঃ।

অনুক্রমণ—সূচীপত্র তৈয়ারি করা ; সূচীপত্রে নিবিষ্টকরণ। Indexing.

অনুক্রমণী—সূচীপত্র। Index.

অনুগণক—গণনাকারী। Calculator.

অনুগামী, অনুচর—পশ্চাদ্‌গামী ; অনুসরণকারী। Follower.

অনুচ্ছেদ—ধারা (যেমন,—ভারতশাসন আইনের ৫ ধারা) ; প্যারা, ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ। Article (*e. g.*, Article 5 of the Constitution of India) ; Paragraph.

অনুজ্ঞাধারী—লাইসেন্সধারী, কোন কাজ করিবার অনুমতি প্রাপ্তব্যক্তি। Licensee.

অনুজ্ঞাপত্র—লাইসেন্স, কোন কাজ করিবার অনুমতিপত্র। License.

অনুজ্ঞাপত্র আধিকারিক—যিনি লাইসেন্স দিয়া থাকেন। Licensing Officer.

অনুৎপাদী—অনুর্বর ; অফলদায়ী। Unproductive.

অনুদান—বরাদ্দ অর্থ। Grant.

অনুদান হ্রাসের প্রস্তাব—বরাদ্দকৃত অর্থ কমাইবার প্রস্তাব। Motion for reduction of grant.

অনুপচারিক—রীতিবিরুদ্ধ ; অনিয়মিত। Informal.

অনুপচারে—রীতিবিরুদ্ধভাবে ; অনিয়মে। Informally.

অনুপূরক—অতিরিক্ত। Supplementary.

অনুপূরক অনুদান—অতিরিক্ত বরাদ্দ অর্থ। Supplementary grant.

অনুপূরক আয়ব্যয়ক—সরকারী আয়ব্যয়ের অতিরিক্ত বার্ষিক আগাম হিসাব। Supplementary budget.

অনুপূরক প্রাক্‌কলন—অতিরিক্ত ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব। Supplementary estimate.

অনুপ্রমাণক—যে সব রসিদ দেখিয়া প্রধান রসিদ বা বিল তৈয়ারি করা হয়। Sub-voucher.

অনুবন্ধী—অনুবর্তী। Consequential.

অনুবর্তন—পরিচালন ('অনুবর্তনের জন্য')। Guidance (*e. g.* ; for guidance).

অনুবিধি—শর্ত, কড়ার। Proviso.

অনুবিভাগ—উপশাখা। Section.

অনুবৃত্তিক্রমে—ধারাবাহিকভাবে, ক্রমশঃ। In continuation of.

অনুমত—'গৃহীতভোট' দ্রঃ।

অনুমতিপত্র—যে নির্দেশপত্রের বলে ব্যবসায়াদি কাজ করিবার অধিকার জন্মে। Permit.

অনুমোদন—সমর্থন। Confirmation.

অনুমোদন, মঞ্জুরি—সম্মতিদান, কোন কিছু দিবার পক্ষে মত দান। Sanction.

অনুমোদনাপেক্ষ—যাহা অনুমোদনের উপর নির্ভর করে এমন। Subject to approval.

অনুমোদিত ব্যয়—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়। Authorised expenditure.

অনুমোদিত, মঞ্জুরিত—মঞ্জুরীকৃত। Sanctioned.

অনুলিপি—প্রতিলিপি। Duplicate copy.

অনুলিপি উপশাখা—যে বিভাগে প্রতিলিপি করা হয়। Duplicating section.

অনুশীর্ষ—প্রধান বিষয়ের শাখা। Minor head, Sub-head.

অনুষঙ্গ—কাহারও সহিত সম্পর্কস্থাপন, সংযুক্তি। Adherence.

অনুষদ—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ। Faculty.

অনুসমর্থন—অনুমোদন। Ratification.

অনুসারে—অনুযায়ী। In pursuance of.

অনুস্মারক—'তাগিদ' দ্রঃ।

অন্তঃশুল্ক—আবগারি কর। Excise.

অন্তঃশুল্ক কৃত্যক—আবগারি বিভাগের চাকরি। Excise Service.

অন্তঃশুল্ক-মহাধ্যক্ষ—আবগারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Commissioner of Excise.

অন্তঃশুল্ক-সমাহর্তা—আবগারি ও লবণ বিভাগের কালেক্টর। Collector of Excise and Salt.

অন্তঃশুল্কাধীক্ষক—আবগারি ও লবণ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent of Excise and Salt.

অন্তঃসীমা—ভিতরকার সীমারেখা। Innerline.

অন্তর্ঘাত, কূটঘাত—যুদ্ধকালে বা কারখানাদিতে কর্মচারীদের ইচ্ছাপূর্বক গোপনে গুরুতর ক্ষতিসাধন। Sabotage.

অন্তর্ঘাতক, কূটঘাতক—যে কারখানাদিতে বা যুদ্ধকালে ইচ্ছাপূর্বক গোপনে গুরুতর ক্ষতিসাধন করে। Saboteur.

অন্তর্ঘাতী কার্য—অন্তর্ঘাত। Sabotage.

অন্তর্বিভাগীয় পারস্পরিক বিভাগ-সম্বন্ধীয়। Inter-departmental.

অন্তর্বিভাগীয় করণিক—অন্তর্বিভাগীয় কেরানী। Inter-departmental clerk.

অন্তর্বিভাগীয় নিবন্ধ—অন্তর্বিভাগীয় খাতাপত্র, পারস্পরিক সম্পর্কবিশিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সরকারী খাতাপত্র। Inter-departmental register.

অপচার—দুর্নীতি। Corruption.

অপচারনিরোধ শাখা—দুর্নীতি-নিরোধক শাখা। Anti-corruption Branch.

অপপণন—চোরা কারবার। Black-marketing.

অপবর্তন—অধিকারচ্যুতি ; বাজেয়াপ্ত-করণ। Forfeiture.

অপবাহন—মনুষ্যহরণ। Kidnapping.

অপর—অতিরিক্ত, বাড়তি। Additional.

অপর মুখ্য পুরশাসক—অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। Additional Chief Presidency Magistrate.

অপর সচিব—অতিরিক্ত কর্মসচিব। Additional Secretary.

অপরাধ—দোষ। Offence.
অপরাধী—দোষী। Offender.
অপেক্ষ্যসূচী—অপেক্ষাকারীদের নামের তালিকা। Pending list.
অপ্রতিবন্ধ—অশর্তাধীন। Unconditional.
অপ্রত্যক্ষ—ব্যতিরেকী, পরোক্ষ, গৌণ। Indirect.
অপ্রত্যক্ষ করারোপণ বা **করাধান** অপ্রত্যক্ষভাবে কর বসানো। Indirect taxation.
অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন—পরোক্ষভাবে ভোট-দ্বারা নির্বাচন। Indirect election.
অপ্রদীপ—নিষ্প্রদীপ। Black-out.
অপ্রসক্তি, বিমুক্তি, অনাক্রম্যতা—ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকা। Immunity.
অফিস—'করণ' দ্রঃ।
অবকাশ—অবসর, ছুটি। Recess.
অবগুণ, অযোগ্যতা—গুণাভাব; যোগ্যতাহীনতা। Disqualification.
অবগুণিত, অযোগ্য—গুণহীন; অনুপযুক্ত; Disqualified.
অবগুণিত হওয়া বা **করা; অযোগ্য করা**—গুণহীন হওয়া বা করা; অযোগ্য হওয়া বা করা। Disqualify.
অবচয়—(মূল্যের) হ্রাস। Depreciation (of value).
অবচয় সংচিতি—মূল্যহ্রাসের জন্য সংরক্ষণ। Depreciation reserve.
অবধায়ক—'ওয়ার্ডরক্ষক' দ্রঃ।
অবধায়ক—তত্ত্বাবধায়ক। Caretaker.
অবধিবাধিত, তামাদি হওয়া—তামাদি-বারিত, নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার জন্য আইনগত বাধা অপসারিত হইয়াছে এরূপ। Barred by limitation.
অবনতি, মন্দা—ব্যবসায়াদিতে খারাপ অবস্থা। Depression (economic).
অবপাত, কুঞ্চন (মুদ্রা-)—মুদ্রাকুঞ্চন, মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা হইতে পুনরায় মুদ্রামূল্য হ্রাস। Deflation.
অবর—অধীন, তাঁবেদার, নিম্নস্থ, সহকারী। Under.
অবর অন্তঃশুল্ক কৃত্যক—আবগারি বিভাগের নিম্নপদস্থ চাকরি। Subordinate Excise Service.
অবর উপ-সচিব—অতিরিক্ত সহকারী কর্ম-পরিচালক। Additional Deputy Secretary.
অবর কোষপাল—সহকারী কোষাধ্যক্ষ। Sub-Treasurer.
অবর ন্যায়াধীশ—অধীন বিচারক। Subordinate Judge.
অবর (অন্তঃশুল্ক) পরিদর্শক—ছোট দারোগা (আবগারি)। Sub-Inspector (Excise).
অবর (আরক্ষা) পরিদর্শক—ছোট দারোগা (পুলিস)। Sub-Inspector (of Police).
অবর (বিদ্যালয়) পরিদর্শক—সহকারী পরিদর্শক (বিদ্যালয়)। Sub Inspector (of Schools).
অবর (জন-) পালন কৃত্যক—বেসামরিক নিম্নবিভাগীয় সরকারী চাকরি। Junior Civil Service.
অবর পরিমাপক—সহকারী জরিপ-কারক। Sub Surveyor.
অবরবর্গ—নিম্নপদস্থ চাকুরে। Lower Division (e. g., of assistants).
অবর বিচারক—অধীন বিচারক, নিম্নপদস্থ বিচারক। Subordinate Judge.
অবর লেখ্য নিবন্ধক—অ্যাসিওরেন্সের সহ-রেজিস্ট্রার। Sub-Registrar of Assurances.
অবর শাসক ও সমাহর্তা—সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব-ডেপুটি কালেক্টার। Sub-Deputy Magistrate and Sub-Deputy Collector.
অবর সচিব—সহকারী সেক্রেটারী, উপ-সচিব। Under-Secretary.
অবর সম্পাদক—সহকারী সম্পাদক। Sub Editor.
অবর সহচিকিৎসক—সহকারী চিকিৎ-সকের সহকারী। Sub-Assistant Surgeon.
অবরোধ—আটক অবস্থা। Detention.
অবরোহণ—জাহাজ, ট্রেন ইত্যাদিতে ওঠা। Board.
অবরোহপত্র—জাহাজ হইতে কোন দেশে নামিবার অনুমতিপত্র। Landing permit.
অবলোপন—লোপ করা, বাতিল করা। Writing off.
অবশিষ্ট ক্ষমতা—বাকী ক্ষমতা। Residuary powers.
অবসহন—মৌন সম্মতি, বাধা না দিয়া গৌণভাবে কোন কার্য করিবার অনুমতি দান। Sufferance.
অবস্থান- বা **সমাপন-স্থিতি**—হিসাব-নিকাশের শেষে যাহা জমা থাকে। Closing balance.
অবহার, বাটা—পাওনা টাকার যাহা কিছু বাদ দেওয়া হয় (যেমন, ট্রেজারী বিলের অবহার)। Discount (e. g., on Treasury bills).
অবহ্রতক—আসল মূল্য হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয়। Rebate.
অবিলম্ব—আশু। Immediate.
অবৃত্তিক দূত—অবৈতনিক দূত। Consul-Honorary.
অবেক্ষক—তত্ত্বাবধায়ক। Supervisor.
অবেক্ষাধীন—শিক্ষানবিস। Probationary.
অবেক্ষাধীন ন্যায়দর্শক, অবেক্ষাধীন মুন্সেফ—শিক্ষানবিস মুন্সেফ। Probationary Munsiff.
অবেদন—অসাড় অবস্থা। Anaesthesia
অবেদনিক; অবেদনিক ঔষধ—চেতনানাশক; চেতনানাশক ঔষধ। Anaesthetic.
অবেরণ, কার্যমুক্তি—(যেমন চাকরের) কর্ম হইতে মুক্তি। Discharge (e. g., of servant).
অবেরিত, কার্যমুক্ত—কার্য হইতে মুক্ত, কার্যচ্যুত। Discharged.
অভিকর—ট্যাক্স, কর ('মিউনিসিপ্যালিটির অভিকর')। Rate (e. g., Municipal rates).
অভিনয় বিহিতক বা **আইন**—অভিনয় সম্বন্ধীয় আইন। Dramatic Performance Act.
অভিবাসন—বাস করিবার জন্য দেশান্তর হইতে আগমন। Immigration.
অভিবাসী—বাস করিবার জন্য দেশান্তর হইতে আগত ব্যক্তি। Immigrant.
অভিভাষণ—বক্তৃতা, সভাস্থ জনমণ্ডলীকে সম্ভাষণ ('মহামান্য প্রদেশপালের অভিভাষণ')। Address (e. g., the address of H. E. the Governor).
অভিযাচন—দাবি (বরাদ্দ অর্থের অভিযাচন')। Demand (e. g., for grants).
অভিযুক্ত, আসামী—আসামী। Accused.
অভিযোগ্য—অভিযোগযোগ্য; মকদ্দমার যোগ্য। Actionable.
অভিযোজন—প্রতিযোজন, উপযোগীকরণ, প্রয়োজনানুরূপকরণ। Adaptation.
অভিযোজন আয়—প্রয়োজনানুরূপকরণ-জনিত আয়। Adaptation receipts.
অভিশংসন—অভিযোগ, অপবাদ। Impeachment.
অভিহিত মূল্য—(কোন জিনিসের) উপরে লিখিত দাম। Face value.
অভ্যর্থী—'নির্বাচনপ্রার্থী' দ্রঃ।
অযোগ্য—'অবগুণিত' দ্রঃ।

অযোগ্যতা—'অবগুণ' দ্রঃ।
অর্জিত আয়—উপার্জিত অর্থ রোজগার। Earned income.
অর্জিত ছুটি—পাওনা ছুটি। Earned leave.
অর্থ—অর্থ বা তৎসংক্রান্ত ব্যাপার; রাজ্যের আর্থিক অবস্থা। Finance.
অর্থকর-উদ্ভিদবিদ্—আয়জনক উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Economic Botanist.
অর্থগণিতক—আর্থিক হিসাব। Finance accounts.
অর্থদণ্ড—জরিমানা। Fine.
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা—অর্থনীতি বিষয়ে পরামর্শদাতা। Economic Adviser.
অর্থবিধেয়ক—আয়ব্যয়সম্বন্ধীয় হিসাব, অর্থনৈতিক হিসাব। Financial Bill.
অর্থ বিহিতক বা আইন—অর্থবিষয়ক আইন। Finance Act.
অর্থ-মন্ত্রক, বিত্ত-মন্ত্রক—রাজস্ববিষয়ক মন্ত্রিদল, অর্থসচিবের দপ্তর। Ministry of Finance.
অশোধ্য ঋণ, কু-ঋণ—যে দেনা শোধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। Bad debts.
অসদাচরণ—খারাপ ব্যবহার। Misbehaviour.
অসিদ্ধ করা—বাতিল করা। Invalidate.
অসিদ্ধতা—কার্যের অনুপযুক্ততা। Invalidity.
অস্তিমান্—কোন কিছুতে স্বত্ববান্; ধনবান্। Haves.
অস্ত্রাগার—অস্ত্রশালা। Arsenal.
অস্ত্রাগার, বারুদখানা—বারুদ রাখিবার গৃহ। Magazine.
অস্থায়ী—যাহা স্থায়ী নয় এমন। Temporary.
অস্থায়ী অগ্রিমক—অস্থায়ী [illegible]দান। Temporary advance.

আ

আইনতঃ—বিধানতঃ। De jure.
আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বা দেশ—অংশতঃ বহির্ভূত এলাকা। Partially excluded area.
আংশিক সংপরিবর্তনক্রমে—অংশতঃ সংশোধনানুসারে। In partial modification of.
আকলন—জমা। Credit.
আকলন স্থিতি—জমা বাকি। Credit balance.
আকলপত্র—যে পত্র দেখাইয়া ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা পাওয়া যায়। Letter of credit.
আকলিত—যাহা জমা হইয়াছে এমন। Credited.
আকস্মিক, নৈমিত্তিক—অপ্রত্যাশিত। Casual.
আকারণ—পরোয়ানা। Process.
আকার পরিমাপ—সীমাসূচক রেখাদির মাপজোখ। Contour Survey.
আখ্যাত অশ্বশক্তি—নামাশ্বশক্তি। Nominal horsepower.
আগম—আমদানি। Import.
আ গ ম নি ব ন্ধ—অভ্যন্তরাগত দ্রব্যাদির সরকারী তালিকা-পুস্তক। Inward Register.
আগম-নিয়ামক বা আমদানি-নিয়ামক—আমদানিবিষয়ক সর্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি। Controller of Imports.
আগম-শুল্ক, আমদানি-শুল্ক—দ্রব্যাদি আমদানি করিতে যে কর লাগে তাহা। Import duty.
আগমিত—আমদানি-কৃত। Imported.
আজ্ঞপ্তি—ডিক্রী, আদেশ। Decree.
আজ্ঞালেখ—আদালতের আদেশপত্র। Writ.
আত্ম-নির্ধারণ—আত্ম-নিরূপণ। Self-determination.
আত্মসমর্পণ—শর্তাধীনে বশ্যতাস্বীকার। Capitulation.
আত্যয়িক অবস্থা—'অত্যয়' দ্রঃ।
আদমশুমার—'জনগণনা' দ্রঃ।
আদর্শ—অনুকরণীয় শ্রেষ্ঠ বিষয়। Model.
আদায়—উসুল, সংগ্রহ। Collections.
আদায় সরকার—যে ব্যক্তি খাজানাদি আদায় করে। Collecting Sarkar.
আদালত—বিচারালয়। Court.
আদিপত্র—কোন বিষয়ের প্রথম পত্র (যে পত্র দিয়া কোন বিষয়ে পত্রাদি আদানপ্রদানের কাজ শুরু হয়, চিঠিপত্রাদির নূতন ফাইলের প্রথম পত্র)। Fresh letter (a letter which initiates a correspondence and forms the first paper in a new file).
আদিবাসি-মঙ্গল—কোন দেশের আদিম অধিবাসীদের কল্যাণজনক ব্যবস্থা। Tribal Welfare.
আদিম অধিকার—বিচারালয়ের প্রাথমিক অধিকার। Original Jurisdiction.
আদেয়ক, মূল্যপত্র—বিল, যাহা দাখিল করিয়া মূল্যবাবদ টাকা আদায় করা হয়। Bill.
আদেয়ক বা মূল্যপত্র শোধার্থ দেওয়া হইল—বিলের টাকা দিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। Bill is passed for payment.
আদেশ প্রার্থনীয়—আদেশ দিবার মত অনুগ্রহ-কামনায়। For favour of orders.
আধর্ষপত্র—পরোয়ানা (গ্রেপ্তারের আদেশ-পত্র)। Warrant (a writ for arresting a person).
আধা সরকারী—সরকারী বিষয়ে বেসরকারীভাবে লিখিত। Demi-official.
আধা সরকারী পত্র—সরকারী বিষয়ে বেসরকারীভাবে লিখিত পত্র। Demi-official letter.
আধিকারিক (পুং), **আধিকারিকী** (স্ত্রী)—দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা, উচ্চপদস্থ পুরুষ বা মহিলা কর্মচারী। Officer.
আধিকারিকদের বেতন—উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা। Pay of officers.
আধিক্য, নীবি—বাড়তি, বেশী অংশ। Excess, Surplus.
আনুগত্য—বশতা। Allegiance.
আনুগত্য স্বীকার—বশতা মানিয়া লওয়া। Acknowledgment of allegiance.
আনুতোষিক—কাজের জন্য অর্থ উপহার, কর্মচারীর কর্মশেষে প্রাপ্ত বকশিশ। Gratuity.
আনুমানিক—কাছাকাছি। Approximate.
আপ্ত-করণিক—যে কেরানীর উপর গোপনীয় কার্যাদির ভার থাকে। Confidential Clerk.
আবকাশিক—যে ভবিষ্যতের জন্য ছুটি জমাইয়া রাখে। Leave Reservist.
আবণ্টন—বণ্টন, বিভাজন। Allotment.
আবর্তক ব্যয়—পৌনঃপুনিক ব্যয়। Recurring expenditure.
আবশ্যক ব্যবস্থা—প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা। Necessary action.
আ ব হ বি দ্যা—বায়ু-বিজ্ঞান, আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্যা। Meteorology.
আবহমণ্ডল—বায়ুমণ্ডল। Atmospheric region.
আবাপনশিক্ষক—যিনি সূতাগুটানো শিক্ষা দেন (রেশম বয়ন ও রঞ্জন সংস্থা, বহরমপুর)। Reeling teacher; Warper (Silk Weaving and Dyeing Institute, Berhampore).

আবাসিক চিকিৎসক—যিনি হাসপাতাল-সংলগ্ন বাসভবনে থাকিয়া চিকিৎসার কাজ করেন। Resident Physician.

আবাসিক শস্ত্রচিকিৎসক—যিনি হাসপাতাল-সংলগ্ন বাসভবনে থাকিয়া অস্ত্রোপচার চিকিৎসার কাজ করেন। Resident Surgeon.

আবেদক—প্রার্থী, আবেদনকারী। Applicant.

আবেদন, আবেদনপত্র—দরখাস্ত, আরজি। Application.

আভোগ—অঞ্চল, তল্লাট। Range.

আমদানি—অন্য দেশ হইতে পণ্য আনয়ন। Import.

আমদানি-নিয়ামক, আগম-নিয়ামক—বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যাদি আনয়ন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী। Controller of Imports.

আমদানি বাণিজ্য নিয়ামক—অপর দেশ হইতে পণ্য আনয়নের ব্যবসায়ের সরকারি কর্মকর্তা। Import Trade Controller.

আমদানি শুল্ক—অপর দেশ হইতে পণ্য আনয়নের কর। Import duty.

আমিন, প্রমাতা—জরিপকারী কর্মচারী বিশেষ। Amin.

আমেল—পারস্পরিক সাহায্যলাভার্থ বিভিন্ন দল বা রাষ্ট্রের সম্মেলন। Federation.

আম্প্লিফায়ার, বিবর্ধক—বৈদ্যুতিক তরঙ্গ শব্দে পরিণত হইবার পূর্বে উহার শক্তিবর্ধক কল বিশেষ। Amplifier.

আযুক্ত আধিকারিক, আযুক্তক—দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। Officer-in-charge.

আযুক্ত মন্ত্রী—ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। Minister-in-charge.

আযুক্ত সহায়ক, ভারপ্রাপ্ত সহায়ক—ভারপ্রাপ্ত সহকারী। Assistant-in charge.

আযোগ—দস্তুরি, কমিশন, দালালি। Commission. [Police.

আরক্ষা—পুলিস, শান্তিরক্ষক কর্মচারী।

আরক্ষা কৃত্যক—পুলিসের চাকরি। Police Service.

আরক্ষাগুল্ম, ফাঁড়ি—পুলিস-ফাঁড়ি। Police outpost.

আরক্ষা চিকিৎসক—পুলিস বিভাগের চিকিৎসক। Police Surgeon.

আরক্ষাধীক্ষক—পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। Superintendent of Police.

আরক্ষা শাসক—পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট। Police Magistrate.

আরক্ষিক, পাহারাওয়ালা—কনেস্টবল, নিম্নপদস্থ পুলিস। Constable.

আরক্ষিদল—পুলিসদল, প্রহরীদল। Police picket.

আরবী শিক্ষক—আরবী ভাষা শিক্ষাদানকারী। Arabic teacher.

আরোগ্যশালা—হাসপাতাল, সেবাসদন। Hospital.

আরোহ—আরোহণার্থ সজ্জিত ঘোটক। Remount.

আরোহপত্র—জাহাজে উঠিবার অনুমতি-পত্র। Embarkation permit.

আরোহ-শিক্ষক—অশ্বারোহণ শিক্ষাদানকারী। Riding Master.

আরোহস্থান—অশ্বশালা, সজ্জিত ঘোটক থাকিবার স্থান। Remount depot.

আর্কবাতি—আর্ক ল্যাম্প। Arc lamp.

আর্মেচার—ডায়নামো বা ইলেক্ট্রিক মোটরের অংশবিশেষ। Armature.

আলতরাপ—আলমারি ইত্যাদি বন্ধ করিবার খিল বিশেষ। Staples.

আয়—উপার্জন। Income.

আয়ব্যয়ক—বাজেট, গভর্নমেণ্টের বা কোনও প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব। Budget.

আয়ব্যয়কশীর্ষ—বাজেট-শীর্ষ বাজেটের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। Budget head.

আয়ব্যয়ক সত্র—বাজেট অধিবেশন। Budget session.

আয়ব্যয়কীয় অনুদান—বাজেটের মঞ্জুরীকৃত অর্থ। Grant in budget.

আয়ব্যয়কোত্তর দায়িতা—বাজেট পাস হওয়ার পরবর্তী দায়িত্ব। Post-budgetary liability.

আয়ব্যয়-পরীক্ষক, নিরীক্ষক—হিসাবপত্র পরীক্ষাকারী। Auditor.

আয়ব্যয়-পরীক্ষা-করণিক—হিসাবপত্র পরীক্ষাকার্যের কেরানী। Audit Clerk.

আয়ব্যয় পরীক্ষা, নিরীক্ষা—হিসাব পরীক্ষা। Audit.

আয়ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ—জমাখরচের শ্রেণীবিভাগ। Classification of receipts and charges.

আশুমৃত-পরীক্ষক—অপঘাতমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, করোনার। Coroner.

আসক্ত—অনুরক্ত; সংযুক্ত। Attached.

আসক্তি—অনুরক্তি; সংলগ্নতা। Attachment.

আসঞ্জন—(বেতনাদি) ক্রোক। Attachment of salary.

আসঞ্জিত—ক্রোক-করা। Attached.

আসন্ন—'উপাস্তিক' দ্রঃ।

আসন্ন করণিক (প্রধান বিচারালয় বা মহাধর্মাধিকরণ)—হাইকোর্টের চেম্বারের কেরানী। Chamber Clerk (High Court).

আসাদন—সংগ্রহ। Procurement.

আসামী—'অভিযুক্ত' দ্রঃ।

আসেধাজ্ঞা—বিচারালয়ের নিষেধাজ্ঞা। Injunction.

আস্থাপত্র, নিসৃষ্টিপত্র—পরিচয়-পত্র। Credentials.

আহর্তা—আহরণকারী। Drawing Officer.

আহ্বানপত্র—শমন, তলবনামা। Summons.

ই

ইঞ্জিনচালক—যে ইঞ্জিন চালায়। Engine-Driver.

ইন্ধন-অধিকর্তা, এধ-অধিকর্তা—জ্বালানি দ্রব্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারের অধিনায়ক। Director of Fuel.

ইন্ধনিক টিণ্ডাল—অগ্নিপ্রজ্বালনকারী টিণ্ডাল। Stoker Tindal.

ইষ্টি-পত্র—চরমপত্র, উইল। Will.

উ

উক্তি, বর্ণনা—বিবৃতি। Statement.

উচ্চতর—ঊর্ধ্বতন। Higher.

উচ্চতর কক্ষ—উচ্চ পরিষদ্। Upper Chamber.

উচ্চ বিদ্যা পর্ষদ্—উচ্চতর শিক্ষা-সংসদ। Board of higher studies.

উড্ডয়ন—শূন্যে গমন, ওড়া। Flight.

উত্তর—উচ্চতর। High.

উত্তর বর্গ—উচ্চতর বিভাগ। Upper Division.

উত্তর বাস্তু কৃত্যক (সড়ক ও গৃহাদি)—এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের (রাস্তা ও গৃহাদি) বেশীদিনের চাকরি। Senior Service of Engineers (Roads and Buildings).

উত্তর বাস্তু কৃত্যক (সেচন)—এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের (সেচন) বেশীদিনের চাকরি। Senior Service of Engineers (Irrigation).

উত্তরবিচার-অধিক্ষেত্র—আপিলের আওতা। Appellate Jurisdiction.

উত্তর-বিচার, উত্তর-বিচার প্রার্থনা—আপিল, পুনর্বিচার প্রার্থনা। Appeal.

উত্তর-বেতন, বৃত্তি—পেনশন, ভাতা, অবসরবৃত্তি। Pension.

উত্তর শিক্ষণ কৃত্যক—শিক্ষাবিভাগের বেশীদিনের চাকরি। Senior Educational Service.

উত্থাপক, প্রস্তাবক—প্রস্তাব উত্থাপনকারী। Mover.

উত্থাপন বা প্রস্তাব করা—প্রস্তাব তোলা। Move (a motion or resolution).

উৎপাদন মন্ত্রক—যে মন্ত্রিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন উৎপাদনকার্য চলে। Ministry of Production.

উৎপাদী—উৎপাদক, ফলপ্রদ। Productive.

উদ্‌ঘোষণা—সরকারী ইস্তাহার। Proclamation.

উদ্ধার—পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করা ('পতিত জমি উদ্ধার')। Reclamation (*e. g.*, of waste land).

উদ্ধার ভবন—বালকদিগকে উদ্ধার করিয়া যেখানে রাখা হয়, উদ্ধারাশ্রম। Rescue Home.

উদ্ধার; মূল্যজ্ঞাপন—বাজার দর: চলতি দর জানানো। Quotation.

উদ্ধৃত—পুনরুক্ত, প্রচলিত মূল্যের উল্লেখ করা হইয়াছে এমন। Quoted.

উদ্ধৃতাংশ, উদ্ধৃতি—অপরের লেখা হইতে আহৃত বিষয়। Extract.

উদ্‌বাসন—অন্যত্র বসবাসের উদ্দেশ্যে বাস্তুভিটাদি ত্যাগ। Evacuation.

উদ্‌বাসিত—ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা হইয়াছে এমন ('— সম্পত্তি', '— বাস্তু')। Evacuated.

উদ্‌বাসিত, উদ্‌বাস্তু—বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাসকারী, বাসভ্রষ্ট। Evacuee.

উদ্বৃত্ত সমর্পণ—জমানো টাকা দিয়া দেওয়া। Surrender of savings.

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—গাছপালাসম্বন্ধীয় বিদ্যা। Botany.

উদ্যান-উপদর্শ কৃত্যক—উদ্যানসম্বন্ধীয় কাজকর্মের তত্ত্বাবধানের চাকরি। Horticultural Overseers Service.

উদ্যানবিৎ—উদ্যানকর্ষণবিদ্যাবিৎ। Horticulturist.

উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসার—ক্রমবিকাশ, উন্নতি। Development.

উপ-—ডেপুটী। Deputy.

উপ-অধীক্ষক—ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। Deputy Superintendent.

উপ-আযুক্তক, ভারপ্রাপ্ত উপ-আধিকারিক—সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Deputy Officer-in-charge.

উপ-আরক্ষাধীক্ষক—ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিসের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। Deputy Superintendent of Police.

উপকর—সেস, কর, শুল্ক। Cess.

উপকরণ, সরঞ্জাম—কার্য নির্বাহের উপযোগী দ্রব্যাদি। Equipment.

উপ-কারাপাল—জেলের সহকারী কর্তা। Deputy Jailor.

উপ-কীটপোষ-অধিকর্তা—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় সহকারী কর্তা। Deputy Director of Sericulture.

উপ-কৃষি-অধিকর্তা—কৃষিবিভাগের সহকারী কর্তা। Deputy Director of Agriculture.

উপখণ্ড—উপপ্রকরণ, দফার অংশ। Sub clause.

উপগ্রহণ—বাজেয়াপ্তকরণ। Confiscation.

উপগৃহীত—যাহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এমন। Confiscated.

উপচয়—মূল্যবৃদ্ধি। Appreciation.

উপচারশালা—হাসপাতালের যে ঘরে অস্ত্রোপচার করা হয়। Operation Theatre.

উপচারশালা পরিষেবিকা—অস্ত্রোপচার কক্ষের অস্ত্রোপচার সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স। Trained Surgical Nurse for the Operation Theatre.

উপচারশালা বরিষ্ঠ পরিষেবিকা—অস্ত্রোপচার কক্ষের নার্সদের অধিনায়িকা। Theatre staff nurse.

উপ-ডাক ও তার-অধিকর্তা—ডাক ও তার বিভাগের সহকারী কর্তা। Deputy Director of Posts & Telegraphs.

উপদর্শক—কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, ওভারসীয়ার। Overseer.

উপদর্শক, কৃষিবাস্তুকার-করণ বা অফিস—কৃষি এঞ্জিনীয়ারিং অফিসের ওভারসীয়ার। Overseer, Office of the Agricultural Engineer.

উপদূত—সহকারী দূত। Vice-Consul.

উপদেষ্টা—পরামর্শদাতা। Adviser.

উপ-ধারা—মূল ধারার অংশ। Sub section.

উপ-নগরপাল—ডেপুটী পুলিস কমিশনার, নগরাদিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিস বিভাগের সহকারী কর্মনায়ক। Deputy Commissioner of Police.

উপ-নিবন্ধক—সহকারী তালিকারক্ষক, সহকারী রেজিস্ট্রার ('বিবাহের উপ নিবন্ধক')। Deputy Registrar (*e. g.*, of marriages).

উপনিবেশন আধিকারিক—উপনিবেশ-স্থাপন সংক্রান্ত অফিসের কর্তা। Colonisation Officer.

উপনিমিত্ত পরিচর—ছোটখাট কাজের জন্য নির্দিষ্ট চাকর। Contingency Menial.

উপ-নিয়ামক—সহকারী ব্যবস্থাপক ডেপুটী রেজিস্ট্রার ('সমবায় সমিতির উপ-নিয়ামক')। Deputy Registrar (*e. g.*, of Co operative Societies.)

উপ-নিয়ামক—ডেপুটী কণ্ট্রোলার (রেশনিং, সিভিল সাপ্লাই ইত্যাদি)। Deputy Controller (Rationing, Civil Supplies, etc.).

উপ-নির্বাচন—একজন প্রতিনিধির শূন্য স্থানে অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন। By-election.

উপপ্রকরণ—উপখণ্ড। Sub-clause.

উপ-প্রাদেশিক পরিবহণ-মহাধ্যক্ষ—প্রদেশের যানবাহনাদি পরিচালনাকার্যের সহকারী কর্তা। Deputy Provincial Transport Commissioner.

উপবনরক্ষক—বনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সহকারী কর্মচারী। Deputy Ranger.

উপবিধি—স্থানীয় আইন। By law.

উপবিধি নির্দেশক—আইনবিষয়ে সহকারী পরামর্শদাতা। Deputy Legal Remembrancer.

উপ-মহাকারা পরিদর্শক—জেলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেলের সহ-মহাপরিদর্শক। Deputy Inspector General of Prisons.

উপ-মহাগাণনিক—ডেপুটী অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল, হিসাবনিকাশ বিভাগের সহ-অধ্যক্ষ। Deputy Accountant General.

উপ-মহাডাক-আধিকারিক—ডেপুটী পোস্টমাস্টার জেনারেল, ডাক বিভাগের সহ-মহাধ্যক্ষ। Deputy Postmaster General.

উপ-মহাপরিদর্শক, দুষ্কৃতি-অনুসন্ধান বা দুষ্কৃতিবিমর্শ বিভাগ—অপরাধ অনুসন্ধান বিভাগের সহ-বড়কর্তা। Deputy Inspector General, Criminal Investigation Department.

উপ-মহাপ্রশাসক ও ন্যাসপাল—ডেপুটী-অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর জেনারেল ও সরকারী অছি। Deputy Administrator-General and Official Trustee.

উপযোগাঙ্ক—বিশেষ কাজে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত অর্থাদির নির্দিষ্ট মাত্রা। Unit of appropriation.

উপযোজন—বিশেষ কাজে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ। Appropriation.

উপযোজন গণিতক—বিশেষ কার্যে প্রয়োগের হিসাব। Appropriation accounts.

উপরিক—উপরিতন, ঊর্ধ্বতন। Superior.

উপরিক কৃত্যক—উপরিতন চাকরি, উচ্চতর চাকরি। Superior Service.

উপরি কর—অতিরিক্ত কর। Sur-tax.

উপরি ব্যয়—উপরি খরচ। Overhead charges.

উপশম—'ত্রাণ' দ্রঃ।

উপশাখা—শাখা, বিভাগ। Section.

উপশালা—লবী, পরিষদ ভবনের প্রধান কক্ষের সংলগ্ন অন্য ঘর (এইখানে সভ্যেরা বসিয়া গল্পগুজব করেন)। Lobby.

উপ-শাসক ও সমাহর্তা—ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, জেলার সহকারী শাসক ও কর আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Deputy Magistrate and Deputy Collector.

উপ-শিল্প-অধিকর্তা—শিল্পবিভাগের সহ অধিকর্তা। Deputy Director of Industries.

উপশুল্ক—মাশুল, রাস্তা পুল বাজার মেলা প্রভৃতিতে মালপত্র বা লোক চলাচলের শুল্ক। Toll.

উপ-শুল্ক-করণিক—মাশুল আদায়ের কেরানী। Toll Clerk.

উপ-শুল্ক-দারোগা—টোল দারোগা। Toll Daroga.

উপ-শুল্ক-সংগ্রাহক—মাশুল আদায়-কারী। Toll Collector.

উপ-সচিব—ডেপুটী সেক্রেটারী, সহসচিব। Deputy Secretary.

উপস্থায়ক, কার্যাধ্যক্ষ—পরিচারক; জাহাজাদির ভাণ্ডারী। Steward.

উপস্থায়িকা, কার্যাধ্যক্ষা—পরিচারিকা; জাহাজাদির মহিলা ভাণ্ডারী। Stewardess.

উপস্থিতি নিবন্ধ—হাজিরা খাতা। Attendance register.

উপাধ্যক্ষ—কলেজের সহ-অধ্যক্ষ। Vice-Principal.

উপান্ত—ধার, প্রান্তদেশ। Margin.

উপাধ্যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। Lecturer.

উপান্ত টীকা—প্রান্তদেশে লিখিত টিপ্পনী। Marginal note.

উপান্তিক, আনুমানিক, আসন্ন—প্রায় ঠিক, আন্দাজী, কাছাকাছি। Approximate.

উপায়-উপকরণ—আয়ের পথ। Ways and means.

(উপায়) যোজন—(অর্থাদি) সমাবেশ। Mobilization (of resources).

উপার্থন—ভোট চাঁদা জিনিস প্রভৃতির অর্ডার প্রার্থনা। Canvassing.

উপাসনা—পূজা, আরাধনা। Worship.

উর্দী—কর্মচারী প্রভৃতির একই ধরনের নির্দিষ্ট পোশাক। Uniform.

ঊ

ঊনজন প্রতিবেদন, সংখ্যাল্প প্রতিবেদন—সংখ্যালঘু-প্রদত্ত বিবৃতি। Minority report.

ঊনজন, সংখ্যাল্প; নাবালকত্ব—সংখ্যালঘু; অপ্রাপ্তবয়স্কতা। Minority.

ঊনজন সম্প্রদায়, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়—সংখ্যালঘু দল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। Minority community.

ঊনমূল্য, ঊনহার—ঊনহারে, সাধারণতঃ যেরূপ মূল্য হওয়া উচিত তাহার কমমূল্যে। Below par.

ঊর্ধ্বতন অধীন উপদর্শক—উচ্চতর অধীন ও কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। Upper Subordinate and Overseer.

ঊর্ধ্বতন, উত্তর—উচ্চতর। Higher.

ঊর্ধ্বতন কৃষি কৃত্যক—উচ্চতর কৃষি-বিভাগীয় চাকরি। Higher Agricultural Service.

ঊর্ধ্বতম পশুচিকিৎসা কৃত্যক—উচ্চতর প্রাণিচিকিৎসা সম্বন্ধীয় চাকরি। Higher Veterinary Service.

ঋ

ঋণ—ধার। Loan.

ঋণ, নিধান (আমানত) প্রভৃতি—ধার, জমা প্রভৃতি। Debt, Deposits, etc.

ঋণপত্র—ঋণের কাগজ, রেলওয়ে মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির ঋণগ্রহণের পত্র। Debenture.

ঋণলেখ—হ্যাণ্ডনোট, একপ্রকার ঋণপত্র। Note of hand.

ঋণ-বিলোপন—ঋণমকুব, ঋণবাতিল। Cancellation of debt.

ঋণশীর্ষ—ঋণের বিভিন্ন খাত। Debt-heads.

ঋণিতা—দায়, ঋণগ্রস্ততা। Indebtedness.

ঋণী, খাতক—দেনদার। Debtor.

এ

একক; মাত্রা—প্রমাণ পরিমাণাদি। Unit.

একযোগে—একসঙ্গে। En block.

একান্ত সচিব—খাসমুন্সী, প্রাইভেট সেক্রেটারী। Private Secretary.

একীকৃত—একত্রিত। Consolidated.

এঞ্জিন-চালক—যে এঞ্জিন চালায়, এঞ্জিন ড্রাইভার। Engine-Driver.

এধ-অধিকর্তা—ইন্ধন-সম্বন্ধীয় ব্যাপারের প্রধান কর্মকর্তা। Director of Fuel.

এধ-গ্রহণ—'তৈলভরণ' দ্রঃ।

ও

ওয়ারেন্ট-বেলিফ, আসেধক—গ্রেফতারী পরোয়ানা জারিকারক পেয়াদা। Warrant Bailiff.

ওয়ার্ড-মাস্টার, কক্ষাধিপাল—জেলের বিভাগীয় কর্তা। Ward Master.

ওয়ার্ড-রক্ষক, কক্ষাপাল বা অবধায়ক—জেলার, জেলের বিভিন্ন বিভাগের কর্তা। Warder.

ওষধিশালা—ওষধিভবন। Herbarium.

ওষধিশালাধ্যক্ষ—ওষধিভবনের কণ্ট্রোলার, ওষধিভবনের কর্তা। Curator of Herbarium.

ওষধিশালা সহায়ক—ওষধিভবনের কর্তার সহকারী। Harbarium Assistant.

ওস্তাদ কুঁদকার, অধিকুন্দকার—সুনিপুণ কুঁদমিস্ত্রী। Master Turner.

ওস্তাদ ছুতার—সুদক্ষ সূত্রধর। Master Carpenter.

ওস্তাদ দর্জী—সুনিপুণ দরজী। Tailor Master.

ওস্তাদ ফিটার, অধিলম্বায়ক—সুদক্ষ ফিটার। Master Fitter.

ওস্তাদ যন্ত্রী—সুনিপুণ যন্ত্রবিৎ। Master Mechanic.

ওস্তাদ রঙমিস্ত্রী—সুদক্ষ রঙমিস্ত্রী। Master Painter.

ক

কক্ষ—ঘর, কামরা (বিধানসভার, লোকসভার)। House (of Legislature).

কক্ষাধিপাল—'ওয়ার্ডমাস্টার' দ্রঃ।

কক্ষাপাল—'ওয়ার্ডরক্ষক' দ্রঃ।

কন্যাপ্রণিধি—'গার্ল গাইড' দ্রঃ।

কয়লা নিয়ামক—কয়লাসম্বন্ধীয় কার্যাদির অধ্যক্ষ। Controller of Coal.

কর—শুল্ক, রাজস্ব। Tax.

করণ, অফিস—অফিস। Office.

করণ-প্রধান—অফিসের কর্তা। Head of an office.

করণাধ্যক্ষ—নিবন্ধকার (স্বরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিভাগ)। Registrar (Home and other Departments).

করণিক—কেরানী। Clerk.

করণিক ও আজ্ঞপ্তিলেখক—কেরানী ও ডিক্রীলেখক। Clerk and Decree-writer.

করযোগ্য—শুল্কাধীন। Taxable.

করযোগ্য আয়—করধার্যোপযোগী আয়, যে আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়। Taxable income.

করাধান, করারোপণ—কর বসানো। Taxation.

করার্থ পরিমাপ, কিস্তোয়ার-জরীপ, থাক-বস্তি—মূল্য ও মালিকানার বিবরণ সম্বন্ধীয় মাপজোখ, করনির্ধারণের জন্য ভূমির পরিমাণের মাপজোখ। Cadastral survey.

কর্তন প্রস্তাব—ছাঁটাই প্রস্তাব। Cut motion.

কর্তন প্রস্তাব নিদর্শ—ছাঁটাই প্রস্তাবের নিদর্শ। Cut motion form.

কর্তৃত্ব—'অধিকার' দ্রঃ।

কর্মকার—লোহার, কামার। Blacksmith.

(কর্মকাল) বৃদ্ধি—(কার্যকাল) প্রসারণ। Extention.

কর্মক্ষমতা—দক্ষতা, কর্মসামর্থ্য। Efficiency.

কর্মনায়ক—কারখানার কর্মপরিচালক, কারখানার সর্দার। Foreman.

কর্মনিয়োগ কেন্দ্র—চাকরি যোগাড়ের সরকারী সংস্থা। Employment Exchange.

কর্মপঞ্জী—কাজের তালিকাপুস্তক। Case Book.

কর্মব্যবস্থা—কাজের ব্যবস্থা। Acting arrangement.

কর্মশালা-আধিকারিক—কারখানার কর্মনায়ক। Workshop Foreman.

কর্মশালা, আবাসন ও সংভরণ মন্ত্রক—কারখানা, ঘরবাড়ি ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Works, Housing and Supplies.

কর্মশালা বা কারখানা কৃত্যক—কারখানার চাকরি। Factories Service.

কর্মশালা বা কারখানা পরিদর্শক—যিনি কারখানা পরিদর্শন করেন, কারখানাসমূহের ইন্সপেক্টর। Inspector of Factories.

কর্মশালার বা কারখানার প্রমাণক চিকিৎসক—যে চিকিৎসক কারখানার লোকদের প্রমাণপত্র দেন। Certifying Surgeon of Factories.

কর্ম-সাহায্য—কাজের সাহায্য। Test relief.

কর্মিসংঘ—ট্রেড ইউনিয়ন, পূগ। Trade Union.

কলিকাতা পৌর নিগম—কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা পৌরসভা। Calcutta Corporation

কলিকাতা বন্দরপাল বা পত্তনপাল—কলিকাতার ডকের কমিশনার, কলিকাতা বন্দরের প্রধান কর্তা। Commissioner for the Port of Calcutta.

কাগজ ভাণ্ডারী—কাগজের গুদামের রক্ষক। Paper Store-Keeper.

কাছাকাছি—আনুমানিক। Approximate.

কানুনগো—জমির হিসাবরক্ষক কর্মচারী বিশেষ। Kanungo.

কাব, শাবচার—(বয় স্কাউট) কমবয়সের বালক বা বালিকা। Cub.

কারখানা—কর্মশালা। Factory.

কারখানা পরিদর্শক—কর্মশালা পরিদর্শনকারী। Inspector of Factories.

কারখানার প্রমাণক চিকিৎসক—কর্মশালার প্রমাণপত্র প্রদানকারী চিকিৎসাকারী। Certifying Surgeon of Factories.

কারা—জেল, বন্দীনিবাস। Jail.

কারাধীক্ষক—জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent of Jails.

কারাপাল—জেলার, জেলের কর্তা। Jailor.

কারা ভাণ্ডার—জেলের গুদাম। Jail Depot.

কার্যক্রম, অনুক্রম—কর্মধারা। Procedure.

কার্যক্রম, ক্রমপত্র, অনুক্রম—কর্মসূচী। Programme.

কার্যগ্রাহী (কেন্দ্রিক কারা)—(কেন্দ্রীয় জেলের) কর্মভার গ্রহণকারী। Task taker (Central Jail).

কার্যচালন—কর্ম পরিচালনা। Conduct of business.

কার্যতঃ—বস্তুতঃ, বাস্তবপক্ষে। De facto.

কার্যনিয়ম—কাজের নিয়ম। Rules of business.

কার্যমুক্ত—'অবেরিত' দ্রঃ।

কার্যমুক্তি—'অবেরণ' দ্রঃ।

কার্যাবলী—'বৃত্তাবলী' দ্রঃ।

কাল লেখক—সময়রক্ষক, কারখানা বা অফিসে শ্রমিক বা কর্মচারীদের আসা-যাওয়ার সময়ের হিসাব যে রাখে। Time-keeper.

কালিওয়ালা, মসীকার—মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতিতে যে কালি মাখায়। Inkman.

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষিকা—কিণ্ডারগার্টেন প্রথানুযায়ী মহিলা-শিক্ষক। Kindergarten Mistress.

কিস্তোয়ারজরীপ—'করার্থ পরিমাপ' দ্রঃ।

কীটপোষ-অধীক্ষক—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent of Sericulture.

কীটপোষ-পরিদর্শক—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় পরিদর্শক। Sericultural Inspector.

কীটপোষ-সহায়ক—গুটিপোকার চাষসম্বন্ধীয় কার্যে সহায়তাকারী কর্মচারী। Sericultural Assistant.

কীটবিৎ—কীটতত্ত্ববেত্তা। Entomologist.

কীটবিদ্যা—কীটসম্বন্ধীয় বিদ্যা। Entomology.

কুইনীন অবেক্ষক—কুইনাইন সম্বন্ধীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। Quinine Supervisor.

কুইনীনবিৎ—কুইনাইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Quinologist.

কু-ঋণ—'অশোধ্য ঋণ' দ্রঃ।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, উটজ ও ক্ষুদ্র শিল্প—কুটির-জাত এবং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প। Cottage and small-scale Industries.

কুৎ-করণিক—কুৎঘাটার কেরানী, টোল অফিসের কেরানী। Toll Clerk.

কুৎ দারোগা, উপ শুল্ক-দারোগা—টোল দারোগা, টোল সম্বন্ধীয় কর্মচারী বিশেষ। Toll Daroga.
কুৎ-সংগ্রাহক, উপ-শুল্ক-সংগ্রাহক—নৌকাদিতে বাহিত দ্রব্যের উপর কর সংগ্রহকারী, যে কুৎ সংগ্রহ করে। Toll Collector.
কুন্দকার—কুঁদমিস্ত্রী, টার্নার। Turner.
কুমারাচার—'বয় স্কাউট' দ্রঃ।
কূটকর্ম, কূটলেখ—জালিয়াতি। Forgery.
কূটকৃত, কূটলেখিত—জাল। Forged.
কূটঘাত—'অন্তর্ঘাত' দ্রঃ।
কূটঘাতক—'অন্তর্ঘাতক' দ্রঃ।
কূটঘাতী কার্য—অন্তর্ঘাতী কার্য। Sabotage.
কূটলেখ—'কূটকর্ম' দ্রঃ।
কূটলেখিত—'কূটকৃত' দ্রঃ।
কূপীধাবক—যে শিশি বোতল ধোওয়ার কাজ করে। Bottle-washer.
কৃত্যক—চাকরি (সরকারি চাকরির শাখা)। Services (a branch of public employment).
কৃত্যকধারা—চাকরির একটানা রীতিনীতি। Line of service.
কৃত্যক বহি—অফিসের যে খাতায় কর্মচারী নিয়োগ কার্যকুশলতা প্রভৃতি বিবরণ লেখা থাকে, চাকরি-বহি। Service-book.
কৃত্যক বৃত্ত—চাকরির ইতিহাস। History of service. [Service-roll.
কৃত্যকসূচী—চাকরিয়াদের নামের ফর্দ।
কৃপা অধিদেয় বা ভাতা—দয়াপরবশ হইয়া যে ভাতা দেওয়া হয়। Compassionate allowance.
কৃষি—চাষ। Agriculture.
কৃষি-অধিকর্তা—চাষসম্বন্ধীয় সরকারী কার্যসমূহের অধ্যক্ষ বা প্রধান কর্তা; কার্যাধ্যক্ষ। Director of Agriculture.
কৃষি আয়কর—চাষসম্বন্ধীয় আয়ের উপর ধার্য কর। Agricultural Income-tax.
কৃষি-আয়কর আধিকারিক—চাষসম্বন্ধীয় আয়করের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। Agricultural Income-tax Officer.
কৃষি ও সমবায়—চাষ ও সম্মিলিত কার্যব্যবস্থা। Agriculture and Co-operation.
কৃষিজ বিপণন—কৃষিসম্বন্ধীয় কেনাকাটার কাজ। Agricultural Marketing.
কৃষিবর্ধন-মহাধ্যক্ষ—চাষের উন্নতিবিধানের জন্য নিযুক্ত বিভাগের সর্বময় কর্তা। Agricultural Development Commissioner.
কৃষি-বাস্তুকার—চাষসম্বন্ধীয় এঞ্জিনীয়ার। Agricultural Engineer.
কৃষি-মন্ত্রক—কৃষিমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Agriculture.
কৃষি-সার—চাষের সার। Fertiliser.
কৃষি-সার নিয়ামক—কৃষি-কন্ট্রোলার, চাষের সারসম্বন্ধীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী। Fertiliser Controller.
কেন্দ্রিক কারা—কেন্দ্রীয় জেল। Central Jail.
কেন্দ্রীয় তারিক—কেন্দ্রীয় তার অফিসের কর্মচারী, কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী। Central Telegraph Officer.
কেন্দ্রীয় রাজস্ব—কেন্দ্রের প্রাপ্য শুল্কাদি। Central revenues.
কেন্দ্রীয় সরকার—সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনবিভাগের উপরিতন অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসন বিভাগ। Central Government.
কোষপাল—কোষাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ। Treasurer.
কোষপাল-সহায়ক—'কোষাধ্যক্ষ-সহায়ক' দ্রঃ।
কোষ-বিপত্র—ট্রেজারি-বিল, কোষাগারের বিল। Treasury-bill.
কোষস্থিতি—ট্রেজারির জমা টাকা, পরচশেষে ট্রেজারিতে বাকী জমার টাকা। Treasury Balance.
কোষাগার—ট্রেজারি, খাজাঞ্চিখানা। Treasury.
কোষাগার আধিকারিক—ট্রেজারির অফিসার, খাজাঞ্চিখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Treasury Officer.
কোষাধ্যক্ষ—কোষপাল। Treasurer.
কোষাধ্যক্ষ-সহায়ক বা কোষপাল-সহায়ক—কোষপালের সহকারী, যিনি কোষাধ্যক্ষের কাজে সহায়তা করেন। Treasurer's Assistant.
ক্রমপত্র—'কার্যক্রম' দ্রঃ।
ক্রয়-উপদেষ্টা—কেনাকাটার ব্যাপারে উপদেশদাতা, ক্রয়বিষয়ক পরামর্শদাতা। Purchasing Adviser.
ক্রীড়াশিক্ষক—খেলার মাস্টার, যিনি খেলা শিখান। Games Master.
ক্ষমত্বপত্র—কার্য করিবার ক্ষমতা আছে তাহার প্রমাণপত্র। Certificate of fitness.
ক্ষুদ্রক অন্তঃশুল্ক-কর্মচারী—আবগারি বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারী। Petty Officer of Excise.
ক্ষুদ্র নির্মাণ ও সংস্কার—সামান্য কিছু তৈয়ারি ও মেরামতের কাজ। Petty construction and repairs.
ক্ষেত্র—'অঞ্চল' দ্রঃ।
ক্ষেত্র—অঞ্চল (কনেস্টবলের)। Beat (of a constable).
ক্ষেপ—নিক্ষেপ, ছোড়া (যেমন, বন্দুকের একরকমের বড় গুলি ক্ষেপ)। Round (*e. g.*, Buck shot).
ক্ষেম—নিরাপত্তা। Security.

খ

খণ্ডকাল—আংশিক সময়। Part-time.
খণ্ডকাল আধিকারিক—আংশিকভাবে কার্য করে এমন কর্মচারী। Part-time Officer.
খসড়াপত্রের নির্দেশ—চিঠির খসড়া লিখিবার নির্দেশ। Draft Letter Form.
খাজাঞ্চী—যাঁহার নিকট অর্থের তহবিল থাকে, কোষাধ্যক্ষ। Cashier.
খাদ্য, ত্রাণ ও সংভরণ—খাদ্য, দুর্গতকে সাহায্য এবং সরবরাহ। Food, Relief and Supplies.
খাদ্য-মন্ত্রক—খাদ্যবিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Food.
খাস তশীলদার—খাসজমির খাজনা আদায়কারী। Khas Tehsildar.
খাসমহল আধিকারিক—খাসমহলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Khas Mahal Officer.
খাসমহল মণ্ডলাধিকারিক—খাসমহল তদারককারী কর্মচারীবিশেষ। Khas Mahal Circle Officer.
খিলভূমি—'পতিতভূমি' দ্রঃ।

গ

গড় বেতনে ছুটি—যে ছুটির মধ্যে প্রাপ্য সাধারণ মাহিনা পাওয়া যায়। Leave on average pay.
গণ—দল (সৈন্যদল)। Company (a body of troops).
গণতন্ত্র—জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া রাষ্ট্র পরিচালন, প্রজাতন্ত্র। Democracy.
গণনকরণিক—হিসাবের কেরানী। Accounts Clerk.
গণপুরুষ—সর্দার। Gangman.
গণরাজ্য—জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া শাসিত দেশ। Republic.
গণিতক বিদ্যা—হিসাব রাখার জ্ঞান; হিসাবরক্ষকের পদ বা কার্য। Accountancy.

গণিতক—হিসাবপত্র। Accounts.
গণিতক সমন্বয়ন—হিসাবপত্র মিল খাওয়ানো। Adjustment of accounts.
গণিতক সমাপ্ত বা অবসিত হইল—হিসাবপত্র শেষ হইল। Accounts closed.
গাধা বোট—মন্দগতি ভারবাহী নৌকা বিশেষ। Flat.
গাণনিক—হিসাব-রক্ষক। Accountant.
গাণনিক্য—হিসাব রাখিবার বিদ্যা। Book-keeping.
গার্লগাইড, কন্যাপ্রণিধি—বয়স্কাউটের মত বালিকা-সংঘ। Girl guide.
গুটিশালা অধীক্ষক—গুটিপোকাচাষের স্থানের তত্ত্বাবধায়ক। Nursery Superintendent, Sericulture.
গুণ—গুণপনা, যোগ্যতা। Qualification.
গুণযুক্ত, -যোগ্য—গুণান্বিত, উপযুক্ত। Qualified.
গুপ্তবার্তা, -চার—গুপ্তসংবাদ। Intelligence.
গুপ্তভোট, গুপ্তমত—ব্যালট, গোপন প্রথায় ভোট। Ballot.
গুপ্তমতদান, গুপ্তভোটদান—ব্যালট-প্রথায় ভোট দান, অপরে যাহাতে জানিতে না পারে এমন ব্যবস্থায় ভোট দেওয়া। Vote by ballot.
গুরুনির্মাণ—প্রধানশ্রেণীর গৃহাদি নির্মাণের কাজ। Major works.
গুল্ম—পল্টন, পদাতিক সৈন্যের দল। Platoon.
গূঢ়চ্ছদ—গোপন আবরণ। Secret cover.
গূঢ়লেখ—সংকেত-পদ্ধতি। Code.
গৃহীতভোট, অনুমত—ভোট লওয়া হইয়াছে এমন। Voted.
গোলা-বারুদ—কামান-বন্দুকাদিতে ব্যবহার্য যুদ্ধোপকরণ। Ammunition.
গৌণ, পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষ। Indirect.
গ্যাসওয়ালা—গ্যাস তৈয়ারির কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি; গ্যাসের মিটার পড়িবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। Gasman.
গ্যাসজনিত্র—গ্যাস তৈয়ারির যন্ত্রপাতি। Gas plant.
গ্যাস ফিটার, গ্যাস মিস্ত্রী—গ্যাসের মিস্ত্রী। Gas Fitter.
গ্রন্থাগার—পুস্তকভবন, লাইব্রেরী। Library.
গ্রন্থাগারিক—পুস্তকাগার-রক্ষক, লাইব্রেরিয়ান। Librarian.
গ্রহণ—বিধানসভায় আইনের খসড়া অনুমোদন। Passing (of Bills).
গ্রহণ—অর্জন। Acquisition.
গ্রাম্য, জানপদ—গ্রামীয়, গ্রামসম্বন্ধীয়। Rural.
গ্রাহ্য—স্বীকার্য। Admissible.
গ্লানকক্ষ—হাসপাতালের ওয়ার্ড, হাসপাতালের বিভাগ। Ward in a hospital.
গ্লানযান—হাসপাতালের গাড়ি, জরুরী অবস্থায় যে গাড়ি করিয়া রোগী বা আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। Ambulance car.
গ্লানোপচার—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পশ্চাৎগামী চলন্ত হাসপাতাল, আহত বা রুগ্ণ ব্যক্তিবাহী যানবিশেষ। Ambulance.
গ্লানোপচার ব্যবস্থা—অ্যাম্বুলেন্সের কাজ। Ambulance service.

ঘ

ঘনমান—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের পরিমিতি। Volume.
ঘাটতি—ন্যূনতা। Deficit.
ঘোষণা—সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন। Declaration, proclamation.
ঘোষপত্র—গেজেট, সরকারী সংবাদপত্র; Gazette.
ঘোষিত আধিকারিক—গেজেটে উল্লিখিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। Gazetted Officer.

চ

চক্র, রোঁদ—নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরিয়া পাহারা। Round.
চক্রচর, ভবঘুরে—আশ্রয়হীন নিঃস্ব লোক। Vagrant.
চক্রচরত্ব, ভবঘুরেমি—আশ্রয়হীন ভাবে টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো। Vagrancy.
চক্রচর-নিয়ামক, ভবঘুরে-নিয়ামক—বাসস্থান অভাবে যে সকল দরিদ্র লোক এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের সম্বন্ধে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। Controller of Vagrancy.
চর্মপ্রসাধক—চর্মসংরক্ষণবিদ্যায় পারদর্শী, পশুপক্ষী প্রভৃতির চামড়ায় খড় কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি পুরিয়া যে উহাদিগকে জীবিত-সদৃশ করে। Taxidermist.
চলচ্চিত্র অভিক্ষেপক—ছায়াচিত্রের আলোকরশ্মি-প্রক্ষেপক। Cinema projector.
চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রক্ষেপক—পর্দার উপর চলচ্চিত্র দেখাইবার যন্ত্র। Cinematograph.
চলচ্চিত্র বিহিতক বা আইন—ছায়াচিত্র-বিধি। Cinematograph Act.
চলিত আমানত, চলিত নিধান—ব্যাঙ্কের যে জমা হইতে যখন তখন টাকা তোলা যায়। Current deposit.
চলিত রাজস্ব—বর্তমান বৎসরের খাজানা। Current revenue.
চার—'গুপ্তবার্তা' দ্রঃ।
চালক—যে চালায় ('বাসচালক')। Driver (Bus driver).
চালক—যে (চলচ্চিত্রের মেসিন) চালায়। Operator (of Films).
চিকিৎসক (আবাসিক)—(হাসপাতাল-সংলগ্ন বাসভবনে বাসকারী) চিকিৎসাকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। Medical Officer (Resident).
চিকিৎসা কৃত্যক (ঊর্ধ্বতন)—চিকিৎসা-বিভাগীয় কাজ (উচ্চতর)। Medical Service (Upper).
চিকিৎসা-পরিদর্শক—চিকিৎসাবিষয়ক পরিদর্শনকারী কর্মচারী। Medical Inspector.
চিকিৎসাপ্রমাণপত্র—চিকিৎসাসম্বন্ধীয় প্রমাণপত্র। Medical Certificate.
চিকিৎসাপ্রমাণপত্রবলে ছুটি—চিকিৎসাবিষয়ক প্রমাণপত্রের বলে ছুটি। Leave on medical certificate.
চিকিৎসাপ্রমাণপত্র সহ বা বিনা গড় বেতনে ছুটি—ডাক্তারী সার্টিফিকেট বলে বা বিনা সার্টিফিকেটে গড় মাহিনায় ছুটি। Leave on average pay with or without medical certificate.
চিকিৎসালয়—'নিদানশালা' দ্রঃ।
চিকিৎসিকা—মহিলা চিকিৎসক। Lady Doctor.
চিত্রকর—চিত্রশিল্পী, যে ছবি আঁকে। Artist (Painter).
চিত্রকার, রঙ-মিস্ত্রী—যে আসবাবপত্রে রঙ লাগায়। Painter.
চিত্রতক্ষণ-শিক্ষক—কাঠখোদাই শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি। Wood-Engraving Teacher.
চিহ্নকার—যে দাগ দেয়। Markman.
চেক—টাকার বরাত-পত্র, যে সহি-করা কাগজ দেখাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলা হয়। Cheque.
চেকবহি—বাঁধানো চেক-সমূহের বই। Cheque book.

ছ

ছাঁচকার, সঞ্চকী—ঢালাইকর, যে ছাঁচ তোলে। Moulder.

ছাটাই প্রস্তাব—কোন বিশেষ বিষয় বাদ দেওয়ার জন্য আইনের খসড়ার উপর উত্থাপিত প্রস্তাব। Cut motion.

ছাড়পত্র, নিষ্ক্রমপত্র—পাসপোর্ট, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাওয়ার অনুমতিপত্র। Passport.

ছাত্রনায়ক, সর্দার পড়ুয়া—ছাত্র-নেতা, ছাত্রদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত কর্তা। Monitor.

ছেদক—ছেদনকারী, ভাজক, অণুবীক্ষণের কাজের জন্য যে যন্ত্র সাহায্যে ছোট ছোট ঘর কাটা হয় (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। Section Cutter (Presidency College).

ছোট সরকারী উকীল—অপেক্ষাকৃত অল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারী উকিল। Junior Government Pleader.

জ

জন-গণনা, আদমশুমার—দেশের লোকসংখ্যা গণনা। Census.

জনরাষ্ট্র, রাষ্ট্রমণ্ডল—গণতন্ত্র, বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র। Commonwealth.

জনসম্পর্ক আধিকারিক (মাণ্ডলিক)—(আঞ্চলিক) জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। (Regional) Public Relations Officer.

জনসাধারণ—বেসামরিক জনগণ। Civil population.

জনস্বাস্থ্য—সাধারণের স্বাস্থ্য। Public health.

জনিত্র—যন্ত্রপাতি। Plant (*e. g.*, Gas plant).

জমা—আকলন। Credit.

জমাদার—কনেস্টবল, দারোয়ান ইত্যাদির সর্দার। Jamadar.

জমা বাকি—আকলন স্থিতি। Credit balance.

জরিপ-অধিকর্তা, পরিমাপ-অধিকর্তা—সরকারী মাপজোখের কার্যের কর্তা। Director of Surveys.

জরিমানা—অর্থদণ্ড। Fine.

জরুরী, ত্বরিত—খুব দরকারী, যাহাতে দেরি করা চলে না এমন। Urgent.

জরুরীপত্রী—'ত্বরাপত্রী' দ্রঃ।

জামিন—প্রতিভূ। Security.

জালিয়াতি—কূটকৃত। Forgery.

জীববিদ্যা—প্রাণিবিদ্যা, জীবতত্ত্ব। Biology.

জীববিদ্যা-অধ্যাপক—প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপনাকারী, যিনি প্রাণিবিদ্যার বিষয়ে পড়ান। Professor of Biology.

জীবাণুবিৎ—অণুবীক্ষণে দৃশ্য অতি সূক্ষ্ম প্রাণী বা উদ্ভিদ্ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, জীবাণুতত্ত্ববিদ্। Bacteriologist.

জীবাণুবিদ্যা—জীবাণুসম্বন্ধীয় বিদ্যা, জীবাণুতত্ত্ব। Bacteriology.

জীবিতাঙ্কন ও প্রতিমাঙ্কন শিক্ষক—যিনি জীবিত মানবাদির প্রতিকৃতি ও প্রতিমা অঙ্কন শিক্ষা দেন। Teacher of Life and Antique Classes.

জেলা—প্রদেশের অংশ। District.

জেলা ও দায়রা বিচারক, জেলা (বিষয়) ও দণ্ডসত্র ন্যায়াধীশ—ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজ, জেলার স্থায়ী ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মকদ্দমা পরিচালনের নিমিত্ত নিযুক্ত বিচারপতি। District and Session Judge.

জেলাতহবিল—'বিষয়নিধি' দ্রঃ।

জ্ঞাপন—জ্ঞাতব্য বিষয়। Information.

জ্যেষ্ঠ—অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অগ্রবর্তী। Senior.

জ্যেষ্ঠতা—অগ্রবর্তিতা, জ্যেষ্ঠত্ব। Seniority.

ঝ

ঝটিতি প্রদান বা অর্পণ—তাড়াতাড়ি দেওয়া। Express delivery.

ট

টঙ্কন—মুদ্রা প্রস্তুতকরণ। Coinage.

টাইপিং শিক্ষক, মুদ্রলেখ শিক্ষক—যিনি টাইপ করা শেখান। Instructor in Typewriting.

টাইপিষ্ট, মুদ্রলেখক—যিনি টাইপ করেন। Typist

টাকার বাজার—শেয়ার ইত্যাদি লইয়া কারবারীদের মিলনস্থল বা তাহাদের কার্য্যকলাপ; টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা। Money market.

টানা—ড্রয়ার, টেবিলের খাপ। Drawer.

টিকা পরিদর্শক—যিনি টিকা দেওয়ার কাজ দেখাশুনা করেন। Inspector of Vaccination.

টিকিট পরীক্ষক—টিকিট পরীক্ষাকারী। Ticket-checker.

টিকেট ক্রয়—টিকিট কেনা। Booking.

টিণ্ডাল—খালাসীদের সর্দার। Tindal.

টেলিফোন—দূরবর্তী লোকের সহিত কথাবার্তা বলিবার যন্ত্রবিশেষ, দূরভাষ। Telephone.

ট্রাক—মালপত্র-বহনকারী মোটরগাড়ি, লরী। Truck.

ঠ

ঠিকা—'প্রসংবিদা' দ্রঃ।

ঠিকাদার—'প্রসংবিদী' দ্রঃ।

ড

ডাক ও তার অধিকর্তা—ডাক ও তার বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ। Director of Posts & Telegraphs.

ডাকটিকিট—প্রমুদ্রা, স্ট্যাম্প। Stamp.

ড্রিল শিক্ষক—যিনি ড্রিল শিখান। Drill Master.

ঢ

ঢালাইকর—যে ঢালাই করে। Caster.

ত

তক্ষণ শিক্ষক—যিনি ছুতারের কাজ শেখান। Carpenter Instructor.

তদর্থক—বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত। Ad-hoc.

তদর্থক ন্যায়াধীশ—বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বিচারক। Ad-hoc Judge.

তশীলদার—খাজনা আদায়কারী। Tasildar.

তহবিল—নিধি, ভাণ্ডার ('গান্ধী স্মৃতি তহবিল')। Fund (*e. g.*, Gandhi Memorial Fund).

তহবিল তছরুপ—তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করা। Defalcation.

তাগিদ, অনুস্মারক—স্মরণার্থ লিখন, স্মারক। Reminder.

তাড়িত উপদর্শক—বৈদ্যুতিক কাজ যিনি দেখাশুনা করেন। Electric Overseer.

তাড়িত উপদেষ্টা ও মুখ্য তাড়িত পরিদর্শক—বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশদাতা ও প্রধান বৈদ্যুতিক কার্যাবলীর পরীক্ষক বা পরিদর্শনকারী। Electrical

Adviser and Chief Electrical Inspector.

তাড়িত পরিদর্শক—ইলেক্ট্রিক কার্যাবলীর পরীক্ষক বা পরিদর্শনকারী। Electric Inspector.

তাড়িত মিস্ত্রী—বৈদ্যুতিক কারিকর বা মিস্ত্রী। Electric Mechanic.

তাড়িত যান্ত্রিক—বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় যন্ত্রবিশারদ। Electrical Engineer.

তাড়িত শুল্ক—বিদ্যুতের জন্যে দেয় কর। Electricity Duty.

তাড়িত স্থাপন—বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি বসানো। Electric Installation.

তাড়িতী—তড়িৎ তত্ত্ববিৎ। Electrician.

তামাদি হওয়া—'অর্বাধবাধিত' দ্রঃ।

তাম্রকার, তামামিস্ত্রী—যে তামার জিনিসপত্র তৈয়ার করে। Coppersmith.

তার—ধাতুর তৈয়ারী দড়ি, ধাতব সূত্র। Cable.

তারকিত প্রশ্ন—তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন। Starred question.

তিরস্কার—নিন্দা, ভর্ৎসনা। Censure.

তিরস্কৃত—নিন্দিত, ভর্ৎসিত। Censured.

তৈলভরণ, এধগ্রহণ—গাড়ি, জাহাজ বা বিমানপোতে তৈলাদি ভরা। Fuelling.

ত্বরাপত্রী, জরুরীপত্রী—যে কাগজে জরুরী বিষয় জানানো হয়, জরুরী বিষয়জ্ঞাপক পত্রখণ্ড। Urgent slip.

ত্রাণ—সাহায্য। Relief.

থ

থাকবস্তি—'করাথ পরিমাপ' দ্রঃ।

থিওডোলাইট পরিমাপক—থিওডোলাইটের (কোণ-পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ) বিষয়ে অভিজ্ঞ জরীপকারী। Theodolite-knowing Surveyor.

দ

দক্ষ তন্তুবায়—নিপুণ তাঁতী। Expert Weaver.

দক্ষিণা—কর্ম অন্তে পরিতোষসহকারে দেয় অর্থ। Honorarium.

দণ্ড—সাজা। Penalty.

দণ্ডপ্রণালী—ফৌজদারী দণ্ডবিধি। Criminal procedure.

দণ্ডপ্রণালী সংহিতা—ফৌজদারী দণ্ডসম্বন্ধীয় আইনের বই। Code of criminal procedure.

(দণ্ড) বিলম্বন—(সাজার ব্যাপারে) সাময়িক দেরি। Respite.

দণ্ড-ব্যবস্থা—সাজা দিবার ব্যবস্থা। Penal measure.

দণ্ডব্যাক্ষেপ—দণ্ডদানে বিলম্ব, প্রাণদণ্ড সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা। Reprieve.

দণ্ডমূলক—শাস্তি বিষয়ক ; ফৌজদারী আইন-সম্বন্ধীয়। Penal.

দণ্ডযোগ্য দায়িতা—যে দায়িত্ব পালন না করিলে সাজা হইতে পারে। Criminal liability.

দণ্ডসত্র—দায়রা, খুন জখম প্রভৃতি ফৌজদারী অপরাধে অপরাধীর বিচারের জন্য উচ্চ আদালতের অধিবেশন বা অধিবেশনকাল। Criminal Sessions.

দণ্ডসত্র-করণিক—দায়রা আদালতের সহকারী কেরানী। Clerk of the Crown for Criminal Sessions.

দণ্ডসত্র-বিচারক—সেসন জজ, দায়রা বিচারক। Sessions Judge.

দণ্ডাধিকরণ, ফৌজদারী বিচারালয়—ফৌজদারী আদালত। Criminal Court.

দণ্ডাধিকার-করণিক—'দায়রা করণিক' দ্রঃ।

দণ্ডাধিকার প্রধান করণিক—ফৌজদারী আদালতের বড়বাবু, ফৌজদারী বিচারালয়ের প্রধান কেরানী। Fouzdari Head Clerk.

দণ্ডারক্ষা—ফৌজদারী পুলিস বিভাগ। Crime Police department.

দণ্ডারক্ষী—ফৌজদারী পুলিস। Crime Policeman.

দণ্ডার্থক নিধান বা আমানত—দণ্ডস্বরূপ প্রদত্ত জমা। Criminal Deposit.

দপ্তরী—যে বই, খাতা ইত্যাদি বাঁধে। Binder, Daftari.

দফা, পদ—বার, ক্ষেপ ; Item.

দলিল, লেখ্য—প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র, রেকর্ড। Record.

দর্শনার্থি-পরিচয়—যাহাতে দর্শনার্থীর নাম ধাম পরিচয় লেখা থাকে। Visitors' Memo.

দস্তুরী—দালালি, কমিশন। Commission.

দাখিল খারিজ করণিক—নামজারী করার বিষয়ের কেরানী। Mutation Clerk.

দাদন, অগ্রিমক—ঠিকা কাজ প্রভৃতির অগ্রিম বেতন ; সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়া। Advance.

দায়—চরমপত্র দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। Legacy.

দায়রা—দণ্ডসত্র, ফৌজদারী আদালতের অধিবেশন, যে সময়ে ফৌজদারী আদালত বসে। Sessions.

দায়রা-করণিক, দণ্ডাধিকার-করণিক—দায়রা আদালতের সরকারী কেরানি। Clerk of the Crown for Criminal Sessions.

দায়রা-বিচারক—দণ্ডসত্র-বিচারক। Sessions Judge.

দায়িতা—বাধ্যতা, দায়। Liability.

দারোয়ান—প্রতিহার, দ্বারপাল। Darwan, Gatekeeper.

দিনপঞ্জীকার—ডায়েরীলেখক, যে প্রতিদিনের ঘটনা লিখিয়া রাখে। Diarist.

দিনপত্রী—ডায়েরী, দিনপঞ্জী। Diary.

দুর্ভিক্ষ আগোপ (বিমা) নিধি—দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য লাভের জন্য বিমা-প্রথায় মজুত তহবিল। Famine insurance fund.

দুর্ভেদ প্রকোষ্ঠ—দলিলপত্র বা অলংকারাদি রাখিবার নিরাপদ ঘর। Strong-room.

দুর্মূল্য অধিদেয় বা মাগ্গি ভাতা—মাগ্গির সময়ে প্রদেয় বিশেষ টাকা। Dearness allowance.

দুশ্চরিত—অসদাচরণ, কুচরিত। Misconduct.

দূতস্থান—দূতাবাস। Consulate.

দূরভাষ—টেলিফোন। Telephone.

দৃঢ়ীকরণ, সমর্থন—অনুমোদন। Confirmation. [দ্রঃ।

দেওয়ানী আদালত—'স্বত্বাধিকরণ'

দেয়ক—মাসুল। Fee.

দেশ—'অঞ্চল' দ্রঃ।

দেশীয়করণ—পৌরাধিকারপ্রাপ্তকরণ, দেশীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন। Denization.

দেশীয়করণ, দেশ্যকরণ—রাষ্ট্রের অধিকার দেওয়া, ভিন্ন দেশ হইতে আগত কাহাকেও ভোটাধিকার ইত্যাদি দিয়া দেশের লোক বলিয়া গণ্যকরণ এবং তাহাকে সকল সুযোগ প্রদান। Naturalisation.

দেশ্যভূত—রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার অধিকার-প্রাপ্ত নাগরিক বলিয়া গৃহীত। Naturalised.

দৈনিক অধিদেয় বা ভাতা—দিন হিসাবে দেয় বিশেষ অর্থসাহায্য। Daily allowance.

দেহচর্যা অধিকর্তা—ব্যায়াম-বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ। Physical Director.

দেহচর্যা অধিকর্ত্রী—ব্যায়াম-বিভাগের সর্বাধ্যক্ষা। Physical Directress.

দেহচর্যা-শিক্ষক—ব্যায়াম শিক্ষক। Physical Instructor.

দেহচর্যা-শিক্ষিকা—ব্যায়াম শিক্ষয়িত্রী। Physical Instructress.

দেহরক্ষী—শরীর-রক্ষী। Bodyguard.

দৈত্যাধিকারিক—দূতাবাসের অফিসের কর্তা। Consular Officer.

দোভাষী, ভাষান্তরিক—যে দুই ভাষা জানে, যে একজনের ভাষা অনুবাদ করিয়া আর একজনকে বুঝাইয়া দেয়। Interpreter

দোহবর্ধন-আধিকারিক—দুগ্ধশালার উন্নতিবিধায়ক কর্মচারী। Dairy Development Officer.

দ্বারপাল—দারোয়ান। Gatekeeper.

দ্বারী—আরদালী। Orderly.

দ্বিগুণ আয়কর উপশম—ডবল ট্যাক্স হইতে রেহাই। Double income-tax relief.

ধ

ধনপাল, খাজাঞ্চী—ধনরক্ষক। Cashier.

ধন-বিধেয়ক—প্রাপ্য টাকার হিসাব-যুক্ত তালিকা। Money bill.

ধনাধ্যক্ষ—ধনপাল, ধনরক্ষী। Cashier.

ধর্মমত—ধর্মবিশ্বাস। Faith.

ধর্মসম্প্রদায়—একই ধর্মাবলম্বী লোকসমূহ। Denomination.

ধাত্রী—ধাই, যে নারী প্রসব করায় বা প্রসূতি ও সন্তানের সেবা করে। Midwife.

ধাবন-পথ—উড়োজাহাজ উঠিবার ও নামিবার লম্বা রাস্তা (ইহার উপর দিয়া খানিকটা ছুটিয়া উড়োজাহাজকে উপরে উঠিতে হয় বা নামিবার সময় কিছুক্ষণ ছুটিতে হয়)। Air strip.

ধারা—আইনের অনুচ্ছেদ (যেমন, '১৪৪ ধারা')। Section (*e. g.*, section 144).

ধূমবারণ কৃত্যক—ধূমনিবারণের চাকরি। Smoke Nuisance Service.

ধূমোৎপাত—ধোঁওয়ার উপদ্রব। Smoke nuisance

ন

নকল-নবিশ, প্রতিলেখক—নকল কার্যে পারদর্শী, যে কোন কিছুর প্রতিলিপি গ্রহণ করে। Copyist.

নকশাকার—নকশা প্রস্তুতকারী। Draftsman.

নগরপাল—পুলিস কমিশনার, শহরের পুলিসবাহিনীর কর্তা। Commissioner of Police.

নথি—ফাইল, কোনও বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্রের তাড়া। File.

নথিদাতা, লেখ্যদায়ক—যে রেকর্ডের কাগজপত্র যোগান দিয়া থাকে। Record Supplier.

নথিনিবন্ধ—ফাইলের তালিকাপুস্তক। File register.

নথিনিষ্পত্তি পত্রী—ফাইলের কাজ শেষ হইয়াছে এই কথা যে কাগজখণ্ডে লেখা থাকে। File disposal slip.

নথিপ্রাপক—লেখ্য অনুসন্ধানকারী, যে রেকর্ডের কাগজপত্র অপরকে পাওয়াইয়া দেয়। Record Finder.

নথিরক্ষক—যে রেকর্ড রক্ষা করে, লেখ্যরক্ষক। Record Keeper.

নমনীয় তার—যে তার ইচ্ছামত নোয়ানো বাঁকানো যায়। Flexible wire.

নভশ্চরণ—বিমানচলন। Aviation.

নভোযোগ্য—উড়িবার উপযুক্ত। Airworthy.

নভোযোগ্যতা—উড়িবার যোগ্যতা। Airworthiness.

নভোযোগ্যতা পত্র—উড়িবার পক্ষে যোগ্যতাজ্ঞাপক অনুমোদনলিপি। Certificate of air worthiness.

নাগরিক, প্রজা—রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী। Citizen.

নাগরিকাধিকার, প্রজাধিকার—রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে অধিকার, পৌরজনের অধিকার, নাগরিকত্ব। Citizenship.

নাজির—আদালতের কেরানীদের প্রধান। Nazir.

নানার্থক সমবায় সমিতি—বহু বিভিন্ন বিষয়ের উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায় সমিতি। Multipurpose co-operative society.

নামজারি করণিক, নামান্তর-করণিক, খারিজ করণিক—দাখিল খারিজের কেরানী, নাম-খারিজের কেরানী। Mutation Clerk.

নামজারি করা, নামান্তর করণ—নামখারিজ করা। Mutation

নামমাত্র ত্রুটি, শব্দত্রুটি—খুঁটিনাটি ভুল, সামান্য ত্রুটি। Technical defect.

নামমুদ্রা—শীলমোহর। Seal.

নামমুদ্রাঙ্কিত—শীলমোহরাঙ্কিত। Sealed.

নামসূচী—নামের তালিকা। Panel.

নামান্তর-করণিক—'নামজারি করণিক' দ্রঃ।

নামান্তর করা—'নামজারি করা' দ্রঃ।

নামাশ্ব শক্তি—আখ্যাত অশ্বশক্তি (মোটরগাড়ির সম্পর্কে)। Nominal horse power (in respect of motor vessels).

নাস্তিমান্—নিঃস্ব লোক। Have-nots.

নিগম কর—পৌরসভার কর, কর্পোরেশনের ট্যাক্স। Corporation tax.

নিগম (পৌর নিগম, বাণিজ্য নিগম)—পৌরসভা, কর্পোরেশন (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও বাণিজ্য সংঘ) Corporation (*e. g.*, Municipal Corporation and Trading Corporation).

নিগমিত, নিগমবদ্ধ—সমিতিভুক্ত Incorporated.

নিগূঢ়চ্ছদ—বিশেষ গোপনীয় আবরণ Top secret cover.

নিদানিক ও উপচারিক শস্ত্র-চিকিৎসা-অধ্যাপক—চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Clinical and Operative Surgery

নিদানিক ভেষজ-অধ্যাপক—চিকিৎসা-ব্যাপারে ঔষধপ্রয়োগবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Clinical Medicine.

নিদানশালা, চিকিৎসাগার—চিকিৎসালয়, ডাক্তারখানা। Clinic.

নিধান বা **আমানত**—জমা। Deposit

নিধি—তহবিল ('গান্ধী স্মৃতি নিধি') Fund (*e. g.*, Gandhi Memorial Fund).

নিবন্ধীকরণ—'নিবন্ধন' দ্রঃ।

নিবন্ধক (প্রধান বিচারালয় বা মহাধর্মাধিকরণ)—রেজিস্ট্রার, যে ব্যক্তি তালিকা রাখে (হাইকোর্ট)। Registrar (High Court).

নিবন্ধ-করণ পরিদর্শক, নিবন্ধ-অফিস পরিদর্শক—তালিকা, রেকর্ড প্রভৃতি সংরক্ষণের অফিসের পরিদর্শনকারী Inspector of Registration Offices

নিবন্ধক, লঘুবাদ ন্যায়ালয় বা অবর-ধর্মাধিকরণ—ছোট আদালতের রেজিস্ট্রার। Registrar, Small Causes Court.

নিবন্ধন, নিবন্ধীকরণ—তালিকাভুক্ত করণ। Registration.

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বা **অধিকারিগণ**—তালিকাভুক্তকরণের কর্তৃপক্ষ। Registering Authorities.

নিবন্ধভুক্ত করা—তালিকাভুক্ত করা (ক্রিয়া)। Register (verb).

নিবন্ধ সংখ্যা—তালিকাভুক্তির সংখ্যা। Registration Number.

নিবর্তন, রহিতকরণ—বাতিল করা। Supersession (setting aside).
নিবর্তনক্রমে—বাতিল করিয়া। In supersession of.
নিবারক—নিরোধক। Preventive.
নিবারক অবরোধ—যাহাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে আটক। Preventive detention.
নিবারণ—নিরোধ। Prevention.
নিবেশক—তালিকাদি রক্ষক। Recorder.
নিবেশন—তালিকাদি রক্ষণ। Recording.
নিবেশন-আধিকারিক—উপনিবেশ স্থাপন বিষয়ক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। Colonisation Officer.
নিবেশ প্রদর্শ—লেখা-সংরক্ষকের নির্দেশ-গ্রন্থ, রেকর্ডরক্ষাকারীর জ্ঞাতব্য বিষয়-নির্দেশক পুস্তক। Recorders' guide book.
নিবেশিত—অধ্যুষিত, স্থায়ী আবাসবিশিষ্ট। Domiciled.
নিম্ন আরক্ষবর্গ—নিম্নতন পুলিসদল। Subordinate police ranks.
নিম্নতর কক্ষ—নিম্নতর পরিষদ, বিধান পরিষদ্। Lower Chamber (of Legislative).
নিয়ম—বিধি। Rule.
নিয়মাবলী—বিধিসমূহ, নিয়মসমূহ। Rules.
নিয়ামক আধিকারিক—নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Controlling Officer.
নিয়ামক (সমবায় সমিতি)—রেজিস্ট্রার, নিবন্ধক (সমবায় সমিতি)। Registrar (Co-operative Society).
নিয়ামিক অধিদেয় বা ভাতা—বাড়তি খরচের জন্য নির্দিষ্ট অতিরিক্ত অর্থসাহায্য। Sumptuary allowance.
নিয়ামন—নিয়মসম্মত করণ। Regularisation.
নিয়ামিত করা—ধারাবাহিক করা, নিয়মসম্মত করা। Regularise.
নিযুক্তক—প্রতিনিধি হিসাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Agent.
নিযুক্তকস্থান—প্রতিনিধির কার্য, কাহারও উপর অর্পিত দায়িত্ব বা কাজের ভার। Agency.
নিযুক্তপ্রেষণ—'প্রতিনিধ্য' দ্রঃ।
নিরপেক্ষ সাহায্য—বিনালাভে প্রদত্ত সাহায্য, কোন কিছুর প্রত্যাশা না করিয়া যে সাহায্য করা হয়। Gratuitous relief.
নিরাপত্তা—নিরুপদ্রব অবস্থা। Security.
নিরীক্ষক, আয়ব্যয়-পরীক্ষক—হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষাকারী। Auditor.
নিরীক্ষা-করণিক, আয়ব্যয়-নিরীক্ষা—খাতাপত্রের হিসাব পরীক্ষা করা। Audit
নিরীক্ষা-সংহিতা—হিসাব-পরীক্ষার বই। Audit Code.
নিরীক্ষিত—যাহার হিসাব পরীক্ষা হইয়াছে এমন। Audited.
নির্গম—রপ্তানি। Export.
নির্গম নিবন্ধ—বহির্গম-পুস্তিকা। Outward register.
নির্গম-বাণিজ্য নিয়ামক, রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ামক—রপ্তানি বাণিজ্য-বিষয়ক কার্যের কর্তা। Export Trade Controller.
নির্গম শুল্ক—রপ্তানি শুল্ক। Export duty.
নির্গমিত—রপ্তানীকৃত। Exported.
নির্গামী দ্রব্য—রপ্তানি দ্রব্য। Exported article.
নির্দিষ্ট—নিরূপিত। Prescribed.
নির্দিষ্ট পাথেয়—নির্দিষ্ট পথখরচ। Fixed travelling allowance.
নির্দেশ—কি করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে উপদেশ। Instruction.
নির্দেশ—উল্লেখ। Reference.
নির্দেশ করণিক—নির্দেশ করার কেরানী। Reference Clerk.
নির্দেশপত্র—যে কাগজে নির্দেশ লিখিয়া জানানো হয়। Directive.
নির্দেশ-সহায়ক—নির্দেশ দিবার বিষয়ে সাহায্যকারী। Reference Assistant.
নির্ধার—কর-নিরূপণ। Assessment.
নির্ধারক—যিনি করাদি নিরূপণ করেন। Assessor.
নির্ধার করা—কর ধার্য করা। Assess.
নির্ধারী—যাহার উপর কর ধার্য করা হয়। Assessee.
নির্ণয়—রায়, বিচার' নিষ্পত্তি; প্রকাশিত মত। Verdict.
নির্ণায়ক মত বা ভোট—সভাস্থলে দুইদিকে সমান ভোট হইলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভোট। Casting vote.
নির্ণায়ক সভা—জুরী। Jury.
নির্ণায়ক সভ্য—জুরীর সদস্য। Juror.
নির্বনী করণ—বনশূন্য করা। Deforestation.
নির্বহন, প্রবর্তন—বলবৎ করণ। Enforcement.
নির্বহন শাখা—পুলিসের যে বিভাগ দুর্নীতিমূলক অপরাধ নিবারণ করে। Enforcement branch.
নির্বাচক, ভোটার—ভোটদাতা, নির্বাচনকারী। Voter.
নির্বাচকমণ্ডলী—'নির্বাচনক্ষেত্র' দ্রঃ।
নির্বাচন—ভোট। Election.
নির্বাচন আধিকারিক—ভোটগ্রহণ-কালীন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, যাঁহার পরিচালনায় ভোটগ্রহণকার্য চলে। Returning Officer.
নির্বাচন করা—ভোটদ্বারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। Elect.
নির্বাচনক্ষেত্র, নির্বাচকমণ্ডলী—যে কেন্দ্র হইতে কোন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়, ভোটার জনসাধারণ। Constituency.
নির্বাচন ন্যায়পীঠ—ভোটসম্বন্ধীয় বিশেষ বিচারসভা। Election tribunal.
নির্বাচনপ্রার্থী, পদপ্রার্থী, প্রার্থী, অভ্যর্থী—যিনি প্রতিনিধি হইতে চান, পদপ্রার্থী; প্রার্থনাকারী। Candidate.
নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণ—ভোটের খরচের বিবরণ। Return of election expenses.
নির্বাচন সূচী—ভোটদাতার তালিকা। Electoral rolls.
নির্বাচিত—ভোটদ্বারা নিযুক্ত। Elected.
নির্বাচিত পর্যায় প্রুফ শোধক—নির্বাচিত পর্যায়ের প্রুফসংশোধনকারী। Selection-grade Reader.
নির্বাপণ—আগুন নিভানোর কাজ। Fire Service.
নির্বাপণ অধিকর্তা—আগুন নিভানোর কাজের সরকারী প্রধান কর্মচারী। Director of Fire Services.
নির্বাহক—কার্যসম্পাদনকারী। Executor.
নির্বাহ করা—সম্পাদন করা। Execute.
নির্বাহিক অধিকারী—কার্যসম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ। Executive authority.
নির্বাহিক কার্য—কার্যসম্পাদনের ভার। Executive function.
নির্বাহিক ক্রিয়া বা ব্যবস্থা—সম্পাদনযোগ্য কার্যের অনুষ্ঠান। Executive action.
নির্বাহিক ক্ষমতা—কার্যসম্পাদন করিবার ক্ষমতা। Executive powers.
নির্বাহিক নির্দেশাবলী—কার্যসম্পাদন করিবার নির্দেশসমূহ। Executive instructions.
নির্বাহিকবর্গ—কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তিগণ। Executive (the Executive).
নির্বাহিত—যাহা নির্বাহ করা হইয়াছে এমন। Executed.
নির্বাহী আধিকারিক (বন্দর হজ সমিতি)—কার্যসম্পাদনকারী সরকারী

কর্মচারী (বন্দর হজ সংস্থা) । Executive Officer (Port Haj Committee).

নির্বাহী আধিকারিক (বহিঃশুল্ক)—নির্বাহকারী সরকারী কর্মচারী (আমদানি ও রপ্তানি করা দ্রব্যের শুল্ক) । Executive Officer (Customs).

নির্বাহী নিযুক্তক—কোন ব্যবসায়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক । Managing Agent.

নির্বাহী বাস্তুকার, জনস্বাস্থ্য বিভাগ—সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মসম্পাদক যন্ত্রবিৎ । Executive Engineer, Public Health Department.

নির্ভরপত্র—জামিননামা, ক্ষতিপূরণের প্রতিজ্ঞাপত্র । Warranty.

নিলম্বন—স্থগিত রাখা, ঝুলাইয়া রাখা । Suspension.

নিলম্বিত—স্থগিত ; ঝুলানো । Suspended.

নিলম্বিত গণিতক—শ্রেণীবিভাগের পূর্বে যে সকল বিষয়ে খাতায় জমা করা হয় । Suspense accounts.

নিশানা—পতাকা । Flag.

নিশ্চিত প্রাক্কলন—ঠিক ঠিক মূল্য নিরূপণ । Firm estimate.

নিষদ্—পরিষদ্, কার্যনির্বাহক সভা । Syndicate.

নিষ্কুসীদ, সুদহীন, বিনাসুদে—সুদ ছাড়া । Interest-free.

নিষ্কৃতি—রেহাই । Remission

নিষ্ক্রমপত্র, ছাড়পত্র—এক দেশ হইতে অন্যদেশে যাইবার অনুমতিপত্র, পাসপোর্ট । Passport.

নিষ্ক্রয়ণ—পরিবর্তন, বিনিময়করণ । Commutation.

নিষ্ক্রীত—পরিবর্তিত, বিনিময়ে গৃহীত । Commuted.

নিষ্ক্রীত মূল্য—(যেমন—পেন্সনের) পরিবর্তিত মূল্য । Commuted value (*e. g.*, of pensions).

নিষ্পত্তি—ব্যবস্থা । Disposal.

নিষ্ঠা—আনুগত্য । Allegiance.

নিষ্ঠাস্বীকার—আনুগত্য স্বীকার । Acknowledgment of allegiance.

নিসৃষ্ট (প্রতিনিধি)—ক্ষমতাপ্রাপ্ত (প্রতিনিধি) । Accredited (representative).

নিসৃষ্টিপত্র—আস্থাপত্র । Credentials.

নিহিত ঋণ—গচ্ছিত ঋণের টাকা । Funded Debt.

নীবি—'আধিকা' দ্রঃ ।

নৈমিত্তিক—আকস্মিক, বিশেষ কারণে সহসা সংঘটিত । Casual.

নৈমিত্তিক ছুটি—বিশেষ কারণে হঠাৎ যে ছুটি লওয়া হয় । Casual leave.

নৈমিত্তিক পদশূন্যতা—আকস্মিক কর্মখালি । Casual vacancy.

নৌ-পরিমাপক—নৌসম্বন্ধীয় পরিমাপকারী । Nautical Surveyor.

নৌ-বাহ করণিক—নৌ-বাহ বিভাগীয় কেরানী । Navigation Clerk.

নৌ-সংস্থা-করণিক — নৌ প্রতিষ্ঠানের কেরানী । Navigation Establishment Clerk.

ন্যস্তপত্রী, পেশপত্রী—পেশ করার কাগজ । Put up slip.

ন্যায়পীঠ—বিচারালয় । Tribunal.

ন্যায়প্রণালী সংহিতা—দেওয়ানী আইনের বই । Code of civil procedure.

ন্যায়শালা—'বিচারপীঠ' দ্রঃ ।

ন্যায়সংহিতা—আইন-গ্রন্থ । Civil code.

ন্যায়াধিকরণ, দেওয়ানী আদালত—দেওয়ানী বিচারালয় । Civil Court.

ন্যূনতা—ঘাটতি । Deficit.

প

পক্বতা—(ঋণের টাকা) দেয় হইবার সময় । Maturity (of loans).

পক্ষপাত, হানি, অনিষ্ট—টান ; ক্ষতি । Prejudice.

পক্ষপাতদুষ্ট, অনিষ্টকর—যাহাতে একদিকে টানিয়া কাজ করা হইয়াছে এমন ; ক্ষতিকর । Prejudicial.

পট্ট, তক্‌মা—চাপরাস, পরিচয়-চিহ্ন । Badge.

পট্টক, পাটা—দোকানদারের টেবিল (ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-পরিচালনের টেবিল বা বোর্ড) । Counter (a table or board over which the business is transacted).

পণকর—পণের ট্যাক্স, বাজি রাখার উপর ধার্য কর । Betting tax.

পণ্যাগার—মালপত্রের গুদাম । Warehouse.

পতিত জমি, খিলভূমি—আকর্ষিত জমি, অব্যবহৃত জমি । Waste land.

পত্তন—বন্দর । Port.

পত্তনপাল—বন্দরের তত্ত্বাবধায়ক । Port Commissioner.

পত্তন বা বন্দর আরক্ষা, পত্তন বা বন্দর আরক্ষিদল—বন্দরের পুলিস, ডক পুলিস । Port Police.

পত্তনাধিকারিক, বন্দরাধিকারিক—বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী । Port Officer.

পত্র-করণিক—চিঠিপত্র আদানপ্রদানাদির কেরানী । Correspondence Clerk.

পত্রমুদ্রা—নোট (কারেন্সী নোট) । Notes (currency notes).

পত্রী—কাগজের টুকরা । Slip.

পথদেশক—পথপ্রদর্শক । Pilot.

পথ্য করণিক—পথ্যের কেরানী । Diet Clerk.

পদ—দফা । Item.

পদচ্যুত—বরখাস্ত । Dismissed.

পদপ্রার্থী—'নির্বাচনপ্রার্থী' দ্রঃ ।

পদহেতু, পদাধিকারে—পদাধিকার বলে । Ex-officio.

পদার্থবিদ্যা—দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম ও বল শব্দ তাপ আলোক তড়িত ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান । Physics.

পদার্থবিদ্যা অধ্যাপক—যিনি পদার্থবিদ্যা পড়ান । Professor of Physics.

পরক—বিদেশী । Alien.

পরকীকরণ—হস্তান্তর করা । Alienate.

পররাষ্ট্র-মন্ত্রক—বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রীর দপ্তর । Ministry of External Affairs.

পরার্থ দায়িতা—কাহারও বদলে কৃত বা প্রাপ্ত দায়িত্ব । Vicarious liability.

পরিকল্পক—পরিকল্পনাকারী সরকারী কর্মচারী । Planning Officer.

পরিকল্পনা ও নদী উপত্যকা মন্ত্রক—পরিকল্পনা ও নদী ও উপত্যকা বিষয়ক মন্ত্রীর দপ্তর । Ministry of Planning and River Valley Schemes.

পরিচালক—পরিচালনাকারী । Manager.

পরিচালক—কণ্ডাক্টর (যেমন, 'বাসের পরিচালক') । Conductor (*e. g.*, Bus Conductor).

(আরক্ষা) পরিদর্শক—পুলিসদলের তত্ত্বাবধানকারী কর্মচারী, (পুলিস) ইন্সপেক্টর । Inspector (Police).

(পশু চিকিৎসা) পরিদর্শক—(পশু চিকিৎসা) ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক । Inspector (Veterinary).

(পাট নিয়ন্ত্রণ) পরিদর্শক—(পাট নিয়ন্ত্রণ) তত্ত্বাবধানকারী । Inspector (Jute Regulation).

পরিদর্শক (বালাধিকরণ)—(শিশু আদালতের) পরিদর্শক । Probation

Officer (Children's Court Establishment).

(মল-শোধন) পরিদর্শক—(সেপ্টিক ট্যাঙ্ক বসানোর) কার্য ঠিকভাবে হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। Inspector (Septic Tank installation).

(সমবায় সমিতি) পরিদর্শক—(সমবায় সমিতির) কাজকর্ম যিনি দেখাশুনা করেন। Inspector (Co-operative Societies).

পরিদর্শন—দেখাশোনা, অবেক্ষণ। Inspection.

পরিপালক—ব্যবস্থাপক, কার্যপরিচালক। Administrator.

পরিবর্ধন—বড় করা। Enlargement.

পরিবহণ—যানবাহন ('রাষ্ট্রীয়—')। Transport.

পরিবহণ আধিকারিক—যানবাহন বিষয়ক সরকারী কর্মচারী। Transport Officer.

পরিবহণ পরিদর্শক—যানবাহন বিষয়ক কার্যাদির দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Transport Inspector.

পরিবহণ মহাধ্যক্ষ—যানবাহন-বিষয়ক কার্যাদির প্রধান কর্মকর্তা। Transport Commissioner.

পরিভাষা—পারিভাষিক শব্দ, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ। Technical words.

পরিভৃতি—বেতন। Emolument.

পরিমাপ—জরিপ। Survey.

পরিমেল—সংঘ, সমিতি। Association.

পরিমেল-নিয়মাবলী—প্রতিষ্ঠানের নিয়মসমূহ। Articles of Association.

পরিমেল-বন্ধ—প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যপদ্ধতি। Memorandum of Association.

পরিযাণ—মাল বা যাত্রীর যাতায়াত। Traffic.

পরিযাণ আরক্ষা—চলাচলসম্বন্ধীয় পুলিস বিভাগ। Traffic Police Department.

পরিযাণ আরক্ষ—চলাচলসম্বন্ধীয় পুলিস। Traffic Police.

পরিযাণ-ব্যবস্থাপক—যে চলাচলসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করে। Traffic Manager.

পরিশিষ্ট—গ্রন্থাদির শেষে যে অংশ সংযুক্ত হয়। Appendix.

পরিশোধক, সংশোধক—পরিশোধনকারী। Reviser.

পরিষৎপাল—(বিধান পরিষদের) সভাপতি, স্পীকার। Chairman (of Legislative Council).

পরিষদ্—কাউন্সিল, সভা (যেমন—বিধান পরিষদ্)। Council (e. g., Legislative Council).

পরিষেবক, পরিষেবিকা—পুরুষ বা স্ত্রী নার্স; রোগীর শুশ্রূষাকারী পরিচারক, রোগীর শুশ্রূষাকারিণী পরিচারিকা। Nurse.

পরিষেবা—রোগীর শুশ্রূষা। Nursing.

পরিষেবা-অধীক্ষিকা—রোগীর শুশ্রূষা-কার্যের তত্ত্বাবধায়িকা। Lady Superintendent of Nursing.

পরিসংখ্যান-করণিক—তথ্যনির্ণয় সম্বন্ধীয় কেরানী। Statistical Clerk.

পরিসংখ্যান-কর্তা—কোন বিষয় সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের কর্তা। Statistics Authority.

পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত, পারিসাংখ্যিক—পরিসংখ্যান-সম্বন্ধীয়। Statistical.

পরিসংখ্যায়ক—পরিসংখ্যানকারী তথ্যসংগ্রাহক। Statistician.

পরিসম্পৎ—সম্পত্তি। Assets.

পরিসম্পৎ ও দায়িতা—সম্পত্তি ও দেনা। Assets and liabilities.

পরীক্ষক (প্রকাশ-নিবন্ধ-করণ বা অফিস)—(প্রকাশ তালিকা করার অফিসের) পরীক্ষাকারী। Reader (Office of the Registrar of Publications).

পরীক্ষক, বহির্নিরীক্ষা বিভাগ বা বাহিরিক আয়ব্যয় পরীক্ষা বিভাগ—বাহিরের হিসাবপত্র করার বিভাগের পরীক্ষাকারী। Examiner, Outside Audit Department.

পরীক্ষক (বাংলা অনুবাদকরণ বা অফিস)—(বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার অফিসের) পরীক্ষাকারী। Reader (Bengali Translator's Office).

পরীক্ষা করণিক—হিসাব-সংক্রান্ত কেরানী, মুহুরী। Audit Clerk.

পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষ। Indirect.

পরোয়ানা—আকারণ, শমন। Process.

পরোয়ানা-জারীকারী—পেয়াদা, জারীকারক। Process-server.

পরোয়ানাবাহক—পরোয়ানা বহনকারী চাপরাসী। Process-serving peon.

পর্যায়—ক্রম, পদ। Grade.

পর্যায় বহি—পর্যায়ক্রমে কর্তব্যে নিযুক্ত লোকদিগের তালিকার বই। Roster-book.

পর্ষদ্—পরিচালক সমিতি। Board.

পল্লীপ্রচার-আধিকারিক—পল্লীঅঞ্চলে প্রচারকার্য চালানোর বিষয়ের সরকারী কর্মচারী। Rural Publicity Officer.

পশুপালন বিশেষজ্ঞ—পশুপালন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Livestock Expert.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য—পশ্চিম বাংলা রাজ্য। West Bengal State.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—পশ্চিম বাংলা গভর্নমেণ্ট। West Bengal Government.

পাকদার, আবাপনিক—যে সুতা গুটায় (রেশম বয়ন)। Reeler (Silk weaving).

পাণ্যজনিক বাহানুমতি, সর্ববাহানুমতি—সাধারণের জন্য মোটরযানাদি যোগে মালপত্রাদি বহনের সরকারী অনুমতি। Public carriers permit.

পাটক—মিউনিসিপ্যালিটীর ওয়ার্ড, পুরপল্লী। Ward in a Municipality.

পাটা—'পট্টক' দ্রঃ।

পাঠ—(আইনের প্রস্তাবসমূহ) সভা-সাধারণ সমক্ষে পড়া। Reading (of Bills).

পাঠ্যক্রম—নির্ধারিত পাঠ্য-বিষয়ের সূচী। Curriculum.

পাঠ্যধারা—পাঠ্য-পদ্ধতি, কি কি বিষয় পড়িতে হইবে তাহা। Course of study.

পাঠ্যনির্ঘণ্ট—পাঠ্যতালিকা। Syllabus.

পাথেয়—পথখরচ। Travelling allowance.

পাম্পচালক—যে পাম্প চালায়। Pump Driver.

পারক্য—হস্তান্তরযোগ্যতা। Alienage.

পারক্য ঘোষণা—হস্তান্তরযোগ্যতার-ঘোষণা। Declaration of alienage.

পারক্যযোগ্য, হস্তান্তরণীয়—হস্তান্তর যোগ্য। Alienable.

পারণ—পার হওয়া। Passage.

পারিভাষিক শব্দ—পরিভাষা, বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ। Technical words.

পারিসাংখ্যিক—পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত। Statistical.

(জন-) পালন কৃত্যক (নির্বাহী)—বেসামরিক সরকারী চাকরি (নির্বাহী)। Civil Service (Executive).

(জন-) পালন কৃত্যক (বিচারিক ও ন্যায়িক)—বেসামরিক সরকারী চাকরি (বিচারবিভাগীয়)। Civil Service (Judicial).

পাহারাওয়ালা—আরক্ষিক (তাহা দ্রঃ)।

পিয়ন—চাপরাসী। Peon.

পুঞ্জ—মণ্ডলী। Group.

পুঞ্জিত—মণ্ডলীকৃত। Grouped.

পুঁজী—মূলধন। Capital.

পুঁজীক মূল্য—মূলধন-মূল্য। Capitalised value.

পুঁজীগণিতক—মূলধনের হিসাব। Capital accounts.
পুরঃস্থাপন—(পরিষদে বিল) উপস্থাপিত করা। Introduction (of Bill in Legislature).
পুনরীক্ষণ—পুনঃ পরীক্ষা। Review.
পুনরুপযোজন—পুনরায় বিশেষ কাজে লাগানো। Reappropriation.
পুনর্বাসন-মন্ত্রক—উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Rehabilitation.
পুনর্বিচার—পুনরায় বিচার। Retrial.
পুরশাসক—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। Presidency Magistrate.
পুরু মলাট—পুরু কাগজাদির মলাট। Stiff cover.
পুস্ত বিকলন—পুস্তকে লিখিত খরচ। Book debit.
পুস্তিকা—ছোট বই। Brochure.
পুগ—ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মিসংঘ। Trade Union.
পুগ নিবন্ধক—যে ব্যক্তি কর্মিসংঘের তালিকা রাখে। Registrar of Trade Unions.
পূর্ণকাল—সব সময়। Whole-time.
পূর্ণকাল আধিকারিক—সবসময়ের জন্য কর্মচারী। Whole-time Officer.
পূর্তি আধিদেয়—পূর্তি ভাতা, ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয় ভাতা। Compensatory allowance.
পূর্বনিরীক্ষিত—আগেই যাহার হিসাব লওয়া হইয়াছে এমন। Pre-audited.
পূর্বস্বত্ব—ঋণ পরিশোধের জামিন-স্বরূপ অধিকার। Lien.
পূর্বান্ত সেনানায়ক—পূর্বসীমান্ত সৈন্যদলের অধিনায়ক। Commandant, Eastern Frontier Rifles.
পূর্বিতা—পূর্ববর্তিতা। Priority.
পূর্বের কাগজপত্র—আগেকার কাগজপত্র। Previous papers.
পৃষ্ঠলেখ, পৃষ্ঠাঙ্কন—চেক হুণ্ডি প্রভৃতির পিঠে লিখিত দস্তখত, পৃষ্ঠদেশে লিখিত বরাত বা লিখন। Endorsement.
পৃষ্ঠাঙ্কিত করা—পৃষ্ঠে দস্তখত করা, পৃষ্ঠদেশে লিখিয়া দেওয়া। Endorse.
পেশকার—আদালতের যে কর্মচারী কাগজপত্র বিচারকের সম্মুখে স্থাপন করে ও রক্ষা করে। Peshkar.
পেশপত্রী—'হস্তপত্রী' দ্রঃ।
পোত-নিযুক্তক—জাহাজের তত্ত্বাবধানকার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Shipping Agent.
পোতাধিপাল—জাহাজের কর্তা। Shipping Master.
পোদ্দার—যে সোনা রূপা যাচাই করে ও তাহা বন্ধক রাখে অথবা যে নোট টাকা ইত্যাদি ভাঙাইয়া দেয়। Podder.
পৌর—নাগরিক। Urban.
পৌর সংঘ—মিউনিসিপ্যালিটী, পুরসভা। Municipality.
প্রকরণ, খণ্ড—দফা, অংশ। Clause
প্রকাশ নিবন্ধক—কি কি বিষয় প্রকাশিত হইল তাহার তালিকা যে রাখে। Registrar of Publications.
প্রকীর্ণ ভাণ্ডারী—বিবিধ দ্রব্যের গুদামের রক্ষক। Miscellaneous Storekeeper.
প্রকৃত—বিশ্বস্ত। Bonafide.
প্রক্রয়—জাহাজাদি ভাড়া করা। Chartering.
প্রক্রীত—ভাড়া-করা, ভাড়া দিয়া যাহা লওয়া হইয়াছে এমন। Chartered.
প্রচল—চলন। Convention.
প্রচার—জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ, ছড়ানো। Publicity.
প্রচার অধীক্ষক—প্রচারবিভাগীয় তত্ত্বাবধানকারী। Publicity Superintendent.
প্রচার করা—ছড়াইয়া দেওয়া, বিস্তারিত করা। Circulate.
প্রজাধিকার—'নাগরিকাধিকার' দ্রঃ।
প্রজ্ঞাপন, অধিসূচনা—ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি। Notification.
প্রজ্ঞাপিত আদেশ—ঘোষিত নির্দেশ। Notified order.
প্রজ্ঞাপিত করা, বিজ্ঞাপন দেওয়া—ঘোষণা করা, জানানো। Notify.
প্রডিউসার গ্যাস জনিত্র—গ্যাস-উৎপাদক যন্ত্রের নির্মাতা। Producer of Gas plant.
প্রণালী, প্রক্রিয়া—কার্যক্রম। Procedure.
প্রনিয়ম—বিধি, নিয়ম। Regulation.
প্রতিচিত্র—গৃহাদির পরিকল্পনার নকশা। Blue print.
প্রতিপাল্য—প্রতিপালনীয় ব্যক্তি। A dependant.
প্রতিপূরক নিধি—বিপদ্-আপদের অভাবের সময় ব্যবহারযোগ্য তহবিল। Sinking Fund.
প্রতিফলক অবতল দর্পণ—যাহার উপরিভাগ কড়াইয়ের উপরিভাগের মত এইরূপ প্রতিফলনকারী আয়না। Concave reflective mirror.
প্রতিবন্ধ, করার—শর্ত, কড়ার (যেমন, বিক্রয়ের করার)। Condition (e. g., condition of sale).
প্রতিবেদন, প্রতিবেদ—রিপোর্ট, বিবরণী। Report.
প্রতিভূতি—জামিন। Security (=Guarantee).
প্রতিমানেপকার—প্রতিমার ছাঁচ তৈয়ারীকারক। Modeller.
প্রতিমূর্তি, শিলারূপ—প্রস্তরাদির মূর্তি। Statue.
প্রতিরক্ষণ করা—রক্ষা করা। Defend.
প্রতিরূপ—অনুরূপ, নকল। Duplicate.
প্রতিলিপি—লেখাচিত্রাদির নকল। Copy.
প্রতিলেখক—প্রতিলিপিকারক, নকলনবিস। Copyist.
প্রতিষেধ—অগ্রাহ্য বা নামঞ্জুর করিবার অধিকার বা ক্ষমতা। Veto.
প্রতি স্বাক্ষর—পালটা সই। Counter signature.
প্রতি স্বাক্ষরিত—পালটা সই-করা। Counter-signed.
প্রতিশ্রব, রসিদ—প্রাপ্তিস্বীকারপত্র। Receipt.
প্রতীক কর্তন—নিদর্শনস্বরূপ কাটা। Token cut.
প্রত্যক্ষ করারোপণ—সোজাসুজি করধার্য করা। Direct Taxation.
প্রত্যক্ষ প্রভার বা ব্যয়—সরাসরি কার্যভার বা খরচ। Direct charge.
প্রত্যয়-প্রতিভূতি—ব্যক্তিগত জামিন। Personal security.
প্রত্যর্থপত্র—প্রতিশ্রুতিপত্র। Notes (Promissory).
প্রত্যর্পণ—ফেরত দেওয়া। Refund.
প্রত্যাবসিত—জন্মভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বা প্রত্যাগত। Repatriated.
প্রত্যাবাসন—জন্মভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা বা প্রত্যাগমন। Repatriation.
প্রত্যাবাসন সাহায্য—প্রত্যাবাসন হেতু সাহায্য। Repatriation benefit.
প্রত্যাভূতি—জামিন। Guarantee.
প্রত্যায়—লাভালাভ। Return.
প্রত্যায়ন—সহি শপথ ইত্যাদি দ্বারা সত্যতা ঘোষণা। Attestation.
প্রত্যায়ন আধিকারিক—সহি শপথ ইত্যাদি করানোর সরকারী কর্মচারী। Attesting Officer.
প্রত্যায়িত—সহি শপথ লওয়া হইয়াছে এমন। Attested.
প্রত্যাহার—উঠাইয়া লওয়া, ফিরাইয়া লওয়া। Withdraw.
প্রদর্শক—প্রদর্শনকারী। Demonstrator.

প্রদর্শকদল—প্রদর্শনকারীর দল। Demonstrating party.
প্রদর্শশালা—মিউজিয়াম, জাদুঘর। Museum.
প্রধান—শ্রেষ্ঠ, মুখ্য। Head, chief.
প্রধান কক্ষ্যা করণিক—ওয়ার্ডের বড়বাবু, ওয়ার্ডের প্রধান কেরানী। Ward Head Clerk.
প্রধান পরিষেবিকা—প্রধান শুশ্রূষাকারিণী। Staff Nurse.
প্রধান মন্ত্রী—মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান। Prime Minister.
প্রধান শিক্ষক—শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান। Headmaster.
প্রধান শিক্ষিকা—শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে প্রধানা। Headmistress.
প্রধান সচিব—চীফ সেক্রেটারী, খাস মুনশী। Chief Secretary.
প্রধান সহশিক্ষক—প্রধান সহকারী শিক্ষক। Head Assistant Teacher.
প্রধান সহায়ক—প্রধান সহকারী। Head assistant.
প্রবর সমিতি—বাছাই-করা লোকের সভা। Select Committee.
প্রবসন—এক দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করিবার জন্য গমন। Emigration.
প্রবসিত—অন্যদেশবাসী। Emigrant.
প্রবসিত হওয়া—স্বদেশ ত্যাগপূর্বক অন্য দেশে বাস করা। Emigrate.
প্রবাসনপাল—অভিবাসীদের রক্ষক। Protector of Imigrants.
প্রবাহী ঋণ—প্রবহমাণ ঋণ। Floating debt.
প্রবাহী পরিসম্পৎ—প্রবহমাণ সম্পত্তি। Floating assets.
প্রবাহী পুঞ্জী—যে মূলধন লইয়া কাজ করা হয়। Floating capital.
প্রবিধান—ধারা ('৩ প্রবিধান')। Regulation (*e. g.*, Regulation III).
প্রবেশ কর—ভরতির টাকা, ভিতরে যাইবার মূল্য। Entrance fee.
প্রভারিত—অর্পিতভার। Charged.
প্রমাণক—ভাউচার, প্রমাণপত্র। Voucher.
প্রমাণীকরণ—প্রমাণ করা। Authentication.
প্রমুদ্রা—ডাকটিকিট, স্ট্যাম্প। Stamp.
প্রমুদ্রা শুল্ক—দলিলাদির কাজে মুদ্রাঙ্কশুল্ক বা মূল্য। Stamp duty.
প্রযুক্তি ও শিল্পসংস্থা পরিদর্শক, প্রযুক্তি ও শিল্পশিক্ষালয় পরিদর্শক—শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পরিদর্শনকারী। Inspector of Technical and Industrial Institution.
প্রয়োগশালা ভাণ্ডারী, পরীক্ষাগার ভাণ্ডারী—রসায়নাগারের মালপত্রের রক্ষক। Laboratory Store-keeper.
প্রয়োগশালা সহায়ক, পরীক্ষাগার সহায়ক—রসায়নাগারের সহকারী। Laboratory Assistant.
প্রসংবিদা, ঠিকা—কার্যসম্পাদনের চুক্তি। Contract.
প্রসংবিদা সম্ভাব্য ব্যয়—চুক্তির ছোটখাট খরচ। Contract contingencies.
প্রসংবিদী, ঠিকাদার—কন্ট্রাক্টর, চুক্তি করিয়া যে কার্য সম্পাদনের ভার লয়। Contractor.
প্রসঙ্গ বাদ্য, প্রসঙ্গ সংগীত—আবহ বাদ্য বা সংগীত। Background music.
প্রসূতিতন্ত্র-অধ্যাপক—ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Midwifery.
প্রস্তাব—বিবেচনা বা আলোচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়। Proposal, Motion.
প্রস্তাবক—প্রস্তাবকারী, উত্থাপক। Proposer.
প্রস্তাবনা—ভূমিকা, মুখবন্ধ। Preamble.
প্রহরী—সান্ত্রী, পাহারাদার। Sentry.
প্রহরী বা সান্ত্রী বিমোক—সান্ত্রী বদল, পাহারা বদল। Relief of sentries.
প্রাক্কলন—মোটামুটি হিসাব। Estimate.
প্রাক্কলনিক—মোটামুটি হিসাবকারী। Estimator.
প্রাক্কলিত বা আনুমানিক আয়-ব্যয়ক, আয়ব্যয়কের প্রাক্কলন—বাজেটের আয়ব্যয়ের আন্দাজী মোটামুটি হিসাব। Budget estimate.
প্রাক্‌পরিচয়—মনুষ্যদিগের পূর্বপরিচয়। Antecedents.
প্রাণরসায়ন—একশ্রেণীর রসায়নবিদ্যা। Biochemistry.
প্রাণরসায়নী—প্রাণরসায়নবিৎ। Biochemist.
প্রাতিজনিক খতিয়ান—ব্যক্তিগত জমা-খরচের দফে দফে হিসাব। Personal ledger account.
প্রাতিজনিক বাহানুমতি, আত্ম বাহানুমতি—নিজস্ব মালপত্রাদি বহনের অনুমতি। Private carriers permit.
প্রাতিনিধ্য, নিযুক্তপ্রেষণ—প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ। Deputation (*e. g.*, on deputation).
প্রাদেশিক উদ্যান কৃত্যক—প্রদেশের সরকারী বাগান সম্বন্ধীয় চাকরি। Provincial Gardeners Service.
প্রাদেশিক ডাক-আধিকারিক—ডাক বিভাগের প্রাদেশিক বড়কর্তা। Presidency Postmaster.
প্রাদেশিক পরিবহণ অধিকারী—প্রদেশের যানচলাচলের কর্তৃপক্ষ। Provincial Transport Authority.
প্রাদেশিক রাজস্ব—প্রদেশের সরকারী খাজনা। Provincial revenues.
প্রাদেশিক সংভার বা রেশন কর্তা, প্রাদেশিক সংবিভাগ অধিকারী—প্রদেশের রেশন ব্যবস্থার কর্তা। Provincial Rationing Authority.
প্রাধিকার অর্পণ—আইনগত অধিকার বা অনুমতিদান। Authorisation.
প্রাধিকার, প্রাধিকারী, অধিকার, অধিকারী—বিধিসংগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। Authority.
প্রাধিকারিক, প্রাধিকারিকী—বিশেষ ভারপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরুষ কর্মচারী। Special Officer.
প্রাধিকৃত, অনুমোদিত—ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অনুমত। Authorised.
প্রাপ্তি—আয়। Income.
প্রামাণিক—বিশ্বাসযোগ্য। Authoritative.
প্রামাণিক অনুসূচী বা তফসিল—পূর্বোক্ত কোন বিষয়ের প্রমাণসিদ্ধ তালিকা বা বিবরণ। Authenticated schedule.
প্রামাণিক করা—প্রকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করা। Authenticate.
প্রারম্ভিক স্থিতি—আরম্ভে যে জমা থাকে তাহা। Opening balance.
প্রার্থনাপত্র—দরখাস্তের কাগজ ('মহামান্য গভর্নরের নিকট প্রেরিত প্রার্থনাপত্র')। Memorial (*e. g.*, to H. E. the Governor).
প্রার্থিতা—নির্বাচন-প্রার্থিতা বা পদপ্রার্থিতা। Candidature.
প্রার্থী—'নির্বাচন প্রার্থী' দ্রঃ।
প্রুফ-প্রেসম্যান, প্রুফ-পেষকার—যে ছাপাখানার প্রুফ তোলে। Proof Pressman.
প্রুফ-শোধক—প্রুফ-সংশোধনকারী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছাপাখানা)। Reader (W. B. G. Press).
প্রেরক—চিঠিপত্র সংবাদাদি প্রেরণকারী। Despatcher.
প্রেরণ, প্রচার—পাঠানো; সাধারণের নিকট ঘোষণা করা। Issue.
প্রেষণ—প্রেরণ, পাঠানো। Remittance.

প্রেষণ অধিদেয় বা ভাতা—প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্য বরাদ্দ খরচ। Deputation allowance.

প্রেষকার—মুদ্রণকারী। Pressman.

প্রেস নোট, জ্ঞাপনপত্র—জনসাধারণকে জানাইবার জন্য যে খবর সংবাদপত্রে ছাপিতে দেওয়া হয়। Press Note.

ফ

ফর্মা ধাবক—যে ফর্মা ধোয়। Forme Washer.

ফর্মা-প্রুফ প্রেসম্যান—ছাপাখানার যে লোক ফর্মার প্রুফ টানে। Forme Proof Pressman.

ফর্মা-প্রুফ মসীকার বা কালি-ওয়ালা—ছাপাখানার যে লোক ফর্মায় কালি মাখায়। Forme Proof Inkman.

ফর্মা-বাহক—যে ফর্মা বহন করে। Forme Carrier.

ফলকাঙ্কন-শিক্ষক—যিনি ব্ল্যাকবোর্ডে কোন কিছু আঁকা বা লেখা শেখান। Teacher of Black Board Classes.

ফিটার—সন্ধায়ক ; যে মিস্ত্রী জোড়াতাড়া ইত্যাদির কাজ করে। Fitter.

ফেরো-টাইপ মুদ্রক—যে ফেরোটাইপ ছাপে। Ferrotype Printer.

ফৌজদারী—মারপিট খুন ইত্যাদি সম্বন্ধীয় মামলা বা মামলাবিষয়ক। Fauzdari.

ফৌজদারী আদালত—ফৌজদারী বিচারালয়। Criminal Court.

ফৌজদারী প্রধান করণিক—ফৌজদারী বিভাগের বড়বাবু। Fauzdari Head Clerk.

ফৌজদারী বিচারালয়—'দণ্ডাধিকরণ' দ্রঃ।

ব

বঙ্গ কৃত্যক নিয়মাবলী—বঙ্গীয় সরকারী চাকরির বিধিসমূহ। Bengal Service Rules.

বঙ্গ সরকারের প্রযুক্তি উপদেষ্টা—শিল্প বা হাতের কাজের ব্যাপারে বঙ্গীয় সরকারের পরামর্শদাতা। Technical adviser to the Government of Bengal.

বচন, সংগর—সামরিক কর্মচারী বা পরিদর্শক কর্তৃক ব্যবহৃত ও রক্ষিবর্গের পরিজ্ঞাত ইশারা-বাক্য। Parole.

বচনিক কেন্দ্র—বচন শিক্ষার কেন্দ্র। Parole centre.

বচনিক শিবির—বচনসংক্রান্ত ছাউনি। Parole camp.

বজ্রবহ—বজ্রপাত নিবারণের উদ্দেশ্যে বাড়ি ঘর জাহাজ ইত্যাদির উপর যে ধাতুময় শলাকা বা তার নিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। Lightning Conductor.

বজ্রবহ পরিদর্শক—বিদ্যুৎ-পরিচালন ব্যবস্থার পরিদর্শনকারী। Inspector of Lightning Conductor.

বড় ডাক-কর্তা, মহাপ্রৈষাধিকারিক—পোস্ট মাস্টার জেনারেল, ডাকবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ। Postmaster-General.

বড় পাদরী—প্রধান খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক। Presidency Senior Chaplain.

বড় সরকারী উকিল—সরকারপক্ষীয় বড় উকিল। Senior Government Pleader.

বণিক্ সভা—বণিক্ পরিষদ। Chamber of Commerce.

বদলি, স্থানান্তরকরণ, পরিবৃত্তি—স্থানান্তরিতকরণ। Transfer.

বন—অরণ্য। Forests.

বন ও মৎস্য—অরণ্য ও মাছ। Forests and Fisheries.

বনকর্মী—বনবিভাগীয় কর্মচারী। Forester.

বনকৃত্যক—বনবিভাগীয় চাকরি। Forest Service.

বনপাল—অরণ্যরক্ষক কর্মচারী বিশেষ। Conservator of Forests.

বনবিদ্—অরণ্যবেত্তা, অরণ্যের নানারূপ তথ্যের অনুশীলনকারী। Sylviculturist.

বনরক্ষক—বনরক্ষাকারী কর্মচারী বিশেষ। Forest Ranger.

বনরক্ষী—বনের প্রহরী। Forest Guard.

বনীকরণ—গাছ বসাইয়া বনের সৃষ্টি করা। Afforestation.

বন্দর—নৌকা জাহাজ ইত্যাদি যোগে মাল আমদানি রপ্তানি করার জায়গা। Port.

বন্দরপাল—বন্দরের কর্তা। Port Commissioner.

বয়ন-প্রদর্শক—কি করিয়া বস্ত্রাদি বুনিতে হয় যিনি তাহা দেখান। Weaving Demonstrator.

বয়লার পরিদর্শক—বয়লার অর্থাৎ বাষ্পচালিত এঞ্জিনের যে অংশে জল ফুটাইয়া বাষ্প করা হয় তাহার পরিদর্শনকারী। Inspector of Boilers.

বয়স্কাউট, কুমারচার—বালকদের শরীর ও মনের উন্নতিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিশেষের সভ্য। Boy Scout.

বরণপত্র—ক্ষমতাপত্র। Warrant.

বরিষ্ঠ পরিষেবিকা—নার্সদের মধ্যে প্রধানা, প্রধানা শুশ্রূষাকারিণী। Staff Nurse.

বর্তনপথ—ঘোড়দৌড়ের মাঠ। Race-course.

বর্ধন—'উন্নয়ন' দ্রঃ।

বলবৎকরণ—নির্বহণ, প্রবর্তন আইন ইত্যাদি চালু করণ। Enforcement.

বলবৎ করা—প্রবর্তিত করা। Enforce.

বহিঃশুল্ক সমাহর্তা—আমদানি রপ্তানির শুল্ক আদায়কারী পদস্থ কর্মচারী। Collector of Customs.

বাংলা অনুবাদক—যিনি বাংলায় অনুবাদ করেন, যিনি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেন। Bengali Translator.

বাংলা শিক্ষক, আরক্ষা-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়—পুলিস ট্রেনিং কলেজের বাংলাভাষার শিক্ষক। Bengali Instructor, Police Training College.

বাড়তি—আধিক্য। Excess ; Surplus.

বাণিজ-অধ্যক্ষ—ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। Commercial Manager.

বাণিজ-নাবী—বাণিজ্য-সংক্রান্ত নৌ-বহর। Merchant Navy.

বাণিজ-নৌ-বিভাগ—বাণিজ্য নৌ সম্বন্ধীয় বিভাগ। Mercantile Marine Department.

বাণিজ্য—ব্যবসায়, বণিকের কার্য। Commerce.

বাণিজ্য ও শিল্প—ব্যবসায় ও শিল্প। Commerce and Industries.

বাণিজ্য-কর—বাণিজ্য-শুল্ক, ব্যবসায়ের উপর ধার্য কর। Commercial Tax.

বাণিজ্য-ব্যবস্থাপক—বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যবস্থাকারী। Commercial Manager.

বাণিজ্য-মন্ত্রক—বাণিজ্য বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Commerce.

বাতিল করণ—রহিত করণ। Supersession (setting aside).

বাদামী কাগজ—বাদামী রঙের কাগজ। Buff sheet.

বাদামী মলাট—বাদামী রঙের মলাট। Buff cover.

বামাবর্তন—বাঁ হাত দিয়া গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা। Left-hand steering.

বারুদখানা—'অস্ত্রাগার' দ্রঃ।

বার্ধক—বেশী বয়সের জন্য অবসরগ্রহণহেতু বৃত্তিদান। Superannuation.

বার্ষিক—বাৎসরিক বৃত্তি। Annuity.

বাল্ব—কাচের গোলক। Bulb.

বাল্ব হর্ন—গোলাকৃতি শিঙা। Bulb horn.
বাস্তব অধিকার—বাস্তব ক্ষমতা। Substantive capacity.
বাস্তব পদ—স্থায়ী ও উন্নতিমূলক চাকরি। Substantive appointment.
বাস্তু—বাড়িঘর। Buildings.
বাস্তুকার—এঞ্জিনীয়ার, বাড়িঘর প্রভৃতি তৈয়ারির কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Engineer.
বাস্তু কৃত্যক—এঞ্জিনীয়ারিং-এর চাকরি, গৃহাদি তৈয়ারির কাজ। Engineering Service.
বিকলন—কোনও খরচ লিখন। Debit.
বিকলন স্থিতি—হিসাবে শেষ পর্যন্ত যে খরচ দাঁড়ায় তাহা। Debit balance.
বিকলনীয়—খরচ হিসাবে দেখাইবার যোগ্য। Debitable.
বিকারতত্ত্ব—রোগ নিরূপণ বিদ্যা। Pathology.
বিকারতত্ত্ব অধ্যাপক—রোগ-নিরূপণ-বিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Pathology.
বিকেন্দ্রণ—কেন্দ্র হইতে অপসারণ। Decentralisation.
বিচার ও ন্যায় (সম্বন্ধীয়)—বিচারপতি বা বিচারালয় সম্বন্ধীয়। Judicial.
বিচারক, ছোট আদালত—ছোট আদালতের বিচারকর্তা। Judge, Small Causes Court.
বিচার করণিক—বিচার বিভাগীয় কেরানী। Judicial Clerk.
বিচারদেয়ক—আদালতের মাশুল। Court-fee.
বিচারপীঠ, ন্যায়াসন—বেঞ্চ, বিচারসভা (কয়েকজন বিচারকের সমাবেশ)। Bench (a body of judges).
বিচারাধিকার—ধর্মাধিকরণ, বিচারালয়। Judicature.
বিচারালয়—আদালত, কোর্ট। Court.
বিচারালয়-উপদর্শক—কোর্টের ওভারসীয়ার, আদালতের উপদর্শক। Court Overseer.
বিচারকবর্গ—বিচারকর্তৃগণ। Judiciary.
বিজ্ঞাপন দেওয়া—'প্রজ্ঞাপিত করা' দ্রঃ।
বিজ্ঞাপন, সূচনা—নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি। Notice.
বিত্ত—'অর্থ' দ্রঃ।
বিত্তমন্ত্রক—'অর্থমন্ত্রক' দ্রঃ।
বিদেশী—বিদেশাগত লোক, বিদেশীয় লোক। Foreigner.
বিদেশী পত্ররোধ বা আটক—বৈদেশিক কাগজপত্র আটক। Interception of foreign correspondence.
বিদেশীয় শত্রু—বিদেশী শত্রুরাষ্ট্রের লোক। Enemy foreigner.
বিদ্যাপর্ষদ্—বিদ্যাবিষয়ক সভা। Board of Studies.
বিদ্যালয় পরিদর্শক—বিদ্যালয়ের সরকার-নিযুক্ত পরিদর্শনকারী। Inspector of Schools.
বিদ্যালয় পরিদর্শিকা—বিদ্যালয়ের সরকার-নিযুক্ত পরিদর্শনকারিণী। Inspectress of Schools.
বিধান—ব্যবস্থা। Provision.
বিধানতঃ—আইনতঃ। De jure.
বিধান-পরিষদ্—ব্যবস্থাপক সভা। Legislative Council.
বিধান সভা—ব্যবস্থা পরিষদ্। Legislative Assembly.
বিধান সহায়ক—আইনবিষয়ে সাহায্যকারী (বিধান-বিভাগ)। Legal Assistant (Legislative Department).
বিধানিক—ব্যবস্থাপক, বিধান-সম্বন্ধীয়। Legislative.
বিধানিক ক্ষমতা—বিধান-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা। Legislative powers.
বিধানিক প্রণালী—বিধান সম্বন্ধীয় কার্যক্রম। Legislative procedure.
বিধানিক বিবাহ—আইনের সাহায্যে বিবাহ। Civil marriage.
বিধানিক সম্বন্ধ—আইন বা বিধানগত সম্পর্ক। Legislative relations.
বিধি—আইন। Law.
বিধি ও সংখ্যালঘুব্যাপার-মন্ত্রক—আইনমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Law.
বিধি নির্দেশক—আইনবিষয়ে নির্দেশ প্রদানকারী। Legal Remembrancer.
বিধেয়ক—আইন, বিল, যে আইন প্রবর্তনের জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে। Bill.
বিধেয়ক গৃহীত বা বিহিত হইল—আইন পাস হইল। Bill is passed.
বিনাস্বদে—'নিষ্কুসীদ' দ্রঃ।
বিনিময়—বদল। Exchange.
বিনিময় জন্য লাভ বা ক্ষতি—বিনিময়ের ফলে লাভলোকসান। Loss or gain by exchange.
বিনিময় বাজার—মুদ্রাদি বিনিময়ের বাজার। Exchange market.
বিনিয়োগ করা—খাটানো, নিয়োগ করা। Invest.
বিনিয়োজক—যে খাটায়, নিয়োগকারী। Investor.
বিনির্ণয়—বিচারের রায়। Award.
বিনির্দেশ—আদালতাদির নির্দিষ্ট বিশেষ সিদ্ধান্ত। Ruling.
বিপক্ষ—বিরোধী দল (যেমন—বিপক্ষ নেতা)। Opposition (*e. g.*, leader of the opposition).
বিপণ মূল্য—বাজার দর। Market value.
বিবরণ—বিবরণী, বিবৃতি। Return.
বিবাচক—পত্রপুস্তক বা সংবাদপত্রাদির সরকারী পরীক্ষক। Censor (noun).
বিবাচক পর্ষদ্—পত্রপুস্তকাদি পরীক্ষকের সভা। Board of Censors.
বিবাচন—পত্রপুস্তকাদির পরীক্ষকের পদ, কাজ বা ক্ষমতা। Censorship.
বিবাচিত—প্রকাশের পূর্বে যে পুস্তকাদির সরকারী পরীক্ষা হইয়াছে এমন। Censored.
বিবিধ পদ—বিভিন্ন দফা। Miscellaneous items.
বিবিধ সামগ্রী—বিভিন্নপ্রকার দ্রব্য। Miscellaneous articles.
বিবেচ্য—বিবেচনাধীন। Under disposal.
বিভাগ—কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা কার্যপরিচালনার অংশ। Department.
বিভাগ-প্রধান—বিভাগের কর্তা। Head of a department.
বিভাগীয় সহ-নিয়ামক—বিভাগীয় সহকারী রেজিস্ট্রার। Departmental Assistant Registrar.
বিভাজন—বিলিব্যবস্থা, বণ্টন। Allocation.
বিভাজিত ভাণ্ডার—বিভাগীয় ভাণ্ডার। Departmental store.
বিমানচলন—নভশ্চরণ, আকাশযানে চলাচল। Aviation.
বিমানপত্তন—বিমান বন্দর। Air-port.
বিমান পরিবহণ—উড়োজাহাজে করিয়া লোকজনের যাতায়াতের ব্যবস্থা। Air-transport.
বিমানবন্দর—বিমানপত্তন। Air port.
বিমানশালা—বিমান থাকিবার ঘর। Hanger.
বিমানাঙ্গন—বিমানক্ষেত্র, উড়োজাহাজ নামিবার ও উঠিবার বিস্তৃত জায়গা। Air field.
বিমুক্তি—'অপ্রসক্তি' দ্রঃ।
বিমোক—'ত্রাণ' দ্রঃ।
বিমোচক—বিমোচনকারী। Relief (*i. e.*, one who relieves).
বিযুক্ত—ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। Disbanded.

বিমুক্ত করা—(সৈন্যদলাদি) ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা যাওয়া। Disband.

বিলোপন—বাতিল। Cancellation.

বিলোপন করা—বাতিল করা। Cancel.

বিশ্বস্ত—প্রকৃত, আস্থাভাজন। Bona fide.

বিশ্বস্ততা—বিশ্বাসযোগ্যতা। Bona fides.

বিশ্বাস—প্রতীতি, আস্থা। Belief.

বিশ্রব্ধ—গোপনীয়। Confidential.

বিশ্রব্ধচ্ছদ—গোপন আবরণ। Confidential cover.

বিশ্রব্ধ পট—গোপন আবরণ বস্ত্র। Confidential board.

বিশ্লেষক—বিশ্লেষণকারী, গুণধর্মপরীক্ষাকারী। Analyst.

বিশ্লেষণ—গুণাগুণ পরীক্ষা। Analysis.

বিষয়-নিধি, জেলা তহবিল—জেলার বা অঞ্চলের মজুদ টাকা। District funds.

বিষয় বা জেলা কানুনগো কৃত্যক—জেলার কানুনগোর কাজ। District Kanungo Service.

বিসম্বদ্ধ—সম্বন্ধ-রহিত, সংযোগ-মুক্ত। Disaffiliated.

বীথিকা—গ্যালারী, বসিবার উঁচু নীচু থাক। Gallery.

বৃত—মনোনীত। Choosen.

বৃত্ত পুস্তক—যে পুস্তকে সভাদির কার্যবিবরণী লেখা থাকে। Proceedings volume.

বৃত্তাবলী, কার্যাবলী—সভাদির কার্যবিবরণী (যেমন 'বিধানসভার বৃত্তাবলী')। Proceedings (*e. g.*, of the Assembly).

বৃত্তি—'উত্তরবেতন' দ্রঃ।

বেগ নিয়ামক—মোটরাদির গতিনিয়ন্ত্রণকারী, স্পীড গভর্নর। Speed governor.

বেতন—মাহিনা। Pay.

বেতন-ক্রম—মাহিনার হার। Scale of pay.

বেতন দেয়ক—মাহিনার বিল। Pay bill.

বেতন-বিহিতক অনুসারে অধিকারী—মাহিনা-আইন অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। Authority under the Payment of Wages Act.

বেতনাধিকরণের নামমুদ্রা—মাহিনা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নামাঙ্কিত মুদ্রা। Seal of the authority under the Payment of Wages Act.

বেতার পরিদর্শক—বেতারপরিদর্শনকারী। Wireless Telegraph Inspector.

বেলামুখ—বেলাভূমির মুখ, সমুদ্রসৈকতের প্রারম্ভ। Beach-head.

বেলিফ—সাধ্যপাল। Bailiff.

বেলিফ-অধীক্ষক, সাধ্যপালাধীক্ষক—বেলিফদের কর্তা। Superintendent of Bailiffs.

বেসরকারী, অক্রমিক—যাহা গভর্নমেন্টের নয় এমন। Unofficial.

বৈদেশিক অধিকার আদেশ—বৈদেশিক অধিকার-সংক্রান্ত লিখিত নির্দেশ। Foreign jurisdiction order.

বৈধ, বিধিসংগত, বিধিসম্মত—আইনসম্মত। Legal.

বৈমানিক—বিমানচালনা সম্বন্ধীয়। Aeronautical.

বৈমানিক পরিমাপ—বিমানচালনাসম্বন্ধীয় মাপজোখ। Aeronautical survey.

বোতল-ধাবক, কূপীধাবক—যে শিশিবোতল ধোওয়ার কাজ করে। Bottle-washer.

ব্যক্তিগত জামিন—প্রত্যয়-প্রতিভূতি। Personal security.

ব্যবস্থা—নিষ্পত্তি। Disposal.

ব্যবস্থা—বিধান। Provision.

ব্যবস্থা ও পদ্ধতি—সংগঠন ও ধারা। Organisation security.

ব্যবস্থাপক—ম্যানেজার, যিনি সকল কাজকর্মের বন্দোবস্ত করেন। Manager.

ব্যবস্থাপন—পরিচালন। Management.

ব্যবহারশাস্ত্র—ব্যবহার তত্ত্ব, আইন। Jurisprudence.

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ—ব্যবহারতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। Jurist.

ব্যবহার-বিবরণ সম্পাদক, ব্যবহার-প্রতিবেদন সম্পাদক—আইন বিবরণীর সম্পাদক। Editor of Law Reports.

ব্যাঙ্ক করণিক—ব্যাঙ্কের কেরানী। Bank Clerk.

ব্যাঙ্কজমা—'অধিকোষস্থিতি' দ্রঃ।

ব্যাটারী—বিদ্যুজ্জনক যন্ত্র বিশেষ। Battery.

ব্যপহরণ—তহবিল তছরূপ। Defalcation.

ব্যাপার—ব্যবসায়। Trade.

ব্যাপার মহাধ্যক্ষ—ব্যবসায় সম্বন্ধীয় বড় কর্তা। Trade Commissioner.

ব্যাপার স্থিতি—ব্যবসায়ের শেষ জমা টাকা। Trade balance.

ব্যাপারিক অবহার—ব্যবসায়ের বাটা। Trade discount.

ব্যাপারিক বিবাদ—ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিবাদ। Trade dispute.

ব্যাপারিক সংভার—ব্যবসায়ের মালপত্র, পুঁজিপাটা। Stock-in-trade.

ব্যাপারী—ব্যবসায়ী। Trader.

ব্রেক-শু—চাকাকে কষিয়া বাঁধিয়া মোটরগাড়িকে হঠাৎ অচল করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। Brake shoe.

ব্যয়ন—খরচ করা। Disbursement.

ব্যয়নাধিকারিক—খরচ করার অর্থাৎ টাকা বিলি-বিতরণ করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Disbursing Officer.

ভ

ভঙ্গ—ভাঙ্গিয়া যাওয়া (বিধান পরিষদ্ ইত্যাদি)। Dissolution (*e. g.*, of Assembly).

ভঙ্গ করা—ভাঙ্গিয়া দেওয়া। Dissolve.

ভবঘুরে—'চক্রচর' দ্রঃ।

ভবঘুরে নিয়ামক—'চক্রচর' নিয়ামক, ভবঘুরে বেকার লোকেদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাকারী সরকারী কর্মকর্তা। Controller of Vagrancy.

ভবঘুরেমি—'চক্রচরত্ব' দ্রঃ।

ভরক—যে দ্রব্যাদি গুছাইয়া বাঁধে, যে জিনিসপত্র মোড়কে ভরে। Packer.

ভরক ও প্রেরক, বয়ন প্রদর্শকদল—বয়নশিল্পের প্রদর্শনকারীদলের মধ্যে যে লোক দ্রব্যাদির মোড়ক করে ও তাহা পাঠাইয়া দেয়। Packer and Despatcher, Weaving Demonstration Parties.

ভাঙ্গিয়া দেওয়া—ভঙ্গ করা। Dissolve.

ভাচিত্রকার—আলোক চিত্রশিল্পী। Artist Photographer, Photoman.

ভাটক—ভাড়া। Rent.

ভাণ্ডার-করণিক—গুদামের কেরানী। Store Clerk.

ভাণ্ডার-সহায়ক—মালগুদামের সহকারী কর্মচারী। Depot Assistant.

ভাণ্ডারী—ভাণ্ডার-রক্ষক। Store Keeper.

ভারত-প্রশাসন কৃত্যক—ভারত শাসনের চাকরি। Indian Administrative Service.

ভারত শাসনতন্ত্রের পূর্বলেখ—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া। Draft Constitution of India.

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা—ভারতীয় দণ্ডবিধি। Indian Penal Code.

ভারতীয় বন কৃত্যক—ভারতীয় বন অফিসের কাজ। Indian Forest Service.

ভারতীয় মুদ্রণ (আত্যয়িক ক্ষমতা) বিহিতক—ভারতে পুস্তকাদি ছাপাইবার ব্যাপারে জরুরী ক্ষমতামূলক আইন। Indian Press (Emergency Powers) Act.

ভারতীয় স্থানিক বল—ভারতীয় আঞ্চলিক সামরিক বল। Indian Territorial Force.

ভারতের রাজ্যক্ষেত্র—ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল। Territory of India.

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Officer-in-charge.

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আযুক্ত মন্ত্রী—মন্ত্রীর কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। Minister-in-charge.

ভারপ্রাপ্ত সহায়ক, আযুক্ত সহায়ক—ভারপ্রাপ্ত সহকারী কর্মচারী। Assistant-in-charge.

ভাষান্তরিক—'দোভাষী' দ্রঃ।

ভুক্তিপতি—বিভাগীয় কমিশনার। Commissioner of a Division.

ভূতাপেক্ষ—অতীতকালাপেক্ষ, অতীতকাল সম্বন্ধীয়। Retrospective.

ভূনিম্ন তার—মাটির নীচের তার। Underground cable.

ভূ-বাসন—উপনিবেশ; নূতন বাসের ব্যবস্থা। Settlement.

ভূ-বাসন আধিকারিক—উপনিবেশ সম্বন্ধীয় সরকারী কর্মচারী, নূতন বাস-ব্যবস্থা বিষয়ক সরকারী কর্মচারী। Settlement Officer.

ভূমি ও রাজস্ব—জমি ও জমির কর। Land and Land Revenue.

ভূমিগ্রহ—জমি সংগ্রহ। Land acquisition.

ভূমিগ্রহ আধিকারিক—জমি সংগ্রহ বিষয়ক সরকারী কর্মচারী। Land Acquisition Officer.

ভূমিগ্রহ করণিক—সরকারী জমিসংগ্রহ অফিসের কেরানী। Land Acquisition Clerk.

ভূমিগ্রহ সমাহর্তা—জমিসংগ্রহ সম্বন্ধীয় জেলার প্রধান সরকারী ব্যক্তি। Land Acquisition Collector.

ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ বা জরিপ অধিকর্তা—জমির দলিলপত্র ও জরিপ বিষয়ক সর্বাধ্যক্ষ। Director of Land Records and Surveys.

ভেষজ-অধ্যাপক—চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক। Professor of Medicine.

ভেষজবিদ্যা; ঔষধ—ঔষধবিদ্যা; রোগ-নাশক দ্রব্য। Medicine.

ভেষজশালা, ডিস্পেন্সারী—চিকিৎসালয়। Dispensary.

ভোটগ্রহণ, মতগ্রহণ—ভোট লওয়া। Poll.

ভোটগ্রাহী, মতগ্রাহী—ভোট গ্রহণকারী কর্মচারী। Polling Officer.

ভোটপত্রী, মতপত্রী—ভোটের কাগজ। Ballot paper.

ভোট-পেটি, মত-পেটি—ব্যালট-বক্স, যে বাক্সের মধ্যে ভোটের কাগজ ফেলিয়া দেওয়া হয়। Ballot box.

ভোট স্থান—যে জায়গায় গিয়া লোকে ভোট দিয়া আসে। Polling booth.

ভোটার—'নির্বাচক' দ্রঃ।

ভ্রমণ—পর্যটন। Tour.

ভ্রমণক্রম—বেড়ানোর কার্যক্রম, ভ্রমণ-সূচী। Tour programme.

ভ্রমণরত বয়নশিক্ষক—ভ্রমণশীল বস্ত্র বয়নবিষয়ক শিক্ষাদাতা। Peripatetic Weaving Instructor.

ভ্রমৎ, ভ্রমন্ত—পরিভ্রমণশীল। Peripatetic.

ভ্রমন্ত নিরীক্ষক বা আয় ব্যয়—ভ্রমণসংক্রান্ত খরচপত্রের পরীক্ষাকারী। Travelling Auditor.

ম

মঞ্জুরি—'অনুমোদন' দ্রঃ।

মঞ্জুরিত—'অনুমোদিত' দ্রঃ।

মণ্ডল—অঞ্চল। Zone.

মণ্ডলী—পুঞ্জ; দল। Group.

মণ্ডলীকৃত, পুঞ্জিত—পুঞ্জীকৃত। Grouped.

মত—ভোট। Vote.

মতগ্রহণ—'ভোটগ্রহণ' দ্রঃ।

মতগ্রাহী—'ভোটগ্রাহী' দ্রঃ।

মতপত্রী—'ভোটপত্রী' দ্রঃ।

মতপেটি—'ভোটপেটি' দ্রঃ।

মতপ্রকাশ—অভিমত জানানো। Expression.

মধ্যকালীন—মধ্যবর্তী কালের। Ad Interim.

মধ্যকালীন প্রতিবেদন—মধ্যবর্তী কালের বিবরণী। Interim report.

মধ্যস্থ—সালিস। Arbitrator.

মধ্যস্থতা—সালিসি। Arbitration.

মধ্যস্থতা করা—সালিসি করিয়া কলহাদির নিষ্পত্তির চেষ্টা করা। Arbitrate.

মধ্যস্থ ন্যায়পীঠ—সালিস আদালত। Arbitral Tribunal.

মনোটাইপ চালক—যে মনোটাইপ চালায়। Monotype Operator.

মনোনয়ন—পছন্দমত কাহাকেও নিয়োগ, নির্বাচন। Nomination.

মনোনীত করা—পছন্দমত নিযুক্ত বা নির্বাচিতকরণ। Nomination.

মন্তব্য—টিপ্পনী। Note.

মন্তব্যপত্র—টিপ্পনীলেখা কাগজ। Note-sheet.

মন্ত্রক—মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry.

মন্ত্রগুপ্তি আইন—সরকারী ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করার আইন। Official Secrets Act.

মন্ত্রিপরিষৎ—মন্ত্রী-সভা। Cabinet.

মন্ত্রী—সচিব। Minister.

মলশোধনাশয়—মল শোধন করিবার মাটির নীচে তৈরী চৌবাচ্চা কূয়া। Septic tank.

মসীকার—যে কালি লাগায়। Inkman.

মহকুমা, উপবিষয়—জেলার অংশ-বিশেষ। Subdivision.

মহা—প্রধান। General.

মহা-অধিবক্তা—অ্যাডভোকেট জেনারেল, সর্বপ্রধান সরকারী উকিল। Advocate-General.

মহা-আরক্ষা-পরিদর্শক—পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল, পুলিসের বড় কর্তা। Inspector-General of Police.

মহাকরণ—কর্মসচিবের অফিস; সরকারী প্রধানতম কার্যালয়। Secretariat.

মহাকরণ ডিস্পেন্সারি, মহাকরণ ভেষজশালা—মহাকরণে অবস্থিত চিকিৎসালয়। Writers Buildings Dispensary.

মহা-কারাপরিদর্শক—জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেলের সবচেয়ে বড় পরিদর্শক। Inspector-General of Prisons.

মহাগাণনিক—হিসাব-নিকাশ বিভাগের অধ্যক্ষ, হিসাবরক্ষক-প্রধান। Accountant-General.

মহাচিকিৎসক—চিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান। Surgeon-General.

মহাদূত—প্রধান রাজদূত। Consul-General.

মহাধিকরণ, সর্বোচ্চ বিচারালয়—সুপ্রিম কোর্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত। Supreme Court.

মহাধিপাল—চ্যান্সেলর, বিশ্ববিদ্যালয়াদির অধ্যক্ষ। Chancellor.
মহাধ্যক্ষ—কমিশনার, বড়কর্তা। Commissioner.
মহানাগরিক—মেয়র, পৌরপাল, পৌরপুরোধা। Mayor.
মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক—সরকারী তালিকাভুক্তির প্রধান পরিদর্শক। Inspector General of Registration.
মহানিযুক্তক—এজেন্ট-প্রধান, প্রধান প্রতিনিধি। Agent-General.
মহানিরীক্ষক—অডিটার জেনারেল, সব চেয়ে বড় হিসাব-পরিদর্শক। Auditor-General.
মহাপরিপালক ও ন্যায়পাল—প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও সরকারী অছি। Administrator-General and Official Trustee.
মহাবিদ্যালয়—কলেজ, যে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে আই-এ, বি-এ ইত্যাদি পড়ানো হয়। College.
মহাব্যবহারদেশক—সরকারী অ্যাটর্নি-প্রধান। Attorney-General.
মাণ্ডলিক নিয়ামক, জনসংভরণ (আসাদন বা সংগ্রহণ)—সরকারী আঞ্চলিক কর্মচারী বিশেষ, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ (শস্যাদি-সংগ্রহ)। Regional Controller of Civil Supplies (Procurement).
মাতৃকা—হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়িকা। Matron.
মাতৃকা ও কর্ত্রী—মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা ও কর্ত্রী। Matron and House Mistress.
মাত্রা—'একক' দ্রঃ।
মানক্রম পত্র—পূর্ববর্তিতাজ্ঞাপক পত্র, নজির দেখাইয়া যে পত্র দেওয়া হয়। Warrant of Precedence.
মার্জন—ক্ষমা, মাপ। Pardon.
মালা—শ্রেণী। Series.
মালের ভাড়া—দ্রব্যাদির ভাড়া। Freight.
মাসিক বৃত্তান্ত—মাসিক বিবরণী। Monthly Proceedings.
মাশুল—দেয়ক (তাহা দ্রঃ)। Fee.
মিশ্রকবিদ্যা শিক্ষক—যিনি কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা দেন। Teacher of Compounders' Classes.
মিস্ত্রি—যন্ত্রচালক। Mechanic Operator.
মীনপোষ কৃত্যক—মৎস্যবিভাগের চাকরি। Fisheries Service.
মুক্তি—রেহাই। Exemption.
মুখ্য—প্রধান। Chief.
মুখ্য আধিকারিক—প্রধান কর্মচারী। Chief Officer.
মুখ্য আধিকারিক, বাণিজ্য নৌ-বিভাগ—বাণিজ্য ও জাহাজাদি সম্বন্ধীয় বিভাগের প্রধান কর্মচারী। Principal Officer, Mercantile Marine Department.
মুখ্য আয়ব্যয়-পরীক্ষক, মুখ্য নিরীক্ষক—প্রধান হিসাব পরিদর্শনকারী। Chief Auditor.
মুখ্য ইওরোপীয় কক্ষপাল—প্রধান ইওরোপীয় বিভাগের প্রধান ওয়ার্ডার। Chief European Warder.
মুখ্য গণনাধিকারিক—প্রধান হিসাব-রক্ষক কর্মচারী। Chief Accounts Officer.
মুখ্য গাণনিক—'মুখ্য হিসাব-রক্ষক' দ্রঃ।
মুখ্য দোভাষী, মুখ্য ভাষান্তরিক—প্রধান দোভাষী। Chief Interpreter.
মুখ্য ধূমোৎপাত-পরিদর্শক—ধোঁয়া সম্বন্ধে প্রধান পরিদর্শনকারী। Chief Inspector of Smoke Nuisances.
মুখ্য নিরীক্ষক—প্রধান হিসাবপত্র পরীক্ষাকারী। Chief Auditor.
মুখ্য নির্বাহক, কলিকাতা পৌর-সংঘ বা পৌরনিগম—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যনির্বাহকারী কর্মচারী। Chief Executive Officer, Calcutta Corporation.
মুখ্য ন্যায়াধীশ—প্রধান বিচারপতি। Chief Judge.
মুখ্য পুরশাসক—চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রধান নগর-শাসনকর্তা। Chief Presidency Magistrate.
মুখ্য প্রতোদক—দলভুক্ত লোকেদের চালিত করিবার ও তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব-সমন্বিত প্রধান ব্যক্তি। Chief Whip.
মুখ্য বাস্তুকার, সেচন বিভাগ—সেচ-বিভাগের প্রধান এঞ্জিনীয়ার। Chief Engineer, Irrigation Department.
মুখ্য বাস্তুকার, স্বাস্থ্য বিভাগ—সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান এঞ্জিনীয়ার। Chief Engineer, Public Health Department.
মুখ্য বিচারক, ছোট আদালত—ছোট আদালতের প্রধান বিচারকর্তা। Chief Judge, Small Causes Court.
মুখ্য মন্ত্রী—প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। Chief Minister.
মুখ্য মহাধ্যক্ষ—প্রধান কমিশনার। Chief Commissioner.
মুখ্য যান্ত্রিক ও পোতমাপক—জাহাজের প্রধান এঞ্জিনীয়ার ও মাপজোখ-কারী। Principal Engineer and Ship Surveyor.
মুখ্যস্থান, সদর—প্রধান জায়গা, মূল স্থান। Head-quarters.
মুখ্য হিসাব-রক্ষক, মুখ্য গাণনিক—প্রধান হিসাবপত্র রক্ষণকারী। Chief Accountant.
মুদ্রক—মুদ্রাকর, যে ছাপে। Printer.
মুদ্রণ ও গ্রন্থনিবন্ধন বিধিতক বা আইন—বই ছাপা ও রেজিস্ট্রি করার আইন। Press and Registration of Books Act.
মুদ্রণ ও নিদর্শ অধ্যক্ষ—ছাপা ও ফর্মার তদারককারী ম্যানেজার। Press and Forms Manager.
মুদ্রণ শোধক—ছাপার ভুল সংশোধন-কারী। Press Corrector.
মুদ্রলেখ—টাইপরাইটার, যাহাতে টাইপ করা হয়। Typewriter.
মুদ্রলেখক—'টাইপিস্ট' দ্রঃ।
মুদ্রলেখ শিক্ষক—'টাইপিং শিক্ষক' দ্রঃ।
মুদ্রা—টাকাপয়সা ইত্যাদি। Coin.
মুদ্রা পেটক—কারেন্সির সিন্দুক, মুদ্রাধার। Currency Chest.
মুদ্রিতক বিবাচন—প্রেসসম্বন্ধীয় সরকারী পরীক্ষা। Press Censorship.
মুদ্রিতব্য ফর্মারক্ষক—যে ফর্মার টাইপ-গুলি পৃথক্ করিয়া না ফেলিয়া পরে আবার ছাপিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয় সেই ফর্মারক্ষাকারী। Standing Forme Keeper.
মুন্সেফ, ন্যায়দর্শক—দেওয়ানী আদালতের একশ্রেণীর বিচারক। Munsiff.
মর্ম—তাৎপর্য। Precis.
মুমূর্ষুক্তি, মুমূর্ষু প্রাবিতক—মৃত্যু-কালীন জবানবন্দী। Dying Declaration.
মুহুরী—উকিলের কেরানী। Muharrir.
মূল কর্ম—মূল কাজ। Original works.
মূলধন—পুঁজি। Capital.
মূল নিয়মাবলী—মৌলিক নিয়মসমূহ। Fundamental rules.
মূল্য—দাম। Price.
মূল্যজ্ঞাপন—'উদ্ধার' দ্রঃ।
মূল্যপত্র—পাওনার হিসাবের কাগজ, যাহা পেশ করিয়া টাকা আদায় করা হয়। Bill.
মূল্যবেদনপত্র—টেণ্ডার, দর যাচাইয়ের কাগজ (যেমন, আসবাবপত্রের মূল্যবেদন-

পত্র)। Tender (*e. g.*, tenders for furniture).
মূল্যানুসারে—মূল্যানুযায়ী ; দ্রব্যের আনুমানিক মূল্যের অনুপাতে। Ad valorem.
মোক্ষণ—মুক্তি, খালাস। Redemption.
মোক্ষণ-প্রভার—খালাসের খরচ। Redemption charges.
মোটর পরিবহণ—মোটর চলাচলের ব্যবস্থা। Motor transport.
মোটর মিস্ত্রী—মোটর-সম্বন্ধীয় কারিকর। Motor Mechanic.
মোটর লঞ্চ—মোটর-চালিত ছোট জলযান বিশেষ। Motor launch.
মোহাফেজ—রেকর্ডরক্ষাকারী। Keeper of Records.
মৌল বেতন—মূল মাহিনা। Basic Pay.
মৌল শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষা। Basic Education.
ম্যালেরিয়াবিৎ—ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। Malariologist.

য

যথাবিধি—বিধি অনুসারে। Formally.
যন্ত্রচালক—যে যন্ত্র চালায়। Machineman.
যন্ত্র মেরামতকারী, সাধিত্রসংস্কারক—যে যন্ত্র মেরামত করে। Instrument Repairer.
যন্ত্ররক্ষক, সাধিত্ররক্ষক—যে যন্ত্র রক্ষা করে। Instrument Keeper.
যাচক—আবেদনকারী, প্রার্থী। Petitioner
যাচনপত্র—আবেদনপত্র। Petition.
যাত্রীর ভাড়া—আরোহীর ভাড়া। Fare.
যান অধিদেয় বা ভাড়া—যাতায়াতের ব্যয়নির্বাহের জন্য বরাদ্দ টাকা। Conveyance Allowance.
যানশালা—গাড়ি রাখিবার ঘর। Garage.
যান্ত্রিক অধীক্ষক—তত্ত্বাবধায়ক এঞ্জিনিয়ার। Engineer Superintendent.
যান্ত্রিক অধীক্ষক, সরকারী পোতাশ্রয়—সরকারী জাহাজ নির্মাণ ও সংস্কারস্থানের এঞ্জিনিয়ার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। Engineer Superintendent, Government Dockyard.
যান্ত্রিক ও পোতমাপক—যন্ত্রবিদ্যা ও জাহাজের মাপজোথ করার কাজের কর্তা। Engineer and Ship Surveyor.
যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ—এঞ্জিনিয়ার (যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত)। Engineer (Mechanical).

যাবজ্জর, হোয়াটনট—পুস্তক গহনাদি বিবিধ দ্রব্য রাখিবার তাকওয়ালা এক ধরনের আসবাব। Whatnot.
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। Federal Court.
যোগ্য অধিকারী—যোগ্য কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। Competent authority.
যোগ্যতাপত্র—যোগ্যতার প্রমাণসূচক প্রশংসাপত্র। Certificate of competency.
যোগ্যা শিক্ষক, ড্রিল শিক্ষক—যিনি ড্রিল শিক্ষা দেন। Drill Master.
(উপায়) যোজন—(বিভিন্ন সংস্থানের) একত্র সমাবেশ। Mobilization (of resources).
যৌথ সংগ—জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি। Joint-stock Company.
যৌথ সংগ নিবন্ধক—জয়েণ্ট স্টক কোম্পানির তালিকাভুক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। Registrar of Joint-stock Companies.

র

রক্ষা—রক্ষণ, টিকাইয়া রাখা। Retention.
রক্ষা-ছিটকিনি—যে ছিটকিনি সহজে ভাঙ্গা যায় না বা নষ্ট হয় না। Safety-catch.
রক্ষিগৃহ—প্রহরীর ঘর। Guard-room.
রক্ষী—প্রহরী। Guard.
রঙ্ মিস্ত্রী—'চিত্রকর' দ্রঃ।
রজ্জুপথ—দড়ির রাস্তা। Ropeway.
রঞ্জনবিদ্যা—পরিরঞ্জন বিদ্যা, রং করার বিদ্যা। Dyeing.
রঞ্জন-শিক্ষক, বয়ন বিদ্যালয়—যিনি বয়ন স্কুলে রং করার বিদ্যা শিখাইয়া থাকেন। Dyeing Lecturer, Weaving School.
রপ্তানি—নির্গম। Export.
রপ্তানিবাণিজ্য নিয়ামক—'নির্গমবাণিজ্য নিয়ামক' দ্রঃ।
রপ্তানিকৃত—নির্গমিত। Exported.
রপ্তানি দ্রব্য—নির্গামী দ্রব্য। Exported article.
রপ্তানি শুল্ক—নির্গমশুল্ক। Export duty.
রসায়ন—বস্তুর উপাদান ও ধর্ম বিশ্লেষণ এবং পরস্পর মিশ্রণ ইত্যাদি বিদ্যা। Chemistry.
রহিতকরণ—'নিবর্তন' দ্রঃ।
রাইফেল—একশ্রেণীর শক্তিশালী বন্দুক। Rifle.
রাইফেলধারী সাদী—অশ্বারোহী রাইফেলধারী সৈন্য। Mounted rifles.

রাজকার্য—রাজার কাজ, সরকারী চাকুরি। Service of the Crown.
রাজনাবী—রাজকীয় নৌবিভাগ। Royal Navy.
রাজনীতিক—রাজনীতি সম্বন্ধীয়। Political.
রাজপুরুষ সূচী—রাজকীয় কর্মচারীদের তালিকা। Civil List.
রাজমিস্ত্রী—যে মিস্ত্রী ইট ইত্যাদি দিয়া গৃহাদি নির্মাণ করে। Mason.
রাজস্বকরণিক—রাজস্ব বিভাগের কেরানী। Revenue Clerk.
রাজস্ব গণিতক—রাজস্বের হিসাব। Revenue Account.
(রাজস্ব) নিয়োগ—প্রদান (যেমন,—রাজস্বনিয়োগ)। Assignment (*e. g.*, of revenues).
রাজস্বপর্ষৎ—রাজস্ব-সভা। Board of Revenue.
রাজস্ব মুন্সী—রাজস্ব-বিভাগের মুন্সী। Revenue Munshi.
রাজ্য—রাষ্ট্র, এক শাসনের অন্তর্গত দেশ। State.
রাজ্যক্ষেত্র, ক্ষেত্র, স্থান—রাষ্ট্রীয় অঞ্চল, রাজ্য। Territory.
রাজ্য পরিবহণ মহাধ্যক্ষ—সরকারী যানবাহন চলাচলবিষয়ক সর্বপ্রধান ব্যক্তি, রাজ্যে সরকারী বাসাদি চলাচলের কমিশনার। State Transport Commissioner.
রাজ্য-পরিসংখ্যান সংস্থা—সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের দপ্তর, যে সরকারী দপ্তরে সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। State Statistical Bureau.
রাজ্যপাল—রাজ্যের শাসনকর্তা, রাজ্যপাল। Governor.
রাজ্যপাল-বাসাধীক্ষক—রাজ্যের শাসনকর্তার বাসভবনের তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Governor's Estate.
রাজ্য-মন্ত্রক—বৃহৎ রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছোট ছোট রাজ্য বা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানকারী মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of States.
রাষ্ট্রদূত, রাজদূত—এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রে প্রেরিত দূত। Ambassador.
রাষ্ট্রদূতস্থান—রাষ্ট্রদূতাবাস, রাষ্ট্রদূতের অফিস। Embassy.
রাষ্ট্র নিযুক্তক—রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিকালীন প্রতিনিধি; যেখানে কোন রাষ্ট্রদূত প্রেরিত হয় নাই এমন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতের কার্যের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। Charge D' affairs.
রাষ্ট্র নিয়োগাধিকার—সরকারী

কর্মচারি নিয়োগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। Public Service Commission.
রাষ্ট্র পরিষদ্—রাষ্ট্রসভা, দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত আইনসভা। Council of States.
রাষ্ট্রপাল—রাজ্যের শাসক, গভর্নর জেনারেল। Governor-General.
রাষ্ট্রপুঞ্জ, রাষ্ট্রমণ্ডলী—কয়েকটি রাষ্ট্রের সমষ্টি। Group of States.
রাষ্ট্রমণ্ডল—'জনরাষ্ট্র' দ্রঃ।
রাষ্ট্রমণ্ডল সম্পর্ক—জনরাষ্ট্র সম্বন্ধ। Commonwealth Relations.
রাষ্ট্রসংঘ—রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন। Union of States.
রাষ্ট্রাধীন জলভাগ—রাষ্ট্রের অধীনস্থ জলরাশি। Territorial waters.
রাষ্ট্রামেল—রাষ্ট্রসমূহের সমবায়। Federation of States.
রাষ্ট্রীয়করণ—জাতীয়করণ, সরকারী পরিচালনার অধীন করণ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরীকরণ। Nationalisation.
রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—সরকারী ব্যবস্থায় যানবাহন চলাচল, রাজ্যে সরকারী বাস চলাচল। State transport.
রাসায়নিক পরীক্ষক—রসায়ন সম্বন্ধীয় বিষয়ের পরীক্ষাকারী। Chemical Examiner.
রিপোর্ট, প্রতিবেদ—বিবরণী, প্রতিবেদন। Report.
রেখক—নকশাকারক; যে রেখার উপরে তুলিকাদি বুলায়। Tracer.
রেখন ঢেরা টানা। Cross.
রেখিত চেক—ঢেরা-কাটা চেক। Crossed cheque.
রেলযান আরক্ষা—রেলওয়ে পুলিস বিভাগ। Railway Police Department.
রেলযান আরক্ষী—রেলওয়ে পুলিসের লোক। Railway Policemen.
রেলযান মন্ত্রক—রেলওয়ে মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Railways.
রেশন অধিকর্তা, সংভাগ অধিকর্তা—রেশন বিভাগের কর্তা। Director of Rationing.
রোঁদ—'চক্র' দ্রঃ।
রোক—নগদ। Cash.
রোক-অধিদেয়—নগদ ভাতা। Cash allowance.
রোক-ঋণ—নগদ ধার। Cash credit.
রোকড়—নগদ টাকার হিসাবের খাতা। Cash book.
রোক-শোধ—নগদ টাকা দিয়া পাওনা মেটানো। Cash payment.
রোক-সংব্যবহার—নগদ লেনদেন। Cash transaction.
রোক-সরকার নগদ টাকা আদায়কারী সরকার। Cash Sarkar.
রোধ—আটক। Interception.
রোধক—মোটর গাড়ির চাকার গতিরোধকারী কলবিশেষ। Brake.
রোভার, ব্রজচার—জ্যেষ্ঠ বয়স্কাউট; ভ্রমণকারী। Rover.

ল

লঘু নির্মাণ—ছোট খাট নির্মাণকার্য। Minor works.
লঘুলিপিক—সাংকেতিকলিপিকার। Stenographer.
লঘুকরণ—নিষ্ক্রয়ণ। Commutation.
লঘুকৃত—নিষ্ক্রীত। Commuted.
লরী—মাল বহিবার একশ্রেণীর মোটর গাড়ি। Lorry.
লরীচালক—যে লরী চালায়। Lorry driver.
লাভাংশ—লভ্যাংশ, কোম্পানির লাভের ভাগ। Dividend.
লাভাংশ প্রদায়ী—লভ্যাংশ প্রদায়ী। Dividend-paying.
লিথো-মুদ্রক—যে লিথো ছাপে, পাথরের অঙ্কন হইতে যে কাগজে ছাপে। Litho printer.
লিনোটাইপ চালক—যে লিনোটাইপ মেশিন চালায়। Linotype Operator.
লিনো-মনো-যন্ত্রী—যে লিনো ও মনো যন্ত্র সারায়। Lino and Mono Mechanic.
লিফ্‌ট চালক—যে লিফ্‌ট চালায়, যে উপরতলায় উঠিবার বৈদ্যুতিক কল চালায়। Liftman.
লেখধারক—যে অনুলিপি ধরিয়া থাকিয়া ছাপা লেখা দেখিয়া বা অপরের মুখ হইতে শুনিয়া তাহার সহিত মিলায়। Copy-holder.
লেখ্য—রেকর্ড, দলিল, প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্র। Record.
লেখ্যদায়ক—'নথিদাতা' দ্রঃ।
লেখ্য-নিবন্ধক—বীমার রেজিস্ট্রার। Registrar of Assurances.
লেখ্যপাল—রেকর্ডরক্ষাকারী। Keeper of Records.
লেখ্যপ্রমাণক—দলিল সাক্ষ্যকারী সরকারী কর্মচারী। Notary Public.
লেখ্য-প্রাপক—নথি-প্রাপক, যাহার সহায়তায় নথি-পত্র পাওয়া যায়। Record Finder.
লেখ্যরক্ষক—নথি-রক্ষক। Record-Keeper.
লেখ্যাগার, মোহাফেজখানা—দলিলপত্র রাখিবার ঘর। Record room.
লোকশাসন—জনশাসন। Public administration.
লোকায়ত্ত রাষ্ট্র—জনশাসিত রাষ্ট্র; ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। Secular state.

শ

শংসা করা—ভাল বলিয়া প্রমাণিত করা। Certify.
শংসাপত্র—সাধুতা বা যোগ্যতা-জ্ঞাপক প্রমাণ-পত্র। Certificate.
শংসিত—প্রমাণিত। Certified.
শক্তিযন্ত্র স্থাপন—বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতির যন্ত্র বসানো। Power installation.
শত্রুদেশী—দেশস্থ শত্রু; বিদেশী শত্রুর সহিত সহযোগিতাকারী লোক, বিভীষণ। Enemy alien.
শপথ—দিব্য, প্রতিজ্ঞা। Oath.
শপথপত্র—প্রতিজ্ঞা পত্র। Affidavit.
শপথ-প্রমাণক—শপথ শ্রবণকারী ও তাহা গ্রহণীয় কিনা তাহা নির্ণয়কারী। Commissioner of Affidavits.
শবাগার-অবেক্ষক—মড়ার ঘরের পরিদর্শক। Morgue Supervisor.
শব্দত্রুটি 'নামমাত্র ত্রুটি' দ্রঃ।
শরণার্থি-ত্রাণ ও পুনর্বাসন—উদ্বাস্তু, সাহায্য ও পুনর্বাসন। Refugee, Relief and Rehabilitation.
শর্ত—কড়ার। Term.
শস্ত্রচিকিৎসক—অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক, অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসাকারী। Surgeon.
শস্ত্রচিকিৎসা—শস্ত্রাদির সাহায্যে চিকিৎসা। Surgery.
শাখা—অংশ, বিভাগ। Sub-division.
শাখা—প্রধান বিষয়ের অংশ। Branch.
শাখা করণিক ও বাস্তুকারক—বিভাগীয় কেরানী ও পরিখা বাঁধ বাড়িঘর তৈয়ারী প্রভৃতি কাজের সরকার। Sub-divisional Clerk and Work Sarkar.
শাখা ধর—বিভাগীয় কাজের তত্ত্বাবধায়ক। Section Holder.

শাখাধিকারিক—বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (সেচ)। Subdivisional officer (Irrigation).

শাখা নিয়ামক—বিভাগীয় কর্তা। Subdivisional Controller.

শারীরবৃত্ত—শরীরের বিবিধ অংশের ক্রিয়াবিষয়ক বিজ্ঞান। Physiology.

শারীরবৃত্ত অধ্যাপক—শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপনাকারী। Professor, Physiology.

শারীরস্থান—শরীরের বিবিধ অঙ্গের গঠন ও সংস্থান বিষয়ক বিজ্ঞান। Anatomy.

শারীরস্থান অধ্যাপক—শরীরসংস্থান বিদ্যার অধ্যাপনাকারী। Professor of Anatomy.

শাসক—ম্যাজিস্ট্রেট, শাসনকর্তা। Magistrate.

শাসন—রাষ্ট্র পরিচালন। Administration.

শাসনতন্ত্র—রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার বিধি। Constitution.

শাসন-হর—দূত। Envoy.

শাসনিক—রাষ্ট্র পরিচালন-সম্বন্ধীয়। Administrative.

শাসনিক আচার—রাষ্ট্র পরিচালন সম্বন্ধীয় ধারা। Administrative practice.

শাস্তি-ব্যবস্থা—দণ্ডমূলক ব্যবস্থা। Disciplinary measure.

শিক্ষণ-তত্ত্ব-শিক্ষিকা—যে মহিলা শিক্ষার ধারা শিক্ষা দেন। Mistress of Educational Theory.

শিক্ষা—পুস্তকপাঠাদিজনিত জ্ঞান। Education.

শিক্ষা-অধিকর্তা—সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তা। Director of Public Instruction.

শিক্ষা-করণিক—শিক্ষাবিভাগের কেরানী। Education Clerk.

শিক্ষাধীন, শৈক্ষ—প্রথম শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিস। Apprentice.

শিক্ষাপীঠ—অধ্যাপকের পদ। Chair (in education).

শিক্ষাবকাশ—পড়ার ছুটি। Study leave.

শিলারূপ—'প্রতিমূর্তি' দ্রঃ।

শিল্প—বস্তুনির্মাণ কার্য, কারুকার্যের ব্যবসায়। Industry

শিল্প-অধিকর্তা—শিল্পবিভাগের কর্মকর্তা। Director of Indusrties.

শিল্পন্যায়পীঠ—শিল্পসম্বন্ধীয় বিচারের আদালত। Industrial Tribunal.

শিল্পবিষয়ক—শিল্পসম্বন্ধীয়। Industrial.

শিল্পমন্ত্রক—শিল্পবিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Industry.

শিল্পযান্ত্রিক—শিল্পবিভাগীয় যন্ত্রবিৎ। Industrial Engineer.

শিল্পযোজন—শ্রমশিল্পীকরণ। Industrialisation.

শিল্পযোজিত—শ্রমশিল্পস ক্রান্ত, কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পের প্রসার। Industrial.

শিল্পরসায়নী—শিল্পসম্বন্ধীয় রসায়নবিদ্যাবিদ্। Industrial Chemist.

শিশুশালা অধীক্ষক—শিশুনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক। Nursery Superintendent.

শীতক, রেফ্রিজারেটার—দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা রাখিবার যন্ত্রবিশেষ। Refrigerator.

শীতন—দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা রাখা। Refrigeration.

শীতিত—যাহা কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা করা হইয়াছে এমন। Refrigerated.

শীলপত্র—চরিত্র-প্রমাণ পত্র। Character certificate.

শীলপরিচয়—চরিত্র-পরিচয়। Character roll.

শীলমোহর—নামমুদ্রা। Seal.

শীলমোহরাঙ্কিত—নামমুদ্রাঙ্কিত। Sealed.

শুদ্ধলেখ—যাহাতে কোনরূপ কাটাকুটি নাই এরূপ পরিষ্কার প্রতিলিপি। Fair copy.

শুদ্ধিপত্র—যে পাতায় সমগ্র পুস্তকের ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা। Corrigendum.

শুল্ক—কর, রাজস্ব। Duty.

শুল্কাধীন—যাহার শুল্ক দিতে হইবে এমন। Bonded.

শুল্কাধীন দ্রব্য—শুল্ক না দেওয়া পর্যন্ত সরকারী গুদামঘরে রক্ষিত দ্রব্য। Bonded goods.

শুল্কাধীন পণ্যাগার—শুল্কাধীন দ্রব্যের গুদাম। Bonded warehouse.

শৈক্ষ পরিসেবিকা—শিক্ষাধীন শুশ্রূষাকারিণী। Pupil Nurse.

শোধাক্ষম—দেউলিয়া, ঋণপরিশোধে অসমর্থ। Insolvent.

শোধাক্ষমতা—ঋণপরিশোধে অক্ষমতা। Insolvency.

শোধাক্ষম নিবন্ধক—দেউলিয়া বলিয়া তালিকাভুক্ত করার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। Registrar of Insolvency.

শোধ্য প্রতিলিপি—কাটাকুটি করা অপরিষ্কার প্রতিলিপি। Rough copy.

শ্রম—মেহনত, খাটুনি। Labour.

শ্রম মন্ত্রক—শ্রমবিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Labour.

শ্রম-মহাধ্যক্ষ—শ্রমবিভাগীয় কর্মকর্তা। Labour Commissioner.

শ্রমিক-ক্ষতি-পূরণ-মহাধ্যক্ষ—শ্রমজীবী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ক সর্বপ্রধান সরকারী কর্মচারী। Commissioner for Workmen's Compensation.

স

সংকল্প—কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা। Resolution.

সংক্ষিপ্ত নির্ধার—সংক্ষেপে স্থিরকরণ। Summary assessment.

সংক্ষিপ্ত বিচার সরাসরি বিচার। Summary Trial.

সংখ্যাগুরু প্রতিবেদন—'অধিজন প্রতিবেদন' দ্রঃ।

সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায়—'অধিজন সম্প্রদায়' দ্রঃ।

সংখ্যাগুরু সাবালকত্ব—'অধিজন' দ্রঃ।

সংখ্যাল্প—'উনজন' দ্রঃ।

সংখ্যাল্প প্রতিবেদন—'উনজন প্রতিবেদন' দ্রঃ।

সংখ্যাল্প-সম্প্রদায়—'উনজন সম্প্রদায়' দ্রঃ।

সংগ—ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। Company.

সংগামী-যাহা সঙ্গে থাকে এমন। Concurrent.

সংগামী সূচী—সহ-তালিকা। Concurrent list.

সংগ্রহ, প্রবেশন-যোগাড়, আহরণ। Recruitment.

সংগ্রহশালা—মিউজিয়াম, জাদুঘর। Museum.

সংঘটন—প্রতিষ্ঠান। Organisation.

সংঘটিকা-ব্যবস্থাপিকা। Lady Organiser.

সংঘাধীন শহর—মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত শহর। Municipal town.

সংচারাজ্ঞা—বাহিরে যাইবার অনুমতিসূচক ছাড়পত্র। Transit visa.

সংচিতি—সঞ্চয়। Reserve.

সংজ্ঞার্থ--যে অর্থের ভিতর কোন কিছুর গুণ বা ধর্মাদির বর্ণনা থাকে তাহা। Definition.

সংনির্ণয় রায়—আদালতের বিচারফল। Judgement.

সংনির্ণীত ঋণী—আদালতের বিচারে ঋণী বলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তি। Judgement Debtor.

সংপরিবর্তন—সংশোধন। Modification.

সংপৃষ্ট—প্রহরীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত। Challenged.

সংবদন—সদৃশীকরণ, মিল করা। Tally.

সংবিৎ পত্র—চুক্তিপত্র। Deed of agreement.

সংবিদ্-লঙ্ঘন, সংবিদ্ব্যতিক্রম—চুক্তি অনুসারে কাজ না করা। Breach of agreement.

সংবিদা, সম্মতি—চুক্তি, স্বীকৃতি। Agreement.

সংবিধান সভা—শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সভা। Constituent Assembly.

সংবিধি—লিখিত আইন। Statute.

সংবিধিবদ্ধ—আইন দ্বারা নিরূপিত। Statutory.

সংবিভাগ—রেশন। Ration.

সংবিভাগ-আধিকারিক—রেশনিং অফিসার। Rationing Officer.

সংবিভাগপত্র—রেশন কার্ড। Ration Card.

সংব্যবহার—কাজকারবার। Transaction.

সংভার—মজুত মাল। Stock.

সংভার ও অংশ—মজুত মাল ও অংশ। Stocks & Shares.

সংভার-গণন—মজুত মালের হিসাব লওয়া। Stock-t-king.

সংভার-বহি—যে বই-এ মজুত মালের হিসাব লেখা থাকে। Stock-book.

সংভৃত-আধিকারিক—যাহার ফরমাশমত দ্রব্যাদি আসে। Indenting Officer.

সংভৃতক—ফরমাশ-করা জিনিস। Indent (*e. g.*, articles indented for).

সংভৃতিপত্র—দ্রব্যাদির ফরমাশ। Indent (an official requisition for stores).

সংযুক্ত—যুগ্ম। Joint.

সংযুক্ত উপবেশন—যুগ্ম সভা। Joint meeting.

সংযুক্ত সচিব—যুগ্ম কর্মসম্পাদক। Joint Secretary.

সংরক্ষণ—বিশেষ উদ্দেশ্যে বা প্রকারে রক্ষণ। Preservation.

সংরক্ষণ—সম্যক্ রক্ষণ। Preservation.

সংরক্ষণ করা—বিশেষ উদ্দেশ্যে বা প্রকারে রক্ষণ করা। Preserve.

সংশোধনাগার—চরিত্রশোধনালয়, সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের চরিত্রশোধনের জন্য বন্দিশালা। Reformatory.

সংশ্লেষ—দুই বা ততধিক বস্তুসকলের মিশ্রণের ফলে নূতন পদার্থের সৃষ্টি। Synthesis.

সংসদ্—লোকসভা, পার্লিয়ামেন্ট। Parliament.

সংস্কৃত শিক্ষাপীঠ—সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ। Chair of Sanskrit.

সংস্থা—প্রতিষ্ঠান। Establishment.

সংস্থা-বেতন—প্রতিষ্ঠানের বেতন। Pay of establishment.

সংস্থা-ব্যয়—প্রতিষ্ঠানের খরচ। Establishment charges.

সংহরণ—বাতিল করা, রদ করা, ফিরাইয়া লওয়া। Revocation.

সংহরণ করা—রদ করা, ফিরাইয়া লওয়া। Revoke.

সংহিতা—স্মৃতিশাস্ত্র, আইনের বই। Code.

সংহিতাবদ্ধ—বিধিবদ্ধ। Codified.

সংহৃত—যাহা ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন। Revoked.

সচিব—কর্মসম্পাদক। Secretary.

সঞ্চকী—'ছাঁচকার' দ্রঃ।

সত্রকালে, সত্রস্থ—অধিবেশন চলিতে থাকার সময়ে। In session (*e. g.*, when the Assembly is in session).

সদস্য প্রধান—পরিষদের দলনেতা। Leader of the House.

সদস্য, রাজস্ব পর্ষৎ—রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের পরিচালক-সমিতির সভ্য। Member, Board of Revenue.

সভাপতি—সভার কর্তা, সভাতে প্রধানরূপে নির্বাচিত এবং শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। Chairman.

সভাপাল—স্পীকার, পরিষদ্ প্রভৃতির সভাপতি। Speaker.

সমগ্র বিস্তার—সমস্ত চওড়ার দিক্। Over all width.

সমগ্র সূচী—বিস্তারিত সূচী। Exhaustive list.

সমন্বয় করা—সুবিন্যস্ত করা, মিলানো, উপযোগী করা, সামঞ্জস্য করা। Adjust.

সমন্বয়ন—সুবিন্যস্ত করণ, মিলানো, উপযোগী করণ। Adjustment.

সমন্বয়িত—সুবিন্যস্ত, মিলিত। Adjusted.

সমমূল্যে—সমান দরে। At par.

সমর্থক—সমর্থনকারী। Seconder.

সমর্থন—'দৃঢ়ীকরণ' দ্রঃ।

সমাগম—সম্মেলন ('অবৈধ সমাগম')। Assembly (*e. g.*, unlawful assembly.)

সমাজ—পরস্পর-নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। Society.

সমাবন্ধ—সংযোগ, মিলন। Combination.

সমামেল—চুক্তি অনুযায়ী মিলন। Confederation.

সমাযোজন—যাতায়াতের পথ বা ব্যবস্থা। Communication.

সমাহারকরণ—কর-সংগ্রাহকের পদ বা অধিকার। Collectorate.

সমিতি—কমিটি, সভা। Committee.

সমীক্ষা—সম্যক্ পরীক্ষা। Scrutiny.

সমুদ্রশুল্ক বিহিতক—বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিবার জন্য দেয় শুল্ক-সম্বন্ধীয় আইন। Sea-customs Act.

সম্পাদন শাখা—সম্পাদকীয় বিভাগ। Editorial section.

সম্প্রদায়—দল, সংঘ। Community.

সম্প্রসার—'উন্নয়ন' দ্রঃ।

সম্বদ্ধ, সম্বদ্ধীকৃত—সংযুক্ত। Affiliated.

সম্বদ্ধীকরণ—সংযুক্ত করা। Affiliation.

সম্ভাবনা, সম্ভাব্য ক্ষেত্র—আকস্মিক্‌ভাবে ঘটিতে পারার সম্ভাবনা, সম্ভাবনার স্থল। Contingency.

সম্ভাব্য অনুদান—প্রয়োজনের সময় ব্যয়যোগ্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ। Contingency grant.

সম্ভাব্য আদেয়ক—সম্ভাব্য খরচের পাওনাপত্র। Contingent bill.

সম্ভাব্য প্রভার—পরে আকস্মিকভাবে দরকার পড়িতে পারে এমন কাজের ব্যয়। Contingent charges.

সম্ভাব্য ব্যয় (বিশেষ)—বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য যে খরচ হইতে পারে। Contingencies (special).

সম্ভাব্য ব্যয় (সাধারণ)—সাধারণ ব্যাপারে যে খরচ হইতে পারে। Contingencies (regular).

সম্মতি—মত। Assent.

সম্মেলন—প্রতিনিধিসভা; অধিবেশন। Convention.

সরকার, শাসন—শাসকসম্প্রদায়। Government.

(কনিষ্ঠ) সরকারী অভিশংসক—অপরাধীর বিপক্ষে কার্যকারী অল্প অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন সরকারী উকিল। Public Prosecutor (Junior).

সরকারী অভিশংসক—অপরাধীর বিপক্ষে কার্যকারী সরকারী উকিল। Public Prosecutor.

সরকারী আদেশ, রাজকীয় আদেশ—সরকারী নির্দেশ। Government order.

সরকারী পরিবহণ অধিকর্তা—সরকারী যানচলাচল বিষয়ক কর্মকর্তা। Director of Government Transportation.

সরকারী প্রতিবেদক বা রিপোর্টার

—সরকারী সংবাদদাতা। Public Reporter.

সরকারী ব্যবহারিক—সরকার পক্ষীয় কৌঁসুলী। Government Counsel.

সরকারী মুদ্রণাধীক্ষক—সরকারী ছাপাখানার তত্ত্বাবধায়ক। Superintendent, Government Printing.

সরকারী যান রক্ষাধীক্ষক—সরকারী গাড়িসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। Maintenance Superintendent of Government vehicles.

সর্দার—কারখানাদির কর্মনায়ক। Foreman ; Gangman

সর্দার দপ্তরী—দপ্তরীপ্রধান, দপ্তরীদের কর্তা। Binding Foreman.

সর্দার পড়ুয়া—'ছাত্রনায়ক' দ্রঃ।

সহ সহকারী। Assistant.

সহ-অধিকর্তা—সহকারী কর্মকর্তা। Assistant Director.

সহ-করণাধ্যক্ষ—সহকারী অধ্যক্ষ (স্বরাষ্ট্র বিভাগ)। Assistant Registrar.

সহ-নিবন্ধক—সহকারী সরকারী তালিকা-রক্ষক ('প্রধান বিচারালয়ের—')। Assistant Registrar.

সহ-নিয়ামক—সহকারী নিয়ামক ('সমবায় সমিতির—')। Assistant Registrar.

সহ-প্রধানশিক্ষিকা—সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। Assistant Head Mistress.

সহ-বিশ্লেষক—সহকারী বিশ্লেষণকারী। Assistant Analyst.

সহ-মহাগাণনিক—সরকারপক্ষীয় হিসাব-নিকাশ ব্যাপারের সহকারী কর্মকর্তা। Assistant Accountant General.

সহ-রাসায়নিক—সহকারী রসায়নবিৎ। Assistant Chemist.

সহ-শিক্ষক - সহকারী শিক্ষক। Assistant Teacher.

সহ-শিক্ষক, সরকারী রেশম বয়ন ও রঞ্জন শিক্ষালয়—সরকারী রেশম বয়ন ও রং শিক্ষাভবনের সহকারী শিক্ষক। Assistant Master, Government Silk Weaving and Dyeing Institute.

সহ-সচিব—সহকারী কর্মসম্পাদক। Assistant Secretary.

সহাধীক্ষক—সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। Assistant Superintendent.

সাকল্যে—ঠিক ঠিক। In toto.

সাকল্যে, সমাহারে—মোটমাট। In total.

সামরিক দণ্ডবিধি—জঙ্গী আইন। Martial Law.

সামর্থ্য—'কর্মক্ষমতা' দ্রঃ।

সার—বস্তু-সংক্ষেপ। Abstract.

সার গ্রন্থ—সার সংক্ষেপ-লেখা বই। Manual.

সার নিবন্ধ—সারসংক্ষেপের তালিকা বই। Abstract register.

সারণী—নির্ঘণ্ট। Table.

সারণী করণ—সূচী করা। Tabling.

সারণীভুক্ত, সারণিত—সূচী তালিকা-ভুক্ত। Tabled.

সারেঙ—জাহাজ পরিচালক। Sareng.

সার্থ-নিবন্ধক—প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা-কারী। Registrar of Firms.

সীমাকর—সীমাশুল্ক। Terminal tax.

সীমাস্তম্ভ—সীমানাসূচক থাম। Boundary pillar.

সুদহীন—'নিষ্কুসীদ' দ্রঃ।

সূত্রধর ও এঞ্জিন-চালক—ছুতার ও যন্ত্র-চালনাকারী। Carpenter and Engine Driver.

সেচন-উপদর্শক—সেচ বিভাগের পরিদর্শক। Overseer, Irrigation.

সেচন ও জলপথ—সেচ ও জলপথ। Irrigation and Waterways.

সেচন কৃত্যক—সেচবিভাগের কাজ। Irrigation Service.

সেরেস্তাদার—বড় কেরানীবিশেষ। Sheristadar.

স্কন্ধ—কিস্তি। Instalment.

স্থগন প্রস্তাব—মুলতবী প্রস্তাব। Adjournment motion.

স্থপতি—গৃহাদিনির্মাতা। Architect.

স্থান—'অঞ্চল' দ্রঃ।

স্থানাপন্ন—কোন কর্মচারীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া যে কাজ করে এমন। Officiating.

স্থানিক নির্বাচন ক্ষেত্র—আঞ্চলিক নির্বাচন-স্থান। Territorial Constituency.

স্থানিক পরিবহণ অধিকারী—আঞ্চলিক যানচলাচল সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষ। Regional transport authority.

স্থানিকবল—রাষ্ট্রের অঞ্চলবিশেষের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী। Territorial Force.

স্থানীয় নিধি—স্থানীয় তহবিল। Local Fund.

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান—স্থানীয় সভা বা সংস্থা। Local body.

স্থায়ী অগ্রিমক—স্থায়ী দাদন। Permanent Advance.

স্থায়ী আদেশ—অপরিবর্তনীয় আজ্ঞা। Standing orders.

স্থায়ী নিধান—স্থায়ী জমা। Fixed Deposit.

স্থায়ী পুঁজী—স্থায়ী পুঁজি। Fixed capital.

স্থিতি—বাকী। Balance.

স্থিতি-পত্র—দেনাপাওনার লিখিত হিসাব। Balance sheet.

স্ফীতি, (মুদ্রা-) উৎসেক—মুদ্রাস্ফীতি। Inflation.

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Home Affairs.

স্বাস্থ্য কৃত্যক অধিকর্তা—স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মকর্তা। Director of Health Services.

স্বাস্থ্য-মন্ত্রক—স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর। Ministry of Health.

স্বাস্থ্যাধিকারিক—স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সরকারী পদস্থ কর্মচারী। Health Officer.

হ

হরফ-ঢালাইখানা-নায়ক—ছাপাখানার হরফ ঢালাই করার কারখানার কর্মাধ্যক্ষ। Type and Foundry Foreman.

হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ—হাতের লেখা পড়িতে অভিজ্ঞ। Handwriting Expert.

হস্তশিল্প শিক্ষক—যিনি হাতের কাজ শিক্ষা দেন। Manual Instructor.

হস্তান্তরণ—পরকীয়করণ। Alienate.

হস্তান্তরণীয়—'পারক্য-যোগ্য' দ্রঃ।

হাজিরা বহি—উপস্থিতি-নিবন্ধ, হাজিরা খাতা। Attendance register.

হানি—'পক্ষপাত' দ্রঃ।

হার—দর। Rate (*e. g.*, Rate of exchange).

হিসাব—জমাখরচ। Accounts.

হিসাব করণিক- হিসাবনিকাশের কেরানী। Accounts Clerk.

হিসাবরক্ষক—যে হিসাবনিকাশ করে। Accountant.

নূতন বাঙ্গালা অভিধান

ঘটনা-পঞ্জী

[নিম্নে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ, উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয় ঘটনাগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল। স্বভাবতঃই ভারতীয় ঘটনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যে-সব ক্ষেত্রে ঘটনার সুনির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় নাই, সে-সব ক্ষেত্রে আনুমানিক সময় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্য আজও অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেইজন্য ঐ যুগের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুনির্দিষ্ট সময় নির্ণয়ের অভাবে দেওয়া সম্ভব হইল না। (?- আনুমানিক) ।]

খ্রীষ্টপূর্ব

৪০০০ (?)—মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় প্রথম মানব-সভ্যতার বিস্তার।

৩০০০ (?)—ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তার।

২০০০ (?)—আর্যদের ভারতে আগমন; ব্যাবিলনে হামুরাবির রাজত্বকাল।

১৫০০ (?)—ভারতে বৈদিক সভ্যতার বিস্তার।

৯৫০ (?)—ভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

৯৪০ (?)—ইজরাইলের রাজা সলোমনের রাজত্বকাল।

৮০০—আফ্রিকার উত্তরাংশে প্রাচীন নগর কার্থেজের পত্তন।

৭৯০—ইথিওপিওগণ কর্তৃক মিশর জয়।

৭৭৬—গ্রীসে প্রথম অলিম্পিক খেলাধুলার প্রবর্তন।

৭৫৩—রোম নগরের প্রতিষ্ঠা।

৭৪৫—তৃতীয় টিগ্লাথ পিলেসার কর্তৃক ব্যাবিলন জয় এবং নূতন আসিরীয় সাম্রাজ্যের পত্তন।

৭২২—দ্বিতীয় সারগন আসিরীয়দের লৌহ অস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত করেন।

৭২১—আসিরীয়গণ কর্তৃক ইজরাইল রাষ্ট্র জয়।

৭০৫—আসিরিয়ার রাজা সেনাচেরিবের শাসনকাল আরম্ভ।

৬৮০—আসিরিয়ার রাজা এসারহাডন মিশরে থিব্‌স জয় করেন।

৬৭০—আসিরিয়ার রাজা অসুর্বনিপাল মিশর জয় করেন।

৬৬৪—প্রথম সাথেটিকাস মিশরের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন।

৬০৮—'মেগিডো'র যুদ্ধে মিশরের রাজা নেকো 'জুডা'র রাজা জোশিয়াকে পরাজিত করেন।

৬০৬—মিডিস ও চালডিয়া কর্তৃক নিনেভে শহর অধিকার।

৬০৪—মিশরের রাজা নেকো ইউফ্রেটিজ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার কর্তৃক পরাজিত হন।

৫৫৪ (?)—ভারতে অজাতশত্রুর শাসনকাল আরম্ভ।

৫৫০ - এই সময়ে ভারতে বুদ্ধদেব ও মহাবীর এবং চীনে কনফুসিয়াস ও লাওসি ধর্মপ্রচার করেন।

৫৩৯—সাইরাস কর্তৃক ব্যাবিলন অধিকার ও পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন।

৫৩০—পারসিক সেনাপতি স্কাইলাক্সের ভারত অভিযান।

৫২১—প্রথম দরায়ুস হেলেস্‌পণ্ট হইতে সিন্ধু পর্যন্ত সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

৪৯০—গ্রীসে মারাথনের যুদ্ধ।

৪৮০—গ্রীসে থার্মোপলীর যুদ্ধ।

৪৭৯—গ্রীসে প্লেটিয়ার যুদ্ধ।

৪৭৪—সিসিলীয় গ্রীকগণ কর্তৃক ইত্রাস্কনদের নৌ-বহর বিধ্বস্ত।

৪৩১—গ্রীসে পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধ আরম্ভ।

৪২৫ (?)—গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মৃত্যু।

৪১৩ (?)—ভারতে নন্দবংশের রাজত্বকাল আরম্ভ।

৩৯৯—দার্শনিক সক্রেতিসের মৃত্যু।

৩৫৯—ফিলিপ মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৩৪৭—দার্শনিক প্লেটোর মৃত্যু।

৩৩৮—মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ গ্রীস দেশ জয় করেন।

৩৩৪ গ্রেনিকাসের যুদ্ধে আলেকজান্দারের নিকট পারস্যের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়।

৩৩৩—আলেকজান্দার ও তৃতীয় দরায়ুসের মধ্যে ইসাসের যুদ্ধ।
৩৩১—আরবেলার যুদ্ধ।
৩৩০—পারস্যের রাজা তৃতীয় দরায়ুস নিহত।
৩২৭—আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ।
৩২৩—আলেকজান্দারের মৃত্যু।
৩২২—দার্শনিক এরিস্টটলের মৃত্যু।
৩২১—পঞ্জাবে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থান এবং মৌর্য যুগের আরম্ভ।
২৮৭ (?)—আর্কিমিডিসের জন্ম।
২৭৮—গলজাতির এশিয়া মাইনরে প্রবেশ এবং গ্যালেসিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন।
২৬৪ (?)—ভারতে অশোকের শাসনকার্য আরম্ভ; প্রথম পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম।
২২০—শি-হোয়াং তি চীনের সম্রাট্ হন। চীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ।
২০২—'জামা'র যুদ্ধে হ্যানিবলের পরাজয়।
১৫০—ভারতে শক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৪৬—রোমানগণ কর্তৃক কার্থেজ ধ্বংস।
১০২ রোমান সেনাপতি মেরিয়াস জার্মানদের বিতাড়িত করেন।
৮৯—সমগ্র ইতালীর স্বাধীন অধিবাসীরা রোমান নাগরিকত্ব লাভ করেন।
৭৩—ইতালীতে স্পারটেকাসের অধীনে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ।
৬৬—রোমান সেনাপতি পম্পি কাস্পিয়ান ও ইউফ্রেতিস অঞ্চলে রোমান সৈন্য পরিচালনা করেন।
বিক্রমাব্দ আরম্ভ।
৪৮—জুলিয়াস সীজার কর্তৃক পম্পি মিশরে পরাজিত।
৪৪—জুলিয়াস সীজার নিহত।
২৭ রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট্ অগাস্টাস সীজারের শাসনকাল আরম্ভ।
৪ যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রকৃত তারিখ।

খ্রীস্টাব্দ

৩০—খ্রীষ্টের মৃত্যু।
৪১—ক্লডিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন।
৬৮—রোমান সম্রাট নীরোর আত্মহত্যা।
৭৮—শকাব্দের প্রবর্তন।
৭৯—বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পেয়ী বিধ্বস্ত।
১২৫ (?)—কণিষ্কের পুরুষপুর সিংহাসনে আরোহণ।
১৬১—মার্কাস অরেলিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন।
১৬৪—রোম সাম্রাজ্যে ভয়াবহ প্লেগ মহামারীর বিস্তার।
২২০—ভারতে কুশান সাম্রাজ্যের অবসান; চীনে হান সাম্রাজ্যের অবসান।
২৪২—মনি কর্তৃক পারস্যে ধর্মপ্রচার আরম্ভ।
২৪৭—গথজাতি দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে।
২৫১—রোমান সম্রাট্ দেসিয়াস নিহত।
২৭৭—ধর্মপ্রচারক মনি পারস্যে নিহত।
৩০৩—রোমান সম্রাট্ ডিওক্লেসিয়ান কর্তৃক খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার।
৩১২—কনস্টান্টিন রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন।
৩১৯ (?)—পাটলিপুত্র নগর গুপ্তরাজ্যের রাজধানী; গুপ্তাব্দের আরম্ভ।
৩৩০—সমুদ্রগুপ্তের শাসনকাল আরম্ভ।
৩৭৬ (?)—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট্টের জন্মকাল।
৩৮০—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকাল আরম্ভ।
৩৯৫—রোমান সম্রাট্ থিওডোসিয়াসের মৃত্যু।
৪০১ (?)—চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভারতে আগমন।
৪১০—গথ নেতা আলারিক রোম অধিকার করেন।
৪১৫—কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল আরম্ভ।
৪৫১—ট্রয়েসের যুদ্ধে বীরপুঙ্গব এটিলার পরাজয়।
৪৫৩—এটিলার মৃত্যু।
৪৫৫—স্কন্দগুপ্তের শাসনকাল আরম্ভ।
৫২৯—বাইজানটাইন সম্রাট্ জাস্টিনিয়ান (প্রথম) এথেন্সের দর্শন-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দেন।
৫৩০ (?)—মালবের রাজা যশোধর্মদেব কর্তৃক হুনদের শক্তি বিনষ্ট।
৫৩১—ইরাণী সম্রাট্ প্রথম খসরুর রাজত্বকাল আরম্ভ।
৫৪৩—কন্স্টান্টিনোপলে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব।
৫৭০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
৬০০ (?)—শশাঙ্কের রাজত্বকাল আরম্ভ।
৬০৬—হর্ষবর্ধনের সিংহাসনে আরোহণ।
৬০৯—দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল আরম্ভ।
৬১৯—চীনে তাং বংশের রাজত্ব আরম্ভ।
৬২২—হিজিরা অব্দ আরম্ভ।
৬২৭—তাই-সুঙ্গ চীনের সম্রাট্ হন।
৬৩২—হজরত মহম্মদের মৃত্যু।
৬৩৪—মুসলমানগণ কর্তৃক সিরিয়া অধিকার।
৭০০ (?)—বাংলায় আদিশূরের আবির্ভাব।
৭১১—আফ্রিকা হইতে মুসলমানদের স্পেন আক্রমণ।
৭১২—মুসলমানগণ কর্তৃক সিন্ধুদেশ আক্রমণ।
৭১৫—পীরিনিজ পর্বত হইতে চীন পর্যন্ত খলিফা ওয়ালিদের (প্রথম) রাজত্ব বিস্তার।
৭৩২—পোয়াতিয়েরের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল কর্তৃক মুসলমানদের পরাজয়।
৭৫০ (?)—গৌড়ে পাল বংশের শাসন আরম্ভ।
৭৬৮—শার্লমান সিংহাসনে আরোহণ করেন।
৭৮০ (?)—ধর্মপালের রাজ্যলাভ।
৭৮৬—বাগদাদে হারুণ অল রসিদ খলিফা হন।
৭৯৫—তৃতীয় লিও পোপ হন।
৮০০—পোপ লিও রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জায় পাশ্চাত্য জগতের সম্রাটরূপে শার্লমানকে অভিষিক্ত করেন; ভারতে রাজপুত যুগের আরম্ভ।
৮২০ (?)—দার্শনিক শংকরাচার্যের মৃত্যু।
৮২৮—ইগবার্ট ইংলণ্ডের প্রথম রাজা হন।
৯১৯—হেনরি দি ফাউলার জার্মানীর রাজারূপে নির্বাচিত হন।
৯৬২—প্রথম অটো "পবিত্র" রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হন; আলপ্তাগিন নামে এক তুর্কী ক্রীতদাস কর্তৃক গজনীতে মুসলমানরাজ্য স্থাপন।
৯৮৭—হিউ ক্যাপেট ফ্রান্সের রাজা হন।
৯৯৭—মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।
১০১৬—ক্যানিউট ইংলণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজা হন।
১০২০—'শাহ্‌নামা' গ্রন্থের রচয়িতা কবি ফেরদৌসীর মৃত্যু।
১০২৬—গজনীর সুলতান মামুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংস।
১০৬৬—নরমান্ডীর ডিউক উইলিয়াম কর্তৃক ইংলণ্ড জয়।
১০৭৬—তাতারগণ কর্তৃক "পবিত্র নগর" জেরুজালেম অধিকার।
১০৯৬—গির্জা কর্তৃপক্ষের প্রণোদনায় খ্রীষ্টান জনসাধারণের 'ক্রুসেডে' যোগদান।
১০৯৯—খ্রীষ্টানগণ কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার।
১১৪৭—দ্বিতীয় 'ক্রুসেড'।
১১৫৯—বাংলায় বল্লাল সেনের শাসনকাল আরম্ভ।
১১৭৬—রোমান সম্রাট্ ফ্রেডারিক বার্বারোসা ভেনিসে পোপ তৃতীয় আলেকজান্দারের আনুগত্য স্বীকার করেন।
১১৮৫—বাংলার লক্ষ্মণ সেনের শাসনকাল আরম্ভ।
১১৮৭—মিশরের সুলতান সালাদিন কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার।
১১৮৯—তৃতীয় 'ক্রুসেড'।
১১৯২—মহম্মদ ঘোরীর নিকট দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের পরাজয়।
১১৯৪—মহম্মদ ঘোরীর সৈন্যদল কর্তৃক

কনৌজাধিপতি জয়চন্দ্র চান্দোয়ার যুদ্ধে পরাজিত।

১২০২—চতুর্থ 'ক্রুসেড'।

১২০৬—ভারতে মুসলমান যুগ আরম্ভ; কুতবউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণ।

১২১৪—চেঙ্গিস্ খাঁ পিকিং অধিকার করেন; মঙ্গোলদের এশিয়া ও পূর্ব ইওরোপ অধিকার।

১২১৫—ইংলণ্ডের রাজা জন কর্তৃক ম্যাগনা কার্টায় স্বাক্ষর প্রদান।

১২২৬—আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের মৃত্যু।

১২২৭—বীরপুঙ্গব চেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যু।

১২৩৬—রিজিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ।

১২৭১—মার্কো পোলোর দেশ-ভ্রমণ আরম্ভ।

১২৮০—মোগল বীর কুবলাই খাঁ চীনের সম্রাট্ হন।

১২৮৫—আলেকজান্দার ডি স্পাইন্ কর্তৃক চশমা আবিষ্কার।

১২৯২—কুবলাই খাঁর মৃত্যু।

১২৯৩—দার্শনিকপ্রবর রোজার বেকনের মৃত্যু।

১২৯৫—বৃটেনে পার্লামেন্টের সূচনা।

১২৯৬—ভারতে আলাউদ্দীনের শাসনকাল আরম্ভ।

১৩৩৬—দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

১৩৩৮—ইওরোপে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ।

১৩৪৭—দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

১৩৪৮—ইওরোপে প্লেগ মহামারীর ব্যাপক আবির্ভাব।

১৩৯৮—তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ।

১৪১৪—বাংলায় রাজা গণেশের শাসনকাল আরম্ভ।

১৪৬৯—শিখ গুরু নানকের জন্ম।

১৪৮০—মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউক তৃতীয় আইভান মোগলদের আধিপত্য অস্বীকার করেন।

১৪৮৫—নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্ম।

১৪৯২—খ্রীষ্টফার কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় পৌঁছান।

১৪৯৩—বাংলার পাঠান রাজা হুসেন শাহের শাসনকাল আরম্ভ।

১৪৯৮—পর্তুগিজ ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন।

১৪৯৯—সুইজারলণ্ড স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৫০১—পর্তুগিজগণ কর্তৃক গোয়া অধিকার।

১৫০৯—ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সিংহাসনে আরোহণ।

১৫১৫—প্রথম ফ্রান্সিসের ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ।

১৫১৯—কোর্টেজ কর্তৃক মেক্সিকোর 'মধ্য প্রস্তর' সাম্রাজ্য অধিকার।

১৫২০—পঞ্চম চার্লস রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্ নির্বাচিত।

১৫২৬—প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভ এবং দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

১৫২৯ মার্টিন লুথার কর্তৃক পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অস্বীকার।

১৫৩৯ চৌস নামক স্থানে শের খাঁ কর্তৃক হুমায়ুন পরাজিত; সেণ্ট ইগ্নেটিয়াস অব লায়োলা কর্তৃক যীশু-সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৫৪৬—মার্টিন লুথারের মৃত্যু।

১৫৪৭—রাশিয়ার সম্রাট্ চতুর্থ আইভান (দি টেরিবল্) কর্তৃক 'জার' উপাধি গ্রহণ।

১৫৫৬—ভারতে সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকাল আরম্ভ; পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।

১৫৫৮—ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের শাসনকাল আরম্ভ।

১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।

১৫৬৫—তালিকোটার যুদ্ধ।

১৫৬৯—আকবর কর্তৃক চিতোর জয়।

১৫৭২—প্রতাপসিংহ মেবারের রানা হন।

১৫৭৬—হলদিঘাটের যুদ্ধ; সম্রাট্ আকবর কর্তৃক বাংলা জয়।

১৫৯০—জানসেন কর্তৃক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

১৬০০—ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন।

১৬০২—ওলন্দাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন।

১৬০৮—লিপাস কর্তৃক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

১৬১৪—জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম কর্তৃক মেবার জয়।

১৬১৫—সার টমাস রো'র সুরাট বন্দরে অবতরণ।

১৬১৬—শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন; দিনেমারগণ কর্তৃক শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন।

১৬১৮—ইওরোপে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ।

১৬২০—'পিলগ্রিম ফাদার্স'দের আমেরিকায় অবতরণ।

১৬৩১—আগ্রার তাজমহল নির্মাণ আরম্ভ।

১৬৩২—বাংলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁ কর্তৃক পর্তুগিজদের নিকট হইতে হুগলী অধিকার।

১৬৩৭—দিল্লীর জুম্মা মসজিদ নির্মাণকার্য সমাপ্ত।

১৬৪৩—ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকাল আরম্ভ।

১৬৪৮—ইওরোপে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান ও ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি।

১৬৪৯—ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড।

১৬৫৮—সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের শাসনকাল আরম্ভ; ক্রমওয়েলের মৃত্যু।

১৬৭৪—শিবাজীর রাজ্যাভিষেক ও 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ; ফরাসীগণ কর্তৃক পণ্ডিচেরী ক্রয়।

১৬৭৯—আওরঙ্গজেব কর্তৃক 'জিজিয়া' কর পুনঃস্থাপন।

১৬৮৮—চন্দননগরে ফরাসীদের কুঠি স্থাপন।

১৬৮৯—রুশ সম্রাট্ পিটার দি গ্রেট-এর শাসনকাল আরম্ভ।

১৬৯০ জব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয়।

১৬৯৬—কলিকাতায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকগণ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ নির্মাণ।

১৭০৭—আওরঙ্গজেবের মৃত্যু; মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ।

১৭০৮—গুরু গোবিন্দের দেহত্যাগ।

১৭২১—ফারেনহাইট কর্তৃক থার্মোমিটার আবিষ্কার।

১৭২৭—বিজ্ঞানী নিউটনের মৃত্যু; বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু।

১৭৩৬—নাদির শাহ্ কর্তৃক পারস্যের সিংহাসন অধিকার।

১৭৩৯—নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

১৭৪০—বাংলায় আলিবর্দি খাঁর শাসনকাল আরম্ভ।

১৭৫৫—আমেরিকা ও ভারতের উপর প্রভুত্বের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিযোগিতা, ইওরোপে সাত বৎসরের যুদ্ধ আরম্ভ।

১৭৫৬—সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন) এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা।

১৭৬১—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

১৭৬৩—বাংলার নবাব মীরকাসিম ইংরেজদের হস্তে পরাজিত; বৃটেনের সঙ্গে কানাডার যোগসাধন।

১৭৬৪—বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার পরাজয়।

১৭৬৭—বীর রমণী অহল্যা বাঈ কর্তৃক হোলকার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ।

১৭৬৯—ওয়াট কর্তৃক বাষ্প এঞ্জিন

আবিষ্কার; নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জন্ম।

১৭৭০—বাংলাদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

১৭৭৪—রোহিল্লা যুদ্ধ।

১৭৭৫—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি।

১৭৭৬—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা (৪ঠা জুলাই)।

১৭৮০—পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের জন্ম।

১৭৮৪—পিটের ভারত-আইন।

১৭৮৫—ব্রিটিশ আমলে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ হইতে হেস্টিংসের পদত্যাগ।

১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব (১৪ই জুলাই)।

১৭৯২—ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৭৯৩—বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (জমিদারী প্রথা) প্রবর্তন; ফ্রান্সের ষষ্ঠদশ লুই-এর মস্তক ছেদন।

১৭৯৪—ফরাসী বিপ্লবের নেতা রব্‌স্‌পিয়েরের গিলটিনে মুণ্ডচ্ছেদন।

১৭৯৬—জেনার কর্তৃক বসন্ত রোগের টিকার আবিষ্কার।

১৭৯৮—কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮০০—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সুরাট প্রাপ্তি।

১৮০৪—নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ফ্রান্সের সম্রাট্‌ হন; ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা।

১৮০৫—ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে ট্রাফালগার যুদ্ধ।

১৮১২—রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে মস্কো হইতে নেপোলিয়নের পশ্চাদপসরণ।

১৮১৪—নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ; স্টিফেনসন কর্তৃক রেলগাড়ির এঞ্জিন আবিষ্কার।

১৮১৫—ওয়াটার্লুর যুদ্ধ।

১৮১৬—কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।

১৮২১—সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়নের মৃত্যু।

১৮২৯—ভারতে সতী-দাহ প্রথার উচ্ছেদ।

১৮৩২—নাট্যকার গ্যেটের মৃত্যু।

১৮৩৩—রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু (২৭শে সেপ্টেম্বর)।

১৮৩৫—'সমাজতন্ত্রবাদ' শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার; বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার; ভারতের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশে নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজী শিক্ষা প্রচারেই ব্যয়িত হইবে; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম।

১৮৩৭—ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ।

১৮৩৯—লুইডগার কর্তৃক ফোটোগ্রাফীর উদ্ভাবন।

১৮৪০—চীনা ও ইংরেজদের মধ্যে "আফিম যুদ্ধ"; নিউজিল্যাণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

১৮৪২—ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু।

১৮৪৩—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবিষ্কর্তা সামুয়েল হানিমানের মৃত্যু।

১৮৫২—রাধানাথ শিকদার কর্তৃক এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কার।

১৮৫৪—ইওরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ।

১৮৫৬—হিন্দুবিধবা বিবাহ আইন প্রচলন; মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের জন্ম।

১৮৫৭—ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম (বা সিপাহী-বিদ্রোহ)।

১৮৫৮—ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ; গোয়ালিয়র যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রাণত্যাগ; ভারতে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত; জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম।

১৮৫৯—নীলকর আন্দোলন আরম্ভ।

১৮৬১—আব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হন; মার্কিন ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ, পণ্ডিত মালবোর জন্ম।

১৮৬৪—ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে অমৃতসরের সন্ধি সম্পাদন; জেনেভায় রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের জন্ম।

১৮৬৭ নোবেল কর্তৃক ডিনামাইটের আবিষ্কার।

১৮৬৯—প্রথম সুয়েজ খাল খোলা হয়।

১৮৭১—চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

১৮৭২—শ্রীঅরবিন্দের জন্ম; ভারতে প্রথম লোক-গণনা আরম্ভ।

১৮৭৩—মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু।

১৮৭৫—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ স্থাপন।

১৮৭৬—ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম; গ্রেহাম বেল কর্তৃক টেলিফোন আবিষ্কার।

১৮৭৭—কবি মহম্মদ ইকবালের জন্ম।

১৮৭৮—ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় সংবাদপত্র দমন আইন (The Vernacular Press Act) জারি।

১৮৭৯—আফ্রিকার জুলুদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত; আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম।

১৮৮২—দার্শনিক ইমার্সনের মৃত্যু; বিজ্ঞানী ডারুইনের মৃত্যু; কলিকাতায় প্রথম টেলিফোন স্থাপিত।

১৮৮৩—কার্ল মার্কসের মৃত্যু।

১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন; ট্রান্সভালে স্বর্ণ আবিষ্কার।

১৮৮৬—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ; কেশব সেনের মৃত্যু।

১৮৮৭—এডিসন কর্তৃক চলচ্চিত্র আবিষ্কার।

১৮৯১—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু; পেশোয়ারে আবদুল গফুর খাঁর জন্ম।

১৮৯৩—হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় গমন; চলচ্চিত্রের যন্ত্র আবিষ্কার।

১৮৯৪—জাপানের নিকট চীনের পরাজয়; বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু (৮ই এপ্রিল)।

১৮৯৫—রঞ্জনরশ্মি আবিষ্কার; লুই পাস্তুরের মৃত্যু।

১৮৯৬—ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কার।

১৮৯৮—কুরি দম্পতি কর্তৃক রেডিয়াম আবিষ্কার; জার্মান রাজনীতিবিদ্‌ বিসমার্কের মৃত্যু।

১৮৯৯—আফ্রিকায় বুয়ার যুদ্ধ আরম্ভ।

১৯০০—চীনে বক্সার বিদ্রোহ।

১৯০১—শান্তিনিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের) প্রতিষ্ঠা।

১৯০৩—আধুনিক বিমান যানের আবিষ্কার; পানামা-খাল খনন।

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন; জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয়; আইনস্টাইন কর্তৃক আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা।

১৯০৬—পিয়ারীর উত্তর মেরু গমন; ঢাকায় মুসলীম লীগের প্রথম অধিবেশন (ডিসেম্বর)।

১৯০৮—জাতীয় আন্দোলনের প্রথম বলি প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান (৩রা মে); লর্ড ব্যাডেন পোয়েল কর্তৃক 'বয় স্কাউট' দলের প্রতিষ্ঠা।

১৯১০—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মৃত্যু।

১৯১১—বঙ্গভঙ্গ রদ।

১৯১২—সান্‌-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা; ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত; সুবৃহৎ টাইটানিক জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে নিমজ্জিত (১৩ই এপ্রিল); আমাণ্ডসেন দক্ষিণ মেরুতে গমন করেন (১৪ই ডিসেম্বর)।

১৯১৩—সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নোবেল প্রাইজ' লাভ।

১৯১৪—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (১লা অগস্ট); অপ্টোফোন যন্ত্রের আবিষ্কার।

১৯১৫—গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মৃত্যু।

১৯১৭—রাশিয়ায় দুইবার বিপ্লব—এবং বলশেভিক শাসনের প্রতিষ্ঠা; দাদাভাই নওরোজীর মৃত্যু।

১৯১৮—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান।

১৯১৯—ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিহারে চম্পারণ সত্যাগ্রহ; ভার্সাই সন্ধি (২৮শে জুন); জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা।

১৯২০—মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন; ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু।

১৯২১—গ্রীস কর্তৃক তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

১৯২২—এশিয়া মাইনরে তুরস্ক কর্তৃক গ্রীস পরাভূত; আইরিশ ফ্রি স্টেটের প্রতিষ্ঠা; ডাঃ ইউ. এন. ব্রহ্মচারী কর্তৃক কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার।

১৯২৪—লেনিনের মৃত্যু; আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু; ভারতে প্রথম 'রেডিও ক্লাব' প্রতিষ্ঠা (১৬ই মে)।

১৯২৫—দূরেক্ষণ যন্ত্র (টেলিভিসন) আবিষ্কার; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু (১৬ই জুন)।

১৯২৬—আততায়ীর গুলিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত।

১৯২৭—সবাক্ চলচ্চিত্রের প্রসার।

১৯২৯—মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা; পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব গৃহীত; ব্রিটিশ সরকারের আমলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮ই মে); জেলে প্রায়োপবেশনের ফলে যতীন দাসের মৃত্যু (১৩ই সেপ্টেম্বর); পেনিসিলিন আবিষ্কার।

১৯৩০—লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশে মহাত্মা গান্ধীর "ডাণ্ডী যাত্রা" (১১ই মার্চ); হিটলারের দল কর্তৃক জার্মানীতে ক্ষমতা অধিকার; সি. ভি. রমণ কর্তৃক বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ; প্লুটো গ্রহ আবিষ্কার (১৩ই মার্চ)।

১৯৩১—গান্ধী-আরউইন চুক্তি (৫ই মার্চ); মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের আক্রমণ; বিজ্ঞানী এডিসনের মৃত্যু।

১৯৩৩—হিটলার জার্মানীর ডিক্টেটর হন।

১৯৩৪—বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্প (১৫ই জানুয়ারি); কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী দল গঠন।

১৯৩৫—ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন (১লা এপ্রিল); কোয়েটাতে ভয়াবহ ভূমিকম্প (৩০শে জুন); ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে পৃথক্ করা।

১৯৩৬—ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যু; স্পেনে ঘরোয়া যুদ্ধ; অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ; ম্যাক্সিম গোর্কীর মৃত্যু।

১৯৩৭—ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ (জুলাই); জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু।

১৯৩৮—ইওরোপে মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত।

১৯৩৯—সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (অগস্ট); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ (১লা সেপ্টেম্বর)।

১৯৪০—মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান দাবি।

১৯৪১—সুভাষচন্দ্রের গোপনে ভারত ত্যাগ (২৬শে জানুয়ারি); জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ (২২শে জুন); রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু (৭ই অগস্ট); জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণ (৭ই ডিসেম্বর)।

১৯৪২—'ভারত ছাড়' আন্দোলন; কলিকাতায় জাপানী বিমানের প্রথম আক্রমণ (২১শে ডিসেম্বর); স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মান সৈন্যের বিপর্যয়।

১৯৪৩—'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ; সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষ বসু কর্তৃক আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট গঠন (২১শে অক্টোবর)।

১৯৪৪—ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আজাদ হিন্দ বাহিনীর উপস্থিতি; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যু (১৬ই জুন)।

১৯৪৫—জার্মানীর আত্মসমর্পণ (৭ই মে); জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর আমেরিকা কর্তৃক পারমাণবিক বোমা বর্ষণ (৬ই অগস্ট); জাপানের আত্মসমর্পণ (১০ই অগস্ট); ফরমোজায় বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যুর সংবাদ (২৩শে অগস্ট); সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা (২৪শে অক্টোবর)।

১৯৪৬—ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের ভারতে আগমন (১৬ই মে); মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নামে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড (১৬ই অগস্ট); জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের যোগদান (২রা সেপ্টেম্বর)।

১৯৪৭—ভারতের স্বাধীনতা লাভ (১৫ই অগস্ট); পাকিস্তানের সৃষ্টি; পাকিস্তান হইতে কাশ্মীর আক্রমণ (২২শে অক্টোবর)।

১৯৪৮—আততায়ীর হস্তে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু (৩০শে জানুয়ারি); মহম্মদ আলি জিন্নার মৃত্যু (১১ই সেপ্টেম্বর); হায়দারাবাদের নিজামের আত্মসমর্পণ (১৭ই সেপ্টেম্বর)।

১৯৪৯—চীনে মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা (১লা অক্টোবর)।

১৯৫০—ভারত সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত (২৬শে জানুয়ারি); কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ (২৫শে জুন); আসামে ভয়াবহ ভূমিকম্প (১৫ই অগস্ট); শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু (৫ই ডিসেম্বর)।

১৯৫১—ইঙ্গ-ইরানীয় তৈল কোম্পানি কর্তৃক ইরানের তৈল শোধনাগার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ (৩১শে জুলাই); আততায়ীর হস্তে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ নিহত (১৬ই অক্টোবর); স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ (২৫শে অক্টোবর); শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

১৯৫২—মিশরের রাজা ফারুকের সিংহাসন ত্যাগ (২৬শে জুলাই); ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপস্থাপিত (৮ই ডিসেম্বর)।

১৯৫৩—মার্শাল স্ট্যালিনের মৃত্যু (৬ই মার্চ); পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের পদচ্যুতি—এবং মহম্মদ আলির মন্ত্রিসভা গঠন (১৭ই এপ্রিল); তেনজিঙ্গ নোরকে ও এডমণ্ড হিলারী কর্তৃক এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে আরোহণ (২৯শে মে); কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি (২৭শে জুলাই); কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতি (৯ই অগস্ট); ইরানের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেক গ্রেফতার (২০শে অগস্ট); স্বতন্ত্র অন্ধ্ররাজ্যের সৃষ্টি (১লা অক্টোবর); ভারতে উত্তরাধিকার কর আইন প্রচলন (১৫ই অক্টোবর); ব্রিটিশ গায়নাতে ডাঃ জগনের নেতৃত্বাধীন গভর্নমেণ্ট অপসারিত (৯ই অক্টোবর)।

১৯৫৪—প্রয়াগে কুম্ভ-মেলার দুর্ঘটনায় বহু লোকের মৃত্যু (৩রা ফেব্রুয়ারি); কলম্বো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন (২৮শে এপ্রিল); পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত (১১ই মে); ভারত-কাশ্মীর চুক্তি কার্যে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রপতির নির্দেশ-নামা জারি (১৪ই মে)

চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন লাই-এর ভারতে আগমন (২৫শে জুন)।

১৯৫৫—চার্চিলের পদত্যাগ, ইডেনের প্রধান মন্ত্রীর আসন গ্রহণ; আইনস্টাইনের মৃত্যু; বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভের ভারত-সফর।

১৯৫৬—মরক্কো ও সুদানের স্বাধীনতা লাভ; ভারতের রাজ্য পুনর্গঠন; সুয়েজখাল জাতীয়করণ; ডাঃ মেঘনাদ সাহা, আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও মাদাম জোলিও কুরীর মৃত্যু।

১৯৫৭—ঘানার স্বাধীনতা লাভ; ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বিতীয়বার ভারতের রাষ্ট্রপতির আসনে আরোহণ; মালয়ের স্বাধীনতা লাভ; রাশিয়া কর্তৃক মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুটনিক) প্রেরণ।

১৯৫৮—মিশর ও সিরিয়া কর্তৃক সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র গঠন; চিনাকুড়ি কয়লা-খনি দুর্ঘটনা; ক্রুশ্চেভের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ; মিহির সেনের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম; পাকিস্তানে সামরিক শাসন; রাষ্ট্রপতির পদে আয়ুব খান; ফ্রান্সের সভাপতির পদে জেনারেল ডি গল।

১৯৫৯—জর্জ মার্শাল ও ডালেসের মৃত্যু; আলাস্কা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯ ও ৫০তম রাষ্ট্ররূপে অন্তর্ভুক্ত; আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট পদে ডি ভ্যালেরা; চীন কর্তৃক দালাই লামার স্থানীয় সরকার বাতিল; সোভিয়েট রকেট লুনিক—২ চন্দ্রলোকে উপনীত; আইসেন-হাওয়ারের ভারত ভ্রমণ; চীন সৈন্যের ভারত-সীমান্ত অতিক্রম; বন্দরনায়ক নিহত।

১৯৬০—বরিস পাস্তারনাকের মৃত্যু; মালি, ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড, ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, মাদাগাস্কার, বেলজিয়ান কঙ্গো, আইভরি কোস্ট, দাহোমে, উত্তর ভোল্টা, নাইজার, নাইজিরিয়া, সাইপ্রাস, মাউরিটানিয়া প্রভৃতির স্বাধীনতা লাভ; শ্রীমতী বন্দরনায়ক সিংহলের প্রধানমন্ত্রী; ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর মৃত্যু; বাঙালী অভিযাত্রীদের দ্বারা নন্দাঘুন্টি পর্বতশৃঙ্গ অভিযানে সাফল্য; এয়ার-মার্শাল সুব্রত মুখার্জীর মৃত্যু।

১৯৬১—কেনেডির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আসন গ্রহণ; রানী এলিজাবেথের ভারত ভ্রমণ; লুমুম্বা নিহত; হ্যামারশীল্ডের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু; ডাঃ সুবোধ মিত্র ও আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মৃত্যু; সোভিয়েট মহাকাশচারী গাগারিন ও টিটভের শূন্যে পৃথিবী পরিক্রমা।

১৯৬২—সজনীকান্ত দাস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু; মার্কিন মহাকাশচারী গ্লেন ও কার্পেন্টারের পৃথিবী পরিক্রমা; পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রফুল্লচন্দ্র সেন; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি পদে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন; চীন কর্তৃক ভারতের উত্তর সীমানায় অনুপ্রবেশ; শ্রীকৃষ্ণমেননের পদত্যাগ।

১৯৬৩—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যু; অগ্নিগিরি আগুংয়ের বিস্ফোরণে বহু সহস্র লোকের মৃত্যু; মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপারের শূন্যে পৃথিবী পরিক্রমা; মার্কিন অভিযাত্রীদের দুইবার এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ; নিয়াসাল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ; নূতন মালয়েশিয়া রাষ্ট্রগঠন; সোভিয়েট মহাকাশচারী বাইকোভস্কি এবং মহাকাশচারিণী তেরেশকোভার শূন্যে পৃথিবী পরিক্রমা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি কেনেডির আততায়ীর হস্তে মৃত্যু।

১৯৬৪—জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু; ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে লালবাহাদুর শাস্ত্রী; রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রিত্ব থেকে ক্রুশ্চেভের অপসারণ ও আলেক্সি কোসিগিনের সেই পদ গ্রহণ; চীনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

১৯৬৫—উইনস্টন চার্চিলের মৃত্যু; ভারতীয় দলের পর পর চারিবার এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ; পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ; পাক সৈন্যদল বিপর্যস্ত; রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে যুদ্ধবিরতি; সমারসেট মম ও জেনারেল থিমাইয়ার মৃত্যু।

১৯৬৬—তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত; তাসখন্দে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু; প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী; বীর সাভারকর, ওয়াল্ট ডিসনে ও দেবজ্যোতি বর্মনের মৃত্যু; বিমান দুর্ঘটনায় ডাঃ হোমি ভাবার মৃত্যু; মিহির সেন কর্তৃক পক প্রণালী, জিব্রালটার প্রণালী, দারদানেলেস প্রণালী, কনস্ট্যান্টিনোপল প্রণালী (বসফরাস) ও পানামা খাল অতিক্রম।

১৯৬৭—স্যার ক্যাম্পবেলের মৃত্যু; বৈদ্যনাথের পক প্রণালী অতিক্রম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ; ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে ডাঃ জাকীর হোসেন ও উপরাষ্ট্রপতি পদে ভি. ভি. গিরি; সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সহিত ইজরেলের যুদ্ধ; লর্ড এটলীর মৃত্যু।

১৯৬৮—কংগ্রেস সভাপতি পদে নিজলিঙ্গাপ্পা; সোয়াজিল্যাণ্ড ও মরিসাসের স্বাধীনতা লাভ; মার্টিন লুথার কিং নিহত; হেলেন কেলারের মৃত্যু, হরগোবিন্দ খোরানার শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ; পরলোকে আপটন সিনক্লেয়ার ও জন স্টাইনবেক; মার্কিন মহাকাশচারী বোরম্যান, লোভেল ও অ্যাণ্ডার্সের চন্দ্র পরিক্রমা।

১৯৬৯—জাকীর হোসেনের মৃত্যু; ভি. ভি. গিরি ভারতের রাষ্ট্রপতি; স্ট্যাফোর্ড, ইউজিন কারনান ও ইয়ং-এর চন্দ্র পরিক্রমা; আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন, কনরাড ও অ্যালেন বীনের চন্দ্রে পদক্ষেপ।

১৯৭০—পরলোকে বারট্রাণ্ড রাসেল, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, নাসের, দ্য-গল, সি. ভি. রমন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক; মেঘালয় রাজ্যের সৃষ্টি; মার্কিন মহাকাশচারীর তৃতীয়বার চন্দ্রে পদক্ষেপ।

১৯৭১—মার্কিন মহাকাশচারীর চন্দ্রে অবতরণ; পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ ও ১৮ই ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে মিজোরামের সৃষ্টি; পরলোকে নিকিতা ক্রুশ্চেভ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিক্রম সরাভাই।

১৯৭২—পরলোকে গোবর গুহ, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, হরিহর শেঠ, যামিনী রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, টুম্যান; মার্কিন মহাকাশচারীর দুইবার চাঁদে অবতরণ।

১৯৭৩—পরলোকে পার্ল বাক, নোয়েল কাওয়ার্ড, পাবলো পিকাসো, পণ্ডিচেরীর শ্রীমা, ইতালীয় দলের এভারেস্ট জয়; ইজরায়েল, ইজিপ্ট ও সিরিয়ার লড়াই শুরু।

১৯৭৪—পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মুজতবা আলি, বুদ্ধদেব বসু, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অহীন্দ্র চৌধুরী, সীতা দেবী; কল্যানীতে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত—কল্যানী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যানী কলা ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৭৫—পরলোকে চিয়াং কাই-শেক, রাধাকৃষ্ণন, ডি ভ্যালেরা, কালিদাস রায়; সিকিম ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য; জাপানী মহিলা জাংকো তাবেই কর্তৃক এভারেস্ট জয়; মুজিবর রহমান সপরিবারে সামরিক কর্মচারীদের দ্বারা নিহত; ভারত কর্তৃক কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'কে শূন্যে প্রেরণ।

প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর

এই ধরণীর স্থলে জলে অণু-পরমাণুর আকারে লক্ষ লক্ষ জীব মানবেন্দ্রিয়ের চির-অলক্ষ্যে রহিয়াছে, এই ধরণীর মত সুবৃহৎ অসংখ্য গ্রহ-সমন্বিত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ দূরে—কল্পনাতীত থাকিয়া সীমাহীন মহা-ব্যোমে বিচরণ করিতেছে। মানুষ সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে —অন্তরের সমগ্র শক্তি দিয়া এই অতি বিচিত্র মহা-ব্যোমের অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ স্রষ্টাকে বুঝিতে চাহিয়াছে, হইতে চাহিয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ —করিতে গিয়া যুগে যুগে মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ——মনীষী ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে নানা রূপ দিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, "বেদপ্রমাণকং শ্রেয়ঃসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মঃ।" বেদবিহিত শ্রেয়ঃসাধন —

জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মই ধর্ম্ম। কেহ বলিয়াছেন, আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ।"—যাহা অনুষ্ঠানমূলক তাহাই ধর্ম্ম।

মার্টিন লুথার (martin Luther) বলিয়াছেন, "God means Good and means best that knows man orcan know"—ঈশ্বর কল্যাণময় এবং মানবের জ্ঞাত ও জ্ঞেয় সব কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (HerbeRt Spencer বলিয়াছেন, "absolute cannot b known yt the idea of the Absolute is a positive idea." ঈশ্বরকে জানা যায় না বটে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে স্থির ধারণা।

প্রুফ-সংশোধন-প্রণালীর ব্যাখ্যা

[প্রুফ সংশোধন করিতে হইলে কম্পোজ-করা বিষয়ের যে স্থানে ভুল আছে, তাহা কাটিয়া বা যে স্থানে কিছু বসাইতে হইবে, সেখানে চিহ্ন বসাইয়া কম্পোজ-করা বিষয়ের পাশে লিখিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।]

হেডিং···ধর্ম্ম ও ঈশ্বর—w. f. (wrong fount), 'ও' অক্ষর অন্য ধরনের হইয়াছে, ঠিক অক্ষর বসাও।

১ম লাইন···১। অণুর 'ণু' অক্ষর ভাঙ্গা; ভাঙ্গা অক্ষর বদলাইয়া ভাল অক্ষর দাও। ২। স্পেস উঠিয়াছে; নীচে নামাইয়া দাও।

২য় লাইন···'ই' অক্ষর ভাঙ্গা; ভাঙ্গা অক্ষর বদলাইয়া ভাল অক্ষর দাও।

৩য় লাইন···১। 'ধরণীর' ও 'মত' শব্দ দুইটি ফাঁক করিয়া বসাও। ২। 'অসংখ্য' ও 'গ্রহ' এর মধ্যে '-' বসাও।

৪র্থ লাইন···১। 'কল্পনাতীত' ও 'থাকিয়া'র মাঝে 'দূরে' কথাটি বসাও। ২। 'মহা' কথাটির 'ম' উলটাইয়া গিয়াছে, ঠিক করিয়া বসাও।

৫ম লাইন···১। সমান লাইন (range) কর। ২। 'ছ' বসাও। ৩। 'বব' তুলিয়া 'র্ব্ব' বসাও। ৪। w. f. (wrong fount), 'সর্ব্বকালে' অন্য ধরনের হরফ হইয়াছে, এক ধরনের হরফ হইবে।

৬ষ্ঠ লাইন···পূর্ব্বের লাইনের সহিত সমান (range) কর।

৭ম লাইন···১। "তুলিয়া 'বসাও। ২। 'ন' স্থানে 'ন্' বসাও। ৩। w. f. হইয়াছে; ঠিক অক্ষর বসাও।

৮ম লাইন···১। (See copy)—ছাড় পড়িয়াছে, কপি দেখিয়া বসাও। ২। N. P. (New Para) নূতন প্যারা কর। ৩। 'র' অক্ষরটি নামিয়া গিয়াছে; সমান কর।

৯ম লাইন···১। পূর্ব্বের লাইনের সহিত সমান (range) কর। ২। 'ন' বসাও। ৩। 'পরক' শব্দ d (delete) তুলিয়া দাও।

১০ম লাইন···'ে' মাঝের একার বসাও।

১১শ লাইন···১। পূর্ব্বের লাইনের সহিত সমান (range) কর। ২। Stet (let it stand), ভুল করিয়া কাটা হইয়াছে, যাহা ছিল তাহাই থাকিবে।

১২শ লাইন ··১। 'ম' অক্ষর ভাঙ্গা; ভাল অক্ষর বসাও। ২। 'া' মাঝের আকার বসাও।

১২শ ও ১৩শ লাইন ··run on, 'কেহ' শব্দে নূতন প্যারা হইবে না। দুইটি প্যারা একত্র কর।

১৩শ লাইন···'ে' মাঝের একার বসিয়াছে; 'ে' পাশের একার বসাও।

১৪শ লাইন ··' ' স্থলে '—' ড্যাস বসাও।

১৪শ ও ১৫শ লাইনের মধ্যে d. l. (delete lead), বেশী লেড পড়িয়াছে; সমান লেড দাও।

১৫শ লাইন···১। ' এর স্থলে " বসাও। ২। '-' বসাও।

১৬শ লাইন···" ঊর্দ্ধ ডবল কমা তুলিয়া দাও।

১৭শ লাইন···'m' অক্ষরটি বড় হাতের 'M' বসাও।

১৮শ লাইন···১। l. c. (lower case), 'G' অক্ষরটি ছোট হাতের বসাও। ২। 'the' শব্দটি বসাও। ৩। tr. (transfer), 'knows' কথাটি 'man'-এর পর বসাও। ৪। Rom (Roman), 'man' শব্দটি মোটা হরফের হইয়াছে; সমান হরফ কর।

১৯শ লাইন···১। 'Or' ও 'can'-শব্দ দুইটি ফাঁক করিয়া বসাও। ২। 'know'এর পর ফুলষ্টপ বসাও। ৩। 'া' মাঝের আকার বসাও।

২০শ লাইন···১। 'র' তুলিয়া দাও। ২। '—' ড্যাস বসাও। ৩। 'ন' তুলিয়া 'ম' বসাও। ৪। "ঊর্দ্ধ ডবল কমা তুলিয়া দাও।

২১শ লাইন···১। N. P. (New Para) নূতন প্যারা হইবে। ২। '(' এর পর ফাঁক দিতে হইবে। ৩। l. c. (lower case), ছোট অক্ষরের 'r' বসাও। ৪। ')' বসাও। ৫। 'বলি' ও 'য়াছেন'-এর মধ্যে ফাঁক জুড়িয়া দাও।

২১শ ও ২২শ লাইনের মধ্যে (lead in) লেড্ কম হইয়াছে; সমান লেড্ দাও।

২২শ লাইন···১। 'a' স্থলে বড় 'A' বসাও। ২। 'e' বসাও। ৩। Rom (Roman), ইটালিকস হইয়াছে; রোমান বসাও। ৪। 'e' বসাও। ৫। 'e' বসাও।

২৩শ লাইন···'ে' পাশের একার মোটা হরফের পড়িয়াছে; রোমান হরফের 'ে' পাশের একার বসাও।

২৪শ লাইন···১। 'য' বসাও। ২। 'ধারণা' কথা বসাও।

প্রুফ সংশোধিত হইবার পর

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর

এই ধরণীর স্থলে জলে অণু-পরমাণুর আকারে লক্ষ লক্ষ জীব মানবেন্দ্রিয়ের চির-অলক্ষ্যে রহিয়াছে, এই ধরণীর মত সুবৃহৎ অসংখ্য-গ্রহ-সমন্বিত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ দূরে—কল্পনাতীত দূরে থাকিয়া সীমাহীন মহা-ব্যোমে বিচরণ করিতেছে। মানুষ সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে অন্তরের সমগ্র শক্তি দিয়া এই অতি বিচিত্র মহা-ব্যোমের 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' স্রষ্টাকে বুঝিতে চাহিয়াছে, দেহে মনে অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া যুগে যুগে মনীষিগনে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু মনীষী ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে নানা রূপ দিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, "বেদপ্রমাণকং শ্রেয়ঃসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্মঃ।"—বেদবিহিত শ্রেয়ঃসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মই ধর্ম্ম। কেহ বলিয়াছেন, "আচার-প্রভবো ধর্ম্মঃ।"—যাহা অনুষ্ঠান-মূলক তাহাই ধর্ম্ম।

মার্টিন লুথার (Martin Luther) বলিয়াছেন, "God means good and means the best that man knows or can know."—ঈশ্বর কল্যাণময় এবং মানবের জ্ঞাত ও জ্ঞেয়—সব কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন, "Absolute cannot be known yet the idea of the Absolute is a positive idea."—ঈশ্বরকে জানা যায় না বটে কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা স্থির ধারণা।

সমাপ্ত